Compiled according to :

**Thesaurus Liturgiae Horarum Monasticae**

Bible texts from পবিত্র বাইবেল - জুবিলী বাইবেল

Patristric texts translated from original Latin and Greek sources

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2018-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

Pro Manuscripto

First digital edition : September 14, 2018

Version 1.4 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে  ক্লিক করুন।

# সন্ন্যাস
# প্রাহরিক উপাসনা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

# সূচীপত্র


সঙ্কেতাবলি ভূমিকা পঞ্জিকা

আগমনকাল

জন্মোৎসবকাল

চল্লিশাকাল

পুণ্য সপ্তাহ

পবিত্র পাস্কা দিবসত্রয়

পাস্কাকাল

সাধারণকাল

সমাপনী অনুষ্ঠান

সাধুসাধ্বীর পর্বচক্র

সাধারণ ব্যবস্থা

মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা

সামসঙ্গীত-মালা ও গীতিকামালা

জাগরণীর জন্য পাঠসংগ্রহ

পরিশিষ্ট

ঐশকাজ সম্পাদন বিষয়ক নির্দেশনামা

# অনুষ্ঠানের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

# সঙ্কেতাবলি

## পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

বিচারক (বিচারকগণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

২ শামু (শামুয়েল ২য় পুস্তক)

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

১ বংশ (বংশাবলি ১ম পুস্তক)

২ বংশ (বংশাবলি ২য় পুস্তক)

নেহে (নেহেমিয়া)

১ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত ১ম পুস্তক)

২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীতমালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

উপ (উপদেশক)

পরমগীত (পরম গীত)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন-সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

বিলাপ (বিলাপ-গাথা)

এজে (এজেকিয়েল)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

হাবা (হাবাকুক)

জেফা (জেফানিয়া)

জাখা (জাখারিয়া)

মালা (মালাখি)

## নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ পি (পিতরের ১ম পত্র)

২ পি (পিতরের ২য় পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

২ যোহন (যোহনের ২য় পত্র)

৩ যোহন (যোহনের ৩য় পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

## অন্যান্য সঙ্কেতের অর্থ

℣ পদের প্রথম অংশ। আবার, শ্লোক ক্ষেত্রে চিহ্নটি পরিচালকের অংশ নির্দেশ করে।

℟ পদের দ্বিতীয় অংশ। আবার, অন্যান্য ক্ষেত্রে চিহ্নটি উত্তর নির্দেশ করে।

† (গানের সময়) তেমন চিহ্নে চিহ্নিত পংক্তি পরবর্তী পংক্তির অংশ বলে বিবেচনাযোগ্য।

* -ধুয়ো ক্ষেত্রে এ চিহ্ন পর্যন্ত কেবল পরিচালক পাঠ বা গান করেন।

-আবার, শ্লোক ক্ষেত্রে এ চিহ্ন একটি পংক্তির বিভাগ নির্দেশ করে।

ধুয়ো শেষে ব্রেকেটের মধ্যকার ‘আল্লেলুইয়া’ কেবল পাস্কাকালেই বলতে হবে।

# ভূমিকা

বিবিধ অনুষ্ঠানের কাঠামো

অনুষ্ঠানাদির সূচনা

অনুষ্ঠানাদির বিদায়

উপাসনা-বর্ষের তালিকা

## সাধুসাধ্বীর মহাপর্ব, পর্ব ও স্মরণে স্বীয় স্বীয় ব্যবস্থা

### মহাপর্ব

১। সাধুসাধ্বীর বিশেষ এবং (প্রয়োজন হলে) সাধারণ ব্যবস্থাই অবশ্য পালনীয়।

২। প্রাহরিক উপাসনা ১ম সন্ধ্যারতি নিয়ে শুরু হয়।

৩। জাগরণীতে ৩টি পর্ব পালনীয়। নিশিজাগরণী অনুষ্ঠিত না হলে সমাপনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে।

৪। ১ম ও ২য় সন্ধ্যারতির পরবর্তী সমাপনী অনুষ্ঠান রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

### পর্ব

১। সাধুসাধ্বীর বিশেষ এবং (প্রয়োজন হলে) সাধারণ ব্যবস্থাই অবশ্য পালনীয়।

২। যথাস্থানে উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া পর্বের ১ম সন্ধ্যারতি নেই।

৩। জাগরণীতে ৩টি পর্ব পালনীয়। নিশিজাগরণী অনুষ্ঠিত না হলে সমাপনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে।

### স্মরণ

১। জাগরণী, প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা এইরূপ :

ক। যথাস্থানে উল্লিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া ধুয়োসহ সামসঙ্গীতমালার ব্যবস্থা সপ্তাহের দিনটির ব্যবস্থা অনুসারে।

খ। আহ্বান সঙ্গীতের ধুয়ো, স্তোত্র, সংক্ষিপ্ত পাঠ, জাখারিয়া ও কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো এবং মিনতি নিবেদন বিশেষ হলে, সেগুলোই ব্যবহারযোগ্য। বিশেষ না হলে, তবে সাধারণ ব্যবস্থা কিংবা সপ্তাহের দিনটির বিবিধ অংশগুলি ব্যবহারযোগ্য।

গ। জাগরণীতে দু'টো পর্ব পালনীয়। ১ম পর্বের পাঠ সপ্তাহের দিনটি অনুসারে; ২য় পর্বে বিশেষ শ্লোকসহ বিশেষ পাঠ থাকলে, তবে সেটাই ব্যবহারযোগ্য; অন্যথা সাধারণ ব্যবস্থার শ্লোকসহ সপ্তাহের দিনটির ২য় পাঠ ব্যবহারযোগ্য। সুসমাচার ঘোষণা, 'প্রশংসার যোগ্য' ও 'তুমি ঈশ্বর' স্তোত্র বাতিল।

ঘ। সমাপন প্রার্থনা বিশেষ।

২। পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহর সপ্তাহের দিনটির ব্যবস্থা অনুসারে।

৩। রবিবার, মহাপর্ব ও পর্বে ছাড়া ১৭-২৪শে ডিসেম্বর, ভস্মবুধবার, পুণ্য সপ্তাহ এবং জন্মোৎসবের ও পাস্কার অষ্টাহব্যাপীও কোন স্মরণ পালন করা যায় না।

৪। উপরোল্লিখিত কালে বিশেষ কারণবশত কোন স্মরণ পালিত হলে, ব্যবস্থা এরূপ:

ক। জাগরণীতে শ্লোকসহ সপ্তাহের দিনটির ২য় পাঠ শেষে, শ্লোকসহ স্মরণের বিশেষ পাঠটাও যোগ দেওয়া হয়। সমাপন প্রার্থনা বিশেষ।

খ। প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতিতে সপ্তাহের দিনটির সমাপন প্রার্থনায় স্মরণের বিশেষ (কিংবা সাধারণ) ধুয়ো ও সমাপন প্রার্থনা যোগ দেওয়া হয়।

# বিবিধ অনুষ্ঠানের কাঠামো

## ১। জাগরণী

ক। এ অনুষ্ঠান দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

সূচনা : প্ হে প্রভু, খুলে দাও ⋯ (নিচে দ্রঃ)

আহ্বান সঙ্গীত

খ। এ অনুষ্ঠান দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

সূচনা : প্ দোহাই পরমেশ্বর ⋯ (নিচে দ্রঃ)

স্তোত্র

১ম ও ২য় পর্ব

ধুয়োসহ সামসঙ্গীতমালা

পদ

শ্লোকসহ প্রথম / দ্বিতীয় পাঠ

যাচনামালা (কেবলমাত্র সাধারণকালীন সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে)

৩য় পর্ব (মহাপর্ব, পর্ব ও রবিবারে)

ধুয়োসহ পুরাতন নিয়মের গীতিকামালা

পদ

‘তুমি ঈশ্বর’ স্তোত্র

সুসমাচার ঘোষণা (ঘোষণা শেষে, উ আমেন)

‘প্রশংসার যোগ্য’ স্তোত্র

‘আসুন, প্রার্থনা করি’, ও দীর্ঘ শেষাংশ সহ (নিচে দ্রঃ) সমাপন প্রার্থনা

বিদায় (নিচে দ্রঃ)

জাগরণীতে দু'টো পর্ব মাত্র থাকলে, তবে সমাপন প্রার্থনা ও বিদায় ২য় পর্ব শেষেই স্থান পায়। যখন যাচনামালা বলা হয়, তখন সমাপন প্রার্থনার আগে 'এসো, প্রার্থনা করি' বাতিল।

## ২। প্রভাতী বন্দনা

ক। এ অনুষ্ঠান দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

সূচনা : প্র হে প্রভু, খুলে দাও ... (নিচে দ্রঃ)

আহ্বান সঙ্গীত

খ। এ অনুষ্ঠান দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

সূচনা : প্র দোহাই পরমেশ্বর ... (নিচে দ্রঃ)

স্তোত্র

ধুয়োসহ সামসঙ্গীতমালা ও পুরাতন নিয়মের গীতিকা

শ্লোকসহ সংক্ষিপ্ত পাঠ

ধুয়োসহ জাখারিয়ার গীতিকা (নিচে দ্রঃ)

মিনতি নিবেদন

প্রভুর প্রার্থনা

দীর্ঘ শেষাংশ সহ (নিচে দ্রঃ) সমাপন প্রার্থনা

বিদায় (নিচে দ্রঃ)

## ৩। পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহর

সূচনা : প্র দোহাই পরমেশ্বর ... (নিচে দ্রঃ)

স্তোত্র

ধুয়োসহ সামসঙ্গীতমালা

পদসহ সংক্ষিপ্ত পাঠ

সংক্ষিপ্ত শেষাংশ সহ (নিচে দ্রঃ) সমাপন প্রার্থনা

বিদায় (নিচে দ্রঃ)

## সন্ধ্যারতি

সূচনা : প্র দোহাই পরমেশ্বর ... (নিচে দ্রঃ)

স্তোত্র

ধুয়োসহ সামসঙ্গীতমালা ও নূতন নিয়মের গীতিকা

শ্লোকসহ সংক্ষিপ্ত পাঠ

ধুয়োসহ কুমারী মারীয়ার গীতিকা (নিচে দ্রঃ)

মিনতি নিবেদন

প্রভুর প্রার্থনা

দীর্ঘ শেষাংশ সহ (নিচে দ্রঃ) সমাপন প্রার্থনা

বিদায় (নিচে দ্রঃ)

## সমাপনী অনুষ্ঠান

সূচনা : *প্র* দোহাই পরমেশ্বর … (নিচে দ্রঃ)

মন-পরীক্ষা

ক্ষমা-প্রার্থনা

স্তোত্র

সামসঙ্গীতমালা

শ্লোকসহ সংক্ষিপ্ত পাঠ

ধুয়োসহ শিমেয়োনের গীতিকা

সংক্ষিপ্ত শেষাংশ সহ (নিচে দ্রঃ) সমাপন প্রার্থনা

বিদায়

কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে সমাপনী গীতি

## সমাপন প্রার্থনার শেষাংশ

সমাপন প্রার্থনাগুলোর দুই প্রকার শেষাংশ আছে: জাগরণী, প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতির জন্য **দীর্ঘ শেষাংশ**, এবং পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহরের জন্য **সংক্ষিপ্ত শেষাংশ**।

## দীর্ঘ শেষাংশ (জাগরণী, প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতি)

*ক। পিতার কাছে নিবেদিত প্রার্থনা (যিশু নাম উল্লিখিত নয়)।*

তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

*খ। পিতার কাছে নিবেদিত প্রার্থনা (যিশু নাম উল্লিখিত)।*

পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

*গ। যিশুর কাছে নিবেদিত প্রার্থনা।*

পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি ঈশ্বররূপে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## সংক্ষিপ্ত শেষাংশ (পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহর)

*ক। পিতার কাছে নিবেদিত প্রার্থনা (যিশু নাম উল্লিখিত নয়)।*

তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা।

*খ। পিতার কাছে নিবেদিত প্রার্থনা (যিশু নাম উল্লিখিত)।*

তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

*গ। যিশুর কাছে নিবেদিত প্রার্থনা।*

তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

পুস্তকটা আরও বেশি দীর্ঘতর না করার জন্য প্রায়ই দীর্ঘ শেষাংশ দেওয়া হয়ে থাকে। তাই এমনটা হলে যে, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহরে নির্দিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সংক্ষিপ্ত শেষাংশ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

# অনুষ্ঠানাদির সূচনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠান

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

(যদি অডিও আইকোন না দেখতে পান এখানে ক্লিক করুন)।

এবং পর পরেই আহ্বান সঙ্গীত সম্পাদিত হয়।

## অন্যান্য অনুষ্ঠান

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

চল্লিশাকালে 'আল্লেলুইয়া' বর্জনীয়।

(যদি অডিও আইকোন না দেখতে পান এখানে ক্লিক করুন)।

# অনুষ্ঠানাদির বিদায়

## জাগরণী এবং পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ প্রহরে

প্র এসো, প্রভুকে বলি ধন্য।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

## প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতিতে

প্র প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।

উ তোমারও সঙ্গে থাকুন।

প্র এসো, প্রভুকে বলি ধন্য।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

প্র ঐশ সহায়তা আমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।

উ আমাদের অনুপস্থিত ভাইদের মাঝেও বিরাজ করুক। আমেন।

(যদি অডিও আইকোন না দেখতে পান এখানে ক্লিক করুন)।

ভস্মবুধবারের পূর্ববর্তী মঙ্গলবারের সন্ধ্যারতিতে এবং পাস্কা রবিবার থেকে ২য় রবিবার পর্যন্ত **প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতিতে** নিম্নের বিদায় বাণী প্রযোজ্য :

প্র প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।

উ তোমারও সঙ্গে থাকুন।

প্র এসো, প্রভুকে বলি ধন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র ঐশ সহায়তা আমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।

উ আমাদের অনুপস্থিত ভাইদের মাঝেও বিরাজ করুক। আমেন।

পুরোহিত বা পরিসেবক থাকলে, তবে :

℣ প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।

℟ তোমারও সঙ্গে থাকুন।

℣ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

℟ আমেন।

অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত হলে, তবে :

প্রভু আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং সকল অনর্থ থেকে রক্ষা করে অনন্ত জীবনে চালনা করুন। আমেন।

# উপাসনা-বর্ষের তালিকা

২০১৮ খ বর্ষ

২০১৯ গ বর্ষ

২০২০ ক বর্ষ

২০২১ খ বর্ষ

২০২২ গ বর্ষ

২০২৩ ক বর্ষ

২০২৪ খ বর্ষ

২০২৫ গ বর্ষ

২০২৬ ক বর্ষ

২০২৭ খ বর্ষ

২০২৮ গ বর্ষ

২০২৯ ক বর্ষ

২০৩০ খ বর্ষ

২০৩১ গ বর্ষ

২০৩২ ক বর্ষ

২০৩৩ খ বর্ষ

২০৩৪ গ বর্ষ

২০৩৫ ক বর্ষ

২০৩৬ খ বর্ষ

২০৩৭ গ বর্ষ

২০৩৮ ক বর্ষ

২০৩৯ খ বর্ষ

২০৪০ গ বর্ষ

# প্রত্যহ ব্যবহৃত গীতিকাদ্বয়

## জাখারিয়ার গীতিকা (লুক ১:৬৮-৭৯)

ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
কারণ আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন, সাধন করেছেন তাদের মুক্তিকর্ম,
এবং তাঁর দাস দাউদের কুলে
আমাদের জন্য ঘটিয়েছেন এক ত্রাণশক্তির জাগরণ,

যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন,
আমাদের শত্রুদের ও সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে পরিত্রাণের কথা :
আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি দয়া করবেন
আর তাঁর পবিত্র সন্ধির কথা স্মরণে রাখবেন,

সেই যে শপথ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন আমাদের পিতা আব্রাহামের প্রতি :
আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে
আমরা যেন নির্ভয়ে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে
তাঁর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের সমস্ত দিন।

আর তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে,
কারণ প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে,
তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে
তাদের পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা,

আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,
যে দয়ায় উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন
তাদেরই আলো দিতে, যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
আমাদের চরণ চালিত করতে শান্তির পথে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা (লুক ১:৪৬-৫৫)

প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,
কারণ তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে ;

কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান, পবিত্রই তাঁর নাম ;
আর যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে ;

ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত ;
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।

আপন দয়া স্মরণ ক'রে
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,
যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।

# পঞ্জিকা

‘স্মরণ’ উল্লেখ না থাকলে, অনুষ্ঠানটি ঐচ্ছিক স্মরণ।

## জানুয়ারী

১ জন্মোৎসব-অষ্টাহের অষ্টম দিবস : পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়া - মহাপর্ব

২ মহাপ্রাণ সাধু বাসিল ও নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি - স্মরণ

৩ ‘যিশু’ পবিত্রতম নাম

৪

৫

৬

৭ সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্ট, পুরোহিত

৮

৯

১০ নিসার সাধু গ্রেগরি, বিশপ

১১

১২

১৩ সাধু হিলারিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

১৪

১৫ **সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস** - পর্ব

১৬

১৭ সাধু আন্তনি, মঠাধ্যক্ষ - স্মরণ

১৮

১৯

২০ সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর

২০ সাধু সেবাস্তিন, সাক্ষ্যমর

২১ সাধ্বী আগ্নেস, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২২ সাধু ভিনসেণ্ট, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

২৩

২৪ সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

**২৫ প্রেরিতদূত সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস-জাগরণ - পর্ব**

২৬ সাধু রবার্ট, আলবারিক ও স্তেফান

২৭ সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ

২৭ সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, চিরকুমারী

২৮ আকুইনোর সাধু টমাস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২৯

৩০

৩১ সাধু জন বস্কো, পুরোহিত - স্মরণ

৬ই জানুয়ারী অথবা ২রা জানুয়ারীর পরবর্তী রবিবার : প্রভুর আত্মপ্রকাশ - **মহাপর্ব**

আত্মপ্রকাশ মহাপর্বের পরবর্তী রবিবার : প্রভুর বাপ্তিস্ম - **পর্ব**

## ফেব্রুয়ারী

১

২ **মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন** - পর্ব

৩ সাধু ব্লেস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

৩ সাধু আঁসগার, বিশপ

৪

৫ সাধ্বী আগাথা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

৬ সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

৭

৮ সাধু যেরোম এমিলিয়ান

৮ সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, চিরকুমারী

৯

১০ **সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী** - পর্ব

১১ আনিয়ানের সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

১১ লুর্দ তীর্থের ধন্যা মারীয়া

১২

১৩

১৪ মঠাশ্রমী সাধু সিরিল ও বিশপ সাধু মেথোদিউস - স্মরণ

১৫

১৬

১৭ মারীয়াসেবক সঙ্ঘের সপ্ত সাধু প্রতিষ্ঠাতা

১৮

১৯

২০

২১ সাধু পিতর দামিয়ান, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

২২ **প্রেরিতদূত সাধু পিতরের ধর্মাসন** - পর্ব

২৩ সাধু পলিকার্প, বিশপ ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

## মার্চ

১

২

৩

৪ সাধু কাসিমির

৫

৬

৭ সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

৮ দেবদাস সাধু জন, ধর্মব্রতী

৯ সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানা, ধর্মব্রতিনী

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭ সাধু পাট্রিক, বিশপ

১৮ যেরুশালেমের সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**১৯ সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী - মহাপর্ব**

২০

**২১ আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ - পর্ব**

২২

২৩ সাধু তুরিবিয়াস দ্য মন্গ্রভেজো, বিশপ

২৪

**২৫ প্রভুর আগমন সংবাদ - মহাপর্ব**

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

## এপ্রিল

১

২ পাওলার সাধু ফ্রান্সিস, বিজনাশ্রমী

৩

৪ সাধু ইসিদোর, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

৫ সাধু ভিনসেণ্ট ফেরের, পুরোহিত

৬

৭ সাধু জন বাপ্তিষ্ট দ্য লা সাল, পুরোহিত - স্মরণ

৮

৯

১০

১১ সাধু স্তানিস্লাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

১২

১৩ পোপ সাধু প্রথম মার্টিন, সাক্ষ্যমর

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১ সাধু আনসেলমো, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২২

২৩ সাধু আদালবার্ট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

২৩ সাধু জর্জ, সাক্ষ্যমর

২৪ সিগমারিঙ্গেনের সাধু ফিদেলিস, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

২৫ **সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা** - পর্ব

২৬

২৭

২৮ সাধু পিতর শানেল, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

২৮ সাধু লুইস মারীয়া গ্রিনিওঁ দ্য মন্টফোর্ট, পুরোহিত

২৯ সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা - স্মরণ

৩০ পোপ সাধু পঞ্চম পিউস

## মে

১ আদর্শ কর্মী সাধু যোসেফ

২ সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

৩ **সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত** - পর্ব

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১ সাধু অদো, মাইওলুস, অদিলো, হুগো ও পূজনীয় পিতর - স্মরণ

১২ সাধু নেরেউস ও আখিলেউস, সাক্ষ্যমর

১২ সাধু পানক্রাস, সাক্ষ্যমর

১৩ ফাতিমা তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

১৪ **সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত** - পর্ব

১৫ সাধু পাখোমিওস, মঠাধ্যক্ষ - স্মরণ

১৬

১৭

১৮ পোপ সাধু প্রথম জন, সাক্ষ্যমর

১৯ সাধু পিতর চেলেস্তিনুস, পোপ ও বিজনাশ্রমী

২০ সিয়েনার সাধু বার্নাডিন, পুরোহিত

২১ সাধু খ্রিষ্টফার মাগালানেস, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

২২ কাশার সাধ্বী রীতা, ধর্মব্রতিনী

২৩

২৪

২৫ মাননীয় সাধু বীড, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২৫ পোপ সাধু সপ্তম গ্রেগরি

২৫ সাধ্বী মাগ্দালেনা দ্য পাজ্জি, চিরকুমারী

২৬ সাধু ফিলিপ নেরি, পুরোহিত - স্মরণ

২৭ ক্যান্টারবেরির সাধু আগস্তিন, বিশপ - স্মরণ

২৮

২৯ পোপ সাধু ষষ্ঠ পল

৩০

**৩১ ধন্যা কুমারী মারীয়ার শুভসাক্ষাৎ - পর্ব**

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম সোমবার : মণ্ডলীর মাতা ধন্যা কুমারী মারীয়া - স্মরণ

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম রবিবার : **পরমপবিত্র ত্রিত্ব - মহাপর্ব**

পরমপবিত্র ত্রিত্বের পরবর্তী বৃহস্পতিবার বা রবিবার : **খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত - মহাপর্ব**

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী ২য় রবিবারের পরবর্তী শুক্রবার : **পরমারাধ্য যিশুহৃদয় - মহাপর্ব**

যিশুহৃদয়ের পরবর্তী শনিবার : নির্মলহৃদয়া ধন্যা কুমারী মারীয়া - স্মরণ

## জুন

১ সাধু যুস্তিনুস, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২ সাধু মার্কেলিনুস ও পিতর, সাক্ষ্যমর

৩ সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

৪

৫ সাধু বনিফাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

৬ সাধু নরবার্ট, বিশপ

৭

৮

৯ সাধু এফ্রেম, পরিসেবক ও মণ্ডলীর আচার্য

১০

১১ সাধু বার্নাবাস, প্রেরিতদূত - স্মরণ

১২

১৩ পাদুয়ার সাধু আন্তনি, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯ সাধু রমুয়াল্ড, মঠাধ্যক্ষ

২০

২১ সাধু আলুইস গঞ্জাগা, ধর্মব্রতী - স্মরণ

২২ নোলার সাধু পাউলিনুস, বিশপ

২২ বিশপ সাধু জন ফিশার ও সাধু টমাস মোর, সাক্ষ্যমর

২৩

২৪ **বাপ্তিস্মদাতা সাধু সাধু যোহনের জন্মতিথি** - মহাপর্ব

২৫

২৬

২৭ আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

২৮ সাধু ইরেনেউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

**২৯ প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল - মহাপর্ব**

৩০ রোম মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরবৃন্দ

## জুলাই

১

২

৩ **সাধু থোমাস, প্রেরিতদূত** - পর্ব

৪ পোর্তুগালের সাধ্বী এলিশাবেথ

৫ সাধু আন্তনি-মেরী জাখারিয়া, পুরোহিত

৬ সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

৭

৮

৯ সাধু আগস্তিন জাও রং, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

১০

১১ **আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ** - মহাপর্ব

১২ সাধু জন গুয়ালবের্ট, মঠাধ্যক্ষ

১৩ সাধু হেনরি

১৪ সাধু কামিলুস দ্য লেলিস, পুরোহিত

১৫ সাধু বনাভেন্তুরা, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

১৬ কার্মেল রানী মারীয়া

১৭

১৮

১৯

২০ সাধু আপল্লিনারিস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

২১ ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্স, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

২২ **সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা** - পর্ব

২৩ সাধ্বী ব্রিজিতা, ধর্মব্রতিনী

২৪ সাধু খার্বেল মাখলুফ, পুরোহিত

২৫ **সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত** - পর্ব

২৬ সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না - স্মরণ

২৭

২৮

২৯ সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজার - স্মরণ

৩০ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

৩১ সাধু ইগ্নাস লয়োলা, পুরোহিত - স্মরণ

## আগষ্ট

১ সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগোরি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২ ভের্চেলির সাধু এউসেবিউস, বিশপ

২ সাধু পিতর জুলিয়ান এইমার্ড, পুরোহিত

৩

৪ সাধু জন-মেরী ভিয়ানে, পুরোহিত - স্মরণ

৫ ‘পবিত্রা মারীয়া’ মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

**৬ প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর - পর্ব**

৭ পোপ সাধু দ্বিতীয় সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

৭ সাধু কাজেতান, পুরোহিত

৮ সাধু দমিনিক, পুরোহিত - স্মরণ

৯ ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

**১০ সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর - পর্ব**

১১ সাধ্বী ক্লারা, চিরকুমারী - স্মরণ

১২ সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, ধর্মব্রতিনী

১৩ পোপ সাধু পন্তিয়ানুস ও পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস, সাক্ষ্যমর

১৪ সাধু মাক্সিমিলিয়ান মারীয়া কলবে, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

**১৫ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন - মহাপর্ব**

১৬ হাঙ্গেরীর সাধু স্তেফান

১৭

১৮

১৯ সাধু বার্নার্ড দ্য তলমেই, মঠাধ্যক্ষ

১৯ সাধু জন ইউডিস, পুরোহিত

২০ সাধু বার্নার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২১ পোপ সাধু দশম পিউস - স্মরণ

২২ বিশ্বরানী ধন্যা কুমারী মারীয়া - স্মরণ

২৩ লিমার সাধ্বী রোজী, চিরকুমারী

২৪ **সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত** - পর্ব

২৫ সাধু লুইস

২৫ সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, পুরোহিত

২৬

২৭ সাধ্বী মণিকা - স্মরণ

২৮ সাধু আগস্তিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

২৯ বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের সাক্ষ্যমরণ - স্মরণ

৩০

৩১

## সেপ্টেম্বর

১

২

৩ **মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য** - পর্ব

৪

৫

৬

৭

৮ **ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি** - পর্ব

৯ সাধু পিতর ক্লাভের, পুরোহিত

১০

১১

১২ ‘মারীয়া’ পবিত্রতম নাম

১৩ সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

১৪ **পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন** - পর্ব

১৫ শোকার্ত জননী মারীয়া - স্মরণ

১৬ পোপ সাধু কর্নেলিউস ও বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

১৭ সাধ্বী ইল্ডেগার্ড, চিরকুমারী

১৭ সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

১৮

১৯ সাধু যানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

২০ সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং, পল চং হাসাং, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২১ **সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা** - পর্ব

২২

২৩ পিয়েত্রেল্চিনার সাধু পিউস, পুরোহিত - স্মরণ

২৪

২৫ ধন্য যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমে, বিশপ - স্মরণ

২৬ সাধু কোস্মাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমর

২৭ সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল, পুরোহিত - স্মরণ

২৮ সাধু লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

২৮ সাধু ভেন্সেস্লাস, সাক্ষ্যমর

**২৯ মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ - পর্ব**

৩০ সাধু যেরোম, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

## অক্টোবর

১ বালক যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা - স্মরণ

২ পবিত্র রক্ষীদূতবৃন্দ - স্মরণ

৩

৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস - স্মরণ

৫ সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা

৬ সাধু ব্রুনো, নির্জনবাসী - স্মরণ

৭ জপমালা রানী মারীয়া - স্মরণ

৮

৯ বিশপ সাধু ডেনিস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

৯ সাধু জন লেওনার্দি, পুরোহিত

১০

১১ পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জন

১২

১৩

১৪ পোপ সাধু প্রথম কালিস্তুস, সাক্ষ্যমর

১৫ আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা - স্মরণ

১৬ সাধ্বী হেডুইগ, ধর্মব্রতিনী

১৬ সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকক, চিরকুমারী

১৭ আন্তিওখিয়ার সাধু ইগ্নাসিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

**১৮ সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা - পর্ব**

১৯ সাধু জন দ্য ব্রেবাফ ও ইস্হাক যোগ, পুরোহিত ও তাঁদের সাক্ষ্যমর-সঙ্গীরা

১৯ ক্রুশভক্ত সাধু পল, পুরোহিত

২০

২১

২২ পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পল

২৩ কাপেস্ত্রানোর সাধু জন, পুরোহিত

২৪ সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেৎ, বিশপ

২৫

২৬

২৭

২৮ **সাধু শিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত** - পর্ব

২৯

৩০

৩১

## নভেম্বর

১ **নিখিল সাধুসাধ্বী** - মহাপর্ব

২ **পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ**

৩ সাধু মার্টিন দ্য পরেস, ধর্মব্রতী

৪ সাধু চার্লস বরমেয়ো, বিশপ - স্মরণ

৫

৬

৭

৮

৯ **লাতেরান মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ** - পর্ব

১০ মহাপ্রাণ সাধু লিও, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

১১ **তুরের সাধু মার্টিন, বিশপ** - পর্ব

১২ স্তুদিওর সাধু থেওদরস, মঠাধ্যক্ষ

১২ সাধু যোশাফাৎ, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

১৩ **নিখিল সাধু সন্ন্যাসী** - পর্ব

১৪ পরলোকগত সন্ন্যাসীবৃন্দের - স্মরণ

১৫ মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

১৬ সাধ্বী গারট্রুড, চিরকুমারী - স্মরণ

১৭ স্কটল্যান্ডের সাধ্বী মার্গারেট

১৭ হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিশাবেথ, ধর্মব্রতিনী

১৮ সাধু পিতর ও পল মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

১৯ সাধ্বী মেখতিল্ডা, চিরকুমারী

২০

২১ বালিকা মারীয়ার নিবেদন - স্মরণ

২২ সাধ্বী চেচিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২৩ পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্ট, সাক্ষ্যমর

২৪ সাধু কলম্বান, মঠাধ্যক্ষ - স্মরণ

২৫ সাধু আন্দ্রিয় দুং লাক, পুরোহিত, ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর - স্মরণ

২৫ আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

২৬ সাধু সিলভেস্তার, মঠাধ্যক্ষ

২৭

২৮

২৯

৩০ **সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত** - পর্ব

সাধারণকালের শেষ রবিবার : বিশ্বরাজ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট - **মহাপর্ব**

## ডিসেম্বর

১

২

৩ **সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, পুরোহিত** - পর্ব

৪ দামাস্কের সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

৫ সাধু সাবা, মঠাধ্যক্ষ

৬ সাধু নিকোলাস, বিশপ

৭ সাধু আম্ব্রোজ, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

৮ **ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব** - মহাপর্ব

৯ সাধু জন দিয়েগো কুয়াউহ্‌ৎলাতোয়াৎজিন

১০ লরেতো তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

১১ পোপ সাধু প্রথম দামাসুস

১২ গুয়াদালুপে তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

১৩ সাধ্বী লুসী, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর - স্মরণ

১৪ ক্রুশভক্ত সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য - স্মরণ

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১ সাধু পিতর কানিসিউস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

২২

২৩ কেন্তির সাধু জন, পুরোহিত

২৪

২৫ **প্রভুর জন্মোৎসব** - মহাপর্ব

২৬ **সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর** - পর্ব

২৭ **সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা** - পর্ব

২৮ **নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ, সাক্ষ্যমর** - পর্ব

২৯ সাধু টমাস বেকেট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

৩০

৩১ পোপ সাধু প্রথম সিলভেস্তার

প্রভুর জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার, অথবা জন্মোৎসব যদি রবিবারদিনেই পড়ে, তবে ৩০শে ডিসেম্বর : পবিত্র পরিবার পর্ব

# পঞ্চকাল চক্র

উপাসানা-বর্ষ পাঁচটি কালে বিভক্ত, তথা :

**আগমনকাল :** প্রভু যিশু অন্তিমকালে বিচারকর্তা রূপে আসবেন ; আবার, তিনি দু'হাজার বছর আগে এ পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আগমনকাল তাঁর এ দ্বিবিধ আগমনের কথা তুলে ধ'রে মনপরিবর্তনের জন্য আমাদের আহ্বান করে।

**খ্রিষ্টের জন্মোৎসবকাল :** একালে মণ্ডলী প্রভু যিশুর জন্ম-রহস্যের নানা দিক ধ্যান করে।

**চল্লিশাকাল :** মণ্ডলী ৬ সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকার সাধনার মধ্য দিয়ে উপযুক্তভাবে পাস্কাপর্ব পালনের জন্য নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।

**পাস্কাকাল :** খ্রিষ্টবিশ্বাসের মূল বিষয়ই প্রভু যিশুর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার দান। বিশ্বাসী সবাই নব মানুষ রূপে নিজেদের রূপান্তরিত করতে আহূত।

**সাধারণকাল :** ৩৪ সপ্তাহ ধরে মণ্ডলী প্রভু-রহস্যের নানা দিক তুলে ধরে।

# আগমনকাল

১৭-২৪ ডিসেম্বর সূচী

## ১ম–৪র্থ সপ্তাহ

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

## রবিবার

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

৪র্থ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর হলে সেই দিনটির বিশেষ ব্যবস্থাই অনুসরণীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**১ম সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : সেইদিন * পাহাড়পর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে মিষ্টি আঙুররস ;
উপপর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে দুধ ও মধু। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : সিয়োন কন্যা, * মহা উল্লাসে মেতে ওঠ ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : দেখ, * প্রভু আসছেন ; তাঁর সকল পবিত্রজনও আসছেন তাঁর সঙ্গে ;
সেদিন হবে মহাজ্যোতির উদ্ভাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে ;
বনের যত গাছপালা করতালি দেবে ;
কারণ শাসনকর্তা প্রভু
শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : দেখ, * মহানবী আসছেন ;
তিনি যেরুশালেম নবীভূত করবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৫

**২য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : দেখ, * আকাশের মেঘের মঙ্গে
প্রভু মহাপরাক্রমে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের নগরী, * তুমি আমাদের শক্তি !
স্বয়ং পরিত্রাতাই তোমার প্রাচীর, তোমার প্রাকার-বেষ্টনী।
খুলে দাও নগরদ্বার !
পরমেশ্বর যে আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : দেখ, * প্রভু সত্যি আসবেন !
তিনি বিলম্ব করলে তুমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তিনি আসবেন,
দেরি করবেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে ;
বনের যত গাছপালা করতালি দেবে ;
কারণ শাসনকর্তা প্রভু
শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : দেখ, * আমাদের প্রভু মহাশক্তিতে আসবেন ;
তাঁর দাসদের চোখে তিনি জাগাবেন আলো। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৫

**৩য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : প্রভু আসবেন, * আর দেরি করবেন না :
অন্ধকারের গোপনতা তিনি আলোকিত করবেন ;
সর্বজাতির কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম, * আনন্দ কর, মেতে ওঠ !
পরিত্রাতা তোমার কাছে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : আমি * সিয়োনে মঞ্জুর করব পরিত্রাণ,
যেরুশালেমে আমার গৌরব। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * নিচু হবে,
বাঁকা পথ সোজা হবে,
অসমতল রাস্তা হবে সমতল।
এসো, প্রভু, আর দেরি করো না। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : আমি প্রভু ! * আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি,
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না। গীতিকা ১৫

**৪র্থ সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : সিয়োনে তুরি বাজাও, * প্রভুর দিন যে সন্নিকট।
দেখ, তিনি আমাদের ত্রাণ করতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : দেখ, * তিনি আসবেন যিনি সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত ;
প্রভুর গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : অসমতল ভূমি * হোক সমতল,
শৈলশিরা হোক সমভূমি। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু আসছেন ! * তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বল :
'তাঁর উদ্ভব মহান, তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন :
ঈশ্বর, শক্তিশালী, শাসনকর্তা, শান্তিরাজ,
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।' সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : তোমার * সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু,
রাজাসন ছেড়ে পৃথিবীতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ৫:২৩-২৪)

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।

## শ্লোক

প্র আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।
উ আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।
প্র আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ,
উ তোমার কৃপা।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : দেখ, * প্রভুর নাম দূর থেকে আসছে ;
পৃথিবী তাঁর বিভায় পরিপূর্ণ। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : এসো, প্রভু, * আমাদের কাছে শান্তিতে এসে দেখা দাও ;
আমরা যেন নিখুঁত অন্তরে তোমার সামনে আনন্দ করতে পারি। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমার আগে * কোন ঈশ্বর ছিল না,
আমার পরেও অন্য ঈশ্বর থাকবে না।
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : ১৭ই–২৩শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা পালনীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## মিনতি নিবেদন

যারা খ্রিষ্টের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় আছে, তিনি তাদের সকলের জন্য নিত্য আনন্দের উৎস। আসুন, তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*এসো, প্রভু, আর দেরি নয়।*

-হে অনাদি অনন্ত বাণী, তুমি যে বিশ্বসৃষ্টির আগেও পিতার সঙ্গে বিদ্যমান ঈশ্বর, এসো, এ যুগের মানুষকে পরিত্রাণ কর।

-হে বিশ্বস্রষ্টা, যা তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ, তোমার সেই সৃষ্টজীবদের ত্রাণ করতে শীঘ্রই এসো।

-হে আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর, মৃত্যুর অধীন হয়ে সত্যকার মানুষ হতে তুমি তো দ্বিধা করনি ; এসো, প্রভু, মৃত্যুর কবল থেকে আমাদের মুক্ত কর।

-হে মানবত্রাতা, মানুষ যেন পূর্ণমাত্রায় জীবন পেতে পারে এজন্য তুমি এ জগতে এসেছিলে। এসো, তোমার ঐশজীবন আমাদের দান কর।

-হে গৌরবময় প্রভু, তুমি তো সকল মানুষকে তোমার শান্তিরাজ্যে আহ্বান কর। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের উপর তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,

ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : দেখ, * মহাপ্রতাপে আসবেন মহান রাজা।
তিনি সাধন করবেন সর্বজাতির পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ২

২য় ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা ;
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
সিয়োন, ভয় করো না,
কারণ তোমার পরিত্রাণ এবার আসন্ন। সাম ১৮

৩য় ধুয়ো : মহারাজার আগমনে * শুদ্ধ হোক মানবের অন্তর।
আসবেন তিনি, আর দেরি করবেন না। সাম ৩

প্র তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর ;

উ কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ভীরুহৃদয়দের বল :

‘শক্ত হও, ভয় করো না।

দেখ, আমাদের পরমেশ্বর আসছেন ;

তিনি এসে আমাদের করবেন পরিত্রাণ।’ আল্লেলুইয়া। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর, তোমরা সবাই।

দেখ, তোমাদের পরমেশ্বর আসছেন ;

সঙ্গে নিয়ে আসছেন দণ্ড ও পুরস্কার :

তিনি এসে তোমাদের করবেন পরিত্রাণ। সাম ৮৯

৩য় ধুয়ো : দেখ, * শীঘ্রই আসছি, বলছেন প্রভু :

যার যার কর্ম অনুযায়ী দেব প্রতিদান। সাম ৭২

প্র হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;

উ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ সপ্তাহ

## ৩য় পর্ব

১ম সপ্তাহ : সানন্দে চিৎকার কর, * উল্লাস কর, সিয়োন কন্যা,

কারণ আমি আসছি,

আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে,

একথা বলছেন প্রভু।

২য় সপ্তাহ : আসন্ন মেষশাবক বলে * যাঁর কথা যোহন বলেছিলেন,
আমাদের রাজা সেই খ্রিষ্ট আসবেন।

৩য় সপ্তাহ : প্রেরণ কর, প্রভু, * বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

৪র্থ সপ্তাহ : কালের পূর্ণতা * এবার এসে গেছে :
ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন।

## উত্তম পালকরূপে পরাৎপর পরমেশ্বর (গীতিকা ইশা ৪০:১০-১৭)

*দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; সঙ্গে নিয়ে আসছি প্রতিদান* (প্রকাশ ২২:১২)।

দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন,
আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে,
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।

পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল,
শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন;
কোলে করে তাদের বহন করেন,
দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি,
বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?
এক পাত্রে কেবা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা, †
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত,
তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল?

প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ,
কিংবা পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান?

এমন কার্ কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন, †
সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়-পথ,
তাঁকে যেন জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?

সত্যি, দেশগুলি কলসির এক জলবিন্দুরই মত,
তুলাদণ্ডে ধূলিকণার মতই গণ্য তারা;
সত্যি, পাতলা ধুলার মতই
তিনি তুলে ধরেন যত দ্বীপ।

লেবানন যথেষ্ট নয় ইন্ধনের জন্য,
তার যত পশুও যথেষ্ট নয় আহুতির জন্য।
তাঁর সামনে কিছুই তো নয় সকল দেশ,
তাঁর কাছে অসারের চেয়েও অসার আর শূন্যতা বলেই গণ্য তারা।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## বিজয়ী ত্রাণেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগান (গীতিকা ইশা ৪২:১০-১৬)

*পরমেশ্বরের সিংহাসনের সামনে তারা গাচ্ছিল এক নতুন গান* (প্রকাশ ১৪:৩)।

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান;
তাঁর স্তুতিগান করুক সাগর ও তার গভীরে যা কিছু আছে,
দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসী।

মেতে উঠুক প্রান্তর ও তার যত শহর, কেদারের যত বাসস্থান,
শেলা-বাসীরা আনন্দধ্বনি তুলুক, পর্বতচূড়া থেকে চিৎকার করুক।

তারা প্রভুতে আরোপ করুক গৌরব,
দ্বীপগুলিতে প্রচার করুক তাঁর প্রশংসাবাদ।

বীরের মত বেরিয়ে আসছেন প্রভু,
যোদ্ধার মত নিজ উদ্যোগ করেন উত্তেজিত,
জয়ধ্বনি করেন, রণনিনাদ তোলেন,
নিজ বীরত্ব দেখান শত্রুদের উপর।

বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম,
নীরব থাকলাম, নিজেকে সংযত রাখলাম ;
হাঁপ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখন
প্রসবিনী নারীর মত চিৎকার করব।

পর্বত-উপপর্বত উচ্ছন্ন করে দেব,
তাদের ঘাস শুষ্ক করে ফেলব ;
নদনদী দ্বীপপুঞ্জে পরিণত করব,
জলাশয় শুকিয়ে দেব।

আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে,
তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব ;
তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব,
অসমতল ভূমি করব সমতল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুর দাসের মাধ্যমে ঐশপরিত্রাণদান (গীতিকা ইশা ৪৯:৭-১৩)

*এতেই আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে, পরমেশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন, তাঁর দ্বারাই যেন আমরা জীবন পাই* (যোহন ৪:৯)।

যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন:

রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে, †
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,

তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
তুমি যেন বন্দিদের বল, 'বেরিয়ে এসো,'
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, 'আলোতে এসো।'

তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি,

তারা কখনও ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হবে না,
উত্তপ্ত বাতাস ও রোদ তাদের কখনও আঘাত করবে না।

কারণ যিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,
তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন,
তিনি তাদের চালিত করবেন
জলের উৎসধারার কূলে।

আমি সমস্ত পর্বত পথেই পরিণত করব,
আমার রাস্তা সকল উঁচু করা হবে।
ওই দেখ, এরা দূর থেকে আসছে; †
ওই দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে,
আবার ওরা আসুয়ান দেশ থেকে আসছে।

সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ,
আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন,
তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

১ম সপ্তাহ: সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাস কর, সিয়োন কন্যা,
কারণ আমি আসছি,
আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে,
একথা বলছেন প্রভু।

২য় সপ্তাহ: আসন্ন মেষশাবক বলে যাঁর কথা যোহন বলেছিলেন,
আমাদের রাজা সেই খ্রিষ্ট আসবেন।

৩য় সপ্তাহ : প্রেরণ কর, প্রভু, বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

৪র্থ সপ্তাহ : কালের পূর্ণতা এবার এসে গেছে :
ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন।

প্র তাঁর পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে আসবেন প্রভু ;

উ আসবেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।

প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :**

১ম সপ্তাহ : লুক ২৪:১-১২
২য় সপ্তাহ : লুক ২৪:১৩-৩৫
৩য় সপ্তাহ : লুক ২৪:৩৫-৫৩
৪র্থ সপ্তাহ : যোহন ২০:১-১০

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

৪র্থ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর হলে সেই দিনটির বিশেষ ব্যবস্থাই অনুসরণীয়।

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :

সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ:
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**১ম সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো: সেইদিন * পাহাড়পর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে মিষ্টি আঙুররস;
উপপর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে দুধ ও মধু। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো: সিয়োন কন্যা, * মহা উল্লাসে মেতে ওঠ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো: দেখ, * প্রভু আসছেন; তাঁর সকল পবিত্রজনও আসছেন তাঁর সঙ্গে;
সেদিন হবে মহাজ্যোতির উদ্ভাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো: পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে;
বনের যত গাছপালা করতালি দেবে;

কারণ শাসনকর্তা প্রভু

শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : দেখ, * মহানবী আসছেন ;

তিনি যেরুশালেম নবীভূত করবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**২য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : দেখ, * আকাশের মেঘের সঙ্গে

প্রভু মহাপরাক্রমে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের নগরী, * তুমি আমাদের শক্তি !

স্বয়ং পরিত্রাতাই তোমার প্রাচীর, তোমার প্রাকার-বেষ্টনী।

খুলে দাও নগরদ্বার !

পরমেশ্বর যে আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখ, * প্রভু সত্যি আসবেন !

তিনি বিলম্ব করলে তুমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাক,

কারণ তিনি আসবেন,

দেরি করবেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে ;

বনের যত গাছপালা করতালি দেবে ;

কারণ শাসনকর্তা প্রভু

শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : দেখ, * আমাদের প্রভু মহাশক্তিতে আসবেন ;

তাঁর দাসদের চোখে তিনি জাগাবেন আলো। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**৩য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : প্রভু আসবেন, * আর দেরি করবেন না :

অন্ধকারের গোপনতা তিনি আলোকিত করবেন ;

সর্বজাতির কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন।

আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম, * আনন্দ কর, মেতে ওঠ!

পরিত্রাতা তোমার কাছে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমি * সিয়োনে মঞ্জুর করব পরিত্রাণ,

যেরুশালেমে আমার গৌরব। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * নিচু হবে,

বাঁকা পথ সোজা হবে,

অসমতল রাস্তা হবে সমতল।

এসো, প্রভু, আর দেরি করো না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি প্রভু! * আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি,

তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না। সাম ১৫০

**৪র্থ সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : সিয়োনে তুরি বাজাও, * প্রভুর দিন যে সন্নিকট।

দেখ, তিনি আমাদের ত্রাণ করতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : দেখ, * তিনি আসবেন যিনি সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত;

প্রভুর গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : অসমতল ভূমি * হোক সমতল,

শৈলশিরা হোক সমভূমি। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু আসছেন! * তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বল:

'তাঁর উদ্ভব মহান, তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন:

ঈশ্বর, শক্তিশালী, শাসনকর্তা, শান্তিরাজ,

আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।' গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : তোমার * সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু,

রাজাসন ছেড়ে পৃথিবীতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৩:১১-১২)

এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন। কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি।

## শ্লোক

*প্র* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

*উ* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

*প্র* তুমি এই জগতে আগমন করবে।

*উ* আমাদের প্রতি দয়া কর।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

### ১ম সপ্তাহ

ক। মনপরিবর্তন কর!

স্বর্গরাজ্য যে কাছে এসে গেছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ। সুখী সেই দাস,

প্রভু এলে ও দরজায় ঘা দিলে যাকে জাগ্রত পাবেন। গীতিকা

গ। মাথা উচ্চ কর,

কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে। গীতিকা

### ২য় সপ্তাহ

ক। দেখ, * আমি আমার দূত প্রেরণ করছি;

সে তোমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবে। গীতিকা

খ,গ। মরুপ্রান্তরে * এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে:
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর;
আমাদের পরমেশ্বরের জন্য
রাস্তা সমতল কর। গীতিকা

**৩য় সপ্তাহ**

ক। কারারুদ্ধ যোহন * খ্রিষ্টের কর্মের কথা শুনে
নিজ শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন,
'যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি?
না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' গীতিকা

খ। যিনি আমার পরে আসছেন, * তিনি আমার আগেও ছিলেন;
আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। গীতিকা

গ। এসো, * ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি;
সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকি যেন। গীতিকা

১৭ই ডিঃ। দিনটির বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়: ১৭

**৪র্থ সপ্তাহ:** ১৭ই–২৩শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা পালনীয়: ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## মিনতি নিবেদন

যাঁরা আমাদের পরিত্রাণকর্মের সাধক, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাবাদ করি:

*ধন্য পরম ত্রিত্ব।*

-হে পিতা ঈশ্বর, জাখারিয়ার কাছে তুমি এ শুভসংবাদ জানিয়েছিলে যে, মশীহের অগ্রদূত আসছেন; নারীগর্ভে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের মধ্যে যিনি মহান, সেই তিনি শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবেন।

-হে পরম পিতা, এই কালেই এলিশাবেথ মারীয়াকে উদ্দেশ ক'রে গান করেন: এসো, জ্বলন্ত ঝোপ, এসো, প্রভুর প্রসাদপূর্ণা মঞ্জুষা; নারীকুলে তুমি ধন্যা, কারণ তোমার গর্ভফলই ধন্য।

-হে ঈশ্বরপুত্র, মানবদেহ গ্রহণ করে তুমি আমাদের মত মানুষ হতে চাইলে।

-হে মুক্তিদাতা, আজ তোমার বাণী শুনে ও তোমার দেহরক্ত গ্রহণ করে আমরা তোমাকে একান্ত কাছাকাছি পাব।

-হে পবিত্র আত্মা, তোমার উপস্থিতি কুমারী মারীয়াকে এমনভাবে পূর্ণ করেছিল, যার ফলে তিনি ঈশ্বরজননী হয়ে উঠেছিলেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

৪র্থ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর হলে সেই দিনটির বিশেষ ব্যবস্থাই অনুসরণীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [১-৪]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ১৩:১৩-১৪ক)

এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান কর।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

৪র্থ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর হলে সেই দিনটির বিশেষ ব্যবস্থাই অনুসরণীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;
℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।' সাম ১৩৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ থে ৩:১২-১৩)

প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি এবং সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;
*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

৪র্থ রবিবার ২৪শে ডিসেম্বর হলে সেই দিনটির বিশেষ ব্যবস্থাই অনুসরণীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।

আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।' সাম ১১৭, ১৩৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ থে ১:৬, ৭, ১০)

ঈশ্বরের ন্যায্যতা এতেই প্রকাশ পাচ্ছে: তোমরা যারা এখন এত ক্লেশ ভোগ করছ, তিনি আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও আরাম দেবেন সেইদিনে, যেদিন প্রভু যিশু তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আবির্ভূত হবেন, যেদিন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য তিনি আসবেন।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের ’পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**১ম সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : সেইদিন * পাহাড়পর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে মিষ্টি আঙুররস ;
উপপর্বত বেয়ে গড়িয়ে পড়বে দুধ ও মধু। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : সিয়োন কন্যা, * মহা উল্লাসে মেতে ওঠ ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখ, * প্রভু আসছেন ; তাঁর সকল পবিত্রজনও আসছেন তাঁর সঙ্গে ;
সেদিন হবে মহাজ্যোতির উদ্ভাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে ;
বনের যত গাছপালা করতালি দেবে ;
কারণ শাসনকর্তা প্রভু
শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : দেখ, * মহানবী আসছেন ;
তিনি যেরুশালেম নবীভূত করবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

**২য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : দেখ, * আকাশের মেঘের সঙ্গে
প্রভু মহাপরাক্রমে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের নগরী, * তুমি আমাদের শক্তি!
স্বয়ং পরিত্রাতাই তোমার প্রাচীর, তোমার প্রাকার-বেষ্টনী।
খুলে দাও নগরদ্বার!
পরমেশ্বর যে আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখ, * প্রভু সত্যি আসবেন!
তিনি বিলম্ব করলে তুমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তিনি আসবেন,
দেরি করবেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * প্রভুর সামনে তাঁর প্রশংসাগান করবে;
বনের যত গাছপালা করতালি দেবে;
কারণ শাসনকর্তা প্রভু
শাশ্বত রাজ্যে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : দেখ, * আমাদের প্রভু মহাশক্তিতে আসবেন;
তাঁর দাসদের চোখে তিনি জাগাবেন আলো। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

**৩য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : প্রভু আসবেন, * আর দেরি করবেন না:
অন্ধকারের গোপনতা তিনি আলোকিত করবেন;
সর্বজাতির কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম, * আনন্দ কর, মেতে ওঠ!
পরিত্রাতা তোমার কাছে আসছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : আমি * সিয়োনে মঞ্জুর করব পরিত্রাণ,
যেরুশালেমে আমার গৌরব। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : পর্বত-উপপর্বত * নিচু হবে,
বাঁকা পথ সোজা হবে,

অসমতল রাস্তা হবে সমতল।

এসো, প্রভু, আর দেরি করো না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : আমি প্রভু! * আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি,

তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না। গীতিকা ১৬

## ৪র্থ সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : সিয়োনে তুরি বাজাও, * প্রভুর দিন যে সন্নিকট।

দেখ, তিনি আমাদের ত্রাণ করতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : দেখ, * তিনি আসবেন যিনি সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত;

প্রভুর গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : অসমতল ভূমি * হোক সমতল,

শৈলশিরা হোক সমভূমি। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু আসছেন! * তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বল:

'তাঁর উদ্ভব মহান, তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন:

ঈশ্বর, শক্তিশালী, শাসনকর্তা, শান্তিরাজ,

আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।' সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : তোমার * সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু,

রাজাসন ছেড়ে পৃথিবীতে আসবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৪:৪-৫)

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন।

## শ্লোক

℣ আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।

℟ আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।

℣ আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ,

℟ তোমার কৃপা।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপা।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

### ১ম সপ্তাহ

ক। পবিত্র আত্মা * তোমার উপর নেমে আসবেন;
ভয় পেয়ো না, মারীয়া;
কারণ তুমি ঈশ্বরের পুত্রকে গর্ভধারণ করবে।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ। জাগ্রত থাক!
আমাদের পরমেশ্বর প্রভু কাছে এসে গেছেন। গীতিকা

গ। ভয় পেয়ো না, মারীয়া; * তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### ২য় সপ্তাহ

ক। মরুপ্রান্তরে * এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে:
'প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর;
আমাদের পরমেশ্বরের জন্য
রাস্তা সমতল কর।' গীতিকা

খ। আমার পরে * আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসবেন,
যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার আমি যোগ্য নই। গীতিকা

গ। হে মারীয়া, * সুখী তুমি! তুমি যে বিশ্বাস করেছ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### ৩য় সপ্তাহ

ক। ‘যিনি আসছেন, * আপনিই কি সেই ব্যক্তি?
না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’
‘তোমরা যা কিছু শুনেছ ও দেখেছ, তা যোহনকে গিয়ে বল:
অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়
ও দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়।’ আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ,গ। আমার পরে * আমার চেয়ে শক্তিশালী একজন আসবেন,
যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার আমি যোগ্য নই। গীতিকা

১৭ই ডিঃ। দিনটির বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয়: ১৭

**৪র্থ সপ্তাহ:** ১৭ই–২৩শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা পালনীয়: ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## মিনতি নিবেদন

ধন্য পরম পিতা! তিনি প্রাচীনকাল থেকেই মুক্তিদাতার আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন:

*এসো, ইম্মানুয়েল—আমাদের সঙ্গে থাক ঈশ্বর।*

-উল্লাস কর, রাজা দাউদ, কারণ তুমি গান করেছিলে, খ্রিষ্টই ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সেই সর্বোচ্চ রাজা যাঁর সিংহাসন থাকবে চিরকাল।

-উল্লাস কর, নবী মিখা, কারণ তুমি বলেছিলে, ত্রাণকর্তা বেথলেহেমে জন্ম নেবেন; তিনি ঈশ্বরের পরাক্রমেই তাঁর পাল পালন করবেন।

-উল্লাস কর, নবী ইশাইয়া, কারণ তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে: সকল মানুষের নবায়ন সাধন করার জন্য ইম্মানুয়েল কুমারী-গর্ভে জন্ম নিলেন।

-উল্লাস কর, নবী হাবাকুক, কারণ তুমি ভাববাণী দিয়ে বলেছিলে যে, প্রভু পবিত্র পর্বতে আসবেন। আবার তুমি বলেছিলে, ‘তিনি দেরি করলে, তোমরা কিন্তু অপেক্ষা করে থাক, কারণ প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে।’

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার ভক্তদের এমন সদিচ্ছা মঞ্জুর কর তারা যেন শুভকর্মের মালা দিয়ে তোমার আসন্ন খ্রিষ্টকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দৌড়িয়ে চ'লে একদিন তাঁর ডান পাশে একত্রিত হয়ে স্বর্গীয় রাজ্য উত্তরাধিকার রূপে পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বর, আমরা তোমার পুত্রকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দ্রুতপদে এগিয়ে চলছি। আশীর্বাদ কর, যেন কোন পার্থিব বিষয়ে বিঘ্নিত না হই, বরং স্বর্গীয় প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন তাঁর সাহচর্য লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, চেয়ে দেখ তোমার এ জনগণের দিকে যারা জাগ্রত বিশ্বাসের সঙ্গেই প্রভুর জন্মলগ্নের প্রতীক্ষায় রত আছে। আশীর্বাদ কর: তেমন পরিত্রাণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে অনুধ্যান করতে করতে আমরা যেন মনের আনন্দেই আসন্ন মহোৎসবে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, মিনতি জানাই: আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা জেনেছি, তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে যেন পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সোমবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৯

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ১, ১০৪, ৭১

℣ আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা ;

℟ আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৯৪, ১০৫, ৮২

℣ মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর ;

℟ আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ **অথবা** গীতিকা ৪, ৩০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ২:৩)

'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল, আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।' কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।

**শ্লোক**

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
*উ* উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : যেরুশালেম, * চোখ তুলে রাজার প্রতাপ দেখ।
এই যে, তোমার পরিত্রাতা আসছেন বন্ধন থেকে তোমাকে মুক্ত করতে। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : মনপরিবর্তন কর!
স্বর্গরাজ্য যে কাছে এসে গেছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : শাসনকর্তা প্রভু * স্বর্গ থেকে আসবেন ;
তাঁর হাতে থাকবে মহিমা, থাকবে পরাক্রম। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি জীবনেশ্বরের পুত্র, যিনি জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি, যিনি আমাদের সকলকে ঐশজ্যোতির্লোকে নিয়ে যাবেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে ডাকি :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি প্রভাতের তারা। তোমার জ্যোতিতে আমাদের অন্ধকার দূর করে দাও, আমাদের সুপ্ত বিশ্বাস জাগরিত কর।

-হে ইম্মানুয়েল, হে আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর, খ্রিষ্টভক্তদের জীবনাচরণে যেন জগৎ তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

-হে নবসৃষ্টির স্রষ্টা, এসো এমন নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে যেখানে ন্যায় ও শান্তি বিরাজ করতে পারে।

-হে কোমলহৃদয় মুক্তিদাতা, আমাদের অহঙ্কার বিলীন কর, আমাদের হৃদয়-মন নমিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [৫-৮]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১০:২০-২১)

সেদিন এমনটি ঘটবে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে। একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ, শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু ;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’ সাম ২৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১০:২৪, ২৭)

সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন : ‘হে সিয়োন-নিবাসী জাতি আমার, ভয় পেয়ো না। সেদিন এমনটি ঘটবে, তোমার কাঁধ থেকে তার বোঝা, তোমার ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হবে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ১১, ১২, ১৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১৩:২২–১৪:১)

প্রভুর ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে, তাঁর দিনগুলি প্রসারিত হবে না! প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন এবং ইস্রায়েল পাবে পরিত্রাণ।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**সাম** ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ৩:২০খ-২১)

আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন ;
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : ওই দেখ, * সেই রাজা, বিশ্বপ্রভু যিনি, তিনি আসবেন।
তিনি নিজেই আমাদের বন্দিদশার জোয়াল সরিয়ে দেবেন। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ এই বিনম্র দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন ঈশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে আসবেন, আসুন, সেই প্রভুকে ডাকি :

*মারানা থা, আমাদের ত্রাণ করতে এসো, প্রভু।*

-হে জগৎত্রাতা, সংসারের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর।

-তুমি পিতার কাছ থেকে এসেছ। আমাদের শেখাও তাঁর কাছে যাওয়ার পথ।

-পবিত্র আত্মার প্রভাবেই ধন্যা মারীয়া গর্ভস্থা হলেন। তোমার বাণী শুনে আমরা যেন সেই পবিত্র আত্মার সৃজনী শক্তি উপলব্ধি করতে পারি।

-যাঁরা ইহজগতে তোমার অন্বেষণ করেছেন, আমাদের সেই সকল মৃত ভাইবোনকে স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর : আমরা যেন তৎপর অন্তরেই তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের আগমনের অপেক্ষায় থাকি, তিনি এসে যখন করাঘাত করবেন, তখন যেন দেখতে পান, আমরা প্রার্থনায় জাগ্রত, তাঁর স্তুতি-বন্দনায় মুখর। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ : হে প্রভু, আমাদের মিনতির কণ্ঠ তোমার কাছে, ঊর্ধ্বে, উপনীত হোক, তোমার সেবায় অন্তরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত

পুত্রের মাংসধারণ মহারহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে দয়াবান প্রভু, আমাদের মিনতির কণ্ঠ কান পেতে শোন: আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার তোমার আসন্ন পুত্রের অনুগ্রহে উদ্ভাসিত কর। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মঙ্গলবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৬৭

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

**১ম পর্ব**

**সাম** ৬, ১০৭, ৭

℣ হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;

℟ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

℣ হে প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা ;

℟ তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ **অথবা** গীতিকা ৬, ১৪৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (আদি ৪৯:১০)

যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার, জাতিসকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

**শ্লোক**

প্র যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
প্র তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
উ উদিত হবেন প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : যেসের মূলকাণ্ড থেকে
এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ;
পৃথিবী পূর্ণ হবে প্রভুর গৌরবে ;
সকল প্রাণী দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : সানন্দে চিৎকার কর, * মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা ;
এই যে আমি আসছি,

বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে—

একথা বলছেন প্রভু। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ: জাগ, জাগ, * জেগে ওঠ, যেরুশালেম!

তোমার ঘাড়ের বেড়ি খুলে দাও, বন্দি সিয়োন কন্যা! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঘুম থেকে ওঠার সময় এসেছে; আমাদের পরিত্রাণের দিন কাছে এসে গেছে। আসুন, ভক্তিভরে প্রভুকে ডাকি:

*তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে প্রভু, আমাদের সাহায্য কর, যেন আমাদের জীবনাচরণে অনুতাপ দেখাতে পারি, ফলে যেন তোমার রাজ্যের আগমন গ্রহণ করতে পারি।

-খ্রিষ্টবাণীর আগমনের জন্য আমাদের হৃদয়-মন প্রস্তুত কর, যেন তাঁর গৌরব আমাদের অন্তরে প্রকাশ পেতে পারে।

-গর্ব নমিত করতে শক্তি দাও; আমাদের দুর্বলতা ও নিরাশায় আমাদের সহায়তা কর।

-জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিদ্বেষের যত প্রাচীর ভেঙে দাও। যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, তাদের প্রচেষ্টা সফল কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [৯-১২]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ২৩:৫)

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

প্ল জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

উ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।' সাম ৪২ ৪৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ২৩:৬)

সেই দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে; তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।'

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ৩৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এজে ৩৪:১৫-১৬)

আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষত-বিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**সাম** ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১:৭ক, ৮-৯)

তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছ। তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : প্রভুর অন্বেষণ কর, * যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন ;
তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : সিয়োনে আমি পরিত্রাণ,
যেরুশালেমে আমার গৌরব স্থাপন করব। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : তাঁরা * একসঙ্গে থাকবার আগেই দেখা গেল,
মারীয়া গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানবদেহ ধারণ করায় যিনি আমাদের জন্য স্বর্গের এক জীবন্ত নব-পথ উন্মুক্ত করেছেন, আসুন, সেই সনাতন বাণীর কাছে বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করি :

*এসো, প্রভু, আমাদের উদ্ধার কর।*

-হে প্রভু, তোমার প্রেমেই আমরা সংগঠিত। সাহায্য কর, আমরা যেন আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তুমি কারও কাছ থেকে দূরে নও। যারা সরল অন্তরে তোমার অন্বেষণ করে, তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ কর।

-যারা দুঃখে ভারাক্রান্ত, যারা অভাবগ্রস্ত, হও তুমি তাদের শক্তি, তাদের সান্ত্বনা।

-হে জীবনেশ্বর, তুমি তো মৃত্যু ঘৃণা কর, জীবনদানেই তুমি প্রীত। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে অনন্ত অন্ধকার থেকে চিরমুক্তি দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আমাদের মিনতি গ্রহণ কর : আমাদের ক্লেশে-দুর্ভোগে তোমার স্নেহপূর্ণ সহায়তা মঞ্জুর কর, তোমার আসন্ন পুত্র একবার এলে আমরা যেন তাঁর উপস্থিতিতে সান্ত্বনা পাই ও পুরানো কলঙ্ক দ্বারা আর কলুষিত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, জগৎত্রাতার শুভসংবাদ তুমি পৃথিবীর সকল প্রান্তেই ঘোষণা করেছ। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তাঁর জন্মের গৌরব সানন্দে ধারণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ: তোমার এ করুণার কর্মের দিকে মুখ তুলে চাও, তোমার পুত্রের আগমনে জরাজীর্ণ মানবদশার সমস্ত কলঙ্ক থেকে আমাদের শোধন কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বুধবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৪৬

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

**১ম পর্ব**

সাম ১৫, ৭৮

℣ জাতি-বিজাতি প্রভুর বাণী শোন ;

℟ পৃথিবীর সকল প্রান্তে তা প্রচার কর।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

℣ হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;

℟ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ **অথবা** গীতিকা ৮, ১৪৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৭:১৪খ-১৫)

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল। বালকটি দধি ও মধু খাবে যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার, এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।

**শ্লোক**

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
*উ* উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : তিনি আমার ঈশ্বর, * আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : দাউদের সিংহাসনে আসীন হয়ে
তাঁর রাজ্যের উপর খ্রিষ্ট রাজত্ব করবেন চিরকাল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : সান্ত্বনা দাও, * আমার জাতিকে তোমরা সান্ত্বনা দাও,
একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করলেন মানুষ যেন তাঁর গৌরবের দর্শন পায়, আসুন, সেই ঐশবাণী যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে ইম্মানুয়েল, আমাদের সঙ্গে থাক।*

-হে ন্যায়বিধাতা, গরিব ও অত্যাচারিত মানুষের অধিকার রক্ষা কর।

-হে শান্তিরাজ, তুমি যে খড়্গ লাঙলে ও বর্শা কাস্তেতে পরিণত কর, ঘৃণার স্থানে ভালবাসা, প্রতিশোধের স্থানে ক্ষমাই সৃষ্টি কর।

-হে বিশ্ববিচারক, তুমি যে বাইরের চেহারা অনুসারে নয় বরং ন্যায় ও সততার সঙ্গে বিচার কর, এসো, তোমার প্রকৃত শিষ্যদের পুরস্কৃত কর।

-হে চির-অতিথি, তুমি যখন মহাপরাক্রমে মেঘের মধ্যে আগমন করবে, তখন আমরা যেন তোমার সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [১৩-১৬]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ২:১১)

আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে, অবনমিত হবে মানুষের গর্ব; সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’ সাম ৪৪

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১২:২)

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ; কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (দা ৯:১৯)

শোন, প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার আপন জনগণ তোমার আপন নাম বহন করে।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**সাম** ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৪:৫)

নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছুর বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : শাসনকর্তা প্রভু * স্বর্গ থেকে আসবেন ;
তাঁর হাতে থাকবে মহিমা, থাকবে পরাক্রম। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : হে সিয়োন, * তোমাকে নবীভূত করা হবে।
তুমি দেখতে পাবে সেই ধর্মাত্মাকে যিনি তোমার কাছে আসছেন। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : হে প্রভু, * তুমিই সেই ব্যক্তি যিনি আসছেন।
তোমার জনগণের পরিত্রাণের জন্য আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের কাছে শান্তি দিতে পাঠিয়েছেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে পিতা, তোমার মণ্ডলীর উপর দৃষ্টিপাত কর ; যে আঙুরলতা তোমার নিজেরই হাত একদিন পুঁতেছে, এখন তাকে দেখতে এসো।

-তোমার বিশ্বস্ততা চিরকালীন বিশ্বস্ততা : আব্রাহামের সন্তানদের কথা মনে রেখ, মনে রেখ তাঁদের প্রতি তোমার সকল অঙ্গীকার।

-পৃথিবীর সকল জাতির প্রতি মমতা দেখাও। সমস্ত মানুষ তোমার নামকীর্তন করুক।

-বিশ্বের প্রান্তসীমায় বিস্তৃত তোমার পালকে দেখতে এসো। যিশুর একমাত্র মেষাগারে তোমার সকল সন্তানকে সংগ্রহ কর।

-যাঁরা আজ ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাঁদের কথা স্মরণে রাখ। তাঁরা যেন তোমার শান্তিরাজ্যে স্থান পেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, তোমার দিব্য পরাক্রমে আমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর : তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্ট আগমন করলে যেন দেখতে পান, আমরা শাশ্বত

জীবনভোজের জন্য উপযুক্ত; আর যে স্বর্গীয় খাদ্য তিনি নিজে পরিবেশন করবেন, আমরা যেন তা গ্রহণের যোগ্য হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি তো প্রভু যিশুর আসার পথ প্রস্তুত করতে আমাদের আদেশ কর। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা সেই স্বর্গীয় আরোগ্যদাতার সান্ত্বনাদায়ী উপস্থিতির ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেন কোন দুর্বলতার কারণে শ্রান্ত হয়ে না পড়ি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রের আসন্ন জন্মোৎসব আমাদের জীবনে এনে দিক প্রতিকার, মঞ্জুর করুক চিরকালীন পুরস্কার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বৃহস্পতিবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৪

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

**১ম পর্ব**

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

℣ তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে;

℟ তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

℣ হে প্রভু সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;

℟ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ **অথবা** গীতিকা ১০, ১৪৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪৫:৮)

হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক। উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ, আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।

**শ্লোক**

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
*উ* উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : আমি * প্রভুর প্রতীক্ষায় থাকব যিনি আমার রক্ষাকর্তা ;
তাঁর উপর ভরসা রাখব কারণ তিনি আসছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : আমি নিজেই * তোমার সহায়তা করব—একথা বলছেন প্রভু ;
আমিই তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : জাগ, জাগ !
শক্তি পরিধান কর, হে প্রভুর বাহু। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরাক্রম, মানুষের ঘরে বাস করা যাঁর আনন্দ, আসুন, আশ্বাসভরে সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*আমাদের কাছে থেকো, প্রভু।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার ভক্তমণ্ডলীতে অংশ নিতে আমাদের ডেকেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সেই আহ্বানে যথাযোগ্যভাবে সাড়া দিই।

-তুমি তো আমাদের মাঝে অচেনা অতিথির মত থাক। কৃপা করে সকল মানুষকে দেখাও তোমার শ্রীমুখের গৌরব।

-আমাদের যা কিছু আছে, সেইসব তোমারই দান। সহায়তা কর, আমরা যেন অভাবগ্রস্তদের মুক্তহস্তে সাহায্য দান করতে পারি।

-আমরা তোমার আগমনের দিকে চেয়ে আছি। যখন তুমি আসবে, তখন যেন দেখতে পাও, আমরা প্রার্থনায় জাগ্রত, তোমার স্তুতিগানে মুখর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [১৭-১৯]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (মিখা ৫:৩-৪ক)

তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই, তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন। তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে, কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।' সাম ৫৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হগয় ২:৬, ৯)

আর অল্পকাল, তারপর আমি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভূমি কাঁপিয়ে তুলব। এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ১৩২, ১৩৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (মালা ৩:২০)

আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**সাম** ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যাকোব ৫:৭-৮, ৯খ)

ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ক ও শেষপক্ক সবই ফল সংগ্রহ না করে। তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট ; বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : নারীকুলে তুমি ধন্যা,

এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমার উপর, যেরুশালেম, * উদিত হবেন প্রভু।

তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,

তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যারা মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে, তাদের কাছে নবীদের প্রতিশ্রুত যে আলো, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে সমস্বরে মিনতি জানাই :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-হে ঈশ্বরের বাণী, তুমি আদিতে সবকিছু সৃষ্টি করেছিলে এবং কালের পূর্ণতায় আমাদের মানবীয় স্বরূপ ধারণ করেছিলে। এবার পাপ ও মৃত্যু থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এসো।

-তুমিই সেই সত্যকার আলো, মানবকুলের উপর যার উদ্ভাস : আমাদের অন্ধকার বিলীন করতে এসো।

-তুমি তো পিতার হৃদয়মন্দিরে বাস কর : পিতার পরিত্রাণদায়ী প্রেমের কথা আমাদের জানাতে এসো।

-তুমি হিংসা ও বিভেদের যত বাধা ধ্বংস করেছ : যাঁরা পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের জন্য মুক্তি ও জীবনের প্রবেশদ্বার খুলে দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু, জাগাও তোমার পরাক্রম ; তোমার মহাশক্তিতে আমাদের সহায়তায় এসো : আমাদের পাপকর্ম যত বাধা সৃষ্টি করে, তোমার প্রসন্নতার অনুগ্রহ তত ত্বরান্বিত

করুক মুক্তির আগমন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের পথ প্রস্তুত করার জন্য আমাদের হৃদয় উদ্দীপিত কর, আমরা যেন তাঁর আগমনের পুণ্যফলে শোধিত অন্তরে তোমার সেবা করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের পরিত্রাণদায়ী আগমনের পুণ্যে পাপের গ্লানিতে অবসন্ন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের আনন্দিত করে তোল। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শুক্রবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৮৮, ৬৯, ৩৮

℣ মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর ;

℟ আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৬০, ১০৬, ৭৯

℣ হে প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা ;

℟ তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ **অথবা** গীতিকা ১২, ১৪৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ৩০:২১, ২২)

তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন ; তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা। আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন। তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

**শ্লোক**

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
*উ* উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, * তিনি তো দাউদকুলের মানুষ ;
আসছেন সিংহাসনে আসন নিতে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : ভীরুহৃদয়দের বল : * শক্ত হও ;
ওই দেখ, তোমাদের পরমেশ্বর আসছেন। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : বৃষ্টির মতই * প্রভুর বাণী হবে প্রতীক্ষিত ;
শিশিরের মতই আমাদের উপর নেমে আসবেন আমাদের ঈশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে মানবজাতির কাছে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*আব্বা, পিতা, দয়া কর।*

-তুমি আনন্দের বার্তা আমাদের দান করেছ। আশীর্বাদ কর: আমাদের দ্বারা জগৎ যেন তোমার পুত্রের পরিত্রাণদায়ী আগমনের শুভসংবাদ পেতে পারে।

-কৃপা কর, যেন যেইভাবে তুমি তোমার পুত্রকে দান করে আমাদের ভালবেসেছ, তেমনি আমরাও যেন আত্মদান করে একে অন্যকে ভালবাসতে পারি।

-সহায়তা কর, যেন তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের আগমনে মণ্ডলী নবরূপায়িত হয়ে মানবজাতির কল্যাণে আত্মনিবেদন করে।

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের কারণে অত্যাচারিত, তুমি তাঁদের অন্তরে শক্তি যোগাও, তাঁরা যেন অকুতোভয়ে তোমার পুত্রের সাক্ষ্য বহন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১১৯ [২০-২২]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ২৯:১১, ১৩)

আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু ;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’ সাম ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ৩০:১৮)

প্রভু একথা বলছেন : ‘দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব ; তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।’

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ১৬, ৬১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (বারুক ৩:৫-৬ক)

আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে রেখো না; এখন বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; তুমিই তো আমাদের ঈশ্বর প্রভু।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চন্দ্র-তারার মহান স্রষ্টা,
ভক্তদের শাশ্বত জ্যোতি,
জগৎত্রাতা ওগো যিশু,
দাসদের শোন গো মিনতি।

শয়তানের ছলন দ্বারা
জগৎ পাছে হারায় জীবন,
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্বের প্রেমে
হলে তার পতিতপাবন।

বিশ্বপাপ মোচনের জন্য
কুমারীর পুণ্যস্থান হতে
ক্রুশের 'পরে গেলে তুমি
শুচিশুভ্র বলিরূপে।

তব শ্রীনাম শোনামাত্র
স্বর্গ করে উল্লাসমাতন,
অধোলোকের যত প্রাণী
হাঁটু পেতে করে কাঁপন।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমার কাছে করি ভিক্ষা :
ঐশকৃপাদানে মোদের
শত্রু হতে কর রক্ষা।

এসো, পিতার করি স্তুতি,
করি পুত্রের জয়ধ্বনি,
সান্ত্বনাদাতার মহিমা
কীর্তন করুক সর্বজনই। (৯ম শতাব্দী)

**সাম** ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ পি ৩:৮খ-৯)

প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন : কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : আমি * মিশরদেশ থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।
তিনি এসে তাঁর আপন জাতিকে করবেন পরিত্রাণ। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : এটি হল যোহনের সাক্ষ্যদান :
'যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগেও ছিলেন।' গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের পালক ও রক্ষাকর্তা, আসুন, আশ্বাসভরে সেই খ্রিষ্টকে ডাকি :

*এসো, প্রভু যিশু।*

-হে পরম পিতার পালের উত্তম পালক, মানবজাতিকে তোমার মেষাগারে সংগ্রহ করতে এসো।

-তোমার ভক্তমণ্ডলীর পালকদের উপর দৃষ্টি রেখ, তাঁরা যেন অবিশ্রান্তভাবে আপন ভাইবোনদের সেবাযত্ন করেন।

-বাণীপ্রচারক সকলকে প্রেরণা দান কর, যেন তোমার পরিত্রাণদায়ী কথা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞাত হলে সমগ্র মানবকুল তোমার নাম করতে পারে।

-ইহলোকে যাঁরা তোমার গলা চিনেছেন, সেই সকল মৃত বিশ্বাসীকে স্বর্গীয় অনন্ত চারণভূমিতে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু, জাগাও তোমার পরাক্রম, আমাদের কাছে এসো : তুমি নিজে সহায়তা করলে আমরা যেন আমাদের পাপজনিত অবশ্যম্ভাবী যত বিপদ থেকে নিস্তার পেতে পারি ; তুমি নিজে মুক্ত করলে যেন পরিত্রাণ লাভের যোগ্য হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মিনতি জানাই: তোমার আপন জনগণকে জাগ্রত অন্তরে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে সাহায্য কর; আমাদের ত্রাণকর্মের সাধকের শিক্ষামত আমরা যেন, তিনি এসে পড়লে, জাগরিত মনে ও জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে তাঁকে বরণ করতে এগিয়ে যেতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সমস্ত কর্মের সূচনায় ও সমাপ্তিতে তোমার অনুগ্রহ আমাদের নিত্যই ঘিরে রাখুক, আমরা যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেন ইহজীবনে যেমন, তেমনি পরজীবনেও তোমার সহায়তা লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শনিবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণীয় : ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮১

ধুয়ো : রাজারূপে আসবেন প্রভু ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : দেখ, রাজা আসছেন ;

এসো, আমাদের ত্রাণকর্তাকে বরণ করতে ছুটে যাই।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

**১ম পর্ব**

**সাম** ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন ;

℟ পৃথিবীর সকল প্রান্তে তা প্রচার কর।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে ;

℟ তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এই যে, কণ্ঠস্বর এবার ডাকিছে,
ঘোচে তমসা সেই সুরে :
দূরে পলায়ন যত স্বপনের :
ঊর্ধ্বে দেখ, শ্রীযিশু হে।

জাগ হৃদয় মম, সংসারে
আর আকৃষ্ট না হয়ো রে :
সূর্য আকাশে কত কী উজ্জ্বল,
যত অপকার হরে সে।

দেখ ! মেষশিশু প্রেরিত হইছেন
করতে পরিশোধ মোদের ঋণ :
এসো, সকলে অশ্রু ফেলি রে,
ক্ষমা চাইতে আসি হে।

পুনরাগমন করবেন যখনই
করবেন যখন বিশ্ববিচার,
তখন অপরাধ ক'রে মার্জনা
করুন দয়ালু পরিত্রাণ।

জয় পিতার, জয় পুত্রের,
জয় সান্ত্বনাদাতার হে ;
করুক সর্বজন তব জয়রব,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ **অথবা** গীতিকা ১৪, ১৪৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১১:১-২ক)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।

**শ্লোক**

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,
*উ* উদিত হবেন প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

**জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো**

১ম সপ্তাহ : যেরুশালেম থেকে * জীবনদায়ী জল নির্গত হবে ;
তখন প্রভু রাজা হবেন সারা পৃথিবীর উপর। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : প্রভু * সকল জাতির জন্য একটা পতাকা উত্তোলন করবেন,
ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রাচীনকাল থেকে যিনি তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে পরিত্রাণের দিকে ডেকে আসছেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, তোমার সন্তানদের রক্ষা কর।*

-তুমি তোমার জাতির মাঝে ন্যায়ের বীজ পুঁতবে বলে কথা দিয়েছিলে। তোমার মণ্ডলীকে পুণ্য পবিত্র করে রাখ।

-আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমরা যেন তোমার বাণী গ্রহণ করি। খ্রিষ্টবিশ্বাস সাক্ষ্যদানে আমরা যেন তোমার প্রেরণাগুণে সৎসাহসী ও বলীয়ান হতে পারি।

-তোমার পবিত্র আত্মার প্রেমময় সহভাগিতায় আমাদের নিষ্ঠাবান কর, আমরা যেন তোমার পুত্রের আগমন গ্রহণ করে তোমার অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠি।

-অধ্যবসায়ে আমাদের ধৈর্যশীল কর, আমরা যেন প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের দিন পর্যন্ত সজাগ থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন। সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪:২)

সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।' সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪:৩)

সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে, যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে, তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’ সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১১)

মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর, উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ, প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, জরাজীর্ণ পাপদশা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে তুমি তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে এজগতে পাঠিয়েছিলে। যারা ভক্তিভরে তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, ঊর্ধ্ব থেকে তাদের উপর তোমার স্নেহের অনুগ্রহধারা বর্ষণ কর, আমরা যেন পেতে পারি প্রকৃত মুক্তির পুরস্কার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের হৃদয়ে তোমার গৌরবের দীপ্তি উদিত হোক, যেন রাত্রির সমস্ত অন্ধকার বিলীন হলে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, আমরা আলোর সন্তান। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ১৭ই–২৩শে ডিসেম্বরে

ডিসেম্বর ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ সূচী

## ১৭ই ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

### জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,

সুকুমারীর গর্ভ হতে ;

হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,

যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১
মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭
বুধ - সাম ১৫, ৭৮
বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১
শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮
শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে ;
℟ তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২
মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭
বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪
বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩
শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯
শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর ;
℟ আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।

### ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে: তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন: তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১১:১-২ক)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।

## শ্লোক

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

℣ তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

℟ উদিত হবেন প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জেনে রেখ, * ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।

আমি তোমাদের সত্যি বলছি : তা আসতে আর দেরি নেই। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রাচীনকাল থেকে যিনি তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে পরিত্রাণের দিকে ডেকে আসছেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, তোমার সন্তানদের রক্ষা কর।*

-তুমি তোমার জাতির মাঝে ন্যায়ের বীজ পুঁতবে বলে কথা দিয়েছিলে। তোমার মণ্ডলীকে পুণ্য পবিত্র করে রাখ।

-আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমরা যেন তোমার বাণী গ্রহণ করি। খ্রিষ্টবিশ্বাস সাক্ষ্যদানে আমরা যেন তোমার প্রেরণাগুণে সৎসাহসী ও বলীয়ান হতে পারি।

-তোমার পবিত্র আত্মার প্রেমময় সহভাগিতায় আমাদের নিষ্ঠাবান কর, আমরা যেন তোমার পুত্রের আগমন গ্রহণ করে তোমার অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠি।

-অধ্যবসায়ে আমাদের ধৈর্যশীল কর, আমরা যেন প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের দিন পর্যন্ত সজাগ থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে : তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন : তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন।

পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:২)

সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে: তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন: তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:৩)

সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে, যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে, তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে : তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন : তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন তিনি যেন অনুগ্রহ ক’রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১১)

মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর, উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ, প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে : তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন : তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন তিনি যেন অনুগ্রহ ক’রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ৫:২৩-২৪)

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।

## শ্লোক

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো প্রজ্ঞা, * পরাৎপরের মুখনিঃসৃতই তুমি।

তোমাতেই সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ;

তুমি তো সবকিছু দৃঢ়ভাবে কমোলও ভাবে চালিত কর।

এসো, আমাদের দেখাও সদ্বিবেচনার পথ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

জগৎসৃষ্টির আগে ঐশবাণীরূপে যিনি পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং কাল পূর্ণ হলে কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে এলেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই প্রভু যিশুকে ডাকি:

*এসো, প্রভু, তোমার মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে।*

-প্রভু কখনও মিথ্যা বলেন না—আসবেনই তিনি! আসুন, তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকি, কারণ তিনি অবশ্যই আসবেন।

-পশমের উপর যেমন বৃষ্টি পড়ে, তেমনি তো নেমে আসবেন প্রভু। তখনই ন্যায় অঙ্কুরিত হবে, তখনই আসবে শান্তি সুখ।

-পৃথিবীর সকল রাজা তাঁকে পূজা করবেন, সকল জাতি তাঁর সেবা করবে। তিনি সকলকে দেখাবেন পিতার কাছে যাবার পথ।

-আমাদের জন্য এক শিশু জন্ম নেবেন, তাঁর নাম রাখা হবে শক্তিশালী ঈশ্বর। তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসনে বসে তিনি হবেন বিশ্বরাজ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও মুক্তিসাধক, তুমি ইচ্ছা করেছিলে: তোমার বাণী একজন নিত্যকুমারীর গর্ভে মাংস হবেন। প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন: তোমার একমাত্র জনিত পুত্র যখন আমাদের মানবস্বরূপ আপন করে নিয়েছেন, তখন

তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সকলকে তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী করে তোলেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ১৮ই ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর;

*উ* কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;

*উ* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৩:১১-১২)

এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন। কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি।

## শ্লোক

প্ল যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

প্ল তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

উ উদিত হবেন প্রভু।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিশুর * মা মারীয়ার
বাগবিবাহ হয়েছিল যোসেফের সঙ্গে ;
কিন্তু তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগেই দেখা গেল,
মারীয়া গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁরা আমাদের পরিত্রাণকর্মের সাধক, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাবাদ করি :

*ধন্য পরম ত্রিত্ব।*

-হে পিতা ঈশ্বর, জাখারিয়ার কাছে তুমি এ শুভসংবাদ জানিয়েছিলে যে, মশীহের অগ্রদূত আসছেন ; নারীগর্ভে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের মধ্যে যিনি মহান, সেই তিনি শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবেন।

-হে পরম পিতা, এই কালেই এলিশাবেথ মারীয়াকে উদ্দেশ ক'রে গান করেন : এসো, জ্বলন্ত ঝোপ, এসো, প্রভুর প্রসাদপূর্ণা মঞ্জুষা ; নারীকুলে তুমি ধন্যা, কারণ তোমার গর্ভফলই ধন্য।

-হে ঈশ্বরপুত্র, মানবদেহ গ্রহণ করে তুমি আমাদের মত মানুষ হতে চাইলে।

-হে মুক্তিদাতা, আজ তোমার বাণী শুনে ও তোমার দেহরক্ত গ্রহণ করে আমরা তোমাকে একান্ত কাছাকাছি পাব।

-হে পবিত্র আত্মা, তোমার উপস্থিতি কুমারী মারীয়াকে এমন ভাবে পূর্ণ করেছিল, যার ফলে তিনি ঈশ্বরজননী হয়ে উঠেছিলেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৩:১৩-১৪ক)

এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান কর।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।'

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ৩:১২-১৩)

প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি এবং সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;
*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ থে ১:৬, ৭, ১০)

ঈশ্বরের ন্যায্যতা এতেই প্রকাশ পাচ্ছে: তোমরা যারা এখন এত ক্লেশ ভোগ করছ, তিনি আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও আরাম দেবেন সেইদিনে, যেদিন প্রভু যিশু তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আবির্ভূত হবেন, যেদিন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য তিনি আসবেন।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৪:৪-৫)

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন।

## শ্লোক

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো আধোনাই, * ওগো ইস্রায়েলকুলের অধিনায়ক,
তুমি মোশির কাছে দেখা দিয়েছিলে জ্বলন্ত আগুনের শিখায়
এবং সিনাই পর্বতে তাঁকে দান করেছিলে বিধান।
এসো, প্রসারিত বাহুতেই আমাদের কর মুক্তিদান। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ধন্য পরম পিতা! তিনি প্রাচীনকাল থেকেই মুক্তিদাতার আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন :

*এসো, ইম্মানুয়েল—আমাদের সঙ্গে থাক ঈশ্বর।*

-উল্লাস কর, নবী যেরেমিয়া, কারণ যাঁর কথা তুমি বলেছিলে, আমাদের ধর্মময়তা সেই প্রভু এবার আসছেন।

-উল্লাস কর, নবী দানিয়েল, কারণ যাঁর দর্শন তুমি পেয়েছিলে, সেই মানবপুত্র এবার আসন্ন।

-উল্লাস কর, নবী জেফানিয়া, কারণ তোমার ভাববাণীতে যাঁর আসার কথা তুমি বলেছিলে, ইস্রায়েলের রাজা সেই প্রভু এখন উপস্থিত।

-উল্লাস কর, বাপ্তিস্মদাতা যোহন, তুমি যে বরের বন্ধু, তুমি যে মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর কথা প্রচার করেছিলে। উল্লাস কর, কারণ যাঁর পথ তুমি প্রস্তুত করেছ, সেই প্রভু এগিয়ে আসছেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বহু যুগ ধরেই আমরা পাপের জোয়ালে অবনত হয়ে দাসত্বে শৃঙ্খলিত। আশীর্বাদ কর: যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের প্রত্যাশিত জন্মের নবীনতা গুণে আমরা মুক্তি পেতে পরি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ১৯শে ডিসেম্বর

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা ;

℟ আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;

℟ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, পবিত্রা কুমারীর প্রসবের মধ্য দিয়ে তুমি বিশ্বজগতে তোমার গৌরবের দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রসন্ন হয়েছ। অনুনয় করি : আমরা যেন অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তেমন মাংসধারণের রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি।

তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২:৩)

‘চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল, আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।’ কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।

## শ্লোক

প্ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

প্ তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

উ উদিত হবেন প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে * তিনি প্রভুর আগে আগে চলবেন
প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি জীবনেশ্বরের পুত্র, যিনি জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি, যিনি আমাদের সকলকে ঐশজ্যোতির্লোকে নিয়ে যাবেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে ডাকি :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি প্রভাতের তারা। তোমার জ্যোতিতে আমাদের অন্ধকার দূর করে দাও, আমাদের সুপ্ত বিশ্বাস জাগরিত কর।

-হে ইম্মানুয়েল, হে আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর, খ্রিষ্টভক্তদের জীবনাচরণে যেন জগৎ তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

-হে নবসৃষ্টির স্রষ্টা, এসো এমন নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে যেখানে ন্যায় ও শান্তি বিরাজ করতে পারে।

-হে কোমলহৃদয় মুক্তিদাতা, আমাদের অহঙ্কার বিলীন কর, আমাদের হৃদয়-মন নমিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পবিত্রা কুমারীর প্রসবের মধ্য দিয়ে তুমি বিশ্বজগতে তোমার গৌরবের দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রসন্ন হয়েছ। অনুনয় করি: আমরা যেন অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তেমন মাংসধারণের রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১০:২০-২১)

সেদিন এমনটি ঘটবে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে। একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ, শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু ;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১০:২৪, ২৭)

সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন : ‘হে সিয়োন-নিবাসী জাতি আমার, ভয় পেয়ো না। সেদিন এমনটি ঘটবে, তোমার কাঁধ থেকে তার বোঝা, তোমার ঘাড় থেকে তার সেই জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হবে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, পবিত্রা কুমারীর প্রসবের মধ্য দিয়ে তুমি বিশ্বজগতে তোমার গৌরবের দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রসন্ন হয়েছ। অনুনয় করি : আমরা যেন অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তেমন মাংসধারণের রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১৩:২২–১৪:১)

প্রভুর ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে, তাঁর দিনগুলি প্রসারিত হবে না! প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন এবং ইস্রায়েল পাবে পরিত্রাণ।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, পবিত্রা কুমারীর প্রসবের মধ্য দিয়ে তুমি বিশ্বজগতে তোমার গৌরবের দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রসন্ন হয়েছ। অনুনয় করি: আমরা যেন অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তেমন মাংসধারণের রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৩:২০খ-২১)

আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

## শ্লোক

প্র আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
উ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
প্র শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
উ হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো যেসের মূলকাণ্ড ;

তুমি তো জাতিগুলির জন্য নিশানা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াও।

তোমার সম্মুখে রাজারা নীরব হয়ে পড়বেন,

সর্বজাতি তোমার অন্বেষণ করবে।

এসো, আমাদের মুক্ত কর ; আর দেরি করো না। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে আসবেন, আসুন, সেই প্রভুকে ডাকি :

*মারানা থা, আমাদের ত্রাণ করতে এসো, প্রভু।*

-হে জগৎত্রাতা, সংসারের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর।

-তুমি পিতার কাছ থেকে এসেছ। আমাদের শেখাও তাঁর কাছে যাওয়ার পথ।

-পবিত্র আত্মার প্রভাবেই ধন্যা মারীয়া গর্ভস্থা হলেন। তোমার বাণী শুনে আমরা যেন সেই পবিত্র আত্মার সৃজনী শক্তি উপলব্ধি করতে পারি।

-যাঁরা ইহজগতে তোমার অন্বেষণ করেছেন, আমাদের সেই সকল পরলোকগত ভাইবোনকে স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পবিত্রা কুমারীর প্রসবের মধ্য দিয়ে তুমি বিশ্বজগতে তোমার গৌরবের দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রসন্ন হয়েছ। অনুনয় করি : আমরা যেন অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই তেমন মাংসধারণের রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# ২০শে ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর ;

℟ আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ হে প্রভু সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;

℟ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর : আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু

সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (আদি ৪৯:১০)

যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার, জাতিসকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

## শ্লোক

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

প্র তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

উ উদিত হবেন প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * প্রেরিত হলেন কুমারী মারীয়ার কাছে;
তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঘুম থেকে ওঠার সময় এসেছে; আমাদের পরিত্রাণের দিন কাছে এসে গেছে। আসুন, ভক্তিভরে প্রভুকে ডাকি:

*তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে প্রভু, আমাদের সাহায্য কর, যেন আমাদের জীবনাচরণে অনুতাপ দেখাতে পারি, ফলে যেন তোমার রাজ্যের আগমন গ্রহণ করতে পারি।

-খ্রিষ্টবাণীর আগমনের জন্য আমাদের হৃদয়-মন প্রস্তুত কর, যেন তাঁর গৌরব আমাদের অন্তরে প্রকাশ পেতে পারে।

-গর্ব নমিত করতে শক্তি দাও; আমাদের দুর্বলতা ও নিরাশায় আমাদের সহায়তা কর।

-জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিদ্বেষের যত প্রাচীর ভেঙে দাও। যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, তাদের প্রচেষ্টা সফল কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা,

যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ২৩:৫)

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।'

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ২৩:৬)

সেই দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে; তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।'

℣ তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

℟ তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ৩৪:১৫-১৬)

আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষত-বিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:৭ক, ৮-৯)

তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছ। তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

## শ্লোক

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো দাউদের চাবি,
ওগো ইস্রায়েলকুলের রাজদণ্ড,
তুমি যা খুলে দাও, কেউই তা বন্ধ করতে পারে না ;
তুমি যা বন্ধ কর, কেউই তা খুলে দিতে পারে না।
যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
এসো, সেই বন্দিদশা থেকে তাদের কর মুক্তিদান। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানবদেহ ধারণ করায় যিনি আমাদের জন্য স্বর্গের এক জীবন্ত নব-পথ উন্মুক্ত করেছেন, আসুন, সেই সনাতন বাণীর কাছে বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করি :

*এসো, প্রভু, আমাদের উদ্ধার কর।*

-হে প্রভু, তোমার প্রেমেই আমরা সংগঠিত। সাহায্য কর, আমরা যেন আমাদের মাঝে তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তুমি কারও কাছ থেকে দূরে নও। যারা সরল অন্তরে তোমার অন্বেষণ করে, তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ কর।

-যারা দুঃখে ভারাক্রান্ত, যারা অভাবগ্রস্ত, হও তুমি তাদের শক্তি, তাদের সান্ত্বনা।

-হে জীবনেশ্বর, তুমি তো মৃত্যু ঘৃণা কর, জীবনদানেই তুমি প্রীত। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে অনন্ত অন্ধকার থেকে চিরমুক্তি দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে মহিমময় সনাতন ঈশ্বর, দূতের সংবাদ পেয়ে অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়া তোমার অনির্বচনীয় বাণীকে আপন গর্ভে ধারণ করলেন ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে পবিত্র আত্মার আলোয় পরিপূর্ণা হয়ে উঠলেন। আশীর্বাদ কর : আমরাও যেন তাঁর মত বিনম্রতার সঙ্গে

তোমার ইচ্ছার প্রতি অনুরক্ত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২১শে ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর;

*উ* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* হে প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা;

*উ* তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি।

তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৭:১৪খ-১৫)

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল। বালকটি দধি ও মধু খাবে যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার, এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।

## শ্লোক

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

℣ তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

℟ উদিত হবেন প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ভয় * করো না!

চার দিন পর আমাদের প্রভু তোমাদের কাছে আসবেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করলেন মানুষ যেন তাঁর গৌরবের দর্শন পায়, আসুন, সেই ঐশবাণী যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*হে ইম্মানুয়েল, আমাদের সঙ্গে থাক।*

-হে ন্যায়বিধাতা, গরিব ও অত্যাচারিত মানুষের অধিকার রক্ষা কর।

-হে শান্তিরাজ, তুমি যে খড়্গ লাঙলে ও বর্শা কাস্তেতে পরিণত কর, ঘৃণার স্থানে ভালবাসা, প্রতিশোধের স্থানে ক্ষমাই সৃষ্টি কর।

-হে বিশ্ববিচারক, তুমি যে বাইরের চেহারা অনুসারে নয় বরং ন্যায় ও সততার সঙ্গে বিচার কর, এসো, তোমার প্রকৃত শিষ্যদের পুরস্কৃত কর।

-হে চির-অতিথি, তুমি যখন মহাপরাক্রমে মেঘের মধ্যে আগমন করবে, তখন আমরা যেন তোমার সামনে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন ; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,

ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২:১১)

আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে, অবনমিত হবে মানুষের গর্ব; সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১২:২)

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ, আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ; কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

℣ তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

℟ তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন ; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দা ৯:১৯)

শোন, প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার আপন জনগণ তোমার আপন নাম বহন করে।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৪:৫)

নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছুর বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

## শ্লোক

℣ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
℣ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
℟ হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো * উদীয়মান,

তুমি শাশ্বত জ্যোতির বিভা, তুমি ন্যায়ের সূর্য।

যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,

এসো, তাদের আলো দান কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পাপময় অন্ধকার থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, আসুন, সেই আসন্ন যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-হে প্রভু, পৃথিবীর সকল জাতি একত্রিত কর ; এ জগতের বুকে তোমার দিব্য শান্তি সঞ্চার কর।

-হে বিশ্বপাপহর, তুমি একদিন এসেছিলে বিশ্বপাপ বিনাশ করতে। আবার এসো, আমাদের পবিত্র করে তোল।

-হে দয়ালু মেষপালক, তুমি একদিন হারানো মেষ উদ্ধার করতে এসেছিলে। আবার এসো, আমাদের প্রতি তোমার দয়া দেখাও।

-হে জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার রাজ্যে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন ; মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমনের জন্য আমরা যারা আনন্দিত, তিনি যখন স্বমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা যেন অনন্ত জীবনের পুরস্কার পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই

যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২২শে ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন ;

*উ* পৃথিবীর সকল প্রান্তে তা প্রচার কর।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* হে প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা ;

*উ* তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর : আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন

তেমন মুক্তিসাধকের সাহচর্যও লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৫:৮)

হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক। উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ, আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।

## শ্লোক

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

℣ তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

℟ উদিত হবেন প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমার অভিবাদন * আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র
শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও পরাক্রম, মানুষের ঘরে বাস করা যাঁর আনন্দ, আসুন, আশ্বাসভরে সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*আমাদের কাছে থেকো, প্রভু।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার ভক্তমণ্ডলীতে অংশ নিতে আমাদের ডেকেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সেই আহ্বানে যথাযোগ্যভাবে সাড়া দিই।

-তুমি তো আমাদের মাঝে অচেনা অতিথির মত থাক। কৃপা করে সকল মানুষকে দেখাও তোমার শ্রীমুখের গৌরব।

-আমাদের যা যা আছে, সেইসব তোমারই দান। সাহায্য কর, আমরা যেন অভাবগ্রস্তদের মুক্তহস্তে সাহায্য দান করতে পারি।

-আমরা তোমার আগমনের দিকে চেয়ে আছি। যখন তুমি আসবে, তখন যেন দেখতে পাও, আমরা প্রার্থনায় জাগ্রত, তোমার স্তুতিগানে মুখর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর : আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন তেমন মুক্তিসাধকের

সাহচর্যও লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মিখা ৫:৩-৪ক)

তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই, তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন। তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে, কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন তেমন মুক্তিসাধকের সাহচর্যও লাভ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।'

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হগয় ২:৬, ৯)

আর অল্পকাল, তারপর আমি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভূমি কাঁপিয়ে তুলব। এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন তেমন মুক্তিসাধকের সাহচর্যও লাভ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মালা ৩:২০)

আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন তেমন মুক্তিসাধকের সাহচর্যও লাভ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যাকোব ৫:৭-৮, ৯খ)

ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ব ও শেষপক্ব সবই ফল সংগ্রহ না করে। তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট ; বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

**শ্লোক**

*প্র* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*উ* আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
*প্র* শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
*উ* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো সর্বজাতির রাজা, * সকলের আকাঙ্ক্ষিতই তুমি।

তুমিই সেই সংযোগপ্রস্তর যা সকলকে একত্রিত করে।

মাটি থেকে যাকে তুমি গড়েছ,

এসো, সেই মানুষকে কর পরিত্রাণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যারা মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে, তাদের কাছে নবীদের প্রতিশ্রুত যে আলো, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে সমস্বরে মিনতি জানাই :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-হে ঈশ্বরের বাণী, তুমি আদিতে সবকিছু সৃষ্টি করেছিলে এবং কালের পূর্ণতায় আমাদের মানবীয় স্বরূপ ধারণ করেছিলে। এবার পাপ ও মৃত্যু থেকে আমাদের উদ্ধার করতে এসো।

-তুমিই সেই সত্যকার আলো, মানবকুলের উপর যার উদ্ভাস : আমাদের অন্ধকার বিলীন করতে এসো।

-তুমি তো পিতার হৃদয়মন্দিরে বাস কর : পিতার পরিত্রাণদায়ী প্রেমের কথা আমাদের জানাতে এসো।

-তুমি হিংসা ও বিভেদের যত বাধা ধ্বংস করেছ : যাঁরা পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের জন্য মুক্তি ও জীবনের প্রবেশদ্বার খুলে দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, মৃত্যুর কবলে পতিত মানুষের দিকে তাকিয়ে তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারাই তুমি তাকে মুক্ত করবে। আশীর্বাদ কর : আমরা যারা বিনীত ভক্তির সঙ্গে তাঁর মাংসধারণে বিশ্বাস রাখি, যেন তেমন মুক্তিসাধকের

সাহচর্যও লাভ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২৩শে ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু কাছে এসে গেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে;

*উ* তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর;

*উ* কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে'খে আমরা মিনতি জানাই: যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি করুণা দেখান; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি

পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩০:২১, ২২)

তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন; তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা। আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন। তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

## শ্লোক

*প্র* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।
*উ* যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

℣ তোমার উপর প্রকাশ পাবে তাঁর গৌরব,

℟ উদিত হবেন প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যেরুশালেম, তোমার উপর * উদিত হবেন প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দেখ, * স্বর্গদূত কুমারী মারীয়াকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,
সেই সবকিছু পূর্ণতা লাভ করেছে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে মানবজাতির কাছে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই পরম পিতাকে ডাকি :

*আব্বা, পিতা, দয়া কর।*

-তুমি আনন্দের বার্তা আমাদের দান করেছ। আশীর্বাদ কর : আমাদের দ্বারা জগৎ যেন তোমার পুত্রের পরিত্রাণদায়ী আগমনের শুভসংবাদ পেতে পারে।

-কৃপা কর, যেন যেইভাবে তুমি তোমার পুত্রকে দান করে আমাদের ভালবেসেছ, তেমনি আমরাও যেন আত্মদান করে একে অন্যকে ভালবাসতে পারি।

-সহায়তা কর, যেন তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের আগমনে মণ্ডলী নবরূপায়িত হয়ে মানবজাতির কল্যাণে আত্মনিবেদন করে।

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের কারণে অত্যাচারিত, তুমি তাঁদের অন্তরে শক্তি যোগাও, তাঁরা যেন অকুতোভয়ে তোমার পুত্রের সাক্ষ্য বহন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে'খে আমরা মিনতি জানাই : যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি

করুণা দেখান ; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ২৯:১১, ১৩)

আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

℣ জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;
℟ তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে'খে আমরা মিনতি জানাই: যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি করুণা দেখান; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

‘আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;

নারীকুলে তুমি ধন্যা।’

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩০:১৮)

প্রভু একথা বলছেন : ‘দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব ; তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।’

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে’খে আমরা মিনতি জানাই : যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি করুণা দেখান ; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (বারুক ৩:৫-৬ক)

আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে রেখো না; এখন বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; তুমিই তো আমাদের ঈশ্বর প্রভু।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;
*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে’খে আমরা মিনতি জানাই: যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি করুণা দেখান; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মুখ-নিঃসৃত
ত্রাণকারী বাণী যিনি,
তাঁকে, হে কন্যা, গর্ভে
সানন্দে কর বরণ।

জীবনের আত্মা করছেন
তোমাকে আচ্ছাদিতা :
পিতার সেই সমপুত্রের
গর্ভিণী হবে তুমি।

হে পুণ্য মন্দিরতোরণ !
শুচি পবিত্র হয়ে
আসন্ন রাজার জন্য
খোল গো প্রবেশদুয়ার।

হে যেরুশালেম কন্যা,
নবীদের অঙ্গীকৃত
যাঁর সংবাদ দূত দিয়েছেন,
ভূলোকে নামছেন প্রভু।

আনন্দ করুক স্বর্গ,
মহোল্লাস করুক মর্ত :
পরাৎপর নত হয়ে
মৃতদের করবেন উদ্ধার।

শ্রীখ্রিষ্ট, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের যাচনা ;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ পি ৩:৮খ-৯)

প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন : কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।

## শ্লোক

প্র আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
উ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।
প্র শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ,
উ হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের ত্রাণ করতে এসো, * হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ওগো ইম্মানুয়েল, * ওগো আমাদের রাজা ও শাসনকর্তা,
তুমিই সর্বজাতির প্রত্যাশা, তুমিই সকলের পরিত্রাতা।
এসো, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
এসো, আমাদের কর পরিত্রাণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ জানাতে এসেছেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে আমাদের সেই মুক্তিদাতার কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*মারানা থা, এসো, প্রভু।*

-যারা তোমাকে কখনও দেখেনি, তারা যেন তোমার পরিত্রাণদায়ী শক্তি দেখতে পায়।

-তোমার কথা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তই প্রচারিত হোক, সকলে যেন তোমার কাছে যাবার পথ খুঁজে পায়।

-তুমি জগৎকে মুক্তি দিয়েছ। তোমাকে আঁকড়িয়ে ধরেই জগৎ যেন সেই মুক্তি রক্ষা করে।

-যাঁরা তোমাতে বিশ্বাস রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাঁদের দান কর চিরন্তন শান্তিসুখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মাংস অনুসারে তোমার পুত্রের জন্মলগ্ন সন্নিকট হতে চলেছে দে'খে আমরা মিনতি জানাই : যিনি কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হতে ও আমাদের মাঝে বাস করতে প্রসন্ন হলেন, সেই বাণী যেন তোমার এ অযোগ্য সন্তানদের প্রতি

করুণা দেখান ; তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২৪শে ডিসেম্বর

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন ;

প্রভাতেই দেখতে পাবে তাঁর গৌরব।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, মহান বিশ্বত্রাতা,
সুকুমারীর গর্ভ হতে ;
হবার হচ্ছে নবসৃষ্টি :
সাধ্যের অতীত যে !

নরের সত্যি সাধ্য নেই,
কেবল আত্মার সর্বশক্তি :
ঐশবাণী হলেন মাংস,
পুণ্য গর্ভের ফল।

পুণ্যতমা সুকুমারী
গর্ভবতী হলে তুমি,
শুচিশুভ্র মন্দিরগৃহে
ঈশ্বরের প্রবেশ।

বাসর হতে বের হোন তিনি
মিলনকক্ষ প্রস্থান করুন,
মুক্তির পথে ছুটে আসুন
রাজার রাজা হে।

পিতার মত নিত্য তুমি,
মোদের দেহের ক্ষত মুছতে
মোদের মাংসের জয়চিহ্ন
কর পরিধান।

সেই গোশালা এখন থেকেই
দিব্য জ্যোতিতে ভূষিত ;
রাত্রি দ্বারা নিভবে না কো
বিশ্বাসের প্রদীপ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর;

*উ* কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু, আর দেরি নয়, শীঘ্রই এসো! যারা তোমার করুণার উপর আস্থা রাখে, তারা যেন তোমার আগমনে সান্ত্বনা ও নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি ঈশ্বররূপে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবীরা মুক্তকণ্ঠে
ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন :
শ্রীযিশু আসবেন একদিন
মানুষকে করতে উদ্ধার।

এখন সেই দিনের উদ্ভাস,
হৃদয় হর্ষে ভরে,
মহিমার প্রতিশ্রুতি
ধ্বনিত ঘরে ঘরে।

আগমন একবার হল :
সংসারের দণ্ড গেল !
পাপীদের ক্ষত সারা,
মৃতরা জীবন পেল।

আগমন এবার বলে :
‘উপস্থিত খ্রিষ্ট দ্বারে,
ধার্মিককে দেবেন মুকুট,
গ্রহিবেন স্বর্গধামে।’

চিরন্তন মুক্তি পাব,
শাশ্বত জ্যোতি তখন!
দীপ্যমান দিব্য সুখে
ডাকিছে স্বর্গ এখন।

তোমাকে, খ্রিষ্ট প্রভু,
চাইছি দেখতে সদা;
চাইছি তব স্তুতি
অনুক্ষণ গাইতে মোরা।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে
শ্রীখ্রিষ্ট হোন বন্দিত;
স্বর্গীয় পরম ত্রিত্ব
নিরন্তর হোন পূজিত।

রবি - সাম ১০০, ৯৩, ১১৮, গীতিকা ২, ১৫০
সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

১ম ধুয়ো : ওগো যুদেয়া, * ওগো যেরুশালেম,
তোমরা ভয় করো না :
আগামী দিন তোমরা বেরিয়ে যাবে,
তখন প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লেলুইয়া।

২য় ধুয়ো : যুদা দেশের * হে বেথলেহেম,
তুমি আদৌ হীনতম নগর নও,

কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা,
যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে প্রতিপালন করবেন।

৩য় ধুয়ো : আজ * তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন।
প্রভাতেই দেখতে পাবে তাঁর গৌরব।

৪র্থ ধুয়ো : আসবেনই প্রভু! * তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বল :
'তাঁর উদ্ভব মহান, তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন :
ঈশ্বর, শক্তিশালী, শাসনকর্তা, শান্তিরাজ,
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।'

৫ম ধুয়ো : আগামী দিন * তোমরা পাবে পরিত্রাণ,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১১:১-২ক)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।

## শ্লোক

প্ আগামী দিন * পৃথিবীর অপরাধ বিলুপ্ত হবে।
উ আগামী দিন * পৃথিবীর অপরাধ বিলুপ্ত হবে।
প্ আমাদের উপর জগৎত্রাতাই রাজত্ব করবেন।
উ পৃথিবীর অপরাধ বিলুপ্ত হবে।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আগামী দিন * পৃথিবীর অপরাধ বিলুপ্ত হবে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জগৎত্রাতা * সূর্যের মতই উদিত হবেন;
আবার তিনি নবীন ঘাসের উপর বর্ষার মতই

কুমারীর গর্ভে অবতীর্ণ হবেন,

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রাচীনকাল থেকে যিনি তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে পরিত্রাণের দিকে ডেকে আসছেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার সন্তানদের রক্ষা কর।*

-তুমি তোমার জাতির মাঝে ন্যায়ের বীজ পুঁতবে বলে কথা দিয়েছিলে। তোমার মণ্ডলীকে পুণ্য পবিত্র করে রাখ।

-আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমরা যেন তোমার বাণী গ্রহণ করি। খ্রিষ্টবিশ্বাস সাক্ষ্যদানে আমরা যেন তোমার প্রেরণাগুণে সৎসাহসী ও বলীয়ান হতে পারি।

-তোমার পবিত্র আত্মার প্রেমময় সহভাগিতায় আমাদের নিষ্ঠাবান কর, আমরা যেন তোমার পুত্রের আগমন গ্রহণ করে তোমার অনুগ্রহভাজন হয়ে উঠি।

-অধ্যবসায়ে আমাদের ধৈর্যশীল কর, আমরা যেন প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের দিন পর্যন্ত সজাগ থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু যিশু, আর দেরি নয়, শীঘ্রই এসো! যারা তোমার করুণার উপর আস্থা রাখে, তারা যেন তোমার আগমনে সান্ত্বনা ও নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি ঈশ্বররূপে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:২)

সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।

*প্র* জাতি-বিজাতি তোমার নাম শ্রদ্ধা করবে, প্রভু;

*উ* তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু, আর দেরি নয়, শীঘ্রই এসো! যারা তোমার করুণার উপর আস্থা রাখে, তারা যেন তোমার আগমনে সান্ত্বনা ও নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে পারে। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :
'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা !
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা।'

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:৩)

সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে, যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে, তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু;

*উ* তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু, আর দেরি নয়, শীঘ্রই এসো! যারা তোমার করুণার উপর আস্থা রাখে, তারা যেন তোমার আগমনে সান্ত্বনা ও নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে পারে। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া উত্তর দিলেন :

‘আপনার এই অভিবাদনের অর্থ কি? আমার অন্তর বিচলিত।
আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে
আমি হব রাজার জননী।’

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১১)

মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর, উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ, প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

*প্র* এসো, প্রভু, আর দেরি নয়;

*উ* ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু, আর দেরি নয়, শীঘ্রই এসো! যারা তোমার করুণার উপর আস্থা রাখে, তারা যেন তোমার আগমনে সান্ত্বনা ও নতুন আশায় উদ্দীপিত হতে পারে। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

- এইখানে আগমনকালের সমাপ্তি -

# জন্মোৎসবকাল

পবিত্র পরিবার

২৬-৩১ ডিসেম্বর

১লা জানুয়ারী

আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

আত্মপ্রকাশের পরবর্তী সপ্তাহ

প্রভুর বাপ্তিস্ম

২৫শে ডিসেম্বর

# প্রভুর জন্মোৎসব

মহাপর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে

জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আজই * সেই শান্তিরাজের গৌরবময় আবির্ভাব,
যাঁর শ্রীমুখ দেখতে নিখিল বিশ্ব ব্যাকুল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আজ * শান্তিরাজের গৌরব
নিখিল বিশ্বের সকল রাজার উপর প্রকাশিত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : মারীয়ার * প্রসবের সময় এখন উপস্থিত।
তিনি তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করবেন। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর ;
কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : বরেরই মত
বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রভু। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

*প্র* আজ তোমরা জানতে পারবে, * আমাদের প্রভু আসছেন।
*উ* আজ তোমরা জানতে পারবে, * আমাদের প্রভু আসছেন।

℣ প্রভাতেই দেখতে পাবে তাঁর গৌরব।

℟ আমাদের প্রভু আসছেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আজ তোমরা জানতে পারবে, * আমাদের প্রভু আসছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সূর্য * আকাশে উদীয়মান হলে,
তখনই তোমরা দেখতে পাবে,
বাসর থেকে বেরিয়ে আসা বরেরই মত,
পিতা থেকে আসছেন রাজার রাজা। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নিজেকে শূন্য করে দাসের দশা ধারণ করলেন এবং সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েও কোন পাপ করেননি, আসুন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর দিকে ফিরে প্রার্থনা করি :

*তোমার জন্মের খাতিরে, আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু।*

-নবীরা যে নবীন কালের কথা বলে গেছিলেন, আমাদের এই জগতে এসে তুমিই সেই কালের সূচনা করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তজন যেন সবসময় নতুন আত্মিক জন্মে নবায়িত হতে পারে।

-তুমি আমাদের মানবীয় দুর্বল অবস্থা আপন করে নিয়েছ। অন্ধের চোখ খুলে দাও, দুর্বলের অন্তর দৃঢ় করে তোল, অসহায়কে সান্ত্বনা দান কর।

-তোমার জন্ম মানুষের ঘরে পরিত্রাণের শুভসংবাদ এনে দিয়েছে। মরণাপন্ন যারা, তাদের স্বর্গীয় জীবনের আশা দান কর।

-তুমি এ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলে আমরা যেন স্বর্গে যেতে পারি। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমরা যারা গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমাদের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় রয়েছি, তুমি প্রতিটি বছর এই আমাদের আনন্দিত করে থাক। আশীর্বাদ কর: আমরা আনন্দিত মনে যাঁকে আজ মুক্তিসাধকরূপে বরণ করি, তোমার সেই একমাত্র জনিত পুত্র যখন বিচারকরূপে আসবেন, তখনও আমরা যেন নির্ভয়ে তাঁর দিকে তাকাতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সমাপনী অনুষ্ঠান

যাঁরা নিশিজাগরণী (পরবর্তী পৃষ্ঠায়) ও নৈশ মিসায় যোগদান করেন না, তাঁরা সমাপনী অনুষ্ঠান পালন করবেন।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * বলেছেন আমায় :
তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। সাম ২

২য় ধুয়ো : বরেরই মত
বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রভু। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করেছেন চিরকালের মত। সাম ৪৫

প্ বাণী হলেন মাংস। আল্লেলুইয়া।

উ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার মন্দিরে
আমরা তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি, পরমেশ্বর। সাম ৪৮

২য় ধুয়ো : তাঁর জীবনকালে * মহাশান্তি হবে প্রস্ফুটিত,
তিনি পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য করবেন। সাম ৭২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ।
আল্লেলুইয়া। সাম ৯৮

℣ তাঁর মধ্যে ছিল জীবন ;
℟ জীবন ছিল মানুষের আলো।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভু * যেরুশালেমের উপর
প্রবাহিত করবেন নদীর মত শান্তি ও পরিত্রাণ।

**জয়গান** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : †
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন: †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: প্রভু যেরুশালেমের উপর
প্রবাহিত করবেন নদীর মত শান্তি ও পরিত্রাণ।

প শেষযুগের এই দিনগুলিতে ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন
উ যাঁর দ্বারাই তিনি যুগগুলো রচনা করলেন।

নিশিজাগরণীর পর পরে যদি মধ্যরাত্রির মিসা অনুষ্ঠিত হয়, তবে নিম্নের অংশগুলি বাতিল করে 'জয় পরমেশ্বরের' নিয়ে মিসা পালন করা হয়।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১:১-২৫ অথবা মথি ১:১৮-২৫।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন !
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে:
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : বল, রাখাল, * তোমরা কাকে দেখেছ?
বল, পৃথিবীতে কার হয়েছে আবির্ভাব?
আমরা নবজাত একজনকে দেখেছি,
দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনাগান করছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।
মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।
তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি:
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আর হঠাৎ * ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে
এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল:
'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!
ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হিব্রু ১:১-২)

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে

তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!

ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি! আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, আসুন, ঐশবাণী সেই খ্রিষ্টরাজের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*তোমার আগমনের জন্য, প্রভু, পৃথিবী মেতে উঠুক।*

-হে ঈশ্বরপুত্র, তুমি আমাদের ত্রাণ করতে এলে। মণ্ডলী যেন সকল জাতির কাছে তোমার পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করে।

-হে ন্যায়ের সূর্য, তুমি আমাদের উদ্ভাসিত করতে এলে। যারা এখনও তোমাকে না জেনে অন্ধকারে চলে, আমরা যেন তাদের কাছে তোমার জ্যোতি দান করি।

-হে সনাতন শিশু, পবিত্র আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও তুমি কুমারীর গর্ভে জন্ম নিলে। তোমার জন্মের শুভফলে এই জগতে যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

-হে গৌরবের রাজা, আমাদের মঙ্গলের জন্য তুমি নিজেকে নমিত করেছিলে। বিশ্বমঙ্গলের জন্য আমরাও যেন নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি।

-স্বর্গদূতদের সঙ্গে, ধন্যা মারীয়া ও পুণ্যবান যোসেফের সঙ্গে আজ আমরা তোমার জন্মের জন্য আনন্দ করি। এই আনন্দ যেন কখনও ফুরিয়ে না যায়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমরা আজ তোমার মাংসধারী বাণীর নবীন আলোতে উদ্ভাসিত। অনুনয় করি: বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে যা জ্বলে উঠেছে, তা যেন আমাদের কাজকর্মেও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।

মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।
তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ২:১১-১২)

ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া ;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৪:৯)

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে ‘শক্তিশালী ঈশ্বর’। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩৬)

ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:১-৩)

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে, আমরা তারই বিষযে কথা বলছি। কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি, তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার; পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন; * আজ পরিত্রাতা আবির্ভূত হলেন;
আজ স্বর্গদূতেরা মর্তে আনন্দগান করেন;
আজ ধার্মিক সকল উল্লসিত মনে বলে ওঠে,
ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আজ আমাদের জন্য জন্ম নিলেন, আসুন, সর্বসৃষ্টির সঙ্গে ভক্তিভরে আমাদের সেই ভাই ও ত্রাণকর্তা যিশুকে পূজা করে বলি:

*তোমার এ জন্মদিনে, প্রভু, জগৎ যেন দেখতে পায় শান্তি।*

-তোমার জন্মের জন্য মণ্ডলী আজ অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার অশেষ আশিসধারায় তাকে ধন্য করে তোল।

-হে আমাদের উত্তম পালক ও পরিচালক, পোপ মহোদয় ও বিশপবর্গকে প্রজ্ঞাদানে ধন্য কর, তাঁরা যেন তোমার অনুগ্রহদান বিশ্বস্তভাবে বিতরণ করতে পারেন।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, মানুষ হওয়ায় তুমি মানবজীবনের অনিত্য আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতা করতে ইচ্ছা করেছ। কৃপা কর, আমরা যেন চিরকালের মতই তোমার সনাতন আনন্দলোকে স্থান পেতে পারি।

-কাল পূর্ণ হলে তুমি কুলপতি ও নবীদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করেছ। যাঁরা এখনও তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের কাছে পরিত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ কর।

-তুমি মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করে দিয়েছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার অমৃতধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পবিত্র পরিবার

## (জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার)

পর্ব

প্রভুর জন্মোৎসব মহাপর্ব ও ১লা জানুয়ারীর মধ্যে যদি কোন রবিবার না পড়ে, তাহলে এ পর্বটি ৩০শে ডিসেম্বরেই পালিত হবে। তখন ১ম সন্ধ্যারতি বাতিল করা হবে।

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো স্বর্গীয় ধন্য জ্যোতি,
মানবজাতির পরম আশা,
যিশু, তুমি জন্ম থেকেই
ঘরে পেলে ভালবাসা।

ওগো মরিয়ম, প্রসাদপূর্ণা,
শুচি বুকে নেবার তাঁকে
যোগ্য তুমি, শুধু তুমি,
এখন আদর কর তাঁকে।

ওগো যোসেফ, ধার্মিক পুরুষ,
পুণ্য পরিবারের পালক,

তোমায় 'বাবা' নাম ধ'রে
ডাকেন এখন ঐশ বালক।

যেসে-বংশের মরিয়ম, যোসেফ,
তোমাদের সম্মুখে আমরা ;
এই দিবসে মোদের যাচনা
প্রীতির সঙ্গে শোন তোমরা।

পুণ্য ঘরে যা ফুটেছে,
সকল পুণ্যের যে প্রসাদ,
মোদের ঘরেও ফুটুক সে ফুল :
তবে করব শান্তি আস্বাদন।

পিতামাতার প্রতি, যিশু,
কত বাধ্য ছিলে তুমি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
হোক চিরন্তন তব স্তুতি। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

১ম ধুয়ো : যাকোব * মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা।
এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যোসেফ উঠে * সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে
মিশরে চলে গেলেন। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : বালক যিশু * প্রজ্ঞায় ও বয়সে
এবং ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : রাখালেরা * সেখানে ছুটে গিয়ে
মারীয়া, যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : যিশু * যখন প্রচারকর্ম আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।
তিনি, লোকদের ধারণায়, যোসেফের সন্তান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৮:৯)

তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।

## শ্লোক

প্র বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
উ বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
প্র আমরা সকলে তাঁর পূর্ণতা থেকে পেয়েছি অনুগ্রহধারা:
উ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: সবকিছুর উপর * তখন নিস্তব্ধতাই বিরাজ করছে,
রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু,
রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানবপরিবারে যিনি মানুষ হতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রিষ্টকে পূজা করে বলি:

*হে প্রভু, বিশ্বের সকল পরিবার আশীর্বাদ কর।*

-তুমি মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফের প্রতি বাধ্য ছিলে। যাঁরা আমাদের পরিচালক, তাঁদের প্রতি বাধ্যতা ও সম্মান দেখাতে আমাদের শেখাও।

-তুমি আদর্শ সন্তানের মত মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে ভালবেসেছিলে। আশীর্বাদ কর, যেন সকল পরিবারে ভালবাসা ও শান্তি বিরাজ করে।

-তুমি দেখিয়েছিলে, তোমার প্রথম কর্তব্য পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা। সাহায্য কর, সকল পরিবারে যেন ঈশ্বর পূজিত ও সম্মানিত হন।

-তিন দিন ধরে তোমাকে খোঁজ করার পর, তোমার পিতামাতা তোমাকে মন্দিরেই খুঁজে বার করেছিলেন। প্রজ্ঞা দান কর, আমরাও যেন সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য খোঁজ করি।

-তুমি ধন্যা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে তোমার সঙ্গে স্বর্গধামে স্থান দিয়েছ। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনও যেন তোমার মহিমার সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : মারীয়া ও যোসেফের কাছে যিনি বাধ্য ছিলেন ;

এসো, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

কত মধুর মোদের লাগে
নাজারেথের কথা বলা :
যিশুর গুপ্ত জীবনযাপন,
এসো, এসো, করি গান।

কাঠের কাজে ধন্য যোসেফ
শ্রীযিশুকে করেন দক্ষ,
কাজই শিখছেন পুণ্য বালক,
সাধু যোসেফ প্রীত হে।

যত্ন করেন ধন্যা মাতা,
পুত্র ও স্বামী তাঁরই চিন্তা ;
তাঁদের শ্রমে আরাম দেওয়া :
এটি তাঁরই বাসনা।

ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত,
কাজে-কর্মে শ্রান্ত মোরা ;
মোদের দিকে চেয়ে দেখ
ওগো, পুণ্য পরিবার।

পুণ্য জীবনের আদর্শ
মোদের জন্য তুমি, যিশু ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি নিত্য বিরাজমান। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : দাউদসন্তান যোসেফ,
তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না,
কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে,
তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে। আল্লেলুইয়া। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : যোসেফ * ঘুম থেকে জেগে উঠে,
প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন,
তিনি সেইমত করলেন :
তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : রাখালেরা * সেখানে ছুটে গিয়ে
মারীয়া, যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। সাম ৮৭

প্র তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে ;
উ তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : শিমেয়োন * যিশুকে কোলে নিলেন,
ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন :
হে মহাপ্রভু, এখন তোমার এই দাসকে
শান্তিতে বিদায় দাও। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : এ শিশু * ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত,
ইনি হবেন অস্বীকৃত এক চিহ্ন। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : প্রভুর বিধান অনুসারে * সবকিছু সমাধা করার পর
তাঁরা গালিলেয়ায়, নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। সাম ৮৫

প্র সন্তান আমার, শোন, আমার কথা গ্রহণ করে নাও,
উ তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সত্যি তুমি এমন ঈশ্বর * যিনি লুকিয়ে থাকেন,
ওগো ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পরিত্রাতা।

**জয়গান** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## প্রভুর আগমন (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।'

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: †
'মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।'

এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চিৎকার কর!'
আর আমি বলি, 'চিৎকার করে কী বলব?'
'প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন: †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: সত্যি তুমি এমন ঈশ্বর যিনি লুকিয়ে থাকেন,
ওগো ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পরিত্রাতা।

*প্র* তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর,

*উ* তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ২০:১৯-২৩।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : মারীয়া ও যোসেফের কাছে যিনি বাধ্য ছিলেন ;
এসো, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো পিতার দীপ্তি খ্রিষ্ট,
ওগো মরিয়ম, ঈশ্বর-মাতা,
ওগো যোসেফ, দু'জন ব্যক্তির
বিশ্বাসপূর্ণ আশ্রয়দাতা।

তেমন গৃহে সকল পুণ্যের
ফুল-পল্লবতে পূর্ণ,
সেইখান থেকে হয় নির্গত
কৃপাধারার আসল উৎস।

স্বর্গীয় দূতগণ হয়ে বিস্মিত
ঈশ্বরপুত্রের করেন পূজা :
তিনি দাস-রূপ গ্রহণ করে
দাসদাসীর করেন সেবা।

নম্র যোসেফ চালান সংসার,
তাঁরই কথায় বালক চলেন ;
মাতা ঘরে হয়ে ব্যস্ত
সেই দুইজনকে সেবা করেন।

এ তিন ব্যক্তি পুণ্য সংসার,
তাঁদের গৃহে সদাই কান্তি,
সেইখান থেকে হল শুরু
মোদের মুক্তি, পরম শান্তি।

ওগো যিশু, মাতা, যোসেফ,
তোমরা সকলের আদর্শ,
মোদের গৃহের 'পরে তোমরা
আশিসধারা কর বর্ষণ।

ওগো ঈশ্বরপুত্র যিশু,
তব স্তুতি করি মোরা ;
তব পিতামাতার যাচনায়
স্বর্গগৃহে থাকব সদা। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * প্রেরিত হলেন কুমারী মারীয়ার কাছে ;
তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তুমি * তাঁর নাম যিশু রাখবে,
কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। আল্লেলুইয়া।
সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
তিনি রাজত্ব করবেন চিরকাল। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : তিনিই তো * ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার সেই আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকতেন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দ্বিঃবিঃ ৫:১৬)

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে যেন দীর্ঘজীবী হও ও তোমার মঙ্গল হয়।

## শ্লোক

প্র হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্র তুমি তো মারীয়া ও যোসেফের বাধ্য ছিলে।
উ আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। যাকোব * মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা।
এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়। গীতিকা

খ। প্রাচীন মানুষ * শিশুকে কোলে করে বহন করছিলেন,
শিশুই কিন্তু ছিলেন প্রাচীনের অবলম্বন।
নিত্যকুমারী মারীয়া যে পুত্রসন্তান প্রসব করলেন,
তিনি তাঁকে পূজা করেন। গীতিকা

গ। বালক যিশু * যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না।
যিশু সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে ক'রে
তাঁরা আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানবপরিবারে যিনি মানুষ হলেন, আসুন, ঐশবাণী সেই ঈশ্বরপুত্র খ্রিষ্টকে পূজা করে বলি:

*হে বাধ্য ও বিনম্র যিশু, তোমার মণ্ডলীকে পবিত্র করে তোল।*

-হে যিশু, তুমি পিতার সনাতন বাণী হয়েও মারীয়া ও যোসেফের বাধ্য হয়ে নম্র জীবন যাপন করেছিলে। আমরাও যেন বাধ্যতা ও বিনম্রতার পথে চলি।

-তুমি যা বলছিলে, যা করছিলে, ধন্যা মারীয়া তা নিজ অন্তরে গেঁথে রাখতেন। তাঁর আদর্শে আমরাও যেন তোমার বাণী ধ্যানে তৃপ্তি পাই।

-বিশ্বস্রষ্টা হয়েও তুমি এই জগতে এসে কাঠমিস্ত্রীর কাজ শিখেছিলে। আমরা যেন হাতের কাজ লজ্জাকর মনে না করি, বরং দক্ষতার সঙ্গেই যেন কাজ করি।

-তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সামনে জ্ঞানে ও অনুগ্রহে বেড়ে উঠছিলে। আমরাও যেন সকলের মঙ্গল সাধনে তোমার মত বেড়ে উঠতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের

গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * প্রেরিত হলেন কুমারী মারীয়ার কাছে ;
তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১২-১৩)

ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর।

℣ প্রভু আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল;

℟ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমি * তাঁর নাম যিশু রাখবে,
কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১৪-১৫)

সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

℣ তরুণ বয়স থেকেই আমি দুঃখী, মরণমুখী;

℟ অবনমিত হবার পর আমি উন্নীত হয়েছি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
তিনি রাজত্ব করবেন চিরকাল।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১৭)

কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

℣ তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে;

℟ তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো স্বর্গীয় ধন্য জ্যোতি,
মানবজাতির পরম আশা,
যিশু, তুমি জন্ম থেকেই
ঘরে পেলে ভালবাসা।

ওগো মরিয়ম, প্রসাদপূর্ণা,
শুচি বুকে নেবার তাঁকে
যোগ্য তুমি, শুধু তুমি,
এখন আদর কর তাঁকে।

ওগো যোসেফ, ধার্মিক পুরুষ,
পুণ্য পরিবারের পালক,
তোমায় 'বাবা' নাম ধ'রে
ডাকেন এখন ঐশ বালক।

যেসে-বংশের মরিয়ম, যোসেফ,
তোমাদের সম্মুখে আমরা ;
এই দিবসে মোদের যাচনা
প্রীতির সঙ্গে শোন তোমরা।

পুণ্য ঘরে যা ফুটেছে,
সকল পুণ্যের যে প্রসাদ,
মোদের ঘরেও ফুটুক সে ফুল :
তবে করব শান্তি আস্বাদন।

পিতামাতার প্রতি, যিশু,
কত বাধ্য ছিলে তুমি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
হোক চিরন্তন তব স্তুতি। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

১ম ধুয়ো : যাকোব * মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা।
এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যোসেফ উঠে * সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে
মিশরে চলে গেলেন। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : বালক যিশু * প্রজ্ঞায় ও বয়সে
এবং ঈশ্বর ও মানুষের সামনে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : রাখালেরা * সেখানে ছুটে গিয়ে
মারীয়া, যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : যিশু * যখন প্রচারকর্ম আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।
তিনি, লোকদের ধারণায়, যোসেফের সন্তান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ২:৬-৭)

অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না ; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন ; তিনি আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন।

## শ্লোক

প্ খ্রিষ্ট সবদিক দিয়ে ভাইদের মত হলেন, * যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারে।
উ খ্রিষ্ট সবদিক দিয়ে ভাইদের মত হলেন, * যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারে।
প্ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে মানবের মধ্যে বাস করলেন,
উ যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারে।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রিষ্ট সবদিক দিয়ে ভাইদের মত হলেন, * যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম। গীতিকা

খ। পিতামাতা * শিশু যিশুকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন;
শিমেয়োন তাঁকে কোলে নিলেন,
ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন,
হে মহাপ্রভু, এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও। গীতিকা

গ। বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।
কেন আমাকে খুঁজছিলে?
তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে? গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানবপরিবারে যিনি মানুষ হতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রিষ্টকে পূজা করে বলি:

*হে প্রভু, বিশ্বের সকল পরিবার আশীর্বাদ কর।*

-তুমি মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফের প্রতি বাধ্য ছিলে। যাঁরা আমাদের পরিচালক, তাঁদের প্রতি বাধ্যতা ও সম্মান দেখাতে আমাদের শেখাও।

-তুমি আদর্শ সন্তানের মত মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে ভালবেসেছিলে। আশীর্বাদ কর, যেন সকল পরিবারে ভালবাসা ও শান্তি বিরাজ করে।

-তুমি দেখিয়েছিলে, তোমার প্রথম কর্তব্য পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা। সাহায্য কর, সকল পরিবারে যেন ঈশ্বর পূজিত ও সম্মানিত হন।

-তিন দিন ধরে তোমাকে খোঁজ করার পর, তোমার পিতামাতা তোমাকে মন্দিরেই খুঁজে বার করেছিলেন। প্রজ্ঞা দান কর, আমরাও যেন সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য খোঁজ করি।

-তুমি ধন্যা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে তোমার সঙ্গে স্বর্গধামে স্থান দিয়েছ। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনও যেন তোমার মহিমার সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে পবিত্র পরিবারের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরতে প্রসন্ন হয়েছ। সদয় হয়ে আশীর্বাদ কর, তাঁদের মত আমরাও যেন পারিবারিক জীবনের গুণাবলি অনুশীলনে ও পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এমন জীবন যাপন করি, যার ফলে একদিন তোমার গৃহের আনন্দে শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২৬–৩১শে ডিসেম্বর

ডিসেম্বর ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ সূচী

## ২৬শে ডিসেম্বর

অপরাহ্ণ প্রহর পর্যন্ত সাধু স্তেফানের পর্বের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;
উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :

মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৫খ, ৭)

ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। আমরা যদি আলোতে চলি—আলোতেই আছেন তিনি!—তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

## শ্লোক

প্র বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সবকিছুর উপর * তখন নিস্তব্ধতাই বিরাজ করছে,
রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু,
রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের মাঝে বাস করেন এবং পরিত্রাতারূপে আমাদের চালিত করেন, আসুন, ঈশ্বরের বাণী সেই খ্রিষ্টের উপর আস্থা রেখে বলি :

*প্রভু, অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা কর।*

-আমাদের জন্য তুমি মাংসধারণ করেছ, মানুষের মত হয়েই জীবনযাপন করেছ, তোমার জীবন পিতারই চরণে নিবেদিত ছিল।

-আমাদের জন্য তুমি জীবনকালে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করেছ, পাপীদের ভালবেসেছ।

-আমাদের জন্য তুমি যন্ত্রণাভোগ করেছ, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, সমাহিত হয়েছ।

-আমাদের জন্য তুমি পুনরুত্থান করেছ, স্বর্গারোহণ করেছ, পবিত্র আত্মাকে দান করেছ।

-এখন তুমি স্বর্গীয় গৌরবে ভূষিত। আমাদের মৃত ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদেরও একদিন তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২৭শে ডিসেম্বর

অপরাহ্ণ প্রহর পর্যন্ত সাধু যোহনের পর্বের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;
℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র

এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:৩-৪)

ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি।

## শ্লোক

℣ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া,
সমগ্র বিশ্ব নিজের মধ্যে যাঁকে ধারণ করতে পারে না,
তিনি মানুষ হয়ে তোমারই গর্ভে নিজেকে আবদ্ধ করলেন।
কুমারী হয়ে থেকে তুমি গর্ভবতী হলে,
কুমারী হয়ে থেকে তুমি পুত্রকে প্রসব করলে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

তাঁর অগাধ প্রেমে যিনি আপন পুত্রকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই করুণাময় পিতার কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার পুত্রের অনুগ্রহ আমাদের অন্তরে নিত্য বিরাজ করুক।*

-হে প্রেমময় ঈশ্বর, যারা এখনও অন্ধকারে বসে আছে, তুমি তো তাদের প্রতি দয়া দেখাও। বিশ্বের পরিত্রাণের জন্য আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ কর।

-বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ। খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে একতা ও শান্তি সঞ্চার কর।

-তোমার পরম শান্তি বিশ্বের প্রান্তসীমায় বিস্তারিত হোক। সকল জাতির মানুষকে খ্রিষ্টবিশ্বাসে চালিত কর।

-যাঁরা সমাজে পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত, তাঁদের উপর ঐশআত্মার প্রজ্ঞা বর্ষণ কর, তাঁরা যেন ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারেন।

-তুমি জগতের কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার শাশ্বত শান্তিধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে পরিগণিত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২৮শে ডিসেম্বর

অপরাহ্ণ প্রহর পর্যন্ত নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণের পর্বের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র

এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ২:৩খ-৫)

অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন— অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : কুমারী মারীয়া * হলেন ঈশ্বরজননী,
শিশু যিশু স্তনপান করছেন তাঁর কোলে।
যিনি আমাদের ত্রাণ করতে এলেন,
এসো, সেই খ্রিষ্টকে পূজা করি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

পিতা ঈশ্বর এই জগতে তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করেছিলেন, বিধানের অধীনে জাত হয়ে তিনি যেন বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন। আসুন, তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার পুত্রের অনুগ্রহ আমাদের অন্তরে নিত্য বিরাজ করুক।*

-খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস গভীরতর করে তোল। যিনি তাদের জন্য মানুষ হলেন, তাঁর কথা অনুক্ষণ স্মরণে রেখে তারা যেন সর্বদা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

-তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি মানবদশার সহভাগী হয়েছ। গরিব, অসুস্থ, বৃদ্ধ, নিরাশ যত মানুষকে সান্ত্বনা দান কর।

-তোমার পুত্রকে জীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হল। নির্যাতিত, অত্যাচারিত, প্রবাসী, সমাজচ্যুত, কারারুদ্ধ যত মানুষের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর।

-তোমার পুত্রের জন্মদিনে তোমার স্বর্গদূতেরা স্বর্গীয় সঙ্গীত গান করলেন। তোমার কৃপায় আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরাও যেন চিরকালের মত স্বর্গীয় বন্দনায় যোগ দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি মানব-মর্যাদা অপূর্বভাবে সৃষ্টি করেছ, আর তোমার মুক্তিদানে তা অপূর্বতর ভাবেই নবরূপায়িত করেছ। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মানবস্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন হলেন, আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

জন্মোৎসব-অষ্টাহের পঞ্চম দিন

# ২৯শে ডিসেম্বর

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : আমার খ্রিষ্ট * আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, আল্লেলুইয়া ;
তুমি আমার পিতা। আল্লেলুইয়া। সাম ৮৯

৩য় ধুয়ো : সেনাবাহিনীর প্রভু * আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। সাম ৪৬

প্র তাঁর পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে আসছেন প্রভু ;
উ আসছেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : মর্ত থেকে * সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ। সাম ৮৫

২য় ধুয়ো : আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, * পৃথিবী মেতে উঠুক
সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : প্রভুর জন্মলগ্নে * স্বর্গদূতেরা গান করছিলেন,
আমাদের পরমেশ্বরেরই তো পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

প্র রাখালেরা শিশুটিকে দে'খে, আল্লেলুইয়া ;
উ তাঁর বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল, তা তারা প্রকাশ করল। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

২য় পর্ব শেষে 'তুমি ঈশ্বর' স্তোত্রটি গান করা যেতে পারে।

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি : প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য

বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : বল, রাখাল, * তোমরা কাকে দেখেছ?
বল, পৃথিবীতে কার হয়েছে আবির্ভাব?
আমরা নবজাত একজনকে দেখেছি,
দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনাগান করছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।
মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।

তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।
সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আর হঠাৎ * ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে
এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল :
'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!
ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১:১-২)

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : রাখালেরা * একে অন্যকে বলল,
চল, আমরা বেথলেহেম পর্যন্ত যাই ;
এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদের জানালেন,
তা গিয়ে দেখি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঈশ্বর তাঁর দয়ায় আমাদের কাছে শান্তিরাজ সেই খ্রিষ্টকে প্রেরণ করলেন। আসুন, বিশ্বাস ও ভক্তি ভরে ঘোষণা করি :

*ঈশ্বরের প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি !*

-হে পবিত্র পিতা, তোমার মণ্ডলী তোমার পরিত্রাণদায়ী প্রেমের কথা স্মরণ করছে ; প্রসন্ন হয়ে তুমি আমাদের এই স্তুতিবন্দনা গ্রহণ কর।

-যাঁকে তুমি পাঠাবে বলে আদি থেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সেই মুক্তিদাতার আলো সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করুক।

-কুলপতি ও নবীরা যে মশীহের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ইহুদী জাতি তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করুন।

-তোমার পুত্রের জন্মের কথা স্বর্গদূতেরা ঘোষণা করলেন, প্রেরিতদূতেরা তা প্রচার করলেন, ধর্মশহীদেরা তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন : এই শান্তির শুভসংবাদ সারা বিশ্বে ধ্বনিত হোক।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি : প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।

মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।
তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ২:১১-১২)

ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া ;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি : প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৪:৯)

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি: প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে ‘শক্তিশালী ঈশ্বর’। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩৬)

ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি: প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:১-৩)

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে, আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি। কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি, তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার; পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গরাজ * কুমারীর গর্ভে জন্ম নিতে চাইলেন,

তিনি যেন পতিত মানবকে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়ে আনতে পারেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

দীনদরিদ্রের কাছে শুভসংবাদ প্রচারের জন্য যিনি তাঁর আপন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন, আসুন, এ সান্ধ্য স্তুতিবন্দনার জন্য সম্মিলিত হয়ে আমরা সেই করুণাময় পিতাকে ডাকি:

*পিতা, দয়া কর।*

-হে পিতা, তুমি যে তোমার পুত্রকে আমাদের দান করেছ, তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। বিশ্বজগৎকে তাঁর জন্মের আনন্দে উদ্ভাসিত কর।

-তুমি যিশুকে পাঠিয়েছ অনুগ্রহকালের কথা ঘোষণা করতে। সবাই যেন স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করতে পারে।

-রাখালেরা জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে ঈশ্বর বলে চিনতে পেরেছিল। আমাদের বিশ্বাস গভীরতর করে তোল, আমরাও যেন যিশুর কথা সরলভাবে প্রচার করতে পারি।

-তুমি সকল মানুষকে অন্ধকার থেকে ঐশআলোতে আহ্বান কর। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন সুসমাচারের নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

-তুমি যিশুতে সেই আলো জ্বালিয়েছ, যে আলো সকল জাতিকে উদ্ভাসিত করে। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা যেন যুগযুগ ধরে তোমার শ্রীমুখের গৌরব দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দৃশ্যাতীত পরমেশ্বর, তোমার আলোর আগমনে তুমি জগতের তমসা দূর করে দিয়েছ। মিনতি করি: প্রসন্নতার চোখে আমাদের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জন্ম-মাহাত্ম্য যথাযোগ্য বন্দনাগানে উদ্‌যাপন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

জন্মোৎসব-অষ্টাহের ষষ্ঠ দিন

# ৩০শে ডিসেম্বর

প্রভুর জন্মোৎসব যদি রবিবারে পড়ে, তাহলে এদিনে, ১ম সন্ধ্যারতি বাতিল ক'রে পবিত্র পরিবার পর্ব উদ্‌যাপিত হবে। অন্যথা নিম্নের ব্যবস্থা পালনীয়।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : আমার খ্রিষ্ট * আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, আল্লেলুইয়া ;
তুমি আমার পিতা। আল্লেলুইয়া। সাম ৮৯

৩য় ধুয়ো : সেনাবাহিনীর প্রভু * আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। সাম ৪৬

প্র আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম, আল্লেলুইয়া ;
উ এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : মর্ত থেকে * সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ। সাম ৮৫

২য় ধুয়ো : আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, * পৃথিবী মেতে উঠুক
সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : প্রভুর জন্মলগ্নে * স্বর্গদূতেরা গান করছিলেন,
আমাদের পরমেশ্বরেরই তো পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন, আল্লেলুইয়া ;
উ আপন পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

২য় পর্ব শেষে 'তুমি ঈশ্বর' স্তোত্রটি গান করা যেতে পারে।

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : বল, রাখাল, * তোমরা কাকে দেখেছ?
বল, পৃথিবীতে কার হয়েছে আবির্ভাব?
আমরা নবজাত একজনকে দেখেছি,
দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনাগান করছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।
মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।

তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।

সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,

'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :

আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'

আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আর হঠাৎ * ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে

এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল :

'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!

ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।

তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৯:৫)

এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভুর জন্মলগ্নে * স্বর্গদূতবৃন্দ সমস্বরে গান করতে লাগলেন,

সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

পরম পিতা যাঁকে মানবজাতির নবীকরণের প্রবর্তকরূপে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*ঈশ্বরপুত্র খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে ছিলে ; কাল পূর্ণ হলে মানুষ হলে। আমাদের অন্তরে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চার কর।

-তুমি নিজেকে শূন্য করলে আমরা যেন তোমার গৌরবলাভে ধনবান হই ; নিজেকে নমিত করলে আমরা যেন তোমার ঐশমর্যাদার অংশী হই। কৃপা কর, আমরা যেন তোমার বাণী বিশ্বস্তভাবে মেনে চলতে পারি।

-যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় ছিল, তুমি তাদের উদ্ভাসিত করলে। আমাদের উপর তোমার সত্য ও শান্তির আত্মাকে বর্ষণ কর।

-তোমার বাণী গ্রহণের জন্য আমাদের নতুন হৃদয় দান কর। সাহায্য কর, যে বিশ্বাস আমরা কথায় ঘোষণা করি, তা যেন কাজেও বাস্তবায়িত করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।

মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে

তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।

তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দ্বিঃবিঃ ৪:৭)

এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি?

℣ প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

℟ আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,

‘আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।’
আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১২:৫-৬)

প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ, সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক। সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী, কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া ;
*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তোবিত ১৪:৮-৯)

বিজাতিরা তাদের যত মূর্তি পরিত্যাগ করবে, তারা যেরুশালেমে এসে বসবাস করবে। পৃথিবীর সকল রাজা ইস্রায়েলের রাজাকে আরাধনা করে যেরুশালেমে আনন্দ করবেন।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।
℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার পরাক্রমের দিনে, * পবিত্রতার মহিমায়, রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * অন্ধকারে এবার আলোর উদ্ভাস :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বাণী * অনাদিকাল থেকে ঈশ্বর,
তিনি জগৎত্রাতা। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ পি ১:৩-৪)

তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে খ্রিষ্ট আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরজননী, * তোমার জয় হোক!
তুমিই যে খ্রিষ্টকে জন্ম দিলে।
তোমার মহিমাকীর্তনে রত তোমার এই জনগণকে
রক্ষা কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাঁর আপন জাতিকে পরিত্রাণের পথে চালিত করার জন্য বেথলেহেমে জন্ম নিলেন, আসুন, ইস্রায়েলের মেষপালক সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার প্রেম আমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।*

-হে সর্বজাতির প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা, যে সকল দেশ এখনও তোমার বাণী শোনেনি, তাদের উপর তোমার শুভসংবাদের আলো বিকশিত কর, সকল মানুষকে তোমার বুকে আকর্ষণ কর।

-পৃথিবীর সকল প্রান্তেই তোমার মণ্ডলীকে বিস্তারিত কর, যেন মানবজাতি একই আত্মার প্রেরণায় এক পরিবার হতে পারে।

-হে রাজাধিরাজ, জগতের সকল নেতার মন উদ্বুদ্ধ কর, তাঁরা যেন দেশের কল্যাণ, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই নেতৃত্ব নেন।

-হে পরাক্রমশালী শাসনকর্তা, হে দুর্বলদের শক্তি, পরীক্ষার সময়ে সহায় হও, পতনের দিনে সাহায্য কর, বিপদের সামনে নিরাপদে রাখ। যারা নিরাশায় রয়েছে, তাদের আশ্বাস দাও, অত্যাচারিতদের সান্ত্বনা দাও।

-হে দীনদুঃখীর সান্ত্বনাদানকারী, মরণাপন্ন মানুষের শেষ আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর কর। অফুরন্ত জীবন-জলের উৎসের ধারে তাদের চালিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রাচীন বন্দিদশায় যারা পাপের জোয়ালে বশীভূত, মাংসে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নবজন্মের গুণে তারা যেন মুক্তি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

জন্মোৎসব-অষ্টাহের সপ্তম দিন

# ৩১শে ডিসেম্বর

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : আমার খ্রিষ্ট * আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, আল্লেলুইয়া ;
তুমি আমার পিতা। আল্লেলুইয়া। সাম ৮৯

৩য় ধুয়ো : সেনাবাহিনীর প্রভু * আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। সাম ৪৬

প্র আপন শক্তিশালী বাণীতে যিনি বিশ্বকে সুস্থির রাখেন, আল্লেলুইয়া,
উ তিনি ঊর্ধ্বলোকে মহামহিমের ডান পাশেই সমাসীন। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : মর্ত থেকে * সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ। সাম ৮৫

২য় ধুয়ো : আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, * পৃথিবী মেতে উঠুক
সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : প্রভুর জন্মলগ্নে * স্বর্গদূতেরা গান করছিলেন,
আমাদের পরমেশ্বরেরই তো পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

প্র এই দিনগুলিতে ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন, আল্লেলুইয়া ;
উ যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

২য় পর্ব শেষে ‘তুমি ঈশ্বর’ স্তোত্রটি গান করা যেতে পারে।

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর : যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে

পরিগণিত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : বল, রাখাল, * তোমরা কাকে দেখেছ?
বল, পৃথিবীতে কার হয়েছে আবির্ভাব?
আমরা নবজাত একজনকে দেখেছি,
দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনাগান করছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।
মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।

তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।
সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আর হঠাৎ * ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে
এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল :
'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!
ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে 'শক্তিশালী ঈশ্বর'। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:২-৩)

সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ। সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে, যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে, তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

## শ্লোক

প্ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আর হঠাৎ * ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল :

'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!

ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য যাঁর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাই :

*জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের দয়া কর।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি ঈশ্বরের মহিমার প্রতিবিম্ব, তোমার বাণীশক্তিতে তুমি জগৎকে সঞ্জীবিত করে রাখ। সেই বাণীর আলোতে আমাদের জীবন আলোকিত কর।

-হে খ্রিষ্ট, তুমি বিশ্বত্রাতা। সকল মানুষকে প্রকৃত মুক্তি দান কর, তারা যেন অবাধে তোমার বাণী অনুসারে চলতে পারে।

-ঈশ্বরপুত্র হয়েও তুমি বেথলেহেমে সেই গোশালায় গরিব অবস্থায় জন্ম নিলে। তোমার মণ্ডলী যেন তোমার আদর্শে দরিদ্রতা ভালবাসে।

-হে দাউদসন্তান, তোমাতেই সকল নবীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করেছে। তোমার কৃপায় ইহুদী জাতি যেন তোমাকে মশীহ ও ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করে।

-অনেকে তোমাকে উত্তম নবী ও চরম বিচারকর্তা বলে স্বীকার করে। তাদের মন উদ্বুদ্ধ কর, তারা যেন তোমাকে ঈশ্বর বলেও স্বীকার করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর : যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে পরিগণিত হতে পারি। পবিত্র

আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া * শাশ্বতকালীন রাজার জন্ম দিলেন।

মাতৃত্বের আনন্দ ভোগ ক'রে
তিনি একাধারে কুমারীত্বের মর্যাদার অধিকারিণী।
তেমন কিছু দেখা হয়নি কোনকালে, ঘটবেও না ভাবীকালে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৫:১৩)

আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে, আমি তার সকল পথ সরল করব। সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে, আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে, বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে; একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে পরিগণিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গদূত * রাখালদের বললেন,
'আমি তোমাদের মহা আনন্দের এক শুভসংবাদ জানাচ্ছি :
আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন।'
আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৮:২০)

আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর, তা প্রচার কর, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর ; বল : 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'

℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া ;

℟ আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর : যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে পরিগণিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এক শিশু * জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য।
তাঁর নাম হবে ‘শক্তিশালী ঈশ্বর’। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬৫:১)

যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যারা আমার খোঁজ করত না, তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি, এই যে আমি আছি।'

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সত্য ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ও তার সিদ্ধি তোমার পুত্রের মানবজন্মেই প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে সমস্ত মানবপরিত্রাণের পূর্ণতা বিরাজিত, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টের আপনজন বলে পরিগণিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়া

১লা জানুয়ারী

জন্মোৎসব-অষ্টাহের অষ্টম দিন

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সৃষ্টির পূর্বে পিতার বক্ষ থেকে জাত,
তাঁরই নাম আদি-অন্ত,
প্রাক্তন ভাবী বর্তমান সবকিছুর তিনি
হচ্ছেন উৎস এবং অন্ত।

ক্ষয়শীল রূপ মরদেহ ধারণ করলেন
আদমবংশ পাছে মরে,
অধোলোকে পাপপ্রাপ্ত মানবজাতির
মুক্তিকর্ম সাধন করেন।

ধন্য ধন্য সেই জনম, সদা ধন্য :
পরমাত্মার শক্তি দ্বারা

সুকুমারী মোদের ত্রাতার জন্ম দিলেন :
মুক্তি পাব শিশু দ্বারা।

প্রাচীনকালে যাঁকে দেখার উৎসুক ছিলেন
কুলপতি নবী সকল,
শিশুরূপে তিনি এবার মোদের ঘরে :
পূজা করে বিশ্বজগৎ।

এসো, সবে পরম পিতার করি স্তুতি,
শিশু আজ সবার পূজিত,
সুকুমারীর বর সহায়ক পরমাত্মা
চিরকাল হোন সঙ্কীর্তিত। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

১ম ধুয়ো : আহা! কী বিস্ময়কর বিনিময়! * মানবজাতির যিনি স্রষ্টা,
মানবদেহ ধারণ ক'রে তিনি কুমারী-কোলে জন্ম নিতে চাইলেন।
মানবীয় মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ হয়ে
তিনি তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে আমাদের দান করলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুমি * যখন কুমারী-গর্ভে অনির্বচনীয়ভাবে জন্ম নিলে,
তখন পূর্ণ হল শাস্ত্রের বচন :
মানবজাতিকে ত্রাণ করতে তুমি নেমে এলে তৃণভূমির উপর বর্ষার মত।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : মোশি * যেমন সেই ঝোপকে
জ্বলন্ত অথচ অক্ষত অবস্থায় দেখলেন,
আমরা তেমনি তোমার গৌরবময় কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই বলে স্বীকার করি।
হে বন্দিতা ঈশ্বরজননী, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি * উৎপন্ন হলেন,
যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন :

কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।

হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : দেখ, * ধন্যা মারীয়া সেই পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন,

যাঁকে দেখে যোহন বলে উঠলেন :

ওই দেখ! ঈশ্বরের মেষশাবক,

জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

প্র বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আনন্দের সঙ্গে, এসো,

ঈশ্বরজননী নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার মহাপর্ব উদ্‌যাপন করি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মানুষে মানুষে যিনি শান্তির বন্ধন, সর্বজাতির মানুষকে যিনি এক জাতিতে একত্রিত করতে এসেছেন, আসুন, সেই ধন্য প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, শান্তি দান কর।*

-হে প্রভু, আমাদের মধ্যে এসে তুমি পিতার প্রেম প্রকাশ করেছ। কৃপা কর, আমরা যেন তাঁর অশেষ উপকারের জন্য তাঁকে অনুক্ষণ ধন্যবাদ জানাই।

-তুমি চেয়েছ, তোমার জননী প্রসাদপূর্ণা হবেন। সেই ঐশপ্রসাদে সকল মানুষকে ধন্য কর।

-এই জগতে এসে তুমি পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করেছ। সেই প্রভাবে মানুষের অন্তর যেন তোমাকে এবং সকল মানুষকে গ্রহণ করে।

-ধন্যা মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে তুমি প্রতিটি মানুষের ভাই হতে চেয়েছ। আশীর্বাদ কর, মানবজাতির মধ্যে যেন ভ্রাতৃত্বের মনোভাব বিকশিত হয়।

-হে ন্যায়ের সূর্য, হে মানবসমাজের প্রত্যাশা, সকল মৃত মানুষের উপর বিকিরণ কর তোমার শাশ্বত জ্যোতি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, ঈশ্বরজননী নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার মহাপর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, তাঁর সন্তান খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

যেসের মূলকাণ্ড, দেখ,
আজই পল্লব দিলেন হে !
কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
মরিয়ম হলেন মাতা হে।

জ্যোতির যিনি সৃষ্টিকর্তা,
তিনি এখন জাবপাত্রে ;
পিতার সঙ্গে যিনি স্রষ্টা
তিনি মাতার কোলেই হে।

দশ আজ্ঞা দিলেন যিনি,
বিধির যিনি প্রণেতা,
এবার বিধির অধীন হয়ে
তিনি হলেন মানুষ হে।

রাতের অন্ত, মৃত্যুর বিনাশ,
জ্যোতি ও ত্রাণের জন্ম হে!
মরিয়ম হলেন ঈশ্বরমাতা:
সবে এসে দেখ হে।

সুকুমারীর সন্তান, যিশু,
তব স্তুতি করি হে;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
যুগে যুগে ধন্য হে। (৭ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে * একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন;
তিনি তাঁর নাম রাখবেন ইম্মানুয়েল। সাম ২৪

২য় ধুয়ো: আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো: ভয় করো না, মারীয়া।
তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।
তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। সাম ৯৯

প্র আমি জলস্রোতের কূলে রোপিত গোলাপফুলেরই মত ফুটে উঠলাম;
উ আঙুরলতারই মত আমি সুবাস ছড়িয়ে দিলাম।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * সুখী তুমি!
তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : যিনি * তোমাকে গড়লেন, তুমি তাঁকে জন্ম দিলে।
তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল। সাম ৮৫

৩য় ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি;
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল। সাম ৯৬

℣ আমার ফল সোনা ও মূল্যবান মুক্তার চেয়ে শ্রেয়;
℟ আমার ফসলও যাচাই করা রুপোর চেয়ে শ্রেয়।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : হে নির্মলা জননী, * হে উর্বরা কুমারী মারীয়া!
কুমারী হয়ে থেকে তুমি বিনা যন্ত্রণায় পরিত্রাতাকে প্রসব করলে।

**জয়গান** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : †
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন : †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে নির্মলা জননী, হে উর্বরা কুমারী মারীয়া!
কুমারী হয়ে থেকে তুমি বিনা যন্ত্রণায় পরিত্রাতাকে প্রসব করলে।

প্র বাণী হলেন মাংস। আল্লেলুইয়া।
উ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ২:১৬-২১ অথবা লুক ২:১-১৪।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, ঈশ্বরজননী নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার মহাপর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, তাঁর সন্তান খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সুকুমারী করলেন প্রসব :
যিশু বিশ্বে প্রবেশ করলেন।
যিনি সুকুমারী ছিলেন,
তিনি সুকুমারী থাকলেন।

যিনি বর, ত্রাণকর্তা, স্রষ্টা,
মণ্ডলীর বীরপুরুষ যিনি,
পরমেশ্বর যাঁরই জনক
নারীগর্ভেই জাত তিনি।

মাতার যিনি মহাগৌরব,
ভক্তের অমিত আশা যিনি,
মানব-ঘরে প্রবেশ ক'রে
মোদের ধন্য করলেন তিনি।

উল্লাস কর, সকল মানুষ :
এবার এলেন বিশ্বত্রাতা।
তিনি যাদের স্রষ্টা হলেন,
এখন তাদের মুক্তিদাতা।

আত্মার কনের শুচি গর্ভে
যিনি হলেন আজ জনিত,
ঈশ্বর যাঁরই পরম পিতা,
সেই শ্রীখ্রিষ্ট হোন পূজিত। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আহা! কী বিস্ময়কর বিনিময়! * মানবজাতির যিনি স্রষ্টা,
মানবদেহ ধারণ ক'রে তিনি কুমারী-কোলে জন্ম নিতে চাইলেন।
মানবীয় মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ হয়ে
তিনি তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে আমাদের দান করলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তুমি * যখন কুমারী-গর্ভে অনির্বচনীয়ভাবে জন্ম নিলে,
তখন পূর্ণ হল শাস্ত্রের বচন :
মানবজাতিকে ত্রাণ করতে তুমি নেমে এলে তৃণভূমির উপর বর্ষার মত।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : মোশি * যেমন সেই ঝোপকে
জ্বলন্ত অথচ অক্ষত অবস্থায় দেখলেন,
আমরা তেমনি তোমার গৌরবময় কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই বলে স্বীকার করি।
হে বন্দিতা ঈশ্বরজননী, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি * উৎপন্ন হলেন,
যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন :
কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : দেখ, * ধন্যা মারীয়া সেই পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন,
যাঁকে দেখে যোহন বলে উঠলেন :
ওই দেখ! ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মিখা ৫:২, ৩, ৪ক)

যতদিন প্রসব-বেদনাগ্রস্ত নারীর প্রসব না হয়, ততদিন ধরে প্রভু ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করবেন। তখন তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট অংশ ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফিরে আসবে। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই, তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন। আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

## শ্লোক

প্ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ * বিস্ময়কর রহস্য প্রচারিত হচ্ছে,
অভিনব কিছু ঘটছে আজ : ঈশ্বর হলেন মানুষ :
তিনি যা ছিলেন, তা হয়ে থাকলেন ; যা ছিলেন না, তা ধারণ করলেন।

এতে ঐশ ও মানব স্বরূপের মিশ্রণ নেই, বিচ্ছিন্নতাও নেই :

দ্বৈতস্বরূপের অধিকারী হয়েও তিনি অনন্য মানবেশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে কুমারী মারীয়ার সন্তান, দয়া কর।*

-হে আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, হে শান্তিরাজ, তোমার শান্তি যেন এই জগতে বাস্তব রূপ ধারণ করে।

-হে মানবেশ্বর, তুমি তোমার বন্ধুত্ব আমাদের দান করেছ। আমরা যেন পবিত্র জীবন যাপনেই তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য পাত্র হতে পারি।

-নারীগর্ভে জন্ম নিয়ে তুমি আমাদের মত হতে ইচ্ছা করলে। আমরাও যেন তোমার মত হতে পারি।

-এ জগতে এসে তুমি আমাদের সহনাগরিক হতে চাইলে। আমরাও যেন একদিন স্বর্গধামে গিয়ে তোমার সহনাগরিক হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি : তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আহা ! কী বিস্ময়কর বিনিময় ! * মানবজাতির যিনি স্রষ্টা,
মানবদেহ ধারণ ক'রে তিনি কুমারী-কোলে জন্ম নিতে চাইলেন।
মানবীয় মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ হয়ে
তিনি তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে আমাদের দান করলেন।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জেফা ৩:১৪, ১৫খ)

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা; জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল। আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা: প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মোশি * যেমন সেই ঝোপকে
জ্বলন্ত অথচ অক্ষত অবস্থায় দেখলেন,
আমরা তেমনি তোমার গৌরবময় কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই বলে স্বীকার করি।
হে বন্দিতা ঈশ্বরজননী, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ৯:৯ক)

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।

℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

℟ আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি * উৎপন্ন হলেন,
যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন :
কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক!

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (বারুক ৫:৩-৪)

হে যেরুশালেম, আকাশের নিচে যত জাতি রয়েছে, ঈশ্বর তাদের দেখাবেন তোমার প্রভা, এবং ঈশ্বর চিরকালের মত তোমার এই নাম রাখবেন: ন্যায়ের শান্তি, ধর্মিষ্ঠতার গৌরব।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সৃষ্টির পূর্বে পিতার বক্ষ থেকে জাত,
তাঁরই নাম আদি-অন্ত,
প্রাক্তন ভাবী বর্তমান সবকিছুর তিনি
হচ্ছেন উৎস এবং অন্ত।

ক্ষয়শীল রূপ মরদেহ ধারণ করলেন
আদমবংশ পাছে মরে,
অধোলোকে পাপপ্রাপ্ত মানবজাতির
মুক্তিকর্ম সাধন করেন।

ধন্য ধন্য সেই জনম, সদা ধন্য :
পরমাত্মার শক্তি দ্বারা
সুকুমারী মোদের ত্রাতার জন্ম দিলেন :
মুক্তি পাব শিশু দ্বারা।

প্রাচীনকালে যাঁকে দেখার উৎসুক ছিলেন
কুলপতি নবী সকল,
শিশুরূপে তিনি এবার মোদের ঘরে :
পূজা করে বিশ্বজগৎ।

এসো, সবে পরম পিতার করি স্তুতি,
শিশু আজ সবার পূজিত,
সুকুমারীর বর সহায়ক পরমাত্মা
চিরকাল হোন সঙ্কীর্তিত। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

১ম ধুয়ো : আহা! কী বিস্ময়কর বিনিময়! * মানবজাতির যিনি স্রষ্টা,
মানবদেহ ধারণ ক'রে তিনি কুমারী-কোলে জন্ম নিতে চাইলেন।
মানবীয় মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ হয়ে
তিনি তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে আমাদের দান করলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুমি * যখন কুমারী-গর্ভে অনির্বচনীয়ভাবে জন্ম নিলে,
তখন পূর্ণ হল শাস্ত্রের বচন :
মানবজাতিকে ত্রাণ করতে তুমি নেমে এলে তৃণভূমির উপর বর্ষার মত।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : মোশি * যেমন সেই ঝোপকে
জ্বলন্ত অথচ অক্ষত অবস্থায় দেখলেন,
আমরা তেমনি তোমার গৌরবময় কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণই বলে স্বীকার করি।
হে বন্দিতা ঈশ্বরজননী, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি * উৎপন্ন হলেন,
যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন :
কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।
হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার গৌরব হোক! সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : দেখ, * ধন্যা মারীয়া সেই পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন,
যাঁকে দেখে যোহন বলে উঠলেন :
ওই দেখ! ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

প্র বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, * এই জন্ম কতই না রহস্যময়!

ঈশ্বরের মন্দির কুমারী-গর্ভ হয়ে মানবদেহের স্পর্শে হয়নি কলুষিত।

সর্বজাতি এসে বলবে,

হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়া যাঁকে গর্ভে ধারণ করে জন্ম দিলেন, আসুন, ঈশ্বরপুত্র ইম্মানুয়েল সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে কুমারী মারীয়ার সন্তান, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি কুমারী মারীয়াকে মাতৃমর্যাদায় ভূষিত ক'রে ধন্য করলে। একই মর্যাদায় ভূষিত বলে মণ্ডলীও যেন নিজেকে ধন্য মনে করে।

-হে শান্তিরাজ, তোমার রাজ্য ন্যায় ও শান্তি-রাজ্য। আমরা যেন মানবজাতির মধ্যে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিত্য ব্যস্ত থাকি।

-তুমি সকল মানুষকে নিয়ে তোমার আপন পবিত্র জাতি গড়ে তুলতে এ জগতে এলে। আশীর্বাদ কর, বিশ্বের সর্বজাতি যেন একমাত্র মহাপরিবারের বন্ধনে একত্রিত হয়ে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

-মানবপরিবারে তোমার জন্মের মধ্য দিয়ে তুমি পরিবার ধন্য ও পবিত্র করেছ। তোমার আশীর্বাদে সকল পরিবারে যেন একতা ও শান্তি বিরাজ করে।

-আমাদের মত জন্ম নিয়ে তুমি আমাদের মানবদশার সহভাগী হতে চাইলে। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা যেন স্বর্গধামে নবজন্ম লাভ ক'রে তোমার ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বে তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের পরমদান মানবজাতির কাছে মঞ্জুর করেছ। অনুনয় করি: তোমার অসুগ্রহে আমরা যখন তাঁর দ্বারা জীবনের উৎস তোমার পুত্রকে পেয়েছি, তখন যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী দিনগুলো

**জানুয়ারী :** ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

জন্মোৎসবের পরবর্তী

## ২য় রবিবার

প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত হলে, তবে এ রবিবার ২রা ও ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পড়ে।

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যার প্রস্তুতি * প্রাচীনকাল থেকে,
সনাতন আনন্দের সেই নবমুক্তির দিন আমাদের উপর উদিত হল। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : পরমেশ্বর এবার * তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠিয়েছেন। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : পৃথিবীতে * রাজাধিরাজ প্রভু আমাদের জন্য জন্ম নিলেন :
দেখ, বিশ্বপরিত্রাণ ও আমাদের মুক্তি এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : কুমারী * ঐশবাণীকে গর্ভে ধারণ ক'রে কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখলেন ;
তিনি রাজাধিরাজকে প্রসব করলেন। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বর * তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,
আমরা যেন দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৫:২০)

আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে আছি ব'লে। তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

## শ্লোক

প্র বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সম্বন্ধে * তোমাদের ধারণা কী?
তিনি দাউদের সন্তান হলে,
তবে কেনই বা দাউদ পবিত্র আত্মার প্রেরণায়
তাঁকে প্রভু বলেন? গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নিজেকে শূন্য করে দাসের দশা ধারণ করলেন এবং সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েও কোন পাপ করেননি, আসুন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর দিকে ফিরে প্রার্থনা করি :

*তোমার জন্মের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু।*

-নবীরা যে নবীন কালের কথা বলে গেছিলেন, আমাদের এই জগতে এসে তুমিই সেই কালের সূচনা করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তজন যেন সবসময় নতুন আত্মিক জন্মে নবায়িত হতে পারে।

-তুমি আমাদের মানবীয় দুর্বল অবস্থা আপন করে নিয়েছ। অন্ধ মানুষের চোখ খুলে দাও, দুর্বলের অন্তর দৃঢ় করে তোল, অসহায়কে সান্ত্বনা দান কর।

-তোমার জন্ম মানুষের ঘরে পরিত্রাণের শুভসংবাদ এনে দিয়েছে। মরণাপন্ন যারা, তাদের স্বর্গীয় জীবনের আশা দান কর।

-তুমি এ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলে আমরা যেন স্বর্গে যেতে পারি। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :

গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি:
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ২, ১৮, ৩

২রা জানুয়ারী: প্ল আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম,
উ তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত।
১ম পাঠ

৩রা জানুয়ারী: প্ল ঈশ্বরের পুত্র এসে
উ সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।
১ম পাঠ

৪ঠা জানুয়ারী: প্ল তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,
উ জীবন ছিল মানুষে আলো।

১ম পাঠ

৫ই জানুয়ারী : প্র যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য ;

উ প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো দান করেন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সাম ৪৫, ৮৯, ৭২

২রা জানুয়ারী : প্র প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম ;

উ দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

২য় পাঠ

৩রা জানুয়ারী : প্র তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা,

উ তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।

২য় পাঠ

৪ঠা জানুয়ারী : প্র তিনিই ছিলেন সত্যকার আলো,

উ যা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।

২য় পাঠ

৫ই জানুয়ারী : প্র যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না,

উ কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

জয়গান (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : †
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।

—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন: †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভু জ্ঞাত করেছেন, আল্লেলুইয়া,
℟ আপন পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।

প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ২১:১-১৪।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন !
দাসের দেহ গ্রহে তিনি

মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে:
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে;

পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : ধার্মিকের জন্য * এখন আলোর উদয় :
জগৎত্রাতা জন্ম নিলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যে জাতি * অন্ধকারে পথ চলত,
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর ;
প্রভু তার উপর প্রবাহিত করলেন নদীর মতই শান্তি। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : এসো, * আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর করি স্তুতিগান। গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : আমাদের মাঝে * ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর জন্ম নিলেন,
সেই জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি যা আদিতে ছিলেন। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হিব্রু ১:১-২)

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।

**শ্লোক**

℣ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে চিরবিশ্বস্ত কুমারী,

তুমি মাংসধারী ঐশবাণীকে প্রসব করলে ;

প্রসবের পরেও তোমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন থাকল।

আমরা সমস্বরে তোমাকে বলি : নারীকুলে তুমি ধন্যা ! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আদিতে যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর একদিন আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আসুন, সেই ঐশবাণীর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার আগমনের জন্য পৃথিবী আনন্দ করুক।*

-হে সনাতন বাণী, তুমি জগৎকে ঐশআশিসধারা দানে আনন্দিত করেছ। তোমার আগমনের অনুগ্রহে আমাদের প্রাণ আনন্দিত করে তোল।

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার আগমনে আমরা দেখতে পেলাম, ঈশ্বর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণে বিশ্বস্ত। আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন বাপ্তিস্মের প্রতিশ্রুতি পূরণে একই বিশ্বস্ততা দেখাতে পারি।

-তুমি স্বর্গদূতদের মাধ্যমে মানুষের কাছে শান্তির কথা ঘোষণা করেছ। আমাদের জীবন তোমার শান্তিতে রক্ষা কর।

-তুমি সত্যকার আঙুরলতা, যে লতা অনন্ত পরিত্রাণের ফল ফলায়। সাহায্য কর, আমরা যেন জীবন্ত ও ফলপ্রসূ শাখার মত তোমার সঙ্গে সদা সংযুক্ত থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন। সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ২:১১-১২)

ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৪:৯)

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে। সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩৬)

ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যার প্রস্তুতি * প্রাচীনকাল থেকে,
সনাতন আনন্দের সেই নবমুক্তির দিন আমাদের উপর উদিত হল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরমেশ্বর এবার * তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠিয়েছেন। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : পৃথিবীতে * রাজাধিরাজ প্রভু আমাদের জন্য জন্ম নিলেন :
দেখ, বিশ্বপরিত্রাণ ও আমাদের মুক্তি এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : কুমারী * ঐশবাণীকে গর্ভে ধারণ ক'রে কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখলেন ;
তিনি রাজাধিরাজকে প্রসব করলেন। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বর * তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,
আমরা যেন দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:১-৩)

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে, আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি। কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি, তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার; পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।
*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আহা, * এই জন্ম কতই না রহস্যময়!
ঈশ্বরের মন্দির কুমারী-গর্ভ হয়ে মানবদেহের স্পর্শে হয়নি কলুষিত।
সর্বজাতি এসে বলবে,
হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিলেন, আসুন, সর্বসৃষ্টির সঙ্গে ভক্তিভরে আমাদের সেই ভাই ও ত্রাণকর্তা যিশুকে পূজা করে বলি:

*তোমার জন্মদিনের ফলে, প্রভু, জগৎ যেন দেখতে পায় শান্তি।*

-তোমার জন্মের জন্য মণ্ডলী আজ অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার অশেষ আশিসধারায় তাকে ধন্য করে তোল।

-হে আমাদের উত্তম পালক ও পরিচালক, পোপ মহোদয় ও বিশপবর্গকে প্রজ্ঞাদানে ধন্য কর, তাঁরা যেন তোমার অনুগ্রহদান বিশ্বস্তভাবে বিতরণ করতে পারেন।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, মানুষ হওয়ায় তুমি মানবজীবনের অনিত্য আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতা করতে ইচ্ছা করেছ। কৃপা কর, আমরা যেন চিরকালের মতই তোমার সনাতন আনন্দলোকে স্থান পেতে পারি।

-কাল পূর্ণ হলে তুমি কুলপতি ও নবীদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করেছ। যাঁরা এখনও তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের কাছে পরিত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ কর।

-তুমি মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করে দিয়েছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার অমৃতধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে বিশ্বাসীদের প্রাণের দীপ্তি, প্রসন্ন হয়ে নিখিল বিশ্বকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর, সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার আলোর বিভায় দেখা দাও। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ২রা জানুয়ারী

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম,

℟ তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত।

## ১ম পাঠ

### ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম;

℟ দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪৯:৮-৯)

আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর, যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর, তুমি যেন

বন্দিদের বল, ‘বেরিয়ে এসো,’ যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, ‘আলোতে এসো।’

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিনি * আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগেও ছিলেন।

আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানবেশ্বর, যিনি নব-আদম, যিনি আমাদের জন্য নবজীবনের উৎস হলেন, আসুন, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*তোমার জনগণকে ত্রাণ কর, প্রভু।*

-হে ন্যায়ের সূর্য খ্রিষ্ট, প্রাক্তন সন্ধির পূর্ণতা দেবার জন্য তুমি আমাদের মানবীয় স্বরূপে তোমার ঐশমহিমা প্রকাশ করলে। তোমার আলো আমাদের উপর বিকিরণ কর।

-স্বর্গদূতেরা তোমার মহিমাকীর্তন করলেন, রাখালেরা তোমার কথা প্রচার করলেন, শিমেয়োন ও আন্না তোমাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করলেন। ইহুদী জাতিও তোমাকে গ্রহণ করুক।

-তোমার জন্মলগ্নে স্বর্গদূতবাহিনী ঘোষণা করলেন, ঊর্ধ্বলোকে গৌরব, ইহলোকে শান্তি। এ শান্তি জগদ্‌জুড়ে বিস্তার লাভ করুক।

-তুমি দ্বিতীয় আদম : এতে মানবজাতির নবরূপায়ণ ঘটেছে। যারা এখনও পাপের দাসত্বে বাস করে, তাদের কাছে মুক্তির আশা এনে দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১৫)

একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:২৩-২৪)

সেই নগরীতে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৫)

যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ: ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১৩-১৫)

ঈশ্বর অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা। তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত।

## শ্লোক

℣ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, * জাগাও আনন্দধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্য দিয়ে পিতৃপুরুষদের কাছে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে তাঁর পুত্রেরই মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আসুন, সেই ত্রাণকর্তা যিশুকে ডাকি :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তোমার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি, তার সন্তানেরা যেন সাহসের সঙ্গেই ত্রাণকর্তার নামের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে।

-তোমার বাণীপ্রচারকদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন আশ্বাস নিয়ে সকলের কাছে ত্রাণকর্তার নাম প্রচার করেন।

-অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন ভক্তির সঙ্গে ত্রাণকর্তার নাম ক'রে সুস্থতা লাভ করেন।

-নির্যাতিত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন ত্রাণকর্তার নামের জন্য যত পরীক্ষা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেন।

-নিরাশ হয়ে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন ত্রাণকর্তার নামের খাতিরে স্বর্গীয় দয়া পেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার ভক্তদের কাছে অলঙ্ঘ্য ও দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর: যারা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে তোমার শাশ্বত গৌরবের সহভাগী বলে ও কুমারী-গর্ভে সত্যকার মানুষরূপেই সঞ্জাত বলে স্বীকার করে, তারা যেন ইহলোকের যত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকের চির আনন্দের অংশী হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ৩রা জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ ঈশ্বরের পুত্র এসে

℟ সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।

## ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা,

℟ তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬২:১১-১২)

সিয়োন কন্যাকে তোমরা বল, 'দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন! দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে; তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।' তারা এই নামেই আখ্যাত হবে: পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: পরমেশ্বর * খ্রিষ্টকে দান করলেন দাউদের সিংহাসন:

তিনি তাঁর আপন জনগণের উপর রাজত্ব করবেন চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানুষ হয়ে আমাদের মানবস্বরূপ নবায়ন করলেন, আসুন, আনন্দচিত্তে আমাদের ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বরপুত্র খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*আমাদের সঙ্গে থাক, ইম্মানুয়েল।*

-হে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, পিতার জ্যোতির প্রতিবিম্ব, গৌরবের রাজা, ন্যায়ের সূর্য, কুমারী মারীয়ার সন্তান যিশু, তোমার আগমনের আলোতে এদিন উদ্ভাসিত কর।

-হে আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, পরাক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ, তোমার পুণ্য মানবতার আদর্শে আমাদের দেখাও পরিত্রাণের পথ।

-হে সর্বশক্তিমান, সহিষ্ণু, বাধ্য, কোমলপ্রাণ, বিনম্র যিশু, সকল মানুষকে দেখাও তোমার প্রেমের শক্তি।

-হে দীনদরিদ্রদের পিতা, ভক্তদের গৌরব, উত্তম মেষপালক, সত্যকার আলো, অসীম প্রজ্ঞা, পথ ও জীবন যিশু, তোমার আদর্শে মণ্ডলীকে দরিদ্রতা ভালবাসতে শেখাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২:৩-৪)

সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী। তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা, নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে। এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না, তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া ;
*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৯:১)

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;
*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬০:৪-৫)

হে যেরুশালেম, তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসবে, তোমার কন্যাদের বাহুতে ক'রে বহন করা হবে। তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে, কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে, দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।
*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৫খ, ৭)

ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। আমরা যদি আলোতে চলি—আলোতেই আছেন তিনি!—তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দেখ, * ধন্যা মারীয়া সেই পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন,

যাঁকে দেখে যোহন বলে উঠলেন :

ওই দেখ! ঈশ্বরের মেষশাবক,

জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্টের জন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের জনগণ নবজীবন পেল। আসুন, কৃতজ্ঞচিত্তে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জন্মের পুণ্যে বিশ্বে প্রবেশ করুক আনন্দ-সুখ।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি পবিত্র মণ্ডলীর স্থাপনকর্তা ও তার উত্তম পালক। তোমার ভক্তদের তোমার প্রেমে বলবান করে তোল।

-হে মানবেশ্বর, আমাদেরও পিতার সঙ্গে তোমার ঐশজীবনের সহভাগী কর।

-মাংসধারণ ক'রে তুমি হলে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের মধ্যস্থ। তোমার মণ্ডলীতে যাঁরা পৌরোহিত্য-সেবায় নিযুক্ত, তোমার আশীর্বাদে তাঁদের জীবন যেন তোমার জীবনের মত আত্মনিবেদিত হয়।

-তোমার মাংসধারণের ফলে মানবজাতির নবযুগের সূচনা হয়েছে। কৃপা কর, সকল জাতি যেন তোমার পরিত্রাণের ফল ভোগ করতে পারে।

-জন্মগ্রহণ ক'রে তুমি মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করেছ; আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের পাপদণ্ড থেকে মুক্ত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার পুত্র আদিপাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্রা এক কুমারীর গর্ভে অপরূপভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রবর্তিত নবসৃষ্টির স্পর্শে আমরাও যেন সেই প্রাচীন কলুষ থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ৪ঠা জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,

*উ* জীবন ছিল মানুষের আলো।

## ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* তিনিই ছিলেন সত্যকার আলো,

*উ* যা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪৫:২২-২৩)

আমার দিকে ফিরে তাকাও, তবেই ত্রাণ পাবে তোমরা, হে পৃথিবীর সকল প্রান্ত, কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়! নিজের দিব্যি দিয়ে করেছি শপথ, আমার মুখ থেকে

যে সত্য বাণী বের হয় তার অন্যথা হবে না—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে, প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে।

## শ্লোক

প্ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁর মধ্যে * ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বিরাজিত,
আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট আমাদের মানবস্বরূপের দীনতা ধারণ ক'রে
নবমানুষ হয়ে জন্ম নিলেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানবদেহে আবির্ভূত হলেন, যিনি স্বর্গদূতদের নিত্যদর্শন, যাঁর কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হল, আসুন, সেই ঐশবাণী যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে ঈশ্বরপুত্র, আমরা তোমাকে পূজা করি।*

-হে বিশ্বত্রাতা, তুমি কুমারীর গর্ভে মানবদেহ ধারণ করেছ। তাঁর প্রার্থনার পুণ্য ফলে তোমার দেওয়া নবজীবন আমাদের অন্তরে সদা নবীন করে রাখ।

-হে দিব্য সূর্য, তুমি তো পৃথিবীর উপর অনন্ত পরিত্রাণের আলো বিকিরণ কর। এ নতুন দিন উজ্জ্বল কর, আমাদের জীবন উদ্ভাসিত কর।

-হে ঈশ্বরপুত্র, তুমি মানুষের কাছে পিতার প্রেম প্রকাশ করেছ। আশীর্বাদ কর, আমাদের ভাইবোনেরা যেন আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমে তোমার উপস্থিতির লক্ষণ পায়।

-হে দীনবন্ধু, হে ভাই যিশু, তুমি আমাদের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করেছ। আমরা যেন তোমার বন্ধুত্ব ও তোমার ভ্রাতৃত্বের যোগ্য হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:৭-৮)

যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর, সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল, ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল: প্রভু তাঁর আপন জনগণকে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে ত্রাণ করেছেন। দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি, পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:১১-১২)

প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন, তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন। তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ৮:৭-৮)

দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব: আমি তাদের ফিরিয়ে আনব আর তারা যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে; তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:৩-৪)

ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঈশ্বর থেকে * উদ্গত হয়ে এসেছি আমি,
আমি তো নিজে থেকে আসিনি,
কিন্তু যিনি আমার পিতা,
তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্ট আপন জীবন উৎসর্গ করলেন যেন নবজাতি-রূপে তাঁর অনুগামীরা এই জগতে ন্যায় ও শান্তির সাধক হয়। আসুন, এ সন্ধ্যালগ্নে প্রার্থনার জন্য সম্মিলিত হয়ে ভক্তিভরে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তোমার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি, তার সন্তানেরা যেন নবজীবনে নবজন্ম লাভ করে।

-গরিব, অসহায়, কারারুদ্ধদের জন্য প্রার্থনা করি, তারা যেন আমাদের যত্নে তোমারই যত্নের স্পর্শ পেতে পারে।

-আমাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদের বিশ্বাস যেন সদা গভীরতর হয়ে ওঠে।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন তোমার শ্রীমুখের দর্শন পেয়ে অনন্ত শান্তি-সুখ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : বিশ্বমুক্তির জন্য তুমি নবীন স্বর্গীয় আলোরূপে যে পরিত্রাণ প্রেরণ করেছ, তা যেন আমাদের অন্তর উদ্দীপিত করার জন্য নিত্যই উদিত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ৫ই জানুয়ারী

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য ;

℟ প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো দান করেন।

## ১ম পাঠ

### ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না,

℟ কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৭:২৬-২৭)

প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ, তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি। যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম ; নিজে অভিন্ন হয়ে

থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে, ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই,
যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁকে পরম পিতা আমাদের প্রজ্ঞা, ধর্মিষ্ঠতা ও মুক্তি বলে অধিষ্ঠিত করেছেন, আসুন, সেই ত্রাণকর্তা যিশুর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার আগমনের পুণ্যে আমাদের ত্রাণ কর।*

-হে বিশ্বরাজ, রাখালেরা একটি জাবপাত্রেই তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে দরিদ্রতা ও বিনম্রতা ভালবাসি।

-হে স্বর্গেশ্বর, তুমি স্বর্গীয় আসন ছেড়ে এ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলে। তোমার সহায়তায় আমরা যেন প্রতিটি গরিব মানুষের মধ্যে তোমাকে চিনতে পারি।

-হে সনাতন জ্যোতি, হে পবিত্রতা ও ন্যায়ের আদর্শ যিশু, তোমার ভক্তজনেরা যেন অর্থলালসার জালে না পড়ে।

-হে মণ্ডলীর আত্মিক বর, তোমার প্রেমশক্তিতে তোমার কনে এ মণ্ডলীকে সুস্থির করে রাখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ২০:৪১-৪২)

যখন জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;
*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ৩৪:১১-১২)

আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার উপর দৃষ্টি রাখব। বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখব। মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;
*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মিখা ২:১২)

হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোকজনকে জড় করব; হে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সংগ্রহ করব। ঘেরিতে মেষগুলির মত, চারণভূমিতে গবাদি পশুর মত আমি তাদের একত্রে মিলিত করব।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।
℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৫:২০)

আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে আছি ব'লে। তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

## শ্লোক

*প্র* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁর কথা * মোশি ও নবীরাও লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি।
তিনি যোসেফের ছেলে, নাজারেথের যিশু। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়া যাঁরই জন্ম দিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে পূজা করে বলি :

*হে কুমারী মারীয়ার সন্তান, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফের প্রতি বাধ্য ছিলে। যাঁরা আমাদের পরিচালক, তাঁদের প্রতি বাধ্যতা ও সম্মান দেখাতে আমাদের শেখাও।

-তুমি আদর্শ সন্তানের মত মাতা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে ভালবেসেছিলে। আশীর্বাদ কর, যেন সকল পরিবারে ভালবাসা ও শান্তি বিরাজ করে।

-তুমি দেখিয়েছিলে, তোমার প্রথম কর্তব্য পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা। সাহায্য কর, সকল পরিবারে ঈশ্বর যেন পূজিত ও সম্মানিত হন।

-তিন দিন ধরে তোমাকে খোঁজ করার পর, তোমার পিতামাতা তোমাকে মন্দিরেই খুঁজে বার করেছিলেন। প্রজ্ঞা দান কর, আমরাও যেন সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য খোঁজ করি।

-তুমি ধন্যা মারীয়া ও সাধু যোসেফকে তোমার সঙ্গে স্বর্গধামে গ্রহণ করেছ। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনও যেন তোমার মহিমার সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মানবজন্মে তুমি তোমার জনগণের মুক্তিকর্ম অপূর্বভাবে আরম্ভ করেছিলে। অনুনয় করি : তোমার জনগণকে দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুর কর, তারা যেন তাঁর পরিচালনায় প্রতিশ্রুত গৌরবের পুরস্কার পেতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ৬ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ এই পবিত্র দিন আমাদের আলোকিত করেছে;

℟ এসো, সর্বজাতি, প্রভুকে পূজা কর।

## ১ম পাঠ

### ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম;

℟ দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৬১:১-২ক)

প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে, ভগ্নহৃদয়

মানুষকে সারিয়ে তুলতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি, এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে, প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে।

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এই যে আমার সেই দাস,
আমি নিজেই যার নির্ভর ;
তিনি আমার মনোনীতজন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আদিতে যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন আর একদিন আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আসুন, সেই ঐশবাণীর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার আগমনের জন্য পৃথিবী আনন্দ করুক।*

-হে সনাতন বাণী, তুমি জগৎকে ঐশআশিসধারা দানে আনন্দিত করেছ। তোমার আগমনের অনুগ্রহে আমাদের প্রাণ আনন্দিত করে তোল।

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার আগমনে আমরা দেখতে পেলাম, ঈশ্বর আপন প্রতিশ্রুতি পূরণে বিশ্বস্ত। আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন বাপ্তিস্মের প্রতিশ্রুতি পূরণে একই বিশ্বস্ততা দেখাতে পারি।

-তুমি স্বর্গদূতদের মাধ্যমে মানুষের কাছে শান্তির কথা ঘোষণা করেছ। আমাদের জীবন তোমার শান্তিতে রক্ষা কর।

-তুমি সত্যকার আঙুরলতা, যে লতা অনন্ত পরিত্রাণের ফল ফলায়। সাহায্য কর, আমরা যেন জীবন্ত ও ফলপ্রসূ শাখার মত তোমার সঙ্গে সদা সংযুক্ত থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১১:১-২ক)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।

℣ প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;

℟ আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪২:১)

এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর; তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন। আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া;

*উ* আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৬)

প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি গো কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

এই দিবস জগদ্‌জুড়ে সাক্ষ্যদান ক'রে চলে :
পরম পিতার বক্ষনিঃসৃত পুত্র
এসেছ এইদিন বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে তুমি,
চমৎকার নিগূঢ়তত্ত্ব, চমৎকার সত্য।

তোমাকে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র সকল প্রাণী
তোমাকে স্বর্গ মর্ত ভূগর্ভ সাগর
তোমাকে নতুন সুরে শোনায় নবসঙ্গীত :
তুমি যে জন্ম নিলে পরিত্রাণ-সাধক।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ জন্মদিনে,
তুমি যে নবজাতক মোদেরই ঘরে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারী ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮
মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯
বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০
বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১
শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩৭-৩৮)

যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন : অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং শয়তানের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

## শ্লোক

℣ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি আমাদের মাঝে বাস করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বাণী হলেন মাংস। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গ থেকে * এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে,

ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিলেন, আসুন, সর্বসৃষ্টির সঙ্গে ভক্তিভরে আমাদের সেই ভাই ও ত্রাণকর্তা যিশুকে পূজা করে বলি :

*তোমার জন্মদিনের ফলে, প্রভু, জগৎ যেন দেখতে পায় শান্তি।*

-তোমার জন্মের জন্য মণ্ডলী আজ অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার অশেষ আশিসধারায় তাকে ধন্য করে তোল।

-হে আমাদের উত্তম পালক ও পরিচালক, পোপ মহোদয় ও বিশপবর্গকে প্রজ্ঞাদানে ধন্য কর, তাঁরা যেন তোমার অনুগ্রহদান বিশ্বস্তভাবে বিতরণ করতে পারেন।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, মানুষ হওয়ায় তুমি মানবজীবনের অনিত্য আয়ুষ্কালের অভিজ্ঞতা করতে ইচ্ছা করেছ। কৃপা কর, আমরা যেন চিরকালের মতই তোমার সনাতন আনন্দলোকে স্থান পেতে পারি।

-কাল পূর্ণ হলে তুমি কুলপতি ও নবীদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করেছ। যাঁরা এখনও তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছেন, তাঁদের কাছে পরিত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ কর।

-তুমি মানবজাতিকে পাপ ও মৃত্যু থেকে মুক্ত করে দিয়েছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার অমৃতধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার ভক্তদের উপর তোমার আলো বর্ষণ কর, তোমার গৌরবের দীপ্তিতে তাদের হৃদয় নিত্যই উদ্দীপিত কর, তারা যেন তাদের ত্রাণকর্তাকে অনুক্ষণ স্বীকার ক'রে সত্যকার গভীরতর ভক্তিতেই তাঁকে আঁকড়ে থাকতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

# ৭ই জানুয়ারী

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : মোদের জন্য যিনি জন্ম নিয়েছেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : মোদের জন্যই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ত্রিত্বের শুভ ছবি, খ্রিষ্ট,
জ্যোতি ও জীবন হয়ে এলে,
এলে মৃত্যুর ঔষধ হয়ে,
পরিত্রাণের দ্বার।

স্বর্গদূতরা মর্তে নেমে
ধরছেন এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত :
গৌরব পিতার, মানবজাতির
শান্তি আশীর্বাদ।

খড়ে শুয়ে, ছোট্ট শিশু,
তুমি কিন্তু ভূবনেশ্বর,
নির্মলা কুমারীর সন্তান,
প্রেমময় হে।

জন্ম নিলে মোদের দিতে
তব স্বর্গ আবাসরূপে ;
মাংস হয়ে এখন তুমি
মোদের একজন হে।

স্বর্গদূতদের সঙ্গে, এসো,
স্বর্গীয় সঙ্গীত মোরাও ধরি :
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার
জয় জয় হোক। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ এই দিনগুলিতে ঈশ্বর আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন

℟ যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন।

## ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ পুত্র স্বয়ং পিতার গৌরবের প্রতিবিম্ব ও তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ,

℟ নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবকিছু ধারণ করে আছেন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারা তুমি জগতের উপরে এক নবীন আলো ছড়িয়ে দিয়েছ। আশীর্বাদ কর: কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি যেমন আমাদের মানবজীবনের সহভাগী হলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁর অনুগ্রহ-রাজ্যের অংশী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সূর্যের উদয়গিরি অবধি
মর্তের সীমা পর্যন্ত হে,
এসো, কুমারীর জাত নৃপতি
খ্রিষ্টের বন্দনা করি হে।

বিশ্বনির্মাতা আজই কী করলেন!
দাসের দেহ গ্রহে তিনি
মাংসের মাধ্যমে মাংসের করলেন ত্রাণ,
করলেন মানুষকে উদ্ধার হে।

শুচি জননীর গর্ভ হল যে
ঐশকৃপার সিন্ধুক হে :
কন্যা কুমারী আদৌ জানতেন না
কেমন অতিথি এলেন যে।

নিষ্পাপ গর্ভ যে হল তৎক্ষণাৎ,
দেখ, ঈশ্বরের মন্দির হে!
নরকে না জেনে, থেকে কুমারী
হলেন সন্তানসম্ভবা হে।

যিনি কুমারীর হলেন গর্ভস্থ
তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন দূত ;
গর্ভে অন্তরালবর্তী হয়েও
তাঁকে চিনেছিলেন যোহন।

দেখ, শুইছেন খড়ে যে শিশু,
আছেন জাবপাত্রে খুশি হে,
যিনি মাতার দুধ খেতে চাইছেন,
তিনি তো ভূবনেশ্বর হে।

স্বর্গদূতেরা 'জয়' গাইছেন,
সাধুসাধ্বীদের উল্লাস হে ;
প্রথম রাখালদের যিনি পূজিত,
তিনি তো উত্তম রাখাল হে।

'জয় শ্রীযিশুর' মোরা গাইছি,
তুমি জন্ম আজ নিলে হে ;
পরম পিতা ও পরমাত্মার হোক
সমস্তুতি যুগযুগ ধরে। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৯:৫)

এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

## শ্লোক

℣ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ইনি সত্যি সেই ব্যক্তি, * যাঁর বিষয়ে নবীরা বলেছিলেন,
খ্রিষ্ট ইস্রায়েলে জন্ম নেবেন, তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রান্ত ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখেছে, আসুন, সেই মুক্তিদাতা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে মুক্তিদাতা, ইহুদী ও অনিহুদীদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ছিল, তুমি তা ভেঙে দিয়েছ। যত বিচ্ছিন্নতা আজও মানবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তা ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকি।

-তোমার মাংসধারণে তুমি আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করলে। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন মণ্ডলীতে ও সকল মানুষে তোমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি।

-তুমি আমাদের কাছে পিতার কথা প্রকাশ করেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন তোমার বাণীর আহ্বানে জীবনের মধ্য দিয়েই সাড়া দিই।

-তুমি নবসৃষ্টির সূচনা ও তার ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের প্রাণ, কথা ও কর্ম নবায়ন কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারা তুমি জগতের উপরে এক নবীন আলো ছড়িয়ে দিয়েছ। আশীর্বাদ কর: কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি যেমন আমাদের মানবজীবনের সহভাগী হলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁর অনুগ্রহ-রাজ্যের অংশী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সব কথা শুনে
যোসেফ ও যিশুর মাতা মারীয়া আশ্চর্য হলেন।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দ্বিঃবিঃ ৪:৭)

এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি?

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুলের প্রতি, আল্লেলুইয়া;
*উ* আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারা তুমি জগতের উপরে এক নবীন আলো ছড়িয়ে দিয়েছ। আশীর্বাদ কর: কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি যেমন আমাদের মানবজীবনের সহভাগী হলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁর অনুগ্রহ-রাজ্যের অংশী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : মারীয়া * এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে
হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১২:৫-৬)

প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ, সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক। সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী, কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

℣ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে, আল্লেলুইয়া ;
℟ আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারা তুমি জগতের উপরে এক নবীন আলো ছড়িয়ে দিয়েছ। আশীর্বাদ কর : কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি যেমন আমাদের মানবজীবনের সহভাগী হলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁর অনুগ্রহ-রাজ্যের অংশী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমার চোখ * দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ,

যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তোবিত ১৪:৮-৯)

বিজাতিরা তাদের যত মূর্তি পরিত্যাগ করবে, তারা যেরুশালেমে এসে বসবাস করবে। পৃথিবীর সকল রাজা ইস্রায়েলের রাজাকে আরাধনা করে যেরুশালেমে আনন্দ করবেন।

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। আল্লেলুইয়া।

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের আগমন দ্বারা তুমি জগতের উপরে এক নবীন আলো ছড়িয়ে দিয়েছ। আশীর্বাদ কর : কুমারী-গর্ভে জন্মগ্রহণের ফলে তিনি যেমন আমাদের মানবজীবনের সহভাগী হলেন, তেমনি আমরাও যেন তাঁর অনুগ্রহ-রাজ্যের অংশী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভুর আত্মপ্রকাশ

(৬ই জানুয়ারী অথবা ২রা জানুয়ারীর পরবর্তী রবিবার)

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :

নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ! অলৌকিক কার্য:
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ! তা আঙুররস হল:
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো: যিনি * উষার পূর্বেই জাত, যিনি অনাদিকাল থেকেই প্রভু,
আজই আমাদের সেই পরিত্রাতা জগতে আবির্ভূত হলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: যেরুশালেম, * এবার এসেছে তোমার আলো,
তোমার উপর উদিত হল প্রভুর গৌরব।
সর্বজাতি চলবে তোমার আলোতে।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: রত্নপেটিকা খুলে * পণ্ডিতগণ প্রভুকে উপহার দিলেন
সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো: অগ্নিশিখারই মত * জাজ্বল্যমান এই জ্যোতিষ্ক
রাজার রাজা সেই প্রভুকে নির্দেশ করছে;
তা দেখে পণ্ডিত তিনজন মহান রাজার কাছে
নিয়ে এলেন অর্ঘ্যদান। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো: সর্বজাতি এসে
তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু। গীতিকা ২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ১:৯-১০)

ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন— আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেবল এখনই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পরিত্রাতা খ্রিষ্ট যিশুর আবির্ভাবের ফলে: মৃত্যু বিনষ্ট ক'রে তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরতা উদ্ভাসিত করেছেন।

## শ্লোক

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

*প্র* সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।

*উ* সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে * সেই তিনজন পণ্ডিত একে অন্যকে বললেন,

এ তো মহান রাজার লক্ষণ।

এসো, তাঁর অনুসন্ধানে যাই;

তাঁকে উপহার দেব সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁকে আজ সেই তিনজন পণ্ডিত পূজা করলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার ভক্তদের ত্রাণ কর।*

-হে সর্বজাতির রাজা, তুমি চাইলে তোমার জন্মলগ্নে তিনজন বিধর্মী পণ্ডিত তোমাকে পূজা করবেন, যেন প্রথম থেকেই প্রকাশ পায় যে একদিন সকল বিধর্মী জাতি তোমাকে গ্রহণ করবে। আমরাও যেন ভক্তিভরে তোমাকে পূজা করি।

-হে গৌরবের রাজা, তুমি তোমার জনগণকে ন্যায়নীতিতেই শাসন কর। তোমার আশীর্বাদে সকল মানুষ যেন শান্তির যুগ দেখতে পায়।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, তোমার রাজত্ব সর্বযুগস্থায়ী। তোমার বাণীর জীবনময় জল দ্বারা আমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত কর।

-হে ধর্মরাজ, তুমি তো অসহায় নিঃস্বকে উদ্ধার কর। অত্যাচারিত নিরুপায় সকল মানুষকে তোমার প্রতাপে সহায়তা কর।

-হে প্রভু, তোমার নাম যুগযুগ ধরে প্রশংসিত। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা যেন তোমার প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভুকে উপহার দান কর তোমরা, * হে ঈশ্বরের সন্তান,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত। সাম ২৯

২য় ধুয়ো : তার্শিশ * ও দ্বীপপুঞ্জের রাজা সকল
রাজা প্রভুর কাছে নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান। সাম ৭২

৩য় ধুয়ো : সকল দেশ এসে * তোমার সম্মুখে, প্রভু, করবে প্রণিপাত,
তারা গৌরবান্বিত করবে তোমার নাম। সাম ৮৬

প্র আকাশমণ্ডল তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করেছে;
উ সর্বজাতি দেখেছে তাঁর গৌরব।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে, * আল্লেলুইয়া,
প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৬

২য় ধুয়ো : প্রভুকে * পূজা কর, তাঁর সকল স্বর্গদূত।
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৭

৩য় ধুয়ো : প্রভু * জ্ঞাত করেছেন, আল্লেলুইয়া,
আপন পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৮

প্র প্রভু আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল,
উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : কুমারী-গর্ভে জাত * ঈশ্বরের পুত্রের কাছে
আজ পণ্ডিতগণ ভক্তির সঙ্গে দান করেন উপহার।
যিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন,
এসো, তাঁর সম্মুখে আমরাও করি জানুপাত।

**জয়গান** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## প্রভুর আগমন (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে : †
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’

‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক’রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন: †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।

মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : কুমারী-গর্ভে জাত ঈশ্বরের পুত্রের কাছে
আজ পণ্ডিতগণ ভক্তির সঙ্গে দান করেন উপহার।
যিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন,
এসো, তাঁর সম্মুখে আমরাও করি জানুপাত।

℣ এদিন উজ্জ্বল এক দিন ;
℟ এইদিনে পরিত্রাতা জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,

সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ১:১-১৮ অথবা যোহন ২:১-১২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

১ম ধুয়ো : জেনে রেখ : * প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,
তাঁর নাম চিরস্থায়ী। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম, * এবার এসেছে তোমার আলো,
তোমার উপর উদিত হল প্রভুর গৌরব।

সর্বজাতি চলবে তোমার আলোতে।

আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : রত্নপেটিকা খুলে * পণ্ডিতগণ প্রভুকে উপহার দিলেন

সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : সমুদ্র-সাগর ও নদনদী বল, * প্রভু ধন্য;

জলের উৎসধারা, প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : অগ্নিশিখারই মত * জাজ্বল্যমান এই জ্যোতিষ্ক

রাজার রাজা সেই প্রভুকে নির্দেশ করছে;

তা দেখে পণ্ডিত তিনজন মহান রাজার কাছে

নিয়ে এলেন অর্ঘ্যদান। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫২:৭-১০)

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে, মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ, সিয়োনকে বলে, 'তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন।' এক কণ্ঠস্বর! উচ্চকণ্ঠে তোমার প্রহরীরা ডাকছে, একসঙ্গে তারা সানন্দে চিৎকার করছে, কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রভু সিয়োনে ফিরে আসছেন। হে যেরুশালেমের ধ্বংসস্তূপ, তোমরা মিলে গান কর, আনন্দে ফেটে পড়, কারণ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন, যেরুশালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন। প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন; পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

## শ্লোক

প্র পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

উ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

প্র সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে;

উ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ মণ্ডলী * স্বর্গীয় বরের সঙ্গে মিলিতা হল,

কারণ খ্রিষ্ট যর্দন নদীর জলে তার যত পাপ থেকে তাকে ধৌত করলেন ;

পণ্ডিতগণ রাজার বিবাহোৎসবে উপহার নিয়ে ছুটে আসছেন,

জল আঙুররস হল ব'লে বিবাহ-অতিথিরা আনন্দিত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি বিধর্মীদের কাছে আপন গৌরব প্রকাশ করে ঈশ্বরের প্রেমের মহাপরিকল্পনা ব্যক্ত করেছেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*পিতার জ্যোতি খ্রিষ্ট, জগৎকে উদ্ভাসিত কর।*

-মাংসধারণ করায়ই তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছিলে। বিশ্বাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার বাণীগুণে আমাদের পবিত্র করে তোল।

-পবিত্র আত্মা তোমাকে ধর্মিষ্ঠ দাস বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন। পাপাত্মা ও ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদের জীবন মুক্ত কর।

-স্বর্গদূতেরা তোমার দর্শন পেলেন। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন ইহলোকেও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করতে পারি।

-তোমার কথা বিধর্মীদের কাছে প্রচার করা হল। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা মানুষের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, সকলে যেন তোমার বাণী গ্রহণ করতে পারে।

-মানুষ তোমার উপর বিশ্বাস রাখল। তোমার ভক্তদের বিশ্বাস নবীকৃত করে তোল।

-তুমি ঐশমহিমায় উন্নীত হলে। আমাদের অন্তরে তোমার রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যেরুশালেম, * এবার এসেছে তোমার আলো,
তোমার উপর উদিত হল প্রভুর গৌরব।
সর্বজাতি চলবে তোমার আলোতে।
আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১৫:৪)

কেইবা ভীত হবে না, প্রভু? কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান? কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র! সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন

*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : রত্নপেটিকা খুলে * পণ্ডিতগণ প্রভুকে উপহার দিলেন
সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৬)

প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;

℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : অগ্নিশিখারই মত * জাজ্বল্যমান এই জ্যোতিষ্ক
রাজার রাজা সেই প্রভুকে নির্দেশ করছে ;
তা দেখে পণ্ডিত তিনজন মহান রাজার কাছে
নিয়ে এলেন অর্ঘ্যদান। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ২:১৫)

সেদিন অনেক দেশ প্রভুতে যোগ দেবে; তারা আমার আপন জনগণ হবে আর আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে। তখন তুমি জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।

℣ জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য;

℟ শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

১ম ধুয়ো : যিনি * উষার পূর্বেই জাত, যিনি অনাদিকাল থেকেই প্রভু,
আজই আমাদের সেই পরিত্রাতা জগতে আবির্ভূত হলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম, * এবার এসেছে তোমার আলো,
তোমার উপর উদিত হল প্রভুর গৌরব।
সর্বজাতি চলবে তোমার আলোতে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : রত্নপেটিকা খুলে * পণ্ডিতগণ প্রভুকে উপহার দিলেন
সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : অগ্নিশিখারই মত * জাজ্বল্যমান এই জ্যোতিষ্ক
রাজার রাজা সেই প্রভুকে নির্দেশ করছে;
তা দেখে পণ্ডিত তিনজন মহান রাজার কাছে
নিয়ে এলেন অর্ঘ্যদান। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : সর্বজাতি এসে
তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু। গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (তীত ৩:৪-৫)

যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হল, তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে।

## শ্লোক

℣ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

℣ সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।

℟ সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তিনটে বিস্ময়কর কাজ * আজকের দিনটির ভূষণ :

আজ জ্যোতিষ্কটা পণ্ডিতদের গোশালায় চালিত করল ;

আজ বিবাহোৎসবে জল আঙুররস হল ;

আজ আমাদের পরিত্রাণের জন্য

খ্রিষ্ট যর্দন নদীতে যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁকে আজ সেই তিনজন পণ্ডিত পূজা করলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার ভক্তদের ত্রাণ কর।*

-হে সর্বজাতির রাজা, তুমি চাইলে তোমার জন্মলগ্নে তিনজন বিধর্মী পণ্ডিত তোমাকে পূজা করবেন, যেন প্রথম থেকেই প্রকাশ পায় যে একদিন সকল বিধর্মী জাতি তোমাকে গ্রহণ করবে। আমরাও যেন ভক্তিভরে তোমাকে পূজা করি।

-হে গৌরবের রাজা, তুমি তোমার জনগণকে ন্যায়নীতিতেই শাসন কর। তোমার আশীর্বাদে সকল মানুষ যেন শান্তির যুগ দেখতে পায়।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, তোমার রাজত্ব সর্বযুগস্থায়ী। তোমার বাণীর জীবনময় জল দ্বারা আমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত কর।

-হে ধর্মরাজ, তুমি তো অসহায় নিঃস্বকে উদ্ধার কর। অত্যাচারিত নিরুপায় সকল মানুষকে তোমার প্রতাপে সহায়তা কর।

-হে প্রভু, তোমার নাম যুগযুগ ধরে প্রশংসিত। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা যেন তোমার প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজই তুমি এক তারা দিশারী ক'রে সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রকাশ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাকে চিনতে পেরেছি, যেন তোমার অপার গৌরবের সৌন্দর্য দর্শনে চালিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সোমবার অথবা ৭ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে

সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস

উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,

পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার

হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে

℟ প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ আকাশমণ্ডল তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করেছে;

℟ সর্বজাতি দেখেছে তাঁর গৌরব।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৯:৫)

এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

## শ্লোক

℣ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।
℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে ;

℟ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পন্ডিতগণ * পুব থেকে বেথলেহেমে এলেন প্রভুকে পূজা করার জন্য।

রত্নপেটিকা খুলে তাঁরা তাঁকে মূল্যবান উপহার দিলেন :

মহান রাজা ব'লে সোনা, সত্যময় ঈশ্বর ব'লে ধূপধুনো,

আর তাঁর সমাধির জন্য গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রান্ত ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পেল, আসুন, সেই মুক্তিদাতা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে মুক্তিদাতা, ইহুদী ও অনিহুদীদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ছিল, তুমি তা ভেঙে দিয়েছ। যত বিচ্ছিন্নতা আজও মানবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তা ধ্বংস করতে সচেষ্ট থাকি।

-তোমার মাংসধারণে তুমি আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করলে। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন মণ্ডলীতে ও সকল মানুষে তোমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি।

-তুমি আমাদের কাছে পিতার কথা প্রকাশ করেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন তোমার বাণীর আহ্বানে জীবনের মধ্য দিয়েই সাড়া দিই।

-তুমি নবসৃষ্টির সূচনা ও তার ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের প্রাণ, কথা ও কর্ম নবায়ন কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দ্বিঃবিঃ ৪:৭)

এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি?

প্র তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন
উ ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১২:৫-৬)

প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ, সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক। সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী, কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;
℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি: যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তোবিত ১৪:৮-৯)

বিজাতিরা তাদের যত মূর্তি পরিত্যাগ করবে, তারা যেরুশালেমে এসে বসবাস করবে। পৃথিবীর সকল রাজা ইস্রায়েলের রাজাকে আরাধনা করে যেরুশালেমে আনন্দ করবেন।

*প্র* জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য ;
*উ* শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি : যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ পি ১:৩-৪)

তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে খ্রিষ্ট আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

## শ্লোক

প্র খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
উ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
প্র সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।
উ সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে * পণ্ডিতগণ মহা আনন্দে আনন্দিত হলেন ;
ঘরে ঢুকে তাঁরা প্রভুকে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস উপহার দিলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে ছিল, তাদের কাছে যিনি আলো দিতে এলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার আলোতে জগৎকে আলোকিত কর।*

-তোমার আগমনে তুমি মণ্ডলীকে জন্ম দিয়েছ। কৃপা কর, সে যেন ভ্রাতৃপ্রেমে নিত্য সুসংগঠিত হয়।

-তুমি স্বর্গমর্তের অধিপতি। সর্বজাতি যেন তোমার রাজ-অধিকার স্বীকার করে।

-মাংসধারণ করায় তুমি হলে চিরকালীন মহাযাজক। আশীর্বাদ কর, মণ্ডলীর পালকেরা যেন তোমার মুক্তিকর্মের যোগ্য সেবক হতে পারেন।

-কুমারী মারীয়ার গর্ভে তুমি আত্মিক বিবাহ-বন্ধনে ঐশস্বরূপ আর মানবস্বরূপ মিলিত করেছ। সন্ন্যাসিনীদের আশীর্বাদ কর।

-মরদেহ ধারণ করে তুমি মৃত্যুকে বিনাশ করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা যেন মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনধামে পার হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আকাশমণ্ডলের অলঙ্কার যিনি, তোমার সেই সনাতন বাণী কুমারী মারীয়া থেকে দেহ গ্রহণ ক'রে আমাদের ভঙ্গুরতা আপন করে নিয়েছেন। অনুনয় করি : যিনি আমাদের মাঝে ঐশসত্যের দীপ্তি বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি যেন আপন প্রতাপের পূর্ণতায় জগতের মুক্তিদানের জন্য এগিয়ে চলেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

# মঙ্গলবার অথবা ৮ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* সমগ্র পৃথিবী তোমাকে পূজা করুক, তোমার উদ্দেশে স্তবগান করুক;

*উ* করুক তোমার নামের স্তবগান।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* হে যেরুশালেম, প্রভুর মহিমাকীর্তন কর;

*উ* তিনি তো এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। পবিত্র

আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪:২-৩)

সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ। সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে, যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে, তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

## শ্লোক

℣ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে;

℟ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সেই তিনজন পণ্ডিত * ঈশ্বরপুত্র মহান রাজা প্রভুকে তিনটে উপহার দিলেন :
সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্ট আমাদের মাঝে এলেন, মানুষ যেন মৃত্যুর বন্দিদশা থেকে উদ্ধার পেয়ে ঈশ্বরের সন্তান-উচিত মুক্তি পেতে পারে। আসুন, বিনীতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি :

*তোমার জন্মের খাতিরে, প্রভু, অনিষ্ট থেকে আমাদের উদ্ধার কর।*

-অনাদিকাল থেকে বিরাজমান হয়েও তুমি একদিন মানবজন্ম গ্রহণ করেছিলে। তোমার জন্মের মাহাত্ম্যে আমাদের মানবস্বরূপ নবায়ন কর।

-তোমার ঐশস্বরূপে অভিন্ন হয়েও তুমি মানবেতিহাসের অনিত্য অবস্থার সহভাগী হতে চেয়েছিলে। তোমার মাধ্যমে আমরা যেন গভীরতর ভাবে তোমার ঐশজীবনের অংশী হতে পারি।

-তুমি সর্বজাতির আলো, তুমি পবিত্রতার দীক্ষাগুরু। তোমার বাণীর আলোতে আমাদের চরণ আলোকিত কর।

-ঐশবাণী হয়েও তুমি ধন্যা মারীয়ার গর্ভে মানুষ হয়েছিলে। প্রসন্ন হয়ে, বিশ্বাস ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়গুহায় নিত্য বিরাজ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৫:১৩)

আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে, আমি তার সকল পথ সরল করব। সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে, আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে, বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে; একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন

*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৮:২০)

আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর, তা প্রচার কর, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর; বল: 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;

℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬৫:১)

যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না, তাদের আমি নিজের উদ্দেশ পেতে দিয়েছি; যারা আমার খোঁজ করত না, তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি, এই যে আমি আছি।'

*প্র* জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য;

*উ* শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ২:৩খ-৫)

অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন— অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!

## শ্লোক

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
*প্র* সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।
*উ* সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি হয়েই * তুমি আবির্ভূত হলে, খ্রিষ্ট।
পণ্ডিতগণ তোমার চরণে উপহার রাখছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

বিশ্বমণ্ডলীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে, আসুন, পরম পিতার প্রশংসা করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি :

*হে পুণ্যময় পিতা, তোমার সন্তানদের যাচনা গ্রহণ কর।*

-হে পিতা, যাঁরা তোমাকে না জেনে সৃষ্টজীবদের মধ্যে তোমার অন্বেষণ করেন, সহায়তা দান ক'রে তাঁদের মন সুসমাচারের আলোতে উদ্বুদ্ধ কর।

-যাঁরা তোমাকে একেশ্বর বলে আরাধনা করেন ও শেষদিনের বিচারকর্তারূপে স্বীকার করেন, তোমার কৃপায় তাঁরা যেন তোমার প্রেমের পরিচয় পেতে পারেন।

-তুমি তো তোমার সৃষ্ট সকল সন্তানকে তোমার মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত কর। কেউই যেন তোমা থেকে দূরে না সরে যায়।

-পথযাত্রীদের উপর দৃষ্টিপাত কর। তাদের নিরাপদে রাখ, অকস্মাৎ মৃত্যু থেকে তাদের রক্ষা কর।

-ইহলোকে যাঁদের তুমি তোমার সত্যের আলোতে আলোকিত করেছিলে, আমাদের সেই মৃত ভাইবোনদের দাও তোমার শ্রীমুখের দর্শন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর : যাঁকে আমরা আমাদের সদৃশ মানুষ বলে স্বীকার করি, তাঁর দ্বারা যেন অভ্যন্তরে নবরূপায়িত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

# বুধবার অথবা ৯ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

℣ জাতিসকল তোমার আলোতে চলবে;

℟ চলবেন রাজা সকল তোমার উদয়ের বিভায়।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

℣ প্রভু আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল,

℟ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৮-৯)

আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর, যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর, তুমি যেন বন্দিদের বল, ‘বেরিয়ে এসো,’ যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, ‘আলোতে এসো।’

## শ্লোক

℣ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে;

℟ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রাচ্য দেশে * তাঁর জ্যোতিষ্কটা দেখে

আমরা উপহার নিয়ে প্রভুর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কাল পূর্ণ হলে যিনি মানবদেহ গ্রহণ করেছিলেন, আসুন, পরম পিতার সেই সনাতন বাণীর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তুমি ধন্য!*

-হে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, হে বিশ্বস্রষ্টা, তুমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এ পৃথিবীতে এসেছিলে। আমাদের করে তোল তোমার সুসমাচারের সাক্ষী।

-হে ন্যায়ের সূর্য, পিতার বুক থেকেই তোমার আলোর উদ্ভাস, জগতের উপরে তোমার আলো বিকশিত। যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বাস করে, তুমি তাদের উদ্ভাসিত কর।

-হে গৌরবের রাজা, বেথলেহেমে তুমি একটি গোশালায় জন্ম নিয়েছিলে। সাহায্য কর, আমরা যেন সরল শিশুর মত ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখি।

-হে অনন্ত জীবনের রুটি খ্রিষ্ট, আমাদের ক্ষুধার্ত প্রাণ তোমার দেহরক্ত দানে পরিতৃপ্ত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১৫)

একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন
*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:২৩-২৪)

সেই নগরীতে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন।

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;
℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৫)

যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ: ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।

℣ জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য;

℟ শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১৩-১৫)

ঈশ্বর অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা। তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত।

## শ্লোক

প্র খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
উ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
প্র সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।
উ সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হেরোদ রাজা * পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন,
এই নবজাত শিশু সম্বন্ধে আপনারা কী লক্ষণ পেয়েছেন?

আমরা এমন জাজ্বল্যমান জ্যোতিষ্ক দেখেছি,
যার বিভায় সারা বিশ্ব উদ্ভাসিত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের পাপরাশির অতল থেকে আমাদের বের করে আনলেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই ঐশবাণীর প্রশংসাবাদ করে বলি:

*দেখাও, প্রভু, তোমার দয়া!*

-হে চিরকালীন মহাযাজক, পৃথিবীতে প্রবেশ করে তুমি সত্যকার স্তুতি-নৈবেদ্য প্রবর্তন করেছ। মণ্ডলীর মাধ্যমে সকল মানুষকে তোমার রাজকীয় যাজকত্বের অংশীদার করে তোল।

-তুমি দেহ আত্মা দু'টোর আরোগ্যদাতা, তুমি মানবজাতির ক্ষত নিরাময় করতে এ জগতে এসেছিলে। আমাদের অসুস্থ ভাইবোনদের সুস্থ করে তোল।

-তোমার জন্মের ফলে বিশ্বজগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পাপীদের প্রতি করুণা দেখাও, সকলকে তোমার বন্ধুত্বের সহভাগী কর।

-হে পরাক্রমশালী রাজা, তুমি প্রাক্তন বন্দিদশার শৃঙ্খল ছিন্ন করেছ। দেহে ও আত্মায় যারা এখনও সেই বন্দিদশায় বন্দি, তুমি তাদের মুক্তি দান কর।

-তুমি স্বর্গের দিকে সত্যকার পথ। মৃত সকলকে শাশ্বত আনন্দধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সর্বজাতির জ্যোতির্দাতা হে সনাতন ঈশ্বর, সকল দেশের মানুষকে পরম শান্তি ভোগ করতে দাও; যে আলোতে তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের মন বিভাসিত করেছিলে, আমাদের অন্তরে সেই দিব্য আলো সঞ্চার কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

# বৃহস্পতিবার অথবা ১০ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* এসো, প্রণত হই ; এসো, প্রণিপাত করি ;

*উ* তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* ঈশ্বরের পুত্র এসে

*উ* সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি : তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন

জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬২:১১-১২)

সিয়োন কন্যাকে তোমরা বল, 'দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন! দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে; তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।' তারা এই নামেই আখ্যাত হবে: পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।

## শ্লোক

*প্র* পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।
*উ* পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে ;

℟ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বহু জাতি * দূর থেকে আসছে ;

তারা সঙ্গে নিয়ে আসছে উপহার। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন পুত্রের জন্মের মধ্য দিয়ে আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, আসুন, সেই মহেশ্বরের মাহাত্ম্য স্বীকার করে তাঁর প্রশংসাবাদ করি :

*ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব !*

-হে প্রভু, স্বর্গদূত, কুলপতি ও নবীদের সঙ্গে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-ঈশ্বরজননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার সঙ্গে আমাদের প্রাণ তোমার মহিমাকীর্তন করে।

-প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের সঙ্গে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমরবৃন্দের সঙ্গে আমরা জীবন্ত বলিরূপে নিজেদের দেহ তোমার চরণে উৎসর্গ করি।

-মণ্ডলীর নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে আমাদের জীবন তোমার হাতে তুলে দিই।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি : তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২:৩-৪)

সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী। তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা, নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে। এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না, তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন

*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৯:১)

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;

℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬০:৪-৫)

হে যেরুশালেম, তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসবে, তোমার কন্যাদের বাহুতে ক'রে বহন করা হবে। তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে, কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে, দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।

*প্র* জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য ;

*উ* শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি : তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৫খ, ৭)

ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। আমরা যদি আলোতে চলি—আলোতেই আছেন তিনি!—তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

## শ্লোক

℣ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℣ সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।
℟ সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সাবা দেশের * সকল মানুষ এসে
সোনা ও ধূপধুনো নিয়ে আসবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আসুন, আমাদের স্বর্গীয় পিতাকে ডাকি:

*আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার দয়া।*

-হে পবিত্র পিতা, অনেকে এখনও শুধু জ্ঞানের আলোতেই তোমাকে চেনেন। তাঁদের মন যেন সুসমাচারের উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হয়।

-খ্রিষ্টবিশ্বাসী না হয়েও যাঁরা মানুষকে ব্যথা ও দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট আছেন, তাঁরা যেন খ্রিষ্টে পথ, সত্য ও জীবন খুঁজে পান।

-যাঁরা নিজ নিজ ধর্ম সততার সঙ্গে পালন করেন, তোমার সহায়তায় তাঁরা যেন খ্রিষ্টের অম্লান জ্যোতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের প্রতি করুণা দেখাও; তাঁদের ভূষিত কর তোমার গৌরবের প্রভায়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রের দ্বারা তুমি সকল জাতির মানুষের কাছে তোমার মহত্ত্বের আলো প্রকাশ করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার জনগণকে সেই মুক্তিসাধকের পূর্ণ দীপ্তি চিনতে দাও, তেমন দীপ্তি-পথে এগিয়ে চ'লে তারা যেন সনাতন জ্যোতির্লোকে পৌঁছতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

# শুক্রবার অথবা ১১ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,

*উ* জীবন ছিল মানুষের আলো।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* তিনিই ছিলেন সত্যকার আলো,

*উ* যা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন

উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৫:২২-২৩)

আমার দিকে ফিরে তাকাও, তবেই ত্রাণ পাবে তোমরা, হে পৃথিবীর সকল প্রান্ত, কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়! নিজের দিব্যি দিয়ে করেছি শপথ, আমার মুখ থেকে যে সত্য বাণী বের হয় তার অন্যথা হবে না—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে, প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে।

## শ্লোক

প্ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

উ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

প্ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে;

উ প্রভুকে প্রণাম করবে।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: যারা * তোমাকে তুচ্ছ করত,

তারা এসে তোমার চরণে করবে প্রণিপাত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নবমানুষকে সৃষ্টি করতে এসেছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*তোমার জন্মের মাহাত্ম্যে আমাদের নবীকৃত কর, প্রভু।*

-তুমি আমাদের মানবস্বরূপ গ্রহণ করায় আমরা তোমাতে পিতাকে দেখতে পাই। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার বাণী ও দেহরক্তের মাহাত্ম্যে তোমাকে চিনতে পারি।

-হে মানবস্রষ্টা, কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে তুমি আমাদের মত মানুষ হয়েছিলে। ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্য ফলে আমরা যেন তোমার ঐশজীবনের অংশী হতে পারি।

-হে মানবত্রাতা, তুমি শিশিরের মত এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলে। তোমার পবিত্র আত্মা দানে আমাদের প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।

-আমরা যারা তোমার জন্মের মাহাত্ম্য উদ্‌যাপন করছি, তোমার সহায়তায় যেন খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনে পরিপক্ক হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:৭-৮)

যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর, সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল, ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল: প্রভু তাঁর আপন জনগণকে, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে ত্রাণ করেছেন। দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি, পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন
*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:১১-১২)

প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন, তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন। তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

প্র জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;
উ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ৮:৭-৮)

দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব : আমি তাদের ফিরিয়ে আনব আর তারা যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে ; তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

℣ জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য ;
℟ শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নিষ্ঠুর হেরোদ বা কেন
খ্রিষ্টকে এত ভয় করছ?
স্বর্গ দান করেন যিনি,
মর্তরাজ্য চান না তিনি।

তিনজন জ্যোতিষী আসছেন
দিশারী তারকার পথে,
জ্যোতিতে জ্যোতি খুঁজছেন,
ঈশ্বরকে দান করবেন উপহার।

নদীর জলে ডুব দিচ্ছেন
সনাতন মেষশিশু খ্রিষ্ট :
নিষ্পাপো ছিলেন যিনি,
বিশ্বপাপ হরিছেন তিনি।

দেখ ! অলৌকিক কার্য :
জালার জল লাল হয়ে যাচ্ছে,
দেখ ! তা আঙুররস হল :
খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশ্য।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পিতা ও পবিত্রাত্মার,
এসো, করি সমস্তুতি। (সেদুলিউস † ৪৪০)

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:৩-৪)

ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি।

## শ্লোক

℣ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℣ সর্বজাতি তাঁর মহিমাকীর্তন করবে।
℟ সকল দেশ আশিসধন্য হবে।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ খ্রিষ্ট যিশুতে * সকল দেশ আশিসধন্য হবে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বপ্নে * এক স্বর্গদূত দ্বারা আদেশ পেয়ে
পণ্ডিতগণ অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি খ্রিষ্টকে সর্বজাতির আলোরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে পিতা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার মণ্ডলীকে বিশ্বের চারপ্রান্তে বিস্তারিত কর, যেন সকল মানুষের কাছে তোমার পুত্রের গৌরব প্রকাশিত হতে পারে।

-তুমি সেই তিনজন পণ্ডিতকে তোমার পুত্রের সেই গোশালায় চালিত করেছিলে। যাঁরা সত্যের অন্বেষণ করেন, তাঁদের দেখাও ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের শ্রীমুখ।

-সকল জাতিকে তোমার রাজ্যের আলোতে আহ্বান কর, যেন যিশু-নামে প্রতিটি জানু আনত হয়।

-তোমার শস্যখেতে কর্মী প্রেরণ কর, তাঁরা যেন দীনদুঃখী মানুষের কাছে খ্রিষ্টের সুসমাচারের পরিত্রাণদায়ী বাণী প্রচার করেন।

-মৃত সকল মানুষকে মুক্তির পূর্ণতা মঞ্জুর কর, তাঁরা যেন তোমার পুত্রের বিজয়ের সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : যেমন একদিন তুমি এক তারা দিশারী করে জগৎত্রাতার জন্মবার্তা প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজ আমাদের অন্তরেও সেই জন্ম-রহস্যের কথা প্রকাশ কর, সেই রহস্যের আলোতে আমাদের মন উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

# শনিবার অথবা ১২ই জানুয়ারী

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভু মোদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পণ্ডিতগণ শিশুকে দে'খে
সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস
উপহার তাঁর কাছে দিয়ে
করিছেন প্রণাম।

তব রাজ্য ও মহিমার
চিহ্ন দেখ, ওগো শিশু ;
পিতা তোমায় ত্রিগুণ গৌরব
করিছেন আরোপ।

সোনা বলে : তুমি রাজা,
ধূপের অর্থ : তুমি ঈশ্বর,
গন্ধনির্যাস করে ইঙ্গিত
তব সমাধির।

হে বেথলেহেম, ধন্য তুমি
মহানগরীদের মধ্যে,
তোমার কোলেই হলেন মানুষ
স্বর্গীয় ত্রাণেশ্বর।

তাঁরই হাতে ঈশ্বর পিতা,
সকল নবী সাক্ষীরূপে,
বিশ্বের 'পরে রাজ্য ও বিচার
অধিকার দিলেন।

সার্বজনীন তব রাজ্য :
স্বর্গ মর্ত ভূতল সাগর,
দিবস রাত্রি ঋতু বছর,
জগতের প্রাণী।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তব, যিশু, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
হোক সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

সোম - সাম ১, ১০৪, ৭১

মঙ্গল - সাম ৬, ১০৭, ৭

বুধ - সাম ১৫, ৭৮

বৃহস্পতি - সাম ৩৯, ৩৭, ৪১

শুক্র - সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

শনি - সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* তিনিই ছিলেন সত্যকার আলো,

*উ* যা প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সোম - সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

মঙ্গল - সাম ৭৪, ৭৩, ৭৭

বুধ - সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

বৃহস্পতি - সাম ৫০, ৬৮, ৮৩

শুক্র - সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

শনি - সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* নবীরা যাঁর কথা পূর্বে বলেছিলেন,

*উ* সেই জগৎত্রাতা আবির্ভূত হলেন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে আমাদের মানবস্বরূপ তোমার সঙ্গে মিলিত, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে রূপান্তরিত

হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের অন্বেষ যারা হে,
চোখ তোল তোমরা স্বর্গের দিকে :
দেখবে সেখানে তোমরা যে
ঐশশক্তির লক্ষণ।

সূর্য হতে জাজ্বল্যমান
সে-ই যে তারা দিচ্ছে সংবাদ :
এসেছেন এ পৃথিবীতে
মরদেহে ঈশ্বর।

আজ আরব সেই দূর দেশের
জ্যোতিষী তিনজন ঊর্ধ্বপানে
অনুক্ষণ সন্ধান করিছেন
রাজকীয় লক্ষণ।

ইনি কে? তাঁরা জিজ্ঞাসেন,
যিনি জ্যোতিষ্করাজির রাজা,
জ্যোতি তমসা ভয়তে
যাঁকে করে প্রণাম।

এমন বিখ্যাত একজনকে
মোরা অন্বেষি, অমর যিনি,
যিনি সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ,
বিশ্ব হতে প্রাচীন।

ইনি সর্বজাতির রাজা,
ইহুদীদের সেই রাজা যিনি
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে
ছিলেন প্রতিশ্রুত।

আজই করলে আত্মপ্রকাশ,
তোমারই, যিশু, করি স্তুতি,
পিতার ও পবিত্র আত্মার
করি সমস্তুতি। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৭:২৬-২৭)

প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ, তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি। যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম; নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে, ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।

## শ্লোক

℣ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

℣ সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে;

℟ প্রভুকে প্রণাম করবে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পৃথিবীর সকল রাজা * প্রভুকে প্রণাম করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: গালিলেয়ার কানা নগরে * এক বিবাহোৎসব হল;
যিশুর মা সেখানে ছিলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পিতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট, আমাদের যাচনা মঞ্জুর কর।*

-হে ঈশ্বরের পুত্র, তুমি আমাদের কাছে পিতার ভালবাসা প্রকাশ করেছ। তোমার আশীর্বাদে মানুষ যেন আমাদের ভ্রাতৃপ্রেমে তোমাকে চিনতে পারে।

-তোমার অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে তুমি জীবনেশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেছিলে। আমাদের অন্তরে তোমার অনন্ত জীবন পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চার কর।

-সহায়তা কর, আমরা যেন সবসময় ও সর্বস্থানে তোমার মৃত্যু বহন করতে পারি, যেন আমাদের মরদেহে তোমার অনন্ত জীবন প্রকাশিত হয়।

-তোমার পবিত্র আত্মার আলোতে আমাদের অন্তর আলোকিত কর। যে গৌরব তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে, সেই গৌরবের বিভায় আমাদের উদ্ভাসিত করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে আমাদের মানবস্বরূপ তোমার সঙ্গে

মিলিত, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে রূপান্তরিত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা * যুগের পর যুগ রহস্যাবৃত ছিল,
তা এখন আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ২০:৪১-৪২)

যখন জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

*প্র* তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন

*উ* ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে আমাদের মানবস্বরূপ তোমার সঙ্গে মিলিত, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে রূপান্তরিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট এসে * দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির,
এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ৩৪:১১-১২)

আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার উপর দৃষ্টি রাখব। বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখব। মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব।

℣ জাতিসকল তোমার ধর্মাত্মাকে দেখতে পাবে;

℟ সকল রাজা তোমার গৌরবান্বিতজনকে দেখতে পাবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে আমাদের মানবস্বরূপ তোমার সঙ্গে মিলিত, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে রূপান্তরিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি তোমাকে * দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মিখা ২:১২)

হে যাকোব, আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত লোকজনকে জড় করব; হে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সংগ্রহ করব। ঘেরিতে মেষগুলির মত, চারণভূমিতে গবাদি পশুর মত আমি তাদের একত্রে মিলিত করব।

*প্র* জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য;

*উ* শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি আমাদের নবসৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁর মধ্যে আমাদের মানবস্বরূপ তোমার সঙ্গে মিলিত, তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে রূপান্তরিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভুর বাপ্তিস্ম

পর্ব

প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব প্রভুর আত্মপ্রকাশের পরবর্তী রবিবারে পালিত হয়, কিন্তু প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব যদি ৭ই বা ৮ই জানুয়ারীতে রবিবারেই পড়ে, তাহলে প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব পরবর্তী সোমবারে পালিত হয়।

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পিতা হতে তুমি বিশ্বে
কন্যার মধ্য দিয়ে আস ;
জলে সবে অভিষিক্ত,
বিশ্বাসগুণে নবজাত।

স্বর্গ হতে হয়ে নির্গত
মানবরূপ করেছ ধারণ :
জীবনের আনন্দ পেলাম,
তব মৃত্যুই মুক্তির কারণ।

মুক্তিদাতা, ক'রে কৃপা,
শোন এখন এ মিনতি :

মোদের হৃদে সঞ্চার কর
তব উজ্জ্বল ঐশজ্যোতি।

মোদের সঙ্গে থেকো, প্রভু,
জড় রাত্রি কর ধ্বংসন,
পাপরাশি মোচন কর,
অশেষ দয়া কর বর্ষণ।

ওগো জীবন সত্য খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত,
পিতা ও আত্মার জ্যোতি দ্বারা
আজই হলে প্রকাশিত। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিনি আমার পরে আসছেন, * তিনি আমার আগেও ছিলেন।
আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিশু দাঁড়িয়ে * উচ্চঃস্বরে বললেন,
কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তৃষ্ণার্ত যারা, * তোমরা সকলে আমার কাছে এসো।
প্রভুর অন্বেষণ কর,
যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : এই যে * আমার সেই দাস,
আমার মনোনীতজন,
আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি। গীতিকা ২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩৭-৩৮)

যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং শয়তানের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

## শ্লোক

প্র ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।
উ ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।
প্র ইনিই যিশু খ্রিষ্ট, আমাদের প্রভু,
উ যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য * আজ ত্রাণকর্তা এগিয়ে এলেন,
তিনি যেন পুরানো মানুষকে করেন নবীকৃত,
যেন আমাদের পতিত সারূপ্য করেন রূপান্তরিত,
যেন অক্ষয় বস্ত্রে আমাদের করেন পরিবৃত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যর্দন নদীর ধারে আজ যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*আমাদের উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর।*

-হে ঈশ্বরের দাস খ্রিষ্ট, তুমি পিতার প্রীতিভাজন। আমরা যেন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এমন জীবনাচরণ করতে পারি যা পিতার কাছে গ্রহণযোগ্য।

-হে ঈশ্বরের মনোনীতজন খ্রিষ্ট, তুমি নম্রহৃদয়, কোমলপ্রাণ। পাপী হয়েও যারা সরল বিশ্বাসে তোমার অন্বেষণ করে, তাদের প্রতি করুণা দেখাও।

-হে নবসন্ধির মধ্যস্থ খ্রিষ্ট, তুমি সর্বজাতির আলো হতেই পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলে। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে দীক্ষাপ্রার্থীদের চোখ বিশ্বাসের পূর্ণতায় উন্মোচিত কর।

-হে খ্রিষ্ট, তুমি তোমার প্রেরণকর্মের জন্য পিতা দ্বারা পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে। কৃপা কর, সকল মানুষ তোমাতে বিশ্বাস রেখে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে।

-হে আমাদের আশা খ্রিষ্ট, যারা অন্ধকারে বসে আছে, তুমি তাদের পরিত্রাণের আলোতে চালিত কর। আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার জ্যোতির্ধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টই পিতার প্রিয় পুত্র ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পথপ্রদর্শক দ্বারা আজই
সৃষ্টিকর্তাই হলেন স্নাত :
যর্দন-জলে নামেন যিশু,
জলেই হবে মানুষ ত্রাত।

সুকুমারী যাঁরই মাতা,
দরকার নেই তাঁর স্নানকরণ,
বরং নিজেই স্নাত হয়ে
বিশ্বপাপকে করেন হরণ।

‘মম পুত্রে আমি সত্যি
পরম প্রীত’ বলেন পিতা ;
কপোত-বেশে সাক্ষীরূপে
তিনিও আছেন—পরমাত্মা।

এর মর্মার্থ অতি স্পষ্ট :
মণ্ডলীর ত্রাণ প্রকাশিত ;
পরম ত্রিত্ব সকল কর্মে
একেশ্বর হয়ে প্রমাণিত।

ওগো জীবন সত্য খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত,
পিতা ও আত্মার জ্যোতি দ্বারা
আজই হলে প্রকাশিত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভুর কণ্ঠস্বর * জলরাশির উপরে বিরাজিত,
প্রভু তাঁর আপন জাতিকে শক্তি দেন। সাম ২৯

২য় ধুয়ো : তোমরা * জল তুলে আন পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে :
সবকিছুই যে পবিত্রিত করে তুলেছেন খ্রিষ্ট আমাদের পরমেশ্বর। সাম ৬৬

৩য় ধুয়ো : একদিন * যেরুশালেম থেকে বেরিয়ে আসবে জীবন-জলধারা,
তখন প্রভু হবেন বিশ্বরাজা। সাম ৪৬

প্ আমি দেখতে পেলাম : জল মন্দিরের ডান পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে ;

উ যাদের কাছে এ জল বয়ে গেল, তারা সকলে পরিত্রাণ পেল।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে * যিশু জল থেকে উঠে এলেন,
আর হঠাৎ স্বর্গ উন্মুক্ত হল। সাম ৪৮

২য় ধুয়ো : তুমি তো * আত্মা ও অগ্নিতে মানবীয় রোগ থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ কর ;
আমরা তোমাকে ঈশ্বর ও মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করি। সাম ৮৬

৩য় ধুয়ো : আজ * এক মহারহস্য প্রকাশিত :
সৃষ্টিকর্তা যর্দন নদীতে আমাদের অপরাধ মার্জনা করেন। সাম ৮৭

℣ বিশ্বজগতের কাছে খ্রিষ্ট সগৌরবে আবির্ভূত হলে
℟ জলের উৎসধারা পবিত্র হয়ে উঠল।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভু জলে নামলেই
যর্দন নদী হল সঙ্কুচিত, থরথর করে কাঁপতে লাগল।
নদী থেকে বেরিয়ে ওঠে এমন নবসৃষ্টি,
যা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে।

**জয়গান** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

*সেই নগরীর প্রাচীর বারোটা ভিত্তির উপরে স্থাপিত* (প্রকাশ ২১:১৪)।

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,

তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৪০:১-৮)

*প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী। এটি সেই সুসমাচারের বাণী যা তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছে* (১ পি ১:২৫)।

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :

তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,

কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: †
‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,

অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, †
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।

শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত। †
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা  ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন ; আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন : †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু জলে নামলেই
যর্দন নদী হল সঙ্কুচিত, থরথর করে কাঁপতে লাগল।
নদী থেকে বেরিয়ে ওঠে এমন নবসৃষ্টি,
যা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে।

প্র ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন :

উ তোমরা তাঁর কথা শোন।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৮:১-১০, ১৬-২০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টই পিতার প্রিয় পুত্র ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বত্রাতা রূপে আজই
যিশু হলেন প্রকাশিত ;
বিশ্বব্যাপী ভক্তের কণ্ঠে
তাঁরই নাম হোক বন্দিত।

তিরিশ বছর গেল কেটে,
মুক্তি দিতে প্রস্তুত তিনি,
বাপ্তিস্মেরই নবজীবন
আজই দিতে হাজির তিনি।

নিজের রক্তেই যিনি পারেন
বিশ্বপাপ করতে প্লাবিত,
যর্দন-জলে তাঁকে ধুইতে
পথপ্রদর্শক কম্পান্বিত।

স্বর্গ থেকে পিতার কণ্ঠ
তাঁরই সাক্ষ্য করে বহন,
সকল পুণ্যের দাতা যিনি,
দেখ, আছেন পরম পবন।

ওগো যিশু, কাতর স্বরে
তোমায় ডাকি, 'কর ত্রাণ,
অন্তর কর শুচি, শুদ্ধ,
নির্মল রাখ মোদের প্রাণ।'

ওগো জীবন সত্য খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত;
পিতা ও আত্মার জ্যোতি দ্বারা
আজই হলে প্রকাশিত।

১ম ধুয়ো : বিনম্র দাস যোহন * তাঁর আপন রাজা ত্রাণকর্তা প্রভুকে বাপ্তিস্ম দেন।
যর্দন নদীর জল অবাক হয়ে গেল,
কপোতটি সাক্ষ্য দিল,
পিতার এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ইনি আমার পুত্র।' সাম ১০০

২য় ধুয়ো : বিশ্বজগতের কাছে * খ্রিষ্ট সগৌরবে আবির্ভূত হলে
জলের উৎসধারা পবিত্র হয়ে উঠল।
তোমরা জল তুলে আন পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে :
সবকিছু যে পবিত্রিত করে তুলেছেন খ্রিষ্ট আমাদের পরমেশ্বর। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তৃষ্ণার্ত যারা, * তোমরা সকলে আমার কাছে এসো।
প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন। আল্লেলুইয়া।
সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : সমুদ্র-সাগর ও নদনদী বল, * প্রভু ধন্য ;
জলের উৎসধারা প্রভুর মহাবন্দনা কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এই যে আমার সেই দাস, * আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১-২ক)

প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে, ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি, এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে, প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ঘোষণা করতে।

## শ্লোক

প্ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্ তুমি তো আজ আত্মপ্রকাশ করলে ;
উ আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ মণ্ডলী * স্বর্গীয় বরের সঙ্গে মিলিতা হল,
কারণ খ্রিষ্ট যর্দন নদীর জলে তার যত পাপ থেকে তাকে ধৌত করলেন ;

পণ্ডিতগণ রাজার বিবাহোৎসবে উপহার নিয়ে ছুটে আসছেন,
জল আঙুররস হল ব'লে বিবাহ-অতিথিরা আনন্দিত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যর্দন নদীর জলে আজ যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে খ্রিষ্ট, যর্দন নদীর ধারে তুমি তোমার গৌরবময় আত্মপ্রকাশের আলো আমাদের উপর বিকীর্ণ করেছ। যাদের সঙ্গে আমরা আজ দেখা-সাক্ষাৎ করব, তোমার উপস্থিতির আলোতে তাদের উদ্ভাসিত কর।

-তোমার বাপ্তিস্মে যোহনের কাছে নিজেকে নমিত ক'রে তুমি আমাদের বিনম্রতার একটি উজ্জ্বল আদর্শ দিয়েছিলে। সেই আদর্শে আমরাও যেন আমাদের ভাইবোনদের প্রতি মঙ্গলানুভবতা ও কোমলতা দেখাতে পারি।

-বাপ্তিস্মে তুমি পাপদণ্ড থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে আমাদের করে তুলেছ ঈশ্বরের সন্তান। যাঁরা তোমার অন্বেষণ করেন, তাঁদেরও ঈশ্বরের সন্তানের মর্যাদা দান কর।

-তোমার বাপ্তিস্মে তুমি নিখিল সৃষ্টি পবিত্রিত করে তুলেছ এবং আমাদের জন্য পিতার কাছে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছ। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন মণ্ডলীতে ও বিশ্বজগতে তোমার সুসমাচারের যোগ্য সেবক হতে পারি।

-তোমার বাপ্তিস্মে তুমি আমাদের কাছে পরম ত্রিত্বের পরিচয় দান করেছিলে: পিতা যিনি, তিনি নিজের পিতৃত্ব ঘোষণা করলেন; পুত্র রূপে তুমি নিজে মাংসধারী ঐশবাণী; যিনি পবিত্র আত্মা, তিনি কপোতের বেশে তোমার উপর নেমে এসে অধিষ্ঠান করলেন। আমরা যেন আত্মা ও সত্যের শরণে সেই পরম ত্রিত্বকে ভক্তিভরে পূজা করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র।

আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : বিশ্বজগতের কাছে * খ্রিষ্ট সগৌরবে আবির্ভূত হলে
জলের উৎসধারা পবিত্র হয়ে উঠল।

রবি - সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১১:১-২ক)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।

*প্র* তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে,

*উ* আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমি তো * আত্মা ও অগ্নিতে মানবীয় রোগ থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ কর,
আমরা তোমাকে ঈশ্বর ও মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করি।

রবি - সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪২:১)

এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর; তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন। আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

*প্র* আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করব,

*উ* তিনি সর্বজাতির কাছে আমার সুবিচারের কথা প্রচার করবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এই যে আমার দাস, * আমার মনোনীতজন ;
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৬)

প্রভু আমাকে একথা বললেন: 'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'

*প্র* এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যার নির্ভর;

*উ* তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পথপ্রদর্শক দ্বারা আজই
সৃষ্টিকর্তাই হলেন স্নাত :
যর্দন-জলে নামেন যিশু,
জলেই হবে মানুষ ত্রাত।

সুকুমারী যাঁরই মাতা,
দরকার নেই তাঁর স্নানকরণ,
বরং নিজেই স্নাত হয়ে
বিশ্বপাপকে করেন হরণ।

'মম পুত্রে আমি সত্যি
পরম প্রীত' বলেন পিতা ;
কপোত-বেশে সাক্ষীরূপে
তিনিও আছেন—পরমাত্মা।

এর মর্মার্থ অতি স্পষ্ট :
মণ্ডলীর ত্রাণ প্রকাশিত ;
পরম ত্রিত্ব সকল কর্মে
একেশ্বর হয়ে প্রমাণিত।

ওগো জীবন সত্য খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত,
পিতা ও আত্মার জ্যোতি দ্বারা
আজই হলে প্রকাশিত। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিনি আমার পরে আসছেন, * তিনি আমার আগেও ছিলেন।
আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিশু দাঁড়িয়ে * উচ্চঃস্বরে বললেন,
কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তৃষ্ণার্ত যারা, * তোমরা সকলে আমার কাছে এসো।
প্রভুর অন্বেষণ কর,
যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে তাদের পোশাক ধৌত করে। গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১০:৩৭-৩৮)

যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং শয়তানের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

## শ্লোক

প্ ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

উ ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

প্ ইনিই যিশু খ্রিষ্ট, আমাদের প্রভু,

উ যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ইনি তো তিনি, * যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তিনটে বিস্ময়কর কাজ * আজকের দিনটির ভূষণ :

আজ জ্যোতিষ্কটা পণ্ডিতদের গোশালায় চালিত করল ;

আজ বিবাহোৎসবে জল আঙুররস হল ;

আজ আমাদের পরিত্রাণের জন্য

খ্রিষ্ট যর্দন নদীতে যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যর্দন নদীর ধারে আজ যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*আমাদের উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর।*

-হে ঈশ্বরের দাস খ্রিষ্ট, তুমি পিতার প্রীতিভাজন। আমরা যেন পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এমন জীবনাচরণ করতে পারি যা পিতার কাছে গ্রহণযোগ্য।

-হে ঈশ্বরের মনোনীতজন খ্রিষ্ট, তুমি নম্রহৃদয়, কোমলপ্রাণ। পাপী হয়েও যারা সরল বিশ্বাসে তোমার অন্বেষণ করে, তাদের প্রতি করুণা দেখাও।

-হে নবসন্ধির মধ্যস্থ খ্রিষ্ট, তুমি সর্বজাতির আলো হতেই পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলে। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে দীক্ষাপ্রার্থীদের চোখ বিশ্বাসের পূর্ণতায় উন্মোচিত কর।

-হে খ্রিষ্ট, তুমি তোমার প্রেরণকর্মের জন্য পিতা দ্বারা পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে। কৃপা কর, সকল মানুষ তোমাতে বিশ্বাস রেখে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে।

-হে আমাদের আশা খ্রিষ্ট, যারা অন্ধকারে বসে আছে, তুমি তাদের পরিত্রাণের আলোতে চালিত কর। আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার জ্যোতির্ধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মের পর খ্রিষ্টের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলে তুমি সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলে, তিনি তোমার প্রিয় পুত্র। আশীর্বাদ কর: যারা জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার সেই গৃহীত সন্তানেরা যেন তোমার প্রসন্নতার পাত্র বলেই সর্বদা জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

- সমাপনী অনুষ্ঠান সমাধা ক'রেই জন্মোৎসবকালের সমাপ্তি -

# চল্লিশাকাল

ভস্মবুধবারের পরবর্তী বৃহস্পতি শুক্র শনি

১–৫ম সপ্তাহ পুণ্য সপ্তাহ

## ভস্ম বুধবার

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত সাম ৪৬

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—
ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর ;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা ;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ১৫, ৭৮

প্র মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর ;
উ নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সাম ৫৮, ৪৯, ৬৪

প্র যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে,

উ তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (দ্বিঃবিঃ ৭:৬, ৮-৯)

তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। প্রভু তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন। সুতরাং জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

**শ্লোক**

℣ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
℟ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
℣ মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
℟ তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যখন উপবাস কর,

তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ন ভাব দেখিয়ো না। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

চল্লিশাকাল শুরু করতে গিয়ে, আসুন, আমরা এই অনুগ্রহকালের জন্য পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর চরণে এই ভিক্ষা রাখি, তিনি যেন পবিত্র আত্মায় আমাদের পরিপূর্ণ করেন, আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করেন, ভ্রাতৃপ্রেমে আমাদের বলবান করে তোলেন :

*হে প্রভু, তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান কর।*

-তোমার বাণীই আমাদের জীবন; তাই আমাদের জীবন যেন তোমার প্রতিটি বাণীতেই পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

-যিশুর জীবনে তুমি প্রেমের পথ দেখিয়েছ। আমাদের দীক্ষিত কর, যেন জীবনের ছোট-বড় সকল ঘটনায়ই সেই পথ ধরে চলতে পারি।

-আত্মত্যাগের মনোভাব আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর। যত অভাবগ্রস্ত ভাইবোনকে সাহায্য করতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর।

-কৃপা কর, আমরা যেন আমাদের দেহে তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের সাক্ষ্য বহন করতে পারি, যেন আমাদের মধ্যে তাঁর অনন্ত জীবন প্রকাশ পায়।

-আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট বলেছিলেন, চল্লিশাকালে সন্ন্যাসীরা সকল কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করবেন, এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা, ঐশপাঠ, হৃদয়বিদারণ ও আত্মসংযমে রত হয়ে সাধনা করবেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর নির্দেশ উত্তমরূপে পালন করতে পারি।

-আমাদের পুণ্য পিতা আরও বলেছিলেন, পবিত্র আত্মার আনন্দের সঙ্গে এক একজন সন্ন্যাসী স্বেচ্ছায়ই নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে খাদ্য, পানীয়, নিদ্রা, কথন, পরিহাসের অতিরিক্ত যা কিছু বাতিল করেই ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করবেন। এই সাধনায় তুমি আমাদের বল দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন! সাম ১১৯ [১৩-১৬]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ১৮:৩০খ-৩২)

মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের কারণ। তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;
উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ৪৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ১:৩খ-৪খ)

আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব। হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত, যাদের কাছে আগের নবীরা বলত : তোমাদের যত কুপথ, তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো।

প্র আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
উ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, আশীর্বাদ কর : আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দা ৪:২৪খ)

দয়াধর্ম দ্বারা তোমার সমস্ত পাপ এবং দীনদুঃখীদের প্রতি দয়া দেখিয়েই তোমার যত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর; হয় তো তোমার শান্তিকাল প্রসারিত হবে।

প্র ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;
উ ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ২:১২খ-১৫ক)

তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান।

**শ্লোক**

℣ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℣ নিরাময় কর আমার প্রাণ;
℟ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো: তুমি যখন * কাউকে ভিক্ষা দাও,
তখন তোমার ডান হাত যে কী করছে,
তোমার বাঁ হাত
যেন তা জানতে না পারে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি খ্রিষ্টের রক্তেই নবসন্ধি স্থাপন করেছেন এবং খ্রিষ্টবলিদানেই আমাদের নবীকৃত করে থাকেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-হে প্রভু, সকল জাতি, সকল দেশ ও তাদের নেতাদের তোমার ইচ্ছা অনুসারেই চলতে শেখাও, তাঁরা যেন সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারেন।

-যাঁরা সংসার ত্যাগ করে খ্রিষ্টের অনুসরণ করেছেন, সেই সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প নবীকৃত করে তোল, গোটা মণ্ডলীর পবিত্রতা যেন তাঁদের জীবনে প্রকাশ পায়।

-তুমি মানুষকে তোমার সাদৃশ্যেই সৃষ্টি করেছ। অন্যায্যতা দূর করে দিতে আমাদের সাহায্য কর, সকলে যেন সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

-যত মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে, তুমি তোমার সত্য ও প্রেম নিয়ে তাদের কাছে যাও। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন তাদের সাহায্য করতে পারি।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার মহিমায় গ্রহণ কর, তাঁরা যেন চিরকালের মত তোমার প্রশংসাগান করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এ উপবাসের মধ্য দিয়ে এমন প্রকৃত মনপরিবর্তনের যাত্রা শুরু করতে পারি, যেন আত্মসংযম হাতিয়ার ক'রে অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এ সংগ্রামে সফল হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৪

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

*প্র* আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব;
*উ* তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

*প্র* যে জপ করে প্রভুর বিধান,
*উ* সে-ই তো যথাসময় হবে ফলবান।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ রাজা ৮:৫১-৫৩ক)

আমরা তোমার আপন জনগণ, তোমার আপন উত্তরাধিকার, প্রভু। তোমার চোখ তোমার দাসের মিনতির প্রতি ও তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মিনতির প্রতি উন্মীলিত হোক ; যতবার তারা তোমাকে ডাকে, তখন তুমি যেন তাদের শোন। কারণ তুমিই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে তোমার আপন উত্তরাধিকার হবার জন্যই তাদের পৃথক করেছিলে।

**শ্লোক**

প্র ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
উ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
প্র মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
উ তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

**জাখারিয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : কেউ যদি * আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে,
সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে
আমার অনুসরণ করুক। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর অগাধ প্রেম যিশুতে প্রকাশ পেয়েছে, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*মনে রেখ, প্রভু, আমরা তোমার সন্তান।*

-মণ্ডলীর জীবনের মধ্যে আমাদের আরও গভীরভাবে চালিত কর, আমাদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী যেন আরও স্পষ্টভাবে জগতের পরিত্রাণের চিহ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

-মানবসমাজকে আরও মঙ্গলময় রূপে গড়ে তুলতে আমাদের সহায়তা কর। আশীর্বাদ কর, যেন সর্বস্থানেই তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি।

-আমরা যখন ক্লান্ত, তখন যেন যিশুতেই বিশ্রাম পাই; কেননা তিনিই সেই জলের উৎস যার ধারায় সকল তৃষ্ণার্ত মানুষ তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

-আমাদের সকল অন্যায় মার্জনা কর। ন্যায় ও সত্য পথে আমাদের চালিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন! সাম ১১৯ [১৭-১৯]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৫:৬-৭)

প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন; তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন। দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক; সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন; সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ৫৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (দ্বিঃবিঃ ৩০:২-৩ক)

তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও, যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে—তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন।

প্র আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
উ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর ; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১৩২, ১৩৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১০:৩৫-৩৬)

তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যাকোব ৪:৭-৮, ১০)

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

**শ্লোক**

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো: আমার জন্য * যে নিজের প্রাণ হারায়,
সে-ই অনন্ত জীবনের জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে—প্রভুর উক্তি। গীতিকা

**মিনতি নিবেদন**

আমাদের জীবন যেন ন্যায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এজন্য ঈশ্বর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন। আসুন, তাঁর কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে প্রভু, এউখারিস্তীয় মহারহস্যের মাধ্যমে তুমি সকল বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবককে খ্রিষ্টের সঙ্গে আরও গভীরভাবে মিলিত কর, তাঁদের অভিষেকের অনুগ্রহ নবীন কর।

-সকল খ্রিষ্টভক্তকে খ্রিষ্টের বাণীর খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট কর; খ্রিষ্টদেহের রুটিও তাদের খাদ্যরূপে দান কর।

-অর্থপিপাসা থেকে মানুষকে মুক্ত কর। আমরা সবাই যেন অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন দেখতে পাই।

-মৃত সকলের প্রতি তোমার করুণা প্রকাশ কর। তাঁদের চিরকালীন আনন্দ দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার প্রেরণা দানে আমাদের কর্মের সূচনা উদ্দীপিত কর, তোমার সহায়তা দানে সেই কর্মের অগ্রগতি সার্থক কর; যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম সর্বদা তোমা থেকে উদিত হয়, সর্বদা তোমা দ্বারা শুভ সমাপ্তি লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ৮৮, ৬৯, ৩৮

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সাম ৬০, ১০৬, ৭৯

প্র তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
উ তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৫৩:১১খ-১২)

আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন ; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন। তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব, ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন ; কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

**শ্লোক**

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

**জাখারিয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : উলঙ্গকে দেখলে * তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া, এ কি প্রকৃত উপবাস নয়?
তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাঁর আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের ত্রাণ করেছেন, আসুন, একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের পরিত্রাতা খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তুমি যেরুশালেমে গিয়েছিলে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ঐশগৌরবে প্রবেশ করার জন্য। তোমার ভক্তমণ্ডলীকে ঐশজীবনের পাস্কাপর্বে চালিত কর।

-তোমার হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল। আমাদের মানবীয় দুর্বলতার যত ক্ষত নিরাময় কর।

-তুমি তোমার ক্রুশকে জীবনবৃক্ষ করেছ। যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, তাদের সকলকে তোমার বিজয়ের অংশীদার করে তোল।

-তুমি সেই অনুতপ্ত দস্যুকে চিরমুক্তি দিয়েছিলে। আমাদের সকল পাপ ক্ষমা কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন! সাম ১১৯ [২০-২২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৫:৩)

কান দাও, আমার কাছে এসো; শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব; হ্যাঁ, আমি দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩:১২, ১৪ক)

ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—ভ্রূক্ষেপ করব না কো তোমাদের প্রতি ; কেননা আমি কৃপাময়, ক্রোধ থাকবে না কো চিরকাল। হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো।

প্র আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
উ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর ; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাকোব ১:২৭)

পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যাকোব ৫:১৬, ১৯-২০)

তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, তাহলে জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।

**শ্লোক**

℣ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℣ নিরাময় কর আমার প্রাণ;
℟ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো: যখন বরকে * তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে,
তখনই বরযাত্রীরা উপবাস করবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মৃত্যু বরণ করায় আমাদের মৃত্যু ধ্বংস করলেন এবং পুনরুত্থান করায় জীবনেই আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, আসুন, সেই বিশ্বত্রাতার কাছে মিনতি জানাই :

*হে খ্রিষ্ট, আমাদের পবিত্র করে তোল।*

-হে মুক্তিদাতা, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তপস্যার মধ্য দিয়ে তোমার যন্ত্রণাভোগের অংশী হয়ে তোমার পুনরুত্থানেরও সহভাগী হয়ে উঠতে পারি।

-দুঃখীর সান্ত্বনাদায়িনী তোমার মাতার সহায়তা আমাদের দান কর। কৃপা কর, আমরাও যেন সেই সান্ত্বনা ও সহায়তা অন্যদের দান করতে পারি।

-পরীক্ষা ও অসুবিধার সময়ে তোমার ভক্তদের তোমার যন্ত্রণাভোগে মিলিত কর। তাদের জীবনে তোমার পরিত্রাণের আলো উজ্জ্বলভাবেই প্রকাশিত হোক।

-সকল মৃতজনকে তোমার মহিমায় গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন একদিন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে আনন্দ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, যে তপস্যার পথে আমরা পদার্পণ করেছি, প্রসন্ন হয়ে তুমি সেই পথ চলতে আমাদের সহায়তা কর; তপস্যার বাহ্যিক রীতি পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন সরল অন্তরেও সেই সাধনা সার্থক করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮১

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ৫৯, ১০৯, ৫৬

প্র যতক্ষণ আলো তোমাদের আছে, ততক্ষণ চলতে থাক,
উ পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সাম ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

প্র যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে,
উ তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## ২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতা ক্ষমার চোখেই দেখ! তোমার পরাক্রমশালী হাত বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ১:১৬-১৮)

তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।

**শ্লোক**

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

**জাখারিয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : তোমরা * স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ :
সেখানে পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে না। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা, আসুন, আমরা সেই খ্রিষ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর চরণে আমাদের যাচনা নিবেদন করি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-আমাদের দেহ-মন পাপমুক্ত ক'রে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে পাঠাও।

-আমাদের ভাইবোনদের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে আমাদের শেখাও। সারাদিন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য শক্তি দাও।

-কৃপা কর, আমরা যেন অনন্ত জীবনের খাদ্যের জন্য ক্ষুধা পাই। তোমার বাণী ও দেহ খাদ্যরূপে আমাদের দান কর।

-পাপীর আশ্রয় তোমার মা আমাদের পক্ষ সমর্থন করুন; তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তুমি তোমার করুণায় আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতা ক্ষমার চোখেই দেখ! তোমার পরাক্রমশালী হাত বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন! সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ৩:১৯-২০)

যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতা ক্ষমার চোখেই দেখ! তোমার পরাক্রমশালী হাত বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৪:২১-২২)

স্মরণে রেখ, তুমি আমার দাস। আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস; ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না। আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত, তোমার যত পাপ কুয়াশার মত। আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।

*প্র* আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
*উ* আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতা ক্ষমার চোখেই দেখ! তোমার পরাক্রমশালী হাত বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৬:৭খ-৮)

ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের দুর্বলতা ক্ষমার চোখেই দেখ! তোমার পরাক্রমশালী হাত বাড়িয়ে আমাদের রক্ষা কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

চল্লিশাকাল - ১ম–৫ম সপ্তাহ



## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

স্তোত্র

জগতের স্রষ্টা, প্রসন্ন মনে
মিনতি মোদের শোন গো তুমি ;
তপস্যা মোদের কর গো গ্রহণ,
বিলাপ ও ক্রন্দন কর গো শ্রবণ।

তোমারই দিকে মুখ ফিরে তাকাই,
হৃদয় মোদের কর নিরীক্ষণ ;
তুমি তো জান, মোরা যে ভঙ্গুর,
তব করুণা কর গো মঞ্জুর।

তোমার বিরুদ্ধে করেছি পাপ,
তা স্বীকার করি—কর গো দয়া।

তোমারই অপার করুণাগুণে
বাঁচাও মোদের, আর্তনাদ শুনে।

তপস্যায় যেন শক্তি পায় দেহ,
উপবাস ক'রে বল অর্জুক অন্তর—
তুমিই যে শক্তি, তুমিই যে প্রাণ,
হৃদয় মোদের কর গো ত্রাণ।

পরম ত্রিত্ব, অদ্বিতীয় ঈশ্বর,
প্রসন্ন হয়ে কর গো দয়া—
তব করুণা কর গো মঞ্জুর,
সাধনার ফসল কর দান প্রচুর। (মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি † ৬০৪)

**সাম** ১১১, ১১২, ১১৩, ৬৬, গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (২ করি ৬:১-৪ক)

তোমরা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ, তোমাদের সেই গ্রহণটা যেন বৃথাই না হয়ে যায়। কারণ তিনি একথা বলছেন, তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে। আর এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন। আমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটাই না, যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; আমরা বরং সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই।

৫ম সপ্তাহ (১ পি ১:১৮-২১)

প্রিয়জনেরা, তোমরা তো জান, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে। তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের

মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

## শ্লোক

℣ শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℟ শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ হে খ্রিষ্ট, আমাদের কাতরকণ্ঠের যাচনা গ্রহণ কর;

℟ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ: মানুষ * কেবল রুটিতে বাঁচবে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে। গীতিকা

২য় সপ্তাহ: ইনি * আমার প্রিয় পুত্র,
এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ: বিশ্বাসগুণে * ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে,
আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা
আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ: ঈশ্বর * জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে,
তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,
তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে,
তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ: গমের দানা * যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়,
তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে;
কিন্তু যদি মরে যায়,
তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের গুরু, আদর্শ ও ভাই, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর প্রশংসাবাদ করি :

*হে প্রভু, তোমার ভক্তদের জীবন দান কর।*

-তুমি সব বিষয়ে আমাদেরই মত মানুষ ছিলে, কিন্তু পাপের কালিমা কখনও তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দয়া কর, আমরা যেন অপরের জন্য আমাদের ভালবাসার হৃদয়দুয়ার খুলে দিতে পারি ও তাদের হাসি-কান্নার সহভাগী হতে পারি।

-আমাদের সাহায্য কর, আমরা যেন ক্ষুধার্তদের সেবা ও অন্ন দান ক'রে তোমারই সেবা করতে পারি; পিপাসিতদের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পেয়ে আমরা যেন তোমার পিপাসা নিবারণ করতে পারি।

-তুমি একদিন লাজারকে পুনরুত্থিত করেছিলে। যারা পাপের দরুন আজ জীবনমৃত, বিশ্বাস ও অনুতাপের দিকে তাদের আহ্বান কর।

-কৃপা কর, আমরা যেন ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সকল সাধুসাধ্বীর আদর্শ অনুসারে চলতে পারি, তাঁদের মত আমরাও যেন সবকিছুতে তোমাকে দেখতে পাই।

-মৃত সকলকে তোমার প্রশংসাগানে জাগিয়ে তোল। যুগযুগ ধরে তাঁরা তোমার নামে উল্লাস করুন।

### ২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি সর্বদা আমাদের প্রতি যত্নশীল, আসুন, সেই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার সকল সন্তানদের উপর দৃষ্টি রাখ।*

-সুন্দর সবকিছুর দাতা ও বিশ্বাসের উৎস প্রভু, সকল বিশপের প্রতি তোমার আশীর্বাদের পূর্ণতা দান কর; তাঁদের হাতে ন্যস্ত বিশ্বাসী সমাজকে প্রেরিতদূতদের শিক্ষায় বিশ্বস্ত থাকতে সহায়তা কর।

-যারা একই জীবনরুটির সহভাগী হয়েছে, তাদের হৃদয়ে তোমার ভালবাসার ধারা বর্ষণ কর, তারা যেন তোমার পুত্রের দেহে একাত্ম হতে পারে।

-আমাদের পাপময় মানবস্বরূপ সংস্কার করতে, তোমার পুত্র সেই নবমানুষ খ্রিষ্টকে আমাদের অঙ্গের বসন হিসাবে পরিধান করতে আমাদের সাহায্য কর।

-তোমার কৃপায় সকলে যেন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ক্ষমা পেতে পারে এবং খ্রিষ্টের পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর ফলভাগী হতে পারে।

-তোমার দয়ায় যেন সকল পরলোকগত খ্রিষ্টভক্ত স্বর্গরাজ্যে যুগযুগ ধরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন। প্রত্যাশা রাখি, আমরাও একদিন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার গৌরব গান করব।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টের প্রথা পালন ক'রে
এসো, করি উপবাস,
চল্লিশদিনে করে চলি
সাধনার অভ্যাস।

পূর্বে বিধান নবী বলতেন
চল্লিশদিনের উপবাস,

পরে খ্রিষ্ট পুণ্য করলেন
এই তপস্যা কাল।

এসো, মোরাও চল্লিশদিনে
কম কথা বিশ্রামে
কম খাদ্য বিনোদনে
দেহ দমি হে।

সেইসব রিপু দমি, এসো,
মোদের মনকে ভোলায় যা,
শয়তানের অত্যাচার
করি পরিহার।

তবে এসো, সবে মিলে
নত করি অন্তর প্রাণ,
বিচারকর্তার পায়ে পড়ে
যাচি পরিত্রাণ।

মোদের পাপে করলাম, প্রভু,
তব দয়ার অপমান,
মোদের প্রতি কর কৃপা,
কর ক্ষমাদান।

মনে রেখ, দয়ার সাগর,
মোদের গড়ল তব প্রেম ;
তব নামের গৌরব যেন
করি না গো ত্যাগ।

মোদের পাপ কর বিনাশ,
মঙ্গল যাচি, শোন ডাক ;

তবেই তোমায় করব তুষ্ট
এখন, চিরকাল।

পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
যাচনা মঞ্জুর কর হে—
প্রায়শ্চিত্তের প্রচুর ফসল
করি যেন লাভ। (মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি † ৬০৪)

## ১ম পর্ব

**সাম** ২, ১৮, ৩

১ম সপ্তাহ: প্র তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
উ তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন।
১ম পাঠ

২য় সপ্তাহ: প্র তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ,
উ আমার চলার পথের আলো।
১ম পাঠ

৩য় সপ্তাহ: প্র খুলে দাও আমার চোখ,
উ আমি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তোমার বিধানের আশ্চর্য কর্মকীর্তির উপর।
১ম পাঠ

৪র্থ সপ্তাহ: প্র তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ,
উ হৃদয়ে গেঁথে রাখি তোমার বচন।
১ম পাঠ

৫ম সপ্তাহ: প্র বেঁচে থাকুক আমার প্রাণ, করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ;
উ তোমার সুবিচার সকল আমার সহায়তা করুক।
১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৪৫, ৮৯, ৭২

১ম সপ্তাহ : প্ল তাঁর পালক দিয়ে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
উ তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।
২য় পাঠ

২য় সপ্তাহ : প্ল তোমার বাণী ফুটেই আলো দান করে,
উ সরলমনাকে সুবুদ্ধি দান করে।
২য় পাঠ

৩য় সপ্তাহ : প্ল তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না,
উ সেগুলি গুণেই যে তুমি আমাকে সঞ্জীবিত রাখ।
২য় পাঠ

৪র্থ সপ্তাহ : প্ল তোমার আদেশমালার পথে আমাকে উদ্বুদ্ধ কর,
উ তবে ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
২য় পাঠ

৫ম সপ্তাহ : প্ল আমার প্রাণ মেনে চলে তোমার নির্দেশমালা ;
উ একান্ত ভালবাসে সেই মালা।
২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : তোমার কাছে * আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু,
তবেই আমরা আসব ফিরে।
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।

## জনগণের বিলাপ (গীতিকা যেরে ১৪:১৭-২১)

*সময় হয়ে এসেছে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট: মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর* (মার্ক ১:১৫)।

আমার দু'চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে, বড় কঠিন আঘাতে!

আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে, দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে, দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।
নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?
সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?

আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম, †
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।

তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নতুন হৃদয়, নতুন আত্মার দান (গীতিকা  এজে ৩৬:২৪-২৮)

*তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর'* (প্রকাশ ২১:৩)।

আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, †
সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব,
তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব।
তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; †
তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে,
তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব।

তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়,
তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা।
তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়,
মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব।

তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, †
আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব,
আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম,
তোমরা সেই দেশেই বাস করবে;

তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## দুর্দশার সময়ে প্রার্থনা (গীতিকা  বিলাপ ৫:১-৭, ১৫-১৭, ১৯-২১)

*আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১০)।

আমাদের যা ঘটেছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড;
অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।
এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব-কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।
কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, †
তবেই আমরা আসব ফিরে ;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু,
তবেই আমরা আসব ফিরে।
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।

## পদ

১ম সপ্তাহ : প্র তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করবে,
উ শুধু তাঁরই উপাসনা করবে।

২য় সপ্তাহ : প্র মেঘ থেকে শোনা গেল পিতার কণ্ঠস্বর :
উ ইনি আমার প্রিয় পুত্র ; তোমরা তাঁর কথা শোন।

৩য় সপ্তাহ : প্র তিনি জীবন ও সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করলেন,
উ পান করার মত তাকে দিলেন ত্রাণকারী প্রজ্ঞার জল।

৪র্থ সপ্তাহ : প্র তোমার বাণীসকল, প্রভু, আত্মা ও জীবন ;
উ তোমার কাছেই অনন্ত জীবনের বাণী।

৫ম সপ্তাহ : প্র যে কেউ আমার কথা মেনে চলে,
উ সে কখনও মৃত্যু দেখবেই না।

## সুসমাচার ঘোষণা :

১ম সপ্তাহ : লুক ১৩:২২-৩৩
২য় সপ্তাহ : মার্ক ৮:২৭-৩৮
৩য় সপ্তাহ : মার্ক ৯:৩০-৪৮
৪র্থ সপ্তাহ : মার্ক ১০:৩২-৪৫
৫ম সপ্তাহ : মথি ২১:৩৩-৪৬

তালপত্র রবি : যোহন ৮:২১-৩০

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি

মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**১ম সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : তুমি * তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে,
কেবল তাঁরই সেবা করবে। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : এবার আমি * যেরুশালেমে যাব,
সেখানে মানবপুত্রকে ক্রুশমৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তুমি তো পার, প্রভু, * শক্তিশালীর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে ;
আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের বিনীত অনুতপ্ত প্রাণ
গ্রহণ কর, প্রভু ;

আমাদের যে আজ তোমার সামনে বলিরূপে উৎসর্গ করা হচ্ছে,
তেমন বলিদান যেন তোমার গ্রহণীয় হয়। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর * তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। সাম ১৫০

**২য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর ;
আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : প্রভু * হলেন অবলম্বন আমার। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভুর ডান হাত * পরাক্রম সাধন করল ;
প্রভুর ডান হাত আমাকে উন্নীত করল। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : অগ্নিশিখার মধ্যে * সেই তিনজন যুবকদের মত
এসো, আমরাও গানে গানে প্রভুর মহিমাকীর্তন করি। গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর * তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। সাম ১৫০

**৩য় সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : সমগ্র পৃথিবী, * প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : প্রভু, * তোমার আদেশমালার কণ্ঠস্বর
বিশাল জলরাশির কণ্ঠস্বরের চেয়েও প্রতাপময়। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * সারা জীবন ধরে
আমি তোমার কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : জলের উৎসধারা বল : * প্রভু ধন্য ;
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর * তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। সাম ১৫০

**৪র্থ সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : তুমি আমার ঈশ্বর ! * আমি তোমার গুণগান করব।
তুমি আমার পরমেশ্বর ! আমি তোমার বন্দনা করব। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তুমি তো পার, প্রভু, * শক্তিশালীর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে ;
আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : মানুষের উপর * ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের বিনীত অনুতপ্ত প্রাণ
গ্রহণ কর, প্রভু ;
আমাদের যে আজ তোমার সামনে বলিরূপে উৎসর্গ করা হচ্ছে,
তেমন বলিদান যেন তোমার গ্রহণীয় হয়। গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর * তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। সাম ১৫০

**৫ম সপ্তাহ**

১ম ধুয়ো : ঈশ্বর আমার, * তুমিই আমার সহায়! সাম ১০০

২য় ধুয়ো : সঙ্কটে পড়ে * পাতালের বুক থেকে আমি প্রভুকে চিৎকার করে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমার যন্ত্রণায় * আমি প্রভুকে ডাকলাম,
তিনি সাড়া দিয়ে আমাকে ত্রাণ করলেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে আমার আপন জাতি, * কী করেছি তোমায়?
বল, কী করে দুঃখ দিয়েছি তোমায়? গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ক্ষণ এসেছে! * এবার মানবপুত্র গৌরবান্বিত হবেন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (নেহে ৮:৯, ১০)

আজকের দিন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ; শোক করো না, চোখের জল ফেলো না! কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ; বিষণ্ন হয়ো না, কেননা প্রভুর আনন্দই তোমাদের শক্তি।

৫ম সপ্তাহ (লেবীয় ২৩:৪-৭)

নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা যে সকল পবিত্র সভা ঘোষণা করবে, প্রভুর সেই সকল পর্ব এই: প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রভুর পাস্কা হবে। তারপর সেই মাসের পঞ্চদশ দিন হবে প্রভুর উদ্দেশে খামিরবিহীন রুটি পর্ব। তখন সাত দিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। প্রথম দিনে একটা পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; সেদিন তোমরা কোন ভারী কাজ করবে না।

## শ্লোক

প্র হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্র আমাদের পাপের জন্যই তুমি হলে নিপীড়িত।
উ আমাদের প্রতি দয়া কর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

### ১ম সপ্তাহ

ক, খ, গ। পবিত্র আত্মা * যিশুকে প্রান্তরে চালিত করলেন,
সেখানে তিনি যেন শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হন।
সেখানে চল্লিশদিন চল্লিশরাত অনাহারে থাকার পর
তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। গীতিকা

### ২য় সপ্তাহ

ক, খ, গ। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট * মৃত্যুকে বিনাশ করেছেন।
তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে তিনি অনন্ত জীবনের কথা প্রচার করেছেন। গীতিকা

### ৩য় সপ্তাহ

ক। আমি * যে জল দেব,
সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না। গীতিকা

খ। এই পবিত্রধাম * ভেঙে ফেলুন,
আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব;
একথা বললেন যিশু।
তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। গীতিকা

গ। আমি * তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর—বলছেন প্রভু;
আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি,
তাদের হাহাকারও শুনেছি।
তাই তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি। গীতিকা

**৪র্থ সপ্তাহ**

ক। জগতের আদি থেকে * এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে,
জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে।
কেবল ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টই তা করতে পেরেছেন। গীতিকা

খ। তোমাদের গুরু একজনমাত্র,
তিনি স্বর্গনিবাসী সেই খ্রিষ্ট প্রভু। গীতিকা

গ। পিতা, * আমি তোমার সামনে পাপ করেছি;
আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। গীতিকা

**৫ম সপ্তাহ**

ক। আমাদের বন্ধু লাজার * ঘুমিয়ে পড়েছে,
আমি কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে যাচ্ছি। গীতিকা

খ। তোমাদের সঙ্গে * আমি নতুন এক সন্ধি স্থাপন করব:
আমি হব তোমাদের পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার জনগণ। গীতিকা

গ। যিশু * আনত হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন—

তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সে-ই প্রথমে একে পাথর ছুড়ে মারুক। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের জন্য এই মুক্তিকাল অর্জন করেছেন, আসুন, আমাদের মুক্তিদাতা সেই ধন্য যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করে বলি :

*প্রভু, আমাদের অন্তরে নবীন আত্মা সঞ্চার কর।*

-হে জীবনদাতা, বাপ্তিস্মে আমরা তোমার সঙ্গে সমাহিত হয়েছি যেন তোমার সঙ্গে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করতে পারি। এদিনে আমাদের চালিত কর নবজীবনের পথে।

-একসময় তুমি সকলের মঙ্গল করে সর্বত্রই যেতে। সকলের মঙ্গলের জন্য চিন্তাশীল হতে আমাদের সাহায্য কর।

-অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সুষ্ঠু মানবসমাজ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সহায়তা কর। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন এই কাজে ঐশরাজ্যের কথা ভুলে না যাই।

-তুমি তো দেহ ও মনের আরোগ্যদাতা—নিরাময় কর আমাদের ভগ্ন দীর্ণ প্রাণ। তোমার পবিত্রতা দানে আমাদের আশিসধন্য কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

-যাঁর প্রেম অসীম, যাঁর কৃপা চিরস্থায়ী, আসুন, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে সেই ধন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*আমাদের অন্তরে জ্বালাও তোমার প্রেমের আগুন।*

-হে প্রেমময় পিতা, এদিনে আমরা যেন পুণ্য কাজকর্মে ফলবান হতে পারি, প্রতিবেশীর কাছে যেন নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি।

-যেমন একদিন তুমি জলপ্লাবনে একটি নৌকার মধ্য দিয়ে নোয়াকে বাঁচিয়েছিলে, তেমনি আজ বাপ্তিস্মে মণ্ডলীর মধ্য দিয়েই আমাদের দীক্ষাপ্রার্থী ভাইবোনদের মুক্তিদান কর।

-আমরা শুধু বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা নয়, তোমার মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারাও যেন সঞ্জীবিত হই।

-যত ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সাহায্য কর, আমরা সকলে যেন তোমার শান্তি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আনন্দ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ :
খ্রিষ্টের জয় হোক !

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন ! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন ! সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (১ থে ৪:১, ৭)

ভাই, মিনতি করি, ও প্রভু যিশুতে তোমাদের অনুরোধ করি : তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য তোমাদের কীভাবে চলা উচিত— তোমরা সেইভাবেই তো চলছ ; তবু এবিষয়ে আরও বেশি উন্নতিশীল হও, কারণ ঈশ্বর অশুচি হবার জন্য নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন।

৫ম সপ্তাহ (২ করি ৪:১০-১১)

আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

*প্র* আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর ;
*উ* আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;
*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;

দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৩০:১৫, ১৮)

প্রভু পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন: 'মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ। চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।' তবুও প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন; তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন; কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর। সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

৫ম সপ্তাহ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

প্র আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ;

উ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৪:২৯-৩১)

যদি তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁকে পাবে—সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর সন্ধান করলেই পাবে। সঙ্কটের মধ্যে থেকে যখন এই সমস্ত তোমার প্রতি ঘটবে, তখন, সেই চরম দিনগুলিতে, তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরবে ও তাঁর প্রতি বাধ্য হবে, কেননা তোমার পরমেশ্বর প্রভু স্নেহশীল ঈশ্বর; তিনি তোমাকে ত্যাগ করবেন না, এবং শপথ করে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে সন্ধি করেছেন, তা ভুলে যাবেন না।

### ৫ম সপ্তাহ (১ পি ৫:১০-১১)

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

জগতের স্রষ্টা, প্রসন্ন মনে
মিনতি মোদের শোন গো তুমি ;
তপস্যা মোদের কর গো গ্রহণ,
বিলাপ ও ক্রন্দন কর গো শ্রবণ।

তোমারই দিকে মুখ ফিরে তাকাই,
হৃদয় মোদের কর নিরীক্ষণ ;
তুমি তো জান, মোরা যে ভঙ্গুর,
তব করুণা কর গো মঞ্জুর।

তোমার বিরুদ্ধে করেছি পাপ,
তা স্বীকার করি—কর গো দয়া।
তোমারই অপার করুণাগুণে
বাঁচাও মোদের, আর্তনাদ শুনে।

তপস্যায় যেন শক্তি পায় দেহ,
উপবাস ক'রে বল অর্জুক অন্তর—
তুমিই যে শক্তি, তুমিই যে প্রাণ,
হৃদয় মোদের কর গো ত্রাণ।

পরম ত্রিত্ব, অদ্বিতীয় ঈশ্বর,
প্রসন্ন হয়ে কর গো দয়া—
তব করুণা কর গো মঞ্জুর,
সাধনার ফসল কর দান প্রচুর। (মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি † ৬০৪)

**সাম** ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, গীতিকা ১৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (১ করি ৯:২৪-২৫)

তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য।

৫ম সপ্তাহ (প্রেরিত ১৩:২৬-৩০ক)

ভাই সকল, পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। কেননা যেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি শাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন।

## শ্লোক

*প্র* শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমাদের কাতরকণ্ঠের যাচনা গ্রহণ কর;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ শোন, প্রভু, আমাদের দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

### ১ম সপ্তাহ

ক, খ, গ। আমাদের উপর * তোমার সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
ওগো সনাতন পরিত্রাতা,
সেই ধূর্ত প্রলুব্ধকারী শয়তান যেন আমাদের গ্রাস না করে।
তুমি যে হলে আমাদের চিরকালীন সহায়। গীতিকা

### ২য় সপ্তাহ

ক, খ, গ। এই দিব্য দর্শনের কথা * তোমরা কাউকেই বলো না,
যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। গীতিকা

### ৩য় সপ্তাহ

ক। প্রভু, * দেখতে পাচ্ছি, আপনি একজন নবী।
আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন। গীতিকা

খ। এখান থেকে * ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও।
আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না। গীতিকা

গ। হে প্রভু, * আমার বা আমার পিতামাতার অপরাধ মনে রেখো না;
আমার সকল পাপের প্রতিশোধও নিয়ো না। গীতিকা

### ৪র্থ সপ্তাহ

ক। যিশু নামে সেই মানুষ * কাদা তৈরি করে আমার চোখে তা মাখিয়ে দিলেন,
আর আমি এখন চোখে দেখতে পাচ্ছি। গীতিকা

খ। যে কেউ * আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না,
কিন্তু জীবনের আলো পাবে। গীতিকা

গ। বৎস, * তুমি তো সবসময়ই আমার সঙ্গে আছ আর যা কিছু আমার, তা সবই তোমার।
কিন্তু ফুর্তি ও আনন্দ করা সমীচীন হয়েছে,
কারণ তোমার এই ভাই মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে;
হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। গীতিকা

**৫ম সপ্তাহ**

ক, খ, গ। আমাকে * যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
তখন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করব। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি তাঁর মনোনীত জাতিকে সনাতন বাণী দ্বারা নবজন্মের দিকে চালিত করেছেন, আসুন, অনুগত সন্তান আমরা সেই ধন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে দয়াময় ঈশ্বর, তোমার জনগণের জন্য আমাদের প্রার্থনা শোন: তারা নশ্বর খাদ্যের জন্য নয়, তোমার ঐশবাণীর জন্যই ক্ষুধিত হোক।

-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই ভালবাসতে আমাদের শেখাও; কৃপা কর, যেন সকলের মঙ্গল ও শান্তির জন্য কাজ করতে পারি।

-যাঁরা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নবজন্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের বলবান করে তোল, তাঁরা যেন তোমার পবিত্র আত্মার মন্দিরের জীবন্ত প্রস্তর হয়ে উঠতে পারেন।

-আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোন যেন আশা নিয়েই বিচারকর্তা খ্রিষ্টের সামনে দাঁড়াতে পারেন; তোমার শ্রীমুখ দর্শনে তাঁরা যুগযুগ ধরে আনন্দিত হোন।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আমাদের সদ্‌গুরু, যিনি আমাদের শীর্ষপতি, সেই ধন্য যিশু খ্রিষ্ট আমাদের ঘরে এসেছিলেন সকলের সেবা করতে, সকলের মঙ্গল করতে। আসুন, বিনম্রতা ও ভরসার সঙ্গে তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, আমাদের দেখতে এসো।*

-যারা তোমার পালক-ভূমিকার অংশীদার, তোমার মণ্ডলীর সেই সকল বিশপ ও পুরোহিতদের কাছে কাছেই থেকো, তাঁরা যেন তোমার পরিচালনায় তোমার জনগণকে পিতার গৃহে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন।

-তোমার স্বর্গদূতেরা পথযাত্রীদের সঙ্গে থাকুন, তাঁরা সকলে যেন আত্মা ও শরীরে সুস্থ হয়ে থাকেন।

-প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা দেখে নিজেদের বিলিয়ে দিতে আমাদের শেখাও, আমরা যেন তোমারই মত হতে পারি—তুমি যে সেবা আদায় করতে নয়, সেবা করতেই এসেছিলে।

-মানবসমাজ যেন সত্যকার প্রেম ও শান্তির বন্ধনে একতাবদ্ধ হয়; যত যুদ্ধ-সংগ্রাম শেষ হোক, সকলে যেন পারস্পরিক সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের প্রতি দয়া কর। তাঁদের সকলকে তোমার মহিমাদর্শনে উন্নীত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আমাদের মনপরিবর্তনের সাক্রামেন্তীয় চিহ্নস্বরূপ এই চল্লিশাকাল পালন ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টে নিহিত মহা ধন-ঐশ্বর্য আরও গভীরতরভাবে উপলব্ধি করতে পারি ও যোগ্যতর জীবনযাপনে সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তোমার প্রিয় পুত্রের কথা শুনতে আমাদের আদেশ দিয়েছ। প্রসন্ন হয়ে তুমি নিজেই তোমার বাণীদানে আমাদের অন্তর পরিপুষ্ট কর, আমরা যেন শোধিত মনশ্চক্ষু দিয়ে তোমার গৌরবের দর্শন পেয়ে আনন্দিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ : সমস্ত দয়া ও মঙ্গলকর কর্মের সাধক হে পরমেশ্বর, তুমি শিখিয়েছ, উপবাস, প্রার্থনা ও অর্থদানেই পাপের প্রতিকার। আমাদের নিম্নাবস্থার কথা স্বীকার করে আমরা নম্রচিত্তে মিনতি জানাই : আমাদের দিকে মুখ তুলে চাও, পাপের বোঝা যখন আমাদের ভূলুণ্ঠিত করে, তখন তোমার দয়াই যেন আমাদের উন্নতশির করে তোলে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ : হে ঈশ্বর, মানবসমাজের যে পুনর্মিলন তোমার ঐশবাণী সাধন করেছেন, তা সত্যি তোমার এক অপূর্ব কীর্তি। আশীর্বাদ কর : গোটা খ্রিষ্টমণ্ডলী যেন উদ্দীপ্ত ভক্তি ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে আসন্ন পাস্কাপর্বের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ : হে প্রভু ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : জগতের প্রতি যে ভালবাসার খাতিরে তোমার পুত্র মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তোমার সহায়তায় আমরাও যেন একাগ্রতার সঙ্গে সেই ভালবাসার পথে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সোমবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৯

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১, ১০৪, ৭১

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর।
*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৯৪, ১০৫, ৮২

*প্র* মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর!
*উ* ঈশ্বরের রাজ্য যে কাছে এসে গেছে।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ **অথবা** গীতিকা ৪, ৩০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যাত্রা ১৯:৪-৬ক)

তোমরা নিজেরাই দেখেছ কীভাবে আমি ঈগলের পাখায়ই তোমাদের বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন, তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার! আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।

৫ম সপ্তাহ (যেরে ১১:১৯-২০)

আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।' কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক; তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক। আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ! কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

## শ্লোক

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

℣ মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে

℟ তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : এসো, * আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমাদের পরম পিতা * যেমন দয়াবান,
তোমরাও তেমনি দয়াবান হও। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমি * তোমাদের সত্যি বলছি,
কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : একজন রাজকর্মচারী * প্রভুকে মিনতি করে বললেন :
আসুন, আমার অসুস্থ ছেলেকে সারিয়ে তুলুন। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : যে কেউ * আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না,
কিন্তু জীবনের আলো পাবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত করেছেন, আসুন, আমাদের পরিত্রাতা সেই ধন্য যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, জীবনের পথে আমাদের চালিত কর।*

-বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তুমি আমাদের নবজীবন দিয়েছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন দিনে দিনে তোমার সাদৃশ্যে অধিক সদৃশ হয়ে উঠি।

-সাহায্য কর, আমরা যেন অসহায় অভাবগ্রস্তদের কাছে আনন্দ দিতে পারি ; তাদের সাহায্যদানে আমরা যেন তোমারই প্রতি আকর্ষিত হই।

-যা ন্যায্য, যা মঙ্গলকর, তাই করতে আমাদের সহায়তা কর। আমাদের কাজকর্মের মাধ্যমে আমরা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার অন্বেষণ করি।

-আমরা কতবারই না আমাদের ভাইবোনদের দুঃখ দিয়েছি, কতবারই না তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীর একতা রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের এসব অবহেলা মার্জনা কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

চল্লিশাকালের এদিনে যিনি স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করতে আমাদের অনুগ্রহ করেছেন, আসুন, সেই ধন্য পিতা ঈশ্বরের স্নেহের উপর নির্ভর করে প্রার্থনা করি।

*হে প্রভু, আমাদের মন উদ্দীপিত কর।*

-হে দয়া ও প্রতাপের ঈশ্বর, আমাদের দান কর প্রার্থনা ও মনপরিবর্তনের মনোভাব, আমরা যেন তোমার জন্য ও মানবজাতির জন্য নিজেদের নিবেদন করতে পারি।

-আমরা যেন খ্রিষ্টেই সবকিছু নবীভূত করে তুলতে পারি, জগতে যেন ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, এজন্য তুমি আমাদের সাহায্য কর।

-সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি প্রাণীর নামে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার সহায়তায় আমরা যেন তোমার অপরূপ সৃষ্টিকার্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি।

-আমরা কতবার গরিবদের মধ্যে তোমার পুত্র যিশুকে চিনতে পারলাম না। আমাদের এ দুর্বলতা ক্ষমা করে আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর সহৃদয়তা-ভাব।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ :
খ্রিষ্টের জয় হোক !

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন ! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন ! সাম ১১৯ [৫-৮]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ১১:২৩-২৪)

হে প্রভু, তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, কারণ তোমার পক্ষে সবই সাধ্য; তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে। কেননা যা কিছু আছে, তুমি সেইসব ভালবাস; যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না।

### ৫ম সপ্তাহ (এজে ৩৩:১০, ১১ক)

আমাদের যত অন্যায়, যত পাপের ভার আমাদের উপরেই রয়েছে, ফলে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি! কী করে বাঁচব? আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।

*প্র* আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

*উ* আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ২৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (এজে ১৮:২৩)

আমি কি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত?—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—বরং সে যে তার পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই কি আমি প্রীত নই?

৫ম সপ্তাহ (যেরে ১৮:২০খ)

মনে রেখ, তাদের উপর থেকে তোমার ক্রোধ দূর করার জন্য আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে কথা বলতাম।

℣ আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
℟ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১১, ১২, ১৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৮:৭)

ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও; মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না।

৫ম সপ্তাহ (যেরে ৩১:২, ৩খ-৪ক)

প্রভু একথা বলছেন : 'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে; ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি। আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।'

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (রো ১২:১-২)

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

### ৫ম সপ্তাহ (রো ৫:৮-৯)

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।

## শ্লোক

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : প্রভু বলছেন : * আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ,
তা আমারই প্রতি করেছ। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমরা বিচার করো না,
যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও।
কেননা যে বিচারে তোমরা বিচার কর,
সেই একই বিচারে তোমাদেরও বিচার করা হবে। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : তাদের মাঝখান দিয়ে * সোজা হেঁটে গিয়ে
যিশু সেখান থেকে চলে গেলেন। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : ছেলেটির বাবা * বুঝতে পারলেন যে,
ঠিক সেই সময়েই যিশু তাঁকে বলেছিলেন :
আপনার ছেলে বেঁচে থাকবে,
আর তিনি নিজে ও তাঁর সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা বিশ্বাসী হলেন। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমি * নিজের বিষয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিই,
আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি তাদের পাপ থেকে তাঁর আপন জাতিকে মুক্ত করেছেন, আসুন, আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে ডাকি :

*দাউদসন্তান যিশু, আমাদের দয়া কর।*

-হে খ্রিষ্ট প্রভু, তোমার মণ্ডলীর পবিত্রতার জন্য তুমি নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলে। তপস্যা ও মনপরিবর্তনের মাধ্যমে এবারও তাকে শুচিশুভ্র করে তোল।

-হে সদ্‌গুরু, প্রত্যেকটি যুবক-যুবতীর জন্য তুমি এক বিশেষ পথ প্রস্তুত করে রেখেছ। তোমার অনুগ্রহে তারা যেন সেই পথে দায়িত্বের সঙ্গেই চলে।

-তুমি সবসময় অসুস্থদের নিরাময় করতে ও সান্ত্বনা দিতে। আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন তাদের প্রতি তোমার মতই যত্নশীল হতে পারি।

-বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের পরম পিতার সন্তান করে তুলেছ। আমরা যেন ঈশ্বরের সন্তানসুলভ আচরণে জীবনযাপন করতে পারি।

-পরলোকগত ভক্তদের অনন্ত শান্তি ও স্বর্গীয় মহিমা দান কর। আমরাও যেন একদিন তাঁদের সঙ্গে তোমার রাজ্যের সহভাগী হতে পারি।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আপন সন্তানদের মিনতি কান পেতে শোনেন, যিনি তাদের যাচনা সকল পূরণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তুমি সিনাই পর্বতে মোশির কাছে তোমার বিধান দিয়েছিলে, আবার খ্রিষ্টের মাধ্যমেই তার পূর্ণতা সাধন করেছিলে। সেই বিধান তুমি আমাদের অন্তরেই লেখ, আমরা যেন তোমার সন্ধি বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারি।

-এমন সমাজকে গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য কর, যেখানে সকলে একে অন্যকে যত্ন করবে, যেখানে আমরা সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করব।

-বাণীপ্রচারকদের উৎসাহ দান কর, যেন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা সৎসাহসের সঙ্গে অখ্রিষ্টিয়ানদের কাছে তোমার প্রেমের বাণী ঘোষণা করেন।

-আমাদের ছোট ভাইবোনেরা যেন জ্ঞানে ও ঐশঅনুগ্রহে বলবান হয়ে ওঠে। যুবক-যুবতীরাও যেন তোমার পুণ্য প্রেমে এগিয়ে চলে।

-সকল পরলোকগত ব্যক্তিকে তোমার শান্তিতে গ্রহণ কর; তাঁদের দান কর অনন্ত জীবন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, তোমার কাছে আমাদের আবার ফিরিয়ে আন, তোমার স্বর্গীয় প্রজ্ঞা দানে আমাদের মন উদ্বুদ্ধ কর, এ চল্লিশাকালীন সাধনা যেন আমাদের জীবনে সার্থকতা এনে দিতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের শিক্ষা দিয়েছ, আত্মা নিরাময়ের লক্ষ্যে আমরা ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে দেহ দমন করব। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন সমস্ত পাপকর্ম ত্যাগ করতে সক্ষম হয়ে উঠি, আমাদের অন্তরও যেন তোমার প্রেমের আজ্ঞা পালনের জন্য শক্তি লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার অবিরত দয়া দানে তোমার মণ্ডলীকে শুদ্ধ ও বলবান করে তোল। তোমাকে ছাড়া আমরা যখন পরিত্রাণ পেতে অক্ষম, তখন তোমার অনুগ্রহ দানে আমাদের নিয়তই প্রতিপালন কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তোমার অপূর্ব রহস্যাদির প্রভাবে জগৎকে নিত্য নবায়িত করে থাক। আশীর্বাদ কর: দৈনন্দিন জীবনে তোমার সহায়তা থেকে বঞ্চিত না হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন তোমার প্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয় শুভদানগুলো দ্বারা উত্তরোত্তর সুগঠিত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার অনির্বচনীয় অনুগ্রহ লাভেই আমরা আশিসধন্য। আশীর্বাদ কর, তোমার অনুগ্রহে জীর্ণতা থেকে নবীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যেন স্বর্গীয় রাজ্যের গৌরব লাভের যোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# মঙ্গলবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৬৭

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৬, ১০৭, ৭

*প্র* তিনি তো করুণাময়;
*উ* আমাদের পাপের প্রতি হবেন সদয়।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

*প্র* এই তো মঙ্গলজনক সময়;
*উ* এই তো পরিত্রাণের দিন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ **অথবা** গীতিকা ৬, ১৪৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যোয়েল ২:১২-১৩)

তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই আমার কাছে ফিরে এসো। তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান ; অমঙ্গল সাধন করে তিনি দুঃখ পান।

৫ম সপ্তাহ (জাখা ১২:১০-১১ক)

আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব : তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয় ; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। সেদিন যেরুশালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ।

## শ্লোক

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : প্রভু, * আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান,
যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শেখালেন। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমাদের গুরু একজনমাত্র :
তিনি স্বর্গনিবাসী সেই খ্রিষ্ট প্রভু। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : প্রভু বললেন : * পিতর, আমি তোমাকে সাতবার ক্ষমা করতে বলছি না,
বরং সাতগুণ সাতবার। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : যিনি * আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বলেছেন :
তোমার মাদুর তুলে নাও আর হেঁটে চল। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমরা * যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে,
তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি স্বর্গীয় রুটি রূপে নিজেকে দান করলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি :

*হে জীবনের রুটি খ্রিষ্ট, আমাদের বলবান করে তোল।*

-খ্রিষ্টের দেহরক্তের মিলনভোজে আমাদের পরিপুষ্ট কর, তোমার পাস্কা-বলিদানের দানগুলিতে আমাদের পরিপূর্ণ কর।

-আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমরা যেন তোমার বাণী গ্রহণ করে সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সুন্দর আত্মিক ফসল ফলাতে পারি।

-জগতের মঙ্গলের জন্য কাজ করার উৎসাহ দান কর, জগৎ যেন মণ্ডলীর শান্তির বাণী শুনতে পায়।

-স্বীকার করি, প্রভু, আমরা পাপ করেছি। তোমার পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহে আমাদের পাপ ক্ষমা কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি জীবনের রুটি বলে মাংস-হওয়া-বাণী তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের দান করেছেন, আসুন, সেই পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*খ্রিষ্টের বাণী আমাদের অন্তরে বিরাজ করুক।*

-হে পিতা, আমরা যেন এই চল্লিশাকালে তোমার কণ্ঠ শুনে খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হতে পারি। আমরা যেন আগামী পাস্কাপর্ব মহা আনন্দে ও ভক্তিভরে উদ্‌যাপন করতে পারি।

-তোমার আত্মার অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করতে আমাদের প্রেরণা দান কর। অল্প বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাসে চালিত করতে আমাদের সহায়তা কর।

-খ্রিষ্টের বাণী যেন আমাদের মন ও আত্মা দখল করে, যেন সেই বাণী আমাদের জীবনাচরণেই প্রকাশ পায়।

-এই পরিত্রাণদায়ী দিনগুলিতে তুমি তোমার ভক্তমণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ কর, সে যেন জগতে তোমার উপস্থিতির জীবন্ত সাক্ষী হতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন ! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন ! সাম ১১৯ [৯-১২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যোয়েল ২:১৭)

বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক, 'হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও। তোমার উত্তরাধিকার বিজাতীয়দের টিটকারি ও উপহাসের পাত্র হবে, তেমন লজ্জায় তাকে ফেলে দিয়ো না।'

৫ম সপ্তাহ (১ করি ১:১৮-১৯)

যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।

℣ আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর ;

℟ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ৪২ ৪৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যেরে ৩:২৫খ)

আমাদের যৌবনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি, এবং আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে কান দিইনি।

৫ম সপ্তাহ (১ করি ১:২২-২৪)

ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর ; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

প্র আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
উ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৮:১-২)

মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও; তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল; আমার জনগণকে তাদের বিদ্রোহ-কর্মের কথা, যাকোবকুলকে তাদের পাপের কথা ঘোষণা কর। তারা দিনের পর দিন আমাকে খোঁজ করে থাকে, আমার পথগুলি জানতে বাসনা করে —তেমন এক দেশের মানুষের মত যারা ধর্মময়তা পালন করে, যারা তাদের আপন পরমেশ্বরের বিচার ত্যাগ করেনি।

### ৫ম সপ্তাহ (১ করি ১:২৫, ২৭ক)

যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য।

℣ ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

℟ ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যাকোব ২:১৪, ১৭, ১৮খ)

ভাইয়েরা, কেউ যদি বলে, তার বিশ্বাস আছে, অথচ তার যদি কর্ম না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমন বিশ্বাস কি তাকে ত্রাণ করতে পারবে? বিশ্বাসের যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত। আমাকে দেখাও কর্মহীন তোমার সেই বিশ্বাস, আর আমি আমার কর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব।

### ৫ম সপ্তাহ (১ করি ১:২৭খ-৩০)

জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।

## শ্লোক

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ: তুমি যখন প্রার্থনা কর, * তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর,
আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা,
যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান,
তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। গীতিকা

২য় সপ্তাহ: তোমরা সকলে পরস্পরের ভাই। * এই পৃথিবীতে কাউকে
তোমাদের পিতা বলে সম্বোধন করো না,
কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন।
তোমরা নিজেদের পথদিশারী বলে ডাকতে দিয়ো না,
কারণ তোমাদের পথদিশারী একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ: নিজ ভাইকে * অন্তর থেকেই ক্ষমা করলে
তোমরা হবে স্বর্গস্থ পিতার ক্ষমার পাত্র। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ: দেখ, * তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর পাপ করো না,
পাছে তোমার আরও খারাপ-কিছু ঘটে। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ: যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,
তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন;
আমাকে একা রেখে যাননি,
কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি বলেছিলেন, 'প্রলোভন জয় করার জন্য সতর্কতা ও প্রার্থনা খুবই প্রয়োজন,' আসুন, আগ্রহের সঙ্গে সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি একদিন বলেছিলে, যারা তোমার নামে একত্রিত, তুমিও তাদের মাঝে উপস্থিত থাকবে। পবিত্র আত্মায় পিতার কাছে আমাদের এই উপাসনালগ্নে তুমি আমাদের এক করে তোল।

-পাপের যত কালিমা থেকে তোমার ভক্তমণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ কর। স্বর্গরাজ্যের আশায় ও পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাকে জীবন্ত করে তোল।

-প্রতিবেশীর প্রতি যত্নশীল হতে ও সকল মানুষের কাছে তোমার প্রেম নিবেদন করতে আমাদের সাহায্য কর, আমাদের দ্বারা যেন তোমার পরিত্রাণের আলো এই জগতে জ্বলতে পারে।

-হে শান্তিরাজ, তোমার শান্তি বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিকশিত হোক, যেন সর্বত্রই সকল মানুষ তোমার উপস্থিতির লক্ষণ পেতে পারে।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের চিরন্তন শান্তিতে নিয়ে যাও; তাঁরা তোমার গৌরব ও অনন্ত জীবনের সহভাগী হোন।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়ে সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, আসুন, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, সমগ্র বিশ্ব তোমাকে পূজা করুক।*

-তুমি তো ক্রুশের উপর থেকে বিশ্বের চারপ্রান্তে তোমার আলো বিকশিত কর। সকল মানুষ যেন তোমারই অনুসরণ করে—তুমি যে পথ, সত্য ও জীবন।

-যারা ন্যায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত, তাদের দাও জীবনদায়ী জল, যেন তাদের তৃষ্ণা মিটে যায়।

-দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের তোমার দিব্য আলোতে আলোকিত কর, তাঁরা যেন তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে সুসমাচার-বিস্তারে সহযোগিতা দান করতে পারেন।

-যারা নিজ দোষে বা অন্যান্যদের দ্বারা মনে বাধা পেয়ে তোমা থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগাও, তারা যেন তোমার কাছে ফিরে এসে তোমার প্রেমে আশ্রয় পেতে পারে।

-আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে তোমার করুণা দেখাও, তাঁরা যেন ধন্যা মারীয়া ও নিখিল সাধুসাধ্বীর আনন্দের সহভাগী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার এই আপন পরিবার-মণ্ডলীর দিকে মুখ তুলে চাও। আশীর্বাদ কর: দৈহিক সংযম ও ত্যাগস্বীকার অবলম্বন ক'রে আমাদের অন্তর যেন তোমাকে পাবার বাসনায় তোমার সাক্ষাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার নিত্য প্রসন্নতা দ্বারা তোমার মণ্ডলীকে অনুক্ষণ রক্ষা কর। আশীর্বাদ কর: মানবীয় দুর্বলতার কারণে যখন তোমাকে ছাড়া আমাদের দাঁড়াবার শক্তি নেই, তখন তোমার নিত্য সহায়তাই যেন যত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিরাপদে রাখে ও পরিত্রাণ লাভের দিকে আমাদের চালিত করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমরা যেন কখনও বঞ্চিত না হই; সেই অনুগ্রহ লাভে বিশ্বস্তভাবেই তোমার পুণ্য সেবা ক'রে আমরা যেন অনুক্ষণ তোমার সহায়তা অনুভব করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, পুণ্য ভক্তি-সাধনার ও দয়াকর্ম অনুশীলনের ফলে তোমার ভক্তদের হৃদয় উদ্দীপিত হোক, তারা যেন যথাযোগ্য অন্তরে পাস্কা-রহস্য বরণ করে নিতে পারে ও তোমার পরিত্রাণের শুভসংবাদ ঘোষণা করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার ইচ্ছা পালনে নিষ্ঠাবান থাকি, যেন এই বর্তমান যুগে তোমার সেবায় নিয়োজিত এই জনগণ পুণ্যকর্ম সাধনে ও নব নব সন্তান লাভে বৃদ্ধি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# বুধবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৪৬

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১৫, ৭৮

*প্র* আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব,
*উ* তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

*প্র* মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর;
*উ* নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ **অথবা** গীতিকা ৮, ১৪৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৭:৬, ৮-৯)

তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি : পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। প্রভু তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন। সুতরাং জেনে রেখ : তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর ; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর ; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

৫ম সপ্তাহ (ইশা ৫০:৫-৭)

প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন ; আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি। যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ, যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম ; অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি। প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন, এজন্যই আমি বিহ্বল হই না, এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ। আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।

## শ্লোক

প্ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

উব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

প্মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে

উতিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

প্পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : এই প্রজন্মের মানুষ অসৎ :
এরা একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে,
কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া
আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : মানবপুত্র * সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে,
ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : তোমরা * মনে করো না যে,
আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি ;
আমি বাতিল করতে আসিনি,
পূর্ণই করতে এসেছি। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : যে আমার বাণী শোনে,
ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে,
সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমরা * যদি আমাকে ভালবাস
এবং আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক,
তবেই তোমরা সত্যি আমার শিষ্য ;

আর তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যাঁর মধ্যে আমরা নবসৃষ্টি হয়ে উঠেছি, প্রাক্তন ব্যবস্থা বিলীন হয়েছে এবং সবকিছুর নবীকরণ ঘটেছে, আসুন, আমাদের সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি:

*হে প্রভু, তোমার আত্মায় আমাদের নবীভূত কর।*

-তুমি নতুন আকাশ ও পৃথিবীর কথা দিয়েছিলে। পবিত্র আত্মায় আমাদের নবীকৃত কর, আমরা যেন নতুন যেরুশালেমে গিয়ে চিরকাল ধরে তোমাতে আনন্দ করতে পারি।

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ আমরা যেন তোমার সঙ্গে এ জগৎকে নবীভূত করি। কৃপা কর, আমরা যেন ন্যায়, প্রেম ও শান্তিতে এক নব সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

-আমাদের অলসতা দূর করে দিতে আমাদের সাহায্য কর, আমরা যেন সানন্দে তোমার দেওয়া শক্তি কাজে প্রয়োগ করতে পারি।

-সকল অনর্থ থেকে আমাদের রক্ষা কর, আমরা যেন নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের যোগ্য বিবেক অর্জন করতে পারি।

### ২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন এবং প্রেমে আমাদের বলবান করে তোলেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই:

*হে প্রভু, পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান কর।*

-তোমার বাণীই আমাদের জীবন; কাজেই আমাদের জীবন যেন তোমার প্রতিটি বাণীতেই পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

-যিশুর জীবনে তুমি প্রেমের পথ দেখিয়েছ। আমাদের দীক্ষিত কর, যেন জীবনের ছোট-বড় সকল ঘটনায় সেই পথ ধরেই চলতে পারি।

-আত্মত্যাগের মনোভাব আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর। যত অভাবগ্রস্ত ভাইবোনকে সাহায্য করতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর।

-কৃপা কর, আমরা যেন আমাদের দেহে তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের সাক্ষ্য বহন করতে পারি, যাতে আমাদের মধ্যে তাঁর অনন্ত জীবন প্রকাশ পায়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন! সাম ১১৯ [১৩-১৬]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (এজে ১৮:৩০খ-৩২)

মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের কারণ। তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

৫ম সপ্তাহ (১ তি ২:৪-৬)

আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ৪৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (জাখা ১:৩খ-৪খ)

আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব। হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত, যাদের কাছে আগের নবীরা বলত : তোমাদের যত কুপথ, তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো।

৫ম সপ্তাহ (রো ১৫:৩)

খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি ; বরং যেমন লেখা আছে : 'যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে।'

℣ আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
℟ আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (দা ৪:২৪খ)

দয়াধর্ম দ্বারা তোমার সমস্ত পাপ এবং দীনদুঃখীদের প্রতি দয়া দেখিয়েই তোমার যত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর ; হয় তো তোমার শান্তিকাল প্রসারিত হবে।

৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ৯:২৮)

বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিষ্ট কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

প্র ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি ;

উ ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ফিলি ২:১২খ-১৫ক)

তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান।

### ৫ম সপ্তাহ (এফে ৪:৩২–৫:২)

পরস্পরের প্রতি তোমরা উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন। অতএব প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

## শ্লোক

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : যোনা * যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে
থাকলেন,
তেমনি মানবপুত্রও তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : মানবপুত্রকে * বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
তারা যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে, কশাঘাত করে ও ক্রুশে দেয়। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : যে কেউ * ঈশ্বরের সকল আদেশ পালন করে ও শিখিয়ে দেয়,
তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমি নিজে থেকে * কিছুই করতে পারি না।
আমি যেমন শুনি
তেমনি বিচারও করি,
আর আমার বিচার ন্যায্য। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমাদের * যে সত্য বাণী শুনিয়েছে,
তোমরা কেন তাকে হত্যা করতে চাও? গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের জয়! তিনি কিন্তু চান, আমরা তাঁর রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় প্রাধান্য দিই। আসুন, আমাদের প্রার্থনায় তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করি :

*তোমার ন্যায়রাজ্য আসুক।*

-হে পবিত্র পিতা, তুমি খ্রিষ্টকে আমাদের প্রকৃত মেষপালকরূপে দিয়েছ। তোমার কৃপায় তোমার জনসমাজ যেন খ্রিষ্টের মত প্রেমময় ও যত্নবান পালক পেতে পারে।

-অসুস্থদের প্রতি যত্নশীল হতে সকল খ্রিষ্টিয়ানদের শেখাও, তারা যেন তাদের দেখে তোমার পুত্রকেই দেখতে ও সেবা করতে পারে।

-যিশুর শুভসংবাদে যাঁরা এখনও বিশ্বাসী নন, খ্রিষ্টমণ্ডলীতে যোগ দিতে তাঁদের প্রেরণা দান কর। মণ্ডলী হোক তোমার প্রেম দেখবার জন্য একটি উত্তম স্থান।

-স্বীকার করি: আমরা পাপী। তোমার ভক্তমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তোমার ক্ষমা ও পুনর্মিলন দান কর।

-সকল পরলোকগত খ্রিষ্টভক্তকে অনন্ত জীবনে গ্রহণ কর। তাঁরা চিরকালের মত তোমার সঙ্গে বসবাস করুন।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি খ্রিষ্টের রক্তেই নবসন্ধি স্থাপন করেছেন এবং খ্রিষ্টবলিদানেই আমাদের নবীকৃত করে থাকেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-হে প্রভু, সকল জাতি, সকল দেশ ও তাদের নেতাদের তোমার ইচ্ছা অনুসারেই চলতে শেখাও, তাঁরা যেন সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারেন।

-যাঁরা সংসার ত্যাগ করে খ্রিষ্টের অনুসরণ করেছেন, সেই সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর আত্মনিবেদনের সঙ্কল্প নবীকৃত করে তোল, গোটা মণ্ডলীর পবিত্রতা যেন তাঁদের জীবনে প্রকাশ পায়।

-তুমি মানুষকে তোমার সাদৃশ্যেই সৃষ্টি করেছ। অন্যায্যতা দূর করে দিতে আমাদের সাহায্য কর, সকলে যেন সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

-যত মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছে, তুমি তোমার সত্য ও প্রেম নিয়ে তাদের কাছে যাও। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন তাদের সাহায্য করতে পারি।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার মহিমায় গ্রহণ কর, তাঁরা যেন চিরকালের মত তোমার প্রশংসাগান করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের ভক্তির প্রতি মুখ তুলে চাও। আশীর্বাদ কর: ত্যাগ-তপস্যায় দেহ সংযম করে যারা, তারা যেন শুভকর্ম সাধনের ফলে মনে প্রাণে নবায়িত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি

পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, শুভকর্ম-সাধনে তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করে রাখ; জীবনের যাত্রাপথে তাদের পাশে পাশে থাক, প্রসন্নতার সঙ্গে স্বর্গীয় মঙ্গলদানের দিকে তাদের চালিত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: চল্লিশাকালীন ত্যাগ-সংযম দ্বারা দীক্ষিত হয়ে ও তোমার বাণী দ্বারা পুষ্টি লাভ ক'রে আমরা যেন একাগ্রচিত্তে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবা করতে পারি, প্রার্থনায় রত হয়ে একমন একপ্রাণ হয়ে উঠতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তো ধার্মিককে দান কর তার পুণ্যকর্মের পুরস্কার, অনুতপ্তকে দান কর পাপের ক্ষমা। তোমার দয়ায় আমাদের মিনতি গ্রহণ কর: আমাদের অপরাধ স্বীকারের ফলে আমরা যেন তোমার ক্ষমার পাত্র হয়ে পাপদণ্ড থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে করুণাময় ঈশ্বর, ত্যাগ-তপস্যায় পবিত্রিত আমাদের অন্তরকে তোমার আলোয় উদ্ভাসিত কর। যাদের হৃদয়ে তুমি ভক্তিময় প্রেরণা সঞ্চার করেছ, তাদের মিনতি প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৪

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

*প্র* আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব;
*উ* তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

*প্র* যে জপ করে প্রভুর বিধান,
*উ* সে-ই তো যথাসময় হবে ফলবান।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ **অথবা** গীতিকা ১০, ১৪৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (১ রাজা ৮:৫১-৫৩ক)

আমরা তোমার আপন জনগণ, তোমার আপন উত্তরাধিকার, প্রভু। তোমার চোখ তোমার দাসের মিনতির প্রতি ও তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মিনতির প্রতি উন্মীলিত হোক ; যতবার তারা তোমাকে ডাকে, তখন তুমি যেন তাদের শোন। কারণ তুমিই পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে তোমার আপন উত্তরাধিকার হবার জন্যই তাদের পৃথক করেছিলে।

৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ২:৯খ-১০)

যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন। যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

## শ্লোক

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : তোমরা মন্দ হয়েও * যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান,
তখন যারা তাঁর কাছে যাচনা করে,
স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন
তা আরও কতই না নিশ্চিত। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : বৎস, * জীবনকালে তুমি ভাল ভাল জিনিস ভোগ করছিলে,
লাজার কিন্তু করছিল দুঃখভোগ। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমি * যদি ঈশ্বরের আঙুলের প্রভাবেই অপদূত তাড়াই,
তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝে এসেই পড়েছে। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমি * যে মানুষেরই সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করি এমন নয়,
কিন্তু এই সমস্ত কথা বলি যেন আপনারা পরিত্রাণ পেতে পারেন। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : ইহুদীদের * ও তাদের ধর্মনেতাদের যিশু বললেন :
'যে কেউ ঈশ্বর থেকে উদ্গত, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শোনে ;
তোমরা যে শোন না,
এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।' গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি জগতের জাজ্বল্যমান আলো, যিনি আলোর পথে আমাদের চালিত করেন বলে আমরা অন্ধকারের রাজ্য থেকে মুক্তি পেলাম, আসুন, সেই ধন্য প্রভু যিশুর কাছে মিনতি জানাই :

*তোমার বাণী হোক আমাদের পথের আলো।*

-হে করুণাময় প্রভু, তোমার সাদৃশ্যে বেড়ে উঠতে আমাদের সহায়তা কর, প্রথম আদম দ্বারা যা যা হারিয়ে ফেলেছিলাম, দ্বিতীয় আদম সেই তোমার দ্বারাই তা যেন আবার ফিরে পেতে পারি।

-তোমার বাণী আমাদের জীবনে একীভূত হোক, তোমার সত্য আমাদের কাজকর্মে দেদীপ্যমান হোক, তোমার প্রেম আমাদের অন্তর শুচিশুভ্র করে তুলুক।

-সকলের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ কাজ করতে আমাদের উদ্দীপনা দান কর। তোমার ভক্তমণ্ডলী হোক মানবসমাজের জন্য ধ্রুবতারাস্বরূপ।

-আমরা যেন সবসময় তোমার সান্নিধ্যের অন্বেষণ করি। তোমার প্রেমের বিরুদ্ধে আমাদের যত পাপের জন্য আমরা যেন ক্ষমা প্রার্থনা করি।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যাঁর অগাধ প্রেম যিশুতে প্রকাশ পেয়েছে, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই পরম পিতাকে ডাকি:

*মনে রেখ, প্রভু, আমরা তোমার সন্তান।*

-মণ্ডলীর জীবনের মধ্যে আমাদের আরও গভীরভাবে চালিত কর, আমাদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী যেন আরও স্পষ্টভাবে জগতের পরিত্রাণের চিহ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

-মানবসমাজকে আরও মঙ্গলময় রূপে গড়ে তুলতে আমাদের সহায়তা কর। আশীর্বাদ কর, যেন সর্বস্থানেই তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি।

-আমরা যখন ক্লান্ত, তখন যেন যিশুতেই বিশ্রাম পাই; কেননা তিনিই সেই জলের উৎস যার ধারায় সকল তৃষ্ণার্ত মানুষ তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

-আমাদের সকল অন্যায় মার্জনা কর। ন্যায় ও সত্য পথে আমাদের চালিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন। সাম ১১৯ [১৭-১৯]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৫:৬-৭)

প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন; তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন। দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক; সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন; সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।

৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ৪:১৪-১৫)

যেহেতু আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন—সেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি। কেননা আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ৫৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৩০:২-৩ক)

তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও, যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে—তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন।

৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ৭: ২৬-২৭)

তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন।

*প্র* আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
*উ* আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১৩২, ১৩৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (হিব্রু ১০:৩৫-৩৬)

তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

### ৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ৯:১১-১২)

খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয় —ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যাকোব ৪:৭-৮, ১০)

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

### ৫ম সপ্তাহ (হিব্রু ১৩:১২-১৫)

নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যিশু নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। কেননা এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা। অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।

## শ্লোক

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ: যাচনা কর, * তোমাদের দেওয়া হবে;
খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে;
দরজায় ঘা দাও,
তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। গীতিকা

২য় সপ্তাহ: লাজারকে * যে এক টুকরো রুটি দিতে চাইল না,
সেই ধনী লোকটা এক বিন্দু জলের জন্য ভিক্ষা করল। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ: ভিড়ের মধ্য থেকে * একজন স্ত্রীলোক জোর গলায় বলে উঠল:
'সুখী সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে,
সুখী সেই বুক, যা আপনাকে লালন-পালন করেছে।'
যিশু তাকে বললেন: 'এর চেয়ে তারাই সুখী,
যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।' গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ: আমার দ্বারা সাধিত * এই সমস্ত কাজই
আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,
পিতাই আমাকে প্রেরণ করেছেন। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ: 'আপনার বয়স * এখনও পঞ্চাশ হয়নি
আর আপনি নাকি আব্রাহামকে দেখেছেন?'
'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি:
আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি।' গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

খ্রিষ্ট প্রভু পারস্পরিক প্রেমের আজ্ঞা আমাদের কাছে রেখে গেছেন। আসুন, তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণ প্রেমসাধনায় বেড়ে উঠুক।*

-হে সদ্‌গুরু, প্রতিবেশীকে ভালবেসে যেন তোমাকে ভালবাসতে শিখি। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তোমারই সেবা করতে আমাদের শেখাও।

-যারা তোমাকে ক্রুশে দিয়েছিল, তুমি তাদের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলে। তোমার আদর্শে আমরাও যেন আমাদের অত্যাচারীদের ভালবাসতে পারি।

-তোমার দেহরক্ত রহস্যের খাতিরে আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম, ভরসা ও ভক্তি সুদৃঢ় করে তোল : দুর্বলকে শক্তি, অসহায়কে সান্ত্বনা, মরণাপন্নকে আশা দান কর।

-তুমি একদিন জলের মাধ্যমে সেই জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলে। বাপ্তিস্মের জল ও জীবনবাণীর মধ্য দিয়ে এবারও নব দীক্ষাপ্রার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে তোল।

-মৃত সকল মানুষকে তোমার অনন্ত প্রেম দান কর। তোমার মনোনীতদের মধ্যে তাঁদের গ্রহণ কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

আমাদের জীবন যেন ন্যায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, এজন্য ঈশ্বর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন। আসুন, তাঁর কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে প্রভু, এউখারিস্তীয় মহারহস্যের মাধ্যমে তুমি সকল বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবককে খ্রিষ্টের সঙ্গে আরও গভীরভাবে মিলিত কর, তাঁদের অভিষেকের অনুগ্রহ নবীন কর।

-সকল খ্রিষ্টভক্তকে খ্রিষ্টের বাণীর খাদ্য দিয়ে পরিপুষ্ট কর; খ্রিষ্টদেহের রুটিও তাদের খাদ্যরূপে দান কর।

-অর্থপিপাসা থেকে মানুষকে মুক্ত কর। আমরা সবাই যেন অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন দেখতে পাই।

-মৃত সকলের প্রতি তোমার করুণা প্রকাশ কর। তাঁদের চিরকালীন আনন্দ দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের এমন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত কর, আমরা যেন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারি ও তৎপর হয়ে সেইমত কাজও করতে পারি। তোমাকে ছাড়া আমরা যখন বাঁচতেও অক্ষম, তখন যেন তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তো নির্মলতায় প্রীত, এবং অনুতপ্ত মানুষকে সর্বদাই নির্মলতা ফিরিয়ে দাও। তাই অনুনয় করি: তোমার এ সেবক-সেবিকাদের অন্তর তোমার দিকে আকর্ষণ কর, তোমার আত্মার উদ্দীপনায় আবিষ্ট হয়ে তারা যেন বিশ্বাসে বলীয়ান ও শুভকর্ম সাধনে ফলপ্রসূ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে মহিমময় প্রভু, আমাদের বিনীত প্রার্থনা গ্রহণ কর: পরিত্রাণের পর্বদিন যতই এগিয়ে আসে, সেই পাস্কা-রহস্য যোগ্যরূপে পালনের জন্য আমাদের ভক্তি তত ব্যাকুল হয়ে উঠুক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে করুণাময় প্রভু, আমাদের বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ কর: ত্যাগ-তপস্যা দ্বারা শোধিত হয়ে ও সৎকর্ম সাধনে দীক্ষিত হয়ে আমরা যেন অকপট অন্তরে তোমার আজ্ঞাগুলি পালনে নিষ্ঠাবান হতে পারি ও নির্বিঘ্নে নিরাপদে আসন্ন পাস্কাপর্বে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে প্রভু, যারা তোমাকে ডাকে, তোমার দয়াই যাদের একমাত্র আশা, তোমার এ ভক্তদের তুমি রক্ষা কর, পাপের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে তারা যেন পবিত্র জীবনযাপনে নিষ্ঠাবান থাকে, ও তোমার প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৮৮, ৬৯, ৩৮

*প্র* প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;
*উ* লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৬০, ১০৬, ৭৯

*প্র* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো;
*উ* তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ **অথবা** গীতিকা ১২, ১৪৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৩:১১খ-১২)

আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন ; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন। তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব, ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন ; কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

### ৫ম সপ্তাহ (ইশা ৫২:১৩-১৫)

দেখ ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন : তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম। একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে, আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে। রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে, কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে ; যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।

## শ্লোক

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে * তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়,
তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : দুর্জনেরা * বিলুপ্ত হবে
এবং আঙুরখেতটা এমন অন্যান্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : 'গুরু, * বিধানের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?'
উত্তরে যিশু বললেন,
'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে
তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে।' গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : তোমরা * আমাকে জান বটে,
আর আমি যে কোথা থেকে এসেছি, তাও জান।
কিন্তু আমি নিজে থেকে আসিনি,
বরং আমার পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমি * তোমাদের অনেক ভাল কাজ দেখিয়েছি;
কোন্ কাজের জন্য তোমরা আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছ? গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করলেন আমরা যেন জীবন পাই, আসুন, ভক্তিভরে সেই ধন্য খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মৃত্যুগুণে আমরা যেন জীবন পাই।*

-হে গুরু ও পরিত্রাতা যিশু, তোমার যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ এবং নতুন সৃষ্টিতে আমাদের রূপান্তরিত করেছ। পাপ থেকে দূরে থাকতে আমাদের সহায়তা কর।

-প্রেরণা দান কর, আজকের দিনের উপবাসের মধ্য দিয়ে আমরা যেন অভাবগ্রস্তদের যত্ন নিতে পারি।

-এই উপবাসের দিনটি আমরা যেন তোমার একটি দান বলে গ্রহণ করি, এবং দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে যেন এ দিনটি তোমার কাছে উৎসর্গ করতে পারি।

-আমাদের বিদ্রোহী হৃদয়কে দমন কর। আমাদের দানশীল হতে শেখাও।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা আমাদের ত্রাণ করেছেন, আসুন, একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের পরিত্রাতা খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তুমি যেরুশালেমে গিয়েছিলে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ঐশগৌরবে প্রবেশ করার জন্য। তোমার ভক্তমণ্ডলীকে ঐশজীবনের পাস্কাপর্বে চালিত কর।

-তোমার হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল। আমাদের মানবীয় দুর্বলতার যত ক্ষত নিরাময় কর।

-তুমি তোমার ক্রুশকে জীবনবৃক্ষ করেছ। যাদের বাপ্তিস্ম হয়েছে তাদের সকলকে তোমার বিজয়ের অংশীদার করে তোল।

-তুমি সেই অনুতপ্ত দস্যুকে চিরমুক্তি দিয়েছিলে। আমাদের সকল পাপ ক্ষমা কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন ! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন ! সাম ১১৯ [২০-২২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৫:৩)

কান দাও, আমার কাছে এসো ; শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব ; হ্যাঁ, আমি দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।

৫ম সপ্তাহ (ইশা ৫৩:২-৩)

তিনি তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত, শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত। তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ; তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে। অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত, এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয় ; যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন, আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর ;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যেরে ৩:১২, ১৪ক)

ফিরে এসো—প্রভুর উক্তি—ভ্রূক্ষেপ করব না কো তোমাদের প্রতি ; কেননা আমি কৃপাময়, ক্রোধ থাকবে না কো চিরকাল। হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো।

৫ম সপ্তাহ (ইশা ৫৩:৪-৫)

তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট ; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন ; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন ; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
*উ* আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও ! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যাকোব ১:২৭)

পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

৫ম সপ্তাহ (ইশা ৫৩:৬-৭)

আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম; প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন। অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন—তবু খুললেন না মুখ। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।

প্র ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;

উ ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

যিশু, তুমিই চল্লিশদিনের
তপস্যার আদর্শ দিলে,
মোরা যেন উপোস রেখে
যোগাই শক্তি হৃদে-দেহে।

এসো, পূজি মোরা এখন,
প্রায়শ্চিত্ত করি সবে,
যেন মাথা করলে নত
সারে যত পাপের ক্ষত।

তব কৃপায় তুমি, যিশু,
প্রাচীন পাপ কর ক্ষমা,
ভাবীকালেও সজাগ থেকে
চলব অন্তর নির্মল রেখে।

মোরা যেন এ তপস্যা
যথারীতি ক'রে পালন
দেহে মনে হয়ে শুচি
পাস্কার হর্ষের দিকে ছুটি।

ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
মঞ্জুর কর পাপের ক্ষমা,
তবে পারবে মোদের হৃদি
সদা গাইতে তব স্তুতি। (১০ম শতাব্দী)

**সাম** ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (যাকোব ৫:১৬, ১৯-২০)

তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, তাহলে জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।

৫ম সপ্তাহ (১ পি ২:২১-২৪)

খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা। অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।

## শ্লোক

*প্র* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*উ* আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।
*প্র* নিরাময় কর আমার প্রাণ;
*উ* তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর; * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ: নৈবেদ্য * যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করতে গিয়ে
ভাইয়ের সঙ্গে যদি তোমার সদ্ভাব না থাকে,
আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও,
পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। গীতিকা

২য় সপ্তাহ: তারা * যিশুকে গ্রেপ্তার করতে চাচ্ছিল,
কিন্তু লোকদের ভয় পেল,
কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ: প্রতিবেশীকে * নিজের মতই ভালবাসা,
সমস্ত বলিদানের চেয়ে তা অনেক ভাল। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ: কেউই * যিশুর গায়ে হাত দিল না,
কারণ তাঁর ক্ষণ তখনও উপস্থিত হয়নি। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ: তোমরা * আমাকে বিশ্বাস না করলেও
সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ,
যা আমি ঈশ্বরের নামে সাধন করি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন রক্ত দ্বারা আমাদের পবিত্র করে তুলেছেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই প্রভু যিশুকে ডাকি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট, তোমার যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ-তপস্যা ও মনের দৃঢ়তা শেখাও, আমরা যেন মৃতদের মধ্য থেকে তোমার পুনরুত্থান সানন্দে উদ্‌যাপন করতে পারি।

-তুমি তোমার সকল বিশ্বাসীকে তোমার নবী হতে আহ্বান করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই জগতে আমাদের জীবনেরই মধ্য দিয়ে তোমার প্রেমের সাক্ষী হতে পারি।

-যারা দুঃখপীড়িত, তুমি তাদের শক্তি দাও ; আমাদেরও অনুপ্রাণিত কর যেন তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি।

-আমাদের দীক্ষিত কর আমরা যেন সঙ্কটকালে তোমার যন্ত্রণাভোগের অংশী হতে পারি, যাতে আমাদের দুর্বলতায় তোমার ত্রাণকারী ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে।

-হে জীবনদাতা, মৃত সকলকে স্মরণে রাখ। তোমার পুনরুত্থানের মহিমায় তাঁদেরও গ্রহণ কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি মৃত্যু বরণ করায় আমাদের মৃত্যু ধ্বংস করলেন এবং পুনরুত্থান করায় জীবনেই আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, আসুন, সেই বিশ্বত্রাতার কাছে মিনতি জানাই :

*হে খ্রিষ্ট, আমাদের পবিত্র করে তোল।*

-হে মুক্তিদাতা, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তপস্যার মধ্য দিয়ে তোমার যন্ত্রণাভোগের অংশী হয়ে তোমার পুনরুত্থানেরও সহভাগী হয়ে উঠতে পারি।

-দুঃখীর সান্ত্বনাদায়িনী তোমার মাতার সহায়তা আমাদের দান কর। কৃপা কর, আমরাও যেন সেই সান্ত্বনা ও সহায়তা অন্যদের দান করতে পারি।

-পরীক্ষা ও অসুবিধার সময়ে তোমার ভক্তদের তোমার যন্ত্রণাভোগে মিলিত কর। তাদের জীবনে তোমার পরিত্রাণের আলো উজ্জ্বলভাবেই প্রকাশিত হোক।

-সকল মৃতজনকে তোমার মহিমায় গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন একদিন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে আনন্দ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু, আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তজন সকলে যেন পাস্কা-উৎসব পালনের জন্য নিজেদের এমন ভাবে প্রস্তুত করে, যাতে দৈহিক তপস্যার ফলে সকলে আত্মায়ও

উপকৃত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মিনতি জানাই: পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-সাধনা দ্বারা আমাদের শুদ্ধ করে তুলে তুমি নিজেই আমাদের সকলকে অকপট অন্তরে আসন্ন পবিত্র পাস্কা-উৎসবে চালনা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনা থেকে সদাই বিরত থেকে আমরা যেন তোমার দিব্য নির্দেশবাণী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার দুর্বল সন্তানদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে তোমার ব্যবস্থা সত্যি অপরূপ। অনুনয় করি: সাক্রামেন্ত-ধারার নিরাময়কারী প্রভাব মনের আনন্দে গ্রহণ ক'রে আমরা যেন পুণ্য জীবনাচরণে তা প্রতিফলিত করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে প্রভু, মিনতি জানাই: তোমার জনগণের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা কর। দুর্বল মানুষ বলে আমরা যারা পাপের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, তোমার প্রসন্নতায় যেন সেই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮১

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মঙ্গলজনক এ সময়ে
প্রেমের বিকিরণ—

ব্যাধিগ্রস্ত বিশ্ব লাভে
দয়ার প্রতিকার।

খ্রিষ্টের জ্যোতির সঙ্গে আসে
পরিত্রাণের দিন—
পাপমগ্ন অন্তর অর্জে
তপস্যার শোধন।

দেহ-মনকে তুমি শোধন
কর গো ঈশ্বর;
চিরপাস্কা-পারে যেন
পৌঁছি নির্বিঘ্নে।

দয়াল ত্রিত্ব, বিশ্ব তোমার
করুক বন্দনা;
ক্ষমালাভে হয়ে নবীন
গাইব নবগীত। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৫৯, ১০৯, ৫৬

*প্র* যতক্ষণ আলো তোমাদের আছে, ততক্ষণ চলতে থাক,
*উ* পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

**১ম পাঠ:** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

*প্র* যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে,
*উ* তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

শ্রীখ্রিষ্ট, ধার্মিকতার উজ্জ্বল সূর্য,
মনের অন্ধকার হোক নিঃশেষিত,
পুণ্যেরই ফিরে আসে আলোক যেন,
তুমি যে বিশ্ব করলে পুনঃসৃজিত।

দিও গো তুমি মঙ্গলজনক সময়,
শেখাও গো, শেখাও তুমি হৃদয়বলি
মোদেরই অশ্রুজলে নির্মল করতে,
যেন সেই পুণ্য প্রেম অন্তরে গ্রহি।

তপস্যা সহন করার দিও গো ইচ্ছা,
অন্তরে কর সঞ্চার সংযমী শক্তি,
তোমারই মহাদানে লাভিব তবে
মোদের পাপরাশি হতে শাশ্বত মুক্তি।

আসিছে এমন দিবস—তোমারই দিবস,
সবকিছু উজ্জ্বল হবে নতুন বিভায়,
তেমন দিবসে করব আনন্দ উল্লাস,
সেই দিবস দ্বারা ফিরব তোমারই কৃপায়।

তোমাকে, ওগো দয়াল পরম ত্রিত্ব,
বন্দনা করুক নিখিল মানবসভা ;
দোষত্রুটির ক্ষমালাভে নবীন হয়ে
আনন্দের নবসঙ্গীত করব গান সদা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

**সাম** ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ **অথবা** গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ১:১৬-১৮)

তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।

### ৫ম সপ্তাহ (ইশা ৬৫:১খ-৩ক)

যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি, এই যে আমি আছি।' সারাদিন ধরে এমন এক বিদ্রোহী জাতির প্রতি হাত বাড়িয়েছি, যে জাতি কুপথেই চলে ও তার নিজের চিন্তাধারা পালন করে; যে জাতি, মুখের উপরেই, আমাকে অবিরত ক্ষুব্ধ করে তোলে।

## শ্লোক

*প্র* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* মিথ্যাবাদী জিহ্বা থেকে
*উ* তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* ব্যাধের ফাঁদ থেকে * তিনিই আমাকে উদ্ধার করবেন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : তোমাদের শত্রুদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : পিতা, * আমি স্বর্গের কাছে
আর তোমার সামনে পাপ করেছি;
আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : দূরে দাঁড়িয়ে * সেই কর-আদায়কারী চোখ নত করে
বুক চাপড়াচ্ছিল—
ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর,
আমি যে পাপী! গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : উনি * যেভাবে কথা বলেন,
কোনও মানুষ কখনও সেভাবে কথা বলেনি। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : যিশু * মৃত্যুবরণ করলেন,
যেন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সন্তানেরা
একজাতিতে একত্রিত হয়। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

বাপ্তিস্মের জল দ্বারা এবং আপন দেহ ও বাণী-ভোজ দ্বারা যিনি আমাদের নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর মহিমা ঘোষণা করি :

*হে প্রভু, আমাদের নবীভূত করে তোল।*

-হে কোমল ও বিনম্র হৃদয় যিশু, কোমলতা, বিনম্রতা ও সহিষ্ণুতা বসনে আমাদের পরিবৃত কর, আমরাও যেন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

-অভাবগ্রস্ত আর অসহায়ের কাছে প্রতিবেশী হতে আমাদের শেখাও, আমরা যেন উত্তমরূপেই তোমার অনুকরণ করতে পারি।

-তোমার মাতা ধন্যা কুমারী মারীয়া ধর্মব্রতী-ব্রতিনীদের জন্য প্রার্থনা করুন, তাঁরা যেন তোমার ও মণ্ডলীর প্রতি আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করতে পারেন।

-আমাদের উপর তোমার দয়া বর্ষণ কর, আমাদের সকল পাপ ক্ষমা কর, অনন্ত শাস্তি থেকে আমাদের মুক্ত কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা, আসুন, আমরা সেই খ্রিষ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর চরণে আমাদের যাচনা নিবেদন করি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-আমাদের দেহ-মন পাপমুক্ত ক'রে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে পাঠাও।

-আমাদের ভাইবোনদের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে আমাদের শেখাও। সারাদিন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য শক্তি দাও।

-কৃপা কর, আমরা যেন অনন্ত জীবনের খাদ্যের জন্য ক্ষুধা পাই। তোমার বাণী ও দেহ খাদ্যরূপে আমাদের দান কর।

-পাপীর আশ্রয় তোমার মা আমাদের পক্ষ সমর্থন করুন; তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তুমি তোমার করুণায় আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : এই তো তপস্যার দিন ! * এই তো ক্ষমা ও পরিত্রাণের দিন ! সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (প্রকাশ ৩:১৯-২০)

যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।

৫ম সপ্তাহ (১ যোহন ১:৮-৯)

আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি !—তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।

প্র আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর ;

উ আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : জীবনেশ্বর আমি, * বলছেন প্রভু, পাপীর মৃত্যুতে আমি প্রীত নই ;
বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে জীবন লাভে। সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম–৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৪৪:২১-২২)

স্মরণে রেখ, তুমি আমার দাস। আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস; ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না। আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত, তোমার যত পাপ কুয়াশার মত। আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।

### ৫ম সপ্তাহ (১ যোহন ২:১খ-২)

পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

*প্র* আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ ;
*উ* আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পরীক্ষার দিনে সহিষ্ণু হও! * ঈশ্বরের ন্যায়ই আমাদের অস্ত্র। সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম–৪র্থ সপ্তাহ (গা ৬:৭খ-৮)

ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

৫ম সপ্তাহ (১ যোহন ২:৮খ-১০)

অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান। যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে। নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।

*প্র* ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি;
*উ* ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

এসো, প্রার্থনা করি:

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সনাতন পিতা, আমাদের মন তোমার দিকে ফিরিয়ে আন। আমাদের পরমার্থ সেই তোমাকেই মাত্র সর্বদা অন্বেষণ ক'রে ও দয়াকর্মে নিয়োজিত থেকে আমরা যেন তোমার অবিরত প্রশংসায় রত থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে মর্তবাসী এ আমরা তোমার সমস্ত গৌরবময় প্রতিকারের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় সম্পদের অংশীদার হয়ে উঠেছি। অনুনয় করি: এই পার্থিব জীবনে আমাদের প্রতিপালন ক'রে সেই জ্যোতির্ময় আবাসে আমাদের চালনা কর

যেখানে তুমি নিজে বিরাজমান। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, এ চল্লিশাকাল আনন্দচিত্তে পালন করে আমরা তোমাকে অনুনয় করি: একাগ্রতার সঙ্গে পাস্কা-রহস্যাদি অনুধ্যান ক'রে আমরা যেন পুলকিত মনে তার শুভফল পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে দয়াবান প্রভু, তোমার সাহায্য ব্যতীত আমরা তোমার গ্রহণযোগ্য হতে পারি না। তাই অনুনয় করি: তুমি নিজেই আমাদের অন্তর তোমার দিকে আকর্ষণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, খ্রিষ্টে নবজন্ম গ্রহণ করেছে যারা, তাদের সকলকে নিয়ে তুমি এক মনোনীত জনগণ ও রাজকীয় যাজকত্ব গড়ে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: তুমি যা আদেশ কর, আমরা যেন তা বাসনা করে সার্থকও করে তুলতে পারি, এর ফলে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আহূত এ জনগণ যেন এক-বিশ্বাসে একপ্রাণ হয়, এক-ভক্তিতে শুভকর্মের সাধক হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পুণ্য সপ্তাহ

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি দিবসত্রয়

## প্রভুর যন্ত্রণাভোগ তালপত্র রবিবার

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

### ১ম সন্ধ্যারতি

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;

ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

**সাম** ১১১, ১১২, ১১৩, ৬৬, গীতিকা ১৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ১:১৮-২১)

প্রিয়জনেরা, তোমরা তো জান, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা

হয়েছে। তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

## শ্লোক

প্ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
উ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
প্ তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ;
উ ধন্য, তুমি ধন্য।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে আমাদের রাজা, * দাউদসন্তান, জগৎত্রাতা, প্রণাম!

তোমারই বিষয়ে নবীরা বলে গেছিলেন, তুমি আসবে পরিত্রাতারূপে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যন্ত্রণাভোগের আগে খ্রিষ্ট যেরুশালেমের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন, যেরুশালেম যে ঈশ্বরের পরিত্রাণ-লগ্ন চিনতে পারেনি। আসুন, অনুতাপ করে প্রভুর চরণে প্রণত হয়ে বলি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-মুরগি যেমন তার শাবকদের একত্রে সংগ্রহ করে, তেমনি তুমিও, প্রভু, যেরুশালেমের সন্তানদের নিজের কাছে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলে। সকলকে তোমার পরিত্রাণ-লগ্ন চিনতে সাহায্য কর।

-তোমার ভক্তরা তোমাকে ত্যাগ করলেও তুমি তাদের ত্যাগ করে একলা ছেড়ে যেয়ো না। আমাদের মন তোমার দিকে আকর্ষণ কর, তবেই তোমার কাছে ফিরে আসব।

-তোমার যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে তুমি জগৎকে অনুগ্রহ ও শান্তি দান করেছ। বাপ্তিস্মের দিনে পাওয়া পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারে জীবনযাপন করতে আমাদের সাহায্য কর।

-তোমার যন্ত্রণাভোগের পুণ্যফলে আমাদের আত্মত্যাগ করতে শেখাও, যেন তোমার পুনরুত্থান-উৎসব সানন্দে উদ্‌যাপন করতে পারি।

-তুমি এখন পিতার মহিমায় রাজত্ব করছ। যাঁরা আজ ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাঁদের তোমার কোলে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়
কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে !

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

**সাম** ২, ১৮, ৩

*প্র* মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর।

*উ* নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৪৫, ৮৯, ৭২

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর!

*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

**২য় পাঠ**

## ৩য় পর্ব

**ধুয়ো :** হাঁটু পেতে পড়ে * যিশু এই বলে প্রার্থনা করলেন :

পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে,
আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও,
তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

**জনগণের বিলাপ** (গীতিকা যেরে ১৪:১৭-২১)

*সময় হয়ে এসেছে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট : মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর* (মার্ক ১:১৫)।

আমার দু'চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে, বড় কঠিন আঘাতে!

আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে, দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে, দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।
নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?
সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?

আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম, †
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।

তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**নতুন হৃদয়, নতুন আত্মার দান** (গীতিকা এজে ৩৬:২৪-২৮)

*তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর'* (প্রকাশ ২১:৩)।

আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, †
সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব,
তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব।

তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে ; †
তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে,
তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব।

তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়,
তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা।
তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়,
মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব।

তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, †
আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব,
আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম,
তোমরা সেই দেশেই বাস করবে ;

তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**দুর্দশার সময়ে প্রার্থনা** (গীতিকা বিলাপ ৫:১-৭, ১৫-১৭, ১৯-২১)

*আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১০)।

আমাদের যা ঘটেছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড;
অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।
এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব-কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।
কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, †
তবেই আমরা আসব ফিরে;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হাঁটু পেতে পড়ে যিশু এই বলে প্রার্থনা করলেন :

পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে,
আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও,
তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

প্ব আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,

উ তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।

## সুসমাচার ঘোষণা : যোহন ৮:২১-৩০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।
মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব ;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : পর্ব উপলক্ষে * যেরুশালেমে আগত বিপুল জনতা
প্রভুকে বরণ করতে গিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল,
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য !
ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না ! সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হিব্রু শিশুদল
পথের উপর নিজ গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলত,
দাউদসন্তানের হোশান্না !
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য ! সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * আমার সহায় ;
আমাকে লজ্জিত হতে হবে না। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : স্বর্গদূত * ও বালকদের সঙ্গে,
এসো, আমাদের বিশ্বাস মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি ;
এসো, মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্টের উদ্দেশে চিৎকার করে বলি,
ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না ! গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : সকলে * তোমার নামের প্রশংসা করে বলে,
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য ! ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না ! সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ৯:৯)

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।

## শ্লোক

*প্র* হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

*উ* হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

*প্র* প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে,

*উ* তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তালপত্র হাতে করে,

এসো, আসন্ন প্রভুর চরণে প্রণত হই;

স্তব-স্তুতিগানে, এসো, সকলে তাঁর দিকে ছুটে যাই।

এসো, তাঁর মহিমাকীর্তন করে বলি : ধন্য প্রভু! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

হে পিতার একমাত্র পুত্র, হে ঐশপ্রজ্ঞা, তুমি ধন্য! স্বর্গ তোমার সিংহাসন, পৃথিবী তোমার পাদপীঠ। এদিনে তুমি গাধার পিঠে চড়ে যেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলে। ইহুদী ছেলেমেয়েরা তখন তোমার মহিমাকীর্তন করতে করতে বলে উঠল :

*যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।*

-হে মুক্তিদাতা, আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তমণ্ডলীও যেন নবীর সঙ্গে ঘোষণা করতে পারে : 'দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, কত বিনম্র তিনি!'

-হে ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টরাজ, তোমাকে উদ্দেশ করে ইহুদী জনতা গান করছিল 'হোশান্না'। আমরাও স্তুতিগান করে তোমাকে গ্রহণ করতে চাই।

-ইহুদী জনগণ যখন তোমার স্তুতিগান করছিল, তুমি তখন যন্ত্রণাভোগের মুখে যাচ্ছিলে। এখন যে আমরা সানন্দে তোমার প্রশংসাগান করি, তুমি তো স্বর্গীয় মহিমায় রাজত্ব কর।

-তুমি সেদিন ইহুদীদের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিলে। হে করুণার রাজা, আমাদেরও ভক্তিনিবেদন প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পাস্কাপর্বের আগে *  তাঁর সেই ক্ষণ এসে গেছে জানতেন বলে
যিশু তাঁর আপনজনদের চূড়ান্ত ভালবাসায় ভালবাসলেন। সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৪:১০-১১)

আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

প্র অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন ;
উ তবু খুললেন না মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

উল্লাস কর, ভক্তবৃন্দ,
ত্রাণেই কর গর্ব :
জগৎত্রাতা চূর্ণ করলেন
মৃত্যুপতির দর্প।

খেজুরপাতা হাতে করে
মেতে ওঠে সবে ;
'দাউদসন্তানের হোশান্না'
চিৎকার করে বলে।

মোরা, এসো, ছুটে চলি
অধিপতির পন্থে ;
তাঁর মহিমা করি প্রচার
হর্ষধ্বনির কণ্ঠে।

তাঁরই দান গ্রহণ করে
হয়ে উঠব পুণ্য ;
সর্বকালে সর্বস্থানে
তাঁকে বলব ধন্য।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বর,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা,
ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা যেমন আমাকে জানেন, * তেমনি আমি পিতাকে জানি ;
আমার মেষপালের জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

℣ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
℟ বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আমার কাছে * জীবন খ্রিষ্ট ; এবং মৃত্যু লাভ ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশই আমার গৌরব ! সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:১০-১১)

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

*প্র* এসো, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই ;
*উ* আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন প্রণাম করি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

**সাম** ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, গীতিকা ১৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৩:২৬-৩০ক)

ভাই সকল, পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। কেননা যেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি শাব্বাৎ দিনে নবীদের যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন।

**শ্লোক**

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ;

℟ ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: শাস্ত্রে লেখা আছে: * 'আমি পালককে আঘাত করব,
তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।'
কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর আমি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাব:
সেইখানে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যন্ত্রণাভোগ করার জন্য এবং ঐশমহিমায় উন্নীত হবার জন্য এদিনে যেরুশালেমে গিয়েছিলেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতা খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে বিশ্বরাজ, তোমার গৌরব হোক।*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তপস্যার মধ্য দিয়ে তোমার যন্ত্রণাভোগে অংশী হয়ে আমরা যেন তোমার পুনরুত্থানের মহিমাও লাভ করতে পারি।

-দীনদুঃখীর সান্ত্বনাদায়িনী তোমার মা আমাদের উপর দৃষ্টি রাখুন। শক্তি দাও, আমরাও যেন অবহেলিত মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারি।

-যাদের ক্ষতি করেছি, যাদের অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তুমি তাদের যত্ন নাও। তোমার যন্ত্রণাভোগ গুণে আমরা যেন সকলকে ভালবাসতে পারি।

-তুমি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই বিনম্রতা স্বীকার করেছ। আমাদের অন্তরেও বাধ্যতা, বিনম্রতা ও সহিষ্ণুতা সঞ্চার কর।

-মৃত সকলকে তোমার ঐশমহিমার অংশীদার করে তোল। আমাদেরও একদিন সৎসঙ্গে সানন্দে অংশ নিতে দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতি যেন অনুকরণের জন্য নম্রতার একটি আদর্শ পেতে পারে, সেজন্যে তুমি চেয়েছিলে, আমাদের ত্রাণকর্তা মানবদেহ ধারণ ক'রে ক্রুশ-মৃত্যু বরণ করবেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি অন্তরে বরণ ক'রে আমরা যেন তাঁর পুনরুত্থানেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পুণ্য সপ্তাহ—সোমবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৯

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়

কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে!

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;

তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১, ১০৪, ৭১

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর;
*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৯৪, ১০৫, ৮২

*প্র* আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
*উ* তখন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করব।

**২য় পাঠ**

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

**বিদায়**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।

মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : অপমান ও থুথু থেকে
আমি মুখ ঢেকে রাখিনি। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : যারা * আমার পালকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত করে,
তাদের উপর খড়্গ উঁচু করব—বলছেন প্রভু। সাম ৬৩

৩য় ধুয়ো : আমার মূল্য * ধার্য করা হয়েছিল ত্রিশটা রুপোর টাকা,
এই মূল্যেই তারা ধার্য করেছিল আমায়। সাম ৮০

৪র্থ ধুয়ো : জলরাশি * বয়ে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে।
তখন আমি বললাম : আমি মৃত্যুমুখী।
আমি করব তোমার নাম,
হে প্রভু পরমেশ্বর। গীতিকা ৪

৫ম ধুয়ো : চেয়ে দেখ, প্রভু,
বিদ্রোহীদের ঠোঁট, ওদের মতলব। সাম ৩০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ১১:১৯-২০)

আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল : 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।' কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক; তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক। আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ! কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

## শ্লোক

প্র হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্র প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে,
উ তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধর্মময় পিতা,

জগৎ তোমাকে জানেনি,

কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি,

কারণ তুমিই প্রেরণ করেছ আমায়। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

সারাবিশ্বে আজ যাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা স্মরণ করা হচ্ছে, সকল খ্রিষ্টভক্তদের সঙ্গে এক হয়ে, আসুন, সেই প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু।*

-হে বিশ্বরাজ, ত্রিশ টাকার বিনিময়েই তোমাকে বিক্রি করা হয়েছিল। সুবুদ্ধি দাও, যেন তোমার চেয়ে অন্য কিছুতেই কখনও প্রীত না হই।

-গেথসেমানি বাগানে তুমি দুঃখে উদ্বেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলে। সাহায্য কর, দুঃখ ও মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সময় আমরা যেন তোমার উপর নির্ভর করে তোমার মত সহিষ্ণু হতে পারি।

-তুমি পুণ্যের দর্পণ হলেও মানুষ তোমাকে নিপীড়ন করেছিল, দণ্ডিতও করেছিল। যারা আসলে দণ্ডনীয়, এই আমাদের তুমি ক্ষমা কর।

-তোমাকে দস্যুদের সঙ্গেই ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তোমার মুক্তির গৌরব যেন সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পাস্কাপর্বের আগে * তাঁর সেই ক্ষণ এসে গেছে জানতেন বলে
যিশু তাঁর আপনজনদের চূড়ান্ত ভালবাসায় ভালবাসলেন। সাম ১১৯ [৫-৮]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এজে ৩৩:১০, ১১ক)

আমাদের যত অন্যায়, যত পাপের ভার আমাদের উপরেই রয়েছে, ফলে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি! কী করে বাঁচব? আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।

প্র অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন;
উ তবু খুললেন না মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা যেমন আমাকে জানেন, * তেমনি আমি পিতাকে জানি ;
আমার মেষপালের জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। সাম ২৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ১৮:২০খ)

মনে রেখ, তাদের উপর থেকে তোমার ক্রোধ দূর করার জন্য আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে কথা বলতাম।

প্র তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
উ বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আমার কাছে * জীবন খ্রিষ্ট ; এবং মৃত্যু লাভ ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশই আমার গৌরব ! সাম ১১, ১২, ১৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:২, ৩খ-৪ক)

প্রভু একথা বলছেন : 'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে ; ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি। আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।'

*প্র* এসো, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই ;
*উ* আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন প্রণাম করি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

**সাম** ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৫:৮-৯)

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।

**শ্লোক**

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*প্র* তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ;
*উ* ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি ; * ধন্য, তুমি ধন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মোশি * যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন,
মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে,
যে কেউ বিশ্বাস করে,
সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ক্রুশ থেকে নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার ক্রুশেই আমাদের আশা।*

-সেই ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তুমি মনে করেছিলে, তুমি মানবকুল থেকে বিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত। যারা দুর্দশাগ্রস্ত ও বেদনাপীড়িত হয়ে তোমাকে ডাকে, তারা যেন তোমার ভালবাসা অনুভব করে।

-তোমার মৃত্যুকালে সারা পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আশীর্বাদ কর, মানবজাতি যেন বুঝতে পারে যে তোমার আলো ছাড়া সবকিছুই অন্ধকার।

-তোমার মৃত্যুর ফলে হিংসা ও বিচ্ছেদের যত প্রাচীর পড়ে গেল। সকল মানুষ যেন দেখতে পায় যে শুধু তোমার বাণী পালনেই প্রকৃত শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব অর্জন করা যায়।

-তোমার মৃত্যুতে বিশ্বের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তুমি নিজেই চরম মুক্তি ও নবীকরণের পথে মানবজাতিকে চালিত কর।

-সকলকে তোমার বুকে টেনে আনবার জন্য হাত প্রসারিত করেই তুমি প্রাণ ত্যাগ করেছ। আমাদের যে সকল ভাইবোন মৃত্যু বরণ করেছেন, তোমার অমৃতলোকে তাঁদের গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, স্বভাবে দুর্বল বলে আমরা যখন পাপে পতিত হই, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের যন্ত্রণাভোগের গুণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পুণ্য সপ্তাহ—মঙ্গলবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৬৭

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়

কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে!

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;

তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৬, ১০৭, ৭

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর;
*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

*প্র* আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
*উ* তখন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করব।

**২য় পাঠ**

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

**বিদায়**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।

মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : আমার দিকে তাকাও, প্রভু, * দেখ কী যন্ত্রণা আমার;
শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও। সাম ৯৮

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * আমার সুবিচার কর;
ছলনা ও শঠতার মানুষের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও। সাম ৯০

৩য় ধুয়ো : সঙ্কটে পড়ে * পাতালের বুক থেকে আমি
প্রভুকে চিৎকার করে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়। সাম ৬৫

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু, * আমার কী দুর্দশা! আমাকে নিরাপদে রাখ।
আমি তো জানি না, আমার শত্রুদের কি বলতে হয়। গীতিকা ৬

৫ম ধুয়ো : দুর্জনেরা বলছিল : * এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি,
কেননা সে আমাদের কাজের বিরোধী। সাম ১৪৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ১২:১০-১১ক)

আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব : তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। সেদিন যেরুশালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ।

## শ্লোক

প্ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে,
উ তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পিতা, * জগৎ হবার আগে
তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল,

তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে
আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

দু'দিন পরে হবে পাস্কাপর্ব—আজ একথা বলে যিশু আপন শিষ্যদের কাছে আপন যন্ত্রণাভোগের কথা নির্দেশ করেছিলেন, এবং এই সত্যও নির্দেশ করেছিলেন যে, তিনি নিজেই হবেন আমাদের পাপ হরণের জন্য বলীকৃত প্রকৃত পাস্কা-মেষশাবক। আসুন, ভক্তিভরে তাঁকে ডাকি:

*হে পাস্কা-মেষশাবক, তোমার রক্তই আমাদের মুক্তিমূল্য।*

-হে দয়াময় সদ্‌গুরু, পিতর তোমাকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন। রক্ষা কর, আমরা যেন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকি।

-তুমি তো জান, আত্মা প্রস্তুত কিন্তু দেহ দুর্বল। আমরা যেন প্রলোভনে না পড়ি, তেমন প্রার্থনা ও সতর্কতা আমাদের শেখাও।

-পিতা তোমার আত্মবলিদান চাইলেই তুমি তাঁর ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলে। সহায়তা কর, আমরাও যেন সবসময় সবকিছুতেই পরম পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

-হে ত্রাণেশ্বর, হে বিশ্ববিচারক, তুমি মানুষ দ্বারাই বিচারাধীন হয়েছিলে! জ্ঞান ও সৎসাহস দান কর, আমরা যেন তোমার উপযুক্ত সাক্ষ্য দান করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পাস্কাপর্বের আগে * তাঁর সেই ক্ষণ এসে গেছে জানতেন বলে
যিশু তাঁর আপনজনদের চূড়ান্ত ভালবাসায় ভালবাসলেন। সাম ১১৯ [৯-১২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:১৮-১৯)

যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।

*প্র* অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন;
*উ* তবু খুললেন না মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা যেমন আমাকে জানেন, * তেমনি আমি পিতাকে জানি ;
আমার মেষপালের জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। সাম ৪২ ৪৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:২২-২৪)

ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর ; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

℣ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
℟ বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আমার কাছে * জীবন খ্রিষ্ট ; এবং মৃত্যু লাভ ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশই আমার গৌরব ! সাম ৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:২৫, ২৭ক)

যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য।

*প্র* এসো, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই ;
*উ* আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন প্রণাম করি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

**সাম** ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১:২৭খ-৩০)

জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।

**শ্লোক**

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ;

℟ ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আমার প্রাণ * বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে;
আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি অপমানের চিহ্ন সেই ক্রুশকে গৌরবেরই সিংহাসনে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁর সেই ক্রুশে আশা রেখে, আসুন, প্রার্থনা করি:

*হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি, তোমাকে বলি ধন্য।*

-গলগথার পথে অনেক স্ত্রীলোক তোমার জন্য হায় হায় করতে করতে তোমার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। অত্যাচারিত, সমাজচ্যুত, দুঃখপীড়িত যত মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাতেই আমরা যেন তোমার সাহায্যে তোমার যন্ত্রণাভোগের অংশী হতে পারি।

-তোমার নিজের কয়েকজন সহধর্মীই তোমাকে নির্যাতকদের হাতে তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। কৃপা কর, মণ্ডলীতে সকলে যেন আনন্দপূর্ণ সহযোগিতা ও পারস্পরিক ভালবাসা দেখিয়েই তোমার রাজ্যের আগমনের জন্য ব্যস্ত থাকে।

-তুমি ক্রুশে থাকতে পথচারীরা তোমাকে ঠাট্টা করছিল, অপমান করছিল—তারা তো জানত না তুমি তাদেরই পরিত্রাণের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করছিলে। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের কাছে ব্যক্ত কর তাদের প্রতি তোমার অসীম প্রেম।

-ক্রুশের উপর তোমার তীব্র যন্ত্রণাকালে অনেকে হাসি-তামাশা করে তোমাকে বলছিল, ক্রুশ থেকে নেমে এসো। সকলকে দেখাও তোমার আত্মোৎসর্গের মুক্তিদায়ী প্রভাব।

-তোমার মৃত্যুক্ষণে যত সমাধিগুহার মুখ খুলে গেল। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের জন্য অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার খুলে দাও।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্যাদি আমরা যেন এমন ভক্তির সঙ্গে পালন করি, যার ফলে তোমার ক্ষমার মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পুণ্য সপ্তাহ—বুধবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৪৬

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়

কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে!

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;

তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১৫, ৭৮

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর;
*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

*প্র* আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
*উ* তখন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করব।

**২য় পাঠ**

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

**বিদায়**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।

মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, * রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন। সাম ৯৭

২য় ধুয়ো : আমি * কত অপবাদ, কত ভয়-ভীতি সহ্য করেছি:
কিন্তু মহাযোদ্ধারূপে প্রভুই আমার সহায়। সাম ৩৬

৩য় ধুয়ো : যারা * অকারণেই আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
তারা নেমে যাবে পৃথিবীর তলদেশে। সাম ৫৭

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু, * আমার অমঙ্গলের কথা শুনেছে আমার সকল শত্রু ;
ওরা আনন্দিত, কেননা তুমি নিজেই করেছ এসব কিছু। গীতিকা ৮

৫ম ধুয়ো : প্রভু, * সকল জাতির উপর ত্রাণকর্তারূপে উন্নীত হও ;
প্রেমের বন্ধনেই তাদের আবদ্ধ কর। সাম ১৪৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫০:৫-৭)

প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন ; আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি। যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ, যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম ; অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি। প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন, এজন্যই আমি বিহ্বল হই না, এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ। আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।

## শ্লোক

প্ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে,
উ তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বিশ্বাসঘাতক * এ সঙ্কেত দিয়ে বলেছিল :
আমি যাকে চুম্বন করব, লোকটি সে-ই ! তোমরা তাকে ধর ! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে মিলিত হয়ে, আসুন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার পাস্কার শুভফল আমাদের দান কর।*

-তুমি ক্রুশের অপমান গ্রহণ করেছিলে। আমাদের দান কর তোমার পুনরুত্থানের গৌরব।

-তোমার বন্ধুদের একজনই তোমাকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তোমার ভক্তদের রক্ষা কর।

-জৈতুন পর্বতে তুমি প্রার্থনা করেছিলে, পিতা যেন যন্ত্রণার পানপাত্র থেকে তোমাকে রেহাই দেন। আশীর্বাদ কর, কোন দুঃখবেদনা যেন আমাদের ভরসা ও প্রার্থনা কখনও নিঃশেষিত না করে।

-যে জনগণের প্রতি তুমি এত ভালবাসা দেখিয়েছিলে, তারা নাকি বলল, তার রক্ত আমাদের উপর নেমে পড়ুক! সেই রক্ত আমাদের ও সকল মানুষকে শুচিশুদ্ধ ও পরিত্রাণধন্য করুক।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পাস্কাপর্বের আগে * তাঁর সেই ক্ষণ এসে গেছে জানতেন বলে
যিশু তাঁর আপনজনদের চূড়ান্ত ভালবাসায় ভালবাসলেন। সাম ১১৯ [১৩-১৬]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ২:৪-৬)

আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন।

*প্র* অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন;
*উ* তবু খুললেন না মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা যেমন আমাকে জানেন, * তেমনি আমি পিতাকে জানি ;
আমার মেষপালের জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। সাম ৪৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৫:৩)

খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি ; বরং যেমন লেখা আছে : 'যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে।'

প্র তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
উ বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর : তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আমার কাছে * জীবন খ্রিষ্ট ; এবং মৃত্যু লাভ ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশই আমার গৌরব ! সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৯:২৮)

বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিষ্ট কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

*প্র* এসো, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই ;
*উ* আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন প্রণাম করি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর : তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

**সাম** ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:৩২–৫:২)

পরস্পরের প্রতি তোমরা উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন। অতএব প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

**শ্লোক**

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি; * ধন্য, তুমি ধন্য।
*প্র* তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ;
*উ* ধন্য, তুমি ধন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি ; * ধন্য, তুমি ধন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গুরু বলে পাঠিয়েছেন,

‘আমার সময় এসে গেছে ;

তোমারই বাড়িতে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে

পাস্কা পালন করব।’ গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

গলগথার আলোই জগৎসংসারের অন্ধকার উদ্ভাসিত করে। আসুন, প্রার্থনা করি, আমাদের চোখ যেন সবসময় সেই আলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে :

*তোমার ক্রুশ-মাহাত্ম্যগুণে, প্রভু, আমাদের উদ্ভাসিত কর।*

-হে প্রভু, তোমার বিরুদ্ধে অনেকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছিল। খ্রিষ্টভক্তদের আচরণ যেন কখনও তোমার বাণীর প্রভা অন্ধকারময় না করে।

-কিরেনের একজন লোক তোমার ক্রুশের ভার বহন করায় তোমার প্রতি তার এ সহভাগিতার জন্য ধন্য হয়েছে। কৃপা কর, দুঃখভোগের সময়ে আমরাও যেন অনুভব করতে পারি, আমরা তোমার যন্ত্রণাভোগের সহভাগী।

-তোমার মৃত্যুর পরে প্রকৃতি নানা ভাবে তোমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল ; ফলে সেই শতপতি তোমাকে ঈশ্বরপুত্র বলে স্বীকার করেছিল। আজকালের মানুষের মন উদ্বুদ্ধ কর, তারা যেন সৃষ্টিকাজে তোমার প্রেমের চিহ্ন দেখতে পায়।

-তোমার বিদীর্ণ বুক থেকে তুমি পরিত্রাণের বাহক সেই মণ্ডলীর জন্ম দিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর, তোমার এ ভক্তমণ্ডলী যেন মানুষের পক্ষে তোমার সঙ্গে ও পরস্পরের মধ্যে মিলনের সাক্রামেন্ত হতে পারে।

-মৃত্যুবরণ করায় তুমি মৃত্যুর প্রভাব ধ্বংস করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবময় পুনরুত্থানের অংশীদার করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য তোমার পুত্র ক্রুশ-যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দেবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার সেবক এই আমরা যেন পুনরুত্থানের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পুণ্য সপ্তাহ—বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৪

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু মোদের জন্য পরীক্ষিত হয়েছেন, যন্ত্রণাভোগ করেছেন,
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : আজ প্রভুর কণ্ঠস্বর শোন :
হৃদয় কঠিন করো না।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়

কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে!

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;

তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

*প্র* আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর;
*উ* আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।

### ১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

*প্র* আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
*উ* তখন নিজের কাছে সকলকে আকর্ষণ করব।

### ২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবেসেই আমরা ধর্মময়তা লাভ করি। অনুনয় করি তোমায়: তোমার দিব্য অনুগ্রহধারা আমাদের অন্তরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ কর। তোমার পুত্রের মৃত্যুর ফলে আমাদের যা পাবার আশা, তুমি তা পূরণ কর— আমাদের কর তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।

মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময়,
তোমার বিচারে তুমি ত্রুটিহীন। সাম ৪৭

২য় ধুয়ো : প্রভু * ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
তবু খুললেন না মুখ। সাম ৭৬

৩য় ধুয়ো : আমার মধ্যে * আমার হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ,
আমার হাড়গুলি কম্পান্বিত। সাম ৫

৪র্থ ধুয়ো : তোমার অনুগ্রহগুণে * ও তোমার পবিত্র ভোজের অন্নদানে, প্রভু,
তুমি হলে আমাদের নির্ভর। গীতিকা ১০

৫ম ধুয়ো : তাঁকে * উৎসর্গ করা হয়েছে কারণ তিনি নিজেই তা চাইলেন।
আমাদের পাপরাশি তিনি তুলে বহন করলেন। সাম ১৪৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ২:৯খ-১০)

যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন। যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

## শ্লোক

প্ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে,
উ তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ * তোমার আপন রক্তমূল্য দিয়ে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * একান্তই বাসনা করেছি,
আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এ পাস্কাভোজে বসব। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পিতা দ্বারা পবিত্র আত্মার অভিষেক-তেলে অভিষিক্ত হয়েছেন যেন মানবজাতি স্বর্গীয় ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে, আসুন, ভক্তিভরে সেই চিরকালীন মহাযাজকের স্তুতিবাদ করি :

*হে প্রভু, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।*

-বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তুমি মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিত করেছ।

-দৃঢ়ীকরণের আত্মিক তৈলাভিষেকের মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের তোমার রাজকীয় যাজকীয় ও নবীয় মর্যাদার সহভাগী করেছ।

-তুমি তো আনন্দ, শান্তি ও পরিত্রাণের তেলে আমাদের তৈলাভিষিক্ত কর।

-পবিত্র আত্মার ঐশ্বর্যে আমাদের পরিপূর্ণ করার জন্য তুমি তো সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখতে এসো।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবেসেই আমরা ধর্মময়তা লাভ করি। অনুনয় করি তোমায় : তোমার দিব্য অনুগ্রহধারা আমাদের অন্তরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ কর। তোমার পুত্রের মৃত্যুর ফলে আমাদের যা পাবার আশা, তুমি তা পূরণ কর—আমাদের কর তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঈশ্বর-বিশ্বাস মোদের জীবন,
আশা মোদের প্রাণ,
ভক্তি দিব্য অনুগ্রহ:
খ্রিষ্টের জয় হোক!

তৃতীয় ঘণ্টায় বলি হতে
যিনি চালিত,
তিনি বহন ক'রে সেই ক্রুশ
মেষদের করলেন ত্রাণ।

তবে এসো, নত শিরে
যাচনা করি হে,
শত্রু থেকে যখন মুক্ত,
ধ্বংসি যেন পাপ।

পিতা ও পুত্র ও পরমাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পাস্কাপর্বের আগে *  তাঁর সেই ক্ষণ এসে গেছে জানতেন বলে
যিশু তাঁর আপনজনদের চূড়ান্ত ভালবাসায় ভালবাসলেন। সাম ১১৯ [১৭-১৯]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৪:১৪-১৫)

যেহেতু আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন—সেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি। কেননা আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন।

℣ অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন ;
℟ তবু খুললেন না মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবেসেই আমরা ধর্মময়তা লাভ করি। অনুনয় করি তোমায় : তোমার দিব্য অনুগ্রহধারা আমাদের অন্তরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ কর। তোমার পুত্রের মৃত্যুর ফলে আমাদের যা পাবার আশা, তুমি তা পূরণ কর—আমাদের কর তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

দ্বিপ্রহরে দয়াল যিশুর
তৃষ্ণা পেল রে ;
দ্বিপ্রহরে ন্যায়ের জন্য
হব তৃষাতুর।

তেমন তৃষ্ণা কেমন করে
করব নিবারণ?
পাপের প্রতি আন্তর ঘৃণা,
পুণ্যের বাসনা।

পরমাত্মা মোদের করুন
অনুপ্রাণিত ;
দেহের উত্তাপ করুন শীতল,
উষ্ণ করুন প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা যেমন আমাকে জানেন, * তেমনি আমি পিতাকে জানি ;
আমার মেষপালের জন্য আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। সাম ৫৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৭: ২৬-২৭)

তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন।

প্র তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
উ বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবেসেই আমরা ধর্মময়তা লাভ করি। অনুনয় করি তোমায় : তোমার দিব্য অনুগ্রহধারা আমাদের অন্তরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ কর। তোমার পুত্রের মৃত্যুর ফলে আমাদের যা পাবার আশা, তুমি তা পূরণ কর— আমাদের কর তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

এসো, খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন
স্মরণ করি হে,
প্রদান করে পাপের ক্ষমা
যিশুর পুণ্য নাম।

নিজের পাপ ক'রে স্বীকার
দস্যু পেল ত্রাণ ;
ভক্তির অর্ঘ্য অর্জন করুক
খ্রিষ্টের ক্ষমাদান।

ক্রুশের দ্বারা মৃত্যু লুপ্ত—
আলোর উদ্ভাস হে,
মোদের পাপও হোক ধ্বংসিত,
জ্বলুক শুভ্র প্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
এসো, করি স্তব—
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
কর পরিত্রাণ। (৮ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আমার কাছে * জীবন খ্রিষ্ট ; এবং মৃত্যু লাভ ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশই আমার গৌরব ! সাম ১৩২, ১৩৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৯:১১-১২)

খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয় —ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।

*প্র* এসো, ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই ;
*উ* আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন প্রণাম করি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমাকে ভালবেসেই আমরা ধর্মময়তা লাভ করি। অনুনয় করি তোমায় : তোমার দিব্য অনুগ্রহধারা আমাদের অন্তরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ কর। তোমার পুত্রের মৃত্যুর ফলে আমাদের যা পাবার আশা, তুমি তা পূরণ কর— আমাদের কর তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# পবিত্র পাস্কা দিবসত্রয়

পুণ্য শুক্রবার পুণ্য শনিবার

## প্রভুর ভোজ বৃহস্পতিবার

### সন্ধ্যারতি

তাঁদেরই জন্য ব্যবহারযোগ্য যাঁরা সান্ধ্য মিসায় অংশ দেন না।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

প্রভুর মৃত্যুর ওগো স্মৃতি,
মোদের জীবন-রুটি,
তোমায় যেন খেয়ে বাঁচি,
তব স্বাদে উল্লাসি।

দয়ার সাগর, ওগো যিশু,
কৃপা কর দান:
তব রক্তে কর তুমি
শুচি মোদের প্রাণ।

গৌরবধামে তব মুখের
দর্শন পাব যখন,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও

স্তুতি গাইব তখন। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। সাম ১১৬ খ

২য় ধুয়ো : আমি * ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধেরই পক্ষে। সাম ১২০

৩য় ধুয়ো : হিংসাপন্থী * মানুষের হাত থেকে, প্রভু,
আমাকে নিরাপদে রাখ। সাম ১৪০

৪র্থ ধুয়ো : আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে * আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর। সাম ১৪১

৫ম ধুয়ো : হে আমার আপন জাতি, * কী করেছি তোমায়?
বল, কী করে দুঃখ দিয়েছি তোমায়? গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১৩:১২-১৫)

নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যিশু নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। কেননা এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা। অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।

শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয় :

ধুয়ো : খ্রিষ্ট আমাদের জন্য
মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : অন্তিম ভোজ চলছে,
এমন সময় যিশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে

‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ ক’রে
রুটি ছিঁড়ে তা শিষ্যদের দিলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যে রাত্রিতে আমাদের ত্রাণকর্তাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই রাত্রিতে অন্তিম ভোজ সমাধা করে তিনি আপন মণ্ডলীর হাতে তাঁর আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের এমন স্মারক যজ্ঞানুষ্ঠান সম্প্রদান করেছিলেন, সে যেন তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত চিরকালের মত সেই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। এ মহা ঐশসত্যের আলোতে, আসুন, খ্রিষ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করি:

*তোমার রক্তমূল্যে যাদের মুক্ত করেছ, প্রভু,*
*তোমার সেই জনগণকে পবিত্র করে তোল।*

-তুমি মণ্ডলীকে তোমার আপন যাজকীয় মর্যাদার সহভাগী করেছ। স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করতে গিয়ে মণ্ডলী যেন সবসময় অনুভব করে, সে তোমার সঙ্গে মিলিত।

-তুমি তো বিমুক্ত জনগণকে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ জীবনরুটি দান কর। তোমার ভক্তজন যেন সর্বদা তোমার জন্য ক্ষুধিত হয়।

-তুমি তো আমাদের হাতে তোমার রক্তে সাধিত সন্ধির পানপাত্র তুলে দাও। সকলে যেন সানন্দে পরিত্রাণের এ উৎসধারা থেকে পান করে।

-তুমি আমাদের কাছে এক নতুন আজ্ঞা রেখে গেছ। মানবজাতি যেন ভালবাসার সৃষ্টিশক্তির অভিজ্ঞতা করে।

-ঐশরাজ্যে চরম পাস্কার পূর্বচিহ্ন স্বরূপ তুমি শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কা-ভোজে বসেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের সঙ্গে আমাদেরও সেই সনাতন ভোজে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার গৌরবার্থে ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তুমি তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টকে চিরকালীন মহাযাজক রূপে নিযুক্ত করেছ। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা তাঁর রক্তমূল্যে তোমার আপন জনগণ হয়ে উঠেছি, তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে

যেন তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী শক্তি আমাদের জীবনে উপলব্ধি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভুর যন্ত্রণাভোগ শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি আপন রক্তমূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন,

এসো, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

মুখ আমার, মহাসংগ্রামের
কর তুমি স্তব ;
বল তুমি ক্রুশের জয়
কী মহাগৌরব—
বলীকৃত জগৎত্রাতা,
দেখ, জিতলেন যে !

সেই ফল খেল আদিপুরুষ—
মৃত্যুর এল শাপ।
বিশ্বস্রষ্টা করলেন দুঃখ—
মুক্তির আবির্ভাব;
তিনি চাইলেন, বৃক্ষের শাপকে
বৃক্ষই করবে নাশ।

মোদের ত্রাণের জন্য এটি
হল তাঁরই ভাব—
নিজেই পড়ুক নিজের ফাঁদে
সেই শয়তান;
শত্রুর যেটা ছিল অস্ত্র
সেটাই প্রতিকার।

কাল পূর্ণ হল যখন
তখন হল কী—
পিতা হতে বিশ্বস্রষ্টা
বিশ্বে এলেন যে,
এমন গর্ভে যা অক্ষুণ্ন
মানুষ হলেন হে।

পিতার, এসো, করি স্তুতি,
পুত্রের জয়রব,
পবিত্রাত্মার জয়ধ্বনি,
ধন্য ত্রিত্ব হে;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজা সকল। সাম ২

২য় ধুয়ো : যারা * আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট,
তারা ফাঁদ ফেলে। সাম ৩৮

৩য় ধুয়ো : উদ্ধত লোক * আমার বিরুদ্ধে উঠছে,
হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে। সাম ৫৪

প্র ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে,
উ আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : আক্রমণকারীদের হাত থেকে, * আমাকে নিরাপদে রাখ, প্রভু,
ওরা যে আমার প্রাণ নেবার জন্য ওত পেতে আছে! সাম ৫৯

২য় ধুয়ো : প্রিয়জন ও বন্ধুকে * তুমি আমা থেকে সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
অন্ধকার একমাত্র সঙ্গী আমার। সাম ৮৮

৩য় ধুয়ো : যখন * তুমি বিচার করতে উত্থিত হও, পরমেশ্বর,
তখন ভয়ে মর্ত হয়ে পড়ে নিশ্চুপ। সাম ৭৬

প্র মিথ্যাসাক্ষীর দল আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াল ;
উ মিথ্যা নিজেকেই প্রতারণা করল।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সৈন্যের বর্শার আঘাতে * ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর বুকের পাশ খুলে গেল ;
সেখান থেকে বেরিয়ে এল আমাদের মুক্তিমূল্যের রক্ত আর জল।

## জনগণের বিলাপ (গীতিকা যেরে ১৪:১৭-২১)

*সময় হয়ে এসেছে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট: মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর* (মার্ক ১:১৫)।

আমার দু'চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে, বড় কঠিন আঘাতে!

আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে, দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে, দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।
নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?
সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?

আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম, †
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।

তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নতুন হৃদয়, নতুন আত্মার দান (গীতিকা  এজে ৩৬:২৪-২৮)

*তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর'* (প্রকাশ ২১:৩)।

আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, †
সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব,
তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব।
তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; †
তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে,
তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব।

তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়,
তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা।
তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়,
মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব।

তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, †
আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব,
আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম,
তোমরা সেই দেশেই বাস করবে;

তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## দুর্দশার সময়ে প্রার্থনা (গীতিকা  বিলাপ ৫:১-৭, ১৫-১৭, ১৯-২১)

*আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১০)।

আমাদের যা ঘটেছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড;
অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।
এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব-কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।
কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, †
তবেই আমরা আসব ফিরে ;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সৈন্যের বর্শার আঘাতে ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর বুকের পাশ খুলে গেল ;
সেখান থেকে বেরিয়ে এল আমাদের মুক্তিমূল্যের রক্ত আর জল।

℣ সহানুভূতি আশা করেছি—পাইনি কিছু ;
℟ কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম—পাইনি কাউকে।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : মথি ২৭:১-২, ১১-৫৬
খ বর্ষ : মার্ক ১৫:১-৪১
গ বর্ষ : লুক ২৩:১-৪৯

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

তেত্রিশ বছর পূর্ণ হলে,
দেখ, যিশু কীবা করলেন—
তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে
তিনি যন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
হয়ে ক্রুশে উত্তোলিত
বলি হলেন মেষশাবক।

পিত্তি, সির্কা, গন্ধনির্যাস,
থুথু, কাঁটা, পেরেক, বর্শা ;
কোমল দেহ হল বিদ্ধ,
জল ও রক্ত প্রবাহিত,
মর্ত, সাগর, আকাশ, বিশ্ব
হল ধৌত, প্লাবিত।

ধন্য ক্রুশ ! গাছপালার মধ্যে
তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ।
কোন বন পারে না দিতে
তত ফুল ডাল পাতা পল্লব।

মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক,
করছ বহন মধুর ভার।

উঁচু বৃক্ষ নামাও বাহু,
আর্দ্র কর অন্তর তব,
তাঁকে গ্রহণ করার জন্য
কঠোর কাষ্ঠ কর নরম,
বিশ্বরাজার অঙ্গ যেন
পেতে পারে বিশ্রাম হে।

বৃক্ষ! তুমিই মাত্র হলে
বিশ্বের বলি নেবার যোগ্য,
দিশেহারা মানবজাতির
তুমি হলে ত্রাণবন্দর,
তব কাষ্ঠ সেই মেষশিশুর
হল রক্তে রঞ্জিত।

এসো, করি পিতার স্তুতি,
পুত্রের করি জয়ধ্বনি,
পবিত্রাত্মার করি স্তবগান,
ধন্য তুমি, পরম ত্রিত্ব;
তুমি করলে মোদের ত্রাণ,
মোদের কৃপা কর হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : ঈশ্বর * নিজের পুত্রকেও রেহাই দেননি,
বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন। সাম ৫১

২য় ধুয়ো : আমার মধ্যে * আত্মা মূর্ছাতুর,
বুকে হৃদয় অবসন্ন। সাম ১৪৩

৩য় ধুয়ো : দস্যু * আর এক দস্যুকে বলল,
'আমরা আমাদের অপকর্মের যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি।
কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।
প্রভু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ।' সাম ৮৫

৪র্থ ধুয়ো : যখন * আমার প্রাণ ভীত হয়ে পড়বে,
তখন, প্রভু, করুণা স্মরণ কর! গীতিকা ১২

৫ম ধুয়ো : প্রভু, * তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ! সাম ১৪৭ খ

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫২:১৩-১৫)

দেখ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন: তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম। একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে, আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে। রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে, কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে; যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।

শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয়:

ধুয়ো : খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁর মাথার উপর * একটা লিপিফলক ছিল:
নাজারেথের যিশু - ইহুদীদের রাজা। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনে পুনরুত্থান করার জন্য সমাহিত হয়েছেন, আসুন, ভক্তিভরে আমাদের সেই পরিত্রাতার কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে সদ্‌গুরু, আমাদের জন্য তুমি মৃত্যু পর্যন্তই বাধ্য হলে। সাহায্য কর, আমাদের জীবনযাত্রার আঁধারে আমরা যেন পিতার ইচ্ছায় বাধ্যতা দেখাতে পারি।

-হে জীবনস্বামী, ক্রুশমৃত্যু বরণ করায় তুমি মৃত্যু ও নরকের প্রভাব বিনাশ করেছ। কৃপা কর, আমরা যেন তোমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থানও করতে পারি।

-হে রাজেশ্বর, তুমি হলে মানুষের তাচ্ছিল্যের বস্তু, তোমাকে আর মানুষ বলে মনেই হচ্ছিল না। যে বিনম্রতা জগতের পরিত্রাণ সাধন করেছে, সেই বিনম্রতার বসন পরতে তুমিই আমাদের শেখাও।

-হে মুক্তিদাতা, বন্ধুদের জন্য তুমি জীবন বিসর্জন দিয়েছ। শক্তি দাও, আমরা যেন পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাসতে পারি তুমি আমাদের যেভাবে ভালবেসেছ।

-হে ত্রাণেশ্বর, সর্বকালের মানুষকে নিজের বুকে আকর্ষণ করবার জন্য তুমি ক্রুশের উপর দু'হাত প্রসারিত করেছিলে। ঈশ্বরের যত বিক্ষিপ্ত সন্তানকে ঐশরাজ্যে সংগ্রহ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি : সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

*প্র* এসো, প্রভুকে বলি ধন্য ;

*উ* ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

উদ্ধার কর, মুক্তিদাতা,
তব ভ্রাতাদের,
শত্রু পাছে ধরে তাদের,
করলে যাদের ত্রাণ।

মানুষ পাপী! কর ক্ষমা,
হে বিশ্বরাজন!
স্বর্গে গ্রহণ কর তাদের,
কৃপা কর দান। (১০ম শতাব্দী)

ধুয়ো : দস্যু * আর এক দস্যুকে বলল,
'আমরা আমাদের অপকর্মের যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি।
কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।
প্রভু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ।' সাম ১১৯ [২০-২২]

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৫৩:২-৩)

তিনি তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত, শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত। তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ; তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে। অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত,

এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়; যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন, আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।

℣ হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি;

℟ তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

ক্রুশই ত্রাণের নিশ্চিত আশা,
ক্রুশই আশীর্বাদ,
পূর্বে অধোলোকের অস্ত্র,
এখন স্বর্গের দ্বার।

ক্রুশে উত্তোলিত বলি
বুকে নিলেন সব ;
তাঁকে চাইত সেই যে শত্রু
কিছুই পেল না।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে, যিশু,
তব গৌরব হোক !
তব ক্রুশের বিজয়ে মোদের
করলে পরিত্রাণ। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

ধুয়ো : তোমরা সকলে, * যারা এই পথ দিয়ে চল,
ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা,
যা আমার এই দুঃখের মত। সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৩:৪-৫)

তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* প্রভু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে,
*উ* তখন আমার কথা মনে রেখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ক্রুশের দ্বারা, ওগো যিশু,
কর জীবন দান ;
ক্রুশে বিদ্ধ তুমি হলে
বিশ্বের মুক্তিপণ।

তব মৃত্যু নবীন করল
মানুষের দশা :
গেল প্রাচীন সেই দাসত্ব,
করলাম মুক্তি লাভ।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে, যিশু,
তব গৌরব হোক !
তব ক্রুশের বিজয়ে মোদের
করলে পরিত্রাণ। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

ধুয়ো : প্রভু, * তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ। সাম ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৩:৬-৭)

আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম ; প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন। অত্যাচারিত হয়ে

তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন—তবু খুললেন না মুখ। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।

℣ বহুদিন আগের সেই মৃতদের মত

℟ তিনি আমাকে অন্ধকারে বসিয়ে রাখলেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

তাঁদেরই জন্য ব্যবহারযোগ্য, যাঁরা প্রভুর মৃত্যুবরণ অনুষ্ঠানে অংশ দেন না।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। সাম ১১৬ খ

২য় ধুয়ো : আমি * ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধেরই পক্ষে। সাম ১২০

৩য় ধুয়ো : হিংসাপন্থী * মানুষের হাত থেকে, প্রভু,
আমাকে নিরাপদে রাখ। সাম ১৪০

৪র্থ ধুয়ো : আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে * আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর। সাম ১৪১

৫ম ধুয়ো : হে আমার আপন জাতি, * কী করেছি তোমায়?
বল, কী করে দুঃখ দিয়েছি তোমায়? গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ২:২১-২৪)

খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা। অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।

শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয়:

ধুয়ো: খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: সির্কা গ্রহণ করে যিশু বললেন, * 'সিদ্ধি হয়েছে'
এবং মাথা নত ক'রে আত্মা সঁপে দিলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মিসাগ্রন্থে নির্দেশিত সার্বজনীন প্রার্থনা ব্যবহারযোগ্য।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: সদয় দৃষ্টিপাত কর তোমার এ সন্তানদের উপর যাদের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নির্যাতনকারীদের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে ও ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

প্র এসো, প্রভুকে বলি ধন্য ;

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

# পুণ্য শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হয়েছেন ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

স্বর্গধামের ওগো প্রভু,
মহা বিশ্বত্রাতা,
মৃত্যু থেকে ক্রুশের গুণেই
মোদের মুক্তিদাতা।

মানবজাতিকে যা দিলে,
—তব কৃপাদানে—

সেই সমস্ত দিব্য দান
সঞ্চার কর প্রাণে।

মেষ নিরপরাধী, প্রভু,
বিশ্বের বলি তুমি,
তব রক্তে মোদের পোশাক
করলে নির্মল শুচি।

পুণ্য দেহের মূল্য দিয়ে
যাদের করলে ত্রাণ,
পুনরুত্থান ক'রে তাদের
স্বর্গে টেনে আন।

পিতার জন্য করলে যাদের
রাজকীয় বংশ,
তাদের সঙ্ঘে মোরাও যেন
নিতে পারি অংশ। (৫ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : শয়ন করেই * আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। সাম ৪

২য় ধুয়ো : আমার দেহ * ভরসাভরে করে বিশ্রাম। সাম ১৬

৩য় ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির :
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

℣ হে প্রভু, আমাকে দয়া কর ;
℟ আমাকে পুনরুত্থিত কর, তবেই আমি ওদের দেব প্রতিফল।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : সত্যি, * পরমেশ্বর আমার সহায়,
প্রভুই তো ধরে রাখেন আমার প্রাণ। সাম ৫৪

২য় ধুয়ো : শান্তিতেই তাঁর তাঁবু,
সিয়োনেই তাঁর আবাসগৃহ। সাম ৭৬

৩য় ধুয়ো : সঙ্কটের দিনে * প্রভুর অন্বেষণ করি,
আমার দু'হাত প্রসারিত থাকে। সাম ৭৭

প্র তুমি তো আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,
উ তোমার পুণ্যজনকে তুমি ক্ষয়প্রাপ্তি দেখতে দেবে না।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সঙ্কটে পড়ে * পাতালের বুক থেকে আমি
প্রভুকে চিৎকার করে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়।

**জনগণের বিলাপ** (গীতিকা যেরে ১৪:১৭-২১)

*সময় হয়ে এসেছে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট: মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর* (মার্ক ১:১৫)।

আমার দু'চোখ থেকে
অঝোরে দিনরাত গড়িয়ে পড়ুক অশ্রুজল,
কারণ আমার জাতি-কুমারী কন্যা
দারুণ ক্ষতে বিক্ষত হয়েছে, বড় কঠিন আঘাতে!

আমি গ্রামাঞ্চলে গেলে, দেখ! খড়্গের আঘাতে নিহত কত মানুষ;
শহরে গেলে, দেখ! দুর্ভিক্ষে পীড়িত কত মানুষ।

নবীরা আর যাজকেরাও দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়,
জানে না কী করতে হবে।

তুমি কি যুদাকে প্রত্যাখ্যান করেছ সম্পূর্ণরূপে?
সিয়োন কি তোমার এত বিতৃষ্ণার পাত্র?
কেন তুমি আমাদের এমন আঘাত দিলে যে,
আরোগ্য পেতে পারি না?

আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না,
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত!
প্রভু, আমরা আমাদের দুষ্কর্ম, †
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করি,
তোমার বিরুদ্ধে সত্যি করেছি পাপ।

তোমার নামের দোহাই আমাদের উপেক্ষা করো না,
তোমার গৌরবের সিংহাসন করো না অসম্মান।
আমাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি স্মরণ কর! তা ভঙ্গ করো না।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নতুন হৃদয়, নতুন আত্মার দান (গীতিকা এজে ৩৬:২৪-২৮)

*তারা হবে তাঁর আপন জাতি আর তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর'* (প্রকাশ ২১:৩)।

আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, †
সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব,
তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব।
তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; †
তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে,
তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব।

তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়,
তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা।
তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়,
মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব।

তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, †
আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব,
আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম,
তোমরা সেই দেশেই বাস করবে;

তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**দুর্দশার সময়ে প্রার্থনা** (গীতিকা বিলাপ ৫:১-৭, ১৫-১৭, ১৯-২১)

*আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১০)।

আমাদের যা ঘটেছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।

আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।

যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড ;
অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।

আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের ! কারণ করেছি পাপ।
এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব-কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।

তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।
কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত ?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক ?

তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, †
তবেই আমরা আসব ফিরে ;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সঙ্কটে পড়ে পাতালের বুক থেকে আমি
প্রভুকে চিৎকার করে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়।

℣ শান্তিতেই তাঁর তাঁবু,

℟ সিয়োনেই তাঁর আবাসগৃহ।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : মথি ২৭:৫৭-৬৬

খ বর্ষ : মার্ক ১৫:৪২-৪৭

গবর্ষ : লুক ২৩:৫০-৫৬

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায় : যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

সর্বজাতির মুক্তিদাতা,
তোমার কাছে মোদের সঙ্গীত ;
চেয়ে দেখ মোদের দিকে,
তোমার প্রতি আছি ফিরে।

আদি শত্রুর প্রভাব তুমি
জিতলে ক্রুশে মৃত্যু দ্বারা,
ক্রুশই সে-ই বিশ্বাস-চিহ্ন,
যারই দীক্ষায় হলাম ধন্য।

সেই দুর্জনকে এখন তুমি
মোদের থেকে দূরে রেখ,
তব রক্তে মুক্ত যারা,
পাছে পড়ে আবার তারা।

মোদের মুক্ত করার জন্য
অধোলোকে নামলে তুমি,
মৃত্যুর হাতে বন্দি যারা,
লাভে জীবন যেন তারা।

অন্তিমকালে তুমি আসবে
বিশ্বের শেষ ঘোষণা করতে,
বিচার করতে তুমি বসবে,
ধার্মিক তখন উল্লাস করবে।

ওগো খ্রিষ্ট, ক'রে দয়া,
নিরাময় কর মোদের ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তবও স্তুতি গাইব সবে। (৫ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : মৃত্যু ! * আমিই হব তোমার মৃত্যু ;
পাতাল ! আমিই হব তোমার বিনাশ। সাম ৫১

২য় ধুয়ো : তাঁর জন্য * তারা বিলাপ করবে
যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়।
কারণ নিরপরাধী প্রভুকে হত্যা করা হল। সাম ৯২

৩য় ধুয়ো : শোন, * সর্বজাতি,
আমার দুঃখ চেয়ে দেখ। সাম ৬৪

৪র্থ ধুয়ো : সঙ্কটে পড়ে * পাতালের বুক থেকে আমি
প্রভুকে চিৎকার করে ডাকলাম,
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়। গীতিকা ৬

৫ম ধুয়ো : তোমরা সকলে, * যারা এই পথ দিয়ে চল,
ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা,
যা আমার এই দুঃখের মত। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হো ৫:১৫-৬:১-৩ক)

প্রভুর উক্তি: সঙ্কটে তারা সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে। এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন; আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান। দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয়:

ধুয়ো: খ্রিষ্ট * আমাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।
এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আমাদের ত্রাণ কর গো পরিত্রাতা।
তোমার ক্রুশ ও রক্ত দ্বারা তুমি আমাদের করেছ উদ্ধার।
আমাদের সহায়তায় এসো,
হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনে পুনরুত্থান করার জন্য সমাহিত হয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সঙ্গে আমাদের সেই পরিত্রাতার কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, ক্রুশের তলায় ও সমাধিগুহার কাছে তোমার মা উপস্থিত ছিলেন। কৃপা কর, সঙ্কটকালে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হতে পারি।

-হে নব আদম খ্রিষ্ট, তোমার মৃত্যুর কথা শুনে নরক ভয়তে কাঁপতে লাগল, নরকের দরজা কবজা থেকে খুলে পড়ল, যত কবরের মুখ খুলে গেল, আদি থেকে যারা

নরকের বন্দি ছিল, তারা মুক্তি লাভ করল। পাপে বন্দি যারা, তোমার বাণী শুনে তারা যেন তোমার সঙ্গে পুনরুত্থান করতে পারে।

-হে ঈশ্বরপুত্র খ্রিষ্ট, বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তুমি আত্মিকভাবে আমাদের তোমার মৃত্যু ও সমাধিতে মিলিত করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার পুনরুত্থানে নবরূপায়িত হয়ে নবজীবন যাপন করতে পারি।

-হে জীবনস্বামী, সমাধিগুহাতে শুয়ে তুমি পিতার ডাকের অপেক্ষায় ছিলে, যে ডাক শুনে তুমি প্রথম পুনরুত্থিত মানুষরূপে এবং আমাদের পুনরুত্থানের আশা ব'লে নবজীবনে জেগে উঠবে। আমরাও যেন তোমার গৌরবময় নিয়তির অংশীদার হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায়: যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

উদ্ধার কর, মুক্তিদাতা,
তব ভ্রাতাদের,
শত্রু পাছে ধরে তাদের,
করলে যাদের ত্রাণ।

মানুষ পাপী! কর ক্ষমা,
হে বিশ্বরাজন!
স্বর্গে গ্রহণ কর তাদের,
কৃপা কর দান। (১০ম শতাব্দী)

ধুয়ো : প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি
জীবিতের দেশে। সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:৮-৯)

আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।

℣ তুমি তো আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,

℟ তোমার পুণ্যজনকে তুমি ক্ষয়প্রাপ্তি দেখতে দেবে না।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায়: যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ক্রুশই ত্রাণের নিশ্চিত আশা,
ক্রুশই আশীর্বাদ,
পূর্বে অধোলোকের অস্ত্র,
এখন স্বর্গের দ্বার।

ক্রুশে উত্তোলিত বলি
বুকে নিলেন সব ;
তাঁকে চাইত সেই যে শত্রু
কিছুই পেল না।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে, যিশু,
তব গৌরব হোক !
তব ক্রুশের বিজয়ে মোদের
করলে পরিত্রাণ। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

ধুয়ো : পাতাল থেকেই
তুমি আমায় তুলে এনেছ, প্রভু। সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ২:১খ-২)

পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

*প্র* প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,

*উ* পাতালে নামিয়ে আনেন, পুনরুত্থিত করেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায়: যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ক্রুশের দ্বারা, ওগো যিশু,
কর জীবন দান ;
ক্রুশে বিদ্ধ তুমি হলে
বিশ্বের মুক্তিপণ।

তব মৃত্যু নবীন করল
মানুষের দশা :
গেল প্রাচীন সেই দাসত্ব,
করলাম মুক্তি লাভ।

পিতা ও আত্মার সঙ্গে, যিশু,
তব গৌরব হোক !
তব ক্রুশের বিজয়ে মোদের
করলে পরিত্রাণ। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

ধুয়ো : শান্তিতেই তাঁর তাঁবু,
সিয়োনেই তাঁর আবাসগৃহ। সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ২:৮খ-১০)

অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান। যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে। নিজের

ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।

৶ প্রভুকে সমাহিত ক'রে তারা পাথরের উপরে সীলমোহর করল;

৷ সেখানে পাহারা দেবার জন্য একদল প্রহরী মোতায়েন রাখল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায়: যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ওগো একক জগৎত্রাতা,
সর্বজাতির মুক্তিদাতা,
খ্রিষ্টরাজ, তুমি তো জান,
তব ক্রুশই বিশ্বের আশা।

তব মৃত্যুই মৃত্যুর বিনাশ,
তব জীবন জীবনবর্ষণ,
মৃত্যুপতি শয়তানকে
তুমি একা করলে ধ্বংসন।

সমাধিতে তুমি যখন
নীরব শান্ত ছিলে সুপ্ত,
নরক-হাতে বন্দি যারা,
তাদের বললে, 'তোমরা মুক্ত।'

জ্যোতির্ময় পুণ্য বলি,
পিতার পাশে এখন তুমি ;
তব রক্তে মুক্ত মোরা,
শোন মোদের যাচনা তুমি।

সর্বকালে মোরা যেন
পুণ্য জীবন করি যাপন,
শত্রুর 'পরে জয়ের আশা
তব ক্রুশেই করি স্থাপন।

তব ক্রুশের জয়ে মোদের
অংশীদার করেছ তুমি,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তবও, খ্রিষ্ট, জয়ধ্বনি। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি আজ * অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,
কিন্তু আগামীকাল খুলে দেব আমার শৃঙ্খল। সাম ১১৬ খ

২য় ধুয়ো : আমি * ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধেরই পক্ষে। সাম ১২০

৩য় ধুয়ো : হিংসাপন্থী * মানুষের হাত থেকে, প্রভু,
আমাকে নিরাপদে রাখ। সাম ১৪০

৪র্থ ধুয়ো : আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে * আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর। সাম ১৪১

৫ম ধুয়ো : হে আমার আপন জাতি, * কী করেছি তোমায়?
বল, কী করে দুঃখ দিয়েছি তোমায়? গীতিকা ১৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ১:১৮-২১)

প্রিয়জনেরা, তোমরা তো জান, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে। তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের

মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয় :

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * আমাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।
এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এখন মানবপুত্র * গৌরবান্বিত হলেন,
ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন,
ঈশ্বর তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন
এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনে পুনরুত্থান করার জন্য সমাহিত হয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সঙ্গে আমাদের সেই পরিত্রাতার কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি এমনটি হতে দিয়েছ, যেন তোমার বুকের বিদীর্ণ পাশ থেকে বিশ্বপরিত্রাণের সাক্রামেন্ত তোমার সেই ভক্তমণ্ডলী নিঃসৃত হয়। তোমার মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান গুণে তোমার কনে সেই মণ্ডলীকে পুণ্য পবিত্র করে তোল।

-হে ত্রাণেশ্বর, যারা তোমার পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছিল, তাদের কথা তুমি কিন্তু স্মরণে রেখেছিলে। তাদেরও কথা স্মরণে রাখ, যারা সুসমাচারের কথা জানে না, যারা নিরাশ হয়ে জীবনযাপন করে।

-হে আমাদের পাস্কা, হে ঈশ্বরের মেষশিশু, তুমি গোটা বিশ্বের পরিত্রাণের জন্যই বলীকৃত হয়েছ। সকল মানুষকে তোমার বুকে টেনে নাও।

-হে বিশ্বপতি, সমগ্র জগৎ তোমার করতলে সীমাবদ্ধ থাকলেও তুমি সমাধিগুহার গন্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে দিয়েছ। অনিষ্ট শক্তি থেকে আমাদের মুক্ত কর, আমরা যেন তোমার পুনরুত্থানের মুক্তিদায়ী শক্তির অভিজ্ঞতা করতে পারি।

-হে ঈশ্বরপুত্র, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তুমি সেই দস্যুর জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করেছ। যাঁদের তুমি তোমার মৃত্যু ও সমাধির সহভাগী করেছ, সেই সকল পরলোকগত মানুষকে তোমার পুনরুত্থানেরও সহভাগী কর, তাঁরা যেন আনন্দলোকে তোমার সঙ্গে চিরকালের মত রাজত্ব করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র পাতালে অবরোহণ করে সেখান থেকে আবার সগৌরবে আরোহণ করেছেন। অনুনয় করি তোমায়: যারা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছে, তারা যেন তাঁর পুনরুত্থান গুণে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভুর পুনরুত্থান পাস্কা রবিবার

মহাপর্ব

এইখানে পাস্কাকালের আরম্ভ

পাস্কাপর্বের বিশিষ্ট অংশগুলি পাস্কাকালের ব্যবস্থায় পাওয়া যাবে (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)।

- ২য় সন্ধ্যারতি সমাধা ক'রেই পাস্কাপর্বের দিবসত্রয়ের সমাপ্তি -

# পাস্কাকাল

স্বর্গারোহণ পঞ্চাশত্তমী

## ১ম–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

### ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে ;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে ;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে ;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

‘খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়’ ব’লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে ;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

২য় সপ্তাহ :

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, ‘ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।’ আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৫

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১১, ১১২, ১১৩, ৬৬, গীতিকা ১৫

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ (বিকল্প) :

১ম ধুয়ো : পাতাল-বিজয়ী যিনি, * তিনি নিষ্ঠুর ক্রুশ-মৃত্যু ভোগ করেছিলেন ;
গৌরবে পুনরুত্থান করে তিনি এখন পরাক্রমে পরিবৃত। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

২য় ধুয়ো : এ অবধারিত ছিল যে, * মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার জন্য
খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি মহান!
তুমি পরাক্রমে আশ্চর্যময়, তুমি অপরাজেয়। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : আমিই সেই পথ, * সেই সত্য, সেই জীবন!
পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না,
যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৬

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ২:৯-১০)

তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

## শ্লোক

২য় সপ্তাহ

প্ল এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্ল শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

২য় সপ্তাহ : আট দিন পর * সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু ভিতরে এলেন
এবং তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমাদের সঙ্গে * থাকুন, প্রভু ;
সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমিই দরজা ! * কেউ যদি আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে,
সে পরিত্রাণ পাবে, চারণভূমির সন্ধান পাবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমিই সেই পথ, * সেই সত্য, সেই জীবন !
পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না,
যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আমি * পিতাকে অনুরোধ করব,
এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন,
চিরকালের মত তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

(৭ম সপ্তাহ) : আমি চলে যাচ্ছি, * তোমাদের কিন্তু একা রেখে যাব না, আল্লেলুইয়া ;
আমি তোমাদের কাছে আবার আসব, আল্লেলুইয়া ;
তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের জীবন ও পুনরুত্থান, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, তোমার জনগণকে রক্ষা কর।*

-তোমার ভক্তমণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি, সে যেন মানবজাতির মাঝে তোমার ন্যায় ও পবিত্রতার রাজ্য প্রচার করতে পারে।

-অসুস্থ, অসহায়, অত্যাচারিত ও কারারুদ্ধ যত মানুষের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। আমাদের মাধ্যমে তাদের দেখাও তোমার শক্তি ও তোমার করুণা।

-যারা তোমাকে ত্যাগ করেছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তারা যেন আবার তোমার সঙ্গে থাকবার আনন্দ অনুভব করতে পারে।

-পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে যাদের জন্য তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে, সেই মানবজাতির জন্য প্রার্থনা করি, তোমার ক্রুশমৃত্যু ও পুনরুত্থান গুণে সকলে যেন শেষ বিচারের দিনে তোমার দয়ার পাত্র হতে পারে।

-জীবিত মৃত সকলেরই জন্য প্রার্থনা করি, সবাই যেন তোমার পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারে।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

যিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, আসুন, বিশ্বাসের সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*চিরজীবনময় খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমিই তো সেই প্রস্তর যা গৃহনির্মাতাদের দ্বারা উপেক্ষিত হলেও পিতা সংযোগপ্রস্তর রূপে মনোনীত করেছেন। তোমার মণ্ডলীর অবিরত নির্মাণকাজে আমাদের জীবন্ত প্রস্তর করে তোল।

-তুমিই বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা। আশীর্বাদ কর, তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন সবসময় কথায় ও কাজে তোমার পুনরুত্থানের সাক্ষ্য বহন করতে পারে।

-তুমি মণ্ডলীর দিব্য বর। সাহায্য দান কর, আমরা যেন তোমার বিদীর্ণ বুক থেকে জাত মণ্ডলীর সঙ্গে তোমার সেই আত্মিক মিলনের মর্মসত্য সানন্দে প্রচার করি।

-তুমি মৃত ছিলে, এখন কিন্তু চিরজীবিত! শক্তি দান কর, আমরা যেন বাপ্তিস্মের দিনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে জীবনমুকুট পাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

-তুমি ঈশ্বরের পবিত্র নগরীর গৌরবময় জ্যোতি! আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার জ্যোতির্লোকের সহভাগী করে তোল।

(৭ম সপ্তাহ)

যাঁর উপরে পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে নেমে এসেছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে আমাদের প্রার্থনা সুপ্রতিষ্ঠিত করে বলি :

*আমেন।*

-তোমার প্রতিশ্রুত আত্মাকে প্রেরণ কর, তোমার মণ্ডলী যেন নিত্য নবায়িত হতে পারে।

-সকল জাতি তোমাকে রাজা ও প্রভু বলে স্বীকার করুক; তোমার উত্তরাধিকার সেই ইস্রায়েল জাতিও তোমাকে মশীহরূপে গ্রহণ করুক।

-তুমি একসময় অপদূতদের তাড়াতে, এমনকি তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ: আমাদের দেশকে অসততা ও হিংসার হাত থেকে মুক্ত কর।

-পঞ্চাশত্তমী দিনে তুমি বাবেলের প্রাচীন বিবাদ-বিসংবাদ জয় করেছ; তোমার আত্মা দ্বারা সকল মানুষকে এক বিশ্বাস-বন্ধনে সম্মিলিত কর।

-তোমার আত্মা আমাদের সঙ্গে নিত্য অবস্থান করুন; সেই আত্মাই হোন আমাদের ও সকল পরলোকগত মানুষের জন্য অবিনশ্বর জীবনের অগ্রিমদান স্বরূপ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

## জাগরণী

পাস্কা রবিবার : যাঁরা 'পাস্কা জাগরণী' অনুষ্ঠানে অংশ দেন না, তাঁরা সেই অনুষ্ঠানের ৪টি পাঠ সামসঙ্গীত ও প্রার্থনা সহ পড়বেন।

২য় সপ্তাহ : ১ম সোমবারের ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য।

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,

পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সাম ২, ১৮, ৩

ধুয়ো : আমি আছি! * দুর্জনদের সঙ্গে আমার মন্ত্রণা নেই,
বরং প্রভুর বিধানেই আমার প্রীতি। আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের জন্য যিনি ক্রুশে ঝুলেছেন, আল্লেলুইয়া,
উ সেই প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৪৫, ৮৯, ৭২

ধুয়ো : যখন তুমি * বিচার করতে উত্থিত হও, পরমেশ্বর,
তখন ভয়ে মর্ত হয়ে পড়ে নিশ্চুপ। আল্লেলুইয়া।

প্র হে খ্রিষ্ট, তোমার পুনরুত্থানের জন্য, আল্লেলুইয়া,
উ স্বর্গমর্ত আনন্দিত। আল্লেলুইয়া।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ৩য় পর্ব

১ম–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : মৃত্যু থেকে * যিনি পুনরুত্থান করেছেন, এসো, তাঁকে পূজা করি।
ক্রুশের মধ্য দিয়ে আনন্দই বিশ্বে করেছে প্রবেশ। আল্লেলুইয়া।

৭ম সপ্তাহ

ধুয়ো : আমি * তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি,
কিন্তু তোমাদের কাছে ফিরে আসব,
তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে।
আল্লেলুইয়া।

## বিজয়ী খ্রিষ্টের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬৩:১-৫)

*মেষশাবকের রক্তকে হাতিয়ার করেই তারা নাগ্‌দানবের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছে* (প্রকাশ ১২:১১)।

ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন,
বস্রা থেকে যিনি আসছেন রক্তবর্ণ বসন পরে?
ইনি কে, আপন পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?
আপন শক্তির পূর্ণতায় যিনি গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসছেন?

এই আমি! ধর্মময়তায় আমি কথা বলি,
পরিত্রাণ সাধন করতে আমি মহান।
তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? †
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে,
তোমার বসন তার বসনের মত কেন?

মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম,
আমার আপন জাতির কেউই ছিল না আমার সঙ্গে,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাড়াই করলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের পদদলিত করলাম।

ছিটকে পড়ল আমার বসনে তাদের রক্ত,
আমার সমস্ত পোশাক হল কলঙ্কিত,
কারণ আমার অন্তরে ছিল প্রতিশোধের দিন,
এসে গেছেই আমার মুক্তিকর্মের সন।

চেয়ে দেখলাম : সাহায্য করতে ছিল না কেউ ;
স্তম্ভিত হলাম : সমর্থক ছিল না কেউ।
তখন আমার আপন বাহুই ত্রাণ করল আমায়,
আমার রোষ, তা-ই হল আমার সমর্থক।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান (গীতিকা হো ৬:১-৬)

*খ্রিষ্ট শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন* (১ করি ১৫:৪)।

এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, †
তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন;
আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, †
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।

এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।

এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম, †
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার:
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের চরম পরিত্রাণ (গীতিকা জেফা ৩:৮-১৩)

*ইশাইয়ার কথা: ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অগণিত হলেও শুধুমাত্র সেই অবশিষ্ট কিছু মানুষই রক্ষা পাবে* (রো ৯:২৭)।

আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর, প্রভুর উক্তি,
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম:
বিজাতিদের সংগ্রহ করব, রাজ্যসকলকে জড় করব;

তাদের উপর আমার রোষ, আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।
তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ, †
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।

ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে আমার উপাসকেরা
আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ আমার কাছে আনবে উপহার।
সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।

কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।

তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।

তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

১ম–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : মৃত্যু থেকে যিনি পুনরুত্থান করেছেন,
এসো, তাঁকে পূজা করি।
ক্রুশের মধ্য দিয়ে আনন্দই বিশ্বে করেছে প্রবেশ,
আল্লেলুইয়া।

প্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই। আল্লেলুইয়া।
উ তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। আল্লেলুইয়া।

৭ম সপ্তাহ

ধুয়ো : আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি,
কিন্তু তোমাদের কাছে ফিরে আসব,
তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে।
আল্লেলুইয়া।

প্র আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আল্লেলুইয়া,
উ যিনি আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :**

১ম সপ্তাহ : মার্ক ১৬:১-৮
২য় সপ্তাহ : মার্ক ১৬:৯-২০
৩য় সপ্তাহ : লুক ২৪:১-১২
৪র্থ সপ্তাহ : লুক ২৪:১৩-৩৫
৫ম সপ্তাহ : লুক ২৪:৩৫-৫৩
৬ষ্ঠ সপ্তাহ : যোহন ২০:১-১০
(৭ম) সপ্তাহ : যোহন ২০:১১-১৮

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;

মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,
'উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,'
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১০০, ৯৩, ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : সেই তিনজন যুবককে * যিনি অগ্নিচুল্লি থেকে মুক্ত করেছিলেন,
সেই খ্রিষ্ট সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১ অথবা গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ (বিকল্প)

১ম ধুয়ো : পাতাল-বিজয়ী যিনি, * তিনি নিষ্ঠুর ক্রুশ-মৃত্যু ভোগ করেছিলেন ;
গৌরবে পুনরুত্থান করে তিনি এখন পরাক্রমে পরিবৃত। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : এ অবধারিত ছিল যে, * মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার জন্য
খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি মহান !
তুমি পরাক্রমে আশ্চর্যময়, তুমি অপরাজেয়। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমিই সেই পথ, * সেই সত্য, সেই জীবন !
পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না,
যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১ অথবা গীতিকা ২

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৪০-৪৩)

তৃতীয় দিনে ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।

## শ্লোক

### পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

### ৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তুমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছ।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের প্রতি দয়া কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

**১ম সপ্তাহ**

ক, খ, গ। রবিবার দিন, * খুব সকালে, সূর্য উঠতেই
তাঁরা সমাধিগুহায় এলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**২য় সপ্তাহ**

ক, খ, গ। তোমার আঙুলটা * এখানে রাখ, আমার হাত দু'টো দেখ।
আর অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৩য় সপ্তাহ**

ক, খ। এ অবধারিত ছিল যে * খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে
এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

গ। নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, * মাছ পাবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৪র্থ সপ্তাহ**

ক, খ, গ। আমিই মেষপালের পালক।
আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন। আমিই প্রকৃত মেষপালক।
আমার মেষগুলিকে জানি, তারাও আমাকে জানে।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৫ম সপ্তাহ**

ক। তোমাদের হৃদয় * যেন কম্পিত না হয়।
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখ, আমার প্রতিও বিশ্বাস রাখ।
আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ। যে কেউ * আমার মধ্যে থাকে আর আমি তার মধ্যে থাকি,
সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

গ। এক নতুন আজ্ঞা * তোমাদের দিচ্ছি,
আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি,

তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৬ষ্ঠ সপ্তাহ**

ক, খ, গ। পিতা * যেইভাবে আমাকে ভালবেসেছেন,

আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**(৭ম সপ্তাহ)**

ক। সেই ক্ষণ এসেছে: * পিতা, জগৎ হবার আগে

তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল,

তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে

গৌরবান্বিত কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ। হে পবিত্র পিতা, * যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ,

তাদের সকলকে তোমার নামে রক্ষা কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

গ। আমি * দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত,

এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত ক'রে আমাদের পরিত্রাতারূপে অধিষ্ঠিত করেছেন, আসুন, সেই সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*খ্রিষ্টের গৌরব আমাদের উপর বিকশিত হোক।*

-পবিত্র পিতা, তুমি তোমার পুত্রকে মৃত্যু থেকে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ; তোমার কৃপায় আমরা যেন পাপের অন্ধকার থেকে তোমার দিব্য জ্যোতিতে পার হতে পারি।

-তুমি বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমাদের ত্রাণ করেছ; তোমার সাহায্যে আমরা যেন বাপ্তিস্মের উপযুক্ত জীবনাচরণে জীবনযাপন করতে পারি।

-তোমার ইচ্ছা, আমরা যেন সেই ঊর্ধ্বের দিকে তাকাই যেখানে খ্রিষ্ট তোমার ডান পাশে সমাসীন; তোমার সহায়তায় আমরা যেন শয়তানের যত প্ররোচনা জয় করতে পারি।

-আমাদের জীবন খ্রিষ্টে নিহিত হোক, যেন তার মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের সকল মানুষের কাছে নব স্বর্গ ও নব পৃথিবীর কথা প্রকাশ পায়।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ঈশ্বর যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, যিনি স্বশক্তিতে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন, আসুন, সেই জীবনদাতা খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি:

*হে জীবনদাতা, দয়া কর।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমিই সেই আলো যা অন্ধকার দূর করে দেয় এবং মানুষকে পবিত্রতায় আনে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন আজ তোমার অবিরত স্তুতিগান করতে পারি।

-হে বিশ্বপ্রভু, মৃত্যু পর্যন্তই তুমি যন্ত্রণাভোগের পথে চলেছিলে। শক্তি দাও, আমরাও যেন তোমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থানও করতে পারি।

-হে আমাদের ভাই, হে সদ্‌গুরু, তুমি আমাদের করে তুলেছ ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত এক যাজকীয় রাজবংশ। সাহায্য কর, আমরা যেন সানন্দে স্তুতির নৈবেদ্য অর্পণ করতে পারি।

-হে মহামহিম রাজা, আমরা তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় আছি। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি ও তোমার গৌরবের সহভাগী হয়ে উঠতে পারি।

(৭ম সপ্তাহ)

যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পিতা তাঁরই নামে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কথার উপর ভরসা রেখে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার আত্মাকে দান কর।*

-হে খ্রিষ্ট, তোমার প্রশংসা ক'রে আমরা তোমার আত্মা দ্বারা পিতাকে ধন্যবাদ জানাই; আশীর্বাদ কর, আমরা যেন কথায় ও কাজে তোমার নামকীর্তন করতে পারি।

-আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মা আমাদের করে তুলুন তোমার মণ্ডলীর জীবন্ত অঙ্গ।

-আমরা একদিন বিচারিত হব : শিক্ষা দাও, আমরা যেন কারও বিচার না করি।

-আমাদের অন্তর শান্তি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ কর ; তোমার আত্মার আগমন আমাদের আশা সুস্থির করুক।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [১-৪]

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

৩য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:৩খ-৫)

খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন।

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;

*উ* তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১৩৫

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:৪-৬)

ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে।

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১৭ ১৩৬

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৬:৪)

মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

℣ এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
℟ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

℣ আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
℟ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, গীতিকা ১৬

৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ (বিকল্প) :

১ম ধুয়ো : পাতাল-বিজয়ী যিনি, * তিনি নিষ্ঠুর ক্রুশ-মৃত্যু ভোগ করেছিলেন ;
গৌরবে পুনরুত্থান করে তিনি এখন পরাক্রমে পরিবৃত। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : এ অবধারিত ছিল যে, * মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার জন্য
খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি মহান !
তুমি পরাক্রমে আশ্চর্যময়, তুমি অপরাজেয়। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : আমিই সেই পথ, * সেই সত্য, সেই জীবন !
পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না,
যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হিব্রু ১০:১২-১৪)

খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন ; আর সেখানে অপেক্ষা করছেন যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর

পাদপীঠ করা না হয়। কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

## শ্লোক

### পাস্কা রবিবার ও ২য় সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

### ৩য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র তিনি শিমোনকে দর্শন দিয়েছেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

### ১ম সপ্তাহ

ক, খ, গ। সেই রবিবার দিন, * সন্ধ্যাবেলায়
শিষ্যেরা রুদ্ধ দরজার পিছনে একত্র আছেন,
এমন সময় যিশু এলেন, এবং তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।
তিনি তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক।’ আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### ২য় সপ্তাহ

ক, খ, গ। থোমাস, * আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ।
না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### ৩য় সপ্তাহ

ক,খ। তাঁরা * তাঁকে বললেন,

'আমাদের সঙ্গে থাকুন, প্রভু ; সন্ধ্যা হয়ে আসছে।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

গ। যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, * তার কয়েকটা নিয়ে এসো।

শিমোন পিতর তখন নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন ;

বড় বড় মাছে ভরা জাল।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৪র্থ সপ্তাহ**

ক, খ, গ। আমার আরও মেষ আছে, * যারা এই ঘেরির নয়,

তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে ; তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে ;

তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৫ম সপ্তাহ**

ক, খ, গ। এটি আমার আজ্ঞা : * তোমরা পরস্পরকে ভালবাস,

আমি তোমাদের যেইভাবে ভালবেসেছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**৬ষ্ঠ সপ্তাহ**

ক, খ, গ। যে কেউ আমাকে ভালবাসে, * সে আমার বাণী মেনে চলবে।

আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন,

এবং আমরা তার কাছে আসব

ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

**(৭ম সপ্তাহ)**

ক। পিতা, * যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ,

তাদের সকলের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি ;

এখন যে আমি তোমার কাছে যাচ্ছি,

জগতের জন্য নয়, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

খ। ঈশ্বরের ভালবাসা * আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে
সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

গ। সুখী তারা * যারা মেষশাবকের রক্তে
নিজেদের পোশাক ধৌত করে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের পরিত্রাতা, যিনি অনাদিকাল থেকে পিতা-জনিত পুত্র, যিনি মাংসধারণ করেছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হয়ে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, যিনি সর্বশক্তিমান ও অমর, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে পূজা করি:

*হে মৃত্যুঞ্জয়, তোমার গৌরব হোক!*

-হে অনির্বাণ জ্যোতি খ্রিষ্ট, আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে তুমি আমাদের করে তুলেছ তোমার ঐশজ্যোতির দর্পণ। সাহায্য কর, আমাদের দ্বারা যেন পৃথিবীর উপর তোমার পুনরুত্থানের জ্যোতি বিকশিত হয়।

-ক্রুশের উপরে তুমি আমাদের দণ্ডাজ্ঞা বিদ্ধ করেছ; মৃত্যুরাজ্যে নেমে গিয়ে আমাদের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমাদের মুক্তি সাধন করেছ—যে মুক্তি তোমার পুনরুত্থানে পূর্ণতা লাভ করেছে। আমরা যেন পুনরুত্থানের পথে চলতে থাকি।

-তোমার পুনরুত্থান গুণে এখন শয়তান পদদলিত এবং সকল প্রাণী চিরমুক্ত; স্বর্গবাসীদের সঙ্গে আমরা যেন চিরকালের মত তোমার গৌরব গান করতে পারি।

-পুনরুত্থান করে তুমি এখন পিতার কাছে আসীন হয়ে চিরকালের মত জীবিত। তুমি আবার আসবে বিচারকরূপে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন পুণ্যজীবন যাপন করি।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পুনরুত্থানের সহভাগী কর, তাঁরা যেন যুগযুগ ধরে তোমার মহিমাগান করতে পারেন।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

পুনরুত্থিত হয়ে যিনি পিতার ডান পাশে সমাসীন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*খ্রিষ্টের গৌরবের খাতিরেই, প্রভু,*

*তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-পবিত্র পিতা, তুমি ক্রুশের উপরে মৃত তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত করেছিলে। সকল মানুষকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ কর, সকল মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে যাও।

-মণ্ডলীর উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর, যেন মণ্ডলী সমগ্র মানবজাতির জন্য একতার সাক্রামেন্ত হতে পারে।

-বাপ্তিস্মের মাধ্যমে যাদের তুমি নবজন্ম দান করেছ, তাদের সকলকে রক্ষা কর, তারা যেন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠে তোমার নামের সাক্ষ্য দিতে পারে।

-তোমার গৌরবান্বিত পুত্রের খাতিরে দরিদ্রদের সাহায্য কর, অসুস্থদের নিরাময় কর, বন্দিদের মুক্ত কর, সকল মানুষকে খ্রিষ্টের মুক্তির ফলভাগী করে তোল।

-ইহলোকে যাঁরা তোমার পুত্রের দেহরক্ত গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সেই সকল পরলোকগত ভাইবোনকে সনাতন আনন্দের ভোজে গ্রহণ কর।

(৭ম সপ্তাহ)

যিনি আপন মণ্ডলীকে সান্ত্বনাদানকারী আত্মাকে দান করেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্বব্যাপী সকল খ্রিষ্টভক্তদের সঙ্গে এক হয়ে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে রক্ষা কর।*

-যাঁদের তুমি তোমার মুক্তিকর্মের সহকর্মী রূপে নিযুক্ত করেছ, সেই পুরোহিতদের মুখে মানুষ যেন সবসময় তোমার বাণী খুঁজে পেতে পারে।

-তোমার আশীর্বাদে ধনীরা গরিবদের সাহায্য ক'রে যেন তাদের সঙ্গে এমন এক নবসমাজ গড়তে সচেষ্ট থাকে, যেখানে সকলে একই পিতার সন্তানের মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

-বিশ্বজুড়ে তোমার সুসমাচারের আলো বিকিরণ কর; সকল জাতি তোমাকে গ্রহণ করুক।

-দুঃখ-পীড়িতকে সান্ত্বনা দিতে তোমার আত্মাকে পাঠাও; গোটা বিশ্বকে দাও শান্তি ও পরিত্রাণ।

-মৃতদের আত্মা শুভ্র করে তোল; স্বর্গীয় সভায় আমাদেরও গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, আজকেই তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের দ্বারা তুমি মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। আশীর্বাদ কর: প্রভুর পুনরুত্থান-মহোৎসব পালন ক'রে আমরা যেন পবিত্র আত্মার নবীকরণে নবীন হয়ে জীবনের আলোতে পুনরুত্থিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে চিরকৃপাময় ঈশ্বর, পাস্কার এই বার্ষিক উৎসব পালনে তুমি তো তোমার পবিত্র জনগণের বিশ্বাস উদ্দীপ্ত করে তোল। অনুনয় করি: তোমার সেই দেওয়া অনুগ্রহ বৃদ্ধি কর, তারা যেন যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে শুদ্ধতাদানকারী বাপ্তিস্মের মর্যাদা, নবজীবনদানকারী পবিত্র আত্মার প্রভাব, ও মুক্তিদানকারী খ্রিষ্টরক্তের মহাশক্তি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, প্রাণে নবায়িত হয়েছে বলে তোমার ভক্তরা নিত্যই আনন্দিত হোক। ঐশপুত্রত্বের গৌরব ফিরে পেয়ে তারা যেমন আজ উল্লসিত, তেমনি নিশ্চিত আশা নিয়ে তারা যেন পুনরুত্থানের দিনের আনন্দের প্রতীক্ষায় থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, স্বর্গীয় আনন্দের সহভাগিতার দিকে আমাদের চালনা কর, যেন তোমার দুর্বল মেষপাল সেখানে পৌঁছতে পারে যেখানে সেই বলবান পালক আগে গিয়ে তাদের অপেক্ষায় আছেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের অন্তরে পাস্কা-রহস্য নিয়তই সার্থক করে তোল: পবিত্র বাপ্তিস্মে যাদের তুমি নবীভূত করতে প্রসন্ন হয়েছ, তারা যেন তোমার যত্নশীল সহায়তায় অধিক ফলশালী হয়ে ওঠে ও অনন্ত জীবনের আনন্দে উপনীত হতে

পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন পুনরুত্থিত প্রভুর সম্মানার্থে উদ্‌যাপিত এ আনন্দঘন দিনগুলো উজ্জ্বল ভক্তির সঙ্গে পালন করতে পারি; স্মরণানুষ্ঠানে যা উদ্‌যাপন করি, তা যেন কাজকর্মে সবসময় ধরে রাখতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

(৭ম সপ্তাহ:) হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে আমাদের মিনতি কান পেতে শোন: আমরা যারা মানবত্রাতা খ্রিষ্টকে তোমার ঐশগৌরবে ভূষিত বলে বিশ্বাস করি, যেন উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিমত যুগান্ত পর্যন্তই আমাদের মাঝে নিত্য উপস্থিত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সোমবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ২৯

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,

পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

১ম সপ্তাহ : সাম ১, ১৬, ২৮

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : সাম ১, ১০৪, ৭১

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * পুনরুত্থান করেছেন !

আপন রক্তমূল্যে বিমুক্ত তাঁর আপন জাতিকে

তিনি আলোকিত করলেন।

আল্লেলুইয়া।

প্র জীবনময় ঈশ্বরের জন্য, আল্লেলুইয়া ;

উ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

১ম সপ্তাহ : সাম ৩০, ৬৬, ৭৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

ধুয়ো : তোমরা * খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করেছ :

ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর। আল্লেলুইয়া।

প্র যারা জীবিত, তারা যেন নিজেদের জন্য আর জীবন যাপন না করে। আল্লেলুইয়া।

উ বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন
ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ৩য় পর্ব

৩য় পর্ব শুধু ১ম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। সবকিছু পাস্কাকালের রবিবাসরীয় ব্যবস্থা অনুসারে।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,
'উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,'
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৯, ৬৩, ৮০

গীতিকা : গীতিকা ৩ অথবা গীতিকা ৪

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৩০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১০:৮খ-১০)

সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্ল এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্ল প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : শীঘ্রই গিয়ে * তোমরা শিষ্যদের বল,
প্রভু পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : আমি * তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি,
ঊর্ধ্বলোক থেকে জন্ম না নিলে

কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : নশ্বর খাদ্যের জন্য * কাজ করো না,

বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর,

যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমিই উত্তম মেষপালক। * আমি আমার মেষগুলিকে যত্ন করি

আর তাদের জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : যে আমাকে ভালবাসে, * সে হবে আমার পিতার ভালবাসার পাত্র,

আমিও তাকে ভালবাসব,

এবং তার কাছে আত্মপ্রকাশ করব।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : পিতা * মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা

এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে,

অক্ষয়শীল এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই

আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

পরম পিতা যাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং জগতের প্রভু পদে উন্নীত করেছেন, আসুন, ভক্তিভরে আমাদের সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টকে ডাকি :

*তোমার গৌরবময় পুনরুত্থানের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর, প্রভু।*

-প্রভু যিশু, তুমি পাপ ও মৃত্যু ধ্বংস করে নরকের শক্তি নিঃশেষিত করেছ। সাহায্য কর, আমরা যেন আজ ও সবসময় যত অনিষ্ট জয় করতে পারি।

-মৃত্যুর প্রভাব শেষ করে দিয়ে তুমি আমাদের নতুন জীবন দিয়েছ। শক্তি দাও, আমরা যেন এই নতুন জীবনের পথে অবিরত চলতে থাকি।

-তোমার পুনরুত্থানের ফলেই আমরা পাপের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের সন্তানদের স্বাধীনতায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাদের সকল প্রতিবেশী ভাইবোনের উপর তোমার শান্তি বর্ষণ কর।

-তুমি তোমার নির্যাতকদের স্পর্ধা ও অহঙ্কার তোমার কোমলতা দ্বারাই নমিত করেছিলে। দরিদ্রকে রক্ষা কর, অত্যাচারিতকে মুক্তিদান কর, সকল মানুষকে তোমার পাস্কার আনন্দে আনন্দিত করে তোল।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে যাঁর গৌরব উজ্জ্বল প্রকাশ পায়, আসুন, সেই পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, আমাদের জীবন উজ্জ্বল করে তোল।*

-হে জ্যোতির্ময় পিতা, তুমি তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের আলোতে জগৎকে আলোকিত করেছ। এদিনে বিশ্বাসের আলোতে আমাদের চালিত কর।

-খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে তুমি অনন্ত জীবনের দুয়ার উন্মুক্ত করেছ। আশীর্বাদ কর, স্বর্গধামের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন এ জগতের মঙ্গল সাধনে আত্মনিবেদন করি।

-তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করেছ। সেই আত্মার প্রেরণায় আমরা যেন তোমার অসীম প্রেমের সাক্ষী হতে পারি।

-তোমার পুত্র জগতের মুক্তির জন্যই জীবন দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান গুণে সকল মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তি দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [৫-৮]

১ম সপ্তহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রকাশ ১:১৭গ-১৮)

আমি মানবপুত্রকে দেখলাম; তিনি আমাকে বললেন, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ২৫

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ২:৯-১০ক, ১২)

খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর। বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ।

১ম সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১১, ১২, ১৩

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ তি ২:৮, ১১)

মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন —আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে।

১ম সপ্তাহ

℣ এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

℟ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

℣ আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;

℟ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

১ম সপ্তহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৮:১খ-৩ক)

আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন : তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : আর হঠাৎ * তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যিশু এসে উপস্থিত ;
তিনি বললেন, শান্তি।
আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে
তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : মাংস থেকে * যা জন্মায় তা মাংসই,
আত্মা থেকে যা জন্মায় তা আত্মাই। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : তিনি * যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা,
এটিই ঈশ্বরের কাজ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমার আরও মেষ আছে, * যারা এই ঘেরির নয়,
তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে ;
আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে ;
তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : সেই সহায়ক, * সেই পবিত্র আত্মা,
আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন,
তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন,
আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি,
তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : সেই সত্যের আত্মা,
যিনি পিতার কাছ থেকেই আসেন,
তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।
তোমরাও আমার সাক্ষী হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে জীবনের উৎস হয়ে উঠলেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, আমাদের নবীন করে তোল।*

-হে বিশ্বত্রাতা, হে নবসৃষ্টির রাজা, তোমার সেই রাজ্যেই আমাদের মন উন্নীত কর যেখানে তুমি পিতার ডান পাশে সমাসীন।

-তুমি তোমার মণ্ডলীতে নিত্য উপস্থিত। পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে চালিত কর।

-অসুস্থ, দুর্দশাগ্রস্ত, মরণাপন্নদের প্রতি করুণা দেখাও, তারা যেন তোমার প্রেমের স্পর্শে শক্তি ও সান্ত্বনা পেতে পারে।

-হে জাজ্বল্যমান জ্যোতি খ্রিষ্ট, এই সায়ংসন্ধ্যার অর্ঘ্য প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ কর; আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার অনন্ত গৌরবের প্রভায় জাগিয়ে তোল।

### ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

যিনি আপন পুনরুত্থানের উজ্জ্বল গৌরবে বিশ্বজগৎকে আলোকিত করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে ডাকি:

*হে জীবনস্বামী খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি একদিন এম্মাউসের পথে সেই দু'জন শিষ্যের সঙ্গে পথ চলেছিলে। আজও ইহলোকে প্রবাসী তোমার মণ্ডলীর সঙ্গে পথ চলতে থাক।

-সহায়তা কর, যারা তোমার নিজের নাম বহন করে তারা তোমার বাণী শোনা থেকে যেন কখনও বিরত না থাকে; তুমি যে মৃত্যুঞ্জয়, তারা যেন এ পরম সত্যের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারে।

-যারা এখনও তোমাকে চেনে না, তাদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর, তারাও যেন শীঘ্রই তোমাকে ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে।

-তোমার ক্রুশীয় আত্মবলিদানের মাধ্যমে তুমি সকল মানুষকে পুনর্মিলিত করেছ। এই চঞ্চল জগৎকে নিত্যস্থায়ী শান্তি ও একতা দান কর।

-তুমি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা। যাঁরা তোমাতে বিশ্বাস রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আমাদের সেই সকল ভাইবোনকে তোমার শান্তিরাজ্যে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীকে নিত্যনব সন্তান দানে ধন্য কর। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তগণ যে সাক্রামেন্ত বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে, তা যেন নিজেদের জীবনে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে রাখতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, পাস্কা-সাক্রামেন্ত-ধারার মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের নবায়িত করেছ। আশীর্বাদ কর, যেন আমাদের পার্থিব আদিপিতার সাদৃশ্য থেকে আমরা আমাদের স্বর্গীয় নির্মাতার সাদৃশ্যে রুপান্তরিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি যখন নিরাময়কারী পাস্কা-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে খ্রিষ্টের স্বরূপের অনুরূপ করে তুলেছ, তখন আশীর্বাদ কর: আমরা যেন আমাদের প্রাচীন আমিকে তার সমস্ত কর্ম সমেত ত্যাগ করে খ্রিষ্টের মত জীবনযাপন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি ধার্মিকের নিখুঁত দীপ্তি! তোমার কৃপায়ই আমরা এ পৃথিবীতে পাস্কা-রহস্যাদি উদ্‌যাপন করতে সক্ষম! তাই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহের পূর্ণতা লাভে চিরকালের মত আনন্দ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার ডান হাতের নিত্য সহায়তা দানে তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীকে ঘিরে রাখ: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের পুনরুত্থান গুণে ক্ষতিকর সমস্ত

কিছু থেকে রক্ষা পেয়ে আমরা যেন তোমার স্বর্গীয় মঙ্গলদান গ্রহণের ফলে তোমার পথে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : হে দয়াবান ঈশ্বর, পাস্কা-উৎসব পালনে যে ফল উৎপন্ন হয়, তোমার কৃপায় আমরা যেন তা ভোগ করতে পারি চিরকাল। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মঙ্গলবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৭

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,

পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সাম ৬, ১০৭, ৭

ধুয়ো : পিতা * খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে
স্বর্গলোকে আপন ডান পাশেই তাঁকে আসন দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের জন্য যিনি ক্রুশে ঝুলেছেন, আল্লেলুইয়া ;
উ সেই প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

ধুয়ো : আমরা বিশ্বাস করি, * একথা জেনে যে,
যিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন,
তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।
আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন ; আল্লেলুইয়া।
উ যেন আমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,
'উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,'
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৮, ৯০, ৬৫

গীতিকা : গীতিকা ৫ অথবা গীতিকা ৬

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১৩:৩০-৩৩)

ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী। আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: 'তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।'

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্ল এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্ল প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : যিশু * তাঁকে বললেন, 'মারীয়া!'

ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'রাব্বুনি।'

যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না!
আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : আমি আল্ফা, * আমি ওমেগা, আমি প্রথম, আমি শেষ।
আমি দাউদ বংশের মূল শিকড়,
আমি উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমি * তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি:
মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়,
আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি
তোমাদের দান করছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমার পিতার নামে * যে সমস্ত কাজ সাধন করি,
সেগুলিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমি * তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি,
আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আর অল্পকাল,
পরে জগৎ আমাকে আর দেখতে পাবে না,
কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,
কারণ আমি জীবিত আছি, তোমরাও জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

মৃত্যু দ্বারা ধ্বংসিত আপন দেহকে যিনি স্বশক্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তুললেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, তোমার পুনরুত্থানের আশিসধারা আমাদের উপর বর্ষণ কর।*

-হে প্রভু, পুনরুত্থান করে তুমি সশরীরেই নারীদের ও শিষ্যদের কাছে পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করেছিলে। কৃপা কর, আমরা যেন তোমার প্রকৃত সাক্ষী হতে পারি।

-তুমি সকলের কাছে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন এ সুসংবাদ বহন করে মানুষকে আশা দিতে পারি।

-প্রেরিতদূতদের কাছে দর্শন দিয়ে তুমি তাঁদের উপরে পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করেছিলে। আমাদের উপরেও সেই সৃজনকারী ও নবীকরণকারী আত্মাকে বর্ষণ কর।

-শিষ্যদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি বলেছিলে, তুমি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে থাকবে। সেই প্রতিশ্রুতি মত আজ ও সবসময় আমাদের সঙ্গে থেকো।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক খ্রিষ্টের মাধ্যমে যিনি জগতের পাপ হরণ করেন, আসুন, বিশ্বাসের সঙ্গে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি:

*জীবনের উৎস প্রভু, তোমার জনগণের পরিত্রাণ সাধন কর।*

-হে পিতা, আমাদের জন্য যিনি ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত হয়েছেন, শোন তোমার সেই প্রিয় পুত্রের কণ্ঠস্বর: তিনি তো আমাদের পরিত্রাণের জন্যই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

-কৃপা কর, প্রাক্তন জীবনের যত অনিষ্ট ও অহঙ্কার ফেলে দিয়ে আমরা বরং যেন সত্য ও বিশ্বস্ততার শরণেই পাস্কা-রহস্য উদ্‌যাপন করতে পারি।

-সহায়তা কর, হিংসা-বিভেদের যত প্রলোভন জয় করে আমরা যেন নিঃস্বার্থভাবেই আমাদের ভাইবোনদের সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতে পারি।

-আশীর্বাদ কর, আমাদের মধ্যে যেন সবসময় সুসমাচারের মনোভাবই বিরাজ করে; আজ ও সবসময় তোমার আদেশের পথে আমাদের চালিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [৯-১২]

১ম সপ্তহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ৩:১-২)

তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ৪২ ৪৩

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৩:২১-২২ক)

বাপ্তিস্ম আমাদের ত্রাণ করে; বাপ্তিস্ম তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার—সেই যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ৩৫

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ৪:১১-১২)

খ্রিষ্টই সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে। আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
উ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ২:৪-৫)

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্ল এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্ল শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : সমাধিমন্দিরে গিয়ে * আমি কাঁদছিলাম।
তখন প্রভুকে দেখলাম। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : পথে * যখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন,
তখন আমাদের বুকে
হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : সে-ই * ঈশ্বরের দেওয়া রুটি,
স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়ে যে রুটি জগৎকে জীবন দান করে। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমি * আমার মেষগুলিকে জানি,
আর তারা আমাকে জানে।
আমি তাদের দান করি অনন্ত জীবন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমরা * যদি আমাকে ভালবাসতে,
তবে পিতার কাছে যাচ্ছি ব'লে
তোমাদের আনন্দ হত।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আমি * তোমাদের বলছি,
আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল,
কারণ আমি চলে না গেলে
সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

গৌরবময় জ্যোতিতে উত্থিত হবার জন্য যিনি পৃথিবীর বুকে সমাহিত হয়েছিলেন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে গৌরবের রাজা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবকদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন নিজেদের কাজে আত্মনিবেদিত হয়ে কাজ করেন এবং তোমার কাছে এক গ্রহণযোগ্য জনসমাজকে অর্পণ করতে পারেন।

-যাঁরা মণ্ডলীতে ধর্মশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দায়িত্বশীলভাবে সত্যের অন্বেষণ করেন।

-তোমার সকল ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন পুণ্যকর্ম দ্বারা এই জীবনযাত্রা সার্থক ক'রে একদিন স্বর্গলোকে বিজয়মুকুট লাভ করতে পারেন।

-তোমার ক্রুশ দ্বারা তুমি অভিশাপের দণ্ড থেকে আমাদের রেহাই দিয়েছ। পাপের অন্ধকার থেকে আমাদের মুক্ত কর।

-মৃত্যুলোকে নেমে গিয়ে তুমি তার দরজা খুলে দিয়েছিলে। সকল মৃতজনকে পরম পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

### ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

আপন পুনরুত্থান দ্বারা যিনি তাঁর আপন জনগণকে অনন্ত জীবনলাভের আশায় সুস্থির করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে চিরজীবনময় খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে প্রভু যিশু, তোমার বিদীর্ণ বুক থেকে নিঃসৃত হয়েছিল রক্ত আর জল। সেই জল ও রক্ত দ্বারা তোমার মণ্ডলীকে শুচিশুভ্র ও পবিত্র করে তোল।

-তুমি পিতরের হাতে তোমার জনগণের পালকীয় সেবা-যত্নের ভার তুলে দিয়েছিলে। আমাদের পোপ …কে রক্ষা কর; তাঁর অন্তরে ঐশপ্রেম সঞ্চার কর, তিনি যেন তোমার পবিত্র মণ্ডলীকে উত্তমরূপে সেবাযত্ন করতে পারেন।

-তুমি একদিন গালিলেয়ার সেই জেলেদের তোমার রাজ্যের প্রেরিতদূত করে তুলেছিলে। তোমার মণ্ডলীতে আরও কর্মী পাঠাও যাঁরা তোমার পরিত্রাণকর্ম চালিয়ে যাবেন।

-গালিলেয়া সাগরের তীরে তুমি তোমার শিষ্যদের জন্য রুটি ও মাছ প্রস্তুত করেছিলে। কৃপা কর, আমাদের কারণে যেন কোনও মানুষের খাদ্যের অভাব না হয়।

-হে নব আদম, হে জীবনদাতা, আমাদের মৃত ভাইবোনেরা যেন তোমার গৌরবময় সাদৃশ্য অর্জন ক'রে তোমার দিব্য আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি যখন আমাদের উপর পাস্কা-সাক্রামেন্ত-ধারা বর্ষণ করেছ, তখন তোমার জনগণকে তোমার অবিরত স্বর্গীয় মঙ্গলদানে ধন্য কর, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ক'রে তারা যে আনন্দ এ পৃথিবীতে পূর্বাস্বাদন করে, স্বর্গেও যেন সেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন পুনরুত্থিত প্রভুর শক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করতে পারি: আমরা যখন তাঁর ত্রাণকর্মের অগ্রিম দান পেয়েছি, তখন যেন সেই পূর্ণ বিকশিত দানের অধিকারী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, জল ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করেছে যারা, তুমি তো তাদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত কর। তোমার সন্তানদের অন্তরে বাপ্তিস্মে দেওয়া তোমার সেই অনুগ্রহ বৃদ্ধি কর, তোমার পিতৃস্নেহে যা দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছ, সমস্ত পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে তারা যেন তা থেকে আদৌ বঞ্চিত না হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমরা যারা প্রভুর পুনরুত্থান-রহস্যগুলো পালন করছি, তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন আমাদের মুক্তিলাভের আনন্দ গ্রহণের যোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে তুমি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে থাক। তোমার জনগণকে বিশ্বাস ও আশায় স্থিতমূল কর, তুমি নিজে যা অঙ্গীকার করেছ, তা পাবার নিশ্চয়তা আমরা যেন কখনও সন্দেহ না করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সত্যিই তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বুধবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৬

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,

পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## ১ম পর্ব

সাম ১৫, ৭৮

ধুয়ো : যাঁকে * বধ করা হয়েছিল,

সেই মেষশাবক সম্মান, গৌরব ও স্তুতি গ্রহণের যোগ্য। আল্লেলুইয়া।

প্র হে খ্রিষ্ট, তোমার পুনরুত্থানের জন্য, আল্লেলুইয়া ;

উ স্বর্গমর্ত আনন্দিত। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

ধুয়ো : তোমাদের মুক্তিপণ হল * সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্ত,

যিনি নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক স্বরূপ। আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, আল্লেলুইয়া।

উ নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,
'উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,'
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭

গীতিকা : গীতিকা ৭ অথবা গীতিকা ৮

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৬:৮-১১)

খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : মোশি * ও সকল নবী থেকে শুরু ক'রে
তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে,
তার অর্থ তাদের বুঝিয়ে দিলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : ঈশ্বর * জগৎকে এত ভালবেসেছেন যে,
তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,
তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়,
কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : যে কেউ * পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে,
সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে,
আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমি * আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি,
যারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন অন্ধকারে আর না থাকে। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমি আঙুরলতা ; আল্লেলুইয়া ;
তোমরা শাখা। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : তোমাদের কাছে * আমার এখনও অনেক কিছু বলার আছে ;
কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না।
তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা,
তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করার জন্য পুনরুত্থান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*তোমার পুনরুত্থান গুণে, প্রভু, আমাদের ত্রাণ কর।*

-মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তুমি আমাদের নিশ্চিত করেছ, আমরা অনন্ত জীবন পাব। তোমার আত্মার শক্তিতে তুমি আজ আমাদের চালিত কর।

-স্বর্গদূতেরা তোমার স্তুতিগান করেন, মর্তবাসীরা তোমার পূজা করে। আশীর্বাদ কর, এ পাস্কাকালে আমরা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার আরাধনা করতে পারি।

-আমরা যারা তোমার পুনরুত্থানে আশা রাখি, আমাদের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত কর, আমরা যেন যত অমঙ্গল থেকে নিষ্কৃতি পাই।

-হে সনাতন রাজা, আমরা তোমার পুনরাগমনের দিকে চেয়ে আছি। আমাদের আশা : গৌরবধামে চিরকালের মত তোমার সঙ্গে রাজত্ব করব।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে যিনি প্রেরিতদূতদের কাছে ঐশগৌরবে দেখা দিলেন, আসুন, সেই প্রভু যিশুর নামে পরম পিতাকে ডাকি :

*তোমার পুত্রের আলোতে, পিতা,*
*তোমার জনগণকে আলোকিত কর।*

-তুমি অন্ধকার থেকে জ্যোতির্লোকে আমাদের আহ্বান করেছ। আমাদের স্তুতির অর্ঘ্য গ্রহণ কর, তোমার প্রেমের স্পর্শে আমাদের ধন্য কর।

-যারা ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিদানে তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে তোল। তোমার আশীর্বাদে জগৎ যেন প্রকৃত সুখ দেখতে পায়।

-আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগাও, আমরা যেন ভাইবোনদের সেবা করে তোমার সেবা করি ; আমরা যেন গোটা বিশ্বকে তোমার গ্রহণীয় নৈবেদ্যে পরিণত করি।

-তোমার উপস্থিতিতে এ নতুন দিনের সূত্রপাত ধন্য কর ; আমরা যেন সারাদিন ধরে তোমার প্রশংসাবাদে রত থাকতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [১৩-১৬]

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৪:২৪খ-২৫)

আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই যে যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ৪৪

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ যোহন ৫:৫-৬ক)

কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র? তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট! শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,

উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ৫২, ৫৩, ৫৪

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:২৩-২৪)

মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

১ম সপ্তাহ

℣ এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

℟ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

℣ আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;

℟ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

*** ***

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে মহাপর্বটির ১ম সন্ধ্যারতি পালনীয়।

## সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,

তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

১ম সপ্তহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৭:২৪-২৭)

যিশু চিরকালের মত থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন। সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

℣ এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

℟ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

℣ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : তিনি * তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন।
তিনি তাঁদের সঙ্গে খেতে বসেছেন,
এমন সময়ে রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ ক'রে
সেই রুটি ছিঁড়ে তা তাঁদের দিলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : যে সত্যের সাধক * সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে,
তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : পিতা * আমাকে যা কিছু দান করেন,
তা আমার কাছে আসবে,
এবং যে কেউ আমার কাছে আসে,
তাকে আমি কখনও ফিরিয়ে দেব না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : জগতের বিচার করার জন্য * ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেননি,
বরং জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পায়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমরা * যদি আমাতে থাক
ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে,
তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর,
তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : সেই সত্যের আত্মা
আমাকে গৌরবান্বিত করবেন,
কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে
তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে পিতার ডান পাশে সমাসীন আছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে যাচনা করি :

*হে জীবনস্বামী, আমাদের যাচনা গ্রহণ কর।*

-যাঁরা তোমার মণ্ডলীর সেবায় আত্মনিবেদিত, তুমি তাঁদের কথা মনে রেখ, তাঁরা যেন জনগণের সামনে তোমার প্রকৃত সাক্ষী হতে পারেন।

-যাঁরা দেশ পরিচালনা করেন, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে তাঁদের সহায়তা কর, জনগণ যেন সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

-আমাদের জীবনযাত্রা হোক পরিত্রাণের দিকে একটি তীর্থযাত্রা। আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই গরিবদের প্রয়োজন।

-হে জগতের আলো খ্রিষ্ট পরিত্রাতা, তুমি সকল মানুষকে অবিনশ্বর জীবনে ডেকেছ; আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের উপর তোমার শাশ্বত আলো বিকশিত হোক।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্টে আমাদের জন্য অনন্ত জীবনের পথ উন্মুক্ত করেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে ডাকি :

*খ্রিষ্টের বিজয়ের খাতিরে, প্রভু, আমাদের ত্রাণ কর।*

-তুমি তোমার পুত্রকে ঐশগৌরবে মণ্ডিত করেছ। আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটাও, আমরা যেন আমাদের জীবন দ্বারাই খ্রিষ্টের পাস্কার কথা ঘোষণা করতে পারি।

-আমাদের পালক ও রক্ষাকর্তা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের একত্রিত করেছ। পবিত্র মণ্ডলীর ধর্মপালকদের মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করে রেখ।

-তোমার পুত্রের প্রথম শিষ্যদের তুমি সেই মনোনীত জাতির মধ্য থেকেই বেছে নিয়েছিলে। সেই ইস্রায়েল জাতির সন্তানদের সাহায্য কর, তাঁরা যেন যিশুতেই তোমার সমস্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা চিনতে পারেন।

-অবহেলিত, পিতৃহীন, বিধবার কথা স্মরণে রাখ। তোমার পুত্র আপন রক্তমূল্যে যাদের মুক্ত করেছেন, তাদের সকলের কথাও সর্বদা মনে রেখ।

-প্রথম সাক্ষ্যমর স্তেফানকে তুমি তোমার পুত্রের গৌরবের অংশীদার হতে ডেকেছিলে। যাঁরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম ক'রে, যন্ত্রণাও ভোগ ক'রে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, আমাদের সেই সকল মৃত ভাইবোনকে তোমার ঐশরাজ্যে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, প্রভুর পুনরুত্থানের বার্ষিক উৎসব পালনে তুমি তো আমাদের আনন্দিত করে তোল। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: এ পাস্কা-উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন শাশ্বত আনন্দে পৌঁছবার যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে পিতা, যে পাস্কা-রহস্যাদি দ্বারা মানুষ তার আদিমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পুনরুত্থানের আশা পেয়েছে, সেই পাস্কা-রহস্য প্রতি বছর স্মরণ ক'রে আমরা তোমাকে অনুনয় করি: বিশ্বাসে যা পালন করি, তা যেন নিত্যনব ভক্তিতে ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীর পাশে এসে দাঁড়াও: যাদের তুমি বিশ্বাসের অনুগ্রহে ভূষিত করেছ, তারা যেন চিরকালের মত তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের পুনরুত্থানের গৌরবের সহভাগী হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি ভক্তজনের জীবন, নম্রচিত্তের গৌরব, ধার্মিকের আনন্দ। যারা তোমাকে ডাকে, প্রসন্ন হয়ে তাদের মিনতি শোন: তোমার প্রতিশ্রুত দানের আকাঙ্ক্ষায়

তৃষিত যারা, তারা যেন তোমার বদান্যতা লাভে নিত্য পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমি তো নির্মলতায় প্রীত, এবং অনুতপ্ত মানুষকে সর্বদাই নির্মলতা ফিরিয়ে দাও। তাই অনুনয় করি: অবিশ্বাসের তমসা থেকে যাদের তুমি মুক্ত করেছ, তোমার সেই সেবকগণ যেন তোমার সত্যের আলো থেকে কখনও সরে না যায়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ: হে প্রভু, মিনতি জানাই: প্রতি বছর আমরা যেমন তোমার পুত্রের পুনরুত্থানের পর্বোৎসব রহস্যের আড়ালে পালন করি, তেমনি তোমার আশীর্বাদে যেন তাঁর আগমনে নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ২৪

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,

পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**১ম পর্ব**

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

ধুয়ো : ঈশ্বর * খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন,
যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

প্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই। আল্লেলুইয়া।
উ তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

ধুয়ো : সৃষ্টি * অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে
ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত ক'রে, আল্লেলুইয়া,
উ এক জীবন্ত আশায় আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,
'উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,'
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭, ৭৬, ৫

গীতিকা : গীতিকা ৯ অথবা গীতিকা ১০

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:১০-১১)

যদি খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : যিশু * শিষ্যদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন,
'তোমাদের শান্তি হোক।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : পিতা * পুত্রকে ভালবাসেন,
তাঁর হাতে সমস্তই তিনি তুলে দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমি * তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি,

যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : স্বয়ং পিতা * তোমাদের ভালবাসেন,

তোমরা আমাকে ভালবেসেছ, বিশ্বাসও করেছ ব'লে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : তোমরা * যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর,

তবে আমার ভালবাসায় থাকবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আর অল্পকাল,

পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না,

আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে,

কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তাঁর মণ্ডলীতে জীবিত আছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু।*

-প্রভু, তুমি পাপ ও মৃত্যুর উপরে জয়ী হয়েছ। অনন্ত জীবন দান করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হও।

-তোমার অসীম শক্তি দ্বারা আমাদের কাছে এসো, যেন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের স্নেহময় দয়া প্রকাশ পায়।

-পরম শান্তি বলে কেবল তুমিই মানুষে মানুষে পুনর্মিলন ঘটাতে ও তাদের মধ্যে নবপ্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম। বর্তমান যত যুদ্ধ-সংগ্রাম-বিভেদ শেষ করে দাও।

-তুমি যে চরম বিজয়ী, আমাদের এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে তোল। আমরা যে তোমার ঐশগৌরবের অংশীদার হব, আমাদের অন্তরের এ প্রত্যাশাও অবিচল রাখ।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

যাঁকে পিতা ঈশ্বর পুনরুত্থান ও নবজীবনের প্রথম ফলস্বরূপ দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের নামে আমাদের বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*প্রভু, তোমার জনগণকে পবিত্র করে তোল।*

-মিশর দেশ থেকে যাত্রাকালে তুমি তোমার জনগণকে অগ্নিময় এক মেঘ দ্বারা চালিত করেছিলে। খ্রিষ্টই হোন আমাদের জীবনের আলো।

-সিনাই পর্বতে তুমি তোমার জনগণকে বিধান দান করেছিলে। পুনরুত্থিত খ্রিষ্টই হোন আমাদের জীবনের বাণী।

-প্রান্তরে তুমি তোমার শ্রান্ত জনগণকে মান্না দানে পরিতৃপ্ত করেছিলে। পুনরুত্থিত খ্রিষ্টই হোন আমাদের জীবনের রুটি।

-শৈল থেকে নিঃসৃত জল দিয়ে তুমি তোমার সেই জনগণের তৃষ্ণা মিটিয়েছিলে। পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট সেই জীবনদানকারী আত্মাকে আমাদের দান করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [১৭-১৯]

১ম সপ্তহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১২:১৩)

আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

## সাম ৫৫

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ৩:৫খ-৭)

ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১৩২, ১৩৩

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ১:১২-১৪)

যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
উ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

১ম সপ্তহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৩:১৮, ২২)

খ্রিষ্ট পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : আমার হাত, * আমার পা দেখ ;
এ আমি নিজেই। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : পুত্রের প্রতি * যে বিশ্বাস রাখে,
সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমিই সেই রুটি, * যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে,
যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে ;
আমি যে রুটি দান করব,
তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য ! আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমিই মেষগুলির পালক। * আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায়,
ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমি * এই সমস্ত কথা তোমাদের বলছি,
যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে
এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : তোমাদের দুঃখ * আনন্দে পরিণত হবে,
তোমাদের আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে
কেড়ে নিতে পারবে না।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রিতদের প্রথম ফসল হয়ে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-প্রেরিতদূতদের উপরে স্থাপিত তোমার ভক্তমণ্ডলীর কথা মনে রেখ। তোমার সকল বিশ্বাসীকে আশীর্বাদ কর।

-তুমি ঐশ আরোগ্যদাতা, দেহ আত্মা দু'টোই তুমি নিরাময় করতে পার। আমাদের পরিত্রাণ করতে এসো।

-পরম দয়াবান যে তুমি, অসুস্থদের সান্ত্বনা এবং অবহেলিতদের শক্তি দাও। যত ব্যথা ও দুর্বিপাক থেকে তাদের মুক্ত কর।

-তোমার ক্রুশমৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তুমি অনন্ত জীবন অর্জন করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার আনন্দধামে গ্রহণ কর।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

পিতা যাঁকে আমাদের আশার ভিত্তি বলে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, আনন্দচিত্তে সেই পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে ডাকি:

*হে গৌরবের রাজা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার রক্ত ও পুনরুত্থান গুণে তুমি একবার, চিরকালের মতই, স্বর্গীয় পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছ। তোমার সঙ্গে আমাদেরও পিতার গৌরবধামে চালিত কর।

-তুমি প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস সুস্থির করে রেখেছিলে, তোমার আত্মার সাক্ষ্যদানে তাঁদের প্রেরণকর্ম সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তোমার মণ্ডলীর সকল বিশপ ও পুরোহিত যেন তোমার বাণীর সার্থক সেবক হতে পারেন।

-তুমি তো সকলের পক্ষে পুনর্মিলন ও শান্তির উৎস। কৃপা কর, সকল খ্রিষ্টভক্ত যেন এক বিশ্বাস ও প্রেমের বন্ধনে একাত্ম হয়।

-মন্দিরদ্বারে বসে যে খোঁড়া মানুষ তোমার পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করেছিল, তুমি তাকে নিরাময় করেছিলে। আমাদের অসুস্থ ভাইবোনদের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে তাদের দেখাও তোমার গৌরবের শক্তি।

-তুমি মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, তুমি পুনরুত্থানের প্রথম ফসল। যাঁরা তোমাতে আশা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার সনাতন আলোকরাজ্যে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার নাম বন্দনার উদ্দেশ্যে তুমি পৃথিবীর সকল জাতিকে সম্মিলিত করেছ। আশীর্বাদ কর: বাপ্তিস্মের জলকুণ্ডে নবজন্ম লাভ করেছে যারা, তারা যেন বিশ্বাস-প্রেরণায় যেমন, ভ্রাতৃপ্রেমেও তেমনি এক হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, জগতের পরিত্রাণের জন্য তুমি পাস্কা-যজ্ঞ প্রবর্তন করেছ। প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের মিনতি গ্রহণ কর: আমাদের হয়ে যিনি প্রার্থনা করে থাকেন, আমাদের মহাযাজক সেই খ্রিষ্ট যেন আমাদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের গুণে আমাদের মঞ্জুর করেন পুনর্মিলন, ও তোমার সঙ্গে তাঁর সমসত্তার গুণে যেন আমাদের দান করেন পাপের ক্ষমা। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, এ পাস্কাকালে আমরা গভীবতর ভাবে উপলব্ধি করেছি তোমার প্রেমের মাহাত্ম্য, সেই প্রেমের ধারায় প্লাবিত হয়েছে আমাদের অন্তর। কৃপা কর, ভুলভ্রান্তি-তমসা থেকে যাদের তুমি মুক্ত করেছ, তারা যেন অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে তোমার সত্য বাণী আঁকড়ে ধরতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন ক'রে তুমি তাকে তার আদিমর্যাদার চেয়ে মহত্তর মর্যাদায় উন্নীত করেছ। তোমার কৃপার এ অপরূপ রহস্য স্মরণ করে আশীর্বাদ কর: নবজন্মের সাক্রামেন্ত দ্বারা যাদের নবায়িত করতে প্রসন্ন হয়েছ, তাদের অন্তরে তোমার নিত্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহদান রক্ষা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহেই পাপী আমরা ধর্মময় হয়ে উঠি, দুঃখী আমরা হই সুখী। মিনতি জানাই: তোমারই হাতে সৃষ্ট এই আমাদের তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত তোমার সকল দান: আমরা যখন বিশ্বাস গুণে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হয়েছি, তখন যেন দৃঢ় ধর্মনিষ্ঠার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমার জনগণকে তুমি করেছ তোমার মুক্তিকর্মের সহভাগী। তাই অনুনয় করি: তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন প্রভুর পুনরুত্থানের জন্য তোমাকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৮

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গারোহণের আগে

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,
পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## স্বর্গারোহণের পরে

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,

মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৮৮, ৬৯, ৩৮

ধুয়ো : আপন মেষগুলির জন্য * যিনি আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন
এবং আপন মেষপালের জন্য মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করলেন,
সেই উত্তম মেষপালক পুনরুত্থান করেছেন।
আল্লেলুইয়া।

℣ যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আল্লেলুইয়া ;
℟ এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৬০, ১০৬, ৭৯

ধুয়ো : তিনি * অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে
তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ খ্রিষ্ট পিতার গৌরব দ্বারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া।
℟ আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গারোহণের আগে

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,

‘উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,’
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, ‘তুমি ধন্য ;’
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

## স্বর্গারোহণের পরে

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক’রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক’রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য!
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো:
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো: প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো: হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৬, ৫১, ১০১

গীতিকা : গীতিকা ১১ অথবা গীতিকা ১২

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৩০-৩২)

একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : মৃতদের মধ্য থেকে * পুনরুত্থান করার পর
এই হয়েছিল যিশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : যিশু * সেই রুটি ক'খানা গ্রহণ করে নিয়ে
ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ ক'রে
যারা সেখানে বসে ছিল, তাদের মধ্যে তা বিতরণ করলেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : যে কেউ আমার মাংস খায় * ও আমার রক্ত পান করে,
সে আমাতে বসবাস করে
আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : আমি * তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি।
আমি আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব,
আমি যেখানে আছি,
সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আমার আজ্ঞা এ : * তোমরা পরস্পরকে ভালবেস,
আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আমরা দেখছি যে, * যিশু এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত,
তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন ব'লে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা যিনি আমাদের নবজীবন দান করেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাই:

*হে পিতা, খ্রিষ্টের গৌরবে আমাদের উজ্জ্বল করে তোল।*

-হে পুণ্যময় বিশ্বস্ত পরমেশ্বর, তুমি তো সর্বযুগের মানুষের কাছে তোমার দয়া প্রকাশ কর। এ বর্তমান কালেও পাস্কার মহাকীর্তি পুনঃসাধন কর।

-তোমার সত্যের আলোতে আমাদের অন্তর পবিত্র কর; ন্যায় ও শান্তির পথে আমাদের চালিত কর।

-তোমার শ্রীমুখের আলো আমাদের উপর উজ্জ্বল করে তোল; অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্ত কর, তোমার গৃহের মঙ্গলদানে আমাদের পরিতৃপ্ত কর।

-তোমার প্রেরিতদূতদের কাছে তুমি শান্তি রেখে গেছিলে। সেই শান্তি সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করুক।

### ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে মিনতি নিবেদন, পৃঃ ৩৪৩)

প্রেরিতদূতদের উপর পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করার জন্য যিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি:

*হে প্রভু, তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি স্বর্গারোহণ করেছ যাতে আমরা পিতার প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে পেতে পারি। সেই আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন তাঁর প্রভাবে আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটে।

-তুমি চেয়েছ, আমরা সাপের মত সতর্ক, ঘুঘুর মত সরল হব। তোমার আত্মার প্রজ্ঞাদানেই এ আশ্চর্য কাজ সাধন কর।

-তুমি পিতার ডান পাশে সমাসীন। আমাদের মহাযাজকরূপে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর, আমাদের মাথারূপে তোমার দেহ এই আমাদের মধ্যে প্রার্থনা কর।

-কৃপা কর, কঠিন পরীক্ষা ও প্রতিকূলতার সময়ে আমরা যেন অনুভব করি যে আমরা তোমার যন্ত্রণাভোগের অংশীদার, যেন চিরকাল ধরে তোমার গৌরবের সহভাগী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [২০-২২]

১ম সপ্তহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ২:৩২, ৩৬)

ঈশ্বর যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সকলেই তার সাক্ষী। অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

## সাম ২২

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৩:২৭-২৮)

তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১৬, ৬১

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৫:৭-৮)

তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
উ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গারোহণের আগে

দয়াল মেষশিশুর ভোজে, এসো গো,
ত্রাণবসনে বসি হে,
লোহিত সাগর পার হয়ে সকলে
খ্রিষ্ট প্রভুর স্তব করি হে।

ক্রুশ-বেদিতে দেখ তাঁর দেহ,
দেখ, ক্ষরিত তাঁর রক্ত ;
মোরা সেই দেহরক্ত ভোগ ক'রে
ঐশজীবন লাভ করছি হে।

পাস্কার এ সন্ধ্যায় সেই যমদূত হতে
মোরা রক্ষিত চিরকাল !
নিষ্ঠুর ফারাওর কর্তৃত্ব হতে,
দেখ, মুক্তি লাভ করছি হে।

মোদের পাস্কা যে স্বয়ং শ্রীখ্রিষ্ট,
নিষ্পাপ নিহত মেষশাবক,
তিনিই নিজ মাংস স্বর্গীয় অন্নরূপে
মোদের নিবেদন করছেন হে।

যোগ্য বলি হে, তোমারই দ্বারা
পাতাল বিদীর্ণ এখন হে;
বন্দি মোরা যে বিমুক্ত হয়ে
জীবন-পুরস্কার প্রাপ্ত হে।

কবর হতে সেই খ্রিষ্ট বের হচ্ছেন,
দেখ, মৃত্যুঞ্জয়ী ফিরছেন হে;
স্বর্গ উন্মুক্ত, মোরা তো দেখছি,
শত্রু যে তাঁরই বন্দি হে।

ওগো শ্রীযিশু, পাস্কার আনন্দ
হৃদে চিরকাল থাকুক হে;
নবজাতদের তব জয়লাভে
অংশী কর গো তুমি হে।

'খ্রিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়' ব'লে সকলে
এসো, ঘোষণা করি হে;
পিতা এবং পরমাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল ধন্য হে। (রেমেসিয়ানার নিকেতাস † ৪১৪)

## স্বর্গারোহণের পরে

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,

অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

১ম সপ্তহ

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৪

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৫

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৫:৮-১০)

পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রিষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্ এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে শ্লোক, পৃঃ ৩৪৫)

প্ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ তাঁরা প্রভুকে দেখতে পেলেন ব'লে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : যে শিষ্যকে * যিশু ভালবাসতেন
তিনি বলে উঠলেন, 'উনি প্রভু।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : যিনি * পাতালের প্রভাব ধ্বংস করলেন,
তিনি কঠোর ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করলেন ;
সগৌরবে পুনরুত্থিত হয়ে
তিনি এখন শক্তিতে পরিবৃত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : আমাদের পরিত্রাণ করার জন্য * খ্রিষ্ট ক্রুশমৃত্যু বরণ করলেন
এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : উত্তম মেষপালক
মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া :
এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : স্বর্গস্থ পিতার কাছে * যারা প্রার্থনা জানায়,
তিনি পবিত্র আত্মাকে তাদের দেবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যিনি পথ, সত্য ও জীবন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*হে জীবনেশ্বর, আমাদের আশীর্বাদ কর।*

-আমরা তোমার মণ্ডলীর সেবকদের জন্য প্রার্থনা করি : ভাইবোনদের জন্য জীবনের রুটি দিতে দিতে তাঁরা যেন তোমার শক্তি উপলব্ধি করেন।

-সকল খ্রিষ্টভক্তদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন খ্রিষ্টীয় আহ্বানে বিশ্বস্ত থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে শান্তি ও একাত্মতার বন্ধন দৃঢ়তর করে রাখেন।

-দেশের শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন ন্যায় ও দয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচালনা করেন এবং বিশ্বশান্তির জন্য তাঁরা যেন উদ্বিগ্ন হন।

-সাধুসাধ্বীদের স্বর্গসভার সঙ্গে তোমার পূজা করতে আমাদের যোগ্য করে তোল। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের দান কর শাশ্বত আনন্দ।

২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে মিনতি নিবেদন, পৃঃ ৩৪৫)

যিনি জীবন ও পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি:

*আমাদের মাঝে রাজত্ব কর, প্রভু।*

-হে ত্রাণকর্তা যিশু, দেহের দিক থেকে তুমি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, কিন্তু আত্মার দিক থেকে তুমি চিরজীবিত, এমনকি তুমি জীবনদাতা। তোমার কৃপায়, আমরা যেন পাপের কাছে মৃত হয়ে পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারে নবজীবন যাপন করতে পারি।

-তুমি তোমার প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করেছিলে তাঁরা যেন সকল মানুষের কাছে সুসমাচারের কথা প্রচার করেন। সকল বাণীপ্রচারকের অন্তর দৃঢ় করে রেখ।

-সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য তুমি পিতার কাছ থেকে স্বর্গে ও মর্তে যত অধিকার পেয়েছ। তোমার ঐশপ্রজ্ঞাদানে আমাদের শাসনকর্তাদের চালিত কর।

-তুমি আদেশ দিয়েছ, আমরা যেন তোমার গৌরবময় পুনরাগমনের অপেক্ষায় জাগ্রত ও সক্রিয় থাকি। আশীর্বাদ কর, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর যতখানি অপেক্ষা করি, আমরা যেন মানবজাতির উন্নতি ও শান্তির জন্য ততখানি কাজ করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, মানবজাতিকে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলন-সন্ধিতে আবদ্ধ করার জন্য তুমি পাস্কা-সাক্রামেন্ত প্রবর্তন করেছিলে। আশীর্বাদ কর: ধর্মানুষ্ঠানে আমরা যা বিশ্বাস করি বলে ঘোষণা করছি, আমাদের জীবনাচরণে যেন তার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, সরল হৃদয় যারা, তুমি তাদের আশা, তাদের আলো! বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: আমাদের এমন হৃদয় মঞ্জুর কর, যাতে আমরা তোমার চরণে যথার্থ যাচনা নিবেদন করি, সমুচিত প্রশংসাবাদে তোমার নিত্য বন্দনা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: আমরা যখন প্রভুর পুনরুত্থানের অনুগ্রহ জানতে পেরেছি, তখন তোমার আশীর্বাদে যেন পবিত্র আত্মার ভালবাসার গুণে জীবনের নবীনতায় পুনরুত্থিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তুমিই আমাদের স্বাধীনতা ও ত্রাণকর্মের সাধক। শোন মিনতির কণ্ঠ: তোমার পুত্রের রক্তক্ষরণে যাদের মুক্তি সাধন করেছ, তারা যেন তোমার দ্বারাই জীবন পেতে পারে, ও তোমার রক্ষায় নিরাপদ হয়ে চিরকালীন উল্লাসে উল্লসিত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের জীবন পাস্কা-রহস্যগুলো দ্বারা প্রভাবান্বিত হোক। যে ত্রাণকর্মের কথা আমরা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি, তার অম্লান শক্তিতে রক্ষা পেয়ে আমরা যেন পরিত্রাণের ফল ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের আগে): হে প্রভু, আমাদের মিনতি শোন: তোমার পরম বাণীর পবিত্রতাদানকারী প্রভাবে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, সুসমাচার প্রচারের ফলে তা জগতের সর্বত্রই সাফল্য লাভ করুক: সত্যের সাক্ষ্যদানে যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, তোমার দত্তকপুত্র সকলেই যেন তা উপভোগ করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে) : হে ঈশ্বর, তুমি খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা মানবজাতিকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে থাক। তোমার ডান পাশে সমাসীন ত্রাণকর্তার দিকে আমাদের প্রাণ উন্নীত কর, তিনি যখন সমহিমায় আগমন করবেন, তখন আমরা, যারা বাপ্তিস্মে তোমার অনুগ্রহে নবজন্ম লাভ করেছি, যেন অমরতার শুভ্র বসন পরিধান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট সত্যি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৮১

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গারোহণের আ

এটি সত্যি প্রভুর দিবস,
জ্যোতিরই দিবস—
পুণ্য রক্তে আজ মুছেছে
বিশ্বের অপরাধ।

দিশেহারা পেল বিশ্বাস,
অন্ধে দৃষ্টিদান,
পাপী-তাপী মানুষ পেল
ক্ষমার আশীর্বাদ।

স্বর্গদূতরা তো বিস্মিত
দস্যুর দর্শনে—
খ্রিষ্টের কাছে হয়ে লীন
পেল জীবন সে!

এ কী চমৎকার রহস্য!
খ্রিষ্টের মাংসের গুণ—
বিশ্বপাপকে ক'রে হরণ
আনে স্বর্গের সুখ।

সত্যি কী আশ্চর্য দৃশ্য!
জীবন মৃত্যুর দান,
পাপ ঘরে আনে দয়া,
প্রেমেই ভীতির নাশ।

পাস্কার স্ফূর্তি থাকে যেন
হৃদে চিরকাল;
তব, খ্রিষ্ট, হই যেন
জয়ের অংশীদার।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য চিরকাল;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
করব স্তুতিগান। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## স্বর্গারোহণের পরে

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,

মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৫৯, ১০৯, ৫৬

ধুয়ো : পুত্র হয়েও * খ্রিষ্ট নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন,
এবং তাঁর প্রতি যারা বাধ্য,
তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।
আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
℟ সুতরাং এসো, প্রভুতে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

## ২য় পর্ব

**সাম** ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

ধুয়ো : তোমরা * সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর,
যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, আল্লেলুইয়া ;
℟ যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ সপ্তাহ

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গারোহণের আগে

উষার জ্যোতিতে, দেখ,
আকাশমণ্ডল যে রঞ্জিত,
বিশ্ব মুখর নন্দিত,
অধোলোক অত্যন্ত ভীত।

শক্তিমান রাজা খ্রিষ্ট
তমঃ পাতালের হাত থেকে
মৃত সকলকে নিচ্ছেন
অনন্ত জীবনের দিকে।

পাথর আর কত সৈন্য
সমাধিগুহাটির মুখে ;
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট ফেলেন
মৃত্যুকে সমাধির বুকে।

কত কান্না-বিলাপে
এল সেই নারীরা যখন,

‘উঠেছেন তিনি অমর হয়ে,’
বললেন সেই স্বর্গদূত তখন।

যিশু, পাস্কার আনন্দ
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজেই গো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, ‘তুমি ধন্য ;’
পিতা ও আত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (৫ম শতাব্দী)

## স্বর্গারোহণের পরে

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক’রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক’রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য!
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো:
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সপ্তাহ

১ম ধুয়ো: প্রভুর দূত * স্বর্গ থেকে নেমে এসে
সমাধিগুহার পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন
ও তার উপর বসলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো: হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,
প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ভয়ে প্রহরীরা * এতই কম্পিত হল যে,
জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২

গীতিকা : গীতিকা ১৩ অথবা গীতিকা ১৪

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৪:৭-৯)

আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

## শ্লোক

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

১ম সপ্তাহ : রবিবার দিন * সকালে পুনরুত্থান ক'রে
যিশু প্রথমে সেই মাগ্দালার মারীয়াকে দেখা দিলেন,
যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২য় সপ্তাহ : তোমাদের শান্তি হোক, * এই যে আমিই ; আল্লেলুইয়া ;
ভয় পেয়ো না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩য় সপ্তাহ : শিমোন পিতর বলে উঠলেন, * 'আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব, প্রভু?
অনন্ত জীবনের কথা তো আপনার কাছেই রয়েছে।
আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি,
আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৪র্থ সপ্তাহ : প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৫ম সপ্তাহ : খ্রিষ্ট * এ উদ্দেশ্যেই মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন,
যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : আমি * তোমাদের সত্যিই বলছি,
তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা করবে,
তিনি তা তোমাদের দেবেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম, ৩য়, ৫ম সপ্তাহ

যারা তাঁর বাণী ও দেহের ভোজে উপযুক্তভাবেই যোগদান করে, খ্রিষ্ট চরম দিবসে তাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন। আসুন, জীবনের রুটি সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, পাস্কার আনন্দ দান কর।*

-মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান ক'রে তুমি হয়ে উঠেছ অনন্ত জীবনের উৎস। পৃথিবীর সকল মানুষকে পাস্কার আশীর্বাদে ধন্য কর।

-তুমিই ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ ও শান্তি। কৃপা কর, আমরা যেন তোমার পাস্কার আলোতে নবজীবনের পথে চলতে পারি।

-জগতে প্রবাসী তোমার মণ্ডলীর বিশ্বাস সুদৃঢ় করে রেখ, সে যেন জগতের কাছে তোমার পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে।

-তুমি যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই পিতার মহিমায় প্রবেশ করেছ। জগতের যত দুঃখযন্ত্রণা অফুরান আনন্দে পরিণত কর।

### ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে মিনতি নিবেদন, পৃঃ ৩৪৬)

যিনি অনন্ত জীবনের কথা এ জগতে জানাতে এসেছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি:

*হে প্রভু, তোমার পুনরুত্থানের অনুগ্রহে আমাদের ধন্য কর।*

-হে সনাতন মেষপালক, যারা পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষা করছে, তোমার এ জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তোমার জীবনদায়ী বাণী ও রুটি দানে তাদের পরিতৃপ্ত কর।

-তোমার মেষপালের মাঝে কোন নেকড়ে, কোন বেতনভোগীকে আসতে দিয়ো না। তোমার মেষগুলি এই আমরা যেন পরিত্রাণের পথে নিরাপদে চলতে পারি।

-যারা তোমার বাণী প্রচারে নিযুক্ত, তুমি সর্বদাই তো তাদের কাছে থাক ও তোমার শক্তিদানে তাদের অন্তর সুদৃঢ় করে রাখ। সাহায্য কর, নিজেদের জীবনেরই সাক্ষ্য দিয়ে আমরা যেন তোমার পুনরুত্থানের কথা প্রচার করতে পারি।

-তুমিই হও আমাদের আনন্দ, যে আনন্দ কেউই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। মৃত্যুময় পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর, আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তোল স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

১ম সপ্তহ

ধুয়ো : হঠাৎ * এক প্রবল ভূমিকম্প হল,

প্রভুর দূত যে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। আল্লেলুইয়া।

২য়-৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৫:১০-১১)

আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।

উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;

উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : দেখতে দূত ছিলেন * বিদ্যুৎ-ঝলকের মত,
তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:২০-২২)

আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

১ম সপ্তাহ

*প্র* এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

**সাম** ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

১ম সপ্তাহ

ধুয়ো : স্বর্গদূত * নারীদের বললেন, 'ভয় পেয়ো না :
আমি জানি, তোমরা যিশুকে খুঁজছ।' আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ৫:১৪-১৫)

খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে, সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

১ম সপ্তাহ

প্র এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন। আল্লেলুইয়া।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি। আল্লেলুইয়া।

২য়–৬ষ্ঠ সপ্তাহ

প্র আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া;
উ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

এসো, প্রার্থনা করি :

**সমাপন প্রার্থনা**

১ম সপ্তাহ : হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহের বদান্যতায় তুমি তোমাতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাক। তোমার মনোনীত সন্তানদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর : বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে নবজন্ম লাভ করেছে যারা, অমরতার শুভ্র বসনে তাদের পরিবৃত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, পাপের বিধান দ্বারা আমাদের জন্য লেখা সেই ঋণপত্র সরিয়ে দাও, যা পাস্কা-রহস্যে তুমি তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা বাতিল করেছ। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, তোমাতে বিশ্বাসী বলে যাদের তুমি বাপ্তিস্মের জলকুণ্ডে নবীভূত করেছ, খ্রিষ্টে সেই নবজন্মপ্রাপ্ত সকলকে রক্ষা কর, তারা যেন সমস্ত ভুলভ্রান্তির উপর জয়ী হয়ে তোমার আশীর্বাদের অনুগ্রহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, পাস্কাপর্ব পালনের মধ্য দিয়ে তুমি স্বর্গীয় প্রতিকার দানে জগৎকে নিরাময় করে থাক। তোমার মণ্ডলীর দিকে মুখ তুলে চাও: তেমন পর্ব পালনের ফলে আমরা যেন একদিন অনন্ত জীবন পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৫ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বাপ্তিস্মের গুণে তুমি আমাদের নবজন্ম দান করে আমাদের মঞ্জুর করেছ স্বর্গীয় জীবন। আশীর্বাদ কর: যাদের ধর্মময় ক'রে তুমি অমরতার যোগ্য করে তোল, তোমার পরিচালনায় তারা যেন গৌরবের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের আগে): হে প্রভু, শুভকর্ম সাধন দ্বারা আমাদের মন সর্বদাই দীক্ষিত কর, শ্রেয়তর সৎকর্ম অনুশীলনে উত্তরোত্তর রত থেকে আমরা যেন পাস্কা-রহস্যকে আপন করতে চিরসচেষ্ট থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ (স্বর্গারোহণের পরে): হে ঈশ্বর, স্বর্গারোহণ করার সময়ে তোমার পুত্র তাঁর প্রেরিতদূতদের কাছে পবিত্র আত্মা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁরা

যেমন সনাতন প্রজ্ঞার বহুবিধ ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন, তেমনি আমাদের কাছেও তোমার আত্মিক দানগুলি মঞ্জুর কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভুর স্বর্গারোহণ

(৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অথবা ৭ম সপ্তাহের রবিবার)

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

যিশু, মোদের পরিত্রাণ,
মোদের প্রেম, কাম্য তুমি,
ঈশ্বররূপে জীবনদাতা,
মানুষ হয়ে জগৎত্রাতা।

কোন্ করুণা তোমায় পেল,
মোদের পাপ যে করলে হরণ,
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
জয় করলে মোদের মরণ।

কোন্ বা দয়া তোমায় পেল,
তুমি যে পাতালে নেমে
যত বন্দি ছিল সুপ্ত,
তাদের করলে চিরমুক্ত।

একই দয়া এখন যেন
করে জয় তব হৃদি :
মোদের ত্রুটি কর ধ্বংসন,
তবে পাব তব দর্শন।

তুমি হবে মোদের গৌরব,
এখন হও মোদের মহিমা ;
তুমি হও মোদের আনন্দ,
মোদের শান্তি সুখ চিরন্তন। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : হে গালিলেয়ার মানুষ,
তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল,
তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তিনি * যখন স্বর্গে চলে যাচ্ছিলেন,
তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : দু'হাত তুলে * তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন,
এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : রাজাধিরাজের বন্দনা কর,
কর পরমেশ্বরের স্তুতিগান। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তাঁকে * ঊর্ধ্বে তোলা হল,
একটি মেঘ তাঁকে ঐশগৌরবে গ্রহণ করল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:৪-৬)

ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে

তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে।

## শ্লোক

*প্র* আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* যিনি আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পিতা, * তুমি আমার হাতে দিয়েছ যাদের,
সেই সকল মানুষের কাছে আমি প্রকাশ করেছি তোমার নাম।
এখন আমি জগতের জন্য নয়, তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি,
কারণ আমি তোমার কাছে আসছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পিতার ডান পাশে সমাসীন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি :

*হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা।*

-প্রভু, স্বর্গে আরোহণ ক'রে তুমি সঙ্গে করে নিয়েছ আমাদের মানবীয় দুর্বলতা। আমাদের সেই আদিদণ্ড ধ্বংস কর, আমাদের ফিরিয়ে দাও হারানো মর্যাদা।

-প্রেমের পথ ধরেই তুমি এ জগতে নেমে এসেছিলে। সেই একই পথ ধরে আমাদের নিয়ে যাও তোমার অমৃতলোকে।

-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তুমি সবকিছুই নিজের কাছে আকর্ষণ করবে। কৃপা কর, তোমার দেহ সেই মণ্ডলী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে দিয়ো না।

-তুমি গৌরবধামে আমাদের আগে আগে গিয়ে পৌঁছেছ। আশীর্বাদ কর, আমাদের অন্তর যেন এখন থেকেই সেখানে বাস করে।

-তুমি আবার আসবে বিচারকর্তারূপে। আশা রাখি, সেই দিন আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের সঙ্গে আমরাও তোমার অসীম দয়ার পরিচয় পেতে পারব।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু স্বর্গারোহণ করছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বেই
তোমার মাহাত্ম্য সঙ্কীর্তিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৮

২য় ধুয়ো : তোমার শক্তিতে * উন্নীত হও, ওগো প্রভু,
বাদ্যের ঝঙ্কারে আমরা গাইব
তোমার পরাক্রমের গুণগান।
আল্লেলুইয়া। সাম ২১

৩য় ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। আল্লেলুইয়া। সাম ২৪

প্র প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে। আল্লেলুইয়া।
উ শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : জাতি-বিজাতির মাঝে * আমি উচ্চতম,
পৃথিবী জুড়ে উচ্চতম। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : পরমেশ্বর * আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে;
প্রভু আরোহণ করছেন তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : সিয়োনে * প্রভু মহান। আল্লেলুইয়া।
তিনি সকল জাতির উপরে উচ্চতম। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

প্র সিয়োনে প্রভু মহান। আল্লেলুইয়া।
উ তিনি সকল জাতির উপরে উচ্চতম। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমি * তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি,
কিন্তু তোমাদের কাছে ফিরে আসব,

তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে।

আল্লেলুইয়া।

## বিজয়ী খ্রিষ্টের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬৩:১-৫)

*মেষশাবকের রক্তকে হাতিয়ার করেই তারা নাগ্‌দানবের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছে* (প্রকাশ ১২:১১)।

ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন,
বস্রা থেকে যিনি আসছেন রক্তবর্ণ বসন পরে?
ইনি কে, আপন পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?
আপন শক্তির পূর্ণতায় যিনি গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসছেন?

এই আমি! ধর্মময়তায় আমি কথা বলি,
পরিত্রাণ সাধন করতে আমি মহান।
তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? †
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে,
তোমার বসন তার বসনের মত কেন?

মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম,
আমার আপন জাতির কেউই ছিল না আমার সঙ্গে,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাড়াই করলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের পদদলিত করলাম।

ছিটকে পড়ল আমার বসনে তাদের রক্ত,
আমার সমস্ত পোশাক হল কলঙ্কিত,
কারণ আমার অন্তরে ছিল প্রতিশোধের দিন,
এসে গেছেই আমার মুক্তিকর্মের সন।

চেয়ে দেখলাম : সাহায্য করতে ছিল না কেউ ;
স্তম্ভিত হলাম : সমর্থক ছিল না কেউ।

তখন আমার আপন বাহুই ত্রাণ করল আমায়,
আমার রোষ, তা-ই হল আমার সমর্থক।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান (গীতিকা হো ৬:১-৬)

*খ্রিষ্ট শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন* (১ করি ১৫:৪)।

এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, †
তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন;
আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, †
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।

এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।

এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম, †
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার :
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের চরম পরিত্রাণ** (গীতিকা জেফা ৩:৮-১৩)

*ইশাইয়ার কথা: ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অগণিত হলেও শুধুমাত্র সেই অবশিষ্ট কিছু মানুষই রক্ষা পাবে* (রো ৯:২৭)।

আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর, প্রভুর উক্তি,
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম :
বিজাতিদের সংগ্রহ করব, রাজ্যসকলকে জড় করব ;

তাদের উপর আমার রোষ, আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।
তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ, †
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।

ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে আমার উপাসকেরা
আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ আমার কাছে আনবে উপহার।
সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।

কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।

তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।

তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি,
কিন্তু তোমাদের কাছে ফিরে আসব,
তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে।
আল্লেলুইয়া।

প্ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আল্লেলুইয়া,
উ যিনি আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : মার্ক ১৬:১৫-২০
খ বর্ষ : লুক ২৪:৪৬-৫৩
গ বর্ষ : মথি ২৮:১৬-২০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু স্বর্গারোহণ করছেন ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য!
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো:
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো: হে গালিলেয়ার মানুষ,
তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল,
তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তিনি * যখন স্বর্গে চলে যাচ্ছিলেন,
তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দু'হাত তুলে * তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন,
এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : রাজাধিরাজের বন্দনা কর,
কর পরমেশ্বরের স্তুতিগান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তাঁকে * ঊর্ধ্বে তোলা হল,
একটি মেঘ তাঁকে ঐশগৌরবে গ্রহণ করল। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১০:১২-১৪)

খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন; আর সেখানে অপেক্ষা করছেন যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়। কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

## শ্লোক

প্র খ্রিষ্ট আরোহণ করছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ খ্রিষ্ট আরোহণ করছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র মানুষের বন্দিদশা বন্দি করেই আরোহণ করছেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ খ্রিষ্ট আরোহণ করছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * তাঁর কাছে আরোহণ করছি
যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা,

আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি উত্তোলিত হয়ে সকল মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, আসুন, সেই প্রভু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে খ্রিষ্ট, তুমিই গৌরবের রাজা!*

-হে খ্রিষ্ট, নিজেকে বলিরূপে একবারই উৎসর্গ ক'রে তুমি এখন বিজয়ী হয়ে পিতার ডান পাশে সমাসীন। যাদের তুমি নিজ রক্তদানে পবিত্র করে তুলেছ, তাদের অন্তরে সঞ্চার কর ঐশপ্রেমের পূর্ণতা।

-হে চিরকালীন মহাযাজক, হে নবসন্ধির মধ্যস্থ, তুমি তো আমাদের শান্তির জন্য অনুক্ষণ প্রার্থনা কর। পবিত্র আত্মায় তোমার সঙ্গে সংযুক্ত সকল খ্রিষ্টভক্তকে উদ্ধার কর।

-তোমার মৃত্যুর পরে তুমি শিষ্যদের কাছে চল্লিশদিন ধরে দেখা দিয়েছিলে। আজ ও সবসময় আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করে রেখ।

-শিষ্যদের কাছে তুমি পবিত্র আত্মাকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তাঁরা যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমার সাক্ষী হতে পারেন। সেই আত্মার প্রভাবে আমাদের সাক্ষ্যদান দৃঢ়তর করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

বৃহস্পতিবার : সাম ১১৯ [১৭-১৯]

রবিবার : সাম ১১৯ [১-৪]

ধুয়ো : তিনি * যখন স্বর্গে চলে যাচ্ছিলেন,

তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।'

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১:১৭গ-১৮)

আমি মানবপুত্রকে দেখলাম; তিনি আমাকে বললেন, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি।

প্র তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়। আল্লেলুইয়া।

উ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

বৃহস্পতিবার : সাম ৫৫

রবিবার : সাম ১৩৫

ধুয়ো : দু'হাত তুলে * তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন,

এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৮:১খ-৩ক)

আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন: তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন।

প্র প্রভু স্বর্গলোকে, আল্লেলুইয়া ;

উ স্থাপন করেছেন তাঁর সিংহাসন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

বৃহস্পতিবার : সাম ১৩২, ১৩৩

রবিবার : সাম ১১৭, ১৩৬

ধুয়ো : তাঁকে * ঊর্ধ্বে তোলা হল,

একটি মেঘ তাঁকে ঐশগৌরবে গ্রহণ করল। আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১-২)

তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।

*প্র* রাজাধিরাজের বন্দনা কর। আল্লেলুইয়া।

*উ* কর পরমেশ্বরের স্তুতিগান। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

যিশু, মোদের পরিত্রাণ,
মোদের প্রেম, কাম্য তুমি,
ঈশ্বররূপে জীবনদাতা,
মানুষ হয়ে জগৎত্রাতা।

কোন্ করুণা তোমায় পেল,
মোদের পাপ যে করলে হরণ,
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
জয় করলে মোদের মরণ।

কোন্ বা দয়া তোমায় পেল,
তুমি যে পাতালে নেমে
যত বন্দি ছিল সুপ্ত,
তাদের করলে চিরমুক্ত।

একই দয়া এখন যেন
করে জয় তব হৃদি :
মোদের ত্রুটি কর ধ্বংসন,
তবে পাব তব দর্শন।

তুমি হবে মোদের গৌরব,
এখন হও মোদের মহিমা ;
তুমি হও মোদের আনন্দ,
মোদের শান্তি সুখ চিরন্তন। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : হে গালিলেয়ার মানুষ,
তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল,
তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তিনি * যখন স্বর্গে চলে যাচ্ছিলেন,
তাঁরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : দু'হাত তুলে * তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করলেন,
এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : রাজাধিরাজের বন্দনা কর,
কর পরমেশ্বরের স্তুতিগান। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তাঁকে * ঊর্ধ্বে তোলা হল,
একটি মেঘ তাঁকে ঐশগৌরবে গ্রহণ করল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৩:১৮, ২২)

খ্রিষ্ট পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

## শ্লোক

℣ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ যিনি আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে গৌরবের রাজা, * হে সর্বশক্তিমান প্রভু,
তুমি আজ বিজয়ী হয়ে স্বর্গারোহণ করছ।
অনাথ হয়ে আমাদের ছেড়ে যেয়ো না,
বরং যাঁকে তুমি দান করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে,
পিতার সেই দান, সত্যময় সেই আত্মাকে আমাদের কাছে প্রেরণ কর।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পিতার ডান পাশে সমাসীন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি :

*হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা।*

-প্রভু, স্বর্গে আরোহণ ক'রে তুমি সঙ্গে করে নিয়েছ আমাদের মানবীয় দুর্বলতা। আমাদের সেই আদিদণ্ড ধ্বংস কর, আমাদের ফিরিয়ে দাও হারানো মর্যাদা।

-প্রেমের পথ ধরেই তুমি এ জগতে নেমে এসেছিলে। সেই একই পথ ধরে আমাদের নিয়ে যাও তোমার অমৃতলোকে।

-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তুমি সবকিছুই নিজের কাছে আকর্ষণ করবে। কৃপা কর, তোমার দেহ সেই মণ্ডলী থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হতে দিয়ো না।

-তুমি গৌরবধামে আমাদের আগে আগে গিয়ে পৌঁছেছ। আশীর্বাদ কর, আমাদের অন্তর যেন এখন থেকেই সেখানে বাস করে।

-তুমি আবার আসবে বিচারকর্তারূপে। আশা রাখি, সেই দিন আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের সঙ্গে আমরাও তোমার অসীম দয়ার পরিচয় পেতে পারব।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের সকলকে পুণ্য আনন্দে আনন্দিত কর, ধন্যবাদগীতিতে মুখরিত করে তোল, কারণ তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণে আমরা নিজেরাও উন্নীত হচ্ছি, এবং মাথা খ্রিষ্ট যেখানে সগৌরবে গিয়েছেন, তাঁর দেহ এ আমরাও আশায় সেখানে যেতে আহূত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ৭ম সপ্তাহ

মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি পঞ্চাশত্তমী সূচী

## রবিবার

এ রবিবার তখনই পালিত হয়, যখন প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হয়। নিম্নলিখিত অংশগুলি ছাড়া, ১ম–৬ষ্ঠ সপ্তাহের রবিবারের ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য।

১ম সন্ধ্যারতি, জাগরণী, প্রভাতী বন্দনা, পূর্বাহ্ণ প্রহর, মধ্যাহ্ন প্রহর, অপরাহ্ণ প্রহর, ২য় সন্ধ্যারতি

## সোমবার

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ২৯

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

সাম ১, ১০৪, ৭১

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * পুনরুত্থান করেছেন!
আপন রক্তমূল্যে বিমুক্ত তাঁর আপন জাতিকে
তিনি আলোকিত করলেন।
আল্লেলুইয়া।

প্ল জীবনময় ঈশ্বরের জন্য, আল্লেলুইয়া ;

উ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

সাম ৯৪, ১০৫, ৮২

ধুয়ো : তোমরা * খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করেছ :
ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর। আল্লেলুইয়া।

প্র যারা জীবিত, তারা যেন নিজেদের জন্য আর জীবন যাপন না করে। আল্লেলুইয়া।

উ বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, মিনতি করি : পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৯, ৬৩, ৮০

গীতিকা : গীতিকা ৩

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৩০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ১০:৮খ-১০)

সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি ; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে।

## শ্লোক

℣ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : এই জগতে * তোমাদের নানা ক্লেশ আছে,

কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পিতা তাঁরই নামে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন, তাঁর এই বাণীতে বিশ্বাস রেখে, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*প্রভু, তোমার আত্মাকে দান কর।*

-হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি, তোমার আত্মার মাধ্যমে পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন কথাকর্মে তোমার নামকীর্তন করতে পারি।

-তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করুন। তিনি আমাদের করে তুলুন তোমার মণ্ডলীর জীবন্ত অঙ্গ।

-একদিন আমরা সবাই তোমার দ্বারাই বিচারিত হব, শিক্ষা দাও আমরা যেন কারও বিচার না করি, কাউকে যেন ছোট না মনে করি।

-আমাদের অন্তরে দিব্য আনন্দ ও শান্তি সঞ্চার কর। তোমার আত্মা আগমন করে আমাদের আশাপূর্ণ করে তুলুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, মিনতি করি : পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [৫-৮]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১:১৭গ-১৮)

আমি মানবপুত্রকে দেখলাম; তিনি আমাকে বললেন, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি।

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;
উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, মিনতি করি: পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ২৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ২:৯-১০ক, ১২)

খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর। বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, মিনতি করি : পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১, ১২, ১৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ২:৮, ১১)

মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন —আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে।

*প্র* আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;

*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, মিনতি করি : পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৮:১খ-৩ক)

আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন: তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন।

## শ্লোক

প্র পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পবিত্র আত্মা, সেই সহায়ক, * তোমাদের কাছে কাছে থাকেন,
ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি প্রেরিতদূতদের ও সমস্ত মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাদানে পূর্ণ করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার ভক্তদের সান্ত্বনা দাও।*

-ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ হে খ্রিষ্ট প্রভু, তুমি তোমার সহকর্মী হবার জন্য পুরোহিতদের মনোনীত করেছ। তাঁদের সেবাকর্ম দ্বারা মানবজাতিকে পিতার কাছে চালিত কর।

-ধনবান ধনহীন সকলেরই অন্তরে তুমি উপস্থিত। একে অন্যের প্রয়োজনের জন্য চিন্তাশীল হতে আমাদের শেখাও।

-বিশ্বজগৎ জুড়ে তোমার শুভসংবাদ প্রকাশ কর। বিচ্ছিন্ন মানবসমাজকে নবীন একতায় স্থিতমূল কর।

-জগতের অশ্রু মোচন করতে তোমার আত্মাকে পাঠাও। সেই সান্ত্বনাদাতা যত দুঃখ আনন্দে পরিণত করুন।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের পাপ ক্ষমা কর। তাঁদের সাধুসাধ্বীর সঙ্ঘের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, মিনতি করি : পবিত্র আত্মার পরাক্রম আমাদের কাছে আসুক, তোমার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে মনের সামনে রেখে আমরা যেন ভক্তিময় জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মঙ্গলবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৭

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৬, ১০৭, ৭

ধুয়ো : পিতা * খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে
স্বর্গলোকে আপন ডান পাশেই তাঁকে আসন দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের জন্য যিনি ক্রুশে ঝুলেছেন, আল্লেলুইয়া ;
উ সেই প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

ধুয়ো : আমরা বিশ্বাস করি, * একথা জেনে যে,
যিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন,
তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।
আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন ; আল্লেলুইয়া।
উ যেন আমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২য় পাঠ

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৮, ৯০, ৬৫

গীতিকা : গীতিকা ৫

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৩:৩০-৩৩)

ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন ; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী। আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: 'তুমি আমার পুত্র ; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।'

## শ্লোক

℣ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : তাঁর কথামতই * প্রভু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস—তিনি সনাতন রাজা। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, পিতার কাছ থেকে সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করবেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে ডাকি :

*হে প্রভু, তোমার আত্মাকে আমাদের দান কর।*

-তোমার বাণী তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আমাদের অন্তরে বাস করুক ; তবেই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার স্তুতিগান করতে পারব।

-পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করেছ। সেই আত্মার প্রভাবে আমরা যেন সবসময় তোমাকে ও পরম পিতাকে ডাকি।

-তুমি আমাদের কাজকর্ম তোমার প্রজ্ঞা দ্বারাই তো চালিত কর। আমাদের জীবনযাত্রার যে কোন পরিস্থিতিতে আমরা যেন তোমার মহিমার কথা প্রচার করি।

-তুমি সহিষ্ণু, তুমি দয়ালু। শক্তি দাও, আমরা যেন প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি ও প্রেমের বন্ধনে জীবনযাপন করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [৯-১২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১-২)

তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।

প্র প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;
উ তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৪২ ৪৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৩:২১-২২ক)

বাপ্তিস্ম আমাদের ত্রাণ করে; বাপ্তিস্ম তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার—সেই যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৪:১১-১২)

খ্রিষ্টই সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে। আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

*প্র* আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া;
*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ২:৪-৫)

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

**শ্লোক**

*প্র* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * পবিত্র আত্মার পরাক্রম লাভ করবে ;

তখন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাঁর আপন জনগণকে পবিত্র আত্মার সহভাগী করে তুলেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার ভক্তমণ্ডলীতে পিতা থেকে আগত আত্মাকে পাঠাও, মণ্ডলী যেন পরিশুদ্ধ, সবল ও বিশ্বজুড়ে বিস্তারিত হতে পারে।

-সকল দেশের শাসনকর্তাদের মন তোমার আত্মার জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তোল, তাঁরা যেন সুবুদ্ধি ও সৎসাহসের সঙ্গে দেশ চালিত করেন।

-দীনদরিদ্রদের অন্তরে তোমার আত্মাকে সঞ্চার কর। তাদের সহায় হয়ে তিনি তাদের সান্ত্বনা দান করুন।

-যাঁরা ঈশ্বরের সেবায় নিজেদের নিবেদন করেছেন, সেই পুরোহিতদের অন্তর যেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়, তাঁরা যেন ঈশ্বরের বাণী উত্তমরূপে প্রচার করতে পারেন।

-আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনকে পূর্ণ পরিত্রাণ মঞ্জুর কর। তোমার যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের খাতিরে তাঁরা যেন শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আসন্ন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বসবাস ক'রে আমাদের করে তুলুন নিজের গৌরবের মন্দির। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বুধবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৬

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১৫, ৭৮

ধুয়ো : যাঁকে * বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক সম্মান, গৌরব ও স্তুতি গ্রহণের যোগ্য। আল্লেলুইয়া।

প্র হে খ্রিষ্ট, তোমার পুনরুত্থানের জন্য, আল্লেলুইয়া ;
উ স্বর্গমর্ত আনন্দিত। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

ধুয়ো : তোমাদের মুক্তিপণ হল * সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্ত,
যিনি নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক স্বরূপ। আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, আল্লেলুইয়া।
উ নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। ৯৭, ৩৬, ৫৭

গীতিকা : গীতিকা ৭

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৬:৮-১১)

খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন ; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

## শ্লোক

℣ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! * তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে এ সাক্ষ্য দান করেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। এ আনন্দদায়ী নিশ্চয়তা নিয়ে, আসুন, স্নেহময় পিতাকে ডাকি:

*পিতা, তোমার সন্তানদের মিনতি গ্রহণ কর।*

-হে সান্ত্বনার উৎস পরমেশ্বর, আমাদের অন্তরকে যিশুর অন্তরের মত গড়ে তোল, আমরা যেন একাত্মা হয়ে এককণ্ঠে তোমার গৌরব কীর্তন করতে পারি।

-তোমার আশীর্বাদে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে; তবেই আমরা তোমার ন্যায় ও শান্তির রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়ে উঠব।

-পাপাত্মা দ্বারা আমাদের চালিত হতে দিয়ো না; পবিত্র আত্মাই আমাদের চালিত করুন ধর্মপথে।

-হে অন্তর্যামী, সহায়তা কর, আমরা যেন সবসময় সত্য ও সততার পথে চলতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [১৩-১৬]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৪:২৪খ-২৫)

আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই যে যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

*প্র* প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;
*উ* তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৪৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৫:৫-৬ক)

কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র? তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট! শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৪:২৩-২৪)

মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

*প্র* আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;

*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হিব্রু ৭:২৪-২৭)

যিশু চিরকালের মত থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন। সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন।

**শ্লোক**

*প্র* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * পবিত্র আত্মা ও আগুনে অবগাহন করিয়ে
তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যারা পবিত্র আত্মার ফলগুলি ভোগ করছে, আসুন, আমাদের সেই সকল ভাইবোনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পিতা ঈশ্বরকে ডাকি :

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি স্বর্গীয় মহিমায় তোমার ডান পাশেই খ্রিষ্টকে উন্নীত করেছ। তিনি যে মণ্ডলীতে ও গরিবদের মধ্যে উপস্থিত, এ সত্য উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য কর।

-তুমি আদেশ দিয়েছ, সকল মানুষ যেন তোমার পুত্রের কথা শোনে। কৃপা কর, যিশুর বাণী যেন সকলের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়, যেন সকল মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে।

-তোমার ভক্তদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে পাঠাও। তিনি অনিষ্ট থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ করুন, ভালোর দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করুন, জগৎকে শান্তির পথে চালিত করুন।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার শান্তিধামে গ্রহণ কর; আমাদের হৃদয়ে ভাবী পুনরুত্থানের আশা জাগিয়ে রাখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে দয়াবান ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত হয়ে তোমার মণ্ডলী যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবায় রত থাকে, ভক্তজন সকলে যেন পুণ্য আচরণে একমন একপ্রাণ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের

দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ২৪

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

ধুয়ো : ঈশ্বর * খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে
তাঁকে গৌরব দান করেছেন,
যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।
আল্লেলুইয়া।

প্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই। আল্লেলুইয়া।
উ তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

ধুয়ো : সৃষ্টি * অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে
ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত ক'রে, আল্লেলুইয়া,
উ এক জীবন্ত আশায় আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২য় পাঠ

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন ; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭, ৭৬, ৫

গীতিকা : গীতিকা ৯

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৮:১০-১১)

যদি খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

## শ্লোক

℣ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : সুতরাং তোমরা যাও, * সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর;
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে
তাদের বাপ্তিস্ম দাও।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশ-অধিকার পেয়েছি, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে মিনতি জানাই :

*হে খ্রিষ্ট, আমাদের যাচনা গ্রহণ কর।*

-আমাদের হৃদয়ে প্রত্যাশিত অতিথি সেই পবিত্র আত্মাকে পাঠাও। আশীর্বাদ কর, আমাদের দুর্ব্যবহারে আমরা যেন তাঁকে কখনও দুঃখ না দিই।

-তুমি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়ে, এখন পিতার ডান পাশে চিরসমাসীন। পিতার কাছে আমাদের হয়ে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর।

-সকল পালক ও সকল ভক্তকে পবিত্র আত্মায় একাত্ম করে তোল। জীবন বা মৃত্যু, কিছুই যেন তোমা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে।

-পিতার প্রতি তোমার প্রেমের খাতিরে যেমন তুমি আমাদের গ্রহণ করেছ, আমরা তেমনি যেন একে অন্যকে গ্রহণ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [১৭-১৯]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১২:১৩)

আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

*প্র* প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;
*উ* তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৫৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ৩:৫খ-৭)

ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন ; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৩২, ১৩৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১২-১৪)

যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা।

*প্র* আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন ; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৩:১৮, ২২)

খ্রিষ্ট পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন ; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

**শ্লোক**

প্র পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁকে আমি * পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,
সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকেই আসেন,
তিনি যখন আসবেন,
তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় আমাদের পরিপূর্ণ করতে পারেন, আসুন, সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, আমাদের পবিত্র করে তোল।*

-তোমার আত্মা মণ্ডলীকে একতা ও শান্তির ভিত্তিতে গড়ে তুলুন; যত বিভেদ অশান্তি থেকে তাকে রক্ষা করুন।

-তুমি শয়তানের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করেছ। অর্থলালসা আর অত্যাচারের মনোভাব থেকে জগৎকে মুক্ত কর।

-পিতার কাছে প্রার্থনা করতে করতেই তুমি পবিত্র আত্মা দ্বারা মশীহ ভূমিকায় তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে। সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা তাঁদের প্রার্থনা-জীবন এমনভাবেই পালন করুন, যেন তা পবিত্র আত্মায় ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

-পবিত্র আত্মা রাজনেতাদের মন উদ্বুদ্ধ করুন, তাঁরা যেন ক্ষমতা ও স্বার্থপরতার প্রলোভন এড়িয়ে মানবসমাজের মঙ্গলের অন্বেষণ করেন।

-তুমি তো পিতার গৌরবধামে বিরাজমান। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার সনাতন জ্যোতির্লোকে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার পবিত্র আত্মা তাঁর পরাক্রম গুণে তাঁর আত্মিক দানগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার করুন; আমাদের মধ্যে তোমার মনোমত মন সৃষ্টি করুন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে তোমার ইচ্ছার অনুরূপ করে তুলুন। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৮

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৮৮, ৬৯, ৩৮

ধুয়ো : আপন মেষগুলির জন্য * যিনি আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন
এবং আপন মেষপালের জন্য মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করলেন,
সেই উত্তম মেষপালক পুনরুত্থান করেছেন।
আল্লেলুইয়া।

℣ যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আল্লেলুইয়া ;
℟ এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

**১ম পাঠ**

## ২য় পর্ব

**সাম** ৬০, ১০৬, ৭৯

ধুয়ো : তিনি * অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে
তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ খ্রিষ্ট পিতার গৌরব দ্বারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া।
℟ আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ**

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই: তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের বিশ্বাস। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু

খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৬, ৫১, ১০১

গীতিকা : গীতিকা ১১

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ৫:৩০-৩২)

একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী ; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।

## শ্লোক

℣ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : খ্রিষ্ট যিশু * মৃত্যু বরণ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন ;
তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন,
আমাদের হয়ে আবেদনও জানাচ্ছেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের অন্তর নবজীবনের আশায় পরিপূর্ণ করেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমাদের ত্রাণ কর।*

-তুমি তো জান, প্রার্থনায় আমরা কতই না শিথিল, কতই না স্বার্থপর। তোমার পবিত্র আত্মাই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

-তোমার আনন্দময় জ্যোতি তোমার সেই আত্মাকে পাঠাও ; তিনি তোমার গৌরবময় সাদৃশ্যে আমাদের নবীভূত করে তুলুন।

-ভুলে যেয়ো না, আমরা তোমারই হাতের রচনা ; অনিষ্টকর যত মরীচিকা থেকে আমাদের রেহাই দাও।

-যারা তোমা থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের গ্রহণ করতে আমাদের শেখাও। একে অন্যের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা দেখাতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই: তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের বিশ্বাস। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [২০-২২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ২:৩২, ৩৬)

ঈশ্বর যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, আমরা সকলেই তার সাক্ষী। অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।

*প্র* প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া ;
*উ* তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই: তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের বিশ্বাস। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৩:২৭-২৮)

তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,
*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই: তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের বিশ্বাস। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৫:৭-৮)

তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

℣ আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;
℟ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই: তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের বিশ্বাস। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (হিব্রু ৫:৮-১০)

পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রিষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন।

**শ্লোক**

*প* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প* তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁরা সবাই * একমন হয়ে

যিশুর মাতা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি বিজাতিদের উপর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ বর্ষণ করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, আসুন, সেই পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন পঞ্চাশত্তমী দিনের আশ্চর্য কাজ পুনঃসাধন করেন :

*হে প্রভু, তোমার আত্মাকে আমাদের উপর বর্ষণ কর।*

-পিতা, তুমি জগতের অন্ধকারের মধ্যে তোমার পুত্রের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলে। আজকের খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষের কাছে তোমার সত্যের আলো প্রকাশ কর।

-তুমি তোমার পুত্রকে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে মশীহ ও ত্রাণকর্তা রূপে অভিষিক্ত করেছিলে। তোমার প্রসন্নতায়, তিনি যেন আজও আমাদের মাঝে তাঁর মঙ্গলকর ও ত্রাণকারী ক্ষমতায় উপস্থিত থাকেন।

-তোমার আত্মাকে পাঠিয়ে আমাদের হৃদয়ে আলো সঞ্চার কর। যাদের বিশ্বাস টলমান, তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় করে রাখ।

-পরিশ্রান্ত মানবজাতির কাছে তোমার সান্ত্বনাদানকারী আত্মাকে পাঠাও। যারা নিরাশায় পড়েছে, তাদের অন্তর নবীন আশায় ভরিয়ে তোল।

-যাঁরা তোমাতে আশা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাঁদের আশা পূর্ণ কর, যেন খ্রিষ্টের পুনরাগমনে তাঁরা পুনরুত্থানের গৌরবের অংশীদার হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার পুত্রকে গৌরবমণ্ডিত ক'রে ও আলোদানকারী আত্মাকে প্রেরণ ক'রে তুমি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। মিনতি জানাই : তেমন মহাদান গ্রহণের ফলে গভীরতর হোক আমাদের ভক্তি, দৃঢ়তর হোক আমাদের

বিশ্বাস। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আপন আত্মাকে যিনি প্রেরণ করেন,

এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৮১

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

চিরকালীন রাজা খ্রিষ্ট,
ভক্তবৃন্দের মুক্তিদাতা,
তোমার দ্বারা মৃত্যুর অন্ত,
তুমি মহান কৃপাদাতা।

পিতার পাশে আসীন হয়ে
তুমি বিশ্ব-বিচারপতি ;
এখন স্বর্গ পাতাল মর্ত
তোমাকে জানায় প্রণতি।

মাংসের নতুন দশা দে'খে
অবাক হল স্বর্গপ্রাণী—
মাংস ছিল পাপী, দুঃখী,
এখন জয়ী—ঐশবাণী।

মোদের নিত্য পুরস্কার,
নিত্যানন্দ মোদের তুমি,
বিশ্বজগতের বিধাতা,
সংসারজয়ী সত্যি তুমি।

তোমার কাছে মোদের যাচনা :
মোদের পাপ ক্ষমা কর,
তোমার কাছে মোদের অন্তর
এখন তুমি উত্তোলন কর।

তুমি সেই চরম দিবসে
মেঘরথে আসবে যখন,
মোদের দণ্ড ক'রে ক্ষমা
জয়মুকুট দিও তখন।

তুমি আজই স্বর্গে গেলে,
হে শ্রীযিশু, ধন্য তুমি ;
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
জয়ধ্বনির যোগ্য তুমি। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৫৯, ১০৯, ৫৬

ধুয়ো : পুত্র হয়েও * খ্রিষ্ট নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন,
এবং তাঁর প্রতি যারা বাধ্য,
তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।
আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
উ সুতরাং এসো, প্রভুতে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

**সাম** ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

ধুয়ো : তোমরা * সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর,
যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, আল্লেলুইয়া ;
উ যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার। আল্লেলুইয়া।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আমরা যারা এতক্ষণে পাস্কাকাল উদ্‌যাপন করে আসছি, যেন তোমার সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের জীবনযাপনে সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের আশা খ্রিষ্ট ঈশ্বর
জ্যোতির্ময় এদিন গড়লেন :
একদিন মৃত্যু ক'রে সহন
আজই করেন স্বর্গারোহণ।

শয়তানকে ক'রে জয়
পিতাকে দান করেন তিনি
জয়ী মাংসের অমর গৌরব,
নবসৃষ্টির নব সৌরভ।

জ্যোতির্ময় মেঘরথে
তিনি এখন স্বর্গগামী,
আদম স্বর্গ করলেন বন্ধ,
খ্রিষ্ট মোছেন আজ সেই দণ্ড।

এ কী মহানন্দের সত্য !
নিষ্ঠুর মৃত্যু ক'রে বরণ
নারীগর্ভে জাত যিনি
পিতার সঙ্গে আসীন তিনি।

মোদের মরদেহ তিনি
অমর ক'রে সঙ্গে নিলেন
স্বর্গলোকে যেথায় খ্রিষ্ট
দিব্য পদে উপবিষ্ট।

স্বর্গবাসী সবার সঙ্গে
একই আনন্দ করি, এসো :
তাঁদের কাছে বটে ফিরলেন,
মোদের কিন্তু না কো ছাড়লেন।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার কাছে
স্বর্গে তুলে নিও মোদের ;
পিতা ও তব আত্মা-দান
ধন্য করুক মোদের প্রাণ। (১০ম শতাব্দী)

১ম সামসঙ্গীত শুরুতে ও ৩য় সামসঙ্গীত শেষে, আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২

গীতিকা : গীতিকা ১৩

৫ম ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১৪:৭-৯)

আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি ; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

## শ্লোক

প্ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের জন্য তিনি ক্রুশে ঝুলেছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ধুয়ো : দেখ, * আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি,
—যুগান্ত পর্যন্ত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

স্তুতির নৈবেদ্য অর্পণ করার জন্য বাপ্তিস্মে পবিত্রিত হয়ে, আসুন, বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত আমাদের সকল ভাইবোনের সঙ্গে পিতা ঈশ্বরকে ডাকি :

*হে প্রভু, তোমার আত্মা দ্বারা আমাদের নবীভূত কর।*

-আমাদের অন্তরে তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর, আমরা যেন সকলের সামনে ঘোষণা করতে পারি যে তুমিই রাজা, তুমিই প্রভু।

-আমাদের অন্তরে ঐশপ্রেম সঞ্চার কর, আমরা যেন তোমার আজ্ঞা অনুসারে একে অন্যকে ভালবাসতে পারি।

-আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর প্রস্তুত কর, আমরা যেন উপযুক্তভাবে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর উপস্থিতির ফলে যেন আমাদের জীবনের নবীকরণ ঘটে।

-তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের স্পর্শ করুক। তিনি আমাদের যত ক্ষত নিরাময় করুন, পরিত্রাণের যাত্রাপথে আমাদের দুর্বল অন্তর বলবান করে তুলুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আমরা যারা এতক্ষণে পাস্কাকাল উদ্‌যাপন করে আসছি, যেন তোমার সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের জীবনযাপনে সার্থক করে তুলতে

পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তৃতীয় ঘণ্টায় স্মরণ করি
খ্রিষ্টের ক্রুশোত্তোলন ;
দূরে যাক যত কুচিন্তা,
হোক মনের উন্নয়ন।

খ্রিষ্টকে যে হৃদে গ্রহে,
সেই লাভে পুরস্কার :
পবিত্রাত্মার আগমনে
প্রাণের হবে সংস্কার।

এ সময়ে লুপ্ত হল
প্রাচীন পাপরাশি ;
নব কালের সূত্রপাতে
বর্তে খ্রিষ্টের আশিস।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৫:১০-১১)

আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

*প্র* প্রভু সত্যি পুনরুত্থান করেছেন, আল্লেলুইয়া;
*উ* তিনি শিমোনকে দেখা দিলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আমরা যারা এতক্ষণে পাস্কাকাল উদ্‌যাপন করে আসছি, যেন তোমার সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের জীবনযাপনে সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:২০-২২)

আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

*প্র* প্রভুকে দে'খে, আল্লেলুইয়া,

*উ* শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আমরা যারা এতক্ষণে পাস্কাকাল উদ্‌যাপন করে আসছি, যেন তোমার সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের জীবনযাপনে সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ৫:১৪-১৫)

খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে, সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

*প্র* আমাদের সঙ্গে থেকো, প্রভু, আল্লেলুইয়া ;

*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আমরা যারা এতক্ষণে পাস্কাকাল উদ্‌যাপন করে আসছি, যেন তোমার সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের জীবনযাপনে সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

বিদায়

# পঞ্চাশত্তমী রবিবার

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

১ম ধুয়ো : যখন * পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল,
তখন শিষ্যেরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন,
এমন সময়ে তাঁরা বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পিতা থেকে * আগত পবিত্র আত্মা
খ্রিষ্টের শিষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করে অধিষ্ঠান করলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মায় * পরিপূর্ণ হয়ে
তাঁরা সকলে প্রভুর কীর্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : জলের উৎসধারা * ও জলচর প্রাণী,
প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা তখন * নানা বিদেশী ভাষায়
ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনী প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:১১)

যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

## শ্লোক

প্ল পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্র আত্মা, * তুমি তো নানা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে
একই বিশ্বাস-ঘোষণায় সর্বজাতিকে একত্রিত করেছিলে,
এখন এসো গো তুমি, তোমার ভক্তদের হৃদয় তোমার প্রেরণায় পূর্ণ কর,
জ্বালাও তাদের অন্তরে তোমার দিব্য প্রেমের আগুন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনগুলি অতিবাহিত হলে, সান্ত্বনাদানকারী আত্মা স্বর্গ থেকে প্রেরিতদূতদের উপরে নেমে এসেছিলেন। এ মহারহস্যের মর্মসত্য উদ্‌যাপন ক'রে,

আসুন, পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আজও সেই মহাকীর্তি পুনঃসাধন করেন :

*তোমার আত্মাকে পাঠাও, পৃথিবী নবীভূত হোক।*

-তুমি জগৎকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার পুত্র দ্বারা তার পরিত্রাণ সাধন করেছ। তোমার আত্মাকে পাঠাও, যেন পৃথিবী নবীভূত হয়ে ওঠে।

-তুমি মানুষকে তোমার সাদৃশ্যে গড়েছ, তার অন্তরে অমর প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছ। তোমার মণ্ডলীর কাছে তোমার পবিত্র আত্মাকে পাঠাও, খ্রিষ্টের সমরূপ হয়ে মণ্ডলী যেন জগতের প্রাণশক্তি হতে পারে।

-আজকালের মানবসমাজের মাঝে তোমার আত্মার আলো উজ্জ্বল করে তোল, যেন হিংসা প্রেমে, দুঃখ আনন্দে, যুদ্ধ-সংগ্রাম শান্তিতে পরিণত হয়।

-আমাদের সমস্ত অপরাধ তোমার আত্মার জীবনময় জলকুণ্ডে ধৌত কর ; আমাদের পাপের ক্ষত নিরাময় কর।

-তুমি তো পবিত্র আত্মা গুণে মানুষকে জীবনে ও গৌরবে প্রবেশ করাও। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা তাঁর অনুগ্রহ-স্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে যেন সনাতন আনন্দলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি পাস্কা-রহস্য পঞ্চাশ দিনব্যাপী প্রসারিত ক'রে আজকের পর্বদিবসেই তার পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছ। আশীর্বাদ কর : তোমার স্বর্গীয় অনুগ্রহের গুণে যেন ছড়িয়ে পড়া সকল জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলো তোমার নামের গুণকীর্তন করার জন্য একত্রিত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : পৃথিবী প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ ;

এসো, সেই আত্মাকে পূজা করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মহানন্দের জ্যোতি আত্মা,
তুমি পরম জ্যোতি হে ;
ঈশ্বর থেকে অগ্নিরূপে
শিষ্যদেরই প্রাণে হে।

ভরে হৃদি, খোলে জিহ্বা
তব উপস্থিতিতে ;
তব দীক্ষার ফলে এখন
হৃদি জিহ্বা একক হে।

সান্ত্বনাদানকারী, এসো,
হৃদি নরম কর হে,
মোদের জিহ্বা কর শাসন,
ঈর্ষা ঘৃণা হবে শেষ।

নব মানুষ হয়ে উঠে
তব স্তুতি করি হে;
মোদের অন্তর শুচি এখন
তব আশিস দ্বারা হে।

তুমি দাতা, তুমি দান,
হৃদির তুমি মঙ্গল হে;
তব গানে কর দক্ষ
মোদের হৃদি-জিহ্বা হে।

মোদের পাপ ফেল মুছে,
ধার্মিকতার উৎস হে;
খ্রিষ্টে নবীকৃত মোরা:
পরম শান্তি দিও হে। (সাধু ভিক্তর গির্জার আদম)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: হঠাৎ * আকাশ থেকে
প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল। আল্লেলুইয়া। সাম ৮

২য় ধুয়ো: আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা * ভাগ ভাগ করে প'ড়ে
শিষ্যদের উপরে বসল:
তাঁদের অন্তরে বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা।
আল্লেলুইয়া। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * কতই না ভাল, কতই না মনোরম
আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি। আল্লেলুইয়া। সাম ২৯

প্র বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ। আল্লেলুইয়া।

উ সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : বাতাস * যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়,
তার শব্দ শুনতে পাও,
কিন্তু কোথা থেকে আসছে আর কোথায় বা যায়,
তা তুমি জান না। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : প্রভু, * আমাদের অন্তরে বিশ্বাস বৃদ্ধি কর,
পবিত্র আত্মার আলো হৃদয়ে সর্বদা জ্বালিয়ে রেখ।
আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : প্রভুর আত্মা সৃজনশীল।
তিনি সর্বশক্তিমন্ডিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৮

প্র পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক, আল্লেলুইয়া,

উ তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : তুমি * নিজ আত্মাকে পাঠিয়ে দাও, সবকিছু সৃষ্ট হয় ;
এভাবেই তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল। আল্লেলুইয়া।

## বিজয়ী খ্রিষ্টের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬৩:১-৫)

*মেষশাবকের রক্তকে হাতিয়ার করেই তারা নাগ্‌দানবের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছে* (প্রকাশ ১২:১১)।

ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন,
বস্রা থেকে যিনি আসছেন রক্তবর্ণ বসন পরে?
ইনি কে, আপন পোশাকে যিনি উজ্জ্বল?
আপন শক্তির পূর্ণতায় যিনি গম্ভীরভাবে এগিয়ে আসছেন?

এই আমি! ধর্মময়তায় আমি কথা বলি,
পরিত্রাণ সাধন করতে আমি মহান।
তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? †
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে,
তোমার বসন তার বসনের মত কেন?

মাড়াইকুণ্ডে আমি একাই আঙুর মাড়াই করলাম,
আমার আপন জাতির কেউই ছিল না আমার সঙ্গে,
ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের মাড়াই করলাম,
রুষ্ট হয়ে তাদের পদদলিত করলাম।

ছিটকে পড়ল আমার বসনে তাদের রক্ত,
আমার সমস্ত পোশাক হল কলঙ্কিত,
কারণ আমার অন্তরে ছিল প্রতিশোধের দিন,
এসে গেছেই আমার মুক্তিকর্মের সন।

চেয়ে দেখলাম : সাহায্য করতে ছিল না কেউ ;
স্তম্ভিত হলাম : সমর্থক ছিল না কেউ।
তখন আমার আপন বাহুই ত্রাণ করল আমায়,
আমার রোষ, তা-ই হল আমার সমর্থক।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান (গীতিকা হো ৬:১-৬)

*খ্রিষ্ট শাস্ত্র অনুযায়ী তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন* (১ করি ১৫:৪)।

এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, †
তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন;
আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, †
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।

এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।

এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম, †
আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার:
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের চরম পরিত্রাণ (গীতিকা জেফা ৩:৮-১৩)

*ইশাইয়ার কথা: ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত অগণিত হলেও শুধুমাত্র সেই অবশিষ্ট কিছু মানুষই রক্ষা পাবে* (রো ৯:২৭)।

আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর, প্রভুর উক্তি,
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম:
বিজাতিদের সংগ্রহ করব, রাজ্যসকলকে জড় করব;

তাদের উপর আমার রোষ, আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।
তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ, †
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।

ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে আমার উপাসকেরা
আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ আমার কাছে আনবে উপহার।
সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।

কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।

তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।

তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তুমি নিজ আত্মাকে পাঠিয়ে দাও, সবকিছু সৃষ্ট হয় ;
এভাবেই তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। আল্লেলুইয়া।
*উ* তিনিই সেই সহায়ক, যাঁকে পিতা তোমাদের কাছে পাঠাবেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,

সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ৭:৩৭-৩৯ অথবা মথি ২৮:১৬-২০

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজকের পর্বদিবস-সাক্রামেন্তের দ্বারা তুমি তো সকল জাতি ও দেশের মানুষের মাঝে বিস্তৃত তোমার মণ্ডলীকে পবিত্রিত কর। অনুনয় করি: বিশ্বমানবজাতির উপরে পবিত্র আত্মার যত দান বর্ষণ কর: সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে ঐশঅনুগ্রহ যে মহা মহা কাজ সাধন করেছিল, আজও তুমি তোমার ভক্তদের অন্তরকে সেই অনুগ্রহে পূর্ণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : পৃথিবী প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ ;

এসো, সেই আত্মাকে পূজা করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মহানন্দের এ দিবসে
প্রতি বছর করি স্মরণ :
সকল শিষ্যদের উপরে
পবিত্রাত্মার অবতরণ।

এ কী শব্দ ! এ কী জ্যোতি !
অগ্নিজিহ্বা-রূপেই আত্মা :
কথায় ধন্য হবেন তাঁরা,
পাবেন তাঁরা প্রেমের উত্তাপ।

তাঁদের বহুভাষী দে'খে
অবাক হল সকল শ্রোতা :
আত্মায় পরিপূর্ণ যাঁরা,
তাঁদের মাতাল বলে সংসার।

ঘটল এ সমস্ত কিছু
পঞ্চাশত্তমী দিবসে,
পাস্কার অর্থ এখন সিদ্ধ,
পাব ক্ষমা বিধান মতে।

কাজেই এসো, হয়ে নত
পিতার কাছে করি ভিক্ষা :
এ দিবসে মোদের প্রাণে
সঞ্চার কর আত্মার দীক্ষা।

যাদের অন্তর তুমি একদিন
ঐশকৃপায় করলে পূর্ণ,
এখন পাপ ক'রে ক্ষমা
তাদের কর শান্তিপূর্ণ।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
ওগো পিতা ও পুত্রের আত্মা। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যখন * পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল,
তখন শিষ্যেরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন,
এমন সময়ে তাঁরা বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পিতা থেকে * আগত পবিত্র আত্মা
খ্রিষ্টের শিষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করে
অধিষ্ঠান করলেন।
আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মায় * পরিপূর্ণ হয়ে
তাঁরা সকলে প্রভুর কীর্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : জলের উৎসধারা * ও জলচর প্রাণী,
প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা তখন * নানা বিদেশী ভাষায়
ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনী প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৩০-৩২)

একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।

## শ্লোক

℣ সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ তাঁরা তখন প্রভুর কীর্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পবিত্র আত্মাকে * গ্রহণ কর ;

তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর,

তা ক্ষমা করা হবে।

আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্র মণ্ডলীতে আমাদের একত্রিত করেছেন, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই খ্রিষ্ট প্রভুর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, জগতের মুখমণ্ডল নবীকৃত কর।*

-প্রভু যিশু, তোমার বিদীর্ণ বুক থেকে জীবনের জল নিঃসৃত হয়েছিল। তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন নবসৃষ্টির সূচনা হয়।

-স্বর্গ থেকে তুমি প্রেরিতদূতদের উপর পিতার প্রতিশ্রুত পরমদান বর্ষণ করেছিলে। তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন গোটা মানবজাতি নবীকৃত হয়ে ওঠে।

-প্রেরিতদূতদের উপর ফুৎকার দিয়ে তুমি তাঁদের দিয়েছিলে পাপ ক্ষমা করার অধিকার। তোমার আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন জগৎ পুনর্মিলন ও পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

-তুমি পবিত্র আত্মাকে সদ্‌গুরু ও সান্ত্বনাদাতা রূপে প্রেরণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। সেই আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন আমরা সুসমাচারের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

-তুমি পবিত্র আত্মাকে সহায়করূপে প্রেরণ করবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে। সেই আত্মাকে প্রেরণ কর, যেন আমরা জগতের সামনে তোমার প্রেমের সাক্ষী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজকের পর্বদিবস-সাক্রামেন্তের দ্বারা তুমি তো সকল জাতি ও দেশের মানুষের মাঝে বিস্তৃত তোমার মণ্ডলীকে পবিত্রিত কর। অনুনয় করি : বিশ্বমানবজাতির

উপরে পবিত্র আত্মার যত দান বর্ষণ কর: সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে ঐশঅনুগ্রহ যে মহা মহা কাজ সাধন করেছিল, আজও তুমি তোমার ভক্তদের অন্তরকে সেই অনুগ্রহে পূর্ণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এবার খ্রিষ্ট ঊর্ধ্বে গেলেন,
যেখান থেকে এসেছিলেন,
তিনি দেবেন সেই আত্মাকে—
পিতার অঙ্গীকার।

তৃতীয় ঘণ্টা বিশ্বজুড়ে
নব সংবাদ বয়ে আনে :
শিষ্য সকল অবগত,
ঈশ্বর এলেন যে।

জ্যোতির্লোকের দিব্য অগ্নি
শিষ্যদের উদ্দীপ্ত করে,
ফলে তাঁরা হয়ে উঠলেন
বাণীপ্রচারক।

নেমে এসো, পরমাত্মা,
বর্ষণ কর তব দান,
মোদের হৃদি করে তোল
তব মন্দির হে।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
পিতা ও পুত্রের আত্মা তুমি,
বিশ্বাস করি হে। (৯ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পিতা থেকে * আগত পবিত্র আত্মা

খ্রিষ্টের শিষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করে অধিষ্ঠান করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১২:১৩)

আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে, আল্লেলুইয়া,
উ সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার গৌরবের দীপ্তি আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক। যারা তোমার অনুগ্রহ-স্পর্শে নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার জ্যোতির্জাত জ্যোতি সেই খ্রিষ্ট পুনরায় পবিত্র আত্মার আলো দানে তাদের অন্তর সুস্থির করুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এসো, প্রভুর দাস ও দাসী,
করি স্তুতিগান,
প্রভুর পুণ্য নাম-মহিমা,
এসো, করি গান।

এ সময়ে মৃত্যুর হাতে
সমর্পিত হলেন
মানবজাতির বিচারকর্তা
মুক্তি দেবেন ব'লে।

অন্তর ভরে ভক্তি-প্রেমে,
আশা জাগে মনে,
শত্রুর 'পরে করি জয়
তাঁরই শক্তিগুণে।

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : পবিত্র আত্মায় * পরিপূর্ণ হয়ে

তাঁরা সকলে প্রভুর কীর্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তীত ৩:৫খ-৭)

ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।

*প্র* আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, আল্লেলুইয়া,

*উ* পবিত্র আত্মা তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : তোমার গৌরবের দীপ্তি আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক। যারা তোমার অনুগ্রহ-স্পর্শে নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার জ্যোতির্জাত জ্যোতি সেই খ্রিষ্ট পুনরায় পবিত্র আত্মার আলো দানে তাদের অন্তর সুস্থির করুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

## অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

এ সময়ে ক্রুশের গৌরব
ঘোর দূর করে দিল—
জগৎ এখন উদ্ভাসিত :
স্বর্গমর্তের মিলন।

এ সময়ে মৃত্যুরাজ্যে
খ্রিষ্ট অবতীর্ণ—
মৃত সকল কবর থেকে
নব প্রাণে উত্তীর্ণ।

মৃত্যুর বিধান হল বিলীন,
নবযুগ কী উজ্জ্বল !
ঐশকৃপার যত দান
ঈশ্বর করেন মঞ্জুর !

মৃত্যুঞ্জয় তুমি, যিশু,
ধন্য যুগযুগ ধরে,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তবও
জয় চিরতরে। (৫ম শতাব্দী)

ধুয়ো : ঈশ্বরের ভালবাসা * আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে
সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ১:২১-২২)

স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

*প্র* প্রেরিতদূতেরা নানা বিদেশী ভাষায়, আল্লেলুইয়া,
*উ* ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনী প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার গৌরবের দীপ্তি আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক। যারা তোমার অনুগ্রহ-স্পর্শে নবজন্ম লাভ করেছে, তোমার জ্যোতির্জাত জ্যোতি সেই খ্রিষ্ট পুনরায় পবিত্র আত্মার আলো দানে তাদের অন্তর সুস্থির করুন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্রষ্টা আত্মা, এসো,
এসো সকল ভক্তের হৃদে,
তব কৃপায় কর পূর্ণ
তব সৃষ্ট মোদের প্রাণ।

তোমায় বলে সেই সহায়ক,
পরমেশ্বর-দত্ত দান,
অগ্নি, প্রেম, জীবন-উৎস,
এবং আত্মিক তৈলাভিষেক।

সপ্তদানের দাতা তুমি,
পিতার দক্ষিণ হস্তের আঙুল,
তুমি পিতার প্রতিশ্রুতি,
শিক্ষা-দীক্ষা-প্রেরণা।

মোদের ইন্দ্রিয়ে জ্বালাও জ্যোতি,
হৃদে প্রেম কর সঞ্চার,
মোদের দেহ কর দৃঢ়
তব নিত্য শক্তিতে।

শয়তানকে দূরে রেখ,
পরম শান্তি কর মঞ্জুর,
মন সুস্থ করে রেখ,
তুমি, উত্তম চিকিৎসক।

পিতা ও পুত্রের পূর্ণ জ্ঞান
মোদের দিও, ওগো আত্মা ;
তোমায়ও যেন করি বিশ্বাস,
পিতা ও পুত্রের আত্মা হে। (রাবানুস মাউরুস † ৮৫৬)

১ম ধুয়ো : যখন * পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল,
তখন শিষ্যেরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন,
এমন সময়ে তাঁরা বলে উঠলেন, 'আল্লেলুইয়া।' সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পিতা থেকে * আগত পবিত্র আত্মা
খ্রিষ্টের শিষ্যদের অন্তরে প্রবেশ করে অধিষ্ঠান করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মায় * পরিপূর্ণ হয়ে
তাঁরা সকলে প্রভুর কীর্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : জলের উৎসধারা * ও জলচর প্রাণী,
প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা তখন * নানা বিদেশী ভাষায়
ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তিকাহিনী প্রচার করতে লাগলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৪:৩-৬)

তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।

## শ্লোক

*প্র* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* পবিত্র আত্মাই সেই সহায়ক। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন।

আজ পবিত্র আত্মা শিষ্যদের কাছে অগ্নির আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রে
তাঁদের দান করলেন যত আত্মিক গুণ।
তিনি বিশ্বজগতের সর্বস্থানে তাঁদের প্রেরণ করলেন এই কথা ঘোষণা করতে :
যে কেউ বিশ্বাস করে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে পরিত্রাণ পাবে। আল্লেলুইয়া।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে জগতের কাছে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে প্রকাশ করেছেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে পিতা, তোমার মণ্ডলীর কাছে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর।*

-বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তুমি এক আত্মায় একদেহ হতে আমাদের আহ্বান কর। আশীর্বাদ কর, সকল খ্রিষ্টভক্ত যেন একমন একপ্রাণ হতে পারে।

-মানবজাতির কাছে তুমি সৃজনশীল পবিত্র আত্মাকে দান করেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন অধিক ন্যায়পর ও শান্তিপ্রিয় জনসমাজকে গড়ে তুলতে পারি।

-পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তুমি আমাদের প্রকাশ করেছ তোমার একতা ও শান্তির সঙ্কল্প। বিক্ষিপ্ত সন্তান সকলকে তোমার মণ্ডলীতে একত্রিত কর।

-পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি তো আমাদের মন উদ্বুদ্ধ কর, আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা সঞ্চার কর। অসুস্থকে সুস্থতা, দুর্দশাগ্রস্তকে স্বস্তি, সকলকে শান্তি ও পরিত্রাণ দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজকের পর্বদিবস-সাক্রামেন্তের দ্বারা তুমি তো সকল জাতি ও দেশের মানুষের মাঝে বিস্তৃত তোমার মণ্ডলীকে পবিত্রিত কর। অনুনয় করি: বিশ্বমানবজাতির উপরে পবিত্র আত্মার যত দান বর্ষণ কর: সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে ঐশঅনুগ্রহ যে মহা মহা কাজ সাধন করেছিল, আজও তুমি তোমার ভক্তদের অন্তরকে সেই অনুগ্রহে পূর্ণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

℣ প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।

℟ তোমারও সঙ্গে থাকুন।

℣ এসো, প্রভুকে বলি ধন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ ঐশ সহায়তা আমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।

℟ আমাদের অনুপস্থিত ভাইদের মাঝেও বিরাজ করুক। আমেন।

- এইখানে পাস্কাকালের সমাপ্তি -

# সাধারণকাল

সাধারণকাল প্রভুর বাপ্তিস্মের পরবর্তী সোমবার থেকে চল্লিশাকালের শুরু পর্যন্ত, এবং পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী সোমবার থেকে আগমনকালের শুরু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

সাধারণকালে প্রভুর এ মহাপর্ব-চতুষ্টয় উদ্‌যাপিত হয়: পরমপবিত্র ত্রিত্ব, খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত, পরমারাধ্য যিশুহৃদয় ও বিশ্বরাজ খ্রিষ্ট।

সাধারণকালের সাপ্তাহিক ব্যবস্থা

## রবিবাসরীয় ব্যবস্থা

নিম্নে প্রতিটি রবিবারের জন্য সমাপন প্রার্থনা, এবং প্রভাতী বন্দনা ও ১ম ও ২য় সন্ধ্যারতির জন্য উপযুক্ত গীতিকার ধুয়ো দেওয়া আছে।

## ১ম রবিবার

এ রবিবারে প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব বা প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব উদ্‌যাপিত হয়; ১ম সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে নিম্নলিখিত সমাপন প্রার্থনা প্রযোজ্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার পিতৃস্নেহে তোমার জনগণের প্রার্থনা ও মিনতি অনুপ্রাণিত কর, তারা যেন কি করা উচিত তা উপলব্ধি করতে পারে, ও যা উপলব্ধি করেছে তা সার্থক করার শক্তি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# ২য় রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমিই স্বর্গমর্তের সকল প্রাণীর নিয়ন্তা! প্রসন্ন হয়ে তোমার জনগণের মিনতি কান পেতে শোন: আমাদের জীবনকালে তোমার শান্তি মঞ্জুর কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ওই দেখ, * ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। আল্লেলুইয়া।

খ। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা শুনে
দু'জন শিষ্য যিশুকে অনুসরণ করলেন।

গ। ধন্য * গালিলেয়ার কানা নগরের সেই বিবাহোৎসব,
যেখানে মাতা মারীয়ার সঙ্গে যিশু ছিলেন উপস্থিত!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। পবিত্র আত্মা * কপোতের মত
যিশুর উপর নেমে এলেন।

খ। রাব্বি, * আপনি কোথায় থাকেন?
যিশু উত্তরে বললেন: এসো, দেখে যাও।

গ। মাতা মারীয়া * অনুরোধ করলে
যিশু প্রাক্তন সন্ধির জল নবসন্ধির আঙুররসে পরিণত করলেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আলোর যিনি সাক্ষী, * সেই যোহন বললেন,
যিশুই ঈশ্বরের পুত্র।

খ। আন্দ্রিয় * শিমোনকে বললেন,
আমরা মশীহের পেয়েছি সন্ধান!
তখন তিনি তাঁকে যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন।

গ। চিহ্নকর্মগুলির মধ্যে * প্রথম হয়ে
কানা নগরে সাধিত চিহ্নকর্ম প্রকাশ করল প্রভুর গৌরব।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩য় রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছার পথে আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর, আমরা যেন তোমার প্রিয় পুত্রের নামে শুভকর্ম সাধনে ফলশালী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতেন,
আপন জনগণের রোগ-ব্যাধি নিরাময় করতেন।

খ। কালের পূর্ণতা * এবার এসে গেছে,
ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট—প্রভুর উক্তি।

গ। শাব্বাৎ দিনে * সমাজগৃহে ঢুকে
যিশু পাঠ করে শোনালেন নবীদের বাণী।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। প্রভু একথা বলছেন, * মনপরিবর্তন কর,
ঈশ্বরের রাজ্য যে সন্নিকট।

খ। মনপরিবর্তন কর,
সুসমাচারে বিশ্বাস কর—প্রভুর উক্তি।

গ। প্রভুর আত্মা * আমার উপর অধিষ্ঠিত—
তিনি আমাকে প্রেরণ করছেন দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তখনই * জাল ফেলে রেখে
শিষ্যেরা যিশুর অনুসরণ করলেন।

খ। আমার অনুসরণ কর, * একথা বলছেন প্রভু:
আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।

গ। আজ * তোমাদের চোখের সামনে
শাস্ত্রের উক্তি পূর্ণতা লাভ করল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৪র্থ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সমস্ত মন দিয়ে তোমাকে ভক্তি করতে পারি, সকল মানুষকেও সত্যকার প্রেমে ভালবাসতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সেই পর্বতচূড়ায় * যিশু জনতার কাছে কথা বলতেন,
শিষ্যেরা তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন।

খ। যিশু * অধিকার নিয়েই শিক্ষা দিতেন,
সকলে আশ্চর্য হয়ে তাঁর কথা শুনতেন।

গ। খ্রিষ্টের * বাণী শুনে
সবাই আশ্চর্য হয়ে যেত।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী!
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

খ। ঈশ্বরের পবিত্রজন * সেই নাজারেথের যিশু
আপন জনগণকে দেখতে এলেন, সাধন করলেন তাদের মুক্তিকর্ম।

গ। নিজ গ্রামের লোকদের সামনে * যিশু একথা বললেন,
কোন নবী নিজের দেশে স্বীকৃতি পান না।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শান্তির সাধক যারা, * তারাই সুখী!
তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

খ। যিশুর নাম * সমগ্র গালিলেয়ায় ছড়িয়ে পড়ল,
লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

গ। তারা * যিশুকে হত্যা করতে চাচ্ছিল,
কিন্তু যিশু তাদের মাঝখান দিয়ে নিজ পথে এগিয়ে চলে গেলেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৫ম রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: যারা কেবল তোমার দিব্য অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, তোমার সেই পরিবার-মণ্ডলীকে তুমি তোমার অবিরত পিতৃস্নেহে প্রতিপালন কর, তারা যেন তোমার নিত্য সহায়তা লাভে রক্ষা পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের * হতে হয় যেন একটা প্রদীপের মত,
যার আলোয় বাড়ির সবাই আলোকিত হয়।

খ। সন্ধ্যায়, * সূর্যাস্তের পর,
তারা যিশুর কাছে অসুস্থ ও অপদূতগ্রস্ত লোককে নিয়ে যেত,
তিনি তাদের নিরাময় করতেন।

গ। ঈশ্বরের বাণী * শুনবার জন্য
লোকের ভিড় যিশুর কাছে যেত।

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * জগতের আলো:
মানুষের সামনে তোমাদের সৎকর্ম উজ্জ্বল হোক—পিতার গৌরবার্থে।

খ। সকালে * অন্ধকার থাকতেই
যিশু নির্জন স্থানে গিয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করতেন।

গ। আমরা * সারা রাত কেটেও কিছুই পাইনি।

তবে, প্রভু, আপনি যখন বলছেন, তখন আমরা আবার জাল ফেলব।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা, * যারা আমার শিষ্য,

তোমরা পৃথিবীর নুন, তোমরা জগতের আলো।

খ। আমি * এইজন্য এসেছি,

আমি যেন সকলেরই কাছে পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করতে পারি।

গ। প্রভু, * আমাকে ছেড়ে চলে যান—আমি যে পাপী!

শিমোন পিতর, ভয় পেয়ো না, এখন থেকে তুমি হবে মানুষ-ধরা জেলে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৬ষ্ঠ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি কথা দিয়েছ, ন্যায়শীল সৎমানুষ যারা, তাদেরই হৃদয়ে তুমি বসবাস কর। তোমার অনুগ্রহ গুণে আমাদের এমনভাবেই গড়ে তোল যাতে তোমার যোগ্য বাসস্থান হয়ে উঠতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে * তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়,
তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।

খ। হাত বাড়িয়ে * যিশু চর্মরোগীকে স্পর্শ করলেই
সে শুচীকৃত হল।

গ। দীনহীন যারা, * তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই;
এখন ক্ষুধার্ত যারা, তোমরাই সুখী, কারণ পরিতৃপ্ত হবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। নৈবেদ্য * যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করতে গিয়ে
ভাইয়ের সঙ্গে যদি তোমার সদ্ভাব না থাকে,
আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও,
পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

খ। প্রভু, * আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন;
যিশু বললেন, আমি ইচ্ছা করি, শুচীকৃত হও।

গ। এখন কাঁদছ যারা, * তোমরাই সুখী,
কারণ হাসবে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে ও শিখিয়ে দেয়,
তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে।

খ। সেই চর্মরোগী * সুস্থতা লাভ ক'রে
সকলের সামনে প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তি প্রচার করত।

গ। তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য
তোমাদের অপমান করবে;
আনন্দ কর, স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৭ম রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: স্বর্গের বিষয়ে অনুক্ষণ মন দিয়ে আমরা যেন কথাকর্মে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, * তোমাদের অত্যাচারীদের মঙ্গল প্রার্থনা কর:
তবেই তোমরা হবে পিতার প্রকৃত সন্তান।

খ। লোকে * যিশুর কাছে
পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন মানুষকে নিয়ে গেল।
তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি বললেন,
বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।

গ। তোমরা * যারা আমার কথা শুনছ, আমি তোমাদের বলছি:
তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যিনি * তোমাদের পিতা,
সেই ঈশ্বর সৎ-অসৎ সকলেরই জন্য ফুটিয়ে তোলেন সূর্যের আলো।

খ। পৃথিবীতে * পাপ ক্ষমা করার অধিকার
মানবপুত্রের আছে। আল্লেলুইয়া।

গ। অন্যের কাছ থেকে * যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর,
তার প্রতি তোমরাও সেইমত ব্যবহার কর—প্রভুর উক্তি।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ভালবাসা ক্ষেত্রে * সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হও,
যেমন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সিদ্ধতা-প্রাপ্ত।

খ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি * যিশু দ্বারা সুস্থতা লাভ ক'রে
মাদুর তুলে নিয়ে বাড়িতে চলে গেল,
আর সকলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল।

গ। ক্ষমা কর, * তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে;
দান কর, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—প্রভুর উক্তি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৮ম রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: বিশ্বজগৎ যেন তোমার পরিচালনায় শান্তির পথে এগিয়ে চলে, তোমার মণ্ডলীও যেন নির্ভয়ে তোমার সেবায় নিবিষ্ট থেকে আনন্দ অনুভব করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * আগে ঈশ্বরের রাজ্য ও তার ধর্মময়তার অন্বেষণ কর;
তাহলে অন্য সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। আল্লেলুইয়া।

খ। নতুন আঙুররস * পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে রেখো না;
নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা চাই—প্রভুর উক্তি।

গ। শিষ্য * গুরুর চেয়ে বড় নয়:
কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক, সে-ই নিজের গুরুর মত হবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। ঈশ্বর ও ধন, * উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়;
ঈশ্বরই একমাত্র প্রভু।

খ। মণ্ডলীর * বর ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট
আমাদের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকেন।

গ। ভাল গাছ * যেমন মন্দ ফল দিতে পারে না,
তেমনি মন্দ গাছ ভাল ফল দিতে পারে না।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পিতা ঈশ্বর, * যিনি আকাশের পাখিদের খাওয়ান
ও মাঠের লিলিফুল সাজিয়ে রাখেন,
নিজের সন্তানদের জন্য তিনি কি আরও বেশি কিছু করবেন না?

খ। বর দূরে থাকার সময়ে, * সেই দুঃখের দিনে তোমাদের আশা অটল থাকুক:
ফিরে আসবেন প্রভু!

গ। ভাল মানুষ * নিজের হৃদয়ের ভাল ভাণ্ডার থেকে
ভাল জিনিস বের করে

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৯ম রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সঙ্কল্প বাস্তবায়নে তোমার দূরদৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হয় না। মিনতি জানাই: ক্ষতিকর যত কিছু দূরে রাখ, মঙ্গলকর সমস্ত কিছু আমাদের মঞ্জুর কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * প্রভু, প্রভু বলে, সে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়;
আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে।

খ। শাব্বাৎ * মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে,
মানুষ শাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি।

গ। প্রবীণদের অনুরোধে * যিশু শতপতির বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন
তার দাসকে ত্রাণ করার জন্য।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার বাণী শুনে তা পালন করে না,
বালুর উপরেই গাঁথা তার ঘর—প্রভুর উক্তি।

খ। উপকার করা * ও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা,
শাব্বাৎ দিনে তাই করা কি সমীচীন নয়?

গ। প্রভু, * আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেবেন, আমি তার যোগ্য নই;
কিন্তু আপনি একটা বাণী দিন আর আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠুক।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * আমার কথা শুনে তা পালন করে, সে বুদ্ধিমান লোক :
শৈলের উপরেই গাঁথা তার ঘর—প্রভুর উক্তি।

খ। মানবপুত্র * শাব্বাতেরও প্রভু—
প্রভুর উক্তি।

গ। ইস্রায়েলের মধ্যে
এত গভীর বিশ্বাস আমি দেখতে পাইনি—প্রভুর উক্তি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১০ম রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যা কিছু মঙ্গলকর, তুমিই তার উৎস! আশীর্বাদ কর: তোমার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন মঙ্গল নির্ণয় করতে পারি ও তোমার পরিচালনায় শুভকর্ম সাধনে উত্তীর্ণ হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পথে যেতে যেতে * যিশু কর-আদায়কারী মথিকে ডাকলেন,
তিনি তখনই উঠে প্রভুর অনুসরণ করলেন।

খ। কোন পরিবার * যদি বিবাদে বিভক্ত হয়,
সে পরিবারের ধ্বংস হবেই—প্রভুর উক্তি।

গ। নাইম নগরদ্বারে * যিশু এক বিধবা মাতাকে সান্ত্বনা দেন:
মা, চোখের জল ফেল না!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * অনেক কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে
ভোজে বসতেন।

খ। সব কিছুই * ক্ষমা করা হবে;
কিন্তু পবিত্র আত্মার যে নিন্দা করে,
সে কখনও ক্ষমা পাবে না।

গ। যিশু * মৃত ছেলেটিকে বললেন,
তুমি এবার ওঠ!

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি তো বলিদান নয়, * দয়াই চাই:
আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি।

খ। ঈশ্বরের ইচ্ছা * পূর্ণ করলেই
তোমরা হবে আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।

গ। আমাদের মাঝে * এক মহানবী আবির্ভূত হলেন:
ঈশ্বর তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এলেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১১শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই তোমার শরণাগতদের শক্তি! প্রসন্ন হয়ে আমাদের মিনতিতে সাড়া দাও: যেহেতু তোমার সহায়তা ছাড়া দুর্বল মানুষ সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, সেজন্য আমাদের সর্বদাই মঞ্জুর কর তোমার অনুগ্রহের সহায়তা, যাতে তোমার আজ্ঞাবলি পালন ক'রে আমরা চিন্তায় কর্মে তোমার গ্রহণযোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। লোকের ভিড় দেখে * যিশু দয়ায় বিগলিত হলেন,
তারা যে ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল—যেন পালকবিহীন মেষপালেরই মত।

খ। নানা * উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে
যিশু ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন।

গ। পাপী একজন স্ত্রীলোক * যিশুর পা অশ্রুসিক্ত ক'রে
সুগন্ধি তেল দিয়ে তা লেপন করল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমার * শস্যখেতে, প্রভু,
অনেক কর্মী পাঠাও।

খ। ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম:
ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ বোনে;

পরে সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক,
বীজ কিন্তু অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে।

গ। মা, * তুমি বেশি ভালবাসা দেখিয়েছ বলে
তোমার বহু পাপ ক্ষমা করা হল।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্যের কথা * প্রচার কর,
পীড়িতদের নিরাময় কর, অপদূত তাড়াও ;
বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।

খ। সেই ছোট বীজ * বড় গাছ হলে
তার শাখায় আশ্রয় পেল আকাশের পাখি।

গ। যিশু * স্ত্রীলোকটিকে বললেন :
তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করল : শান্তিতে যাও।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১২শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যাদের তুমি তোমার ভালবাসায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কর, তুমি তো তাদের কখনও তোমার পরিচালনা থেকে বঞ্চিত কর না। তাই মিনতি জানাই: তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন নিয়তই তোমার পবিত্র নাম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * মানুষের সামনে আমার পক্ষে দাঁড়ায়,
আমিও তার পক্ষে দাঁড়াব আমার পিতার সামনে।

খ। ঝড় উঠেছিল, * যিশু কিন্তু ঘুমাচ্ছিলেন;
তখন শিষ্যেরা চিৎকার করে বললেন,
আমাদের ত্রাণ করুন, প্রভু, আমরা যে মরতে বসেছি।

গ। তোমরা * আমার বিষয়ে কী বল?
আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * অন্ধকারে তোমাদের যা বলি,
তা তোমরা আলোতে বল—প্রভুর উক্তি।

খ। জেগে উঠে * প্রভু বাতাসকে ধমক দিলেন ও সাগরের কাছে কথা বললেন,
আর তখনই মহানিস্তব্ধতা নেমে এল।

গ। মানবপুত্রকে * বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, প্রত্যাখ্যাত ও নিহত হতে হবে,
আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যারা * দেহ মেরে ফেলে
কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না,
তোমরা তাদের ভয় করো না।

খ। শিষ্যেরা * নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন:
ইনি কে যে, বাতাস ও সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?

গ। কেউ * যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৩শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ গুণে তুমি আমাদের করে তুলেছ আলোর সন্তান। অনুনয় করি: তোমার আশীর্বাদে ভুলভ্রান্তির তমসায় জড়িত না হয়ে আমরা বরং যেন তোমার সত্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে জীবনযাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের * যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর তাঁকেও গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

খ। অসুস্থ একজন স্ত্রীলোক * প্রভুর পোশাক স্পর্শ করলেই
তার রোগ সেরে গেল।

গ। দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে
যিশু যেরুশালেমের দিকে, যন্ত্রণাভোগের দিকেই রওনা হলেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে,
সে আমার যোগ্য নয়—প্রভুর উক্তি।

খ। মা, * তোমার বিশ্বাসই তোমার পরিত্রাণ সাধন করল।
এখন শান্তিতে যাও।

গ। শিয়ালের * গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে;
কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে,
আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

খ। বাড়িতে প্রবেশ করে * যিশু বললেন,
মেয়েটি মরেনি, সে ঘুমিয়ে আছে।
তার হাত ধরে তিনি তাকে আজ্ঞা করলেন,
আমি তোমাকে বলছি, ওঠ!

গ। যে কেউ * লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়,
সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৪শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার পুত্রের অবমাননার মধ্য দিয়ে তুমি পতিত জগৎকে উন্নতশির করেছ। তাই তোমার ভক্তজন সকলকে পবিত্র আনন্দ মঞ্জুর কর, পাপের দাসত্ব থেকে যাদের তুমি উদ্ধার করেছ, তারা যেন শাশ্বত সুখের অংশীদার হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমার জোয়াল * কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছ থেকে শিখে নাও,
কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।

খ। যিশু * গ্রামে গ্রামে ঘুরে যেতেন,
এবং সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন।

গ। ফসল প্রচুর, * কিন্তু কর্মী অল্প :
ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। হে পিতা, * হে স্বর্গমর্তের প্রভু,
আমি তোমাকে ধন্য বলি :
প্রজ্ঞাবানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে
শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ।

খ। অনেকে * খ্রিষ্ট সম্বন্ধে আশ্চর্য হয়ে যেত :
তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন এত জ্ঞান?

গ। তোমরা * যেই বাড়িতে প্রবেশ কর, বল : শান্তি !
শান্তি সেই বাড়ির উপর নেমেই আসবে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।

খ। যিশু * তাঁর আপনজনদের মধ্যে এলেন,
তারা কিন্তু তাঁকে গ্রহণ করল না ;
যারা তাঁকে গ্রহণ করে,
তাদের তিনি দান করেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।

গ। আনন্দ কর, * উল্লাস কর :
তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৫শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পথভ্রান্ত হলে মানুষ যেন শুভ পথে ফিরে যেতে পারে, এজন্য তুমি তো তোমার সত্যের আলো জ্বালিয়ে রাখ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে যারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা যেন সেই সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে যা 'খ্রিষ্ট' নামের প্রতিকূল, এবং তা-ই পালন করে যা সেই নামের অনুকূল। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * নৌকায় উঠে
নানা উপমা-কাহিনীর মাধ্যমে জনতাকে উপদেশ দিতেন।

খ। যিশু * সেই বারোজনকে ডেকে
পরিত্রাণের কথা প্রচার করার জন্য
তাঁদের দু'জন দু'জন করে
প্রেরণ করলেন।

গ। বিধানে * একথা লেখা আছে:
তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে,
আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। বীজটা হল ঈশ্বরের বাণী; * যিনি বীজ বোনেন, তিনি হলেন খ্রিষ্ট।
যে তাঁকে গ্রহণ করে, সে জীবিত থাকবে চিরকাল।

খ। শিষ্যেরা * প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে অপদূত তাড়াতেন
এবং রোগীদের তৈললেপন করে সুস্থ করে তুলতেন।

গ। সেই দয়ালু সামারীয় * আহত লোকটির কাছে এগিয়ে গেল
আর তার ক্ষত বেঁধে দিল।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * শিষ্যদের একথা বললেন :
স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে।

খ। বিনা রুটি, * বিনা ঝুলি, বিনা পয়সায়
শিষ্যেরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে
মনপরিবর্তনের কথা প্রচার করতেন।

গ। তোমার প্রতিবেশীর যত্ন নাও, * তার জন্য তুমি যা কিছু করবে,
ফিরে এসে আমি তোমাকে তার যোগ্য প্রতিদান দেব।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৬শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, করুণাবিষ্ট হয়ে তোমার অনুগ্রহের দানগুলি অপর্যাপ্ত মাত্রায় তোমার মণ্ডলীর উপর বর্ষণ কর, তারা যেন উদ্দীপ্ত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার সঙ্গে জাগ্রত অন্তরে তোমার আজ্ঞা পালনে নিষ্ঠাবান থাকতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * উপমা-কাহিনীর জন্য মুখ খুলব,
অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব।

খ। তোমরা * আমার সঙ্গে নির্জন স্থানে এসো,
একটু বিশ্রাম কর—প্রভুর উক্তি।

গ। যিশু * একটি গ্রামে ঢুকলেন,
মার্থা তাঁকে ঘরে গ্রহণ করে তাঁর সেবা করতেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * যেন খামিরের মত:
এক মুঠো ময়দার মধ্যে নিহিত হলেও
তার শক্তিতে সমস্তটাই গেঁজে ওঠে।

খ। প্রভুর পাশে * সমবেত হয়ে সেই বারোজন
যা কিছু করেছিলেন ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, সবই তাঁকে জানালেন।

গ। যিশুর পায়ের কাছে ব'সে
মার্থার বোন মারীয়া তাঁর বাণী শুনতেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। অন্তিম কালে * মানবপুত্র শ্যামাঘাস থেকে গম বাছাই করবেন;
তখন ধার্মিকেরা পিতার রাজ্যে সূর্যেরই মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

খ। যত শহর থেকেই * লোকে তাঁর কাছে ছুটে যেত;
যিশুর কেমন যেন দুঃখ হল,
তারা যে পালকবিহীন মেষপালের মত।

গ। উত্তম অংশটা * মারীয়াই বেছে নিয়েছে;
তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৭শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে শরণাগত ভক্তদের রক্ষাকর্তা, তুমি ছাড়া এজগতে চিরস্থায়ী ও পবিত্র বলতে কোন কিছুই নেই। আমাদের উপর তোমার করুণাধারা বর্ষণ কর: তুমি নিজে আমাদের নিয়ন্তা ও পথদিশারী হলে আমরা যেন এ অস্থায়ী শুভদানগুলি এমনভাবে ব্যবহার করি যার ফলে এজীবনকালেও চিরস্থায়ী মঙ্গলদানগুলির অধিকারী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে শাস্ত্রী * স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হন,
তিনি যেন তেমন গৃহস্বামীর মত,
যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন
দু' রকমেরই জিনিস বের করে।

খ। লোকের ভিড় দে'খে * যিশু ফিলিপকে বললেন,
এই সমস্ত লোকদের খেতে দেবার জন্য কোথেকে রুটি কিনে আনব?

গ। যিশু প্রার্থনা করছিলেন, * প্রার্থনা শেষে শিষ্যেরা তাঁকে বললেন:
গুরু, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * যেন সমুদ্রে ফেলা একটা জালের মত:
জালটা ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তুলে
মন্দ মাছগুলি থেকে ভাল মাছগুলি বেছে বেছে পাশে রাখে।

খ। একটি ছেলে * পাঁচখানা যবের রুটি আর দু'টো মাছ দিল ;
যিশু তা হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন,
তারপর তা সকলকে বিতরণ করলেন :
তারা যতখানি চাইল, ততখানি দিলেন।

গ। তোমরা * মন্দ হয়েও
যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান,
তবে স্বর্গস্থ পিতার কাছে যারা যাচনা করে,
তিনি যে পবিত্র আত্মাকে তাদের দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত!

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্য * একটা দামী মুক্তো :
যে তার খোঁজ পায়, তা কিনবার জন্য
সে সমস্তই বিক্রি করে দেয়।

খ। যিশুর সাধিত * এই চিহ্নকর্ম দেখে লোকেরা বলে উঠল,
ইনি সেই নবী, জগতে যিনি আসছেন।

গ। যাচনা কর, * তোমাদের দেওয়া হবে ;
খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে ;
দরজায় ঘা দাও,
তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৮শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার সেবকদের কাছে কাছে থাক, তাদের মিনতিতে সাড়া দাও: তারা তো গর্বের সঙ্গে তোমাকে আপন স্রষ্টা ও পথদিশারী বলে স্বীকার করে, তাই যা সৃষ্টি করেছ তা নবায়িত কর, ও যা নবায়িত করেছ তা সযত্নে রক্ষা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরা এসো, * বিনামূল্যে সেই রুটি কিনে নাও,
যে রুটি খেয়ে তোমাদের আর কখনও ক্ষুধা পাবে না।

খ। ঈশ্বর * আপন জনগণের জন্য স্বর্গ থেকে মান্না বর্ষণ করলেন,
তাদের স্বর্গীয় রুটি দিলেন। আল্লেলুইয়া।

গ। লোভের হাত থেকে * তোমরা নিজেদের বাঁচাও;
প্রচুর ধনসম্পত্তি যে তোমাদের বাঁচাবে, তেমন নয়।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * অলৌকিকভাবে সকলকে রুটি খেতে দিলেন।
সবাই খেল, তৃপ্তির সঙ্গেই খেল।

খ। আমিই * জীবনের রুটি:
যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না;
যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।

গ। তোমরা * খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ:
ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে জনতা * তাঁকে অনুসরণ ক'রে তাঁর কথা শুনত,
যিশু তাদের জন্য দয়ায় বিগলিত হয়ে অপর্যাপ্ত মাত্রায় তাদের রুটি দান করলেন।

খ। নশ্বর * খাদ্যের জন্য নয়, বরং যে খাদ্য অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়,
তোমরা তারই জন্য কাজ কর।

গ। যে ধনবান হতে চায়,
সে প্রকৃত সম্পদের অন্বেষণ করুক।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ১৯শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই আমরা তোমাকে পিতা বলে ডাকবার সাহস করি। মিনতি জানাই: আমাদের অন্তরে দত্তকপুত্রত্বের আত্মা পূর্ণ-বিকশিত কর, আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত উত্তরাধিকারে প্রবেশের যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সন্ধ্যা এলে * যিশু পাহাড়ের উপরে গেলেন;
সেখানে একাকী হয়ে থেকে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন।

খ। সেই খাদ্যের শক্তিতে * অনুপ্রাণিত হয়ে
এলিয় চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে হেঁটে
ঈশ্বরের পর্বতে পৌঁছে গেলেন।

গ। জেগে থাক * সেই কর্মচারীর মত,
যে রাতে আপন প্রভুর অপেক্ষায় থাকে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যিশু * সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে শিষ্যদের কাছে গিয়ে বললেন,
সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।

খ। যে রুটি * আমি দান করব,
তা জগতের জীবনের জন্য আমার নিজেরই মাংস।

গ। যেখানে * তোমাদের ধন,

সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পিতরকে * জলের হাত থেকে ত্রাণ করার জন্য যিশু হাত বাড়ালেন।

অল্প বিশ্বাসের মানুষ! কেনই বা সন্দেহ করলে?

খ। আমি * সত্যি তোমাদের বলছি:

যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে। আল্লেলুইয়া।

গ। সুখী সেই দাসেরা, * প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন।

স্বয়ং প্রভু নিজের ভোজে তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করবেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২০শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের জন্য তুমি এমন মঙ্গল ব্যবস্থা করেছ যা দৃষ্টিশক্তির অতীত। আমাদের হৃদয়ে তোমার ভালবাসার প্রেরণা সঞ্চার কর, আমরা যেন সবকিছুতে ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমাকে ভালবেসে তোমার সেই প্রতিশ্রুত মঙ্গলদানগুলি লাভ করতে পারি যা আমাদের সমস্ত বাসনার অতীত। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তারা * আমার মন্দিরকে সর্বজাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলবে।
তারা আসবে, আর আমি তাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ করব।

খ। এসো, * আমার রুটি খাও,
পান কর এ আঙুররস যা আমি নিজে প্রস্তুত করলাম ;
প্রজ্ঞারই পথ অনুসরণ কর।

গ। তোমরা * পৃথিবী ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার,
অথচ যুগলক্ষণ চিনতে পার না!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা সকলে * পাপের অধীনে ছিলাম,
যেন ঈশ্বরের দয়া প্রকাশ পেতে পারত।

খ। যে আমার মাংস খায় * ও আমার রক্ত পান করে,
সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।

গ। যিশু * দুঃখকষ্টের বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিতে চাইলেন,
চাইলেন যন্ত্রণাভোগের পানপাত্রে পান করতে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। নারী, * তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর।
তোমার যা ইচ্ছা, তাই হোক।

খ। আমি সেই জীবনদায়ী রুটি, * যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।
যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

গ। আমি * পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি,
আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২১শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তো তোমার ভক্তদের একমন একপ্রাণ করে তোল। কৃপা কর: ভক্তির সঙ্গে তোমার আদেশ গ্রহণ ক'রে ও তোমার অঙ্গীকৃত শুভদান বাসনা ক'রে তোমার জনগণ যেন এজগতের অস্থায়ী বিষয়বস্তুর মধ্যে সেইদিকে চোখ নিবদ্ধ রাখে যেখানে প্রকৃত আনন্দ বিরাজিত। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। আমি * আমার সেবককে দেব আমার বাড়ির চাবি;
সে দরজা খুলে দিলে কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না,
সে দরজা বন্ধ করলে কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।

খ। মানবপুত্র * সেই স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন,
যেখান থেকে জগতের জীবনের জন্য রুটি ব'লে তিনি নেমে এসেছিলেন।

গ। আমি * সকল গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করব:
তারা এসে আমার গৌরবের দর্শন পাবে—প্রভুর উক্তি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আপনি স্বয়ং খ্রিষ্ট, * জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।
হে শিমোন, তুমি সুখী:
আমার পিতাই তোমার কাছে এই কথা প্রকাশ করলেন।

খ। আত্মাই জীবনদায়ী ; * দেহ কোন কাজের নয়।
আমার বাণী তো আত্মা ও জীবন।

গ। তোমরা * সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর ;
সেই দরজা দিয়েই মানুষ জীবনে প্রবেশ করে—প্রভুর উক্তি।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শিমোন পিতর, * স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব ;
পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে ;
পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে,
স্বর্গে তা মুক্ত হবে।

খ। আমরা * আর কার্ কাছেই বা যাব, প্রভু?
অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে :
আপনি ঈশ্বরের পুত্র। আল্লেলুইয়া।

গ। পুব ও পশ্চিম থেকে * বহু মানুষ এসে
তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহামের সঙ্গে ঐশরাজ্যের ভোজসভায় বসবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২২শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, উত্তম যা কিছু আছে, তুমিই তার উৎস! আমাদের অন্তরে তোমার নামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোল, ভক্তিও গভীরতর কর, যাতে আমাদের অন্তরে শুভ যা কিছু আছে তা তুমি নিজে বিকশিত করতে পার, ও যা বিকশিত করেছ তা সযত্নে রক্ষা করতে পার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মানবপুত্র * পিতার গৌরবে এসে
প্রত্যেককে কাজ অনুযায়ী দেবেন প্রতিফল।

খ। প্রভুর আজ্ঞাগুলি * মেনে চল:
সর্বজাতির কাছে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞার পরিচয়।

গ। তুমি * বড় হলে নিজেকে নমিত কর,
তবেই তুমি হবে প্রভুর অনুগ্রহের পাত্র—
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত!

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। এসো, * আমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি
এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে।
এমনই হোক আমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা।

খ। সাদরে * গ্রহণ কর তোমাদের অন্তরে রোপিত সেই বাণী,
যা তোমাদের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম।

গ। তুমি * তোমার ভোজে গরিব লোকদেরই নিমন্ত্রণ জানাও,
প্রতিদান দেবার মত তাদের যে সামর্থ্য নেই;
তবে ধার্মিকদের পুনরুত্থানের দিনে তুমি তার প্রতিদান পাবে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মানুষ যদি * সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়,
তাতে তার কী লাভ হবে?

খ। প্রভু * যে বাণী আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন,
তোমরা তা শুনে মেনে চল।

গ। বিয়ের উৎসবে * তুমি শেষ জায়গায় বস।
বর নিজেই তোমাকে নিজের কাছে ডাকবে,
আর উপস্থিত সকলে তোমাকে সম্মান করবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৩শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমা থেকেই আগত মুক্তি, তোমা থেকেই অর্পিত দত্তকপুত্রত্ব। প্রসন্ন হয়ে তোমার এ প্রিয় সন্তানদের যাচনা গ্রহণ কর, সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী যেন ভোগ করতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা, চিরন্তন উত্তরাধিকার। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে * পাপ করেছে, তাকে সতর্ক কর;
সে তোমার কথা শুনলে তুমি বাঁচাবে সেই ভাইয়ের প্রাণ।

খ। বধিরের কান খুলে যাবে,
বোবার জিহ্বা আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে:
ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ করতে আসছেন। আল্লেলুইয়া।

গ। প্রভু, * কেইবা জানতে পারে তোমার মন,
তুমি যদি না দান কর প্রজ্ঞা,
যদি না ঊর্ধ্ব থেকে তোমার আত্মাকে পাঠাও?

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। পরস্পরের প্রতি * ভালবাসার ঋণ ছাড়া
তোমরা আর কোন ঋণ রেখো না;
যে ভালবাসে, সে বিধান পূর্ণ করেছে।

খ। প্রভু, * খুলে দাও আমাদের অন্তর,
আর আমরা তোমার বাণী বুঝব;
খুলে দাও আমাদের ওষ্ঠাধর,
আর আমাদের মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

গ। কেউ * যদি তার সর্বস্ব পরিত্যাগ না করে,
সে আমার শিষ্য হতে পারে না—প্রভুর উক্তি।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। দু' তিনজন লোক * আমার নাম নিয়ে যেখানে মিলিত হয়,
আমি সেইখানে তাদের মাঝখানেই আছি—প্রভুর উক্তি।

খ। খ্রিষ্ট * সবকিছু উত্তমরূপেই সাধন করলেন:
বোবা মানুষ কথা বলে, বধির মানুষ শোনে। আল্লেলুইয়া।

গ। নিজের ক্রুশ * যে বহন করে না ও আমার পিছনে আসে না,
সে আমার শিষ্য হতে পারবে না—প্রভুর উক্তি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৪শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা, আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাও। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবা করি যাতে তোমার করুণা-স্পর্শে ধন্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পরাৎপরের সঙ্গে * তোমার সন্ধির কথা মনে রেখ;
অপমানের কথা ধরে রেখো না।

খ। প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ,
এ তো আমাদের গৌরব!

গ। আনন্দ কর, * ফুর্তি কর:
যে ভাই মৃতই ছিল, সে এখন বেঁচে উঠেছে;
যে হারানোই ছিল, তাকে এখন পাওয়া গেছে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। নিজেদের ভাইকে * অন্তর থেকেই ক্ষমা করলে
তোমরা হবে স্বর্গস্থ পিতার ক্ষমার পাত্র।

খ। কেউ যদি * আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক

গ। একথা * বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে,
খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে। আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তুমি * শুধু সাতবার নয়,
বরং সত্তরগুণ সাতবারই ভাইকে ক্ষমা কর—প্রভুর উক্তি।

খ। আমার জন্য * ও সুসমাচারের জন্য যে নিজের প্রাণ হারায়,
সে অনন্ত জীবনের জন্য তা বাঁচিয়ে রাখবে—প্রভুর উক্তি।

গ। যখন * একজন পাপী ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়,
তখন স্বর্গদূতেরা পরম আনন্দিত।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৫শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আমরা তোমাকে ভালবাসব, আমাদের প্রতিবেশীকেও ভালবাসব, এ আজ্ঞায়ই তুমি তোমার পবিত্র বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার আদেশমালা মেনে চলে আমরা যেন অনন্ত জীবন পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পৃথিবী থেকে * আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ তত উঁচু—প্রভুর উক্তি।

খ। যে কেউ * এই শিশুদের একজনকে
আমার নামে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর তাঁকেও গ্রহণ করে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

গ। এই অসৎ সংসারের অর্থসম্পদ লাগিয়ে
তোমরা এমন একজনকেই তোমাদের বন্ধু করে নাও,
যে অনন্ত তাঁবুতে তোমাদের গ্রহণ করবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আঙুরখেতের প্রভু
সকালে বেরিয়ে পড়েন মজুর লাগাবার জন্য।

খ। জগতের পরিত্রাণের জন্য * এ প্রয়োজন ছিল যে,
মানবপুত্র যন্ত্রণাভোগ করবেন এবং পুনরুত্থান করবেন।

গ। নশ্বর ব্যাপারে * বিশ্বস্ত থাক,
যেন ঈশ্বর অক্ষয় ধনসম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমরাও এসো, * একথা বলছেন আঙুরখেতের প্রভু,
আমি আমার ন্যায্যতা অনুসারে তোমাদের মজুরি দেব।

খ। তোমাদের মধ্যে যে প্রধান, * সে ভাইদের সেবা করুক।
যে নিজেকে ছোট করে, সেই সম্মান পাবে। আল্লেলুইয়া।

গ। ঈশ্বর ও ধন,
উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৬শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তো করুণা ও ক্ষমা দানেই নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে প্রকাশ কর; অনুনয় করি: আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহধারা অবিরতই বর্ষণ কর, আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত দানের দিকে দ্রুত পদে চলে তোমার অনুগ্রহে স্বর্গীয় ধন-ঐশ্বর্যের অংশীদার হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পাপী মানুষ * অধর্ম পথ ছেড়ে যদি সদ্ব্যবহার করে,
তাহলে সে জীবন পাবে—প্রভুর উক্তি।

খ। আহা! * ঈশ্বরের জাতির সকল মানুষ যদি নবী হত!
প্রভু যদি সকলকে আপন আত্মাকে দান করতেন!

গ। তারা * যদি মোশি ও নবীদের কথা না শোনে,
মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও তারা বিশ্বাস করবে না।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। যে * আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে,
সে-ই তো ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। আল্লেলুইয়া।

খ। যারা * আমাদের বিপক্ষে নয়,
তারা আমাদের সপক্ষেই—প্রভুর উক্তি।

গ। আত্মায় দীনহীন যারা, * তারাই সুখী,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য * তোমরা 'প্রভু, প্রভু' বলো না;
বরং আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন কর। আল্লেলুইয়া।

খ। যে কেউ * তোমাদের খ্রিষ্টের লোক ব'লে এক ঘটি জল খেতে দেয়,
সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না—প্রভুর উক্তি।

গ। পুত্র, * জীবনে তুমি ভাল ভাল জিনিস ভোগ করছিলে,
লাজার কিন্তু করছিল দুঃখভোগ।
এখন সে আনন্দই পাচ্ছে,
তুমি কিন্তু যন্ত্রণায় ভুগছ।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৭শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমাদের প্রার্থনায় তোমার সাড়া আমাদের প্রত্যাশার অতীত, আমাদের যোগ্যতারও অতীত। আমাদের উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর: আমাদের বিবেক যা ভয় করে, তা দূর করে দাও; আমাদের যা মিনতি করার সাহসও নেই, তা মঞ্জুর কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। প্রভুর * সেই আঙুরখেত,
সে তো তাঁর আপন জনগণ। আল্লেলুইয়া।

খ। মানুষ * নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে,
আর তারা দু'জনে একদেহ হয়ে উঠবে:
খ্রিষ্ট আর মণ্ডলীর বেলায় এ রহস্য মহান।

গ। দুর্জন * বিলুপ্ত হবে;
বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। গৃহনির্মাতারা * যে প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল,
তা হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের নবমন্দিরের সংযোগপ্রস্তর।

খ। যে কেউ * শিশুরই মত ঐশরাজ্য গ্রহণ না করে,
সে পিতার গৃহে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।

গ। আমাদের অন্তরে * নিবাসী পবিত্র আত্মার সহায়তায়
তুমি বিশ্বাস-ভাণ্ডার রক্ষা কর।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সেই ধূর্তেরা * বিলুপ্ত হবে,
এবং প্রভুর আঙুরখেত এমন অন্যজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।

খ। শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও :
ঐশরাজ্য তাদেরই।

গ। আমাদের * যা কর্তব্য ছিল তাই করলাম :
প্রভু, আমরা তোমার দাসমাত্র।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৮শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার অনুগ্রহ আমাদের যত কর্মের সূচনা উদ্দীপিত করুক, তোমার অনুগ্রহ সেই কর্মের সমাপ্তি আশিসমণ্ডিত করুক, তোমার অনুগ্রহ শুভকর্ম সম্পাদনে আমাদের চিরতৎপর করে তুলুক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সকল জাতির মানুষের জন্য
ঈশ্বর ভোজসভার আয়োজন করলেন। আল্লেলুইয়া।

খ। ধনীর পক্ষে
ঐশরাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!

গ। একজন বিজাতীয় মানুষমাত্র কি * ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ফিরে এল?
ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে * যত লোকের দেখা পাও,
সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন।

খ। আমি * প্রার্থনা করলাম আর আমাকে প্রজ্ঞা দেওয়া হল।
শ্রেয় যা কিছু, সবই তো প্রজ্ঞার সঙ্গেই আমার জীবনে এসেছে।

গ। আমরা * যদি খ্রিষ্টের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে,
যদি অবিশ্বস্ত হই, তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। সান্ধ্যভোজের সময়ে * প্রভু সকল নিমন্ত্রিতকে ডাকেন,
এসো, তোমাদের জন্য সবকিছুই প্রস্তুত। আল্লেলুইয়া।

খ। তোমরা * সবকিছু ত্যাগ ক'রে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

গ। যিশু * যে চর্মরোগীদের নিরাময় করেছিলেন,
তাদের একজন যিশুর কাছে ফিরে এসে বলল, ধন্য ঈশ্বর।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ২৯শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আমাদের ইচ্ছা যেন সর্বদাই তোমার ইচ্ছার অনুরূপ হয়, আমাদের অন্তর যেন নিয়তই তোমার মাহাত্ম্যের সেবায় একাগ্র থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। পুব * ও পশ্চিম থেকে সবাই জানুক যে,
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই;
আমি তো প্রভু, অন্য কেউ নয়!

খ। আমার পাত্রে * তোমরা অবশ্যই পান করবে;
আমার বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে—প্রভুর উক্তি।

গ। সূর্যাস্ত পর্যন্তই
মোশির দু'হাত প্রার্থনায় উত্তোলিত থাকল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। হে সদ্‌গুরু যিশু,
তুমি সত্যের শরণে আমাদের দেখাও ঈশ্বরের পথ। আল্লেলুইয়া।

খ। তোমাদের মধ্যে * যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে;
আর যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস।

গ। যারা * দিনরাত ঈশ্বরকে ডাকে,
তিনি তাদের সুবিচার করবেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। কায়েসারের যা, * তা কায়েসারকে দাও ;
আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।

খ। মানবপুত্র * এজন্যই এই জগতে এলেন :
তিনি যেন সকলকে সেবা করে জীবন দান করতে পারেন।

গ। মানবপুত্র * যখন আসবেন,
তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩০শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, গভীরতর করে তোল আমাদের বিশ্বাস আশা ও ভালবাসা : আশীর্বাদ কর : তুমি যা আজ্ঞা কর, আমরা যেন তা ভালবাসি, যাতে যা দান করবে বলে তুমি প্রতিশ্রুত, আমরা তা পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। ভালবাসা * কারও অপকার করে না ;
ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

খ। প্রভু * আপন জাতিকে পরিত্রাণ করেন,
তিনি অন্ধ ও খোঁড়া মানুষকে সরল পথ দিয়ে ফিরিয়ে আনেন। আল্লেলুইয়া।

গ। যে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, * সে হবে প্রসন্নতার পাত্র ;
বিনম্র মানুষের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তুমি * তোমার প্রতিবেশীকে
নিজেরই মত ভালবাসবে।

খ। দাউদসন্তান, * আমাকে দয়া কর !
প্রভু, আমি যেন চোখে দেখতে পাই।

গ। দূরে দাঁড়িয়ে * সেই কর-আদায়কারী চোখ নত করে বুক চাপড়াচ্ছিল—
ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা এ : * তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে
তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

খ। যিশু * সেই অন্ধ মানুষকে বললেন,
এবার যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।
আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল,
ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

গ। সেই কর-আদায়কারী * ক্ষমা লাভ করল :
যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে ;
কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩১শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান পরমেশ্বর, তোমারই কৃপায় তোমার ভক্তগণ তোমাকে যথার্থ ও প্রশংসনীয় সেবা অর্পণ করতে সক্ষম। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার অঙ্গীকৃত পুরস্কারের দিকে নির্বিঘ্নেই ধাবিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

### ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যে কেউ * নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে;
আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

খ। আমাদের * ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু:
তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে।
তাঁর আদেশমালা তোমার অন্তরে স্থিতমূল হোক।

গ। প্রভু, * তুমি তো ভালইবাস তোমার সৃষ্ট জীব,
যা সৃষ্টি করেছ, তা তুমি ঘৃণার চোখে দেখ না,
তা যেন তোমার কাছে, হে আমাদের পরমেশ্বর, ফিরে যেতে পারে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

### প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের পিতা একজনমাত্র,
আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন।

খ। প্রতিবেশীকে * নিজের মত ভালবাসা,
এ সমস্ত বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

গ। জাখেয় * সানন্দে যিশুকে আপন বাড়িতে বরণ করেন:
আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে। আল্লেলুইয়া।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। তোমাদের গুরু একজনমাত্র:
তিনি স্বর্গনিবাসী সেই খ্রিষ্ট প্রভু।

খ। তোমার ঈশ্বর প্রভুকে * তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাস;
তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাস:
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা নেই।

গ। যা * হারানো ছিল,
তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩২শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান পরমেশ্বর, প্রসন্ন হয়ে যত অমঙ্গল থেকে আমাদের রক্ষা কর, দেহমনের যেকোন বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে আমরা যেন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে তোমার ইচ্ছা পূরণে নিবিষ্ট থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। বরের অপেক্ষায় * তোমরা জেগে থাক:
কোন্ দিন, কোন্ সময় তিনি আসবেন, তোমরা তা জান না।

খ। সেই স্ত্রীলোক * প্রভুর জন্য তার সর্বস্ব দান করে দিয়ে
শাশ্বত ঐশ্বর্য লাভ করল।

গ। ঈশ্বরে * ভরসা রেখে
আমাদের আশার পূর্ণতা সেই পুনরুত্থানের প্রতীক্ষা করতে করতে
সংসারের হাতে মৃত্যুবরণ করা ভাল।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা * খ্রিষ্টের অভিমুখে এগিয়ে যাব
আর তাঁর সঙ্গে থাকব চিরকাল।

খ। আমরা দুঃখপীড়িত, * কিন্তু নিত্য আনন্দিত;
ধনহীন হয়েও আমরা অনেককে ধনবান করি;

নিঃস্ব হয়েও আমাদের সবকিছু আছে :
স্বর্গমর্তের সেই প্রভু !

গ। যে * পরলোকের যোগ্য বলে গণ্য হয়,
সে-ই তো পুনরুত্থানের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। মাঝরাতে * রব উঠল, দেখ, বর !
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়।

খ। গরিব * ও বিধবা হয়েও সে সকলের চেয়ে বেশি দিল ;
নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল,
সে তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।

গ। আমাদের ঈশ্বর * মৃতদের নয়, জীবিতদেরই ঈশ্বর।
তাঁরই জন্য সকলে জীবিত। আল্লেলুইয়া।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩৩শ রবিবার

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার সেবায় রত থেকে নিত্য আনন্দিত থাকি। কেননা মঙ্গলকর সমস্ত কিছুর উৎস যে তুমি, সেই তোমার প্রতি আত্মনিয়োজিত থাকা-ই পূর্ণ অফুরানো আনন্দ-সুখ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## ১ম সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। যার আছে
তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে;
যার কিছু নেই,
তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে
—প্রভুর উক্তি।

খ। আকাশ * ও পৃথিবী লোপ পাবে,
কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।

গ। তোমরা, * যারা আমার নাম শ্রদ্ধা কর,
তোমাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হবেন—প্রভুর উক্তি।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## প্রভাতী বন্দনায় গীতিকার ধুয়ো

ক। আমরা * দিবালোকের সন্তান।
এসো, প্রভুর প্রতীক্ষায় জেগে থাকি।

খ। পবিত্রজনেরা * স্বর্গের জ্যোতিতে
জ্যোতির্ময় থাকবেন চিরকাল।

গ। আমার নামের জন্য
তারা তোমাদের নির্যাতন করবে।
এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে;
আর আমি তোমাদের দেব অপরাজেয় জিহ্বা, অপরাজেয় জ্ঞান।

জাখারিয়ার গীতিকা

## ২য় সন্ধ্যারতিতে গীতিকার ধুয়ো

ক। উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব;
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।

খ। তারা * দেখতে পাবে:
মানবপুত্র মহাগৌরবে, মহাপ্রতাপে আসছেন।

গ। নিষ্ঠাবান হও! * একথা বলছেন প্রভু;
তাহলে তোমরা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করবে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

# ৩৪শ সপ্তাহ

সাধারণকালের শেষ রবিবারে বিশ্বরাজ যিশু খ্রিষ্ট মহাপর্ব উদ্‌যাপিত হয়। ৩৪শ সপ্তাহের সাধারণ দিনগুলিতে নিম্নলিখিত সমাপন প্রার্থনা প্রযোজ্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, জাগিয়ে তোল তোমার ভক্তদের মনোবল! অধিক একাগ্রতার সঙ্গে তোমার শুভকর্মকে ফলশালী করার প্রচেষ্টায় তারা যেন তোমার স্নেহের মঙ্গলদান পূর্ণতর মাত্রায় লাভ করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সাধারণকালে প্রভুর মহাপর্বসমূহ

খ্রিষ্টের দেহরক্ত পরমারাধ্য হৃদয় বিশ্বরাজ যিশু খ্রিষ্ট

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম রবিবার

# পরমপবিত্র ত্রিত্ব

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

অগ্নিময় গেল সূর্য,
পরম জ্যোতি, মহান ঐক্য,
তব আলো, ওগো ত্রিত্ব,
মোদের বক্ষস্থলে দিও।

উষালগ্নে তোমায় ডাকি,
সন্ধ্যাকালে এ মিনতি :
স্বর্গনিবাসীদের সঙ্গে
করি যেন তব স্তুতি।

স্রষ্টা পিতা, ত্রাতা পুত্র,
ঐশশক্তি পরমাত্মা,
সর্বযুগে, সর্বস্থানে
তুমি, ত্রিত্ব, প্রশংসিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তুমি * সর্বশক্তিমান ঈশ্বর :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হে পরম ত্রিত্ব, * আমরা স্বীকার করি,
স্বরূপে তুমি একেশ্বর। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পরম ত্রিত্ব একেশ্বরের উদ্দেশে
মহিমা ও সম্মান নিবেদিত হোক চিরকাল ধরে। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, * প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসবেন। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যাঁর কাছ থেকে, * যাঁর দ্বারা এবং যাঁর উদ্দেশে সবকিছু হয়েছে,
সেই ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকাল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ১১:৩৩-৩৬)

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

**শ্লোক**

*প্র* এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

*উ* এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের

স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

*প্র* সেই একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক সম্মান ও গৌরব।

*উ* এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, * তোমাকে ধন্যবাদ!
হে সত্যময় অনন্য ত্রিত্ব, তোমাকে ধন্যবাদ!
তুমি অনন্য পরম ঈশ্বরত্ব!
তুমি অনন্য পবিত্রতম ঐক্য! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

হে পিতা, তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মানবস্বরূপ গৌরবমণ্ডিত করেছিলে তিনি যেন আমাদের জীবন ও পরিত্রাণের উৎস হয়ে ওঠেন। সেই ঐশজীবনে পরিপূর্ণ হয়ে, আসুন, আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করি :

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক!*

-হে সর্বশক্তিমান সনাতন পিতা, তোমার পুত্রের নামে পবিত্র আত্মাকে মণ্ডলীতে প্রেরণ কর, তিনি যেন সত্য ও প্রেমের মিলন-বন্ধনে তাকে রক্ষা করেন।

-তোমার শস্যখেতে আরও কর্মী প্রেরণ কর যাঁরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে মানবকে বাপ্তিস্ম দেন এবং ত্রিত্ব-বিশ্বাসে তাদের সুস্থির করে রাখেন।

-হে পিতা, যারা তোমার পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী বলে নির্যাতিত, তুমি তাদের সহায়তা কর। প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর, তাদের মুখ দিয়ে তিনিই যেন সাক্ষ্যদান করেন।

-হে পিতা, তোমার কৃপায় সকল মানুষ যেন তোমাকে, তোমার ঐশবাণী ও তোমার পবিত্র আত্মাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে জানতে পারে। সকলে তোমাতে বিশ্বাস ও আশা রেখে যেন তোমাকে ভালবাসতেও পারে।

-হে জীবনেশ্বর পিতা, যাঁরা পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার সেই গৌরবধামে গ্রহণ কর, যেখানে পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে চিরকালের মত রাজত্ব করেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি ত্রিত্বে এক এবং ঐক্যে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর,
এসো, তাঁর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো পরম কৃপার ঈশ্বর,
—কী অপূর্ব সত্য—
স্বরূপে তুমি একেশ্বর,
আবার উজ্জ্বল ত্রিত্ব।

তব পূজায় রত মোরা :
মোদের দিও শক্তি,
পুণ্য কর মোদের অন্তর,
গ্রহণ কর ভক্তি।

পিতা, পুত্র, পরমাত্মা,
অনন্য মহেশ্বর ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য পরম ত্রিত্ব !

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * আমরা তোমাকে ডাকি,
তোমার প্রশংসা করি, পূজা করি। সাম ৮

২য় ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * তুমি আমাদের আশা,
তুমি আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের গৌরব। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব, * আমাদের মুক্তিদান কর,
আমাদের পরিত্রাণ কর, সঞ্জীবিত কর। সাম ২৪

প্র এসো, আমরা বলি : ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা।
উ এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা করি চিরকাল।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পিতাই প্রেম, * পুত্রই কৃপা, আত্মাই মিলন-বন্ধন :
ধন্য পরম ত্রিত্ব ! সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : পিতা সত্যময়, * পুত্রই সত্য, আত্মাও সত্য :
ধন্য পরম ত্রিত্ব ! সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা * স্বরূপে একেশ্বর :
ধন্য পরম ত্রিত্ব ! সাম ৯৯

প্র হে পরম ত্রিত্ব, তোমারই মহিমা, তোমারই রাজ-অধিকার।
উ তোমারই গৌরব ও পরাক্রম চিরকাল ধরে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : পিতা *  ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাগান
আমাদের ওষ্ঠে ধ্বনিত হোক চিরকাল।

**সঙ্কটকালে আশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা** (গীতিকা  ইশা ৩৩:২-১০)

*খ্রিষ্টে নিহিত রয়েছে সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অমূল্য সঞ্চয়*  (কল ২:৩)।

হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও,
আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি ;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।

কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,
তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা ; †
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার ;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।

দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।

বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।

‘এখন উঠব,’ বলছেন প্রভু,
‘এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।’
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## ধর্মময়তার সঙ্গেই প্রভুর বিচার (গীতিকা ইশা ৩৩:১৩-১৬)

*সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের উদ্দেশে, তোমাদের সন্তানদের উদ্দেশে এবং দূরে যারা আছে, তাদের সকলেরও উদ্দেশে* (প্রেরিত ২:৩৯)।

দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।
সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—

‘আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে
সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
চিরকালীন দাহনের সঙ্গে
আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?’

যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে, †
অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,
ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;

তেমন মানুষই তো উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ঈশ্বরের জাতির জন্য শান্তি কামনা** (গীতিকা ৪ সিরা ৩৬:১১-১৭)

*এইটি অনন্ত জীবন: তারা যেন তোমাকে, সেই একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর, তোমাকেই জানতে পারে, আর যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, সেই যিশু খ্রিষ্টকেও যেন জানতে পারে* (যোহন ১৭:৩)।

সেই জাতির প্রতি দয়া কর, প্রভু,
যার নাম তোমার আপন নাম,
সেই ইস্রায়েলের প্রতি,
যাকে তুমি করে তুলেছ তোমার আপন প্রথমজাতরূপে।

তোমার পবিত্র নগরীর প্রতি,
তোমার বিশ্রামস্থান সেই যেরুশালেমের প্রতি দয়া কর।
সিয়োনকে তোমার প্রশংসাগানে,
তোমার আপন জাতিকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর।

প্রথমেই যাদের সৃষ্টি করেছ, তাদের পক্ষসমর্থন কর,
তোমার আপন নামে দেওয়া ভাববাণী পূর্ণ কর।
যারা তোমার প্রতীক্ষায় আছে, তাদের পুরস্কৃত কর,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

তোমার দাসদের প্রার্থনায় সাড়া দাও, প্রভু,
তোমার আপন জনগণের উপর আরোনের সেই আশীর্বচন অনুসারে।
সকল মর্তবাসী যেন জানতে পারে যে,
তুমিই প্রভু, সর্বযুগের ঈশ্বর।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাগান
আমাদের ওষ্ঠে ধ্বনিত হোক চিরকাল।

*প্র* প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল ;
*উ* তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : যোহন ১৬:১২-১৫
খ বর্ষ : যোহন ৩:১৬-১৮
গ বর্ষ : মথি ২৮:১৬-২০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি : সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি ত্রিত্বে এক এবং ঐক্যে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর,
এসো, তাঁর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি, হে ত্রিব্যক্তির ঐক্য,
তুমি যে জগতের গতি,
শোন মোদের ওষ্ঠের স্তুতি,
ভক্তিভরে গেয়ে উঠি।

জ্বলছে সেই প্রভাতের তারা,
সূর্যের যে অগ্রদূত তারা !
রাত্রির তমস বিতাড়িত,
দিব্য জ্যোতি বিকশিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে।

১ম ধুয়ো : পরম ত্রিত্ব একেশ্বর, * তোমার জয় হোক!
তুমি যে অনাদিকালীন,
তুমি যে বর্তমানকালের গৌরব,
তুমি যে অনন্তকাল বিরাজ করবে। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাবাদ ও স্তুতিগান
ধ্বনিত হোক চিরকাল। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সম স্তুতিবাদ
ফুটে উঠুক সকল প্রাণীর ওষ্ঠে। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : পিতা * ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রশংসাগান
আমাদের ওষ্ঠে ধ্বনিত হোক চিরকাল। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যাঁর কাছ থেকে, * যাঁর দ্বারা এবং যাঁর উদ্দেশে সবকিছু হয়েছে,
সেই ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকাল। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১২:৪-৬)

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

**শ্লোক**

প্র তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।
উ তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।

℣ তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাদ নিবেদিত হোক চিরকাল ধরে,

℟ হে পরম ত্রিত্ব।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তোমারই গৌরব, তোমারই জয়, * হে পরম ত্রিত্ব।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে সর্বস্রষ্টা * সর্বনিয়ন্তা পরম ঐশ ত্রিত্ব,

তুমি ধন্য এখন ও চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বমঙ্গলের উৎস, আসুন, সেই পরম ত্রিত্বের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।*

-হে পরম পিতা, কী করে প্রার্থনা করতে হয়, আমরা তো তা জানি না। তাই, পিতা, আত্মাকে প্রেরণ কর, তিনি যেন আমাদের দুর্বলতার সহায় হয়ে থেকে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

-হে ঈশ্বরপুত্র, তোমার প্রার্থনা শুনে পিতা মণ্ডলীর কাছে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে নিত্যই থাকুন, সত্যে আমাদের সুস্থির করে রাখুন।

-হে সান্ত্বনাদানকারী আত্মা, আমাদের অন্তরে এসে তোমার দানগুলির ঐশ্বর্যে আমাদের পরিপূর্ণ কর। আমাদের দয়ালু, আনন্দপূর্ণ, শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু করে তোল। আমাদের হৃদয়ে সততা, ধৈর্য, কৃপা, বিশ্বাস, বিনম্রতা, আত্মসংযম ও শুচিতা সঞ্চার কর।

-হে সনাতন পিতা, তুমি আমাদের অন্তরে প্রেরণ করেছ তোমার পুত্রের সেই আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা! তাঁর প্রেরণায় আমরা যেন অনুভব করতে পারি যে সত্যিই আমরা তোমার সন্তান; তাঁর সহায়তায় আমরা যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে স্বর্গের উত্তরাধিকারী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

-হে খ্রিষ্ট প্রভু, তুমি পিতা থেকে আগত সেই আত্মাকে প্রেরণ করেছ, তিনি যেন জগতের সামনে তোমার সাক্ষ্য বহন করেন। তাঁর প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন তোমার বাণীর নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমার উদ্দেশে, * হে পরম ত্রিত্ব,
আমাদের প্রার্থনা, আমাদের পূজা, আমাদের প্রশংসা নিবেদিত হোক। সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ১:২১-২২)

স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

*প্র* প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে;

*উ* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার কর প্রশংসাগান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ওগো পরম ত্রিত্ব,
তুমি আমাদের আশা, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের সম্মান। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪, ৫-৬)

ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'

*প্র* হে পরম ত্রিত্ব, তুমি মহিমময়, তুমি ধন্য।

*উ* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক চিরকাল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমার অস্তিত্ব অপরিবর্তনশীল, * যুগযুগ ধরে তুমি অভিন্ন হয়ে থাক ;
আমাদের এ স্বীকৃতি গ্রহণ কর, পরমেশ্বর। সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ৭:১২)

আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

*প্র* ধন্য তুমি, প্রভু, আকাশমণ্ডলের গগনতলে।

*উ* স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

অগ্নিময় গেল সূর্য,
পরম জ্যোতি, মহান ঐক্য,
তব আলো, ওগো ত্রিত্ব,
মোদের বক্ষস্থলে দিও।

উষালগ্নে তোমায় ডাকি,
সন্ধ্যাকালে এ মিনতি :
স্বর্গনিবাসীদের সঙ্গে
করি যেন তব স্তুতি।

স্রষ্টা পিতা, ত্রাতা পুত্র,
ঐশশক্তি পরমাত্মা,
সর্বযুগে, সর্বস্থানে
তুমি, ত্রিত্ব, প্রশংসিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তুমি * সর্বশক্তিমান ঈশ্বর :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হে পরম ত্রিত্ব, * আমরা স্বীকার করি,
স্বরূপে তুমি একেশ্বর। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পরম ত্রিত্ব একেশ্বরের উদ্দেশে
মহিমা ও সম্মান নিবেদিত হোক চিরকাল ধরে। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, * প্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসবেন। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যাঁর কাছ থেকে, * যাঁর দ্বারা এবং যাঁর উদ্দেশে সবকিছু হয়েছে,
সেই ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকাল। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৪:৩-৬)

তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]।

## শ্লোক

প্র এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

উ এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

প্র সেই একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক সম্মান ও গৌরব।

উ এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ এসো, আমরা বলি: ধন্য পিতা, ধন্য পুত্র, ধন্য পবিত্র আত্মা। * এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি করি চিরকাল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে অজনিত পিতা পরমেশ্বর, * হে অদ্বিতীয় পুত্র, হে সহায়ক পবিত্র আত্মা,
হে পুণ্যময় ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর,

আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও মুক্তকণ্ঠে তোমাকে স্বীকার করি, প্রশংসা করি,
তুমি ধন্য ; তোমার গৌরব হোক চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

হে পিতা, তোমার পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মানবস্বরূপ গৌরবমণ্ডিত করেছিলে তিনি যেন আমাদের জীবন ও পরিত্রাণের উৎস হয়ে ওঠেন। সেই ঐশজীবনে পরিপূর্ণ হয়ে, আসুন, আমরা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের মহিমা ঘোষণা করি :

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক!*

-হে সর্বশক্তিমান সনাতন পিতা, তোমার পুত্রের নামে পবিত্র আত্মাকে মণ্ডলীতে প্রেরণ কর, তিনি যেন সত্য ও প্রেমের মিলন-বন্ধনে তাকে রক্ষা করেন।

-তোমার শস্যখেতে আরও কর্মী প্রেরণ কর যাঁরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে মানবকে বাপ্তিস্ম দেন এবং ত্রিত্ব-বিশ্বাসে তাদের সুস্থির করে রাখেন।

-হে পিতা, যারা তোমার পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী বলে নির্যাতিত, তুমি তাদের সহায়তা কর। প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর, তাদের মুখ দিয়ে তিনিই যেন সাক্ষ্যদান করেন।

-হে পিতা, তোমার কৃপায় সকল মানুষ যেন তোমাকে, তোমার ঐশবাণী ও তোমার পবিত্র আত্মাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে জানতে পারে। সকলে তোমাতে বিশ্বাস ও আশা রেখে যেন তোমাকে ভালবাসতেও পারে।

-হে জীবনেশ্বর পিতা, যাঁরা পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার সেই গৌরবধামে গ্রহণ কর, যেখানে পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে চিরকালের মত রাজত্ব করেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে পিতা ঈশ্বর, তুমি সত্যের ঐশবাণীকে ও পবিত্রতাদানকারী আত্মাকে এজগতে প্রেরণ ক'রে মানবজাতির কাছে তোমার ঈশ্বরত্বের অপরূপ রহস্য ব্যক্ত করেছ। অনুনয় করি: সত্য বিশ্বাস স্বীকৃতিতে আমরা যেন সনাতন ত্রিত্বের গৌরব ঘোষণা করি ও

মহিমময় প্রতাপশালী ঐক্যকে আরাধনা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত

[বাংলাদেশ] পরমপবিত্র ত্রিত্বের পরবর্তী রবিবার

মহাপর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মুখ আমার সেই পুণ্য দেহের
কর তুমি স্তব, সঙ্কীর্তন ;
মূল্যবান রক্তকে তুমি
কর নমস্কার।

সুকুমারীর পুণ্য ক্রোড়ে
তিনি একদিন জন্ম নিলেন ;
মানুষ হয়ে জীবন যাপন
তিনি করলেন হে।

সান্ধ্যভোজে পাস্কা রাতে
তিনি নিজ প্রেম করলেন প্রকাশ :
মোদের হাতে খাদ্যরূপে
করলেন আত্মদান।

মাংসধারী বাণীবলে
তখন রুটি হল মাংস ;
খ্রিষ্টের রক্তে পরিণত
হল আঙুররস।

তেমন এক সাক্রামেন্ত, এসো,
মাথা নত ক'রে পূজি ;
প্রাক্তন সন্ধি এবার সিদ্ধ :
ঈশ্বর উপস্থিত।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার,
এসো, করি গুণকীর্তন ;
সর্বপ্রাণী গেয়ে উঠুক :
ধন্য ত্রিত্ব হে! (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম ধুয়ো : মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে
চিরকালীন যাজক খ্রিষ্ট প্রভু রুটি ও আঙুররস অর্পণ করলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যারা * তাঁকে ভয় করে,
দয়াল প্রভু নিজ আশ্চর্য কর্মকীর্তির স্মৃতিচিহ্ন রূপে
তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : যিনি * মণ্ডলীর চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেই প্রভু সেরা গমের ফসলে আমাদের পরিতৃপ্ত করেন। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১০:১৬-১৭)

সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

## শ্লোক

*প্র* তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, প্রভু, * তোমার আত্মা কতই না মনোরম!

তোমার সন্তানদের কাছে যাতে তোমার মাধুর্য প্রকাশিত হয়,
সেই আত্মা স্বর্গ থেকে সুস্বাদু রুটি দিয়ে ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করলেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিলেন শূন্য হাতে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পাস্কা-ভোজে বিশ্বপরিত্রাণের জন্য আপন দেহরক্ত দান করেছেন, আসুন, আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে স্বর্গীয় রুটি খ্রিষ্ট, অনন্ত জীবন দান কর।*

-হে জীবনেশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট প্রভু, তুমি আদেশ দিয়েছ, তোমার স্মরণার্থে আমরা সেই ধন্যবাদসূচক ভোজ উদ্‌যাপন করব। এ রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান পালন ক'রে তোমার মণ্ডলী যেন পবিত্রতায় ধনবান হয়ে ওঠে।

-হে অনন্য শাশ্বতকালীন মহাযাজক খ্রিষ্ট, তোমার সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদনের ভার তুমি পুরোহিতদের উপর ন্যস্ত করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁরা যেন আনন্দের সঙ্গে আত্মনিবেদন ক'রে সেই মহাকাজ করে যেতে পারেন।

-হে স্বর্গীয় মান্না খ্রিষ্ট, যারা একরুটির অংশভাগী হয়, তুমি তো তাদের একত্রিত করে তোল। তোমার সকল বিশ্বাসীকে শান্তি ও একাত্মতা দান কর।

-হে স্বর্গীয় চিকিৎসক প্রভু, যারা তোমার দেহরক্ত গ্রহণ করে, তুমি তো তাদের শাশ্বত ঔষধ ও পুনরুত্থানের অঙ্গীকার দান কর। অসুস্থদের সুস্থ করে তোল, পাপীদের দান কর জীবনের আশা।

-হে ভাবী আগমনকারী খ্রিষ্টরাজ, তোমার অনুগ্রহেই আমরা তোমার পুনরাগমন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মারক সাক্রামেন্ত উদ্‌যাপন করি। যাঁরা পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার পুনরুত্থানের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভুই জীবনের রুটি ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, স্ফূর্তির সঙ্গে করি
পর্ব উদ্‌যাপন,
অন্তর, কণ্ঠ, কর্মসকল
নবীন, পুণ্য হোক।

ভক্তির সঙ্গে করি স্মরণ
খ্রিষ্টের পাস্কাভোগ :
তিনি নিজেকে দান করলেন
শিষ্যদের হাতে।

নব পাস্কার বলিরূপে
খ্রিষ্টই মেষশাবক :
তাঁরই দেহ খাদ্যরূপে
সবার জন্য হে।

শিষ্যদেরই উদ্দেশ ক'রে
তিনি বললেন হে :
পানীয়রূপে আমার রক্ত
তোমরা কর পান।

তেমন পুণ্য যজ্ঞ তিনি
করলেন প্রবর্তন,
মানুষ যেন দিব্য খাদ্য
করে আস্বাদন।

আহা! স্বর্গীয় সেই রুটি
মানুষের অন্ন।
আহা! প্রভু নিজেই হলেন
দাসের আহার্য।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার,
এসো, করি স্তব ;
সর্বপ্রাণী গেয়ে চলুক :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : গম * ও আঙুররসের প্রসাদে সঞ্জীবিত হয়ে
ভক্তবৃন্দ খ্রিষ্টের শান্তিতে করে বিশ্রাম। সাম ৪

২য় ধুয়ো : নিমন্ত্রিতদের বল, * আমার ভোজসভার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে;
তবে এসো, বিবাহোৎসবে যোগ দাও। আল্লেলুইয়া। সাম ২৩

৩য় ধুয়ো : যে কেউ তৃষ্ণার্ত, * সে আমার কাছে এসে পান করুক;
জীবনময় জল তার বুক থেকে শত ধারায় প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৪২

প্র যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ। আল্লেলুইয়া।

উ আমরা সকলেই সেই একরুটি ও এক পানপাত্রের অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি যাব * পরমেশ্বরের বেদির কাছে,
গ্রহণ করব সেই খ্রিষ্টকে যিনি আমার যৌবন নবায়ন করেন। সাম ৪৩

২য় ধুয়ো : তোমার * বেদি থেকে, প্রভু,
আমরা সেই খ্রিষ্টকে গ্রহণ করি,
যাঁকে নিয়ে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে
আমাদের হৃদয়, আমাদের দেহ। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : প্রভু * দান করলেন মঙ্গল,
আর আমাদের ভূমি দান করল তার আপন ফসল। সাম ৮৫

প্র যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে আসুক, আল্লেলুইয়া।

উ সে অনন্ত জীবন-জলের উৎস থেকে পান করুক। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমার মাংস * সত্যকার খাদ্য,
আমার রক্ত সত্যকার পানীয়।

যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে,
সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

## ঐশপ্রজ্ঞার ভোজসভা (গীতিকা প্রবচন ৯:১-৬, ১০-১২)

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল;
পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল ভোজনপাট।

নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল:
'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে, 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।

নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'
প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।

আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।
তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## পরিত্রাণের আনন্দ (গীতিকা ৯ যেরে ৩১:১০-১৪)

জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন,
সুদূর উপকূলে তা প্রচার কর; বল:
'যিনি ইস্রায়েলকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
তিনি তাকে সংগ্রহ করেন,'

তিনি তাকে রক্ষা করেন,
মেষপালক নিজের পাল রক্ষা করে যেমন।
কারণ প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন,
তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন।

তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল, মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

তখন যুবতী নেচে নেচে আনন্দ করবে,
যুবা-বৃদ্ধও মিলে আনন্দ করবে;
আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব,
তাদের সান্ত্বনা দেব; দুঃখের পর তাদের আনন্দিত করব।

যাজকদের প্রাণ ভরিয়ে তুলব পরমদানে,
আমার জনগণ পরিতৃপ্ত হবে আমার মঙ্গলদানে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**ঈশ্বরের জনগণের খাদ্য** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১৬:২০-২১, ২৬; ১৭:১ক)

স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, †
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি,
বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে,
মেটাতে পারে যত রুচি।

তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত
তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য ;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।

যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু,
তোমার সেই সন্তানেরা একথা যেন বুঝতে পারত যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।

তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়।
ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার মাংস সত্যকার খাদ্য,
আমার রক্ত সত্যকার পানীয়।
যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে,
সেই অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

*প্র* আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
*উ* সুতরাং এসো, আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : লুক ৯:১১খ-১৭
খ বর্ষ : যোহন ৬:৫১-৫৮
গ বর্ষ : মার্ক ১৪:১১-১৬, ২২-২৬

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভুই জীবনের রুটি ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

আহা, কি মহারহস্য !
একদিন স্বর্গের আবাস ছেড়ে
পিতার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে
বাণী এলেন মোদের ঘরে।

শত্রুর হাতে ধরা দিয়ে
মৃত্যুবরণ করার পূর্বে
তিনি শিষ্যদেরই হাতে
ধরা দিলেন পাস্কা-রাতে।

নিজের মাংস ও রক্ত তিনি
তাঁদের হাতে সঁপে দিলেন,
মানুষ যেন খেতে পারে
দিব্য খাদ্য যুগযুগ ধরে।

জন্মলগ্নে তিনি ভ্রাতা,
জীবনকালে দীনবন্ধু,
মৃত্যুক্ষণে মুক্তিমূল্য,
স্বর্গে পুরস্কার অতুল্য।

ওগো পরিত্রাণের বলি,
স্বর্গের দ্বার তুমি তো খোল;
দেখ, শত্রু মোদের ঘেরে,
কর রক্ষা শ্রীমুখ ফিরে।

স্বর্গে চিরকালীন জীবন
যিনি মোদের প্রদান করবেন,
সেই একেশ্বর হোন পূজিত,
পরম ত্রিত্ব হোন বন্দিত। (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম ধুয়ো : প্রজ্ঞা * নিজের গৃহ নির্মাণ করল;
আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল ভোজনপাট। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই * তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা;
তাদের অর্পণ করেছ স্বর্গের রুটি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : খ্রিষ্টের রুটি * উত্তম রুটি;
রাজাদের খাদ্যের চেয়েও সেই রুটি সুস্বাদু। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : পবিত্র যাজকবৃন্দ
ঈশ্বরকে ধূপধুনো ও রুটি নিবেদন করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মালা ১:১১)

সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

## শ্লোক

প্ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ সেই আঙুররসও, যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি ভূমি থেকে রুটি উৎপাদন করবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমিই সেই জীবনময় রুটি, * যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে;
যে কেউ এ রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নিজেই জীবনের রুটি, আসুন, আনন্দের সঙ্গে সেই যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, যারা তোমার রাজ্যের ভোজে আসন পায়, তারা ধন্য।*

-হে নব ও শাশ্বত সন্ধির মহাযাজক, তুমি ক্রুশবেদির উপরে পিতার কাছে একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞবলি উৎসর্গ করেছিলে। তোমারই সঙ্গে এক হয়ে তা উৎসর্গ করতে আমাদের যোগ্য করে তোল।

-হে ন্যায় ও শান্তির রাজা, রুটি ও আঙুররসের আকারে তুমি তোমার ক্রুশীয় বলিদানের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের দান করেছ। কৃপা কর, যেন তোমার সঙ্গে আমরাও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় নৈবেদ্য হতে পারি।

-হে খ্রিষ্ট, তুমি চেয়েছ, তোমার পবিত্রতম আত্মবলিদান পৃথিবীর সর্বস্থানেই উদ্‌যাপিত হবে। আশীর্বাদ কর, যারা একই রুটি গ্রহণ করে, তারা যেন এক দেহে সম্মিলিত হতে পারে।

-হে প্রভু, তুমি তো তোমার ভক্তমণ্ডলীকে তোমার দেহরক্তের সাক্রামেন্ত-দানেই পরিপুষ্ট কর। এ পাথেয় দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা যেন তোমার পবিত্র পর্বতে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

-হে খ্রিষ্ট, তুমি আমাদের ভোজসভার অদৃশ্য অতিথি, তুমি তো আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিতে থাক। আমাদের কাছে এসো; ভোজে আমাদের সঙ্গে বস, আমরাও তোমার সঙ্গে বসব।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

বৃহস্পতিবার : সাম ১১৯ [১৭-১৯]

রবিবার : সাম ১১৯ [১-৪]

ধুয়ো : স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই * তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা ;
তাদের অর্পণ করেছ স্বর্গের রুটি। আল্লেলুইয়া

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ১৬:২০)

স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি, যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

*প্র* আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে,

*উ* গ্রহণ করব সেই খ্রিষ্টকে যিনি আমার যৌবন নবায়ন করেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

বৃহস্পতিবার : সাম ৫৫

রবিবার : সাম ১৩৫

ধুয়ো : খ্রিষ্টের রুটি * উত্তম রুটি ;
রাজাদের খাদ্যের চেয়েও সেই রুটি সুস্বাদু। আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রবচন ৯:১-২)

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল; পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল ভোজনপাট।

*প্র* তুমি স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, আল্লেলুইয়া;

*উ* যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

বৃহস্পতিবার : সাম ১৩২, ১৩৩

রবিবার : সাম ১১৭, ১৩৬

ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ২:৪২, ৪৭)

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র।

*প্র* আমাদের সঙ্গেই থেকো না, প্রভু, আল্লেলুইয়া,

*উ* সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মুখ আমার সেই পুণ্য দেহের
কর তুমি স্তব, সঙ্কীর্তন ;
মূল্যবান রক্তকে তুমি
কর নমস্কার।

সুকুমারীর পুণ্য ক্রোড়ে
তিনি একদিন জন্ম নিলেন ;
মানুষ হয়ে জীবন যাপন
তিনি করলেন হে।

সান্ধ্যভোজে পাস্কা রাতে
তিনি নিজ প্রেম করলেন প্রকাশ :
মোদের হাতে খাদ্যরূপে
করলেন আত্মদান।

মাংসধারী বাণীবলে
তখন রুটি হল মাংস ;
খ্রিষ্টের রক্তে পরিণত
হল আঙুররস।

তেমন এক সাক্রামেন্ত, এসো,
মাথা নত ক'রে পূজি ;
প্রাক্তন সন্ধি এবার সিদ্ধ :
ঈশ্বর উপস্থিত।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মার,
এসো, করি গুণকীর্তন ;
সর্বপ্রাণী গেয়ে উঠুক :
ধন্য ত্রিত্ব হে! (আকুইনোর সাধু টমাস † ১২৭৪)

১ম ধুয়ো : মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে
চিরকালীন যাজক খ্রিষ্ট প্রভু রুটি ও আঙুররস অর্পণ করলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যারা * তাঁকে ভয় করে,
দয়াল প্রভু নিজ আশ্চর্য কর্মকীর্তির স্মৃতিচিহ্ন রূপে
তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : যিনি * মণ্ডলীর চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেই প্রভু সেরা গমের ফসলে আমাদের পরিতৃপ্ত করেন। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : যে বিজয়ী, * তাকে আমি গুপ্ত সেই মান্না দেব,
নতুন নামও দান করব। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১১:২৩-২৫)

আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে : যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন ; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন : 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য ; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি

কর।' তেমনি ভাবে, ভোজনের পরে, তিনি পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।'

## শ্লোক

প্ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তিনি তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আহা, পবিত্র এই ভোজ! * যে ভোজে আমরা খ্রিষ্টকে গ্রহণ করি,
তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি পালন করি,
ঐশকৃপায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের অন্তর,
লাভ করি ভাবী গৌরবের অগ্রিম দান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পাস্কা-ভোজে বিশ্বপরিত্রাণের জন্য আপন দেহরক্ত দান করেছেন, আসুন, আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে স্বর্গীয় রুটি খ্রিষ্ট, অনন্ত জীবন দান কর।*

-হে জীবনেশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট প্রভু, তুমি আদেশ দিয়েছ, তোমার স্মরণার্থে আমরা সেই ধন্যবাদসূচক ভোজ উদ্‌যাপন করব। এ রহস্যময় ধর্মানুষ্ঠান পালন ক'রে তোমার মণ্ডলী যেন পবিত্রতায় ধনবান হয়ে ওঠে।

-হে অনন্য শাশ্বতকালীন মহাযাজক খ্রিষ্ট, তোমার সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদনের ভার তুমি পুরোহিতদের উপর ন্যস্ত করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁরা যেন আনন্দের সঙ্গে আত্মনিবেদন ক'রে সেই মহাকাজ করে যেতে পারেন।

-হে স্বর্গীয় মান্না খ্রিষ্ট, যারা একরুটির অংশভাগী হয়, তুমি তো তাদের একত্রিত করে তোল। তোমার সকল বিশ্বাসীকে শান্তি ও একাত্মতা দান কর।

-হে স্বর্গীয় চিকিৎসক প্রভু, যারা তোমার দেহরক্ত গ্রহণ করে, তুমি তো তাদের শাশ্বত ঔষধ ও পুনরুত্থানের অঙ্গীকার দান কর। অসুস্থদের সুস্থ করে তোল, পাপীদের দান কর জীবনের আশা।

-হে ভাবী আগমনকারী খ্রিষ্টরাজ, তোমার অনুগ্রহেই আমরা তোমার পুনরাগমন পর্যন্ত তোমার মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মারক সাক্রামেন্ত উদ্‌যাপন করি। যাঁরা পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের তুমি তোমার পুনরুত্থানের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে খ্রিষ্ট ঈশ্বর, তুমি এক অপূর্ব সাক্রামেন্তের আড়ালে আমাদের কাছে তোমার যন্ত্রণাভোগের স্মারক চিহ্ন রেখে গেছ। আশীর্বাদ কর: তোমার দেহরক্তের পবিত্র মহারহস্যের প্রতি আমরা যেন এমন শ্রদ্ধা জানাই, যাতে তোমার মুক্তিকর্মের শুভফল উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পরমারাধ্য যিশুহৃদয়

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী দ্বিতীয় রবিবারের পরবর্তী শুক্রবার

মহাপর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো বিশ্বের পুণ্য স্রষ্টা,
ওগো ঈশ্বরজাত ঈশ্বর,
ওগো পিতার জ্যোতির্দাতা,
ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বত্রাতা।

প্রেমের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি তা ফিরিয়ে দিলে
নষ্ট করল যা সেই আদম :
তুমি ত্রাণের নব আদম।

স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা,
তব প্রেম মানবের মুক্তি ;
পাপের বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
তুমি দিলে প্রেমের চিহ্ন।

তব প্রেম যে কৃপার সিন্দুক,
তব প্রেম যে দয়ার ভাণ্ডার ;
তোমায় ছেড়ে কোন কালে
পাছে পড়ি শত্রুর জালে।

মোদের পাপ মুছে দিতে
হৃদি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ :
ঝরে পড়ল রক্তধারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

ওগো খ্রিষ্ট, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ফিলিপ ব্রুনি † ১৭৭১)

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার লঘুভার জোয়াল দিয়ে
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * দয়াবান, স্নেহশীল।
যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * এবার আলোর উদয় :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে * রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : ওই দেখ, * ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৫:২৫খ-২৭)

খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী।

## শ্লোক

*প্র* খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

*উ* খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

*প্র* আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক,

*উ* তাঁর নিজের রক্তে।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পৃথিবীতে * আমি আগুন নিয়ে এসেছি;

আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর হৃদয়ের শরণে আমাদের অন্তর আরাম পায়, আসুন, সেই যিশুর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে দয়াল যিশু, দয়া কর।*

-হে প্রভু যিশু, তোমার হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হলে তা থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর জল; তাতে তোমার কনে এ মণ্ডলী জন্ম নিল। এ মণ্ডলীকে তুমি সবসময় শুচিশুভ্র ও পবিত্র করে রাখ।

-হে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির যিশু, মানুষ দ্বারা তুমি ধ্বংসিত হয়েছিলে, কিন্তু পরম পিতা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করলেন। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার গৌরবের সিন্দুক হতে পারে।

-হে সকল হৃদয়ের রাজা যিশু, তোমার অসীম প্রেমে তুমি এখনও সকলকে তোমার বুকে আকর্ষণ করে থাক। তোমার সমস্ত বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত হতে আমাদের সহায়তা কর।

-হে পুনর্মিলন ও শান্তির আধার যিশু, ক্রুশের উপর থেকে তুমি তোমার নির্যাতকদের ক্ষমা করেছিলে। সকল মানুষের অন্তরে শান্তি সঞ্চার কর, আমাদের দেখাও পিতার ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ।

-হে জীবন ও পুনরুত্থান যিশু, আমাদের বোঝা লঘুভার কর, আমাদের প্রাণকে আরাম দাও ; সকল পাপীকে তোমার কাছে আকর্ষণ কর।

-হে যিশু, ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই তুমি নিজেকে বাধ্য করেছ। যাঁরা তোমার নাম ক'রে পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার গৌরবের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর : আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আমাদের প্রেমের জন্য যাঁর হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে,
এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হে হৃদয়, তুমি ঐশ
বিধানের অমূল্য সিন্দুক :
দণ্ডের কিন্তু বিধান নয়,
প্রেম ও ক্ষমারই।

হে হৃদয়, তুমি নব
সন্ধির পুণ্য দিব্য মন্দির :
এমন মন্দির যেথায় পরদা
ছিন্ন চিরকাল।

বর্শার নির্মম আঘাতে
সেদিন হৃদি হল বিদ্ধ,
আহা, ঐশপ্রেমের চিহ্ন,
তোমায় নমস্কার!

প্রেমের চিহ্ন হৃদি দে'খে
মোরা দেখি যিশুর অর্ঘ্য:
ক্রুশের কিবা বেদির উপর
তিনিই এক যাজক।

তেমন প্রেমনাথের সামনে
কেবা হৃদি রাখবে রুদ্ধ?
সেই হৃদয় দিব্য আবাস,
সবার আকাঙ্ক্ষা।

ওগো যিশু, তব হৃদে
কত দয়াই না সঞ্চিত;
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য চিরকাল। (ফিলিপ ব্রুনি † ১৭৭১)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো: তাঁর হৃদয়ের ভাবনা * যুগযুগস্থায়ী। সাম ৩৩

২য় ধুয়ো: আস্বাদন কর,
দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়। সাম ৩৪

৩য় ধুয়ো: হে প্রভু, * তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল;
যারা তোমায় ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান। সাম ৮৬

℣ সর্বদেশের মানুষের মাঝে আমি গাইব তোমার স্তবগান;
℟ আকাশ-ছোঁয়াই যে তোমার কৃপা।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমাতেই * জীবনের উৎস ;
তোমার পুলক নদীর জলে মোদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তুমি। সাম ৩৬

২য় ধুয়ো : আমার অন্তর * ছিল মূর্ছিত-প্রায় ;
তুমি কিন্তু উঁচু শৈলে আমায় নিয়ে গেছ। সাম ৬১

৩য় ধুয়ো : পৃথিবীর * সকল প্রান্ত দেখেছে
আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। সাম ৯৮

প্র যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আসুক ;
উ যে কেউ চায়, সে জীবনের জল বিনামূল্যেই গ্রহণ করুক।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সত্যি, * ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ ; আমি ভরসা রাখব,
কারণ তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

**সঙ্কটকালে আশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা** (গীতিকা ১০ ইশা ১২:১-৬)

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।’
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## বিনম্র মানুষ ঈশ্বরেই আনন্দিত (গীতিকা ৮ ১ শামু ২:১-৫)

আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,
আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত ;
আমার মুখ বড়াই করে আমার শত্রুদের উপর,
কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই ;
আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।
এত গর্বের সঙ্গে তোমরা বেশি কথা বলো না,
তোমাদের মুখ থেকে উদ্ধত কথা বের হয় না যেন।

কারণ প্রভু তো সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
সকল কর্ম ওজন করা তাঁরই কাজ।

ভেঙে গেল শক্তিশালীদের ধনুক,
কিন্তু যারা হোঁচট খাচ্ছিল, তারা এখন প্রতাপে পরিবৃত।

যারা পরিতৃপ্ত, তারা নিজেদেরই মজুরি খাটায় একটা রুটির জন্য,
কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত, তারা শ্রম করতে আর বাধ্য নয়।
যেই ছিল বন্ধ্যা, সে সাত সন্তানের জননী হল,
কিন্তু যার ছিল বহু সন্তান, সে ম্লান হয়ে গেল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই দীনজনের আশ্রয় (গীতিকা ৮ ১ শামু ২:৬-১০)

প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,
পাতালে নামিয়ে আনেন, উত্থিত করেন,
প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান,
অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন।

তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন
তাদের আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
গৌরবময় সিংহাসনেরই তাদের করেন উত্তরাধিকারী।

কারণ প্রভুরই তো পৃথিবীর স্তম্ভগুলি,
সেগুলির উপর তিনি জগৎ স্থাপন করলেন।
তিনি ভক্তদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখেন, †
কিন্তু দুর্জনেরা অন্ধকারেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
নিজের বলেই যে মানুষ জয়ী হয়, তা তো নয়।

প্রভু! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভগ্নচূর্ণ হবেই;
স্বর্গ থেকে পরাৎপর বজ্রনাদ করবেন।
প্রভু মর্তের প্রান্তসীমা বিচার করবেন; †
আপন রাজাকে শক্তি দেবেন,
তাঁর মশীহের প্রতাপ উত্তোলন করবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো: সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ; আমি ভরসা রাখব,
কারণ তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

℣ চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
℟ আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,

সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : যোহন ১৯:৩১-৩৭
খ বর্ষ : লুক ১৫:৩-৭
গ বর্ষ : মথি ১১:২৫-৩০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু

সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আমাদের প্রেমের জন্য যাঁর হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে,
এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হৃদির কত মধুর লাগে
যিশুর কথা স্মরণ ;
তিনি মোদের কাছে আছেন,
নেব তাঁরই শরণ।

‘যিশু’ নাম উচ্চারণ ক’রেই
প্রাণ উল্লসিত,
মন উৎফুল্ল, ওষ্ঠ মুখর,
অন্তর আনন্দিত।

যিশু, তুমি সত্যের উৎস,
মনের উজ্জ্বল জ্যোতি ;
তুমি অন্তরের মাধুর্য :
করব তব স্তুতি।

তুমি যখন মোদের হৃদে
গ্রহণ কর আসন,
তখন অন্তর জ্বলে প্রেমে,
তুমিই প্রাণের ভূষণ।

ওগো দয়াল প্রিয় যিশু,
মোদের জীবনস্বামী ;
দেখি যেন তব গৌরব,
মোদের অন্তর্যামী।

পিতা ও পবিত্রাত্মার জ্যোতি
প্রকাশ কর, যিশু ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য যিশু। (১২শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : একজন সৈন্য * যিশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যিশু দাঁড়িয়ে * উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন :
যে কেউ তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে এসে পান করুক। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : ঈশ্বর * সনাতন প্রেমেই আমাদের ভালবেসেছেন,
মাটি থেকে উত্তোলিত হয়ে যিশু নিজের বুকে আমাদের টেনে নিলেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : সন্তান আমার, * তোমার হৃদয় আমাকে অর্পণ কর। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:৩৩)

এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব —প্রভুর উক্তি : আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

## শ্লোক

প্র আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
উ আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
প্র আমি যে কোমলপ্রাণ ও নম্রহৃদয়।
উ আমার কাছ থেকে শিখে নাও।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও ; * আমার কাছ থেকে শিখে নাও।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। ঈশ্বর ভালবাসা। * ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন। গীতিকা

খ। তখন * পূর্ণ হল শাস্ত্রের এই বাণী :
তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে, তাঁর দিকেই তারা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। গীতিকা

গ। আপন করুণায় * পরমেশ্বর আমাদের দেখতে এলেন,
আপন জনগণের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কোমলপ্রাণ ও নম্রহৃদয়, আসুন, সেই প্রভু যিশুর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, দেখাও তোমার দয়া।*

-হে যিশু, তোমার মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বিরাজিত। আমরা যেন তোমার অনন্ত জীবনের সহভাগী হতে পারি।

-তোমার মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য সঞ্চিত। তোমার ভক্তমণ্ডলীতে পরম পিতার প্রজ্ঞা প্রকাশ কর।

-পরম পিতা তোমাতে প্রীত। আমরা যেন অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমার সকল বাণী পালন করি।

-আমরা তোমার পরিপূর্ণতার অংশী হয়ে উঠেছি। পরম পিতার অনুগ্রহ ও সত্য আমাদের উপরে মুক্তহস্তে বর্ষণ কর।

-তুমি জীবন ও পবিত্রতার উৎস। ঐশপ্রেমে আমাদের নবীকৃত ও পবিত্র করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বর ভালবাসা। * ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন। সাম ১১৯ [২০-২২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:২-৪ক)

প্রভু একথা বলছেন: 'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে; ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।' চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি। আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।

*প্র* তোমরা আনন্দের সঙ্গে

*উ* জল তুলে আন পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩২:৪০)

আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব।

*প্র* আমি সহানুভূতি আশা করেছি, পাইনি কিছু;
*উ* কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম, পাইনি কাউকে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : একজন সৈন্য * যিশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। সাম ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৫:৮-৯)

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।

*প্র* তিনি আমাদেরই অন্যায়ের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন;
*উ* আমরা তাঁরই ক্ষতগুণে সুস্থ হয়ে উঠি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো বিশ্বের পুণ্য স্রষ্টা,
ওগো ঈশ্বরজাত ঈশ্বর,
ওগো পিতার জ্যোতির্দাতা,
ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বত্রাতা।

প্রেমের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি তা ফিরিয়ে দিলে
নষ্ট করল যা সেই আদম :
তুমি ত্রাণের নব আদম।

স্বর্গমর্তের সৃষ্টিকর্তা,
তব প্রেম মানবের মুক্তি ;
পাপের বন্ধন ক'রে ছিন্ন,
তুমি দিলে প্রেমের চিহ্ন।

তব প্রেম যে কৃপার সিন্দুক,
তব প্রেম যে দয়ার ভাণ্ডার ;
তোমায় ছেড়ে কোন কালে
পাছে পড়ি শত্রুর জালে।

মোদের পাপ মুছে দিতে
হৃদি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ :
ঝরে পড়ল রক্তধারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

ওগো খ্রিষ্ট, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ফিলিপ ব্রুনি † ১৭৭১)

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার লঘুভার জোয়াল দিয়ে
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * দয়াবান, স্নেহশীল।
যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য * এবার আলোর উদয় :
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর কাছে * রয়েছে কৃপা,
তাঁর কাছের মুক্তি মহান। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : ওই দেখ, * ঈশ্বরের মেষশাবক,
জগতের পাপ যিনি হরণ করেন। গীতিকা ১৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:৪-৭)

ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে। তিনি তেমনটি করলেন

যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি, খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন।

## শ্লোক

প্ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

উ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

প্ আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক,

উ তাঁর নিজের রক্তে।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ক। তোমরা * পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা,
সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। গীতিকা

খ। যিশুর কাছে এসে * তারা যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে,
তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না।
তবে একজন সৈন্য তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল।
আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল। গীতিকা

গ। আপন দয়া স্মরণ ক'রে * পরমেশ্বর আপন বুকে,
আপন হৃদয়েই আমাদের তুলে নিলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁর হৃদয়ের শরণে আমাদের অন্তর আরাম পায়, আসুন, সেই যিশুর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে দয়াল যিশু, দয়া কর।*

-হে প্রভু যিশু, তোমার হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হলে তা থেকে বেরিয়ে এল রক্ত আর জল; তাতে তোমার কনে এ মণ্ডলী জন্ম নিল। এ মণ্ডলীকে তুমি সবসময় শুচিশুভ্র ও পবিত্র করে রাখ।

-হে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির যিশু, মানুষ দ্বারা তুমি ধ্বংসিত হয়েছিলে, কিন্তু পরম পিতা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করলেন। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার গৌরবের সিন্দুক হতে পারে।

-হে সকল হৃদয়ের রাজা যিশু, তোমার অসীম প্রেমে তুমি এখনও সকলকে তোমার বুকে আকর্ষণ করে থাক। তোমার সমস্ত বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত হতে আমাদের সহায়তা কর।

-হে পুনর্মিলন ও শান্তির আধার যিশু, ক্রুশের উপর থেকে তুমি তোমার নির্যাতকদের ক্ষমা করেছিলে। সকল মানুষের অন্তরে শান্তি সঞ্চার কর, আমাদের দেখাও পিতার ঘরে ফিরে যাওয়ার পথ।

-হে জীবন ও পুনরুত্থান যিশু, আমাদের বোঝা লঘুভার কর, আমাদের প্রাণকে আরাম দাও ; সকল পাপীকে তোমার কাছে আকর্ষণ কর।

-হে যিশু, ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই তুমি নিজেকে বাধ্য করেছ। যাঁরা তোমার নাম ক'রে পরলোকে গমন করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার গৌরবের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর : আমরা যারা তোমার প্রিয় পুত্রের হৃদয়-মাহাত্ম্য বন্দনা ক'রে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার শুভদান-সকল স্মরণ করি, সেই আমরা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের সেই উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত অনুগ্রহধারায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# বিশ্বরাজ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট

সাধারণকালের শেষ রবিবার

মহাপর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো যিশু বিশ্বরাজা,
ওগো খ্রিষ্ট জগৎত্রাতা,
তুমি স্বর্গমর্তের কান্তি,
তুমি মানবকুলের শান্তি।

ওগো মোদের উত্তম পালক,
দেখ, মোরা পথভ্রষ্ট,
মোরা চারদিকে বিক্ষিপ্ত,
তব প্রেমে হব তৃপ্ত।

মোদের একত্রিত করতে
তুমি হলে ক্রুশে বিদ্ধ ;
বর্শা করল বুক বিদীর্ণ,
মোরা দেখি প্রেমের চিহ্ন।

রক্তজল যে প্রবাহিত
তাতে পরিত্রাণের প্রতীক :
প্রসাদরূপে তোমায় খাব,
দিব্য জীবন মোরা পাব।

সর্বজাতি তোমায় পূজে,
সর্বদেশ তোমায় প্রশংসে ;
তব স্তুতিগান ধ্বনিত,
তুমি সবারই বন্দিত।

ওগো যিশু, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো : দাউদের সিংহাসনে * আসীন হয়ে
তিনি হবেন ন্যায় ও শান্তির রাজা চিরকাল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁর নাম * শান্তিরাজ ;
তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁর রাজ্য * চিরস্থায়ী ;
সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার রাজ্য চিরকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তাঁর নাম * রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু,
তাঁরই মহিমা ও পরাক্রম চিরদিন চিরকাল। গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:২০-২৩)

ঈশ্বর খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

## শ্লোক

প্র তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
উ তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
প্র তুমিই সবকিছুর শাসনকর্তা।
উ তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, * তোমারই রাজ-অধিকার, প্রভু।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পরমেশ্বর * খ্রিষ্টকে দেবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।
তিনি যাকোবকুলে রাজত্ব করবেন চিরকাল,
তাঁর রাজত্ব হবে অন্তহীন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেয়ে আছে, আসুন, সেই বিশ্বরাজ খ্রিষ্টকে পূজা করে অনুনয় করি :

*হে প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে রাজা ও মেষপালক খ্রিষ্ট, বিশ্বের চারপ্রান্ত থেকে তোমার পালকে সংগ্রহ কর, সত্য ও জীবনের চারণমাঠে তাকে চালিত কর।

-হে অগ্রনায়ক ও পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তোমার জনগণকে নবীকৃত ও পবিত্র করে তোল: দুর্বলকে বলবান কর, পথহারাকে একত্রিত কর, অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাসের আলো সঞ্চার কর।

-হে বিশ্ববিচারক খ্রিষ্ট, তুমি যখন পিতার হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে, তখন তোমার গৌরবময় আসনের পাশে আমাদেরও স্থান দিও, আমাদের দান কর শাশ্বত পুরস্কার।

-হে শান্তিরাজ খ্রিষ্ট, মানবের অন্তর থেকে যত ঘৃণা ও হিংসার মনোভাব উপড়ে ফেল। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন ন্যায় ও শান্তির যুগ দেখতে পাই।

-হে সর্বজাতির সম্পদ খ্রিষ্ট, কৃপা কর, যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মানবজাতি তোমার ভক্তমণ্ডলীতে একত্রিত হয় এবং তোমাকে একমাত্র প্রভু বলে গ্রহণ করে।

-হে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার রাজ্যের গৌরবে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট যিশুই রাজাধিরাজ ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

যিশু, তুমি উত্তম রাজা,
মহিমামণ্ডিত ;
আহা, তুমি কত মধুর,
সবার আকাঙ্ক্ষিত।

যিশু, তুমি সত্যের উৎস,
মনের উজ্জ্বল জ্যোতি ;
তুমি অন্তরের মাধুর্য :
করব তব স্তুতি।

তুমি যখন মোদের হৃদে
গ্রহণ কর আসন,
তখন অন্তর জ্বলে প্রেমে
তুমিই প্রাণের ভূষণ।

ওগো দয়াল প্রিয় যিশু,
মোদের জীবনস্বামী ;
দেখি যেন তব গৌরব,
মোদের অন্তর্যামী।

পিতা ও পবিত্রাত্মার জ্যোতি
প্রকাশ কর, যিশু ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য যিশু। (১২শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি * সিয়োন পর্বতের উপরে ঈশ্বর দ্বারা রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আমি যেন তাঁর বিধি প্রচার করি। সাম ২

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট,
সবকিছু রেখেছ তাঁর পদতলে। সাম ৮

৩য় ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির,
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

℣ স্বর্গে ও মর্তে

℟ সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার রাজদণ্ড * ন্যায়েরই দণ্ড,
জাতিসকল তোমার স্তুতিগান করে যাবে চিরদিন চিরকাল। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : আমাদের রাজার উদ্দেশে * স্তবগান কর,
সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি মহান রাজা। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁর মধ্যে * সকল দেশ হবে আশিসধন্য ;
তারা তাঁকে সুখী বলবে। সাম ৭২

*প্র* সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন,
*উ* সকল দেশ তাঁকে সেবা করবে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : তোমারই তো, প্রভু, প্রতাপ, * তোমারই রাজ-অধিকার ;
সর্বজাতির ঊর্ধ্বে বর্ষণ কর শান্তি আমাদের দিনে।

**ধন্য পরমেশ্বর !** (গীতিকা ৩ ১ বংশ ২৯:১০-১৩)

ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা,
কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।

তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার,
সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত ;
ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে,
সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা।

তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম,
তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা।
এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## বিমুক্ত জনগণের আনন্দ (গীতিকা ১০ ইশা ১২:১-৬)

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।'
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৫)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

কেউ তোমায় আর ‘পরিত্যক্তা’ বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমারই তো, প্রভু, প্রতাপ, তোমারই রাজ-অধিকার;
সর্বজাতির ঊর্ধ্বে বর্ষণ কর শান্তি আমাদের দিনে।

*প্র* আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
*উ* তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা :

ক বর্ষ : যোহন ১৮:৩৩খ-৩৭
খ বর্ষ : লুক ২৩:৩৫-৪৩
গ বর্ষ : মথি ২৫:৩১-৪৬

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্ট যিশুই রাজাধিরাজ ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম পিতার প্রতিচ্ছবি
ঈশ্বরজাত ঈশ্বরজ্যোতি,
ওগো খ্রিষ্ট মুক্তিদাতা,
তবই সম্মান, রাজমর্যাদা।

সৃষ্টির পূর্বে তুমিই শুধু
নির্মাণকাজের আশা, লক্ষ্য ;
পিতা তোমায় সেই রাজদণ্ড
দিলেন যা হবে না খণ্ডন।

তুমি সুকুমারীর পুষ্প,
ভক্তবৃন্দের আদিপুরুষ,
নবসৃষ্টির সংযোগপ্রস্তর,
তোমায় পূজে সবার অন্তর।

মোরা ছিলাম শত্রুর বন্দি,
ছিলাম পাপে শৃঙ্খলিত,
তোমার দ্বারা পাপ দীর্ণ,
শত্রুর বন্ধন এখন জীর্ণ।

তুমি সেই সর্বোচ্চ রাজা
যাঁর সম্মুখে সব প্রণত,
মহাযাজক, জগৎত্রাতা,
মেষপালক, আরোগ্যদাতা।

ওগো যিশু, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো : খ্রিষ্টই * বিশ্বের নবসূর্য ;
তিনিই জ্যোতি, ন্যায় ও শান্তির রাজা। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন :
সকল দেশের সকল মানুষ তাঁর সেবা করবে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : একদিন * যেরুশালেম থেকে বেরিয়ে পড়বে জীবন-জল।
তখন প্রভু হবেন সারা পৃথিবীর রাজা। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ;
তিনি নিজেই হবেন শান্তি। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : স্বয়ং প্রভুই * আমাদের বিচারকর্তা :
তিনিই আমাদের বিধান, আমাদের রাজা ;
তিনিই সাধন করবেন আমাদের পরিত্রাণ। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৪:১৫-১৬)

ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

## শ্লোক

প্র তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
উ তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
প্র তারা প্রচার করবে তোমার পরাক্রম ;
উ বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার ভক্তরা, প্রভু, * বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

ক। এসো, * আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। গীতিকা

খ। খ্রিষ্টই * মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, পৃথিবীর রাজাধিরাজ।
তিনি আমাদের করে তুলেছেন তাঁর ঈশ্বর ও পিতার জন্য রাজ্য। গীতিকা

গ। প্রভু, * তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে,
তখন আমার কথা মনে রেখ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

এই প্রাতঃকালীন উপাসনা-কর্মে সমবেত হয়ে, আসুন, আমরা বিশ্বরাজ খ্রিষ্টের মহিমাকীর্তন ক'রে তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে খ্রিষ্ট যিশু, তুমি তো তোমার জনগণের শীর্ষপতি ও প্রভু। অনন্ত জীবনের পথে আমাদের চালিত কর।

-হে উত্তম মেষপালক, তুমি তোমার মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছ। আমাদের সঙ্গে থেকো, যেন আমাদের কখনও কোন কিছুর অভাব না হয়।

-হে মুক্তিদাতা, স্বয়ং পিতা তোমাকে স্বর্গমর্তের রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন। সাহায্য কর, আমরাও যেন তোমার ন্যায় ও শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যোগ দিতে পারি।

-হে শাশ্বতকালীন রাজা, তুমি সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতেই এই জগতে এসেছিলে। সর্বজাতির সমস্ত মানুষ তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করুক।

-হে আমাদের গুরু ও আদর্শ, তুমি তোমার রাজ্যের অংশীদার হতে আমাদের আহ্বান করেছ। তোমার পুনরাগমনের দিন পর্যন্ত আমাদের পুণ্য ও অনিন্দ্য করে রাখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন :
সকল দেশের সকল মানুষ তাঁর সেবা করবে। সাম ১১৯ [১-৪]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১২-১৩)

যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।

*প্র* খ্রিষ্ট প্রভু রাজারূপে চিরসমাসীন;

*উ* তিনি তাঁর আপন জাতিকে ধন্য করেন শান্তিদানে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : একদিন * যেরুশালেম থেকে বেরিয়ে পড়বে জীবন-জল।
তখন প্রভু হবেন সারা পৃথিবীর রাজা। সাম ১৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১৬-১৮)

সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ। তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

*প্র* স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর;
*উ* সারা পৃথিবী জুড়ে তিনিই মহান রাজা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ;
তিনি নিজেই হবেন শান্তি। সাম ১১৭, ১৩৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:১৯-২০)

এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: সমস্ত পূর্ণতা খ্রিষ্টে বাস করবে, এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায় তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

*প্র* রাজা প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর,

*উ* তিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো যিশু বিশ্বরাজা,
ওগো খ্রিষ্ট জগৎত্রাতা,
তুমি স্বর্গমর্তের কান্তি,
তুমি মানবকুলের শান্তি।

ওগো মোদের উত্তম পালক,
দেখ, মোরা পথভ্রষ্ট,
মোরা চারদিকে বিক্ষিপ্ত,
তব প্রেমে হব তৃপ্ত।

মোদের একত্রিত করতে
তুমি হলে ক্রুশে বিদ্ধ ;
বর্শা করল বুক বিদীর্ণ,
মোরা দেখি প্রেমের চিহ্ন।

রক্তজল যে প্রবাহিত
তাতে পরিত্রাণের প্রতীক :
প্রসাদরূপে তোমায় খাব,
দিব্য জীবন মোরা পাব।

সর্বজাতি তোমায় পূজে,
সর্বদেশ তোমায় প্রশংসে ;
তব স্তুতিগান ধ্বনিত,
তুমি সবারই বন্দিত।

ওগো যিশু, তব হৃদে
কত কৃপাই না সঞ্চিত।
পিতা ও আত্মার সঙ্গে তুমি
ধন্য, চিরধন্য তুমি। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো : দাউদের সিংহাসনে * আসীন হয়ে
তিনি হবেন ন্যায় ও শান্তির রাজা চিরকাল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁর নাম * শান্তিরাজ ;
তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁর রাজ্য * চিরস্থায়ী ;
সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার রাজ্য চিরকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তাঁর নাম * রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু,
তাঁরই মহিমা ও পরাক্রম চিরদিন চিরকাল। গীতিকা ১৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:২৫-২৮)

যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি

সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন ; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে।

## শ্লোক

প্ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

উ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

প্ তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড,

উ চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন * চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁর নাম : * প্রভুর প্রভু, রাজার রাজা ;

তাঁরই তো গৌরব ও পরাক্রম চিরকালের মত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেয়ে আছে, আসুন, সেই বিশ্বরাজ খ্রিষ্টকে পূজা করে অনুনয় করি :

*হে প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক।*

-হে রাজা ও মেষপালক খ্রিষ্ট, বিশ্বের চারপ্রান্ত থেকে তোমার পালকে সংগ্রহ কর, সত্য ও জীবনের চারণমাঠে তাকে চালিত কর।

-হে অগ্রনায়ক ও পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তোমার জনগণকে নবীকৃত ও পবিত্র করে তোল : দুর্বলকে বলবান কর, পথহারাকে একত্রিত কর, অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাসের আলো সঞ্চার কর।

-হে বিশ্ববিচারক খ্রিষ্ট, তুমি যখন পিতার হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবে, তখন তোমার গৌরবময় আসনের পাশে আমাদেরও স্থান দিও, আমাদের দান কর শাশ্বত পুরস্কার।

-হে শান্তিরাজ খ্রিষ্ট, মানবের অন্তর থেকে যত ঘৃণা ও হিংসার মনোভাব উপড়ে ফেল। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন ন্যায় ও শান্তির যুগ দেখতে পাই।

-হে সর্বজাতির সম্পদ খ্রিষ্ট, কৃপা কর, যেন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মানবজাতি তোমার ভক্তমণ্ডলীতে একত্রিত হয় এবং তোমাকে একমাত্র প্রভু বলে গ্রহণ করে।

-হে মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার রাজ্যের গৌরবে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিশ্বরাজ তোমার সেই প্রিয় পুত্রেই তুমি সমস্ত কিছু নবপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে নিখিল সৃষ্টি যেন তোমার ঐশমহিমার সেবায় রত হয়ে তোমার অবিরত গুণকীর্তন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সাধারণকালের সাপ্তাহিক ব্যবস্থা

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

## রবিবার

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

### ১ম সন্ধ্যারতি

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

**আনন্দের জ্যোতি, অমর স্বর্গীয় পিতার**

**পবিত্র গৌরবের আনন্দের জ্যোতি।**

যিশু জ্যোতি, ধন্য হে,

জ্যোতি যিশু, ধন্য হে, আনন্দের জ্যোতি।

সূর্য অস্ত গমন করল,

এসো, সান্ধ্য দীপ জ্বালিয়ে

সবে মিলে করি পূজা।

**আনন্দের জ্যোতি …**

পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা
ঈশ্বরের করি স্তবগান,
চিরকালীন ঈশ্বর হে।
**আনন্দের জ্যোতি** ...

ঈশ্বরপুত্র, জীবনদাতা,
বিশ্বপতি, পরিত্রাতা,
সবে বলে, ধন্য হে।
**আনন্দের জ্যোতি** ... (৩য় শতাব্দী)

অথবা

অগ্নিময় গেল সূর্য,
পরম জ্যোতি মহান ঐক্য,
তব আলো, ওগো ত্রিত্ব,
মোদের বক্ষস্থলে দিও।

উষালগ্নে তোমায় ডাকি,
সন্ধ্যাকালে এ মিনতি:
স্বর্গনিবাসীদের সঙ্গে
করি যেন তব স্তুতি।

স্রষ্টা পিতা, ত্রাতা পুত্র,
ঐশশক্তি পরম পবন,
সর্বযুগে সর্বস্থানে
ত্রিত্বের পূজি সর্বজনে। (৭ম শতাব্দী)

**সাম** ১১১, ১১২, ১১৩, ৬৬, গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (রো ১১:৩৩-৩৬)

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

### ২য় সপ্তাহ (কল ১:২খ-৬)

আমাদের পিতা ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, যখন সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে; এইভাবে তোমাদের মধ্যেও ঘটছে সেই দিন থেকে, যেদিন থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনে তা সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলে।

### ৩য় সপ্তাহ (হিব্রু ১৩:২০-২১)

শান্তিবিধাতা ঈশ্বর, যিনি চিরন্তন সন্ধির রক্তগুণে মেষগুলির সেই মহান পালককে, আমাদের প্রভু যিশুকে, মৃতদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন; তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ সপ্তাহ (২ পি ১:১৯-২১)

নবীদের বাণীও আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়। সর্বপ্রথমে একথা জেনে রাখ যে, শাস্ত্রের কোন নবীয় বাণী ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, কারণ নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি, বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ হে প্রভু, * কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!

উ হে প্রভু, * কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!

প্ প্রজ্ঞার সঙ্গেই নির্মাণ করেছ এ সবকিছু।

উ কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ হে প্রভু, * কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই * প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

উ সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই * প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

প্ তাঁর গৌরব আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে বিরাজিত।

উ প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই * প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন, আসুন, সেই ত্রিব্যক্তি একেশ্বরকে পূজা করে অনুনয় করি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে রক্ষা কর।*

-হে মহান ও দয়ালু ঈশ্বর, তোমার ধর্মময়তা পৃথিবীর উপর উদিত হোক, যেন তোমার জনগণ শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের যুগ দেখতে পায়।

-সর্বজাতির মাঝে তোমার রাজ্য আসুক। প্রাক্তন সন্ধির সেই জনগণের জন্যও তোমার পরিত্রাণের পরিকল্পনা সিদ্ধিলাভ করুক।

-সকল পরিবারের মধ্যে যেন সুসম্পর্ক ও প্রভুভক্তি বিরাজ করে। ত্রিত্বের মধ্যে যেরূপ ভালবাসার বন্ধন রয়েছে, তদ্রূপ বন্ধন যেন আমাদের মধ্যেও প্রকাশ পায়।

-যারা আমাদের উপকার করে, তাদের সকলকে আশীর্বাদ কর। প্রতিদানে তাদের সমৃদ্ধি ও অনন্ত জীবন দান কর।

-যাঁরা তোমার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও সমাজ-কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। তাঁদের সকলকে স্বর্গীয় অনন্ত বিশ্রামে গ্রহণ কর।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর মনোনীত জনগণকে রক্ষা ও প্রতিপালন করে ঐশরাজ্যের পরমানন্দে আহ্বান করেন, আসুন, সেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা স্মরণ করে তাঁর কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, আমরা তোমাতে ভরসা রাখি।*

-আমাদের পোপ ... ও আমাদের বিশপ ...এর জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি: তোমার পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায় তাঁদের চালিত কর।

-তোমার আশীর্বাদে আমাদের অসুস্থ ভাইবোনেরা যেন অনুভব করেন, তাঁরা তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী। তাঁরা তোমার অনুগ্রহ ও সান্ত্বনাও উপলব্ধি করুন।

-বাস্তুহারাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ; আমাদের উদ্দীপিত কর, যেন আমাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তাঁরা সমাজে উপযুক্ত মর্যাদা ও সমৃদ্ধি পেতে পারেন।

-ভূমির ফল ও মানুষের শ্রমের ফল আশীর্বাদ কর, কেউই যেন দৈনিক খাদ্য থেকে বঞ্চিত না হয়।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার কোলে গ্রহণ কর; তোমার করুণায় তাঁদের অনন্ত বিশ্রাম দান কর।

### ৩য় সপ্তাহ

যিনি একদিন ক্ষুধার্ত জনগণকে অলৌকিক ভাবে খেতে দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্টের ভালবাসা স্মরণ করে, আসুন, ভরসাভরে তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার দয়ার অলৌকিক কাজ আজও সাধন কর।*

-আমরা স্বীকার করি, এ সপ্তাহে মঙ্গলকর যা কিছু পেয়েছি, তা সবই তোমার মঙ্গলময়তার দান। আমাদের অন্তর উর্বর ভূমির মত তোমার সেই দানগুলি গ্রহণ করুক, তা যেন অনন্ত জীবনের ফসল ফলাতে পারে।

-তুমি সর্বজাতির আলো ও পরিত্রাণ; অখ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে যাঁরা তোমার বাণী প্রচার করেন, তাঁদের রক্ষা ও পরিচালনা কর; তাঁদের অন্তরে তোমার আত্মার আগুন জ্বালাও।

-আশীর্বাদ কর, সকল মানুষ যেন এমন এক নতুন বিশ্ব গড়ার কাজে সহযোগিতা করে, যেখানে ন্যায় ও শান্তি বজায় থেকে ব্যক্তিমর্যাদা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়।

-তুমি দেহ ও আত্মার আরোগ্যদাতা; অসুস্থদের স্বস্তি ও মরণাপন্নদের সান্ত্বনা দান কর; তোমার দয়া দানে সকল মানুষকে হিংসারোগ থেকে সুস্থ করে তোল।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবময় স্বর্গীয় জনসমাবেশে গ্রহণ কর; তাঁদের নাম জীবন-গ্রন্থে লিখে তাঁদের শাশ্বত আনন্দ দান কর।

### ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন আশ্রিতজনদের আনন্দ, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে ডাকি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণের প্রার্থনা শোন।*

-হে বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, তুমি তো নিজের রক্তে আমাদের ধৌত করেছ; আমরা যেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমার প্রেমের অপরূপ কীর্তি নিত্যই বন্দনা করতে পারি।

-অখ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে যাঁরা তোমার বাণী প্রচার করেন, তাঁদের অন্তরে আলো ও শক্তি সঞ্চার কর, তাঁরা যেন তোমার রাজ্যের বিশ্বস্ত ও নির্ভীক সাক্ষী হতে পারেন।

-হে শান্তিরাজ, সমাজনেতাদের মন তোমার পবিত্র আত্মা দানে উদ্বুদ্ধ করে তোল, তাঁরা যেন গরিব ও অসহায়দের মঙ্গল ব্যবস্থা করতে পারেন।

-যারা জাতি, ধর্ম, ভাষা বা সামাজিক অবস্থার জন্য অত্যাচারিত, তাদের তুমিই সহায় হও। তোমার আশীর্বাদে তারা যেন তাদের প্রাপ্য মানবাধিকার ফিরে পেতে পারে।

-যাঁরা তোমাতে বিশ্বাস রেখে পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার শান্তিরাজ্যে গ্রহণ কর; তাঁরা যেন ধন্যা মারীয়া ও নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার অবিরত মাহাত্ম্য-বন্দনা করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মধ্যরাত্রির এই সময়ে,
এসো, নবীর কথামত
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মার
জয়গানে থাকি রত।

এটি ছিল ভীতির লগ্ন :
ধ্বংসনকারী যমদূত এসে
প্রথমজাতদেরই মেরে
আনলেন মৃত্যু মিশরদেশে।

এটি আবার ত্রাণের লগ্ন
সেই সব ভক্তজনের জন্য,

রক্তচিহ্ন দে'খে সেই দূত
যাদের দিলেন না কো দণ্ড।

মিশর তখন করল ক্রন্দন
হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে।
একা ইস্রায়েল নন্দিত
মেষশাবকের রক্তগুণে।

সত্যকার ইস্রায়েল মোরা,
মোরাই তোমাতে নন্দিত,
শত্রুর 'পরে করি জয়
খ্রিষ্টের রক্তে যে সিঞ্চিত।

ওগো প্রভু, কর কৃপা,
মোরা যেন ভক্তিভরে
তব স্তুতি গাইতে পারি
স্বর্গধামে যুগযুগ ধরে। (৫ম শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

সৃষ্ট যত দিনের মধ্যে
অষ্টম দিবস পুণ্যতম :
পুনরুত্থিতদের প্রথম
ফল সেই খ্রিষ্টের দিন।

তব পুনরুত্থান, খ্রিষ্ট,
হোক মোদেরও পুনরুত্থান :
নব জীবন, নব প্রাণ,
মৃত্যুর 'পরে জয়।

এখন তুমি স্বর্গে আসীন,
তুমিই জীবন, পুনরুত্থান!
মোদের আশা : তব জয়ের
হব অংশীদার।

যখন তব দর্শন পাব,
—তুমিই সুখ, সত্যকার জ্যোতি—
তখন সেই সাদৃশ্যে হবে
মোদের রূপান্তর।

পরমাত্মায় পরিপূর্ণ
মোদের তুমি পিতার কাছে
তুলে দেবে অর্ঘ্যরূপে :
ত্রিত্বের গৌরব হোক! (আরোন - ১২শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ২, ১৮, ৩

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক;

*উ* তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে চেতনা দান কর।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও,

*উ* আমার কথায় কান দাও।

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## ২য় পর্ব

**সাম** ৪৫, ৮৯, ৭২

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ খ্রিষ্টকে দেখতে পায়;

*উ* ধন্য তো মাদের কান, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর;

*উ* তা যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

অথবা

ধুয়ো : হে প্রভু, * আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
সঙ্কটকালে তুমিই আমাদের পরিত্রাণ।

**সঙ্কটকালে আশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা** (গীতিকা ইশা ৩৩:২-১০)

*খ্রিষ্টে নিহিত রয়েছে সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অমূল্য সঞ্চয়* (কল ২:৩)।

হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও,
আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।

কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,
তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা ; †
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার ;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।

দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।

বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।

'এখন উঠব,' বলছেন প্রভু,
'এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।'
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## ধর্মময়তার সঙ্গেই প্রভুর বিচার (গীতিকা ইশা ৩৩:১৩-১৬)

*সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তোমাদের উদ্দেশে, তোমাদের সন্তানদের উদ্দেশে এবং দূরে যারা আছে, তাদের সকলেরও উদ্দেশে* (প্রেরিত ২:৩৯)।

দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।

সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—

‘আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে
সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
চিরকালীন দাহনের সঙ্গে
আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?’

যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে, †
অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,
ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;

তেমন মানুষই তো উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ঈশ্বরের জাতির জন্য শান্তি কামনা** (গীতিকা ৪ সিরা ৩৬:১১-১৭)

*এইটি অনন্ত জীবন: তারা যেন তোমাকে, সেই একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর, তোমাকেই জানতে পারে, আর যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, সেই যিশু খ্রিষ্টকেও যেন জানতে পারে* (যোহন ১৭:৩)।

সেই জাতির প্রতি দয়া কর, প্রভু,
যার নাম তোমার আপন নাম,
সেই ইস্রায়েলের প্রতি,
যাকে তুমি করে তুলেছ তোমার আপন প্রথমজাতরূপে।

তোমার পবিত্র নগরীর প্রতি,
তোমার বিশ্রামস্থান সেই যেরুশালেমের প্রতি দয়া কর।
সিয়োনকে তোমার প্রশংসাগানে,
তোমার আপন জাতিকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর।

প্রথমেই যাদের সৃষ্টি করেছ, তাদের পক্ষসমর্থন কর,
তোমার আপন নামে দেওয়া ভাববাণী পূর্ণ কর।
যারা তোমার প্রতীক্ষায় আছে, তাদের পুরস্কৃত কর,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

তোমার দাসদের প্রার্থনায় সাড়া দাও, প্রভু,
তোমার আপন জনগণের উপর আরোনের সেই আশীর্বচন অনুসারে।
সকল মর্তবাসী যেন জানতে পারে যে,
তুমিই প্রভু, সর্বযুগের ঈশ্বর।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

অথবা

ধুয়ো : হে প্রভু, আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
সঙ্কটকালে তুমিই আমাদের পরিত্রাণ।

বিজোড় সপ্তাহ

℣ তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, প্রভু, আমাকে শিক্ষা দাও;
℟ তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।

জোড় সপ্তাহ

*প* তোমার মুখের বিধান আমার কাছে

*উ* অজস্র সোনা ও রুপোর চেয়েও শ্রেয়তর।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : এসো, প্রার্থনা করি : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

নিত্যকালীন বিশ্বকর্মা,
দিবানিশির বিধানকর্তা,
কালচক্র খণ্ড ক'রে
আন তৃপ্তি মোদের ঘরে।

ওঠ, ওঠ, ডাকে কোকিল,
খ্রিষ্টের সঙ্গে ওঠ সবাই ;
ঘোর রাত্রি দূরে যাচ্ছে,
সূর্য দ্রুত দৌড়ে আসছে।

মোরগ ডাকছে, ফেরে আশা,
পায় মুক্তি নরঘাতক,

বিশ্বাসভ্রষ্ট ক্ষমা অর্জে,
পাপী-তাপী মন্দ বর্জে।

যিশু, মোরা অপরাধী ;
মোদের দেখে কর ক্ষমা,
অশ্রুজলে ঘোচে দণ্ড,
তব চোখেই দয়ার ছন্দ।

সূর্য, দিও তুমি জ্যোতি,
মনের নিদ্রা কর বিলীন।
মোদের ওষ্ঠে প্রথম গানে
জাগুক স্তুতি যিশু-নামে।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে,
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

ধন্য সৃষ্টির প্রথম দিবস,
ধন্য খ্রিষ্টের জয়দিবস।
অদ্য আনন্দেরই দিবস,
অদ্য উল্লাসেরই দিবস।

দেখ! মুক্তিদাতার লীলা :
পাতাল তিনি করেন বিনাশ,
মৃত্যুর অঙ্কুশ করেন ছিন্ন,
হিংসার অস্ত্র করেন দীর্ণ।

পুনরুত্থান ক'রে খ্রিষ্ট
এনে দিলেন নবজীবন ;
পাপ থেকে মুক্তি দিলেন,
কাঁধে মোদের তুলে নিলেন।

'আল্লেলুইয়া !' স্বর্গের কণ্ঠে,
'আল্লেলুইয়া !' মর্তের ওষ্ঠে,
'আল্লেলুইয়া !' পাপের বর্জন,
'আল্লেলুইয়া !' পুণ্যের অর্জন।

ঊর্ধ্বলোকে জয়ধ্বনি,
নিত্যশান্তি বিশ্বজুড়ে,
পরম ত্রিত্বের গুণগানে
মত্ত মানুষ সর্বস্থানে। (সাধু ভিক্তর গির্জার আদম)

**সাম** ১০০, ৯৩, ১১৮, গীতিকা ১ **অথবা** গীতিকা ২, ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (প্রকাশ ৭:১০, ১২)

সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ। আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

### ২য় সপ্তাহ (এজে ৩৬:২৫-২৭)

প্রভু একথা বলছেন : আমি তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে ; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের

দেব। তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

৩য় সপ্তাহ (এজে ৩৭:১২খ-১৪)

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব, ইস্রায়েল-দেশভূমির দিকে তোমাদের চালনা করব। তোমরা তখনই জানবে যে আমিই প্রভু, আমি যখন, হে আমার আপন জনগণ, তোমাদের কবর খুলে দেব ও তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব। আমি তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের পুনর্বাসন করাব; তখন তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, আমি একথা বলেছি, আর তাই করব।' প্রভুর উক্তি।

৪র্থ সপ্তাহ (২ তি ২:৮, ১১-১৩)

মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন —আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে; যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে; যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন; যদি অবিশ্বস্ত হই, তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

*প্র* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

*উ* হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

*প্র* তুমি যে পিতার ডান পাশে আসীন,

*উ* আমাদের প্রতি দয়া কর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র, * আমাদের প্রতি দয়া কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

℣ আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ, প্রভু, * আমরা করি তোমার নাম।

℟ আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ, প্রভু, * আমরা করি তোমার নাম।

℣ প্রচার করি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

℟ আমরা করি তোমার নাম।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ, প্রভু, * আমরা করি তোমার নাম।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## মিনতি নিবেদন

১ম সপ্তাহ

যিনি মানবজাতির উপরে ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হলেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, তুমি আমাদের জীবন, আমাদের পরিত্রাণ।*

-হে চন্দ্র-সূর্যের স্রষ্টা, তোমার গৌরবময় পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করে আমরা এই নতুন দিন তোমার কাছে উৎসর্গ করি।

-তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তোমার পবিত্র আত্মা আমাদের সহায়তা করুন; তোমার ঐশপ্রজ্ঞা আজ ও সবসময় আমাদের চালিত করুক।

-তুমি তো আজ আমাদের একত্রিত কর আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারি; তোমার বাণী ও দেহ দ্বারা আমাদের পরিপুষ্ট করে তোল।

-তোমার অশেষ উপকারের জন্য, প্রভু, তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তোমাকে সর্বদা ধন্যবাদ জানায়।

২য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর হবার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, আসুন, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আহ্বান করি:

*হে গৌরবের রাজা খ্রিষ্ট, হও আমাদের আলো, আমাদের আনন্দ।*

-হে ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান সূর্য, হে ভাবী পুনরুত্থানের প্রথম ফসল খ্রিষ্ট, আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর, আমরা যেন জীবন-পথে তোমাকে অবিরত অনুসরণ করতে পারি।

-প্রতিটি সৃষ্টজীবের মধ্যে তোমার ক্রিয়াশীল মঙ্গলময়তা দেখতে আমাদের সাহায্য কর, আমরা যেন সকলের মধ্যে ও সবকিছুর মধ্যে তোমার গৌরবের আলো দেখতে পারি।

-রক্ষা কর, আমরা যেন আজ পাপাত্মা দ্বারা পরাজিত না হই; তুমি বরং সহায়তা কর, আমরা যেন মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল জয় করতে পারি।

-যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তুমি পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিলে; সেই আত্মাই আজ ও সবসময় ধর্মময়তার পথে আমাদের চালিত করুন।

৩য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের অন্তরে আলোর অফুরন্ত উৎস হবার জন্য পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, আসুন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বরকে বিশ্বাসের সঙ্গে আহ্বান করি:

*হে প্রভু, তোমার ভক্তদের আলোকিত কর।*

-তোমার মঙ্গলময়তায় তুমি এ নতুন দিনের আলোতে আমাদের চালিত করেছ: আমরা তোমাকে আমাদের জীবনেশ্বর বলে স্বীকার করি।

-তুমি জগৎকে তোমার পুত্রের পুনরুত্থানের আলোতে উদ্ভাসিত করেছ; মণ্ডলীর মাধ্যমে সেই আলো সকল মানুষের উপর বিকশিত কর।

-তুমি পঞ্চাশত্তমী দিনের আগুনে তোমার পুত্রের শিষ্যদের তাঁর প্রকৃত সাক্ষী করে তুলেছিলে; মণ্ডলীর উপর সেই আত্মাকে আজও বর্ষণ কর, মণ্ডলী যেন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে।

-তুমি সর্বজাতির আলো: যারা এখনও ভুলভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাদের কথা স্মরণ কর; খ্রিষ্টবিশ্বাস দানে তাদের চোখ উন্মীলিত কর, তারা যেন তোমাকে একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করে।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন, আসুন, সেই সর্বশক্তিমান ও করুণানিধান ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করি:

*হে প্রভু, আমরা তোমাতে ভরসা রাখি।*

-হে বিশ্বরাজ, তুমি ধন্য! তুমি ভুলভ্রান্তি ও পাপের অন্ধকার থেকে তোমার রাজ্যের দিব্য জ্যোতিতে আমাদের স্থানান্তর করেছ, এবং তোমার পবিত্র মণ্ডলীতে তোমার সেবা করতে আমাদের আহ্বান করেছ।

-তুমি বরাবর তোমার অসীম করুণা দেখিয়েছ; তোমার কৃপায় আমরা যেন জীবন পথ থেকে কখনও দূরে না সরে যাই।

-তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তোমার পুত্রের পুনরুত্থানের এদিন পুণ্য আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে পারি।

-তোমার ভক্তদের অন্তরে প্রার্থনা ও প্রশংসাবাদের প্রকৃত মনোভাব সঞ্চার কর, আমাদের সমস্ত জীবনেই যেন আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

**সমাপন প্রার্থনা:** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে: ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ১১৯ [১-৪]

বিকল্প ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (১ যোহন ৪:১৬)

আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। ঈশ্বর ভালবাসা ; ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

*প্র* তোমার নির্দেশমালার দিকে, প্রভু, নত কর আমার হৃদয়,
*উ* তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

২য় সপ্তাহ (রো ৫:১-২, ৫)

বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি ; তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই

অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। আর এই প্রত্যাশা তো আশাভ্রষ্ট করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।

প্র আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল,
উ নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ (রো ৮:১৫-১৬)

তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

প্র তোমাতেই, প্রভু, জীবনের উৎস!
উ তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

৪র্থ সপ্তাহ (১ করি ৬:১৯-২০)

তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

প্র প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর;
উ জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : এসো, প্রার্থনা করি : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত:
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে:
'কর প্রভুর স্তুতি!'
এসো তবে, ভক্তিভরে
'জয়' গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

## সাম ১৩৫

বিকল্প ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (গা ৬:৭খ-৮)

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে ; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী,
*উ* তোমার বিশ্বস্ততা যুগযুগস্থায়ী।

২য় সপ্তাহ (রো ৮:২৬)

আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

প্র তোমার সম্মুখে, প্রভু, যেতে পারে যেন আমার ডাক;
উ তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সুবুদ্ধি দাও।

৩য় সপ্তাহ (রো ৮:২২-২৩)

আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

প্র প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য;
উ তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন।

৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ১০:১২)

এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

প্র কে তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে, প্রভু?
উ সেই আতিথ্য পাবে, যার কাজ ধর্মময়, অন্তর থেকে যে সত্য কথা বলে।

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : এসো, প্রার্থনা করি : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** সাম ১১৭, ১৩৬

বিকল্প ধুয়ো : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (গা ৬:৯-১০)

এসো, সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব। সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন।

*প্র* সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি—প্রভু, সাড়া দাও ;
*উ* পালন করব তোমার বিধিসকল।

২য় সপ্তাহ (২ করি ১:২১-২২)

স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

প্র প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ;

উ প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ।

৩য় সপ্তাহ (২ তি ১:৯)

ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন— আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

প্র প্রভু তাদের নিরাপদে নিয়ে চললেন, ফলে তারা কিছুই ভয় করল না;

উ তিনি তাঁর পবিত্র ভূমিতে তাদের নিয়ে গেলেন।

৪র্থ সপ্তাহ (পরমগীত ৮:৬খ-৭ক)

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান; উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর, তার শিখা আগুনের শিখা, তা ঐশাগ্নির ঝলক! বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না, নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে।

প্র আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!

উ তুমি আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি।

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : এসো, প্রার্থনা করি : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জ্যোতির মহান সৃষ্টিকর্তা,
দিনের জ্যোতি তব দান,
নব জ্যোতির আবির্ভাবে
বিশ্ব আদিলগ্ন লাভে।

প্রাতঃ সায়ং এই যে মিলন
তুমি দিবস তাকে বললে,
তিমিররাজ্যের হল পতন,
শোন এখন ভক্তের রোদন।

শুদ্ধ কর মনশ্চিন্তা,
মায়াজালে ধরা দিয়ে
পাছে জীবন থেকে সরি,
মরণফাঁদে হায়রে পড়ি।

স্বর্গের দ্বারে আঘাত ক'রে
জীবনমুকুট লাভি যেন :
কলুষ থেকে হব মুক্ত,
যত অনর্থ হবে লুপ্ত।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি † ৬০৪)

**সাম** ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (২ করি ১:৩-৪)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে।

### ২য় সপ্তাহ (২ থে ২:১৩-১৪)

হে ভ্রাতৃগণ, হে প্রভুর ভালবাসার পাত্র, আমরা তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর আত্মার পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ও সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রথমফসলস্বরূপ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন; এবং সেইজন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বানও করেছেন।

### ৩য় সপ্তাহ (১ পি ১:৩-৫)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। সেই উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।

৪র্থ সপ্তাহ (হিব্রু ১২:২২-২৪)

তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, নবীন এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যিশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী ঘোষণা করে থাকে।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল ধন্য তুমি, প্রভু, * আকাশমণ্ডলের গগনতলে।

উ ধন্য তুমি, প্রভু, * আকাশমণ্ডলের গগনতলে।

প্ল স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল

উ আকাশমণ্ডলের গগনতলে।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ধন্য তুমি, প্রভু, * আকাশমণ্ডলের গগনতলে।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল আমাদের প্রভু মহান, * সর্বশক্তিমান।

উ আমাদের প্রভু মহান, * সর্বশক্তিমান।

প্ল তাঁর প্রজ্ঞা সীমার অতীত।

উ তিনি সর্বশক্তিমান।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আমাদের প্রভু মহান, * সর্বশক্তিমান।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

খ্রিষ্ট প্রভু হলেন মণ্ডলীর মাথা, আর আমরা সবাই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাঁর স্তুতি-বন্দনার জন্য সম্মিলিত হয়ে, আসুন, আমরা সকলে বলি:

*হে প্রভু, তোমার রাজ্য আসুক।*

-তোমার মণ্ডলী যেন মানবজাতির জন্য একতার জীবন্ত ও সক্রিয় মাধ্যম হতে পারে; তার সাক্ষ্যদানে যেন তোমার পরিত্রাণের রহস্যময় সঙ্কল্প প্রকাশ পেতে পারে।

-পোপ মহোদয় ও বিশপবর্গকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কর। তাঁদের মধ্যে তোমার একতা, ভালবাসা ও শান্তি সঞ্চার কর।

-সকল খ্রিষ্টভক্ত যেন তাঁদের মাথা সেই তোমারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে একতাবদ্ধ হয়ে তোমার বাণীর নির্ভীক সাক্ষী হতে পারেন।

-আমাদের এই দুর্যোগময় জগৎকে শান্তি দান কর। তোমার সহায়তায় যেন এমন এক নতুন নীতি প্রবর্তিত হয় যেখানে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করে।

-মৃত সকলকে গৌরবময় পুনরুত্থান দান কর। শেষদিনে আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হতে পারি।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার জন্য চিরজীবিত, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতার কাছে গেলে মানুষ পরিত্রাণ পায়, আসুন, সেই মানবত্রাতা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে অনুনয় করি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণের কথা স্মরণে রাখ।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, এদিনের শেষে আমরা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রার্থনা করি; প্রতিটি মানুষ যেন তোমার অনির্বাণ আলোতে চিরকালের মত আলোকিত হতে পারে।

-তোমার রক্তে সাধিত সন্ধি সদা জীবন্ত ও বর্তমান করে রাখ; তোমার মণ্ডলীকে পবিত্র ও নবীকৃত কর, সে যেন নিষ্কলঙ্ক ও শুচিশুভ্র থাকতে পারে।

-তোমার জনগণের কথা সবসময় স্মরণে রেখ, তোমার গৌরবের আবাস এই আমাদের আশীর্বাদ কর।

-আকাশ, স্থলভূমি ও সমুদ্রপথে সকল যাত্রীকে রক্ষা কর; তারা যেন অভীষ্ট গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌঁছতে পারে।

-তোমার পরলোকগত সন্তানদের তোমার গৃহে গ্রহণ কর; তাঁদের পাপক্ষমা ও অনন্ত গৌরব দান কর।

### ৩য় সপ্তাহ

যিনি জগৎকে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় সদা নবীভূত করে তোলেন, আসুন, সেই সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বত্রাতা পিতা ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার প্রেমের অপরূপ কীর্তি পুনঃসাধন কর।*

-তোমার শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে প্রকাশিত, তোমার বদান্যতা মানবেতিহাসে ব্যক্ত। তোমার অশেষ উপকারের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-মৃত্যুঞ্জয়ী ও শান্তিরাজ তোমার সেই পুত্রের খাতিরে যত আশঙ্কা ও সন্দেহ থেকে আমাদের মুক্ত কর, আমরা যেন আনন্দচিত্তে ও ভক্তিভরে তোমার সেবা করতে পারি।

-ন্যায়ের জন্য যারা সংগ্রাম করে, তাদের সহায়তা কর, তারা যেন শান্তির ভিত্তিতে এক নতুন জগৎ গড়ার চেষ্টায় কৃতকার্য হতে পারে।

-অত্যাচারিতকে সাহায্য, দীনদুঃখীকে সান্ত্বনা, কারারুদ্ধকে মুক্তি, ক্ষুধার্তকে খাদ্য, দুর্বলকে শক্তি দান কর; সকলের উপর ক্রুশের বিজয়ী আলো বিকশিত কর।

-তুমি তোমার মৃত ও সমাহিত পুত্রকে গৌরবান্বিত করেছিলে; আমাদের নিদ্রাগত ভাইবোনেরা যেন তাঁর সঙ্গে অনন্ত জীবনের জ্যোতির্ধামে পৌঁছতে পারেন।

### ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি সর্বগুণের উৎস, আসুন, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে বিশ্বপ্রভু, সকল জাতির মানুষকে তোমার নামকীর্তনে সম্মিলিত করার জন্য তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছিলে। বিশ্বজুড়ে তোমার মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান দৃঢ় করে তোল।

-আমাদের মন প্রেরিতদূতদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ কর, আমাদের ঘোষিত বিশ্বাস যেন আমাদের জীবনাচরণে বাস্তব রূপ পেতে পারে।

-তুমি ন্যায়নিষ্ঠদেরই বন্ধু। সারা বিশ্বে যারা অত্যাচারিত, তুমি তাদের সহায় হও।

-অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান কর, কারারুদ্ধকে মুক্ত কর, প্রবাসীকে রক্ষা কর, আশাভ্রষ্টের অন্তরে নতুন আশা সঞ্চার কর।

-যাঁরা তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর : পুনরুত্থানের আলোতে তাঁদের গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

**সমাপন প্রার্থনা :** রবিবারের সংখ্যা অনুসারে : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

# সোমবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৯

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

গভীর নিদ্রায় ক'রে বিশ্রাম
এসো, এবার উঠি ;
ওগো পিতা, মুখর হয়ে
গাইব তব স্তুতি।

তুমিই মোদের প্রথম চিন্তা,
গানের প্রথম লক্ষ্য ;

তেমন সূত্রপাতের ফলে
কাজে হব সক্ষম।

অন্ধকারকে ক'রে জয়
সূর্য আনুক জ্যোতি ;
রাত্রিকালীন সেই দুর্জনকে
ধ্বংসুক আলোর দ্যুতি।

তোমার কাছে এই মিনতি :
রিপু কর দহন ;
মোদের ওষ্ঠে এই প্রশংসা,
প্রভু, কর গ্রহণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
ওগো চিরকালীন জ্যোতি,
তব প্রতাপ করি স্বীকার,
পূজি নিরন্তর।

অপার মঙ্গলময় পিতা,
বাণী পিতার একক পুত্র,
পরমাত্মাই ঐশত্রিত্বের
প্রেমের যে বন্ধন।

তুমি সত্য, তুমি প্রেম,
তুমি সিদ্ধি, তুমি আনন্দ :
বিশ্বাস, আশা, প্রেম হৃদে
কর সঞ্চারণ।

তুমি আদি, তুমি অন্ত,
সর্বগুণের তুমি উৎস :
বিশ্বাস করি, তুমিই মাত্র
প্রাণের সান্ত্বনা।

তুমি একক বিশ্বস্রষ্টা,
বিধানকর্তা, পরম গতি :
আশা রাখি : তুমিই হবে
মোদের পুরস্কার।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর।

## ১ম পর্ব

**সাম ১, ১০৪, ৭১**

বিজোড় সপ্তাহ

প্ল আমাকে সুবুদ্ধি দাও, পালন করব তোমার বিধান ;
উ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা মেনে চলব।

জোড় সপ্তাহ

প্ল শোন, আমার জাতি, আমি কথা বলব ;
উ আমিই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর !

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ৯৪, ১০৫, ৮২

বিজোড় সপ্তাহ

প্র তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, প্রভু, আমাকে শিক্ষা দাও ;

উ তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।

জোড় সপ্তাহ

প্র আমার জিহ্বায় কতই না সুস্বাদু তোমার বচন, প্রভু,

উ আমার মুখে তা মধুর চেয়েও সুমধুর।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

প্র প্রভু, দয়া কর। উ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

প্র সত্যের উৎস, পিতা পরমেশ্বর, উ আমাদের প্রতি দয়া কর।

প্র মৃতদের মধ্য থেকে প্রথম উত্থিত মানুষ, পুত্র পরমেশ্বর, উ ”

প্র সকল দান বিতরণকারী, আত্মা পরমেশ্বর, উ ”

প্র সিয়োন-কন্যা, ধন্যা মারীয়া, উ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

প্র আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব ও সকল কুলপতি, উ ”

প্র এলিয় ও সকল নবী, উ ”

প্র সাধু … (অথবা সাধ্বী…) উ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতারই মহিমার দীপ্তি,
জ্যোতির্জাত জ্যোতির্দাতা,
জ্যোতির উৎস, জ্যোতির জ্যোতি,
দিবার জ্যোতিপ্রদ দ্যুতি।

সত্য সূর্য হলে তুমি,
চিরকালীন তব প্রভা :
পবিত্রাত্মার পরম দীক্ষা
কর মঞ্জুর মোদের ভিক্ষা।

চিরসত্য, চিরসুন্দর,
চিরপ্রেমময় পিতা :
তিনি যেন তোমার দ্বারা
মোদের যাচনে দেন সাড়া।

শত্রু হতে করুন রক্ষা,
প্রেরণা দিন পুণ্যকর্মে :
তাঁরই কৃপা ক'রে গ্রহণ
মোরা সবই করব সহন।

তবে মোরা চিন্তাকর্মে
দেহমন পবিত্র রেখে
অর্জন করব প্রভুভক্তি,
নিত্য পাব দিব্য শক্তি।

শ্রীখ্রিষ্ট হোন মোদের খাদ্য,
শ্রীখ্রিষ্ট হোন মোদের পানীয়,
পবিত্রাত্মার মঙ্গলদান
তৃপ্ত করুক মোদের প্রাণ।

এ-ই ভাবে কাটুক দিবস :
উষার মত কোমল অন্তর,
সূর্যের মত বিশ্বাস মস্ত,
হৃদে নয় পুণ্যের অস্ত।

প্রভাত, আন জ্যোতি মনে,
জ্যোতির সঙ্গে আসে যেন
পিতার মধ্যে পুত্রের সৌরভ,
বাণীর মধ্যে পিতার গৌরব। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৩ **অথবা** গীতিকা ৪, ৩০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (২ থে ৩:১০খ-১৩)

যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না! আমরা আসলে শুনতে পেলাম, তোমাদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটাচ্ছে; কিছুতেই ব্যাপৃত না হয়ে এমনি অতিব্যস্ত দেখাচ্ছে। তেমন লোকদের আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে অনুরোধ করে আদেশ দিচ্ছি, তারা যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম ক'রে

নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে। আর ভাই, শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না।

২য় সপ্তাহ (যেরে ১৫:১৬)

তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম, তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ, কেননা হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমি তোমার আপন নাম বহন করতাম।

৩য় সপ্তাহ (যাকোব ২:১২-১৩)

স্বাধীনতার বিধান দ্বারা যখন তোমাদের বিচার হওয়ার কথা, তোমরা তখন সেইমত কথা বল ও কাজ কর। কারণ যে দয়া করবে না, তার বিচার নির্দয় হবে; কিন্তু দয়া বিচারকে হেয়জ্ঞান করে।

৪র্থ সপ্তাহ (যুদিথ ৮:২৬)

একথা জেনে রেখ যে, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের ঈশ্বরকে সত্যি ভয় করতেন কিনা, এজন্য তাঁদের যাচাই করা হয়েছিল। মনে রেখ কিভাবে আমাদের পিতা আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়েছিলেন; কিভাবে বহু যন্ত্রণার পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। একইভাবে ইস্হাক, একইভাবে যাকোব, একইভাবে মোশি আর ঈশ্বরের কাছে যাঁরা গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁরা সকলে বহু যন্ত্রণায় পরীক্ষিত হয়ে বিশ্বস্ত থাকলেন।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

*প্র* ধন্য ধন্য প্রভু, * যুগের পর যুগ।

*উ* ধন্য ধন্য প্রভু, * যুগের পর যুগ।

*প্র* তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক!

*উ* যুগের পর যুগ।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* ধন্য ধন্য প্রভু, * যুগের পর যুগ।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

℣ প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, * ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

℟ প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, * ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

℣ তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান।

℟ ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, * ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : ধন্য প্রভু, * আমাদের ঈশ্বর।

জোড় সপ্তাহ : ধন্য প্রভু! * তিনি আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন,
সাধন করেছেন তাদের মুক্তিকর্ম।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম সপ্তাহ

যিনি অনুগ্রহে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, আসুন, আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার আত্মাকে দান কর।*

-আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এদিন আনন্দ, শান্তি ও পবিত্রতায় যাপন করতে পারি, সন্ধ্যাবেলায় আমরা যেন শুচিশুভ্র অন্তরে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার প্রশংসাগান করতে পারি।

-তোমার প্রেমের আলো আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক; তোমার ঐশপ্রজ্ঞা যত কাজকর্মে আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক।

-তোমার অনুগ্রহ আমাদের ভ্রাতৃসেবায় সহায়তা করুক; আমাদের করে তোল তোমার ভালবাসার পাত্র।

-যাঁরা চেয়েছেন আমরা তাঁদের জন্য প্রার্থনা করব, তাঁদের সকলকে দেহে ও আত্মায় আশিসধন্য কর।

২য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের সকলকে তাঁর নিজের রাজকীয় যাজকত্বের অংশীদার করেছেন, আসুন, আমরা সেই মহাযাজক যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, আমাদের রক্ষা কর।*

-হে চিরকালীন মহাযাজক, তুমি যে পিতার সঙ্গে তোমার প্রেমের বন্ধনে আমাদের সহভাগী করেছ, অনুগ্রহ কর, আমরা যেন এমন আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারি যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়।

-পবিত্র আত্মার ফলগুলি আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর: আমাদের ধৈর্যশীল, দয়ালু ও বিনম্র করে তোল।

-তোমার কৃপায় আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি, যার ফলে আমরা ঐশ ভালবাসা সেই তোমাকেই গ্রহণ করতে পারি।

-প্রতিবেশী ভাইবোনদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য আমাদের বিবেচনাশক্তি দান কর। তাদের সকলকে আপনজনদের মত ভালবাসার প্রেরণাও দান কর।

-তুমি পিতার একান্ত বাধ্য পুত্র। সাহায্য কর, গুরুর আদেশ পাওয়ামাত্র ইতস্তত না করে বাধ্যতাগুণে আমরা যেন আমরণ তোমার আদর্শে চলি।

৩য় সপ্তাহ

যিনি ইচ্ছা করলেন, মানুষ একমন একপ্রাণ হয়ে সৃষ্টিকাজের কল্যাণ সাধনে রত থাকবে, আসুন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমাকে গৌরবান্বিত করি।*

-সৃষ্টিকাজের অপার সৌন্দর্যের জন্য এবং তোমার দান এ জীবনের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-বিশ্বকল্যাণের জন্য যাঁরা তোমার সঙ্গে নিয়োজিত, তোমার সেই সন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত কর, তাঁরা যেন তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারেন।

-আশীর্বাদ কর, আমাদের সকল কাজ যেন ভাইদের উপকারের জন্যই সাধিত হয়; তোমার সহায়তায় আমরা যেন তাদের সঙ্গে ও তাদের জন্য এমন জগৎ গড়তে পারি যা তোমার গ্রহণযোগ্য।

-আমাদের যাত্রাপথে যাঁদের সঙ্গে আমরা আজ দেখা-সাক্ষাৎ করব, তাঁদের সকলকে শান্তি ও আনন্দ দান কর।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি বিনম্রদের প্রার্থনা শুনে তাদের ত্রাণ করেন, আসুন, ভরসাভরে সেই খ্রিষ্টকে ডাকি:

*তুমিই আমাদের আশা, প্রভু!*

-হে করুণানিধান ঈশ্বর, তোমার অসীম প্রেমের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-তুমি পিতার সঙ্গে মানবেতিহাসে নিত্য ক্রিয়াশীল; তোমার আত্মার পরাক্রম দ্বারা মানবজাতিকে নবীকৃত কর।

-আমাদের অন্তরে বিশ্বাসের প্রকৃত মনোভাব সঞ্চার কর, আমরা যেন সর্বদাই তোমার আশ্চর্য কাজ দেখতে সক্ষম হয়ে উঠি।

-জগৎত্রাতারূপে তুমি দৈনন্দিন তোমার ত্রাণকর্মের অংশীদার হতে আমাদের আহ্বান কর; তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন আজ প্রতিবেশীর কাছে তোমার কৃপার চিহ্ন হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার অনুগ্রহে আমাদের যত কর্মের সূচনায় শুভ প্রেরণা দান কর, আবার তোমার নিত্য সহায়তায় সেই কর্মের সমাপ্তি সাফল্যমণ্ডিত কর, আমরা যা কিছু করি যেন তোমার আশীর্বাদে তা শুরু করতে পারি এবং তোমার আশীর্বাদে তা

সমাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদের এই সুন্দর দিনটি শুরু করতে সুযোগ দিয়েছ: তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সমস্ত দিনে তোমার মহাশক্তি দ্বারা আমাদের রক্ষা কর, আমাদের কোন পাপ পথে অগ্রসর হতে দিয়ো না, বরং আমাদের সকল চিন্তা, কথা ও কাজকর্ম যেন এমনই হয় যা তোমার দৃষ্টিতে সন্তোষজনক হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে স্বর্গমর্তের রাজা প্রভু ঈশ্বর, আমাদের হৃদয় ও আমাদের দেহ, আমাদের ইন্দ্রিয়, কথা ও কাজকর্ম তোমার বিধানে ও তোমার আজ্ঞা-পালনে চালিত কর, পবিত্র কর, অনুপ্রাণিত কর ও রক্ষা কর, আমরা যেন তোমার নিত্য সহায়তায় আজ ও চিরকাল পরিত্রাণের পথে নিরাপদে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, বিশ্বজগতের শাসনভার তুমি মানুষেরই হাতে ন্যস্ত করেছ। শক্তি দান কর, আমরা যেন আজ তোমার গৌরবের জন্য ও মানবকল্যাণের জন্য বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১১৯ [৫-৮]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (রো ১৩:৮, ১০)

পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

℣ তুমিই আমার সহায়; আমায় দূরে ঠেলে দিয়ো না;
℟ আমায় পরিত্যাগ করো না, ত্রাণেশ আমার।

২য় সপ্তাহ (যেরে ৩১:৩৩)

এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব —প্রভুর উক্তি: আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা

লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

℣ আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
℟ তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে।

৩য় সপ্তাহ (২ করি ১৩:১১)

ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক; তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

℣ ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,
℟ তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান।

৪র্থ সপ্তাহ (লেবীয় ২০:২৬)

তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি, প্রভু, আমি নিজে পবিত্র, এবং আমি এই জাতিগুলির মধ্য থেকে তোমাদের পৃথক করেছি, যেন তোমরা আমারই হও।

℣ সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর;
℟ সুখী সেই জাতি, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে পিতা ঈশ্বর, তুমি মানুষকে কাজ করতে আহ্বান করেছ সে যেন পারস্পরিক সহযোগিতায় সদা উন্নতমানের ক্রিয়াকর্ম সাধন করতে পারে। অনুনয় করি: আমরা যেন এমনভাবে কাজ করি যাতে তোমার সন্তানেরই মত ভ্রাতৃপ্রেমে জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## সাম ২৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (যাকোব ১:১৯, ২০, ২৬)

শুনতে সবাই তৎপর থাকুক, কথা বলতে কিন্তু সবাই যেন ধীর হয়, ক্রোধে ধীর হয়, কেননা মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না। কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, অথচ নিজের জিহ্বা লাগাম দিয়ে সামলাতে না পারে, তাহলে সে নিজের হৃদয়কে ভোলায়, তার ধর্মাচরণ অসার।

*প্র* সর্বদাই আমি প্রভুকে বলব ধন্য ;
*উ* নিয়তই আমার মুখে তাঁর প্রশংসাবাদ।

২য় সপ্তাহ (যেরে ৩২:৪০)

প্রভুর উক্তি: আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব।

প্র পরমেশ্বরেই আমার পরিত্রাণ, আমার গৌরব;
উ পরমেশ্বরেই আমার আশ্রয়।

৩য় সপ্তাহ (রো ৬:২২)

এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

প্র তোমার আপন জনগণ যেন তোমাতে হতে পারে আনন্দিত,
উ তুমি, প্রভু, আমাদের করবে পুনরুজ্জীবিত।

৪র্থ সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ১৫:১, ৩

হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত, তুমি ধৈর্যশীল, তুমি দয়া অনুসারে সবকিছু শাসন কর। বস্তুত, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা, তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

প্র তুমি, প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর,
উ ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমিই আঙুরখেতের প্রভু ও রক্ষাকর্তা, তুমিই তো যার যার কর্তব্য কাজ নির্ধারণ কর, উপযুক্ত মজুরিও দান কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এই দিনের ভার এমনইভাবে বহন করি, যার ফলে তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ণ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

কিবল্ল

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম ১১, ১২, ১৩**

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (১ পি ১:১৭-১৯)

তোমরা যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাক, ততদিন সভয়েই জীবনযাপন কর, একথা জেনে যে, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*প্র* আমার মুক্তি সাধন কর, প্রভু, আমাকে দয়া কর ;
*উ* মহা জনসমাবেশে আমি প্রভুকে ধন্য বলব।

২য় সপ্তাহ (এজে ৩৪:৩১)

তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

℣ প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার;
℟ আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।

৩য় সপ্তাহ (কল ১:২১-২২)

তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

℣ প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর, তাঁর ভক্তজন সকল,
℟ তাঁর পবিত্রতা স্মরণ ক'রে কর তাঁর স্তুতিগান।

৪র্থ সপ্তাহ (বারুক ৪:২১-২২)

সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর, তিনি তোমাদের শত্রুদের অত্যাচার ও কবল থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করবেন। কেননা সেই সনাতনের কাছ থেকেই আমি তোমাদের পরিত্রাণ প্রত্যাশা করি, এবং তোমাদের সেই সনাতন ত্রাণকর্তার কাছ থেকে দয়া যে তোমাদের কাছে শীঘ্রই আসবে, এজন্য সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে আমার অন্তরে আনন্দ এসে প্রবেশ করছে।

℣ তোমার স্নেহ মনে রেখ, প্রভু,
℟ অনাদিকাল থেকেই সেই স্নেহ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি প্রার্থনার জন্য আমাদের আহ্বান করেছ দিনের সেই একই সময়ে যখন প্রেরিতদূতেরা মন্দিরে যাচ্ছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: যিশুর নামে আমাদের এ সরল প্রার্থনা শুনে তুমি যেন যিশুনামের আশ্রয় নিয়েছে যারা, তাদের সকলকে দান কর অনন্ত পরিত্রাণ। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দ্যুলোকের অসীম নির্মাতা,
ঊর্ধ্ব-নিম্নের জলরাশি
তব প্রজ্ঞায় করলে পৃথক :
সৃষ্টিকাজের দ্বিতীয় দিবস।

সেই দ্যুলোক ক'রে সৃজন
সূর্য চন্দ্র করলে স্থাপন,
নদনদীর দিলে স্থান :
ভূলোক উর্বর হল তখন।

প্রেমময়, কর মঞ্জুর
চিরকালীন কৃপাধারা :
আদিপাপে হয়ে লিপ্ত
পাছে মৃত্যু হই প্রাপ্ত।

বিশ্বাস আনুক মনে আলো,
আনুক আলোর যত দান :
নিত্যানিত্যের বিবেকগুণে
মানুষ যেন মুক্তি লাভে।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (কল ১:৯-১১)

আমরা তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা ও মিনতি করে আসছি: ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তোমরা যেন পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আত্মিক বোধশক্তিগুণে তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পার। আর এর ফলে তোমরা যেন প্রভুরই যোগ্য এমন জীবনাচরণ করতে পার যে, সবরকম সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরজ্ঞানে বৃদ্ধিশীল হয়ে, সবকিছুতে সহিষ্ণু ও নিষ্ঠাবান হবার জন্য তাঁর গৌরবের প্রতাপ অনুসারে সমস্ত পরাক্রমে পরাক্রমী হয়ে সবকিছুতে তাঁর প্রীতিকর হও।

### ২য় সপ্তাহ (১ থে ২:১৩)

আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়।

### ৩য় সপ্তাহ (যাকোব ৪:১১-১২)

ভ্রাতৃগণ, পরস্পরের নিন্দা করো না। ভাইয়ের যে নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের যে বিচার করে, সে বিধানেরই নিন্দা করে, বিধানেরই বিচার করে। আর তুমি যদি বিধানের বিচার কর, তাহলে তুমি বিধানের সাধক আর নও, তার বিচারক হয়েছ। বিধানকর্তা ও বিচারক একজনই মাত্র আছেন, পরিত্রাণ করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

৪র্থ সপ্তাহ (১ থে ৩:১২-১৩)

প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে, তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উপচে পড়ে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল নিরাময় কর আমার প্রাণ, * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

উ নিরাময় কর আমার প্রাণ, * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

প্ল আমি বলেছি: প্রভু, আমাকে দয়া কর,

উ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ নিরাময় কর আমার প্রাণ, * তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল ওগো প্রভু, উপনীত হোক * আমার প্রার্থনা তোমার কাছে।

উ ওগো প্রভু, উপনীত হোক * আমার প্রার্থনা তোমার কাছে।

প্ল তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত

উ আমার প্রার্থনা তোমার কাছে।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ওগো প্রভু, উপনীত হোক * আমার প্রার্থনা তোমার কাছে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ: প্রভুর মহিমাকীর্তন * করে আমার প্রাণ:
বিনম্র দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি।

জোড় সপ্তাহ: ঈশ্বর আমার, * আমি নিরন্তর করি তোমার বন্দনাগান।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে এক চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করেছেন, আসুন, আমাদের সকল ধর্মভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই প্রভুর কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, তোমার জনগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর।*

-তোমার জনগণকে রক্ষা কর, তোমার আঙুরলতা আশিসধন্য কর।

-সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ কর, জগৎ যেন তোমার প্রেরিত ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

-আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আশীর্বাদ কর। তাঁদের অন্তরে খ্রিষ্টের ভালবাসা নিত্য বিরাজ করুক।

-মরণাপন্নদের চোখে তোমার প্রেমের আলো উদ্ভাসিত হোক; তাঁদের তোমার গৌরব দর্শনে জাগিয়ে তোল।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের প্রতি করুণা দেখাও; স্বর্গলোকের দিব্য শান্তিতে তাঁদের গ্রহণ কর।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি মণ্ডলীকে ভালবাসেন এবং ঐশবাণী ও পুণ্য সাক্রামেন্তগুলি দ্বারা তাকে পরিপুষ্ট ও পবিত্রিত করেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে ভরসাভরে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণের বাসনা মঞ্জুর কর।*

-তোমার মঙ্গলময়তায় সকল মানুষকে পরিত্রাণের পথে চালনা কর, তারা যেন পূর্ণ সত্য জ্ঞানে পৌঁছতে পারে।

-আমাদের পোপ ... ও আমাদের বিশপ ...কে রক্ষা কর; তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিতে তাঁদের সুস্থির করে রাখ।

-যাঁরা কোন চাকরি পেতে পারে না, যাঁদের কোন ঘর নেই, তোমার মত তাঁদের জন্য চিন্তান্বিত হতে আমাদের অনুপ্রাণিত কর; তাঁরা যেন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার পেতে পারেন।

-তুমিই হও গরিবদের আশ্রয়; তাঁদের অভাবে ও দুঃখকষ্টে তাঁদের সহায়তা কর।

-মণ্ডলীর যে সকল সেবক পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের কথা তোমার কাছে স্মরণ করিয়ে দিই; তাঁরা যেন স্বর্গীয় উপাসনায় চিরকালের মত তোমার প্রশংসাগান করতে পারেন।

### ৩য় সপ্তাহ

যাঁর ইচ্ছা, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পেতে পারে, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণতা লাভ করে:

*হে প্রভু, সকল মানুষকে তোমার কাছে আকর্ষণ কর।*

-তুমি তোমার রক্তমূল্যে পাপের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করেছ; তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সকলকে ঈশ্বরসন্তানের উপযুক্ত স্বাধীনতা ও মর্যাদা দান কর।

-আমাদের বিশপ … ও সমগ্র বিশপ-সম্প্রদায়ের উপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর, তাঁরা যেন পুণ্য আনন্দ ও একাগ্রতার সঙ্গে তোমার জনগণের সেবা করে যেতে পারেন।

-যারা সত্যের অন্বেষণ করে, তোমার সহায়তায় তারা যেন তা খুঁজে পেতে পারে; খুঁজে পেয়ে তারা যেন অধিক আগ্রহের সঙ্গে পূর্ণতর সত্যের অনুসন্ধান করে।

-অনাথ, বিধবা, সমাজচ্যুত সকলকে সাহায্য কর, তারা যেন তাদের দুর্দশায় তোমার নিত্য উপস্থিতি অনুভব করে সান্ত্বনা পেতে পারে।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের স্বর্গীয় যেরুশালেমে গ্রহণ কর, যেখানে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তুমি হবে সর্বমানবের পরমানন্দ।

### ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আপন ভক্তদের কখনও পরিত্যাগ করেন না, আসুন, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-মাতা মণ্ডলীর উপরে তোমার পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ কর, তার মধ্যে মানবকুল যেন তোমার অপার স্নেহের পরিচয় পেতে পারে।

-পুরোহিতবর্গ ও সকল ধর্মব্রতী-ব্রতিনীর উপরে সহায়ক দৃষ্টি রাখ, তাঁরা যেন যা অপরের কাছে প্রচার করেন, নিজেদের জীবনেও তা বাস্তবায়িত করতে পারেন।

-সকল দম্পতিদের সঙ্গে সঙ্গে থাক, তাঁরা যেন তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলীর ছবি হতে পারেন। তোমার ঐশপ্রেম যেন তাঁদের দাম্পত্যজীবন আরও প্রেমপূর্ণ করে তুলতে পারে।

-আমরা সবাই যেন গভীর আগ্রহে ঈশ্বরের অন্বেষণ করি, ঐশপ্রশংসাগানে মনোযোগী হই, ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতা দেখাই এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনন্ত জীবনের জন্য আগ্রহী হতে পারি।

-আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর, তাঁরা যেন তোমার সাধুসাধ্বীদের সঙ্গে নবজীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের এ সেবার নৈবেদ্য তোমার মহিমাকীর্তন করুক; আমাদের পরিত্রাণের জন্য একদিন তুমি কুমারী মারীয়ার নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিলে, এখন তোমার মুক্তিকর্মের পূর্ণতায় আমাদের উন্নীত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি সারাদিন ধরে তোমার কর্মরত সেবকদের প্রাণ তোমার শক্তিস্পর্শে জুড়িয়ে দিয়ে এসেছ বলে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদের এ সন্ধ্যাকালীন অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে অনির্বাণ জ্যোতি ঈশ্বর, তোমার স্তুতি-বন্দনায় সম্মিলিত এ ভক্তদের দিকে মুখ তুলে চাও। রাত্রির অন্ধকার তোমার আলোতে আলোকিত কর, আমাদের সকল ত্রুটি মার্জনা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু যিশু, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমাদের সঙ্গে থাক, আমাদের চলার পথের সঙ্গী হও। তোমার কৃপায় আমাদের হৃদয়ে জ্বালাও আশা ও প্রেমের আগুন,

আমরা যেন আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে একমন একপ্রাণ হয়ে পবিত্র বাণী পাঠে ও রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের মধ্যে তোমাকে চিনতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি ঈশ্বররূপে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মঙ্গলবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৬৭

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পিতার জ্যোতির সহভাগী,
নিজেই দিবস, জ্যোতি,
ওগো খ্রিষ্ট, নিদ্রা ছেড়ে
গাইছি তব স্তুতি।

মনের তমঃ ক'রে বিলীন
অন্তর কর উজ্জ্বল,

শত্রুকে তাড়িত ক'রে
পুণ্য কর মঞ্জুর।

ওগো খ্রিষ্ট, ভক্তজনদের
কৃপা কর দান,
কর্মে প্রেরণা দান করুক
তব স্তুতিগান।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর স্তুতি। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

পুণ্যতম ঐশত্রিত্ব,
তব বিধান বিশ্বের গতি :
দিবস শ্রমের জন্য সৃষ্ট,
রাত্রিতে বিশ্রাম।

সকাল সন্ধ্যা দিবারাত্র
তব স্তবে থাকি রত :
তব গৌরবের নিত্যাশ্রয়ে
মোদের শান্তি সুখ।

দাস ও দাসী মোরা এখন
নত শিরে পূজি তোমায় ;
গ্রহণ কর মোদের ব্রত,
মোদের উৎকীর্তন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র পরম বাণী,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
নিত্য রাজেশ্বর। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৬, ১০৭, ৭

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন;

*উ* বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন;

*উ* আপন জনগণের কাছে তিনি বলেন শান্তি।

**১ম পাঠ:** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে: ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ৭৪, ৭৩, ৭৭

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* আমাকে শেখাও সদ্বিবেচনা, শেখাও সদ্‌জ্ঞান;

*উ* আমি যে তোমার আজ্ঞাবলিতে রেখেছি বিশ্বাস।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,

*উ* আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

℣ প্রভু, দয়া কর। ℟ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

℣ প্রজ্ঞার আধার, পিতা পরমেশ্বর, ℟ আমাদের প্রতি দয়া কর।

℣ পিতার জীবনময় বাণী, পুত্র পরমেশ্বর, ℟ ”

℣ পরাৎপরের দান, আত্মা পরমেশ্বর, ℟ ”

℣ প্রজ্ঞার আসন, ধন্যা মারীয়া, ℟ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

℣ সাধু যেরোম ও যেরুশালেমের সিরিল, ℟ ”

℣ সাধু আগস্তিন ও আম্ব্রোজ, ℟ ”

℣ খ্রিষ্টমণ্ডলীর আচার্যবৃন্দ, ℟ ”

℣ সাধু … (অথবা সাধ্বী …) ℟ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তপনের প্রথম কিরণ জগতের কাছে
নতুন দিনের কথা করিছে প্রচার :
নবীন শুভ্র পোশাক সজ্জিতা হয়ে
মুখশ্রী উজ্জ্বল ক'রে ধরণীর প্রকাশ।

শাশ্বত দীপ্তির তপন, ওগো শ্রীখ্রিষ্ট,
ভক্তদের অন্তর কর উজ্জ্বল নন্দি ;
বন্দনা তব এখন গাইছি মোরা,
সান্নিধ্যে তব ভরে হৃদয়মন্দির।

পিতার ওগো প্রজ্ঞা, তুমি সেই বাণী
আদিতে করলেন যিনি সৃজিত বিশ্ব,
অনুক্ষণ করেন যিনি চালিত নিখিল :
সর্বদা থাকি যেন তোমার শিষ্য।

জ্যোতিরই সন্তান মোরা, শকতি দিও
এমনই নির্মল জীবন যাপিত করতে,
স্বর্গীয় পিতার পুণ্য প্রসাদ যেন
ফলিত করি সদা মোদেরই কর্মে।

বিনীত যাচনা : মোদের ওষ্ঠাধর হতে
কেবলই সত্য হয় নিঃসৃত যেন,
সত্যেরই মিষ্ট মধু আস্বাদন ক'রে
চির আনন্দে সদা পূর্ণ হই যেন।

বন্দনা করি, এসো, স্বর্গীয় পিতার,
ত্রাণকর্তা পুত্রের জয় ধ্বনিত করি,
সান্ত্বনাদাতার করি প্রশংসাগান,
পরম ত্রিত্বের গুণ সঙ্কীর্তন করি। (২০শ শতাব্দী)

**সাম** ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৫ **অথবা** গীতিকা ৬, ১৪৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (রো ১৩:১১, ১২, ১৩ক)

এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি।

### ২য় সপ্তাহ (১ থে ৫:৪-৫)

ভাই, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।

### ৩য় সপ্তাহ (১ যোহন ৪:১৪-১৫)

আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন। যে কেউ স্বীকার করে, 'যিশু ঈশ্বরের পুত্র', ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।

৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৫:১)

ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো ; যার অর্থ নেই, তুমিও এসো। এসো, বিনা অর্থে খাদ্য, বিনা মূল্যে আঙুররস ও দুধ কিনে নাও।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ আমার ঈশ্বর, তিনিই আমার শৈল, * যাঁর কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

উ আমার ঈশ্বর, তিনিই আমার শৈল, * যাঁর কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

প্ তিনি আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,

উ যাঁর কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আমার ঈশ্বর, তিনিই আমার শৈল, * যাঁর কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠ, * তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

উ শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠ, * তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

প্ উষার আগে উঠে চিৎকার করে সাহায্য চাই ;

উ তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠ, * তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : প্রভু * আমাদের জন্য ঘটিয়েছেন এক ত্রাণশক্তির জাগরণ,
যেমনটি বলেছিলেন নবীদের মুখ দিয়ে।

জোড় সপ্তাহ : আমাদের বিদ্বেষীদের হাত থেকে * আমাদের নিস্তার কর, প্রভু।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের পবিত্রই এক আহ্বানের অংশীদার করেছেন, আসুন, আমাদের বিশ্বাসের মহাযাজক সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি:

*হে প্রভু, তুমি আমাদের ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা!*

-হে গৌরবের রাজা, বাপ্তিস্মে তুমি রাজকীয় যাজকত্বে আমাদের ভূষিত করেছ। আমরা যেন তোমাকে স্তুতি-নৈবেদ্য অর্পণ করতে যোগ্য হয়ে উঠি।

-আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আজ্ঞাগুলি অনুক্ষণ পালন করতে পারি, যাতে তোমার অনুগ্রহে আমরা তোমাতে থাকতে পারি, তুমিও আমাদের অন্তরে থাকতে পার।

-আমাদের অন্তরে তোমার আত্মাকে সঞ্চার কর; তোমার প্রজ্ঞা যত কাজে আমাদের নিত্য সহায়তা করুক।

-আমাদের কারণে আজ যেন কেউই দুঃখভোগ না করে; আমাদের দ্বারা বরং যেন সকলের হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তি বিরাজ করে।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি আপন পুনরুত্থানে জগতের আলো ও জীবন হয়ে উঠেছেন, আসুন, সেই ত্রাণকর্তার প্রশংসাগান করে তাঁর কাছে বিনীত যাচনা নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার আদিষ্ট পথে আমাদের চালিত কর।*

-এ প্রাতঃবন্দনায় আমরা তোমার পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করি; তোমার গৌরবের আশায় এদিন আলোকিত কর।

-আমাদের যত প্রকল্প ও সঙ্কল্প আশীর্বাদ কর; আমাদের মনোবাঞ্ছা আমাদের অর্ঘ্যের প্রথম ফসল রূপে গ্রহণ কর।

-তোমার সহায়তায় আমরা যেন আজ তোমার প্রেমে বেড়ে উঠি; সবকিছু যেন আমাদের ও সকলের উপকারের জন্য সাধিত হয়।

-আশীর্বাদ কর, আমাদের আলো যেন সকল মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়, আমাদের সৎকর্ম দেখে তারা যেন স্বর্গীয় পিতাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

৩য় সপ্তাহ

যিনি আপন রক্তমূল্যে বিশ্বজগতের প্রতিটি কোণ থেকে এক নতুন সমাজকে একত্রে সম্মিলিত করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে পূজা ক'রে অনুনয় করি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার জনগণকে স্মরণে রাখ।*

-আমাদের রাজা ও মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট, তোমার ঐশশক্তি ও প্রেম উপলব্ধি করতে আমাদের সহায়তা কর।

-আমাদের আশা ও শক্তি খ্রিষ্ট, সারাদিন ধরে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও।

-আমাদের বল ও আশ্রয়স্থল খ্রিষ্ট, তোমাকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে তুমিও সংগ্রাম কর।

-আমাদের আনন্দ ও সান্ত্বনাদাতা খ্রিষ্ট, নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, আজকের দিন ভারী বোঝাস্বরূপ না হয়ে তাদের কাছে বরং যেন আনন্দ ও সান্ত্বনা এনে দিতে পারে।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আজ তাঁর প্রশংসাগান করার অনুগ্রহ আমাদের দান করেছেন, আসুন, সেই প্রভুর কাছে ভরসাভরে প্রার্থনা নিবেদন করি।

*তোমার নামের গৌরবার্থে, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে যে দিব্য জ্ঞান ও অনন্ত জীবন আমাদের দান করেছ, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-আমাদের হৃদয় নম্র করে তোল, আমরা যেন খ্রিষ্টের সেবা করে ভ্রাতৃসেবায় উজ্জ্বল হতে পারি।

-আমাদের উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর, আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম যেন বাস্তব ও অকপট হতে পারে।

-পৃথিবীর শাসনভার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি আমাদের কর্মরত থাকতে আদেশ করেছ। আশীর্বাদ কর, আমাদের কাজকর্ম যেন তোমাকে গৌরবান্বিত করে, আমাদের ভাইবোনদেরও যেন পবিত্রিত করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার এ ভক্তদের প্রাতঃকালীন অর্ঘ্য প্রসন্ন মনে গ্রহণ কর। তোমার পরিত্রাণদায়ী প্রেমের আলোতে আমাদের অন্তরের যত অন্ধকার স্থান আলোকিত কর। ঐশঅনুগ্রহের আলো যাদের নবীভূত করেছে, কোন কুচিন্তা যেন তাদের মন অন্ধকারভুক্ত না করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সত্যকার আলো খ্রিষ্ট প্রভু, পরিত্রাণলাভের জন্য তুমি তো সকল মানুষকে আলোকিত কর। আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন তোমার সামনে শান্তি ও ন্যায়ের পথ প্রস্তুত করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি ঈশ্বররূপে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান বিশ্বপালক পরমেশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এদিন তোমার নামেই আনন্দের সঙ্গে শুরু করতে পারি এবং তোমাকে ও মানুষকে ভালবেসে তা সমাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোল, আমাদের এ পুণ্যময় প্রশংসাগানের ফলে আমাদের অন্তর যেন তোমার দিব্য দানগুলিতে ভরে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

## সাম ১১৯ [৯-১২]

### সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে, যার ভরসা স্বয়ং প্রভু। সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত, যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়। উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না, তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ; অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই, তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*প্র* যাদের আচরণ নিখুঁত, প্রভু মঙ্গল থেকে তাদের বঞ্চিত করেন না ;
*উ* হে সেনাবাহিনীর প্রভু, সুখী সেই মানুষ, যে তোমাতেই ভরসা রাখে।

২য় সপ্তাহ (১ করি ১২:৪-৬)

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

℣ যারা প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্য কাছেই রয়েছে তাঁর পরিত্রাণ,

℟ আমাদের এ দেশে তাঁর গৌরব করবে বসবাস।

৩য় সপ্তাহ (যেরে ২২:৩)

প্রভু একথা বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর; প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না, উৎপীড়ন করো না; এ স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত করো না।

℣ প্রভু ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎকে,

℟ সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

৪র্থ সপ্তাহ (১ যোহন ৩:১৭-১৮)

কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে? বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়, বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।

℣ যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়,

℟ ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তৃতীয় ঘণ্টায়ই প্রেরিতদূতদের উপর সান্ত্বনাদানকারী আত্মাকে বর্ষণ করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের অন্তরেও সেই প্রেমের আত্মাকে পাঠাও, আমরা যেন সকল মানুষের সামনে তোমার বিশ্বস্ত সাক্ষী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

# বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত:
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে:
'কর প্রভুর স্তুতি!'

এসো তবে, ভক্তিভরে
'জয়' গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ৪২ ৪৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (প্রবচন ৩:১৩-১৫)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে, সেই মানুষ, যে সুবুদ্ধি লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছে ; কেননা প্রজ্ঞা রুপোর চেয়ে অধিক লাভজনক, প্রজ্ঞালাভ সোনার চেয়েও আয়কর। প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে বহুমূল্যবান ; তার তুলনায় তোমার যত কামনা-বাসনা শূন্য।

*প্র* হে প্রভু, আন্তর সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত ;
*উ* হৃদয়ের নিভৃতে তুমি প্রজ্ঞা শেখাও আমায়।

২য় সপ্তাহ (১ করি ১২:১২-১৩)

দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

প্র হে পবিত্র পিতা, তোমার নামেই আমাদের রক্ষা কর,
উ আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে এক হতে পারি।

৩য় সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ১৫:৭-৮)

তোমার শহরে তোমার কোন ভাই নিঃস্ব হলে তুমি হৃদয় কঠিন করবে না, নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি হাত রুদ্ধ করবে না। তুমি বরং মুক্তহস্ত হয়ে তার অভাবের জন্য প্রয়োজনমত তাকে ঋণ দেবে।

প্র দীনদুঃখীদের বাসনা তুমি তো শোন, প্রভু,
উ তুমি তাদের অন্তর সুস্থির কর, কান দিয়েই শোন।

৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৩০:১১, ১৪)

আমি আজ এই যে আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করছি, তা তোমার পক্ষে দুরূহও নয়, তোমার আয়ত্তের অতীতও নয়। না, এই বাণী বরং তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে, তুমি যেন তা পালন কর।

প্র তোমার বাণীই, প্রভু, আমার চরণ-প্রদীপ,
উ আমার চলার পথের আলো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, মানবজাতির পরিত্রাণের পরিকল্পনা তুমি মধ্যাহ্নেই পিতরকে প্রকাশ করেছিলে। কৃপা কর: আমাদের কাজ তোমার গ্রহণীয় হোক, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহে তোমার প্রেমময় পরিত্রাণের সঙ্কল্প বাস্তবায়নে অংশ নিতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

# বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ৩৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (যোব ৫:১৭-১৮)

সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না; কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

*প্র* তোমার কৃপা অনুসারেই, প্রভু, তোমার দাসের সঙ্গে ব্যবহার কর;
*উ* আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

২য় সপ্তাহ (১ করি ১২:২৪খ-২৬)

ঈশ্বর নিজেই মানবদেহ সংগঠিত করেছেন; যে অঙ্গের মর্যাদা কম, তিনি সেটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈক্য না থাকে, বরং সকল অঙ্গ যেন

একে অন্যের প্রতি সমান যত্নবান হয়। তাই একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে।

*প্র* হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর,
*উ* আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি।

৩য় সপ্তাহ (প্রবচন ২২:২২-২৩)

গরিব বলে গরিবের দ্রব্য কেড়ে নিয়ো না, দুঃখীকেও বিচারালয়ে চূর্ণ করো না। কেননা প্রভু তাদেরই পক্ষ সমর্থন করবেন, আর তাদের দ্রব্য যারা কেড়ে নেয়, তিনি তাদের প্রাণ কেড়ে নেবেন।

*প্র* যে-দীনজন অসহায় হয়, প্রভু তাকে উদ্ধার করবেন,
*উ* ত্রাণ করবেন নিঃস্বদের প্রাণ।

৪র্থ সপ্তাহ (ইশা ৫৫:১০-১১)

বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে, এবং মাটি জলসিক্ত না করে, ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না, তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায়: আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে, এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।

*প্র* প্রভু এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন,
*উ* তাঁর বাণী দ্রুত বেগে ছুটে যায়।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু ঈশ্বর, শতপতি কর্নেলিউসকে পরিত্রাণের পথ দেখাবার জন্য তুমি একদিন তাঁর কাছে তোমার দূত পাঠিয়েছিলে। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যেন সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য এমন আগ্রহের সঙ্গে কাজ করি, যার ফলে আমরা তাদের সঙ্গে তোমার মণ্ডলীতে এক হয়ে তোমার কাছে পৌঁছতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

# বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মহান ভূলোক-নির্মাণকর্তা
নিম্ন জল একটি স্থানে রেখে,
সাগর ভূমি করলে সৃজন :
সৃষ্টিকাজের তৃতীয় দিবস।

ভূমি তখন করল ধারণ
যত উদ্ভিদ যত নবাঙ্কুর,
ফলভরা বৃক্ষচয়ন,
নানা বর্ণের কুসুমশয়ন।

মোদের প্রাণের সকল ক্ষত
কৃপাস্পর্শে দিও গো মুছে :
অশ্রুজলে পাপ মরবে,
অনুতাপে তো রিপু ঘুচবে।

তব আজ্ঞা মানবে অন্তর :
কটুকর্ম দূর করে দিয়ে
পুণ্যকর্মে করব উল্লাস,
মৃত্যুর অঙ্কুশ যে করব বিনাশ।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও পরমাত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরজীবনময় পরমেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (১ যোহন ৩:১ক, ২)

দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন, যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই! প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।

### ২য় সপ্তাহ (রো ৩:২৩-২৫ক)

সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রিষ্ট যিশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন।

### ৩য় সপ্তাহ (রো ১২:৯-১২)

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক।

৪র্থ সপ্তাহ (কল ৩:১৬)

খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ হে প্রভু, * তোমার বাণী চিরস্থায়ী।

উ হে প্রভু, * তোমার বাণী চিরস্থায়ী।

প্ তোমার বিশ্বস্ততা যুগযুগস্থায়ী।

উ তোমার বাণী চিরস্থায়ী।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ হে প্রভু, * তোমার বাণী চিরস্থায়ী।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করবে * তোমার সম্মুখে।

উ তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করবে * তোমার সম্মুখে।

প্ তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ,

উ তোমার সম্মুখে।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দে পরিপূর্ণ করবে * তোমার সম্মুখে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : আমার ত্রাতা ঈশ্বরে * আমার আত্মা করে উল্লাস।

জোড় সপ্তাহ : দেখাও * তোমার দয়া কত মহান :

সর্বশক্তিমান ও পবিত্রই তোমার নাম।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি। তাঁর মধ্যে দেখতে পাই, যখন পিতার কাছে যাব, তখন কী হয়ে উঠব। আসুন, আশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-সকল সমাজনেতা ও সরকারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কর। তাঁদের জ্ঞান ও ন্যায়পরতা দান কর, তাঁরা যেন সকলেরই মঙ্গল এনে দিতে পারেন।

-তুমিই আমাদের প্রভু, তুমিই আমাদের স্বাধীনতার উৎস। যারা মানসিক বা শারীরিক বন্দিদশায় ভুগছে, তাদের ঈশ্বরসন্তানদের যোগ্য স্বাধীনতা দান কর।

-যে সকল ব্যক্তি বার্ধক্যে পদার্পণ করেছেন, তাঁদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মঞ্জুর কর; তাঁদের ভালবাসা ও ধীশক্তি গ্রহণের জন্য যুবক-যুবতীদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও।

-আমাদের আত্মীয়স্বজনদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। পারিবারিক ও অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতি সাধন করতে তাঁদের সহায়তা কর।

-যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তোমার শাশ্বত রাজ্যে তাঁদের গ্রহণ কর। আমাদেরও আশা, তোমার সঙ্গে ঐশরাজ্যে চিরকালের মত রাজত্ব করব।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের দিশারী পালক, যিনি আপন মণ্ডলীকে ভালবাসেন ও রক্ষা করেন, আসুন, ঐশউপাসনায় সম্মিলিত হয়ে আমরা সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে রক্ষা কর।*

-হে সনাতন মেষপালক, আমাদের বিশপ … ও মণ্ডলীর সকল বিশপকে রক্ষা কর।

-আমাদের অত্যাচারিত ও নির্যাতিত ভাইবোনদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর; তাদের দুর্দশা থেকে অবিলম্বে তাদের মুক্ত কর।

-বিশ্বের সকল অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন মেটাও; কেউই যেন খাদ্য, আশ্রয় বা কাজের অভাবে কষ্টভোগ না করে।

-তোমার পরম প্রজ্ঞায় বিধানকর্তাদের উদ্বুদ্ধ কর, তাঁরা যেন সার্বিক ন্যায় ও কল্যাণের কথা সামনে রেখে উচিত বিধিনিয়ম জারি করেন।

-যাঁদের তোমার আপন রক্তমূল্যে পাপমুক্ত করেছ, সেই সকল মৃত ভক্তদের তোমার শাশ্বত মিলন-ভোজে গ্রহণ কর।

৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণকে আশার ভিত্তির উপরে গেঁথে তুলেছেন, আসুন, কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করি:

*তুমিই আমাদের আশা, প্রভু!*

-তোমার আপন পুত্রকে আমাদের দান করায় তুমি তোমার নিজের বাণী ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যে আমাদের পরিপূর্ণ করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-তোমারই হাতে প্রতিটি মানুষের অন্তর: সমাজনেতাদের উদ্বুদ্ধ কর, তাঁরা যেন তোমার ইচ্ছা অনুসারেই জনগণের সেবা করতে পারেন।

-প্রতিটি মানুষকে তুমি নানা গুণে শ্রীমণ্ডিত করেছ। সকলে যেন তোমার দেওয়া গুণ অনুসারে মানবসেবায় আত্মনিয়োজিত থাকে।

-তুমি ন্যায়শীল, তুমি তো চাও না মানুষ তার শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষিত হবে। দুর্বলকে শক্তি দাও, পতনোন্মুখকে সুস্থির কর, পতিতের অন্তরে নব প্রাণ সঞ্চার কর।

-তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টে আমাদের অন্তিমকালীন পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দিয়েছ। আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার গৃহে গ্রহণ কর।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণের শক্তি, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে অনুনয় করি:

*তোমার মহাপ্রেমে, প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি দৃঢ়তার অফুরন্ত উৎস; এ দুর্যোগময় জীবনে আমাদের বিশ্বাস স্থিতমূল করে রাখ।

-বিধানকর্তা ও সমাজনেতাদের তোমার আত্মার আলোতে আলোকিত ও চালিত কর, তাঁরা যেন ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট থাকতে পারেন।

-প্রান্তরে তুমি বিপুল জনতার ক্ষুধা মিটিয়েছিলে; শিক্ষাদান কর, আমরাও যেন অভাবগ্রস্তদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ঐশ্বর্যের সহভাগিতা করতে পারি।

-রাজনৈতিক নেতাগণ যেন স্বার্থপর না হন, এজন্য তুমি তাঁদের মন উদার কর, তাঁরা যেন বিশ্বমানবসমাজের উন্নততর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, দিনের শেষে এই সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমাদের সুন্দরভাবে একত্রিত করেছ: তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। অনুনয় করি তোমায়: দু'হাত তুলে আমরা যে প্রার্থনা করছি, তা যেন তোমার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু ঈশ্বর, দিনও তোমার, রাতও তোমার; ধর্মময়তার সূর্য যিশু খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে অনুক্ষণ উপস্থিত থাকুন, আমরা যেন তোমার আপন আবাসে, সেই জ্যোতির্লোকে গিয়ে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে করুণাময় প্রভু, আমাদের সন্ধ্যাকালীন অর্ঘ্য তোমার কাছে আরোহণ করুক, আমাদের উপর অবতীর্ণ হোক তোমার আশীর্বাদ, আমরা যেন তোমার নিত্য সহায়তায় এখন ও চিরকাল তোমার পরিত্রাণ লাভে ধন্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার সম্মুখে একত্রিত হয়ে আমরা তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করি: যে প্রশংসাগান আমাদের ওষ্ঠ নিবেদন করছে, তা যেন আমাদের অন্তরে নিত্য ধ্বনিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# বুধবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৪৬

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে:

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বের শক্তিমান নির্মাতা,
তাকাও মোদের দিকে,
মোদের মুক্ত কর তুমি
মোহমায়া থেকে।

তোমায়, খ্রিষ্ট, পূজা করতে
উঠলাম এ প্রভাতে:

শুধু তুমিই পাপ থেকে
পার সামলাতে।

নবীর নির্দেশমত মোরা
ভোরে দু'হাত তুলে
তব ধ্যানে সজাগ থাকি
আন্তর চক্ষু খুলে।

মোদের হৃদে যত মন্দ,
দেখ, করি প্রকাশ।
মন্দ দে'খে অশ্রুও দেখ!
পুণ্য কর বিকাশ।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মিনতি;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর স্তুতি। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

পরম প্রজ্ঞা খ্রিষ্ট প্রভু
তোমায় নমস্কার!
তুমি মোদের অন্তর্যামী,
কৃপা কর হে।

উত্তম পালক দয়াল যিশু,
তব জয় হোক!
মেষ এই মোদের চারণমাঠে
নিয়ে চল হে।

শেষ দিবসের বিচারকর্তা,
তোমাকে প্রণাম!
বিচার নয়, পুরস্কার
প্রদান কর হে।

সর্বজাতির মুক্তিদাতা,
তব করি স্তব।
বিশ্বরাজা রূপে তুমি
চিরধন্য হে। (১৩শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ১৫, ৭৮

বিজোড় সপ্তাহ

প্ল তাঁর মুখ থেকে তেমন মধুর কথা শুনে
উ সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত।

জোড় সপ্তাহ

প্ল তোমার বাণী ফুটেই আলো দান করে,
উ সরলমনাকে সুবুদ্ধি দান করে।

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫৮, ৪৯, ৬৪

বিজোড় সপ্তাহ

প্ল প্রভু, আমার প্রাণ আশা রাখে,
উ আমি তোমার বাণীর প্রত্যাশায় আছি।

জোড় সপ্তাহ

প্র তোমার আদেশমালার পথে আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, প্রভু,

উ তবে ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

প্র প্রভু, দয়া কর। উ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

প্র শক্তির আধার, পিতা পরমেশ্বর, উ আমাদের প্রতি দয়া কর।

প্র বিশ্বস্রষ্টা, পুত্র পরমেশ্বর, উ ”

প্র শান্তির বন্ধন, আত্মা পরমেশ্বর, উ ”

প্র প্রেরিতদূতদের রানী, ধন্যা মারীয়া, উ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

প্র সাধু পিতর ও পল, উ ”

প্র সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, উ ”

প্র ধর্মপ্রচারকদের স্বর্গীয় প্রতিপালিকা সাধ্বী তেরেজা, উ ”

প্র সাধু … (অথবা সাধ্বী …) উ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দূরে যেয়ো ঘন তমস,
বিলীন হও জড় যম ;
নবদিনের আলোর আভাস,
জীবনস্বামী খ্রিষ্টের উদ্ভাস।

সূর্যের কিরণ বর্শার মত
করল বিদ্ধ রাত্রির মোহ ;
রঙচঙ হয়ে উঠল বিশ্ব
জ্বলজ্বল রবির দেখে দৃশ্য।

মোদের হৃদির অন্ধকার
হঠাৎ ঘুচে যায় যেন ;
গুহা থেকে ফুটবে তখন
বিশ্বরাজার গুণজপন।

তোমায়, খ্রিষ্ট, মাত্র চিনি,
তোমায় মাত্র সরল মনে
কাঁদে গানে ডাকি মোরা :
দোহাই তোমার, দিও সাড়া।

কত ত্রুটি, গোপন ব্যাধি
তব জ্যোতি-স্পর্শেই সারে ;
তুমিই স্বর্গের সত্য জ্যোতি,
মুখচন্দ্রের দেখাও দ্যুতি।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

**সাম** ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৭ **অথবা** গীতিকা ৮, ১৪৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (তোবিত ৪:১৫, ১৬, ১৮, ১৯)

যা তুমি চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তুমিও তা কাউকে করো না। ক্ষুধার্তদের তোমার খাদ্য, এবং বস্ত্রহীনদের তোমার কাপড় দান কর। যে কোন সদ্বিবেচক লোকের কাছে পরামর্শ চেয়ে নাও। সবকিছুতেই প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথ সকল পরিচালনা করেন, যেন তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল করেন।

২য় সপ্তাহ (রো ৮:৩৫, ৩৭)

খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

৩য় সপ্তাহ (যোব ১:২১; ২:১০খ)

আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি, উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব। প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন ; প্রভুর যেমন ভাল লাগল ঠিক তাই ঘটেছে: প্রভুর

নাম ধন্য হোক! আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?

৪র্থ সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৪:৩৯-৪০ক)

আজ জেনে নাও, হৃদয়ে এই কথা গেঁথে রাখ যে, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিম্নে এই মর্তে প্রভুই তো পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। তাই আমি আজ তাঁর যে সকল বিধি ও আজ্ঞা তোমাকে দিলাম, তা পালন কর।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল তোমার নির্দেশমালার দিকে, প্রভু, * নত কর আমার হৃদয়।

উ তোমার নির্দেশমালার দিকে, প্রভু, * নত কর আমার হৃদয়।

প্ল তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

উ নত কর আমার হৃদয়।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমার নির্দেশমালার দিকে, প্রভু, * নত কর আমার হৃদয়।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল সর্বদাই আমি * প্রভুকে বলব ধন্য।

উ সর্বদাই আমি * প্রভুকে বলব ধন্য।

প্ল নিয়তই আমার মুখে তাঁর প্রশংসাবাদ;

উ প্রভুকে বলব ধন্য।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ সর্বদাই আমি * প্রভুকে বলব ধন্য।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ: দেখাও, প্রভু, * তোমার দয়া;
তোমার পবিত্র সন্ধির কথা স্মরণে রেখ।

জোড় সপ্তাহ : এসো, * পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে
প্রভুর সেবা করি আমাদের সমস্ত দিন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের তাঁর আপন ভাইবোন বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করেননি, বরং পবিত্র আত্মা দানে আমাদের পবিত্র করে তুলেছেন, আসুন, ধন্যবাদ জানিয়ে সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করি :

*ধন্য যিশু খ্রিষ্ট!*

-পুনরুত্থিতদের নবজীবনে জীবনযাপন করতে আমাদের সাহায্য কর, মানুষ যেন আমাদের মাধ্যমে তোমার প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-তোমার ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ তুমি আমাদের জন্য নব নব দিনের সূচনা কর। নতুন দিনের সঙ্গে আমাদের মন ও আত্মাও নবীন করে তোল।

-আমাদের জীবনে যা কিছু করি না কেন, তোমার আগে যেন কোন কিছুকেই স্থান না দিই, সবকিছুতে বরং যেন তোমাকেই প্রাধান্য দিই।

-তুমি বাধ্যতার আদর্শ। স্ব-ইচ্ছায় বাধ্যতা পালন করতে আমাদের শেখাও, যেন অন্তরেও অসন্তোষ না রেখে বরং প্রফুল্লচিত্তে বাধ্য হয়ে তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারি।

-সকলের মধ্যে তোমাকে দেখতে প্রেরণা দান কর। যারা দুঃখকষ্টে ভুগছে, বিশেষভাবে তাদেরই মধ্যে তোমার সন্ধান পেতে আমাদের সাহায্য কর।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি যুগ যুগান্তরব্যাপী প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক, প্রভু!*

-এদিনে আমাদের সঙ্গে থাক, প্রভু; আমাদের অন্তর থেকে যেন কখনও তোমার অনুগ্রহের সূর্য অস্ত না যায়।

-আমাদের এদিনের কাজকর্ম ও যত মর্মবেদনা তোমার কাছে অর্পণ করি। প্রতিজ্ঞা করি: নির্মল অন্তরেই তোমার নিত্য সেবায় রত থাকব।

-আমাদের জীবনকাল তোমার প্রেমের দান বলেই অতিবাহিত করতে চাই, যেন তোমার অনুগ্রহে পৃথিবীর লবণ ও জগতের আলো হতে পারি।

-তোমার আত্মা আমাদের চিন্তা ও কথা সকল অনুপ্রাণিত করুন, আমরা যেন তোমার প্রেমের আশ্রয়ে তোমার গুণকীর্তনে এদিন যাপন করতে পারি।

### ৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন মণ্ডলীর জন্য জীবনদান করেছেন, আসুন, এ প্রভাতী বন্দনায় একত্রিত হয়ে মণ্ডলীর উত্তম পালক সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে রক্ষা কর।*

-যে আলো, যে জীবন তুমি আজ আমাদের দান কর, তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; আমরা যেন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমার দানগুলি গ্রহণ করতে পারি।

-তোমার নিজের নামে যাদের একত্রিত করেছ, সেই জনগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর; পরম পিতা তোমার হাতে যাদের ন্যস্ত করেছেন, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে না পড়ে।

-তোমার বিধান পথে তোমার ভক্তমণ্ডলীকে চালিত কর; তোমার আত্মার প্রেরণায় মণ্ডলী যেন তোমার ইচ্ছা পালনে সদা নিষ্ঠাবান থাকে।

-তোমার জনগণকে ঐশবাণী ও অনন্ত জীবনের রুটি ভোজনে পরিপুষ্ট কর, তারা এ খাদ্যগ্রহণে বলীয়ান হয়ে উঠে যেন তোমার গৌরবময় পর্বতের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে।

### ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাঁর আপন বাণীর আলোতে আমাদের আলোকিত করেন, আসুন, পিতার মহিমার দীপ্তি সেই খ্রিষ্টের কাছে ভরসাভরে প্রার্থনা নিবেদন করি:

*হে গৌরবের রাজা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি পাপময় অন্ধকার থেকে তোমার রাজ্যের আলোতে আমাদের আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মধ্যে যে কাজ তুমি শুরু করেছ, সেই কাজ সম্পন্ন করে বিশ্বাসের পূর্ণতায় আমাদের চালিত কর।

-তুমি যেমন একসময়ে অন্ধের চোখ খুলে দিতে ও বধিরের কান উন্মুক্ত করতে, আজও তেমনি আমাদের অবিশ্বাস নিরাময় কর।

-তোমার প্রেমের আশ্রয়ে আমাদের রক্ষা কর, কোন বিচ্ছেদ যেন আমাদের একতা ধ্বংস করতে না পারে।

-প্রলোভনের সময়ে শক্তি, ও পরীক্ষার দিনে স্থৈর্য দান কর; তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন মঙ্গল অবস্থায় তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে আমাদের পরিত্রাণের প্রভু, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তুমি কৃপা করে আমাদের আলোর সন্তান করে তুলেছ। অনুনয় করি তোমায়: আমরা সকল মানুষের সামনে তোমার সাক্ষীরূপে দাঁড়াবার জন্য যেন সর্বদা এই আলোতে চলতে থাকি এবং সত্যের পক্ষে কাজ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার আলোর প্রভা সঞ্চার কর, আমরা যেন যত ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে তোমার আজ্ঞা-পথে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার পরম প্রজ্ঞায় তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ ও তোমার সহায়তা দানে আমাদের প্রতিপালন করে থাক। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের মন তোমার পবিত্র আত্মার আলোতে ভরিয়ে তোল, আমরা যেন তোমার প্রতি নিত্যই বিশ্বস্ত থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, স্মরণে রাখ তোমার পবিত্র সন্ধি যা মেষশাবক খ্রিষ্টের রক্ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তোমার আশীর্বাদে তোমার জনগণ যেন পাপের ক্ষমা পায় এবং পরিত্রাণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## সাম ১১৯ [১৩-১৬]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (১ পি ১:১৩-১৪)

তোমরা কাজের জন্য নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশে তোমাদের দেওয়া হবে। বাধ্যতার সন্তানের মত তোমরা তোমাদের আগেকার অজ্ঞতার কামনা-বাসনা অনুসারে আর চলো না।

℣ আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু ;
℟ আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।

২য় সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ১:১৬-১৭ক)

সেসময় আমি তোমাদের বিচারকদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম: তোমরা তোমাদের ভাইদের কথা শুনে বাদী ও তার ভাইয়ের বা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে বিচার সম্পাদন কর। বিচারে কারও পক্ষপাত না করে তোমরা ছোট বড় উভয়েরই কথা শুনবে; মানুষের মুখ দেখে তোমরা ভয় করবে না, কেননা পরমেশ্বরেরই তো বিচার।

প্র প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন,
উ ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।

৩য় সপ্তাহ (১ করি ১৩:৪-৭)

ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালবাসা সবই ক্ষমার চোখে দেখে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে।

প্র তোমার সকল অন্বেষী, প্রভু, মেতে উঠুক, তোমাতে আনন্দ করুক;
উ তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'প্রভু মহান!'

৪র্থ সপ্তাহ (১ করি ১০:২৪, ৩১)

কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।

প্র প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,
উ হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা কতই না সুন্দর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, হে পরম পিতা, বিশ্বস্ত পরমেশ্বর, পাপের দরুন বিক্ষিপ্ত যত মানুষকে একত্রিত করার জন্য তুমি প্রতিশ্রুত আত্মাকে পাঠিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন মানবসমাজের মধ্যে একতা ও শান্তি ছড়িয়ে দিতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

# বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## সাম ৪৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (১ পি ১:১৫-১৬)

যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে: 'তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র।'

℣ তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক ;
℟ তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।

২য় সপ্তাহ (ইশা ৫৫:৮-৯)

আমার সঙ্কল্পসকল ও তোমাদের সঙ্কল্পসকল এক নয়, তোমাদের পথসকল ও আমার পথসকল এক নয়—প্রভুর উক্তি। পৃথিবী থেকে আকাশমণ্ডল যত উঁচু, তোমাদের পথ থেকে আমার পথ, তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উঁচু।

প্র কেইবা তোমার মত, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর?

উ শক্তিমান তুমি, প্রভু; তোমার বিশ্বস্ততা চারদিকে তোমায় ঘিরে।

৩য় সপ্তাহ (১ করি ১৩:৮-৯, ১৩)

ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ। তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

প্র আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,

উ আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।

৪র্থ সপ্তাহ (কল ৩:১৭)

কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

প্র তোমার উদ্দেশে, প্রভু, ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ ক'রে

উ আমি করব প্রভুর নাম।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বর, তুমি তো মধ্যাহ্নে কিছুকালের মত আমাদের বিশ্রাম করতে দাও। যে যে কাজ আমরা শুরু করেছি, তুমি তা প্রসন্ন চোখে দেখ; যত দোষত্রুটি মার্জনা কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন আমাদের কাজকর্মে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী ফল দেখাতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

# বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ৫২, ৫৩, ৫৪

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (যাকোব ৪:৭-৮ক, ১০)

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও ; শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

*প্র* প্রভুর দৃষ্টি তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে ;
*উ* যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে।

২য় সপ্তাহ (১ শামু ১৬:৭)

প্রভু একথা বলছেন: তুমি কারও চেহারা বা উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কারণ আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি; মানুষ যা লক্ষ করে, আমি তা লক্ষ করি না; মানুষ তো বাইরের চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান।

প্র আমায় তলিয়ে দেখ গো ঈশ্বর, জেনে নাও আমার অন্তর,

উ আমায় চালনা কর সনাতন পথে।

৩য় সপ্তাহ (কল ৩:১৪-১৫)

সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

প্র বিনম্ররা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,

উ তারা করবে মহাশান্তি উপভোগ।

৪র্থ সপ্তাহ (কল ৩:২৩-২৪)

তোমরা যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত।

প্র প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র,

উ তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, মানুষের পরিত্রাণের জন্য তুমি দু'হাত ক্রুশে প্রসারিত করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের কাজকর্ম তোমার গ্রহণীয় হোক, জগতের মাঝে তোমার মুক্তিকর্মের সাক্ষ্য বহন করুক। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

গগনতলের মহাপ্রভু,
পৃথ্বীর সকল স্থানের জন্য
আলো দিলে তুমি ভিন্ন :
সৃষ্টিকাজের চতুর্থ দিবস।

ঈশ্বরের কী কারুকার্য :
সূর্যের অগ্নিময় চক্র,
চন্দ্রের কোমল মুখমণ্ডল,
গ্রহ-তারার মণিমণ্ডন।

তুমি সত্যি উপকর্তা :
তীর্থযাত্রীর রাত্রি-পন্থা,
বছর ঋতু দিনের সীমা,
জোয়ার-ভাঁটার সাগরলীলা।

মোদের অন্তর কর দীপ্ত,
দণ্ড হতে কর মুক্ত,
মনের ত্রুটি কর মোচন,
পাপী মোরা : কর শোধন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (যাকোব ১:২২, ২৫)

তোমরা বাণীর সাধক হও, নিজেদের প্রবঞ্চনা করে শ্রোতামাত্র হয়ো না। যে কেউ মুক্তির সেই সিদ্ধ বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেইখানে অবিচল থাকে—ভুলে যাওয়ার শ্রোতা না হয়ে বরং তার সাধক হয়ে,—সে যা কিছু করে তাতে সুখী হবে।

২য় সপ্তাহ (১ পি ৫:৫ক-৭)

তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন। তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দাও, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।

৩য় সপ্তাহ (এফে ৩:২০-২১)

যে পরাক্রম আমাদের অন্তরে নিত্য ক্রিয়াশীল, সেই পরাক্রম অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন, মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

৪র্থ সপ্তাহ (১ যোহন ২:৩-৬)

এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি। যে বলে, 'আমি তাঁকে দেখেছি,' অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না, সে

মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই। কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে, ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে। এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি। যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

℣ আমাকে মুক্ত কর, প্রভু, * আমাকে দয়া কর।

℟ আমাকে মুক্ত কর, প্রভু, * আমাকে দয়া কর।

℣ আমার প্রাণ হরণ করো না কো পাপীদের সঙ্গে।

℟ আমাকে দয়া কর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাকে মুক্ত কর, প্রভু, * আমাকে দয়া কর।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

℣ আমাদের রক্ষা কর, প্রভু, * চোখের মণির মত।

℟ আমাদের রক্ষা কর, প্রভু, * চোখের মণির মত।

℣ তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাদের লুকিয়ে রাখ

℟ চোখের মণির মত।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমাদের রক্ষা কর, প্রভু, * চোখের মণির মত।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : আমার জন্য * মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান,
পবিত্রই তাঁর নাম।

জোড় সপ্তাহ : পরাক্রম * সাধন কর গো পরমেশ্বর তোমার বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত কর, বিনম্রদের উন্নীত কর।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জাতির কাছে মুক্তি পাঠিয়ে অসীম ভালবাসায় তাদের ঘিরে রাখেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, দেখাও তোমার করুণা।*

-তোমার ভক্তমণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ; যত অমঙ্গল থেকে তাকে রক্ষা কর, সে যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমাকেই ভালবাসতে পারে।

-সকল জাতির মানুষ যেন একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর সেই তোমাকে, আর তোমার প্রেরিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টকে চিনতে পারে।

-আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সমৃদ্ধি ও শান্তি দান কর; তাঁরা মর্তে ও স্বর্গে তোমার আশীর্বাদের পাত্র হোন।

-যারা শ্রমে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত, তাদের সান্ত্বনা দাও; গরিব ও অত্যাচারিতদের মর্যাদা রক্ষা কর।

-যাঁরা আজ মৃত্যুবরণ করেছেন, করুণা দেখিয়ে শান্তিরাজ্যে তাঁদের গ্রহণ কর।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি মানবজাতির নিত্য কল্যাণ সাধনে আনন্দিত, আসুন, ভক্তিভরে আমাদের সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণের অন্তর অনুগ্রহ ও শান্তি দানে পূর্ণ কর।*

-সনাতন ঈশ্বর বলে তোমার কাছে হাজার বছর বিগত একটি দিনেরই মত; আশীর্বাদ কর, আমরা যেন একথা কখনও ভুলে না যাই যে, আমাদের জীবন মাঠের একটি ফুলের মত যা সকালে গজিয়ে উঠে সন্ধ্যায় ম্লান হয়।

-তোমার ভক্তদের কাছে তোমার মান্না খাদ্য দান কর, তারা যেন ক্ষুধায় না মরে; সেই জীবনময় জলও দান কর, তারা যেন অনির্বাণ তৃষ্ণায় তৃষিত না হয়।

-আমরা যেন কখনও খ্রিষ্টবিশ্বাস ও জীবনের খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ না হারাই; বরং শ্রমে বিশ্রামে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত যেন তোমার গৌরবার্থে উদ্‌যাপিত হয়।

-আমাদের দেশভূমি প্রচুর ফসল দানে আশিসধন্য কর, খাদ্যের অভাবে কেউ যেন কষ্টভোগ না করে।

-পরলোকগত খ্রিষ্টভক্তদের তোমার শ্রীমুখ দর্শনে আনন্দিত কর। তোমার কৃপায় আমরাও যেন একদিন তাঁদের সঙ্গে সাধুসাধ্বীদের গৌরবের সহভাগী হতে পারি।

৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন পুত্রকে জগৎত্রাতারূপে প্রেরণ করেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমাদের পরিতৃপ্ত কর তোমার মঙ্গলদানে।*

-অনাদিকাল থেকে তুমি তোমার রাজ্যের অংশীদার হতে আমাদের মনোনীত করেছ; আবার তোমার পুত্রের গৌরবের সহভাগী হতে আমাদের আহ্বান জানিয়েছ। তোমার এ অপার মঙ্গলময়তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

-যারা তোমার পবিত্র নাম স্বীকার করে, তোমার আশীর্বাদে তারা যেন সত্য পালনে ও ভ্রাতৃপ্রেম সাধনে এক হতে পারে।

-সৃষ্টিকর্তার পুত্র হয়েও তোমার পুত্র নাজারেথে হাতের কাজ উপেক্ষা করেননি। শ্রম করে যারা জীবিকার্জন করে, তাদের সকলকে প্রচুর আশিসে ধন্য কর।

-ভ্রাতৃসেবায় ব্রতী যাঁরা, তাঁদের কথা স্মরণে রাখ, প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে তাঁরা যেন উৎসাহ হারিয়ে নিরাশায় না পড়েন।

-আমাদের নিদ্রাগত ভাইবোনদের জন্য প্রার্থনা করি; তোমার অপার স্নেহে তাঁদের সকলকে স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে খ্রিষ্টে নিজের কাছে পুনর্মিলিত করেছেন, আসুন, এই সন্ধ্যালগ্নে আমরা সেই পরম পিতাকে ধন্যবাদ জানাই :

*প্রভুর গৌরব হোক।*

-তুমি তোমার পুত্রকে জগৎ বিচার করতে নয়, তার পরিত্রাণ সাধন করতেই পাঠিয়েছিলে। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু গুণে আমরা যেন অনন্ত জীবন পেতে পারি।

-তুমি পুরোহিতবর্গকে খ্রিষ্টীয় সেবাকর্মে নিযুক্ত করেছ, তাঁরা যেন তোমার দিব্য দানগুলি বিতরণ করেন। তাঁদের অন্তরে বিশ্বস্ততা, জ্ঞান ও ভালবাসা সঞ্চার কর।

-যাঁদের তুমি স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে চিরকৌমার্য পালন করতে আহ্বান করেছ, তাঁদের সকলকে আশীর্বাদ কর, তাঁরা যেন উদার মনে তোমার পুত্র যিশুর অনুসরণ করতে পারেন।

-যাঁদের তুমি মাতাপিতা হতে আহ্বান করেছ, তাঁদের সকলের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর, তাঁরা যেন বিশ্বস্ত ভালবাসার ভিত্তিতেই তাঁদের দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলতে পারেন।

-হে জীবনেশ্বর, যাঁরা তোমাতে আশা রেখে পরলোকে গিয়েছেন, তাঁদের তুমি কোলে তুলে নিয়ে অনন্ত স্বর্গীয় জীবনে জাগিয়ে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করে নিশিদিন আমাদের রক্ষা কর, সংসারের চঞ্চল গতিধারা থেকে রেহাই পেয়ে আমরা যেন তোমার অবিচল প্রেমে স্থিতমূল আশ্রয় পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু ঈশ্বর, তোমার নাম পবিত্র ও তোমার দয়া যুগযুগব্যাপী প্রশংসিত। তোমার জনগণের প্রার্থনা শুনে অবিরত তোমার মাহাত্ম্য ঘোষণা করার সুযোগ তাদের দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে করুণাময় প্রভু, তোমার প্রার্থনারত ভক্তমণ্ডলীর ডাক যেন তোমার স্বর্গীয় আবাসে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তোমার ক্ষমা স্পর্শে আশান্বিত হয়ে তোমার জনগণ যেন ভক্তিভরে তোমার সেবা করে ও তোমার নিত্য সহায়তায় নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ : হে প্রভু, তোমার আপন দয়া স্মরণ ক'রে তোমার এ ক্ষুধার্ত ভক্তদের স্বর্গীয় মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত কর, তোমার এ নিঃস্ব দাসদের দিব্য ঐশ্বর্যদানে ধন্য কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# বৃহস্পতিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ২৪

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

### জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঘোর রাত্রি দূরে গেলেই
উষার আগমনে
রাখি মোদের ব্যাকুল যাচনা
তব শ্রীচরণে।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
হোক পাপরাশির ধ্বংসন ;

করব তব নিত্যান্বেষণ,
কৃপা কর বর্ষণ।

তবে তমঃ হলে বিলীন,
আলোকিত প্রাণে
তব নাম ধন্য বলব
মোদের স্তুতিগানে।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর স্তুতি। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

খ্রিষ্ট প্রভু, শ্রবণ কর
দাস ও দাসীদের মিনতি :
দূরে যেন রাখতে পারি
সংসারের মায়া।

যত অধর্ম, হিংসা, বিদ্বেষ
ধ্বংস করতে পারি যেন,
পুণ্যকর্মেই পারি যেন
করতে জয়লাভ।

যত ঈর্ষা, ছলন, গর্ব
হৃদি থেকে দূরে রেখ ;
উপড়ে ফেল কৃপণতা—
তা তো রিপুর মূল।

মোদের করে রেখ শুচি,
সত্যবাদী, মঙ্গলকামী ;
হৃদে নিত্য কর সঞ্চার
পুণ্য ভ্রাতৃপ্রেম।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
তব গৌরব হোক ! (৭ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৩৯, ৩৭, ৪১

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার চোখ,

*উ* আমি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তোমার বিধানের আশ্চর্য কর্মকীর্তির উপর।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* তোমাতেই, প্রভু, জীবনের উৎস !

*উ* তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ৫০, ৬৮, ৮৩

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব ?

*উ* অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

জোড় সপ্তাহ

প্র তোমার দাসের উপর, প্রভু, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,

উ আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

প্র প্রভু, দয়া কর। উ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

প্র জীবনের উৎস, পিতা পরমেশ্বর, উ আমাদের প্রতি দয়া কর।

প্র পিতার প্রতিমূর্তি, পুত্র পরমেশ্বর, উ ”

প্র মানবের সহায়ক, আত্মা পরমেশ্বর, উ ”

প্র সন্ন্যাসীদের মাতা, ধন্যা মারীয়া, উ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

প্র সাধু আন্তনি ও পাখোমিওস, উ ”

প্র মহাপ্রাণ সাধু বাসিল, উ ”

প্র আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, উ ”

প্র আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, উ ”

প্র স্বর্গীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ, উ ”

প্র সাধু … (অথবা সাধ্বী …) উ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

অগ্নিপ্রভ ওঠে সূর্য,
বল মানুষ, বল তুমি,
তেমন আলো-সাক্ষীর মুখে
কেইবা রাখবে পাপ বুকে?

বিলীন হয় অন্ধতমস,
মোদের যা সেই প্রথমকালে
গেল টেনে মন ভুলিয়ে,
মরণপাপে চোখ বুজিয়ে।

আন, সূর্য, মেঘমুক্তি,
দিও, জ্যোতি, মনে শক্তি ;
মন্দ, এসো, করি বর্জন,
পুণ্য যত করি অর্জন।

এই ভাবে কাটুক দিবস,
নয় জিহ্বা চক্ষু হস্ত
পুণ্যজীবন করুক নষ্ট,
দেহমনকে করুক ভ্রষ্ট।

ঊর্ধ্বে আছেন সেই বিচারক:
উষা হতে সন্ধ্যাবধি
মোদের চিন্তা কর্ম কথা
করেন লক্ষই তিনি সদা।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

**সাম** ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ৯ **অথবা** গীতিকা ১০, ১৪৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (ইশা ৬৬:১-২)

প্রভু একথা বলছেন: যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ, তখন আমার জন্য তোমরা কোথায় গৃহ গেঁথে তুলবে? কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান? আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি? এসব কিছু কি আমারই নয়?—প্রভুর উক্তি! আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়, সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?

২য় সপ্তাহ (রো ১৪:১৭-১৯)

ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান। এভাবে যে খ্রিষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে।

৩য় সপ্তাহ (১ পি ৪:১০-১১)

তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পেয়েছ, ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম গৃহাধ্যক্ষের মত সেই অনুসারে পরস্পরের সেবা কর। যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন

ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক, যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

৪র্থ সপ্তাহ (রো ৮:১৮-২১)

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি; * প্রভু, সাড়া দাও।
উ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি; * প্রভু, সাড়া দাও।
প্ল পালন করব তোমার বিধিসকল;
উ প্রভু, সাড়া দাও।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি; * প্রভু, সাড়া দাও।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল রাতের প্রহরে প্রহরে, প্রভু, * আমি করি তোমার ধ্যান।
উ রাতের প্রহরে প্রহরে, প্রভু, * আমি করি তোমার ধ্যান।
প্ল তুমি আমার সহায় হলে,
উ আমি করি তোমার ধ্যান।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ রাতের প্রহরে প্রহরে, প্রভু, * আমি করি তোমার ধ্যান।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : এসো, * পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে প্রভুর সেবা করি ;
আমাদের শত্রুদের হাত থেকে তিনি আমাদের নিস্তার করবেন।

জোড় সপ্তাহ : হে প্রভু, * তোমার জনগণকে জানিয়ে দাও
পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের নতুন দিনের আলো দান করেন, আসুন, সেই প্রভুর কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-তুমি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছ ; আমাদের এদিনের সমস্ত কাজ ও সঙ্কল্পের অর্ঘ্য প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ কর।

-তুমি তো সৃষ্টিকাজের সৌন্দর্য দিয়ে আমাদের মন আনন্দিত কর ; ধর্মময়তা ও সত্যের সূর্যরূপে তুমি নিজে আমাদের অন্তরে উদীয়মান হও।

-আমাদের হৃদয় উদার করে তোল, আমরা যেন তোমার মঙ্গলময়তার বিশ্বাসযোগ্য চিহ্ন হতে পারি।

-এদিনের শুরু থেকেই তোমার কৃপায় আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত কর ; তোমার দেওয়া আনন্দ হোক আমাদের শক্তি।

২য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের ভালবাসেন ও আমাদের প্রার্থনা শোনেন, আসুন, তাঁর সন্তান আমরা সেই পরম পিতা ঈশ্বরকে ডাকি :

*হে প্রভু, আমাদের মন আলোকিত কর।*

-তুমি আমাদের অন্তর পবিত্র আত্মার আলোতে আলোকিত করেছ বলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন সারাদিন ধরে সেই আলোতে চলতে পারি।

-তোমার ঐশপ্রজ্ঞা আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক, আমরা যেন জীবন-পথে এগিয়ে যেতে পারি।

-যত দুর্বিপাক সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করতে আমাদের শেখাও, আমরা যেন উদার আত্মায় তোমার নিত্য সেবা করতে পারি।

-প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করতে পারি।

### ৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণকে পরিপুষ্ট করেন, চালিতও করেন, আসুন, সেই ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করি :

*তোমার গৌরব হোক।*

-তোমার স্নেহ সৃষ্টিকাজে ও মানব মুক্তিকর্মেই উত্তমরূপে প্রকাশ পায়; তোমার এ অপার স্নেহের জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

-এদিনের সূচনা থেকেই আমাদের অন্তর অনুপ্রাণিত কর, তোমার সেবায় রত থেকে আমরা যেন কথায়, কাজে ও চিন্তায় তোমার পবিত্র নাম গৌরবান্বিত করতে পারি।

-সমস্ত কুচিন্তা দূর করে দিয়ে আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ কর, আমরা যেন তোমার ইচ্ছা পালনে নিত্য নিষ্ঠাবান হয়ে থাকতে পারি।

-ভাইবোনদের প্রয়োজনীয়তার সহভাগী হবার জন্য আমাদের মন উদ্দীপিত কর, সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আমরা যেন উষ্ণ প্রেমের পরিচয় দিতে পারি।

### ৪র্থ সপ্তাহ

পরম পিতার ইচ্ছা, মানুষ যেন তাঁর প্রিয় পুত্রে তাঁকে দেখতে পায়। আসুন, আমরা তাঁকে পূজা করে বলি :

*তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক।*

-খ্রিষ্ট আমাদের জন্য সুখবর বয়ে নিয়ে এসেছেন। সমগ্র বিশ্ব যেন এ সুখবর আমাদের দ্বারা শুনতে পেয়ে আশার পথ খুঁজে পায়।

-তোমার সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষকে তুমি খ্রিষ্টে নবীভূত করেছ। পবিত্র আত্মার শক্তিগুণে আমরা যেন তোমার পুত্রের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হতে পারি।

-খ্রিষ্টের আগমন যেন মণ্ডলীর নবায়ন এনে দিতে পারে, নবায়িত হয়ে মণ্ডলী যেন মানুষের উত্তম সেবা করতে পারে।

-আমরা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে বিনম্রতা সাধনা ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে পৌঁছতে পারি; পবিত্র আত্মার সহায়তায় সেই ঐশপ্রেম যেন সকল সন্ন্যাসীর জীবনে প্রকাশ পেতে পারে।

-প্রতিটি অতিথির মধ্যে, বিশেষভাবে গরিব ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আমরা যেন খ্রিষ্টকে দেখতে পাই এবং বিনম্রতা ও ভালবাসার সঙ্গে তাদের সেবাকর্মে নিজেদের নিয়োগ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, আমরা সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় তোমাকে পূজার অর্ঘ্য অর্পণ করি। আমাদের অন্তর থেকে দূর করে দাও যত পাপময় অন্ধকার, আমাদের নিয়ে যাও সত্যকার আলো সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমাকে আলোর স্রষ্টা ও সত্যকার আলো বলে স্বীকার করে আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি: যা কিছু পুণ্য-পবিত্র তা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধ্যান করে আমরা যেন তোমার দিব্য আলোতে পথ চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, যে সকল জাতির মানুষ এখনও মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে, তুমি তাদের উপর বিকিরণ কর তোমার সেই দিব্য আলো, যে আলোতে আমাদের দেখতে এসেছেন ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান সূর্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের মন উদ্বুদ্ধ কর আমরা যেন পরিত্রাণ রহস্য অধিক গভীরতর ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি, এর ফলে আমাদের শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আমরা যেন নির্ভয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার সেবা করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

## সাম ১১৯ [১৭-১৯]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (আমোস ৪:১৩)

দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা ; যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন, উষা অন্ধকার দু'টোই গড়ে তোলেন ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন : প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

*প্র* প্রভুর নিখিল সৃষ্টি, বল : প্রভু ধন্য !
*উ* তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

### ২য় সপ্তাহ (গা ৫:১৩-১৪)

ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহূত হয়েছ। শুধু দেখ, তেমন স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না। বরং ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের

সেবা কর। কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'

℣ আমি তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি, প্রভু;
℟ তুমি যে উদার করেছ আমার হৃদয়।

৩য় সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ১৯:২২)

প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ, সর্বকালে সর্বস্থানে তাদের সহায়তা করায় কখনও অবহেলা করনি।

℣ তুমিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন,
℟ জাতিসকলের মাঝে যিনি আপন প্রতাপ প্রকাশ করেন।

৪র্থ সপ্তাহ (১ যোহন ৩:২৩-২৪

এই তো ঈশ্বরের আজ্ঞা: আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন। আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

℣ তুমি তো, প্রভু, ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর;
℟ তুমি পরীক্ষা কর অন্তর ও প্রাণ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, তুমি তৃতীয় ঘণ্টায় পবিত্র আত্মাকে প্রার্থনারত প্রেরিতদূতদের উপর বর্ষণ করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: আমাদেরও সেই অনুগ্রহের অংশী করে তোল। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত:
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে:
'কর প্রভুর স্তুতি!'
এসো তবে, ভক্তিভরে
'জয়' গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

## সাম ৫৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (আমোস ৫:৮)

যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা, যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন ; যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন : প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।

*প্র* প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
*উ* শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে।

### ২য় সপ্তাহ (গা ৫:১৬-১৭)

তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চল, তাহলেই মাংসের কামনা আর মেটাতে হবে না ; কারণ মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের

বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না।

℣ তুমি মঙ্গলময়, প্রভু; তুমি মঙ্গল সাধন কর,
℟ আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

৩য় সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৪:৭)

এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে ডাকি?

℣ যারা তাঁকে ডাকে, প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।
℟ তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন।

৪র্থ সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ১:১-২)

তোমরা, পৃথিবীতে শাসনকর্তা যারা, ধর্মনীতি ভালবাস, প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর, সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর। যারা তাঁকে যাচাই করে না, তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন; যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না, তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।

℣ তুমি প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর,
℟ তবে এ দেশে ভরসাভরে বসবাস করবে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তো পরম আলো, তোমার মধ্যে কোন অন্ধকার নেই। কৃপা কর: তোমার আলোর প্রভায় আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, আমরা যেন তোমার আজ্ঞাবলি উপলব্ধি ক'রে মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার পথে বিশ্বস্তভাবে চলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ১৩২, ১৩৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (আমোস ৯:৬)

যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন; যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন; প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।

*প্র* আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব,
*উ* গগনতল ঘোষণা করছে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি।

২য় সপ্তাহ (গা ৫:২২, ২৩ক, ২৫)

আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম। আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

℣ আমাকে শেখাও, প্রভু, চলার পথ;

℟ তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করুন সমতল পথে।

### ৩য় সপ্তাহ (এস্থার ১০:৩চ)

আমার দেশ, তা হল ইস্রায়েল, অর্থাৎ তারা, যারা ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করে পরিত্রাণ পেল। হ্যাঁ, প্রভু তাঁর আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করলেন আর এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করলেন; ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।

℣ আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, প্রভু, তুমি যে আমাকে দিয়েছ সাড়া,

℟ তুমি যে হলে আমার পরিত্রাণ।

### ৪র্থ সপ্তাহ (হিব্রু ১২:১খ-২)

যা কিছু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সহজে বাধা সৃষ্টি করে সেই পাপও নামিয়ে দিয়ে, এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

℣ প্রভু, আমার প্রাণ আশা রাখে,

℟ আমি তোমার বাণীর প্রত্যাশায় আছি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমরা তোমার সামনে প্রার্থনায় রত। শক্তি দাও, আমরা যেন তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের আদর্শে আমাদের দৈনন্দিন ক্রুশ দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সর্বগুণের পরমেশ্বর,
সলিল-মাতৃগর্ভ থেকে
কত প্রাণীর দিলে জীবন :
সৃষ্টিকাজের পঞ্চম দিবস।

সাগর নদী মৎস্যে ভরা,
আকাশমণ্ডল পক্ষীর প্রাসাদ ;
একই গর্ভজাত জীব
সর্বস্থানে পেল গৃহ।

রক্তঝরনা ধুইল যাদের,
কর লক্ষ মোদের পানে :
পাপ হতে হয়ে মুক্ত
মরণগ্রাসে হই না লুপ্ত।

দণ্ড হতে পাব উদ্ধার,
মন্দ হতে পাব রক্ষা,
মায়াজাল করব জীর্ণ,
মোহবন্ধন করব দীর্ণ।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (১ পি ১:৬-৯)

এ তোমাদের জন্য মহা আনন্দের বিষয়, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান, সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তো তাঁকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ; আর ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।

### ২য় সপ্তাহ (১ পি ১:২২-২৩)

সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস; কারণ তোমরা ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণেই নবজন্ম লাভ করেছ।

### ৩য় সপ্তাহ (১ পি ৩:৮-৯)

তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো

না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

৪র্থ সপ্তাহ (কল ১:২৩ক)

তোমরা বিশ্বাসে স্থিতমূল ও অবিচল থাক; এবং যে সুসমাচার আকাশের নিচের যত সৃষ্টজীবদের কাছে প্রচারিত হয়েছে, তার প্রত্যাশা থেকে নিজেদের বিচলিত হতে দিয়ো না।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল প্রভু আমাদের * সেরা গম খেতে দিলেন।

উ প্রভু আমাদের * সেরা গম খেতে দিলেন।

প্ল পাহাড়িয়া মধুতেই আমাদের পরিতৃপ্ত করলেন।

উ সেরা গম খেতে দিলেন।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু আমাদের * সেরা গম খেতে দিলেন।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল প্রভু আমার পালক; * অভাব নেই তো আমার।

উ প্রভু আমার পালক; * অভাব নেই তো আমার।

প্ল আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।

উ অভাব নেই তো আমার।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু আমার পালক; * অভাব নেই তো আমার।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ: প্রভু * ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

জোড় সপ্তাহ : ধর্মময়তার জন্য * যারা ক্ষুধিত,

প্রভু তাদের পরিতৃপ্ত করেন মঙ্গলদানে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যাঁর মধ্যে আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অবস্থিত, আসুন, আমাদের সেই ত্রাতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তুমি মানুষের সঙ্গে এক চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করেছ। তোমার বিশ্বস্ততার কথা ভুলে না গিয়ে আমরা যেন তোমার কৃপার মহাকীর্তি-কাহিনী অনুক্ষণ মনে রাখি।

-মাতা মণ্ডলীর একতা যেন প্রেম ও পরস্পরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে গঠিত হয়। তোমার পবিত্র আত্মার প্রেরণাগুণে আমাদের সকলকে একমন একপ্রাণ করে তোল।

-সকল মানবগোষ্ঠীকে এমনই একটা সমাজগঠনে সহায়তা কর, যেখানে ন্যায় ও শান্তি বিরাজ করে।

-সারাবিশ্বে যে সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী আছেন, তাঁরা যেন সন্ন্যাস-আহ্বানে অবিচল থেকে তোমার কাছ থেকে পান সুবুদ্ধি, ধৈর্য ও প্রেম।

-মৃত সকলের প্রতি, বিশেষভাবে মৃত আত্মীয়স্বজন ও উপকারী বন্ধুদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর। তোমার অসীম করুণায় তাঁদের তোমার রাজ্যে গ্রহণ কর।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণকে যত আত্মিক আশীর্বাদে ধন্য করেছেন, আসুন, আমাদের সেই ত্রাণকর্তার কাছে ভরসা নিয়ে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-আমাদের পোপ ... ও আমাদের বিশপ ...র উপর দৃষ্টিপাত কর। তাঁদের সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য দান কর।

-আমাদের দেশ রক্ষা কর; তোমার সকল সন্তানকে ন্যায় ও শান্তিতে প্রতিপালন কর।

-তোমার ভক্তদের তোমার ভোজে আমন্ত্রণ কর; অনেক যুবক-যুবতী যেন কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার পথে তোমার অনুসরণ করে।

-সন্ন্যাসিনীদের অন্তর সুদৃঢ় করে তোল, তাঁরা যেন উজ্জ্বল ভক্তির সঙ্গেই তোমার সেবা করে যেতে পারেন।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের অনন্ত বিশ্রাম দান কর; পুণ্যজনদের সাহচর্যে আমরা যেন তাঁদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন জনগণের শক্তি ও সান্ত্বনা, আসুন, বিশ্বাসের সঙ্গে সেই উত্তম মেষপালক খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি:

*আমাদের আশ্রয় প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তোমার মঙ্গলময়তায় তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীর অংশী হতে আমাদের আহ্বান করেছ; তোমার মণ্ডলীর জীবন্ত প্রস্তর হতে আমাদের নিত্য সহায়তা কর।

-তুমি আমাদের পোপ …র হাতে সমগ্র মণ্ডলীর পালকীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করেছ; তাঁকে অবিচল বিশ্বাস, জীবন্ত আশা ও প্রৈরিতিক ভালবাসা দান কর।

-যারা বিশ্বাস হারিয়েছে, তাদের শক্তি দাও, তারা যেন পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। সকলকে ক্ষমা ও শান্তি দান কর।

-তুমি নির্বাসনের কষ্ট অভিজ্ঞতা করেছিলে; যারা মাতৃভূমি ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে দূরেই জীবন যাপন করে, তাদের সকলের অন্তরে সান্ত্বনা সঞ্চার কর।

-তোমাতে আশা রেখে যাঁরা ইহজীবন ত্যাগ করেছেন, তাঁদের শাশ্বত আলো ও শান্তি মঞ্জুর কর।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি সর্বজাতির আলো ও সর্বমানবের আনন্দ, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তুমি আমাদের জীবন।*

-তুমি অনির্বাণ আলো, পিতার সনাতন বাণী ও জগতের ত্রাণকর্তা; নব দীক্ষিতদের পদক্ষেপ সত্য পথে আলোকিত কর।

-তোমার অসীম প্রেমে তুমি ক্ষমাশীল ; আমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জনা কর।

-তুমি মানুষকে এমন ধীশক্তি দিয়েছ, সে যেন প্রকৃতি ও বিশ্বের গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারে ; বৈজ্ঞানিকদের আলোকিত কর, তাঁরা যেন তোমার গৌরবের জন্য ও মানব-কল্যাণের জন্যই গবেষণায় ব্যস্ত থাকেন।

-ভ্রাতৃসেবায় ব্রতী যাঁরা, তাঁদের প্রতিপালন কর, তাঁরা যেন উৎসাহ ও শান্তির সঙ্গে নিজ নিজ কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

-তোমারই হাতে জীবন ও মৃত্যুর চাবিকাঠি : আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার স্বর্গধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ : হে প্রভু ঈশ্বর, রাত্রি আলোকিত করতে তুমি তো আমাদের দান কর চন্দ্র। অন্ধকার দূরীকৃত করতে আবার এনে দাও দিনের আলো। কৃপা কর, আমরা যেন এই রাত্রিতে শয়তানের ছলনা থেকে রক্ষা পেয়ে সকালে তোমার প্রশংসাগানের উদ্দেশ্যে পুনর্জাগরিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ : হে করুণাময় প্রভু, আমাদের সান্ধ্য নৈবেদ্য গ্রহণ ক'রে অন্তরে শক্তি যোগাও, তোমার বিধান ধ্যানে কখনও বিরত না হয়ে আমরা যেন পুরস্কার রূপে তোমার অঙ্গীকৃত অনন্ত জীবনের আলো লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ : হে প্রভু, দিনের শেষে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা তোমার করুণা প্রার্থনা করি : দুর্বল মানুষ বলে আমরা যত ত্রুটি করেছি, স্নেহভরে তুমি তা মার্জনা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ : হে প্রভু, আমাদের এ সান্ধ্য প্রার্থনা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করে আশীর্বাদ কর : তোমার পুত্রের আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে শুভকর্মের ফসল

অর্পণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# শুক্রবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো চিরকালীন ত্রিত্ব,
বিশ্বের বিধানকর্তা,
তব স্তুতি গাইতে উঠলাম,
শোন, সৃষ্টিকর্তা।

উষালগ্নে শয্যা ছেড়ে
যাচি তব দীক্ষা ;

ভক্তিভরে তোমার কাছে
রাখি মোদের ভিক্ষা।

শয়তানের ফাঁদে যদি
লিপ্ত হয়ে থাকি,
তব দিব্য প্রতাপ দ্বারা
বাঁচাও—তোমায় ডাকি।

আশ্বাসভরে যাচনা করি :
আলো কর দান,
যেন যত তমস ছেড়ে
অর্জন করি ত্রাণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

এসো, খ্রিষ্ট, মোদের হৃদে,
উজ্জ্বল ভক্তি কর সঞ্চার ;
তব রক্তেই বিশ্বের মুক্তি,
কৃপাময় হে।

কোমলপ্রাণ, নম্র তুমি,
মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
যত পাপ কর ধ্বংস,
ক্ষমার আধার হে।

তব পুণ্য ক্রুশের চিহ্নে
ভক্তজনদের কর রক্ষা ;
প্রসাদ দানে কাছে থেকো,
জীবনস্বামী হে।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
তব জয় হে। (সাধু বীড † ৭৩৫)

## ১ম পর্ব

**সাম** ৮৮, ৬৯, ৩৮

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* সন্তান আমার, আমার কথাসকল পালন কর ;

*উ* আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, জীবন পাবে।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* প্রভু যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

*উ* আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ৬০, ১০৬, ৭৯

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায়,

*উ* তোমার ধর্মময়তার কথার প্রতীক্ষায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার প্রাণ।

জোড় সপ্তাহ

প্র সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও,

উ আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

প্র প্রভু, দয়া কর। উ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

প্র প্রেমের উৎস, পিতা পরমেশ্বর, উ আমাদের প্রতি দয়া কর।

প্র পিতার কাছে যাবার একমাত্র পথ, পুত্র পরমেশ্বর, উ ”

প্র দিব্য প্রেমের শিখা, আত্মা পরমেশ্বর, উ ”

প্র সাক্ষ্যমরদের রানী, ধন্যা মারীয়া, উ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

প্র সাধু ইগ্নাসিউস ও পলিকার্প, উ ”

প্র সাধ্বী চেচিলিয়া ও লুসী, পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা, উ ”

প্র যিশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমরবৃন্দ, উ ”

প্র সাধু … (অথবা সাধ্বী …) উ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গের নিত্য মহিমা,
মানবের পূর্ণ প্রত্যাশা,
পরাৎপর ঈশ্বরপুত্র,
নির্মলা কুমারীর সন্তান।

চিত্তে জাগাও তুমি শক্তি
মোদের পুনর্জাগরণে,
ঐশনাম জপ ক'রে যেন
মনে পাই পরম শান্তি।

প্রভাতী তারকা জ্বলছে,
'সূর্য আসছে' সে বলছে :
নিশির তমসা গেল,
জ্যোতিতে প্রাণ ভরে এখন।

অবতীর্ণ হও জ্যোতি
হৃদিগুহার গভীরে,
সংসারের অন্ধতা হতে
জীবনে আমাদের নাও।

প্রথমে, অন্বেষি বিশ্বাস,
দ্বিতীয়, জয় করি আশা,
শেষে লাভিব প্রেমো,
সদ্‌গুণের যে চরম শিখর।

শোন, স্বর্গস্থ পিতঃ হে,
খ্রিষ্ট, মোদের মহিমা হে,
আত্মা, হৃদয়ের শক্তি হে,
আশীর্বাদ কর। আমেন। (৭ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১১ **অথবা** গীতিকা ১২, ১৪৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (এফে ৪:২৯-৩২)

তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা না বের হয়, বরং প্রয়োজনমত যা কিছু গঠনমূলক হতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বল, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। আর তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

২য় সপ্তাহ (এফে ২:১৩-১৬)

এখন, খ্রিষ্ট যিশুতে, তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রিষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ, কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন; এবং ক্রুশ দ্বারা নিজেতে সেই

শত্রুতা ধ্বংস করায় তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে উভয়কে একদেহে পুনর্মিলিত করতে পারেন।

৩য় সপ্তাহ (২ করি ১২:৯খ-১০)

আমি আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। এজন্যই খ্রিষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

৪র্থ সপ্তাহ (গা ২:১৯খ-২০)

আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ প্রভাতে, ওগো প্রভু, * আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা।

উ প্রভাতে, ওগো প্রভু, * আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা।

প্ আমাকে শেখাও চলার পথ;

উ আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভাতে, ওগো প্রভু, * আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি, * যিনি করেন আমার উপকার।

উ আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি, * যিনি করেন আমার উপকার।

প্ স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে তিনি আমায় ত্রাণ করুন,

উ যিনি করেন আমার উপকার।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি, * যিনি করেন আমার উপকার।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : প্রভু * আপন জনগণকে দেখতে এসেছেন,
সাধন করেছেন তাদের মুক্তিকর্ম।

জোড় সপ্তাহ : আমাদের * ঈশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,
যে দয়ায় উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে এলেন।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম সপ্তাহ

যিনি আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা বিশ্বজগতের পরিত্রাণ সাধন করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টকে পূজা ক'রে অনুনয় করি :

*হে খ্রিষ্ট, দেখাও তোমার প্রেম।*

-আমরা সবাই দিবালোকের সন্তান। তোমার উপস্থিতির আলোতে জীবনযাপন করতে আমাদের সহায়তা কর।

-আমাদের পাপ থেকে দৃষ্টি ফেরাও ; আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর।

-তোমার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু দ্বারা তুমি আমাদের জন্য জীবন জয় করেছ। তোমার পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের দান কর।

-অবাধ্যতার দরুন আমরা পিতা থেকে দূরে সরে গেছিলাম। শক্তি দাও, নিজেদের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে আমরা যেন বাধ্যতার মাধ্যমে পরম পিতার কাছে আবার ফিরে যেতে পারি।

২য় সপ্তাহ

যিনি দুষ্কর্ম থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ করার জন্য পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আসুন, সেই নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*হে প্রভু, তোমার ইচ্ছা পালনেই আমাদের শান্তি।*

-এ দিনটি তোমার ভালবাসারই একটি দান। এদিনে যেন আমাদের নবজীবনের সূত্রপাত হয়।

-জগৎ তোমার হাতের রচনা, তোমার বদান্যতার পাত্র। আমাদের চোখ উন্মোচিত কর, আমরা যেন সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে তোমার উপস্থিতি দেখতে পাই।

-আমাদের জন্য পাতিত তোমার রক্তে তুমি নব ও চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করেছ। আশীর্বাদ কর, প্রেমের বিধান পালনেই আমরা যেন এ নব সন্ধি বিশ্বস্ত ভাবে পালন করতে পারি।

-ক্রুশের উপরে তোমার বুক থেকে নিঃসৃত হল জল ও রক্ত; এই অনুগ্রহের স্রোতে আমাদের যত অপরাধ ধৌত কর, ঈশ্বরের নগরীকে আনন্দিত করে তোল।

৩য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতা খ্রিষ্টের কাছে চোখ নিবদ্ধ রেখে আশ্বাসভরে বলি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-আমাদের জন্য তুমি যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করনি, বরং তোমার অমূল্য রক্তদানে আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।

-তুমি একদিন তোমার বিশ্বাসীদের কাছে জীবনময় জলের নদী দানের কথা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে; সমগ্র মানবজাতির উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর।

-তুমি সর্বজাতির মানুষের কাছে শুভসংবাদ প্রচারের জন্য একদিন তোমার শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলে; আজও তোমার বাণীপ্রচারকদের মন সুস্থির করে রাখ, ক্রুশের পরম বিজয় যেন সর্বত্রই বিকশিত হয়।

-অসুস্থ ও মরণাপন্নদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর; তোমার ক্রুশীয় কষ্টের সহভাগী বলে তারা যেন তোমার উপস্থিতিতে সান্ত্বনা পায়।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করে আপন পুত্রের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তও করেছেন, আসুন, সেই যত্নশীল পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, শুভকর্ম সাধনে আমাদের দৃঢ় কর।*

-তোমার দয়ায় আমাদের পবিত্রতার পথে চালিত কর, আমরা যেন যা সত্য, মঙ্গলকর ও ন্যায়, তারই অন্বেষণ করি।

-তোমার অপার প্রেমে আমাদের পরিত্যাগ করো না; তোমার সন্ধির কথা ভুলে যেয়ো না।

-আমাদের ভগ্নচূর্ণ ও অনুতপ্ত হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ কর; যারা তোমাতে প্রত্যাশা রাখে, তাদের যেন কখনও লজ্জায় না পড়তে হয়।

-তুমি আমাদের তোমার পুত্রের নবী ভূমিকার অংশীদার করেছ; তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কথায় ও কাজে তোমার প্রেমের অপরূপ কীর্তি প্রচার করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, অজ্ঞতার অন্ধকার তুমি তো তোমার বাণীর আলো দ্বারাই দূর কর। আমাদের অন্তরে যে বিশ্বাস তুমি সঞ্চার করেছ, তা আরও শক্তিশালী কর, যার ফলে তোমার আত্মা যে আলো আমাদের মধ্যে জ্বালিয়েছেন, তা যেন কোন প্রলোভন নিভিয়ে দিতে না পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের এই স্তুতির অর্ঘ্য প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ কর। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন একদিন তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর স্বর্গসভায় মিলিত হয়ে চিরকালের মত তোমার প্রশংসাগান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান পিতা, আমাদের মন উদ্বুদ্ধ কর, আমরা যেন তোমার আদেশের আলোতে তোমাকেই দিশারী পরিচালক রূপে সর্বদা অনুসরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার ভক্তদের অন্তরে তোমার অপর্যাপ্ত অনুগ্রহধারা বর্ষণ কর, তারা যেন তোমার সহায়তায় তোমার সকল আজ্ঞা পালন ক'রে স্বর্গলোকের আনন্দের প্রতীক্ষায় ইহলোকে শান্তি-সুখে জীবনযাপন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## সাম ১১৯ [২০-২২]

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (ফিলি ২:২খ-৪)

তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না, বরং বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেও লক্ষ রাখ।

*প্র* যারা তাঁর সন্ধি, তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
*উ* তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

২য় সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ১:৩১খ)

পিতা যেমন নিজ সন্তানকে বহন করে, তেমনি যে যে পথ ধরে তোমরা এসেছ, এই স্থানে না আসা পর্যন্ত সেই সমস্ত পথ ধরে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে বহন করে এসেছেন।

প্র তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, প্রভু, তবে জীবন পাব,
উ আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

৩য় সপ্তাহ (রো ১:১৬খ-১৭)

প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: 'বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।'

প্র প্রভুকে নিয়ে আমাদের অন্তর আনন্দিত,
উ তাঁর পবিত্র নামেই যে আমরা ভরসা রাখি।

৪র্থ সপ্তাহ (রো ১২:১৭ক, ১৯খ-২০ক, ২১)

অন্যায়ের প্রতিদানে তোমরা কারও অন্যায় করো না, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু। বরং তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, বরং সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

প্র প্রভুর কৃপা অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী;
উ তাঁর ধর্মময়তা তাদেরই প্রতি, যারা তাঁর সন্ধি মানে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, জগতের পরিত্রাণের জন্য তুমি তৃতীয় ঘণ্টায় ক্রুশদণ্ডের দিকে চালিত হয়েছিলে। অনুনয় করি তোমায়: তোমার দয়ায় আমাদের প্রাক্তন যত পাপ ক্ষমা কর, ভাবী পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে :
‘কর প্রভুর স্তুতি !’
এসো তবে, ভক্তিভরে
‘জয়’ গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

## সাম ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (২ করি ১৩:৪)

তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন। তেমনি তাঁর মধ্যে আমরাও দুর্বল বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করব।

*প্র* ধুলায় তলিয়ে আছে আমার প্রাণ ;
*উ* তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।

২য় সপ্তাহ (বারুক ৪:২৮-২৯)

তোমরা যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে, তেমনি ফিরে এসে তাঁর সন্ধান করার জন্য দশগুণ বেশি আগ্রহ দেখাও, কেননা যিনি এত অমঙ্গলের মধ্যে

তোমাদের চালিত করেছেন, তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

*প্র* প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা,
*উ* তাঁর কাছের মুক্তি মহান।

৩য় সপ্তাহ (রো ৩:২১-২২ক)

এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে, আর সেই বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যিশু খ্রিষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে।

*প্র* প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে;
*উ* প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

৪র্থ সপ্তাহ (১ যোহন ৩:১৬)

এতেই আমরা [ঈশ্বরের] ভালবাসা জানলাম, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন: সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

*প্র* প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়;
*উ* তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, মধ্যাহ্নে সমগ্র জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে তুমি আমাদের পরিত্রাণের নিরপরাধী বলিরূপে ক্রুশের উপরে আরোহণ করেছিলে। আমাদের সেই আলো দান কর, যা আমাদের নিয়ে যাবে অনন্ত জীবনলোকে। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

অথবা

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১৬, ৬১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (কল ৩:১২-১৩)

ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর।

*প্র* প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান ;
*উ* ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।

২য় সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ১:১৩-১৫)

ঈশ্বর তো মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন। আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ; তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ, পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই, কেননা ধর্মময়তা অমর।

প্র প্রভু মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ নিস্তার করলেন।
উ আমি তাঁর সম্মুখে চলতে থাকব জীবিতের দেশে।

৩য় সপ্তাহ (এফে ২:৮-৯)

অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে।

প্র প্রভু, পৃথিবীতে জ্ঞাত হোক তোমার পথ,
উ সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

৪র্থ সপ্তাহ (১ যোহন ৪:৯-১১)

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে, ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই। আর এতেই ভালবাসার অর্থ: আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন। প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

প্র হে পরমেশ্বর, হে আমাদের ঢাল, চেয়ে দেখ,
উ দেখ তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখের দিকে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, সেই দস্যু অনুতাপ করলেই তুমি তাকে ক্রুশ থেকে তোমার আপন রাজ্যে নিয়ে গেছিলে। নিজেদের পাপ স্বীকার করে আমরা আশ্বাস

নিয়ে তোমায় অনুনয় করি: আমাদের মৃত্যুর পরে তুমি যেন স্বর্গদ্বারের মধ্য দিয়ে আমাদের আনন্দের সঙ্গে চালিত কর। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

জীবনেশ্বর মানবস্রষ্টা,
তোমার লীলা, ভূমির কোলেই
সরিসৃপ পশুর জন্ম :
সৃষ্টিকাজের ষষ্ঠ দিবস।

নিজেরই সাদৃশ্যে তুমি
শ্রেষ্ঠ জীব সেই মানুষ গড়লে,
সব জীবজন্তু হল বাধ্য,
মানল তার সেই আধিপত্য।

ঐশানন্দের, ঐশকৃপার
সকল দান কর মঞ্জুর ;
কর ছিন্ন হিংসার শৃঙ্খল,
কর দৃঢ় শান্তির বন্ধন।

কাম ক্রোধ যত রিপু
অন্তর হতে দিও দূরে,
পুণ্যজীবন যাপি যেন,
অন্তর শুভ্র রক্ষি যেন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

**সাম** ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (রো ১৫:১-৩)

আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা। আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। বাস্তবিকই খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি; বরং যেমন লেখা আছে: 'যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে।'

### ২য় সপ্তাহ (১ করি ২:৭-১০ক)

আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, 'কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।' আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

### ৩য় সপ্তাহ (যাকোব ১:২-৪)

হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর, একথা জেনে যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হল নিষ্ঠার

উৎস। তবে নিষ্ঠা নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করুক, যেন তোমরা এমন সিদ্ধ ও পূর্ণ-পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পার, যাদের কোন কিছুর অভাব থাকে না।

৪র্থ সপ্তাহ (রো ৮:১-২)

যারা খ্রিষ্ট যিশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রিষ্ট যিশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ল খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

উ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

প্ল আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক,

উ তাঁর নিজের রক্তে।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন, আমাদের ধৌত করেছেন * তাঁর নিজের রক্তে।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ল খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন * ঈশ্বরের কাছে আমাদের অর্পণ করার জন্য।

উ খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন * ঈশ্বরের কাছে আমাদের অর্পণ করার জন্য।

প্ল মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে,

উ ঈশ্বরের কাছে আমাদের অর্পণ করার জন্য।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন * ঈশ্বরের কাছে আমাদের অর্পণ করার জন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : আপন দয়া স্মরণ ক'রে * প্রভু আপন সন্তানদের সহায়তা করেছেন।

জোড় সপ্তাহ : তোমার দয়ার কথা * স্মরণ কর, প্রভু,

যেমনটি বলেছিলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে।

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

### ১ম সপ্তাহ

যিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, যিনি আমাদের যত্ন নেন এবং আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই ঈশ্বরকে অনুনয় করি :

*পিতা, দেখাও তোমার কৃপা।*

-তোমার পুত্রের ক্রুশীয় আত্মবলিদানের কথা স্মরণ ক'রে তোমার মণ্ডলীর দুঃখক্লিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সান্ত্বনা দান কর।

-অত্যাচারিতকে মুক্তি, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, অনাথ ও বিধবাকে সহায়তা দান কর।

-তোমার নিজের শক্তিতে আমাদের শক্তিশালী কর, আমরা যেন শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

-আমাদের সকলকে প্রচুর আশীর্বাদ দান কর, আমরা যেন খ্রিষ্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব মৃত্যুকাল পর্যন্ত পালন করতে পারি।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার জ্যোতির্লোকে গ্রহণ কর, তাঁরা যেন চিরকালের মত তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারেন।

### ২য় সপ্তাহ

যিনি জীবনকালে গরিবদের ও দুঃখক্লিষ্টদের অশ্রুজল মুছে দিয়েছিলেন, আসুন, সেই দয়ালু মেষপালক খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-তুমি যে অবনমিতদের সান্ত্বনাদানকারী, গরিবদের অশ্রুজল মনে রেখ।

-মরণাপন্নদের হাহাকার শুনে তাদের যত্ন করতে এসো।

-প্রবাসী সকল মানুষ তোমার উপস্থিতি অনুভব ক'রে যেন সাহস পেতে পারে; তোমার আশীর্বাদে তারা যেন মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে, আবার একদিন যেন স্বর্গীয় যেরুশালেমের নাগরিক হতে পারে।

-যারা পাপময় জীবন যাপন করে, তোমার প্রেমে তাদের মন জয় কর; তোমার কৃপায় তারা যেন তোমার সঙ্গে ও তোমার মণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারে।

-আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার পরম শান্তিতে গ্রহণ কর, তাঁরা যেন মুক্তির পূর্ণ ফল ভোগ করতে পারেন।

### ৩য় সপ্তাহ

যিনি আমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করেছেন ও আমাদের পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, আসুন, বিনীত কণ্ঠে আমাদের সেই ত্রাণকর্তা যিশুকে ডাকি:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-আমাদের ব্যাকুল যাচনা পূরণ কর, আমাদের অপরাধ মার্জনা কর, আমাদের ক্ষমা ও শান্তি দান কর।

-পাপের তুলনায় তোমার অনুগ্রহ অপরিসীম; আমাদের অসংখ্য পাপ তোমার প্রেমের জলধারায় নিমজ্জিত কর।

-আমাদের পাপ স্বীকার করে আমরা তোমার অসীম দয়ার উপর নির্ভর করি; আমাদের মন তোমার মনের মত কর, যেন আমাদের জীবনের পরিবর্তন হয়।

-তোমার সন্ধি লঙ্ঘন করা থেকে তোমার জনগণকে রক্ষা কর, তারা যেন তোমার নিত্য উপকারিতায় উপকৃত হতে পারে।

-তুমি অনুতপ্ত দস্যুর জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছিলে; আমাদের মৃত ভাইবোনদের তোমার গৃহে গ্রহণ কর।

### ৪র্থ সপ্তাহ

যিনি আমাদের আশার উৎস, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, দয়া কর।*

-আমাদের দুর্বলতার কারণে আমরা সর্বদা পতনোন্মুখ। তোমার অনুগ্রহ দানে আমাদের সুস্থির করে রাখ।

-তুমি তো জান, পাপাসক্তি আমাদের কতই না প্রভাবান্বিত করে। তোমার ক্ষমা দানে আমাদের আত্মা নিরাময় কর।

-পাপ তোমাকে দুঃখ দেয়, প্রায়শ্চিত্ত তোমার প্রসন্নতা অর্জন করে। পাপী বলে আমরা তোমার শাস্তির যোগ্য হলেও আমাদের কাছ থেকে তোমার ক্রোধের আঘাত দূর করে দাও।

-তুমি সেই পাপিষ্ঠা নারীকে ক্ষমা করেছিলে এবং পথ-হারানো মেষকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলে। তোমার করুণা থেকে আমাদের কখনও বঞ্চিত করো না।

-ক্রুশ দ্বারা আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছ। যাঁরা তোমাতে ভরসা রেখে পরলোকগমন করেছেন, তাঁদের সকলকে তোমার রাজ্যে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার এই দাসদের বুঝতে দাও তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের রহস্য, আমরা যেন তাঁর সেই লঘুভার জোয়াল অনুক্ষণ বহন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে ঈশ্বর, ক্রুশের অজ্ঞতায় তোমার পরম প্রজ্ঞার প্রকাশ! আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগের ঐশগৌরব উপলব্ধি করে আমরা যেন তাঁর ক্রুশ-মাহাত্ম্য নিয়ে সর্বদা গর্ব করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: হে প্রভু, হে পবিত্র পিতা, তুমি চেয়েছিলে, তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্ট জগতের মুক্তিপণ রূপে নিজেকে অর্পণ করবেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে জীবন যাপন করে আমরা যেন একদিন তাঁর পুনরুত্থানের গৌরবের অংশীদার হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্ট জগতের পরিত্রাণের জন্য যন্ত্রণাভোগ করবেন। আশীর্বাদ কর: জীবন্ত বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে তোমার মণ্ডলী যেন তোমার প্রেমের পূর্ণ মাধুর্যে পরিতৃপ্ত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# শনিবার

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮১

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয়

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে:

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দয়ার সাগর পরমেশ্বর,
ওগো সৃষ্টিকর্তা,
পুণ্যের উৎস, দিব্য জ্যোতি,
ত্রিত্ব বিধানকর্তা।

অশ্রুপূর্ণ ভক্তিভরা
শোন এ মিনতি;

কৃপা কর, মোরা যেন
পুণ্য হয়ে উঠি।

ঐশপ্রেমের অগ্নি দ্বারা
অন্তর জ্বলবে যখন,
সবকিছুতে তোমায় দেখতে
চক্ষু শিখবে তখন।

রাতের গতি ভেঙে মোরা
গাইছি তব স্তুতি;
মাতৃভূমি পাবার যেন
যোগ্য হয়ে উঠি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

অথবা (দিনমানে)

গৌরবময় বিশ্বরাজন,
ভক্তের যাচনা কর মঞ্জুর:
হৃদে সপ্তদানের আত্মা
করুন বসবাস।

দেহের ব্যাধি দূরে রেখ,
ইচ্ছাশক্তি কর দৃঢ়,
রিপুর প্রভাব কর ছিন্ন,
দিও মনোবল।

অন্তর কর উদ্দীপিত,
শুভকর্মে হও দিশারী,
প্রদান কর দিব্য জীবন,
পুণ্য কর প্রাণ।

সাতদিন হল সপ্তার গঠন,
তবু অষ্টম দিনও আছে,
সেই যে-দিনকে মোরা বলি
শেষ বিচারের দিন।

সেই দিবসে, মুক্তিদাতা,
তব ক্রোধ যেন না দেখি ;
তুমি বরং দক্ষিণ পাশেই
মোদের দিও স্থান।

তবে তুমি ভক্তজনদের
যাচনা যখন গ্রহণ করবে,
মোরা তখন গাইতে পারব :
ত্রিত্বের গৌরব হোক !

## ১ম পর্ব

**সাম** ৫৯, ১০৯, ৫৬

বিজোড় সপ্তাহ

*প্র* এসো, তোমরা ; দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি ;
*উ* পৃথিবীতে কী ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন তিনি।

জোড় সপ্তাহ

*প্র* হে প্রভু, মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,
*উ* মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

**১ম পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

## ২য় পর্ব

**সাম** ১৩৭, ৯ ১০, ৩২

বিজোড় সপ্তাহ

প্ আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু ;

উ আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।

জোড় সপ্তাহ

প্ আমরা তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা ও মিনতি করে আসছি :

উ ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তোমরা যেন তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পার।

স্মরণ উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

**২য় পাঠ :** সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

**যাচনামালা**

নতুন দিনের শুরুতে, আসুন, নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করি :

প্ প্রভু, দয়া কর। উ খ্রিষ্ট, দয়া কর।

প্ স্বর্গমর্তের স্রষ্টা, পিতা পরমেশ্বর, উ আমাদের প্রতি দয়া কর।

প্ জগৎত্রাতা, পুত্র পরমেশ্বর, উ ”

প্ অনুপ্রেরণাদানকারী, আত্মা পরমেশ্বর, উ ”

প্ সন্ন্যাসিনীদের মাতা, ধন্যা মারীয়া, উ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

প্ সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা, উ ”

প্ সাধ্বী মাক্রিনা ও স্কলাস্তিকা, উ ”

প্ স্বর্গীয় সন্ন্যাসিনীবৃন্দ উ ”

প্র সাধু … (অথবা সাধ্বী …) উ ”

**সমাপন প্রার্থনা :** স্মরণের বিশেষ প্রার্থনা বা সপ্তাহের সংখ্যা অনুসারে : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উষার শুভ জয়যাত্রা :
নবদিনের আগমনে
নবজ্যোতি বিকশিত :
পূর্বকলুষ বিতাড়িত।

নিশির ছলন হোক নাশিত,
মনের ত্রুটি হোক ধ্বংসিত,
যত তমস যত অমঙ্গল
দূরে চল, আসুক মঙ্গল।

নত হয়ে কাতর কণ্ঠে
ডাকি মোরা, কর মঞ্জুর
উষার সঙ্গে খ্রিষ্ট-দর্শন,
জ্যোতির সঙ্গে আত্মা-বর্ষণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
তব গৌরব মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (৭ম শতাব্দী)

**সাম** ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৩ **অথবা** গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (২ পি ১:১০-১১)

ভাই, তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; তেমন চেষ্টা করলে তোমাদের কখনও হোঁচট খেতে হবে না, কেননা এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

### ২য় সপ্তাহ (রো ১২:১৪-১৬ক)

যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর।

### ৩য় সপ্তাহ (ফিলি ২:১৪-১৫)

গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও।

### ৪র্থ সপ্তাহ (২ পি ৩:১৩-১৫ক)

প্রভুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এমন এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে। এজন্য, প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন এসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছ, তখন তাঁর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় হয়ে, শান্তিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট থাক। আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা পরিত্রাণ বলে মনে কর।

## শ্লোক

১ম, ৩য় সপ্তাহ

প্ প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি : * তুমি আমার আশ্রয়।

উ প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি : * তুমি আমার আশ্রয়।

প্ তুমি আমার অংশ জীবিতের দেশে।

উ তুমি আমার আশ্রয়।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি : * তুমি আমার আশ্রয়।

২য়, ৪র্থ সপ্তাহ

প্ তোমার স্তবগান গেয়ে * আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

উ তোমার স্তবগান গেয়ে * আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

প্ আমার জিহ্বা তোমার ধর্মময়তা প্রচার করে যাবে,

উ আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমার স্তবগান গেয়ে * আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

বিজোড় সপ্তাহ : হে প্রভু, * তাদেরই আলো দিও,
যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়।

জোড় সপ্তাহ : প্রভু, * আমাদের চরণ চালিত কর শান্তির পথে।

জাখারিয়ার গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

১ম সপ্তাহ

যিনি পিতার কাছে দয়ালু ও বিশ্বাসযোগ্য মহাযাজক হবার জন্য সবদিক দিয়েই আমাদের মত হতে চাইলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*হে প্রভু, তোমার দয়ার ঐশ্বর্য মঞ্জুর কর।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, বাপ্তিস্মে তুমি আমাদের আলোকিত করেছ। আমরা তোমার কাছে এদিন নিবেদন করি।

-ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করব, কাজে কর্মে তোমার নামকীর্তন করব।

-তোমার মা মারীয়া তোমার ঐশবাণী ভক্তিভরে অন্তরে গেঁথে রাখতেন। তোমার সুসমাচারের আলোতে আমাদের চালিত কর।

-আমরা এ জগতে প্রবাসী। আমাদের অন্তরে অমর জীবনের নিশ্চিত প্রত্যাশা জাগিয়ে রাখ, আমরা যেন এখন থেকেও তোমার সাহচর্যের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারি।

২য় সপ্তাহ

যিনি বিশেষভাবে তাঁর দেহের গরিব ও দুঃখক্লিষ্ট অঙ্গগুলির মধ্যেই উপস্থিত, আসুন, সেই খ্রিষ্টের অপার দয়ার গুণকীর্তন করে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, ভ্রাতৃপ্রেমে আমাদের উজ্জ্বল করে তোল।*

-আমরা তোমার পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করে এ নতুন দিন শুরু করি; সর্বজাতির মানুষের উপর তোমার পরিত্রাণের শুভফল বর্ষণ কর।

-মানুষের সামনে তোমার সাক্ষী হবার জন্য শক্তি দাও, আমরা যেন তোমার নিজের আত্মবলিদানের অর্ঘ্যে অংশ নেবার যোগ্য হতে পারি।

-সহায়তা কর, আমরা যেন আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে তোমাকে চিনে তাদের সেবা করে তোমারই সেবা করতে পারি।

-আঙুরলতার সঙ্গে শাখা-প্রশাখার মত তুমি তো তোমার সঙ্গে আমাদের একত্রিত কর; তোমার প্রেমের আশ্রয়ে আমাদের স্থিতমূল কর, আমরা যেন পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রচুর ফসলে ফলপ্রসূ হতে পারি।

৩য় সপ্তাহ

যিনি তাঁর আপন পুত্রের মাতাকে সকল সৃষ্টজীবের ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন, আসুন, মাতা মারীয়ার সহায়তার উপর ভরসা রেখে সেই পিতা ঈশ্বরকে ডাকি:

*তোমার পুত্রের মাতার দিকে তাকিয়ে আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি কুমারী মারীয়াকে আমাদের মাতা ও খ্রিষ্টীয় জীবনের আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তাঁর নিত্য সহায়তায় আমাদের পবিত্রতার পথে চালিত কর।

-তোমার অনুগ্রহে কুমারী মারীয়া তোমার বাণীর মনোযোগী শ্রোতা ও তোমার বিশ্বস্ত দাসী হতে পেরেছিলেন; তাঁর নিত্য সহায়তায় আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য ও নম্র দাস করে তোল।

-তুমি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়াকে মাতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছিলে; তাঁর নিত্য সহায়তায় আমাদের উপর তোমার আত্মার দানগুলি বর্ষণ কর।

-তুমি ক্রুশের তলায় উপস্থিত কুমারী মারীয়ার অন্তরে সহিষ্ণুতা সঞ্চার করেছিলে, এবং তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁর হৃদয় পরম আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে; তাঁর নিত্য সহায়তায় সঙ্কটকালে আমাদের সান্ত্বনা দাও, আমাদের প্রাণ আশায় ভরিয়ে তোল।

৪র্থ সপ্তাহ

যিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের ভাইয়ের মত আমাদের গ্রহণ করেছেন এবং বরাবর আমাদের সঙ্গে থেকে আপন ভালবাসায় আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, আসুন, সেই প্রেমময় বিধাতা পিতা ঈশ্বরকে ডাকি:

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি আমাদের দান করেছ এক নতুন দিন। আশীর্বাদ কর, যেন খ্রিষ্টকে ভক্তি ক'রে ও তোমার প্রশংসাবাদ ক'রে এদিন যাপন করতে পারি।

-পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে যে বিশ্বাস, আশা ও ভক্তি সঞ্চার করেছেন, তোমার আশীর্বাদে তা যেন আমাদের জীবনে প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

-আমাদের দৃষ্টি অনুক্ষণ তোমার প্রতি নিবদ্ধ থাকুক, আমরা যেন তোমার ডাকে নির্দ্বিধায় সাড়া দিতে পারি।

-এ দেশের ও সমগ্র জগতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কথা তোমার কাছে স্মরণ করিয়ে দিই; তোমার আশীর্বাদে তাঁরা যেন সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

১ম সপ্তাহ: হে প্রভু, তোমার পুত্রের পুনরুত্থানের আলোতে আমাদের হৃদয়-মন আলোকিত কর, আমরা যেন পাপময় মৃত্যুর অন্ধকার এড়িয়ে চিরকালীন জ্যোতির্লোকে গিয়ে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

২য় সপ্তাহ: হে প্রভু, আমাদের ওষ্ঠ তোমার প্রশংসাগান করুক, তোমার প্রশংসাগান করুক আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবন। যেহেতু আমাদের সমস্ত জীবন তোমারই দান, আমাদের দেহ-মন, কাজকর্ম, যাবতীয় যা কিছু আছে সবই যেন তোমারই হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৩য় সপ্তাহ: আমাদের পরিত্রাণের উৎস হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমাদের সমস্ত জীবনে আমরা যেন তোমার গৌরবের কথা স্বীকার করি, স্বর্গলোকেও আমরা যেন তোমার নিত্য প্রশংসাগানে রত থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

৪র্থ সপ্তাহ: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, হে সত্যকার আলো ও অনন্ত দিবস, তোমার ভক্তদের প্রাতঃকালীন অর্ঘ্য গ্রহণ কর। রাত্রির পাপময় অন্ধকার থেকে আমাদের মন মুক্ত কর, আমরা যেন তোমার আগমনের আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

তৃতীয় ঘণ্টা পালন ক'রে,
এসো, নত শিরে
পরম পিতার গুণকীর্তন
করি সমস্বরে।

এ সময়ে আত্মা নামলেন
প্রেরিতদূতদের হৃদে :
তিনি মোদের পরিণত
করুন আপন গৃহে।

তাঁরই প্রভায় উদ্দীপিত
হবে বিশ্বের গতি,
সর্বজাতি দেখতে পাবে
স্বর্গরাজ্যের জ্যোতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (১ রাজা ৮:৬০-৬১)

পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারবে যে, প্রভুই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নেই। তোমাদের হৃদয় আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একাগ্র থাকুক, যেন তাঁর বিধিপথে চলতে পারে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে।

*প্র* আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল, প্রভু ;
*উ* তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর।

### ২য় সপ্তাহ (দ্বিঃবিঃ ৮:৫খ-৬)

যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন। তাঁর সমস্ত পথে চ'লে ও তাঁকে ভয় ক'রেই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কর।

℣ প্রভুর উক্তি শুদ্ধ, চিরস্থায়ী,

℟ প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়।

৩য় সপ্তাহ (১ শামু ১৫:২২

আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া, এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত? দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়; ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।

℣ স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান,

℟ যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

৪র্থ সপ্তাহ (দা ৬:২৭খ-২৮ক

আমাদের ঈশ্বর জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী; তাঁর রাজ্য অবিনাশ্য, তাঁর আধিপত্য অন্তহীন। তিনি নিস্তার করেন ও উদ্ধার করেন, স্বর্গে ও মর্তে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেন।

℣ শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর,

℟ জাতি-বিজাতির মাঝে আমি উচ্চতম, পৃথিবী জুড়ে উচ্চতম।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, তোমার মাহাত্ম্যে অনুগত সন্তানদের অন্তরে পবিত্র আত্মার আলো সঞ্চার কর, আমরা যেন যত শত্রু থেকে রক্ষা পেয়ে তোমার স্তুতিবন্দনা গানে মুখর হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত:
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

ষষ্ঠ ঘণ্টা মোদের ডাকছে:
'কর প্রভুর স্তুতি!'
এসো তবে, ভক্তিভরে
'জয়' গেয়ে উঠি।

এ সময়ে সেই মেষশাবক
নির্মল বলিরূপে
বিশ্বপরিত্রাণের জন্য
প্রাণকে দিলেন সঁপে।

তাঁরই গৌরব অতি উজ্জ্বল :
সূর্যও আচ্ছাদিত ;
সেই গৌরবে তিনি মোদের
করুন আলোকিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর ;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### ১ম সপ্তাহ (যে ১৭:৯-১০)

হৃদয় সবকিছুর চেয়ে প্রবঞ্চক, ও আরোগ্যের অতীত ; কে হৃদয়কে বুঝতে পারে? আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি ; আমি প্রতিটি মানুষকে তার আচরণ অনুসারে, তার কর্মফল অনুসারে যোগ্য প্রতিদান দিই।

*প্র* আমার অজ্ঞাত পাপ ক্ষমা কর, প্রভু ;
*উ* স্পর্ধা থেকেও তোমার এ দাসকে দূরে রাখ।

### ২য় সপ্তাহ (১ রাজা ২:২খ-৩)

তুমি বলবান হও, পুরুষত্ব দেখাও। সমস্ত পথে চ'লে, তাঁর বিধি, আজ্ঞা, বিচার ও সাক্ষ্য সকল পালন ক'রে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আদেশগুলি পালন কর, যেন যত কাজে ও সঙ্কল্পে সফল হতে পার।

℣ তোমার আজ্ঞাবলির পথে আমায় চালনা কর, প্রভু;

℟ সেইখানে যে আমার প্রীতি।

৩য় সপ্তাহ (গা ৫:২৬; ৬:২)

এসো, আমরা যেন অসার অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পরকে ঈর্ষা না করি। তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে।

℣ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

℟ সেইখানে তো প্রভু জারি করেছেন আশীর্বাদ।

৪র্থ সপ্তাহ (রো ১৫:৫-৭)

নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যিশু খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন।

℣ প্রভু তাঁর আপন জাতিতে প্রসন্ন আছেন;

℟ বিনম্রদের ত্রাণমুকুটেই বিভূষিত করেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে আমাদের দান কর অনন্ত ভালবাসার জাজ্বল্যমান আলো, আমরা যেন তোমার ভালবাসার শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমাকে এবং তোমার খাতিরে আমাদের ভাইবোনদের একমাত্র ভালবাসায় ভালবাসতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

অথবা

নবম ঘণ্টায়, এসো, করি
প্রভুর জয়গান ;
পরম ত্রিত্বের কাছে অর্পণ
করি অন্তর-প্রাণ।

এ সময়ে সাধু পিতর
যেমন মন্দির-পানে
গেলেন প্রভুর পূজা করতে
জয়-স্তুতিগানে,

মোরাও তেমনি, এসো, করি
প্রভুর নাম-স্মরণ,
এসো, সবে মিলে করি
খ্রিষ্টের অনুসরণ।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
ত্রিত্ব পরমেশ্বর;
তব গৌরব মোদের গানে,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে)

**সাম** ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

১ম সপ্তাহ (প্রজ্ঞা ৭:২৭; ৮:১)

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সবকিছু করতে সক্ষম; নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সে সবকিছু নবীন করে তোলে, ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে সে তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী। প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত; উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

*প্র* কতই না মহান তোমার কর্মকীর্তি, প্রভু;
*উ* তোমার চিন্তা-ভাবনা কতই গভীর।

২য় সপ্তাহ (যেরে ৬:১৬ক)

তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল। তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

℣ তোমার নির্দেশমালাই আমার চিরকালীন উত্তরাধিকার,

℟ কারণ আমার হৃদয়ের আনন্দ সেই মালা।

৩য় সপ্তাহ (মিখা ৬:৮)

হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে; শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

℣ তোমার নির্দেশ পথেই, প্রভু, আনন্দ আমার,

℟ তোমার বাণী কখনও ভুলব না।

৪র্থ সপ্তাহ (ফিলি ৪:৮, ৯খ)

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ ওগো আমার পরমেশ্বর, ওগো রাজন, আমি তোমার বন্দনা করব;

℟ ধন্য করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি তোমায়: পরম শান্তি মঞ্জুর কর, ধন্যা কুমারী মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করলে আমরা যেন আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে তোমাতেই আনন্দ ক'রে তোমার কাছে নিরাপদে পৌঁছবার যোগ্য হয়ে উঠি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সমাপনী অনুষ্ঠান

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;
℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## ক্ষমা প্রার্থনা

দিনের শেষে, এসো, কিছুক্ষণ নীরবে মন পরীক্ষা করে
আমাদের দোষত্রুটির জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার কাছে,
এবং ভ্রাতৃগণ, তোমাদেরও কাছে
আমি স্বীকার করি যে আমি কথায়, কাজে ও চিন্তায় পাপ করেছি,
অবহেলা করেও পাপ করেছি:
এ সকল আমারই অপরাধ।
হে নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়া, হে স্বর্গদূত, সাধুসাধ্বী ও ভ্রাতৃগণ,
মিনতি করি, তোমরা সকলে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে
আমার জন্য প্রার্থনা কর।

অথবা

℣ হে প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া কর;
℟ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা ;

℟ আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

অথবা

℣ পবিত্র পরমেশ্বর ! পবিত্র শক্তিশালী ! পবিত্র অমর !

℟ আমাদের দয়া কর। (৫ম শতাব্দী)

ক্ষমা-প্রার্থনার সমাপ্তি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের প্রতি সদয় হোন,
এবং আমাদের পাপ ক্ষমা ক'রে অনন্ত জীবনে চালনা করুন।

℟ আমেন।

## স্তোত্র

সান্ধ্য জ্যোতি ফুরিয়ে যাচ্ছে,
ওগো প্রভু, করি ভিক্ষা,
তব কৃপায় তুমি নিত্য
জেগে থাক মোদের রক্ষায়।

গভীর নিদ্রায় কাছে থেকে
হও তুমি মোদের স্বপন ;
নতুন আলো এলে মোরা
গাই যেন তব গৌরব।

তব জ্যোতি রাত্রির যেন
ঘন তমস করে উজ্জ্বল ;
নবীন আশিস, পরম স্বস্তি,
দিব্য শান্তি কর মঞ্জুর।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তব পুত্র খ্রিষ্টের দ্বারা,

যিনি আত্মা ও তোমার সঙ্গে
ঈশ্বররূপে সদা সজীব। (৫ম শতাব্দী)

অথবা

ওগো জ্যোতি দিবস খ্রিষ্ট,
কর বিলীন রাত্রির তমঃ ;
তুমি যখন স্বয়ং আলো,
প্রদান কর আলোর প্রভা।

পুণ্যতম যিশু প্রভু,
রাত্রিকালে কর রক্ষা ;
তোমাতে হোক মোদের বিশ্রাম,
পুণ্য স্বপন, পরম শান্তি।

ক্লান্তিতে চোখ বোজে যদি,
তবু হৃদি থাকুক সজাগ ;
তব দক্ষিণ হস্তে তুমি
মোদের নিত্য কর পালন।

ভক্তজনদের রক্ষাকর্তা,
কর ধ্বংস যত অমঙ্গল ;
রক্তমূল্যে যাদের কিনলে
তাদের কর প্রতিপালন।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন তুমি মোদের যাচন,
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি। (৫ম শতাব্দী)

## সংক্ষিপ্ত পাঠ

### রবিবার ও মহাপর্ব (১ম সন্ধ্যারতির পরে) দ্বিঃবিঃ ৬:৪-৭

শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে।

### রবিবার ও মহাপর্ব (২য় সন্ধ্যারতির পরে) প্রকাশ ২২:৪-৫

প্রভুর স্বর্গীয় উপাসকেরা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

### সোমবার (১ থে ৫:৯-১০)

ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

### মঙ্গলবার (১ পি ৫:৮-৯)

তোমরা মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর।

### বুধবার (এফে ৪:২৬-২৭, ৩১-৩২)

ভ্রাতৃগণ, ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল

ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

বৃহস্পতিবার (১ থে ৫:২৩)

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক।

শুক্রবার (যেরে ১৪:৯)

তুমি, প্রভু, আমাদের মাঝে রয়েছ, আর আমরা তোমারই আপন নাম বহন করি: আমাদের পরিত্যাগ করো না, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

পুণ্য বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে নিচের শ্লোক বাতিল।

## শ্লোক

পাস্কাকালে নয়

প্র তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।

উ তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।

প্র ওগো প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি তো আমাদের করেছ মুক্ত:

উ আমার আত্মা সঁপে দিই।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।

পাস্কাকালে

প্র তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র ওগো প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি তো আমাদের করেছ মুক্ত।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

পুণ্য বৃহস্পতিবার ও পুণ্য শুক্রবারে শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয় :

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * আমাদের জন্য
মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।

পুণ্য শনিবারে শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধুয়ো গান করা হয় :

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * আমাদের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।
এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম।

## শিমেয়োনের গীতিকা (লুক ২:২৯-৩২)

*খ্রিষ্টই বিজাতীয়দের আলো ও ইস্রায়েলের গৌরব।*

ধুয়ো : জাগরণে * মোদের ত্রাণ কর, প্রভু,
শয়নে মোদের রক্ষা কর ;
মোরা যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে জাগরণ ক'রে
শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও ;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে :

ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।

ধুয়ো : জাগরণে মোদের ত্রাণ কর, প্রভু ;
শয়নে মোদের রক্ষা কর ;
মোরা যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে জাগরণ ক'রে
শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি :

### মহাপর্ব

হে প্রভু, এ রজনীতে আমাদের এ গৃহে তোমার পদধূলি দান কর। সেই শত্রুর ছলনা এ গৃহ থেকে দূরে রেখে তুমি বরং তোমার পবিত্র দূতবাহিনী পাঠাও, তাঁরা যেন আমাদের শান্তিতে রক্ষা করেন। আমাদের উপর নিত্য বিরাজ করুক তোমার আশীর্বাদ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

### রবিবার (১ম সন্ধ্যারতির পরে)

হে প্রভু, এ রাতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াও, আমরা যেন তোমার শক্তিতে নবদিনের আলোতে জেগে উঠে তোমার পুত্রের পুনরুত্থান সানন্দে উদ্‌যাপন করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### রবিবার (২য় সন্ধ্যারতির পরে)

হে পিতা, প্রভুর পুনরুত্থানের এই স্মারকদিন শেষে আমাদের বিনীত প্রার্থনা যেন তোমার কাছে যেতে পারে। তোমার কৃপায় সকল অমঙ্গল থেকে নিরাপদ হয়ে আমরা যেন পরম শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি এবং তোমার প্রশংসাগানের উদ্দেশ্যে সানন্দে পুনর্জাগরিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

### সোমবার

হে পিতা, আমাদের শ্রান্ত শরীরকে পুণ্য বিশ্রাম মঞ্জুর কর। এদিনে পরিশ্রম ক'রে যত বীজ বুনেছি, তোমার আশীর্বাদে তা যেন চিরকালীন ফসলে ফলপ্রসূ হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

### মঙ্গলবার

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে এ রাত্রি আলোকিত কর; পরম শান্তিতে বিশ্রাম করে আমরা যেন নবদিনের আলোতে আনন্দের সঙ্গে তোমার নামে জেগে উঠতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

বুধবার

হে বিনম্র ও কোমলপ্রাণ প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি যে তোমার অনুসারীদের জোয়াল সুবহ ও তাদের বোঝা লঘুভার কর, প্রসন্ন হয়ে আমাদের এদিনের কাজকর্ম গ্রহণ কর। পুণ্য বিশ্রাম মঞ্জুর কর, আমরা যেন অধিক নিষ্ঠাবান হয়ে তোমার সেবায় রত থাকতে পারি। তুমি জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে।

বৃহস্পতিবার

হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, দিনের শ্রমে শ্রান্ত আমরা ; পুণ্য বিশ্রাম দানে আমাদের বলবান কর, আমরা যেন তোমার নিত্য সহায়তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মনেপ্রাণে তোমার সেবা করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

শুক্রবার

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার সমাহিত পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসের বন্ধনে মিলিত হয়ে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে নবজীবনে পুনরুত্থিত হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

পুণ্য বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারে :

℣ এসো, প্রভুকে বলি ধন্য ;

℟ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এবং কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে সমাপনী সঙ্গীত বাতিল।

অন্য সকল উপাসনাকালে :

(পরিঃ) হে পিতা, প্রভুর আশীর্বাদ দান কর।

† প্রভু আশীর্বাদ করুন, যাতে এ রাত্রি শান্তিপূর্ণ ও আমাদের মৃত্যু পবিত্র হয়।

℟ আমেন।

## কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে সমাপনী গীতি

মুক্তিদাতার মহামাতা,
তুমি স্বর্গের সুগম যে দ্বার,
তুমি যে সাগরের তারা,
পড়ে আছি, উঠতে ব্যাকুল, কর গো সাহায্য মোদের।
তুমি যে গাব্রিয়েল দূতের সেই প্রণাম গ্রহণ ক'রে
কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
—প্রকৃতির বিস্মিত চোখে—,
তব পরম পবিত্র জনকের হলে জননী,
পাপীদের কর, কর গো দয়া। (হেরিমান্নুস † ১০৫৪)

প্রণাম, স্বর্গধামের রানী,
দূতবাহিনীর সম্মানিতা, প্রণাম।
প্রণাম, যেসের মূলকাণ্ড, বিশ্বে তুমি জ্যোতির দ্বার।
উল্লাস কর, সুকুমারী, সবার উপর শ্রেষ্ঠা তুমি;
তোমার পুত্র খ্রিষ্টের কাছে মোদের মঙ্গল যাচনা কর। (১২শ শতাব্দী)

স্বর্গের রানী, কর উল্লাস, আল্লেলুইয়া:
যাঁকে গর্ভে বরণ করার যোগ্য ছিলে, আল্লেলুইয়া,
তিনি পুনরুত্থান করলেন যেমনটি বলেছিলেন, আল্লেলুইয়া।
ঈশ্বরের কাছে মোদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আল্লেলুইয়া। (১২শ শতাব্দী)

প্রণাম রানী, দয়াময়ী জননী,
মোদের জীবন, মাধুর্য ও ভরসা, প্রণাম।
হবার নির্বাসিত সন্তান আমরা তোমার নিকট আর্তনাদ করছি;
এই অশ্রুময় সংসারে আমরা

তোমার উদ্দেশে রোদন ও বিলাপ করছি।
হে নিত্যসাহায্যকারিণী,
তোমার সদয় নয়নে মোদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
এই নির্বাসনের পর তোমার গর্ভের ধন্য ফল সেই যিশুকে দেখাও মোদের।
হে দয়াময়ী, হে স্নেহময়ী, হে মাধুর্যময়ী কুমারী মারীয়া। (১১শ শতাব্দী)

প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন;
তুমি নারীকুলে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য।
হে পবিত্রা মারীয়া, ঈশ্বরজননী, আমরা পাপী,
এখুনই ও আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আমেন। (৫ম শতাব্দী)

তোমার আশ্রয় নিয়েছি, হে পবিত্রা ঈশ্বরজননী;
প্রলোভনে আমাদের মিনতি অবজ্ঞা করো না,
সর্বদাই বরং সকল বিপদ থেকে আমাদের মুক্ত কর,
হে গৌরবময়ী ধন্যা কুমারী। (৪র্থ শতাব্দী)

## লাতিন ভাষায় ধন্যা কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে অতিরিক্ত গীতি

*Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli porta manes,*
*et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat, populo:*
*tu quæ genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem.*
*Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore*
*sumens illud Ave, peccatorum miserere.*

অথবা

*Ave, Regina cælorum,*
*ave, Domina angelorum,*
*salve, radix, salve, porta,*
*ex qua mundo lux est orta.*
*Gaude, Virgo gloriosa,*
*super omnes speciosa;*
*vale, o valde decora,*
*et pro nobis Christum exora.*

অথবা

*Regina cæli, lætare, alleluia,*
*quia quem meruisti portare, alleluia,*
*resurrexit, sicut dixit, alleluia,*
*ora pro nobis Deum, alleluia.*

অথবা

*Salve, Regina, Mater misericordiæ;*
*vita, dulcedo et spes nostra, salve.*
*Ad te clamamus, exsules filii Evæ.*
*Ad te suspiramus, gementes et flentes*
*in hac lacrimarum valle.*
*Eia ergo, advocata nostra,*
*illos tuos misericordes oculos*
*ad nos converte.*
*Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,*
*nobis post hoc exsilium ostende.*
*O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.*

অথবা

*Sub tuum præsidium confugimus,*
*sancta Dei Genitrix;*
*nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus;*
*sed a periculis cunctis libera nos semper,*
*Virgo gloriosa et benedicta.*

অথবা

*Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;*
*benedicta tu in mulieribus,*
*et benedictus fructus ventri tui, Iesus.*
*(Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,*
*nunc et in hora mortis nostræ. Amen).*

# সাধুসাধ্বীর পর্বচক্র

## বিশেষ ব্যবস্থা

ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর সূচী

## জানুয়ারী

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ (সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস) ১৬ ১৭ ১৮
১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ (সাধু পল) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

২রা জানুয়ারী

**মহাপ্রাণ সাধু বাসিল ও নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য**

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু বাসিল ও গ্রেগরির জীবনাদর্শ ও ধর্মশিক্ষায় তোমার ভক্তমণ্ডলীকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর : আমরা যেন তোমার সত্যবাণী নম্রচিত্তে শিখে নিতে পারি ও ভ্রাতৃপ্রেমে তা বিশ্বস্তভাবে সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,

তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।

যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,

তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি, * স্বয়ং প্রভুই,

সিয়োনের মধ্যে তোমাদের চালিত করব ;

তোমাদের আমার মনের মত পালকদের দেব,

তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে। গীতিকা

৩রা জানুয়ারী

# ‘যিশু’ পবিত্রতম নাম

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, মানবজাতির পরিত্রাণ তুমি তোমার বাণীর মাংসধারণেই স্থাপন করেছ। অনুনয় করি : যারা তোমার দয়া প্রার্থনা করে, তোমার সেই জনগণকে সেই দয়া মঞ্জুর কর, যাতে সকলে একথা জানতে পারে যে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের নাম ছাড়া আর অন্য কোনো নাম নেই, যে-নাম ক’রে মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তিনি * নিজেকে উৎসর্গ করলেন
যাতে আপন জনগণকে মুক্ত করতে পারেন
ও নিজের জন্য গৌরবময় এক নাম অর্জন করতে পারেন। গীতিকা

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁর নাম * তুমি যিশু রাখবে,
কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। গীতিকা

৭ই জানুয়ারী

## সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্ট, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পুরোহিত সাধু রেমণ্ডকে তুমি পাপী ও বন্দিদের প্রতি অপূর্ব দয়া ও করুণার গুণাবলিতে অলঙ্কৃত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পাপের দাসত্ব থেকে রেহাই পেয়ে আমরা যেন মুক্ত অন্তরে তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১০ই জানুয়ারী

## নিসার সাধু গ্রেগরি, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু গ্রেগরি নিজের জীবন ও শিক্ষার উজ্জ্বল আদর্শ রেখে অতুলনীয়ভাবে তোমার মাহাত্ম্যের প্রশংসাগান করেছিলেন। আশীর্বাদ কর, নিম্ন বস্তু ভুলে গিয়ে ঊর্ধ্বের দিকেই ধাবিত হয়ে আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে ঐশআহ্বানের পূর্ণতা লাভ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৩ই জানুয়ারী

## সাধু হিলারিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, বিশপ সাধু হিলারিউস নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার পুত্রের ঈশ্বরত্ব সমর্থন করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন এই মর্মসত্য যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করি ও বিশ্বস্তভাবে তা ঘোষণা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৫ই জানুয়ারী

# সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের শিষ্য

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের পর্বদিনে,

এসো, আমাদের প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মাউরুস-প্লাচিদুসের কথা,
ওগো ঈশ্বর, করি স্মরণ ;
তাঁদের মত মোরাও, প্রভু,
সন্ন্যাসব্রতী হে।

পিতৃপ্রাসাদের অপেক্ষা
মাউরুস ভাবলেন, মঠই উত্তম ;
সংসার মায়া ! বরণ করব
খ্রিষ্টের জোয়াল হে।

সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ
তাঁরই মধ্যে প্রকাশিত :
পুণ্য পিতার উজ্জ্বল ভক্তির
স্বর্গবাসী হে।

পুণ্য পিতার আদেশ শুনে
মাউরুস পিতরেরই মত
জলের উপর দিয়ে ছুটে
ভাইকে করেন ত্রাণ।

ভ্রাতার পুণ্য জীবন দে'খে
ছোট প্লাচিদুস উদ্দীপ্ত ;
তাঁরই সঙ্গে তিনি এখন
তিনিই দর্পণ হে।

সন্ন্যাস-নিয়ম ক'রে পালন
পরম ত্রিত্ব, তব স্তুতি

মোরাও যেন লাভি স্বর্গ।

গাইব চিরকাল। (প্রাচীন সন্ন্যাস-প্রাহরিক উপাসনা)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * দৃষ্টি রাখেন সেই ধার্মিকদের পথে,
যারা তাঁর বিধান জপ করে নিশিদিন। সাম ১

২য় ধুয়ো : তারা * প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রচার করল,
তিনি আপন পবিত্র পর্বতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : এই তো * প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর। সাম ২৪

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : সুখী তারা, * যাদের বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
তারা তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * সুখী তারা,
যারা তোমাতেই ভরসা রাখে ;
যাদের আচরণ নিখুঁত, তুমি মঙ্গল থেকে তাদের বঞ্চিত কর না,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকবে। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : ধার্মিক মানুষ * বিকশিত হবে খেজুরগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত। সাম ৯২

প্র এই তো প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
উ তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি * পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক।

### ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

### ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক।

*প্র* আপন সাধুসাধ্বীর মধ্যে প্রভু গৌরবময়।

*উ* আপন মহিমায় তিনি ভয়ঙ্কর।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১৯:৩-১২ অথবা মার্ক ১০:১৭-৩০ অথবা লুক ৯:৫৭-৬২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের সাধু মাউরুস * বাল্যকাল থেকে
সংসারের ঐশ্বর্যের চেয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর সঙ্গে বিনম্রতাই ভালবাসলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : বাধ্যতার পাখায় ভর ক'রে
তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন ;
ঈশ্বরের আত্মা যাকে বহন করেন,
উন্মত্ত ঊর্মিমালা তাকে নিমজ্জিত করতে পারে না। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : ধন্য প্লাচিদুসকে * বাল্যকাল থেকেই
পবিত্র বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট
বালক প্লাচিদুসের সঙ্গে পর্বতচূড়ায় গিয়ে
দীর্ঘ সময় প্রার্থনা করলেন,
আর দেখ, সহসা ভাইদের জন্য প্রবাহিত হতে লাগল জল। গিতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভু * তাঁদের মনোনীত করলেন,
আমরা যেন তাঁদের সন্ন্যাসজীবন ও বাধ্যতার আদর্শ পালন করি। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:১৭-১৮)

ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

## শ্লোক

*প্র* প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

*উ* প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

*প্র* সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

*উ* মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পুণ্যবান সন্ন্যাসী, * বাল্যকাল থেকে তোমরা সংসার তুচ্ছ ক'রে
পুণ্য নিয়মের জোয়াল করেছ বহন :
খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়েছ ব'লে
এখন তোমরা তাঁর আনন্দরাজ্যে বিরাজ করছ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কতিপয় সন্ন্যাস-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছেন যেন মণ্ডলীতে ঐশসেবার প্রতিষ্ঠান সবসময় বর্তমান থাকে, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি।*

-তুমি সাধু বেনেডিক্টকে সন্ন্যাসজীবনের পিতা ও উজ্জ্বল আদর্শ করেছ। তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারেন।

-তুমি কতিপয় সন্ন্যাসনিয়ম-লেখায় প্রেরণা দিয়েছিলে যাতে সেগুলি পালনে মণ্ডলীতে পবিত্রতার ফসল বৃদ্ধি পায়। আশীর্বাদ কর, প্রতিটি সঙ্ঘে যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে নিয়ম-পালনও জীবনের উৎস বলে গণ্য করা হয়।

-তুমি চেয়েছ, সন্ন্যাসীদের প্রশংসাগান স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যুক্ত থাকবে। সহায়তা কর, আমাদের উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি যেন এমনই ভক্তিপূর্ণ হয়, যাতে তোমার কাছে তা ধূপের মত গ্রহণযোগ্য হয়।

-তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধু বেনেডিক্ট বিনম্রতার সিঁড়ির কথা উপস্থাপন করেছিলেন। সকল সন্ন্যাসীকে উদ্দীপিত কর, তাঁরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-স্বর্গধামে বহু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী তোমার মহিমাকীর্তনে নিত্য নিয়োজিত। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসজীবন-ব্যবস্থা যেন সর্বদা জাগরিত থাকে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের সাধু মাউরুস * বাল্যকাল থেকে
সংসারের ঐশ্বর্যের চেয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর সঙ্গে বিনম্রতাই ভালবাসলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না। কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব; কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ। পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল? তা হবে তার গৌরবের কারণ। অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি? অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি? তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে, জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

*প্র* আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,

*উ* স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য প্লাচিদুসকে * বাল্যকাল থেকেই
পবিত্র বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা, জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ। সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত, লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর। ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান, তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য। তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর, গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ। তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে: প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

*প্র* প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,

*উ* কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু * তাঁদের মনোনীত করলেন,
আমরা যেন তাঁদের সন্ন্যাসজীবন ও বাধ্যতার আদর্শ পালন করি।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রবচন ৪:১-২, ২০-২৩)

সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও, কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি; আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না। সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও, আমার কথায় কান দাও। তা তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না, তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা রক্ষা কর। কেননা যারা তার সন্ধান পায়, তাদের পক্ষে তা জীবন, তাদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যস্বরূপ। তোমার হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি রাখ, কেননা তা থেকেই জীবন নিঃসৃত হয়।

*প্র* ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি,

*উ* ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের সাধু মাউরুস * বাল্যকাল থেকে
সংসারের ঐশ্বর্যের চেয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর সঙ্গে বিনম্রতাই ভালবাসলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বাধ্যতার পাখায় ভর ক'রে
তিনি জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন ;
ঈশ্বরের আত্মা যাকে বহন করেন,
উন্মত্ত ঊর্মিমালা তাকে নিমজ্জিত করতে পারে না। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : ধন্য প্লাচিদুসকে * বাল্যকাল থেকেই
পবিত্র বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট
বালক প্লাচিদুসের সঙ্গে পর্বতচূড়ায় গিয়ে
দীর্ঘ সময় প্রার্থনা করলেন,
আর দেখ, সহসা ভাইদের জন্য প্রবাহিত হতে লাগল জল। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : প্রভু * তাঁদের মনোনীত করলেন,
আমরা যেন তাঁদের সন্ন্যাসজীবন ও বাধ্যতার আদর্শ পালন করি। গীতিকা ১৯

## শ্লোক

℣ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

℟ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

℣ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন প্রভু আপন উত্তরাধিকার রূপে।

℟ প্রভুতে আনন্দ কর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যারা সবকিছু ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ করেছ,
তোমরা এর শতগুণ পাবে ও অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি :

*আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুসের মধ্য দিয়ে তুমি তুলে ধরেছ সন্ন্যাসজীবনের এক উজ্জ্বল আদর্শ। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি, যেন তাঁদের পুরস্কারেরও অংশভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৭ই জানুয়ারী

## সাধু আন্তনি, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেরণায় মঠাধ্যক্ষ সাধু আন্তনি প্রান্তরে বাস ক'রে আদর্শ সন্ন্যাসজীবন পালনে তোমার সেবা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : আত্মত্যাগ করে আমরাও যেন সবকিছুর উর্ধ্বে তোমাকেই ভালবাসি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা কী খাবে * বা কী পান করবে,

এই বিষয়ের তত অন্বেষা করো না, ব্যস্তও হয়ো না।

তোমাদের পিতা তো জানেন যে,
তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। গীতিকা

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : ভ্রাতৃগণ, * তোমরা যদি সত্যিকারে ধনবান হতে চাও,
তাহলে অবিনশ্বর ঐশ্বর্যই ভালবাস। গীতিকা

২০শে জানুয়ারী

## সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমিই তোমার যাজকদের গৌরব! আশীর্বাদ কর: তোমার সাক্ষ্যমর সাধু ফাবিয়ানের প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন এক-বিশ্বাসের সহভাগিতায় ও যথার্থ সেবা অর্পণে খ্রিষ্টীয় জীবনে অগ্রসর হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২০শে জানুয়ারী

## সাধু সেবাস্তিন, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার কৃপায় আমাদের অন্তরে দৃঢ়তার আত্মিক প্রেরণা সঞ্চার কর, তোমার সাক্ষ্যমর সাধু সেবাস্তিনের উজ্জ্বল আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন মানুষের চেয়ে তোমারই প্রতি বাধ্যতা দেখাতে শিখি।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২১শে জানুয়ারী

# সাধ্বী আগ্নেস, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি।

সন্ধ্যারতি

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হে শহীদদের আন্তর শক্তি,
হে কৌমার্যের উজ্জ্বল জ্যোতি,
তুমিই তো এ সাধ্বীর মুকুট,
শোন এখন এ মিনতি।

কী সৌভাগ্য এ কুমারীর :
কুমারীত্বে অলঙ্কৃতা,
শহীদমৃত্যু বরণ ক'রে
দ্বিগুণ মুকুটে ভূষিতা।

সেই নির্যাতকেরই সামনে
যখন দেখলেন কাছেই মরণ,
তখন অন্তর দৃঢ় ক'রে
তিনি নিলেন তব শরণ।

যত পীড়ন সহ্য ক'রে,
জয় ক'রে যত আকর্ষণ,
তিনি কুমারীত্বের ছবি,
তিনি বিশ্বাসের নিদর্শন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
যত পাপ কর হরণ,
তব কৃপাস্পর্শে যেন
করি পুণ্য জীবনধারণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত।

১ম ধুয়ো : আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট * তাঁর বিশ্বস্ততার আঙটি দানে আমাকে বেছে নিলেন ;
তিনি কনে-মুকুটে আমার মাথা ভূষিত করলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যিনি স্বর্গমর্তের প্রভু, * যিনি সূর্য ও চন্দ্রের চেয়েও সুন্দরতম,
আমি সেই খ্রিষ্টেরই বাগ্‌দত্তা কনে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : খ্রিষ্ট * আমার ওষ্ঠ সীল করলেন,
আমি যেন অন্য কোন প্রেমিককে গ্রহণ না করি। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * খ্রিষ্টের মুখ থেকে মধু ও দুধ গ্রহণ করেছি ;
তাঁরই রক্তে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল অলঙ্কৃত। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আনন্দ কর, * আমার সঙ্গে তোমরা সকলে মেতে ওঠ ;
আমি যে এখন খ্রিষ্টের পাশে জীবনযাপন করছি পুণ্যজনদের গৌরবধামে।
সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ১:৩-৫)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই

সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

## শ্লোক

প্র তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

প্র আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।

উ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যা বাসনা করেছি, * আমি এখন তা দেখতে পাচ্ছি;
যা আশা করেছি, আমি এখন তা পেয়ে গেছি,
আমি এখন স্বর্গে তাঁরই সঙ্গে মিলিতা,
জীবনকালে যাঁকে গভীর ভক্তির সঙ্গে ভালবেসেছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

সুসমাচারের সাক্ষ্য দেবার কারণে যাঁদের বধ করা হয়েছে, আসুন, সেই সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে এক হয়ে পিতা ঈশ্বরের পরম সাক্ষ্যদাতা আমাদের ত্রাণকর্তার প্রশংসাবাদ করে বলি :

*তোমার রক্ত দ্বারা, প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।*

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের প্রকৃত আত্মিক মুক্তি দান কর।

-যাঁরা নিজেদের রক্ত দান ক'রে তোমার পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের বিশ্বাস গভীর ও অটল করে তোল।

-যাঁরা ক্রুশের পথ ধরে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে সঙ্কটের সময়ে আমাদের সুস্থির করে রেখ।

-যাঁরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংসারের যত আকর্ষণ জয় করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, জগতের যা দুর্বল, তুমি তো তা-ই বেছে নাও, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যারা সাক্ষ্যমর সাধ্বী আগ্নেসের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যেন বিশ্বাস-রক্ষায় তাঁর নিষ্ঠতা অনুসরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সুকুমারী মাতার স্রষ্টা
সুকুমারীর হলেন সন্তান।
এ কুমারীর পর্বদিনে
মেতে উঠব স্তুতিগানে।

এ কুমারী দু'বার ধন্যা :
সংসার যতই হিংস্র লালস,
তিনি তৃপ্তি করলেন বর্জন,
শহীদমুকুট করলেন অর্জন।

যত পীড়ন, যত কষ্ট
তিনি করলেন না কো ভয়।
খ্রিষ্টের জন্য রক্ত দিলেন,
স্বর্গে গৌরব-আসন পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের পাপ কর ক্ষমা ;
তবেই গাইব পুণ্য অন্তরে
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তারা * তাঁকে সেই পাপের ঘরে নিয়ে যাচ্ছে,
এমন সময় আগ্নেস দেখলেন,
তাঁকে রক্ষা করতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন প্রভুর এক দূত। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমি * ভয় করি না।
আমার দেহের রক্ষাকর্তা ব'লে আমার সঙ্গে আছেন প্রভুর দূত। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : আমার বর সেই খ্রিষ্টের প্রতি * আমি বিশ্বস্ত থাকব।
প্রেমপূর্ণ অন্তরেই আমি তাঁর কাছে নিজেকে অর্পণ করি। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : হে পিতা, * আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই :
তোমার পুত্র আমার বর সেই খ্রিষ্ট দ্বারা
আমি সাক্ষ্যমরণলগ্নে জয়ী হলাম। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : আনন্দ কর, * আমার সঙ্গে তোমরা সকলে মেতে ওঠ ;
আমি যে এখন খ্রিষ্টের পাশে জীবনযাপন করছি পুণ্যজনদের গৌরবধামে।

গীতিকা ১৮ অথবা গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

## শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে

আগ্নেস দু'হাত তুলে পিতার কাছে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন,

আমি এবার তোমার কাছে আসছি, আমাকে গ্রহণ কর।

আমি শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি, শুধু তোমারই অন্বেষণ করেছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যে ক্ষণে সাক্ষ্যমরদের রাজা পাস্কাভোজে বসে আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, সেই ক্ষণে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁর স্তুতিবাদ করি:

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমি সাক্ষ্যমরদের আদর্শ ও শক্তি। তুমি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে আমাদের ভালবেসেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি অনুতপ্ত পাপীকে শাশ্বত পুরস্কার দান করবে বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-পাপক্ষমার উদ্দেশে পাতিত তোমার রক্তকে নিবেদন করতে তুমি মণ্ডলীকে আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আজও আমাদের বিশ্বাস অটল করে রেখেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আমাদের ভাইবোনদের তোমার মুক্তিদায়ী মৃত্যুর অংশভাগী করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, জগতের যা দুর্বল, তুমি তো তা-ই বেছে নাও, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যারা সাক্ষ্যমর সাধ্বী আগ্নেসের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যেন বিশ্বাস-রক্ষায় তাঁর নিষ্ঠতা অনুসরণ করতে

পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

২২শে জানুয়ারী

## সাধু ভিনসেণ্ট, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, করুণাবিষ্ট হয়ে আমাদের উপর তোমার ঐশআত্মাকে বর্ষণ কর, যেন আমাদের অন্তরে সেই বলীয়ান ভক্তি জেগে ওঠে, যা দ্বারা তোমার সাক্ষ্যমর সাধু ভিনসেণ্ট দৈহিক সকল নিপীড়নের উপর জয়ী হলেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৪শে জানুয়ারী

## সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তোমার বিশপ সাধু ফ্রান্সিসের অন্তর তুমি এমন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছিলে যে, আত্মাদের পরিত্রাণের জন্য তিনি সকলের কাছে সবকিছু হয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : তাঁর আদর্শে আমরাও যেন ভাইবোনদের সেবা করায় তোমার

ভালবাসার নম্রতা সর্বদাই দেখাতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৫শে জানুয়ারী

# প্রেরিতদূত সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস-জাগরণ

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন,
এসো, আমাদের সেই পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি সেই খ্রিষ্ট, * যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আনানিয়াস, যাও!
শৌল নামে মানুষের সন্ধান কর।
আমি তাকে মনোনীত করেছি
সে যেন সর্বজাতির কাছে আমার নাম প্রচার করে। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : যত সমাজগৃহে
পল যিশুকে খ্রিষ্ট ব'লেই প্রচার করতেন। সাম ৬৪

প্র প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল,
উ ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।

প্রথম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : শৌল ওরফে পল * মহাপ্রচারক হয়ে উঠলেন।
ঈশ্বরের সহায়তায় তিনি ইহুদীদের দিশেহারা করে দিতেন। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : আমি যা আছি, * তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি;
আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : পল, * আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট!
আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে। সাম ১০১

প্র একসময় যিনি আমাদের নির্যাতন করতেন,
উ তিনি এখন খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রচার করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র নিজের বিষয়ে গর্ব করব না ;
উ শুধু নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই গর্ব করব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

## সুসমাচার ঘোষণা : মথি ২৮:১৬-২০

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি পুঁতে দিলাম, * আপল্লোস জল দিলেন,
কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আমি * আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব,
যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমার প্রতি * ঐশঅনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি ;
বরং সেই অনুগ্রহ ছিল আমার নিত্যসহায়। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : দামাস্কে থাকাকালে
আরেতাস রাজার নিযুক্ত শাসনকর্তা আমাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।
তখন ধর্মভাইয়েরা আমাকে একটা ঝুড়িতে বসিয়ে
নগরপ্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে বাইরে নামিয়ে দিল।
এতে আমি প্রভুর নামে রাজার হাত এড়াতে পারলাম। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুর নামের খাতিরে
আমি তিনবার বেত্রাঘাত,
একবার পাথর ছুড়ে মারা,
তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ২৬:১৬খ-১৮)

তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। আমি তোমাকে উদ্ধার করব এই জাতির মানুষের হাত থেকে আর সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি তুমি যেন তাদের চোখ খুলে দাও, ফলে তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

## শ্লোক

℣ তুমি মনোনীত পাত্র, * হে প্রেরিতদূত পল।
℟ তুমি মনোনীত পাত্র, * হে প্রেরিতদূত পল।
℣ সমগ্র জগৎ জুড়ে তুমি সত্যবাণীর প্রচারক,
℟ হে প্রেরিতদূত পল।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ তুমি মনোনীত পাত্র, * হে প্রেরিতদূত পল।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্য প্রভু! * যে পল ছিলেন খ্রিষ্টের শত্রু
তিনি তাঁকে খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত হতে আহ্বান করলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি পুঁতে দিলাম, * আপল্লোস জল দিলেন,
কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২-১৩)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অথচ আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি * আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব,
যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১৪-১৫)

খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে ; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়!

*প্র* তুমিই, প্রভু, আমার প্রদীপ আলোময় করে রাখ,

*উ* আমার পরমেশ্বর আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার প্রতি * ঐশঅনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি ;
বরং সেই অনুগ্রহ ছিল আমার নিত্যসহায়।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১৬)

এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রিষ্ট যিশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

*প্র* হে প্রভু, আমি তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল ধরে,

*উ* আমার প্রতি তোমার কৃপা যে সত্যি মহান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি পুঁতে দিলাম, * আপল্লোস জল দিলেন,
কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমি * আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব,
যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : আমার প্রতি * ঐশঅনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি ;
বরং সেই অনুগ্রহ ছিল আমার নিত্যসহায়। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : দামাস্কে থাকাকালে
আরেতাস রাজার নিযুক্ত শাসনকর্তা আমাকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন।
তখন ধর্মভাইয়েরা আমাকে একটা ঝুড়িতে বসিয়ে
নগরপ্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে বাইরে নামিয়ে দিল।
তাই আমি প্রভুর নামে রাজার হাত এড়াতে পারলাম। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : প্রভুর নামের খাতিরে
আমি তিনবার বেত্রাঘাত,
একবার পাথর ছুড়ে মারা,
তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:৯-১০)

সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।

## শ্লোক

*প্র* আমি প্রভুর স্তুতিবাদ করব * সমস্ত হৃদয় দিয়ে।
*উ* আমি প্রভুর স্তুতিবাদ করব * সমস্ত হৃদয় দিয়ে।
*প্র* তোমার নাম গৌরবান্বিত করব সর্বজাতির মাঝে,
*উ* সমস্ত হৃদয় দিয়ে।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আমি প্রভুর স্তুতিবাদ করব * সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রেরিতদূত সাধু পল,
হে সত্যবাণীর প্রচারক ও সর্বজাতির ধর্মগুরু,
যিনি তোমাকে মনোনীত করলেন,
আমাদের হয়ে তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পলের বাণীপ্রচারে তুমি সারা জগৎকে আলোকিত করেছ। আশীর্বাদ কর: আজ যাঁর খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণের কথা স্মরণ করি, তাঁর আদর্শ অনুকরণে তোমার অধিকতর নিকটে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন জগতের সামনে তোমার সত্যের সাক্ষী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৬শে জানুয়ারী

## সাধু রবার্ট, আলবারিক ও স্তেফান

### সিতোর মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের সামনে তোমার সাধুদের জীবনকে তোমার কাছে নিবেদিত জীবনাদর্শ বলে তুলে ধর। আশীর্বাদ কর : সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও যেন একই বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকর্ম সাধনেই আমাদের ভক্তি দেখাতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দেখ, * ভাইদের একত্রে বাস করা

কতই না ভাল, কতই না সুন্দর! গীতিকা

২৭শে জানুয়ারী

## সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু তিমথি ও তীতকে প্রৈরিতিক গুণাবলিতে ভূষিত করেছিলে। উভয়েরই প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: ইহলোকে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে জীবনযাপন ক'রে আমরা যেন স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে পৌঁছবার যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁরা * পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে প্রভুর সেবা করলেন তাঁদের সমস্ত দিন;
তাই প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, গৌরব-বসনে তাঁদের পরিবৃত করলেন।
গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এসো, * ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,
সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকি। গীতিকা

একই দিন ২৭শে জানুয়ারী

## সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী অথবা সাধ্বী (শিক্ষাব্রতিনী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, চিরকুমারী সাধ্বী আঞ্জেলা তোমার কাছে নিয়তই আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন, তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম ও দূরদর্শিতার আদর্শ অনুকরণে আমরাও যেন তোমার ঐশবাণী অন্তরে গেঁথে রেখে নিজেদের জীবনে তা সার্থক করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৮শে জানুয়ারী

# আকুইনোর সাধু টমাস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি সাধু টমাসকে পুণ্য জীবনধারণ ও ঐশতত্ত্ব গবেষণার এক উজ্জ্বল আদর্শ করে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর: তিনি যা শিখিয়েছিলেন আমরা যেন তা উপলব্ধি করতে পারি, যা সাধন করেছিলেন তা যেন অনুকরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : টমাস * সারা জীবন ধরে ঐশসত্যগুলি গবেষণা করলেন।
তিনি ঐশসত্য ও প্রেমের জল পান করার জন্য সদাই ব্যাকুল ছিলেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঈশ্বর * তোমাকে দান করলেন মহাপ্রজ্ঞা :
তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে তা গ্রহণ করলে, মুক্তহস্তে তা সম্প্রদান করলে। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু টমাস,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। গীতিকা

## ৩১শে জানুয়ারী

## সাধু জন বস্কো, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (শিক্ষাব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেরণা গুণেই পুরোহিত সাধু জন তরুণদের পিতা ও গুরু হয়ে উঠেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর মত একই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরাও যেন আত্মাদের মঙ্গল অন্বেষণ করি ও কেবল তোমারই সেবা করি। তোমার পুত্র আমাদের

প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

# ফেব্রুয়ারী

১ ২ (প্রভুকে উপস্থাপন) ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ (সাধ্বী স্কলাস্তিকা) ১১ ১২ ১৩ ১৪
১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ (পিতরের ধর্মাসন) ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

## ২রা ফেব্রুয়ারী

## মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

পর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় (২য়) সন্ধ্যারতি

### ১ম সন্ধ্যারতি

১ম সন্ধ্যারতি তখনই পালিত হবে, যখন পর্বটি রবিবার দিনে পড়ে।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;
℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;

জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি যে কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ পর্বোৎসবে,
তুমি যে নিবেদিত হলে এদিনে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারীর ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধার্মিক ভক্তপ্রাণ শিমেয়োন * ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় ছিলেন।
পবিত্র আত্মা তাঁর উপর ছিলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মা * শিমেয়োনকে এই কথা জানিয়েছিলেন যে,
প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : শিমেয়োন * শিশুকে কোলে নিলেন
এবং ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ঐশপ্রকাশে * বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : বিধানের নির্দেশমত * তাঁরা প্রভুর কাছে
একজোড়া ঘুঘু বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১০:৫-৭)

এই জগতে প্রবেশ করার সময়ে খ্রিষ্ট এই কথা বলেন: 'যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি, তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি, —শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।'

## শ্লোক

*প্র* প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ,

*প্র* যা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন সকল জাতির সামনে,

*উ* তাঁর সেই পরিত্রাণ।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: প্রাচীন শিমেয়োন * শিশুকে হাতে ক'রে বহন করছিলেন,
শিশুই কিন্তু প্রাচীনের অবলম্বন।
নিত্যকুমারী মারীয়া যে পুত্রকে প্রসব করলেন,
তিনি তাঁকে পূজা করেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আজ যাঁকে মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, আসুন, আমরা আমাদের সেই ত্রাণকর্তাকে পূজা করে বিশ্বাসের সঙ্গে অনুনয় করি:

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিত্রাণের দর্শন পাই।*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমিই সেই আলো যা সর্বজাতির মানুষকে আলোকিত করে। যারা এখনও তোমাকে চেনে না, তুমি তাদের আলোকিত কর, তারাও যেন বিশ্বাস করতে পারে যে তুমিই একমাত্র জীবনময় ও সত্যকার ঈশ্বর।

-তুমিই তোমার আপন জাতির গৌরব! তোমার আশীর্বাদে তোমার মণ্ডলীর আলো যেন সারা পৃথিবী জুড়ে বিকশিত হতে পারে।

-হে সর্বজাতির প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা, তুমি যেমন একদিন সেই প্রাচীন ধর্মপ্রাণ শিমেয়োনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজও সকল মানুষ তোমাকে চিনে যেন মুক্তি পায়।

-শিমেয়োন ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, তোমার মায়ের হৃদয় দুঃখের খড়্গ দ্বারা বিদীর্ণ হবে। যারা তোমার জন্য নির্যাতন ভোগ করেন, তাদের সান্ত্বনা ও শক্তি দান কর।

-হে নিখিল সাধুসাধ্বীর আনন্দ খ্রিষ্ট, মরবার আগেই শিমেয়োন তোমাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যাঁরা স্বর্গীয় যেরুশালেমে পৌঁছে তোমার শ্রীমুখের দর্শন পেতে আকাঙ্ক্ষিত, সেই সকল পরলোকগত ভক্তকে সেই চির আনন্দের দর্শন দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : শাসনকর্তা প্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আসছেন ;

সিয়োন, আনন্দোল্লাসের সঙ্গে তোমার ঈশ্বরকে বরণ করতে যাও। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম বাণী, পুণ্য পিতার
বক্ষস্থলবহির্ভূত,
মানুষ হয়ে হলে তুমি
কালের নিয়ম-বশীভূত।

মোদের মন উদ্বুদ্ধ কর,
তব প্রেমে অন্তর জ্বলুক,
ক্ষয়প্রাপ্ত সংসার ত্যাগে
স্বর্গের বাঞ্ছায় হৃদি ভরুক।

শেষ বিচারে বিচারপতি
পাপীর দণ্ড দেবেন যখন,
তোমার কাছে মোদের ডাকতে
যেন কণ্ঠ শুনি তখন।

অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে
তব কৃপায় পাব মুক্তি,
ঈশ্বরের সম্মুখে মোরা
দিব্য সুখে পাব তৃপ্তি।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য পরম ত্রিত্ব। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে নব-সিয়োন, * উল্লাস কর, আনন্দে মেতে ওঠ ;
দেখ, তোমার রাজা আসছেন, তিনি কোমলপ্রাণ, ত্রাণকর্তা তিনি। সাম ২

২য় ধুয়ো : চল, * আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : তিনি নিজেই * প্রভুর জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করবেন ;
সগৌরবে এসে তিনি যাজক হবেন তাঁর সিংহাসনে আসীন হয়ে। সাম ৪৫

প্র দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি ;
উ তখন তুমি জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : এই জগতে * প্রবেশ করার সময়ে
খ্রিষ্ট এই কথা বলেন :
যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি,
বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ। সাম ৪৮

২য় ধুয়ো : এ শিশু, * ইস্রায়েলের মধ্যে
অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত। সাম ৭২

৩য় ধুয়ো : শিমেয়োন * মারীয়াকে বললেন,
তোমার নিজের প্রাণ এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে। সাম ৯৮

℣ সেই বিগত দিন, সেই প্রাচীনকালেরই মত
℟ প্রভু যুদা ও যেরুশালেমের বলিদানে আবার প্রীত হবেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, * মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি—একথা বলছেন প্রভু।

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৯:১-৬)

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত,
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

তুমি বাড়িয়েছ পুলক,
আনন্দ করেছ মহান,

তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে, †
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।

কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল, †
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা, রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

এসব কিছু সাধন করবে
সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**খ্রিষ্টই আমাদের শান্তি** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।

খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন : †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি—একথা বলছেন প্রভু।

প্র তোমার মন্দিরে, পরমেশ্বর,
উ আমরা তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ১:১-১৮ অথবা যোহন ৩:১৬-২১।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই

মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : শাসনকর্তা প্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আসছেন ;

সিয়োন, আনন্দোল্লাসের সঙ্গে তোমার ঈশ্বরকে বরণ করতে যাও। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো সিয়োন, মিলনকক্ষ
করে তোল অলঙ্কৃত ;
দেখ ! আসছেন তব রাজা,
কর তাঁকে সমাদর।

মরিয়মকে আলিঙ্গন কর,
স্বর্গের তোরণদ্বার যে তিনি :
তাঁরই দ্বারা নবজ্যোতির
গৌরব-রাজারই প্রবেশ।

সর্বযুগের পূর্বে যিনি
পিতা থেকে ছিলেন জাত,
সুকুমারী প্রভুর গৃহে
করেন তাঁকে নিবেদন।

শিমেয়োন নিজ কোলে তাঁকে
তুলে নিয়ে করলেন প্রচার :
জীবন-মৃত্যুর তিনিই প্রভু,
তিনিই বিশ্বের পরিত্রাণ।

আজই হলে উপস্থাপিত,
তব, খ্রিষ্ট, করি স্তুতি,
পরম পিতা ও পবিত্রাত্মার
সমস্তুতি করব হে। (পিতর আবেলার্দুস † ১০৪১)

১ম ধুয়ো : ধার্মিক ভক্তপ্রাণ শিমেয়োন * ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় ছিলেন।
পবিত্র আত্মা তাঁর উপর ছিলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মা * শিমেয়োনকে এই কথা জানিয়েছিলেন যে,
প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : শিমেয়োন * শিশুকে কোলে নিলেন
এবং ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ঐশপ্রকাশে * বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : বিধানের নির্দেশমত * তাঁরা প্রভুর কাছে
একজোড়া ঘুঘু বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মালা ৩:১)

দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন। তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন।

## শ্লোক

প্র প্রভুর চরণে কর প্রণিপাত * তাঁর পবিত্র মন্দির মাঝে।

উ প্রভুর চরণে কর প্রণিপাত * তাঁর পবিত্র মন্দির মাঝে।

প্র প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি,

উ তাঁর পবিত্র মন্দির মাঝে।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভুর চরণে কর প্রণিপাত * তাঁর পবিত্র মন্দির মাঝে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তাঁরা * যিশুকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

তখন শিমেয়োন শিশুটিকে কোলে নিয়ে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মারীয়া ও যোসেফ যাঁকে আজ মন্দিরে উপস্থিত করিয়েছিলেন, আসুন, এই প্রাতঃকালীন উপাসনালগ্নে আমাদের সেই ত্রাণকর্তাকে পূজা করে অনুনয় করি:

*হে সর্বজাতির আলো, তোমার জনগণকে আলোকিত কর।*

-হে প্রভু, তুমি চেয়েছিলে, বিধানের নির্দেশমত তোমার পিতামাতা তোমাকে যেরুশালেমের মন্দিরে পরম পিতার কাছে উপস্থিত করাবেন। তোমার মণ্ডলীর আত্মোৎসর্গদানে তোমার সঙ্গে নিজেদের উৎসর্গ করতে আমাদের শেখাও।

-হে আমাদের আনন্দ ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মপ্রাণ শিমেয়োন তোমার পিতার গৃহেই তোমার দর্শন পেয়েছিলেন। সাহায্য দান কর, আমরাও যেন তোমার মণ্ডলীর দুঃখক্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যে তোমাকে চিনতে পারি।

-হে সর্বজাতির প্রতীক্ষিত মুক্তিদাতা, যারা ইস্রায়েলের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, সেই আন্না তাদের কাছে তোমার কথা বলছিলেন। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার শুভসংবাদ যোগ্যরূপে প্রচার করতে পারি।

-হে প্রভু যিশু, তুমিই ঐশরাজ্যের সেই সংযোগপ্রস্তর যা অস্বীকৃত এক ঐশচিহ্নরূপে স্থাপিত হল। কৃপা দান কর, মানুষ যেন বিশ্বাস ও প্রেমের জীবন যাপন ক'রে তোমাতেই পুনরুত্থান ও জীবন খুঁজে পেতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধার্মিক ভক্তপ্রাণ শিমেয়োন * ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় ছিলেন।
পবিত্র আত্মা তাঁর উপর ছিলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৮:১৩ক, ১৪)

সেনাবাহিনীর প্রভু, কেবল তাঁকেই তোমরা পবিত্র বলে মান। ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য তিনি হবেন এমন প্রস্তর যা মানুষের পতন ঘটাবে, এমন শৈল যাতে লোকে হোঁচট খাবে; যেরুশালেম-বাসীদের জন্য একটা ফাঁদ, একটা ফাঁস।

℣ ইস্রায়েলকুলের প্রতি তাঁর কৃপা, তাঁর বিশ্বস্ততা

℟ প্রভু করেছেন স্মরণ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পবিত্র আত্মা * শিমেয়োনকে এই কথা জানিয়েছিলেন যে,
প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৬)

প্রভু আমাকে বললেন: 'যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।'

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ,

*উ* সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : শিমেয়োন * শিশুকে কোলে নিলেন
এবং ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১২:৫-৬)

প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ, সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক। সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী, কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

℣ কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন,

℟ ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সকলের মুক্তিদাতা, জগতের পরিত্রাতা,
তোমাকে, যিশু, প্রেরণ করেছেন পিতা ;
জ্যোতিরও সৃষ্টির পূর্বে পরম জ্যোতি তুমি,
পিতারই ঐশগৌরব তোমারও বিভা।

পিতারই তুমি জ্যোতি, পিতারই তুমি দীপ্তি,
সকলের তুমি আশা, সকলের কান্তি ;
জগতের চারিপ্রান্তে ডাকি যে কাতর কণ্ঠে,
দাসদাসী তব মোরা : দান কর শান্তি।

সর্বোত্তম নিখিল স্রষ্টা শ্রীযিশু, কর স্মরণ
কুমারীর গর্ভে নেমে তোমার কী হল :
মোদেরই মরদেহ করেছ তুমি ধারণ,
মোদেরই আপন করে করেছ বরণ।

তোমারই পুণ্য রক্ত-তরঙ্গ যাদের প্রাণ
করেছে সিঞ্চন, সায়ংসন্ধ্যার এ লগ্নে
জয়রব তুলি মোরা তব এ পর্বোৎসবে,
তুমি যে নিবেদিত হলে এদিনে।

শ্রীযিশু, তব জয় গাইছি স্ফূর্তির সঙ্গে
তুমি যে জন্ম নিলে কুমারীর ক্রোড়ে ;
পরম পিতার এবং পরম আত্মার সঙ্গে
তব হোক জয়ধ্বনি চিরকাল ধরে। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধার্মিক ভক্তপ্রাণ শিমেয়োন * ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় ছিলেন।
পবিত্র আত্মা তাঁর উপর ছিলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মা * শিমেয়োনকে এই কথা জানিয়েছিলেন যে,
প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : শিমেয়োন * শিশুকে কোলে নিলেন
এবং ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ঐশপ্রকাশে * বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : বিধানের নির্দেশমত * তাঁরা প্রভুর কাছে
একজোড়া ঘুঘু বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। গীতিকা ২০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৪:১৫-১৬)

আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

## শ্লোক

প্র প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ।
উ প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ,
প্র যা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন সকল জাতির সামনে,
উ তাঁর সেই পরিত্রাণ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু জ্ঞাত করেছেন * তাঁর সেই পরিত্রাণ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ * ধন্যা কুমারী মারীয়া

শিশু যিশুকে মন্দিরে করেন নিবেদন।

আজ শিমেয়োন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে

শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঈশ্বরের করেন স্তুতিবাদ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আজ যাঁকে মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, আসুন, আমরা আমাদের সেই ত্রাণকর্তাকে পূজা করে বিশ্বাসের সঙ্গে অনুনয় করি :

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিত্রাণের দর্শন পাই।*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমিই সেই আলো যা সর্বজাতির মানুষকে আলোকিত করে। যারা এখনও তোমাকে চেনে না, তুমি তাদের আলোকিত কর, তারাও যেন বিশ্বাস করতে পারে যে তুমিই একমাত্র জীবনময় ও সত্যকার ঈশ্বর।

-তুমিই তোমার আপন জাতির গৌরব! তোমার আশীর্বাদে তোমার মণ্ডলীর আলো যেন সারা পৃথিবী জুড়ে বিকশিত হতে পারে।

-হে সর্বজাতির প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা, তুমি যেমন একদিন সেই প্রাচীন ধর্মপ্রাণ শিমেয়োনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলে, তেমনি আজও সকল মানুষ তোমাকে চিনে যেন মুক্তি পায়।

-শিমেয়োন ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, তোমার মায়ের হৃদয় দুঃখের খড়্গ দ্বারা বিদীর্ণ হবে। যারা তোমার জন্য নির্যাতন ভোগ করেন, তাদের সান্ত্বনা ও শক্তি দান কর।

-হে নিখিল সাধুসাধ্বীর আনন্দ খ্রিষ্ট, মরবার আগেই শিমেয়োন তোমাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যাঁরা স্বর্গীয় যেরুশালেমে পৌঁছে তোমার শ্রীমুখের দর্শন পেতে আকাঙ্ক্ষিত, সেই সকল পরলোকগত ভক্তকে সেই চির আনন্দের দর্শন দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, বিনীত কণ্ঠে তোমাকে অনুনয় করি: তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে যেমন এইদিনে আমাদের মানবস্বরূপ নিয়েই মন্দিরে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহগুণে শোধিত অন্তরে তোমার সাক্ষাতে উপস্থাপিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৩রা ফেব্রুয়ারী

## সাধু ব্লেস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, সাক্ষ্যমর সাধু ব্লেসের প্রতিপালনের উপর নির্ভর ক'রে তোমার জনগণ তোমার কাছে যে মিনতি জানায়, তা তুমি পূরণ কর: এ পার্থিব জীবনে আমাদের শান্তি মঞ্জুর কর, অনন্ত জীবন লাভের জন্য সহায়তা দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ৩রা ফেব্রুয়ারী

## সাধু আঁসগার, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, বহু জাতির মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তুমি বিশপ সাধু আঁসগারকে প্রেরণ করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন সর্বদা তোমার সত্যের আলোতে পথ চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৫ই ফেব্রুয়ারী

## সাধ্বী আগাথা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, নিজের নির্ভীক সাক্ষ্যমরণ ও উজ্জ্বল কুমারীত্বের গুণে যিনি তোমার অনুগ্রহের পাত্রী হয়েছিলেন, ধর্মশহীদ ও চিরকুমারী সেই সাধ্বী আগাথা আমাদের হয়ে তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;

এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আগাথা * আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে

যেন বিবাহভোজেই কারাবাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

আসন্ন সংগ্রামের জন্য তিনি কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করছিলেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্যা আগাথা * কারাবাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'হাত প্রসারিত ক'রে

একমন হয়ে প্রভুর কাছে এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন :

হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, হে সদ্‌গুরু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই,

কারণ তুমি নিপীড়কদের উপর আমাকে জয়ী করেছ।

আশীর্বাদ কর, প্রভু,

আমি যেন তোমার অম্লান গৌরবধামে নিরাপদে পৌঁছতে পারি। গীতিকা

৬ই ফেব্রুয়ারী

# সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে নিখিল সাধুসাধ্বীর শক্তি পরমেশ্বর, তোমার প্রসন্নতায় তুমি সাক্ষ্যমর সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীদের ক্রুশের পথ ধরেই জীবনে আহ্বান করেছিলে। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর : আমরা যে বিশ্বাস ঘোষণা করি, তা যেন সৎসাহসের সঙ্গে প্রাণপণেই অক্ষুণ্ন রাখতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

৮ই ফেব্রুয়ারী

## সাধু যেরোম এমিলিয়ান

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (শিক্ষাব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সমস্ত দয়ার পিতা ঈশ্বর, তুমি সাধু যেরোমকে অনাথের সহায়ক ও পিতা হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: যে আত্মা দ্বারা আমরা শুধু নামে নয়, সত্যিই তোমার সন্তান, সেই দত্তকপুত্রত্বের আত্মা যেন বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী

## সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী যোসেফিনকে ক্রীতদাসীর নিম্নতম অবস্থা থেকে তোমার আপন কন্যা ও খ্রিষ্টের কনে-মর্যাদায় উন্নীত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর আদর্শ পালন ক'রে আমরাও যেন বিশ্বস্ত ভালবাসার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যিশুর অনুসরণ করি এবং দয়াকর্ম সাধনে আত্মনিয়োজিত থেকে ভ্রাতৃসেবায় নিষ্ঠাবান থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১০ই ফেব্রুয়ারী

# সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী

পর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় (২য়) সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

## ১ম সন্ধ্যারতি

পর্বটি মহাপর্ব বলে উদ্‌যাপন করলে, তবে ১ম সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠান অবশ্যপালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

খ্রিষ্টের পুণ্যবতী কনে,
অদ্য স্বর্গ উল্লসিত ;
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি,
মোরা আজ মুখর-নন্দিত।

তুমি সংসার ক'রে তুচ্ছ
ভ্রাতার নিয়ম করলে পালন :
খ্রিষ্টের অনুসরণ করলে
সন্ন্যাসজীবন ক'রে ধারণ।

স্বর্গের কথায় রাত কাটাতে
ভ্রাতাকে করলে মিনতি ;

অশ্রুগুণে এল বর্ষা :
অধিক প্রেম, অধিক শকতি।

এখন তুমি তারাই যেন
গগনতলে জ্যোতিপ্রভা ;
দিব্য বরের প্রেমের শিখায়
তব অন্তর জ্বলে সদা।

তব যাচনার ফলে যেন
মনের মেঘ হোক বিতাড়িত,
হৃদে সূর্য করলে প্রবেশ
মোরা হব মুখরিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (সন্ন্যাস-প্রাহরিক উপাসনা)

১ম ধুয়ো : শীতকাল পার হয়েই গেছে, * বর্ষা থেমে গেছে :
ওঠ, আমার সখী, কাছে চলে এসো। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা !
তোমার অন্তরে আমার সিংহাসন স্থাপন করব। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ওঠ, * কাছে এসো, আমার সখী,
আমার কপোতী, আমার সুন্দরী।
এসো, গ্রহণ কর সেই মুকুট যা স্বয়ং প্রভু
তোমারই জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন চিরকালের মত। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু * আমাকে দিলেন কপোতের মত ডানা :
এবার উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পাব। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, * মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা ;
দেখ, দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (পরমগীত ২:১৩-১৪)

ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী, কাছে চলে এসো! হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে, খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ, আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর! তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।

## শ্লোক

প্র কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।
উ কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।
প্র ভ্রাতা অন্তরে আনন্দিত হলেন ;
উ স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সাধ্বী স্কলাস্তিকার পর্বদিনে * ভক্তবৃন্দ আনন্দে মেতে উঠুক,
আনন্দগানে মুখরিত হোক চিরকুমারীর দল ;
তাঁর অশ্রু দেখে প্রভু যাঁর মনোবাঞ্ছা করেছিলেন পূর্ণ,
তিনি অধিক পেয়েছিলেন, অধিক ভালবেসেছিলেন ব'লে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চান, আমরা তাঁর গৌরবার্থে ও মানবজাতির পরিত্রাণার্থে নিজেদের উৎসর্গ করব, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার ইচ্ছা, মণ্ডলী তোমার প্রেমের আশ্রয়ে অধিক পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠবে। সহায়তা কর, যাঁদের তুমি সন্ন্যাসজীবনে আহ্বান করেছ, তাঁরা যেন অকপট ও বিনীত ভালবাসায় নিষ্ঠাবান হয়ে তোমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন।

-সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনা পূরণ করায় তুমি দেখিয়েছিলে, পিতার কাছে স্বর্গের অন্বেষী মানুষের প্রার্থনা কতই না গ্রহণযোগ্য। আশীর্বাদ কর, সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা যেন অধিকতর ভাবে মণ্ডলীর প্রাণশক্তি হতে পারে।

-নীরব মঠ-প্রান্তরে তোমার সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই তুমি আমাদের আহ্বান করেছ। সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনাফলে, তোমার বাণীশ্রবণেই দিন কাটিয়ে আমরা যেন তোমার গৌরবের জন্য ও বিশ্বপরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন ধন্য করতে পারি।

-সর্বকালে তুমি শর্তহীন অনুসরণের জন্য মানুষকে আহ্বান কর। সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের ভক্তিপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে অনেক খ্রিষ্টভক্ত যেন সন্ন্যাসজীবনে আকর্ষিত হতে পারে।

-পিতার গৌরবপ্রকাশে ও মানুষের মঙ্গলসাধনেই তুমি প্রীত। যাঁরা তোমার প্রশংসাগানে রত হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই সকল মৃত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে তোমার আনন্দধামে গ্রহণ কর, তাঁরা যেন চিরকালের মতই তোমার অবিরত প্রশংসা করে যেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : যাঁকে ঘিরে চিরকুমারীর দল উল্লসিত,
এসো, সেই মেষশাবক খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সুকুমারীর পর্বদিনে
স্বর্গবাসী উল্লসিত,
মর্তলোকেও ভক্তবৃন্দ
গানে মুখরিত।

এই যে সাধ্বী সুকুমারী
খ্রিষ্টের ইচ্ছায় ছিলেন নতা,
এখন সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় রতা।

আত্মসংযম দ্বারা তিনি
যত রিপু করলেন দমন;
সংসার তুচ্ছ ক'রে করলেন
খ্রিষ্টের অনুগমন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের রিপু কর ধ্বংসন,
হৃদে সদ্‌গুণ ক'রে সঞ্চার
আশিস কর বর্ষণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি চিরকাল পূজিত;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (১৫শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আহা, * কী মহিমময় প্রভুর নাম! তাঁরই শক্তিগুণেই
চিরকুমারী স্কলাস্তিকা গৌরব ও সম্মানের মুকুট লাভ করলেন। সাম ৮

২য় ধুয়ো : খ্রিষ্টের চিরকুমারীর দল, * আনন্দে মেতে ওঠ;
তোমরা যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : তুমি * ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর;
পরমেশ্বর তোমাকে আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন। সাম ৪৫

প্র রাতের প্রহরে প্রহরে আমি করি তোমার ধ্যান,

উ তুমিই যে হলে আমার সহায়।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : নদীর স্রোত * আনন্দিত করে তোলে স্কলাস্তিকার অন্তর,
স্বয়ং পরমেশ্বরই তাঁকে পবিত্রতায় ভূষিতা করেন। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : হে ধন্যা স্কলাস্তিকা, * তোমাতে সকলে
নেচে নেচে করবে তাদের আপন আবাস। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো : স্কলাস্তিকা * প্রভুকে ডাকতেন,
আর তিনি সাড়া দিতেন। সাম ৯৯

প্র পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল,

উ আমার প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয়।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভু * স্কলাস্তিকাকে কনেই যেন মুকুটভূষিতা করলেন,
তাঁকে রত্ন-অলঙ্কৃতা করলেন।

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না ;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন ;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু * স্কলাস্তিকাকে কনেই যেন মুকুটভূষিতা করলেন,
তাঁকে রত্ন-অলঙ্কৃতা করলেন।

প্র কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা
উ আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার:
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ১০:৩৮-৪২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : যাঁকে ঘিরে চিরকুমারীর দল উল্লসিত,
এসো, সেই মেষশাবক খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

শুভ্র পুষ্প স্কলাস্তিকা
তুমি পবিত্রতার দর্পণ ;
জীবনস্বামী প্রভুর হাতে
নিজেকে করেছ অর্পণ।

মোদের পিতা ও স্থাপনকর্তার
তুমি ছিলে সমতুল্যা :

একই কবর, একই গৌরব,
প্রেমে কিন্তু তুমিই অতুল্যা।

জীবনকালে তুমি ছিলে
খ্রিষ্টপ্রেমে আকর্ষিতা ;
জীবনশেষে খ্রিষ্ট নিজে
তোমায় করলেন স্বর্গোন্নীতা।

জিহ্বা, চিন্তা, সর্বগুণে
তুমি যা বাসনা করলে,
মৃত্যুলগ্নে কপোত যেনই
সে-ই স্বর্গে গমন করলে।

মোদের মঙ্গল যাচনা কর,
তবে আত্মার শিশিরলাভে
মেষশাবকের শোভাযাত্রায়
পিতার স্তুতি গাইব সবে। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ভাই, * এখন তুমি যাও তো দেখি কি করে যাও ;
আমাকে ছেড়ে যাও, ফিরে যাও মঠে ! সাম ১০০

২য় ধুয়ো : সর্বশক্তিমান ঈশ্বর * তোমাকে ক্ষমা করুন, বোন !
তুমি কী করেছ? সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : দেখ, * আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম,
তুমি কিন্তু আমাকে শুনতে চাওনি।
আমার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলাম
আর তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : এসো, * সকাল পর্যন্ত আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্য সংলাপে
স্বর্গের কথা বলতে থাকি। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তিন দিন পরে * নিজ কক্ষে বসে
প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখতে পান,
বোনের আত্মা দেহ ছেড়ে কপোতের আকারে
স্বর্গের মহিমায় প্রবেশ করছে। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৩:২১-২৩)

প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে, তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি, আর যা কিছু যাচনা করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই, কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি। আর এই তো তাঁর আজ্ঞা: আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।

## শ্লোক

প্ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা * কতই না ভাল, কতই না সুন্দর।
উ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা * কতই না ভাল, কতই না সুন্দর।
প্ সেইখানে তো প্রভু জারি করেন আশীর্বাদ ;
উ কতই না ভাল, কতই না সুন্দর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা * কতই না ভাল, কতই না সুন্দর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, * কত মহান ধন্যা স্কলাস্তিকার শতগুণ!
আহা, তাঁর অশ্রুধারার কী প্রভাব!
অশ্রু দ্বারাই তো তিনি পরিষ্কার আকাশ
মুষলধারায় বৃষ্টিতে পরিণত করলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

বিশ্বজুড়ে যাঁরা আজ সাধ্বী স্কলাস্তিকার পর্ব উদ্‌যাপন করছেন, আসুন, তাঁদের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, আমাদের মাঝে রাজত্ব কর।*

-হে প্রভু, তুমি যে মানবজাতির কাছে তোমার পুত্রের কনে সেই পবিত্র মণ্ডলীকে দান করেছ, তার জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন সেই মণ্ডলীকে ভালবাসি এবং সন্ন্যাস-আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে তার উন্নয়নে সহযোগিতা দিতে পারি।

-তুমি দরিদ্র, নম্রচিত্ত, বাধ্য ও প্রার্থনারত যিশুকে অনুসরণ করতে আমাদের আহ্বান করেছ। উদ্দীপনা দান কর, আমাদের জীবন যেন তোমার কাছে গ্রহণীয় স্তুতিযজ্ঞ হতে পারে।

-পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তুমি তো ভালোর দিকে আমাদের অনুক্ষণ আকর্ষণ করে থাক। সহায়তা দান কর, দৈনন্দিন সন্ন্যাস-সাধনা পালন করে আমরা যেন উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাগুলির পথে দ্রুত পদে এগিয়ে চলতে পারি।

-যিশুতে তুমি আমাদের আলোর দিকে আহ্বান করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন জগতের পরিত্রাণের জন্য তোমার আলোর প্রতিবিম্ব হতে পারি।

-যারা আনন্দচিত্তে দান করে, তুমি তাদের ভালবাস। ধন্যা কুমারী মারীয়ার মত আমরাও যেন বিনা শর্তেই তোমার ইচ্ছায় সায় দিয়ে তোমার গৌরবার্থে ও মানবজাতির পরিত্রাণার্থে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের

প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : দেখ, * আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম,
তুমি কিন্তু আমাকে শুনতে চাওনি।
আমার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলাম
আর তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৪:১৮)

ভালবাসায় কোন ভয় নেই, বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়, আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।

℣ তিনি অধিক পেয়েছিলেন,

℟ অধিক ভালবেসেছিলেন ব'লে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * সকাল পর্যন্ত আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্য সংলাপে স্বর্গের কথা বলতে থাকি।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২৬:৮ক, ৯)

সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু! রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ, প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে।

*প্র* আমার অন্তর তোমাকে বলে :

*উ* আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করেছি, প্রভু।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তিন দিন পরে * নিজ কক্ষে বসে
প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখতে পান,
বোনের আত্মা দেহ ছেড়ে কপোতের আকারে
স্বর্গের মহিমায় প্রবেশ করছে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ২:১৭)

যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে রাখে, তাঁর সামনে নিজেদের প্রাণ নত করে রাখে।

℣ শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী;

℟ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

খ্রিষ্টের পুণ্যবতী কনে,
অদ্য স্বর্গ উল্লসিত ;
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি,
মোরা আজ মুখর-নন্দিত।

তুমি সংসার ক'রে তুচ্ছ
ভ্রাতার নিয়ম করলে পালন :
খ্রিষ্টের অনুসরণ করলে
সন্ন্যাসজীবন ক'রে ধারণ।

স্বর্গের কথায় রাত কাটাতে
ভ্রাতাকে করলে মিনতি ;
অশ্রুগুণে এল বর্ষা :
অধিক প্রেম, অধিক শকতি।

এখন তুমি তারাই যেন
গগনতলে জ্যোতিপ্রভা ;
দিব্য বরের প্রেমের শিখায়
তব অন্তর জ্বলে সদা।

তব যাচনার ফলে যেন
মনের মেঘ হোক বিতাড়িত,
হৃদে সূর্য করলে প্রবেশ
মোরা হব মুখরিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (সন্ন্যাস-প্রাহরিক উপাসনা)

১ম ধুয়ো : শীতকাল পার হয়েই গেছে, * বর্ষা থেমে গেছে :
ওঠ, আমার সখী, কাছে চলে এসো। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা !
তোমার অন্তরে আমার সিংহাসন স্থাপন করব। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ওঠ, * কাছে এসো, আমার সখী,
আমার কপোতী, আমার সুন্দরী।
এসো, গ্রহণ কর সেই মুকুট যা স্বয়ং প্রভু
তোমারই জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন চিরকালের মত। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু * আমাকে দিলেন কপোতের মত ডানা :
এবার উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পাব। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, * মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা ;
দেখ, দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (পরমগীত ২:১৩-১৪)

ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী, কাছে চলে এসো ! হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে, খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,

আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর! তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।

## শ্লোক

প্ল কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।

উ্ট কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।

প্ল ভ্রাতা অন্তরে আনন্দিত হলেন;

উ্ট স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ্ট কপোতের আকারে * স্কলাস্তিকার আত্মা স্বর্গে গেল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আজ * ধন্যা কুমারী স্কলাস্তিকা
কপোতের মত স্বর্গধামে প্রবেশ করলেন।
আজ তিনি ভ্রাতার সঙ্গে
স্বর্গীয় আনন্দের সহভাগিতা করছেন চিরকালের মত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চান, আমরা তাঁর গৌরবার্থে ও মানবজাতির পরিত্রাণার্থে নিজেদের উৎসর্গ করব, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি জানাই:

*হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তোমার ইচ্ছা, মণ্ডলী তোমার প্রেমের আশ্রয়ে অধিক পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠবে। সহায়তা কর, যাঁদের তুমি সন্ন্যাসজীবনে আহ্বান করেছ, তাঁরা যেন অকপট ও বিনীত ভালবাসায় নিষ্ঠাবান হয়ে তোমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন।

-সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনা পূরণ করায় তুমি দেখিয়েছিলে, পিতার কাছে স্বর্গের অন্বেষী মানুষের প্রার্থনা কতই না গ্রহণযোগ্য। আশীর্বাদ কর, সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা যেন অধিকতর ভাবে মণ্ডলীর প্রাণশক্তি হতে পারে।

-নীরব মঠ-প্রান্তরে তোমার সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যই তুমি আমাদের আহ্বান করেছ। সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনাফলে, তোমার বাণীশ্রবণেই দিন কাটিয়ে আমরা যেন তোমার গৌরবের জন্য ও বিশ্বপরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন ধন্য করতে পারি।

-সর্বকালে তুমি শর্তহীন অনুসরণের জন্য মানুষকে আহ্বান কর। সাধ্বী স্কলাস্তিকার প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের ভক্তিপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে অনেক খ্রিষ্টভক্ত যেন সন্ন্যাসজীবনে আকর্ষিত হতে পারে।

-পিতার গৌরবপ্রকাশে ও মানুষের মঙ্গলসাধনেই তুমি প্রীত। যাঁরা তোমার প্রশংসাগানে রত হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন, সেই সকল মৃত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে তোমার আনন্দধামে গ্রহণ কর, তাঁরা যেন চিরকালের মতই তোমার অবিরত প্রশংসা করে যেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চিরকুমারী স্কলাস্তিকাকে উজ্জ্বল পবিত্রতায় ভূষিত করেছ। অনুনয় করি তোমায়, তাঁরই মত আমরাও যেন সন্ন্যাসজীবনের দৈনন্দিন বিশ্বস্ততা পালনে তোমার কাছে গ্রহণীয় হতে পারি, যাতে একদিন নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর স্বর্গীয় সভায় যোগদান ক'রে তোমার সান্নিধ্য লাভে মুখর হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১১ই ফেব্রুয়ারী

## আনিয়ানের সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু বেনেডিক্টের ধর্মশিক্ষা ও জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসজীবনের পুনঃসংস্কার করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের জীবন যেন তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসারে হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ১১ই ফেব্রুয়ারী

## লুর্দ তীর্থের ধন্যা মারীয়া

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে দয়াবান ঈশ্বর, আমাদের ভঙ্গুরতায় তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা আজ অমলোদ্ভবা ঈশ্বরজননীর কথা স্মরণ করি যেন তাঁর প্রবল প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে পুনরুত্থিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পরিত্রাণের দীপ্তিময়ী উষা, * হে কুমারী মারীয়া,
তোমা থেকে বেরিয়েছেন ধর্মময়তার সেই সূর্য,
যিনি ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান হয়ে
আমাদের দেখতে এলেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গে দেখা গেল, * এক নারী, সূর্য যাঁর বসন,
চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট। গীতিকা

১৪ই ফেব্রুয়ারী

# মঠাশ্রমী সাধু সিরিল ও বিশপ সাধু মেথোদিউস

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু সিরিল ও মেথোদিউস এই দুই ভাইয়ের প্রচারকর্মের মাধ্যমে স্লাভ জাতির মানুষকে আলোকিত করেছিলে। অনুনয় করি: আমরা যেন তোমার শিক্ষাবাণী হৃদয়ঙ্গম করি, ও তোমার আশীর্বাদে এমন জনগণ হয়ে উঠি যারা সত্যকার বিশ্বাসে ও যথার্থ ধর্মস্বীকারে একাত্মা। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;
এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে * তাঁরা প্রভুকে সেবা করলেন
তাঁদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে। গীতিকা

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরের সাধু বন্ধুগণ, * তোমাদের জয় হোক!
তোমরা যে সত্যবাণী করেছ প্রচার। গীতিকা

## ১৭ই ফেব্রুয়ারী

## মারীয়াসেবক সঙ্ঘের সপ্ত সাধু প্রতিষ্ঠাতা

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী)।

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর সেই সন্তানসুলভ ভক্তি, যে ভক্তি দ্বারা সপ্ত সাধু প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরজননীকে অপূর্বভাবে শ্রদ্ধা করেছিলেন ও তোমার জনগণকে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হে দয়াময়, আমাদের অন্তরেও সেই ভক্তি সঞ্চার কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা
কতই না ভাল, কতই না সুন্দর। গীতিকা

২১শে ফেব্রুয়ারী

# সাধু পিতর দামিয়ান, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন বিশপ সাধু পিতরের শিক্ষা ও জীবনাদর্শ এমনভাবে অনুসরণ করতে পারি, যার ফলে খ্রিষ্টের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে ও মনপ্রাণ দিয়ে তোমার মণ্ডলীর সেবায় নিত্য নিয়োজিত থেকে আমরা তোমার আনন্দময় জ্যোতির্লোকে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,
তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।
যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,
তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু পিতর,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। গীতিকা

২২শে ফেব্রুয়ারী

# প্রেরিতদূত সাধু পিতরের ধর্মাসন

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ওগো দয়াল পালক পিতর,
স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত কর
—অধিকার তুমি তো পেলে—
পাপের বাঁধন খুলে ফেলে।

পরম ত্রিত্বের হোক প্রশংসা,
হোক স্তবস্তুতি, সম্মান, গৌরব :
ধন্য সনাতন একেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (আকুইলেয়ার ২য় পাউলিনুস)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : যিশু * শিমোনকে বললেন, ভয় করো না,
এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আপনি সেই খ্রিষ্ট, * জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।
হে শিমোন পিতর, তুমি সুখী। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : পিতর, * তুমি কি আমাকে ভালবাস?
প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।
আমার মেষগুলি পালন কর। সাম ৬৪

℣ তুমি মেষগুলির পালক, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রধান;
℟ ঈশ্বর তোমারই হাতে তুলে দিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : শিমোন পিতর,
নৌকা থেকে তোমাকে ডাকবার আগেও আমি তোমাকে চিনতাম।
তোমাকে করেছি আমার জাতির অগ্রনায়ক। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁর আপন দূত পাঠিয়ে
হেরোদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন। সাম ১০১

প্র যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ভালবাস?

উ আমার মেষগুলি পালন কর।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,

কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব?
উ অনন্ত জীবনের বাণী আপনার কাছেই রয়েছে।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।

প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ৫:১-১১।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তুমি * মেষগুলির পালক, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রধান।
ঈশ্বর তোমারই হাতে তুলে দিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তোমরা * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তুমি পিতর,
আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৫:৭খ-৯)

ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।

## শ্লোক

প্ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

প্ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম

উ সারা পৃথিবীর উপর।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পৃথিবীতে * তুমি যা বেঁধে দেবে,
স্বর্গে তা বাঁধা হবে;
পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে,
তা স্বর্গে মুক্ত হবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমি * মেষগুলির পালক, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রধান।
ঈশ্বর তোমারই হাতে তুলে দিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ২২:২২)

আমি দাউদকুলের চাবিকাঠি তাঁর কাঁধে রেখে দেব: সে যা খুলে দেবে, কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না; সে যা বন্ধ করবে, কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:১-২ক)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমি পিতর,
আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ পি ১:১৬)

নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তুমি * মেষগুলির পালক, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রধান।
ঈশ্বর তোমারই হাতে তুলে দিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তোমরা * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক ;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : তুমি পিতর,
আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ১:৩-৫)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। সেই

উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তুমি * মেষগুলির পালক, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রধান।
ঈশ্বর তোমারই হাতে তুলে দিয়েছেন স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যখন তুমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকারোক্তি-শৈলের উপরে আমাদের দৃঢ়মূল করেছ, তখন তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন কোন ঝড়ঝঞ্ঝা দ্বারা আলোড়িত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৩শে ফেব্রুয়ারী

## সাধু পলিকার্প, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে নিখিল সৃষ্টির পরমেশ্বর, তুমি বিশপ সাধু পলিকার্পকে সাক্ষ্যমরবৃন্দের গৌরবময় সংখ্যায় যুক্ত করতে প্রীত হয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : তাঁর সঙ্গে খ্রিষ্টের পানপাত্রের অংশী হয়ে আমরা যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা অনন্ত জীবনে পুনরুত্থান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ছিয়াশি বছর ধরে
আমি খ্রিষ্টের সেবা করে আসছি ;
আর তিনি তো একদিনও আমার প্রতি কোন দুর্ব্যবহার করেননি,
তাহলে আমি কেন আমার রাজা, আমার মুক্তিদাতার নিন্দা করব? গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু,
আমি তোমাকে ধন্য বলি,
কারণ তুমি সকল সাক্ষ্যমরের সঙ্গে
আমাকেও তোমার খ্রিষ্টের পানপাত্রের অংশভাগী হবার যোগ্য করে তুলেছ।
গীতিকা

# মার্চ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ (সাধু যোসেফ) ২০ ২১ (সাধু বেনেডিক্টের উত্তরণ) ২২ ২৩ ২৪ ২৫ (দূত সংবাদ) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ৪ঠা মার্চ

## সাধু কাসিমির

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার সেবা করা-ই প্রকৃত রাজ্যশাসন। আশীর্বাদ কর, সাধু কাসিমির আমাদের হয়ে প্রার্থনা করলে আমরা যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তোমার অবিরত সেবা করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ৭ই মার্চ

## সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমারই ভালবাসা দ্বারা উদ্দীপিতা হয়ে সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা নির্যাতককে তুচ্ছ ক'রে মরণযন্ত্রণার উপরে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে

আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার ভালবাসায় দিনে দিনে বৃদ্ধিশীল হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সাক্ষ্যমরদের বিজয়ের দিন উদিত হল :

তাঁরা কারাবাস থেকে রঙ্গভূমির দিকে যেন স্বর্গেরই দিকে এগিয়ে গেলেন।

গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দৃঢ়বিশ্বাসী হও, * একে অন্যকে ভালবাস ;

আমাদের দুঃখকষ্টের জন্য যেন তোমরা সরে না পড়! গীতিকা

৮ই মার্চ

## দেবদাস সাধু জন, ধর্মব্রতী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী অথবা সেবাব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু জনকে দয়া-মমতার আত্মায় মণ্ডিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: দয়াকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিত থেকে আমরা যেন তোমার রাজ্যে মনোনীতদের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৯ই মার্চ

# সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানা, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী ফ্রান্সিস্কাতে যেমন দাম্পত্য জীবনের তেমনি সন্ন্যাস-জীবনেরও অপূর্ব আদর্শ তুলে ধরেছিলে। আশীর্বাদ কর: নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার সেবায় রত থেকে আমরা যেন জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে তোমার অন্বেষণ করতে পারি, অনুসরণও করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৭ই মার্চ

## সাধু পাট্রিক, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু পাট্রিককে আয়ারল্যাণ্ডের মানুষের কাছে তোমার গৌরবের কথা প্রচার করতে পাঠিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টিয়ান নামে পরিচিতি যাদের গৌরব, তারা যেন সকল মানুষের কাছে তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা ঘোষণা করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সুতরাং তোমরা যাও, * সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর;
পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : অনেকে * পুব ও পশ্চিম থেকে এসে
আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে আসন পাবে। গীতিকা

১৮ই মার্চ

## যেরুশালেমের সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু সিরিলের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার মণ্ডলীকে অধিক গভীরতার সঙ্গে পরিত্রাণ-রহস্যসকল উপলব্ধি করতে আশ্চর্যভাবে আকর্ষণ করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার পুত্রকে এমনভাবে চিনতে পারি, যার ফলে পূর্ণতরভাবে ঐশজীবনের অধিকারী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,
তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।
যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,
তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু সিরিল,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। গীতিকা

১৯শে মার্চ

# সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

জয় জয়, ধন্য যোসেফ,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী !
তব স্তুতি স্বর্গের ওষ্ঠে,
তব স্তবগান মর্তের কণ্ঠে।

পরমাত্মারই প্রভাবে
কুমারী গর্ভস্থা হলে
সেই দূত তোমায় নিদ্রাগত
সবই করান অবগত।

স্মরণ করি : তব স্নেহে
শিশু সেই প্রভুকে পালন,

সঙ্কটে মিশরে যাত্রা,
মন্দিরে নেই খোঁজের মাত্রা।

যত সাধুসাধ্বীর চেয়ে
স্বর্গে তব গৌরব মহৎ:
যিশুর পাশেই তব আসন,
অধিক উজ্জ্বল তব ভূষণ।

ওগো ত্রিত্ব পরমেশ্বর,
তাঁরই পুণ্যে কর মঞ্জুর,
মোরাও যেন স্বর্গধামে
রত থাকি স্তুতিগানে। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

অথবা

কত মধুর মোদের লাগে
নাজারেথের কথা বলা:
যিশুর গুপ্ত জীবনযাপন,
এসো, এসো, করি গান।

কাঠের কাজে ধন্য যোসেফ
শ্রীযিশুকে করেন দক্ষ,
কাজই শিখছেন পুণ্য বালক,
সাধু যোসেফ প্রীত হে।

যত্ন করেন ধন্যা মাতা,
পুত্র ও স্বামী তাঁরই চিন্তা;
তাঁদের শ্রমে আরাম দেওয়া:
এটি তাঁরই বাসনা।

ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত,
কাজে-কর্মে শ্রান্ত মোরা ;
মোদের দিকে চেয়ে দেখ
ওগো, পুণ্য পরিবার।

পুণ্য জীবনের আদর্শ
মোদের জন্য তুমি, যিশু ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি নিত্য বিরাজমান। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;
তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম
(আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:২৩-২৪)

তোমরা যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত।

## শ্লোক

প্র ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।
প্র প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল
উ লিলিফুলের মত।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।

পাস্কাকাল

প্র ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে
প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন :
তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি স্বর্গমর্তের নিখিল সৃষ্টজীবদেরই পিতা, আসুন, সেই ঈশ্বরের কাছে সমবেত কণ্ঠে মিনতি জানাই :

*হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি খ্রিষ্টের রহস্যাবৃত মর্মসত্য সাধু যোসেফকেই প্রকাশ করেছিলে। সহায়তা কর, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আমরা যেন তোমার সেই পুত্রকে অধিক জানতে ও ভালবাসতে পারি।

-তুমি তো আকাশের পাখিদের জন্য আহার যোগাও, তুমি তো মাঠের ফুল অলঙ্কৃত কর। সকল মানুষকে দৈনিক খাদ্য দান কর।

-তোমার সৃষ্টিকার্য তুমি মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছ। সকল শ্রমিক, সকল কৃষককে দান কর তাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার।

-তুমি পবিত্রতার উৎস, তুমি সকল মানুষকে তোমার মত পবিত্র হতে ডাক। কৃপা কর, সাধু যোসেফের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন জীবনের সকল দিন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তোমার পথে চলতে পারি।

-মরণাপন্ন ও পরলোকগত ব্যক্তিদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। তাঁরা যিশু, যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে চির সুখ লাভ করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : যিনি যোসেফকে আপন পালক-পিতা বলে মনোনীত করলেন,
এসো, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধু যোসেফের মহাপর্বদিনে,
এসো, খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

ধন্য যোসেফের পর্ব
স্ফূর্তির সঙ্গে পালন করি :
সাধু ব্যক্তি আজ লাভ করলেন
স্বর্গীয় পুরস্কার।

বালক যিশু ও সুকুমারীর
তিনি করলেন প্রতিপালন :
সদাই ব্যস্ত, সদাই তৎপর,
সদাই কর্মশীল।

পুণ্যময় তাঁর জীবনধারণ,
তিনি সত্যি ধর্মপ্রাণ :
অদ্য সেথায় গমন করলেন
যেথায় চিরসুখ।

তবেই মোরা তাঁর প্রশংসা
বিশ্ব জুড়ে করি প্রচার ;
তাঁর পুণ্যে মোরা যেন
শান্তি করি লাভ।

ধর্মপ্রাণকে যিনি করেন
স্বর্গীয় মালাতে ভূষিত,
সেই ত্রিব্যক্তি একেশ্বরের
জয় জয় হোক। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

অথবা

কত মধুর মোদের লাগে
নাজারেথের কথা বলা :
যিশুর গুপ্ত জীবনযাপন,
এসো, এসো, করি গান।

কাঠের কাজে ধন্য যোসেফ
শ্রীযিশুকে করেন দক্ষ,
কাজই শিখছেন পুণ্য বালক,
সাধু যোসেফ প্রীত হে।

যত্ন করেন ধন্যা মাতা,
পুত্র ও স্বামী তাঁরই চিন্তা ;
তাঁদের শ্রমে আরাম দেওয়া :
এটি তাঁরই বাসনা।

ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত,
কাজে-কর্মে শ্রান্ত মোরা ;
মোদের দিকে চেয়ে দেখ
ওগো, পুণ্য পরিবার।

পুণ্য জীবনের আদর্শ
মোদের জন্য তুমি, যিশু ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি নিত্য বিরাজমান। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : লোকগণনার সেই বছরে * যোসেফ ও মারীয়া নাজারেথ থেকে
গেলেন সেই দাউদ-নগরীতে যার নাম বেথলেহেম (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : রাখালেরা ইতস্তত না করেই সেখানে গিয়ে
মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে
খুঁজে পেল (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : যোসেফ * শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে
ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

প্র ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু (আল্লেলুইয়া),
উ তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : বিধান অনুসারে * যোসেফ ও মারীয়া
শিশুটিকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

২য় ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন।
শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : যিশুর মধুর বাণী শুনে * সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত ;
তারা বলত, এ কি যোসেফের ছেলেটি নয়? (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৮

প্র তোমার পরিত্রাণে তাঁর গৌরব মহান (আল্লেলুইয়া),
উ প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : বিশ্বস্ত মানুষ * হবে মহাপ্রশংসার পাত্র,
আপন প্রভুকে যে প্রতিপালন করে, সে গৌরবমণ্ডিত হবে (আল্লেলুইয়া)।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।

অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : বিশ্বস্ত মানুষ হবে মহাপ্রশংসার পাত্র,
আপন প্রভুকে যে প্রতিপালন করে, সে গৌরবমণ্ডিত হবে (আল্লেলুইয়া)।

প্র ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত (আল্লেলুইয়া) :
উ প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।

আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** এমন সুসমাচার বেছে নিতে হয় যা মিসায় পাঠ করা হয় না : মথি ১:১৬, ১৮-২১, ২৪ক অথবা লুক ২:৪১-৫১ক।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : যিনি যোসেফকে আপন পালক-পিতা বলে মনোনীত করলেন,
এসো, ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধু যোসেফের মহাপর্বদিনে,
এসো, খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

স্বর্গের ভূষণ ধন্য যোসেফ,
পুণ্য জীবনের দিশারী,
শোন গো মোদের মিনতি,
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি।

স্রষ্টার ইচ্ছায় তুমি ছিলে
বালক যিশুর পালক-পিতা,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী,
ত্রাণের সার্থক মঙ্গলকামী।

মুক্তিদাতার জন্মলগ্নে
ধন্যা সুকুমারীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় হয়ে নত
প্রথম তুমিই থাকলে রত।

যিনি সনাতন রাজেশ্বর,
যাঁরই কথায় পাতাল কাঁপে,
বিশ্বের অধিপতি যিনি,
তোমার বাধ্য ছিলেন তিনি।

জয় হোক সেই পরম ত্রিত্বের
যিনি তোমায় দিলেন গৌরব ;
তব পুণ্যে রেখে আশা
করি স্বর্গেরই প্রত্যাশা। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

অথবা

কত মধুর মোদের লাগে
নাজারেথের কথা বলা :
যিশুর গুপ্ত জীবনযাপন,
এসো, এসো, করি গান।

কাঠের কাজে ধন্য যোসেফ
শ্রীযিশুকে করেন দক্ষ,
কাজই শিখছেন পুণ্য বালক,
সাধু যোসেফ প্রীত হে।

যত্ন করেন ধন্যা মাতা,
পুত্র ও স্বামী তাঁরই চিন্তা ;
তাঁদের শ্রমে আরাম দেওয়া :
এটি তাঁরই বাসনা।

ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত,
কাজে-কর্মে শ্রান্ত মোরা ;
মোদের দিকে চেয়ে দেখ
ওগো, পুণ্য পরিবার।

পুণ্য জীবনের আদর্শ
মোদের জন্য তুমি, যিশু ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি নিত্য বিরাজমান। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;
তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ শামু ৭:২৮-২৯)

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমিই তো পরমেশ্বর! তোমার বাণীসকল সত্য এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে বলছ, তা মঙ্গলকর। এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো কথা বলেছ, এবং তোমার আশীর্বাদ গুণে তোমার এই দাসের কুল আশিসমণ্ডিত হবে চিরকাল।

## শ্লোক

প্র ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন * আপন গৃহের প্রভু ;
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন * আপন গৃহের প্রভু ;
প্র এবং তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা,
উ আপন গৃহের প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন * আপন গৃহের প্রভু।

### পাস্কাকাল

প্র ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র এবং তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিশু * যখন প্রচারকর্ম শুরু করেন,

তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর।

তিনি—লোকদের ধারণায়—যোসেফের সন্তান (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যত মঙ্গলদান ও পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই প্রভুকে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে পরিত্রাণ কর।*

-হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মবিশ্বাসে আহ্বান করেছিলে তাঁরা যেন বিশ্বস্ততা ও ধর্মময়তার সঙ্গেই তোমার সম্মুখে চলেন। সহায়তা কর, আমরা যেন সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে চলতে পারি।

-তুমি বালক যিশুর প্রতিপালক ও পরিচালক হিসাবে সাধু যোসেফকেই মনোনীত করেছিলে। তোমার কৃপায় আমরাও যেন প্রতিবেশীর সেবা ক'রে খ্রিষ্টেরই সেবা করতে পারি।

-তুমি এই পৃথিবী মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছিলে, মানুষ যেন যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার নামের গৌরবার্থে সার্বিক ন্যায় ও শান্তির জন্য কাজ করি।

-হে পিতা, তোমার হাতের রচনা এই মানবজাতিকে স্মরণে রাখ। কৃপা কর, প্রতিটি মানুষ একটা স্থায়ী কাজ পেয়ে যেন প্রকৃত স্বাধীন মানুষেরই মত জীবনধারণ করতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের

প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রবচন ২:৭-৮)

প্রভু ন্যায়বানদের জন্য তাঁর রক্ষা গচ্ছিত রাখেন, যারা সততায় চলে, তিনি তাদের ঢাল। কেননা যারা ন্যায়পথে চলে, তিনি তাদের রক্ষা করেন, তাঁর ভক্তদের সমস্ত পথের উপর দৃষ্টি রাখেন।

*প্র* ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু (আল্লেলুইয়া),

*উ* এবং তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ১০:১০)

প্রজ্ঞা প্রবাসী ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করল, তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য, তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান, তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল, বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল।

℣ তার ঘরে কত ঐশ্বর্য, কত ধন (আল্লেলুইয়া),

℟ তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ২:১৫-১৬)

যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না, আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে। যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে, আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।

*প্র* তোমার পরিত্রাণে তাঁর গৌরব মহান (আল্লেলুইয়া),

*উ* প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

জয় জয়, ধন্য যোসেফ,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী!
তব স্তুতি স্বর্গের ওষ্ঠে,
তব স্তবগান মর্তের কণ্ঠে।

পরমাত্মারই প্রভাবে
কুমারী গর্ভস্থা হলে
সেই দূত তোমায় নিদ্রাগত
সবই করান অবগত।

স্মরণ করি : তব স্নেহে
শিশু সেই প্রভুকে পালন,
সঙ্কটে মিশরে যাত্রা,
মন্দিরে নেই খোঁজের মাত্রা।

যত সাধুসাধ্বীর চেয়ে
স্বর্গে তব গৌরব মহৎ :
যিশুর পাশেই তব আসন,
অধিক উজ্জ্বল তব ভূষণ।

ওগো ত্রিত্ব পরমেশ্বর,
তাঁরই পুণ্যে কর মঞ্জুর,
মোরাও যেন স্বর্গধামে
রত থাকি স্তুতিগানে। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

অথবা

কত মধুর মোদের লাগে
নাজারেথের কথা বলা :
যিশুর গুপ্ত জীবনযাপন,
এসো, এসো, করি গান।

কাঠের কাজে ধন্য যোসেফ
শ্রীযিশুকে করেন দক্ষ,
কাজই শিখছেন পুণ্য বালক,
সাধু যোসেফ প্রীত হে।

যত্ন করেন ধন্যা মাতা,
পুত্র ও স্বামী তাঁরই চিন্তা ;
তাঁদের শ্রমে আরাম দেওয়া :
এটি তাঁরই বাসনা।

ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত,
কাজে-কর্মে শ্রান্ত মোরা ;
মোদের দিকে চেয়ে দেখ
ওগো, পুণ্য পরিবার।

পুণ্য জীবনের আদর্শ
মোদের জন্য তুমি, যিশু ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি নিত্য বিরাজমান। (১৩শ লিও † ১৯০৩)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;
তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম
(আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:২৩-২৪)

তোমরা যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত।

## শ্লোক

প্র ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।
প্র প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল
উ লিলিফুলের মত।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত।

পাস্কাকাল

℣ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,

যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করলেন (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি স্বর্গমর্তের নিখিল সৃষ্টজীবদেরই পিতা, আসুন, সেই ঈশ্বরের কাছে সমবেত কণ্ঠে মিনতি জানাই :

*হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি খ্রিষ্টের রহস্যাবৃত মর্মসত্য সাধু যোসেফকেই প্রকাশ করেছিলে। সহায়তা কর, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আমরা যেন তোমার সেই পুত্রকে অধিক জানতে ও ভালবাসতে পারি।

-তুমি তো আকাশের পাখিদের জন্য আহার যোগাও, তুমি তো মাঠের ফুল অলঙ্কৃত কর। সকল মানুষকে দৈনিক খাদ্য দান কর।

-তোমার সৃষ্টিকার্য তুমি মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছ। সকল শ্রমিক, সকল কৃষককে দান কর তাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার।

-তুমি পবিত্রতার উৎস, তুমি সকল মানুষকে তোমার মত পবিত্র হতে ডাক। কৃপা কর, সাধু যোসেফের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন জীবনের সকল দিন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তোমার পথে চলতে পারি।

-মরণাপন্ন ও পরলোকগত ব্যক্তিদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। তাঁরা যিশু, যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে চির সুখ লাভ করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের রহস্যগুলোর সূচনা তুমি সাধু যোসেফের বিশ্বস্ত প্রতিপালনেই ন্যস্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন সেই মানবপরিত্রাণ সাধনে নিত্য নিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২১শে মার্চ

# আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ

পর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় (২য়) সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

## ১ম সন্ধ্যারতি

পর্বটি মহাপর্ব বলে উদ্‌যাপন করলে, তবে ১ম সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠান অবশ্যপালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হে বেনেডিক্ট, মোদের পিতা,
হে সন্ন্যাসীদের আদর্শ,
হে শ্রীযিশুর উজ্জ্বল মুক্তা,
সংসার থেকে কর রক্ষা।

হে তপস্বী ধন্য পিতা,
ভক্তি-সাধনার আদর্শ,
কঠোর পরিশ্রমের দর্পণ,
মোদের শক্তি কর অর্পণ।

আকাশ পানে চক্ষু তুলে
তুমি একদিন দেখতে পেলে :
ভগ্নীর আত্মা সংসার ছেড়ে
কপোত যেনই স্বর্গে ওড়ে।

তেমন দৃশ্য পেয়ে তুমি
স্বর্গধাম অন্বেষণ করলে।
উজ্জ্বল প্রভা, দিব্য জ্যোতি,
স্বর্গে বাজে তব স্তুতি।

তবে তব নিয়ম-পথে
যারা স্বর্গধাম অন্বেষে,
যাদের সন্ধান দিব্য কান্তি,
তারা যেন লাভে শান্তি।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পূজনীয় পিতর † ১১৫৬)

১ম ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের এমন একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বাল্যকাল থেকে * তিনি প্রবীণেরই যোগ্য মন দেখিয়ে
নিজের আত্মাকে যত কামনা?বাসনা থেকে বিরত রাখলেন (আল্লেলুইয়া)।
সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের বেনেডিক্টকে * উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য
নুর্সিয়া থেকে রোমে পাঠানো হল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : সংসারের ঐশ্বর্য * ভোগ করতে পারলেও
তিনি সংসারকে নীরস বস্তুই যেন তুচ্ছ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : পিতৃগৃহ * ও পৈতৃক সম্পদ ত্যাগ করে
কেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবার বাসনায়
তিনি সন্ন্যাস?জীবন ধারণ করলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ২২
(পাস্কাকালে) প্রকাশ ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৫০:৬-৭)

দেখ, ইনিই মহান প্রভুভক্ত : মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রভাতী তারার মত, পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার মত, পরাৎপরের মন্দিরের উপরে জাজ্বল্যমান সূর্যের মত।

**শ্লোক**

প্র হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
প্র আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি,
উ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

পাস্কাকাল

প্র হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মহাপ্রাণ পিতা বেনেডিক্টের গৌরবের জন্য
ভক্তবৃন্দ আনন্দ করুক, সন্ন্যাসীর অসংখ্য দল আনন্দে মেতে উঠুক :
মর্তবাসীরা যাঁর পর্ব পালনে উল্লসিত,
স্বর্গবাসীরা তাঁর উপস্থিতিতে মহা মুখরিত (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের এই উত্তরণ-পর্বদিনে, আসুন, ভক্তিভরে পরম পিতার প্রতিমূর্তি সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি।

*হে প্রভু, জগৎকে শান্তি দান কর।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায় : আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও

গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পর্বদিনে,
এসো, আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাবাদ করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যিনি আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টকে ঐশঅনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

ওঠ, হে বেনেডিক্ট, ওঠ,
গুহা ছেড়ে এবার এসো :
মানবসংসার তোমায় ডাকে,
সর্বজ্ঞাতই তব গুণ।

এসো ভক্তি করতে উজ্জ্বল,
এসো নীতি করতে সংস্কার ;

তব পুণ্যে আকর্ষিত
তব সকল শিষ্য হে।

সেই কাসিনো পর্বতশীর্ষে
গড় নব এক মঠাশ্রম ;
সবে খ্রিষ্টভক্ত হবে :
প্রচার কর যিশুনাম।

পর্বতশীর্ষে স্বয়ং ঈশ্বর
তব অন্তর করলেন স্পর্শ ;
তিনি নব এক সমাজের
তোমায় পিতা করলেন হে।

তুমি লিখলে এমন নিয়ম
দিব্য জীবনের যা দর্পণ :
সেথায় পিতার মন বিরাজে,
মেনে চলব তাঁর আদেশ।

যাঁদের বিভা তব জীবন
করে তুলল আলোকিত,
সে-ই পিতা, পুত্র, আত্মা
হোন পূজিত চিরকাল। (হাঙ্গেরীর সন্ন্যাস-প্রাহরিক উপাসনা)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * তাঁর পুণ্য জীবন ও পরিপক্ক ধর্মশিক্ষার জন্যই তাঁকে বেছে নিলেন,
তিনি যেন হন সন্ন্যাসীদের পরিচালক ও বিধানকর্তা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : যত মঙ্গল, * যত পুণ্য,
তা বেনেডিক্ট কথার চেয়ে কাজেই প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : পিতা বেনেডিক্ট * আমাদের জন্য
প্রভুসেবার একটা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করলেন,
আমরা যেন সন্ন্যাসজীবন ও বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে
ঐশ আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলি (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

প্র প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন (আল্লেলুইয়া);
উ গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে * নিজেকে অজ্ঞ ক'রে কিন্তু প্রজ্ঞায়ই দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে
তিনি সংসার ত্যাগ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো : বেনেডিক্টের অন্তরে
ঐশঅনুগ্রহ বৃদ্ধি পেত দিনের পর দিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : ঐশপ্রেরণা
তাঁর অন্তরে এমন অনুগ্রহ সঞ্চার করছিল যে
তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই
সমগ্র জগৎকে দেখতে পেতেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯২

প্র ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী (আল্লেলুইয়া),
উ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : যিনি ছিলেন * বিখ্যাত নবী, যিনি ছিলেন আদর্শ গুরু,
এসো, সেই ধন্য বেনেডিক্টের গুণগান করি (আল্লেলুইয়া)।

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা  প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা  প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : যিনি ছিলেন বিখ্যাত নবী, যিনি ছিলেন আদর্শ গুরু,
এসো, সেই ধন্য বেনেডিক্টের গুণগান করি (আল্লেলুইয়া)।

প্র প্রভু ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করলেন (আল্লেলুইয়া),
উ তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** এমন সুসমাচার বেছে নিতে হয় যা মিসায় পাঠ করা হয় না : লুক ৯:৫৭-৬২ অথবা যোহন ১৭:২০-২৬।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায় : আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পর্বদিনে,
এসো, আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাবাদ করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যিনি আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টকে ঐশঅনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

সূর্যের জ্যোতি কত উজ্জ্বল !
আজ যে তব পর্বদিবস,
ওগো বেনেডিক্ট, কী গৌরব !
তব পুণ্যেরই কী সৌরভ।

স্বর্গদূতগণ আনন্দিত,
কুলপতি, নবীসকল,

প্রেরিতদূতগণ বলেন সবে :
এসো সনাতন গৌরবে।

তুমি মোদের পিতা ও গুরু,
মোদের উপর দৃষ্টি রেখ,
পূর্ণ কর মোদের অন্তর
খ্রিষ্টভক্তিতে নিরন্তর।

তুমি মোদের পরিচালক,
সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ ;
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি ;
এসো, সবে মেতে উঠি।

তব যাচনা শুনে, খ্রিষ্ট
যত পাপ করুন ক্ষমা,
তোমার সাথে স্বর্গে ঢুকে
অংশী হব ঐশসুখে। (আন্ফানুস সালের্নিতানুস)

১ম ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্য বেনেডিক্ট * সংসারের প্রশংসার চেয়ে
তার নিপীড়নের অন্বেষণ করলেন ;
মানুষের দ্বারা কীর্তিত হওয়ার চেয়ে
ঈশ্বরের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ভালবাসলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভুর ধন্য সন্ন্যাসী বেনেডিক্ট * স্বর্গদূতেরই মত জীবনযাপন ক'রে
জগতের কাছে হলেন পুণ্যকর্মের দর্পণ :
এজন্য তিনি এখন খ্রিষ্টের সঙ্গে
স্বর্গধামে আনন্দ করেন চিরকালের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের মুখমণ্ডলে * প্রকাশ পেত শান্তি ;
তাঁর আচরণ ছিল স্বর্গদূতেরই মত ;
তাঁর চারদিকে এমন বিভা প্রস্ফুটিত ছিল
তিনি ঠিক যেন মর্তলোকে থেকেও স্বর্গলোকেই বাস করতেন (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট * সকল ধার্মিকদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন :
তিনি সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর হয়ে প্রার্থনা করুন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১২:১-২)

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

## শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
উ প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
প্র গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করেছেন ;
উ তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।

পাস্কাকাল

প্র প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করেছেন ;

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভুর ধন্য সাক্ষ্যদাতা, * হে সন্ন্যাসীদের পিতা ও পরিচালক বেনেডিক্ট, আমাদের ও সকলের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের সত্যকার রাজা ও সদ্‌গুরু, মঠবাসী হয়ে আমরা আমরণ যাঁর অধীনে সেবা করতে আগ্রহী, আসুন, বিনম্রচিত্তে সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে আবেদন জানাই :

*হে প্রভু, কেবল তোমাতেই আরাম পায় আমাদের অন্তর।*

-তোমার ইচ্ছা, তোমার শিষ্যেরা ঐশবাণী শ্রবণে রত থাকবে। সহায়তা কর, হৃদয় দিয়ে তোমার বাণী কান পেতে শুনে আমরা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তোমার সেবা করতে পারি।

-অবাধ্যতার অলসতার দরুন আমরা পিতা থেকে দূরে সরে গেছিলাম। কৃপা কর, নিজেদের যত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ ক'রে সুসমাচারের পরিচালনায় ও বাধ্যতার পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমরা যেন পিতার কাছে ফিরে যেতে পারি।

-তোমার পথ সরু ও সঙ্কীর্ণ। সাহায্য কর, সন্ন্যাসজীবনে ও বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে আমরা যেন ঐশপ্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে ধাবিত হতে পারি।

-আমাদের চোখ দিব্য আলোর দিকে খুলে দাও, আমাদের কান উন্মুক্ত কর, আমরা যেন তোমার দৈনন্দিন বাণীতে সাড়া দিতে পারি।

-তুমি আমাদের পরম অবলম্বন। আশীর্বাদ কর, তোমার ঊর্ধ্বে কিছুকে স্থান না দিয়ে আমরা যেন সানন্দে তোমার অবিরত প্রশংসা গান করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৬:৭খ-৮)

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

℣ প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন (আল্লেলুইয়া),

℟ বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য বেনেডিক্ট * সংসারের প্রশংসার চেয়ে
তার নিপীড়নের অন্বেষণ করলেন ;
মানুষের দ্বারা কীর্তিত হওয়ার চেয়ে
ঈশ্বরের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ভালবাসলেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৯:২৬-২৭)

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

*প্র* সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু (আল্লেলুইয়া);

*উ* যাকে তোমার বিধানের কথা শেখাও (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট * সকল ধার্মিকদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন :
তিনি সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর হয়ে প্রার্থনা করুন (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৪:৮, ৯খ)

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তারা আনন্দে মেতে উঠুক (আল্লেলুইয়া),

℟ তারা চিরকাল আনন্দ করবে আর তুমি তাদের মাঝে বাস করবে (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হে বেনেডিক্ট, মোদের পিতা,
হে সন্ন্যাসীদের আদর্শ,
হে শ্রীযিশুর উজ্জ্বল মুক্তা,
সংসার থেকে কর রক্ষা।

হে তপস্বী ধন্য পিতা,
ভক্তি-সাধনার আদর্শ,
কঠোর পরিশ্রমের দর্পণ,
মোদের শক্তি কর অর্পণ।

আকাশ পানে চক্ষু তুলে
তুমি একদিন দেখতে পেলে :
ভগ্নীর আত্মা সংসার ছেড়ে
কপোত যেনই স্বর্গে ওড়ে।

তেমন দৃশ্য পেয়ে তুমি
স্বর্গধাম অন্বেষণ করলে।
উজ্জ্বল প্রভা, দিব্য জ্যোতি,
স্বর্গে বাজে তব স্তুতি।

তবে তব নিয়ম-পথে
যারা স্বর্গধাম অন্বেষে,
যাদের সন্ধান দিব্য কান্তি,
তারা যেন লাভে শান্তি।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পূজনীয় পিতর † ১১৫৬)

১ম ধুয়ো : মৃত্যুর ছয় দিন আগে * বেনেডিক্ট নির্দেশ দিলেন
তাঁর সমাধিমন্দির যেন খোলা হয় (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : ছয় দিন পরে * তাঁকে প্রার্থনাগৃহে আনা হল।
তিনি পাথেয়রূপে খ্রিষ্টের দেহরক্ত গ্রহণ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : সন্ন্যাসী ভাইদের উপর * দুর্বল শরীর ভর দিয়ে
দু'হাত বাড়িয়ে সকলের স্তুতিবন্দনায় যোগ দিতে দিতে
তিনি প্রাণত্যাগ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : আশিসধন্য বেনেডিক্ট
নিখিল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর হয়ে প্রার্থনা করুন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : সংসারের মায়া তুচ্ছ ক'রে * প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট জীবন-সংগ্রামে জয়ী হলেন,
কথায় কর্মে তিনি আপন সম্পদ স্বর্গেই সঞ্চয় করলেন (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৮:২৮-৩০)

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে

নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

প্ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
প্ আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি,
উ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

### পাস্কাকাল

প্ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ * ধন্য বেনেডিক্ট শিষ্যদের চোখের সামনে স্বর্গে আরোহণ করলেন;
আজ দু'হাত তুলে তিনি প্রার্থনা করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন:
আজ স্বর্গদূতদের দ্বারা
তিনি ঐশগৌরবে উন্নীত হলেন (আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের এই উত্তরণ-পর্বদিনে, আসুন, ভক্তিভরে পরম পিতার প্রতিমূর্তি সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছে মিনতি নিবেদন করি।

*হে প্রভু, জগৎকে শান্তি দান কর।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে ধন্য আব্বা বেনেডিক্ট তোমার পুত্রের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শগুরু হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যারা আজ স্বর্গে তাঁর উত্তরণের কথা স্মরণ করি, যেন ভালবাসা ও গৌরবের শীর্ষস্থানের দিকে ধাবিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৩শে মার্চ

# সাধু তুরিবিয়াস দ্য মন্গ্রভেজো, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু তুরিবিয়াস প্রৈরিতিক দায়িত্ব পালনে ও সত্যের সমর্থনে বহু কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তোমার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত জনগণ যেন বিশ্বাস ও পবিত্রতায় সদা-বৃদ্ধিশীল হয়ে জীবনের নবীনতায় অগ্রসর হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরের পুরোহিত, * পুণ্য জীবনের আদর্শ, উত্তম পালক,
আমাদের হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, * কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপর তারই চরণ,
যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন! (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

২৫শে মার্চ

# প্রভুর আগমন সংবাদ

মহাপর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

স্তোত্র

জেনে নিক সব জাতির মানুষ,
এসে গেছে ঐশজীবন ;
নিষ্ঠুর শত্রুর জোয়াল গেল,
মানবমুক্তি এবার এল।

নবী একদিন যা বলেছেন,
তা কুমারীতে যে সিদ্ধ !
সেই দূত সংবাদ দিলেন যাঁকে,
আত্মা পূর্ণ করলেন তাঁকে।

মরিয়ম গর্ভে ধারণ করেন
সেই সনাতন সত্যবাণী ;
বিশ্ব যাঁকে ধরতে অক্ষম,
কন্যার গর্ভ তাঁরই কক্ষ।

প্রাচীন আদম গর্বের ফলে
যা করেছিলেন বিনষ্ট,
নব আদম নতুন ক'রে
গড়লেন তা নম্রতার জোরে।

জনকেশ্বরেরই পুত্র,
আত্মার কনে-সুকুমারীর
গর্ভে যিনি আজ প্রবিষ্ট,
ধন্য ধন্য সেই শ্রীখ্রিষ্ট। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ড থেকে
এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ;
পৃথিবী পূর্ণ হবে প্রভুর গৌরবে ;
সকল প্রাণী দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন ;
তিনি রাজত্ব করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন,
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ভয় করো না, মারীয়া।
তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : আমি * প্রভুর দাসী,
আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ১:১-৩)

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে, আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি। কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি, তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার; পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

## শ্লোক

*প্র* যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, * যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

*উ* যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, * যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

*প্র* কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।

*উ* যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, * যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

### পাস্কাকাল

*প্র* যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ কুমারী পরিত্রাতাকে প্রসব করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যেসের মূলকাণ্ডের পল্লবটি উৎপন্ন হলেন, যাকোবকুল থেকে তারাটি উদিত হলেন।

* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধন্যা মারীয়া, * পবিত্র আত্মা তোমার উপর নেমে আসবেন,
পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আজ দূতের মাধ্যমে ধন্যা মারীয়াকে মানবপরিত্রাণের শুভসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি :

*হে প্রভু, অনুগ্রহ দান কর।*

-তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার পুত্রের মাতা হবার জন্য মনোনীত করেছিলে। যারা এখনও তোমার পরিত্রাণের অপেক্ষায় আছে, তাদের সকলের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর।

-দূতের মাধ্যমে তুমি ধন্যা মারীয়ার কাছে শান্তি ও আনন্দের বাণী বহন করেছিলে। মানবজাতিকে তোমার রাজ্যের শান্তি ও আনন্দ দান কর।

-তোমার দাসীর বাধ্যতাগুণে এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তোমার ঐশবাণী আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ধন্যা মারীয়া যেইভাবে খ্রিষ্টকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, আমরাও যেন সেইভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে পারি, সেইজন্য তুমি আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও।

-তুমি তো বিনম্রদের উন্নীত কর, ক্ষুধার্তদের মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত কর। দুর্বলকে সাহায্য, দিশেহারাকে আশা, মরণাপন্নকে সান্ত্বনা দান কর।

-হে মহান ও দয়াল প্রভু, তোমার পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। পাপ ও মৃত্যুর কবল থেকে আমাদের ত্রাণ কর। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার সান্নিধ্যে শাশ্বত পুরস্কার দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : বাণী হলেন মাংস ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

সাপের কথা শোনার ফলে
আদমসন্তানদের কী দশা !
স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টজীবদের
মানুষ হল পূজারি !

তেমন দশা লক্ষ ক'রে
ঐশবাণী দুঃখ করলেন :
'মম পিতার সৃষ্টির গৌরব
কেমন অধঃপতিত !'

মানবদেহ ধারণ করলেন
সনাতন সেই পিতার পুত্র :
'করব ছিন্ন মৃত্যুর শৃঙ্খল,
করব মুক্ত মানুষকে।'

এই সেইদিন যেদিনে বাণী
মাংসের সঙ্গে যুক্ত হলেন :
সুকুমারীর গর্ভ হল
পরমেশ্বরের আবাস।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : যখন সময়ের পূর্ণতা এল, * তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,
যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো : পরমেশ্বর * তাঁবু গাড়লেন সূর্যের মধ্যে ;
বাসর থেকে বেরিয়ে আসা বরেরই মত তিনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৯

৩য় ধুয়ো : আদমসন্তানদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতম ;
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

প্র আদিতে ছিলেন বাণী : বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী (আল্লেলুইয়া),
উ বাণী ছিলেন ঈশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার মন্দিরে আমরা
তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি, পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮

২য় ধুয়ো : তাঁর জীবনকালে * মহাশান্তি হবে প্রস্ফুটিত,
তিনি পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৭২

৩য় ধুয়ো : হে আকাশমণ্ডল, * ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে বর্ষণ করুক ;
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ,
পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৮

℣ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম (আল্লেলুইয়া),
℟ অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ পুত্রেরই যে গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, * মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি—একথা বলছেন প্রভু (আল্লেলুইয়া)।

**প্রভুর আগমন** (গীতিকা ইশা ৯:১-৬)

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত,
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

তুমি বাড়িয়েছ পুলক,
আনন্দ করেছ মহান,

তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে, †
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।

কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল, †
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা, রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

এসব কিছু সাধন করবে
সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**খ্রিষ্টই আমাদের শান্তি** (গীতিকা ইশা ২৬:১-৪, ৭-৯, ১২)

আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।

খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।

যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রেখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল।

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা ইশা ৬৬:১০-১৪ক)

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।

তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।
কারণ প্রভু একথা বলছেন : †
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।

তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, †
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি—একথা বলছেন প্রভু
(আল্লেলুইয়া)।

℣ বাণী হলেন মাংস (আল্লেলুইয়া),
℟ তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১:১৮-২৪।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের

সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : বাণী হলেন মাংস ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

ওগো নবদিনের আলো,
বহন কর মুক্তির বাণী ;
মেরীর কাছে দূতের কথায়
পূর্ণ সকল নবীর বাণী।

আদি থেকে যিনি ছিলেন
অমর পিতার অমর পুত্র ;
তিনি মর মানুষ হলেন,
হলেন মানব-মাতার পুত্র।

মানবদেহ তিনি নিলেন,
এলেন পুণ্য বলিরূপে,
তাঁর অমূল্য রক্তধারায়
পাপীর দণ্ড দিলেন মুছে।

ওগো মাংসধারী সত্য,
মাতৃগর্ভে তুমি গুপ্ত,
দিব্য আলো সঞ্চার কর,
মোদের অন্তর তো যে সুপ্ত।

হে বিনম্রা মাতা, তুমি
বললে : আমি প্রভুর দাসী ;
স্বর্গের রানী, চেয়ে দেখ !
মোরা এখনও প্রবাসী।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত।

১ম ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * প্রেরিত হলেন কুমারী মারীয়ার কাছে ;
তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : নারীকুলে * তুমি ধন্যা
এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : জগৎত্রাতা * সূর্যের মতই উদিত হবেন ;
আবার তিনি নবীন ঘাসের উপর বর্ষার মতই কুমারীর গর্ভে অবতীর্ণ হবেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ২:৬-৮ক)

অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না ; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন ; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন।

**শ্লোক**

℣ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
℟ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

পাস্কাকাল

℣ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঈশ্বর * এমন মহাপ্রেমে আমাদের ভালবেসেছিলেন যে,
তিনি তাঁর আপন পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে প্রেরণ করলেন
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রভুর আগমন সংবাদের কথা স্মরণ ক'রে আমরা আজ আমাদের পরিত্রাণের শুভ সূত্রপাত উদ্‌যাপন করছি। আসুন, ঈশ্বরে আস্থা রেখে প্রার্থনা করি :

*পবিত্রা ঈশ্বরজননী আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-ধন্যা কুমারী মারীয়া যেমন বিশ্বাসের সঙ্গে দূতের সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন, হে পিতা, আমরাও তেমনি যেন আমাদের ত্রাণকর্তার বাণী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করি।

-তুমি তোমার দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিলে। তোমার সকল সন্তানের কথা মনে রেখ।

-সেই নব-হবা মারীয়া যেমন তোমার বাণীতে বাধ্য হলেন, আমরাও তেমনি যেন প্রেমপূর্ণ বাধ্যতায় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি।

-পবিত্রা ঈশ্বরজননী অসহায়কে সান্ত্বনা দেন, নিরুপায় দুঃখগ্রস্তকে সাহায্য করুন, জনগণের মঙ্গলপ্রার্থনা করুন, পুরোহিতবর্গকে রক্ষা করুন, সন্ন্যাসিনীদের হয়ে যাচনা করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি : আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র

আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গৌরবময় যেসের সেই মূলকাণ্ড থেকে * এমন চমৎকার পল্লব উৎপন্ন হলেন, যাঁর থেকে প্রস্ফুটিত হলেন একটি সুগন্ধময় ফুল (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:৯খ-১০)

ঈশ্বর আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য, যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রিষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে: স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

*প্র* প্রভুর দূত মারীয়াকে সংবাদ দিলেন (আল্লেলুইয়া),

*উ* আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : কুমারীটি * গর্ভবতী হয়ে
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন ;
তিনি তাঁর নাম রাখবেন ইম্মানুয়েল (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৪:১০)

এতেই ভালবাসার অর্থ: আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম, এমন নয়; বরং তিনি আমাদের ভালবাসলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

*প্র* আমি প্রভুর দাসী (আল্লেলুইয়া),

*উ* আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তিনি * মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ২:৫)

ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন।

℣ বাণী হলেন মাংস (আল্লেলুইয়া),

℟ তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

জেনে নিক সব জাতির মানুষ,
এসে গেছে ঐশজীবন ;
নিষ্ঠুর শত্রুর জোয়াল গেল,
মানবমুক্তি এবার এল।

নবী একদিন যা বলেছেন,
তা কুমারীতে যে সিদ্ধ !
সেই দূত সংবাদ দিলেন যাঁকে,
আত্মা পূর্ণ করলেন তাঁকে।

মরিয়ম গর্ভে ধারণ করেন
সেই সনাতন সত্যবাণী ;
বিশ্ব যাঁকে ধরতে অক্ষম,
কন্যার গর্ভ তাঁরই কক্ষ।

প্রাচীন আদম গর্বের ফলে
যা করেছিলেন বিনষ্ট,
নব আদম নতুন ক'রে
গড়লেন তা নম্রতার জোরে।

জনকেশ্বরেরই পুত্র,
আত্মার কনে-সুকুমারীর
গর্ভে যিনি আজ প্রবিষ্ট,
ধন্য ধন্য সেই শ্রীখ্রিষ্ট। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যেসের মূলকাণ্ড থেকে
এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ;
পৃথিবী পূর্ণ হবে প্রভুর গৌরবে ;
সকল প্রাণী দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন ;
তিনি রাজত্ব করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন,
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ভয় করো না, মারীয়া।
তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।
গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : আমি * প্রভুর দাসী,
আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ যোহন ১:১-৩)

যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে, আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি। কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল ; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—যা আমরা দেখেছি ও

শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি, তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার; পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

## শ্লোক

প্ল বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

উ বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

প্ল আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে।

উ আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বাণী হলেন মাংস। * তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

### পাস্কাকাল

প্ল বাণী হলেন মাংস, তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ বাণী হলেন মাংস, তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বাণী হলেন মাংস, তিনি আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন :

আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা!

প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আজ দূতের মাধ্যমে ধন্যা মারীয়াকে মানবপরিত্রাণের শুভসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি:

*হে প্রভু, অনুগ্রহ দান কর।*

-তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার পুত্রের মাতা হবার জন্য মনোনীত করেছিলে। যারা এখনও তোমার পরিত্রাণের অপেক্ষায় আছে, তাদের সকলের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর।

-দূতের মাধ্যমে তুমি ধন্যা মারীয়ার কাছে শান্তি ও আনন্দের বাণী বহন করেছিলে। মানবজাতিকে তোমার রাজ্যের শান্তি ও আনন্দ দান কর।

-তোমার দাসীর বাধ্যতাগুণে এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবেই তোমার ঐশবাণী আমাদের মাঝে তাঁবু স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ধন্যা মারীয়া যেইভাবে খ্রিষ্টকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, আমরাও যেন সেইভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে পারি, সেইজন্য তুমি আমাদের হৃদয়দুয়ার খুলে দাও।

-তুমি তো বিনম্রদের উন্নীত কর, ক্ষুধার্তদের মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত কর। দুর্বলকে সাহায্য, দিশেহারাকে আশা, মরণাপন্নকে সান্ত্বনা দান কর।

-হে মহান ও দয়াল প্রভু, তোমার পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। পাপ ও মৃত্যুর কবল থেকে আমাদের ত্রাণ কর। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার সান্নিধ্যে শাশ্বত পুরস্কার দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মঙ্গলবিধানে তুমি চেয়েছিলে, তোমার বাণী কুমারী মারীয়ার গর্ভে সত্যকার মানব-মাংস ধারণ করবেন। অনুনয় করি: আমাদের সেই মুক্তিসাধককে ঈশ্বর ও মানুষ বলে স্বীকার ক'রে আমরা যেন তাঁর ঐশস্বরূপেরও সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# এপ্রিল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
২৪ ২৫ (সাধু মার্ক) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

## ২রা এপ্রিল

## পাওলার সাধু ফ্রান্সিস, বিজনাশ্রমী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই নম্রচিত্তের গৌরব! তুমি সাধু ফ্রান্সিসকে তোমার সাধুদের গৌরবলাভে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর : তাঁর আদর্শ ও প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন নম্রচিত্তদের জন্য অঙ্গীকৃত পুরস্কার আনন্দের সঙ্গে লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দেখ, দরজায় দাঁড়িয়ে আমি ঘা দিচ্ছি!
আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়,
তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব ;
তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঐশপ্রেম * লাভ করার জন্য তিনি
তার সর্বস্ব তুচ্ছ মনে ক'রে বিক্রি করে দিলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

৪ঠা এপ্রিল

# সাধু ইসিদোর, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, সাধু ইসিদোরের স্মরণদিবস পালন ক'রে আমরা যে মিনতি তোমার কাছে নিবেদন করছি, তা তুমি গ্রহণ কর: তোমার মণ্ডলী তাঁর স্বর্গীয় ধর্মশিক্ষা লাভে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে সহায়তা পায়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,
তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।
যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,
তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু ইসিদোর,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

৫ই এপ্রিল

## সাধু ভিনসেণ্ট ফেরের, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক (ধর্মপ্রচারক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তুমি পুরোহিত সাধু ভিনসেণ্টকে সুসমাচার-প্রচারের সেবাকর্মী করে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর : পৃথিবীতে তিনি যাঁকে আসন্ন বিচারকরূপে প্রচার করেছিলেন, আমরা যেন স্বর্গে রাজারূপে তাঁকে দেখতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা কথা বলবে এমন নয়,
তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সকলে * যেন আমার দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে,
তার জন্য আমি সকলের কাছে হয়েছি সবকিছু। গীতিকা

৭ই এপ্রিল

## সাধু জন বাপ্তিষ্ট দ্য লা সাল, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (শিক্ষাব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু জন-বাপ্তিষ্টকে তরুণ-তরুণীদের গুরু হবার জন্য মনোনীত করেছিলে। তোমার মণ্ডলীর মধ্যে এমন প্রবুদ্ধ মানুষের উদ্ভব ঘটাও, যারা মনে প্রাণে তরুণ-তরুণীদের মানব ও খ্রিষ্টীয় শিক্ষাদানে আত্মনিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পালক * যেমন আপন পালকে পালন করে,

তেমনি যে ভালবাসে, সে-ই মানুষকে শিক্ষা দান করতে পারে (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও,

কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

১১ই এপ্রিল

# সাধু স্তানিস্লাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু স্তানিস্লাস তোমার গৌরবার্থে অত্যাচারীদের খড়্গের আঘাতে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর : আমরাও যেন দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যু পর্যন্তও

নিষ্ঠাবান থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এই জগতে * নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে,
সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

১৩ই এপ্রিল

## পোপ সাধু প্রথম মার্টিন, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : তোমার অনুগ্রহে যেমন সাক্ষ্যমর পোপ সাধু মার্টিন পার্থিব শাসানি ও যন্ত্রণা তুচ্ছ করে জয়ী হতে পেরেছিলেন, তেমনি আমরাও যেন জগতের হুমকির সামনে অপরাজেয় মনোবল নিয়ে দাঁড়াতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এই জগতে * নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে,
সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

২১শে এপ্রিল

# সাধু আনসেলমো, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু আনসেলমোকে তোমার প্রজ্ঞার অতলান্ত রহস্য গবেষণা করতে ও সেই বিষয়ে শিক্ষাদান করতে চালিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : বিশ্বাস দানে আমাদের বুদ্ধির সহায়তায় এসো, তুমি আমাদের যা বিশ্বাস করতে আজ্ঞা করেছ, তা যেন আমাদের অন্তরে মধুর লাগতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

**জাখারিয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : ধন্য আনসেলমো * খ্রিষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতার সমর্থনে ক্ষমতাশালীদের বলতেন :
খ্রিষ্টের কনে ক্রীতদাসী নয়, বরং স্বাধীন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু আনসেলমো,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

২৩শে এপ্রিল

## সাধু আদালবার্ট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, মানবপরিত্রাণের আগ্রহে উদ্দীপ্ত বিশপ সাধু আদালবার্টকে তুমি সাক্ষ্যমরণের মর্যাদায় ভূষিত করেছ। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর : মেষপাল হোক পালকদের প্রতি বাধ্য, পালকগণ হোক মেষপালের প্রতি যত্নশীল। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ২৩শে এপ্রিল

## সাধু জর্জ, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, তোমার শক্তির গুণকীর্তন ক'রে আমরা তোমাকে অনুনয় করি : সাধু জর্জ যেমন প্রভুর মরণযন্ত্রণার অনুকারী হয়েছিলেন, তিনি তেমনি হোন আমাদের দুর্বলতায় তৎপর সহায়ক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৪শে এপ্রিল

## সিগমারিঙ্গেনের সাধু ফিদেলিস, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়ে যিনি খ্রিষ্টবিশ্বাস বিস্তার করেছিলেন, তুমি সেই সাধু ফিদেলিসকে সাক্ষ্যমরণের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : খ্রিষ্টপ্রেমে স্থিতমূল হয়ে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের

শক্তি উপলব্ধি করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৫শে এপ্রিল

# সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে কথা বলেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,

সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার ‘তুমি ধন্য ;’
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি। আল্লেলুইয়া,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। আল্লেলুইয়া,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমি দেখলাম * নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

## প্রভুর যাজকসমাজ (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি দেখলাম নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যাঁরা সুসমাচার প্রচার করেন, আল্লেলুইয়া,
*উ* প্রভু আপন মহাপরাক্রমে তাঁদের ঘিরে রাখেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৮:১৬-২০।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পাস্কার স্ফূর্তির সংবাদ দিতে
সূর্য অদ্য উল্লসিত ;
প্রেরিতদূতদের চোখে যিশু
নবীন আলোতে ভূষিত।

খ্রিষ্টের দেহের ক্ষত, দেখ !
মিটমিট করে তারাই যেন ;
প্রেরিতদূতগণ সাক্ষ্য দিলেন
বিশ্ব বিশ্বাস করে যেন।

ওগো দয়াল খ্রিষ্ট প্রভু,
দখল কর মোদের অন্তর,
মোদের কণ্ঠে বাজে যেন
তব গুণগান নিরন্তর।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (১১শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : নবীদের * সমস্ত বাণী
খ্রিষ্টের শুভসংবাদে পূর্ণতা লাভ করল। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে
ঈশ্বর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে
আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে
তোমাদের আহ্বানও করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : অনেকেই * তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করবে ;
তিনি কখনও বিস্মৃত হবেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ধার্মিকেরা * ঈশ্বরের সম্মুখে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:১-২ক, ৩-৪)

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, যা দ্বারা পরিত্রাণও পাচ্ছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা : খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল ; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।

## শ্লোক

℣ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা * বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন ;
আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন
ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা
সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সুসমাচারের মাধ্যমে অনন্ত জীবন এবং অমরতার কথা প্রকাশ করেছেন, আসুন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল।*

-তুমি তো সুসমাচারের আলোতে জগৎকে আলোকিত কর। সাহায্য কর, আমরা যেন তোমার শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারি।

-তুমি প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিয়েছিলে, তাঁরা যেন জগতের সর্বত্র গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেন। তোমার মণ্ডলীতে বাণীপ্রচারের উদ্দীপনা অনুক্ষণ জাগিয়ে তোল।

-তুমি তোমার বাণী সম্প্রদান করার দায়িত্ব মণ্ডলীর হাতে তুলে দিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন প্রৈরিতিক পরম্পরা রক্ষা করি।

-তুমি চেয়েছ, স্বর্গরাজ্য হবে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য খামিরেরই মত। আজও আমাদের মধ্যে তোমার প্রথম শিষ্যদের সেই উজ্জ্বল প্রৈরিতিক প্রেরণা জাগিয়ে রেখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীদের * সমস্ত বাণী
খ্রিষ্টের শুভসংবাদে পূর্ণতা লাভ করল। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১:১৬-১৭)

সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক —যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: 'বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।'

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, আল্লেলুইয়া,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ২:২খ-৪)

আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি, আল্লেলুইয়া,

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধার্মিকেরা * ঈশ্বরের সম্মুখে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ১:৮খ-৯)

ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা, আল্লেলুইয়া,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : সুসমাচারের জন্য * আমি সবই করি,
যেন তার সহভাগী হতে পারি। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : বিজাতীয়দের কাছে * খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করার
অনুগ্রহ
আমাকে দেওয়া হয়েছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা * মহাশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে
প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : তাঁর হৃদয়ে * প্রজ্ঞা বসবাস করে,
তাঁর ওষ্ঠে সদ্বিবেচনা বিরাজিত। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ১:৩-৬)

তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, যখন

সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে।

## শ্লোক

প্র বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : নবসৃষ্টি-কালে * যখন মানবপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন,
তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস সঞ্চার করেছেন, আসুন, সেই পরম পিতার প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।*

-হে জীবনেশ্বর, তুমি যে মৃতদের মধ্য থেকে মণ্ডলীর শীর্ষপতি সেই খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছ, সুসমাচার-জনিত নবজীবনের সাক্ষী হতে আমাদের সহায়তা কর।

-তুমি তোমার পুত্রকে দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে পাঠিয়েছিলে। আমাদের অন্তর বিনম্র কর, আমরা যেন সুসমাচারের আনন্দদায়ী বাণী উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার প্রেরিত মশীহ সেই খ্রিষ্ট ঐশবাণীর বীজ বপন করেছিলেন। সকল বাণীপ্রচারকের কাজ আশীর্বাদ কর, যেন তাঁদের কষ্ট প্রচুর ফসলে ফলশালী হতে পারে।

-তুমি খ্রিষ্টে জগৎকে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছ। পুনর্মিলন-সাক্রামেন্তের সেবকদের অন্তর করুণা ও পবিত্রতায় ভূষিত কর।

-কৃপা দান কর, আমরা যেন তোমার পুত্রের পুনরুত্থান ও গৌরবলাভের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের গৌরবময় ঐশজীবনে পুনরুত্থিত করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সুসমাচার-রচয়িতা সাধু মার্ককে সুসমাচার-প্রচারের অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষাদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৮শে এপ্রিল

## সাধু পিতর শানেল, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক (ধর্মপ্রচারক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিস্তার-কাজের জন্য তুমি সাধু পিতরকে সাক্ষ্যমরণের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : এই আনন্দময় পাস্কাকালে আমরা যেন খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্যাদি এমনভাবে উদ্‌যাপন করি, যাতে জীবনের নবীনতার সাক্ষী হয়ে উঠতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২৮শে এপ্রিল

## সাধু লুইস মারীয়া গ্রিনিওঁ দ্য মন্টফোর্ট, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক (ধর্মপ্রচারক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু লুইস মারীয়ার পদক্ষেপ ধন্যা কুমারীর সাহচর্যে পরিত্রাণ ও খ্রিষ্টভক্তির পথে চালিত করতে ইচ্ছা করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন তোমার ভালবাসার রহস্যগুলো অনুধ্যান করতে করতে অক্লান্ত ভাবে তোমার মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সচেষ্ট থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৯শে এপ্রিল

## সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধ্বী কাথারিনা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ধ্যানে ও তোমার মণ্ডলীর সেবায় দিব্য প্রেমে উদ্দীপ্তা থাকতেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্ট-রহস্যের সহভাগী হয়ে তোমার জনগণ যেন তাঁর স্বর্গীয় গৌরব দর্শনে চির আনন্দিত হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্টের কুমারী সেবিকা কাথারিনা * খ্রিষ্টের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন, তিনি যেন মণ্ডলীকে শান্তি দান করেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সর্বদাই * ঈশ্বর-অন্বেষায় রতা থেকে
কাথারিনা তাঁর সঙ্গে দিব্য প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতেন।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৩০শে এপ্রিল

# পোপ সাধু পঞ্চম পিউস

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার দূরদৃষ্টিতে তুমি পোপ সাধু পিউসকে তোমার মণ্ডলীর মধ্যে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন খ্রিষ্টবিশ্বাস রক্ষা করেন ও তোমার উদ্দেশে যেন যোগ্যতর উপাসনার অর্ঘ্য নিবেদিত হয়। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন উজ্জ্বল বিশ্বাস ও ফলশালী ভালবাসায় তোমার রহস্যগুলোতে যোগদান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

# মে

১ ২ ৩ (সাধু ফিলিপ ও যাকোব) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ (সাধু মাথিয়াস) ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ (শুভ সাক্ষাৎ) মণ্ডলীর মাতা মারীয়া নির্মলহৃদয়া মারীয়া

## ১লা মে

## আদর্শ কর্মী সাধু যোসেফ

এ ঐচ্ছিক স্মরণদিবস যখন স্মরণ বা পর্ব পর্যায়ে পালিত হয়, তখন নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় অংশগুলি নেওয়া যেতে পারে। অবশ্যই, ১ম সন্ধ্যারতি ও জাগরণীর ৩য় পর্ব কেবল তখনই পালনীয় যখন দিনটি পর্ব বা মহাপর্ব বলে পালিত হয়।

কিন্তু, দিনটি স্মরণ বলে পালিত হলে, তবে শুধুমাত্র সমাপন প্রার্থনা, স্তোত্রগুলো, এবং জাখারিয়া ও কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়োই ব্যবহার্য।

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় (২য়) সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জয় জয়, ধন্য যোসেফ,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী!

তব স্তুতি স্বর্গের ওষ্ঠে,
তব স্তবগান মর্তের কণ্ঠে।

পরমাত্মারই প্রভাবে
কুমারী গর্ভস্থা হলে
সেই দূত তোমায় নিদ্রাগত
সবই করান অবগত।

স্মরণ করি : তব স্নেহে
শিশু সেই প্রভুকে পালন,
সঙ্কটে মিশরে যাত্রা,
মন্দিরে নেই খোঁজের মাত্রা।

যত সাধুসাধ্বীর চেয়ে
স্বর্গে তব গৌরব মহৎ :
যিশুর পাশেই তব আসন,
অধিক উজ্জ্বল তব ভূষণ।

ওগো ত্রিত্ব পরমেশ্বর,
তাঁরই পুণ্যে কর মঞ্জুর,
মোরাও যেন স্বর্গধামে
রত থাকি স্তুতিগানে। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;

তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:২৩-২৪)

তোমরা যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত।

## শ্লোক

প্ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে
প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন:
তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি স্বর্গমর্তের নিখিল সৃষ্টজীবদেরই পিতা, আসুন, সেই ঈশ্বরের কাছে সমবেত কণ্ঠে মিনতি জানাই:

*হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি খ্রিষ্টের রহস্যাবৃত মর্মসত্য সাধু যোসেফকেই প্রকাশ করেছিলে। সহায়তা কর, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আমরা যেন তোমার সেই পুত্রকে অধিক জানতে ও ভালবাসতে পারি।

-তুমি তো আকাশের পাখিদের জন্য আহার যোগাও, তুমি তো মাঠের ফুল অলঙ্কৃত কর। সকল মানুষকে দৈনিক খাদ্য দান কর।

-তোমার সৃষ্টিকার্য তুমি মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছ। সকল শ্রমিক, সকল কৃষককে দান কর তাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার।

-তুমি পবিত্রতার উৎস, তুমি সকল মানুষকে তোমার মত পবিত্র হতে ডাক। কৃপা কর, সাধু যোসেফের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন জীবনের সকল দিন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তোমার পথে চলতে পারি।

-মরণাপন্ন ও পরলোকগত ব্যক্তিদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। তাঁরা যিশু, যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে চির সুখ লাভ করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** (পর্ব বা মহাপর্ব উপলক্ষে : সাম ৯৫)। অন্যথা : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি কর্মী যোসেফের সন্তান বলে পরিচিত ছিলেন,
এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য যোসেফের পর্ব
স্ফূর্তির সঙ্গে পালন করি :
সাধু ব্যক্তি আজ লাভ করলেন
স্বর্গীয় পুরস্কার।

বালক যিশু ও সুকুমারীর
তিনি করলেন প্রতিপালন :

সদাই ব্যস্ত, সদাই তৎপর,
সদাই কর্মশীল।

পুণ্যময় তাঁর জীবনধারণ,
তিনি সত্যি ধর্মপ্রাণ :
অদ্য সেথায় গমন করলেন
যেথায় চিরসুখ।

তবেই মোরা তাঁর প্রশংসা
বিশ্ব জুড়ে করি প্রচার ;
তাঁর পুণ্যে মোরা যেন
শান্তি করি লাভ।

ধর্মপ্রাণকে যিনি করেন
স্বর্গীয় মালাতে ভূষিত,
সেই ত্রিব্যক্তি একেশ্বরের
জয় জয় হোক। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : লোকগণনার সেই বছরে * যোসেফ ও মারীয়া নাজারেথ থেকে
গেলেন সেই দাউদ-নগরীতে যার নাম বেথলেহেম। আল্লেলুইয়া। সাম ১

২য় ধুয়ো : রাখালেরা ইতস্তত না করেই সেখানে গিয়ে
মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে
খুঁজে পেল। আল্লেলুইয়া। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : যোসেফ * শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে
ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১

℣ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। আল্লেলুইয়া,
℟ তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : বিধান অনুসারে * যোসেফ ও মারীয়া
শিশুটিকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫

২য় ধুয়ো : শিশুটি সম্বন্ধে * এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন।
শিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : যিশুর মধুর বাণী শুনে * সকলে আশ্চর্য হয়ে যেত ;
তারা বলত, এ কি যোসেফের ছেলেটি নয়। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৮

প্র তোমার পরিত্রাণে তাঁর গৌরব মহান। আল্লেলুইয়া,
উ প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : বিশ্বস্ত মানুষ * হবে মহাপ্রশংসার পাত্র,
আপন প্রভুকে যে প্রতিপালন করে, সে গৌরবমণ্ডিত হবে। আল্লেলুইয়া।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।

অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : বিশ্বস্ত মানুষ হবে মহাপ্রশংসার পাত্র,
আপন প্রভুকে যে প্রতিপালন করে, সে গৌরবমণ্ডিত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। আল্লেলুইয়া :
*উ* প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।

আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** এমন সুসমাচার বেছে নিতে হয় যা মিসায় পাঠ করা হয় না : মথি ১:১৬, ১৮-২১, ২৪ক অথবা লুক ২:৪১-৫১ক।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** (পর্ব বা মহাপর্ব উপলক্ষে : সাম ৯৫)। অন্যথা : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি কর্মী যোসেফের সন্তান বলে পরিচিত ছিলেন,
এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

অন্যথা :

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গের ভূষণ ধন্য যোসেফ,
পুণ্য জীবনের দিশারী,
শোন গো মোদের মিনতি,
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি।

স্রষ্টার ইচ্ছায় তুমি ছিলে
বালক যিশুর পালক-পিতা,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী,
ত্রাণের সার্থক মঙ্গলকামী।

মুক্তিদাতার জন্মলগ্নে
ধন্যা সুকুমারীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় হয়ে নত
প্রথম তুমিই থাকলে রত।

যিনি সনাতন রাজেশ্বর,
যাঁরই কথায় পাতাল কাঁপে,
বিশ্বের অধিপতি যিনি,
তোমার বাধ্য ছিলেন তিনি।

জয় হোক সেই পরম ত্রিত্বের
যিনি তোমায় দিলেন গৌরব ;
তব পুণ্যে রেখে আশা
করি স্বর্গেরই প্রত্যাশা। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;
তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ শামু ৭:২৮-২৯)

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমিই তো পরমেশ্বর! তোমার বাণীসকল সত্য এবং এ যে সমস্ত কথা তুমি তোমার এই দাসকে বলছ, তা মঙ্গলকর। এখন অনুগ্রহ করে তুমি তোমার এই দাসের কুলকে আশীর্বাদ কর, তা যেন চিরকাল ধরে তোমার সম্মুখে থাকতে পারে। কারণ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো কথা বলেছ, এবং তোমার আশীর্বাদ গুণে তোমার এই দাসের কুল আশিসমণ্ডিত হবে চিরকাল।

## শ্লোক

প্র ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র এবং তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে আদর্শ কর্মী সাধু যোসেফ,
আমাদের যত কাজের উপর দৃষ্টিপাত কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : সাধু যোসেফ * ছুতোরশীল্প বিশ্বস্ত ভাবে পালন করেছেন,
তিনি শ্রমিকদের উজ্জ্বল আদর্শ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি যত মঙ্গলদান ও পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই প্রভুকে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে পরিত্রাণ কর।*

-হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মবিশ্বাসে আহ্বান করেছিলে তাঁরা যেন বিশ্বস্ততা ও ধর্মময়তার সঙ্গেই তোমার সম্মুখে চলেন। সহায়তা কর, আমরা যেন সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে চলতে পারি।

-তুমি বালক যিশুর প্রতিপালক ও পরিচালক হিসাবে সাধু যোসেফকেই মনোনীত করেছিলে। তোমার কৃপায় আমরাও যেন প্রতিবেশীর সেবা ক'রে খ্রিষ্টেরই সেবা করতে পারি।

-তুমি এই পৃথিবী মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছিলে, মানুষ যেন যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার নামের গৌরবার্থে সার্বিক ন্যায় ও শান্তির জন্য কাজ করি।

-হে পিতা, তোমার হাতের রচনা এই মানবজাতিকে স্মরণে রাখ। কৃপা কর, প্রতিটি মানুষ একটা স্থায়ী কাজ পেয়ে যেন প্রকৃত স্বাধীন মানুষেরই মত জীবনধারণ করতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রবচন ২:৭-৮)

প্রভু ন্যায়বানদের জন্য তাঁর রক্ষা গচ্ছিত রাখেন, যারা সততায় চলে, তিনি তাদের ঢাল। কেননা যারা ন্যায়পথে চলে, তিনি তাদের রক্ষা করেন, তাঁর ভক্তদের সমস্ত পথের উপর দৃষ্টি রাখেন।

*প্র* ঈশ্বর তাঁকে করে তুললেন আপন গৃহের প্রভু। আল্লেলুইয়া,

*উ* এবং তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ১০:১০)

প্রজ্ঞা প্রবাসী ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করল, তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য, তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান, তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল, বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল।

℣ তার ঘরে কত ঐশ্বর্য, কত ধন। আল্লেলুইয়া,

℟ তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ২:১৫-১৬)

যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না, আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে। যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে, আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।

*প্র* তোমার পরিত্রাণে তাঁর গৌরব মহান। আল্লেলুইয়া,

*উ* প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জয় জয়, ধন্য যোসেফ,
কুমারীর পুণ্যবান স্বামী!
তব স্তুতি স্বর্গের ওষ্ঠে,
তব স্তবগান মর্তের কণ্ঠে।

পরমাত্মারই প্রভাবে
কুমারী গর্ভস্থা হলে
সেই দূত তোমায় নিদ্রাগত
সবই করান অবগত।

স্মরণ করি : তব স্নেহে
শিশু সেই প্রভুকে পালন,
সঙ্কটে মিশরে যাত্রা,
মন্দিরে নেই খোঁজের মাত্রা।

যত সাধুসাধ্বীর চেয়ে
স্বর্গে তব গৌরব মহৎ :
যিশুর পাশেই তব আসন,
অধিক উজ্জ্বল তব ভূষণ।

ওগো ত্রিত্ব পরমেশ্বর,
তাঁরই পুণ্যে কর মঞ্জুর,
মোরাও যেন স্বর্গধামে
রত থাকি স্তুতিগানে। (যেরোম কাসানাতে † ১৭০০)

১ম ধুয়ো : প্রতি বছর * যিশুর পিতামাতা
পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * বাড়ির দিকে রওনা হলেন আর যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন,
কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁকে না পেয়ে * তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।
তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন ;
তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন
এবং তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : বৎস, * আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার?
দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।
আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : যিশু * তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন ;
তিনি তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:২৩-২৪)

তোমরা যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত।

## শ্লোক

℣ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
℟ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে লিলিফুলের মত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট প্রভু * ছুতোর মিস্ত্রির সন্তান বলে
পরিচিত হতে চাইলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি স্বর্গমর্তের নিখিল সৃষ্টজীবদেরই পিতা, আসুন, সেই ঈশ্বরের কাছে সমবেত কণ্ঠে মিনতি জানাই :

*হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি খ্রিষ্টের রহস্যাবৃত মর্মসত্য সাধু যোসেফকেই প্রকাশ করেছিলে। সহায়তা কর, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানুষ হলেন, আমরা যেন তোমার সেই পুত্রকে অধিক জানতে ও ভালবাসতে পারি।

-তুমি তো আকাশের পাখিদের জন্য আহার যোগাও, তুমি তো মাঠের ফুল অলঙ্কৃত কর। সকল মানুষকে দৈনিক খাদ্য দান কর।

-তোমার সৃষ্টিকার্য তুমি মানুষেরই হাতে তুলে দিয়েছ। সকল শ্রমিক, সকল কৃষককে দান কর তাদের শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার।

-তুমি পবিত্রতার উৎস, তুমি সকল মানুষকে তোমার মত পবিত্র হতে ডাক। কৃপা কর, সাধু যোসেফের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন জীবনের সকল দিন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তোমার পথে চলতে পারি।

-মরণাপন্ন ও পরলোকগত ব্যক্তিদের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। তাঁরা যিশু, যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে চির সুখ লাভ করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বস্রষ্টা ঈশ্বর, মানবজাতির জন্য তুমিই শ্রম-বিধান নির্ধারণ করেছ। আশীর্বাদ কর: সাধু যোসেফের আদর্শ অনুকরণে ও তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন তোমার আদিষ্ট কর্ম সুসম্পন্ন করতে পারি ও তোমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার অর্জন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২রা মে

# সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু আথানাসিউসকে তোমার পুত্রের ঐশস্বরূপের নিপুণ সমর্থক হবার জন্য মনোনীত করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তাঁর ধর্মশিক্ষা ও সহায়তা লাভে আমরা যেন আরও গভীরতর ভাবে তোমাকে জানতে পারি, তোমার প্রতি ভালবাসায়ও যেন উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৩রা মে

# সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।
মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার ‘তুমি ধন্য ;’

পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি। আল্লেলুইয়া,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। আল্লেলুইয়া,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমি দেখলাম * নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে :
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি দেখলাম নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব। আল্লেলুইয়া।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,

সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।

প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি : তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পাস্কার স্ফূর্তির সংবাদ দিতে
সূর্য অদ্য উল্লসিত ;
প্রেরিতদূতদের চোখে যিশু
নবীন আলোতে ভূষিত।

খ্রিষ্টের দেহের ক্ষত, দেখ !
মিটমিট করে তারাই যেন ;
প্রেরিতদূতগণ সাক্ষ্য দিলেন
বিশ্ব বিশ্বাস করে যেন।

ওগো দয়াল খ্রিষ্ট প্রভু,
দখল কর মোদের অন্তর,
মোদের কণ্ঠে বাজে যেন
তব গুণগান নিরন্তর।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (১১শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু, * পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন,
তাতে আমরা তুষ্ট হব। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ফিলিপ, * যে আমাকে দেখেছে,
সে পিতাকেও দেখেছে। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : এতদিন * আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না?
আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে।
তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তোমরা * যদি আমাকে ভালবাস,
তবে আমার আজ্ঞাগুলো মেনে চল। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে ; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

**শ্লোক**

*প্র* তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম।

℣ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℣ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমিই * সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।
পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না,
যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই :

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি: তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু, * পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন,
তাতে আমরা তুষ্ট হব। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, আল্লেলুইয়া,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি: তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ফিলিপ, * যে আমাকে দেখেছে,
সে পিতাকেও দেখেছে। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি, আল্লেলুইয়া,

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি: তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এতদিন * আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না?
আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

℣ প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি: তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু, * পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন,
তাতে আমরা তুষ্ট হব। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : ফিলিপ, * যে আমাকে দেখেছে,
সে পিতাকেও দেখেছে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : এতদিন * আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না?
আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে।
তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে। আল্লেলুইয়া। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : তোমরা * যদি আমাকে ভালবাস,
তাহলে আমার আজ্ঞা সকল মেনে চল। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই

ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্র বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যদি আমাতে থাক
ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে,
তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর,
তোমাদের জন্য তাই করা হবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রতিবছর তোমার প্রেরিতদূত ফিলিপ ও যাকোবের পর্বদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। অনুনয় করি: তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সহভাগী হতে পারি, যাতে তোমার চিরকালীন দর্শনলাভে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১১ই মে

# সাধু অদো, মাইওলুস, অদিলো, হুগো ও মাননীয় পিতর

## ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করেছেন,

এসো, সন্ন্যাসীদের আদর্শ সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া।

প্রভাতী বন্দনা সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার

লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

অবশিষ্ট অংশগুলোর জন্য দিনের সাধারণ ব্যবস্থা পালনীয়।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে যাদের আচরণ পুণ্য, তুমি নিজে হও তাদের আশ্রয়, তাদের পুরস্কার। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের অন্তরে জাগাও এমন দিব্য প্রেরণা, যেন ক্লুনির সাধু মঠাধ্যক্ষদের আদর্শ ও প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা মুক্ত অন্তরে প্রেমাজ্ঞার পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : তোমার পুণ্যজনেরা, প্রভু,
হিমের চেয়েও নির্মল। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * পবিত্র হও,
তবে আমি ঘটাব তোমাদের বংশবৃদ্ধি,
তোমরা যেন আমার জনগণের জন্য
এই গৃহে প্রার্থনা কর। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ১৭:৭)

ঈশ্বর সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন ; তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ।

## শ্লোক

℣ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর সহভাগিতা পাবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর সহভাগিতা পাবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভু তাদের জানান তাঁর সন্ধির কথা।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর সহভাগিতা পাবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধার্মিকেরা * আলোতে দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে,
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কতিপয় সন্ন্যাস-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছেন যেন মণ্ডলীতে ঐশসেবার প্রতিষ্ঠান সবসময় বর্তমান থাকে, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি।*

-তুমি সাধু বেনেডিক্টকে সন্ন্যাসজীবনের পিতা ও উজ্জ্বল আদর্শ করেছ। তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারেন।

-তুমি কতিপয় সন্ন্যাসনিয়ম-লেখায় প্রেরণা দিয়েছিলে যাতে সেগুলি পালনে মণ্ডলীতে পবিত্রতার ফসল বৃদ্ধি পায়। আশীর্বাদ কর, প্রতিটি সঙ্ঘে যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে নিয়ম-পালনও জীবনের উৎস বলে গণ্য করা হয়।

-তুমি চেয়েছ, সন্ন্যাসীদের প্রশংসাগান স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যুক্ত থাকবে। সহায়তা কর, আমাদের উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি যেন এমনই ভক্তিপূর্ণ হয়, যাতে তোমার কাছে তা ধূপের মত গ্রহণযোগ্য হয়।

-তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধু বেনেডিক্ট বিনম্রতার সিঁড়ির কথা উপস্থাপন করেছিলেন। সকল সন্ন্যাসীকে উদ্দীপিত কর, তাঁরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-স্বর্গধামে বহু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী তোমার মহিমাকীর্তনে নিত্য নিয়োজিত। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসজীবন-ব্যবস্থা যেন সর্বদা জাগরিত থাকে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে যাদের আচরণ পুণ্য, তুমি নিজে হও তাদের আশ্রয়, তাদের পুরস্কার। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের অন্তরে জাগাও এমন দিব্য প্রেরণা, যেন ক্লুনির সাধু মঠাধ্যক্ষদের আদর্শ ও প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা মুক্ত অন্তরে প্রেমাজ্ঞার পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : আব্বা অদো * ছিলেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি।
তিনি হলেন বেনেডিক্ট-অনুগামীদের ভূষণ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আব্বা মাইওলুস * ছিলেন ভক্তি ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ব্যক্তি।
স্বর্গদূতেরই মত ছিল তাঁর আচরণ,
মানবসমাজে তিনি হলেন পুণ্যের আধার। আল্লেলুইয়া। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : আব্বা অদিলোর অন্তর
মানবদয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : পুণ্য শনিবারে ধ্যানমগ্ন হয়ে
আব্বা হুগো নব জ্যোতির স্তম্ভের দর্শন পেলেন ;
তখন তিনি ভক্তিভরে প্রার্থনা করলেন,
যেন প্রতিশ্রুত দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি শাশ্বত একটি নাম দেব,
তারা পরম আনন্দ পাবে চিরকাল ধরে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৫:১-৪)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের

সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর ; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে ; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

## শ্লোক

*প্র* হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রভুর নাম প্রচার ক'রে দিনরাত তারা কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরের পুণ্যজন সকল, * তোমরা ধন্য !
তোমরা যে স্বর্গীয় শক্তির অংশীদার হয়ে উঠলে,
জ্যোতির্ময় গৌরব লাভ করলে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি :

*আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে যাদের আচরণ পুণ্য, তুমি নিজে হও তাদের আশ্রয়, তাদের পুরস্কার। অনুনয় করি তোমায়: আমাদের অন্তরে জাগাও এমন দিব্য প্রেরণা, যেন ক্লুনির সাধু মঠাধ্যক্ষদের আদর্শ ও প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা মুক্ত অন্তরে প্রেমাজ্ঞার পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

১২ই মে

## সাধু নেরেউস ও আখিলেউস, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, গৌরবময় সাক্ষ্যমর নেরেউস ও আখিলেউসের দৃঢ় বিশ্বাস-স্বীকৃতির কথা শুনে আমরা তোমার আশীর্বাদে যেন তাঁদের নিত্য সহায়তা উপলব্ধি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ১২ই মে

## সাধু পানক্রাস, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, সাক্ষ্যমর সাধু পানক্রাসের পর্বদিবস পালনে তোমার মণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক। তাঁর গৌরবময় প্রার্থনার পুণ্যফলে সে যেন তোমার রক্ষায় নিরাপদ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার সেবা করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

১৩ই মে

## ফাতিমা তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার পুত্রের মাতা আমাদেরও মাতা হবেন। আশীর্বাদ কর, জগতের পরিত্রাণের জন্য তপস্যায় ও প্রার্থনায় রত থেকে আমরা যেন দিনে দিনে খ্রিষ্টের রাজ্য-বিস্তারে সচেষ্ট থাকি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৪ই মে

# সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,

সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার ‘তুমি ধন্য ;’
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার। আল্লেলুইয়া।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। আল্লেলুইয়া। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। আল্লেলুইয়া।
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন। আল্লেলুইয়া।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমি দেখলাম * নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

## প্রভুর যাজকসমাজ (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি দেখলাম নগরীর পুব দিকের তোরণদ্বার ;
তার উপর লেখা ছিল মেষশাবক ও প্রেরিতদূতদের নাম। আল্লেলুইয়া।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব। আল্লেলুইয়া।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পাস্কার স্ফূর্তির সংবাদ দিতে
সূর্য অদ্য উল্লসিত ;
প্রেরিতদূতদের চোখে যিশু
নবীন আলোতে ভূষিত।

খ্রিষ্টের দেহের ক্ষত, দেখ !
মিটমিট করে তারাই যেন ;
প্রেরিতদূতগণ সাক্ষ্য দিলেন
বিশ্ব বিশ্বাস করে যেন।

ওগো দয়াল খ্রিষ্ট প্রভু,
দখল কর মোদের অন্তর,
মোদের কণ্ঠে বাজে যেন
তব গুণগান নিরন্তর।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (১১শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে ; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

℣ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিশুর সঙ্গে * যাঁরা জীবন কাটিয়েছিলেন,
তাঁদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।
আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই :

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে।
আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ। আল্লেলুইয়া।

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি, আল্লেলুইয়া,

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা। আল্লেলুইয়া।

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে। আল্লেলুইয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। আল্লেলুইয়া। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই

ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্র বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: তোমরা * যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়,
আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি:
যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ
ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মাথিয়াসকে প্রেরিতদূতদের পরিষদের সদস্য হতে বেছে নিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যারা তোমার করুণার পাত্র হওয়ায় আনন্দিত, যেন তোমার মনোনীতদের স্বর্গসভায় তালিকাভুক্ত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৫ই মে

## সাধু পাখোমিওস, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহ গুণে ধন্য আব্বা পাখোমিওস ধর্মবিশ্বাস ও পবিত্রতার শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন খাদ্যরূপে সর্বপ্রথমে তোমার বাণীর অন্বেষণ করি, যাতে আমাদের অন্তর তোমার ঐশআলো ও পরম শক্তিতে পূর্ণ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৮ই মে

## পোপ সাধু প্রথম জন, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

ভক্তজনদের পুরস্কার হে পরমেশ্বর, তুমি এ দিনটিকে পোপ সাধু যোহনের সাক্ষ্যমরণ দ্বারা পবিত্র করে তুলেছ। তোমার জনগণের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁর পুণ্য জীবনের কথা স্মরণ করি, যেন বিশ্বাস-রক্ষায় তাঁর নিষ্ঠতা অনুকরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৯শে মে

## সাধু পিতর চেলেস্তিনুস, পোপ ও বিজনাশ্রমী

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই সাধুসাধ্বীদের পুরস্কার, তুমিই বিনম্রদের বিজয়মালা। তোমার প্রেরণায় সাধু চেলেস্তিনুস মণ্ডলীর শীর্ষপদে আবার বিজনাশ্রমের গুপ্তস্থানে সর্বত্রই নম্রচিত্ত হয়েই তোমার সেবা করতে পেরেছিলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন সুসমাচারের সরু পথ ধরেই সনাতন জীবনরাজ্যে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২০শে মে

## সিয়েনার সাধু বার্নাডিন, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক (ধর্মপ্রচারক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু বার্নাডিনের হৃদয়ে 'যিশু' পবিত্র নামের প্রতি অপূর্ব ভক্তি সঞ্চার করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন তোমার প্রেমাগ্নিতে অনুক্ষণ উদ্দীপ্ত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২১শে মে

## সাধু খ্রিষ্টফার মাগালানেস, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু খ্রিষ্টফার ও তাঁর সঙ্গীদের রক্তদান পর্যন্তই খ্রিষ্টরাজার বিশ্বস্ত সাক্ষী করেছ। অনুনয় করি, তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন প্রকৃত বিশ্বাস-স্বীকারে নিষ্ঠাবান থেকে তোমার প্রেমের আজ্ঞাগুলি সর্বদাই পালন করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২২শে মে

## কাশার সাধ্বী রীতা, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের দান কর সেই ক্রুশ-রহস্যের জ্ঞান ও শক্তি যা দিয়ে তুমি সাধ্বী রীতাকে অলঙ্কৃত করেছিল, যাতে সঙ্কটের দিনে খ্রিষ্টের সঙ্গে কষ্টভোগ ক'রে গভীরতরভাবে তাঁর পাস্কা-রহস্যের অংশী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৫শে মে

## মাননীয় সাধু বীড, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য অথবা সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, পুরোহিত সাধু বীডের উজ্জ্বল ধর্মশিক্ষা দ্বারা তুমি তোমার মণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : তোমার সন্তানেরা যেন তাঁর প্রজ্ঞা লাভে উদ্দীপিত হতে পারে ও তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে সহায়তা পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২৫শে মে

**পোপ সাধু সপ্তম গ্রেগরি**

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, পোপ সাধু গ্রেগরিকে তুমি যে ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার আত্মায় ভূষিত করেছিলে, তোমার মণ্ডলীকেও সেই আত্মায় ভূষিত কর, সে যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, যা ন্যায়, উন্মুক্ত ভ্রাতৃসেবায় তা-ই সাধন করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২৫শে মে

## সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা দ্য পাজ্জি, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী অথবা সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে চিরকুমারীত্বের প্রেমিক পরমেশ্বর, তুমি চিরকুমারী সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনার অন্তর তোমার প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করে নানা স্বর্গীয় দানে ভূষিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর স্মৃতি পালন ক'রে আমরা যেন তাঁর শুচিতা ও ভক্তির আদর্শ অনুকরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৬শে মে

## সাধু ফিলিপ নেরি, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি যুগে যুগে পবিত্রতার গৌরবে তোমার সাধুসাধ্বীদের বিভাসিত করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মা যে প্রেমাগ্নিতে সাধু ফিলিপের অন্তর অপূর্বভাবে পূর্ণ করেছিলেন, সেই একই প্রেমাগ্নি আমাদের অন্তরে জ্বালিয়ে তুলুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৭শে মে

### ক্যান্টারবেরির সাধু আগস্তিন, বিশপ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু আগস্তিনের বাণীপ্রচার দ্বারা তুমি ইংরাজ জাতিকে সুসমাচারের আলোতে চালিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : তাঁর শ্রমের ফল যেন আজ ও চিরকাল তোমার মণ্ডলীতে বৃদ্ধি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়


## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ২৯শে মে

## পোপ সাধু ষষ্ঠ পল

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার মণ্ডলীর চালনার ভার তুমি পোপ সাধু পলের হাতে ন্যস্ত করেছিলে যিনি তোমার পুত্রের সুসমাচারের সৎসাহসী প্রেরিতদূত।

অনুনয় করি, তোমার কৃপায় আমরা যেন তাঁর শিক্ষাবাণীতে আলোকিত হয়ে জগতে ভ্রাতৃপ্রেমের সভ্যতা বিস্তারে তোমার তৎপর সহযোগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৩১শে মে

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার শুভসাক্ষাৎ

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, ধন্যা কুমারী মারীয়ার শুভ সাক্ষাৎ পর্ব উদ্‌যাপন করি ;

এসো, তাঁর সন্তান যিশু খ্রিষ্টের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

### জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গমর্ত যাঁকে পূজে

যাঁর প্রভুত্ব করে প্রকাশ,

মা মারীয়ার গর্ভে নিলেন
সেই স্বর্গেশ্বর আপন আবাস।

আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার
যিনি হলেন আদিকারণ,
সুকুমারী আপন গর্ভে
একদিন করলেন তাঁকে ধারণ।

ধন্যা মাতা! যিনি স্রষ্টা,
সৃষ্টি যাঁরই করতলে,
তিনি তব পুণ্য গর্ভ
নিলেন আপন সিন্দুক ব'লে।

দূতটি তোমায় বললেন ধন্যা,
আত্মার পুণ্য কনে তুমি;
প্রতিশ্রুতির কথা মত
নিজের ফল দিল যে ভূমি।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : পরাৎপর আপন আবাস * পবিত্র করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

℣ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া),

℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করলেন চিরকালের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি জগৎত্রাতাকে গর্ভে বরণ করতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৫

℣ সেই মাতার, আহা, কী গৌরব (আল্লেলুইয়া),

℟ তিনি স্বর্গের রাজাকে জন্ম দিলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই বিশ্বত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

**নব যেরুশালেমের আবির্ভাব** (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।

কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর ‘পরিত্যক্তা’ বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই বিশ্বত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

প্র সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),
উ যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১:১৮-২৩ অথবা লুক ২:১-১৪ অথবা লুক ১:২৬-৩৮।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি স্বর্গমর্তের রানী,
তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।
যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি!

তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : মারীয়া * রওনা হয়ে
পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যাত্রা করলেন (আল্লেলুইয়া)।
সাম ১০০

২য় ধুয়ো : এলিশাবেথ * মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র
তাঁর গর্ভের শিশুটি লাফিয়ে উঠল
এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী ; তুমি যে বিশ্বাস করেছ ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর মহিমাকীর্তন * করে আমার প্রাণ ;
কারণ তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এখন থেকে * যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া)।
সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যোয়েল ২:২৭–৩:১ক)

তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝে আছি: আমিই প্রভু তোমাদের সেই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়! এরপর আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব ; তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে।

**শ্লোক**

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
℣ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;
℟ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

পাস্কাকাল

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এলিশাবেথ * মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন,
আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কুমারী মারীয়াকে মানবজাতির সাহায্যকারিণী বলে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার মুক্তিদায়ী ক্ষমতায় তুমি তোমার মাকে পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে রেখেছিলে। আমাদেরও পাপ থেকে মুক্ত করে রাখ।

-হে মুক্তিদাতা, তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার উপস্থিতির পবিত্রধাম ও পবিত্র আত্মার মন্দির করেছিলে। আমাদেরও পবিত্র আত্মার জীবন্ত মন্দিরে পরিণত কর।

-হে সনাতন বাণী, তুমি তোমার মাকে উত্তম অংশ বেছে নিতে শিখিয়েছিলে। সাহায্য কর, আমরা যেন সর্বদা অনন্ত জীবনের বাণীর অন্বেষণ করি।

-হে রাজার রাজা, তুমি তোমার মাকে সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তোমার স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা করেছ। আমরা যেন স্বর্গের দিকে, তোমারই দিকে চেয়ে থাকি।

-হে স্বর্গমর্তের অধিপতি, ধন্যা মারীয়াকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ে তুমি তাঁকে বিশ্বরানীর মুকুটে ভূষিত করেছ। তোমার কৃপায় আমরাও যেন তাঁর গৌরবের অংশভাগী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী ; তুমি যে বিশ্বাস করেছ ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যুদিথ ১৩:৩১)

যাকোবের তাঁবুতে তাঁবুতে ঈশ্বর তোমাকে ধন্য করেছেন; কারণ যত জাতি তোমার নাম শুনবে, সেই সমস্ত জাতির মাঝে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমার খাতিরে গৌরবান্বিত হবেন।

℣ সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),

℟ যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর মহিমাকীর্তন * করে আমার প্রাণ ;
কারণ তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (তোবিত ১২:৬)

ঈশ্বরকে ধন্য বল, তোমাদের প্রতি তিনি যে মঙ্গল সাধন করেছেন, সকল জীবিতের সামনে তা ঘোষণা কর। ধন্য কর তাঁর নাম, কর তাঁর নামগান! সর্বজাতির সামনে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি যোগ্যরূপে ঘোষণা কর, তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে কখনও ক্ষান্ত হয়ো না।

℣ ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ (আল্লেলুইয়া),

℟ যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এখন থেকে * যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৭:২৭-২৮)

নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও প্রজ্ঞা সবকিছু নবীন করে তোলে, ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে সে তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী। কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া),

℟ এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে
মারীয়া এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তোমার অভিবাদন * শোনামাত্র
আমার গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : নারীকুলে * তুমি ধন্যা,
এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত ;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:৫খ-৭)

তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন। তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দাও, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।

## শ্লোক

প্ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

### পাস্কাকাল

প্ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,

কারণ এ বিনম্র দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে ; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার পুত্র মাতৃগর্ভে থাকাকালে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে এলিশাবেথের কাছে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার প্রতি অনুগত হয়ে আমরা যেন অবিরতই ধন্যা মাতার সঙ্গে তোমার

মহিমাকীর্তন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম সোমবার

# মণ্ডলীর মাতা ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

হে কৃপাময় পিতা পরমেশ্বর, ক্রুশে বিদ্ধ তোমার একমাত্র জনিত পুত্র তাঁর আপন জননী ধন্যা কুমারী মারীয়াকে আমাদেরও মা বলে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তেমন মাতার প্রেমপূর্ণ সহায়তা লাভে তোমার মণ্ডলী যেন দিনে দিনে বৃদ্ধিশীল হয়ে উঠে আপন সন্তানদের পবিত্রতায় আনন্দিত হয়, ও আপন কোলে সকল জাতির মানুষকে আকর্ষিত করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত :

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,

এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ২৯

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : শিষ্যগণ * একমন হয়ে

যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিশু মাকে বললেন, * ‘নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে।’
তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন, ‘ওই দেখ, তোমার মা।’ গীতিকা

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী দ্বিতীয় রবিবারের পরবর্তী শনিবার

# নির্মলহৃদয়া ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়ার হৃদয়ে পবিত্র আত্মার জন্য উপযুক্ত এক আবাসগৃহ প্রস্তুত করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: ধন্যা মাতার প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার গৌরবের যোগ্য মন্দির হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত :

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,

এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। আল্লেলুইয়া। সাম ৮১

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জীবনময় ঈশ্বরের জন্য * আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে

আমার হৃদয়, আমার দেহ। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য *  পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত ;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম। গীতিকা

# জুন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ (বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথি) ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ (সাধু পিতর ও পল) ৩০

## ১লা জুন

## সাধু যুস্তিনুস, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুসকে ক্রুশ-নির্বুদ্ধিতার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন ভুলভ্রান্তির প্রতারণা দূর করে দিয়ে স্থিতমূল বিশ্বাস লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যতবার * কিছু অর্পণ করি,

ততবার আমরা তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মা দ্বারা

নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টার প্রশংসাবাদ করি (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমার অন্তরে * হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল।

আমার হৃদয়ে নবীদের ও খ্রিষ্টের বন্ধুদের প্রতি ভক্তি স্থান পেল (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

২রা জুন

# সাধু মার্কেলিনুস ও পিতর, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাক্ষ্যমর সাধু মার্কেলিনুস ও পিতরের গৌরবময় সাক্ষ্যদান দ্বারা তুমি আমাদের রক্ষা ও প্রতিপালন করে থাক। আশীর্বাদ কর: তাঁদের আদর্শ অনুসরণে আমাদের জীবনাচরণ যেন সিদ্ধতর হয়ে ওঠে, তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন সহায়তা পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৩রা জুন

## সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষ্যমরদের রক্তকে খ্রিষ্টবিশ্বাসের বীজ করে তুলেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সাধু চার্লস ও তাঁর সঙ্গীদের রক্তক্ষরণে সিক্ত তোমার মণ্ডলী-ক্ষেত্র যেন সুপ্রচুর ফসল দানে উর্বর হয়ে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৫ই জুন

## সাধু বনিফাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, সাক্ষ্যমর সাধু বনিফাস যে বিশ্বাস মুখে ঘোষণা করেছিলেন ও আপন রক্তের স্বাক্ষরে সমর্থন করেছিলেন, আমরা যেন তাঁর সহায়তার উপর নির্ভর করে সেই বিশ্বাস দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করি ও জীবনাচরণে তা সৎসাহসের সঙ্গে ঘোষণা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বেনেডিক্ট-পন্থী সাক্ষ্যমর ও বিশপ বনিফাস

পোপের প্রতিনিধি হয়ে

জার্মান দেশ সুসমাচারের আলোতে আলোকিত করলেন,

ফ্রান্সের মণ্ডলীকেও সাহায্য করলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বর্বরদের রোষ * খড়্গ দ্বারা পবিত্র সুসমাচারের পুস্তক ভেদ করল,

যাতে করে সাক্ষ্যমরের বুকও বিদ্ধ হয়।

খড়্গ সাক্ষ্যমরকে মেরে ফেলতে পারল,
পারেনি কিন্তু তাঁকে পরাজিত করতে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## ৬ই জুন

## সাধু নরবার্ট, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু নরবার্টকে তাঁর প্রার্থনা-ধ্যান ও পালকীয় দায়িত্ব-পালনের জন্য তোমার মণ্ডলীর এক আদর্শ সেবক করে তুলেছ। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মেষপাল যেন তোমার মনোমত পালক পেতে পারে, পরিত্রাণদায়ী চারণভূমিও যেন সর্বদা পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ৯ই জুন

## সাধু এফ্রেম, পরিসেবক ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, তোমার প্রসন্নতায় আমাদের অন্তরে সেই পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার কর, যাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরিসেবক সাধু এফ্রেম তোমার সেবায় নিবিষ্ট থাকলেন ও মুখরিত অন্তরে তোমার দিব্য রহস্যমালার গুণকীর্তন করলেন। তোমার পুত্র আমাদের

প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১১ই জুন

# সাধু বার্নাবাস, প্রেরিতদূত

স্মরণ।সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি * নবী ও আচার্যদের মুখ দিয়ে আমাদের কাছে কথা বললেন,

এসো, সেই পবিত্র আত্মার উদ্দেশে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

স্তোত্র, সামসঙ্গীতমালা ও প্রথম পাঠ : সপ্তাহের সাধারণ দিন অনুসারে।

২য় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর : খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

## পাস্কাকাল

পাস্কার স্ফূর্তির সংবাদ দিতে
সূর্য অদ্য উল্লসিত ;
প্রেরিতদূতদের চোখে যিশু
নবীন আলোতে ভূষিত।

খ্রিষ্টের দেহের ক্ষত, দেখ !
মিটমিট করে তারাই যেন ;
প্রেরিতদূতগণ সাক্ষ্য দিলেন
বিশ্ব বিশ্বাস করে যেন।

ওগো দয়াল খ্রিষ্ট প্রভু,
দখল কর মোদের অন্তর,
মোদের কণ্ঠে বাজে যেন
তব গুণগান নিরন্তর।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
মোদের হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার, 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
চিরকাল তুমি যে ধন্য। (১১শ শতাব্দী)

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:১-২ক, ৩-৪)

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, যা দ্বারা পরিত্রাণও পাচ্ছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা : খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল ; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।

## শ্লোক

প্ল তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।
প্ল সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন,
উ তাঁর পরাক্রম।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।

### পাস্কাকাল

প্ল তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বার্নাবাস * পলকে আন্তিওখিয়া-মণ্ডলীতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে তাঁরা একসঙ্গে ভাইদের কাছে প্রভুর বাণী প্রচার করতেন (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১:১৬-১৭)

সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক —যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: 'বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।'

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ (আল্লেলুইয়া),

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ২:২খ-৪)

আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি (আল্লেলুইয়া),

℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ১:৮খ-৯)

ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা (আল্লেলুইয়া),

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে (আল্লেলুইয়া)।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

## পাস্কাকালে

মানুষ যাঁকে হিংসাভরে
ক্রুশে করল উত্তোলিত,
সেই শ্রীযিশুর অন্তর্ধানে
প্রেরিতদূতগণ ভীত।

স্বর্গদূত নারীদের কাছে
প্রথম সংবাদ বলে দিলেন ;
পরে হঠাৎ স্বয়ং যিশু
তাঁদের দেখা দিলেন।

নারীসকল তখন শীঘ্র
প্রেরিতদূতদের কাছে ছুটলেন :
‘খ্রিষ্টকে দেখেছি মোরা,
কবর থেকে উঠলেন।’

গালিলেয়ার পর্বতচূড়ায়
তখন গিয়ে উঠলেন তাঁরা,
সগৌরবে তাঁকে দে’খে
মেতে উঠলেন তাঁরা।

পাস্কার স্ফূর্তি, ওগো যিশু,
চিরকাল থাকুক অন্তরে,
তুমি নিজে ওগো থেকো
হৃদে যুগযুগ ধরে।

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি, যিশু,
করি প্রচার 'তুমি ধন্য ;'
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরধন্য। (১০ম শতাব্দী)

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ১:৩-৬)

তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, যখন সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে।

## শ্লোক

*প্র* বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
*উ* বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
*প্র* সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ ;
*উ* প্রভুর গৌরব।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

পাস্কাকাল

℣ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর প্রভুর গৌরব। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গোটা জনসমাবেশ * নীরব হয়ে

বার্নাবাস ও পলের মুখে শুনছিল,

তাঁদের মধ্য নিয়ে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে

কি কি চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আদেশ করেছিলে, যেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি সেই সাধু বার্নাবাসকে বিধর্মীদের কাছে ঐশবাণী প্রচার করার জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা হয়। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টের যে সুসমাচার তিনি একাগ্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তা যেন কথাকর্মে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রচার করা হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৩ই জুন

# পাদুয়ার সাধু আন্তনি, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সাধু আন্তনিতে তোমার মণ্ডলীর কাছে এক অপরূপ প্রচারক ও অভাবগ্রস্তদের সহায়ক দান করেছিলে। আশীর্বাদ কর : তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন খ্রিষ্টীয় জীবনের নির্দেশাবলি পালন ক'রে প্রতিকূল অবস্থায় তোমার নিত্য সহায়তা উপলব্ধি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৯শে জুন

## সাধু রমুয়াল্ড, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, সাধু রমুয়াল্ডের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার মণ্ডলীতে প্রান্তরনিবাসী সন্ন্যাসজীবনের নবায়ন সাধন করেছিলে। আশীর্বাদ কর: আত্মত্যাগ ক'রে ও খ্রিষ্টকে অনুসরণ ক'রে আমরাও যেন তোমার গৌরবময় রাজ্যে আরোহণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২১শে জুন

## সাধু আলুইস গঞ্জাগা, ধর্মব্রতী

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

স্বর্গীয় যত মঙ্গলদানের উৎস হে পরমেশ্বর, তুমি সাধু আলুইসে জীবন-নির্মলতা ও ত্যাগ-তপস্যার অপূর্ব এক সমন্বয় ঘটিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তাঁর নির্মলতার অনুসারী হতে যদি আমরা অক্ষম, তবু যেন তপস্যার পথেই তাঁর অনুকারী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;

এসো, প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২২শে জুন

## নোলার সাধু পাউলিনুস, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু পাউলিনুসের জীবনে তুমি পালকীয় দায়িত্ব ও গরিবদের প্রতি দয়া-মমতার এক উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যাঁর কর্মকীর্তি স্মরণ করি, যেন ভ্রাতৃপ্রেমে তাঁর জীবনাদর্শের অনুকারী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২২শে জুন

## বিশপ সাধু জন ফিশার ও সাধু টমাস মোর, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাক্ষ্যমরণই তো ধর্মবিশ্বাসের চরম প্রমাণ। আশীর্বাদ কর: সাধু জন ও টমাসের প্রার্থনায় বলীয়ান হয়ে উঠে আমরা মুখে যে বিশ্বাস ঘোষণা করি, জীবনাচরণেও যেন তার বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দিতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৪শে জুন

# বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথি

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

ওগো পথপ্রদর্শক যোহন,
তব মহা পর্বদিনে
মোদের ওষ্ঠ কর শুচি :
গাইব মোরা তব স্তুতি।

স্বর্গ থেকে এক দূত এসে
প্রাচীন পিতার কাছে জানান,
হবে তাঁর এক পুত্রসন্তান,
তাঁরই নাম হবে যোহন।

পিতা নাই করলেন বিশ্বাস :
তাঁর বাক্‌শক্তি হল বন্ধ ;

শুধু তব জন্মের ফলে
তাঁর মুখ আবার গেল খুলে।

মাতৃগর্ভে থেকে তুমি
নবীই যেন বুঝতে পারলে :
মেরীর গর্ভে যিনি স্থিত,
তিনি বিশ্বের প্রতীক্ষিত।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

১ম ধুয়ো : তিনি * এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে খ্রিষ্টের অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে চলবেন ;
প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করবেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তাঁর নাম * হবে যোহন।
তাঁর জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা এলিশাবেথের গর্ভে * জন্ম নিলেন যোহন :
তিনি খ্রিষ্টের অগ্রদূত। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ছেলেটি * প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন।
প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তোমার অভিবাদন শোনামাত্র
শিশুটি আমার গর্ভে লাফিয়ে উঠল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৩:২৩-২৫)

দাউদের বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন : তোমরা

আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

## শ্লোক

প্ল তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।
উ তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।
প্ল যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগেও ছিলেন।
উ তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভুর মন্দিরে * জাখারিয়া দেখতে পেলেন,
ধূপবেদির ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গাব্রিয়েল দূত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানবজাতির কাছে খ্রিষ্টরাজ্যের কথা প্রচার করতে অগ্রদূতরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে মনোনীত করেছিলেন, আসুন, এ মহাপর্বদিনে সেই পরম পিতার প্রশংসাবাদ ক'রে তাঁর কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ যাচনা করে বলি :

*হে প্রভু, আমাদের চরণ চালিত কর শান্তির পথে।*

-তুমি যোহনকে মাতৃগর্ভ থেকে ডেকেছিলে, তিনি যেন তোমার পুত্রের আসার পথ প্রস্তুত করেন। আশীর্বাদ কর, সেই অগ্রদূতের মত আমরাও যেন নিষ্ঠার সঙ্গে যিশুর অনুসরণ করতে পারি।

-তোমার ইচ্ছা অনুসারে যোহন ইস্রায়েল জাতির কাছে ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টকে উপস্থিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তোমার সহায়তায় মণ্ডলীও যেন আজকের মানুষের কাছে খ্রিষ্টের কথা উপযুক্তভাবেই উপস্থাপন করতে পারে।

-তোমার সঙ্কল্প অনুসারে তোমার নবী নিজেকে নমিত করছিলেন, যেন তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। আত্মগর্বের কথা বাতিল ক'রে ঐশসত্যেরই সেবক হতে আমাদের শেখাও।

-তোমার উপর নির্ভর ক'রে সাক্ষ্যমর বাপ্তিস্মদাতা যোহন হয়ে উঠলেন ন্যায় ও সত্যের নির্ভীক নবী। কৃপা কর, আমরাও যেন খ্রিষ্টের বিধানের নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

-যাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তুমি তোমার আলো ও শান্তিলোকে তাঁদের গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলী যেন পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হয়, এবং অগ্রদূত সাধু যোহনের নির্দেশবাণী অনুসরণ ক'রে, তিনি যাঁর কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তারা যেন আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে নিরাপদে পৌঁছতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যোহন যাঁর কথা ঘোষণা করলেন,

এসো, ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ছেলেবেলা থেকে তুমি
লোকালয় ছেড়ে দিলে ;
মরুদেশে করলে গমন
করতে আত্মত্যাগ।

উঁটের লোম তব বস্ত্র,
বন্য মধু তব খাদ্য ;
তব জীবন সত্যি পুণ্য,
পথপ্রদর্শক হে।

যাঁরই কথা নবীসকল
প্রাচীনকালে বলে দিলেন :
নবী তুমি তাঁকে চিনলে
নদীকূলে হে।

ওগো যোহন, কোন মানব
তোমার চেয়ে নয় ধন্য ;
মোদের হয়ে প্রভুর কাছে
কর প্রার্থনা।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : মাতৃগর্ভে * তোমাকে গড়ার আগেই
আমি তোমাকে জানতাম ;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি। সাম ১

২য় ধুয়ো : আমি * তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন,
তুমি সেখানে যাবে।
তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব,
তা-ই বলবে। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : তুমি * তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। সাম ১৫

প্র ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন ;
উ তাঁর নাম যোহন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন। সাম ২

২য় ধুয়ো : প্রভু * মাতৃগর্ভ থেকে
আপন দাসরূপে আমাকে গড়ে বললেন :
আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : তিনি * প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন।
প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সাম ২১

প্ল নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে

উ বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভুর দূত * জাখারিয়াকে দেখা দিয়ে বললেন,
তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।
তুমি তার নাম যোহন রাখবে।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।

কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর দূত জাখারিয়াকে দেখা দিয়ে বললেন,
তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।
তুমি তার নাম যোহন রাখবে।

℣ তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে;
℟ যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।

প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ১:৫-১৭।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই : তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যোহন যাঁর কথা ঘোষণা করলেন,

এসো, ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য, পথপ্রদর্শক যোহন,
তুমি শুচিতার আদর্শ,
তুমি শহীদ, তুমি নবী,
তুমি তপস্বী।

তব মহাপুণ্যের গুণে
মোদের অন্তর কর কোমল,
মোদের পথ সমতল কর,
হে পথপ্রদর্শক।

তবেই মহান বিশ্বত্রাতা
মোদের হৃদি পুণ্য দে'খে
ক'রে কৃপা, মোদের মাঝে
করবেন আগমন।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

১ম ধুয়ো : এলিশাবেথ ও জাখারিয়ার ঘরে * একটি মহান ব্যক্তি জন্ম নিলেন :
তিনি সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যিনি প্রভুর অগ্রদূত। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : লোকে * শিশুটির পিতাকে
ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান।
তখন তিনি লিখলেন,
এর নাম যোহন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তাঁর নাম * যোহন হবে।
তাঁর জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে
বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তুমি, শিশু, * পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে।
তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (মালা ৩:২৩-২৪)

দেখ, প্রভুর সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে, আমি তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে প্রেরণ করব; সে পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, এবং ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবে—পাছে আমি এসে পৃথিবীকে বিনাশ-মানতে আঘাত করি।

## শ্লোক

℣ তিনি প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন, * তিনি হবেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

℟ তিনি প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন, * তিনি হবেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

℣ খ্রিষ্টের অগ্রদূতরূপে তিনি এগিয়ে চলবেন প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য।

℟ তিনি হবেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তিনি প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন, * তিনি হবেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তখন জাখারিয়া * বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে নবীর মত বলে উঠলেন :

ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন পথ প্রস্তুত করার জন্য অগ্রদূতরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে প্রেরণ করেছিলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টকে অনুনয় করে বলি :

*ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান সূর্য, আমাদের দেখতে এসো।*

-তোমার উপস্থিতিতে যোহন মাতৃগর্ভে নড়ে উঠতে লাগলেন। আশীর্বাদ কর, তোমার আগমনের জন্য আমরা যেন নিত্য আনন্দিত থাকি।

-বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারে ও জীবনাচরণে তুমি আমাদের দেখিয়েছ তপস্যার পথ। কৃপা কর, মনপরিবর্তন করে আমরা যেন তোমার রাজ্যের চাহিদা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারি।

-তুমি চেয়েছিলে, মানুষই হবে মানবজাতির কাছে তোমার প্রচারক। পিতার শস্যখেতে আরও বাণীপ্রচারক প্রেরণ কর।

-ঐশপরিকল্পনা যেন পূর্ণতা লাভ করে, সেজন্য তুমি যর্দন নদীর জলে যোহনের কাছে নত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলে। বর প্রদান কর, আমরা যেন অক্লান্তভাবে তোমার ন্যায় ও শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দান করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই: তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তিনি * প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন ;
মাতৃগর্ভ থেকেই হবেন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:১)

শোন, দ্বীপপুঞ্জ; মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল: প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন, মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।

℣ আমি দেখেছি, আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসে খ্রিষ্টের উপরে থাকলেন;

℟ খ্রিষ্টই মানুষকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই: তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এলিশাবেথ * মারীয়াকে বললেন :
তোমার অভিবাদন শোনামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে লাফিয়ে উঠল, আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৫-৬)

যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন, সেই প্রভু একথা বললেন : আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

℣ প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন ;

℟ মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই : তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ছেলেটি * প্রভুর সম্মুখে মহান হবেন,
প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:৭খ)

রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে, নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে, তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি, তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য, যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

℣ দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম;

℟ সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই: তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো পথপ্রদর্শক যোহন,
তব মহা পর্বদিনে
মোদের ওষ্ঠ কর শুচি :
গাইব মোরা তব স্তুতি।

স্বর্গ থেকে এক দূত এসে
প্রাচীন পিতার কাছে জানান,
হবে তাঁর এক পুত্রসন্তান,
তাঁরই নাম হবে যোহন।

পিতা নাই করলেন বিশ্বাস :
তাঁর বাক্‌শক্তি হল বন্ধ ;
শুধু তব জন্মের ফলে
তাঁর মুখ আবার গেল খুলে।

মাতৃগর্ভে থেকে তুমি
নবীই যেন বুঝতে পারলে :
মেরীর গর্ভে যিনি স্থিত,
তিনি বিশ্বের প্রতীক্ষিত।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

১ম ধুয়ো : এলিশাবেথ ও জাখারিয়ার ঘরে * একটি মহান ব্যক্তি জন্ম নিলেন :
তিনি সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যিনি প্রভুর অগ্রদূত। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : লোকে * শিশুটির পিতাকে
ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান।
তখন তিনি লিখলেন,
এর নাম যোহন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তাঁর নাম * যোহন হবে।
তাঁর জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে
মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তুমি, শিশু, * পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে।
তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে। গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৩:২৩-২৫)

দাউদের বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন : তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

## শ্লোক

প্ল তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।

উ তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।

প্ল যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার আগেও ছিলেন।

উ তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, * তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমাদের জন্য * যে শিশু জন্ম নিয়েছেন, তিনি নবীর চেয়েও মহান।

তাঁরই সম্বন্ধে ত্রাণকর্তা বলেছিলেন :
নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে
মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানবজাতির কাছে খ্রিষ্টরাজ্যের কথা প্রচার করতে অগ্রদূতরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে মনোনীত করেছিলেন, আসুন, এ মহাপর্বদিনে সেই পরম পিতার প্রশংসাবাদ ক'রে তাঁর কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ যাচনা করে বলি :

*হে প্রভু, আমাদের চরণ চালিত কর শান্তির পথে।*

-তুমি যোহনকে মাতৃগর্ভ থেকে ডেকেছিলে, তিনি যেন তোমার পুত্রের আসার পথ প্রস্তুত করেন। আশীর্বাদ কর, সেই অগ্রদূতের মত আমরাও যেন নিষ্ঠার সঙ্গে যিশুর অনুসরণ করতে পারি।

-তোমার ইচ্ছা অনুসারে যোহন ইস্রায়েল জাতির কাছে ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টকে উপস্থিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তোমার সহায়তায় মণ্ডলীও যেন আজকের মানুষের কাছে খ্রিষ্টের কথা উপযুক্তভাবেই উপস্থাপন করতে পারে।

-তোমার সঙ্কল্প অনুসারে তোমার নবী নিজেকে নমিত করছিলেন, যেন তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। আত্মগর্বের কথা বাতিল ক'রে ঐশসত্যেরই সেবক হতে আমাদের শেখাও।

-তোমার উপর নির্ভর ক'রে সাক্ষ্যমর বাপ্তিস্মদাতা যোহন হয়ে উঠলেন ন্যায় ও সত্যের নির্ভীক নবী। কৃপা কর, আমরাও যেন খ্রিষ্টের বিধানের নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

-যাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তুমি তোমার আলো ও শান্তিলোকে তাঁদের গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট প্রভুর যোগ্য এক জনগণকে প্রস্তুত করার জন্যই তুমি বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। মিনতি জানাই: তোমার জনগণের হৃদয়ে আত্মিক আনন্দ সঞ্চার কর ও সকল বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ ও শান্তির পথে চালিত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৭শে জুন

## আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু সিরিলকে পবিত্রতমা কুমারী মারীয়ার ঐশমাতৃত্বের অপরাজেয় প্রচারক করে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা ধন্যা মারীয়াকে সত্যিই ঈশ্বরজননী বলে বিশ্বাস করি, যেন তোমার পুত্র খ্রিষ্টের মাংসধারণ গুণে পরিত্রাণ পেতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৮শে জুন

## সাধু ইরেনেউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু ইরেনেউসকে প্রেরণ করেছিলে, তিনি যেন খ্রিষ্টমণ্ডলীর মধ্যে সত্যশিক্ষা ও শান্তি সুস্থির করেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন বিশ্বাস ও ভালবাসায় নবায়িত হয়ে একতা ও সুসম্পর্ক স্থাপনে নিত্য নিয়োজিত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ইরেনেউস * নিজের নামের অর্থ অনুসারে হলেন শান্তির মানুষ ;

তিনি মণ্ডলীর একতার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। গীতিকা

২৯শে জুন

# প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

আহা, কেমন উজ্জ্বল জ্যোতি !
জগৎ জুড়ে জ্যোতির উদ্ভাস !
আজ পিতর ও পলের পর্ব :
ক্ষমা পাব, উল্লাস করব।

পিতর স্বর্গদ্বারের রক্ষক,
পল বিখ্যাত ধর্মগুরু :
পিতর ক্রুশে পেলেন স্বর্গ,
পল আলিঙ্গন করলেন খড়্গ।

হে রোম নগর, তুমি ধন্য !
এঁদের রক্তে যে সিঞ্চিত :

এঁরাই তব গর্বের কারণ,
এঁদের স্মৃতি কর ধারণ।

পিতর পল দু'জনেই ধন্য!
সমগুণের অধিকারী:
সম বিশ্বাস, সম ভক্তি,
সম সাহস, সম শক্তি।

পরম ত্রিত্বের হোক প্রশংসা,
হোক সঙ্কীর্তন, সম্মান, গৌরব,
তব জয় মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো: তুমি পিতর, * আর এই শৈলের উপরে
আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: হে সত্যবাণীর প্রচারক, * হে সর্বজাতির ধর্মগুরু,
যিনি তোমাকে মনোনীত করলেন,
সেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো: পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো: আমি * তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা,
তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো: তোমাদেরই তো স্বর্গরাজ্য, * যারা খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছ:
মেষশাবকের রক্তে স্নাত হয়ে শাশ্বত গৌরব গ্রহণ কর। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:৩-৫, ৮)

তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ

করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; সবার শেষে তিনি আমাকেও দেখা দিলেন।

## শ্লোক

প্ প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

উ প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

প্ তাঁরা যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতেন।

উ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পিতর ও পল

খ্রিষ্টের গৌরবমণ্ডিত প্রেরিতদূত।

তাঁরা জীবনকালে মিলিত ছিলেন,

মৃত্যুও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীকে ভালবাসেন; তাকে প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছেন। আসুন, বিশ্বাসভরে তাঁর সহায়তা যাচনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-তুমি মাছ-ধরা জেলে শিমোনকে ডেকেছিলে, তিনি যেন মানুষ-ধরা জেলে হন। আজও শস্যখেতে সুসমাচারের কর্মী প্রেরণ কর, সকল জাতি যেন পরিত্রাণ পায়।

-তোমার শিষ্যেরা যেন না ডুবে যান, সেই ঝড়ের দিনে তুমি সাগর প্রশমিত করেছিলে। আজও তোমার মণ্ডলীকে যত ভুলভ্রান্তির হাত থেকে নিরাপদে রাখ।

-তোমার পুনরুত্থানের পর তুমি তোমার শিষ্যদের পিতরের কাছে সম্মিলিত করেছিলে। আমাদের পোপ …কে আশীর্বাদ কর, একতা ও শান্তিতে তোমার ভক্তদের একত্রিত কর।

-তুমি পলকে বিধর্মীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, তোমার পরিত্রাণের বাণী যেন সকল মানুষের কাছে প্রচারিত হয়।

-তুমি পিতরের হাতে স্বর্গের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছ। যাঁরা তোমাতে আশা রেখে পরলোকে গমন করেছেন, তুমি তাঁদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পলের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন সহায়তা পাই: যাঁদের দ্বারা তুমি তোমার মণ্ডলীকে দিয়েছিলে তার স্বর্গীয় ভূমিকার ভিত্তি, আবার তাঁদেরই দ্বারা শাশ্বত পরিত্রাণের পথে তাকে চালনা কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য পিতর এবং পলের,
এসো, করি স্মৃতিপালন :
খ্রিষ্টই তাঁদের করলেন শহীদ,
মণ্ডলীর সর্বোচ্চ পালক।

এঁরাই বিশ্বপ্রভুর সামনে
সে-ই দু'টো জলপাই বৃক্ষ,
সে-ই দু'টো মহাবাতি :
এঁদের দ্বারাই স্বর্গ উন্মুক্ত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
তব জয়, তব গৌরব,
নিত্যকালীন জীবনেশ্বর। (আকুইলেয়ার ২য় পাউলিনুস)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আপনি সেই খ্রিষ্ট, * জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।
হে শিমোন পিতর, তুমি সুখী। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : শিমোন পিতর, * তুমি যদি আমাকে ভালবাস,
তাহলে আমার মেষগুলি পালন কর। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : হে প্রেরিতদূত পল, * তুমি মনোনীত পাত্র।
সমগ্র জগৎ জুড়ে তুমি সত্যবাণীর প্রচারক। সাম ৬৪

প্র সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ,
উ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পল, * সাহস ধর! কেননা, আমরা বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ,
তেমনি রোমেও দিতে হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : হে শিমোন, * আমি তোমার জন্য মিনতি করছি,
যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়;
এবং তুমিও যখন আবার ফিরবে,
তখন যেন তোমার ভাইদের সুস্থির কর। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * আপনার সঙ্গে
আমি কারাগারে যেতে ও মরতেও প্রস্তুত আছি সাম ১০১

℣ আহা, কতই না সুন্দর তারই চরণ,

℟ যে সুসমাচার প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : তাঁরা * মৃত্যু পর্যন্তই একই বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে অবিচ্ছিন্ন,
একই পুরস্কার লাভেও মিলিত ;
তাঁরা নির্মম মৃত্যু বরণ করায়
আপন ধর্মশিক্ষা সত্য বলে প্রমাণিত করলেন।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।

যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে :
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তাঁরা মৃত্যু পর্যন্তই একই বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে অবিচ্ছিন্ন,
একই পুরস্কার লাভেও মিলিত;
তাঁরা নির্মম মৃত্যু বরণ করায়
আপন ধর্মশিক্ষা সত্য বলে প্রমাণিত করলেন।

℣ প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী :
℟ এই তো সেই শুভসংবাদ, যা আমরা তোমাদের কাছে প্রচার করলাম।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ২১:১৫-১৯।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁদের দ্বারা

মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

প্রেরিতদূতদের শহীদমৃত্যু
এ দিবসকে কর উজ্জ্বল :
সাধু পিতরের ক্রুশমরণ,
সাধু পলের শিরশ্ছেদন।

সমকক্ষ দুই বীরপুরুষ
একই গৌরবে মিলিত :
খ্রিষ্টের করলেন অনুকরণ,
মৃত্যু অবধি অনুসরণ।

পিতর, প্রেরিতদূতদের প্রধান,
পল, এক মনোনীত পাত্র :
কর্মকীর্তির সম গৌরব,
অনুগ্রহে সম সৌরভ।

প্রভুর বাণী স্মরণ ক'রে
শিমোন ছোটেন ক্রুশের দিকে :
খ্রিষ্টের মত হয়ে বিদ্ধ
তাঁর আকাঙ্ক্ষা এখন সিদ্ধ।

এটি রোমের আসল গৌরব :
রোম যে তেমন রক্তে সিক্ত,
এমন স্থানের পাবার দর্শন
সবার হৃদে জাগে আকর্ষণ।

বিশ্বের প্রান্তসীমা থেকে
রোমে আসে ভক্তবৃন্দ :
রোমে বিশ্বাস সংরক্ষিত,
সত্যবাণী প্রচারিত।

মুক্তিদাতা, শ্রবণ কর
তোমার ভ্রাতাদের মিনতি :
প্রেরিতদূতদের সংসর্গে
মোরা যেন পৌঁছি স্বর্গে। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও সর্বজাতির ধর্মগুরু পল
আমাদের শিখিয়ে দিলেন তোমার বিধান। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হে প্রেরিতদূতদের প্রধান, * তুমি তো মেষগুলির পালক ;
তোমারই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমার প্রতি * ঐশঅনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি ;
বরং সেই অনুগ্রহ ছিল আমার নিত্যসহায়। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : স্বয়ং প্রভু * তাঁর আপন দূত পাঠিয়ে
হেরোদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত করলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব,
যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করে। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

## শ্লোক

প্র তাঁরা নিজেদের প্রাণ সঁপে দিলেন * আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্য।
উ তাঁরা নিজেদের প্রাণ সঁপে দিলেন * আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্য।
প্র তাঁরা আনন্দিতই ছিলেন, তাঁরা যে লাঞ্ছনাভোগ করতে পারবেন
উ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্য।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাঁরা নিজেদের প্রাণ সঁপে দিলেন * আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জন্য।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভু, * প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও সর্বজাতির ধর্মগুরু পল
আমাদের শিখিয়ে দিলেন তোমার বিধান। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীকে ভালবাসেন ; তাকে প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছেন। আসুন, বিশ্বাসভরে তাঁর সহায়তা যাচনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-তুমি পিতরের জন্য প্রার্থনা করেছিলে, তাঁর বিশ্বাস যেন না ভেঙে পড়ে। তোমার মণ্ডলীর বিশ্বাস সুদৃঢ় করে রেখ।

-পুনরুত্থানের পর তুমি পিতরের কাছে দেখা দিয়েছিলে, দামাস্কের পথে পলের কাছেও আত্মপ্রকাশ করেছিলে। আমাদের মন আলোকিত কর, আমরা যেন তোমাকে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করতে পারি।

-তুমি পলকে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন সর্বজাতির কাছে তোমার নাম প্রচার করেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার শুভসংবাদের নির্ভীক সাক্ষী ও উপযুক্ত প্রচারক হতে পারি।

-পিতর তোমাকে তিনবার অস্বীকার করলেও তুমি তাঁকে ক্ষমা করেছিলে। আমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জনা কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁদের দ্বারা মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে প্রভু, * প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও সর্বজাতির ধর্মগুরু পল
আমাদের শিখিয়ে দিলেন তোমার বিধান।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১৫:৭-৯)

পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।'

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ,

℟ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁদের দ্বারা মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে প্রেরিতদূতদের প্রধান, * তুমি তো মেষগুলির পালক ;
তোমারই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ১:১৫-১৬ক, ১৭খ-১৮ক)

আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখন আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কে ফিরে গেলাম; এবং তিন বছর পরে কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুশালেমে গেলাম।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁদের দ্বারা মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি * আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব,
যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৪:১৩-১৪)

আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, সচেতন হয়ে যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁদের দ্বারা মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে রোম নগর, তুমি ধন্য !
এঁদের রক্তে যে সিঞ্চিত :
এঁরাই তব গর্বের কারণ,
এঁদের স্মৃতি কর ধারণ।

ধন্য শহীদ পিতর ও পল !
স্বর্গমর্তের মহাগৌরব
তোমাদের সেই সাক্ষ্যমরণ ;
মোদের দশা কর স্মরণ।

পরম ত্রিত্বের হোক প্রশংসা,
হোক সঙ্কীর্তন, সম্মান, গৌরব,
তব জয় মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (আকুইলেয়ার ২য় পাউলিনুস)

১ম ধুয়ো : তুমি পিতর, * আর এই শৈলের উপরে
আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হে সত্যবাণীর প্রচারক, * হে সর্বজাতির ধর্মগুরু,
যিনি তোমাকে মনোনীত করলেন,
সেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : পিতর * কারাবাসে বন্দি অবস্থায় ছিলেন,
মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করত। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা,
তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : তোমাদেরই তো স্বর্গরাজ্য, * যারা খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছ:
মেষশাবকের রক্তে স্নাত হয়ে শাশ্বত গৌরব গ্রহণ কর। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:৩-৫, ৮)

তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; সবার শেষে তিনি আমাকেও দেখা দিলেন।

## শ্লোক

প্ল প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।
উ প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।
প্ল তাঁরা যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতেন।
উ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রেরিতদূতেরা সৎসাহসের সঙ্গে * ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ * শিমোন পিতর ক্রুশে আরোহণ করেছেন, আল্লেলুইয়া ;
আজ স্বর্গের দ্বাররক্ষক খ্রিষ্টের কাছে জয়যাত্রা করেছেন।
আজ বিশ্বের আলো সেই প্রেরিতদূত পল খড়্গের আঘাতে মাথা পেতে
খ্রিষ্টনামের খাতিরে শহীদমালায় ভূষিত হলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীকে ভালবাসেন ; তাকে প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছেন। আসুন, বিশ্বাসভরে তাঁর সহায়তা যাচনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে আশীর্বাদ কর।*

-তুমি মাছ-ধরা জেলে শিমোনকে ডেকেছিলে, তিনি যেন মানুষ-ধরা জেলে হন। আজও শস্যখেতে সুসমাচারের কর্মী প্রেরণ কর, সকল জাতি যেন পরিত্রাণ পায়।

-তোমার শিষ্যেরা যেন না ডুবে যান, সেই ঝড়ের দিনে তুমি সাগর প্রশমিত করেছিলে। আজও তোমার মণ্ডলীকে যত ভুলভ্রান্তির হাত থেকে নিরাপদে রাখ।

-তোমার পুনরুত্থানের পর তুমি তোমার শিষ্যদের পিতরের কাছে সম্মিলিত করেছিলে। আমাদের পোপ ...কে আশীর্বাদ কর, একতা ও শান্তিতে তোমার ভক্তদের একত্রিত কর।

-তুমি পলকে বিধর্মীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, তোমার পরিত্রাণের বাণী যেন সকল মানুষের কাছে প্রচারিত হয়।

-তুমি পিতরের হাতে স্বর্গের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছ। যাঁরা তোমাতে আশা রেখে পরলোকে গমন করেছেন, তুমি তাঁদের জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রেরিতদূত পিতর ও পলের মহাপর্বদিবসে তুমিই এদিনের পুণ্য-পবিত্র আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর : যাঁদের দ্বারা মণ্ডলীতে ঘটেছিল খ্রিষ্টধর্মের সূচনা, তোমার সেই মণ্ডলী যেন সমস্ত কিছুতেই তাঁদের নির্দেশবাণী পালন

করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৩০শে জুন

# রোম মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরবৃন্দ

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি রোম মণ্ডলীর প্রথমফসলকে বহু সাক্ষ্যমরদের রক্ত দ্বারা পবিত্রতায় অলঙ্কৃত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : তেমন মহাসংগ্রাম স্মরণে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠে আমরা যেন সেই বিশ্বাসের বিজয়তে নিয়তই আনন্দিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যারা মর্তলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করেছ,
আমিই হব তোমাদের স্বর্গীয় শাশ্বত পুরস্কার। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এরা তারা, * যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে;
এরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে।
গীতিকা

# জুলাই

১ ২ ৩ (সাধু থোমাস) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ (সাধু বেনেডিক্ট) ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ (সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা) ২৩ ২৪ ২৫ (সাধু যাকোব) ২৬
২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ৩রা জুলাই

## সাধু থোমাস, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।
যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## প্রভুর যাজকসমাজ (গীতিকা  ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে ‘প্রভুর যাজক’,
তোমরা ‘আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক’ বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব’লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা  প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

*প্র* তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব।
*উ* সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর

সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ব তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ব তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ব পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : থোমাস, * আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ।
না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * পেরেকের জায়গায় আমার আঙুল ছুঁইলাম,
তাঁর পাশটির মধ্যে আমার হাত দিলাম।
তখন আমি বলে উঠলাম:
প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: প্রেরিতদূত সাধু থোমাসের পর্বদিন আনন্দের সঙ্গে পালন ক'রে আমরা যেন সর্বদাই তাঁর সহায়তা লাভ করি। তিনি যাঁকে প্রভু বলে ঘোষণা করেছিলেন, তোমার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন তাঁর নামে জীবন পেতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৪ঠা জুলাই

## পোর্তুগালের সাধ্বী এলিশাবেথ

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (সেবাব্রতিনী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে শান্তিদাতা ও প্রেমের উৎস পরমেশ্বর, তুমি সাধ্বী এলিশাবেথকে এমন অপূর্ব অনুগ্রহ দানে ভূষিতা করেছিলে, তিনি যেন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হওয়ার ফলে আমরা যেন ঈশ্বরসন্তান বলে পরিচিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

৫ই জুলাই

## সাধু আন্তনি-মেরী জাখারিয়া, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (শিক্ষাব্রতী অথবা ধর্মব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, প্রেরিতদূত পলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধু আন্তনি-মেরী তোমার মণ্ডলীতে পরিত্রাণের বাণী নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধু পলের সেই প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে আমরাও যেন যিশু খ্রিষ্টের সেই জ্ঞানাতীত পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৬ই জুলাই

## সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

### সমাপন প্রার্থনা

নির্মলহৃদয়দের অবলম্বন ও শুচিতার প্রেমিক হে পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাসী মারীয়াকে তরুণ বয়সে সাক্ষ্যমর হওয়ার অনুগ্রহদানে ধন্য করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সংগ্রামের শেষে তাঁকে যেমন কুমারীত্বের মালায় ভূষিতা করেছিলে, তেমনি তোমার বিধান পালনে আমাদের নিষ্ঠাবান করে তোল। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৯ই জুলাই

## সাধু আগস্তিন জাও রং, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার আশ্চর্য পরিকল্পনায় তুমি সাক্ষ্যমর সাধু আগস্তিন ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীকে বলবান করেছ। আশীর্বাদ কর, বাণীপ্রচারের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তোমার জনগণ যেন নিজেদের ধর্মীয় স্বাধীনতার বৃদ্ধি দেখতে পায় এবং জগতের সামনে সত্যের সাক্ষী হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের

প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১১ই জুলাই

# আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

যত স্বর্গীয় মালার মধ্যে
হে বেনেডিক্ট, তবও উজ্জ্বল,
দিব্য জ্যোতিতে মণ্ডিত,
তুমি যে পুণ্যে ভূষিত।

বাল্যকাল অবধি তুমি
পুণ্যের তৃষ্ণায় পরিপক্ক ;
সংসার ত্যাগে তব অন্তর
রত ধ্যানেতে নিরন্তর।

পিতৃগৃহ ছেড়ে তুমি
নির্জন স্থানে নিলে আশ্রয়,

যেথায় লিখলে এমন বিধি,
যেটা সন্ন্যাসজীবন-বিধি।

আবার এসো, পুণ্য পিতা,
শেখাও গো ঈশ্বর-অন্বেষা,
মোরাও যেন হতে পারি
মঙ্গলালোকের দিশারী।

জয় হোক সেই পরম ত্রিত্বের,
যিনি তোমায় দিলেন গৌরব;
তব পুণ্যে রেখে আশা
করি স্বর্গেরই প্রত্যাশা। (পূজনীয় পিতর † ১১৫৬)

১ম ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের এমন একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বাল্যকাল থেকে * তিনি প্রবীণেরই যোগ্য মন দেখিয়ে
নিজের আত্মাকে যত কামনা?বাসনা থেকে বিরত রাখলেন। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের বেনেডিক্টকে * উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য
নুর্সিয়া থেকে রোমে পাঠানো হল। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : সংসারের ঐশ্বর্য * ভোগ করতে পারলেও
তিনি সংসারকে নীরস বস্তুই যেন তুচ্ছ করলেন। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : পিতৃগৃহ * ও পৈতৃক সম্পদ ত্যাগ করে
কেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবার বাসনায়
তিনি সন্ন্যাস?জীবন ধারণ করলেন। গীতিকা ১৬

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৫০:৬-৭)

দেখ, ইনিই মহান প্রভুভক্ত: মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রভাতী তারার মত, পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার মত, পরাৎপরের মন্দিরের উপরে জাজ্বল্যমান সূর্যের মত।

## শ্লোক

প্ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

প্ আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি,

উ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মহাপ্রাণ পিতা বেনেডিক্টের গৌরবের জন্য
ভক্তবৃন্দ আনন্দ করুক, সন্ন্যাসীর অসংখ্য দল আনন্দে মেতে উঠুক :
মর্তবাসীরা যাঁর পর্ব পালনে উল্লসিত,
স্বর্গবাসীরা তাঁর উপস্থিতিতে মহা মুখরিত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি দিশেহারা জগতের কাছে সাধু বেনেডিক্ট দ্বারা শান্তি ও পরিত্রাণের বাণী নতুন করে ধ্বনিত করেছিলেন, আসুন, সেই মঙ্গলময় পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করে বলি :

*হে প্রভু, সকল জাতিকে শান্তির পথে চালিত কর।*

-যখন মানবকুল নানা নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চাপে পতনোন্মুখ ছিল, তখন তুমি সাধু বেনেডিক্টকে ও তাঁর কাজের ভিত তোমার বাণীর মজবুত ভিত্তির উপরে গেঁথে রেখেছিলে। আশীর্বাদ কর, সকল জাতিও যেন তোমার বাণীতেই নীতি, ন্যায় ও শান্তির স্থিতিশীলতা খুঁজে পায়।

-তোমার দাস বেনেডিক্ট ও তাঁর অনুগামীরা মানবীয় যত উত্তম কৃষ্টি বিশ্বাসের আলোতেই পুনর্জাগরিত করেছিলেন। গোটা মানবসমাজও যেন সেই বিশ্বাসেই মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় খুঁজে পেতে পারে।

-তুমি সন্ন্যাসজীবনের বিধানকর্তা বেনেডিক্টকে সুবুদ্ধি, সদ্বিবেচনা এবং মানবীয় ও খ্রিষ্টীয় যত সদ্‌গুণের উজ্জ্বল আদর্শ করে তুলেছ। তোমার সহায়তায় আজকের বিধানকর্তারা ও ধর্মীয় পালকেরাও যেন একই গুণাবলি অর্জন করতে পারেন।

-তোমার আশীর্বাদে সাধু বেনেডিক্ট হয়ে উঠেছেন নতুন আব্রাহামের মত অসংখ্য সাধুসাধ্বীর পিতা। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরাও যেন সাধুসন্তের সেই স্বর্গীয় সভায় স্থান পেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পর্বদিনে,
এসো, আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাবাদ করি।

অথবা

ধুয়ো : যিনি আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টকে ঐশঅনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এসো, সবে স্ফূর্তির সঙ্গে
গেয়ে উঠি সমস্বরে :
মোদের পুণ্য পিতার পর্বে
করি উল্লাস পুণ্য গর্বে।

এসো, ভ্রাতা, করি স্মরণ
মোদের পিতার পুণ্য জীবন :
তিনি ত্যাগ-তপস্যার পরে
এখন ধন্য যুগযুগ ধরে।

তিনি নবীন তারার মত
হলেন বিশ্বে আবির্ভূত :
মানব হল আলোকিত,
যত তমস বিতাড়িত।

মহান ব্যক্তি ও নবীসকল
প্রাচীনকালে যা করেছেন,
সেইসব চমৎকার কৃতিত্ব
সাধন করলেন এ ব্যক্তিত্ব।

সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি
উজ্জ্বল খ্যাতির নিয়ম লিখলেন ;
যারা চলে নিয়ম-মতে
তারা ছোটে পুণ্যের পথে।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * তাঁর পুণ্য জীবন ও পরিপক্ক ধর্মশিক্ষার জন্যই তাঁকে বেছে নিলেন,
তিনি যেন হন সন্ন্যাসীদের পরিচালক ও বিধানকর্তা। সাম ১

২য় ধুয়ো : যত মঙ্গল, * যত পুণ্য,
তা বেনেডিক্ট কথার চেয়ে কাজেই প্রকাশ করলেন। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : পিতা বেনেডিক্ট * আমাদের জন্য
প্রভুসেবার একটা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করলেন,
আমরা যেন সন্ন্যাসজীবন ও বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে
ঐশ আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলি। সাম ২৪

প্র প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন ;
উ গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করেছেন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে * নিজেকে অজ্ঞ ক'রে কিন্তু প্রজ্ঞায়ই দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে
তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো : বেনেডিক্টের অন্তরে
ঐশঅনুগ্রহ বৃদ্ধি পেত দিনের পর দিন। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : ঐশপ্রেরণা
তাঁর অন্তরে এমন অনুগ্রহ সঞ্চার করছিল যে
তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই
সমগ্র জগৎকে দেখতে পেতেন। সাম ৯২

প্র ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী,
উ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : যিনি ছিলেন * বিখ্যাত নবী, যিনি ছিলেন আদর্শ গুরু,
এসো, সেই ধন্য বেনেডিক্টের গুণগান করি।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা** (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।

সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : যিনি ছিলেন বিখ্যাত নবী, যিনি ছিলেন আদর্শ গুরু,
এসো, সেই ধন্য বেনেডিক্টের গুণগান করি।

*প্র* প্রভু ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালিত করলেন;
*উ* তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ৯:৫৭-৬২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পর্বদিনে,
এসো, আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাবাদ করি।

অথবা

ধুয়ো : যিনি আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টকে ঐশঅনুগ্রহে পরিপূর্ণ করেছেন,
এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে বেনেডিক্ট বিধানকর্তা,
হে অতুল্য মহাচার্য,
উজ্জ্বল তব গুণের খ্যাতি,
এসো, ছড়াও খ্রিষ্টের জ্যোতি।

তোমার দ্বারা বহু জাতি
নব সঙ্ঘে একত্রিত ;

তব মধুর কণ্ঠের সুরে
সবে বাধ্য সঙ্ঘজুড়ে।

ক্রীতদাস কি স্বাধীন মানুষ
একই মর্যাদায় মিলিত;
একই ভক্তি, একই কর্ম:
এই তো তব সঙ্ঘের ধর্ম।

তব দিশায় আজও যেন
মোরা সবে একপ্রাণ হয়ে
বাণীর পেয়ে দৈনিক স্পর্শ
পেতে পারি শান্তি-দর্শন।

জয় হোক সেই পরম ত্রিত্বের,
যিনি তোমায় দিলেন গৌরব;
তব পুণ্যে রেখে আশা
করি স্বর্গেরই প্রত্যাশা। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো: বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের এমন একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য। সাম ১০০

২য় ধুয়ো: ধন্য বেনেডিক্ট * সংসারের প্রশংসার চেয়ে
তার নিপীড়নের অন্বেষণ করলেন;
মানুষের দ্বারা কীর্তিত হওয়ার চেয়ে
ঈশ্বরের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ভালবাসলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো: প্রভুর ধন্য সন্ন্যাসী বেনেডিক্ট * স্বর্গদূতেরই মত জীবনযাপন ক'রে
জগতের কাছে হলেন পুণ্যকর্মের দর্পণ:
এজন্য তিনি এখন খ্রিষ্টের সঙ্গে
স্বর্গধামে আনন্দ করেন চিরকালের মত। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের মুখমণ্ডলে * প্রকাশ পেত শান্তি ;
তাঁর আচরণ ছিল স্বর্গদূতেরই মত ;
তাঁর চারদিকে এমন বিভা প্রস্ফুটিত ছিল
তিনি ঠিক যেন মর্তলোকে থেকেও স্বর্গলোকেই বাস করতেন। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট * সকল ধার্মিকদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন :
তিনি সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর হয়ে প্রার্থনা করুন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫১:১-২)

আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর, যারা প্রভুর অন্বেষণ কর। বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা, যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে, সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে। বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহামের কথা : আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল ; আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
*উ* প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
*প্র* গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করেছেন ;
*উ* তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* প্রভু তাঁকে ভালবেসেছেন, * তাঁকে অলঙ্কৃত করেছেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভুর ধন্য সাক্ষ্যদাতা, * হে সন্ন্যাসীদের পিতা ও পরিচালক বেনেডিক্ট,
আমাদের ও সকলের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সুসমাচার অনুসারে জীবন যাপন ক'রে পুণ্যাচরণের আদর্শ গুরু হয়ে উঠেছেন, আসুন, আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের প্রার্থনায় আস্থা রেখে ঈশ্বরের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

*হে প্রভু, আমাদের অন্তর নবীকৃত কর।*

-আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট আপন জীবনের উদ্দেশ্য ও পরম অবলম্বন বলে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন। আমরাও যেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি।

-তোমার মঙ্গলবাণীর আলোতে তিনি ভ্রাতৃপ্রেম ও ন্যায্যতা বজায় রেখে কখনও ভাইদের পক্ষপাতিত্ব করেননি। তোমার সহায়তায় আমরাও যেন সকলকে সমান ভালবাসায় ভালবাসতে পারি।

-তোমার আদর্শ অনুসারে তিনি কখনও প্রার্থনা ও কাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখেননি। আমাদের মন উদ্বুদ্ধ কর, আমরাও যেন তেমন উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

-তোমার মহান শিষ্য বেনেডিক্ট তীর্থযাত্রী, গরিব ও অত্যাচারিত মানুষকে দেখে তোমাকেই দেখতে পেতেন। তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তাঁর এ শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর : খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের এমন একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ১৮:২১)

অনিন্দ্য সেই মানুষ সর্বজাতির পক্ষে মিনতি জানাবার জন্য তৎপর হয়ে আপন সেবাকাজের অস্ত্রস্বরূপ প্রার্থনা তুলে নিলেন, এবং সেই সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তকারী ধূপস্বরূপ মিনতিও অর্পণ করলেন; এতে তিনি দেখালেন যে, তিনি তোমার আপন সেবক।

℣ সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু;

℟ যাকে তোমার বিধানের কথা শেখাও।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য বেনেডিক্ট * সংসারের প্রশংসার চেয়ে
তার নিপীড়নের অন্বেষণ করলেন ;
মানুষের দ্বারা কীর্তিত হওয়ার চেয়ে
ঈশ্বরের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে ভালবাসলেন।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ৫০:৩-৪)

তাঁর জীবনকালে একটা দিঘি খনন করা হল, বিশাল সাগরের মত বড় এক দিঘি। সর্বনাশ থেকে আপন জনগণকে উদ্ধার করার জন্য তিনি চিন্তিত ছিলেন।

℣ প্রভু আপন দাসকে বেছে নিলেন,

℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুভক্ত বেনেডিক্ট * সকল ধার্মিকদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ ছিলেন :
তিনি সকল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর হয়ে প্রার্থনা করুন।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (সিরা ২৪:৩১খ-৩৪)

আর দেখ, আমার নালা নদী হয়ে গেছে, আমার নদী হয়ে গেছে সাগর। আমি আমার শিক্ষাবাণী উষারই মত আবার উজ্জ্বল করে তুলব, তার দীপ্তি বহু দূরে প্রসারিত করব। আমি শিক্ষাবাণী নবীয় বাণীরই মত আবার বর্ষণ করব, ভাবী যুগের মানুষের জন্য তা রেখে যাব। দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়, বরং শিক্ষাবাণীর অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি।

*প্র* তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত,

*উ* টলবে না তার পদক্ষেপ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

যত স্বর্গীয় মালার মধ্যে
হে বেনেডিক্ট, তবও উজ্জ্বল,
দিব্য জ্যোতিতে মণ্ডিত,
তুমি যে পুণ্যে ভূষিত।

বাল্যকাল অবধি তুমি
পুণ্যের তৃষ্ণায় পরিপক্ক ;
সংসার ত্যাগে তব অন্তর
রত ধ্যানেতে নিরন্তর।

পিতৃগৃহ ছেড়ে তুমি
নির্জন স্থানে নিলে আশ্রয়,
যেথায় লিখলে এমন বিধি,
যেটা সন্ন্যাসজীবন-বিধি।

আবার এসো, পুণ্য পিতা,
শেখাও গো ঈশ্বর-অন্বেষা,
মোরাও যেন হতে পারি
মঙ্গলালোকের দিশারী।

জয় হোক সেই পরম ত্রিত্বের,
যিনি তোমায় দিলেন গৌরব ;
তব পুণ্যে রেখে আশা
করি স্বর্গেরই প্রত্যাশা। (পূজনীয় পিতর † ১১৫৬)

১ম ধুয়ো : বেনেডিক্ট * পুণ্য জীবনের এমন একটি মানুষ ছিলেন,
যিনি অনুগ্রহে ও নামেও সত্যি আশিসধন্য। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বাল্যকাল থেকে * তিনি প্রবীণেরই যোগ্য মন দেখিয়ে
নিজের আত্মাকে যত কামনা?বাসনা থেকে বিরত রাখলেন। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : সম্ভ্রান্ত বংশের বেনেডিক্টকে * উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য
নুর্সিয়া থেকে রোমে পাঠানো হল। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : সংসারের ঐশ্বর্য * ভোগ করতে পারলেও
তিনি সংসারকে নীরস বস্তুই যেন তুচ্ছ করলেন। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : পিতৃগৃহ * ও পৈতৃক সম্পদ ত্যাগ করে
কেবল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হবার বাসনায়
তিনি সন্ন্যাস?জীবন ধারণ করলে। গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৫০:১০, ১২খ-গ)

তিনি ছিলেন ফলে ভরা জলপাইগাছের মত, আকাশ-চুম্বী দেবদারু বৃক্ষের মত। লেবাননের এরসবৃক্ষের পর্ণরাজির মত ও তাঁর চারদিকে যেন খেজুর বৃক্ষকণ্ডের মত ভাইয়েরা মালাই যেন তাঁকে ঘিরে রাখতেন।

**শ্লোক**

প্র হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
উ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।
প্র আমরা যেন খ্রিষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হয়ে উঠি,
উ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, * আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে স্বর্গীয় জীবনের আদর্শ, * হে সদ্‌গুরু ও পরিচালক বেনেডিক্ট,
স্বর্গধামে তোমার আত্মা খ্রিষ্টের সঙ্গে উল্লসিত।
হে মহান পালক, পালকে রক্ষা কর, পুণ্য প্রার্থনায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
উজ্জ্বল পথ দেখিয়ে তাকে স্বর্গলোকে চালিত কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি দিশেহারা জগতের কাছে সাধু বেনেডিক্ট দ্বারা শান্তি ও পরিত্রাণের বাণী নতুন করে ধ্বনিত করেছিলেন, আসুন, সেই মঙ্গলময় পিতার কাছে মিনতি নিবেদন করে বলি :

*হে প্রভু, সকল জাতিকে শান্তির পথে চালিত কর।*

-যখন মানবকুল নানা নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের চাপে পতনোন্মুখ ছিল, তখন তুমি সাধু বেনেডিক্টকে ও তাঁর কাজের ভিত তোমার বাণীর মজবুত ভিত্তির উপরে গেঁথে রেখেছিলে। আশীর্বাদ কর, সকল জাতিও যেন তোমার বাণীতেই নীতি, ন্যায় ও শান্তির স্থিতিশীলতা খুঁজে পায়।

-তোমার দাস বেনেডিক্ট ও তাঁর অনুগামীরা মানবীয় যত উত্তম কৃষ্টি বিশ্বাসের আলোতেই পুনর্জাগরিত করেছিলেন। গোটা মানবসমাজও যেন সেই বিশ্বাসেই মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ উপায় খুঁজে পেতে পারে।

-তুমি সন্ন্যাসজীবনের বিধানকর্তা বেনেডিক্টকে সুবুদ্ধি, সদ্বিবেচনা এবং মানবীয় ও খ্রিষ্টীয় যত সদ্‌গুণের উজ্জ্বল আদর্শ করে তুলেছ। তোমার সহায়তায় আজকের বিধানকর্তারা ও ধর্মীয় পালকেরাও যেন একই গুণাবলি অর্জন করতে পারেন।

-তোমার আশীর্বাদে সাধু বেনেডিক্ট হয়ে উঠেছেন নতুন আব্রাহামের মত অসংখ্য সাধুসাধ্বীর পিতা। কৃপা কর, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরাও যেন সাধুসন্তের সেই স্বর্গীয় সভায় স্থান পেতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টকে প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে আদর্শ গুরু করেছ। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছুই স্থান না দিয়ে আমরা যেন সেই প্রেমের মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে তোমার আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১২ই জুলাই

## সাধু জন গুয়ালবের্ট, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি শান্তি স্থাপন কর, শান্তি ভালবাস; তোমাকে জেনে মানুষ জীবন পায়, তোমাকে সেবা করে মানুষ রাজত্বই করে। শোন আমাদের মিনতি: তুমি তোমার ভালবাসায় আমাদের স্থিতমূল কর, যেন মঠাধ্যক্ষ সাধু গুয়ালবের্টের আদর্শে আমরাও অনিষ্টের প্রতিদানে মঙ্গল এবং অভিশাপের প্রতিদানে আশীর্বাদ দান করে তোমার কাছ থেকে পেতে পারি পাপক্ষমা ও পরম শান্তি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমাদের শত্রুদের * ও সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে
আমাদের চরণ যেন চালিত হয় শান্তির পথে। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহান সাধু, * তোমার উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রভুর আত্মা।
মণ্ডলীর জন্য মহামুক্তি লাভ ক'রে তুমি এখন প্রভুর পর্বতে পৌঁছে গেছ। গীতিকা

১৩ই জুলাই

## সাধু হেনরি

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু হেনরিকে তোমার অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দানে ধন্য করেছিলে, ও জাগতিক রাজমর্যাদা থেকে স্বর্গীয়ই মুকুট লাভে তাঁকে উন্নীত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : আমরা যেন এই সংসারের চাঞ্চল্যের মধ্যে শোধিত অন্তরে তোমারই দিকে ধাবিত থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### ১৪ই জুলাই

### সাধু কামিলুস দ্য লেলিস, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (সেবাব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু কামিলুসকে রোগী মানুষের সেবার এক মহান আদর্শ করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের অন্তরে তোমার প্রেমাগ্নি সঞ্চার কর, আমরা যেন ভাইবোনদের সেবার মধ্য দিয়ে তোমারই সেবা ক'রে মৃত্যুকালে ভরসা ভরে তোমার কাছে উত্তরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৫ই জুলাই

# সাধু বনাভেন্তুরা, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: বিশপ সাধু বনাভেন্তুরার স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন ক'রে আমরা যেন তাঁর অতুলনীয় ধর্মশিক্ষা লাভে উপকৃত হতে পারি ও তাঁর উদ্দীপ্ত ভক্তির অবিরত অনুকরণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৬ই জুলাই

## কার্মেল রানী মারীয়া

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: গৌরবময়ী কুমারী মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করলে আমরা যেন তাঁর সহায়তা পাই, যাতে তাঁর প্রবল সাহায্য হাতিয়ার ক'রে সেই পর্বতচূড়ায় পৌঁছতে পারি স্বয়ং খ্রিষ্টই যে পর্বত। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * প্রার্থনা করেছি, আর তখন আমাকে দেওয়া হল দূরদর্শিতা,
মিনতি জানিয়েছি, আর তখন আমার মধ্যে এসেছে প্রজ্ঞার আত্মিক প্রেরণা।
গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মারীয়া * ঈশ্বরের বাণী শুনতেন,
তা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান। গীতিকা

২০শে জুলাই

## সাধু আপল্লিনারিস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, বিশপ সাধু আপল্লিনারিস শিক্ষাদানে ও সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়ে যে পথ দেখিয়েছেন, তুমি শাশ্বত পরিত্রাণের সেই পথে তোমার ভক্তদের চালনা কর। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন এমন নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করি যাতে তাঁর সঙ্গে গৌরব-মালায় ভূষিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২১শে জুলাই

# ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্স, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার নামের গৌরবার্থে ও মানবের পরিত্রাণার্থে তুমি পুরোহিত সাধু লরেন্সকে প্রজ্ঞা ও শক্তির আত্মিক প্রেরণায় মণ্ডিত করেছিলে। আশীর্বাদ কর : সেই একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যেন আমাদের কর্তব্য জানতে পারি, এবং তা জেনে তাঁর সহায়তায় তা সম্পন্নও করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২২শে জুলাই

# সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনার পর্বদিনে,

এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সত্যিই ধন্যা সুখী নারী !

তব স্তুতি করি সবে :

তোমায় খ্রিষ্ট নিজের সঙ্গে
করলেন প্রেম-সন্ধির অংশী।

অপদূতদের মারণাস্ত্র
ছিন্নভিন্ন দে'খে তুমি
ভরসা ভরে গ্রহণ করলে
খ্রিষ্ট চিকিৎসকের ঔষধ।

সেসময় থেকে তুমি
গুরুদেবের চরণতলে
জীবন-বাণী শ্রবণ ক'রে
মগ্না থাকলে চিরতরে।

দেখ, ক্রুশে বিদ্ধ প্রভু!
অশ্রুসিক্তা হয়ে তুমি
পুণ্য দেহ লেপন ক'রে
রাখলে গুহায় সমাদরে।

খ্রিষ্টের প্রেমজনিত মোরা
তোমার সঙ্গে একদিন যেন
প্রিয়তমের সঙ্গ লাভে
উল্লাস করি স্বর্গধামে।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ধন্য প্রভুর নাম!
তাঁর দাসীতে তিনি আপন দয়া প্রকাশ করলেন। সাম ৮

২য় ধুয়ো : তাঁর মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার কথা,
তাঁর ওষ্ঠ মঙ্গলবাণী। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : সাধ্বী নারীরা * প্রভুতে ভরসা রাখলেন,
অন্তরে তাঁর স্তুতিগান করলেন। সাম ৪৬

প্র সৌন্দর্য মায়াই শুধু,
উ যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসার যোগ্য।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমাকে * আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত। সাম ৮৫

২য় ধুয়ো : সিয়োনের ভিত * পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়,
ঈশ্বরের আদেশ এ কন্যার অন্তরে গাঁথা। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো : আমার দাস * ও দাসীদের উপর
আমি আমার আত্মা বর্ষণ করব। সাম ৯৯

প্র নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করল,
উ দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ করল।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল।

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।

তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল।

প্ল তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ,
উ তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:১-১২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

উজ্জ্বল উষা বয়ে আনে
মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্টের সংবাদ ;
মাগ্দালার মারীয়ার ইচ্ছা :
মৃতদেহ করবেন লেপন।

তিনি ছুটে এলে, দেখ,
এক দূত এসে তাঁকে বলেন,
যাঁকে তুমি মৃত ভাব,
তিনি ছিঁড়লেন মৃত্যুর শৃঙ্খল।

তব প্রেমের প্রতিদানে
তুমি হবে পুরস্কৃতা :
মালীর কণ্ঠ শোনা মাত্র
গুরুদেবকে চিনবে তুমি।

শকাচ্ছন্না মেরীর সঙ্গে
তুমিও ছিলে ক্রুশের তলায় ;
'পাতাল থেকে উঠলেন খ্রিষ্ট',
প্রথম তুমিই সাক্ষী, ঘোষক।

মাগ্দালার হে শুভ্র পুষ্প,
ওগো খ্রিষ্টের প্রেম-বিক্ষতা,
মোদের হৃদি করে তোল
ভক্তি প্রেমেতে জ্বলন্ত।

খ্রিষ্ট, তেমন দাসীর ভক্তি
জ্বলতে থাকুক চিরতরে,
মোরাও যেন স্বর্গে একদিন
গাইতে পারি তব স্তুতি।

১ম ধুয়ো : শাব্বাতের পর দিন
মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিগুহা দেখতে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তিনি দেখতে পেলেন, * পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল! আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : কাঁদতে কাঁদতে * মারীয়া সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে
সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূতকে দেখলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমার প্রভুকে * লোকে তুলে নিয়ে গেছে,
আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমার হৃদয়ের কী জ্বালা! * আমি আমার প্রভুকে দেখতে বাসনা করছি!
কিন্তু ওরা তাঁকে কোথায় রেখেছে আমি জানি না। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রজ্ঞা ১:১-২)

তোমরা প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর, সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর। যারা তাঁকে যাচাই করে না, তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন; যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না, তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।

## শ্লোক

*প* মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

*উ* মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

*প* তুমি গিয়ে আমার ভাইদের বল,

*উ* প্রভু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

*প* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : রবিবার দিন, * সকালে পুনরুত্থান করে

যিশু প্রথমে সেই মাগ্দালার মারীয়াকে দেখা দিলেন,

যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*এসো, প্রভু যিশু।*

-হে প্রভু যিশু, তোমাকে যিনি ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন, তুমি পুনরুত্থান করে সেই মাগ্দালার মারীয়াকেই সর্বপ্রথমে দেখা দিয়েছিলে। বর প্রদান কর, আমরা যেন উদ্দীপ্ত ভক্তির সঙ্গে তোমার অন্বেষণ করি যাতে একদিন তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি।

-তোমার প্রৈরিতিক যাত্রাকালে কতিপয় পুণ্যবতী নারী তোমাকে অনুসরণ ক'রে তাদের বিনীত সেবায় তোমাকে সাহায্য করত। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন বিনীত সেবার পথে চলতে পারি।

-মারীয়া তোমার বাণী শুনছিলেন, মার্থা তোমার সেবা করছিলেন। তোমার বাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়িয়ে দাও, উদার করে তোল আমাদের সেবা মনোভাব।

-যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, তুমি তাদের তোমার ভাই, বোন ও মাতা বলেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন কথায় ও কাজে পিতার ইচ্ছা সানন্দে পালন করতে পারি।

-অনেক সাধ্বী নারী তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের স্বর্গধামের পরম আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৬:৭খ-৮)

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ,

*উ* যারা প্রভুর বিধানে চলে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৯:২৬-২৭)

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

℣ আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি,

℟ আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে আর যেতে দেব না।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি * প্রভুতে আনন্দ করব,
আমার ঈশ্বর যিশুতে উল্লাস করব।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৪:৮, ৯খ)

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ তোমার উদ্দেশে, প্রভু, আমি গান গাইব।

℟ নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সত্যিই ধন্যা সুখী নারী !
তব স্তুতি করি সবে :
তোমায় খ্রিষ্ট নিজের সঙ্গে
করলেন প্রেম-সন্ধির অংশী।

অপদূতদের মারণাস্ত্র
ছিন্নভিন্ন দে'খে তুমি
ভরসা ভরে গ্রহণ করলে
খ্রিষ্ট চিকিৎসকের ঔষধ।

সেসময় থেকে তুমি
গুরুদেবের চরণতলে
জীবন-বাণী শ্রবণ ক'রে
মগ্না থাকলে চিরতরে।

দেখ, ক্রুশে বিদ্ধ প্রভু !
অশ্রুসিক্তা হয়ে তুমি
পুণ্য দেহ লেপন ক'রে
রাখলে গুহায় সমাদরে।

খ্রিষ্টের প্রেমজনিত মোরা
তোমার সঙ্গে একদিন যেন
প্রিয়তমের সঙ্গ লাভে
উল্লাস করি স্বর্গধামে।

১ম ধুয়ো : শাব্বাতের পর দিন
মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিগুহা দেখতে এলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তিনি দেখতে পেলেন, * পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল! আল্লেলুইয়া। সাম ১২২

৩য় ধুয়ো : কাঁদতে কাঁদতে * মারীয়া সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে
সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূতকে দেখলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১২৭

৪র্থ ধুয়ো : আমার প্রভুকে * লোকে তুলে নিয়ে গেছে,
আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : আমার হৃদয়ের কী জ্বালা! * আমি আমার প্রভুকে দেখতে বাসনা করছি!
কিন্তু ওরা তাঁকে কোথায় রেখেছে আমি জানি না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৮:২৮-৩০)

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

℣ মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

℟ মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

℣ তুমি গিয়ে আমার ভাইদের বল,

℟ প্রভু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ মারীয়া, কাঁদছ কেন? * প্রভু তো মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মারীয়া * শিষ্যদের গিয়ে সংবাদ দিলেন,
আমি প্রভুকে দেখেছি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*এসো, প্রভু যিশু।*

-হে প্রভু যিশু, তোমাকে যিনি ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলেন, তুমি পুনরুত্থান করে সেই মাগ্দালার মারীয়াকেই সর্বপ্রথমে দেখা দিয়েছিলে। বর প্রদান কর, আমরা যেন উদ্দীপ্ত ভক্তির সঙ্গে তোমার অন্বেষণ করি যাতে একদিন তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি।

-তোমার প্রৈরিতিক যাত্রাকালে কতিপয় পুণ্যবতী নারী তোমাকে অনুসরণ ক'রে তাদের বিনীত সেবায় তোমাকে সাহায্য করত। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন বিনীত সেবার পথে চলতে পারি।

-মারীয়া তোমার বাণী শুনছিলেন, মার্থা তোমার সেবা করছিলেন। তোমার বাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়িয়ে দাও, উদার করে তোল আমাদের সেবা মনোভাব।

-যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, তুমি তাদের তোমার ভাই, বোন ও মাতা বলেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন কথায় ও কাজে পিতার ইচ্ছা সানন্দে পালন করতে পারি।

-অনেক সাধ্বী নারী তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের স্বর্গধামের পরম আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সকলের আগে মারীয়া মাগ্দালেনাকেই আপন পাস্কার মঙ্গলবার্তা জানাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: সাধ্বীর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টকে জীবন্তই বলে প্রচার করতে পারি এবং তোমার গৌরবধামে তাঁকে রাজাসনে আসীন দেখতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৩শে জুলাই

## সাধ্বী ব্রিজিতা, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী ব্রিজিতাকে নানা জীবনাশ্রমে চালিত করেছিলে, ও তিনি তোমার পুত্রের যন্ত্রণাভোগে ধ্যানরত থাকতে তুমি তাঁর কাছে ক্রুশের মাহাত্ম্য অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছিলে। আশীর্বাদ কর : তুমি যে জীবনাশ্রমে আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন যোগ্যরূপে সেই পথে চলে সবকিছুতেই তোমাকে অন্বেষণ করতে সচেষ্ট থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৪শে জুলাই

## সাধু খার্বেল মাখলুফ, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু খার্বেলকে বিজনাশ্রমের বিশিষ্ট সংগ্রামে আহ্বান ক'রে তাঁকে ভক্তির সমস্ত দানেই পরিপূর্ণ করেছ। আশীর্বাদ কর, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের অনুকারী হয়ে উঠে আমরা যেন তাঁর রাজ্যের সহউত্তরাধিকারী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৫শে জুলাই

# সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে

প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর : তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * জেবেদের ছেলে যাকোব
ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখে তাঁদের ডাকলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা তখনই * নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে
যিশুর অনুসরণ করলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমি * যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে ;
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : যিশু * পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
এবং আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হেরোদ রাজা * মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু
করলেন :
তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে

এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ল তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ল তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে সঙ্গে ক'রে
যিশু একটা উঁচু পাহাড়ের উপর তাঁদের নিয়ে গেলেন;
সেখানে তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যিশু * জেবেদের ছেলে যাকোব
ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখে তাঁদের ডাকলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

℟ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তাঁরা তখনই * নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে
যিশুর অনুসরণ করলেন।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি * যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে ;
আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

℣ প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

℟ তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমাদের মধ্যে * যে কেউ বড় হতে চায়,
তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে,
আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়,
তাকে হতে হবে সকলের দাস। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূতদের প্রথমফসল সাধু যাকোবেরই রক্তে প্রতিষ্ঠা করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার ভক্তমণ্ডলী যেন তাঁর সাক্ষ্যদানের ফলে বিশ্বাসে সুস্থির হয়ে ওঠে, ও তাঁর নিত্য সহায়তায় সৎসাহস লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৬শে জুলাই

## সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না

### ধন্যা কুমারী মারীয়ার জনক-জননী

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি দাউদসন্তান,

এসো, আমাদের রাজা সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো প্রভু, তুমি ধন্য !

বিশ্বে কত নর-নারী

তব ডাকে দিয়ে সাড়া
পেলেন স্বর্গের সুখ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে।

## ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর প্রভু, তুমি ধন্য যোয়াকিম ও আন্নাকে এই অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছিলে, তোমার মাংস-হওয়া-পুত্রের জননী তাঁদের ঘরে জন্ম নেবেন। তাঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত সেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো প্রভু, তুমি ধন্য !
বিশ্বে কত নর-নারী
তব ডাকে দিয়ে সাড়া
পেলেন স্বর্গের সুখ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে।

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল : * প্রভু ধন্য ;
তাঁর মহাবন্দনা কর চিরকাল। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি শাশ্বত একটি নাম দেব,
তারা পরম আনন্দ পাবে চিরকাল ধরে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : সর্বজাতি প্রচার করে * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা,
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমার ভক্তদের * আমি সম্মানের আসন দেব
আমার পিতার রাজ্যে। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৫:৩)

কান দাও, আমার কাছে এসো; শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব; হ্যাঁ, দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।

## শ্লোক

প্র আপন স্নেহময় দয়ায় * প্রভু আমাদের দেখতে এলেন।
উ আপন স্নেহময় দয়ায় * প্রভু আমাদের দেখতে এলেন।
প্র দাউদের কুলে তিনি ঘটিয়েছেন ত্রাণকর্তা যিশুর উদ্ভব।
উ প্রভু আমাদের দেখতে এলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আপন স্নেহময় দয়ায় * প্রভু আমাদের দেখতে এলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্য প্রভু! * আপন দাস দাউদের কুলে
তিনি আমাদের জন্য ঘটিয়েছেন এক ত্রাণশক্তির জাগরণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঈশ্বরের প্রশংসাগানে সম্মিলিত হয়ে, আসুন, আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের চরণ চালিত করেন শান্তি ও ন্যায়ের পথে :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে পবিত্রিত কর।*

-পাপ ছাড়া আমাদের মত হবার জন্য তুমি সব দিক দিয়েই পরীক্ষিত হয়েছিলে। আমাদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে আমাদের দয়া কর।

-তুমি ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় সকলকে আহ্বান কর। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাইমানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।

-তুমি চেয়েছিলে, তোমার শিষ্যেরা পৃথিবীর লবণ ও জগতের আলো হবে। তুমি নিজেই আমাদের মন আলোকিত কর।

-তুমি এ পৃথিবীতে এসেছিলে সেবা আদায় করতে নয়, বরং সেবা করতে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন মানবসেবায় তোমার মত হতে পারি।

-তুমি পিতা ঈশ্বরের মহিমার দীপ্তি, তাঁর ঐশস্বরূপের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। কৃপা কর, এ জীবন শেষে আমরা যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর প্রভু, তুমি ধন্য যোয়াকিম ও আন্নাকে এই অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছিলে, তোমার মাংস-হওয়া-পুত্রের জননী তাঁদের ঘরে জন্ম নেবেন। তাঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত সেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো প্রভু, তুমি ধন্য !
বিশ্বে কত নর-নারী
তব ডাকে দিয়ে সাড়া
পেলেন স্বর্গের সুখ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে।

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল : * প্রভু ধন্য ;
তাঁর মহাবন্দনা কর চিরকাল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি শাশ্বত একটি নাম দেব,
তারা পরম আনন্দ পাবে চিরকাল ধরে। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : সর্বজাতি প্রচার করে * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা,
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : আমার ভক্তদের * আমি সম্মানের আসন দেব
আমার পিতার রাজ্যে। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৯:৪-৫)

তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

## শ্লোক

প্র আপন দয়া স্মরণ ক'রে * তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন ঈশ্বর।
উ আপন দয়া স্মরণ ক'রে * তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন ঈশ্বর।
প্র যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
উ তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন ঈশ্বর।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আপন দয়া স্মরণ ক'রে * তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন ঈশ্বর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গৌরবময় যেসের সেই মূলকাণ্ড থেকে * এমন চমৎকার পল্লব উৎপন্ন হলেন,
যাঁর থেকে প্রস্ফুটিত হলেন একটি সুগন্ধময় ফুল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পরম পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সাধুসাধ্বীদের আদর্শ ও যাচনার ফলে তিনি যেন বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদের সহায়তা করেন :

*প্রভু, তুমি নিজে যেমন পবিত্র, আমাদের তেমনি পবিত্র করে তোল।*

-তোমার ইচ্ছা, আমরা তোমার সন্তান বলে অভিহিত হব, আর সেইমত ব্যবহার করব। মণ্ডলী যেন বিশ্বজুড়ে তোমার পবিত্রতার সাক্ষী হয়ে তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

-তোমার আহ্বান, আমরা তোমার আলোতে চলব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তোমার আশীর্বাদে আমাদের জীবনে আমরা যেন সব ধরনের সৎকাজে ফলশালী হতে পারি।

-খ্রিষ্টের মাধ্যমে তুমি তোমার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছ। যারা তোমাতে বিশ্বাসী, তাদের রক্ষা কর, তারা যেন তোমার সঙ্গে এক হতে পারে।

-তুমি স্বর্গীয় ভোজে অংশ নেবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ কর। বর প্রদান কর, তোমার পুত্রের বাণী ও দেহরক্তের ভোজে অংশ গ্রহণ করে আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে পুণ্যবান হয়ে উঠি।

-তোমার অসীম দয়ায়, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার শ্রীমুখ দর্শনলাভের যোগ্য করে তোল। আমরাও যেন তোমার গৌরবের অংশভাগী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর প্রভু, তুমি ধন্য যোয়াকিম ও আন্নাকে এই অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছিলে, তোমার মাংস-হওয়া-পুত্রের জননী তাঁদের ঘরে জন্ম নেবেন। তাঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত সেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৯শে জুলাই

# সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজার

## প্রভুর অতিথিসেবক

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বন্ধু লাজারের গৃহে তোমার পুত্র ভক্তিপূর্ণ সেবা ও একাগ্র বাণীশ্রবণ প্রসঙ্গে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন ধ্যানের আগ্রহে ও তৎপর সেবায় সেই সদ্‌গুরুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরই শাশ্বত আবাসে স্থান পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মার্থা যিশুকে বললেন, * আপনিই সেই খ্রিষ্ট, সেই ঈশ্বরের পুত্র,
সেই ব্যক্তি জগতে যিনি আসছেন। গীতিকা

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : যিশু * মার্থাকে ও তাঁর বোন মারীয়াকে
এবং লাজারকে ভালবাসতেন। গীতিকা

৩০শে জুলাই

## সাধু পিতর খ্রিসোলোগোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্ণভাষী সাধু পিতরকে তোমার মাংস-হওয়া-বাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : তোমার পরিত্রাণ-রহস্যগুলি উত্তরোত্তর হৃদয়ঙ্গম ক'রে আমরা যেন আমাদের জীবনাচরণে তা বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

৩১শে জুলাই

## সাধু ইগ্নাস লয়োলা, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তোমার নামের মহত্তর গৌরবের প্রচারক হতে তুমি তোমার মণ্ডলীতে সাধু ইগ্নাসের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর : তাঁর সহায়তায় ও তাঁর অনুকরণে আমরা যেন ইহলোকে সুসমাচারের শুভসংগ্রামে সংগ্রামরত থেকে স্বর্গলোকে তাঁর সঙ্গে জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি

পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি ;

আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত ! গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মানুষ * যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়,

তাতে তার কী লাভ হবে ? গীতিকা

# আগষ্ট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (প্রভুর রূপান্তর) ৭ ৮ ৯ ১০ (সাধু লরেন্স) ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ (স্বর্গোন্নয়ন) ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ (সাধু বার্থলমেয়) ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ১লা আগষ্ট

## সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগোরি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তো তোমার মণ্ডলীতে পবিত্রতার নিত্য নতুন আদর্শ জাগিয়ে তোল। আশীর্বাদ কর : আত্মাদের কল্যাণের আগ্রহে আমরা যেন বিশপ সাধু আল্ফন্সো-মারীয়ার পদক্ষেপ এমনভাবে অনুসরণ করি যাতে তাঁর স্বর্গীয় পুরস্কারের সহভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২রা আগষ্ট

## ভের্চেলির সাধু এউসেবিউস, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর প্রভু, আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রের ঈশ্বরত্ব সমর্থনে আমরা যেন বিশপ সাধু এউসেবিউসের নিষ্ঠতার অনুকারী হতে পারি, যাতে তাঁর ধর্মশিক্ষা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে রক্ষা ক'রে তোমার পুত্রের ঐশজীবনের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিনে ২রা আগষ্ট

## সাধু পিতর জুলিয়ান এইমার্ড, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু জুলিয়ানকে তোমার পুত্রের দেহরক্তের পবিত্র রহস্যের প্রতি আশ্চর্য ভক্তিতে অলঙ্কৃত করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, পবিত্র ভোজ থেকে তিনি যে আত্মিক পুষ্টি লাভ করতেন, আমরাও যেন তাতে পুষ্ট হতে পারি। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৪ঠা আগষ্ট

## সাধু জন-মেরী ভিয়ানে, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, পুরোহিত সাধু জন-মেরীর জীবনে তুমি পালকীয় দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছ। আশীর্বাদ কর : তাঁর সহায়তায় ও তাঁর অনুকরণে আমরা যেন ভালবাসা দিয়েই আমাদের ভাইবোনদের খ্রিষ্টের জন্য জয় ক'রে তাদের সঙ্গে চিরন্তন গৌরব লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৫ই আগষ্ট

## ‘পবিত্রা মারীয়া’ মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের অপরাধ মনে রেখো না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম যখন তোমার প্রসন্নতা জয় করতে অক্ষম, তখন তোমার পুত্রের জননীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়া, হে নিত্যকুমারী,
হে প্রভুর মন্দির, হে পবিত্র আত্মার পবিত্রধাম!
প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তোমাতেই হলেন প্রীত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধন্যা কুমারী মারীয়া,
তুমি তো ঐশঅনুগ্রহের মাতা,
তুমি তো জগতের আশা:
তোমার এই সন্তানদের হয়ে প্রার্থনা কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

৬ই আগষ্ট

# প্রভুর দিব্য রূপান্তর

পর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | (২য়) সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

১ম সন্ধ্যারতি তখনই পালিত হবে, যখন পর্বটি রবিবার দিনে পড়ে।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জ্যোতির্জাত জ্যোতি যিশু,
ওগো বিশ্বপরিত্রাতা,
শোন তুমি মোদের স্তুতি,
মোরা আজ যা গেয়ে উঠি।

তব শ্রীমুখ কেমন উজ্জ্বল !
তুষার যেনই তুমি শুভ্র !
তুমি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা,
ওগো জগতের ত্রাণকর্তা।

দু'জন সাক্ষীর মাঝে তব
ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত :

পরমপিতার পুত্র তুমি,
ভক্তজনদের রাজাও তুমি।

মাংসধারণের উদ্দেশ্য
সবার কাছে প্রকাশিত :
নিলে তুমি মানবদেহ,
পাবে মানুষ ঐশদেহ।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : পিতর, * যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে সঙ্গে ক'রে
যিশু একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন,
এবং তাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু, * এখানে আমাদের থাকা উত্তম।
আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব,
আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : মোশি দ্বারা * দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না,
যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : এসো, * আমরা এখানে তিনটে কুটির তৈরি করি,
আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৩:২০-২১)

আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

## শ্লোক

*প্র* পিতার সম্মুখে তুমি গৌরবমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছ, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* পিতার সম্মুখে তুমি গৌরবমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছ, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি তোমাকে গৌরব-বসনে পরিবৃত করেছেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* পিতার সম্মুখে তুমি গৌরবমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছ, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিনি * পিতার জ্যোতি, যিনি পিতার প্রতিবিম্ব,
যিনি বাণী বলে জগৎকে অবিচল রাখেন ও পাপ থেকে মুক্তিদান করেন,
সেই খ্রিষ্ট যিশু আজ উঁচু পর্বতচূড়ায়
গৌরবমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাবর পর্বতচূড়ায় শিষ্যদের কাছে আপন দিব্য গৌরব প্রকাশ করেছিলেন, আসুন, বিনীত ভাবে সেই খ্রিষ্টকে অনুনয় করি :

*হে আলো খ্রিষ্ট, আমাদের অন্ধকার আলোকিত কর।*

-দিব্য রূপান্তরের দিনে তুমি শিষ্যদের বলবান করেছিলে যেন তোমার যন্ত্রণাভোগের সময়ে তাঁরা বিশ্বাস না হারান। আশীর্বাদ কর, তোমার মণ্ডলী যেন বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে তোমার বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

-তাবর পর্বতচূড়ায় তুমি তোমার শিষ্যদের কাছে চেয়েছিলে। আমাদের পোপ … , আমাদের বিশপ …কে আশীর্বাদ কর, পুনরুত্থানের আশায় তাঁদের সুস্থির কর, তাঁরা যেন ধ্রুব বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার জনগণের সেবা করতে পারেন।

-তোমার দিব্য রূপান্তরের সাক্ষীরূপে তুমি মোশি ও এলিয়কে কাছে চেয়েছিলে। প্রাক্তন সন্ধির জনগণকে আলো দান কর, তাঁরা যেন পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেন।

-তুমি বিশ্বজগতের উপর পিতার গৌরব ছড়িয়ে দিয়েছ। তোমার সহায়তায় সর্বজাতি যেন তোমার আলোতে চলতে পারে।

-তুমি একদিন আমাদের এই নশ্বর দেহকে তোমার গৌরবময় দেহেরই মত করে তুলবে। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টই গৌরবের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দেখ ! পর্বতচূড়ায় যিশু
সূর্যই যেন উদ্ভাসিত :
তাঁর এই রূপের সহভাগী
হবে মণ্ডলী !

তেমন কাণ্ডের সাক্ষীরূপে,
দেখ, মোশির সঙ্গে এলিয় :
প্রাচীন বিধান নবীসকল
অদ্য উপস্থিত।

মেঘের ভিতর থেকে তখন
শোনা গেল পিতার কণ্ঠ :
'ইনি মম প্রিয় পুত্র,
শোন বাণী তাঁর।'

লক্ষ কর খ্রিষ্টের শ্রীমুখ :
বিশ্বাস কর, চরমকালে
তব দেহও ধারণ করবে
যিশুর সেই গৌরব।

তেমন দৃশ্যের মর্মসত্যে
ভক্তের অন্তর উল্লসিত,
মোদের কণ্ঠে জেগে উঠুক
যিশুর প্রশংসা।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (১৩শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : অল্পক্ষণের মত
স্বর্গদূতদের নিচেই যাঁর স্থান দেওয়া হয়েছিল,
সেই খ্রিষ্টকে এখন পরানো হয়েছে গৌরব ও সম্মানের মুকুট,
তাঁকে দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের হাতের কারুকার্যের শাসনভার। সাম ৮

২য় ধুয়ো : প্রভু * অন্ধকারকে আলোকিত করলেন ;
তাঁর মন্দিরে সবাই বলে ওঠে, গৌরব ! সাম ২৯

৩য় ধুয়ো : আদমসন্তানদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতম,
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত। সাম ৪৫

প/ পিতার সম্মুখে তুমি গৌরবমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছ,
উ/ তিনি তোমাকে গৌরব-বসনে পরিবৃত করেছেন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার সঙ্গে যাপিত একদিন,
অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়ে শ্রেয়। সাম ৮৪

২য় ধুয়ো : ধার্মিকের জন্য * এখন আলোর উদয়;
সরলহৃদয়দের জন্য আনন্দের আবির্ভাব। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৭

৩য় ধুয়ো : আমাদের * পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর;
তাঁর পবিত্র পর্বত পানে কর প্রণিপাত। সাম ৯৯

প্ প্রভু, তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট;
উ তাঁকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : সেই কণ্ঠস্বর শুনে * শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন।
যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, ওঠ, ভয় করো না।

**ধন্য পরমেশ্বর!** (গীতিকা ৩ ১ বংশ ২৯:১০-১৩)

ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।

তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা,
কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।

তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার,
সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত;
ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে,
সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা।

তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম,
তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা।
এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## বিমুক্ত জনগণের আনন্দ (গীতিকা ১০ ইশা ১২:১-৬)

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।’
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৫)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সেই কণ্ঠস্বর শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন।
যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, ওঠ, ভয় করো না।

প মেঘস্তম্ভ থেকে প্রভু তাঁদের কাছে কথা বলতেন ;
উ তাঁরা মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশগুলি।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :**

ক বর্ষ : মার্ক ৯:২-১০
খ বর্ষ : লুক ৯:২৮-৩৬
গ বর্ষ : মথি ১৭:১-৯

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টই গৌরবের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হৃদির কত মধুর লাগে
যিশুর কথা স্মরণ ;
তিনি মোদের কাছে আছেন,
নেব তাঁরই শরণ।

‘যিশু’ নাম উচ্চারণ ক’রে
প্রাণ উল্লসিত,
মন উৎফুল্ল, ওষ্ঠ মুখর,
অন্তর আনন্দিত।

যিশু, তুমি সত্যের উৎস,
মনের উজ্জ্বল জ্যোতি ;
তুমি অন্তরের মাধুর্য :
করব তব স্তুতি।

তুমি যখন মোদের হৃদে
গ্রহণ কর আসন,
তখন অন্তর জ্বলে প্রেমে :
তুমিই প্রাণের ভূষণ।

ওগো দয়াল প্রিয় যিশু,
মোদের জীবনস্বামী ;
দেখি যেন তব গৌরব,
মোদের অন্তর্যামী।

পিতা ও পবিত্রাত্মার জ্যোতি
প্রকাশ কর, যিশু ;
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ধন্য যিশু। (১২শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : পিতর, * যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে সঙ্গে ক'রে
যিশু একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন,
এবং তাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁর শ্রীমুখ * সূর্যের মত দীপ্তিমান,
ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হঠাৎ * মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন,
তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : পিতর * যিশুকে বললেন,

প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : পিতর তখনও কথা বলছেন * সেসময়ে একটি মেঘ এসে

নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:১০, ২৩)

সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেম। তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু, তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু, তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু, তুমি তাঁকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সেই মেঘ থেকে * এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল :

ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন ; তাঁর কথা শোন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

তাবর পর্বতচূড়ায় যিনি শিষ্যদের সামনে আপন দিব্য স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের নামে পরম পিতার কাছে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।*

-হে পিতা, তাবর পর্বতচূড়ায় তুমি তোমার পুত্র যিশু খ্রিষ্টকে আমাদের গুরু ও মুক্তিদাতা বলে প্রকাশ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর বাণী গ্রহণ করি।

-হে মঙ্গলকর ঈশ্বর, তুমি তো তোমার ভক্তদের তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত কর, তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও। সহায়তা কর, আমরা যেন সেই খ্রিষ্টেই অনন্ত জলের উৎস খুঁজে পাই।

-তুমি খ্রিষ্টের শ্রীমুখ তোমার আপন গৌরবের আলোতে বিভাসিত করেছিলে। তোমার অনুগ্রহে আমরা যেন সেই জ্যোতির্ময় শ্রীমুখের দর্শন পেতে পারি।

-তুমি তোমার মাংস-হওয়া-পুত্রে তোমার সার্বজনীন পরিত্রাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলে। কৃপা কর, সমগ্র জগৎ যেন শুভসংবাদের আলোতে আলোকিত হতে পারে।

-তোমার অগাধ প্রেমে তুমি আমাদের করে তুলেছ তোমার আপন সন্তান। তোমার পুত্র খ্রিষ্ট যখন আগমন করবেন, তখন আমরা যেন তাঁর গৌরবময় সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যিশু * মোশি ও এলিয়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে দর্শন দিলেন,
বিধান ও নবীরা যেন তাঁর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাত্রা ১৯:৯ক)

প্রভু মোশিকে বললেন: দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার কাছে আসছি, তোমার সঙ্গে যখন কথা বলব, তখন লোকেরা যেন শুনতে পায়, এবং চিরকাল ধরে তোমাতে বিশ্বাস রাখতে পারে।

*প্র* আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম,

*উ* তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমাদের পরিত্রাতা প্রভু ঈশ্বর * সুসমাচারের মাধ্যমে
জীবন ও অমরতা উদ্ভাসিত করেছেন।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাত্রা ৩৩:৯, ১১ক)

যখন মোশি তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন মেঘস্তম্ভ নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করত: সেসময় প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বলতেন। মোশির সঙ্গে প্রভু মুখোমুখি কথা বলতেন—একজন লোক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে।

℣ প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,

℟ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পরম পিতার কণ্ঠস্বর শুনে
শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৩:১৮)

অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

℣ তোমাতেই, প্রভু, জীবনের উৎস ;

℟ তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর : তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জ্যোতির্জাত জ্যোতি যিশু,
ওগো বিশ্বপরিত্রাতা,
শোন তুমি মোদের স্তুতি,
মোরা আজ যা গেয়ে উঠি।

তব শ্রীমুখ কেমন উজ্জ্বল!
তুষার যেনই তুমি শুভ্র!
তুমি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা,
ওগো জগতের ত্রাণকর্তা।

দু'জন সাক্ষীর মাঝে তব
ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত :
পরমপিতার পুত্র তুমি,
ভক্তজনদের রাজাও তুমি।

মাংসধারণের উদ্দেশ্য
সবার কাছে প্রকাশিত :
নিলে তুমি মানবদেহ,
পাবে মানুষ ঐশদেহ।

ওগো যিশু, দয়াল রাজা,
শোন গো মোদের মিনতি ;
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : পিতর, * যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে সঙ্গে ক'রে
যিশু একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন,
এবং তাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু, * এখানে আমাদের থাকা উত্তম।
আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব,
আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : মোশি দ্বারা * দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : তোমরা * এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না,
যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : এসো, * আমরা এখানে তিনটে কুটির তৈরি করি,
আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা। গীতিকা ২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৮:১৬-১৭)

স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে : ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

## শ্লোক

℣ প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : সেই কণ্ঠস্বর শুনে * শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন।

যিশু তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, ওঠ, ভয় করো না। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি তাবর পর্বতচূড়ায় শিষ্যদের কাছে আপন দিব্য গৌরব প্রকাশ করেছিলেন, আসুন, বিনীত ভাবে সেই খ্রিষ্টকে অনুনয় করি :

*হে আলো খ্রিষ্ট, আমাদের অন্ধকার আলোকিত কর।*

-দিব্য রূপান্তরের দিনে তুমি শিষ্যদের বলবান করেছিলে যেন তোমার যন্ত্রণাভোগের সময়ে তাঁরা বিশ্বাস না হারান। আশীর্বাদ কর, তোমার মণ্ডলী যেন বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে তোমার বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

-তাবর পর্বতচূড়ায় তুমি তোমার শিষ্যদের কাছে চেয়েছিলে। আমাদের পোপ … , আমাদের বিশপ …কে আশীর্বাদ কর, পুনরুত্থানের আশায় তাঁদের সুস্থির কর, তাঁরা যেন ধ্রুব বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার জনগণের সেবা করতে পারেন।

-তোমার দিব্য রূপান্তরের সাক্ষীরূপে তুমি মোশি ও এলিয়কে কাছে চেয়েছিলে। প্রাক্তন সন্ধির জনগণকে আলো দান কর, তাঁরা যেন পূর্ণ মুক্তি লাভ করতে পারেন।

-তুমি বিশ্বজগতের উপর পিতার গৌরব ছড়িয়ে দিয়েছ। তোমার সহায়তায় সর্বজাতি যেন তোমার আলোতে চলতে পারে।

-তুমি একদিন আমাদের এই নশ্বর দেহকে তোমার গৌরবময় দেহেরই মত করে তুলবে। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরবময় রূপান্তরে তুমি প্রাক্তন সন্ধিকালের পিতৃপুরুষদের সাক্ষ্যদান দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের রহস্যসকল সত্য বলে সপ্রমাণ করেছিলে এবং সুস্পষ্টই এক পূর্বলক্ষণ দিয়েছিলে যে, তুমি আমাদের তোমার আপন সন্তান বলে গ্রহণ করবে। আশীর্বাদ কর: তোমার সেই প্রিয় পুত্রের বাণী শুনে আমরা যেন তাঁর ঐশগৌরবের সহভাগী হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৭ই আগষ্ট

## পোপ সাধু দ্বিতীয় সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধু সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গীদের তোমার বাণীর জন্য ও খ্রিষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদানের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: পবিত্র আত্মার প্রভাবে আমরা যেন সরল মনে খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করি ও দৃঢ়তার সঙ্গে সেই বিশ্বাস স্বীকার করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ৭ই আগষ্ট

## সাধু কাজেতান, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু কাজেতানকে প্রেরিতদূতদের জীবনাদর্শ অনুকরণ করার অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর সহায়তায় ও তাঁর অনুকরণে আমরাও যেন সর্বদা তোমাতেই ভরসা রেখে একাগ্রতার সঙ্গে তোমার ঐশরাজ্যের অন্বেষণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৮ই আগষ্ট

## সাধু দমিনিক, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, সাধু দমিনিক নিজের প্রার্থনা ও শিক্ষাবলি দ্বারা তোমার মণ্ডলীকে সহায়তা করুন। তোমার সত্যবাণীর প্রচারক রূপে যিনি ছিলেন অপূর্ব, তিনি আমাদের হয়ে তোমার চরণে অবিরত প্রার্থনা নিবেদন করুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৯ই আগষ্ট

# ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষ্যমর সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টাকে তোমার ক্রুশবিদ্ধ পুত্রের রহস্যময় জ্ঞানলাভে, ও মৃত্যু পর্যন্তই তাঁর অনুকরণে চালনা করেছ। সাধ্বীর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, যেন সকল মানুষ খ্রিষ্টকে ত্রাণকর্তা বলে চিনতে পারে এবং তাঁর মধ্য দিয়ে চিরকালের মত তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১০ই আগষ্ট

# সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

| প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি |
|---|---|---|

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য ধর্মশহীদ, ধন্য !

অদ্য তব জয়তিথি।

রক্তদানে হয়ে উঠলে
স্বর্গে চির অতিথি।

যত পীড়ন ক'রে জয়
সংসার হতে ক'রে গমন
তুমি স্বর্গে গেলে, তোমায়
খ্রিষ্ট করলেন বরণ।

স্বর্গদূতদের মাঝে তুমি
উজ্জ্বল বসনেই ভূষিত,
সেই যে বসন তব রক্তে
হল প্রক্ষালিত।

তবে এখন মোদের হয়ে
খ্রিষ্টের কাছে কর ভিক্ষা,
যেন যাচনা ক'রে গ্রহণ
তিনি করেন রক্ষা।

খ্রিষ্টের কৃপা ক'রে জয়
লক্ষ কর মোদের শ্রান্তি :
পুণ্য বিবেক ক'রে অর্জন
লাভি যেন শান্তি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভুর বিধানেই * ছিল তার প্রীতি নিশিদিন। সাম ১

২য় ধুয়ো : হে মানবসন্তান, * জেনে রেখ : প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য
সাধন করেন আশ্চর্য কাজ। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : ইনিই * তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবেন ;
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবেন। সাম ১৫

প্র আমি অত্যন্ত আনন্দিত,
উ কারণ খ্রিষ্টের বলি হবার যোগ্য হয়ে উঠলাম।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তিনি * ঐশবিধি প্রচার করলেন,
প্রভু তাঁর পবিত্র পর্বতের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাম ২

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : তুমি, প্রভু, * খাঁটি সোনার মুকুটে
তার মাথা করেছ বিভূষিত। সাম ২১

প্র আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র ;
উ শেষ পর্যন্ত যে স্থির থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : গমের দানা * যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়,
তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা  সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : গমের দানা *  যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়,
তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে।

℣ সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায়,
℟ তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার সুখ।

### স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:

‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ১৫:১৮-২১।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয়

দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে অপরাজিত শহীদ,
খ্রিষ্টের ক'রে অনুসরণ
শত্রুর 'পরে জয় ক'রে
গৌরবমুকুট করলে ধারণ।

তোমার কাছে এই মিনতি :
পাপাসক্তি কর রোধন,
যত ত্রুটি বিনাশ কর,
মোদের অন্তর কর শোধন।

দেহের যত বন্ধন হতে
তুমি এখন বিমোচিত ;
তোমার যাচনার ফলে মোরা
সংসার করব নিষ্পেষিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যাঁরা * রক্তদান পর্যন্তই যিশুর নাম স্বীকার করেছেন,
সেই সাক্ষ্যমর সেনাদলে লরেন্সও যোগ দিয়েছেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : প্রভুর দূত * আগুনের গ্রাস থেকে আমাকে মুক্ত করলেন ;
অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আমি তো অক্ষত হয়ে রইলাম। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে আমার ঈশ্বর, * তোমার জন্য আমার দেহে আগুন দেওয়া হচ্ছে,
তাই তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ধন্য লরেন্স * এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন, হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ,
আমি যে তোমার তোরণদ্বারে প্রবেশ করার যোগ্য হয়ে উঠেছি। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * অত্যন্ত আনন্দিত,
আমিও যে খ্রিষ্টের সঙ্গে হলাম বলি। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ১:৩-৫)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

## শ্লোক

*প্র* প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।
*উ* প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।
*প্র* তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
*উ* তিনি আমার স্তবগান।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : লরেন্স, * ভয় করো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি।

তুমি আগুন পেরিয়ে যাবে, আগুন কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করবে না। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

সুসমাচারের সাক্ষ্য দেবার কারণে যাঁদের বধ করা হয়েছে, আসুন, সেই সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে এক হয়ে পিতা ঈশ্বরের পরম সাক্ষ্যদাতা আমাদের ত্রাণকর্তার প্রশংসাবাদ করে বলি :

*তোমার রক্ত দ্বারা, প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।*

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের প্রকৃত আত্মিক মুক্তি দান কর।

-যাঁরা নিজেদের রক্ত দান ক'রে তোমার পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের বিশ্বাস গভীর ও অটল করে তোল।

-যাঁরা ক্রুশের পথ ধরে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে সঙ্কটের সময়ে আমাদের সুস্থির করে রেখ।

-যাঁরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংসারের যত আকর্ষণ জয় করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর : তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি ; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:১০-১১)

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

*প্র* প্রভু তাকে পরিয়েছেন আনন্দ-বসন,

*উ* কান্তির মুকুটেই তার মাথা করেছেন বিভূষিত।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাকোব ১:১২)

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে।

*প্র* আমি প্রভুতেই ভরসা রাখি, ভীত হব না,

*উ* নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারে?

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৩:১-২ক, ৩খ)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না। নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।

℣ সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে,

℟ সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমিই, ঈশ্বর, শহীদবৃন্দের
জয়মালা, শিরোভূষণ ;
এই শহীদের স্মরণদিনে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

হৃদিকক্ষে তাঁর যে বিশ্বাস,
তারই করলেন সাক্ষ্যবরণ :
আপন রক্তদানে তিনি
খ্রিষ্টের করলেন অনুসরণ।

সংসারের ঐশ্বর্য ছেড়ে
সবই মায়া মনে ক'রে
তিনি দ্রুত স্বর্গ পৌঁছে
এখন ধন্য যুগযুগ ধরে।

যত কষ্ট, যত পীড়ন
বীরের মতই তিনি সইলেন ;
তোমার জন্য রক্ত দিলেন,
এখন চিরসম্পদ পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
তোমার কাছে এই মিনতি :
এই শহীদের পর্বদিনে
কর ক্ষমা যত ত্রুটি।

মোরা যেন তাঁরই সঙ্গ
পাবার যোগ্য হয়ে উঠি,
তবেই স্বর্গীয় আসন লাভে
সদা গাইব তব স্তুতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৫ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : দেখ, এরাই সাক্ষ্যমর ! * প্রভুর সন্ধির জন্য বলীকৃত হয়ে
তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বিশ্বাসগুণেই * এরা নানা রাজাদের জয় করেছে,
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করেছে। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : পুণ্যজনেরা * ঈগলের মত নিজেদের যৌবন নবীকৃত করেন,
লিলিফুলের মত প্রভুর নগরীতে প্রস্ফুটিত হন। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * পুণ্যজনদের অশ্রুজল মুছে দেবেন,
মৃত্যু আর থাকবে না, বিলাপও আর থাকবে না,
আগের সবকিছু মিলিয়েই গেছে। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : তুমিই, প্রভু, * হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম,
আমাদের ত্রাণ কর, হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর। গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

## শ্লোক

*প্র* তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে নেছ প্রাচুর্যের দিকে।

*উ* তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

*প্র* আগুনেই আমাদের শোধন করেছ রুপোর মত।

*উ* শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্য লরেন্স বলে উঠলেন : * আমার রাত অন্ধকারময় নয়,
সবকিছু আলোতে উদ্ভাসিত। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যে ক্ষণে সাক্ষ্যমরদের রাজা পাস্কাভোজে বসে আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, সেই ক্ষণে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁর স্তুতিবাদ করি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমি সাক্ষ্যমরদের আদর্শ ও শক্তি। তুমি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে আমাদের ভালবেসেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি অনুতপ্ত পাপীকে শাশ্বত পুরস্কার দান করবে বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-পাপক্ষমার উদ্দেশে পাতিত তোমার রক্তকে নিবেদন করতে তুমি মণ্ডলীকে আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আজও আমাদের বিশ্বাস অটল করে রেখেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আমাদের ভাইবোনদের তোমার মুক্তিদায়ী মৃত্যুর অংশভাগী করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই সাধু লরেন্সকে সেই প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্ত করেছিলে যা দ্বারা তিনি বিশ্বস্ত সেবক ও গৌরবময় সাক্ষ্যমরের উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছিলেন। আশীর্বাদ কর: তিনি যা ভালবাসতেন, আমরা যেন তাই ভালবাসতে পারি; যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১১ই আগষ্ট

## সাধ্বী ক্লারা, চিরকুমারী

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী ক্লারাকে দীনতা ভালবাসতে অনুপ্রাণিত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আত্মায় দীনহীন হয়ে খ্রিষ্টের অনুসরণ ক'রে আমরা যেন একদিন তোমাকেই দর্শন করার জন্য স্বর্গীয় রাজ্যে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর;
এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১২ই আগষ্ট

## সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কাকে নানা জীবনাশ্রমে পবিত্রতার উজ্জ্বলতম এক আদর্শ করে তুলেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: নিজ নিজ জীবনাশ্রমে বিশ্বস্তভাবে চ'লে আমরা যেন আদর্শ-জীবনযাপনের আলো ছড়াতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ১৩ই আগষ্ট

## পোপ সাধু পন্তিয়ানুস ও পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক) অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: ধার্মিকদের অপূর্ব সহনশীলতার পুণ্যফলে আমাদের ভক্তি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক, অন্তরে দৃঢ়তর হয়ে উঠুক আমাদের বিশ্বাস। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ১৪ই আগষ্ট

## সাধু মাক্সিমিলিয়ান মারীয়া কলবে, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, অমলোদ্ভবা কুমারীর প্রতি ভক্তিতে উদ্দীপ্ত সাক্ষ্যমর সাধু মাক্সিমিলিয়ান মারীয়াকে তুমি আত্মাদের কল্যাণ-আগ্রহে ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়ে তোল, আমরা যেন তোমার গৌরবার্থে মানব-সেবায় অক্লান্তভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে মৃত্যু পর্যন্তই তোমার পুত্রের অনুরূপ হয়ে উঠতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৫ই আগষ্ট

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মাতা, স্নেহভরে যাচনা
তুমি যে সর্বদা শোন,
গ্রহণ কর মোদের ভিক্ষা,
নিত্য কর মোদের রক্ষা।

এসো, মাতা ! মোচন কর
অপরাধের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল ;
যাতে অন্তর কলুষিত,
সেই পাপ কর বিনাশিত।

এসো, মাতা ! ঘুচিয়ে দাও
সংসারের অনিত্য মায়া,

তবেই মুক্ত হয়ে অন্তর
স্বর্গের খোঁজ করবে নিরন্তর।

এসো, মাতা! মুছে দাও
দেহমনের যত গ্লানি;
বর্তমানে দিও শান্তি,
যাতে লাভি স্বর্গের কান্তি।

মৃত্যুক্ষণে কাছে থেকো,
মাতৃস্নেহ-স্পর্শে যেন
শেষ পরীক্ষা ভয় না ক'রে
স্বর্গীয় সুখ পাই চিরতরে।

ঐশপ্রসাদ-বস্ত্রে যাঁরা
তোমায় করলেন অলঙ্কৃতা,
তুলুক সমগ্র ধরণী
সেই ত্রিব্যক্তির জয়ধ্বনি। (১৯শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : বুদ্ধিমতী কুমারী, * উষার মত দীপ্তিময়ী হয়ে কোথায় আরোহণ করছ?
সিয়োন কন্যা, তুমি চন্দ্রেরই মত সুন্দরী, সূর্যেরই মত উজ্জ্বল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুমি যে আজ * স্বর্গদূতদের মাঝে জয়মালায় ভূষিতা,
সেই তোমারই মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খোলা হল স্বর্গের দ্বার। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ধন্যা ঈশ্বরজননী * স্বর্গধামে স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে উন্নীতা হলেন।
তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। আল্লেলুইয়া।
সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : এসো, আমার প্রিয়তমা ; * এসো, কপোতী আমার ;
গ্রহণ কর সেই মুকুট, যা প্রভু তোমার জন্য প্রস্তুত করেছেন চিরকালের মত।
গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:৩০)

আগে থেকে যাদের ঈশ্বর নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন ; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন ; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

প্র মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।
উ মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।
প্র পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তন ক'রে
উ স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলে ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে মহাকীর্তিকলাপের সাধক পরমেশ্বর, তোমার প্রসন্নতায় তুমি ধন্যা মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের গৌরবের অংশভাগী করেছ। শাশ্বত গৌরবধামে আমাদের চালিত কর।

-তুমি ধন্যা মারীয়াকে আমাদের মা করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে দুর্বলকে শক্তি, দুঃখীকে সান্ত্বনা, পাপীকে ক্ষমা ও সকলকে পরিত্রাণ মঞ্জুর কর।

-তুমি কুমারী মারীয়াকে প্রসাদপূর্ণা করেছ। তোমার পবিত্র আত্মার দানগুলির ঐশ্বর্যদানে আমাদের আনন্দিত করে তোল।

-মণ্ডলীর সকল ভক্তকে একমন একপ্রাণ করে তোল। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন একাত্ম হয়ে যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনারত থাকতে পারি।

-তুমি অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে স্বর্গের রানী মর্যাদায় উন্নীত করেছ। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার রাজ্যের চির আনন্দের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়ে তুমি তাঁকে তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের জননী হবার অনুগ্রহে উন্নীত করেছ এবং আজ সর্বোচ্চ গৌরব দানে তাঁকে মুকুটভূষিত করেছ। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মুক্তি-রহস্য দ্বারা যাদের ত্রাণ করেছ, এই আমাদেরও তোমার সান্নিধ্যে উন্নীত কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যাঁরই জননী আজ স্বর্গে উন্নীতা হলেন,

এসো, সেই রাজাধিরাজ খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঈশ্বরমাতা স্বর্গোন্নীতা :
সুন্দরী চন্দ্রেরই মত,
সূর্যের মত দীপ্তিময়ী,
উষার মত গৌরবময়ী।

দীন দাসী স্বর্গলোকে
দূতদের ঊর্ধ্বে গ্রহণ করেন
আপন পুত্রদত্ত আসন :
তিনি এখন স্বর্গের ভূষণ।

গর্ভে ধারণ ক'রে যাঁকে
জাবপাত্রেই রেখেছিলেন,
তাঁকে তিনি রাজাবেশে
দেখেন পিতার দক্ষিণ পাশে।

ধন্যা মাতা, তব পুণ্যে
খ্রিষ্টের যেন লাভি দয়া :
মাংসধারণ করলেন যিনি,
কৃপা বর্ষণ করুন তিনি।

ত্রিত্বের কৃপায় তুমি হলে
মোদের মাতা, মোদের রানী ;
তবে গাইব সমস্বরে,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : খ্রিষ্ট * স্বর্গে আরোহণ ক'রে
আপন কুমারী জননীর জন্য চিরকালীন স্থান ব্যবস্থা করলেন। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন ;
আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : প্রভু * গৌরবময় করলেন তোমার নাম,
মানবজাতি তোমার প্রশংসাগানে রত থাকবে চিরকাল। সাম ৮৭

℣ জীবনময় ঈশ্বরের জন্য

℟ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভা * ও মহিমা তোমারই!
সাফল্যমণ্ডিতা হয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ কর। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : হে মারীয়া, তুমি ধন্যা! * তোমার মধ্য দিয়েই জগতে এল পরিত্রাণ।
এখন তুমি প্রভুর সামনে গৌরবমণ্ডিতা হয়ে আনন্দিতা। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : তুমি আজ * স্বর্গদূতদের মধ্যে গৌরবান্বিতা;
তুমিই আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার আবার দিয়েছ খুলে। সাম ৮৫

প্র কনে আমার, লেবানন থেকে এসো,
উ এসো, মুকুটভূষিতা হবে তুমি।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : মৃত্যুকে জয় ক'রে * ঈশ্বরজননী সশরীরে ও আত্মায়
স্বর্গের শাশ্বত গৌরবে উন্নীতা হলেন। আল্লেলুইয়া।

**নব যেরুশালেমের আবির্ভাব** (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: মৃত্যুকে জয় ক'রে * ঈশ্বরজননী সশরীরে ও আত্মায়
স্বর্গের শাশ্বত গৌরবে উন্নীতা হলেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* হে মারীয়া, তুমি সুখী! তুমি যে বিশ্বাস করেছিলে;
*উ* তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ১১:২৭-২৮।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যাঁরই জননী আজ স্বর্গে উন্নীতা হলেন,
এসো, সেই রাজাধিরাজ খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গোন্নীতা ঈশ্বরমাতা
সূর্যের কিরণ তব বসন,
তব মুকুট তারকিত,
চন্দ্র তব পাদপীঠ।

পাপ ও মৃত্যু ক'রে জয়
তুমি খ্রিষ্টের পাশে আসীন,
স্বর্গবাসী মর্তপ্রাণী
সবে বলে : প্রণাম রানী !

ওগো সান্ত্বনাদায়িনী,
ভক্তবৃন্দের কর রক্ষা ;
মৃত্যু-ছায়ায় বসা যারা,
খ্রিষ্টের আলো দেখবে তারা।

মোরা দুর্বল, দীন, দুঃখী,
মোদের হয়ে কর যাচনা ;
তুমি যে সকলের আশা,
পূর্ণমুক্তি-পথের দিশা।

ত্রিত্বের কৃপায় তুমি হলে
মোদের মাতা, মোদের রানী ;
তবে গাইব সমস্বরে :
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (ভিক্তর জেনোভেসি † ১৯৬৭)

১ম ধুয়ো : মারীয়া * স্বর্গে উন্নীতা হলেন।
স্বর্গদূতেরা আনন্দের সঙ্গে পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তন করেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া * সেই স্বর্গধামে উন্নীতা হলেন,
যেখানে রাজাধিরাজ তারকাখচিত সিংহাসনে সমাসীন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে স্বর্গোন্নীতা মারীয়া, * তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে
আমরা তোমার কাছে আসি। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে কন্যা, * তুমি প্রভুর আশিসে ধন্যা :
তোমার মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি জীবন-ফল। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ধন্যা ঈশ্বরজননী * স্বর্গধামে স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে উন্নীতা হলেন।
তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১০)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

## শ্লোক

প্র আজ কুমারী মারীয়া * স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

উ আজ কুমারী মারীয়া * স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

প্র তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে বিজয়িনী চিরকাল।

উ স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আজ কুমারী মারীয়া * স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, সিয়োন কন্যা! * তুমি তো আকাশে উষারই মত উদীয়মান,
তুমি চন্দ্রেরই মত সুন্দরী, সূর্যেরই মত উজ্জ্বল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে স্বর্গোন্নীতা মারীয়া * তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে
আমরা তোমার কাছে আসি।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যুদিথ ১৩:২২, ২৩খ)

আপন পরাক্রমে প্রভু তোমাকে আশিসধন্য করেছেন; তোমার মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করেছেন। পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে, পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে, হে কন্যা, তুমিই ধন্যা।

℣ মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, স্বর্গদূতেরা আনন্দিত,

℟ তাঁরা পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তন করেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে সিয়োন কন্যা, * তুমি উজ্জ্বল, তুমি সুন্দরতমা ;
তুমি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১২:১)

স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

℣ প্রভুর বিনম্র দাসী

℟ আজ স্বর্গধামে স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে উন্নীতা হলেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্যা ঈশ্বরজননী * স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে উন্নীতা হলেন।
তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১)

আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত।

*প্র* কুমারী মারীয়া সেই স্বর্গধামে উন্নীতা হলেন,

*উ* যেখানে রাজাধিরাজ তারকাখচিত সিংহাসনে সমাসীন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : বুদ্ধিমতী কুমারী, * উষার মত দীপ্তিময়ী হয়ে কোথায় আরোহণ করছ?
সিয়োন কন্যা, তুমি চন্দ্রেরই মত সুন্দরী, সূর্যেরই মত উজ্জ্বল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুমি যে আজ * স্বর্গদূতদের মাঝে জয়মালায় ভূষিতা,
সেই তোমারই মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খোলা হল স্বর্গের দ্বার। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ধন্যা ঈশ্বরজননী * স্বর্গধামে স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বে উন্নীতা হলেন।
তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। আল্লেলুইয়া।
সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : এসো, আমার প্রিয়তমা ; * এসো, কপোতী আমার ;
গ্রহণ কর সেই মুকুট, যা প্রভু তোমার জন্য প্রস্তুত করেছেন চিরকালের মত।
গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:২২-২৩)

আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে —অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই।

## শ্লোক

*প্র* মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।

*উ* মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।

*প্র* পরমেশ্বরের মহিমাকীর্তন ক'রে

*উ* স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন, * স্বর্গদূতেরা আনন্দিত।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: আজ * কুমারী মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

আনন্দ কর, তিনি যে খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করেন চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি:

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননী অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করেছ। আশীর্বাদ কর: ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ে মন নিয়ত নিবদ্ধ রেখে আমরা যেন তাঁর গৌরবের সহভাগী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সমাপনী অনুষ্ঠান

স্তোত্র: ‘প্রণাম, স্বর্গধামের রানী’।

১৬ই আগষ্ট

## হাঙ্গেরীর সাধু স্তেফান

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: সাধু স্তেফান ইহলোকে রাজপদে যেমন তোমার মণ্ডলী-বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি তেমনি যেন স্বর্গলোক থেকে তাকে নিত্যই রক্ষা করেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৯শে আগষ্ট

## সাধু বার্নার্ড দ্য তলমেই, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ড তোমার মণ্ডলীকে নতুন এক সন্ন্যাস-সঙ্ঘ স্থাপনে অলঙ্কৃত করেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: তাঁর আদর্শ ও সহায়তায় ভর করে আমরা যেন সেই ধনসম্পদ লাভ করতে পারি, যা তুমি তোমার বিশ্বাসীদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ১৯শে আগষ্ট

## সাধু জন ইউডিস, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু জনকে খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করার জন্য মনোনীত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর জীবনাদর্শ ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন তোমাকে আরও গভীরতর ভাবে জানতে পেরে সুসমাচারের আলো অনুসারে বিশ্বস্তভাবে জীবনযাপন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২০শে আগষ্ট

## সাধু বার্নার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডকে তোমার গৃহের প্রতি সর্বগ্রাহী আগুনে উদ্দীপ্ত করে তোমার মণ্ডলীতে জ্বলন্ত প্রদীপ-শিখা রূপে অধিষ্ঠিত করেছ। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: একই উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা যেন সর্বদাই আলোর সন্তানের মত চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ঐশবাণীর আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে

বার্নার্ড সমগ্র মণ্ডলী জুড়ে বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা বিকিরণ করেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : উদ্বুদ্ধ গুরু, * বরের বন্ধু, নিত্যকুমারীর প্রশংসার গায়ক সেই বার্নার্ড

আপন সন্ন্যাসীদের কাছে ছিলেন স্নেহময় পিতা। গীতিকা

২১শে আগষ্ট

## পোপ সাধু দশম পিউস

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, খ্রিষ্টবিশ্বাস রক্ষা করার জন্য এবং সমস্তই এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করার জন্য তুমি পোপ সাধু পিউসকে স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও প্রৈরিতিক দৃঢ়তায় পরিপূর্ণ করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরা যেন শাশ্বত পুরস্কার লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২২শে আগষ্ট

## বিশ্বরানী ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্রের জননীকে আমাদের মাতা ও রানী মর্যাদায় ভূষিত করেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তাঁর সহায়তা লাভে আমরা যেন স্বর্গীয় রাজ্যে

তোমার সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুত গৌরব লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি আপন জননীকে গৌরবমুকুটে ভূষিতা করেছেন,
এসো, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

**জাখারিয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : হে সম্মানিতা বিশ্বরানী, * হে নিত্যকুমারী মারীয়া,
তুমি জগৎত্রাতা খ্রিষ্ট প্রভুর জন্ম দিলে। গীতিকা

**কুমারী মারীয়ার গীতিকা**

ধুয়ো : ধন্যা কুমারী মারীয়া, * তুমি প্রভুর বাণী বিশ্বাস করেছিলে :
এখন তুমি খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব কর চিরকাল ধরে। গীতিকা

সমাপনী অনুষ্ঠানের স্তোত্র : ‘প্রণাম, স্বর্গধামের রানী’।

২৩শে আগষ্ট

## লিমার সাধ্বী রোজী, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধ্বী রোজী তোমার প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপ্তা হয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে ও কঠোর ত্যাগ-তপস্যার জীবন পালন ক'রে শুধু তোমারই চিন্তায় নিমগ্না থাকতেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন এ পৃথিবীতে জীবনের পথে এগিয়ে চলে স্বর্গলোকে তোমার পুলক নদীর জলে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৪শে আগষ্ট

# সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর

সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তারা তোমাদের * বিচারসভায় তুলে দেবে,
সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে।
আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে,
যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : নবসৃষ্টি-কালে * যখন মানবপুত্র
নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন,
তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রেরিতদূত সাধু বার্থলমেয় সরল অন্তরে তোমার পুত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন, আমাদের অন্তরেও তুমি সেই বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল, এবং তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন সর্বজাতির জন্য তোমার পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৫শে আগষ্ট

## সাধু লুইস

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু লুইসকে পার্থিব রাজ্যভারের সমস্ত চিন্তা থেকে স্বর্গরাজ্যেরই গৌরবে স্থানান্তরিত করেছিলে।তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: ইহলোকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন তোমার শাশ্বত রাজ্যের অন্বেষণ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২৫শে আগষ্ট

## সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (শিক্ষাব্রতী) অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু যোসেফের অন্তর এমন ধৈর্য ও দয়া-মমতা দানে ভূষিত করেছিলে যে, তিনি বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশবাণীর জন্য যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, যেন তাঁরই আদর্শে সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৭শে আগষ্ট

## সাধ্বী মণিকা

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী পৃঃ ১০৪৩।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, যারা কাঁদে, তুমি তাদের সান্ত্বনাদাতা! পুত্র আগস্তিনের মনপরিবর্তনের জন্য সাধ্বী মণিকা যে অশ্রুজল ফেলেছিলেন, করুণাবিষ্ট হয়ে তুমি সেই পুণ্য অশ্রু গ্রাহ্য করেছিলে। এঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : নিজেদের পাপ ঘৃণা ক'রে আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পাত্র হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বর, * তুমি তো একটি মাতার কান্না তুচ্ছ কর না ;
তুমি বরং তাঁর অবিরত প্রার্থনা শোন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বিশ্বাসে * ও সদাচরণে নিষ্ঠাবতী মণিকা খ্রিষ্টে সঞ্জীবিত হয়ে
আপন জীবনে পরমেশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন। গীতিকা

২৮শে আগষ্ট

# সাধু আগস্তিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি : তোমার মণ্ডলীতে আবার জাগিয়ে তোল সেই প্রেরণা, যে প্রেরণা তুমি বিশপ সাধু আগস্তিনের অন্তরে সঞ্চার করেছিলে, আমরাও যেন একই প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে প্রকৃত প্রজ্ঞার একমাত্র উৎস সেই তোমারই জন্য তৃষিত হই ও স্বর্গীয় ভালবাসার উৎস সেই তোমারই অন্বেষণ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি তোমারই জন্য আমাদের গড়েছ,
তাই তোমার প্রশংসা করার জন্য তুমি তো আমাদের প্রেরণা দান কর ;
আমাদের হৃদয় যতক্ষণ না তোমাতেই বিশ্রাম পায়,
ততক্ষণ সেই হৃদয় অস্থির। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে সৌন্দর্য, * এত প্রাচীন ও এত নবীন,
তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি !
তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—
আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে। গীতিকা

২৯শে আগষ্ট

# বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের সাক্ষ্যমরণ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : সাক্ষ্যমরণে যোহন যাঁরই অগ্রগামী হলেন,

এসো, ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

সন্ধ্যারতি

## প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য, পথপ্রদর্শক যোহন,
তুমি শুচিতার আদর্শ,
তুমি শহীদ, তুমি নবী,
তুমি তপস্বী।

তব মহাপুণ্যের গুণে
মোদের অন্তর কর কোমল,
মোদের পথ সমতল কর,
হে পথপ্রদর্শক।

তবেই মহান বিশ্বত্রাতা
মোদের হৃদি পুণ্য দে'খে
ক'রে কৃপা, মোদের মাঝে
করবেন আগমন।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

১ম ধুয়ো : প্রভুর হাত আমার উপর : * তিনি আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
আমাকে নবী করলেন সর্বজাতির জন্য। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হেরোদ * যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ জেনে
তাঁকে ভয় করতেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : যোহনের কথা শুনে * হেরোদ খুবই উদ্বিগ্ন হতেন,
তবু তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হেরোদ-প্রেরিত * একজন সৈন্য
কারাবাসে যোহনের শিরশ্ছেদ করল। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তাঁর শিষ্যেরা এসে * তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে
একটা সমাধিমন্দিরে রাখল। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৪৯:১খ-২)

প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন, মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম। তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন, আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন, আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন, আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।

## শ্লোক

প্র তোমরা যোহনের কাছে গিয়েছ; * তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।
উ তোমরা যোহনের কাছে গিয়েছ; * তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।
প্র তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ।
উ তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমরা যোহনের কাছে গিয়েছ; * তিনি সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বরের বন্ধু * বরের কণ্ঠস্বরে খুবই আনন্দ পায়:
তাই আমার আনন্দ এখন পরিপূর্ণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন পথ প্রস্তুত করার জন্য অগ্রদূতরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে প্রেরণ করেছিলেন, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টকে অনুনয় করে বলি:

*ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান সূর্য, আমাদের দেখতে এসো।*

-তোমার উপস্থিতিতে যোহন মাতৃগর্ভে নড়ে উঠতে লাগলেন। আশীর্বাদ কর, তোমার আগমনের জন্য আমরা যেন নিত্য আনন্দিত থাকি।

-বাপ্তিস্মদাতা যোহনের প্রচারে ও জীবনাচরণে তুমি আমাদের দেখিয়েছ তপস্যার পথ। কৃপা কর, মনপরিবর্তন করে আমরা যেন তোমার রাজ্যের চাহিদা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারি।

-তুমি চেয়েছিলে, মানুষই হবে মানবজাতির কাছে তোমার প্রচারক। পিতার শস্যখেতে আরও বাণীপ্রচারক প্রেরণ কর।

-ঐশপরিকল্পনা যেন পূর্ণতা লাভ করে, সেজন্য তুমি যর্দন নদীর জলে যোহনের কাছে নত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলে। বর প্রদান কর, আমরা যেন অক্লান্তভাবে তোমার ন্যায় ও শান্তি-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দান করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহন হবেন তোমার পুত্রের অগ্রদূত। আশীর্বাদ কর: তিনি যেমন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও যেন তোমার সত্যবাণী স্বীকারের জন্য বীরপুরুষের মত সংগ্রামরত থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য, পথপ্রদর্শক যোহন,
তুমি শুচিতার আদর্শ,
তুমি শহীদ, তুমি নবী,
তুমি তপস্বী।

তব মহাপুণ্যের গুণে
মোদের অন্তর কর কোমল,
মোদের পথ সমতল কর,
হে পথপ্রদর্শক।

তবেই মহান বিশ্বত্রাতা
মোদের হৃদি পুণ্য দে'খে
ক'রে কৃপা, মোদের মাঝে
করবেন আগমন।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (পরিসেবক পল † ৭৯৯)

১ম ধুয়ো : প্রভুর হাত আমার উপর : * তিনি আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
আমাকে নবী করলেন সর্বজাতির জন্য। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হেরোদ * যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ জেনে
তাঁকে ভয় করতেন। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : যোহনের কথা শুনে * হেরোদ খুবই উদ্বিগ্ন হতেন,
তবু তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : হেরোদ-প্রেরিত * একজন সৈন্য
কারাবাসে যোহনের শিরশ্ছেদ করল। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : তাঁর শিষ্যেরা এসে * তাঁর দেহটি নিয়ে গিয়ে
একটা সমাধিমন্দিরে রাখল। গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ১৩:২৩-২৫)

দাউদের বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন : তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

**শ্লোক**

*প্র* বরের বন্ধু আনন্দে মেতে ওঠে * বরের কণ্ঠস্বর শুনে।
*উ* বরের বন্ধু আনন্দে মেতে ওঠে * বরের কণ্ঠস্বর শুনে।
*প্র* আমার আনন্দ এখন পরিপূর্ণ,
*উ* বরের কণ্ঠস্বর শুনে।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* বরের বন্ধু আনন্দে মেতে ওঠে * বরের কণ্ঠস্বর শুনে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি খ্রিষ্ট নই ; * তবে আমি তাঁর অগ্রদূত হয়ে প্রেরিত হয়েছি।
তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মানবজাতির কাছে খ্রিষ্টরাজ্যের কথা প্রচার করতে অগ্রদূতরূপে বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে মনোনীত করেছিলেন, আসুন, এ মহাপর্বদিনে সেই পরম পিতার প্রশংসাবাদ ক'রে তাঁর কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ যাচনা করে বলি :

*হে প্রভু, আমাদের চরণ চালিত কর শান্তির পথে।*

-তুমি যোহনকে মাতৃগর্ভ থেকে ডেকেছিলে, তিনি যেন তোমার পুত্রের আসার পথ প্রস্তুত করেন। আশীর্বাদ কর, সেই অগ্রদূতের মত আমরাও যেন নিষ্ঠার সঙ্গে যিশুর অনুসরণ করতে পারি।

-তোমার ইচ্ছা অনুসারে যোহন ইস্রায়েল জাতির কাছে ঈশ্বরের মেষশাবক সেই খ্রিষ্টকে উপস্থিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। তোমার সহায়তায় মণ্ডলীও যেন আজকের মানুষের কাছে খ্রিষ্টের কথা উপযুক্তভাবেই উপস্থাপন করতে পারে।

-তোমার সঙ্কল্প অনুসারে তোমার নবী নিজেকে নমিত করছিলেন, যেন তোমার পুত্র সেই খ্রিষ্টেরই বৃদ্ধি হয়। আত্মগর্বের কথা বাতিল ক'রে ঐশসত্যেরই সেবক হতে আমাদের শেখাও।

-তোমার উপর নির্ভর ক'রে সাক্ষ্যমর বাপ্তিস্মদাতা যোহন হয়ে উঠলেন ন্যায় ও সত্যের নির্ভীক নবী। কৃপা কর, আমরাও যেন খ্রিষ্টের বিধানের নির্ভীক সাক্ষী হতে পারি।

-যাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তুমি তোমার আলো ও শান্তিলোকে তাঁদের গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহন হবেন তোমার পুত্রের অগ্রদূত। আশীর্বাদ কর: তিনি যেমন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও যেন তোমার সত্যবাণী স্বীকারের জন্য বীরপুরুষের মত সংগ্রামরত থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সেপ্টেম্বর

১ ২ ৩ (সাধু গ্রেগরি) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (ধন্যা মারীয়ার জন্মতিথি) ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ (পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন) ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ (সাধু মথি) ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ (মহাদূত মাইকেল) ৩০

## ৩রা সেপ্টেম্বর

## মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো পালকবৃন্দের প্রধান,
ওগো খ্রিষ্ট, সরল মনে,
মোরা করব এই দিবসে
উল্লাস স্তুতিগানে।

পিতরকে যে ভার দিয়েছ
তব মেষপাল করতে পালন,
সেই ভার নিলেন তব সেবক,
পালকে করলেন লালন।

তিনি হলেন উত্তম পালক
দিলেন মুক্তিপথের দিশা,
দুঃখীজনকে দিলেন শান্তি,
সবার হলেন পিতা।

তুমি যে সাধুদের মুকুট,
কর কৃপা, ওগো খ্রিষ্ট,
তাঁকে সামনে রেখে যেন
স্বর্গে হই প্রবিষ্ট।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্ব হোন অর্চিত। (১৫শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি নিজেই * হব আমার পালের পালক,
হারান মেষের সন্ধান করব, পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব। সাম ২

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। সাম ৬

৩য় ধুয়ো : এই সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,
যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব,
উ তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে। সাম ২১

২য় ধুয়ো : তোমরা * জগতের আলো।
পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : তেমনি * তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে। সাম ৯৭

℣ প্রভু তাকে আপন যাজক হতে মনোনীত করলেন,

℟ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আমি * তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম ;
আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই
তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা** (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,

প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম ;
আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই
তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর।

প্ আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই

উ তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৩:৮-২২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন: অনুনয় করি: তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো মহাপ্রাণ গ্রেগরি,
সূর্যের মত তুমি কর
মোদের অন্তর আলোকিত,
কর তমস বিতাড়িত।

তব ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে
মধুর মত মধুর বাণী ;
তব শিক্ষা ক'রে শ্রবণ
অন্তর শান্তি করে গ্রহণ।

দিব্য শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব
তুমি পার সরল করতে ;
তুমি স্বয়ং সত্যের শিষ্য,
তব শিক্ষায় মুগ্ধ বিশ্ব।

রোমের আসন ক'রে গ্রহণ
তুমি ছিলে সবার পিতা ;
শেখাও মোদের তোমার মত
যত অবস্থায় থাকতে নত।

হে বিখ্যাত বিশ্বগুরু,
হে মণ্ডলীর উজ্জ্বল তারা,
মোরা যেন তোমার মত
শাস্ত্র ধ্যানে থাকি রত।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (সাধু পিতর দামিয়ান † ১০৭২)

১ম ধুয়ো : ধন্য গ্রেগরি * পিতরের ধর্মাসনে উন্নীত হয়ে
জাগ্রত প্রহরী হওয়ায় নিজের 'গ্রেগরি' নাম করেছিলেন অর্থপূর্ণ। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধন্য গ্রেগরি * পবিত্র শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : গ্রেগরির ধারণা : * সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম উত্তম নিয়ম। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর দাসদাসী, * প্রভুকে বল ধন্য,
ঈশ্বরের দাসানুদাস গ্রেগরি স্বর্গে উন্নীত হলেন। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : গ্রেগরি * ছিলেন সন্ন্যাসীদের আদর্শ,
রোম নগরীর পিতা, জগতের আনন্দ। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১৩:৭-৯ক)

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

## শ্লোক

*প্র* হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

*উ* হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

℣ তারা দিনরাত প্রভুর নাম প্রচারে কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।

℟ আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পালকীয় জীবনের আদর্শ * ধন্য গ্রেগরি

পালকীয় কাজের জন্য উত্তম নিয়ম লিখে রেখে গেলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

*হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।*

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন : অনুনয় করি : তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির

প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য গ্রেগরি * পিতরের ধর্মাসনে উন্নীত হয়ে
জাগ্রত প্রহরী হওয়ায় নিজের ‘গ্রেগরি’ নাম করেছিলেন অর্থপূর্ণ।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৪:১৬)

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন,

℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন: অনুনয় করি: তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গ্রেগরির ধারণা : * সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম উত্তম নিয়ম।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না।

*উ* সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন: অনুনয় করি: তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : গ্রেগরি * ছিলেন সন্ন্যাসীদের আদর্শ,
রোম নগরীর পিতা, জগতের আনন্দ।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৩:১৩)

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে,

℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন: অনুনয় করি: তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টনাম প্রচারের জন্য
একদিন তুমি তৎপর ছিলে ;
খ্রিষ্টবিশ্বাস কর রক্ষা
মোদের অন্তরে।

যত ঐশ্বর্য তুচ্ছ ক'রে
খ্রিষ্টের করলে অনুসরণ ;
খ্রিষ্টভক্তের তুমি হলে
দাসানুদাস হে।

স্বয়ং মহাযাজক খ্রিষ্ট
তব বিনম্রতা দে'খে
তোমায় রাখলেন উঁচুপদে :
মণ্ডলীর পালক।

তব জ্ঞান কত না উদার,
তব শিক্ষা আজও যেন
আলোরূপেই পরিব্যাপ্ত :
তুমি মহাপ্রাণ।

পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,
এক অভিন্ন ঈশ্বরত্ব,
যুগযুগব্যাপী গাইব মোরা :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (কাসিনোর সঙ্গীতমালা)

১ম ধুয়ো : ধন্য গ্রেগরি * পিতরের ধর্মাসনে উন্নীত হয়ে
জাগ্রত প্রহরী হওয়ায় নিজের 'গ্রেগরি' নাম করেছিলেন অর্থপূর্ণ। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : ধন্য গ্রেগরি * পবিত্র শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : গ্রেগরির ধারণা : * সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম উত্তম নিয়ম। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর দাসদাসী, * প্রভুকে বল ধন্য,
ঈশ্বরের দাসানুদাস গ্রেগরি স্বর্গে উন্নীত হলেন। সাম ১৩২

৫ম ধুয়ো : গ্রেগরি * ছিলেন সন্ন্যাসীদের আদর্শ,
রোম নগরীর পিতা, জগতের আনন্দ। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:১-৪)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

## শ্লোক

℣ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
℟ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

℣ ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।

℟ ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : গ্রেগরি * প্রচার করতেন খ্রিষ্টের বাণী,

সেই বাণী ছিল তাঁর নিজের জীবনের সম্বল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ,

পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, করুণাময়ই তোমার পরিচালনা, প্রেমময়ই তোমার শাসন: অনুনয় করি: তোমার মণ্ডলীতে যাঁদের হাতে তুমি পরিচালনা ও শাসন ভার ন্যস্ত করেছ, সাধু গ্রেগরির প্রার্থনার পুণ্যফলে সেই সকল বিশপের অন্তরে তোমার প্রজ্ঞার আত্মাকে সঞ্চার কর, পবিত্রতার পথে মেষগুলির অগ্রগতি যেন হয়ে ওঠে পালকদের চিরকালীন আনন্দ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৮ই সেপ্টেম্বর

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, কুমারী মারীয়ার জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি ;

এসো, তাঁর সন্তান খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গমর্ত যাঁকে পূজে
যাঁর প্রভুত্ব করে প্রকাশ,

মা মারীয়ার গর্ভে নিলেন
সেই স্বর্গেশ্বর আপন আবাস।

আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার
যিনি হলেন আদিকারণ,
সুকুমারী আপন গর্ভে
একদিন করলেন তাঁকে ধারণ।

ধন্যা মাতা! যিনি স্রষ্টা,
সৃষ্টি যাঁরই করতলে,
তিনি তব পুণ্য গর্ভ
নিলেন আপন সিন্দুক ব'লে।

দূতটি তোমায় বললেন ধন্যা,
আত্মার পুণ্য কনে তুমি;
প্রতিশ্রুতির কথা মত
নিজের ফল দিল যে ভূমি।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : পরাৎপর আপন আবাস * পবিত্র করলেন। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা। সাম ৮৭

℣ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান,

℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করলেন চিরকালের মত। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি জগৎত্রাতাকে গর্ভে বরণ করতে যোগ্য হলে। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্ব। সাম ৮৫

℣ সেই মাতার, আহা, কী গৌরব,

℟ তিনি স্বর্গের রাজাকে জন্ম দিলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আজই * দাউদকুলে কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন,
তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীরা পেল বিশ্বপরিত্রাণের দর্শন।

**নব যেরুশালেমের আবির্ভাব** (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর ‘পরিত্যক্তা’ বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না ;
বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন ;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে :
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আজই * দাউদকুলে কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন,
তাঁর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীরা পেল বিশ্বপরিত্রাণের দর্শন।

*প্র* সুখী তারা,

*উ* যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ১:৩৯-৪৭।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গমর্তের ওগো রানী,
দীপ্তিময়ী সাগরের তারা,
উচ্চতমা সুকুমারী,
পুণ্যবতী ওগো নারী,

ওগো যেসের মূলকাণ্ড,
তব গর্ভে জন্ম নিলেন
প্রতীক্ষিত সেই যে পল্লব :
মানবেশ্বর খ্রিষ্ট-বল্লভ।

তব উজ্জ্বল জন্মতিথি
মোরা অদ্য করি পালন :
তব বিনম্রতার ফলে
মুক্তি এল মোদের ঘরে।

তোমার দ্বারা মর্তের মানুষ
হল স্বর্গেরও বাসিন্দা,
এল বিশ্বে পরম শান্তি,
প্রকাশ পেল দিব্য কান্তি।

ত্রিত্বের কৃপায় তুমি হলে
মণ্ডলীর পুণ্যময়ী মাতা ;
তবে গাইব সমস্বরে,
ধন্য ত্রিত্ব যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আব্রাহামের বংশে, * যুদা-গোষ্ঠীতে, দাউদকুলে
আজ গৌরবময়ী কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আজ * ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মপর্ব,
যাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে। সাম ৯৪

৩য় ধুয়ো : আজ * রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে মারীয়া দিব্য আলোতে আলোকিতা।
তিনি আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : গৌরবমণ্ডিতা * ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়ার এই জন্মদিবসে,
এসো, মনে প্রাণে খ্রিষ্টের মহিমাকীর্তন করি। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এসো, * আনন্দের সঙ্গে ধন্যা মারীয়ার জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি।
তিনি আমাদের হয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করুন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ১১:১-৩)

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে। তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।

## শ্লোক

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
℣ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;
℟ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া,

তোমার জন্ম সারা বিশ্বের কাছে আনন্দের কথা প্রচার করল :

তোমার গর্ভ থেকে উদিত হলেন ন্যায়ের সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট,

যিনি দণ্ডাদেশ থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে আশিসধন্য করলেন,

যিনি মৃত্যুকে জয় ক'রে আমাদের দিলেন অনন্ত জীবন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আজ * ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মপর্ব,
যাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (পরমগীত ৬:১০)

ইনি কে, যিনি উষারই মত উদীয়মান, চন্দ্রেরই মত সুন্দরী, সূর্যেরই মত উজ্জ্বল, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর?

*প্র* সুখী তারা,

*উ* যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আজ * রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে মারীয়া দিব্য আলোতে আলোকিতা।
তিনি আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যুদিথ ১৩:২৪, ২৫)

ধন্য প্রভু, যিনি স্বর্গমর্তের স্রষ্টা। তিনি আজ তোমার নাম এত মহিমান্বিত করেছেন যে মানবের ওষ্ঠে তোমার প্রশংসাবাদ নিত্য ধ্বনিত থাকবে: তারা চিরকালের মত প্রভুর পরাক্রমের কথা স্মরণ করবে।

℣ ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ,

℟ যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * আনন্দের সঙ্গে ধন্যা মারীয়ার জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি।
তিনি আমাদের হয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করুন।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:৩খ)

দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা,

*উ* এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আব্রাহামের বংশে, * যুদা-গোষ্ঠীতে, দাউদকুলে
আজ গৌরবময়ী কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আজ * ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মপর্ব,
যাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : আজ * রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে মারীয়া দিব্য আলোতে আলোকিতা।
তিনি আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : গৌরবমণ্ডিতা * ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়ার এই জন্মদিবসে,
এসো, মনে প্রাণে খ্রিষ্টের মহিমাকীর্তন করি। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : এসো, * আনন্দের সঙ্গে ধন্যা মারীয়ার জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি।
তিনি আমাদের হয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করুন। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৯:৪-৫)

তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

## শ্লোক

*প্র* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

*উ* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*উ* প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: এসো, * ধন্যা মারীয়ার শুভ জন্মের কথা স্মরণ করি:

তিনি কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে ঈশ্বরজননী হবার মর্যাদা লাভ করলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি:

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: তোমার সেবকদের উপর স্বর্গীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য বর্ষণ কর। ধন্যা কুমারীর পুত্রের জন্ম যাদের পরিত্রাণের উদয়, সেই কুমারীর জন্মতিথিতে তারা যেন পূর্ণতর শান্তি ভোগ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৯ই সেপ্টেম্বর

## সাধু পিতর ক্লাভের, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (সেবাব্রতী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু পিতরকে অত্যাচারিত ও অবহেলিত মানুষের সেবক করে তুলে তাদের সাহায্যদানের জন্য তাঁকে ভালবাসা ও ধৈর্যে বলবান করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন খ্রিষ্ট প্রভুর অন্বেষণ করতে করতে আমাদের প্রতিবেশীকে কাজে-কর্মে ও সত্যের আশ্রয়ে ভালবাসতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১২ই সেপ্টেম্বর

## ‘মারীয়া’ পবিত্রতম নাম

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যারা আনন্দের সঙ্গে ধন্যা কুমারী মারীয়ার গৌরবময় নাম স্মরণ করে, তারা সকলে যেন তাঁর সহায়তায় তোমার দয়ার মঙ্গলদানে পূর্ণ হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৩ই সেপ্টেম্বর

# সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমিই তোমার শরণাগতদের শক্তি! তুমিই বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ও নির্যাতনের দিনে অপরূপ মনোবলে উজ্জ্বল করে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন তাঁর অপরাজেয় সহিষ্ণুতার আদর্শে বলীয়ান হয়ে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৪ই সেপ্টেম্বর

# পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন

পর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | (২য়) সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

১ম সন্ধ্যারতি তখনই পালিত হবে, যখন পর্বটি রবিবার দিনে পড়ে।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;

ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : এই দেখ, প্রভুর ক্রুশ! * তাঁর শত্রুরা পালিয়ে যায়।
যুদা-গোষ্ঠীর সিংহ সেই দাউদকুলের মূল শিকড়ের হল জয়লাভ। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিনি * পরাস্ত করেছেন পাতালের শক্তি,
তিনি ক্রুশযন্ত্রণা করেছিলেন ভোগ।
এখন তিনি দিব্য পরাক্রমে বিভূষিত,
এখন তিনি গৌরবে পুনরুত্থিত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : আহা, * কত উজ্জ্বল
সেই পবিত্র ক্রুশ!
যিনি আপন রক্তে মুছে দিলেন আমাদের অপরাধ,
সেই প্রভু সেই ক্রুশেই হয়েছিলেন বিদ্ধ। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ক্রুশ * সদাই বিজয়ী,
ক্রুশ সদাই উজ্জ্বল,
ক্রুশ রাজত্ব করে, ক্রুশ যত অমঙ্গল ধ্বংস করে,
সেই ক্রুশ দ্বারাই বিশ্ব ফিরে পায় পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট,
মৃত্যু বরণ করে তুমি মৃত্যু করেছ ধ্বংস,
পুনরুত্থান করে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছ জীবন;
তোমার ক্রুশ দ্বারা আমাদের কর পরিত্রাণ! গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:২৩-২৪)

আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

## শ্লোক

প্র হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
উ হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
প্র আপন রক্তেই তিনি আমাদের ক্ষতস্থান মুছে দিলেন;
উ তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্র ক্রুশ! * তুমিই মাত্র যোগ্য হলে
স্বর্গীয় রাজা প্রভুকে বহন করতে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন ক্রুশ দ্বারা আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টকে অনুনয় করি :

*হে প্রভু, তোমার যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে তোমার রাজ্যে আমাদের গ্রহণ কর।*

-নিজেকে নমিত করে তুমি আমাদের মানবদশা আপন করে গ্রহণ করেছিলে। তোমার সাহায্যে তোমার মণ্ডলী যেন বিনম্রতা ও আত্মবলিদানের পথে তোমার অনুসরণ করতে পারে।

-তুমি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই বাধ্যতা দেখিয়েছিলে। তোমার মত বাধ্য হতে আমাদের সহায়তা কর।

-তোমার ক্রুশমৃত্যুর ফলে পিতা ঈশ্বর তোমাকে উন্নীত করেছেন এবং তোমাকে দিয়েছেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম। কৃপা কর, তোমার শিষ্য আমরা যেন তোমার আগমনের দিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি।

-তোমার নামে স্বর্গমর্তের যত জীব হাঁটু পাত করে। আশীর্বাদ কর, মানুষ যেন তোমার জোয়াল স্বীকার ক'রে শান্তি ও পরিত্রাণ পেতে পারে।

-হে ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট, সকলে তোমাকে পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন প্রভু বলে স্বীকার করে। তোমার শান্তিরাজ্যে আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনকে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর : ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টরাজ আমাদের জন্য ক্রুশে উত্তোলিত হয়েছিলেন ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পবিত্র ক্রুশ, প্রণাম !

জগতের গৌরব, প্রণাম !

মানুষের আশা, প্রণাম !

মোদের আনন্দ, প্রণাম !

ত্রাণেরই চিহ্ন, প্রণাম !

বিপদে রক্ষা, প্রণাম !

ক্রুশেই মোদের জীবন ;

ক্রুশেতেই বিশ্বের মুক্তি ;

ক্রুশেতেই সবার আশা ;
তোমাকে পূজি সবে ;
তোমারই করি স্তবগান ;
তোমাতেই মানবত্রাণ।

শ্রীযিশুর ক্রুশ দ্বারা
গৌরব, মহিমা, সম্মান
পিতাকে করি অর্পণ,
সমস্তুতি-বন্দনাতে
পবিত্র আত্মার জয় হোক
যুগে যুগান্তে। আমেন। (হেরিবের্তুস † ১০৪২)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : পবিত্র ক্রুশ * সকল রাজা দ্বারা সম্মানিত!
ক্রুশটি সেই রাজদণ্ড যা দ্বারা জয়লাভ করলেন পরিত্রাতা। আল্লেলুইয়া। সাম ২

২য় ধুয়ো : ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর পবিত্র নাম
স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বেও সঙ্কীর্তিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৮

৩য় ধুয়ো : ক্রুশবৃক্ষ গৌরবমণ্ডিত, * খ্রিষ্টবিশ্বাস বিশ্বজুড়ে বিস্তারিত,
ক্রুশটি সকলের দ্বারা সম্মানিত। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৬

℣ ক্রুশচিহ্ন যখন আকাশে দেখা দেবে,
℟ প্রভু তখন আসবেন জগৎকে বিচার করতে।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : রাজা * ঊর্ধ্বলোকে বিজয়মণ্ডিত,
বিজয়ী ক্রুশচিহ্ন বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টভক্ত দ্বারা চিরকাল পূজিত। সাম ২১

২য় ধুয়ো : হে আমার ঈশ্বর প্রভু, * তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি
আমাকে সান্ত্বনা দেয়। আল্লেলুইয়া। সাম ২৩

৩য় ধুয়ো : হে খ্রিষ্ট, * আমরা তোমাকে পূজা করি : ধন্য তুমি ধন্য !
তুমি যে তোমার ক্রুশ দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেছ। সাম ৯৭

প্র আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে,
উ তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : হে গৌরবময় ক্রুশ, * হে পূজনীয় ক্রুশ,
হে অমূল্য কাষ্ঠ, হে অপরূপ প্রতীক-চিহ্ন !
তোমার দ্বারাই শয়তান হল পরাজিত,
খ্রিষ্টের রক্তেই জগৎ পেল মুক্তিমূল্য। আল্লেলুইয়া।

**ধন্য পরমেশ্বর !** (গীতিকা ৩ ১ বংশ ২৯:১০-১৩)

ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা,
কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।

তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার,
সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত ;
ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে,
সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা।

তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম,
তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা।

এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## বিমুক্ত জনগণের আনন্দ (গীতিকা ১০ ইশা ১২:১-৬)

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুর স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।'
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৫)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে গৌরবময় ক্রুশ, হে পূজনীয় ক্রুশ,
হে অমূল্য কাষ্ঠ, হে অপরূপ প্রতীক-চিহ্ন!
তোমার দ্বারাই শয়তান হল পরাজিত,
খ্রিষ্টের রক্তেই জগৎ পেল মুক্তিমূল্য। আল্লেলুইয়া।

প মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন,
উ মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ১২:৩১-৩৬ক।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর: ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টরাজ আমাদের জন্য ক্রুশে উত্তোলিত হয়েছিলেন ;
এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বজুড়ে কতই উজ্জ্বল
কতই অপরূপ ক্রুশ-বৃক্ষ !
যাতে খ্রিষ্ট হলেন বিদ্ধ,
তাতেই মানবমুক্তি সিদ্ধ।

দেখ, রক্তেই সিক্ত হয়ে
কেমন উর্বর হল বৃক্ষ :
বৃক্ষের ফল জীবনদানকারী,
চিরন্তন সুখই-সঞ্চারী।

ওগো খ্রিষ্ট দয়াল রাজা,
ত্রাণের বৃক্ষ দ্বারা তুমি
রক্ষা কর মোদের অন্তর,
গাইব তব স্তব নিরন্তর।

যিশুর ক্রুশের বিজয় দ্বারা
করলেন যিনি মোদের মুক্ত,
হোন সেই পিতা সঙ্কীর্তিত,
পবিত্রাত্মাও হোন বন্দিত। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : এই দেখ, প্রভুর ক্রুশ! * তাঁর শত্রুরা পালিয়ে যায়।
যুদা-গোষ্ঠীর সিংহ সেই দাউদকুলের মূল শিকড়ের হল জয়লাভ।
আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যিনি * পরাস্ত করেছেন পাতালের শক্তি,
তিনি ক্রুশযন্ত্রণা করেছিলেন ভোগ।
এখন তিনি পরাক্রমে বিভূষিত,
এখন তিনি দিব্য গৌরবে পুনরুত্থিত। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আহা, * কত উজ্জ্বল
সেই পবিত্র ক্রুশ!
যিনি আপন রক্তে মুছে দিলেন আমাদের অপরাধ,
সেই প্রভু সেই ক্রুশেই হয়েছিলেন বিদ্ধ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ক্রুশ * সদাই বিজয়ী,
ক্রুশ সদাই উজ্জ্বল,
ক্রুশ রাজত্ব করে, ক্রুশ যত অমঙ্গল ধ্বংস করে,
সেই ক্রুশ দ্বারাই বিশ্ব ফিরে পায় পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট,
মৃত্যু বরণ করে তুমি মৃত্যু করেছ ধ্বংস,

পুনরুত্থান করে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছ জীবন ;
তোমার ক্রুশ দ্বারা আমাদের কর পরিত্রাণ ! সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ২:৯খ-১০)

যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন। যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

## শ্লোক

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি : * ধন্য, তুমি ধন্য।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি : * ধন্য, তুমি ধন্য।
*প্র* তোমার ক্রুশ দ্বারা তুমি জগতের মুক্তি সাধন করেছ।
*উ* ধন্য, তুমি ধন্য।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি : * ধন্য, তুমি ধন্য।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভু, * আমরা তোমার ক্রুশ আরাধনা করি,
তোমার পুনরুত্থানের গুণকীর্তন করি :
এ জীবন-বৃক্ষ থেকেই বিশ্বের উপর আনন্দ বর্ষিত হল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ক্রুশকে বিশ্বপরিত্রাণের প্রতীক করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর গৌরবকীর্তন করে মিনতি জানাই :

*হে প্রভু, তোমার ক্রুশ দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর।*

-হে ঈশ্বরপুত্র, প্রাক্তন সন্ধির মানুষ প্রান্তরে উত্তোলিত সেই সাপের দিকে তাকালে সুস্থতা লাভ করত। তোমার ক্রুশের পুণ্যে গর্ব ও অশুচিতার দংশন থেকে আমাদের বাঁচাও।

-হে মানবসন্তান, যখন তুমি ক্রুশের উপরে উত্তোলিত হয়েছিলে, তখন প্রাক্তন সন্ধির সেই প্রতীক পূর্ণতা লাভ করেছিল। তোমার যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে তোমার গৌরবে আমাদের উন্নীত কর।

-হে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, তোমার ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য তুমি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছিলে। যারা সেই ক্রুশে আশা রাখে, তুমি তাদের অনন্ত জীবন দান কর।

-হে বিশ্ববিচারক, তুমি আমাদের দণ্ডাদেশের জন্য নয়, জগতের পরিত্রাণের জন্যই মাংসধারণ করেছিলে, মৃত্যুবরণও করেছিলে। পাপের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত কর।

-হে পরিত্রাণকারী ঐশবাণী, তুমি বলেছিলে, যখন মাটি থেকে আমাকে উত্তোলন করা হবে, তখন আমি সবকিছু আমার বুকে টেনে নেব। আমাদের সকলকে তোমার নিজের গৌরবে উন্নীত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর : ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এই দেখ, প্রভুর ক্রুশ ! * তাঁর শত্রুরা পালিয়ে যায়।

যুদা-গোষ্ঠীর সিংহ সেই দাউদকুলের মূল শিকড়ের হল জয়লাভ। আল্লেলুইয়া।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ৫:৭-৯)

সেই খ্রিষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে, পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

*প্র* হে খ্রিষ্ট, আমরা তোমাকে পূজা করি: ধন্য, তুমি ধন্য।

*উ* তোমার ক্রুশ দ্বারা তুমি জগতের মুক্তি সাধন করেছ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর: ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আহা, * কত উজ্জ্বল
সেই পবিত্র ক্রুশ !
যিনি আপন রক্তে মুছে দিলেন আমাদের অপরাধ,
সেই প্রভু সেই ক্রুশেই হয়েছিলেন বিদ্ধ।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:৭-৮)

খ্রিষ্টেই আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা, ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে, যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

℣ সমগ্র পৃথিবী তোমার চরণে প্রণিপাত করুক,

℟ তোমার উদ্দেশে স্তবগান করুক, করুক তোমার নামের স্তবগান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর: ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ক্রুশ * সদাই বিজয়ী,
ক্রুশ সদাই উজ্জ্বল,
ক্রুশ রাজত্ব করে, ক্রুশ যত অমঙ্গল ধ্বংস করে,
সেই ক্রুশ দ্বারাই বিশ্ব ফিরে পায় পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ১:১৮-১৯)

তোমরা তো জান, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

℣ ক্রুশচিহ্ন যখন আকাশে দেখা দেবে,

℟ প্রভু তখন আসবেন জগৎকে বিচার করতে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর: ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

রাজার জয়চিহ্ন অগ্রে চলিছে,
ক্রুশ-রহস্যেরই উদ্ভাস হে—
ক্রুশে যাঁর পুণ্য দেহ ঝুলিছে
তিনি দেহেরই স্রষ্টা হে।

বর্শার আঘাতে যিনি বিদীর্ণ
যেন মোদের পাপ মোছে হে,
তাঁরই বুক হতে হল ঝরিত
দেখ! জল এবং রক্ত শ্রোত।

ধন্য সেই বৃক্ষ! অলঙ্কৃত যা
রক্তলাল রাজ-আবরণে ;
ধন্য সেই কাষ্ঠ! সেই পবিত্রতম
অঙ্গ ছুঁতে যে যোগ্য হে।

ধন্য সেই ক্রুশটি! বাহু যার ধরল
বিশ্বজগতের মুক্তিপণ ;
হে দাঁড়িপাল্লা, কেড়ে যা নিলে
পাতালের প্রত্যাশিত লুট।

প্রণাম বেদি হে! তোমা দ্বারা যে
কিনল মৃত্যুকে জীবন হে;
প্রণাম বলি হে! তোমার মৃত্যুতেই
বিশ্ব লাভ করল জীবন হে।

প্রণাম ক্রুশ, একক আশা যে তুমি!
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা কালে হে,
তুমি ধার্মিকদের কৃপা দান কর,
কর পাপীদের ক্ষমা হে।

বিশ্বের পরিত্রাণ-উৎস, হে ত্রিত্ব,
পূজি তোমাকে সবে হে;
ক্রুশবিজয় দান যাদের করেছ,
তাদের পুরস্কার দিও হে। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

১ম ধুয়ো : এই দেখ, প্রভুর ক্রুশ! * তাঁর শত্রুরা পালিয়ে যায়।
যুদা-গোষ্ঠীর সিংহ সেই দাউদকুলের মূল শিকড়ের হল জয়লাভ। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিনি * পরাস্ত করেছেন পাতালের শক্তি,
তিনি ক্রুশযন্ত্রণা করেছিলেন ভোগ।
এখন তিনি দিব্য পরাক্রমে বিভূষিত,
এখন তিনি গৌরবে পুনরুত্থিত। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : আহা, * কত উজ্জ্বল
সেই পবিত্র ক্রুশ!
যিনি আপন রক্তে মুছে দিলেন আমাদের অপরাধ,
সেই প্রভু সেই ক্রুশেই হয়েছিলেন বিদ্ধ। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ক্রুশ * সদাই বিজয়ী,
ক্রুশ সদাই উজ্জ্বল,

ক্রুশ রাজত্ব করে, ক্রুশ যত অমঙ্গল ধ্বংস করে,
সেই ক্রুশ দ্বারাই বিশ্ব ফিরে পায় পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট,
মৃত্যু বরণ করে তুমি মৃত্যু করেছ ধ্বংস,
পুনরুত্থান করে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছ জীবন ;
তোমার ক্রুশ দ্বারা আমাদের কর পরিত্রাণ ! গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১:২৩-২৪)

আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর ; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

## শ্লোক

প্র হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
উ হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
প্র আপন রক্তেই তিনি আমাদের ক্ষতস্থান মুছে দিলেন ;
উ তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে গৌরবময় ক্রুশ, * তোমার উপরে বিদ্ধ হয়ে জয়লাভ করলেন প্রভু।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্র ক্রুশ ! * তুমি তো বিজয় ও পরিত্রাণেরই প্রতীক।
স্বর্গীয় বিজয় লাভ করতে আমাদের চালিত কর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আপন ক্রুশ দ্বারা আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, আসুন, ভক্তিভরে সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টকে অনুনয় করি :

*হে প্রভু, তোমার যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে তোমার রাজ্যে আমাদের গ্রহণ কর।*

-নিজেকে নমিত করে তুমি আমাদের মানবদশা আপন করে গ্রহণ করেছিলে। তোমার সাহায্যে তোমার মণ্ডলী যেন বিনম্রতা ও আত্মবলিদানের পথে তোমার অনুসরণ করতে পারে।

-তুমি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই বাধ্যতা দেখিয়েছিলে। তোমার মত বাধ্য হতে আমাদের সহায়তা কর।

-তোমার ক্রুশমৃত্যুর ফলে পিতা ঈশ্বর তোমাকে উন্নীত করেছেন এবং তোমাকে দিয়েছেন সেই নাম, সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম। কৃপা কর, তোমার শিষ্য আমরা যেন তোমার আগমনের দিন পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি।

-তোমার নামে স্বর্গমর্তের যত জীব হাঁটু পাত করে। আশীর্বাদ কর, মানুষ যেন তোমার জোয়াল স্বীকার ক'রে শান্তি ও পরিত্রাণ পেতে পারে।

-হে ক্রুশবিদ্ধ ও পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট, সকলে তোমাকে পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন প্রভু বলে স্বীকার করে। তোমার শান্তিরাজ্যে আমাদের পরলোকগত সকল ভাইবোনকে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মানবপরিত্রাণের জন্য ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন। তাই আশীর্বাদ কর : ইহলোকে আমরা যারা তাঁর রহস্য জানতে পেরেছি, যেন স্বর্গলোকে তাঁর মুক্তিকর্মের পুণ্যফল ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৫ই সেপ্টেম্বর

# শোকার্ত জননী মারীয়া

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্ট মাকে আপন যন্ত্রণাভোগের সহভাগিনী করেছিলেন ;

এসো, প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

শোকে অশ্রুসিক্তা মাতা

ছিলেন পুত্রের ক্রুশের ধারে ;

নিষ্ঠুর খড়্গ করল বিদ্ধ
সেই দুঃখিনীর প্রাণ।

আহা, কত দুঃখব্যথা
সহ্য করল মাতৃবক্ষ ;
'মম পুত্রের—দেখ সবে—
কেমন নিপীড়ন।'

খ্রিষ্টের মাতার তেমন শোকে
চোখের জল কেবা রোধ করবে?
আহা, পুত্রের সঙ্গে মাতার
সহযন্ত্রণা।

মাতার নিজের চোখের সামনে
পুত্র কশাঘাতে ক্ষত ;
ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যিশু
নিশ্বাস করলেন ত্যাগ।

খ্রিষ্ট, মাতার পুণ্যে যেন
মৃত্যুক্ষণে থাকি অটল ;
মৃত্যুর পরে লাভি যেন
স্বর্গের মহিমা। (যাকোব দে বেনেদেত্তি † ১৩০৬)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত ;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : পরাৎপর আপন আবাস * পবিত্র করলেন। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা। সাম ৮৭

℣ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান,

℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করলেন চিরকালের মত। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি জগৎত্রাতাকে গর্ভে বরণ করতে যোগ্য হলে। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্ব। সাম ৮৫

℣ সেই মাতার, আহা, কী গৌরব,

℟ তিনি স্বর্গের রাজাকে জন্ম দিলেন।

২য় পাঠ

### সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে : ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর : তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

প্রেমের উৎস মাতা, কর
আমায় তব দুঃখের অংশী ;
মম হৃদে জ্বলে যেন
খ্রিষ্টের প্রতি প্রেম।

মাতা ! মম অন্তর যেন
বহন করে খ্রিষ্টের ক্ষত,
তব পুত্রের হতে পারে
ব্যথার অংশীদার।

মম ইচ্ছা : তোমার মত
হব খ্রিষ্টের সহব্যথী ;
ক্রুশের তলায় তোমার সঙ্গে
ফেলব চোখের জল।

খ্রিষ্ট ! মাতার পুণ্যে যেন
মৃত্যুক্ষণে থাকি অটল ;
মৃত্যুর পরে লাভি যেন
স্বর্গের মহিমা। (যাকোব দে বেনেদেত্তি † ১৩০৬)

১ম ধুয়ো : এসো, * নব সন্ধির সাধক সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে
জীবনময় ঈশ্বরের নগরীতে করি প্রবেশ। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তোমরা, * যারা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী,
তোমরা আনন্দিত হও। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : খ্রিষ্টের রক্তে * ঈশ্বর নিজের সঙ্গে
সবকিছু পুনর্মিলিত করেছেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে আমাদের শান্তি খ্রিষ্ট, * তোমার যন্ত্রণাভোগ দ্বারা
তুমি আমাদের পুনর্মিলিত করেছ পিতার সঙ্গে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : খ্রিষ্টেরই রক্তে * সাধিত আমাদের মুক্তি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ১:২৪-২৫)

তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী। তোমাদের পক্ষে ঈশ্বর থেকে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি সেই মণ্ডলীর সেবক হয়েছি যেন ঈশ্বরের বাণীকে পূর্ণ করতে পারি।

**শ্লোক**

℣ আমাদের ত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর, * হে কুমারী মারীয়া।
℟ আমাদের ত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর, * হে কুমারী মারীয়া।
℣ খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে,
℟ হে কুমারী মারীয়া।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ আমাদের ত্রাণের জন্য প্রার্থনা কর, * হে কুমারী মারীয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে শোকার্ত মাতা,

তোমাকে কত দুঃখক্লেশ ভোগ করতে হল।

এখন তুমি কিন্তু তোমার পুত্রের পাশে

বিশ্বরানীরূপে গৌরবময় আসনে সমাসীন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে : ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর : তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জেফা ৩:১৪, ১৫থ)

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা! জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল! আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা! প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!

*প্র* সুখী তারা,

*উ* যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে: ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে ধন্যা মাতা, * হে পবিত্রা কুমারী, হে গৌরবিণী বিশ্বরানী,
প্রভুর কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (জাখা ৯:৯ক)

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ,

*উ* যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে: ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমিই * যেরুশালেমের গৌরব,
তুমিই ইস্রায়েলের আনন্দ।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যুদিথ ১৩:৩১)

যাকোবের তাঁবুতে তাঁবুতে ঈশ্বর তোমাকে ধন্য করেছেন; কারণ যত জাতি তোমার নাম শুনবে, সেই সমস্ত জাতির মাঝে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমার খাতিরে গৌরবান্বিত হবেন।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা,

℟ এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে: ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হে কুমারী, তব স্নেহে
আমার দিকে চেয়ে দেখ :
আমি যেন বহন করি
খ্রিষ্টের যন্ত্রণা।

খ্রিষ্টের ক্ষত মমও ক্ষত,
এটি, মাতা, মম ইচ্ছা।
বিচারমঞ্চে আমায় তুমি
কর গো রক্ষা।

খ্রিষ্ট ! মাতার পুণ্যে যেন
মৃত্যুক্ষণে থাকি অটল ;
মৃত্যুর পরে লাভি যেন
স্বর্গের মহিমা। (যাকোব দে বেনেদেত্তি † ১৩০৬)

১ম ধুয়ো : এসো, * নব সন্ধির সাধক সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে
জীবনময় ঈশ্বরের নগরীতে করি প্রবেশ। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তোমরা, * যারা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী,
তোমরা আনন্দিত হও। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : খ্রিষ্টের রক্তে * ঈশ্বর নিজের সঙ্গে
সবকিছু পুনর্মিলিত করেছেন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে আমাদের শান্তি খ্রিষ্ট, * তোমার যন্ত্রণাভোগ দ্বারা
তুমি আমাদের পুনর্মিলিত করেছ পিতার সঙ্গে। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : খ্রিষ্টেরই রক্তে * সাধিত আমাদের মুক্তি। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ২:১০-১২ক)

ঈশ্বরের মনোনীতদের জন্য আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও চিরস্থায়ী গৌরবের সঙ্গে খ্রিষ্ট যিশুতে আশ্রিত পরিত্রাণও লাভ করে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে; যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে।

## শ্লোক

*প্র* ধন্যা মারীয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন * পুত্রের ক্রুশের ধারে।
*উ* ধন্যা মারীয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন * পুত্রের ক্রুশের ধারে।
*প্র* তিনি সাক্ষ্যমরদের মর্যাদায় ভূষিতা হলেন
*উ* পুত্রের ক্রুশের ধারে।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* ধন্যা মারীয়া দাঁড়িয়ে ছিলেন * পুত্রের ক্রুশের ধারে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যিশু * মাকে বললেন, নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে;
তারপর শিষ্যটিকে বললেন, ওই দেখ, তোমার মা। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে: ক্রুশে উত্তোলিত তোমার পুত্রের পাশে সহবেদনশীল তাঁর জননীও উপস্থিত থাকবেন। আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলী যেন ধন্যা মাতার সঙ্গে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৬ই সেপ্টেম্বর

# পোপ সাধু কর্নেলিউস ও বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক) অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার জনগণের কাছে তুমি সাধু কর্নেলিউস ও কিপ্রিয়ানুসকে যত্নশীল বিশপ ও নির্ভীক সাক্ষ্যমর রূপে অর্পণ করেছ। তাঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : বিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠায় বলীয়ান হয়ে উঠে আমরা যেন মণ্ডলীর ঐক্যসাধনে নিত্য সচেষ্ট থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্য সেই মৃত্যু * যা রক্তমূল্যেই অনন্ত জীবনকে কিনে নিল। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে আমাদের মাতা মণ্ডলী, * সাক্ষ্যমরদের রক্তই তোমার ভূষণ। গীতিকা

১৭ই সেপ্টেম্বর

## সাধ্বী ইল্ডেগার্ড, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী ইল্ডেগার্ডের অন্তর এমন অপূর্ব ভক্তি দানে উদ্দীপিত করেছিলে যে, তিনি তোমার জ্যোতির্ময় ঐশস্বরূপ ধ্যানে অবিরত ধ্যানমগ্না ছিলেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরাও যেন তাঁরই মত তোমার মঙ্গলময়তা ধ্যানে অবিরত ধ্যানমগ্ন থাকতে পারি এবং সন্ন্যাসজীবন সাধনায় অবিচল থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্টের কনে ইল্ডেগার্ডের আলোতে * মণ্ডলী হল উদ্ভাসিত ;
তাঁর ধর্মশিক্ষার জ্যোতিতে খ্রিষ্টভক্ত পেল পরিত্রাণ। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধন্যা সন্ন্যাসিনী,
তুমি ঐশপ্রজ্ঞার আবাস হতে যোগ্য হলে। গীতিকা

একই দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর

## সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রকৃত ধর্মবিশ্বাস সমর্থনের জন্য তুমি সাধু রবার্টকে অপূর্ব বুদ্ধি ও গুণাবলি দানে ভূষিত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সেই বিশ্বাস এখনও অক্ষুণ্নই দেখে তোমার জনগণ যেন আনন্দিত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

## ১৯শে সেপ্টেম্বর

## সাধু যানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: আমরা যারা আজ তোমার অনুগ্রহে সাক্ষ্যমর যানুয়ারিউসের স্মৃতি পালন করি, যেন তাঁর সাহচর্য লাভে চিরকালীন আনন্দে আনন্দিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২০শে সেপ্টেম্বর

# সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং, পুরোহিত, পল চং হাসাং ও তাঁদের সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি বিশ্বজুড়েই তোমার খ্রিষ্টভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাক, এবং সাক্ষ্যমর সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত-সিঞ্চনে কাথলিক বিশ্বাস-ক্ষেত্র ফলশালী করে তুলেছ। তাঁদের মিলিত প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : আমরা যেন তাঁদের সহায়তা লাভে রক্ষা পেতে পারি, ও তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা নিয়তই উপকৃত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২১শে সেপ্টেম্বর

# সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর

সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : শুল্কঘরে বসা মথিকে দে'খে
যিশু তাঁকে বললেন, আমার অনুসরণ কর।
আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি * বলিদান নয়, দয়াই চাই।

ধার্মিককে নয়, পাপীকেই আহ্বান জানাতে এসেছি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি অনির্বচনীয় দয়া দেখিয়ে কর-আদায়কারী সাধু মথিকে প্রেরিতদূত রূপে মনোনীত করতে প্রসন্ন হয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ ও নিত্য প্রার্থনায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার অনুসরণ করে তোমাকে দৃঢ়তর ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২৩শে সেপ্টেম্বর

## পিয়েত্রেল্চিনার সাধু পিউস, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সাধু পিউসকে তোমার পুত্রের ক্রুশের অংশী হওয়ার বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছ ও তাঁর সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে তোমার কৃপার আশ্চর্য কর্মকীর্তি পুনঃসাধন করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগে অনুক্ষণ যুক্ত থেকে পুনরুত্থানের গৌরবে সানন্দেই উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৫শে সেপ্টেম্বর

## ধন্য যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমে, বিশপ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে বিশপ যোসেফ বেনেডিক্ট তোমার প্রেমাগ্নিতে উদ্দীপিত হয়ে সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ, গরিবদের দরদী সেবক ও দুঃখক্লিষ্টদের সান্ত্বনাদাতা হয়ে উঠেছিলেন। আশীর্বাদ কর: আমরাও যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমারই অন্বেষণ করি, এবং একাগ্র অন্তরে ও আনন্দিত মনে ভাইবোনদের সেবা করে তোমাকেই ভক্তি ও সেবা করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৬শে সেপ্টেম্বর

### সাধু কোস্মাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, সাধু কোস্মাস ও দামিয়ানের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করে আমাদের ওষ্ঠে জেগে উঠুক তোমার বন্দনাগান: তুমিই তো অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টি দেখিয়ে তাঁদের দিয়েছ অমর গৌরব, আমাদের উপর বর্ষণ করেছ অমেয় আশীর্বাদ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৭শে সেপ্টেম্বর

# সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল, পুরোহিত

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা: পালক অথবা সাধু (সেবাব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু ভিনসেণ্টকে গরিবদের সেবা ও পুরোহিতদের গঠনের উদ্দেশ্যে প্রৈরিতিক গুণাবলিতে ভূষিক করেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন একই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠে তিনি যা ভালবাসতেন, তাই ভালবাসতে পারি; তিনি যা শেখাতেন, তাই যেন কর্মে অনুশীলন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : অনাথের পিতা, * অবহেলিতের অবলম্বন ভিনসেণ্টের জীবনে

স্বয়ং ঈশ্বরের মমতা প্রকাশ পায়। গীতিকা

২৮শে সেপ্টেম্বর

## সাধু ভেন্সেস্লাস, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার প্রেরণা গুণেই সাক্ষ্যমর সাধু ভেন্সেস্লাস তাঁর পার্থিব রাজ্যের চেয়ে স্বর্গরাজ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আত্মত্যাগ ক'রে আমরা যেন মনে প্রাণে তোমাকেই আঁকড়িয়ে থাকতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ২৮শে সেপ্টেম্বর

## সাধু লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু ঈশ্বর, ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তোমার রাজ্যে তারা সুখী। তাই মিনতি জানাই, আমাদের দান কর সেই নিষ্ঠতা, যা সাক্ষ্যমর সাধু লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীরা তোমার ও প্রতিবেশীর সেবা করায় দেখিয়েছিলেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৯শে সেপ্টেম্বর

# মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ

পর্ব

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : তাঁর আপন স্বর্গদূতদের সঙ্গে,

এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

| প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি |
|---|---|---|

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো খ্রিষ্ট, মিখায়েল দূত
যেন মোদের ঘরে এসে
মন্দ ক'রে বিদূরিত
করেন শান্তি দান।

শক্তিশালী গাব্রিয়েল দূত
শয়তানকে করুন ধ্বংসন।
মোদের হৃদে তব বাণী
করুন ধ্বনিত।

চিকিৎসক রাফায়েল দূতকে
স্বর্গ থেকে কর প্রেরণ :
তিনি দেহ ও আত্মা করুন
সুস্থ সবল হে।

খ্রিষ্ট, তুমি দূতদের ভূষণ!
মোদের যাচনা কর গ্রহণ;
দূতদের সঙ্গে গাইব তবে :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে স্বর্গদূতদের প্রভু, * তোমার মাহাত্ম্য
আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে সঙ্কীর্তিত। সাম ৮

২য় ধুয়ো : সাগর * আলোড়িত হল, পৃথিবী কম্পান্বিত হল :
স্বর্গ থেকে নেমে আসছিলেন মিখায়েল মহাদূত। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : ঊর্ধ্বলোকে * সকল দূত তোমার প্রশংসাগান করে বলেন :
হে পরমেশ্বর, তুমি প্রশংসার যোগ্য। সাম ২৪

প্র এক স্বর্গদূত মন্দিরের বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন,
উ তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : যাঁকে * আমি দর্শনে দেখেছিলাম,
সেই গাব্রিয়েল দূত আমাকে স্পর্শ করে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। সাম ৯৬

২য় ধুয়ো : আমি রাফায়েল দূত, * আমি সর্বদাই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ;
তোমরা তাঁকে ধন্য বল, বর্ণনা কর তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ। সাম ৯৮

৩য় ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত
জাখারিয়াকে দর্শন দিয়ে বললেন,
তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।
তুমি তাঁর নাম রাখবে যোহন। সাম ৯৯

℣ স্বর্গদূতদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার ;
℟ তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত, করি তোমার নামের স্তুতি।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : তোমরা * সিয়োন পর্বত,
জীবনময় ঈশ্বরের নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম
এবং অসংখ্য দূতবাহিনীর উৎসব-সমাবেশের হয়েছ সম্মুখীন।

**সর্বযুগের রাজার স্তুতিগান** (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:২-১০ক)

ধন্য ঈশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়, তাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী ;
কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন ;
পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন, †
মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন ;
তাঁর হাত এড়াতে পারে, তেমন কিছুই নেই।

বিজাতীয়দের সামনে তাঁর স্তুতিগান কর, ইস্রায়েল সন্তানসকল, †
কারণ ওদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়ে
তিনি এইখানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করলেন ;
সকল প্রাণীর সামনে তাঁর বন্দনা কর, †
তিনিই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের পিতা, চিরকালীন ঈশ্বর।

তোমাদের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে
তিনি আবার তোমাদের সকলকে দয়া করবেন।
যাদের মাঝে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে,
সেই সকল জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের সংগ্রহ করবেন।

তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে
সত্যের সাধক হও তাঁর সামনে ;
তবেই তিনি তোমাদের দিকে ফিরে চাইবেন,
তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাঁর আপন শ্রীমুখ।

এখন ভেবে দেখ তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমাদের প্রতি,
মুক্তকণ্ঠে তাঁকে জানাও ধন্যবাদ ;
ধর্মময়তার প্রভুকে বল ধন্য,
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর।

এই নির্বাসনের দেশে আমি তাঁর স্তুতিগান করি,
তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের কথা এক পাপিষ্ঠ জাতির কাছে জ্ঞাত করি।
ফিরে এসো, পাপীরা, যা ন্যায় তাই কর তাঁর সামনে,
কে জানে ! তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের দয়া করবেন।

আমি ঈশ্বরের বন্দনা করি,
আমার প্রাণ স্বর্গের রাজায় মেতে ওঠে।

সকলেই তাঁর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নতুন যেরুশালেম (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১০-১৩)

হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম, †
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,

তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**স্বর্গীয় যেরুশালেম** (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১৫, ১৬গ-১৭ক, ১৭থ-১৮)

তবে উল্লাস কর!
ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে
সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
কারণ যেরুশালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।

নীলকান্তমণি ও মরকতমণিতেই পুনর্নির্মিত হবে তার তোরণদ্বার,
রত্ন-মণিতেই তার সমস্ত প্রাচীর।
যেরুশালেমের যত রাস্তা-ঘাটে
ফিরোজা পাথর ও ওফিরের পাথর পাতা হবে।

যেরুশালেমের তোরণদ্বারে আনন্দের সঙ্গীত ধ্বনিত হবে,
তার সকল বাড়ি-ঘর গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া! ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
তারাও ধন্য, যারা তাঁর পবিত্র নাম ধন্য করবে যুগে যুগে চিরকাল।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমরা সিয়োন পর্বত,
জীবনময় ঈশ্বরের নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম
এবং অসংখ্য দূতবাহিনীর উৎসব-সমাবেশের হয়েছ সম্মুখীন।

*প্র* হে মহাশক্তিধর, যারা তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশ মেনে চল,
*উ* তাঁর সেই সকল দূত প্রভুকে বল ধন্য।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** লুক ১:২৬-৩৮।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো খ্রিষ্ট, মিখায়েল দূত
যেন মোদের ঘরে এসে
মন্দ ক'রে বিদূরিত
করেন শান্তি দান।

শক্তিশালী গাব্রিয়েল দূত
শয়তানকে করুন ধ্বংসন।
মোদের হৃদে তব বাণী
করুন ধ্বনিত।

চিকিৎসক রাফায়েল দূতকে
স্বর্গ থেকে কর প্রেরণ :
তিনি দেহ ও আত্মা করুন
সুস্থ সবল হে।

খ্রিষ্ট, তুমি দূতদের ভূষণ !
মোদের যাচনা কর গ্রহণ ;
দূতদের সঙ্গে গাইব তবে :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : হে মিখায়েল মহাদূত,
আমি তোমাকে মানবের সহায়তায় নিযুক্ত করেছি। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : এক স্বর্গদূত * মন্দিরের বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন,
তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমার জন্যই * আপন দূতদের প্রভু আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে প্রভুর দূতবাহিনী, * তোমরা চিরকাল বল : প্রভু ধন্য। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ঊর্ধ্বলোকে * দূতবাহিনী সমস্বরে গেয়ে চলেন,
হে প্রভু, তোমার উদ্দেশে গান করা সমীচীন। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (আদি ২৮:১২-১৩ক)

যাকোব স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইস্‌হাকের পরমেশ্বর।

**শ্লোক**

*প্র* এক স্বর্গদূত এসে দাঁড়ালেন * মন্দিরের বেদির পাশে।
*উ* এক স্বর্গদূত এসে দাঁড়ালেন * মন্দিরের বেদির পাশে।
*প্র* তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি,
*উ* মন্দিরের বেদির পাশে।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* এক স্বর্গদূত এসে দাঁড়ালেন * মন্দিরের বেদির পাশে।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা দেখতে পাবে, * স্বর্গলোক উন্মুক্ত ;

এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।

গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি অসংখ্য দূতবাহিনী দ্বারা পূজিত, আসুন, স্বর্গদূতদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সেই প্রভুর মহিমাকীর্তন করি :

*হে প্রভু, দূত ও মহাদূতদের সঙ্গে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।*

-হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গদূতদের আজ্ঞা দিয়েছ, তাঁরা যেন পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন। যত সঙ্কট ও প্রলোভন থেকে আমাদের নিরাপদে রাখ।

-তুমি তো স্বর্গদূতদের কাছে তোমার শ্রীমুখের গৌরব প্রকাশ কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে জীবন যাপন করতে পারি।

-তুমি একদিন তোমার সন্তানদের স্বর্গদূতদের সাদৃশ্যে গড়ে তুলবে। আমাদের দেহমন শুচিশুভ্র করে তোল।

-তোমার জনগণের সাহায্যে তোমার মহাদূত মিখায়েলকে প্রেরণ কর। তিনি শয়তানের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে মিখায়েল মহাদূত,
আমি তোমাকে মানবের সহায়তায় নিযুক্ত করেছি।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ৫:১১-১২)

আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন, 'যাঁকে বধ করা হয়েছিল, সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি, সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!'

℣ স্বর্গদূতের হাত থেকে

℟ ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এক স্বর্গদূত * মন্দিরের বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন,
তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১:১-২)

যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশ, যা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর আপন দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁর দাস যোহনকে এই সমস্ত জানাবার জন্য তিনি নিজের দূত প্রেরণ করলেন, আর যোহন ঈশ্বরের বাণী ও যিশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যা দেখেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন।

*প্র* প্রভুর বাণীর স্বর শোনামাত্রই তাঁর আদেশ মেনে চল যাঁরা,

*উ* তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুকে বল ধন্য।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে প্রভুর দূতবাহিনী, * তোমরা চিরকাল বল : প্রভু ধন্য।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১২:৭-৮)

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না।

*প্র* স্বর্গদূতদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার;

*উ* তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত, করি তোমার নামের স্তুতি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো খ্রিষ্ট, মিখায়েল দূত
যেন মোদের ঘরে এসে
মন্দ ক'রে বিদূরিত
করেন শান্তি দান।

শক্তিশালী গাব্রিয়েল দূত
শয়তানকে করুন ধ্বংসন।
মোদের হৃদে তব বাণী
করুন ধ্বনিত।

চিকিৎসক রাফায়েল দূতকে
স্বর্গ থেকে কর প্রেরণ :
তিনি দেহ ও আত্মা করুন
সুস্থ সবল হে।

খ্রিষ্ট, তুমি দূতদের ভূষণ !
মোদের যাচনা কর গ্রহণ ;
দূতদের সঙ্গে গাইব তবে :
ধন্য ত্রিত্ব হে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যখন মহাদূত মিখায়েল
সেই নাগ্‌দানবটার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন,
তখন স্বর্গলোকে বহুলোকের এ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল,
আমাদের ঈশ্বরের জয়, আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : গাব্রিয়েল দূত * মারীয়াকে বললেন,
আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা!
প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন;
নারীকুলে তুমি ধন্যা। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : এসো, * সেই প্রভুর প্রশংসা করি,
যাঁর প্রশংসা করেন স্বর্গদূত,
যাঁর উদ্দেশে খেরুব ও সেরাফদূত বলে চলেন,
পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : স্বর্গদূতদের সামনে * আমি করি তোমার স্তবগান,
ঈশ্বর আমার। সাম ১৩৮

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে * আমি বলীকৃত মেষশাবককে দেখলাম,
বহু স্বর্গদূতদের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেলাম। গীতিকা ২০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রকাশ ১:৪খ-৫)

যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! তিনি আমাদের ভালবাসেন, তিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন।

**শ্লোক**

*প্র* ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে * ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।
*উ* ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে * ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

℣ স্বর্গদূতের হাত থেকে

℟ ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে * ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দূত ও মহাদূত, * স্বর্গবাহিনী ও শক্তিবৃন্দ,

ঊর্ধ্বলোক থেকে তোমরা প্রভুর প্রশংসা কর। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আসুন, পিতা ঈশ্বরকে অনুনয় করি, আমরা যেন স্বর্গদূতদের মত তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্রই তাঁর আদেশ মেনে চলতে পারি :

*হে স্বর্গদূতদের রাজা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে প্রভু, স্বর্গদূতদের হাত থেকে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ কর। তা সুগন্ধি ধূপের মত তোমার কাছে গ্রহণীয় হোক।

-আমাদের স্তুতি-নৈবেদ্য গ্রহণ কর। স্বর্গদূতেরা আমাদের এই অর্ঘ্য তোমার চরণে নিবেদন করুন।

-আশীর্বাদ কর, আমরাও যেন ঊর্ধ্বলোকে তোমার গৌরবগান করতে পারি এবং ইহলোকে তোমার প্রীতিভাজনদের কাছে শান্তির বার্তা প্রচার করতে পারি।

-কৃপা কর, জীবন শেষে স্বর্গদূতেরা যেন তোমার শাশ্বত আবাসে, সাধুসাধ্বীর আনন্দপূর্ণ সমাবেশে আমাদের চালিত করেন।

-তোমার মহা অগ্রদূত মিখায়েল মৃত সকলকে অনির্বাণ জ্যোতির্লোকে নিয়ে চলুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি অপূর্বভাবে স্বর্গদূতের ও মানবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বভার আরোপ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : স্বর্গলোকে যাঁরা তোমার নিত্য সেবায় রত, তাঁরা যেন ইহলোকে আমাদের অবিরতই রক্ষা করেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু

খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৩০শে সেপ্টেম্বর

# সাধু যেরোম, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি পুরোহিত সাধু যেরোমের অন্তরে পবিত্র শাস্ত্রবাণীর প্রতি মধুর ও জীবন্ত ভক্তি সঞ্চার করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তোমার জনগণ যেন বাণী দ্বারা উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে ও তারই মধ্যে খুঁজে পায় জীবনের উৎস। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

# অক্টোবর

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ (সাধু লুক) ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ (সাধু শিমোন ও যুদা) ২৯ ৩০ ৩১

## ১লা অক্টোবর

## বালক যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা,
## চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি নির্ধারণ করেছ, নম্রচিত্ত ও শিশুর মত যারা তারাই হবে তোমার রাজ্যের অধিকারী। আশীর্বাদ কর: সাধ্বী তেরেজার সেই সরলতার পথে ভরসার সঙ্গে এগিয়ে চলে আমরা যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে স্বচক্ষেই তোমার সনাতন গৌরবের দর্শন পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর;

এসো, প্রণিপাত করি।

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যদি শিশুদের মত না হও,
স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে না। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আনন্দ কর,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে। গীতিকা

২রা অক্টোবর

# পবিত্র রক্ষীদূতবৃন্দ

স্মরণ

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : স্বর্গদূতেরা যাঁকে সেবা করেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

আহা, মহান বিশ্বকর্মা
তুমি যা আদিতে গড়লে,
—তোমার কাছে মোদের ভিক্ষা—
সেই সবকিছু কর রক্ষা।

যাচনা করি তব দয়া,
মোদের কণ্ঠ শোন তুমি ;
যত তমস হোক বঞ্চিত,
হৃদে জ্যোতি হোক সঞ্চিত।

রক্ষীদূতদের তুমি দিলে
মোদের উপকারের জন্য :
তাঁরা থাকুন মোদের ঘরে,
করুন রক্ষা যুগযুগ ধরে।

তাঁরা নিত্য কাছে থাকুন,
অন্তর মন উদ্বুদ্ধ করুন ;
পাছে মোরা কোনও কালে
শয়তানের পড়ি জালে।

চরম শত্রুর আক্রমণে
দাঁড়ান তাঁরা মোদের পাশে,
রক্ষা করুন মোদের শান্তি,
তবে পাব দিব্য কান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (১৫শ শতাব্দী)

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা

যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

আহা, মহান বিশ্বকর্মা
তুমি যা আদিতে গড়লে,
—তোমার কাছে মোদের ভিক্ষা—
সেই সবকিছু কর রক্ষা।

যাচনা করি তব দয়া,
মোদের কণ্ঠ শোন তুমি ;
যত তমস হোক বঞ্চিত,
হৃদে জ্যোতি হোক সঞ্চিত।

রক্ষীদূতদের তুমি দিলে
মোদের উপকারের জন্য :
তাঁরা থাকুন মোদের ঘরে,
করুন রক্ষা যুগযুগ ধরে।

তাঁরা নিত্য কাছে থাকুন,
অন্তর মন উদ্বুদ্ধ করুন ;
পাছে মোরা কোনও কালে
শয়তানের পড়ি জালে।

চরম শত্রুর আক্রমণে
দাঁড়ান তাঁরা মোদের পাশে,
রক্ষা করুন মোদের শান্তি,
তবে পাব দিব্য কান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (১৫শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার জন্যই * আপন দূতদের প্রভু আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : এসো, * সেই প্রভুর প্রশংসা করি, যাঁর প্রশংসা করেন স্বর্গদূত,
যাঁর উদ্দেশে খেরুব ও সেরাফদূত বলে চলেন : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূতেরা অনুক্ষণ * আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শন পান। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ধন্য ঈশ্বর!
তিনি আপন দূত পাঠিয়ে আপন দাসদের নিস্তার করলেন। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর, * তাঁর সকল দূত,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যাত্রা ২৩:২০-২২)

দেখ, আমি তোমার সামনে এক দূত প্রেরণ করছি, তিনি যেন পথে তোমাকে রক্ষা করেন ও তোমাকে নিয়ে যান সেই স্থানে যা আমি প্রস্তুত করেছি। তাঁর উপস্থিতি সম্ভ্রম কর, তাঁর প্রতি বাধ্য হও; তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করো না; কেননা তিনি তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করবেন না, কারণ তাঁর অন্তরে বিরাজ করে আমার নাম। কিন্তু তুমি যদি

তাঁর প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যা কিছু বলি তুমি সেইমত কর, তবে আমি হব তোমার শত্রুদের শত্রু, তোমার বিপক্ষদের বিপক্ষ।

## শ্লোক

প্ স্বর্গদূতদের সামনে * আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার।
উ স্বর্গদূতদের সামনে * আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার।
প্ আমি করি তোমার নামের স্তুতি,
উ আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ স্বর্গদূতদের সামনে * আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে রক্ষীদূতবৃন্দ, * সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর,
আমরা যেন শেষ বিচারে দণ্ডিত না হই। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি অসংখ্য দূতবাহিনী দ্বারা পূজিত, আসুন, স্বর্গদূতদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও সেই প্রভুর মহিমাকীর্তন করি :

*হে প্রভু, দূত ও মহাদূতদের সঙ্গে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।*

-হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গদূতদের আজ্ঞা দিয়েছ, তাঁরা যেন পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন। যত সঙ্কট ও প্রলোভন থেকে আমাদের নিরাপদে রাখ।

-তুমি তো স্বর্গদূতদের কাছে তোমার শ্রীমুখের গৌরব প্রকাশ কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে জীবন যাপন করতে পারি।

-তুমি একদিন তোমার সন্তানদের স্বর্গদূতদের সাদৃশ্যে গড়ে তুলবে। আমাদের দেহমন শুচিশুভ্র করে তোল।

-তোমার জনগণের সাহায্যে তোমার মহাদূত মিখায়েলকে প্রেরণ কর। তিনি শয়তানের আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমার জন্যই * আপন দূতদের প্রভু আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১৭-২০)

মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে লোকদের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।'

℣ স্বর্গদূতদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, ঈশ্বর আমার;

℟ তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত, করি তোমার নামের স্তুতি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * সেই প্রভুর প্রশংসা করি, যাঁর প্রশংসা করেন স্বর্গদূত,
যাঁর উদ্দেশে খেরুব ও সেরাফদূত বলে চলেন : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১২:৭)

হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল।

℣ তাঁর আপন দূত পাঠিয়ে

℟ প্রভু হেরোদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য ঈশ্বর !

তিনি আপন দূত পাঠিয়ে আপন দাসদের নিস্তার করলেন।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ১০:৩-৫)

একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে। তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—এখানে ডাকিয়ে আন।'

℣ ভক্তদের প্রার্থনা ধূপধুনোর ধোঁয়ার মত

℟ স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

আহা, মহান বিশ্বকর্মা
তুমি যা আদিতে গড়লে,
—তোমার কাছে মোদের ভিক্ষা—
সেই সবকিছু কর রক্ষা।

যাচনা করি তব দয়া,
মোদের কণ্ঠ শোন তুমি ;
যত তমস হোক বঞ্চিত,
হৃদে জ্যোতি হোক সঞ্চিত।

রক্ষীদূতদের তুমি দিলে
মোদের উপকারের জন্য :
তাঁরা থাকুন মোদের ঘরে,
করুন রক্ষা যুগযুগ ধরে।

তাঁরা নিত্য কাছে থাকুন,
অন্তর মন উদ্বুদ্ধ করুন ;
পাছে মোরা কোনও কালে
শয়তানের পড়ি জালে।

চরম শত্রুর আক্রমণে
দাঁড়ান তাঁরা মোদের পাশে,
রক্ষা করুন মোদের শান্তি,
তবে পাব দিব্য কান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
নিত্য বিরাজমান রাজেশ্বর,
চিরকালীন জীবনেশ্বর। (১৫শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার জন্যই * আপন দূতদের প্রভু আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : এসো, * সেই প্রভুর প্রশংসা করি, যাঁর প্রশংসা করেন স্বর্গদূত,
যাঁর উদ্দেশে খেরুব ও সেরাফদূত বলে চলেন : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : স্বর্গদূতেরা অনুক্ষণ,
আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শন পান। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ধন্য ঈশ্বর!
তিনি আপন দূত পাঠিয়ে আপন দাসদের নিস্তার করলেন। সাম ১৩৮

৫ম ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর, * তাঁর সকল দূত,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী। গীতিকা ২১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রকাশ ৮:৩-৪)

এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল, তিনি যেন সিংহাসনের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির উপরে তা নিবেদন করেন সকল পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে। তাই

স্বর্গদূতের হাত থেকে পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

## শ্লোক

প্র তোমার জন্যই আপন দূতদের * প্রভু আজ্ঞা দিলেন।

উ তোমার জন্যই আপন দূতদের * প্রভু আজ্ঞা দিলেন।

প্র তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন,

উ প্রভু আজ্ঞা দিলেন।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমার জন্যই আপন দূতদের * প্রভু আজ্ঞা দিলেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এসো, * সেই প্রভুর প্রশংসা করি,

যাঁর উদ্দেশে খেরুব ও সেরাফদূত বলে চলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আপন মঙ্গলবিধানে যিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে স্বর্গদূত নিযুক্ত করেছেন তাঁরা যেন পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন, আসুন, এই সন্ধ্যাকালীন উপাসনালগ্নে সেই বিধাতা ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে স্বর্গদূতদের রাজা, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তো স্বর্গদূতদের মাধ্যমে তোমার আশ্চর্য কীর্তিকলাপের কথা আমাদের কাছে প্রকাশ কর। তাঁদের সাহায্যে আমরাও যেন কথায় ও কাজে তোমার মাহাত্ম্য প্রচার করতে পারি।

-হে পরাৎপর, স্বর্গদূতেরা তোমার প্রশংসা নিত্য ধ্বনিত করে থাকেন। বিশ্বমানবজাতি যেন তোমার মণ্ডলীর অবিরত প্রশংসাগানে যোগ দিতে পারে।

-তুমি স্বর্গদূতদের আজ্ঞা দিয়েছ, তাঁরা যেন তোমার ভক্তদের পদে পদে রক্ষা করেন। তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণে যেন যাত্রী ও প্রবাসী সকল মানুষ নিজ নিজ গৃহে নিরাপদে পৌঁছতে পারে।

-তোমার মঙ্গলবিধানে স্বর্গদূতেরা হলেন শান্তির বার্তার বাহক। তাঁদের সহায়তায় সেই শান্তি যেন সারা বিশ্বে বিরাজ করে।

-তুমি যখন বিশ্ববিচারের জন্য সকল মানুষকে একত্রিত করতে দূত পাঠাবে, তখন তোমার সকল সন্তান যেন মনোনীতদের স্বর্গসভায় স্থান পেতে পারে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রসন্নতা দেখিয়ে তুমি অনির্বচনীয় দূরদৃষ্টিতে তোমার পবিত্র স্বর্গদূতদের আমাদের রক্ষায় প্রেরণ করে থাক। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের নিত্য সহায়তায় রক্ষা পেয়ে একদিন তাঁদের চিরন্তন সাহচর্য লাভে আনন্দ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৪ঠা অক্টোবর

# আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু ফ্রান্সিসকে দরিদ্রতা ও বিনম্রতায় যিশুর অনুরূপ হতে দিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শ-পথে এগিয়ে চলে আমরা যেন তোমার পুত্রের অনুসরণ করতে পারি এবং আনন্দময় ভ্রাতৃপ্রেম দ্বারা তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধনহীন বিনম্র ফ্রান্সিস * এখন ধনবান হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করছেন।
তিনি স্বর্গীয় আনন্দগানের সুরে সমাদৃত। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ, * এই তো আমার গর্ব :
আমার নিজের দেহে বহন করছি তাঁর প্রেমের চিহ্ন।

৫ই অক্টোবর

## সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী ফাউস্তিনাকে মনোনীত করেছিলে তিনি যেন জগতের কাছে তোমার অসীম কৃপার অগাধ ঐশ্বর্যের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্য ফলে এমনটি দাও যেন তাঁর আদর্শে আমরাও সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গলময়তায় ভরসা রাখি ও উদার মনে দয়াকর্ম সাধনে নিয়োজিত থাকি।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৬ই অক্টোবর

## সাধু ব্রুনো, নির্জনবাসী

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু ব্রুনোকে নির্জনতায় তোমার সেবা করতে আহ্বান করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর : এ সংসারের চাঞ্চল্যের মধ্যে আমরা যেন নিয়তই তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৭ই অক্টোবর

# জপমালা রানী ধন্যা মারীয়া

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,

এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

প্রভাতী বন্দনা সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গমর্ত যাঁকে পূজে

যাঁর প্রভুত্ব করে প্রকাশ,

মা মারীয়ার গর্ভে নিলেন
সেই স্বর্গেশ্বর আপন আবাস।

আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার
যিনি হলেন আদিকারণ,
সুকুমারী আপন গর্ভে
একদিন করলেন তাঁকে ধারণ।

ধন্যা মাতা! যিনি স্রষ্টা,
সৃষ্টি যাঁরই করতলে,
তিনি তব পুণ্য গর্ভ
নিলেন আপন সিন্দুক ব'লে।

দূতটি তোমায় বললেন ধন্যা,
আত্মার পুণ্য কনে তুমি;
প্রতিশ্রুতির কথা মত
নিজের ফল দিল যে ভূমি।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

সামসঙ্গীতমালা দিনের সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা জেনেছি, ধন্যা কুমারী

মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন সেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি স্বর্গমর্তের রানী,
তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।
যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি!

তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : হে নিত্যকুমারী জননী, * আনন্দ কর :

খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পরমেশ্বর * ঊর্ধ্বে চলছেন জয়ধ্বনির মধ্যে,

প্রভু ঊর্ধ্বে চলছেন তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : সমস্ত পৃথিবী * প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ হল। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : মারীয়া * স্বর্গে উন্নীতা হলেন।

স্বর্গদূতেরা আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠেন, প্রভু ধন্য। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : কুমারী মারীয়া * স্বর্গবাহিনীর ঊর্ধ্বেও উন্নীতা হলেন।

তাঁর মাথায় বারোটি তারার মুকুট। আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১০)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

## শ্লোক

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

℣ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;

℟ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধন্যা মাতা,

হে পবিত্রা কুমারী, হে গৌরবময়ী বিশ্বরানী :

আমরা যারা তোমার পর্ব উদ্‌যাপন করছি,
যেন তোমার মাতৃসহায়তা লাভ করি। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা জেনেছি, ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন সেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন,
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন,
নারীকুলে তুমি ধন্যা। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ধন্যা জননী * পুত্রের ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : যিশু মাকে বললেন : * ওই দেখ, এ তোমার ছেলে ;
যোহনকে বললেন : ওই দেখ, এ তোমার মা। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে নিত্যকুমারী জননী, * আনন্দ কর :
খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের

অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

প্ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : মারীয়া, * এসব কিছু গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে করতেন ধ্যান। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা জেনেছি, ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন সেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৯ই অক্টোবর

## বিশপ সাধু ডেনিস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু ডেনিস ও তাঁর সঙ্গীদের সর্বজাতির কাছে তোমার গৌরবের কথা প্রচার করতে পাঠিয়েছিলে ও তোমার শক্তিদানে নির্যাতনের দিনে তাঁদের নিষ্ঠাবান করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁদের অনুকরণে আমরাও যেন জগতের সাফল্য তুচ্ছ করি ও তার বিরোধিতায় বিচলিত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ৯ই অক্টোবর

## সাধু জন লেওনার্দি, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক পৃঃ ৯৯৩ অথবা সাধু (সেবাব্রতী), পৃঃ ১০৩১।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সমস্ত মঙ্গলদান বিতরণকারী পরমেশ্বর, সর্বজাতির কাছে সুসমাচারের কথা প্রচার করার জন্য তুমি পুরোহিত সাধু জনকে মনোনীত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: সত্য ধর্মবিশ্বাস যেন সর্বস্থানে সর্বকালে বিস্তার লাভ করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ১১ই অক্টোবর

## পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জন

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, পোপ সাধু জনের মধ্য দিয়ে তুমি উত্তম পালক খ্রিষ্টের জীবন্ত আদর্শ সারা পৃথিবী জুড়ে উজ্জ্বল করে তুলেছ। অনুনয় করি: তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তাঁর প্রার্থনার ফলে বদান্যতার সঙ্গে খ্রিষ্টীয় ভালবাসা সানন্দে ছড়াতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## ১৪ই অক্টোবর

## পোপ সাধু প্রথম কালিস্তুস, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি পোপ সাধু কালিস্তুসকে মনোনীত করেছিলে যিনি মণ্ডলীর সেবা করলেন ও মৃতভক্তদের প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা দেখালেন। অনুনয় করি: বিশ্বাসের খাতিরে তিনি যে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন, তার গুণে আমাদের বলবান করে তোল, ক্ষয়শক্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমরা যেন অক্ষয় উত্তরাধিকার লাভের যোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৫ই অক্টোবর

## আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধ্বী তেরেজাকে তুমি তোমার পবিত্র আত্মার এমন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছিলে, তিনি যেন মণ্ডলীর কাছে পরম সিদ্ধতার পথ দেখাতে পারেন। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তাঁর স্বর্গীয় শিক্ষা গ্রহণে পরিপুষ্ট হই ও প্রকৃত পবিত্রতা লাভের বাসনায় জ্বলে উঠি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস;
এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৬ই অক্টোবর

## সাধ্বী হেডুইগ, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (ধর্মব্রতিনী)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সাধ্বী হেডুইগের জীবনাচরণে আমরা নম্রতার এক অপূর্ব আদর্শ পেয়েছি। আশীর্বাদ কর : তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন স্বর্গীয় সহায়তা লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ১৬ই অক্টোবর

## সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকক, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, সাধ্বী মার্গারেট মেরীকে তুমি যে প্রেরণায় উদ্দীপিত করেছিলে, আমাদের উপরেও সেই স্বর্গীয় প্রেরণা বর্ষণ কর, আমরা যেন খ্রিষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসা জানতে পারি ও তোমার সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৭ই অক্টোবর

## আন্তিওখিয়ার সাধু ইগ্নাসিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সাক্ষ্যমরদের সাক্ষ্যদানে তোমার মণ্ডলীর পবিত্র দেহ অলঙ্কৃত করে থাক। আশীর্বাদ কর: আমরা আজ যাঁর স্মরণদিবস পালন করি, সেই সাধু ইগ্নাসিউসের গৌরবময় মৃত্যুযন্ত্রণা যেমন তাঁকে চিরন্তন বিভায় বিভূষিত করেছিল, তেমনি তা যেন আমাদের জন্য অশেষ সহায়তা অর্জন করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি, * যিনি আমাদের জন্য মরেছেন ;
আমি তাঁকেই চাই, যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করেছেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমি তো চাই সেই ঈশ্বরের রুটি, * যা দাউদ-বংশীয় যিশু খ্রিষ্টের মাংস ;
পানীয়রূপে আমি চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা। গীতিকা

১৮ই অক্টোবর

# সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে কথা বলেন,

এসো, সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র ঐশবাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হয়ে উঠল,

উ তারা প্রভুর বাণীর মহিমাকীর্তন করল।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : নবীদের * সমস্ত বাণী
খ্রিষ্টের শুভসংবাদে পূর্ণতা লাভ করল। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে
ঈশ্বর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে
আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে
তোমাদের আহ্বানও করেছেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : অনেকেই * তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করবে ;
তিনি কখনও বিস্মৃত হবেন না। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ধার্মিকেরা * ঈশ্বরের সম্মুখে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ১৫:১-২ক, ৩-৪)

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, যা দ্বারা পরিত্রাণও পাচ্ছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান

করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা : খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল ; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।

## শ্লোক

প্ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।
প্ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন,
উ তাঁর পরাক্রম।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, * তাঁর পরাক্রম।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তুমি * আমাদের সম্প্রদান করেছ সেই খ্রিষ্টেরই শুভসংবাদ,
যিনি ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান সূর্য। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সুসমাচারের মাধ্যমে অনন্ত জীবন এবং অমরতার কথা প্রকাশ করেছেন, আসুন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল।*

-তুমি তো সুসমাচারের আলোতে জগৎকে আলোকিত কর। সাহায্য কর, আমরা যেন তোমার শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারি।

-তুমি প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিয়েছিলে, তাঁরা যেন জগতের সর্বত্র গিয়ে সুসমাচার প্রচার করেন। তোমার মণ্ডলীতে বাণীপ্রচারের উদ্দীপনা অনুক্ষণ জাগিয়ে তোল।

-তুমি তোমার বাণী সম্প্রদান করার দায়িত্ব মণ্ডলীর হাতে তুলে দিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন প্রৈরিতিক পরম্পরা রক্ষা করি।

-তুমি চেয়েছ, স্বর্গরাজ্য হবে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য খামিরেরই মত। আজও আমাদের মধ্যে তোমার প্রথম শিষ্যদের সেই উজ্জ্বল প্রৈরিতিক প্রেরণা জাগিয়ে রেখ।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : নবীদের সমস্ত বাণী
খ্রিষ্টের শুভসংবাদে পূর্ণতা লাভ করল।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১:১৬-১৭)

সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক —যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে: 'বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।'

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস ;
তাঁদের শান্তি চিরস্থায়ী।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ২:২খ-৪)

আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

*প্র* তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি,

*উ* ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সামনে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ তি ১:৮খ-৯)

ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ঈশ্বরের অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : সুসমাচারের জন্য * আমি সবই করি,
যেন তার সহভাগী হতে পারি। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : বিজাতীয়দের কাছে * খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করার
অনুগ্রহ
আমাকে দেওয়া হয়েছে। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : প্রেরিতদূতেরা * মহাশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে
প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : তাঁর হৃদয়ে * প্রজ্ঞা বসবাস করে,
তাঁর ওষ্ঠে সদ্বিবেচনা বিরাজিত। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (কল ১:৩-৬)

তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, যখন

সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে সাধু লুক, * তুমি খ্রিষ্টের ভালবাসার প্রচারক;
তুমি মণ্ডলীর প্রশংসার পাত্র। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস সঞ্চার করেছেন, আসুন, সেই পরম পিতার প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে সত্যে সুস্থির কর।*

-হে জীবনেশ্বর, তুমি যে মৃতদের মধ্য থেকে মণ্ডলীর শীর্ষপতি সেই খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছ, সুসমাচার-জনিত নবজীবনের সাক্ষী হতে আমাদের সহায়তা কর।

-তুমি তোমার পুত্রকে দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে পাঠিয়েছিলে। আমাদের অন্তর বিনম্র কর, আমরা যেন সুসমাচারের আনন্দদায়ী বাণী উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার প্রেরিত মশীহ সেই খ্রিষ্ট ঐশবাণীর বীজ বপন করেছিলেন। সকল বাণীপ্রচারকের কাজ আশীর্বাদ কর, যেন তাঁদের কষ্ট প্রচুর ফসলে ফলশালী হতে পারে।

-তুমি খ্রিষ্টে জগৎকে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছ। পুনর্মিলন-সাক্রামেন্তের সেবকদের অন্তর করুণা ও পবিত্রতায় ভূষিত কর।

-কৃপা দান কর, আমরা যেন তোমার পুত্রের পুনরুত্থান ও গৌরবলাভের কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের গৌরবময় ঐশজীবনে পুনরুত্থিত করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু লুককে মনোনীত করেছিলে, তিনি যেন আপন প্রচারে ও রচনাবলিতে দীনদরিদ্রের প্রতি তোমার ভালবাসার রহস্য প্রকাশ করেন। আশীর্বাদ কর: তোমার নামে গর্ববোধ করে যারা, তারা যেন একমন একপ্রাণ হয়ে নিষ্ঠাবান থাকে, সকল জাতিও যেন দেখতে পায় তোমার পরিত্রাণ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৯শে অক্টোবর

## সাধু জন দ্য ব্রেবাফ, ইস্‌হাক যোগ, পুরোহিত ও তাঁদের সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক) অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু জন, ইস্‌হাক ও তাঁদের সঙ্গীদের বাণীপ্রচার ও রক্তদানের মধ্য দিয়ে তুমি শাশ্বত রাজ্যের সুখময় আশা প্রকাশ করতে প্রীত হয়েছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর : তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে খ্রিষ্টভক্তদের বিশ্বাস যেন দিনে দিনে দৃঢ়তা অর্জন করে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি ধন্যবাদ বলি উৎসর্গ করব। গীতিকা

একই দিন ১৯শে অক্টোবর

## ক্রুশভক্ত সাধু পল, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (ধর্মব্রতী)।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, পুরোহিত সাধু পল ক্রুশকে একান্তই ভালবাসলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তাঁর আদর্শে উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন মনের দৃঢ়তায় আমাদের দৈনন্দিন ক্রুশ আলিঙ্গন করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২২শে অক্টোবর

## পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পল

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

দয়ায় ধনবান হে পরমেশ্বর, তুমি পোপ সাধু জন-পলকে বিশ্বপালক পদে তোমার নিখিল মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার আশীর্বাদে আমরা যেন তাঁর নির্দেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে মানবের একমাত্র মুক্তিসাধক সেই খ্রিষ্টের পরিত্রাণদায়ী অনুগ্রহ গ্রহণের জন্য আমাদের অন্তর ভরসাভরে উন্মুক্ত করি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৩শে অক্টোবর

## কাপেস্ত্রানোর সাধু জন, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, সঙ্কটের দিনে খ্রিষ্টবিশ্বাসী জনগণকে আশ্বাস দেবার জন্যই তুমি সাধু যোহনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার নিত্য সহায়তায় রক্ষা পাই, তোমার মণ্ডলীও যেন চিরস্থায়ী শান্তি লাভে স্বস্তি পায়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৪শে অক্টোবর

## সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেৎ, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, সর্বজাতির মাঝে খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রচারের জন্য তুমি বিশপ সাধু আন্তনি-মেরীকে অপূর্ব ভ্রাতৃপ্রেম ও সহিষ্ণুতা দানে উদ্দীপিত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: যা যা তোমার, তারই অন্বেষণ ক'রে আমরা যেন খ্রিষ্টের জন্য বহু বহু মানুষকে জয় করার জন্য মনে প্রাণে আত্মনিয়োজিত থাকি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৮শে অক্টোবর

# সাধু শিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে * ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : আব্রাহামের পরমেশ্বরের সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করলেন,
তিনি যা সাধন করলেন, তাঁরা তা বুঝতে পারলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রতাপ * উন্নীত হবে। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : তাঁরা * প্রভুর নির্দেশগুলি
ও তাঁর বিধান মেনে চললেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * তোমার গৃহে
অন্তরের সততায় আচরণ করলেন। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,
উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র তাদের আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে স্তম্ভেরই মত করব।

উ সেগুলির উপরে আমি আমার ঈশ্বর ও সেই নগরীর নাম লিখে দেব।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মার্ক ৩:১৩-১৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : যিশু * আপন শিষ্যদের ডাকলেন ;
তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে
তাঁদের নাম দিলেন প্রেরিতদূত। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরাই * আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : আমি * তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত,
যে সেবাই করে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * তোমাদের আর দাস বলছি না,
তোমাদের আমি বন্ধু বলছি,
কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি,
তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর

সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তারা তোমাদের * বিচারসভায় তুলে দেবে,
সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে।
আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে,
যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা সকলে * যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

℟ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে তুমি বেছে নিয়েছ, প্রভু,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই * তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু * শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না :
তুমি চিরকালের মত যাজক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে আসন দিলেন
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল ;
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

প্ সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;

উ প্রভুর গৌরব।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : নবসৃষ্টি-কালে * যখন মানবপুত্র
নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন,
তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য
বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের ফলেই আমরা তোমার নাম জানতে পারব। সাধু শিমোন ও যুদার মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে খ্রিষ্টমণ্ডলীর ক্রোড়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# নভেম্বর

১ (নিখিল সাধুসাধ্বী) ২ (পরলোকগত ভক্তবৃন্দ) ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ (লাতেরান মহাগির্জা) ১০ ১১ (সাধু মার্টিন) ১২ ১৩ (নিখিল সাধু সন্ন্যাসী) ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ (সাধু আন্দ্রিয়)

## ১লা নভেম্বর

# নিখিল সাধুসাধ্বী

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

### ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো খ্রিষ্ট, মুক্তিদাতা,
তব মাতা মোদের হয়ে
যাচনা করেন অবিরত :
কৃপা কর গো নিয়ত।

তোমরাও সকল দূতবাহিনী,
স্বর্গধাম যাঁদের বসতি,

হও তোমরা মোদের রক্ষী,
হব মোরা খ্রিষ্টের সাক্ষী।

বিচারকর্তার নবীসকল,
প্রভুর যত প্রেরিতশিষ্য,
যাচনা কর প্রভু-পদে,
রাখ মোদের নিরাপদে।

প্রভুর সকল নির্ভীক শহীদ,
গণপালক, মহাচার্য,
মোদের হয়ে কর ভিক্ষা,
পাব মোরা আন্তর দীক্ষা।

হে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী,
—পুণ্যসভার যাঁরা ভূষণ—
মর্তে দিয়ো দেখতে শান্তি,
দেখব একদিন স্বর্গের কান্তি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
তব জয় মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (এলিসাখার - ১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : সিংহাসনের চারপাশে * উপস্থিত সকল স্বর্গদূত
সিংহাসনের সম্মুখে প্রণিপাত ক'রে ঈশ্বরকে পূজা করতেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার আপন রক্তদানে তুমি আমাদের করেছ মুক্ত ;
আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজ্য। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর * মনোনীতজন যারা,
তোমরা সকলে বল : প্রভু ধন্য। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * সেই সকল বন্ধু,
তাঁর সেই নিখিল সাধুসাধ্বী প্রশংসিত হোন। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১২:২২-২৪)

তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, নবীন এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যিশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী ঘোষণা করে থাকে।

## শ্লোক

প্র ধার্মিকজন সকলে উল্লসিত * ঈশ্বরের সামনে।
উ ধার্মিকজন সকলে উল্লসিত * ঈশ্বরের সামনে।
প্র তাঁরা মহা আনন্দে আনন্দিত
উ ঈশ্বরের সামনে।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকজন সকলে উল্লসিত * ঈশ্বরের সামনে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দূত, * মহাদূত, খেরুব ও সেরাফদূত ও স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দ ;
কুলপতি ও নবীসকল ; প্রেরিতদূত, সাক্ষ্যমর, পালক ও আচার্য সকল ;
চিরকুমারী, সন্ন্যাসী ও নিখিল সাধুসাধ্বী
তোমার গৌরবগান করেন, হে পরম ত্রিত্ব একেশ্বর। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বপুণ্যগুণের উৎস, যিনি নিজেই পুণ্যজনদের পুরস্কার, আসুন, আমাদের সেই পরম পিতাকে ডাকি :

*নিখিল সাধুসাধ্বীর পুণ্যে আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-সর্বপবিত্রতার উৎস হে ঈশ্বর, তুমি তো সাধুসাধ্বীর জীবনে তোমার বৈচিত্র্যময় অনুগ্রহের কীর্তি প্রকাশ কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের মধ্যে তোমার পরাক্রম ও প্রেমের চিহ্ন সবসময় দেখতে পারি।

-তুমি তো সাধুসাধ্বীর জীবনে তোমার মণ্ডলীর কাছে তোমার পুত্রের ছবি ও প্রতিবিম্ব দান কর। সাহায্য কর, তাঁদের আদর্শে আমরা যেন তোমার সঙ্গে আরও গভীরতর ভাবে এক হতে পারি।

-তুমি তো সাধুসাধ্বীর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় যেরুশালেমের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর। কৃপা কর, আমরা যেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দ্রুত পদে ও নির্বিঘ্নে তোমার কাছে আসতে পারি।

-তোমার মঙ্গলবিধানেই আমরা প্রভুর ভোজে এবং মণ্ডলীর উপাসনা-কর্মের মধ্য দিয়ে নিখিল সাধুসাধ্বীর স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যোগদান করতে পারি। আমাদের মন উদ্বুদ্ধ করে তোল, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে তোমার স্বর্গীয় প্রশংসাগানের অংশী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি : যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : সাধুসাধ্বীর সমাবেশ ঈশ্বরের গুণকীর্তন করে ;
এসো, আমরাও প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : যিনি নিখিল সাধুসাধ্বীর গৌরব,
এসো, রাজাধিরাজ সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো খ্রিষ্ট, স্বর্গের ভূষণ,
ওগো সাধুসাধ্বীর জীবন,
গ্রহণ কর মোদের অর্ঘ্য,
মোদের স্তুতিবাদ।

স্বর্গদূতগণ সমস্বরে
তব স্তুতিগানে রত ;
নিখিল সাধুসাধ্বী করেন
তব উৎকীর্তন।

তব মাতা ও সাধুসাধ্বী
মোদের হয়ে করেন যাচনা :
পাপ মোদের কর ক্ষমা,
কর আশীর্বাদ।

মঞ্জুর কর, মোরা যেন
অদ্য তব স্তুতি ক'রে
একদিন স্বর্গে গাইতে পারি
'ধন্য ত্রিত্ব হে।' (১০ম শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * কী মহিমময় তোমার নাম!
তুমি তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট,
তাঁদের দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার। সাম ৮

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * যাদের সকল কাজ ধর্মময়, তারাই তোমার তাঁবুতে
আতিথ্য পাবে,
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি তোমার সাধুসাধ্বীকে জানিয়ে দিলে জীবনের পথ,
তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা। সাম ১৬

প্ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল,
উ সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : এই তো * প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
যাকোবের ঈশ্বরের শ্রীমুখ-অন্বেষী যারা। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। সাম ৩২

৩য় ধুয়ো : হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
সুখী তারা, যারা তোমাতেই ভরসা রাখে ;
যাদের আচরণ নিখুঁত, তাদের তুমি মঙ্গল থেকে বঞ্চিত কর না ;
তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকে। সাম ৮৪

প্র প্রভুর সম্মুখে ধার্মিকজন সকল উল্লসিত ;
উ তারা মহা আনন্দে আনন্দিত।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন যারা, * তোমরা সকলে বল : প্রভু ধন্য।
কর তাঁর নামের স্তুতিগান।

**সর্বযুগের রাজার স্তুতিগান** (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:২-১০ক)

ধন্য ঈশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়, তাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী ;
কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন ;
পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন, †
মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন ;
তাঁর হাত এড়াতে পারে, তেমন কিছুই নেই।

বিজাতীয়দের সামনে তাঁর স্তুতিগান কর, ইস্রায়েল সন্তানসকল, †
কারণ ওদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়ে
তিনি এইখানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করলেন ;

সকল প্রাণীর সামনে তাঁর বন্দনা কর, †
তিনিই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের পিতা, চিরকালীন ঈশ্বর।

তোমাদের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে
তিনি আবার তোমাদের সকলকে দয়া করবেন।
যাদের মাঝে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে,
সেই সকল জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের সংগ্রহ করবেন।

তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে
সত্যের সাধক হও তাঁর সামনে;
তবেই তিনি তোমাদের দিকে ফিরে চাইবেন,
তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাঁর আপন শ্রীমুখ।

এখন ভেবে দেখ তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমাদের প্রতি,
মুক্তকণ্ঠে তাঁকে জানাও ধন্যবাদ;
ধর্মময়তার প্রভুকে বল ধন্য,
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর।

এই নির্বাসনের দেশে আমি তাঁর স্তুতিগান করি,
তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের কথা এক পাপিষ্ঠ জাতির কাছে জ্ঞাত করি।
ফিরে এসো, পাপীরা, যা ন্যায় তাই কর তাঁর সামনে,
কে জানে! তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের দয়া করবেন।

আমি ঈশ্বরের বন্দনা করি,
আমার প্রাণ স্বর্গের রাজায় মেতে ওঠে।
সকলেই তাঁর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নতুন যেরুশালেম (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১০-১৩)

হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম, †
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,

তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

**স্বর্গীয় যেরুশালেম** (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১৫, ১৬গ-১৭ক, ১৭থ-১৮)

তবে উল্লাস কর!
ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে
সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
কারণ যেরুশালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।

নীলকান্তমণি ও মরকতমণিতেই পুনর্নির্মিত হবে তার তোরণদ্বার,
রত্ন-মণিতেই তার সমস্ত প্রাচীর।
যেরুশালেমের যত রাস্তা-ঘাটে
ফিরোজা পাথর ও ওফিরের পাথর পাতা হবে।

যেরুশালেমের তোরণদ্বারে আনন্দের সঙ্গীত ধ্বনিত হবে,
তার সকল বাড়ি-ঘর গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া! ধন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর;
তারাও ধন্য, যারা তাঁর পবিত্র নাম ধন্য করবে যুগে যুগে চিরকাল।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো: প্রভুর মনোনীতজন যারা, তোমরা সকলে বল: প্রভু ধন্য।
কর তাঁর নামের স্তুতিগান।

*প্র* প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;
*উ* লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:১৩-১৬।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : সাধুসাধ্বীর সমাবেশ ঈশ্বরের গুণকীর্তন করে ;
এসো, আমরাও প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : যিনি নিখিল সাধুসাধ্বীর গৌরব,
এসো, রাজাধিরাজ সেই প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

জগৎত্রাতা, ওগো যিশু,
শোন মোদের কাতর কণ্ঠ :
মোরা ক্লেশে জর্জরিত,
কর মোদের উদ্দীপিত।

মোদের মঙ্গল করুন যাচনা
স্বর্গের যত দূতবাহিনী,

কুলপতি, সকল নবী,
প্রাচীন সন্ধির সাধুসাধ্বী।

পাপের ক্ষমা লাভি যেন
পথপ্রদর্শক করুন ভিক্ষা ;
প্রেরিতশিষ্যদের মিনতি
শোন তুমি, দিয়ো শকতি।

সাক্ষ্যমরদের পুণ্যে যেন
হয়ে ওঠে নির্মল অন্তর ;
হোন সকল চিরকুমারী
মোদের নিত্য মঙ্গলকারী।

সন্ন্যাসজীবন ক'রে যাপন
যাঁরা এখন স্বর্গবাসী,
তাঁদের পুণ্যে হয়ে প্রীত,
মোদের কর পবিত্রিত।

পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে,
ওগো খ্রিষ্ট, তুমি পূজ্য ;
করে সাধুসাধ্বীর অন্তর
তব বন্দনা নিরন্তর। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : সিংহাসনের চারপাশে * উপস্থিত সকল স্বর্গদূত
সিংহাসনের সম্মুখে প্রণিপাত ক'রে ঈশ্বরকে পূজা করতেন। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার আপন রক্তদানে তুমি আমাদের করেছ মুক্ত ;
আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজ্য। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর * মনোনীতজন যারা,
তোমরা সকলে বল : প্রভু ধন্য। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * সেই সকল বন্ধু,
তাঁর সেই নিখিল সাধুসাধ্বী প্রশংসিত হোন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:১৭-১৮)

ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

## শ্লোক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।
উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধার্মিকেরা * তাদের পিতার রাজ্যে
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সর্বপুণ্যগুণের উৎস, যিনি নিজেই পুণ্যজনদের পুরস্কার, আসুন, আমাদের সেই পরম পিতাকে ডাকি :

*নিখিল সাধুসাধ্বীর পুণ্যে আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-সর্বপবিত্রতার উৎস হে ঈশ্বর, তুমি তো সাধুসাধ্বীর জীবনে তোমার বৈচিত্র্যময় অনুগ্রহের কীর্তি প্রকাশ কর। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁদের মধ্যে তোমার পরাক্রম ও প্রেমের চিহ্ন সবসময় দেখতে পারি।

-তুমি তো সাধুসাধ্বীর জীবনে তোমার মণ্ডলীর কাছে তোমার পুত্রের ছবি ও প্রতিবিম্ব দান কর। সাহায্য কর, তাঁদের আদর্শে আমরা যেন তোমার সঙ্গে আরও গভীরতর ভাবে এক হতে পারি।

-তুমি তো সাধুসাধ্বীর মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় যেরুশালেমের আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে সঞ্চার কর। কৃপা কর, আমরা যেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে দ্রুত পদে ও নির্বিঘ্নে তোমার কাছে আসতে পারি।

-তোমার মঙ্গলবিধানেই আমরা প্রভুর ভোজে এবং মণ্ডলীর উপাসনা-কর্মের মধ্য দিয়ে নিখিল সাধুসাধ্বীর স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যোগদান করতে পারি। আমাদের মন উদ্বুদ্ধ করে তোল, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে তোমার স্বর্গীয় প্রশংসাগানের অংশী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সিংহাসনের চারপাশে * উপস্থিত সকল স্বর্গদূত
সিংহাসনের সম্মুখে প্রণিপাত ক'রে ঈশ্বরকে পূজা করতেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬৫:১৮-১৯)

আমি যা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তার জন্য তোমরা সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে; কেননা দেখ, আমি যেরুশালেমকে পুলক-ভূমি, ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমি যেরুশালেমকে নিয়ে পুলকে মেতে উঠব, আমার জনগণকে নিয়ে উল্লাস করব। তার মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।

*প্র* আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,

*উ* স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার মহান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার আপন রক্তদানে তুমি আমাদের করেছ মুক্ত ;
আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজ্য।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ১:১৫-১৬

যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে: 'তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র।'

*প্র* প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,

*উ* কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর * মনোনীতজন যারা,
তোমরা সকলে বল : প্রভু ধন্য।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:১০-১১; ২২:৩খ-৪)

সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেম। তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! তার মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে; তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম।

*প্র* ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি,

*উ* ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো খ্রিষ্ট, মুক্তিদাতা,
তব মাতা মোদের হয়ে
যাচনা করেন অবিরত :
কৃপা কর গো নিয়ত।

তোমরাও সকল দূতবাহিনী,
স্বর্গধাম যাঁদের বসতি,
হও তোমরা মোদের রক্ষী,
হব মোরা খ্রিষ্টের সাক্ষী।

বিচারকর্তার নবীসকল,
প্রভুর যত প্রেরিতশিষ্য,
যাচনা কর প্রভু-পদে,
রাখ মোদের নিরাপদে।

প্রভুর সকল নির্ভীক শহীদ,
গণপালক, মহাচার্য,
মোদের হয়ে কর ভিক্ষা,
পাব মোরা আন্তর দীক্ষা।

হে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী,
—পুণ্যসভার যাঁরা ভূষণ—
মর্তে দিয়ো দেখতে শান্তি,
দেখব একদিন স্বর্গের কান্তি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
তব জয় মোদের গানে,
চিরস্তুতি সর্বস্থানে। (এলিসাখার - ১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : সিংহাসনের চারপাশে * উপস্থিত সকল স্বর্গদূত
সিংহাসনের সম্মুখে প্রণিপাত ক'রে ঈশ্বরকে পূজা করতেন। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : হে প্রভু, * তোমার আপন রক্তদানে তুমি আমাদের করেছ মুক্ত ;
আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজ্য। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর * মনোনীতজন যারা,
তোমরা সকলে বল : প্রভু ধন্য। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * সেই সকল বন্ধু,
তাঁর সেই নিখিল সাধুসাধ্বী প্রশংসিত হোন। গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ৬:১৬খ ; ৭:১)

আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। প্রিয়তমেরা, তেমন

প্রতিশ্রুতি পেয়ে, এসো, দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, প্রভুভয়ের সঙ্গে আমাদের পবিত্রীকরণের পূর্ণতা সাধনা করি।

## শ্লোক

প্ল নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।
উ নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।
প্ল ঈশ্বর তোমাদের বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।
উ প্রভুতে মেতে ওঠ।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আহা, * কতই না মহিমময় সেই রাজ্য,
যেখানে নিখিল সাধুসাধ্বী খ্রিষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন।
সাদা পোশাকে পরিবৃত হয়ে
তাঁরা মেষশাবকের অনুসরণ করেন অনুক্ষণ। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নিজেই সাধুসাধ্বীর গৌরবমুকুট, আসুন, ভক্তিভরে সেই ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, সাধুসাধ্বীর প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তোমার পুত্র খ্রিষ্টে তোমার মণ্ডলীকে প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে গড়ে তুলেছ। আমরা যেন প্রৈরিতিক শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি।

-তোমার শক্তিগুণে সাক্ষ্যমরেরা রক্তদান পর্যন্তই খ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তোমার অনুগ্রহে সকল খ্রিষ্টভক্ত যেন সুসমাচারের নির্ভীক সাক্ষী হতে পারে।

-তোমার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য চিরকুমারী খ্রিষ্টের বিশেষ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। এখনও সেই অনুপ্রেরণা দান কর, মণ্ডলীর মধ্যে যেন চিরকুমারীত্বে নিহিত স্বর্গের পূর্বলক্ষণ কখনও ম্লান না হয়।

-তুমি তো সাধুসাধ্বীর জীবনাচরণে তোমার নিজের মঙ্গলময়তা ও সহায়তা প্রকাশ কর। তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যেন তোমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারি।

-ধন্যা কুমারী মারীয়া, সাধু যোসেফ ও নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করতে আমাদের মৃত ভাইবোনদের স্বর্গে গ্রহণ কর। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন একদিন তোমার স্বর্গীয় আবাসে স্থান পেতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি এক-ই ধর্মানুষ্ঠানে তোমার নিখিল সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন করার সুযোগ আমাদের দিয়েছ। অনুনয় করি: যখন শত শত স্বর্গীয় ভাইবোন তোমার কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তখন তুমি আমাদের উপর তোমার প্রসন্নতা শত ধারায় বর্ষণ করায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

২রা নভেম্বর

# পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ

সাধারণ ব্যবস্থা : মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা।
রবিবার দিনে রবিবারেরই ব্যবস্থা পালনীয়।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রসন্ন হয়ে আমাদের মিনতি কান পেতে শোন: মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত তোমার পুত্রের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যেমন আজ গভীরতর হয়, তেমনি তোমার পরলোকগত সন্তানদের পুনরুত্থান লাভের আশাও যেন আমাদের অন্তরে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৩রা নভেম্বর

## সাধু মার্টিন দ্য পরেস, ধর্মব্রতী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু (ধর্মব্রতী)।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাধু মার্টিনকে নম্রতার পথ ধরে স্বর্গীয় গৌরবে চালিত করেছ। আশীর্বাদ কর : এ জীবনকালে তাঁর উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমরা যেন স্বর্গধামে তাঁর সঙ্গে গৌরব লাভের যোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ধন্য পরমেশ্বর! * তিনি সর্বজাতির পরিত্রাণ প্রস্তুত করেছেন :
অন্ধকার থেকে জ্যোতির্লোকেই তিনি তাদের আহ্বান করেন। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভু কতই না মঙ্গলময়! * তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সেবক মার্টিনকে
পরিতৃপ্ত করেছেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানে। গীতিকা

৪ঠা নভেম্বর

## সাধু চার্লস বরমেয়ো, বিশপ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, অনুনয় করি: বিশপ সাধু চার্লসকে তুমি যে প্রেরণায় পূর্ণ করেছিলে, সেই প্রেরণা তোমার জনগণের মধ্যেও রক্ষা কর, যেন তোমার মণ্ডলী নিত্য নবায়িত হয় ও খ্রিষ্টের সাদৃশ্যের অনুরূপ হয়ে উঠে জগতের কাছে খ্রিষ্টের প্রকৃত রূপ দেখাতে পারে। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৯ই নভেম্বর

# লাতেরান মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

পর্ব

জাগরণী | প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | (২য়) সন্ধ্যারতি

## ১ম সন্ধ্যারতি

১ম সন্ধ্যারতি তখনই পালিত হবে, যখন পর্বটি রবিবার দিনে পড়ে।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পুণ্য নগর যেরুশালেম,
তোমায় বলে শান্তিদর্শন।
জীবনপূর্ণ প্রস্তর নিয়ে
স্বর্গেই তো নির্মিতা তুমি।
দিব্য দূতগণ তোমায় ঘিরে,
শুচি কনেই যেন তুমি।

সেই-কক্ষের দিকে
স্বর্গ হতে নেমে আসছ
হয়ে সজ্জিতা, শ্রীমণ্ডিতা,
পুণ্যের মুক্তা অলঙ্কৃতা—

সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সঙ্গে
তুমি যে হবে মিলিতা।

দেখ, তব তোরণ সকল
যত রত্নে দীপ্তিময়।
সাধুসাধ্বীর যাচনার ফলে
তুমি তাদের করবে বরণ
এখন যারা মর্তলোকে
খ্রিষ্টনাম করে স্মরণ।

মোরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর,
যা ক্লেশ দ্বারা পবিত্রিত,
যা নির্মাতার হাতের দ্বারা
যার যার স্থানে হল স্থিত,
এতে তুমি, পুণ্য নগর,
থাকবে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতা শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন। আল্লেলুইয়া। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,

সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ। আল্লেলুইয়া। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই

গাঁথা প্রভুর গৃহ। আল্লেলুইয়া। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,

তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস। আল্লেলুইয়া।

গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা ; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে ; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

*প্র* তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।

*উ* তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।

*প্র* চিরদিন চিরকাল,

*উ* পবিত্রতাই শোভা পায়।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর, * তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই,

যারা তাকে ভালবাস। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানকে একত্রিত করার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আসুন, আমাদের সেই বিশ্বত্রাতাকে ডাকি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার গৃহ পাথরের উপরেই নির্মাণ করেছ। বিশ্বাসে ও আশায় আমাদের স্থিতমূল করে রাখ।

-তোমার বুকের বিদ্ধ পাশ থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তোমার নব ও চিরন্তন সন্ধির সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-যারা তোমার নামে সম্মিলিত হয়, তুমি তাদের মাঝে উপস্থিত। তোমার মণ্ডলী একাত্ম হয়ে যে প্রার্থনা তোমার চরণে রাখে, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।

-যারা তোমাকে ভালবাসে, তুমি পিতার সঙ্গে তাদের অন্তরে বসবাস কর। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার প্রেমের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তো তাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

ধুয়ো : হে খ্রিষ্টের কনে মণ্ডলী,
তোমার বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম পিতার পুত্র খ্রিষ্ট
দিব্য পর্বতচূড়া হতে
নেমে এলেন এই ভূলোকে
পর্বত থেকেই শৈল যেন,
স্বর্গ ও মর্ত যুক্ত করলেন
সংযোগপ্রস্তর যেন।

অবিরত স্বর্গমন্দির
ঐশগানে পরিপূর্ণ ;
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর
দিবারাত্র প্রশংসিত,
সে-ই গানে যোগদান করতে
মোরা নিমন্ত্রিত।

মর্তে মন্দির যত, প্রভু,
কর পূর্ণ তব বিভায়।
তোমায় ডাকি, এসো, তুমি,
মোদের দশা কর দর্শন,
তব দিব্য অনুগ্রহ
হৃদে কর বর্ষণ।

এখানে একত্র হয়ে
তোমায় ডাকে ভক্তবৃন্দ ;
তব রক্ষা করে ভিক্ষা,
তব কৃপার যত দান,
দেহ ছেড়ে একদিন লাভবে
তোমার পাশে স্থান।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা। সাম ৮৭

প্র তোমার গৃহে, প্রভু,
উ পবিত্রতাই শোভা পায় চিরদিন।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * হবেন আমার আপন পরমেশ্বর,
এই প্রস্তরকে বলা হবে ঈশ্বরের গৃহ। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : মোশি * প্রভু পরমেশ্বরের জন্য
একটি বেদি নির্মাণ করলেন। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : যে বাস করে * পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় করে রাত্রিযাপন। সাম ৯১

প্র আমার গৃহকে
উ বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ধন্য তুমি, প্রভু, * তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল।

## নতুন যেরুশালেম (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১০-১৩, ১৫-১৮)

সকলে প্রভুর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম, †
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,

তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
তবে উল্লাস কর! †
ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!

প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
কারণ যেরুশালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## শান্তিতেই একতা (গীতিকা ইশা ২:২-৩)

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।

বহু জাতি এসে বলবে, †
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## প্রভুর প্রকৃত উপাসকমণ্ডলী (গীতিকা যেরে ৭:২-৭)

প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর।

সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন : †
তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর,
তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব।

যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!'
তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না।
বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ
ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর,

যদি একে অন্যের প্রতি
ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর,
যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর,

যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও,
তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই,
এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম
প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ধন্য তুমি, প্রভু, তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল।

℣ আমি তোমার পবিত্র মন্দির পানে প্রণিপাত করব।
℟ ওগো প্রভু, আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:২৩-২৪ অথবা লুক ১৯:১-১০ অথবা যোহন ২:১৩-২২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

ধুয়ো : হে খ্রিষ্টের কনে মণ্ডলী,
তোমার বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসেন ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অন্যথা :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ভক্তমণ্ডলী এক গৃহ,
খ্রিষ্ট তারই সংযোগপ্রস্তর।
তিনি গৃহ সুসংবদ্ধ
সদা সংরক্ষিত রাখবেন।
পুণ্য সিয়োন, বিশ্বাস কর!
বিশ্বাসগুণে অটল থাকবে।

পুণ্য নগর যেরুশালেম
ঐশপ্রেমে পরিপূর্ণা,
জয়োল্লাসে হয়ে মুখর
দিবারাত্র ভক্তিভরে
এক মহেশ্বর পরম ত্রিত্বের
স্তুতিগান প্রচার করে।

এসো তব এ-ই গৃহে,
ওগো পরমেশ্বর, এসো।
তুমি তো যে মঙ্গলময়,
মোদের দশা কর দর্শন;
গৃহের উপর কৃপা ক'রে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

এ-ই গৃহে সবে শোনে
তব প্রেমের কীর্তি, প্রভু।
সবার আশা—মৃত্যু এলে
তারা তখন স্বর্গেই যাবে,
নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
চিরকালীন বিশ্রাম পাবে।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো:
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : রত্ন-মণিতেই * তোমার সমস্ত প্রাচীর,
যেরুশালেমের যত মিনার মণিমুক্তায় তৈরী হবে। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৫৬:৭)

আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব। তাদের আহুতি ও যজ্ঞগুলো তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে, কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।
*উ* প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।
*প্র* আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
*উ* তিনি মহাপ্রশংসনীয়।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : জাখেয়, * শীঘ্র নেমে এসো।
কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।

সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাল।

আজ এই বাড়িতে প্রবেশ করেছে পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মণ্ডলী হল সেই আত্মিক মন্দির স্বয়ং খ্রিষ্ট যার মনোনীত প্রস্তর, আর আমরা নিজেরা যার জীবন্ত প্রস্তর। আসুন, পিতার কাছে তাঁর প্রিয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা ক'রে আমাদের বিশ্বাস ঘোষণা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে পবিত্র করে তোল।*

-হে পবিত্র পিতা, হে দিব্য কৃষক, তোমার আঙুরখেত পরিশুদ্ধ কর, তার যত্ন নাও, তা ফলবান করে তোল, তোমার আশীর্বাদে তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

-হে শাশ্বতকালীন মেষপালক, তোমার পালকে রক্ষা কর, তার বৃদ্ধি ঘটাও, সকল মানুষ যেন একমাত্র পালকের তত্ত্বাবধানে একমাত্র পালে একত্রিত হয়।

-হে উত্তম বীজবুনিয়ে, জগতের মাঠে তোমার বাণীর বীজ বুনে দাও; সেই বীজ যেন তোমার রাজ্যের মাঠে একশ' গুণ ফসল দিতে পারে।

-হে সুদক্ষ গৃহনির্মাতা, তোমার গৃহ সুসংবদ্ধ করে রাখ, তোমার নামে একত্রিত তোমার আপন পরিবারকে পবিত্র করে তোল, যেন তোমার পুত্রের সেই পবিত্রা কনে সকল মানুষের কাছে নব যেরুশালেমরূপেই উজ্জ্বল প্রকাশ পায়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর মন্দির পবিত্র,
সেই মন্দির ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৩:১৬-১৭)

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

℣ তোমার গৃহ ভালবাসি, প্রভু,

℟ এই স্থানটি যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমার গৃহে * পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ৬:১৬)

আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

℣ যেরুশালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর।

℟ যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ, * সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ৭:২খ, ৪-৫ক, ৭ক)

প্রভুর বাণী শোন তোমরা সকলে, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানে।

*প্র* প্রবেশ কর প্রভুর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে

*উ* তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# (২য়) সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পুণ্য নগর যেরুশালেম,
তোমায় বলে শান্তিদর্শন।
জীবনপূর্ণ প্রস্তর নিয়ে
স্বর্গেই তো নির্মিতা তুমি।
দিব্য দূতগণ তোমায় ঘিরে,
শুচি কনেই যেন তুমি।

সেই-কক্ষের দিকে
স্বর্গ হতে নেমে আসছ
হয়ে সজ্জিতা, শ্রীমণ্ডিতা,
পুণ্যের মুক্তা অলঙ্কৃতা—
সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সঙ্গে
তুমি যে হবে মিলিতা।

দেখ, তব তোরণ সকল
যত রত্নে দীপ্তিময়।
সাধুসাধ্বীর যাচনার ফলে
তুমি তাদের করবে বরণ

এখন যারা মর্তলোকে
খ্রিষ্টনাম করে স্মরণ।

মোরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর,
যা ক্লেশ দ্বারা পবিত্রিত,
যা নির্মাতার হাতের দ্বারা
যার যার স্থানে হল স্থিত,
এতে তুমি, পুণ্য নগর,
থাকবে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতা শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস। গীতিকা ১৬

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:২-৩, ২২, ২৭)

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।' সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

## শ্লোক

প্র সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
উ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
প্র তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে,
উ যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: প্রভু * আপন আবাস পবিত্র করেছেন।

এই তো প্রভুর গৃহ, এইখানে লোকে করবে তাঁর নাম।
লেখাই তো আছে:
এইখানে বিরাজ করবে আমার নাম। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানকে একত্রিত করার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আসুন, আমাদের সেই বিশ্বত্রাতাকে ডাকি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার গৃহ পাথরের উপরেই নির্মাণ করেছ। বিশ্বাসে ও আশায় আমাদের স্থিতমূল করে রাখ।

-তোমার বুকের বিদ্ধ পাশ থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তোমার নব ও চিরন্তন সন্ধির সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-যারা তোমার নামে সম্মিলিত হয়, তুমি তাদের মাঝে উপস্থিত। তোমার মণ্ডলী একাত্ম হয়ে যে প্রার্থনা তোমার চরণে রাখে, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।

-যারা তোমাকে ভালবাসে, তুমি পিতার সঙ্গে তাদের অন্তরে বসবাস কর। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার প্রেমের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তো তাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

কোন গির্জার নিজের উৎসর্গীকরণ বার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, যারা তোমার আশীর্বাদে প্রতি বছর এই পবিত্র মন্দির উৎসর্গীকরণ বার্ষিকী পালন করে, তোমার সেই জনগণের প্রার্থনা গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এখানে সর্বদাই তোমার উদ্দেশে শুদ্ধ সেবাকর্ম সম্পাদন করতে পারি, ও লাভ করতে পারি মুক্তির পূর্ণতা। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

সকল গির্জায় পালনীয় কোন প্রধান গির্জা উৎসর্গীকরণ বার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তুমি তো জীবন্ত ও মনোনীত প্রস্তর নিয়েই তোমার মাহাত্ম্যের এক শাশ্বত বাসস্থান প্রস্তুত কর। তোমার মণ্ডলীতে তোমার দেওয়া সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ শত ধারায় সঞ্চার কর, যেন স্বর্গীয় যেরুশালেমের নির্মাণকর্মের উদ্দেশ্যে তোমার বিশ্বস্ত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা,

যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে ঈশ্বর, তোমার জনগণের সম্মিলনকে তুমি নিজেই মণ্ডলী নাম দিয়েছ। তাই আশীর্বাদ কর: তোমার নামে সমবেত হয়ে তোমার জনগণ যেন ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, এবং তোমাকে অনুসরণ ক'রে তোমার সুপরিচালনায় প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় আবাসে উপনীত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১০ই নভেম্বর

# মহাপ্রাণ সাধু লিও, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার যে মণ্ডলী প্রৈরিতিক শৈলের উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তুমি তো পাতালের শক্তিকে তাকে পরাভূত করতে দাও না। আশীর্বাদ কর: পোপ সাধু লিওর প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন তোমার সত্যে স্থিতমূল থেকে তোমার নিত্য শান্তি লাভে সুরক্ষিত হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্টের বাণীতে * দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে
পিতর দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রিষ্টমণ্ডলীকে সুচালিত করেন। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : বিশ্বমণ্ডলী জুড়ে * পিতর প্রতিদিন ঘোষণা করে চলেন :
তুমি খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। গীতিকা

১১ই নভেম্বর

# তুরের সাধু মার্টিন, বিশপ

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : সাধু মার্টিনের পর্বদিনে,

এসো, প্রভুর প্রশংসাগান করি। সাম ৯৫

| প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি |
|---|---|---|

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো পালকবৃন্দের প্রধান,

ওগো খ্রিষ্ট, সরল মনে,

মোরা করব এই দিবসে
উল্লাস স্তুতিগানে।

মেষপাল পালন করার জন্য
তিনি হলেন নিয়োজিত ;
তাঁরই দ্বারা আত্মা পালকে
করলেন পবিত্রিত।

তিনি হলেন উত্তম পালক
দিলেন মুক্তিপথের দিশা,
দুঃখীজনকে দিলেন শান্তি,
সবার হলেন পিতা।

তুমি যে সাধুদের মুকুট,
কর কৃপা, ওগো খ্রিষ্ট,
তাঁকে সামনে রেখে যেন
স্বর্গে হই প্রবিষ্ট।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্ব হোন অর্চিত। (১৫শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমাকে বস্ত্রহীন দে'খে, * মার্টিন দীক্ষাপ্রার্থী-মাত্র হয়েও,
আপন আলোয়ানের একটি অংশ ছিঁড়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। সাম ২

২য় ধুয়ো : মার্টিন * পরম ত্রিত্বে বিশ্বাস রেখে
লাভ করলেন বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ। সাম ৫

৩য় ধুয়ো : কোন অস্ত্রের উপর নয়, * ক্রুশ-চিহ্নের উপরেই নির্ভর ক'রে
আমি শত্রুদের সামনে নির্ভয়ে এগিয়ে যাব। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার পালের সন্ধান করব,
উ তার নিজের দেশভূমিতে তাকে ফিরিয়ে আনব।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : হে ঈশ্বরের যাজক মার্টিন,
তোমার জন্য স্বর্গ ও আমার পিতার রাজ্য উন্মুক্ত। সাম ২১

২য় ধুয়ো : মার্টিনের মৃতদেহ * সমাধিমন্দিরে দেওয়া হচ্ছে,
এমন সময় স্বর্গীয় গানের সুর ধ্বনিত হল। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : হে ঈশ্বরের যাজক মার্টিন, * হে উত্তম পালক,
আমাদের হয়ে প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। সাম ৯৭

প্র প্রভু তাকে আপন যাজক বলে মনোনীত করলেন,
উ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ভক্তি, * দয়া ও প্রেমে তুমি সত্যি অতুল্য ; ধন্য, তুমি ধন্য !
প্রভুর মঙ্গলদানেই তুমি সদা ছিলে পরিপূর্ণ।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা  সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ভক্তি, দয়া ও প্রেমে তুমি সত্যি অতুল্য; ধন্য, তুমি ধন্য!
প্রভুর মঙ্গলদানেই তুমি সদা ছিলে পরিপূর্ণ।

*প্র* আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই
*উ* তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর।

### স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:

‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৩:৮-২২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি : আমাদের অন্তরে তোমার

অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মহাপ্রাণ মার্টিনের কীর্তি
এসো, সবে করি স্মরণ ;
স্বর্গমর্ত মুখরিত,
মোদের অন্তর আনন্দিত।

তিনি ছিলেন নম্র, শুচি,
যাপন করলেন পুণ্য জীবন ;
মর্তে স্থাপন করলেন শান্তি,
এখন তিনিই স্বর্গের কান্তি।

স্বর্গ হতে অদ্য তিনি
মোদের অশ্রুজল দেন মুছে,
বিশ্বে দয়া করেন প্রকাশ,
মঙ্গল যত করেন বিকাশ।

তবে এসো, সমস্বরে
প্রভুর সেবকের প্রশংসি ;
মোদের জীবন পুণ্য করতে
তাঁর প্রচেষ্টা সদাই বর্তে।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : শিষ্যেরা * মার্টিনকে বললেন :
আহা, পিতা, কেন আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ?
দেখ, আমরা কতই না অবসন্ন,
কার হাতেই বা তুমি আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে? সাম ১০০

২য় ধুয়ো : প্রভু, * তোমার জনগণের পক্ষে
আমার উপস্থিতির এখনও প্রয়োজন হলে,
এ পরিশ্রমও আমি অস্বীকার করব না :
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আহা, কী মহাপুরুষ!
তিনি পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুর সামনেও অপরাজেয়!
তিনি মৃত্যুকে ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : চোখ ও দু'হাত * স্বর্গের দিকে উত্তোলিত রেখে
তিনি ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা থেকে কখনও বিরত হননি। আল্লেলুইয়া। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : মার্টিন * আনন্দের মধ্যে আরোহণ করছেন আব্রাহামের দিকে।
দরিদ্র ও বিনম্র মার্টিন ধনবান হয়ে উঠে প্রবেশ করছেন স্বর্গধামে।
স্বর্গীয় সভা স্তুতিবন্দনা গানে
তাঁকে গ্রহণ করছে। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রজ্ঞা ৭:১৩-১৪)

সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি, তার ঐশ্বর্য গোপন রাখি না। কেননা প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই। যারা তা

অর্জন করে, তারা ঈশ্বরের বন্ধুত্বেই ভূষিত হয়, সেই শিক্ষাবাণীর দানগুলি গুণেই তারা তাঁর প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

## শ্লোক

প্ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
উ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
প্ ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করুক তাঁদের প্রশংসাবাদ,
উ সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে ধন্য মহাপুরুষ! * তোমার প্রাণ স্বর্গ লাভ করল :
দূত-মহাদূত আনন্দিত, সাধুরা সকলেই করেন তোমার স্তুতিগান,
চিরকুমারীর দল গেয়ে ওঠেন :
আমাদের সঙ্গে থাক চিরকাল! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

*হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।*

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি: আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু, * তোমার জনগণের পক্ষে
আমার উপস্থিতির এখনও প্রয়োজন হলে,
এ পরিশ্রমও আমি অস্বীকার করব না :
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৪:১৬)

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন,

℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি: আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আহা, কী মহাপুরুষ !

তিনি পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুর সামনেও অপরাজেয় !

তিনি মৃত্যুকে ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না।

*উ* সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি : আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : চোখ ও দু'হাত * স্বর্গের দিকে উত্তোলিত রেখে
তিনি ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা থেকে কখনও বিরত হননি। আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৩:১৩)

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে,

℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি: আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দিব্যানন্দের পর্বদিবস
আবার এল মোদের ঘরে ;
এসো, পালকেরই গৌরব
করি গান সমস্বরে।

পালের রক্ষা তাঁরই চিন্তা,
পালের মঙ্গল তাঁরই চেষ্টা,
নানা প্রয়োজনে তিনি
হলেন নেতা, উপদেষ্টা।

বাঘে দস্যু ঘেরি থেকে
বহু দূরে বিতাড়িত ;
তাঁরই দ্বারা মেষপাল হল
পরিপুষ্ট, সুরক্ষিত।

ওগো পালক, তুমি স্বর্গে
দিব্যানন্দের অংশভাগী :
ঐশকৃপায় মোদের কর
দিব্যপ্রেমের অনুরাগী।

হে সনাতন পালক খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

১ম ধুয়ো : শিষ্যেরা * মার্টিনকে বললেন :
আহা, পিতা, কেন আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ?
দেখ, আমরা কতই না অবসন্ন,
কার হাতেই বা তুমি আমাদের ফেলে রেখে চলে যাবে? সাম ১১০

২য় ধুয়ো : প্রভু, * তোমার জনগণের পক্ষে
আমার উপস্থিতির এখনও প্রয়োজন হলে,
এ পরিশ্রমও আমি অস্বীকার করব না :
তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : আহা, কী মহাপুরুষ!
তিনি পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুর সামনেও অপরাজেয়!
তিনি মৃত্যুকে ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : চোখ ও দু'হাত * স্বর্গের দিকে উত্তোলিত রেখে
তিনি ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা থেকে কখনও বিরত হননি। আল্লেলুইয়া। সাম ১৩২

৫ম ধুয়ো : মার্টিন * আনন্দের মধ্যে আরোহণ করছেন আব্রাহামের দিকে।
দরিদ্র ও বিনম্র মার্টিন ধনবান হয়ে উঠে প্রবেশ করছেন স্বর্গধামে।
স্বর্গীয় সভা স্তুতিবন্দনা গানে
তাঁকে গ্রহণ করছে। গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৫:১-৪)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের

সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

## শ্লোক

প্ল ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
প্ল ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।
উ ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো: হে ধন্য বিশপ মার্টিন! * তুমি সমস্ত শক্তি দিয়ে খ্রিষ্ট রাজাকে ভালবাসলে,
ভয় করনি জগতের শাসন।
হে পুণ্যাত্মা, নির্যাতকের খড়্গ যদিও তোমাকে আঘাত করেনি,
তবু তুমি লাভ করেছ সাক্ষ্যমরদের মালা। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, বিশপ সাধু মার্টিনের জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুমি ঘটিয়েছ তোমার মহিমার এক উজ্জ্বল প্রকাশ। অনুনয় করি: আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহের আশ্চর্য কীর্তি পুনঃসাধন কর, যেন জীবন বা মৃত্যু কোন কিছুই তোমার ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১২ই নভেম্বর

## স্তুদিওর সাধু থেওদরস, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি আব্বা থেওদরসের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছিলে যে, তিনি ঐক্যবদ্ধ জীবনের পদ্ধতি ও আদর্শ উজ্জ্বলতর করতে পেরেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: তাঁর আদর্শ ও সহায়তার উপর নির্ভর করে আমরা যেন সহনশীলতার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে তাঁর রাজ্যের অংশীদার হতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ১২ই নভেম্বর

## সাধু যোশাফাৎ, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাক্ষ্যমর।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে বিশপ সাধু যোশাফাৎ মেষগুলির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তুমি তোমার মণ্ডলীর মধ্যে পবিত্র আত্মার সেই প্রেরণা জাগিয়ে তোল, আমরাও যেন একই আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভাইবোনদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত না হই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৩ই নভেম্বর

# নিখিল সাধু সন্ন্যাসী

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;

শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * দৃষ্টি রাখেন সেই ধার্মিকদের পথে,
যারা তাঁর বিধান জপ করে নিশিদিন। সাম ১

২য় ধুয়ো : তারা * প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রচার করল,
তিনি আপন পবিত্র পর্বতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : এই তো * প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর। সাম ২৪

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : সুখী তারা, * যাদের বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
তারা তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * সুখী তারা,
যারা তোমাতেই ভরসা রাখে ;
যাদের আচরণ নিখুঁত, তুমি মঙ্গল থেকে তাদের বঞ্চিত কর না,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকবে। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : ধার্মিক মানুষ * বিকশিত হবে খেজুরগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত। সাম ৯২

প্র এই তো প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
উ তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি * পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক।

### ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

### ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক।

*প্র* আপন সাধুসাধ্বীর মধ্যে প্রভু গৌরবময়।

*উ* আপন মহিমায় তিনি ভয়ঙ্কর।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১৯:৩-১২ অথবা মার্ক ১০:১৭-৩০ অথবা লুক ৯:৫৭-৬২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ক্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * পবিত্র হও,
তবে আমি ঘটাব তোমাদের বংশবৃদ্ধি,
তোমরা যেন আমার জনগণের জন্য
এই গৃহে প্রার্থনা কর। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:১৫-১৬)

খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো। খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল।

## শ্লোক

*প্র* সুখী তারা, যারা বাস করে * তোমার গৃহে, প্রভু।
*উ* সুখী তারা, যারা বাস করে * তোমার গৃহে, প্রভু।
*প্র* তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকে,
*উ* তোমার গৃহে, প্রভু।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* সুখী তারা, যারা বাস করে * তোমার গৃহে, প্রভু।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কতিপয় সন্ন্যাস-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছেন যেন মণ্ডলীতে ঐশসেবার প্রতিষ্ঠান সবসময় বর্তমান থাকে, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি।*

-তুমি সাধু বেনেডিক্টকে সন্ন্যাসজীবনের পিতা ও উজ্জ্বল আদর্শ করেছ। তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারেন।

-তুমি কতিপয় সন্ন্যাসনিয়ম-লেখায় প্রেরণা দিয়েছিলে যাতে সেগুলি পালনে মণ্ডলীতে পবিত্রতার ফসল বৃদ্ধি পায়। আশীর্বাদ কর, প্রতিটি সঙ্ঘে যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে নিয়ম-পালনও জীবনের উৎস বলে গণ্য করা হয়।

-তুমি চেয়েছ, সন্ন্যাসীদের প্রশংসাগান স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যুক্ত থাকবে। সহায়তা কর, আমাদের উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি যেন এমনই ভক্তিপূর্ণ হয়, যাতে তোমার কাছে তা ধূপের মত গ্রহণযোগ্য হয়।

-তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধু বেনেডিক্ট বিনম্রতার সিঁড়ির কথা উপস্থাপন করেছিলেন। সকল সন্ন্যাসীকে উদ্দীপিত কর, তাঁরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-স্বর্গধামে বহু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী তোমার মহিমাকীর্তনে নিত্য নিয়োজিত। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসজীবন-ব্যবস্থা যেন সর্বদা জাগরিত থাকে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৩:১০-১১)

জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ।

℣ তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবেই জীবন পাব;

℟ আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ২:১৫, ১৭)

জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই। জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।

*প্র* আমি কতই না ভালবাসি তোমার বিধান,

*উ* সেই তো আমার সারাদিনের ধ্যান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (কল ৩:২-৪)

তোমরা ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

*প্র* তোমার সামনে আমরা তো বিদেশী,

*উ* আমাদের সকল পিতৃপুরুষদের মত প্রবাসী।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ক্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবন পাবে। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য
তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।
আনন্দ কর, উল্লাস কর,
কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : স্বর্গে * তাঁদেরই জন্য আনন্দের দিন,
যাঁরা যিশুর পদাঙ্কের হলেন অনুগামী ;
খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁরা সংসার তুচ্ছ করলেন,
তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবেন চিরকাল। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর নিখিল সাধুসাধ্বী,
প্রভুকে বল ধন্য চিরকাল। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : কতই না গৌরবময় সেই রাজ্য,
যেখানে পুণ্যজনেরা খ্রিষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন ;
মেষশাবক যেইখানে যান,
তাঁরা শুভ্র পোশাক পরে তাঁর অনুসরণ করেন। গীতিকা ১৯

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৩:৮, ৯খ)

তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত। কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার আশীর্বাদ।

## শ্লোক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্টের পদাঙ্ক * যাঁরা অনুসরণ করলেন,
সেই পুণ্যজনেরা এখন স্বর্গে আনন্দিত :
খ্রিষ্টপ্রেমের জন্য রক্ত দিলেন,
খ্রিষ্টের সঙ্গে উল্লাস করবেন চিরকাল। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি :

*আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু সন্ন্যাসীবৃন্দ দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁদের সহায়তায় আমরাও যেন খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি এবং যে পবিত্রতার আদর্শ তাঁরা আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৪ই নভেম্বর

## পরলোকগত সন্ন্যাসীদের স্মরণ

সাধারণ ব্যবস্থা : মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে পিতা, আমাদের সকল ধর্মভ্রাতাকে তোমার সাধুসাধ্বীদের স্বর্গীয় সভায় গ্রহণ কর। খ্রিষ্টের প্রতি আসক্ত হয়ে নিখুঁত ভালবাসার পথে চলেছিলেন বলে তাঁরা যেন গৌরবধামে তাঁর শাশ্বত আনন্দের সহভাগী হতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ

১৫ই নভেম্বর

## মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, তোমার প্রেরণায় বিশপ সাধু আলবার্ট ঐশবিশ্বাসের সঙ্গে মানবিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন : তাই তিনি মহাপ্রাণ বলে চিরস্মরণীয়। আশীর্বাদ কর : তাঁর আদর্শ-শিক্ষা আকড়ে ধরে আমরা যেন মানবীয় জ্ঞানের সাহায্যে তোমাকে গভীরতর ভাবে জানতে ও ভালবাসতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৬ই নভেম্বর

# সাধ্বী গারট্রুড, চিরকুমারী

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : চিরকুমারী।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

সন্ধ্যারতি

## প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো গারট্রুড, তুমি ছিলে
পরমপিতার প্রেমের পাত্রী ;

মোরা অদ্য তব স্তুতি
সমস্বরে গেয়ে উঠি।

পরমাত্মা তোমায় করলেন
পুণ্যের মুক্তা-অলঙ্কৃতা ;
তুমি ছিলে শিশু যখন,
খ্রিষ্টের হলে কনে তখন।

সন্ন্যাসজীবন ক'রে গ্রহণ
তুমি ছিলে নিত্য মুখর :
খ্রিষ্ট-পতির বাণীর স্মৃতি
ছিল কনের আন্তর প্রীতি।

এখন তুমি স্বর্গধামে
খ্রিষ্টের সঙ্গে চিরযুক্তা ;
মোরা অদ্য তোমায় যাচি :
জ্যোতির্লোকে যেন পৌঁছি।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আনন্দ কর, * কর উল্লাস, সিয়োন কন্যা! আমি যে তোমার কাছে আসছি!
আমি তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হে পুণ্যাত্মা গারট্রুড, * তুমি যোগ্য হলে সেই প্রজ্ঞারই আসন হতে,
মানবসন্তানদের মধ্যে থাকাই যার প্রীতি। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট * সাতটি আঙটি দিয়ে আবদ্ধ করলেন আমার প্রাণ,
কনে-মুকুটে ভূষিত করলেন আমার মাথা। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : গারট্রুডের জিহ্বা * ছিল যেন স্বর্গের চাবিকাঠি :
তাঁর প্রার্থনা মত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত ও বন্ধ হয়। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : খ্রিষ্টপ্রেমে * গারট্রুডের কী অন্তর্জ্বালা !
বিশ্বস্তা দাসী ও মনোনীতা কনে গারট্রুড
আপন প্রভুর অন্তরে প্রবেশ ক'রে আনন্দলোকে রাজত্ব করছেন। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (পরমগীত ৮:৭)

বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না, নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ; প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত, তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।

## শ্লোক

প্র তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
প্র আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।
উ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে খ্রিষ্টের জ্যোতির্মণ্ডিতা কনে ! * তুমি নবীদের আত্মিক প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিতা,
প্রৈরিতিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিতা,
চিরকুমারীদের বিজয়মালায় বিভূষিতা,
দিব্য প্রেমের আগুন দ্বারা উদ্দীপিতা। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে চিরকুমারীদের মুকুট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের একমাত্র বর; আমরা যেন তোমা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না হই।

-তুমি তোমার মাতা মারীয়াকে সকল চিরকুমারীর রানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরা যেন পুণ্য জীবন যাপনেই তোমার সেবা করতে পারি।

-আজও অনেক ধর্মব্রতিনী অবিচ্ছিন্ন হৃদয়ে তোমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে থাকেন। তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন সংসারের মোহ-মায়া প্রতিরোধ করে অনুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারি।

-তুমিই সেই বর, বুদ্ধিমতী কুমারীরা যাঁর অপেক্ষায় ছিল। তাদের আদর্শে আমরাও যেন গভীর বাসনা ও আশার সঙ্গে তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় জাগ্রত থাকি।

-যাঁকে তুমি দিব্য জ্ঞানে ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল করেছ, সেই সাধ্বী …র প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন ঐশপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ ও শুচিশুভ্র হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: চিরকুমারী সাধ্বী গারট্রুডের হৃদয় তুমি যেমন তোমার আনন্দময় আবাস করে তুলেছিলে, তেমনি তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার আলোতে উদ্ভাসিত কর, আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে অনুভব করতে পারি, তুমি সত্যিই আমাদের অন্তরে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো গারট্রুড, তুমি ছিলে
পরমপিতার প্রেমের পাত্রী ;
মোরা অদ্য তব স্তুতি
সমস্বরে গেয়ে উঠি।

পরমাত্মা তোমায় করলেন
পুণ্যের মুক্তা-অলঙ্কৃতা ;
তুমি ছিলে শিশু যখন,
খ্রিষ্টের হলে কনে তখন।

সন্ন্যাসজীবন ক'রে গ্রহণ
তুমি ছিলে নিত্য মুখর :
খ্রিষ্ট-পতির বাণীর স্মৃতি
ছিল কনের আন্তর প্রীতি।

এখন তুমি স্বর্গধামে
খ্রিষ্টের সঙ্গে চিরযুক্তা ;
মোরা অদ্য তোমায় যাচি :
জ্যোতির্লোকে যেন পৌঁছি।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা,
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন :
তোমরা আমাকে গারট্রুডের হৃদয়মন্দিরেই খুঁজে পাবে ;
সেই পুণ্যাত্মায় আমার প্রীতি। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : খ্রিষ্টের * পবিত্রতমা কনে
আপন জীবনস্বামীর সঙ্গে এক-আত্মা ছিলেন। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : আহা গারট্রুড, * তুমি কত না সুন্দরী, কতই না পুণ্যবতী!
ঈশ্বর তোমার অন্তর করলেন তাঁর আপন আনন্দ-নিকেতন। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : বন্ধু * বন্ধুর সঙ্গে যেইভাবে কথা বলে,
খ্রিষ্ট তেমনি প্রিয়তমা গারট্রুডের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতেন। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : প্রিয়তমা কনের আত্মা * দেহের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে
স্বর্গীয় বর খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হল চিরকাল ধরে। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১৯:৬খ-৭)

আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান। কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে। তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।

## শ্লোক

℣ নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।
℟ নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।
℣ ঈশ্বর তোমাদের বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।
℟ প্রভুতে মেতে ওঠ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ নিখিল সাধুসাধ্বী, * প্রভুতে মেতে ওঠ।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তখন দেখা গেল : * স্বর্গপ্রাণীরা মর্তে নেমে এসে

সুললিত কণ্ঠে গারট্রুডকে আমন্ত্রণ করছেন স্বর্গীয় আনন্দলোকে :

এসো, এসো, মেষশাবকের কনে,

তোমার জন্য সঞ্চিত রয়েছে স্বর্গীয় পুরস্কার। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁরা স্বর্গরাজ্যের খাতিরে চিরকুমারীত্বের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রভু তাঁদের ধন্য বলেছেন। আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*হে চিরকুমারীদের রাজা খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তোমার মণ্ডলীর একমাত্র বর ; তুমি চাও, মণ্ডলী নিজের শুচিতা ও পবিত্রতা নিখুঁত রাখবে। তুমি নিজেই তাকে শুচিশুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তোল।

-সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ সঙ্গে ক'রে তোমাকে বরণ করতে বেরিয়েছিল। ধর্মব্রতিনীদের অন্তরে বিশ্বস্ততা ও প্রেমের শিখা জ্বলন্ত করে রাখ।

-তোমার দ্বারাই কুমারী জননী মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন করে রেখেছে। তোমার সহায়তায় তোমার সকল ভক্তজন যেন ধর্মবিশ্বাসে অটল ও বলবান হতে পারে।

-তোমার সাধ্বী চিরকুমারী ...র পর্বদিনে তুমি তোমার ভক্তদের অন্তর আনন্দে ভরিয়ে তোল। তারা যেন তাঁর নিত্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করে আশাভ্রষ্ট না হয়।

-তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের তোমার স্বর্গীয় বিবাহভোজে স্থান দিয়েছ। পরলোকগত সকল ভক্তকেও অনন্ত জীবনের আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : চিরকুমারী সাধ্বী গারট্রুডের হৃদয় তুমি যেমন তোমার আনন্দময় আবাস করে তুলেছিলে, তেমনি তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের হৃদয়ের

অন্ধকার আলোতে উদ্ভাসিত কর, আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে অনুভব করতে পারি, তুমি সত্যিই আমাদের অন্তরে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

১৭ই নভেম্বর

## স্কটল্যান্ডের সাধ্বী মার্গারেট

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (সেবাব্রতিনী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সাধ্বী মার্গারেটকে দীনদরিদ্রদের প্রতি তাঁর অপূর্ব দয়া-মমতার জন্য আদর্শবান করে তুলেছ। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন মানবজাতির মাঝে তোমার মঙ্গলময়তার ছবি প্রকাশ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

একই দিন ১৭ই নভেম্বর

## হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিশাবেথ, ধর্মব্রতিনী

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধ্বী (সেবাব্রতিনী)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধ্বী এলিশাবেথ দীনদরিদ্রদের মধ্যে খ্রিষ্টকেই দেখছিলেন, তাঁকেই শ্রদ্ধা করছিলেন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন নিঃস্ব দুঃখপীড়িত মানুষকে অক্লান্ত ভালবাসায় সেবা করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৮ই নভেম্বর

## সাধু পিতর ও পল মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

সাধারণ ব্যবস্থা : গির্জা উৎসর্গীকরণ।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, প্রেরিতদূতগণের দ্বারা তোমার মণ্ডলীকে সুরক্ষিত করে রাখ: যাঁদের প্রচারের ফলে তোমার মণ্ডলী খ্রিষ্টবিশ্বাসের বীজ গ্রহণ করেছিল, তাঁদের সহায়তার ফলে সে যেন যুগান্ত পর্যন্ত তোমার শত অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে প্রভু, * প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও সর্বজাতির ধর্মগুরু পল
আমাদের শিখিয়ে দিলেন তোমার বিধান। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ভক্তরা * শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ;
তাঁদের নাম বিরাজ করে চিরকাল। গীতিকা

১৯শে নভেম্বর

## সাধ্বী মেখতিল্ডা, চিরকুমারী

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী অথবা চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, চিরকুমারী সাধ্বী মেখতিল্ডার অন্তর তুমি করে তুলেছিলে তোমার আনন্দ-নিকেতন। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্ধকারময় অন্তর আলোকিত কর, আমরা যেন সানন্দে অনুভব করতে পারি: তুমি আমাদের অন্তরে সদা সক্রিয়, নিত্য বিরাজিত। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২১শে নভেম্বর

# মন্দিরে বালিকা মারীয়াকে উপস্থাপন

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা: ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, পবিত্রতমা কুমারী মারীয়ার গৌরবময় স্মরণদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন ক'রে আমরা তোমাকে অনুনয় করি: তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহের পূর্ণতা লাভে ধন্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,
এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি।

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী ; তুমি যে বিশ্বাস করেছিলে ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি। গীতিকা

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্রা ঈশ্বরজননী,
হে নিত্যকুমারী,
হে প্রভুর মন্দির, হে পবিত্র আত্মার পবিত্রধাম!
প্রভু যিশু খ্রিষ্ট তোমাতেই হলেন প্রীত। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

২২শে নভেম্বর

## সাধ্বী চেচিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, প্রতি বছর তুমি সাধ্বী চেচিলিয়ার স্মরণদিবসে আমাদের আনন্দিত করে তোল। আশীর্বাদ কর: তোমার দাসীর সম্পর্কে যা ভক্তির সঙ্গে সম্প্রদান করা হয়েছে, আমরা যেন তা অনুকরণীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করি, এবং তোমার পুত্র খ্রিষ্ট তাঁর সেবকদের মধ্যে যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন, তা যেন সকলের কাছে প্রচার করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ভোরবেলায় * চেচিলিয়া বলে উঠলেন,

ওহে খ্রিষ্টের সৈন্যসকল !

অন্ধকারের কাজকর্ম ফেলে দিয়ে

আলোর রণসজ্জা গ্রহণ কর। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : কুমারী চেচিলিয়া * হৃদয়মন্দিরে নিত্যই বহন করতেন খ্রিষ্টের সুসমাচার।

তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতেন নিশিদিন। গীতিকা

২৩শে নভেম্বর

## পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্ট, সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার সাধুসাধ্বীদের মহাকীর্তিতে তুমিই কীর্তনীয়! তোমার মণ্ডলী আজ আনন্দের সঙ্গে তোমার পুত্রের যাজক ও সাক্ষ্যমর সেই সাধু ক্লেমেণ্টেরই গৌরবময় স্মৃতিবার্ষিকী পালন করে, যিনি রহস্যে যা উদ্‌যাপন করতেন, নিজের রক্তদানেই তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; এবং কথায় যা প্রচার করতেন, আদর্শ জীবনাচরণেই তা সার্থক করে তুলেছিলেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

২৪শে নভেম্বর

## সাধু কলম্বান, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু কলম্বানকে তুমি বাণীপ্রচার-সেবাকর্মের, আবার সন্ন্যাসজীবনেরও এক অপূর্ব আদর্শ করে তুলেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে ও তাঁর অনুকরণে আমরাও যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে তোমারই অন্বেষণ করি ও তোমার বিশ্বাসী জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৫শে নভেম্বর

## সাধু আন্দ্রিয় দুং লাক, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তুমি সমস্ত পিতৃত্বের একমাত্র উৎস ; তোমার প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে সাধু আন্দ্রিয় ও তাঁর সাক্ষ্যমর সঙ্গীরা রক্তদান পর্যন্তই তোমার পুত্রের ক্রুশের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর : ভাইবোনদের মাঝে তোমার প্রেমের কথা প্রচার ক'রে আমরা যেন দেখাতে পারি যে, নামে ও কর্মে আমরা তোমার সন্তান। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা**

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

একই দিন ২৫শে নভেম্বর

## আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার জনগণকে তুমি চিরকুমারী ও অপরাজিতা সাক্ষ্যমর সাধ্বী কাথারিনাকে দান করেছ। আশীর্বাদ কর, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন বিশ্বাস ও নিষ্ঠতায় বলবান হয়ে উঠে মণ্ডলীর ঐক্যের উদ্দেশ্যে সর্বদাই সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

**জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ**

২৬শে নভেম্বর

## সাধু সিলভেস্তার, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, মঠাধ্যক্ষ সিলভেস্তারকে তুমি প্রৈরিতিক সেবার, আবার সন্ন্যাসজীবনেরও এক অপূর্ব আদর্শ করে তুলেছিলেন। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন উন্মুক্ত অন্তরে তোমার নিত্য অন্বেষণ করি, এবং মণ্ডলীর নম্র সেবায় স্বর্গধামের পথে দ্রুতপদে এগিয়ে চলি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### বিদায়

### জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৩০শে নভেম্বর

# সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : পিতর ও আন্দ্রিয়কে দে'খে * প্রভু তাঁদের আহ্বান করলেন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : তোমরা * আমার অনুসরণ কর!
আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : তাঁরা * জাল ফেলে রেখে
মুক্তিদাতা প্রভুর অনুসরণ করলেন। সাম ৬৪

প্র যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,

উ তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ক্রুশ দে'খে * আন্দ্রিয় আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন :
হে আকাঙ্ক্ষিত ক্রুশ, আমি সর্বদাই তোমাকে ভালবেসেছি,
তোমাকে আলিঙ্গন করতে সর্বদা বাসনা করেছি। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : ক্রুশে * বিদ্ধ হয়েও
আন্দ্রিয় উপস্থিত সকলের কাছে যিশুর নাম প্রচার করতেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : আন্দ্রিয় * জনতাকে অনুরোধ করছিলেন,
তারা যেন তাঁর যন্ত্রণাভোগ বন্ধ করে না দেয়। সাম ১০১

প্র তাঁরা বর্ণনা করলেন প্রভুর প্রশংসাবাদ, তাঁর পরাক্রম,

উ সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক',
তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দ কর, * উল্লাস কর তোমরা,
তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

প্র আমি তাদের করে তুলব আমার ঈশ্বরের সেই মন্দিরে স্তম্ভেরই মত।
উ সেগুলির উপর আমি লিখে রাখব আমার ঈশ্বর ও তাঁর নগরীর নাম।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ১:৩৫-৪২।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হে অমূল্য ক্রুশ! * যিনি তোমাতে একদিন বিদ্ধ হয়েছিলেন,
আমার গুরু সেই খ্রিষ্টের শিষ্য এই আমাকে আজ গ্রহণ কর। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : ধন্য আন্দ্রিয় * এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন,
হে শাশ্বত গৌরবের প্রভু,
আমার যন্ত্রণাভোগের অর্ঘ্য গ্রহণ কর। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে ধন্য আন্দ্রিয়, * হে খ্রিষ্টের সেবক, ঈশ্বরের যোগ্য প্রেরিতদূত,
তোমার ভাই পিতরের মত তুমিও সাক্ষ্যমরণ বরণ করলে। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভু যিশুর ক্রুশ, * এই তো আমাদের গৌরব! সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে

এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

## শ্লোক

প্ল তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।
প্ল তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম
উ সারা পৃথিবীর উপর।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যে দু'জন * প্রথম যিশুর অনুসরণ করেছিলেন,
তাঁদের একজন ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে আমাদের যিনি স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী করে তুলেছেন, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত মঙ্গলাশিসের জন্য ধন্যবাদ জানাই:

*হে প্রভু, প্রেরিতদূতেরা সমস্বরে তোমার স্তুতিগান করেন।*

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত যা আমাদের শক্তি ও জীবন দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা খাদ্যরূপে পেয়েছি সেই ঐশবাণী যা আমাদের আলো ও আনন্দ দান করে।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের উপরেই তুমি গড়েছ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে যার আশ্রয়ে আমরা একদেহ এক-আত্মা হয়ে উঠি।

-হে প্রভু, তোমার গৌরব হোক! প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়েছি সেই বাপ্তিস্ম ও পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত যা পাপ থেকে আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে অমূল্য ক্রুশ ! * যিনি তোমাতে একদিন বিদ্ধ হয়েছিলেন,
আমার গুরু সেই খ্রিষ্টের শিষ্য এই আমাকে আজ গ্রহণ কর।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

℟ বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে ধন্য আন্দ্রিয়, * হে খ্রিষ্টের সেবক, ঈশ্বরের যোগ্য প্রেরিতদূত,
তোমার ভাই পিতরের মত তুমিও সাক্ষ্যমরণ বরণ করলে।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু যিশুর ক্রুশ, * এই তো আমাদের গৌরব !

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : হে অমূল্য ক্রুশ! * যিনি তোমাতে একদিন বিদ্ধ হয়েছিলেন,
আমার গুরু সেই খ্রিষ্টের শিষ্য এই আমাকে আজ গ্রহণ কর। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : ধন্য আন্দ্রিয় * এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন,
হে শাশ্বত গৌরবের প্রভু,
আমার যন্ত্রণাভোগের অর্ঘ্য গ্রহণ কর। সাম ১১৬ খ

৪র্থ ধুয়ো : হে ধন্য আন্দ্রিয়, * হে খ্রিষ্টের সেবক, ঈশ্বরের যোগ্য প্রেরিতদূত,
তোমার ভাই পিতরের মত তুমিও সাক্ষ্যমরণ বরণ করলে। সাম ১২৬

৫ম ধুয়ো : প্রভু যিশুর ক্রুশ, * এই তো আমাদের গৌরব! গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ৪:১১-১৩)

খ্রিষ্ট কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই

ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি।

## শ্লোক

প্ব বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।
প্ব সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ;
উ প্রভুর গৌরব।
প্ব পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর * প্রভুর গৌরব।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে আন্দ্রিয়, * তুমি ধন্য!
তুমি যে খ্রিষ্টের সেবক,
ঈশ্বরের প্রেরিতদূত,
পিতরের ভাই ও সাক্ষ্যমরণে তাঁর সহভাগী। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি:

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে মহিমময় প্রভু, বিনীত কণ্ঠে মিনতি জানাই: প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রিয় যেমন তোমার আদিমণ্ডলীর জন্য ছিলেন প্রচারক ও পালক, তেমনি এখনও যেন তোমার কাছে হন আমাদের মঙ্গলের নিত্য সমর্থক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ডিসেম্বর

১ ২ ৩ (সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (অমলোদ্ভবা মারীয়া) ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ (সাধু স্তেফান) ২৭ (সুসমাচার-রচয়িতা যোহন) ২৮ (নিরপরাধী শিশুগণ) ২৯ ৩০ ৩১

## ৩রা ডিসেম্বর

## সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, পুরোহিত

[বাংলাদেশে, মিশন দেশের প্রতিপালক - ভারতীয় উপমহাদেশে পর্ব]

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

### আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

### জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ওগো পালকবৃন্দের প্রধান,
ওগো খ্রিষ্ট, সরল মনে,
মোরা করব এই দিবসে
উল্লাস স্তুতিগানে।

তিনি হলেন উত্তম পালক
দিলেন মুক্তিপথের দিশা,
দুঃখীজনকে দিলেন শান্তি,
সবার হলেন পিতা।

তুমি যে সাধুদের মুকুট,
কর কৃপা, ওগো খ্রিষ্ট,
তাঁকে সামনে রেখে যেন
স্বর্গে হই প্রবিষ্ট।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্ব হোন অর্চিত। (১৫শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি নিজেই * হব আমার পালের পালক,
হারান মেষের সন্ধান করব, পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব। সাম ২

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। সাম ৬

৩য় ধুয়ো : এই সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,
যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব,
উ তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে। সাম ২১

২য় ধুয়ো : তোমরা * জগতের আলো।
পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : তেমনি * তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে। সাম ৯৭

প্র প্রভু তাকে আপন যাজক হতে মনোনীত করলেন,
উ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ঈশ্বরের * যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর ;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও।

## ভরসা (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও।

*প্র* আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই।
*উ* তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৩:৮-২২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হোক প্রশংসা !
তাঁরা হলেন মর্তের ভূষণ।
খ্রিষ্টের পালকে পালন ক'রে
এখন স্বর্গেই তাঁদের আসন।

তাঁরই যাচনার ফলে যেন
পাপ করি পরাজিত ;
দক্ষ হাতে তিনি মোদের
স্বর্গে করুন উপনীত।

নিখিল বিশ্বের সেই বিধাতা
সবার দ্বারা হোন কীর্তিত ;
স্বর্গধামে মর্তলোকে
তিনি সদা হোন পূজিত। (অর্দেরিকুস ভিতালিস)

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য ;
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১৩:৭-৯ক)

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

## শ্লোক

প্র হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
উ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র তারা দিনরাত প্রভুর নাম প্রচারে কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
উ আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * জগতের সর্বত্রই যাও ;
সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর ;

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে
তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই:

*হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।*

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পিতা, * তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে,
আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৪:১৬)

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

*প্র* তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন,

*উ* তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের * যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,
আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না।

*উ* সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমরা * ঈশ্বরের সহকর্মী ;
তোমরা ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৩:১৩)

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে,

℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

দিব্যানন্দের পর্বদিবস
আবার এল মোদের ঘরে ;
এসো, পালকেরই গৌরব
করি গান সমস্বরে।

পালের রক্ষা তাঁরই চিন্তা,
পালের মঙ্গল তাঁরই চেষ্টা,
নানা প্রয়োজনে তিনি
হলেন নেতা, উপদেষ্টা।

বাঘে দস্যু ঘেরি থেকে
বহু দূরে বিতাড়িত ;
তাঁরই দ্বারা মেষপাল হল
পরিপুষ্ট, সুরক্ষিত।

ওগো পালক, তুমি স্বর্গে
দিব্যানন্দের অংশভাগী :
ঐশকৃপায় মোদের কর
দিব্যপ্রেমের অনুরাগী।

হে সনাতন পালক খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ। সাম ১৩২

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। গীতিকা ১৫

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৫:১-৪)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

## শ্লোক

প্ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

প্ ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।

উ ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও,
তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, সাধু ফ্রান্সিসের প্রচারের মাধ্যমে তুমি বহু জাতির মানুষকে তোমার আপন জনগণের সঙ্গে যুক্ত করেছিলে। আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্তর তাঁর ধর্মাগ্রহের আদর্শে উদ্দীপিত হোক, নিত্য নতুন সন্তান লাভে মাতা মণ্ডলীও সর্বত্র আনন্দিত হোক। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৪ঠা ডিসেম্বর

## দামাস্কের সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: পুরোহিত সাধু যোহনের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন নিত্য সুরক্ষিত থাকি; যে সত্যবিশ্বাস তিনি অপূর্বভাবে শিখিয়ে গেছেন, তা সদাই হোক আমাদের আলো ও আমাদের শক্তি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৫ই ডিসেম্বর

## সাধু সাবা, মঠাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্যবস্থা : সন্ন্যাসী।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে মঠাধ্যক্ষ সাধু সাবা সন্ন্যাসজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ এবং যথার্থ ধর্মবিশ্বাসের প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন। অনুনয় করি তোমায়: আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেম বজায় রেখেই ধর্মসত্য অবলম্বন করি এবং চিরকালীন আনন্দে তোমার সেবা করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৬ই ডিসেম্বর

## সাধু নিকোলাস, বিশপ

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমরা বিনীত কণ্ঠে তোমার করুণা প্রার্থনা করি : বিশপ সাধু নিকোলাসের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের মুক্ত রাখ, আমরা যেন পরিত্রাণের পথে দ্রুতপদে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৭ই ডিসেম্বর

## সাধু আম্ব্রোজ, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

### সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি বিশপ সাধু আম্ব্রোজকে কাথলিক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাগুরু ও প্রৈরিতিক সৎসাহসের আদর্শ করে তুলেছিলে। অনুনয় করি : তোমার মণ্ডলীতে তোমার মনের মত মানুষ জাগিয়ে তোল, যারা প্রজ্ঞা ও সৎসাহসের সঙ্গে তাকে পরিচালনা করবে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

৮ই ডিসেম্বর

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব

মহাপর্ব

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় ২য় সন্ধ্যারতি

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

স্তোত্র

মাতা, স্নেহভরে যাচনা
তুমি যে সর্বদা শোন,
গ্রহণ কর মোদের ভিক্ষা,
নিত্য কর মোদের রক্ষা।

এসো, মাতা! মোচন কর
অপরাধের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল ;
যাতে অন্তর কলুষিত,
সেই পাপ কর বিনাশিত।

এসো, মাতা! ঘুচিয়ে দাও
সংসারের অনিত্য মায়া,

তবেই মুক্ত হয়ে অন্তর
স্বর্গের খোঁজ করবে নিরন্তর।

এসো, মাতা! মুছে দাও
দেহমনের যত গ্লানি;
বর্তমানে দিও শান্তি,
যাতে লাভি স্বর্গের কান্তি।

মৃত্যুক্ষণে কাছে থেকো,
মাতৃস্নেহ-স্পর্শে যেন
শেষ পরীক্ষা ভয় না ক'রে
স্বর্গীয় সুখ পাই চিরতরে।

ঐশপ্রসাদ-বস্ত্রে যাঁরা
তোমায় করলেন অলঙ্কৃতা,
তুলুক সমগ্র ধরণী
সেই ত্রিব্যক্তির জয়ধ্বনি। (১৯শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া, * তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী :
আদিপাপের কালিমা তোমাতে নেই। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুষারেরই মত শুভ্র * তোমার বসন,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল তোমার শ্রীমুখ। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : তুমি যেরুশালেমের গৌরব, * তুমি ইস্রায়েলের আনন্দ,
তুমি আমাদের জাতির সম্মান। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে,
পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে তুমিই ধন্যা। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে অমলোদ্ভবা কুমারী, * তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে
আমরা তোমার কাছে আসি। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:২৯ক, ৩০)

আগে থেকে যাদের ঈশ্বর জানতেন, তাদের তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

℣ হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।
℟ হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।
℣ আমার শত্রু জয়োল্লাস করতে পারবে না আমার উপর,
℟ তুমি যে আমাতে প্রীত।
℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
℟ হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যুগে যুগে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলে ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে মহাকীর্তিকলাপের সাধক পরমেশ্বর, তোমার প্রসন্নতায় তুমি ধন্যা মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের গৌরবের অংশভাগী করেছ। শাশ্বত গৌরবধামে আমাদের চালিত কর।

-তুমি ধন্যা মারীয়াকে আমাদের মা করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে দুর্বলকে শক্তি, দুঃখীকে সান্ত্বনা, পাপীকে ক্ষমা ও সকলকে পরিত্রাণ মঞ্জুর কর।

-তুমি কুমারী মারীয়াকে প্রসাদপূর্ণা করেছ। তোমার পবিত্র আত্মার দানগুলির ঐশ্বর্যদানে আমাদের আনন্দিত করে তোল।

-মণ্ডলীর সকল ভক্তকে একমন একপ্রাণ করে তোল। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন একাত্ম হয়ে যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনারত থাকতে পারি।

-তুমি অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে স্বর্গের রানী মর্যাদায় উন্নীত করেছ। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার রাজ্যের চির আনন্দের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব উদ্‌যাপন করি ;

এসো, তাঁর সন্তান খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

কুমারীত্বের স্বচ্ছ দর্পণ,
পুণ্যবতী ঈশ্বর-মাতা,
স্বর্গের দ্বার, জগতের আশা,
ওগো মাতা, প্রণাম, প্রণাম।

শুভ্র পুষ্প, উজ্জ্বল তারা,
যেসে-বংশের উর্বর বৃক্ষ,
শয়তানের 'পরে জয়ী,
ওগো মাতা, প্রণাম, প্রণাম।

তোমার দ্বারা এলেন খ্রিষ্ট,
মোরা পেলাম জীবন, মুক্তি ;
তবেই বিশ্ব বলে ওঠে :
ওগো রানী, প্রণাম, প্রণাম।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (১৮শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : উদ্ভবলগ্ন থেকেই * মারীয়া হলেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্রী,
ত্রাণেশ্বর তাঁকে পুণ্য পবিত্র করে তুললেন। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : মারীয়ার আবির্ভাবে * পরমেশ্বর তাঁর সহায়তা করলেন,
পরাৎপর প্রস্তুত করলেন নিজ পবিত্র আবাস। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা ;
তিনি পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়ই
স্থাপন করলেন তোমার ভিত। সাম ৮৭

প্র প্রভু পরমেশ্বর আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলেন,
উ তিনি নিখুঁত করলেন আমার চলার পথ।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : অমলোদ্ভব-লগ্নে * মারীয়া প্রসাদে হলেন উচ্ছ্বসিতা ;
আদমসন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সুন্দরতমা। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : সেই পবিত্র পর্বত, * সেই সুন্দর উঁচুস্থানই
সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : মারীয়ার উদ্ভবলগ্নে * কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন। সাম ৮৫

প্র হে প্রভু, তুমি ধন্য, তুমি তো আমাতে প্রীত।

উ আমার শত্রু জয়োল্লাস করতে পারবে না আমার উপর।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রণাম! * ঈশ্বরের প্রসাদে মুকুলিত স্বর্গীয় গোলাপফুল;
স্বর্ণ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা কনে।
প্রণাম! তুমিই যে স্বর্গদূতদের চেয়ে
পরমেশ্বরের পুলক-প্রীতি।

**নব যেরুশালেমের আবির্ভাব** (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।
তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: প্রণাম! ঈশ্বরের প্রসাদে মুকুলিত স্বর্গীয় গোলাপফুল;
স্বর্ণ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা কনে।
প্রণাম! তুমিই যে স্বর্গদূতদের চেয়ে
পরমেশ্বরের পুলক-প্রীতি।

প্র তোমার বন্দনা করব, প্রভু; তুমি তুলে নিয়েছ আমায়;
উ আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১:১৮-২৩।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : এসো, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, তাঁর সন্তান খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি স্বর্গমর্তের রানী,
তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।
যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি !

তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া, * তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী :
আদিপাপের কালিমা তোমাতে নেই। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : তুষারেরই মত শুভ্র * তোমার বসন,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল তোমার শ্রীমুখ। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তুমি যেরুশালেমের গৌরব, * তুমি ইস্রায়েলের আনন্দ,
তুমি আমাদের জাতির সম্মান। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে,
পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে তুমিই ধন্যা। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে অমলোদ্ভবা কুমারী, * তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে
আমরা তোমার কাছে আসি। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৪৩:১)

একথা বলছেন সেই প্রভু যিনি, হে যাকোব, তোমাকে সৃষ্টি করলেন, যিনি, হে ইস্রায়েল, তোমাকে গড়লেন : ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম; নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম : তুমি তো আমারই।

## শ্লোক

প্ প্রভু পরমেশ্বর * আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলেন।

উ প্রভু পরমেশ্বর * আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলেন।

প্ তিনি নিখুঁত করলেন আমার চলার পথ ;

উ আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু পরমেশ্বর * আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভু পরমেশ্বর * সাপকে বললেন, আমি তোমার ও নারীর মধ্যে,
তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব।
নারীটি তোমার মাথা পিষে মারবে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধন্য পরমেশ্বর !

তিনি আমার মধ্য দিয়েই তাঁর দয়ার সঙ্কল্প পূর্ণ করলেন।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:৪)

ঈশ্বর জগৎপত্তনের আগেই খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন, আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

℣ আজ অমলোদ্ভবা মারীয়া

℟ সেই আদিম সাপের মাথা পিষে মারলেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভু * তোমাতেই প্রীত হলেন ;
তোমার পরমেশ্বর তোমাকে নিয়ে পুলকিত হলেন।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ১:১১-১২ক)

যিনি নিজের ইচ্ছার সঙ্কল্প অনুসারেই সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন, সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনামত আমরা আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিলাম, যেন আমাদের দ্বারা তাঁর গৌরবের প্রশংসা হয়।

℣ জীবনময় ঈশ্বরের জন্য

℟ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বর * ধর্মময়তায় আমাকে সৃষ্টি করলেন ;
আমার হাত ধরে তিনি আমাকে রক্ষা করলেন।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (এফে ৫:২৫-২৭)

খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী।

*প্র* হে কুমারী মারীয়া, তোমার অমলোদ্ভব

*উ* জগতের জন্য হল মহা আনন্দের বার্তা।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধন্যা মারীয়া, * তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী :
আদিপাপের কালিমা তোমাতে নেই। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তুষারেরই মত শুভ্র * তোমার বসন,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল তোমার শ্রীমুখ। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : তুমি যেরুশালেমের গৌরব, * তুমি ইস্রায়েলের আনন্দ,
তুমি আমাদের জাতির সম্মান। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে,
পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে তুমিই ধন্যা। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে অমলোদ্ভবা কুমারী, * তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে
আমরা তোমার কাছে আসি। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৫:২০-২১)

যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

## শ্লোক

*প্র* হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।
*উ* হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।
*প্র* আমার শত্রু জয়োল্লাস করতে পারবে না আমার উপর,
*উ* তুমি যে আমাতে প্রীত।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* হে প্রভু, তুমি ধন্য, * তুমি যে আমাতে প্রীত।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আজ * যেসের মূলকাণ্ড থেকে উৎপন্ন হলেন সেই নতুন পল্লব,
আজ আদিপাপের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে মারীয়ার উদ্ভব হল,
আজ তিনি সেই আদিম সাপের মাথা
পিষে মারলেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভবের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার পুত্রের জন্য উপযুক্ত আবাস প্রস্তুত করেছিলে। অনুনয় করি: তোমার পুত্রের ভাবী মৃত্যুর কথা আগে থেকে জেনে তুমি যখন সেই মৃত্যুর গুণে ধন্যা মারীয়াকে সর্বকলঙ্কমুক্তা করে রেখেছিলে, তখন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদেরও পরিশুদ্ধ করে তোমার কাছে পৌঁছবার অনুগ্রহ দান কর। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

৯ই ডিসেম্বর

## সাধু জন দিয়েগো কুয়াউহ্ৎলাতোয়াৎজিন

সাধারণ ব্যবস্থা : সাধু।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, সাধু জন দিয়েগোর মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের কাছে তোমার জনগণের প্রতি পবিত্রতমা ধন্যা কুমারী মারীয়ার ভালবাসা প্রকাশ করেছ। আশীর্বাদ কর, গুয়াদালুপে তীর্থে আমাদের মাতা যে আদেশবাণী দিয়েছিলেন, তার প্রতি বাধ্য হয়ে আমরা যেন সাধু জন দিয়েগোর প্রার্থনার পুণ্য ফলে তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য সদাই তৎপর থাকি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১০ই ডিসেম্বর

## লরেতো তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

**সমাপন প্রার্থনা**

হে ঈশ্বর, পিতৃপুরুষদের কাছে তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ ক'রে তুমি ধন্যা কুমারী মারীয়াকে ত্রাণকর্তার মাতা হবার জন্য বেছে নিয়েছিলে। আশীর্বাদ কর: যাঁর বিনম্রতায় তুমি প্রীত হয়েছিলে ও যাঁর বাধ্যতায় মানবজাতি উপকৃত হয়েছে, আমরা যেন সেই মাতার আদর্শ পালন করি।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১১ই ডিসেম্বর

## পোপ সাধু প্রথম দামাসুস

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

### সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর : পোপ সাধু দামাসুস তোমার সাক্ষ্যমরদের প্রতি যে ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন, আমরাও যেন তাঁদের অপরূপ কীর্তি একই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১২ই ডিসেম্বর

## গুয়াদালুপে তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

সাধারণ ব্যবস্থা : ধন্যা কুমারী মারীয়া।

### সমাপন প্রার্থনা

হে দয়াবান পিতা ঈশ্বর, তুমি তোমার জনগণকে তোমার পুত্রের পবিত্রতমা মাতার বিশেষ সহায়তায় রেখেছ। আশীর্বাদ কর, যারা গুয়াদালুপে তীর্থের ধন্যা কুমারীকে ডাকে, তারা সকলে যেন উজ্জ্বলতর বিশ্বাসের সঙ্গে ন্যায় ও শান্তির পথে সর্বজাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োজিত থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

১৩ই ডিসেম্বর

# সাধ্বী লুসী, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা চিরকুমারী।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, চিরকুমারী সাক্ষ্যমর সাধ্বী লুসীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের অন্তর নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, যেন এ জীবনকালে তাঁর স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন ক'রে একদিন তোমার সনাতন গৌরবের দর্শন পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;
এসো, প্রণিপাত করি।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : দীন দাসী আমি * সারা জীবন ধরে জীবনময় ঈশ্বরের কাছে
আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করতে চেয়েছি ;
এখন যে আমার নিজের বলে আর কিছু নেই,
নিজেকেই বলিরূপে উৎসর্গ করব। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে লুসী, * হে খ্রিষ্টের কনে,
সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে তুমি লাভ করেছ নিজের প্রাণ :
সংসারকে তুচ্ছ ক'রে এখন তুমি স্বর্গীয় সভায় উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিতা :
নিজের রক্তের মধ্য দিয়ে শত্রুকে করেছ জয় ! গীতিকা

১৪ই ডিসেম্বর

# ক্রুশভক্ত সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ। সাধারণ ব্যবস্থা : মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তোমার আশীর্বাদে পুরোহিত সাধু জন পবিত্র ক্রুশকে একান্তই ভালবেসে সিদ্ধ আত্মত্যাগের আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তাঁর আদর্শ উত্তরোত্তর অনুসরণ ক'রে আমরা যেন একদিন তোমার সনাতন গৌরব দর্শন করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত :** সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,

এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : প্রভু যিশুর ক্রুশ, * এই তো আমাদের গৌরব! গীতিকা

২১শে ডিসেম্বর

# সাধু পিতর কানিসিউস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা মণ্ডলীর আচার্য।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, কাথলিক ধর্মতত্ত্ব রক্ষার লক্ষ্যে তুমি পুরোহিত সাধু পিতরকে সৎসাহস ও জ্ঞান দানে অনুপ্রাণিত করেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সত্যের অন্বেষী সকল মানুষ যেন আনন্দের সঙ্গে তোমাকে, হে ঈশ্বর, খুঁজে পায়, এবং তোমার বিশ্বাসী জনগণ যেন সত্য বিশ্বাস স্বীকারে নিষ্ঠাবান থাকে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,
তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।
যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,
তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল। গীতিকা

কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু পিতর,
তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,
তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর। গীতিকা

২৩শে ডিসেম্বর

## কেন্তির সাধু জন, পুরোহিত

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক অথবা সাধু (সেবাব্রতী)।

সমাপন প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর : আমরা যেন পুরোহিত সাধু যোহনের আদর্শে সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলতে পারি এবং সকলের প্রতি দয়া-মমতা দেখিয়ে তোমার কাছে ক্ষমার পাত্র হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা যে আমার শিষ্য, * তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। গীতিকা

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। গীতিকা

২৬শে ডিসেম্বর

# সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : যিনি স্তেফানকে গৌরবমুকুটে ভূষিত করেছেন,

এসো, সেই নবজাত খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য ধর্মশহীদ, ধন্য !

অদ্য তব জয়তিথি।

রক্তদানে হয়ে উঠলে
স্বর্গে চির অতিথি।

যত পীড়ন ক'রে জয়
সংসার হতে ক'রে গমন
তুমি স্বর্গে গেলে, তোমায়
খ্রিষ্ট করলেন বরণ।

স্বর্গদূতদের মাঝে তুমি
উজ্জ্বল বসনেই ভূষিত,
সেই যে বসন তব রক্তে
হল প্রক্ষালিত।

তবে এখন মোদের হয়ে
খ্রিষ্টের কাছে কর ভিক্ষা,
যেন যাচনা ক'রে গ্রহণ
তিনি করেন রক্ষা।

খ্রিষ্টের কৃপা ক'রে জয়
লক্ষ কর মোদের শ্রান্তি :
পুণ্য বিবেক ক'রে অর্জন
লাভি যেন শান্তি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : তারা * স্তেফানকে বেছে নিলেন পরিসেবক হতে।
তিনি ছিলেন খ্রিষ্টবিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। সাম ১

২য় ধুয়ো : তিনি * যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন,
তা প্রতিরোধ করতে কেউই সক্ষম ছিল না। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে
স্তেফান স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন,
এবং দেখতে পেলেন, পিতার ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। সাম ১৫

প্র এ পৃথিবীতে ওরা প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছে আমায়,
উ আমি কিন্তু পরিত্যাগ করিনি তোমার আদেশমালা।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : খ্রিষ্টের শহীদ সাধু স্তেফানই
সাক্ষ্যমরদের তালিকায় প্রথম সাক্ষ্যমর। সাম ২

২য় ধুয়ো : আমাদের পরিত্রাতা * আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন,
প্রতিদানে স্তেফান প্রথম তাঁর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : আজ প্রভু * এই মর্তে জন্ম নিলেন,
স্তেফান যেন স্বর্গেই জন্ম নিতে পারেন। সাম ২১

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : হায় যেরুশালেম, যেরুশালেম! * তুমি যে নবীদের মেরে ফেল,
ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার!

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা** (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।

সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হায় যেরুশালেম, যেরুশালেম! তুমি যে নবীদের মেরে ফেল,
ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার!

*প্র* সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায়,
*উ* তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার সুখ।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১০:২৮-৩৩।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,

তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমরা আজ সাধু স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যিনি জানতেন কেমন করে নির্যাতকদের জন্যও প্রার্থনা করতে হয়। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যা উপাসনা করি তা যেন অনুকরণ করি, যাতে আমরাও শত্রুদের ভালবাসতে শিখতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে অপরাজিত শহীদ,
খ্রিষ্টের ক'রে অনুসরণ
শত্রুর 'পরে জয় ক'রে
গৌরবমুকুট করলে ধারণ।

তোমার কাছে এই মিনতি :
পাপাসক্তি কর রোধন,
যত ত্রুটি বিনাশ কর,
মোদের অন্তর কর শোধন।

দেহের যত বন্ধন হতে
তুমি এখন বিমোচিত ;
তোমার যাচনার ফলে মোরা
সংসার করব নিষ্পেষিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৯ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তারা * স্তেফানকে পাথর ছুড়ে মারছিল
আর তিনি প্রভুকে অনুনয় করে বলছিলেন :
এই পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : খরস্রোতের পাথর * তাঁর কাছে মধুর ছিল,
পুণ্যাত্মাদের প্রাণ তাঁকে ঘিরে থাকে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : হে আমার ঈশ্বর, * তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
তোমার জন্যই ওরা আমাকে পাথর ছুড়ে মারছে। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : স্বর্গ উন্মুক্ত দে'খে * স্তেফান সেখানে প্রবেশ করলেন।
সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : এই যে আমি দেখতে পাচ্ছি, * স্বর্গলোক এখন উন্মুক্ত,
ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং যিশু। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ৬:২খ-৫ক)

প্রেরিতদূতেরা তখন একথা বললেন : 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব ; আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল।

**শ্লোক**

প্র প্রভুই আমার শক্তি, * তিনিই আমার স্তবগান।
উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনিই আমার স্তবগান।
প্র তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।
উ তিনিই আমার স্তবগান।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনিই আমার স্তবগান।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমর স্তেফানের জন্য * স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হল ;
সাক্ষ্যমরদের তালিকায় তিনিই তো প্রথম সাক্ষ্যমর।
এখন তিনি স্বর্গে রয়েছেন
বিজয়মুকুটে ভূষিত হয়ে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

সুসমাচারের সাক্ষ্য দেবার কারণে যাঁদের বধ করা হয়েছে, আসুন, সেই সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে এক হয়ে পিতা ঈশ্বরের পরম সাক্ষ্যদাতা আমাদের ত্রাণকর্তার প্রশংসাবাদ করে বলি :

*তোমার রক্ত দ্বারা, প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।*

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের প্রকৃত আত্মিক মুক্তি দান কর।

-যাঁরা নিজেদের রক্ত দান ক'রে তোমার পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের বিশ্বাস গভীর ও অটল করে তোল।

-যাঁরা ক্রুশের পথ ধরে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে সঙ্কটের সময়ে আমাদের সুস্থির করে রেখ।

-যাঁরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংসারের যত আকর্ষণ জয় করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, আমরা আজ সাধু স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যিনি জানতেন কেমন করে নির্যাতকদের জন্যও প্রার্থনা করতে হয়। তাই আশীর্বাদ কর : আমরা যা উপাসনা করি তা যেন অনুকরণ করি, যাতে আমরাও শত্রুদের ভালবাসতে শিখতে

পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : খরস্রোতের পাথর * তাঁর কাছে মধুর ছিল,
পুণ্যাত্মাদের প্রাণ তাঁকে ঘিরে থাকে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৫:১০-১১)

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

℣ প্রভু তাকে পরিয়েছেন আনন্দ-বসন,

℟ কান্তির মুকুটেই তার মাথা করেছেন বিভূষিত।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমরা আজ সাধু স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যিনি জানতেন কেমন করে নির্যাতকদের জন্যও প্রার্থনা করতে হয়। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যা উপাসনা করি তা যেন অনুকরণ করি, যাতে আমরাও শত্রুদের ভালবাসতে শিখতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে আমার ঈশ্বর, * তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
তোমার জন্যই ওরা আমাকে পাথর ছুড়ে মারছে।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাকোব ১:১২)

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে।

℣ আমি প্রভুতেই ভরসা রাখি, ভীত হব না,

℟ নশ্বর মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমরা আজ সাধু স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যিনি জানতেন কেমন করে নির্যাতকদের জন্যও প্রার্থনা করতে হয়। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যা উপাসনা করি তা যেন অনুকরণ করি, যাতে আমরাও শত্রুদের ভালবাসতে শিখতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : স্বর্গ উন্মুক্ত দে'খে * স্তেফান সেখানে প্রবেশ করলেন।
সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৩:১-২ক, ৩খ)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না। নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।

℣ সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে,

℟ সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে প্রভু, আমরা আজ সাধু স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করি, যিনি জানতেন কেমন করে নির্যাতকদের জন্যও প্রার্থনা করতে হয়। তাই আশীর্বাদ কর: আমরা যা উপাসনা করি তা যেন অনুকরণ করি, যাতে আমরাও শত্রুদের ভালবাসতে শিখতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

জন্মোৎসবকালে ২৬শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২৭শে ডিসেম্বর

# সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রেরিতদূত।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুই প্রেরিতদূতদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

খ্রিষ্টরাজার সেনাদলে
প্রেরিতদূতগণ অধিপতি।

যিশু নিজেই তাঁদের করলেন
প্রেরণ জগদ্ব্যাপী।

স্বর্গীয় যেরুশালেম দেখ!
স্বয়ং খ্রিষ্ট তারই দীপ্তি;
তোমরা, শিষ্য, তারই মুক্তা,
রত্ন প্রস্তর ভিত্তি।

খ্রিষ্টের নব বধূর কণ্ঠে
তোমরা অদ্য প্রশংসিত;
শিক্ষাদানে তাকে গ'ড়ে
রক্তে করলে সিক্ত।

চরম দিনে খ্রিষ্ট যখন
নেবেন বিচারপতির আসন,
তোমরাও তখন সেথায় বসবে
প'রে গৌরব-বসন।

তোমাদের দূত করলেন যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি হোন পূজিত। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : জেবেদের ছেলে যাকোব * ও তাঁর ভাই যোহনকে দে'খে
যিশু তাঁদের আহ্বান করলেন।
তাঁরা তখনই নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে
তাঁর অনুসরণ করলেন। সাম ১৯

২য় ধুয়ো : ইনিই * সেই শিষ্য,
যিশু যাঁকে ভালবাসতেন। সাম ৪৭

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা চিরকুমার যোহনকে
মনোনীত করে সকলের চেয়ে তাঁকেই ভালবাসলেন। সাম ৬৪

প্র এই সমস্ত কথা সত্য, বিশ্বাসযোগ্য ;
উ আমি, যোহন, আমি নিজেই এই সবকিছু শুনেছি, দেখেছি।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ইনি * সেই যোহন,
যাঁরই হাতে যিশু আপন মাকে সঁপে দিয়েছিলেন। সাম ৭৫

২য় ধুয়ো : যাঁকে যিশু ভালবাসতেন, * সেই শিষ্য সমাধিস্থানে গিয়ে
ভিতরে ঢুকলেন : দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। সাম ৯৯

৩য় ধুয়ো : যাঁকে যিশু ভালবাসতেন, * সেই শিষ্য বলে উঠলেন,
উনি প্রভু! আল্লেলুইয়া। সাম ১০১

প্র যার কান আছে, সে শুনুক,
উ ঐশআত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে চিরস্থায়ী খ্যাতি দিলেন ;
উত্তরাধিকার রূপে তাঁকে দিলেন চিরস্থায়ী সুনাম।

**প্রভুর যাজকসমাজ** (গীতিকা ইশা ৬১:৬-৯)

তোমাদের বলা হবে ‘প্রভুর যাজক’,
তোমরা ‘আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক’ বলে অভিহিত হবে,

তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।

তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব'লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।

কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।

তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে চিরস্থায়ী খ্যাতি দিলেন ;
উত্তরাধিকার রূপে তাঁকে দিলেন চিরস্থায়ী সুনাম।

প্ব ইনি সেই শিষ্য, যিনি ঈশ্বরের বাণী

উ এবং যিশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্যবাণীর সপক্ষে দিয়েছেন সাক্ষ্য।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,

তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১৯:২৭-২৯।

## স্তোত্র

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের মধ্য দিয়ে তোমার বাণীর রহস্যাবৃত সত্য আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করেছ। আশীর্বাদ কর : তিনি আমাদের কাছে যে বাণী উত্তমরূপে ধ্বনিত করেছেন, আমরা যেন গভীর ধ্যানের ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : কতই না সম্মাননীয় * সেই ধন্য শিষ্য যোহন,
যিনি শেষ ভোজের সময়ে প্রভুর বুকে মাথা সঁপে দিয়েছিলেন। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ইনি সেই শিষ্য, * যিনি এবিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন ;
আমরা জানি, যথার্থই তাঁর সাক্ষ্য। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা যোহনকে মনোনীত করলেন,
সকলের চেয়ে তাঁকেই ভালবাসলেন। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : ইনি * সেই যোহন,
যাঁরই হাতে যিশু আপন মাকে সঁপে দিয়েছিলেন। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যাঁকে * যিশু ভালবাসতেন,
সেই শিষ্য পিতরকে বললেন, উনি প্রভু! আল্লেলুইয়া। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রেরিত ৪:১৯-২০)

পিতর ও যোহন প্রতিবাদ করে বললেন, 'ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা নিজেরা বিচার করুন ; কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।'

## শ্লোক

প্ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

প্ তাঁরা চিরস্মরণীয় করবেন তোমার নাম

উ সারা পৃথিবীর উপর।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তুমি তাঁদের করে তুলবে জনপ্রধান * সারা পৃথিবীর উপর।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : ইনি * সেই ধন্য যোহন,

যিনি শেষ ভোজের সময়ে মাথা রেখেছিলেন প্রভুর বুকে।

ধন্য সেই প্রেরিতদূত,

যাঁর কাছে প্রকাশিত হল স্বর্গীয় রহস্য। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের মধ্য দিয়ে তোমার বাণীর রহস্যাবৃত সত্য আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করেছ। আশীর্বাদ কর: তিনি আমাদের কাছে যে বাণী উত্তমরূপে ধ্বনিত করেছেন, আমরা যেন গভীর ধ্যানের ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : কতই না সম্মাননীয় * সেই ধন্য শিষ্য যোহন,
যিনি শেষ ভোজের সময়ে মাথা রেখেছিলেন প্রভুর বুকে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৫:১৯-২০)

পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।

*প্র* সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ,

*উ* বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের মধ্য দিয়ে তোমার বাণীর রহস্যাবৃত সত্য আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করেছ। আশীর্বাদ কর: তিনি আমাদের কাছে যে বাণী উত্তমরূপে ধ্বনিত করেছেন, আমরা যেন গভীর ধ্যানের ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ইনি সেই শিষ্য, * যিনি এবিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন ;
আমরা জানি, যথার্থই তাঁর সাক্ষ্য।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:১২ক, ১৪)

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত।

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি

℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের মধ্য দিয়ে তোমার বাণীর রহস্যাবৃত সত্য আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করেছ। আশীর্বাদ কর: তিনি আমাদের কাছে যে বাণী উত্তমরূপে ধ্বনিত করেছেন, আমরা যেন গভীর ধ্যানের ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যাঁকে * যিশু ভালবাসতেন,
সেই শিষ্য পিতরকে বললেন, উনি প্রভু! আল্লেলুইয়া।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ৫:৪১-৪২)

যিশুর নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন— একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আনন্দ কর, উল্লাস কর তোমরা,

*উ* তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, তুমি প্রেরিতদূত সাধু যোহনের মধ্য দিয়ে তোমার বাণীর রহস্যাবৃত সত্য আমাদের জন্য উদ্ঘাটন করেছ। আশীর্বাদ কর: তিনি আমাদের কাছে যে বাণী উত্তমরূপে ধ্বনিত করেছেন, আমরা যেন গভীর ধ্যানের ফলে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

জন্মোৎসবকালে ২৭শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২৮শে ডিসেম্বর

# নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ, সাক্ষ্যমর

পর্ব

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর (একাধিক)।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : আজ যিনি নিরপরাধী শিশুদের সাক্ষ্যমরণের মুকুটে ভূষিত করেছেন,
এসো, সেই নবজাত খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি। সাম ৯৫

| প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি |
|---|---|---|

**জাগরণী**

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

এবার আসছেন রাজার রাজা
সেই দাউদের রাজ্য নিতে ;

কথা শুনে নিষ্ঠুর হেরোদ
রেগে উঠল : রাজ্য গেল !

রাজপ্রাসাদ কোলাহল-ভরা :
অস্ত্র তুলে যেয়ো তোমরা,
তোমরা যারা আমার ভক্ত,
চাই শিশুদেরই রক্ত।

ওগো হেরোদ, হত্যাকাণ্ডে,
বল, তোমার কী লাভ হল?
শহীদ হল সেই সব শিশু,
মুক্তি পেলেন রাজা যিশু।

সুকুমারীর সন্তান, যিশু,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত,
তুমি চিরকাল পূজিত। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * ধার্মিকদের আঙুরলতা জলস্রোতের কূলে রোপণ করলেন,
প্রভুর বিধানেই ছিল তাদের প্রীতি। সাম ১

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : আমি * আমার ভক্তদের একটি স্থান দেব
আমার পিতার রাজ্যে। সাম ১৫

℣ ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে পবিত্রজন সবাই গাইছিলেন এক নতুন গান ;
℟ পৃথিবী জুড়েই ধ্বনিত তাঁদের কণ্ঠস্বর।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : ঈশ্বরের কাছে * ধার্মিকদের পুরস্কার প্রচুর ;
খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে তাঁরা জীবিত থাকবেন চিরকাল। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : স্বর্গরাজ্য এঁদেরই, * যাঁরা সংসার তুচ্ছ ক'রে ঐশরাজ্যে পৌঁছে
মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করলেন। সাম ৬১

৩য় ধুয়ো : ধর্মশহীদেরা * ইহলোকে খ্রিষ্টের জন্য রক্তদান করলেন ব'লে
স্বর্গলোকে পেলেন শাশ্বত পুরস্কার। সাম ৬৪

প্র হে প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
উ চিরকাল বল : প্রভু ধন্য !

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : নিরপরাধী শিশুদের যন্ত্রণাভোগের ফলে * খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত,
তাঁদের নির্যাতক সেই হেরোদ কিন্তু লজ্জিত।

**ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,

দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : নিরপরাধী শিশুদের যন্ত্রণাভোগের ফলে খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত,
তাঁদের নির্যাতক সেই হেরোদ কিন্তু লজ্জিত।

*প্র* আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় থাকে ;
*উ* তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল।

স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১০:১৭-২২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

**সমাপন প্রার্থনা**

এসো, প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, আজ এই পর্বদিনেই সেই নিরপরাধী শহীদেরা কথায় নয়, মরণেই তোমার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তোমাতে যে বিশ্বাস

আমরা ওষ্ঠে উচ্চারণ করি, তা যেন জীবনাচরণেও ব্যক্ত করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ধন্য তোমরা, শহীদ-শিশু !
গোলাপপুষ্পের মতই যেন
জীবন-শুরুতেই সেই শত্রু
তোমাদের করেছে ছিন্ন।

তোমরাই খ্রিষ্টের প্রথম বলি,
হে মেষশিশু, তোমরা ধন্য !
বেদির তলায় তোমরা খেলছ
সরল ভাবে মুকুট নিয়ে।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

১ম ধুয়ো : যোগ্য ব'লে * তারা শুভ্র বসনে আমার সঙ্গে চলবে ;
আমি তাদের নাম জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলব না। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি একটি স্থান দেব আমার পিতার রাজ্যে। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : ঈগলের মত * পুণ্যজনদের যৌবনও নিত্য নবীন হয়ে থাকবে;
প্রভুর নগরীতে তাঁরা ফুটে উঠবেন লিলিফুলেরই মত। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : এদের স্বর্গদূতেরা * অনুক্ষণ দর্শন করেন আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ।
গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * বেদির তলায়
সকল পুণ্যজন বলে থাকেন :
হে আমাদের ঈশ্বর,
আমাদের রক্তপাতের যোগ্য প্রতিফল দাও। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:১৫)

রামায় শোনা গেল এক সুর—বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর। রাখেল নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদছে; কোন সান্ত্বনা মানছে না, কারণ তারা আর নেই!

## শ্লোক

প্ল ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।
উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।
প্ল প্রভুরই কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার।
উ তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : নিরপরাধী শিশুদের * খ্রিষ্টের জন্য হত্যা করা হল।
ছোট বাচ্চাদের ধর্মহীন রাজার আদেশে বধ করা হল।

এখন নিষ্কলঙ্ক সেই মেষশিশুর অনুসরণ ক'রে
তারা অনুক্ষণ বলে চলে : প্রভু, তোমার গৌরব হোক ! গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকদের দর্প নিরপরাধী শিশুদের শান্ত সেনাদল দ্বারা জয় করেছিলেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, নির্মল সাক্ষ্যমরের সেনাদল তোমার প্রশংসাগান করে।*

-হে খ্রিষ্ট, তুমি একদিন নিরপরাধী সাক্ষ্যমরদের রক্তদানে স্বীকৃতি পেয়েছিলে ; বর প্রদান কর আমরাও যেন যথাযোগ্য জীবনাচরণেই জগতের সামনে তোমার নাম স্বীকার করতে পারি।

-তুমি দুর্বল ও নিরুপায় শিশুদের দান করেছ বিজয়-মুকুট। সহায়তা কর, তোমার অশেষ অনুগ্রহের অস্ত্র হাতিয়ার করে আমরা যেন অমঙ্গলের অধীনে পতিত না হই।

-তুমি সেই নিরপরাধী শিশুদের রক্ত-বাপ্তিস্মে পবিত্রিত করেছিলে ; দয়া দেখিয়ে আমাদেরও পবিত্রিত কর।

-তুমি সেই নিরপরাধী শিশুদের তোমার রাজ্যের অগ্রিমাংশ বলে তোমার আগে আগে প্রেরণ করেছিলে ; তোমার গৌরবময় ভোজ থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে দিয়ো না।

-শিশু অবস্থা থেকে তুমি নির্যাতন ও নির্বাসনের পরিচয় পেয়েছিলে। শিশুদের উপর দৃষ্টি রাখ, প্রবাসী ও নির্বাসিতদের রক্ষা কর, নির্যাতিতদের সহায়তা দান কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, আজ এই পর্বদিনেই সেই নিরপরাধী শহীদেরা কথায় নয়, মরণেই তোমার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। আশীর্বাদ কর : তোমাতে যে বিশ্বাস আমরা ওষ্ঠে উচ্চারণ করি, তা যেন জীবনাচরণেও ব্যক্ত করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি একটি স্থান দেব আমার পিতার রাজ্যে।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (বিলাপ ১:১৬)

আমি কাঁদছি, আমার চোখ হয়েছে অশ্রুজলের নির্ঝর, আমার কাছ থেকে যে দূরেই রয়েছেন তিনি, যিনি সান্ত্বনা দেন, যিনি আমার প্রাণ সঞ্জীবিত করতে পারেন। আমার বালকেরা এতিম, কারণ শত্রু হয়েছে বিজয়ী।

*প্র* প্রভু তাদের পরিয়েছেন আনন্দ-বসন,

*উ* কান্তির মুকুটেই তাদের মাথা করেছেন বিভূষিত।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজ এই পর্বদিনেই সেই নিরপরাধী শহীদেরা কথায় নয়, মরণেই তোমার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তোমাতে যে বিশ্বাস আমরা ওষ্ঠে উচ্চারণ করি, তা যেন জীবনাচরণেও ব্যক্ত করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈগলের মত * পুণ্যজনদের যৌবনও নিত্য নবীন হয়ে থাকবে ;
প্রভুর নগরীতে তাঁরা ফুটে উঠবেন লিলিফুলেরই মত।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (বিলাপ ২:১১)

আমার চোখ বিলাপে ক্রন্দনে ক্ষীণ হয়ে এল, আমার অন্ত্ররাজি আলোড়িত; কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে বালক ও দুধের শিশু সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

℣ ধার্মিকজন যারা, তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

℟ প্রভুরই কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজ এই পর্বদিনেই সেই নিরপরাধী শহীদেরা কথায় নয়, মরণেই তোমার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তোমাতে যে বিশ্বাস আমরা ওষ্ঠে উচ্চারণ করি, তা যেন জীবনাচরণেও ব্যক্ত করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ঈশ্বরের * বেদির তলায়
সকল পবিত্রজন বলে থাকেন :
হে আমাদের ঈশ্বর,
আমাদের রক্তপাতের যোগ্য প্রতিফল দাও।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যেরে ৩১:১৬ক, ১৭ত)

প্রভু একথা বলছেন: তোমার বিলাপ, তোমার চোখের জল সংযত রাখ, কারণ তোমার শ্রমের জন্য একটা মজুরি আছেই, তোমার ভবিষ্যতের একটা আশা আছেই।

℣ পুণ্যজনেরা গৌরবে মেতে ওঠে,

℟ ঈশ্বরের গৃহে তারা করে আনন্দগান।

## সমাপন প্রার্থনা

এসো, প্রার্থনা করি: হে ঈশ্বর, আজ এই পর্বদিনেই সেই নিরপরাধী শহীদেরা কথায় নয়, মরণেই তোমার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন। আশীর্বাদ কর: তোমাতে যে বিশ্বাস আমরা ওষ্ঠে উচ্চারণ করি, তা যেন জীবনাচরণেও ব্যক্ত করতে পারি। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা।

## বিদায়

# সন্ধ্যারতি

জন্মোৎসবকালে ২৮শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

২৯শে ডিসেম্বর

# সাধু টমাস বেকেট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

সাধারণ ব্যবস্থা : সাক্ষ্যমর অথবা পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষ্যমর সাধু টমাসকে ন্যায়নীতির খাতিরে সৎসাহসের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিতে যোগ্য করে তুলেছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: ইহলোকে খ্রিষ্টের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমরা যেন স্বর্গলোকে তা আবার ফিরে পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিদায়

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

প্র হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

আহ্বান সঙ্গীত : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি।

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : এই জগতে * নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে,

সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। গীতিকা

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : স্বর্গরাজ্যেই * পুণ্যজনদের আবাস,
তাদের শান্তি চিরস্থায়ী। গীতিকা

৩১শে ডিসেম্বর

# পোপ সাধু প্রথম সিলভেস্তার

সাধারণ ব্যবস্থা : পালক।

## সমাপন প্রার্থনা

হে প্রভু, পোপ সাধু সিলভেস্তারের প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল যারা, তোমার সেই জনগণের সহায়তায় এসো : ইহলোকে তোমার পরিচালনায় জীবন কাটিয়ে আমরা যেন আনন্দের সঙ্গে চিরন্তন জীবন পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

## জাগরণীর ব্যবহার্য দ্বিতীয় পাঠ

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তিনি * যখন মণ্ডলীর প্রধান পালক ছিলেন,
তখন সংসারকে ভয় করেননি,
বরং অটল হয়ে
স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন। গীতিকা

# সাধারণ ব্যবস্থা

ধন্যা কুমারী মারীয়া প্রেরিত সাক্ষ্যমর পালক আচার্য সন্ন্যাসী চিরকুমারী সাধু সাধ্বী সূচী

# গির্জা উৎসর্গীকরণ

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পুণ্য নগর যেরুশালেম,
তোমায় বলে শান্তিদর্শন।
জীবনপূর্ণ প্রস্তর নিয়ে
স্বর্গেই তো নির্মিতা তুমি।
দিব্য দূতগণ তোমায় ঘিরে,
শুচি কনেই যেন তুমি।

সেই-কক্ষের দিকে
স্বর্গ হতে নেমে আসছ
হয়ে সজ্জিতা, শ্রীমণ্ডিতা,
পুণ্যের মুক্তা অলঙ্কৃতা—
সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সঙ্গে
তুমি যে হবে মিলিতা।

দেখ, তব তোরণ সকল
যত রত্নে দীপ্তিময়।
সাধুসাধ্বীর যাচনার ফলে
তুমি তাদের করবে বরণ
এখন যারা মর্তলোকে
খ্রিষ্টনাম করে স্মরণ।

মোরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর,
যা ক্লেশ দ্বারা পবিত্রিত,
যা নির্মাতার হাতের দ্বারা
যার যার স্থানে হল স্থিত,
এতে তুমি, পুণ্য নগর,
থাকবে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতা শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো

চল্লিশাকালে নয় : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১৬

চল্লিশাকালে : সর্বজাতি এসে * তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু। গীতিকা ২২

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ২:১৯-২২)

তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

**শ্লোক**

*প্র* তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।
*উ* তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।
*প্র* চিরদিন চিরকাল,
*উ* পবিত্রতাই শোভা পায়।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তোমার গৃহে, প্রভু, * পবিত্রতাই শোভা পায়।

পাস্কাকাল

℣ তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ চিরদিন চিরকাল,

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তোমার গৃহে, প্রভু, পবিত্রতাই শোভা পায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর, * তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই,
যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানকে একত্রিত করার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আসুন, আমাদের সেই বিশ্বত্রাতাকে ডাকি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার গৃহ পাথরের উপরেই নির্মাণ করেছ। বিশ্বাসে ও আশায় আমাদের স্থিতমূল করে রাখ।

-তোমার বুকের বিদ্ধ পাশ থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তোমার নব ও চিরন্তন সন্ধির সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-যারা তোমার নামে সম্মিলিত হয়, তুমি তাদের মাঝে উপস্থিত। তোমার মণ্ডলী একাত্ম হয়ে যে প্রার্থনা তোমার চরণে রাখে, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।

-যারা তোমাকে ভালবাসে, তুমি পিতার সঙ্গে তাদের অন্তরে বসবাস কর। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার প্রেমের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তো তাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : হে খ্রিষ্টের কনে মণ্ডলী,

তোমার বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসেন ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

পরম পিতার পুত্র খ্রিষ্ট
দিব্য পর্বতচূড়া হতে
নেমে এলেন এই ভূলোকে
পর্বত থেকেই শৈল যেন,

স্বর্গ ও মর্ত যুক্ত করলেন
সংযোগপ্রস্তর যেন।

অবিরত স্বর্গমন্দির
ঐশগানে পরিপূর্ণ ;
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর
দিবারাত্র প্রশংসিত,
সে-ই গানে যোগদান করতে
মোরা নিমন্ত্রিত।

মর্তে মন্দির যত, প্রভু,
কর পূর্ণ তব বিভায়।
তোমায় ডাকি, এসো, তুমি,
মোদের দশা কর দর্শন,
তব দিব্য অনুগ্রহ
হৃদে কর বর্ষণ।

এখানে একত্র হয়ে
তোমায় ডাকে ভক্তবৃন্দ ;
তব রক্ষা করে ভিক্ষা,
তব কৃপার যত দান,
দেহ ছেড়ে একদিন লাভবে
তোমার পাশে স্থান।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর ;

শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর।

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : সুখী তারা,
যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

প্ল তোমার গৃহে, প্রভু, (আল্লেলুইয়া),
উ পবিত্রতাই শোভা পায় চিরদিন (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * হবেন আমার আপন পরমেশ্বর,
এই প্রস্তরকে বলা হবে ঈশ্বরের গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : মোশি * প্রভু পরমেশ্বরের জন্য
একটি বেদি নির্মাণ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : যে বাস করে * পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
সে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় করে রাত্রিযাপন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯১

প্ল আমার গৃহকে (আল্লেলুইয়া)
উ বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ধন্য তুমি, প্রভু, * তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যাকোব * স্বপ্নে এমন সিঁড়ি দেখলেন যার এক মাথা স্বর্গস্পর্শী,
সেটা বেয়ে স্বর্গদূতেরা ওঠা-নামা করছিলেন ;
তখন তিনি বললেন,
এ স্থান সত্যি পবিত্র (আল্লেলুইয়া)।

**নতুন যেরুশালেম** (গীতিকা ৫ তোবিত ১৩:১০-১৩, ১৫-১৮)

সকলে প্রভুর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম, †
তোমার সন্তানদের কাজের জন্যই তিনি তোমাকে শাস্তি দিলেন,
কিন্তু ধার্মিকদের সন্তানদের তিনি আবার দয়া করবেন।
যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য,

তবে তোমার মধ্যে আনন্দের সঙ্গে তাঁর তাঁবু পুনর্নির্মিত হবে,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল নির্বাসিতকে আনন্দিত করবেন,
তোমার মধ্যেই তিনি সকল অত্যাচারিতকে ভালবাসবেন
যুগে যুগে চিরকাল।

পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস,
দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,
পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী পবিত্র নামের কাছে আসবে,
হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

যুগের পর যুগ সকলে তোমার মধ্যে নিজেদের আনন্দ-ফুর্তি ব্যক্ত করবে,
এবং মনোনীত নগরীর নাম বিরাজ করবে যুগে যুগে চিরকাল।
তবে উল্লাস কর! †
ধার্মিকদের সন্তানদের বিষয়ে মেতে ওঠ,
কারণ তোমার কাছে একত্রিত হয়ে সকলে সর্বযুগের রাজাকে বলবে ধন্য।

আহা তাদের কী সুখ, যারা তোমাকে ভালবাসে,
যারা তোমার শান্তিতে আনন্দিত!
প্রাণ আমার, মহান রাজা সেই প্রভুকে বল ধন্য,
কারণ যেরুশালেম তাঁর চিরকালীন আবাসরূপেই পুনর্নির্মিত হবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## শান্তিতেই একতা (গীতিকা ইশা ২:২-৩)

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।

বহু জাতি এসে বলবে, †
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## প্রভুর প্রকৃত উপাসকমণ্ডলী (গীতিকা যেরে ৭:২-৭)

প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর।
সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন : †
তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর,
তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব।

যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!'
তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না।
বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ
ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর,

যদি একে অন্যের প্রতি
ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর,
যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর,

যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও,
তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই,
এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম
প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ধন্য তুমি, প্রভু, তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
যা তোমার নামের প্রশংসা ও গৌরবার্থে নির্মিত হল (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যাকোব স্বপ্নে এমন সিঁড়ি দেখলেন যার এক মাথা স্বর্গস্পর্শী,
সেটা বেয়ে স্বর্গদূতেরা ওঠা-নামা করছিলেন ;
তখন তিনি বললেন,
এ স্থান সত্যি পবিত্র (আল্লেলুইয়া)।

প্র আমি তোমার পবিত্র মন্দির পানে প্রণিপাত করব (আল্লেলুইয়া)।

উ ওগো প্রভু, আমি করি তোমার নামের স্তুতি (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:২৩-২৪ অথবা লুক ১৯:১-১০ অথবা যোহন ২:১৩-২২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : হে খ্রিষ্টের কনে মণ্ডলী,

তোমার বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসেন ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ভক্তমণ্ডলী এক গৃহ,
খ্রিষ্ট তারই সংযোগপ্রস্তর।
তিনি গৃহ সুসংবদ্ধ
সদা সংরক্ষিত রাখবেন।

পুণ্য সিয়োন, বিশ্বাস কর!
বিশ্বাসগুণে অটল থাকবে।

পুণ্য নগর যেরুশালেম
ঐশপ্রেমে পরিপূর্ণা,
জয়োল্লাসে হয়ে মুখর
দিবারাত্র ভক্তিভরে
এক মহেশ্বর পরম ত্রিত্বের
স্তুতিগান প্রচার করে।

এসো তব এ-ই গৃহে,
ওগো পরমেশ্বর, এসো।
তুমি তো যে মঙ্গলময়,
মোদের দশা কর দর্শন;
গৃহের উপর কৃপা ক'রে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

এ-ই গৃহে সবে শোনে
তব প্রেমের কীর্তি, প্রভু।
সবার আশা—মৃত্যু এলে
তারা তখন স্বর্গেই যাবে,
নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
চিরকালীন বিশ্রাম পাবে।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো:
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর;

শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : রত্ন-মণিতেই * তোমার সমস্ত প্রাচীর,
যেরুশালেমের যত মিনার মণিমুক্তায় তৈরী হবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ৫৬:৭)

আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব। তাদের আহুতি ও যজ্ঞগুলো তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে, কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

## শ্লোক

℣ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।

℟ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।

℣ আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে

℟ তিনি মহাপ্রশংসনীয়।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু মহান, * মহাপ্রশংসনীয়।

পাস্কাকাল

℣ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : জাখেয়, * শীঘ্র নেমে এসো।

কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।

সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাল।

আজ এই বাড়িতে প্রবেশ করেছে পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

মণ্ডলী হল সেই আত্মিক মন্দির স্বয়ং খ্রিষ্ট যার মনোনীত প্রস্তর, আর আমরা নিজেরা যার জীবন্ত প্রস্তর। আসুন, পিতার কাছে তাঁর প্রিয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা ক'রে আমাদের বিশ্বাস ঘোষণা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে পবিত্র করে তোল।*

-হে পবিত্র পিতা, হে দিব্য কৃষক, তোমার আঙুরখেত পরিশুদ্ধ কর, তার যত্ন নাও, তা ফলবান করে তোল, তোমার আশীর্বাদে তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

-হে শাশ্বতকালীন মেষপালক, তোমার পালকে রক্ষা কর, তার বৃদ্ধি ঘটাও, সকল মানুষ যেন একমাত্র পালকের তত্ত্বাবধানে একমাত্র পালে একত্রিত হয়।

-হে উত্তম বীজবুনিয়ে, জগতের মাঠে তোমার বাণীর বীজ বুনে দাও ; সেই বীজ যেন তোমার রাজ্যের মাঠে একশ' গুণ ফসল দিতে পারে।

-হে সুদক্ষ গৃহনির্মাতা, তোমার গৃহ সুসংবদ্ধ করে রাখ, তোমার নামে একত্রিত তোমার আপন পরিবারকে পবিত্র করে তোল, যেন তোমার পুত্রের সেই পবিত্রা কনে সকল মানুষের কাছে নব যেরুশালেমরূপেই উজ্জ্বল প্রকাশ পায়।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর মন্দির পবিত্র,
সেই মন্দির ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ৩:১৬-১৭)

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

*প্র* তোমার গৃহ ভালবাসি, প্রভু (আল্লেলুইয়া),

*উ* এই স্থানটি যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমার গৃহে * পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (২ করি ৬:১৬)

আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

℣ যেরুশালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর (আল্লেলুইয়া)।

℟ যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ, * সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যেরে ৭:২খ, ৪-৫ক, ৭ক)

প্রভুর বাণী শোন তোমরা সকলে, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। যারা বলে, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানে।

*প্র* প্রবেশ কর প্রভুর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে (আল্লেলুইয়া),

*উ* তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

পুণ্য নগর যেরুশালেম,
তোমায় বলে শান্তিদর্শন।
জীবনপূর্ণ প্রস্তর নিয়ে
স্বর্গেই তো নির্মিতা তুমি।
দিব্য দূতগণ তোমায় ঘিরে,
শুচি কনেই যেন তুমি।

সেই-কক্ষের দিকে
স্বর্গ হতে নেমে আসছ
হয়ে সজ্জিতা, শ্রীমণ্ডিতা,
পুণ্যের মুক্তা অলঙ্কৃতা—
সৃষ্টিকর্তা প্রভুর সঙ্গে
তুমি যে হবে মিলিতা।

দেখ, তব তোরণ সকল
যত রত্নে দীপ্তিময়।
সাধুসাধ্বীর যাচনার ফলে
তুমি তাদের করবে বরণ

এখন যারা মর্তলোকে
খ্রিষ্টনাম করে স্মরণ।

মোরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর,
যা ক্লেশ দ্বারা পবিত্রিত,
যা নির্মাতার হাতের দ্বারা
যার যার স্থানে হল স্থিত,
এতে তুমি, পুণ্য নগর,
থাকবে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

এসো, মোরা ভক্তির কণ্ঠে
গুণকীর্তন করি, এসো :
পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৮ম শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : তোমার গৃহে
পবিত্রতা শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার গৃহকে
বলা হবে প্রার্থনা-গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : এই তো প্রভুর গৃহ,
সুদৃঢ়ভাবে তৈরি করা গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : শক্ত পাথরের উপরেই
গাঁথা প্রভুর গৃহ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো

চল্লিশাকালে নয় : যেরুশালেমের সঙ্গে * আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১৬

চল্লিশাকালে : সর্বজাতি এসে * তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ২১:২-৩, ২২, ২৭)

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম : সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল : 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।' সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না ; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

## শ্লোক

℣ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
℟ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

℣ তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে,

℟ যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

পাস্কাকাল

℣ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, নিম্নলিখিত ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : প্রভু * আপন আবাস পবিত্র করেছেন।

এই তো প্রভুর গৃহ, এইখানে লোকে করবে তাঁর নাম।

লেখাই তো আছে :

এইখানে বিরাজ করবে আমার নাম (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের বিক্ষিপ্ত সকল সন্তানকে একত্রিত করার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আসুন, আমাদের সেই বিশ্বত্রাতাকে ডাকি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি তোমার গৃহ পাথরের উপরেই নির্মাণ করেছ। বিশ্বাসে ও আশায় আমাদের স্থিতমূল করে রাখ।

-তোমার বুকের বিদ্ধ পাশ থেকে জল ও রক্ত বেরিয়ে পড়েছিল। তোমার নব ও চিরন্তন সন্ধির সাক্রামেন্তগুলির মাধ্যমে তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-যারা তোমার নামে সম্মিলিত হয়, তুমি তাদের মাঝে উপস্থিত। তোমার মণ্ডলী একাত্ম হয়ে যে প্রার্থনা তোমার চরণে রাখে, তুমি তা প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ কর।

-যারা তোমাকে ভালবাসে, তুমি পিতার সঙ্গে তাদের অন্তরে বসবাস কর। তোমার আশীর্বাদে মণ্ডলী যেন তোমার প্রেমের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

-যারা তোমার আশ্রয় নেয়, তুমি তো তাদের পরিত্যাগ কর না। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার পিতার গৃহে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

### উৎসর্গীকৃত গির্জার অভ্যন্তরে

হে ঈশ্বর, যারা তোমার আশীর্বাদে প্রতি বছর এই পবিত্র মন্দির উৎসর্গীকরণ বার্ষিকী পালন করে, তোমার সেই জনগণের প্রার্থনা গ্রহণ কর। আশীর্বাদ কর: আমরা যেন এখানে সর্বদাই তোমার উদ্দেশে শুদ্ধ সেবাকর্ম সম্পাদন করতে পারি, ও লাভ করতে পারি মুক্তির পূর্ণতা। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### উৎসর্গীকৃত গির্জার বাইরে

হে ঈশ্বর, তুমি তো জীবন্ত ও মনোনীত প্রস্তর নিয়েই তোমার মাহাত্ম্যের এক শাশ্বত বাসস্থান প্রস্তুত কর। তোমার মণ্ডলীতে তোমার দেওয়া সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ শত ধারায় সঞ্চার কর, যেন স্বর্গীয় যেরুশালেমের নির্মাণকর্মের উদ্দেশ্যে তোমার বিশ্বস্ত জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে ঈশ্বর, তোমার জনগণের সম্মিলনকে তুমি নিজেই মণ্ডলী নাম দিয়েছ। তাই আশীর্বাদ কর: তোমার নামে সমবেত হয়ে তোমার জনগণ যেন ভক্তিপূর্ণ অন্তরে তোমাকে শ্রদ্ধা করে, এবং তোমাকে অনুসরণ ক'রে তোমার সুপরিচালনায় প্রতিশ্রুত স্বর্গীয় আবাসে উপনীত হতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# ধন্যা কুমারী মারীয়া

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মাতা, স্নেহভরে যাচনা
তুমি যে সর্বদা শোন,
গ্রহণ কর মোদের ভিক্ষা,
নিত্য কর মোদের রক্ষা।

এসো, মাতা! মোচন কর
অপরাধের নিষ্ঠুর শৃঙ্খল ;
যাতে অন্তর কলুষিত,
সেই পাপ কর বিনাশিত।

এসো, মাতা! ঘুচিয়ে দাও
সংসারের অনিত্য মায়া,

তবেই মুক্ত হয়ে অন্তর
স্বর্গের খোঁজ করবে নিরন্তর।

এসো, মাতা! মুছে দাও
দেহমনের যত গ্লানি;
বর্তমানে দিও শান্তি,
যাতে লাভি স্বর্গের কান্তি।

মৃত্যুক্ষণে কাছে থেকো,
মাতৃস্নেহ-স্পর্শে যেন
শেষ পরীক্ষা ভয় না ক'রে
স্বর্গীয় সুখ পাই চিরতরে।

ঐশপ্রসাদ-বস্ত্রে যাঁরা
তোমায় করলেন অলঙ্কৃতা,
তুলুক সমগ্র ধরণী
সেই ত্রিব্যক্তির জয়ধ্বনি। (১৯শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

১ম ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * তুমি ধন্যা!
তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিনি তোমাকে গড়লেন, * তুমি তাঁকে জন্ম দিলে।
তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : নারীকুলে তুমি ধন্যা,

এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

**শ্লোক**

প্ল আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ল নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

পাস্কাকাল

প্ল আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : আমার বিনম্রতার দিকে * মুখ তুলে চেয়েছেন পরমেশ্বর ;

আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলে ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে মহাকীর্তিকলাপের সাধক পরমেশ্বর, তোমার প্রসন্নতায় তুমি ধন্যা মারীয়াকে দেহে ও আত্মায় তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের গৌরবের অংশভাগী করেছ। শাশ্বত গৌরবধামে আমাদের চালিত কর।

-তুমি ধন্যা মারীয়াকে আমাদের মা করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে দুর্বলকে শক্তি, দুঃখীকে সান্ত্বনা, পাপীকে ক্ষমা ও সকলকে পরিত্রাণ মঞ্জুর কর।

-তুমি কুমারী মারীয়াকে প্রসাদপূর্ণা করেছ। তোমার পবিত্র আত্মার দানগুলির ঐশ্বর্যদানে আমাদের আনন্দিত করে তোল।

-মণ্ডলীর সকল ভক্তকে একমন একপ্রাণ করে তোল। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন একাত্ম হয়ে যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনারত থাকতে পারি।

-তুমি অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়াকে স্বর্গের রানী মর্যাদায় উন্নীত করেছ। আমাদের সকল পরলোকগত ভাইবোনকে নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার রাজ্যের চির আনন্দের সহভাগী করে তোল।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,
এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : এসো, ধন্যা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, করি প্রভুর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

স্বর্গমর্ত যাঁকে পূজে
যাঁর প্রভুত্ব করে প্রকাশ,
মা মারীয়ার গর্ভে নিলেন
সেই স্বর্গেশ্বর আপন আবাস।

আকাশ সূর্য চন্দ্র তারার
যিনি হলেন আদিকারণ,
সুকুমারী আপন গর্ভে
একদিন করলেন তাঁকে ধারণ।

ধন্যা মাতা! যিনি স্রষ্টা,
সৃষ্টি যাঁরই করতলে,
তিনি তব পুণ্য গর্ভ
নিলেন আপন সিন্দুক ব'লে।

দূতটি তোমায় বললেন ধন্যা,
আত্মার পুণ্য কনে তুমি;
প্রতিশ্রুতির কথা মত
নিজের ফল দিল যে ভূমি।

সুকুমারীর যিনি সন্তান,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (ভেনান্তিউস ফর্তুনাতুস † ৬০৯)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমার বিনম্রতার জন্য * পরাৎপর আমাতে হলেন প্রীত;
আমি মানবেশ্বরকে প্রসব করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

২য় ধুয়ো : পরাৎপর আপন আবাস * পবিত্র করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

৩য় ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * তোমার বিষয়ে
বলা হয় কতই না গৌরবের কথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

℣ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান (আল্লেলুইয়া),

℟ যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমার ওষ্ঠ * প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর তোমাকে আশিসধন্য করলেন চিরকালের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

২য় ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি জগৎত্রাতাকে গর্ভে বরণ করতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৮

৩য় ধুয়ো : কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৫

℣ সেই মাতার, আহা, কী গৌরব (আল্লেলুইয়া),

℟ তিনি স্বর্গের রাজাকে জন্ম দিলেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই জগৎত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : তাঁর সকল কাজের জন্য
তোমরা প্রভুকে বল ধন্য,

তিনি মারীয়াকে ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন (আল্লেলুইয়া)।

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না ;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন ;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: কুমারী মারীয়া,
নিত্যই কর উল্লাস,
তুমি যে স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই জগৎত্রাতাকে
জন্ম দিতে যোগ্য হলে (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো: তাঁর সকল কাজের জন্য
তোমরা প্রভুকে বল ধন্য,
তিনি মারীয়াকে ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),
*উ* যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:

‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১:১৮-২৩ অথবা লুক ২:১-১৪ অথবা লুক ১:২৬-৩৮।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : কুমারী মারীয়ার যিনি সন্তান,
এসো, সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : এসো, ধন্যা মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন করি ;
এসো, করি প্রভুর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

তুমি স্বর্গমর্তের রানী,
তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।
যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি!

তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা:

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা:

১ম ধুয়ো: প্রভুর দূত * মারীয়াকে সংবাদ দিলেন,
আর তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো: আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : আমি * প্রভুর দাসী।

আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।

তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : তুমিই * যেরুশালেমের গৌরব,

তুমিই ইস্রায়েলের আনন্দ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১০)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

## শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;

উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

### পাস্কাকাল

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : হবা * সকলের জন্য বন্ধ করেছিলেন স্বর্গের দ্বার ;
কুমারী মারীয়া আবার তা খুলে দিলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : যুগযুগ ধরে * সকলে আমাকে সুখী বলবে,
তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

অথবা

যিনি কুমারী মারীয়াকে মানবজাতির সাহায্যকারিণী বলে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার মুক্তিদায়ী ক্ষমতায় তুমি তোমার মাকে পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে রেখেছিলে। আমাদেরও পাপ থেকে মুক্ত করে রাখ।

-হে মুক্তিদাতা, তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার উপস্থিতির পবিত্রধাম ও পবিত্র আত্মার মন্দির করেছিলে। আমাদেরও পবিত্র আত্মার জীবন্ত মন্দিরে পরিণত কর।

-হে সনাতন বাণী, তুমি তোমার মাকে উত্তম অংশ বেছে নিতে শিখিয়েছিলে। সাহায্য কর, আমরা যেন সর্বদা অনন্ত জীবনের বাণীর অন্বেষণ করি।

-হে রাজার রাজা, তুমি তোমার মাকে সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তোমার স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা করেছ। আমরা যেন স্বর্গের দিকে, তোমারই দিকে চেয়ে থাকি।

-হে স্বর্গমর্তের অধিপতি, ধন্যা মারীয়াকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ে তুমি তাঁকে বিশ্বরানীর মুকুটে ভূষিত করেছ। তোমার কৃপায় আমরাও যেন তাঁর গৌরবের অংশভাগী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা ! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (জেফা ৩:১৪, ১৫থ)

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা! জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল! আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা! প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!

*প্র* সুখী তারা (আল্লেলুইয়া),

*উ* যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে ধন্যা মাতা, * হে পবিত্রা কুমারী, হে গৌরবিণী বিশ্বরানী,
প্রভুর কাছে আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (জাখা ৯:৯ক)

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। আল্লেলুইয়া।

℣ ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ (আল্লেলুইয়া),

℟ যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তুমিই * যেরুশালেমের গৌরব,
তুমিই ইস্রায়েলের আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যুদিথ ১৩:৩১)

যাকোবের তাঁবুতে তাঁবুতে ঈশ্বর তোমাকে ধন্য করেছেন; কারণ যত জাতি তোমার নাম শুনবে, সেই সমস্ত জাতির মাঝে ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমার খাতিরে গৌরবান্বিত হবেন।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা (আল্লেলুইয়া),

*উ* এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

সাগরের তারা, প্রণাম !
ঈশ্বরজননী, প্রণাম !
তুমি নিত্যকুমারী,
তুমি তো স্বর্গের দ্বার।

গাব্রিয়েল বললেন, প্রণাম !
তা শুনে তুমি ধন্যা।
সুখ-শান্তি কর দান,
তুমি তো মোদের মা।

পাপ-বন্ধন কর ছিন্ন,
চক্ষুতে দিও জ্যোতি,
অমঙ্গল কর ধ্বংস,
তুমি তো মোদের মা।

দেখাও যে তুমি মাতা !
যিনি মোদের ত্রাণ করতে
হলেন তোমারই সন্তান,
তিনি তো শুনবেন ডাক।

সর্বোচ্চ সুকুমারী,
সবারই মধ্যে নম্র,
দিও গো মোদের হতে
পবিত্র নম্র হে।

জীবন কর পুণ্য,
তবে তো মোরা পাব
ত্রাণকর্তা যিশুর দর্শন :
চির আনন্দ সুখ।

পিতার স্তব করি, এসো,
খ্রিষ্টের করি প্রশংসা,
আত্মার করি সঙ্কীর্তন,
ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর হে! (৮ম শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : কুমারী মারীয়া, * তুমি ধন্যা!
তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যিনি তোমাকে গড়লেন, * তুমি তাঁকে জন্ম দিলে।
তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : হে কন্যা, * প্রভুর আশিসপাত্র তুমি।
তুমিই আমাদের দান করেছ জীবনের ফল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : নারীকুলে তুমি ধন্যা,
এবং ধন্য তোমার গর্ভফল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

প্ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

পাস্কাকাল

প্ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : হে পবিত্রা মারীয়া, * অসহায়কে সহায়তা কর,
ভগ্নপ্রাণকে সুস্থির কর, দুর্বলকে সাহায্য কর :
জনগণের মঙ্গলপ্রার্থনা কর, পুরোহিতবর্গকে রক্ষা কর, সন্ন্যাসিনীদের হয়ে যাচনা কর :
যাঁরা পালন করছেন তোমার স্মৃতি, তাঁরা লাভ করুন তোমার মাতৃস্নেহ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : হে মারীয়া, * তুমি সুখী ; তুমি যে বিশ্বাস করেছ ;
তোমাতেই সিদ্ধিলাভ করল প্রভুর প্রতিশ্রুতি।
আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে
আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চাইলেন আপন পুত্রের জননীকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য বলবে, আসুন, আশ্বাস নিয়ে সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি :

*প্রসাদপূর্ণা মারীয়া আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-তুমি মারীয়াকে দয়াময়ী জননী বলে আমাদের দান করেছ। সঙ্কটকালে আমরা যেন তাঁর মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করি।

-নাজারেথে ধন্যা মারীয়া আদর্শ মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘরে ঘরে সকল মাতা যেন পবিত্রতা ও ভালবাসা বজায় রাখেন।

-খ্রিষ্টের ক্রুশের তলায় তুমি মারীয়াকে দুঃখে সহনশীল করেছিলে; আবার তোমার পুত্রের পুনরুত্থানে তাঁকে আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিলে। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদের সুস্থির রাখ, স্বর্গের আশায় আমাদের বলবান করে তোল।

-তোমার বাণীর প্রতি তাঁর মনোযোগের জন্য এবং তোমার ইচ্ছার প্রতি তাঁর বাধ্যতার জন্য তুমি তো মারীয়াতে পবিত্র মণ্ডলীর একটা আদর্শ ও একটা ছবি তুলে ধর। তাঁর প্রার্থনাফলে আমাদের সকলকে তোমার পুত্রের প্রকৃত শিষ্য করে তোল।

-তুমি মারীয়াকে স্বর্গের রানী পদে উন্নীত করেছ। তোমার কৃপায় আমাদের সকল মৃত ভাইবোন যেন সাধুসাধ্বীদের সভায় শাশ্বত আনন্দ ভোগ করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# ধন্যা কুমারী মারীয়া

# শনিবারে স্মরণ

সাধারণকালে, শনিবার দিনে, ধন্যা কুমারী মারীয়ার ঐচ্ছিক স্মরণদিবস পালন করা যেতে পারে। নিম্নের অংশগুলি ব্যতীত ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাধারণ ব্যবস্থা পালনীয়।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৮১

ধুয়ো : এসো, ধন্যা মারীয়ার স্মরণদিবস উদ্‌যাপন করি,

এসো, করি প্রভুর স্তুতিগান।

## প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

তুমি স্বর্গমর্তের রানী,

তারার ঊর্ধ্বেই তোমার আসন।

যিনি তোমায় সৃজন করলেন,
তুমি তাঁকে করলে পোষণ।

হবা মোদের দিলেন মরণ,
নব-হবারূপে তুমি,
তোমা হতে ত্রাতা এলেন,
ওগো মাতা, ধন্যা তুমি!

তুমি রাজার প্রবেশ-তোরণ,
দিব্য জ্যোতির কক্ষ তুমি!
তোমা হতে জীবন এল,
সুকুমারী, ধন্যা তুমি!

তোমা হতে জাত যিনি,
সেই শ্রীযিশু হোন কীর্তিত,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তিনি সদা হোন পূজিত। (৭ম শতাব্দী)

সামসঙ্গীত মালা:

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (গা ৪:৪-৫)

যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের

অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

*প্র* হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।
*উ* হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।
*প্র* তোমার শরণাগত এই আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
*উ* তুমি তো প্রভুর জননী।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* হে নিত্যকুমারী মারীয়া, * তুমি তো প্রভুর জননী।

অথবা

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ১২:১)

স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

## শ্লোক

*প্র* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
*উ* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।
*উ* প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
*উ* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

অথবা

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ইশা ৬১:১০)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে, কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।

## শ্লোক

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।
প্র আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;
উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : হে পবিত্রা ঈশ্বরজননী, * হে নিত্যকুমারী মাতা,
হে প্রভুর মন্দির, হে পবিত্র আত্মার পবিত্রধাম,
নারীকুলে তুমিই মাত্র প্রভু খ্রিষ্টের দ্বারা হলে মনোনীতা।
জনগণের মঙ্গলপ্রার্থনা কর, পুরোহিতবর্গকে রক্ষা কর, সন্ন্যাসিনীদের হয়ে যাচনা কর। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : এসো, * ভক্তিভরে ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণদিবস উদ্‌যাপন করি ;
প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কাছে তিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : হে কুমারী মারীয়া, * পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে,
পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে তুমিই ধন্যা। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! * প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন;
নারীকুলে তুমি ধন্যা। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : তুমি যেরুশালেমের গৌরব, * তুমি ইস্রায়েলের আনন্দ,
তুমি আমাদের জাতির সম্মান। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : তোমার মধ্য দিয়েই, * হে অমলোদ্ভবা কুমারী,
আমরা ফিরে পেয়েছি জীবন:
তুমি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হলে,
আর আমরা তোমার কাছ থেকে জগৎত্রাতাকে পেলাম। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

কুমারী মারীয়ার গর্ভে যিনি জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন, আসুন, আমাদের সেই পরিত্রাতা খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন।*

-হে ধর্মময়তার সূর্য, অমলোদ্ভবা কুমারী মারীয়ার জন্মে তুমি প্রকাশ করেছিলে যে তোমার আসার দিন নিকট ছিল। আমরা যেন সর্বদা তোমার উপস্থিতির আলোতে চলতে পারি।

-হে সনাতন বাণী, মানবজাতির মধ্যে নিজের আবাসরূপে তুমি মারীয়াকে পুণ্য মঞ্জুষাই যেন বেছে নিয়েছিলে। পাপের শক্তি থেকে আমাদের মুক্তিদান কর।

-হে জগৎত্রাতা, তুমি চেয়েছিলে, ক্রুশের তলায় তোমার বলিদানে একাত্ম হয়ে তোমার মা উপস্থিত থাকবেন। তাঁর প্রার্থনাফলে আমরা যেন তোমার যন্ত্রণাভোগ ও গৌরবময় মাহাত্ম্যের অংশভাগী হতে পারি।

-হে কৃপাময় যিশু, ক্রুশে বিদ্ধ থেকে তুমি সেই শোকার্ত নারীকে মানবজাতির মা করেছ। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তাঁর প্রকৃত সন্তানরূপে জীবন যাপন করি।

অথবা

যিনি কুমারী মারীয়াকে মানবজাতির সাহায্যকারিণী বলে নিযুক্ত করেছেন, আসুন, সেই জগৎত্রাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।*

-হে বিশ্বত্রাতা, তোমার মুক্তিদায়ী ক্ষমতায় তুমি তোমার মাকে পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করে রেখেছিলে। আমাদেরও পাপ থেকে মুক্ত করে রাখ।

-হে মুক্তিদাতা, তুমি কুমারী মারীয়াকে তোমার উপস্থিতির পবিত্রধাম ও পবিত্র আত্মার মন্দির করেছিলে। আমাদেরও পবিত্র আত্মার জীবন্ত মন্দিরে পরিণত কর।

-হে সনাতন বাণী, তুমি তোমার মাকে উত্তম অংশ বেছে নিতে শিখিয়েছিলে। সাহায্য কর, আমরা যেন সর্বদা অনন্ত জীবনের বাণীর অন্বেষণ করি।

-হে রাজার রাজা, তুমি তোমার মাকে সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তোমার স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা করেছ। আমরা যেন স্বর্গের দিকে, তোমারই দিকে চেয়ে থাকি।

-হে স্বর্গমর্তের অধিপতি, ধন্যা মারীয়াকে তোমার ডান পাশে আসন দিয়ে তুমি তাঁকে বিশ্বরানীর মুকুটে ভূষিত করেছ। তোমার কৃপায় আমরাও যেন তাঁর গৌরবের অংশভাগী হতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

আগমনকাল

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, দূতের শুভসংবাদে তোমার বাণী ধন্যা কুমারী মারীয়ার গর্ভে মাংসধারণ করবেন। আশীর্বাদ কর : যাঁকে আমরা প্রকৃত ঈশ্বরজননী ব'লে বিশ্বাস করি, তিনি যেন তোমার কাছে নিয়তই আমাদের মঙ্গলপ্রার্থনা করেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### জন্মোৎসবকাল

হে ঈশ্বর, তুমি ধন্যা মারীয়ার উর্বর কুমারীত্বের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে শাশ্বত পরিত্রাণ দানে ধন্য করেছ। আশীর্বাদ কর: যাঁরই দ্বারা আমরা জীবন-প্রণেতা তোমার পুত্রকে পেয়েছি, যেন তাঁর সহায়তাও উপলব্ধি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### চল্লিশাকাল

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার অনুগ্রহ সঞ্চার কর, আমরা যারা দূত-সংবাদ দ্বারা তোমার পুত্র খ্রিষ্টের মাংসধারণের কথা জেনেছি, ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন সেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশমৃত্যু গুণে পুনরুত্থানের গৌরবে উপনীত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### অথবা

হে প্রভু, তোমার সেবকদের অপরাধ মনে রেখো না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম যখন তোমার প্রসন্নতা জয় করতে অক্ষম, তখন তোমার পুত্রের জননীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### পাস্কাকাল

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা জগতের সকল মানুষের অন্তরে দিব্য আনন্দ সঞ্চার করেছ। আশীর্বাদ কর: তাঁর কুমারী জননী মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন অনন্ত জীবনের আনন্দ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে ঈশ্বর, যিশুর মা মারীয়ার সঙ্গে প্রার্থনায় রত তোমার প্রেরিতদূতদের উপর তুমি পবিত্র আত্মাকে বর্ষণ করেছিলে। অনুনয় করি তোমায়: সেই পবিত্রা মায়ের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন বিশ্বস্তভাবে তোমার সেবা করতে পারি, কথাকর্মে তোমার নামের গৌরব প্রচার করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

সাধারণকাল

হে প্রভু ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার দাসদাসী আমরা যেন সর্বদাই দেহ-মনে সুস্বাস্থ্য ভোগ করি, এবং গৌরবমণ্ডিতা নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন এজীবনের অমঙ্গল থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালীন আনন্দ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, তোমার সেবকদের অপরাধ মনে রেখো না। আমাদের ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম যখন তোমার প্রসন্নতা জয় করতে অক্ষম, তখন তোমার পুত্রের জননীর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে দয়াবান ঈশ্বর, আমাদের ভঙ্গুরতায় তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা আজ অমলোদ্ভবা ঈশ্বরজননীর কথা স্মরণ করি যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে শুচিশুভ্র অন্তরে পুনরুত্থিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র যিনি, সেই নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়ার মাতৃসহায়তার উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে তোমার পরম শান্তি ভোগ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, আশীর্বাদ কর: আমরা যারা পবিত্র কুমারী মারীয়ার গৌরবময় স্মৃতি পালন করি, তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে যেন তাঁরই মত আমরাও তোমার অনুগ্রহের পূর্ণতা লাভে ধন্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: যারা পবিত্র কুমারী মারীয়ার আশ্রয় লাভ ক'রে উল্লসিত, তোমার সেই ভক্তগণ যেন তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে মর্তলোকে সমস্ত অনর্থ থেকে রক্ষা পায় ও একদিন স্বর্গলোকে চিরকালীন আনন্দ উপভোগ করতে পারে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# প্রেরিতদূত

চল্লিশাকালে সমস্ত ‘আল্লেলূইয়া’ বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

স্বর্গবাসী করুক উল্লাস,
মর্তে মেতে উঠুক সবে,
প্রেরিতদূতদের মহাকীর্তি
সবাই গেয়ে উঠুক তবে।

তোমরাই বিশ্বের বিচারপতি,
তোমরাই পৃথ্বীর সত্য জ্যোতি ;
মোদের যাচনা শ্রবণ কর,
কর গ্রহণ মোদের স্তুতি।

তোমাদেরই কথা-মত
স্বর্গ খোলা, স্বর্গ বন্ধ :
কর আদেশ : ছিন্ন হবে
মোদের যত পাপের বন্ধন।

আসে স্বাস্থ্য, ছাড়ে ব্যাধি
তোমাদেরই বাণী শুনে :
মোদের সুস্থ করে তোল,
কর বলবান সদ্‌গুণে।

বিচারপতি যিশু খ্রিষ্ট
চরম দিনে আসবেন যখন,
তিনি যেন মোদের করেন
দিব্যানন্দের অংশী তখন।

যিনি ধন্য প্রেরিতদূতদের
প্রেরণ করলেন মোদের ঘরে,
সেই শাশ্বত পরমেশ্বর
হোন পূজিত যুগযুগ ধরে। (১০ম শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : আমার আজ্ঞা এ : * তোমরা পরস্পরকে ভালবাস,
আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বন্ধুদের জন্য * প্রাণ দেওয়া :
এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : আমি * তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর,
তবেই তোমরা আমার বন্ধু (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : শান্তির সাধক যারা, * শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী ;
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই
তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রেরিত ২:৪২-৪৫)

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম ঘটত। যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত।

## শ্লোক

প্র তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।

উ তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।

প্র তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,

উ যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমরা আমার শিষ্য, * যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।

### পাস্কাকাল

প্র তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লোলুইয়া।

উ তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লোলুইয়া।

প্র তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লোলুইয়া।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তোমরা আমার শিষ্য, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। * আল্লেলুইয়া, আল্লোলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : তোমরা * যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়,
আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি :
যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ
ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিজের জীবন্ত মন্দির হবার জন্য যিনি প্রেরিতদূতদের ভিত্তির উপরে আমাদের নির্মাণ করেন, আসুন, সেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ।*

-তুমি চেয়েছিলে, প্রেরিতদূতেরাই হবেন তোমার পুনরুত্থিত পুত্রের প্রথম সাক্ষী। তোমার আশীর্বাদে আমরাও যেন তাঁর পুনরুত্থানের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারি।

-দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে তুমি তোমার পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করেছিলে। কৃপা কর, সেই পরিত্রাণদায়ী বাণী যেন বিশ্বের চারপ্রান্তে প্রচারিত হয়।

-তোমার ঐশবাণীর বীজ বুনতে তুমি তোমার পুত্রকে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করেছিলে। সহায়তা কর, তোমার শস্যখেতে কাজে রত যত বাণীপ্রচারক যেন প্রচুর ফসল সংগ্রহ করতে পারেন।

-জগৎ যেন তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়, এজন্য তুমি তোমার পুত্রকে মানুষের ঘরে প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর, আমরা সকলেই যেন তোমার পুনর্মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-কাজে ব্যস্ত থাকি।

-তোমার পুত্রকে তোমারই ডান পাশে উন্নীত ক'রে তুমি তাঁকে বিশ্বরাজারূপে নিযুক্ত করেছ। আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার গৌরবধামে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

**সমাপন প্রার্থনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান** (জাগরণী ইত্যাদি) : সকল প্রেরিতদূতের জন্য যথাস্থানে উপযুক্ত অংশ দেওয়া আছে।

# সাক্ষ্যমর

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

তুমিই, ঈশ্বর, শহীদবৃন্দের
জয়মালা, শিরোভূষণ ;
এই শহীদের স্মরণদিনে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

হৃদিকক্ষে তাঁর যে বিশ্বাস,
তারই করলেন সাক্ষ্যবরণ :
আপন রক্তদানে তিনি
খ্রিষ্টের করলেন অনুসরণ।

সংসারের ঐশ্বর্য ছেড়ে
সবই মায়া মনে ক'রে
তিনি দ্রুত স্বর্গ পৌঁছে
এখন ধন্য যুগযুগ ধরে।

যত কষ্ট, যত পীড়ন
বীরের মতই তিনি সইলেন;
তোমার জন্য রক্ত দিলেন,
এখন চিরসম্পদ পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
তোমার কাছে এই মিনতি:
এই শহীদের পর্বদিনে
কর ক্ষমা যত ত্রুটি।

মোরা যেন তাঁরই সঙ্গ
পাবার যোগ্য হয়ে উঠি,
তবেই স্বর্গীয় আসন লাভে
সদা গাইব তব স্তুতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৫ম শতাব্দী)

## একজনমাত্র চিরকুমারী

সুকুমারী মাতার স্রষ্টা
সুকুমারীর হলেন সন্তান।
এ কুমারীর পর্বদিনে
মেতে উঠব স্তুতিগানে।

এ কুমারী দু'বার ধন্যা :
সংসার যতই হিংস্র লালস,
তিনি তৃপ্তি করলেন বর্জন,
শহীদমুকুট করলেন অর্জন।

যত পীড়ন, যত কষ্ট
তিনি করলেন না কো ভয়।
খ্রিষ্টের জন্য রক্ত দিলেন,
স্বর্গে গৌরব-আসন পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের পাপ কর ক্ষমা ;
তবেই গাইব পুণ্য অন্তরে
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (৯ম শতাব্দী)

একাধিক

শহীদবৃন্দের মহাকীর্তি,
এসো, ভাই, করি স্মরণ ;
মহোল্লাসে করি, এসো,
মহাবীরদের অনুসরণ।

এঁরাই তাঁরা যাঁদের একদিন
সংসার করল নিষ্পেষিত,
যাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করলেন,
এখন কিন্তু প্রশংসিত।

শহীদবৃন্দের কী নির্যাতন !
কশাঘাত, নির্দয় মরণ,
শিরশ্ছেদ, আগুনে পীড়ন,
এসব-কিছু করলেন বরণ।

কেবা পারে বর্ণন করতে
কোন্ পুরস্কার না গচ্ছিত?
রক্তমাখা তাঁদের দেহ
জয়মালাতেই ভূষিত।

ওগো ত্রিত্ব, দিও শক্তি,
পাপের কবল ছিন্ন ক'রে
মোরা যেন গাইতে পারি
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (১১শ শতাব্দী)

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : যে কেউ * মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে,
আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যে আমার অনুসরণ করে * সে অন্ধকারে চলবে না;
কিন্তু জীবনের আলো পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে,
তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : পিতা, * আমার ইচ্ছা : যেখানে আমি আছি,
আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৭

একাধিক

১ম ধুয়ো : সাক্ষ্যমরণের মুকুট * লাভ করার জন্য
ভক্তরা কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : ভক্তরা * শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ;
তাঁদের নাম বিরাজ করে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৭

## পাস্কাকালে নয়

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (রো ৮:৩৫, ৩৭-৩৯)

খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

**শ্লোক**

একজনমাত্র পুরুষ

*প্র* তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।
*উ* তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।
*প্র* তাঁকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার,
*উ* গৌরব ও সম্মানের মুকুট।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তাঁকে পরিয়েছ, প্রভু, * গৌরব ও সম্মানের মুকুট।

একজনমাত্র নারী

℣ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

℣ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন ;

℟ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে আদি থেকেই মনোনীতা করলেন।

একাধিক

℣ ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।

℟ ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।

℣ কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না,

℟ তারা যে ঈশ্বরেরই হাতে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকদের প্রাণ * ঈশ্বরেরই হাতে।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র পুরুষ : সাধু … * ঈশ্বরের জন্য মৃত্যু পর্যন্তই লড়াই করলেন ;
পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন, খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি ! গীতিকা

একজনমাত্র নারী : সাধ্বী … * লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে পুরস্কার পেলেন ;
আমাদের জনমণ্ডলী করুক তাঁর স্তুতিবাদ। গীতিকা

একাধিক : স্বর্গরাজ্য এঁদেরই, * যাঁরা সংসার তুচ্ছ ক'রে
ঐশরাজ্যে পৌঁছে মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করলেন।
গীতিকা

## পাস্কাকালে

### সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রকাশ ৩:১০-১২)

তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

### শ্লোক

প্ভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্পরমেশ্বর তোমাদের বেছে নিয়েছেন আপন উত্তরাধিকাররূপে।

উআল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উভক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

### কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### মিনতি নিবেদন

যে ক্ষণে সাক্ষ্যমরদের রাজা পাস্কাভোজে বসে আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, সেই ক্ষণে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁর স্তুতিবাদ করি :

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমি সাক্ষ্যমরদের আদর্শ ও শক্তি। তুমি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে আমাদের ভালবেসেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি অনুতপ্ত পাপীকে শাশ্বত পুরস্কার দান করবে বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-পাপক্ষমার উদ্দেশে পাতিত তোমার রক্তকে নিবেদন করতে তুমি মণ্ডলীকে আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আজও আমাদের বিশ্বাস অটল করে রেখেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আমাদের ভাইবোনদের তোমার মুক্তিদায়ী মৃত্যুর অংশভাগী করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

# জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

ধন্য ধর্মশহীদ, ধন্য !
অদ্য তব জয়তিথি।
রক্তদানে হয়ে উঠলে
স্বর্গে চির অতিথি।

যত পীড়ন ক'রে জয়
সংসার হতে ক'রে গমন

তুমি স্বর্গে গেলে, তোমায়
খ্রিষ্ট করলেন বরণ।

স্বর্গদূতদের মাঝে তুমি
উজ্জ্বল বসনেই ভূষিত,
সেই যে বসন তব রক্তে
হল প্রক্ষালিত।

তবে এখন মোদের হয়ে
খ্রিষ্টের কাছে কর ভিক্ষা,
যেন যাচনা ক'রে গ্রহণ
তিনি করেন রক্ষা।

খ্রিষ্টের কৃপা ক'রে জয়
লক্ষ কর মোদের শ্রান্তি :
পুণ্য বিবেক ক'রে অর্জন
লাভি যেন শান্তি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (প্রুদেন্তিউস † ৪০৫)

## একজনমাত্র চিরকুমারী

হে শ্রীখ্রিষ্ট, মাঠের পুষ্প,
তব নাম হোক প্রশংসিত :
তোমার দ্বারা এই কুমারী
শহীদগৌরব-অলঙ্কৃত।

এই কুমারীর কী সৎসাহস :
শেষ পর্যন্তই রেখে বিশ্বাস,
সব নিপীড়ন সহন করলেন :
তোমায় ডেকেই তাঁর শেষ নিশ্বাস।

শয়তানকে তুচ্ছ ক'রে,
হয়ে তব অস্ত্রে যুক্তা,
সংসারক্ষেত্রে সংগ্রাম করলেন :
পেলেন অবিনশ্বর মুক্তা।

এই শহীদের পর্বদিনে
ওগো প্রভু, দিও বর,
পুণ্যচিত্তে লাভি যেন
তব রক্তের পুণ্যফল।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৯ম শতাব্দী)

একাধিক

সাক্ষ্যমরদের বিজয়ী রাজন,
সংসার তুচ্ছ করে যারা,
তুমি নিজেই তাদের মুকুট,
স্বর্গ পাবেই তারা।

কৃপা ক'রে এখন তুমি
শ্রবণ কর মোদের ক্রন্দন ;
সাক্ষ্যমরদের যাচনার ফলে
খোল পাপের বন্ধন।

শহীদবৃন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে
তুমি নিজেই নামলে লড়তে :
মোদের শক্তি কর প্রদান
রিপু দমন করতে।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
ওগো জীবনেশ্বর। (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : প্রভুর বিধানেই * ছিল তার প্রীতি নিশিদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : হে মানবসন্তান, * জেনে রেখ : প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য
সাধন করেন আশ্চর্য কাজ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : ইনিই * তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবেন ;
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

℣ ইনি সংসারকে তুচ্ছ করলেন ব'লে (আল্লেলুইয়া),
℟ লাভ করলেন স্বর্গীয় গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

### ১ম পাঠ

একাধিক

১ম ধুয়ো : প্রভু * ধার্মিকদের আঙুরলতা জলস্রোতের কূলে রোপণ করলেন,
প্রভুর বিধানেই ছিল তাদের প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : আমি * আমার ভক্তদের একটি স্থান দেব
আমার পিতার রাজ্যে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

প্র প্রভু আপন ভক্তজনদের পরিত্যাগ করবেন না (আল্লেলুইয়া),

উ তাদের রক্ষা করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : তিনি * ঐশবিধি প্রচার করলেন,
প্রভু তাঁর পবিত্র পর্বতের উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো : ধনুক বেঁকিয়ে * দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছিল তীর,
প্রভুর চোখ কিন্তু ছিল ধার্মিকদের উপর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

৩য় ধুয়ো : তুমি, প্রভু, * খাঁটি সোনার মুকুটে
তার মাথা করেছ বিভূষিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ২১

প্র মাথায় একটি সোনার মুকুট (আল্লেলুইয়া)

উ পবিত্রতা ও শক্তির চিহ্ন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

একাধিক

১ম ধুয়ো : ঈশ্বরের কাছে * ধার্মিকদের পুরস্কার প্রচুর ;
খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে তাঁরা জীবিত থাকবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : স্বর্গরাজ্য এঁদেরই, * যাঁরা সংসার তুচ্ছ ক'রে ঐশরাজ্যে পৌঁছে
মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬১

৩য় ধুয়ো : ধর্মশহীদেরা * ইহলোকে খ্রিষ্টের জন্য রক্তদান করলেন ব'লে
স্বর্গলোকে পেলেন শাশ্বত পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৪

প্র তাঁরা খ্রিষ্টের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন (আল্লেলুইয়া),
উ যেন প্রভুর গৃহে চিরকাল বাস করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

### একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

ধুয়ো : যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ * খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে,
তা আমি আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য,
যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

অথবা

ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

**পাস্কাকাল**

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।

কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে,
তা আমি আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য,
যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

অথবা

ধুয়ো : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।

## পাস্কাকাল

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায় (আল্লেলুইয়া),
*উ* তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার ধ্যান (আল্লেলুইয়া)।

## একাধিক সাক্ষ্যমর

ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * মুছে দেবেন আপন ভক্তদের অশ্রুজল।
তখন মৃত্যু আর থাকবে না,

শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না,
কারণ আগের সবকিছু গত হল।

## পাস্কাকাল

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, * শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

## ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর মুছে দেবেন আপন ভক্তদের অশ্রুজল।
তখন মৃত্যু আর থাকবে না,
শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না,
কারণ আগের সবকিছু গত হল।

## পাস্কাকাল

ধুয়ো : তোমার ভক্তদের জন্য, প্রভু, শাশ্বত জ্যোতি নিত্য জাজ্বল্যমান,
তাঁদের জন্য জীবন অন্তহীন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় আছে (আল্লেলুইয়া),
*উ* তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :

‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১০:১৭-২২ অথবা মথি ১০:২৮-৩৩ অথবা যোহন ১২:২৪-২৬।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাক্ষ্যমরদের রাজা ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

একজনমাত্র পুরুষ

হে অপরাজিত শহীদ,
খ্রিষ্টের ক'রে অনুসরণ
শত্রুর 'পরে জয় ক'রে
গৌরবমুকুট করলে ধারণ।

তোমার কাছে এই মিনতি :
পাপাসক্তি কর রোধন,

যত ত্রুটি বিনাশ কর,
মোদের অন্তর কর শোধন।

দেহের যত বন্ধন হতে
তুমি এখন বিমোচিত ;
তোমার যাচনার ফলে মোরা
সংসার করব নিষ্পেষিত।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৯ম শতাব্দী)

## একজনমাত্র চিরকুমারী

হে শহীদদের আন্তর শক্তি,
হে কৌমার্যের উজ্জ্বল জ্যোতি,
তুমিই তো এ সাধ্বীর মুকুট,
শোন এখন এ মিনতি।

কী সৌভাগ্য এ কুমারীর :
কুমারীত্বে অলঙ্কৃতা,
শহীদমৃত্যু বরণ ক'রে
দ্বিগুণ মুকুটে ভূষিতা।

সেই নির্যাতকেরই সামনে
যখন দেখলেন কাছেই মরণ,
তখন অন্তর দৃঢ় ক'রে
তিনি নিলেন তব শরণ।

যত পীড়ন সহ্য ক'রে,
জয় ক'রে যত আকর্ষণ,
তিনি কুমারীত্বের ছবি,
তিনি বিশ্বাসের নিদর্শন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
যত পাপ কর হরণ,
তব কৃপাস্পর্শে যেন
করি পুণ্য জীবনধারণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত।

একাধিক

শহীদবৃন্দের জয়ের কথা,
এসো, সবে করি স্মরণ:
সংসারক্ষেত্রে যুদ্ধ ক'রে
তাঁরা নিলেন যিশুর শরণ।

তাঁরাই মণ্ডলীর বীরপুরুষ,
যুদ্ধে জয়ী অধিপতি,
দিব্যলোকের শ্রেষ্ঠ সৈন্য,
বিশ্বের উপর উজ্জ্বল জ্যোতি।

হিংস্র সংসার ক'রে জয়,
তুচ্ছ ক'রে দেহের পীড়ন,
পুণ্য মৃত্যু বরণ করলেন,
তাঁদের ছুঁইল ঐশকিরণ।

সেই নির্যাতকদের আঘাতে,
দেখ, ক্ষরে পুণ্য রক্ত ;
চিরজীবনের গুণে
তাঁরা কিন্তু অটল, শক্ত।

সাধুসাধ্বীর অটল বিশ্বাস,
ভক্তবৃন্দের অমর আশা,
খ্রিষ্টের প্রতি গভীর ভক্তি :
এই তিন গুণ যে সংসারনাশা।

তাঁদের নিয়ে পিতার গৌরব,
তাঁদের উপর আত্মার শক্তি,
তাঁদের নিয়ে পুত্রের উল্লাস :
স্বর্গ এখন করে স্ফূর্তি।

তোমার কাছে এই মিনতি,
ওগো মুক্তিদাতা খ্রিষ্ট :
শহীদবৃন্দের পুণ্য সঙ্ঘে
মোরা যেন হই প্রবিষ্ট। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

একজনমাত্র

১ম ধুয়ো : যে কেউ * মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে,
আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যে আমার অনুসরণ করে * সে অন্ধকারে চলবে না ;
কিন্তু জীবনের আলো পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক ;
যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : কেউ * যদি আমার সেবা করে,
তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : পিতা, * আমার ইচ্ছা : যেখানে আমি আছি,
আমার সেবকও সেখানে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

একাধিক

১ম ধুয়ো : সাক্ষ্যমরণের মুকুট * লাভ করার জন্য
ভক্তরা কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : ভক্তরা * শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ;
তাঁদের নাম বিরাজ করে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## পাস্কাকালে নয়

### সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ১:৩-৫)

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

### শ্লোক

একজনমাত্র

প্ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

প্ তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

উ তিনি আমার স্তবগান।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভুই আমার শক্তি, * তিনি আমার স্তবগান।

একাধিক

প্ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

প্ প্রভুরই কাছে রয়েছে তাদের পুরস্কার।

উ তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ধার্মিকজন যারা, * তারা জীবিত থাকবে চিরকাল।

### জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র :এই জগতে * নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে,
সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। গীতিকা

একাধিক : ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, * তারাই সুখী,
কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। গীতিকা

## পাস্কাকালে

### সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ যোহন ৫:৩-৫)

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি। আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়। কারণ ঈশ্বর থেকে যা কিছু জনিত, তা-ই জগৎকে জয় করে। আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে, সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র?

### শ্লোক

প্ল তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল আনন্দ-স্ফূর্তি তাদের ঘিরে।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তাদের মুখমণ্ডল চির আনন্দে উজ্জ্বল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

### জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : যারা * তাঁদের নিপীড়ন করেছিল,
ন্যায়নিষ্ঠরা সাহসের সঙ্গে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াবেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

### মিনতি নিবেদন

সুসমাচারের সাক্ষ্য দেবার কারণে যাঁদের বধ করা হয়েছে, আসুন, সেই সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে এক হয়ে পিতা ঈশ্বরের পরম সাক্ষ্যদাতা আমাদের ত্রাণকর্তার প্রশংসাবাদ করে বলি:

*তোমার রক্ত দ্বারা, প্রভু, তুমি আমাদের মুক্তি সাধন করেছ।*

-যাঁরা খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের প্রকৃত আত্মিক মুক্তি দান কর।

-যাঁরা নিজেদের রক্ত দান ক'রে তোমার পরিত্রাণদায়ী মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের বিশ্বাস গভীর ও অটল করে তোল।

-যাঁরা ক্রুশের পথ ধরে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে সঙ্কটের সময়ে আমাদের সুস্থির করে রেখ।

-যাঁরা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করেছেন, সেই সাক্ষ্যমরদের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের অন্তরে শক্তি যোগাও, আমরা যেন আমাদের নিজেদের দুর্বলতা ও সংসারের যত আকর্ষণ জয় করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : বিজয়ী হয়ে * ভক্তরা ঐশরাজ্যে প্রবেশ করছেন :
গৌরবমুকুট পাবার যোগ্য হলেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## বাণী পাঠ

### পাস্কাকালে নয় (১ পি ৫:১০-১১)

সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

### পাস্কাকালে (প্রকাশ ২:১০)

তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ দশ দিন ধরেই চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

### একজনমাত্র

℣ প্রভু তাকে পরিয়েছেন আনন্দ-বসন (আল্লেলুইয়া),

℟ কান্তির মুকুটেই তার মাথা করেছেন বিভূষিত (আল্লেলুইয়া)।

### একাধিক

℣ পুণ্যজনেরা প্রভুতে ভরসা রাখলেন (আল্লেলুইয়া),

℟ তাঁরা পেলেন অটল শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
প্রভুকে বল ধন্য (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## বাণী পাঠ

### পাস্কাকালে নয়

একজনমাত্র (যাকোব ১:১২)

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে ভালবাসে।

একাধিক (হিব্রু ১১:৩৩)

এঁরা তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন।

**পাস্কাকালে** (প্রকাশ ৩:২১)

যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি।

একজনমাত্র

*প্র* আমি প্রভুতেই ভরসা রাখি, ভীত হব না (আল্লেলুইয়া),

*উ* নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারে? (আল্লেলুইয়া)।

একাধিক

*প্র* তোমাদের দুঃখ (আল্লেলুইয়া)

*উ* আনন্দেই পরিণত হবে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে গৌরবমণ্ডিত সাক্ষ্যমরবৃন্দ,
স্বর্গীয় প্রভুর মহিমা গান কর (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

## বাণী পাঠ

### পাস্কাকালে নয় (প্রজ্ঞা ৩:১-২ক, ৩খ)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে, কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না। নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।

### পাস্কাকালে (প্রকাশ ১৯:৭, ৯)

এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি ঈশ্বরের গৌরবগান। কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে। সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!

*প্র* সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে (আল্লেলুইয়া),

*উ* সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

একজনমাত্র পুরুষ

তুমিই, ঈশ্বর, শহীদবৃন্দের
জয়মালা, শিরোভূষণ ;
এই শহীদের স্মরণদিনে
আশিসধারা কর বর্ষণ।

হৃদিকক্ষে তাঁর যে বিশ্বাস,
তারই করলেন সাক্ষ্যবরণ :
আপন রক্তদানে তিনি
খ্রিষ্টের করলেন অনুসরণ।

সংসারের ঐশ্বর্য ছেড়ে
সবই মায়া মনে ক'রে
তিনি দ্রুত স্বর্গ পৌঁছে
এখন ধন্য যুগযুগ ধরে।

যত কষ্ট, যত পীড়ন
বীরের মতই তিনি সইলেন ;
তোমার জন্য রক্ত দিলেন,
এখন চিরসম্পদ পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
তোমার কাছে এই মিনতি :
এই শহীদের পর্বদিনে
কর ক্ষমা যত ত্রুটি।

মোরা যেন তাঁরই সঙ্গ
পাবার যোগ্য হয়ে উঠি,
তবেই স্বর্গীয় আসন লাভে
সদা গাইব তব স্তুতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (৫ম শতাব্দী)

## একজনমাত্র চিরকুমারী

সুকুমারী মাতার স্রষ্টা
সুকুমারীর হলেন সন্তান।
এ কুমারীর পর্বদিনে
মেতে উঠব স্তুতিগানে।

এ কুমারী দু'বার ধন্যা :
সংসার যতই হিংস্র লালস,
তিনি তৃপ্তি করলেন বর্জন,
শহীদমুকুট করলেন অর্জন।

যত পীড়ন, যত কষ্ট
তিনি করলেন না কো ভয়।
খ্রিষ্টের জন্য রক্ত দিলেন,
স্বর্গে গৌরব-আসন পেলেন।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের পাপ কর ক্ষমা ;
তবেই গাইব পুণ্য অন্তরে
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (৯ম শতাব্দী)

একাধিক

শহীদবৃন্দের মহাকীর্তি,
এসো, ভাই, করি স্মরণ ;
মহোল্লাসে করি, এসো,
মহাবীরদের অনুসরণ।

এঁরাই তাঁরা যাঁদের একদিন
সংসার করল নিষ্পেষিত,
যাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করলেন,
এখন কিন্তু প্রশংসিত।

শহীদবৃন্দের কী নির্যাতন !
কশাঘাত, নির্দয় মরণ,
শিরশ্ছেদ, আগুনে পীড়ন,
এসব-কিছু করলেন বরণ।

কেবা পারে বর্ণন করতে
কোন্ পুরস্কার না গচ্ছিত ?
রক্তমাখা তাঁদের দেহ
জয়মালাতেই ভূষিত।

ওগো ত্রিত্ব, দিও শক্তি,
পাপের কবল ছিন্ন ক'রে
মোরা যেন গাইতে পারি
তব স্তুতি যুগযুগ ধরে। (১১শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : দেখ, এরাই সাক্ষ্যমর ! * প্রভুর সন্ধির জন্য বলীকৃত হয়ে
তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : বিশ্বাসগুণেই * এরা নানা রাজাদের জয় করেছে,
ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করেছে (আল্লেলুইয়া)।
সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : পুণ্যজনেরা * ঈগলের মত নিজেদের যৌবন নবীকৃত করেন,
লিলিফুলের মত প্রভুর নগরীতে প্রস্ফুটিত হন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : স্বয়ং ঈশ্বর * পুণ্যজনদের অশ্রুজল মুছে দেবেন,
মৃত্যু আর থাকবে না, বিলাপও আর থাকবে না,
আগের সবকিছু মিলিয়েই গেছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : তুমিই, প্রভু, * হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম,
আমাদের ত্রাণ কর, হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৯

## পাস্কাকালে নয়

### সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ পি ৪:১৩-১৪)

প্রিয়জনেরা, যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত।

### শ্লোক

একজনমাত্র

প্র তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে নেছ প্রাচুর্যের দিকে।

উ তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

প্র আগুনেই আমাদের শোধন করেছ রুপোর মত।

উ শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর, * শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

একাধিক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। গীতিকা

একাধিক : খ্রিষ্টের পদাঙ্ক * যাঁরা অনুসরণ করলেন,
সে পুণ্যজনেরা এখন স্বর্গে আনন্দিত :
খ্রিষ্টপ্রেমের জন্য রক্ত দিলেন,
খ্রিষ্টের সঙ্গে উল্লাস করবেন চিরকাল। গীতিকা

## পাস্কাকালে

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রকাশ ৭:১৪থ-১৭)

এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না, কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে। আর স্বয়ং ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল।

**শ্লোক**

*প্র* ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ আনন্দে মেতে উঠবে সরলহৃদয় সকল।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকেরা ঈশ্বরের সম্মুখে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : গমের দানা * যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে;
কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

একাধিক : তোমার পুণ্যাত্মারা, প্রভু, * লিলিফুলের মত ফুটে উঠবে;
তোমার সামনে তারা ছড়িয়ে দেবে সুগন্ধির মত সুবাস। আল্লেলুইয়া।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যে ক্ষণে সাক্ষ্যমরদের রাজা পাস্কাভোজে বসে আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, সেই ক্ষণে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁর স্তুতিবাদ করি:

*হে খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক!*

-হে পরিত্রাতা খ্রিষ্ট, তুমি সাক্ষ্যমরদের আদর্শ ও শক্তি। তুমি চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে আমাদের ভালবেসেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি অনুতপ্ত পাপীকে শাশ্বত পুরস্কার দান করবে বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-পাপক্ষমার উদ্দেশে পাতিত তোমার রক্তকে নিবেদন করতে তুমি মণ্ডলীকে আহ্বান করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আজও আমাদের বিশ্বাস অটল করে রেখেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

-তুমি আমাদের ভাইবোনদের তোমার মুক্তিদায়ী মৃত্যুর অংশভাগী করেছ বলে আমরা তোমার প্রশংসাবাদ করি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

## পাস্কাকালে নয়

একজনমাত্র পুরুষ

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, তুমিই সাক্ষ্যমর সাধু …কে মৃত্যুযন্ত্রণার উপর জয়ী করেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁর বিজয়োৎসব পালন করি, তোমার অপরাজেয় সহায়তা লাভে যেন শয়তানের ছলনা থেকে মুক্তি পেতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমিই সাধু …কে তোমার ন্যায়রাজ্যের জন্য মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করার শক্তি দিয়েছিলে। তাঁর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমার প্রেমের খাতিরে যত দুঃখযন্ত্রণা বরণ করি, এবং তুমিই যে জীবন, সেই তোমারই দিকে যেন মনে প্রাণে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

একাধিক পুরুষ

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহে সাধু /সাধ্বী … ও … খ্রিষ্টনামের জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা বরণ করেছিলেন। আমাদের দুর্বলতায় তোমার দিব্য সহায়তা দান কর, তাঁরা যেমন তোমার খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধা করেননি, তেমনি আমরাও যেন তোমার মাহাত্ম্য স্বীকারে অবিচল থেকে জীবনযাপন করতে পারি। তোমার পুত্র

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, অনুনয় করি: আমাদের মঙ্গলের জন্য সাক্ষ্যমর সাধু /সাধ্বী … ও … যে প্রার্থনা জানান, তার পুণ্যফলে আমরা যেন তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারি, ও তোমার সত্য বাণীর সপক্ষে নির্ভীক সাক্ষ্য দান করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

একজনমাত্র বা একাধিক চিরকুমারী সাক্ষ্যমর

হে প্রভু, সাধ্বী (… ও) …-র গৌরবময় স্মরণদিবসে তুমি আমাদের অন্তর আনন্দিত করে তোল। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: যাঁর শুচিতা ও সাহসের আদর্শে আমরা আলোকিত, তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে যেন চিরকাল ধরে নিরাপত্তা লাভ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

একজনমাত্র বা একাধিক সাক্ষ্যমর-নারী

হে ঈশ্বর, মানবীয় দুর্বলতায় তোমার শক্তির পরম প্রকাশ! আশীর্বাদ কর: আমরা যারা সাধ্বী (… ও) …-র গৌরবময় স্মৃতি পালন করি, যেন লাভ করতে পারি সেই অপরাজেয় শক্তি, যে শক্তিগুণে তিনি মৃত্যুযন্ত্রণার উপর জয়ী হয়ে শহীদ-মালা লাভ করলেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## পাস্কাকালে

একজনমাত্র পুরুষ

হে ঈশ্বর, সাক্ষ্যমর সাধু …-র গৌরবময় মৃত্যু-বিজয়ের আলোতে তুমি তোমার মণ্ডলীকে আলোকিত করে তুলেছ। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: তিনি যেমন প্রভুর মরণযন্ত্রণা অনুকরণ করেছিলেন, তেমনি আমরাও সেই পথে এগিয়ে চলে শেষে যেন

সনাতন আনন্দলোকে গিয়ে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

একাধিক পুরুষ

হে ঈশ্বর, তোমার অনুগ্রহেই বিশ্বাসী মানুষ হয় নিষ্ঠাবান, দুর্বল মানুষ লাভ করে শক্তি। আশীর্বাদ কর: সাক্ষ্যমর … ও …-র মঙ্গলপ্রার্থনা ও আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা ও পুনরুত্থানের সাহচর্য লাভ করি, যাতে একদিন তাঁদের সঙ্গে তোমার সান্নিধ্যে পরম আনন্দ লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, তোমার সাক্ষ্যমর সাধু /সাধ্বী … ও …-র গৌরবময় পর্বদিবসে তোমার মণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক, কেননা তাঁরা তোমার একমাত্র জনিত পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন বিধায় তুমি তাঁদের অমূল্য রক্ত সাক্ষ্যমরণ-মর্যাদায় ভূষিত করেছ। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

সাক্ষ্যমর-নারী ও চিরকুমারী সাক্ষ্যমর-নারীর পর্ব উপলক্ষে উপরে দেওয়া প্রার্থনা ব্যবহারযোগ্য।

## বিদায়

# পালক

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত ‘আল্লেলূইয়া’ বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

দিব্যানন্দের পর্বদিবস
আবার এল মোদের ঘরে;
এসো, পালকেরই [পালকদেরই] গৌরব
করি গান সমস্বরে।

পালের রক্ষা তাঁরই [তাঁদের] চিন্তা,
পালের মঙ্গল তাঁরই [তাঁদের] চেষ্টা,
নানা প্রয়োজনে তিনি [তাঁরা]
হলেন নেতা, উপদেষ্টা।

বাঘে দস্যু ঘেরি থেকে
বহু দূরে বিতাড়িত;

তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা মেষপাল হল
পরিপুষ্ট, সুরক্ষিত।

ওগো পালক, তুমি [তোমরা] স্বর্গে
দিব্যানন্দের অংশভাগী :
ঐশকৃপায় মোদের কর
দিব্যপ্রেমের অনুরাগী।

হে সনাতন পালক খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য ;
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**শ্লোক**

*প্র* প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !

*উ* প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !

℣ পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, প্রভুর স্তুতিবাদ কর।

℟ বল : প্রভু ধন্য !

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভুর যাজকবৃন্দ, * বল : প্রভু ধন্য !

পাস্কাকাল

℣ প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, প্রভুর স্তুতিবাদ কর।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য ! * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

পোপ বা বিশপ : ঈশ্বরের যাজক, * সদ্‌গুণাবলির আদর্শ, উত্তম পালক :
আমাদের হয়ে প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

পালক : আমি * আমার সেবার জন্য বিশ্বস্ত যাজক নিযুক্ত করব :
সে আমার মনের মতই কাজ করবে,
আমি তাকে স্থায়ী বংশ দান করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো পালকবৃন্দের প্রধান,
ওগো খ্রিষ্ট, সরল মনে,
মোরা করব এই দিবসে
উল্লাস স্তুতিগানে।

[পোপ] পিতরকে যে ভার দিয়েছ
তব মেষপাল করতে পালন,
সেই ভার নিলেন তব সেবক,
পালকে করলেন লালন।

[বিশপ] মেষপাল পালন করার জন্য
তিনি [তাঁরা] হলেন নিয়োজিত ;
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা আত্মা পালকে
করলেন পবিত্রিত।

তিনি [তাঁরা] হলেন উত্তম পালক
দিলেন মুক্তিপথের দিশা,
দুঃখীজনকে দিলেন শান্তি,
সবার হলেন পিতা।

তুমি যে সাধুদের মুকুট,
কর কৃপা, ওগো খ্রিষ্ট,
তাঁকে [তাঁদের] সামনে রেখে যেন
স্বর্গে হই প্রবিষ্ট।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্ব হোন অর্চিত। (১৫শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি নিজেই * হব আমার পালের পালক,
হারান মেষের সন্ধান করব, পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬

৩য় ধুয়ো : এই সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,
যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন
(আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব (আল্লেলুইয়া),
উ তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ২১

২য় ধুয়ো : তোমরা * জগতের আলো।
পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না (আল্লেলুইয়া)।
সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : তেমনি * তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন
করে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৭

প্র প্রভু তাকে আপন যাজক হতে মনোনীত করলেন (আল্লেলুইয়া),
উ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ঈশ্বরের * যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর ;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

## ভরসা (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই (আল্লেলুইয়া)।
*উ* তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৩:৮-২২ (পালক ও আচার্য) অথবা মথি ৫:১৩-১৬ (আচার্য)।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই প্রধান পালক ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হোক প্রশংসা !
তাঁরা হলেন মর্তের ভূষণ।
খ্রিষ্টের পালকে পালন ক'রে
এখন স্বর্গেই তাঁদের আসন।

[পোপ] পিতরের স্থান ক'রে গ্রহণ
গুরু হয়ে উপযুক্ত,
প্রভুর চাবি দ্বারা তিনি
করলেন স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত।

[বিশপ] পালক পদে গুরু হয়ে
করলেন নিজেকে [নিজেদের] সমর্পণ ;
পালের উত্তম সেবা ক'রে
হলেন খ্রিষ্টপ্রেমের দর্পণ।

তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে যেন
পাপ করি পরাজিত ;
দক্ষ হাতে তিনি [তাঁরা] মোদের
স্বর্গে করুন উপনীত।

নিখিল বিশ্বের সেই বিধাতা
সবার দ্বারা হোন কীর্তিত ;
স্বর্গধামে মর্তলোকে
তিনি সদা হোন পূজিত। (অর্দেরিকুস ভিতালিস)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য ;
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (হিব্রু ১৩:৭-৯ক)

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

## শ্লোক

প্র হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
উ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র তারা দিনরাত প্রভুর নাম প্রচারে কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
উ আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর * আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম।

পাস্কাকাল

প্র হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র প্রভুর নাম প্রচার ক'রে দিনরাত তারা কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ হে যেরুশালেম, তোমার প্রাচীরের উপর আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

*হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।*

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পিতা, * তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে,
আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৪:১৬)

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন (আল্লেলুইয়া),

℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের * যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,

আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - : সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না (আল্লেলুইয়া)।
*উ* সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমরা * ঈশ্বরের সহকর্মী ;
তোমরা ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ তি ৩:১৩)

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে (আল্লেলুইয়া),

℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

দিব্যানন্দের পর্বদিবস
আবার এল মোদের ঘরে ;
এসো, পালকেরই [পালকদেরই] গৌরব
করি গান সমস্বরে।

পালের রক্ষা তাঁরই [তাঁদের] চিন্তা,
পালের মঙ্গল তাঁরই [তাঁদের] চেষ্টা,
নানা প্রয়োজনে তিনি [তাঁরা]
হলেন নেতা, উপদেষ্টা।

বাঘে দস্যু ঘেরি থেকে
বহু দূরে বিতাড়িত ;
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা মেষপাল হল
পরিপুষ্ট, সুরক্ষিত।

ওগো পালক, তুমি [তোমরা] স্বর্গে
দিব্যানন্দের অংশভাগী :
ঐশকৃপায় মোদের কর
দিব্যপ্রেমের অনুরাগী।

হে সনাতন পালক খ্রিষ্ট,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩২

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ পি ৫:১-৪)

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের

সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

## শ্লোক

প্ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

প্ ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।

উ ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, * ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য।

### পাস্কাকাল

প্ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ ইনি আপন ভাইদের জন্য প্রাণ তুলে দেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ইনি ভাইদের ভালবাসেন, ইনি অধিক প্রার্থনা করেন জনগণের জন্য। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

পোপ : মণ্ডলীর প্রধান পালক যখন ছিলেন * তখন তিনি সংসারকে ভয় করেননি,
বরং অটল হয়ে স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

পালক : প্রভু * তাকে ভালবেসেছেন, তাকে অলঙ্কৃত করেছেন ;
গৌরববসনে তাকে পরিবৃত করে স্বর্গদ্বারে মুকুট-ভূষিত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা

অথবা : আহা, * কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপর তারই চরণ,
যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে, ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন! (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ,

পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

পোপ

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, তুমি সাধু …কে তোমার সমস্ত জনগণের পরিচালনায় নিযুক্ত করেছিলে, তিনি যেন কথায় ও জীবনাদর্শ দানে তোমার মণ্ডলীকে গেঁথে তোলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার মণ্ডলীর বিশপদের ও তাঁদের হাতে ন্যস্ত মেষপালকে সুরক্ষিত কর, তাঁদের সকলকে চালিত কর শাশ্বত পরিত্রাণের পথে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

বিশপ

হে ঈশ্বর, উজ্জ্বল ভ্রাতৃপ্রেম ও সংসারবিজয়ী বিশ্বাসের জন্য আদর্শবান সাধু …কে তুমি সাধু বিশপদের সভায় গৌরবময় স্থান দিয়েছ। আশীর্বাদ কর: তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরাও বিশ্বাস ও ভ্রাতৃপ্রেমে নিষ্ঠাবান হয়ে যেন তাঁর গৌরবের অংশী হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, সাধু …-র বাণীপ্রচারের মাধ্যমে তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের বিশ্বাসের আলোতে আলোকিত করেছিলে। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টিয়ান নামে পরিচিতি যাদের গৌরব, এই আমরা মুখে যে বিশ্বাস ঘোষণা করি, জীবনাচরণেও যেন তার বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দিতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু

সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

পালক

ভক্তদের আলো ও আত্মাদের পালক হে পরমেশ্বর, তুমি সাধু …কে তোমার মণ্ডলীতে নিযুক্ত করেছিলে তিনি যেন তোমার মেষপালকে ঐশবাণীর অন্ন দানে পালন করেন ও নিজের জীবনাদর্শে তাদের গঠন করেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তিনি যা শিখিয়েছেন, আমরা যেন সেই ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করি, এবং নিজের জীবনাচরণে তিনি যে পথ দেখিয়েছেন, আমরা যেন সেই পথে এগিয়ে চলি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে ঈশ্বর, তোমার মেষপাল পালনের জন্য তুমি (বিশপ) সাধু … ও …-র অন্তরে তোমার সত্য ও প্রেমের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলে। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা তাঁদের পর্বদিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি, যেন তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণে উপকৃত হতে পারি, ও তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার সহায়তা উপলব্ধি করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

ধর্মপ্রচারক

হে ঈশ্বর, তোমার অসীম দয়ার গুণে সাধু … খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের শুভসংবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমরা যেন তোমাকে আরও গভীরতর ভাবে জানতে পারি, এবং সৎকর্মে ফলশালী হয়ে যেন সুসমাচারের সত্য অনুসারে তোমার সামনে বিশ্বস্তভাবে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মণ্ডলীর আচার্য

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে সনাতন দিব্য সূর্য,
তব দীপ্তি সৃষ্টির জীবন;
তুমিই মনের প্রবল জ্যোতি,
তোমার প্রতি মোদের স্তুতি।

তব আত্মার আলো দ্বারা
এ জীবন্ত তারা উজ্জ্বল:
তাঁরই দ্বারা মানব-আশা
লাভে মুক্তিপথের দিশা।

সত্য ধ্যানে, শিক্ষা দানে
মহাচার্য ছিলেন রত:

তব দীক্ষায় সাধুর [সাধ্বীর] ভাষণ
হল ঐশসত্যের ভূষণ।

যাঁরই পর্ব করি পালন,
তিনি উত্তম মহাচার্য :
জ্ঞানে ছিলেন উজ্জ্বল তারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের প্রতি কর কৃপা :
সাধুর [সাধ্বীর] শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ
ফলায় যেন স্বর্গের দর্শন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
চিরকালীন এক মহেশ্বর,
জীবনময় পরমেশ্বর। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## শ্লোক

℣ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

℟ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

℣ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা,

℟ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকের মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার বাণী।

### পাস্কাকাল

℣ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : সর্বজাতি * প্রচার করে সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা ;
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হে সনাতন দিব্য সূর্য,
তব দীপ্তি সৃষ্টির জীবন ;
তুমিই মনের প্রবল জ্যোতি,
তোমার প্রতি মোদের স্তুতি।

তব আত্মার আলো দ্বারা
এ জীবন্ত তারা উজ্জ্বল :
তাঁরই দ্বারা মানব-আশা
লাভে মুক্তিপথের দিশা।

সত্য ধ্যানে, শিক্ষা দানে
মহাচার্য ছিলেন রত :
তব দীক্ষায় সাধুর [সাধ্বীর] ভাষণ
হল ঐশসত্যের ভূষণ।

যাঁরই পর্ব করি পালন,
তিনি উত্তম মহাচার্য :
জ্ঞানে ছিলেন উজ্জ্বল তারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের প্রতি কর কৃপা :
সাধুর [সাধ্বীর] শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ
ফলায় যেন স্বর্গের দর্শন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
চিরকালীন এক মহেশ্বর,
জীবনময় পরমেশ্বর। (২০শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : আমি নিজেই * হব আমার পালের পালক,
হারান মেষের সন্ধান করব, পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)। সাম ২

২য় ধুয়ো : ঈশ্বরের * অনুগ্রহদান অনুসারে
আমাকে সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬

৩য় ধুয়ো : এই সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ,
যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন
(আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

প্র আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব (আল্লেলুইয়া),
উ তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রধান মেষপালক * আবির্ভূত হলে
তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ২১

২য় ধুয়ো : তোমরা * জগতের আলো।
পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না (আল্লেলুইয়া)।
সাম ৯৬

৩য় ধুয়ো : তেমনি * তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক,
যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন
করে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৭

প্র প্রভু তাকে আপন যাজক হতে মনোনীত করলেন (আল্লেলুইয়া),
উ সে যেন তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করে (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ঈশ্বরের * যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর ;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

## ভরসা (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।
সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে,
তাদের পালন কর;
লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়ো না,
বরং পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়াও (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই (আল্লেলুইয়া)।
*উ* তুমি আমার পক্ষ থেকে তোমার ভাইদের সতর্ক কর (আল্লেলুইয়া)।

## স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,

তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,

তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ২৩:৮-২২ (পালক ও আচার্য) অথবা মথি ৫:১৩-১৬ (আচার্য)।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

প্ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

উ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সর্বপ্রজ্ঞার উৎস ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

প্ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে সনাতন শিক্ষাগুরু,
হে শ্রীখ্রিষ্ট, কেবল তুমিই
সত্যমার্গের সেই দিশারী,
বাণী যাঁর মুক্তিসঞ্চারী।

বিশ্বজগতের মেষপালক,
তব প্রিয় কনের কথা
তুমি সদা কর স্মরণ :
তব বাণীই তারই শরণ।

তব দিব্য বাণী ধ্যানে
এ আচার্য ছিলেন রত ;
তিনি শিক্ষাদানের জন্য
উজ্জ্বল তারা বলেই গণ্য।

হে সদ্‌গুরু, মোদের ওষ্ঠ
তব স্তুতিগানে মুখর :
এ আচার্য দিলে শিক্ষা
পবিত্রাত্মার পেলাম দীক্ষা।

মহাচার্যের শিক্ষালাভে,
ওগো খ্রিষ্ট, মোরা যেন
সত্যে হয়ে উদ্ভাসিত
তব নাম করি বন্দিত। (২০শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,

তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য

প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,

তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (প্রজ্ঞা ৭:১৩-১৪)

সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি, তার ঐশ্বর্য গোপন রাখি না। কেননা প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই। যারা তা অর্জন করে, তারা ঈশ্বরের বন্ধুত্বেই ভূষিত হয়, সেই শিক্ষাবাণীর দানগুলি গুণেই তারা তাঁর প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

## শ্লোক

প্ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

উ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

প্ ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করুক তাঁদের প্রশংসাবাদ,

উ সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ সর্বজাতি প্রচার করুক * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা।

### পাস্কাকাল

প্ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করুক তাঁদের প্রশংসাবাদ,

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ সর্বজাতি প্রচার করুক সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : যাঁরা * ঐশশিক্ষালাভে প্রীত ছিলেন,

তাঁরা গগনতলের মতই দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।

যাঁরা ধর্মশিক্ষাদানে রত ছিলেন,

তাঁরা তারকারাজির মতই জাজ্বল্যমান হবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

উত্তম মেষপালকরূপে যিনি তাঁর আপন পালের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আসুন, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাই :

*হে প্রভু, তোমার পালকে শাশ্বত চারণভূমিতে চালিত কর।*

-স্বর্গীয় পালকদের জীবনে আমাদের প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ পায়। যাঁরা আমাদের ধর্মপথে চালিত করেন, আমরা যেন তাঁদের মধ্য দিয়ে তোমার যত্নের স্পর্শ পেতে পারি।

-তোমার ধর্মসেবকদের মধ্য দিয়ে তুমি আজও আমাদের মাঝে গুরু ও পালকরূপে উপস্থিত। তাঁদের ধর্মশিক্ষা ও প্রেরণা দানে আমাদের সবসময় চালিত কর।

-তোমার জনগণের সেবায় যাঁদের তুমি নিযুক্ত করেছিলে, তুমি সেই স্বর্গীয় পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের আত্মা ও দেহের আরোগ্যদাতা ছিলে। প্রেরণাপূর্ণ পালকদের মাধ্যমে আমরা যেন আজও তোমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি।

-তোমার ধন্য পালকদের আদর্শের মধ্য দিয়ে তুমি যেমন একসময় তোমার ভক্তদের ঐশপ্রজ্ঞা ও ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দান করেছিলে, তেমনি তোমার সহায়তায় আজকের বাণীপ্রচারকেরাও যেন তোমাকে ভালবাসতে ও সেবা করতে উত্তম শিক্ষা দিতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

প্র দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

উ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : পিতা, * তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে,
আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ৪:১৬)

নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

℣ তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন (আল্লেলুইয়া),

℟ তাঁর আপন জাতি যাকোবকে চরাবার জন্য (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমাদের যে গ্রহণ করে,
সে আমাকেই গ্রহণ করে,

আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - : সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ তি ১:১২)

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না (আল্লেলুইয়া)।
*উ* সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমরা * ঈশ্বরের সহকর্মী ;
তোমরা ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরের গাঁথনি (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ তি ৩:১৩)

যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

℣ প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে (আল্লেলুইয়া),

℟ বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হে সনাতন দিব্য সূর্য,
তব দীপ্তি সৃষ্টির জীবন ;
তুমিই মনের প্রবল জ্যোতি,
তোমার প্রতি মোদের স্তুতি।

তব আত্মার আলো দ্বারা
এ জীবন্ত তারা উজ্জ্বল :
তাঁরই দ্বারা মানব-আশা
লাভে মুক্তিপথের দিশা।

সত্য ধ্যানে, শিক্ষা দানে
মহাচার্য ছিলেন রত :
তব দীক্ষায় সাধুর [সাধ্বীর] ভাষণ
হল ঐশসত্যের ভূষণ।

যাঁরই পর্ব করি পালন,
তিনি উত্তম মহাচার্য :
জ্ঞানে ছিলেন উজ্জ্বল তারা,
মোরা পেলাম আশিসধারা।

তাঁরই যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের প্রতি কর কৃপা :
সাধুর [সাধ্বীর] শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ
ফলায় যেন স্বর্গের দর্শন।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমি পুত্র ও আত্মার সঙ্গে
চিরকালীন এক মহেশ্বর,
জীবনময় পরমেশ্বর। (২০শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : ইনিই সেই মহান যাজক, * জীবনকালে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন,
এবং ধর্মিষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : পরাৎপরের বিধান পালনে
কেউই তাঁর সমতুল্য হতে পারেনি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * প্রতিশ্রুতি দিলেন,
তিনি তাঁর বংশধরদের আশীর্বাদ করবেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর যাজকবৃন্দ, বল : * প্রভু ধন্য
প্রভুর সেবকসকল, কর তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩২

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,

তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (যাকোব ৩:১৭-১৮)

যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল ; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত। শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

## শ্লোক

প্ল ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।

উ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।

প্ল প্রভু তাঁকে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করলেন।

উ তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে * তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন।

পাস্কাকাল

প্ল ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল প্রভু তাঁকে প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির প্রেরণায় পরিপূর্ণ করলেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ ভক্তমণ্ডলীর মাঝে তিনি প্রভুর কথা প্রচার করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

ধুয়ো : হে মহাচার্য সাধু (সাধ্বী) … ,

তুমি যে মণ্ডলীর পুণ্য জ্যোতি,

তুমি যে ঐশসত্যের করেছ অন্বেষণ,
আমাদের হয়ে খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি ঈশ্বরের সামনে মানুষের জন্য মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়েছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি:

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে ত্রাণ কর।*

-তুমি সবসময় সুবিবেচক ও পুণ্যবান ধর্মনেতাদের মধ্য দিয়ে তোমার মণ্ডলীর পথ আলোকিত করেছিলে। আজও প্রজ্ঞাপূর্ণ ও আত্মনিবেদিত পালকদের মাধ্যমে তোমার ভক্তদের চালিত কর।

-পুণ্যবান পালকদের প্রার্থনা শুনে তুমি যেমন একসময় তোমার জনগণের অন্যায় মার্জনা করছিলে, তেমনি তাঁদের পুণ্যকর্মের ফলে আজও তোমার মণ্ডলীকে পরিশুদ্ধ ও নবীকৃত করে তোল।

-জনগণের মধ্য থেকে তুমি ধর্মনেতা বেছে নিয়ে পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত করেছিলে। যাঁরা তোমার মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত, তোমার ঐশদানগুলিতে তাঁদের পরিপূর্ণ কর।

-তুমি নিজেই প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের উত্তরসূরীদের পুরস্কারস্বরূপ। তোমার নিজের রক্তে যাদের পরিত্রাণ করেছ, তাদের কেউই যেন বিনাশ পথে পতিত না হয়।

-মণ্ডলীর পালকদের মধ্য দিয়ে তুমি তো তোমার মেষপালকে রক্ষা কর কেউই যেন তোমার হাত থেকে তাদের কেড়ে না নেয়। কৃপা কর, পরলোকগত সকল বিশপ, পুরোহিত ও ভক্তজন যেন তোমার আনন্দধামে একসুরে তোমার মহিমাকীর্তন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি সাধু ···-র অন্তরে স্বর্গীয় ধর্মজ্ঞান সঞ্চার করেছিলে। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: সেই শিক্ষা বিশ্বস্তভাবে রক্ষা ক'রে আমরা যেন জীবনাচরণে তা সার্থক করে তুলি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# মঠবাসী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

একজনমাত্র

এ সন্ন্যাসীর [সন্ন্যাসিনীর] পর্বদিনে
স্বর্গবাসী আনন্দিত ;
তাঁরই মহাকীর্তি গাইতে
মোরা অত্যন্ত মুখরিত।

তিনি পিতার প্রেমের পাত্র,
পুত্রের অনুগত শিষ্য,
পবিত্রাত্মাই তাঁরই শক্তি :
অত্যাশ্চর্য এ কী দৃশ্য !

সংসার ত্যাগে, আত্মদানে
তাঁর বীরত্ব প্রশংসিত ;
ঈশ্বরসেবা, ভ্রাতৃপ্রেমে
ধন্য বলে সঙ্কীর্তিত।

সন্ন্যাস-পথ সত্যি সঙ্কীর্ণ :
শত্রু প্রস্তুত চারিদিকে ;
দিব্য প্রেম-প্লাবিত হৃদে
ছুটলেন তিনি যিশুর দিকে।

জীবনশেষে তাঁকে দে'খে
সবে দেখত খ্রিষ্টের ছবি ;
রাজমুকুট-ভূষিত হয়ে
হলেন ঐশপ্রেমের কবি।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্বের গৌরব হোক স্বীকৃত। (সাধু বেনেডিক্ট মঠ)

একাধিক

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি:
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

১ম ধুয়ো: প্রভু একথা বলছেন, * ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো: তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য
তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।
আনন্দ কর, উল্লাস কর,
কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো: স্বর্গে * তাঁদেরই জন্য আনন্দের দিন,
যাঁরা যিশুর পদাঙ্কের হলেন অনুগামী;

খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁরা সংসার তুচ্ছ করলেন,
তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর নিখিল সাধুসাধ্বী,
প্রভুকে বল ধন্য চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : কতই না গৌরবময় সেই রাজ্য,
যেখানে পুণ্যজনেরা খ্রিষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন ;
মেষশাবক যেইখানে যান,
তাঁরা শুভ্র পোশাক পরে তাঁর অনুসরণ করেন (আল্লেলুইয়া)।

চল্লিশাকালে নয় : গীতিকা ১৬

চল্লিশাকালে : গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (২ করি ৪:৬-৭)

ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা যেন মাটির পাত্রেই বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম।

## শ্লোক

প্ল ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।
উ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।
প্ল তারা সানন্দে গান করে
উ ঈশ্বরের সামনে।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে * ঈশ্বরের সামনে।

পাস্কাকাল

℣ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তারা সানন্দে গান করেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকজন সকলে উল্লাস করে ঈশ্বরের সামনে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

সন্ন্যাসী : এঁরাই সেই ধার্মিক মানুষ, * যাঁরা প্রভুর ভালবাসার পাত্র,

তিনি তাঁদের অম্লান গৌরবে ভূষিত করলেন :

তাঁদের ধর্মশিক্ষায় মণ্ডলী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,

যেমনটি চন্দ্র সূর্যের বিভায় উদ্ভাসিত (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সন্ন্যাসিনী : এসো, * আমার মনোনীতা ;

আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি :

*আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করেছেন,

এসো, সন্ন্যাসীদের আদর্শ সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

একজনমাত্র

ওগো খ্রিষ্ট, তব সেবক

তব নামেই নিলেন শরণ ;

সন্ন্যাস মার্গ ধরে করলেন
তোমার অনুসরণ।

পিতৃগৃহ, আত্মীয়স্বজন,
সবই তিনি করলেন বর্জন;
ঈশ্বরের অন্বেষণ হল
তাঁরই কাম্য অর্জন।

প্রার্থনাতে হয়ে মগ্ন
তিনি স্বর্গদূতের মত;
শহীদ যেনই ক্রুশের অস্ত্রে
রিপু করলেন নত।

[মঠাধ্যক্ষ] তোমার মত তিনি হলেন
পালের জন্য পথদিশারী;
ভ্রাতৃগণের শাসক নয়,
হলেন হিতকারী।

ভ্রাতৃবৃন্দের মাঝে তিনি
সদাই স্থাপন করলেন শান্তি;
তব ডাকে জীবন শেষে
পেলেন ঐশকান্তি।

ওগো খ্রিষ্ট, তোমার দ্বারাই
তব সেবক পুরস্কৃত;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (২০শ শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * দৃষ্টি রাখেন সেই ধার্মিকদের পথে,
যারা তাঁর বিধান জপ করে নিশিদিন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : তারা * প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রচার করল,
তিনি আপন পবিত্র পর্বতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : এই তো * প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

প্র প্রভুর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া),
উ লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : সুখী তারা, * যাদের বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
তারা তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৫

২য় ধুয়ো : হে প্রভু, * সুখী তারা,
যারা তোমাতেই ভরসা রাখে ;
যাদের আচরণ নিখুঁত, তুমি মঙ্গল থেকে তাদের বঞ্চিত কর না,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৪

৩য় ধুয়ো : ধার্মিক মানুষ * বিকশিত হবে খেজুরগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯২

প্র এই তো প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ (আল্লেলুইয়া),
উ তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি * পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক (আল্লেলুইয়া)।

### ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

### ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আপন সাধুসাধ্বীর মধ্যে প্রভু গৌরবময় (আল্লেলুইয়া)।

*উ* আপন মহিমায় তিনি ভয়ঙ্কর (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,

তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১৯:৩-১২ অথবা মার্ক ১০:১৭-৩০ অথবা লুক ৯:৫৭-৬২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : যিনি সন্ন্যাসীদের বাধ্যতার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান করলেন,

এসো, সেই সত্যকার রাজা খ্রিষ্ট প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : যিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করেছেন,

এসো, সন্ন্যাসীদের আদর্শ সেই খ্রিষ্টের চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

একজনমাত্র

ওগো সৈন্য, বিশ্বাস পথে

রাজার করলে অনুসরণ ;

তব পর্ব পালন করি,
করি তব কীর্তি স্মরণ।

রিপুর সঙ্গে করলে সংগ্রাম,
আত্মসুখ দিলে বিসর্জন ;
তব প্রভু যাতে প্রীত,
কেবল তাতে তব অর্জন।

তুমি ছিলে পুণ্যের ভক্ত,
ধ্যানমগ্ন, নম্র, বাধ্য ;
তব হাতে সদ্‌গুণ-অস্ত্র :
সবই হল তব সাধ্য।

পিতার স্তবে তব প্রীতি,
বাণী ধ্যানে তব শান্তি,
হৃদিগুহায় আত্মা দ্বারা
দর্শন পেলে ত্রিত্বের কান্তির।

[মঠাধ্যক্ষ] কথায় কাজে ভ্রাতৃগণকে
তুমি করলে উদ্দীপিত ;
তব দীক্ষায় সবার অন্তর
খ্রিষ্টপ্রেমে প্রজ্বলিত।

তব যাচনার পুণ্যফলে
স্বর্গে যেন গিয়ে উঠি :
সেথায় তোমার সঙ্গে গাইব
পরম ত্রিত্বের চিরস্তুতি। (২০শ শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ক্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০

মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫

বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯

বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮

শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬

শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : আমি * লক্ষ করলাম, প্রতিটি জাতির বিরাট এক জনতা
যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না।
তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে
ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * পবিত্র হও,
তবে আমি ঘটাব তোমাদের বংশবৃদ্ধি,
তোমরা যেন আমার জনগণের জন্য
এই গৃহে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (এফে ১:১৭-১৮)

ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি

তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা (হিব্রু ১৩:৭-৯ক)

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না।

## শ্লোক

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।
উ মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, * মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল।

পাস্কাকাল

প্র প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

সন্ন্যাসী : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সন্ন্যাসিনী : আমি * তাকে আমার কাছে আকর্ষণ করব,
তাকে প্রান্তরে নিয়ে যাব, তার হৃদয়ের কাছেই কথা বলব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি কতিপয় সন্ন্যাস-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছেন যেন মণ্ডলীতে ঐশসেবার প্রতিষ্ঠান সবসময় বর্তমান থাকে, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি :

*হে প্রভু, আমরা যেন তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি।*

-তুমি সাধু বেনেডিক্টকে সন্ন্যাসজীবনের পিতা ও উজ্জ্বল আদর্শ করেছ। তাঁর শিষ্যেরা যেন তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ বিশ্বস্তভাবে পালন করতে পারেন।

-তুমি কতিপয় সন্ন্যাসনিয়ম-লেখায় প্রেরণা দিয়েছিলে যাতে সেগুলি পালনে মণ্ডলীতে পবিত্রতার ফসল বৃদ্ধি পায়। আশীর্বাদ কর, প্রতিটি সঙ্ঘে যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে নিয়ম-পালনও জীবনের উৎস বলে গণ্য করা হয়।

-তুমি চেয়েছ, সন্ন্যাসীদের প্রশংসাগান স্বর্গীয় প্রশংসাগানে যুক্ত থাকবে। সহায়তা কর, আমাদের উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি যেন এমনই ভক্তিপূর্ণ হয়, যাতে তোমার কাছে তা ধূপের মত গ্রহণযোগ্য হয়।

-তোমার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধু বেনেডিক্ট বিনম্রতার সিঁড়ির কথা উপস্থাপন করেছিলেন। সকল সন্ন্যাসীকে উদ্দীপিত কর, তাঁরা যেন ধৈর্যের সঙ্গে সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পরিপূর্ণ ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারেন।

-স্বর্গধামে বহু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী তোমার মহিমাকীর্তনে নিত্য নিয়োজিত। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসজীবন-ব্যবস্থা যেন সর্বদা জাগরিত থাকে।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না। কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব; কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ। পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল? তা হবে তার গৌরবের কারণ। অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি? অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি? তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে, জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।

*প্র* আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল (আল্লেলুইয়া),

*উ* স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তোমরা * যারা ইহলোকে আমার জন্য সংগ্রাম করলে,
আমিই হব তোমাদের পুরস্কার (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা, জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ। সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত, লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর। ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান, তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য। তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর, গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ। তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে : প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!

*প্র* প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল (আল্লেলুইয়া),

*উ* কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : প্রভুর মনোনীতজন সবাই, * বল : প্রভু ধন্য ;
কর তাঁর স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রবচন ৪:১-২, ২০-২৩)

সন্তানেরা আমার, পিতার শিক্ষাবাণী শোন, সদ্বিবেচনা কি, তা জানবার জন্য মনোযোগ দাও, কেননা আমি সুশিক্ষাই তোমাদের দান করছি; আমার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না। সন্তান আমার, আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও, আমার কথায় কান দাও। তা তোমার চোখের আড়াল হতে দিয়ো না, তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তা রক্ষা কর। কেননা যারা তার সন্ধান পায়, তাদের পক্ষে তা জীবন, তাদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যস্বরূপ। তোমার হৃদয়ের উপর সযত্নে দৃষ্টি রাখ, কেননা তা থেকেই জীবন নিঃসৃত হয়।

℣ ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি (আল্লেলুইয়া),

℟ ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

একজনমাত্র

এ সন্ন্যাসীর [সন্ন্যাসিনীর] পর্বদিনে
স্বর্গবাসী আনন্দিত ;
তাঁরই মহাকীর্তি গাইতে
মোরা অত্যন্ত মুখরিত।

তিনি পিতার প্রেমের পাত্র,
পুত্রের অনুগত শিষ্য,
পবিত্রাত্মাই তাঁরই শক্তি :
অত্যাশ্চর্য এ কী দৃশ্য !

সংসার ত্যাগে, আত্মদানে
তাঁর বীরত্ব প্রশংসিত ;
ঈশ্বরসেবা, ভ্রাতৃপ্রেমে
ধন্য বলে সঙ্কীর্তিত।

সন্ন্যাস-পথ সত্যি সঙ্কীর্ণ :
শত্রু প্রস্তুত চারিদিকে ;
দিব্য প্রেম-প্লাবিত হৃদে
ছুটলেন তিনি যিশুর দিকে।

জীবনশেষে তাঁকে দে'খে
সবে দেখত খ্রিষ্টের ছবি ;
রাজমুকুট-ভূষিত হয়ে
হলেন ঐশপ্রেমের কবি।

জনকেশ্বর হোন পূজিত,
মুক্তিদাতা হোন কীর্তিত,
পবিত্রাত্মা হোন বন্দিত,
ত্রিত্বের গৌরব হোক স্বীকৃত। (সাধু বেনেডিক্ট মঠ)

একাধিক

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা ! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : প্রভু একথা বলছেন, * ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে
সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : তোমরাই সুখী, * লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য
তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।
আনন্দ কর, উল্লাস কর,
কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৩য় ধুয়ো : স্বর্গে * তাঁদেরই জন্য আনন্দের দিন,
যাঁরা যিশুর পদাঙ্কের হলেন অনুগামী ;
খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে তাঁরা সংসার তুচ্ছ করলেন,
তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবেন চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৪র্থ ধুয়ো : প্রভুর নিখিল সাধুসাধ্বী,

প্রভুকে বল ধন্য চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬ খ

৫ম ধুয়ো : কতই না গৌরবময় সেই রাজ্য,

যেখানে পুণ্যজনেরা খ্রিষ্টের সঙ্গে আনন্দ করেন ;

মেষশাবক যেইখানে যান,

তাঁরা শুভ্র পোশাক পরে তাঁর অনুসরণ করেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৯

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (সিরা ৪৪:১-২, ৭-৮, ১০-১২)

এসো, আমরা এখন সেই প্রসিদ্ধ মানুষ, আমাদের সেই পূর্বপুরুষদেরই প্রশংসাবাদ করি। প্রভু তাঁদের মধ্যে বিপুল গৌরব সঞ্চার করলেন, অনাদিকাল থেকেই তাঁর মাহাত্ম্য বিরাজিত! তাঁরা সকলে তাঁদের সমসাময়িক লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, ছিলেন সেই দিনগুলির গর্বের বিষয়। তাঁদের কেউ কেউ এমন সুনাম রেখে গেছেন যে, তাঁদের প্রশংসাবাদ এখনও ধ্বনিত। এঁরাই সেই দয়াগুণসম্পন্ন মানুষ, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি। তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেই অক্ষয় রয়েছে তাঁদের সম্পদ, তাঁদের সেই বংশজ সম্পদ। তাঁদের উত্তরপুরুষেরা ঐশবিধিনিয়ম পালনে নিষ্ঠাবান থাকে, ও তেমন আদর্শের ফলে তাঁদের সন্তানসন্ততিরাও তেমনি থাকবে।

**শ্লোক**

প্ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

প্ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন প্রভু আপন উত্তরাধিকার রূপে।

উ প্রভুতে আনন্দ কর।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, * প্রভুতে আনন্দ কর।

পাস্কাকাল

প্ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন প্রভু আপন উত্তরাধিকার রূপে।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ পুণ্যজন ও ধার্মিকজন সকল, প্রভুতে আনন্দ কর। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

সন্ন্যাসী : সুখী তোমরা, * ঈশ্বরের সাধুসাধ্বী সকল! স্বর্গের নাগরিক হয়ে
তোমরা এখন প্রভুর গৌরব দর্শনে মুখরিত (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সন্ন্যাসিনী : যেরুশালেমের কন্যাদের মধ্যে * তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

অথবা

ধুয়ো : এসো, খ্রিষ্টের কনে, * গ্রহণ কর সেই মুকুট
যা প্রভু অনাদিকাল থেকেই সঞ্চিত করে রেখেছেন তোমার জন্য (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের কাছে মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে একটি বিশেষ দায়িত্ব দান করেছেন, আসুন, সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করি :

*আমাদের জীবন মণ্ডলীর সেবায় নিবেদিত হোক।*

-তুমি আমাদের আহ্বান করেছ, আমরা যেন দিব্য আলোর দিকে চোখ উন্মুক্ত ক'রে ও তোমার কণ্ঠ কান পেতে শুনে তোমার সম্মুখে জীবন যাপন করি। আশীর্বাদ কর, সকল সঙ্ঘে সন্ন্যাসজীবনের প্রকৃত ঐতিহ্য যেন সর্বদা সুরক্ষিত হয়।

-সন্ন্যাস সঙ্ঘে যাঁরা পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে তোমার স্থান দখল করেন, তুমি তাঁদের আলো ও প্রেরণা দান কর, তাঁরা যেন তাঁদের সেবাকর্ম উত্তমরূপে পালন করতে পারেন।

-প্রাচীন সন্ন্যাস সঙ্ঘগুলিতে প্রৈরিতিক উৎসাহ সঞ্চার কর, তাদের সহায়তায় যেন নতুন মণ্ডলীগুলোতেও সন্ন্যাসজীবন বিস্তার লাভ করতে পারে।

-যাঁরা ইহলোকে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সকল পরলোকগত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যেন তোমার কৃপায় তোমার শ্রীমুখের গৌরব চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু/সাধ্বী ... সবকিছুই ত্যাগ ক'রে দীন ও নম্র খ্রিষ্টকে আজীবন অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমাদের অন্তরে তুমি যে শুভ কাজ শুরু করেছ, সেই কাজ তুমি নিজেই সম্পন্ন কর, আমরা যেন যিশু খ্রিষ্টের মহাদিবস পর্যন্ত তাঁর পরম বাণী পালন করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনাদর্শ আমাদের অন্তরে পুণ্যতর জীবনের প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক। আমরা আজ যাঁদের পর্বদিবস আনন্দের সঙ্গে পালন করি, তাঁদের আদর্শ যেন আমাদের জীবনে মূর্ত করে তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

মঠাধ্যক্ষ

হে প্রভু, মঠাধ্যক্ষ সাধু ... এর মধ্য দিয়ে তুমি আমাদের সামনে সুসমাচারে ব্যক্ত পরমসিদ্ধির একটি আদর্শ তুলে ধরেছিলে। তাই অনুনয় করি: এই সংসারের চাঞ্চল্যের মধ্যে আমরা যেন একাগ্র অন্তরে স্বর্গীয় বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# চিরকুমারী

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত ‘আল্লেলূইয়া’ বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

একজনমাত্র চিরকুমারী

সুকুমারীর পর্বদিনে
স্বর্গবাসী উল্লসিত,
মর্তলোকেও ভক্তবৃন্দ
গানে মুখরিত।

এই যে সাধ্বী সুকুমারী
খ্রিষ্টের ইচ্ছায় ছিলেন নতা,
এখন সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় রতা।

আত্মসংযম দ্বারা তিনি [তাঁরা]
যত রিপু করলেন দমন ;
সংসার তুচ্ছ ক'রে করলেন
খ্রিষ্টের অনুগমন।

তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের রিপু কর ধ্বংসন,
হৃদে সদ্‌গুণ ক'রে সঞ্চার
আশিস কর বর্ষণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি চিরকাল পূজিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (১৫শ শতাব্দী)

একাধিক

চিরকুমারীদের মুকুট,
ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বত্রাতা,
তুমি যে কুমারীর সন্তান,
গ্রহণ কর গুণগাথা।

ওগো বর, তোমারই কণ্ঠে
শুভ্র পুষ্পমালাই ভূষণ ;
সুকুমারী দলের জন্য
নববধূর উজ্জ্বল আসন।

যেথায় তুমি কর গমন,
সেথায় তাঁরাও তোমার সাথে,
তব নাম সঙ্কীর্তন করেন
পুণ্যের মালা তাঁদের হাতে।

তোমার কাছে এ মিনতি :
মোদের মন পবিত্র ক'রে
পুণ্যের ইচ্ছা কর সঞ্চার :
পাপ এড়াব চিরতরে।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

১ম ধুয়ো : পবিত্রা কনে * প্রেমিক খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিতা ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে এক-আত্মা ছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : সেই বিশ্বস্তা দাসী * ও মনোনীতা কনে যাঁর জন্য ব্যাকুল ছিলেন,
সানন্দে সেই প্রভুর হৃদয়েই প্রবেশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে ধন্য প্রাণ! * তুমি সেই ঐশপ্রজ্ঞার আসন হবার যোগ্য ছিলে,
মানবসন্তানদের সঙ্গে থাকা যার প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে সিয়োন কন্যা, * আনন্দ কর, কর উল্লাস ; দেখ, আমি আসছি ;
তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৭:৩২, ৩৪)

যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

## শ্লোক

℣ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।

℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।

℣ তাঁর অন্বেষী প্রাণের প্রতি প্রভু মঙ্গলময়।

℟ তুমিই আমার স্বত্বাংশ।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, * তুমিই আমার স্বত্বাংশ।

পাস্কাকাল

℣ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁর অন্বেষী প্রাণের প্রতি প্রভু মঙ্গলময়।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আমার প্রাণ প্রভুকে বলে, তুমিই আমার স্বত্বাংশ। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : আনন্দ কর, * কর উল্লাস, সিয়োন কন্যা! আমি যে তোমার কাছে আসছি!

আমি তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : মেষশাবক যেখানেই যান, * কুমারীদল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই গিয়ে থাকে;

ঈশ্বরের সামনে তারা যে নিষ্কলঙ্ক (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁরা স্বর্গরাজ্যের খাতিরে চিরকুমারীত্বের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রভু তাঁদের ধন্য বলেছেন। আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি:

*হে চিরকুমারীদের রাজা খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তোমার মণ্ডলীর একমাত্র বর; তুমি চাও, মণ্ডলী নিজের শুচিতা ও পবিত্রতা নিখুঁত রাখবে। তুমি নিজেই তাকে শুচিশুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তোল।

-সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ সঙ্গে ক'রে তোমাকে বরণ করতে বেরিয়েছিল। ধর্মব্রতিনীদের অন্তরে বিশ্বস্ততা ও প্রেমের শিখা জ্বলন্ত করে রাখ।

-তোমার দ্বারাই কুমারী জননী মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন করে রেখেছে। তোমার সহায়তায় তোমার সকল ভক্তজন যেন ধর্মবিশ্বাসে অটল ও বলবান হতে পারে।

-তোমার সাধ্বী চিরকুমারী …র পর্বদিনে তুমি তোমার ভক্তদের অন্তর আনন্দে ভরিয়ে তোল। তারা যেন তাঁর নিত্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করে আশাভ্রষ্ট না হয়।

-তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের তোমার স্বর্গীয় বিবাহভোজে স্থান দিয়েছ। পরলোকগত সকল ভক্তকেও অনন্ত জীবনের আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের আনন্দমুকুট ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

সুকুমারীর পর্বদিনে
স্বর্গবাসী উল্লসিত,
মর্তলোকেও ভক্তবৃন্দ
গানে মুখরিত।

এই যে সাধ্বী সুকুমারী
খ্রিষ্টের ইচ্ছায় ছিলেন নতা,
এখন সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় রতা।

আত্মসংযম দ্বারা তিনি [তাঁরা]
যত রিপু করলেন দমন;
সংসার তুচ্ছ ক'রে করলেন
খ্রিষ্টের অনুগমন।

তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের রিপু কর ধ্বংসন,
হৃদে সদ্‌গুণ ক'রে সঞ্চার
আশিস কর বর্ষণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি চিরকাল পূজিত;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (১৫শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : এসো, কন্যারা, * প্রভুর দিকে এগিয়ে যাও,
তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

২য় ধুয়ো : মাঝরাতে * হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর!
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : আনন্দোল্লাসের মাঝে
তাদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৫

℣ আমি প্রভুতে মহাপুলকে পুলকিত (আল্লেলুইয়া),

℟ আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল ;
আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয় (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

২য় ধুয়ো : আমার * প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রেমের খাতিরে
আমি সংসার তুচ্ছ মনে করলাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো : দেহরক্তের কামনার উপরে * চিরকুমারীদের বিজয়, আহা, কত না উজ্জ্বল :
এখন তারা শাশ্বত গৌরবে উল্লসিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৯

℣ প্রভু তোমাতে প্রীত হলেন (আল্লেলুইয়া),

℟ তিনি তোমার দেশে বাস করবেন (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : মাঝরাতে * হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর !
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)।

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : মাঝরাতে হঠাৎ রব উঠল, দেখ, বর!
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)।

প্র তুমি আমাকে দেখিয়েছ জীবনের পথ (আল্লেলুইয়া),
উ তোমার সম্মুখেই আমার আনন্দের পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ১৯:৩-১২ অথবা মথি ২৫:১-১৩ অথবা লুক ১০:৩৮-৪২।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

*উ* আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের আনন্দমুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : খ্রিষ্টই চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

প্রদীপ ঠিকঠাক ক'রে, এসো,
হে কুমারী, মিলন-ভোজে।
স্বয়ং রাজা খ্রিষ্ট ! দেখ,
স্বর্গবাসী তাঁকে পূজে।

এসো তবে মিলন কক্ষে,
ওগো বরের আকাঙ্ক্ষিতা,
তিনি এখন তোমায় করবেন
পুণ্যের মুকুটে ভূষিতা।

মোদের মঙ্গল যাচনা কর,
শেখাও মোদের পুণ্যাচরণ,
শত্রু তবে খ্রিষ্ট থেকে
মোদের করবে না কো হরণ।

খ্রিষ্টের মাতা ধন্যা মেরী,
কুমারীত্বের যিনি দর্পণ,
পুত্রের কাছে যাচনা করুন :
মোরা পাব যিশু-দর্শন।

সুকুমারীর জয়লাভে
সাধুসাধ্বী উল্লসিত ;
পরম ত্রিত্বের জয়গানে
মোরা সবে মুখরিত। (১৪শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : ইনি * বুদ্ধিমতী কুমারী,
ইনি দূরদর্শী কুমারীদের একজন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : ইনি * সেই বুদ্ধিমতী কুমারী,
যাঁকে প্রভু জাগ্রত পেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : পবিত্রা কনে * প্রেমিক খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিতা ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে এক-আত্মা ছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (পরমগীত ৮:৭)

বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না, নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে; প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত, তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।

**শ্লোক**

প্ল তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
প্ল আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।
উ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, * তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা।

পাস্কাকাল

প্ল তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।

℣ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℣ তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে, তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা। *
আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : যা বাসনা করেছি, * আমি এখন তা দেখতে পাচ্ছি;
যা আশা করেছি, আমি এখন তা পেয়ে গেছি,
আমি এখন স্বর্গে তাঁরই সঙ্গে মিলিতা,
জীবনকালে যাঁকে গভীর ভক্তির সঙ্গে ভালবেসেছি (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : বর এসেছেন! * যে কুমারীরা প্রস্তুত ছিল,
তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহভোজে প্রবেশ করল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একজনমাত্র চিরকুমারী সাক্ষ্যমর : সুখী সেই কুমারী, * যিনি নিজেকে অস্বীকার ক'রে
নিজ ক্রুশ নিজেই বহন ক'রে
সেই প্রভুর অনুসরণ করেছেন,
যিনি কুমারীদের বর, সাক্ষ্যমরদের নৃপতি (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক চিরকুমারী সাক্ষ্যমর : তোমাদেরই তো স্বর্গরাজ্য,
তোমরা যারা খ্রিষ্টের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছ;
মেষশাবকের রক্তে ধৌত হয়ে
এখন গ্রহণ কর শাশ্বত গৌরব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি চিরকুমারীদের স্বর্গীয় বর, আসুন, সেই খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে চিরকুমারীদের মুকুট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-হে প্রভু যিশু, তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের একমাত্র বর; আমরা যেন তোমা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন না হই।

-তুমি তোমার মাতা মারীয়াকে সকল চিরকুমারীর রানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছ। তাঁর প্রার্থনার ফলে আমরা যেন পুণ্য জীবন যাপনেই তোমার সেবা করতে পারি।

-আজও অনেক ধর্মব্রতিনী অবিচ্ছিন্ন হৃদয়ে তোমার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করে থাকেন। তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যেন সংসারের মোহ-মায়া প্রতিরোধ করে অনুক্ষণ তোমার কাছে থাকতে পারি।

-তুমিই সেই বর, বুদ্ধিমতী কুমারীরা যাঁর অপেক্ষায় ছিল। তাদের আদর্শে আমরাও যেন গভীর বাসনা ও আশার সঙ্গে তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় জাগ্রত থাকি।

-যাঁকে তুমি দিব্য জ্ঞানে ও পবিত্রতায় উজ্জ্বল করেছ, সেই সাধ্বী …র প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন ঐশপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ ও শুচিশুভ্র হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রজ্ঞা ৮:২১)

আমি উপলব্ধি করেছি যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে, একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয়!

*প্র* ইনিই সেই বুদ্ধিমতী কুমারী (আল্লেলুইয়া),

*উ* প্রভুর আগমনে যিনি জাগ্রত ছিলেন (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৭:২৫)

কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি।

℣ ইনিই বুদ্ধিমতী কুমারী (আল্লেলুইয়া),

℟ ইনি বিচক্ষণ কুমারীদের একজন (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : কুমারীদের গৌরবময় দল
দিব্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রকাশ ১৯:৬ক-৭)

আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান। কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে, তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।

*প্র* আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি (আল্লেলুইয়া),

*উ* আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে আর যেতে দেব না (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

একজনমাত্র চিরকুমারী

সুকুমারীর পর্বদিনে
স্বর্গবাসী উল্লসিত,
মর্তলোকেও ভক্তবৃন্দ
গানে মুখরিত।

এই যে সাধ্বী সুকুমারী
খ্রিষ্টের ইচ্ছায় ছিলেন নতা,
এখন সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
তাঁরই পূজায় রতা।

আত্মসংযম দ্বারা তিনি [তাঁরা]
যত রিপু করলেন দমন ;
সংসার তুচ্ছ ক'রে করলেন
খ্রিষ্টের অনুগমন।

তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
মোদের রিপু কর ধ্বংসন,
হৃদে সদ্‌গুণ ক'রে সঞ্চার
আশিস কর বর্ষণ।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি চিরকাল পূজিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি প্রশংসিত। (১৫শ শতাব্দী)

একাধিক

চিরকুমারীদের মুকুট,
ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বত্রাতা,
তুমি যে কুমারীর সন্তান,
গ্রহণ কর গুণগাথা।

ওগো বর, তোমারই কণ্ঠে
শুভ্র পুষ্পমালাই ভূষণ ;
সুকুমারী দলের জন্য
নববধূর উজ্জ্বল আসন।

যেথায় তুমি কর গমন,
সেথায় তাঁরাও তোমার সাথে,
তব নাম সঙ্কীর্তন করেন
পুণ্যের মালা তাঁদের হাতে।

তোমার কাছে এ মিনতি :
মোদের মন পবিত্র ক'রে
পুণ্যের ইচ্ছা কর সঞ্চার :
পাপ এড়াব চিরতরে।

হে কুমারীর সন্তান, যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : পবিত্রা কনে * প্রেমিক খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিতা ছিলেন,
তাঁর সঙ্গে এক-আত্মা ছিলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৩য় ধুয়ো : সেই বিশ্বস্তা দাসী * ও মনোনীতা কনে যাঁর জন্য ব্যাকুল ছিলেন,
সানন্দে সেই প্রভুর হৃদয়েই প্রবেশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৪র্থ ধুয়ো : হে ধন্য প্রাণ! * তুমি সেই ঐশপ্রজ্ঞার আসন হবার যোগ্য ছিলে,
মানবসন্তানদের সঙ্গে থাকা যার প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৫ম ধুয়ো : হে সিয়োন কন্যা, * আনন্দ কর, কর উল্লাস; দেখ, আমি আসছি;
তোমার অন্তঃস্থলে বসবাস করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৭:৩২, ৩৪)

যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

**শ্লোক**

*প্র* কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।

*উ* কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।

℣ তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন

℟ আনন্দোল্লাসের মাঝে।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে * আনন্দোল্লাসের মাঝে।

পাস্কাকাল

℣ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ কুমারীদের আনা হচ্ছে রাজার সামনে আনন্দোল্লাসের মাঝে। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : এসো, খ্রিষ্টের কনে, * গ্রহণ কর সেই মুকুট,
যা প্রভু অনাদিকাল থেকেই সঞ্চিত করে রেখেছেন তোমার জন্য (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

অথবা : হে কুমারীর দল, * তোমাদের জয়!
তোমরাই প্রভুর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
যাকোবের পরমেশ্বরের শ্রীমুখ-অন্বেষী মানুষ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : বুদ্ধিমতী কুমারীরা, * প্রদীপ ঠিকঠাক কর; দেখ, প্রভু আসছেন।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড় (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একজনমাত্র চিরকুমারী সাক্ষ্যমর : একমাত্র বলিতে * দু'টো মুকুট নিহিত :

শুচিতা ও ভক্তির মুকুট।

ইনি কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে

সাক্ষ্যমরণও করলেন অর্জন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যাঁরা স্বর্গরাজ্যের খাতিরে চিরকুমারীত্বের পথ বেছে নিয়েছেন, প্রভু তাঁদের ধন্য বলেছেন। আসুন, সেই খ্রিষ্টের কাছে বিনীত প্রার্থনা অর্পণ করি :

*হে চিরকুমারীদের রাজা খ্রিষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শোন।*

-তুমি তোমার মণ্ডলীর একমাত্র বর ; তুমি চাও, মণ্ডলী নিজের শুচিতা ও পবিত্রতা নিখুঁত রাখবে। তুমি নিজেই তাকে শুচিশুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক করে তোল।

-সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ সঙ্গে ক'রে তোমাকে বরণ করতে বেরিয়েছিল। ধর্মব্রতিনীদের অন্তরে বিশ্বস্ততা ও প্রেমের শিখা জ্বলন্ত করে রাখ।

-তোমার দ্বারাই কুমারী জননী মণ্ডলী ধর্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন করে রেখেছে। তোমার সহায়তায় তোমার সকল ভক্তজন যেন ধর্মবিশ্বাসে অটল ও বলবান হতে পারে।

-তোমার সাধ্বী চিরকুমারী ...র পর্বদিনে তুমি তোমার ভক্তদের অন্তর আনন্দে ভরিয়ে তোল। তারা যেন তাঁর নিত্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করে আশাভ্রষ্ট না হয়।

-তুমি সাধ্বী চিরকুমারীদের তোমার স্বর্গীয় বিবাহভোজে স্থান দিয়েছ। পরলোকগত সকল ভক্তকেও অনন্ত জীবনের আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র চিরকুমারী

হে ঈশ্বর, তুমি বলেছিলে, শুদ্ধহৃদয় যারা, তুমি তাদেরই অন্তর নিজ বাসস্থান করবে। চিরকুমারী সাধ্বী ...-র প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর : তোমার অনুগ্রহ গুণে

আমাদের শুদ্ধহৃদয় করে তোল, যেন তোমাকে আমাদের অন্তরের চির অতিথি বলে গ্রহণ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, আমাদের মিনতি শোন: সাধ্বী ...-র গৌরবময় কুমারীত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে আমরা যেন তোমার ভালবাসায় অবিচল থেকে শেষ পর্যন্তই সেই ভালবাসার পথে এগিয়ে চলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

একাধিক চিরকুমারী

হে প্রভু, আমাদের অন্তরে তোমার করুণা শত ধারায় বর্ষণ কর। আমরা যেমন আনন্দের সঙ্গে চিরকুমারী সাধ্বী ... ও ...-র পর্ব পালন করি, তেমনি একদিন, তোমার আশীর্বাদে, যেন তাঁদের স্বর্গীয় সাহচর্য লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সাধু

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত ‘আল্লেলূইয়া’ বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বত্রাতা, ওগো যিশু,
তুমিই সাধুদের নৃপতি ;
তব ভক্তের পর্বদিনে
শ্রবণ কর এ মিনতি।

জীবনকালে তব সেবক
তব নামেই নিলেন শরণ ;
অদ্য মোরা তাঁর কৃতিত্ব
মহানন্দে করি স্মরণ।

সংসার-মাঝে গমন ক’রে
তিনি তুচ্ছ করলেন ভ্রান্তি ;

তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে
রক্ষা করলেন আন্তর শান্তি।

নশ্বর যত অস্বীকার ক'রে
ছিলেন পুণ্যেরই সঞ্চারী ;
অবিনশ্বর মুকুট লাভে
এখন স্বর্গেরই দিশারী।

তব ভক্তের যাচনার ফলে
কৃপা কর মোদের প্রতি :
যত পাপ ক্ষমা ক'রে
পুণ্য কর মোদের মতি।

বিশ্বরাজা দয়াল যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৮ম শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্টের ভক্তবৃন্দের কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ ;
স্বর্গমর্ত মুখরিত,
মোদের অন্তর আনন্দিত।

তাঁরা ছিলেন নম্র শুচি,
যাপন করলেন পুণ্য জীবন ;
মর্তে স্থাপন করলেন শান্তি,
এখন তাঁরাই স্বর্গের কান্তি।

স্বর্গ হতে অদ্য তাঁরা
মোদের অশ্রু করেন মোচন,
বিশ্বে দয়া করেন প্রকাশ,
মঙ্গল যত করেন বিকাশ।

তবে এসো, সমস্বরে
প্রভুর সেবকদের প্রশংসি ;
মোদের জীবন পুণ্য করতে
তাঁদের চেষ্টা সদাই বর্তে।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

## ধর্মব্রতী

এসো, মহানন্দের সঙ্গে
তাঁরই কথা করি স্মরণ,
যিনি তব নামের, পিতা,
করলেন গুণগান আমরণ।

খ্রিষ্টের জন্য সবই ছেড়ে
তিনি নিলেন পুণ্যের ব্রত ;
মায়া-বন্ধন ছিন্ন ক'রে
খ্রিষ্টপ্রেমে থাকলেন রত।

নিষ্ঠার সঙ্গে, ওগো পিতা,
দেহের লালস করলেন বর্জন ;
শুচি, নম্র, বাধ্য হয়ে
খ্রিষ্টপ্রেম করলেন অর্জন।

চিন্তা, কথা, যত কর্মে
হয়ে প্রেম-অনুপ্রাণিত
তিনি চাইলেন তোমার সঙ্গে
হতে সর্বদা মিলিত।

তোমার সঙ্গে তিনি ছিলেন
প্রেমের শৃঙ্খল-শৃঙ্খলিত ;
এখন স্বর্গে গমন ক'রে
গৌরবমুকুট-পরিহিত।

তাঁর আদর্শে মোরা যেন
স্বর্গে দ্রুত গিয়ে উঠি :
সেথায় সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
সদা গাইব তব স্তুতি। (২০শ শতাব্দী)

১ম ধুয়ো : ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল : * প্রভু ধন্য ;
তাঁর মহাবন্দনা কর চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : আমার পবিত্রজনদের * আমি শাশ্বত একটি নাম দেব,
তারা পরম আনন্দ পাবে চিরকাল ধরে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : সর্বজাতি প্রচার করে * সাধুসাধ্বীদের প্রজ্ঞার কথা,
ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করে তাঁদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : ধার্মিকেরাই * করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : আমার ভক্তদের * আমি সম্মানের আসন দেব
আমার পিতার রাজ্যে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (ফিলি ৩:৭-৮)

আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।

*উ* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।

*প্র* গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন ;

*উ* তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; * তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন।

পাস্কাকাল

*প্র* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন ; তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : বুদ্ধিমান লোকেরই মত

সাধু ⋯ বাড়ি গেঁথে তুলেছেন পাথরের ভিতের উপর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : সুখী তোমরা, * ঈশ্বরের সাধুসাধ্বী সকল!

স্বর্গের নাগরিক হয়ে তোমরা প্রভুর গৌরব দর্শনে মুখরিত (আল্লেলুইয়া)।

গীতিকা

ধর্মব্রতী : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,

এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতী : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,

তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতী : সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,

তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না,

কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পরম পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সাধুসাধ্বীদের আদর্শ ও যাচনার ফলে তিনি যেন বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদের সহায়তা করেন :

*প্রভু, তুমি নিজে যেমন পবিত্র, আমাদের তেমনি পবিত্র করে তোল।*

-তোমার ইচ্ছা, আমরা তোমার সন্তান বলে অভিহিত হব, আর সেইমত ব্যবহার করব। মণ্ডলী যেন বিশ্বজুড়ে তোমার পবিত্রতার সাক্ষী হয়ে তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

-তোমার আহ্বান, আমরা তোমার আলোতে চলব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তোমার আশীর্বাদে আমাদের জীবনে আমরা যেন সব ধরনের সৎকাজে ফলশালী হতে পারি।

-খ্রিষ্টের মাধ্যমে তুমি তোমার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছ। যারা তোমাতে বিশ্বাসী, তাদের রক্ষা কর, তারা যেন তোমার সঙ্গে এক হতে পারে।

-তুমি স্বর্গীয় ভোজে অংশ নেবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ কর। বর প্রদান কর, তোমার পুত্রের বাণী ও দেহরক্তের ভোজে অংশ গ্রহণ করে আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে পুণ্যবান হয়ে উঠি।

-তোমার অসীম দয়ায়, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার শ্রীমুখ দর্শনলাভের যোগ্য করে তোল। আমরাও যেন তোমার গৌরবের অংশভাগী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধু …র পর্বদিনে,

এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বত্রাতা, ওগো যিশু,
তুমিই সাধুদের নৃপতি ;
তব ভক্তের পর্বদিনে
শ্রবণ কর এ মিনতি।

জীবনকালে তব সেবক
তব নামেই নিলেন শরণ ;
অদ্য মোরা তাঁর কৃতিত্ব
মহানন্দে করি স্মরণ।

সংসার-মাঝে গমন ক'রে
তিনি তুচ্ছ করলেন ভ্রান্তি ;
তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে
রক্ষা করলেন আন্তর শান্তি।

নশ্বর যত অস্বীকার ক'রে
ছিলেন পুণ্যেরই সঞ্চারী ;
অবিনশ্বর মুকুট লাভে
এখন স্বর্গেরই দিশারী।

তব ভক্তের যাচনার ফলে
কৃপা কর মোদের প্রতি :
যত পাপ ক্ষমা ক'রে
পুণ্য কর মোদের মতি।

বিশ্বরাজা দয়াল যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৮ম শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্টের ভক্তবৃন্দের কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ ;
স্বর্গমর্ত মুখরিত,
মোদের অন্তর আনন্দিত।

তাঁরা ছিলেন নম্র শুচি,
যাপন করলেন পুণ্য জীবন ;
মর্তে স্থাপন করলেন শান্তি,
এখন তাঁরাই স্বর্গের কান্তি।

স্বর্গ হতে অদ্য তাঁরা
মোদের অশ্রু করেন মোচন,
বিশ্বে দয়া করেন প্রকাশ,
মঙ্গল যত করেন বিকাশ।

তবে এসো, সমস্বরে
প্রভুর সেবকদের প্রশংসি ;
মোদের জীবন পুণ্য করতে
তাঁদের চেষ্টা সদাই বর্তে।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

ধর্মব্রতী

এসো, মহানন্দের সঙ্গে
তাঁরই কথা করি স্মরণ,
যিনি তব নামের, পিতা,
করলেন গুণগান আমরণ।

খ্রিষ্টের জন্য সবই ছেড়ে
তিনি নিলেন পুণ্যের ব্রত ;
মায়া-বন্ধন ছিন্ন ক'রে
খ্রিষ্টপ্রেমে থাকলেন রত।

নিষ্ঠার সঙ্গে, ওগো পিতা,
দেহের লালস করলেন বর্জন ;
শুচি, নম্র, বাধ্য হয়ে
খ্রিষ্টপ্রেম করলেন অর্জন।

চিন্তা, কথা, যত কর্মে
হয়ে প্রেম-অনুপ্রাণিত
তিনি চাইলেন তোমার সঙ্গে
হতে সর্বদা মিলিত।

তোমার সঙ্গে তিনি ছিলেন
প্রেমের শৃঙ্খল-শৃঙ্খলিত ;
এখন স্বর্গে গমন ক'রে
গৌরবমুকুট-পরিহিত।

তাঁর আদর্শে মোরা যেন
স্বর্গে দ্রুত গিয়ে উঠি :
সেথায় সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
সদা গাইব তব স্তুতি। (২০শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ,
প্রভুর বিধানে যার প্রীতি ;
তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন ;
সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১

২য় ধুয়ো : ভক্তজন ডাকলেই * প্রভু তাকে সাড়া দিলেন,
শান্তিতে তাকে করলেন প্রতিষ্ঠিত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪

৩য় ধুয়ো : প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন ;
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১

প্র প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, তাঁকে অলঙ্কৃত করলেন (আল্লেলুইয়া),
উ গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : হে প্রভু, * যার কাজ ছিল ধর্মময়,
সেই তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে,
সেই তোমার পর্বতে বসবাস করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

২য় ধুয়ো : তুমি * পেয়েছ প্রভুর কাছ থেকে আশিসধারা,
কারণ তুমি ছিলে ঈশ্বরের শ্রীমুখ অন্বেষী (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : ধার্মিক মানুষ ফুটে উঠবে * লিলিফুলের মত :
প্রভুর সামনে বিকশিত হবে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৮

প্র পরীক্ষিত হয়ে তিনি সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হলেন (আল্লেলুইয়া),
উ তা হবে তাঁর গৌরবের কারণ (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : ধার্মিকদের পথ * আলোরই মত,
ভোরে তার উদয়, মধ্যাহ্নে তার পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

**ভরসা** (গীতিকা যেরে ১৭:৭-৮)

আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে,
যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

সে যেন জলাশয়ের ধারে এমন গাছের মত,
যা নদীর দিকে বাড়ায় শিকড়।

উত্তাপ এলেও সে ভয় পায় না,
তার পাতা হয়ে থাকে সবুজ-সতেজ;
অনাবৃষ্টির সময়েও তার কোন দুশ্চিন্তা নেই,
তেমন গাছ ফল ধরায় বিরত থাকে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## ঐশপ্রজ্ঞাই মানুষের পূর্ণতা (গীতিকা সিরা ১৪:২০-২১; ১৫:৩-৫ক, ৬খ)

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।

প্রজ্ঞা সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।

প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
সে লাভ করবে চিরন্তন নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## সুখী যারা আত্মায় দীনহীন (গীতিকা  সিরা ৩১:৮-১১)

সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক,
সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।
কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব;
কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

পরীক্ষিত হয়ে কে সিদ্ধপুরুষ বলেই উত্তীর্ণ হল?
তা হবে তার গৌরবের কারণ।
অপরাধ করতে পারলেও কে অপরাধ করেনি?
অনিষ্ট করতে পারলেও কে তা করেনি?

তার সম্পদ স্থিতমূল থাকবে,
জনমণ্ডলী করবে তার পরোপকারিতার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ধার্মিকদের পথ আলোরই মত,
ভোরে তার উদয়, মধ্যাহ্নে তার পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভু ধার্মিক মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করলেন (আল্লেলুইয়া),
*উ* তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য (আল্লেলুইয়া)।

### স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার:

‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:১-১২; ধর্মব্রতী : মথি ১৯:৩-১২; লুক ৯:৫৭-৬২; মার্ক ১০:১৭-৩০ ; শিক্ষাব্রতী : মার্ক ৯:৩৩-৩৭; মার্ক ১০:১৩-১৬; সেবাব্রতী : মথি ২৫:৩১-৪৬।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধু …র পর্বদিনে,
এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

একজনমাত্র

ওগো যিশু, তুমিই স্বর্গ,
তুমিই সত্য, তুমিই জীবন :
তব নামের ভক্ত যিনি,
জয়মালা পেলেন তিনি।

তব ভক্তের যাচনা শুনে
মোদের প্রতি চেয়ে দেখ :
পাপের শক্তি ক'রে ধ্বংসন
আশিসধারা কর বর্ষণ।

তব সেবক যথাসাধ্য
মায়ার শৃঙ্খল করলেন ছিন্ন ;
ক'রে পুণ্যের অনুসরণ
করলেন তোমার অনুকরণ।

সংসারক্ষেত্রে ক'রে সংগ্রাম
তব নামেই নিলেন শরণ :
শত্রুর মাথা নিষ্পেষিত,
যত রিপু বিনাশিত।

তাঁর কী ভক্তি ! তাঁর কী বিশ্বাস !
দীর্ঘ প্রার্থনাতে রত !
ছিলেন আলো-বহনকারী,
এখন স্বর্গের অধিকারী।

বিশ্বরাজা দয়াল যিশু,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত,
তুমি চিরকাল পূজিত। (১০ম শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্ট প্রভুর সেবকবৃন্দ
তাঁর শ্রীনাম ক'রে স্বীকার
লাভ করেছ স্বর্গের কান্তি :
চিরজীবনের পুরস্কার।

মোদের দিকে চেয়ে দেখ :
মর্তে হয়ে নির্বাসিত
ভক্তিভরে মোরা করি
স্তুতি তোমাদের ধ্বনিত।

আহা! তোমরা ক্রুশের জন্য
আপন স্কন্ধ করলে অর্পণ ;
তোমরা হলে বাধ্য, নম্র,
খ্রিষ্টপ্রেমের উজ্জ্বল দর্পণ।

পুণ্যের অস্ত্রে তোমরা করলে
শয়তানকে পরাজিত ;
খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে
স্বর্গে হলে উপনীত।

দিব্য মালা গ্রহণ ক'রে
শোন এখন এ মিনতি :
তোমাদের আদর্শে চলুক
মোদের জীবনেরই গতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ব্লাসিউস ভের্গেত্তি † ১৯৪৭)

ধর্মব্রতী

প্রেমময় মুক্তিদাতা,
তুমি সত্যি পূজনীয় :
ভক্তের প্রাণে আত্মা দ্বারা
পিতার ইচ্ছায় জাগে সাড়া।

তব জীবন ভক্তের জীবন :
তব পিতার মোরাও সন্তান।
তব শক্তি ভক্তের শক্তি :
মোদের হৃদে জাগে ভক্তি।

তুমি ডাকলেই ভক্ত ছোটেন,
তুমি চাইলেই সবই ছাড়েন।
ক্রুশের গৌরব ভক্তের ভূষণ,
কেবল ঈশ্বর তাঁর অন্বেষণ।

আহা! কী মহান আদর্শ
হতে পারলেন তব ভক্ত!
যথাসাধ্য রিপু-সংগ্রাম,
পুণ্যের চূড়ায় শুধু বিশ্রাম।

পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে,
ওগো খ্রিষ্ট, তুমি পূজ্য ;
তব সাধুসাধ্বীর অন্তর
ত্রিত্বের স্তব করে নিরন্তর। (২০শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : প্রভু, * আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন ;
এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, * তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন
(আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : সুখী * সেই দাস,
যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১২:১-২)

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

## শ্লোক

প্ল ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।
উ ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।
প্ল টলবে না তার পদক্ষেপ ;
উ পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকের অন্তর * পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত।

পাস্কাকাল

℣ ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ টলবে না তার পদক্ষেপ।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ ধার্মিকের অন্তর পরমেশ্বরের বিধানে বিরাজিত। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ,
আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব।
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : শান্তির সাধক যারা, * শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী;
তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

ধর্মব্রতী : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতী : তোমরা যে আমার শিষ্য * তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতী : এ শিশুদের স্বর্গদূতেরা
স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

ঈশ্বরের প্রশংসাগানে সম্মিলিত হয়ে, আসুন, আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের চরণ চালিত করেন শান্তি ও ন্যায়ের পথে :

*হে প্রভু, তোমার জনগণকে পবিত্রিত কর।*

-পাপ ছাড়া আমাদের মত হবার জন্য তুমি সব দিক দিয়েই পরীক্ষিত হয়েছিলে। আমাদের দুর্বলতার কথা মনে রেখে আমাদের দয়া কর।

-তুমি ভ্রাতৃপ্রেম সাধনায় সকলকে আহ্বান কর। প্রেরণা দান কর, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাইমানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।

-তুমি চেয়েছিলে, তোমার শিষ্যেরা পৃথিবীর লবণ ও জগতের আলো হবে। তুমি নিজেই আমাদের মন আলোকিত কর।

-তুমি এ পৃথিবীতে এসেছিলে সেবা আদায় করতে নয়, বরং সেবা করতে। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন মানবসেবায় তোমার মত হতে পারি।

-তুমি পিতা ঈশ্বরের মহিমার দীপ্তি, তাঁর ঐশস্বরূপের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। কৃপা কর, এ জীবন শেষে আমরা যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে তোমার শ্রীমুখ দর্শন করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (গা ৬:৭খ-৮)

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন (আল্লেলুইয়া),

*উ* বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : সুখী * সেই দাস,
যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৯:২৬-২৭)

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

*প্র* সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু (আল্লেলুইয়া);

*উ* যাকে তোমার বিধানের কথা শেখাও (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস,
তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ৪:৮, ৯খ)

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তারা আনন্দে মেতে উঠুক (আল্লেলুইয়া),

*উ* তারা চিরকাল আনন্দ করবে আর তুমি তাদের মাঝে বাস করবে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

বিশ্বত্রাতা, ওগো যিশু,
তুমিই সাধুদের নৃপতি ;
তব ভক্তের পর্বদিনে
শ্রবণ কর এ মিনতি।

জীবনকালে তব সেবক
তব নামেই নিলেন শরণ ;
অদ্য মোরা তাঁর কৃতিত্ব
মহানন্দে করি স্মরণ।

সংসার-মাঝে গমন ক'রে
তিনি তুচ্ছ করলেন ভ্রান্তি ;
তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে
রক্ষা করলেন আন্তর শান্তি।

নশ্বর যত অস্বীকার ক'রে
ছিলেন পুণ্যেরই সঞ্চারী ;
অবিনশ্বর মুকুট লাভে
এখন স্বর্গেরই দিশারী।

তব ভক্তের যাচনার ফলে
কৃপা কর মোদের প্রতি :
যত পাপ ক্ষমা ক'রে
পুণ্য কর মোদের মতি।

বিশ্বরাজা দয়াল যিশু,
তুমি সদা প্রশংসিত ;
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি চিরকাল পূজিত। (৮ম শতাব্দী)

একাধিক

খ্রিষ্টের ভক্তবৃন্দের কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ ;
স্বর্গমর্ত মুখরিত,
মোদের অন্তর আনন্দিত।

তাঁরা ছিলেন নম্র শুচি,
যাপন করলেন পুণ্য জীবন ;
মর্তে স্থাপন করলেন শান্তি,
এখন তাঁরাই স্বর্গের কান্তি।

স্বর্গ হতে অদ্য তাঁরা
মোদের অশ্রু করেন মোচন,
বিশ্বে দয়া করেন প্রকাশ,
মঙ্গল যত করেন বিকাশ।

তবে এসো, সমস্বরে
প্রভুর সেবকদের প্রশংসি ;
মোদের জীবন পুণ্য করতে
তাঁদের চেষ্টা সদাই বর্তে।

স্বর্গমর্তের যিনি স্রষ্টা
বিশ্বের গতি যাঁরই হাতে,
সেই মহেশ্বর হোন বন্দিত,
বিশ্বজুড়ে হোন কীর্তিত। (পিতর পিয়াচেঞ্জা † ১৯১৯)

ধর্মব্রতী

এসো, মহানন্দের সঙ্গে
তাঁরই কথা করি স্মরণ,
যিনি তব নামের, পিতা,
করলেন গুণগান আমরণ।

খ্রিষ্টের জন্য সবই ছেড়ে
তিনি নিলেন পুণ্যের ব্রত ;
মায়া-বন্ধন ছিন্ন ক'রে
খ্রিষ্টপ্রেমে থাকলেন রত।

নিষ্ঠার সঙ্গে, ওগো পিতা,
দেহের লালস করলেন বর্জন ;
শুচি, নম্র, বাধ্য হয়ে
খ্রিষ্টপ্রেম করলেন অর্জন।

চিন্তা, কথা, যত কর্মে
হয়ে প্রেম-অনুপ্রাণিত
তিনি চাইলেন তোমার সঙ্গে
হতে সর্বদা মিলিত।

তোমার সঙ্গে তিনি ছিলেন
প্রেমের শৃঙ্খল-শৃঙ্খলিত ;
এখন স্বর্গে গমন ক'রে
গৌরবমুকুট-পরিহিত।

তাঁর আদর্শে মোরা যেন
স্বর্গে দ্রুত গিয়ে উঠি :
সেথায় সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
সদা গাইব তব স্তুতি। (২০শ শতাব্দী)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, * যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু,
যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা, (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, * কৃপা ও দয়া তাদের প্রাপ্য,
তিনি আপন ভক্তদের রক্ষা করেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১১

৩য় ধুয়ো : তিনি * সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস,
যাঁকে তাঁর প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন
(আল্লেলুইয়া)। সাম ১১২

৪র্থ ধুয়ো : সুখী সেই জন, * যাকে বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৩

৫ম ধুয়ো : ঈশ্বরের * ও মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে
পুণ্যাত্মারা গাইতেন এক নতুন গান (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ২২

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:২৮-৩০)

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।

*উ* প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।

*প্র* ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।

*উ* তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু ধর্মময়, * তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন।

পাস্কাকাল

*প্র* প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*উ* প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।

*উ* আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : সংসার * আর সংসারের সবকিছু তুচ্ছ ক'রে
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ কথায় ও কাজে স্বর্গীয় ঐশ্বর্য করেছে সঞ্চয় (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা

একাধিক : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

ধর্মব্রতী : যে আমার অনুসরণ করে, * সে অন্ধকারে চলবে না,
কিন্তু জীবনের আলো পাবে।, একথা বলছেন প্রভু (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতী : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতী : শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও,
কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি পরম পবিত্রতার উৎস, আসুন, সেই পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সাধুসাধ্বীদের আদর্শ ও যাচনার ফলে তিনি যেন বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে আমাদের সহায়তা করেন :

*প্রভু, তুমি নিজে যেমন পবিত্র, আমাদের তেমনি পবিত্র করে তোল।*

-তোমার ইচ্ছা, আমরা তোমার সন্তান বলে অভিহিত হব, আর সেইমত ব্যবহার করব। মণ্ডলী যেন বিশ্বজুড়ে তোমার পবিত্রতার সাক্ষী হয়ে তোমাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

-তোমার আহ্বান, আমরা তোমার আলোতে চলব, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তোমার আশীর্বাদে আমাদের জীবনে আমরা যেন সব ধরনের সৎকাজে ফলশালী হতে পারি।

-খ্রিষ্টের মাধ্যমে তুমি তোমার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছ। যারা তোমাতে বিশ্বাসী, তাদের রক্ষা কর, তারা যেন তোমার সঙ্গে এক হতে পারে।

-তুমি স্বর্গীয় ভোজে অংশ নেবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ কর। বর প্রদান কর, তোমার পুত্রের বাণী ও দেহরক্তের ভোজে অংশ গ্রহণ করে আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমে পুণ্যবান হয়ে উঠি।

-তোমার অসীম দয়ায়, আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের তোমার শ্রীমুখ দর্শনলাভের যোগ্য করে তোল। আমরাও যেন তোমার গৌরবের অংশভাগী হবার যোগ্য হয়ে উঠি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র

হে ঈশ্বর, কেবল তুমিই পবিত্র, তুমি ছাড়া মঙ্গলকর কিছুই নেই! সাধু …-র প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: আমাদেরও তোমার মত পবিত্র করে তোল, যেন তোমার ঐশগৌরব থেকে আমাদের কখনও বঞ্চিত হতে না হয়। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: সাধুসাধ্বীদের জীবনাদর্শ আমাদের অন্তরে পুণ্যতর জীবনযাপনের প্রেরণা জাগিয়ে তুলুক। আমরা আজ যাঁদের পর্বদিবস আনন্দের সঙ্গে পালন করি, সেই সাধু … ও …-র আদর্শ যেন আমাদের জীবনে মূর্ত করে

তুলতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### একাধিক

হে সর্বশক্তিমান সনাতন ঈশ্বর, সাধুসাধ্বীদের গৌরবমণ্ডিত ক'রে তুমি আমাদের কাছে তোমার ভালবাসার নতুন নতুন প্রমাণ প্রকাশ করে থাক। প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর: সাধুসাধ্বীদের মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে ও তাঁদের জীবনাদর্শ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন তোমার একমাত্র জনিত পুত্রকে বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ করতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### ধর্মব্রতী

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধু ... দীন নম্র খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রতে তুমি আমাদের জন্য যে সিদ্ধতার আদর্শ স্থির করেছ, আমাদের আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে চলে আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা সার্থক করে তুলতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### দুঃখীজনদের সেবাব্রতী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীকে এই শিক্ষা দিয়েছ যে, তারা যেন ঈশ্বর বলে তোমাকে, ও প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তোমার সমস্ত স্বর্গীয় আজ্ঞা পালন করে। আশীর্বাদ কর: সাধু ...-র জীবনাদর্শে আমরা যেন দয়াধর্ম অনুশীলন ক'রে তোমার রাজ্যে তোমার আশীর্বাদের পাত্র যারা তাদের মধ্যে গণিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### শিক্ষাব্রতী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীর মধ্যে সাধু ...কে ভাই-মানুষের কাছে পরিত্রাণের পথ দেখাতেই প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর জীবনাদর্শে উদ্দীপিত হয়ে আমরা

যেন সদ্‌গুরু খ্রিষ্টকে এমনভাবে অনুসরণ করতে পারি, যার ফলে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে করেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সাধ্বী

জাগরণী প্রভাতী বন্দনা দিনমানের প্রহরত্রয় সন্ধ্যারতি

চল্লিশাকালে সমস্ত 'আল্লেলূইয়া' বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## ১ম সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মহানন্দ করি, এসো :
আজ যে সাধ্বী নারীর [এ নারীদের] পর্ব !
নারীবুকে বীরের শক্তি ;
তিনিই [তাঁরাই] স্বর্গধামের গর্ব।

দিব্য প্রেমে হয়ে দীপ্ত,
যত লালস ক'রে তুচ্ছ,
পুণ্যের শীর্ষে গমন করলেন :
সেথায় জ্বলে স্বর্গ স্বচ্ছ।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রে দমন
ঐশস্তবে থেকে রতা,

অন্তর শুভ্র নির্মল রেখে
পুণ্যে ছিলেন নিবেদিতা।

ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বরাজা,
হে বলিষ্ঠদের নৃপতি,
সাধ্বী নারীর [এ সাধ্বীদের] যাচনাফলে
শোন গো মোদের মিনতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (সিল্ভিউস আন্তনিয়ানো † ১৬০৩)

১ম ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * তাকে করেছেন তাঁর আশীর্বাদের পাত্র,
তাই তিনি ঈশ্বরের চোখে অনুগ্রহ পেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৪র্থ ধুয়ো : যে আমাকে পায়, * সে জীবন পায়,
প্রভুর কাছ থেকে সে পায় পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
গরিবকে সাহায্য করে,
খায় নিজের হাতের শ্রমফলে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ৩:৭-৮)

আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট

বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

## শ্লোক

প্ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।

উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।

প্ তুমি যে তোমার দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছ,

উ তোমার করুণায়।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, * তোমার করুণায়।

পাস্কাকাল

প্ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ তুমি যে তোমার দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছ।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ আমি আনন্দ করব, উল্লাস করব, তোমার করুণায়। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : গ্রহণ কর * তোমার শ্রমের ফল,

তোমার শুভকর্মের জন্য গ্রহণ কর আমাদের প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

একাধিক : প্রভুর প্রশংসা কর, * তাঁকে জানাও ধন্যবাদ,

তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

ধর্মব্রতিনী : কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, * সে নিজেকে অস্বীকার করুক,
এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতিনী : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতিনী : সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন,
তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না,
কারণ তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আসুন, স্বর্গীয় সাধুসাধ্বীদের মধ্যস্থতার উপর নির্ভর ক'রে প্রভুকে অনুনয় করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে স্মরণে রাখ।*

-অনেক নারী দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে তোমার জন্য রক্ত দান ক'রে শহীদ-মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন প্রতিকূলতার মাঝে পবিত্র আত্মার শক্তি উপলব্ধি করতে পারে।

-অনেক নারী বিবাহ-সাক্রামেন্তের মাধ্যমে তাঁদের খ্রিষ্টীয় আহ্বান সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

-অনেক নারী বিধবা হয়েও প্রার্থনা ও সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে আপন নিঃসঙ্গ জীবন পুণ্য করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন জগতের কাছে প্রার্থনা ও সেবাকর্মের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারে।

-অনেক সাধ্বী মাতা আপন সন্তানদের করে তুলেছিলেন প্রভুভক্ত ও আদর্শ নাগরিক। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন সকল মানুষের অন্তরে তোমার ঐশঅনুগ্রহ ও সত্য সঞ্চার করতে পারে।

-অনেক সাধ্বী নারী তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের স্বর্গধামের পরম আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধ্বী···র পর্বদিনে,

এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

অদ্য সাধ্বী নারীর [সাধ্বীদেরই] পর্বে
স্বর্গমর্ত মুখরিত ;
তিনি [তাঁরা] সত্যি স্তুতির যোগ্য,
মোরাও উল্লসিত।

গভীর ভক্তির সঙ্গে তিনি [তাঁরা]
ছিলেন প্রভুর পূজায় রত ;
জাগরণ, তপস্যায় ছিলেন
তাঁরই ইচ্ছায় নত।

মোহ-মায়া তুচ্ছ ক'রে,
যত রিপু ক'রে দমন,
পুণ্যকর্ম সাধন ক'রে
স্বর্গে করলেন গমন।

মর্তলোকে কষ্টের মধ্যেই
তিনি [তাঁরা] করলেন জীবনধারণ ;
প্রতিদানে প্রভু তাঁকে [তাঁদের]
কাছে করলেন বরণ।

তাঁরই [তাঁদের] যাচনার ফলে, প্রভু,
ক্ষমা কর মোদের ত্রুটি :
সাধুসাধ্বীর সঙ্গে মোরা
গাইব তব স্তুতি। (১৫শ শতাব্দী)

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ধন্য প্রভুর নাম !
তাঁর দাসীতে তিনি আপন দয়া প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮

২য় ধুয়ো : তাঁর মুখ * জপ করে প্রজ্ঞার কথা,
তাঁর ওষ্ঠ মঙ্গলবাণী (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৪

৩য় ধুয়ো : সাধ্বী নারীরা * প্রভুতে ভরসা রাখলেন,
অন্তরে তাঁর স্তুতিগান করলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪৬

℣ সৌন্দর্য মায়াই শুধু (আল্লেলুইয়া),

℟ যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসার যোগ্য (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : তোমাকে * আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৫

২য় ধুয়ো : সিয়োনের ভিত * পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়,
ঈশ্বরের আদেশ এ কন্যার অন্তরে গাঁথা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৮৭

৩য় ধুয়ো : আমার দাস * ও দাসীদের উপর
আমি আমার আত্মা বর্ষণ করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৯

℣ নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করল (আল্লেলুইয়া),

℟ দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ করল (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)।

**ঐশঅনুগ্রহের বিকাশ** (গীতিকা সিরা ৩৯:১৩-১৬ক)

আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।

ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,
তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

তাঁর নামের মহত্ত্ব ঘোষণা কর,
গানে গানে, বীণা বাজিয়ে প্রচার কর তাঁর প্রশংসাবাদ।

তোমাদের প্রশংসাবাদে তোমরা একথা বলবে:
প্রভুর সকল কাজ কতই না সুন্দর!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

## নব যেরুশালেমের আবির্ভাব (গীতিকা ইশা ৬১:১০–৬২:৩)

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে।
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,

হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,

প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে
অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।
সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,

যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,

তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

## নব যেরুশালেম প্রভুর প্রীতি (গীতিকা ইশা ৬২:৪-৭)

কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,
তোমার দেশকেও কেউ আর 'ধ্বংসিতা' বলবে না;
বরং তোমায় ডাকা হবে 'তার মধ্যে আমার প্রীতি',
আর তোমার দেশকে 'বিবাহিতা',

কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন;

বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)।

℣ তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ (আল্লেলুইয়া),
℟ তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা (আল্লেলুইয়া)।

**স্তোত্র**

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।'

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
'হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।'

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক'রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।
স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

**সুসমাচার ঘোষণা :** মথি ৫:১-১২; ধর্মব্রতিনী : মথি ১৯:৩-১২; লুক ৯:৫৭-৬২; মার্ক ১০:১৭-৩০ ; শিক্ষাব্রতিনী : মার্ক ৯:৩৩-৩৭; মার্ক ১০:১৩-১৬; সেবাব্রতিনী : মথি ২৫:৩১-৪৬।

**স্তোত্র**

প্রশংসার যোগ্য,
স্তবস্তুতির যোগ্য,
গৌরবের যোগ্য,
তুমি যে ঈশ্বর, তুমি যে পিতা,
পবিত্রাত্মায় পুত্রের দ্বারা
যুগে যুগান্তে। আমেন, আমেন। (৪র্থ শতাব্দী)

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান হলে, তবে :

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

**আহ্বান সঙ্গীত** সাম ৯৫

স্মরণ উপলক্ষে : সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি

ধুয়ো : প্রভুই সাধুসাধ্বীদের মুকুট ;
এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : সাধ্বী ⋯ র পর্বদিনে,
এসো, প্রভুর চরণে প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)।

অন্যথা :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

খ্রিষ্টের সেবিকারই [সেবিকাদের] কীর্তি,
এসো, সবে করি স্মরণ :
তাঁরই [তাঁদের] পর্বদিনে, এসো,
সেই আদর্শ করি বরণ।

তিনি [তাঁরা] বিশ্বাস, সজীব আশা,
গভীর ভক্তি-অলঙ্কৃতা ;
পুণ্য কর্মে আনন্দিতা :
ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্দীপিতা।

সংসার আদৌ পারল না কো
তাঁকে [তাঁদের] করতে শৃঙ্খলিত,
তাঁরই [তাঁদের] দ্বারা বিশ্ব হল
খ্রিষ্টের বাসে সুবাসিত।

আত্মসংযম, জাগরণে
তাঁরই [তাঁদের] দেহমনের তুষ্টি :
নশ্বর সবই তুচ্ছ ক'রে
স্বর্গের দিকেই রাখলেন দৃষ্টি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর ;
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (ফ্রান্সিস জেভিয়ার রেউস † ১৯২৪)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ১৯, ৬৩, ৮০, গীতিকা ৪, ৩০
মঙ্গল - সাম ৯৮, ৯০, ৬৫, গীতিকা ৬, ১৪৫
বুধ - সাম ৯৭, ৩৬, ৫৭, গীতিকা ৮, ১৪৯
বৃহস্পতি - সাম ৪৭, ৭৬, ৫, গীতিকা ১০, ১৪৮
শুক্র - সাম ৯৬, ৫১, ১০১, গীতিকা ১২, ১৪৬
শনি - সাম ৯৯, ১৪৩, ৯২, গীতিকা ১৪, ১৪৭

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : হে ধন্য প্রাণ! * তুমি সেই ঐশপ্রজ্ঞার আসন হবার যোগ্য ছিলে,
মানবসন্তানদের সঙ্গে থাকা যার প্রীতি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১০০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৩

৩য় ধুয়ো : শীতকাল পার হয়েই গেছে, * বর্ষা থেমে গেছে :
ওঠ, আমার সখী, কাছে চলে এসো (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৮

৪র্থ ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১

৫ম ধুয়ো : আমি * প্রভুতে আনন্দ করব,
আমার ঈশ্বর যিশুতে উল্লাস করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ১২:১-২)

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

## শ্লোক

প্র প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।
উ প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।
প্র পরমেশ্বর নিজেই তাঁর সঙ্গে আছেন,
উ তিনি টলবেন না।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ প্রভুই তাঁরই সহায়, * তিনি টলবেন না।

পাস্কাকাল

℣ প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পরমেশ্বর নিজেই তাঁর সঙ্গে আছেন।

℟ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ প্রভুই তাঁরই সহায়, তিনি টলবেন না। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## জাখারিয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : স্বর্গরাজ্য * তেমন এক বণিকের মত,
যে উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছিল ;
একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে
সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নিল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

ধর্মব্রতিনী : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতিনী : তোমরা যে আমার শিষ্য * তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে,
যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতিনী : শিশুদের স্বর্গদূতেরা
স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, আসুন, আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*এসো, প্রভু যিশু।*

-সেই যে নারী পাপ করেছিল, তুমি তার বিষয়ে বলেছিলে: সে অধিক ভালবেসেছে বলে তার অনেক পাপ ক্ষমা করা হল। আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।

-তোমার প্রৈরিতিক যাত্রাকালে কতিপয় পুণ্যবতী নারী তোমাকে অনুসরণ ক'রে তাদের বিনীত সেবায় তোমাকে সাহায্য করত। প্রেরণা দান কর, আমরাও যেন বিনীত সেবার পথে চলতে পারি।

-মারীয়া তোমার বাণী শুনছিলেন, মার্থা তোমার সেবা করছিলেন। তোমার বাণীর প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়িয়ে দাও, উদার করে তোল আমাদের সেবা মনোভাব।

-যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, তুমি তাদের তোমার ভাই, বোন ও মাতা বলেছ। সহায়তা কর, আমরা যেন কথায় ও কাজে পিতার ইচ্ছা সানন্দে পালন করতে পারি।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

*প্র* দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

*উ* আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

*প্র* পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

*উ* আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

হৃদির গোপন গুহার মাঝে
পিতা ও পুত্র সহ,
মোদের একত্রিত করতে
এসো, পরম পবন।

মোদের চিন্তা কথা কর্মে
তব স্তুতি জাগুক ;
মোদের দিব্য প্রেমের শিখায়
সবার হৃদি জ্বলুক।

পিতা ও পুত্রের কথা যেন
জানি তোমার দ্বারা,
তুমি যে উভয়ের আত্মা
বিশ্বাস করব মোরা। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]

সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]

মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]

বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]

বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]

শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]

শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (গা ৬:৭খ-৮)

মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ (আল্লেলুইয়া),

*উ* যারা প্রভুর বিধানে চলে (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি: **সমাপন প্রার্থনা**

# মধ্যাহ্ন প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ঋতুচক্রের সৎ নিয়ন্তা,
জগৎ এতে তৃপ্ত :
প্রভাত কর আলোময়,
দুপুর অগ্নিদীপ্ত।

উষ্ণ বিবাদ নিবাও তুমি,
ঘোচাও যত ভ্রান্তি ;
দেহে সঞ্চার কর স্বস্তি,
হৃদে পরম শান্তি।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫

সোম - সাম ২৫

মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩

বুধ - সাম ৪৪

বৃহস্পতি - সাম ৫৫

শুক্র - : সাম ২২

শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (১ করি ৯:২৬-২৭)

আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি।

℣ আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি (আল্লেলুইয়া),

℟ আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরে আর যেতে দেব না (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# অপরাহ্ণ প্রহর

নিচের অংশ কেবল পর্ব উপলক্ষে পালনীয়। স্মরণদিবসে সপ্তাহের সাধারণ দিনের ব্যবস্থাই পালনীয়।

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

বিশ্বসৃষ্টির পরম নির্ভর,
তোমায়, প্রভু, স্থিতি ;
দিনে তো নির্ধারণ কর
ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতি।

সন্ধ্যায় এমন জ্যোতি দিও
যাতে জীবন নিত্য,
যাতে পুণ্য মৃত্যুর ফলে
চিরগৌরব প্রাপ্য।

শোন যাচনা, স্নেহের পিতঃ,
তুমিও, পুত্র ঈশ্বর,
পিতা ও আত্মার সঙ্গে যিনি
সর্বদা রাজেশ্বর। (সাধু আম্ব্রোজ † ৩৯৭)

ধুয়ো : আমি * প্রভুতে আনন্দ করব,
আমার ঈশ্বর যিশুতে উল্লাস করব (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬

সোম - সাম ১১, ১২, ১৩

মঙ্গল - সাম ৩৫

বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪

বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩

শুক্র - সাম ১৬, ৬১

শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ফিলি ৪:৮, ৯খ)

ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* তোমার উদ্দেশে, প্রভু, আমি গান গাইব (আল্লেলুইয়া)।

*উ* নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# ২য় সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মহানন্দ করি, এসো :
আজ যে সাধ্বী নারীর [এ নারীদের] পর্ব !
নারীবুকে বীরের শক্তি ;
তিনিই [তাঁরাই] স্বর্গধামের গর্ব।

দিব্য প্রেমে হয়ে দীপ্ত,
যত লালস ক'রে তুচ্ছ,
পুণ্যের শীর্ষে গমন করলেন :
সেথায় জ্বলে স্বর্গ স্বচ্ছ।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'রে দমন
ঐশস্তবে থেকে রতা,
অন্তর শুভ্র নির্মল রেখে
পুণ্যে ছিলেন নিবেদিতা।

ওগো খ্রিষ্ট বিশ্বরাজা,
হে বলিষ্ঠদের নৃপতি,
সাধ্বী নারীর [এ সাধ্বীদের] যাচনাফলে
শোন গো মোদের মিনতি।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্রাত্মা,
পরম ত্রিত্ব, এক মহেশ্বর,
শোন যাচনা, কর কৃপা,
জীবনময় পরমেশ্বর। (সিল্ভিউস আন্তনিয়ানো † ১৬০৩)

স্মরণ উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

সোম - সাম ৩৩, ৬২, ২৮, ৪৮, গীতিকা ১৮

মঙ্গল - সাম ৭৫, ১৪০, ২৬, ১৩৮, গীতিকা ১৯

বুধ - সাম ১০৩, ৮৬, ৮৫, ৮৭, গীতিকা ২০

বৃহস্পতি সাম ২১, ২৩, ৮৪, ৪০, গীতিকা ২১

শুক্র - সাম ১৪৪, ১৪১, ১৪২, ২৭, গীতিকা ২২

পর্ব উপলক্ষে সামসঙ্গীত মালা :

১ম ধুয়ো : এসো, * আমার মনোনীতা,
তোমার হৃদয়েই আমার সিংহাসন স্থাপন করব (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১০

২য় ধুয়ো : যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে
তুমিই সুন্দরতমা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২২

৩য় ধুয়ো : প্রভু * তাকে করেছেন তাঁর আশীর্বাদের পাত্র,
তাই তিনি ঈশ্বরের চোখে অনুগ্রহ পেলেন (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২৭

৪র্থ ধুয়ো : যে আমাকে পায়, * সে জীবন পায়,
প্রভুর কাছ থেকে সে পায় পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৪৭ খ

৫ম ধুয়ো : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করে,
গরিবকে সাহায্য করে,
খায় নিজের হাতের শ্রমফলে (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ১৮

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (রো ৮:২৮-৩০)

আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

## শ্লোক

প্ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।

প্ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন,

উ তাঁকে আদি থেকেই মনোনীত করলেন।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, * আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন।

### পাস্কাকাল

প্ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ আপন কুটিরেই তাঁকে আসন দিলেন।

উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

উ প্রভু তাঁকে বেছে নিলেন, আদি থেকেই তাঁকে মনোনীতা করলেন। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকার ধুয়ো

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট ধুয়ো না থাকলে, এই ধুয়ো ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র : নিঃস্বকে * সে মুক্তহস্তে দান করল,
দরিদ্রের প্রতি মমতা প্রকাশ করল (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

ধর্মব্রতিনী : তোমরা * সবকিছু ত্যাগ করে যারা আমার অনুগামী হয়েছ,
তোমরা তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে
(আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

সেবাব্রতিনী : আমার * ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।
এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

শিক্ষাব্রতিনী : শিশুদের * আমার কাছে আসতে দাও,
কেননা যারা এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

আসুন, স্বর্গীয় সাধুসাধ্বীদের মধ্যস্থতার উপর নির্ভর ক'রে প্রভুকে অনুনয় করে বলি :

*হে প্রভু, তোমার মণ্ডলীকে স্মরণে রাখ।*

-অনেক নারী দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে তোমার জন্য রক্ত দান ক'রে শহীদ-মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে তোমার মণ্ডলী যেন প্রতিকূলতার মাঝে পবিত্র আত্মার শক্তি উপলব্ধি করতে পারে।

-অনেক নারী বিবাহ-সাক্রামেন্তের মাধ্যমে তাঁদের খ্রিষ্টীয় আহ্বান সার্থক করে তুলেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

-অনেক নারী বিধবা হয়েও প্রার্থনা ও সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে আপন নিঃসঙ্গ জীবন পুণ্য করেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন জগতের কাছে প্রার্থনা ও সেবাকর্মের বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হতে পারে।

-অনেক সাধ্বী মাতা আপন সন্তানদের করে তুলেছিলেন প্রভুভক্ত ও আদর্শ নাগরিক। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে মণ্ডলী যেন সকল মানুষের অন্তরে তোমার ঐশঅনুগ্রহ ও সত্য সঞ্চার করতে পারে।

-অনেক সাধ্বী নারী তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের পরলোকগত ভাইবোনদের স্বর্গধামের পরম আনন্দে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

সাধুসাধ্বীদের বিশেষ ব্যবস্থায় বিশিষ্ট সমাপন প্রার্থনা না থাকলে, নিম্নলিখিত প্রার্থনামালা ব্যবহারযোগ্য।

একজনমাত্র

হে ঈশ্বর, তুমি প্রতি বছর সাধ্বী ...-র পর্বদিবস পালন করার আনন্দ আমাদের দান কর। আশীর্বাদ কর: আমরা যারা এ অনুষ্ঠানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আহূত, যেন সৎজীবন যাপন করে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

অথবা

হে প্রভু, তোমাকে জানবার ও ভালবাসার যে বাসনায় তুমি সাধ্বী ...কে পরিপূর্ণ করেছিলে, আমাদের অন্তরেও সেই বাসনা সঞ্চার কর, যেন তাঁর জীবনাদর্শ সূক্ষ্মরূপে পালন ক'রে আমরা সরল মনে তোমার মর্যাদা স্বীকার করি এবং বিশ্বাসে ও কর্মে তোমার গ্রহণযোগ্য হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### একাধিক

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সাধ্বী … ও …-র জীবনাচরণে আমরা এক অপূর্ব পবিত্রতার আদর্শ পেয়েছি। তাঁদের মিলিত প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন স্বর্গীয় সহায়তা লাভ করতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### ধর্মব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তোমারই অনুগ্রহে সাধ্বী … দীন নম্র খ্রিষ্টকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনার পুণ্যফলে আশীর্বাদ কর: তোমার পুত্রতে তুমি আমাদের জন্য যে সিদ্ধতার আদর্শ স্থির করেছ, আমাদের আহ্বানে বিশ্বস্তভাবে চলে আমরা যেন নিজেদের জীবনে তা সার্থক করে তুলতে পারি। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### দুঃখীজনদের সেবাব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীকে এই শিক্ষা দিয়েছ যে, তারা যেন ঈশ্বর বলে তোমাকে, ও প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তোমার সমস্ত স্বর্গীয় আজ্ঞা পালন করে। আশীর্বাদ কর: সাধ্বী …-র জীবনাদর্শে আমরা যেন দয়াধর্ম অনুশীলন ক'রে তোমার রাজ্যে তোমার আশীর্বাদের পাত্র যারা তাদের মধ্যে গণিত হতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### শিক্ষাব্রতিনী

হে ঈশ্বর, তুমি তোমার মণ্ডলীর মধ্যে সাধ্বী …কে ভাই-মানুষের কাছে পরিত্রাণের পথ দেখাতেই প্রেরণ করেছিলে। আশীর্বাদ কর: তাঁর জীবনাদর্শে উদ্দীপিত হয়ে আমরা যেন সদ্‌গুরু খ্রিষ্টকে এমনভাবে অনুসরণ করতে পারি, যার ফলে আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গে করেই তোমার কাছে পৌঁছতে পারি। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

# বিদায়

# মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা

চল্লিশাকালে সমস্ত ‘আল্লেলূইয়া’ বর্জনীয়।

ব্রেকেটের মধ্যকার সমস্ত আল্লেলুইয়া, অর্থাৎ (আল্লেলুইয়া), কেবল পাস্কাকালেই প্রযোজ্য।

## দিনের প্রথম অনুষ্ঠানের সূচনা

℣ হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,

℟ আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (তিনবার)

## আহ্বান সঙ্গীত

ধুয়ো : প্রভুরই জন্য জীবিত সকল প্রাণী ;

এসো, প্রণিপাত করি (আল্লেলুইয়া)। সাম ৯৫

প্রভাতী বন্দনা | দিনমানের প্রহরত্রয় | সন্ধ্যারতি

## জাগরণী

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো দয়াল প্রভু যিশু,

বন্ধু লাজার মারা গেলে

অশ্রু ফেলে তুমি তাঁকে
ফিরিয়ে দিলে প্রাণ।

নিজের হত্যাকারীর জন্য
তুমি ক্ষমা করলে যাচনা ;
অনুতপ্ত দস্যু পেল
স্বর্গের অঙ্গীকার।

তব ক্রুশের ধারে ছিলেন
অশ্রুসিক্তা তব মাতা :
মৃত্যুকালে তিনি যেন
কাছে থাকেন হে।

ওগো উত্তম পালক যিশু,
মৃত ভক্তবৃন্দ যেন
স্বর্গে তব উজ্জ্বল মুখের
করেন দর্শনলাভ।

সর্বজাতির আশা খ্রিষ্ট,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত :
এখন, চিরকাল। (২০শ শতাব্দী)

## ১ম পর্ব

১ম ধুয়ো : ঈশ্বর * মৃত্যুকে গড়েননি ;
জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬

২য় ধুয়ো : সে তোমার তাঁবুতে * আতিথ্য পাবে,
তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫

৩য় ধুয়ো : আমার দেহ * নিরাপদে করে বিশ্রাম (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৬

℣ তোমার স্নেহধারা কতই না মহান, ওগো প্রভু, (আল্লেলুইয়া),

℟ তোমার কথা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর (আল্লেলুইয়া)।

১ম পাঠ

## ২য় পর্ব

১ম ধুয়ো : প্রভু * আমার পালক ;
তিনি সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৩

২য় ধুয়ো : সৃষ্টি * অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে
ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য (আল্লেলুইয়া)। সাম ২৫

৩য় ধুয়ো : জীবনময় ঈশ্বরের জন্য * আমার প্রাণ তৃষাতুর ;
কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ? (আল্লেলুইয়া)। সাম ৪২

℣ হে প্রভু, পাতালের কবল থেকে (আল্লেলুইয়া)

℟ উদ্ধার কর তাদের প্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

২য় পাঠ

## ৩য় পর্ব

ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমিই অবলম্বন আমার :
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে হবে না (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : মৃত্যু * চিরকালের মতই নিমজ্জিত হবে ;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু মুছে দেবেন সকলের অশ্রুজল (আল্লেলুইয়া)।

**ধার্মিকদের ভবিষ্যৎ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:১-৬)

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।

নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;

আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**ধার্মিকদের স্বর্গীয় সুখ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ৩:৭-৯)

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, †
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।

যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য
অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

**প্রভুই আপন জনগণের পরিত্রাণ** (গীতিকা প্রজ্ঞা ১০:১৭-২১)

ঈশ্বর পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,
দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;

বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করালেন তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করলেন।

তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল, শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে প্রভু, তুমিই অবলম্বন আমার :
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে হবে না (আল্লেলুইয়া)।

অথবা

ধুয়ো : মৃত্যু চিরকালের মতই নিমজ্জিত হবে ;

স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু মুছে দেবেন সকলের অশ্রুজল (আল্লেলুইয়া)।

প্র আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে (আল্লেলুইয়া),

উ প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে (আল্লেলুইয়া)।

**সুসমাচার ঘোষণা :** যোহন ৬:৫১-৫৮।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# প্রভাতী বন্দনা

অনুষ্ঠানটি দিনের প্রথম অনুষ্ঠান না হলে, তবে :

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

**স্তোত্র**

মহামহিম রাজা খ্রিষ্ট,
মোদের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি মৃত্যু করলে বরণ :
মৃত্যুনাশী তব মরণ।

নিও মোদের, ওগো যিশু,
মৃত্যু হতে জীবনলোকে ;
যারা মৃত্যু করল সহন,
তাদের স্বর্গে কর গ্রহণ।

ওগো মৃত্যুঞ্জয় খ্রিষ্ট,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তুমি সর্বকাল পূজিত,
বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

১ম ধুয়ো : মেতে উঠবে * সেই হাড়গুলি
যা তুমি করেছ চূর্ণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ৫১

২য় ধুয়ো : শোন, প্রভু, * মিনতি আমার :
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৫

৩য় ধুয়ো : প্রভু, * আমাকে ধরে রাখে
তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)। সাম ৬৩

৪র্থ ধুয়ো : পাতালের হাত থেকে, * ওগো প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। গীতিকা ৬

৫ম ধুয়ো : সর্বপ্রাণীকুল * করুক প্রভুর প্রশংসা (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৫০

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ থে ৪:১৪)

আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন।

## শ্লোক

প্ল তোমার বন্দনা করব, প্রভু; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
উ তোমার বন্দনা করব, প্রভু; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
প্ল তুমি নৃত্যেই পরিণত করেছ আমার বিলাপ।
উ তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।
প্ল পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমার বন্দনা করব, প্রভু; * তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।

## জাখারিয়ার গীতিকা

ধুয়ো : আমিই * পুনরুত্থান ও জীবন।
আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে;
আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে,
সে কখনও মরবে না। গীতিকা

পাস্কাকাল

ধুয়ো : ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্ট * মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন,
আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের মরণশীল দেহকেও পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন। তেমন আশায় উদ্দীপিত হয়ে, আসুন, প্রার্থনা করে বলি :

*হে প্রভু, খ্রিষ্টে আমাদের জীবন দান কর।*

-তুমি বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টের মৃত্যুতে আমাদের সমাহিত ক'রে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী করেছ। সহায়তা কর, পুণ্য জীবন যাপন ক'রে আমরা যেন মৃত্যুর পরে সর্বদাই খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারি।

-তুমি তো স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ রুটি দানে আমাদের পরিপুষ্ট কর। প্রভুর ভোজে যোগদান করায় আমরা যেন ভাবী পুনরুত্থানের পূর্বশর্ত গ্রহণ করতে পারি।

-গেথসেমানি বাগানে দুঃখে আক্রান্ত তোমার পুত্রকে তুমি সান্ত্বনা দিয়েছিলে। মৃত্যুকালে আমাদেরও সান্ত্বনা দান কর।

-তুমি একদিন সেই তিনজন যুবককে অগ্নিচুল্লি থেকে উদ্ধার করেছিলে। পরলোকগত সকল ভক্তকে পাপদণ্ড থেকে মুক্ত কর।

-তুমি জীবিত মৃত সকলেরই ঈশ্বর। আমাদের মৃত ভাইবোনদের খ্রিষ্টের গৌরবের সহভাগী করে তোল ; আমাদেরও একদিন সাধুসাধ্বীর আনন্দপূর্ণ সমাবেশে গ্রহণ কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

# পূর্বাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো দয়াল প্রভু যিশু,
বন্ধু লাজার মারা গেলে
অশ্রু ফেলে তুমি তাঁকে
ফিরিয়ে দিলে প্রাণ।

নিজের হত্যাকারীর জন্য
তুমি ক্ষমা করলে যাচনা ;
অনুতপ্ত দস্যু পেল
স্বর্গের অঙ্গীকার।

তব ক্রুশের ধারে ছিলেন
অশ্রুসিক্তা তব মাতা :
মৃত্যুকালে তিনি যেন
কাছে থাকেন হে।

ওগো উত্তম পালক যিশু,
মৃত ভক্তবৃন্দ যেন
স্বর্গে তব উজ্জ্বল মুখের
করেন দর্শনলাভ।

সর্বজাতির আশা খ্রিষ্ট,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত :
এখন, চিরকাল। (২০শ শতাব্দী)

ধুয়ো : শোন, প্রভু, * মিনতি আমার :
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১১৯ [১-৪]
সোম - সাম ১১৯ [৫-৮]
মঙ্গল - সাম ১১৯ [৯-১২]
বুধ - সাম ১১৯ [১৩-১৬]
বৃহস্পতি - সাম ১১৯ [১৭-১৯]
শুক্র - সাম ১১৯ [২০-২২]
শনি - সাম ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (যোব ১৯:২৫-২৬)

আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন! আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন! আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

*প্র* প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি, কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর? (আল্লেলুইয়া)।
*উ* পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক : আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

## মধ্যাহ্ন প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

### স্তোত্র

ওগো দয়াল প্রভু যিশু,
বন্ধু লাজার মারা গেলে
অশ্রু ফেলে তুমি তাঁকে
ফিরিয়ে দিলে প্রাণ।

নিজের হত্যাকারীর জন্য
তুমি ক্ষমা করলে যাচনা ;
অনুতপ্ত দস্যু পেল
স্বর্গের অঙ্গীকার।

তব ক্রুশের ধারে ছিলেন
অশ্রুসিক্তা তব মাতা :
মৃত্যুকালে তিনি যেন
কাছে থাকেন হে।

ওগো উত্তম পালক যিশু,
মৃত ভক্তবৃন্দ যেন
স্বর্গে তব উজ্জ্বল মুখের
করেন দর্শনলাভ।

সর্বজাতির আশা খ্রিষ্ট,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত :
এখন, চিরকাল। (২০শ শতাব্দী)

ধুয়ো : প্রভু, * আমাকে ধরে রাখে
তোমার ডান হাত (আল্লেলুইয়া)।

রবি -- সাম ১৩৫
সোম - সাম ২৫
মঙ্গল - সাম ৪২ ৪৩
বুধ - সাম ৪৪
বৃহস্পতি - সাম ৫৫
শুক্র - : সাম ২২
শনি - সাম ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (প্রজ্ঞা ১:১৩-১৫)

ঈশ্বর তো মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন। আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ; তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ, পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই, কেননা ধর্মময়তা অমর।

*প্র* মৃত্যু-ছায়ার মাঝেও আমি ভয় করব না (আল্লেলুইয়া),
*উ* কারণ তুমি, প্রভু, আমার সঙ্গে আছ (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : **সমাপন প্রার্থনা**

# অপরাহ্ণ প্রহর

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

ওগো দয়াল প্রভু যিশু,
বন্ধু লাজার মারা গেলে
অশ্রু ফেলে তুমি তাঁকে
ফিরিয়ে দিলে প্রাণ।

নিজের হত্যাকারীর জন্য
তুমি ক্ষমা করলে যাচনা ;
অনুতপ্ত দস্যু পেল
স্বর্গের অঙ্গীকার।

তব ক্রুশের ধারে ছিলেন
অশ্রুসিক্তা তব মাতা :
মৃত্যুকালে তিনি যেন
কাছে থাকেন হে।

ওগো উত্তম পালক যিশু,
মৃত ভক্তবৃন্দ যেন
স্বর্গে তব উজ্জ্বল মুখের
করেন দর্শনলাভ।

সর্বজাতির আশা খ্রিষ্ট,
পিতা ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে
তুমি সদা প্রশংসিত :
এখন, চিরকাল। (২০শ শতাব্দী)

ধুয়ো : পাতালের হাত থেকে, * ওগো প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

রবি - সাম ১১৭, ১৩৬
সোম - সাম ১১, ১২, ১৩
মঙ্গল - সাম ৩৫
বুধ - সাম ৫২, ৫৩, ৫৪
বৃহস্পতি - সাম ১৩২, ১৩৩
শুক্র - সাম ১৬, ৬১
শনি - সাম ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১

**সংক্ষিপ্ত পাঠ** (ইশা ২৫:৮)

ঈশ্বর মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন; স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল, তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন, কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।

*প্র* শোন, প্রভু, মিনতি আমার (আল্লেলুইয়া) :
*উ* তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব (আল্লেলুইয়া)।

এসো, প্রার্থনা করি : সমাপন প্রার্থনা

# সন্ধ্যারতি

℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার ;

℟ আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ আদিতে যেমন হইত, এখন যেমন হইতেছে, এবং যুগে যুগে সতত হইবে। আমেন। আল্লেলুইয়া।

## স্তোত্র

মহামহিম রাজা খ্রিষ্ট,
মোদের জন্য মানুষ হয়ে
তুমি মৃত্যু করলে বরণ :
মৃত্যুনাশী তব মরণ।

নিও মোদের, ওগো যিশু,
মৃত্যু হতে জীবনলোকে ;
যারা মৃত্যু করল সহন,
তাদের স্বর্গে কর গ্রহণ।

ওগো মৃত্যুঞ্জয় খ্রিষ্ট,
পরম পিতা ও আত্মার সঙ্গে
তুমি সর্বকাল পূজিত,
বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত।

১ম ধুয়ো : আমি * প্রভুর সম্মুখে চলতে থাকব
জীবিতের দেশে (আল্লেলুইয়া)। সাম ১১৬

২য় ধুয়ো : হায়! * আমি তো প্রবাসী ;
আমি যে প্রভুর দেশ থেকে দূরে আছি (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২০

৩য় ধুয়ো : প্রভু * যত অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন,
রক্ষা করবেন তোমার প্রাণ (আল্লেলুইয়া)। সাম ১২১

৪র্থ ধুয়ো : প্রভু, * তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ,
কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু? (আল্লেলুইয়া)। সাম ১৩০

৫ম ধুয়ো : এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, * আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।
তিনি তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন (আল্লেলুইয়া)।
গীতিকা ১৫

## সংক্ষিপ্ত পাঠ (১ করি ১৫:৫৫-৫৭)

ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন!

## শ্লোক

প্র তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
উ তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
প্র তোমার কৃপার জন্য আমি মেতে উঠব, আনন্দ করব।
উ আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি, প্রভু, * আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

অথবা

প্র তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।
উ তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।
প্র তুমি আবার আসবে জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে,
উ তাদের বিশ্রাম দান কর।

℣ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।

℟ তোমার করুণায়, প্রভু, * তাদের বিশ্রাম দান কর।

## কুমারী মারীয়ার গীতিকা

ধুয়ো : পিতা * যাদের আমাকে দান করেছেন,
তারা আমার কাছে আসবে ;
আর যে কেউ আমার কাছে আসে,
তাকে আমি কখনও ফিরিয়ে দেব না। গীতিকা

পাস্কাকাল

ধুয়ো : যিনি * ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি পাতাল ধ্বংস ক'রে
জগৎত্রাতারূপে পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া। গীতিকা

## মিনতি নিবেদন

যিনি আমাদের মরণশীল দেহকে আপন গৌরবময় দেহেরই মত রূপান্তরিত করে তুলবেন, আসুন, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রশংসাবাদ করে বলি :

*হে প্রভু, তুমিই আমাদের জীবন, আমাদের পুনরুত্থান।*

-হে জীবনেশ্বরের পুত্র, তুমি বন্ধু লাজারকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলে। আপন রক্তদানে যাদের পাপমুক্ত করেছ, সেই সকল মৃত ভক্তকে অনন্ত জীবন-পূর্ণতায় পুনরুত্থিত করে তোল।

-হে দুঃখীজনদের সান্ত্বনাদাতা, তুমি লাজারের দুই বোনকে, সেই মৃত তরুণ আর সেই মৃত তরুণীর আত্মীয়স্বজনদের সান্ত্বনা দিয়েছিলে। আপন প্রিয়জনদের মৃত্যুর জন্য যাঁরা আজ অশ্রু ফেলেন, তুমি তাঁদের সান্ত্বনা দান কর।

-হে ত্রাণকর্তা, আমাদের নশ্বর দেহকে পাপের হাত থেকে মুক্ত কর ; আমাদের দান কর অনন্ত জীবনের পুরস্কার।

-হে মুক্তিদাতা, তোমাকে জানে না ব'লে যারা নিরাশ হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের দিকে মুখ তুলে চাও। সহায়তা কর, তারাও যেন পুনরুত্থান ও ভাবী জীবনের কথা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে।

-সেই জন্মান্ধ লোক যেমন তোমাকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল, তেমনি আমাদের মৃত ভাইবোনেরাও যেন আনন্দের সঙ্গেই তোমার শ্রীমুখের দর্শন পেতে পারেন।

-হে প্রভু, আমাদের এই মর্তলোকের দেহ-তাঁবু যখন ক্ষয় হবে, তখন তুমি সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমের শান্তিতে আমাদের জন্য অনন্ত তাঁবু প্রস্তুত কর।

মিনতি নিবেদন শেষে, প্রভুর প্রার্থনা।

## সমাপন প্রার্থনা

### অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, পাপীদের জন্য তুমি দয়া ও ক্ষমার আশ্রয়, সাধুসাধ্বীদের জন্য তুমি আনন্দ-নিকেতন। অনুনয় করি: যাঁকে আমরা (আজ) শেষ বিদায় জানাবার জন্য সমবেত হয়েছি, তোমার সেই সেবক ...কে তোমার মনোনীতজনদের সাহচর্যে গ্রহণ কর, তিনি যেন পুনরুত্থানের দিনে গৌরবময় নবীন দেহে পরিবৃত হয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে

হে ঈশ্বর, তুমি বিশ্বাসীর গৌরব, তুমি ধার্মিকের জীবন: তোমার পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানই সাধন করল আমাদের মুক্তি। তোমার সেবক ...-র প্রতি প্রসন্ন হও: জীবনকালে যাঁরা আমাদের পুনরুত্থান-রহস্য স্বীকার করলেন, তাঁরা যেন চিরশান্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### পাস্কাকালে

হে সর্বশক্তিমান দয়াবান ঈশ্বর, তোমার পুত্র স্বেচ্ছায়ই আমাদের হয়ে আপন দেহে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ কর, যেন তোমার সেবক ... মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থানের অংশী হতে পারেন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### একাধিক মৃতব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তুমি চেয়েছিলে, তোমার একমাত্র জনিত পুত্র মৃত্যুর উপর জয়লাভ করে স্বর্গধামে উত্তরণ করবেন। আশীর্বাদ কর: এজীবনের মরণশীলতার উপর জয়লাভ ক'রে তোমার পরলোকগত সেবক ... [ও ...] বিশ্বস্রষ্টা ও মুক্তিসাধক সেই তোমাকেই চিরকালের মত দর্শন করতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### পোপের জন্য

হে ঈশ্বর, তোমার অপূর্ব মঙ্গলবিধানে তুমি তোমার সেবক ...কে তোমার মণ্ডলীর পরিচালানয় নিযুক্ত করেছিলে। তাই আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: জীবনকালে তিনি এজগতে যাঁর প্রতিনিধি ছিলেন, তোমার সেই পুত্র তাঁকে সনাতন গৌরবে গ্রহণ করুন। পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে তিনি ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### ধর্মপ্রদেশের বিশপের জন্য

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, অনুনয় করি: যাঁরই হাতে তুমি তোমার আপন পরিবার-মণ্ডলীর যত্ন-পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেছিলে, তোমার সেই সেবক বিশপ ... যেন তাঁর মহাপরিশ্রমের ফল সঙ্গে করে তাঁর প্রভুর শাশ্বত আনন্দে প্রবেশ করতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### কোন ধর্মব্রতীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের মিনতিতে সাড়া দিয়ে আশীর্বাদ কর: খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে যিনি সিদ্ধ ভালবাসার পথ চলেছিলেন, তোমার সেবক ... তোমার গৌরবময় আগমনে উল্লসিত হোন ও তাঁর ভ্রাতাদের /ভগিনীদের সঙ্গে তোমার রাজ্যের চিরকালীন আনন্দ উপভোগ করুন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### পিতামাতার জন্য

হে ঈশ্বর, তুমি মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করতে আজ্ঞা দিয়েছ, তাই প্রসন্ন হয়ে আমার (আমাদের) মাতাপিতার প্রতি সদয় হয়ে তাঁদের পাপকর্ম ক্ষমা কর, এবং তোমার কৃপায় আমি (আমরা) যেন একদিন স্বর্গে শাশ্বত জ্যোতির আনন্দে তাঁদের আবার দেখতে পাই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

### আত্মীয়স্বজন ও উপকারী বন্ধুদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

হে ঈশ্বর, তুমি ক্ষমা দানে ও মানবপরিত্রাণ সাধনে প্রীত, তাই তোমার কৃপা প্রার্থনা করি: আমাদের সম্প্রদায়ের যে ভ্রাতা (ভগিনী), আত্মীয়স্বজন ও উপকারী ব্যক্তিগণ এজগৎ ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন, তাঁরা যেন নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়া ও নিখিল সাধুসাধ্বীর প্রার্থনার পুণ্যফলে চিরকালীন আনন্দের অংশী হতে পারেন। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে ঈশ্বররূপে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

## বিদায়

# সামসঙ্গীত

সামসঙ্গীতগুলোর অডিও বা ভিডিও ফাইলস ডাউনলোড করা যেতে পারে।

## সাম ১ মানুষের দু'টো পথ

*সুখী তারা, যারা ক্রুশে ভরসা রেখে বাপ্তিস্মের জলে নেমে গেছে* (২য় শতাব্দীর একজন লেখক)।

ধুয়ো : জীবনবৃক্ষ * প্রভুর ক্রুশেই পেয়েছে প্রকাশ।

সুখী সেই মানুষ, দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলে না,
পাপীদের পথেও দাঁড়ায় না, বিদ্রূপকারীদের আসরেও যে বসে না,
বরং প্রভুর বিধানে যার প্রীতি,
তাঁর বিধান যে জপ করে নিশিদিন।

সে যেন জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের মত,
যথাসময় যা হবে ফলবান,
যার পাতা হবে না ম্লান,
সে যা করে, সেই সবই সার্থক হবে।

দুর্জনেরা কিন্তু তেমন নয়, তেমন নয়!
তারা যেন বাতাসে তাড়িত তুষ।
তাই দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না,
পাপীরাও ধার্মিকদের জনসমাবেশে।

কেননা প্রভু দৃষ্টি রাখেন ধার্মিকদের পথে,
কিন্তু দুর্জনদের পথের হবে বিলোপ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : জীবনবৃক্ষ প্রভুর ক্রুশেই পেয়েছে প্রকাশ।

## সাম ২ বিজয়ী মশীহ-রাজা

*তুমি যাঁকে তৈলাভিষিক্ত করেছ, তোমার সেই পবিত্র দাস যিশুর বিরুদ্ধে এই নগরীর নেতৃদল একজোট হয়েছিল* (প্রেরিত ৪:২৭)।

ধুয়ো : আমার এই রাজা * করবে রাজত্ব
সিয়োন পর্বতের উপর।

বিজাতিরা কোলাহল করছে কেন?
কেনই বা জাতিসকলের এই অনর্থক বলাবলি?
প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল,
নায়কেরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—
'এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল,
দূরে ফেলে দিই ওদের দড়ি।'

স্বর্গে আসীন যিনি, তিনি তো হাসেন,
ওদের নিয়ে উপহাস করেন প্রভু।
তারপর তিনি ক্রোধভরে ওদের উদ্দেশ করে কথা বলেন,
উত্তপ্ত হয়ে ওদের সন্ত্রস্ত করেন—
'আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত
আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।'

আমি প্রভুর বিধি প্রচার করব; তিনি বলেছেন আমায়:
'তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।
আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ।
লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের ভেঙে ফেলবে,
কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে।'

তাই তোমরা, রাজারা, সুবিবেচক হও,
পৃথিবীর অধিপতিরা, সাবধান হও ;
সভয়ে প্রভুকে সেবা কর,
সকম্পে তাঁর পা চুম্বন কর,
পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হলে পথে তোমাদের বিলোপ ঘটে,
কারণ পলকেই জ্বলে ওঠে তাঁর ক্রোধ।

তারা সকলেই সুখী,
তাঁর আশ্রিতজন যারা।
*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমার এই রাজা করবে রাজত্ব
সিয়োন পর্বতের উপর।

## সাম ৩ প্রভুর হাতেই পরিত্রাণ

*খ্রিষ্ট মৃত্যুতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে জেগে উঠলেন, কারণ ঈশ্বর হলেন তাঁর পরিত্রাতা* (সাধু ইরেনেউস)।

ধুয়ো : তুমিই, প্রভু, * আমার রক্ষাকর্তা ;
তুমি তো আমার মাথা উঁচু কর।

প্রভু, কতই না শত্রু আমার !
কতই না আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,
কতই না আমার সম্বন্ধে বলে :
'পরমেশ্বরের কাছে তার জন্য পরিত্রাণ নেই।'

তুমি কিন্তু, প্রভু, আমার চারদিকে যেন ঢালের মত,
তুমিই আমার গৌরব, তুমি তো আমার মাথা উঁচু কর।

চিৎকার করে আমি প্রভুকে ডাকি,
আর তাঁর পবিত্র পর্বত থেকে তিনি আমাকে সাড়া দেন।

শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
জেগে উঠবই, কারণ প্রভু ধরে রাখেন আমায়।
চারদিকে আমার বিরুদ্ধে শতসহস্রজন দাঁড়িয়ে আছে,
তবুও আমি তাদের ভয় করি না।

প্রভু, উত্থিত হও!
আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর আমার।
তুমিই তো আঘাত হেনেছ আমার সকল শত্রুর মুখে,
ভেঙে দিয়েছ দুর্জনদের দাঁত।

প্রভুরই তো পরিত্রাণ—
তোমার আপন জাতির উপরেই তোমার আশীর্বাদ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তুমিই, প্রভু, আমার রক্ষাকর্তা;
তুমি তো আমার মাথা উঁচু কর।

## সাম ৪ ধন্যবাদগীতি

*যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন যেন আমাদের অন্তর আলোকিত হয় সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞানে, যে-গৌরবে খ্রিষ্টের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত* (২ করি ৪:৬)।

ধুয়ো : তোমাতেই * ভরসা রাখি, প্রভু,
শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি ডাকলেই সাড়া দিও,
হে আমার ধর্মময়তার পরমেশ্বর;

সঙ্কটে আমায় দিয়েছ আরাম,
আমাকে দয়া কর, আমার প্রার্থনা শোন।

হে মানবসন্তান, আর কতকাল তোমরা আমার গৌরব অপমান করবে,
মোহমায়া ভালবাসবে, মিথ্যার অন্বেষণ করবে?
জেনে রেখ, প্রভু আপন ভক্তজনের জন্য সাধন করেন আশ্চর্য কাজ,
আমি ডাকলেই শুনবেন প্রভু।

কম্পিত হও, আর পাপ নয়,
শয্যায় হৃদয়গভীরে ধ্যান কর, থাক নিশ্চুপ।
যথার্থ যজ্ঞ উৎসর্গ কর,
প্রভুতে ভরসা রাখ।

অনেকে বলে : 'কে আমাদের দেখাবে মঙ্গল?'
তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।
গম ও আঙুররসের প্রাচুর্যে ওদের যত আনন্দ,
তার চেয়েও বেশি আনন্দ তুমি দিয়েছ আমার হৃদয়ে।

তেমন শান্তিতে শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি,
কারণ একমাত্র তুমিই, প্রভু, আমাকে ভরসাভরে বিশ্রাম করতে দাও।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমাতেই ভরসা রাখি, প্রভু,
শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি।

## সাম ৫ প্রাতঃকালীন প্রার্থনা

*যারা ঐশবাণীকে হৃদয়ের অতিথি বলে বরণ করে, তারা চির আনন্দ পাবে।*

ধুয়ো : তোমার কাছেই তো প্রভু, * আমি প্রার্থনা করি,
প্রভাতে তুমি তো শোন আমার কণ্ঠ।

১৭–২৩ ডিঃ : যাঁর রাজত্ব করার কথা, * সিয়োন থেকেই তিনি আসবেন :
সেই প্রভু, সেই ইম্মানুয়েল—মহান তাঁর নাম !

আমার কথায় কান দাও, প্রভু ;
আমার বিলাপে মনোযোগ দাও।
আমার কণ্ঠ, আমার চিৎকার শোন, আমার রাজা, আমার পরমেশ্বর !
তোমার কাছেই তো, প্রভু, আমি প্রার্থনা করি।

প্রভাতে তুমি তো শোন আমার কণ্ঠ ;
প্রভাতে তোমার জন্য সবকিছু সাজিয়ে আমি চেয়ে থাকি।
দুষ্কর্মে প্রীত এমন ঈশ্বর তুমি নও ;
অপকর্মা আতিথ্য পায় না তোমার কাছে। (ধুয়ো)

তোমার চোখের সামনে দাম্ভিকেরা দাঁড়াতে পারে না,
সকল অপকর্মাকে তুমি ঘৃণা কর,
মিথ্যাবাদীকে বিলোপ কর,
রক্তলোভী ও ছলনাপটু মানুষ প্রভুর অধিক বিতৃষ্ণার পাত্র।

আমি কিন্তু তোমার মহাকৃপায় তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার পবিত্র মন্দির পানে তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।
আমার শত্রুদের জন্য, প্রভু, তোমার ধর্মময়তায় আমাকে চালনা কর,
আমার সামনে তোমার পথ সরল কর। (ধুয়ো)

ওদের মুখে বিশ্বাসযোগ্য কথা নেই,
ওদের অন্তরে সর্বনাশ ;
ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,
ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু।

ওদের দোষী সাব্যস্ত কর গো পরমেশ্বর,
ওদের ষড়যন্ত্র হোক ওদের নিজেদের পতন ;

ওদের অসংখ্য অন্যায়ের জন্য ওদের বিতাড়িত কর,
তোমার বিরুদ্ধেই তো বিদ্রোহ করেছে ওরা। (ধুয়ো)

কিন্তু তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক,
তারা নিত্যই করুক আনন্দগান।
তুমি রক্ষা কর তাদের!
যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে।

কারণ তুমি, প্রভু, ধার্মিককে আশিসধন্য কর,
তোমার প্রসন্নতা ঢালের মতই তাকে ঘিরে রাখে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার কাছেই তো প্রভু, আমি প্রার্থনা করি,
প্রভাতে তুমি তো শোন আমার কণ্ঠ।

১৭–২৩ ডিঃ : যাঁর রাজত্ব করার কথা, সিয়োন থেকেই তিনি আসবেন :
সেই প্রভু, সেই ইম্মানুয়েল—মহান তাঁর নাম!

## সাম ৬ ঈশ্বরের কাছে দুঃখী মানুষের দয়া প্রার্থনা

*এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন, … পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে উদ্ধার কর* (যোহন ১২:২৭)।

ধুয়ো : তোমার * কৃপার দোহাই, প্রভু,
আমাকে কর পরিত্রাণ।

আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও, প্রভু,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।
আমাকে দয়া কর, প্রভু,—ম্লান হয়ে যাচ্ছি,
আমাকে নিরাময় কর, প্রভু,—আমার হাড় সন্ত্রাসিত।

আমার প্রাণও নিতান্ত সন্ত্রাসিত ;
তুমি কিন্তু, প্রভু,—আর কতকাল ?

ফিরে চাও, প্রভু, নিস্তার কর আমার প্রাণ,
তোমার কৃপার দোহাই আমাকে কর পরিত্রাণ।
মৃত্যুলোকে তোমার কথার স্মরণ নেই ;
পাতালে কেবা করে তোমার স্তুতি ?

ক্রন্দনে শ্রান্ত হয়ে আমি প্রতি রাতে বিছানা প্লাবিত করি,
শয্যা অশ্রুসিক্ত করি।
দুঃখে আমার চোখ ক্ষীণ হয়ে আসে,
দুর্বল হয়ে আসে আমার বিরোধীদের জন্য।

আমা থেকে দূরে সরে যাও, অপকর্মা সকল !
প্রভু যে শুনেছেন আমার কান্নার সুর।
প্রভু শুনেছেন মিনতি আমার,
প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

লজ্জিত, অতি সন্ত্রস্ত হোক আমার সকল শত্রু,
লজ্জিত হয়ে তারা এখুনি পিছু হটে যাক।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার কৃপার দোহাই, প্রভু,
আমাকে কর পরিত্রাণ।

## সাম ৭ অত্যাচারিত মানুষের মিনতি

*দেখ ! বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন* (যাকোব ৫:৯)।

ধুয়ো : পরমেশ্বর * ধর্মময় বিচারকর্তা—
তিনি সরলহৃদয়কে উদ্ধার করেন।

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়—
আমার প্রতিটি নির্যাতকের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ কর, কর উদ্ধার ;
পাছে সিংহের মত সে আমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে,
উদ্ধারকর্তা না থাকলে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে।

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, আমি যদি এমন কিছু করে থাকি,
আমার হাতে যদি কোন অন্যায় থাকে,
যদি অকারণে আমার বিরোধীদের রেহাই দিয়ে
আমার মিত্রকে অপকার দিয়ে পরিশোধ করে থাকি,
তবে শত্রু ধাওয়া করে ধরুক আমার প্রাণ, †
মাটিতে মাড়িয়ে দিক আমার জীবন,
ধুলায় লুটিয়ে দিক আমার সম্মান।

ক্রোধভরে উত্থিত হও, প্রভু! †
আমার বিরোধীদের কোপের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও ;
জাগ, ঈশ্বর আমার! জারি কর সুবিচার।
সর্বজাতির সমাবেশ তোমার চারপাশে সমবেত হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে তাদের বিরুদ্ধে ফিরে তাকাও।

প্রভু জাতিসকলের বিচারক— †
আমার ধর্মময়তা অনুসারে আমার বিচার কর, প্রভু,
আমার সততা অনুসারে, পরাৎপর।
দুর্জনের অনাচার শেষ করে দাও, †
কিন্তু ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর,
তুমি যে পরীক্ষা কর অন্তর ও প্রাণ, হে ধর্মময় পরমেশ্বর।

পরাৎপর পরমেশ্বরই আমার ঢাল,
তিনি সরলহৃদয়কে উদ্ধার করেন।

পরমেশ্বর ধর্মময় বিচারকর্তা,
ঈশ্বর প্রতিদিন আক্রোশ প্রকাশ করেন।

মন না ফেরালে তিনি খড়্গ শাণিত করবেন,
ধনুক বেঁকিয়ে তা প্রস্তুত করবেন,
তিনি মারণাস্ত্র প্রস্তুত ক'রে
অগ্নিময় করছেন তীর।

দেখ! দুর্জন অপকর্ম গর্ভে ধারণ করে,
দুষ্কর্মে পূর্ণগর্ভ হয়ে মিথ্যাকে প্রসব করে।
সে খোঁড়ে গভীর একটা গর্ত,
কিন্তু তার নিজের তৈরী গহ্বরে সে নিজেই পড়ে;
তার অধর্ম তার নিজের মাথায় ফিরে আসে,
তার হিংসা তার নিজের শিরে নেমে পড়ে।

প্রভুর ধর্মময়তার জন্য আমি তাঁকে জানাব ধন্যবাদ,
পরাৎপর প্রভুর করব নামগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : পরমেশ্বর ধর্মময় বিচারকর্তা—
তিনি সরলহৃদয়কে উদ্ধার করেন।

## সাম ৮ ঈশ্বরের মহিমা ও মানুষের মর্যাদা

*পিতা সমস্ত কিছু খ্রিষ্টের পদতলে রেখেছেন এবং মণ্ডলীর মাথারূপে তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন* (এফে ১:২২)।

ধুয়ো : সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রভু,
কী মহিমময় তোমার নাম।

হে প্রভু, আমাদের প্রভু, †
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম,
বালক ও দুধের শিশুরই মুখে আমি তোমার স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের সঙ্কীর্তন করব।
তুমি শত্রু ও বিদ্রোহীদের স্তব্ধ করে দিতে
তোমার বিরোধীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করেছ একটি দৃঢ়দুর্গ।

আমি যদি তাকাই তোমার আঙুলের কারুকার্য তোমার সেই আকাশের দিকে,
সেই চন্দ্র ও তারকারাজির দিকে যা তুমি নিজেই বসিয়েছ,
তবে, মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,
কীইবা আদমসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও? (ধুয়ো)

অথচ ঐশজীবদের চেয়ে তাকে সামান্যই শুধু ছোট করেছ তুমি,
তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:
তাকে দিয়েছ তোমার হাতের কারুকার্যের শাসনভার,
সবকিছু রেখেছ তার পদতলে—

মেষ ও বৃষের পাল,
বন্য সমস্ত জন্তু,
আকাশের পাখি ও সাগরের মাছ,
সমুদ্রের পথে পথে চরে যত প্রাণী।

হে প্রভু, আমাদের প্রভু,
সারা পৃথিবী জুড়ে কী মহিমময় তোমার নাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো: সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রভু,
কী মহিমময় তোমার নাম।

## সাম ৯ জয়লাভের জন্য ধন্যবাদগীতি

*জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে তিনি আগমন করবেন* (প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস-সূত্র)।

ধুয়ো : সঙ্কটকালে * অত্যাচারিতের জন্য প্রভু হলেন দুর্গ।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ,
প্রচার করব তোমার সকল আশ্চর্য কাজের কথা।
তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস,
করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।

যখন আমার শত্রুরা পিছিয়ে যায়,
তখন তোমার সম্মুখে তারা হোঁচট খায়, লুপ্ত হয়,
কারণ বিচারে তুমি রায় দিয়েছ আমার পক্ষে,
ধর্মময় বিচারক রূপে নিয়েছ আসন।

বিজাতীয়দের ধমক দিয়েছ, দুর্জনকে করেছ বিলোপ,
তাদের নাম মুছে দিয়েছ চিরতরে, চিরকালের মত।
শত্রু তো নিঃশেষিত চিরকালীন ধ্বংসস্তূপই যেন,
যত নগর তুমি উচ্ছিন্ন করেছ, সেগুলির স্মৃতিও বিলুপ্ত হল।

প্রভু কিন্তু চিরসমাসীন,
বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন—
ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,
সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

অত্যাচারিতের জন্য প্রভু হবেন দুর্গ,
সঙ্কটকালেই দুর্গ তিনি।
যারা তোমার নাম জানে, তারা তোমাতেই ভরসা রাখবে,
কারণ তোমার অন্বেষীদের তুমি ত্যাগ কর না কো প্রভু।

সিয়োনে সমাসীন প্রভুর উদ্দেশে তোমরা স্তবগান কর,
জাতিসকলের কাছে প্রচার কর তাঁর কর্মকীর্তির কথা,

কারণ রক্তপাতের সেই প্রতিফলদাতা সবই মনে রাখেন,
তিনি দীনদুঃখীদের চিৎকার ভোলেন না।

আমাকে দয়া কর, প্রভু, †
চেয়ে দেখ, আমার শত্রুদের হাতে কী দুর্দশা আমার,
মৃত্যু-দ্বার থেকে আমাকে তুলে আন,
আমি যেন তোমার সকল প্রশংসা বর্ণনা করতে পারি,
সিয়োন কন্যার দ্বারে দ্বারে যেন তোমার পরিত্রাণে মেতে উঠতে পারি।

বিজাতিরা নিজেদের তৈরী গহ্বরে ডুবে গেল,
তাদের সেই গোপন জালে তাদের নিজেদের পা ধরা পড়ল।
প্রভু আত্মপ্রকাশ করেছেন, সম্পন্ন করেছেন বিচার;
নিজের হাতের কর্মকাণ্ডে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে দুর্জন।

দুর্জনেরা পাতালে ফিরে যাক,
সেই সকল বিজাতিও, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে যায়;
কারণ চিরকালের মত তিনি ভুলে থাকেন না কো নিঃস্বের কথা,
দীনদুঃখীদের আশাও বিলীন হয়ে থাকবে না চিরকাল ধরে।

উত্থিত হও, প্রভু! মানুষ বেশি শক্তি না দেখাতে পারে যেন—
তোমার সম্মুখে বিজাতিরা বিচারিত হোক।
প্রভু, ভয় দেখাও তাদের,
জানুক বিজাতিরা, মানুষই মাত্র তারা।

## সাম ১০

কেন দূরে থাক, প্রভু?
সঙ্কটকালে কেন লুকিয়ে থাক?
দুর্জনের অহঙ্কারে দীনহীনের কী জ্বালা,
তার আঁটা ফন্দি-ফিকিরে সে ধরা পড়ে।

নিজের কামনা-বাসনা নিয়ে দুর্জন দম্ভ করে,
সে লোভী মানুষকে ধন্য করে, প্রভুকে উপেক্ষা করে।
গর্বোদ্ধত হয়ে দুর্জন তাঁর অন্বেষণ করে না,
তার ভাবনা-চিন্তার সার—পরমেশ্বর নেই।

তার যত পথ সদাই সফল, †
তার পক্ষে বেশি উঁচুই তো তোমার বিচারগুলি,
তার সকল বিরোধীকে সে তুচ্ছ করে।
সে মনে মনে বলে, 'আমি টলব না,
যুগযুগ ধরে সুখী হব, আমার কখনও দুর্ভাগ্য হবে না।'

তার মুখ অভিশাপ ছলনা শাসানিতে পূর্ণ,
অধর্ম অপকর্ম তার জিহ্বার অন্তরালে।
ঝোপে সে ওত পেতে বসে থাকে,
নিভৃতস্থান থেকে নির্দোষকে সংহার করে।

হতভাগার উপর নিবদ্ধ রয়েছে তার দু'চোখ,
ঝোপে লুকানো সিংহের মতই সে নিভৃতে ওত পেতে থাকে;
ওত পেতে থাকে দীনহীনকে ধরবার জন্য,
তার নিজের জালে দীনহীনকে সে টেনে ধরে ফেলে।

তাকে সে অবনমিত ক'রে নিষ্পেষিতই করে,
তার প্রচণ্ড ভারে সে পড়ে হতভাগাদের উপর।
মনে মনে সে বলে, 'ঈশ্বর ভুলে গেছেন,
মুখ লুকিয়েছেন; আর কখনও কিছুই দেখবেন না।'

উত্থিত হও, প্রভু! হাত তোল গো ঈশ্বর!
ভুলে থেকো না দীনদুঃখীদের কথা।
কেন দুর্জন পরমেশ্বরকে উপেক্ষা করে?
কেন মনে মনে বলে, 'তিনি জবাবদিহি চাইবেন না?'

অথচ তুমি তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ,
সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।
তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়,
তুমিই তো এতিমের সহায়।

দুর্জন ও দুরাচারের বাহু ভেঙে দাও ;
তার সেই নষ্টামি যা ধরা পড়ত না, চাও তার জবাবদিহি।
প্রভুই রাজা চিরদিন চিরকাল ;
বিজাতিরা তাঁর দেশ থেকে লুপ্ত হবে।

দীনদুঃখীদের বাসনা তুমি তো শোন, প্রভু,
তুমি তাদের অন্তর সুস্থির কর, কান দিয়েই শোন,
এতিম, অত্যাচারিতের পক্ষে বিচার করার জন্য,
মাটির তৈরী মানুষ যেন আর কখনও ভয় না ছড়াতে পারে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সঙ্কটকালে অত্যাচারিতের জন্য প্রভু হলেন দুর্গ।

## সাম ১১ প্রভুই ধার্মিকের আশ্রয়

*সুখী যারা ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ; তারা পরিতৃপ্ত হবে* (মথি ৫:৬)।

ধুয়ো : আমি * প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয়,
তিনি যে ধর্মময়।

আমি প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয় ;
কী করে তোমরা আমাকে বল :

‘হে পাখি, পালিয়ে যাও
তোমার পর্বতের দিকে?’

দেখ, ধনুক বেঁকিয়ে দুর্জনেরা ছিলায় লাগাচ্ছে তীর
অন্ধকারে সরলহৃদয়দের বিদ্ধ করবে ব’লে।
ভিত্তি ভেঙে পড়লে,
ধার্মিক আর কীবা করতে পারে?

প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত,
প্রভু তাঁর স্বর্গীয় সিংহাসনে সমাসীন।
তাঁর চোখ লক্ষ রাখে,
তাঁর দৃষ্টি আদমসন্তানদের পরীক্ষা করে।

ধার্মিক কি দুর্জন সকলকেই প্রভু পরীক্ষা করেন,
কিন্তু যারা হিংসা ভালবাসে, তাঁর প্রাণ তাদের ঘৃণা করে;
দুর্জনদের উপর তিনি ঝরাবেন জ্বলন্ত অঙ্গার, জ্বলন্ত গন্ধক,
উত্তপ্ত ঝঞ্ঝাই হবে তাদের পানপাত্রের অংশ।

কারণ প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন,
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমি প্রভুতেই নিয়েছি আশ্রয়,
তিনি যে ধর্মময়।

## সাম ১২ অত্যাচারের সময়ে প্রার্থনা

*আপন প্রসন্নতায় পিতা দীনদুঃখী আমাদেরই জন্য তাঁর আপন পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন* (সাধু আগস্তিন)।

ধুয়ো : তুমি, প্রভু, * আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবে,
আমাদের রক্ষা করবে চিরকাল।

ত্রাণ কর গো প্রভু! ভক্তপ্রাণ বলে আর কেউ নেই;
আদমসন্তানদের মধ্যে এখন বিশ্বস্তদের অন্তর্ধান।
একে অন্যকে সবাই মিথ্যা কথা বলে,
তোষামোদে পটু ঠোঁট দ্বিভাব কথা বলে।

ছেঁটে ফেলুন প্রভু তোষামোদে পটু সকল ঠোঁট,
বড়াই প্রিয় যত জিভ।
ওরা বলে, 'আমাদের জিভের জোরেই আমরা বিজয়ী,
আমাদের ঠোঁট আছে! তবে কেবা আমাদের প্রভু?'

'দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য †
এখন উত্থিত হব—বলছেন প্রভু;
যার উপর থুথু ফেলা হয়, তাকে আমি পরিত্রাণে অধিষ্ঠিত করব।'
প্রভুর কথাসকল শুদ্ধ কথা, †
মাটির মূষাতে নিখাদ করা,
আগুনে সাতবারই শোধন করা রুপোর মত।

তুমি, প্রভু, আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবে,
তেমন মানুষের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে চিরকাল।
দুর্জনেরা যখন চারদিকে চলাফেরা করে,
আদমসন্তানদের মধ্যে তখন নীচতার উদয়।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তুমি, প্রভু, আমাদের উপর দৃষ্টি রাখবে,
আমাদের রক্ষা করবে চিরকাল।

## সাম ১৩ প্রভুভক্ত মানুষের বিলাপ

*আশাবিধায়ক ঈশ্বর আনন্দ ও শান্তিদানে তোমাদের অন্তর ভরিয়ে তুলুন* (রো ১৫:১৩)।

ধুয়ো : তোমার পরিত্রাণে * মেতে উঠুক আমার অন্তর।

আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি আমাকে ভুলে থাকবে চিরকাল?
আর কতকাল আমা থেকে লুকিয়ে রাখবে শ্রীমুখ?
আর কতকাল মনে দুশ্চিন্তা, †
অন্তরে বেদনা আমাকে প্রতিদিন সইতে হবে?
আর কতকাল আমার শত্রু আমার মাথায় উঠবে?

চেয়ে দেখ! আমাকে সাড়া দাও গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার;
দাও আলো আমার চোখে, পাছে মৃত্যুঘুমে ঘুমিয়ে পড়ি,
পাছে আমার শত্রু বলে, 'তার সঙ্গে পেরেছি এবার,'
আমি টলমল হলে পাছে আমার বিপক্ষরা মেতে ওঠে।

আমি কিন্তু তোমার কৃপায় ভরসা রাখি,
তোমার পরিত্রাণে মেতে ওঠে আমার অন্তর,
প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান, তিনি যে করেছেন আমার উপকার।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার পরিত্রাণে মেতে উঠুক আমার অন্তর।

## সাম ১৪ দুর্জনের নির্বুদ্ধিতা

*যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ উপচে পড়ল* (রো ৫:২০)।

ধুয়ো : স্বর্গ থেকে * প্রভু দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

নির্বোধ মনে মনে বলে, ‘পরমেশ্বর নেই।’ †
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, করে জঘন্য কাজ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।
স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।
যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়, †
যারা প্রভুকে ডাকে না,
ওইসব অপকর্মার কি কোন জ্ঞান নেই?

ওরা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ ধার্মিকের বংশের সঙ্গেই তো পরমেশ্বর।
তোমরা তো দীনহীনের প্রকল্প অবজ্ঞা কর,
কিন্তু প্রভুই তার আশ্রয়স্থল!

সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
প্রভু যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : স্বর্গ থেকে প্রভু দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

## সাম ১৫ ধার্মিকের পরিচয়

*তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের নগরী সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম* (হিব্রু ১২:২২)।

ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয় যারা, * তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

কে তোমার তাঁবুতে আতিথ্য পাবে, প্রভু?
কে তোমার পবিত্র পর্বতে বসবাস করবে?
যার আচরণ নিখুঁত, যার কাজ ধর্মময়,
অন্তর থেকে যে সত্য কথা বলে,

যার জিহ্বায় কুৎসা নেই, †
বন্ধুর যে করে না অপকার,
প্রতিবেশীকে যে দেয় না অপবাদ,
যার দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট মানুষ অবজ্ঞার পাত্র,
কিন্তু প্রভুভীরুকে যে সম্মান করে,

ক্ষতি হলেও যে আপন শপথের অন্যথা করে না,
সুদে যে টাকা দেয় না,
নির্দোষের বিরুদ্ধে যে নেয় না কোন ঘুষ,
এমনই যার আচরণ, সে টলবে না কোনদিন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী,
কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

## সাম ১৬ প্রভুই আমার সম্পদ

*ঈশ্বর মৃত্যুর কবল ছিন্ন করে যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন* (প্রেরিত ২:২৪)।

ধুয়ো : প্রভু, * তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার;
আমার দেহও ভরসাভরে করে বিশ্রাম।

আমাকে রক্ষা কর গো ঈশ্বর,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।
প্রভুকে বলেছি, ‘প্রভু, তুমিই আমার মঙ্গল,
তোমার ঊর্ধ্বে কেউই নেই।’

দেশে সেই পবিত্রজনদের প্রতি,
আর সেই মহীয়ানদের প্রতিই ছিল আমার পরম প্রীতি।
অন্য দেবতার অনুগামী যারা, বহু বহু কষ্ট তাদের! †
আমি কিন্তু তাদের উদ্দেশে রক্ত-নৈবেদ্য আর ঢেলে দেব না,
ওষ্ঠেও আর তুলে নেব না তাদের নাম।

প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র,
তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার।
সীমানা আমার পক্ষে পড়েছে মনোহর স্থানে,
আমার উত্তরাধিকার আমার কাছে সত্যি অপরূপ।

প্রভুকে ধন্য বলব, তিনি যে আমাকে মন্ত্রণা দেন,
রাত্রিতেও আমাকে উদ্বুদ্ধ করে আমার অন্তর।
আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখি,
তিনি আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না।

তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ,
আমার দেহও ভরসাভরে করে বিশ্রাম,
তুমি যে আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,
না, তোমার ভক্তজনকে তুমি সেই গহ্বর দেখতে দেবে না।

তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ,
তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, তোমার হাতেই আমার নিয়তির ভার ;
আমার দেহও ভরসাভরে করে বিশ্রাম।

## সাম ১৭ নির্যাতনের দিনে প্রভুই নির্দোষীর আশ্রয়

*খ্রিষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, তীব্র আর্তনাদ ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করেছিলেন তাঁরই কাছে, যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম ছিলেন ; এবং তাঁর এই ভক্তির জন্য তিনি সাড়া পেয়েছিলেন* (হিব্রু ৫:৭)।

ধুয়ো : ধর্মময়তা গুণে * আমি পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

প্রভু, ধার্মিকের মিনতি শোন,
মন দিয়ে শোন আমার চিৎকার ;
আমার প্রার্থনায় কান দাও তুমি,
আমার ওষ্ঠে ছলনা নেই।

তোমা থেকেই আসুক আমার সুবিচার,
তোমার চোখ সততায় নিবদ্ধ থাকুক।
যাচাই কর আমার অন্তর, রাত্রিতে দেখতে এসো,
আগুনেও আমাকে পরীক্ষা কর, কিছুই খুঁজে পাবে না।

অন্য মানুষের কাজকর্মের মত কিছুই লঙ্ঘন করেনি আমার মুখ,
তোমার ওষ্ঠের বাণী অনুসারে আমি হিংসকের যত পথ করেছি পরিহার।
আমার পদক্ষেপ তোমার পথগুলিতে সুস্থির থাকল,
তাই টলেনি আমার পা।

তুমি আমাকে সাড়া দেবে বলে তোমাকে ডাকি, ঈশ্বর,
কান দাও, আমার কথা শোন।
দেখাও তোমার কৃপা কত অপরূপ,
তুমি যে শত্রুদের কবল থেকে তোমার ডান হাতের আশ্রয়ীর পরিত্রাতা।

চোখের মণির মতই আমাকে রক্ষা কর,
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ
সেই দুর্জনদের হাত থেকে যারা আমাকে বিনাশ করছে,
মারমুখী সেই শত্রুদের হাত থেকে যারা ঘিরে ফেলেছে আমায়।

অন্তর ওরা রুদ্ধ করে রাখে, †
ওদের মুখ গর্বের কথা বলে ;
ওরা পিছু পিছু এসে এই যে ঘিরে ধরেছে আমায়,
চোখ নিবদ্ধ রাখে আমাকে ভূপাতিত করবে বলে ; †
ওরা শিকারের জন্য ক্ষুধার্ত সিংহের মত,
নিভৃতে বসা যুবসিংহের মত।

উত্থিত হও, প্রভু ; ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওকে ভূপাতিত কর,
তোমার খড়্গ দ্বারা দুর্জনের হাত থেকে বাঁচাও আমার প্রাণ,
নিজের হাতে আমাকে বাঁচাও, প্রভু, ওই অমন মানুষের হাত থেকে,
সংসারের ওই মানুষের হাত থেকে যাদের অধিকার এই জীবনকালে।

তোমার দানগুলিতে ওদের উদর পূর্ণ কর, †
ওদের সন্তানেরাও তৃপ্ত হোক,
ওদের শিশুদের জন্য ওরা বাকি অংশটুকু রেখে যাক।
আমি কিন্তু ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ধর্মময়তা গুণে আমি পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

## সাম ১৮ বিজয়ের জন্য ধন্যবাদগীতি

*ঈশ্বর আমাদের সপক্ষে থাকলে কেবা দাঁড়াবে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৮:৩১)।

ধুয়ো : আমি * তোমাকে ভালবাসি, প্রভু।
তুমিই তো আমার বল।

আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!
প্রভুই আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
আমার ঢাল, আমার ত্রাণশক্তি, আমার দুর্গ।
আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি,
আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।

মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরেছিল আমায়,
ধ্বংসের খরস্রোত আতঙ্কিত করেছিল আমায়;
পাতালের বাঁধন আমায় ঘিরে ফেলেছিল,
সম্মুখীন ছিল মৃত্যুর ফাঁদ।

সেই সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম,
আমার পরমেশ্বরের কাছে চিৎকার করলাম;
তাঁর মন্দির থেকে তিনি শুনলেন আমার কণ্ঠ,
আমার সেই চিৎকার তাঁর কানে গেল।

পৃথিবী টলে উঠল, কাঁপতে লাগল; †
পাহাড়পর্বতের ভিত আলোড়িত হল,
টলে উঠল তিনি রেগে উঠেছিলেন বলে।
তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে উদ্গীর্ণ হল ধোঁয়া, †
তাঁর মুখ থেকে সর্বগ্রাসী আগুন;
তাঁর কাছ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার।

আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন,
ঘোর তমসা ছিল তাঁর পদতলে।
খেরুব-পিঠে চড়ে তিনি উড়তে লাগলেন,
বায়ুর পাখায় ভর করে ভেসে এলেন।

অন্ধকারকে তিনি করলেন নিজের সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
কালো জলরাশি, ঘন ঘন মেঘ ছিল তাঁর তাঁবু।
তাঁর অগ্রণী দীপ্তি থেকে নির্গত হল মেঘপুঞ্জ,
শিলাবৃষ্টি ও জ্বলন্ত অঙ্গার।

প্রভু আকাশ থেকে বজ্রনাদ করলেন,
পরাৎপর শোনালেন নিজ কণ্ঠস্বর।
তীর ছুড়ে ছুড়ে তিনি ওদের ছত্রভঙ্গ করলেন,
বিদ্যুৎ হেনে ওদের বিহ্বল করলেন।

তোমার ধমকে, প্রভু,
তোমার নাকের ফুৎকারের তাড়নায়
দেখা দিল সাগরের তলদেশের স্রোত,
অনাবৃত হল জগতের ভিত।

ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি আমায় ধরলেন,
জলরাশি থেকে আমায় টেনে তুললেন,
শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন, †
আমার সেই বিদ্বেষীদের হাত থেকে,
যারা আমার চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল।

আমার বিপদের দিনে ওরা রুখে দাঁড়াল আমার সামনে,
প্রভু কিন্তু হলেন অবলম্বন আমার ;
তিনি আমাকে বের করে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে,
আমাতে প্রীত বলেই আমাকে নিস্তার করলেন।

প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে প্রতিদান দেন,
আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন ;
কারণ আমি পালন করেছি প্রভুর পথসকল,
আমার পরমেশ্বরকে ত্যাগ করেছি, তেমন কুকর্ম করিনি।

তাঁর সমস্ত সুবিচার রয়েছে আমার সামনে,
আমি তাঁর বিধিনিয়মও সরিয়ে দিইনি আমা থেকে,
বরং তাঁর সঙ্গে থেকেছি নিষ্কলঙ্ক,
অন্যায় থেকে নিজেকে রেখেছি মুক্ত।
প্রভু আমার ধর্মময়তা অনুযায়ী আমাকে পুরস্কৃত করেন,
তাঁর দৃষ্টিতে আমার হাতের শুচিতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করেন।

সৎমানুষের প্রতি তুমি সৎ,
খাঁটি মানুষের প্রতি তুমি খাঁটি ;
পুণ্যবানের প্রতি তুমি পুণ্যবান,
কুটিলের প্রতি তুমি কিন্তু বিচক্ষণ।
হ্যাঁ, বিনীত জনগণকেই তুমি পরিত্রাণ কর,
গর্বোদ্ধতদের চোখ কিন্তু অবনত কর।

তুমিই তো, প্রভু, আমার প্রদীপ আলোময় করে রাখ,
আমার পরমেশ্বরই আমার অন্ধকার উজ্জ্বল করে তোলেন।
তোমার সঙ্গে আমি সেনাদলের বিরুদ্ধে ছুটেই যাব,
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে লাফ দিয়ে প্রাচীর পার হতে পারব।

তিনিই ঈশ্বর, তাঁর পথ নিখুঁত,
প্রভুর কথা পরিশুদ্ধ ;
তাঁর আশ্রয় নিয়েছে যারা,
তিনি নিজেই তাদের সকলের ঢাল।

আসলে, প্রভু ছাড়া, কেবা পরমেশ্বর?
আমাদের পরমেশ্বর ব্যতীত, শৈল কেইবা আছে?
ঈশ্বর যিনি, তিনিই আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধেন,
তিনিই নিখুঁত করেন আমার চলার পথ।

তিনি আমার পা হরিণীর পায়ের মত করেন,
তাঁরই গুণে আমি পর্বতশিখরে অবিচল হয়ে থাকতে পারি;
তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল করে তোলেন,
তাই আমার বাহু ব্রঞ্জের ধনুক বাঁকাতে পারে।

তুমি আমাকে দিয়েছ তোমার বিজয়ের ঢাল, †
আমায় ধরে রেখেছে তোমার ডান হাত,
তোমার রণশিক্ষা আমায় করেছে মহান;
প্রসারিত করেছ আমার চলার পথ,
তাই টলেনি আমার দু'টো পা।

আমার শত্রুদের ধাওয়া করে আমি ধরেই ফেলেছি তাদের,
আর ফিরে আসিনি তাদের শেষ না করে দিয়ে।
তাদের চূর্ণ করেছি, আর উঠতে পারেনি তারা,
পড়েছে আমার পদতলে।

যুদ্ধের জন্য তুমি আমার কোমরে শক্তির বন্ধনী বাঁধলে,
আমার আক্রমণকারীদের আমার অধীনে নত করলে,
আমাকে দেখিয়েছ আমার শত্রুদের পিঠ,
আমার বিদ্বেষীদের আমি স্তব্ধ করে দিলাম।

চিৎকার করছিল তারা, কিন্তু তাদের ত্রাণ করার মত কেউই ছিল না,
প্রভুর কাছেও, তিনি কিন্তু সাড়া দিলেন না।
আমি তাদের গুঁড়িয়ে দিলাম বাতাসে ওড়া ধুলার মত,
তাদের মাড়িয়ে দিলাম পথের কাদার মত।

জনতার বিদ্রোহ থেকে তুমি রেহাই দিয়েছ আমায়,
আমায় রেখেছ জাতিসকলের শীর্ষপদে।
অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে,
আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।
বিদেশীরা আমাকে অনুনয়-বিনয় করে,
বিদেশীরা ম্লান হয়ে দুর্গ ছেড়ে কম্পিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল!
আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!
হে ঈশ্বর, তুমিই তো আমার পক্ষে প্রতিশোধ নাও, †
জাতিসকলকে আমার অধীনে আন,
তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও,
তুমি তো আমার আক্রমণকারীদের ঊর্ধ্বেই আমাকে তুলে আন,
হিংসক মানুষের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তাই প্রভু, জাতি-বিজাতির মাঝে আমি করব তোমার স্তুতি,
করব তোমার নামের গুণগান।
তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন,
তাঁর মশীহের প্রতি, দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু।
তুমিই তো আমার বল।

## সাম ১৯ সৃষ্টি ও ঐশবিধানের সৌন্দর্য

*উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে এলেন, আমাদের চরণ চালনা করতে শান্তির পথে* (লুক ১:৭৮-৭৯)।

ধুয়ো : আকাশমণ্ডল * বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, * পৃথিবীর রাজাদের সর্বোচ্চ রাজা যিনি, সেই প্রভু আসছেন ;
সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত।

আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব,
গগনতল ঘোষণা করছে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি ;
দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে,
রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে।

নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী,
শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর,
তবু সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের স্বরধ্বনি,
বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন।

সেখানে তিনি তাঁবু গাড়লেন সূর্যেরই জন্য †
যে বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে এসে
বীরের মতই মেতে ওঠে পথে দৌড়োবার জন্য ;
আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে সে অপর প্রান্তে পরিক্রমা করে,
কিছুই এড়াতে পারে না কো তার উত্তাপ।

প্রভুর বিধান নিখুঁত,
প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে ;
প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য,
সরলমনাকে প্রজ্ঞাবান করে।

প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য,
হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে ;
প্রভুর আজ্ঞা নির্মল,
চোখে আলো দান করে।

প্রভুভয় শুদ্ধ, চিরস্থায়ী,
প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়,
সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান,
মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও সুমধুর।

সেগুলি দ্বারা তোমার এ দাস সতর্ক হয়ে ওঠে,
সেগুলি পালনে রয়েছে মহালাভ।
নিজের ভুলভ্রান্তি কেবা বুঝতে পারে?
আমার অজ্ঞাত পাপ ক্ষমা কর।

স্পর্ধা থেকেও তোমার এ দাসকে দূরে রাখ,
তা যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে;
তবেই আমি হব পুণ্যবান,
গুরু অন্যায় থেকে নিষ্কলঙ্ক।

তোমার গ্রহণযোগ্য হোক আমার মুখের কথা,
তোমার সম্মুখীন হোক আমার হৃদয়ের জপন,
ওগো প্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিসাধক।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, পৃথিবীর রাজাদের সর্বোচ্চ রাজা যিনি, সেই প্রভু আসছেন;
সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত।

## সাম ২০ মশীহ-রাজার মঙ্গলপ্রার্থনা

*যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে* (প্রেরিত ২:২১)।

ধুয়ো : বিজয়মুকুটে * ঈশ্বর তাঁর খ্রিষ্টকে ভূষিত করলেন।

সঙ্কটের দিনে প্রভু তোমাকে সাড়া দিন,
যাকোবের পরমেশ্বরের নাম তোমাকে নিরাপদে রাখুক।

পবিত্রধাম থেকে তিনি তোমার কাছে সাহায্য প্রেরণ করুন,
সিয়োন থেকে তোমাকে সুস্থির রাখুন।

তিনি স্মরণ করুন তোমার সকল অর্ঘ্যদান,
তোমার আহুতি গ্রহণ করুন।
তোমার মনোবাঞ্ছা মঞ্জুর করুন,
তোমার যত প্রকল্প সফল করুন।

তোমার বিজয়ের জন্য আমরা আনন্দধ্বনি তুলব,
আমাদের পরমেশ্বরের নামে পতাকা উত্তোলন করব;
তোমার সকল যাচনা
পূরণ করুন প্রভু।

এখন আমি জানি—
প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করেন;
তাঁর ডান হাতের বিজয়ী পরাক্রম দ্বারা
তাঁর পবিত্র স্বর্গ থেকে তাঁকে সাড়া দিলেন।

কেউ যুদ্ধরথে, আবার কেউ অশ্বে প্রতাপশালী,
আমরা কিন্তু প্রতাপশালী আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামে।
ওরা হাঁটু পেতে লুটিয়ে পড়ে,
আমরা কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, থাকি অবিচল।

রাজাকে বিজয়ী কর, প্রভু!
আমরা ডাকলে সেদিন আমাদের সাড়া দাও।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : বিজয়মুকুটে ঈশ্বর তাঁর খ্রিষ্টকে ভূষিত করলেন।

## সাম ২১ মশীহ-রাজার বিজয়লাভে ধন্যবাদগীতি

*পুনরুত্থান করায় খ্রিষ্ট লাভ করলেন চিরজীবন, লাভ করলেন চিরগৌরব* (সাধু ইরেনেউস)।

ধুয়ো : বাদ্যের ঝঙ্কারে * আমরা, হে প্রভু, গাইব
তোমার পরাক্রমের গুণগান।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বশক্তিমান প্রভু * সিয়োন থেকে আসছেন,
আসছেন তাঁর আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

প্রভু, তোমার শক্তিতে রাজা আনন্দিত,
তোমার বিজয়দানে তিনি কতই না উল্লসিত!
তাঁর মনোবাঞ্ছা তুমি করেছ মঞ্জুর,
অগ্রাহ্য করনি তাঁর ওষ্ঠের অভিলাষ।

মঙ্গল আশিসদানে তুমি তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে
খাঁটি সোনার মুকুটেই তাঁর মাথা করেছ বিভূষিত।
তোমার কাছে তিনি যাচনা করলেন জীবন, তা মঞ্জুর করেছ তাঁকে,
দীর্ঘায়ু চিরদিন চিরকাল। (ধুয়ো)

তোমার বিজয়দানে তাঁর গৌরব মহান,
প্রভা ও মহিমায় তাঁকে করেছ শ্রীমণ্ডিত;
তাঁকে করেছ চিরকালীন আশিসধারার আধার,
তোমার উপস্থিতির আনন্দে তাঁকে করেছ আনন্দিত।

রাজা প্রভুতেই তো ভরসা রাখেন,
পরাৎপরের কৃপাগুণে তিনি টলবেন না।
তোমার হাত তোমার সকল শত্রুকে খুঁজে এনে ধরবে,
তোমার ডান হাত তোমার বিদ্বেষীদের খুঁজে বের করবে। (ধুয়ো)

তোমার আবির্ভাবের দিনে তুমি তাদের একটা অগ্নিকুণ্ডই করবে,
সক্রোধে প্রভু তাদের গ্রাস করবেন, আগুন তাদের কবলিত করবে।
তুমি তাদের সন্তানদের বিলোপ করবে পৃথিবী থেকে,
তাদের বংশকে আদমসন্তানদের মধ্য থেকে।

তোমার বিরুদ্ধে তারা দুরভিসন্ধি করেছে, খাটিয়েছে ফন্দি,
তবুও তারা কিছুই পারবে না,
কারণ তখন তারা পিঠ ফেরাবে,
যখন তুমি ধনুক বেঁকিয়ে তাদের মুখ লক্ষ করবে। (ধুয়ো)

তোমার শক্তিতে উন্নীত হও, ওগো প্রভু,
বাদ্যের ঝঙ্কারে আমরা গাইব তোমার পরাক্রমের গুণগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : বাদ্যের ঝঙ্কারে আমরা, হে প্রভু, গাইব
তোমার পরাক্রমের গুণগান।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বশক্তিমান প্রভু সিয়োন থেকে আসছেন,
আসছেন তাঁর আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

## সাম ২২ প্রভু শোনেন দুঃখীর আর্তনাদ

*যিশু জোরে চিৎকার করে বলে উঠলেন: 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?'* (মথি ২৭:৪৬)।

ধুয়ো : আমরা * তাঁকে দেখেছি—
অবজ্ঞাতই তিনি, কষ্টভোগী মানুষ, যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত।

'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?'
আমার গর্জনের যত বাণী থেকে
দূরেই রয়েছে আমার পরিত্রাণ!

হে আমার পরমেশ্বর, দিনমানে ডাকি, কিন্তু তুমি দাও না সাড়া,
রাতেও ডাকি, বিরাম নেই তো আমার।
অথচ তুমি সেই পবিত্রজন, তুমি সিংহাসনে সমাসীন,
তুমি ইস্রায়েলের প্রশংসাবাদ।

তোমাতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভরসা রাখল,
ভরসা রাখল আর তাদের তুমি রেহাই দিলে।
তারা তোমার কাছে চিৎকার করেই নিষ্কৃতি পেল,
তোমাতে ভরসা রেখেই তাদের লজ্জিত হতে হল না।

কিন্তু আমি তো কীট, মানুষ নই,
লোকদের অপবাদ, জনতার অবজ্ঞার পাত্র।
আমাকে দেখে সকলে উপহাস করে,
মুখ বেঁকিয়ে নাড়ায় মাথা—

‘প্রভুর উপর ও নির্ভর করেছে, ওকে তিনিই রেহাই দিন;
ওর প্রিয়জন বলে ওকে তিনিই উদ্ধার করুন।’
অথচ তুমিই গর্ভ থেকে আমাকে বের করে আনলে,
মাতৃবক্ষে নিরাপদে রাখলে আমায়;

জন্ম থেকে আমি তোমার হাতে সমর্পিত,
মাতৃগর্ভ থেকে তুমি তো আমার ঈশ্বর।
আমা থেকে দূরে থেকো না,
কারণ সঙ্কট আসন্ন! সহায়ক কেউ নেই!

আমাকে ঘিরে ফেলেছে অনেক বৃষ,
বাশানের বলিষ্ঠ বৃষ ছেঁকে ধরেছে আমায়;
গ্রাসোদ্যত গর্জমান সিংহের মত
ওরা আমার দিকে ব্যাদান করছে মুখ।

আমি জলের মত পতিত, আমার সকল হাড় গ্রন্থিচ্যুত,
আমার হৃদয় মোমের মত হয়ে বুকের মধ্যে গলে যায়।
পাথরকুচির মত শুষ্ক আমার গলা, †
তালুতে লাগানো আমার জিভ ;
তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়।

কুকুরের পাল আমাকে ঘিরে ফেলেছে, চারদিকে দুরাচারের দল ;
আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা,
আমি আমার সকল হাড় গুনতে পারি,
ওরা আমার উপর দৃষ্টি রেখে তাকায়—

ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে,
আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে।
তুমি কিন্তু, ওগো প্রভু, দূরে থেকো না,
ওগো শক্তি আমার, আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো।

খড়্গের আঘাত থেকে আমার প্রাণ,
কুকুরের গ্রাস থেকে আমার এই একমাত্র জীবন উদ্ধার কর ;
আমায় ত্রাণ কর সিংহের মুখ থেকে, বন্য বৃষের িশং থেকে ;
হ্যাঁ, তুমি সাড়া দিয়েছ আমায়।

তাই আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।
তাঁর প্রশংসা কর তোমরা, প্রভুভীরু, †
তাঁর গৌরবকীর্তন কর, সমগ্র যাকোবকুল,
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও, সমগ্র ইস্রায়েলকুল।

তিনি তো অবজ্ঞা করেননি,
ঘৃণাও করেননি অবনমিতের অবনতি ;

তার কাছ থেকে শ্রীমুখও লুকিয়ে রাখেননি,
বরং সে চিৎকার করলেই তিনি তাকে সাড়া দিলেন।

তুমিই আমার প্রশংসাবাদের পাত্র মহা জনসমাবেশে,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের সামনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব;
বিনম্ররা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে; †
প্রভুর অন্বেষী সকল তাঁর প্রশংসা করবে—
'তোমাদের হৃদয় চিরজীবী হোক!'

পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে,
জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার,
তিনি জাতি-বিজাতির উপর প্রভুত্ব করেন।

যারা পৃথিবী-গর্ভে সুপ্ত, তারা তাঁকেই শুধু প্রণাম করবে; †
যারা ধুলায় নেমে গেল, তারা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাতবে:
তিনিই বাঁচিয়ে রাখেননি তাদের প্রাণ।
কোন এক বংশধারা তাঁর সেবা করবে,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে প্রচারিত হবে প্রভুর কথা;

তারা তাঁর ধর্মময়তার কথা ঘোষণা করবে,
যে জাতি একদিন জন্ম নেবে, সেই জাতির মানুষকে তারা বলবে:
'তিনিই এসব কিছু সাধন করলেন।'
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো: আমরা তাঁকে দেখেছি—
অবজ্ঞাতই তিনি, কষ্টভোগী মানুষ, যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচিত।

## সাম ২৩ উত্তম পালক

*মেষশাবক নিজেই হবেন তাদের পালক, তিনি তাদের নিয়ে যাবেন জীবন-জলের উৎসধারে* (প্রকাশ ৭:১৭)।

ধুয়ো : নবীন ঘাসের মাঠে, * শান্ত জলের কূলে
আমায় শুইয়ে রাখেন আমার প্রভু।
১৭–২৩ ডিঃ : একটু * ফিরে তাকাও, প্রভু,
তোমার দাসদের কাছে আসতে আর দেরি করো না।

প্রভু আমার পালক ;
অভাব নেই তো আমার ;
আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে,
আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে ;

তিনি সঞ্জীবিত করেন আমার প্রাণ,
তাঁর নামের খাতিরে আমায় চালনা করেন ধর্মপথে।
মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই,
আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। (ধুয়ো)

তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।
আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট আমার শত্রুদের সামনে ;
আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর ;
আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।

মঙ্গল ও কৃপাই হবে আমার সহচর
আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে,
আমি প্রভুর গৃহে ফিরব—চিরদিনের মত !
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : নবীন ঘাসের মাঠে, শান্ত জলের কূলে
আমায় শুইয়ে রাখেন আমার প্রভু।
১৭–২৩ ডিঃ : একটু ফিরে তাকাও, প্রভু,
তোমার দাসদের কাছে আসতে আর দেরি করো না।

## সাম ২৪ মন্দিরে প্রভুর প্রবেশ

*যখন খ্রিষ্ট প্রভু স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখন স্বর্গের তোরণদ্বার খুলে গেল* (সাধু ইরেনেউস)।

ধুয়ো : হে তোরণ, * উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।

প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু,
জগৎ ও জগদ্বাসী সকল;
তিনি সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন,
নদনদীর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন। (ধুয়ো)

প্রভুর পর্বতে কে গিয়ে উঠবে,
তাঁর পবিত্রধামে কে থাকতে পারবে?
সেই তো, যার হাত নির্দোষ, শুদ্ধ যার হৃদয়,
অলীকতার প্রতি যে তোলে না প্রাণ, নেয় না ছলনার শপথ।

সেই তো পাবে প্রভুর কাছ থেকে আশিসধারা,
তার ত্রাণেশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তা পাবে।
এই তো তাঁর সেই অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,
তোমার শ্রীমুখ অন্বেষী, যাকোবের ঈশ্বর। (ধুয়ো)

হে তোরণ, উত্তোলন কর শির, †
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
কে এই গৌরবের রাজা?
শক্তিমান পরাক্রমী প্রভু, যুদ্ধে পরাক্রমী প্রভু।

হে তোরণ, উত্তোলন কর শির, †
উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।
এই গৌরবের রাজা, তিনি কে?
সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনিই গৌরবের রাজা।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে তোরণ, উত্তোলন কর শির!
প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।

## সাম ২৫ ঐশকৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা

*আমাদের আশা কখনও ব্যর্থ হবে না* (রো ৫:৫)।

ধুয়ো : প্রভুর দিকেই * নিবদ্ধ আমার চোখ।

তোমার প্রতি, প্রভু, তুলে ধরি আমার প্রাণ;
তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি;
আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়,
আমার শত্রুরা যেন আমার উপর জয়োল্লাস না করে।

যারা তোমাতে আশা রাখে,
তারা কেউই লজ্জা পাবে না;
তারাই লজ্জা পাবে,
যারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।

তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও,
তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর, তোমাতেই আশা রাখি সারাদিন। (ধুয়ো)

তোমার স্নেহ, তোমার কৃপা মনে রেখ, প্রভু,
অনাদিকাল থেকেই সেই স্নেহ, সেই কৃপা।
আমার যৌবনকালের পাপ ও অন্যায় মনে রেখো না, †
তোমার কৃপায় আমায় মনে রেখ
তোমার মঙ্গলময়তার খাতিরে, প্রভু।

প্রভু মঙ্গলময়, ন্যায়শীল,
তাই পাপীদের তিনি শেখান তাঁর আপন পথ।
ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন,
বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।

যারা তাঁর সন্ধি, তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।
তোমার নামের দোহাই, প্রভু,
ক্ষমা কর আমার অপরাধ—কতই না বড় অপরাধ। (ধুয়ো)

কে সেই মানুষ যে প্রভুকে করে ভয়?
তিনি তাকে দেখাবেন কোন্ পথ বেছে নিতে হবে।
তার প্রাণ মঙ্গলময়তায় দিন যাপন করবে,
তার বংশ পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

যারা প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্যই তাঁর মনের গোপন কথা;
তিনি তাদের জানান তাঁর সন্ধির কথা।
প্রভুর দিকেই নিবদ্ধ আমার চোখ,
তিনি তো আমার পা জাল থেকে বের করে দেন।

আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমাকে দয়া কর,
আমি যে একাই, আমি যে দুঃখী।
আমার অন্তরের যত সঙ্কট দূর করে দাও,
আমার যত ক্লেশ থেকে আমায় বের করে আন। (ধুয়ো)

আমার অবনতি, আমার দুর্দশা দেখ,
হরণ কর গো আমার সকল পাপ।
দেখ আমার শত্রুদের—অনেকেই তারা,
তারা তীব্র ঘৃণায় আমাকে ঘৃণা করে।

আমার প্রাণ রক্ষা কর, উদ্ধার কর আমায়;
আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়—তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।
সততা সরলতা আমাকে পালন করুক,
তোমাতেই যে রেখেছি আশা।

পরমেশ্বর, ইস্রায়েলকে মুক্ত কর
তার সকল সঙ্কট থেকে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর দিকেই নিবদ্ধ আমার চোখ।

## সাম ২৬ নির্দোষ মানুষের প্রার্থনা

*ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির আগেই খ্রিষ্টে আমাদের মনোনীত করে রেখেছিলেন, আমরা যেন তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্যই হয়ে উঠতে পারি* (এফে ১:৪)।

ধুয়ো : প্রভুতেই * ভরসা রেখেছি,
আমি টলব না।

১৭–২৩ ডিঃ : হে প্রভু, * পৃথিবীতে যেন জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

আমার সুবিচার কর, প্রভু,—সততায় চলেছি আমি ;
প্রভুতেই ভরসা রেখেছি, আমি টলব না।
আমাকে পরীক্ষা কর, প্রভু, আমাকে যাচাই কর,
আগুনে শোধন কর আমার অন্তর, আমার হৃদয়।

তোমার কৃপা তো আমার চোখের সামনে,
আমি তোমার সত্যে চলি।
আমি মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে বসি না, যাই না ভণ্ডদের সঙ্গে,
অপকর্মাদের সংসর্গ ঘৃণা করি, বসি না দুর্জনদের সঙ্গে। (ধুয়ো)

নির্দোষিতায় হাত ধুয়ে তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করতে করতে, প্রভু,
আমি স্তুতিবাদ জানাই, বর্ণনা করি তোমার সকল আশ্চর্য কাজ।
তোমার আবাস, তোমার এই গৃহ ভালবাসি, প্রভু,
এই স্থানটি, যেখানে বিরাজে তোমার গৌরব।

আমার প্রাণ হরণ করো না কো পাপীদের সঙ্গে,
আমার জীবন রক্তলোভী লোকদের সঙ্গে ;
অধর্মই তো তাদের হাতে,
অন্যায়-উপহারে পূর্ণই তাদের ডান হাত। (ধুয়ো)

আমি কিন্তু সততায় চলি,
আমার মুক্তি সাধন কর, আমাকে দয়া কর।
আমার পা থাকে সমতল পথে ;
মহা জনসমাবেশে আমি প্রভুকে ধন্য বলব।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুতেই ভরসা রেখেছি,
আমি টলব না।

১৭–২৩ ডিঃ : হে প্রভু, পৃথিবীতে যেন জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

## সাম ২৭ বিপদের দিনে প্রভুতেই ভরসা

*দেখ, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের আবাস* (প্রকাশ ২১:৩)।

ধুয়ো : প্রভুই * আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
কাকে ভয় করব আমি?

১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই * আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
কাকে ভয় করব আমি?
প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ,
কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

আমাকে গ্রাস করবার জন্য
যখন আমার বিরুদ্ধে অপকর্মারা এগিয়ে আসে,
তখন আমার বিপক্ষ ও শত্রু যারা,
তারাই হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।

আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়,
আমার হৃদয় ভয় করবে না;
আমার বিরুদ্ধে যদিও যুদ্ধ বাধে,
তখনও আমি ভরসা রাখব। (ধুয়ো)

প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—
আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন,

প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি,
তাঁর মন্দির দর্শনে যেন মুগ্ধ হতে পারি।

তিনি তো অশুভ দিনে
আপন কুটিরে লুকিয়ে রাখবেন আমায়,
আপন তাঁবু-নিভৃতে আমায় গোপন করে রাখবেন,
শৈলশিখরে আমায় তুলে আনবেন।

তখন যত শত্রু ঘিরে ফেলেছে আমায়,
তাদের উপর আমার মাথা উঁচু করব ;
জয়ধ্বনি তুলে তাঁর তাঁবুতে আমি বলি উৎসর্গ করব,
বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান। (ধুয়ো)

শোন, প্রভু, আমার কণ্ঠ—ডাকছি তো আমি :
আমাকে দয়া কর, আমাকে সাড়া দাও।
তোমার বিষয়ে আমার অন্তর বলে : †
'তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর তোমরা,'
আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি, প্রভু।

আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না তোমার শ্রীমুখ,
ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার দাসকে সরিয়ে দিয়ো না—তুমিই যে আমার সহায় ;
আমায় দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমায় পরিত্যাগ করো না, ত্রাণেশ আমার।

আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন,
প্রভু কিন্তু গ্রহণ করলেন আমায়। (ধুয়ো)

তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে চালনা কর সরল পথে ;

আমার বিপক্ষদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না,
মিথ্যাসাক্ষীর দল আমার বিরুদ্ধে উঠে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হিংসা ছড়ায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—
প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।
প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, শক্ত হও,
তোমার অন্তর দৃঢ় হোক, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ,
কাকে ভয় করব আমি?

১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

## সাম ২৮ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা ও ধন্যবাদ

*হে পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ* (যোহন ১১:৪১)।

ধুয়ো : প্রভুই * আমার শক্তি,
তাঁর উপরেই আমার অন্তর নির্ভরশীল।

১৭–২৩ ডিঃ : কালের পূর্ণতা * এবার এসে গেছে:
ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

হে প্রভু, আমার শৈল, চিৎকার ক'রে আমি তোমাকে ডাকছি,
আমার প্রতি বধির থেকো না;
তুমি আমার প্রতি মৌন থাকলে,
তবে আমি তাদেরই মত হব যারা সেই গর্তে নেমে যায়।

যখন আমি তোমার কাছে চিৎকার করি, †
যখন তোমার পরম পবিত্রস্থানের দিকে দু'হাত তুলি,
তখন তুমি শোন গো আমার মিনতির কণ্ঠ।
আমায় টেনে নিয়ে যেয়ো না দুর্জন আর অপকর্মাদের সঙ্গে,
বন্ধুদের সঙ্গে ওরা শান্তির কথা বলে, কুকর্মই কিন্তু ওদের হৃদয়ে।

ওদের কর্ম, ওদের কুকাজ অনুযায়ী ওদের প্রতিফল দাও, †
ওদের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দাও,
দাও ওদের যোগ্য প্রতিদান।
প্রভুর কর্মকীর্তি, তাঁর হাতের কর্মকাণ্ড ওরা বোঝেনি,
তাই তিনি ওদের ভেঙে দিয়ে আর পুনর্নির্মাণ করবেন না।

ধন্য প্রভু! তিনি তো শুনেছেন আমার মিনতির কণ্ঠ, †
প্রভুই আমার শক্তি, আমার ঢাল;
তাঁর উপরেই আমার অন্তর নির্ভরশীল;
আমি সহায়তা পেয়েছি বলেই আমার অন্তর উল্লসিত,
গানে গানে আমি তাঁকে বলি, 'ধন্যবাদ।'

প্রভুই তাঁর আপন জাতির শক্তি,
তিনিই তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের আশ্রয়দুর্গ, তাঁর পরিত্রাণ;
তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুই আমার শক্তি,
তাঁর উপরেই আমার অন্তর নির্ভরশীল।

১৭–২৩ ডিঃ : কালের পূর্ণতা এবার এসে গেছে :
ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

## সাম ২৯ ঐশকণ্ঠের মাহাত্ম্য

*স্বর্গ থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর বলে উঠল : এ আমার পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন* (মথি ৩:১৭)।

ধুয়ো : প্রভুর মন্দিরে * প্রভুকে পূজা কর তোমরা :
রাজারূপে তিনি চিরসমাসীন।

প্রভুতে আরোপ কর তোমরা, হে ঈশ্বরের সন্তান,
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি।
প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, †
গৌরবের ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন,
প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত।
প্রভুর কণ্ঠস্বর শক্তিশালী,
প্রভুর কণ্ঠস্বর মহিমময়। (ধুয়ো)

প্রভুর কণ্ঠস্বর এরসগাছ ভেঙে ফেলে,
প্রভু লেবাননের এরসগাছ ভেঙে ফেলেন।
তাঁর কণ্ঠস্বরে লেবানন লাফিয়ে ওঠে বাছুরের মত,
সিরিয়োন মহিষশাবকের মত।

প্রভুর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেয় আগুনের বিদ্যুৎমালা, †
প্রভুর কণ্ঠস্বর প্রান্তর কম্পিত করে,
প্রভু কাদেশ প্রান্তর কম্পিত করেন।

প্রভুর কণ্ঠস্বরে হরিণী প্রসব করে, †
বনের পাতা খসে পড়ে।
তাঁর মন্দিরে সবাই বলে ওঠে: 'গৌরব!' (ধুয়ো)

প্রভু জলপ্লাবনের উপরে সমাসীন,
প্রভু রাজারূপে চিরসমাসীন।
প্রভু তাঁর আপন জাতিকে শক্তি দেন,
প্রভু তাঁর আপন জাতিকে ধন্য করেন শান্তিদানে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো: প্রভুর মন্দিরে প্রভুকে পূজা কর তোমরা:
রাজারূপে তিনি চিরসমাসীন।

## সাম ৩০ মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্য ধন্যবাদ

*গৌরবময় পুনরুত্থানের জন্য খ্রিষ্ট পিতাকে ধন্যবাদ জানান* (কাসিয়ানুস)।

ধুয়ো: তোমার * বন্দনা করব, প্রভু;
তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।

১৭–২৩ ডিঃ: তাঁর পবিত্রধাম থেকে * বেরিয়ে আসবেন প্রভু;
আসবেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

তোমার বন্দনা করব, প্রভু: তুমি যে তুলে নিয়েছ আমায়,
আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে।
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিৎকার করেছি তোমার কাছে,
আর তুমি আমায় করেছ নিরাময়।

পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে এনেছ, প্রভু,
আমি সেই গর্তে নেমে যাচ্ছিলাম আর তুমি আমায় করেছ সঞ্জীবিত।
প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান কর, তাঁর ভক্তজন সকল,
তাঁর পবিত্রতা স্মরণ ক'রে কর তাঁর স্তুতিগান। (ধুয়ো)

কিছুক্ষণ ধরেই মাত্র তাঁর ক্রোধ,
কিন্তু তাঁর প্রসন্নতা জীবনপ্রসারী।
সন্ধ্যায় বিলাপের আগমন,
কিন্তু প্রভাতে আনন্দোচ্ছ্বাস।

আমার সুখের দিনে আমি বললাম :
'আমি টলব না!'
তোমার প্রসন্নতায় তুমি, প্রভু,
আমাকে স্থিতমূল করেছ প্রতাপশালী একটা পর্বতের মত। (ধুয়ো)

তুমি কিন্তু যখন লুকিয়ে রেখেছ শ্রীমুখ,
আমি তখন হয়ে পড়েছি সন্ত্রাসিত।
চিৎকার করে আমি তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
আমার প্রভুরই কাছে দয়া ভিক্ষা করছি।

কীবা লাভ, আমি যদি মরি,
সেই গহ্বরে যদি নেমে যাই?
ধুলাই কি করবে তোমার স্তুতি?
তা কি করবে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার? (ধুয়ো)

প্রভু, শোন, আমাকে দয়া কর,
প্রভু, হও তুমি আমার সহায়।
তুমি নৃত্যেই পরিণত করেছ আমার বিলাপ,
আমার চটের কাপড় খুলে দিয়ে আমায় পরিয়েছ আনন্দ-বসন ;

তাই আমার অন্তর নিরন্তর করবে তোমার স্তবগান,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, চিরকাল করব তোমার স্তুতিগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার বন্দনা করব, প্রভু ;
তুমি তুলে নিয়েছ আমায়।

১৭–২৩ ডিঃ : তাঁর পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে আসবেন প্রভু ;
আসবেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

## সাম ৩১ সঙ্কটকালে প্রভুর হাতে আত্মসমর্পণ

*'পিতা, তোমারই হাতে আমার আত্মা সঁপে দিই'* (লুক ২৩:৪৬)।

ধুয়ো : তোমার * শ্রীমুখের নিভৃতে আমাকে লুকিয়ে রাখ,
তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল।

প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দাও।
কান দাও, শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার কর।

হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়,
আমার পরিত্রাণের জন্য একটি দৃঢ় গিরিদুর্গ।
তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ,
তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

আমার জন্য গোপনে পাতা সেই জাল থেকে আমায় বের করে আন,
তুমিই তো আশ্রয়দুর্গ আমার।
তোমারই হাতে নিজেকে সঁপে দিই,
হে প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, সাধন কর আমার মুক্তিকর্ম!

যারা অলীক দেবমূর্তির সেবা করে, তাদের আমি ঘৃণা করি,
আমি কিন্তু প্রভুর উপরেই ভরসা রাখি।
তুমি আমার দশা দেখেছ, †
আমার প্রাণের যত সঙ্কট জেনেছ বলে
তোমার এই কৃপার জন্য আমি মেতে উঠব, আনন্দ করব।

তুমি আমাকে তুলে দাওনি কো শত্রুর হাতে,
বরং উন্মুক্ত স্থানেই রেখেছ আমার চরণ।
আমাকে দয়া কর, প্রভু ;
সঙ্কটে পড়ে আছি—

চোখ গলা অন্ত্ররাজি আমার, দুঃখে ক্ষীণ হয়ে আসে,
আমার জীবন বেদনায়, আমার আয়ুষ্কাল ক্রন্দনে নিঃশেষিত,
আমার বল কষ্টে টলমান,
আমার হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে।

আমার সকল বিরোধীর কাছে আমি অপবাদের পাত্র,
প্রতিবেশীদের কাছে শঙ্কার বস্তু,
পরিচিতদের কাছে মহাবিভীষিকা,
পথে আমাকে দেখে সকলে আমা থেকে পালিয়ে যায়।

মৃতের মত আমাকে ভুলে গেছে সবাই, †
আমি হয়েছি ফেলানো একটা পাত্রের মত।
শুনি অনেকের কানাকানি, চারদিকে শঙ্কা-ভয়।
আমার বিরুদ্ধে ওরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়,
আমার প্রাণ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে।

আমি কিন্তু তোমাতে ভরসা রাখি, প্রভু ;
আমি বলি, ‘তুমি আমার পরমেশ্বর,

তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল,’
আমার শত্রুদের, আমার নিপীড়কদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
তোমার কৃপায় ত্রাণ কর আমায়।
তোমাকে ডেকেছি, প্রভু!
আমি লজ্জায় না পড়ি যেন;

দুর্জনেরাই লজ্জায় পড়ুক,
ওরাই পাতালে থাকুক নিশ্চুপ।
নির্বাক্ হোক মিথ্যাপটু সেই ঠোঁট যা অহঙ্কার ও বিদ্রূপ দেখিয়ে
ধার্মিকের বিরুদ্ধে উদ্ধতভাবে কথা বলে।

কতই না মহান তোমার সেই মঙ্গলময়তা, প্রভু,
যা তাদের জন্য তুমি সঞ্চিত রাখ যারা ভয় করে তোমায়,
যা আদমসন্তানদের দৃষ্টিগোচরে
তুমি তোমার আশ্রিতজনকে মঞ্জুর কর।

মানুষের চক্রান্ত থেকে তুমি আপন শ্রীমুখের নিভৃতে তাদের লুকিয়ে রাখ,
জিভের আক্রমণ থেকে তুমি আপন কুটিরেই তাদের নিরাপদে রাখ।
ধন্য প্রভু! সুরক্ষিত নগরে আমার জন্য
তিনি সাধন করলেন তাঁর কৃপার আশ্চর্য কীর্তি।

বিহ্বল হয়ে আমি বলেছিলাম,
‘তোমার দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন আমি,’
তবু যখন তোমার কাছে চিৎকার করলাম,
তুমি তখন শুনলে আমার মিনতির কণ্ঠ।

প্রভুকে ভালবাস, তাঁর ভক্তজন সবাই, †
প্রভু আপন বিশ্বস্তদের রক্ষা করেন,
কিন্তু অহঙ্কারীর উপর অপর্যাপ্ত প্রতিফল দেন।
শক্ত হও, অন্তর দৃঢ় করে তোল তোমরা,
তোমরা সকলে, যারা প্রভুর প্রত্যাশায় আছ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার শ্রীমুখের নিভৃতে আমাকে লুকিয়ে রাখ,
তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল।

## সাম ৩২ ঐশক্ষমা লাভের জন্য ধন্যবাদ

*রাজা দাউদ সেই মানুষকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের কথা বাদে ধর্মময়তা আরোপ করেন* (রো ৪:৬)।

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, * যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না।

সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল,
আবৃত হল যার পাপ।
সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না,
যার আত্মায় ছলনা নেই।

নীরব থাকতাম বলে ক্ষয় ধরত আমার হাড়ে,
গর্জন করতাম সারাদিন।
দিনরাত ভারী ছিল আমার উপর তোমার হাত,
বিকৃত হচ্ছিল আমার বল গ্রীষ্মের তাপে যেন।

কিন্তু যখন আমার পাপ জানালাম তোমায়,
যখন আর আবৃত রাখিনি আমার অপরাধ,
যখন বললাম, ‘প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,’
তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের দণ্ড। (ধুয়ো)

তাই প্রতিটি ভক্তজন সঙ্কটকালে তোমার কাছে প্রার্থনা করুক;
বিশাল জলোচ্ছ্বাস এলেও তার নাগাল পাবেই না।
তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, †
সঙ্কট থেকে তুমিই তো রক্ষা কর আমায়,
মুক্তির আনন্দগানের মধ্যে তুমিই আমায় ঘিরে রাখ।

আমি তোমাকে সদ্বিবেচনা দেব, †
তোমাকে দেখাব তোমার চলার পথ,
তোমার উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে তোমাকে মন্ত্রণা দেব।
ঘোড়া ও খচ্চরের মত নির্বোধ হয়ো না তোমরা, †
বল্গা-লাগাম দিয়েই তাদের সামলাতে হয়,
নইলে তারা তোমার কাছে আসবে না।

দুর্জনের অনেক যন্ত্রণা আছে,
কিন্তু প্রভুতে যে ভরসা রাখে, কৃপাই তাকে ঘিরে থাকে।
প্রভুতে আনন্দ কর, মেতে ওঠ, ধার্মিকজন সকল,
সানন্দে চিৎকার কর তোমরা সবাই, সরলহৃদয় যারা।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না।

## সাম ৩৩ যত্নশীল প্রভুর উদ্দেশে স্তুতিগান

*বাণী দ্বারাই সবকিছু সৃষ্ট হল* (যোহন ১:৩)।

ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই * প্রশংসাগান সমীচীন।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, * পৃথিবীর রাজাদের সর্বোচ্চ রাজা যিনি, সেই প্রভু আসছেন ;
সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত।

প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল,
ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।
সেতারের সুরে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ,
দশতন্ত্রী বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর স্তবগান।

তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
নিপুণ হাতে সেতার বাজাও জয়ধ্বনির মধ্যে।

ন্যায়সঙ্গতই তো প্রভুর বাণী,
বিশ্বস্ততায় সাধিত তাঁর প্রতিটি কাজ।
তিনি ধর্মময়তা ও ন্যায় ভালবাসেন ;
পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ।

প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল,
তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।
তিনি যেন চর্মপুটেই সংগ্রহ করেন সাগরের জল,
ভাণ্ডারে রাখেন অতলের জল।

প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী,
তাঁকে শ্রদ্ধা করুক সকল জগদ্বাসী।
কারণ তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হয়,
তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হয়।

প্রভু দেশগুলির প্রকল্প ব্যর্থ করেন,
জাতিসকলের ভাবনা বিফল করেন,
প্রভুর প্রকল্প কিন্তু চিরস্থায়ী,
তাঁর হৃদয়ের ভাবনা যুগযুগস্থায়ী।

সুখী সেই দেশ,
প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর ;
সুখী সেই জাতি,
যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

প্রভু স্বর্গ থেকে তাকিয়ে সকল আদমসন্তানকে দেখেন,
নিজ বাসস্থান থেকে সকল মর্তবাসীর দিকে লক্ষ করেন ;
তিনিই তো গড়েছেন এক একজনেরই হৃদয়,
তিনিই তো বোঝেন তাদের সকল কাজ।

আপন সুবিপুল বাহিনীগুণে রাজা পান না কো পরিত্রাণ,
আপন মহাপ্রতাপে যোদ্ধাও উদ্ধার পায় না,
অশ্বও তো ত্রাণের জন্য বৃথা আশা,
তার প্রবল শক্তিবলেও সে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

কিন্তু দেখ, প্রভুর চোখ নিবদ্ধ তাদেরই প্রতি,
যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে,
তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন,
তাদের বাঁচিয়ে রাখবেন দুর্ভিক্ষের দিনে।

আমাদের প্রাণ প্রভুর প্রতীক্ষায় আছে,
তিনিই আমাদের সহায়, আমাদের ঢাল ;
তাঁকে নিয়ে আমাদের অন্তর আনন্দিত,
তাঁর পবিত্র নামেই যে আমরা ভরসা রাখি।

আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, পৃথিবীর রাজাদের সর্বোচ্চ রাজা যিনি, সেই প্রভু আসছেন ;
সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত।

## সাম ৩৪ প্রভুই ধার্মিকদের ত্রাণকর্তা

*তোমরা আস্বাদন করেছ প্রভু কতই না মঙ্গলময়* (১ পি ২:৩)।

ধুয়ো : শান্তির অন্বেষণ ক'রে * কর অনুসরণ।

সর্বদাই আমি প্রভুকে বলব ধন্য,
নিয়তই আমার মুখে তাঁর প্রশংসাবাদ।
প্রভুতে গর্ব করে আমার প্রাণ,
শুনুক, আনন্দ করুক বিনম্র সকল।

আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর,
এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।
প্রভুর অন্বেষণ করেছি, তিনি আমাকে সাড়া দিলেন,
যত ভয়-শঙ্কা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।
এই দীনহীন ডাকে, প্রভু শোনেন,
তার সকল সঙ্কট থেকে তাকে পরিত্রাণ করেন।

প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান,
তাদের নিস্তার করেন।

আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়,
সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন।

প্রভুকে ভয় কর, তাঁর পবিত্রজন সকল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের তো নেই কোন কিছুর অভাব।
যুবসিংহরা অভাবগ্রস্ত হয়ে ক্ষুধায় ভুগছে,
কিন্তু প্রভুর অন্বেষীদের নেই কোন মঙ্গলের অভাব।

এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন ;
তোমাদের শেখাব প্রভুভয়—
কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ?
মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা?

কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ,
ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ,
পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর,
শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।

ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ,
তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান ;
প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছেদ করার জন্য।

তারা চিৎকার করে, প্রভু শোনেন,
তাদের সকল সঙ্কট থেকে তাদের উদ্ধার করেন।
যারা ভগ্নহৃদয়, প্রভু তাদের কাছে কাছে থাকেন,
যাদের আত্মা বিচূর্ণ, তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন।

ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে,
কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন ;

তিনি তার প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন,
সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

কুকর্ম ঘটায় দুর্জনের মৃত্যু,
যারা ধার্মিককে ঘৃণা করে, তারা দণ্ডিত হবে।
প্রভু তাঁর আপন দাসদের প্রাণমুক্তি সাধন করেন;
তাঁর আশ্রিতজন কেউই দণ্ডিত হবে না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।

## সাম ৩৫ সঙ্কটের দিনে প্রভুই ত্রাতা

*সুখী তোমরা! তারা যখন তোমাদের বিদ্রূপ করবে এবং আমার কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে, তখন সুখী তোমরা! তখন আনন্দ কর, কর উল্লাস* (মথি ৫:১১-১২)।

ধুয়ো : আমার সাহায্যে * উত্থিত হও, প্রভু;
আমার প্রাণকে বল, 'আমিই তোমার পরিত্রাণ।'

যারা আমাকে অভিযুক্ত করে, তাদের অভিযুক্ত কর, প্রভু,
যারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।
হাতে নাও ঢাল ও রক্ষাফলক,
আমার সাহায্যে উত্থিত হও।

যারা আমাকে ধাওয়া করে,
তাদের বিরুদ্ধে বর্শা ও বল্লম হাতে ধর;

আমার প্রাণকে বল,
‘আমিই তোমার পরিত্রাণ।’

যারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা লজ্জিত অপমানিত হোক;
যারা আমার অনিষ্ট ভাবে,
তারা নতমুখ হয়ে পিছু হটে যাক। (ধুয়ো)

তারা বাতাসের সামনে তুষেরই মতন হোক,
তাদের ঠেলা দিন প্রভুর দূত।
তাদের পথ অন্ধকারময় পিচ্ছিল হোক,
তাদের ধাওয়া করুন প্রভুর দূত।

তারা আমার জন্য অকারণেই পেতেছে গোপন জাল,
আমার প্রাণের জন্য অকারণেই খুঁড়েছে গহ্বর।
তাদের উপর অজান্তেই নেমে আসুক সর্বনাশ, †
তাদের সেই গোপন জাল তাদেরই ধরুক,
সেখানে তাদের সর্বনাশে তারাই পড়ুক।

তখন আমার প্রাণ প্রভুতে উল্লাস করবে, তাঁর পরিত্রাণে মেতে উঠবে;
আমার সকল হাড় বলে উঠুক, ‘কেবা তোমারই মত, প্রভু?’
তুমিই তো দীনজনকে তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে,
দীনহীন ও নিঃস্বকে লুণ্ঠকের হাত থেকে উদ্ধার কর। (ধুয়ো)

উঠেছিল হিংসাত্মক সাক্ষীর দল;
আমি যা জানতাম না, তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করত;
মঙ্গলের প্রতিদানে আমার অনিষ্ট করত—
আমার প্রাণ, আহা, সন্তানবিহীন যেন!

অথচ তারা অসুস্থ হলে আমি চটের কাপড় পরতাম,
উপবাসে নিজেকে ক্লিষ্ট করতাম, অন্তরে প্রার্থনা জপতাম।
ঘুরে বেড়াতাম যেন বন্ধুর জন্য, আপন ভাইয়ের জন্যই দুঃখ ক'রে,
যেন মায়ের বিলাপে শোকার্ত হয়ে মাথা নত করে রাখতাম।

কিন্তু আমি পায়ে হোঁচট খেলে তারা আনন্দিত হয়ে একত্র হয়, †
আমার অজান্তে আমাকে আঘাত করতেই একত্র হয়,
আমার নিন্দা করে, কখনও থামে না।
এই অশুচি, এই বিদ্রূপকারী সকলে একজোট হয়ে
আমার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে। (ধুয়ো)

কতকাল তুমি তাকিয়ে থাকবে, প্রভু? †
তাদের হিংসা থেকে উদ্ধার কর আমার প্রাণ,
সিংহের দাঁত থেকে আমার একমাত্র জীবন।
মহা জনসমাবেশে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ,
সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ।

আমার মিথ্যাবাদী শত্রুসকল
আমাকে নিয়ে যেন আনন্দ না করে;
যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা যেন চোখ বেঁকিয়ে তামাশা না করে।

তারা বলে না কো শান্তির কথা,
দেশের শান্ত লোকদের বিরুদ্ধে ছলনা খাটায়।
আমার দিকে মুখ ব্যাদান ক'রে তারা বিদ্রূপ করে বলে,
'কী মজা! স্বচক্ষেই দেখেছি আমরা।' (ধুয়ো)

প্রভু, তুমি সবকিছু দেখেছ—বধির থেকো না!
প্রভু, আমা থেকে দূরে থেকো না!

জাগ! জেগে ওঠ আমার সুবিচারের জন্য,
আমার পক্ষসমর্থনের জন্য, পরমেশ্বর আমার, প্রভু আমার।

তোমার ধর্মময়তায় আমার বিচার কর, প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
আমাকে নিয়ে তারা যেন আনন্দ না করে;
তারা যেন মনে মনে না বলে, 'খুশি তো আমরা,'
যেন না বলে, 'গ্রাস করেছি তাকে।' (ধুয়ো)

যারা আমার অনিষ্ট নিয়ে আনন্দ করে,
তারা লজ্জিত হোক, হোক নতমুখ;
যারা আমার উপর বড়াই করে,
তারা লজ্জায় অপমানে পরিবৃত হোক।

যারা আমার ধর্মময়তায় প্রীত,
তারা সানন্দে চিৎকার করুক, করুক উল্লাস;
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'প্রভু মহান!
তিনি তাঁর দাসের শান্তিতে প্রীত।'

তখন আমার জিহ্বা জপ করে যাবে ধর্মময়তা তোমার,
তোমার প্রশংসাবাদ সারাদিন ধরে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার সাহায্যে উত্থিত হও, প্রভু;
আমার প্রাণকে বল, 'আমিই তোমার পরিত্রাণ।'

## সাম ৩৬ প্রভুতেই জীবনের উৎস

*যারা তৃষ্ণার্ত, আমি জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যেই জল দেব* (প্রকাশ ২১:৬)।

ধুয়ো : তোমাতেই * জীবনের উৎস;
তোমার পুলক নদীর জলে মোদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তুমি।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভুর আত্মা * আমার উপর অধিষ্ঠিত,
দীনদরিদ্রকে শুভসংবাদ শোনাতে তিনি প্রেরণ করেছেন আমায়।

দুর্জনের হৃদয়ে পাপের দৈবোক্তি বিরাজিত ;
ঈশ্বরভয় নেই তার চোখের সামনে।
সে এত তোষামোদে চোখে নিজেকে দেখে যে,
নিজের শঠতা খোঁজে না, তা ঘৃণাও করে না।

তার মুখের কথা অপকর্ম, ছলনাপূর্ণ,
সদ্বিবেচনা থেকে, সৎকাজ থেকে সে বিরত থাকে।
শয্যায় শুয়ে সে অপকর্মের কথা ভাবে,
কুপথে দাঁড়ায়, প্রত্যাখ্যান করে না সে অনাচার।

ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,
উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, †
মহা অতলের মত তোমার ন্যায়—
মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু।

ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান !
তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান ;
তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত,
তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।

তোমাতেই যে জীবনের উৎস !
তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।
যারা তোমায় জানে, তাদের দান করে থাক গো তোমার কৃপা,
সরলহৃদয়দের কাছে ধর্মময়তা তোমার।

অহঙ্কারী যেন আমার দিকে পা না বাড়াতে পারে,
দুর্জনের হাত আমাকে যেন না তাড়িত করে।
এই যে! লুটিয়ে পড়েছে অপকর্মার দল,
তারা নিক্ষিপ্তই এখন, উঠে দাঁড়াতে অক্ষম।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমাতেই জীবনের উৎস ;
তোমার পুলক নদীর জলে মোদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তুমি।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
দীনদরিদ্রকে শুভসংবাদ শোনাতে তিনি প্রেরণ করেছেন আমায়।

## সাম ৩৭ ধার্মিক ও দুর্জনের নিয়তি

*সুখী যারা বিনম্র! তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার* (মথি ৫:৫)।

ধুয়ো : প্রভুর সামনে * মেলে ধর তোমার পথ।

দুষ্কর্মার বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না ;
অপকর্মাদের বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ো না ;
তারা তো ঘাসের মত শীঘ্রই শুষ্ক হবে,
ম্লান হবে মাঠের তৃণের মত।

প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর,
এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর ;
প্রভুতে আনন্দ কর,
তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

প্রভুর সামনে মেলে ধর তোমার পথ,
তাঁর উপর ভরসা রাখ—কাজ করবেনই তিনি ;
তিনি তোমার ধর্মময়তা ফুটিয়ে তুলবেন আলোকেরই মত,
তোমার ন্যায্যতা মধ্যাহ্নেরই মত।

প্রভুর সামনে নিশ্চুপ হয়ে থাক,
তাঁর প্রতীক্ষা কর ;
যার পথ সমৃদ্ধ, যে ফন্দি খাটায়,
তেমন মানুষের বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না।

ক্রোধ থেকে দূরে থাক, রোষ বর্জন কর,
ক্ষুব্ধ হয়ো না—শুধু অমঙ্গলই তো এর ফল ;
কারণ দুষ্কর্মারা উচ্ছিন্ন হবে,
কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

আর কিছুকাল, তারপর বিলীন হবেই দুর্জন,
তার স্থানের দিকে যত তাকাও, সে তো আর নেই।
কিন্তু দীনহীনেরা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
তারা করবে মহাশান্তি উপভোগ।

দুর্জন ধার্মিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে,
তার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষে।
কিন্তু তাকে নিয়ে প্রভু হাসেন,
দেখেন তো তিনি, এসে গেছে তার দিন।

দীনহীন ও নিঃস্বকে ভূলুণ্ঠিত করবে ব'লে,
সৎপথের মানুষকে হত্যা করবে ব'লে,
দুর্জনেরা খড়্গ কোষমুক্ত করে, বাঁকায় ধনুক,
তাদের খড়্গ তাদের নিজেদের হৃদয়ে ঢুকবে, ভাঙবেই তাদের ধনুক।

দুর্জনদের প্রাচুর্যের চেয়ে
ধার্মিকের সামান্য সম্পদই শ্রেয় ;
কারণ দুর্জনদের বাহু ভেঙে যাবে,
কিন্তু স্বয়ং প্রভুই ধার্মিকদের ধরে রাখেন।

প্রভু জানেন সৎমানুষের জীবন,
তাদের উত্তরাধিকার থাকবে চিরকাল।
দুর্দশার দিনে তারা লজ্জিত হবে না,
দুর্ভিক্ষের দিনে পরিতৃপ্তই হবে।

দুর্জনেরা কিন্তু বিলুপ্ত হবে,
চারণভূমির শোভার মতই হবে প্রভুর শত্রুসকল ;
তারা নিঃশেষিত হবে,
ধোঁয়ার মতই নিঃশেষিত হবে।

ঋণ ক'রে দুর্জন তা করে না শোধ,
ধার্মিক কিন্তু দয়াবান দানশীল।
প্রভুর আশিসধন্য যারা, তারা পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
কিন্তু তাঁর অভিশপ্ত যারা, তারা উচ্ছিন্ন হবে।

প্রভু মানুষের পদক্ষেপ অবিচল করেন,
তিনি তার পথে প্রীত।
প্রভু তার হাত ধরে রাখেন ব'লে
পড়লেও সে পড়ে থাকবে না।

আমি যুবক ছিলাম, এখন তো প্রবীণ,
ধার্মিক যে পরিত্যক্ত, তার বংশ যে অন্নের ভিখারী, তেমন কিছু দেখিনি।
সারাদিন সে দয়া করে, করে ঋণদান,
তার বংশ আশিসধন্য হবে।

কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর,
তবেই তুমি বসবাস করবে চিরকাল।
কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন,
তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

দুর্জনদের ধ্বংস হবে চিরকালের মত,
তাদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
ধার্মিকেরাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার,
সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল ধরে।

ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী,
তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা।
তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত,
টলবে না কো তার পদক্ষেপ।

ধার্মিকের দিকে তাকিয়ে থাকে দুর্জন,
তাকে হত্যা করবে, সেই সুযোগ অন্বেষণ করে।
প্রভু তার হাতে তাকে ছেড়ে দেবেন না,
বিচারেও তাকে দণ্ডিত হতে দেবেন না।

প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক,
পালন কর তাঁর পথ,
তুমি যেন দেশের উত্তরাধিকার পেতে পার তিনি তোমাকে উন্নীত করবেন,
তুমি দেখতে পাবে দুর্জনদের উচ্ছেদ।

আমি দুর্জনকে মহীয়ান দেখলাম,
সে ছিল সুপ্রসারী, যেন সবুজ গাছের মত;
সেদিকে আবার গেলাম—কৈ! আর ছিল না সে;
তাকে খুঁজলাম—কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না।

নির্দোষকে দেখ, ন্যায়নিষ্ঠকে লক্ষ কর :
শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য ভাবী বংশ আছে।
কিন্তু সকল অন্যায়কারীর ধ্বংস হবে,
দুর্জনদের ভাবী বংশ উচ্ছিন্ন হবে।

প্রভু থেকেই আসে ধার্মিকদের পরিত্রাণ,
সঙ্কটকালে তিনিই তাদের আশ্রয়দুর্গ।
প্রভু তাদের সাহায্য করেন, তাদের রেহাই দেন, †
দুর্জনদের হাত থেকে রেহাই দেন,
তাঁর আশ্রিতজন বলে তাদের ত্রাণ করেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর সামনে মেলে ধর তোমার পথ।

## সাম ৩৮ পাপী মানুষের প্রার্থনা

*নিষ্পাপ যিনি, সেই খ্রিষ্ট নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন। তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ* (১ পি ২:২২, ২৪)।

ধুয়ো : আমাকে * ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়।

আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়,
আমাকে শাস্তি দাও, প্রভু,—কিন্তু রুষ্ট হয়ে নয়।
তোমার তীরগুলি বিঁধে ফেলেছে আমায়,
আমার উপর নেমে পড়েছে তোমার হাত।

তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়,
আমার পাপের ফলে আমার একটা হাড়ও অক্ষত নয় ;

মাথা ছাপিয়ে উঠেছে যত শঠতা আমার,
তা ভারী বোঝাই যেন, আমার পক্ষে তো বেশি ভারী।

আমার মূর্খতার ফলে
আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় পচনশীল।
আমি অত্যন্ত নুব্জ, ভ্রষ্ট,
শোকার্ত মনে ঘুরি সারাদিন।

কটিদেশ জুড়ে আমার কী জ্বালা,
আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।
আমি অত্যন্ত বিষণ্ন, চূর্ণবিচূর্ণ,
হৃদয়ের ক্রন্দনে গর্জে উঠি।

প্রভু, তোমার সামনেই তো প্রতিটি বাসনা আমার,
আমার বিলাপ তোমার কাছে গোপন নয়।
কেঁপে ওঠে হৃদয়, আমাকে ত্যাগ করেছে আমার বল,
আমার চোখের আলো—তাও আমার সঙ্গে নেই।

আমার প্রিয়জন ও বন্ধুসকল আমার ক্ষতগুলি থেকে দূরে দাঁড়ায়,
আমার প্রতিবেশীও দূরে থাকে;
যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা ফাঁদ ফেলে, †
যারা আমার অনিষ্ট খোঁজে, তারা সর্বনাশের কথা বলে,
ছলনার চিন্তায় থাকে সারাদিন।

বধিরের মত আমি তো শুনি না,
আমি বোবারই মত যে খোলে না মুখ,
আমি তেমন মানুষের মত যে কিছুই শোনে না,
যার মুখে কোন উত্তর নেই।

প্রভু, আমি তোমারই প্রত্যাশায় আছি,
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমাকে সাড়া দেবে।
আমি তো বলেছি, †
'আমাকে নিয়ে ওরা যেন আনন্দ না করতে পারে,
আমার পা টলমল হলে ওরা যেন আমার উপর বড়াই না করতে পারে।'

এই যে প্রায় পড়ে যাচ্ছি,
আমার যন্ত্রণা অনুক্ষণ আমার সামনে।
তাই আমি আমার অপরাধ স্বীকার করি,
আমার পাপের জন্য উদ্বিগ্নই আমি।

আমার শত্রুরা সজীব, শক্তিশালী,
অনেকেই আমাকে অকারণে ঘৃণা করে।
মঙ্গলের প্রতিদানে তারা অনিষ্ট করে,
মঙ্গল অনুসরণ করি বলে তারা আমাকে অভিযুক্ত করে।

আমায় ত্যাগ করো না, প্রভু,
আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর আমার ;
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো,
হে প্রভু, আমার পরিত্রাণ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়।

## সাম ৩৯ অসুস্থ ব্যক্তির প্রার্থনা

*তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না! তোমাদের পিতা জানেন তোমাদের কী প্রয়োজন। যেখানে রয়েছে তোমাদের ধন, সেইখানে থাকবে তোমাদের হৃদয়* (লুক ১২:২৯, ৩৪)।

ধুয়ো : প্রতিটি মানুষ * একটা ফুৎকার মাত্র—
হে ঈশ্বর, তোমাতেই শুধু আমার আশা।

আমি বলেছি, 'আমার পথসকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখব,
জিহ্বা থেকে যেন পাপ দূরে রাখতে পারি ;
যতক্ষণ দুর্জন আমার সামনে থাকবে,
ততক্ষণ আমি মুখে বন্ধনী দেব।'

নির্বাক্ নিশ্চুপ হয়ে থাকলাম : †
মঙ্গলের অভাবে মৌন থাকলাম,
আর বেড়ে চলল আমার দুঃখব্যথা !
বুকে হৃদয়ের কী সন্তাপ ; †
ভাবতে ভাবতে জ্বলতে লাগল আগুন,
তখন আমার এ জিহ্বায় একথা বললাম :

'আমাকে জানাও, প্রভু, আমার পরিণাম, †
কতটুকু আমার জীবনের আয়ু,
যেন জানতে পারি আমি কত না ভঙ্গুর।'
দেখ ! আমার দিনগুলি কত মুষ্টিমেয় করেছ তুমি ;
তোমার সামনে শূন্যতাই যেন আমার আয়ুষ্কাল।

মর্তবাসী প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র ;
আসা-যাওয়া করেও মানুষ একটা ছায়া মাত্র ;
তার ব্যস্ততা সত্ত্বেও সে একটা ফুৎকার মাত্র ;
সে জমায় অনেক কিছু, অথচ জানে না কে তা সংগ্রহ করবে।

এখন কিসের অপেক্ষায় আছি, প্রভু ?
তোমাতেই শুধু আমার আশা।
আমার সমস্ত অন্যায় থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে করো না নির্বোধের অপবাদের পাত্র।

নীরব আছি, খুলি না মুখ,
কারণ তুমিই তো করেছ এসব কিছু;
তোমার আঘাত আমা থেকে দূর করে দাও,
তোমার হাতের চাপে আমি যে নিঃশেষিত।

শঠতার জন্য শাস্তি দিয়ে
তুমি মানুষকে সংশোধন কর;
কীটের মত ক্ষয় কর তার কামনার ধন;
প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র।

আমার প্রার্থনা শোন, প্রভু; আমার চিৎকারে কান দাও গো তুমি;
আমার কান্না-বিলাপে বধির থেকো না,
কারণ তোমার গৃহে আমি তো বিদেশী,
আমিও প্রবাসী আমার সকল পিতৃপুরুষের মত।

আমা থেকে সরিয়ে নাও তোমার দৃষ্টি,
যাওয়ার আগে, চিহ্নবিহীন হওয়ার আগে
আমি যেন পেতে পারি একটু আনন্দের স্বাদ।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রতিটি মানুষ একটা ফুৎকার মাত্র—
হে ঈশ্বর, তোমাতেই শুধু আমার আশা।

## সাম ৪০ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও মিনতি নিবেদন

*এই যে আমি এসেছি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে* (হিব্রু ১০:৯)।

ধুয়ো : তোমার ইচ্ছা * পূর্ণ করতে
এই যে আমি আসছি, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম,
আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন ;
ধ্বংসের গর্ত থেকে, পঙ্কিল জলাভূমি থেকে
তিনি আমায় টেনে তুললেন।

আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন,
সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।
আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রশংসাগান। (ধুয়ো)

তা দেখে অনেকেই ভীত হবে,
প্রভুতে ভরসা রাখবে।
সুখী সেই জন, যে প্রভুতে ভরসা রাখে, †
যে গর্বিতদের দিকে তাকায় না,
তাদের দিকেও না, যারা সরে গেছে মিথ্যাপথে।

কত আশ্চর্য কাজ তুমি সাধন করেছ, প্রভু, আমার পরমেশ্বর,
আমাদের জন্য তোমার কত চিন্তা! কেউই নেই তোমার মত।
আমি সেগুলির কথা প্রচার করতাম, বর্ণনা করতাম,
কিন্তু সংখ্যাই যে গণনার অতীত। (ধুয়ো)

যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও,
বরং উন্মুক্ত করেছ আমার কান ;
আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি,
তখন আমি বললাম, ‘এই যে আমি আসছি।’

শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে,
আমি যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করি ;
হে আমার পরমেশ্বর, এতে আমি প্রীত,
আমার অন্ত্ররাজি-গভীরে তোমার বিধান বিরাজিত। (ধুয়ো)

আমি মহা জনসমাবেশে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলাম,
দেখ, রুদ্ধ করি না কো আমার ওষ্ঠ, তুমি তো জান, প্রভু।
তোমার ধর্মময়তা লুকিয়ে রাখিনি হৃদয়-মাঝে,
বরং খুলে বলি তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ত্রাণকর্মের কথা।

আমি মহা জনসমাবেশের মাঝে
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার কথা গোপন রাখিনি।
তোমার স্নেহ থেকে আমায় বঞ্চিত করো না, প্রভু ;
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততা আমায় অনুক্ষণ রক্ষা করুক। (ধুয়ো)

অগণিত দুঃখবিপদ
যে জড়িয়ে ধরেছে আমায়,
আমার যত শঠতা ধরে ফেলেছে আমায়,
আর দেখতে পাচ্ছি না কিছু।

আমার মাথার চুলের চেয়েও সেগুলি সংখ্যায় বেশি,
আমার হৃদয় নিঃশেষিত।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু। (ধুয়ো)

লজ্জিত নতমুখ হোক তারা সবাই,
আমার প্রাণ হরণ করতে সচেষ্ট যারা ;
আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।

যারা আমাকে ‘কি মজা, কি মজা’ বলে,
তারা নিজেরাই লজ্জায় আচ্ছন্ন হোক।
তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক, তোমাতে আনন্দ করুক,
যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে, তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, ‘প্রভু মহান!’ (ধুয়ো)

কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
প্রভুই আমার জন্য চিন্তা করবেন।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, পরমেশ্বর আমার।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে
এই যে আমি আসছি, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

## সাম ৪১ অসুস্থ ব্যক্তির প্রার্থনা

*তোমাদের একজন আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবে; আর সে এখন আমার সঙ্গে খাচ্ছে* (মার্ক ১৪:১৮)।

ধুয়ো : প্রভু, * নিরাময় কর আমার প্রাণ;
তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

সুখী সেই মানুষ, যে চিন্তা করে দীনজনের কথা;
বিপদের দিনে প্রভু তাকে নিষ্কৃতি দেন।
প্রভু তাকে রক্ষা করে বাঁচিয়ে রাখবেন, †
দেশে সে সুখ ভোগ করবে।
তুমি শত্রুদের ইচ্ছার হাতে তাকে সঁপে দেবে না।

ব্যাধি-শয্যায় প্রভু হবেন তার অবলম্বন,
হ্যাঁ, তার রোগ-শয্যা তুমি উল্টিয়েই দেবে।

আমি বলেছি, ‘প্রভু, আমাকে দয়া কর ;
নিরাময় কর আমার প্রাণ—তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।’

আমার শত্রুরা আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা বলে :
‘ও কখন মরবে? কখন বিলুপ্ত হবে ওর নাম?’
যে কেউ আমাকে দেখতে আসে সে মিথ্যা বলে, †
তার হৃদয় অপকর্ম জমায়,
তারপর বাইরে গিয়ে সেইসব রটিয়ে বেড়ায়।

আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে,
আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভাবে :
‘মারাত্মক কোন কিছু ভর করেছে ওকে,
যেখানে শুয়ে আছে, সেখান থেকে ও আর উঠতে পারবে না।’

যার উপর আমার ভরসা ছিল, আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত,
আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।
তুমি কিন্তু, প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমাকে তুলে আন,
আমি যেন তাদের দিতে পারি প্রতিফল।

আমার শত্রু যদি আমার উপর সানন্দে চিৎকার না করতে পারে,
এতেই আমি বুঝব যে তুমি আমাতে প্রীত ;
আমার সততার জন্য তুমি আমায় ধরে রাখ,
তোমার সম্মুখেই আমায় সংস্থিত কর চিরকাল।

ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। আমেন, আমেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, নিরাময় কর আমার প্রাণ ;
তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

## সাম ৪২ ঈশ্বরকে দেখবার ব্যাকুলতা

*যারা তৃষ্ণার্ত, তারা এগিয়ে আসুক। যারা জীবন-জল পেতে চায়, তারা অঞ্জলিভরে গ্রহণ করুক* (প্রকাশ ২২:১৭)।

ধুয়ো : কবে * যাব আমি,
কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

এখন আমার নিজের অশ্রুজল
আমার নিশিদিনের অন্ন,
লোকে যে সারাদিন আমাকে বলে,
'কোথায় তোমার পরমেশ্বর?' (ধুয়ো)

একথা স্মরণ করে আমি প্রাণ উজাড় করে দিই—
জনতার সঙ্গে আমি শোভাযাত্রা ক'রে
তাদের নিয়ে যেতাম পরমেশ্বরের গৃহের দিকে,
উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে।

প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর। (ধুয়ো)

আমার মধ্যে আমার প্রাণ অবসন্ন, তাই তোমায় স্মরণ করি
যর্দন ও হার্মোনের দেশ থেকে, মিসার পর্বত থেকে।
তোমার জলপ্রতাপের গর্জনে এক অতলের কাছে অন্য অতলের ডাক,
তোমার ঊর্মিমালা ও তরঙ্গরাশি বয়ে গেল আমার উপর দিয়ে।

দিনমানে প্রভু জারি করেন কৃপা, রাতে আমার সঙ্গেই তাঁর গান—
একটি প্রার্থনা আমার জীবনেশ্বরের কাছে।
আমার শৈল ঈশ্বরকে বলব, 'কেন আমায় ভুলে গেছ?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?' (ধুয়ো)

আমার বিরোধীদের অপবাদে
চূর্ণবিচূর্ণ আমার হাড়;
তারা যে সারাদিন আমাকে বলে,
'কোথায় তোমার পরমেশ্বর?'

প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর। (ধুয়ো)

## সাম ৪৩

পরমেশ্বর, আমার সুবিচার কর; †
অসৎ এক জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন কর;
ছলনা ও শঠতার মানুষের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও।
তুমি আমার রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর; কেন ত্যাগ কর আমায়?
কেনই বা শোকার্ত হয়ে শত্রুর তাড়নায় আমায় চলতে হয়?

তোমার আলো, তোমার সত্য প্রেরণ কর, তারাই আমাকে চালনা করুক;
আমাকে নিয়ে যাক তোমার পবিত্র পর্বতে, তোমার আবাসগৃহে।

তখন আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে, †
আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে;
সেতারের সুরে গাইব তোমার স্তুতি, হে পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর। (ধুয়ো)

প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি?
কেন আমার মধ্যে তুমি গর্জন কর?
পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ,
তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : কবে যাব আমি,
কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

## সাম ৪৪ মনোনীত জাতির প্রাচীন দুর্দশা

*যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই* (রো ৮:৩৭)।

ধুয়ো : তুমি হলে, প্রভু, * আমাদের মুক্তিদাতা।
তোমার নামের স্তুতি করব চিরকাল।

পরমেশ্বর, নিজ কানেই শুনেছি— †
আমাদের পিতৃগণ আমাদের বলেছেন সেই সমস্ত কর্মের কথা
যা তুমি সাধন করেছিলে তাঁদের আমলে, সেই প্রাচীনকালে।
তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে তুমি বিজাতিদের তাড়িয়েছিলে নিজেরই হাতে,
তাঁদের সমৃদ্ধি দিতে তুমি জাতিসকলকে ছিন্নভিন্ন করেছিলে।

তাঁরা এই দেশ দখল করেছিলেন নিজেদের খড়্গবলে নয়,
তাঁদের বাহু যে তাঁদের জয়ী করেছিল, তাও তো নয়;
তোমার ডান হাত, তোমার বাহু, তোমার শ্রীমুখেরই আলো তা করল,
কারণ তাঁদের প্রতি তুমি প্রসন্নই ছিলে।

হে পরমেশ্বর, তুমিই যে আমার রাজা,
আজ্ঞা কর, যাকোব করবে জয়লাভ!
আমরা আমাদের বিপক্ষদের পিছিয়ে দিই তোমারই দ্বারা,
আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দিই তোমারই নামগুণে।

আমার ধনুকে আমি তো ভরসা রাখি না,
আমার খড়্গও আমাকে ত্রাণ করে না,
তুমিই বিপক্ষদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর,
আমাদের বিদ্বেষীদের লজ্জিত কর।

আমরা পরমেশ্বরে গর্ব করি সারাদিন,
তোমার নামের স্তুতি করি চিরকাল।

কিন্তু এখন তুমি আমাদের পরিত্যাগ করেছ, করেছ অপমানের পাত্র,
তুমি আর বেরিয়ে যাও না আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে;
বিপক্ষদের সামনে পিছিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করলে,
আমাদের বিদ্বেষীরা লুণ্ঠন করে আমাদের সম্পদ।

তুমি আমাদের তুলে দিয়েছ জবাইখানার মেষের মত,
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে;
তোমার আপন জাতিকে বিক্রি করেছ বিনামূল্যেই যেন,
সেই মূল্যে তোমার হয়নি কোন লাভ।

প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের লোকদের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু;

বিজাতীয়দের কাছে আমাদের করেছ তামাশার বিষয়,
জাতিসকল অবজ্ঞায় মাথা নাড়ে।

বিদ্রূপকারী ও নিন্দুকদের ডাকে,
প্রতিশোধকামী শত্রুদের সামনে
আমার অপমানের কথা সামনেই রয়েছে সারাদিন,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।

আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন, †
অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়,
অবিশ্বস্তও ছিলাম না কো তোমার সন্ধির প্রতি।
পিছন ফিরে তাকায়নি আমাদের হৃদয়,
আমাদের পদক্ষেপ কখনও সরে যায়নি তোমার পথ ছেড়ে।

তবুও তুমি এখন শিয়ালের আস্তানায় আমাদের করেছ চূর্ণ,
আমাদের আচ্ছন্ন করেছ মৃত্যু-ছায়ায়।

আমরা যদি ভুলে যেতাম আমাদের পরমেশ্বরের নাম,
যদি অঞ্জলি প্রসারিত করতাম বিদেশী কোন দেবতার প্রতি,
তবে পরমেশ্বর কি তা দেখতেন না?
তিনি তো জানেন হৃদয়ের যত গোপন গতি।

তোমার খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন,
বধ্য মেষেরই মত গণ্য।
জাগ! কেন ঘুমিয়ে রয়েছ, প্রভু?
নিদ্রাভঙ্গ হও; আমাদের পরিত্যাগ করো না চিরকাল ধরে!

কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?
কেনই ভুলে থাকছ আমাদের এ দশা, এ নিপীড়ন?

ধুলায় তো তলিয়ে আছে আমাদের প্রাণ,
মাটিতে লেগে আছে আমাদের দেহ।

উত্থিত হও, আমাদের সহায়তা কর,
তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তুমি হলে, প্রভু, আমাদের মুক্তিদাতা।
তোমার নামের স্তুতি করব চিরকাল।

## সাম ৪৫ রাজার বিবাহোৎসব

*মাঝরাতে রব উঠল: 'ওই দেখ, বর আসছেন! তাঁকে বরণ করতে এগিয়ে যাও'* (মথি ২৫:৬)।

ধুয়ো : আদমসন্তানদের মধ্যে * তুমি সুন্দরতম;
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত।

মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে— †
রাজাকে শোনাব আমার কাব্য।
আমার জিহ্বা যেন ক্ষিপ্র লেখকের লেখনীর মত।
আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম, †
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত,
পরমেশ্বর যে তোমাকে আশিসধন্য করেছেন চিরকালের মত।

হে বীর, কটিদেশে খড়্গ বেঁধে নাও! প্রভা ও মহিমা তোমারই!
সফল হও! সত্য, নম্রতা ও ধর্মময়তার পক্ষে রথে চড়!
তোমার ডান হাত তোমাকে শেখাবে ভয়ঙ্কর কীর্তি; †
তোমার তীরগুলি জাতিসকলকে তোমার পদতলে বিদ্ধ করে,
রাজশত্রুরা নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ে।

হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী ;
তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।
তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর, †
এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন।

তোমার বসন সবই গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনির,
গজদন্তময় প্রাসাদগুলি থেকে তোমাকে বিনোদিত করে বীণার ঝঙ্কার।
তোমার প্রণয়িনীদের মধ্যে রয়েছেন কত রাজকন্যা ;
ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।

শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—
তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও ;
রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন ;
তোমার প্রভুই তিনি—তাঁর চরণে কর প্রণিপাত।

তুরস-বাসীরা আনে উপহার,
দেশে ধনবান সবাই তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছে।
অন্তঃপুরে রাজকন্যার কী মহাগৌরব!
রত্নস্বর্ণ-খচিতই তাঁর বসন-ভূষণ।

সুসজ্জিতা হয়ে তিনি এখন আনীতাই রাজার সামনে,
তাঁর পিছনে তাঁর কুমারী সখীদেরও আনা হচ্ছে তোমার সামনে,
আনন্দোল্লাসের মাঝে আনীতা হয়ে
তাঁরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন।

তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে,
তুমি তাদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর।
আমি চিরস্মরণীয় করব তোমার নাম,
তাই জাতিসকল তোমার স্তুতিগান করে যাবে চিরদিন চিরকাল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আদমসন্তানদের মধ্যে তুমি সুন্দরতম ;
তোমার ওষ্ঠ প্রসাদে উচ্ছ্বসিত।

## সাম ৪৬ ঈশ্বরই আমাদের আশ্র

*তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল—এর অর্থ : আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর* (মথি ১:২৩)।

ধুয়ো : এসো তোমরা, * দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি,
তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি,
সঙ্কটকালে তিনি নিত্য নিকটবর্তী সহায় ;

তাই আমরা ভয় করব না যদিও পৃথিবী কম্পিত হয়,
যদিও পাহাড়পর্বত টলে যায় সমুদ্র-গর্ভে ;
গর্জে ফুলে উঠুক জলরাশি,
তার তরঙ্গের আঘাতে কেঁপে উঠুক পর্বতমালা। (ধুয়ো)

রয়েছে এমন এক নদী যার নানা স্রোতস্বিনী
আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর, পরাৎপরের পবিত্র আবাস ;
পরমেশ্বর তার মধ্যে থাকেন—টলবে না সেই নগর,
ভোরের আবির্ভাবেই পরমেশ্বর তার সহায়তা করবেন।

দেশগুলো গর্জে উঠল, টলে গেল রাজ্যসকল,
তিনি কণ্ঠস্বর শোনালেই পৃথিবী ভয়ে গলে গেল।
সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ। (ধুয়ো)

এসো তোমরা, দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি,
পৃথিবীতে কী ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন তিনি—
পৃথিবীর প্রান্তসীমায় রণ-যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান,
ধনুক ভেঙে দেন, বর্শার অঙ্কুশ ছেটে ফেলেন, আগুনে পুড়িয়ে দেন ঢাল।

‘শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর,
জাতি-বিজাতির মাঝে আমি উচ্চতম, পৃথিবী জুড়ে উচ্চতম।’
সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন,
যাকোবের পরমেশ্বর আমাদের দুর্গ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : এসো তোমরা, দেখ প্রভুর কর্মকীর্তি,
তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

## সাম ৪৭ প্রভুই সর্বজাতির রাজা

*খ্রিষ্ট পিতার ডান পাশে আসীন আছেন; তাঁর রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী।*

ধুয়ো : আনন্দের কণ্ঠে * পরমেশ্বরের উদ্দেশে
জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বশক্তিমান প্রভু * সিয়োন থেকে আসছেন,
আসছেন তাঁর আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

সর্বজাতি, করতালি দাও,
আনন্দের কণ্ঠে পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
কারণ পরাৎপর প্রভু ভীতিপ্রদ,
সারা পৃথিবী জুড়ে তিনি মহান রাজা।

যত জাতিকে তিনি আমাদের অধীনে আনলেন,
যত দেশ আমাদের পদতলে ;
আমাদের উত্তরাধিকার বেছে নিলেন আমাদেরই জন্য—
তাঁর প্রীতিভাজন যাকোবের গর্বের পাত্র। (ধুয়ো)

পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে,
প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে।
স্তবগান কর, পরমেশ্বরের স্তবগান কর,
স্তবগান কর, আমাদের রাজার উদ্দেশে স্তবগান কর।

পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা,
তাই নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান কর।
পরমেশ্বর জাতি-বিজাতির উপর রাজত্ব করেন,
পরমেশ্বর তাঁর পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন। (ধুয়ো)

আব্রাহামের পরমেশ্বরের আপন জাতির সঙ্গে
জাতিসকলের নেতৃবৃন্দ আজ সম্মিলিত ;
কারণ পরমেশ্বরেরই তো পৃথিবীর সমস্ত ঢাল,
সর্বোচ্চ তিনি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আনন্দের কণ্ঠে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বশক্তিমান প্রভু সিয়োন থেকে আসছেন,
আসছেন তাঁর আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

## সাম ৪৮ মুক্তির জন্য ধন্যবাদস্তুতি

*তিনি একটি উঁচু পর্বতের উপরে আমাকে তুলে নিয়ে আমাকে দেখালেন ঈশ্বরের পবিত্র নগরী যেরুশালেম* (প্রকাশ ২১:১০)।

ধুয়ো : আমাদের * পরমেশ্বরের নগরীতে
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।

১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, * আমি তাঁর গুণগান করব;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।
তাঁর সেই পবিত্র পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই
সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার।

উত্তরপ্রান্তে ওই সিয়োন পর্বত—
ওই তো মহান রাজার রাজপুর।
তার দুর্গশ্রেণির মাঝে পরমেশ্বর
যেন দুর্গরূপেই দর্শন দিলেন।

ওই দেখ, রাজারা সম্মিলিত হয়ে
একসঙ্গে এগিয়ে এলেন;
দেখেই তাঁরা স্তম্ভিত হলেন,
সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন।

ওখানে তাঁদের অন্তরে জাগল শিহরণ,
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণাই যেন,
যেন পুব বাতাসের আঘাতে
ভেঙে যায় তার্শিশের যত জাহাজ।

যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি আমরা
সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরীতে,
আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে—
পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত।

তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপার কথা ধ্যান করি, পরমেশ্বর,
তোমার নামের মত, পরমেশ্বর,
তোমার প্রশংসাও পৃথিবীর চারপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত,
তোমার ডান হাত ধর্মময়তায় পরিপূর্ণ।

সিয়োন পর্বত আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য যুদা-কন্যারা উল্লসিত।
ঘুরে ঘুরে তোমরা সিয়োন প্রদক্ষিণ কর,
তার দুর্গমিনার গুনে দেখ,

ভাল করে দেখ তার সব প্রাকার, তার দুর্গশ্রেণি পরিদর্শন কর,
আগামী প্রজন্মের মানুষকে একথা যেন বলতে পার—
ইনিই তো পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর চিরদিন চিরকাল,
যিনি মৃত্যুর ওপারে আমাদের চালিত করবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।

১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

## সাম ৪৯ ধনসম্পদই শুধু মায়া

*ধনী মানুষের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কতই না কঠিন* (মথি ১৯:২৩)।

ধুয়ো : কেবল ঈশ্বর * আমাকে মুক্ত করতে পারবেন,
মৃত্যুর গ্রাস থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন।

শোন, সকল জাতি,
কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী—
উঁচু-নিচু শ্রেণির যত মানুষ,
ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে।

আমার মুখ বলে প্রজ্ঞার বাণী,
আমার অন্তর জপ করে সুবুদ্ধির কথা।
আমি একটা প্রবাদে কান দেব,
বীণার সুরে আমার রহস্য উদ্ঘাটন করব।

কেন ভয় করব দুর্দশার দিনে?
যখন দুষ্কর্মাদের শঠতা আমাকে ঘিরে ফেলে, তখন ভয় কেন?
নিজেদের ধনসম্পদের উপর তো তারা ভরসা রাখে,
নিজেদের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে তো গর্ব করে।

কেউই তো মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না,
কেউই পরমেশ্বরকে দিতে পারে না কো নিজের মুক্তিমূল্য।
বেশিই তো নিজের প্রাণমুক্তির মূল্য,
চিরজীবী হবার জন্য, সেই গহ্বর না দেখবার জন্য তা কখনও যথেষ্ট হবে না।

মানুষ তো দেখে— †
প্রজ্ঞাবানদের মৃত্যু হয়, মূর্খ নির্বোধ দু'জনেরই বিলোপ হয়,
নিজ ধনসম্পদ তারা অন্যদের কাছে রেখে যায়।

তাদের সমাধিই হবে তাদের চিরকালীন গৃহ, তাদের আবাস যুগযুগ ধরে।
অথচ নিজ নিজ নাম অনুসারেই তারা রেখেছিল দেশের নাম!

মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!
যারা অসার সম্পদের মালিক, এই তো তাদের পরিণাম,
নিজেদের মুখের কথায় যারা প্রসন্ন, এই তো তাদের ভবিষ্যৎ—

তারা মেষপালের মত পাতালে চালিত হবে;
মৃত্যুই চরাবে তাদের; তারা সরাসরিই নেমে যাবে।
প্রত্যূষে ক্ষয় হবে তাদের রূপ,
পাতাল হবে তাদের আবাসগৃহ।

অবশ্যই, পরমেশ্বর আমার প্রাণকে মুক্তি দেবেন,
হ্যাঁ, তিনি নিজেই পাতালের হাত থেকে আমাকে তুলে আনবেন।

মানুষ ধনী হলে তুমি ভয় পেয়ো না,
তার গৃহের গৌরব বৃদ্ধি পেলেও নয়;
মৃত্যুকালে সঙ্গে করে সে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না,
তার সেই গৌরবও তার পিছু পিছু যাবে না।

জীবনকালে সে নিজেকে ধন্য মনে করে বলত,
'মঙ্গল ভোগ করেছ বলে তুমি স্তুতির পাত্র!'
না, সে যাবে তার পিতৃপুরুষদের বংশের সঙ্গে,
যারা আলো আর দেখতে পাবে না।

মানুষ সৌভাগ্যে কাটাতে পারে না কো জীবন,
সে তো নশ্বর পশুরই মত!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : কেবল ঈশ্বর আমাকে মুক্ত করতে পারবেন,
মৃত্যুর গ্রাস থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন।

## সাম ৫০ প্রকৃত ভক্তি

*আমি মোশির বিধান বাতিল করতে নয়, বরং তা পূরণ করতেই এসেছি* (মথি ৫:১৭)।

ধুয়ো : আমাদের পরমেশ্বর আসছেন ;
নীরব থাকবেন না।

সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু কথা বলছেন,
সূর্যের উদয়স্থল থেকে তার অস্তস্থল পর্যন্ত মর্তকে ডাকছেন।
সৌন্দর্যের পরম কান্তি সেই সিয়োন থেকে
পরমেশ্বর উদ্ভাসিত হন।

আমাদের পরমেশ্বর আসছেন, নীরব থাকবেন না ;
তাঁর সম্মুখে সর্বগ্রাসী আগুন, প্রচণ্ড ঝড় তাঁর চতুর্দিকে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে তিনি স্বর্গকে ডাকছেন,
মর্তকে ডাকছেন তাঁর আপন জাতির বিচারের জন্য—

‘বলি উৎসর্গে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে যারা,
আমার সেই ভক্তদের আমার সামনে তোমরা সংগ্রহ কর।’
তখন স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা প্রচার করে—
স্বয়ং পরমেশ্বর বিচারকর্তা।

‘শোন, আমার জাতি,
আমি কথা বলব ;
তোমার বিরুদ্ধেই, ইস্রায়েল, সাক্ষ্য দেব—
আমিই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর !

তোমার সমস্ত যজ্ঞের জন্য যে তোমাকে ভর্ৎসনা করছি, তা নয়,
তোমার আহুতি সবসময়ই তো আমার সামনে।

কোন বৃষ নেব না তোমার গোশালা থেকে,
কোন ছাগও তোমার ঘেরি থেকে।

আমারই তো বনের সকল প্রাণী,
পাহাড়পর্বতে অজস্র যত জন্তু।
আমি চিনি পর্বতের সকল পাখি,
আমারই তো মাঠের যত জীব।

আমার ক্ষুধা পেলেও আমি বলতাম না তোমায়,
আমারই তো জগৎ ও তার যত বস্তু।
আমি কি খাই বলদের মাংস?
আমি কি পান করি ছাগের রক্ত?

স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ,
পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন কর;
সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক:
আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে।'

কিন্তু দুর্জনকে পরমেশ্বর বলেন, †
'কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর,
কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?
তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা কর,
পিছনে ফেলে দাও আমার বাণীসকল।

চোরকে দেখে তুমি তার সঙ্গে কত খুশি,
ব্যভিচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্বই কর;
অনিষ্ট কথনে ছেড়ে দাও মুখ,
ছলনাই আঁটে তোমার জিভ;
সারাদিন বসে তুমি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বল,
আপন সহোদরের কুৎসা রটাও।

তুমি তাই কর আর আমি কি নীরব থাকব?
তুমি কি মনে কর, আমি তোমার মত?
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করব,
তোমার মুখের উপরেই তোমাকে অভিযুক্ত করব।

একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ,
পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন, তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।
স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান,
যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের পরমেশ্বর আসছেন ;
নীরব থাকবেন না।

## সাম ৫১ ক্ষমা প্রার্থনা

*মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত ক'রে তোমাদের সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে* (এফে ৪:২৩)।

ধুয়ো : আমায় * ধৌত কর, প্রভু,
আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমার প্রতি, প্রভু,
তুলে ধরেছি আমার প্রাণ :
এসো, আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে,
তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর,
আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।

আমার অপরাধ আমি তো জানি ;
আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ ;
তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ।
তোমার চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি—

কাজেই তোমার বাণীতে তুমি ধর্মময়,
তোমার বিচারে তুমি ত্রুটিহীন।
সত্যি, অন্যায়েই হয়েছে আমার জন্ম,
পাপেই আমার জননী আমায় গর্ভধারণ করলেন। (ধুয়ো)

জানি, আন্তর সত্যনিষ্ঠায় তুমি প্রীত,
হৃদয়ের নিভৃতে তুমি প্রজ্ঞা শেখাও আমায়।
হিসোপ দিয়ে আমায় পাপমুক্ত কর, তবেই শুদ্ধ হব ;
আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব ;

আমাকে শোনাও পুলক ও আনন্দের সুর,
মেতে উঠবে সেই হাড়গুলি যা তুমি করেছ চূর্ণ।
আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ,
আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল।

আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
তোমার শ্রীমুখ থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়ো না কো দূরে,
আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ। (ধুয়ো)

আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ত্রাণের পুলক,
আমার মধ্যে এক উদার আত্মা ধরে রাখ।

আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথসকল,
পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।

হে পরমেশ্বর, আমার ত্রাণেশ্বর, রক্তপাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
আর আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।
হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর,
আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ। (ধুয়ো)

যজ্ঞে তুমি যে প্রীত নও,
আমি আহুতি দিলে তাতেও তুমি প্রসন্ন নও।
ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি,
ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

তোমার প্রসন্নতায় সিয়োনের মঙ্গল কর,
পুনর্নির্মাণ কর যেরুশালেমের প্রাচীর।
তখনই তুমি যথার্থ যজ্ঞ, আহুতি ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হবে,
তখনই তোমার বেদির উপরে নিবেদিত হবে বৃষের বলি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমায় ধৌত কর, প্রভু,
আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমার প্রতি, প্রভু,
তুলে ধরেছি আমার প্রাণ :
এসো, আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

## সাম ৫২ নিন্দুকদের বিরুদ্ধে

*কেউ যদি গর্ব করতে চায়, তবে প্রভুকে নিয়েই গর্ব করুক* (১ করি ১:৩১)।

ধুয়ো : আমি * পরমেশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরকাল।

হে প্রভাবশালী মানুষ, কেন তুমি দুষ্কর্ম নিয়ে গর্ব কর?
ঈশ্বরের কৃপা নিত্যস্থায়ী!
তোমার জিহ্বা ধ্বংসের কথা কল্পনা করে,
তা শাণিত ক্ষুরেরই মত, হে প্রতারণার সাধক।

ভালোর চেয়ে মন্দ,
সরল কথার চেয়ে মিথ্যাই তুমি ভালবাস;
তুমি সর্বনাশেরই সব কথা ভালবাস,
হে ছলনাপটু জিভ।

তাই ঈশ্বর তোমাকে ধ্বংস করবেন চিরকালের মত,
তোমার তাঁবু থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে উচ্ছিন্ন করবেন,
তোমাকে নির্মূল করবেন জীবিতের দেশ থেকে;
তা দেখে ধার্মিকেরা ভয় পেয়ে সেই লোকের পিছনে হেসে বলবে:

'এই যে সেই লোক,
যে পরমেশ্বরকে করেনি তার আপন আশ্রয়দুর্গ,
বরং ধনসম্পদের প্রাচুর্যে ভরসা রাখল,
সব ধ্বংস করে শক্তি সঞ্চয় করল।'

আমি কিন্তু পরমেশ্বরের গৃহে যেন সতেজ জলপাইগাছের মত,
পরমেশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরদিন চিরকাল।
তুমি যা করেছ, তার জন্য তোমার স্তুতি করব চিরকাল;
তোমার ভক্তদের সামনে আশা রাখব তোমার নামেই, মঙ্গলময় সেই নাম।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি পরমেশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরকাল।

## সাম ৫৩ দুর্জনের নির্বুদ্ধিতা

*যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ উপচে পড়ল* (রো ৫:২০)।

ধুয়ো : স্বর্গ থেকে * পরমেশ্বর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।' †
তারা ভ্রষ্ট মানুষ, অপকর্ম করে ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই।
স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার ;
সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।
যারা আমার জাতিকে গ্রাস করে যেমন রুটি গ্রাস করে খায়, †
যারা পরমেশ্বরকে ডাকে না,
ওই অপকর্মাদের কি কোন জ্ঞান নেই?

ওরা ভয়শূন্য স্থানে নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হবে,
কারণ পরমেশ্বর অত্যাচারীদের হাড় ছড়িয়ে দিলেন ;
তুমি ওদের লজ্জায় অভিভূত করলে,
কারণ পরমেশ্বর ওদের করলেন পরিত্যাগ।

সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ?
পরমেশ্বর যখন তাঁর আপন জাতিকে আবার ফিরিয়ে আনবেন,
তখন যাকোব মেতে উঠবে, ইস্রায়েল আনন্দ করবে।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর দৃষ্টিপাত করেন,
দেখতে চান ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

## সাম ৫৪ সঙ্কটকালে ঈশ্বরই সহায়

*এখানে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা হয়, তিনি যেন অত্যাচারীদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন* (কাসিয়ানুস)।

ধুয়ো : সত্যি, * পরমেশ্বরই আমার সহায়;
প্রভুই তো ধরে রাখেন আমার প্রাণ।

পরমেশ্বর, তোমার নামের দোহাই সাধন কর আমার পরিত্রাণ,
তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।
পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
কান দাও আমার মুখের কথায়।

উদ্ধত লোক আমার বিরুদ্ধে উঠছে, †
হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
তারা নিজেদের সামনে পরমেশ্বরকে রাখে না।
সত্যি, পরমেশ্বরই আমার সহায়,
কেবল প্রভুই ধরে রাখেন আমার প্রাণ।

অনিষ্ট ফিরে যাক আমার শত্রুদের কাছে,
তোমার বিশ্বস্ততায় তুমি তাদের স্তব্ধ করে দাও।
আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে বলি উৎসর্গ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব, প্রভু, মঙ্গলময় সেই নাম।

হ্যাঁ, সেই নাম সকল সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছে আমায়,
আর আমি বিজয়ীর চোখে আমার শত্রুদের উপর তাকাতে পারলাম।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সত্যি, পরমেশ্বরই আমার সহায় ;
প্রভুই তো ধরে রাখেন আমার প্রাণ।

## সাম ৫৫ ভণ্ড বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা

*যিশু আশঙ্কায় উদ্বেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন* (মার্ক ১৪:৩৩)।

ধুয়ো : ভয়, * শিহরণে আক্রান্ত আমি ;
আমায় শোন, সাড়া দাও, প্রভু।

আমার প্রার্থনায় কান দাও গো পরমেশ্বর,
আমার মিনতি থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।
আমাকে শোন, সাড়া দাও ; আমি তো দুশ্চিন্তায় অস্থির,
শত্রুর কোলাহলে, দুর্জনের অত্যাচারে আমি সন্ত্রাসিত।

আমার উপর ওরা দুর্দশা আনে,
ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে নির্যাতন করে।
বুকে হৃদয় কেঁপে কেঁপে ওঠে, †
মৃত্যুর বিভীষিকা আমার উপর ঝরে পড়ে ;
আমাতে ভয় শিহরণ ঢোকে ; আমাকে আতঙ্ক আচ্ছাদিত করে।

আমি বলি, 'কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা,
আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?
দেখ, আমি দূরে পালিয়ে প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম,
ঝড়ঝঞ্ঝার কবল থেকে আশ্রয় পাবার জন্য শীঘ্রই চলে যেতাম।' (ধুয়ো)

ওদের ধ্বংস কর, প্রভু ; ওদের ভাষায় বিভেদ আন ;
নগরে আমি যে দেখি হিংসা বিবাদ।
দিনরাত নগরপ্রাচীরের উপর দিয়ে ওরা ঘোরাফেরা করে, †
ভিতরে অপকর্ম অধর্ম বিরাজিত ; ভিতরে শুধু সর্বনাশ ;
শাসানি ও ছলনা কখনও রাস্তা-ঘাট ছাড়ে না।

কোন শত্রু যে আমাকে অপবাদ দেয়, তেমন নয়,
তবে তা সহ্য করতাম।
কোন বিদ্বেষীও যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তেমন নয়,
তবে তার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে পারতাম।

কিন্তু তুমিই তো তাই করছ,
তুমি যে আমার বন্ধু, আমার পরমাত্মীয়, আমার সাথী।
আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম,
কতই না অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পরমেশ্বরের গৃহের দিকে হেঁটে চলতাম। (ধুয়ো)

ওদের উপর মৃত্যু নামুক ; ওরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যাক,
কারণ ওদের ঘরে ওদের অন্তরে অনিষ্ট বিরাজিত।
আমি কিন্তু পরমেশ্বরকে ডাকি,
আর প্রভু ত্রাণ করেন আমায়।

সন্ধ্যা সকাল মধ্যাহ্নে আমি বিলাপ করি, গর্জে উঠি,
আর তিনি শোনেন আমার কণ্ঠ।
আমার আক্রমণকারীদের হাত থেকে তিনি শান্তিদানে আমাকে মুক্ত করেন,
কারণ ভিড় করেই ওরা আমাকে ঘিরে রাখছিল।

আদি থেকে যিনি সিংহাসনে সমাসীন,
সেই ঈশ্বর আমাকে শুনে ওদের অবনমিত করবেন,
কারণ ওদের পরিবর্তনও নেই,
পরমেশ্বরকেও ওরা ভয় করে না। (ধুয়ো)

ও বন্ধুর বিরুদ্ধে বাড়ায় হাত,
আপন সন্ধি লঙ্ঘন করে।
ননির চেয়ে মসৃণ ওর মুখ,
কিন্তু ওর অন্তরে সংগ্রাম,

তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ওর কথা,
কিন্তু খোলা খড়্গোরই মত।
প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, †
তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন;
ধার্মিককে তিনি কখনও টলমল হতে দেবেন না।

ওগো পরমেশ্বর, রক্তলোভী ছলনাপটু মানুষ যারা,
তাদের তুমি গভীর গহ্বরে নামিয়ে দেবে;
তারা আয়ুর মধ্যভাগেও পৌঁছতে পারবে না।
আমি কিন্তু তোমাতেই ভরসা রাখি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ভয়, শিহরণে আক্রান্ত আমি;
আমায় শোন, সাড়া দাও, প্রভু।

## সাম ৫৬ সঙ্কটকালে প্রভুই ভরসা

*ভয় করো না; পাখিদের চেয়ে তোমরা মূল্যবান!* (লুক ১২:৭)।

ধুয়ো : আমি * পরমেশ্বরেই ভরসা রাখি;
ভীত হব না।

আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, †
মানুষ যে অত্যাচার করে আমায়;
সারাদিন আক্রমণ চালিয়ে আমাকে তাড়না দেয়।
সারাদিন আমার শত্রুরা অত্যাচার করে আমায়,
কিন্তু, সেই ঊর্ধ্বলোকে, অনেকেই আমার পক্ষে সংগ্রামরত।

ভয়ের দিনে আমি তোমাতে ভরসা রাখি,
পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,
নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারবে? (ধুয়ো)

সারাদিন ওরা আমার কথা উলট-পালট করে,
আমার অনিষ্টের জন্য ভাবতে থাকে;
ষড়যন্ত্র করে, চেয়ে থাকে আমার দিকে,
আমার প্রাণ হরণের প্রত্যাশায় লক্ষ করে আমার পদক্ষেপ।

অমন অপকর্মের জন্য ওরা যেন রেহাই না পেতে পারে!
ক্রোধভরে, পরমেশ্বর, জাতিসকলকে ধুলায় লুটিয়ে দাও।
তুমি আমার দুর্দশার হিসাব রেখেছ, †
তোমার পাত্রে রাখ গো আমার চোখের জল,
এসব কি তোমার খাতায় নেই? (ধুয়ো)

আমি তোমাকে ডাকলেই
সেদিন আমার শত্রুরা পিছন ফিরে চলে যাবে।
এতেই আমি জানি,
পরমেশ্বর আমার পক্ষে।

পরমেশ্বরে আমি তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,
প্রভুতে তাঁর বাণীর প্রশংসা করি,

পরমেশ্বরেই তো ভরসা রাখি, ভীত হব না,
লোকে আমার জন্য কীবা করতে পারবে? (ধুয়ো)

ওগো পরমেশ্বর, আমি আমার সকল ব্রতের অধীন—
তোমাকে অর্ঘ্য নিবেদন করে জানাব ধন্যবাদ;
কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, †
পতন থেকে আমার পা করেছ উদ্ধার;
আমি যেন তোমার সম্মুখে, পরমেশ্বর, জীবনের আলোতে চলতে পারি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি পরমেশ্বরেই ভরসা রাখি;
ভীত হব না।

## সাম ৫৭ দুঃখের সময়ে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা

*এ সামসঙ্গীত আমাদের প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা বলে* (সাধু আগস্তিন)।

ধুয়ো : জাগ, * আমার গৌরব! জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

১৭–২৩ ডিঃ : সিয়োনের খাতিরে * আমি নীরব থাকব না,
যতক্ষণ না উদিত হয় তার সেই ধর্মাত্মার জ্যোতি।

আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, আমাকে দয়া কর,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছে আমার প্রাণ;
আমি তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় নেব
যতক্ষণ সর্বনাশ না চলে যায়।

চিৎকার করে আমি পরাৎপর পরমেশ্বরকে ডাকি,
সেই ঈশ্বরকে যিনি পরাৎপর প্রতিফলদাতা।
স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে তিনি আমায় ত্রাণ করুন, আমার অত্যাচারীদের ভর্ৎসনা করুন;
পরমেশ্বর তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠান যেন। (ধুয়ো)

সিংহপালের মাঝে আমি শুয়েই থাকি, মানুষদের প্রতি ওরা ঈর্ষায় জ্বলন্ত:
ওদের দাঁত বর্শা ও তীর, ওদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গ।
স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

আমার পায়ের সামনে ওরা জাল পাতল,
আমার প্রাণের জন্য পাতল ফাঁস,
আমার সামনে গর্ত খুঁড়ল,
কিন্তু তার মধ্যে নিজেরাই পড়ে গেল। (ধুয়ো)

আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির,
আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
জাগ, আমার গৌরব! জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : জাগ, আমার গৌরব! জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

১৭–২৩ ডিঃ : সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যতক্ষণ না উদিত হয় তার সেই ধর্মাত্মার জ্যোতি।

## সাম ৫৮ ঈশ্বরই বিচারকর্তা

*ধিক তোমাদের! যারা ঈশ্বরের ন্যায্যতা ও প্রেমের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর* (লুক ১১:৪২)।

ধুয়ো : সত্যি * ঈশ্বর আছেন,
যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পাদন করেন।

হে প্রতাপশালীরা, তোমরা কি সত্যি ন্যায্য রায় উচ্চারণ কর?
তোমরা কি সততার সঙ্গে আদমসন্তানদের বিচার কর?
না! অন্তরে তোমরা অন্যায়ই গড়ে তোল,
পৃথিবী জুড়ে তোমাদের হাত হিংসাই তৈরি করে।

মাতৃগর্ভ থেকে দুর্জনেরা বিপথগামী,
জন্ম থেকে মিথ্যাবাদীরা পথভ্রষ্ট।
বিষাক্ত সাপেরই মত ওরা বিষাক্ত, †
বধির চন্দ্রবোড়ারই মত যা কান বন্ধ করে,
পাছে শোনে সাপুড়ের সুর, নিপুণ মন্ত্রজালিকের সুর।

ওদের মুখের দাঁত ভেঙে দাও গো পরমেশ্বর,
উপড়ে ফেল যত সিংহের দাঁত, ওগো প্রভু।
সরে যাওয়া জলের মতই ওরা বিলীন হয়ে যাক,
ম্লান হয়ে পড়া তেমন মানুষদের মত নিজেদের তীর মাড়িয়ে দিক,

চলতে চলতে গলে যাওয়া শামুকের মত হোক,
সূর্য দেখে না, গর্ভে এমন মৃত ভ্রূণেরই মত হোক।
কাঁটাগাছ কিংবা বন্যজন্তু বা আগুন
এক পলকেই ওদের ছিনিয়ে নিক।

প্রতিশোধ দেখে ধার্মিকজন আনন্দ করবে,
দুর্জনের রক্তে পা ধুয়ে নেবে।
মানুষ তখন বলবে, 'ধার্মিকের জন্য সত্যি পুরস্কার আছে;
সত্যি ঈশ্বর আছেন, যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পাদন করেন।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সত্যি ঈশ্বর আছেন,
যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পাদন করেন।

## সাম ৫৯ কৃপাময় ঈশ্বরই মানুষের সহায়

*খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন গৌরবের আত্মা, ঈশ্বরেরই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত* (১ পি ৪:১৪)।

ধুয়ো : প্রভু, * আক্রমণকারীদের হাত থেকে
আমাকে নিরাপদে রাখ।

শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, পরমেশ্বর আমার,
আক্রমণকারীদের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
অপকর্মাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে ত্রাণ কর রক্তলোভী মানুষদের হাত থেকে।

দেখ, ওরা আমার প্রাণ নেবার জন্য ওত পেতে আছে,
শক্তিশালীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে;
আমার কোন অন্যায় নেই, নেই কোন পাপ, ওগো প্রভু,
আমি নির্দোষী হলেও ওরা ছুটে আসছে, নিজেদের প্রস্তুত করছে।

জাগ, আমার কাছে এসে চেয়ে দেখ!
হে প্রভু সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
সকল বিজাতির শাস্তি দিতে নিদ্রাভঙ্গ হও,
জঘন্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি দয়া করো না।

সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,
শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে।
দেখ, ওদের মুখে কেমন কথা! ওদের ঠোঁটে রয়েছে খড়্গ:
'কেবা আমাদের শুনতে পায়?'

তুমি কিন্তু, প্রভু, ওদের নিয়ে তুমি তো হাস,
সকল বিজাতিকে উপহাস কর।
হে শক্তি, তোমারই দিকে চেয়ে আছি,
তুমিই যে আমার দুর্গ, হে পরমেশ্বর।

সেই কৃপাময় পরমেশ্বর এসে দাঁড়াবেন আমার সামনে,
পরমেশ্বরের জন্যই আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ীর চোখে তাকাতে পারব।
তুমি ওদের সংহার করো না, পাছে আমার স্বজাতি ভুলে যায়,
তোমার প্রতাপে ওদের তাড়িত করে লুটিয়ে দাও, হে প্রভু, আমাদের ঢাল।

ওদের ঠোঁটের কথা মুখের পাপমাত্র! †
ওদের অহঙ্কারে নিজেরাই ধরা পড়ুক,
ওরা যে অভিশাপ ও মিথ্যা উচ্চারণ করে!
ওদের শেষ করে ফেল, রুষ্ট হয়ে ওদের শেষ করে ফেল, †
ওরা নিশ্চিহ্ন হোক;
জানুক যে পরমেশ্বরই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যাকোবের উপর প্রভুত্ব করেন।

সন্ধ্যায় ওরা ফিরে আসে, কুকুরের মত ডাক ছাড়ে,
শহরের পথে-ঘাটে ঘোরে;

শিকারের খোঁজে ঘোরে ;
তৃপ্ত না হলে গড়গড় করে।

আমি কিন্তু করব তোমার শক্তির গুণগান,
প্রভাতে করব তোমার কৃপার গুণকীর্তন,
তুমি যে হলে আমার দুর্গ,
সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয়স্থল।

হে শক্তি, তোমার উদ্দেশে স্তবগান করব,
হে পরমেশ্বর, তুমি যে আমার দুর্গ, তুমি যে আমার কৃপাময় পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, আক্রমণকারীদের হাত থেকে
আমাকে নিরাপদে রাখ।

## সাম ৬০ দুর্দশার দিনে প্রার্থনা

*সংসারে থেকে তোমাদের দুর্দশা হবেই। তোমরা কিন্তু সাহস রাখ, কারণ আমি সংসারকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩)।

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, * যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয় ;
তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন।

হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ,
তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের কাছে।
এ দেশকে কম্পান্বিত করেছ, করেছ দীর্ণ,
এর ফাটলগুলি সংস্কার কর—টলে যাচ্ছে যে দেশ !

তোমার জাতিকে দেখিয়েছ দুর্দশার দিন,
আমাদের পান করিয়েছ এমন এক আঙুররস—আমাদের ঘুর লাগে এখন।

যারা তোমাকে ভয় করে, তাদের দিয়েছ একটা চিহ্ন,
ধনুকের আঘাত থেকে তারা যেন দূরে পালিয়ে যেতে পারে।

তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, সাড়া দাও।
তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
‘আমি উল্লাস করব, শিখেম বিভক্ত করব, সুক্কোথ উপত্যকা মেপে নেব।

গিলেয়াদ তো আমার, মানাশেও আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র, †
এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।’

কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালনা করবে?
হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের পায়ে মাড়িয়ে দেবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয় ;
তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন।

## সাম ৬১ নির্বাসিত মানুষের প্রার্থনা

*এটি সেই ধর্মময় মানুষের প্রার্থনা, যে অনশ্বর বিষয়েরই দিকে লক্ষ করে* (সাধু হিলারিউস)।

ধুয়ো : তুমিই তো হলে * আমার আশ্রয়, প্রভু ;
শত্রুর সামনে দৃঢ় দুর্গমিনার।

আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর,
আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।
পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি, আমার অন্তর মূর্ছিত-প্রায় ;
আমার পক্ষে উঁচু সেই শৈলে আমায় নিয়ে চল।

তুমিই তো হলে আমার আশ্রয়,
শত্রুর সামনে দৃঢ় দুর্গমিনার।
তোমার তাঁবুতে বাস করব চিরকাল,
তোমার ডানার নিভৃতে আশ্রয় নেব,

কারণ তুমি, পরমেশ্বর,
শুনেছ আমার ব্রতসকল,
যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়।

রাজার আয়ুর দিনগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দাও,
তাঁর জীবনের বর্ষগুলি প্রসারিত হোক যুগে যুগান্তে।
পরমেশ্বরের সম্মুখে তিনি সিংহাসনে চিরসমাসীন থাকুন,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা তাঁকে রক্ষা করুক।

তবেই আমি চিরদিন করব তোমার নামগান,
দিনে দিনে আমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করব।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তুমিই তো হলে আমার আশ্রয়, প্রভু ;
শত্রুর সামনে দৃঢ় দুর্গমিনার।

## সাম ৬২ ঈশ্বরেই শান্তি

*যিনি তোমাদের প্রত্যাশার উৎস, সেই ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাসে তোমাদের আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন* (রো ১৫:১৩)।

ধুয়ো : কেবল পরমেশ্বরেই * স্বস্তি পায় আমার প্রাণ।
১৭–২৩ ডিঃ : মানবপুত্র * যখন আসবেন,
তিনি তখন পৃথিবীতে কি পাবেন বিশ্বাস?

কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার পরিত্রাণ।
কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।

এই যে মানুষ হেলে পড়া কোন প্রাচীরের মত, †
টলমল কোন বেড়ারই মত,
তাকে বিধ্বস্ত করতে তোমরা একযোগে আক্রমণ চালাবে আর কতকাল?
উচ্চপদ থেকে তাকে নামাবার জন্য ওরা শুধু ফন্দি আঁটে, †
মিথ্যায় প্রসন্ন ওরা,
মুখে আশীর্বাদ করে, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দেয়। (ধুয়ো)

কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ,
তাঁরই কাছ থেকে আসে আমার আশা ;

কেবল তিনিই আমার শৈল, আমার পরিত্রাণ,
তিনি আমার দুর্গ—আমি টলব না।

পরমেশ্বরেই আমার পরিত্রাণ, আমার গৌরব ;
পরমেশ্বরেই আমার শক্তিশৈল, আমার আশ্রয়।
হে জনগণ, তাঁর উপরেই অনুক্ষণ ভরসা রাখ,
তাঁর সম্মুখে অন্তর উজাড় করে দাও—পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়। (ধুয়ো)

সত্যি, আদমসন্তান একটা ফুৎকার মাত্র,
মানবসন্তান মায়াই শুধু,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে
তারা মিলে ফুৎকারের চেয়েও লঘুভার।

তোমরা শোষণে ভরসা রেখো না,
লুণ্ঠনেও বৃথা আশা রেখো না ;
ধনসম্পদে হৃদয় আসক্ত করো না,
যদিও সেই সম্পদ বাড়ে। (ধুয়ো)

পরমেশ্বর একটি কথা বলেছেন, †
আমি শুনেছি দু'টি কথা—
পরমেশ্বরেরই তো সর্বশক্তি,
কৃপাও তোমার, ওগো প্রভু,
তুমি তো প্রত্যেককে কাজ অনুযায়ী দান কর প্রতিফল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : কেবল পরমেশ্বরেই স্বস্তি পায় আমার প্রাণ।

১৭–২৩ ডিঃ : মানবপুত্র যখন আসবেন,
তিনি তখন পৃথিবীতে কি পাবেন বিশ্বাস?

## সাম ৬৩ ঈশ্বরের জন্য প্রাণের তৃষ্ণা

*মণ্ডলী আপন ত্রাণকর্তার জন্য তৃষিত; অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী সেই জীবনময় জলের উৎসেই সে নিজের তৃষ্ণা মেটাতে ব্যাকুল* (কাসিওদরুস)।

ধুয়ো : ওগো পরমেশ্বর, * ওগো আমার ঈশ্বর,
ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি।

১৭–২৩ ডিঃ : মানবপুত্র * যখন আসবেন,
তিনি তখন পৃথিবীতে কি পাবেন বিশ্বাস?

ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি,
তোমারই জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
তোমারই জন্য আমার দেহ ব্যাকুল,
যেন শুষ্ক, শীর্ণ, জলহীন ভূমি।

তাই পবিত্রধামে তোমার দিকেই দৃষ্টি রাখি
তোমার শক্তি ও গৌরব দেখবার জন্য।
তোমার কৃপা জীবনের চেয়ে শ্রেয়,
তাই আমার ওষ্ঠ তোমার মহিমাকীর্তন করবে।

তাই যতদিন বাঁচব আমি তোমাকে বলব ধন্য,
তোমার নামে দু'হাত তুলব।
সুস্বাদু ভোজেই যেন তৃপ্ত হবে আমার প্রাণ,
আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

শয়নে আমি তোমায় স্মরণ করি,
রাতের প্রহরে প্রহরে করি তোমার ধ্যান।
তুমি আমার সহায় হলে,
তাই তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমি করি আনন্দগান।

তোমাকে আঁকড়ে থাকে আমার প্রাণ,
আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত।
কিন্তু আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা,
তারা নেমে যাবে পৃথিবীর তলদেশে।

তাদের তুলে দেওয়া হবে খড়্গের মুখে,
শিয়ালদেরই খাদ্য হবে তারা।
রাজা কিন্তু পরমেশ্বরে আনন্দ করবেন, †
যে কেউ তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে, সে গর্ববোধ করবে,
কারণ বন্ধ করা হবেই মিথ্যাবাদীদের মুখ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর,
ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি।

১৭–২৩ ডিঃ : মানবপুত্র যখন আসবেন,
তিনি তখন পৃথিবীতে কি পাবেন বিশ্বাস?

## সাম ৬৪ শত্রুর বিরোধিতার সময়ে প্রার্থনা

*এই সামসঙ্গীত প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ধ্যান করতে আমাদের আহ্বান করে* (সাধু আগস্তিন)।

ধুয়ো : শত্রুর * ভয়ভীতি থেকে, প্রভু,
আমার জীবন রক্ষা কর।

শোন, পরমেশ্বর, আমার বিলাপের কণ্ঠ,
শত্রুর ভয়ভীতি থেকে আমার জীবন রক্ষা কর।

দুষ্কর্মাদের চক্রান্ত থেকে, অপকর্মাদের কোলাহল থেকে
আমাকে লুকিয়ে রাখ।

ওরা জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে খড়্গের মত,
তীরের মতই ছোড়ে তিক্ত কথা।
নিভৃতস্থান থেকে ওরা নির্দোষকে লক্ষ করে,
হঠাৎ তীর ছোড়ে, আর কিছুই করে না ভয়।

কুকর্মের জন্য ওরা মন স্থির করে, †
গোপনে ফাঁদ পাতার ষড়যন্ত্র করে,
ওরা বলে, 'কে তা দেখতে পাবে?'
অন্যায়ের কথা ভেবে ওরা সুচিন্তিত ফন্দি খাটায়।
মানুষ তো একটা সমাধিস্থল, তার অন্তর অতল।

পরমেশ্বর কিন্তু ওদের উপর তীর ছুড়বেন,
হঠাৎ আহত হবে ওরা;
ওদের নিজেদের জিহ্বাই ঘটাবে ওদের পতন,
ওদের দেখে সবাই মাথা নেড়ে উপহাস করবে।

তখন ভয় পেয়ে সকলে পরমেশ্বরের কীর্তিকথা প্রচার করবে,
তিনি যা সাধন করেছেন, তা বুঝতে পারবে।
ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে, প্রভুতে আশ্রয় নেবে;
সরলহৃদয় সকল মানুষ উৎফুল্ল হবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : শত্রুর ভয়ভীতি থেকে, প্রভু,
আমার জীবন রক্ষা কর।

## সাম ৬৫ ধন্যবাদগীতি

*সিয়োন নগরী হল স্বর্গের প্রতীক* (অরিগেনেস)।

ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, * সিয়োনে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।

১৭–২৩ ডিঃ : হে প্রভু, * পৃথিবীতে যেন জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

হে পরমেশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য ;
তোমার কাছে ব্রত উদ্‌যাপন করা হয় ;
তুমি যে মিনতি শোন ;
তোমার কাছে আসে নশ্বর সকল জীব।
আমাদের পক্ষে ভারী তো অপরাধের বোঝা,
কিন্তু আমাদের যত অন্যায় তুমি মার্জনা কর।

সুখী সেই জন, যাকে বেছে নিয়ে তুমি কাছে ডাকলে,
সে তোমার প্রাঙ্গণে করবে বসবাস।
তোমার গৃহের মঙ্গলদানে,
তোমার মন্দিরের পবিত্রতায় আমরা পরিতৃপ্ত হব।

তোমার ধর্মময়তার ভয়ঙ্কর কীর্তি দ্বারাই
তুমি তো আমাদের সাড়া দাও, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর ;
পৃথিবীর সকল প্রান্তের,
সুদূর যত সাগরের ভরসা যে তুমি,
তুমি পরাক্রমে পরিবৃত হয়ে
মহাপ্রতাপে পাহাড়পর্বত কর অবিচল।

তুমি শান্ত কর সাগর-গর্জন,
তরঙ্গ-গর্জন, জাতিসকলের কোলাহল।

তোমার মহা মহা চিহ্ন দে'খে
ভয় পেল পৃথিবীর প্রান্তদেশের অধিবাসী।
প্রভাত ও সন্ধ্যার বহির্দ্বারে
তুমি জাগাও আনন্দধ্বনি।

এই পৃথিবীকে দেখতে এসে তা তুমি জলসিক্ত কর,
প্রচুর দানেই তাকে ধনবতী করে তোল ;
উছলে পড়ে পরমেশ্বরের নদী,
শস্যের ফসল ফলাও তুমি ;
এভাবেই তুমি প্রস্তুত কর মাটির বুক— †
জলসিক্ত কর তার খাঁজ, সমান কর তার আল,
তা কোমল কর বৃষ্টিধারায়, তার অঙ্কুর আশীর্বাদ কর।

তুমি বছরকে তোমার মঙ্গলদানেই মুকুটভূষিত কর,
তোমার রথ গমনে ঝরে পড়ে প্রাচুর্যের ধারা ;
প্রান্তরের চারণভূমিতেও ঝরে পড়ে থাকে সেই ধারা ;
গিরিশ্রেণির গায়ে আনন্দের সাজ।

মাঠ মেষপাল-বসনে পরিবৃত,
উপত্যকা শস্য-আবরণে অলঙ্কৃত,
সবকিছু জয়ধ্বনি করে, করে গান।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য।

১৭–২৩ ডিঃ : হে প্রভু, পৃথিবীতে যেন জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

## সাম ৬৬ বলি-উৎসর্গ উপলক্ষে ধন্যবাদগীতি

*খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন। তাঁর দ্বারা সর্বজাতি পিতার কাছে উপনীত* (হেসিখিউস)।

ধুয়ো : জাতিসকল, * আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য।
তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ। আল্লেলুইয়া।

সমগ্র পৃথিবী,
পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল আনন্দচিৎকার,
তাঁর নামের গৌরবে স্তবগান কর,
তাঁকে অর্পণ কর গৌরবময় প্রশংসাগান।

পরমেশ্বরকে বল :
'তোমার কর্মকীর্তি কত ভয়ঙ্কর!
তোমার প্রতাপ কত মহান!
তাই তোমার শত্রুরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে।

সমগ্র পৃথিবী তোমার উদ্দেশে প্রণত হোক,
তোমার উদ্দেশে স্তবগান করুক, করুক তোমার নামগান।'
এসো তোমরা, দেখ পরমেশ্বরের যত কাজ,
আদমসন্তানদের জন্য তাঁর কর্মকীর্তি কেমন ভয়ঙ্কর!

তিনি সাগর শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করলেন, †
পায়ে হেঁটেই পার হল তারা ;
সেইখানে এসো, আমরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি।
স্বপরাক্রমে যিনি শাসন করেন চিরকাল, †
তাঁর চোখ দেশগুলিকে লক্ষ করে,
বিদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না।

জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
শোনা যাক তাঁর প্রশংসাগানের সুর।
তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ,
আমাদের পা টলমল হতে দিলেন না।

তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, পরমেশ্বর,
আমাদের শোধন করেছ যেইভাবে রুপো শোধন করা হয়।
আমাদের নিয়ে গেছ কারাবাসে,
আমাদের পিঠে চাপিয়েছ বোঝা।

আমাদের মাথার উপর দিয়ে
মানুষকে চড়াতে দিয়েছ ঘোড়া ;
আগুন ও জল পার হয়ে এসেছি আমরা,
শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ প্রাচুর্যের দিকে।

আহুতিবলি নিয়ে আমি তোমার গৃহে ঢুকব,
তোমার কাছে উদ্‌যাপন করব সেই ব্রতসকল,
আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করল,
সঙ্কটে আমার মুখ যা প্রতিজ্ঞা করল।

তোমার উদ্দেশে আমি
দগ্ধ মেষের ধূপ-ধোঁয়ার সঙ্গে
নধর পশু আহুতিরূপে উৎসর্গ করব,
বৃষের সঙ্গে ছাগও বলিদান করব।

এসো, শোন তোমরা সকলে, পরমেশ্বরকে ভয় কর যারা,
এসো, তোমাদের বলব আমার জন্য কী করেছেন তিনি—
আমার এই মুখে আমি চিৎকার করে ডেকেছিলাম তাঁকে,
আমার এই জিহ্বায় বেজে উঠেছিল তাঁর বন্দনাগান।

মনে মনে আমি যদি অধর্মের প্রতি আসক্ত থাকতাম,
তবে প্রভু আমাকে শুনতেন না।
কিন্তু সত্যি শুনেছেন পরমেশ্বর,
তিনি মনোযোগ দিয়েছেন আমার প্রার্থনার কণ্ঠে।

ধন্য পরমেশ্বর! তিনি তো ফিরিয়ে দেননি প্রার্থনা আমার,
আমা থেকে ফিরিয়ে নেননি তিনি তাঁর কৃপা।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : জাতিসকল, আমাদের পরমেশ্বরকে বল ধন্য।
তিনিই তো জীবনে প্রতিষ্ঠিত করলেন আমাদের প্রাণ। আল্লেলুইয়া।

## সাম ৬৭ সর্বজাতি প্রভুকে পূজা করবে

*তোমাদের একথা জানতে হয়: ঈশ্বর সমগ্র জগৎকে তাঁর পরিত্রাণ দান করেছেন* (প্রেরিত ২৮:২৮)।

ধুয়ো : জাতিসকল * তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
জানতে পারে যেন তোমার পরিত্রাণ।

পরমেশ্বর আমাদের দয়া করুন, আমাদের আশীর্বাদ করুন,
আমাদের উপর আপন শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তুলুন,
যেন পৃথিবীতে জ্ঞাত হয় তোমার পথ,
সকল দেশের মাঝে তোমার পরিত্রাণ।

জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।
মহোল্লাসে আনন্দগান করুক সকল দেশ, †
তুমি যে ন্যায়ের সঙ্গেই জাতিসকল বিচার কর,
পৃথিবীতে যত দেশ চালিত কর। (ধুয়ো)

জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
সর্বজাতি করুক তোমার স্তুতি।
এই দেশভূমি দিয়েছে তার আপন ফসল;
পরমেশ্বর, আমাদের পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।

পরমেশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন,
তাঁকে ভয় করুক পৃথিবীর সকল প্রান্ত।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : জাতিসকল তোমার স্তুতি করুক, পরমেশ্বর,
জানতে পারে যেন তোমার পরিত্রাণ।

## সাম ৬৮ মন্দিরে প্রভুর জয়পূর্বক প্রবেশ

*ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে করতে তিনি বন্দিদশাকে বন্দি করেই নিয়ে গেলেন এবং মানুষকে পরমদানে উপকৃত করলেন* (এফে ৪:৮, ১০)।

ধুয়ো : ধন্য প্রভু * দিনের পর দিন!
আমাদের ঈশ্বর পরিত্রাণকারী ঈশ্বর।

উত্থিত হোন পরমেশ্বর, তাঁর শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক,
তাঁর বিদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।
ধোঁয়া যেমন দূর করা হয়,
তেমনি তুমি ওদের দূর করে দাও,
মোম যেমন গলে আগুনের মুখে,
তেমনি পরমেশ্বরের সম্মুখে দুর্জনেরা লুপ্ত হোক।

ধার্মিকেরা কিন্তু আনন্দ করুক, †
পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক, আনন্দে মেতে উঠুক,
পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান,
মেঘপ্রান্তরে 'প্রভু' নামে যিনি রথে চড়েন,
প্রস্তুত কর তাঁর পথ, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস।

এতিমদের পিতা, বিধবাদের রক্ষক,
তা-ই পরমেশ্বর নিজের পবিত্র বাসস্থানে।

পরমেশ্বর সঙ্গীহীনদের ঘরে আসন দেন, †
বন্দিদের আনন্দময় মুক্তিদানে বের করে আনেন,
বিদ্রোহীরা কিন্তু বসবাস করবে দগ্ধ মাটির দেশে।

হে পরমেশ্বর, যখন তুমি বেরিয়ে যেতে তোমার আপন জাতির সামনে,
যখন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তুমি যাত্রা করতে,
তখন সিনাইয়ের পরমেশ্বরের সম্মুখে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যিনি, †
সেই পরমেশ্বরের সম্মুখে পৃথিবী কেঁপে উঠল,
আকাশ ঝরাল বৃষ্টিধারা।

তুমি তখন অপর্যাপ্ত বর্ষা সিঞ্চন করলে, পরমেশ্বর,
তোমার উত্তরাধিকারের শ্রান্ত মানুষকে তুমি উজ্জীবিত করলে।
তোমার লোকেরা সেই স্থানে বাস করল,
যা তোমার মঙ্গলময়তায়, পরমেশ্বর, তুমি প্রস্তুত করেছিলে দীনহীনের জন্য।

প্রভু একটি বাণী ঘোষণা করেন,
শুভসংবাদ এ : 'সেনাদল সুবিশাল,
যত রাজা ও সেনাদল পালিয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে,
ঘরের সেই সুন্দরী লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নিচ্ছে।

তোমরা মেষঘেরিতে ঘুমিয়ে পড়ছ, †
এমন সময়ে কপোতীর ডানা রুপোয় মোড়া,
পালকে পালকে সোনার আভা।'
সেই সর্বশক্তিমান যখন রাজাদের চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন,
তখন সাল্‌মোন পর্বতে হল তুষারপাত।

বাশানের পর্বত পরমেশ্বরেরই পর্বত, †
বহুচূড়াময় পর্বতই বাশানের পর্বত ;
হে বহুচূড়াময় পর্বতমালা, কেন ঈর্ষার চোখে তাকাও সেই পর্বতের দিকে?

পরমেশ্বর নিজেই সেই পর্বত বেছে নিয়েছেন আপন আবাসরূপে,
সেইখানে প্রভু বসবাস করবেন চিরকাল।

লক্ষ লক্ষ, অসংখ্যই পরমেশ্বরের রথ,
প্রভু সিনাই থেকে এসে প্রবেশ করলেন পবিত্রধামে।
বন্দিদের সঙ্গে করে নিয়ে তুমি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলে, †
মানুষদের কাছ থেকে, বিদ্রোহীদেরও কাছ থেকে উপঢৌকন পেলে,
যেন একটি বাসস্থান পেতে পার, হে প্রভু পরমেশ্বর।

ধন্য প্রভু দিনের পর দিন!
আমাদের ত্রাণেশ্বর আমাদের ভার বহন করেন।
আমাদের ঈশ্বর পরিত্রাণকারী ঈশ্বর,
পরমেশ্বর প্রভুরই তো যত মৃত্যুর নির্গম-দ্বার!
হ্যাঁ, পরমেশ্বর তাঁর শত্রুদের মাথা
এবং অধর্মচারীদের সকেশ ললাটও চূর্ণ করবেন।

প্রভু বললেন, 'বাশান থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
সমুদ্রতল থেকেই তাদের ফিরিয়ে আনব,
তোমার পা যেন রক্তে সিঞ্চিত হয়,
তোমার কুকুরদের জিভ যেন শত্রুদের মধ্যে নিজ নিজ অংশ পেতে পারে।'

তোমার শোভাযাত্রা, পরমেশ্বর, এখন দেখা দিচ্ছে,
আমার ঈশ্বর, আমার রাজার শোভাযাত্রা পবিত্রধাম অভিমুখে—
আগে গায়কদল, পিছনে বাদকদল,
মাঝখানে খঞ্জনি বাজিয়ে কুমারীর দল।

মহা জনসমাবেশে তোমরা পরমেশ্বরকে বল ধন্য,
ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।

সেখানে দেখ, কনিষ্ঠজন বেঞ্জামিন আগে আগে আছে, †
পরপর যুদার নেতারা তাদের লোকসহ,
জাবুলোনের নেতারা, নেফ্তালির নেতাসকল।

পরমেশ্বর, তোমার শক্তি জারি কর,
পরমেশ্বর, আমাদের জন্য যা করেছ, তা দৃঢ় করে তোল।
যেরুশালেম-শিখরে তোমার মন্দিরের খাতিরে
তোমার কাছে রাজারা আনবেন উপহার।

নলবনের সেই পশুকে ধমক দাও,
জাতিদের বাছুরগুলির সঙ্গে সেই বৃষের পালকেও ধমক দাও,
বিনীত হয়ে ওরা তাল তাল রুপো এনে দিক;
যুদ্ধপ্রিয় যত জাতিকে বিক্ষিপ্ত কর;
মিশর থেকে রাজদূতেরা আসবে,
ইথিওপিয়া পরমেশ্বরের কাছে হাত পাতবে।

পৃথিবীর রাজ্যসকল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে কর গান,
প্রভুর উদ্দেশে তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
তাঁরই উদ্দেশে, প্রাচীনকাল থেকে স্বর্গের স্বর্গে রথে চড়েন যিনি;
এই যে, তিনি শক্তিশালী কণ্ঠে বজ্রনাদ করেন।

পরমেশ্বরে আরোপ কর শক্তি, †
তাঁর মহিমা ইস্রায়েলের উপর,
তাঁর শক্তি মেঘলোকে বিরাজিত।
পরমেশ্বর, তোমার পবিত্রধাম থেকে তুমি ভয়ঙ্কর,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, তিনি তাঁর আপন জাতিকে শক্তি ও বল দান করেন।
ধন্য পরমেশ্বর!
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ধন্য প্রভু দিনের পর দিন!
আমাদের ঈশ্বর পরিত্রাণকারী ঈশ্বর।

## সাম ৬৯ প্রভুর সহায়তার নিশ্চয়তা

*তারা যিশুকে পিত্ত-মেশানো আঙুররস খেতে দিল* (মথি ২৭:৩৪)।

ধুয়ো : আমার খাদ্যে * ওরা মাখিয়েছে বিষ,
আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা।

আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর,
আমার গলা যে ছাপিয়ে উঠছে জল।
পাঁকের গভীরে ডুবে গেছি, পা রাখার মত স্থান নেই, †
অথৈ জলে পড়ে গেছি,
আমায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে খরস্রোত।

ডেকে ডেকে আমি পরিশ্রান্ত, আমার গলদেশ শুষ্ক,
আমার পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
যারা আমাকে অকারণে ঘৃণা করে,
তারা আমার মাথার চুলের চেয়েও সংখ্যায় বেশি।

যারা আমাকে অন্যায়ভাবে স্তব্ধ করে দেয়,
আমার সেই শত্রুরা অনেক শক্তিশালী।
আমি যা চুরি করিনি,
তা নাকি আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে?

হে পরমেশ্বর, তুমি জান আমি কতই না মূর্খ,
তোমার কাছে আমার কোন অপরাধ গোপন নয়।
হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, যারা তোমাতে আশা রাখে,
আমার কারণে তাদের যেন লজ্জিত না হতে হয়;
হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যারা তোমার অন্বেষণ করে,
আমার কারণে তাদের যেন অপমানিত না হতে হয়।

কারণ তোমার জন্যই আমি অপবাদ সহ্য করছি,
লজ্জায় ঢেকে যায় আমার মুখ।
আমার আপন ভাইদের কাছে আমি আজ বিদেশী যেন,
আমার সহোদরদের কাছে অপরিচিত লোকের মত।

কারণ তোমার গৃহের জন্য আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,
আমার উপরেই পড়ছে তোমার অপমানকারীদের অপবাদ।
উপবাস করে করেছি ক্রন্দন,
এজন্যও তারা আমাকে দিল অপবাদ।

গায়ে দিয়েছি চটের কাপড়,
অথচ তাদের কাছে হলাম কৌতুকের পাত্র।
নগরদ্বারে বসে যারা, তারা আমার নিন্দা করে,
আমাকে নিয়ে গান বাঁধে মাতালের দল।

আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু,
প্রসন্নতার সময়ে প্রার্থনা করি;
তোমার মহাকৃপায়, পরমেশ্বর,
তোমার পরিত্রাণের বিশ্বস্ততায় আমাকে সাড়া দাও।

পাঁকের গভীর থেকে আমাকে উদ্ধার কর আমি যেন না ডুবে যাই;
আমার বিদ্বেষীদের হাত থেকে, অথৈ জলগর্ভ থেকে আমি যেন উদ্ধার পাই।
বন্যার খরস্রোত আমায় যেন না বয়ে নিয়ে যায়, †
আমাকে যেন গ্রাস না করে সাগরতল,
আমার উপর যেন আপন মুখ বন্ধ না করে গহ্বর।

আমাকে সাড়া দাও, প্রভু, তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়!
তোমার অপার স্নেহের দোহাই আমার দিকে ফিরে চাও।
তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

কাছে এসো, আমার প্রাণমুক্তির মূল্য দাও ;
আমার শত্রুদের কারণে আমাকে মুক্ত কর।
তুমি তো জান আমার লাঞ্ছনা, আমার লজ্জা, আমার অপমান,
তোমার সামনেই তো আমার সকল শত্রু।

সেই অপবাদ ভেঙে দিয়েছে আমার হৃদয়,
আমি অসুস্থ এখন ;
সহানুভূতি আশা করেছি—পাইনি কিছুই ;
কোন এক সান্ত্বনাদাতার প্রতীক্ষায় ছিলাম—পাইনি কাউকে।

আমার খাদ্যে ওরা মাখিয়েছে বিষ,
আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা।
ওদের ভোজনপাট হোক ওদের নিজেদের ফাঁদ,
ওদের প্রাচুর্য হোক ওদের নিজেদের ফাঁস।

ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,
ওদের কোমর কাঁপতে থাকুক অনুক্ষণ।
ওদের উপর ঢেলে দাও তোমার আক্রোশ,
ওদের ধরে ফেলুক তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।

ওদের বসতি হোক জনহীন,
ওদের শিবিরে কেউই বাস না করে যেন।
কারণ যাকে তুমি আঘাত করেছ, ওরা তাকে তো ধাওয়া করে,
যাকে তুমি আহত করেছ, তার যন্ত্রণা ওরা বাড়িয়ে দেয়।

দ্বিগুণ কর ওদের দণ্ড,
ওরা তোমার ধর্মময়তা পেতে অক্ষম হোক।
জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হোক ওদের নাম,
ধার্মিকদের সঙ্গে ওরা তালিকাভুক্ত যেন না হয়।

আর আমি—আমি তো দুঃখী, বেদনাপীড়িতই আমি!
পরমেশ্বর, তোমার পরিত্রাণ আমায় নিরাপদে রাখুক।
গান গেয়ে আমি পরমেশ্বরের নামের প্রশংসা করব, †
ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর মহিমাকীর্তন করব;
বলদ বা শিঙ-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে এতেই প্রীত হবেন প্রভু।

তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক,
ঈশ্বর-অন্বেষী সকল! তোমাদের হৃদয় উজ্জীবিত হোক;
কারণ প্রভু নিঃস্বকে শোনেন,
বন্দিদশায় পতিত তাঁর আপনজনদের তিনি অবজ্ঞা করেন না।

আকাশ ও পৃথিবী তাঁর প্রশংসা করুক,
করুক যত সাগর ও সাগর-গর্ভে যত জলচর প্রাণী।
কারণ পরমেশ্বর সিয়োনকে ত্রাণ করবেন, †
যুদার নগরগুলি পুনর্নির্মাণ করবেন,
তখন লোকে সেখানে বাস করবে, হবে সেই দেশের মালিক।

তাঁর দাসদের বংশ পাবে সেই দেশের উত্তরাধিকার,
যারা তাঁর নাম ভালবাসে, তারা সেখানে করবে বসবাস।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার খাদ্যে ওরা মাখিয়েছে বিষ,
আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা।

## সাম ৭০ সাহায্য প্রার্থনা

*প্রভু, বিপদে পড়েছি; আমাদের ত্রাণ কর* (মথি ৮:২৫)।

ধুয়ো : দীনহীন * নিঃস্ব যে আমি!
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।
লজ্জিত নতমুখ হোক তারা,
আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট যারা ;

আমার অমঙ্গলে যারা প্রীত,
তারা অপমানিত হয়ে পিছু হটে যাক।
যারা 'কি মজা, কি মজা' বলে,
লজ্জায় তারা নিজেদের মুখ ফিরিয়ে দিক।

তোমার সকল অন্বেষী মেতে উঠুক,
তোমাতে আনন্দ করুক,
যারা তোমার ত্রাণ ভালবাসে,
তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, 'পরমেশ্বর মহান!'

কিন্তু দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
আমার কাছে শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর।
তুমিই তো আমার সহায়, আমার মুক্তিদাতা,
আর দেরি করো না, প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : দীনহীন নিঃস্ব যে আমি!
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, প্রভু।

## সাম ৭১ প্রভুই আমার আশা

*আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও* (রো ১২:১২)।

ধুয়ো : প্রভু * আমার শৈলাশ্রয়, আমার পরিত্রাণ।

প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে উদ্ধার কর, রেহাই দাও,
কান দাও, কর গো পরিত্রাণ।

হও তুমি আমার জন্য একটি শৈলাশ্রয়, †
যেখানে আমাকে ত্রাণ করার জন্য
তুমি আমাকে চিরকালের মত ঢুকতে আজ্ঞা কর,
তুমিই যে আমার শৈল,
তুমিই যে আমার গিরিদুর্গ।

হে আমার পরমেশ্বর, দুর্জনের হাত থেকে,
অসৎ নির্দয় মানুষের হাত থেকে আমাকে রেহাই দাও।
তুমিই তো আমার আশা, প্রভু,
যৌবনকাল থেকে তুমিই তো আমার ভরসা, প্রভু।

জন্ম থেকেই আমি তোমার উপর নির্ভরশীল, †
মাতৃগর্ভ থেকে তুমিই আমার সহায়,
তোমার উদ্দেশে আমার অবিরত প্রশংসাবাদ।
অনেকের কাছে আমি হয়েছি প্রহেলিকা যেন,
তুমিই কিন্তু হলে আমার দৃঢ় আশ্রয়। (ধুয়ো)

আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ,
পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।
বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না,
আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

আমার শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে,
যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, তারা একজোট হয়ে মন্ত্রণা করছে;
ওরা বলে: 'পরমেশ্বর তাকে ত্যাগ করেছেন, †
ধাওয়া করে ধর তাকে,
উদ্ধার করার মত তার কেউ নেই।' (ধুয়ো)

আমা থেকে দূরে থেকো না, পরমেশ্বর,
আমার সহায়তায় শীঘ্রই এসো, পরমেশ্বর আমার।
আমার অভিযোগকারী সবাই লজ্জিত নিঃশেষিত হোক,
আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট সবাই অপবাদে অপমানে আচ্ছন্ন হোক।

আমি কিন্তু অনুক্ষণ আশা রাখব,
করে যাব নব নব প্রশংসা তোমার।
আমার মুখ প্রচার করে যাবে তোমার ধর্মময়তা, †
সারাদিন তোমার পরিত্রাণের কথা,
যদিও তার পরিমাপ আমার জানার অতীত। (ধুয়ো)

এবার আমি প্রভুর পরাক্রান্ত কর্মকীর্তির বর্ণনায় আসব,
তোমারই, শুধু তোমারই ধর্মময়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেব।
যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়,
আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

এখন আমি যে বৃদ্ধ, যে শুভ্রকেশ,
আমায় ত্যাগ করো না গো পরমেশ্বর,
যতক্ষণ না প্রচার করি তোমার প্রতাপ,
আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে তোমার পরাক্রম। (ধুয়ো)

হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্মময়তা আকাশছোঁয়া, †
তুমি মহাকর্মই করেছ সাধন,
কেইবা তোমার মত, পরমেশ্বর?

তুমি আমাকে বহু সঙ্কট ও অমঙ্গল দেখতে দিয়েছ, †
তবু আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবে,
আমাকে পুনরুত্থিতই করবে পৃথিবীর অতল থেকে,
মহত্তর মর্যাদায় আমাকে ভূষিত করবে,
আমাকে পুনরায় সান্ত্বনা দান করবে।

তখন বীণার ঝঙ্কারে আমি তোমার বিশ্বস্ততার জন্য †
তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, হে আমার পরমেশ্বর ;
সেতার বাজিয়ে তোমার স্তবগান করব, হে ইস্রায়েলের পবিত্রজন।
তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ,
মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ, যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।

আমার জিহ্বাও সারাদিন ধরে তোমার ধর্মময়তা প্রচার করে যাবে,
কারণ আমার অনিষ্ট করতে সচেষ্ট যারা, তারা হল লজ্জিত নতমুখ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু আমার শৈলাশ্রয়, আমার পরিত্রাণ।

## সাম ৭২ মশীহের রাজ-অধিকার

*রত্ন-পেটিকা খুলে তাঁরা তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস* (মথি ২:১১)।

ধুয়ো : আমি * তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন বিশ্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

পরমেশ্বর, রাজাকে তোমার সুবিচার,
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মময়তা প্রদান কর ;
তিনি ধর্মময়তায় তোমার আপন জনগণকে,
সুবিচার মতে তোমার দীনদুঃখীদের বিচার করুন।

পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি,
উপপর্বত ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।
তিনি জাতির দীনদুঃখীদের পক্ষে বিচার করবেন, †
করবেন নিঃস্ব মানুষের সন্তানদের পরিত্রাণ,
অত্যাচারীকে কিন্তু চূর্ণ করবেন।

তিনি দীর্ঘায়ু হবেন সূর্যের মত,
চন্দ্রের মত—যুগযুগস্থায়ী।
তিনি নেমে আসবেন তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত,
সেই বৃষ্টিধারার মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।

তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত,
চন্দ্র যতদিন না বিলীন হয়, ততদিন মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
তিনি এক সাগর থেকে আর এক সাগর পর্যন্ত আধিপত্য করবেন,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায়।

মরুবাসীরা তাঁর সম্মুখে হাঁটু পাত করবে,
তাঁর শত্রুরা ধুলা চেটে খাবে।
তার্শিশ ও দ্বীপপুঞ্জের রাজারা নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান,
শেবা ও সাবার রাজারা রাজস্ব আনবেন ;

সকল রাজা তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত করবেন,
তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।
কেননা যে-নিঃস্ব সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
যে-দীনজন অসহায় হয়, তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।

তিনি দীনহীন ও নিঃস্বের প্রতি দয়া করবেন,
ত্রাণ করবেন নিঃস্বদের প্রাণ।
শোষণ আর হিংসার কবল থেকে তাদের মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত হবে মূল্যবান।

তিনি দীর্ঘজীবী হবেন,
তাঁকে দেওয়া হবে শেবা দেশের সোনা ;
তাঁর জন্য নিত্যই প্রার্থনা করা হবে,
সারাদিন ধরে তাঁকে বলা হবে ধন্য।

দেশে গমের প্রাচুর্য হবে,
পর্বত চূড়ায় চূড়ায় দোলবে তার শিষ।
লেবাননের মতই ফলবে তার ফল,
তার শস্য ফুটে উঠবে যেন মাটির ঘাস।

তাঁর নাম বিরাজ করুক চিরকাল !
সূর্যের সামনে চিরস্থায়ী থাকুক সেই নাম,
তবেই সেই নামে সকল দেশ হবে আশিসধন্য,
তারা তাঁকে সুখী বলবে।

ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক !
ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল,
সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক। আমেন, আমেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন বিশ্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

## সাম ৭৩ ধার্মিকের দুর্দশা

*সুখী সেই জন, আমার প্রতি যার বিশ্বাস টলে যায় না* (মথি ১১:৬)।

ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয়দের প্রতি * পরমেশ্বর কতই না মঙ্গলময়।

আহা, ইস্রায়েলের প্রতি,
শুদ্ধহৃদয়দেরই প্রতি পরমেশ্বর কতই না মঙ্গলময়!
অথচ আমি প্রায় হোঁচট খাচ্ছিলাম, প্রায় টলে যাচ্ছিল আমার পা,
কারণ দুর্জনদের সমৃদ্ধি দেখে দাম্ভিকদের ঈর্ষা করেছিলাম।

ওদের কখনও দুঃখকষ্ট নেই, ওদের দেহ হৃষ্টপুষ্ট।
ওরা মরমানুষের মত দুর্দশাগ্রস্ত নয়;
অন্য লোকদের মত আঘাতগ্রস্ত নয়—
অহঙ্কার যেন ওদের গলার মালা, হিংসাই ওদের বসন যেন।

ওদের মেদপিণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে ওদের চোখ,
ওদের হৃদয় থেকে কত কুচিন্তা উপচে পড়ে।
ওরা ব্যঙ্গ করে, ঈর্ষায় ভরা কথা বলে,
উঁচুস্থান থেকে অত্যাচারের হুমকি দেয়।

ওরা আকাশ পর্যন্তই মুখ উঁচু করে,
ওদের জিহ্বা পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ায়;
এজন্য তাঁর জনগণ এই দিকে ফেরে
যেখানে প্রচুর জল পান করতে পারে।

ওরা বলে, 'কী করেই বা জানবেন ঈশ্বর?
পরাৎপরের কি জানা থাকতে পারে?'
দেখ, এরাই তো দুর্জন;
সবসময় নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ায় ধনসম্পদ। (ধুয়ো)

তাই বৃথাই আমি শুদ্ধ রেখেছি হৃদয়,
বৃথাই নির্দোষিতায় ধুয়েছি দু'হাত।

আমি তো আঘাতগ্রস্ত সারাদিন ধরে,
দণ্ডিতই প্রতিটি সকালে।

যদি বলতাম, ‘ওদের মতই কথা বলব,’
তাহলে তোমার এ যুগের সন্তানদের প্রতি অবিশ্বস্ত হতাম।
এসব বুঝবার জন্য ভাবতে লাগলাম,
কিন্তু আমার চোখে এ কী কঠিন কাজ!

অবশেষে ঈশ্বরের পবিত্রধামে ঢুকেই
আমি বুঝতে পারলাম ওদের পরিণাম।
আসলে তুমি তো পিচ্ছিল স্থানেই ওদের রাখ,
ওদের লুটিয়ে দাও সর্বনাশের মুখে।

এক পলকেই ওদের কী ধ্বংস হল—
ওরা আতঙ্কে নিঃশেষিত, বিলীন।
প্রভু, জেগে ওঠার পর একটা স্বপ্নের মত,
জেগে উঠে তুমি অপচ্ছায়াই যেন ওদের অবজ্ঞা কর। (ধুয়ো)

যখন অস্থির ছিল আমার মন,
যখন উদ্বিগ্ন ছিল আমার হৃদয়,
তখন আমি অবোধ অজ্ঞ ছিলাম,
তোমার সামনে ছিলাম পশুরই মত।

আমি কিন্তু নিরন্তর তোমার সঙ্গে আছি,
তুমি আমার ডান হাত ধারণ করে রাখ।
তোমার সুমন্ত্রণা দ্বারা তুমি আমায় চালনা কর,
আর শেষে তোমার আপন গৌরবে আমায় গ্রহণ করবে।

স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে?
তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে,
পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

ওই দেখ, তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা সত্যি লুপ্ত হবে,
তোমার প্রতি যারা অবিশ্বস্ত, তুমি তাদের সকলকে স্তব্ধ করে দাও।
আমি কিন্তু—পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল,
তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা করার জন্য আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : শুদ্ধহৃদয়দের প্রতি পরমেশ্বর কতই না মঙ্গলময়।

## সাম ৭৪ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর বিলাপ

*যারা মানুষের দেহটাকে মেরে ফেলতে পারে, তোমরা তাদের ভয় করো না* (মথি ১০:২৮)।

ধুয়ো : প্রভু, * মনে রেখ সেই মণ্ডলীর কথা
যা আদি থেকেই তোমার।

পরমেশ্বর, কেন তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ চিরকালের মত?
কেন তোমার চারণভূমির মেষপালের প্রতি জ্বলে ওঠে তোমার ক্রোধ?
মনে রেখ সেই জনমণ্ডলীর কথা তুমি যাকে একদিন কিনলে, †
সেই গোষ্ঠীকে তোমার সম্পদরূপে তুমি যার মুক্তিকর্ম সাধন করলে,
সেই সিয়োন পর্বতকে তুমি যেখানে করলে বসবাস।

বাড়াও পা এ চিরকালীন ধ্বংসস্তূপের দিকে,
শত্রু সবকিছু ধ্বংস করল তোমার পবিত্রধামে।

তোমার বিরোধীরা গর্জে উঠল আমাদের সঙ্গে তোমার সেই সাক্ষাৎ-স্থানে,
সেখানে নিজেদের পতাকা পুঁতে রাখল চিহ্নরূপে।

বনের গভীরে কুড়াল উঁচু করে চালায় যারা,
তাদের মত কুঠার গদার আঘাতে তারা ভেঙে ফেলল কাঠের যত কারুকাজ।
তারা আগুনে দিল তোমার পবিত্রধাম,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ ক'রে কলুষিতই করল।

তারা মনে মনে বলছিল, 'এসো, আমরা এদের সম্পূর্ণই চূর্ণ করি;'
তারা পুড়িয়ে দিল দেশে আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সমস্ত সাক্ষাৎ-স্থান।
আমরা আর কোন চিহ্ন দেখি না, আর কোন নবী নেই,
আর আমরা কেউই জানি না এসব আর কতকাল?

আর কতকাল, পরমেশ্বর, বিরোধী দল দিয়ে যাবে অপবাদ?
শত্রু কি তোমার নাম উপেক্ষা করে যাবে চিরকাল?
কেন তুমি ফিরিয়ে নাও হাত?
কেনই বা তুমি ডান হাত এমনিই রাখ কোলের উপর?

অথচ পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা,
তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ।
তোমার প্রতাপে তুমি বিভক্ত করলে সাগর,
জলরাশির উপর টুকরো টুকরো করে ফেললে নাগদানবদের মাথা।

তুমি লেভিয়াথানের সাত মাথা চূর্ণ করলে,
তার দেহটাকে মরুপ্রাণীদেরই খেতে দিলে,
তুমিই খুলে দিলে জলের উৎস ও স্রোতের মুখ,
তুমিই সনাতন নদনদী শুষ্ক করলে।

দিনও তোমার, রাতও তোমার,
তুমিই বসিয়েছ চন্দ্র ও সূর্য,

তুমিই স্থাপন করেছ পৃথিবীর সীমারেখা,
তুমিই প্রবর্তন করেছ গ্রীষ্ম ও শীতের ঋতুচক্র।

মনে রেখ, শত্রু প্রভুকে দিল অপবাদ,
নির্বোধ এক জাতি উপেক্ষা করল তোমার নাম।
তোমার এ কপোতটির প্রাণ তুমি দিয়ো না গো বন্যজন্তুর মুখে,
তোমার দুঃখীদের প্রাণ ভুলে থেকো না চিরকাল ধরে।

তোমার আপন সন্ধি রক্ষা কর,
কেননা পৃথিবীর যত অন্ধকার কোণ হিংসার আস্তানায় পরিপূর্ণ।
অত্যাচারিতকে যেন না ফিরতে হয় অপমানিত হয়ে,
দুঃখী ও নিঃস্ব যেন করতে পারে তোমার নামের প্রশংসাবাদ।

উত্থিত হও, পরমেশ্বর ; আত্মপক্ষ সমর্থন কর ;
মনে রেখ, নির্বোধ মানুষ তোমায় অপবাদ দেয় সারাদিন।
তোমার বিরোধীদের চিৎকার ভুলো না,
বাড়ে দিনে দিনে তোমার বিরোধীদের কোলাহল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, মনে রেখ সেই মণ্ডলীর কথা
যা আদি থেকেই তোমার।

## সাম ৭৫ প্রভুই সর্বজাতির শাসনকর্তা

*তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত* (লুক ১:৫২)।

ধুয়ো : প্রচার কর * প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা,
সততার সঙ্গেই তিনি বিচার সম্পাদন করেন।

১৭–২৩ ডিঃ : হে আকাশমণ্ডল, * ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে বর্ষণ করুক ;
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ,
ত্রাণকর্তা অঙ্কুরিত হোন।

আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, পরমেশ্বর,
তোমাকে জানাই ধন্যবাদ ;
নিকটবর্তী—এ-ই তোমার নাম,
তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি সঙ্কীর্তিত।

হ্যাঁ, আমারই নিরূপিত সময়ে
আমি সততার সঙ্গে বিচার সম্পাদন করব।
টলমল হয়ে উঠুক জগৎ ও তার সকল অধিবাসী,
আমিই তার স্তম্ভ ধরে রাখি অবিচল।

দাম্ভিকদের আমি বলি, 'দম্ভ করো না,'
দুর্জনদের বলি, 'মাথা উঁচু করো না,
মাথা উঁচু করো না ঊর্ধ্বলোকের দিকে,
কথা বলো না উদ্ধতভাবে।'

পুব থেকে নয়, পশ্চিম থেকেও নয়,
পার্বত্য মরুপ্রান্তর থেকেও নয়,
পরমেশ্বর থেকেই বরং আসে বিচার,
কাউকে তিনি অবনমিত করেন, কাউকে উন্নীত করেন।

প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে,
মসলা-মেশানো সফেন আঙুররসে পূর্ণ সেই পাত্র ;

তিনি পাত্র থেকে তা ঢেলে দিচ্ছেন, †
আর তার তলানি পর্যন্তই খাবে তারা,
তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

আমি কিন্তু উল্লাস করব চিরকাল,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে করব স্তবগান ;
আমি দুর্জনদের স্পর্ধা উচ্ছিন্ন করব,
তখন ধার্মিকদের প্রতাপ উন্নীত হবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রচার কর প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা,
সততার সঙ্গেই তিনি বিচার সম্পাদন করেন।

১৭–২৩ ডিঃ : হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে বর্ষণ করুক ;
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ,
ত্রাণকর্তা অঙ্কুরিত হোন।

## সাম ৭৬ বিজয়ের জন্য ধন্যবাদগীতি

*তারা তখন দেখতে পাবে, মানবপুত্র মহাপরাক্রমে মেঘে করে আসছেন* (মথি ২৪:৩০)।

ধুয়ো : ইস্রায়েলে * সুমহান প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : একটু * ফিরে তাকাও, প্রভু,
তোমার দাসদের কাছে আসতে আর দেরি করো না।

যুদায় পরমেশ্বর সুপরিচিত,
ইস্রায়েলে তাঁর নাম সুমহান।

শালেমে তাঁর তাঁবু, সিয়োনে তাঁর আবাসগৃহ,
এইখানে তিনি ভেঙে দিলেন ধনুকের যত বিদ্যুৎশিখা, ঢাল, খড়্গ, সংগ্রাম।

শিকারের পর্বতমালায়
কত উজ্জ্বল তুমি, হে মহামহিম!
সম্পদ-লুণ্ঠিত হয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল যত বীর,
কোন যোদ্ধা আর খুঁজে পাচ্ছিল না তার আপন হাত। (ধুয়ো)

হে যাকোবের পরমেশ্বর, তোমার ধমক শুনে
থামল রথ, থামল অশ্ব।
তুমি—ভয়ঙ্কর তুমি!
তোমার ক্রোধ জ্বলে উঠলে কেবা দাঁড়াতে পারে তোমার সামনে?

পৃথিবীর সকল বিনম্রদের পরিত্রাণ করবে ব'লে
যখন তুমি বিচার করতে উত্থিত হও, পরমেশ্বর,
স্বর্গ থেকে যখন তুমি ঘোষণা কর তোমার বিচার আদেশ,
তখন ভয়ে মর্ত হয়ে পড়ে নিশ্চুপ। (ধুয়ো)

তুমি তো চূর্ণই কর মানুষের রোষ,
এ রোষ থেকে যারা বেঁচেছে, তাদের তুমি তোমাতেই ঘিরে রাখ।
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে ব্রত নিয়ে সেগুলি পালনও কর।
যারা তাঁর চারপাশে আছে, সেই ভয়ঙ্করের কাছে তারা আনুক উপহার।

তিনিই তো ক্ষমতাশালীদের শ্বাস কেড়ে নেন,
পৃথিবীর রাজাদের কাছে তিনি ভয়ঙ্কর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : ইস্রায়েলে সুমহান প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : একটু ফিরে তাকাও, প্রভু,
তোমার দাসদের কাছে আসতে আর দেরি করো না।

## সাম ৭৭ প্রভুর মহাকীর্তির স্মৃতি

*আমরা সব ধরনের উৎপীড়ন সহ্য করি, কিন্তু কখনও পরাভূত হবই না* (২ করি ৪:৮)।

ধুয়ো : তুমিই * সেই ঈশ্বর,
যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন।

আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, আমি তো ডাকছি;
আমার কণ্ঠ পরমেশ্বরের কাছে যায়, তিনি যেন আমায় শুনতে পান।
সঙ্কটের দিনে প্রভুর অন্বেষণ করি, †
সারারাত আমার হাত অক্লান্তভাবে প্রসারিত থাকে,
সান্ত্বনা মানে না আমার প্রাণ।
তোমার কথা স্মরণ ক'রে, পরমেশ্বর, আমি করি বিলাপ,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা হয়ে পড়ে মূর্ছাতুর।

জাগরণে তুমি তো খোলা রাখ আমার চোখ,
আমি অস্থির, আমি নির্বাক্।
চিন্তা করি বিগত দিনগুলির কথা,
অতীতকালের বছরগুলির কথা স্মরণ করি।
রাতে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি গান,
ভাবতে ভাবতে আমার আত্মা এই প্রশ্নের হয় সম্মুখীন : (ধুয়ো)

প্রভু কি আমাদের ত্যাগ করবেন চিরকালের মত?
তিনি কি আর কখনও প্রসন্ন হবেন না?
তাঁর কৃপা কি ফুরিয়ে গেছে চিরদিনের মত?
চিরতরে কি নিঃশেষ হয়েছে তাঁর সেই কথা?
ঈশ্বর কি ভুলে গেছেন তাঁর দয়া?
ক্রুদ্ধ হয়ে কি বন্ধ করেছেন তাঁর স্নেহধারা?

তখন আমি বলি, ‘এই তো আমার দুঃখ,
পরাৎপরের ডান হাতের পরিবর্তন হল।’
প্রভুর মহাকর্মের কথা স্মরণ করব,
স্মরণ করব অতীতকালের তোমার আশ্চর্য কাজের কথা।
মনে মনে জপ করব তোমার কর্মকাহিনী,
ধ্যান করব তোমার মহাকর্ম সকল। (ধুয়ো)

পরমেশ্বর, তোমার পথ পুণ্যময়,
পরমেশ্বরের মত কেইবা তেমন মহান ঈশ্বর?
তুমিই সেই ঈশ্বর, যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন,
জাতিসকলের মাঝে যিনি আপন প্রতাপ প্রকাশ করেন;
নিজ বাহুবলে তুমি তোমার আপন জনগণ,
যাকোব ও যোসেফের সন্তানদের করেছ মুক্ত।

পরমেশ্বর, জলরাশি তোমাকে দেখল!
দেখে কম্পিত হল সেই জলরাশি;
অতলদেশও আলোড়িত হয়ে উঠল।
মেঘপুঞ্জ ঢেলে দিল জলধারা,
আকাশে বেজে উঠল বজ্রধ্বনি,
চারদিকে ছুটাছুটি করল তোমার তীর। (ধুয়ো)

ঘূর্ণিঝড়ে নিনাদিত হল তোমার বজ্রনাদ,
বিদ্যুৎ ঝলকে আলোকিত হল জগৎ;
পৃথিবী আলোড়িত হল, কেঁপে উঠল;
তোমার পথ ছিল সাগরের মাঝে,
তোমার সরণি বিশাল জলরাশির মাঝে,
অথচ তোমার পায়ের চিহ্ন অদৃশ্যই ছিল।

মোশি ও আরোনের হাত দ্বারা
তুমি তোমার আপন জাতিকে চালনা করলে মেষপালেরই মত।
*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তুমিই সেই ঈশ্বর,
যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন।

## সাম ৭৮ ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসের শিক্ষা

*ঈশ্বর পরম বিশ্বস্ত। প্রলোভন এলে তিনি উদ্ধারের উপায়ও করে দেবেন* (১ করি ১০:১৩)।

ধুয়ো : আমার মুখের কথা * কান পেতে শোন।

হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,
আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।
এক উপমা-কাহিনীর জন্য আমি মুখ খুলব,
অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব।

আমরা যা শুনেছি জেনেছি, †
আমাদের পিতৃগণ যা বর্ণনা করেছেন আমাদের কাছে,
আমরা তা গোপন রাখব না তাদের সন্তানদের কাছে;
আগামী যুগের মানুষের কাছে বর্ণনা করব প্রভুর প্রশংসা, তাঁর প্রতাপ,
সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি সাধন করলেন।

যাকোবে তিনি এক সাক্ষ্য স্থাপন করলেন,
ইস্রায়েলে এক বিধান জারি করলেন;
আমাদের পিতৃগণকে আজ্ঞা দিলেন
তাঁরা যেন তাই শেখান আপন সন্তানদের কাছে,

আগামী যুগের মানুষ, অনাগত যত সন্তান তা যেন জানতে পারে,
আর তারাও তেমনি যেন উঠে আপন সন্তানদের কাছে তা বর্ণনা করে ;
তারাও যেন পরমেশ্বরে আস্থা রাখে, †
ঈশ্বরের কর্মকাহিনী ভুলে না যায়,
বরং তাঁর সমস্ত আজ্ঞা যেন পালন করে ;

তারা যেন না হয় তাদের আপন পিতৃগণের মত,
সেই বিদ্রোহী ও জেদি যুগের মানুষ,
এমন যুগের মানুষ যাদের অন্তর ছিল অস্থির,
যাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি ছিল অবিশ্বস্ত।

এফ্রাইম সন্তানেরা ধনুকে সজ্জিত হয়েও
পিঠ ফিরিয়ে দিল সংগ্রামের দিনে ;
তারা পরমেশ্বরের সন্ধি মানল না,
তাঁর বিধানের পথে চলতে অস্বীকার করল।

তারা ভুলে গেল তাঁর মহাকর্মের কথা,
সেই সব আশ্চর্য কাজ যা তিনি দেখিয়েছিলেন তাদের ;
তাদের পিতৃগণের সামনে তিনি সাধন করেছিলেন আশ্চর্য কর্মকীর্তি
মিশর দেশে, তানিসের মাঠে।

সাগর দু'ভাগ করে তিনি পার করিয়েছিলেন তাদের,
জলকে দাঁড় করিয়েছিলেন বাঁধের মত ;
দিনের বেলায় একটা মেঘ দ্বারা,
সারারাত ধরে আগুনের আলো দ্বারা তাদের চালনা করতেন।

মরুপ্রান্তরে শৈলশিলা বিদীর্ণ ক'রে
তিনি তাদের প্রচুর জল পান করালেন যেন সমুদ্রের অতল থেকে ;
শৈল থেকে বের করে আনলেন কত জলস্রোত,
নদনদীর মতই বইয়ে দিলেন জল।

অথচ মরুদেশে পরাৎপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে
তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করে চলল ;
মনোমত খাদ্য চেয়ে
অন্তরে ঈশ্বরকে যাচাই করল।

তারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে গজগজ করে একথা বলল,
'ঈশ্বর কি মরুপ্রান্তরে ভোজনপাট সাজাতে পারবেন?'
এই যে! তিনি শৈলে আঘাত হানলেই বইতে লাগল জল,
উছলে পড়ল যত খরস্রোত।
'তিনি কি রুটিও দিতে পারবেন,
আপন জনগণের জন্য কি মাংস যোগাতে পারবেন?'

তখন একথা শুনে প্রভু কুপিত হলেন, †
যাকোবের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠল,
ইস্রায়েলের উপর জাগল তাঁর ক্রোধ ;
তারা যে পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখল না,
ভরসা রাখল না তাঁর পরিত্রাণে।

তবুও তিনি ঊর্ধ্বের মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দিলেন,
খুলে দিলেন আকাশের যত দ্বার,
তাদের উপর খাদ্যরূপে বর্ষণ করলেন মান্না,
তাদের দিলেন স্বর্গের গোধুম।

মানুষ খেল শক্তিশালীদের রুটি,
তিনি তাদের কাছে পাঠালেন অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ;
আকাশে তিনি পুব হাওয়া বইয়ে দিলেন,
আপন প্রতাপে আনলেন দক্ষিণ হাওয়া ;

তাদের উপর তিনি মাংস বর্ষণ করলেন ধুলার মত,
উড়ন্ত পাখি সাগরের বালুকণার মত,

তা পড়ালেন তাদের শিবিরের মাঝে,
তাদের আবাসগুলির চতুর্দিকে।

তারা খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেল,
তিনি তো তাদের সেই বাসনা করেছিলেন মঞ্জুর।
সেই বাসনা তখনও তাদের ছাড়েনি,
খাদ্য তখনও ছিল তাদের মুখে,
সেই সময় পরমেশ্বরের ক্রোধ তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল, †
তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ যত মানুষকে তিনি সংহার করলেন,
ইস্রায়েলের যত যুবযোদ্ধাকে নিপাতিত করলেন।

এসব কিছু সত্ত্বেও তারা পাপ করে চলল,
তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তিতে বিশ্বাস রাখল না ;
তাই তিনি এক ফুৎকারেই ফুরিয়ে দিলেন তাদের আয়ুর দিন,
ভয়-ভীতিতে তাদের আয়ুর সন।

তিনি তাদের সংহার করলে তারা তাঁকে খুঁজত,
তাঁর দিকে ফিরত, ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করত ;
তখন স্মরণ করত যে পরমেশ্বরই তাদের শৈল,
ঈশ্বর, সেই পরাৎপরই, তাদের মুক্তিসাধক।

মুখে তারা তাঁকে তোষামোদ করত,
জিহ্বায় তাঁকে মিথ্যা বলত ;
তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না কো তাদের অন্তর,
বিশ্বস্ত ছিল না তারা তাঁর সন্ধির প্রতি।

তবুও তাঁর করুণায় তিনি তাদের শঠতা ক্ষমা ক'রে †
তাদের ধ্বংস করলেন না,
বহুবার ক্রোধ সংযত করলেন, জাগাননি সমস্ত রোষ,

বরং স্মরণ করলেন, দেহমাংসের মানুষই মাত্র তারা,
তারা বাতাসই যেন—বয়ে গেলে আর ফেরে না।

প্রান্তরে তারা কতবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
মরুভূমিতে কতবার তাঁকে দুঃখ দিল ;
বারবার ঈশ্বরকে যাচাই করল,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে ব্যথা দিল।

তারা স্মরণ করল না তাঁর হাতের কথা,
সেদিনের কথা, যেদিন তিনি অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের মুক্ত করলেন,
যেদিন মিশরে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,
যেদিন তানিসের মাঠে ঘটালেন কত অলৌকিক কাজ।

তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন
তারা যেন কোন জলধারা থেকে পান না করতে পারে।
তাদের গ্রাস করতে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ডাঁশের ঝাঁক,
তাদের যন্ত্রণা দিতে বেঙের পাল।

তিনি শুঁয়াপোকার হাতে দিলেন তাদের ফসল,
পঙ্গপালের কবলে তাদের শ্রমের ফল।
শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত আঙুরখেত,
তুষারপাতে তাদের সমস্ত ডুমুরগাছ।

তিনি তাদের গবাদি পশুকে সঁপে দিলেন শিলাবৃষ্টির হাতে,
তাদের মেষপাল বজ্রের হাতে।
তাদের উপর তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধ, কোপ, আক্রোশ, মর্মজ্বালা ঝেড়ে দিয়ে
পাঠিয়ে দিলেন দুর্দশার দূতের দল।

নিজ ক্রোধের পথ প্রস্তুত করে তিনি মৃত্যু থেকে নিস্তার দিলেন না তাদের,
তাদের জীবন তুলে দিলেন মড়কের হাতে ;

মিশরে সকল প্রথমজাতকে,
হামের তাঁবুতে তাঁবুতে বীরত্বের প্রথমফল আঘাত করলেন।

তিনি মেষপালের মতই তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মেষের মতই তাদের চালনা করলেন ;
তাদের তিনি নিরাপদে নিয়ে চললেন, †
ফলে তারা কিছুই ভয় করল না,
সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।

তিনি তাঁর পবিত্র ভূমিতে তাদের নিয়ে গেলেন,
সেই পর্বতে যা তাঁর আপন ডান হাত করেছিল জয়,
তাদের সম্মুখ থেকে বিজাতীয়দের তাড়িয়ে দিলেন, †
সেই উত্তরাধিকার তাদেরই বণ্টন করলেন,
ওদের তাঁবুতে বসালেন ইস্রায়েলের গোষ্ঠীসকল।

তারা কিন্তু তাঁকে যাচাই করল, †
পরাৎপর পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলল না ;
তাদের পিতৃগণের মত তারাও পথভ্রষ্ট, অবিশ্বস্ত হল,
ঘুরেই বসল বেয়াড়া ধনুকের মত।

তাদের উঁচুস্থানগুলি নিয়ে তারা তাঁকে ক্ষুব্ধ করল,
তাদের দেবমূর্তি নিয়ে তাঁকে ঈর্ষান্বিত করল ;
তা শুনে পরমেশ্বর কুপিত হলেন,
ইস্রায়েলকে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করলেন।

মানুষের মাঝে তিনি যে তাঁবুতে বসবাস করতেন, †
শীলোর সেই আবাস ছেড়ে,
বন্দিদশায় নিজ প্রতাপ, শত্রুহাতে নিজ মহিমা তুলে দিলেন ;

তাঁর আপন জাতিকে তিনি তুলে দিলেন খড়্গের মুখে,
তাঁর আপন উত্তরাধিকারের প্রতি কুপিত হলেন।

আগুন তাদের যুবকদের গ্রাস করল,
তাদের কুমারীদের জন্য বাজল না কোন বিবাহের গান ;
তাদের যাজকেরা খড়্গের আঘাতে পড়ল,
তাদের বিধবা নারীরা ক্রন্দন করতে পারল না।

তখন প্রভু যেন ঘুম থেকেই জেগে উঠলেন
আঙুররসে মত্ত যোদ্ধাই যেন ;
তাঁর শত্রুদের তিনি পিঠে আঘাত হানলেন,
তাদের দিলেন চিরকালীন অপবাদ।

যোসেফের তাঁবুগুলি প্রত্যাখ্যান ক'রে,
এফ্রাইম গোষ্ঠীকেও বেছে না নিয়ে,
তিনি বরং যুদা গোষ্ঠীকেই বেছে নিলেন,
সেই সিয়োন পর্বত যা তাঁর ভালবাসার পাত্র।

তিনি তাঁর আপন পবিত্রধাম আকাশের মতই উঁচু করে নির্মাণ করলেন,
তা পৃথিবীর মতই সুস্থাপিত করলেন চিরকাল ধরে ;
তিনি তাঁর দাস দাউদকে বেছে নিলেন,
মেষঘেরি থেকে নিয়ে নিলেন তাঁকে।

দুগ্ধবতী মেষিকাদের পিছনে গমনাবস্থা থেকে তাঁকে আনলেন, †
তাঁর আপন জাতি যাকোব,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার ইস্রায়েলকে চরাবার জন্য,
আর তিনি অন্তরের সততায় চরালেন তাদের,
সুদক্ষ হাতেই তাদের চালনা করলেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

## সাম ৭৯ যেরুশালেমের উপর জাতীয় বিলাপ

*হে যেরুশালেম, তুমি যদি বুঝতে পারতে কোথায় শান্তি!* (লুক ১৯:৪২)।

ধুয়ো : আর কতকাল, প্রভু? * তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন?
তোমার স্নেহ শীঘ্রই আমাদের কাছে আসুক।

পরমেশ্বর, বিজাতিরা ঢুকেছে তোমার আপন উত্তরাধিকারে, †
অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির,
ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুশালেম।
তোমার দাসদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের,
তোমার ভক্তদের দেহমাংস বন্যজন্তুদের খেতে দিয়েছে ওরা।

যেরুশালেমের চারদিকে ওরা তাদের রক্ত ঝরিয়েছে জলেরই মত,
আর সমাধি দেওয়ার মত কেউই ছিল না।
প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র,
আশেপাশের জাতিসকলের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন?
তোমার ঈর্ষা কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?
যারা তোমাকে জানে না, সেই বিজাতিদের উপর,
যারা তোমার নাম করে না, সেই সব রাজ্যের উপর ঢেলে দাও তোমার রোষ,

কারণ যাকোবকে গ্রাস করেছে ওরা,
ধ্বংস করেছে তার আবাসগৃহ।
পিতৃপুরুষদের অপরাধের জন্য আমাদের দায়ী করো না, †
তোমার স্নেহ শীঘ্রই আমাদের কাছে আসুক,
আমরা যে নিতান্ত নিরুপায়।

তোমার নামের গৌরবের খাতিরেই, হে আমাদের ত্রাণেশ্বর,
আমাদের সহায়তা কর ;
তোমার নামের দোহাই আমাদের উদ্ধার কর,
ক্ষমা কর আমাদের যত পাপ।

বিজাতিরা কেনই বা বলবে,
'কোথায় ওদের পরমেশ্বর?'
আমাদের চোখের সামনে বিজাতিদের মাঝে জ্ঞাত হোক
তোমার দাসদের রক্তপাতের জন্য সেই প্রতিশোধ।

তোমার কাছে যেতে পারে যেন বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে বাঁচাও তোমার বাহুবলে।
আমাদের প্রতিবেশীরা তোমাকে অপবাদ দিয়েছে, প্রভু,
ওদের বুকে তুমি সাতগুণ সেই অপবাদ ফিরিয়ে দাও ;

আর আমরা, তোমার আপন জনগণ, তোমার চারণভূমির মেষপাল, †
তোমাকে ধন্যবাদ জানাব চিরকাল,
যুগযুগ ধরে ঘোষণা করব তোমার প্রশংসাবাদ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন?
তোমার স্নেহ শীঘ্রই আমাদের কাছে আসুক।

## সাম ৮০ প্রভুর আঙুরলতা

*এসো, প্রভু যিশু* (প্রকাশ ২২:২০)।

ধুয়ো : সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, * স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ ;
এ আঙুরলতাকে দেখতে এসো।

১৭–২৩ ডিঃ : কালের পূর্ণতা * এবার এসে গেছে :
ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন ;
তুমি তো যোসেফকে মেষপালের মতই চালনা কর,
খেরুবদের উপরে আসীন হয়ে
এফ্রাইম, বেঞ্জামিন ও মানাশের সামনে উদ্ভাসিত হও।

জাগাও তোমার পরাক্রম,
আমাদের ত্রাণ করতে এসো।
হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ। (ধুয়ো)

হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তোমার জনগণের প্রার্থনার প্রতি তুমি ক্ষুব্ধ থাকবে আর কতকাল?
তুমি খাদ্যরূপে অশ্রুজলই খেতে দিয়েছ তাদের,
পূর্ণমাত্রায় তাদের পান করিয়েছ অশ্রুজল।

প্রতিবেশীদের কাছে তুমি আমাদের করেছ বিবাদের কারণ,
আমাদের শত্রুরা আমাদের নিয়ে করে উপহাস।
হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ। (ধুয়ো)

মিশর থেকে তুমি আনলে একটি আঙুরলতা,
বিজাতিদের তাড়িয়ে দিয়েই তুমি সেই লতা পুঁতলে ;
তার জন্য তুমি নিড়িয়ে নিলে ভূমি,
তা শিকড় নামাল আর সেই লতায় পৃথিবী হল পরিপূর্ণ।

তার ছায়ায় আবৃত হল পাহাড়পর্বত,
আবৃত হল তার শাখায় বিশাল বিশাল এরসগাছ ;
তা ছড়িয়ে দিল ডালপালা সাগর পর্যন্ত,
মহানদী পর্যন্ত তার নবীন অঙ্কুর। (ধুয়ো)

তুমি কেন ভেঙে দিলে তার প্রাচীর?
এখন যত পথিক লুটে নেয় তার ফল।
বন্যশূকর তা তছনছ করে ফেলে,
সেখানে চরে বনের পশু।

হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ফিরে এসো,
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, এ আঙুরলতাকে দেখতে এসো।
রক্ষা কর সেই চারাগাছ যা তোমার ডান হাত পুঁতেছে একদিন,
সেই পুত্রসন্তানকে যাকে নিজের জন্যই করেছ শক্তিশালী। (ধুয়ো)

সেই লতা এখন আগুনে পোড়া, এখন কাটা—
তোমার শ্রীমুখের ধমকে ওরা লুপ্ত হবেই।
তোমার হাত থাকুক তোমার ডান পাশের মানুষের উপর,
থাকুক সেই আদমসন্তানের উপর যাকে নিজের জন্যই তুমি করেছ শক্তিশালী।

আর কখনও তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব না,
তুমি আমাদের সঞ্জীবিত করবে আর আমরা করব তোমার নাম।
হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ;
এ আঙুরলতাকে দেখতে এসো।

১৭–২৩ ডিঃ : কালের পূর্ণতা এবার এসে গেছে:
ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

## সাম ৮১ পরমেশ্বরের সঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণ সন্ধি-পুনঃস্থাপন

*সতর্ক হও, তোমাদের কারও মধ্যে যেন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় না থাকে* (হিব্রু ৩:১২)।

ধুয়ো : আমাদের শক্তি-পরমেশ্বরের উদ্দেশে * সানন্দে চিৎকার কর,
গান ধর আমাদের পর্বদিনে।

আমাদের শক্তি-পরমেশ্বরের উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার কর,
যাকোবের পরমেশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
গান ধর, বাজাও খঞ্জনি, বীণার সঙ্গে মধুর সেতার,
বাজাও তুরি অমাবস্যায়, পূর্ণিমার রাতে, আমাদের পর্বদিনে।

এ তো ইস্রায়েলের বিধি,
যাকোবের পরমেশ্বরের আদেশ।
যখন তিনি মিশর দেশের বিরুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন,
তখনই তিনি তা সাক্ষ্যরূপে যোসেফকে দিলেন। (ধুয়ো)

আমি শুনেছি অজানা কণ্ঠের এক বাণী :
'তার কাঁধ থেকে আমি সরিয়ে দিয়েছি বোঝা,
তার হাত ছেড়ে দিয়েছে ঝুড়ি।
সঙ্কটে তুমি ডাকলে আর আমি তোমাকে নিস্তার করলাম,

বজ্রধ্বনির অন্তরাল থেকে আমি তোমাকে সাড়া দিলাম,
মেরিবার জলাশয়ে তোমাকে পরীক্ষা করলাম।
শোন, আমার জাতি, সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়,
ওগো ইস্রায়েল, তুমি যদি শুনতে আমায়! (ধুয়ো)

তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে,
বিজাতীয় কোন দেবতার উদ্দেশে তুমি যেন না কর প্রণিপাত।

আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর! †
আমিই মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি তোমায়,
মুখ খুলে রাখ, আমি তা পরিপূর্ণ করব।

আমার জনগণ কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনতে চাইল না,
ইস্রায়েল আমাকে মানতে চাইল না,
তাই আমি তাদের জেদি হৃদয়ের হাতে তাদের ছেড়ে দিলাম,
নিজেদের মত অনুসারেই চলুক তারা। (ধুয়ো)

আমার জনগণ যদি শুনত আমায়!
ইস্রায়েল যদি চলত আমার সকল পথে!
তাহলে আমি এখনই তাদের শত্রুদের নমিত করতাম,
তাদের প্রতিপক্ষদেরই বিরুদ্ধে ফেরাতাম হাত।

যারা প্রভুকে ঘৃণা করে, তারা তার বশ্যতা স্বীকার করত,
তাদের শাস্তি হত চিরকালস্থায়ী।
তোমাদের কিন্তু আমি সেরা গম খেতে দিতাম,
পাহাড়িয়া মধুতেই তোমাদের পরিতৃপ্ত করতাম।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের শক্তি-পরমেশ্বরের উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার কর,
গান ধর আমাদের পর্বদিনে।

## সাম ৮২ অন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে

*স্বয়ং প্রভু আমার বিচারকর্তা: তাই তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন কিছুর বিচার করো না—যতদিন প্রভু না আসেন* (১ করি ৪:৪, ৫)।

ধুয়ো : দীনজন * ও এতিমের সুবিচার কর,
দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর।

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন ঐশ সমাবেশে,
ঐশজীবদের মধ্যে তিনি বিচার সম্পাদন করেন।
'আর কতকাল তোমরা সম্পন্ন করবে অন্যায়-বিচার?
দুর্জনদেরই পক্ষপাতিত্ব করে যাবে আর কতকাল?

দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর,
দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর,
দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

তারা কিছুই জানে না, বোঝেও না কিছু, †
অন্ধকারেই তারা চলে;
টলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব ভিত।
আমি বলেছি, "তোমরা ঐশজীব! †
তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান।"
অথচ মানুষের মতই মরবে, অন্য যে কোন নেতার মতই তোমাদের হবে পতন।'

উত্থিত হও, পরমেশ্বর; পৃথিবীর বিচার কর,
সকল দেশ যে তোমারই সম্পদ।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর,
দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর।

## সাম ৮৩ ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে

*হে প্রভু, তুমি তোমার মহাশক্তি ধারণ করে রাজ্যভার গ্রহণ করলে* (প্রকাশ ১১:১৭)।

ধুয়ো : সারা পৃথিবীর উপর *  তুমি পরাৎপর।

পরমেশ্বর, নিশ্চুপ থেকো না,
থেকো না বধির নিষ্ক্রিয়, ওগো ঈশ্বর।
দেখ, তোমার শত্রুরা কোলাহল করছে,
যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তারা মাথা উঁচু করছে।

ওরা তোমার জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে,
তোমার আশ্রিতজনদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করছে।
ওরা বলে, 'এসো, দেশরূপে এদের নিশ্চিহ্ন করি,
ইস্রায়েলের নাম যেন আর কখনও স্মরণ করা না হয়।'

ওরা একমন হয়ে একসঙ্গে মন্ত্রণা করছে,
তোমার বিরুদ্ধে সন্ধি স্থাপন করছে,
এদোমের যত তাঁবু এবং ইশ্মায়েলীয় সকল,
মোয়াব এবং আগারের বংশধর যারা ;

গেবাল, আম্মোন ও আমালেক,
ফিলিস্তিয়া তুরস-অধিবাসীদের সঙ্গে ;
আসুরও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে,
এরাই তো লোট সন্তানদের বাহু।

ওদের তুমি তাই কর, মিদিয়ানকে যা করেছিলে,
সিসেরা ও যাবিনকে যা করেছিলে কিশোন নদীর ধারে।
এন্দোরে ধ্বংস হয়েছিল ওরা,
হয়েছিল মাটির সার।

ওদের নেতাদের তুমি ওরেব ও জেয়েবের মত করে ফেল,
ওদের সকল নায়ককে করে ফেল জেবা ও সাল্‌মুন্নার মত।

ওরা বলেছিল, ‘আমাদের নিজেদেরই জন্য, এসো,
পরমেশ্বরের চারণভূমি দখল করি।’

হে আমার পরমেশ্বর, তুমি ওদের ঘূর্ণিবায়ুর মত কর,
বাতাস-তাড়িত ধুলারই মত কর ;
আগুন যেমন বন পুড়িয়ে ফেলে,
জ্বলন্ত শিখা যেমন গ্রাস করে পাহাড়পর্বত,

তুমি তেমনি তোমার ঝড়ঝঞ্ঝায় ওদের ধাওয়া কর,
তোমার ঘূর্ণিঝড়ে ওদের সন্ত্রস্ত কর।
ওদের মুখ লজ্জায় ঢেকে দাও,
ওরা যেন তোমার নাম অন্বেষণ করে, প্রভু।

ওরা লজ্জিত, সন্ত্রাসিত হোক চিরদিন চিরকাল ধরে,
নতমুখ হোক, বিলুপ্ত হোক।
জানুক ওরা যে তুমি, প্রভুই যাঁর নাম,
সারা পৃথিবীর উপর কেবল তুমিই পরাৎপর।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সারা পৃথিবীর উপর তুমি পরাৎপর।

## সাম ৮৪ প্রভুর মন্দিরের জন্য ভক্তের বাসনা

*আমাদের তো এখানে স্থায়ী কোন নগরী নেই; বরং আমরা তো ভাবীকালের সেই নগরীটির সন্ধানেই রয়েছি* (হিব্রু ১৩:১৪)।

ধুয়ো : সুখী তারা, * যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : যাঁর রাজত্ব করার কথা, * সিয়োন থেকেই তিনি আসবেন :
সেই প্রভু, সেই ইম্মানুয়েল—মহান তাঁর নাম !

তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম, হে সেনাবাহিনীর প্রভু ;
প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর ;
জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে
আমার হৃদয়, আমার দেহ।

চড়ুই পাখিও খুঁজে পায় বাসা,
দোয়েলও পায় শাবকদের রেখে যাওয়ার নীড়—
সেই তো তোমার বেদি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
হে আমার রাজা, হে আমার পরমেশ্বর।

সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে,
তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।
সুখী তারা, তোমাতেই যাদের শক্তি,
যাদের অন্তরে বিরাজিত তোমার যত পথ।

গন্ধতরুর উপত্যকা পেরিয়ে যেতে যেতে তারা তা ঝরনায় পরিণত করে,
প্রথম বৃষ্টিও তা ভূষিত করে আশিসধারায় ;
প্রাকার প্রাকার তারা এগিয়ে চলে,
যতক্ষণ না দেবতাদের দেবতা সিয়োনেই দর্শন দেন।

হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,
কান দাও, হে যাকোবের পরমেশ্বর।
হে পরমেশ্বর, হে আমাদের ঢাল, চেয়ে দেখ,
দেখ তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখের দিকে।

তোমার প্রাঙ্গণে যাপিত একদিন
অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়ে শ্রেয় ;

দুর্জনের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে
আমি বরং দাঁড়াব আমার পরমেশ্বরের গৃহের দুয়ারপ্রান্তে।

কারণ প্রভু পরমেশ্বর—তিনি তো সূর্য, তিনি ঢাল,
প্রভু অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব ;
যাদের আচরণ নিখুঁত,
তাদের তিনি মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করেন না।

হে সেনাবাহিনীর প্রভু,
সুখী সেই জন, যে তোমাতেই ভরসা রাখে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু।
১৭–২৩ ডিঃ : যাঁর রাজত্ব করার কথা, সিয়োন থেকেই তিনি আসবেন :
সেই প্রভু, সেই ইম্মানুয়েল—মহান তাঁর নাম !

## সাম ৮৫ পরিত্রাণের আগমন

*যিশু খ্রিষ্ট হয়ে উঠেছেন আমাদের প্রজ্ঞা, ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি* (১ করি ১:৩০)।

ধুয়ো : তোমার এ দেশের প্রতি * তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু ;
হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ।
১৭–২৩ ডিঃ : সিয়োনের খাতিরে * আমি নীরব থাকব না,
যতক্ষণ না উদিত হয় তার সেই ধর্মাত্মার জ্যোতি।

তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু,
যাকোবের বন্দিদের ফিরিয়ে এনেছ তুমি ;
হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ,
আবৃত করেছ তাদের সকল পাপ ;
সংবরণ করেছ তোমার সমস্ত কোপ,
ফিরিয়ে নিয়েছ তোমার উত্তপ্ত ক্রোধ।

হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর,
আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।
তুমি কি আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরকাল ধরে?
তুমি কি তোমার ক্রোধ প্রসারিত করে যাবে যুগে যুগান্তরে?
তোমার আপন জনগণ যেন তোমাতে হতে পারে আনন্দিত,
তুমি কি আমাদের করবে না পুনরুজ্জীবিত?

আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা,
আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।
আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন;
আপন জনগণের কাছে, আপন ভক্তদের কাছে তিনি বলেন শান্তি;
তারা কিন্তু নির্বুদ্ধিতার দিকে
যেন না ফিরে যায়!

যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্য কাছেই রয়েছে তাঁর পরিত্রাণ,
আমাদের এ দেশে তাঁর গৌরব করবে বসবাস;
কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন,
ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন;
মর্ত থেকে সত্য হবে অঙ্কুরিত,
স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ।

সত্যিই প্রভু দান করবেন মঙ্গল,
আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।
তাঁর আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর তিনি সেই পথে পদার্পণ করবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু ;
হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ।

১৭–২৩ ডিঃ : সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যতক্ষণ না উদিত হয় তার সেই ধর্মাত্মার জ্যোতি।

## সাম ৮৬ সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির প্রার্থনা

*ধন্য ঈশ্বর, যিনি আমাদের যত দুঃখদুর্ভোগে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন* (২ করি ১:৩-৪)।

ধুয়ো : তোমার দাসের প্রাণ * আনন্দিত করে তোল,
হে প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভুর আত্মা * আমার উপর অধিষ্ঠিত,
দীনদরিদ্রকে শুভসংবাদ শোনাতে তিনি প্রেরণ করেছেন আমায়।

প্রভু, কান পেতে শোন, আমাকে সাড়া দাও,
দীনহীন, নিঃস্ব যে আমি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমি যে তোমারই ভক্তজন,
ত্রাণ কর এ দাসকে যে তোমাতে ভরসা রাখে।

তুমিই তো আমার পরমেশ্বর! †
আমাকে দয়া কর, প্রভু,
তোমাকেই যে ডাকি সারাদিন ধরে।
তোমার দাসের প্রাণ আনন্দিত করে তোল,
তোমারই প্রতি, প্রভু, তুলে ধরেছি আমার প্রাণ।

প্রভু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল,
যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান।
আমার প্রার্থনায় কান দাও, প্রভু,
মন দিয়ে শোন আমার মিনতির কণ্ঠ।

আমার সঙ্কটের দিনে ডাকব তোমায়,
কারণ তুমি আমাকে দেবেই সাড়া।
দেবতাদের মধ্যে কেউই নেই তোমার মত, প্রভু,
তোমার কর্মকীর্তির মত আর কিছুই নেই।

তোমার গড়া সকল দেশ এসে তোমার সম্মুখে, প্রভু, করবে প্রণিপাত,
তারা গৌরবান্বিত করবে তোমার নাম;
কারণ তুমি মহান, তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ,
শুধু তুমিই যে পরমেশ্বর।

তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু,
যেন তোমার সত্যে চলতে পারি;
আমাকে দান কর এমন অখণ্ড হৃদয়,
যেন ভয় করতে পারি তোমার নাম।

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে করব তোমার স্তুতিবাদ,
তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল;
কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান,
পাতাল-গর্ভ থেকেই তুমি উদ্ধার করেছ আমার প্রাণ।

ওগো পরমেশ্বর,
আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে উদ্ধত লোকে,
একপাল হিংস্র মানুষ আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে,
নিজেদের সামনে ওরা তোমাকে রাখে না।

তুমি কিন্তু, প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান,
আমার দিকে মুখ ফেরাও, আমাকে দয়া কর, †
তোমার দাসকে তোমার শক্তি দাও,
তোমার দাসীর সন্তানকে কর পরিত্রাণ।

তোমার মঙ্গলময়তার একটি চিহ্ন দেখাও আমায়,
যাতে আমার বিদ্বেষীরা লজ্জিত হয়ে দেখতে পায়,
তুমিই, প্রভু, আমাকে সহায়তা কর,
তুমিই আমাকে সান্ত্বনা দাও।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার দাসের প্রাণ আনন্দিত করে তোল,
হে প্রভু, স্নেহশীল দয়াবান ঈশ্বর।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
দীনদরিদ্রকে শুভসংবাদ শোনাতে তিনি প্রেরণ করেছেন আমায়।

## সাম ৮৭ যেরুশালেম সর্বজাতির জননী

*ঊর্ধ্বলোকের যেরুশালেম স্বাধীন, আর সে আমাদের জননী* (গা ৪:২৬)।

ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, * প্রভু আসছেন।
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

তার ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায় ;
এই সিয়োনের তোরণ প্রভু ভালবাসেন যাকোবের সমস্ত আবাসের চেয়ে।
হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা।

যারা আমাকে জানে, তাদের মধ্যে রাহাব ও বাবিলনের কথা উল্লেখ করব ;
দেখ, ফিলিস্তিয়া, তুরস, ইথিওপিয়া—সেখানে জন্মেছে সবাই।

কিন্তু সিয়োন সম্পর্কে বলা হবে, ‘এর ওর জন্ম হয়েছে তারই কোলে ;
পরাৎপর নিজেই তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন।’

সর্বজাতির গণনাগ্রন্থে প্রভু একথা লিখবেন,
‘সেইখানে হল এর জন্ম।’
নেচে নেচে তারা গাইবে,
‘আমার জলের উৎস, সবই তোমার মাঝে।’

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে পরমেশ্বরের নগর,
তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, প্রভু আসছেন।
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

## সাম ৮৮ দুর্দশার দিনে প্রার্থনা

*এটি তোমাদের সময়, অন্ধকারের কর্তৃত্বের সময়* (লুক ২২:৫৩)।

ধুয়ো : প্রভু, * কান পেতে শোন আমার বিলাপ ;
অন্ধকারের গর্ভে আমাকে ফেলে রেখো না।

প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, দিনমানে চিৎকার করলাম,
রাতে তোমার সামনে থাকি।
আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন,
কান পেতে শোন আমার বিলাপ।

আমার প্রাণ যে দুঃখে ভরা,
পাতালের কাছেই পৌঁছে গেছে আমার জীবন।

যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত,
আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই।

মৃতদের মাঝেই আমার প্রাণ,
আমি সমাধি-শায়িত তেমন নিহত লোকদেরই মত,
যাদের আর কোন স্মরণ নেই তোমার,
তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যারা।

গর্তের তলায়, অন্ধকারের গর্ভে, অতল গভীরে
তুমি আমায় রেখেছ ফেলে ;
আমার উপর জমে আছে তোমার রোষ,
তোমার ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছ আমায়।

আমা থেকে তুমি আমার বন্ধুদের সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
আমাকে করেছ তাদের ঘৃণার পাত্র ;
আমি তো কারারুদ্ধ, আর পারি না বেরিয়ে যেতে ;
দুর্দশায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।

তোমাকে ডাকি, প্রভু, সারাদিন ধরে,
তোমার প্রতি আমার দু'হাত বাড়াই।
মৃতদেরই জন্য কি তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ?
ছায়ামূর্তি কি উঠে করতে পারে তোমার স্তুতি?

সমাধিতে হয় কি প্রচারিত তোমার কৃপা?
বিলুপ্তির দেশে কি বিশ্বস্ততা তোমার?
অন্ধকারে হয় কি পরিচিত তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি?
বিস্মরণের দেশে কি ধর্মময়তা তোমার?

আমি কিন্তু তোমার কাছে, প্রভু, সাহায্য চেয়ে চিৎকার করি,
প্রত্যূষে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যায়।

কেন, প্রভু, তুমি ত্যাগ করছ আমার প্রাণ?
কেন আমা থেকে লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?

তরুণ বয়স থেকেই আমি দুঃখী, মরণমুখী,
তোমার বিভীষিকা সহ্য করে আমি সন্ত্রাসিত।
তোমার ক্রোধ বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে,
তোমার যত আতঙ্ক আমাকে স্তব্ধ করে দিল।

সেই সব সারাদিন আমায় ঘিরে ফেলেছে বন্যার মত,
আমায় ঘিরে ফেলেছে সব দিক দিয়ে।
প্রিয়জন ও বন্ধুকে তুমি আমা থেকে সরিয়ে দিয়েছ দূরে,
অন্ধকার একমাত্র সঙ্গী আমার।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, কান পেতে শোন আমার বিলাপ;
অন্ধকারের গর্ভে আমাকে ফেলে রেখো না।

## সাম ৮৯ দাউদ-বংশের প্রতি প্রভুর কৃপা

*তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রভু দাউদ-বংশ থেকেই পরিত্রাতা যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন* (প্রেরিত ১৩:২২)।

ধুয়ো : দাউদের কাছে * কৃপা ও বিশ্বস্ততার কথা করেছ শপথ;
তোমার সন্ধির কথা ভুলে যেয়ো না, প্রভু।

আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল,
নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে;

হ্যাঁ, আমি বলেছি, ‘তোমার কৃপা চিরস্থায়ী,
তোমার বিশ্বস্ততা স্বর্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।’

‘আমার মনোনীতজনের সঙ্গে আমি সন্ধি করেছি স্থাপন,
আমার দাস দাউদের কাছে করেছি শপথ;
তোমার বংশ আমি করব চিরপ্রতিষ্ঠিত,
তোমার সিংহাসন করব যুগযুগস্থায়ী।’

প্রভু, স্বর্গ করে তোমার আশ্চর্য কাজের স্তুতি,
করে তোমার বিশ্বস্ততার স্তুতি পবিত্রজনদের সমাবেশে।
ঊর্ধ্বলোকে কেইবা প্রভুর সঙ্গে তুলনা করতে পারে?
দেবসন্তানদের মধ্যে কেইবা প্রভুর মত?

পবিত্রজনদের সভায় ঈশ্বর ভয়ঙ্কর,
যারা তাঁর চারপাশে রয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি মহান, ভীতিপ্রদ।
কেইবা তোমার মত, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর?
শক্তিমান তুমি, প্রভু; তোমার বিশ্বস্ততা চারদিকে তোমায় ঘিরে।

তুমিই সাগরের গর্ব শাসন কর,
তুমিই তার উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশমিত কর;
তুমিই সেই রাহাবকে মৃতদেহের মতই চূর্ণ করলে,
তোমার বাহুবলে তোমার শত্রুদের ছড়িয়ে দিলে।

আকাশ তোমার, পৃথিবীও তোমার,
তুমিই জগৎ ও জগতের সমস্ত কিছু স্থাপন করলে;
তুমিই সৃষ্টি করলে সাফোন ও আমানুস,
তাবর ও হার্মোন তোমার নামে করে আনন্দগান।

তোমার বাহুর কী পরাক্রম!
তোমার হাত শক্তিশালী, তোমার ডান হাত উত্তোলিত।

ধর্মময়তা ও ন্যায় তোমার সিংহাসনের ভিত,
কৃপা ও বিশ্বস্ততা অগ্রণী তোমার।

সুখী সেই জাতি, যে তোমার জয়ধ্বনি জানে,
যে তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলে, প্রভু।
তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে,
তোমার ধর্মময়তায় উন্নীত হয়।

তুমিই তো আমাদের শক্তির কান্তি,
তোমার প্রসন্নতায় তুমি আমাদের শক্তি উন্নীত কর।
কারণ আমাদের ঢাল, তা তো প্রভুরই,
আমাদের রাজা, তিনিও তো ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের।

এককালে দর্শন দিয়ে কথা ব'লে
তুমি একথা বলেছিলে তোমার ভক্তজনদের কাছে:
'একটি যোদ্ধার চেয়ে একটি ছেলেকেই আমি রাজা করলাম,
জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম।

আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান,
তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে;
তাই আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে,
আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

কোন শত্রু তাকে বশীভূত করতে পারবে না,
কোন দুষ্কর্মাও তাকে অত্যাচার করতে পারবে না।
আমি তার সামনেই তার বিপক্ষদের চূর্ণ করব,
তার বিদ্বেষীদের আঘাত করব।

আমার বিশ্বস্ততা ও আমার কৃপা তার সঙ্গে থাকবে,
আমার নামে তার শক্তি উন্নীত হবে।

সাগরের উপর প্রসারিত করব তার হাত,
নদনদীর উপর তার ডান হাত।

সে আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, “তুমিই আমার পিতা,
আমার ঈশ্বর, আমার ত্রাণশৈল তুমি।”
তাই আমি তাকে আমার প্রথমজাত পুত্রই করে তুলব,
করে তুলব পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজা।

আমার কৃপা আমি তার জন্য রক্ষা করব চিরকাল,
আমার সন্ধি তার জন্য থাকবে অবিচল।
তার বংশ আমি করব চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত।

তার সন্তানেরা যদি ত্যাগ করে আমার বিধান,
যদি না চলে আমার নির্দেশমতে,
তারা যদি লঙ্ঘন করে আমার বিধিমালা,
যদি না মেনে চলে আমার আজ্ঞাবলি,

তাহলে বেতের আঘাতে আমি তাদের অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দেব,
তাদের শঠতার জন্য তাদের কশাঘাত করব।
আমি কিন্তু তার কাছ থেকে আমার কৃপা অপসারণ করব না,
আমার বিশ্বস্ততা মিথ্যা হতে দেব না।

আমার সন্ধি আমি লঙ্ঘন করবই না,
আমার ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করেছে, তার অন্যথা হতে দেবই না।
আমার আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে একবারই করেছি শপথ,
আমি নিশ্চয়ই দাউদের কাছে মিথ্যা বলব না।

তার বংশ হবে চিরস্থায়ী,
তার সিংহাসন আমার সামনে হবে সূর্যের মত,

চন্দ্রের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত,
ঊর্ধ্বলোকে বিশ্বস্ত সাক্ষী যেন।’

অথচ তুমি তাঁকে ত্যাগই করেছ, করেছ প্রত্যাখ্যান,
তোমার তৈলাভিষিক্তজনের উপর তুমি কুপিত হলে।
ভঙ্গ করেছ তোমার দাসের সঙ্গে তোমার সন্ধি,
তাঁর মুকুট ধুলায় করেছ কলুষিত।

তুমি ভেঙে দিয়েছ তাঁর সকল প্রাচীর,
ধ্বংসস্তূপই করেছ তাঁর যত দুর্গ,
তাঁকে লুণ্ঠন করেছে সকল পথিক,
প্রতিবেশীদের কাছে তিনি হয়েছেন অপবাদের পাত্র।

তুমি উন্নীত করেছ তাঁর বিপক্ষদের ডান হাত,
তাঁর সকল শত্রুকে দিয়েছ আনন্দ করতে।
ভোঁতা করেছ তাঁর খড়্গের ধার,
সংগ্রামেও তাঁর অবলম্বন হওনি।

তুমি কেড়ে নিয়েছ তাঁর প্রভা,
মাটিতে ফেলে দিয়েছ তাঁর সিংহাসন।
কমিয়ে দিয়েছ তাঁর যৌবনের আয়ু,
তাঁকে পরিয়েছ লজ্জার আবরণ।

আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি লুকিয়ে থাকবে চিরদিন?
তোমার রোষ কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?
মনে রেখ কত ক্ষণস্থায়ী আমার জীবন;
কোন্ অসার উদ্দেশ্যে তুমি আদমসন্তানদের সৃষ্টি করলে?

মৃত্যু কখনও না দেখে জীবিতই থাকবে, কেবা তেমন মানুষ?
কে পারবে পাতালের হাত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে?

প্রভু, কোথায় তোমার কৃপার সেই অতীতের কথা,
যা তুমি তোমার বিশ্বস্ততার দিব্যি দিয়ে শপথ করেছিলে দাউদের কাছে?

মনে রেখ, প্রভু, তোমার দাসদের অপমানের কথা,
বুকে আমিই সইছি সকল জাতির সেই অপমান,
সেই যে সমস্ত অপমানে তোমার শত্রুরা অপমান করছে, প্রভু,
অপমান করছে তোমার তৈলাভিষিক্তজনের পদক্ষেপ।

ধন্য প্রভু চিরকাল!
আমেন, আমেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : দাউদের কাছে কৃপা ও বিশ্বস্ততার কথা করেছ শপথ;
তোমার সন্ধির কথা ভুলে যেয়ো না, প্রভু।

## সাম ৯০ প্রভুর কাছে কৃপা প্রার্থনা

*প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান* (২ পি ৩:৮)।

ধুয়ো : তোমার কৃপায়, প্রভু, * আমাদের পরিতৃপ্ত কর।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রেরণ কর, প্রভু, * বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

ওগো প্রভু, যুগযুগ ধরে
তুমি হলে আমাদের আশ্রয়দুর্গ।
পাহাড়পর্বতের জন্মের আগে, †
পৃথিবী ও জগতের প্রসবের আগে,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে তুমি ঈশ্বর।

‘হে আদমসন্তানেরা, ফিরে যাও!’
একথা বলে তুমি মানুষকে ধুলায় ফিরিয়ে আন।
তোমার চোখে হাজার বছর সেই গতদিনেরই মত যা বয়ে গেল,
রাতের এক প্রহরই যেন।

তুমি নিদ্রার বন্যায় বয়ে নিয়ে যাও তাদের,
তারা প্রভাতে বেড়ে ওঠা ঘাসের মত—
প্রভাতে তা ফুটে উঠে বেড়ে ওঠে,
সন্ধ্যায় কাটা পড়ে শুষ্ক হয়।

কারণ আমরা এখন তোমার ক্রোধে নিঃশেষিত,
তোমার রোষে সন্ত্রাসিত;
নিজের সামনে তুমি মেলে রেখেছ আমাদের অসৎ কাজ,
নিজের শ্রীমুখের আলোতে আমাদের গোপন কাজ।

আমাদের সকল দিন কেটে যায় তোমার কোপের মাঝে,
আমাদের বছরগুলি নিঃশেষিত হয় এক নিশ্বাসের মত।
আমাদের আয়ুষ্কাল—তা তো সত্তর বছর,
আশি বছর বলিষ্ঠদের জন্য।

কিন্তু সেগুলি জুড়ে দুঃখ ও কষ্ট,
শীঘ্রই সেগুলি কেটে যায় আর আমরা উবে যাই!
কেবা জানে তোমার ক্রোধের শক্তি?
কেবা দেখে তোমার কোপের ভার?

আমাদের আয়ুর দিনগুলি গুনতে আমাদের শেখাও,
তবে আমরা লাভ করব প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর।
ফিরে চাও, প্রভু,—আর কতকাল?
তোমার দাসদের প্রতি দেখাও দয়া।

প্রভাতে তোমার কৃপায় আমাদের পরিতৃপ্ত কর,
আর আমরা সানন্দে চিৎকার করব, মেতে উঠব চিরদিন ধরে।
যতদিন ক্লিষ্ট হয়েছি, যতবছর অমঙ্গল দেখেছি আমরা,
ততদিন তুমি আমাদের করে তোল আনন্দিত।

প্রকাশিত হোক তোমার কর্মকীর্তি তোমার দাসদের কাছে,
তোমার মহিমা তাদের সন্তানদের কাছে।
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মাধুর্য আমাদের উপর বিরাজ করুক,
আমাদের জন্য সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ, সুস্থির কর আমাদের হাতের কাজ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার কৃপায়, প্রভু, আমাদের পরিতৃপ্ত কর।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রেরণ কর, প্রভু, বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

## সাম ৯১ ধার্মিকের প্রতি প্রভুর যত্ন

*আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার ক্ষমতা দিয়েছি* (লুক ১০:১৯)।

ধুয়ো : সর্বশক্তিমানের ছায়ায় * কর রাত্রিযাপন ;
তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।

তুমি যে বাস কর পরাৎপরের গোপন আশ্রয়ে,
তুমি যে সর্বশক্তিমানের ছায়ায় কর রাত্রিযাপন,
প্রভুকে বল : ‘আমার আশ্রয়, আমার গিরিদুর্গ,
আমার পরমেশ্বর, তোমাতেই ভরসা রাখি।’

ব্যাধের ফাঁদ ও সর্বনাশা মড়ক থেকে
তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন।
তাঁর পালক দিয়ে তিনি তোমাকে ঢেকে রাখবেন,
তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।

তাঁর বিশ্বস্ততা ঢাল ও রক্ষাফলক যেন।
ভয় করবে না তুমি রাত্রির বিভীষিকা,
দিনমানে উড়ন্ত তীর,
অন্ধকারে চলন্ত মড়ক, মধ্যাহ্নে বিনাশী রোগ।

লুটিয়ে পড়বে সহস্রজন তোমার পাশে, †
দশ সহস্রজন তোমার ডান দিকে,
তোমার কাছে তবু কিছুই আসবে না,
তুমি এমনি চোখ মেলেই তাকাও,
তখন দেখবেই তুমি দুর্জনদের শাস্তি।

স্বয়ং প্রভুই তোমার আশ্রয়,
সেই পরাৎপরকে তুমি করেছ তোমার আবাস,
তাই তোমার উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়বে না,
আসবে না কো তোমার তাঁবুপ্রান্তে কোন দুর্বিপাক।

কারণ তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন,
তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন ;
তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।

সিংহ ও কেউটের উপর তুমি পা দেবে,
তুমি মাড়িয়ে যাবে যুবসিংহ ও দানব।
আমাতে আসক্ত বলে আমি তাকে রেহাই দেব,
আমার নাম জানে বলে আমি তাকে নিরাপদে রাখব।

সে আমাকে ডাকবে আর আমি দেব সাড়া, †
সঙ্কটে আমি থাকব তার সঙ্গে,
তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিত করব ;
দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,
তাকে দেখাব আমার পরিত্রাণ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সর্বশক্তিমানের ছায়ায় কর রাত্রিযাপন ;
তাঁর ডানার নিচে তুমি পাবে আশ্রয়।

## সাম ৯২ সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে স্তুতিগান

*খ্রিষ্টের ত্রাণকর্মের স্তুতিগান নিত্যই করা উচিত* (সাধু আথানাসিউস)।

ধুয়ো : প্রভাতে * তোমার কৃপা, রাতে তোমার বিশ্বস্ততা
ঘোষণা করি, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি প্রভু! * আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি,
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।

প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,
হে পরাৎপর, তোমার নামগান করা,
প্রভাতে তোমার কৃপা, রাতে তোমার বিশ্বস্ততা ঘোষণা করা
দশতন্ত্রী ও বীণা বাজিয়ে, সেতারের মধুর সুরে—কতই না সুন্দর।

কারণ তোমার কর্মকাণ্ড দিয়ে তুমি, প্রভু, আমাকে আনন্দিত কর,
তোমার হাতের কর্মকীর্তির জন্য আমি হর্ষধ্বনি তুলি—
কতই না মহান তোমার কর্মকীর্তি, প্রভু ;
তোমার চিন্তা-ভাবনা কতই গভীর। (ধুয়ো)

মূর্খ মানুষ জানে না,
নির্বোধ মানুষও একথা বোঝে না—
দুর্জনেরা যদিও ঘাসের মত অঙ্কুরিত হয়,
সকল অপকর্মা যদিও বিকশিত হয়,

তবু তারা বিধ্বস্ত হবে চিরকাল ধরে ;
তুমি কিন্তু, প্রভু,—তুমি মহামহিম চিরকাল।
এই যে, প্রভু, তোমার শত্রুসকল, †
এই যে, তোমার শত্রুরা লুপ্ত হবে,
সকল অপকর্মা ছত্রভঙ্গ হবে। (ধুয়ো)

তুমি তো আমার মাথা বন্য বৃষের মাথার মত উন্নীত কর,
আমি সিক্ত হয়েছি তাজা তেলে।
আমার চোখ দেখবে ওত পেতে থাকা সেই শত্রুদের পতন,
আমার কান শুনবে আমার বিরোধী সেই অপকর্মাদের দুর্দশার কথা।

ধার্মিক মানুষ বিকশিত হবে খেজুরগাছের মত,
বেড়ে উঠবে লেবাননের এরসগাছের মত,
প্রভুর গৃহে রোপিত হয়ে
তারা আমাদের পরমেশ্বরের প্রাঙ্গণে বিকশিত হবে। (ধুয়ো)

প্রাচীন বয়সেও তারা হবে ফলবান,
থাকবে সরস সতেজ,
তারা যেন ঘোষণা করতে পারে যে প্রভু ন্যায়শীল—
তিনি আমার শৈল, তাঁর মধ্যে অধর্ম নেই।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভাতে তোমার কৃপা, রাতে তোমার বিশ্বস্ততা
ঘোষণা করি, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি প্রভু! আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি,
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।

## সাম ৯৩ সৃষ্টিকর্তার মহিমাপ্রকাশ

*যিনি আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করছেন। এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান* (প্রকাশ ১৯:৬, ৭)।

ধুয়ো : ঊর্ধ্বলোকে * প্রভু মহিমময়। আল্লেলুইয়া।

প্রভু রাজত্ব করেন,
তিনি মহিমায় পরিবৃত,
প্রভু শক্তিতে পরিবৃত সুসজ্জিত;

জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না;
তোমার রাজাসন আদি থেকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
অনাদিকাল থেকেই তুমি বিরাজিত।

নদনদী তোলে, প্রভু,
নদনদী তোলে কণ্ঠস্বর,
নদনদী তোলে তর্জন-গর্জন;

বিশাল জলরাশির কণ্ঠস্বরের চেয়ে মহান,
সাগরের তরঙ্গমালার চেয়েও মহিমময়,
ঊর্ধ্বলোকে প্রভু মহিমময়।

তোমার নির্দেশগুলি অতি বিশ্বাসযোগ্য;
তোমার গৃহে পবিত্রতাই শোভা পায়, প্রভু, চিরদিন।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ঊর্ধ্বলোকে প্রভু মহিমময়। আল্লেলুইয়া।

## সাম ৯৪ প্রভু ধার্মিকদের রক্ষাকর্তা

*প্রভু সব অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি অশুচি হবার জন্য নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন* (১ থে ৪:৬-৭)।

ধুয়ো : প্রভু * আপন জাতিকে ফেলে যাবেন না,
আপন উত্তরাধিকার ছেড়ে যাবেন না।

হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, ওগো প্রভু,
হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, উদ্ভাসিত হও।
উত্থিত হও, পৃথিবীর বিচারকর্তা,
গর্বিতদের দাও যোগ্য প্রতিফল।

প্রভু, দুর্জনেরা আর কতকাল?
আর কতকাল দুর্জনেরা উল্লাস করে যাবে?
ওরা বাগাড়ম্বর ক'রে বলে উদ্ধত কথা,
সব অপকর্মা দম্ভ করে।

ওরা তোমার আপন জাতিকে চূর্ণ করে, প্রভু,
তোমার আপন উত্তরাধিকার করে অত্যাচার,
বিধবা ও প্রবাসীকে সংহার করে,
এতিমকে হত্যা করে।
ওরা বলে : 'প্রভু দেখেন না,
বোঝেন না কো যাকোবের পরমেশ্বর।'

হে জাতির অবোধ মানুষ, বুঝে নাও,
হে মূর্খ, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে?
যিনি কান বসালেন, তিনি কি শুনতে পান না?
যিনি চোখ গড়লেন, তিনি কি দেখতে পান না?

যিনি দেশগুলি শাসন করেন, তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন না?
তিনি যে মানুষকে জ্ঞানশিক্ষা দেন!
প্রভু তো মানুষের চিন্তা-ভাবনা জানেন,
জানেন যে সেগুলি একটা ফুৎকার মাত্র।

সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু,
যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা,
অমঙ্গলের দিনে তুমি এইভাবে তাকে আরাম দেবে,
যতদিন গহ্বর না খোঁড়া হয় দুর্জনের জন্য।

কারণ প্রভু আপন জাতিকে ফেলে যাবেন না,
আপন উত্তরাধিকার ছেড়ে যাবেন না,
বরং আবার বিচার ধর্মময়তায় পরিণত হবে,
সরলহৃদয় সকল মানুষ সেই ধর্মময়তা করবে অনুসরণ।

দুষ্কর্মাদের বিরুদ্ধে কে উঠে দাঁড়াবে আমার পক্ষ হয়ে?
অপকর্মাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে আমার পক্ষে?
প্রভু যদি না হতেন আমার সহায়,
কিছুক্ষণের মধ্যে আমি স্তব্ধতার দেশেই বসবাস করতাম।

আমি যখন বললাম: 'পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি,'
তোমার কৃপাই, প্রভু, তখন ধরে রাখল আমায়।
অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল,
তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

যে সর্বনাশা আসন বিধির বিরুদ্ধে অধর্ম তৈরি করে,
তার সঙ্গে তোমার কি থাকতে পারে কোন যোগাযোগ?
ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
নির্দোষ রক্তকে দণ্ডিত করে।

প্রভুই কিন্তু আমার দুর্গ,
আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয় ;
তিনি ওদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ওদের শঠতা ফিরিয়ে দেবেন, †
ওদের অপকর্মের জন্য ওদের স্তব্ধ করে দেবেন,
ওদের স্তব্ধ করে দেবেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু আপন জাতিকে ফেলে যাবেন না,
আপন উত্তরাধিকার ছেড়ে যাবেন না।

## সাম ৯৫ প্রভুর স্তুতিগানের জন্য আহ্বান

*শাস্ত্রের সেই 'আজ' কথাটি যতদিন ঘোষিত হয়, ততদিন তোমরা একে অন্যকে উদ্দীপিত করে তোল* (হিব্রু ৩:১৩)।

ধুয়ো : এসো, * প্রভুর উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করি ;
আমাদের ত্রাণশৈলের উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।

এসো, প্রভুর উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করি,
আমাদের ত্রাণশৈলের উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।
চল, ধন্যবাদগীতি গেয়ে তাঁর সম্মুখে যাই,
বাদ্যের ঝঙ্কারে তাঁর উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।

কারণ প্রভু মহান ঈশ্বর,
সব দেবতার উর্ধ্বে তিনি মহান রাজা ;
তাঁরই হাতে ভূগর্ভ, তাঁরই তো পাহাড়পর্বত-চূড়া,
সাগর তাঁরই, তিনিই তা করলেন ; তাঁর দু'হাতই গড়ল স্থলভূমি। (ধুয়ো)

এসো, প্রণত হই ; এসো, প্রণিপাত করি,
আমাদের নির্মাণকর্তা প্রভুর সম্মুখে করি জানুপাত,
তিনি যে আমাদের পরমেশ্বর,
আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ, তাঁর হাতের মেষপাল।

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে ! †
'হৃদয় কঠিন করো না,
যেমনটি ঘটল মেরিবায় ও সেইদিন মাস্‌সায় সেই মরুদেশে ;
সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,
আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল। (ধুয়ো)

চল্লিশ বছর আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে, †
শেষে বললাম, "তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি,
তারা জানে না আমার কোন পথ।"
তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : এসো, প্রভুর উদ্দেশে সানন্দে চিৎকার করি ;
আমাদের ত্রাণশৈলের উদ্দেশে তুলি জয়ধ্বনি।

## সাম ৯৬ প্রভুই পৃথিবীর রাজা ও বিচারকর্তা

*মেষশাবকের সঙ্গীদল ব'লে তাঁরা এক নতুন গান গাইতে পারেন, যার শেখার সাধ্য আর কারও নেই* (প্রকাশ ১৪:৩)।

ধুয়ো : প্রভুর উদ্দেশে * গান গাও ;
ধন্য কর তাঁর নাম।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা * ধৈর্যশীল হও ;
তোমাদের উপর প্রভুর সহায়তা দেখতে পাবে।

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী ;
প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ।

জাতি-বিজাতির মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব,
সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
সকল দেবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর তিনি।

জাতিগুলির সকল দেবতা পুতুল মাত্র,
কিন্তু প্রভুই আকাশমণ্ডলের নির্মাণকর্তা ;
প্রভা ও মহিমা তাঁর সম্মুখে,
শক্তি ও কান্তি তাঁর পবিত্রধামে।

প্রভুতে আরোপ কর, হে জাতিগুলির গোত্রসকল, †
প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি,
প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব ;
অর্ঘ্যদান হাতে করে তাঁর প্রাঙ্গণে কর প্রবেশ,
তাঁর পবিত্রতার আবির্ভাবে প্রভুর সম্মুখে কর প্রণিপাত।

সমগ্র পৃথিবী, তাঁর সম্মুখে কম্পিত হও।
জাতি-বিজাতির মাঝে বল, 'প্রভু রাজত্ব করেন।'
জগৎ সত্যিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, তা কখনও টলবে না ;
তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।

আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক,
গর্জে উঠুক সাগর ও তার যত প্রাণী ;
উল্লাস করুক মাঠ ও মাঠের সবকিছু,
বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করুক সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন ;

কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, বিশ্বস্ততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর উদ্দেশে গান গাও ;
ধন্য কর তাঁর নাম।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা ধৈর্যশীল হও ;
তোমাদের উপর প্রভুর সহায়তা দেখতে পাবে।

## সাম ৯৭ বিচারকর্তা প্রভুর মহিমা

*এ সামসঙ্গীত পৃথিবীময় এক পরিত্রাণের কথা পূর্বঘোষণা করে: একদিন সর্বদেশের সর্বজাতি খ্রিষ্টে বিশ্বাস রাখবে* (সাধু আথানাসিউস)।

ধুয়ো : প্রভু * রাজত্ব করেন ;
পৃথিবী মেতে উঠুক।

১৭–২৩ ডিঃ : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক,
যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।
মেঘ ও ঘোর তমসা তাঁর সর্বাঙ্গীণ আবরণ,
ধর্মময়তা ও ন্যায় তাঁর সিংহাসনের ভিত।

আগুন তাঁর অগ্রগামী হয়ে
চতুর্দিকে তাঁর শত্রুদের পুড়িয়ে ফেলে।

তাঁর বিদ্যুৎমালা জগৎকে আলোকিত করে,
তা দেখে পৃথিবী কম্পিত হয়।

সমগ্র পৃথিবীর প্রভুর সামনে,
সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত মোমের মত বিগলিত হয়;
স্বর্গ তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করে,
সর্বজাতি তাঁর গৌরবের দর্শন পায়।

যারা প্রতিমা পূজা করে,
যারা দেবমূর্তি নিয়ে গর্ব করে,
তারা সবাই লজ্জিত হোক,
সব দেবতা তাঁর সামনে প্রণত হোক।

তা শুনে সিয়োন আনন্দিত,
তোমার বিচারগুলির জন্য, প্রভু, যুদা-কন্যারা উল্লসিত।
কারণ তুমি, প্রভু, সারা পৃথিবীর উপর পরাৎপর,
সব দেবতার ঊর্ধ্বে উচ্চতম।

তোমরা যারা প্রভুকে ভালবাস,
তারা অন্যায় ঘৃণা কর;
কারণ তিনি আপন ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

এক আলো অঙ্কুরিত হল ধার্মিকের জন্য,
আনন্দ সরলহৃদয়ের জন্য।
প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল,
কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু রাজত্ব করেন ;
পৃথিবী মেতে উঠুক।

১৭–২৩ ডিঃ : নবীরা বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

## সাম ৯৮ প্রভুর আগমনের গৌরব

*এ সামসঙ্গীত প্রভুর প্রথম আগমনের কথা বলে। আবার বলে যে সর্বজাতি তাঁকে বিশ্বাস করবে* (সাধু আথানাসিউস)।

ধুয়ো : রাজা প্রভুর সম্মুখে * তোল জয়ধ্বনি।

১৭–২৩ ডিঃ : হে আকাশমণ্ডল, * ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে বর্ষণ করুক ;
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ,
ত্রাণকর্তা অঙ্কুরিত হোন।

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
তিনি যে সাধন করেছেন কত আশ্চর্য কাজ।
আপন ডান হাত ও পবিত্র বাহু দ্বারা
তিনি করেছেন জয়লাভ।

প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ,
জাতি-বিজাতির চোখের সামনে আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ,
ইস্রায়েলকুলের প্রতি আপন কৃপা ও বিশ্বস্ততা করেছেন স্মরণ,
পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখেছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
আনন্দে ফেটে পড়, চিৎকার কর, কর গান।

সেতার বাজাও, সেতার ও বাদ্যের সুরে সুরে কর প্রভুর স্তবগান,
তূর্যনিনাদে, শিঙার সুরে সেই রাজা প্রভুর সম্মুখে তোল জয়ধ্বনি।

সাগর ও তার যত প্রাণী গর্জে উঠুক,
গর্জে উঠুক জগৎ ও জগদ্বাসী,
নদনদী দিক করতালি,
গিরিমালা সমস্বরে প্রভুর সম্মুখে সানন্দে চিৎকার করুক,

কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন,
ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, সততার সঙ্গে জাতিসকলকে বিচার করবেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : রাজা প্রভুর সম্মুখে তোল জয়ধ্বনি।
১৭–২৩ ডিঃ : হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে বর্ষণ করুক ;
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ,
ত্রাণকর্তা অঙ্কুরিত হোন।

## সাম ৯৯ আমাদের ঈশ্বর পবিত্র

*হে খ্রিষ্ট, তুমি যে খেরুবদূতদের চেয়ে উচ্চতম, তুমি যখন আমাদের দীন স্বরূপ ধারণ করলে, তখন আমাদের পাপময় জগৎকে রূপান্তরিত করলে* (সাধু আথানাসিউস)।

ধুয়ো : আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর * বন্দনা কর ;
পবিত্রই তিনি !
১৭–২৩ ডিঃ : বুঝে নাও তোমরা, * কতই না মহান সেই ব্যক্তি,
যিনি আসছেন সর্বজাতিকে করতে পরিত্রাণ।

প্রভু রাজত্ব করেন, জাতিসকল আলোড়িত হোক,
তিনি খেরুবদের উপরে আসীন, শিহরে উঠুক জগৎ।

সিয়োনে প্রভু মহান,
তিনি সকল জাতির উপরে উচ্চতম।

তারা করুক তোমার মহান ও ভয়ঙ্কর নামের স্তুতিগান,
পবিত্রই সেই নাম!
হে শক্তিশালী রাজা, তুমি যে ন্যায় ভালবাস, †
তুমিই তো সততা করেছ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত;
যাকোবে তুমিই ন্যায় ও ধর্মময়তার সাধক।

আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর, †
তাঁর পাদপীঠে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই তিনি!
মোশি ও আরোন আছেন তাঁর যাজকদের মাঝে,
যাঁরা তাঁর নাম করেন, তাঁদের মধ্যে শামুয়েল।

তাঁরা প্রভুকে ডাকতেন আর তিনি সাড়া দিতেন,
মেঘ-স্তম্ভ থেকে তিনি তাঁদের কাছে কথা বলতেন,
তাঁরা মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশগুলি
আর সেই বিধান যা তিনি দিয়েছিলেন তাঁদের।

হে প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তুমি তাঁদের সাড়া দিতে,
যদিও তাঁদের পাপের শাস্তি দিতে
তুমি তাঁদের জন্য ছিলে ধৈর্যশীল ঈশ্বর।

আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর, †
তাঁর পবিত্র পর্বত পানে কর প্রণিপাত,
পবিত্রই আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বন্দনা কর ;
পবিত্রই তিনি !

১৭–২৩ ডিঃ : বুঝে নাও তোমরা, কতই না মহান সেই ব্যক্তি,
যিনি আসছেন সর্বজাতিকে করতে পরিত্রাণ।

## সাম ১০০ ভক্তমণ্ডলীর আনন্দপূর্ণ মন্দিরপ্রবেশ

*প্রভু তাঁর বিমুক্ত জনগণকে বিজয়গান করতে আহ্বান করেন* (সাধু আথানাসিউস)।

ধুয়ো : সমগ্র পৃথিবী, * প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি,
সানন্দে প্রভুর সেবা কর,
তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে।

জেনে রেখ—প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,
তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই,
আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল। (ধুয়ো)

প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদগীতি গেয়ে,
তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে,
তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম।

প্রভু সত্যি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী,
তাঁর বিশ্বস্ততা যুগে যুগান্তরে।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

## সাম ১০১ ধার্মিক শাসনকর্তার প্রতিজ্ঞা

*তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার আজ্ঞা মেনে চল* (যোহন ১৪:১৫)।

ধুয়ো : হে প্রভু, * আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

১৭–২৩ ডিঃ : এসো, প্রভু, * আর দেরি নয় ;
ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা,
তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।
নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব,
তুমি কবে আমার কাছে আসবে?

ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব,
চোখের সামনে রাখব না অধর্মের কোন কাজ ;
আমি ধর্মত্যাগীকে ঘৃণা করি,
সে আমাকে আঁকড়ে থাকবে না।

যার অন্তর কুটিল, সে আমা থেকে দূরে থাকুক,
আমি কোন দুষ্কর্মাকে চিনব না।
গোপনে যে পরনিন্দা করে, আমি তাকে স্তব্ধ করে দেব ;
যার চোখ গর্বোদ্ধত, অন্তর দর্পিত, আমি তাকে সহ্য করব না।

আমার দৃষ্টি দেশের বিশ্বস্ত মানুষের প্রতি, †
তারাই যেন আমার সঙ্গে থাকে—
যে নিখুঁত পথে চলে, সে হবে আমার দাস।
কোন প্রতারক আমার ঘরে আসন পাবে না ;
কোন মিথ্যাবাদী আমার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

প্রতিদিন সকালে আমি দেশের সকল দুর্জনকে স্তব্ধ করে দেব,
প্রতিটি অপকর্মাকে যেন প্রভুর নগরী থেকে উচ্ছেদ করতে পারি।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে প্রভু, আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

১৭–২৩ ডিঃ : এসো, প্রভু, আর দেরি নয় ;
ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সাম ১০২ প্রবাসী ব্যক্তির প্রার্থনা

*ধন্য ঈশ্বর, যিনি আমাদের যত দুঃখদুর্ভোগে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন* (২ করি ১:৪)।

ধুয়ো : আমার আয়ুর দিনগুলি * মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত,
তুমি কিন্তু, প্রভু, থাকবে চিরকাল।

ওগো প্রভু, আমার প্রার্থনা শোন,
আমার এ চিৎকার তোমার কাছে যেতে পারে যেন।
আমার সঙ্কটের দিনে
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
আমি ডাকলে কান পেতে শোন,
শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

আমার আয়ুর দিনগুলি ধোঁয়ার মতই বিলীন হচ্ছে,
আমার হাড় জ্বলছে চুল্লির মত ;
আমার আঘাতগ্রস্ত হৃদয় ঘাসের মত শুষ্ক হচ্ছে,
খাবার খেতে ভুলে যাই ;
আমার দীর্ঘ ক্রন্দনে
আমার হাড় মাংসে লেগে গেছে।

আমি যেন প্রান্তরে একটা গগনভেলা,
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পেঁচক যেন ;
আমি জেগে থাকি,
এই যে, আমি ছাদের উপরে বসা সঙ্গীহীন একটা পাখির মত।
আমার শত্রুরা আমাকে অপবাদ দেয় সারাদিন ধরে,
উন্মত্ত হয়ে আমাকে অভিশাপ দেয়।

তুমি আমাকে উঁচু করে দূরে ফেলে দিলে,
তাই তোমার আক্রোশ, তোমার ক্রোধের সম্মুখীন হয়ে
আমি এখন খাদ্যরূপে ছাই খাই,
আমার পানীয়ে মেশাই অশ্রুজল।
আমার আয়ুর দিনগুলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত,
আমি ঘাসের মতই শুষ্ক হচ্ছি।

প্রভু, তুমি কিন্তু সিংহাসনে চিরসমাসীন,
তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী;
তুমি উত্থিত হবে, তুমি সিয়োনের প্রতি করুণাবিষ্ট হবে,
কেননা এই তো তাকে দয়া করার সময়—এসে গেছে সেই শুভক্ষণ;
কেননা তোমার দাসেরা তার প্রতিটি পাথর ভালবাসে,
তার ধুলাস্তূপের জন্য তারা দয়ায় বিগলিত।

জাতি-বিজাতি প্রভুর নাম শ্রদ্ধা করবে,
তোমার গৌরব শ্রদ্ধা করবেন পৃথিবীর সকল রাজা;
কারণ প্রভু সিয়োনকে পুনর্নির্মাণ করবেন,
তিনি সগৌরবে দর্শন দেবেন।
তিনি অবহেলিত মানুষের প্রার্থনার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন,
তাদের প্রার্থনা অবজ্ঞা করবেন না।

ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে,
তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে।
কারণ তাঁর ঊর্ধ্বস্থিত পবিত্রধাম থেকে প্রভু বাড়ালেন শ্রীমুখ,
স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন,

তিনি যে শুনতে চান বন্দিদের হাহাকার,
দণ্ডিতদের মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে চান;

যেন সিয়োনে ধ্বনিত হয় প্রভুর নাম,
যেরুশালেমে তাঁর প্রশংসাবাদ ;
তখন প্রভুকে পূজা করার জন্য
যত জাতি, যত রাজ্য একত্রে সম্মিলিত হবে।

আমার মাঝপথে তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন আমার বল,
কেটে দিয়েছেন আমার আয়ুর দিনগুলি ;
আমি বলি, হে আমার ঈশ্বর,
আমার আয়ুর মধ্যভাগে তুলে নিয়ো না গো আমায়,
তোমার বছরপরম্পরা,
তা তো যুগযুগান্তর ব্যাপী।

পুরাকালে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।
সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে,
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত ;
সেগুলি তুমি পোশাকেরই মত বদলে নেবে,
তখন সেগুলি কেটে যাবে।

তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি নেই।
তোমার দাসদের সন্তানেরা একটি আবাস পাবে,
তাদের বংশধরেরা তোমার সম্মুখে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার আয়ুর দিনগুলি মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মত,
তুমি কিন্তু, প্রভু, থাকবে চিরকাল।

## সাম ১০৩ প্রভুর স্নেহের স্তুতিগান

*আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় করুণায়, উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন* (লুক ১:৭৮)।

ধুয়ো : প্রাণ আমার, * প্রভুকে বল ধন্য ;
ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার।

১৭–২৩ ডিঃ : নবীরা * বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
আমার অন্তরে যা কিছু আছে, ধন্য কর তাঁর পবিত্র নাম।
প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার :

তিনিই তো তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন,
তোমার সমস্ত রোগ-ব্যাধি নিরাময় করেন,
গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন,
তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত,

তোমার আকাঙ্ক্ষা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত করেন,
তাই তোমার যৌবন ঈগলের মত নবীন হয়ে ওঠে।
সকল অত্যাচারিতের প্রতি
ধর্মময়তা ও ন্যায়ই প্রভুর আচরণ।

তিনি মোশিকে জানালেন তাঁর পথসকল,
ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে তাঁর কর্মকীর্তি।
প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান।

তিনি অনুযোগ করে থাকেন না অনুক্ষণ,
অসন্তোষও রাখেন না চিরকাল ধরে।
আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের পাপরাশির অনুপাতে নয়,
আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিদান আমাদের যত অপরাধের অনুপাতে নয়।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যতখানি উঁচু আকাশমণ্ডল,
যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি ততখানি দৃঢ় তাঁর কৃপা।
পশ্চিম থেকে পুব যত দূরবর্তী,
তিনি আমাদের কাছ থেকে তত দূরে ফেলে দেন আমাদের যত অপরাধ।

পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন,
যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।
কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন,
আমরা যে ধুলা, তা তিনি মনে রাখেন।

ঘাসের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল,
সে মাঠের ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়,
তার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলেই সে তো আর থাকে না,
সেই স্থানও তাকে আর চিনতে পারে না।

প্রভুর কৃপা কিন্তু অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী তাদেরই প্রতি,
তাঁকে ভয় করে যারা,
তাঁর ধর্মময়তা সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি, তাদেরই প্রতি,
যারা তাঁর সন্ধি মানে ও তাঁর আদেশগুলি মনে রেখে পালন করে।

প্রভু স্বর্গে স্থাপন করেছেন তাঁর রাজাসন,
তাঁর রাজ-শাসন সবকিছুই ঘিরে ;
মহাশক্তিধর যারা, †
তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশ মেনে চল যারা,
তাঁর সেই সকল দূত, প্রভুকে বল ধন্য ;

তাঁর সেবাকর্মী যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা,
তাঁর সেই সকল বাহিনী, প্রভুকে বল ধন্য ;
সর্বস্থানে যেখানে তাঁর শাসন বিরাজিত, †
তাঁর সকল কাজ, প্রভুকে বল ধন্য।
প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ;
ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার।

১৭–২৩ ডিঃ : নবীরা বলে গেছিলেন,
ত্রাণকর্তা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নেবেন।

## সাম ১০৪ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তুতিগান

*কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে ; পুরানো যা কিছু মিলিয়ে গেছে ;*
*দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)।

ধুয়ো : প্রাণ আমার, * প্রভুকে বল ধন্য। আল্লেলুইয়া।

প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য !
প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি সুমহান—
তুমি প্রভা ও মহিমায় সুসজ্জিত,
উত্তরীয়ের মত আলোতে বিভূষিত।

তুমি আকাশ বিছিয়ে দাও চাঁদোয়ার মত,
ঊর্ধ্ব জলরাশির উপরে স্থাপন কর নিজ কক্ষের কড়িকাঠ ;
মেঘমালাকে কর তোমার রথ,
বাতাসের পাখায় ভর করে কর চলাচল ;

বাতাসকে কর তোমার দূত,
আগুনের শিখাকে তোমার নিজের সেবক।

তুমি পৃথিবী ভিত্তির উপরে স্থাপন করলে,
তা টলবে না, কখনও না।
অতল সাগর তা ঢাকত বসনের মত,
জলরাশি গিরিমালার উপর বিরাজ করত।
সেই জলরাশি তোমার ধমকে পালিয়ে গেল,
তোমার কণ্ঠের গর্জনে ছুটে চলে গেল।

তখন উঠল গিরিমালা, নামল উপত্যকা সেই সেই স্থানেই
যা যা তুমি নির্ধারিত করেছ তাদের জন্য।
তুমি দিলে একটা সীমা—জলরাশি তা অতিক্রম করবে না,
পৃথিবীকে ঢাকতে ফিরে আসবে না।

গিরিখাতে তুমি জলের উৎসধারা উচ্ছলিত করলে,
গিরিমালার মাঝখান দিয়ে সেই ধারা করে চলাচল ;
সকল বন্যজন্তু পান করে সেই উৎসের জল,
সেখানে তৃষ্ণা মেটায় বন্য গর্দভের দল।
সেই ধারে আকাশের পাখি বাসা বাঁধে,
শাখায় শাখায় ব'সে তারা করে গান।

তোমার সুউঁচু কক্ষগুলো থেকে তুমি গিরিমালা জলসিক্ত কর,
তোমার কর্মের ফলভারে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়।
পশুপালের জন্য তুমি অঙ্কুরিত কর নবীন ঘাস, †
মানুষের প্রয়োজনে নানা উদ্ভিদ,
সে যেন ভূমি থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে—

সেই আঙুররস, যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর, †
সেই তেল, যা উজ্জ্বল করে তার মুখ,
সেই রুটি, যা সবল করে তার অন্তর।

পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে প্রভুর বৃক্ষগুলি,
লেবাননের সেই এরস বৃক্ষগুলি যা তিনি নিজে পুঁতলেন।
সেখানে পাখি বাঁধে নীড়,
শীর্ষের শাখায় থাকে সারসের বাসা।

বন্য ছাগের জন্য রয়েছে সুউঁচু গিরিমালা,
শৈলশিলা হল বিজ্জুর আশ্রয়স্থল ;
ঋতু নির্ধারণের জন্য তিনি গড়লেন চাঁদ,
সূর্য জানে নিজ অস্তগমন-স্থান।

তুমি অন্ধকার বিছিয়ে দিলেই রাত্রি হয়,
তখন বনের সমস্ত জীবজন্তু চলাফেরা করে—
যুবসিংহ গর্জে শিকারের লোভে,
খাদ্যের জন্য সে ঈশ্বরকে ডাকে।

সূর্য উঠলেই তারা ফিরে চলে যায়,
নিজ নিজ আস্তানায় শুয়ে থাকে।
তখন মানুষ নিজের কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে।

হে প্রভু,
কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি!
প্রজ্ঞার সঙ্গেই নির্মাণ করেছ এ সবকিছু,
তোমার কর্মরচনায় পৃথিবী পরিপূর্ণ।

এই যে সাগর—কত বিরাট, কত বিপুল—
সেখানে চরে ছোট বড় অসংখ্য প্রাণী।
সেখানে চলাচল করে জাহাজ আর সেই লেভিয়াথান
যা তুমি গড়েছ তার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করার জন্য।

এরা সকলে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
যথাসময় তুমি যেন তাদের খাদ্য দান কর।
তুমি দাও, তারা সংগ্রহ করে,
তুমি হাত খোল, তারা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়।

তুমি শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখ, তারা সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ে,
তুমি তাদের প্রাণবায়ু ফিরিয়ে নাও, তারা মরে, ধুলায় ফিরে যায়।
তুমি নিজ প্রাণবায়ু পাঠিয়ে দাও, তারা সৃষ্ট হয়,
এভাবেই তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল।

প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল ;
আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন।
তিনি তাকালে পৃথিবীর বুকে জাগে শিহরণ,
তিনি স্পর্শ করলে পর্বতশিখরে ঘটে ধূমের উদ্গিরণ।

সারা জীবন ধরে আমি প্রভুর উদ্দেশে গাইব গান,
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব জীবিত থাকব যতদিন।
তাঁর কাছে মনঃপূত হোক আমার এ জপন,
প্রভুতেই তো আনন্দ আমার।

পৃথিবী থেকে পাপীরা উচ্ছিন্ন হোক,
দুর্জনেরা নিশ্চিহ্ন হোক চিরকাল।
প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১০৫ প্রভুর বিশ্বস্ততা

*এসো, সেই প্রতিশ্রুতিতে অবিচল আশা রাখি, কেননা যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত* (হিব্রু ১০:২৩)।

ধুয়ো : স্মরণ কর * প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তি—
তিনি তাঁর আপন জাতিকে আনন্দের সঙ্গে বের করে আনলেন।

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম,
জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তি-কাহিনী কর প্রচার।
তাঁর উদ্দেশে গান কর, তাঁর জন্য তোল বাদ্যের ঝঙ্কার,
জপ কর তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা।

তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে গর্ব কর,
প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।
প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর,
অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

স্মরণ কর তাঁর সাধিত আশ্চর্য কর্মকীর্তি,
তাঁর অলৌকিক কাজ, তাঁর মুখের সুবিচার—
তোমরা যে তাঁর দাস আব্রাহামের বংশধর,
তাঁর মনোনীত যাকোবের সন্তান।

তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
তাঁর বিচারগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত।
তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সেই সন্ধি—
সেই বাণী যা জারি করেছিলেন সহস্র প্রজন্মের জন্য,
সেই সন্ধি যা স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে,
যা শপথ করেছিলেন ইস্‌হাকের প্রতি।

তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য,
চিরকালীন সন্ধিরূপেই ইস্রায়েলের জন্য—
তিনি বলেছিলেন : 'তোমাদের অধিকৃত সম্পদরূপে
আমি তোমাকে দেব কানান দেশ।'

তারা যখন সংখ্যায় সামান্য ছিল,
যখন স্বল্পজন ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল,
যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে,
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে ঘুরে বেড়াত,

তখন তিনি কাউকে দিলেন না তাদের অত্যাচার করতে,
তাদের খাতিরে রাজাদের ভর্ৎসনা করলেন :
'আমার তৈলাভিষিক্তজনদের তোমরা স্পর্শ করো না,
আমার নবীদের কোন অনিষ্ট করো না।'

তিনি সেই দেশের উপরে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলেন,
ধ্বংস করলেন তাদের সমস্ত অন্নের সম্বল।
তাদের আগে তিনি একজনকে পাঠিয়ে দিলেন,
সেই যোসেফ দাসরূপে বিক্রি হলেন।

তাঁর দু' পা বন্ধন দিয়ে ক্লিষ্ট করা হল,
তাঁর গলায় দেওয়া হল বেড়ি,
শেষে কিন্তু তাঁর বাণী সত্য হল,
প্রভুর উক্তি তাঁকে সত্যবাদী প্রমাণিত করল।

রাজা আদেশ দিলেন তাঁকে মোচন করতে,
সেই বহু জাতির শাসনকর্তা তাঁকে মুক্তি দিলেন,
তাঁকে করলেন প্রাসাদের প্রভু,
তাঁর সমস্ত ধনসম্পদের কর্তা,

তিনি যেন অমাত্যদের মনোমত সদুপদেশ দেন,
প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করেন।

তারপর ইস্রায়েল নিজে মিশরে গেলেন,
যাকোব নিজে হাম দেশে প্রবাসী হলেন।
প্রভু কিন্তু তাঁর আপন জাতির জনসংখ্যা কতই না বৃদ্ধি করলেন,
তাদের শত্রুদের চেয়ে তাদের শক্তিশালী করলেন।
তাদের অন্তর পরিবর্তন করালেন, তারা যেন তাঁর আপন জাতিকে ঘৃণা করে,
তারা যেন তাঁর আপন দাসদের সঙ্গে প্রতারণা করে।

তিনি তাঁর দাস মোশি
আর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি আরোনকে পাঠিয়ে দিলেন।
তাঁদের বাণীতে তাঁর নানা চিহ্ন দেখিয়ে দিলেন,
হাম দেশে সাধন করলেন তাঁর নানা অলৌকিক কাজ।

তিনি অন্ধকার পাঠিয়ে দিলেন আর সবকিছু অন্ধকার হল,
তারা কিন্তু তাঁর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করল।
তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন,
ঘটালেন তাদের সমস্ত মাছের মৃত্যু।

তাদের দেশ বেঙে পূর্ণ হল
রাজপ্রাসাদই পর্যন্ত।
তিনি কথা বললেন—এল ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ,
এল দলে দলে মশা সারা দেশ জুড়ে।

বৃষ্টির বদলে তিনি তাদের দিলেন শিলাবৃষ্টি,
তাদের দেশের উপর আগুনের শিখা।
তাদের আঙুরখেত ও ডুমুরগাছ আঘাত করলেন,
ছিন্নভিন্ন করলেন দেশের যত গাছপালা।

তিনি কথা বললেন—এল পঙ্গপাল,
অসংখ্য পতঙ্গের দল।
সেগুলো গ্রাস করল সেই দেশের যত উদ্ভিদ,
গ্রাস করল ভূমির যত ফসল।

তিনি তাদের দেশে সকল প্রথমজাতকে আঘাত করলেন,
আঘাত করলেন তাদের সকল বীরত্বের প্রথম ফসল।
তিনি রুপো ও সোনাসহ তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন,
গোষ্ঠীদের মধ্যে হোঁচট খায়নি কেউ।

তাদের চলে যাওয়ায় আনন্দিত হল মিশর,
তাদের ভয়ে যে তারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল।
তাদের আবৃত করার জন্য তিনি পেতে দিলেন একটি মেঘ,
রাতে আলোর জন্য দিলেন আগুন।

তারা চাইলেই তিনি এনে দিলেন ভারুই পাখির ঝাঁক,
স্বর্গ থেকে রুটি দিয়েই তাদের পরিতৃপ্ত করলেন।
একটা শৈল দীর্ণ করলেন—জল প্রবাহিত হল,
তা বয়ে গেল যেন মরুপ্রান্তরে একটা নদীর মত,
তিনি যে স্মরণ করলেন
তাঁর দাস আব্রাহামকে দেওয়া তাঁর সেই পুণ্য কথা।

তিনি তাঁর আপন জাতিকে আনন্দের সঙ্গে,
আনন্দচিৎকারে তাঁর মনোনীতদের বের করে আনলেন।
তিনি তাদের দিলেন বিজাতিদের দেশ,
আর তারা সংগ্রহ করল অন্যান্য জাতির শ্রমের ফল,

তারা যেন তাঁর বিধিনিয়ম মেনে চলে,
তাঁর বিধিবিধান পালন করে।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : স্মরণ কর প্রভুর আশ্চর্য কর্মকীর্তি—
তিনি তাঁর আপন জাতিকে আনন্দের সঙ্গে বের করে আনলেন।

## সাম ১০৬ প্রভুর করুণা

*যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ উপচে পড়ল* (রো ৫:২০)।

ধুয়ো : তোমার পরিত্রাণদানে * আমাদের দেখতে এসো, প্রভু।

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে?
কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?

সুখী তারা, যারা ন্যায় মেনে চলে,
যারা অনুক্ষণ ধর্মময়তা বজায় রেখে চলে।
তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু,
তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,

আমি যেন তোমার মনোনীতদের মঙ্গল দেখতে পাই,
যেন তোমার জনগণের আনন্দ নিয়ে আনন্দ করতে পারি,
যেন গর্ব করতে পারি
তোমার উত্তরাধিকারের সঙ্গে।

আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ,
করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।
মিশরে আমাদের পিতৃগণ
বুঝতে পারেনি তোমার সমস্ত আশ্চর্য কাজ।

তারা স্মরণে রাখেনি তোমার অসংখ্য কৃপার কীর্তি,
সাগর তীরে—সেই লোহিত সাগর তীরে বিদ্রোহ করল।
কিন্তু আপন পরাক্রম প্রকাশ করার জন্য
তিনি আপন নামের খাতিরে তাদের পরিত্রাণ করলেন।

তিনি ধমক দিলেই লোহিত সাগর শুষ্ক হল,
তিনি সাগরতলের মধ্য দিয়ে যেন প্রান্তরের মধ্য দিয়েই তাদের নিয়ে চললেন,
বিদ্বেষীর হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন,
শত্রুর হাত থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

জলরাশি তাদের প্রতিপক্ষদের ঢেকে দিল,
তাদের একজনও বাঁচতে পারল না।
তারা তখন তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল,
গাইল তাঁর প্রশংসাগান।

অথচ তারা শীঘ্রই ভুলে গেল তাঁর কর্মসকল,
তাঁর প্রকল্পে প্রত্যাশা রাখল না;
প্রান্তরে কত না বাসনায় আসক্ত হল,
মরুদেশে ঈশ্বরকে যাচাই করল।

তারা যা যা চাইল, তিনি তা তাদের দিলেন,
কিন্তু তাদের ফেলে দিলেন ক্ষয়রোগের হাতে;
তারা তাঁবুতে তাঁবুতে বসে
মোশির প্রতি ও প্রভুর সেই পবিত্রজন আরোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হল।

খুলে গেল পৃথিবী, দাথানকে গ্রাস করে নিল,
আবিরামের দলকে ঢেকে দিল।
আগুন জ্বলে উঠল তাদের দলের মাঝে,
দুর্জনদের পুড়িয়ে ফেলল আগুনের শিখা।

হোরেব পর্বতে তারা একটা বাছুর তৈরি করল,
ঢালাই করা মূর্তির সামনে প্রণত হল।
তৃণভোজী একটা বৃষের বিগ্রহের সঙ্গে
তারা বিনিময় করল তাদের গৌরব।

ভুলে গেল তারা সেই ঈশ্বরকে যিনি ত্রাণ করেছিলেন তাদের,
যিনি মিশরে সাধন করেছিলেন মহাকীর্তিকলাপ,
হাম দেশে কতগুলো আশ্চর্য কাজ,
লোহিত সাগর তীরে ভয়ঙ্কর কীর্তিকলাপ।

তিনি তাদের ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছিলেন,
যদি না তাঁর সেই মনোনীতজন মোশি
প্রাচীরের ফাটলে না দাঁড়াতেন তাঁর সম্মুখীন হয়ে
তাদের ধ্বংসের কথা থেকে যেন তাঁর রোষ ফেরাতে পারেন।

লোভনীয় এক দেশ তারা উপেক্ষা করল,
তাঁর বাণীতে বিশ্বাস রাখল না।
তাঁবুতে তাঁবুতে বসে গড়গড় করল,
প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না।

তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুলে শপথ করলেন—
প্রান্তরে তাদের ভূলুণ্ঠিত করবেন,
ভূলুণ্ঠিত করবেন তাদের বংশ বিজাতিদের মাঝে,
পৃথিবীর চারদিকেই তাদের ছড়িয়ে দেবেন।

তারা বায়াল-পেওরের জোয়ালে নিজেদের বশীভূত করল,
খেল মৃতদের বলিদান,
অমন কাজ ক'রে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল,
তাই তাদের মধ্যে দেখা দিল মড়ক।

কিন্তু ফিনেয়াস দাঁড়িয়ে মধ্যস্থতা করলেন
আর এতে থেমে গেল মড়ক,
একাজের জন্য তিনি ধর্মময় বলে গণ্য হলেন
যুগে যুগে চিরকাল ধরে।

মেরিবার জলাশয়েও তারা তাঁকে ক্রুদ্ধ করল,
আর তাদের এই অপরাধের জন্য মোশিরও অনিষ্ট ঘটল—
কেননা তারা তাঁর আত্মা তিক্ত করল,
আর তিনি বলে ফেললেন অনুচিত কথা।

তারা বিজাতিদের ধ্বংস করল না,
যেমনটি প্রভু তাদের করতে বলেছিলেন,
বরং বিজাতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই করল,
শিখতে লাগল ওদের কর্মসকল।

তারা ওদের দেবমূর্তিগুলি পূজা করল,
আর এগুলি হল তাদের ফাঁদ।
তারা আপন পুত্রকন্যাদের অপদেবতাদের প্রতি
বলিরূপে উৎসর্গ করল।

তারা ঝরাল নির্দোষের রক্ত,
আপন পুত্রকন্যাদেরই রক্ত,
কানানীয় দেবমূর্তির প্রতি তাদের বলিরূপে উৎসর্গ করল,
সেই রক্তধারায় দেশ অশুচি হল।

তেমন কাজ করে তারা নিজেদের কলুষিত করল,
তাদের ব্যবহার ছিল ব্যভিচার যেন।
তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ,
তাঁর আপন উত্তরাধিকার হল তাঁর বিতৃষ্ণার পাত্র।

তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে,
তাদের বিদ্বেষীরাই তাদের উপর চালাল শাসন।
তাদের শত্রুরা তাদের নিপীড়ন করল,
তাদের হাতের অধীনে তাদের নমিত হতে হল।

তিনি বারবার তাদের উদ্ধার করলেন, †
তারা কিন্তু ইচ্ছা করেই বিদ্রোহ করল,
নিজেদের শঠতায় নিমজ্জিত হল।
তবুও তাদের চিৎকার শোনামাত্রই
তিনি তাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা,
তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।
তিনি এমনটি করলেন—যারা তাদের বন্দিদশায় রেখেছিল,
তাদের কাছে তারা যেন করুণা পেতে পারে।

আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,
বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর
আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি,
গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
গোটা জনগণ বলুক, আমেন!
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো, প্রভু।

## সাম ১০৭ মুক্তিলাভের জন্য ধন্যবাদ

*চিন্তা কর, ঈশ্বর কত না মঙ্গলময়* (রো ১১:২২)।

ধুয়ো : প্রভুকে * ধন্যবাদ জানাও তাঁর কৃপার জন্য,
আনন্দধ্বনির সঙ্গে বলে যাও তাঁর কর্মকীর্তি।

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
একথা তারাই বলুক, প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন,
শত্রুর হাত থেকেই মুক্ত করলেন,
পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ,
নানা দেশ থেকেই যাদের সংগ্রহ করলেন।

তারা ঘুরছিল প্রান্তরে, মরুদেশে,
পাচ্ছিল না বাস করার মত কোন নগরের পথ ;
তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ছিল,
মূর্ছা যাচ্ছিল তাদের প্রাণ।

সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করলেন :
সরল পথে তাদের নিয়ে চললেন,
বাস করার মত একটি নগরে তারা যেন যেতে পারে।

তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
তিনি যে পরিতৃপ্ত করলেন তৃষাতুরের প্রাণ,
ক্ষুধিতের প্রাণ পরিপূর্ণ করলেন মঙ্গলদানে।

তারা বসে ছিল অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,
ছিল দুর্দশা ও বেড়িতে বন্দি,
তারা যে বিদ্রোহ করেছিল ঈশ্বরের উক্তির প্রতি,
পরাৎপরের প্রকল্প উপেক্ষা করেছিল।

তিনি তাদের অন্তর শ্রমের ভারে নত করলেন,
ভেঙে পড়ছিল তারা, কিন্তু সাহায্য করার মত কেউ ছিল না।

সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
অন্ধকার থেকে, মৃত্যু-ছায়া থেকে তাদের বের করে আনলেন,
তাদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেললেন।

তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
তিনি যে ব্রঞ্জের ফটক ভেঙে ফেললেন,
লোহার অর্গল টুকরো টুকরো করলেন।

তারা নিজেদের অধর্মাচরণের ফলে মূর্খ হয়ে
নিজেদের শঠতার ফলে করছিল দুঃখভোগ ;
যে কোন খাদ্য গ্রহণে তাদের অরুচি ছিল,
তারা প্রায় পৌঁছেছিল মৃত্যু-দ্বারে।

সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের পরিত্রাণ করলেন :
আপন বাণী পাঠিয়ে তাদের নিরাময় করলেন,
গহ্বর থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিলেন।

তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
তাঁর কাছে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করুক,
আনন্দধ্বনির সঙ্গে বলে যাক তাঁর কর্মকীর্তি।

যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যেত, †
বাণিজ্য করত মহাসাগরের বুকে,
তারা দেখল প্রভুর কর্মকীর্তি, তলদেশে তাঁর আশ্চর্য যত কাজ—
তিনি কথা বলেই জাগালেন এমন প্রচণ্ড ঝড়,
যা উত্তাল করে তুলল সমুদ্রের ঢেউ :

তারা আকাশে উঠল, গভীর অতলে নামল,
এই দুর্বিপাকে বিগলিত হল তাদের প্রাণ ;
মাতালের মত টলমল করে নড়তে লাগল,
তাদের সমস্ত বুদ্ধি মিলিয়ে গেল।

সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল,
সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের বের করে আনলেন :
তিনি ঝড় প্রশমিত করলেই তরঙ্গমালা হল নিশ্চুপ, †
স্বস্তি পেয়ে তারা আনন্দিত হল,
আর তিনি অভীষ্ট বন্দরে তাদের চালিত করলেন।

তারা প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য,
আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য ;
জনসমাবেশে তাঁর বন্দনা করুক,
তাঁর প্রশংসাগান করুক প্রবীণদের সভায়।

তিনি নদনদীকে প্রান্তরই করলেন,
জলের উৎসধারাকে করলেন তৃষ্ণার ভূমি,
উর্বর মাটিকে করলেন লবণের দেশ,
সেই অধিবাসীদের অপকর্মের জন্যই তাই করলেন।

তারপর তিনি কিন্তু প্রান্তরকে জলাশয়ই করলেন,
দগ্ধ মাটিকে করলেন জলের উৎসধারা,

সেখানে তিনি ক্ষুধার্তদের একটি বসতি দিলেন,
আর তারা বাস করার মত একটা নগর স্থাপন করল।

তারা মাঠে বীজ বুনল, পুঁতল আঙুরলতা,
করল প্রচুর ফসল।
তিনি তাদের আশীর্বাদ করলে তাদের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেল,
তাদের গবাদি পশুর সংখ্যা তিনি কমতে দিলেন না।

তারপর কিন্তু উৎপীড়ন, দুর্দশা ও বেদনার ভারে
তারা সংখ্যায় কমতে লাগল, অবনত হল ;
যিনি ক্ষমতাশালীদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করেন,
তিনি তাদের ঘোরালেন পথহীন মরুদেশে।

তিনি কিন্তু নিঃস্বকে দীনতা থেকে তুলে আনেন,
তাদের বংশ মেষপালের মতই বৃদ্ধি করেন।
তা দেখে ন্যায়নিষ্ঠ সকলে আনন্দিত হয়ে ওঠে,
যত শঠতা বন্ধ করে তার আপন মুখ।

যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক,
সে বুঝতে পারবে প্রভুর কৃপার কীর্তি।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও তাঁর কৃপার জন্য,
আনন্দধ্বনির সঙ্গে বলে যাও তাঁর কর্মকীর্তি।

## সাম ১০৮ ধন্যবাদগীতি ও সাহায্য প্রার্থনা

*যেহেতু ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন, সেজন্য তাঁর গৌরব সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত* (আর্নোবিউস)।

ধুয়ো : স্বর্গের ঊর্ধ্বে * উন্নীত হও, পরমেশ্বর। আল্লেলুইয়া।

আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর,
বাদ্যের ঝঙ্কারে গাইব গান, প্রাণ আমার!
জাগ, সেতার ও বীণা!
আমি উষাকে জাগরিত করব।

জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু;
সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,
কারণ মহান, আহা, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা,
মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার।

স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর,
সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।

তোমার প্রীতিভাজনেরা যেন নিস্তার পেতে পারে,
তোমার ডান হাত দ্বারা আমাদের ত্রাণ কর, আমাকে সাড়া দাও।
তাঁর পবিত্রধামে পরমেশ্বর কথা বললেন,
'আমি উল্লাস করব, শিখেম বিভক্ত করব, সুক্কোথ উপত্যকা মেপে নেব।

গিলেয়াদ তো আমার, মানাশে আমার,
এফ্রাইম আমার শিরস্ত্রাণ, যুদা আমার রাজদণ্ড,
মোয়াব আমার ধোয়ার পাত্র, †
এদোমের উপর পাদুকা নিক্ষেপ করব,
ফিলিস্তিয়ার উপর আমার জয়নাদ তুলব।'

কে আমাকে সুরক্ষিত নগরীতে নিয়ে যাবে?
কে আমাকে এদোমে চালনা করবে?
হে পরমেশ্বর, তুমিই নয় কি, যে তুমি ত্যাগ করেছ আমাদের,
যে তুমি, হে পরমেশ্বর, আর বেরিয়ে যাও না আমাদের বাহিনীর সঙ্গে?

শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো,
বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।
পরমেশ্বরের সঙ্গে আমরা পরাক্রম সাধন করব,
তিনিই তো আমাদের শত্রুদের মাড়িয়ে দেবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১০৯ শত্রুর সামনে

*পিতা, তুমি তাদের ক্ষমা কর!* (লুক ২৩:৩৪)।

ধুয়ো : মঙ্গলের প্রতিদানে * ওরা আমার অমঙ্গল করে ;
তোমার কৃপাগুণে, প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ কর।

হে আমার প্রশংসাবাদের পাত্র পরমেশ্বর, বধির থেকো না ;
আমার বিরুদ্ধে যে খোলা রয়েছে দুর্জনের মুখ, ছলনাপটুর মুখ ;
মিথ্যাবাদী জিহ্বা দিয়ে ওরা আমার বিষয়ে কথা বলে, †
ঘৃণার কথা আমার চারদিকে,
ওরা আমার বিরুদ্ধে অকারণেই সংগ্রাম করে।

আমার ভালবাসার বিনিময়ে ওরা তোলে অভিযোগ,
অথচ আমি প্রার্থনায় রত।
মঙ্গলের প্রতিদানে ওরা আমার অমঙ্গল করে,
ভালবাসার প্রতিদানে আমাকে ঘৃণা করে।

তুমি ওর বিরুদ্ধে এক দুর্জন নিযুক্ত কর,
এক অভিযোক্তা দাঁড়িয়ে উঠুক ওর ডান পাশে।

বিচারে ও দোষী বলে প্রতিপন্ন হোক,
ওর প্রার্থনা পাপরূপে গণ্য হোক।

সীমিত হোক ওর আয়ুষ্কাল,
অন্য কেউ ওর স্থান দখল করুক;
ওর সন্তানেরা হোক পিতৃহীন,
ওর বধূ বিধবা হোক।

ওর সন্তানেরা পথে পথে ঘুরে বেড়াক ভিখারী হয়ে,
ওদের বিধ্বস্ত গৃহ থেকে ওরা বিতাড়িত হোক,
ওর সবকিছু পড়ুক পাওনাদারের ফাঁদে,
বাইরের লোক লুট করে নিক ওর শ্রমের ফল।

কেউ যেন ওকে না দেখায় সহানুভূতি,
ওর এতিম সন্তানদের প্রতি কেউ যেন না দেখায় দয়া,
ওর বংশপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হোক,
এক প্রজন্মেই মুছে যাক ওদের নাম।

ওর পিতৃপুরুষদের অপরাধ প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোক,
ওর মাতার পাপ যেন কখনও না বিমোচিত হয়—
তা অনুক্ষণ থাকুক প্রভুর সামনে,
ওদের স্মৃতি তিনি পৃথিবী থেকে ছিন্ন করুন।

কেননা ও দয়া করতে ভুলে গেছে,
বরং দীনহীন, নিঃস্ব, ভগ্নপ্রাণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাওয়া করল।
ও অভিশাপ ভালবেসেছে, ওর নিজের উপরেই তা এসে পড়ুক,
আশীর্বচনে প্রীত ছিল না, ওর কাছ থেকে তা দূরে থাকুক।

ও অভিশাপ পরিধান করল পোশাকের মত,
তা ওর অন্তরে জলের মতই, ওর হাড়ে তেলের মতই ঢুকুক,

হোক ওর গায়ে জড়ানো বসনের মত,
ওর কোমরে বাঁধা বন্ধনীর মত।

যারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে, †
আমার প্রাণের বিরুদ্ধে অনিষ্ট কথা বলে,
এ হোক তাদের জন্য প্রভুর প্রতিদান।
তুমি কিন্তু, ওগো পরমেশ্বর প্রভু, †
তোমার নাম অনুসারেই আমার সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে উদ্ধার কর—তোমার কৃপা যে মঙ্গলময়।

আমি দীনহীন, আমি নিঃস্ব,
আমার মধ্যে আমার হৃদয় বিদ্ধই যেন।
আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া ছায়ার মতই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,
পঙ্গপালের মত আমাকে ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে।

অনাহারে আমার হাঁটু কাঁপে,
আমার দেহ শীর্ণ শুষ্ক হচ্ছে,
আমি হলাম ওদের অপবাদের পাত্র,
আমাকে দেখে ওরা অবজ্ঞায় মাথা নাড়ায়।

আমাকে সহায়তা কর গো প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
তোমার কৃপাগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর।
সকলে যেন জানতে পারে যে এখানে তোমার হাত আছে,
যে তুমিই এসব কিছু করেছ, প্রভু।

ওরা অভিশাপ দিক,
তুমি কিন্তু, ওগো, আশীর্বাদ কর,
উঠে দাঁড়িয়ে ওরা লজ্জায় পড়ুক,
তোমার দাস কিন্তু আনন্দিত হোক;

আমার অভিযোক্তারা অপমানে পরিবৃত হোক,
আলোয়ানের মত লজ্জা ওদের জড়িয়ে ধরুক।

আমার মুখে উচ্চকণ্ঠে জেগে উঠুক প্রভুর স্তুতি,
সবার মাঝে করব তাঁর প্রশংসাবাদ ;
কেননা বিচারকদের হাত থেকে নিঃস্বের প্রাণ ত্রাণ করার জন্য
তিনি দাঁড়িয়েছেন তার ডান পাশে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : মঙ্গলের প্রতিদানে ওরা আমার অমঙ্গল করে ;
তোমার কৃপাগুণে, প্রভু, আমাকে পরিত্রাণ কর।

## সাম ১১০ মশীহের রাজ-অধিকার ও যাজকত্ব

*যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রিষ্টকে রাজত্ব করতে হবে* (১ করি ১৫:২৫)।

ধুয়ো : আমার প্রভুর প্রতি * প্রভুর উক্তি,
'আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর।'

আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর উক্তি,
'আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।'

প্রভু তোমার প্রতাপের রাজদণ্ড সিয়োন থেকে ব্যাপ্ত করেন,
প্রভুত্ব কর তোমার শত্রুদের মাঝে।
তোমার পরাক্রমের দিনে—পবিত্রতার মহিমায়—রাজ-অধিকার তোমার,
উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত জন্ম দিয়েছি তোমায়।

প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—
‘মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।’
প্রভু তোমার ডান পাশে আছেন,
তাঁর ক্রোধের দিনে তিনি রাজাদের চূর্ণ করবেন;

তিনি জাতি-বিজাতির মাঝে বিচার সম্পাদন করবেন;
মৃতদেহ জমিয়ে তাদের মাথা চূর্ণ করবেন বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে।
যাবার পথে তিনি খরস্রোতের জল পান করেন,
তাই তিনি মাথা উঁচু করে তোলেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমার প্রভুর প্রতি প্রভুর উক্তি,
‘আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর।’

## সাম ১১১ ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকীর্তি

*ঈশ্বর আমাদের জন্য যে যে কাজ সাধন করলেন, তা দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত* (প্রকাশ ১৫:৩)।

ধুয়ো : তাঁর * সকল আদেশ বিশ্বাসযোগ্য,
তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি করব প্রভুর স্তুতিবাদ
ন্যায়নিষ্ঠদের সভায়, জনসমাবেশে।
প্রভুর কর্মকীর্তি সুমহান,
যারা তাতে প্রীত, তারা করে তার মর্মধ্যান।

তাঁর কাজসকল প্রভা ও মহিমামণ্ডিত!
তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।
তিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির এক স্মৃতিচিহ্ন দেন,
প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল।

যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের খাদ্য দান করেন,
আপন সন্ধির কথা তিনি স্মরণে রাখেন চিরকাল।
বিজাতীয়দের উত্তরাধিকার তাঁর আপন জনগণকে দিয়ে
তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন আপন কর্মকীর্তির প্রতাপ।

তাঁর হাতের কর্মকীর্তি বিশ্বস্ততা ও ন্যায়বিচার-মণ্ডিত,
তাঁর সকল আদেশ বিশ্বাসযোগ্য,
তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত চিরদিন চিরকাল ধরে,
বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নীতিতেই সাধিত।

তাঁর আপন জাতির কাছে তিনি মুক্তি পাঠিয়ে দিলেন,
আপন সন্ধি জারি করলেন চিরকালের মত;
তাঁর নাম পবিত্র, ভয়ঙ্কর,
প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত।

সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক।
তাঁর প্রশংসা চিরস্থায়ী।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তাঁর সকল আদেশ বিশ্বাসযোগ্য,
তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১২ ধার্মিকের সুখ

*তোমরা আলোর সন্তানের মত চল: কেননা যা শ্রেয়, ন্যায্য ও সত্য, তা-ই আলোর ফল* (এফে ৫:৮-৯)।

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, * যে প্রভুকে করে ভয়,
নিঃস্বকে যে মুক্তহস্তে দান করে। আল্লেলুইয়া।

সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে করে ভয়,
তাঁর আজ্ঞাবলিতে যার পরম প্রীতি।
তার বংশ পৃথিবীতে শক্তিশালী হবে,
ন্যায়নিষ্ঠদের কুল আশিসধন্য হবে।

তার ঘরে কত ঐশ্বর্য, কত ধন,
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।
ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য সে যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস,
সে দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়।

যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়,
সে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে।
সে কখনও টলবে না,
ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল।

সে ভয় করে না কোন অশুভ সংবাদ,
তার অন্তর সুস্থির, প্রভুতেই নির্ভরশীল।
তার অন্তর সুদৃঢ়, সে ভীত নয়,
যতক্ষণ না নিজ শত্রুদের উপরে তাকাতে পারে।

নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে, †
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী,
তার শক্তি গৌরবে উত্তোলিত।
তা দেখে দুর্জন ক্ষুব্ধ হয়, †
দাঁতে দাঁত ঘষে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায়,
দুর্জনদের বাসনা ব্যর্থ হয়।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে করে ভয়,
নিঃস্বকে যে মুক্তহস্তে দান করে। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৩ প্রভুর নামের প্রশংসা

*তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত* (লুক ১:৫২)।

ধুয়ো : প্রভুর নাম * ধন্য হোক এখন থেকে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

প্রশংসা কর তোমরা, হে প্রভুর সেবক,
প্রশংসা কর প্রভুর নাম।
প্রভুর নাম ধন্য হোক এখন থেকে চিরকাল,
সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই প্রভুর নাম প্রশংসিত হোক।

প্রভু সকল দেশের ঊর্ধ্বে উচ্চতম,
তাঁর গৌরব আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বে বিরাজিত।
কেইবা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত, †
ঊর্ধ্বলোকে আসীন যিনি,
আনত হয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেন?

তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,
তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে।

তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
তাকে পুত্রসন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর নাম ধন্য হোক এখন থেকে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৪ মিশর থেকে অপরূপ মুক্তি স্মরণে

*তোমরা যখন ঈশ্বরের শত্রু সেই সংসারকে প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমরাও তখন—সেই বাপ্তিস্মের দিনে—মিশর থেকে বেরিয়ে গেলে* (সাধু আগস্তিন)।

ধুয়ো : হে পৃথিবী, * কম্পিত হও প্রভুর সামনে। আল্লেলুইয়া।

ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে বেরিয়ে গেল,
যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতি থেকে বেরিয়ে গেল,
যুদা তখন হয়ে উঠল তাঁর পবিত্রধাম,
ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

তা দেখে পালিয়ে গেল সাগর,
উজানে বইল যর্দন,
পাহাড়পর্বত লাফিয়ে উঠল মেষের মত,
উপপর্বত মেষশাবকের মত।

তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ?
তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?
হে পাহাড়পর্বত, কেন তোমরা লাফিয়ে উঠছ মেষের মত?
আর তোমরা, উপপর্বত, মেষশাবকের মত?

হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর সামনে,
যাকোবের সেই পরমেশ্বরের সামনে,

যিনি শৈলকে পরিণত করেন জলাশয়ে,
পাথরকে জলের উৎসধারায়।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর সামনে। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৫ সত্যময় ঈশ্বরের স্তুতিগান

*দেবতাদের ছেড়ে তোমরা ঈশ্বরের দিকে ফিরে এসেছ, যাতে জীবনময় ও সত্যময় ঈশ্বরের সেবা করতে পার* (১ থে ১:৯)।

ধুয়ো : আমরা * জীবিত যারা,
এই আমরাই তো প্রভুকে বলব ধন্য। আল্লেলুইয়া।

আমাদের নয়, প্রভু, আমাদের নয়,
তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার খাতিরে নিজেরই নাম কর গৌরবমণ্ডিত।
বিজাতিরা কেনই বা বলবে :
'কোথায় ওদের সেই পরমেশ্বর?'
স্বর্গেই তো আমাদের পরমেশ্বর,
যা ইচ্ছা করেন, তিনি সেই সবই সাধন করেন।

ওদের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া :
মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,
কান আছে, তবু শোনে না,
নাক আছে, তবু ঘ্রাণ পায় না,

হাত আছে, তবু স্পর্শ করতে পারে না,
পা আছে, তবু চলতে পারে না,
নিজেদের গলায়
কোন শব্দই উচ্চারণ করে না।
সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,
তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

ইস্রায়েল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
আরোনকুল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।
প্রভুভীরু সকল, প্রভুতেই ভরসা রাখ,
তিনি তাদের সহায়, তাদের ঢাল।

প্রভু আমাদের স্মরণে রাখেন,
আমাদের আশিসধন্য করবেন,
ইস্রায়েলকুলকে আশিসধন্য করবেন,
আরোনকুলকে আশিসধন্য করবেন,
প্রভুভীরু ছোট কি বড়
তাদের সকলকেই আশিসধন্য করবেন।

প্রভু তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।
সেই প্রভুর আশিসপাত্র তোমরা হতে পার যেন,
স্বর্গমর্তের নির্মাতা যিনি।
স্বর্গ, তা তো প্রভুরই স্বর্গ,
মর্ত কিন্তু তিনি দিয়েছেন আদমসন্তানদের হাতে।

যারা মৃত, যারা স্তব্ধতার দেশে নেমে যায়,
তারাই যে প্রভুর প্রশংসা করবে, তা তো নয়;
বরং আমরা জীবিত যারা, এই আমরাই তো প্রভুকে বলব ধন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমরা জীবিত যারা,
এই আমরাই তো প্রভুকে বলব ধন্য। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৬ স্তুতিগান

*এসো, আমরা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করি* (হিব্রু ১৩:১৫)।

ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

আমি প্রভুকে ভালবাসি,
তিনি যে শুনলেন আমার কণ্ঠ, শুনলেন মিনতি আমার।
সত্যিই, যখন তাঁকে ডাকলাম,
সেইদিন তিনি আমাকে কান পেতে শুনলেন।

মৃত্যুর বাঁধন জড়িয়ে ধরছিল আমায়,
পাতালের যন্ত্রণা আবদ্ধ করে রাখছিল আমায়,
সঙ্কটে বেদনায় আবদ্ধ হয়ে আমি করলাম প্রভুর নাম—
'দোহাই প্রভু, আমার প্রাণের নিষ্কৃতি দাও।' (ধুয়ো)

প্রভু দয়াবান, ধর্মময়,
আমাদের পরমেশ্বর স্নেহশীল।
প্রভু সরলমনাকে রক্ষা করেন;
নিরুপায় ছিলাম, আর তিনি আমাকে পরিত্রাণ করলেন।

প্রাণ আমার, এখন ফিরে যাও তোমার বিশ্রামস্থানে,
প্রভু যে করলেন তোমার উপকার।
তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, অশ্রু থেকে আমার চোখ,
পতন থেকে আমার পা নিস্তার করলে। (ধুয়ো)

আমি প্রভুর সম্মুখে চলতে থাকব
জীবিতের দেশে।
আমি তখনও বিশ্বাস রেখেছি যখন বলতাম, †
'আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,'
বিহ্বল হয়ে আমি বলতাম, 'সকল মানুষ মিথ্যাবাদী।'

আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য
প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?
পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। (ধুয়ো)

প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে।
প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান
তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।

দোহাই প্রভু! আমি তো তোমার দাস, †
আমি তোমারই দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল।
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ ক'রে
আমি করব প্রভুর নাম। (ধুয়ো)

প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে,

প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যেরুশালেম, তোমারই অন্তঃস্থলে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

**সাম ১১৬ খ**

ধুয়ো : পরিত্রাণের * পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

আমি তখনও বিশ্বাস রেখেছি যখন বলতাম,
'আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,'
বিহ্বল হয়ে আমি বলতাম,
'সকল মানুষ মিথ্যাবাদী।'

আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য
প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?
পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। (ধুয়ো)

প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে।
প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান
তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।

দোহাই প্রভু! আমি তো তোমার দাস, †
আমি তোমারই দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল।
তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ ক'রে
আমি করব প্রভুর নাম। (ধুয়ো)

প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব
তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে,
প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে যেরুশালেম, তোমারই অন্তঃস্থলে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে
আমি করব প্রভুর নাম। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৭ প্রভুর প্রশংসার জন্য আহ্বান

*আমি তোমাদের বলছি: বিজাতীয়েরা ঈশ্বরের দয়া পেয়েছে বলেই তাঁর মহিমাকীর্তন করে* (রো ১৫:৮, ৯)।

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা * কর, সকল দেশ। আল্লেলুইয়া।

প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ,
তাঁর মহিমাকীর্তন কর, সকল জাতি।
দৃঢ়ই যে আমাদের প্রতি তাঁর কৃপা,
প্রভুর বিশ্বস্ততা চিরস্থায়ী।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৮ জয়গান

*যিশুই সেই প্রস্তর যা নির্মাতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েও, হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর* (প্রেরিত ৪:১১)।

ধুয়ো : প্রভুকে * ধন্যবাদ জানাও,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

বলুক ইস্রায়েল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
বলুক আরোনকুল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
বলুক প্রভুভীরু সকল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

আমার যন্ত্রণায় আমি প্রভুকে ডাকলাম,
প্রভু সাড়া দিয়ে আমাকে আনলেন উন্মুক্ত স্থানে।
প্রভু আমার পক্ষে, আমার নেই কোন ভয়,
মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?
প্রভু আমার পক্ষে, তিনি আমার সহায়,
তাই আমি শত্রুদের উপর তাকাতে পারব।

মানুষের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।
ক্ষমতাশালীদের উপর ভরসা রাখার চেয়ে
প্রভুতে আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়।

সকল দেশ ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
তারা ছেকে ধরেছিল, ঘিরে ফেলেছিল আমায়,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।
তারা মৌমাছির মত ছেকে ধরেছিল আমায়, †
—কাঁটাঝোপে আগুনেরই মত জ্বলছিল তারা,
প্রভুর নামেই আমি তাদের টুকরো টুকরো করলাম।

তারা আমাকে জোরেই ঠেলা দিয়েছিল আমি যেন লুটিয়ে পড়ি,
প্রভু কিন্তু হলেন আমার সহায়।
প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে জাগে আনন্দচিৎকার জয়ধ্বনি—
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল,
প্রভুর ডান হাত এবার উত্তোলিত,
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল।

আমি মরব না, জীবিতই থাকব,
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব।
প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়,
তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে।

আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার,
প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ।
এই তো প্রভুর তোরণদ্বার,
এর মধ্য দিয়ে ধার্মিকেরাই প্রবেশ করবে।
আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, তুমি যে আমাকে দিয়েছ সাড়া,
তুমি যে হলে আমার পরিত্রাণ।

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর ;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।
এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন,
এদিনে, এসো, মেতে উঠি ; এসো, আনন্দ করি।

দোহাই প্রভু, কর গো ত্রাণ !
দোহাই প্রভু, কর গো জয়দান !
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি আশিসধন্য ;
প্রভুর গৃহ থেকে আমরা তোমাদের আশীর্বাদ করি।
প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো দান করেন।
শাখাপল্লব হাতে নিয়ে বেদির দুই শিং পর্যন্ত শোভাযাত্রায় সার বেঁধে চল।

তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ ;
হে আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করি।
প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১১৯ বিধান ও ঐশবাণী বিষয়ে ধ্যান

*এই তো ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার পরিচয় : আমরা তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করি* (১ যোহন ৫:৩)।

### א আলেফ ১ 🔊

ধুয়ো : [১-৪] সুখী তারা, * প্রভুর বিধানে যারা চলে। আল্লেলুইয়া।

সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ,
প্রভুর বিধানে যারা চলে।
সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে।

তারা কোন অন্যায় করে না,
তারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।
তুমি জারি করেছ তোমার আদেশমালা,
তারা যেন তা সযত্নেই মেনে চলে।

আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চলায়
আমার পথসকল সুস্থির হোক।
তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে
আমি লজ্জায় পড়ব না।

আমি যখন শিখব তোমার ন্যায়বিচার সকল,
তখন সরল অন্তরে তোমাকে জানাব ধন্যবাদ।
তোমার বিধিকলাপ মেনে চলব,
আমায় কখনও পরিত্যাগ করো না।

## ב বেথ ২

তরুণ কী ভাবে বিশুদ্ধ রাখবে নিজের পথ?
সে মেনে চলুক তোমার বাণী।
সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার অন্বেষণ করি,
তুমি আমায় বিচ্যুত হতে দিয়ো না তোমার আজ্ঞাবলি থেকে।

তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ,
হৃদয়ে গেঁথে রাখি তোমার বচন সকল।
ওগো প্রভু, তুমি ধন্য!
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

আমার ওষ্ঠে আমি প্রচার করলাম
তোমার মুখের সকল সুবিচার।
তোমার নির্দেশ পথেই আনন্দ আমার,
যত ঐশ্বর্যের চেয়ে এ আনন্দ সুগভীর।

ধ্যান করতে চাই তোমার আদেশমালা,
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই তোমার সকল পথে।
তোমার বিধিমালায় আমি মনে পাই সুখ,
তোমার বাণী কখনও ভুলব না।

## ג গিমেল ৩

তোমার এ দাসের উপকার কর,
তবে আমি বাঁচব, তোমার বাণী মেনে চলব।
খুলে দাও আমার চোখ,
আমি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তোমার বিধানের আশ্চর্য কর্মকীর্তির উপর।

এ পৃথিবীতে আমি তো প্রবাসী আছি,
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো তোমার আজ্ঞাবলি।
তোমার শাসনবিধির অভিলাষে
অনুক্ষণ জরজর আমার প্রাণ।

তুমি তো দর্পী মানুষকে ধমক দাও,
যারা তোমার আজ্ঞাবলি ছেড়ে চলে যায়, তারা অভিশপ্ত হোক।
আমা থেকে অপবাদ ও বিদ্রূপ দূর করে দাও,
আমি তো পালন করি তোমার নির্দেশ সকল।

ক্ষমতাশালীরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে বসে,
তবুও তোমার দাস ধ্যান করে যায় তোমার বিধিকলাপ।
তোমার নির্দেশমালাই আমার সুখ,
সেই নির্দেশই তো আমার মন্ত্রণাদাতা।

## ד দালেথ ৪

ধুলায় তলিয়ে আছে আমার প্রাণ,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
তোমাকে জানালাম আমার যত পথ আর তুমি আমাকে দিয়েছ সাড়া,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

তোমার আদেশমালার পথে আমাকে উদ্বুদ্ধ কর,
তবে ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।
দুঃখে আমার প্রাণ শুধু ফেলে অশ্রুধারা,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে তুলে আন।

আমা থেকে দূরে রাখ মিথ্যা পথ,
তোমার বিধানের অনুগ্রহ মঞ্জুর কর আমায়।
আমি বেছে নিয়েছি বিশ্বস্ততার পথ,
সামনে রেখেছি তোমার সুবিচারগুলি।

তোমার নির্দেশমালা আঁকড়ে ধরে আছি,
আমায় নিরাশ হতে দিয়ো না গো প্রভু।
তোমার আজ্ঞাবলির পথে ছুটে চলি,
তুমি যে উদার করেছ আমার হৃদয়।

*[সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।]*

ধুয়ো : সুখী তারা, প্রভুর বিধানে যারা চলে। আল্লেলুইয়া।

## ה হে ৫ 🔊

ধুয়ো : তোমার আজ্ঞাবলির পথে * আমায় চালনা কর, প্রভু।

আমাকে দেখাও, প্রভু, তোমার বিধিপথ,
আমি শেষ পর্যন্তই তা পালন করব।
আমাকে সুবুদ্ধি দাও—পালন করব তোমার বিধান,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা মেনে চলব।

তোমার আজ্ঞাবলির পথে আমায় চালনা কর,
সেইখানে যে আমার প্রীতি।
তোমার নির্দেশমালার দিকে নত কর আমার হৃদয়,
লোভের দিকে নয়।

অসার দৃশ্য থেকে ফেরাও আমার চোখ,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
তোমার দাসের কাছে দেওয়া কথা রক্ষা কর,
সে যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।

যে নিন্দা আমি ভয় করছি, তা তুমি দূর করে দাও,
তোমার বিচারগুলি যে মঙ্গলময়।
দেখ, আমি ভালবাসি তোমার আদেশমালা,
তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

## ৭ বাউ ৬

প্রভু, আসুক আমার কাছে তোমার কৃপা,
তোমার কথা অনুসারে তোমার পরিত্রাণ;
তবে আমি নিন্দুকদের প্রত্যুত্তর দিতে পারব,
তোমার বাণীতেই যে ভরসা রাখি।

আমার মুখ থেকে কখনও অপসারণ করো না সত্যকথা,
তোমার সুবিচারগুলিতেই যে আশা রাখি।
আমি তোমার বিধান মেনে চলতে থাকব
চিরদিন চিরকাল।

পথে আমি সুস্থির হয়ে চলব,
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।
তোমার নির্দেশমালা প্রচার করব রাজাদের সামনে,
করব না কো লজ্জাবোধ।

তোমার আজ্ঞাগুলিতে আমার কী সুখ,
সেগুলি আমি তো ভালবাসি।
তোমার আজ্ঞা ভালবাসি, সেগুলির দিকে তুলব আমার দু'হাত,
ধ্যান করে যাব তোমার বিধিকলাপ।

## ৮ জাইন ৭

স্মরণে রেখ তোমার এ দাসের কাছে দেওয়া তোমার সেই কথা,
যার উপর তুমি স্থাপন করেছ আমার আশা।
আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার—
তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।

দর্পী মানুষ আমাকে কতই না অবজ্ঞা করে,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার বিধান থেকে।
অতীতকালের তোমার সুবিচার সকল স্মরণে রাখি,
প্রভু, এতেই সান্ত্বনা পাই।

যারা পরিত্যাগ করে তোমার বিধান,
সেই দুর্জনদের বিরুদ্ধে রোষ ধরেছে আমায়।
আমার এ নির্বাসনের দেশে
তোমার বিধিমালা আমার কাছে সঙ্গীত যেন।

রাতে তোমার নাম স্মরণ করি, প্রভু,
আমি মেনে চলি তোমার বিধান।
তোমার আদেশমালা পালন করা :
এটিই সাধনা আমার।

## ⊓ হেথ ৮

আমার নিয়তি—এ কথা বলেছি, প্রভু,
তোমার প্রতিটি বাণী মেনে চলাই নিয়তি আমার।
সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমার শ্রীমুখের প্রত্যাশায় আছি,
তোমার কথামত আমাকে দয়া কর।

আমার পথসকল সম্বন্ধে আমি চিন্তা করলাম,
তোমার নির্দেশমালার দিকেই চালিত করি আমার চরণ।
দেরি না করে শীঘ্রই আসছি
তোমার আজ্ঞাবলি মেনে চলার জন্য।

দুর্জনদের বাঁধন জড়িয়ে ফেলেছে আমায়,
তবু আমি ভুলিনি কো তোমার বিধান।
তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি।

আমি তাদেরই বন্ধু, যারা তোমাকে করে ভয়,
যারা তোমার আদেশমালা মেনে চলে।
প্রভু, এ পৃথিবী তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিসকল।

*[সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।]*

ধুয়ো : তোমার আজ্ঞাবলির পথে আমায় চালনা কর, প্রভু।

## ט টেথ ৯

ধুয়ো : তোমার কথামত * তোমার কৃপাই হোক সান্ত্বনা আমার।

তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু,
তোমার এ দাসের মঙ্গল করেছ তুমি।
আমাকে শেখাও সদ্বিবেচনা, শেখাও সদ্‌জ্ঞান,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলিতে রেখেছি বিশ্বাস।

অবনমিত হবার আগে আমি চলতাম ভ্রান্ত পথে,
এখন কিন্তু তোমার কথা মেনে চলি।
তুমি মঙ্গলময়, তুমি মঙ্গল সাধন কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

দর্পী মানুষ মিথ্যা ব'লে আমার নাম কলঙ্কিত করে,
আমি কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার আদেশমালা পালন করি।
তাদের হৃদয় মেদপিণ্ডের মতই স্থূলতায় ভরা,
তোমার বিধানেই কিন্তু আমি মনে পাই সুখ।

অবনমিত হওয়ায় আমার মঙ্গল,
এতেই যে শিখি তোমার বিধিকলাপ।
তোমার মুখের বিধান আমার কাছে
অজস্র সোনা ও রুপোর চেয়েও শ্রেয়তর।

## ১ ইয়োধ ১০

তোমার দু'হাত গড়েছে, রূপায়িত করেছে আমায়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবেই আমি শিখব তোমার আজ্ঞাবলি।
যারা তোমাকে ভয় করে, আমাকে দেখে তারা আনন্দিত হবে,
আমি যে তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

আমি জানি, প্রভু,—তোমার বিচারগুলি ন্যায্য,
এও জানি যে আপন বিশ্বস্ততা বজায় রেখে তুমি আমায় নমিত করলে।
তোমার এ দাসের কাছে তোমার কথামত
তোমার কৃপাই হোক সান্ত্বনা আমার।

আসুক আমার কাছে তোমার স্নেহধারা, তবে আমি জীবন পাব,
তোমার বিধানই তো আমার সুখ।
যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়, সেই দর্পী মানুষই লজ্জায় পড়ুক,
আমি ধ্যান করে যাব তোমার আদেশমালা।

যারা তোমাকে ভয় করে, যারা জানে তোমার নির্দেশমালা,
ফিরে আসুক তারা আমার কাছে।
তোমার বিধিকলাপ পালনে নিখুঁত থাকুক আমার অন্তর,
আমি যেন লজ্জায় না পড়ি।

## ↄ কাফ ১১

তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।
তোমার বচনের জন্য ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা দেবে?

আমি যেন ধোঁয়ার মধ্যে রেখে দেওয়া একটা চর্মপুটের মত,
তবু ভুলিনি তোমার বিধিকলাপ।
কতটুকু তোমার এ দাসের আয়ু?
কখন তুমি আমার তাড়কদের বিচার করবে?

আমার জন্য কতগুলো গর্তই না খুঁড়েছে সেই দর্পীর দল,
তোমার বিধান মতে চলে না কো তারা।
তোমার সকল আজ্ঞায় বিশ্বস্ততাই প্রকাশ পায়,
মিথ্যা অভিযোগ তুলে ওরা আমায় নির্যাতন করছে—আমার সহায়তা কর।

এ পৃথিবীতে ওরা প্রায় নিঃশেষিত করে ফেলেছে আমায়,
আমি কিন্তু পরিত্যাগ করিনি তোমার আদেশমালা।
তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তবেই আমি মেনে চলব তোমার মুখের সাক্ষ্য।

ל লামেধ ১২

প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী,
তা স্বর্গেই চিরপ্রতিষ্ঠিত।
তোমার বিশ্বস্ততা যুগযুগস্থায়ী,
তুমি এ পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছ বলে পৃথিবী থাকে অবিচল।

তোমার শাসনবিধি গুণেই আজও সবকিছু থাকে অবিচল,
সবকিছুই যে তোমার সেবায় রত।
তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ,
তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম।

তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না,
সেগুলি গুণেই যে তুমি আমাকে সঞ্জীবিত রাখ।
আমি তোমারই—ত্রাণ কর আমায়!
আমি যে অন্বেষণ করেছি তোমার আদেশগুলি।

আমাকে বিলোপ করার জন্য দুর্জনেরা ওত পেতে আছে,
কিন্তু তোমার নির্দেশমালায় আমার সকল চিন্তা।
আমি দেখেছি সব শ্রেষ্ঠতার পরিসীমা,
তোমার আজ্ঞা কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিসীম।

*[সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।]*

ধুয়ো : তোমার কথামত তোমার কৃপাই হোক সান্ত্বনা আমার।

מ মেম ১৩ 🔊

ধুয়ো : তোমার * কথামত, প্রভু, আমায় ধারণ করে রাখ,
তবে আমি জীবন পাব।

আমি কতই না ভালবাসি তোমার বিধান,
তা তো আমার সারাদিনের ধ্যান।
তোমার আজ্ঞা আমাকে আমার শত্রুদের চেয়ে প্রজ্ঞাবান করে,
সেই আদেশমালা যে আমার সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ।

আমার শিক্ষাগুরুদের চেয়েও আমি সুবিবেচক,
তোমার নির্দেশমালাই যে আমার ধ্যান।
আমার সুবুদ্ধি প্রবীণদের চেয়েও সুগভীর,
আমি যে পালন করি তোমার আদেশগুলি।

তোমার বাণী মান্য করার জন্য
সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।
তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাই না কো আমি,
তুমি নিজেই যে শিক্ষা দান কর আমায়।

আমার জিহ্বায় কতই না সুস্বাদু তোমার বচন,
আমার মুখে তা মধুর চেয়েও সুমধুর।
তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই,
তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

ן নুন ১৪
তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ,
আমার চলার পথের আলো।
আমি শপথ করেছি—সেই শপথ রক্ষা করব,
মেনে চলবই তোমার ন্যায়বিচার সকল।

আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত,
তোমার বাণী অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
আমার মুখের অর্ঘ্য গ্রহণ কর, প্রভু,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার সুবিচার সকল।

আমার প্রাণ নিয়তই সঙ্কটের মাঝে,
আমি কিন্তু ভুলি না তোমার বিধান।
দুর্জনেরা আমার জন্য পেতেছে ফাঁদ,
আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার আদেশমালা ছেড়ে।

তোমার নির্দেশমালাই আমার চিরকালীন উত্তরাধিকার,
কারণ আমার হৃদয়ের আনন্দ সেই মালা।
তোমার বিধিকলাপ পালনে নত করেছি আমার অন্তর,
সেই বিধিই চিরকালীন পুরস্কার আমার।

## ד সামেখ ১৫

দুমনা মানুষকে আমি ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।
তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

আমার সামনে থেকে দূর হও, অপকর্মা সবাই,
আমি আমার পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে চাই।
তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,
আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

আমায় ধরে রাখ, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ,
তোমার বিধিমালায় নিয়তই পাব সুখ।

যারা তোমার বিধিমালা ছেড়ে বিপথে যায়, †
তাদের সকলকে তুমি তো অবজ্ঞা কর,
তাদের প্রতারণা হবেই নিষ্ফল।

পৃথিবীর যত দুর্জনকে তুমি মনে কর আবর্জনা যেন,
তাই আমি ভালবাসি তোমার নির্দেশকলাপ।
তোমার ক্রোধের সামনে আমার দেহে জাগে শিহরণ,
আমি ভয় করি তোমার সুবিচার সকল।

## ৮ আইন ১৬

যা ন্যায়, যা ধর্মময়, তা করেছি আমি,
আমাকে তুলে দিয়ো না গো আমার অত্যাচারীদের হাতে।
সযত্নেই রক্ষা কর তোমার এ দাসের মঙ্গল,
দর্পীর দল আমাকে অত্যাচার করে না যেন।

তোমার পরিত্রাণের প্রতীক্ষায়,
তোমার ধর্মময়তার কথার প্রতীক্ষায় ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ।
তোমার কৃপা অনুসারেই তোমার দাসের সঙ্গে ব্যবহার কর,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।

আমি তোমার দাস—আমাকে সুবুদ্ধি দাও,
তবেই জানতে পারব তোমার নির্দেশমালা।
প্রভুর কর্মসাধনের সময় এসে গেছে,
ওরা তো ভঙ্গ করেছে তোমার বিধান।

তাই আমি সোনার চেয়ে, নিখাদ সোনার চেয়েও
তোমার আজ্ঞাবলি ভালবাসি।
তাই তোমার আদেশমালা অনুসারেই পথ চলতে থাকি,
ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

*[সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।]*

ধুয়ো : তোমার কথামত, প্রভু, আমায় ধারণ করে রাখ,
তবে আমি জীবন পাব।

৭ পে ১৭

ধুয়ো : ওগো প্রভু, * তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর।

তোমার নির্দেশমালা আশ্চর্যময়,
তাই তা পালন করে আমার প্রাণ।
তোমার বাণী ফুটেই আলো দান করে,
সরলমনাকে সুবুদ্ধি দান করে।

মুখ ব্যাদান করে হাঁপাচ্ছি আমি,
আমি যে তোমার আজ্ঞাবলি বাসনা করি।
আমার দিকে মুখ ফিরে চাও, আমাকে দয়া কর,
যারা তোমার নাম ভালবাসে, এই তো তাদের সুবিচার।

তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর,
অপকর্ম যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে।
মানুষের অত্যাচার থেকে আমায় মুক্ত কর,
তবেই মেনে চলব তোমার আদেশমালা।

তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,
আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
আমার দু'চোখ বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা,
ওরা যে অমান্য করে তোমার বিধান।

## ע সাধে ১৮

প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার যত বিচার ন্যায্য।
ধর্মময়তার সঙ্গে, গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে
তুমি জারি করেছ তোমার নির্দেশমালা।

প্রবল আগ্রহ গ্রাস করছে আমায়,
আমার বিপক্ষরা যে ভোলে তোমার বাণীসকল।
তোমার দেওয়া কথা অধিক পরীক্ষাসিদ্ধ,
তোমার দাস সেই কথা ভালবাসে।

আমি তুচ্ছ, আমি অবজ্ঞার বস্তু,
তবু ভুলি না তোমার আদেশমালা।
তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়,
তোমার বিধান সত্য।

সঙ্কট, উদ্বেগ ধরেছে আমায়,
তবু তোমার আজ্ঞাবলিই আমার সুখ।
তোমার নির্দেশকলাপ চিরধর্মময়,
আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তবে আমি জীবন পাব।

## ק কোফ ১৯

সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমায় ডাকছি—প্রভু, সাড়া দাও,
পালন করব তোমার বিধিসকল।
তোমায় ডাকছি—ত্রাণ কর আমায়,
মেনে চলবই তোমার নির্দেশমালা।

উষার আগে উঠে চিৎকার করে সাহায্য চাই,
তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

তোমার বচন ধ্যান করার জন্য
রাতের প্রতিটি প্রহরের আগেই জাগ্রত আমার চোখ।

তোমার কৃপায় শোন গো আমার কণ্ঠ,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর।
যারা আমাকে ধাওয়া করে, তাদের অভিসন্ধিতে এগিয়ে আসছে তারা,
তারা তোমার বিধান থেকে বহু দূরে।

তুমি কিন্তু, প্রভু, কাছেই রয়েছ তুমি,
তোমার সকল আজ্ঞা সত্য।
অনেক আগে থেকে আমি একথা জানি—
তোমার নির্দেশমালা তুমি স্থাপন করেছ চিরকালের মত।

*[সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।]*

ধুয়ো : ওগো প্রভু, তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর।

৭ রেশ ২০

ধুয়ো : যারা * তোমার বিধান ভালবাসে, প্রভু,
তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি।

আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ—আমাকে নিস্তার কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার বিধান।
আমার পক্ষ সমর্থন কর, আমার মুক্তিকর্ম সাধন কর,
তোমার কথামত আমাকে সঞ্জীবিত কর।

দুর্জনদের কাছ থেকে দূরেই রয়েছে পরিত্রাণ,
ওরা যে অন্বেষণ করে না তোমার বিধিকলাপ।

তোমার স্নেহধারা কতই না মহান, ওগো প্রভু,
তোমার সুবিচারগুলি অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

আমার নির্যাতকেরা, আমার বিপক্ষরা সংখ্যায় অনেক,
তবুও আমি সরে যাইনি তোমার কোন সাক্ষ্য থেকে।
ওই বিদ্রোহীদের দেখে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম,
ওরা যে অমান্য করে তোমার কথা।

দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি,
প্রভু, তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
সত্যই তোমার বাণীর সার,
তোমার প্রতিটি ন্যায়বিচার চিরস্থায়ী।

## ש শিন ২১

ক্ষমতাশালীরা আমাকে অকারণে নির্যাতন করে,
তবু আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণীসকল।
মানুষ মহাধন খুঁজে পেয়ে যেমন আনন্দ করে,
তেমনি তোমার বচন নিয়ে আমি আনন্দিত।

আমি মিথ্যা ঘৃণা করি, অত্যন্ত ঘৃণা করি,
ভালবাসি তোমার বিধান।
তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য
দিনে সাতবার করি তোমার প্রশংসাবাদ।

যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি,
তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই।
তোমার পরিত্রাণের জন্য চেয়ে আছি, প্রভু,
পূর্ণ করে থাকি তোমার আজ্ঞাবলি।

আমার প্রাণ মেনে চলে তোমার নির্দেশমালা,
একান্ত ভালবাসে সেই মালা।
মেনে চলি তোমার আদেশগুলি, তোমার নির্দেশমালা,
তোমার সামনেই যে আমার সকল পথ।

## ת তাউ ২২

তোমার সম্মুখে, প্রভু, যেতে পারে যেন আমার ডাক,
তোমার বাণী অনুসারে আমাকে সুবুদ্ধি দাও।
তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন মিনতি আমার,
তোমার দেওয়া কথা অনুসারে আমাকে উদ্ধার কর।

আমার ওষ্ঠ জপ করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তুমি যে আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ।
আমার জিহ্বা গান করে যাক তোমার বচন,
ধর্মময় যে তোমার সকল আজ্ঞা।

তোমার হাত হোক আমার সহায়,
আমি যে বেছে নিয়েছি তোমার আদেশমালা।
প্রভু, আমি বাসনা করি তোমার পরিত্রাণ,
তোমার বিধান, সেই তো আমার সুখ।

বেঁচে থাকুক আমার প্রাণ, করে যাক তোমার প্রশংসাবাদ,
তোমার সুবিচার সকল আমার সহায়তা করুক।
হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলি, †
তোমার এ দাসের সন্ধান কর,
আমি তো ভুলিনি তোমার আজ্ঞাবলি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : যারা তোমার বিধান ভালবাসে, প্রভু,
তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি।

## সাম ১২০ শান্তি কামনা

*তিনি নিজেই আমাদের শান্তি! তিনি শান্তির শুভসংবাদ প্রচার করতে এসেছিলেন— শান্তি তোমাদেরও জন্য যারা দূরে ছিলে, আর শান্তি তোমাদেরও জন্য যারা কাছে ছিলে* (এফে ২:১৪, ১৭)।

ধুয়ো : মিথ্যাবাদী * ওষ্ঠ থেকে, প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।

সঙ্কটের মাঝে আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলাম,
তিনি আমাকে সাড়া দিলেন।
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ, প্রতারণাময় জিহ্বা থেকে, প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।

হে প্রতারণাময় জিভ, তোমাকে কী দেওয়া হবে?
তিনি আর কী দেবেন তোমায়?
বীরযোদ্ধার তীক্ষ্ণ তীর,
রোতনকাষ্ঠের অঙ্গার।

হায়! আমি আজ মেশেক দেশে প্রবাসী আছি,
বসবাস করছি কেদার শিবির-মাঝে।
বহুদিন ধরেই আমার প্রাণ বসবাস করছে এমন লোকদের সঙ্গে
যারা শান্তি ঘৃণা করে।

আমি ঠিকই বলি শান্তির কথা,
কিন্তু তারা যুদ্ধের পক্ষে।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে, প্রভু,
উদ্ধার কর আমার প্রাণ।

## সাম ১২১ প্রভু আপন জনগণের রক্ষক

*তারা আর কোনদিন ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্ত হবে না; রোদের তেজ বা জ্বলন্ত কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও কষ্ট দিতে পারবে না* (প্রকাশ ৭:১৬)।

ধুয়ো : প্রভুই * আমার রক্ষক,
তিনি আমাকে নিত্য রক্ষা করেন।

আমি চোখ তুলি গিরিমালার দিকে,
আমার সাহায্য কোথা থেকে আসবে?
আমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসবে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

তিনি তোমার পা দেবেন না টলমল হতে,
ঘুমিয়ে পড়বেন না কো তোমার রক্ষক।
দেখ, ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন
ইস্রায়েলের রক্ষক।

প্রভুই তোমার রক্ষক, প্রভুই তোমার ছায়া,
তিনি তোমার ডান পাশে দাঁড়ান।
দিনমানের সূর্য কি রাত্রিবেলার চাঁদ,
কিছুই তোমায় আঘাত করবে না।

প্রভু যত অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন,
রক্ষা করবেন তোমার প্রাণ।

প্রভু তোমার গমনাগমন রক্ষা করবেন
এখন থেকে চিরকাল ধরে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুই আমার রক্ষক,
তিনি আমাকে নিত্য রক্ষা করেন।

## সাম ১২২ যেরুশালেমের জন্য শান্তি কামনা

*তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের নগরী সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম* (হিব্রু ১২:২২)।

ধুয়ো : তোমাতেই, হে যেরুশালেম, * বিরাজ করুক শান্তি।

আমি আনন্দ পেলাম ওরা যখন আমাকে বলল,
'এসো, চলি প্রভুর গৃহে!'
এখন এসে থেমেছে আমাদের চরণ
তোমার তোরণদ্বারে, হে যেরুশালেম।

যেরুশালেম দৃঢ়সংবদ্ধ নগরীর মতই গড়া,
সেইখানে উঠে আসে গোষ্ঠীসকল, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল—
ইস্রায়েলের বিধি তো তারা করবে প্রভুর নামের স্তুতি, †
সেইখানে যে অধিষ্ঠিত আছে বিচারাসনগুলি,
দাউদকুলের সিংহাসনগুলি।

যেরুশালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর!
যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক;

শান্তি হোক তোমার প্রাচীর-মাঝে,
তোমার দুর্গশ্রেণির মাঝে সমৃদ্ধি হোক!

আমার ভাই ও বন্ধুদের খাতিরে
আমি বলব, 'তোমাতেই বিরাজ করুক শান্তি!'
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহের খাতিরে
আমি তোমার মঙ্গল অন্বেষণ করব।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমাতেই, হে যেরুশালেম, বিরাজ করুক শান্তি।

## সাম ১২৩ প্রভুই আপন জনগণের আশা

*অন্ধ দু'জন…চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন'* (মথি ২০:৩০)।

ধুয়ো : আমাদের দয়া কর, প্রভু,
তোমার দিকেই নিবদ্ধ আমাদের চোখ।

আমি চোখ তুলি তোমার দিকে,
তুমি যে স্বর্গে আসীন।
দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে,
দাসীর চোখ যেমন গৃহিণীর হাতের দিকে,

তেমনি আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে,
তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।
আমাদের দয়া কর, প্রভু, আমাদের দয়া কর!
আমরা যে বিদ্রূপে অত্যন্ত পরিপূর্ণ।

সত্যি, আমাদের প্রাণ অত্যন্ত পরিপূর্ণ :
আত্মতৃপ্ত মানুষেরা আমাদের অবিরতই উপহাস করে।
অহঙ্কারীরাই বিদ্রূপের যোগ্য।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের দয়া কর, প্রভু,
তোমার দিকেই নিবদ্ধ আমাদের চোখ।

## সাম ১২৪ মুক্তিলাভের জন্য ধন্যবাদ

*প্রভু পলকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না! আমি তোমার সঙ্গেই আছি'* (প্রেরিত ১৮:৯, ১০)।

ধুয়ো : আমাদের সহায়তা * প্রভুর নামে ;
তিনি ফাঁদ ভেঙে দিয়ে আমাদের মুক্ত করলেন।

প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,
—ইস্রায়েল একথা বলুক—
যখন মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল,
প্রভু যদি আমাদের পক্ষে না থাকতেন,

তখন ওরা ওদের উত্তপ্ত ক্রোধে আমাদের জিয়ন্তই গ্রাস করত ;
তখন জলরাশি আমাদের বয়ে নিয়ে যেত,
খরস্রোত আমাদের উপর দিয়ে ছুটে চলে যেত,
আমাদের উপর দিয়ে ছুটে চলে যেত উন্মত্ত জল।

ধন্য প্রভু!
তিনি আমাদের হতে দেননি ওদের দাঁতের শিকার ;
ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মতই পালিয়েছে আমাদের প্রাণ :
ফাঁদ ভেঙেছে—পালিয়েছি আমরা।

আমাদের সহায়তা সেই প্রভুর নামে,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের সহায়তা প্রভুর নামে ;
তিনি ফাঁদ ভেঙে দিয়ে আমাদের মুক্ত করলেন।

## সাম ১২৫ প্রভুই আপন জাতির রক্ষাকর্তা

*ঈশ্বরের সেই সমগ্র ইস্রায়েলের উপর শান্তি ও করুণা নেমে আসুক* (গা ৬:১৬)।

ধুয়ো : যারা * প্রভুতে ভরসা রাখে,
তারা তো টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল।

যারা প্রভুতে ভরসা রাখে, তারা সিয়োন পর্বতের মত—
তা তো টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল।
গিরিমালা যেরুশালেমকে ঘিরে রাখে,
প্রভুও তাঁর আপন জাতিকে ঘিরে থাকেন এখন থেকে চিরকাল ধরে।

দুর্জনের প্রভাবদণ্ড তিনি থাকতে দেবেন না ধার্মিকদের সম্পদের উপর,
ধার্মিকেরাও পাছে অন্যায়ের দিকে বাড়ায় হাত।
সৎমানুষের মঙ্গল কর, প্রভু,
সরলহৃদয় মানুষের মঙ্গল কর।

কিন্তু যারা বাঁকা পথে চলে,
প্রভু অপকর্মাদেরই সঙ্গে তাদের একত্রিত করুন।
ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : যারা প্রভুতে ভরসা রাখে,
তারা তো টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল।

## সাম ১২৬ প্রভুই আমাদের আনন্দ

*তোমরা যেমন যন্ত্রণার অংশীদার, তেমনি সান্ত্বনারও অংশীদার* (২ করি ১:৭)।

ধুয়ো : আমাদের জন্য * মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত।

প্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদের ফিরিয়ে আনলেন,
আমরা তখন যেন স্বপ্নই দেখি!
তখন আমাদের মুখ হাসিতে মুখর,
আমাদের জিহ্বা আনন্দচিৎকারে পূর্ণ।

তখন বিজাতিদের মধ্যে একথা চলত,
'তাদের জন্য কী মহা মহা কাজ না করেছেন প্রভু!'
আমাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত।

আমাদের বন্দিদের ফিরিয়ে আন, প্রভু,
তাদের ফিরিয়ে আন নেগেব প্রান্তরে খরস্রোতের মত।
যে অশ্রুর মধ্যে বীজ বোনে,
সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফসল সংগ্রহ করবে।

সে যায়, কাঁদতে কাঁদতে সে চলে যায়,
সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ;
সে আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই সে ফিরে আসে,
সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করেছেন প্রভু,
আমরা আনন্দিত।

## সাম ১২৭ প্রভুকে ছাড়া বৃথাই মানুষের পরিশ্রম

*যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়; যিনি বৃদ্ধি ঘটান, সেই ঈশ্বরই সব।*
*তোমরা হলে ঈশ্বরের মাঠ, ঈশ্বরেরই গাঁথনি* (১ করি ৩:৭, ৯)।

ধুয়ো : প্রভু নিজেই * নগরটি প্রহরা না দিলে
বৃথাই প্রহরী জাগ্রত থাকে।

প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে
বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।
প্রভু নিজেই নগরটি প্রহরা না দিলে
বৃথাই প্রহরী জাগ্রত থাকে।

বৃথাই এত সকালে ওঠ, এত বিলম্বে শুতে যাও,
তোমরা তো শ্রমের অন্ন খাবে!
তারা যখন ঘুমিয়ে আছে,
তখনই প্রভু তাঁর প্রীতিভাজনদের সবকিছু দেন।

দেখ! পুত্রসন্তানেরা প্রভুর দেওয়া সম্পদ যেন, †
গর্ভের ফল তাঁর পুরস্কার।
যৌবনকালের পুত্রসন্তানেরা যোদ্ধার হাতে তীরগুলি যেন।
সেই তীরে ভরা যার তূণ, সুখী সেই মানুষ;
নগরদ্বারে শত্রুদের সঙ্গে বিবাদ করে সে লজ্জায় পড়বেই না।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু নিজেই নগরটি প্রহরা না দিলে
বৃথাই প্রহরী জাগ্রত থাকে।

## সাম ১২৮ প্রভুই পরিবারের আনন্দের উৎস

*প্রভু সিয়োন থেকে, অর্থাৎ খ্রিষ্টমণ্ডলী থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন* (আর্নোবিউস)।

ধুয়ো : প্রভু * সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন ;
ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

সুখী সেই সকলে, যারা প্রভুকে করে ভয়,
যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে।
তুমি খাবে তোমার দু'হাতের শ্রমফলে,
তোমার হবে সুখ, হবে মঙ্গল।

তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত তোমার গৃহের অন্তঃপুরে ;
তোমার পুত্রেরা জলপাই-চারার মত তোমার ভোজনপাট ঘিরে।
যে প্রভুকে করে ভয়,
তেমন আশিসেই ধন্য হবে সেই মানুষ।

প্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন ;
তুমি যেন যেরুশালেমের মঙ্গল দেখতে পাও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ;
তুমি যেন তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের দেখতে পাও।
ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন ;
ইস্রায়েলের উপর শান্তি বিরাজ করুক।

## সাম ১২৯ পরীক্ষিত জাতির অন্তরে আশার পুনর্জাগরণ

*এই সামসঙ্গীতে খ্রিষ্টমণ্ডলী তার নিজের দুঃখকষ্টের কথা ব্যক্ত করে* (সাধু আগস্তিন)।

ধুয়ো : প্রভু ধর্মময় ; * তিনি ছিঁড়ে দিলেন দুর্জনদের দড়ি।

আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
—ইস্রায়েল একথা বলুক—
আমার যৌবনকাল থেকে ওরা কতবারই না নির্যাতন করেছে আমায়,
তবুও আমার উপর করতে পারেনি জয়লাভ।

আমার পিঠে কৃষকেরা চালিয়েছে লাঙল,
রচনা করেছে সুদীর্ঘ গভীর রেখা।
প্রভু ধর্মময়, তিনি ছিঁড়ে দিলেন দুর্জনদের দড়ি।
যারা সিয়োন ঘৃণা করে, তারা সবাই লজ্জায় পিছু হটে যাক।

তারা হবে ছাদের উপরে সেই ঘাসের মত,
উচ্ছিন্ন হবার আগে যা শুকিয়ে যায় ;
সেই ঘাস ভরাতে পারে না কো শস্যকাটিয়ের মুষ্টি,
ভরাতে পারে না কো যে আঁটি বাঁধে তার কোল।

তাদের উদ্দেশ ক'রে পথচারীরা কেউই বলে না,
'প্রভুর আশিস তোমাদের উপর বিরাজ করুক।'
প্রভুর নামে আমরাই তোমাদের আশীর্বাদ করি।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু ধর্মময় ; তিনি ছিঁড়ে দিলেন দুর্জনদের দড়ি।

## সাম ১৩০ প্রভুর কাছেই মুক্তি

*তিনি তাঁর আপন জনগণকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন* (মথি ১:২১)।

ধুয়ো : প্রভু, * তোমার কাছে রয়েছে মুক্তি ;
আমি তোমার বাণীর প্রত্যাশায় আছি।

গভীর তলদেশ থেকে আমি চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি, প্রভু,
শোন গো প্রভু আমার কণ্ঠস্বর।
আমার এ মিনতির কণ্ঠের প্রতি
তোমার কান মনোযোগী হোক।

প্রভু, তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ,
কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?
তোমার কাছে কিন্তু আছে ক্ষমা,
মানুষ যেন তোমাকে ভয় করতে পারে।

প্রভু, আমি আশা রাখি;
আমার প্রাণ আশা রাখে; আমি তাঁর বাণীর প্রত্যাশায় আছি।
প্রহরীরা যেমন উষার জন্য, †
প্রহরীরা যেমন উষার জন্য,
তাদের চেয়ে প্রভুর জন্য অধিক ব্যাকুল আমার প্রাণ।

ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা, তাঁর কাছের মুক্তি মহান।
তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন
তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, তোমার কাছে রয়েছে মুক্তি;
আমি তোমার বাণীর প্রত্যাশায় আছি।

## সাম ১৩১ প্রভুতে শিশুসুলভ আশা

*তোমরা আমার শিষ্য হও, কারণ আমি কোমল, আমি নম্র-হৃদয়* (মথি ১১:২৯)।

ধুয়ো : মায়ের কোলে * শিশুর মত,
তোমারই প্রতীক্ষায় থাকে আমার প্রাণ।

প্রভু, আমার হৃদয় গর্বিত নয়,
আমার চোখও উদ্ধত নয়।
বিরাট কোন কিছুর পিছনে,
আমার বোধাতীত আশ্চর্যময় কোন কিছুর পিছনে যাই না কো আমি।

আমার প্রাণ বরং আমি শান্ত রাখি,
রাখি নিশ্চুপ ;
মায়ের কোলে দুধ-ছাড়ানো শিশুর মত,
দুধ-ছাড়ানো তেমন শিশুরই মত আমার প্রাণ।

ইস্রায়েল, প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : মায়ের কোলে শিশুর মত,
তোমারই প্রতীক্ষায় থাকে আমার প্রাণ।

## সাম ১৩২ দাউদের কাছে প্রভুর প্রতিশ্রুতি

*প্রভু তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন* (লুক ১:৩২)।

ধুয়ো : পরমেশ্বর * তাঁকে দান করবেন দাউদের সিংহাসন ;
অশেষ হবে তাঁর রাজ্য।

প্রভু, দাউদের কথা, তাঁর সেই দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর,
তিনি প্রভুর কাছে কী শপথ করলেন,
যাকোবের সেই শক্তিমানের কাছে কী ব্রত নিলেন—
‘আমি নিজ বসতবাড়িতে ঢুকব না, শয্যায় শুতে যাব না ;

ঘুম নামতে দেব না আমার চোখে,
তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেব না আমার চোখের পাতা,
যতক্ষণ না খুঁজে পাই প্রভুর জন্য একটি স্থান,
যাকোবের সেই শক্তিমানের জন্য একটি আবাস।'

দেখ, এফ্রাথায় আমরা তার কথা শুনলাম,
যায়ারের মাঠে তা খুঁজে পেলাম;
এসো, তাঁর আবাসে যাই,
তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো,
তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;
তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক,
তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।

তোমার দাস দাউদের খাতিরে,
ফিরিয়ে দিয়ো না গো তোমার তৈলাভিষিক্তজনের মুখ;
প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, †
ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—
'তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।

তোমার সন্তানেরা যদি আমার সন্ধি পালন করে,
যদি পালন করে আমার নির্দেশ যা তাদের শিখিয়ে দেব,
তাদের পুত্রেরা তবে
তোমার সিংহাসনে বসবে চিরকাল।'

কারণ প্রভু সিয়োনকে করেছেন মনোনীত,
তাকেই চেয়েছেন তাঁর আপন বাসস্থান রূপে।
'এইখানে হবে আমার বিশ্রামস্থান চিরকাল ধরে,
এইখানে বাস করব—এই তো বাসনা আমার।

আমি তার খাদ্যভাণ্ডার প্রচুর আশিসে ধন্য করব,
তার নিঃস্ব যত মানুষকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করব।
তার যাজকদের ত্রাণবসনে পরিবৃত করব,
তার ভক্তরা চিৎকার করতে করতে আনন্দে ফেটে পড়বে।

সেখানে আমি দাউদের জন্য অঙ্কুরিত করব প্রতাপ,
আমার তৈলাভিষিক্তজনের জন্য জ্বালিয়ে রাখব এক প্রদীপ।
তার শত্রুদের আমি লজ্জায় পরিবৃত করব,
তার মাথায় কিন্তু দীপ্তিময় থাকবে তার মুকুট।'

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন দাউদের সিংহাসন ;
অশেষ হবে তাঁর রাজ্য।

## সাম ১৩৩ ভ্রাতৃপ্রেমের আনন্দ

*খ্রিষ্টবিশ্বাসী সকলে ছিল একমন একপ্রাণ* (প্রেরিত ৪:৩২)।

ধুয়ো : একত্রে বাস করে, * তেমন ভাইদের উপর
আশীর্বাদ ও জীবনদান !

দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা
কতই না ভাল, কতই না সুন্দর !
যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, †
আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে,
ঝরে পড়ে তাঁর পোশাকের গলবন্ধনীর উপর,

তেমনি সেই হার্মোনের শিশির,
যা ঝরে পড়ে সিয়োনের চূড়ায় চূড়ায়।
সেইখানে তো প্রভু জারি করেছেন আশীর্বাদ,
চিরকালীন জীবনদান।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : একত্রে বাস করে, তেমন ভাইদের উপর
আশীর্বাদ ও জীবনদান!

## সাম ১৩৪ নৈশ স্তুতিগান

*আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা* (প্রকাশ ১৯:৫)।

ধুয়ো : রাত্রিকালে * প্রভুকে বল ধন্য।

এসো, প্রভুকে বল ধন্য,
তোমরা সবাই যারা প্রভুর সেবক,
তোমরা যারা রাত্রিকালে
থাক প্রভুর গৃহে।

পবিত্রধামের দিকে দু'হাত তুলে
প্রভুকে বল ধন্য।
সিয়োন থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করুন প্রভু,
আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : রাত্রিকালে প্রভুকে বল ধন্য।

## সাম ১৩৫ স্তুতিগান

*ঈশ্বর অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা যেন তাঁর গুণকীর্তন করতে পার* (১ পি ২:৯)।

ধুয়ো : প্রভু * যা ইচ্ছা করেন,
সেই সবই সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

প্রশংসা কর প্রভুর নাম,
তাঁর প্রশংসা কর তোমরা যারা প্রভুর সেবক ;
তোমরা যারা থাক প্রভুর গৃহে,
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে।

প্রভুর প্রশংসা কর—প্রভু যে মঙ্গলময়,
তাঁর নামের উদ্দেশে স্তবগান কর, কারণ তা মনোরম।
যাকোবকে নিজেরই জন্য বেছে নিয়েছেন প্রভু,
ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছেন নিজস্ব অধিকাররূপে।

আমি তো জানি, প্রভু মহান,
সব দেবতার উর্ধ্বেই আমাদের প্রভু।
প্রভু যা ইচ্ছা করেন, সেই সবই সাধন করেন,
আকাশে ও পৃথিবীতে, সাগরে ও তার সব অতল দেশে।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তিনি মেঘমালা উঠিয়ে আনেন, †
বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ গড়েন,
তাঁর ভাণ্ডার থেকে বের করে আনেন বাতাস।

তিনি মিশরের মানুষ কি পশুর
প্রথমজাতদের আঘাত করলেন।

হে মিশর, তোমার মাঝে, ফারাও ও তার সকল দাসের বিরুদ্ধে,
তিনি পাঠিয়ে দিলেন নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ।
তিনি আঘাত করলেন বহু দেশ,
শক্তিশালী রাজাদের সংহার করলেন—

আমোরীয়দের রাজা সিহোন, বাশানের রাজা ওগ্-কে,
এবং কানানের সকল রাজ্যকে সংহার করলেন।
ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে,
তাঁর আপন জাতি ইস্রায়েলের উত্তরাধিকাররূপে।

প্রভু, তোমার নাম চিরস্থায়ী,
প্রভু, তোমার স্মৃতি যুগযুগস্থায়ী।
প্রভু যে তাঁর আপন জাতির সুবিচার করেন,
তাঁর আপন দাসদের প্রতি তিনি দয়াময়।

বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা,
মানুষেরই হাতে গড়া :
মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না,
চোখ আছে, তবু দেখে না,

কান আছে, তবু শোনে না,
মুখেও সেগুলির নিশ্বাস নেই।
সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা,
তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা।

ইস্রায়েলকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
আরোনকুল, বল : প্রভু ধন্য ;

লেবিকুল, বল : প্রভু ধন্য ;
প্রভুভীরু সকল, বল : প্রভু ধন্য।

সিয়োন থেকে বলা হোক : প্রভু ধন্য,
তিনি যেরুশালেমে বসবাস করেন।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু যা ইচ্ছা করেন,
সেই সবই সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১৩৬ পাস্কা-স্তুতিগান

*তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করেই যে আমরা প্রভুর প্রশংসা করি* (কাসিওদরুস)।

ধুয়ো : প্রভুই * মহা আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক ;
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
দেবতার দেবতাকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
প্রভুর প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনিই মহা আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
সুবুদ্ধির সঙ্গেই নির্মাণ করেছেন আকাশমণ্ডল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
স্থাপন করেছেন পৃথিবী জলরাশির উপর—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি নির্মাণ করেছেন মহাবাতি সকল—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
দিবা নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন সূর্য—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড়েছেন চন্দ্র ও তারকারাজি—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি মিশরের প্রথমজাতদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
ওদের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতেই তাদের বের করে আনলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি লোহিত সাগর দু'ভাগে বিভক্ত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
ইস্রায়েলকে পার করালেন তার মাঝখান দিয়ে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
ফারাও ও তাঁর সেনাদলকে উল্টিয়ে দিলেন লোহিত সাগর-বুকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি তাঁর আপন জাতিকে প্রান্তরে চালনা করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
মহান রাজাদের আঘাত করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
প্রতাপশালী রাজাদের সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি আমোরীয়দের রাজা সিহোনকে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
এবং বাশানের রাজা ওগ্-কে সংহার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
ওদের দেশ তিনি দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;

তাঁর আপন দাস ইস্রায়েলকেই তা দিলেন উত্তরাধিকাররূপে—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
আমাদের অবনতির দিনে আমাদের স্মরণ করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী ;
আমাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

তিনি প্রতিটি প্রাণীকে খাদ্য দান করেন—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
স্বর্গেশ্বরকে জানাও ধন্যবাদ—
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুই মহা আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক ;
তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী।

## সাম ১৩৭ নির্বাসিতদের বিলাপ

*বাবিলনের বন্দিদশা হল আমাদের আধ্যাত্মিক বন্দিদশার প্রতীক* (সাধু হিলারিউস)।

ধুয়ো : ওগো যেরুশালেম, * আমি যদি তোমায় ভুলে যাই,
আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক!

বাবিলনের নদনদী কূলে বসে
আমরা কাঁদছিলাম সিয়োনের কথা স্মরণ ক'রে ;
সেখানকার ঝাউগাছে
ঝুলিয়ে রেখেছিলাম আমাদের বীণা।

আমাদের বন্দি করে এনেছিল যারা,
সেইখানে যে তারা চাইত আমরা গাইব গান ;
আমাদের অত্যাচারীরা আনন্দই চাইত—
'আমাদের শোনাও সিয়োনের একটি গান।'

আমরা কী করে গাইব প্রভুর গান
এ বিদেশী মাটির বুকে?
ওগো যেরুশালেম, আমি যদি তোমায় ভুলে যাই,
আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক!

আমার জিহ্বা তালুতে লেগে যাক,
আমি যদি স্মরণে না রাখি তোমায়,
যেরুশালেমকে যদি না রাখি
আমার সমস্ত আনন্দের ঊর্ধ্বে।

স্মরণ কর গো প্রভু এদোম সন্তানদের কথা,
যেরুশালেমের সেই দিনে ওরা বলত :
'ভূমিসাৎ কর!
ভিত সমেত তাকে ভূমিসাৎ কর!'

হে বিনাশিতা বাবিলন কন্যা,
তুমি যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি,
সে-ই সুখী, যে তার যোগ্য প্রতিদান তোমাকে দেবে!
সে-ই সুখী, যে তোমার শিশুদের ধরে শৈলের উপরে আছাড় মারবে!

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ওগো যেরুশালেম, আমি যদি তোমায় ভুলে যাই,

আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক!

## সাম ১৩৮ ধন্যবাদগীতি

*পৃথিবীর যত রাজা তাঁদের ঐশ্বর্য নিয়ে এসে অর্ঘ্য দেবেন* (প্রকাশ ২১:২৪)।

ধুয়ো : ঐশজীবদের সামনে * আমি করি তোমার স্তবগান,

ঈশ্বর আমার।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা * তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,

তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ,

ঐশজীবদের সামনে করি তোমার স্তবগান,

তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত, †

তোমার কৃপা, তোমার বিশ্বস্ততার জন্য করি তোমার নামের স্তুতি,

তুমি যে তোমার সমস্ত নাম দ্বারা তোমার বচন করেছ মহান। (ধুয়ো)

যেদিন তোমাকে ডেকেছি তুমি আমায় দিয়েছ সাড়া,

শক্তি উদ্দীপিত করেছ আমার প্রাণে।

প্রভু, তোমার মুখের সমস্ত কথা শুনে

পৃথিবীর সকল রাজা করেন তোমার স্তুতি।

তাঁরা গান করেন প্রভুর সমস্ত পথের কথা,

কারণ প্রভুর গৌরব মহান।

সর্বোচ্চ হয়েও প্রভু অবনমিতকে দেখেন,

কিন্তু দূর থেকে গর্বিতকে চিনতে পারেন। (ধুয়ো)

আমি যদি সঙ্কট মাঝে চলি,
তুমি তো আমাকে সঞ্জীবিত কর—
আমার শত্রুদের ক্রোধের বিরুদ্ধে তুমি তো বাড়াও হাত,
আমায় ত্রাণ করে তোমার ডান হাত।

প্রভু আমার জন্য সবকিছুই করবেন ;
প্রভু, তোমার কৃপা চিরস্থায়ী ;
নিজ হাতের কর্মকীর্তি করো না গো পরিত্যাগ।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ঐশজীবদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান,
ঈশ্বর আমার।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

## সাম ১৩৯ অন্তর্যামী প্রভু

*কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* (রো ১১:৩৪)।

ধুয়ো : প্রভু, * তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ,
আমাকে জান।

প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ, আমাকে জান ; †
তুমি তো জান আমি কখন বসি, কখন উঠি,
দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল,
তুমি তো লক্ষ রাখ আমি কখন হাঁটি, কখন শুই,
আমার সকল পথ তোমার কাছে পরিচিত।

একটা কথা জিহ্বায় আসার আগেই
তুমি, প্রভু, সেই সবই জান ;
পিছনে সামনে তুমি আমায় ঘিরে রাখ,
আমার উপর রাখ তোমার হাত।

আমার কাছে তেমন জ্ঞান অপরূপ,
এত উঁচু যে আমি তার নাগাল পাই না।
তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব?
তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?

স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি,
সেখানে তুমি আছ;
পাতালে যদি শয্যা পাতি,
দেখ, সেখানেও তুমি আছ।

যদি উষার পাখায় ভর ক'রে
আমি সমুদ্রের অতীতে বসবাস করি,
সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে,
সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে।

আমি যদি বলি: 'আমায় ঢেকে রাখুক অন্ধকার,
আমার চারদিকে আলো হোক রাত,'
তোমার কাছে কিন্তু অন্ধকারও অন্ধকারময় নয়, †
রাত দিনেরই মত আলোময়:
যেমন অন্ধকার তেমন আলো।

তুমিই গঠন করেছ আমার অন্ত্ররাজি,
তুমিই আমায় বুনে বুনে গড়েছ আমার মাতৃগর্ভে।
আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে ভয়ঙ্করভাবেই আমাকে করেছ অপরূপ;
তোমার সমস্ত কর্মকীর্তিই অপরূপ, তা ভাল করে জানে আমার প্রাণ।

আমি যখন গোপনে হচ্ছিলাম সংগঠিত,
পৃথিবীর গভীরে যখন হচ্ছিল এ দেহের বয়ন,
তখন তোমার কাছে
আমার হাড়গুলি ছিল না লুক্কায়িত।

তোমার চোখ দেখেইছে আমার অগঠিত ভ্রূণ ;
সবকিছুই লেখা ছিল তোমার গ্রন্থে ;
নিরূপিত ছিল আমার আয়ুষ্কাল,
যদিও তখনও শুরু হয়নি একটিও দিন।

তোমার ভাবনা-চিন্তা আমার পক্ষে কতই না জ্ঞানের অতীত,
হে ঈশ্বর, সেগুলির সংখ্যা কতই না অগণন ;
যদি গুনে দেখি, তবে সেগুলির সংখ্যা বালুকা-কণার চেয়ে বেশি,
যখন শেষ করি, তখনও তোমারই সঙ্গে আছি।

পরমেশ্বর যদি দুর্জনদের সংহার করতেন !
আমা থেকে দূরে যাও তোমরা, রক্তলোভী মানুষ !
ওরা ফন্দি খাটিয়েই তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে,
প্রতারণা ক'রে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

যারা তোমাকে ঘৃণা করে, প্রভু, আমি কি ঘৃণা করি না তাদের ?
যারা তোমার বিরুদ্ধে ওঠে, আমি কি অতিষ্ঠ নই তাদের নিয়ে ?
আমি তাদের ঘৃণা করি চরম ঘৃণায়,
আমার নিজেরই শত্রু বলে তাদের গণ্য করি।

আমায় তলিয়ে দেখ গো ঈশ্বর, জেনে নাও আমার অন্তর,
আমায় পরীক্ষা কর, জেনে নাও আমার চিন্তাসকল।
দেখ আমি চলি কিনা অধর্ম পথে,
আমায় চালনা কর সনাতন পথে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ,
আমাকে জান।

## সাম ১৪০ প্রভুই আমার আশ্রয়

*মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে* (মথি ২৬:৪৫)।

ধুয়ো : হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে * আমাকে নিরাপদে রাখ,
ওগো প্রভু, ত্রাণশক্তি আমার।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রেরণ কর, প্রভু, * বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

প্রভু, অপকর্মার হাত থেকে আমাকে নিস্তার কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।
যারা মনে মনে অনিষ্টের কথা ভাবে, তাদের হাত থেকে,
যারা দিনে দিনে যুদ্ধ বাধায়, তাদের হাত থেকে নিরাপদে রাখ।
ওরা জিহ্বা সাপেরই জিহ্বার মত তীক্ষ্ণ করে,
ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ।

প্রভু, দুর্জনের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর,
হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ;
ওরা ভাবে কি করে আমার পায়ে ধাক্কা দেবে,
গর্বিতের দল আমার জন্য পাতে গোপন ফাঁদ,
বাঁধন বিছিয়ে দেয় জালের মতন,
আমার পথে রাখে ফাঁস।

আমি প্রভুকে বলি : তুমিই আমার ঈশ্বর,
শোন গো প্রভু আমার মিনতির কণ্ঠ।
ওগো পরমেশ্বর প্রভু, ওগো ত্রাণশক্তি আমার,
সংগ্রামের দিনে আমার মাথা লুকিয়ে রাখ।

ওগো প্রভু, দুর্জনের বাসনা মঞ্জুর করো না,
ওগো পরাৎপর, ওর ষড়যন্ত্র সফল হতে দিয়ো না।

আমাকে ঘিরে ধরেছে যারা,
ওদের ঠোঁটের শঠতা মাথা পর্যন্তই ওদের ঢেকে দিক।
ওদের উপর বর্ষিত হোক জ্বলন্ত অঙ্গার,
সেই গহ্বরে তিনি ওদের লুটিয়ে দিন, ওরা যেন আর কখনও না উঠতে পারে।
নিন্দুক যেন এ পৃথিবীতে কোথাও স্থির থাকতে না পারে,
অনিষ্ট যেন হিংসাপন্থীকে তাড়না দেয় সর্বনাশের দিকে।

আমি জানি—প্রভু দীনহীনের পক্ষই সমর্থন করেন,
নিঃস্বদের সুবিচার নিষ্পন্ন করেন।
হ্যাঁ, ধার্মিকেরাই করবে তোমার নামের স্তুতি,
ন্যায়নিষ্ঠরাই আসন পাবে তোমার সামনে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হিংসাপন্থী মানুষের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ,
ওগো প্রভু, ত্রাণশক্তি আমার।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রেরণ কর, প্রভু, বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে
প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

## সাম ১৪১ সঙ্কটের দিনে প্রার্থনা

*একজন স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটি সোনার ধূপদানি। সেই সুগন্ধি ধূপ ছিল পৃথিবীর যত মানুষের প্রার্থনা* (প্রকাশ ৮:৪)।

ধুয়ো : আমার এ প্রার্থনা * তোমার সম্মুখে, প্রভু,
হয় যেন ধূপের মত।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমার প্রতি, প্রভু,
তুলে ধরেছি আমার প্রাণ :

এসো, আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

প্রভু, তোমায় ডাকছি, আমার কাছে শীঘ্রই এসো।
আমি তোমায় ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর।
আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত,
আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন।

প্রভু, বসাও প্রহরী আমার মুখে,
রক্ষা কর আমার ঠোঁটের দ্বার।
আমার হৃদয় অন্যায়ের দিকে নত হতে দিয়ো না, †
দিয়ো না অপকর্মাদের সঙ্গে করতে অধর্মের কোন কাজ,
ওদের সুখাদ্য আমি যেন না স্পর্শ করি। (ধুয়ো)

ধার্মিকজন আমায় আঘাত করুক,
ভক্তজন আমায় তিরস্কার করুক,
কিন্তু আমার মাথা কখনও মাখা হবে না দুর্জনদের তেলে;
ওদের অপকর্মের মধ্যেও আমার প্রার্থনা নিত্যই থাকবে!

ওদের নেতাদের ফেলে দেওয়া হোক শৈলের হাতে;
আর তখন শুনুক ওরা, আমার কথা কত মধুর!
যেমন মাটি ফেটে টুকরো টুকরো হয়,
তেমনি ওদের হাড় ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাতালের মুখে। (ধুয়ো)

প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তোমারই প্রতি নিবদ্ধ আমার চোখ,
তোমাতেই আশ্রয় নিয়েছি—অরক্ষিত রেখো না গো আমার প্রাণ।
আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে আমায় রক্ষা কর,
অপকর্মাদের জাল থেকে রক্ষা কর।

দুর্জনেরা পড়ে যাক নিজেদের জালে,
আমি সেই সব পার হয়ে যাব।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে, প্রভু,
হয় যেন ধূপের মত।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমার প্রতি, প্রভু,
তুলে ধরেছি আমার প্রাণ :
এসো, আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।

## সাম ১৪২ প্রভুই মানুষের আশ্রয়

*এখানে যা লেখা আছে, তা প্রভুর যন্ত্রণাভোগেই পূর্ণতা লাভ করেছিল* (সাধু হিলারিউস)।

ধুয়ো : তুমি * আমার আশ্রয়, প্রভু ;
তুমি আমার অংশ জীবিতের দেশে।

১৭–২৩ ডিঃ : এসো, প্রভু, * আর দেরি নয় ;
ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

চিৎকার করেই আমি প্রভুকে ডাকি,
চিৎকার করেই প্রভুর কাছে দয়া ভিক্ষা করি।
তাঁর সম্মুখে উজাড় করে দিই ভাবনা আমার,
তাঁর সম্মুখে খুলে বলি আমার সঙ্কটের কথা।

যখন আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
তখন তুমিই জান আমার পথ ;
আমি যে পথে চলি,
সেইখানে ওরা আমার জন্য পেতেছে গোপন ফাঁদ। (ধুয়ো)

আমার ডান দিকে চেয়ে দেখ,
কেউই আমাকে চিনতে পারে না ;
আমার নেই কোন আশ্রয়,
কেউই আমার প্রাণের যত্ন করে না।

প্রভু, তোমার কাছে চিৎকার করে বলি :
'তুমি আমার আশ্রয়, আমার অংশ জীবিতের দেশে।'
শোন গো আমার বিলাপ,
আমি যে নিতান্ত নিরুপায়। (ধুয়ো)

আমার নির্যাতকদের হাত থেকে উদ্ধার কর আমায়,
ওরা যে আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী।
কারাবাস থেকে বের করে আন আমার প্রাণ,
আমি যেন করতে পারি তোমার নামের স্তুতি।

ধার্মিকেরা আমায় ঘিরে রাখবে,
কারণ তুমি করবে আমার উপকার।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তুমি আমার আশ্রয়, প্রভু ;
তুমি আমার অংশ জীবিতের দেশে।
১৭–২৩ ডিঃ : এসো, প্রভু, আর দেরি নয় ;
ক্ষমা কর তোমার জনগণের অপরাধ।

## সাম ১৪৩ সঙ্কটের দিনে মিনতি

*শুধু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় হয়* (গা ২:১৬)।

ধুয়ো : প্রভাতে * আমাকে শোনাও, প্রভু,
তোমার কৃপার কথা।

১৭–২৩ ডিঃ : তাঁর আধিপত্য * হবে মহাপ্রসারিত,
শান্তি হবে সীমাহীন।

শোন, প্রভু, আমার প্রার্থনা ; আমার মিনতি কান পেতে শোন ;
তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার ধর্মময়তায় আমাকে সাড়া দাও।
তোমার এ দাসকে বিচারে দাঁড় করিয়ো না ;
তোমার সম্মুখে জীবিত কেউই যে ধর্মময় নয় !

শত্রু ধাওয়া করে আমার প্রাণ, †
মাটিতে পিষে মারে আমার জীবন,
বহুদিন আগের সেই মৃতদের মত আমাকে অন্ধকারে বসিয়ে রাখে।
তাই আমার মধ্যে আত্মা মূর্ছাতুর,
বুকে হৃদয় অবসন্ন। (ধুয়ো)

অতীত দিনগুলি মনে ক'রে তোমার সকল কাজের কথা ভাবি,
তোমার হাতের কর্মকাণ্ডের কথা করি অনুধ্যান।
তোমার দিকে বাড়াচ্ছি হাত,
তোমার জন্য শুষ্ক ভূমির মতই তৃষিত আমার প্রাণ।

শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও, প্রভু,
আমার আত্মা যে নিঃশেষিত ;
আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ,
নইলে তাদেরই মত হব যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়। (ধুয়ো)

প্রভাতে আমাকে শোনাও তোমার কৃপার কথা,
তোমাতেই যে ভরসা রাখি।
আমাকে শেখাও চলার পথ,
তোমার প্রতি যে তুলে ধরি আমার প্রাণ।

আমার শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু,
তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়।
আমাকে শেখাও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে, †
তুমিই তো আমার পরমেশ্বর,
তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করুন সমতল পথে। (ধুয়ো)

তোমার নামের দোহাই, প্রভু, আমাকে সঞ্জীবিত কর,
তোমার ধর্মময়তায় এ সঙ্কট থেকে আমাকে বের করে আন।
তোমার কৃপায় আমার শত্রুদের স্তব্ধ করে দাও; †
আমার সকল অত্যাচারীর বিলোপ ঘটাও,
আমি যে তোমার দাস!

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভাতে আমাকে শোনাও, প্রভু,
তোমার কৃপার কথা।
১৭–২৩ ডিঃ : তাঁর আধিপত্য হবে মহাপ্রসারিত,
শান্তি হবে সীমাহীন।

## সাম ১৪৪ বিজয় ও শান্তির জন্য প্রার্থনা

*খ্রিষ্টের হাত তখনই যুদ্ধকুশল হয়ে উঠল, তিনি যখন সংসারকে পরাজিত করলেন। তিনি তো বলেছিলেন : 'আমি সংসারকে জয় করেছি'* (সাধু হিলারিউস)।

ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, * তোমার উদ্দেশে গাইব নতুন গান,
তুমি তো মানুষকে বিজয়ী কর।
১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা * ধৈর্যশীল হও;
তোমাদের উপর প্রভুর সহায়তা দেখতে পাবে।

ধন্য প্রভু, আমার শৈল, †
তিনি আমার হাত যুদ্ধকুশল, আমার আঙুল রণনিপুণ করে তোলেন ;
তিনি আমার কৃপাসিন্ধু, আমার গিরিদুর্গ, আমার দুর্গ, আমার মুক্তিদাতা,
তিনি আমার সেই ঢাল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়,
তিনি যত জাতিকে আমার অধীনে আনেন।

প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার যত্ন নাও?
কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার জন্য চিন্তা কর?
মানুষ—সে তো ফুৎকারই মাত্র,
তার আয়ুষ্কাল ছায়ার মতই চলে যায়।

প্রভু, তোমার আকাশ নত করে নেমে এসো,
পর্বতমালা স্পর্শ কর, পর্বতচূড়ায় ঘটবে ধূমের উদ্গিরণ।
বিদ্যুৎ হান, বিদ্যুৎ শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দিক,
তীর ছুড়ে ছুড়ে ওদের বিহ্বল করে ফেল।

ঊর্ধ্ব থেকে হাত বাড়িয়ে বাঁচাও আমায়,
আমাকে উদ্ধার কর বিপুল জলরাশি থেকে, সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

হে পরমেশ্বর, তোমার উদ্দেশে আমি গাইব নতুন গান,
তোমার উদ্দেশে বাজাব দশতন্ত্রী বীণা ;
তুমি তো রাজাদের বিজয়ী কর,
তোমার দাস দাউদকে মুক্ত কর।

খড়্গের মারণ-আঘাত থেকে বাঁচাও আমায়,
আমাকে উদ্ধার কর সেই বিদেশীদের হাত থেকে,
যাদের মুখ অসত্যবাদী,
যাদের ডান হাত মিথ্যার হাত।

আমাদের পুত্রেরা হোক তরুণ বয়সে বেড়ে ওঠা গাছের মত,
আমাদের কন্যারা হোক মন্দির নির্মাণকাজে খোদাই করা স্তম্ভের মত।
আমাদের শস্যভাণ্ডার হোক পরিপূর্ণ,
সব ধরনের ফসলে উপচে পড়ুক।

হাজার হাজার হোক আমাদের মেষ, †
মাঠে মাঠে অসংখ্যই হোক,
আমাদের বলদগুলি ভারী, হৃষ্টপুষ্ট হোক;
কোন দুর্ঘটনা, কোন নির্বাসন যেন না হয়,
পথে-ঘাটে কোন হাহাকার যেন না শোনা যায়।

সুখী সেই জাতি, যার জন্য এসব কিছু বাস্তব,
সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে পরমেশ্বর, তোমার উদ্দেশে গাইব নতুন গান,
তুমি তো মানুষকে বিজয়ী কর।
১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা ধৈর্যশীল হও;
তোমাদের উপর প্রভুর সহায়তা দেখতে পাবে।

## সাম ১৪৫ প্রভুর মহিমাকীর্তন

*হে প্রভু, তুমিই সেই ধর্মময়, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন* (প্রকাশ ১৬:৫)।

ধুয়ো : হে আমার প্রভু, * প্রতিদিন তোমাকে বলব ধন্য। আল্লেলুইয়া।
১৭–২৩ ডিঃ : মোশি দ্বারা * দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঘটল অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব।

ওগো আমার পরমেশ্বর, ওগো রাজন,
আমি তোমার বন্দনা করব,

ধন্য করব তোমার নাম
চিরদিন চিরকাল।

প্রতিদিন তোমাকে বলব ধন্য,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়,
তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত।

একটি যুগ আর একটি যুগের মানুষকে শোনাবে তোমার কর্মের মহিমাকীর্তন,
ঘোষণা করবে তোমার পরাক্রান্ত শত কাজ।
তারা প্রচার করবে তোমার মহিমময় গৌরবের প্রভা,
আর আমি ধ্যান করব তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

তারা বলে যাবে তোমার ভয়ঙ্কর মহাশক্তি,
আর আমি বর্ণনা করব তোমার মহত্ত্বের গুণ।
তারা প্রকাশ করবে তোমার অপার মঙ্গলময়তার স্মৃতি,
তোমার ধর্মময়তার জন্য জাগিয়ে তুলবে আনন্দচিৎকার।

প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।
প্রভু সকলের প্রতি মঙ্গলময়,
তাঁর স্নেহ তাঁর সকল কাজে বিরাজিত।

প্রভু, তোমার সকল কাজ করবে তোমার স্তুতি;
তোমার ভক্তরা তোমাকে বলবে ধন্য।
তারা বলে যাবে তোমার রাজ্যের গৌরব,
প্রচার করবে তোমার পরাক্রম।

আদমসন্তানদের কাছে তারা জানাবে তোমার পরাক্রান্ত কীর্তির কথা,
জানাবে তোমার রাজ্যের মহিমময় গৌরব।

তোমার রাজ্য সর্বকালীন রাজ্য,
তোমার শাসন সর্বযুগস্থায়ী।

প্রভু সকল বাণীতে বিশ্বাসযোগ্য,
সকল কাজে কৃপাময়।
যারা পতনোন্মুখ, প্রভু তাদের সকলকে ধরে রাখেন,
যারা অবনত, তিনি তাদের সকলকে টেনে তোলেন।

সকলের চোখ তোমার দিকে চেয়ে থাকে,
যথাসময়ই তুমি তাদের খাদ্য দান কর।
তুমি যেই খোল হাত,
যত জীবের বাসনা পূর্ণ কর।

প্রভু সকল পথে ধর্মময়,
সকল কাজে কৃপাময়।
যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে,
প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।

যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন,
তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।
যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন,
কিন্তু সকল দুর্জনকে ধ্বংস করেন।

আমার মুখ প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ,
সর্বপ্রাণীকুল ধন্য করুক তাঁর পবিত্র নাম চিরদিন চিরকাল।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : হে আমার প্রভু, প্রতিদিন তোমাকে বলব ধন্য। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : মোশি দ্বারা দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঘটল অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব।

## সাম ১৪৬ প্রভুই মানুষের আশা

*আমাদের জীবনে প্রভুর প্রশংসাগান করার অর্থ হল এই যে, আমরা যা কিছু করি, তাঁর গৌরবের জন্যই তা করি* (আর্নোবিউস)।

ধুয়ো : আমার * ঈশ্বরের প্রশংসা করব সারা জীবন ধরে। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি * প্রভুর দিকে চেয়ে দেখব;
আমার ত্রাণেশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকব।

প্রভুর প্রশংসা কর, আমার প্রাণ!
আমি প্রভুর প্রশংসা করব সারা জীবন ধরে;
আমার পরমেশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান করব
জীবিত থাকব যতদিন।

তোমরা ভরসা রেখো না ক্ষমতাশালীদের উপর,
আদমসন্তানের উপরেও নয়, তার যে ত্রাণশক্তি নেই।
তার প্রাণবায়ু বের হলেই সে তো ফিরে যায় মাটিগর্ভে;
সেদিন তার সমস্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হয়।

সুখী সেই মানুষ, যার সহায় যাকোবের ঈশ্বর,
যার আশা তার সেই পরমেশ্বর প্রভুর উপর,
আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন যিনি,
যিনি নির্মাণ করলেন সাগর ও তার মধ্যে যা কিছু আছে।

তিনি বিশ্বস্ততা বজায় রাখেন চিরকাল ধরে,
অত্যাচারিতের পক্ষে সুবিচার করেন,
ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করেন,
প্রভু কারারুদ্ধকে মুক্ত করেন।

প্রভু খুলে দেন অন্ধের চোখ,
প্রভু অবনতকে টেনে তোলেন,
প্রভু ধার্মিককে ভালবাসেন,
প্রভু প্রবাসীকে রক্ষা করেন।

তিনি এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু বাঁকা করেন দুর্জনের পথ।
প্রভু রাজত্ব করেন চিরকাল ধরে,
হে সিয়োন, তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমার ঈশ্বরের প্রশংসা করব সারা জীবন ধরে। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি প্রভুর দিকে চেয়ে দেখব;
আমার ত্রাণেশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকব।

## সাম ১৪৭ নব যেরুশালেম

*এসো, আমি তোমাকে দেখাব মেষশাবকের কনেকে, সেই যেরুশালেম* (প্রকাশ ২১:৯)।

ধুয়ো : আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান * কত মধুর, কত সমীচীন। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : ওগো ইস্রায়েল, * প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হও:
তিনি তো আসছেন।

প্রভুর প্রশংসা কর! †
আমাদের পরমেশ্বরের স্তবগান করা সুন্দর,
তাঁর প্রশংসাগান কত মধুর, কত সমীচীন।
প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন,
ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন,

ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন,
বেঁধে দেন তাদের ক্ষতস্থান।

তিনি তারকারাজির সংখ্যা গুনে রাখেন,
এক একটাকে নাম ধরে ডাকেন।
আমাদের প্রভু মহান, সর্বশক্তিমান,
তাঁর সুবুদ্ধি সীমার অতীত।
প্রভু বিনম্রকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুর্জনকে পথের ধুলায় অবনমিত করেন।

প্রভুর উদ্দেশে গাও ধন্যবাদগীতি,
আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেতারের সুরে গেয়ে ওঠ গান।
তিনি আকাশ মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখেন, †
পৃথিবীর জন্য বৃষ্টিধারা জমিয়ে রাখেন;
পর্বতে পর্বতে অঙ্কুরিত করেন ঘাস।
পশুপালকে খাদ্য দান করেন,
কাকশিশু ডাকলে তাকেও খাদ্য দান করেন।

অশ্বের তেজে তিনি তো প্রীত নন,
মানুষের দ্রুত চরণেও তাঁর প্রসন্নতা নেই।
যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপায় আশা রাখে,
তাদেরই প্রতি প্রসন্ন প্রভু।

যেরুশালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর;
সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
তিনি যে সুদৃঢ় করেন তোমার নগরদ্বারের অর্গল,
তোমার সন্তানদের আশিসধন্য করেন তোমার অন্তঃস্থলে।
তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেরা গমের ফসলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

তিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন,
তাঁর বাণী দ্রুত বেগে ছুটে যায়।
তিনি তুষার বিছিয়ে দেন গালিচার মত,
ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেন জমাট শিশির।

তিনি হিমকণা ছুড়ে দেন টুকরো টুকরো নুড়ির মত,
তেমন শীতে কেবা দাঁড়াতে পারে?
তিনি তাঁর বাণী পাঠিয়ে সেই সব বিগলিত করেন,
তিনি বাতাস বহালে জল প্রবাহিত হয়।

তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে,
তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।
অন্যান্য দেশের জন্য তাই করলেন, এমন নয়,
অন্য কেউ জানতে পারেনি তাঁর সমস্ত সুবিচার।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কত মধুর, কত সমীচীন। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : ওগো ইস্রায়েল, প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হও :
তিনি তো আসছেন।

## সাম ১৪৭ খ

ধুয়ো : সিয়োন! * তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
তিনি তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন। আল্লেলুইয়া।

যেরুশালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর;
সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
তিনি যে সুদৃঢ় করেন তোমার নগরদ্বারের অর্গল,
তোমার সন্তানদের আশিসধন্য করেন তোমার অন্তঃস্থলে।

তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন,
সেরা গমের ফসলে তোমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

তিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন তাঁর বচন,
তাঁর বাণী দ্রুত বেগে ছুটে যায়।
তিনি তুষার বিছিয়ে দেন গালিচার মত,
ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেন জমাট শিশির।

তিনি হিমকণা ছুড়ে দেন টুকরো টুকরো নুড়ির মত,
তেমন শীতে কেবা দাঁড়াতে পারে?
তিনি তাঁর বাণী পাঠিয়ে সেই সব বিগলিত করেন,
তিনি বাতাস বহালে জল প্রবাহিত হয়।

তিনি তাঁর আপন বাণী ঘোষণা করেন যাকোবের কাছে,
তাঁর সমস্ত বিধি ও সুবিচার ইস্রায়েলের কাছে।
অন্যান্য দেশের জন্য তাই করলেন, এমন নয়,
অন্য কেউ জানতে পারেনি তাঁর সমস্ত সুবিচার।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর,
তিনি তোমার চতুঃসীমানায় শান্তি স্থাপন করেন। আল্লেলুইয়া।

## সাম ১৪৮ সৃষ্টিকর্তা প্রভুর প্রশংসাগান

*যিনি সংহাসনে সমাসীন, তাঁর উদ্দেশে এবং মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও কর্তৃত্ব চিরদিন চিরকাল* (প্রকাশ ৫:১৩)।

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা * কর তোমরা স্বর্গলোক থেকে। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, * প্রভু আমাদের রাজা;
তিনি আসবেন, করবেন আমাদের পরিত্রাণ।

প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে,
তাঁর প্রশংসা কর ঊর্ধ্বলোকে,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল দূত,
তাঁর প্রশংসা কর, তাঁর সকল বাহিনী।

তাঁর প্রশংসা কর, সূর্য-চন্দ্র,
তাঁর প্রশংসা কর, উজ্জ্বল সকল তারা।
তাঁর প্রশংসা কর, স্বর্গের স্বর্গ,
তোমরাও, আকাশের ঊর্ধ্বে জলধারা।

প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা যে হল সৃষ্ট।
তিনি তাদের স্থাপন করলেন চিরকালের মত,
এমন বিধি জারি করলেন যা কখনও লোপ পাবে না।

প্রভুর প্রশংসা কর মর্তলোক থেকে,
সমুদ্র-দানব ও সকল অতল,
অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও তুষার, কুয়াশা,
তাঁর বাণীতে বাধ্য ঝঞ্ঝা-বাতাস,

তোমরাও, পাহাড়পর্বত ও সকল উপপর্বত,
ফলবান বৃক্ষ ও সকল এরসগাছ,
জীবজন্তু ও সকল পশুপাল,
সরিসৃপ ও উড়ন্ত পাখির দল,

তোমরাও, পৃথিবীর রাজা ও সকল দেশ,
নেতৃবৃন্দ ও পৃথিবীর সকল অধিপতি,
কুমার-কুমারী সকল,
শিশু-বৃদ্ধ একসঙ্গে সবাই।

প্রভুর নামের প্রশংসা করুক তারা সবাই,
শুধু যে তাঁরই নাম মহীয়ান,
তাঁর প্রভা মর্তে ও স্বর্গে বিরাজিত।
তিনি বৃদ্ধি করেছেন তাঁর আপন জাতির শক্তি।

এই তো তাঁর সকল ভক্তের,
তাঁর কাছের জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের প্রশংসাগান।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর তোমরা স্বর্গলোক থেকে। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, প্রভু আমাদের রাজা ;
তিনি আসবেন, করবেন আমাদের পরিত্রাণ।

## সাম ১৪৯ ঈশ্বরের প্রশংসাগান

*ঈশ্বরের নবজাতি বলে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সন্তানেরা তাদের রাজা খ্রিষ্টে আনন্দ করুক* (হেসিখিউস)।

ধুয়ো : তাদের আপন রাজাকে নিয়ে
মেতে উঠুক সিয়োন সন্তানসকল। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বজাতির কাছে * এ শুভসংবাদ ঘোষণা কর :
‘দেখ, আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর আসছেন।’

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।
তার আপন নির্মাতাকে নিয়ে ইস্রায়েল আনন্দিত হোক,
তাদের আপন রাজাকে নিয়ে মেতে উঠুক সিয়োন সন্তানসকল।

নৃত্যের তালে তালে তারা প্রশংসা করুক তাঁর নাম,
খঞ্জনি ও সেতারের সুরে সুরে তাঁর উদ্দেশে করুক স্তবগান।

প্রভু যে তাঁর আপন জাতিতে প্রসন্ন আছেন,
বিনম্রদের ত্রাণমুকুটেই বিভূষিত করেন।

ভক্তরা সগৌরবে করুক উল্লাস,
নিজ নিজ শয্যায় জাগিয়ে তুলুক আনন্দচিৎকার,
তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক ঈশ্বরের বন্দনাগান,
তাদের হাতে থাকুক দুধারী খড়্গ ;

বিজাতিদের উপর যে নিতে হবে প্রতিশোধ,
ভিনজাতিদের শাস্তি দিতে হবে,
ওদের রাজাদের নিগড়বদ্ধ করতে হবে,
ওদের রাজপুরুষদের লোহার বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে।

নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী ওদের বিচার করতে হবে—
এই তো তাঁর সকল ভক্তের মহিমা।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তাদের আপন রাজাকে নিয়ে
মেতে উঠুক সিয়োন সন্তানসকল। আল্লেলুইয়া।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বজাতির কাছে এ শুভসংবাদ ঘোষণা কর :
‘দেখ, আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর আসছেন।’

## সাম ১৫০ সর্বপ্রাণীকুলের প্রশংসাগান

*তোমার প্রশংসাগানে যেন থাকে তোমার মন, যেন থাকে তোমার হৃদয়। এতে সমস্ত প্রাণ দিয়েই তুমি প্রভুর মহিমাকীর্তন করবে* (হেসিখিউস)।

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা * কর তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। আল্লেলুইয়া।

ঈশ্বরের প্রশংসা কর তাঁর পবিত্রধামে,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর গগনতলের দৃঢ়দুর্গে ;

তাঁর প্রশংসা কর তাঁর পরাক্রান্ত কীর্তিকলাপের জন্য,
তাঁর প্রশংসা কর তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য।

তাঁর প্রশংসা কর তূর্যনিনাদের সুরে,
তাঁর প্রশংসা কর সেতার ও বীণার ঝঙ্কার তুলে,
তাঁর প্রশংসা কর খঞ্জনি ও নৃত্যের তালে তালে,
তাঁর প্রশংসা কর সারেঙ্গী ও বাঁশির তানে তানে।

তাঁর প্রশংসা কর করতালের কলরবে,
তাঁর প্রশংসা কর করতালের জয়নাদে।
সর্বপ্রাণীকুল করুক প্রভুর প্রশংসা।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুর প্রশংসা কর তাঁর অসীম মহত্ত্বের জন্য। আল্লেলুইয়া।

# গীতিকামালা

## প্রভাতী বন্দনা

## রবিবার

বিজোড় সপ্তাহ এবং পর্ব ও মহাপর্ব উপলক্ষে

**গীতিকা ১ প্রভুর উদ্দেশে বন্দনাগান** (দা ৩:৫২-৫৭)

*সৃষ্টিকর্তা চিরকালের মতই ধন্য* (রো ১:২৫)।

ধুয়ো : রাজার আদেশে * সেই তিনজন যুবককে চুল্লিতে দেওয়া হল ;
অগ্নিশিখা ভয় না ক'রে সেই তিনজন তখন বলে উঠলেন : ধন্য পরমেশ্বর।

ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,
প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
ধন্য তোমার গৌরবময় পবিত্র নাম,
মহাপ্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

ধন্য তুমি তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
মহাস্তব ও মহাগৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।
ধন্য তুমি তোমার রাজাসনে,
স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

ধন্য তুমি, খেরুবদের উপরে আসীন হয়ে তুমি যে সাগরতল তলিয়ে দেখ,
প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।
ধন্য তুমি আকাশমণ্ডলের গগনতলে,
স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

প্রভুর নিখিল সৃষ্টি, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

*এসো, আমরাও বলি : পিতা ধন্য, পুত্র ধন্য, পবিত্র আত্মা ধন্য,*
*এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা করি চিরকাল।*

ধুয়ো : রাজার আদেশে সেই তিনজন যুবককে চুল্লিতে দেওয়া হল ;
অগ্নিশিখা ভয় না ক'রে সেই তিনজন তখন বলে উঠলেন : ধন্য পরমেশ্বর।

অথবা (জোড় সপ্তাহ)

**গীতিকা ২ প্রভুর উদ্দেশে সর্বপ্রাণীকুলের প্রশংসাগান** (দা ৩:৫৭-৮৮ক, ৫৬)

*হে ঈশ্বরের দাস, তোমরা সকলে তাঁর স্তবস্তুতি কর* (প্রকাশ ১৯:৫)।

ধুয়ো : রাজার আদেশে * সেই তিনজন যুবককে চুল্লিতে দেওয়া হল ;
অগ্নিশিখা ভয় না করে সেই তিনজন তখন বলে উঠলেন : ধন্য পরমেশ্বর।

প্রভুর নিখিল সৃষ্টি, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
প্রভুর দূতবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

আকাশমণ্ডল, বল : প্রভু ধন্য,
নভ-শীর্ষের জলরাশি, বল : প্রভু ধন্য,
প্রভুর শক্তিবাহিনী, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

সূর্য চন্দ্র, বল : প্রভু ধন্য,
আকাশের তারকারাজি, বল : প্রভু ধন্য,
বৃষ্টিধারা ও নিশাজল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

বায়ুরাজি, বল : প্রভু ধন্য,
অগ্নি ও উত্তাপ, বল : প্রভু ধন্য,

শীত ও উষ্ণ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

শিশির ও তুহিন, বল : প্রভু ধন্য,
হিম ও নীহার, বল : প্রভু ধন্য,
বরফ ও তুষার, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

দিন ও রাত্রি, বল : প্রভু ধন্য,
আলো ও অন্ধকার, বল : প্রভু ধন্য,
মেঘ ও বিদ্যুৎ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

বলুক পৃথিবী, প্রভু ধন্য,
পর্বত উপপর্বত, বল : প্রভু ধন্য,
ভূমির উদ্ভিদ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

জলের উৎসধারা, বল : প্রভু ধন্য,
সমুদ্র-সাগর ও নদনদী, বল : প্রভু ধন্য,
জলদানব ও জলচর প্রাণী, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

আকাশের পাখি, বল : প্রভু ধন্য,
পোষা ও বন্য পশু, বল : প্রভু ধন্য,
মানবকুল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

ইস্রায়েল বলুক : প্রভু ধন্য,
প্রভুর যাজকবর্গ, বল : প্রভু ধন্য,

প্রভুর সেবকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল : প্রভু ধন্য,
পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, বল : প্রভু ধন্য,
হানানিয়া, আজারিয়া, মিশায়েল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

*এসো, আমরাও বলি, পিতা ধন্য, পুত্র ধন্য, পবিত্র আত্মা ধন্য,*
*এসো, ত্রিত্বের স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা করি চিরকাল।*
*ধন্য তুমি, প্রভু, আকাশমণ্ডলের গগনতলে,*
*স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।*

ধুয়ো : রাজার আদেশে সেই তিনজন যুবককে চুল্লিতে দেওয়া হল ;
অগ্নিশিখা ভয় না ক'রে সেই তিনজন তখন বলে উঠলেন : ধন্য পরমেশ্বর।

# সোমবার

**গীতিকা ৩ ধন্য ঈশ্বর!** (১ বংশ ২৯:১০-১৩)

*ধন্য ঈশ্বর, যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা* (এফে ১:৩)।

ধুয়ো : হে আমাদের পরমেশ্বর,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, * আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

ধন্য তুমি প্রভু, আমাদের পিতা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর,
অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে।
তোমারই তো প্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, মহিমা, সম্মান ও প্রভা,
কারণ স্বর্গমর্তে যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।

তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার,
সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত ;
ঐশ্বর্য ও গৌরব তোমা থেকেই আসে,
সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা। (ধুয়ো)

তোমার হাতেই প্রতাপ ও পরাক্রম,
তোমার হাতেই সবকিছু মহান ও বলবান করে তোলা।
এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে আমাদের পরমেশ্বর,

তোমার মহিমময় নামের করি প্রশংসাবাদ (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, আমি তাঁর গুণগান করব ;

তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

অথবা

**গীতিকা ৪ যেরুশালেমের জন্য শান্তি-কামনা** (সিরা ৩৬:১-৫, ১০-১৩)

*এই তো অনন্ত জীবন : তোমাকে, সেই একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর, তোমাকেই জানা, আর যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ, সেই যিশু খ্রিষ্টকেও জানা* (যোহন ১৭:৩)।

ধুয়ো : দেখাও, প্রভু, * তোমার কৃপার আলো (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, * আমি তাঁর গুণগান করব ;

তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

সর্বেশ্বর প্রভু, আমাদের দয়া কর, চেয়ে দেখ,
সকল জাতির উপর সঞ্চার কর তোমার ভয়।
বিজাতিদের উপর তোল তোমার হাত,
তারা যেন দেখতে পায় তোমার প্রতাপ।

তাদের চোখে যেমন আমাদের মাঝে নিজেকে দেখিয়েছ পবিত্র,
আমাদের চোখে তেমনি তাদের মাঝে নিজেকে দেখাও মহান।
আমরা যেমন স্বীকার করেছি যে তুমি ছাড়া, প্রভু, অন্য ঈশ্বর নেই,
তারাও তেমনি তোমাকে স্বীকার করুক।

নতুন চিহ্ন পাঠাও, আরও আশ্চর্য কাজ সাধন কর,
দেখাও তোমার হাত, তোমার ডান বাহুর গৌরব।
যাকোবের সকল গোষ্ঠী সম্মিলিত কর,
তাদের ফিরিয়ে দাও সেই উত্তরাধিকার, যেমনটি আদিতে ছিল।

সেই জাতির প্রতি দয়া কর, প্রভু,
যার নাম তোমার আপন নাম ;
সেই ইস্রায়েলের প্রতি,
যাকে তুমি করে তুলেছ তোমার প্রথমজাতরূপে।

তোমার পবিত্র নগরীর প্রতি,
তোমার বিশ্রামস্থান সেই যেরুশালেমের প্রতি দয়া কর।
সিয়োনকে তোমার প্রশংসাগানে,
তোমার আপন জাতিকে তোমার গৌরবে পূর্ণ কর।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপার আলো (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : তিনি আমার ঈশ্বর, আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর, আমি তাঁর বন্দনা করব।

# মঙ্গলবার

## গীতিকা ৫ সর্বযুগের রাজার স্তুতিগান (তোবিত ১৩:২-১০ক)

*ধন্য ঈশ্বর! তাঁর মহা করুণাগুণে তিনি আমাদের নবজন্ম দান করেছেন* (১ পি ১:৩)।

ধুয়ো : তোমাদের * সকল কাজে
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা * তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

ধন্য ঈশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়, তাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী ;
কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন ;
পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন, †
মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন ;
তাঁর হাত এড়াতে পারে, তেমন কিছুই নেই।

বিজাতীয়দের সামনে তাঁর স্তুতিগান কর, ইস্রায়েল সন্তানসকল, †
কারণ ওদের মধ্যে তোমাদের ছড়িয়ে দিয়ে
তিনি এইখানে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ করলেন ;
সকল প্রাণীর সামনে তাঁর বন্দনা কর, †
তিনিই আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তিনিই আমাদের পিতা, চিরকালীন ঈশ্বর। (ধুয়ো)

তোমাদের অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে
তিনি আবার তোমাদের সকলকে দয়া করবেন।
যাদের মাঝে তোমরা ছড়িয়ে পড়েছিলে,
সেই সকল জাতির মধ্য থেকে তিনি তোমাদের সংগ্রহ করবেন।

তোমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে
সত্যের সাধক হও তাঁর সামনে ;

তবেই তিনি তোমাদের দিকে ফিরে চাইবেন,
তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন না তাঁর আপন শ্রীমুখ। (ধুয়ো)

এখন ভেবে দেখ তিনি কেমন ব্যবহার করেছেন তোমাদের প্রতি,
মুক্তকণ্ঠে তাঁকে জানাও ধন্যবাদ ;
ধর্মময়তার প্রভুকে বল ধন্য,
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর।

এই নির্বাসনের দেশে আমি তাঁর স্তুতিগান করি,
তাঁর শক্তি ও মহত্ত্বের কথা এক পাপিষ্ঠ জাতির কাছে জ্ঞাত করি।
ফিরে এসো, পাপীরা, যা ন্যায় তাই কর তাঁর সামনে,
কে জানে! তিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের দয়া করবেন। (ধুয়ো)

আমি ঈশ্বরের বন্দনা করি,
আমার প্রাণ স্বর্গের রাজায় মেতে ওঠে।
সকলেই তাঁর মহত্ত্বের কথা বলুক,
যেরুশালেমে করুক তাঁর স্তুতিবাদ।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমাদের সকল কাজে
সর্বযুগের রাজার বন্দনা কর (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

অথবা

## গীতিকা ৬ নবদিনের প্রতীক্ষায় (ইশা ৩৮:১০-১৪, ১৭-২০)

*আমি মৃত ছিলাম, এখন কিন্তু জীবিতই আছি; মৃত্যু এবং পাতালের চাবি এখন আমারই হাতে* (প্রকাশ ১:১৮)।

ধুয়ো : আমাদের * জীবনের সমস্ত দিন ধরে
আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা * তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

আমি বলেছিলাম, †
আমার জীবনের মধ্যাহ্নে আমাকে চলে যেতেই হবে,
বাকি বছরগুলিতে আমি সমর্পিত হব পাতালের দ্বারে;
বলেছিলাম, আমি প্রভুকে আর দেখতে পাব না এই জীবিতের দেশে,
জগদ্বাসীদের মধ্যে কোন মানুষকে আর দেখতে পাব না।

আমার আবাস উপড়ে ফেলা হল,
আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হল রাখালের একটা তাঁবুর মত।
তাঁতীর মত আমি গুটিয়েছি আমার জীবন;
তিনি সেই তাঁত থেকে আমাকে ছিন্ন করলেন।

এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়;
ভোরের আগে আমি সত্যি নিঃশেষিত হব!
সিংহের মত তিনি আমার সকল হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করেন,
এক দিন এক রাতের মধ্যে তুমি তো নিঃশেষ কর আমায়;

দোয়েলের মত আমি কিচমিচ করে ডাকি,
কবুতরের মত করি বিলাপ।

ঊর্ধ্বে তাকিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে আমার চোখ—
প্রভু, আমার কী দুর্দশা! আমাকে নিরাপদে রাখ।

আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি,
হ্যাঁ, তোমার পিছনে ফেলে দিয়েছ আমার সকল পাপ।
কারণ পাতাল করে না তোমার স্তুতি,
মৃত্যুও করে না কো তোমার প্রশংসাবাদ।

সেই গহ্বরে যারা নেমে যায়, †
তারা প্রত্যাশা রাখে না কো তোমার বিশ্বস্ততার উপর।
যারা জীবিত, যারা জীবিত, তারাই করে তোমার স্তুতি যেমন আমি করছি আজ।
পিতা আপন সন্তানদের কাছে
জ্ঞাত করেন তোমার বিশ্বস্ততার কথা।

প্রভু আমাকে ত্রাণ করতে এলেন, †
তাই আমরা প্রভুর গৃহে বাদ্যের ঝঙ্কারে গাইব
আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে
আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : যারা তোমাতে আশা রাখে, প্রভু, তাদের দাও প্রতিদান,
তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হোন।

# বুধবার

**গীতিকা ৭ প্রভুই আপন জাতির রক্ষাকর্তা** (যুদিথ ১৬:২-৩, ১৩-১৫)

*তাঁরা গাইছিলেন নতুন একটি গান* (প্রকাশ ৫:৯)।

ধুয়ো : হে প্রভু, * তুমি মহান,
তুমি শক্তিতে আশ্চর্যময় (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, * প্রভু আসছেন।
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

খঞ্জনির সুরে আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গেয়ে ওঠ গান,
করতালের তালে তালে প্রভুর উদ্দেশে গাও সামগান ;
তাঁর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল স্তবগান, প্রশংসাগান,
তাঁর নামকীর্তন কর, কর সেই নাম, কারণ প্রভু যুদ্ধবিনাশী ঈশ্বর। (ধুয়ো)

আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে গাইব নতুন স্তবগান ;
হে প্রভু, তুমি মহান, তুমি গৌরবময়,
তুমি শক্তিতে আশ্চর্যময়,
তুমি অপরাজেয়।

তোমার নিখিল সৃষ্টি করুক তোমার সেবা,
কারণ তুমি কথা বলতেই সবকিছু হল,
তুমি তোমার আত্মা পাঠাতেই সবকিছু গড়ে উঠল,
তোমার কণ্ঠস্বরের সামনে দাঁড়াবে, এমন কেউ নেই। (ধুয়ো)

জলরাশির সঙ্গে পাহাড়পর্বতের ভিত্তিভূমি হবে কম্পান্বিত,
তোমার সম্মুখে শৈলরাজি মোমের মত হবে বিগলিত ;
কিন্তু যারা ভয় করে তোমায়,
তাদের প্রতি তুমি নিত্যই প্রসন্ন থাকবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : হে প্রভু, তুমি মহান,

তুমি শক্তিতে আশ্চর্যময় (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, প্রভু আসছেন।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

অথবা

**গীতিকা ৮ বিনম্র মানুষ ঈশ্বরেই আনন্দিত** (১ শামু ২:১-১০)

*তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত, ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে* (লুক ১:৫২-৫৩)।

ধুয়ো : আমার অন্তর * প্রভুতে উল্লসিত ;

তিনি অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, * প্রভু আসছেন।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত,

আমার শক্তি প্রভুতে উত্তোলিত ;

আমার মুখ বড়াই করে আমার শত্রুদের উপর,

কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই ;

আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

এত গর্বের সঙ্গে তোমরা বেশি কথা বলো না,

তোমাদের মুখ থেকে উদ্ধত কথা বের হয় না যেন।

কারণ প্রভু তো সর্বজ্ঞ ঈশ্বর,
সকল কর্ম ওজন করা তাঁরই কাজ।
ভেঙে গেল শক্তিশালীদের ধনুক,
কিন্তু যারা হোঁচট খাচ্ছিল, তারা প্রতাপে পরিবৃত।

যারা পরিতৃপ্ত, তারা নিজেদেরই মজুরি খাটায় একটা রুটির জন্য,
কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত, তারা শ্রম করতে আর বাধ্য নয়।
যেই ছিল বন্ধ্যা, সে সাত সন্তানের জননী হল,
কিন্তু যার ছিল বহু সন্তান, সে ম্লান হয়ে গেল।

প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন,
পাতালে নামিয়ে আনেন, উত্থিত করেন,
প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান,
অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন।

তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন,
আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন
তাদের আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে,
গৌরবময় সিংহাসনেরই তাদের করেন উত্তরাধিকারী।

কারণ প্রভুরই তো পৃথিবীর স্তম্ভগুলি,
সেগুলির উপর তিনি জগৎ স্থাপন করলেন।
তিনি ভক্তদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখেন, †
কিন্তু দুর্জনেরা অন্ধকারেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে।
নিজের বলেই যে মানুষ জয়ী হয়, তা তো নয়।

প্রভু! তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভগ্নচূর্ণ হবেই;
স্বর্গ থেকে পরাৎপর বজ্রনাদ করবেন।

প্রভু মর্তের প্রান্তসীমা বিচার করবেন ; †
আপন রাজাকে শক্তি দেবেন,
তাঁর মশীহের প্রতাপ উত্তোলন করবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত ;
তিনি অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ওই দেখ, প্রভু আসছেন।
নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আসন, গৌরবেরই আসন পেতে তিনি আসছেন।

# বৃহস্পতিবার

**গীতিকা ৯ পরিত্রাণের আনন্দ** (যেরে ৩১:১০-১৪)

*যিশুর মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন ছিল…চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্র ক'রে সম্মিলিত করার জন্য* (যোহন ১১:৫১, ৫২)।

ধুয়ো : তোমার জনগণ, প্রভু,
পরিতৃপ্ত হল তোমার মঙ্গলদানে (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন,
সুদূর উপকূলে তা প্রচার কর ; বল :
যিনি ইস্রায়েলকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
তিনি তাকে সংগ্রহ করেন,

তিনি তাকে রক্ষা করেন,
মেষপালক আপন পাল রক্ষা করে যেমন।
কারণ প্রভু যাকোবের মুক্তি সাধন করলেন,
তার চেয়ে শক্তিশালীর হাত থেকে তাকে উদ্ধার করলেন।

তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,
প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—
তারা গম, নতুন আঙুররস, তেল, মেষ ও পশুপালের উপর উল্লাস করবে ;
তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

তখন যুবতী নেচে নেচে আনন্দ করবে,
যুবা-বৃদ্ধও মিলে আনন্দ করবে ;
আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব,
তাদের সান্ত্বনা দেব ; দুঃখের পর তাদের আনন্দিত করব।

যাজকদের প্রাণ ভরিয়ে তুলব পরমদানে,
আমার জনগণ পরিতৃপ্ত হবে আমার মঙ্গলদানে।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার জনগণ, প্রভু,
পরিতৃপ্ত হল তোমার মঙ্গলদানে (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

অথবা

**গীতিকা ১০ বিমুক্ত জনগণের আনন্দ** (ইশা ১২:১-৬)

*যে কেউ তৃষ্ণার্ত, আমার কাছে এসে সে পান করুক* (যোহন ৭:৩৭)।

ধুয়ো : প্রভু * সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা * আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

প্রভু, আমি তোমাকে জানাই ধন্যবাদ,
আমার উপর তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে,
তোমার ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হয়েছে,
আর তুমি সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

সত্যি, ঈশ্বরই আমার পরিত্রাণ,
আমি ভরসা রাখব, ভীত হব না ;
কারণ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ। (ধুয়ো)

তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে ;
সেদিন তোমরা বলবে,
‘প্রভুকে স্তুতিবাদ কর, কর তাঁর নাম ;

জাতিসকলের মাঝে তাঁর কর্মকীর্তির কথা জ্ঞাত কর,
ঘোষণা কর : তাঁর নাম মহীয়ান।
প্রভুর স্তবগান কর, তিনি যে সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক।

সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি, সিয়োন অধিবাসী,
কারণ তোমাদের মধ্যে মহানই ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।’
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু সাধন করেছেন মহিমময় কাজ,
সারা পৃথিবী জুড়ে একথা জ্ঞাত হোক (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : তোমরা আনন্দের সঙ্গে জল তুলে আনবে
পরিত্রাতার উৎসধারা থেকে।

# শুক্রবার

**গীতিকা ১১ সর্বজাতি প্রভুকে পূজা করুক** (ইশা ৪৫:১৫-২৬)

*যিশু-নামে প্রতিটি জানু আনত হোক* (ফিলি ২:১০)।

ধুয়ো : ইস্রায়েলের * সকল বংশধর
প্রভুতে পাবে ধর্মময়তা, পাবে গৌরব (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই * আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

সত্যি তুমি এমন ঈশ্বর যিনি লুকিয়ে থাকেন,
ওগো ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, পরিত্রাতা ;
লজ্জিত অপমানিত হবে তারা সবাই, †
তারাই অপমানিত হয়ে চলে যাবে,
দেবমূর্তি খোদাই করে যারা।
ইস্রায়েল প্রভু দ্বারা হবে চিরপরিত্রাণে পরিত্রাণকৃত।
তোমরা আর কখনও লজ্জিত অপমানিত হবে না।

কারণ একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন ;
তিনিই তো সেই পরমেশ্বর,
যিনি পৃথিবী সংগঠন ক'রে নির্মাণ করলেন, করলেন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত,
যিনি তা ঘোর অঞ্চল হবার জন্য করেননি সৃষ্টি,
বাসস্থানই হবার জন্য বরং তা সংগঠন করলেন :

'আমিই প্রভু, আর কেউ নয় !
নিভৃতে, পৃথিবীর কোন অন্ধকার স্থান থেকে আমি কথা বলিনি,
যাকোব-বংশকে বলিনি :
ঘোর অঞ্চলেই আমার অন্বেষণ কর।

আমি তো প্রভু! সত্যকথা বলি,
ন্যায়কথা ঘোষণা করি।

একত্র হও, এসো, এগিয়ে এসো সবাই মিলে,
তোমরা যারা ভিনজাতির দেশ থেকে রেহাই পেলে।
তাদের তো কিছুই জ্ঞান নেই,
কাঠের প্রতিমা বয়ে বেড়ায় যারা,
যারা এমন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে,
যার ত্রাণ করার ক্ষমতা নেই।

খুলে বল, তোমাদের যুক্তি উপস্থিত কর,
তারা একসঙ্গে মন্ত্রণাও করুক;
প্রথম থেকে কে শুনিয়েছেন এসব কিছু?
সেকাল থেকে এসব কিছুর সংবাদ দিলেন কে?
আমি, সেই প্রভু, তাই না? †
আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই,
আমি ছাড়া অন্য ধর্মময় ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা নেই।

আমার দিকে ফিরে তাকাও, †
তবেই ত্রাণ পাবে তোমরা, হে পৃথিবীর সকল প্রান্ত,
কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়!
নিজের দিব্যি দিয়ে করেছি শপথ,
আমার মুখ থেকে যে সত্য বাণী বের হয় তার অন্যথা হবে না—
প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,
প্রতিটি জিহ্বা আমার দিব্যি দিয়ে শপথ করবে।'

তারা তখন বলবে:
'শুধু প্রভুতেই রয়েছে ধর্মময়তা, রয়েছে শক্তি!'

যারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল,
তারা লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে আসবে।
ইস্রায়েলের সকল বংশধর প্রভুতে পাবে ধর্মময়তা, পাবে গৌরব।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ইস্রায়েলের সকল বংশধর
প্রভুতে পাবে ধর্মময়তা, পাবে গৌরব (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

অথবা

**গীতিকা ১২ বিচারকর্তা প্রভু** (হাবা ৩:২-৪, ১৩ক, ১৫-১৯)

*তোমরা এখন সোজা হয়ে দাঁড়াও, মাথা উচ্চ কর; কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে* (লুক ২১:২৮)।

ধুয়ো : তোমার ক্রোধে, * হে প্রভু,
স্নেহ স্মরণ কর (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই * আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

প্রভু, আমি শুনেছি তোমার যশের কথা,
প্রভু, তোমার কাজের জন্য আমি আতঙ্কিত,
আমাদের এই দিনগুলিতে তা পুনরুজ্জীবিত কর, †
আমাদের এই দিনগুলিতে আবার তা জ্ঞাত কর,
তোমার ক্রোধে স্নেহ স্মরণ কর।

পরমেশ্বর তেমান থেকে আসছেন, †
সেই পবিত্রজন পারান পর্বত থেকে আসছেন,
আকাশমণ্ডল তাঁর প্রভায় আবৃত, পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ।

আলোর মতই তাঁর বিকিরণ, †
তাঁর হাত থেকে দু'টো রশ্মি বহির্গত,
সেইখানে তাঁর শক্তি লুক্কায়িত।

তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে,
তোমার তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে ;
তোমার অশ্বগুলি চড়ে তুমি পথ চলেছ সাগরের মধ্য দিয়ে
ফুলন্ত জলরাশির মাঝে।

আমি শুনলেই অন্তর কেঁপে উঠল, সেই শব্দে আমার ওষ্ঠ হল শিহরিত,
ক্ষয় ধরল হাড়ে, নিচে পা দু'টো হল কম্পান্বিত।
নিশ্চুপ হয়ে সেই সঙ্কটের দিনের অপেক্ষায় আছি,
যেদিন এসে পড়বে আমাদের আক্রমণকারী জাতির উপর।

ডুমুরগাছ দেবে না মুকুল, †
আঙুরলতায় ধরবে না ফল,
জলপাইয়ের ফসল হবে বিফল,
আমাদের খেত খাদ্য দেবে না, †
ঘেরি থেকে বিলীন হবে মেষপাল,
গোয়ালে থাকবে না কোন গবাদি পশু।

আমি কিন্তু প্রভুতে উল্লাস করব,
আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে মেতে উঠব।
পরমেশ্বর প্রভু আমার শক্তি, †
তিনি হরিণীর মতই দ্রুত করেন আমার পা,
তিনি উঁচুস্থানে আমাকে চালনা করেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : তোমার ক্রোধে, হে প্রভু,
স্নেহ স্মরণ কর (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : ঊর্ধ্ব থেকেই আসবেন প্রভু,
সূর্যেরই মত হবে তাঁর প্রভার উদ্ভাস।

# শনিবার

**গীতিকা ১৩ লোহিত সাগর পারের পর স্তুতিগান** (যাত্রা ১৫:১-১৮)

*যারা সেই পশুটার উপর জয়ী হয়েছে, তারা ঈশ্বরের দাস মোশির সেই গীতিকা গেয়ে চলেছে* (প্রকাশ ১৫:২-৩)।

ধুয়ো : প্রভুই * আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : বৃষ্টির মতই * প্রভুর বাণী হবে প্রতীক্ষিত ;
শিশিরের মতই আমাদের উপর নেমে আসবেন আমাদের ঈশ্বর।

আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।
প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি আমার ঈশ্বর—
আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর—
আমি তাঁর বন্দনা করব। (ধুয়ো)

প্রভু মহাযোদ্ধা,
প্রভুই তো তাঁর নাম ;
তিনি ফারাওর সমস্ত রথ ও সেনাদল সমুদ্রে ঠেলে দিলেন,
তার যত সেরা বীরযোদ্ধা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।

অতলদেশ তাদের ঢেকে দিল,
তলিয়ে গেল তারা পাথরের মত।
প্রভু, তোমার ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান,
প্রভু, তোমার ডান হাত শত্রুদের করে চূর্ণ।

তোমার নাকের ফুৎকারে
পুঞ্জিভূত হল জলরাশি,
বাঁধের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল জলস্রোত,
সাগর-গর্ভে জমাট হয়ে গেল অতলের জল। (ধুয়ো)

শত্রু বলেছিল : ধাওয়া করে তাদের ধরব,
লুণ্ঠিত সবকিছু ভাগ করে নেব,
তাদের নিয়ে পরিপূর্ণ হবে আমার প্রাণ ;
আমার খড়্গ বের করব, আমার হাত তাদের বিনাশ করবে।

তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল,
সীসার মতই তারা তলিয়ে গেল প্রবল জলরাশির মধ্যে।
দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু? †
কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম,
গৌরবে ভয়ঙ্কর, আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক?

তুমি যেই বাড়িয়ে দিলে ডান হাত,
ভূমি তাদের করল গ্রাস।
যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলে, তোমার কৃপায় তুমি সেই জনগণকে চালিত করলে,
তোমার প্রতাপে তাদের পৌঁছিয়ে দিলে তোমার পবিত্র বাসস্থানে। (ধুয়ো)

তা শুনে জাতি সকল কম্পান্বিত,
যন্ত্রণায় আক্রান্ত ফিলিস্তিয়ার অধিবাসী সকল।
এদোমের নেতারা ভয়ে অভিভূত, †
শিহরণে আক্রান্ত মোয়াবের নেতৃবৃন্দ,
কানান-নিবাসী সকলে বিচলিত।

সন্ত্রাস, বিভীষিকা এসে পড়ছে তাদের উপর,
তোমার বাহুবলে তারা পাথরেরই মত ততক্ষণ স্তব্ধ,

যতক্ষণ, প্রভু, তোমার আপন জনগণ না পার হয়ে যায়,
যতক্ষণ না পার হয়ে যায় এ জনগণ যাদের তুমি নিজেরই জন্য কিনলে। (ধুয়ো)

তাদের এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস,
সেই পবিত্রধাম, প্রভু, যা তোমার দু'হাতই স্থাপন করল।
প্রভু রাজত্ব করবেন চিরদিন চিরকাল।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,
তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : বৃষ্টির মতই প্রভুর বাণী হবে প্রতীক্ষিত ;
শিশিরের মতই আমাদের উপর নেমে আসবেন আমাদের ঈশ্বর।

অথবা

**গীতিকা ১৪ আপন জাতির প্রতি প্রভুর মমতা** (দ্বিঃবিঃ ৩২:১-১২)

*হায় যেরুশালেম! মুরগি যেমন করে তার বাচ্চাদের নিজের ডানার নিচে জড় করে আনে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করে আনতে ইচ্ছা করেছি* (মথি ২৩:৩৭)।

ধুয়ো : তোমরা * আমাদের পরমেশ্বরকে
মহত্ত্ব আরোপ কর (আল্লেলুইয়া)।
১৭–২৩ ডিঃ : বৃষ্টির মতই * প্রভুর বাণী হবে প্রতীক্ষিত ;
শিশিরের মতই আমাদের উপর নেমে আসবেন আমাদের ঈশ্বর।

কান দাও, আকাশমণ্ডল, আর আমি কথা বলব,
শোন, পৃথিবী, আমার মুখের কথা।
আমার শিক্ষা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ুক বৃষ্টির মত,
আমার কথন ফোঁটায় ফোঁটায় অবতীর্ণ হোক শিশিরের মত,
ধারাপতনের মত নবীন ঘাসের উপর,
চারাগাছের উপর জলধারার মত।

আমি প্রভুর নাম ঘোষণা করব,
তোমরা আমাদের পরমেশ্বরকে মহত্ত্ব আরোপ কর;
তিনি তো শৈল, নিখুঁত তাঁর কাজ,
ন্যায্যই তাঁর সকল পথ,
তিনি বিশ্বস্ত ও ত্রুটিহীন ঈশ্বর,
তিনি ধর্মময়, ন্যায়শীল।

খুঁতবিহীন সন্তান বলে যাদের তিনি পিতা হলেন, †
তাঁর প্রতি তারা অন্যায় করল;
কুটিল ও বাঁকা মনের বংশ তারা!
এভাবেই নাকি তুমি প্রভুকে প্রতিদান দাও,
হে নির্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জাতি?
ইনিই কি তোমার সেই পিতা নন, যিনি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন,
যিনি তোমাকে গড়লেন, করলেন গঠন?

বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ কর,
চিন্তা কর অতীত যুগের বছরগুলির কথা—
তোমার পিতার কাছে জিজ্ঞাসা কর,
সে জানিয়ে দেবে,
তোমার প্রবীণদের কাছে,
তারা বলবে।

সেই পরাৎপর যখন প্রতিটি দেশকে দিতেন যার যার আপন অংশ,
যখন আদমসন্তানদের পৃথক পৃথক করতেন,
তখন ঈশ্বরের সন্তানদের সংখ্যা অনুসারে
তিনি স্থির করেছিলেন জাতিগুলির সীমারেখা ;
কিন্তু প্রভুর স্বত্বাংশ ছিল তাঁর আপন জাতি,
যাকোবই ছিল তাঁর নির্ধারিত উত্তরাধিকার।

প্রান্তরেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাকে,
জনশূন্য ও গর্জনধ্বনির মরুদেশে ;
তাকে ঘিরে ধরেই লালন করলেন,
আপন চোখের মণির মতই তাকে রক্ষা করলেন।
ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে,
শাবকদের উপর যেমন ক'রে ডানা মেলে উড়তে থাকে,

তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন,
আপন পালকের উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন।
প্রভু একাই তাকে চালনা করলেন,
তাঁর সঙ্গে বিদেশী কোন দেবতা ছিল না।
*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

ধুয়ো : তোমরা আমাদের পরমেশ্বরকে
মহত্ত্ব আরোপ কর (আল্লেলুইয়া)।

১৭–২৩ ডিঃ : বৃষ্টির মতই প্রভুর বাণী হবে প্রতীক্ষিত ;
শিশিরের মতই আমাদের উপর নেমে আসবেন আমাদের ঈশ্বর।

# সন্ধ্যারতি

## রবিবার

১ম সন্ধ্যারতি

**গীতিকা ১৫  ঈশ্বরের দাস খ্রিষ্ট** (ফিলি ২:৬-১১)

ধুয়ো : প্রভু যিশু *  মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনমিত করলেন,
এজন্য ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করলেন।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, *  আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও
তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না ;
বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে
তিনি নিজেকে শূন্য করলেন ;

আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে
তিনি মৃত্যু পর্যন্ত,
এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায়
নিজেকে অবনমিত করলেন।

আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন,
ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম,
যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়,
ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু যিশু মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনমিত করলেন,
এজন্য ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীত করলেন।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

২য় সন্ধ্যারতি

## চল্লিশাকালে নয়

### গীতিকা ১৬ মেষশাবকের বিবাহ (প্রকাশ ১৯:১-২, ৫-৭)

ধুয়ো : ঈশ্বর রাজত্ব করেন ; * এসো, করি তাঁর গৌরবগান। আল্লেলুইয়া।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

আল্লেলুইয়া ! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই ; আল্লেলুইয়া !
সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল। আল্লেলুইয়া !
আল্লেলুইয়া ! আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা। আল্লেলুইয়া !

আল্লেলুইয়া ! আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
আল্লেলুইয়া !
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান। আল্লেলুইয়া !
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে।
তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে। আল্লেলুইয়া !

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ঈশ্বর রাজত্ব করেন ; এসো, করি তাঁর গৌরবগান। আল্লেলুইয়া।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

## চল্লিশাকালে

### গীতিকা ১৭ ঈশ্বরের দাস খ্রিষ্ট স্বেচ্ছায় যন্ত্রণাভোগ করলেন (১ পি ২:২১-২৪)

ধুয়ো : খ্রিষ্ট * আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন,
তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।
তিনি কোন পাপ করেননি ;
তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা।

অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না ;
যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না,
বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি,
তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন।

তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,
আমরা যেন পাপের কাছে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ।
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : খ্রিষ্ট আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট।

# সোমবার

## গীতিকা ১৮ খ্রিষ্টেই আমাদের আশীর্বাদ (এফে ১:৩-১০)

ধুয়ো : ধন্য পিতা! * তুমি যে তোমার পুত্রে আমাদের মনোনীত করেছ।

১৭-২৩ ডিঃ : তাঁর পবিত্রধাম থেকে * বেরিয়ে আসবেন প্রভু;
আসবেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;

তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, †
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই তিনি খ্রিষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : ধন্য পিতা! তুমি যে তোমার পুত্রে আমাদের মনোনীত করেছ।

১৭–২৩ ডিঃ : তাঁর পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে আসবেন প্রভু;
আসবেন আপন জাতিকে করতে পরিত্রাণ।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

**গীতিকা ১৯ মেষশাবকের রক্তেই আমাদের পরিত্রাণ** (প্রকাশ ৪:১১; ৫:৯, ১০, ১২)

ধুয়ো : প্রভু, * তুমি আমাদের করে তুলেছ রাজ্য,
আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক।

১৭–২৩ ডিঃ : মোশি দ্বারা * দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঘটল অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।

প্রভু, তুমি পুঁথিটি গ্রহণের, †
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,

এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।
যাঁকে বধ করা হয়েছিল, †
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও “ধন্য” স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য !

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু, তুমি আমাদের করে তুলেছ রাজ্য,
আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যাজক।

১৭–২৩ ডিঃ : মোশি দ্বারা দেওয়া হল বিধান,
কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা ঘটল অনুগ্রহ ও সত্যের আবির্ভাব।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

**গীতিকা ২০ খ্রিষ্টই নিখিল সৃষ্টির ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত** (কল ১:১২-২০)

ধুয়ো : নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত সেই খ্রিষ্ট * সমস্ত কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বজাতির কাছে * এ শুভসংবাদ ঘোষণা কর :

'দেখ, আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর আসছেন।'

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

এসো, আনন্দের সঙ্গেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা সেই ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ জানাই,
যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে
অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।

তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে
তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন,
যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা।

তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,
কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে ;
সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন,
সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।

তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা ;
তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত,
সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা : †

সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে,

এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায়

তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত সেই খ্রিষ্ট সমস্ত কিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত।

১৭–২৩ ডিঃ : সর্বজাতির কাছে এ শুভসংবাদ ঘোষণা কর :

‘দেখ, আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর আসছেন।’

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

## গীতিকা ২১ ঈশ্বরের বিচার (প্রকাশ ১১:১৭-১৮; ১২:১০খ-১২ক)

ধুয়ো : প্রভু * তাঁকে দিলেন পরাক্রম, গৌরব ও রাজ-অধিকার।
সকল জাতি তাঁকে সেবা করবে।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, * প্রভু আমাদের রাজা ;
তিনি আসবেন, করবেন আমাদের পরিত্রাণ।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,
কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে
রাজ্যভার গ্রহণ করলে।

বিজাতি সকল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, কিন্তু তোমারই ক্রোধ এসে গেছে,
এসে গেছে মৃতদের বিচারিত হওয়ার সময়,
তোমার দাস সেই নবী ও পবিত্রজন যারা, ছোট-বড় যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময় এসে গেছে।

আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে ;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।

তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা †
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা !
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ !
তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু !

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*

*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*

*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*

*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : প্রভু তাঁকে দিলেন পরাক্রম, গৌরব ও রাজ-অধিকার।
সকল জাতি তাঁকে সেবা করবে।

১৭–২৩ ডিঃ : প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, প্রভু আমাদের রাজা ;
তিনি আসবেন, করবেন আমাদের পরিত্রাণ।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

## গীতিকা ২২ ঈশ্বরের বন্দনাগান (প্রকাশ ১৫:৩-৪)

ধুয়ো : সর্বজাতি এসে
তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি * প্রভুর দিকে চেয়ে দেখব ;
আমার ত্রাণেশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকব।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ,
হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর !
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ,
হে সর্বজাতির রাজা !

কেইবা ভীত হবে না, প্রভু ?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান ?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র !
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

*সর্বস্রষ্টা পিতা,*
*বিশ্বত্রাতা পুত্র,*
*সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মা,*
*ত্রিত্বের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।*

ধুয়ো : সর্বজাতি এসে
তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে, প্রভু।

১৭–২৩ ডিঃ : আমি প্রভুর দিকে চেয়ে দেখব ;
আমার ত্রাণেশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকব।

পাস্কাকালে : আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

* ** *** ** *

## গীতিকা ২৩ খ্রিষ্টের রহস্য (১ তি ৩:১৬)

*সকল জাতির মানুষ, প্রভুর স্তুতিগান কর।* †
খ্রিষ্ট মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন।

*সকল জাতির মানুষ, প্রভুর স্তুতিগান কর।* †
খ্রিষ্ট স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত।

*সকল জাতির মানুষ, প্রভুর স্তুতিগান কর।* †
খ্রিষ্ট জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন ঊর্ধ্বে উপনীত।

*পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক,*
*যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আমেন।*

# স্মরণ উপলক্ষে জাগরণীতে ব্যবহার্য দ্বিতীয় পদ

## গির্জা উৎসর্গীকরণ

℣ যেরুশালেমের জন্য তোমরা শান্তি যাচনা কর (আল্লেলুইয়া)।
℟ যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সমৃদ্ধি হোক (আল্লেলুইয়া)।

## ধন্যা মারীয়া

℣ ধন্য কুমারী মারীয়ার গর্ভ (আল্লেলুইয়া)।
℟ যে গর্ভ সনাতন পিতার পুত্রকে বরণ করল (আল্লেলুইয়া)।

## প্রেরিতদূত

℣ তাঁরা প্রভুর নির্দেশগুলি (আল্লেলুইয়া)
℟ ও তাঁর বিধান মেনে চলতেন (আল্লেলুইয়া)।

## একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

℣ আমি প্রভুতেই ভরসা রাখি, ভীত হব না (আল্লেলুইয়া),
℟ নশ্বর মানুষ আমার জন্য কীবা করতে পারে (আল্লেলুইয়া)?

## একাধিক সাক্ষ্যমর

℣ তোমাদের দুঃখ (আল্লেলুইয়া)
℟ আনন্দেই পরিণত হবে (আল্লেলুইয়া)।

## পালক/আচার্য

℣ সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না (আল্লেলুইয়া)।
℟ সুসমাচারই তো ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

## সন্ন্যাসী

℣ প্রভুতে আনন্দ কর, ধার্মিকজন সকল (আল্লেলুইয়া),
℟ কর তাঁর অবিস্মরণীয় পবিত্রতার স্তুতিগান (আল্লেলুইয়া)।

## চিরকুমারী

℣ ইনিই বুদ্ধিমতী কুমারী (আল্লেলুইয়া),
℟ ইনি বিচক্ষণ কুমারীদের একজন (আল্লেলুইয়া)।

## সাধু

℣ সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি শাসন কর, প্রভু (আল্লেলুইয়া);
℟ যাকে তোমার বিধানের কথা শেখাও (আল্লেলুইয়া)।

## সাধ্বী

℣ আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, আমি তাঁকে খুঁজে পেয়েছি (আল্লেলুইয়া),
℟ আঁকড়ে ধরে আমি তাঁকে আর যেতে দেব না (আল্লেলুইয়া)।

# জাগরণীর জন্য পাঠসংগ্রহ

আগমনকাল

জন্মোৎসবকাল

চল্লিশাকাল

পুণ্য সপ্তাহ

পবিত্র পাস্কা দিবসত্রয়

পাস্কাকাল

সাধারণকাল

সাধুসাধ্বীর পর্বচক্র

সাধারণ ব্যবস্থা

মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা

# পাঠসংগ্রহ - আগমনকাল

**সপ্তাহ :** ২ ৩ ৪ ১৭-২৪ ডিসেম্বর

**পাঠসংগ্রহ - আগমনকাল - ১ম সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৩)

**ইশাইয়াকে আহ্বান**

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ, তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে পাখা; দু'টো পাখা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি তখন বলে উঠলাম,

'হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;

অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে বললেন,

'দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, 'কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।' তিনি বললেন,

'তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।'

আমি বললাম, 'প্রভু, কতদিন ধরে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও নিবাস-বিহীন হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। তার দশ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; হ্যাঁ, এই জাতির মূলকাণ্ড হবে পবিত্র এক বংশ।'

**শ্লোক** - যাত্রা ৪:১৩; সাম ৮০:২

*প্র* প্রভু আমার, দোহাই তোমার, অন্য যার দ্বারা পাঠাতে চাও, পাঠাও! দেখ তোমার আপন জনগণের দুর্দশা।

*উ* তোমার কথামত আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

*প্র* হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন; তুমি যে যোসেফকে মেষপালের মতই চালিত কর, তুমি যে খেরুবদের উপরে আসীন,

*উ* তোমার কথামত আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ১)

**আগমনকালের উদ্দেশ্য আমরা যেন প্রভুর দ্বিবিধ আগমন স্মরণ করি**

এ মঙ্গলময় কাল, যা আমরা আগমনকাল বলি, আমাদের ধ্যানের জন্য দ্বিবিধ আনন্দের কারণ উপস্থাপন করে, কেননা তা দ্বিবিধ দান আমাদের দান করে।

আগমনকাল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভুর দ্বিবিধ আগমনের কথা। প্রথমত, সেই মাধুর্যপূর্ণ আগমন যা সুদির্ঘ দিন ধরে সকল পিতৃপুরুষ অপেক্ষা করেছিলেন, উত্তপ্ত হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষাও করেছিলেন—যে আগমনে *আদমসন্তানদের মধ্যে সেই সুন্দরতম* (সাম ৪৫:৩), *সর্বজাতির সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি* (হগয় ২:৪ লাতিন পাঠ্য) তথা ঈশ্বরের পুত্র পাপীদের ত্রাণ করতে এ পৃথিবীতে এসে এজগতে মাংসে তাঁর আপন দৃশ্যমান উপস্থিতি প্রকাশ করলেন। দ্বিতীয়ত, আগমনকাল স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দ্বিতীয় আগমন যার জন্য আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও কম প্রত্যাশী নই। তাঁর পুনরাগমনের অপেক্ষায় আমাদের আশা সুনিশ্চিত এবং অবিচল বটে, অথচ চোখের জল ফেলে আমরা বারবার স্মরণ করি সেই দিনের কথা, যেদিন যিনি প্রথমে আমাদের আপন মাংসের গুপ্ত অবস্থায় আমাদের কাছে এলেন, তিনি প্রভুর উপযুক্ত গৌরবে উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন—যেমনটি সামসঙ্গীত বলে, *আমাদের পরমেশ্বর আসছেন* (সাম ৫০:৩)। সেদিন হল সেই বিচারের দিন যখন খ্রিষ্ট সকলের দৃষ্টিগোচরে বিচারকর্তা রূপে আসবেন। আমাদের প্রভুর প্রথম আগমনের কথা স্বল্পসংখ্যক সৎমানুষের কাছেই

মাত্র জানা ছিল; তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি কিন্তু ভাল মন্দ সকলেরই কাছে পূর্ণবিকাশে আত্মপ্রকাশ করবেন—যেমনটি নবী স্পষ্ট আভাস দিয়ে বলেন, *সকল মানুষ দেখতে পাবে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ* (ইশা ৫২:১০ দ্রঃ)।

আমাদের প্রভুর জন্মের স্মরণে আমরা কিছুদিন পর যে দিন উদ্‌যাপন করব, সেই দিনটি প্রভুকে নবজাত শিশুরূপেই আমাদের কাছে উপস্থাপন করে, এবং বিশেষভাবে জগতে তাঁর আগমনের দিন ও ক্ষণটিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, বড়দিনের এ পূর্বকাল আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিতজনেরই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অর্থাৎ কিনা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই পুণ্য পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষা যাঁরা তাঁর আগমনের আগে জীবন যাপন করেছিলেন।

মণ্ডলী অধিক সুবুদ্ধির সঙ্গেই ব্যবস্থা করেছে আমরা যেন একালে তাঁদের বাণী পাঠ করি ও তাঁদের যত আকাঙ্ক্ষার কথা স্মরণ করি যাঁরা প্রভুর প্রথম আগমনের আগেকার মানুষ। আমরা তাঁদের সেই আকাঙ্ক্ষা একদিন মাত্র নয়, দীর্ঘকাল ধরেই স্মরণ করে চলি; আর তা যুক্তিসঙ্গত, কেননা আমরা যা যা অন্তর দিয়ে আকাঙ্ক্ষা করি, তা কিছুকালের মত স্থগিত হলে আরও মধুর লাগবে যখন যা ভালবাসি তা উপস্থিত হয়।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পুণ্য পিতৃগণের আদর্শ পালন করা ও তাঁদের যত আকাঙ্ক্ষা আপন করা আমাদের কর্তব্য, যাতে আমাদের অন্তর খ্রিষ্টপ্রেমে ও তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় জ্বলে ওঠে।

প্রভুর প্রথম আগমনের জন্য আমাদের পুণ্য পিতৃপুরুষদের ব্যাকুল প্রত্যাশা ধ্যান ক'রে আমরা যেন অনুপ্রেরণা পাই এবং তাঁদের আদর্শে যেন প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য গভীরতম আকাঙ্ক্ষা শিখতে পারি, এ উদ্দেশ্যেই তো এ উপাসনাকাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর প্রথম আগমনে প্রভু আমাদের যে কতগুলি মঙ্গলদান এনে দিয়েছেন, এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি যে মহত্তর মঙ্গলদান দান করবেন, এ নিয়ে আমাদের ধ্যানরত থাকা উচিত—একথা উপলব্ধি করার ফলে আমরা যেন তাঁর জন্ম রহস্য আরও ভালবাসতে পারি এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন যেন আরও আকাঙ্ক্ষা করতে পারি। আর খ্রিষ্টের পুনরাগমনের ক্ষণ আকাঙ্ক্ষা করতে সাহসী তেমন সরল বিবেক যদি আমাদের না থাকে, তাহলে আমরা যেন কমপক্ষে সেই পুনরাগমনের কথা ভয়ই করি আর সেই

ভয়ে যেন আমাদের দোষত্রুটি সংশোধন করি। কেননা যদি এমনটি ঘটে যে আমরা এখন ভয় না করে পারি না, তবু তিনি যখন আসবেন তখন আমরা কমপক্ষে যেন ভয় না ক'রে বরং নিরুদ্বিগ্নই হতে পারি।

**শ্লোক** - যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

প্র জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

প্র শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৮)

**ঈশ্বর আপন জনগণকে ভর্ৎসনা করেন**

আমোজের সন্তান ইশাইয়ার দর্শন; তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে যুদা ও যেরুশালেম সম্বন্ধেই এই দর্শন পান।

শোন, আকাশমণ্ডল; কান দাও, পৃথিবী; কারণ প্রভু কথা বলছেন:
'আমি সন্তানদের লালন-পালন করেছি, তাদের পোষণ করেছি,
কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
বলদ তার মনিবকে জানে, গাধাও তার প্রভুর জাবপাত্র জানে,
কিন্তু ইস্রায়েল জানে না; না, আমার জনগণ বোঝে না।'

ধিক্ সেই পাপিষ্ঠ জাতিকে, শঠতায় ভারগ্রস্ত সেই জনগণকে!
আহা, অপকর্মার বংশ, বিকৃত-মনা সন্তানেরা!
তারা প্রভুকে ত্যাগ করেছে, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর প্রতি পিঠ ফিরিয়েছে!
তোমাদের আর কেন প্রহারিত হতে হবে? তোমরা তো বিদ্রোহ করে চল!

গোটা মাথাই ব্যথিত, গোটা হৃদয়ই পীড়িত।
পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্থ কোন স্থান নেই;
শুধু ক্ষত, প্রহারচিহ্ন, খোলা ঘা,
যা পরিষ্কার করা হয়নি, বাঁধা হয়নি, তেল দিয়ে নরমও করা হয়নি।

তোমাদের দেশ একটা ধ্বংসস্থান,
তোমাদের শহরগুলো আগুনে পোড়া,
তোমাদের ভূমি—তা তো বিদেশীরা তোমাদের চোখের সামনেই গ্রাস করছে,
হ্যাঁ, তা এমন ধ্বংসস্থানের মত, যা বিদেশীদের হাতে বিনষ্ট।
সিয়োন কন্যা একা হয়ে পড়েছে, তা যেন আঙুরখেতে কুটিরের মত,

শসাখেতে কুড়েঘরের মত, অবরুদ্ধ এক নগরীর মত!
সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন,
তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ।

সদোমের শাসনকর্তারা, প্রভুর বাণী শোন;
গমোরার লোকেরা, আমাদের পরমেশ্বরের নির্দেশবাণীতে কান দাও।

প্রভু একথা বলছেন, 'তোমাদের এই অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী?
ভেড়ার আহুতির প্রতি ও বাছুরের চর্বির প্রতি আমার আর রুচি নেই;
বৃষ বা মেষশাবক বা ছাগ—এই সমস্তের রক্তে আমি তো প্রীত নই!

আমার সম্মখে হাজির হবার জন্য যখন তোমরা আস,
তখন তোমাদের কাছে কেইবা এমন দাবি রেখেছে যে,
এতগুলো পা আমার সমস্ত প্রাঙ্গণ মাড়াবে?
এই সমস্ত শস্য-নৈবেদ্য আমার কাছে আর নিয়ে এসো না;
সেগুলির ধূম আমার কাছে জঘন্যই লাগে;
অমাবস্যা, শাব্বাৎ, ধর্মসভা—অধর্ম ও সেইসঙ্গে পর্বোৎসব,
আমি তা সহ্য করি না;
তোমাদের অমাবস্যা ও যত সম্মেলন আমি ঘৃণা করি;
তা আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি।
তোমরা হাত বাড়ালে আমি তোমাদের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই;
যদিও তোমরা তোমাদের প্রার্থনা শতগুণে বাড়াও,
তবু আমি কান দেব না।

তোমাদের হাত বেয়ে রক্তই ঝরে!
তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর,
আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও;
অনাচার ত্যাগ কর;
সদাচরণ করতে শেখ:

ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারীকে শাসন কর;
এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর।

এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—
সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে;
টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।

**শ্লোক** - ইশা ১:১৬, ১৮, ১৭

*প্র* তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও।

*উ* সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে।

*প্র* অনাচার ত্যাগ কর, সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর:

*উ* সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৫শ ধর্মশিক্ষা ১-৩)

## খ্রিষ্টের দ্বিবিধ আগমন

আমরা খ্রিষ্টের আগমনের কথা প্রচার করি—একটিমাত্র আগমনের কথা শুধু নয়, বরং অধিক গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনটির কথাও প্রচার করি, কেননা প্রথম আগমন তাঁর সহিষ্ণুতার কথা তুলে ধরেছিল, দ্বিতীয় আগমন কিন্তু ঐশরাজ্যের মুকুট নিয়ে আসবে।

বস্তুতপক্ষে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, তা সাধারণতই দ্বিবিধ। জন্ম দ্বিবিধ: একটা, যুগগুলোর পূর্বে, ঈশ্বর থেকে; আর একটা, যুগগুলোর সমাপ্তিতে, কুমারী মারীয়া থেকে। তাঁর অবতরণও দ্বিবিধ: একটা প্রচ্ছন্ন, মেষলোমের উপরে শিশিরপাত-ই যেন (সাম ৭২:৬), ও দ্বিতীয় একটা যা প্রকাশ্য, কিন্তু ভাবীকালে আসন্ন। প্রথম আগমনে তিনি *জাবপাত্রে কাপড়ে জড়ানো* ছিলেন (লুক ২:৭), দ্বিতীয় আগমনে তিনি *উত্তরীয়ের মত আলোতেই সজ্জিত* হবেন (সাম ১০৪:২)। আগেকার আগমনে তিনি ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করেছিলেন (হিব্রু ১২:২), দ্বিতীয়

আগমনে তিনি গৌরবমণ্ডিত হয়ে সহচর দূতবাহিনীর মাঝে আগমন করবেন (মিথ ২৫:৩১)।

তাই আমরা তাঁর প্রথম আগমনের কথা নিয়ে যেন বসে না থাকি! বরং এসো, তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রতীক্ষা করি। তাঁর প্রথম আগমনে আমরা যেমন বলেছিলাম, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য* (মথি ২১:৯), তেমনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে সেই কথা পুনরায় বলব—আমরা তখন স্বর্গদূতদের সঙ্গে প্রভুকে বরণ করতে গিয়ে তাঁকে উপাসনা করে চিৎকার করে বলে উঠব, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য*।

পুনরায় বিচারিত হবার জন্য যে ত্রাণকর্তা আসবেন, তেমন নয়। বরং, যারা দণ্ডবিচারের জন্য তাঁকে আহ্বান করেছিল, তিনি ন্যায়বিচারের জন্য তাদেরই আহ্বান করতে আসবেন। তাঁর সেই বিচারের সময়ে তিনি তো নীরব থাকলেন (মথি ২৬:৩); এবার কিন্তু, তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার সময়ে যারা তাঁর প্রতি নির্মমভাবে ব্যবহার করেছিল, তিনি তাদের সেই সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, *তুমি তাই করেছ, আমি কিন্তু নীরব থাকলাম* (সাম ৫০:২১)।

সেই প্রথমবার তিনি দয়ার ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের মন কোমলভাবে জয় করার জন্য শিক্ষা দিতে এসেছিলেন; ভাবীকালে কিন্তু—ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক—সকলকেই তাঁর রাজশাসন মেনে নিতে হবে।

উভয় আগমন সম্পর্কে নবী মালাখি বলেন: *সেই যে প্রভুর তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন* (মালা ৩:১)—এই যে প্রথম আগমন। তারপর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, *সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন, … তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন* (মালা ৩:১৩)।

তীতের প্রতি লেখা পত্রে পলও দু'টো আগমনের কথা ইঙ্গিত করে বলেন: *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই*

*সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি* (তীত ২:১১-১৩)।

লক্ষ কর, তিনি সেই প্রথম আগমনের কথা ইঙ্গিত করেন যার জন্য ধন্যবাদ জানান; ও সেই দ্বিতীয় আগমনের কথা ইঙ্গিত করেন আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

তাই যে বিশ্বাস-সূত্র আমরা স্বীকার করি, তা এইমাত্র তোমাদের কাছে এইভাবে সম্প্রদান করা হল, যেন আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি 'স্বর্গে আরোহণ করলেন, পিতার ডান পাশে আসীন আছেন, জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে আগমন করবেন ও যাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।'

সুতরাং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট স্বর্গ থেকে আগমন করবেন; এ জগতের শেষে অন্তিম দিবসে তিনি সগৌরবে আগমন করবেন, কেননা এ জগতের শেষ পরিণাম হবে এবং এ সৃষ্ট জগৎ পুরায় নবায়িত হবে।

## শ্লোক

প্ দূর থেকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম: ঈশ্বরের প্রতাপ আসছে, সমগ্র বিশ্ব আবৃত একটি মেঘের আবরণে।

উ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,

প্ 'আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি,

উ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা?'

প্ হে সকল জগদ্বাসী, ধনী-নির্ধন যত মানবসন্তান,

উ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,

প্ 'হে ইস্রায়েলের পালক, কান পেতে শোন, তুমি যে যোসেফকে মেষপালের মতই চালিত কর,

উ আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি?'

প্ হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন সেই গৌরবের রাজা,

উ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা।

℣ দূর থেকে তাকিয়ে আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম : ঈশ্বরের প্রতাপ আসছে, সমগ্র বিশ্ব আবৃত একটি মেঘের আবরণে।

℟ তাঁকে বরণ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর,

℣ ‘আমাদের বল, তুমি কি সেই ব্যক্তি,

℟ ইস্রায়েল জাতির উপরে যাঁর রাজত্ব করার কথা?’

# সোমবার

জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-১৭)

### ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুশালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, 'আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে শিবির বসিয়েছে।' তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। তখন প্রভু ইশাইয়াকে বললেন, 'তুমি ও তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু'জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার মাঠের রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। তুমি তাকে একথা বলবে: সাবধান, অস্থির হয়ো না; ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে, আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে তাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!
কারণ আরামের মাথা দামাস্ক,
ও দামাস্কের মাথা রেজিন;
আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।

সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচনা করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি:
তিনি আশুরের রাজাকে প্রেরণ করবেন।'

**শ্লোক** - লুক ১:৩১-৩২

*প্র* গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে;

*উ* তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু।

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।

*উ* তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১১৯, ২০:১)

**সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তা**

*তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ* (সাম ১১৯:৮১)। তেমন অনুভূতি ভাল, কেননা এ অনুভূতি এমন মঙ্গলেরই আকাঙ্ক্ষা ইঙ্গিত করে যা এখনও প্রাপ্ত না হলেও তবু মহা একাগ্রতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রত্যাশিত। সেই মনোনীত জাতি, সেই রাজকীয় যাজকসমাজ, সেই পবিত্র জনগণ, সেই জনগণ যাকে ঈশ্বর আপন বলেই ঘোষণা করেছেন, এরা ছাড়া কেবা সেই কথা উচ্চারণ করছে? মানবজাতির আদিকাল থেকে এ জগৎসংসারের শেষ দিন পর্যন্ত, যারা একসময় জীবনযাপন করেছে, এখন করছে ও ভবিষ্যতে করবে, তাদেরই হয়ে এ জাতি খ্রিষ্টকে আকাঙ্ক্ষা করে এসেছিল। সেই পুণ্যবান প্রাচীন ব্যক্তি শিমেয়োন যখন খ্রিষ্টকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তিনি তখন হলেন এ আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী; তিনি তখন বলেছিলেন, *হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন তোমার এ দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও, কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে* (লুক ২:২৯)। তাঁকে অলৌকিক ভাবে কথা দেওয়া হয়েছিল, প্রভুর প্রতিশ্রুত খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না।

এখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, যে আকাঙ্ক্ষা সেই প্রাচীন ব্যক্তির অন্তরে ছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীনকালের সকল পুণ্যবান ও পুণ্যবতী ব্যক্তিদের অন্তরেও ছিল। স্বয়ং প্রভু আপন শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা যা যা দেখতে পাচ্ছ, অনেক নবী, অনেক রাজা তা দেখবার ইচ্ছা করেছিলেন, তবু তাঁরা তা দেখতে পাননি; তোমরা যা যা শুনতে*

*পাচ্ছ, তাঁরা তা শোনার ইচ্ছা করেছিলেন, তবু তাঁরা তাও শুনতে পাননি* (লুক ১০:২৪); তিনি একথা বলেছিলেন যাতে *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ*, সামসঙ্গীতের এ উক্তিতে আমরা সেই সকল ব্যক্তির কণ্ঠস্বর চিনতে পারি।

সেই সাধুসাধ্বীরা এ আকাঙ্ক্ষায় কখনও ক্ষান্ত হননি; খ্রিষ্টের দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীও শেষ দিন পর্যন্ত এ আকাঙ্ক্ষায় কখনও ক্ষান্ত হবে না, যতক্ষণ নবীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে *সর্বজাতির আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি না আসেন* (হগয় ২:৭ লাতিন পাঠ্য)। তাই প্রেরিতদূত একথা বলেন, *আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা ধর্মময় বিচারক স্বয়ং প্রভু সেই দিনটিতে আমাকে দান করবেন—আর শুধু আমাকে নয়, তাদের সকলকেও দান করবেন যারা ভক্তিভরে তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় রয়েছে* (২ তি ৪:৮)। সুতরাং, আমরা যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলি, তা খ্রিষ্টের আবির্ভাবের ভক্তি থেকে নির্গত, যে আবির্ভাবের বিষয়ে পল বলেন, *খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে* (কল ৩:৪)।

তাই কুমারীর প্রসবের আগে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেই পূর্বকালে, এমন সাধুসাধ্বীর উদ্ভব ঘটল যাঁরা খ্রিষ্টের দেহগত আগমনের আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বর্গারোহণের সময় থেকে শুরু ক'রে এ বর্তমানকালের সাধুসাধ্বীরা তাঁর সেই ভাবী আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছেন যখন তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারক রূপেই আবির্ভূত হবেন। শিষ্যদের সঙ্গে মাংসধারী অবস্থায় খ্রিষ্টের সেই জীবনকাল ছাড়া, আদি থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষার কখনও ঘাটতি পড়েনি। সেইজন্যে এ সামসঙ্গীতের উক্তিতে ইহজীবনে ব্যাকুলিত খ্রিষ্টের গোটা দেহটির এই কণ্ঠস্বর শোনা যায়, *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ* এবং *আমি তোমার বাণীতে আশা রাখি* (সাম ১১৯:৮১)। এ 'বাণী' তাঁর একটা প্রতিশ্রুতি; এবং এ 'আশার' গুণে বিশ্বাসীরা যা এখনও দেখে না তা ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে পারে।

## শ্লোক

*প্র* দেখ কতই না মহান সেই ব্যক্তি যিনি সর্বজাতিকে ত্রাণ করতে আসছেন,

*উ* সেই ধর্মরাজ যাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।

৵ আমাদের খাতিরে খ্রিষ্ট আমাদের আগে স্বর্গারোহণ করে, হয়ে উঠলেন
মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক,
৶ সেই ধর্মরাজ যাঁর রাজ্যের অন্ত হবে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:২১-২৭; ২:১-৫)

## চরমকালীন রাজ্যের কেন্দ্র যে সিয়োন

## তার বিচার ও মুক্তি প্রতিশ্রুত

দেখ, বিশ্বস্ত নগরী কেমন বেশ্যা হয়েছে!
সে তো ন্যায়নীতিতে পূর্ণ ছিল,
ধর্মময়তা তার মধ্যে বসবাস করত,
কিন্তু এখন—সে খুনী!
তোমার রুপো খাদে পরিণত হয়েছে,
তোমার আঙুররসে এখন জল মেশানো।
তোমার জননায়কেরা বিদ্রোহী;
তারা চোরদের সঙ্গী;
প্রত্যেকেই উপহার ভালবাসে,
উৎকোচের অন্বেষী;
তারা এতিমের সুবিচার আর করে না,
বিধবার বিবাদও তাদের কাছে আর কখনও এসে পৌঁছে না।

সেজন্য—সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের সেই শক্তিশালী প্রভুর উক্তি:
'আহা, আমি আমার বিরোধীদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করব,
আমার শত্রুদের প্রতিফল দেব।
তোমার উপরে আমার হাত বাড়াব,
তোমার যত খাদ পটাশ দিয়ে শোধন করব,
তোমার সমস্ত গাদ একেবারে সরিয়ে দেব।

আমি তোমার বিচারকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—ঠিক যেমনটি আগে ছিল,
তোমার মন্ত্রীদেরও—ঠিক যেমনটি আদিতে ছিল।
তারপরে তোমাকে ধর্মময়তার নগরী ও বিশ্বস্ত নগরী বলে ডাকা হবে।'

সিয়োন ন্যায্যতা দ্বারা মুক্ত করা হবে,
ও তার যে লোকেরা ফিরবে, তারা ধর্মময়তা দ্বারা মুক্তি পাবে।

আমোজের সন্তান ইশাইয়া যুদা ও যেরুশালেম সম্বন্ধে এ দর্শন পান:

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে।

বহু জাতি এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।

তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।

যাকোবকুল, চল,
প্রভুর আলোতে চলি।

**শ্লোক** - মিখা ৪:২, যোহন ৪:২৫

*প্র* বহুদেশ এসে বলবে: চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

*উ* আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

*প্র* খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,

*উ* আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু ভিক্টর গির্জার কানোন হুগের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫)

**প্রভুর আগমনের জন্য দেহ-মনের প্রস্তুতি**

*হে ইস্রায়েল, প্রভুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হও, কারণ তিনি আসছেন* (আমোস ৪:১২ দ্রঃ)। ভাইবোনেরা, এই তো প্রভুর আগমনকাল, যে কাল আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত ক'রেই অতিবাহিত করা প্রয়োজন। এ হল সেই বিশেষ কাল, যে কালে ঈশ্বর আমাদের মুক্তিমূল্য দিতে, আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে, আমাদের ধর্মময় করে তুলতে, আমাদের আনন্দ দিতেই আমাদের কাছে মানবরূপে আগমন করেন। তিনি আমাদের পাপের মুক্তিমূল্য দিতে, দণ্ড থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে, ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমাদের ধর্মময় করে তুলতে, স্বর্গীয় গৌরবে আমাদের আনন্দ দিতেই আগমন করেন। তাই আমরা যেন পূর্ণমাত্রায় তাঁর অনুগ্রহ পেতে পারি, সেজন্য এই পুণ্য আগমনকালে অধিক একাগ্রতার সঙ্গে আমাদের সৎকর্ম সাধনে রত থাকা প্রয়োজন। একটি রাজা যদি প্রসন্ন হয়ে আমাদের মাঝে এসে বাস করতেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমরা অবশ্যই একাগ্রতার সঙ্গে নিজেদের এবং আমাদের পরিবেশ প্রস্তুত করতাম।

হয় তো আজ পর্যন্ত আমরা বাহ্যিক ও নীচু ধরনের কাজের বন্দি ছিলাম। তাহলে এখন আমাদের হৃদয়-কক্ষে ঢুকতে চেষ্টা করতে হবে, জানালা খুলে দিতে হবে; আমাদের দেখতে হবে এ কক্ষে মন্দ কী কী রয়েছে। মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলতে হবে, মেঝেতে ঝাড়ু দিতে হবে, ধুলা ও ময়লা জায়গা পরিষ্কার করতে হবে, পরিষ্কার

করা মেঝেতে সুগন্ধি দ্রব্য ও ফুল ছড়াতে হবে, রঙ্গীন কাগজ দিয়ে ঘর সাজাতে হবে। তারপর ভাল ভাল পোশাক পরে এবং ভোজের ব্যবস্থা করে আনন্দগান করতে করতে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাতে পুলকিত প্রাণে বেরিয়ে পড়ব। আমরা যদি এতক্ষণে বাহ্যিক ও নীচু ধরনের কাজে জড়িত, অর্থাৎ কিনা আমরা যদি পাপে লিপ্ত, তাহলে আমাদের হৃদয়ে ফিরে আসতে হবে—নবী নিজেই তো একথা বললেন, *হে বিদ্রোহীর দল, তোমরা নিজেদের হৃদয়ে ফিরে এসো* (ইশা ৪৬:৮ লাতিন পাঠ্য)।

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলি হল এ কক্ষের জানালা। সেগুলির মধ্য দিয়ে ঐশপ্রজ্ঞা আমাদের উপর আলোকপাত করে এবং আমাদের মনের গভীরতম স্থান আলোকিত করে। তাই আমরা সচেতনতার মধ্য দিয়ে এ জানালাগুলো খুলে দেব, গর্ব নমিত করে মাকড়সার জাল ঝেড়ে ফেলব, পাপস্বীকার করে মেঝেতে ঝাড়ু দেব, তপস্যা করে মেঝেতে ফুল ছড়াব, সদ্‌গুণ চর্চা করে রঙ্গীন কাগজ দিয়ে কক্ষটি সাজাব, সদাচরণের মধ্য দিয়ে ভাল ভাল পোশাক পরব, পবিত্র শাস্ত্র পাঠ ও ধ্যান করে ভোজের ব্যবস্থা করব, প্রভুর অবিরত বন্দনা করে সামসঙ্গীত গান করব। প্রভুকে বরণ করতে হলে এটি হল আমাদের আবশ্যক প্রস্তুতি। তবে আমরা তাঁরই আগমনের যোগ্য হয়ে উঠব, যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - যোয়েল ২:১৫; ইশা ৬২:১১; যেরে ৪:৫ দ্রঃ

*প্র* সিয়োনে তুরি বাজাও, উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর, মহাসভা আহ্বান কর, সকলের কাছে সুসমাচার প্রচার কর:

*উ* আমাদের ত্রাণেশ্বর আসছেন।

*প্র* শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর:

*উ* আমাদের ত্রাণেশ্বর আসছেন।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৮)

### নবীর সন্তান চিহ্ন হিসাবে উপস্থাপিত

প্রভু আমাকে বললেন, 'বড় একটা ফলক নাও, ও সাধারণ একটা কলম দিয়ে লেখ, মাহের-শালাল-হাশ-বাসের সমীপে। এবং বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীরূপে যাজক উরিয়া ও যেবারাখিয়ার সন্তান জাখারিয়াকে নাও।' পরে আমি নারী-নবীর কাছে গেলে তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু আমাকে বললেন, 'এর নাম মাহের-শালাল-হাশ-বাস রাখ, কারণ বালকটির "বাপ-মা" একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই দামাস্কের ঐশ্বর্য ও সামারিয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ আশুরের রাজার চোখের সামনেই কেড়ে নেওয়া হবে।'

প্রভু আমার সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তিনি আমাকে বললেন, 'যেহেতু এই লোকেরা শিলোয়ার শান্ত গতি-জলস্রোত অগ্রাহ্য করে এবং রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তানকে নিয়ে মেতে ওঠে, সেজন্য দেখ, প্রভু নদীর প্রবল ও প্রচুর জলরাশি, অর্থাৎ আশুর-রাজ ও তার সমস্ত প্রতাপ তাদের বিরুদ্ধে আনবেন; নদীটা ফেঁপে উঠে সমস্ত খাল ভরে দেবে, তার সমস্ত কূল ছাপিয়ে যাবে; তা যুদা দেশের মধ্যে প্রবেশ করবে, উথলে উঠে সবকিছুর উপর দিয়ে বয়ে বয়ে ঘাড় পর্যন্ত উঠবে; আর তার বিস্তৃত ডানা, হে ইম্মানুয়েল, তোমার সমগ্র দেশের বিস্তার ঢেকে দেবে।

জাতিসকল, কম্পিত হও, তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে;
সুদূর দেশগুলো, তোমরা সকলে শোন:
অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে,
হ্যাঁ, অস্ত্র বেঁধে নাও, তবু তোমাদের টুকরো টুকরো করা হবে।
মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;

ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।'

কেননা, যখন প্রভুর প্রবল হাত আমাকে ধারণ করল,
যখন তিনি এই জাতির পথে পা বাড়াতে আমাকে নিষেধ করলেন,
তখন প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন :
'এই জাতি যা চক্রান্ত বলে ডাকে, তা তোমরা চক্রান্ত বলো না ;
এরা যাতে ভীত, তাতে তোমরা ভীত হয়ো না—না, আতঙ্কিত হয়ো না।'
সেনাবাহিনীর প্রভু যিনি, কেবল তাঁকেই তোমরা পবিত্র বলে মান ;
কেবল তিনিই হোন তোমাদের ভয় ও আতঙ্কের কারণ।
তিনিই হবেন পবিত্রধাম ; এবং ইস্রায়েলের উভয় কুলের জন্য হবেন
এমন প্রস্তর যা মানুষের পতন ঘটাবে,
এমন শৈল যাতে লোকে হোঁচট খাবে :
যেরুশালেম-বাসীদের জন্য একটা ফাঁদ, একটা ফাঁস।
তাদের মধ্যে অনেকে হোঁচট খেয়ে পড়বে—তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে ;
ধরা পড়বে, বন্দি হবে।

এই সাক্ষ্যবাণীতে বাঁধন দেওয়া হোক,
এই নির্দেশবাণী সীলমোহরে যুক্ত করা হোক আমার শিষ্যদের হৃদয়ে!
আমি প্রভুতে আস্থা রাখি, যিনি যাকোবকুল থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছেন ;
হ্যাঁ, আমি তাঁর উপরেই আশা রাখি।

এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন,
সিয়োন পর্বতে যাঁর আবাস, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর পক্ষ থেকে
এই আমরা ইস্রায়েলের কাছে চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ স্বরূপ।

শ্লোক - যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

*প্র* জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,

*উ* সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

প্র শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৭)

**ত্রাণকর্তার আগমনের প্রয়োজনীয়তা**

আমরা যখন প্রভুর আগমনকাল কৃতজ্ঞচিত্তে উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের কর্তব্য ছাড়া আমরা বেশি কিছু করি না, কেননা তিনি যে আমাদের কাছে এলেন তা শুধু নয়, তিনি বরং আমাদের খাতিরেই এলেন—আমরা তাঁকে যা কিছু দিতে পারি না কেন, তাঁর পক্ষে এর কোন প্রয়োজনই নেই। তাছাড়া যে মহান উদারতা নিয়ে তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় আমাদেরই প্রয়োজনের মাত্রা। আসলে, যেমন ঔষধের দাম থেকে রোগের অবস্থা অনুমান করা যায়, তেমনি বিবিধ প্রতিকার থেকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আভাস পাওয়া যায়। আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণায় না ভুগতাম, তাহলে কেন বিবিধ প্রকার ঐশঅনুগ্রহ বিতরণ করা হল?

আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের কথা একটা উপদেশের সীমিত সময়ের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা অবশ্যই কঠিন; যাই হোক, আপাতত তিন ধরনের প্রয়োজনের কথা আমার মনে পড়ে, যেগুলো সর্বপ্রধান ও সকলের বেলায় প্রযোজ্য। আমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই যিনি পরামর্শ বা শক্তি বা রক্ষার কথা মাঝে মাঝে প্রয়োজন না মনে করেন। মানবস্বরূপে যে ত্রিবিধ দুর্বলতা বিদ্যমান, একথা সন্দেহের অতীত। আমরা যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বাস করি, যারা দুর্বল শরীরের অধিকারী এবং প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত, আমরা সবাই এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই একমত হব যে সত্যি আমরা এ ত্রিবিধ প্রতিবন্ধনের দীনাবস্থায় ভুগছি। আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা অক্ষম, প্রতিরোধের সময়ে দুর্বল; ফলে খুব সহজে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। ভাল-মন্দ নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা তো প্রবঞ্চিত; সৎকাজ করতে গিয়ে অকৃতকার্য; মন্দ কিছু প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরাভূত ও পরাজিত!

তাই ত্রাণকর্তার আগমন প্রয়োজন ছিল। তেমন দুর্বলতায় আক্রান্ত মানুষের পক্ষে খ্রিষ্টের উপস্থিতি অপরিহার্য। আহা, অনুগ্রহপূর্বক তিনি আপন মঙ্গলময়তায় আমাদের কাছে আসুন, যেন বিশ্বাস গুণে আমাদের অন্তরে বাস ক'রে তিনি আমাদের অন্ধতা আলোকিত করেন, আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের দুর্বলতায় বলবান করেন, আমাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমাদের ভঙ্গুরতায় রক্ষা ও পালন করেন! তিনি আমাদের অন্তরে থাকলে কে আমাদের প্রবঞ্চনা করবে? তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলে, তবে যিনি আমাদের বলবান করেন, তাঁর মধ্যে থাকলে আমাদের পক্ষে কঠিন আর কীবা থাকতে পারে? *তিনি যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৮:৩১)। তিনি এমন সুমন্ত্রণাদাতা যিনি প্রবঞ্চনা করেন না, প্রবঞ্চিতও হতে পারেন না; তিনি এমন বলবান সহায় যিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না, তিনি এমন প্রকৃত বীর যিনি পলকেই শয়তানকে পদদলিত করে তার যত ফন্দি বাতাসে উড়িয়ে দেবেন।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বলে খ্রিষ্টের কাছে অজ্ঞকে প্রবুদ্ধ করা সহজ। ঈশ্বরের শক্তি বলে তাঁর কাছে পাপীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও বিপদমুখীকে উদ্ধার করা অধিক স্বাভাবিক। তবে এসো, সন্দেহের সময়ে এ মহান গুরুর কাছে যাই, দুর্দশার সময়ে এ ইচ্ছুক সহায়ককে ডাকি, সংগ্রামের দিনে এ নির্ভরযোগ্য রক্ষাকর্তার হাতে প্রাণ সঁপে দিই। আমাদের মধ্যে, আমাদের সঙ্গে, আমাদের জন্য বাস ক'রে আমাদের অন্ধকার আলোকিত করার জন্য, আমাদের কষ্ট হালকা করার জন্য, যত বিপদ আমাদের ঘিরে ফেলে সেই সবকিছু দূর করার জন্য—ঠিক এ উদ্দেশ্যেই তো তিনি জগতে এলেন।

**শ্লোক** - হাবা ২:৩; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

*প্র* তাঁর কথামত তিনি শেষে আবির্ভূত হবেন।

*উ* তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

*প্র* অতি অল্পকাল বাকি আছে, আর যাঁর আসবার কথা তিনি এসে উপস্থিত হবেন।

*উ* তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২:৬-২২; ৪:২-৬)

**ঈশ্বর আপন জনগণের বিচার করেন**

তুমি তো তোমার আপন জনগণকে,
সেই যাকোবকুলকে পরিত্যাগ করেছ,
কারণ তারা পুবদেশের মন্ত্রজালিকে ভরা,
ফিলিস্তিনিদের মত দৈবগণনা চর্চা করে,
বিজাতীয়দের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।
দেশ রুপো ও সোনায় ভরা, তার ধনরাশির সীমা নেই;
দেশ ঘোড়ায় ভরা, তার রথের সংখ্যা নেই।
দেশ দেবমূর্তিতে ভরা:
তারা তাদের নিজেদের হাতের কাজের সামনে প্রণত হয়,
হ্যাঁ, তাদের আঙুল যা গড়েছে, তারই সামনে!

এজন্য আদমকে অবনমিত করা হবে,
মানুষকে নমিত করা হবে;
তুমি তাদের আবার উচ্চ করো না।
শৈলের মধ্যে যাও, ধুলায় লুকাও,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে।
আদম নিজের উদ্ধত চোখ নত করবে,
অবনমিত হবে মানুষের গর্ব;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

কেননা যা কিছু গর্বিত ও উদ্ধত,
যা কিছু উচ্চ করা হয়, সেই সমস্ত কিছুরই বিরুদ্ধে
সেনাবাহিনীর প্রভুর এমন দিন আসছে,

যেন তাদের সকলকে নত করা হয়—
হ্যাঁ, লেবাননের উচ্চ ও সমুন্নত সমস্ত এরসগাছের বিরুদ্ধে,
বাশানের সমস্ত ওক্ গাছের বিরুদ্ধে,
উচ্চ যত পর্বতের বিরুদ্ধে,
গর্বোদ্ধত সমস্ত উপপর্বতের বিরুদ্ধে,
অতি উচ্চ যত দুর্গের বিরুদ্ধে,
অগম্য সমস্ত নগরপ্রাচীরের বিরুদ্ধে,
তার্শিশের সমস্ত জাহাজের বিরুদ্ধে,
বহুমূল্য বলে যা গণ্য, সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে!

আদমের দর্প নত করা হবে,
মানুষের গর্ব অবনমিত করা হবে;
সেদিন কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন,
আর যত দেবমূর্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে।

লোকেরা শৈলের গুহাতে ও পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।

সেদিন প্রত্যেকেই পূজার জন্য তৈরি করা যত রুপোর মূর্তি ও সোনার মূর্তি ইঁদুরের ও বাদুড়ের কাছে ফেলে দেবে,
এবং শৈলের ফাটলে ও খাড়া পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে যাবে,
ভয়ঙ্কর প্রভুর দর্শনে অভিভূত হয়ে,
তাঁর জ্যোতির্ময় মহিমায় সন্ত্রাসিত হয়ে,
যখন তিনি পৃথিবীকে কম্পান্বিত করতে উত্থিত হবেন।

তাই তোমরা আদম-সঙ্গ ত্যাগ কর,
যার নাকে রয়েছে শ্বাসমাত্র!

তাকে কী মূল্য দেওয়া যায়?
সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে;
ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে,
তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।

সিয়োনে যাদের অবশিষ্ট রাখা হবে,
যেরুশালেমে যে কেউ বাকি থাকবে,
তারা পবিত্র বলে অভিহিত হবে,
—অর্থাৎ তারা, যেরুশালেমে জীবিত থাকবে বলে যাদের নাম লেখা আছে।

প্রভু বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা
সিয়োন কন্যাদের মলিনতা ধৌত করার পর,
যেরুশালেমের মধ্য থেকে যত রক্তচিহ্ন মুছে দেবার পর
প্রভু সিয়োন পর্বতের সমস্ত আবাসের উপরে
ও সেখানে সমবেত সকলের উপরে সৃষ্টি করবেন
দিনের বেলায় একটি মেঘ,
ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম;
হ্যাঁ, সমস্ত কিছুর উপরে
ঐশগৌরব যেন চাঁদোয়ার মত বিরাজ করবে,
পর্ণকুটিরের মত দিনমানের গরমে দেবে ছায়া,
ঝড় ও বর্ষার দিনে দেবে আশ্রয় ও ছাউনি।

শ্লোক - ইশা ২:১১; মথি ২৪:৩০ দ্রঃ

প্র সেদিন উদ্ধত মানুষের চোখ নত করা হবে, অবনমিত করা হবে দাম্ভিকদের গর্ব;
উ কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।
প্র তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘে করে মহাপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন;
উ কেবল প্রভুই উন্নীত হবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে মঠাধ্যক্ষ সাধু পাস্কাসিউস রাদ্‌বের্তুসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

**প্রভুর পুনরাগমনের জন্য ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা**

যত কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও শক্তি ধ্বংস করার পর খ্রিষ্ট মহাপ্রতাপে তাঁর আপন রাজ্য এই আমাদের সকলকে পিতা ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করবেন, যেন আমরা যারা সেই সবকিছুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি যা তিনি আপন ভক্তদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন—*যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি, কোন মানুষের মন কখনও উপলব্ধি করেনি* (১ করি ২:৯)—আমাদের সবার মধ্যে তিনি যেন সবই হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তেমন রাজ্যেরই কথা তখন প্রদর্শিত, যখন জগৎশেষে মনোনীতদের কাছে বলা হবে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)।

তাই যে কেউ সেই রাজ্যে স্থান পেয়েছ বলে উল্লসিত, এসো। বিশ্বাস গভীরতর কর, আশায় আরও ধৈর্যশীল হও, ভক্তির সীমা বিস্তারিত কর, মনোযোগের সঙ্গে ও সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা কর যেন এ রাজ্য দৈনন্দিন বিশ্বাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিক থেকেই শুধু না বাড়ে, বরং সকল খ্রিষ্টভক্তের অন্তরেই তার সীমা বিস্তারলাভ করে। প্রার্থনা কর যেন অনিষ্ট সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসিত হয়, এবং রাজ্য যেন সদ্‌গুণাবলির আলোতে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

তাছাড়া তোমার মনশ্চক্ষু যেন সেই চরম প্রতিশ্রুত দিনটির দিকে নিবদ্ধ থাকে, যেদিন তুমি তোমার দত্তকপুত্রত্ব লাভে অধ্যবসায়ী হয়ে থাকলে একথা শুনতে পাবে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* তোমার বিশ্বাস ও ভক্তির চোখ বিস্তারলাভ করুক, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমার সেই চোখ যেন এক নিমেষে সেই সবকিছু দেখতে পায় যা সদ্‌গুরু স্বল্প কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রার্থনা কর যেন পিতা ঈশ্বরের রাজ্য প্রত্যেক জনের অন্তরে আগমন করতে পারে; প্রার্থনা কর যেন যত পাপ বিলীন হলে পর সেই রাজ্য বিশ্বাসীদের সদ্‌গুণাবলির মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরে সীমা বিস্তারিত ক'রে ঐশস্বরূপের যথাযোগ্য মর্যাদা গুণে

উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পারে। এ পর্যায়ে রাজ্যের সাময়িক মাত্রা সমাপ্তি লাভ করে, আর এ সমাপ্তির বৈশিষ্ট্য হবে চিরস্থায়ী অধিকতর দিব্য গৌরবের আরম্ভ।

তেমন প্রার্থনা করতে কোন পাপী মানুষ কখনও সাহস করবে না, কেননা পাপীরা বিচারকের বিচারালয় দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে না। তাঁর আগমনে বিজয়মালার পুরস্কার পাবার কোন আশা নেই তো তাদের! তাদের বরং এ ভয় আছে, তাদের নিজেদের বিবেকের সাক্ষ্যদানের ফলেও তারা নিজেদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।

তাই যে কোন শ্রেণির মানুষ, এসো। ইহজীবনে থাকাকালে তুমি কমপক্ষে ঘৃণ্য রিপু বর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা কর; তাও আকাঙ্ক্ষা কর, যেন সদ্‌গুণের রাজ্য তোমার অন্তরে আগমন করে, কেননা ঈশ্বর সদ্‌গুণেরই ঈশ্বর, রিপুর ঈশ্বর নন। খ্রিষ্টের অঙ্গগুলির সংখ্যায় পরিগণিত হতে আকাঙ্ক্ষা কর, যাতে গোটা দেহ যার জন্য প্রার্থনা করুক না কেন, তুমিও অঙ্গ হিসাবে সেই প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পার—অবশ্যই, তুমি যদি ইতিমধ্যে আশা, বিশ্বাস ও ভক্তি গুণে নবসৃষ্ট হয়ে থাক! তবে প্রার্থনা, সৎকাজ ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তুমিও মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজে বিশ্বস্ততার সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। তা না হলে সেই বিচারের আগমন যতই অপছন্দ কর না কেন, তুমি সেই বিচার কোন মতে এড়াতে পারবেই না, এবং তোমার দুরাচারের জন্য যে শাস্তি ভয় করছ, ঠিক সেই শাস্তি ভোগ করবে।

আমার কত না ইচ্ছে, তুমি যেন সহিষ্ণুতা শেখ এবং অক্লান্তিকর পরিশ্রমে তোমার যেন অভ্যাস হয়। ভেবে দেখ কত দিন আগে ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলী *তোমার রাজ্য আসুক* (মথি ৬:১০) এ প্রার্থনা করতে শুরু করল; আর যদিও তা দৈনন্দিন বৃদ্ধি পায়, তবুও সেই রাজ্যের আগমন এখনও স্থগিত রয়েছে। আমি একথা বললাম যেন তুমি এ প্রার্থনা করা সত্ত্বেও যদি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ফল না দেখ, তবুও তুমি যেন মহা একাগ্রতার সঙ্গে সংগ্রামে রত থেকে কোন ক্লান্তি না মান, কেননা এ বিলম্বের কারণেই তো ঈশ্বরের রাজ্যকে অন্বেষণ করা হয়। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, নিশ্চিত আশার মধ্য দিয়ে তা ইতিমধ্যে পেয়েই গেছি, এবং আমাদের জ্বলন্ত ভক্তির উদ্দীপনায় যত বাধা অতিক্রম করছি। সেই ভক্তি প্রেরণা দেয় আমরা যেন অবিরত পরিশ্রম করি—যতক্ষণ ঐশরাজ্য না আসে।

শ্লোক - ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

প্র আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

প্র এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-৬)

### শান্তিরাজের আগমন

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

তুমি বাড়িয়েছ পুলক, আনন্দ করেছ মহান,
তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে,
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।

কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল,
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড
তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা,
রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর,
সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন

দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
এসব কিছু সাধন করবে সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।

**শ্লোক** - লুক ১:৩২; ইশা ৯:৫

*প্র* প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন,
*উ* আর তিনি যাকোবকুলের উপর রাজত্ব করবেন চিরকাল।
*প্র* তাঁর নাম হবে শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।
*উ* আর তিনি যাকোবকুলের উপর রাজত্ব করবেন চিরকাল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৩)

**খ্রিষ্টের ত্রিবিধ আগমন**

*আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাতা যিশু খ্রিষ্টের গৌরব প্রকাশের প্রতীক্ষায়* (তীত ২:১২-১৩)—সাধু পল অনুসারে এ হল ইহজগতে আমাদের কর্তব্য।

প্রভুর আগমন ত্রিবিধ: প্রথমটা মাংসগত ভাবে, দ্বিতীয়টা মানুষের আত্মায়, তৃতীয়টা শেষ বিচার উপলক্ষে। প্রথমটা ঘটেছিল মাঝরাতের দিকে, দ্বিতীয়টা প্রভাতে, তৃতীয়টা মধ্যাহ্নে। প্রথমটার বেলায় সুসমাচারের এ সত্যবাণী খাটে, *মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর!* (মথি ২৫:৬)। মাঝরাতে বলতে আমি পূর্ণ নিস্তব্ধতায় রাত্রিকালীন প্রহরগুলির মন্থর গতিধারা বুঝি। ইহুদী ও গ্রীক উভয় জাতি অন্ধকারেই চলছিল; বরের আগমনে রব উঠল। তখন রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল: যিনি অন্ধকারের গভীরতায় আলো-বহনকারী, তিনি এসে রাত্রি দূর করে দিয়ে দিবস গড়লেন।

রাতে সেই যে রব উঠল, কার্ রব? *সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, রজনী অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছিল আর সেই সর্বশক্তিমান বাণী আপন রাজাসন ছেড়ে নেমে*

*আসবার মনস্থ করছিলেন* (প্রজ্ঞা ১৮:১৪-১৫ দ্রঃ), এমন সময় নবীরা খ্রিষ্টের আগমনের কথা জানতে পেরে আনন্দরব তুলে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলেন। কলরব তখন অতি উচ্চ বটে, কেননা এক একজন নবী নিজ নিজ প্রেরণা মতই রব তুলছিলেন, আবার সকলে একই সময়ে।

যদি চাই খ্রিষ্টের আগমন আমাদের পক্ষে মুক্তিদায়ী হবে, তাহলে এসো, তাঁর আসার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করে নবী আমাদেরও শিক্ষা দিয়ে বলেন, *ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও* (আমোস ৪:১২)। *ভ্রাতৃগণ, প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন* (মথি ২৪:৪৪)। খ্রিষ্টের প্রথম আগমন হয়েই গেছে: মানুষের মাঝে সেই খ্রিষ্ট *দৃশ্যমান হয়ে মানুষের সঙ্গে বসবাস করে গেছেন* (বারুক ৩:৩৮)। আমাদের খাতিরে নিজের দেহে বিধান পূর্ণ করার জন্যই খ্রিষ্ট এসেছিলেন; কেননা, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, যেহেতু একটা উইল দাতার মৃত্যুর পরেই মাত্র কার্যকর হয়, সেজন্য তিনি আমাদের মুক্তির সন্ধি ক্রুশের উপরেই নিজ বাণী, আত্মা ও কর্মে কার্যকর করেছেন।

আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পর্যায়ে রয়েছি—অবশ্যই, আমরা যদি এমন, যার ফলে তিনি আমাদের কাছে আসতে প্রসন্ন হবেন। তাঁকে ভালবাসলে, তবে আমরা নিশ্চিত যে তিনি এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সুতরাং তাঁর এ আগমন একটা শর্তের উপর নির্ভর করে।

তাঁর তৃতীয় আগমন সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা যে তা ঘটবেই ঘটবে, কিন্তু যে কখন ঘটবে তা সম্পূর্ণ রূপে অনিশ্চিত। মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত কী আছে? অথচ মৃত্যুক্ষণের চেয়ে অনিশ্চিত আর কিছু নেই। এ জীবনকালে আমাদের একমাত্র নিশ্চয়তা হল যে আমাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। কবে আমরা সুস্থ আর কবে অসুস্থ; কবে সৌভাগ্যের জন্য আনন্দিত আর কবে দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখিত; কবে জীবিত আর কবে মৃত। বয়স বা লিঙ্গ, মৃত্যু কোন কিছুরই মন রেখে চলে না।

আহা, কতই না ধন্য সেই মানুষ যে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারে, *আমার অন্তর সুস্থির, হে পরমেশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির!* (সাম ১০৮:২)। তেমন ব্যক্তিই তো প্রভুর প্রথম আগমন থেকে অনুগ্রহের ফল সংগ্রহ ক'রে তাঁর দ্বিতীয় আগমন থেকে পরিত্রাণ ও

গৌরবের ফল সংগ্রহ করবে; কেননা প্রথম আগমন দ্বিতীয়টার পথ খুলে দেয়, এবং দ্বিতীয়টা তৃতীয়টার জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। প্রথমটা ছিল গুপ্ত ও বিনীত, দ্বিতীয়টা হচ্ছে রহস্যময় ও অপরূপ, তৃতীয়টা হবে প্রকাশ্য ও ভয়ঙ্কর। প্রথম আগমনে তিনি আমাদের কাছে নেমে এসেছিলেন যাতে দ্বিতীয় আগমনে আমাদের অন্তরেই ঢুকতে পারেন; দ্বিতীয় আগমনে তিনি আমাদের অন্তরে এলেন যাতে তৃতীয় আগমনকালে তাঁকে আমাদের বিরুদ্ধেই না আসতে হয়। প্রথম আগমনে তিনি করুণা দেখিয়েছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে অনুগ্রহ দান করেন, তৃতীয় আগমনে গৌরব দান করবেন, কেননা প্রভু *অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব* (সাম ৮৪:১২)।

প্রভু পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি দেবেন। তাঁর এ আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, *দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব* (প্রকাশ ২২:১২)। আমরা যাঁকে পরিত্রাতা রূপে গ্রহণ করেছি, বিচারক রূপে যাঁর অপেক্ষায় রয়েছি, সেই খ্রিষ্ট যিশু আমাদের দুষ্কর্ম না ধরে বরং তাঁর মহাকরুণা গুণেই আমাদের ত্রাণ করুন।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১৭ দ্রঃ

প্ দেখ, আমাদের রাজা আসবেন, তাঁর সকল পুণ্যজন তাঁর সঙ্গে,

উ তাদের পরিশ্রমের মজুরি দেবার জন্য।

প্ দেখ, রাজাধিরাজ প্রভু আসবেন,

উ তাদের পরিশ্রমের মজুরি দেবার জন্য।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-৭)

**আঙুরলতা বিষয়ক গান :**

**আপন অবিশ্বস্ত জনগণের প্রতি প্রভুর ভালবাসা**

আমার সখার উদ্দেশে আমি একটা গান গাইব,
তার আঙুরখেতের প্রেমগান।
আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত,
উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর।
সে তার চারপাশ কোদাল দিয়ে কোপাল, তার যত পাথর তুলে ফেলল,
সেখানে পুঁতল সেরা আঙুরগাছ;
তার মাঝখানে একটা উচ্চ ঘর গেঁথে তুলল,
মাড়াইকুণ্ডও খুঁড়ে নিল।
সে প্রত্যাশা করছিল, লতায় ফল ধরবে,
কিন্তু ধরল বুনো আঙুর।

তাই এখন, যেরুশালেম-অধিবাসীরা ও যুদার মানুষ, বিনয় করি,
আমার ও আমার আঙুরখেতের মধ্যে তোমরাই বিচার কর।
আমার আঙুরখেতে আমার পক্ষে আর এমন কী করার ছিল, যা আমি করিনি?
আমি যখন প্রত্যাশা করছিলাম, আঙুরফল ধরবে,
তখন কেন তাতে ধরল বুনো আঙুর?

এখন শোন, আমার আঙুরখেতের প্রতি যা করতে যাচ্ছি,
তা তোমাদের জানিয়ে দেব:
আমি তার বেড়া উঠিয়ে দেব যাতে খেতটা চারণমাঠ হয়ে যায়;
তার প্রাচীর ভেঙে ফেলব যাতে খেতটা পদদলিত হয়।
আমি তা মরুভূমি করব,
তার লতা ছাঁটা হবে না, খেত কোদাল দিয়ে কোপানো হবে না,

সেখানে গজিয়ে উঠবে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ;
মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব, যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে।

আচ্ছা, সেনাবাহিনীর প্রভুর সেই আঙুরখেত, সে তো ইস্রায়েলকুল;
তাঁর সুখের সেই চারাগাছ, তা তো যুদার মানুষ;
তিনি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অন্যায়!
তিনি ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার!

**শ্লোক** - সাম ৮০:১৪, ৩, ১৬, ১৫ দ্রঃ

*প্র* তোমার আঙুরলতা বিলুপ্ত! চেয়ে দেখ, প্রভু, জাগাও তোমার পরাক্রম,
*উ* তোমার নিজের হাত যা পুঁতেছে, তা যেন না মরে যায়।
*প্র* হে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, এই আঙুরলতার প্রতি যত্ন নাও,
*উ* তোমার নিজের হাত যা পুঁতেছে, তা যেন না মরে যায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৫:১-৩)

**ঈশ্বরের বাণী আমাদের অন্তরে আগমন করবেন**

আমরা প্রভুর ত্রিবিধ আগমনের কথা জেনে থাকি। তৃতীয়টার স্থান অপর দু'টোর মাঝখানে। অপর দু'টো আগমন প্রকাশমান, কিন্তু তৃতীয়টা প্রকাশমান নয়। প্রথম আগমনে তিনি এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান ছিলেন, মানবের সঙ্গে মেলামেশা করলেন; তখন মানুষ, যেইভাবে তিনি নিজে সাক্ষি দিলেন, তাঁকে দেখল, ঘৃণাও করল। তাঁর চরম আগমনে কিন্তু *সমস্ত মানবকুল প্রভুর পরিত্রাণ দেখতে পাবে* (লুক ৩:৬), এবং *তারা যাঁকে বিদ্ধ করেছে তাঁর দিকে চেয়ে দেখবে* (জাখা ১২:১০)। মধ্যবর্তী আগমন গুপ্ত, এই পর্যায়ে কেবল মনোনীত ব্যক্তিরাই নিজেদের অন্তরে তাঁকে দেখতে পায়, আর এতে তাদের পরিত্রাণ ঘটে। অতএব প্রথম আগমনে তিনি মাংসগত ভাবে ও দুর্বল অবস্থায় এসেছিলেন; মধ্যবর্তী এ আগমনে তিনি আত্মা ও শক্তির শরণে আসেন; চরম আগমনে তিনি গৌরব ও মহিমায় ভূষিত হয়ে আসবেন।

যেহেতু এ আগমন অন্য দু'টোর মাঝখানে, সেজন্য তা এমন এক পথের মত যা ধরে প্রথমটা থেকে চরম আগমনে যাওয়া যায়: প্রথম আগমনে খ্রিষ্ট ছিলেন আমাদের মুক্তি, চরম আগমনে তিনি আমাদের জীবন বলে আবির্ভূত হবেন, এ বর্তমান আগমনে তিনি আমাদের বিশ্রাম ও সান্ত্বনা।

এ মধ্যবর্তী আগমন সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি, কেউই যেন তা কল্পনার কথা না মনে করে, এজন্য তোমরা তাঁর নিজের বাণী শোন, *যে কেউ আমাকে ভালবাসে, সে আমার বাণী পালন করবে, তখন আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন আর আমরা তার কাছে আসব* (যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ)। অন্যত্র লেখা রয়েছে, *যে প্রভুকে ভয় করে, সে সৎকাজ সাধন করবে* (সিরা ১৫:১ দ্রঃ)। কিন্তু যে ভালবাসে, তার বেলায় অধিক কিছু বলা হয়, যথা সে প্রভুর বাণী পালন করবে। তথাপি প্রশ্ন দাঁড়ায়, কোথায় সেই বাণীকে পালন করতে হবে? যাতে কারও মনে লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে, নবী একথা বলেন, *তোমার বিরুদ্ধে পাছে করি পাপ, আমি আমার হৃদয়েই তোমার বচনগুলি লুকিয়ে রেখেছি* (সাম ১১৯:১১)।

যেহেতু তারাই সুখী, যারা সেই বাণী রক্ষা করে, সেজন্য তুমি এইভাবে ঈশ্বরের বাণী রক্ষা কর, তা যেন তোমার আত্মার অন্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে তোমার যত আবেগ-অনুভূতিতে ও তোমার আচার-আচরণে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। মঙ্গলকর যা কিছু আছে তা-ই খাও, তবেই তোমার আত্মা রুচিকর খাদ্য আস্বাদনে তৃপ্তি পাবে। সেই রুটি খেতে ভুলে যেয়ো না, পাছে তোমার হৃদয় ম্লান হয়ে পড়ে; তোমার আত্মা বরং যেন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাণী এইভাবে পালন করলে নিঃসন্দেহে সেই বাণী তোমাকে পালন করবে, কেননা পুত্র পিতার সঙ্গে তোমার কাছে আসবেন, আসবেন সেই মহানবী যিনি যেরুশালেমকে নবায়ন করবেন, আর তিনি সবকিছু নবীভূত করে তুলবেন। এ বর্তমান আগমনের ফলে আমাদের এমনটি ঘটবে যে, *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব* (১ করি ১৫:৪৯)। প্রাক্তন আদম যেমন সমস্ত মানবসত্তা জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত মানুষটাকে দখল করেছিল, তেমনিভাবে সমস্ত মানুষটাকে পুনরায় লাভ করুন

সেই খ্রিষ্ট যিনি মনুষ্যত্বের সবই সৃষ্টি করেছেন, সবই মুক্ত করেছেন ও সবই করে তুলবেন গৌরবমণ্ডিত।

**শ্লোক** - সাম ২৯:১১; ইশা ৪০:১০ দ্রঃ

*প্র* দেখ, প্রভু আসছেন, মহিমা ও শক্তিতে পরিবৃত হয়ে তিনি নেমে আসছেন :

*উ* আপন জাতির কাছে এসে তিনি শান্তি ও অনন্ত জীবন দান করবেন।

*প্র* দেখ, আমাদের প্রভু মহাপরাক্রমে আসছেন :

*উ* আপন জাতির কাছে এসে তিনি শান্তি ও অনন্ত জীবন দান করবেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১০:৫-২২)

**প্রভুর দিন**

ধিক্ আশুরকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড!
তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!
আমি তাকে ভক্তিহীন এক জাতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করছি,
যারা আমার কোপের পাত্র, সেই জাতির বিরুদ্ধেই তাকে আজ্ঞা দিচ্ছি,
সে যেন তাদের সবকিছু লুট করে নেয়,
সেই লুটের মাল নিয়ে যায়,
সেই জাতিকে পথের কাদার মত মাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু তার সঙ্কল্প সেরকম নয়,
তার হৃদয়ের ভাবনাও সেরকম নয়,
বরং তাদের নিশ্চিহ্ন করা, অসংখ্য জাতিকে উচ্ছেদ করাই তার ভাব।
এমনকি সে বলে:
'আমার নেতারা কি সকলে রাজা নন?
কাল্‌নো কি কার্কেমিশের মত নয়?
হামাথ কি আর্পাদের মত নয়?
সামারিয়া কি দামাস্কের মত নয়?
সেই দেব-দেবীর রাজ্যগুলো
যেখানে যেরুশালেমের ও সামারিয়ার মূর্তিগুলোর চেয়েও
মূর্তির সংখ্যা বেশি ছিল,
আমার হাত যখন সেই সকল রাজ্যের নাগাল পেয়েছে,

তখন আমি কি সামারিয়া ও তার দেব-দেবীর প্রতি যেমন ব্যবহার করেছি,
যেরুশালেম ও তার যত প্রতিমার প্রতিও সেইমত ব্যবহার করব না?'

সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে তাঁর আপন কাজ সমাধা করার পর প্রভু আশুর-রাজের হৃদয়ের উদ্ধত কর্মফল ও তার চোখের স্পর্ধা-ভরা ভাবকে শাস্তি দেবেন; কারণ সে নাকি বলল:

'আমার নিজের হাতের বলে ও আমার নিজের প্রজ্ঞা দ্বারাই
আমি এসব কিছু করলাম—আমি কেমন বুদ্ধিমান!
আমি জাতিসকলের সীমানা উপড়ে ফেললাম,
তাদের সঞ্চিত ধন লুট করে নিলাম,
রাজাসনে আসীন ছিল যারা, মহাবীরের মতই আমি তাদের নামিয়ে দিলাম।

আমার হাত জাতিসকলের ধন পাখির নীড়ের মতই খুঁজে পেল,
ফেলানো ডিম যেমন জড় করা হয়,
তেমনি আমি সমগ্র পৃথিবীকে জড় করলাম;
কোন পাখা নড়ল না,
কিচমিচ শব্দ করতেও কেউই ঠোঁট খুলল না।'
কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?
করাত যে চালায়, করাত কি তার চেয়ে নিজেকেই বড় মনে করবে?
এ যেন, লাঠি যার হাতে রয়েছে, লাঠিই তাকে চালাতে চায়!
কিংবা যেন, যা কাঠের নয়, বেত তা উচ্চ করতে চায়!
এজন্য সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু
তার বলিষ্ঠ যোদ্ধাদের শরীরে রোগের শীর্ণতা এনে দেবেন,
তার গরিমার তলে এমন জ্বালা জ্বলতে থাকবে, যা আগুনের জ্বালার মত।

হ্যাঁ, ইস্রায়েলের আলো আগুন হয়ে উঠবে,
তার পবিত্রজন যিনি, তিনি হয়ে উঠবেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা একদিনের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ সবই গ্রাস করে ছাই করে;

তিনি তার বন ও উদ্যানের গৌরব নিশ্চিহ্ন করবেন,
প্রাণ ও দেহ সবই সংহার করবেন ;
তখন তা এমন রোগীর মত হবে, যার ক্ষয় হচ্ছে ;
আর তার বনের যে সমস্ত গাছপালা রেহাই পাবে,
তা এমন অল্পই হবে যে, একটা বালকও তার হিসাব করতে পারবে।

সেদিন এমনটি ঘটবে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোবকুলে যারা রেহাই পেয়েছে তারাও
তার উপর আর ভর করবে না যে তাদের প্রহার করেছিল,
কিন্তু বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইস্রায়েলের পবিত্রজন সেই প্রভুর উপর ভর করবে।

একটা অবশিষ্টাংশ, যাকোবেরই সেই অবশিষ্টাংশ,
শক্তিশালী ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

শ্লোক - যোয়েল ২:১-২; ২ পি ৩:১০ দ্রঃ

প্র সকল মর্তবাসী কম্পিত হবে, কারণ প্রভুর দিন আসছে, হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে :

উ দিনটি অন্ধকার ও কালিমার দিন, মেঘ ও ঘোর তমসার দিন।

প্র প্রভুর দিন চোরের মত আসবে ; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।

উ দিনটি অন্ধকার ও কালিমার দিন, মেঘ ও ঘোর তমসার দিন।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০)

**দেখ, আমি আমার দূত পাঠাব আমার আগে**

তমসার কর্তা মৃত্যু ও অজ্ঞতার যে ঘোর অন্ধকার সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছিল, তা পরাভূত ও দূরীকৃত করার জন্য সেই আলোর আগমনের প্রয়োজন ছিল, যে আলো সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে। কিন্তু এও প্রয়োজন ছিল যে, সেই অনির্বচনীয় ও সনাতন আলোর আগে সময়সাপেক্ষ ও মানবীয় বহুসংখ্যক প্রদীপ আবির্ভূত হবে : এতে আমি

প্রাক্তন সন্ধির আমাদের সেই কুলপতিদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছি, যাঁদের আদর্শ, সদ্‌গুণ ও শিক্ষায় আলোকিত ও দীক্ষিত হয়ে প্রভুর বিশ্বস্ত জনগণ তাদের দীর্ঘকালীন অন্ধতার ছায়া ঘুচিয়ে দিয়ে সেই আলোর আগমনে, যদিও সম্পূর্ণরূপে নয়, কমপক্ষে আংশিকভাবেই সেই আলো চিনতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন।

সেই পিতৃগণ নিজেদের থেকে নয়, অন্যান্য উৎস থেকেও নয়, বরং সেই দিব্য আলো থেকেই আলো পেয়েছিলেন, যে আলো তাঁদের আলোকিত করছিল: তাঁরা ঐশ আজ্ঞাবলি পালন করেছিলেন—কেউ বিধানের আগে আবার কেউ বিধানের সময়ে; অন্য কেউ বিচারকদের, রাজাদের বা নবীদের সময়ে প্রভুর জন্ম, যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের রহস্য পূর্বঘোষণা করেছিলেন।

তাঁদের পরে ঘটল প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহনেরই উজ্জ্বল আবির্ভাব, যিনি সকল কুলপতির পূর্বঘোষণা ও নবীদের ভাববাণী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত করে তুলেছেন। এ সাধু ব্যক্তি শুধু ধর্মিষ্ঠ ছিলেন না, তিনি ধর্মিষ্ঠ পরিবারের বংশধরও ছিলেন—প্রচারকাজে ধর্মিষ্ঠ, জীবনাচরণে ধর্মিষ্ঠ, সাক্ষ্যমরণে ধর্মিষ্ঠ। গাব্রিয়েল মহাদূত তাঁর জন্ম, তাঁর ধর্মিষ্ঠতা ও তাঁর পবিত্রতার সংবাদ দিয়েছিলেন এবং সুসমাচারেও তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত।

মানবীয় জ্ঞানে অলঙ্কৃত কোন প্রশংসাবাদ ব্যক্ত করতে পারবে না কতই না মহান ছিল সেই পবিত্রতা ও দিব্য অনুগ্রহের দানগুলি যা প্রভুর অগ্রদূতকে আরোপ করা হয়েছিল; তবু তাঁর বিষয়ে ও তাঁর কাছে যে কি বলা হয়েছে তা উল্লেখ না করা উচিত নয়। সাধারণ একটি মানুষের বাণী কি তেমন মহান ব্যক্তিত্বের গৌরবের বৃদ্ধি করতে পারে? যখন সেই সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক ত্রিত্ব নিজেই তেমন মহাত্মার কথা বলেন, তখন মানবীয় ক্ষুদ্রতা কী বলতে পারে?

তাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর একটি সামসঙ্গীতে ও সুসমাচারে কথা বলেন; সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *আমার তৈলাভিষিক্তজনের জন্য জ্বালিয়ে রাখব এক প্রদীপ* (সাম ১৩২:১৭); এবং সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ* (যোহন ৫:৩৫)। সুসমাচারে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, *তুমি যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:৩৩)।

ইশাইয়া ও যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে পবিত্র আত্মা এমন কয়েকটা সাক্ষ্য ধ্বনিত করেন, যেগুলো প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তাকেই লক্ষ করলেও তবু নবীদের শিক্ষা ও কাথলিক ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁর অগ্রদূতের বেলায়ও উপযুক্তভাবে আরোপ করা যেতে পারে।

তাঁর বিষয়ে অধিক স্পষ্টতর ভাবে সাক্ষ্যদান করেছেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা, যে পবিত্র আত্মায় যোহন মাতৃগর্ভ থেকেই পরিপূর্ণ ছিলেন: সুসমাচারের কথা অনুসারে, প্রভুর মাতার আগমনে তিনি বিস্ময়কর ভাবে উল্লাস করেছিলেন—প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিতে নয়, বরং অনুগ্রহের প্রেরণাতেই।

স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রভু, যাঁর পরিচয় বাপ্তিস্মদাতা নিজের শিষ্যদের কাছে একথা বলে প্রকাশ করেছিলেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯), তিনি নিজেই আপন প্রচারকালে তাঁর বিষয়ে বলেছিলেন, *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি* (মথি ১:১১)। নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে তাঁকেই সকলের চেয়ে মহান বলে খ্রিষ্ট স্পষ্ট দেখিয়েছেন, বাপ্তিস্মদাতার মধ্যে চপলতার মত রিপু নেই, নেই কোন বাহ্যিক কামনার আসক্তি; তাছাড়া তিনি তাঁকে নবী, এমনকি নবীর চেয়েও মহান বললেন, কেননা আপন ঐশক্ষমতাবলে তিনি এমন মহা বিশেষ অধিকার, সদ্‌গুণ ও অনুগ্রহ দানে তাঁকে ধন্য করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষের গুণাবলির সঙ্গে তুলনার অতীত। অবশেষে মালাখির ভাববাণীর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর আপন দূত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, যে দূত তাঁর আগে প্রেরিত হয়ে তাঁর পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করবেন।

**শ্লোক** - যোহন ৫:৩৫; মথি ৩:১; মার্ক ১:৪ দ্রঃ

*প্র* ইনি সেই অগ্রদূত, প্রভুর আগে সেই উজ্জ্বল প্রদীপ,

*উ* ইনি সেই যোহন যিনি মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত ক'রে, মানুষের মন আলোকিত ক'রে ঈশ্বরের মেষশাবকের পরিচয় দিলেন।

*প্র* মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হয়ে যোহন মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করলেন।

*উ* ইনি সেই যোহন যিনি মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত ক'রে, মানুষের মন আলোকিত ক'রে ঈশ্বরের মেষশাবকের পরিচয় দিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-৫; ১৭:৪-৮)

**মোয়াবীয়েরা যুদা-রাজ্যে আশ্রয় নেয়;**

**এফ্রাইমের মনপরিবর্তন**

মরুপ্রান্তরের নিকটবর্তী সেলা থেকে
তোমরা দেশ-শাসকের কাছে মেষশাবক পাঠিয়ে দাও।
যেমন পলাতক পাখি, যেমন বিক্ষিপ্ত নীড়,
আর্নোনের ঘাটগুলিতে মোয়াব-কন্যারা তেমনি হবে।

মন্ত্রণা কর, সিদ্ধান্ত নাও,
মধ্যাহ্নে তোমার ছায়া রাত্রিকালের মত কর;
বিতাড়িত লোকদের লুকিয়ে রাখ,
পলাতকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না।
মোয়াবের বিতাড়িত লোকদের তোমার ঘরে গ্রহণ কর,
সংহারকের সামনে তাদের আশ্রয় রূপে দাঁড়াও।
একবার উৎপীড়ন শেষ হলে ও বিনাশ ক্ষান্ত হলে,
যারা দেশকে পদদলিত করছে, একবার তারা চলে গেলে
সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে;
দাউদের তাঁবুতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে এমন বিচারক সেই আসনে বসবেন,
যিনি সুবিচারে তৎপর, যিনি ধর্মময়তার সাধক।

যখন সেই দিন আসবে,
তখন যাকোবের গৌরব সঙ্কুচিত হবে,
তার হৃষ্টপুষ্ট দেহ শীর্ণ হবে।
এমনটি ঘটবে, যেমন শস্যকাটিয়ে হাত বাড়িয়ে শিষ কেটে
শস্য সংগ্রহ করে;
কিংবা যেমন রেফাইম উপত্যকায়

লোকে পড়ে থাকা শিষ কুড়োয়;
হ্যাঁ, কিছুই থাকবে না, কেবল সামান্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে,
যেমনটি ঘটে জলপাই গাছ থেকে ঝেড়ে নেওয়ার সময়ে:
একটা গাছের চূড়ায় দু' তিনটে ফল,
ফলবান একটা শাখার উপরে চার পাঁচটা ফল।
—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি।

সেদিন মানুষ আপন নির্মাতার দিকে দৃষ্টি রাখবে, তার চোখ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। নিজের হাতের কাজ সেই যজ্ঞবেদির দিকে সে আর দৃষ্টি রাখবে না, তার চোখও নিজের আঙুলের তৈরী বস্তু সেই পবিত্র দণ্ডগুলো বা নানা ধূপবেদির প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না।

**শ্লোক** - যেরে ৩৩:১৫; ইশা ১৬:৫ দ্রঃ

*প্র* আমি দাউদের জন্য ধর্মময়তার এক অঙ্কুর পল্লবিত করব। তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

*উ* তাঁকে এনামে ডাকা হবে, প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

*প্র* সিংহাসনটা কৃপায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে; সেখানে বসে তিনি ন্যায়বিচার সম্পাদন করবেন ও সুবিচারের অন্বেষণ করবেন।

*উ* তাঁকে এনামে ডাকা হবে, প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দিয়াতেসারনে পরিসেবক সাধু এফ্রেমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ
(১৮:১৫-১৭)

**জাগ্রত থাক: তিনি আবার আসবেন**

শিষ্যেরা যেন তাঁর পুনরাগমন প্রসঙ্গে প্রশ্ন না রাখেন, সেজন্য খ্রিষ্ট তাঁদের বললেন, *সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গদূতেরাও নয়, স্বয়ং পুত্রও নয়* (মথি ২৪:৩৬ দ্রঃ)। *সেই সময় ও সেই লগ্ন তোমাদের জানার বিষয় নয়* (প্রেরিত ১:৭)। তিনি এসব কিছু আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেন আমরা যেন জাগ্রত থাকি, আমাদের এক

একজন যেন মনে করে যে সেই ক্ষণ আমাদের জীবনকালেই উপস্থিত হতে পারে। তিনি যদি আপন আগমনের সময় জানিয়ে দিতেন, তাহলে তাঁর আগমনের গুরুত্ব হ্রাস পেত এবং তাঁর আবির্ভাবও ভাবী জাতিগুলি ও ভাবী প্রজন্মের কাছে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হত না। তিনি বললেন যে তিনি আসবেন, কিন্তু যে কবে আসবেন সে কথা তিনি বলেননি; ফলে ভাবীযুগের সকল মানুষ ব্যাকুল হয়ে তাঁর অপেক্ষায় আছে।

প্রভু আপন আগমনের কিছুটা লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলোর পূর্ণতাকাল স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, কেননা বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তো সেগুলো যেমন এসেছে আবার চলেও গেছে, এমনকি এখনও ঘটতে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর চরম আগমন তাঁর প্রথমটার মত। যেইভাবে ধার্মিকেরা ও নবীরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন কেননা মনে করছিলেন তিনি তাঁদের আপন জীবনকালেই আবির্ভূত হবেন, তেমনিভাবে যেহেতু তিনি আপন আগমনের সময় স্পষ্ট করেননি, সেজন্য আজকের সকল বিশ্বাসীও এক একজন নিজ নিজ জীবনকালেই তাঁকে বরণ করতে আকাঙ্ক্ষা করে: এর প্রধান কারণ, যাতে কেউই না মনে করে যে, কাল ও ঋতুচক্র যাঁর আধিপত্য ও প্রভুত্বের উপর নির্ভরশীল, তিনি সেই কাল ও ভাগ্যের অধীনস্থ। তিনি যা নিরূপণ করেছিলেন, তা কি করে তাঁর কাছে গুপ্ত থাকতে পারে যখন তিনি নিজেই আপন আগমনের লক্ষণগুলি বর্ণনা করলেন? সুতরাং *সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, … স্বয়ং পুত্রও নয়,* তিনি একথা বলেছিলেন প্রধানত যাতে শিষ্যেরা আর কোন প্রশ্ন না করেন এবং নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি দেওয়ার কারণ যেন কার্যকর হয়, অর্থাৎ কিনা তিনি সেই লক্ষণগুলির উপর জোর দিলেন যেন সেইদিন থেকে যুগযুগ ধরে সর্বকালের সকল মানুষ মনে করে যে তাদের আপন আপন জীবনকালেই তাঁর আগমন ঘটবে।

জাগ্রত থাক, কেননা যখন দেহ সুপ্ত, তখন আমাদের স্বভাব প্রভুত্ব চালায় আর যা কিছু ঘটে তা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে নয়, স্বভাবেরই প্রবণতামত ঘটে। আর যখন নিরুৎসাহ বা নিরাশার মত ঘোর ঘুম আত্মার উপর প্রভুত্ব করে, তখন শত্রুই প্রভুত্ব চালিয়ে আত্মাকে এমন কাজ করায় যা করতে আত্মা অনিচ্ছুক। স্বভাবের উপর জৈব শক্তি প্রভুত্ব করে, আর আত্মার উপর শত্রুই প্রভুত্ব চালায়।

তাই যে সতর্কতাপূর্ণ জাগরণের কথা প্রভু আদেশ করেছেন, তা মানুষের উভয় অংশেরই জন্য আদিষ্ট: শরীরের জন্য, যাতে তা ঘোর নিদ্রায় প্রবণ না হয়; আত্মার জন্য, যাতে তা তন্দ্রাবেশ ও নিরুৎসাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করে,—যেইভাবে শাস্ত্র বলে: *ধার্মিকজন সকল, জাগ্রত থাক* (১ করি ১৫:৩৪ দ্রঃ); এবং: *জেগে উঠে আমি তখনও তোমার সঙ্গে আছি* (সাম ১৩৯:১৮); আবার: *ক্লান্তি মেনো না, এজন্য আমরা সেবার দায়িত্ব পালনে ক্ষান্ত হই না* (২ করি ৪:১ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - ইশা ৫৫:৩-৪; প্রেরিত ২৮:২৮ দ্রঃ

*প্র* দাউদের প্রতি আমার মহাকৃপা স্থির রেখে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব: আমি তাঁকে নিযুক্ত করেছি জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে,

*উ* সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে।

*প্র* ঈশ্বরের পরিত্রাণ সেই খ্রিষ্ট বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিত, আর তারা তাঁকে গ্রহণ করবে

*উ* সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১০-১৬)

**নির্বাসনের দেশ থেকে ঈশ্বরের জনগণের প্রত্যাগমন**

সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।

সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু আপন জনগণের অবশিষ্টাংশকে,
অর্থাৎ আশুর ও মিশরে, পাথ্রোস, কুশ ও এলামে,
শিনার, হামাথ ও সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে যারা বেঁচে রয়েছে,
সেখান থেকে তাদের মুক্ত করে আনবার জন্য আবার হাত বাড়াবেন।
তিনি দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন,
ইস্রায়েলের বিতাড়িত সকলকে জড় করবেন ;
পৃথিবীর চার কোণ থেকে যুদার বিক্ষিপ্ত লোকদের সম্মিলিত করবেন।

এফ্রাইমের ঈর্ষা ক্ষান্ত হবে,
যুদার যত বিরোধীকে উচ্ছেদ করা হবে,
না, এফ্রাইম যুদার উপরে আর ঈর্ষা করবে না,
যুদাও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে আর শত্রুতা করবে না।

বরং তারা মিলে পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের পিঠে নেমে পড়বে,
তারা মিলে পুবদেশের লোকদের সম্পদ লুট করবে ;
এদোম ও মোয়াবের উপরে হাত বাড়াবে,

এবং আম্মোনীয়েরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।

প্রভু মিশরীয় সমুদ্রের খাড়ি শুকনো করে দেবেন,
আপন ফুৎকারের প্রতাপে [ফোরাত] নদীর উপর হাত বাড়াবেন,
তা সাত খালে বিভক্ত করবেন,
তখন লোকেরা পায়ে জুতো পরেই তা পার হবে।

যখন ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল,
তখন তার জন্য যেমন পথ হয়েছিল,
তেমনি যারা আশুর থেকে রেহাই পাবে,
তাঁর আপন জনগণের সেই অবশিষ্টাংশের জন্যও থাকবে এক রাস্তা।

**শ্লোক** - ইশা ৫:২৬; ৫৬:৮; ৫৫:১৩

*প্র* প্রভু দূরবর্তী দেশগুলির জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করবেন;
*উ* তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করবেন।
*প্র* এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে, এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না:
*উ* তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৩)

**প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত হও**

*হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও, কারণ তিনি আসছেন* (আমোস ৪:১২)। তুমিও প্রস্তুত হয়ে থেকো, কেননা *মানবপুত্র এমন সময় আসবেন, যা তুমি জান না* (মথি ২৪:৪৪ দ্রঃ)। তিনি যে আসবেন, এর চেয়ে নিশ্চিত কথা নেই; তিনি যে কবে আসবেন, এর চেয়ে অনিশ্চিত কথা নেই। তাঁর আপন অধিকারে পিতা কোন্ সময়, কোন্ কাল নিরূপণ করেছেন, তা আমাদের জানার ক্ষমতার বাইরে, এমনকি সেই স্বর্গদূত যাঁরা তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদেরও সেই দিন ও ক্ষণের কথা জানতে দেওয়া হয়নি।

আমাদের শেষ দিন সম্বন্ধে অতি নিশ্চিত কথা যে, সেদিন আমাদের উপর এসে পড়বে, কিন্তু সেদিন যে কখন, কোথায় বা কোত্থেকে আসবে তা বড় অনিশ্চিত। আমরা যা জানি, তা প্রাচীন প্রবাদের কথামত হলো যে, বৃদ্ধের দরজায় যা করাঘাত করে তা যুবকের জন্য ওত পেতে রয়েছে। মৃত্যুকেই আমাদের বেশি ভয় করতে হয়, কেননা মৃত্যু ওত পেতে আছে বিধায় আমরা তা সহজে দেখতে পাই না, ফলে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়াও কঠিন। একটিমাত্র নিরাপত্তা আছে, আর তা হল নিজেদের কখনও নিরাপদ মনে না করা। এইভাবে আমাদের ভয় আমাদের নিজেদের বিষয়ে সতর্ক হতে প্রেরণা দিয়ে আমাদের সবসময়ের মত প্রস্তুত করে রাখে, যতক্ষণ না ভয় নিরাপত্তাকে স্থান দেয় —নিরাপত্তা যে ভয়কে স্থান দেবে তেমন নয়!

নিরুদ্বিগ্নে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া ভালই বটে; কিন্তু সদ্বিবেকের সাক্ষ্যদান গুণে মৃত্যুক্ষণে গৌরবময় জয় লাভ করা, এই তো সত্যিকারে ভাল ও প্রশংসনীয়। অথচ, দুঃখের কথা! তোমরা আমার মত এমন কম্পিত মানুষকে দেখতে পাবে, যে মানুষ দণ্ডদান স্থগিত রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না; যে মানুষ নিজ বিবেকের অভিযোগ শুনে মনপরিবর্তনের তেল কিনতে চায়, কিন্তু দেখে যে আর সময় নেই!

জানি, মৃত্যুর ঝাঁকুনির সামনে ভীত হওয়া স্বাভাবিক, কেননা পরিপক্ব মানুষও পুরাতন দেহ-বস্ত্র ছেড়ে দিতে তত ইচ্ছুক নয়, সেও বরং চায় পুরাতন দেহের উপরেই নতুন দেহ পরিয়ে দেওয়া হোক। অপরদিকে যারা কোন পাপের বিষয়ে সচেতন নয়, তাই ব'লে তারা ক্ষমা পাবেই এমন নয় জেনে, তারাও অবশ্যই সেই দণ্ডাদেশ ভয় করছে যার বিষয়ে তারা এখনও অজ্ঞ। যাই হোক, আমার আত্মার উদ্বেগ আমার মানবীয় অনুভূতি থেকে বা অধ্যাত্ম কোন দুর্বলতা থেকে কিংবা বিচারের ভয় থেকেই আসুক না কেন, আমি কিন্তু সামসঙ্গীত-মালার ধর্মিষ্ঠ লেখকের সঙ্গে বলতে পারি, *তুমি, প্রভু, তোমার দয়ার কথা স্মরণ করবে; তুমি তোমার কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠিয়ে আমার প্রাণ সিংহপালের মাঝ থেকে উদ্ধার করবে* (সাম ৫৭:৪-৫ দ্রঃ)। তখন, ভয় করার পর, *সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে* (সাম ৪:৯) আমি বিশ্রাম পাব।

সুতরাং, *হে সত্যকার ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও*; তিনি এসে করাঘাত করলে তুমি যে দরজা খুলে দিতে প্রস্তুত থাকবে, শুধু তা নয়; বরং

তিনি দূরে থাকতেই তুমি তৎপর হয়ে আনন্দিত মনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে পড়তে প্রস্তুত হও। বিচারের দিন সম্বন্ধে ভরসা রেখে তুমি এবার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর রাজ্যের আগমনের জন্য প্রার্থনা করতে পারবে।

তাই প্রভু, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যেমন ছুটে চলি, তুমিও তেমনি *আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য জেগে ওঠ* (সাম ৫৯:৫, ৬ লাতিন পাঠ্য)। যে হাত আমাকে গড়েছে, তুমি তোমার সেই ডান হাত না বাড়ালে দুর্বল মানুষ আমি তোমার পর্বতচূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারব না: তাই আমার সঙ্গে দেখা করতে উত্থিত হও, *দেখ আমার মধ্যে কোন পাপময় পথ আছে কিনা* (সাম ১৩৯:২৪ দ্রঃ)। পাপময় পথ খুঁজে পেলে, তুমি আমার অন্তর থেকে তা বের করে দাও, তোমার বিধান অনুসারে জীবনযাপন করতে আমাকে অনুগ্রহ কর, *আমাকে চালনা কর সনাতন পথে* (সাম ১৩৯:২৪), অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টে যিনি আমাদের যাত্রাপথ, যিনি আমাদের যাত্রার সনাতন গন্তব্যস্থান—তিনিই নিখুঁত পথ ও আশিসপূর্ণ বাসস্থান।

**শ্লোক** - মিখা ৪:৯; ইশা ৪০:২৭

*প্র* যেরুশালেম, তোমার পরিত্রাণ শীঘ্রই আসবে। তুমি এখন এত জোরে চিৎকার করছ কেন?

*উ* তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

*প্র* যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার, তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার, আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত, আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?

*উ* তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১৬-২৫)

## মিশর ও আশুরের মানুষেরাও
## প্রভুর কথা জানবে ও তাঁর সেবা করবে

সেদিন মিশরীয়েরা স্ত্রীলোকের মত হবে; সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের বিরুদ্ধে হাত নাড়ালেই তারা কেঁপে উঠবে, সন্ত্রাসিত হবে। যুদা দেশভূমি হয়ে উঠবে মিশরের সন্ত্রাস: সেনাবাহিনীর প্রভু তার বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্য যখন যুদার কথা উল্লেখ করা হবে মিশর আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

সেদিন মিশর দেশে পাঁচটা শহর থাকবে, যেগুলো কানানের ভাষায় কথা বলবে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করবে; সেগুলোর একটা সূর্যপুর বলে অভিহিত হবে।

সেদিন মিশর দেশের মাঝে সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি থাকবে, এবং সীমানার কাছাকাছিতে প্রভুর উদ্দেশে একটা স্মৃতিস্তম্ভ থাকবে: মিশর দেশে এ হবে সেনাবাহিনীর প্রভুর বিষয়ে চিহ্ন ও সাক্ষ্য স্বরূপ। বিরোধীদের সামনে তারা যখন প্রভুর কাছে চিৎকার করবে, তখন তিনি তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন। প্রভু মিশরীয়দের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন, আর সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে, বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে, প্রভুর কাছে ব্রত নিয়ে তা উদ্‌যাপন করবে। প্রভু মিশরকে আবার আঘাত করবেন, কিন্তু একবার তাদের আঘাত করার পর তাদের নিরাময় করবেন। তারা প্রভুর কাছে ফিরবে, আর তিনি সাড়া দিয়ে তাদের নিরাময় করবেন।

সেদিন মিশর থেকে আশুরের দিকে এক রাস্তা থাকবে; আশুরের মানুষ মিশরে, ও মিশরের মানুষ আশুরে যাতায়াত করবে; মিশর ও আশুরের মানুষ মিলে উপাসনা করবে।

সেদিন মিশরের ও আশুরের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে ইস্রায়েল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলে তাকে আশীর্বাদ করবেন,

‘আমার জনগণ মিশর, আমার হাতের রচনা আশুর, ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল আশিসধন্য হোক!’

**শ্লোক** - ইশা ১৯:২১; লুক ১৩:২৯

*প্র* সেদিন মিশরীয়েরা প্রভুকে স্বীকার করবে,

*উ* বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে।

*প্র* পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে এসে তারা ঈশ্বরের রাজ্যে আসন পাবে;

*উ* বলি ও শস্য-নৈবেদ্য নিবেদন করে তাঁর সেবা করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আনসেলমো-লিখিত ‘প্রশ্লোগিয়োন’ থেকে পাঠ (১ম অধ্যায়)

**ঈশ্বরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা**

হে দীনদুঃখী মানুষ, কিছুকালের মত তোমার যত কর্মকাণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যাও; তোমার যত কোলাহলপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা থেকে কিছুক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে রাখ। তোমার দুর্বহ উদ্বেগ এবার ছেড়ে দাও, সরিয়ে দাও ক্লান্তিকর যত ব্যাপার। ঈশ্বরের জন্য একটু সময় কর, তাঁর মধ্যে একটু বিশ্রাম কর।

তোমার মন-কক্ষে প্রবেশ কর; ঈশ্বরকে ছাড়া এবং তাঁর অন্বেষণের জন্য তোমাকে যা সহায়তা করতে পারে তাছাড়া অন্য সবকিছু বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে তাঁর অন্বেষণ কর। অন্তর আমার, এবার ঈশ্বরকে বল, *তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছি; হে প্রভু, তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছি* (সাম ২৬:৮)।

তবে তুমি এখন, হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, আমার অন্তরকে শেখাও সে কোথায় ও কেমন করে তোমার অন্বেষণ করবে, কোথায় ও কেমন করে তোমাকে খুঁজে পাবে। প্রভু, তুমি এখানে না থাকলে কোথায় অনুপস্থিত সেই তোমার অন্বেষণ করব? আর তুমি সর্বত্রই থাকলে কেন আমি তোমাকে দেখতে পাই না? অবশ্যই, তুমি তো অগম্য আলোতেই বাস কর। কিন্তু কোথায় সেই অগম্য আলো? বা কেমন করে আমি সেই অগম্য আলোতে গিয়ে পৌঁছতে পারব? কে আমাকে চালিত করবে, কে আমাকে সেই আলোতে নিয়ে যাবে আমি যেন সেখানে তোমাকে দেখতে পাই? তাছাড়া কোন্ লক্ষণে,

কোন্ আকারেই বা আমি তোমাকে চিনতে পারব? হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, আমি যে তোমাকে কখনও দেখিনি; আমি যে জানি না তোমার শ্রীমুখের কী রূপ!

কী করবে, হে পরাৎপর প্রভু, কীবা করবে তোমার এ দূরবর্তী নির্বাসিত দাস? তোমার প্রেমের জন্য একাগ্র, তোমার শ্রীমুখ থেকে দূরে বিক্ষিপ্ত তোমার এ দাস কী করবে? তোমাকে দেখবার জন্য সে তো ব্যাকুল, অথচ তোমার শ্রীমুখ তার কাছ থেকে দূরেই রয়েছে। সে তো তোমার কাছে আসতে বাসনা করে, কিন্তু তোমার আবাস যে অগম্য! সে তোমাকে খুঁজে পেতে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তোমার স্থান সে তো জানে না। সে তোমার অন্বেষণ করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তোমার শ্রীমুখ সে চেনেই না।

হে প্রভু, তুমি আমার ঈশ্বর, তুমি আমার প্রভু, আমি কিন্তু তোমাকে কখনও দেখিনি। তুমি আমাকে নির্মাণ করেছ, পুনর্নির্মাণও করেছ, ভাল আমার যা কিছু আছে তুমিই তো তা আমাকে দিয়েছ; অথচ আমি এখনও তোমাকে চিনি না। অবশেষে, তোমাকে দেখবার জন্যই আমি গঠিত হয়েছি; অথচ যার জন্য গঠিত হয়েছি, আমি এখনও তা করতে পারিনি।

তুমি কিন্তু, প্রভু, আর কতকাল? আর কতকাল তুমি আমাকে ভুলে থাকবে? আর কতকাল আমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখবে? কখন তুমি তাকিয়ে আমাদের সাড়া দেবে? কখন তুমি আমাদের চোখ আলোকিত করবে? কখন আমাদের কাছে শ্রীমুখ দেখাবে? কখন তুমি আবার নিজেকে দান করবে আমাদের কাছে?

চেয়ে দেখ, প্রভু; সাড়া দাও, আমাদের আলোকিত করে তোল, দেখা দাও। আমাদের যেন মঙ্গল হয়, তাই তুমি আবার নিজেকে দান কর আমাদের কাছে; তুমি না থাকলে আমাদের সবকিছু যে অমঙ্গলকর! তোমার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা, আমাদের প্রচেষ্টার উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর, কেননা তোমাকে ছাড়া আমরা সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম।

তোমার অন্বেষণ করতে আমাকে শেখাও, অন্বেষীর কাছে দেখা দাও। কেননা তুমি শিখিয়ে না দিলে আমি তোমার অন্বেষণ করতে অক্ষম; তুমি দেখা না দিলে আমি তোমাকে খুঁজে পেতেও অক্ষম। তোমাকে বাসনা ক'রে আমি যেন অন্বেষণ করি, অন্বেষণ ক'রে যেন বাসনা করি, ভালবেসে যেন খুঁজে পাই, খুঁজে পেয়ে যেন ভালবাসি।

শ্লোক - সাম ৮০:১৯, ২০; ১০৬:৪

প্র তোমাকে ছেড়ে আমরা চলে যাব না ; তুমি আমাদের সঞ্জীবিত করবে, প্রভু, আর আমরা করব তোমার নাম।

উ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

প্র তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাদের স্মরণে রেখ, প্রভু ; তোমার পরিত্রাণদানে আমাদের দেখতে এসো।

উ শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-২২)

**প্রভুর দিন**

বাবিলন সংক্রান্ত দৈববাণী, যা আমোজের সন্তান ইশাইয়া দর্শনযোগে পান।

গাছশূন্য এক পর্বতের উপরে একটা নিশানা উত্তোলন কর,
তাদের জন্য চিৎকার কর,
হাত দিয়ে ইশারা কর,
যেন তারা নৃপতি-তোরণদ্বারে প্রবেশ করে।

আমার পবিত্রীকৃত যোদ্ধাদের জন্য আমি আজ্ঞা জারি করেছি,
আমি আমার ক্রোধের সেবকরূপে আমার বীরপুরুষদের,
আমার গর্বিত মহাবীরদের আহ্বান করেছি।
পর্বতে পর্বতে ভিড়ের শব্দ,
যেন বিপুল জনসমাজের শব্দ!
বহু রাজ্যের, সম্মিলিত জাতিসকলের উদাত্ত শব্দের মত শব্দ!
সেনাবাহিনীর প্রভু যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল পরিদর্শন করছেন।

তারা দূর দেশ থেকে, আকাশমণ্ডলের প্রান্ত থেকেই আসছে;
সমগ্র দেশ উচ্ছেদ করার জন্য
প্রভু ও তাঁর ক্রোধের সেবকেরা আসছেন।
হাহাকার কর, কারণ প্রভুর সেই দিন আসন্ন;
দিনটি বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে।

এজন্য সকলের বাহু দুর্বল,

প্রতিটি মানুষের হৃদয় নিঃশেষিত ;
তারা সন্ত্রাসিত,
নানা যন্ত্রণা ও ব্যথায় আক্রান্ত,
প্রসবিনী নারীর মত মোচড় খাচ্ছে ;
একে অন্যের দিকে হতাশ হয়ে তাকাচ্ছে,
তাদের মুখ অগ্নিশিখার মুখ !

দেখ, প্রভুর দিন নির্দয় হয়ে আসছে :
পৃথিবীকে মরুভূমি করার জন্য,
যত পাপীকে উচ্ছেদ করার জন্য
কুপিত, রুষ্ট, ক্রুদ্ধই সেই দিন !

কেননা আকাশের তারানক্ষত্র ও কালপুরুষ আর আলো দেবে না ;
সূর্য উদয়কালে অন্ধকারময় হবে,
চাঁদও আপন জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না।
আমি জগৎকে তার অধর্মের জন্য,
দুর্জনদের তাদের শঠতার জন্য যোগ্য শাস্তি দেব ;
আমি অহঙ্কারীদের দর্প ক্ষান্ত করে দেব,
দুর্দান্তদের গর্ব অবনমিত করব।

আমি মানুষকে খাঁটি সোনার চেয়েও দুষ্প্রাপ্য করব,
আদমকে ওফিরের সোনার চেয়েও দুর্লভ করব।
এজন্যই আমি আকাশমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলব,
এবং সেনাবাহিনীর প্রভুর কোপে তাঁর সেই জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে
পৃথিবী তার ভিত্তিমূলের উপরে টলতে থাকবে।

তখন, ধাওয়া করা হরিণের মত,
কারও দ্বারা জড় করা নয় এমন মেষপালের মত,
প্রত্যেকে যে যার জাতির দিকে ফিরবে,

প্রত্যেকে যে যার দেশের দিকে পালাবে।

যত মানুষকে পাওয়া যাবে, তাদের সকলকে বিঁধিয়ে দেওয়া হবে;
যত মানুষ ধরা পড়বে, তারা সকলে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
তাদের চোখের সামনেই তাদের শিশুদের আছাড় মারা হবে,
তাদের বাড়ি-ঘর লুট করা হবে, তাদের বধূরা অসম্মানের বস্তু হবে।

দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা তো রুপো তুচ্ছই করে,
সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই।
তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে,
গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না,
শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না।

তখন বাবিলন—সমস্ত রাজ্যের সেই মণিমুক্তা,
কাল্দীয়দের সেই উজ্জ্বল গর্বের বস্তু—
সেই সদোম ও গমোরার মত হবে,
যা পরমেশ্বর উৎপাটন করেছিলেন।
তার মধ্যে কোন বসতি আর থাকবে না,
পুরুষপুরুষানুক্রমে সেখানে আর কেউই বাস করবে না।
আরবীয় সেখানে তাঁবু গাড়বে না,
রাখালেরাও সেখানে মেষপাল শুইয়ে রাখবে না।

বরং সেখানে আস্তানা করবে মরুপ্রান্তরের পশু,
পেচকে তাদের বাড়ি-ঘর দখল করবে,
উটপাখিতে সেখানে বাসা করবে,
সেখানে ছাগেরা নাচবে।
তাদের প্রাসাদগুলিতে নেকড়ে গর্জনধ্বনি তুলবে,
তাদের বিলাস-বাড়িগুলোতে শিয়ালে চিৎকার করবে।

হ্যাঁ, তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে,
তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না!

**শ্লোক** - যোয়েল ২:১১-১৩; প্রকাশ ৬:১৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর দিন সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর। তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

*উ* তাই এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

*প্র* যিনি সিংহাসনে আসীন, তাঁর এবং মেষশাবকের ক্রোধের মহাদিন এসে পড়ল: কে দাঁড়াতে সক্ষম?

*উ* তাই এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মোৎসব, উপদেশ ৩)

**বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাহাত্ম্য**

*নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি* (মথি ১১:১১)। শলোমন নির্দেশ দিলেন, *তোমার প্রশংসা তোমার প্রতিবেশীর ওষ্ঠ থেকেই আসুক* (প্রবচন ২৭:২ দ্রঃ), কিন্তু আপন ঈশ্বরের ওষ্ঠ দ্বারাই প্রশংসিত হওয়া মানুষের পক্ষে আর কতই না কল্যাণকর, কতই না গৌরবের বিষয়! ঈশ্বর তো প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, তিনি তোষামোদও করেন না। যে ব্যক্তি তিনি জানেন গর্বে স্ফীত হবে, বা যে ব্যক্তি তিনি জানেন শেষদিনে দণ্ডিত হবে, তেমন ব্যক্তির প্রশংসা করতে তিনি তত তৎপর নন। তাই তুমি যে মানুষমাত্র, তুমি কারও বিচার করতে গিয়ে এ সত্যকার সাবধান বাণী স্মরণ কর: জীবনকালে কারও প্রশংসা করো না, কেননা যেমন তুমি একজনের গভীরতম অন্তরের কথা জানতে পার না, তেমনি তুমি পার না জানতে শেষে তার কী পরিণাম হবে। নিজের বেলায়ও তোমাকে স্বীকার করতে হয়, *আমি যে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়* (১ করি ৪:৪)। *এমন ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আছে যাদের কাজকর্ম পরমেশ্বরের হাতে*, তারাও তো জানে না তারা

আসলে *ভালবাসা বা ঘৃণা পাবার যোগ্য কিনা; ভবিষ্যতের কথা ধরে সবকিছুই অনিশ্চিত* (উপ ৯:১, ২ দ্রঃ)।

তাই ধন্য তারা, যারা স্বয়ং বিচারকর্তার রায় থেকেই জানতে পেরেছে তারা ভালবাসা পাবার যোগ্য। বর্তমান ধর্মিষ্ঠতার জোরে দুর্বল একটা মানুষ ভাবীকালের সমস্ত ভয় ও দুষ্কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পায় না, একথা সত্য; তবু যখন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার মর্ত একটি মানুষকে প্রশংসনীয় বলে প্রতিপন্ন করে, তখন তা অপার গুণাবলি ও মহা পবিত্রতার এমন চিহ্ন যা সন্দেহের অতীত।

তাই যখন নোয়াকে উদ্দেশ করে সেই পরম ন্যায়বান বললেন, *আমি দেখেছি, তুমি আমার দৃষ্টিতে ন্যায়বান* (আদি ৭:১), তখন নিঃসন্দেহে এ ছিল নোয়ার ন্যায়পরতার মূল্যবান একটি প্রশংসা। যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে শপথ করে বলেছিলেন, তাঁর কাছে দেওয়া যত প্রতিশ্রুতি তাঁর খাতিরেই পূর্ণতা লাভ করবে, তখন অবশ্যই এ ছিল আব্রাহামের বিশেষ যোগ্যতার চিহ্ন। ধন্য যোবের মহাগৌরবের কতই না বড় প্রমাণ যে প্রভু শত্রুর সামনে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, *তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে* (যোব ১:৮)। আবার, মোশির পক্ষ সমর্থন করায় এবং যারা মোশিকে ঈর্ষা করছিল তাদের উচ্ছেদ করায় ঈশ্বর তাঁকে কতই না মহা অনুগ্রহের পাত্র ঘোষণা করেছিলেন: *তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশির ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?* (গণনা ১২:৬-৮)। অবশেষে, আপন মনের মত একটা মানুষকে পেয়েছিলেন বিধায় ঈশ্বর যাঁকে নিয়ে প্রীত ছিলেন, সেই দাউদের সঙ্গে কে বা কখনও তুলনায় দাঁড়াতে পারল?

অথচ এ সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তি যতই মহান না কেন, তবু কুমারীর সন্তানের সাক্ষ্যদান অনুসারে তাঁদের মধ্যে ও সকল নারীজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের

চেয়ে মহান ব্যক্তি নেই। উজ্জ্বলতা ক্ষেত্রে যদিও *একটা তারা অন্য তারা থেকে ভিন্ন* (১ করি ১৫:৪১), সত্যকার সূর্যের উদয়ের আগে যে পুণ্য লীলাময় তারকারাজি এ জগতের রাত্রি আলোকিত করল তাদের মধ্যে যদিও কোন জ্যোতিষ্ক চমৎকার বিভায় উদ্ভাসিত ছিল, তবুও আপন তৈলাভিষিক্তজনের জন্য পিতা যে *জ্বলন্ত ও দীপ্তিমান প্রদীপ* (যোহন ৫:৩৫) প্রস্তুত করলেন, সেই প্রভাতী তারার চেয়ে তাদের মধ্যে মহত্তর ও চমৎকার তারা নেই।

**শ্লোক** - লুক ১:১৭, ৭৬

*প্র* সে প্রভুর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে

*উ* পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য, প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য।

*প্র* তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে, কারণ প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে,

*উ* পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য, প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২১:৬-১২)

**রাতের প্রহরী বাবিলনের পতন-সংবাদ দেয়**

প্রভু আমাকে একথা বললেন,
'যাও, একজন প্রহরী মোতায়েন রাখ,
সে যা যা দেখবে, তা জানিয়ে দিক,
সে অশ্বারোহী-দল দেখবে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহীকে,
গাধায় চড়ে এমন লোকের দল,
উটে চড়ে এমন লোকের দল দেখবে,
সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করুক, খুবই সতর্কতার সঙ্গে!'

তখন প্রহরী চিৎকার করে বলল,
'প্রভু, আমি সারাদিন ধরে
নিরন্তর প্রহরী-দুর্গে দাঁড়িয়ে থাকি;
আমি সারারাত ধরে আমার প্রহরা-স্থানে পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ওই দেখ, এক দল অশ্বারোহী আসছে,
জোড় জোড় করে অশ্বারোহী আসছে।'
তারা চিৎকার করে বলছে,
'পতন হয়েছে, হ্যাঁ, বাবিলনের পতন হয়েছে!
তার দেব-দেবীর সকল মূর্তি ভূমিসাৎ হল!'

হে আমার আপন জাতি, তুমি যে চূর্ণবিচূর্ণ,
আমার নিজের খামারে মাড়াই করা সন্তান আমার!
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর কাছ থেকে
যা কিছু শুনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি।

দুমা সংক্রান্ত দৈববাণী।

সেইর থেকে কে যেন আমার দিকে চিৎকার করে বলছে:

'প্রহরী, রাত কত? প্রহরী, রাত কত?'

প্রহরী উত্তরে বলে:

'প্রভাত আসছে, পরে আবার রাত আসবে;

তোমরা জিজ্ঞাসা করতে চাইলে জিজ্ঞাসা কর;

ফের, এখানে এসো!'

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৮:২, ৪, ৫

*প্র* এক স্বর্গদূত বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে! পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল:

*উ* হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়।

*প্র* তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন।

*উ* হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'সহনশীলতা' থেকে পাঠ (২২-২৪)

## প্রভুর সহনশীলতার আদর্শ

*বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম, কিন্তু আমি কি সবসময়ের মতই নীরব থাকব?* (ইশা ৪২:১৩ লাতিন পাঠ্য)। ইনি কে, যিনি সাবধান বাণী দিয়ে বলেন, অতীতকালে চুপ করে থাকা সত্ত্বেও তিনি সবসময়ের মত নীরব থাকবেন না? অবশ্য ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে মেষের মত জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হল, যিনি লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষশাবকের মত মুখ খুললেন না (ইশা ৫৩:৭ দ্রঃ)। অবশ্য ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জোরে কথা বললেন না, যাঁর কণ্ঠস্বর রাস্তা-ঘাটে শোনা যায়নি, যিনি কশাঘাতের কাছে আপন পিঠ ও নির্যাতকের কাছে আপন গাল পেতে

দিয়ে প্রতিরোধ করেননি, বাদানুবাদও করেননি, যিনি যাজকদের ও প্রবীণদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে কোন উত্তর দেননি, বরং পিলাতের বিস্ময়ে অধিক সহনশীল হয়ে নীরব থাকলেন। ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যদিও যন্ত্রণাভোগের সময়ে নীরব থাকলেন তবু প্রতিশোধের সময় এলে আর নীরব থাকবেন না। ইনি হলেন আমাদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইনি সকলের ঈশ্বর নন, বরং শুধু সেই ভক্তদের ঈশ্বর যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে। দ্বিতীয় আগমনে তিনি যখন প্রকাশ্যে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি নীরব থাকবেন না। দীনাবস্থার জন্য তিনি আগে লুকোনো ছিলেন, তিনি কিন্তু মহাপ্রতাপে পুনরাগমন করবেন, আর তখন সকলে তাঁকে দেখতে পাবে।

প্রিয়তমেরা, এসো, আমাদের এ বিচারকর্তা ও প্রতিফলদাতার প্রতীক্ষায় থাকি। যারা তাঁর মণ্ডলীভুক্ত এবং সেই সকল ন্যায়নিষ্ঠজন যারা জগতের শুরু থেকে জীবনযাপন করল, তিনি নিজের সঙ্গে তাদেরও জন্য প্রতিশোধ নেবেন। যারা প্রতিশোধ নিতে অতি তৎপর, অতি ব্যস্ত, তারা ভেবে দেখুক যে স্বয়ং প্রতিফলদাতার প্রতিফল এখনও দেওয়া হয়নি।

পিতা ঈশ্বর আদেশ দিলেন যেন তাঁর পুত্র পূজিত হন, এবং এ ঐশআদেশের কথা মনে রেখে প্রেরিতদূত পল একই কথা সমর্থন করে বলেন, *ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়* (ফিলি ২:২০)। ঐশপ্রকাশ পুস্তকেও যোহন যখন সেই দূতকে আরাধনা করতে চান, তখন দূতটি নিষেধ করে বলেন, *সাবধান, এমনটি করো না! আমি তোমার ও তোমার ভাইদের সহদাস। প্রভু যিশুকেই আরাধনা কর* (প্রকাশ ১৯:১০)।

আহা, কতই না মহান সেই প্রভু যিশু, আর কতই না মহান তাঁর সহনশীলতা, কেননা যিনি স্বর্গে পূজিত হচ্ছেন, তিনি এখনও মর্তে প্রতিফল পাননি। প্রিয়জনেরা, এসো, তাঁর সহনশীলতার কথা মনে রাখি আমাদের দুঃখ ও নির্যাতনের সময়ে। এসো, গভীর আকাঙ্ক্ষায় তাঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করতে একাগ্রতা দেখাই। প্রভু নিজে যতদিন প্রতিফল না পান, এসো, আমরা যেন নির্লজ্জ আর অনুচিত ব্যস্ততার সঙ্গে প্রতিফল পাবার জন্য ছুটে না যাই—আমরা যে দাস মাত্র! বরং এসো, সহনশীল হয়ে

পরিশ্রম করি। সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে এবং সহনশীলতায় নিষ্ঠাবান হয়ে এসো, প্রভুর আজ্ঞা মেনে চলি, যেন ক্রোধ ও প্রতিশোধের দিন এলে আমরা ধর্মহীন পাপীদের সঙ্গে দণ্ডিত না হই, বরং ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরুদের সঙ্গে সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠি।

**শ্লোক** - হাবা ২:৩; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

প্ তাঁর কথামত তিনি শেষে আবির্ভূত হবেন।

উ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

প্ অতি অল্পকাল বাকি আছে, আর যাঁর আসবার কথা তিনি এসে উপস্থিত হবেন।

উ তিনি দেরি করলেও তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তাঁর আগমন আবশ্যক।

**পাঠসংগ্রহ - আগমনকাল - ২য় সপ্তাহ**



## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-২১)

### জনগণের মুক্তি

প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন, তিনি আবার ইস্রায়েলকে বেছে নেবেন, তাদের আপন দেশভূমিতে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তাদের সঙ্গে বিদেশী মানুষ যোগ দেবে, তারা যাকোবকুলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। জাতিসকল তাদের গ্রহণ করে নিয়ে তাদের দেশে আবার চালনা করবে, এবং ইস্রায়েলকুল প্রভুর দেশভূমিতে তাদের সকলকে আপন দাসদাসীর মত অধিকার করে নেবে; এভাবে যারা তাদের বন্দি করেছিল, তারা তাদের বন্দি করবে; হ্যাঁ, তারা তাদের সেই বিরোধীদের উপর কর্তৃত্ব করবে।

সেদিন, যখন প্রভু তোমার দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি আবদ্ধ ছিলে, তা থেকে তোমাকে বিশ্রাম দেবেন, তখন তুমি বাবিলন-রাজ বিষয়ে এই বিদ্রূপের গান ধরে বলবে:

‘আহা, সেই নিপীড়কের শেষ দশা কেমন হয়েছে!
তার আস্ফালন শেষ হয়েছে!
প্রভু দুর্জনদের লাঠি ছিন্ন করেছেন,
শাসনকর্তাদের রাজদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন।
তারা কোপে জাতিসকলকে আঘাত করত,
আঘাত করতে কখনও ক্ষান্ত হত না,

তারা ক্রোধে জাতিসকলের উপরে কর্তৃত্ব চালাত,
স্বস্তি না দিয়েই তাদের তাড়না করত।

সমগ্র পৃথিবী এখন শান্ত প্রশান্ত,
আনন্দচিৎকারে হর্ষধ্বনি তুলছে।
দেবদারু ও লেবাননের এরসগাছও
তোমার বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে আনন্দগান করে বলে,
"যে সময় তোমাকে ভূমিসাৎ করা হয়েছে,
সেসময় থেকে কোন কাঠকাটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আর আসে না।"

তোমার ব্যাপারে, নিচে সেই পাতাল
তোমার আগমনে অভিনন্দন জানাবার জন্য অস্থির;
তোমার জন্য তারা ছায়ামূর্তি—পৃথিবীর সেই নেতাসকলকে—জাগিয়ে তুলছে,
পাতাল জাতিগুলির রাজাদেরও তাদের রাজাসন থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে।

সকলে একথা বলে তোমাকে গ্রহণ করবে:
"আমাদের মত তোমাকেও ভূমিসাৎ করা হল,
তুমিও আমাদের সমান হলে!
তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল,
তোমার নিচে কীটের বিছানা,
তোমার গায়ে পোকার কম্বল!
হে প্রভাতী তারা, হে উষার সন্তান,
আকাশ থেকে তোমার এ কেমন পতন?
হে জাতিগুলির বিজয়ী শাসক, তোমার এ কেমন ভূমিসাৎ?

অথচ তুমি ভাবছিলে, আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব,
ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের ঊর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব,
আমি সমাবেশ-পর্বতে, উত্তরদিকের দূরতম প্রান্তেই আসীন হব।

হ্যাঁ, আমি মেঘলোকের ঊর্ধ্বতম অঞ্চলে গিয়ে উঠব,

আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব!”
বরং তোমাকে পাতালে,
অতল গহ্বরের গভীরতম স্থানেই নিক্ষেপ করা হল!
যত মানুষ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে,
তারা সকলে তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছে,
তোমার ব্যাপারটা বিবেচনা করে বলছে,
“এ কি সেই পুরুষ, যে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলছিল,
যত রাজ্যকে উল্টিয়ে দিচ্ছিল?
এ তো বিশ্বকে মরুপ্রান্তর করল,
এ তো যত শহর ধ্বংস করে দিল,
বাড়ি যাবার জন্য বন্দিদের কখনও মুক্ত করেনি!”

জাতিগুলির অন্য সকল রাজা,
তারা সকলেই সসম্মানে বিশ্রাম করছে,
প্রত্যেকে যে যার আপন সমাধিমন্দিরে শুয়ে আছে।
কিন্তু তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল
কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!
—যারা খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ,
যারা গহ্বরের এই প্রস্তররাশিতে পতিত,
তুমি এখন তাদের রাশি রাশি মৃতদেহে আচ্ছাদিত—
হ্যাঁ, তুমি পশুর পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া একটা লাশের মত!

তুমি ওদের সঙ্গে সমাধিতে যোগ দেবে না,
কারণ তুমি তোমার নিজের দেশ উচ্ছেদ করেছ,
তোমার নিজের প্রজাদের খুন করে ফেলেছ;
না, কোন কালেই অপকর্মার বংশের নামের উল্লেখ হবে না!

তোমরা এখন ওর সন্তানদের হত্যাকাণ্ড প্রস্তুত কর,

ওদের পিতার অপরাধের কারণেই তা প্রস্তুত কর;
তারা উঠে আর কখনও পৃথিবীকে জয় না করুক,
জগৎকে নগরে নগরে পরিপূর্ণ না করুক।'

**শ্লোক** - ইশা ১৪:১; হাবা ২:৩ দ্রঃ

*প্র* তার ক্ষণ এবার কাছে এসে গেছে, তার দিনগুলি প্রসারিত হবে না, কারণ প্রভু যাকোবের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবেন,

*উ* তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।

*প্র* তাঁর আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না; আমাদের দেশভূমিতে ভয় আর থাকবে না, কারণ তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা।

*উ* তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৯:৩০-৩২)

**এসো, সূর্যের উদয়ের আগে প্রভুকে বরণ করতে যাই**

আহা, কতই না অসীম মণ্ডলীর অনুগ্রহ, কতই না মহৎ জীবন্ত বিশ্বাসের পুরস্কার! যেহেতু এসব কিছু আমাদের প্রেরণা দেয়, সেজন্য, *এই যে আমি* (ইশা ৫৮:৯), খ্রিষ্ট একথা বলার আগে, এসো, ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্টকে বরণ করতে উদীয়মান সূর্যের আগেই উঠি। আমরা তাঁর উদয়ের আগে জাগ্রত থাকব, এ তো তাঁর ইচ্ছা ও প্রত্যাশা। খ্রিষ্টের এ বাসনা ও প্রত্যাশা তুমি সেই বাণীতে শুনতে পাও, যে বাণী তিনি পের্গামন মণ্ডলীর দূতের প্রতি উচ্চারণ করলেন, *মনপরিবর্তন কর* (প্রকাশ ২:১৬), এবং লাওদিকেয়া মণ্ডলীর দূতের প্রতিও উচ্চারণ করলেন: *আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব* (প্রকাশ ৩:১৯-২০)।

তাঁর ঢোকবার ক্ষমতা আছে; পুনরুত্থানের পর কোন খিল তাঁকে বাধা দিতে পারল না, আর তিনি হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবেই উপরতালার সেই ঘরে সমবেত শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। প্রেরিতদূতদের তিনি যাচাই করেই গেছেন, এবার তিনি

তোমারই ভক্তির আকাঙ্ক্ষা যাচাই করতে ইচ্ছা করেন। হয় তো নির্যাতনের সময়ে তিনি নিজেই প্রথম এসে তোমার কাছে নিজেকে উপস্থিত করেন, কিন্তু শান্তির সময়ে তিনি চান তুমিই প্রথম তাঁর কাছে যাবে।

সূর্য আকাশে দেখা দেবার আগে জাগ্রত হও; হে নিদ্রামগ্ন, *জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হও, তবে খ্রিষ্ট তোমাকে আলোকিত করবেন* (এফে ৫:১৪)। এ সূর্যোদয়ের আগে জাগ্রত হলে, তাহলে তুমি আলো-খ্রিষ্টকে বরণ করবে, এমনকি তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল আলোকিত ক'রে তিনি নিজে প্রথম তোমার কাছে এসে নিজেকে উপস্থিত করবেন; তুমি যদি তাঁকে বল, *রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ* (ইশা ২৬:৯), তাহলে তিনি তোমার রাত্রিকালীন বাণীধ্যান প্রভাতের আলোতে আলোকিত করবেন। তবে তোমার ধ্যান হয়ে উঠবে এমন একটি আলো যা আলোদর্শী—দিনের আলো নয়, অনুগ্রহেরই আলোদর্শী—আর তুমি বলবে, *প্রভুর আজ্ঞাবলি চোখে আলো দান করে* (সাম ১৯:৯)। তুমি ঐশবাণীতে ধ্যানরত থাকতেই যখন নতুন দিনের আবির্ভাব হয়, এবং প্রার্থনা ও সামসঙ্গীত-আবৃত্তির মত মহা কাজ পালনে যখন তোমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়, তখন তুমি একথাও প্রভু যিশুকে বলবে, *প্রভাত ও সন্ধ্যার বহির্দ্বারে তুমি জাগাও আনন্দধ্বনি* (সাম ৬৫:৯)।

মোশির নির্দেশ অনুসারে ইহুদী জাতি এ বিশেষ কাজে নিযুক্ত প্রবীণদের মাধ্যমে পবিত্র শাস্ত্র দিনরাত অবিরতই পাঠ করে চলে; আর সেই সময়ে তুমি একজন প্রবীণের কাছে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখলে প্রত্যুত্তরে শাস্ত্রের একটা অংশ ছাড়া তিনি জানেন না তোমাকে আর কী শোনাবেন। তাঁদের মধ্যে জাগতিক কোন আলাপ-আলোচনার জন্য সময় নেই, তাঁরা কেবল পবিত্র পুস্তকটি অবিরতই পাঠ করে চলেন; পালাক্রমে একজনের স্বর আর একজনের স্বর চালিয়ে যায়, যাতে করে দিব্য আজ্ঞাবলির পবিত্র স্বরধ্বনি মুহূর্তমাত্রই শেষ না হয়। আর তুমি, হে খ্রিষ্টিয়ান, খ্রিষ্টই যখন তোমার আপন গুরু, তুমি কি ঘুমিয়ে থাক? তোমার কি কোন ভয় নেই যে তোমাকে বলা হবে: 'এ জাতির মানুষ ওষ্ঠেও আমাকে সম্মান করে না; ইহুদী জাতির মানুষ ওষ্ঠেই কমপক্ষে আমাকে সম্মান করে, তুমি কিন্তু তাও কর না' (মথি ১৫:৮ দ্রঃ)। যে মানুষ কেবল ওষ্ঠেই ঈশ্বরকে সম্মান করে, তার হৃদয় যখন ঈশ্বর থেকে দূরে থাকে, ওষ্ঠেও তাঁকে সম্মান না

জানায় তোমার তেমন হৃদয় তখন কি করে তাঁর কাছে থাকতে পারে? ঘুম, জাগতিক ব্যাপার, সংসারের চিন্তা ও পার্থিব বিষয় তোমার কত সময়ই না কেড়ে নেয়! কমপক্ষে ঈশ্বর ও ইহলোকের মধ্যে সময় ভাগ কর; অথবা, যখন তুমি বাজারে তোমার পার্থিব কর্মকান্ড চালাতে পার না, যখন রাতের অন্ধকারের জন্য তোমার কাজ সম্পাদনে বিঘ্নিত হও, তখনই ঈশ্বরের জন্য নিজেকে মুক্ত রেখে প্রার্থনায় রত থাক; ঘুম প্রতিরোধ করার জন্য একটা সামসঙ্গীত উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি কর—বুদ্ধি খাটিয়ে প্রতারণার মধ্য দিয়ে ঘুম প্রতারণা কর! ভোরে তৎপর হয়ে গির্জায় গিয়ে তোমার পুণ্য আকাঙ্ক্ষার প্রথমফসল অর্পণ কর, তারপর যদি সংসার আর পার্থিব বিষয় তোমাকে ডাকে, তবুও তুমি সরল মনে বলতে পারবে, *তোমার বচন ধ্যান করার জন্য রাতের প্রতিটি প্রহরের আগেই জাগ্রত আমার চোখ* (সাম ১১৯:১৪৮), আর তাই ব'লে তুমি শান্তচিত্তে তোমার যত কর্মকান্ডে মন দিতে পারবে। স্তুতিগান ও বন্দনাগীতি গেয়ে, সুসমাচারের আশীর্বচন প'ড়ে দিন শুরু করা, আহা, কতই না আনন্দদায়ী! খ্রিষ্টের বাণীর আশীর্বাদ, আহা, কতই না সমৃদ্ধির অঙ্গীকার! প্রভুর আশীর্বাদের কথা মনে মনে পুনঃপুনঃ গান করতে করতে কোন একটা সদ্‌গুণের সঙ্কল্পে নিজেকে উদ্দীপিত কর, যাতে করে নিজের মধ্যেও ঐশআশীর্বাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করতে পার।

শ্লোক - প্রকাশ ১:৫; হিব্রু ১০:৩৭ দ্রঃ

প্র দেখ, পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই প্রভু আসবেন;

উ সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত: তারা পবিত্র নগরী যেরুশালেমে স্থান পাবে।

প্র প্রভু আসবেন; দেরি না করেই আসবেন।

উ সুখী তারা, যারা তাঁকে বরণ করতে প্রস্তুত: তারা পবিত্র নগরী যেরুশালেমে স্থান পাবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২২:৮খ-২৩)

## প্রাসাদ-অধ্যক্ষ শেব্না ও যেরুশালেমের দর্পের জন্য প্রভুর ভর্ৎসনা-বাণী

সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে ;
তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান ;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে ;
যেরুশালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে ;
পুরাতন দিঘির জলের জন্য
তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে ;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।

সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান
জানিয়েছিলেন ;
কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান ;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব !'

তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন :
'তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না ;'
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন :
তুমি ওই মন্ত্রীকে, প্রাসাদ-অধ্যক্ষ ওই শেব্নাকে গিয়ে বল :

‘এখানে তোমার কী? আবার এখানে তোমার কেইবা আছে যে,
তুমি এইখানে নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগলে?’
সে তো নিজের জন্য একটা সমাধি খুঁড়তে লাগল,
নিজের জন্য শৈলে একটা বিশ্রামস্থান কাটতে লাগল!
দেখ, পুরুষ! প্রভু শক্ত করে তোমাকে ধরে
একেবারে ছুড়ে ফেলবেন।
তিনি তোমাকে একটা গোলক পিণ্ডের মত ভাল মতই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিস্তীর্ণ
এক দেশে নিক্ষেপ করবেন;
সেখানে তুমি মরবে, সেখানে তোমার যত গৌরবময় রথও চলে যাবে,
তুমি যে তোমার প্রভুর প্রাসাদের কলঙ্কমাত্র!
আমি তোমার পদ থেকে তোমাকে দূরে ঠেলে দেব,
তোমার আসন থেকে তোমাকে উল্টিয়ে ফেলব।

সেদিন এমনটি ঘটবে,
আমি আমার আপন দাসকে,
হিল্কিয়ার সন্তান সেই এলিয়াকিমকে ডাকব;
তোমার বসন তাকেই পরাব,
তোমার বন্ধনী তারই কোমরে বাঁধব,
তোমার কর্তৃত্ব তারই হাতে তুলে দেব।
সে যেরুশালেম-বাসীদের জন্য ও যুদাকুলের জন্য পিতা হবে।

আমি দাউদকুলের চাবিকাঠি তাঁর কাঁধে রেখে দেব:
সে যা খুলে দেবে, কেউই তা বন্ধ করতে পারবে না;
সে যা বন্ধ করবে, কেউই তা খুলে দিতে পারবে না।
আমি তাকে একটা গোঁজের মত শক্ত মাটিতে পুঁতে রাখব,
সে তার পিতৃকুলের পক্ষে গৌরবাসন হয়ে উঠবে।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৩:৭, ৮

*প্র* পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে রয়েছে দাউদের চাবিকাঠি, তিনি একথা বলেন:

*উ* তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই।

*প্র* তুমি বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি:

*উ* তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪০শ অধ্যায়)

**মরুপ্রান্তরে কার যেন কণ্ঠস্বরের চিৎকার**

*মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর; আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর* (ইশা ৪০:৩)। স্পষ্ট প্রচার করা হয় যে সেই ভাববাণীর কথা যথা প্রভুর গৌরবের আবির্ভাব এবং সকল মানুষের কাছে পরমেশ্বরের পরিত্রাণের প্রকাশ যেরুশালেমে নয়, মরুপ্রান্তরেই সিদ্ধিলাভ করবে। আর তা ঐতিহাসিক ও আক্ষরিক দিক দিয়ে তখনই সিদ্ধিলাভ করল যখন বাপ্তিস্মদাতা যোহন যর্দনের মরুপ্রান্তরে ঈশ্বরের পরিত্রাণকারী আগমনের কথা প্রচার করলেন—সেইখানে তো ঈশ্বরের পরিত্রাণ দৃষ্টিগোচর হল। বাস্তবিকই খ্রিষ্ট ও তাঁর গৌরব তখনই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ পেল যখন তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর স্বর্গ উন্মুক্ত হল এবং পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে নেমে এসে তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করলেন এবং ধ্বনিত হল পিতার কণ্ঠস্বর যা পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলল: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন* (মথি ১৫:৭)।

এ সকল কথা বলা হয়েছিল, কেননা ঈশ্বর এমন মরুপ্রান্তরেই আগমন করতে যাচ্ছিলেন যা আদি থেকে দুর্গম ও অগম্য ছিল, অর্থাৎ কিনা সেই সময়ে মানবজাতি ঈশ্বরজ্ঞানে শূন্য ছিল, ঈশ্বরের যত ধার্মিক ব্যক্তি ও নবীর পক্ষে সেই মানবজাতির কাছে যাওয়ার পথ রুদ্ধই ছিল। সেই কণ্ঠস্বর কিন্তু আদেশ দেয় যেন ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত করা হয় এবং অসমতল ও দুর্গম ভূমি সমতল করা হয় যাতে করে আমাদের ঈশ্বর আগমন

করে এগতে পারেন। *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর* (মথি ৩:৩ দ্রঃ), এই তো সেই সুসমাচার-প্রচার, সেই নতুন সান্ত্বনা-বাণী যার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের পরিত্রাণের কথা যেন সকল মানুষের কাছে এসে জ্ঞাত হতে পারে।

*তুমি যে সিয়োনের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ! তুমি যে যেরুশালেমের কাছে সুসমাচার প্রচার কর, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর* (ইশা ৪০:৯)। উপরোল্লিখিত কথার সঙ্গে বাক্যটির সম্পর্ক যুক্তিসঙ্গত: মরুপ্রান্তরে যে কণ্ঠস্বর চিৎকার করে সেই কথার পর এ বাক্য যথার্থভাবে সুসমাচার-রচয়িতাদের কথাও উল্লেখ করে এবং মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের আগমনের কথা জ্ঞাত করে। বস্তুতপক্ষে সুসমাচার-রচয়িতাদের কথা যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভাববাণীর পরেই উল্লিখিত, তা যুক্তিসঙ্গত।

উপরোক্ত যেরুশালেম ছাড়া সিয়োন বলতে আর কী বোঝাতে পারে? সিয়োনও একটি পর্বত ছিল বটে, যেইভাবে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে বলে, *সেই সিয়োন পর্বত যেখানে তুমি করলে বসবাস* (সাম ৭৪:২); প্রেরিতদূতও এবিষয়ে বলেন, *তোমরা এগিয়ে গিয়ে সিয়োন পর্বতের সম্মুখীন হয়েছ* (হিব্রু ১২:২২)। এবার কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ের অর্থে সিয়োন বলতে কি সেই প্রেরিতদূতবর্গকে বোঝায় না, পরিচ্ছেদন-পন্থী সেই আগেকার জাতির মধ্য থেকে যাঁদের বেছে নেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ, এই তো সেই সিয়োন ও সেই যেরুশালেম যা ঈশ্বরের পরিত্রাণ গ্রহণ করেছে, যা ঈশ্বরের পর্বতচূড়ায় তথা পিতা ঈশ্বরের একমাত্রজনিত বাণীর উপরে উঁচুভাবে স্থাপিত। তাকেই ঈশ্বর উঁচু পর্বতে গিয়ে উঠে পরিত্রাণের বাণী প্রচার করতে আদেশ করেন। সুসমাচার-রচয়িতাবৃন্দ ছাড়া সুসমাচার-প্রচারক আর কেবা হতে পারেন? আর সুসমাচার প্রচার করা, এর অর্থ কী? অর্থটি এ: নিখিল মানবজাতির কাছে, সর্বপ্রথমে কিন্তু যুদার নগরগুলির কাছেই পৃথিবীতে খ্রিষ্টের আগমনের কথা প্রচার করা।

শ্লোক - মথি ১১:১১, ৯ দ্রঃ

প্র প্রভুর সেই অগ্রদূত আসছেন যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে,

উ নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।

৵ তিনিই সেই নবী, এমনকি নবীর চেয়েও সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাঁর বিষয়ে ত্রাণকর্তা বললেন,

৺ নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৪:১-১৭)

**এদোমের উপরে প্রভুর দণ্ডাজ্ঞা**

জাতিসকল, কাছে এসে শোন ;
দেশগুলি, মনোযোগ দিয়ে শোন ;
শুনুক পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু উৎপন্ন হয়।
কারণ প্রভু সকল দেশের উপরে ক্রুদ্ধ,
তাদের সমস্ত সৈন্যদলের উপরে রুষ্ট ;
তিনি তাদের বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন,
হত্যাকাণ্ডে তাদের তুলে দিলেন।

তাদের নিহতদের বাইরে ফেলা দেওয়া হচ্ছে,
তাদের শবের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে,
তাদের রক্ত পর্বত পর্বত বেয়ে ঝরছে।
আকাশের সমস্ত বাহিনী উবে যাচ্ছে,
আকাশমণ্ডল একটা লিপি-পত্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হচ্ছে ;
আঙুরলতার পতিত পল্লবের মত,
ডুমুরগাছের জীর্ণ পাতার মত
তার যত জ্যোতিষ্ক শীর্ণ হয়ে পড়ছে।

কেননা স্বর্গে আমার খড়্গ মত্ত হয়েছে ;
দেখ, তা এদোমের উপরে পড়ছে,
এমন জাতির উপরে,

যাকে শাস্তির উদ্দেশ্যে বিনাশ-মানতের বস্তু করা হল।

প্রভুর খড়্গ রক্তে ভরা, চর্বিতে মাখা,
—মেষশাবক ও ছাগের রক্তে ভরা, ভেড়ার মেটের চর্বিতে মাখা—
কেননা বস্রাতে প্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে,
এদোম দেশে বিরাট পশুবধ।
তাদের সঙ্গে মহিষও মারা পড়ছে, ষাঁড়ের সঙ্গে বাছুর;
তাদের দেশ রক্তভরা,
ধুলা চর্বিতে মাখা।

কারণ এই দিন প্রভুর প্রতিশোধের দিন,
এই বর্ষ সিয়োনের বিরোধীর উপর প্রতিফল-বর্ষ।
সেই দেশের যত জলস্রোত আলকাতরায়,
তার ধুলা গন্ধকে পরিণত হবে,
তার ভূমি জ্বলন্ত আলকাতরা হবে।
তা দিনরাত কখনও নিভবে না,
তার ধোঁয়া চিরকাল উঠতে থাকবে;
তা পুরুষানুক্রমে জনশূন্য থাকবে,
সেখান দিয়ে কেউই আর কখনও যাবে না।
পানিভেলা ও শজারুই তা অধিকার করে নেবে,
পেচক ও দাঁড়কাক সেখানে বাসা বাঁধবে;
তার উপরে প্রভু ঘোরের দড়ি ও শূন্যতার ওলনসুতো ধরবেন।
সেখানে রাজ-অধিকার ঘোষণা করতে
রাজপুরুষ কেউই আর থাকবে না;
সেখানকার সমস্ত সমাজনেতার চিহ্নমাত্র থাকবে না।
তার প্রাসাদগুলিতে কাঁটাগাছ,
তার সমস্ত দুর্গে বিছুটি ও শেয়ালকাঁটা গজিয়ে উঠবে;
দেশটা হবে শিয়ালের আস্তানা,

উটপাখির মাঠ।
বনবিড়াল নেকড়ের সঙ্গে মিলবে,
ছাগ একে অন্যকে ডাকবে,
নিশাচরও সেখানে বাস করে শান্ত বিশ্রামস্থান পাবে।
সেখানে সাপ বাসা করে ডিম পাড়বে,
তা ফুটিয়ে শাবকদের নিজের ছায়ায় জড় করবে;
সেখানে চিলও যার যার সঙ্গিনীর খোঁজে সমবেত হবে।

তোমরা প্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান কর, তা পড়;
এগুলোর একটাও অনুপস্থিত হবে না,
এগুলো কেউই সঙ্গী-বঞ্চিত থাকবে না;
কারণ তাঁরই মুখ তেমন আজ্ঞা জারি করেছে,
তাঁরই প্রেরণা এগুলোকে জড় করছে।

তিনি গুলিবাঁট করে সেগুলোকে যার যার অধিকার দিলেন,
তাঁর হাত সূক্ষ্মরূপে প্রত্যেকটির অংশ নিরূপণ করলেন,
সেগুলো তা অধিকার করবে চিরকাল ধরে,
পুরুষানুক্রমে সেখানে বাস করবে।

শ্লোক - ১ পি ৪:১৭-১৮; যোব ৪:১৮

প্র এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে?

উ আর ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?

প্র দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না।

উ আর ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ১:৯-১০)

**মানুষের অন্তরে প্রভুর আগমন**

এখন আমাদের ত্রাণকর্তার আগমনকাল সম্বন্ধে একটু চিন্তা করা দরকার, কেননা তোমরা অবশ্যই একথা জান যে আদিকালে নয়, মধ্যবর্তী কোন এক সময়েও নয়, বরং কালের পূর্ণতায়ই তিনি আগমন করলেন। তা তাঁর নিজের পছন্দের উপর নির্ভর করল এমন নয়, তা বরং ছিল ঐশদূরদর্শিতারই একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থা। আদমসন্তানেরা কৃতঘ্নতা প্রবণ, একথা ভাল করেই জানতেন বিধায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষকে সহায়তা করার আগে তিনি ততদিন অপেক্ষা করবেন যতদিন মানুষ অত্যন্ত অসহ্য দুঃখকষ্টে না ভোগে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বেলাও প্রায় শেষ হয়ে গেছিল। ন্যায়ের সূর্য অস্তাচলের পিছনে ডুবে যাচ্ছিল, তার আলো অধিক ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল, পৃথিবীর বুকে তার উত্তাপও হ্রাস পাচ্ছিল, কেননা ঈশ্বরজ্ঞানের আলো ক্ষীণ হয়ে গেছিল ও পাপের বৃদ্ধিলাভের ফলে প্রেম শীতল হয়ে পড়েছিল। আর কোন স্বর্গদূত দেখা দিচ্ছিলেন না, নবীর কোন কণ্ঠস্বরও আর শোনা যাচ্ছিল না; মনে হচ্ছিল, মানবজাতির কঠিন নির্বুদ্ধিতা দেখে স্বর্গদূত ও নবীরা উভয়ই নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন, এবং মানবের ব্যাপার আর চিন্তা না করে দূরেই সরে গেছিলেন। কিন্তু ঠিক এ সময়ে ঈশ্বরের পুত্র বললেন, *এই দেখ, আমি আসছি!* (হিব্রু ১০:৭)। মর্তের মঞ্চে সনাতন ঈশ্বরের প্রবেশ আসলে ঠিক সময়েই ঘটল—সেসময় সাংসারিক ঐশ্বর্য সর্বোচ্চ মাত্রা পৌঁছে গেছিল। একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যথেষ্ট মনে করি: সেই লগ্নে শান্তি এমন সার্বজনীন ছিল যে একটিমাত্র মানুষের আদেশেই সারা বিশ্বে লোকগণনা করা সম্ভব হল।

যিনি আসছেন, তিনি যে কে, কোত্থেকে আর কার কাছে, কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে বা কখনই বা তিনি আসছেন, এসব কথা তোমাদের তো জানাই বটে। জানবার বাকিটুকু যে কথা, তা হল কোন্ পথ দিয়ে তিনি আসবেন। তা আমাদের পক্ষে ভালভাবেই আবিষ্কার করতে হবে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও তাঁকে সমুচিত অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যেতে পারি। যাই হোক, যেমন একসময় আমাদের পরিত্রাণ সাধন করতে তিনি মাংসগত ভাবেই এলেন, তেমনি প্রত্যেকটি মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য তিনি প্রতিদিন

আধ্যাত্মিক ভাবে আগমন করেন। পার্থক্য এই: প্রথম আগমন দৃষ্টিগোচর ছিল, দ্বিতীয়টা কিন্তু দৃষ্টিগোচর নয়। শাস্ত্রের বাণী অনুসারে, *আমাদের প্রাণ-নিশ্বাস যিনি তিনি হলেন খ্রিষ্ট প্রভু* (বিলাপ ৪:২০ লাতিন পাঠ্য), আর এ দ্বিতীয় আগমনের গুপ্ত বৈশিষ্ট্য একই বাণীর পরবর্তী কথায় ব্যক্ত হয়: *তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মাঝে জীবনযাপন করব।* অতএব যদিও তোমরা এতই অসুস্থ যে প্রভুকে বরণ করার জন্য বেশি দূরে যেতে পার না, তবু তোমাদের কমপক্ষে এ করা উচিত যে, তেমন মহান চিকিৎসকের আগমনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তোমরা যেন অন্তত মাথা উঁচু করতে চেষ্টা কর। তাঁর আগমনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একটু উঠতেও চেষ্টা কর।

তোমাদের কাছে দেখানো এ পথ তত দীর্ঘ নয়: তোমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সাত সাগর পার হওয়া বা মেঘলোক ভেদ করা কিংবা পাহাড়পর্বতে আরোহণ করা প্রয়োজন নেই। নিজ অন্তরে প্রবেশ কর, তবেই তাঁর সন্ধান পাবে, কেননা *তাঁর বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার ওষ্ঠে, তোমার অন্তরেই* রয়েছে (রো ১০:৮)। অন্তরের গভীরতম স্থলে প্রবেশ কর যতক্ষণ না অন্তর ঐশপ্রেমে বিদ্ধ হয়; পাপস্বীকার কর, যাতে কমপক্ষে তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে পার তোমাদের সেই কলুষিত বিবেক যা পবিত্রতার স্রষ্টাকে বরণ করতে অযোগ্য।

শ্লোক - যেরে ১৪:৭-৮; রো ১১:২৬

*প্র* প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর! কেননা আমাদের অবিশ্বস্ততা বড়ই অবিশ্বস্ততা, আমরা তোমার বিরুদ্ধেই করেছি পাপ।

*উ* হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা, সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা, আমাদের পরিত্যাগ করো না!

*প্র* লেখা আছে: সিয়োন থেকেই নিস্তারকর্তা আসবেন, তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন।

*উ* হে ইস্রায়েলের প্রত্যাশা, সঙ্কটকালে তার পরিত্রাতা, আমাদের পরিত্যাগ করো না!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-১৮)

**প্রভুর আত্মপ্রকাশের দিনে**

**উচ্ছৃঙ্খল নগরীর বিনাশ ঘটবে**

দেখ, প্রভু পৃথিবীকে শূন্যস্থান করছেন, তা মরুভূমি করছেন,
ভূমণ্ডল উল্টিয়ে ফেলছেন, তার অধিবাসীদের বিক্ষিপ্ত করছেন।
এই দশা ভোগ করবে প্রজা ও যাজক, দাস ও কর্তা,
দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা,
পাওনাদার ও দেনাদার, ঋণ দিয়েছে ও ঋণ নিয়েছে উভয়েই।
পৃথিবী একেবারে লুণ্ঠিত হবে, সবই লুটতরাজ,
কারণ প্রভু এই বাণী উচ্চারণ করেছেন।

পৃথিবী শোকাকুল, নিস্তেজ,
জগৎ ম্লান, নিস্তেজ,
আকাশ ও পৃথিবী দু'টোই মিলে ম্লান!
পৃথিবী তার আপন অধিবাসীদের পদতলে কলুষিত,
কারণ তারা সমস্ত বিধান লঙ্ঘন করেছে,
বিধি অমান্য করেছে, চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করেছে।
এজন্য অভিশাপ পৃথিবীকে গ্রাস করছে,
ও তার অধিবাসীরা এর দণ্ড বহন করছে;
এজন্য পৃথিবীর অধিবাসীরা দগ্ধ হল,
কেবল স্বল্প লোক অবশিষ্ট রইল।

নতুন আঙুররস শোকাকুল, আঙুরখেত ম্লান;
যারা একদিন প্রফুল্লচিত্ত ছিল,
তারা সবাই এখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।
খঞ্জনির আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে,

শেষ হয়েছে উল্লাসীদের কোলাহল,
বীণার আনন্দ এবার ক্ষান্ত হয়েছে।
গানে গানে কেউই আর আঙুররস খায় না,
যে কেউ উগ্র পানীয় পান করে, তা তিতই লাগে তার মুখে।
শূন্যতার নগরী এবার শুধু ধ্বংসস্তূপ,
রুদ্ধই প্রতিটি ঘরের প্রবেশপথ।
রাস্তা-ঘাটে সবার চিৎকার—আঙুররস আর নেই!
সমস্ত আনন্দ মিলিয়ে গেল,
দেশ থেকে পুলক নির্বাসিত হল।
নগরীতে শুধু রয়েছে ধ্বংসন,
টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে আছে তার তোরণদ্বার।

কেননা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে, জাতিসকলের মাঝে এমনটি ঘটবে,
ঠিক যেমন ঘটে জলপাইগাছ ঝাড়বার সময়ে,
ঠিক যেমন ঘটে আঙুর-সংগ্রহকাল শেষে
পড়ে থাকা আঙুরফল জড় করার সময়ে।
ওরা জোর গলায় চিৎকার করবে,
প্রভুর প্রতাপের উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলবে,
পশ্চিম থেকে উচ্চধ্বনি শোনাবে;
তাই পুব থেকে তোমরা প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
সমুদ্রের যত দ্বীপপুঞ্জে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামকীর্তন কর।

পৃথিবীর চরম প্রান্ত থেকে আমরা শুনেছি এই সামগান:
'সেই ধার্মিকেরই জয়!'
কিন্তু আমি ভাবলাম, 'হায় হায়!
হায়, আমাকে ধিক!'
বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,
হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

হে মর্তবাসী, সন্ত্রাস, গহ্বর, ফাঁদ এবার অনিবার্য।
যে কেউ সন্ত্রাসের চিৎকার থেকে পালিয়ে রেহাই পাবে,
সে সেই গহ্বরে পড়বে,
যে কেউ গহ্বর থেকে উঠে আসবে,
সে সেই ফাঁদে ধরা পড়বে।
হ্যাঁ, ঊর্ধ্বের সমস্ত জলদ্বার খুলে গেল,
পৃথিবীর ভিত কেঁপে উঠল।

**শ্লোক** - ইশা ২৪:১৪, ১৫; সাম ৯৬:১ দ্রঃ

*প্র* তারা জোর গলায় চিৎকার করবে,
*উ* পুব ও পশ্চিম থেকে প্রভুর গৌরবকীর্তন কর।
*প্র* প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গাও সমগ্র পৃথিবী।
*উ* পুব ও পশ্চিম থেকে প্রভুর গৌরবকীর্তন কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ক্রুশভক্ত সাধু জন-লিখিত 'কার্মেল পর্বতে আরোহণ' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক, ২২শ অধ্যায়)

**ঈশ্বর খ্রিষ্টের মাধ্যমেই আমাদের কাছে কথা বলেছেন**

প্রাক্তন সন্ধির বিধান অনুসারে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখা বিধেয় ছিল; নবী ও যাজকদের পক্ষেও দৈবদর্শন ও দৈববাণী পাবার জন্য যাচনা করা প্রয়োজন ছিল। এর কারণ হল এই যে, সুসমাচারের বিধান তখনও প্রবর্তিত হয়নি, বিশ্বাস ক্ষেত্রেও দৃঢ় ভিত্তি ছিল না। অতএব মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন রাখা এবং ঈশ্বরের পক্ষে দৈবদর্শন, ঐশপ্রকাশ, চিহ্ন, প্রতীক বা অন্য ধরনের উপায়ের মধ্য দিয়েই সাড়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব, বিশ্বাস-সম্পর্কিত বা বিশ্বাসলাভের জন্য ঐশসত্য, এগুলিই ছিল ঈশ্বরের বিষয়বস্তু যখন তিনি সাড়া দিতেন, কথা বলতেন ও সত্যপ্রকাশ করতেন।

এখন কিন্তু বিশ্বাস খ্রিষ্টেই তো স্থাপিত এবং সুসমাচারের বিধান এই অনুগ্রহকালে জারীকৃত; সুতরাং আগের মত তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখা ও তাঁর পক্ষে সাড়া দেওয়া আর প্রয়োজন নেই। তিনি আমাদের কাছে তাঁর আপন পুত্রকে দান করলেন যিনি তাঁর

একমাত্র ও চরম বাণী—তাই করে তিনি একবারই মাত্র সবকিছু বলে ফেলেছেন আর তাঁর অতিরিক্ত ঐশপ্রকাশ দেওয়ার মত আর কিছুই নেই।

এ হল হিব্রুদের কাছে সাধু পলের কথার প্রকৃত অর্থ যখন তিনি, তারা যেন মোশির বিধান অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সেই আগেকার পদ্ধতি ত্যাগ ক'রে কেবল খ্রিষ্টেই চোখ নিবদ্ধ রাখে, বলেছিলেন: *ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে পুত্রেই কথা বলেছেন* (হিব্রু ১:১-২)। এতে প্রেরিতদূত শেখাতে চান, ঈশ্বর তাঁর আপন বাণীর মধ্য দিয়ে এমন পরিপূর্ণভাবেই কথা বলেছেন যে তাঁর বলার মত আর কিছুই নেই: একসময়ে যা যা আংশিকভাবে নবীদের মধ্য দিয়ে বলতেন, তিনি এখন তাঁর আপন পুত্রকে দান করায় আমাদের কাছে সেই সবকিছু সম্পূর্ণরূপেই বলে ফেলেছেন।

অতএব, যদি এমনটি ঘটে যে, কেউ প্রভুর কাছে প্রশ্ন রাখতে কিংবা তাঁর কাছে কোন দর্শন বা ঐশপ্রকাশ যাচনা করতে চায়, সে ঈশ্বরকে অপমান করে, কেননা অন্য কিছু বা নতুন কিছু চেয়ে সে কেবল খ্রিষ্টে চোখ নিবদ্ধ রাখে না।

আসলে ঈশ্বর তাকে এইভাবে উত্তর দিতে পারবেন, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)। আমি তো আমার বাণীর মধ্য দিয়েই সবকিছু বলেছি: কেবল তাঁরই দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখ; তাঁরই মধ্যে আমি ইতিমধ্যে তোমাকে সবকিছু বলেছি, সবকিছু প্রকাশও করেছি; তাঁরই মধ্যে তুমি এমন অতিরিক্তও কিছু পাবে যা তোমার আকাঙ্ক্ষা ও যাচনার অতীত। আমার পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমি তাবর পর্বতে তাঁর উপরে নেমে এসে বলেছিলাম: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তোমরা তাঁর কথা শোন।* নতুন ধর্মশিক্ষা বা নতুন ঐশপ্রকাশ চেয়ো না; আগে যখন কথা বলতাম, তখন খ্রিষ্টের প্রতিশ্রুতি দেবার জন্যই কথা বলতাম; আর যখন সেকালের মানুষ আমার কাছে কিছু যাচনা করত, তখন তাদের প্রশ্ন খ্রিষ্টকেই নির্দেশ করত, তারা সেই খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষা করত যাঁর মধ্যে তাদের যত মঙ্গলদান পাবার কথা—যেইভাবে আজ সুসমাচার-রচয়িতা ও প্রেরিতদূতদের সমগ্র শিক্ষা সপ্রমাণ করে।

শ্লোক - মিখা ৪:২; যোহন ৪:২৫

প্র বহুদেশ এসে বলবে : চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

প্র খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ আসছেন ; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,

উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৫:১-১০)

**বিমুক্ত জনগণ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে**

**সিয়োনে ফিরে আসে**

প্রান্তর ও শুষ্ক মাটি পুলকিত হোক,
মরুভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক,
গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক।
হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক;
তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব,
কার্মেল ও শারোনের মহিমা।
তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা।

সবল কর দুর্বল যত হাত,
সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু,
ভীরুহৃদয়দের বল: 'সাহস ধর, ভয় করো না;
এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!
ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে।
তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন।'

তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে,
বধিরের কান উন্মোচিত হবে।
খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে,
বোবার মুখ আনন্দচিৎকার করবে,

কারণ প্রান্তরে জলধারা উৎসারিত হবে,
মরুভূমিতে খরস্রোত প্রবাহিত হবে।
দগ্ধ ভূমি জলাশয় হয়ে উঠবে,
শুষ্ক মাটি জলের উৎসে রূপান্তরিত হবে,
শিয়ালে যেখানে শুয়ে থাকত,
সেই সকল স্থান হবে নল খাগড়ার বন।

তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা,
তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে;
অশুচি কেউ তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না,
কেননা স্বয়ং প্রভুই পথ উন্মুক্ত করবেন;
নির্বোধ মানুষ সেখানে চলাচল করবে না।

সেখানে কোন সিংহ থাকবে না,
হিংস্র কোন পশুও তার উপর পা বাড়াবে না,
না, তেমন কিছু সেখানে দেখা দেবে না।
সেই পথ দিয়ে কেবল বিমুক্ত মানুষই চলবে,
এবং প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

শ্লোক - ইশা ৩৫:৩-৪ দ্রঃ

প্র সবল কর দুর্বল যত হাত, সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু, ভীরুহৃদয়দের বল: সাহস ধর, ভয় করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ আমি আসছি

উ তোমাদের দাসত্বের জোয়াল ভাঙবার জন্য।

℣ এই যে তোমাদের পরমেশ্বর! ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে। তিনি আসছেন

℟ তোমাদের দাসত্বের জোয়াল ভাঙবার জন্য।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৩)

**খ্রিষ্টের মাংসধারণের ফল**

*প্রান্তর ও জলহীন মাটি পুলকিত হোক, তৃষাতুর ভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক, গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক। হ্যাঁ, আনন্দফুর্তির সঙ্গে গান করুক; তাকে দেওয়া হবে লেবাননের গৌরব, কার্মেল ও শারোনের মহিমা। তারা দেখতে পাবে প্রভুর গৌরব, আমাদের পরমেশ্বরের মহিমা* (ইশা ৩৫:১-২)।

ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলী সাধারণত 'উৎসন্ন' (ইশা ৬:১১) ও 'বন্ধ্যা' বলে বর্ণিত (ইশা ৪৯:২১)। অর্থাৎ কিনা সেই মণ্ডলী যা একসময় বিজাতীয়দের মাঝে বাস করত, যা স্বর্গ থেকে তার আধ্যাত্মিক বর খ্রিষ্টকে তখনও পায়নি, যা সেসময় যত আশিসধারা থেকে বঞ্চিত ছিল। জলহীন ও তৃষাতুর হওয়ায় সেই মণ্ডলী ছিল এমন মাটির মত যা কাঁটাগাছ উৎপন্ন করে। তারপর একসময় খ্রিষ্ট তার কাছে এলেন। মণ্ডলী বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁকে আপন করে নিলেন, আর তখন খ্রিষ্ট থেকে নির্গত দিব্য জলস্রোত তাকে ধনবতী করল, কেননা খ্রিষ্টই হলেন জীবন-জলের উৎস, তিনিই পুলক নদীর জল। খ্রিষ্ট নিজেই একজন নবীর মুখ দিয়ে বলেছিলেন, *দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি, প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব* (ইশা ৬৬:১২)। এরপর মণ্ডলী আর বন্ধ্যা ও উৎসন্ন হয়নি, বরং স্বামী ও বহু সন্তানকে পেল, আধ্যাত্মিক পুষ্পরাজিতে পুষ্পিত হয়ে উঠল।

শাস্ত্র বলে, *সেই তৃষাতুর ভূমি উল্লসিত হোক, মুকুলিত হোক, গোলাপফুলের মত প্রস্ফুটিত হোক* (ইশা ৩৫:১)। সাধু পলের মধ্য দিয়ে আমরা জানি যে এ ছিল খ্রিষ্টেরই

সুগন্ধ, কেননা তিনি লিখেছিলেন, *ঈশ্বরের পক্ষে আমরা খ্রিষ্টের সৌরভ* (২ করি ২:১৫)।

শাস্ত্র যে যর্দনের মরু অঞ্চলের কথা বলে, তা হল সেই নদীর ধারে অবস্থিত যত অঞ্চল। সেই যর্দন নদীকে বিজাতীয় আমাদেরই কাছে দেওয়া হল, বা কমপক্ষে তাদেরই কাছে দেওয়া হল, আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছে; তাই যর্দন নদী হল আমাদের অঞ্চল। আমরা সেই জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সুতরাং—যেমন বলেছি—সেই পুণ্য জলস্রোত আমাদেরই।

এই যে মরুপ্রান্তর একসময় ছিল জলহীন, এখন কিন্তু বিখ্যাত যর্দন নদী দ্বারা জলসিক্ত হল, এ মরুপ্রান্তরকে দেওয়া হল লেবাননের গৌরব ও কার্মেলের মহিমা। লেবানন ও কার্মেল এমন নাম যেগুলি বারবার যেরুশালেম ও ঈশ্বরের মন্দির নির্দেশ করে। কিন্তু যে গৌরব একসময় পবিত্র নগরীর ও ঈশ্বরের মন্দিরের অধিকার ছিল, তা এখন দেওয়া হয়েছে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলীর কাছে, আর এতে আমরা দেখতে পেলাম প্রভুর গৌরব ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্য। ইহুদীরা প্রভুর সঙ্গে ঠিক যেন সাধারণ একটা মানুষের মত ব্যবহার করেছিল, তাদের চোখে তিনি অন্যান্য মানুষের চেয়ে আদৌ মহান ব্যক্তি ছিলেন না; আমরা কিন্তু তাঁর গৌরবের মাহাত্ম্য দেখতে পেলাম। আমরা জানি, তিনি ঈশ্বর—ঐশব্যবস্থা ক্রমে মানুষ হওয়া ঈশ্বর, তবু স্বয়ং ঈশ্বর।

*তার মাঝখান দিয়ে চলে যাবে একটা রাস্তা, তা পবিত্র পথ বলে অভিহিত হবে* (ইশা ৩৫:৮)। পবিত্র পথ বলতে নবী সেই প্রভাব বোঝান যা সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করলেই অর্জনীয়, কিংবা বিকল্প অর্থে, সেই পবিত্রতা বোঝান যা পবিত্র আত্মাই দান করেন। কেননা পবিত্র আত্মা যত কালিমা থেকে মানবাত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন, পাপ থেকে মুক্ত করেন, এবং যা কিছু আমাদের কলুষিত করতে পারে তার উপর প্রভুত্ব করার অধিকার দান করেন। তাই যথার্থ ভাবেই সেই পথকে পুণ্য ও পবিত্র পথ বলে। যারা এখনও পবিত্রিত হয়নি, তাদের পক্ষে সেই পথ অগম্য, কেননা পবিত্র বাপ্তিস্মের পবিত্রতা অর্জন করার আগে কেউই সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সক্ষম নয়; সুতরাং অবিশ্বাসীও সক্ষম নয়।

শ্লোক - যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

প্ জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

প্ শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;

উ সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১৯–২৫:৫)

**প্রভুর দিনে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে,**
**ও বিমুক্তদের সঙ্গীত শোনা যাবে**

একটা ফাটল—পৃথিবী ফেটে গেল ;
একটা ঝাঁকুনি—পৃথিবী ঝেঁকে উঠল ;
একটা কাঁপন—পৃথিবী কম্পিত হল।
পৃথিবী মাতালের মত টলটলাবে,
টোঙের মত দোলবে ;
তার উপরে তার শঠতার ভার এমনই হবে যে,
তার পতন হবে, সে আর কখনও উঠতে পারবে না।
সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু ঊর্ধ্বলোকে ঊর্ধ্বের সেনাদলকে তার যোগ্য শাস্তি দেবেন,
ও মর্তলোকে মর্ত-রাজাদের তাদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
তাদের সকলকে একটা গর্তের মধ্যে জড় করে বন্দি করা হবে,
একটা কারাগারে রুদ্ধ করা হবে,
আর বহুদিন পরে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে।

তখন চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে,
কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা,
ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবমণ্ডিত।

প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,
কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ,
পুরাকালে সঙ্কল্পিত সেই বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও সত্যময় কাজ।

কেননা নগরীকে তুমি প্রস্তররাশিতে,

সুরক্ষিত নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ;
বিদেশীদের সেই রাজপুর এখন আর নগর নয়,
তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না।

তাই বলবান এক জাতি করে তোমার গৌরবকীর্তন,
তোমায় সম্ভ্রম করে দুর্দান্ত জাতিগুলির শহর।
কারণ তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ,
সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া;
হ্যাঁ, দুর্দান্তদের শ্বাস শীতকালীন বর্ষার মত,
শুষ্ক দেশে রোদের তাপের মত।
যেমন মেঘের ছায়াতে রোদের তাপ,
তুমি তেমনি প্রশমিত কর সেই বর্বরদের কোলাহল;
ক্ষান্ত কর সেই দুর্দান্তদের জয়গান।

**শ্লোক** - ইশা ২৫:১, ৪

*প্র* প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর; আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান,
*উ* কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ।
*প্র* তুমি হলে দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ, সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ,
*উ* কারণ তুমি সাধন করেছ আশ্চর্য কাজ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৪৮)

**প্রবাসী-যাত্রী মণ্ডলীর চরমকালীন বৈশিষ্ট্য**

এই যে মণ্ডলীর কাছে আমরা সকলে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত এবং যার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পবিত্রতা অর্জন করি, এই মণ্ডলী শুধু স্বর্গীয় গৌরবেই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন সবকিছু নবীভূত হবে এবং এই যে বিশ্ব যা মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

জড়িত ও মানুষের মধ্য দিয়েই তার আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম, মানবজাতির সঙ্গে এ নিখিল বিশ্বও খ্রিষ্টে সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

মর্ত থেকে উত্তোলিত হয়ে খ্রিষ্ট সকলকে নিজের বুকে আকর্ষণ করলেন; মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি শিষ্যদের অন্তরে তাঁর আপন জীবনদায়ী আত্মাকে সঞ্চার করলেন, এবং এ আত্মার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর আপন দেহকে অর্থাৎ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সার্বজনীন সাক্রামেন্ত রূপেই প্রতিষ্ঠা করলেন; পিতার ডান পাশে আসীন থেকে তিনি এ জগতে নিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন মণ্ডলীর কাছে মানুষকে চালিত করার জন্য, যাতে করে মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে নিজের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে পারেন এবং নিজ দেহরক্তে পরিপুষ্ট ক'রে তাকে নিজের গৌরবময় জীবনের সহভাগী করতে পারেন।

তাই সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রতিশ্রুত বলেই যার প্রতীক্ষায় রয়েছি, তা ইতিমধ্যে খ্রিষ্টে সূচিত হয়েছে, পবিত্র আত্মাকে প্রেরণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে ও তাঁর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে নিত্য সাধিত হচ্ছে,—যে মণ্ডলীতে আমরা বিশ্বাসগুণে মর্তজীবনের অর্থও জানতে পারি, এবং সেইসঙ্গে পিতা যে দায়িত্ব এই জগতে আমাদের কাছে ন্যস্ত করেছেন, আমরা ভাবীকালের মঙ্গলাশিসের আশায় তা পালন করে আমাদের নিজেদের পরিত্রাণ সার্থক করি।

অতএব, চরমযুগ ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে গেছে (১ করি ১০:১১ দ্রঃ); জগতের নবায়ন অপরিবর্তনীয় ভাবে আদিষ্ট হয়েছে, এমনকি বাস্তবেই এই বর্তমান যুগে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত, কেননা লৌকিক মণ্ডলী ইতিমধ্যে সত্যকার—যদিও অপূর্ণ—পবিত্রতায় চিহ্নিত। তথাপি যতদিন সেই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী, যেখানে ন্যায় বাস করবে, উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রবাসী-যাত্রী মণ্ডলী বর্তমানকাল-সাপেক্ষ তার সমস্ত সাক্রামেন্ত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ অস্থায়ী সংসারের সাদৃশ্য বহন করে, এবং বসবাস করে সেই সকল সৃষ্টজীবদের মাঝে যারা যেন প্রসব-বেদনা ভোগ ক'রে আর্তনাদ করে ও ঈশ্বরের সন্তানদের প্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকে।

শ্লোক - ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

℣ আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

℣ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

℟ এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

℣ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রুথ পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২২)

### রুথের বিশ্বস্ততা

বিচারকদের আমলে দেশে একসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন যুদার বেথলেহেমের একজন লোক তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমিতে বসবাস করতে গেলেন। লোকটির নাম এলিমেলেখ, তাঁর স্ত্রীর নাম নয়েমি, ও তাঁর দুই ছেলের নাম মাহ্লোন ও কিলিওন; তাঁরা ছিলেন যুদার বেথলেহেম-নিবাসী এফ্রাথীয়। মোয়াবের সমতল ভূমিতে গিয়ে তাঁরা সেইখানে বসতি করলেন। পরে নয়েমির স্বামী এলিমেলেখের মৃত্যু হল, আর নয়েমি ও তাঁর দুই ছেলে একাই হয়ে রইলেন। এই দু'জন মোয়াবীয়া মেয়েদের বিবাহ করলেন: একজনের নাম অর্পা, আর একজনের নাম রুথ। তাঁরা সকলে সেই জায়গায় দশ বছরের মত বাস করলেন। পরে মাহেলান ও কিলিওন এই দু'জনেরও মৃত্যু হল, তাই নয়েমি স্বামী ও পুত্র-বঞ্চিতা হয়ে একাই রইলেন।

তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে যাবেন বলে স্থির করলেন, কারণ মোয়াবের সমতল ভূমিতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, প্রভু তাঁর আপন জনগণকে দেখতে এসে তাদের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি যেখানে থাকতেন, তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যুদা অঞ্চলে ফিরে যাবার জন্য রওনা হলেন। নয়েমি দুই পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমরা যাও, নিজ নিজ মায়ের বাড়িতে ফিরে যাও; সেই মৃতজনদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেমন সহৃদয়তা দেখিয়েছ, প্রভু যেন তোমাদের প্রতি তেমন সহৃদয়তা দেখান। প্রভু তোমাদের এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমরা দু'জনে যেন কোন এক স্বামীর বাড়িতে আশ্রয় পেতে পার।' তিনি তাঁদের চুম্বন করলেন, কিন্তু তাঁরা জোরে কাঁদতে লাগলেন; বলছিলেন, 'না, আমরা তোমারই সঙ্গে তোমার লোকদের কাছে ফিরে

যাব।' নয়েমি বললেন, 'মেয়েরা আমার, ফিরে যাও; আমার সঙ্গে কেন যাবে? আমার গর্ভে কি এখনও সন্তান আছে যে তোমাদের স্বামী হতে পারবে? মেয়েরা আমার, ফের, চলে যাও; কারণ আমি এখন বৃদ্ধা, আবার বিবাহ করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। যদিও বলতাম, আমার আশা আছে: আজ রাতেই বিবাহ করব ও পুত্রসন্তান প্রসব করব, তবু তোমরা কি তাদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? এজন্যই কি তোমরা বিবাহ না করে থাকবে? না, মেয়েরা আমার, তা হবে না; প্রভুর হাত যে আমার বিরুদ্ধে বাড়ানো রয়েছে, তাতে তোমাদের জন্য আমার হৃদয় তিক্ত।'

তখন পুত্রবধূরা আবার জোরে কাঁদতে লাগলেন; পরে অর্পা তাঁর শাশুড়ীকে চুম্বন করে বিদায় নিলেন, কিন্তু রুথ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। তখন নয়েমি তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের ও তার নিজের দেবতার কাছে ফিরে গেল, তুমিও তোমার বড় জার পিছু পিছু ফিরে যাও।' কিন্তু রুথ উত্তরে বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে, তোমাকে ফেলে রেখে একা ফিরে যেতে, একথা আমাকে বারবার বলো না, কেননা

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব;
তুমি যেখানে রাত কাটাবে, আমিও সেখানে রাত কাটাব;
তোমার জাতির মানুষ হবে আমার জাতির মানুষ;
তোমার পরমেশ্বর হবেন আমার আপন পরমেশ্বর;
তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরব,
সেইখানে আমাকে সমাধি দেওয়া হবে;
কেবল মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই
যদি তোমা থেকে আমাকে পৃথক করতে পারে,
তবে প্রভু আমার উপর বড় শাস্তির সঙ্গে
আরও বড় শাস্তিও এনে দিন।'

নয়েমি যখন দেখলেন, রুথ তাঁর সঙ্গে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন তাঁকে আর কিছু বললেন না।

তাই তাঁরা দু'জনে পথ চলতে চলতে শেষে বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলে পর সমস্ত শহর তাঁদের বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠল; স্ত্রীলোকেরা বলছিল, 'এ কি নয়েমি?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে নয়েমি আর বলো না, মারা-ই বরং বলে ডাক, কারণ সর্বশক্তিমান আমার জীবন তিক্ত করেছেন।

আমি পরিপূর্ণা হয়ে রওনা হয়েছিলাম,
এখন প্রভু আমাকে শূন্যা করে ফিরিয়ে আনলেন।
তোমরা আমাকে কেন নয়েমি বলে ডাকবে,
যখন প্রভু আমার বিপক্ষেই দাঁড়িয়েছেন,
ও সর্বশক্তিমান আমাকে দুঃখক্লিষ্টা করেছেন?'

এইভাবে নয়েমি ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোয়াবীয়া পুত্রবধূ রুথও মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এলেন। যবের ফসল কাটার সময়ের আরম্ভেই তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

শ্লোক - যোয়েল ৩:৫; আমোস ৯:১১-১২

প্র সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে;
উ প্রভু নিজেই তাদের আহ্বান করবেন।
প্র আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব, আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব, তারা যেন এদোমের অবশিষ্ট লোকদের উপর ও যত জাতির উপরে জয়ী হতে পারে।
উ প্রভু নিজেই তাদের আহ্বান করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ২:৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৭)

**খ্রিষ্ট মেষপালকের মত সর্বজাতির মানুষকে চারণ করবেন**

*আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা তোমার সম্পদ* (সাম ২:৮)। তাঁর আপন যাচনা অনুসারে খ্রিষ্ট উত্তরাধিকার

রূপে সত্যিই দেশগুলিকে পেলেন। তা কখন ঘটল? তা তখন ঘটল যখন তিনি প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, সেই ক্ষণ এসেছে, তুমি তোমার পুত্রকে গৌরবান্বিত কর, তোমার পুত্র যেন তোমাকেই গৌরবান্বিত করতে পারেন। যেমন সমস্ত মর্তের উপর তুমি তাঁকে অধিকার প্রদান করেছ, তেমনি তিনি অনন্ত জীবন তাদেরই সকলকে দান করুন যাদের তুমি তাঁর হাতে দিয়েছ* (যোহন ১৭:১)। তাঁর উত্তরাধিকার বলতে একথা বোঝায়, তিনি সকল মানুষকে অনন্ত জীবন দান করবেন, যেন সকল জাতি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ও বিশ্বাস-জ্ঞানে উপনীত হয়ে জীবনে নবজন্ম লাভ করতে পারে; এমনকি জাতিগুলি স্বর্গদূতদের অধীনে আর থাকবে না,—মোশির বিখ্যাত গীতিকার কথা অনুসারে (দ্বিঃবিঃ ৩২:৮)—সংখ্যা অনুসারে স্বর্গদূতদের মধ্যে আর বিভক্তও হবে না, তারা বরং প্রভুর পরিবারে সংগৃহীত হয়ে ঈশ্বরের পরিজন রূপেই পরিগণিত হবে; তারা অসৎ পাপময় ও ধূর্ত শাসকদের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের শাশ্বত রাজ্যেই স্থানান্তরিত হবে। একসময় *প্রভুর সম্পদ* ছিল *তাঁর আপন জাতি, যাকোবই তাঁর উত্তরাধিকার* (দ্বিঃবিঃ ৩২:৯), এখন কিন্তু বিশ্বের সেই সমস্ত দেশগুলি, পৃথক পৃথক হয়ে যাদের সীমারেখা ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা অনুসারে স্থির করা হয়েছিল, হয়ে উঠেছে একমাত্র ঈশ্বরের একমাত্র জাতি। আর পুনরুত্থিত এই সকলেই হল মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত সেই সনাতন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকার।

*লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের চারণ করবে, কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে* (সাম ২:৯)। অনেকে মনে করে এ বাক্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার সঙ্গে খাপ খায় না: যে দেশগুলিকে ঈশ্বরের পুত্র যাচনা ক'রে উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করলেন, তাদের কি লৌহদণ্ড দ্বারা সন্ত্রাসিত করতে হবে? তাদের কি সত্যি একটা পাত্রের মত টুকরো টুকরো করা হবে? অনেকে এ যুক্তি দেখায় যে, কোনও ভাল লোক শুধু ধ্বংস করার জন্য কখনও কিছু দান করে না, কিছু গ্রহণও করে না। পাপীদের মৃত্যুর চেয়ে ঈশ্বর কি তাদের মনপরিবর্তনে প্রীত নন? সুতরাং যাদের তিনি আপন উত্তরাধিকার রূপে যাচনা করলেন, তাদের তিনি যদি লৌহদণ্ড দ্বারা চারণ করেন, তাহলে তিনি কেমন করে বলতে পারেন, তিনি আপন মঙ্গলময় স্বরূপ অনুসারেই ব্যবহার করেন?

এ সকল লোক হয় ঐশবিধানগুলিকে ভুল বোঝে, না হয় সেগুলির ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা বুঝে উঠতে পারে না। *তুমি ওদের চারণ করবে* বাক্যটির অর্থ হল, খ্রিষ্ট মেষপালকের মত প্রেমপূর্ণ যত্নের সঙ্গে তাদের পথ দেখিয়ে মেষপালকেরই মত তাদের চালিত করবেন, কেননা তিনি হলেন উত্তম মেষপালক আর আমরা হলাম সেই মেষপাল যার জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন (যোহন ১০:১১ দ্রঃ)। *তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই* দণ্ড (সাম ৪৫:৭): সেটাই ন্যায়দণ্ড যেটা তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে ন্যায্য ও উপযোগী পথে আমাদের চালিত করে; আর রাজদণ্ড হল সেই ন্যায়ধর্ম যার উপর ন্যায়দণ্ড নির্ভর করে। ইশাইয়ার কাছ থেকে আমরা জানি যে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর আপন ধর্মশিক্ষার ন্যায্য ও উপযোগী প্রচারের জন্য দণ্ড বলে অভিহিত: *যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক রাজদণ্ড উৎপন্ন হবেন* (ইশা ১১:১ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)। আর কেউই যেন এমন কথা ভাবতে সাহস না করে যে, দণ্ড শব্দটা অত্যাচারী কঠোরতা নির্দেশ করে, এজন্য নবী সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তার শিকড় থেকে এক পল্লব অঙ্কুরিত হবেন আর তাঁর উপর প্রভুর আত্মা অধিষ্ঠান করবেন* (ইশা ১১:২); পল্লবের কোমলতা দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করে, যেন ধর্মশিক্ষার ভয়ে আমরা পূর্ণ পরমানন্দ আকাঙ্ক্ষা করতে উদ্দীপিত হতে পারি।

এ দণ্ড দ্বারাই প্রভু তাঁকে দেওয়া জাতিগুলিকে চারণ করবেন: তেমন দণ্ড ক্ষয়শীল নয়, নশ্বর নয়, ভঙ্গুরও নয়, বরং লৌহতৈরী বলে অখণ্ডনীয় এবং তার জাতীয়তার দৃঢ়তার জোরে সর্বতোভাবে স্থায়ী।

শ্লোক - ইশা ৪০:১০; যোহন ১০:১

প্র দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন; পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল।

উ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন, কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

প্র আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

উ তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন, কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৫:৬–২৬:৬)

**সকল জাতির জন্য প্রভুর আয়োজিত মহাভোজ ;**

**তখন বিমুক্তরা জয়গান জাগিয়ে তুলবে**

সেনাবাহিনীর প্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য
সাজিয়ে রাখবেন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ,
উত্তম আঙুররস, রসাল-শাঁসাল খাদ্য, সেরা আঙুররসের এক মহাভোজ।

এই পর্বতের উপরে তিনি বিলুপ্ত করবেন সেই আচ্ছাদন,
যা আচ্ছন্ন করে রাখছিল সকল জাতির মানুষের মুখ,
সেই আবরণ, যা পাতা ছিল সকল দেশের মানুষের উপর।
তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন ;
স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল,
তাঁর আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন,
কারণ স্বয়ং প্রভুই একথা বললেন।

সেদিন সকলে বলবে, 'দেখ, ইনিই আমাদের পরমেশ্বর ;
আমরা তাঁর উপরেই এই প্রত্যাশা রেখেছিলাম যে, ইনি আমাদের ত্রাণ
করবেন ;
ইনিই সেই প্রভু, যাঁর উপরে প্রত্যাশা রেখেছিলাম ;
এসো, তাঁর পরিত্রাণের জন্য উল্লাস করি, আনন্দ করি !'

কারণ প্রভুর হাত এই পর্বতের উপরেই থাকবে।
কিন্তু বিচালি যেমন সারকুণ্ডে মাড়িয়ে দেওয়া হয়,
তেমনি মোয়াবকে মাটিতে মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
যে সাঁতার দেয়, সাঁতারের জন্য সে যেমন হাত বাড়ায়,
মোয়াব তেমনি সেখানে হাত বাড়াবে ;
কিন্তু তার হাত যাই কিছু করতে চেষ্টা করবে না কেন,

তিনি তার গর্ব অবনমিতই করবেন।
হ্যাঁ, তিনি নামিয়ে দেবেন, ধ্বংস করবেন, ধূলিসাৎ করবেন
তোমার নগরপ্রাচীরের অগম্য যত দৃঢ়দুর্গ।

সেদিন যুদা-দেশে সকলে এই সঙ্গীত গান করবে:
'আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,
ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।
খুলে দাও নগরদ্বার,
প্রবেশ করুক সেই ধর্মময় জাতি যে বিশ্বস্ততা বজায় রাখে।
যার মন সুস্থির, তুমি তাকে পূর্ণ শান্তিতেই পালন করবে,
কারণ সে তোমাতেই ভরসা রাখে,
তোমরা প্রভুতে ভরসা রাখ চিরকাল ধরে,
প্রভুই তো শাশ্বত শৈল;
কারণ উচ্চস্থানে যাদের বাস,
তিনি তাদের অবনত করলেন,
উচ্চতম সেই নগরকে অবনত করে ভূমিসাৎ করলেন।
লোকদের পা—অত্যাচারিতদের পা, দীনহীনদের পদক্ষেপ
এখন তা পদদলিত করছে।'

শ্লোক - প্রকাশ ২১:৩; ইশা ২৫:৮

*প্র* আমি একটা উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন।

*উ* তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

*প্র* তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন; স্বয়ং পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।

*উ* তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১)

**খ্রিষ্ট প্রাক্তন সন্ধিকালের প্রতীক্ষিত মুক্তিসাধক**

*মৃত্যু বিজয়ী হয়ে আমাদের গ্রাস করেছিল, কিন্তু পরমেশ্বর প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল* (ইশা ২৫:৮ সত্তরী পাঠ্য)। আদমের পাপের ফলে মৃত্যু আমাদের সেই আদিপিতার উপর প্রভুত্ব ক'রে বন্য হিংস্র পশুর মত তাকে আক্রমণ ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেসময় থেকে জগদ্বাসীদের মধ্যে ঘটল হাহাকার, শোকপ্রকাশ, ক্রন্দন ও বিলাপের আবির্ভাব। খ্রিষ্টে কিন্তু এ সবকিছু শেষ হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়ে তিনি মৃত্যুকে পদদলিত ক'রে হয়ে উঠলেন সেই পথ যা ধরে আমরা ক্ষয়শীলতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারব।

খ্রিষ্ট হলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথম উৎপন্ন ফল। তবে সেই প্রথম ফল, অর্থাৎ যে ফল সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হয়, অবশ্যই সেই প্রথম ফলের পিছনে আসবে আর কতগুলো ফল, অর্থাৎ কিনা আমরা। তাই দুঃখ আনন্দেই পরিণত হল; আমরা তো আর শোকে পরিবৃত নই, বরং ঈশ্বর দেওয়া এমন পুলকেই সজ্জিত হলাম যার ফলে অনুপ্রাণিত হয়ে মহোল্লাসে বলে উঠি: *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (১ করি ১৫:৫৫)।

*সেদিন তারা বলবে: দেখ! ইনিই আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তাঁর উপর আশা রেখেছি। এসো, আনন্দ করি, আমাদের পরিত্রাণে উল্লাস করি, কারণ তিনি এই পর্বতে আমাদের বিশ্রাম দেবেন* (ইশা ২৫:৯)। অন্য কথায়, তোমরা তাঁকেই চিনতে পারবে যিনি আনন্দের ও আঙুররসের পানপাত্র পরিপূর্ণ করেন, যিনি আধ্যাত্মিক সিয়োনের অধিবাসীদের তাজা তেলে অভিষিক্ত করেন। আর তিনি যদিও একসময় সকলের জীবন ও পরিত্রাণের খাতিরে ক্রীতদাস রূপে আবির্ভূত হলেন এবং পাপ ছাড়া সবদিক দিয়েই জগদ্বাসীদের মত মানুষ হলেন, তবু তোমরা তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর ও স্বরূপে ঈশ্বরপুত্র বলেই চিনতে পারবে।

*দেখ! ইনিই আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তাঁর উপর আশা রেখেছি।* আমার মতে এ বাক্য ইস্রায়েলীয়দেরই উচ্চারিত বাক্য বলে মেনে নিতে হবে; কেননা তারা মোশির

শিক্ষা অনুসারে গঠিত হয়েছিল বলে এবং নবীদের সমস্ত ভাববাণী ভাল করে জানত বলে এমন এক ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধকের প্রতীক্ষায় ছিল যিনি নিরূপিত সময়ে আগমন করবেন—তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট। আত্মা দ্বারা ভাববাণী দিতে অনুপ্রাণিত হয়ে যোহনের পিতা জাখারিয়া ঘোষণা করেছিলেন, সমগ্র জাতির জন্য এক শক্তিশালী ত্রাণকর্তাকে উত্তোলন করা হয়েছিল। পুণ্য শিশুকে কোলে বরণ করে শিমেয়োনও বলেছিলেন, *আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ, যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে* (লুক ২:৩১)।

সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপ্রচারিত সেই ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধককে আমাদের মানবজাতির আশা বলে চিনতে পেরে তারা নবীর কথা আপন ক'রে বলে উঠবে, *দেখ! ইনিই আমাদের পরমেশ্বর।* তারা ঘোষণা করবে যে ঈশ্বর এই পর্বতে বিশ্রাম দেবেন। যে পর্বতের কথা বলা হয়, তা অবশ্যই হল মণ্ডলী, কেননা সেইখানে বিশ্রাম দেওয়ার কথা। আমরা তো খ্রিষ্টের সেই বাণী শুনেছি, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)। খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা পাপের ভারী দুর্বহ বোঝা সরিয়ে দিয়েছি। অন্য ধরনের বিশ্রামও পেয়েছি, কেননা আমাদের পাপের জন্য যে দণ্ড আমাদের ভোগ করার কথা ছিল, আমরা সেই ভয়ঙ্কর দণ্ড থেকেই মুক্তি পেয়েছি। এগুলি হল আমাদের অন্তরে ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের অনুগ্রহের উপস্থিতির ফল; কিন্তু তা শুধু নয়; তাছাড়া আমাদের আছে ভাবী আশীর্বাদের আশা, ঐশরাজ্য, অনন্ত জীবন, যত ভয়-শঙ্কা থেকে মুক্তি।

**শ্লোক** - ইশা ৪০:১০; সাম ২৯:১১ দ্রঃ

*প্র* দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন; আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।

*উ* তিনি আপন জাতির কাছে এসে শান্তি দান করবেন, জীবন দান করবেন।

*প্র* দেখ, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আসছেন।

*উ* তিনি আপন জাতির কাছে এসে শান্তি দান করবেন, জীবন দান করবেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রুথ পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১৩)

**বোয়াজের সঙ্গে রুথের সাক্ষাৎ**

স্বামীর দিক থেকে এলিমেলেখের গোত্রে নয়েমির একজন জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন লোক, তাঁর নাম বোয়াজ। মোয়াবীয়া রুথ নয়েমিকে বললেন, 'আমাকে মাঠে যেতে দাও; যে মাঠে ফসল তোলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে আমি মাটিতে পড়া শিষগুলো এমন একজনের পিছু পিছু কুড়োই, যার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।' নয়েমি বললেন, 'মেয়ে আমার, যাও।' তিনি গিয়ে মাঠে শস্যকাটিয়েদের পিছু পিছু মাটিতে পড়া শিষ কুড়োতে লাগলেন; দৈবাৎ তিনি এলিমেলেখের গোত্রের ওই বোয়াজের জমিতেই গিয়ে পড়লেন। আর দেখ, বোয়াজ বেথলেহেম থেকে এসে কাটিয়েদের বললেন, 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।' তারা উত্তরে বলল, 'প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।' কাটিয়েদের উপরে তাঁর যে কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, তাকে বোয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যুবতী মেয়ে কার্?' কাটিয়েদের উপরে নিযুক্ত কর্মচারী উত্তরে বলল, 'এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়েমির সঙ্গে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এসেছিল; সে বলল: দয়া করে আমাকে কাটিয়েদের পিছু পিছু আঁটিগুলোর মধ্যে মাটিতে পড়া শিষ কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে দাও। তাই সে এসে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এখানে রয়েছে: ঘর নয়, এ-ই তো তার বাসস্থান!' তখন বোয়াজ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, একটু শোন; কুড়োতে তুমি অন্য মাঠে যেয়ো না; এখান থেকে চলে যেয়োও না; এখানে আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। কাটিয়েরা যে মাঠের ফসল কাটবে, সেদিকে নজর রেখে তুমি দাসীদের পিছনে যাও; আমি কি আমার যুবকদের তোমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করিনি? আর তোমার তেষ্টা পেলে তুমি পাত্রের ধারে গিয়ে, যুবকেরা যে জল তুলেছে, তা থেকে খাও।' তখন রুথ উপুড় হয়ে ভূমিতে প্রণিপাত করলেন; তাঁকে বললেন,

‘আমি কেন আপনার দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি যে, বিদেশিনী এই আমার প্রতি আপনি মুখ তুলে চাইলেন?’ বোয়াজ উত্তরে বললেন, ‘আমাকে বলা হয়েছে, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তুমি তোমার শাশুড়ীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছ; এও শুনেছি যে, তোমার পিতামাতা ও জন্মভূমি ছেড়ে তুমি আগে যাদের জানতে না, এমন লোকদেরই কাছে এসেছ। প্রভু তোমার তেমন ব্যবহারের যোগ্য মজুরি দিন; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যে প্রভুর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় নিয়েছ, তিনি তোমাকে পুরো মজুরি দিন।’ রুথ বললেন, ‘প্রভু আমার, আমি যেন আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি! আমি আপনার একটা দাসীর সমান না হলেও আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনার এই দাসীর হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছেন!’

**শ্লোক** - হো ২:২৫; লুক ১৩:২৯

*প্র* যার নাম স্নেহবঞ্চিতা আমি তাকে স্নেহ করব,

*উ* যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি;
এবং সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

*প্র* তারা পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে আসবে।

*উ* যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি;
এবং সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ থেকে পাঠ (সাম ১০৯, ১-৩)

**ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে**

ঈশ্বর একটি সময় নিরূপণ করলেন প্রতিশ্রুতি দানের জন্য, আর একটি সময় তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য। প্রতিশ্রুতি দানের সময় ছিল নবীদের সময় থেকে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আগমন পর্যন্ত, এবং সেই সময় থেকে চরমকাল পর্যন্ত হল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের সময়।

যে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কিছুই না পেয়ে বরং ততখানি প্রতিশ্রুতি দানেই আমাদের কাছে নিজেকে ঋণী করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত। প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট ছিল

না বলে সেই প্রতিশ্রুতির একটা দলিলপত্রই যেন আমাদের হাতে দিয়ে তিনি লিখিত আকারেই নিজেকে বাধ্য করলেন, যাতে করে প্রতিশ্রুতি পূরণের সময় এলে আমরা শাস্ত্রবাণীতে দেখতে পেতাম, সব প্রতিশ্রুতি ক্রমে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং, যেমনটি বারবার বলেছি, ভাববাণীর সময় ছিল প্রতিশ্রুতিরই পূর্বঘোষণা।

তিনি শাশ্বত পরিত্রাণ, স্বর্গদূতদের সঙ্গে অনন্ত আশিসপূর্ণ জীবন, অক্ষয়শীল উত্তরাধিকার, চিরকালীন গৌরব, তাঁর আপন শ্রীমুখের মাধুর্য, স্বর্গে তাঁর আপন পবিত্র আবাস এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তা হল সেই সবকিছু, যা তিনি চরম লক্ষ্য হিসাবেই প্রতিশ্রুত হলেন ; সেই চরম লক্ষ্যের দিকেই ছুটে চলে আমাদের যত আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প, আর যখন আমরা সেই চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছব, তখন বেশি কিছুই চাইব না, বেশি কিছুও দাবি করব না। কিন্তু কেমন করে সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তিনি তাও প্রতিশ্রুতি ও ভাববাণীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হলেন মানুষকে দেবেন ঈশ্বরত্ব, মরণশীলকে অমরতা, পাপীকে ক্ষমা, হীনজনকে গৌরব।

এ মরণশীলতা, ক্ষয়শীলতা, হীনাবস্থা, দুর্বলতা, ধূলি ও ছাই থেকে যে মানুষ ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের মত হয়ে উঠবে, ঈশ্বরের এ প্রতিশ্রুতি মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল বিধায় ঈশ্বর মানুষের কাছে তা লিখিত আকারেই দিলেন, মানুষ যেন বিশ্বাস করতে পারে। আর শুধু তাই নয়, আপন বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ তিনি এমন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করলেন যিনি নায়কও নন, স্বর্গদূতও নন, মহাদূতও নন, বরং যিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র, তিনি যে কোন্ পথ ধরে সেই প্রতিশ্রুত লক্ষ্যের দিকে আমাদের চালিত করতে যাচ্ছিলেন, তা যেন তাঁর সেই আপন পুত্রের মধ্য দিয়েই দেখাতে পারেন, অর্পণও করতে পারেন। তাঁর আপন পুত্র যে পথের দিশারী হবেন, তা কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি ; তিনি তাঁকে পথও করলেন, তুমি যেন তাঁরই দ্বারা চালিত হয়ে তাঁরই আপন পথে চলতে পার। এ উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্রের পক্ষে দরকার ছিল তিনি মানুষের ঘরে এসে মানবস্বরূপ ধারণ ক'রে সেই মানবস্বরূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং মৃত্যুবরণ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ ক'রে পিতার ডান পাশে আসন গ্রহণ করে যত প্রতিশ্রুতি মানবজাতির মধ্যে পূরণ করবেন। মানবজাতির মধ্যে যত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পর

তাঁর পক্ষে এও করা দরকার ছিল: পুনরাগমন ক'রে তিনি যা শর্ত হিসাবে রেখেছিলেন তা দাবি করবেন—দয়ার পাত্র থেকে ঘৃণার পাত্র নির্ণয় করবেন, কথামত দুর্জনকে দণ্ডিত করবেন, ধার্মিককে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দান করবেন।

এ সবকিছুর ভাববাণী ও পূর্বঘোষণা দেওয়া দরকার ছিল, তা ভাবী ঘটনা বলে বুঝিয়ে দেওয়াও দরকার ছিল, তার আকস্মিক আগমনে সন্ত্রাসিত না হয়ে আমরা বরং যেন বিশ্বাসেরই বস্তু বলে তার প্রতীক্ষায় থাকি।

শ্লোক - মিখা ৭:১৯; প্রেরিত ১০:৪৩

℣ আমাদের পরমেশ্বর আবার আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখাবেন;

℟ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।

℣ তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।

℟ তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৬:৭-২১)

## ধার্মিকদের গীতিকা
## ও পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি

ধার্মিকের পথ সমতল পথ,
ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সরল-সোজা।
সত্যি, তোমার বিচারগুলির পথে আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু,
তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।
রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ,
প্রভাতে আমার আত্মা তোমার অন্বেষণ করে,
কারণ যখন তোমার বিচারগুলি পৃথিবীতে আসে,
তখন জগতের অধিবাসীরা ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হয়।

দুর্জনের প্রতি দয়া দেখালেও
সে ধর্মময়তায় উদ্বুদ্ধ হবেই না ;
সততার দেশে সে তো অনিষ্টের সাধক,
প্রভুর মাহাত্ম্যের দিকে তাকায় না।
প্রভু, তোমার হাত তো উত্তোলিত,
তবু তারা তা দেখে না ;
তোমার জনগণের প্রতি তোমার উত্তপ্ত প্রেম দেখে তারা লজ্জিত হোক ;
হ্যাঁ, তোমার বিরোধীদের জন্য তৈরী আগুন তাদের গ্রাস করুক।

প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি,
কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ।
হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
তুমি ছাড়া অন্য প্রভুরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করল ;
কিন্তু কেবল তোমার প্রতি, তোমার নামেরই প্রতি আমাদের সম্মান !

মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হবে না,
ছায়ামূর্তি পুনরুত্থিত হবে না,
কারণ তুমি শাস্তি দিয়ে ওদের ধ্বংস করেছ,
ওদের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দিয়েছ।
তুমি এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, প্রভু,
এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, নিজের গৌরব প্রকাশ করেছ,
দেশের চতুঃসীমানা বিস্তার করেছ।

প্রভু, সঙ্কটে তারা তোমার আশ্রয় নিতে চাইল,
তুমি তাদের শাস্তি দিচ্ছিলে বিধায়
তারা প্রার্থনায় নিজেদের উজাড় করে দিল।
প্রসবকাল আসন্ন হলে গর্ভবতী নারী
যেমন যন্ত্রণায় মোচড় খেতে খেতে চিৎকার করে,
তোমার সামনে, প্রভু, আমরা সেইমত ছিলাম।
আমরাও গর্ভধারণ করলাম,
আমরাও প্রসবযন্ত্রণায় ভুগলাম,
কিন্তু প্রসব করলাম শুধু বাতাসমাত্র!
আমরা দেশে পরিত্রাণ আনিনি,
জগতেও কোন নিবাসীর জন্ম হয়নি।
কিন্তু তোমার মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে,
তাদের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে।
তোমরা যারা ধুলায় শায়িত,
পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
কারণ তোমাদের শিশির জ্যোতির্ময় শিশির;
কিন্তু পৃথিবী ছায়ামূর্তিই প্রসব করবে।

চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর,
পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও।

কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক,
যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়।

কেননা দেখ, পৃথিবীর অধিবাসীদের অপরাধের শাস্তি দিতে
প্রভু আপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন ;
পৃথিবী নিজের উপরে পাতিত রক্ত প্রকাশ করবে,
নিজের নিহতদের আর আচ্ছন্ন রাখবে না।

**শ্লোক** - ইশা ২৬:১৯; দা ১২:২ দ্রঃ

*প্র* তোমরা যারা ধুলায় শায়িত, পুনর্জাগরিত হও, আনন্দধ্বনি তোল,
*উ* কারণ প্রভুর শিশির জ্যোতির্ময় শিশির।
*প্র* ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে।
*উ* কারণ প্রভুর শিশির জ্যোতির্ময় শিশির।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪৭)

**ঈশ্বরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষাই তো ভালবাসা**

জগৎকে ভয়ে অভিভূত দে'খে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ ক'রে প্রেমের মাধ্যমে তাকে আবার নিজের কাছে ডাকলেন, অনুগ্রহের মাধ্যমে আমন্ত্রণ করলেন, ভালবাসার মাধ্যমে সুস্থির করলেন, করুণার মাধ্যমে ঘিরে রাখলেন।

এজন্যই তিনি অপকর্ম-বৃদ্ধ পৃথিবীকে প্রতিশোধ-দানকারী জলপ্লাবনের বারিতে প্রক্ষালন করলেন, এবং নোয়াকে নবযুগের পিতা বলে আহ্বান ক'রে মধুর কথা দিয়ে তাঁকে প্রেরণ করলেন, বন্ধুর মত তাঁর উপর আস্থা রাখলেন, বর্তমানকালের জন্য পিতৃসুলভ নির্দেশ দিলেন, অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাহস দিলেন। তিনি তাঁকে শুধু আদেশই দিলেন এমন নয়, বরং সহযোগিতা দান ক'রে সেই জাহাজের মধ্যে নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেণির জীবজন্তুকে আটকিয়ে দিলেন যেন ভ্রাতৃপ্রেমই দাসত্বের ভয়ের স্থান দখল করতে পারে, এবং যা সকলের প্রচেষ্টায় ত্রাণ পেয়েছিল তা যেন সকলের

প্রেম দ্বারা রক্ষাও পেতে পারে। এজন্যই তিনি বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আব্রাহামকে ডাকলেন, তাঁর নাম দীর্ঘ করলেন, তাঁকে বিশ্বাসীদের পিতা করলেন, তাঁর সঙ্গে পথ চললেন, বিদেশে তাঁকে রক্ষা করলেন, তাঁকে সম্পত্তি দিলেন, বিজয়দানে তাঁকে গৌরবমণ্ডিত করলেন, তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন, বিপদ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন, তাঁর আতিথ্য উপভোগ করলেন, অপ্রত্যাশিত বংশ দানে তাঁকে মহিমান্বিত করলেন যেন ততখানি মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে ও ঐশভালবাসার তেমন মাধুর্যে আকর্ষিত হয়ে তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতে নয়, ভালইবাসতে শেখেন; তিনি যেন ভয়ের মধ্যে নয়, প্রেমের সঙ্গেই ঈশ্বরকে পূজা করেন। এজন্যই তিনি পলাতক যাকোবকে স্বপ্নের মাধ্যমে সান্ত্বনা দিলেন, ফিরে আসার সময়ে তাঁকে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে আহ্বান করলেন, যোদ্ধার আলিঙ্গনে তাঁকে ঘিরে ধরলেন তিনি যাঁর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন সেই পিতাকে যেন ভয় করতে নয়, ভালইবাসতে শেখেন। এজন্যই তিনি পিতারই মত মোশিকে ডাকলেন এবং পিতৃস্নেহের মাধ্যমে তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন তিনি যেন তাঁর জাতির মুক্তিসাধক হন।

এই যে সমস্ত ঘটনা আমরা স্মরণ করলাম, তাতে দেখা যায়, যেখানে ঐশপ্রেমের শিখা মানুষের হৃদয় প্রজ্বলিত করল এবং ঐশভালবাসার প্রবল উদ্দীপনা মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মিশে গেল, সেখানে আত্মায় বিদ্ধ হয়ে মানুষ স্বচক্ষেই ঈশ্বরকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে লাগল। যে ঈশ্বরকে জগৎ নিজের বুকে ধারণ করতে অক্ষম, মানুষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি কী করেই বা তাঁকে ধারণ করতে পারত? উত্তর এ: কী হবে, কী হওয়া উচিত, কী হতে পারে,

—প্রেমের বিধান কিন্তু এ সকল প্রশ্ন মানে না। প্রেম তো সুবুদ্ধি মানে না, প্রেম তো যুক্তিহীন, প্রেম তো কোন মাত্রা মানে না। ব্যাপার যে অসম্ভব এতেও প্রেমের বিশ্রাম নেই, ব্যাপার যে দুষ্প্রাপ্য এতেও প্রেমের আরাম নেই। আকাঙ্ক্ষার বস্তু না পেতে পারলে প্রেম তো প্রেমিককে ধ্বংসই করে; যা উচিত তা নয়, যাতে আকর্ষিত সেদিকেই প্রেম যায়। প্রেম আকাঙ্ক্ষাকে প্রসব করে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে, উত্তেজিত হয়ে উঠে নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে প্রবণ হয়। আর বেশি কথা কেন? প্রেম যা প্রেম করে, তা না দেখে পারে না। এজন্য যতই পুরস্কার পেতে পারতেন, সাধুসাধ্বীরা ঈশ্বরকে না দেখতে পারলে সেই

সবকিছু তুচ্ছই মনে করতেন। যে প্রেম ঈশ্বরকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে, সেই প্রেম হয় তো তত যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে, তবু সেই প্রেম উদ্দীপ্ত ভক্তির প্রমাণ। এজন্যই মোশি সাহস করে বলতে পারলেন, *আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে তোমার শ্রীমুখ আমাকে দেখাও* (যাত্রা ৩৩:১৩, ১৮ দ্রঃ)। এজন্যই সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তোমার শ্রীমুখ দেখাও* (সাম ২৭:৮ দ্রঃ)। বিধর্মীরাও এ উদ্দেশ্যে মূর্তি তৈরি করল, ভুলবশত যা পূজা করত, তারা যেন স্বচক্ষেই তা দেখতে পারত।

**শ্লোক** - ইশা ৬৬:১৩; ১ রাজা ১১:৩৬; ইশা ৬৬:১৪; ৪৬:১৩ দ্রঃ

*প্র* মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব—প্রভুর উক্তি : আমার মনোনীত নগরী যেরুশালেম থেকেই তোমাদের কাছে সাহায্য আসবে :

*উ* এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়।

*প্র* আমি সিয়োনে মঞ্জুর করব পরিত্রাণ, যেরুশালেমে আমার গৌরব।

*উ* এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রুথ পুস্তক থেকে পাঠ (২:১৪-২৩)

**নয়েমির কাছে রুথের প্রত্যাগমন**

খাওয়া-দাওয়ার সময়ে বোয়াজ তাঁকে বললেন, 'এখানে এসে রুটি খাও, তোমার রুটির টুকরোটা সির্কায় ভিজিয়ে নাও।' তাই তিনি কাটিয়েদের পাশে পাশে বসলেন, আর বোয়াজ তাঁকে ভাজা গম দিলেন; রুথ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, আর বাকি কিছুটা বাঁচিয়ে রাখলেন। পরে তিনি উঠে যখন কুড়োতে যাচ্ছিলেন, তখন বোয়াজ তাঁর কর্মচারীদের আজ্ঞা দিলেন: 'ওকে আঁটিগুলোর মধ্যেও কুড়োতে দাও, ওকে বিরক্ত করবে না। এমনকি, ওর জন্য বাঁধা আঁটি থেকে ইচ্ছা করেই কিছুটা শিষ মাটিতে পড়তে দাও; সেগুলো রেখে যাও, ও যেন তা কুড়োতে পারে; ওকে ধমক দেবে না!'

তাই রুথ সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মাঠে কুড়োলেন; পরে তিনি কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো মাড়াই করালে তাতে প্রায় এক মণ যব হল। তা তুলে নিয়ে তিনি শহরে ফিরে গেলেন, এবং শাশুড়ী তাঁর কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো দেখলেন। পরে রুথ যে খাবারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা বের করে তাঁকে দিলেন। শাশুড়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ কোথায় কুড়িয়েছ? কোথায় কাজ করেছ? যিনি তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, তিনি ধন্য হোন!' তখন রুথ কার্ মাঠে কাজ করেছিলেন, তা শাশুড়ীকে জানিয়ে দিলেন; বললেন, 'যাঁর কাছে আজ কাজ করেছি, তাঁর নাম বোয়াজ।' নয়েমি পুত্রবধূকে বললেন, 'তিনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! তিনি জীবিত ও মৃতদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাতে ক্ষান্ত হননি।' নয়েমি বলে চললেন, 'এই লোকের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে; মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তিসাধনের অধিকার যাঁদের আছে, সেই জ্ঞাতিদের মধ্যে তিনি একজন।' মোয়াবীয়া রুথ বললেন, 'তিনি আমাকে একথাও বললেন, আমার সমস্ত ফসল-কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক।' তখন

নয়েমি পুত্রবধূ রুথকে বললেন, ‘মেয়ে আমার, ভাল কথাই যে তুমি তাঁর দাসীদের সঙ্গে যাবে, এবং অন্য কোন মাঠে তোমাকে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে যেতে হবে না।’ তাই যব ও গম কাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি কুড়োবার জন্য বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন ; পরে শাশুড়ীর সঙ্গে বসবাস করলেন।

**শ্লোক** - লুক ১:৬৮, ৭০; ১ যোহন ৪:১৪

*প্র* প্রভু সাধন করেছেন তাঁর আপন জনগণের মুক্তিকর্ম,

*উ* যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন।

*প্র* পিতা তাঁর আপন পুত্রকে জগতের পরিত্রাতা রূপে প্রেরণ করলেন,

*উ* যেমনটি তাঁর প্রাচীনকালের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে বলেছিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত ‘ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ১৯:১; ২০:২; ২১:১)

**আদম ও খ্রিষ্ট ; হবা ও মারীয়া**

তাঁর অধিকৃত সম্পদ এ মর্তে প্রকাশ্যে এসে প্রভু, সেই যে মানবদশা তিনি নিজেই যার নির্ভর তা ধারণ ক’রে, ক্রুশ-বৃক্ষের উপরে নিজ বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বৃক্ষে সূচিত অবাধ্যতা বাতিল ক’রে মানবদশার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন করলেন। একইসঙ্গে, আদমের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী হবা যে সর্বনাশা প্রবঞ্চনার দরুন প্রবঞ্চিতা হয়েছিলেন, তিনি দূত দ্বারা যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী মারীয়ার কাছে সুন্দরভাবে ঘোষিত সত্যেরই মধ্য দিয়ে সেই প্রবঞ্চনার প্রতিকার সাধন করলেন। হবা যেমন একটা দূতের বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চিতা হয়ে ঈশ্বরের বাণী অমান্য ক’রে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছিলেন, তেমনি মারীয়া একটি দূতের শুভসংবাদ গুণে ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বাধ্য হয়ে তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন। আর যখন প্রথমজন ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা দেখিয়েছিলেন অথচ দ্বিতীয়জন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে অনুপ্রাণিতা হয়েছিলেন, তখন তা ঘটেছিল যেন কুমারী মারীয়া কুমারী হবার সাহায্যকারিণী হতে পারতেন।

খ্রিষ্ট এক মাথায়, নিজেতেই, সমস্তই সম্মিলিত করলেন (এফে ১:১০ দ্রঃ): আমাদের যে শত্রু আদিতে আমাদের সকলকে আদমে বন্দি করেছিল, তিনি তাকে যুদ্ধে

আহ্বান করে পরাজিত করলেন এবং সাপের মাথা পিষে মারলেন যেইভাবে আদিপুস্তকে ঈশ্বর বলেছিলেন, *আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তিনি তোমার মাথা পিষে মারবেন, আর তুমি তাঁর পাদমূলের জন্য ওত পেতে থাকবে* (আদি ৩:১৫)। কুমারী থেকে নব-আদম রূপে যাঁর জন্ম নেবার কথা ছিল, সেইসময় থেকে তাঁর সম্বন্ধে এমন বর্ণনা দেওয়া হল তিনি ঠিক যেন সাপের মাথা পিষে মারবেন; আর তিনি হলেন আদমের সেই বংশধর যাঁর বিষয়ে গালাতীয়দের কাছে পত্রে প্রেরিতদূত বলেন, *অপরাধ লক্ষ ক'রেই বিধান যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই বংশধর না আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল* (গা ৩:১৯)।

বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি একই পত্রে বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন* (গা ৪:৪)। বস্তুতপক্ষে বিজয়ী খ্রিষ্ট যদি নারী থেকে জাত একজন মানুষ না হতেন, তবে শত্রুর উপরে তাঁর বিজয় ন্যায্য হত না, কেননা সেই শত্রু আদি থেকে একটি নারীর মধ্য দিয়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব ক'রে মানুষবৈরী রূপে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

এজন্যই প্রভু নিজেকে মানবপুত্র বলেই ঘোষণা করেন। যে আদিমানব থেকে নারীজাত মানবজাতি গঠিত হয়েছিল, তিনি সেই আদিমানবকে এক মাথায়, নিজেতেই, সম্মিলিত করলেন, যেন পরাজিত একটি মানুষ দ্বারা যেমন আমাদের মানবস্বরূপ মৃত্যুতে অবরোহণ করেছিল, তেমনি যেন বিজয়ী একজন মানুষের মধ্য দিয়েই আমরা পুনরায় জীবনে আরোহণ করতে পারি।

শ্লোক - লুক ১:২৬, ৩০-৩৩ দ্রঃ

প্র গাব্রিয়েল দূত যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ কুমারী মারীয়ার কাছে সংবাদ দিতে প্রেরিত হলেন। তেমন আলোর সামনে মারীয়া ভয়ে বিচলিতা হলেন। ভয় করো না, মারীয়া, তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ ক'রে তুমি যে পুত্রসন্তান প্রসব করবে,

উ তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।

৩২ প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন, আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

৩৩ তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৭:১-১৩)

**প্রভু আপন আঙুরখেত আবার চাষ করবেন :**

**আপন জনগণকে নবীকৃত করে একত্রে সংগ্রহ করবেন**

সেদিন প্রভু তাঁর নিদারুণ, বিরাট ও পরাক্রমী খড়্গ দ্বারা
কুটিল সাপ সেই লেভিয়াথানকে,
হ্যাঁ, কুণ্ডলিত সাপ সেই লেভিয়াথানকে শাস্তি দেবেন ;
সমুদ্র-বাসী সেই নাগকে মেরে ফেলবেন।

সেদিন লোকে বলবে :
'সেই যে উৎকৃষ্ট আঙুরখেত—তোমরা তার গুণগান কর !'
স্বয়ং প্রভু আমিই তার রক্ষক,
আমিই পলে পলে তা জলসিক্ত করি ;
পাছে তার ক্ষতি হয়,
আমি দিনরাত তা যত্ন করি।
আমি এখন ক্রুদ্ধ নই।

আঃ ! আমাকে বিরোধিতা করতে
যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা থাকত !
সেইসব আক্রমণ করে আমি একেবারে পুড়িয়ে দিতাম !
সে বরং আমার কাছে আশ্রয় নিতে আসুক,
আমার সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করুক,
শান্তি-চুক্তি করুক আমার সঙ্গে !

ভাবী দিনগুলিতে যাকোব শিকড় গাড়বে,
ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত,
ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে।
প্রভু ইস্রায়েলের প্রহারকদের যেমন প্রহার করেছিলেন,

ইস্রায়েলকেও কি সেইমত প্রহার করলেন?
কিংবা তার হত্যাকারীদের তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন,
তাকেও কি সেইমত হত্যা করলেন?
তাকে তাড়িয়ে দেওয়ায়, ত্যাগ করায়ই তুমি তাকে শাস্তি দিলে,
পুববাতাসের দিনের মত
তুমি প্রবল ফুৎকারেই তাকে ঝেড়ে দূর করলে।

তখন যাকোবের অপরাধ এভাবেই ক্ষমা হবে,
তখন এটিই হবে তার পাপহরণের গোটা ফল,
সে যখন যজ্ঞবেদির সমস্ত পাথর চূর্ণবিচূর্ণ চুনের পাথরের মত করবে,
ও কোন পবিত্র দণ্ড ও কোন ধূপবেদি আর থাকবে না।
কারণ সুদৃঢ় নগরটি শূন্যস্থান হয়েছে,
হয়েছে নির্জন স্থান, মরুভূমির মত পরিত্যক্ত;
সেখানে বাছুর চরে বেড়ায়, শুয়ে পড়ে ও যত ঘাস খায়।
সেখানকার ডালপালা শুষ্ক হলে তা টুকরো টুকরো করা হবে,
স্ত্রীলোকেরা এসে তা দিয়ে আগুন জ্বালাবে।
সত্যি! তেমন জাতি নির্বোধ এক জাতি;
এজন্য তার নির্মাতা তার প্রতি করুণা করবেন না,
যিনি তাকে গড়লেন, তিনি তার প্রতি দয়া দেখাবেন না।

সেদিন এমনটি ঘটবে,
প্রভু [ফোরাত] নদীর প্রণালী থেকে মিশরের জলস্রোত পর্যন্ত
শস্যমাড়াই আরম্ভ করবেন,
আর তোমাদের, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, একে একে করে জড় করা হবে।
সেই দিন যখন আসবে, তখন বড় তুরিটা বাজবে;
আর যারা আশুরে বিক্ষিপ্ত, যারা মিশরে তাড়িত,
তারা ফিরে আসবে।
তারা যেরুশালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে

প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে।

**শ্লোক** - মথি ২৪:৩১; ইশা ২৭:১৩ দ্রঃ

*প্র* প্রভু মহা তুরির সঙ্গে আপন দূতদের প্রেরণ করবেন; তাঁরা তাঁর সকল মনোনীতদের জড় করবেন

*উ* চারিদিক থেকে, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

*প্র* তারা এসে যেরুশালেমে পবিত্র পর্বতের উপরে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করবে

*উ* চারিদিক থেকে, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১)

## ইস্রায়েল মুকুলিত হবে

*এসো, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি; যাকোবের সন্তান আমরাই যারা আসছি, এসো, তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি! ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত, ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে* (ইশা ২৭:৫ দ্রঃ)। যে দেশগুলি চারদিক থেকে আসছে, সেই ধন্য নবী জ্ঞানী সুমন্ত্রণাদাতার মত ঘটনা ঘটবার আগেই তাদের কাছে কথা বললেন; মনে হচ্ছে নবী যেন আগে থেকে দেখতে পেলেন, ইহুদীরা বিশ্বত্রাতা খ্রিষ্টকে প্রেম ও বিশ্বাস আরোপ করতে অস্বীকার করবে, ঈশ্বরের প্রিয় জাতি অদম্য হবে, বিজাতীয়দেরই কাছে আহ্বান জানিয়ে খ্রিষ্ট প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে নর-নারীকে ধরবার জন্য জাল ফেলবেন। এজন্য নবী বলেন, *ইস্রায়েল ঈশ্বরকে ত্যাগ করল, প্রথমজাত সন্তান অবাধ্য হল* (দ্বিঃবিঃ ৩২:৫ দ্রঃ), বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আপন মুক্তিসাধককে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু আমরা যারা আসছি, সময় পূর্ণ হলেই যারা আসব, সবদিক থেকে—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিধর্মী অজ্ঞতা থেকে সত্যকার ঈশ্বর-জ্ঞানের দিকে, পাপ থেকে ধর্মময়তার দিকে—এই আমরা, এসো, তাঁর সঙ্গে শান্তি-চুক্তি করি; প্রাচীন শত্রুতা বর্জন ক'রে, এসো, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতেই জীবনযাপন করি।

পাপ প্রত্যাখ্যান করেছি, শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেছি, খ্রিষ্ট থেকে আমাদের পৃথক করবে, তাঁর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, আর তেমন কিছুই নেই। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর ঐশপ্রকাশ গ্রহণ করি, তাঁর যত ইচ্ছা ও বাণী পালন করি, সুসমাচারের কথায় মাথা নত করি, তবেই তাঁর সঙ্গে শান্তি ভোগ করব —যেইভাবে সুবুদ্ধিসম্পন্ন পলও বিধর্মী অবস্থা থেকে আগত ভ্রাতাদের কাছে বলেন, *বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি* (রো ৫:১)।

বিশ্বাসের দিকে যারা পথ চলছে, তাদের উপদেশ দেওয়ার পর নবী ধন্য প্রেরিতদূতদের উদ্দেশ করেন: তাঁরা সমগ্র জগৎকে ঈশ্বরের কাছে চালিত করবেন, একথা উপলব্ধি ক'রে, বা পবিত্র আত্মার কাছ থেকে একথা জেনে তিনি মহা আনন্দে ও উত্তেজনায় প্লাবিত হয়ে বলে ওঠেন, *যাকোবের সন্তানেরা অঙ্কুরিত হবে, ইস্রায়েল মুকুলিত হবে, হবে প্রস্ফুটিত, ভূমণ্ডলকে ফলাদিতে পরিপূর্ণ করে তুলবে* (ইশা ২৭:৬)। ধন্য শিষ্যেরা সেই যাকোবেরই মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যাঁর আর এক নাম ছিল ইস্রায়েল, কিন্তু *সূর্যের উদয় থেকে তার অস্ত পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন* (সাম ১৯:৫)। বিজাতি সকলেই ঈশ্বরকে জানবার জন্য আহূত হল, সারা বিশ্ব এই ফলগুলিতে পূর্ণ হল বিধায় সেই ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। ফলগুলি কার? ইস্রায়েলের, অর্থাৎ সেই প্রেরিতদূতদের যাঁরা ইস্রায়েলের বংশধর। বিশ্বাসীরা হল প্রেরিতদূতদের পরিশ্রমের ফল, পল তাদের আপন আনন্দ ও মুকুট বললেন। তাঁদের ধর্মশিক্ষায় যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারাই তাঁদের পুণ্যবান গুরুদের সত্যকার গৌরব ও তাঁদের পরিশ্রমের ফল।

শ্লোক - ইশা ৬৬:১৩, ১৪; ২ করি ১:৭

*প্র* আমি তোমাদের সান্ত্বনা দেব; যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে। এসব-কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়;

*উ* তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে, এবং প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে।

*প্র* তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

৳ তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে, এবং প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রুথ পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৮)

**বোয়াজের প্রতিজ্ঞা**

তাঁর শাশুড়ী নয়েমি তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, তোমার জন্য আমাকে কি এমন স্থায়ী ব্যবস্থা খোঁজ করতে হবে না, যেন তোমার সুখ হয়? যাঁর দাসীদের সঙ্গে তুমি সম্প্রতি ছিলে, সেই বোয়াজ কি আমাদের জ্ঞাতি নন? দেখ, তিনি আজ রাতে খামারে যব ঝাড়বেন। তাই তুমি এখন স্নান কর, গায়ে তেল মাখ, গায়ে আলোয়ান জড়াও, এবং সেই খামারে নেমে যাও; তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করার আগে তুমি তাঁকে নিজেকে চিনতে দিয়ো না। তিনি যখন শুতে যাবেন, তখন তুমি তাঁর শোয়ার জায়গা লক্ষ কর, পরে গিয়ে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শোও; তোমাকে যে কী করতে হবে, তা তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন।' রুথ বললেন, 'তুমি যা বলেছ, আমি তা সবই করব।'

তাই তিনি সেই খামারে গিয়ে তাঁর শাশুড়ী যা কিছু আদেশ করেছিলেন, তা সবই করলেন। বোয়াজ খাওয়া-দাওয়া করলেন ও হৃদয়ে আনন্দকে স্থান দিলেন; পরে যবের রাশির ধারে শুতে গেলেন। তখন রুথ আস্তে আস্তে এসে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শুইলেন। মাঝরাতের দিকে লোকটি চকিত হয়ে জেগে উঠে চারদিকে তাকালেন; আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আবার কে?' রুথ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার দাসী রুথ; আপনার এই দাসীর উপরে আপনি আপনার ডানা মেলে দিন, কারণ জ্ঞাতি বলে আপনারই তো মূল্য দিয়ে মুক্তিসাধনের অধিকার আছে।' তিনি বললেন, 'মেয়ে আমার, তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, কারণ তুমি ধনী বা গরিব কোন যুবা পুরুষের খোঁজে না যাওয়ায় আগেরটার চেয়ে তোমার এই দ্বিতীয় সৎকাজই শ্রেয়। মেয়ে আমার, ভয় করো

না, তুমি যা বলবে, আমি তোমার জন্য তা সবই করব; কারণ তুমি যে সদ্‌গুণবতী, একথা আমার সহনাগরিকেরা সকলেই জানে। আর আমি যে জ্ঞাতি বলে মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকারী, একথা সত্য; কিন্তু আমার চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আর একজন জ্ঞাতি আছে। আজ রাতে এখানে থাক, সকালে সে যদি তোমার পক্ষে তার নিজের অধিকার অনুশীলন করতে ইচ্ছুক, তবে ভাল, সে-ই মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করুক; কিন্তু যদি তা করতে তার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমিই মূল্য দিয়ে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক!'

তাই রুথ সকাল পর্যন্ত তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে রইলেন, কিন্তু, কেউ অন্য কাউকে চিনতে পারে এমন সময়ের আগে তিনি উঠলেন। আর বোয়াজ ভাবছিলেন, 'এই স্ত্রীলোক যে খামারে এসেছে, একথা লোকে যেন না জানতে পারে।' পরে তিনি বললেন, 'তোমার গায়ে যে আলোয়ান আছে, তা নিয়ে এসো, পেতে ধর।' রুথ তা পেতে ধরলে তিনি ছয় দাঁড়ি যব তার মাথায় দিলেন; তখন রুথ শহরে চলে গেলেন; রুথ শাশুড়ীর কাছে এলে তাঁর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে আমার, তবে কী হল?' আর রুথ তাঁর জন্য সেই লোক যে কী করেছিলেন, তা সবই তাঁকে জানিয়ে দিলেন। আরও বললেন, 'শাশুড়ীর কাছে খালি হাতে যেয়ো না; আর তাই বলে তিনি আমাকে এই ছয় দাঁড়ি যব দিয়েছেন।' তাঁর শাশুড়ী তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না জানতে পার শেষে কী ঘটবে; কেননা আজই ব্যাপারটা সমাধা না করে লোকটি ক্ষান্ত হবেন না।'

শ্লোক - ১ শামু ২:৭-৮; লুক ১:৪৮

প্র প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান, অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন। তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন, আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,

উ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন নিতে পারে, গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

প্র তিনি তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,

উ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন নিতে পারে, গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার বিশপ সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১২:২-৪)

**খ্রিষ্টের ক্রুশই নবসৃষ্টির জীবনবৃক্ষ**

আমরা নিজেদের নির্মাণ করিনি, প্রভুই আমাদের নির্মাণ করেছেন। এমনকি আমাদের পরিত্রাণ রহস্য বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থাৎ মানবজাতিকে নবায়ন করার জন্য, সাধুসাধ্বীর জীবনে তিনি যা যা বললেন ও করলেন, সেই সব কিছুর মধ্য দিয়ে কাজে হাত দিয়ে তিনি আমাদের পুনর্নির্মাণও করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখতে পারি, নির্দোষী আবেলের মৃত্যুর প্রতিকারস্বরূপ সেথের জন্ম হল। সেথ আপন পিতার সাদৃশ্যে গঠিত হলেন, আপন পিতার মত তিনিও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত হলেন। তাঁকে নিয়ে শুরু ক'রে জলের উৎসের মত নির্গত হল সেই ধর্মময়তার জলস্রোত যা তাঁর বংশধরদের মধ্য দিয়েও বয়ে গেল। আর যদিও সেই স্রোত জলপ্লাবন দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল এবং সেই সর্বনাশে সেই বিশেষ জাতিও নিঃশেষিত হয়েছিল, তবু সেই জাতিকে বিস্তারিত করার উপায়টি একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিতে বেঁচে রইল। ভাবী মুক্তিদাতার গুপ্ত পরিকল্পনা সেইসময়ও বাস্তবায়িত হচ্ছিল— হ্যাঁ, সেই রহস্যময় প্রকল্প, যা অনুসারে একটিমাত্র ব্যক্তি সকলের পাপের জন্য পুনর্মিলন ঘটাবেন।

কিন্তু মানবজাতির গতি বয়ে যেতে যেতে, ধর্মময়তা আবার হ্রাস পেতে লাগল; দেশগুলি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে অপকর্মও বৃদ্ধি পেতে থাকল। মানুষের শঠতা যাতে দ্বিতীয়বারের মত গোটা মানবজাতির সর্বনাশ না ঘটায়, সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর স্থির করলেন তিনি এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন যিনি বিশ্বাসীদের পিতা বলে পরিচিত হবেন, এবং সেই ব্যক্তি থেকেই এক রাজ্যের এবং তার সনাতন রাজার বংশের প্রতিশ্রুতি উদ্ভূত হবে। যে বংশ একদিন বিজাতীয়দের বিশ্বাসের মাধ্যমে অগণন সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবার কথা, সেই বংশ খ্রিষ্টে বাস্তব রূপ পেল: তিনি ইতিপূর্বে কুলপতিদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং বিধান তাঁরই একটা আভাস দিয়েছিল। নবীদের মুখ দিয়ে কথা বলার পর, বিধান ও ভাববাণী দু'টোকেই পূর্ণ করার জন্য তিনি মানবরূপে এলেন। তা করে তিনি নিজ অনুগ্রহদানে এনে দিলেন সেই পরিত্রাণ যা বিধানের নিয়মবিধি দিতে অক্ষম হয়েছিল; কেননা সেইসময় পাপ গোটা দেহটাকে,

অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে এমন পর্যায়ে দূষিত করেছিল যে, রোগটা অতি তীব্রতার সঙ্গে স্থান পেয়েছিল: ঔষধ নিষ্ফলই ছিল, অবস্থা মানবীয় প্রতিকারের বাইরে সরে গেছিল। অতএব নিজ গৌরবময় দেহের সাদৃশ্যে আমাদের পুনর্নির্মাণ করার জন্য আমাদের দীনাবস্থার অনুরূপ হয়ে সেই একজন এলেন যাঁর পুনরাগমন করার কথা। তিনি নিজেই এলেন, কারণ কেবল নির্মাতাই তো নিজ কাজের প্রভু, কেবল কুমোর তো বলতে পারে নিজ মাটি দিয়ে সে কী গড়তে যাচ্ছে। যিনি আমাদের এক একজনকে গড়েছিলেন, সেই সকলেরই প্রভু আমাদের অবস্থায় আনত হয়ে নিজ দেহে আমাদের ধারণ করলেন যাতে যে নৈপুণ্য ও কৌশল অনুসারে তিনি আদিতে আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অনুসারেই তিনি আমাদের পুনর্নির্মাণ করতে পারেন।

প্রভুরূপে তাঁর যে মহত্ত্ব, সেই অনুসারে নয়, বরং তিনি কখনও ক্রীতদাস না হয়েও ক্রীতদাসরূপেই আমাদের কাছে এলেন। যিনি ছিলেন ঈশ্বরের শক্তি, সেনাবাহিনীর প্রভু, সকলের সহায় ও রক্ষাকর্তা, তিনি নিরুপায় মানুষের মত মানুষ হলেন। যিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পাপীকে ধর্মময়তায় ফিরিয়ে আনেন, তিনি নিজে অপরাধীদেরই একজন বলে পরিগণিত হলেন। যে মেষশাবক জগতের পাপ হরণ করেন, সেই শাবক মেষের মত জবাইখানার দিকে চালিত হলেন; যিনি আমাদের অনন্ত জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন।

এমন অপরূপ পরিকল্পনা ও মহাদান বুঝবার জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাঁর আপন আলো সনাতন গিরিমালা থেকে আমাদের উপর উদিত হবে। আমরা যে পথ ধরে ঊর্ধ্বে আরোহণ করছি, একসময় সেই খাড়া পথ দিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম—আমরা যেন দেখতে পাই কেমন করে সেই পতন থেকে উদ্ধার পেলাম এবং কেমন করে পবিত্র ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত একটি বৃক্ষ ও একটি কুমারীকে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হল, এজন্য সেই গিরিমালার দিকেই চোখ তোলা প্রয়োজন।

একটিমাত্র পথ রয়েছে, সেই পথ নিয়ে যায় হয় দণ্ডের দিকে না হয় পরিত্রাণের দিকে। গর্ব যেন আমাদের পা না চালিত করে নিচের দিকে; বিনম্রতাই বরং ঊর্ধ্বের দিকে আমাদের পা চালিয়ে যেন প্রভুর কাছে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শ্লোক - সাম ৭২:৮

প্ প্রভুর কাছ থেকে আমাদের মুক্তি শীঘ্রই আসবে। তিনি আমাদের ভারী জোয়াল চূর্ণ করবেন, আমাদের পাপের শৃঙ্খল খুলে ফেলবেন,

উ্ কারণ তিনি পরাক্রমশালী।

প্ তিনি এক সাগর থেকে আর এক সাগর পর্যন্ত আধিপত্য করবেন, মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায়।

উ্ কারণ তিনি পরাক্রমশালী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১-৮)

যেরুশালেমকে কঠোরভাবে বিচার করার পর
প্রভু তার রক্ষাকর্তারূপে দাঁড়াবেন
আরিয়েল, আরিয়েল, ধিক্ তোমায়!
তুমি যে দাউদের শিবিরনগর!
এক বছরের পর অন্য বছর যাক,
উৎসবচক্র ঘুরে আসুক।
কিন্তু আমি আরিয়েলের উপরে সঙ্কোচ ঘটাব,
তখন হবে কান্নাকাটি;
তাতে তুমি আমার পক্ষে প্রকৃতই আরিয়েল হবে।
দাউদের মত আমিও তোমার বিরুদ্ধে শিবির বসাব,
গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব,
তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব।

তখন তুমি অবনত হয়ে মাটি থেকে কথা বলবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথা ফিসফিস করে উঠবে;
মাটি থেকে নির্গত তোমার সুর ভূতের ওঝার সুরের মত হবে,
ধুলামাটি থেকে তোমার কথার শব্দ ফুস্‌ফুসের মত হবে।
তোমার অত্যাচারীদের বিপুল দল হবে সূক্ষ্ম ধুলার মত,
তোমার পীড়কদের বিপুল দল হবে তাড়িত তুষের মত।
আর হঠাৎ, এক নিমেষেই,
বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প ও মহাশব্দের সঙ্গে,
ঘূর্ণিঝড়, ঝঞ্ঝা ও সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার সঙ্গে
সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।

তখন সকল জাতির যে বিপুল দল আরিয়েলের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালায়,

যারা তাকে ও তার নানা গড় আক্রমণ করে ও অবরুদ্ধ করে,
সেইসব একটা স্বপ্নের মত হবে, হবে রাত্রিকালীন দর্শনের মত।

এমনটি ঘটবে, যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ স্বপ্ন দেখে : সে খাচ্ছে,
কিন্তু জেগে উঠলে তার উদর শূন্য ;
কিংবা যেমন পিপাসিত মানুষ স্বপ্ন দেখে : সে পান করছে,
কিন্তু জেগে উঠলে, দেখ, সে দুর্বল, তার গলা দগ্ধ ;
যে সব দেশের মানুষের দল সিয়োন পর্বতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাচ্ছে,
তাদের দশা তেমনি হবে।

**শ্লোক** - ইশা ৫৪:৪; ২৯:৬, ৭ দ্রঃ

*প্র* যেরুশালেম, ভয় করো না ; তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না,
*উ* কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।
*প্র* যারা তোমাকে অত্যাচার করত, সেই সকল দেশ রাত্রিকালীন একটা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে।
*উ* কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তোমাকে দেখতে আসবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তারার মঠাধ্যক্ষ ধন্য ইস্‌হাকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫১)

**মারীয়া এবং মণ্ডলী**

ঈশ্বরের পুত্র হলেন বহু ভাইবোনের মধ্যে প্রথমজাত। স্বরূপে একমাত্র পুত্র হয়েও তিনি যারা তাঁর সঙ্গে এক, তাদের নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, কারণ যারা তাঁকে গ্রহণ করে তিনি *তাদের দিলেন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার* (যোহন ১:১২)। মানুষের সন্তান হয়ে তিনি অনেককে ঈশ্বরের সন্তান করলেন। প্রেম ও ক্ষমতায় অনন্য হয়েও তিনি অনেককে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, আর তারা দৈহিক প্রসব অনুসারে অনেক হয়েও তবু ঐশজন্ম গুণে তাঁর সঙ্গে এক।

মাথা ও দেহ হিসাবে সেই গোটা ও একমাত্র খ্রিষ্ট আসলে এক : স্বর্গে একমাত্র ঈশ্বর থেকে জাত হয়ে এবং মর্তে একমাত্র মাতা থেকে জাত হয়ে তিনি তো এক ; তিনি

একাধারে হলেন বহু সন্তান ও একমাত্র সন্তান। আর যেমন মাথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল একমাত্র সন্তান ও বহু সন্তান, তেমনি মারীয়া ও মণ্ডলী হল একমাত্র মাতা ও বহু মাতা, একমাত্র কুমারী ও বহু কুমারী। উভয়ই মাতা, আবার উভয় কুমারী; উভয়ই দৈহিক লালসা থেকে মুক্ত হয়ে একই আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করে; উভয়ই নিষ্পাপ হয়ে পিতা ঈশ্বরের জন্য সন্তান বহন করে। মারীয়া পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দেহের জন্য মাথার জন্ম দিলেন, মণ্ডলী সকল পাপীর ক্ষমালাভের গুণে মাথার জন্য দেহকে গড়ে তোলে। উভয়ই খ্রিষ্টের মাতা, তবু পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সেই দু'টোর কেউই গোটা খ্রিষ্টের জন্ম দিতে পারে না।

ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রে কুমারী মাতা মণ্ডলীর বেলায় যা সার্বিক অর্থে বলা হয়, তা বিশেষ অর্থে কুমারী মারীয়াকেও নির্দেশ করে, এবং কুমারী মাতা মারীয়ার বেলায় যা ব্যক্তিগত অর্থে বলা হয়, তা সার্বিক অর্থে কুমারী মাতা মণ্ডলীকেও নির্দেশ করে। আর যা উভয়ের বেলায় বলা হয়, তা কোন পার্থক্য না রেখে সাধারণ ভাবে উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য।

একপ্রকারে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মাও ঐশবাণীর কনে, খ্রিষ্টের মাতা, কন্যা, বোন, কুমারী ও উর্বরা বলে গ্রহণযোগ্য। সার্বিক অর্থে মণ্ডলীর বেলায় যা বলা হয়, তা যে বিশেষ অর্থে মারীয়ার বেলায় ও ব্যক্তিগত অর্থে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মার বেলায়ও বলা যেতে পারে, তা ঈশ্বরের স্বয়ং প্রজ্ঞা সেই পিতার বাণীই সমর্থন করেন, কারণ শাস্ত্র বলে, *আমি এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম ও প্রভুর উত্তরাধিকারে বসতি স্থাপন করলাম* (সিরা ২৪:৭, ১২ দ্রঃ)। প্রভুর উত্তরাধিকার হল সার্বিক অর্থে মণ্ডলী, বিশেষ অর্থে মারীয়া ও ব্যক্তিগত অর্থে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মা। খ্রিষ্ট নয় মাস মারীয়ার গর্ভ-তাঁবুতে বসবাস করলেন, চরমকাল পর্যন্ত মণ্ডলীর বিশ্বাস-তাঁবুতে বসবাস করবেন, যুগযুগ ধরে প্রত্যেক বিশ্বাসীর আত্মার জ্ঞানে ও প্রেমে বসবাস করবেন।

শ্লোক - লেবীয় ২৬:১১-১২; ২ করি ৬:১৬

প্র আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না; আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব;

উ আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

*প্র* প্রভুর উক্তি : তোমরা ঈশ্বরের মন্দির।

*উ* আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রুথ পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-২২)

## বোয়াজের সঙ্গে রুথের বিবাহ

এদিকে বোয়াজ নগরদ্বারে উঠে গিয়ে সেইখানে বসলেন। আর দেখ, মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার আছে, সেই যে জ্ঞাতির কথা তিনি বলেছিলেন, ঠিক সেই লোক পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে; বোয়াজ তাকে বললেন, 'ওহে বন্ধু, এখানে এসে একটু বস;' সে এগিয়ে এসে বসল। পরে বোয়াজ শহরের প্রবীণদের মধ্য থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের বললেন, 'এখানে বসুন।' তাঁরা বসলেন। তখন বোয়াজ মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতিকে বললেন, 'আমাদের ভাই এলিমেলেখের যে একখণ্ড জমি ছিল, তা সেই নয়েমি বিক্রি করছেন, যিনি মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে এসেছেন। আমি ভাবলাম, কথাটা জানিয়ে তোমাকে বলব: তুমি এখানে বসা এই লোকদের সামনে ও আমার স্বজাতীয় প্রবীণদের সামনে তা কিনে নাও। মুক্তিকর্ম সাধনের তোমার যে অধিকার, তা যদি অনুশীলন করতে চাও, তবে তা কর; করতে না চাইলে, তবে আমাকে বল, যেন আমি জানতে পারি; কেননা তুমি ছাড়া মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আর কারও নেই, আর তোমার পরে আমি আছি।' লোকটি বলল, 'আমি তা মুক্ত করতে রাজি।' তখন বোয়াজ বললেন, 'তুমি যেদিন নয়েমির হাত থেকে সেই জমিটা কিনবে, তখন সেইসঙ্গে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও তোমাকে কিনতে হবে।' মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সে বলল, 'মুক্তিকর্ম সাধনের যে অধিকার আমার আছে, তা আমি

অনুশীলন করতে পারব না, করলে আমার নিজের উত্তরাধিকারেরই ক্ষতি করব। আমি যখন মুক্তিকর্ম সাধনের আমার সেই অধিকার অনুশীলন করতে পারি না, তখন তুমি নিজেই আমার সেই অধিকার অনুশীলন কর।'

একসময় ইস্রায়েলে মুক্তিকর্ম ও বিনিময় ক্ষেত্রে সমস্ত কথা পাকাপাকি করার জন্য এই প্রথা ছিল: এক পক্ষ জুতো খুলে তা অপর পক্ষকে দিত; ইস্রায়েলে এইভাবেই বিষয়টা স্বাক্ষরিত হত। তাই মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতি যখন বোয়াজকে বলল, 'তুমি নিজের জন্য তা কিনে নাও,' তখন সে জুতো খুলে দিল।

তখন বোয়াজ প্রবীণদের ও সেখানে উপস্থিত সকলকে বললেন, 'আজ আপনারা সাক্ষী হলেন যে, এলিমেলেখের যা কিছু ছিল, এবং কিলিওনের ও মাহ্লোনের যা কিছু ছিল, সেই সবকিছু আমি নয়েমির হাত থেকে কিনলাম, এবং সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য আমি নিজের স্ত্রীরূপে মাহ্লোনের স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও কিনলাম, যেন সেই মৃত ব্যক্তির নাম তার ভাইদের মধ্যে ও তার নগরদ্বারে লুপ্ত না হয়। আপনারাই আজ এই সমস্ত কিছুর সাক্ষী।' নগরদ্বারে উপস্থিত সকল লোক বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী।' আর প্রবীণেরা এও বললেন, 'যে স্ত্রীলোক তোমার কুলে প্রবেশ করছে, প্রভু তাকে রাখেল ও লিয়ার মত করুন—সেই যে দু'জন নারী, যাঁরা ইস্রায়েলের কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এফ্রাথায় ঐশ্বর্য জমাও, বেথলেহেমে সুনাম জয় কর! প্রভু এই তরুণীর গর্ভ থেকে যে বংশকে তোমাকে দেবেন, সেই বংশ দ্বারা তোমার কুল পেরেসের কুলের মত হোক, সেই যে পেরেসকে তামার যুদার ঘরে প্রসব করলেন!'

তাই বোয়াজ রুথকে গ্রহণ করলেন, আর তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন; এবং বোয়াজ তাঁর কাছে গেলে রুথ প্রভুর প্রভাবে গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আর স্ত্রীলোকেরা নয়েমিকে বলছিল: 'ধন্য প্রভু, যিনি আজ তোমাকে মুক্তিসাধক-বঞ্চিতা রাখেননি। ইস্রায়েলে তাঁর নাম কীর্তিত হোক। শিশুটি তোমার প্রাণ জুড়াবে, সে হবে তোমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন; কেননা তোমাকে যে ভালবাসে ও তোমার কাছে সাত পুত্রসন্তানের চেয়েও মূল্যবতী, তোমার সেই পুত্রবধূই একে প্রসব করেছে।' তখন নয়েমি শিশুকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন ও তাকে লালন-পালন করার ভার নিলেন। তাই

প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা বলল, 'নয়েমি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল;' এবং 'ওবেদ' বলে তার নাম ঘোষণা করল। এই ওবেদই যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

পেরেসের বংশতালিকা এ: পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন রামের পিতা, রাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহ্শোনের পিতা,নাহ্শোন সাল্মোনের পিতা, সাল্মোন বোয়াজের পিতা, বোয়াজ ওবেদের পিতা, ওবেদ যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

**শ্লোক** - ইশা ৫৫:৩; সাম ৮৯:৩০

*প্র* কান দাও, আমার কাছে এসো; শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।

*উ* দাউদের প্রতি আমার কৃপার কথায় বিশ্বস্ত থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালীন সন্ধি স্থাপন করব।

*প্র* আমি তার বংশ করব চিরস্থায়ী, তার সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত।

*উ* দাউদের প্রতি আমার কৃপার কথায় বিশ্বস্ত থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে চিরকালীন সন্ধি স্থাপন করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - অষ্টম শতাব্দীর একটা গ্রীক উপদেশ থেকে পাঠ (ঈশ্বরজননীর কাছে দূতসংবাদ ১৩-১৪)

**খ্রিষ্টই চরমকালীন মানবপুত্র**

*প্রভু তাঁকে দান করবেন দাউদের সিংহাসন* (লুক ১:৩২), দূতের একথা থেকে অনুমান করা যায়, সেই সিংহাসনকে আর একজনের হাতে হস্তান্তরিত করা হবে; খ্রিষ্ট নিজেও এ অর্থ সমর্থন করেছিলেন যখন ইহুদীদের বলেছিলেন, *রাজ্যটি আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে যারা রাজ্যটিকে ফলপ্রসূ করে তুলবে* (মথি ২১:৪৩)। এ অনুসারে খ্রিষ্ট যখন দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করলেন, তিনি তখন ইহুদীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তা খ্রিষ্টিয়ানদের পুণ্যবান রাজাদেরই হাতে দিয়ে দিলেন, যার ফলে তাঁরা 'যাকোবকুল' হয়ে উঠলেন। তিনি যুদাকুলকে নিন্দায় ও লুটতরাজে সঁপে দিয়ে চিরকালের মত খ্রিষ্টিয়ানদের মাঝে রাজত্ব করেন: *তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন* (লুক ১:৩৩)। নবী দানিয়েলের দৈবদর্শন অনুসারে সেই রাজ্যকে

অন্য কারও হাতে দেওয়া হবে না, কেননা সেই দৈবদর্শনগুলি ঘোষণা করে, খ্রিষ্ট নিজেই রাজা এবং তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত তিনি রাজা হয়ে থাকবেন। সেদিন তিনি এসে চিরকালের মত রাজত্ব করবেন আর *তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।*

কুমারী গর্ভে জন্ম নেওয়ার পর এবং ক্রুশের উপরে মৃত্যুবরণ ক'রে ঐশপরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার পর তিনি পুনরুত্থান ক'রে বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে* (মথি ২৮:১৮)। সুতরাং সেদিন থেকে তিনি রাজা হলেন এবং এখনও খ্রিষ্টিয়ানদের রাজা বলেই প্রশংসিত। একারণে প্রার্থনার শুরুতে আমরা একে অন্যকে উৎসাহিত করে বলে উঠি, এসো, প্রণত হয়ে আমাদের রাজা খ্রিষ্টকে পূজা করি। যখন তিনি তাঁর মহা ও প্রকাশ্য দ্বিতীয় আগমনে আবির্ভূত হবেন, তিনি তখন চিরকালীন রাজারূপে বিরাজ করবেন, আর *তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।* আর যেহেতু সেই কুমারীজাত হলেন স্বয়ং রাজা ও স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর, সেজন্য যিনি তাঁকে বরণ করলেন, তিনি তাঁর খাতিরে যথার্থভাবে ও সত্যিকারে রানী ও ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা।

*রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা হয়ে তিনি তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন* (সাম ৪৫:১০)। নারী হওয়ায় তিনি যেমন রানী ও ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা ছিলেন, তেমনি এখন তাঁর আপন রাজেশ্বর পুত্রের ডান পাশে আছেন বিধায় তিনি পবিত্র শাস্ত্রের কথা অনুসারে অমরতার রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা রানীরূপে প্রশংসিতা। যিনি আমাদের রাজা, প্রভু ও ঈশ্বর, এবং যিনি রানী ও ঈশ্বরজননী, উজ্জ্বল মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে, এসো, আমরা অবিরত বলে উঠি, *রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী।*

**শ্লোক** - লুক ১:৩১-৩২

*প্র* গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে;

*উ* তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু।

*প্র* প্রভু ঈশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন।

*উ* তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১৩-২৪)

## প্রভুর বিচার-সংবাদ

পরে প্রভু একথা বললেন :

‘যেহেতু এই জাতির মানুষেরা
কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে,
কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে,
আমার প্রতি দেখানো তাদের উপাসনাও
মানবীয় রীতি ও মুখস্থ করা মাত্র,
সেজন্য দেখ, আমি এই জনগণকে
আবার আশ্চর্য কাজ ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে আশ্চর্যান্বিত করে চলব ;
লোপ পাবে তাদের প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা,
মিলিয়ে যাবে তাদের বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি।’

ধিক্ তাদের, যারা প্রভুর কাছ থেকে তাদের মতলব গোপন রাখার জন্য
গভীর জলে নেমে যায়,
যারা অন্ধকারে কাজ করে বলে, ‘কে আমাদের দেখতে পায়?
কে আমাদের চিনতে পারে?’
আহা, কেমন বিকৃত বুদ্ধি!
কুমোর কি মাটির সমান বলে গণ্য?
নির্মিত বস্তু কি নির্মাতার বিষয়ে বলতে পারে,
‘সে আমাকে নির্মাণ করেনি?’
পাত্র কি কুমোরের বিষয়ে বলতে পারে, ‘তার জ্ঞান নেই?’
একথা কি সত্য নয় যে,
আর অল্পকাল পরে লেবানন একটা ফল-বাগানে পরিণত হবে,

ও ফলবাগানটা অরণ্য বলেই গণ্য হবে?

সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে,
অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে
অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।
বিনম্ররা প্রভুতে আরও আনন্দ পাবে,
সবচেয়ে নিঃস্ব মানুষ ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।
কারণ নিপীড়ক তখন আর থাকবে না, বিদ্রূপকারী মিলিয়ে যাবে,
তারা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে যারা শঠতা খাটায়,
কথা দ্বারা যারা পরকে দোষী করে,
নগরদ্বারে যারা বিচারকের সামনে ফাঁদ পাতে,
যারা ধার্মিককে অতল গহ্বরে টানে।

সুতরাং, আব্রাহামের মুক্তিসাধক সেই প্রভু যাকোবকুলকে একথা বলছেন,
'এখন থেকে যাকোবকে আর লজ্জিত হতে হবে না,
তার মুখ আর মলিন হবে না;
কারণ আমার নিজের হাতের কাজ—তার সন্তানদের—তার নিজের সঙ্গে
দে'খে
সে আমার নাম পবিত্র বলে স্বীকার করবে,
যাকোবের পবিত্রজনকে পবিত্র বলে স্বীকার করবে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্ভ্রম করবে।
যাদের আত্মা ভ্রান্ত, তারা সদ্বিবেচনার কথা বুঝবে,
যারা গড়গড় করে, তারা নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নেবে।'

শ্লোক - ইশা ২৯:১৮-১৯; মথি ১১:৪-৫ দ্রঃ

প্র সেদিন বধিরেরা পুস্তকটির বাণী শুনতে পাবে; অন্ধকার ও তমসা থেকে মুক্ত হয়ে অন্ধদের চোখ দেখতে পাবে।

উ দীনদরিদ্রেরা ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।

℣ তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও : অন্ধ আবার দেখতে পায় ও খোঁড়া হেঁটে বেড়ায়, বধির শুনতে পায় ও দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয় ;

℟ দীনদরিদ্রেরা ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে উল্লাস করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৪)

## খ্রিষ্ট নিখিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা

খ্রিষ্ট হলেন ধর্মময়তার সূর্য ও সত্যকার আলো ; অন্যদিকে শাস্ত্র বলে ধন্য বাপ্তিস্মদাতা যোহন ছিলেন একটা প্রদীপের মত। এর কারণ হল যে দিব্য ও অনির্বচনীয় আলোর সামনে, সেই অবর্ণনীয় মহা উজ্জ্বলতার তুলনায় আমাদের সীমাবদ্ধ মানবীয় জ্ঞান যতই আলো ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হোক না কেন তবু সত্যিকারে নিম্ন ধরনেরই একটা প্রদীপের মত।

*প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর* (ইশা ৪০:৩), এ বাক্য আমরা কোন্ অর্থে বুঝব? আর যখন নবী বলেন যে প্রভুর জন্য রাস্তা সকল সরল করতে হয়, তখন তিনি আসলে কী বলতে চান? তিনি নিজেই তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, *যত উপত্যকা উঁচু করা হবে, যত পর্বত ও উপপর্বত নিচু করা হবে; যত বাঁকা পথ সোজা করা হবে, যত অসমতল রাস্তা সমতল করা হবে* (ইশা ৪০:৪)।

প্রাচীনকালে উত্তম নীতিপরবশ জীবন যাপন করা প্রায় সকলের পক্ষে দুর্গম পথের মত ছিল ; সুসমাচার অনুসারে ব্যবহার করাও কঠিন একটা পথ ছিল। সেসময় জাগতিক ও নিচু ধরনের কামনা-বাসনাই মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব করত, উচ্ছৃঙ্খল যত দৈহিক উত্তেজনা মানুষকে প্রভাবান্বিত করত। কিন্তু যখন ঈশ্বর মানুষ হলেন—কিংবা, শাস্ত্রের বচন অনুসারে, যখন ঈশ্বর মাংস হলেন, তিনি তখন মাংসগত যত পাপ বাতিল করলেন : তিনি এ সংসারের যত শক্তি, প্রভাব ও শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করলেন। ধর্মময়তার দিকে আমাদের পথকে তিনি এমন সমতল রাস্তা করলেন যেখানে চলাচল

করা সহজ, যেখানে অধিক খাড়া বা উঁচু কোন স্থানও নেই, কোন গভীর গর্তও নেই: এমন রাস্তা যা একেবারে সরল ও সমতল। তাছাড়া বাঁকা পথ সোজা করা হল।

আর শুধু তাই নয়: *তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে, কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল* (ইশা ৪০:৫)। নবী বলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হবে, কিন্তু তা কিভাবে ঘটবে? খ্রিষ্ট হলেন পিতার একমাত্র পুত্র ও ঈশ্বরের বাণী। তিনি ঈশ্বররূপে ও পিতা-জনিতরূপে এমনভাবেই বিরাজমান যে, তাঁর ঐশমর্যাদা কোন কথায়ই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, কারণ তিনি *সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে* তিনি বিরাজমান (এফে ১:২১)। তিনি তো গৌরবের রাজা: আর যদিও আমরা আগে তাঁর গৌরব জানতাম না, তবু এখন তাঁর সেই গৌরব জানতে পেরেছি, কারণ আমাদের মত মানুষ হয়ে তিনি মাংসধারণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

অতএব গৌরব ও শক্তিতে কে যে পিতা ঈশ্বরের মত, তিনি তা প্রকাশ করলেন; *নিজের পরাক্রান্ত বচনে কে যে সবিকছু ধারণ করে আছেন* (হিব্রু ১:৩), কে যে সহজেই অলৌকিক কাজ সাধন করেন, জড় বস্তুকে ধমক দেন, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন এবং বিনা কষ্টেই যত আশ্চর্য কাজ সম্পাদন করেন, তাও তিনি প্রকাশ করলেন।

সুতরাং প্রভুর গৌরব প্রকাশিত হয়েছে এবং রক্তমাংসের যত মানুষ বিস্ময়ের চোখে ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পেয়েছে, অর্থাৎ দেখতে পেয়েছে সেই পিতারই পরিত্রাণদায়ী কাজ যিনি স্বর্গলোক থেকে আমাদের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপে তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন। কেননা, যেহেতু বিধান কোন কিছুরই পরিপূর্ণতা সাধন করতে পারেনি, যেহেতু প্রতীক হিসাবে সেকালের বলিদান আমাদের পাপমুক্ত করতে সক্ষম হয়নি, সেজন্য আমরা খ্রিষ্টেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছি: আমরা যত কালিমা থেকে মুক্তি পেয়েছি; যিনি দত্তকপুত্রত্ব দানের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলেন, আমরা সেই আত্মার দানগুলি লাভেও সম্মানিত হয়েছি। সেই পরিত্রাণকারী ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে খ্রিষ্টের মাধ্যমে দেওয়া ঐশঅনুগ্রহ রক্তমাংসের যত মানুষের কাছে পৌঁছবে; অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতি সেই অনুগ্রহ লাভ করবে।

শ্লোক - জাখা ১৪:৫, ৮, ৯ দ্রঃ

প্র দেখ! প্রভু আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। সেদিন হবে মহাজ্যোতির উদ্ভাস, এবং যেরুশালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হবে।

উ প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা।

প্র দেখ! তিনি মহাপ্রতাপেই আসবেন; তাঁর হাতে থাকবে রাজদণ্ড, প্রভুত্ব ও আধিপত্য।

উ প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা।

# সোমবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৫)

### নবী নাথানের ভাববাণী

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, ‘দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।’ নাথান দাউদকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।’

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব,

সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

শ্লোক - ১ বংশ ১৭:৭, ১২; সাম ৮৯:৫ দ্রঃ

প্ আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই তোমাকে তোমার পিতৃগৃহ থেকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি;

উ আমি তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী করব।

প্ আমি তোমার বংশকে সুস্থির করব, তোমার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত।

উ আমি তোমার রাজ্য চিরস্থায়ী করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মিখা পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৭:১২)

## যারা বিশ্বাসী, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের মত আশীর্বাদপ্রাপ্ত

খ্রিষ্ট রহস্য সত্যি আশ্চর্যের বিষয়, এবং আমাদের প্রতি তাঁর দয়া বিস্ময়ের অতীত। এজন্য ধন্য হাবাকুক মাংসধারণের কথার সামনে স্তম্ভিত হয়ে এ সুস্পষ্ট কথা উচ্চারণ করেন, *প্রভু, আমি শুনেছি তোমার যশের কথা; প্রভু, তোমার কাজের জন্য আমি ভীত* (হাবা ৩:২), কেননা যিনি স্বরূপে ঈশ্বর ও পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য, ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র আপন ঈশ্বরত্বে *ধনবান হয়েও আমাদের জন্য নিজেকে শূন্য করলেন, আমরা যেন তাঁর দরিদ্রতা গুণে ধনবান হতে পারি* (২ করি ৮-৯)। তিনি তাই করেছিলেন যেন হারানো মানুষকে ত্রাণ করতে, দুর্বলকে বলবান করতে, আহতের ক্ষত বেঁধে দিতে, মৃতকে জীবন দিতে, কলুষিতকে পবিত্রিত করতে পারেন। তাছাড়া, যারা স্বরূপে ক্রীতদাস ছিল, তিনি ঐশদত্তকপুত্রত্বের মর্যাদায় তাদের উন্নীত করতে প্রসন্ন হলেন। অতএব তাঁর প্রশংসাবাদ সমীচীন: *কেইবা তোমার মত ঈশ্বর?* (মিখা ৭:১৮)। তাঁর মঙ্গলময়তা এমন যে তিনি তাঁর আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ তথা যে ইস্রায়েলীয়েরা তাঁকে বিশ্বাস করেছে তাদের পাপ ক্ষমা করেন; বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে বিধায় অন্যান্য ইস্রায়েলীয়েরা ধ্বংসের পথে গেল। খ্রিষ্ট নিজে বলেছিলেন, *যে কেউ পুত্রে বিশ্বাস রাখে, সে দণ্ডিত নয়; কিন্তু যে কেউ বিশ্বাস করে না, সে ইতিমধ্যেই বিচারিত হয়ে আছে, কেননা সে ঈশ্বরের নামে বিশ্বাস রাখেনি* (যোহন ৩:১৮)।

ঈশ্বর তো আমাদের পাপের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; আমাদের দোষত্রুটি দেখেও দেখেন না; আমাদের প্রতি তিনি অসন্তোষও রাখলেন না চিরকালের মত। আদমে আমরা পরিত্যক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু খ্রিষ্টে আমাদের পুনরায় সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমজনে এল অভিশাপ, দ্বিতীয়জনে আশীর্বাদ: *যেমন একজনের পাপের ফলে অনেকে মৃত্যুভোগ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তার ফলে অনেকে বেঁচে যাবে* (রো ৫:১৫ দ্রঃ)।

তিনি ক্রোধ থেকে দূরে সরে গেছেন, কেননা তিনি দয়াই দেখাতে ইচ্ছা করেন। মনপরিবর্তনের সময়ে, অর্থাৎ মাংসধারণের সময়ে মানবস্বরূপ ধারণ করে খ্রিষ্ট সকলের

পাপরাশি সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়ে দিলেন। আর যেহেতু তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম ও যাকোবকে তারকারাজির মত অগণন বংশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তাঁদের দেবেনই দেবেন: তাঁরা বহু জাতির পিতা বলে পরিচিত হবেন, অর্থাৎ কিনা ইস্রায়েলের বংশধরদের শুধু নয়, যারা প্রতিশ্রুতির সন্তান বলে পরিচিত তাদেরও তাঁরা পিতা হবেন। অপরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকে অর্থাৎ বিধর্মীদের মধ্য থেকে আসুক কিংবা পরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকেই আসুক, বিশ্বাসের সন্তান সকলেই আত্মায় এক। কেননা লেখা রয়েছে, *ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে পরিগণিত* (রো ৯:৬, ৮)। সুতরাং যাদের বিশ্বাস আছে, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের মত সেই আশীর্বাদ লাভ করে। আশীর্বাদ বলতে আমরা বুঝতে পারি সেই অনুগ্রহ যা দেওয়া হয়েছে সেই খ্রিষ্টে যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরকালের মত। আমেন।

**শ্লোক** - গা ৩:৮-৯; আদি ১৭:৪

*প্র* বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।

*উ* সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।

*প্র* ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন: দেখ, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে।

*উ* সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩০:১৮-২৬)

## চরমকালীন আনন্দের প্রতিশ্রুতি

প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন; তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন; কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর। সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

হে যেরুশালেম-নিবাসী সিয়োনের জনগণ, তোমাদের আর চোখের জল ফেলতে হবে না; তোমাদের আর্তকণ্ঠের সুরে তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হবেন; শোনামাত্রই তোমাদের সাড়া দেবেন। যদিও প্রভু তোমাদের সঙ্কটের রুটি ও কষ্টের জল দেন, তবু তোমাদের সদ্‌গুরু আর লুকিয়ে থাকবেন না; হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের চোখ তোমাদের সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে; আর ডানে বা বামে ফেরার সময়ে তোমাদের কান তোমাদের পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, 'এটিই পথ, তোমরা এই পথেই চল।' তোমরা তোমাদের সেই খোদাই-করা রুপোতে মোড়া মূর্তিগুলো ও ছাঁচে ঢালাই-করা সোনায় মোড়া মূর্তিগুলো অশুচি বলে গণ্য করবে; অশুচি বস্তুর মত সেইসব কিছু ফেলে দেবে; সেগুলিকে বলবে, 'দূর, দূর!'

তবেই তুমি মাটিতে যে বীজ বুনবে, তার জন্য তিনি বৃষ্টি মঞ্জুর করবেন; ভূমি যে রুটি উৎপাদন করে, সেই রুটি প্রচুর ও পুষ্টিকর হবে; সেদিন তোমার গবাদি পশু প্রশস্ত চারণমাঠে চরে বেড়াবে। যত বলদ ও গাধা মাঠে চাষ করে, সেগুলো বেলচা ও চালনিতে ঝাড়া সুস্বাদু কলাই খাবে। যে মহা হত্যাকাণ্ডের দিনে যত দুর্গের পতন হবে, সেদিন প্রতিটি উচ্চ পর্বতে ও প্রতিটি উচ্চ উপপর্বতে জলস্রোত ও খাদনদী হবে। যখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন, তখন চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে!

**শ্লোক** - ইশা ৩০:২৬, ১৮; সাম ২৭:১৪

*প্র* সেদিন প্রভু তাঁর আপন জনগণের ঘা বেঁধে দেবেন, ও তাঁর প্রহারজনিত ক্ষত নিরাময় করবেন।

*উ* সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে।

*প্র* তুমি প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, শক্ত হও, তোমার অন্তর দৃঢ় হোক।

*উ* সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'ঈশ্বর-ধ্যান' থেকে পাঠ (৯-১১)

**প্রভুই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন**

কেবল তুমি সত্যিই প্রভু: আমাদের উপর তোমার প্রভুত্ব হল আমাদের পরিত্রাণ, তোমার সেবা করা মানে তোমার দ্বারা পরিত্রাণকৃত হওয়া।

প্রভু, তোমারই তো পরিত্রাণ ও তোমার জনগণের উপরেই বিরাজিত তোমার আশীর্বাদ। আমরা তোমাকে ভালবাসতে পারি ও তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারি, এছাড়া তোমার পরিত্রাণ বা কী? এজন্য, প্রভু, তুমি তোমার ডান পাশের পুত্রকে, যে মানুষকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছিলে, তাঁকে যিশু অর্থাৎ পরিত্রাতা বলেই অভিহিত করতে ইচ্ছা করেছিলে, কেননা তিনি *আপন জাতিকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* (মথি ১:২১) এবং *অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই* (প্রেরিত ৪:১২)। ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রথমে ভালবেসেই তো তিনি তাঁকে ভালবাসতে আমাদের শেখালেন; আমাদের ভালবেসে ও আমাদের প্রেম করেই তিনি আমাদের উদ্দীপিত করলেন আমরা যেন তাঁকেই ভালবাসি যিনি চরম পর্যায়ে প্রথমে আমাদের ভালবাসলেন।

আর আসলে ঠিক তাই: তুমি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছ আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি; আমাদের ভালবাসা যে তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তা তো নয়; বরং যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের গড়েছ, তোমাকে না ভালবেসে আমরা তা হতে পারতাম না—এজন্যই তুমি আমাদের ভালবেসেছ।

*প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্য দিয়ে কথা ব'লে শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তুমি কথা বলেছ এক পুত্রেরই মধ্য দিয়ে* (হিব্রু ১:১): হ্যাঁ, তোমার সেই বাণীরই মধ্য দিয়ে *যাঁর দ্বারা গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, যাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনী আবির্ভূত হল* (সাম ৩৩:৬)। তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি কথা বলেছ: একথার একমাত্র অর্থ হল, তুমি সূর্যের আলোতে অর্থাৎ প্রকাশ্যেই দেখিয়েছ তুমি আমাদের কতখানি আর কীভাবেই ভালবেসেছ—তুমি তোমার আপন পুত্রকে রেহাই দাওনি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিয়েছ; তিনিও আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

প্রভু, এ হল আমাদের প্রতি তোমার কথা, এ হল তোমার সর্বশক্তিমান বাণী যিনি যখন সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল, অর্থাৎ যখন সবকিছু গভীর ভুলভ্রান্তির মধ্যে ছিল, তখন ভুলভ্রান্তির কঠোর ধ্বংসক রূপে, ভালবাসার কোমল প্রণেতা রূপে রাজাসন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আর তিনি যা কিছু করলেন, এমনকি অপমান পর্যন্ত, থুথু ও চপেটাঘাত পর্যন্ত, মৃত্যু ও সমাধি পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যা কিছু বললেন, এসব কিছুর একমাত্র অর্থ হল এ, সেই পুত্রে তুমি আমাদের কাছে কথা বলছিলে: তুমি আমাদের অনুনয় করছিলে, তোমার নিজের প্রতি আমাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলছিলে।

হে মানবাত্মার স্রষ্টা, হে পরমেশ্বর, তুমি তো জানতে, তেমন ভালবাসাকে জোর প্রয়োগ ক'রে নয়, কেবল অনুনয় করেই মানবসন্তানদের আত্মায় জাগরিত করা যেতে পারত; এও জানতে যে, যেখানে জোর প্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা নেই, যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে ন্যায্যতাও নেই।

তুমি চেয়েছিলে, আমরা তোমাকে ভালবাসব—এই আমরা যারা তোমাকে ভাল না বাসলে ন্যায্যতা অনুসারে পরিত্রাণ পেতেও পারতাম না, তোমা থেকেই প্রেরণা না পেলে তোমাকে ভালবাসতেও পারতাম না। অতএব প্রভু, তোমার ভালবাসার প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—আর আমরাও যেমনটি বলে এলাম—প্রথমে তুমিই আমাদের ভালবেসেছ; আর যারা তোমাকে ভালবাসে, প্রথমে তুমিই তাদের সকলকে ভালবেসেছ।

আমরা কিন্তু এমন ভালবাসার আবেগে তোমাকে ভালবাসি যা তুমিই আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেছ। তোমার ভালবাসা কিন্তু, হে পরম মঙ্গলময়, হে অপার মঙ্গলকর, তোমারই আপন মঙ্গলময়তার নামান্তর; তা হল সেই পবিত্র আত্মা যিনি পিতা ও পুত্র থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, যিনি সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে জলরাশির উপরে, অর্থাৎ মানবসন্তানদের তরঙ্গচঞ্চল মনের উপরে উড়তে উড়তে সকলের কাছে নিজেকে দান করেন, সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান ক'রে, অমঙ্গলকর যা কিছু দূর করে দিয়ে ও প্রয়োজনীয় যা কিছু ব্যবস্থা ক'রে ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলিত করেন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৪:১০, ১৩; ৪৮:১৭

*প্র* আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না, আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।

*উ* তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে, তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।

*প্র* আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি, যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।

*উ* তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে, তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।

# মঙ্গলবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-৭)

**প্রভুর পর্বতে বিজাতীয়দের আরোহণ**

সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে,
প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে,
উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে,
তখন সকল জাতি তার কাছে ভেসে আসবে।

বহুদেশ এসে বলবে,
'চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে,
যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে,
তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,
আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।'

কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী,
যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী।
তিনি জাতিতে জাতিতে বিচার সম্পাদন করবেন,
বহু দূরের শক্তিশালী দেশের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন।
তারা নিজেদের খড়্গ পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা,
নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে।
এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে খড়্গ উঁচু করবে না,
তারা রণশিক্ষাও আর করবে না।

তারা বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের তলায় বসবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউই আর থাকবে না,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভুর আপন মুখ একথা উচ্চারণ করেছে!
অন্য সকল জাতি প্রত্যেকেই চলুক তাদের নিজ নিজ দেবতার নামে,
কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামেই চলব—যুগে যুগে চিরকাল।

'সেইদিন আমি—প্রভুর উক্তি—
খোঁড়া সকলকে জড় করব,
যে বিতাড়িত হয়েছে ও যার প্রতি আমি কঠোর ব্যবহার করেছি,
তাদের সকলকে একত্রে সংগ্রহ করব।
খোঁড়াকে নিয়ে আমি একটা অবশিষ্টাংশ করব,
বিতাড়িতকে নিয়ে করব শক্তিশালী এক জাতি।

তখন প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন
—তখন থেকে চিরকাল ধরে।'

শ্লোক - মিখা ৪:২; যোহন ৪:২৫

প্ল বহুদেশ এসে বলবে: চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল,

উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

প্ল খ্রিষ্ট বলে অভিহিত মশীহ আসছেন; তিনি যখন আসবেন, তখন সমস্তই আমাদের জানাবেন,

উ আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২)

## খ্রিষ্টের রাজ্য শান্তিরাজ্য

*সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে, তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে* (ইশা ২:২)। সেই চরম দিনগুলিতে, অর্থাৎ এ জগতের শেষযুগেই যখন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেই বাণী নারী থেকে জন্ম নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তখনই গোটা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এ ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করল। শাস্ত্রের কথা অনুসারে তখনই তিনি নিজের সামনে আধ্যাত্মিক যুদেয়া বা যেরুশালেম সেই মণ্ডলীকে পুণ্যবতী নিষ্কলঙ্কা ত্রুটিহীন ও সিদ্ধতামণ্ডিত কুমারীরূপে উপস্থাপন করলেন।

*সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে। বহু জাতি এসে বলবে, চল, আমরা গিয়ে উঠি প্রভুর পর্বতে, যাকোবের পরমেশ্বরের গৃহে, তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে দেন তাঁর মার্গসকল, আর আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি* (ইশা ২:৩)। সকল দেশকে যে বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রিষ্টমণ্ডলীতে একত্রে সম্মিলিত করা হয়েছে, একথা প্রমাণ করার জন্য বেশি কথা বলা প্রয়োজন নেই; ব্যাপারটা সুস্পষ্ট! এ বহু দেশ ও জাতির মানুষ যে বিধান-সংক্রান্ত কোন শিক্ষা দ্বারা কিংবা পুণ্যবান নবীদের দ্বারাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছে তেমন নয়, তা বরং ঘটেছে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহের গুপ্ত কাজগুণে। সেই ঐশঅনুগ্রহ মানুষের মন উদ্বুদ্ধ করল, ফলে তারা এমন বাসনা পোষণ করল, খ্রিষ্ট যেন তাদের পরিত্রাণ করেন।

তারা প্রথমে সেই পর্বতে গিয়ে ওঠে, তারপর চেষ্টা করে ঈশ্বরের বাণী যেন তাদের কাছে প্রচার করা হয়। তারা প্রভুর পথে তথা সুসমাচার অনুসারে চলবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়; এপথে প্রবেশ ঘটে বিশ্বাসজনিত আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে, কেননা যারা প্রভুর পথ শেখার অন্বেষণ করে, তাদের পক্ষে বিগত দিনের ভুলত্রুটি প্রত্যাখ্যান করা একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। আমরা যে পর্যন্ত বিগত দিনের চলাচল প্রত্যাখ্যান না করি, সেপর্যন্ত শ্রেয় ও মঙ্গলকর কিছুর বাসনা করতে পারব না।

কে ছিলেন তাদের আত্মিক চালক? কে সত্যজ্ঞানে তাদের নিয়ে গেলেন? কে তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের আগেকার ধারণা এতই হাস্যকর ছিল যার ফলে তারা নতুন পথ ধরতে অনুপ্রাণিত হল? স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া কেইবা তা করলেন? তিনি নিজেই তো তাদের মন ও তাদের অন্তর উদ্বুদ্ধ করে অনুপ্রাণিত করলেন, ফলে তারা বলল ও বিশ্বাস করল যে *সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী, যেরুশালেম থেকেই প্রভুর বাণী* (ইশা ২:৩খ)।

বিজাতীয়দের আহ্বান ও মনপরিবর্তনের সময় নিরূপণ করা হয়েছে, একথা ধন্য নবী দ্বারা তখনই ঘোষণা করা হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বজগতের ঈশ্বর, সেই সার্বজনীন রাজা ও প্রভু দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করলে ও ধর্মময়তা প্রতিষ্ঠা করলে পর এসব কিছু ঘটবার কথা। আগে অধর্মই তো চারদিকে প্রভুত্ব করছিল: এক একটা দেশ অন্য দেশকে লুট করছিল, সকল দেশ অত্যন্ত দুর্দন্ত ও হিংস্রই ছিল। কিন্তু এসব কিছু নিঃশেষ হলেই আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তা পাব। যখন শান্তিরাজ খ্রিষ্ট দেশগুলির উপরে রাজত্ব করবেন, তখন যত বিবাদ, সংগ্রাম, কলহ ও অত্যাচার দূর করা হবে, আর সেইসঙ্গে দূর করা হবে সেই সব শঙ্কা-ভয় যা যুদ্ধের সঙ্গে দেখা দেয়। হ্যাঁ, এমন সময় আসবে, যখন যিনি একদিন বলেছিলেন, *আমি তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি* (যোহন ১৪:২৭), তখন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছাই বিজয়ী হবে।

**শ্লোক** - সাম ৭২:৩; ইশা ৫৬:১

℣ প্রভু একথা বলছেন, আমি শপথ করেছি, পৃথিবীর উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না।

℟ পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি; উপপর্বত যেরুশালেমের কাছে ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।

℣ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে, আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।

℟ পর্বতমালা জনগণের কাছে বয়ে আনুক শান্তি; উপপর্বত যেরুশালেমের কাছে ধর্মময়তাই বয়ে আনুক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩০:২৭-৩৩; ৩১:৪-৯)

## যেরুশালেমের মুক্তিসাধনের জন্য
## প্রভু সপরাক্রমে শীঘ্রই আসবেন

দেখ, প্রভুর নাম দূর থেকে আসছে,
তাঁর ক্রোধ জ্বলন্ত, তাঁর রোষ ভারী,
তাঁর ওষ্ঠ আক্রোশে পরিপূর্ণ,
তাঁর জিহ্বা সর্বগ্রাসী আগুনের মত!
তাঁর ফুৎকার প্লাবিনী বন্যার মত—তা গলা পর্যন্তই ছাপিয়ে উঠবে;
তা সকল দেশের মানুষকে বিনাশের কুলোয় ঝাড়তে আসছে,
জাতিগুলোর মুখে এমন বল্গা দিতে আসছে,
যা ভ্রান্তির দিকে তাদের নিয়ে যাবে।

তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত,
তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে,
যেমন তারই হৃদয়ে আনন্দ আছে, প্রভুর পর্বতের কাছে,
ইস্রায়েলের শৈলের কাছে যাবার জন্য যে বাঁশির সুরে রওনা হয়।

প্রভু নিজ প্রতাপময় কণ্ঠস্বর শোনাবেন;
প্রচণ্ড ক্রোধ, সর্বগ্রাসী আগুন, বিদ্যুৎ-ঝলক, ঝড়ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির মধ্যে
তিনি দেখাবেন কেমন ভারী তাঁর বাহু।
হ্যাঁ, প্রভুর কণ্ঠস্বরে আশুর ভেঙে পড়বে,
তিনি যে দণ্ড দিয়ে তাকে আঘাত করবেন!
প্রভু নিরূপিত দণ্ডের যত আঘাত তার উপর নামিয়ে দেবেন,
সেই সকল দণ্ড সেতার ও বীণার তালে তালে নেমে পড়বে।
তিনি ওই জাতির বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করবেন,
কারণ তোফেথ যথেষ্ট সময় থেকেই সাজানো রয়েছে,

রাজার জন্যও তা প্রস্তুত আছে;
তেমন অগ্নিকুণ্ড গভীর ও প্রশস্ত, আগুন ও ইন্ধন প্রচুর;
প্রভুর ফুৎকার গন্ধকস্রোতের মত তাতে আগুন ধরাবে।

কারণ প্রভু আমাকে ঠিক একথা বললেন,
'পালকের সমস্ত দল সিংহ ও যুবসিংহের বিরুদ্ধে সমবেত হলে
তারা শিকারের জন্য যেমন গর্জন করে,
—তাদের চিৎকারেও ভয় পায় না,
তাদের কোলাহলেও উদ্বিগ্ন নয়—
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু
সিয়োন পর্বত ও তার উপপর্বতের পক্ষে যুদ্ধ করতে নেমে আসবেন।

পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে,
সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুশালেম রক্ষা করবেন,
তাকে রক্ষা করায় উদ্ধার করবেন,
তার উপর দিয়ে ডিঙিয়েই তা মুক্ত করে দেবেন।'
ইস্রায়েল সন্তানেরা, তাঁরই কাছে ফিরে এসো,
যাঁর প্রতি এত দুরন্ত বিদ্রোহ করেছ।

সেদিন প্রত্যেকে ফেলে দেবে
নিজ নিজ যত রুপোর মূর্তি, নিজ নিজ যত সোনার মূর্তি,
—তোমাদের সেই পাপময় হাতের কাজ!
আশুর এমন খড়্গের আঘাতে পড়বে, যা মানুষের খড়্গ নয়,
এমন খড়্গ তাকে গ্রাস করবে, যা আদমের খড়্গ নয়;
সে সেই খড়্গের সামনে থেকে পালাবে,
তার যুবা যোদ্ধাদের দাসত্বের অধীন করা হবে।
অভিভূত হয়ে সে তার শৈলদুর্গ ছেড়ে পালাবে,
যুদ্ধ-নিশান দর্শনে তার অধিনায়কেরা আতঙ্কিত হবে।

সিয়োনে যাঁর আগুন, যেরুশালেমে যাঁর চুল্লি আছে,
সেই প্রভুরই উক্তি।

**শ্লোক** - ইশা ৩১:৪, ৫; ৩০:২৯

*প্র* সেনাবাহিনীর প্রভু সিয়োন পর্বতের উপর নেমে আসবেন;

*উ* পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে, সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুশালেম রক্ষা করবেন।

*প্র* তোমাদের সঙ্গীত হবে রাত্রিকালীন উৎসবের সঙ্গীতের মত, তোমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিরাজ করবে;

*উ* পাখি যেমন নীড়ের উপরে উড়তে থাকে, সেইমত সেনাবাহিনীর প্রভু যেরুশালেম রক্ষা করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ১:৭-৮)

**খ্রিষ্টের আগমনের উদ্দেশ্য**

*এই দেখ! প্রভুর নাম দূর থেকেই আসছে* (ইশা ৩০:২৭)। ঐশমর্যাদা প্রসন্ন হয়ে বহুদূর থেকেই এ অযোগ্য স্থানে নেমে এলেন, তেমন আশ্চর্য বিষয়ের যে অবশ্যই একটা কারণ ছিল, একথা কেবা অস্বীকার করতে পারবে? বিষয়টি আশ্চর্যজনক বটে, আর তার কারণ ছিল মহাদয়া, অপর্যাপ্ত করুণা, অগাধ ভালবাসা।

আমাদের বিশ্বাসের কথা অনুসারে, তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে এলেন? যেহেতু তাঁর বাণী ও কাজ সকল তাঁর আগমনের কারণটাকে স্পষ্টভাবেই তুলে ধরে, সেজন্য উদ্দেশ্যটিকে জানা তত কঠিন ব্যাপার নয়। একশ' মেষের মধ্যে যে মেষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল, তাকে খোঁজ করতেই তিনি পাহাড়পর্বত-চূড়া থেকে তৎপর হয়ে নেমে এলেন। তিনি আমাদের খাতিরেই এলেন, যেন *তাঁর কৃপা ও আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি* আরও স্পষ্টভাবে *প্রভুকে গৌরব আরোপ করতে পারে* (সাম ১০৭:৮ দ্রঃ)। ঈশ্বর আমাদের খোঁজ করবেন, তাঁর এ প্রসন্নতা কতই না আশ্চর্যের বিষয়; তিনি যাদের খোঁজ করেন, তারাও কতই না মূল্যবান! এ নিয়ে গর্ব করা সত্যি যুক্তিসঙ্গত; এর কারণ এই নয় যে

আমরা নিজেদের বেলায় কিছু দাবি করতে পারি বরং যিনি আমাদের গড়লেন, তিনি নিজেই আমাদের এত মূল্যবান করলেন। যত ঐশ্বর্য, সংসারের যত গৌরবময় ও যত লোভনীয় বস্তু এই গৌরবের সামনে হীন হয়ে যায়, এর তুলনায় সেই সবকিছুই তো শূন্য। *প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তাকে মহিমান্বিত কর, যে তুমি সর্বান্তঃকরণে তার যত্ন নাও?* (সাম ৮:৫ লাতিন পাঠ্য)।

যাই হোক; তাঁর কাছে আমাদের গমনের অর্থের চেয়ে আমি আমাদের কাছে তাঁর আগমনের অর্থই বরং জানতে ইচ্ছা করি। প্রয়োজন তো আমাদেরই ছিল! ধনীরা কিছুটা দান করতে চাইলেও সাধারণত গরিবদের খুঁজে বেড়ায় না; অতএব আমরাই যে তাঁর কাছে যাব, এ যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু দু'টো বাধা ছিল। প্রথমত, আমাদের চোখ ক্ষীণ ছিল, অথচ *তিনি অগম্য আলোতে বাস করেন* (১ তি ৬:১৬)। দ্বিতীয়ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমরা বিছানায় শুয়ে ছিলাম বিধায় ঈশ্বরত্বের চূড়ায় পৌঁছবার শক্তি আমাদের ছিল না। সুতরাং আমাদের দয়াবান ত্রাণকর্তা, মানবাত্মাগুলির সেই চিকিৎসক তাঁর আপন উচ্চ অবস্থা ছেড়ে নেমে এসে আমাদের ক্ষীণ চোখের পক্ষে তাঁর আপন গৌরব সহনীয় করলেন। সেই নিষ্কলঙ্ক গৌরবময় দেহ ধারণ করে তিনি যেন একটি প্রদীপের মধ্যেই নিজেকে আচ্ছাদিত করলেন। এ দেহটি অবশ্য হল সেই *দ্রুতগামী ও উজ্জ্বল মেঘ* (ইশা ১৯:১), নবীর ভাববাণী অনুসারে যার উপর চড়ে তাঁর মিশর দেশে নামার কথা ছিল।

**শ্লোক** - ইশা ২:৩; সাম ৫০:২

*প্র* তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল, আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি,

*উ* কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী।

*প্র* সৌন্দর্যের পরম কান্তি সেই সিয়োন থেকে পরমেশ্বর উদ্ভাসিত হন,

*উ* কারণ সিয়োন থেকেই বেরিয়ে আসবে নির্দেশবাণী।

# বুধবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-৮)

**মশীহ-ই হবেন শান্তি**

আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা,
তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম,
তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি,
যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা,
প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি।

এজন্য যতদিন প্রসব-বেদনাগ্রস্ত নারীর প্রসব না হয়,
ততদিন ধরে প্রভু ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করবেন।
তখন তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট অংশ
ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ফিরে আসবে।
তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর আপন মেষপালকে প্রভুর শক্তিতেই,
তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নামের মহিমায়ই পালন করবেন।

তারা তখন পূর্ণ ভরসায় বাস করবে,
কারণ তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।
আর তিনি নিজেই হবেন শান্তি।
আশুর যদি আমাদের দেশে প্রবেশ করে,
যদি আমাদের ভূমিতে পা বাড়ায়,
তার বিরুদ্ধে আমরা সাতজন মেষপালক

ও আটজন নরপতিকে দাঁড় করাব ;
তারা খড়্গ দ্বারা আসুরের দেশ
ও নিম্রোদের দেশ নিষ্কোষিত তলোয়ার দ্বারা শাসন করবে।
আশুর আমাদের দেশে প্রবেশ ক'রে
আমাদের সীমানার মধ্যে পা বাড়ালে
তিনি তাদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন।

আর বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ হবে শিশিরের মত,
যা প্রভুর কাছ থেকেই আগত,
হবে ঘাসের উপরে পতিত বৃষ্টির মত,
যা মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়,
আদমসন্তানের উপর আস্থাশীল নয়।
তখন বহু বহু জাতির মধ্যে ঘেরা যাকোবের সেই অবশিষ্টাংশ
হবে বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহের মত,
মেষপালের মধ্যে এমন যুবসিংহের মত,
যা একবার পালের মধ্যে প্রবেশ করে সবই মাড়িয়ে দেয়, সবই বিদীর্ণ করে,
—কিন্তু উদ্ধার করার মত কেউই থাকবে না!
তোমার হাত তোমার বিরোধীদের উপর জয়ী হবে,
ও তোমার সকল শত্রু তখন উচ্ছিন্ন হবে।

শ্লোক - মিখা ৫:১, ৩, ৪; জাখা ৯:১০

*প্র* বেথলেহেম, তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন তিনি, যিনি হবেন ইস্রায়েলের শাসনকর্তা, প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি ; তিনি মহান হবেন পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।

*উ* তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

*প্র* তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি!' তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে, মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।

℣ তিনি নিজেই হবেন শান্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'ত্রিত্ব প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ৩৬-৪০)

**খ্রিষ্টের মাংসধারণের চরমকালীন বৈশিষ্ট্য**

*কিন্তু যখন তিনি বলবেন যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু, তখন পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৭-২৮ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং রহস্যটির প্রথম পর্যায় এরূপ: সবকিছুই পুত্রের বশীভূত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় এরূপ: পুত্রকে নিজেকে তাঁর বশীভূত করা হবে যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। যেমন আমরা তাঁর রাজকীয় দেহের গৌরবে বশীভূত, তেমনি একই রহস্য গুণে যিনি এখন দেহগত গৌরবে রাজত্ব করছেন, তিনি নিজেও তাঁরই বশীভূত যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন। এবং আমাদের তাঁর দেহের গৌরবে বশীভূত করা হয় যেন সেই গৌরবেরই অংশীদার হতে পারি যে গৌরবে তিনি দেহে রাজত্ব করেন, কেননা আমরা তাঁর দেহের অনুরূপ হয়ে উঠব।

সুসমাচারও তাঁর বর্তমান-রাজত্বকারী দেহের গৌরব বিষয়ে নীরব থাকে না; লেখা রয়েছে, এমনকি প্রভুই একথা বলেন, *আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না* (মথি ১৬:২৮ লাতিন পাঠ্য)। এইভাবে, যে দেহ নিজের রাজ্যে আসছিল, প্রেরিতদূতদের সেই দেহের গৌরব দেখানো হলো: প্রভু তাঁর গৌরবময় রূপান্তরের অবস্থায় প্রকাশ পেলেন ও নিজের রাজত্বকারী দেহের উজ্জ্বলতায় নিজেকে দেখালেন।

তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে প্রতিশ্রুত হলেন, তাঁরা তাঁর এই গৌরবের সাহচর্যের অংশী হবেন; তিনি বললেন, *অন্তিম কালে তেমনি ঘটবে: মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন; যা যা পতন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে*

*কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক* (মথি ১৩:৪০-৪৩)। এমনটা কি হতে পারে যে, কারও কারও প্রাকৃতিক ও শারীরিক দিক দিয়ে এমন কান নেই যা সেই বাণী শুনবার জন্য খোলা, যার ফলে, সেই বাণী শোনার জন্য তার পক্ষে প্রভুর সেই সতর্কবাণী দরকার ছিল? বরং এটাই সত্য যে, প্রভু রহস্য-জ্ঞান প্রবেশ করাতে করাতে বিশ্বাসেরই শিক্ষার দিকে কান পাততে আজ্ঞা করেছেন। সুতরাং, জগতের অন্তিম ক্ষণে যা কিছু পতনের কারণ তা তাঁর রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হয়। তাই, পতনের যত কারণ দূর করে দেওয়া না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রভুকে নিজের দেহের গৌরবে রাজত্ব করতে দেখি। এর ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূর্যের দীপ্তির অংশী বলেই যেন উজ্জ্বল হয়ে আমরা নিজেরা পিতার রাজ্যে তাঁর দেহের গৌরবে উন্নীত হচ্ছি সেই দীপ্তিতেই পরিবৃত হয়ে, তিনি নিজে যে দীপ্তিতে পরিবৃত হয়ে তখনই প্রেরিতদূতদের কাছে তাঁর রাজ্যের চেহারা দেখালেন যখন সেই পর্বতে রূপান্তরিত হলেন।

তাই খ্রিষ্ট রাজ্যকে পিতা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করবেন: রাজ্যকে সমর্পণ করায় তিনি যে, বলতে গেলে, নিজের অধিকার হারান এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তাঁর দেহের গৌরবে উত্তোলিত হয়ে আমরা নিজেরা ঈশ্বরের রাজ্য হব। তিনি তো বলেন না 'তিনি নিজের রাজ্য সমর্পণ করবেন', কিন্তু বলেন, 'তিনি রাজ্য সমর্পণ করবেন', কারণ তিনি ঈশ্বরকে এই আমাদের সমর্পণ করবেন যাদের তাঁর দেহের গৌরবারোপণে সেই রাজ্য করা হয়েছে। তিনি সুসমাচারের একথা অনুসারেই রাজ্য বলে আমাদের সমর্পণ করবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩ ৪)। তাই ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে। কেননা পুত্র নিজের রাজ্যরূপে তাদেরই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবেন যাদের তিনি নিজের রাজ্যে আহ্বান করেছেন; তাদেরই আহ্বান করবেন যাদের কাছে এই রহস্যের সুখও দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তথা *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)।

শ্লোক - দা ২:৪৪; প্রকাশ ১১:১৫

প্ স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না ; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না।

উ সেই রাজ্য অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে।

প্ জগতের রাজ্যভার আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল ; তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল।

উ সেই রাজ্য অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩১:১-৩; ৩২:১-৮)

## ভাবী ধর্মময়তা-রাজ্য

ধিক্ তাদের, যারা সাহায্যের জন্য মিশরে যায়,
রণ-অশ্বে ভরসা রাখে,
রথ বিপুল ব'লে,
অশ্বারোহীর দল অধিক বলবান ব'লে সেগুলির উপরে নির্ভর করে,
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের দিকে তাকায় না,
প্রভুর অন্বেষণ করে না।
অথচ অমঙ্গল ঘটানোর মত জ্ঞান তাঁরও আছে,
তাছাড়া তিনি আপন বাণী ফিরিয়ে নেন না;
তিনি দুষ্কর্মাদের কুলের বিরুদ্ধে,
ও অপকর্মাদের সহায়কদের বিরুদ্ধে উঠবেন।
মিশরীয় তো মানুষমাত্র, দেবতা নয়;
তার রণ-অশ্ব মাংসমাত্র, আত্মা নয়।

প্রভু নিজ হাত বাড়াবেন,
তখন সেই সহায়কেরা হোঁচট খাবে,
যে সহায়তা পেয়েছে, তারও পতন হবে,
সকলে মিলে বিনষ্ট হবে।
দেখ, এক রাজা ধর্মময়তায় রাজত্ব করবেন,
জনপ্রধানেরা ন্যায়নীতি-মতে শাসন করবেন।
প্রত্যেকে হবেন যেন ঝড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে আশ্রয়ের মত,
ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে অন্তরালের মত,
যেন শুষ্ক মাটিতে জলস্রোতের মত,
মরুভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়ার মত।

তখন যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না,
যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।
চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে,
তোতলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা বলবে।
নির্বোধ মানুষ উদারমনা বলে আর অভিহিত হবে না,
ছলনাপটু মানুষও পরোপকারী বলে গণ্য হবে না ;
কারণ নির্বোধ মানুষ, সে তো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা বলে ;
তার হৃদয় শঠতা খাটায় :
সে দুষ্কর্ম সাধন করে,
প্রভু সম্বন্ধে ভ্রান্তিজনক কথা উচ্চারণ করে,
ক্ষুধিতের উদর শূন্য রাখে,
পিপাসিতকে জল থেকে বঞ্চিত করে।

ছলনাপটু যে মানুষ, তার কর্ম তো সবই মন্দ !
মিথ্যাকথা দ্বারা অত্যাচারিতকে নষ্ট করার জন্য
সে কুসঙ্কল্প আঁটে ;
যখন ন্যায় নিঃস্বের পক্ষে, তখনও !
কিন্তু উদারমনা মানুষ উদারমনা সঙ্কল্প করে,
তার সমস্ত কর্মও উদার।

শ্লোক - ইশা ৩২:৩, ৪; যেরে ২৩:৫

প্ল যারা দেখতে পারে, তাদের চোখ আর বুজে থাকবে না, যারা শুনতে পারে, তাদের কান খাড়া থাকবে।

উ চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে।

প্ল আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব ; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন।

উ চঞ্চল আত্মার মানুষ সুবিবেচক হতে শিখবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২০:৪-৫)

## খ্রিষ্টের আগমনে ঈশ্বর দৃষ্টিগোচর হবেন

যিনি তাঁর আপন বাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করলেন, সেই প্রভু এক। ইনি হলেন তাঁর আপন বাণী আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যিনি সমাপ্তি ও আদি অর্থাৎ মানুষ ও ঈশ্বরকে সম্মিলিত করার জন্য এ শেষযুগে মানুষের মাঝে মানুষ হলেন।

একারণেই নবীরা স্বয়ং বাণীর কাছ থেকে ভাববাণী দেওয়ার গুণ লাভ ক'রে পূর্বঘোষণা করেছিলেন তাঁরই মাংসগত আগমনের কথা যিনি পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ঈশ্বরে মানুষে একতা ও সহভাগিতা এনে দিলেন। আদি থেকেই ঈশ্বরের বাণী পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর একদিন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়ে তাদের মাঝে এই পৃথিবীতে বাস ক'রে তাঁর আপন সৃষ্টজীবের সঙ্গে কথা বলবেন ও তার পাশে দাঁড়াবেন তাকে ত্রাণ করার জন্য, তার ইন্দ্রিয়গোচর হবার জন্য ও *আমাদের সকল বিদ্বেষীদের হাত থেকে* তথা যত পাপাত্মা থেকে *মুক্ত করার জন্য* (লুক ১:৭১ দ্রঃ)। তিনি এমনটি করবেন আমরা *যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন* (লুক ১:৭৪-৭৫), যাতে করে ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মানুষ পিতার গৌরবে প্রবেশ করতে পারে।

অতএব নবীরা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ঈশ্বর মানুষের দৃষ্টিগোচর হবেন, যেমনটি প্রভু নিজেও বলেছিলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)। তবু এমন কেউই নেই যে তাঁর মহত্ত্ব ও অনির্বচনীয় গৌরবে ঈশ্বরকে *দেখে বেঁচে থাকতে পারে* (যাত্রা ৩৩:২০), কেননা পিতা আমাদের নাগালের বাইরে। তবু যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাঁর আপন ভালবাসা, মমতা ও সর্বশক্তির খাতিরে তাদের এও মঞ্জুর করলেন, যথা তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে—যেইভাবে নবীরাও ভাববাণী দিয়েছিলেন: *কেননা মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য, ঈশ্বরের পক্ষে তা সাধ্য* (লুক ১৮:২৭)। বস্তুত মানুষ নিজের বলে ঈশ্বরকে দেখতে অক্ষম; তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে মানুষের কাছে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করতে পারেন: কার্ কাছে, কি ক'রে ও কোন্ সময় তিনি নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেন, তা তাঁর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সবকিছুর উপরে ক্ষমতা রাখেন। একসময় তিনি তাঁর আপন আত্মার মধ্য দিয়ে নবীয় দর্শন দানে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেছিলেন; এখন পুত্রেরই মধ্য দিয়ে দত্তকপুত্রত্ব দানে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করেন; অবশেষে তিনি স্বর্গরাজ্যে পিতারূপেই নিজেকে দৃষ্টিগোচর করবেন। পবিত্র আত্মা পুত্রে মানুষকে প্রস্তুত করেন; পুত্র মানুষকে পিতার কাছে চালিত করেন; পিতা মানুষকে সেই অক্ষয়শীলতা ও অনন্ত জীবন দান করেন যা ঈশ্বরের দর্শন থেকে আসে সেই মানুষের জন্য যারা ঈশ্বরকে দেখতে পায়। যারা আলো দেখে, তারা যেমন আলোতে থাকে ও তার বিভাপ্রাপ্ত হয়, যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারাও তেমনি ঈশ্বরে থাকে ও তাঁর বিভাপ্রাপ্ত হয়। আর যেহেতু ঈশ্বরের বিভা জীবনদায়ী, সেজন্য যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারা জীবনপ্রাপ্ত হয়।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:১০; যোহন ৬:১৪

*প্র* আমি তাদের মধ্যে এক নবীর উদ্ভব ঘটাব; তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব।

*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

*প্র* আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।

*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

# বৃহস্পতিবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:৭-১৩)

**ঈশ্বরের নগরী পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছে**

আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব,
আমার পরমেশ্বর আমাকে সাড়া দেবেন!
হে আমার বিদ্বেষিণী, আমার দশায় আনন্দ করো না!
যদিও আমার পতন হয়েছে,
তবু আমি আবার উঠব;
যদিও অন্ধকারে বসে আছি,
তবু স্বয়ং প্রভুই হবেন আমার আলো।

আমি প্রভুর ক্ষোভ সহ্য করব,
কারণ আমি তার বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
শেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষসমর্থক হয়ে
আমার পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করবেন;
হ্যাঁ, শেষে তিনি আমাকে আলোয় বের করে আনবেন,
তখন আমি তাঁর ধর্মময়তা দেখতে পাব।

তা দেখে আমার সেই বিদ্বেষিণী লজ্জায় আচ্ছন্না হবে,
সে নাকি আমাকে বলছিল:
'কোথায় তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু?'

নিজেরই চোখে আমি সেই বিদ্বেষিণীকে দেখতে পাব,
যখন সে পথের কাদার মত হবে পদদলিতা!

ওই-ই তো হবে সেই দিন,
যেদিনে পুনর্নির্মিত হবে তোমার নগরপ্রাচীর;
সেই দিনেই আরও প্রসারিত হবে তোমার সীমানা সকল;
সেই দিনেই আশুর থেকে ও মিশরের শহরগুলো থেকে,
মিশর থেকে [ফোরাত] নদী পর্যন্ত,
এক সাগর থেকে অন্য সাগর ও এক পর্বত থেকে অন্য পর্বত পর্যন্ত
লোকেরা আসবে তোমার কাছে।
তবু অধিবাসীদের দোষে ও তাদের কর্মকাণ্ডের ফলে
পৃথিবী মরুপ্রান্তর হয়ে যাবে।

শ্লোক - মিখা ৭:৭; আদি ৪৯:১৮ দ্রঃ

প্র আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,
উ আমি আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।
প্র প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকব!
উ আমি আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ
(১১:৪-৬)

**যারা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, খ্রিষ্টই তাদের পথ**

যে ধার্মিক মানুষ ঈশ্বরকে ভয় করে, সে যিশু খ্রিষ্টে দেওয়া ঈশ্বরের পরিত্রাণ ছাড়া অন্য কিছুর বাসনা করে না। সে তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁকেই বাসনা করে, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর দিকেই ধাবিত হয়, উত্তপ্ত হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি আঁকড়িয়ে থাকে, তাঁকে গ্রহণের জন্য অন্তর উন্মুক্ত করে, এবং তাঁকে হারাবে এ-ই মাত্র ভয় করে। অতএব পরিত্রাতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যতখানি বড়, প্রাণ ততখানি মূর্ছা

যায়। এ মূর্ছা-অবস্থায় প্রাণের ভঙ্গুরতা হ্রাস পায়, এমনকি পুণ্যের চর্চায় প্রাণ অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এজন্য ধর্মপ্রাণ সেই দাউদ *তোমার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত*, এক সামসঙ্গীতে একথা বলার পর বলে চলেন, *তোমাকে আঁকড়িয়ে থাকে আমার প্রাণ, আমাকে ধরে রাখে তোমার ডান হাত* (সাম ৬৩:২, ৯)।

তৃষিত মানুষ সবসময় জলের উৎসের ধারেই থাকতে ইচ্ছা করে; মনে হয় সে যেন কেবল জলেরই সংস্পর্শে পরিতৃপ্ত হবার জন্য সেই জল ছাড়া প্রাণপণে অন্য কিছুরই খোঁজ করে না, অন্য কিছু টেরও পায় না। অতএব প্রভু, যখন তোমার ডান হাত আমার প্রাণকে ধরে রেখে তার নিজের শক্তি দান করে, তখন তাকে এমন নতুন কিছুতেই রূপান্তরিত করে যা আগে প্রাণ ছিল না, ফলে প্রাণ বলে ওঠে, *আমিই যে জীবনযাপন করি তেমন নয়; খ্রিষ্টই আমার অন্তরে জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

এ মূর্ছা-অবস্থা যে আকাঙ্ক্ষাটির তীব্রতার ফল, একথা তুমি একটা উদাহরণ থেকে শিখতে পার: *প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, মূর্ছাতুর* (সাম ৮৪:৩)। যেরেমিয়া আমাদের শিখিয়ে দেন পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ কীভাবে মূর্ছা যায়: *আমার হৃদয়ে, আমার হাড়ে রুদ্ধ হয়ে কেমন যেন একটা আগুন জ্বলছিল; তা সংযত রাখতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না* (যেরে ২০:৯)। দাউদও এ বাসনায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, *তোমার ত্রাণলাভের জন্য ম্রিয়মাণ আমার প্রাণ, তোমার বাণীতেই আশা রাখি* (সাম ১১৯:৮১)।

তিনি যে বাণীতে আশা রেখেছেন, সেই বাণী আসন্ন বলে পূর্বঘোষিত হয়েছিল বিধায় ধরা যেতে পারে তা ঈশ্বরের বাণী খ্রিষ্টকেই নির্দেশ করে। অথবা তাঁর আশার আর একটি কারণ এ হতে পারে, তিনি সেই স্বর্গীয় বাণীতে বিশ্বাস রেখেছেন যেটা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের কিংবা তাঁর গৌরবেরই ভবিষ্যদ্বাণী। নবী বলে তিনি শাস্ত্রের কথা ধ্যান করে উপলব্ধি করছিলেন, যতদিন তিনি মানবদেহে আটকে থাকবেন এবং ইহজীবনের শেকলে আবদ্ধ থাকবেন, ততদিন তিনি ঈশ্বরের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। সেজন্যই তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, বাসনা করছিলেন, মূর্ছা যাচ্ছিলেন, একান্তভাবেই ইচ্ছা করছিলেন, যেন পরিপূর্ণরূপে তাঁরই সম্পদ হতে পারেন যাঁর বাসনায়

তিনি ম্রিয়মাণ ছিলেন; তাঁর নিজের কথা হল, *তাঁর সম্মুখে উজাড় করে দিই বাসনা আমার* (সাম ১৪২:৩)। তাঁর আত্মা মূর্ছাতুর ছিল, নিঃশেষিতই ছিল, এইজন্যই তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে নিজেকে অস্বীকার করেন। যে কেউ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, খ্রিষ্টই হলেন তার পথ। এসো, আমরাও একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের শাশ্বত পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করি: এসো, কৃপণের মত আমরা যেন অর্থলালসা না করি। আমাদের প্রাণ ঊর্ধ্বের দিকেই ধাবিত হোক, তার নিজস্ব প্রাণবন্ততার দিক থেকে নিঃশেষিত হোক সে যেন ঈশ্বরের পরিত্রাণ সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে আঁকড়িয়ে থাকতে পারে। তিনিই তো পরিত্রাণ, সত্য, শক্তি, প্রজ্ঞা। যে কেউ শক্তির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিজেকে নিঃশেষিত করে, তার যা কিছু নিজস্ব তা হারায়, যা শাশ্বত তাই লাভ করার জন্য।

**শ্লোক** - বিলাপ ৩:৪০-৪১; ইশা ৫৫:৬

*প্র* এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি; প্রভুর কাছে ফিরে যাই।

*উ* এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

*প্র* প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন; তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।

*উ* এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩২:১৫–৩৩:৬)

**প্রভুতে ভরসা রাখে যারা, তারা পরিত্রাণ দেখতে পাবে**

কিন্তু শেষে ঊর্ধ্বলোক থেকে আমাদের উপরে আত্মাকে বর্ষণ করা হবে;
তখন মরুপ্রান্তর উর্বর উদ্যানে পরিণত হবে,
এমন উর্বর উদ্যান, যা অরণ্য বলে গণ্য হবে।
ন্যায় সেই মরুপ্রান্তরে বসতি করবে,
ধর্মময়তা সেই উর্বর উদ্যানে বাস করবে।
শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল,
সুস্থিরতা ও চিরন্তন নিরাপত্তা হবে ধর্মময়তার ফসল।

আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে,
নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রামস্থানে।
যদিও অরণ্যটা নিঃশেষে ধ্বংস হয়,
যদিও নগরটা সম্পূর্ণরূপেই ভূমিসাৎ হয়,
তবু তোমরা সুখী হবে—হ্যাঁ, তোমরা সমস্ত জলস্রোতের ধারে বীজ বুনবে,
বলদ ও গাধা অবাধে চরতে দেবে।

ধিক্ তোমাকে, তুমি যে কখনও ধ্বংসিত না হয়ে ধ্বংস করে বেড়াচ্ছ,
তুমি যে কখনও বিশ্বাসঘাতকতার পাত্র না হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছ!
ধ্বংস করতে ক্ষান্ত হলে তুমি নিজে ধ্বংসিত হবে,
বিশ্বাসঘাতকতা শেষ করলে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

হে প্রভু, আমাদের প্রতি সদয় হও, আমরা তোমারই প্রতীক্ষায় আছি;
প্রতি প্রভাতে হও তুমি আমাদের বাহু যেন,
সঙ্কটকালে আমাদের পরিত্রাণ।

কোলাহলের শব্দে পালিয়ে যায় জাতিসকল,

তুমি উঠে দাঁড়ালেই দেশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
তোমাদের লুটের মাল জমে যেমনটি শুঁয়াপোকা এসে জমে,
তার উপর লোকে ছুটে আসে পঙ্গপালের ছুটাছুটি যেন।

প্রভু উচ্চতম, তিনি ঊর্ধ্বলোকেই তো করেন বসবাস,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় সিয়োনকে পরিপূর্ণ করেন।
তোমার আয়ুষ্কালে তিনি হবেন সুস্থিরতা;
প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-ই ত্রাণকারী ধনভাণ্ডার;
প্রভুভয় তার ধনসম্পদ।

**শ্লোক** - ইশা ৩২:১৮, ১৭; যোহন ১৪:২৭

*প্র* আমার জনগণ বাস করবে শান্তির বাসস্থানে, নিরাপত্তার আবাসে, নিরুদ্বেগের বিশ্রামস্থানে।

*উ* শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল।

*প্র* আমি আমার শান্তি তোমাদের দান করছি। তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়।

*উ* শান্তি হবে ধর্মময়তার ফল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'দেই ভেরবুম' নামক ঐশপ্রকাশ বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৩-৪)

## খ্রিষ্টই ঐশপ্রকাশের পূর্ণতা

যিনি বাণী দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেন ও বাঁচিয়ে রাখেন, সেই ঈশ্বর আপন সৃষ্টিকাজে নিজের বিষয়ে চিরকালীন একটা সাক্ষ্য মানুষকে অর্পণ করেন; তাছাড়া তিনি পরম পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে আদিকাল থেকে আদিপুরুষদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

তাঁদের পতনের পর তিনি মুক্তিদানের কথা প্রতিশ্রুত হয়ে পরিত্রাণের আশায় তাদের উন্নীত করলেন ও মানবজাতির প্রতি অবিরত যত্ন নিলেন, যারা সৎকাজে অধ্যবসায়ী হয়ে পরিত্রাণের অন্বেষণ করে, তিনি যেন তাদের অনন্ত জীবন দান করতে পারেন।

যথাসময় তিনি আব্রাহামকে ডাকলেন তাঁকে এক মহান জাতি করার জন্য। কুলপতিদের সময়ের পর তিনি মোশি ও নবীদের মধ্য দিয়ে সেই জাতিকে শিক্ষা দিলেন, তারা যেন তাঁকেই একমাত্র জীবনময় ও সত্যকার ঈশ্বর, প্রতিপালক পিতা ও ন্যায়বিচারক বলে স্বীকার করে এবং সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তার প্রতীক্ষায় থাকে— এভাবে তিনি যুগের পর যুগ সুসমাচারের জন্য পথ প্রস্তুত করলেন। তথাপি *ঈশ্বর বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্যে কথা বলার পর, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে পুত্রেই কথা বলেছেন* (হিব্রু ১:১)।

তিনি তাঁর আপন পুত্রকে তথা সেই সনাতন বাণীকে যিনি সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করেন, প্রেরণ করলেন তিনি যেন মানুষের মাঝে বসবাস করেন ও তাদের কাছে ঈশ্বরের আন্তর কথা বর্ণনা করেন।

সুতরাং যিশু খ্রিষ্টই, যিনি মাংস হওয়া বাণী, যিনি মানুষের কাছে প্রেরিত মানুষ, তিনিই *ঈশ্বরের কথা বলেন* (যোহন ৩:৩৪) ও সেই পরিত্রাণদায়ী কাজ সম্পন্ন করেন, যে কাজ করতে স্বয়ং পিতা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

সেজন্য তিনি, মানুষ যাঁকে দে'খে পিতাকেও দেখে, তাঁর আপন উপস্থিতি ও আত্মপ্রকাশে, কথা ও কর্মে, চিহ্ন ও অলৌকিক কাজে, বিশেষভাবে তাঁর আপন মৃত্যু ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে, অবশেষে সত্যের আত্মাকে প্রেরণে ঐশপ্রকাশের কথা বাস্তবায়িত ক'রে তার পূর্ণতা সাধন করলেন এবং ঐশসাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণ করলেন যে পাপ ও মৃত্যুর অন্ধকারের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য ও অনন্ত জীবনে আমাদের পুনরুত্থিত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন।

অতএব, নতুন ও চূড়ান্ত সন্ধি বলে খ্রিষ্টীয় ব্যবস্থা কখনও লোপ পাবে না; আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবময় আবির্ভাবের আগে কোন প্রকাশ্য ঐশপ্রকাশের জন্যও প্রতীক্ষা করতে নেই।

শ্লোক - ইশা ৩০:২০-২১; দ্বিঃবিঃ ১৮:৫

প্র তোমার নিজের চোখ তোমার সদ্‌গুরুকে দেখতে পাবে;

উ তোমার কান তোমার পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, এটিই পথ, এই পথেই চল।

১৫ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।

১৬ তোমার কান তোমার পিছনে এই বাণী শুনতে পাবে, এটিই পথ, এই পথেই চল।

# শুক্রবার

১৭ই ডিসেম্বর থেকে বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনুসরণীয়।

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১৪-২০)

**অপরাধ-ক্ষমাদানেই ঐশপরিত্রাণ ব্যক্ত**

ওগো, তোমার পাচনি দিয়ে তোমার আপন জনগণকে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই মেষপালকে চরাও!
সে তো অরণ্যে একাকী রয়েছে,
তার চারদিকে উর্বর উর্বর মাঠ;
তারা পুরাকালের মত আবার বাশানে ও গিলেয়াদে চরে বেড়াক।
মিশর দেশ থেকে তোমার বেরিয়ে আসার দিনের মত
আমি তাকে দেখাব আশ্চর্য কর্মকীর্তি।

জাতি-বিজাতি তা দেখতে পাবে,
নিজেদের সমস্ত পরাক্রম সত্ত্বেও আশাভ্রষ্ট হবে;
তারা মুখে হাত দেবে,
বধির হয়ে আসবে তাদের কান।
তারা সাপের মত, মাটির বুকে চরে এমন সরিসৃপের মত ধুলা চাটবে,
কাঁপতে কাঁপতে তাদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসবে
তোমার সম্মুখে আতঙ্কিত হয়ে।

কেইবা তোমার মত ঈশ্বর,
যিনি শঠতা মার্জনা করেন,
ও আপন উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশের পাপ ক্ষমা করেন?

তিনি তো ক্রোধ রাখেন না চিরকাল ধরে,
যেহেতু কৃপাই দেখাতে প্রীত।
তিনি আমাদের প্রতি আবার তাঁর স্নেহ দেখাবেন,
আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন ;
হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত পাপ তুমি সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবে।

যাকোবের প্রতি তোমার বিশ্বস্ততা,
আব্রাহামের প্রতি তোমার কৃপা মঞ্জুর কর,
যেমন পুরাকাল থেকে
আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছ।

**শ্লোক** - মিখা ৭:১৯; প্রেরিত ১০:৪৩

*প্র* আমাদের পরমেশ্বর আবার আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখাবেন ;
*উ* তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।
*প্র* তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।
*উ* তিনি আমাদের যত অপরাধ পদদলিত করবেন, আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দেবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বাণীর মনুষ্যত্বধারণ' থেকে পাঠ (৮-৯)

**আপন মঙ্গলময়তায় ঈশ্বরের বাণী আমাদের কাছে এলেন**

পিতার বাণী হওয়ায় ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে হওয়ায় কেবল তিনিই বিশ্বকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন ও সেইসঙ্গে সকলের হয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে ও পিতার কাছে সকলের জন্য প্রতিনিধি হতে যোগ্য ছিলেন। আর এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সেই অশরীরী, অক্ষয়শীল, অজড় বাণী আমাদের বাসস্থানে এলেন—তিনি যে আগে দূরে ছিলেন তেমন নয় (প্রেরিত ১৭:২৭ দ্রঃ), কেননা সৃষ্টির কোন স্থানই বাণী-বঞ্চিত নয়, বরং নিজের

পিতার সঙ্গে তাঁর ঐক্য গুণে তাঁর বিদ্যমানতায় সবকিছু পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে তিনি আমাদের কাছে আসতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। কেননা তিনি দেখলেন, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীবদের জাতি ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, অবক্ষয়ের মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপর রাজত্ব করছিল; এও দেখলেন, অপরাধ-লঙ্ঘনের সেই হুমকি আমাদের উপরে অবক্ষয় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল; দেখলেন যে, পূর্ণ হবার আগে ঐশবিধান বিলীন হওয়া যুক্তিহীন হবে। এও দেখলেন, যা ঘটেছিল তা কতই না অনুচিত ছিল, তথা, সেই সবকিছু তিনি নিজেই যার স্রষ্টা, তা বিলুপ্ত হবে; তিনি মানুষের মাত্রাছাড়া শঠতাও দেখলেন, এও দেখলেন, মানুষ আস্তে আস্তে নিজেরই বিরুদ্ধে সেই শঠতা এমন পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তা অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল; অবশেষে তিনি মৃত্যুর প্রতি সকল মানুষের বাধ্যবাধকতা দেখলেন। সেজন্য তিনি আমাদের এ মানবজাতির প্রতি দয়া করলেন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, আমাদের ক্ষয়শীলতায় নিজেকে বশীভূত করলেন ও আমাদের উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব সহ্য করলেন না। এবং পাছে সৃষ্টজীব বিলুপ্ত হয় ও মানুষের মাঝে পিতার কাজ বৃথা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি দেহ ধারণ করলেন, এমন দেহ যা আমাদের দেহের চেয়ে ভিন্ন নয়, কেননা তিনি যে এমনি একটি দেহে থাকবেন তা তিনি চাইলেন না, কেবল আত্মপ্রকাশই করবেন তাও তিনি চাইলেন না, কেননা কেবল আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে তবে তিনি অধিক উন্নত ধরনের উপায় অবলম্বন করেই নিজের ঐশ্বরিক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। তিনি বরং আমাদেরই দেহ ধারণ করলেন, আর শুধু তা নয়; তিনি অক্ষুণ্ন, নিষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-অজানা একটি কুমারী থেকে এমন দেহ ধারণ করলেন যা নির্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। কেননা শক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি কুমারীতে নিজের জন্য মন্দিররূপে একটি দেহ নির্মাণ করলেন, আর তা এমন একটা মাধ্যম হিসাবেই আপন করে নিলেন যেখানে তিনি নিজেকে জ্ঞাত করবেন ও বসবাস করবেন। সেজন্য আমাদেরই দেহের সদৃশ প্রকৃতির একটা দেহ ধারণ ক'রে, যেহেতু সকলে মৃত্যুর অবক্ষয়ের অধীন ছিল, সকলেরই খাতিরে তিনি সেই দেহটিকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে পিতার কাছে তা নিবেদন করলেন। আর তা তিনি নিজের কৃপার খাতিরেই করলেন যাতে সকলেই যেমন তাঁর

মধ্যে মৃত্যুভোগ করে, তেমনি মানুষের মধ্যে অবক্ষয়-সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা যেতে পারে—কারণ সেই বিধানের প্রভাব প্রভুর দেহে নিঃশেষিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর সদৃশ, বিধান তাদের আর কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। আর যাতে অবক্ষয়ে সরিয়ে পড়া মানুষকে তিনি আবার অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে এনে মৃত্যুর বদলে জীবন দান করতে পারেন, সেজন্য তিনি সেই দেহকে নিজেরই দেহ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে মৃত্যু থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যেইভাবে খড় আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

কেননা যেহেতু বাণী উপলব্ধি করলেন, মানুষের অবক্ষয় বিলুপ্ত করার জন্য সকলের মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় ছিল না,—কিন্তু, যেহেতু অমর ও পিতার পুত্র বলে তিনি মৃত্যুভোগ করতে সক্ষম ছিলেন না,—সেজন্য এমন দেহ ধারণ করলেন যার মৃত্যু হতে পারত, যাতে করে সবকিছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সকলের হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারত; আর যেহেতু সেই দেহে স্বয়ং বাণী বসবাস করছিলেন, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হয়ে থাকতে পারে, ফলে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সকল মানুষ অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে পারে। অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত বলি রূপে তাঁর সেই আপন-করা-দেহকে মৃত্যুর হাতে নিবেদন ক'রে তিনি মানবদেহের মত দেহকে অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মধ্য থেকে মৃত্যুকে বাতিল করে দিলেন। কেননা যেহেতু ঈশ্বরের বাণী সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও দেহগত মাধ্যমকে সকলের পক্ষে বদলিরূপে নিবেদন করায় তিনি আপন মৃত্যুতে সেই ঋণ শোধ করলেন; এবং যেহেতু ঈশ্বরের অক্ষয়শীল পুত্র মানবদেহের মত দেহের মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত ছিলেন, সেজন্য পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি গুণে তিনি সকলকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন।

**শ্লোক** - ফিলি ২:৬-৭; ১ যোহন ৪:১০

*প্র* খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;

*উ* দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

*উ* দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৩:৭-২৪)

## ভাবী পরিত্রাণ

দেখ, তাদের বীরপুরুষেরা রাস্তা-ঘাটে চিৎকার করছে,
শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করছে।
যত পথ জনশূন্য, রাস্তা-ঘাটে আর কোন পথিক নেই,
যত চুক্তি-সন্ধি ভগ্ন, সাক্ষীরা উপেক্ষিত, কারও প্রতি সম্মান নেই।
বিলাপ করতে করতে শুষ্ক হচ্ছে দেশ,
লজ্জায় ম্লান হচ্ছে লেবানন,
শারোন হয়ে গেছে প্রান্তরেরই মত,
বাশান ও কার্মেলের যত গাছ পাতা ঝেড়ে ফেলে।

'এখন উঠব,' বলছেন প্রভু,
'এখন উন্নীত হব, এখন উত্তোলিত হব।
তোমরা ভুসি গর্ভধারণ করেছ, তোমরা খড় প্রসব করবে,
আমার ফুৎকার আগুনের মত তোমাদের গ্রাস করবে।
জাতিসকল চুন দিয়েই যেন পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
ফালি করা কাঁটাকুচির মত তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে।
দূরে আছ যারা, শোন কী করেছি আমি,
কাছে আছ যারা, জেনে নাও আমার প্রতাপ।'

সিয়োনে যত পাপী সন্ত্রাসিত,
যত ভক্তিহীনকে ধরেছে শিহরণ—
'আমাদের মধ্যে কে বাস করতে পারে সর্বগ্রাসী আগুনের সঙ্গে?
চিরকালীন দাহনের সঙ্গে আমাদের মধ্যে কেই বাস করতে পারে?'
যে ধার্মিকভাবে চলে ও সত্য কথা বলে,
অত্যাচারের অর্থলাভ যে অগ্রাহ্য করে,

ঘুষ-স্পর্শ থেকে যে হাত দূরে রাখে;
রক্তপাতের কথা শোনা থেকে যে কান বিরত রাখে,
অনিষ্ট দর্শন থেকে যে বুজিয়ে রাখে চোখ;
তেমন মানুষই উঁচুস্থানে করবে বসবাস,
গিরিদুর্গ হবে তার আশ্রয়স্থল,
তাকে খাদ্য দেওয়া হবে, নিশ্চিত হবে তার জল।

তোমার চোখ রাজার প্রতি, তাঁর সৌন্দর্যে, নিবদ্ধ থাকবে,
সীমাহীন এক দেশ দেখতে পাবে।
তোমার হৃদয় বিগত বিভীষিকার কথা ভাববে:
'যে হিসাব করছিল, সে এখন কোথায়?
যে টাকা-কড়ি তুলাদণ্ডে দিচ্ছিল, সে এখন কোথায়?
যে দুর্গমিনার পরিদর্শন করছিল, সে এখন কোথায়?'
তুমি সেই ধূর্ত জাতিকে আর দেখতে পাবে না,
সেই জাতিকে, যার কথন তোমার কাছে অচেনা অজানা,
যার ভাষা অস্পষ্ট অর্থহীন।

তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ!
তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে,
তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস,
এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,
যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না,
যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না।
কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়,
আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু!
তা হবে নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতমালার স্থান;
সেখানে দাঁড় বেয়ে কোন পোত যাতায়াত করবে না,
প্রতাপময় কোন জাহাজও তা পার হয়ে যাবে না।

কারণ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা,
স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা :
তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করবেন।
তোমার সমস্ত দড়ি ঢিলা হয়ে পড়েছে,
মাস্তুলের গোড়া শক্ত করে রাখতে পারছে না,
পাল খাটিয়ে দিতে পারছে না।

তখন ভাগ করার মত এমন বিরাট লুটের মাল থাকবে যে,
খোঁড়ারাও লুট করতে থাকবে ;
নগরবাসীরা কেউই বলবে না : 'আমি অসুস্থ' ;
সেখানকার নিবাসী জনগণ অপরাধের ক্ষমা পাবে।

**শ্লোক** - ইশা ৩৩:২২; সাম ৯৬:১ দ্রঃ

*প্র* স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের রাজা :

*উ* তিনি নিজে এসে আমাদের ত্রাণ করেন।

*প্র* প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী মেতে উঠুক, যত দ্বীপপুঞ্জ আনন্দ করুক।

*উ* তিনি নিজে এসে আমাদের ত্রাণ করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৩৭, ১৩-১৪)

**তোমার আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার প্রার্থনা**

*হৃদয়ের ক্রন্দনে আমি গর্জে উঠি* (সাম ৩৮:৯)। এমন ক্রন্দন আছে যা মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। তথাপি যদি কোন এক গভীর আবেগ হৃদয়কে এমনভাবেই দখল করে যার জন্য আন্তর আঘাত জোর গলায় ব্যক্ত হয়, তাহলে মানুষ এর কারণ জানতে চায় আর মনে মনে বলে, হয় তো এর জন্যই ও ক্রন্দন করছে, কিংবা, হয় তো ওর

বিশেষ কিছু ঘটেছে। অথচ যাঁর চোখে ও যাঁর কানে ক্রন্দনটা গিয়ে পৌঁছে, তিনি ছাড়া কে তা বুঝতে পারে? কেননা লোকে একজনের ক্রন্দন শুনলেও কেবল বাহ্যিক ক্রন্দন শোনে, হৃদয়ের ক্রন্দন তারা মোটেই শুনতে পায় না। তবে কে জানতে পারছিল লোকটা কেন গর্জে উঠছিল? তিনি বলে চলেন, *তোমার সামনেই তো প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার* (সাম ৩৮:১০)। যারা হৃদয় দেখতে পায় না, সেই মানুষদের সামনে নয়, *তোমারই সামনে* বরং *প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার*। তোমার আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁরই সামনে থাকে, তাহলে যিনি গোপন সবকিছু দেখতে পান, সেই পিতা তোমাকে সাড়া দেবেন।

আসলে তোমার আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার প্রার্থনা; তোমার আকাঙ্ক্ষা অবিরত হলে তবে তোমার প্রার্থনাও অবিরত। *অবিরত প্রার্থনা কর* (১ থে ৫:১৭), প্রেরিতদূত একথা এমনি তো বলেননি! *অবিরত প্রার্থনা কর* এর অর্থ তবে কি এই যে, অবিরত হাঁটু পেতে থাকব, প্রণত থাকব, হাত উঁচু রাখব? আর যদিও আমরা বলি যে এইভাবেই প্রার্থনা করা উচিত, তবু আমি মনে করি না আমরা তা অবিরতই করতে পারব। কিন্তু আর এক ধরনের আন্তর প্রার্থনা রয়েছে, সেটি হল আকাঙ্ক্ষা। যাই কিছু কর না কেন, তুমি কিন্তু যদি শাব্বাতের [অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রামের] আকাঙ্ক্ষা কর, তাহলে তোমার প্রার্থনা অবিরত। প্রার্থনা থেকে যদি বিরত থাকতে না চাও, তাহলে আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত থেকো না। তোমার অবিরত আকাঙ্ক্ষাই তো তোমার অবিরত কণ্ঠস্বর। তখনই তুমি নিশ্চুপ হয়ে যাবে যখন ভালবাসা থেকে বিরত থাকবে। কে কে নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিল? তারা, যাদের বিষয়ে লেখা আছে, *জঘন্য কর্ম-বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ লোকের ভালবাসা নিস্তেজ হয়ে যাবে* (মথি ২৪:১২)। ভালবাসার শীতল অবস্থাই তো হৃদয়ের নীরবতা; ভালবাসার উষ্ণ অবস্থাই তো হৃদয়ের স্বরধ্বনি। তোমার ভালবাসা স্থায়ী হলে তবেই তুমি তো অনুক্ষণ স্বরধ্বনি তোল; অনুক্ষণ স্বরধ্বনি তুললে তবেই তুমি তো অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষা কর; আকাঙ্ক্ষা করলে তবেই শাব্বাতের কথা তোমার মনে থাকে।

*তোমার সামনেই তো প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা আমার।* আকাঙ্ক্ষা যদি তাঁর সামনে থাকে, কিন্তু ক্রন্দন যদি তাঁর সামনে না থাকে, তাহলে কী হবে? তেমন কিছু কি হতে পারে, যখন ক্রন্দন হলো আকাঙ্ক্ষারই কণ্ঠস্বর? এজন্য তিনি বলে চলেন, *আমার ক্রন্দন তোমার কাছে গোপন নয়* (সাম ৩৮:১০)। তোমার কাছে তা গোপন নয়, কিন্তু

লোকদের কাছে তা গোপন। মনে হয় যেন ঈশ্বরের সেই বিনম্র দাস মাঝে মাঝে বলেন, *আমার ক্রন্দন তোমার কাছে গোপন নয়।* আবার এও মনে হয় যেন ঈশ্বরের দাস মাঝে মাঝে হাসেন; এর অর্থ কি এই যে, তাঁর হৃদয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা মরে গেল? আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ক্রন্দনও থাকে না; তা মানুষের কানে সবসময় নাও পৌঁছতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের কান ছেড়ে তা কখনও চলে যায় না।

**শ্লোক** - ৮৬ নং সামসঙ্গীতে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা

*প্র* খ্রিষ্টে চলতে চলতে আমরা এখনও প্রবাসী; যতদিন গন্তব্যস্থানে না পৌঁছি, এসো, ততদিন গান করি যেন আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে।

*উ* যে আকাঙ্ক্ষা করে, তার জিহ্বা বাক্‌শূন্য হলেও সে কিন্তু অন্তরে গান করে।

*প্র* যে আকাঙ্ক্ষা করে না, নিজের চিৎকারে যতই আঘাত করুক মানুষের কান, সে কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বাক্‌শূন্য।

*উ* যে আকাঙ্ক্ষা করে, তার জিহ্বা নীরব হলেও সে কিন্তু অন্তরে গান করে।

# রবিবার

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ : ১৭ই–২৪শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা অনুসারে।

## পাঠসংগ্রহ - ১৭ই–২৪শে ডিসেম্বরের ব্যবস্থা

ডিসেম্বর ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ সূচী

## ১৭ই ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১-১১)

**যেরুশালেমের সান্ত্বনা**

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর :
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,
দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।’

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে :

‘মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।’

এক কণ্ঠস্বর বলে, ‘চিৎকার কর!’
আর আমি বলি, ‘চিৎকার করে কী বলব?’
‘প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।’

হে শুভসংবাদ-দাত্রী সিয়োন,
উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!
হে শুভসংবাদ-দাত্রী যেরুশালেম,
যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!
উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না;
যুদার শহরগুলোকে বল:
‘এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!’

দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন,
আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন।
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে,
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।
পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল,
শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন;
কোলে করে তাদের বহন করেন,
দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪০:২; জাখা ১:১৬, ১৭

*প্র* যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল, তার কাছে একথা প্রচার কর:
*উ* তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল, দেওয়াই হল তার শঠতার দাম।
*প্র* আমি স্নেহভরে যেরুশালেমের দিকে ফিরে চাইলাম। প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন, এবং যেরুশালেমকে আবার মনোনীত করবেন।
*উ* তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল, দেওয়াই হল তার শঠতার দাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৪)

**এই দেখ! প্রভু মহাপরাক্রমে আসছেন**

লেখা আছে, *উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর, ভয় করো না; যুদার শহরগুলোকে বল: এই দেখ, তোমাদের পরমেশ্বর! দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন* (ইশা ৪০:৯)। দু'বার 'দেখ' ব'লে নবীর উদ্দেশ্যই প্রভুর আগমনের আশা যেন বেশি দূর ভবিষ্যতের কথা না হয়; তিনি বরং স্পষ্টভাবে দেখাতে চান, মুক্তিদাতা শীঘ্রই উপস্থিত হবেন, এমনকি তিনি ইতিমধ্যে দরজায় উপস্থিত। হাত বাড়িয়ে সেই পূর্বঘোষিত ব্যক্তিকে অঙুলি নির্দেশ করতেই নবী তাদের কেমন যেন আমন্ত্রণ করেন। *তিনি মহাপরাক্রমে আসছেন; আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন*, বাক্যটি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চায়, প্রভু ধন্য নবীদের একজনের মত বা

ভিক্ষুকের মত আসবেন না; তিনি বরং আসবেন স্বয়ং প্রভুর রাজ-অধিকার নিয়ে, ঈশ্বরেরই উপযুক্ত পরাক্রম ও আধিপত্য নিয়ে। যিনি আমাদের জন্য আমাদেরই হলেন এবং ক্রুশ বহন করে তার উপরে মৃত্যুবরণ করলেন, মুক্তি-রহস্যের ঐশব্যবস্থা অনুসারে যে সেই খ্রিষ্টকে প্রতিদানবিহীন অবস্থায় ফেলে রাখা হবে না, তা এ বাণীতে প্রকাশিত, *দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে, তাঁর আগে আগে তাঁর সমস্ত জয়চিহ্ন।* তাঁর মৃত্যুর ফলস্বরূপ সেই পুরস্কার যে কী, তাও বলা আছে, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি: গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)। একথাও লেখা আছে, *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩২)। অতএব ঐশব্যবস্থা প্রতিদান ও প্রতিদানের ফল দু'টোই দান করে; আর আসলে তাঁর মেষগুলি তাঁর অনুসরণ করল: যিনি আপন বাহুতে অর্থাৎ আপন পরাক্রমে শাবকদের একত্রে সম্মিলিত করেন, তাঁর চোখের সামনেই যেন বহু মেষপাল এগিয়ে এল। যারা তাঁর বিশ্বাসী, তাদের ঊর্ধ্বলোক থেকে পাওয়া নবজন্মের মাধ্যমে ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নবজাত শাবকদের মত নবজীবনে অনুপ্রবেশ করানো হল। এজন্য তারা প্রথমে আধ্যাত্মিক দুধ চায় ও শিশুর মতই তাদের খাদ্য দেওয়া হয়, তারপর কিন্তু তারা খ্রিষ্টের পূর্ণ পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠে। তাই মেষগুলি যত্ন পেল বিধায় দুগ্ধদাত্রী মেষিকাগুলো সান্ত্বনা পেল। নবজাত মেষশাবকগুলিকে যুক্তির সঙ্গে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত নবদীক্ষিতদের প্রতীকরূপে ধরা যেতে পারে। দুগ্ধদাত্রী মেষিকাতে আমরা তাদেরই কথা দেখতে পারি যারা বিধান ও নবীদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে এখন খ্রিষ্টের সাহায্যে প্রসব করে। বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্ট বিজাতীয়দের শুধু নয়, ইস্রায়েলের বংশধরদেরও পরিত্রাণ করলেন। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন, সর্বপ্রথমে ও বিশেষভাবে তাদেরই কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। যে রহস্য তাদের মাঝে ঘটেছিল, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তার সত্যজ্ঞান লাভ ক'রে তারাও সান্ত্বনা পেল।

শ্লোক - প্রকাশ ২২:১২, ৬, ৭

*প্র* দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে;

*উ* আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

৭ এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। এই দেখ, আমি শীঘ্রই আসব;
৳ আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৫:১-১৩)

## কুরোশের মাধ্যমে পাওয়া ইস্রায়েলের পরিত্রাণ

প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজন কুরোশ সম্বন্ধে একথা বলেন,
'আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,
যেন তুমি জানতে পার,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।

আমার দাস যাকোবের খাতিরে,
আমার মনোনীতজন ইস্রায়েলের খাতিরেই
আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি;
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে একটা উপাধি দিয়েছি।
আমিই প্রভু, আর কেউ নয়;
আমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।
তুমি আমাকে না জানা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বলবান করব,
যেন পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকলে জানতে পারে যে,
আমি ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

আমিই প্রভু, আর কেউ নয়।
আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি,
আমি সমৃদ্ধি ঘটাই, অমঙ্গল সৃষ্টি করি;
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সাধন করি।

হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর,
মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক।
উন্মোচিত হোক মর্তের মুখ, অঙ্কুরিত হোক পরিত্রাণ,
আর সেইসঙ্গে ধর্মময়তা ফুটে উঠুক।
আমি প্রভু এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি।'

ধিক্ তাকে, যে তার আপন নির্মাতার সঙ্গে তর্ক করে;
সে তো মাটির পাত্রগুলির মধ্যে একটা পাত্রমাত্র।
মাটি কি কুমোরকে বলবে, 'তুমি কী করছ?'
কিংবা, 'তোমার এই নির্মিত বস্তুর হাত নেই!'
ধিক্ তাকে, যে তার আপন পিতাকে বলে, 'কিসের জন্ম দিচ্ছ?'
কিংবা একটা স্ত্রীলোককে বলে, 'কী প্রসব করছ?'

সেই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলের পবিত্রজন ও তার নির্মাতা,
তিনি একথা বলছেন: 'আমার সন্তানদের বিষয়ে যা করা উচিত,
তোমরা কি তা আমার কাছ থেকে দাবি করছ?
আমার নিজের হাতের কাজ সম্বন্ধে আমাকে আজ্ঞা দিচ্ছ?
আমিই তো পৃথিবী নির্মাণ করেছি
ও তার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছি;
আমিই নিজের হাতে আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছি
ও আকাশের সমস্ত বাহিনীকে আজ্ঞা দিয়েছি!
আমিই এই মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে,
আমি তার সকল পথ সরল করব।

সে আমার নগরী পুনর্নির্মাণ করবে,
আমার নির্বাসিতদের ফিরিয়ে দেবে,
বিনামূল্যে, বিনা পুরস্কারেই তাদের ফিরিয়ে দেবে ;'
একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

**শ্লোক** - ইশা ৪৫:৮; ১৬:১ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* হে স্বর্গ, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর ; মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে করুক বর্ষণ ;

*উ* মর্তের বুক হোক উন্মোচিত, পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত।

*প্র* প্রেরণ কর, প্রভু, বিশ্বপতি সেই মেষশাবককে প্রান্তরের শৈল থেকে সিয়োন কন্যার পর্বতে।

*উ* মর্তের বুক হোক উন্মোচিত, পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**খ্রিষ্টের আগমনে মানুষ লাভ করল ঈশ্বরের দয়া**

আগের উপদেশে মেদিয়া ও পারস্য দেশের রাজা কুরোশের কথা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে কেমন করে তিনি কাল্দিয়া অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন, বাবিলন দেশ জয় করে ভূমিসাৎ করার পর তিনি বন্দি ইস্রায়েলকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত ক'রে যেরুশালেমের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন—তিনি এসব কিছু করেছিলেন সেই পরমেশ্বরের প্রেরণাগুণে যিনি তাঁর জন্য *ব্রঞ্জের ফটক ভেঙে ফেললেন ও লোহার অর্গল টুকরো টুকরো করলেন* (সাম ১০৭:১৬; ইশা ৪৫:২)। সেই বর্ণনার বিষয় কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল : কেবল ইস্রায়েলের বংশধরদেরই সেই শান্তি পুনর্লাভ ও বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার কথা। এর পরেই কিন্তু বর্ণনাটি আসল গুরুত্ব লাভ করে, কেননা এ সকল প্রতীক সেই ইম্মানুয়েলকে আরোপ করা হয় যিনি পিতা ঈশ্বর দ্বারা বন্দিদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে দৃষ্টিশক্তি লাভের কথা ঘোষণা করতে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কিনা, যারা নিজেদের পাপের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদের মুক্ত করতে, যারা শয়তানের শাসনের অধীনে ছিল তাদের মুক্তি ঘোষণা

করতেই তিনি তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, যাতে করে জগদ্বাসীরা তাঁর নিজের কাছে ফিরে এলে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে তাদের চালিত করতে পারেন।

তিনি হয়ে উঠলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ, যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি—যেমন শাস্ত্র বলে, *তিনি নিজেই আমাদের শান্তি* (এফে ২:১৪)। তিনি নিজে যত ঐশবাস্তবতা তথা তাঁর আপন মন্দির সেই মণ্ডলীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে করে *তিনি নিজের সামনে এমন কুমারীরূপেই তাকে এনে দাঁড় করাতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও অনিন্দ্যই যে মণ্ডলী* (এফে ৫:২৭ দ্রঃ)। এইভাবে আমরা সহজে সেই কুরোশ ও তাঁর কর্মকীর্তিতে সকল মর্তবাসীর উপর বর্ষিত ঐশআশিসধারার প্রতীক দেখতে পাই —এই উদ্দেশ্যেই তাঁর সেই সমস্ত কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করা হল।

সুতরাং *ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক* (ইশা ৪৫:৮ সত্তরী পাঠ্য), অর্থাৎ আনন্দ করুন সেই সকল দূত ও মহাদূত যাঁরা স্বর্গীয় নগরীর বাসিন্দা, যাঁরা সেই উজ্জ্বল ও গৌরবময় বাসস্থানের অধিবাসী! বলতে চাই, আমাদের সকলের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পথভ্রষ্ট যত মানুষের ফিরে যাওয়া, অন্ধদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি, এক কথায় যারা হারিয়ে গেছিল তাদের সকলের পরিত্রাণ, স্বর্গীয় আত্মাগুলির কাছেও এ হল আনন্দের বিষয়। বস্তুতপক্ষে তাঁরা যখন একজনমাত্র অনুতপ্ত পাপীর জন্য আনন্দ করেন, তখন আমরা কি করে সন্দেহ করতে পারি যে সমগ্র জগতের পরিত্রাণ দেখে তাঁরা আনন্দিত ও উল্লসিত হবেন না? এজন্য লেখা রয়েছে, *ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক; মেঘমালা সেই ধর্মাত্মাকে করুক বর্ষণ* (ইশা ৪৫:৮)। আমরা বলি, দয়াই হল সেই ভালবাসা, যে ভালবাসা বিধানের পূর্ণতা এনে দেয়, কেননা দয়া হাত মিলিয়ে চলে সুসমাচারের সেই ধর্মময়তার সঙ্গে, খ্রিষ্ট নিজেই যার দাতা ও গুরু হয়ে উঠলেন। এমনকি একথাও বলতে পারি যে, যে দয়া ও ধর্মময়তা মর্তের বুকে জন্ম নিয়ে অঙ্কুরিত হয়, তা হল স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট। কেননা পিতা ঈশ্বর তাঁকে আমাদের দয়া ও ধর্মময়তা করে তুললেন—আর সত্যিই আমরা তাঁর মধ্যে দয়া পেয়েছি এবং অতীত অপরাধের ক্ষমালাভ গুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের পথ সেই ধর্মময়তাও পেয়েছি যা আমাদের সমস্ত মঙ্গলদানের উত্তরাধিকারী করতে পারে।

মর্তের বুককে ধর্মময়তা অঙ্কুরিত করার আদেশ দেওয়া হল, একথা যদি কারও মনে অদ্ভুত লাগে, তাহলে সে স্মরণ করুক যে সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতা পিতা ঈশ্বর ও স্বয়ং ইম্মানুয়েল সম্বন্ধে একথাও বলেন, *তিনি মর্তের বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ* (সাম ৭৪:১২)। খ্রিষ্ট দেহকে স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এমন নয়, তিনি বরং মর্তবাসী সাধারণ একটি নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন। তাই যখন তাঁকে মর্তের ফল ও অঙ্কুর বলা হয়, তখন বুঝতে হয় যে দেহের দিক দিয়ে তিনি মর্তবাসী এমন নারীর গর্ভে জন্ম নিলেন যিনি এ বিশেষ কাজের জন্য মনোনীতা হয়েছিলেন।

**শ্লোক** - সাম ৯৬:১১; ইশা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

*প্র* আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,

*উ* কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন, তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

*প্র* তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।

*উ* কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন, তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

# ১৮ই ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১২-১৮, ২১-৩১)

**ঈশ্বরের মহত্ত্ব**

নিজ করতলে কেবা মেপেছে জলরাশি,
বিঘত দিয়ে নিরূপণ করেছে আকাশমণ্ডল?
এক পাত্রে কেবা ধরে রেখেছে পৃথিবীর ধুলা,
দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছে পাহাড়পর্বত,
তুলাদণ্ডে উপপর্বত সকল?
প্রভুর আত্মাকে কেইবা দিয়েছে নির্দেশ,
কিংবা পরামর্শদাতা রূপে তাঁকে কেইবা দিয়েছে জ্ঞান?
এমন কার্ কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন,
সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়পথ,
তাঁকে যেন জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?

সত্যি, দেশগুলি কলসির এক জলবিন্দুরই মত,
তুলাদণ্ডে ধূলিকণার মতই গণ্য তারা;
সত্যি, পাতলা ধুলার মতই তিনি তুলে ধরেন যত দ্বীপ।
লেবানন যথেষ্ট নয় ইন্ধনের জন্য,
তার যত পশুও যথেষ্ট নয় আহুতির জন্য।
তাঁর সামনে কিছুই তো নয় সকল দেশ,
তাঁর কাছে অসারের চেয়েও অসার আর শূন্যতা বলেই গণ্য তারা।
তোমরা কার্ সঙ্গেই বা ঈশ্বরের তুলনা করবে?
তাঁর মত ব'লে কোন্ মূর্তিই বা উপস্থিত করবে?

তোমরা কি জান না?
তোমরা কি শোননি?
আদি থেকে কি একথা তোমাদের জানানো হয়নি?
তোমরা কি পৃথিবীর ভিত্তি বোঝনি?
তিনিই পৃথিবীর ঊর্ধ্বচক্রের উপরে সমাসীন!
সেখান থেকে তাঁর চোখে মর্তবাসীরা পঙ্গপালমাত্র।
তিনি আকাশমণ্ডল চাঁদোয়ার মত বিছিয়ে দেন,
তাঁর আপন নিবাস-তাঁবুর মত তা বিস্তার করেন।
তিনি প্রতাপশালীদের বিলুপ্ত করেন,
পৃথিবীর শাসকদের নিশ্চিহ্ন করেন।
তারা এখনও রোপিত হয়নি,
এখনও তাদের বোনা হয়নি,
তাদের মূলকাণ্ডও এখনও মাটিতে শিকড় গাড়েনি,
অমনি তিনি তাদের উপর ফুৎকার দেন আর তারা শুকিয়ে যায়,
ঘূর্ণিবায়ু তাদের খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেয়।
'তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
কেইবা আমার মত?'—সেই পবিত্রজন বলছেন।
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে দেখ:
এই সমস্ত কিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
তিনি তাদের বাহিনী সঠিক সংখ্যা অনুসারে বের করে আনেন,
সকলের নাম ধরে তাদের আহ্বান করেন,
তাঁর সর্বশক্তি ও তাঁর প্রবল পরাক্রম গুণে
তাদের একটাও অনুপস্থিত নয়!

তবে, যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার,
তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার:
'আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত,

আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?’

তোমরা কি জান না? তোমরা কি শোননি?

প্রভুই সনাতন পরমেশ্বর,

তিনিই পৃথিবীর প্রান্তের সৃষ্টিকর্তা।

তিনি ক্লান্তও হন না, শ্রান্তও হন না,

তাঁর বুদ্ধি অনুসন্ধানের অতীত।

তিনি ক্লান্তকে শক্তি দেন,

শক্তিহীনের বল বৃদ্ধি করেন।

তরুণেরা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়,

যুবকেরা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ে;

কিন্তু যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা নবীন শক্তি লাভ করবে,

তারা ঈগলের মত ডানা মেলবে,

দৌড়ালে শ্রান্ত হবে না,

হাঁটলে ক্লান্ত হবে না।

**শ্লোক** - রো ১১:৩৪; ইশা ৪০:১৪

*প্র* কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?

*উ* কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

*প্র* কার্ কাছেই বা ঈশ্বর পরামর্শ চাইলেন, সে যেন তাঁকে জ্ঞানশিক্ষা দেয় ও দেখায় সদ্বিবেচনার পথ?

*উ* কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩১:২-৩)

**আমাদের পুনর্মিলনের সাক্রামেন্ত**

ধন্যা কুমারী মারীয়ার সন্তান আমাদের সেই প্রভুকে যদি সুসমাচারে দেওয়া সেই বংশতালিকারই মানুষ বলে বিশ্বাস করা না হয়, তাহলে তাঁকে সত্যকার ও প্রকৃত মানুষ বলে স্বীকার করা অর্থহীন। মথি একথা বলেন, *যিশু খ্রিষ্টের বংশতালিকা, যিনি*

*দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান* (মথি ১:১)। তারপর যিশুর মাতার স্বামী যোসেফ পর্যন্ত বংশতালিকার সূত্র দেখাবার জন্য তিনি তাঁর মানবীয় উৎপত্তির অনুক্রম পালন করেন। অপর পক্ষে লুক সেই বংশপরম্পরা উল্টো দিক থেকে ক্রমাগত ভাবে অনুসরণ ক'রে মানবজাতির স্বয়ং আদিপুরুষ পর্যন্ত ফিরে যান। এইভাবে তিনি দেখাতে চান, প্রথম আদম ও চরম আদম একই স্বরূপের অধিকারী।

অবশ্য ঈশ্বরের পুত্রের সর্বশক্তি মানুষকে শিক্ষা ও ধর্মময়তা দান করার জন্য সেই মানবীয় আকারেই আবির্ভূত হতে পারত, ঠিক যেইভাবে কুলপতি ও নবীদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিল সেসময় যখন তাঁদের সঙ্গে কুশতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, কথোপকথন করেছিল, তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, এমনকি তাঁদের পরিবেশন করা খাদ্যও খেয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিমূর্তি ছিল এই মানুষের একটা চিহ্নমাত্র, যে মানুষের সেই রহস্যময় চিহ্নের পূর্বঘোষণা অনুসারে পূর্বপুরুষদের বংশ থেকে সত্যকার স্বরূপ ধারণ করার কথা ছিল। কোন প্রতিমূর্তি অনাদিকাল থেকে নিরূপিত আমাদের পুনর্মিলনের সাক্রামেন্তের পূর্ণতা দিতে পারত না, কেননা পবিত্র আত্মা তখনও কুমারীর উপরে নেমে আসেননি, পরাৎপরের শক্তিও তখনও তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করেননি যার ফলে প্রজ্ঞা তাঁর অক্ষুণ্ন গর্ভে নিজের জন্য আবাস নির্মাণ করলে বাণী মাংস হতে পারতেন, কালের স্রষ্টা ঈশ্বরের আকার ও দাসের আকার একটিমাত্র ব্যক্তিতে মিলিত করে কালের সীমায় জন্ম নিতে পারতেন, এবং যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে তিনি নিজেও সবকিছুর মাঝে জন্ম নিতে পারতেন।

*পাপী মানবের সাদৃশ্যে* (রো ৮:৩ দ্রঃ) গড়া সেই নবমানুষ যদি আমাদের প্রাচীনতা না বরণ করতেন, এবং পিতার স্বরূপের যিনি সহভাগী তিনি যদি মাতারও স্বরূপের সহভাগী হতে প্রসন্ন না হতেন, যিনি পাপ থেকে মুক্ত একমাত্র ব্যক্তি তিনি যদি আমাদের স্বরূপকে তাঁরই নিজের কাছে সংযুক্ত না করতেন, তবে গোটা মানবজাতি শয়তানের অধীনে বন্দি অবস্থায় থাকত। তাছাড়া বিজয় যদি আমাদের স্বরূপের বাইরে লাভ করা হত, তাহলে আমরা সেই গৌরবময় বিজেতার বিজয়েরও সহভাগী হতে পারতাম না। কিন্তু এ আশ্চর্য সহভাগিতার ফলে নবজন্ম রহস্য আমাদের উপর উদ্ভাসিত হল, যাতে করে খ্রিষ্টের গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণ যিনি ঘটিয়েছেন, সেই স্বয়ং আত্মার মধ্য দিয়ে

আমরাও যেন আত্মিক উৎপত্তির দিক দিয়ে নবজন্ম লাভ করতে পারি। এজন্যই বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত* (যোহন ১:১৩)।

**শ্লোক** - ইশা ১১:১০; লুক ১:৩২ দ্রঃ

*প্র* এই দেখ! যেসের শিকড় জাতিগুলির পরিত্রাণ দানের জন্যই নেমে আসবেন; দেশগুলি তাঁকে অনুনয় করবে।

*উ* তাঁর নাম গৌরবমণ্ডিত হবে।

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

*উ* তাঁর নাম গৌরবমণ্ডিত হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৬:১-১৩)

## বাবিলনের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে বাণী

বেল নুব্জ, নেবো উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে;
তাদের মূর্তিগুলো জন্তুদের ও পশুদের পিঠে ফেলানো;
তোমরা যে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলে,
তা ক্লান্ত পশুর পক্ষেও ভারী।
তারা মিলে উপুড় হয়ে আছে, নুব্জ হয়ে আছে,
তাদের যারা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তারা তাদের ত্রাণ করতে পারেনি,
বরং নিজেরাই বন্দিদশায় চলে যাচ্ছে।

হে যাকোবকুল, হে ইস্রায়েলকুলের সকলেই যারা রেহাই পেয়েছ,
তোমরা আমার কথা শোন,
সেই তোমরা, মাতৃগর্ভ থেকেই যাদের আমি বহন করে আসছি,
মাতৃবক্ষ থেকেই যাদের তুলে বহন করা হচ্ছে।
তোমাদের বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমি সেই একই থাকব,
তোমাদের চুল পাকা হওয়া পর্যন্ত আমিই তোমাদের বহন করে চলব।
আগেও যেমন করেছি, তেমনি আমিই তোমাদের তুলে বহন করব;
আমি নিজেই তোমাদের বহন করব, তোমাদের নিষ্কৃতি দেব।

তোমরা কার্ সঙ্গে আমার তুলনা করবে?
আমাকে কার্ সমান করবে?
আমাকে কার্ সদৃশ করলে তোমরা আমাদের উভয়কে সমকক্ষ করবে?
তারা থলি থেকে সোনা ঢালে,
তুলাদণ্ডে রুপোর ওজন নেয়:
স্বর্ণকারকে বানি দেয়, যেন সে এক দেবতা গড়ে,
পরে প্রণত হয়ে তা পূজাই করে;

কাঁধে তুলে নিয়ে তা বয়ে বেড়ায়,
পরে তা তার আসনে বসিয়ে দিলে তা সেখানে অচল হয়ে থাকে,
তার সেই স্থান থেকে আর সরে না।
প্রত্যেকে তার কাছে চিৎকার করে, কিন্তু তা সাড়া দেয় না;
সঙ্কট থেকে কাউকে ত্রাণ করে না।
কথাটা মনে রাখ, পুরুষত্ব দেখাও;
হে বিদ্রোহীর দল, ব্যাপারটা উপলব্ধি কর।
প্রাচীনকালের ঘটনাগুলো স্মরণ কর,
কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেউ নয়;
আমিই পরমেশ্বর, আমার মত কেউ নেই।

আমি আদি থেকেই শেষের পূর্বসংবাদ দিই;
যা এখনও সাধিত নয়, এমন কিছুর সংবাদ বহুদিন আগেই জানিয়ে
আমি বলি: 'আমার পরিকল্পনা স্থির থাকবে,
আমার মনোবাঞ্ছা আমি সিদ্ধ করব!'
আমি পুব থেকে শিকারী পাখিকে,
দূরতম এক দেশ থেকে আমার পরিকল্পনার মানুষকে ডাকি।

আমি যেমন কথা বলেছি, সেইমত ঘটবে;
আমি যেমন কল্পনা করেছি, সেইমত কাজ সাধন করব।
হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ,
তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।
আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি:
তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।
সিয়োনে আমি পরিত্রাণ,
ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

**শ্লোক** - ইশা ৪৬:১২, ১৩

*প্র* হে অদম্য হৃদয়ের মানুষ, তোমরা যারা ধর্মময়তা থেকে দূরে রয়েছ, আমাকে শোন।

*উ* সিয়োনে আমি পরিত্রাণ, ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

*প্র* আমি আমার ধর্মময়তা কাছে নিয়ে আসছি: তা দূরে নয়, আমার পরিত্রাণ দেরি করবে না।

*উ* সিয়োনে আমি পরিত্রাণ, ইস্রায়েলে আমার গৌরব স্থাপন করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৮:৫–৯:৬)

**ঈশ্বর আপন ভালবাসা পুত্রে প্রকাশ করলেন**

কোন মানুষ ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি, জানেওনি; বরং তিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছেন, আর শুধু বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে। সুতরাং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু সেই ঈশ্বর আমাদের প্রতি স্নেহশীল শুধু নয়, ধৈর্যশীলও হলেন। আর সত্যি তিনি তা-ই ছিলেন, তা-ই আছেন আর চিরকাল ধরে তা-ই হয়ে থাকবেন—দয়াবান, মঙ্গলময়, ক্রোধমুক্ত, সত্যময়; কেবল তিনিই মঙ্গলময়।

তিনি অপূর্ব ও অনির্বচনীয় একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, তবু তিনি শুধু তাঁর পুত্রের কাছে তা জানিয়েছিলেন। অতএব যতদিন তিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ সঙ্কল্প আবৃত করে রেখেছিলেন, ততদিন মানুষের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন আমাদের উপেক্ষাই করেন, যেন আমাদের জন্য তাঁর চিন্তাটুকুও নেই। কিন্তু আদি থেকে তিনি যা যা নিরূপণ করেছিলেন, যখন তাঁর প্রিয় পুত্রের মাধ্যমে সেই সবকিছু প্রকাশ ও ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি সে সকল দান আমাদের একভাবেই উপভোগ করতে, দেখতে ও জানতে দিলেন। আমাদের কেউ কি এ সমস্ত কিছু প্রত্যাশা করতে পারত?

তাই নিজেতে ও তাঁর আপন পুত্রের সঙ্গে এ সবকিছু নিরূপণ করে তিনি প্রাক্তন কাল [অর্থাৎ যিশুর মাংসধারণ কাল] পর্যন্ত এ ঘটতে দিলেন যে, বাসনা ও লালসায় আকৃষ্ট হয়ে আমরা ইচ্ছামত উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা দ্বারা প্রণোদিত হই। আমাদের পাপাচরণে তিনি

তো প্রীত ছিলেন না বটে, আমাদের শুধু সহ্যই করছিলেন। সেই অধর্মের কালে তাঁর সম্মতিও ছিল না বটে, বরং তিনি ইতিমধ্যে ধর্মময়তার কাল প্রস্তুত করছিলেন। এ সবকিছুর অর্থ, আমরা যেন আমাদের কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করে স্বীকার করতে পারতাম যে, সেইসময় আমরা জীবনের অযোগ্যই ছিলাম, আর এখন শুধু ঈশ্বরের কৃপায়ই সেই জীবনের যোগ্য হয়ে উঠলাম। এবং ফলত আমরা যে একা হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, একথাও স্পষ্ট বুঝে আমরা যেন স্বীকার করতে পারতাম যে শুধু ঈশ্বরের মহাশক্তি গুণেই সেই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে উঠলাম।

কিন্তু যখন সেই অধর্মের মাত্রা পূর্ণ হল আর সুস্পষ্ট হল যে, সেই অধর্মের প্রতিফল ছিল শাস্তি ও মৃত্যু, যখন অবশেষে সেই কালই উপস্থিত হল, যে কাল তাঁর প্রসন্নতা ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য ঈশ্বর পূর্বনিরূপণ করেছিলেন,—আহা, ঈশ্বরের উদারতা ও ভালবাসা কতই না মহান!—তখন তিনি আমাদের ঘৃণা ও পরিত্যাগ করেননি, আমাদের অধর্মও মনে রাখেননি, বরং আমাদের প্রতি অসীম ধৈর্যশীল ও করুণাময় বলেই নিজেকে প্রকাশ করলেন: দয়ার বশে তিনি আমাদের সকল পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন ও আমাদের মুক্তিপণ হিসাবে তাঁর সেই নিজ পুত্রকে দান করলেন, যিনি পাপীদের জন্য পরমপবিত্রজন, অপরাধীদের জন্য নিরপরাধীজন, অধার্মিকদের জন্য সেই ধর্মময়, ক্ষয়শীলদের জন্য অক্ষয়শীলজন, মরণশীলদের জন্য অমরজন। বস্তুত তাঁর সেই ধর্মময়তা ছাড়া আর কীবা আমাদের পাপরাশিকে আবৃত করতে পারত? ঈশ্বরের পুত্র ছাড়া আর কার্ দ্বারাই বা আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারতাম—আমরা যে পাপাচারী, আমরা যে অধর্মে লিপ্ত! আহা, কী মধুর বিনিময়! আহা, কী অবর্ণনীয় ক্রিয়াকাণ্ড! কী অপ্রত্যাশিত উপকার! একটিমাত্র ধর্মনিষ্ঠের দ্বারা অনেকের অধর্ম মোচন করা হয়, এবং কয়েকজনের ধর্মময়তা অনেক পাপীকে ধর্মময় করে তোলে!

শ্লোক - প্রেরিত ৪:১২; ইশা ৯:৬

প্র তাঁর হাতে ছাড়া আর অন্য কারও হাতে পরিত্রাণ নেই,

উ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

প্র তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, ভাবীযুগের পিতা, শান্তিরাজ'।

ঔ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

# ১৯শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪১:৮-২০)

**নব-মুক্তির প্রতিশ্রুতি**

হে আমার দাস ইস্রায়েল,
হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ,
তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে শক্ত করে ধরে নিয়েছি,
তোমাকেই দূরতম অঞ্চল থেকে আহ্বান করে বলেছি, 'তুমি আমার দাস,
আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, তোমাকে পরিত্যাগ করিনি।'
ভয় করো না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
ব্যাকুল হয়ো না, কারণ আমি তোমার পরমেশ্বর;
আমি তোমাকে শক্তিশালী করে তুলছি, সাহায্যও করছি,
সত্যিই আমার বিজয়ী হাতে তোমাকে ধরে রাখছি।

দেখ, যারা তোমার বিরুদ্ধে রোষ দেখাচ্ছিল,
তারা সকলে লজ্জিত ও অবনমিত হবে;
যারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, তাদের বিনাশ হবে।
যারা তোমার বিরোধিতা করছিল,
তুমি তাদের খোঁজ করবে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ পাবে না;
যারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল,
তাদের নিশ্চিহ্ন করা হবে, শূন্যই করা হবে।
কেননা আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু,

আমি তোমার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
আমি তোমাকে বলছি, ‘ভয় করো না,
আমি তোমার সহায়তা করব।’

হে কীটমাত্র যাকোব,
হে মরাদেহ ইস্রায়েল, ভয় করো না!
আমিই তোমার সহায়তা করব—প্রভুর উক্তি—
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক।
দেখ, আমি তোমাকে শস্যমাড়াইযন্ত্রের তীক্ষ্ণ বহুদন্তময় নতুন গুঁড়ির মত করছি;
তুমি পর্বতগুলো মাড়িয়ে গুঁড়ো করবে,
উপপর্বতগুলো তুষে পরিণত করবে।
তুমি তাদের ঝাড়বে আর হাওয়া তাদের উড়িয়ে নেবে,
ঝড়ো বাতাস তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।

কিন্তু তুমি প্রভুতে উল্লাস করবে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনে গর্ববোধ করবে।
দীনহীন ও নিঃস্ব জলের সন্ধান করছে, কিন্তু জল নেই;
পিপাসায় তাদের জিহ্বা শুষ্ক হয়েছে;
আমি প্রভু তাদের সাড়া দেব,
আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তাদের ফেলে রাখব না।
আমি গাছশূন্য উপপর্বতের উপরে নদনদী উৎসারিত করব,
উপত্যকার মাঝে স্থানে স্থানে ঝরনার জল প্রবাহিত করব;
আমি মরুপ্রান্তরকে জলাশয়ে, শুষ্ক ভূমিকে জলের উৎসধারায় পরিণত করব।
আমি মরুপ্রান্তরে এরস, শিরীষ, গুলমেদি ও জলপাইগাছ রোপণ করব,
মরুভূমিতে দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ পাশে পাশে বসিয়ে রাখব;
যেন তারা দেখে জানতে পারে,
যেন সকলে বিবেচনা করে বুঝতে পারে যে,

প্রভুর হাত এই কাজ সাধন করল,

ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন।

**শ্লোক -** মথি ১২:১৮; ইশা ৪২:১; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫

*প্র* এই যে আমার সেই দাস যাঁতে আমার প্রাণ প্রসন্ন,

*উ* আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন।

*উ* আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬১ক:১-৩)

**খ্রিষ্ট প্রভুর জন্মোৎসব সন্নিকট**

ভাইবোনেরা, আমি নীরব থাকলেও এ শীতকালই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, খ্রিষ্ট প্রভুর জন্মোৎসব কাছে এসে গেছে: আসলে এ শেষ দিনগুলিই আমার উপদেশের প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করছে। আপন দুশ্চিন্তা নিয়ে জগৎ এমন আসন্ন কিছু ঘোষণা করছে যা তার নবায়ন ঘটাবে; অধিক ব্যাকুলতার সঙ্গে জগৎ এমন প্রতীক্ষায় রয়েছে যখন উজ্জ্বলতর এক সূর্যের বিভা তার অন্ধকার আলোকিত করবে। দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে দেখে জগৎ একদিকে ভয় করছে, তার দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্যদিকে কেমন যেন একটা আশা নিয়ে অনুভব করছে, বছর আপন চক্র পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। আর যখন সৃষ্টি তেমন আশা পোষণ করে, তখন আমাদের অন্তরেও আশা জাগে যে আমাদের পাপের অন্ধকারের উপর আলো দিতে খ্রিষ্ট নতুন সূর্যোদয়ের মতই আসবেন, এবং নবজন্মের উদ্দীপনায় সেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের অন্তর থেকে অপরাধের ঘন রাত্রিকে বিলীন করবেন। আমাদের দৃঢ় আশা, তিনি আমাদের জীবনকে এমন ভয়াবহ খাটো সীমার মধ্যে শেষ হতে দেবেন না, বরং তাঁর শক্তিশালী অনুগ্রহ গুণে তা প্রসারিত করবেন। আর

যেহেতু প্রকৃতির লক্ষণগুলি থেকেই আমরা প্রভুর জন্মতিথির একটা পূর্বাভাস পেতে পারি, সেজন্য এসো, আমরাও প্রকৃতির আদর্শ পালন করি: যেমন বড়দিন শুরু ক'রে পৃথিবী দিনের বেলায় বেশি আলো পেতে যাচ্ছে, তেমনি আমরাও যেন আমাদের সদ্‌গুণাবলির মাত্রা প্রসারিত করি; যেমন ধনী নির্ধন উভয়ই বড়দিনের একই আলো উপভোগ করে, তেমনি আমাদের বদান্যতাও যেন অভাবগ্রস্ত ও প্রবাসীদের পর্যন্ত বিস্তারিত হয়; বড়দিন থেকে শুরু ক'রে যেমন পৃথিবী রাত্রির অন্ধকার দূর করে দেয়, তেমনি আমরাও যেন আমাদের কৃপণতার অন্ধকার দূর করে দিই।

অতএব, আমার ভাইবোনেরা, খ্রিষ্টের জন্মতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে, এসো, উজ্জ্বল নির্মল সজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি—আমি তো দেহের নয়, আত্মারই সজ্জার কথা বলছি। রেশমী কাপড়ের দিকে নয়, ভালবাসার মূল্যবান কাজকর্মের দিকেই আমাদের যত্নবান হতে হবে। সুন্দর কাপড় আমাদের দেহকে পরিবৃত করে বটে, এতে কিন্তু বিবেক কোন অলঙ্কারই পায় না। এমনকি একজনের অন্তর কলুষিত হলে সে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিধান করলে তার দশা আর কতই না শোচনীয় হবে! এসো, আমরা সর্বপ্রথমে অন্তরের কামনা-বাসনা পরিশুদ্ধ করি, এরপর আমাদের বাহ্যিক চেহারা এমনিই সুন্দর দেখাবে। বাহ্যিক সজ্জা যাতে উজ্জ্বল নির্মল দেখায়, আগে আধ্যাত্মিক যত কালিমা ধুয়ে নিতে হবে। আত্মা পাপে কলুষিত হলে ঝকঝকে কাপড় পরা অর্থহীন, কেননা বিবেক অন্ধকারময় হলে গোটা দেহটাও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

যাই হোক, বিবেকের কালিমা ধুয়ে নেবার জন্য আমাদের উপায় আছে, কেননা লেখা রয়েছে, *অর্থদান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচি হবে* (লুক ১১:৪১)। আহা, এ নির্দেশ কতই না মূল্যবান: হাত অর্থদান করতে করতে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - লুক ১৯:১০; সাম ৮০:২০ দ্রঃ

*প্র* পরিত্রাণ আসন্ন, মুক্তিদাতা পথে আছেন: গাব্রিয়েল তাঁর সংবাদ দিলেন, মারীয়া তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন।

*উ* প্রভু যাকে গড়েছিলেন, তিনি সেই পতিত মানুষের মুক্তি পুনঃসাধন করতে আসছেন।

*প্র* সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর; শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

ঊ প্রভু যাকে গড়েছিলেন, তিনি সেই পতিত মানুষের মুক্তি পুনঃসাধন করতে আসছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৭:১, ৩খ-১৫)

## বাবিলনের উপর বিলাপ

নামো! ধুলায় বসো,
হে কুমারী বাবিলন-কন্যা!
মাটিতে বসো, সিংহাসন আর নেই,
হে কাল্দীয়দের কন্যা!
কেননা তোমার এমনটি আর ঘটবে না যে,
তুমি কোমলা ও সুখভোগিনী বলে অভিহিতা হবে।
'আমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, কেউই রেহাই পাবে না;'
আমাদের মুক্তিসাধক যিনি,
যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

নীরবে বস, অন্ধকারে আশ্রয় নাও,
হে কাল্দীয়দের কন্যা।
কেননা তুমি রাজ্যগুলির ঠাকুরানী বলে আর অভিহিতা হবে না।
আমি আমার আপন জনগণের উপরে ক্রুদ্ধ ছিলাম,
আমার আপন উত্তরাধিকার অপবিত্র করেছিলাম;
এজন্য তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম;
কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি,
বরং তার বৃদ্ধদের উপরেও তোমার দুর্বহ জোয়াল ভারী করেছ।

তুমি নাকি ভাবছিলে:
'চিরকাল ধরেই আমি ঠাকুরানী হয়ে থাকব।'
এই সমস্ত বিষয়ে তুমি কখনও মন দাওনি,
ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করনি।
সুতরাং তুমি এখন একথা শোন, হে বিলাসিনী,

তুমি যে ভরসাভরে বসে বসে ভাবছিলে,
‘আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!
আমি বিধবা হয়ে বসব না,
সন্তানদের মৃত্যুশোকও আমি চিনব না।’

অথচ তোমার বেলায় উভয় ঘটনাই খাটবে—অকস্মাৎ, একদিনেই:
তোমার প্রচুর জাদু সত্ত্বেও,
তোমার বহু মন্ত্রতন্ত্র সত্ত্বেও
সন্তানদের মৃত্যু ও বৈধব্য তোমার উপরে নেমে পড়বে।
তোমার অধর্মে ভরসা রেখে
তুমি ভাবছিলে, ‘কেউই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।’
তোমার প্রজ্ঞা ও তোমার জ্ঞান তোমাকে পথভ্রষ্টা করেছে।
অথচ তুমি নাকি মনে মনে বলছিলে:
‘আমি! এবং আমি ছাড়া আর কেউ নেই!’

এবার তোমার উপরে এমন অমঙ্গল ঝাঁপিয়ে পড়বে,
যা তুমি মন্ত্রবলে দূর করতে পারবে না;
তোমার উপরে এমন বিপদ এসে পড়বে,
যা তুমি এড়াতে পারবে না;
তোমার উপরে এমন আকস্মিক সর্বনাশ নেমে পড়বে,
যার কথা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
তোমার তরুণ বয়স থেকে যাতে তুমি শ্রম করে আসছ,
তোমার সেই নানা মন্ত্রতন্ত্র ও বহু জাদু নিয়ে বসেই থাক;
কি জানি, তোমার উপকার হতেও পারে!
হ্যাঁ, হয় তো তুমি ভয় দেখাতে পারবে!
তোমার বহু জাদু-সভার ফলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ;
এখন সেই সমস্ত জ্যোতিষী তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক,
সেই সমস্ত নক্ষত্রদর্শীও, যারা মাসে মাসে তোমাকে বলে

তোমার প্রতি যা যা ঘটবার কথা।

এই যে, ওরা খড়ের মত,
আগুন ওদের পুড়িয়ে ফেলবে;
অগ্নিশিখার হাত থেকে নিজেদেরও বাঁচাতে পারবে না;
এ আগুন তাপ পোহাবার অঙ্গার বা সামনে বসবার আগুন নয়!
তরুণ বয়স থেকে যার জন্য তুমি এত শ্রম করেছ,
তোমার সেই সমস্ত জাদুকরের যোগ্যতা তোমার পক্ষে ঠিক তাই হল;
প্রত্যেকে যে যার পথে চলে যায়,
তোমাকে বাঁচাবে, এমন কেউ নেই।

**শ্লোক** - ইশা ৪৯:১৩; ৪৭:৪

*প্র* সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল; পৃথিবী, মেতে ওঠ, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,

*উ* প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

*প্র* আমাদের মুক্তিসাধক যিনি, যাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনি ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

*উ* প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ২০:২-৩)

## মুক্তিদায়ী মাংসধারণ ব্যবস্থা

ঈশ্বরই মানুষের গৌরব; অপরদিকে মানুষই ঈশ্বরের কাজকর্মের, তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞা ও শক্তির আধার। যেমন চিকিৎসক রোগীদের মধ্যে আপন দক্ষতা ব্যক্ত করে, তেমনি ঈশ্বর মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এজন্য পল বলেন, *ঈশ্বর সকলকেই অবিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন* (রো ১১:৩২

দ্রঃ)। তিনি বলতে চান যে ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হয়ে অমরতা থেকে বঞ্চিত হবার পর মানুষ পুত্রের গুণে ও তাঁর মধ্য দিয়ে দত্তকপুত্রত্ব লাভ ক'রে দয়া অর্জন করেছে।

যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সবকিছুর অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকেন, সেই ঈশ্বর থেকে ও যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তা থেকে নির্গত গৌরবকে মানুষ যদি অসার দম্ভ ও আস্ফালন না ক'রে গ্রহণ করে, সে যদি বাধ্যতা দেখিয়ে ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ভালবাসায় থাকে, তাহলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে মহত্তর গৌরব পাবে, আর তা পেতে পেতে বৃদ্ধিশীল হতে থাকবে যতদিন না তাঁরই সদৃশ হয়ে উঠবে যিনি তার হয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

বস্তুতপক্ষে তিনি নিজে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এলেন যাতে পাপকে দণ্ডিত করতে পারেন, এমনকি দণ্ডিত ক'রে যাতে সেই পাপকে মানবদেহের বাইরে নিক্ষেপ ক'রে তিনি যেন মানুষকে তাঁরই আপন সাদৃশ্য ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের অনুকরণ করতে নিয়োগ করেছেন, ঈশ্বরকে দেখবার জন্য তাকে পিতৃসুলভ নিয়ম দিয়েছেন, এবং তাকে পিতাকে পাবার দান মঞ্জুর করেছেন। এসব কিছু করেছেন সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি মানুষের ঘরে বাস করলেন ও মানবপুত্র হলেন যেন তিনি পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে মানুষকে ঈশ্বরকে অনুভব করতে ও ঈশ্বরকে মানুষের ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত করতে পারেন।

এজন্য স্বয়ং প্রভু আমাদের পরিত্রাণের চিহ্নস্বরূপ তাঁকেই দিলেন যিনি কুমারীর গর্ভে জাত ইম্মানুয়েল, কেননা যেহেতু মানুষ নিজে থেকে পরিত্রাণ পেতে অক্ষম ছিল, সেজন্য প্রভু নিজেই ছিলেন মানুষের পরিত্রাণের সাধক। একারণে পল মানুষের দুর্বলতা নির্দেশ করে বলেন, *আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়* (রো ৭:১৮), এর অর্থ, আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গল আমাদের কাছ থেকে নয়, ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। তিনি একথাও বলেন, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে?* (রো ৭:২৪)। এরপর তিনি মুক্তিদাতার কথা অনুমান করেন: তা হল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ।

স্বয়ং ইশাইয়া একথা বলেন, *সবল হও, দুর্বল যত হাত ও কম্পিত যত হাঁটু; সুস্থির হও, ভীরুহৃদয়, সাহস ধর, ভয় করো না। এই দেখ, আমাদের পরমেশ্বর প্রতিশোধ*

*নিয়ে আসছেন, নিয়ে আসছেন ঐশপ্রতিফল। তিনি নিজে এসে আমাদের পরিত্রাণ করবেন* (ইশা ৩৫:৪ দ্রঃ)। এতে প্রকাশ পায়, আমরা নিজে থেকে নয়, বরং সহায়তাদানকারী ঈশ্বর থেকেই পরিত্রাণ লাভ করি।

**শ্লোক** - যেরে ৩১:১০; ৪:৫ দ্রঃ

*প্র* জাতি-বিজাতি, প্রভুর বাণী শোন, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তা প্রচার কর,

*উ* সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

*প্র* শুভসংবাদ ঘোষণা কর, তা সকলকে শোনাও, চিৎকার করে তা জ্ঞাত কর;

*উ* সুদূর উপকূলকে বল, আমাদের ত্রাণকর্তা আসছেন!

# ২০শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪১:২১-২৯)

**প্রভু একজন মুক্তিসাধকের প্রতিশ্রুতি দেন**

প্রভু একথা বলছেন : 'তোমাদের বিবাদ উপস্থিত কর ;'
যাকোবের রাজা বলছেন : 'তোমাদের সমস্ত যুক্তি সামনে আন।'
ওরা সেইসব সামনে নিয়ে এসে
যা যা ঘটতে যাচ্ছে, আমাদের তেমন সংবাদ দিক।
অতীত কালে কী কী ঘটেছে? তা বর্ণনা কর,
যেন আমরা তা বিচার-বিবেচনা করে
স্বীকার করতে পারি যে, সেই সবকিছু সিদ্ধিলাভ করেছে ;
কিংবা আসন্ন সমস্ত ঘটনা আমাদের শুনিয়ে দাও,
ভাবীকালে কী কী ঘটবে, তোমরা তেমন সংবাদও দাও,
তবে আমরা স্বীকার করব যে, তোমরা সত্যিই দেবতা।
হ্যাঁ, তোমরা মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর একটা কিছু কর,
আর আমরা ব্যাকুল হয়ে সবাই মিলে অভিভূত হব।
এই যে, তোমরা কিছুই না, তোমাদের কর্ম মূল্যহীন,
তোমাদের যে বেছে নেয়, সে জঘন্য।

উত্তর থেকে আমি একজনের উদ্ভব ঘটিয়েছি, আর সে উপস্থিত হল ;
সূর্যোদয়ের দেশ থেকে তাকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে ;
কুমোর যেমন পা দিয়ে মাটিতে চাপ দেয়,
তেমনি সে প্রতাপশালীদের কাদার মত মাড়িয়ে দেবে।
কে আদি থেকে এর পূর্বসংবাদ দিয়েছে, যেন আমরা তা জানতে পারি?

অতীতেও কে একথা বলেছে, যেন আমরা বলতে পারি, 'একথা ঠিক'?
কেউই এর পূর্বসংবাদ দেয়নি,
কেউই একথা শোনায়নি,
কেউই তোমাদের কথা বলতে শোনেনি।
আমিই প্রথম সিয়োনকে এ সংবাদ দিয়েছি, 'দেখ, এই যে তারা!'

যেরুশালেমকে আমি শুভসংবাদ-দাতা একজনকে প্রেরণ করেছি।
আমি চেয়ে দেখলাম, কেউই নেই,
না, ওদের মধ্যে মন্ত্রণাদাতা এমন কেউ নেই যে,
আমি জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে একটা উত্তর দেবে।
দেখ, ওরা সকলে মিলে কিছুই না,
ওদের কর্ম অসার, ওদের যত দেবমূর্তি বাতাস ও শূন্যতামাত্র।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:৯; যোহন ৬:১৪

*প্র* আমি তাদের মধ্যে এক নবীর উদ্ভব ঘটাব; তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব।
*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।
*প্র* আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।
*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৪)

**আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি**

নবী ইশাইয়ার পুস্তকে লেখা আছে, *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল* (ইশা ৭:১৪)। অথচ ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়ার কাছে এ রহস্য প্রকাশ ক'রে গাব্রিয়েল দূত তাঁকে বলেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি*

*পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে* (লুক ১:৩০-৩১), কারণ *তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* (মথি ১:২১)।

তা কেমন করে হতে পারে? স্বর্গদূতের সংবাদ ও নবীর বাণী কি ভিন্ন? না। আত্মার আবেশে রহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরের নবী ভাববাণী দিলেন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকবেন; যে নামে তাঁকে সম্বোধন করেন সেই ইম্মানুয়েল নাম নির্দেশ করে যে তাঁর ঐশস্বরূপ মানবস্বরূপের সঙ্গে রহস্যময়ভাবে যুক্ত। অপরদিকে স্বর্গদূত এমন নাম প্রকাশ করেন, যে নাম তাঁর কাজ ও প্রেরণকর্মই চিহ্নিত করে: আপন জনগণকে পরিত্রাণ করেন বিধায় তিনি পরিত্রাতা বলে অভিহিত।

যে ক্ষণে তিনি আমাদের খাতিরে এ মানবজন্মে নিজেকে অধীনস্থ করেছিলেন, সেই ক্ষণে স্বর্গের এক বিরাট দূতবাহিনী রাখালদের কাছে শুভ আনন্দদায়ী ঘটনাটিকে জানিয়ে বলেছিলেন, *ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু* (লুক ২:১০-১১)। স্বরূপে আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর হলেন অর্থাৎ মানুষ হলেন বিধায় তিনি ইম্মানুয়েল বলে অভিহিত; আবার তিনি যিশু বলেও অভিহিত কেননা মানুষ-হওয়া-স্বয়ং-ঈশ্বর বিধায় তাঁর জগৎকে ত্রাণ করার কথা। মানবস্বরূপে তাঁর জন্মলগ্নে তাঁকে নাম ধরেই সম্বোধন করা হল; মাংসগত জন্মগ্রহণের আগে বাণী-ঈশ্বরকে খ্রিষ্ট বলে সম্বোধন করা উচিত ছিল না: তিনি তো তখনও তৈলাভিষেক গ্রহণ করেননি, তাই কেমন করে তাঁকে খ্রিষ্ট অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে সম্বোধন করা যেতে পারত? কিন্তু তিনি যখন আমাদের মানবস্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখনই তিনি সেই নাম লাভ করলেন যে নাম তাঁর মানবজন্ম অনুসারে উপযুক্ত নাম। তখন *তাঁর মুখ যেন তীক্ষ্ণ খড়্গের মত* হল (ইশা ৪৯:২); এও সত্য। স্বয়ং নবী ইশাইয়া এবিষয়ে বলেন, *ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস, বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী; নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে তিনি দুর্জনকে বধ করবেন* (ইশা ১১:৫, ৪)। খ্রিষ্টের ওষ্ঠে প্রচারিত সুসমাচারের সেই ঐশবাণী ছিল শয়তানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, *এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, দুষ্টতার আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে* (এফে ৬:১২) একটা তীক্ষ্ণ ও প্রবল খড়্গ। তিনি ভুলভ্রান্তির অন্ধকার বিলীন করে সকল

মানুষের অন্তরে ঈশ্বর সংক্রান্ত সত্যজ্ঞানের এক রশ্মি সঞ্চার করলেন; আমাদের সকলকে পুণ্যাচরণে প্রীত করে তিনি জগৎকে সদাচরণের অভ্যাসে উদ্দীপিত করলেন; বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে দুর্জনকে ধর্মময় ক'রে ও বিশ্বাসে নবাগত সকলকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ক'রে তিনি বিশ্বপাপকে ছিন্ন করে প্রায় ধ্বংসই করলেন। নবাগতদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দান করেন, সংগ্রামে তাদের অন্তরে প্রবল ও সাহসী প্রাণ সঞ্চার করেন, এবং তাদের হাতে আত্মার খড়্গ তথা ঐশবাণীকে দেন, যত শত্রু একসময় সংগ্রামে তাদের উপর বিজয়ী ছিল, তাদের প্রতিরোধ ক'রে তারা যেন অবাধে ধাবিত হতে পারে সেই লক্ষ্যের পুরস্কারেরই দিকে যা দেবার জন্য ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন।

শ্লোক - ইশা ৭:১৪; ৯:৫, ৬; লুক ১:৩২-৩৩ দ্রঃ

প্ দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন;—প্রভুর উক্তি;

উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর'।

প্ তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে চিরকাল রাজত্ব করবেন।

উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর'।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৮:১-১১)

**চরমকালের একমাত্র প্রভু যিনি**

**তিনি ঈশ্বর**

যাকোবকুল, একথা শোন,
হ্যাঁ, তোমরা যারা ইস্রায়েল নামে অভিহিত,
যুদা-বংশ থেকে যাদের উদ্ভব,
যারা প্রভুর নামের দিব্যি দিয়ে শপথ করে থাক,
যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে ডাক,
—কিন্তু সততায় নয়, সরলতায় নয়—
কারণ তোমরা পবিত্র নগরীর মানুষ বলে পরিচয় দাও,
এবং ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর,
সেনাবাহিনীর প্রভু যাঁর নাম।
আমি তো সেকাল থেকেই অতীত ঘটনার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
সেগুলি আমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল,
আমি সেই সমস্ত কিছু শুনিয়েছিলাম;
আমি অকস্মাৎ কাজ সাধন করলাম, আর সেগুলি উপস্থিত হল।
কারণ আমি জানতাম যে, তুমি জেদি,
তোমার মন লোহার ডাণ্ডার মত,

তোমার কপাল ব্রঞ্জেরই কপাল!
আমি সেকাল থেকে তোমাকে তার পূর্বসংবাদ দিয়েছিলাম,
ঘটবার আগেই তা তোমার কাছে শুনিয়েছিলাম,
যেন তুমি না বলতে পারতে, 'আমার দেবমূর্তিই এসব করেছে,
আমার প্রতিমা, আমার ছাঁচে ঢালাই করা প্রতিমূর্তিই এসবের আজ্ঞা দিয়েছে।'
তুমি তো এর পূর্বসংবাদ শুনেছিলে, এর সিদ্ধিও এখন দেখতে পাচ্ছ;

তুমি কি তা স্বীকার করবে না?
এখন আমি তোমাকে এমন নতুন ও রহস্যময় বিষয়ের কথা শোনাব,
যা তুমি কল্পনাও করতে পার না।
এই সমস্ত কিছু এখনকার সৃষ্টি, আগেকার নয়;
আজকের আগে তুমি তার বিষয়ে কিছুই শোননি,
পাছে তুমি বল, 'এ আগেও জানতাম।'
না, তুমি তা কখনও শোননি, কখনও জাননি,
তোমার কান অনেক দিন থেকেই উন্মুক্ত নয়,
কেননা আমি জানতাম যে, তুমি নিতান্ত ধূর্ত,
মাতৃগর্ভে থাকতেই তুমি বিদ্রোহী বলে পরিচিত।

আমার নামের খাতিরেই আমার ক্রোধ সংযত রাখব,
আমার সম্মানের খাতিরেই তোমার ব্যাপারে মুখে বল্গা দেব,
পাছে তোমাকে উচ্ছেদ করি।
দেখ, আমি তোমাকে খাঁটি করেছি, কিন্তু রুপোর মত নয়;
দুঃখজ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি।
আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি;
কেমন করে নিজেকে অপবিত্র হতে দেব?
আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

শ্লোক - ইশা ৪৮:১০-১১; ৫৪:৮ দ্রঃ

প্র আমি দুঃখজ্বালার হাপরেই তোমাকে যাচাই করেছি। আমার নিজের খাতিরে, কেবল নিজেরই খাতিরে তেমনটি করছি:

উ আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

প্র আমি ক্রোধের আবেশে এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম, কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি।

উ আমার আপন গৌরব আমি অন্যকে দেব না!

**দ্বিতীয় পাঠ** - ৪৯ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১-২)

## প্রভুর দ্বিবিধ আগমন

নবী বলেন, *পরমেশ্বর প্রকাশ্যে আসবেন* (সাম ৫০:৩ সত্তরী পাঠ্য)। তোমার মনে কি এ প্রশ্ন জাগে যে হয় তো তিনি অন্যভাবেই এলেন? হ্যাঁ, তিনি অন্যভাবেই এলেন। তাঁর প্রথম আগমন নীরব ছিল; এমন আগমন যা প্রায় সকলেরই কাছে গোপন ছিল এবং অনেক বছর ধরে অজানাও থাকল। কিন্তু যখন তাঁর গর্ভবতী কুমারীও তাঁর রহস্যের কথা জানতেন না, তাঁর আপনজনেরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না, এবং যিনি তাঁর পিতা বলে গণ্য ছিলেন যখন তিনিও তাঁকে তেমন উচ্চতম ব্যক্তি বলে মানতেন না, তখন কেনই বা আমি বলেছি, তাঁর আগমন প্রায় সকলেরই কাছে গোপন ছিল?

আমি কয়েকজন মানুষের কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু শয়তান নিজেও জানত না তিনি কে। সে যদি জানত, তাহলে বহুবছর পর সেই পর্বতচূড়ায় সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত না তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন কিনা; তিন তিনবারই সে এ প্রশ্ন রেখেছিল! যোহন তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যিশু তাঁকে বললেন, *এখনকার মত থাক্* (মথি ৩:১৫), অর্থাৎ এবারের মত কিছুই বলো না; আমার মাংসধারণ রহস্য প্রকাশ করার সময় এখনও আসেনি, এমনকি শয়তানের কাছেও আমি একথা গোপন রাখতে চাই। চুপ কর। চুপ করা উচিত।

খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এলেন এমন এক পালকের মত যে হারানো মেষ খোঁজ করে বেড়াচ্ছে; বিদ্রোহী সৃষ্টজীবকে ধরবার জন্যই তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন। যেমন চিকিৎসক সতর্ক থাকেন রোগী যেন প্রথম থেকেই উদ্বিগ্ন না হয়ে ওঠে, তেমনি সেই পরিত্রাতা নিজেকে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করতে চাইলেন না, বরং আস্তে আস্তেই তা করলেন। এ নীরব আগমনের কথা ইঙ্গিত করে নবী বলেন, *তিনি নেমে আসবেন মেষলোমের উপর বর্ষার মত, পৃথিবীর উপর ধারাপতনের মত* (সাম ৭২:৬ সত্তরী পাঠ্য)।

মহা কোলাহল, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ-ঝলক, আকাশের নানা ধরনের আলোড়নের মধ্যে বজ্রনাদের সঙ্গে তিনি তো এলেন না। দূতবাহিনীর সঙ্গেও এলেন না, মেঘবাহনে

অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি আকাশমণ্ডলকেও বিদীর্ণ করলেন না। না! তিনি নীরবেই এলেন। নয় মাস তাঁকে কুমারীর গর্ভে বরণ করা হল। তিনি ছুতোরের সন্তানের মতই জন্ম নিলেন; তাঁকে একটা জাবপাত্রেই রাখা হল। তিনি নবজাত শিশুর কাঁথার মধ্যে থাকতেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছিল, যার ফলে তিনি মায়ের সঙ্গে মিশরে পালিয়ে গেলেন। তারপর, অমন বড় হত্যাকাণ্ডের সাধকের মৃত্যু হলে তিনি ফিরে এসে সব দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের মতই ঘুরতে ঘুরতে জীবনযাপন করে চললেন।

দ্বিতীয় বারের মত কিন্তু তিনি এভাবে আসবেন না। সেই আগমন এতই প্রকাশ্য হবে যে তা ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে না। তা যে কত প্রকাশ্য হবে, বিষয়টা তিনি নিজেই প্রকাশ করলেন: *তারা যদি বলে তিনি বাড়ির ভিতরে আছেন, তোমরা ভিতরে যেয়ো না; যদি বলে তিনি প্রান্তরেই আছেন, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না। কেননা বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে* (মথি ২৪:২৬-২৭)। তা প্রকাশ্যই হবে, নিজের কথা নিজেই প্রচার করবে।

শ্লোক - সাম ২৫:৯-১০; জাখা ৭:৯

*প্র* প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।

*উ* যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

*প্র* তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

*উ* যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

# ২১শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:১০-২৫)

**ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের স্তুতিগান ; ইস্রায়েল জাতির অন্ধতা**

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান ;
তাঁর স্তুতিগান করুক সাগর ও তার গভীরে যা কিছু আছে,
দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসী।
মেতে উঠুক প্রান্তর ও তার যত শহর, কেদারের যত বাসস্থান,
সেলা-বাসীরা আনন্দধ্বনি তুলুক,
পর্বতচূড়া থেকে চিৎকার করুক।
তারা প্রভুতে আরোপ করুক গৌরব,
দ্বীপগুলিতে প্রচার করুক তাঁর প্রশংসাবাদ।

বীরের মত বেরিয়ে আসছেন প্রভু,
যোদ্ধার মত নিজ উদ্যোগ করেন উত্তেজিত,
জয়ধ্বনি করেন, রণনিনাদ তোলেন,
নিজ বীরত্ব দেখান শত্রুদের উপর।
বহুদিন ধরে আমি চুপ করে থাকলাম,
নীরব থাকলাম, নিজেকে সংযত রাখলাম ;
হাঁপ ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এখন
প্রসবিনী নারীর মত চিৎকার করব।
পর্বত-উপপর্বত উচ্ছন্ন করে দেব,
তাদের ঘাস শুষ্ক করে ফেলব ;

নদনদী দ্বীপপুঞ্জে পরিণত করব,
জলাশয় শুকিয়ে দেব।
আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে,
তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব;
তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব,
অসমতল ভূমি করব সমতল।
তেমন কিছুই করব, তা করায় অবহেলা করব না!
যারা দেবমূর্তিতে ভরসা রাখে,
যারা প্রতিমাকে বলে, 'তোমরাই আমাদের দেবতা,'
তারা সকলে লজ্জিত হয়ে পিছনে হটে যাবে।

বধিরসকল, শোন;
অন্ধেরা, দেখবার জন্য চেয়ে দেখ।
আমার দাস ছাড়া আর অন্ধ কে?
আমার প্রেরিতদূতের মত বধির কে?
আমার প্রিয় বন্ধুর মত অন্ধ কে?
প্রভুর দাসের মত বধির কে?
তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ, কিন্তু মন দাওনি;
তোমার কান খোলা, কিন্তু তুমি শোন না।
আপন ধর্মময়তার খাতিরে
প্রভু বিধানকে মহান ও মহিমময় করতে প্রীত হলেন।
অথচ এরা অপহৃত লুণ্ঠিত এক জাতি,
সকলে গুহাতে ফাঁদে বাঁধা,
সকলে কারারুদ্ধ।
এরা অপহৃত ছিল, আর উদ্ধারকর্তা কেউ ছিল না;
লুণ্ঠিত ছিল, আর কেউ বলেনি, 'ফিরিয়ে দাও।'
তোমাদের মধ্যে কে এতে কান দেয়?

মনোযোগ দিয়ে কে ভবিষ্যতের জন্য তা শুনে রাখে?
কে যাকোবকে লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছেন?
ইস্রায়েলকে অপহারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন?
সেই প্রভু কি নয়, যাঁর বিরুদ্ধে আমরা পাপ করেছি?

তারা তাঁর পথে চলতে অসম্মত ছিল,
তাঁর বিধানের প্রতি অবাধ্য ছিল।
এজন্য তিনি তার উপরে
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বর্ষণ করলেন।
ফলে তার চারদিকে ঐশক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
—তা সত্ত্বেও সে বুঝল না;
সেই আগুন তাকে পুড়িয়ে ফেলল,
—তা সত্ত্বেও সে মনোযোগ দিল না।

শ্লোক - ইশা ৪২:১৬; যোহন ৮:১২

প্ব আমি অন্ধ মানুষকে নিয়ে যাব তাদের অজানা পথে, তাদের অজানা রাস্তায় তাদের চালনা করব।

উ আমি তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব, অসমতল ভূমি করব সমতল।

প্ব যে কেউ আমার অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে চলবে না।

উ আমি তাদের সামনে অন্ধকার আলোতে পরিণত করব, অসমতল ভূমি করব সমতল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ১)

## খ্রিষ্টই নবীদের ভাববাণীর পূর্ণতা

*দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২১)। যখন আমাদের প্রভু তাঁর ভক্তদের সঙ্গে প্রতিদিন থাকবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, তখন আমরা নিশ্চিত হয়ে এ প্রত্যাশাও রাখতে পারি, তাঁর জন্মতিথিতে তিনি অধিক ঘনিষ্ঠভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁর সেবা করার জন্য আমাদের একাগ্রতা যতখানি বড়, ততখানি আমরা আমাদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করব। হ্যাঁ, তিনিই সেই প্রজ্ঞা যিনি শলোমনের মুখ দিয়ে বলেন, *সমস্ত সৃষ্টির আগে প্রথমজাত রূপেই আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত* (সিরা ২৪:৩ লাতিন পাঠ্য), এবং *প্রভু আপন [কর্ম]পথসকলের সূচনারূপে আমাকে তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভেই সৃষ্টি করেছেন। অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি* (প্রবচন ৮:২২-২৩ লাতিন পাঠ্য)। আবার যিনি যেরেমিয়ার পুস্তকে বলেন, *স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?* (যেরে ২৩:২৪)। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অপরূপ ও রহস্যময় পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীতে জন্ম নিলেন এবং যাঁকে একটা জাবপাত্রে রাখা হল—সেই একই ব্যক্তি, শলোমনের উক্তি অনুসারে যিনি কালের আগে অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান, এবং ইশাইয়ার কথা অনুসারে যিনি সর্বত্রই উপস্থিত।

তিনি সনাতন, তিনি কোন স্থানেও অনুপস্থিত হতে পারেন না। খ্রিষ্টের সনাতন বিদ্যমানতা এবং তাঁর সীমাহীন দিব্য উপস্থিতির বিষয়ে প্রাচীনকালের নবীদের সাক্ষ্য সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যাশ্রয়ী; এমনকি সেই অনুপ্রাণিত স্বর্গীয় তুরিধ্বনির ডাকেও প্রমাণিত, *যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন, কাল, আজ ও চিরকাল* (হিব্রু ১৩:৮)। আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেই সুসমাচারে ইহুদীদের বলেন, *আব্রাহাম জন্মাবার আগে থেকেই আমি আছি* (যোহন ৮:৫৮)। আব্রাহামের জন্মের আগে থেকে, এমনকি সবকিছু অস্তিত্ব পাবার আগে থেকেই পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অনাদিকাল থেকেই সনাতন বিদ্যমানতার অধিকারী হয়েও তিনি কালের গণ্ডিতে আব্রাহামের বংশধর হয়েই জন্ম নিতে চাইলেন—সেই

আব্রাহাম যাঁকে পিতা ঈশ্বর বলেছিলেন, *তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসধন্য হবে* (আদি ২২:১৮)।

একই ধরনের প্রতিশ্রুতির মহান অনুগ্রহ ধন্য পিতৃপুরুষ দাউদকেও মঞ্জুর করা হয়েছিল ; তাঁর *হৃদয়ের নিভৃতে তাঁকে প্রজ্ঞা শিখিয়ে* (সাম ৫১:৮ দ্রঃ) পিতা ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, *তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব* (সাম ১৩২:১১)।

অন্যান্য পিতৃপুরুষদের চেয়ে এ দু'জন ব্যক্তিই ত্রাণকর্তার আগমনের প্রতিশ্রুতি অধিক স্পষ্টভাবে পেয়েছিলেন বিধায় তাঁরাই আমাদের প্রভুর বংশতালিকায় প্রথম ও প্রধান স্থান পেতে যোগ্য হলেন। মথি-রচিত সুসমাচারের উদ্বোধনী বাণী এরূপ, *যিশু খ্রিষ্টের বংশতালিকা, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান* (মথি ১:১)। নবীদের ভাববাণী ও প্রেরিতদূতদের প্রচার, দু'টোই সুসমাচার-রচয়িতার এ পুণ্য বাণীর সঙ্গে মেলে। যখন নবী ইশাইয়ার মুখ দিয়ে পিতা ঈশ্বর বলেছিলেন, *হে আমার দাস ইস্রায়েল, হে যাকোব, যাকে আমি বেছে নিয়েছি, তুমি যে আমার বন্ধু আব্রাহামের বংশ, তোমাকেই আমি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে ধরে নিয়েছি* (ইশা ৪১:৮-৯), তখন নবীর এ ভাববাণীর অর্থ এ ছিল, ঈশ্বর ও মানবকুলের মধ্যে দেহগত দিক দিয়ে আব্রাহামের বংশ থেকেই সেই মধ্যস্থের জন্মাবার কথা।

সুসমাচার অনুসারে যে জন্মান্ধ লোক অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাসগুণে আলো পেয়েছিল, সেই লোক ঈশ্বরের পুত্রকে দাউদ-সন্তান বলেই অভিহিত করেছিল। সে আধ্যাত্মিক শুধু নয়, দৈহিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছিল। খ্রিষ্ট প্রভু চান, মানুষ তাঁকে এ নামেই ডাকবে, কেননা তিনি জানেন যে আর অন্য নাম নেই যে নাম গুণে জগৎ পরিত্রাণ পেতে পারে। অতএব, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পেতে চাই যিনি অনন্য একমাত্র পরিত্রাতা, তাহলে আমাদের এক একজনকেও তাঁকে বলতে হবে, *দাউদসন্তান প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া কর* (মার্ক ১০:৪৭)। আমেন।

শ্লোক - যেরে ২৩:৫-৬

℣ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব ; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

℟ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন : 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা'।

℣ তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে ;

℟ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন : 'প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা'।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৮:১২-২১; ৪৯:৯খ-১৩)

## নব মুক্তিদান

হে যাকোব, হে ইস্রায়েল, যাকে আমি আহ্বান করেছি, আমাকে শোন :
আমি, কেবল এই আমিই আদি, আবার আমিই অন্ত।
আমার এই হাত পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছে,
আমার এই ডান হাত আকাশমণ্ডল বিস্তৃত করেছে ;
আমি তাদের ডাকলেই তারা সকলে মিলে এসে উপস্থিত হয়।
একত্র হও, তোমরা সকলে, আমাকে শোন ;
তোমাদের মধ্যে কে এই সবকিছুর পূর্বসংবাদ দিয়েছে?
প্রভু যাকে ভালবাসেন,
তেমন ব্যক্তিই বাবিলন ও কাল্দীয় জাতি সম্বন্ধে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে।

আমি, আমিই কথা বলেছি ; আমিই তাকে আহ্বান করেছি,
তাকে এনেছি, আর তার কর্মকীর্তি সফল হবে।
তোমরা এগিয়ে এসো, এই কথা শোন।
আদি থেকে আমি কখনও গোপনে কথা বলিনি ;
যেসময় এই ঘটনা ঘটে, সেসময় আমি সেখানে উপস্থিত ;
আর এখন প্রভু পরমেশ্বর আমাকে তাঁর আত্মা-সহ প্রেরণ করেছেন।

যিনি তোমার মুক্তিসাধক, ইস্রায়েলের পবিত্রজন,
সেই প্রভু একথা বলছেন :
'আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
আমি তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে উদ্বুদ্ধ করি,
যে পথে তোমাকে চলতে হয়, সেই পথে আমিই তোমাকে চালনা করি।
আহা ! তুমি যদি আমার আজ্ঞায় মনোযোগ দিতে !
তবে তোমার সমৃদ্ধি হত নদীর মত,

তোমার ধর্মময়তা হত সমুদ্র-তরঙ্গের মত ;
তোমার বংশ হত বালুকার মত,
তোমার ঔরসজাত সন্তানেরা বালুকণার মত ;
আমার সামনে থেকে তোমার নাম
কখনও উচ্ছিন্ন হত না, কখনও লুপ্ত হত না।'

বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো,
কাল্দীয়দের কাছ থেকে পালিয়ে যাও ;
আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর,
তা প্রচার কর,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর ;
বল : 'প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।'

মরুপ্রান্তর দিয়ে তিনি তাদের চালনা করতে করতে
তারা কখনও পিপাসিত হল না ;
তাদের জন্য তিনি শৈল থেকে জলস্রোত নির্গত করলেন ;
তিনি শৈল ফাটালেন, জল প্রবাহিত হল।
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি,
তারা কখনও ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হবে না,
উত্তপ্ত বাতাস ও রোদ তাদের কখনও আঘাত করবে না।

কারণ যিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,
তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন,
তিনি তাদের চালিত করবেন জলের উৎসধারার কূলে।
আমি সমস্ত পর্বত পথেই পরিণত করব,
আমার রাস্তা সকল উঁচু করা হবে।
ওই দেখ, এরা দূর থেকে আসছে ;

ওই দেখ, ওরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে,
আবার ওরা আসুয়ান দেশ থেকে আসছে।

সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল ; পৃথিবী, মেতে ওঠ,
আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন,
তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

*প্র* সানন্দে চিৎকার কর, আকাশমণ্ডল ; পৃথিবী, মেতে ওঠ, আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা :

*উ* প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

*প্র* তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।

*উ* প্রভু তাঁর আপন জনগণকে সান্ত্বনা দেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লুক-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (পুস্তক ২:১৯, ২২-২৩, ২৬-২৭)

**এলিশাবেথের গৃহে মারীয়ার গমন**

যখন স্বর্গদূত কুমারী মারীয়াকে সেই রহস্যময় সংবাদ দিলেন, তখন একটি চিহ্নের মধ্য দিয়ে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তর করার জন্য তাঁকে বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা একটি নারীর গর্ভধারণের সংবাদ দিলেন, যাতে প্রমাণ করতে পারেন যে ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তাঁর পক্ষে তা সাধ্য। একথা শুনে মারীয়া রওনা হলেন। তিনি যে দিব্য বাণী অবিশ্বাস করলেন এমন নয়, সেই সংবাদ সম্বন্ধেও তিনি অনিশ্চিত ছিলেন না, সেই চিহ্ন বিষয়েও তিনি কোন সন্দেহ বোধ করলেন না ; বরং প্রতিশ্রুতির জন্য আনন্দিতা হয়ে ও ভক্তির সঙ্গে সেবা করার জন্যই তিনি মনের আনন্দে পাহাড়িয়া অঞ্চলের দিকে ছুটে চললেন। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি ঊর্ধ্বের দিকে ছাড়া আর কোথায় বা যেতে পারতেন? পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ তো কোন মন্থরতা সহ্য করে না। আর আসলে মারীয়ার গমন ও প্রভুর

উপস্থিতির আশীর্বাদ শীঘ্রই ব্যক্ত হল: *এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি উল্লাস করলেন এবং তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন* (লুক ১:৪১ দ্রঃ)।

বিভিন্ন শব্দগুলির বিশেষ বিশেষ অর্থের দিকে মনোযোগ দাও। প্রথম এলিশাবেথ কণ্ঠস্বর শুনলেন, কিন্তু যোহনই প্রথম অনুগ্রহ অনুভব করলেন; এলিশাবেথ প্রকৃতির পর্যায়ে শুনলেন, যোহন রহস্য গুণেই উল্লাস করলেন; এলিশাবেথ মারীয়ার আগমন, যোহন প্রভুরই আগমন উপলব্ধি করলেন; নারী আর এক নারীর উপস্থিতি, শিশু আর এক শিশুর উপস্থিতি টের পেলেন; নারী দু'জন পাওয়া অনুগ্রহ সম্বন্ধে কথা বললেন, শিশু দু'জন গর্ভের মধ্যে আপন মাতাদের পক্ষে দয়া রহস্য কার্যকর করেন, ফলে দ্বিবিধ অলৌকিক কাজ গুণে মাতা দু'জন শিশুদের প্রেরণায় নবীয় বাণী উচ্চারণ করেন।

শিশু উল্লাস করলেন, মাতা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন। সন্তানের চেয়ে মাতাই প্রথম পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন এমন নয়, বরং সন্তান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ায়ই মাতাকেও পরিপূর্ণ করলেন। যোহন উল্লাস করলেন, মারীয়ার আত্মাও উল্লাস করল। যোহন উল্লাস করলে এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন, কিন্তু মারীয়া আগে থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা ছিলেন বিধায় তাঁর আত্মাই উল্লাস করল—যিনি বোধের অতীত, তিনি আপন মাতার মধ্যে এমনভাবেই সক্রিয় ছিলেন যা বোধের অতীত: এলিশাবেথ গর্ভধারণের পরে, মারীয়া কিন্তু গর্ভধারণের আগেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণা হলেন।

এলিশাবেথ বললেন, *তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ* (লুক ১:৪৫ দ্রঃ)। তোমরাও কিন্তু সুখী, যারা শুনেছ ও বিশ্বাস করেছ: যে কোন প্রাণ বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের বাণী গর্ভে ধারণ করে, তাঁকে জন্ম দেয় ও তাঁর কাজ সকল স্বীকার করে।

তোমাদের এক একজনের অন্তরে মারীয়ার প্রাণ থাকুক, সেই প্রাণ যেন প্রভুকে মহিমান্বিত করে; এক একজনের অন্তরে থাকুক মারীয়ার আত্মা, সেই আত্মা যেন ঈশ্বরে উল্লাস করে; যদিও দৈহিক দিক দিয়ে খ্রিষ্টের একটিমাত্র মাতা আছেন, তবু বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রিষ্ট হলেন সকলেরই ফল, কেননা প্রতিটি প্রাণ ঈশ্বরের বাণীকে পায়—

অবশ্যই, সেই প্রাণ যদি নিষ্কলঙ্ক ও রিপুমুক্ত হয়ে অক্ষুণ্ন শালীনতায় পবিত্রতা বজায় রাখে।

যে কোন প্রাণ তেমন অবস্থায় থাকতে পারলে প্রভুকে মহিমান্বিত করে, যেইভাবে মারীয়ার প্রাণ প্রভুকে মহিমান্বিত করল এবং ত্রাতা ঈশ্বরে তাঁর আত্মা উল্লাস করল।

প্রভু তো মহিমান্বিত, যেমনটি তোমরা অন্যত্রও পড়েছ, *আমার সঙ্গে প্রভুকে মহিমান্বিত কর* (সাম ৩৪:৪ দ্রঃ)। মানুষের কণ্ঠস্বর ঈশ্বরের মহত্ত্বে অতিরিক্ত কিছু আরোপ করতে পারে এজন্য যে প্রভুকে মহিমান্বিত করা হয় তেমন নয়, বরং আমাদের অন্তরে তাঁকে মহিমান্বিত করা হয়, এজন্যই তিনি মহিমান্বিত। খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সুতরাং প্রাণ যদি ন্যায্য ও ধর্মময় কিছু করে, তাহলে যাঁর সাদৃশ্যে সে সৃষ্ট হয়েছিল, ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তিকেই সে মহিমান্বিত করে; আর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে মহিমান্বিত করতে করতে সেই প্রাণ তাঁর মহত্ত্বের সহভাগী হয়ে উন্নতিশীল হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - লুক ১:৪৫, ৪৬; সাম ৬৬:১৬ দ্রঃ

*প্র* তুমি সুখী; তুমি যে বিশ্বাস করেছ, তোমাতেই প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে।
তখন মারীয়া বললেন,
*উ* প্রভুকে মহিমান্বিত করে আমার প্রাণ।
*প্র* এসো, শোন, তোমাদের বলব আমার জন্য কী করেছেন ঈশ্বর।
*উ* প্রভুকে মহিমান্বিত করে আমার প্রাণ।

# ২২শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৩:১-১৩)

**ইস্রায়েলের মুক্তি**

এখন একথা বলছেন সেই প্রভু,
যিনি, হে যাকোব, তোমাকে সৃষ্টি করলেন,
যিনি, হে ইস্রায়েল, তোমাকে গড়লেন :
ভয় পেয়ো না, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম ;
নাম ধরেই তোমাকে ডাকলাম : তুমি তো আমারই।
তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব ;
নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।
তোমাকে আগুনের মধ্য দিয়ে চলতে হলে
তোমার কোন জ্বালা হবে না,
তার শিখা তোমাকে পুড়িয়ে দেবে না ;
কেননা আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, তোমার ত্রাণকর্তা।
তোমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আমি মিশরকে দিয়েছি,
কুশ ও শেবাকে তোমার বদলে দিয়েছি।

যেহেতু তুমি আমার দৃষ্টিতে মূল্যবান,
যেহেতু তুমি মর্যাদার পাত্র, আর আমি তোমাকে ভালবাসি,
সেজন্য আমি তোমার পরিবর্তে মানুষদের,
তোমার প্রাণের বিনিময়ে দেশগুলোকে দিই।

ভয় করো না, আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব,
পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব।
উত্তর দিককে বলব, 'এদের ছেড়ে দাও!'
দক্ষিণ দিককে বলব, 'এদের রুদ্ধ রেখো না!'
দূর থেকে আমার সন্তানদের এনে দাও;
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আমার কন্যাদের ফিরিয়ে আন;
সেই সকলকে, যারা আমার নামে অভিহিত,
যাদের আমার গৌরবের খাতিরেই সৃষ্টি করেছি,
গড়েছি, ও নির্মাণ করেছি!

বের করে আন সেই জাতিকে যে অন্ধ, অথচ যার চোখ আছে,
সেই বধিরকেও, অথচ যার কান আছে।
সকল দেশ মিলে একত্র হোক,
জাতিসকল এখানে সমবেত হোক।
তাদের মধ্যে কে এর সংবাদ দিতে পারে?
কে অতীত ঘটনা আমাদের শোনাতে পারে?
নিজ নিরপরাধিতা দেখাতে তারা নিজেদের সাক্ষীদের উপস্থিত করুক,
যেন অন্যরা শুনে বলতে পারে, 'কথা সত্য।'

তোমরাই আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি—
আমার সেই দাস, যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ,
এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
আমার আগে কোন দেবতাকে গড়া হয়নি,
আমার পরেও কোন দেবতা থাকবে না।
আমি, আমিই প্রভু!
আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।

আমিই পূর্বসংবাদ দিয়েছি, আমিই পরিত্রাণ সাধন করেছি;
আমিই তোমাদের কাছে নিজেকে শুনিয়েছি,
তোমাদের মধ্যবর্তী কোন বিজাতীয় দেবতা নয়!
তোমরা আমার সাক্ষী—প্রভুর উক্তি।

আমি ঈশ্বর,
অনাদিকাল থেকে আমি সর্বদা সেই একই।
আমার হাত থেকে কেউ কিছু উদ্ধার করতে পারে না;
আমি যা কিছু করি, কে তার অন্যথা করবে?'

শ্লোক - ইশা ৪৩:১০; যোহন ৩:৩১, ৩২

প্ল তোমরাই আমার সাক্ষী, আমার সেই দাস যাকে আমি বেছে নিয়েছি,
উ তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ, এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।
প্ল যিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে আসেন, তিনি সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন,
উ তোমরা যেন আমাকে জেনে আমাতে বিশ্বাস রাখ, এবং বুঝতে পার যে, আমিই তিনি।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাচীন একটা গ্রীক উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ১২)

**প্রভু মুক্তিসাধক, জীবন ও পরিত্রাণ বলে প্রেরিত হলেন**

প্রভুর আগমন ও মাংসধারণ বিষয়ে কথা বলার সময় এসেছে; এ দিনগুলিতে সে বিষয়ে নীরব থাকা উচিত নয়। *হে সিয়োন, উল্লাস কর: এই দেখ, তোমার রাজা আসছেন* (জাখা ৯:৯)। আমিও বলি, সিয়োন আনন্দ করুক, কিন্তু সিয়োন বলতে আমি আমাদের প্রাণ বোঝাই; অতএব যত মন্দ প্রত্যাখ্যান ক'রে ও আসন্ন আশিসধারার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমাদের প্রাণ উল্লাস করুক। *দেখ, তিনি আসবেন যিনি তোমাতেই বসবাস করবেন।* এই বাসিন্দা আর কেইবা হতে পারেন সেই ঈশ্বর ছাড়া যিনি আমাদের

তাঁর আপন সম্পদই করতে চাইলেন এবং আমাদের নিয়ে তাঁর আপন স্বত্বাংশ গঠন ক'রে নিজের জন্য আমাদের সম্মিলিত করলেন? তাঁর বিষয়ে নবী অন্যত্র বলেন, *আমি তাদের মাঝে বসবাস করব আর তাদের সঙ্গে পথ চলব; আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ* (২ করি ৬:১৬; লেবীয় ২৬:১১-১২; এজে ৩৭:২৭)।

আমাদের মাঝে নিজ বাসস্থান প্রতিষ্ঠা ক'রে ও আমাদের প্রাণ নিজ সম্পদরূপে দখল ক'রে তিনি এমনটি করবেন যাতে আমাদের মধ্যে সবকিছুই পবিত্র, পুণ্য ও অনিন্দনীয় হতে পারে। তবে আসুন তিনি! যাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাদের আপন সম্পদরূপে দখল করুন; যারা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, তাদের সিদ্ধপুরুষ করে তুলুন; যাদের বাবিলন দেশ থেকে বের করে এনেছেন, তাদের তিনি গন্তব্য স্থানে চালিত করুন! এ বাসিন্দা তখনই আমাদের মাঝে বিশ্রামস্থান পেয়ে গৌরবান্বিত হন, যখন *লোকে আমাদের সৎকর্ম দে'খে গৌরবান্বিত করবে আমাদের সেই স্বর্গস্থ পিতাকে* (মথি ৫:১৮ দ্রঃ) যাঁর সন্তান আমরা হয়ে উঠেছি নিজেদের বাধ্যতা বা পুণ্যের ফলেও নয়, সৎকর্ম সাধনের ফলেও নয়, বরং তাঁর দয়া ও বদান্যতারই খাতিরে—হ্যাঁ, তাঁর দয়ার খাতিরেই তিনি আমাদের তাঁর আপন দত্তকপুত্র বলে পরিগণিত করেছেন!

ঈশ্বর তখনই আমাদের মাঝে গৌরবান্বিত হন, যখন আমরা ভ্রাতৃপ্রেমের পথে এগিয়ে চলি, যখন অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর আজ্ঞাগুলি মেনে চলি। আমরা তো জানি, প্রভু মুক্তিসাধক, জীবন ও পরিত্রাণ, মঙ্গলময়তা ও অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ বলে আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। সুতরাং আমরা যখন দেখি, তিনি পৃথিবীর ধুলা থেকে স্বর্গীয় পুরস্কারেই আমাদের উন্নীত করেন, তখন বিশ্বাসীদের অন্তর আনন্দে মেতে উঠুক: আমাদের প্রাণ মৃত প্রাণের মত নয়, জীবনোৎফুল্ল প্রাণেরই মত প্রভুর অন্বেষণ করুক!

তেমন মঙ্গলদানের জন্য প্রতিদানে আমরা প্রভুকে কী দিতে পারব? মাথা নত করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, এসো, সেই কর-আদায়কারীর সঙ্গে আমরাও বলি, *ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী* (লুক ১৮:১৩)।

অতএব তেমন অসংখ্য উপকার নিয়ে মেতে ওঠ, তেমন অসংখ্য দান নিয়ে আনন্দ কর; তোমরা তাঁর কাছ থেকে শ্রেয় যা কিছু পেয়েছ, তা স্বকৃত কাজ বলে গণ্য করো না,

নইলে সবকিছুই হারাবে; গ্রহণ করা ছাড়া নিজস্ব বলে তোমাদের কিছুই নেই, এবিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত। আর *যখন তোমরা এই সব গ্রহণই করেছ, তখন গর্ব করে এমন ভান করো না যে গ্রহণ করনি* (১ করি ৪:৭); তবেই যা পেয়েছ, তা তোমাদের মধ্যে রাখা হবে এবং শ্রেয় যা কিছু এখনও তোমাদের বাকি রয়েছে তা তোমাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বেড়ে উঠবে। আমেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১০:৪৩; ২:২১, ৩৯

*প্র* সকল নবী তাঁর বিষয়ে এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।

*উ* তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

*প্র* এই প্রতিশ্রুতি সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন;

*উ* তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৯:১৪–৫০:১)

## সিয়োনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সিয়োন বলল,
‘প্রভু আমাকে ত্যাগ করেছেন,
প্রভু আমাকে ভুলে গেছেন।’
কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে?
নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?
তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না।
দেখ, আমি আমার আপন হাতের তালুতেই তোমাকে খোদাই করেছি,
তোমার নগরপ্রাচীর সর্বদাই আমার সামনে আছে।
যারা তোমাকে পুনর্নির্মাণ করবে, তারা ছুটে আসছে,
তোমার ধ্বংসন ও বিনাশ-সাধকেরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।
তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ,
এরা সকলে সমবেত হচ্ছে, তোমারই কাছে আসছে।
‘আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—
তুমি ভূষণের মত এদের সকলকে পরে নেবে,
কনের অলঙ্কারের মত এদের সকলকে ধারণ করবে।’

কেননা তোমার ধ্বংসস্তূপ, তোমার ভগ্নস্থান ও তোমার উৎসন্ন দেশ
তোমার অধিবাসীদের পক্ষে এখন থেকে বেশি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে,
এবং যারা তোমাকে গ্রাস করছিল, তারা দূরে থাকবে।
যাদের কাছ থেকে তুমি বঞ্চিতা হয়েছিলে,
সেই সন্তানেরা তোমার কানে আবার বলবে:
‘আমার পক্ষে এই স্থান সঙ্কীর্ণ;
সর, বাস করার মত আমাকে জায়গা দাও।’

তখন তুমি ভাববে :
‘আমার এই সকলের পিতা কে?
আমি তো সন্তান-বঞ্চিতা, বন্ধ্যাই ছিলাম ;
আমি তো নির্বাসিতা, গৃহছাড়াই ছিলাম ;
এদের কে লালন-পালন করেছে?
দেখ, আমি একাকিনী হয়ে পড়েছিলাম,
তবে এরা কোথা থেকে এল?’

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
‘দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব,
জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব :
তারা তোমার সন্তানদের কোলে করেই ফিরিয়ে আনবে,
তোমার কন্যাদের কাঁধে করেই বহন করবে।
রাজারাই হবে তোমার প্রতিপালক পিতা,
তাদের রাজকন্যারা হবে তোমার ধাইমা।
তারা মাটিতে অধমুখ হয়ে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
তোমার পায়ের ধুলা চেটে খাবে ;
তখন তুমি জানবে যে : আমিই প্রভু,
যারা আমাতে প্রত্যাশা রাখে, তাদের লজ্জিত হতে হবে না!’
বীরের কাছ থেকে কি লুটের মাল কেড়ে নেওয়া যায়?
বন্দি কি দুরন্তের হাত থেকে কখনও মুক্তি পেতে পারে?

অথচ প্রভু একথা বলছেন :
বীরের বন্দিকে কেড়ে নেওয়াই হবে, দুরন্তের লুটের মাল মুক্ত করাই হবে ;
তোমার বিরোধীদের আমিই বিরোধিতা করব ;
তোমার সন্তানদের আমিই ত্রাণ করব।
তোমার অত্যাচারীদের আমি তাদের নিজেদের দেহমাংস খেতে বাধ্য করব,
তারা নতুন আঙুররসের মত নিজেদের রক্তেই মত্ত হবে।

তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,
আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

প্রভু একথা বলছেন,
'আমি যে ত্যাগপত্র দিয়ে তোমাদের মাকে ত্যাগ করেছি,
তার সেই ত্যাগপত্র কোথায়?
কিংবা আমার পাওনাদারদের মধ্যে
কার্ কাছে তোমাদের বিক্রি করেছি?
দেখ, তোমাদের সমস্ত শঠতার কারণেই তোমাদের বিক্রি করা হয়েছে,
তোমাদের সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের কারণেই তোমাদের মাকে ত্যাগ করা হয়েছে।'

শ্লোক - ইশা ৪৯:১৫; সাম ২৭:১০ দ্রঃ

প্ কোন নারী কি নিজের শিশুকে ভুলে যেতে পারে? নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে?

উ তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না—প্রভুর উক্তি।

প্ আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন, প্রভু কিন্তু গ্রহণ করলেন আমায়।

উ তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে কখনও ভুলব না—প্রভুর উক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি উপলক্ষে, উপদেশ ৩)

**নব আদম-খ্রিষ্টকে গ্রহণ করার জন্য মারীয়াই সেই নবসৃষ্টি**

ধন্যা মহাপ্রশংসনীয়া কুমারী মারীয়ার মত কোন সৃষ্টজীব কখনও তত পুণ্যময় হয়নি। তাঁর চেয়ে পবিত্র কীবা থাকতে পারে? তাঁর চেয়ে ত্রুটিহীন কীবা আছে? যিনি সর্বোত্তম ও পবিত্রতম আলো, সেই ঈশ্বর তাঁকে এতইখানি ভালবাসলেন যে পবিত্র আত্মার আগমনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপের সঙ্গে তাঁর নিজের স্বরূপ মিলিত করলেন

এবং তাঁর গর্ভ থেকে সত্যকার মানুষ রূপেই বেরিয়ে এলেন—তথাপি তাঁর দিব্য স্বরূপে কোন বিকৃতি বা মিশ্রণ ঘটেনি।

আহা, কতই না চমৎকার: আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের খাতিরে ঈশ্বর তাঁর আপন দাসীকে আপন মাতারূপে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করেননি! যিনি সর্বাতীত মঙ্গলময়, তিনি তাঁর আপন সৃষ্টজীবের সন্তান বলে অভিহিত হতে অস্বীকার করেননি, কেননা সকল সৃষ্টজীবদের মধ্যে যিনি সুন্দরতমা, তাঁকেই ঈশ্বর ভালবাসলেন, এবং স্বর্গীয় যত শক্তির চেয়ে যিনি যোগ্যতমা, তাঁকেই ঈশ্বর আপন সম্পদরূপে নিলেন।

*সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা, কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি—প্রভুর উক্তি* (জাখা ২:১৪)। একথা ব'লে সেই প্রশংসনীয় জাখারিয়া মারীয়াকেই ইঙ্গিত করেন। আর আমি মনে করি, ধন্য যোয়েল মারীয়াকেই উদ্দেশ করে বলে ওঠেন, *হে দেশভূমি, ভয় করো না, উল্লাস কর, আনন্দিত হও, কারণ প্রভু মহা মহা কাজ সাধন করেছেন* (যোয়েল ২:২১)।

আসলে মারীয়া দেশস্বরূপ। তিনিই সেই দেশভূমি যার উপর ধন্য মোশিকে পাদুকা খুলে নিতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল—পাদুকাটা সেই বিধানেরই প্রতীক যার ভূমিকা অনুগ্রহই দখল করার কথা। মারীয়াই সেই দেশ যার উপর যিনি *দৃঢ় ভিত্তির উপরে পৃথিবী স্থাপন করেছিলেন* (সাম ১০৪:৫) তিনি নিজেই পবিত্র আত্মা দ্বারা মাংসে স্থাপিত হলেন। মারীয়াই সেই দেশভূমি, যে ভূমি কোন বীজ না পেয়েও তাঁকেই খাদ্য দান করল যিনি সকলকে খাদ্য দান করেন। তিনিই সেই দেশভূমি যেখানে পাপের কাঁটাগাছ কখনও উৎপন্ন হয়নি বরং এ ভূমি যে অঙ্কুর অঙ্কুরিত করল, সেই অঙ্কুর দ্বারা পাপ উচ্ছেদ করা হল। তিনিই সেই দেশভূমি, আগেকার সেই অভিশপ্ত ভূমির মত নয় যেখানে ফসল কাঁটাগাছে পূর্ণ ছিল, বরং এ ভূমি প্রভুর আশীর্বাদে ধন্য। যেমনটি শাস্ত্র বলে, ধন্য এ দেশভূমির গর্ভফল!

উল্লাস কর, হে প্রভুর বাসস্থান, হে দেশ, যার উপর দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর চলাচল করলেন! আপন ঈশ্বরত্বে যিনি সর্বস্থানের অতীত, মাংসধারণের মধ্য দিয়ে তুমি তাঁকে একটা স্থান দিলে। যাঁর স্বরূপ অনন্য স্বরূপ, তোমার মধ্য দিয়ে তিনি মানবস্বরূপও গ্রহণ করলেন। যিনি সর্বকালের অতীত, তিনি কালের গণ্ডিতে প্রবেশ করলেন; যিনি সীমার

অতীত, তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ করলেন। হে ঈশ্বরের বাসস্থান, হে দিব্য প্রভায় উজ্জ্বল আবাস, উল্লাস কর! হে প্রসাদপূর্ণা মারীয়া, উল্লাস কর! তুমি সমস্ত আনন্দদায়ী প্রসাদের আধার বলে অভিহিতা, আর তুমি তো তাই, কেননা তোমার গর্ভে জন্ম নিলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি সনাতন আনন্দ, যিনি আমাদের দুঃখের বিতাড়ক। উল্লাস কর, তুমি যে এদেন উদ্যানের চেয়ে অধিকতর ধন্য স্বর্গীয় উদ্যান, এমন উদ্যান যেখানে সদ্‌গুণের যত গাছ পুনরায় গজিয়ে উঠল ও জীবনবৃক্ষ প্রকাশিত হল।

**শ্লোক** - লুক ১:৩১, ৪২ দ্রঃ

*প্র* দূতসংবাদে প্রভু তোমাকে যে বাণী জানালেন, হে কুমারী মারীয়া, সেই বাণী গ্রহণ কর। গর্ভধারণ করে তুমি এমন পুত্রসন্তানকে প্রসব করবে যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ।

*উ* তুমি নারীকুলে ধন্যা বলে অভিহিতা হবে।

*প্র* কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখেও তুমি একটি সন্তানের জন্ম দেবে। একটি সন্তানের জননী হয়ে তুমি অক্ষুণ্ন নিত্যকুমারী।

*উ* তুমি নারীকুলে ধন্যা বলে অভিহিতা হবে।

# ২৩শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৩:১৮-২৮)

**ইস্রায়েলের মুক্তি**

তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না,
প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না!
এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:
ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?
হ্যাঁ, আমি প্রান্তরে একটা পথ প্রস্তুত করছি,
মরুভূমিতে নানা রাস্তা করে দিচ্ছি।
বন্যজন্তু, শিয়াল ও উটপাখি আমার গৌরবকীর্তন করবে,
কারণ আমি প্রান্তরে জল দিই, মরুভূমিতে নদনদী যোগাই,
আমার জনগণের, আমার মনোনীতদেরই পিপাসা মিটিয়ে দেবার জন্য,
যে জনগণকে আমি নিজের জন্য গড়েছি,
তারা যেন প্রচার করে আমার প্রশংসাবাদ।

কিন্তু তুমি, যাকোব, তুমি তো আমাকে ডাকনি,
এমনকি আমার বিষয়ে তুমি ক্ষান্তই হয়েছ, হে ইস্রায়েল।
আহুতির জন্য তুমি তো একটা মেষশাবকও আননি,
তোমার যজ্ঞগুলো দিয়ে আমাকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাওনি।
শস্য-নৈবেদ্য দাবি করে আমি তোমাকে বিরক্ত করিনি,
ধূপ চেয়েও তোমাকে ক্লান্ত করিনি।
নিজের অর্থব্যয়ে তুমি তো গন্ধনল কেননি,
তোমার বলীকৃত পশুর চর্বি দানেও আমাকে পরিতৃপ্ত করনি।

বরং তোমার পাপ দ্বারা আমাকে শ্রান্ত করেছ,
তোমার শঠতা দ্বারা আমাকে ক্লান্ত করেছ।
আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম
আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই,
এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!
আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও,
তবে আমরা মিলে ব্যাপারটা বিচার করব;
কথা বল, নিজের নিরপরাধিতা দেখাও।
আচ্ছা, তোমার আদিপিতা পাপ করল,
তোমার ধর্ম-ব্যাখ্যাতারা আমার প্রতি বিদ্রোহ করল,
এজন্য আমি পবিত্রধামের প্রধানদের অপমানের পাত্র করলাম;
এজন্য যাকোবকে বিনাশ-মানতের বস্তু হতে দিলাম,
ইস্রায়েলকে বিদ্রূপে সঁপে দিলাম।

**শ্লোক** - ইশা ৪৩:১৯, ২৫; যোহন ১:২৯

*প্র* এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি: ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও?

*উ* আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই, এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!

*প্র* ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

*উ* আমি, আমিই তোমার যত বিদ্রোহ কর্ম আমার নিজের খাতিরে মুছে দিই, এবং তোমার সমস্ত পাপ আর স্মরণে রাখি না!

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু যেরোম-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৮৪)

**যিনি একদিন মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন,**

**তিনি প্রতিদিন আমাদের অন্তরে জন্ম নেন**

*কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন, ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন* (সাম ৮৫:১১)। এ কী উত্তম বন্ধুত্ব! কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন। তুমি কি পাপী? শোন তিনি কী বলেন: 'কৃপা'। তুমি কি ধার্মিক? শোন তিনি কী বলেন: 'সত্য'। পাপী হলে নিরাশ হয়ো না; ধার্মিক হলে গর্ব করো না।

এসো, অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দিই। বিশ্বাসী জাতি দু'টো: একটা বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত, অন্যটা ইহুদী জাতি থেকে। ইহুদীদের কাছে ত্রাণকর্তার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আমরা যারা ঈশ্বরের বিধানের বাইরে ছিলাম, এই আমাদের কাছে তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। সুতরাং কৃপা হল বিজাতীয়দের জন্য, কিন্তু প্রতিশ্রুতি বাস্তব হল বিধায় সত্য ইহুদী জাতির মধ্যেই রয়েছে; প্রকৃতপক্ষে পিতৃপুরুষদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা সন্তানদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

*ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।* ধর্মময়তা ও শান্তির মধ্যে এ যে চুম্বন, তার অর্থ কী? কৃপা ও সত্যের বেলায় উপরে যা বলেছি, সেই একই কথা। কৃপা বলা ও শান্তি বলা একই, সত্যও ধর্মময়তার নামান্তর। শান্তির সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, তা কৃপার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত, আর সত্যের সঙ্গে যা সম্বন্ধীয়, তা ধর্মময়তার সঙ্গেও সম্বন্ধীয়। অতএব ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন বলতে একথা বোঝায়, কৃপা ও সত্য বন্ধুত্ব করল: বিজাতীয়রা এবং ইহুদী জাতি একমাত্র মেষপালক সেই খ্রিষ্টের অধীনে একমাত্র জাতিতে সম্মিলিত হয়েছে।

*মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত* (সাম ৮৫:১২) এবং *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬)। সুতরাং যিনি বললেন আমি সত্য, তিনি মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হলেন। *যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন, তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন* (ইশা ১১:১)। অন্যত্র লেখা আছে, *ঈশ্বর পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ*

(সাম ৭৪:১২)। হ্যাঁ, যিনি সত্য, সেই পরিত্রাতা মর্ত থেকে তথা মারীয়া থেকে অঙ্কুরিত হলেন।

*স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ* (সাম ৮৫:১২)। পরিত্রাতা যে তাঁর আপন জাতিকে দয়া দেখাবেন, তা সত্যি সমীচীন ছিল; শোন: *কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ* (রো ১২:৩৩)।

*মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত*: স্বয়ং পরিত্রাতাই সত্য। *স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াবে মুখ*: আবার স্বয়ং পরিত্রাতাই ধর্মময়তা। তা কি করে মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল? আর কি করে স্বর্গ থেকে বাড়াল মুখ? মানুষের মত জন্ম নেওয়ায়ই সত্য মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল; ধর্মময়তা স্বর্গ থেকে মুখ বাড়াল কেননা ঈশ্বর সর্বদা স্বর্গলোকে বিরাজিত। অর্থাৎ তিনি মর্ত থেকে জন্ম নিলেন বটে; যিনি কিন্তু মর্ত থেকে জন্ম নিলেন তিনি সর্বদা স্বর্গেও বিরাজমান। তিনি স্বর্গ না ছেড়েই মর্তে আবির্ভূত হলেন, কেননা ঈশ্বর সর্বস্থানে বিরাজমান।

তিনি মুখ বাড়ালেন: আমরা পাপ করছিলাম, তিনি কিন্তু আমাদের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি রাখছিলেন। যা লেখা আছে তা সত্য। আপন কারুকার্যের প্রতি যত্ন দেখানো কুমোরের পক্ষে ন্যায্য ও বিহিত; আপন মেষপালের প্রতি দয়া দেখানো, তাও পালকের পক্ষে ন্যায্য ও বিহিত। আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর সৃষ্টজীব; আপন ধর্মময়তা পূর্ণমাত্রায় দেখাবেন ও আপন কারুকার্যের প্রতি দয়া দেখাবেন, এজন্যই তিনি মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হলেন এবং স্বর্গ থেকে মুখ বাড়ালেন। আর যাতে তোমরা জানতে পার যে ধর্মময়তা বলতে নির্মম ন্যায্যতা নয়, দয়াই বোঝায়, সেজন্য একথাও শোন: *স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল* (সাম ৮৫:১৩)। আপন সৃষ্টজীবদের প্রতি দয়া দেখাবেন, এজন্যই তিনি স্বর্গ থেকে মুখ বাড়াবেন।

*আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল* (সাম ৮৫:১৩)। সত্য মর্ত থেকে অঙ্কুরিত হল, এ তো ঐতিহাসিক ঘটনা; কিন্তু এবার ভবিষ্যতের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে। মারীয়ার গর্ভে খ্রিষ্টের জন্মগ্রহণ যে অতীতকালেরই এমন একটি ঘটনা যা দ্বিতীয়বারের মত ঘটতে পারবে না, এর জন্য নিরাশ হয়ো না: তিনি তো প্রতিদিন আমাদের অন্তরে জন্মগ্রহণ করেন।

*আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।* ইচ্ছা করলে আমরাও খ্রিষ্টকে জন্ম দিতে পারি। *আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল,* যা দিয়ে সেই স্বর্গীয় রুটিকে বানানো যেতে পারে, যে রুটির বিষয়ে লেখা আছে, *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে* (যোহন ৬:৫১)।

**শ্লোক** - সাম ৮৫:১১, ১৩; ইশা ২:৩ দ্রঃ

*প্র* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন ; ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।

*উ* স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল, আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।

*প্র* তিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন তাঁর মার্গসকল, আমরা যেন তাঁর সকল পথ ধরে চলতে পারি।

*উ* স্বয়ং প্রভু দান করবেন মঙ্গল, আর আমাদের ভূমি দান করবে তার আপন ফসল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫১:১-১১)

## আব্রাহাম-সন্তান যারা
## সেই বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত

আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,
যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা, যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা:
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।

সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,
তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,
তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।
হে আমার আপন জনগণ, আমার কথা মন দিয়ে শোন,
হে আমার আপন জাতি, আমার বচনে কান দাও;
কেননা আমা থেকেই বিধান নির্গত হবে,
আমার ন্যায় হয়ে উঠবে জাতিসকলের আলো।

আমার ধর্মময়তা আসন্ন,
আমার পরিত্রাণ সন্নিকট;

আমার বাহু জাতিসকলের কাছে ন্যায় বয়ে আনবে।
দ্বীপপুঞ্জ আমার প্রত্যাশায় থাকবে,
আমার বাহুতে আশা রাখবে।
তোমরা আকাশমণ্ডলের দিকে চোখ তোল,
নিচে এই ভূমণ্ডলের দিকে তাকাও,
কেননা আকাশমণ্ডল ধোঁয়ার মত উবে যাবে,
ভূমণ্ডল বস্ত্রের মত জীর্ণ হবে,
তার অধিবাসীরা কীটের মত মারা পড়বে।

কিন্তু আমার পরিত্রাণ হবে চিরস্থায়ী,
আমার ধর্মময়তা কখনও লোপ পাবে না।
তোমরা, যারা ধর্মময়তায় বিজ্ঞ,
হে জনগণ, যারা আমার বিধান হৃদয়েই বহন কর, আমাকে শোন।
মানুষের অপমান ভয় করো না,
তাদের বিদ্রূপে উদ্বিগ্ন হয়ো না;
কারণ কীটে তাদের বস্ত্রের মত গ্রাস করবে,
পোকায় তাদের পশমের মত খেয়ে ফেলবে,
কিন্তু আমার ধর্মময়তা হবে চিরস্থায়ী,
আমার পরিত্রাণ হবে যুগযুগস্থায়ী।

জাগ, জাগ, শক্তি পরিধান কর, হে প্রভুর হাত!
জাগ, যেমনটি সেই পুরাকালে, সেই অতীত যুগে জেগেছিলে।
তুমিই কি সেই রাহাবকে টুকরো টুকরো করে কাটনি?
সেই প্রকাণ্ড নাগকে বিঁধিয়ে দাওনি?
তুমিই কি সমুদ্রকে,
সেই মহাগহ্বরের জলরাশিকে শুষ্ক করনি?
সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে কি পথ করনি
যেন বিমুক্তরা পার হয়ে যায়?

প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা ফিরে আসবে,
হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে তারা সিয়োনে প্রবেশ করবে ;
তাদের মাথা হবে চিরন্তন আনন্দে বিভূষিত ;
সুখ ও আনন্দ হবে তাদের সহচর ;
শোক ও কান্না তখন পালিয়ে যাবে।

**শ্লোক** - ইশা ৫১:৪, ৫; ৩৫:১০ দ্রঃ

*প্র* জাতিসকল, আমার কথা মন দিয়ে শোন, দেশগুলি, আমার বচনে কান দাও :

*উ* আমার ধর্মাত্মা সন্নিকট ; পরিত্রাতা আসন্ন।

*প্র* প্রভু যাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তারা হর্ষধ্বনি তুলতে তুলতে সিয়োনে প্রবেশ করবে।

*উ* আমার ধর্মাত্মা সন্নিকট ; পরিত্রাতা আসন্ন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস-লিখিত 'নয়েতোসের ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৯-১২)

**অদৃশ্য ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ**

ভ্রাতৃগণ, একটিমাত্র ঈশ্বর আছেন, কেবল পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমেই আমরা তাঁকে জানতে পারি। সুতরাং পবিত্র শাস্ত্র যা কিছু বলে, তা আমাদের জানা উচিত ; যা কিছু শেখায়, তা আমাদের শেখা উচিত। পিতাকে আমাদের সেইভাবে বিশ্বাস করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে বিশ্বাস করব, পুত্রকে আমাদের সেইভাবে গৌরবান্বিত করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে গৌরবান্বিত করব, পবিত্র আত্মাকে আমাদের সেইভাবে গ্রহণ করা উচিত যেভাবে তিনি চান আমরা তাঁকে গ্রহণ করব। নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নয়, নিজেদের ধারণা অনুসারেও নয়, ঈশ্বরের দানগুলি বিষয়ে জোর করে কিছুটা অনুমান করেও নয়, বরং তিনি নিজে পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে যেভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করলেন, সেই অনুসারেই আমাদের বোঝা উচিত।

ঈশ্বর যখন একা ছিলেন, যখন তাঁর মত সনাতন কিছুই তাঁর সঙ্গে ছিল না, তখনই ইচ্ছা করলেন, তিনি জগৎ নির্মাণ করবেন। আর তিনি যেইভাবে ভাবলেন, ইচ্ছা করলেন

ও বাণী উচ্চারণ করলেন, সেইভাবেই তা নির্মাণ করলেন; আর যেভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন ঠিক সেইভাবে জগৎ হঠাৎ অস্তিত্ব পেল, আর যেভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন সেইভাবে তার বাস্তব রূপ দিলেন। অতএব আমাদের পক্ষে একথাই জানা যথেষ্ট যে, ঈশ্বর একা ছিলেন আর তাঁর মত সনাতন কিছুই ছিল না। তিনি ছাড়া কিছুই ছিল না; একা হয়েও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণই ছিলেন: আসলে তাঁর পক্ষে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, শক্তি, সুমন্ত্রণার অভাব ছিল না। সবকিছু তাঁরই মধ্যে ছিল: তিনি নিজেই ছিলেন সবকিছু। যখন তিনি ইচ্ছা করলেন ও যেইভাবে তিনি ইচ্ছা করলেন, তাঁর সেই নিরূপিত সময়েই তিনি সেই বাণীকে প্রকাশ করলেন যাঁর মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছু করেছিলেন।

যেহেতু তাঁর মধ্যে বাণী ছিলেন আর সেই বাণী সৃষ্টজগতের পক্ষে অগম্য ছিলেন, সেজন্য ঈশ্বর প্রথম কণ্ঠস্বর নির্গত করে বাণীকে গম্য করলেন; এবং আলো থেকে আলোকে জন্ম দান ক'রে তিনি স্বয়ং সৃষ্টির কাছে তাঁর আপন মনকে প্রভুরূপে উপস্থাপন করলেন, আর যিনি আগে কেবল তাঁরই কাছে দৃশ্য ছিলেন কিন্তু জগতের কাছে ছিলেন অদৃশ্য, ঈশ্বর তাঁকে দৃশ্য করলেন যাতে জগৎ, যাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁকে দে'খে পরিত্রাণ পেতে পারে। এই যে মন জগতের মধ্যে প্রবেশ করল, ঈশ্বরের পুত্ররূপেই নিজেকে প্রকাশ করল। অতএব সবকিছু তাঁরই মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব পেল, কিন্তু কেবল তিনিই পিতা থেকে আগত।

ইনিই তো বিধানকে ও নবীদের দান করলেন, তাঁদের দান ক'রে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে তাঁদের অনুপ্রাণিত করলেন, তাঁরা যেন পিতৃশক্তির উদ্দীপনা গ্রহণ করে পিতার সঙ্কল্প ও ইচ্ছা ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং এভাবেই বাণীকে প্রকাশমান করা হল—যেমনটি ধন্য যোহনও বলেন। তিনি স্বল্প কথায় নবীদের বিভিন্ন কথা পুনরুপস্থাপন ক'রে দেখান, এ হল সেই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল। তাঁর কথা এরূপ: *আদিতে ছিলেন বাণী, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বর। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (যোহন ১:১, ৩)। এর পরে তিনি একথাও বলেন, *জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি আপনজনদের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না* (যোহন ১:১০-১১)।

শ্লোক - ইশা ৯:৫, ৬; যোহন ১:৪ দ্রঃ

প্র এক শিশু জন্ম নেবেন আমাদের জন্য, তাঁর নাম হবে ‘শক্তিশালী ঈশ্বর’।

উ তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে রাজত্ব করবেন, তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার।

প্র তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, আর জীবন ছিল মানুষের আলো।

উ তিনি দাউদের সিংহাসন গ্রহণ করে রাজত্ব করবেন, তাঁর কাঁধে থাকবে আধিপত্য-ভার।

# ২৪শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৪:১-৮, ২১-২৩)

**ইস্রায়েলকে নবায়ন**

হে আমার দাস যাকোব,
হে ইস্রায়েল, যাকে আমি মনোনীত করেছি, এখন শোন।
যিনি তোমাকে গড়েছেন,
যিনি মাতৃগর্ভে তোমাকে গঠন করেছেন,
যিনি তোমাকে সহায়তা করবেন,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'হে আমার দাস যাকোব,
হে যেশুরুন, যাকে আমি মনোনীত করেছি, ভয় করো না;
কেননা আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল,
ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।

তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা,
তোমার সন্তানদের উপরে আমার আশীর্বাদ বর্ষণ করব;
তারা জলাশয়ে ঘাসের মত,
জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।
একজন বলবে: "আমি তো প্রভুরই,"
আর একজন যাকোবের নামে অভিহিত হবে,
এবং আর একজন নিজের হাতের উপরে লিখবে, "প্রভুর উদ্দেশে,"
আর সে ইস্রায়েল বলে পরিচিত হবে।'

প্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তার মুক্তিসাধক, সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:

‘আমিই আদি, আমিই অন্ত,
আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই।
কেইবা আমার মত? সে এগিয়ে আসুক, তা-ই ঘোষণা করুক;
নিজেই তা স্বীকার করুক, আমার সামনে কথাটা ব্যক্ত করুক,
আমি যখন সেই পুরাকালীন জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি,
সেসময় থেকে যত ভাবী ঘটনা সে বলে দিক,
যা যা ঘটবে, তার পূর্বসংবাদ আমাদের জানিয়ে দিক।
তোমরা অস্থির হয়ো না, ভয় করো না;
আমি তোমাদের কাছে কি দীর্ঘকাল থেকে
এই সমস্ত কিছু শোনাইনি, তার পূর্বসংবাদ দিইনি?
তোমরাই আমার সাক্ষী: আমি ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর কি আছে?
না, অন্য শৈল নেই! কোন শৈলও আমার জানা নেই!’

হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।

হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,
কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,
ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪০:৯

*প্র* তুমি যে সিয়োনের কাছে শুভসংবাদ প্রচার কর, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ!

*উ* যুদার শহরগুলোকে বল, এই যে তোমাদের পরমেশ্বর।

*প্র* তুমি যে যেরুশালেমের কাছে শুভসংবাদ প্রচার কর, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর!

*উ* যুদার শহরগুলোকে বল, এই যে তোমাদের পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২:১৩-১৫)

**খ্রিষ্ট মানুষের অন্বেষণ করেন**

*পিতা ও আমি তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)। এতে তুমি দেখতে পার, ঐশবাণী শিথিল মানুষকে নাড়া দেন ও ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। বস্তুতপক্ষে যে কেউ এসে দরজায় আঘাত করে, সে যে ঢুকতে চায়, একথা স্পষ্ট। সে কিন্তু যে সবসময় ঢুকবে না বা সবসময় থাকবে না, তা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। যিনি আসছেন, তাঁর জন্য তোমার দরজা যেন সবসময় খোলা থাকে! অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রিষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন, যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন

রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রিষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রিষ্ট ঢোকেন। তাই এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং এসো, আমাদের আত্মার দরজা খুলে দিই, সেই প্রবেশদ্বারও খুলে দিই, যা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলে, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৭ সত্তরী পাঠ্য)। তুমি তোমার বিশ্বাসের এ তোরণদ্বার খুলতে রাজি হলে, তবেই গৌরবের রাজা তাঁর যন্ত্রণাভোগের জয়ধ্বজা বহন ক'রে তোমার ঘরে প্রবেশ করবেন। ধর্মময়তারও তোরণদ্বার আছে; এ দ্বার সম্বন্ধেও আমরা শাস্ত্রে এমন কথা পাই যা প্রভু যিশু নবীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, *আমার জন্য খুলে দাও ধর্মময়তার তোরণদ্বার* (সাম ১১৮:১৯), এবং অন্যত্র লেখা আছে, *যেরুশালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তিনি যে সুদৃঢ় করলেন তোমার দ্বারের অর্গল* (সাম ১৪৭:১২-১৩)।

সুতরাং আত্মার দরজা আছে, প্রবেশদ্বারও আছে; এ দরজায়, এ প্রবেশদ্বারেই এখন খ্রিষ্ট এসে করাঘাত করছেন। তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক - ২ বংশ ২০:১৭

*প্র* সাহস ধর, তবেই হে যুদা, হে যেরুশালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন; ভয় পেয়ো না:

*উ* আগামীকাল তোমরা বেরিয়ে যাবে, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* হে ইস্রায়েলসন্তান, নিজেদের শোধন কর, প্রস্তুত হও:

*উ* আগামীকাল তোমরা বেরিয়ে যাবে, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫১:১৭–৫২:২, ৭-১০)

**যেরুশালেমের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত**

জাগ, জাগ,
ওঠ, যেরুশালেম!
তুমি প্রভুর হাত থেকে তাঁর রোষের পানপাত্রে পান করেছ;
সেই মাদ্যপাত্রে পান করেছ,
তার তলানি পর্যন্ত চেটে খেয়েছ।
যত সন্তানকে সে প্রসব করেছে,
তাদের মধ্যে তাকে চালনা করবে এমন কেউ নেই;
যত সন্তানকে সে লালন-পালন করেছে,
তাদের মধ্যে তার হাত ধরবে এমন কেউ নেই।
দ্বিগুণ সর্বনাশ তোমার প্রতি ঘটেছে—
কে সহানুভূতি দেখাচ্ছে?
লুটতরাজ ও বিনাশ, দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ—
কে তোমাকে সান্ত্বনা দান করছে?
জালে বদ্ধ হরিণের মত
তোমার সন্তানেরা অসহায় হয়ে পথের কোণে কোণে পড়ে আছে;
তারা প্রভুর রোষে,
তোমার পরমেশ্বরের ধমকে পরিপূর্ণ।
তাই দুঃখিনী যে তুমি, এই কথাও শোন,
মত্তা যে তুমি, কিন্তু আঙুররসে নয়, শোন।

তোমার প্রভু পরমেশ্বর,
তোমার ঈশ্বর, যিনি তাঁর আপন জনগণের পক্ষসমর্থক,
তিনি একথা বলছেন:
দেখ, আমি সেই মাদ্যপাত্র,

আমার রোষের সেই পানপাত্র তোমার হাত থেকে নিলাম ;
সেই পানপাত্রে তোমাকে আর পান করতে হবে না।
তা আমি তোমার পীড়কদের হাতে তুলে দেব,
যারা তোমাকে বলত, হেঁট হও, আমরা তোমার উপর দিয়ে চলব।
আর তখন তুমি তোমার পিঠ ভূমি ও রাস্তার মত করছিলে
যেন তারা তোমার উপর দিয়ে হাঁটতে পারে।

জাগ, জাগ,
হে সিয়োন, শক্তি পরিধান কর ;
হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম,
তোমার সুন্দরতম বসন পরিধান কর ;
কেননা অপরিচ্ছেদিত বা অশুচি কোন মানুষ
তোমার মধ্যে আর কখনও প্রবেশ করবে না।
গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেল, ওঠ,
হে বন্দি যেরুশালেম !
তোমার ঘাড়ের সেই বন্ধনগুলো খুলে ফেল,
হে বন্দি সিয়োন কন্যা !

আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ
যে শুভসংবাদ প্রচার করে,
শান্তি ঘোষণা করে,
মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে,
ঘোষণা করে পরিত্রাণ,
সিয়োনকে বলে, ‘তোমার পরমেশ্বর রাজত্ব করেন।’
এক কণ্ঠস্বর ! উচ্চকণ্ঠে তোমার প্রহরীরা ডাকছে,
একসঙ্গে তারা সানন্দে চিৎকার করছে,
কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে প্রভু সিয়োনে ফিরে আসছেন।
হে যেরুশালেমের ধ্বংসস্তূপ,

তোমরা মিলে গান কর, আনন্দে ফেটে পড়,
কারণ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন,
যেরুশালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত
সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন;
পৃথিবীর সকল প্রান্ত
দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

**শ্লোক** - যাত্রা ১৯:১০-১১; দ্বিঃবিঃ ৭:১৫; দা ৯:২৪ দ্রঃ

*প্র* হে পরমেশ্বরের জনগণ, নিজেদের শোধন কর, কারণ আগামী দিন প্রভু আসবেন;

*উ* তিনি তোমাদের কাছ থেকে যত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন।

*প্র* অন্যায় বিলুপ্ত হবে, আর আমাদের উপর রাজত্ব করবেন জগ≤ো†তা:

*উ* তিনি তোমাদের কাছ থেকে যত রোগ-ব্যাধি দূর করে দেবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ জন যুস্তুস লাণ্ড্সবের্গের উপদেশ থেকে পাঠ (রচনাবলি, ১ম পুস্তক ৫১)

**খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে জন্ম নিতে চান**

প্রিয়জনেরা, বেশ কিছু দিন ধরেই আমরা প্রভুর আগমনকাল উদ্‌যাপন করে এসেছি; আগমনকালে পবিত্র মণ্ডলী যে ভাববাণী শুনিয়েছে, সেগুলো আমাদের বারবার সান্ত্বনা দিয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে, আমাদের প্রভু সেই মশীহের আগমনের দিন সন্নিকট। একথাও আমাদের বলা হয়েছে, আমাদের পরিত্রাণ শীঘ্রই আসবে। এ বিভিন্ন ভাববাণী শুনে আমরা গভীর প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষা করে এসেছি। আজ কিন্তু আমাদের জন্য ঠিক সময় নিরূপণ করা হয়েছে যে সময় আমরা প্রভুকে দেখতে পাব। এখন তিনি এতখানি কাছেই এসে গেছেন যে আমরা কিছুক্ষণ আগে গান করেছি, 'আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন; প্রভাতেই দেখতে পাবে তাঁর গৌরব।' একটু পরে একথাও গান করব, 'আগামী দিন তোমরা পাবে পরিত্রাণ।' যে কেউ প্রভুর আগমনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল, সে কি এখন উল্লসিত হবেন না? 'আজ তোমরা জানতে পারবে যে

প্রভু আসছেন' একথা শুনে এমন কেউই কি থাকতে পারে যে একাগ্র প্রার্থনা ও উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই প্রভুর প্রতীক্ষা করবে না?

হয় তো কেউ বলবে, 'প্রভু সেই একবারই এলেন; তিনি বহুবছর আগেই তো মাংসধারণ করে জন্ম নিলেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মত আসবেন না।' তিনি দেহগত দিক থেকে একবারই জন্ম নিলেন, ফলে তিনি দেহগত দিক থেকে পুনরায় জন্ম নেবেন না, একথা বিশ্বাস কর। অথচ তোমরা ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের অন্তরে প্রতিদিন জন্ম নেবেন। তোমরা তোমাদের পরিত্রাণ বৃদ্ধিশীল করার জন্য যতবার অন্তরে কিছু ধারণ করে তা বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, ততবার তোমরা ঈশ্বরকে নিজ নিজ অন্তরে যেন গর্ভধারণ কর। তাছাড়া যা যা তোমরা করবে বলে সঙ্কল্প করেছ, যতবার তা বাস্তবায়িত করবে, ততবার তোমরা খ্রিষ্টের জন্ম দেবে।

একটু ভেবে দেখ। তেমন অনুগ্রহ যখন তোমরা যে কোন সময় পেতে পার, তখন আগামী দিন কতই না অধিক পরিমাণে তা পেতে পারবে, কারণ আগামী দিন তো সেই আসল দিন যার উপর ঐশঅনুগ্রহধারা স্বর্গ থেকে মধুর মতই ঢেলে পড়বে; তাছাড়া, আগামী দিন প্রভু যদি প্রার্থীর যাচনা ফিরিয়ে দেন, তা সত্যি অদ্ভুত মনে হবে। সুতরাং তিনি যখন আমাদের পরিত্রাণ-সংক্রান্ত কোন যাচনা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করতে পারেন না, তখন তিনি কেমন করে নিজেকেই দান করতে অস্বীকার করবেন? তাই তোমরা নির্ভয়ে প্রভুকে অনুনয় কর, ভক্তিভরে অবিরতই তাঁকে অনুনয় কর, বিনম্রতার সঙ্গে ও সেইসঙ্গে জোর করেই তাঁকে অনুনয় কর। খ্রিষ্ট নিজেই তো বললেন, জোর প্রয়োগেই স্বর্গকে ধরে নিতে হবে! তবে তোমরা নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে। তিনি তোমাদের কাছে নিজেকে দান করবেন, তাঁর অসীম মঙ্গলময়তা কিছুই অস্বীকার করতে পারবে না।

যখন যিশু জিজ্ঞাসা করলেন, *কে আমার ভাই, কে আমার মা?* (মথি ১২:৪৮ দ্রঃ)। তখন আপন শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, *যে কেউ আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সেই তো আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা* (মথি ১২:৫০ দ্রঃ)। খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে জন্ম নিয়েছেন এবং তোমরা খ্রিষ্টে নবজন্ম লাভ করেছ, এ বিষয় দু'টো সম্বন্ধে তোমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে।

শ্লোক - যাত্রা ১৯:১০-১১

প্ৰ নিজেদের শোধন কর, প্রস্তুত হও, কারণ আগামী দিন তোমরা দেখতে পাবে

উ তোমাদের মাঝে পরমেশ্বরের গৌরব।

প্ৰ আজ তোমরা জানতে পারবে যে প্রভু আসছেন, আর আগামী দিন দেখতে পাবে

উ তোমাদের মাঝে পরমেশ্বরের গৌরব।

# পাঠসংগ্রহ - জন্মোৎসবকাল

পবিত্র পরিবার

২৯-৩১ ডিসেম্বর

১লা জানুয়ারী

আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

প্রভুর আত্মপ্রকাশ

আত্মপ্রকাশের পরবর্তী সপ্তাহ

প্রভুর বাপ্তিস্ম

২৫শে ডিসেম্বর

## প্রভুর জন্মোৎসব

মহাপর্ব

(ক বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-৬)

**মানব-মুক্তি**

যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।
তুমি বাড়িয়েছ পুলক, আনন্দ করেছ মহান,
তোমার সম্মুখে তারা আনন্দ করে,
যেইভাবে শস্য কেটে লোকে আনন্দ করে,
যেইভাবে লুটের মাল ভাগ ক'রে লোকে পুলকিত হয়।

কারণ সেই যে জোয়াল তাদের উপর চেপে ছিল,
তাদের কাঁধে সেই বাঁক, তাদের অত্যাচারীর সেই দণ্ড

তুমি ভেঙে ফেলেছ মিদিয়ানের সেদিনের মত।
তুমুল যুদ্ধে পরা যত সৈন্যের পাদুকা,
রক্তমাখা যত পোশাক
পুড়িয়ে দেওয়া হবে, হবে আগুনের ইন্ধন।

কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর,
সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।

সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন
দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর,
ন্যায় ও ধর্মময়তায় তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করার জন্য
এখন থেকে চিরকাল ধরে।
এসব কিছু সাধন করবে সেনাবাহিনীর প্রভুর উত্তপ্ত প্রেম।

**শ্লোক** - লুক ১:৪৫ দ্রঃ

*প্র* ধন্যা ঈশ্বরজননী সেই মারীয়া, যাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন থাকল:
*উ* তিনি আজ জগৎত্রাতাকে প্রসব করলেন।
*প্র* তিনি সুখী, তিনি যে বিশ্বাস করেছেন, প্রভুর বাণী পূর্ণতা লাভ করবে:
*উ* তিনি আজ জগৎত্রাতাকে প্রসব করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ১:১-৩)

**হে খ্রিষ্টিয়ান, জেনে নাও তোমার মর্যাদা**

প্রিয়জনেরা, আমাদের ত্রাণকর্তা আজ জন্ম নিলেন: এসো, আনন্দ করি! দুঃখ কোথাও স্থান পেতে পারে না যেখানে জীবনই জন্মলাভ করে, এমন জীবন যা মৃত্যুভয়

ধ্বংস করে দিয়ে শাশ্বত যত অঙ্গীকারের আনন্দ আমাদের অন্তরে সঞ্চার করে। এ আনন্দ থেকে কেউই বঞ্চিত নয়; আনন্দের কারণ সকলেরই জন্য এক, কেননা পাপ ও মৃত্যু-বিনাশী আমাদের সেই প্রভু পাপমুক্ত কাউকেই না পাওয়ায় সকলকেই মুক্ত করতে এলেন। জয়মালার কাছে উপনীত বলে ধার্মিক উল্লাস করুক; ক্ষমার কাছে আমন্ত্রিত বলে পাপী আনন্দ করুক; জীবনের কাছে আহূত বলে বিধর্মী প্রাণে সাহস সঞ্চয় করুক।

কালের পূর্ণতায়—যা সন্ধানাতীত ঐশপরিকল্পনা নিরূপণ করেছিল—ঈশ্বরের পুত্র স্রষ্টার সঙ্গে মানবস্বরূপ পুনর্মিলিত করার জন্য সেই মানবস্বরূপকে নিজেই ধারণ করলেন, যাতে মৃত্যুর উদ্বোধক সেই শয়তান যে মানবস্বরূপকে একসময় পরাজিত করেছিল তারই দ্বারা পরাজিত হতে পারে। এজন্য প্রভুর জন্মলগ্নে দূতবাহিনী উল্লসিত কণ্ঠে গান করেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব*, এবং ঘোষণা করে চলেন, *ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)। তাঁরা তো দেখতে পাচ্ছেন, স্বর্গীয় যেরুশালেমকে বিশ্বের সকল জাতিকে নিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে: ঐশকরুণার এ অনির্বচনীয় কাজের জন্য যখন স্বয়ং স্বর্গদূতেরাও এত আনন্দিত, তখন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে কতই না উল্লসিত হওয়া উচিত! প্রিয়জনেরা, এসো, পবিত্র আত্মায় পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, কেননা আপন মহাকরুণায় আমাদের ভালবেসে তিনি আমাদের প্রতি করুণা দেখালেন, এবং *অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন* (এফে ২:৫) আমরা যেন সেই খ্রিষ্টে নবসৃষ্টি ও তাঁর হাতের নবকাজ হয়ে উঠতে পারি।

সুতরাং *এসো, সেই পুরাতন মানুষকে ও তার আগেকার কাজকর্ম ত্যাগ করি* (এফে ৪:২২ দ্রঃ) এবং খ্রিষ্টের প্রজননের অংশী বলে দেহের কাজকর্ম অস্বীকার করি। হে খ্রিষ্টিয়ান, জেনে নাও তোমার মর্যাদা, আর ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠে অনুচিত আচরণে আগেকার হীনাবস্থায় ফিরে যেতে চেয়ো না। তোমার মাথা যে কে, ও তুমি যে কার দেহের অঙ্গ, একথা স্মরণে রাখ। স্মরণ কর, অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের আলোতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে তুমি পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে উঠেছ! তোমার দুষ্কর্মের ফলে তেমন মহান

অতিথিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য ক'রে আবার শয়তানের দাসত্বে নিজেকে অধীন করতে চেয়ো না ; কেননা তোমার মুক্তিপণ স্বয়ং খ্রিষ্টেরই রক্ত।

**শ্লোক**

*প্র* আজ সত্যকার শান্তি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এল ;

*উ* আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।

*প্র* যার প্রস্তুতি প্রাচীনকাল থেকে, শাশ্বত আনন্দের সেই নবমুক্তির দিন আজ আমাদের উপর উদিত হল।

*উ* আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।

## *বিকল্প* (খ বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-১০)

**যেসের মূলকাণ্ড ও মশীহকালীন শান্তি**

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন ;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।

তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,
জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না ;
বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন ;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,
নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন ;
ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,

বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী।

নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।

তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।
সেদিন যেসের শিকড়—যিনি জাতিসকলের নিশানারূপে দাঁড়ান—
হবেন দেশগুলির অন্বেষার পাত্র,
তাঁর বিশ্রামস্থান গৌরবময় হয়ে উঠবে।

শ্লোক - লুক ২:১৪

℣ আজ স্বর্গেশ্বর আমাদের জন্য কুমারীগর্ভে জন্ম নিচ্ছেন, তিনি যেন পতিত মানুষকে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

℟ দূতবাহিনী আনন্দিত, সনাতন পরিত্রাণ যে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হল।

℣ ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব ; ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি !

℟ দূতবাহিনী আনন্দিত, সনাতন পরিত্রাণ যে মানবজাতির কাছে আবির্ভূত হল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪৯)

## খ্রিষ্টের নাম, শান্তি

আমাদের ত্রাণকর্তা সেই প্রভু যখন তাঁর প্রথম মাংসগত আবির্ভাবে আমাদের কাছে এলেন, তখন সেই দূত স্বর্গীয় গায়কদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাখালদের কাছে সেই সংবাদ দিয়ে বললেন, *আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে* (লুক ২:১০)।

সুতরাং আমরাও স্বর্গদূতদের একই কথায় মহা আনন্দের সংবাদ জানাচ্ছি, কেননা আজ মণ্ডলী শান্তিতে আছে; আজ মণ্ডলীর জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছেছে; আজ, আমার প্রিয়জনেরা, খ্রিষ্টের আপন জনগণ গৌরবে উন্নীত, সত্যের শত্রুরা কিন্তু অবনমিত; আজ খ্রিষ্ট আনন্দিত, শয়তান কিন্তু শোকে আচ্ছাদিত; আজ স্বর্গদূতেরা উল্লসিত, অপদূতেরা কিন্তু বিদূরিত। আর কী বলব? আজ শান্তিরাজ খ্রিষ্ট আবির্ভূত হয়ে যত দ্বন্দ্ব বাতিল করে দিলেন, এবং সূর্য যেমন আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে, তিনি তেমনি তাঁর শান্তির জ্যোতিতে মণ্ডলীকে উদ্ভাসিত করেন, কেননা *আজ তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন* (লুক ২:১১)।

আহা, শান্তি কতই না কাম্য! শান্তিই যে খ্রিষ্টবিশ্বাসের অটল ভিত্তি ও প্রভুর বেদির স্বর্গীয় অলঙ্কার। এমন কী বলতে পারি যা এ শান্তির যোগ্য? খ্রিষ্টের আপন নামই তো শান্তি, যেমন প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন* (এফে ২:১৪)।

কিন্তু রাজার আগমন উপলক্ষে যেমন যত রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা হয় ও সমস্ত নগরটা পুষ্পরাজি ও আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয় যাতে এমন কিছুই না থাকে যা রাজার উপস্থিতির অযোগ্য, তেমনি এখন শান্তিরাজ খ্রিষ্টের আগমন উপলক্ষে যত দুঃখ দূর করা হোক, এবং সত্যের জ্যোতিতে মিথ্যা-প্রবঞ্চনা বিলীন হোক, বিবাদ নিঃশেষিত হোক, সুসম্পর্কই উন্মেষিত হোক।

আর ইহলোকে ধার্মিকেরা শান্তির গুণাবলি প্রচার করতে করতে, ঊর্ধ্বলোকেও বাজে তার প্রশংসাবাদের গৌরবময় প্রতিধ্বনি যেখানে দূতেরা গান করে চলেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)।

ভাইবোনেরা, দেখ কী করে স্বর্গমর্তের সকল প্রাণী পরস্পরের কাছে শান্তি দান করছে: স্বর্গ থেকে দূতেরা পৃথিবীর কাছে শান্তির সংবাদ জানাচ্ছেন, পৃথিবীতে ধার্মিক সকলে মিলে সেই খ্রিষ্টের প্রশংসা করছেন যিনি আমাদের শান্তি, যিনি দূতদের মাঝে উন্নীত; এবং স্বর্গীয় গায়কদল গান করছে, *ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না!*

তবে এসো, দূতদের সঙ্গে আমরাও বলি, ঈশ্বরের গৌরব! তিনি যে শয়তানকে অবনমিত করলেন ও তাঁর খ্রিষ্টকে গৌরবে উন্নীত করলেন। *ঈশ্বরের গৌরব!* তিনি যে বিবাদ বিলুপ্ত করলেন ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

**শ্লোক**

*প্র* আজ সত্যকার শান্তি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এল;

*উ* আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।

*প্র* যার প্রস্তুতি প্রাচীনকাল থেকে, শাশ্বত আনন্দের সেই নবমুক্তির দিন আজ আমাদের উপর উদিত হল।

*উ* আজ মর্ত স্বর্গের মাধুর্যে পরিপ্লুত।

## *বিকল্প* (গ বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১-৮)

**মুক্তিসংবাদ**

‘সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও,
—একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর—
যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল,
তার কাছে একথা প্রচার কর:
তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল,

দেওয়াই হল তার শঠতার দাম,
কারণ তার সকল পাপের জন্য
প্রভুর হাত থেকেই সে পেল দ্বিগুণ শাস্তি।'

এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে:
'মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর।
উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা,
নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত,
অসমতল ভূমি হোক সমতল,
শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি।
তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব,
মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে,
কারণ প্রভুর মুখ কথা উচ্চারণ করল।'

এক কণ্ঠস্বর বলে, 'চিৎকার কর!'
আর আমি বলি, 'চিৎকার করে কী বলব?'
'প্রতিটি মানুষ ঘাসের মত,
আর তার সমস্ত কান্তি মাঠের ফুলের মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কারণ প্রভুর ফুৎকার তার উপর বয়ে যায়।
—সত্যি, মানবকুল ঘাসেরই মত।
শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল,
কিন্তু আমাদের পরমেশ্বরের বাণী চিরস্থায়ী।'

শ্লোক - লুক ১:৪৮ দ্রঃ

প্র ধন্য সেই বংশধারা, যা থেকে খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন!

উ স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!

প্র পবিত্রা কুমারী মারীয়া, সকল জাতি তোমাকে ধন্যা বলবে!

উ স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!

**দ্বিতীয় পাঠ** - আঞ্চিরার বিশপ থেওদতসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ২:১, ৩, ১২, ১৪)

**মানবস্বরূপ গ্রহণ ক'রে**

**ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপ দান করলেন**

আমরা আজ আমাদের কাছে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ রহস্য উদ্‌যাপন করছি: যিনি আমাদের সঙ্গে নিত্যই বিরাজমান, তাঁরই আগমন; যাঁর বিদ্যমানতায় বিশ্বজগৎ পরিপূর্ণ, তাঁরই উপস্থিতি; যিনি সর্বদর্শী, তাঁরই দর্শনের কথা উদ্‌যাপন করছি। শাস্ত্র বলে, *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না* (যোহন ১:১১); এমনকি *তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না* (যোহন ১:১০)।

তবু আমাদের উপলব্ধির এ দুর্বলতা আমাদের উপর দোষ হিসাবে আরোপ করা হয়নি, কেননা ঐশস্বরূপের অধিকারী বলে ঈশ্বর তো আমাদের মানবীয় বিচারবুদ্ধির ক্ষমতার অতীত, আমাদের মনশ্চক্ষুও তাঁকে উপলব্ধি করতে অক্ষম; ঈশ্বরত্ব তো আমাদের জ্ঞানের অতীত, আমাদের ধীশক্তি থেকে বহু ঊর্ধ্বেই।

সুতরাং তাঁর সেই স্বরূপের মাহাত্ম্যের কারণে আমরা যেন ঈশ্বরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত না থাকি, সেজন্য যিনি অদৃশ্য, তিনি এমন স্বরূপ ধারণ করেন যা আমাদের পক্ষে দৃশ্য; যিনি কারও করতলে স্থান পেতে পারেন না, তিনি এমন দেহ ধারণ করেন যা আমরা স্পর্শ করতে পারি। অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্যগত হন, বাণী স্পর্শনসাধ্য হন এবং ঈশ্বরপুত্র ক্রীতদাসের ভাই হন, যাতে করে যে স্বরূপ মানবতার উপরেই উচ্চতম, সেই স্বরূপ মানবদৃষ্টিকে না এড়িয়ে বরং তার দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

আজ ঈশ্বর কুমারীগর্ভে আবির্ভূত হলেন, এমন কুমারী যিনি মাতৃত্ব গ্রহণ করেও কুমারী হয়ে থাকলেন। এদিক ওদিক দর্শন দিয়ে নয়, বরং তাঁর আপন অদৃশ্য স্বরূপ দৃশ্য আকারে প্রকাশ ক'রে ও আমাদের কাছে আমাদের মত মানুষ হয়ে আবির্ভূত হয়েই

ঈশ্বর মানবস্বরূপে আমাদের মাঝে বাস করতে আসেন। সুসমাচারের রচয়িতা যখন বলেন, *বাণী হলেন মাংস* (যোহন ১:১৪), তিনি তখন ঠিক এ সত্য ঘোষণা করতে চান।

তবে আজকের পর্বোৎসবের কারণ এরূপ: আমাদের উপর তাঁর আপন ঈশ্বরত্বকে বর্ষণ করার জন্য আমাদের মানবতা গ্রহণ ক'রে, দুঃখব্যাধি থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য আমাদের দুঃখব্যাধি গ্রহণ ক'রে, আমাদের অমর করার জন্য মৃত্যুবরণ ক'রে ঈশ্বর মানুষ হলেন। তাঁর স্বীয় স্বরূপের পরিবর্তন ঘটিয়েই তিনি আমাদের দুঃখব্যাধি আপন করলেন, এমন নয়; তিনি বরং ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা গ্রহণ করলেন; আর তা সমুচিত ছিল, কেননা যাদের তিনি ত্রাণ করতে চাচ্ছিলেন, সেই তারা আমরাই তো ছিলাম।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে আপনারা যেন আমার একথা মনে রেখে অন্যান্যকেও অবগত করে ধনবান করতে পারেন; এর প্রতিদানে আপনারা যেন স্বর্গরাজ্যকে উত্তরাধিকার রূপে পেতে পারেন। আমরা সকলেই যেন সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি সেই খ্রিষ্টের অনুগ্রহে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - লুক ২:১৫-১৬ দ্রঃ

*প্র* আহা, কী মহা রহস্য, কী আশ্চর্য ঘটনা—সৃষ্টজীব স্রষ্টাকে জাবপাত্রে শোয়ানো দেখতে পায়।

*উ* ধন্যা সেই কুমারী, যিনি আপন গর্ভে খ্রিষ্ট প্রভুকে বরণ করতে যোগ্যা হয়ে উঠলেন।

*প্র* রাখালেরা সংবাদ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে ছুটে গেল; যাঁকে খুঁজছিল, তারা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে পাবার যোগ্য হয়ে উঠল।

*উ* ধন্যা সেই কুমারী, যিনি আপন গর্ভে খ্রিষ্ট প্রভুকে বরণ করতে যোগ্যা হয়ে উঠলেন।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫২:১-৬)

**যেরুশালেমের মুক্তিলাভ**

জাগ, জাগ,

হে সিয়োন, শক্তি পরিধান কর ;
হে পবিত্র নগরী যেরুশালেম,
তোমার সুন্দরতম বসন পরিধান কর ;
কেননা অপরিচ্ছেদিত বা অশুচি কোন মানুষ
তোমার মধ্যে আর কখনও প্রবেশ করবে না।
গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেল, ওঠ,
হে বন্দি যেরুশালেম !
তোমার ঘাড়ের সেই বন্ধনগুলো খুলে ফেল, হে বন্দি সিয়োন কন্যা !

কারণ প্রভু একথা বলছেন :
'বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল,
বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে।'
কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
'আমার আপন জনগণ আগে মিশরে গিয়ে
সেখানে প্রবাসীর মত বসতি করল ;
শেষে আশুর অকারণে তাদের অত্যাচার করল।

তেমন অবস্থায় আমি এখন কী করব ?—প্রভুর উক্তি—
যেহেতু আমার আপন জনগণ অকারণে নির্বাসিত হয়েছে,
যেহেতু তাদের কর্তারা আনন্দে চিৎকার করছে—প্রভুর উক্তি—
এবং আমার নাম সমস্ত দিন, সারাদিন ধরেই, নিন্দার বস্তু হচ্ছে,
সেজন্য আমার জনগণ আমার নাম জানবে,
সেদিন তারা বুঝবে যে, আমিই বলছিলাম : এই যে আমি !'

শ্লোক

℣ সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতা-জনিত বাণী স্বর্গ থেকে কুমারীর গর্ভে নেমে এলেন, তিনি যেন প্রাচীন আদমের একই মাংসে পরিবৃত হয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারেন :

℣ অনাদিকালীন স্বর্গাবাস ছেড়ে তিনি মানবেতিহাসে প্রবেশ করলেন—তিনি যে ঈশ্বর ও মানুষ, আলো, জীবন, বিশ্বস্রষ্টা।

℟ বাসর থেকে বেরিয়ে আসা বরের মত

℣ অনাদিকালীন স্বর্গাবাস ছেড়ে তিনি মানবেতিহাসে প্রবেশ করলেন—তিনি যে ঈশ্বর ও মানুষ, আলো, জীবন, বিশ্বস্রষ্টা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৮৫)

**মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত,**

**আর স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াল মুখ**

হে মানুষ, জেগে ওঠ: তোমার খাতিরেই তো ঈশ্বর মানুষ হলেন। *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন* (এফে ৫:১৪)। আবার বলছি, তোমার খাতিরেই তো ঈশ্বর মানুষ হলেন।

তিনি যদি এই কালের গণ্ডিতে জন্ম না নিতেন, তুমি চিরকালের মতই মৃত্যুভোগ করতে। তিনি যদি পাপময় মাংসের সাদৃশ্য ধারণ না করতেন, তুমি পাপময় মাংস থেকে কখনও মুক্তি পেতে না। এ দয়া যদি দেখানো না হত, চিরনির্দয় দুর্দশাই তোমার উপর প্রভুত্ব করত। তিনি যদি মৃত্যুর অংশী না হতেন, তুমি জীবন পুনর্লাভ করতে না। তিনি যদি সহায় না হতেন, তুমি নিঃশেষিত হয়ে পড়তে। তিনি যদি না আসতেন, তোমার মৃত্যুই হত। এসো, আনন্দের সঙ্গেই আমাদের পরিত্রাণের ও মুক্তির আগমন উদ্‌যাপন করি; এসো, এ পর্বদিন উদ্‌যাপন করি: এ দিনেই তো সেই বড় ও সনাতন দিন বড় ও সনাতন দিনকে ছেড়ে আমাদের অতিছোট এ কালসাপেক্ষ দিনে প্রবেশ করল। *তিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* (১ করি ১:৩০-৩১)।

সুতরাং *মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত* (সাম ৮৫:১২): যিনি বললেন, *আমিই সত্য* (যোহন ১৪:৬), সেই খ্রিষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন। আর *স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াল মুখ* (সাম ৮৫:১২): কেননা যে মানুষ এ নবজাততে বিশ্বাস রাখে সে নিজে থেকে নয়,

ঈশ্বর থেকেই ধর্মময়তা পায়। *মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত: কেননা বাণী হলেন মাংস* (যোহন ১:১৪)। আর *স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াল মুখ: কেননা উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে* (যাকোব ১:১৭)। *মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত:* মারীয়া থেকে মাংস অঙ্কুরিত হল। আর *স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াল মুখ: কেননা মানুষ কিছুই পেতে পারে না, যদি না তা তাকে স্বর্গ থেকে দেওয়া হয়* (যোহন ৩:২৭)।

*বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি* (রো ৫:১), কেননা *ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন* (সাম ৮৫:১১)। *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা: কেননা মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত। তাঁরই দ্বারা আমরা সেই অনুগ্রহলোকে প্রবেশাধিকার লাভ করেছি এবং সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ব করি* (রো ৫:২)। তিনি 'আমাদের গৌরব' নয়, বরং 'ঈশ্বরের গৌরব' বললেন, কেননা *ধর্মময়তা* আমাদের মধ্য থেকে আসেনি, বরং *স্বর্গ থেকে বাড়াল মুখ। অতএব যে কেউ গর্ব করে, সে* নিজেতে নয়, বরং *প্রভুতেই গর্ব করুক* (১ করি ১:৩১)।

বস্তুতপক্ষে কুমারী থেকে প্রভুর জন্মলগ্নে স্বর্গ থেকেই দূতদের কণ্ঠ ধ্বনিত হল: *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)। কোন্ কারণেই বা শান্তি ইহলোকে নামতে পারত, একারণ ছাড়া যে *মর্ত থেকে সত্য হল অঙ্কুরিত*, অর্থাৎ মাংস থেকে খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন? আর *তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতি এক করে তুলেছেন* (এফে ২:১৪) আমরা যেন একতার মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সদিচ্ছার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। সুতরাং এসো, এই অনুগ্রহে আনন্দ করি, যাতে আমাদের গৌরব আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যদানে প্রকাশ পেতে পারে: আমরা তো নিজেতে নয়, প্রভুতেই গর্ব করি। লেখা আছে, *তুমিই আমার গৌরব, তুমিই তো আমার মাথা উঁচু কর* (সাম ৩:৪)। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানবপুত্র করলেন আর এতে মানবসন্তানকে ঈশ্বরপুত্র করলেন: এর চেয়ে আর কী মহান অনুগ্রহ ঈশ্বর আমাদের উপর উদ্ভাসিত করতে পারতেন? যোগ্যতা খোঁজ, কারণটা খোঁজ, ন্যায্যতা খোঁজ: আর দেখ অনুগ্রহ ছাড়া তুমি অন্যকিছু পাবে কিনা।

**শ্লোক** - সাম ৮৫:১১-১২; লুক ২:১৪

*প* কৃপা ও সত্যের হল সম্মিলন,

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।

*প* ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি।

*উ* ধর্মময়তা ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন।

জন্মোৎসবের পরবর্তী রবিবার

# যিশু, মরীয়া ও যোসেফের পবিত্র পরিবার

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:২১–৬:৪)

**খ্রিষ্টীয় পরিবারে আদর্শ জীবনধারণ**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রিষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর, এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও। আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

শ্লোক - এফে ৬:১-২; লুক ২:৫১ দ্রঃ

প্র সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও;

উ পিতামাতাকে সম্মান কর, কারণ তা ধর্মসম্মত।

প্র যিশু মারীয়া ও যোসেফের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকতেন।

উ পিতামাতাকে সম্মান কর, কারণ তা ধর্মসম্মত।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - আফ্রিকার একজন প্রাচীন লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (প্রভুর পরিচ্ছেদন ১-২)

**প্রভুর বিনম্রতা**

বছরের পর বছর আমরা আমাদের পুনর্মিলনের উত্তম সাক্রামেন্ত তথা ঐশমাংসধারণ রহস্য ভক্তির সঙ্গে উদ্‌যাপন করি, কেননা ঐশদয়ার তেমন মহাকাজের স্মৃতিচারণ দেখায় আমরা অযোগ্য হলেও আমাদের খাতিরে কতই না বড় মূল্য দেওয়া হয়েছে আর এর ফলে ঐশ মহাগৌরবের প্রতি আমরা কতই না ঋণী। প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আপন দয়ায় আমাদের খাতিরে নিজেকে কতই না নমিত করলেন, একথা আমরা যতখানি উপলব্ধি করি, ততখানি আমাদের স্বীকার করা উচিত তিনি কতই না অনির্বচনীয় গৌরবের অধিকারী।

আমাদের হীন মানবস্বরূপকে সত্যিকারে ধারণ করায় ও মৃত্যুবরণ করায় পিতার একমাত্র পুত্র-ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অপরাজেয় ভালবাসা প্রকাশ করলেন। তিনি এসব কিছু বাধ্য হয়ে নয়, বরং তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তার খাতিরেই ভোগ করলেন। আমরা কীবা মঙ্গলকর কাজ করেছিলাম যে তেমন মহাদয়া আমাদের দেখানো হবে, সেই একমাত্র জনিত পুত্র-ঈশ্বর যে প্রসন্ন হয়ে মানুষ হবেন, সেই পরাৎপর যে নিজেকে নমিত করবেন, স্বর্গদূতদের সেই দিব্য রুটি যে নারীর দুধ খেয়ে নিজেকে পরিপুষ্ট করবেন, সর্বযুগের রাজা যে অপমান সহ্য করবেন, যিনি নিজেই অনন্ত জীবন তিনি যে ধৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে সম্মত হবেন, এসব কিছুর জন্য আমাদের কী যোগ্যতা ছিল?

একটু ভেবে দেখ তাঁর মহাদয়া কতই না নিচে নিজেকে নমিত করল! আর সেই অনুসারে তোমরা বিনম্রতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাও। একথাও চিন্তা কর যে, তেমন কৃপার মাহাত্ম্য সন্দেহ করতে লাগলে, তবে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে সম্মান নয়, অপমানই করবে। এসো, আমরা বরং নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বিনম্রতা ও মানবতা সম্বন্ধে যা যা শুনেছি তা সত্য; সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক অশেষ ধন্যবাদ জানাই, কেননা শাস্তির যোগ্য হয়েও আমরা বরং অনুগ্রহেরই পাত্র হয়েছি। যারা ছিল পতিত, যারা ছিল মৃত্যুরই কাছে ঋণী, সেই অযোগ্য মানুষ তবুও অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে জীবন লাভ করল।

বিনম্রতার ফলে আমাদের গৌরবময় ত্রাণকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও আমরা কিন্তু অনেক কিছু লাভ করেছি। বিনম্রতার ফলে পরাৎপর নমিত না হলেও, যারা ছিল নমিত তারা কিন্তু উন্নীত হয়েছে। আমাদের পরিত্রাণকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদন করার জন্য সকল রক্তমাংসের স্রষ্টা সেই পুত্র-পরমেশ্বর যেভাবে রক্তমাংসের সকল মানুষ জন্ম নেয়, তিনিও প্রসন্ন হয়ে কুমারীর মাংস থেকে সেইভাবে জন্ম নিলেন।

আমাদের নির্মাতা পরমেশ্বর মানবজাত হয়ে সত্যকার মানুষ হলেন। তাঁকে কাপড়ের মধ্যে জড়ানো হল, ছোট একটি জাবপাত্রে শোয়ানো হল, অষ্টম দিনে তাঁর পরিচ্ছেদন হল, মানুষেরই কোলে ক'রে তাঁকে তাঁর আপন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল।

আহা, ঈশ্বরের এ কৃপা কতই না মহান! পরাৎপর পরমেশ্বরের বিনম্রতা কতই না উত্তম! যিনি অসীম পরমেশ্বর রূপে আপন মাতাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি ছোট শিশু রূপে মাতা দ্বারা লালিত-পালিত হলেন। যিনি মহান ঈশ্বর রূপে মন্দিরে তাঁর আপন পুণ্য জনগণের প্রার্থনা শুনতেন, তিনি ছোট্ট বালক রূপে তাঁর আপন মন্দিরে পিতামাতা দ্বারা চালিত হলেন। যিনি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বলীকৃত হতে পাপমুক্ত হয়ে এলেন, তিনি নিজের জন্য একটি বলিদানের ব্যবস্থাও চাইলেন। অতএব চিন্তা কর, যিনি তোমাদের গৌরবময় স্রষ্টা ও বিনম্র মুক্তিদাতা, যিনি তোমাদের খাতিরে নিজেকে অবনমিত করলেন, সেই পরাৎপরের কাছে তোমরা কতই না ঋণী।

**শ্লোক** - লুক ১:৪৮ দ্রঃ

*প্র* ধন্য সেই বংশধারা, যা থেকে খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন!

*উ* স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!

*প্র* পবিত্রা কুমারী মারীয়া, সকল জাতি তোমাকে সুখী বলবে!

*উ* স্বর্গেশ্বরকে যিনি প্রসব করলেন, সেই কুমারীর গৌরব হোক!

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশ থেকে পাঠ (খ্রিষ্টের জন্মতিথি)

**ঈশ্বরের অপরূপ ত্রাণকর্ম**

যে রহস্যের চিন্তায় আমার মন ধ্যানমগ্ন, তা আশ্চর্য ও অপরূপ! আমার কানে রাখালদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: তারা বাঁশিতে কোন সুর বাজাচ্ছে না, বরং স্বর্গীয়ই একটি বন্দনা গান করছে। স্বর্গদূতেরা গান করছেন, মহাদূতেরা নৃত্যসঙ্গীত সহ আনন্দ করছেন, খেরুবদূতেরা প্রশংসাগান করছেন, সেরাফদূতেরা স্তুতিগান করছেন; এই মর্তলোকে ঈশ্বর ও স্বর্গলোকে আমাদের স্বরূপ, এ রহস্যের দর্শনেই তাঁরা সকলে পর্বোৎসব পালন করছেন। যিনি ঊর্ধ্বলোকে বিরাজমান, ঐশব্যবস্থা অনুসারে তিনি এখন ইহলোকে উপস্থিত; যারা ইহলোকের বাসিন্দা, ঐশপ্রেম গুণে তারা ঊর্ধ্বলোকেই উন্নীত।

আজ বেথলেহেম স্বর্গের মত: তারকারাজি বরণ না করে সেই বেথলেহেম ঈশ্বরের প্রশংসায় রত স্বর্গদূতদেরই অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সকলে আনন্দে মেতে ওঠে বিধায় আমিও মেতে উঠতে চাই, আমিও নাচতে চাই, আমিও সেই পর্বোৎসবে যোগ দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু নাচ করতে করতে আমি তো বীণা বাজাই না, বাঁশিও বাজাই না, মশালও জ্বালাই না। বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে আমি খ্রিষ্টের সেই কাঁথা বহন করি, কেননা সেগুলিই হল আমার আশা, আমার জীবন, আমার পরিত্রাণ; সেগুলিই হল আমার বাঁশি ও আমার বীণা। সেগুলি বহন করছি যাতে সেগুলি গুণে বাক্‌শক্তি অর্জন করে আমি স্বর্গদূতদের সঙ্গে বলতে পারি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব!* এবং রাখালদের সঙ্গে বলতে পারি, *ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:২৪)।

যিনি অনির্বচনীয় ভাবে পিতা থেকে জাত ছিলেন, তিনি আজ আমার খাতিরে কুমারীগর্ভে অপরূপ ভাবে জন্ম নেন। তাঁর স্বীয় স্বরূপ অনুসারে তিনি অনাদিকাল অবধি

পিতা থেকে এমনভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন যার কথা সেই জনক মাত্রই জানেন; তাঁর সেই ঐশস্বরূপের বাইরে তিনি আজ আবার এমনভাবেই জন্ম নেন যার কথা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের কাছেই মাত্র জানা। ঊর্ধ্বলোকে তাঁর জন্ম বাস্তব ছিল, ইহলোকে তাঁর জন্মও বাস্তব। তিনি ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর বলে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি মানবরূপে কুমারীগর্ভে সত্যিকারে জন্ম নেন। স্বর্গলোকে তিনি হলেন পিতার একমাত্র জনিত পুত্র, অনন্য ঈশ্বর থেকে অনন্য ঈশ্বর; মর্তলোকে তিনি হলেন কুমারী মারীয়ার একমাত্র জনিত পুত্র, তাঁরই গর্ভের অনন্য সন্তান যিনি অনন্য কুমারী।

আমি জানি, আজ একটি কুমারী এক পুত্রসন্তানের জননী হলেন; আমি একথাও বিশ্বাস করি, অনাদিকাল থেকে পিতা ঈশ্বর একটি পুত্রের জনক হলেন। কিন্তু এসব কিছু কীভাবে ঘটল, আমি তা নীরবেই শ্রদ্ধা করতে শিখেছি; এ শিক্ষাও পেয়েছি যে এ ব্যাপারে চঞ্চল বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রশ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বরের বেলায় আমাদের পক্ষে প্রকৃতির নিয়মের উপর নির্ভর করা উচিত নয়; যিনি প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল, তাঁর প্রভাবেই বিশ্বাস করা উচিত।

## শ্লোক

*প্র* বল, রাখাল, তোমরা কাকে দেখেছ? বল, পৃথিবীতে কার্ হয়েছে আবির্ভাব?

*উ* আমরা নবজাতকে দেখেছি, দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনা গান করছেন।

*প্র* রাখালেরা সেখানে ছুটে গিয়ে মারীয়া, যোসেফ আর জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল।

*উ* আমরা নবজাতকে দেখেছি, দেখেছি স্বর্গদূতেরা সমস্বরে প্রভুর বন্দনা গান করছেন।

*অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে পত্রে বিশপ ধন্য রাবানুস মাউরুসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম অধ্যায়)

**মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রিষ্টের মিলন**

*সেজন্য মানুষ পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জন একদেহ হবে* (আদি ২:২৪)। একতার লক্ষ্যে পরামর্শ দিতে গিয়ে সাধু পল একটা উদাহরণ দেন। যেমন নরনারী প্রকৃতির দিক দিয়ে এক, তেমনি বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী এক বলে গ্রহণযোগ্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেম উৎসাহিত করার জন্য সাধু পল আদম-হবার কথা তুলে ধরেন। আদমের বুক থেকে একটা পাঁজর খুলে নেওয়া হয়েছিল আর সেই পাঁজর দিয়ে তাঁর জন্য একটি স্ত্রী বানানো হয়েছিল; সেই স্ত্রীকে কিন্তু আবার আদমের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন স্বামীর সঙ্গে একদেহ হন, কেননা যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজেকেই ভালবাসে। সেইজন্যে আমরাও নিজেদের স্ত্রীকে ভালবাসব।

অপরদিকে, প্রতীকমূলক ব্যাখ্যা অনুসারে বাক্যটি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীকে নির্দেশ করে: আদম হলেন খ্রিষ্টের ও হবা হলেন মণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি, কেননা *শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন* (১ করি ১৫:৪৫)। যেমন সমগ্র মানবজাতি আদম ও তাঁর স্ত্রী থেকে উৎপন্ন, তেমনি সমগ্র বিশ্বাসীরা খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে জন্ম নিল। এইভাবে মণ্ডলীর একমাত্র দেহ হয়ে ওঠার পর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় খ্রিষ্টের পাশে, তাতে যেন তারা সেই পাঁজরের স্থান পূর্ণ করে ও তাঁর কনের সঙ্গে একদেহ হয়। সুসমাচারে স্বয়ং প্রভু প্রার্থনা করলেন, *হে পিতা, তুমি আর আমি যেমন এক, তারাও যেন আমাদের মধ্যে এক হয়* (যোহন ১৭:১১ দ্রঃ)।

সুতরাং এমনটি ঘটে যেন একমাত্র ব্যক্তি দু'জনকে নিয়েই গড়া, যথা মাথা ও দেহ, বর ও কনেকে নিয়েই গড়া। নবী ইশাইয়াও এ ব্যক্তির আশ্চর্য ও অপরূপ ঐক্যের কথা প্রশংসা করেছিলেন; তাঁর মুখ দিয়ে খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *তিনি আমাকে বরের মতই মুকুটভূষিত করলেন, কনের মতই রত্ন-অলঙ্কৃত করলেন* (ইশা ৬১:১০ দ্রঃ)। তিনি নিজেকে 'বর' বলেন, আবার 'কনে'ও বলেন। কেন? এর কারণ, একদেহে দু'জনেই

ছিলেন। যেহেতু মণ্ডলী খ্রিষ্টে কথা বলে আর খ্রিষ্ট মণ্ডলীতে কথা বলেন, অর্থাৎ যেহেতু দেহটা মাথায় আর মাথা দেহে কথা বলে, সেজন্য সেই দু'জন একজনের হয়ে কথা বলবে না কেন?

*সেজন্য মানুষ পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জন একদেহ হবে* (আদি ২:২৪)। আদিমানুষ ও আদিনবী রূপে আদম খ্রিষ্ট আর মণ্ডলী সম্বন্ধেই এ ভাববাণী দিয়েছিলেন, আর আসলে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু আপন পিতা সেই ঈশ্বরকে ও আপন জননী সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমকে ছেড়ে এ পৃথিবীতে এলেন তাঁর আপন দেহ সেই মণ্ডলীরই খাতিরে যাকে তিনি নিজ পাশ থেকে গড়ে তুললেন। মণ্ডলীর খাতিরেই তিনি মাংস হলেন। আর যেহেতু সকল রহস্য এক নয়, বরং কয়েকটা অন্যান্যগুলির চেয়ে বড় হতে পারে, সেজন্য সাধু পল একথাও বলেন, *এই রহস্য মহান* (এফে ৫:৩২)।

**শ্লোক** - ফিলি ২:৬-৭; যোহন ১:১৪

*প্র* খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও

*উ* ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে শূন্য করলেন।

*প্র* বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

*উ* ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে শূন্য করলেন।

# পাঠসংগ্রহ - ২৯–৩১শে ডিসেম্বর

২৬শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা দ্রঃ।

২৭শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা, দ্রঃ।

২৮শে ডিসেম্বর, বিশেষ ব্যবস্থা, দ্রঃ।

৩০শে ডিসেম্বর

৩১শে ডিসেম্বর

সূচী

জন্মোৎসব-অষ্টাহের পঞ্চম দিন

## ২৯শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৪)

**ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা**

ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত আমি পল এবং ভাই তিমথি, কলসী-নিবাসী সকল পবিত্রজন ও খ্রিষ্টে বিশ্বস্ত ভাইদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা শুনেছি খ্রিষ্ট যিশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, যখন সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ করছে; এইভাবে তোমাদের মধ্যেও ঘটছে

সেই দিন থেকে, যেদিন থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনে তা সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলে। সেসময় তোমরা আমাদের প্রিয় সেবাসঙ্গী এপাফ্রাসের কাছেই এই সবকিছু শিখেছিলে; তিনি তোমাদের মধ্যে আমাদের হয়ে খ্রিষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবক; আত্মায় তোমাদের ভালবাসার কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন।

এজন্য আমরাও, যেদিন তোমাদের খবর পেয়েছি, সেদিন থেকে তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা ও মিনতি করে আসছি: ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তোমরা যেন পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আত্মিক বোধশক্তিগুণে তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পার। আর এর ফলে তোমরা যেন প্রভুরই যোগ্য এমন জীবনাচরণ করতে পার যে, সবরকম সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরজ্ঞানে বৃদ্ধিশীল হয়ে, সবকিছুতে সহিষ্ণু ও নিষ্ঠাবান হবার জন্য তাঁর গৌরবের প্রতাপ অনুসারে সমস্ত পরাক্রমে পরাক্রমী হয়ে, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তোমরা সবকিছুতে তাঁর প্রীতিকর হও। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন, যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা।

শ্লোক - কল ১:১২-১৩; যাকোব ১:১৭

প্ল এসো, আমরা আনন্দের সঙ্গেই সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই,

উ যিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।

প্ল উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে,

উ যিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ ১:১-২)

## সময়ের পূর্ণতায় ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা এসেছে

এবার *প্রকাশিত হল আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও মানবতা* (তীত ৩:৪)। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেননা আমাদের এ প্রবাস-যাত্রায়, এ নির্বাসনে, এ দুর্দশায় তিনি আমাদের উপর অশেষ সান্ত্বনা বর্ষণ করে থাকেন। তাঁর মানবতা আবির্ভূত হবার আগে তাঁর মঙ্গলময়তা গুপ্তই ছিল; তা আগেও ছিল বটে, কেননা প্রভুর মঙ্গলময়তা অনাদিকালীন। কিন্তু সেই মঙ্গলময়তা যে এত মহান, তা কী করেই বা জানা যেতে পারত? তা প্রতিশ্রুত হলেও তবু তার কোন লক্ষণ না থাকায় অনেকে বিশ্বাস করত না। *ঈশ্বর বহুবার বহুরূপে কথা বলেছিলেন নবীদের মধ্যে* (হিব্রু ১:১); তিনি বলেছিলেন, *আমি তোমাদের জন্য পরিকল্পনা করি শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়* (যেরে ২৯:১১ দ্রঃ)। কিন্তু অমঙ্গল ভোগই ক'রে অথচ শান্তি নাই পেয়ে মানুষ কী ভাবে সাড়া দিচ্ছিল? তোমরা আর কতকাল বলে চলবে, *শান্তি, শান্তি, যখন শান্তি নেই?* (যেরে ৬:১৪)। এজন্যে *শান্তির দূতেরা তীব্রস্বরে ক্রন্দন করে (ইশা ৩৩:৭ দ্রঃ)* বলছিলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস করেছে?* (ইশা ৫৩:১ দ্রঃ)। এবার কিন্তু মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে বিধায় বিশ্বাস করে, কেননা *ঈশ্বরের সাক্ষ্য অতি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে* উঠেছে (সাম ৯৩:৫ দ্রঃ)। ক্ষীণ চোখের কাছেও গুপ্ত না থাকার উদ্দেশ্যে *তিনি সূর্যেই আপন তাঁবু গাড়লেন* (সাম ১৯:৬ দ্রঃ)।

এই তো শান্তি! এমন শান্তি যা প্রতিশ্রুত নয়, বরং প্রেরিত; স্থগিত নয়, বরং অর্পিত; ভাবীকালের বস্তু নয়, বরং উপস্থিত। দেখ, ঈশ্বর ঠিক যেন পৃথিবীতে তাঁর দয়ায় ভরা একটা বস্তা প্রেরণ করেছেন; বস্তাটা যন্ত্রণাভোগের সময়ে বিদীর্ণ হবার কথা, তার ভিতরে যা লুকানো ছিল, আমাদের সেই মুক্তিমূল্য যেন উদ্গত হয়; বস্তাটা ছোট বটে, তবু পরিপূর্ণ, যথা *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য* (ইশা ৯:৫), কিন্তু তাঁর মধ্যে *ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে* (কল ২:৯)।

সময়ের পূর্ণতা এলে পর ঈশ্বরত্বের পূর্ণতাও এল। রক্তমাংসের মানুষের কাছে নিজেকে দেখাবার জন্য ঈশ্বর মাংসগত ভাবেই এলেন, যাতে তাঁর মঙ্গলময়তা তাঁর দৃশ্য

মানবতায় জ্ঞাত হতে পারত। বস্তুতপক্ষে যেখানে ঈশ্বরের মানবতা প্রকাশমান, সেখানে মঙ্গলময়তা আর গুপ্ত থাকতে পারে না। সেই মঙ্গলময়তা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি আমার আপন মাংস ধারণ করার চেয়ে আর কীবা করতে পারতেন? আমি বলছি, আমারই আপন মাংস, আদমের মাংস নয়—অর্থাৎ কিনা আদমের অপরাধের আগেকার মাংস নয়।

আমাদের হীনদশা ধারণ করার চেয়ে তিনি আর কত বড় কাজ দেখিয়ে দয়া দেখাতে পারতেন? আমাদের খাতিরে ঘাসেরই মত হবার চেয়ে ঈশ্বরের বাণী অধিক করুণাপূর্ণ কী করতে পারতেন? *প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার কথা ভাব, যে তুমি সর্বান্তঃকরণে তার যত্ন নাও?* (সাম ৮:৫; হিব্রু ২:৬ লাতিন পাঠ্য)। এসব কিছু ভেবে মানুষ অনুমান করুক ঈশ্বরের কাছে সে কতখানি না যত্নের বস্তু, এসব কিছু ভেবে সে জেনে নিক তার জন্য ঈশ্বরের কী চিন্তা, কী সহানুভূতি। হে মানুষ, তুমি কী যন্ত্রণা ভোগ করছ তা নয়, তিনিই কী যন্ত্রণা ভোগ করলেন তাই জিজ্ঞাসা কর। তিনি তোমার খাতিরে যা যা মেনে নিলেন, একথা ভেবে বুঝে নাও তাঁর কাছে তুমি কতই না মূল্যবান; তবেই তাঁর মানবতা থেকে তাঁর মঙ্গলময়তা তোমার কাছে স্পষ্ট প্রকাশ পাবে। তিনি মানবতার দিক দিয়ে যতখানি নিজেকে ছোট করলেন, মঙ্গলময়তার দিক দিয়ে নিজেকে ততখানি মহান প্রকাশ করলেন; আর আমার জন্য যতখানি নিজেকে নমিত করলেন, আমার কাছে ততখানি প্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রেরিতদূত বলেন, *প্রকাশিত হল আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও মানবতা।* সত্যিই মহান ও প্রকাশমান ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও মানবতা! যিনি মানবতাকে ঈশ্বরত্বের মর্যাদা আরোপ করার জন্য ততখানি ব্যস্ত হলেন, তিনি সত্যি মঙ্গলময়তার একটি মহাপ্রমাণ দিয়েছেন।

**শ্লোক** - এফে ১:৫; রো ৮:২৯

*প্র* ঈশ্বর আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব; এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে,

*উ* তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়।

প্র ঈশ্বর যাদের আগে থেকে জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন,

উ তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (১:১-৮)

**খ্রিষ্টরাজের কনে মণ্ডলী তাঁর ভালবাসা বাসনা করে**

পরম গীত, যা শলোমনের লেখা।
তিনি নিজের শ্রীমুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন;
তোমার প্রেম-লীলা যে আঙুররসের চেয়েও মধুর!
তোমার সুগন্ধি তেলের সুবাস উৎকৃষ্ট;
ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম;
এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।
তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! এসো, ছুটে যাই!
রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে আনুন।
আমরা তোমাতে উল্লসিত ও আনন্দিত হব,
আঙুররসের চেয়েও তোমার প্রেমের গুণকীর্তন করব।
তোমাকে ভালবাসা সত্যি সমীচীন।

হে যেরুশালেমের কন্যারা,
আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী,
—কেদারের তাঁবুর মত, সাল্মার চাঁদোয়ার মত।
আমি যে কৃষ্ণাঙ্গিনী, তা তোমরা লক্ষ করো না,
সূর্যই আমাকে কৃষ্ণবর্ণা করেছে।
আমার সহোদরেরা আমার উপর কুপিত হল,
আমাকে আঙুরখেতগুলোর রক্ষিকা করল;
আমার আঙুরখেত, যেটা আমার নিজের, তা আমি রক্ষা করিনি।

আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল,
কোথায় তুমি পাল চরাবে?
মধ্যাহ্নে কোথায় পাল শুইয়ে রাখবে?

যেন তোমার সখাদের পালের পিছু পিছু
আমি মুখ-আবৃতা নারীর মত না হই।
নারীকুলে হে সুন্দরতমা! তুমি যদি না জান,
তবে পালের পদচিহ্ন ধরে চল,
রাখালদের তাঁবুগুলির কাছেই
তোমার ছোট্ট ছাগীদের চরাও।

**শ্লোক** - পরমগীত ৪:৭-৮; যেরে ৩১:৩

*প্র* সখী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাতে কালিমা নেই।

*উ* কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো।

*প্র* চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।

*উ* কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১)

**তোমার জন্য আনন্দ করব**

সাধু পলের পরামর্শ অনুসারে তোমরা যারা পুরাতন মানুষকে ও তার সমস্ত কাজকর্ম ও বাসনা জীর্ণ বস্ত্রের মত ছেড়ে পুণ্যাচরণের মধ্য দিয়ে প্রভুর পোশাককে—দিব্য রূপান্তরের পর্বতচূড়ায় তাঁর দেখানো উজ্জ্বল পোশাকের মত পোশাককে পরিধান করেছ; এমনকি তোমরা যারা তাঁর পোশাক তথা ভালবাসারই মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু সেই স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ এবং যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় এমন অবস্থা ক্ষেত্রে তাঁর অধিক সদৃশ হবার জন্য তাঁর সমরূপ হয়েছ, এ তোমরাই পরম গীতের মর্মকথা শোন। যাঁর ইচ্ছাই, সকলে যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যজ্ঞানে পৌঁছয়, এ গীতের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়ে দেন পরিত্রাণ লাভের জন্য পুণ্যতম ও অধিক নিশ্চিত একটি পথ তথা প্রেমের পথ।

যে কুমারীরা সদ্‌গুণে পরিপক্ক হয়ে ও পুণ্যাচরণে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক বিবাহের মিলনকক্ষে প্রবেশ করেছে, তারা বরের সৌন্দর্যে আসক্ত হয়ে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কেননা বর এমন, যিনি এ ভালবাসার প্রতি উদাসীন নন, তিনি বরং তাদের বাসনায় সাড়া দেন, যেইভাবে প্রজ্ঞার মুখ দিয়ে তিনি বলেন, *আমি তাদেরই ভালবাসি যারা আমাকে ভালবাসে* (প্রবচন ৮:১৭)।

শাস্ত্রের কথামত এ সকল আত্মা প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণ ক'রে তেমন বরের ভালবাসা আকর্ষণ করে যিনি মৃত্যুর অধীন নন। একটি সুগন্ধের সুবাস তাদের ভালবাসা উদ্দীপ্ত করে, আর তারা সেই সুগন্ধের পিছনে ছুটে গিয়ে যা ত্যাগ করে তা ভুলেই যায়, তারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিকে নিয়তই ছুটতে থাকে: *তোমার সুগন্ধের সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা তোমার পিছনে ছুটে যাব* (পরমগীত ১:৩)।

পরমসিদ্ধির উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে আত্মা আকাঙ্ক্ষার বস্তুর আকর্ষণে অধিক আকর্ষিত বিধায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দৌড়ের লক্ষ্যে পৌঁছয় এবং অন্তঃপুরে লুক্কায়িত যত ধনসম্পদের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়। সে এখন বলে, *রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে নিয়ে গেলেন* (পরমগীত ১:৪ সত্তরী পাঠ্য)।

তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে নিজের ওষ্ঠে আনন্দকে ছুঁইতে পারবে আর যতখানি তার আকাঙ্ক্ষার গভীরতা, কমপক্ষে ততখানিই সৌন্দর্য সে তুলে আনতে পারবে: এজন্যই ব্যগ্রতার সঙ্গে সে যাচনা করে, বাণীর চুম্বনের মতই সে যেন তার আলোকলাভের অনুগ্রহের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তা গ্রহণ ক'রে ও ধ্যানের মাধ্যমে সেই মর্মসত্যে গভীরতর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সে আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, না! আধ্যাত্মিক উন্নতির যাত্রা ঐশআশীর্বাদের প্রবেশদ্বারে শেষ হয় না। যে পবিত্র আত্মার চুম্বনে, অর্থাৎ যাঁর উদ্বোধনী অনুগ্রহে সে ঈশ্বরের গভীরতাকে তলিয়ে দেখবার যোগ্যতা লাভ করেছিল, সেই পবিত্র আত্মার প্রথমফসল পাবার ফলে সে এখন সাধু পলের মত ঘোষণা করে, সেও স্বর্গধামের প্রবেশদ্বারে এমন কিছু দেখতে ও শুনতে পাচ্ছে *যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কানও কখনও শোনেনি* (১ করি ২:৯), এমন কিছু যা কারও পক্ষে বলা উচিত নয়।

পরবর্তী কথা মণ্ডলীর রহস্যে অনুপ্রবেশ করায়। বাস্তবিকই যাঁরা প্রথম অনুগ্রহে আলোকিত হয়েছিলেন ও প্রথম ঐশবাণীকে শুনেছিলেন, তার সেবাও করেছিলেন, তাঁরা তেমন ঐশ্বর্য নিজেদের মধ্যে আটকিয়ে রাখেননি, বরং পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে সেই একই অনুগ্রহ সম্প্রদান করলেন। এজন্য যে কনে প্রথম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং বরের কক্ষে প্রবেশ করার ও তাঁর নিজের মুখ থেকে তাঁর কথা শুনবার অনুগ্রহ পেয়েছিল, সেই কনেকে কুমারীরা বলে, *আমরা তোমাতে উল্লসিত ও আনন্দিত হব* (পরমগীত ১:৪)।

**শ্লোক** - পরমগীত ৫:১৬; গা ২:২০

*প্র* আমার প্রেমিকের মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত; তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!

*উ* আহা, যেরুশালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

*প্র* আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* আহা, যেরুশালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

জন্মোৎসব-অষ্টাহের ষষ্ঠ দিন

# ৩০শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৫–২:৩)

**মণ্ডলীর মাথা খ্রিষ্ট ও তার সেবক পল**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্ট হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তিনিই নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,
কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে
—যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—
সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা
এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে;
সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন,
সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।
তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা;
তিনি তো আদি,
তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত,
সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা:
সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে,
এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায়
তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে

সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

তোমরাও একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন— অবশ্য তোমরা যদি বিশ্বাসে স্থিতমূল ও অবিচল থাক; এবং যে সুসমাচার আকাশের নিচের যত সৃষ্টজীবদের কাছে প্রচারিত হয়েছে,—আর আমি পল যার প্রচারকর্মী—তার প্রত্যাশা থেকে নিজেদের বিচলিত হতে না দাও।

এখন তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী। তোমাদের পক্ষে ঈশ্বর থেকে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি সেই মণ্ডলীর সেবক হয়েছি যেন ঈশ্বরের বাণীকে পূর্ণ করতে পারি, অর্থাৎ যেন সেই বাণী-রহস্যকে পূর্ণ করতে পারি যা কত কাল কত যুগ ধরে গুপ্ত ছিল কিন্তু এখন তাঁর পবিত্রজনদের কাছে প্রকাশিত হল। সেই পবিত্রজনদের কাছেই তো ঈশ্বর জানাতে চাইলেন বিজাতীয়দের মধ্যে সেই রহস্যের গৌরবের ঐশ্বর্য কী; রহস্যটি হল তোমাদের-মাঝে-খ্রিষ্ট, গৌরবের আশা যিনি। তাঁকেই আমরা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যেক মানুষকে সচেতন করছি ও প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দান করছি, যেন প্রত্যেক মানুষকে খ্রিষ্টে সিদ্ধপুরুষ করে তুলতে পারি। এজন্যই আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি।

কেননা আমার ইচ্ছাই, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের খাতিরে, লাওদিকেয়ার ভাইদের খাতিরে এবং যত ভাই আজও আমার চেহারা দেখেনি, তাদেরও খাতিরে আমি কী সংগ্রামই না করে চলছি; যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, ফলে ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তারা যেন অধ্যাত্ম ধীশক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য লাভে ধনবান হয়ে ওঠে ও ঈশ্বরের রহস্যকে তথা সেই খ্রিষ্টকেই উপলব্ধি করতে পারে, যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত।

**শ্লোক** - কল ১:১৮, ১৭

*প্র* তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা ; তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত,

*উ* সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

*প্র* সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ,

*উ* সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস-লিখিত 'সমস্ত ভ্রান্তমত খণ্ডন' থেকে পাঠ (১০:৩৩-৩৪)

**মাংস-হওয়া-বাণী আমাদের ঈশ্বরের সদৃশ করে তোলেন**

আমাদের বিশ্বাস অসার কথার উপরে নির্ভরশীল নয়, হৃদয়ের অস্থির গতিতেও আমরা আলোড়িত হই না, একটা ভাষণের মিষ্টি কথায়ও বিগলিত হই না, বরং ঐশপ্রভাবে উচ্চারিত বাণীতেই বিশ্বাস স্থাপন করি। ঈশ্বর বাণীকে যা বলতে আদেশ করতেন, বাণী তাই বলতেন ; সেই কথার মধ্য দিয়ে বাণী মানুষকে অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইতেন, তাকে জোর প্রয়োগে দাসত্বের অধীন না ক'রে তাকে বরং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আহ্বান করতেন।

চরমকালে পিতা সেই বাণীকে প্রেরণ করলেন, কেননা তিনি আর চাইতেন না বাণী নবীর মধ্য দিয়ে কথা বলবেন বা আচ্ছন্নভাবে প্রচারিত কথা অল্পই মাত্র বোঝা যাবে ; তিনি বরং আদেশ করলেন, বাণী দৃশ্যগতভাবেই আবির্ভূত হবেন যেন তাঁকে দেখে জগৎ পরিত্রাণ পায়।

আমরা জানি, এ বাণী কুমারী থেকে মাংসধারণ ক'রে পুরনো মানুষকে নবগঠনে রূপান্তরিত করলেন ; আমরা জানি, তিনি আমাদের একই প্রকৃতি থেকে মানুষ হলেন। তিনি একই প্রকৃতি থেকে অস্তিত্ব না পেলে তাহলে তার সেই শিক্ষা বৃথাই হত, যে শিক্ষা অনুসারে আমরা তাঁকে গুরুরূপেই অনুকরণ করব। আসলে তিনি যদি অন্য প্রকার স্বরূপের মানুষ হতেন, তাহলে দুর্বলজাত এই আমাকে কি করে তাঁর মত ব্যবহার করতে আদেশ দিতে পারতেন? আর এতে তিনি কি করে মঙ্গলময় ও ধর্মময় হতে পারতেন?

আমরা যেন তাঁকে আমাদের চেয়ে আলাদা না মনে করি, সেজন্য তিনি পরিশ্রম সহ্য করলেন, ক্ষুধা ভোগ করতে চাইলেন, পিপাসা অস্বীকার করেননি, ঘুম পড়লেন, যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করেননি, মৃত্যু বরণ করলেন ও পুনরুত্থানে আত্মপ্রকাশ করলেন। এসব কিছুতে তিনি তাঁর আপন মানবতাকে প্রথমফসল রূপে অর্পণ করলেন, যাতে যন্ত্রণার সময়ে তুমি নিরাশ না হও, বরং নিজেকে মানুষ বলে স্বীকার ক'রে তুমি যেন সেই একই পুরস্কারের প্রত্যাশায় থাক যে পুরস্কার ঈশ্বর তাঁকে অর্পণ করলেন।

যখন তুমি সেই সত্যকার ঈশ্বরকে জানবে, তখন একটি আত্মার সঙ্গে একটি অমর ও অক্ষয় দেহকে পাবে; তখন তুমিও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে—সেই তুমি যে মর্তে জীবনযাপন ক'রে স্বর্গীয় রাজাকে চিনলে; তুমি তখন যত লালসা, কামনা বা রোগে আক্রান্ত না হয়ে ঈশ্বরেরই উত্তরাধিকারী ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হবে, কেননা তুমি নিজে তখন ঈশ্বর হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে মানুষ হওয়ায় তুমি যত অমঙ্গল সহ্য করলে, ঈশ্বর তা তোমাকে ভোগ করতে দিলেন কারণ তুমি মানুষ; তুমি কিন্তু যখন ঈশ্বরত্বে ও অমরতায় উন্নীত হবে, তখন ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব যা কিছু আছে তা তোমাকে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। 'নিজেকে জান' এ প্রবাদের অর্থ হল, যিনি তোমাকে গড়লেন সেই ঈশ্বরকে স্বীকার করা: আসলে যে মানুষ তাঁর দ্বারা আহূত হয়েছে, তার পক্ষে তাঁকে জানা ও নিজেকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

তাই নিজেদের মধ্যে শত্রুতা করো না, বরং শীঘ্রই মনপরিবর্তন কর, কেননা সবকিছুর ঊর্ধ্বে ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট, যিনি মানুষের অন্তর থেকে পাপ হরণ করতে স্থির করেছিলেন, তিনি পুরনো মানুষকে নতুন করে গঠন ক'রে আদি থেকেই তাকে তার আপন সাদৃশ্য বললেন; এতে তিনি প্রমাণ করলেন সেই ভালবাসা যা অনুসারে তিনি তোমাকে ভালবাসেন। যদি তাঁর পবিত্র আদেশ মেনে চল ও মঙ্গলময় তাঁকেই অনুকরণ ক'রে তুমি নিজেও মঙ্গলময় হয়ে ওঠ, তাহলে তুমি তাঁর সদৃশ হয়ে উঠবে, তাঁর নিজেরই হাতে মর্যাদায় ভূষিত হবে। ঈশ্বর ভিখারীর মত ব্যবহার করেন না—সেই যে ঈশ্বর তাঁর আপন গৌরবার্থে তোমাকেও ঈশ্বর করে তুললেন।

শ্লোক - যোহন ১:১৪; বারুক ৩:৩৮

℣ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

৳ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

৴ তিনি এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

৳ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (১:৯–২:৭)

**বর খ্রিষ্ট ও কনে মণ্ডলীর মধ্যে সংলাপ**

হে আমার সখী, ফারাওর রথের এক অশ্বিনীর সঙ্গেই
আমি তোমার তুলনা করছি:
মাকড়ির মধ্যে তোমার মুখমণ্ডল,
রত্ন-ভূষণের মধ্যে তোমার গলদেশের, আহা কী শোভা!
আমরা তোমার জন্য সোনার মাকড়ি তৈরি করব,
তা রুপোর দানায় দানায় অলঙ্কৃত হবে।

রাজা যখন উদ্যানে আছেন,
আমার জটামাংসীর সুবাস তখন ছড়িয়ে পড়ে।আমার প্রেমিক আমার কাছে
গন্ধনির্যাসে ভরা ক্ষুদ্র এক থলির মত,
যা আমার বুকের উপরে শায়িত।
আমার প্রেমিক আমার কাছে মেহেদি পুষ্পগুচ্ছের মত
এন্-গেদির সমস্ত আঙুরখেতের মধ্যে।

আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার!
কেমন সুন্দরী তুমি!
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ।

আহা, তুমি কেমন সুন্দর, প্রেমিক আমার!
আহা, কেমন মনোহর তুমি!
আমাদের পালঙ সবুজবর্ণ।
এরসগাছ আমাদের গৃহের কড়িকাঠ,
দেবদারুগাছ আমাদের ছাদের বরগা।
আমি শারোনের গোলাপফুল,
উপত্যকার লিলিফুল।

যেমন কাঁটাবনের মধ্যে লিলিফুল,
তেমনি যুবতীদের মধ্যে আমার প্রেমিকা।

যেমন বনের গাছের মধ্যে আপেলগাছ,
তেমনি যুবকদের মধ্যে আমার প্রেমিক;
তার প্রীতিকর ছায়ায় আমি বসি;
তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
তিনি আমাকে আঙুররস-কক্ষে নিয়ে গেছেন,
আমার উপরে ভালবাসাই তার ধ্বজ।
তোমরা কিশমিশ দিয়ে আমাকে সুস্থির কর,
আপেল দিয়ে আমার প্রাণ জুড়াও,
আমি যে প্রেমপীড়িতা!
তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,
তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

শ্লোক - পরমগীত ২:৩; সাম ১৬:১১

প্ল আমি আমার প্রেমিকের ছায়ায় বিশ্রাম করি;
উ তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।
প্ল তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।
উ তার ফল আমার মুখে মিষ্ট।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২:৪)

**ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মিলন**

*আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি! তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ* (পরমগীত ১:১৫)। তোমার আদর্শ কাজকর্মে, ইহলোকে তোমার সংযমী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ জীবনযাপনে, তোমার অন্তরের সততায়, তোমার একাগ্রতায়, এ সব কিছুতেই তোমার সৌন্দর্য নিহিত। যেহেতু তুমি সবকিছুকে নিত্যের আলোতেই দেখ, সেজন্য তুমি সদ্ব্যবহারে অধ্যবসায়ী হয়ে ঈশ্বরের গৌরবময় আগমনের প্রতীক্ষায় থাক।

তোমার হৃদয়ের চোখ দু'টো সরল ও পবিত্র, ছলনা ও প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বিধায় তোমার চোখ দু'টো কপোতেরই চোখের মত। আহা, তোমার চোখ সত্যি ধন্য, তেমন চোখই তো ঈশ্বরের উপর নিবদ্ধ থাকবে! আবার, তোমার মন অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষমতার অধিকারী বলে তোমার চোখ দু'টো কপোতেরই মত। যেহেতু পবিত্র আত্মা আমাদের প্রভুর উপর কপোতের আকারে নেমে এসেছিলেন, সেজন্য আমরা যথার্থভাবে একথা সমর্থন করতে পারি যে কপোত বলতে অধ্যাত্ম উপলব্ধি আর পবিত্র আত্মার দানগুলি বোঝায়। তাছাড়া খ্রিষ্টের প্রেমিকার চোখ দু'টো কপোতেরই চোখের মত কেননা প্রেমিকা খ্রিষ্টকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, এমন ভালবাসা যা গভীর ও সত্যকার। প্রেমিকাটি শিকারী পাখি নয়, তেমন পাখি বাহ্যিক জিনিসের জন্যই মাত্র আকর্ষিত; প্রেমিকার অন্তরে বরং কোন প্রাণীর বিরুদ্ধে চিন্তাটুকু মাত্রও স্থান পায় না।

প্রেমিকার কথা ভেবে আমরা মনে করি, সে এমন এক কপোতের সরল ভাবের অধিকারিণী যা সবকিছুকে ন্যায়নিষ্ঠ, সরল ও বিনম্র অন্তরেই গ্রহণ করে। কাজকর্মের সৌন্দর্য ও পুণ্য অন্তর থেকে উদ্গত ভাবের সৌন্দর্য—যখন প্রেমিকা শোনে, প্রভু তার এ সৌন্দর্য দু'টোর প্রশংসা করেন, তখন সে অবিলম্বে উত্তরে বলে, *আহা, তুমি কেমন সুন্দর, প্রেমিক আমার! আহা, কেমন মনোহর তুমি* (পরমগীত ১:১৬)।

অর্থাৎ কিনা প্রেমিকা যেন বলে, আমার সরলতা ও অধ্যাত্ম গুণাবলির জন্য আমার কিছুটা সৌন্দর্য থাকতেও পারে, এসব কিছু কিন্তু আমি তোমার উদার দানশীলতা থেকেই পেয়েছি; তুমিই তো আমাকে পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করেছ; আমি ভাল যা কিছু করি না কেন, এ ক্ষমতা তুমিই তো আমাকে দিয়েছ।

কিন্তু তুমি ঈশ্বর, তুমি অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান, পিতার সনাতন পুত্র বলে তুমি তুলনার অতীত সুন্দর ও সত্যি অপরূপ। যখন আমার মুক্তির দিন এসে উপস্থিত হল, তখন তোমার কুমারী জননী পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হয়ে তোমাকে জন্ম দিলেন; তিনি অমলোদ্ভবা শুধু নন, প্রসাদ ও সত্যেও পরিপূর্ণা ছিলেন। তুমি এ জগতে এলে, তোমারই এ জগতে জীবনযাপন করলে। যারা তোমার অনুগ্রহের অংশী হতে ভালবাসে, সদ্‌গুণাবলির অলঙ্কারে তাদের অলঙ্কৃত ক'রে তুমি তোমার নিজের সৌন্দর্যের অংশী করে তুলেছ। তুমি সুন্দর, সত্যি অপরূপ, অর্থাৎ তুমি তোমার সনাতন ঈশ্বরত্বেও চমৎকার ও ধারণ-করা তোমার মানবস্বরূপের মর্যাদায়ও চমৎকার।

**শ্লোক** - পরমগীত ৫:১৬; গা ২:২০

*প্র* আমার প্রেমিকের মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত; তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!

*উ* আহা, যেরুশালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

*প্র* আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* আহা, যেরুশালেম কন্যারা, তেমনই আমার সখা।

জন্মোৎসব-অষ্টাহের সপ্তম দিন

# ৩১শে ডিসেম্বর

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:৪-১৫)

## প্রকৃত খ্রিষ্টবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনধারণ

ভ্রাতৃগণ, কেউ যেন বাইরে-উজ্জ্বল যুক্তি দেখিয়ে তোমাদের না ভোলায়, কেননা যদিও আমি সশরীরে দূরে আছি, তবু আত্মায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রিষ্টে তোমাদের বিশ্বাসের সুদৃঢ় গাঁথনি দেখে আনন্দ বোধ করছি।

সুতরাং খ্রিষ্ট যিশুকে, সেই প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল; তাঁরই মধ্যে স্থিতমূল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাওয়া-ধর্মশিক্ষা অনুসারে বিশ্বাসে অটল হও, এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়। দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, খ্রিষ্টের অনুরূপ নয়; কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা। তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ: কেননা বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। এবং অপরাধের কারণে ও আমাদের দেহ পরিচ্ছেদিত না হওয়ার কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন; সেই লিখিত ঋণপত্র

যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন; যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

**শ্লোক** - কল ২:৯-১০, ১২ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে। তিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা।

*উ* তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর।

*প্র* বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়ে ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিতও হয়ে

*উ* তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পূর্ণতা লাভ কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রাথমিক তত্ত্বমালা' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৬:১-১২)

**খ্রিষ্টের মাংসধারণ রহস্য**

আমরা যখন পবিত্র শাস্ত্রের সেই বচনগুলি ধ্যান করি যা আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর ঐশমর্যাদা ব্যক্ত করে, এবং চিন্তা করি যে তাঁকে *অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি* ও *নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত বলা হয়*; যখন চিন্তা করি যে *দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে: সমস্ত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা ও তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে; সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ* (কল ১:১৫-১৭), আমরা যখন এসব কিছু চিন্তা করি, তখন আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে শাস্ত্র বলে, ঈশ্বরের পুত্রের গৌরব ও ঐশমর্যাদার *লিখতে হলে আমি মনে করি না যে, তা-ই নিয়ে লেখা পুস্তকগুলো সমগ্র জগতেও ধরত* (যোহন ২১:২৫)। আমাদের ত্রাণকর্তার গৌরবের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আমরা যখন ধ্যান করি এ আশ্চর্য রহস্যগুলি যা ঈশ্বরের পুত্রের স্বরূপ সম্পর্কিত, তখন আমরা কেমন যেন গভীর বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে পড়ি যে যিনি সকলের চেয়ে কতই

না ঊর্ধ্বে উন্নীত, তিনি মানুষ হবার জন্য ও মানুষের মাঝে বাস করার জন্য তাঁর আপন ঐশমর্যাদা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন।

দেহগত আকারে নিজেকে দৃশ্যমান করার আগে তিনি আপন আগমনের পূর্বঘোষক ও প্রচারকরূপে নবীদের প্রেরণ করলেন। তারপর, স্বর্গে আরোহণ করার পর তিনি বিশ্বজুড়েই তাঁর ধন্য প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন। এঁরা ছিলেন সরল মানুষ, অশিক্ষিত কর-আদায়কারী ও জেলে, কিন্তু ঐশক্ষমতায়ও পরিপূর্ণ ছিলেন। এঁদের বিশেষ কাজ ছিল, তাঁরা যত জাতি ও দেশের মানুষের মধ্য থেকে এমন এক ভক্ত জনগণকে সংগ্রহ করবেন, যে জনগণ তাঁকে বিশ্বাস করবে।

কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা সম্বন্ধীয় যত মহা ও অপরূপ কথার মধ্যে যেটা মানবীয় বুদ্ধিকে অগাধ বিস্ময়ে বিস্মিত করে, যেটা মানুষের দুর্বল বিবেচনাশক্তি, ধারণা ও কল্পনার অতীত, সেটা হল এই বিশ্বাসের কথা যা অনুসারে ঐশমর্যাদার সেই সর্বশক্তিমান প্রতাপ, পিতার সেই প্রকৃত বাণী, ঈশ্বরের সেই প্রজ্ঞা যাঁর দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, এমন এক মানুষেই সীমাবদ্ধ করা হল যিনি যুদেয়ায় আবির্ভূত হলেন। একথাও বিস্ময়কর যে, ঈশ্বরের প্রজ্ঞা নারীগর্ভে প্রবেশ করলেন, শিশুরূপে জন্ম নিলেন, শিশুর মত চিৎকারও করলেন। আবার, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন, কেননা তিনি নিজেই তো বললেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন* (মথি ২৬:৩৮)। অবশেষে এ কথাও আশ্চর্যজনক যে, তাঁকে এমন মৃত্যু বরণ করতে হল যা সেকালে সবচেয়ে লজ্জাকর মৃত্যু বলে পরিগণিত ছিল—যদিও তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন।

তাই আমরা যখন তাঁর মধ্যে মানবীয় দুর্বলতার এমন কোন চিহ্ন দেখি যা তাঁকে অন্যান্য মরমানুষের চেয়ে ভিন্ন করে না, অথবা দিব্যই এমন কোন লক্ষণ পাই যা সর্বোত্তম আর অবর্ণনীয় ঈশ্বরত্বেরই লক্ষণ, তখন আমাদের এ ক্ষীণ মানবজ্ঞান দিশেহারা হয়ে পড়ে; আমরা তখন এতই বিস্মিত যে জানি না আর কীবা ভাবব, কোন্ দিকেই বা তাকাব। আমাদের বিচারবুদ্ধি যদি ঈশ্বরের কথা ভাবে, তাহলে একটি মরমানুষকেই দেখে। সে যদি খ্রিষ্টকে মানুষ বলেই ধরে, তাহলে দেখে যে এই মানুষ মৃত্যুর আধিপত্য ধ্বংস করেন, এবং বিজয়ের সম্পদ হাতে করে মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসেন।

সুতরাং এ রহস্য গভীরতম সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গেই ধ্যান করা উচিত। মানবীয় ও ঐশ স্বরূপ, এ স্বরূপ দু'টো যে অনন্য খ্রিষ্টে সত্যি বিদ্যমান, একথা দেখাতেই হবে। অনুপযুক্ত কিছু থাকলে, তা সেই অগম্য ঐশসত্তার উপর আরোপ করতে নেই; অপরদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও মায়া বলে গণ্য করতে নেই। অন্যান্য লোকদের কাছে এসব কিছু জ্ঞাত করা বা কথায় বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের শ্রেণি, বিচারবুদ্ধি ও ভাষার ক্ষমতার অতীত। বোধ হয়, স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের নিখিল সৃষ্টিও এ রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম।

## শ্লোক

প্ল ঈশ্বরের পবিত্র দিন এবার আমাদের জন্য উদিত হল; এসো, সর্বজাতি, প্রভুকে পূজা করি।

উ কারণ আজ মহা এক আলো পৃথিবীর উপর উদ্ভাসিত হল।

প্ল এসো, তাঁর চরণে প্রণত হই, তিনিই আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

উ কারণ আজ মহা এক আলো পৃথিবীর উপর উদ্ভাসিত হল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (২:৮—৩:৫)

**বরের কণ্ঠস্বর শুনে কনে তাঁর অন্বেষণ করে**

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
'ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,

আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।'
তোমরা আমাদের জন্য সেই শিয়ালদের,
ক্ষুদ্র সেই শিয়ালদের ধর,
যেগুলো যত আঙুরখেত নষ্ট করে;
কারণ আমাদের সমস্ত আঙুরখেত মুকুলিত হয়েছে।

আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই:
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।
দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে, যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগেই
ফিরে এসো, প্রেমিক আমার,
তুমি যে মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত
সেই বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণির উপর!

রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
এবার উঠে আমি নগরীর চারদিকে ঘুরব,
গলিতে গলিতে, চত্বরে চত্বরে ঘুরব,
আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করব;
অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না।
প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল;
'আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তোমরা কি দেখেছ তাঁকে?'
আমি তাদের পেরিয়ে যাচ্ছি,
এমন সময় তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে,
তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না
যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি,

আমার জননীর কক্ষে না আনি।

হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
মৃগী ও বন্য হরিণীদের দিব্যি দিয়েই বলছি:
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

**শ্লোক** - পরমগীত ২:১০, ১৪; সাম ৪৫:১১, ১২

*প্র* ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
*উ* তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।
*প্র* শোন, কন্যা, কান পেতে শোন; রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন,
*উ* তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর, তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫)

**ঈশ্বর মাংসে আত্মপ্রকাশ করলেন**

*ওই দেখ, পর্বতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন* (পরমগীত ২:৮); এ বাক্যে কিসের আভাস দেওয়া হচ্ছে? বোধ হয় বাক্যটি সুসমাচারে প্রকাশিত সেই সত্যেরই একটি আভাস দিচ্ছে, অর্থাৎ ঐশবাণীর আত্মপ্রকাশের সেই দিব্য পরিকল্পনারই একটি আভাস দিচ্ছে, যা অতীতকালেও নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল ও প্রভুর দেহগত আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করল। *ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন, জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন* (পরমগীত ২:৯খ)। বাণী পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপেই মানবজাতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করেন। প্রথমে তিনি নবীদের ও বিধানেরই নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে আমাদের আলোকিত করেন, কেননা আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নবীরা হলেন সেই জানালার

প্রতীক যার মধ্য দিয়ে আলো আসতে পারে ও জাফরি হল বিধানের আজ্ঞার কারুকার্যের প্রতীক। উভয়ের মধ্য দিয়েই সত্যকার আলোর প্রভা প্রবেশ করে। এরপর আসে পরিপূর্ণ আলোক-বিকিরণ; তা তখনই ঘটে যখন আমাদের স্বরূপের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকার আলো তাদেরই উপর উদ্ভাসিত হয় যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে। নবী ও বিধান-পুস্তকে যত ধারণা রয়েছে, সেই ধারণার আলো প্রথমে মানবাত্মার উপর উদ্ভাসিত হয় সেই জানালা ও জাফরির মধ্য দিয়ে যেগুলোকে আমাদের মন আপন করতে পেরেছে; তাতে আত্মা সূর্যকে সরাসরি দেখবার আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়। এরপরেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।

*ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী; কাছে চলে এসো, কপোতী আমার* (পরমগীত ২:১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য) এ স্বল্প কথায় বাণী আমাদের কতই না বিরাট শিক্ষা দেন! আমরা দেখেছি, তিনি কনেকে সদ্‌গুণের ঊর্ধ্বমুখী পথ ধরে যেন সিঁড়ির ধাপের পর ধাপে ঊর্ধ্বের দিকে চালিত করছেন। তিনি প্রথমে নবীদের প্রতীক সেই জানালা ও বিধানের নিয়ম-কানুনের প্রতীক সেই জাফরির মধ্য দিয়ে আত্মার কাছে আলোর একটি কিরণ প্রেরণ করেন; এইভাবে তিনি তাকে আহ্বান করেন সে যেন আলোর কাছে এগিয়ে আসে এবং এর ফলে সে যেন সেই আলোতে কপোতীর আকার ধারণ ক'রে সুন্দরী হয়ে ওঠে। এরপর, আত্মা যে দিব্য সৌন্দর্যের এখনও অংশী হয়নি, সেই দিব্য সৌন্দর্যকে যথাশক্তি গ্রহণ করবে, আর তখন তিনি পুনরায় শুরু থেকে সেই পরম সৌন্দর্যের দিকে তাকে আকর্ষণ করেন, যে সৌন্দর্যে আত্মার অংশ নেবার কথা। ফলে আত্মা নিত্যই প্রকাশিত সত্যের দিকে যত অগ্রসর হয়, তার সেই আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ে। আর শুধু তাই নয়: ঈশ্বরের সর্বাতীত অনুগ্রহে আত্মা যে আশিসধারা অবিরত গ্রহণ করছে, সেই আশিসধারার মহত্ত্বের গুণে আত্মা মনে করে সে যেন প্রথমবারেরই মত যাত্রা করছে।

অতএব আত্মা উঠলে পর বাণী আবার বলেন 'ওঠ,' আর আত্মা এলে পর তিনি বলেন 'চলে এসো।' যে কেউ এভাবেই উঠেছে, আরও ওঠবার জন্য তার সুযোগের অভাব থাকবে না, এবং যে কেউ প্রভুর দিকে ছুটে চলছে, সে দিব্য দৌড়ের শেষ গন্তব্যস্থানে কখনও পৌঁছে না। আমাদের অবিরতই ওঠা দরকার, এবং যারা দৌড় দিতে

দিতে গন্তব্যস্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, তাদের থামা উচিত নয়। ‘ওঠ,’ ‘চলে এসো,’ বাণী যতবার একথা বলেন, ততবার বাণী অধিক ঊর্ধ্বতর উচ্চতার দিকে ওঠবার শক্তিও দান করেন।

**শ্লোক** - সাম ৩৬:১০; ১ করি ১৩:১২

*প্র* তোমাতেই জীবনের উৎস ;

*উ* তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

*প্র* এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।

*উ* তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

# পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়া

## ১লা জানুয়ারী

## জন্মোৎসব-অষ্টাহের অষ্টম দিন

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (২:৯-১৭)

**খ্রিষ্ট সব দিক দিয়ে ভাইদের মত হতে চেয়েছেন**

ভ্রাতৃগণ, যাঁকে অল্পক্ষণের মত *দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে* (সাম ৮:৬ দ্রঃ), আমরা দেখছি যে, সেই যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন *গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত*, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন:

*আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,*

*তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে* (সাম ২২:২৩)।

আরও:

*আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব* (সাম ৩১:১৫; ইশা ৮:১৭ দ্রঃ);

আরও:

*এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন* (ইশা ৮:১৮)।

যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে

সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, *আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন* (ইশা ৪১:৮-৯ দ্রঃ)। এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

**শ্লোক** - লুক ১:২৮

*প্র* কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে।
*উ* যিনি তোমাকে গড়লেন, তুমি তাঁকে জন্ম দিলে। তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল।
*প্র* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।
*উ* যিনি তোমাকে গড়লেন, তুমি তাঁকে জন্ম দিলে। তুমি কুমারী থাকবে চিরকাল।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (এপিক্তেতসের কাছে পত্র ৫-৯)

**ঐশবাণী মারীয়া থেকে আমাদের স্বরূপ ধারণ করলেন**

প্রেরিতদূত যেইভাবে বলেন, *ঐশবাণী স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন। এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে* হয়েছে (হিব্রু ২:১৬-১৭), আমাদের দেহের সদৃশ দেহকেও তাঁকে ধারণ করতে হয়েছে। এজন্য মারীয়ার অস্তিত্বও প্রয়োজন ছিল, তিনি যেন মারীয়া থেকে সেই দেহকে ধারণ করতে পারতেন ও আপন দেহেরই বলে তা আমাদের খাতিরে অর্পণ করতে পারতেন। তাঁর জন্মের কথা বিষয়ে শাস্ত্র বলে, *তিনি তাঁকে কাপড়ে জড়ালেন* (লুক ২:৭)। তাঁর সেই বুকও ধন্য বলে ঘোষিত, যে বুকের দুধ যিশু খেলেন; প্রসবের সময়ে গর্ভ উন্মুক্ত হলে এক বলি যেন অর্পিত হল। যাতে মনে না হয় যে সেই দেহকে বাইরে থেকেই মারীয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছিল, সেজন্য গাব্রিয়েলও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে সংবাদ দেওয়ার সময়ে এমনি বলেননি 'তোমার মধ্যে' যা জন্ম নেবে; তিনি বরং বললেন, *তোমা থেকে* (লুক ১:৩৫), যেন বিশ্বাস করা যেতে পারে যে যিনি তাঁর গর্ভে জন্ম নিচ্ছিলেন, তিনি মারীয়া থেকে উদ্ভূত।

এমনটি ঘটেছিল যেন বাণী আমাদের স্বরূপ ধারণ ক'রে, তা বলিরূপে উৎসর্গ ক'রে ও নিজের মৃত্যুতে তা ধ্বংস ক'রে নিজেরই স্বরূপে আমাদের পরিবৃত করতে পারেন; তাতে প্রেরিতদূত একথা বলতে পারলেন, *এ ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে আর এ মরদেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে* (১ করি ১৫:৫৩)।

এসব কিছু কিন্তু রূপকথা নয়; বেশ কয়েকজন তাই মনে করছে, তা কিন্তু দূরের কথা! বরং আমাদের ত্রাণকর্তা সত্যি মানুষ হওয়ায়ই সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ এল; আমাদের পরিত্রাণ কোন মতে রূপকথা নয়। কেবল দেহেরই পরিত্রাণ হল, তাও সত্য নয়; বরং সেই বাণীতে গোটা মানুষেরই যথা আত্মা ও দেহেরই পরিত্রাণ সাধিত হল।

ঐশশাস্ত্র অনুসারে, মারীয়ার গর্ভ থেকে যা বেরিয়ে এল, স্বরূপে তা মানবীয় ছিল: প্রভুর দেহ বাস্তবই ছিল। আবার বলছি, সেই দেহ বাস্তবই ছিল যেহেতু আমাদের দেহেরই মত ছিল। এজন্য মারীয়া আমাদের বোন, কেননা আদম থেকেই আমাদের সকলের উদ্ভব হয়েছে।

যখন যোহন বলেন, *বাণী হলেন মাংস* (যোহন ১:১৪), তখন তা একই অর্থ বহন করে, কেননা সদৃশ ধরনের শব্দের মাধ্যমেই তা ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন সাধু পল একই প্রকারে বলেন, *খ্রিষ্ট আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন* (গা ৩:১৩)। আসলে বাণীর সঙ্গে সহভাগিতা ও সংযোগ গুণে মানবদেহ মহাদান লাভ করেছে: মরণশীলতা থেকে সে হয়ে উঠল অমর, তার প্রাকৃতিক স্বরূপ হয়ে উঠল অধ্যাত্ম, মাটি দিয়ে তৈরী হয়েও সে স্বর্গের দ্বারে প্রবেশ করল।

মারীয়া থেকে বাণী দেহ গ্রহণ করলেও ত্রিত্ব অক্ষুণ্ন হয়ে থাকেন, তাঁর কোন বৃদ্ধি হয় না, কোন ঘাটতিও হয় না; সেই ত্রিত্ব বরং নিত্যই পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন; তাই যেমন ত্রিত্বের মধ্যে একেশ্বরকেই স্বীকার করা হয়, তেমনি মণ্ডলীর মধ্যে বাণীর পিতাকে একমাত্র ঈশ্বর বলে ঘোষণা করা হয়।

**শ্লোক** - লুক ১:৪২ দ্রঃ

*প্র* কি করে তোমার বন্দনা করব, হে পবিত্রা কুমারী মারীয়া?

*উ* স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℣ স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৪০:৬, ১১)

**ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,**
**যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন**

যখন সময় পূর্ণ হল, প্রাক্তন সন্ধিতে নিহিত অনুগ্রহ যেন নবসন্ধিতে পূর্ণপ্রকাশ পায়, তখন *ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন* (গা ৪:৪)। ঈশ্বর যাঁকে প্রেরণ করলেন ও যাঁকে নারীজাত রূপে চাইলেন, তুমি যেন সেই পুত্রের প্রকৃত পরিচয় পেতে পার, এবং যিনি মানবপরিত্রাণের জন্য এতখানি হীনাবস্থায় নিজেকে নমিত করলেন সেই ঈশ্বরের মহত্ত্ব তুমি যেন পূর্ণমাত্রায় বুঝতে পার, সেজন্য তুমি এখন সুসমাচারের কথায় মনোযোগ দাও: *আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী; বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী* (যোহন ১:১-২)। সুতরাং এই ঈশ্বর, ঈশ্বরের এই বাণী যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন সেই ঈশ্বরের পুত্র যিনি অপরিবর্তনশীল, সর্বত্র বিরাজমান, এক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অখণ্ড, সর্বত্র উপস্থিত, ধর্মহীনদের মনেও উপস্থিত যদিও তারা তাঁকে দেখতে পায় না—ঠিক যেইভাবে অন্ধ মানুষ দিনের আলো অনুভব না করতে পারলেও তবু সেই আলো সবই উদ্ভাসিত করে। ফলে তিনি সেই অন্ধকারের মধ্যেও জাজ্বল্যমান, যে অন্ধকারের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *একসময় তোমরা অন্ধকার ছিলে, এখন কিন্তু প্রভুতে তোমরা আলো* (এফে ৫:৮)। তাই ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীন হয়েই জন্ম নিলেন। তিনি বিধানপালন মেনে নিলেন যেন *মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন* (গা ৪:৫); অর্থাৎ তিনি তাদেরই মুক্তি দিলেন বিধান যাদের পাপের ক্রীতদাস-অবস্থায় বেঁধে রাখত: বস্তুতপক্ষে অক্ষরকে জীবনদান করার জন্য আত্মা না আসা পর্যন্ত আদেশ পালন না করলে অক্ষর মানুষকে হত্যাই করত, কেননা বিধান পূর্ণতা লাভ করে

শুধু সেই ঐশভালবাসায় যা *আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)।

*যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীন যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন;* একথার পরে প্রেরিতদূত বলে চলেন, *যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি* (গা ৪:৫)। এতে নির্ণয় করা হয় মানুষকে দেওয়া অনুগ্রহ ও সেই প্রেরিত পুত্রেরই স্বরূপের মধ্যকার পার্থক্য, যিনি দত্তকপুত্রত্বের ভিত্তিতে নয়, সনাতন প্রজননেরই ভিত্তিতে পুত্র, যিনি মানবসন্তানদের স্বরূপের অংশী হলেন যাতে তাদের দত্তকপুত্র ক'রে তাঁর আপন স্বরূপেরই অংশীদার করে তুলতে পারেন। এজন্য যখন সাধু যোহন বলেন, *তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার* (যোহন ১:১২), তিনি তখন, পাঠক যেন দৈহিক জন্মের কথা না ধরে, বলে চলেন, *তারা তাঁর নামে বিশ্বাসী,* তারা আত্মিক অনুগ্রহেই *রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত* (যোহন ১:১৩); আর এভাবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই এ রহস্যময় পরস্পর-পরিপূরকতা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন; আর আমরা তেমন উপকারিতার সামনে বিস্মিত হয়ে তা পাবার আশা যেন না হারাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *বাণী হলেন মাংস, আর আমাদের মধ্যে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪)। তিনি ঠিক যেন বলেন, হে মানুষ, ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার-লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ো না, কেননা ঈশ্বরের পুত্র নিজেই, সেই ঐশবাণীই *হলেন মাংস আর আমাদের মধ্যে বাস করলেন।* তোমরাও তাই কর, আত্মা হয়ে উঠে তোমরা তাঁরই মধ্যে বাস কর যিনি মাংস হলেন ও আমাদের মধ্যে বাস করলেন। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মাংসের অংশী হয়ে মানবপুত্র হলেন, ফলে ঐশবাণীতে অংশগ্রহণ গুণে মানবপুত্র আমরাও ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠব—এবিষয়ে নিরাশ হওয়ার আর কোন কারণ নেই।

শ্লোক - সাম ১৯:৬; এজে ৪৪:২-৩ দ্রঃ

*প্র* সত্যকার ঈশ্বর সেই পিতা-জনিত বাণী স্বর্গ থেকে কুমারীর গর্ভে নেমে এলেন, তিনি যেন প্রাচীন আদমের একই মাংসে পরিবৃত হয়ে আমাদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারেন:

*উ* রুদ্ধ দরজা সেই কুমারীগর্ভ থেকে তিনি ঈশ্বর ও মানুষ, আলো ও জীবন ও বিশ্বস্রষ্টা রূপে বেরিয়ে এলেন।

*প্র* বরের মত প্রভু বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন।

*উ* রুদ্ধ দরজা সেই কুমারীগর্ভ থেকে তিনি ঈশ্বর ও মানুষ, আলো ও জীবন ও বিশ্বস্রষ্টা রূপে বেরিয়ে এলেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - গাবালার বিশপ সেভেরিয়ানুসের উপদেশ থেকে পাঠ (খ্রিষ্টের মাংসধারণ)

### খ্রিষ্টবিশ্বাস প্রেরিতদূতদের শিক্ষার উপরেই স্থাপিত

খ্রিষ্টের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা একটি রহস্য বলে গ্রহণযোগ্য। একটি রহস্য কিন্তু কোন কথায় ব্যক্ত হতে পারে না, বরং তার নিজের বাস্তবতা দ্বারাই রহস্যটি ঘোষিত। খ্রিষ্টকে যা নির্দেশ করে, শাস্ত্র তা-ই রহস্য বলে। উদাহরণ যোগে সাধু পল বলেন, এই *রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম* (এফে ৫:৩২), আবার তিনি বলেন, *ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান: তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত* (১ তি ৩:১৬)।

তোমরা যদি খ্রিষ্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে বা শিখতে চাও, তাহলে তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে বা কোন পণ্ডিতকে যাচাই না করে বরং একটি নবীর কাছেই প্রশ্ন রাখ, একটি প্রেরিতদূতের কাছেই জিজ্ঞাসা কর, একটি স্বর্গদূতের কাছে পরামর্শ চেয়ে নাও; আর তাঁরাও উত্তর দিতে না পারলে তবে পিতাকেই অবলম্বন কর। নবীদের কাছে এ প্রশ্ন রাখলে, 'খ্রিষ্ট কে?', নবীরা সমস্বরে উত্তরে বলবেন, *তিনি আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনি সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। অবশেষে তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন* (বারুক ৩:৩৬-৩৮)। হয় তো তোমরা অনুসন্ধানটা আরও পরিব্যাপ্ত করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'এ খ্রিষ্ট প্রকৃতপক্ষে কে? কীভাবে তাঁর জন্ম হল?' তোমরা ঐশশিশু সম্বন্ধে অনুচিত কৌতূহল দেখালে, নবীরা তোমাদের স্পর্ধা ছেটে ফেলে প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন রাখবেন, আমাদের বুদ্ধি যা ধারণ করতে পারল না, তোমরাই কি তা ধারণ করতে পারবে? তোমরা যদি শিখতে ইচ্ছা কর, তাহলে একথাই শেখ: তিনি ঈশ্বর। তোমরা তাঁর জন্মের কথা তলিয়ে দেখতে

চাও, অথচ তোমাদের পক্ষে আমাদের এ বাণী শেখা প্রয়োজন, *কেইবা তাঁর উদ্ভবের কথা বর্ণনা করতে পারে?* (ইশা ৫৩:৮ সত্তরী পাঠ্য)।

একটি প্রেরিতদূতকে, এমনকি প্রেরিতদূতবর্গকেও জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা উত্তর দেবেন, খ্রিষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আদিতেই ঈশ্বর ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বর, তিনি সনাতন ঈশ্বর। আর তাঁরা বলে চলবেন, *তিনি পিতার গৌরবের প্রতিবিম্ব, তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ* (হিব্রু ১:৩), *তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি* (কল ১:১৫), *ও নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবিকছু ধারণ করে আছেন*। আরও জানতে চাইলে, হয় তো তোমরা বলবে, 'এসব ঠিক আছে; কিন্তু তিনি যে কীভাবে জন্ম নিলেন, একথা না জেনে আপনারা কী করেই বা জানতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র?' তবে তাঁরা উত্তরে বলবেন, *বাণী হলেন মাংস, আমাদের মাঝে বাস করলেন। আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ* (যোহন ১:১৪)।

ধর, প্রেরিতদূত ও নবীদের কথা পরিত্যাগ করে তোমরা স্বর্গদূতদেরই কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন রাখ, 'কেইবা সেই খ্রিষ্ট যাঁর কথা প্রচার করা হয়?' তখন যাঁরা রাখালদের কাছে শুভসংবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরা বলবেন, 'আমরা তো অযথা প্রশ্ন রাখতে নয়, তাঁর গৌরবগান করতে শিখেছি, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব! ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)। আর আমাদের ঘোষণা এরূপ, *আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু* (লুক ২:১০-১১)। আর তিনি যে সেই খ্রিষ্ট ও সেই ত্রাণকর্তা, এবিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।' তোমরা যদি এ প্রশ্নও রাখ, 'আমাদের বল, তাঁর কী স্বরূপ, কীভাবে তিনি জন্ম নিলেন, কীভাবেই বা তিনি ও পিতা একমাত্র অখণ্ড শক্তি?' তাহলে তাঁরা উত্তর দেবেন, 'তোমরা কি নবীর এ বাণী শোননি, *প্রভুর প্রশংসা কর স্বর্গলোক থেকে, তাঁর প্রশংসা কর ঊর্ধ্বলোকে, তাঁর প্রশংসা কর তাঁর সকল দূত, তাঁর প্রশংসা কর তাঁর সকল বাহিনী* (সাম ১৪৮:১-২); *তাঁর সেবাকর্মী যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা, তোমরা বল ধন্য প্রভু* (সাম ১০৩:২১)।

আমাদের এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর স্বরূপকে অযথা অনুসন্ধান না করে আমরা বরং যেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি।'

**শ্লোক** - ১ যোহন ১:২; ৫:২০

*প্র* জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল ; আমরা তা দেখেছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি,

*উ* যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

*প্র* আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আমরা সেই সত্যময়ে আছি ; তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই সেই অনন্ত জীবন,

*উ* যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

# পাঠসংগ্রহ - আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী সপ্তাহ

জন্মোৎসবের পরবর্তী

## ২য় রবিবার

প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব ৬ই জানুয়ারীতে পালিত হলে, তবে এ রবিবার ২ ও ৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ দিনের তারিখ অনুসারে।

জানুয়ারী ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সূচী

## ২রা জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১৬—৩:৪)

**খ্রিষ্টে নতুন জীবনধারণ**

ভ্রাতৃগণ, খাদ্য বা পানীয়, পর্ব বা অমাবস্যা বা শাব্বাৎ, এসব সম্বন্ধে কেউই যেন তোমাদের আর বিচার না করে: এসব কিছু তো আসন্ন বিষয়ের ছায়ামাত্র, আসল বস্তু খ্রিষ্টের দেহই! যে কেউ মূল্যহীন ধর্মক্রিয়া পালনে ও স্বর্গদূতদের পূজায়ই তৃপ্তি পায়, সে যেন জয়মুকুট পাওয়া থেকে তোমাদের বঞ্চিত না করে; সে যে যে দর্শন পেয়েছে বলে মনে করে, সেগুলি অনুসারেই চলে, নিজের মানবীয় মনের গর্বে স্ফীত হয়, অথচ সে সেই মাথাকে আঁকড়ে ধরে না, যাঁর থেকে গোটা দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বর দ্বারা নিরূপিত বৃদ্ধিক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জগতের আদিম শক্তিগুলোকে ত্যাগ করে তোমাদের যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে, তখন কেন তোমরা সেই সমস্ত নিয়ম-বিধিকেই নিজেদের উপর শাসন চালাতে

দিচ্ছ ঠিক যেন এখনও জগতে জীবনযাপন করছ? কেন 'এটা ধরো না; ওটা মুখে দিয়ো না, সেটা স্পর্শ করো না' তেমন বিধিনিষেধের অধীন হতে চাও? এমনি ব্যবহার করলে যে সেগুলো ক্ষয় হয়, সেটাই তো সেই সবিকছুর নিয়তি: কেননা সেগুলো মানুষেরই বিধিনিয়ম ও নীতিকথা। সেগুলো দেখতে ইচ্ছাশক্তি-গঠন, বিনম্রতা-অর্জন ও কঠোর দেহদমন ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু রক্তমাংসগত ভোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সেগুলো একেবারে মূল্যহীন।

সুতরাং, তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

শ্লোক - কল ৩:১-২; লুক ১২:৩৪

প্র তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন।

উ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।

প্র তোমাদের ধনসম্পদ যেখানে থাকে, সেখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

উ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।

দ্বিতীয় পাঠ - বেজিয়েরের বিশপ সেদাতুসের উপদেশ থেকে পাঠ

**খ্রিষ্টের অনুকরণ ক'রে মানুষ খ্রিষ্টকে জন্মদান করে**

প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্বে বহু ভাববাণী জগৎকে নিয়তই দেখাচ্ছিল সেই জন্মের প্রয়োজনীয়তা। ধন্য কুলপতিদের ভক্তি এজন্মের কথায় কেন্দ্রীভূত ছিল। সেই সময় খ্রিষ্টের জন্ম বিভিন্ন পূর্বলক্ষণ ও দৃষ্টান্তেই আভাস পাচ্ছিল, তবু তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে একদিন তা ঘটবেই ঘটবে।

সাপের মাথা নারীর এক বংশধর দ্বারাই নিষ্পেষিত হবে, একথা জেনে আমাদের মানবকুলের মাতা হবাই প্রথম সেই জন্মের প্রতিশ্রুতি পেলেন। কুলপতিদের প্রধান সেই আব্রাহামও এ দিব্য রহস্য বিষয়ে যথেষ্ট নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। তিনি আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর বংশধরের মধ্য দিয়ে সকল জাতি তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবে। তাঁর সেই নীরস লাঠিতে যখন পাতা গজিয়ে উঠল আর বাদাম উৎপন্ন হল, তখন আরোনও ভাববাণী দিলেন, খ্রিষ্ট হবেন কুমারী-গর্ভের ফল। এ ছিল সেই সত্য, যে সত্যের বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন সময়ে জগৎসৃষ্টি থেকে সকল নবী ও সকল ধার্মিক ব্যক্তি কথা ও কাজে সাক্ষ্যদান করেছিলেন, যথা সর্বকালের আগে যিনি পিতার সনাতন জনিত পুত্র, আমাদের সেই মুক্তিসাধক কালের পূর্ণতায় কুমারী-গর্ভে মরমানুষ হয়ে জন্ম নেবেন।

উপযুক্ত সময়ে যখন সেই রহস্য প্রকাশ পেল, তখনও খ্রিষ্টের মাংসধারণের অনুগ্রহ বিষয়ে সাক্ষীর অভাব ছিল না। সেই ক্ষণ থেকে বহু সাক্ষীর আবির্ভাব হল: জীবনকালে খ্রিষ্টকে আলিঙ্গন করার যোগ্যতা লাভ ক'রে তাঁরা সাধারণ দাস বলে পরিগণিত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যিনি সদ্‌গুণ ও শিক্ষাদানের দিক দিয়ে প্রধান, তিনি হলেন সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি খ্রিষ্টের জুতো খুলতে নিজেকে অযোগ্যই বলে ঘোষণা করলেন। জাখারিয়া ভাববাণী দিলেন, সেই উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন; এবং ধর্মাত্মা শিমেয়োন ঈশ্বরের পরিত্রাণ দে'খে ও স্পর্শ ক'রে তাঁর মনের আনন্দ ধ্বনিত করলেন।

তাই এমনটি ঘটল যে, উভয় সন্ধির পিতৃপুরুষদের মধ্য দিয়ে বহু কঠিনহৃদয় মানুষ আপন বুদ্ধির অতীত কথায় বিশ্বাস করল। তাই করল কেননা যাঁরা সেই কথা বলতেন তাঁরা ছিলেন অসংখ্য ও বিখ্যাত সাক্ষী। যাঁরা খ্রিষ্টের মাংসধারণের আগে ও যাঁরা মাংসধারণের পরে জীবনযাপন করলেন, তাঁদের দায়িত্ব আলাদা ছিল বটে, তবুও তাঁরা একই বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করলেন বিধায় খ্রিষ্ট তাঁদের সকলেরই জন্য জন্ম নিলেন।

কিন্তু অধিক আশ্চর্যের কথা এ, খ্রিষ্ট আজও আমাদের কাছে জন্ম নিতে থাকেন। তিনি প্রতিদিন সম্মতি দেন যেন যে কোন বিশ্বাসী আত্মা তাঁকে জন্ম দিতে পারে। প্রসবের

সময়ে প্রভুর জননীর বেলায় কুমারীত্ব যা শরীরীরূপে সাধন করেছিল, পাপমুক্ত ও পুণ্যে পরিপূর্ণ বিবেক আধ্যাত্মিক ভাবেই আমাদের অন্তরে তা সাধন করে থাকে। একজন ব্যক্তি যখন ধন্যা মাতা মণ্ডলীর গর্ভে খ্রিষ্টদেহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার অঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন তার বিশ্বাস গুণে সে খ্রিষ্টের ভাই হয়ে ওঠে। তিনি নিজেই সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতার মুখ দিয়ে বললেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব* (সাম ২২:২৩)। তাছাড়া প্রেরিতদূত আমাদের বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে তিনি মাতা হতে পারেন: *হে আমার সন্তানেরা, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (গা ৪:১৯)।

তাই এমনটি ঘটে যে, আমরা প্রভুতে যা সম্মান করি, তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করে আমরাও তা হয়ে উঠতে পারি। মনে মনে আমরা যদি মাথারই সঙ্গে সংযুক্ত থাকি, তাহলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যও আমাদের চেষ্টা করা উচিত; অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরের সেই সেবকদেরই সঙ্গে মিলিত হতে হবে যাঁরা, যেমন আগে বলেছি, সাক্ষ্য দিলেন যে ঈশ্বরের পুত্র একদিন মাংসগত ভাবে আসবেন। আমরা যখন তাঁদের সদ্‌গুণের কথা শুনি, স্মরণ করি ও পালন করি, তখনই আমরা খ্রিষ্টকে স্বর্গলোক থেকে এ মর্তলোকে নিয়ে আসি।

শ্লোক - গা ৪:৪; যোহন ১:২৯

*প্র* যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন

*উ* ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন।

*প্র* ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন! তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার পূর্বেও ছিলেন।

*উ* ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (৪:১–৫:১)

**বর খ্রিষ্ট আপন কনে মণ্ডলীর ভালবাসা বাসনা করেন**

আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার!
কেমন সুন্দরী তুমি!
পরদার পিছনে
তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ;
তোমার চুল ছাগপালের মত
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
তোমার দাঁত লোমকাটার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এমন মেষপালের মত
যা স্নাত হয়ে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
তাদের মধ্যে একটাও সঙ্গীহীন নয়।
তোমার ওষ্ঠ সিঁদুরে-লাল ফিতা স্বরূপ,
তোমার কথন মনোহর,
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত,
তোমার গলদেশ দাউদের সেই দুর্গের মত
যা নৈপুণ্যের সঙ্গে নির্মিত;
তার মধ্যে হাজার ঢাল টাঙানো,
—সবগুলো বীরপুরুষেরই ঢাল।
তোমার কুচযুগল দু'টো হরিণশাবকের মত,
হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত
যা লিলিফুলের মধ্যে চরে বেড়ায়।
দিনের প্রথম বাতাস বওয়ার আগে,
যত ছায়া পালিয়ে যাওয়ার আগে

আমি গন্ধনির্যাসের পর্বতে যাব,
ধূপধুনোর উপপর্বতে যাব।
সখী আমার, তুমি সর্বাঙ্গসুন্দরী,
তোমাতে কালিমা নেই।
কনে আমার, আমার সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
আমারই সঙ্গে লেবানন থেকে এসো;
নেমে এসো আমানার পর্বতচূড়া থেকে,
সেনির ও হার্মোনের পর্বতচূড়া থেকে,
সিংহদের বাসস্থান থেকে,
চিতাবাঘের পাহাড়পর্বত থেকে।
তুমি আমার মন হরণ করেছ,
বোন আমার, কনে আমার!
তুমি আমার মন হরণ করেছ
তোমার এক চাহনিতে,
তোমার মালার একটা রত্নায়।
তোমার প্রেম কেমন মনোরম,
বোন আমার, কনে আমার!
তোমার প্রেম-লীলা আঙুররসের চেয়েও কতই না তৃপ্তিকর!
তোমার তেলের সুবাস
সমস্ত সুগন্ধি দ্রব্যের চেয়েও কতই না উৎকৃষ্ট!

কনে! তোমার ওষ্ঠ বেয়ে
ফোঁটা ফোঁটা বন্যমধু ঝরে পড়ে,
তোমার জিহ্বার তলে রয়েছে মধু ও দুধ;
তোমার পোশাকের সুগন্ধ লেবাননের সুগন্ধের মত।
বোন আমার, কনে আমার, তুমি রুদ্ধ উদ্যান,
তুমি রুদ্ধ জলাশয়, সীলমোহর-যুক্ত নির্ঝর।

তোমার চারাগুলি একটা ডালিম-বাগান :
তার মধ্যে রয়েছে সুস্বাদু যত ফল,
জটামাংসীর সঙ্গে মেহেদিগাছ,
জটামাংসী ও কুঙ্কুম,
বচ, দারুচিনি ও সবরকম সুগন্ধি ধুনোগাছ,
গন্ধনির্যাস, অগুরু ও শ্রেষ্ঠ যত সুগন্ধির গাছ।

তুমি যত উদ্যানের জল-সিঞ্চনকারী উৎস,
তুমি জীবন্ত জলের কূপ,
লেবানন থেকে উৎসারিত স্রোতোমালা।
হে উত্তরা বাতাস, জাগ ;
হে দক্ষিণা বাতাস, তুমিও এসো !
আমার উদ্যানে বও,
উদ্যানের নানা সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ুক।
আমার প্রেমিক নিজের উদ্যানে আসুন,
তার সেরা ফল ভোগ করুন।

বোন আমার, কনে আমার,
আমি আমার উদ্যানে এসেছি !
আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করছি,
চাকসমেত আমার মধু চুষে খাচ্ছি,
আমার আঙুররস ও দুধ পান করছি।

হে আমার সখাসকল ! খাও, পান কর ;
তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল !

শ্লোক - সাম ৪৫:১১-১২; ইশা ৬২:৪-৫

*প্র* শোন, কন্যা, কান পেতে শোন : তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও :

℣ তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।

℟ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন, তোমার পরমেশ্বর তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

℣ তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫:৪-৬)

**যিশুই প্রাণের মাধুর্য**

'পরম গীত' পুস্তক জুড়ে তোমরা বাণী-ঈশ্বরের পূর্বাভাস পাবে। একথা থেকে আমি অনুমান করি, এ বাক্যেও বাণীর কথা নিহিত, *আমাদের প্রাণ-নিশ্বাস যিনি তিনি হলেন খ্রিষ্ট প্রভু; তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মাঝে জীবনযাপন করব* (বিলাপ ৪:২০ লাতিন পাঠ্য)। আমরা এখনও মুখোমুখি হয়ে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, এখন তো যেন আয়নায়, অস্পষ্ট ভাবেই দেখছি। তথাপি যতদিন আমরা এ জগতের জাতিগুলির মাঝে বাস করি, ততদিন মাত্র একথা সত্য। আমরা যখন স্বর্গদূতদের সঙ্গে থাকব, তখন সবকিছু অন্যরকম হয়ে যাবে: তাঁরা যে আনন্দ এখন ভোগ করছেন, আমরাও একই আনন্দ ভোগ করব। তখন আমরা অস্পষ্ট ভাবে নয়, তাঁর প্রকৃত দিব্য স্বরূপ অনুসারেই তাঁকে দেখতে পাব।

আমরা তো জানি, প্রাচীনকালে বাস্তবতা ছায়ায় ও দৃষ্টান্তে আবৃত ছিল; এখন কিন্তু মাংসগত ভাবে উপস্থিত খ্রিষ্টের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আসল বাস্তবতা আমাদের উপর উদ্ভাসিত। একই প্রকারে আমরা বর্তমানে ভাবী জগতের বাস্তবতার ছায়ায় জীবনযাপন করছি। কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবে না, যদি না সে প্রেরিতদূতের এ বাণীও অস্বীকার করে, *আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ*; তিনি এবিষয়ে আবার বলেন, *আমি মনে করি না, [যা পাবার বাসনা করি] ইতিমধ্যে তা জয় করেছি* (ফিলি ৩:১৩)। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যারা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে চলে ও যারা দিব্য দর্শনের অধিকারী, তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; একদিকে ধার্মিক বিশ্বাসগুণেই জীবনযাপন করে, অপরদিকে স্বর্গীয় প্রাণীরা ঐশদর্শনেই আনন্দ উপভোগ

করেন। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, ইহলোকে ধার্মিক খ্রিষ্টের ছায়ায় জীবনযাপন করে, কিন্তু স্বর্গদূতবাহিনী তাঁর শ্রীমুখের গৌরবের প্রভায় প্লাবিত।

ধন্য বিশ্বাসের ছায়া! এ ছায়া জ্যোতিকে আমাদের ক্ষীণ চোখে সহনীয় ক'রে একইসঙ্গে জ্যোতিকে সম্পূর্ণরূপে দেখবার জন্য চোখকে প্রস্তুত করে। শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন; এতে বোঝা যায়, বিশ্বাস জ্যোতিকে নিবায় না, বরং রক্ষাই করে। স্বর্গদূতেরা যা দেখেন, সেইসব কিছু বিশ্বাসের অন্ধকার দ্বারা আমার জন্য গচ্ছিত রাখা আছে; সেইসব কিছু বিশ্বাসীর অন্তরে সঞ্চিত হয়, সময় পূর্ণ হলে তা যেন পূর্ণ প্রকাশ পায়। প্রভুর জননীও বিশ্বাসের অন্ধকারে জীবনযাপন করলেন; তাঁকে কি একথা বলা হয়নি যে, *তুমি সুখী; কেননা তুমি বিশ্বাস করেছ* (লুক ১:৪৫ দ্রঃ); ও *পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে* (লুক ১:৩৫)। যখন তিনি দূতের এবাণী শুনলেন, তখন খ্রিষ্টের দেহই তাঁর উপরে নিজের ছায়া বিস্তার করল। এ সাধারণ একটা ছায়া হতে পারত না, কেননা পরাৎপরেরই পরাক্রম থেকে সেই ছায়া আসছিল। এমনকি, কুমারীর উপরে ছায়া বিস্তার করার সময়ে খ্রিষ্টের মাংসে অবশ্যই পরাক্রম ছিল। যিশুর জীবনদায়ী দেহের রক্ষী ছায়ায় কুমারী মারীয়া ঐশগৌরবের উপস্থিতি সহ্য করতে আর অগম্য জ্যোতিকে বরণ করতে সক্ষম হয়ে উঠলেন—এসব কিছু সহ্য করা সাধারণ নারীর পক্ষে সম্ভব হত না। নিঃসন্দেহে এ তো সেই পরাক্রম যা শত্রুদের যত সেনাদল পরাজিত করল; তা ছিল একাধারে এমন পরাক্রম ও ছায়া, যা প্রেরণা ও বিশ্রাম, অপদূতদের বিতাড়ক ও মানুষের রক্ষী।

অতএব আমরা যারা বিশ্বাসগুণে চলাচল করি, আমরা তো খ্রিষ্টের ছায়ায় জীবনযাপন করি ও আমাদের জীবন তাঁর দেহ দ্বারাই পরিপুষ্ট; কেননা খ্রিষ্টের মাংস সত্যকার খাদ্য। অবশ্য এ কারণেই পরম গীত বরকে পালকের মত অঙ্কন করে এবং কনে তাঁর সঙ্গে একটা পালকেরই সঙ্গে যেন কথা বলে, *আমাকে বল, কোথায় তুমি পাল চরাবে? মধ্যাহ্নে কোথায় পাল শুইয়ে রাখবে?* (পরমগীত ১:৭)। খ্রিষ্ট হলেন সেই উত্তম পালক যিনি মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি জীবন ও মাংস পালের জন্য

বিসর্জন দেন: তাদের মুক্তি দেবার জন্য জীবন, তাদের পরিপুষ্ট করার জন্য মাংস। এ কী আশ্চর্য কথা! খ্রিষ্ট নিজেই পালক, চারণভূমি ও মুক্তিমূল্য!

**শ্লোক** - ইশা ৪০:১০-১১; যোহন ১০:১১

*প্র* দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল।

*উ* তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন; কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

*প্র* আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম পালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়।

*উ* তিনি শাবকদের বাহুতে সংগ্রহ করেন; কোলে করে তাদের বহন করেন, দুগ্ধদাত্রী মেষিকাদের ধীরে ধীরেই চালনা করেন।

# ৩রা জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:৫-১৬)

**নবমানুষের জীবনধারণ**

ভ্রাতৃগণ, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রিষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল।

**শ্লোক** - গা ৩:২৭-২৮ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্টে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে আমরা খ্রিষ্টকে পরিধান করেছি:

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে আমরা সকলে এক।

*প্র* এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই:

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে আমরা সকলে এক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৭শ বিভাগ ৭-৯)

**ভালবাসার দু'টো আজ্ঞা**

ভাববাণী অনুসারে *পৃথিবীতে বাণী একীভূত করার জন্য* (রো ৯:২৮ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ) ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে ভালবাসার আচার্য স্বয়ং প্রভু এলেন, এবং দেখালেন যে বিধান ও নবীদের কথা ভালবাসার দু'টো আজ্ঞায় কেন্দ্রীভূত।

ভ্রাতৃগণ, আমার সঙ্গে স্মরণে রাখ সেই আজ্ঞা দু'টো কী কী। সেগুলি এত পরিচিত হবার কথা যে, আমি স্মরণ করিয়ে দিলে তখনই মাত্র যে তোমাদের মনে পড়বে তেমন উচিত নয়; সেগুলি বরং তোমাদের হৃদয় থেকে যেন কখনও বিলীন না হয়। সবসময়ই, নিয়তই মনে রেখ যে ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালবাসতে হয়: *প্রভুকে ভালবাস সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত মন দিয়ে; এবং তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাস* (মথি ২২:৩৭, ৩৯ দ্রঃ)।

একথাই সবসময় চিন্তা করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, স্মরণ করতে হবে, পালন করতে হবে ও পূরণ করতে হবে। আজ্ঞা ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে ভালবাসা প্রথম, কিন্তু বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে ভালবাসা প্রথম। যিনি তোমাকে দু'টো আজ্ঞায় ভালবাসার

আজ্ঞা দেন, তিনি তো আগে প্রতিবেশী ও তারপরে ঈশ্বরের কথা নয়, বরং আগে ঈশ্বর ও তারপরে প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করে শিক্ষা দেন।

তথাপি, যেহেতু তুমি এখনও ঈশ্বরকে দেখতে পার না, সেজন্য প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তুমি তাঁকে দেখবার পুরস্কার পাবে; প্রতিবেশীকে ভালবেসেই তুমি তো ঈশ্বরকে দেখবার জন্য চোখ শুদ্ধ কর, যেমনটি যোহন স্পষ্টভাবে বলেন, *তুমি যদি নিজের ভাইকে, যাকে দেখতে পার, ভাল না বাস, কি করে সেই ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারবে যাঁকে দেখতে পার না?* (১ যোহন ৪:২০ দ্রঃ)।

দেখ, তোমাকে বলা হচ্ছে: ঈশ্বরকে ভালবাস। তুমি যদি আমাকে বল, আমাকে দেখাও কাকে ভালবাসব, তাহলে আমি কীবা উত্তর দেব যোহনের সেই বাণী ছাড়া যা অনুসারে *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি* (যোহন ১:১৮)। কিন্তু তুমি যেন না মনে কর যে ঈশ্বরের দর্শন থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত, সেজন্য তিনি বলে চলেন, *ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে* (১ যোহন ৪:১৬)। সুতরাং প্রতিবেশীকে ভালবাস, এবং তোমার অন্তরে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রতিবেশীর প্রতি তোমার ভালবাসা কোত্থেকে আসে একথা বুঝতে চেষ্টা কর; সেইখানে তুমি, তোমার সাধ্য অনুসারে, ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

অতএব প্রতিবেশীকে ভালবাসা নিয়েই শুরু কর। ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও, উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না (ইশা ৫৮:৭ দ্রঃ)।

তেমন ব্যবহার করলে তুমি কী পাবে? *তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে* (ইশা ৫৮:৮)। তোমার আলো তো তোমার ঈশ্বর; তিনি তোমার উষা, কেননা তিনি এ সংসারের রাতের পরেই তোমার কাছে আসবেন: তাঁর উদয়ও হয় না, অস্তও হয় না, কেননা তিনি নিত্যই থাকেন।

প্রতিবেশীকে ভালবেসে ও প্রতিবেশীর প্রতি যত্ন দেখিয়েই তুমি তো পথ চল। কোন্ দিকেই বা তুমি পথ চল, প্রভু ঈশ্বরের দিকে ছাড়া, তাঁরই দিকে যাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত মন দিয়ে আমাদের ভালবাসতে হয়? আমরা এখনও প্রভুর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি, প্রতিবেশী কিন্তু আমাদের কাছেই আছে। যার সঙ্গে যাত্রা

করছ, তাকে বহন কর, তবেই তুমি যাঁর সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা কর, তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবে।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:১০-১১, ১৬

*প্র* ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবাসলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি রূপে আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

*উ* ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

*প্র* আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

*উ* ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (৫:২–৬:১)

**কনে বরের অন্বেষণ করে ও তাঁর প্রশংসা করে**

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জেগে উঠল ;
একটা শব্দ ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে ;

‘দরজা খুলে দাও, বোন আমার,
সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার ;
কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে,
আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।’
‘আমি তো আমার পোশাক খুলে ফেলেছি,
কেমন করে তা আবার পরে নেব?
আমি তো পা ধুয়ে নিয়েছি,
কেমন করে তা আবার মলিন করব?’
আমার প্রেমিক দরজার ছিদ্র দিয়ে হাত বাড়ালেন,
এতে আমার অন্তর শিহরে উঠল।
আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিতে উঠলাম ;
আমার হাত বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল,
আমার আঙুল বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ছিল
অর্গলের হাতলের উপর।
আমি আমার প্রেমিকের জন্য দরজা খুলে দিলাম,
কিন্তু আমার প্রেমিক চলে গেছিলেন, আর ছিলেন না !
তাঁর অনুসরণে বেরিয়ে পড়ল আমার প্রাণ ;
আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না ;
আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।
প্রহরীরা নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে আমাকে দেখতে পেল,
তারা আমাকে আঘাত করল, ক্ষতবিক্ষত করল,

নগরপ্রাচীরের প্রহরী দল আমার আলোয়ান কেড়ে নিল।
হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি:
যদি আমার প্রেমিকের দেখা পাও,
তাঁকে তোমরা কী বলবে?
বলবে যে, আমি প্রেমপীড়িতা।

অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে,
নারীকুলে হে সুন্দরতমা?
অন্যান্য প্রেমিকদের চেয়ে তোমার প্রেমিকের বিশেষত্ব কী আছে যে,
তুমি আমাদের তেমন দিব্যি দিয়ে শপথ করাচ্ছ?

আমার প্রেমিক গৌরাঙ্গ ও রক্তবর্ণ;
দশ সহস্রজনের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট:
তাঁর মাথা সোনা, খাঁটিই সোনা,
তাঁর কোঁকড়া চুল খেজুরগুচ্ছ স্বরূপ,
দাঁড়কাকের মত কালো,
তাঁর চোখ দু'টো
জলস্রোতের মধ্যে কপোতের মত,
যা দুধে স্নাত,
যা জলের ফোয়ারার কিনারায় আসীন।
তাঁর গাল উদ্ভিদ-বাগিচার মত,
যা সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়;
তাঁর ওষ্ঠ লিলিফুলের মত,
যা বেয়ে গন্ধনির্যাস ঝরে পড়ে।
তাঁর হাত তার্শিশের মণিমুক্তায় খচিত সোনার আঙটি স্বরূপ,
তাঁর বুক নীলকান্তমণিতে খচিত গজদন্তময় কারুকাজের মত,
তাঁর উরুত দু'টো খাঁটি সোনার ভিত্তিতে

বসানো শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভ দু'টো স্বরূপ,
তিনি লেবাননের মত দেখতে,
এরসগাছের মত উৎকৃষ্ট।
তাঁর মুখমণ্ডল মাধুর্যমণ্ডিত;
তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!
আহা, যেরুশালেমের কন্যারা,
তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা!

নারীকুলে হে সুন্দরতমা,
তোমার প্রেমিক কোথায় গিয়েছেন?
তোমার প্রেমিক কোন্ দিকের পথ ধরেছেন?
আমরা তোমার সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করব।

**শ্লোক** - পরমগীত ৫:২; প্রকাশ ৩:২০

*প* একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে;
*উ* দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার।
*প* দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।
*উ* দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে হইলাণ্ডের মঠাধ্যক্ষ গিলবার্টের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪২:১-৪)

**মুক্তির ইতিহাস খ্রিষ্টে সিদ্ধি লাভ করেছে**

প্রভাবের দিক দিয়ে প্রেম অত্যন্ত শক্তিশালী; অধিক কড়া আঙুররসের মত প্রেমও ইন্দ্রিয়গুলি হতবুদ্ধি করে ফেলে। ঐশপ্রেম যে কীভাবে আত্মাকে উত্তেজিত আর হতভম্ব করে, তা বুঝবার জন্য শলোমনের গীতের বর্ণনাকে শোনাই যথেষ্ট। সেই গীতে কনে

বলে, *আমি ঘুমিয়ে রয়েছি* (পরমগীত ৫:২ দ্রঃ)। আমরা কল্পনা করতে পারি কনে বরকে বলে, তোমার প্রেম থেকে পূর্ণমাত্রায় পান করতে তুমি আমাকে আহ্বান করছ; যে অনুগ্রহ তুমি আমাকে দান করছ, এতে আমি কী করে অসম্মতি জানাব? *আমি ঘুমিয়ে রয়েছি, কিন্তু আমার হৃদয় জেগেই আছে।* দিনের যত চিন্তা-ভাবনা বাতিল করে আমি এখন বিশ্রাম করছি; অন্তরকে বাধামুক্ত করছি সে যেন তোমার প্রেমের আঙুররসে মত্ত হয়ে আমোদ করতে পারে।

কী আশ্চর্য কথা! উন্মত্ততা নিদ্রাকে ঘটায়, এবং নিদ্রা জাগরণকে উৎপন্ন করে।

*আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,* কনে একথা বলে চলেন, 'কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করি, হে আমার প্রিয়তম, আমার সঙ্গে ঘুমাও; যেমনটি শলোমনের সেই অন্য পুস্তকে তুমি নিজে পরামর্শ দিলে, *দু'জন একসাথে ঘুমোলে উষ্ণ হয়* (উপ ৪:১১)। তবেই তোমার উপস্থিতি আর তোমার প্রেমের আগুন আমার হৃদয়কে আরও জাগরিত ও সতর্ক রাখবে। আমার অন্তরে তোমার প্রেম অধিক জাজ্বল্যমান হলেই অন্তরটা জেগে থাকে।

আমার প্রেমিকের বিশ্রামে বাধা না দেবার জন্য আমি তো শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, কিন্তু অন্তরের উত্তেজনা আমাকে জাগিয়ে রাখে। মধুর বিশ্রামে শুতে শুতে তোমার জন্য আমার জাগ্রত যত্নের ফলে এমনটি ঘটে যে স্বপ্নেও আমি তোমার জন্য অধিক সতর্ক। আহা, কী মধুময় নিদ্রা, কী মধুময় স্বপ্ন! তোমাকে ছাড়া অন্য কিছুতেই অসচেতন হওয়া, শান্ত থাকা, তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা—এই তো মঙ্গল, যদিও ইহলোকে তোমার দর্শন স্বপ্নেরই মত কেবল ঝাপসা, আর অন্ধকারেই তা মঞ্জুর করা হয়!'

যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততা আমাদের প্রিয়জনকে দেখবার সময় ও সুযোগ করে দেয়, তা কতই না ধন্য, কতই না পুণ্য! কিন্তু, যেহেতু এ ধরনের দর্শন মানবীয় ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার ফলও নয়, আমাদের অনুসন্ধানের ফলও নয়, বরং এমন কিছু যা স্বর্গীয় প্রেরণার মত আমাদের উপর উদিত হয়, সেজন্য আমরা যা দেখি, তা স্বপ্নেরই মত দেখি।

তাছাড়া কনে জাগরণ পালন করায় খুবই বুদ্ধিমতী, কেননা সে জানে না প্রেমিক কখন আসবেন। কিন্তু তার জাগরণ যত ধ্রুব, তার প্রেমিকের ডাকও তত ধ্রুব। সে বলে, *আমার হৃদয় জেগেই আছে,* আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলে, আমি শুনতে পাচ্ছি, *আমার*

*প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছেন,* আমাকে ডাকছেন, *দরজা খুলে দাও* (পরমগীত ৫:২)। আমার হৃদয় সম্পূর্ণই জাগরিত, আমার প্রেমিকের অন্তরও তাই। তিনি আমার হৃদয়দুয়ারে ঘা দিচ্ছেন, তিনি ঢুকতেই চাচ্ছেন। আমার হৃদয় জাগ্রত বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি তাঁর স্বর চিনতে পারি; আহা, আমি সেই স্বর শুনতে কতই না ভালবাসি। অন্যান্য স্বরের কাছে আমি তো বধির, কিন্তু তাঁর স্বর আমাকে সহসা উত্তেজিত করে তোলে। আমার কান যেই শোনে তাঁর স্বর, আমি মহা পুলকে পুলকিত হয়ে উঠি।

যিশুর স্বরের সঙ্গে কার্ স্বরের তুলনা করা যায়? তাঁর শিক্ষা ও আজ্ঞা সকল পরম পবিত্রতার সার; তাঁর স্বর শ্রোতাদের অন্তর আলোকিত করতে পারে। সে স্বর দুধারী খড়্গের মত অন্তরে প্রবেশ করে, ফলে তাঁর নির্দেশ অন্তরের মধ্যে এমন মধুর প্রেরণার সঙ্গেই বয়ে যায় যা অন্য কোন শিক্ষা তা কল্পনা করতে পারে না। তিনি তো বড় বড় ধরনের ভাষণ দেন না, অথচ তাঁর বাণী ঈশ্বরের গভীর রহস্যকে উদ্ঘাটন করে।

*ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে নবীদের মধ্যে পিতৃপুরুষদের কাছে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে পুত্রেই কথা বলেছেন* (হিব্রু ১:১), যিনি প্রেমিকের উত্তেজক ও প্রবল ভাষায় কথা বললেন।

**শ্লোক** - সাম ১১০:৩; ২:৭

*প্র* তোমার পরাক্রমের দিনে—পবিত্রতার মহিমায়—রাজ-অধিকার তোমার;

*উ* উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত আমি জন্ম দিয়েছি তোমায়।

*প্র* প্রভু বলেছেন আমায়, তুমি আমার পুত্র;

*উ* উষার গর্ভ থেকে শিশিরের মত আমি জন্ম দিয়েছি তোমায়।

# ৪ঠা জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১৮–৪:১)

**খ্রিষ্টীয় পরিবারের জীবনধারণ**

ভ্রাতৃগণ, কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

বধূরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগত থাক, যেমন প্রভুতে থাকা সমীচীন। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস, তাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করো না। সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক। পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, পাছে তাদের মন ভেঙে পড়ে। ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্যতা দেখাও, তাদের চোখের সামনে শুধু নয়—যেইভাবে মানুষকে তুষ্ট করার জন্য লোকে করে—কিন্তু আন্তরিক সরলতায় প্রভুকে ভয় করেই তাদের বাধ্য হও। যা কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, একথা জেনে যে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রিষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায় তোমরা নিযুক্ত। কেননা যে অন্যায় করে, সে নিজের অন্যায়ের প্রতিফল পাবে—পক্ষপাত বলতে এমন কিছু নেই!

তোমরা প্রভু যারা, ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা ও সমতার সঙ্গে ব্যবহার কর, একথা জেনে যে, তোমাদেরও এক প্রভু স্বর্গে আছেন।

**শ্লোক** - কল ৩:১৭

*প্র* কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর,

*উ* সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়।

*প্র* তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও।

℣ সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু মাক্সিম-লিখিত 'পাঁচ শত অধ্যায়' থেকে পাঠ (১ম শতক ৮-১৩)

## নিত্য নতুন রহস্য

ঈশ্বরের বাণী মাংসগত ভাবে একবারই মাত্র জন্ম নিলেন, কিন্তু তাঁর মঙ্গলময়তা ও মানবতার খাতিরে তিনি, যারা বাসনা করে, তাদের জন্য অবিরতই আধ্যাত্মিক ভাবে জন্ম নিতে আকাঙ্ক্ষা করেন: নিজেকে শিশু ক'রে তিনি তাদের সদ্‌গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেকে গঠন করেন এবং তারা যতখানি তাঁকে গ্রহণ করতে পারে, তা জেনে তিনি ততখানি নিজেকে প্রকাশ করেন। ঘৃণা বা হিংসার কারণবশতই যে তিনি তাঁর আপন অসীম মহত্ত্ব সঙ্কুচিত করেন তেমন নয়, যারা তাঁকে দেখতে ইচ্ছুক, তাদের ক্ষমতা ভালভাবে পরীক্ষা করেই তিনি তাই করেন; তবু রহস্যের অগম্যতা হেতু, তিনি সকলের পক্ষে সবসময় প্রত্যাশার অতীত হয়ে থাকেন। সেজন্য রহস্যের প্রভাবের কথা ধ্যান-অনুধ্যান করে ধন্য প্রেরিতদূত বলেন, *যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন, কাল, আজ ও চিরকাল* (হিব্রু ১৩:৮)। তিনি তাই বলেন, কেননা তিনি জানেন, সেই রহস্য নিত্য নতুন, মন যতই বুঝুক না কেন রহস্যটি পুরাতন হয় না।

খ্রিষ্ট ঈশ্বর জন্ম নেন এবং মানবাত্মায় যুক্ত মাংস ধারণ করে মানুষ হলেন: তিনিই যিনি সমস্ত বস্তুকে শূন্যতা থেকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিলেন; দিনের বেলায়ও জাজ্বল্যমান একটা তারা পুব থেকে পণ্ডিতদের সেই স্থানেই চালিত করে যেখানে মাংসধারী বাণী শায়িত রয়েছেন। এইভাবে তারাটা আধ্যাত্মিক অর্থে দেখায় যে, যে বাণী বিধান ও নবীদের পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত, সেই বাণী ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার চেয়ে মহান ও বিজাতিদের জ্ঞানের মহত্তম আলোতে নিয়ে যেতে সক্ষম। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, বিধান ও নবীদের কথা যদি উপযুক্ত ভাবে ধরা হয়, তাহলে সে কথা তারাটির মত মাংস-হওয়া-বাণীকে জানবার জন্য তাদের সকলকে চালিত করে যারা অনুগ্রহ গুণে ঐশপরিকল্পনা অনুসারে আহূত হয়েছে।

ঈশ্বর সত্যকার মানুষ হলেন: নিজের বেলায় তিনি মানবস্বরূপের কোন পরিবর্তন ঘটাননি—অবশ্য সেই পাপ ছাড়া যা আসলে মানবস্বরূপের স্বীয় অংশ নয়! এমনটি করলেন, যাতে আপন মাংস টোপ হিসাবে ছেড়ে তিনি সেই দানবকে উত্তেজিত করতে পারেন; সেই নিত্যতৃপ্তিহীন দানব মুখ ব্যাদান করে সেই মাংস খাবেই, কিন্তু ঈশ্বরের গুপ্ত প্রভাবে সেই মাংস বিষের মত দানবকে একেবারে সংহার করবে; অথচ সেই মাংসে ঈশ্বরের প্রভাব বিরাজিত বিধায় মাংস মানবস্বরূপের পক্ষে প্রতিকার হয়ে মানুষকে আদিকালীন অনুগ্রহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে। কেননা যেমন দানব জ্ঞান-বৃক্ষে বিষ ঢুকিয়ে মানুষকে তার ফল খেতে দিয়েই ধ্বংস করেছিল, তেমনি প্রভুর মাংস খেতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে সেই দানব মাংসে নিহিত ঐশশক্তিতে ধ্বংসিত ও পরাজিত হয়ে গেল।

ঐশমাংসধারণ মহারহস্য চিরকাল ধরে রহস্য হয়ে থাকবে। কী করে ব্যক্তি হিসাবে সেই যে বাণী প্রকৃতভাবে মাংসে উপস্থিত, একাধারে ব্যক্তিরূপে প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গেও সম্পূর্ণরূপে থাকতে পারেন? যে ঐশস্বরূপ অনুসারে তিনি ঈশ্বর এবং আমাদের এই যে স্বরূপ অনুসারে তিনি মানুষ হলেন, এ দু'টো স্বরূপের একটাও প্রত্যাখ্যান না ক'রে যিনি স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর তিনি কী করে স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে মানুষ হলেন? কেবল বিশ্বাস এ সকল রহস্যের নাগাল পেতে পারে, কেননা আমাদের মন ও জ্ঞানের শক্তির চেয়ে যা অধিক উঁচু, বিশ্বাস-ই সেই সবকিছুর দৃঢ় ভিত্তি।

**শ্লোক** - যোহন ১:১৪, ১

প্ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন:

উ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

প্ আদিতে বাণী ছিলেন; বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী; বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

উ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (৬:২–৭:১০)

**কনের প্রশংসাবাদ**

আমার প্রেমিক তাঁর নিজের উদ্যানে,
সুগন্ধি উদ্ভিদ-বাগিচায় গিয়েছেন
উদ্যানে পাল চরাবার জন্য ও লিলিফুল তোলার জন্য।
আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই;
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

আহা, আমার সখী, তুমি তির্সার মত সুন্দরী,
যেরুশালেমের মতই রূপবতী,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর।
আমা থেকে তোমার চোখ ফেরাও,
তোমার দৃষ্টি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে!
তোমার চুল এমন ছাগপালের মত,
যা গিলেয়াদ-পর্বত থেকে নেমে আসছে;
তোমার দাঁত এমন মেষের পালের মত,
যারা স্নাত হয়ে উঠে আসছে:
তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে,
তাদের মধ্যে একটাও সঙ্গীহীন নয়।
তোমার পরদার পিছনে
তোমার গাল দু'টো ডালিম-খণ্ডের মত।
ষাটজন রানী আছেন,
আশিজন উপপত্নী আছেন,
অসংখ্য যুবতীও আছে।
কিন্তু আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতী, সে তো অনন্যা!
সে তার মাতার একমাত্র কন্যা,

তার জননীর প্রিয়তমা ;
তাকে দেখে কন্যারা তাকে সুখী বলল,
রানীরা ও উপপত্নীরা তার প্রশংসাবাদ করলেন।

‘ইনি কে, যিনি উষারই মত উদীয়মান,
চন্দ্রেরই মত সুন্দরী,
সূর্যেরই মত উজ্জ্বল,
যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মত ভয়ঙ্কর?’

আমি উপত্যকার নবজাত অঙ্কুর দেখতে,
আঙুরলতা পল্লবিত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে,
ডালিমগাছের ফুল ফুটছে কিনা, তা দেখতে
সুপারি-বাগানে নেমে গেলাম।

আমি আমার প্রাণ আর চিনতে পারছি না ; তা আমাকে ভীতই করছে,
যদিও আমি সম্ভ্রান্ত জাতির কন্যা।

মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, হে শুলাম্মীয়া ;
মুখ ফেরাও, মুখ ফেরাও, যেন আমরা তোমাকে দেখতে পাই।

তোমরা সেই শুলাম্মীয়াতে কী দেখছ,
সে যখন দুই দলের মধ্যে নাচে?
হে সম্ভ্রান্ত কন্যা, পাদুকায় তোমার পা কেমন শোভা পায়!
তোমার আকর্ষণীয় উরুত দু’টো স্বর্ণালঙ্কারের মত,
যা নিপুণ শিল্পীর হাতে নির্মিত কারুকাজ ;
তোমার নাভি এমন গোল বাটি স্বরূপ,
যার মধ্যে মেশানো আঙুররসের অভাব নেই ;
তোমার কোমর এমন গমরাশি স্বরূপ,
যার চারপাশ লিলিফুলে শোভিত।
তোমার কুচযুগল দু’টো হরিণশাবকের মত,

হরিণীর দু'টো যমজ শাবকের মত ;
তোমার গলদেশ গজদন্তময় মিনারের মত ;
তোমার চোখ দু'টো হেশবোনের সেই ক্ষুদ্র হ্রদের মত,
যা বাথ-রাব্বিম নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত ;
তোমার নাক লেবাননের সেই মিনারের মত,
যা দামাস্কের দিকে প্রহরীরূপে স্থিত।
তোমার দেহের উপরে
তোমার মাথা কার্মেলের মত উন্নীত,
তোমার মাথার চুল বেগুনি কাপড়ের মত,
তোমার কেশরাশির তরঙ্গে রাজা বন্দি হয়ে আছেন।

হে ভালবাসার পাত্রী, নানা আমোদের মধ্যে
তুমি কেমন সুন্দরী ও মনোহরা !
তুমি খেজুরগাছের মত উচ্চ ;
তোমার কুচযুগল আঙুরগুচ্ছের মত।
আমি বললাম, 'আমি সেই খেজুরগাছে উঠব,
আমি তার ফলগুচ্ছ ধরব ;'
তোমার কুচযুগল হোক আঙুরগুচ্ছের মত,
তোমার শ্বাসের আঘ্রাণ হোক আপেলের আঘ্রাণের মত ;
তোমার মুখের তালু হোক এমন উত্তম আঙুররসের মত,
যা সরাসরি আমার প্রেমিকের দিকে বয়ে যায়,
যা নিদ্রাগতদের ওষ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে।

শ্লোক - পরমগীত ৬:৪, ৩; সাম ৮৫:১১

প্ আহা, আমার সখী, তুমি তো সুন্দরী ; যেরুশালেমের মতই রূপবতী।
উ আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই।
প্ কৃপা ও সত্যের হবে সম্মিলন ; ধর্মময়তা ও শান্তি করবে পরস্পর চুম্বন।

℣ আমি আমার প্রেমিকেরই, আর আমার প্রেমিক আমারই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৭:৬-৭)

**খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর রহস্যময় মিলন**

*আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু* (প্রকাশ ২১:২-৩)। তিনি তাদের মাঝে বসবাস করবেন। কেনই বা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে সঙ্কল্প করলেন? আমি মনে করি তাঁর সঙ্কল্প এরূপ: তিনি মানবকুল থেকেই নিজের জন্য একটি কনে নিতে চাচ্ছিলেন। কনের অনুসন্ধানেই মর্তে এলেন, অথচ—আশ্চর্যের কথা!—তিনি কনেকে ছাড়া একা আসেননি। এর মানে কি কনে দু'টোই ছিল? মোটেই না। পরম গীতে বর বলেন, *আমার কপোতী, সে তো অনন্যা* (পরমগীত ৬:৯)। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর আপন মেষগুলিকে এক পালে সংগ্রহ করবেন, যাতে একমাত্র পাল ও একমাত্র মেষপালক থাকে। অসংখ্য স্বর্গবাহিনী আদি থেকে কনেরূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত ছিল, একথা সত্য; কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় তিনি সকল মানুষকে সংগ্রহ করে এমন মণ্ডলীকে গেঁথে তুলবেন, যে মণ্ডলীকে তিনি একদিন তাঁর আপন স্বর্গীয় কনের সঙ্গে একত্রিত করবেন যাতে একমাত্র কনে ও একমাত্র বর থাকেন। দ্বিতীয় কনের সংযোগে প্রথম কনে দ্বিবিধ হয়নি, সে বরং একমাত্র উত্তম কনেতেই রূপান্তরিত হল। *অনন্যা যে শুদ্ধমতী, সে তো আমারই* (পরমগীত ৬:৯ লাতিন পাঠ্য), এ বাক্যে সে নিজের প্রতিবিম্বই দেখে। ইহলোকে প্রেমের বন্ধনেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য এবং ভাবীকালে গৌরবলাভেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা, এ হল সেই একতার উৎস। সুতরাং স্বর্গ থেকে আমরা পেলাম বর যিশুকে ও কনে যেরুশালেমকে। মর্তে দৃশ্যমান হবার জন্য যিশু *নিজেকে শূন্য ক'রে দাসের স্বরূপ ধারণ ক'রে মানবীয় আকারে পরিবৃত হয়ে মানুষের মত হয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন* (ফিলি ২:৭ দ্রঃ)। কিন্তু সেই কনে

যখন স্বর্গ থেকে নেমে এল, সে তখন কোন্ আকারে দেখা দিল? সে কি মানবপুত্রের উপর দিয়ে ওঠা-নামা স্বর্গবাহিনীর আকারেই ছিল?

আমার মতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর এরূপ: আমরা যখন একদেহে ছিলাম, বাণীকে দেখলাম এবং একথা বুঝলাম যে, কনে ও বর দু'জনে একদেহে ছিলেন, তখনই আমরা কনের দর্শন পেলাম। যখন পরমপবিত্রজন সেই ইম্মানুয়েল তাঁর আপন দিব্য শিক্ষা মর্তে নিয়ে এসে আমাদের মাতা সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমের দৃশ্যমান সাদৃশ্য নিজেরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে তার সৌন্দর্য আমাদের দেখালেন, তখন আমরা কি বরের মধ্যে উপস্থিত কনের দর্শন পাইনি? মুকুটভূষিত বর ও রত্ন-অলঙ্কৃতা কনে, একটিমাত্র গৌরবময় প্রভুর মধ্যে এ দু'জনেরই একতার দর্শন পেয়ে আমরা কি অবাক হইনি? যিনি আমাদের কাছে নেমে এলেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠলেন। কেউই স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে না সেই একজনই ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, অর্থাৎ কিনা সেই প্রভুই ছাড়া যিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়, যিনি মাথা হিসাবে বর আর দেহ হিসাবে কনে। মর্তে তাঁর আবির্ভাব যে হল ফলহীন কাজ, তেমন নয়, বরং সেই আবির্ভাবের ফলে মর্তমানুষ তাঁরই মত স্বর্গীয় হয়ে উঠল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এ বাণীও পূর্ণ হল, *সেই স্বর্গীয়জন যেমন স্বর্গীয়জনেরাও তেমন* (১ করি ১৫:৪৮ লাতিন পাঠ্য)।

সেই সময় থেকে মানুষ এ মর্তে সেই ধরনেরই জীবন যাপন করতে লাগল, স্বর্গে দূতেরা যে জীবন যাপন করেন। সেই ধন্য স্বর্গীয় দূতদের মত, মণ্ডলী শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসে তার আপন স্বর্গীয় বরের সঙ্গে পুণ্যপ্রেমের বন্ধনে মিলিতা হয়।

স্বর্গদূতদের মত এখনও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিতা না হয়েও সে কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধনে তাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা কনে। এবিষয়ে নবীর এ প্রতিশ্রুতি স্মরণযোগ্য, *আমি কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব* (হো ২:২১-২২)।

এজন্য মণ্ডলী, স্বর্গ থেকে যে নমুনা নেমে এল, তার সাদৃশ্যে নিজেকে অধিক সদৃশ করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই নমুনা থেকে সে বিনীত, সংযমী, পুণ্য, পবিত্র, ধৈর্যশীল, করুণাশীল, বিনম্র ও সরলহৃদয় হতে শেখে। প্রভুর কাছ থেকে যতদিন বিচ্ছিন্ন, ততদিন

এ সদ্‌গুণাবলি চর্চা ক'রে সে স্বর্গদূতদের বাসনার বস্তু সেই প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করে, যেন স্বর্গদূতদের জ্বলন্ত বাসনার অংশী হয়ে প্রমাণ করতে পারে, সে সাধুসাধ্বীর সহনাগরিক, ঈশ্বরের গৃহের সেবিকা, তাঁর প্রিয়তমা কনে।

**শ্লোক** - হো ২:২১-২২; সাম ৪৫:১২ দ্রঃ

প্র এসো, আমার মনোনীতা ; আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব,

উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

প্র আমি ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,

উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

# ৫ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:২-১৮)

**জাগ্রত থাক!**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি করে প্রার্থনায় জেগে থাক। আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি যার জন্য আমি শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি; প্রার্থনা কর, যেন আমি তা সেইভাবে প্রকাশ করতে পারি ঠিক যেইভাবে আমার উচিত।

বাইরের লোকদের সঙ্গে তোমরা সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার কর; যত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। তোমাদের কথাবার্তায় যেন সবসময় শালীনতা থাকে, সুবোধেরই স্বাদ থাকে, যেন প্রত্যেককে সমুচিত উত্তর দিতে পার।

আমার প্রিয় ভাই, বিশ্বস্ত সহকারী ও প্রভুর সেবায় আমার সহকর্মী যে তিখিকস, তিনি তোমাদের কাছে আমার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর জানিয়ে দেবেন। তোমাদের কাছে আমি তাঁকে এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই সেই অনেসিমকেও পাঠাচ্ছি, যিনি তোমাদের সহনাগরিক। এঁরা এখানকার সমস্ত খবরাখবর তোমাদের জানাবেন।

আমার কারাসঙ্গী আরিস্তার্খস ও বার্নাবাসের জ্ঞাতিভাই মার্ক তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; এই মার্ক সম্বন্ধে তোমরা নির্দেশ পেয়েছিলে, তিনি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে তোমরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে; যুস্তুস বলে অভিহিত যিশুও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। পরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকে কেবল এই কয়েকজনই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার সহযোগী হয়েছেন, এঁদের সাহচর্যেই আমি

সান্ত্বনা পেয়েছি। খ্রিষ্ট যিশুর দাস এপাফ্রাস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; তিনি তোমাদের সহনাগরিক; তাঁর প্রার্থনায় তিনি তোমাদের জন্য লড়াইতে রত থাকেন, যেন তোমরা স্থির অন্তরে ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা পালনে সিদ্ধপুরুষ ও সুনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াও; তাঁর বিষয়ে আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের জন্য এবং যাঁরা লাওদিকেয়া ও হিয়েরাপলিসে নিবাসী, তাঁদেরও জন্য তাঁর গভীর আগ্রহ আছে। সেই প্রিয় ভাই চিকিৎসক লুক, এবং দেমাস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

তোমরা লাওদিকেয়ার ভাইদের, এবং নিম্ফাকে ও তাঁর বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আর এই পত্র তোমাদের নিজেদের মধ্যে পাঠ করে শোনানোর পর, এমনটি কর যেন লাওদিকেয়ার মণ্ডলীগুলিতেও তা পাঠ করে শোনানো হয়; আবার, লাওদিকেয়া থেকে যে পত্র পাবে, তোমরাও যেন তা পড়। আর্খিপ্পসকে বল, 'তুমি প্রভুতে যে সেবাদায়িত্ব পেয়েছ, তা উত্তমরূপে পালন করে চল।'

"পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। আমার শেকলের কথা মনে রাখ। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - কল ৪:৩; সাম ৫১:১৭ দ্রঃ

*প্র* এসো, আমরা একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন,

*উ* যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

*প্র* প্রভু খুলে দিন আমাদের ওষ্ঠাধর, আর আমাদের মুখ প্রচার করুক ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ,

*উ* যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৯৪:৩-৪)

### বাণীর দর্শন পেয়ে তৃপ্ত হব

কেইবা জানতে পারবে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সেই ধনসম্পদ যা খ্রিষ্টে লুক্কায়িত ও তাঁর মাংসের দীনতায় নিহিত রয়েছে? *ধনবান হয়ে তিনি আমাদের খাতিরে নিজেকে দরিদ্র*

*করলেন আমরা যেন তাঁর দরিদ্রতায় ধনবান হয়ে উঠি* (২ করি ৮:৯ দ্রঃ)। মরণশীলতা ধারণ করে ও মৃত্যু ভোগ করে তিনি দীনতায় আত্মপ্রকাশ করলেন; তিনি কিন্তু তাঁর ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হননি, সেগুলো হারানও নি, বরং ভাবী সম্পদ বলেই সেইসব কিছু দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আহা, কতই না অগণন তাঁর মাধুর্যের ঐশ্বর্য যা তিনি যারা তাঁকে ভয় করে তাদের জন্য লুক্কায়িত রাখেন এবং যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে তাদের জন্য বাস্তবায়িত করেন!

পরিপূর্ণতা না আসা পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান আংশিক; কিন্তু আমরা যেন সেই পরিপূর্ণতা পেতে সক্ষম হয়ে উঠি, সেজন্যই যিনি ঐশস্বরূপের দিক দিয়ে পিতারই সমতুল্য ও দাসের স্বরূপের দিক দিয়ে আমাদের সদৃশ, তিনি ঐশসাদৃশ্যে আমাদের রূপান্তরিত করেন: মানবপুত্র হয়ে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বহু মানবপুত্রকে ঈশ্বরপুত্র করে তুললেন; দাসের দৃশ্যমান রূপ দ্বারা দাস আমাদেরই পরিতৃপ্ত করে তিনি ঈশ্বরের রূপ দেখবার জন্য আমাদের স্বাধীন করে তুললেন।

বাস্তবিকই *আমরা ঈশ্বরের সন্তান; কিন্তু আমরা যে কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। তবু একথা জানি যে প্রকাশিত হলে আমরা তাঁরই সদৃশ হব, কেননা তাঁকে দেখতে পাব তিনি যেইভাবে আছেন* (১ যোহন ৩:২)। আমাদের যা পরিপূর্ণ করতে পারে, এছাড়া সেই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ধনসম্পদ ও সেই ঐশধন আর কীবা হতে পারে? আমাদের যা তৃপ্ত করতে পারে, এছাড়া সেই মাধুর্যের ঐশ্বর্য আর কীবা হতে পারে? অতএব *পিতাকে আমাদের দেখাও, এতে তুষ্ট হব* (যোহন ১৪:৮)।

একটি সামসঙ্গীতে আমাদের মধ্য থেকে, আমাদের মধ্যে ও আমাদের হয়ে কে যেন একজন তাঁকে বলে, *তোমার গৌরব প্রকাশিত হলেই আমি তৃপ্ত হব* (সাম ১৭:১৫ লাতিন পাঠ্য)। তিনি ও পিতা তো এক: যে তাঁকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে। *সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনিই গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:১০)। তাঁর নিজের দিকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে তিনি আমাদের দেখাবেন তাঁর আপন শ্রীমুখ, তখন আমরা পরিত্রাণ পাব, তৃপ্ত হব, এবং এতে তুষ্ট হব।

যতদিন এসব কিছু না ঘটে, আমাদের যা তুষ্ট করবে যতদিন তিনি তা আমাদের না দেখান, যতদিন আমরা তাঁকে জীবনের উৎস বলে পান করে তৃপ্ত না হই, যতক্ষণ আমরা তাঁর কাছ থেকে দূরবর্তী প্রবাসী হয়ে বিশ্বাস-পথে চলাচল করি, যতক্ষণ আমরা ন্যায়ের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, যতক্ষণ আমরা অনির্বচনীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে ঈশ্বরের রূপের সৌন্দর্যকে আকাঙ্ক্ষা করি, ততক্ষণ এসো, ভক্তিভরে দাসরূপেই তাঁর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি।

যিনি প্রভাতী তারার আগে পিতা থেকে জাত, আমরা এখনও সেইভাবে তাঁর দর্শন পেতে অক্ষম হলেও, তবু এসো, রাত্রিবেলায় কুমারী-গর্ভে জাত হিসাবেই তাঁর উৎসব পালন করি। *সূর্যের আগেও চিরস্থায়ী যাঁর নাম* (সাম ৭২:১৭ লাতিন পাঠ্য), আমরা এখনও সেইভাবে তাঁকে বুঝতে অক্ষম হলেও, তবু এসো, সূর্যেই স্থাপিত তাঁর তাঁবু চিনে নিই। যিনি পিতার মধ্যে অবস্থিত, আমরা এখনও সেইভাবে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম হলেও, তবু এসো, *সেই বরকে* স্মরণ করি *যিনি বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন* (সাম ১৯:৬ দ্রঃ)। আমরা এখনও আমাদের পিতার ভোজের যোগ্য না হলেও, তবু এসো, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জাবপাত্রের কথা ধ্যান করি।

**শ্লোক** - ১ যোহন ১:২; ৫:২০

প্র জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল ; আমরা তা দেখেছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি,

উ যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্র আমরা জানি যে ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আমরা সেই সত্যময়ে আছি ; তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই সেই অনন্ত জীবন,

উ যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (৭:১১–৮:৭)

## কনের শেষ বাণী ও ভালবাসার প্রশংসা

আমি আমার প্রেমিকেরই,
তাঁর বাসনা আমারই প্রতি।
প্রেমিক আমার, এসো, মাঠে যাই,
গ্রামাঞ্চলে রাত্রিযাপন করব।
চল, প্রত্যূষে উঠে আঙুরখেতে যাই ;
দেখি, আঙুরলতা পল্লবিত হয়েছে কিনা,
তাতে মুকুল ধরেছে কিনা,
ডালিমগাছের ফুল ফুটেছে কিনা ;
সেইখানে তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করব।
প্রেমফল সুবাস ছড়াচ্ছে ;
আমাদের দ্বারে দ্বারে রয়েছে
নবীন ও পুরাতন সবরকম উত্তম উত্তম ফল ;
প্রেমিক আমার, তা আমি তোমারই জন্য গচ্ছিত রেখেছি।

আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে,
আমার মাতার বুক যাকে লালন করেছে!
তবে তোমাকে বাইরে পেয়ে চুম্বন করতাম,
আর কেউই আমাকে তুচ্ছ করত না।
আমি তোমাকে পথ দেখাতাম,
আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম,
আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে,
আমি তোমাকে সুগন্ধি-মেশানো আঙুররস পান করাতাম,
আমার ডালিমের মিষ্ট রস পান করাতাম!
তাঁর বাঁ হাত রয়েছে আমার মাথার নিচে,

তাঁর ডান হাত আলিঙ্গন করে আমায়।

হে যেরুশালেমের কন্যারা!
আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি,
তোমরা আমার ভালবাসার পাত্রীকে জাগিয়ো না,
তাকে নিদ্রাভঙ্গ করো না,
যতক্ষণ না তার বাসনা হয়।

নিজের প্রেমিকের উপর ভর দিয়ে
প্রান্তর থেকে এগিয়ে আসছে, সে কে?

আমি আপেলগাছের তলায় তোমাকে জাগিয়ে তুললাম,
সেইখানে তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিলেন,
সেইখানে তোমার জননী তোমাকে প্রসব করেছিলেন।
তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা, তা ঐশাগ্নির ঝলক!

বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে;
প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।

শ্লোক - পরমগীত ৮:৬-৭; এফে ২:৪ দ্রঃ

প্ প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান; উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর; তার শিখা আগুনের শিখা;

উ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

*প্র* আমাদের প্রতি তাঁর মহাপ্রেমের খাতিরে ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।

*উ* বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ক্রুশভক্ত সাধু জন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' থেকে পাঠ (২৩)

**মানুষের সঙ্গে খ্রিষ্টের মিলনই মাংসধারণের উদ্দেশ্য**

যখন একটি আত্মা আধ্যাত্মিক বিবাহের উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন বর তার সঙ্গে যেন বিশ্বস্ত কনের সঙ্গেই ব্যবহার করেন। যেহেতু প্রকৃত ও পরিপূর্ণ প্রেম প্রেমের পাত্রের কাছ থেকে কিছুই লুক্কায়িত রাখতে পারে না, সেজন্য তিনি সেই আত্মার কাছে তাঁর অপরূপ রহস্যগুলিকে সানন্দেই প্রকাশ করেন। রহস্যগুলির মধ্যে যেটা প্রধান, তা হল তাঁর মাংসধারণের কৃপাপূর্ণ রহস্য এবং সেই পদ্ধতি যা অবলম্বন করে তিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন। এটি ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান কাজগুলির মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত, ফলে এটি আবার আমারও সবচেয়ে মহা আনন্দের উৎস। বর আত্মাকে বুঝিয়ে দেন যে তাকে মুক্ত করার জন্য ও আপন বাগ্‌দত্তা কনে করার জন্য তাঁর অপরূপ পরিকল্পনা অনুসারে তিনি যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সেই উপায়ে আদিতে মানবস্বরূপ বিকৃত ও ধ্বংসিত হয়ে পড়েছিল; অর্থাৎ কিনা তিনি আত্মাকে বলেন যে, যেমন এদেন বাগানের সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ দ্বারা আমাদের স্বরূপ আদমে বিকৃত ও বিনষ্ট হয়েছিল, তেমনি ক্রুশ-বৃক্ষ দ্বারাই সে মুক্তি পেয়ে আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। আদিপাপ আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ক্রুশোত্তোলিত বর অনুগ্রহ ও দয়ার খাতিরে দু'হাত প্রসারিত ক'রে আপন যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই বাধা ভেঙে দিলেন।

তিনি বলেন, *আপেলগাছের তলায়* (পরমগীত ৮:৫), অর্থাৎ সেই ক্রুশ বৃক্ষের নিচে: সেইখানে তো ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মানবস্বরূপ মুক্ত করলেন ও তাকে নিজ বাগ্‌দত্তা কনে করে তুললেন; সেইখানে তিনি অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে ও প্রেমের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানবাত্মাকে নিজের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত করলেন। *সেইখানে তুমি আমার বাগ্‌দত্তা কনে হলে, সেইখানে আমি তোমাকে আমার হাত দিলাম*

(পরমগীত ৮:৫ লাতিন পাঠ্য)। এর মানে, আমার সখী ও কনে হবার জন্য তোমার সেই হীনাবস্থা থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে সেইখানে আমি তোমাকে দিলাম আমার অনুগ্রহ ও আমার সহায়তা। তোমার জননী সেই মানবস্বরূপ সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিচেই তোমার আদিপিতা-মাতায় বিকৃত হয়েছিল; আবার একটি বৃক্ষের নিচে, ক্রুশ-বৃক্ষেরই নিচে তুমি মুক্তি পেলে। তোমার জননী সেই মানবস্বরূপ একটি বৃক্ষের নিচে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েছিল; আবার একটি বৃক্ষের নিচে, সেই ক্রুশের নিচেই আমি তোমাকে দিলাম জীবন।

মুক্তিদানের পদ্ধতির পর ঈশ্বর আত্মার কাছে তাঁর প্রজ্ঞার বিধিনিয়ম ও ব্যবস্থা প্রকাশ করেন; তাকে দেখান তিনি কতই না সুদক্ষ ভাবে ও কৃপাপূর্ণ ভাবে মন্দ থেকে মঙ্গল বের করে আনতে পারেন, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কীভাবে মন্দকে উল্টোভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

এখন কিন্তু আমি ক্রুশের উপর সেই বাগবিবাহের কথা নয়, অন্য এক বাগবিবাহের কথা বলতে যাচ্ছি, যা তখনই একবারই মাত্র ঘটে যখন ঈশ্বর বাপ্তিস্মের সময়ে প্রতিটি আত্মাকে প্রাথমিক অনুগ্রহ দান করেন। এখানে আমি যে বাগবিবাহের কথা বলছি, তা আমাদের পবিত্রতার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত, তা এমন যা ক্রমে ক্রমে, ধাপে ধাপেই সাধিত হয়। উভয় একমাত্র বাগবিবাহ হলেও তবু দু'টোর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। দ্বিতীয়টা আত্মার গতিতে ঘটে বিধায় আস্তে আস্তেই সাধিত হয়; প্রথমটা ঈশ্বরের গতিতে ঘটে বিধায় একমুহূর্তেই সাধিত হয়।

**শ্লোক** - হো ২:১৯; সাম ৪৫:১২ দ্রঃ

প্ এসো, আমার মনোনীতা; আমি তোমাতেই আমার সিংহাসন স্থাপন করব,

উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

প্ আমি ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,

উ কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন।

# ৬ই জানুয়ারী

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:১-৮)

**প্রভুর দাস মানবপরিত্রাণের জন্য প্রেরিত**

এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর ;
তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি ;
সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনাবেন না।
তিনি থেঁতলানো নলগাছ ছিঁড়ে ফেলবেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না ;
তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ন্যায় ঘোষণা করবেন ;
তিনি ক্ষান্ত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না,
যতদিন না পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন ;
দ্বীপপুঞ্জ তাঁর বিধিবিধানের অপেক্ষায় থাকবে।
প্রভু ঈশ্বর,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করে তা বিছিয়ে দিয়েছেন,
যিনি মর্তকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন,
যিনি মর্তবাসীদের শ্বাস দান করেন,
ও মর্তের উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেন,
তিনি একথা বলছেন :
'আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি,

আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি; তোমাকে গড়েছি,
জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি
অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য,
এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের,
ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।
আমি প্রভু, এ-ই আমার নাম!
আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না,
আমার মর্যাদাও দেবমূর্তির হাতে তুলে দেব না।

**শ্লোক** - ইশা ৪২:১; মথি ১২:২১

*প্র* এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর; তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ এঁতে প্রসন্ন।

*উ* বিজাতীয়রা তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখবে।

*প্র* আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি; সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।

*উ* বিজাতীয়রা তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৫)

**মাংস-হওয়া-বাণীর সত্যকার মানবতা**

কুমারী-গর্ভে জাত ঐশবাণী সকলের রাজা ও প্রভু ছিলেন ও তাই থাকবেন চিরকাল। তিনি কিন্তু যখন মানুষ হলেন, তখন মানবস্বরূপের যত দুর্বলতা আপন করলেন। কেননা তিনি সত্যকার মানুষ ছিলেন; তিনি যে আমাদের মতই হলেন, একথা আমাদের নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা দরকার। অতএব যখন শাস্ত্র বলে, তাঁকে সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে (মথি ২৮:১৮), তখন এর মানে এই নয় যে, যে ঐশপ্রাধান্য গুণে তিনি সকলের প্রভু বলে স্বীকৃত সেই অনুসারেই তাঁকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, বরং যে

মানবস্বরূপ তিনি ধারণ করেছেন, সেই অনুসারেই সেই পূর্ণ অধিকার তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

খ্রিষ্ট 'যাকোব' ও 'ইস্রায়েল' বলে অভিহিত, কারণ বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন সেই যাকোবের বংশধর যাঁর নতুন নাম রাখা হয়েছিল 'ইস্রায়েল'। *আমি নিজেই তাঁর নির্ভর* (ইশা ৪২:১), একথা বলে প্রভু তাঁকে আপন মনোনীতজন বলে ডাকলেন। কেননা পিতা পুত্রের কাজে সহযোগিতা দান করেন; খ্রিষ্ট যে যে মহাকাজ সাধন করলেন, পিতা সেগুলিকে আপন প্রভাবেরই কাজ বলে সাধন করলেন। তাছাড়া খ্রিষ্ট সত্যিকারে হলেন সেই মনোনীতজন, কেননা তিনি *আদমসন্তানদের মধ্যে সুন্দরতম* (সাম ৪৫:৩) ও ঈশ্বরের প্রীতিভাজন বলে স্বীকৃত। তাঁর উপর প্রীত হয়ে পিতা বললেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (মথি ৩:১৭)।

পবিত্র আত্মা-দানকারী ও নিখিল সৃষ্টির পবিত্রতা-দানকারী হয়েও জীবনকালে খ্রিষ্ট তৈলাভিষিক্ত হলেন, এবং বলা যায় তিনি পবিত্র আত্মার অংশীদার। একথা শাস্ত্রের এ বাক্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, *আমি তাঁর উপর আমার আত্মার অধিষ্ঠান ঘটিয়েছি* (ইশা ৪২:১ সত্তরী পাঠ্য)। সুসমাচার বলে যে যখন খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম নিলেন, তখন স্বর্গ থেকে আত্মা কপোতের মত তাঁর উপরে নেমে এলেন (মথি ৩:১৬)।

এ তৈলাভিষেকের প্রভাবে তিনি সর্বজাতির কাছে সুবিচার নিয়ে যাবার কথা; আর তিনি তাদের শাসক সেই শয়তানকে দণ্ডিত করায় ঠিক তাই করলেন। খ্রিষ্ট নিজেই এসব কিছু আমাদের শিখিয়ে দিলেন; তিনি বললেন, *এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩১-৩২)। যে শয়তান এ জগৎকে নিজের অধীনে বন্দি করে রেখেছিল, সেই শয়তানের উপর বিনাশদণ্ড উচ্চারণ করেই তিনি যত প্রবঞ্চিত মানুষকে উদ্ধার করলেন।

শাস্ত্র বলে, *তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না, রাস্তা-ঘাটেও নিজের কণ্ঠস্বর শোনাবেন না* (ইশা ৪২:২)। সকলের প্রভু ও ত্রাণকর্তা গভীরতম দীনতা ও বিনম্রতায়ই আমাদের মধ্যে বাস করতে এলেন। একথা বলা চলে, তিনি কোন শব্দও

করলেন না, কারও ক্ষতিও করলেন না। দোমড়ানো নলগাছ পাছে ছেঁড়ে, সলতের ধিকিধিকি আগুন পাছে নিভে যায়, তিনি নীরবে ও শান্তিতে এলেন (ইশা ৪২:৩ দ্রঃ)।

তাঁর কাজ কী ধরনের হবে? সর্বজাতির জন্য তিনি কী করবেন? তিনি বিচারকে সত্যের কাছে চালিত করলেন। মনে হয় নবী বিচার বলতে বিধান বোঝান, কারণ ইস্রায়েলের আর সকলের শাসক সেই ঈশ্বরের বিষয়ে লেখা আছে, *তুমিই যাকোবে ন্যায় ও ধর্মময়তা প্রতিষ্ঠিত করেছ* (সাম ৯৯:৪)। সুতরাং তিনি সেই বিচার, অর্থাৎ যে বিধান যা আভাস ও প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেই বিধান তিনি সুসমাচারের সত্যের কাছে চালিত করবেন। সুসমাচারের মাধ্যমে তিনি দেখালেন সেই জীবনধারণ যা তাঁর গ্রহণযোগ্য; তাছাড়া বিধানের বাহ্যিক উপাসনাকেও তিনি *সত্যের শরণেই* (যোহন ৪:২৩) উপাসনায় পরিণত করলেন।

সুসমাচার সারাবিশ্ব জুড়েই প্রচারিত হয়েছে, তার বিধিনিয়ম চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। লেখা আছে, *তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়, তোমার বিধান সত্য* (সাম ১১৯:১৪২), এবং *বিজাতীয়রা তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখবে* (মথি ১২:২১)। মানবদেহে তাঁর আবির্ভাব সত্ত্বেও খ্রিষ্টকে সত্যকার ঈশ্বর বলে স্বীকার করেই তারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রেখেছে ও সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতার কথা অনুসারে *তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে* (সাম ৮৯:১৭), কেননা আমরাই তো খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত আর আমাদের সমস্ত আশা খ্রিষ্টেই স্থাপিত।

**শ্লোক** - ইশা ৫৬:১; মিখা ৪:৯; ইশা ৪০:২৭

*প্র* যেরুশালেম, আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে। কেন চিৎকার করছ?

*উ* তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

*প্র* যাকোব, তুমি কেমন করে বলতে পার, তুমিও, ইস্রায়েল, কেমন করে বলতে পার, আমার পথ প্রভুর কাছ থেকে গুপ্ত, আমার অধিকার আমার পরমেশ্বরের অবহেলার বিষয়?

*উ* তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়? ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৯:১-৯)

## সকল জাতির মানুষের আলো সেই প্রভুর দাস

শোন, দ্বীপপুঞ্জ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল:
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।

তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,
আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।'
আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,
যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।

তিনি বললেন :
‘যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস, তা
তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।’
যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন :
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,
আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
তুমি যেন বন্দিদের বল, ‘বেরিয়ে এসো,’
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, ‘আলোতে এসো।’
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি।

**শ্লোক** - ইশা ৪৯:৭; ৯:২

*প্র* ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন প্রভু একথা বলছেন:

*উ* আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

*প্র* যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল।

*উ* আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৩৫:৪-৫)

**খ্রিষ্ট দাস ও প্রভু রূপে জন্ম নিলেন**

আমি মনে করি যে প্রভুর দীনতা ও তাঁর যন্ত্রণার বিষয়ে আমাদের কাছে উপযুক্ত সাক্ষ্যদান করা হয়েছে; সেই সাক্ষ্যদান দু'জন সাধুব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে: একজন নবী হওয়ায় একটা দর্শনের কথা প্রচার করলেন, অপর একজন এমন সংবাদ দিলেন যা প্রচার করার জন্যই তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হওয়ায়, এসো, আমরা দাসরূপে প্রভুর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁদের সেই সাক্ষ্যদান উপস্থাপন করি; তাছাড়া তাঁদের মুখ দিয়ে প্রভু নিজেই নিজের বিষয়ে কথা বললেন বিধায় তাঁদের প্রমাণ স্বয়ং প্রভুরই প্রমাণ। তিনি বলেন, *প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন, যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি* (ইশা ৪৯:৫)। এখানে আমাদের লক্ষ করতে হয় যে, প্রভু জনগণকে একত্রে সম্মিলিত করার জন্যই দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন।

তিনি আবার বলেন, *মাতৃবক্ষ থেকে প্রভু উল্লেখ করেছেন আমার নাম* (ইশা ৪৯:১)। যে নামে স্বয়ং পিতা তাঁকে ডাকেন, এসো, শুনি সেই নাম কী: *এই দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর* (মথি ১:২৩)। 'ঈশ্বরের পুত্র' ছাড়া খ্রিষ্টের নামের অন্য অর্থ কী হতে পারে? এ কথাও লক্ষ কর: মারীয়ার বিষয়ে গাব্রিয়েল

যোসেফকে বলেছিলেন, *সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে* (মথি ১:২১)। এবার ঈশ্বরেরই কথা শোন: *যুদা দেশের হে বেথলেহেম, যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ হীনতম নও, কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা, যিনি আমার জনগণকে প্রতিপালন করবেন* (মথি ২:৬; মিখা ৫:১)।

রহস্যটির মর্মকথা ধরতে চেষ্টা কর: কুমারী-গর্ভ থেকে তিনি একইসময় দাস ও প্রভু রূপেই জন্ম নিলেন; দাসরূপে তিনি কাজ সম্পাদন করবেন, প্রভুরূপে তিনি শাসন করবেন ও মানবের অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। অথচ তিনি এক ব্যক্তি; পিতা হতে জনিত ঈশ্বর ও কুমারী থেকে জাত মানুষ তেমন নয়; বরং অনাদিকাল থেকে যিনি পিতা হতে জনিত, সেই তিনিই পরবর্তীকালে কুমারী থেকে মানবদেহ ধারণ করলেন। এজন্যই তিনি একইসময় দাস ও প্রভু বলে অভিহিত: আমাদের জন্য তিনি দাস, কিন্তু ঐশস্বরূপের ঐক্যে তিনি ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর, সনাতন ঈশ্বরের সঙ্গে সনাতন ঈশ্বর ও পিতার সমতুল্য। বস্তুতপক্ষে যাঁর উপর পিতা আপন প্রীতি ঘোষণা করলেন, সেই পুত্রকে তিনি নিজের চেয়ে হীনতর শ্রেণিতে জন্ম দিতে পারতেন না।

ঈশ্বর এ কথাও বলেন, *যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে তুমি আমার দাস, এ তোমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়* (ইশা ৪৯:৬ লাতিন পাঠ্য)। খ্রিষ্ট সবসময়ের মত সেই নাম দু'টোর অধিকারী যা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা ব্যক্ত করে: তিনি মহান ঈশ্বর ও মহান দাস। মাংসধারণে তিনি সেই অসীম মাহাত্ম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত নন। পুত্ররূপে যিনি ঈশ্বরের সমতুল্য, তিনি মাংসধারণে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন; মৃত্যুও ভোগ করলেন, তবু তাঁর মাহাত্ম্যের সীমা নেই, কেননা *খ্রিষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে* (রো ১০:৪)। ফলে আমরা সকলেই তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে গভীর ভক্তির সঙ্গে তাঁকে পূজা করতে পারি। ধন্য সেই দাসত্ব যা সকলকে স্বাধীন করে তুলল, ধন্য সেই দাসত্ব যা তাঁর জন্য জয় করল সেই নাম সকল নামের শ্রেষ্ঠ যে নাম; ধন্য সেই বিনম্রতা, যার ফলে *যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'* (ফিলি ২:১০-১১)।

**শ্লোক** - লুক ১:৪২ দ্রঃ

*প্র* কি করে তোমার বন্দনা করব, হে পবিত্রা কুমারী মারীয়া?

*উ* স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*উ* স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে।

# ৭ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬১:১-১১)

**প্রভুর আত্মা তাঁর দাসের উপরে অধিষ্ঠিত**

প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত,
কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন।
তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে,
ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে,
বন্দিদের কাছে মুক্তি,
এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে,
প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ,
আমাদের পরমেশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করতে,
শোকার্ত সকল মানুষকে সান্ত্বনা দিতে,
সিয়োনের শোকার্ত মানুষকে আনন্দের সুর শোনাতে,
তাদের দিতে ছাইয়ের বদলে শিরোভূষণ,
শোক-বস্ত্রের বদলে আনন্দ-তেল,
অবসন্ন হৃদয়ের বদলে প্রশংসাগান।

তারা 'ধর্মময়তা-তার্পিনগাছ' বলে অভিহিত হবে,
—প্রভুর গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর আপন রোপিত গাছ।
তারা সেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
সেই পুরাতন ধ্বংসরাশি পুনরুত্তোলন করবে,
বহু যুগ আগের সেই বিধ্বস্ত শহরগুলি সংস্কার করবে।
ভিনজাতির মানুষেরাই তোমাদের পাল চরাবে,

ভিনদেশের মানুষেরাই তোমাদের মাঠ ও আঙুরখেত চাষ করবে।

কিন্তু তোমাদের বলা হবে ‘প্রভুর যাজক’,
তোমরা ‘আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক’ বলে অভিহিত হবে,
তোমরা উপভোগ করবে বিজাতীয়দের সম্পদ,
তাদের ঐশ্বর্যে গর্ব করবে।
তোমাদের লজ্জা দ্বিগুণ ছিল ব’লে
অপমানের বদলে আনন্দধ্বনিই হবে তোমাদের সম্পদ,
তাই দেশে তোমাদের উত্তরাধিকার দ্বিগুণ হবে,
তোমরা চিরকালীন আনন্দ পাবে।
কারণ আমি প্রভু, আমি ন্যায়বিচার ভালবাসি,
শঠতায় জড়িত লুটতরাজ ঘৃণা করি।
সততার সঙ্গে তোমাদের মজুরি দেব,
তোমাদের সঙ্গে সনাতন সন্ধি স্থাপন করব।
তাদের বংশ বিখ্যাত হবে বিজাতিদের মাঝে,
তাদের বংশধরেরাও জাতিসকলের মাঝে।
যারা তাদের দেখবে, তারা সকলেই একথা মেনে নেবে যে:
তারাই সেই বংশ, যাকে আশিসধন্য করেছেন প্রভু।

প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত,
আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,
কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন,
ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন,
হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যে যাজকেরই মত শিরোভূষণে ভূষিত,
তেমন এক কনের মত যে রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা।
কেননা মাটি যেমন উৎপন্ন করে নতুন নতুন অঙ্কুর,
উদ্যান যেমন অঙ্কুরিত করে নতুন নতুন বীজ,
প্রভু পরমেশ্বর তেমনি সকল দেশের সামনে

অঙ্কুরিত করবেন ধর্মময়তা ও প্রশংসাবাদ।

**শ্লোক** - ইশা ৬১:১; যোহন ৮:৪২

*প্র* প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা প্রভুই আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে,

*উ* ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে।

*প্র* আমি ঈশ্বর থেকে এসে এজগতে এসেছি। আমি নিজে থেকে আসিনি ; পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন,

*উ* ভগ্নহৃদয় মানুষকে সারিয়ে তুলতে, বন্দিদের কাছে মুক্তি এবং কারারুদ্ধদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (জন্মোৎসব, উপদেশ ১৩)

**ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হয়**

রিয় ভাইবোনেরা, সবকিছুর সনাতন স্রষ্টা যিনি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট আজ একটি মাতা থেকে জন্ম গ্রহণ করায় আমাদের জন্য ত্রাণকর্তা হলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের জন্য আজ কালের সীমায় জন্ম নিলেন যেন আপন পিতার সনাতন কালে আমাদের চালনা করেন। ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হয়; মানুষ যেন স্বর্গদূতদের খাদ্য খেতে পারে, সেজন্য স্বর্গদূতদের প্রভু আজ মানুষ হলেন। *হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর; মেঘমালা ধর্মাত্মাকে করুক বর্ষণ; মর্তের বুক হোক উন্মোচিত, পরিত্রাতাকে করুক অঙ্কুরিত* (ইশা ৪৫:৮ লাতিন পাঠ্য), নবীর উচ্চারিত সেই ভাববাণী আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই মানুষকে নির্মাণ করেছিলেন যিনি, তিনি নিজে মানুষ হলনে যাতে যে মারা গেছিল তাকে আবার ফিরে পাওয়া যায়। সেজন্য সামসঙ্গীত-মালায় সেই মানুষ বলে, *অবনমিত হবার আগে আমি পাপ করেছিলাম* (সাম ১১৯:৬৭)। মানুষ পাপ করেছিল, তাতে সে অপরাধী হয়েছিল : ঈশ্বর মানুষ রূপে জন্ম নিলেন যেন সেই অপরাধী মুক্তি পায়। মানুষ তো পড়েই গেছিল, ঈশ্বর

কিন্তু নেমেই এলেন; মানুষ হীনভাবে পড়ে গেছিল, কিন্তু ঈশ্বর সদয়ভাবেই নেমে এলেন; মানুষ গর্বের কারণে পড়ে গেছিল, ঈশ্বর কিন্তু অনুগ্রহ সঙ্গে করেই নেমে এলেন।

হে আমার ভাইসকল, কী আশ্চর্য কাজ, কী অপূর্ব কাণ্ড! মানুষের বেলায় প্রকৃতির নিয়মের পরিবর্তন হচ্ছে: ঈশ্বর জন্ম নেন, পুরুষের সহায়তা ছাড়া কুমারী গর্ভবতী হন, ঈশ্বরের বাণী এমন নারীকে বিবাহ করেন যিনি কোন পুরুষকে জানেন না; সেই নারী একাধারে হন মাতা ও কুমারী; তিনি মাতা হন কিন্তু হয়ে থাকেন অক্ষুণ্ন কুমারী; তিনি এমন কুমারী যিনি পুত্রসন্তানকে প্রসব করেন কিন্তু কোন পুরুষকে জানেন না; তিনি নিত্যকুমারী কিন্তু অনুর্বরা নন। কেননা কেবল সেই খ্রিষ্টই পাপ ছাড়া জন্ম নিলেন, যাঁকে পুরুষের আলিঙ্গন ছাড়া তিনি *মাংসের লালসায় নয়* (যোহন ১:১৩ দ্রঃ) , বরং মনের বাধ্যতায় জন্ম দিলেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:১৪; ১:৯

*প্র* আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

*উ* পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।

*প্র* তিনি যেন আমাদের পাপ ক্ষমা করেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করেন,

*উ* পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৪:১-১৭)

**প্রভুর সাধিত নব সন্ধি**

সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,
—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি!
সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়,
তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!
কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে
পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি—এই কথা প্রভু বলছেন।
তোমার তাঁবুর স্থান বিস্তৃত কর,
ব্যয় আশঙ্কা না করে তোমার আবাসের পরদাগুলো বিছিয়ে দাও,
দড়িগুলো লম্বা কর, শক্ত কর যত গোঁজ,
কারণ তুমি ডানে বামে বিস্তীর্ণা হবে,
তোমার বংশ দেশগুলো দেশছাড়া করবে,
পরিত্যক্ত শহরগুলোতে লোক বসাবে।
ভয় করো না, তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না;
উদ্বিগ্না হয়ো না, তোমাকে আর দুর্নাম ভোগ করতে হবে না;
কারণ তুমি তোমার যৌবনের লজ্জার বিষয় ভুলে যাবে,
তোমার বৈধব্যের দুর্নামও আর মনে থাকবে না।

কেননা তোমার নির্মাতাই তোমার পতি,
তাঁর নাম সেনাবাহিনীর প্রভু;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনই তোমার মুক্তিসাধক,
তিনি সমস্ত পৃথিবীর পরমেশ্বর বলে অভিহিত।
হ্যাঁ, প্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিনী পত্নীর মত,
যৌবনকালের বিচ্যুতা বধূর মত ডেকে ফিরিয়েছেন;
—এই কথা বলছেন তোমার আপন পরমেশ্বর!

আমি ক্ষুদ্রই এক মুহূর্তের জন্য তোমাকে ত্যাগ করেছি,
কিন্তু মহাস্নেহে তোমাকে ফিরিয়ে নেব।
আমি ক্রোধের আবেশে এক মুহূর্তের জন্য তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম,
কিন্তু চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমার মুক্তিসাধক।

আমার কাছে এখন এমনটি হবে নোয়ার সেই দিনগুলির মত,
যখন আমি শপথ করেছিলাম যে,
নোয়ার জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না;
তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে,
তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না,
তোমাকে আর কোন ধমক দেব না।

পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক,
কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না,
আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না;
—এই কথা বলছেন প্রভু, তোমাকে যিনি স্নেহ করেন।

হে দুঃখিনী, হে ঝঞ্ঝা-আলোড়িতা, হে সান্ত্বনা-বঞ্চিতা,
দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব,
নীলকান্তমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব;
পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা,
সূর্যকান্তমণি দিয়ে তোমার সমস্ত তোরণদ্বার,
ও বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে তোমার সমস্ত প্রাচীরবেষ্টনী নির্মাণ করব।

তোমার সকল সন্তান প্রভুর কাছেই শিক্ষা পাবে,
তোমার সন্তানদের মহা সমৃদ্ধি হবে।
তোমাকে ধর্মময়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা হবে,
তুমি অত্যাচার থেকে মুক্তা হবে:

না, তোমাকে আর কোন বিভীষিকায় ভীত হতে হবে না,
কারণ তা তোমার কাছে আসবে না।

দেখ, তোমার প্রতি আক্রমণ ঘটলে, তা আমা থেকে হবে না;
যে তোমাকে আক্রমণ করবে, তোমার খাতিরে তার পতন হবে।
দেখ, যে কর্মকার জ্বলন্ত অঙ্গারে বাতাস দেয়,
ও নিজের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করে,
তাকে আমিই সৃষ্টি করেছি,
তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমি ধ্বংসনকারীকেও সৃষ্টি করেছি।
তোমার বিরুদ্ধে গড়া কোন অস্ত্র সফল হবে না,
বিচারে তোমার প্রতিবাদী সমস্ত জিহ্বাকে তুমি দণ্ডিত করবে।
এটি প্রভুর দাসদের অধিকার,
এটি সেই ধর্মময়তা, যা আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রাপ্য;
—প্রভুর উক্তি।

**শ্লোক** - ইশা ৫৪:৮, ১০; ৪৩:১১

*প্র* আমি চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি, একথা বলছেন প্রভু;
*উ* আমার কৃপা তোমা থেকে কখনও সরে যাবে না।
*প্র* আমিই প্রভু, আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।
*উ* আমার কৃপা তোমা থেকে কখনও সরে যাবে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৬০)

**যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিতে চাইলেন,**
**তিনি আমাদের কাছে অজানা থাকতে চাইলেন না**

নিত্য অন্ধকারে আবৃত মরমানুষ যা অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পাবার ও আপন সম্পদ বলে রাখবার যোগ্য হয়ে উঠেছিল, অজ্ঞতার দরুন সে যেন সেইসব কিছু না হারায়,

সেজন্য যদিও প্রভুর মাংসধারণ-রহস্যে তাঁর ঈশ্বরত্বের লক্ষণ স্পষ্টই ছিল, তবু আজকের পর্ব বিভিন্ন ভাবে সুস্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশ ও ব্যক্ত করে যে, ঈশ্বর মানবদেহেই আগমন করলেন।

বস্তুতপক্ষে যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিতে চাইলেন, তিনি আমাদের কাছে অজানা থাকতে চাইলেন না। তাই তিনি এমনভাবেই নিজেকে উন্মোচন করলেন, যাতে তাঁর ভালবাসার মহারহস্য মহা ভুলভ্রান্তির অবকাশ না হয়।

তারকারাজির মধ্যে যে জাজ্বল্যমান ব্যক্তিকে পণ্ডিত খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন, আজ তিনি তাঁকে জাবপাত্রে ক্রন্দনরত অবস্থায় খুঁজে পান। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে যে গুপ্ত ব্যক্তির জন্য পণ্ডিত এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন, আজ তিনি তাঁকে কাপড়ে জড়ানো স্পষ্টই দেখতে পান।

আজ পণ্ডিত সামনেই যা দেখতে পাচ্ছেন, সেই দৃশ্যে তিনি গভীর বিস্ময়ে অভিভূত: মর্তেই স্বর্গ, স্বর্গেই মর্ত, ঈশ্বরেই মানুষ, মানুষেই ঈশ্বর; সমগ্র বিশ্ব নিজের মধ্যে যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম, তিনি এখন ক্ষুদ্রতম একটি দেহে উপস্থিত। তা দে'খে পণ্ডিত যে আপত্তি না করে বিশ্বাসই করেছেন, তা প্রতীকমূলক উপহারেই প্রমাণিত: তিনি ধূপধুনোতে তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন, সোনাতে তাঁকে রাজা বলে গ্রহণ করেন, ও গন্ধনির্যাসে তাঁর ভাবী মৃত্যু বিশ্বাস করেন।

এমনটি ঘটল যে, যারা বিজাতীয় বলে শেষে ছিল, তারা প্রথমই হল, কেননা তখন পণ্ডিতদের বিশ্বাসে বিজাতীয়দের বিশ্বাসের উদ্বোধন হল।

আজ জগতের পাপ ধুয়ে ফেলার জন্য খ্রিষ্ট যর্দন নদীতে প্রবেশ করলেন; যোহন নিজেই সাক্ষ্যদান করে বলেন তিনি এজন্যই এসেছিলেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। আজ দাস প্রভুকে আঁকড়িয়ে থাকে, মানুষ ঈশ্বরকে আঁকড়িয়ে থাকে, যোহন খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকেন: ক্ষমা দেবার জন্য নয়, ক্ষমা পাবারই জন্য তাঁকে আঁকড়িয়ে থাকেন।

আজ, নবীর কথামত, *প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপর বিরাজিত* (সাম ২৯:৩); কোন্ কণ্ঠস্বর? *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (মথি ৩:১৭)।

আজ পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে জলরাশির উপর দিয়ে উড়তে থাকেন, যাতে যেমন সেই কপোত নোয়াকে সংবাদ দিয়েছিল যে জলপ্লাবন জগৎ ছেড়ে সরে গেছিল, তেমনি এ কপোত যেন প্রকাশ করে যে জগতের ডুবাডুবি একেবারে শেষ হয়েছে; সেটার মত কিন্তু এ কপোত পুরাতন জলপাইয়ের পল্লব বহন করে না বরং নব-আদিপিতার মাথায় নবধরনের তৈলাভিষেকের পূর্ণ ঐশ্বর্যকে ঢেলে দেন: এতে নবীর ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে, *পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (সাম ৪৫:৮)।

আজ জলকে আঙুররস করে খ্রিষ্ট স্বর্গীয় চিহ্নকর্ম সাধন করতে শুরু করেন। কিন্তু জল তাঁর রক্তের সাক্রামেন্তেই পরিণত হবার কথা, যাতে খ্রিষ্ট আপন দেহের পানপাত্র থেকে সত্যকার পানীয় অর্পণ ক'রে নবীর সেই বাণী পূর্ণ করতে পারেন, *উচ্ছলিত আমার এ পানপাত্র কতই না মূল্যবান* (সাম ২৩:৫ লাতিন পাঠ্য)।

## শ্লোক

℣ তিনটে ছিল পণ্ডিতদের সেই উপহার যা সেদিন তাঁরা প্রভুকে অর্পণ করলেন— প্রতীকমূলক যে উপহার:

℟ সোনা, যাতে রাজ-অধিকার প্রকাশিত; ধূপধুনো, যাতে মহাযাজকত্ব প্রদর্শিত; গন্ধনির্যাস, যাতে প্রভুর সমাধি প্রচারিত।

℣ পণ্ডিতগণ জাবপাত্রে শোয়ানো আমাদের পরিত্রাণের সাধককে পূজা করলেন। রত্নপেটিকা খুলে তাঁরা প্রতীকমূলক উপহার দান করলেন:

℟ সোনা, যাতে রাজ-অধিকার প্রকাশিত; ধূপধুনো, যাতে মহাযাজকত্ব প্রদর্শিত; গন্ধনির্যাস, যাতে প্রভুর সমাধি প্রচারিত।

# পাঠসংগ্রহ - প্রভুর আত্মপ্রকাশ

## ৬ই জানুয়ারী অথবা ২রা জানুয়ারীর পরবর্তী রবিবার

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬০:১-২২)

**প্রভু যেরুশালেমের উপরে নিজের গৌরব প্রকাশ করেন**

ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো এসে গেছে,
প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।
দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে এখনও আচ্ছন্ন করছে,
তমসা সর্বজাতিকে এখনও আবৃত করছে,
কিন্তু তোমার উপরে স্বয়ং প্রভু উদিত হচ্ছেন,
তোমার উপরে দৃশ্যমান হচ্ছে তাঁর আপন গৌরব।
দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে,
রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ:
এরা সকলে একত্রে জড় হয়ে তোমার কাছে আসছে।
তোমার সন্তানেরা দূর থেকে আসছে,
তোমার কন্যাদের বাহুতে ক'রে বহন করা হচ্ছে।
তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে,
কারণ সমুদ্রের যত ধন তোমার কাছে ভেসে আসবে,
দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।
উট দলে দলে এসে তোমার রাস্তা-ঘাট সমস্তই দখল করবে,
—মিদিয়ান ও এফার দ্রুতগামী উট—
শাবা থেকে সকলেই আসবে,
তারা আনবে সোনা ও ধূপ,

প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ।
কেদারের সমস্ত মেষপাল তোমার কাছে জড় হবে,
নেবায়োথের সমস্ত ভেড়া তোমার সেবায় থাকবে,
আমার যজ্ঞবেদির উপরে সেগুলো হবে গ্রহণীয় নৈবেদ্য;
আর আমি ভূষিত করব আমার কান্তির গৃহ।

এ কারা উড়ে আসছে মেঘের মত,
খোপের দিকে কপোতের মত?
সত্যি! যত দ্বীপপুঞ্জ আমার দিকে চেয়ে আছে,
দূর থেকে তোমার সন্তানদের,
ও তাদের সঙ্গে তাদের সোনা-রুপোও ফিরিয়ে আনবার জন্য
তার্শিশের জাহাজগুলি রয়েছে সবার আগে,
—তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে, যিনি প্রকাশ করছেন তোমার কান্তি।
ভিনজাতীয় মানুষেরা তোমার নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করবে,
তাদের রাজারা তোমার সেবায় থাকবে,
কেননা ক্রোধে আমি তোমাকে আঘাত করেছি,
কিন্তু প্রসন্নতায় তোমাকে স্নেহ করেছি।
তোমার সমস্ত তোরণদ্বার সর্বদাই খোলা থাকবে,
দিনরাত কখনও বন্ধ হবে না,
যেন সর্বদেশের দলকে তোমার কাছে আনা হয়,
সারিবদ্ধ ক'রে তাদের রাজাদেরও সঙ্গে আনা হয়।

কেননা যে দেশ বা রাজ্য তোমার সেবা করতে অসম্মত, তাদের বিনাশ হবে,
তেমন দেশগুলো নিঃশেষেই ধ্বংসিত হবে।
তোমার কাছে আসবে লেবাননের গৌরব,
দেবদারু, তালিশ ও সরলগাছ একসঙ্গে আসবে,
যেন আমার পবিত্রধাম বিভূষিত করতে পারে,

গৌরবান্বিত করতে পারে আমার চরণস্থান।
যারা তোমাকে অত্যাচার করছিল,
তাদের সন্তানেরা হেঁট হয়ে তোমার কাছে আসবে ;
যারা তোমাকে তুচ্ছ করছিল,
তারা সকলে তোমার পদতলে প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়বে।

তারা তোমাকে উদ্দেশ করে বলবে : 'হে প্রভুর নগরী,
হে ইস্রায়েলের পবিত্রজনের সিয়োন !'
তুমি একসময় পরিত্যক্তা ছিলে, ছিলে বিতৃষ্ণার বস্তু,
তোমার মধ্য দিয়ে কেউই যাতায়াত করত না ;
কিন্তু আমি এখন তোমাকে সর্বযুগের গৌরবের পাত্র করব,
করব সকল পুরুষপরম্পরার আনন্দের উৎস।
তুমি সকল দেশের দুধ চুষে খাবে,
রাজাদের ঐশ্বর্য গ্রাস করবে।
এবং এই কথা জানবে যে, আমি প্রভুই তোমার পরিত্রাতা,
যাকোবের শক্তিশালী এই আমিই তোমার মুক্তিসাধক।
আমি ব্রঞ্জের বদলে সোনা, লোহার বদলে রুপো,
কাঠের বদলে ব্রঞ্জ, পাথরের বদলে লোহাই আনব।
আমি শান্তিকে করব তোমার নেতা,
ধর্মময়তাকে তোমার শাসনকর্তা।
তোমার দেশে অত্যাচারের কথা আর শোনা যাবে না,
তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথারও উল্লেখ হবে না।

বরং তুমি তোমার নগরপ্রাচীরের নাম রাখবে 'পরিত্রাণ',
তোমার তোরণদ্বারের নাম 'প্রশংসাগান'।
সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না,
চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না ;
হে রাত্রি, চাঁদ ও জ্যোৎস্না মিলে যে তোমার জন্য হবে রাত্রির আলো,

এমনটি আর হবে না,
বরং স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো,
তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।
তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না, তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো ;
আর তোমার শোকের সময়ের সমাপ্তি হবে।

তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে,
তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে,
তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা,
আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।
যে ছোট, সে সহস্র হয়ে উঠবে,
যে ক্ষুদ্র, সে হয়ে উঠবে বিপুল এক জাতি ;
যথাসময়ে আমি, প্রভু, শীঘ্রই এই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব।

শ্লোক - ইশা ৬০:১, ৩

প্ ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, যেরুশালেম, কারণ তোমার আলো এসে গেছে।
উ প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।
প্ দেশগুলি তোমার আলোর কাছে আসবে, রাজারাও আসবে তোমার উদয়ের মহিমার কাছে।
উ প্রভুর গৌরব তোমার উপরে উদিত হয়েছে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ পর্ব, উপদেশ ৩:১-৩, ৫)

**বিশ্বজুড়ে প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ**

আপন দয়াময় মঙ্গলবিধানে ঈশ্বর চরমকালে ধ্বংসমুখী জগৎকে সহায়তা করবেন বলে সর্বজাতির পরিত্রাণ খ্রিষ্টেই স্থির করলেন।

সেই সর্বজাতি ছিল সেই অগণন বংশধারা যা ধন্য পিতৃকুলপতি আব্রাহামকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল: এমন বংশধারা যা তাঁর দেহ থেকে নয়, বিশ্বাসেরই উর্বরতা থেকে উৎপন্ন হবার কথা। সেই বংশধারাকে অসংখ্য তারকারাজির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল, যাতে সেই সর্বজাতির পিতা মর্ত নয়, স্বর্গীয়ই একটি বংশপরম্পরায় আশা রাখেন।

প্রবেশ করুক, হ্যাঁ, কুলপতিদের পরিবারে সর্বজাতির পূর্ণতা প্রবেশ করুক; এবং প্রতিশ্রুতির সন্তানেরা আব্রাহামের বংশরূপে গ্রহণ করুক সেই আশীর্বাদ যা তাঁর রক্তমাংসের সন্তানেরা প্রত্যাখ্যান করে! সেই তিন পণ্ডিতদের মধ্য দিয়ে সর্বজাতি বিশ্বনির্মাতাকে পূজা করুক; আর যুদেয়ায় শুধু নয়, সারা জগদ্‌জুড়েই ঈশ্বর সুপরিচিত হোন, যাতে *ইস্রায়েলের সর্বত্রই তাঁর নাম হয় সুমহান* (সাম ৭৬:২ দ্রঃ)।

অতএব, প্রিয়জনেরা, ঐশঅনুগ্রহের রহস্যগুলি জেনে নিয়ে, এসো, আমাদের প্রথমফসলের দিন ও বিজাতীয়দের প্রথম আহ্বানের কথা আত্মিক আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি। এসো, সেই দয়াময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যিনি, প্রেরিতদূতের কথায়, *আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন; তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন* (কল ১:১২-১৩)। একথা পূর্বঘোষণা করে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, *যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল* (ইশা ৯:১)। এদের বিষয়ে তিনি প্রভুকে বলেছিলেন, *তোমাকে চেনে না এমন জাতিগুলো তোমাকে আহ্বান করবে; তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে* (ইশা ৫৫:৫ দ্রঃ)।

এই তো সেই দিন, *যে দিন দেখে আব্রাহাম আনন্দিত হয়েছিলেন* (যোহন ৮:৫৬), কেননা তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাসের সন্তানেরা তাঁর আপন বংশধরে তথা সেই খ্রিষ্টেই আশিসধন্য হবে; এবং যেহেতু তিনি আভাস পেয়েছিলেন যে, আপন বিশ্বাস গুণেই তিনি সর্বজাতির পিতা হবেন, সেজন্য *তিনি ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করলেন*

*কেননা তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে* (রো ৪:২০-২১ দ্রঃ)।

এই তো সেই দিন যার কথা দাউদ সামসঙ্গীত-মালায় গান করেছিলেন, *তোমার গড়া সকল দেশ এসে তোমার সম্মুখে, প্রভু, করবে প্রণিপাত, তারা গৌরবান্বিত করবে তোমার নাম* (সাম ৮৬:৯); আবার, *প্রভু জ্ঞাত করেছেন আপন পরিত্রাণ, বিজাতিদের চোখের সামনে আপন ধর্মময়তা করেছেন প্রকাশ* (সাম ৯৮:২)।

আমরা জানি, এসব কিছু তখনই ঘটেছে, যখন সেই তিন পণ্ডিত সুদূর অঞ্চল থেকে আহূত হয়ে একটা তারা দ্বারা স্বর্গমর্তের রাজাকে জানতে ও পূজা করতে চালিত হয়েছিলেন। এখন সেই তারা তার আপন সেবাকর্ম অনুকরণ করার জন্য আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছে, যে অনুগ্রহ সকলকে খ্রিষ্টের কাছে আহ্বান করে, সেই অনুগ্রহে আমরা যেন যথাসাধ্য সাড়া দিই।

প্রিয়জনেরা, এ প্রচেষ্টায় তোমাদের সকলকে একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত, যাতে করে যে ঐশরাজ্যে মানুষ যথার্থ বিশ্বাস ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে পৌঁছে, সেই ঐশরাজ্যে তোমরা আলোর সন্তানের মত দীপ্তিমান হতে পার, আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

## শ্লোক

*প্র* এই তো সেই বিখ্যাত দিন, যে দিনে আবির্ভূত হলেন সেই জগৎত্রাতা, যাঁর কথা নবীরা পূর্বপ্রচার করলেন, যাঁকে স্বর্গদূতেরা পূজা করলেন।

*উ* তাঁর তারা দেখে পণ্ডিতগণ আনন্দ পেলেন ও তাঁকে অর্পণ করলেন উপহার।

*প্র* পবিত্র এক দিন আমাদের উপর উদিত হল : এসো, সর্বজাতি, প্রভুকে পূজা করি।

*উ* তাঁর তারা দেখে পণ্ডিতগণ আনন্দ পেলেন ও তাঁকে অর্পণ করলেন উপহার।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ ৩)

**ঐশআলো বিশ্বপরিত্রাণের প্রতীক**

*ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, যেরুশালেম, কারণ তোমার আলো এসে গেছে* (ইশা ৬০:১)। যে যেরুশালেমের কথা এখানে বলা হয়, তা হল সেই নগরী যার সত্যকার ও শ্রেষ্ঠ শান্তি হলেন স্বয়ং প্রভু যিশু, যে নগরীকে তিনি ধ্বংসস্তূপ থেকে নির্মাণ করছেন, যে যেরুশালেম তার আপন প্রভুর দিব্যদর্শন পাবার জন্য যাত্রা করছে। কেননা সেই যেরুশালেম দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই প্রভু একদিন তারই হবে। এ যেরুশালেম হল পবিত্র মণ্ডলী, আবার যে কোন ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও যে কোন ঐশঅনুগ্রহমণ্ডিত আত্মা।

*ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও, যেরুশালেম*, এভাবেই শাস্ত্র তাকে আহ্বান করছে, আর তেমন আহ্বান তারই জন্য সত্যি যুক্তিসঙ্গত, যে অন্ধকারে, ভুলভ্রান্তিতে বা দুর্ব্যবহারে অন্ধের মত পড়ে আছে। তাকে বলা হচ্ছে, ওঠ! যিনি তোমাকে উত্তোলন করার কথা, তিনি তো তোমার উপর আনত। আলোমণ্ডিতা হও! যিনি তোমার উপর উদিত হবার কথা, তিনি তো উপস্থিত। আজকের নতুন তারা স্বর্গীয় শুভসংবাদ বারবার ধ্বনিত করছে: ওঠ, *আলোমণ্ডিতা হও!* যেন পার্থিব বস্তুর আসক্তি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করি ও ঊর্ধ্বে নিজেদের উত্তোলন করি, আমাদের এ আহ্বান জানাবার জন্য প্রভুর জন্মের একটা লক্ষণ আকাশের বুকে দেখা দিল: লক্ষণটা হল একটা তারা, আমরা যেন বুঝতে পারি যে খ্রিষ্টের জন্মের ফলে আমরা নতুন আলোতে প্লাবিত হব।

কিন্তু তারার আহ্বান প্রকৃতপক্ষে কাকেই উদ্দেশ করেছিল? নিঃসন্দেহে আহ্বান সেই যেরুশালেমকে উদ্দেশ করেছিল যার প্রতীক ছিলেন সেই রানী যিনি শলোমনের জ্ঞান শুনবার জন্য পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তৎপর হয়ে এসেছিলেন। শলোমন নামের অর্থ হল শান্তিদাতা, ফলে শলোমনের দর্শন পাবার জন্য যে রানী এসেছিলেন, তিনি হলেন সেই যেরুশালেমেরই প্রতীক যার নামের অর্থ হল শান্তি-দর্শন। বিজাতীয় বলে সেই রানী হলেন বিজাতীয়দের মধ্য থেকে গঠিত মণ্ডলীর প্রতীক। আমরা যখন দেখি কতগুলোই না দেশ ও জাতির উপর মণ্ডলী রাজত্ব করে, তখন আমরা তার মধ্যে দেখতে পাই সেই

রানী যাঁর বিষয়ে দাউদ বলেন, *সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে আছেন রানী* (সাম ৪৫:১০)।

আজ সেই মণ্ডলীরই জন্মদিন, যে মণ্ডলী বিজাতীয়দের মাঝে বিরাজিত, কেননা বিজাতীয়রা তারাকে দেখল ও তার সংবাদ বুঝতে পারল। ফলে আজ সেই দিন, যে দিনে এ রানী পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে আসেন তাঁরই শ্রীমুখ দেখতে যাঁর বিষয়ে বলা হয়, ওই *দেখ, শলোমনের চেয়ে মহান একজন এখানে উপস্থিত* (মথি ১২:৪২ দ্রঃ)। তিনি সত্যিই শলোমনের চেয়ে মহান, কেননা শলোমন কেবল শান্তিদাতা ছিলেন, প্রভু যিশু বরং মাংসধারী শান্তি হওয়ায়ই শান্তি দান করেন। প্রেরিতদূতও বলেন, *তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনিই ইহুদী জাতি ও বিজাতীয়দের এক জাতি করে তুলেছেন* (এফে ২:১৪ দ্রঃ)। যিনি স্বয়ং শান্তি, এ রাজার দর্শন পাবার জন্য তৎপর বলে আমাদের এ রানী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই যেরুশালেম, অর্থাৎ শান্তি-দর্শন বলে অভিহিতা।

তিনি শেবার রানী বলেও অভিহিতা। এ নামটাও সঠিক, কেননা শেবা বলতে দাসত্ব বোঝায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই শেবার রানী হল মণ্ডলী যা এ দাসত্বকালে সবকিছু সুন্দর ভাবে ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করে: এ দাসত্বকালে মণ্ডলী সেই রাজ্য থেকেই নির্বাসিতা, যে রাজ্য কোন দাসত্ব বা সঙ্কট জানে না, যে রাজ্যকে সে নিজে বিচারের দিনেই পাবে, যখন প্রভু তাকে বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)। বিজাতীয়দের পবিত্র মণ্ডলী আমাদের এ রানী আজ পর্যন্ত অন্ধের মত ধুলায় পতিত হয়ে শুয়ে থাকল, এবার কিন্তু আহ্বান তার কাছে এসে পৌঁছেছে: *ওঠ, আলোমণ্ডিতা হও!*

## শ্লোক

℣ আজকের দিনে আলো-থেকে-আলো আমাদের কাছে আবির্ভূত হল। সেই আলো হল সেই ব্যক্তি যাঁকে যোহন যর্দনে বাপ্তিস্ম দিলেন।

℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

℣ স্বর্গ থেকে সনাতন আনন্দ নেমে এল। স্বর্গের রাজেশ্বর খ্রিষ্টই আমাদের জন্য মর্তে নেমে এলেন।

℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

*অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - আদ্‌মণ্টের মঠাধ্যক্ষ পূজনীয় গডফ্রেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৫)

## তিন পণ্ডিতের উপহারের অর্থ

যে মহাপর্ব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, তার প্রকৃত নাম হল 'এপিফানিয়া'; এর অর্থ হল আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব। আমরা আজ প্রভুর তিন ধরনের আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাবের কথা স্মরণ করি, এমন আত্মপ্রকাশ যা তিনি পৃথিবীতে মানবজীবনকালেই ঘটিয়েছেন।

প্রথম আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব তাঁর জন্মের সময়েই ঘটেছে, যখন তিন পণ্ডিত নবীন তারার অসাধারণ উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে তার পরিচালনায় নবজাত ত্রাণকর্তার জাবপাত্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁকে পূজা করলেন ও রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে তিনটে মূল্যবান উপহার দিলেন: সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস।

দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব যর্দন নদীর কূলে তাঁর মাংসধারণের ত্রিংশ সালেই ঘটেছে, যখন যিনি আমাদের সকলের স্রষ্টা ও পুনঃস্রষ্টা, যিনি পাপের কালিমা থেকে মুক্ত একমাত্র ব্যক্তি, তিনি পাপীদেরই সঙ্গে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য যোহনের কাছে গেলেন। সেই সময় তাঁর সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হলে তিনি ঐশআত্মাকে কপোতের আকারে তাঁর উপর নেমে আসতে দেখলেন এবং এক কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে বলল, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (মথি ৩:১৭)।

সুসমাচার পড়ে আমরা জানতে পারি যে তৃতীয় আত্মপ্রকাশ গালিলেয়ার কানা নগরে ঘটেছে। সেখানে বিয়ের উৎসবের দিনে প্রভু জলকে আঙুররস করলেন ও আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

এ তিনটে শরীরী আত্মপ্রকাশ বা আবির্ভাব প্রতীকমূলক ভাবে দেখাল কীভাবে তিনি দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য ভাবে তাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন, যারা পুণ্যজীবন যাপন করে, কেননা তিনি অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের দেখতে আসেন। সেই তিনটে আত্মপ্রকাশ আবার দেখাল, ঐশমর্যাদার দৃষ্টিতে সেই পুণ্য ও মনোনীত আত্মাগুলির পক্ষে দর্শনলাভের জন্য কীভাবে যাওয়া উচিত।

যে সকল পুণ্যজন দৃশ্য তারার ক্ষণস্থায়ী আলো দ্বারা নয়, বরং ঐশপ্রেরণার অদৃশ্য ও অস্পর্শী অনুগ্রহ দ্বারাই আলোকিত হয়ে তিন পণ্ডিতের মত খ্রিষ্টের জাবপাত্রের কাছে আসে (জাবপাত্র বলতে আমি অধ্যাত্ম সাধনার কঠোরতা বোঝাই), তারা অবশ্যই জাবপাত্রের মধ্যে সুন্দর ভাবে শোয়ানো অর্থাৎ বিশ্বাসীমণ্ডলীর মাঝে উপস্থিত খ্রিষ্টকে খুঁজে পাবে।

কিন্তু যারা উল্লিখিত ঐশআলো পেয়েছে বলে সচেতন আছে, তারা যদি খ্রিষ্টকে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাসের মূল্যবান সেই উপহার দানে তিন পণ্ডিতকে অনুকরণ না করে, তবে তারা যেন না মনে করে যে, প্রভুর জাবপাত্র হবার জন্য ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক জীবনধারণ পালন করার জন্য যত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে আমি মনে করি, সোনা হল সত্যজ্ঞান, ধূপধুনো হল ভক্তির সঙ্গে সাধিত সৎকাজ, ও গন্ধনির্যাস হল মানবপ্রশংসার বাসনা-দমন।

সুসমাচার-রচয়িতার উল্লিখিত তিনটে উপহার প্রভুর মনোনীত নবী ইশাইয়া দ্বারাই উল্লিখিত হয়েছিল, *শাবা থেকে সকলেই আসবে, তারা আনবে সোনা ও ধূপ, প্রচার করবে প্রভুর প্রশংসাবাদ* (ইশা ৬০:৬)। এখানে দেখা যাচ্ছে সুসমাচার-রচয়িতা ও নবী দু'জনেই একমত, কেননা যেখানে সুসমাচার-রচয়িতা গন্ধনির্যাসের কথা বলেন, তার জায়গায় নবী বললেন 'প্রভুর প্রশংসা,' যার ফলে তিনি 'গন্ধনির্যাস' আধ্যাত্মিক ভাবেই ব্যাখ্যা করলেন। একদিকে তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন যে মানবীয় প্রশংসার বাসনা-দমনের কথাই ইঙ্গিত করা হচ্ছিল। তাছাড়া তিনি জোর করেই আমাদের দেখিয়ে দিলেন, যারা সৎকাজে রত আছে, নিজেদের প্রচেষ্টা ও সদ্‌গুণে কিছুই আরোপ না ক'রে তাদের পক্ষে প্রশংসার বাসনা সম্পূর্ণরূপে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। বিনম্রতার সঙ্গে সবকিছুই ঐশঅনুগ্রহে আরোপ ক'রে তাদের বরং প্রভুর প্রশংসাবাদই করা আবশ্যক।

**শ্লোক** - তীত ২:১১-১২

*প্র* প্রভাতী তারার ও সর্বকালের আগে জাত হয়ে

*উ* আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা আজ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

৵ ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।

৶ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা আজ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

# পাঠসংগ্রহ - আত্মপ্রকাশ পর্বের পরবর্তী সপ্তাহ

## সোমবার অথবা ৭ই জানুয়ারী

আত্মপ্রকাশ পর্বের পূর্ববর্তী ৭ই জানুয়ারীর ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য।

জানুয়ারী বুধ-৯ বৃহস্পতি-১০ শুক্র-১১ শনি-১২ সূচী

## মঙ্গলবার অথবা ৮ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬২:১-১২)

**মুক্তি কাছে এসে গেছে**

সিয়োনের খাতিরে আমি নীরব থাকব না,
যেরুশালেমের খাতিরে আমি শান্ত থাকব না,
যতক্ষণ না তার ধর্মময়তা উদিত হয় জাজ্বল্যমান তারার মত,
মশালের মতই না জ্বলে ওঠে তার পরিত্রাণ।
তখন দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে,
সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব,
তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে,
যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।
তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট,
তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।
কেউ তোমায় আর 'পরিত্যক্তা' বলে ডাকবে না,

তোমার দেশকেও কেউ আর ‘ধ্বংসিতা’ বলবে না ;
বরং তোমায় ডাকা হবে ‘তার মধ্যে আমার প্রীতি’,
আর তোমার দেশকে ‘বিবাহিতা’,
কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন
আর তোমার দেশের বিবাহ হবে।
হ্যাঁ, যুবক যেমন কুমারী কন্যাকে বিবাহ করে,
তোমার নির্মাতা তেমনি তোমায় বিবাহ করবেন ;
বর যেমন কনেকে নিয়ে পুলকিত হয়,
তোমার পরমেশ্বর তেমনি তোমাকে নিয়ে পুলকিত হবেন।

হে যেরুশালেম,
তোমার প্রাচীরের উপরে আমি প্রহরী মোতায়েন রাখলাম,
তারা দিনরাত কখনও নীরব হয়ে থাকবে না।
যারা প্রভুকে স্মরণ কর,
তোমরা বিশ্রাম করো না,
তাঁকেও দিয়ো না বিশ্রাম নিতে,
যতক্ষণ না তিনি যেরুশালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন,
তাকে না করেন পৃথিবীর প্রশংসার পাত্র।
প্রভু তাঁর আপন ডান হাত ও শক্তিশালী বাহুর দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন,
আমি নিশ্চয় খাদ্যের জন্য
তোমার শত্রুদের তোমার গম আর দেব না ;
ভিনজাতির মানুষেরাও সেই আঙুররস আর খাবে না,
যার জন্য তুমিই শ্রম করেছ।
না ! যারা শস্য জড় করবে,
তারাই তা খাবে ও প্রভুর প্রশংসাগান করবে ;
যারা আঙুরফল সংগ্রহ করবে,
আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে তারাই তার রস পান করবে।

তোমরা এগিয়ে যাও, তোরণদ্বার দিয়ে এগিয়ে যাও,
লোকদের জন্য পথ প্রস্তুত কর,
সমতল কর, রাস্তা সমতল কর,
যত পাথর সরিয়ে ফেল,
জাতিগুলির জন্য নিশানা উত্তোলন কর।
দেখ, প্রভু পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত একথা শোনাচ্ছেন:
সিয়োন কন্যাকে বল,
'দেখ, তোমার পরিত্রাতা আসছেন!
দেখ, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে;
তাঁর আগে আগে চলছে তাঁর আপন পুরস্কার।'

তারা এই নামেই আখ্যাত হবে: পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।
এবং তুমি 'অন্বেষিতা', 'অপরিত্যক্তা নগরী' বলে অভিহিতা হবে।

**শ্লোক** - ইশা ৬২:২-৩ দ্রঃ

*প্র* সেসময় দেশগুলি তোমার ধর্মময়তা দেখতে পাবে, সকল রাজা দেখতে পাবে তোমার গৌরব।

*উ* তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে, যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

*প্র* তুমি হবে প্রভুর হাতে যেন কান্তির মুকুট, তোমার পরমেশ্বরের করতলে রাজকিরীট যেন।

*উ* তোমায় এক নতুন নামে ডাকা হবে, যে নাম প্রভুর নিজের মুখই মঞ্জুর করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আত্মপ্রকাশ পর্ব উপলক্ষে পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুসের বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (নং ২:৬-৮, ১০)

**জল ও আত্মা**

যিশু যোহনের কাছে গেলেন এবং তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিলেন: আহা, কী মহা বিস্ময়কর ঘটনা! যে সীমাহীন নদী পরমেশ্বরের নগরীকে আনন্দিত করে তোলে, তা

ছোট্ট একটা খাল দ্বারা স্নাত হয়; যে অধরা ও সনাতন জলের উৎস থেকে সকল মানুষের জন্য জীবন প্রবাহিত হয়, তা ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী জলাশয়ে নিমজ্জিত হয়; যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান আর কোন স্থানে অনুপস্থিত নন, যিনি স্বর্গদূতদের বোধের অতীত ও মানুষের কাছে অদৃশ্য, তিনি স্বেচ্ছায়ই বাপ্তিস্ম নেবার জন্য এগিয়ে আসেন; আর দেখ! স্বর্গ উন্মুক্ত হল আর এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন* (মথি ৩:১৭)।

প্রেমের পাত্র প্রেমের উদ্ভব ঘটায় এবং অশরীরী আলো অগম্য আলোর উদ্ভব ঘটায়। ইনি সেই ব্যক্তি যিনি যোসেফের পুত্র বলে অভিহিত ছিলেন এবং ঐশস্বরূপে আমার একমাত্র পুত্র।

*ইনি আমার প্রিয় পুত্র:* যিনি হাজার হাজার মানুষকে খাওয়ান, তিনি ক্ষুধার্ত; যিনি ভারাক্রান্তকে বিশ্রাম দেন, তিনি পরিশ্রান্ত; যিনি হাতে সবকিছু ধরে রাখেন, মাথা গোঁজবার মত তাঁর স্থান নেই; যিনি যত যন্ত্রণা সারিয়ে তোলেন, তিনি যন্ত্রণাভোগ করেন; যিনি জগৎকে মুক্তি দান করেন, তিনি চপেটাঘাতগ্রস্ত হন; যিনি আদমের পাশ নিরাময় করেন, তিনি পাশে বিদ্ধ হন।

দয়া ক'রে, তোমরা আমার কথায় মনোযোগ দাও, কেননা আমি জীবন-জলের উৎসের ধারে ফিরে যেতে চাই, সেই জলের উৎসের দর্শন পেতে চাই যা থেকে আরোগ্য নির্গত হয়।

অমরতার পিতা অমর বাণী সেই পুত্রকে জগতে প্রেরণ করলেন; আর তিনি জল ও আত্মা দ্বারা মানুষকে প্রক্ষালিত করার জন্য মানুষের মাঝে এলেন; প্রাণ ও শরীরের অক্ষয়শীলতা-দায়ী নবজন্ম দান করার জন্য তিনি আমাদের অন্তরে জীবনদায়ী আত্মাকে সঞ্চার করলেন ও অক্ষয়শীল রণসজ্জায় আমাদের সজ্জিত করলেন। ফলে মানুষ যখন অমর হয়ে উঠল, তখন সে ঈশ্বরও হয়ে উঠবে; আর যদি মানুষ জল ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে বাপ্তিস্মের নবজন্মের পরে সত্যি ঈশ্বর হয়, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর সে খ্রিষ্টের সঙ্গে সহউত্তরাধিকারীও হবে।

সেজন্য আমি ঘোষকের কণ্ঠে বলে উঠি: হে সর্বজাতির গোষ্ঠী সকল, বাপ্তিস্মের অমরতার কাছে এসো। এ হল পবিত্র আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত সেই জল যা দ্বারা এদেন

জলসিক্ত হয়, মাটি উর্বর হয়, গাছপালা ফলশালী হয়, জীবজন্তু প্রসব করে; অল্প কথায় সবকিছু বলতে গিয়ে, এ হল সেই জল যা দ্বারা নবজন্মপ্রাপ্ত মানুষ উজ্জীবিত হয়, যার মধ্যে খ্রিষ্ট স্নাত হলেন, যার অন্তরে পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে নেমে এলেন।

যে কেউ বিশ্বাসের সঙ্গেই নবজন্মের এ জলে নামে, সে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ক'রে খ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়ায়, শত্রুকে অস্বীকার ক'রে খ্রিষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, দাসত্ব ছেড়ে দত্তকপুত্রত্ব পরিধান করে, বাপ্তিস্ম থেকে উঠে সূর্যেরই মত দীপ্তিমান হয়ে ধর্মময়তার রশ্মি ছড়িয়ে দেয়, এমনকি—আসল মাহাত্ম্য—সে পুনরায় ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে।

পরমপবিত্র, মঙ্গলকর ও জীবনদায়ী আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম আরোপিত হোক এখন, সারাক্ষণ ও যুগযুগ ধরে। আমেন।

**শ্লোক** - যোহন ১:৩২, ৩৪, ৩৩

*প্র* আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন।

*উ* আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

*প্র* যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে বললেন, যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন।

*উ* আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৫:১-১৩)

**চিরন্তন সন্ধি প্রভুর বাণীতে সকলের কাছে অর্পিত**

ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো ;
যার অর্থ নেই, তুমিও এসো।
এসো, খাদ্য কিনে নিয়ে খাও ;
এসো, বিনা অর্থে খাদ্য, বিনা মূল্যে আঙুররস ও দুধ কিনে নাও।
তোমরা কেন অখাদ্যের জন্য অর্থব্যয় করবে?
কেন অতৃপ্তিকর খাদ্যের জন্য তোমাদের মজুরি নষ্ট করবে?
আমার কথা কান পেতে শোন, তবেই উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে,
রসাল শাঁসাল খাদ্য ভোগ করবে।
কান দাও, আমার কাছে এসো ;
শোন, তবেই তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হবে।
আমি তোমাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী এক সন্ধি স্থাপন করব ;
হ্যাঁ, দাউদের প্রতি আমার সেই মহাকৃপা স্থির রাখব।

দেখ, আমি তাকে জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে,
দেশগুলির উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।
দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে ;
তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে ;
এমনটি ঘটবে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর খাতিরে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই খাতিরে,
যিনি তোমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

প্রভুর অন্বেষণ কর, যেহেতু তিনি নিজের উদ্দেশ পেতে দেন ;
তাঁকে ডাক, যেহেতু তিনি কাছে আছেন।
দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক ;

সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন ;
সে আমাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরে আসুক,
কারণ তিনি ক্ষমাদানে মহান।
কারণ আমার সঙ্কল্পসকল ও তোমাদের সঙ্কল্পসকল এক নয়,
তোমাদের পথসকল ও আমার পথসকল এক নয়—প্রভুর উক্তি।
পৃথিবী থেকে আকাশমণ্ডল যত উঁচু,
তোমাদের পথ থেকে আমার পথ,
তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উঁচু।
বৃষ্টি ও তুষার যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে,
এবং মাটি জলসিক্ত না করে,
ও সেই মাটি যেন বীজবুনিয়েকে বীজ ও মানুষকে খাদ্য দান করে
তা উর্বর ও অঙ্কুরিত না করে সেখানে ফিরে যায় না,
তেমনি ঘটে আমার মুখনিঃসৃত বাণীর বেলায় :
আমি যা ইচ্ছা করি, তা সম্পন্ন না করে,
এবং যে উদ্দেশ্যে আমি তা প্রেরণ করেছি, তা সাফল্যমণ্ডিত না করে
আমার বাণী নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না।

হ্যাঁ, তোমরা আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে,
শান্তিতেই তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।
পর্বত-উপপর্বত তোমাদের সামনে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,
মাঠের সকল গাছপালা করতালি দেবে।
কাঁটাগাছ আর নয়, দেবদারুই গজিয়ে উঠবে,
শেয়ালকাঁটা আর নয়, গুলমেদিই বেড়ে উঠবে ;
এমনটি ঘটবে প্রভুর সুনামের উদ্দেশে,
এমন চিরস্থায়ী চিহ্ন, যা লোপ পাবে না।

**শ্লোক** - ইশা ৫৫:৪-৫; তোবিত ১৩:১৩

*প্র* দেখ, আমি তাকে জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে, দেশগুলির উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।

*উ* দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে; তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে।

*প্র* দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে, হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

*উ* দেখ, তুমি তোমার অচেনা এক জাতিকে আহ্বান করবে; তোমাকে জানে না এমন এক জাতি তোমার কাছে ছুটে আসবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - শার্তের বিশপ সাধু ফুলবার্টের পত্র থেকে পাঠ (৫ম পত্র)

**আমাদের পরিত্রাণ-রহস্য**

আমরা খ্রিষ্টের দ্বৈতস্বরূপের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারি এ থেকে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন অর্থাৎ: তাঁর একটি স্বরূপ আছে যা অনুসারে, প্রেরিতদূতের কথায়, *তিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীন হয়ে জন্ম নিলেন* (গা ৪:৪); এবং তাঁর আর একটি স্বরূপ আছে যা অনুসারে তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। একটি স্বরূপ অনুসারে তিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে মানুষের সাধারণ বিনীত মর্তজীবন যাপন করলেন, এবং অপর স্বরূপ অনুসারে তিনি সনাতন ও অনাদিকালীন ঈশ্বর রূপে স্বর্গমর্ত সৃষ্টি করলেন। একটি স্বরূপ অনুসারে শাস্ত্রের কথামত তিনি দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করলেন, শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, ক্ষুধার্ত হলেন ও অশ্রুজল ফেললেন, এবং অপর স্বরূপ অনুসারে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময় করলেন, খোঁড়াকে হাঁটতে দিলেন, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলেন, একটি কথায় উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশমিত করলেন ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করলেন।

ফলে যে কেউ খ্রিষ্টিয়ান নাম বৃথাই বহন করতে চায় না বা আপন সর্বনাশেই তা বহন করতে চায় না, তাকে স্বীকার করতে হবে যে খ্রিষ্ট দ্বৈতস্বরূপের অধিকারী আর তিনি একইসময় সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষ। এভাবে দ্বৈতস্বরূপের বাস্তবতা রক্ষা করা হয়। খ্রিষ্ট যে প্রতাপময় কাজ সাধন করেন এবং খ্রিষ্ট যে দুঃখকষ্ট ভোগ করেন,

নিখুঁত বিশ্বাস এসবগুলিও ফেলেও না, বিচ্ছিন্নও করে না, কেননা খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঐক্য বিচ্ছিন্নতাকে বর্জন করে, আবার এক একটি স্বরূপ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে মানুষ, তেমন কথা গ্রহণযোগ্য নয়, আছেন বরং একমাত্র খ্রিষ্ট যিনি একইসময় ঈশ্বর ও মানুষ। খ্রিষ্ট নিঃসন্দেহে ঈশ্বর: তাঁর ঈশ্বরত্ব গুণেই তিনি মৃত্যুকে ধ্বংস করলেন; অথচ ঈশ্বরের এই একমাত্র পুত্র যিনি আপন ঈশ্বরত্ব অনুসারে মৃত্যু ভোগ করতে পারতেন না, সেই অমর পুত্র যে মরদেহ ধারণ করেছিলেন সেই মরদেহে মৃত্যু বরণ করলেন; আর ঈশ্বরের পুত্র সেই একই খ্রিষ্ট, মানুষ হিসাবে মৃত্যু বরণ ক'রে পুনরুত্থান করলেন, কেননা দেহগত দিক দিয়ে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তিনি সেই অমরতাকে হারিয়ে ফেললেন না, যে অমরতা ঈশ্বর ব'লে তাঁর অধিকার।

আমরা নিশ্চিত জানি যে, প্রথম জন্মে পাপী এই আমরা দ্বিতীয় জন্মে পবিত্র হয়ে উঠি; প্রথমটায় বন্দি আমরা দ্বিতীয়টার গুণে মুক্তি পাই; প্রথমটায় মর্তমানুষ আমরা দ্বিতীয়টার গুণে স্বর্গীয় হয়ে উঠি; প্রথমটার দণ্ডের দরুন দৈহিক আমরা দ্বিতীয়টার অনুগ্রহ-গুণে আত্মিক হয়ে উঠি; সেটার কারণে ক্রোধের সন্তান আমরা এটার গুণে অনুগ্রহেরই সন্তান। অতএব যে কেউ বাপ্তিস্মের মর্যাদা হেয়জ্ঞান করে, সে জেনে নিক, সে সেই ঈশ্বরকে হেয়জ্ঞান করে যিনি বলেছেন, *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ পারে না* (যোহন ৩:৫)।

সুতরাং পরিপক্ক শিক্ষাই পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য আমাদের অনুগ্রহ দান করে; বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে স্বয়ং প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব* (রো ৬:৮)। খ্রিষ্টের মৃত্যু ও সমাধির সহভাগিতার উদ্দেশ্যই, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান ক'রে তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকতে পারি।

শ্লোক - যোহন ১:১৪, ১

℣ বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন:

℟ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

℣ আদিতে বাণী ছিলেন; বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী; বাণী ছিলেন ঈশ্বর।

৳ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

# বুধবার অথবা ৯ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬৩:৭-১৯)

**শোকার্ত জনগণ প্রভুর অসীম দয়া স্মরণ করে**

আমি প্রভুর কৃপাধারার কীর্তন করব,
—প্রভুর প্রশংসাগান,
আমাদের প্রতি তিনি যা কিছু করেছেন, তার গুণকীর্তন করব।
ইস্রায়েলকুলের প্রতি তিনি কেমন মহামঙ্গলময়!
তিনি তাঁর স্নেহ অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করলেন,
হ্যাঁ, তাঁর মহাকৃপা অনুসারেই ব্যবহার করলেন।

তিনি বললেন, 'এরা সত্যিই আমার আপন জনগণ,
এমন সন্তান, যারা আমাকে আশাভ্রষ্ট করবে না।'
তাই তিনি হলেন তাদের ত্রাণকর্তা।
তাদের সকল সঙ্কটে
সাধারণ এক দূত বা স্বর্গদূত যে তাদের ত্রাণ করল, এমন নয়,
তাঁর আপন শ্রীমুখই বরং তাদের পরিত্রাণ করল;
ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়ে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধন করলেন;
তাদের তুলে নিজের কাছে বহন করে নিলেন
অতীতকালের সমস্ত দিন ধরে।

কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল,
তাঁর পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিল;
তাই তিনি হলেন তাদের শত্রু,
নিজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

তখন তারা সেই প্রাচীনকালের দিনগুলির কথা স্মরণ করল,
তাঁর দাস মোশির কথা মনে করল।
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর মেষপালের পালককে জল থেকে বের করে আনলেন?
তিনি কোথায়,
যিনি তাঁর অন্তরে তাঁর আপন পবিত্র আত্মাকে রাখলেন,
যিনি মোশির ডান পাশে
তাঁর আপন গৌরবময় বাহু চলতে দিলেন,
যিনি নিজের জন্য চিরন্তন সুনাম অর্জন করার জন্য
তাদের সামনে জলরাশি বিভক্ত করলেন,
যিনি মরুপ্রান্তরে একটা অশ্বের মত
জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা করলেন?
তারা কেউই হোঁচট খায়নি,
যেমনটি পশুপাল উপত্যকার মধ্য দিয়ে সহজে নেমে আসে।
হ্যাঁ, প্রভুর আত্মাই বিশ্রামের দিকে তাদের চালনা করল।

এভাবেই তুমি গৌরবময় সুনাম অর্জন করার জন্য
তোমার জনগণকে চালনা করলে।
স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ,
তোমার পবিত্র গৌরবময় সেই আবাস থেকে দৃষ্টিপাত কর।
কোথায় তোমার উদ্যোগ, তোমার পরাক্রম?
তোমার সেই অন্তরঙ্গ মমতা ও তোমার সেই স্নেহ,
তা কি আমার বেলায় ফুরিয়ে গেছে?
তুমি তো আমাদের পিতা!
যদিও আব্রাহাম আমাদের আর চেনেন না,
যদিও ইস্রায়েল আমাদের আর স্বীকার করেন না,
তবু তুমি, প্রভু, আমাদের পিতা,

অনাদিকাল থেকে আমাদের মুক্তিসাধকই তোমার নাম!
প্রভু, আমরা তোমার সমস্ত পথ ছেড়ে ভ্রান্ত হব,
তুমি কেন এমনটি হতে দিচ্ছ?
আমাদের হৃদয় তোমাকে আর ভয় করবে না,
তুমি কেন এমন কঠিন করছ আমাদের হৃদয়?
তোমার আপন দাসদের খাতিরে,
তোমার আপন উত্তরাধিকার সেই গোষ্ঠীগুলোর খাতিরে ফিরে এসো!
তোমার জনগণ এত অল্পকালেই তোমার পবিত্র স্থান অধিকার করল,
আমাদের বিরোধীরা তোমার পবিত্রধাম মাড়িয়ে দিল।
হ্যাঁ, আমরা এখন হয়েছি তাদেরই মত,
যাদের উপর তুমি কখনও কর্তৃত্ব করনি,
যারা আপন ব'লে কখনও বহন করেনি তোমার আপন নাম।
আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!
তবে তোমার সম্মুখে পর্বতমালা কেঁপে উঠত।

**শ্লোক** - ইশা ৬৩:১৯; ৫৯:১১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, আমরা এখন হয়েছি তাদেরই মত, যাদের উপর তুমি কখনও কর্তৃত্ব করনি, যারা আপন বলে কখনও বহন করেনি তোমার আপন নাম।

*উ* আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!

*প্র* আমরা সুবিচারের জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু তা নেই; পরিত্রাণের জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা দূরেই রয়েছে।

*উ* আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু প্রক্লের উপদেশ থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ ৭:১-৩)

## জলের পবিত্রীকরণ

খ্রিষ্ট জগতে আবির্ভূত হলেন এবং তার এলোমেলো অবস্থাকে সুব্যবস্থা ক'রে জগৎকে উজ্জ্বল ও আনন্দপূর্ণ করে তুললেন। তিনি জগতের পাপ হরণ করলেন ও জগতের শত্রুকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। তিনি জলের উৎসধারাকে পবিত্রিত করলেন ও মানুষের আত্মাকে আলোকিত করলেন। আশ্চর্য কাজের কাপড়েই যেন তিনি অধিক মহত্তর আশ্চর্য কাজের নকশা খচিত করলেন।

আজ পৃথিবী ও সমুদ্র নিজেদের মধ্যে ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ ভাগ করে নিল এবং নিখিল বিশ্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, কেননা আজকের দিন গত মহাপর্বের চেয়েও বহু আশ্চর্য কাজ প্রকাশ করে। বস্তুতপক্ষে ত্রাণকর্তার মহাপর্বদিনে পৃথিবী উল্লাস করেছিল কেননা সে প্রভুকে জাবপাত্রে বহন করেছিল, কিন্তু আজ এ আত্মপ্রকাশ পর্বে সমুদ্রই মহা আনন্দে মেতে ওঠে; সে আনন্দিত, কেননা যর্দন নদীতে সে পবিত্রীকরণের আশীর্বাদ লাভ করেছে।

বিগত মহাপর্বদিন একটি ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিয়ে আমাদের ক্ষুদ্রতাকে তুলে ধরেছিল; কিন্তু আজকের পর্বদিনে আমরা তাঁকে এমন সর্বগুণসম্পন্ন অবস্থায় দেখতে পাই, যার আভাসে তাঁরই প্রকাশ পায় যিনি সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বর থেকেই উদ্গত। সেই পর্বদিনে রাজা মানবদেহের রাজসজ্জায় পরিবৃত ছিলেন; আজ জলের উৎস যিনি, তিনি সজ্জারূপে নদীকে পরিধান করেন। তবে এসো, দেখ এ নতুন ও বিস্ময়কর আশ্চর্য কাজগুলি: ধর্মময়তার সূর্য যর্দনে স্নান করে, আগুন জলে ডুব দেয়, ঈশ্বর মানুষ দ্বারাই পবিত্রিত হন! আজ সর্বপ্রাণী গেয়ে ওঠে, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য* (সাম ১১৮:২৬); যিনি প্রতিটি যুগে আসেন, তিনি ধন্য—কেননা এ তাঁর প্রথম আগমন নয়।

কিন্তু ইনি কে? হে ধন্য দাউদ, দোহাই তোমার, স্পষ্ট কথা বল: হ্যাঁ, প্রভুই ঈশ্বর; *তিনি আমাদের জন্য উদ্ভাসিত হলেন* (সাম ১১৮:২৭ লাতিন পাঠ্য); একথা যে শুধু নবী দাউদ উচ্চারণ করেন তেমন নয়, প্রেরিতদূত পলও আপন সাক্ষ্যদান করে বলেন, *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমস্ত মানুষের জন্য*

*এনে দিয়েছে পরিত্রাণ* (তীত ২:১১ দ্রঃ) : কয়েকজনের জন্য শুধু নয়, সকলেরই জন্য : ইহুদী হোক, গ্রীকও হোক, ঈশ্বর বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে সকলকেই পরিত্রাণ মঞ্জুর করেন, বাপ্তিস্মকে সকলেরই জন্য সাধারণ উপকার বলে অর্পণ করেন।

তবে এসো, দেখ এ বিস্ময়কর ও নতুন জলপ্লাবন! নোয়ার সময়ের চেয়ে এ প্লাবন অধিক মহৎ ও প্রভাবশালী। সেই সময় প্লাবনের জলরাশি মানবজাতিকে ধ্বংসই করেছিল, এবার কিন্তু যিনি বাপ্তিস্ম নিলেন, তাঁর প্রভাবে বাপ্তিস্মের জল মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। সেই সময় সেই কপোত মুখে জলপাইয়ের একটা পাতা বহন ক'রে খ্রিষ্ট প্রভুর সুরভিত সুবাসের একটা পূর্বচ্ছবি দিয়েছিল; এবার কিন্তু পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে এসে দয়াময় প্রভুকে প্রকাশ করেন।

**শ্লোক**

*প্র* আজ আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি যাঁকে যোহন যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিলেন :

*উ* আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

*প্র* তাঁর উপরে স্বর্গ উন্মুক্ত হল এবং পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল।

*উ* আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৬:১-৮)

## প্রভুর গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা গৃহ

প্রভু একথা বলছেন :
তোমরা সুবিচার পালন কর, ধর্মময়তা অনুশীলন কর,
কারণ আমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে,
আমার ধর্মময়তা-প্রকাশ সন্নিকট।
সুখী সেই মানুষ, যে এভাবে আচরণ করে,
সেই আদমসন্তান, যে এসব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকে,
যে শাব্বাৎ পালন করে, তা অপবিত্র করে না,
যে তার আপন হাত সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে দূরে রাখে।
প্রভুতে আসক্ত বিজাতি কোন মানুষ যেন না বলে,
'নিশ্চয় প্রভু আমাকে তাঁর আপন জনগণ থেকে বিচ্যুত করবেন!'
কোন নপুংসকও যেন না বলে,
'দেখ, আমি শুষ্ক গাছ!'
কেননা প্রভু একথা বলছেন :
যে যে নপুংসক আমার শাব্বাৎ পালন করে,
আমার সন্তোষজনক বিষয় বেছে নেয়,
আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
তাদের আমি আমার গৃহের মধ্যে ও আমার নগরপ্রাচীরের মধ্যে
পুত্রকন্যাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান ও শ্রেষ্ঠ নাম মঞ্জুর করব ;
তাদের দেব এমন চিরকালীন নাম, যা কখনও লোপ পাবে না।
আর যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য,
প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য,
ও তাঁর আপন দাস হবার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে,
অর্থাৎ যে কেউ শাব্বাৎ অপবিত্র না করে তা পালন করে,

এবং আমার সন্ধি আঁকড়ে ধরে থাকে,
আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ;
আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।
তাদের আহুতি ও যজ্ঞগুলো তখন আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,
কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন,
সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি :
আমি ইতিমধ্যে যাদের জড় করেছি,
তাদের ছাড়া আরও মানুষকে জড় করব।

**শ্লোক** - ইশা ৫৬:৮, ৭; কল ১:২৭

*প্র* যিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিত যত মানুষকে জড় করেন, সেই প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি :

*উ* আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।

*প্র* ঈশ্বর বিজাতীয়দের মাঝে এ রহস্যের গৌরবময় ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে চেয়েছেন— খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে বিরাজিত।

*উ* আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর ; আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৬:১-২)

**পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখবে ঈশ্বরের পরিত্রাণ**

প্রিয়জনেরা, যেদিন খ্রিষ্ট প্রথমবার বিজাতীয়দের কাছে জগৎত্রাতারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন, সেদিনটি আমাদের মাঝে অধিক সম্মানিত দিন হওয়া উচিত। অন্তরে আমাদের সেই একই আনন্দ অনুভব করা উচিত, যে আনন্দ সেই তিন পণ্ডিত অনুভব করলেন যখন নবীন তারার লক্ষণ দ্বারা স্বর্গমর্তের রাজার সামনে চালিত হয়ে তাঁরা ভক্তিভরে সেই একজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন যাঁর আগমনে তাঁরা কেবল একটা প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আবার, মনে করা উচিত নয় যে সেদিন সমাপ্তই

হয়েছে, যার ফলে যে ঘটনার প্রভাব সেদিনে প্রকাশিত হয়েছিল তা সেইসময়েই কেটে গেল আর বিশ্বাসে গৃহীত ও স্মরণে উদ্‌যাপিত একটি স্মৃতি ছাড়া অন্য কিছুই আর থাকল না। না! ঈশ্বরের মহাদান বরং এমন বৃদ্ধি লাভ করেছে যে, আমরা আজও প্রত্যেকদিন তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।

যদিও সুসমাচারের বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে সেই দিনেরই কথা নির্দেশ করে, যখন তিনজন লোক নবীদের প্রচারে ও বিধানের সাক্ষ্যদানের শিক্ষায় আলোকিত না হয়েও ঈশ্বরকে জানবার জন্য সুদূর পূর্বাঞ্চল থেকে এসেছিলেন, তবু আমরা আরও স্পষ্টভাবে বারবারই দেখতে পারি যে, সেই ঘটনা সেই সকলেরই বেলায় ঘটে যারা আজও বিশ্বাসগ্রহণের জন্য আহূত হয়ে আলোকিত হয়। এভাবে ইশাইয়ার ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে যা অনুসারে *প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন, পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ* (ইশা ৫২:১০)। আবার: *যাদের কাছে তাঁর কথা বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে; যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে* (রো ১৫:২১; ইশা ৫২:১৫ দ্রঃ)।

আমরা যখন দেখি যে সংসারের প্রজ্ঞায় রত ও যিশু খ্রিষ্ট-বিশ্বাস থেকে বহু দূরের মানুষ ভুলভ্রান্তির অতলদেশ থেকে বাইরে চালিত হয়ে সত্যকার আলোর জ্ঞানে আহূত হচ্ছে, তখন আর কোন সন্দেহ নেই: ঐশঅনুগ্রহের জ্যোতি এখনও ক্রিয়াশীল! যতবার আলোর একটা কিরণ নতুন ভাবেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে ভেদ করে, ততবার তার উৎস হল সেই একই তারার প্রভা যা মানবাত্মাকে স্পর্শ ক'রে আপন আবির্ভাবের আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে সেই আত্মাকে আলোকিত করে ও ঈশ্বরকে পূজা করার জন্য চালিত করে।

তাছাড়া আমরা যদি রহস্যের গভীরতর স্থলে প্রবেশ করতে ইচ্ছা ক'রে আবিষ্কার করতে চাই, যারা আজ বিশ্বাস পথের মাধ্যমে খ্রিষ্টের কাছে আসে তারা কী ভাবে সেই তিনটে উপহার আনে, তাহলে একথা কি সত্য নয় যে, সরলমনা বিশ্বাসীর অন্তরে একই উপহারগুলি দান করা হয়? খ্রিষ্টের সার্বজনীন রাজ-অধিকার স্বীকার করায় অন্তরের ধনসম্পদ থেকে সোনা বের করা হয়; ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সত্যকার মানবস্বরূপ ধারণ করেছেন, যে কেউ একথা বিশ্বাস করে, সে গন্ধনির্যাস অর্পণ করে; তিনি ঐশমর্যাদা

ক্ষেত্রে পিতার সমতুল্য, যে কেউ একথা ঘোষণা করে, সে একপ্রকারে যেন ধূপধুনো নিবেদন করে।

**শ্লোক** - মথি ২:১-২

*প্র* তিন পণ্ডিত পুব থেকে যেরুশালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি,

*উ* ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।

*প্র* আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি,

*উ* ও তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।

# বৃহস্পতিবার অথবা ১০ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬৩:১৯খ–৬৪:১১)

**প্রভুর আগমন আকাঙ্ক্ষিত**

আহা, তুমি যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করে নেমে আসতে!
তবে তোমার সম্মুখে পর্বতমালা কেঁপে উঠত।
আগুন যেমন ঝোপ প্রজ্বলিত করে ও জল ফোটায়,
সেইমত আগুন তোমার বিরোধীদের ধ্বংস করুক,
যেন তোমার শত্রুদের মধ্যে জ্ঞাত হয় তোমার নাম।
তোমার সম্মুখে দেশগুলি কম্পান্বিত হবে,
কেননা তুমি এমন ভয়ঙ্কর কীর্তি সাধন কর,
যা প্রত্যাশার অতীত!

হ্যাঁ, পুরাকাল থেকে কেউ কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও কান কখনও এমনটি শোনেনি,
কারও চোখও কখনও এমনটি দেখেনি যে,
তুমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর আছেন,
যিনি আপন শরণাগতদের পক্ষে তেমন মহাকর্ম সাধন করেন।
যারা ধর্মময়তা পালনে আনন্দিত,
যারা তোমার পথে চলে তোমাকে স্মরণ করে,
তুমি গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে থাক।
দেখ, এখন তুমি ক্রুদ্ধ, কারণ আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি;
সেকালের পথ চললেই আমরা পরিত্রাণ পাব!
আমরা সকলে অশুচি বস্তুর মত হয়েছি,

আমাদের ধর্মময়তার যত কর্ম মলিন বস্ত্রের মত;
আমরা সকলে পাতার মত জীর্ণ হয়েছি,
আমাদের যত শঠতা আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাসের মত।
কেউই তোমার নাম আর করে না,
তোমাকে আঁকড়ে ধরার জন্য কেউই সচেষ্ট নয়,
কারণ তুমি আমাদের কাছ থেকে তোমার শ্রীমুখ লুকিয়েছ,
ও আমাদের শঠতার হাতে আমাদের নরম হতে দিয়েছ।

কিন্তু তুমি, হে প্রভু, তুমি তো আমাদের পিতা;
আমরা মাটি, তুমি আমাদের কুমোর,
আমরা সকলে তোমার হাতের রচনা।
প্রভু, তুমি নিঃশেষে ক্রুদ্ধ হয়ো না,
শঠতার কথা চিরকালের মত স্মরণে রেখো না।

দোহাই তোমার, চেয়ে দেখ: আমরা তোমার আপন জনগণ!
তোমার পবিত্র নগরগুলো এখন মরুপ্রান্তর,
সিয়োন মরুপ্রান্তর, যেরুশালেম ধ্বংসস্থান!
আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসাবাদ করতেন,
আমাদের পবিত্রতা ও কান্তির সেই গৃহ এখন আগুনে ভূমিসাৎ!
আমাদের যত প্রিয় বস্তু ধ্বংসস্তূপ!
প্রভু, এসব কিছু সত্ত্বেও তুমি কি এমনি চুপ করে থাকবে?
তুমি কি নীরব থাকবে?
অতিমাত্রায় আমাদের অবনমিত করবে?

শ্লোক - ইশা ৫৬:১; মিখা ৪:৯-১০; ইশা ৪৩:৩ দ্রঃ

প্র যেরুশালেম, তোমার পরিত্রাণ প্রায় এসে গেছে। কেন চিৎকার করছ? তোমার মন্ত্রীরা কি বিলুপ্ত হল? তবে কেন প্রসবিনীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ধরেছে তোমায়?

উ ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

℣ আমি প্রভু, তোমার পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন, তোমার মুক্তিসাধক।

℟ ভয় করো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করব, মুক্ত করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ২)

**সকল প্রাণীর উপরে পবিত্র আত্মার বর্ষণ**

যখন বিশ্বনির্মাতা সুন্দরতম সুব্যবস্থা অনুসারে স্থির করলেন, তিনি সমস্তই এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন ও মানবস্বরূপকে আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তিনি তখন বিভিন্ন মঙ্গলদানের মধ্যে পবিত্র আত্মাকেও মানুষকে আবার ফিরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন, কেননা এ ছিল সেই একমাত্র উপায় যা দ্বারা তিনি সেই সকল মঙ্গলদানের ভোগাধিকার স্থায়ী ভাবে দিতে পারতেন। তাই তিনি আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মার অবতরণ অর্থাৎ খ্রিষ্টের আগমনের সময় নিরূপণ করেন; প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, *সেই দিনগুলিতে* তথা ত্রাণকর্তার দিনগুলিতে *আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব* (যোয়েল ৩:১)।

যখন এ মহা দানশীলতা ও বদান্যতার সময় ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রকে এ পৃথিবীতে আমাদের মাঝে মাংসগত ভাবে অর্থাৎ ঐশশাস্ত্র অনুযায়ী নারীজাত মানবরূপেই এনে দিল, তখন ঈশ্বর ও পিতা যিনি, তিনি পুনরায় আত্মাকে দান করলেন, আর নবায়িত প্রকৃতির প্রথমফসল রূপে খ্রিষ্টই প্রথম তাঁকে গ্রহণ করলেন। এবিষয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেন, *আমি দেখেছি, আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন* (যোহন ১:৩২)।

খ্রিষ্ট আত্মাকে পেলেন কেননা তিনি মানুষ ছিলেন আর মানুষ হিসাবে তাঁর পক্ষে তাঁকে পাওয়া উচিত ছিল। পিতা ঈশ্বরের পুত্র, যিনি ঐশস্বরূপ থেকে জাত ও মাংসধারণের পূর্বেও, এমনকি সর্বকালের পূর্বেও বিদ্যমান, তিনি মানুষ হওয়ার পর যখন পিতা ঈশ্বরের এ বাণী শুনলেন *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (সাম ২:৭), তিনি তখন মোটেই মনঃক্ষুণ্ন হননি।

পিতার উক্তি: যিনি সর্বকালের পূর্বে ঈশ্বর-থেকে-ঈশ্বর ছিলেন তিনি আজ জন্ম নিলেন যেন সেই পিতা তাঁরই মধ্যে আমাদের দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারেন: বস্তুত মানুষ হওয়ায় খ্রিষ্টে গোটা মানবজাতি উপস্থিত। একই প্রকারে পুত্র আত্মাপ্রাপ্ত হলেও পিতা তাঁকে পুনরায় আত্মাকে দান করেন আমরা যেন তাঁর মধ্যে সেই আত্মাকে পেয়ে ধনবান হতে পারি। একারণেই তো শাস্ত্রের কথা অনুসারে তিনি আব্রাহামের বংশধর হলেন ও সবদিক দিয়ে ভাইদের মত হলেন।

অতএব, সেই একমাত্র পুত্র পবিত্র আত্মাকে পেলেন, কিন্তু নিজেরই জন্য নয়: আসলে সেই আত্মা তো তাঁরই, আর আমরা যেমন আগে বলেছি, সেই আত্মাকে তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারাই দান করা হয়। তিনি বরং আত্মাকে পেলেন যেন, যেহেতু মানুষ হওয়ায় তাঁর মধ্যে গোটা মানবজাতি উপস্থিত ছিল, সেহেতু তিনি যেন সেই মানবজাতিকে সম্পূর্ণরূপে আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাহলে যুক্তির মাধ্যমে ও শাস্ত্রের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, খ্রিষ্ট নিজেরই জন্য নয়, বরং নিজের মধ্যে আমাদেরই জন্য আত্মাকে পেলেন: বস্তুতপক্ষে যা কিছু মঙ্গলকর, তা তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে।

**শ্লোক** - এজে ৩৭:২৭-২৮; হিব্রু ৮:৮

*প্র* আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

*প্র* আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৯:১৫-২১)

## প্রভু আসছেন

সত্য মিলিয়ে গেছে,
এবং অপকর্ম থেকে যে নিজেকে সংযত রাখে, তাকে লুট করা হয়।
তিনি এইসব কিছু দেখলেন,
সুবিচার না থাকায় অসন্তুষ্ট হলেন।
তিনি তো দেখলেন যে, কেউই ছিল না,
বিস্মিত হলেন যে, পরের হয়ে মধ্যস্থতা করতে কেউ ছিল না।

তাই তাঁর আপন বাহু তাঁর হয়ে পরিত্রাণ সাধন করল,
তাঁর আপন ধর্মময়তা হল তাঁর নির্ভর।
তিনি বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে পরিত্রাণ ধারণ করলেন;
বস্ত্র রূপে প্রতিশোধ পরিধান করলেন,
আলোয়ান রূপে গায়ে জড়িয়ে নিলেন উদ্যোগ।
তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী মজুরি দেন:
তাঁর বিরোধীদের কাছে ক্রোধ, তাঁর শত্রুদের কাছে দণ্ড,
দ্বীপপুঞ্জের কাছে তাদের প্রাপ্য মজুরি দেবেন।
পশ্চিমে তারা প্রভুর নাম ভয় করবে,
পুবে তারা তাঁর গৌরব ভয় করবে,
কারণ তিনি এমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত আসবেন,
যা প্রভুর ফুৎকারে তাড়িত।

সিয়োনের জন্য,
যাকোবে যারা বিদ্রোহ-কর্ম বন্ধ করে, তাদেরই জন্য
এক মুক্তিসাধক আসবেন—প্রভুর উক্তি।

প্রভু একথা বলছেন, 'আমার পক্ষ থেকে, তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি এ: আমার যে আত্মা তোমার উপরে অধিষ্ঠিত এবং যে সমস্ত বাণী তোমার মুখে দিয়েছি, তা তোমার মুখ থেকে, তোমার সন্তানদের মুখ থেকে, ও তোমার সন্তানদের বংশধরদের মুখ থেকে এখন থেকে চিরকাল ধরে কখনও দূরে যাবে না।'

**শ্লোক** - এজে ৩৭:২৭; প্রেরিত ১০:৩৪-৩৫

*প্র* আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

*প্র* ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ধর্মময়তা পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ সাধু অদিলোর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯)

## যিনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন,
## তাঁকে সর্বযুগের রাজা বলে স্বীকার করা হোক

আমাদের কলুষিত মানবজন্ম যেন তার আত্মিক আদি অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য খ্রিষ্ট নিষ্কলঙ্কা কুমারী থেকে জন্ম নিতে চাইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে পরিচ্ছেদন-বিধানের অধীন করলেন যাতে স্পষ্ট হতে পারে যে সেই বিধানও তাঁর আপন রচনা; তাছাড়া তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর আদর্শ অনুসারে আমরাও যেন আত্মার আনন্দেই পরিচ্ছেদিত হয়ে, অর্থাৎ ঐশগুণাবলিতে অভিজ্ঞ হয়ে, স্বর্গীয় গৃহ নির্মাণকাজের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হতে পারি। তিনি তিন পণ্ডিতের পূজা গ্রহণ করলেন যাঁরা সেই তিন ধরনের উপহার তাঁকে এনে দিয়েছিলেন, যে উপহার এমন বিশ্বাসের প্রতীক ছিল যে বিশ্বাস অনুসারে যিনি আমাদের খাতিরে মানুষ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সর্বযুগের রাজা ও প্রভু। তিনি আবার চেয়েছিলেন, তাঁর মাতাপিতা তাঁকে মন্দিরে উপস্থিত করাবেন, এবং তাঁর পক্ষে একটা ঘুঘু ও একটা কপোত অর্পণ করবেন; তিনি একটি আদর্শ রাখার

জন্যই তাই করেছিলেন : আমরা যখন বেদির প্রান্তে আসি, তখন বলিদান হিসাবে আমরা যেন শুচিতা, পবিত্রতা আর বাকি যত সদ্‌গুণ অর্পণ করি।

বারো বছর বয়সে, তাঁর মাতার অজান্তে, তিনি মন্দিরে থেকে গেছিলেন ; উদ্বিগ্নতার সঙ্গে তাঁকে খোঁজ করার পর তাঁরা তাঁকে খুঁজে পেয়ে দেখেছিলেন, তিনি *শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে আছেন* (লুক ২:৪৬), শিক্ষা দিচ্ছিলেন না, বরং তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের কাছে প্রশ্ন রাখছিলেন। মাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে কিছুই না বলে সেখানে থেকে গেছিলেন কেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন আপন পিতার গৃহে। যিশুর বাল্যকালের এ সব ঘটনা কাথলিক বিশ্বাসের অধিকারে সপ্রমাণিত। আমরা যখন লক্ষ করি, তাঁর মাতা তাঁর খোঁজ করছেন, তখন নির্দ্বিধায় তাঁকে সত্যকার মানুষ বলে স্বীকার করি ; অপরদিকে যখন যিশু ঘোষণা করেন যে পিতার গৃহে থাকা তাঁর উচিত, তখন সকল ভক্তজন তাঁকে ঈশ্বরের একমাত্র ও সত্যকার পুত্র বলে স্বীকার করে।

আমরা যখন লক্ষ করি, তিনি বিধানপণ্ডিতদের মাঝে বসে কথা শোনেন ও প্রশ্ন রাখেন, তখন আমরা এ শিক্ষা পাই, বয়স্ক মানুষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই যেন প্রচারকাজে নিজেকে উপযুক্ত মনে করতে সাহস না করে। একথাও আমাদের জানা উচিত যে, সুসমাচারের নিজেরই বাণী ছাড়া ত্রাণকর্তার বাল্যকাল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা মণ্ডলীর শিক্ষার সমর্থনের বাইরে। বিশ্বাসীমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান অনুসারে, পাপের অভিজ্ঞতা ব্যতীত তিনি যে মানবস্বরূপ ধারণ করেছিলেন, তার সংযুক্ত যত দুর্বলতারও অভিজ্ঞতা করলেন : তাঁর মানবতায় নিহিত হয়ে ঈশ্বর সর্বদাই পাপের পক্ষে অগম্যই থাকলেন। অথচ ঈশ্বরের পুত্ররূপে তাঁর পক্ষে আত্মশোধন বা আত্মশুচীকরণ প্রয়োজন না হলেও, তবু নিরূপিত সময়ের নিরূপিত একদিনে তিনি ত্রিশ বছর বয়সে পরিত্রাণের অসাধারণ রহস্য তথা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। তা গ্রহণ করে তিনি তা পবিত্র করে তুললেন ও সকল বিশ্বাসীর কাছে স্বর্গীয় দান রূপে তা ফিরিয়ে দিলেন তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু তিনি যদিও বাপ্তিস্ম দেওয়ার দায়িত্ব মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের কাছে মঞ্জুর করলেন, তবু বাপ্তিস্মের ক্ষমতা স্বর্গীয় গুণ বলেই নিজের হাতে রাখতে দাবি করলেন। এর প্রমাণ হল সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর যা, খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম নেবার জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে এলে, মহাধন্য যোহনের কাছে বলেছিল, *তুমি যাঁর উপর আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই*

*পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:৩৩)। যিনি বরের বন্ধু, বিশ্বস্ত ও বিনম্র অগ্রদূত, যাঁর বিষয়ে স্বয়ং সত্য সাক্ষ্যদান করে বলেছেন, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান কেউই আবির্ভূত হয়নি, তিনি যখন বাপ্তিস্ম দিতেন ও বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করতেন, তখন পবিত্র সুসমাচার অনুসারে তিনি বলতেন, *আমি জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* (মথি ৩:১১)।

**শ্লোক** - সাম ১৩০:৭-৮; তীত ২:১৩-১৪

*প্র* প্রভুর কাছে রয়েছে কৃপা, তাঁর কাছের মুক্তি মহান।

*উ* তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

*প্র* আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।

*উ* তিনি নিজেই ইস্রায়েলকে মুক্ত করবেন তার সমস্ত অপরাধ থেকে।

# শুক্রবার অথবা ১১ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬৫:১৩-২৫)

**নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী**

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন,
দেখ, আমার আপন দাসেরা খাবে,
কিন্তু তোমরা ক্ষুধায় ভুগবে;
দেখ, আমার আপন দাসেরা পান করবে,
কিন্তু তোমরা পিপাসায় ভুগবে;
দেখ, আমার আপন দাসেরা আনন্দিত হবে,
কিন্তু তোমরা লজ্জার বস্তু হবে;
দেখ, আমার আপন দাসেরা মনের আনন্দে চিৎকার করতে করতে ফেটে পড়বে,
কিন্তু তোমরা মনের দুঃখে চিৎকার করবে,
আত্মার জ্বালায় হাহাকার করবে।

তোমরা আমার মনোনীতজনদের মধ্যে
তোমাদের নাম অভিশাপ রূপে রেখে যাবে:
'প্রভু পরমেশ্বর তোমার এরূপ মৃত্যু ঘটান!'
কিন্তু আমার আপন দাসেরা অন্য নামে অভিহিত হবে।
যে কেউ দেশে আশীর্বাদ যাচনা করবে,
সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরেরই দেওয়া আশীর্বাদ যাচনা করবে;
যে কেউ দেশে শপথ করবে,
সে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরের দিব্যি দিয়েই শপথ করবে,

কারণ প্রাচীন সমস্ত সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হবে,
আমার দৃষ্টি থেকে তা লুক্কায়িত থাকবে।

কেননা, দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
অতীতে যা কিছু ছিল, তা স্মরণে থাকবে না,
আর মনে পড়বে না;
বরং আমি যা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি,
তার জন্য সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে;
কেননা দেখ, আমি যেরুশালেমকে পুলক-ভূমি,
ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

আমি যেরুশালেমকে নিয়ে পুলকে মেতে উঠব,
আমার জনগণকে নিয়ে উল্লাস করব।
তার মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।
এমন শিশু আর থাকবে না, যে কেবল কিছুদিন জীবিত থাকবে;
এমন বৃদ্ধও থাকবে না, যে তার পরমায়ুর নাগাল পাবে না;
কেননা বালকই একশ' বছর বয়সেই মরবে,
আর যে কেউ একশ' বছর জীবিত থাকবে না,
তাকে অভিশপ্ত বলে গণ্য করা হবে।
তারা ঘর বেঁধে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার ফল ভোগ করবে।
তারা ঘর বাঁধলে অন্যেরা বাস করবে না,
তারা পুঁতলে অন্যেরা ফল ভোগ করবে না,
কারণ গাছের আয়ু যেমন, আমার জনগণের আয়ু তেমন,
এবং আমার মনোনীতেরা দীর্ঘদিন ধরে
তাদের আপন হাতের শ্রমফল ভোগ করবে।

তারা বৃথা শ্রম করবে না,

আকস্মিক মৃত্যুর উদ্দেশে সন্তানদের জন্ম দেবে না,
কারণ তারা হবে প্রভুর আশিসধন্য বংশ,
তাদের সন্তানেরাও তাই।

তারা ডাকবার আগেই আমি সাড়া দেব,
তারা কথা বলতে না বলতেই আমি শুনব।

নেকড়ে ও মেষশিশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে,
কিন্তু ধুলাই হবে সাপের খাদ্য ;
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর কিছুই ঘটাবে না।
এই কথা প্রভু বলছেন।

**শ্লোক** - প্রকাশ ২১:১, ৩, ৪

*প্র* আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম ; তখন শুনতে পেলাম, এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল :

*উ* দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন।

*প্র* তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন ; মৃত্যু আর থাকবে না : আগের সবকিছু গত হল।

*উ* দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ ১০০:১, ৩)

**প্রভুর বাপ্তিস্ম-রহস্য**

ঐশশাস্ত্র বলে, যিশু বাপ্তিস্ম নেবার জন্যই যর্দনে গেলেন : তিনি সেই নদীতে স্বর্গীয় আশ্চর্য কাজগুলি দ্বারা পবিত্রীকৃত হতে চাচ্ছিলেন। যুক্তিই চায় প্রভুর বাপ্তিস্মের এই পর্বদিন তাঁর জন্মপর্বের পর পরেই পালিত হবে এবং ঘটনা দু'টোর মধ্যে অনেক বছরের

ব্যবধান থাকলেও পর্ব দু'টো একই জন্মোৎসবকালে উদ্‌যাপিত হবে; এজন্যই আমি মনে করি এ বাপ্তিস্ম পর্বও জন্মপর্বই বলা উচিত।

সেই প্রথম পর্বে তিনি মানুষদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন, আজ তিনি সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়েই নতুন করে জন্ম নেন; প্রথম পর্বে তিনি কুমারীর মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিলেন, আজ একটি রহস্যের মাধ্যমে জন্ম নেন। আগের পর্বে যখন তিনি জন্ম নেন, তখন মা মারীয়া তাঁকে কোলে রাখেন, আজ রহস্য অনুসারে জন্ম নিলে পিতা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর তাঁকে ঘিরে একথা বলে, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:৫)। মাতা শিশুকে মাতৃস্নেহে কোলে লালন করেন, পিতা পুত্রের বিষয়ে স্নেহপূর্ণ সাক্ষ্য অর্পণ করেন; মাতা শিশুকে তুলে ধরেন পণ্ডিতগণ যেন তাঁকে পূজা করতে পারেন, পিতা তাঁকে প্রকাশ করেন সর্বজাতি যেন তাঁকে আরাধনা করে।

তাই প্রভু যিশু বাপ্তিস্ম নেবার জন্য এগিয়ে এলেন; তিনি চাইলেন তাঁর পবিত্র দেহ জলে ধৌত হবে। হয় তো কেউ এ প্রশ্ন রাখতে পারে, যিনি পুণ্যপবিত্র, তিনি কেন বাপ্তিস্ম নিতে চাইলেন? ভাল মত উত্তর শোন! জল দ্বারা নিজেকে পবিত্রিত করবেন এর জন্য নয়, বরং তিনি নিজে জল পবিত্রিত করবেন; নিজের শুচীকরণ ঘটিয়ে সেই স্পর্শ করা জল শুদ্ধ করবেন বিধায়ই খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম নিলেন। খ্রিষ্টের পবিত্রীকরণের ফলে কিন্তু সেই জলই শুধু পবিত্রিত হয়নি: যখন খ্রিষ্ট স্নাত হলেন, তখন আমাদের দীক্ষার সব জলই শুদ্ধ হয়ে উঠল; জলের উৎসও পবিত্রিত হয়ে উঠল যাতে ভাবীকালের জনগণের জন্য বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ সম্পাদিত হতে পারে। খ্রিষ্টই প্রথম বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন যেন তাঁর পরে খ্রিষ্টিয়ান সকল জাতির মানুষ ভরসার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে।

আমি এর রহস্যময় পূর্বাভাস পাচ্ছি সেই অগ্নিময় স্তম্ভেই যা ইস্রায়েলীয়দের আগে আগে লোহিত সাগরে এগিয়ে যাচ্ছিল যেন তারা সাহসের সঙ্গে তার পিছনে চলে। সেই অগ্নিময় স্তম্ভও প্রথম জলে ঢুকেছিল যাতে অনুসরণকারীদের জন্য একটা পথ প্রস্তুত করে। প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে সেই ঘটনা ছিল বাপ্তিস্মের প্রতীক: একটা মেঘ মানুষকে আবৃত করত, জল মানুষকে বহন করত, এ স্পষ্টভাবেই একপ্রকার বাপ্তিস্ম ছিল।

এসব কিছু কিন্তু খ্রিষ্ট প্রভু নিজেই সাধন করলেন: সেইসময় তিনি যেমন অগ্নিময় স্তম্ভের মাধ্যমে ইস্রায়েলসন্তানদের আগে আগে সাগরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমনি এখন তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণে আপন দেহ-স্তম্ভের মাধ্যমে খ্রিষ্টিয়ান সকল জাতির মানুষের আগে আগে চলেন। আমি বলছি, যে স্তম্ভ সেইসময় অনুসারীদের চোখে আলো দিচ্ছিল, সেই একই স্তম্ভ এখন বিশ্বাসীদের অন্তরে আলো সঞ্চার করে। সেইসময় স্তম্ভটি সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে শুষ্ক পথ প্রস্তুত করেছিল, আজ বিশ্বাসের জলপ্রক্ষালনে আমাদের পদক্ষেপ অটল করে।

**শ্লোক** - যোহন ১:২৯; ইশা ৫৩:১১

প্র যিশু তাঁর কাছে আসছেন দেখে যোহন বললেন: ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক;

উ ওই দেখ, ইনিই জগতের পাপ হরণ করেন।

প্র তিনি অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তাদের অপরাধ তিনি নিজে বহন করবেন।

উ ওই দেখ, ইনিই জগতের পাপ হরণ করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী বারুকের পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৫-২৯)

## আপন সন্তানদের প্রতি যেরুশালেমের সান্ত্বনা বাণী

সাহস ধর, জাতি আমার,
তুমি যে ইস্রায়েলের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ!
সম্পূর্ণ বিনাশের উদ্দেশ্যেই যে তোমরা বিজাতীয়দের কাছে বিক্রীত হয়েছ,
এমন নয়,
ঈশ্বরের ক্ষোভ জাগিয়েছ বলেই
তোমরা শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছ।
কেননা তোমরা তোমাদের নির্মাতাকে কুপিত করেছ,
হ্যাঁ, তোমরা অপদূতদের উদ্দেশেই বলি উৎসর্গ করেছ, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়!
যিনি তোমাদের লালন-পালন করেছেন, সেই সনাতন ঈশ্বরকে তোমরা ভুলে
গেছ,
তোমাদের যে পুষ্ট করেছে, সেই যেরুশালেমকেও দুঃখ দিয়েছ।

বস্তুত তোমাদের উপরে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ছিল,
তখন তা দেখে যেরুশালেম বলে উঠল:
শোন, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
ঈশ্বর আমার কাছে মহা শোক প্রেরণ করলেন।
কেননা আমি সেই বন্দিদশা দেখতে পেয়েছি,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।

আমি আনন্দের মধ্যেই তাদের লালন-পালন করেছিলাম,
চোখের জল ও শোকের মধ্যেই তাদের ছাড়তে বাধ্য হলাম।
তোমরা কেউই আমার উপর আনন্দোল্লাস করো না,
আমি যে বিধবা, আমি যে অনেকের দ্বারা পরিত্যক্তা;
আমার সন্তানদের পাপের জন্যই আমি যে স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন,

তারা যে ঈশ্বরের বিধান ছেড়ে পথভ্রষ্ট হল,
তাঁর বিধিনিয়ম জানতে চাইল না, তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে চলল না,
শাসন-মার্গে এগিয়ে চলতেও চাইল না,—তাঁর সেই ন্যায্যতা অনুসারে।

এসো, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
স্মরণ কর সেই বন্দিদশা,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
তাদের বিরুদ্ধে তিনি দূরদূরান্তের এক জাতিকে প্রেরণ করলেন,
তারা ভিন্নভাষী এমন ধূর্ত জাতির মানুষ,
যারা বৃদ্ধকেও শ্রদ্ধা দেখায়নি, শিশুকেও দয়া দেখায়নি,
বিধবার প্রিয় ছেলেদের কেড়ে নিল,
তাকে মেয়ে-বঞ্চিতা অবস্থায় একাকিনীই ফেলে রাখল।

কিন্তু আমি, আমি তোমাদের কেমন সহায়তা করব?
যিনি তত অমঙ্গল তোমাদের উপর নামিয়ে আনলেন,
তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করেন।
যাও, সন্তানেরা, যাও,
আমাকে একাকিনী হয়ে থাকতে হবে।
শান্তি-বসন ছেড়ে মিনতি-চট পরলাম আমি;
সেই সনাতনের কাছে চিৎকার করব আমার সমস্ত দিন ধরে।
সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর,
তিনি তোমাদের শত্রুদের অত্যাচার ও কবল থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করবেন।

কেননা সেই সনাতনের কাছ থেকেই আমি তোমাদের পরিত্রাণ প্রত্যাশা করি,
এবং তোমাদের সেই সনাতন ত্রাণকর্তার কাছ থেকে দয়া যে তোমাদের কাছে শীঘ্রই আসবে,
এজন্য সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে আমার অন্তরে আনন্দ এসে প্রবেশ করছে।

শোক ও চোখের জলের মধ্যে আমি তোমাদের চলে যেতে দেখেছি,
কিন্তু ঈশ্বর পুলক ও আনন্দের মধ্যেই
তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন—চিরকালের মত।
সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরগুলি যেমন এখন স্বচক্ষে দেখেছে তোমাদের বন্দিদশা,
তেমনি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমাদের ঈশ্বরের সাধিত তোমাদের সেই
পরিত্রাণ
যা সেই সনাতনের মহাগৌরব ও গরিমার মধ্যেই তোমাদের কাছে আসবে।

সন্তানেরা, ধৈর্যের সঙ্গে সেই ক্রোধ সহ্য কর,
যা ঈশ্বর থেকে তোমাদের উপর এসে পড়ল।
শত্রু তোমাদের উৎপীড়ন করেছে বটে,
কিন্তু তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে তার বিনাশ,
তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে তোমাদের নিজেদের পা।
আমার প্রিয়তম সন্তানেরা ভঙ্গুর পথে হেঁটে চলল,
তারা ছিল শত্রু দ্বারা তাড়িত, ছিনিয়ে নেওয়া মেষপালের মত।

সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর!
যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন,
তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।
তোমরা যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে,
তেমনি ফিরে এসে তাঁর সন্ধান করার জন্য দশগুণ বেশি আগ্রহ দেখাও,
কেননা যিনি এত অমঙ্গলের মধ্যে তোমাদের চালিত করেছেন,
তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

শ্লোক - বারুক ৪:২৭, ২৯; সাম ৯৬:৩

প্র সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর! যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন, তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।

উ তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

℣ বিজাতিদের মাঝে বর্ণনা কর তাঁর গৌরব, সর্বজাতির মাঝে তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজ।
℟ তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিয়েজের বিশপ ফাউস্তুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ, ৫ম উপদেশ)

**মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রিষ্টের বিবাহ**

*তিন দিন পরে এক বিবাহোৎসব হল* (যোহন ২:১)। মানবপরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ ছাড়া এ কোন্ বিবাহ হতে পারে? বস্তুত পরিত্রাণ 'তিন' সংখ্যার প্রতীকমূলক অর্থ অনুসারেই উদ্‌যাপিত: হয় পরমত্রিত্বকেই স্বীকার করা হয়, না হয় সেই পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা হয় যা তৃতীয় দিনেই ঘটেছিল।

বিবাহের প্রতীক সুসমাচারের অন্যত্রও উল্লিখিত: ছোট ছেলে ফিরে এলে তাকে গানবাজনা, নাচ ও বিবাহের পোশাক নিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। এখানে বিজাতীয়দের ধর্মান্তরের কথা প্রদর্শিত।

যে মণ্ডলী বিজাতিদের মধ্য থেকে গঠিত হবার কথা, আমাদের ত্রাণকর্তা *বাসর থেকে বেরিয়ে আসা বরের মত* (সাম ১৯:৬ দ্রঃ) মাংসধারণের মাধ্যমে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই পৃথিবীতে নেমে এলেন। তিনি মণ্ডলীকে বাগবিবাহের পণ ও স্ত্রীধন দিয়ে দিলেন: তখনই পণ দিলেন যখন তাঁর ঐশস্বরূপ আমাদের মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল; তখনই স্ত্রীধন দিলেন যখন আমাদের পরিত্রাণের জন্য বলীকৃত হলেন। পণ হল বর্তমান পরিত্রাণ, স্ত্রীধন হল অনন্ত জীবন। এসব কিছু সেকালের দর্শকদের পক্ষে ছিল আশ্চর্য কাজ, আর চিন্তাশীলদের পক্ষে রহস্য। এসব কিছু তলিয়ে দেখলে আমরাও বুঝতে পারব যে একপ্রকারে সেই জলে বাপ্তিস্মের ও নবজন্মের সাদৃশ্য প্রদর্শিত। যখন একটি দ্রব্য আর এক দ্রব্যে পরিণত হয়, বা নিম্নশ্রেণির সৃষ্টবস্তু উচ্চতর শ্রেণির বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তখন যেন নবজন্মই ঘটে। কানা নগরে যে জল সহসা আঙুররসে পরিণত হল, তা একদিন মানুষকেই পরিণত করার কথা।

গালিলেয়ায় খ্রিষ্টের কাজের ফলে জল আঙুররস হয়, অর্থাৎ কিনা বিধান সরে যায়, অনুগ্রহই এগিয়ে আসে; আভাস ঘুচে যায়, সত্যই আবির্ভূত হয়; দৈহিক বাস্তবতা

আত্মিক বাস্তবতারই সঙ্গে তুলনা করা হয়; প্রাক্তন সন্ধির বিধিপালন নবসন্ধিতে স্থানান্তরিত হয়—প্রেরিতদূতের কথায়: *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে; দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)। আর যেমন সেই জালাগুলোর জল তার স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কিছুই হারায় না, বরং যা ছিল না তা-ই হতে শুরু করে, তেমনি খ্রিষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধানের বিলোপ হয়নি, বরং পূর্ণপ্রকাশে তার সিদ্ধি সাধিত হয়।

আঙুররস ফুরিয়ে গেলে নতুন আঙুররস পরিবেশন করা হয়: প্রাক্তন সন্ধির আঙুররস ভালই ছিল, কিন্তু নবসন্ধির আঙুররস শ্রেয়; ইহুদীদের পালিত প্রাক্তন সন্ধি তার অক্ষরেই নিঃশেষিত হয়, আমাদের নবসম্পদ এ নবসন্ধি অনুগ্রহের মাধ্যমে জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। ভাল আঙুররস হল বিধানের সেই আজ্ঞা যা অনুসারে *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে* (মথি ৫:৪৩); অপরদিকে সুসমাচারের শ্রেয় ও সুস্বাদু আঙুররস বলে, *কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের উপকার কর* (মথি ৫:৪৪ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - তোবিত ১৩:১০, ১৩; লুক ১৩:২৯

*প্র* হে ঈশ্বরের নগরী, পৃথিবীর সকল প্রান্তে হবে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস, দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,

*উ* হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

*প্র* তারা পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে আসবে,

*উ* হাতে ক'রে স্বর্গের রাজার জন্য উপহার।

# শনিবার অথবা ১২ই জানুয়ারী

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬৬:১০-১৪, ১৮-২৩)

**ঈশ্বরের সার্বজনীন বিচার**

যেরুশালেমের সঙ্গে আনন্দ কর,
তার জন্য মেতে ওঠ তোমরা সবাই, যারা তাকে ভালবাস।
তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই,
যারা তার উপর বিলাপ করেছিলে।
তবেই তার সান্ত্বনার বুক চুষে খেয়ে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে,
তার অফুরন্ত প্রাচুর্য চুষে পান ক'রে তোমরা উৎফুল্ল হবে।

কারণ প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি,
প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।
তোমরা চুষে খাবে, বাহুতে করে তোমাদের বহন করা হবে,
কোলের উপরে তোমাদের নাচানো হবে।
মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়,
আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব ;
যেরুশালেমেই তোমরা সান্ত্বনা পাবে।

এসব কিছু দেখে উল্লসিত হবে তোমাদের হৃদয়,
তোমাদের সর্বাঙ্গ নবীন ঘাসের মত তেজময় হয়ে উঠবে।
প্রভুর হাত তাঁর আপন দাসদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করবে,
কিন্তু আপন শত্রুদের প্রতি তিনি ক্রোধ দেখাবেন।

আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি: তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে। আমি তাদের মধ্যে এক চিহ্ন রাখব, এবং তাদের মধ্যে যারা রেহাই পেয়েছে, তাদের আমি বিজাতীয়দের কাছে—তার্শিশ, পুৎ, লুদ, মেশেক, তুবাল ও যাবানের কাছে, দূরবর্তী যে দ্বীপপুঞ্জ কখনও আমার কথা শোনেনি ও আমার গৌরব দেখেনি, তাদেরই কাছে প্রেরণ করব; তারা বিজাতীয়দের কাছে আমার গৌরবের কথা প্রচার করবে।

প্রভু একথা বলছেন: তারা বিজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের সকল ভাইকে প্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্যরূপে ঘোড়া, রথ, পালকি, খচ্চর ও উটে করে আমার পবিত্র পর্বতে, যেরুশালেমেই, ফিরিয়ে আনবে, ঠিক যেমন ইস্রায়েল সন্তানেরা বিশুদ্ধ পাত্রে করে প্রভুর গৃহে অর্ঘ্য আনে।

প্রভু একথা বলছেন: আমি তাদের মধ্যেও কয়েকজনকে যাজক ও লেবীয় রূপে নিযুক্ত করব।

হ্যাঁ, আমি যে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে যাচ্ছি,
তা যেমন আমার সম্মুখে চিরস্থায়ী হবে,—প্রভুর উক্তি—
তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম চিরস্থায়ী হবে।
প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি সপ্তাহের শাব্বাৎ দিনে
সমস্ত মানবকুল আমার সম্মুখে প্রণিপাত করতে আসবে।

শ্লোক - ইশা ৬৬:১৮-১৯; যোহন ১৭:৬, ১৮

প্ল আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি:

উ তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে, বিজাতীয়দের কাছে আমার গৌরবের কথা প্রচার করবে।

প্ল জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তুমি যেমন আমাকে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের প্রেরণ করলাম।

℣ তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে, বিজাতীয়দের কাছে আমার গৌরবের কথা প্রচার করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'শিক্ষাগুরু' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ৫:২১-২৪)

**শিক্ষাগুরু নবদীক্ষিতদের ঐশবাণীতে উদ্বুদ্ধ করেন**

শাস্ত্র বলে, *শিশুদের বাহুতে করে বহন করা হবে, কোলের উপরে তাদের নাচানো হবে; মা যেমন নিজের ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়, আমি তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেব* (ইশা ৬৬:১২, ১৩)। মা সন্তানদের নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, আমরা আমাদের মাতা সেই মণ্ডলীর অন্বেষণ করি। যা কিছু দুর্বল ও নরম, এমনকি এ দুর্বলতার জন্য যা কিছুর সাহায্য প্রয়োজন, তা প্রীতিকর, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ী: এসব কিছু থেকে ঈশ্বর সাহায্য প্রত্যাহার করেন না। পিতামাতারা যেমন বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আপন সন্তানদের উপর দৃষ্টি রাখেন, নিখিল সৃষ্টির পিতাও তেমনি যারা তাঁর আশ্রয় নেয় তাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি আত্মার মধ্য দিয়ে তাদের নবজন্ম দান করেন ও আপন সন্তানরূপে তাদের গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি তাদের প্রতি সদয় হন, ব্যক্তিবিশেষেও তাদের ভালবাসেন, তাদের সহায়তায় আসেন, তাদের রক্ষা করেন। এজন্যই তিনি তাদের 'সন্তান' বলে ডাকেন।

আমি যা বলছি, এবিষয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী রয়েছেন: পবিত্র আত্মা নিজেই ইশাইয়ার মুখ দিয়ে ভাববাণী দিয়ে প্রভুকে 'শিশু' বলেন: *এই দেখ, এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের; তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার, তাঁর নাম রাখা হল ঈশ্বরের মহাসঙ্কল্পের দূত* (ইশা ৯:৫ সত্তরী পাঠ্য)।

তবে, কেইবা এ শিশু, যাঁর সাদৃশ্যে আমরা নিজেরাই শিশু? একই নবী তাঁর মহত্ত্ব বর্ণনা করেন: *আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ*—তিনি আপন শিক্ষা সকলের কাছেই প্রসারিত করেন, আর *তাঁর শান্তি হবে সীমাহীন* (ইশা ৯:৫)। আহা, সেই মহান ঈশ্বর! আহা, সেই সর্বগুণসম্পন্ন শিশু! পুত্র পিতার মধ্যে আছেন, পিতা পুত্রের মধ্যে আছেন। এই যে শিক্ষা শিশু এই আমাদের কাছে প্রসারিত,

এই যে শিক্ষা খ্রিষ্টের সম্পদ এই আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে, এ শিশুর শিক্ষায় কী করে বা ত্রুটি থাকতে পারবে? নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী যোহনও এ শিশুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশিশু* (যোহন ১:২৯)। যেহেতু শাস্ত্র শিশুদের 'মেষশিশু' বলে, সেজন্য তিনি ঈশ্বরের যে বাণী আমাদের খাতিরে মানুষ হয়ে সবদিক দিয়ে আমাদের মত হতে চাইলেন, সেই বাণীকে 'ঈশ্বরের মেষশিশু' বললেন: তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ও পিতার শিশু।

**শ্লোক** - ইশা ৯:৫-৬

*প্র* এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের। তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য-ভার।

*উ* তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রী, শক্তিশালী ঈশ্বর'।

*প্র* সীমাহীন শান্তিতে তিনি আধিপত্য প্রসারিত করবেন।

*উ* তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রী, শক্তিশালী ঈশ্বর'।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী বারুকের পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৩০–৫:৯)

## নব যেরুশালেমের আনন্দ

সাহস ধর, যেরুশালেম!
যিনি তোমার নাম রেখেছেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন।
অভিশপ্ত হোক তোমার সেই অত্যাচারী সকল,
যারা তোমার পতনে আনন্দ পেল;
অভিশপ্ত হোক সেই শহরগুলি, যেখানে তোমার সন্তানেরা বন্দি হল,
অভিশপ্ত হোক সেই শহর, যা তাদের আটকিয়ে রাখল;
কেননা সে যেমন তোমার পতনের উপর আনন্দ করল,
ও তোমার বিনাশের উপর উল্লাস করল,
তেমনি নিজের উৎসন্ন অবস্থার উপর শোক করবে।
জনবহুল শহর হওয়ায় তার যে আনন্দ, তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেব,
তার পুলক শোকে পরিণত হবে।
সেই সনাতনের নির্দেশে তার উপর আগুন নেমে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে,
বহুদিন ধরে সে হবে অপদূতদের বাসস্থান।

পুব দিকে তাকাও, যেরুশালেম!
চেয়ে দেখ সেই আনন্দ, যা স্বয়ং ঈশ্বর থেকেই তোমার কাছে আসছে!
দেখ, যাদের তুমি চলে যেতে দেখেছ,
তোমার সেই সন্তানেরা ফিরে আসছে,
পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত হয়ে তারা ফিরে আসছে,
—সেই পবিত্রজনের বাণীতে—ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে তারা উল্লসিত।

যেরুশালেম, শোক ও দুঃখের বসন খুলে ফেল,
ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা পরে নাও—চিরকাল ধরে।
ঈশ্বরের ধর্মময়তা-উত্তরীয় জড়িয়ে নাও,

সেই সনাতনের গৌরবের কিরীটে মাথা ভূষিত কর,
কারণ আকাশের নিচে যত জাতি রয়েছে,
ঈশ্বর তাদের দেখাবেন তোমার প্রভা,
এবং ঈশ্বর চিরকালের মত তোমার এই নাম রাখবেন :
ন্যায়ের শান্তি, ধর্মময়তার গৌরব।

ওঠ, যেরুশালেম, উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও, পুব দিকে তাকাও ;
চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের !
সেই পবিত্রজনের বাণীতে
তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত,
ঈশ্বর স্মরণ করেছেন বলে তারা উল্লসিত।
শত্রু দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা পায়ে হেঁটেই তোমা থেকে চলে গেল ;
এখন ঈশ্বর তোমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনছেন,
হ্যাঁ, রাজাসনেরই মত তাদের বহন করা হচ্ছে জয়োল্লাসের মধ্যে।
কেননা ঈশ্বর স্থির করেছেন,
তিনি উচ্চ যত পর্বত ও চিরকালীন যত শৈল সমতল করবেন,
উপত্যকা ভরে তুলবেন, ভূমি সমতল করবেন,
যেন ইস্রায়েল ঈশ্বরের গৌরবের ছায়ায় নিরাপদে এগিয়ে চলতে পারে।
যত অরণ্য ও সুগন্ধি যত বৃক্ষও
ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েলকে ছায়া দেবে।

কারণ ঈশ্বর আপন গৌরবের আলোয় ইস্রায়েলকে আনন্দের মধ্যে চালনা করবেন,
—সেই দয়া ও ধর্মময়তার সঙ্গে, যা তাঁর কাছ থেকেই আগত।

শ্লোক - বারুক ৫:৫; ইশা ৬০:৫ দ্রঃ

প্র ওঠ, যেরুশালেম ; উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও, পুব দিকে তাকাও :

℣ চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের! সেই পবিত্রজনের বাণীতে তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত।

℟ তা দেখে তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার অন্তর দুলে উঠবে, উথলেই উঠবে, কারণ দেশগুলির ঐশ্বর্য তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।

℣ চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের! সেই পবিত্রজনের বাণীতে তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (জন্মোৎসব, উপদেশ ৪৫:১-৩)

**প্রভুর জন্ম ও তাঁর বাপ্তিস্ম**

**হল আমার মর্মসত্য, আমার পরিত্রাণ**

আজ বিশ্বজগতের উপর সত্যকার সূর্য উদিত হল, আজ সর্বযুগের তমসার মাঝে আলোর উদয় হল। ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হয়; প্রভু দাসের রূপ ধারণ করলেন যেন দাস প্রভু হয়; স্বর্গের স্রষ্টা মর্তে বাস করতে নেমে এলেন যেন মর্তের বাসিন্দা সেই মানুষ স্বর্গে পার হতে পারে।

আহা, যত সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর দিন! আহা, যত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রত্যাশিত ক্ষণ! স্বর্গদূতেরা যা বাসনা করলেন, খেরুবদূত, সেরাফদূত ও স্বর্গীয় সকল প্রাণীর কাছে যা লুক্কায়িত ছিল, তা আমাদের এ দিনগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা যেন দর্পণে ও দৃষ্টান্তে যার আভাস পেয়েছিলেন, আমরা তার পূর্ণ বাস্তবতায় তা দেখতে পাচ্ছি। যিনি ইশাইয়া, যেরেমিয়া ও অন্যান্য নবীদের মুখ দিয়ে ইস্রায়েল জাতির কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি এখন আপন পুত্রের মুখ দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেন। প্রাক্তন ও নব সন্ধির মধ্যকার পার্থক্য ভাল করেই লক্ষ কর! সেইকালে তিনি অন্ধকারে কথা বলতেন, এখন আমাদের কাছে আলোতেই কথা বলেন; সেইকালে একটা ঝোপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবার ঈশ্বর কুমারী-গর্ভেই জন্ম নেন; সেইকালে ছিলেন আগুন যা জনগণের পাপ ধ্বংস করত, এখন মানবরূপেই পাপমুক্তি দান করেন, এমনকি প্রভুরূপেই দাসকে ক্ষমাদান করেন, কেননা ঈশ্বর ছাড়া কেউই পাপমুক্তি আনতে পারে না।

প্রভু যিশু এদিনেই জন্ম নিলেন বা বাপ্তিস্ম নিলেন, এবিষয়ে নানা মত আছে বিধায় আমরা যেটা খুশি বেছে নিতে পারি; কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, এদিনে কুমারী-গর্ভে তাঁর জন্মের কথা উদ্‌যাপিত হোক কিংবা তাঁর বাপ্তিস্মেরই কথা উদ্‌যাপিত হোক, তবু দেহগতভাবে তাঁর জন্ম ও তাঁর বাপ্তিস্ম, ঘটনা দু'টোই আমাদেরই জন্য: ঘটনা দু'টো আমারই মর্মসত্য, আমার পরিত্রাণ। ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় তাঁর পক্ষে জন্ম ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা দরকার ছিল না, কেননা তিনি কোন পাপ করলেন না যা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ক্ষমা করা প্রয়োজন ছিল। বরং তাঁর বিনম্রতাই আমাদের গৌরব, তাঁর ক্রুশই আমাদের বিজয়, তাঁর মৃত্যুদণ্ডই আমাদের পরম জয়লাভ।

তবে এসো, মনের আনন্দে এ ক্রুশ কাঁধে তুলে নিই, জয়ধ্বজা উঁচু করে তুলে ধরি, এমনকি কপালেই সেই চিহ্ন বহন করি। আমাদের দরজার খুঁটিতে এ চিহ্ন দে'খে শয়তান তো ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে; যত অপদূত সোনায় মোড়া মন্দির ভয় করে না, ক্রুশকেই ভয় করে; আর যারা রাজদণ্ড ও সম্রাটদের রাজসজ্জা ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করে, তারা খ্রিষ্টিয়ানদের উপবাস ও দেহসংযমের সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ে।

তবে এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আনন্দে মেতে উঠি, ক্রুশের আকারে আমাদের শুচি হাত স্বর্গের দিকে উত্তোলন করি। মোশি স্বর্গের দিকে হাত উত্তোলিত করে রাখলে আমালেক পরাজিত হচ্ছিল, তিনি হাত নামালেই শত্রু বিজয়ী হচ্ছিল। আকাশে উড়তে উড়তে পাখিরাও ডানা বাড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কন করে। ক্রুশ সত্যিই গৌরবের চিহ্ন; এমন মহাবিজয়েরই চিহ্ন যা কপালে শুধু নয়, আত্মার অন্তরতম স্থানেও আমাদের বহন করা উচিত; তেমন অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমরা দানব ও সাপের উপর দিয়ে পায়ে চলতে পারব সেই খ্রিষ্ট যিশুতে যাঁর গৌরব ও সম্মান হোক চিরকাল ধরে।

**শ্লোক** - যোহন ১:১৪; প্রজ্ঞা ১৮:১৪-১৫

*প্র* বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন।

*উ* আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

*প্র* রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী, প্রভু, স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন।

৳ আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ।

# প্রভুর বাপ্তিস্ম

পর্ব

প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব প্রভুর আত্মপ্রকাশের পরবর্তী রবিবারে পালিত হয়, কিন্তু প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব যদি ৭ই বা ৮ই জানুয়ারীতে রবিবারেই পড়ে, তাহলে প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্ব পরবর্তী সোমবারে পালিত হয়।

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:১-৯; ৪৯:১-৯)

**সকল জাতির মানুষের আলো সেই প্রভুর দাস**

এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যাঁর নির্ভর;
তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মা প্রেরণ করেছি;
সকল দেশের কাছে তিনি নিয়ে যাবেন সুবিচার।
তিনি চিৎকার করবেন না, জোর গলায় কথা বলবেন না,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনাবেন না।
তিনি থেঁতলানো নলগাছ ছিঁড়ে ফেলবেন না,
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না;
তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই ন্যায় ঘোষণা করবেন;
তিনি ক্ষান্ত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না,
যতদিন না পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন;
দ্বীপপুঞ্জ তাঁর বিধিবিধানের অপেক্ষায় থাকবে।

প্রভু ঈশ্বর,
যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করে তা বিছিয়ে দিয়েছেন,
যিনি মর্তকে ও তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন পিটিয়ে পিটিয়ে তা পেতে দিয়েছেন,
যিনি মর্তবাসীদের শ্বাস দান করেন,
ও মর্তের উপরে যা কিছু হাঁটে, তাকে আত্মা দান করেন,
তিনি একথা বলছেন:
'আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি,

আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি; তোমাকে গড়েছি,
জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি
অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য,
এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের,
ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য।
আমি প্রভু, এ-ই আমার নাম!
আমি আমার গৌরব অন্যের হাতে ছেড়ে দেব না,
আমার মর্যাদাও দেবমূর্তির হাতে তুলে দেব না।
দেখ, প্রথম ঘটানাগুলো সিদ্ধিলাভ করেছে,
এবার নতুনগুলির বিষয়ে পূর্বসংবাদ দিই;
সেগুলি পুষ্পিত হবার আগেই তার কথা তোমাদের শোনাই।'

শোন, দ্বীপপুঞ্জ;
মনোযোগ দিয়ে শোন, সুদূর জাতিসকল:
প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন,
মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম।
তিনি আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গেরই মত করলেন,
আপন হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন,
আমাকে ধারালো একটা তীর করলেন,
আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন।
তিনি আমাকে বললেন,
'ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস,
তোমাতেই আমার কান্তি প্রকাশ করব।'
কিন্তু আমি বললাম,
'আমার পরিশ্রম বৃথাই গেছে,
অকারণে ও অনর্থই আমার শক্তি ব্যয় করেছি।
তবু আমার বিচার যে প্রভুরই কাছে,

আমার শ্রমের ফল যে আমার পরমেশ্বরের কাছে, একথা নিশ্চিত।’

আর এখন সেই প্রভু কথা বললেন,
যিনি মাতৃগর্ভ থেকে আপন দাসরূপে আমাকে গড়েছেন,
যেন যাকোবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনি,
ও তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলকে পুনর্মিলিত করি,
—বাস্তবিকই প্রভুর দৃষ্টিতে আমি গৌরবের পাত্র হয়েছি,
পরমেশ্বরই হলেন আমার শক্তি।
তিনি বললেন :
‘যাকোবের সমস্ত গোষ্ঠী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ফিরিয়ে আনার জন্যই যে তুমি আমার দাস,
তা তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তাই আমি তোমাকে দেশগুলির জন্য আলোরূপে নিযুক্ত করব,
তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও আমার পরিত্রাণ।’

যে ব্যক্তির প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র,
যে ব্যক্তি দেশগুলোর বিতৃষ্ণার বস্তু,
ক্ষমতাশালীদের সেই দাসের কাছে একথা বলছেন প্রভু,
ইস্রায়েলের মুক্তিসাধক, সেই পবিত্রজন :
রাজারা দেখে উঠে দাঁড়াবে,
নেতৃবৃন্দ দেখে প্রণিপাত করবে,
তারা সেই প্রভুরই জন্য তা-ই করবে, বিশ্বস্ত যিনি,
তা-ই করবে ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনেরই জন্য,
যিনি তোমাকে বেছে নিলেন।

প্রভু একথা বলছেন,
প্রসন্নতার সময়ে তোমাকে দিয়েছি সাড়া,
তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে,

আমি তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধিরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছি,
তুমি যেন দেশের পুনরুত্থান সাধন কর,
যেন সেই উৎসন্ন সম্পদ পুনরধিকার কর,
তুমি যেন বন্দিদের বল, 'বেরিয়ে এসো,'
যারা অন্ধকারে রয়েছে, তাদের যেন বল, 'আলোতে এসো।'
তারা চরে বেড়াবে যত পথে,
গাছশূন্য সমস্ত পাহাড়ে পাবে চারণভূমি।

**শ্লোক** - মথি ৩:১৬, ১৭; লুক ৩:২২ দ্রঃ

*প্র* আজ প্রভু যর্দনে বাপ্তিস্ম নিলেই স্বর্গ উন্মুক্ত, পবিত্র আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠিত আর পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত:

*উ* তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।

*প্র* কপোতের আকারে পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে নেমে এলেন ও স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল:

*উ* তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর বাপ্তিস্ম, উপদেশ ৩৯:১৪-১৬, ২০)

**খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম**

বাপ্তিস্মে খ্রিষ্ট উদ্ভাসিত হন; এসো, তাঁর সঙ্গে আমরাও উদ্ভাসিত হই; খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম নেন; এসো, তাঁর সঙ্গে আমরাও জলে অবরোহণ করি যেন তাঁর সঙ্গে আরোহণও করতে পারি।

যোহন লোকদের বাপ্তিস্ম দেন, যিশু এগিয়ে আসেন, হয় তো তাঁকে পবিত্র করার জন্য যাঁর দ্বারা তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে গোটা প্রাচীন আদমকেই সেই জলে সমাহিত করার জন্য। তিনি আমাদের পবিত্রিত করার আগে যর্দনকে পবিত্রিত করেন, আমাদেরই খাতিরে তা পবিত্রিত করেন, যাতে ক'রে তিনি নিজেই যেহেতু আত্মা ও মাংস ছিলেন, আত্মা ও জলের মধ্য দিয়েই দীক্ষা দিতে পারেন।

বাপ্তিস্মদাতা আপত্তি জানান, যিশু কিন্তু শক্তই থাকেন। *আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার* (মথি ৩:১৪), তাই বলেন সূর্যের কাছে সেই প্রদীপ, বাণীর কাছে সেই কণ্ঠস্বর, বরের কাছে সেই বন্ধু, নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাতের কাছে নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে সেই মহত্তরজন, মাতৃগর্ভে পূজিতজনের কাছে মাতৃবক্ষে যিনি উল্লাস করেছিলেন সেই শিশু, যিনি আবির্ভূত হচ্ছিলেন ও আবির্ভূত হবেন তাঁরই কাছে যিনি তাঁর অগ্রদূত ছিলেন ও তাঁর অগ্রদূত হয়ে থাকবার কথা। *আমারই তো আপনার হাতে বাপ্তিস্ম নেওয়া দরকার*, আর শুধু 'আপনার হাতে' কেন, আপনার নামেও! কেননা তিনি আগে থেকেই জানতেন, সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়েই তাঁর বাপ্তিস্ম নেবার কথা, এবং পিতরের মত শুধু পা নয় সর্বাঙ্গীণ ভাবেই তাঁর ধৌত হবার কথা।

যিশু জল থেকে আরোহণ করেন; সঙ্গে করে তিনি গোটা জগৎকেও উঁচুতে তুলে আনেন। তিনি দেখেন স্বর্গ বিদীর্ণ ও উন্মুক্ত হচ্ছে—সেই যে স্বর্গ আদম নিজের জন্য ও তাঁর বংশধরদের জন্য বন্ধ করেছিলেন, যে স্বর্গ অগ্নিময় খড়্গ দ্বারা বন্ধ করা এদেন বাগানের মত বন্ধ।

তখন আত্মা তাঁর সমকক্ষের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন এবং স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—সেই একই স্বর্গ যা থেকে, যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা হয়, তিনি নিজে আগত। কপোতের দেহগত আকারে আবির্ভূত হওয়ায় আত্মা তাঁর ঐশ্বরিক দেহকে সম্মান দেখিয়ে তাঁকে আসলে ঈশ্বর বলেই সম্মান করেন। বহুদিন আগে একটি কপোতই জলপ্লাবনের সমাপ্তির সংবাদ দিয়েছিল।

তবে এসো, আমরাও আজ খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই; এসো, যথাযোগ্য ভাবে পর্বটি উদ্‌যাপন করি।

সবদিক দিয়ে নিজেদের শোধন কর, নিজেদের শোধন করতে থাক, কেননা মনপরিবর্তন ও পরিত্রাণের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রীতিকর আর কিছুই নেই—মানুষের খাতিরেই তো তাঁর যত বাণী ও পরিত্রাণদায়ী সাক্রামেন্ত দেওয়া হয়েছে তোমরা এক একজন যেন জগতে একটা সূর্যেরই মত অন্যান্য মানুষের জন্য একপ্রকার জীবনী-শক্তি হতে পার। নিখুঁত আলোর মত সেই মহা আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতির উদ্ভাসে নিজেদের প্লাবিত কর, তবে যাঁরই একটামাত্র কিরণ তোমরা ইতিমধ্যে একেশ্বর

থেকে পেয়েছ, তোমরা সেই পরমত্রিত্বের নির্মলতর ও উজ্জ্বলতর আলোতে আলোকিত হবে, আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে যাঁর গৌরব ও রাজ-অধিকার যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৪:৫

*প্র* আজ স্বর্গ উন্মুক্ত হল, সাগরের জল মিষ্টই হল; মর্ত উল্লসিত, পর্বত-উপপর্বত আনন্দিত:

*উ* খ্রিষ্ট যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম নিলেন।

*প্র* তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?

*উ* খ্রিষ্ট যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম নিলেন।

*অথবা* **(খ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৪)

**খ্রিষ্টের মাংসধারণ**

যিনি আমাদের খাতিরে আমাদের মত হয়ে নবীর মুখ দিয়ে মানব-ভাষায় বললেন, *তিনি আমাকে মনোনীত তীর বলে অধিষ্ঠিত করলেন, আপন তূণেই আমাকে আবৃত করলেন* (ইশা ৪৯:২ সত্তরী পাঠ্য), এসো, আমরা তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

ঈশ্বরের অনেক তীর আছে যেগুলিকে তিনি যেন তূণের মধ্যেই আপন পূর্বজ্ঞানে নিরূপিত কাল পর্যন্ত আবৃত অবস্থায় রাখলেন; যথাসময় তিনি এক একটাকে বের করেছিলেন। কিন্তু সবগুলির মধ্যে প্রধান ও মনোনীত তীর ছিল স্বয়ং খ্রিষ্ট। জগৎসৃষ্টির আগে পরিচিত হয়েও তিনি পিতার মঙ্গল ব্যবস্থায়ই যেন তূণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন; পৃথিবীতে তাঁর আগমনের সময় উপস্থিত হলে ঈশ্বর তাঁকে ছুড়লেন: সেইসময় পৃথিবী স্রষ্টাকে না পূজা করে সৃষ্টজীবদেরই পূজা করছিল বিধায় ধ্বংস ও সর্বনাশের মধ্যে শায়িত ছিল। জগৎ অপদূতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, পাপে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এ মনোনীত তীর শয়তানকে ধ্বংস করল, শয়তানের সন্ধিবদ্ধ যত কুশক্তিকেও ধ্বংস করল। অন্য

অর্থে, সেই তীর যাকে আঘাত করে, তার উপকার করে, তাকে পরিত্রাণ করে, কেননা পরম গীতে সেই আঘাতগ্রস্ত কনে চিৎকার করে বলে, *আমি প্রেম দ্বারা আঘাতগ্রস্ত* (পরমগীত ৪:৯ সত্তরী পাঠ্য)।

নিজেকে উদ্দেশ করে খ্রিষ্ট বললেন, তিনি আমাকে বললেন, *হে ইস্রায়েল, তুমি আমার আপন দাস, আমি তোমাতেই গৌরবান্বিত হব* (ইশা ৪৯:৩ সত্তরী পাঠ্য)। *আহা, কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান* (রো ৯:৩৩)। প্রভু স্বাধীন ছিলেন ও স্বাধীন হয়ে থাকেন, কেননা তিনি সকলের প্রভু সেই ঈশ্বরত্ব থেকে এমনভাবেই জন্ম নিয়েছিলেন যা ব্যাখ্যার অতীত। অথচ তিনি পিতার এ বাণী শুনলেন, *তুমি তো আমার আপন দাস।* যিনি স্বরূপে স্বাধীন, যেহেতু মানুষ কেবল শরীরী ব্যবস্থার বস্তুই বোঝে, সেজন্য তিনি শরীরী ব্যবস্থা অনুসারে দাস হলেন তোমরা যেন সেই শরীরী ব্যবস্থা অনুসারে নারী থেকে তাঁর জন্মের কথা উপলব্ধি করতে পার। তাঁকে ইস্রায়েল বলে ঈশ্বর দেখাতে চান, যিশু ইস্রায়েলের বংশধর হওয়ায় তাঁর মানবস্বরূপ অনুসারে সত্যি মানুষ হলেন। সর্বাধিপতি পরমেশ্বর ধন্য নবীদের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কখনও গৌরবান্বিত হননি। খ্রিষ্টই প্রথম ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করলেন, কেননা ঈশ্বর তাঁর মধ্যেই গৌরবান্বিত হলেন; তেমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। খ্রিষ্টের ঐশমর্যাদায়, তাঁর সার্বজনীন আধিপত্য ও কাজকর্মের মধ্যে তাঁর পবিত্রীকরণ ও মুক্তিদানের কর্মকাণ্ডে এবং তাঁর অসীম দয়ায় স্বয়ং পিতারই উজ্জ্বল গৌরব প্রকাশ পায়। খ্রিষ্টে ঈশ্বর এমনভাবেই পরিবৃত, আমরা যেন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। এমনকি খ্রিষ্ট এ কথাও বলতে পারলেন, *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে* (যোহন ১৪:৯)। ঈশ্বর বলেন, *তোমাতেই আমি গৌরবান্বিত হব,* কেননা পুত্রকে উদ্দেশ ক'রে, এমনকি মানবদেহে আবির্ভূত পুত্রকে উদ্দেশ ক'রে লেখা আছে, *স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হবে, ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করবে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'* (ফিলি ২:১০, ১১)।

## শ্লোক

*প্র* আজ আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতি-থেকে-জ্যোতি যাঁকে যোহন যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিলেন:

℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

℣ স্বর্গ থেকে সনাতন আনন্দ আমাদের কাছে নেমে এসেছে; স্বর্গের রাজেশ্বর খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মর্তে নেমে এলেন।

℟ আমরা বিশ্বাস করি, তিনি কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ

### খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মে মশীহ-কালের উদ্বোধন

সমগ্র যেরুশালেম যোহনের কাছে যাচ্ছিল, সমগ্র যুদেয়া একটা পালের মত তাঁর পাশে গিয়ে সম্মিলিত হচ্ছিল, যর্দন-অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছিল। শাস্ত্র বলে, *যেরুশালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল* (মথি ৩:৫-৬)।

এ ভিড়ের মধ্যে যিশুও হাঁটছিলেন; ভিড়ের সকলের মত তিনিও একই পথে চলছিলেন। তিনি তেমনটি করলেন যাতে শয়তান একথা না বলতে পারে, 'তিনি দেখতে সর্বগুণসম্পন্ন ও নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গর্বিত মানুষ; আপন পবিত্রতার উপর নির্ভর করে তিনি পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থার অধীন না হয়ে বিধান মেনে নিলেন না, কোন বলিও উৎসর্গ করলেন না। তিনি মন্দিরে যেতে রাজি হলেন না, মোশির পুস্তকগুলি স্পর্শ করলেন না, যোহনের বাপ্তিস্মও তুচ্ছ করলেন।'

ঠিক এধরনের অভিযোগ এড়াবার জন্যই তো তিনি পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থার অধীন হলেন, বলি উৎসর্গ করলেন, মন্দিরে উচ্চারিত যত ভাষণের প্রতি সম্মান দেখালেন, সকলের সামনে মোশির পুস্তকগুলি পাঠ করে শোনালেন ও সকলের মত যোহনের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন: এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি জল দ্বারা পরিশুদ্ধ হননি, তিনিই বরং জলকে পরিশুদ্ধ করলেন।

মানুষের সমুচিত পুণ্যকাজ অবহেলা না করার জন্য তিনি এমনটি দেখালেন, তিনি যেন এসব কিছু করতে বাধ্য। যেহেতু তাঁর জীবন সেই গোটা মানবকুলের খাতিরে নিবেদিত, যারা সকল আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য, সেজন্য তিনি আমাদের কোন ঋণ অমীমাংসিত না রাখবার জন্য বা আমাদের যোগ্য শাস্তির হাতে আমাদের না ফেলে রাখবার জন্য প্রতিটি আজ্ঞা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন।

ঠিক একথা প্রভু তখনই বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন, যখন বললেন, *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন। এখনকার মত সম্মত* হও (মথি ৩:১৫)। অর্থাৎ, তুমি যেইভাবে আমাকে ভক্তি করছ, তা আপাতত উচিত নয়; তুমি অসময়েই তো আমার মর্যাদা প্রকাশ করছ। আমি চাই না, শয়তান আমার ঈশ্বরত্বের গোপন রহস্য জানতে পারবে। শয়তান যেভাবে সাধারণ একটা আদমসন্তানের কাছে এগিয়ে যায়, সে সেইভাবে আমার কাছে আসবার ফলে যেন আমার প্রজ্ঞায় যুক্ত ঈশ্বরত্ব দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়, তোমার ব্যবহারে তুমি তো একাজে বাধাই দিচ্ছ। তোমার ব্যবহারের ফলে শয়তান পালিয়ে যাবে!

*এখনকার মত সম্মত হও!* আমাকে গৌরবান্বিত করার সুযোগ আসবেই; সেইসময়ও আসবে যখন আমার ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করতে হবে। আপাতত কিন্তু আমাদের শুধু তাই করতে হয় যা ধর্মময়তা দাবি করে। আপাতত আমি এ মানবস্বরূপ অনুসারেই নিজেকে দেখাই; দণ্ডিত এ মানবকুলের খাতিরেই জীবনযাপন করি। আজ পর্যন্ত মানুষ যত ঋণ করেছে, সেইসব শোধ করতেই আমি এসেছি। আমার ঐশস্বরূপের কাছে তাদের যে ঋণ, আপাতত আমি তা শোধ করতে আসিনি। আমি মানবকুলের মাঝে ঘর বেঁধেছি মেষশাবকরূপে বলীকৃত হবার জন্য—যেইভাবে কিছুদিন পর প্রকাশ পাবে। আপাতত আমার মানবজীবন যাপন করা উচিত। সেইসময় এখনও আসেনি যে সময় নিজের জন্য পূজা দাবি করব। *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন। এখনকার মত সম্মত হও।*

শ্লোক - ইশা ৪২:৬-৭; মথি ২০:২৮

*প্র* আমি ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করেছি।

৳ আমি দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের বের করে আনার জন্য।

৴ মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।

৳ আমি দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের বের করে আনার জন্য।

# পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

**সপ্তাহ :** ১ ২ ৩ ৪ ৫

## ভস্ম বুধবার

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৮:১-১২)

**ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপবাস**

মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও ;
তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল ;
আমার জনগণকে তাদের বিদ্রোহ-কর্মের কথা,
যাকোবকুলকে তাদের পাপের কথা ঘোষণা কর।
তারা দিনের পর দিন আমাকে খোঁজ করে থাকে,
আমার পথগুলি জানতে বাসনা করে
—তেমন এক দেশের মানুষের মত যারা ধর্মময়তা পালন করে,
যারা তাদের আপন পরমেশ্বরের বিচার ত্যাগ করেনি ;
তারা ধর্মশাসন যাচনা করে,
পরমেশ্বরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে।

'আমরা কেন উপবাস করব, যখন তুমি তা দেখ না?
কেন দেহসংযম করব, যখন তুমি তা লক্ষ কর না?'
দেখ, তোমাদের উপবাস-দিনে তোমরা তো যা খুশি তাই কর,
তোমাদের সকল মজুরকে অত্যাচার কর।
দেখ, তোমরা ঝগড়া-বিবাদের মধ্যেই তো উপবাস করে থাক,
কুদৃষ্টিতে ঘুসাঘুসি করে অপরকে আঘাত কর।
আজকের মত তেমন উপবাস করলে

তোমরা ঊর্ধ্বলোকে তোমাদের কণ্ঠস্বর কখনও শোনাতে পারবে না।
আমার সন্তোষজনক উপবাস কি এই প্রকার?
মানুষের দেহসংযমের দিন কি এই প্রকার?
নলখাগড়ার মত মাথা হেঁট করা, চট ও ছাই বিছিয়ে দেওয়া,
তুমি কি একেই উপবাস ও প্রভুর গ্রহণীয় দিন বল?

বরং অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,
অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?

তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।
তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'
তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,

দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,
তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।
তোমার বংশের মানুষ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করবে,
পুরাকালের ভিত্তিমূল আবার গেঁথে তুলবে।
তুমি ভগ্নস্থান-সংস্কারক বলে অভিহিত হবে,
নিবাসের জন্য ধ্বংসিত পথের উদ্ধারকর্তা বলে পরিচিত হবে।
যদি তুমি শাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও,
যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর,
যদি শাব্বাৎকে 'পুলক'
ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমণ্ডিত' বল,
যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে,
ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমণ্ডিত কর,
তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে;
এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড়
ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর,
কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে।

শ্লোক - ইশা ৫৮:৬, ৭, ৯; মথি ২৫:৩১, ৩৪, ৩৫ দ্রঃ

প্ এ আমার সন্তোষজনক উপবাস—প্রভুর উক্তি : ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া।

উ তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দিয়ে বলবেন : এই যে আমি!

প্ মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন : এসো, কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে।

উ তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দিয়ে বলবেন : এই যে আমি!

**দ্বিতীয় পাঠ (বিজোড় বর্ষ)** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৭:৪–৮:৩; ৮:৫–৯:১; ১৩:১-৪; ১৯:২)

## মনপরিবর্তন কর

এসো, খ্রিষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন। নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর যারা বাধ্য হল তারা পরিত্রাণ পেল। যোনা নিনেভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন: *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই* (এজে ৩৩:১১ দ্রঃ); তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, হে ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল: *তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফের, যদি বল, 'পিতা,' তবে আমি পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব* (ইশা ১:১৮; ৬৩:১৬; ৬৪:৭; যেরে ৩:৪; ৩১:৯ দ্রঃ)। আপন সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। তবে, ভাই,

এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই; যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *জ্ঞানী নিজের জ্ঞান নিয়ে যেন গর্ব না করে, শক্তিশালীও নিজের শক্তি নিয়ে, ধনীও নিজের ধন নিয়ে; বরং যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুতেই গর্ব করুক* (যেরে ৯:২২-২৩; ১ করি ১:৩১ দ্রঃ)। এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যিশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, *দয়া দেখাও, যাতে দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যাতে তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে পরিমাণে পরিমাণ করবে, সে পরিমাণে তোমাদের প্রতি পরিমাণ করা হবে* (মথি ৫:৭; ৬:১৪; ৭:১, ২ দ্রঃ)। এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে: *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?* (ইশা ৬৬:২ দ্রঃ)।

অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকার আঁকড়িয়ে থাকি।

**শ্লোক** - ইশা ৫৫:৭; যোয়েল ২:১৩; এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

*প্র* দুর্জন নিজের পথ, শঠতার মানুষ নিজের যত প্রকল্প ত্যাগ করুক; সে প্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তিনি তাকে স্নেহ করবেন;

*উ* প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; শঠতায় নিমজ্জিত মানুষের প্রতি তিনি করুণাময়।

*প্র* প্রভু দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন, বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।

*উ* প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; শঠতায় নিমজ্জিত মানুষের প্রতি তিনি করুণাময়।

দ্বিতীয় পাঠ (জোড় বর্ষ) - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৮)

## মণ্ডলীর গোটা দেহকে
## সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে

প্রিয়জনেরা, যে সকল দিন খ্রিষ্টীয় ভক্তি সম্মানের সঙ্গে বহুরূপে উদ্‌যাপন করে, সেগুলির মধ্যে এমন কোন দিন নেই যা পাস্কাপর্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—পাস্কাপর্ব থেকেই তো ঈশ্বরমণ্ডলীর অন্যান্য পর্বগুলি পুণ্য মর্যাদা লাভ করে। খ্রিষ্টের জন্মোৎসবও পাস্কা রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেননা ঈশ্বরের পুত্রের জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ ছিল তিনি যেন একদিন ক্রুশে বিদ্ধ হতে পারেন। বস্তুতপক্ষে কুমারীর গর্ভে মরণশীল মাংস ধারণ করা হল, সেই মরণশীল মাংসে যন্ত্রণাভোগ-ব্যবস্থা সিদ্ধি লাভ করল,—ঈশ্বরের দয়ার পরম সঙ্কল্প অনুসারে এমনটি ঘটল যাতে সেই যন্ত্রণাভোগ আমাদের জন্য হয়ে উঠতে পারত মুক্তির বলিদান, পাপক্ষমা ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থানের সূত্রপাত। তাছাড়া আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রভুর ক্রুশ দ্বারাই সমগ্র জগৎ মুক্তি পেল, তাহলে বুঝতে পারব, পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন করার জন্য চল্লিশ দিনের উপবাস দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করা সত্যিই বাঞ্ছনীয়, যাতে করে আমরা যোগ্যরূপে দিব্য রহস্যগুলিতে যোগ দিতে পারি।

আর কেবল আর্চবিশপ, বা সাধারণ যাজক ও পরিসেবক নয়, বরং মণ্ডলীর গোটা দেহ ও সকল ভক্তজনকেও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ হতে হবে, যেন ঈশ্বরের সেই মন্দির, যার স্বয়ং স্থাপনকর্তাই হলেন তার ভিত, সমস্ত প্রস্তরগুলিতে সুন্দর ও সব দিক দিয়ে উজ্জ্বল হতে পারে। কেননা যখন রাজাদের প্রাসাদ ও শাসকদের আবাস যুক্তিসঙ্গত ভাবেই যত ধরনের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয় যাতে তাদের বাসস্থান ততই শ্রেষ্ঠতম হয় যত মহত্তম তাদের গুণ, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের গৃহ কত যত্ন ও সম্মানের সঙ্গেই না নির্মাণ ও অলঙ্কৃত করা উচিত!

এই যে গৃহ তাঁর নিজের স্রষ্টা ছাড়া শুরু ও শেষ করা যায় না, তা কিন্তু নির্মাণকারীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করে, যাতে তার পরিশ্রম দ্বারাও তার বৃদ্ধি হতে পারে; কেননা এ মন্দির নির্মাণকাজের জন্য জীবন্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন মালামাল ব্যবহৃত হয়, যে মালামাল

আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, একমন হয়ে একদেহে সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমন মণ্ডলীকে ঈশ্বর ভালবাসেন ও অনুসন্ধান করেন; সুতরাং মণ্ডলীও: তাকে যে ভালবাসে না, মণ্ডলী যেন তাকে ভালবাসে, ও যে তার অনুসন্ধান করে না, মণ্ডলী যেন তার অনুসন্ধান করে, যেমনটি ধন্য প্রেরিতদূত যোহন বলেন, *আমরা ভালবাসি কারণ ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১১, ১৯)। সুতরাং যেহেতু ভক্তরা সকলে মিলে ও এক একজন ক'রে হল ঈশ্বরের এক-ই ও একমাত্র মন্দির, সেজন্য মন্দিরটা যেমন সমষ্টিগত ভাবে নিখুঁত তেমনি ব্যক্তি-বিশেষের বেলায়ও নিখুঁত হওয়া চাই; কেননা যদিও সকল অঙ্গের সৌন্দর্য একই নয়, ও তেমন বৈচিত্র্যময় অংশগুলির মধ্যে সদ্‌গুণাবলির সামঞ্জস্যও থাকার কথা নয়, তথাপি ভ্রাতৃপ্রেমের সুসংবদ্ধতা সৌন্দর্যের একতা সাধন করে। এভাবে সমস্ত অঙ্গগুলি পুণ্য প্রেমে একত্রিত হয়, আর অনুগ্রহের মঙ্গলদানগুলির সমান পাত্র না হয়েও, তবু সকলে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য আনন্দ ভোগ করে; এমনকি তারা যা ভালবাসে সেই সবকিছু থেকে কেউই বঞ্চিত নয়, কেননা যে কেউ পরের কল্যাণে আনন্দিত, সে নিজের বৃদ্ধি সাধন করে।

**শ্লোক** - ২ করি ৬:২-৭ দ্রঃ

*প্র* এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন।

*উ* এসো, আমরা উপবাস পালনে ধৈর্য দেখিয়ে, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ধর্মময়তার অস্ত্র হাতিয়ার করে নিজেদের উৎসাহিত করি।

*প্র* যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়, আমরা সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই।

*উ* এসো, আমরা উপবাস পালনে ধৈর্য দেখিয়ে, ঈশ্বরের পরাক্রম ও ধর্মময়তার অস্ত্র হাতিয়ার করে নিজেদের উৎসাহিত করি।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১:১, ৬-১৮)

## মোয়াবে মোশির শেষ উপদেশ

যর্দনের পুবপারে, মরুপ্রান্তরে, সূফের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত আরাবা নিম্নভূমিতে, পারান, তোফেল, লাবান, হাজেরোৎ ও দিজাহাবের মাঝখান জায়গায় মোশি গোটা ইস্রায়েলকে এই সমস্ত কথা বললেন।

'আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের বলেছিলেন: তোমরা এই পর্বতে যথেষ্ট দিন থেকেছ; এখন এগিয়ে যাও, রওনা হও, আমোরীয়দের পার্বত্য অঞ্চল ও সেখানকার সমস্ত জায়গার দিকে তথা আরাবা নিম্নভূমি, পাহাড়িয়া অঞ্চল, শেফেলা, নেগেব, সমুদ্রতীরের দিকে গিয়ে ফোরাত মহানদী পর্যন্ত কানানীয়দের দেশে ও লেবাননে প্রবেশ কর। দেখ, আমি এই দেশ তোমাদের সামনেই রেখেছি; তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।

সেসময় আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম: একাকী তোমাদের ভার বহন করা আমার অসাধ্য। তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ। তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু এর চেয়ে তোমাদের সংখ্যা আরও সহস্র গুণে বৃদ্ধি করুন, এবং তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি তোমাদের আশীর্বাদ করুন। একাকী আমি কেমন করে তোমাদের বোঝা, তোমাদের ভার ও তোমাদের যত ঝগড়া-বিবাদ সহ্য করতে পারি? তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রজ্ঞাবান, বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুনাম-করা লোকদের বেছে নাও, আমি তাদের তোমাদের নেতারূপে নিযুক্ত করব। তোমরা আমাকে

উত্তর দিয়েছিলে: তোমার প্রস্তাব ভাল। তাই আমি তোমাদের গোষ্ঠীগুলির নেতাদের, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান ও সুনাম-করা সেই লোকদের নিয়ে তোমাদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি, দশপতি, এবং তোমাদের গোষ্ঠীগুলির জন্য শাস্ত্রী করে নিযুক্ত করেছিলাম। সেসময় আমি তোমাদের বিচারকদের এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম: তোমরা তোমাদের ভাইদের কথা শুনে বাদী ও তার ভাইয়ের বা সহবাসী বিদেশীর মধ্যে বিচার সম্পাদন কর। বিচারে কারও পক্ষপাত না করে তোমরা ছোট বড় উভয়েরই কথা শুনবে; মানুষের মুখ দেখে তোমরা ভয় করবে না, কেননা পরমেশ্বরেরই তো বিচার। এবং যত সমস্যা তোমাদের পক্ষে কঠিন, তা আমার কাছে উপস্থাপন করবে, আমি তা শুনব। সেসময় তোমাদের সমস্ত কর্তব্য কাজ সম্বন্ধে আমি আজ্ঞা করেছিলাম।'

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ১:৮, ১০; গা ৩:৮

*প্র* তোমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে এবং তাদের পরে তাদের বংশধরদের যে দেশ দেবেন বলে প্রভু শপথ করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার কর।

*উ* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ।

*প্র* ঈশ্বর আব্রাহামকে আগে থেকে বলেছিলেন, সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।

*উ* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের সংখ্যা এমনই বৃদ্ধি করেছেন যে, তোমরা আজ আকাশের তারানক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক হয়েছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ইহুদীদের বিপক্ষে, উপদেশ ৩)

**আমরা আমাদের পাপের জন্যই উপবাস করি,**

**কেননা আমরা পবিত্র রহস্যগুলির সম্মুখীন হতে চলছি**

কেন আমরা এ চল্লিশ দিনে উপবাস করে থাকি? আগে অনেকে এ পবিত্র রহস্যগুলিকে দুঃসাহসের সঙ্গে ও অপ্রস্তুত হয়েই পালন করত, বিশেষভাবে এসময়ে যখন খ্রিষ্ট নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এজন্য তেমন দুঃসাহসপূর্ণ ব্যবহারজনিত বিপদ

উপলব্ধি ক'রে পিতৃগণ চল্লিশদিন ব্যাপী উপবাস, প্রার্থনা, বাণী-শ্রবণ ও সভা-পালন উপযুক্ত মনে করলেন যাতে আমরা এ দিনগুলিতে প্রার্থনা, অর্থদান, উপবাস, নিশিজাগরণী, অশ্রুজল, পাপস্বীকার ও অন্য ধর্মক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করে শুদ্ধ হৃদয়ে ও যথাসাধ্য এ পবিত্র রহস্যগুলিকে পালন করতে পারি। তাঁদের এ সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা ভবিষ্যতের জন্যও মহান ও উৎকৃষ্ট প্রথা নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কেননা—অভিজ্ঞতারই কথা—আমরা উপবাস অভ্যাসমতই পালন করতে শিখেছি।

বস্তুতপক্ষে যদিও আমরা সারা বছরেও উপবাসের কথা প্রচার ও ঘোষণা করতে অবহেলা না করি, তবু কেউই আমাদের কথায় মনোযোগ দেয় না; অথচ চল্লিশাকাল উপস্থিত হওয়া মাত্রই, যদিও কেউ কোন উপদেশ না দেয় বা কোন সনির্বন্ধ আবেদন না জানায়, তবু সবচেয়ে শিথিল মানুষও জেগে ওঠে ও চল্লিশাকালের প্রেরণা আপনা আপনি গ্রহণ করে।

সুতরাং কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কেন উপবাস কর, তুমি 'পাস্কার জন্য' কিংবা 'ক্রুশের জন্য' এমন উত্তর দেবে না, কেননা আমরা পাস্কা বা ক্রুশের জন্য নয়, বরং পবিত্র রহস্যগুলি পালন করতে যাচ্ছি বিধায় আমাদের পাপের জন্যই উপবাস করি। তাছাড়া পাস্কা তো উপবাস বা শোকপ্রকাশের নয়, বরং আনন্দ ও ফুর্তিরই উপলক্ষ; এবং ক্রুশ পাপ হরণ করল, বিশ্বজগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ হল, প্রাচীন ক্রোধ মিটিয়ে দিল, স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করল, শত্রুদের করে তুলল বন্ধু, মানুষকে পুনরায় স্বর্গে চালিত করল, আমাদের মানবস্বরূপকে সিংহাসনের ডান পাশে প্রতিষ্ঠিত করল, ও আরও কতগুলো মঙ্গলদান এনে দিল। অতএব এসব কিছুর জন্য ক্রন্দন ও শোকপ্রকাশ করা মানায় না, বরং আনন্দ ও স্ফূর্তি করাই বাঞ্ছনীয়।

এজন্য সাধু পলও বললেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি* (গা ৬:১৪)। তিনি আরও বললেন, *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন* (রো ৫:৮)।

একইভাবে যোহন স্পষ্ট কথা বলেন: *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন!* কীভাবে ঈশ্বর জগৎকে ভালবেসেছেন? অন্য সবকিছু ফেলে রেখে তিনি একটি ক্রুশ উত্তোলন করলেন। *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে,*—একথা বলার পর যোহন বলে চলেন—*তিনি আপন একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন* সেই পুত্র যেন ক্রুশবিদ্ধ হন, *যে কেউ তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অনন্ত জীবন লাভ করে* (যোহন ৩:১৬)।

অতএব ক্রুশ যখন ভালবাসা ও গৌরবের কারণ, তখন আমরা আর বলতে পারব না, আমরা ক্রুশের জন্য শোক প্রকাশ করি। তাই ক্রুশের জন্য কখনও অশ্রুপাত করব, তা দূরের কথা, আমাদের পাপের জন্যই বরং চোখের জল ফেলি। এজন্যই আমরা উপবাস পালন করি।

**শ্লোক** - বারুক ৩:২; সাম ১০৬:৬ দ্রঃ

*প্র* অজ্ঞানতা-বশত যত পাপ করেছি, এসো, সেই পাপ থেকে নিজেদের সংস্কার করি, মৃত্যু আমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়লে আমরা যেন প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সময়ের খোঁজ না করি, যে সময় পেতে পারবই না।

*উ* শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

*প্র* আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ, করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।

*উ* শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২২)

## মিশরে অত্যাচারিত ইস্রায়েল

ইস্রায়েলের সন্তানেরা, এক একজন সপরিবারে যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম এই: রূবেন, শিমেয়োন, লেবি ও যুদা, ইসাখার, জাবুলোন ও বেঞ্জামিন, দান ও নেফ্তালি, গাদ ও আশের। সবসমেত যাকোবের বংশধর ছিল সত্তরজন; যোসেফ আগে থেকেই মিশরে ছিলেন। পরে যোসেফের মৃত্যু হল, তাঁর ভাইয়েরা ও সেই যুগের সমস্ত মানুষেরও মৃত্যু হল। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা ফলবান ছিল ও বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও শোনেননি। তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির সংখ্যা ও শক্তি বেশি। এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে; নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্‌সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করল। কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে লাগল। তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল; কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল: তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল: এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, 'তোমরা যখন হিব্রু স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ

রাখ, ছেলে হলে তাকে মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' কিন্তু ওই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত, তাই মিশর-রাজের আজ্ঞা মেনে না নিয়ে বরং ছেলেদের বাঁচতে দিত। অতএব মিশর-রাজ তাদের ডাকিয়ে বললেন, 'তেমনটি করে তোমরা কেন ছেলেদের বাঁচতে দিয়েছ?' ধাত্রীরা ফারাওকে উত্তরে বলল: 'হিব্রু স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের মত নয়; তারা তো বলবতী, ধাত্রী তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তাদের প্রসব হয়ে যায়!' এজন্য পরমেশ্বর সেই ধাত্রীদের মঙ্গল করলেন; এবং লোকেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠল ও খুবই প্রভাবশালী হল; আর সেই ধাত্রীরা পরমেশ্বরকে ভয় করত বিধায় তিনি তাদের একটা বংশ দিলেন। তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

**শ্লোক** - আদি ১৫:১৩-১৪; ইশা ৪৯:২৬ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন: তোমার সন্তানেরা এমন দেশে প্রবাসী হয়ে থাকবে, যা তাদের আপন দেশ নয়; তারা দাসত্ব-অবস্থায় পড়বে ও চারশ' বছর ধরে অত্যাচারিত হবে; আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকব:

*উ* আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা ও মুক্তিসাধক।

*প্র* তারা যে জাতির দাস হবে, আমি তার বিচার করব;

*উ* আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা ও মুক্তিসাধক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('চল্লিশাকাল', উপদেশ ৬:১, ২)

**উপবাস ও দয়াধর্মের মধ্য দিয়ে পুণ্য শুচীকরণ**

প্রিয়জনেরা, সর্বদাই *পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ* (সাম ৩৩:৫); এমনকি স্বয়ং প্রকৃতিই প্রত্যেক ভক্তজনকে ঈশ্বরকে পূজা করতে শিক্ষা দেয়—বস্তুত আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে আপন স্রষ্টার মঙ্গলময়তা ও সর্বশক্তির কথা ঘোষণা করে; এবং আমাদের সেবায় নিযুক্ত যত পদার্থের সৌন্দর্য বুদ্ধিসম্পন্ন এ আমাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত ধন্যবাদসূচক মনোভাব দাবি করে। তবু যেহেতু সেই দিনগুলি উপস্থিত হতে

চলছে, যে দিনগুলি মানব-প্রতিকারের সাক্রামেন্তগুলি দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত ও পাস্কাপর্বের অধিক সন্নিকট পূর্বদিনগুলি, সেজন্য আরও যথাযোগ্য ভাবে পুণ্য শুচীকরণের প্রস্তুতি নেওয়া আমাদের পক্ষে প্রত্যাশিত।

প্রকৃতপক্ষে পাস্কাপর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই, গোটা মণ্ডলী পাপক্ষমার জন্য আনন্দ ভোগ করবে; এমন পাপক্ষমা যা কেবল নবজন্মপ্রাপ্তদের জন্য নয়, যারা অনেক দিন যাবৎ দত্তকপুত্রত্বের তালিকাভুক্ত, তাদের জন্যও সাধিত। কেননা যদিও নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনই বিশেষভাবে মানুষের নবায়ন সাধন করে, তবু যেহেতু মরণশীলতার মরচের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন নবায়ন সকলের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, আর যেহেতু পরিপক্কতার পথে এমন কেউই নেই যে অধিক উন্নতিশীল হতে বাধ্য নয়, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত যেন মুক্তিলাভের দিনে কাউকেই প্রাচীন জীবনের রিপুতে আবদ্ধ পাওয়া না যায়।

অতএব প্রিয়জনেরা, প্রত্যেক খ্রিষ্টভক্তের যা সর্বকালীন কর্তব্য, তা এখন আরও যত্ন ও ভক্তি সহকারে পালন করতে হবে, যাতে পূর্ণ হয় চল্লিশদিনের উপবাসের সেই প্রৈরিতিক নিয়ম যা কেবল খাদ্যাহার-ত্যাগে নয়, বিশেষভাবে রিপু প্রত্যাহারেই সিদ্ধ।

উপরন্তু, অর্থদান ছাড়া—যা একমাত্র 'দয়াধর্ম' নামে নানা প্রশংসনীয় ধর্মক্রিয়ার সমন্বয় ঘটায়—অধিক উপকারী এমন ধর্মক্রিয়া নেই যা যথাযোগ্য ও পুণ্য উপবাসের সঙ্গে মিলিত থাকতে পারে; এর দ্বারা সকল ভক্তের মন সামর্থ্যের অনৈক্যের মধ্যেও এক হতে পারে।

ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি যে ভালবাসা একইসঙ্গে দেখানো উচিত, সেই ভালবাসা মঙ্গলকারী হবার জন্য সবসময় মুক্ত, কারণ এমন বাধা নেই যা সেই ভালবাসা আবদ্ধ করতে পারে। আসলে স্বর্গদূতেরাও গান করছিলেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছা-মানুষের কাছে শান্তি* (লুক ২:১৪ লাতিন পাঠ্য); কেননা কেবল মঙ্গলময়তা গুণে নয়, বরং শান্তিলাভেও তারা ধন্য হয়ে ওঠে, যারা যে কোন দুর্দশার ভারে শ্রান্ত মানুষের সঙ্গে ভালবাসায়ই সহবেদনশীল হয়।

দয়াধর্ম ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ! ধনী ও প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যক্তি শুধু নয়, মধ্যশ্রেণির মানুষ ও গরিবেরাও অর্থদানে পরের কল্যাণ সাধনে অংশ নিতে পারে; ফলে যারা সামর্থ্যের দিক দিয়ে অসমান, তারা তবু মনের সদ্ভাবে সদৃশ হতে পারে।

## শ্লোক

℣ চল্লিশাকাল আমাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করল: এসো, প্রার্থনা ও প্রায়শ্চিত্তের একাল উদ্‌যাপন করি,

℟ যেন পুনরুত্থানের দিনে প্রভুর গৌরবের অংশীদার হতে পারি।

℣ এসো, সবকিছুতেই দেখাই, আমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী,

℟ যেন পুনরুত্থানের দিনে প্রভুর গৌরবের অংশীদার হতে পারি।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৪:১-৮, ৩২-৪০)

## জনগণের কাছে মোশির উপদেশ

আর এখন, ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি, যেন তা পালন করে তোমরা বাঁচতে পার, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তোমাদের দিচ্ছেন, তোমরা যেন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করতে পার। আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না। আমি তোমাদের জন্য যে সমস্ত আদেশ জারি করছি, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করবে।

বায়াল-পেওরের ব্যাপারে প্রভু যা করেছিলেন, তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ: হ্যাঁ, তোমার মধ্য থেকে যারা বায়াল-পেওরের অনুগামী হয়েছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাদের প্রত্যেককেই বিনাশ করেছিলেন; কিন্তু তোমরা যত লোক তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছিলে, সকলেই আজ জীবিত আছ।

দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভু আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছেন, আমি তোমাদের তেমন বিধি ও নিয়মনীতি শিখিয়েছি, যেন অধিকার করার জন্য তোমরা যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে সেগুলো পালন কর। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে মেনে চলবে ও পালন করবে, কেননা জাতিগুলোর সামনে তা-ই হবে তোমাদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির পরিচয়; এই সমস্ত বিধির কথা শুনে তারা বলবে: এই মহাজাতির মানুষই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। আসলে, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার দেব-দেবীরা তার তত নিকটবর্তী, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের যত নিকটবর্তী যখনই আমরা তাঁকে

ডাকি? আর আমি আজ তোমাদের সামনে যে সমস্ত বিধান তুলে ধরলাম, এমন কোন্ বড় দেশ আছে, যার বিধি ও নিয়মনীতি তেমনি ধর্মসম্মত?

পরমেশ্বর যেদিন পৃথিবীর বুকে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সেদিন থেকে যত যুগ কেটেছে, তোমার পূর্ববর্তী সেই যুগগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এর মত মহান কিছু কি কখনও ঘটেছে? এর মত কোন কথা কি কখনও শোনা হয়েছে? তোমার মত কি আর কোন জাতি পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর আগুনের মধ্য থেকে কথা বলতে শুনেছে আর তবুও প্রাণে বেঁচেছে? তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মিশরে তোমাদের চোখের সামনে মহা মহা কাজ সাধন করেছেন, কোন দেবতা তেমনি কি নানা কঠোর পরীক্ষা, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণে, যুদ্ধ-সংগ্রামে, শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে, নানা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মধ্য দিয়ে অন্য জাতির মধ্য থেকে নিজের জন্য এক জাতিকে তুলে আনতে নিজেই কখনও গিয়েছে? তোমাকেই ওই সবকিছুর দর্শক করা হয়েছে, যেন তুমি জানতে পার যে, প্রভুই পরমেশ্বর, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তোমাকে জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তিনি স্বর্গ থেকে তোমাকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন, মর্তে তোমাকে তাঁর আপন মহা আগুন দেখালেন, এবং তুমি আগুনের মধ্য থেকে তাঁর আপন বাণী শুনতে পেলে। তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের ভালবাসলেন ও তাঁদের পরে তাঁদের বংশধরদের বেছে নিলেন বলেই তাঁর আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রম দ্বারা তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, যেন তোমার চেয়ে মহান ও পরাক্রমী দেশের মানুষকে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দেশে তোমাকেই প্রবেশ করান ও তার অধিকার তোমাকেই দান করেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

সুতরাং আজ জেনে নাও, হৃদয়ে এই কথা গেঁথে রাখ যে, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিম্নে এই মর্তে প্রভুই তো পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়। তাই আমি আজ তাঁর যে সকল বিধি ও আজ্ঞা তোমাকে দিলাম, তা পালন কর, যেন তোমার মঙ্গল হয়, তোমার পরে তোমার সন্তানদেরও মঙ্গল হয়, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশভূমি চিরকালের মত তোমাকে দিচ্ছেন, সেখানে যেন তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে বাস করতে পার।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ৪:১; ৬:৩; সাম ৮১:৯-১০ দ্রঃ

℣ ইস্রায়েল, প্রভুর আদেশ শোন, সেগুলি তোমার হৃদয়ে লিখে রাখ,

℣ তবে আমি তোমাকে দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ দান করব।

℟ ওগো ইস্রায়েল, যদি শুনতে আমায়! তোমার মধ্যে যেন কোন বিদেশী দেবতা না থাকে, বিজাতীয় কোন দেবতাকে তুমি যেন না কর প্রণাম।

℣ তবে আমি তোমাকে দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ দান করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২, ৬)

**মনপরিবর্তনের পাঁচটা পথ**

তোমরা কি চাও, আমি মনপরিবর্তনের পথগুলির কথা বলব? বহু ও নানাবিধ পথ রয়েছে, সবগুলো কিন্তু স্বর্গে নিয়ে যায়। মনপরিবর্তনের প্রথম পথ হল নিজেদের পাপ নিন্দা করা: *তুমি প্রথমে তোমার পাপ স্বীকার কর, যেন ধর্মময় হয়ে উঠতে পার* (সিরা ১৭:১৯-২৪ দ্রঃ)। এজন্য নবীও বলছিলেন, *যখন বললাম, 'প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,' তখনই তুমি হরণ করলে আমার হৃদয়ের অধর্ম* (সাম ৩১:৫ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং তুমিও তোমার দোষত্রুটি নিন্দা কর: তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তা প্রভুর কাছে যথেষ্ট; তাছাড়া নিজ পাপ নিন্দা করলে তুমি তো সতর্ক হয়ে ওঠ যেন আবার সেই পাপকর্মে পা না বাড়াও। তোমার অভ্যন্তরীণ অভিযোক্তা হতে তোমার বিবেক উদ্দীপিত কর, সে যেন প্রভুর বিচারালয়ের সামনে তোমাকে অভিযুক্ত না করে।

তবে এটি মনপরিবর্তনের একটা পথ, উত্তম একটা পথ। তবু আর একটা পথ রয়েছে যা এটা থেকে কম ভাল নয়, তথা শত্রুদের অপরাধ মনে না রাখা, ক্রোধ বর্জন করা, অমঙ্গলকারীদের ক্ষমা করা; এভাবে আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা পাব। তবে এটি পাপ-প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় উপায়। *তোমরা যদি লোকদের অপরাধ ক্ষমা কর, তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন* (মথি ৬:১৪)।

তুমি কি মনপরিবর্তনের তৃতীয় একটা পথ শিখতে চাও? তা হল এমন জীবনপূর্ণ ও নিখুঁত প্রার্থনা যা হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকেই নিবেদিত।

তুমি চতুর্থ পথ জানতে চাইলে আমি বলব, অর্থদান; আর এ পথ খুবই মূল্যবান। অবশেষে আমি একথাও বলব, কেউ যদি আত্মসংযম ও বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার করে,

তাহলে সে নিজ পাপ সমূলেই ধ্বংস করবে; উপরোল্লিখিত উপায়ের চেয়ে এটি কম কার্যকারী নয়, এর প্রমাণ হল সেই কর-আদায়কারী যে নিজেরই কোন সৎকাজ উল্লেখ করতে না পারাতে এর পরিবর্তে নিজের পাপের বিনম্র স্বীকার অর্পণ করল আর এইভাবে তার বিবেকের ভারী বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করল।

আমরা মনপরিবর্তনের পাঁচটা পথ দেখিয়েছি: প্রথমটা হল পাপ-নিন্দা; দ্বিতীয়টা পরের অপরাধের ক্ষমা; তৃতীয়টা প্রার্থনা; চতুর্থটা অর্থদান, ও পঞ্চমটা বিনম্রতা। তাই তুমি এমনি বসে থেকো না, বরং প্রতিদিন এ পাঁচটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে চেষ্টা কর, কেননা এ পথগুলি সহজ, আর এগুলি এড়াবার জন্য তুমি যে গরিব, একথাও বলতে পার না। অত্যন্ত অভাবের মধ্যে থাকলেও তুমি সবসময়ই পারবে ক্রোধ বর্জন করতে, বিনম্রতার অনুশীলন করতে, অবিরত প্রার্থনা করতে ও নিজ পাপ নিন্দা করতে! এ কাজে তোমার দরিদ্রতা কখনও তোমাকে বাধা দেবে না। কী বলছি! মনপরিবর্তনের সেই যে পথ অনুসারে অর্থদান আবশ্যক, সেই পথেও দরিদ্রতা বাধা নয়। এর প্রমাণ হল সেই বিধবা যে দু' পয়সা অর্পণ করেছিল।

আমাদের ক্ষতস্থান নিরাময় করার উপায় শিখে, এসো, এ ঔষধ অবলম্বন করি। তবেই সত্যকার সুস্থতা ফিরে পেয়ে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে পবিত্র ভোজে বসতে পারব, মহাগৌরবের সঙ্গে গৌরবের রাজা খ্রিষ্টকে বরণ করতে পারব ও শাশ্বত মঙ্গলদান জয় করতে পারব আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, দয়া ও মঙ্গলময়তা গুণে, যাঁর কাছে, ও যাঁর সঙ্গে পিতার কাছে ও পরমপবিত্র, মঙ্গলময় ও জীবনদায়ী আত্মার কাছে গৌরব, পরাক্রম, সম্মান ও মহিমা আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - তোবিত ১২:৮-৯; লুক ৩৭-৩৮

প্র উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা উত্তম; সোনা সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়।

উ অর্থদান সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

প্র ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে।

উ অর্থদান সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (২:১-২৪)

## মোশির জন্ম ও তাঁর পলায়ন

লেবিকুলের একজন লোক গিয়ে লেবির মেয়েকে বিয়ে করল। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর যখন দেখল শিশুটি কতই না সুন্দর ছিল, তখন তিন মাস ধরে তাকে লুকিয়ে রাখল। পরে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে না পারায় সে নলখাগড়ার তৈরী একটা ঝাঁপি নিয়ে তার গায়ে মেটে তেল ও আলকাতরা মাখিয়ে তার মধ্যে শিশুটিকে রাখল ও ঝাঁপিটা নদীর কূলে ঘন নলখাগড়ার মধ্যে রাখল। আর শিশুটির কী হয়, তা দেখবার জন্য তার বোন দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর এমনটি ঘটল যে, ফারাওর কন্যা নদীতে স্নান করতে এলেন,—তাঁর অনুচারিণী যুবতীরা নদীর তীরে পায়চারি করছিল। তিনি নলখাগড়ার মধ্যে ঝাঁপিটা দেখে দাসীকে তা আনতে পাঠালেন; ঝাঁপিটা খুলে দেখলেন, শিশুটি—একটি ছেলে—কাঁদছে; তার প্রতি তাঁর মায়া হল, তিনি বললেন, 'এ অবশ্যই একটি হিব্রু শিশু।' তখন তার বোন ফারাওর কন্যাকে বলল, 'আমি গিয়ে কি কোন হিব্রু ধাইকে আপনার জন্য ডেকে আনব? সে আপনার হয়ে শিশুটিকে দুধ খাওয়াবে।' ফারাওর কন্যা সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' তাই মেয়েটি গিয়ে শিশুর মাকে ডেকে আনল। ফারাওর কন্যা তাকে বললেন, 'তুমি এই শিশুকে নিয়ে যাও ও আমার হয়ে তাকে দুধ খাওয়াও; আমি তোমার প্রাপ্য মজুরি দেব।' তখন স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়াতে লাগল। পরে শিশুটি বড় হলে সে তাকে নিয়ে ফারাওর কন্যাকে দিল; আর তিনি ছেলেটিকে নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করলেন; তিনি তার নাম মোশি রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি তাকে জল থেকে টেনে তুলেছি।'

সময় অতিবাহিত হতে হতে মোশি বড় হলেন; একদিন তাঁর ভাইদের কাছে গিয়ে তিনি তাদের কঠোর পরিশ্রম লক্ষ করলেন; আবার দেখতে পেলেন, একজন মিশরীয় একজন হিব্রুকে—তাঁরই ভাইদের একজনকে মারছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনি যখন দেখলেন, সেখানে কেউই নেই, তখন ওই মিশরীয়কে মেরে ফেলে বালুর নিচে ঢেকে দিলেন। পরদিন তিনি আবার বাইরে গেলেন, আর দেখ, দু'জন হিব্রুর মধ্যে

হাতাহাতি হচ্ছে; যে দোষী, তাকে তিনি বললেন, 'তোমার নিজের আপনজনকে কেন মারছ?' প্রতিবাদ করে সে বলল, 'কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?' তখন মোশি ভয় পেলেন, ভাবলেন, 'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে পড়েছে।' ফারাও যখন একথা জানতে পারলেন, তখন মোশিকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোশি ফারাওর কাছ থেকে পালিয়ে মিদিয়ান দেশে বসবাস করতে গেলেন; সেখানে গিয়ে একটা কুয়োর কাছে বসলেন।

মিদিয়ানের যাজকের সাত মেয়ে ছিল; তারা সেই জায়গায় এসে পিতার মেষপালকে জল খাওয়াবার জন্য জল তুলে গড়াগুলো ভরে দিল। কিন্তু কয়েকজন রাখাল এসে তাদের তাড়িয়ে দিল; তখন মোশি তাদের রক্ষায় উঠে দাঁড়ালেন ও তাদের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। তারা পিতা রেউয়েলের কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে তোমরা আজ এত শীঘ্রই ফিরে এসেছ?' তারা উত্তরে বলল, 'একজন মিশরীয় রাখালদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন, এমনকি আমাদের জন্য তিনি যথেষ্ট জল তুলে মেষপালকেও খাওয়ালেন।' তিনি তাঁর মেয়েদের বললেন, 'তবে লোকটি কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন একা ফেলে রেখে এসেছ? আমাদের সঙ্গে কিছুটা খেতে তাঁকে নিমন্ত্রণ কর।' মোশি সেই লোকের সঙ্গে থাকতে সম্মত হলেন, আর তিনি মোশির সঙ্গে তাঁর মেয়ে সেফোরার বিবাহ দিলেন। সেফোরা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, আর মোশি তার নাম গের্শোম রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, 'আমি বিদেশে প্রবাসী।'

এই দীর্ঘ দিনগুলির পর মিশর-রাজের মৃত্যু হল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের দাসত্বের কারণে আর্তনাদ ও হাহাকার করল; এবং সেই দাসত্ব থেকে তাদের চিৎকার পরমেশ্বরের কাছে ঊর্ধ্বে গেল। পরমেশ্বর তাদের বিলাপের সুর শুনলেন, এবং আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা স্মরণ করলেন। পরমেশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের দিকে তাকালেন; পরমেশ্বর এই ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন।

শ্লোক - হিব্রু ১১:২৪-২৫, ২৬, ২৭ দ্রঃ

প্ বিশ্বাসে মোশি ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:

উ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

প্ মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:

উ তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রার্থনা প্রসঙ্গ, উপদেশ ৬)

**প্রার্থনা হল আত্মার আলো**

প্রার্থনা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ হল উত্তম মঙ্গল: কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে ঐক্যলাভ। দেহের চোখ যেমন আলোর দর্শনে আলোময় হয়ে ওঠে, তেমনি ঈশ্বরে নিবিষ্ট প্রাণও তাঁর অবর্ণনীয় আলোতে আলোময় হয়ে ওঠে। আমি এমন প্রার্থনার কথা বলছি, যা অভ্যাসের ব্যাপার নয় বরং অন্তর থেকেই নির্গত, যা নির্দিষ্ট সময় বা ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দিবারাত্র অবিরতই নিবেদিত। কেননা যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন আছি, তখনই শুধু যে ইতস্তত না করে প্রাণকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখতে হবে এমন নয়, বরং যখন অন্য যে কোন ব্যাপারে ব্যস্ত আছি—গরিবদের সেবা, পরের যত্ন, উপকারী দয়াধর্ম যাই হোক না কেন—তখন তেমন কাজগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিও মেশাতে হবে, যাতে ঈশ্বর-প্রেম দ্বারা কেমন যেন লবণ দ্বারাই স্বাদযুক্ত হয়ে সেই সমস্ত কর্ম বিশ্বপ্রভুর কাছে রুচিকর খাদ্য হতে পারে। এতে অনেক সময় দিলে তবে সারা জীবন ধরে অবিরতই আমরা তেমন উপকার ভোগ করতে পারব।

প্রার্থনা হল আত্মার আলো, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের জন্য ঔষধ, রোগের জ্বালায় প্রতিকার, প্রাণের আরাম, স্বর্গের পথে পথদিশারী: এমন পথদিশারী যা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট নয়, কিন্তু স্বর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার

দিকেই ধাবিত। প্রার্থনা প্রাণীদের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, প্রাণ দিয়ে বাতাসকে ভেদ করে অতিক্রম করে, ও তারকা-বাহিনীর মধ্য থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে, ও দূতদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে স্বয়ং ত্রিত্বের চরণে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে এসে প্রার্থনা ঈশ্বরত্বকে প্রণাম জানায়, ও সেইখানে স্বর্গেশ্বরের সঙ্গে মিলন লাভের যোগ্য বলে গণ্য হয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে প্রাণ অবর্ণনীয় আলিঙ্গনে প্রভুকে আলিঙ্গন করে, ও জননীর কাছে চিৎকার করে তেমন শিশুর মত আত্মিক দুধের আকাঙ্ক্ষা করে: নিজের মিনতি সজোরে উপস্থাপন করে ও এমন দানগুলো গ্রহণ করে যা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর।

প্রার্থনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্ভরযোগ্য দূত স্বরূপ, আত্মাকে আনন্দিত করে তোলে, আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। কিন্তু আমি যে প্রার্থনার কথা বলছি, তা কেবল কথা উচ্চারণে সীমাবদ্ধ নয়। প্রার্থনা ঈশ্বরের এমন আকাঙ্ক্ষা, অনির্বচনীয় এমন ভক্তি যা মানুষের কাছ থেকে আগত নয়, বরং ঐশঅনুগ্রহ দ্বারাই সৃষ্ট, যা সম্বন্ধে প্রেরিতদূতও বলেন, *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৬)। প্রভু যদি কারও কাছে তেমন প্রার্থনার মনোভাব মঞ্জুর করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই প্রার্থনা এমন সম্পদ যা হস্তান্তরের অতীত, ও এমন খাদ্য যা প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে: যে কেউ তেমন প্রার্থনার স্বাদ পেয়েছে, সে প্রভুর প্রতি এমন আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনাপূর্ণ আগুনের মত প্রাণে জ্বলে ওঠে।

তেমন সাধনা অবলম্বন করে তোমার গৃহকে শালীনতা ও বিনম্রতায় সজ্জিত কর, ধর্মময়তা-সূচিত আলোতে উজ্জ্বল কর, খাঁটি সোনায় তথা শুভকর্মে অলঙ্কৃত কর, মূল্যবান রত্ন দিয়ে নয়, বিশ্বাস ও মনের উদারতায় ভূষিত কর; ও গৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এমন সর্বোচ্চ ভূষণ স্বরূপ সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রার্থনাই রাখ। তবেই তুমি প্রভুর জন্য উপযুক্ত আবাস নিখুঁতরূপে সাজাবে, ও তাঁকে তোমার গৃহে ঠিক যেন দীপ্তিময় রাজপ্রাসাদেই বরণ করবে—তুমি তাঁকে ও তাঁর অনুগ্রহ প্রাণ-মন্দিরে নির্মিত মূর্তির মতই লাভ করবে। তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরকাল। আমেন।

শ্লোক - বিলাপ ৫:২০; মথি ৮:২৫

প্ প্রভু, কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত? কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?

উ তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, তবেই আমরা আসব ফিরে।

প্ ত্রাণ কর, প্রভু, আমরা তো মরতে বসেছি।

উ তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু, তবেই আমরা আসব ফিরে।

ভস্ম বুধবারের পরবর্তী

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৫:১-২২)

## দশ আজ্ঞা

মোশি গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'শোন, ইস্রায়েল, সেই সকল বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি আজ তোমার সামনে ঘোষণা করছি; তোমরা তা শেখ ও সযত্নে পালন কর। আমাদের পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছেন। আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু আজ এইখানে সকলে জীবিত আছি যে আমরা, এই আমাদেরই সঙ্গে করেছেন। প্রভু পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বললেন। সেসময় আমিই প্রভুর বাণী তোমাদের জানিয়ে দেবার জন্য প্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, যেহেতু আগুনের সামনে ভয় পেয়ে তোমরা পর্বতে ওঠনি। তিনি বললেন:

আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

তুমি তোমার জন্য কোন মূর্তি তৈরি করবে না: অর্থাৎ, উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যে কোন কিছুই তৈরি করবে না। তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত শাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখ। পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে; কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাসদাসীও নয়, তোমার বলদ-গাধাও নয়, অন্য কোন পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; যেন তোমার দাসদাসী তোমার মত বিশ্রাম পেতে পারে। মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী হাতে ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু শাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে যেন দীর্ঘজীবী হও ও তোমার মঙ্গল হয়।

নরহত্যা করবে না।

ব্যভিচার করবে না।

অপহরণ করবে না।

তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করবে না; প্রতিবেশীর ঘর, তার জমি, তার দাসদাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।

প্রভু পর্বতে আগুন, মেঘ ও ঘোর তমসার মধ্য থেকে তোমাদের গোটা জনসমাবেশের কাছে এই সমস্ত বাণী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, আর অন্য কিছুই বলেননি। তিনি এই সমস্ত কথা দু'টো পাথরফলকে লিপিবদ্ধ করে আমাকে দিলেন।'

শ্লোক - এজে ২০:১৯; যোহন ১৫:১০

প্র আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। তোমরা আমারই বিধি পথে চল,

উ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর।

℣ যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি।

℟ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু ষষ্ঠ পলের 'পেনিতেমিনি' নামক প্রৈরিতিক সংবিধান থেকে পাঠ (১৭৮-১৭৯)

**তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল**

মহাসভার সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাইদের সঙ্গে শুধু নয়, অখ্রিষ্টিয়ান ধর্মসমূহের সঙ্গেও আপন সম্পর্ক মহত্তর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা ক'রে মণ্ডলী আনন্দের সঙ্গে দেখতে পেরেছে যে, প্রায় সর্বত্রই ও সর্বকালে তপস্যা প্রাধান্য পায়, কেননা তা সেই আন্তর ধর্মভাবেরও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যা প্রাচীনতর জাতিগুলির জীবন আবেষ্টন করে, আবার সেই মহাধর্মসমূহের বিশদতর অভিব্যক্তিরও সঙ্গে জড়িত যা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

পুরাতন নিয়মে তপস্যার ধর্মীয় ভাব উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যের সঙ্গে প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও মানুষ সাধারণত ঐশক্রোধ প্রশমিত করার জন্য পাপের পরেই, বা গুরুতর দুর্দশার দিনে, কিংবা সম্মুখীন কোন বিশেষ বিপদের সময়ে, অথবা যে কোন অবস্থায়ই প্রভুর কাছ থেকে উপকার পাবার লক্ষ্যেই তপস্যা অবলম্বন করে, তথাপি আমরা দেখতে পারি কেমন করে তপস্যার বাহ্যিক ধর্মক্রিয়া এমন 'মনপরিবর্তনেরই' আন্তরিক মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত, যা পাপ-নিন্দা ও পাপ থেকে ব্যবধান এবং ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণের নামান্তর। পাপ-ক্ষমা পাবার পরেও, অনুগ্রহ-যাচনার বাইরেও মানুষ আহারত্যাগ পালন করে ও নিজ সম্পদ বিলিয়ে দেয় (কেননা উপবাস সাধারণত প্রার্থনারই শুধু নয়, অর্থদানের সঙ্গেও যুক্ত); *নিজের প্রাণ পীড়িত করার জন্য, ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নত করার জন্য* (দা ১০:১২ লাতিন পাঠ্য), *প্রভুর দিকে মুখ ফেরাবার জন্য* (দা ৯:৩), প্রার্থনায় মন প্রস্তুত করার জন্য, ঐশব্যাপারগুলো অধিক সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার জন্য, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিজেদের প্রস্তুত করার জন্যই মানুষ উপবাস পালন করে ও দেহ-পীড়ন করে।

সুতরাং পুরাতন নিয়মকালেও তপস্যা এমন ব্যক্তিময় ধর্মক্রিয়া যার পরিণাম হল ভালবাসা ও প্রভুর হাতে আত্মসমর্পণ: নিজেদের জন্য নয়, ঈশ্বরেরই জন্য উপবাস পালন। তপস্যার এ বৈশিষ্ট্য বিধানের জারীকৃত নানা তপস্যাধর্মী অনুষ্ঠানেও বিদ্যমান থাকার কথা। এমনটি না ঘটলে প্রভু তাঁর আপন জাতির কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেন: *আজ যেভাবে উপবাস কর, তোমরা সেভাবে আর উপবাস করো না, যার ফলে তোমাদের কোলাহল ঊর্ধ্বস্থান পর্যন্তই শোনা যায়* (ইশা ৫৮:৪ লাতিন পাঠ্য), *তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল* (যোয়েল ২:১৩)। পুরাতন নিয়মে তপস্যার সামাজিক দিক অনুপস্থিত নয়; বস্তুতই পুরাতন নিয়মের তপস্যাধর্মী উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলো পাপ সম্বন্ধে সমষ্টিগত চেতনালাভ শুধু নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই হল ঈশ্বরের জনগণের সদস্য হওয়ার শর্তস্বরূপ।

এও দেখতে পাই, কেমন করে খ্রিষ্টের আগেও তপস্যা পরিপক্কতা ও পবিত্রতার মাধ্যম ও চিহ্ন বলে উপস্থাপিত: যুদিথ, দানিয়েল, ভাববাদিনী আন্না ও বহু অন্য মনোনীত প্রাণ স্ফূর্তির সঙ্গে ও মনের আনন্দে *দিবারাত্র উপবাস ও প্রার্থনা করে* (লুক ২:৩৭) ঈশ্বরের সেবা করতেন।

অবশেষে, পুরাতন নিয়মের ধার্মিকদের বেলায় আমরা এমন মানুষ দেখতে পারি যারা ব্যক্তিগত তপস্যার মধ্য দিয়ে সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেন: মোশি ঠিক তাই করেছিলেন সেই চল্লিশ দিনে যখন অবিশ্বস্ত জনগণের অপরাধের কারণে প্রভুকে প্রশমিত করার জন্য উপবাস করেছিলেন; বিশেষভাবে এই আলোতেই *সেই প্রভুর দাসের* পরিচয় প্রতীয়মান হয়, যিনি *আমাদের যন্ত্রণা আপন করে নিলেন* ও যাঁর উপরে *প্রভু আমাদের সকলের অধর্ম চেপে দিলেন* (ইশা ৫৩:৪, ৬)।

অথচ এসব কিছু ভাবী বাস্তবতার আভাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই যে তপস্যা, যা আধ্যাত্মিক জীবনের এমন একান্ত প্রয়োজনীয়তা যা মানবজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত ও ঐশআত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট একটি আদেশেরই বিষয়বস্তু, সেই তপস্যা খ্রিষ্টে ও মণ্ডলীতে এমন নতুন দিক অর্জন করে, যার উদারতা ও গভীরতা অধিকতর ভাবে প্রসারিত।

**শ্লোক** - যোয়েল ২:১৩; যেরে ২৫:৫

*প্র* তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,

*উ* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

*প্র* তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ও নিজ নিজ আচরণের ধূর্ততা থেকে ফের।

*উ* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২০)

## মোশির আহ্বান ও প্রেরণ

মোশি মিদিয়ানের যাজক তাঁর শ্বশুর যেথ্রোর মেষপাল চরাচ্ছিলেন; তিনি মেষপাল মরুপ্রান্তরের ওপারে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন। প্রভুর দূত একটা ঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অগ্নিশিখায় তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি তাকালেন, আর দেখ, ঝোপটা আগুনের মধ্যে জ্বলছে, অথচ পুড়ে যাচ্ছে না। মোশি ভাবলেন, 'আমি এক পাশ দিয়ে এই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে চাই; আবার দেখতে চাই ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।' প্রভু যখন দেখলেন যে, তিনি দেখবার জন্য পথ ছেড়ে এগিয়ে আসছেন, তখন ঝোপের মধ্য থেকে পরমেশ্বর এই বলে তাঁকে ডাকলেন, 'মোশি, মোশি!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' তিনি বললেন, 'আর এগিয়ো না, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি।' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমার পিতার পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইস্হাকের পরমেশ্বর, যাকোবের পরমেশ্বর।' তখন মোশি নিজের মুখ ঢেকে নিলেন, কেননা পরমেশ্বরের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। প্রভু বললেন, 'মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি; তাদের মেহনতি কাজের সরদারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; তাদের দুঃখকষ্টের কথা আমি সত্যিই জানি! মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য, এবং সেই দেশ থেকে উত্তম ও বিশাল এক দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি নেমে এসেছি—সেই দেশে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা বসতি করছে। হ্যাঁ, ইস্রায়েল সন্তানদের হাহাকার আমার কানে এসে পৌঁছেছে; মিশরীয়েরা তাদের উপর কী নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাও আমি দেখেছি। সুতরাং এখন এসো, আমি তোমাকে ফারাওর কাছে প্রেরণ করব যেন তুমি আমার আপন জনগণকে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের, মিশর থেকে বের করে আন।' মোশি পরমেশ্বরকে বললেন, 'আমি কে যে ফারাওর কাছে যাব ও মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

আমিই যে তোমাকে প্রেরণ করেছি, তোমার কাছে এই হবে তার চিহ্ন: তুমি মিশর থেকে সেই জনগণকে বের করে আনবার পর তোমরা এই পর্বতে পরমেশ্বরের সেবা করবে।'

তখন মোশি পরমেশ্বরকে বললেন, 'দেখ, আমি যদি ইস্রায়েল সন্তানদের গিয়ে বলি, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর তারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কী, তবে তাদের কী উত্তর দেব?' পরমেশ্বর মোশিকে বললেন, 'আমি সেই আছি যিনি আছি।' তিনি বলে চললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।' পরমেশ্বর মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: যিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহামের পরমেশ্বর, ইস্হাকের পরমেশ্বর ও যাকোবের পরমেশ্বর, সেই প্রভু তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন। এ আমার নাম চিরকালের মত; আর এটিই পুরুষে পুরুষে হবে আমার স্মৃতিচিহ্ন। তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রবীণদের সমবেত করে তাদের একথা বল, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর, আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের পরমেশ্বর স্বয়ং প্রভু আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের দেখতে এসেছি, আর মিশরে তোমাদের প্রতি যা কিছু করা হচ্ছে, তাও দেখতে এসেছি। আর আমি বলেছি: মিশরের দুর্দশা থেকে তোমাদের বের করে আমি কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের দেশে, দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশেই তোমাদের নিয়ে যাব। তারা তোমার কথা মানবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ মিশরের রাজাকে গিয়ে বলবে: হিব্রুদের পরমেশ্বর সেই প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এখন আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি। আমি তো ভালই জানি যে, মিশরের রাজা তোমাদের যেতে দেবে না; কেবল পরাক্রান্ত হাতের চাপেই যেতে দেবে। তাই আমি হাত বাড়াব, এবং দেশে বহু আশ্চর্য কর্মকীর্তি ঘটিয়ে মিশরকে এমনভাবেই আঘাত করব যে, তারপরে রাজা তোমাদের যেতে দেবে।'

শ্লোক - যাত্রা ৩:১৪; ইশা ৪৩:১১ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর মোশিকে বললেন: আমি সেই আছি যিনি আছি।

℣ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে : আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

℟ আমি, আমিই প্রভু! আমি ব্যতীত আর ত্রাণকর্তা নেই।

℣ তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে : আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১৩:৪–১৪:১)

**ঈশ্বরের বন্ধুত্ব**

ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু, যিনি প্রথমে ঈশ্বরের কাছে দাসদের আকর্ষণ করলেন, তিনি পরবর্তীতে, যারা তাঁর অধীন হয়েছিল, তাদের মুক্ত করে দিলেন, যেইভাবে তিনি নিজে শিষ্যদের বললেন, *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করে তা জানে না ; আমি বরং তোমাদের বন্ধুই বললাম, কারণ পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি* (যোহন ১৫:১৫)। যারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, ঈশ্বরের বন্ধুত্ব তাদের অমরতা মঞ্জুর করে।

আদিতে ঈশ্বর আদমকে গড়লেন, তাঁর পক্ষে মানুষ প্রয়োজন ছিল এজন্য নয়, তিনি বরং তেমন একজনকে চাচ্ছিলেন যার অন্তরে আপন মঙ্গলদানগুলি সঞ্চার করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে আদমের আগে শুধু নয়, নিখিল বিশ্বের আগেও ঈশ্বরের বাণী পিতার মধ্যে থেকে পিতাকে গৌরবান্বিত করতেন, আর তিনি নিজে পিতা দ্বারা গৌরবান্বিত ছিলেন, যেইভাবে তিনি নিজে বললেন, *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি সেই গৌরবে আমাকে গৌরবান্বিত কর* (যোহন ১৭:৫)।

তিনি আদেশ দিলেন আমরা যেন তাঁর অনুসরণ করি, তাঁর পক্ষে আমাদের সেবা প্রয়োজন ছিল এজন্য নয়, তিনি বরং আমাদের পরিত্রাণ দিতেই অভিপ্রেত ছিলেন। কেননা ত্রাণকর্তার অনুসরণ করাই হল তাঁর পরিত্রাণের অংশীদার হওয়া, যেভাবে আলোর অনুসরণ করাই হল আলোকে গ্রহণ করা। কেননা যারা আলোতে রয়েছে, তারা যে আলোকে আলোকিত করে তেমন নয়, বরং তারাই আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তারা তো আলোকে কিছুই দেয় না, বরং তার মঙ্গলদান গ্রহণ করে তারা আলো দ্বারাই আলোকিত।

ঠিক তাই হল ঈশ্বরের সেবা: ঈশ্বরকে কিছুই দেওয়া হয় না, ঈশ্বরের পক্ষে মানব সেবার কোন প্রয়োজনই নেই; তিনিই বরং যারা তাঁর অনুসরণ ও সেবা করে তাদের জীবন, অক্ষয়শীলতা ও শাশ্বত গৌরব মঞ্জুর করেন; যারা তাঁর সেবা করে, যেহেতু তারা তাঁর সেবা করে, আর যারা তাঁর অনুসরণ করে, যেহেতু তারা তাঁর অনুসরণ করে এজন্যই তিনি তাদের তাঁর আপন মঙ্গলদান অর্পণ করেন; অথচ তিনি তাদের দ্বারা কোন উপকার পান না: কেননা তিনি ধনবান, সিদ্ধতামণ্ডিত ও অভাবের অতীত।

ঈশ্বর এজন্যই মানুষের সেবা আদায় করেন, যাতে মঙ্গলময় ও দয়াবান তিনি তাদের উপকার করতে পারেন যারা তাঁর সেবায় রত থাকে। কেননা ঈশ্বর যত অভাবের অতীত, মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা তত প্রয়োজন।

এইটি মানুষের গৌরব: ঈশ্বরের সেবায় নিত্যই রত থাকা। এজন্যই প্রভু শিষ্যদের বলেছিলেন, *তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি* (যোহন ১৫:১৬); এতে তিনি দেখাচ্ছিলেন যে, তাঁর অনুসরণ করায় তারা তাঁকে গৌরবান্বিত করছিলেন এমন নয়, বরং ঈশ্বরের পুত্রের অনুসরণ করায় তাঁরা তাঁর দ্বারাই গৌরবান্বিত ছিলেন। তিনি একথা বলেছিলেন, *আমি ইচ্ছা করি, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার গৌরব দেখতে পায়* (যোহন ১৭:২৪)।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ১০:১২; মথি ২২:৩৮ দ্রঃ

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তাঁকে ভয় কর,

*উ* তুমি যেন তাঁকে ভালবাস ও তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

*প্র* শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আজ্ঞা এ:

*উ* তুমি যেন তাঁকে ভালবাস ও তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

**পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল - ১ম সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৬:৪-২৫)

**প্রভুকে ভালবাসাই বিধানের সার**

শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে। তা তুমি তোমার হাতে চিহ্নরূপে বেঁধে রাখবে, তা তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপে থাকবে, আর তোমার ঘরের দুই বাজুতে ও তোমার নগরদ্বারেও তা লিখে রাখবে।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছেন, তিনি যখন তোমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যেখানে রয়েছে এমন বিরাট বিরাট, সুন্দর সুন্দর শহর যা তুমি নির্মাণ করনি, এমন বাড়ি-ঘর যা তোমার দ্বারা সঞ্চয় করা নয় এমন ভাল ভাল জিনিসে পরিপূর্ণ, খোঁড়া এমন সব কুয়ো যা তুমি খুঁড়ে তৈরি করনি, এমন সব আঙুরখেত ও জলপাইবাগান যা তুমি প্রস্তুত করনি, তুমি যখন তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, তখন নিজের বিষয়ে সাবধান থাক, যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে তুমি যেন ভুলে না যাও। তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা

করবে, তাঁরই নামে শপথ করবে। তোমরা অন্য দেবতাদের, তোমাদের চারদিকের জাতিগুলোর সেই দেবতাদেরই অনুগামী হবে না, কেননা তোমার মধ্যে রয়েছেন যিনি, তোমার সেই পরমেশ্বর প্রভু কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না। সাবধান, পাছে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর ক্রোধ তোমার উপরে জ্বলে ওঠে, আর তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করেন। তোমরা মাস্‌সাতে যেভাবে করেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে সেইভাবে পরীক্ষা করবে না!

তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছু আজ্ঞা, নির্দেশবাণী ও বিধি জারি করেছেন, তোমরা তা সযত্নে পালন করবে; এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা কিছু ন্যায্য ও মঙ্গলময়, তা-ই করবে, যেন তোমার মঙ্গল হয়, এবং প্রভু যে দেশ দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই উত্তম দেশে প্রবেশ করে তুমি যেন তা অধিকার করতে পার; এর আগে তিনি অবশ্যই তোমার সামনে থেকে তোমার সকল শত্রুকে তাড়িয়ে দেবেন, যেমনটি স্বয়ং প্রভু কথা দিয়েছেন।

ভবিষ্যতে যখন তোমার ছেলে জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে সকল নির্দেশবাণী, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী? তখন তুমি তোমার ছেলেকে এই উত্তর দেবে: আমরা মিশর দেশে ফারাওর দাস ছিলাম, আর প্রভু শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন; আমাদের চোখের সামনে প্রভু মিশরের বিরুদ্ধে, ফারাও ও তাঁর সমস্ত বংশের বিরুদ্ধে মহৎ ও ভয়ঙ্কর নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের সেখান থেকে বের করে আনলেন, যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে যেন আমাদের নিয়ে যেতে পারেন। সেসময় প্রভু আমাদের এই সকল বিধি পালন করতে ও আমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে আজ্ঞা করলেন, যেন আজীবন আমাদের মঙ্গল হয় আর আমরা বেঁচে থাকি—ঠিক যেমনটি আজ বেঁচে আছি। আমাদের কাছে ধর্মময়তা এ: আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে এই সমস্ত বিধি সযত্নে পালন করা, যেমনটি তিনি আমাদের আজ্ঞা করেছেন।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ৬:৩, ৫; ৭:৯

℣ শোন, ইস্রায়েল, প্রভু তোমাকে যা আদেশ করেছেন তুমি তা সযত্নেই পালন কর:

℣ জেনে রেখ : তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর ; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর ; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

℟ তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে।

℣ জেনে রেখ : তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর ; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর ; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৪৯-৫০)

**কেইবা ঈশ্বরের ভালবাসা ব্যক্ত করতে পারে?**

খ্রিষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)। ভালবাসা সবকিছু বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই ; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। ভালবাসায় মহাপ্রভু আমাদের গ্রহণ করলেন ; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন।

প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার ; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনার অতীত। ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত

হতে পারি। আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রিষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। কেননা লেখা আছে, *চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও। কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না সেই কোপ গত হয়* (ইশা ২৬:২০); *তখন আমি আমার সন্ধি স্মরণ করব* (আদি ৯:১৫) ও *তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব* (এজে ৩৭:১৩)। প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে, *সুখী সেই জন, যার অন্যায় হরণ করা হল, আবৃত হল যার পাপ। সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না, যার আত্মায় ছলনা নেই* (সাম ৩২:১-২)। এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১৬, ৭

*প্র* আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

*উ* ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

*প্র* এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।

*উ* ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৫:১–৬:১)

## ফারাও ইস্রায়েলীয়দের আরও কঠোরভাবে অত্যাচার করেন

মোশি ও আরোন ফারাওকে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে।' কিন্তু ফারাও বললেন, 'সেই প্রভু কে যে আমি তার প্রতি বাধ্য হয়ে ইস্রায়েলকে যেতে দেব? আমি সেই প্রভুকে জানি না, আর ইস্রায়েলকে যেতে দেবই না।' তাঁরা বললেন, 'হিব্রুদের পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তাই আপনি অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করার জন্য মরুপ্রান্তরে তিন দিনের পথ যেতে পারি, পাছে তিনি মহামারী বা খড়্গ দ্বারা আমাদের আঘাত করেন।' কিন্তু মিশর-রাজ তাঁদের বললেন, 'হে মোশি ও আরোন, তাদের কাজ থেকে লোকদের মন সরিয়ে দেওয়ায় তোমাদের উদ্দেশ্য কী? যাও, তোমাদের কাজে ফিরে যাও!' ফারাও এও বললেন, 'দেখ, দেশে লোকসংখ্যা এত বেড়েছে, আর তোমরা নাকি চাচ্ছ, তারা তাদের কাজ বন্ধ করবে!'

ফারাও সেদিন লোকদের সরদার ও শাস্ত্রীদের এই আদেশ দিলেন, 'ইট তৈরি করার জন্য তোমরা আগের মত ওই লোকদের কাছে আর খড়কুটো সরবরাহ করবে না; ওরা গিয়ে নিজেরাই নিজেদের খড়কুটো জড় করুক। কিন্তু আগে ওদের যতখানি ইট তৈরি করার নিয়ম ছিল, এখনও ততখানি ইট দাবি কর; ইটের সংখ্যা কোন মতে কমাবে না; কেননা ওরা অলস; এজন্যই চিৎকার করে বলছে, যেতে চাই! আমরা আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই! সেই লোকদের উপরে কাজ আরও কঠোর হোক, ওরা তাতেই ব্যস্ত থাকুক, এবং অসার কথায় কান না দিক!' তাই লোকদের সরদাররা ও শাস্ত্রীরা বাইরে গিয়ে লোকদের বলল, 'ফারাও একথা বলছেন, আমি তোমাদের কাছে খড়কুটো আর সরবরাহ করব না। নিজেরা যেখানে পাও, সেখানে গিয়ে নিজেরাই খড়কুটো জড় কর; কিন্তু তোমাদের কাজের যেন ঘাটতি না পড়ে।'

লোকেরা খড়কুটোর জন্য খড়ের আঁটি যোগাড় করতে সারা মিশর দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, আর সেইখানে সরদাররা তাদের উপর চাপ দিয়ে বলছিল, 'তোমরা যখন

খড়কুটো পেতে তখন যেমন করতে, সেই দৈনিক পরিমাণ অনুসারে এখনও তোমাদের কাজ সমাধা কর।' ফারাওর সরদাররা ইস্রায়েল সন্তানদের উপরে যে অধ্যক্ষদের বসিয়েছিল, তাদেরও কশাঘাত করা হল; তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমরা আগের মত ইটের নির্ধারিত সংখ্যা আজ কেন পূরণ করনি?'

তখন ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা ফারাওকে গিয়ে এই বলে নালিশ করল, 'আপনার দাসদের প্রতি আপনি এমন ব্যবহার করছেন কেন? আপনার দাসদের কাছে কোন খড়কুটো সরবরাহ করা হচ্ছে না, অথচ আমাদের শুধু শোনানো হচ্ছে, ইট তৈরি কর। আর দেখুন, আপনার এই দাসদের লাঠি দিয়ে মারা হচ্ছে, কিন্তু দোষ আপনারই লোকদের!' ফারাও বললেন, 'তোমরা অলস, একেবারে অলস! এজন্যই বলছ, আমরা যেতে চাই! আমরা প্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই। এখন যাও, কাজ কর, তোমাদের কাছে খড়কুটো সরবরাহ করা হবে না, তথাপি ইটের পুরা সংখ্যা দিতেই হবে।' ইস্রায়েল সন্তানদের নেতারা দেখল, তারা বিপদে পড়েছে, কেননা তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা ইটের দৈনিক সংখ্যা কোন মতে কমাতে পারবে না।' ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তারা মোশি ও আরোনের দেখা পেল, তাঁরা তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা তাঁদের বলল, 'প্রভু আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিচার করুন, কেননা আপনারাই ফারাওর দৃষ্টিতে ও তাঁর পরিষদদের দৃষ্টিতেও আমাদের ঘৃণার পাত্র করেছেন; আমাদের প্রাণ বিনাশ করার জন্য তাঁদের হাতে খড়্গ দিয়েছেন!'

তখন মোশি প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, 'প্রভু, কেন এই লোকদের উপরে এত অমঙ্গল এনেছ? কেনই বা আমাকে প্রেরণ করেছ? যে সময় আমি তোমার নামে কথা বলতে ফারাওর সামনে এসেছি, সেসময় থেকে তিনি এই লোকদের পীড়ন করছেন, আর তুমি তোমার নিজের জনগণের উদ্ধারের ব্যাপারে কিছুই করনি!'

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমি ফারাওর প্রতি যা করব, তা তুমি এখন দেখবে, কেননা এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে সে তাদের যেতে দেবে; এমনকি, এক পরাক্রান্ত হাতের কারণে নিজের দেশ থেকে তাদের তাড়িয়েই দেবে!'

**শ্লোক** - যাত্রা ৫:১, ৩ দ্রঃ

*প্র* মোশি ফারাওকে গিয়ে প্রভুর বাণী ঘোষণা করলেন:

℟ আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে!

℣ হিব্রুদের পরমেশ্বর আমাকে আপনার কাছে একথা বলতে পাঠিয়েছেন:

℟ আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করতে পারে!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৪০:১৩-১৫)

**খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ভালবাসার ফল**

মানুষ হিসাবে খ্রিষ্টকে জাগতিক সুখের আদর্শ বলে তুলে ধরা যায় না, যেইভাবে তিনি নিজে সেই নবসন্ধির বাণীতে প্রকাশ করেছেন যা এজগতের জীবন নয়, অনন্ত জীবনের সঙ্গেই সম্পর্কিত। এজন্যই তাঁর জীবনে দেখা দিল অবমাননা, যন্ত্রণাভোগ, কশাঘাত, থুথু, অপমান, ক্রুশ, ক্ষতস্থান ও সেই মৃত্যু যা পরাজিত ও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত মানুষেরই মত মৃত্যু। এসব কিছু ঘটেছে যাতে তাঁর ভক্তরা শিখতে পারে, যাঁর সন্তান হতে যাচ্ছিল তাঁর কাছে তাদের কী ধরনের ভালবাসার দান যাচনা ও প্রত্যাশা করা উচিত। সুতরাং আপন বিশ্বাস অবনমিত ও তুচ্ছ ক'রে ও সামান্য ব্যাপার বলে বিবেচনা ক'রে মানুষ জাগতিক সুখ লাভ করার জন্যই ঈশ্বরের সেবা করবে, তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

খ্রিষ্ট মানুষ ও একইসময় ঈশ্বর: তাঁর তেমন দয়াপূর্ণ মানবতা ও দাস-অবস্থা থেকে আমাদের শেখা উচিত, এজীবনে আমাদের কী তুচ্ছ করতে হবে ও পরজীবনে কী প্রত্যাশা করতে হবে। যখন মনে হচ্ছিল শত্রুরা মহাবিজয় লাভ করছে, সেই যন্ত্রণাভোগ-ক্ষণে তিনি আমাদের দুর্বলতার কণ্ঠস্বর দিয়ে কথা বলেছিলেন—সেই যে দুর্বলতায় আমাদের পুরনো মানুষ ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছিল যাতে পাপদেহ বিলীন হয়; সেই ক্ষণে তিনি বলেছিলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* (সাম ২২:২)। যে দুর্বলতায় আমাদের মাথা নিজেকে রূপান্তরিত করলেন, আমাদের সেই দুর্বলতার কণ্ঠস্বর দিয়ে ২২ নং সামসঙ্গীতে বলা হয়, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,* আমার দিকে চেয়ে দেখ, *আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* তেমন কথা বলা হল কেননা যে প্রার্থনা করে, সাড়া না পেলে সে নিজেকে পরিত্যক্ত মনে করে।

যিশু এ কণ্ঠস্বর হলেন, তাঁর আপন দেহের কণ্ঠস্বর তথা সেই মণ্ডলীর কণ্ঠ হলেন, যে মণ্ডলী পুরনো মানুষ থেকে নবমানুষে রূপান্তরিত হওয়ার কথা; তা সত্যিই সেই মানব দুর্বলতার কণ্ঠস্বর, যে মানব দুর্বলতা প্রাক্তন সন্ধির মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল যেন নবসন্ধিরই মঙ্গলদানগুলি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা করতে শিখতে পারে।

**শ্লোক** - মথি ৮:১৭; ইশা ৫৩:৬

*প্র* তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;

*উ* তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

*প্র* প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।

*উ* তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৭:৬-১৪; ৮:১-৬)

### ইস্রায়েল পৃথক করা-ই এক জাতি

তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি: পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। সকল জাতির চেয়ে তোমরা সংখ্যায় বড়, এজন্যই যে প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, তা নয়—প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির মধ্যে তোমরা সংখ্যায় ছোট— বরং প্রভু তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন তা তিনি রক্ষা করেন বলেই প্রভু শক্ত হাতে তোমাদের বের করে এনেছেন এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে, সেই মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন। সুতরাং জেনে রেখ: তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন। কিন্তু যারা তাঁকে ঘৃণা করে, তাদের, সেই ব্যক্তিদেরই সংহার করায় তাদের প্রতিফল দেন; যে কেউ তাঁকে ঘৃণা করে, দেরি না করেই তিনি তাকে, সেই ব্যক্তিকেই প্রতিফল দেন। তাই আমি আজ তোমার জন্য যে সমস্ত আজ্ঞা, বিধি ও বিধান জারি করছি, তুমি সেই সমস্ত সযত্নে পালন করবে।

তোমরা এই সকল নিয়মনীতি শোন, এই সমস্ত কিছু মেনে চল ও পালন কর, তবেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সন্ধি ও কৃপার কথা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তোমার ক্ষেত্রে তা রক্ষা করবেন; হ্যাঁ, তিনি তোমাকে ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন, তোমার বংশের বৃদ্ধি ঘটাবেন: তিনি যে দেশভূমি তোমাকে দেবেন বলে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশভূমিতে

তোমার গর্ভের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার গম, তোমার নতুন আঙুররস, তোমার তেল, তোমার গবাদি পশুর বাচ্চা ও তোমার মেষের শাবক, এই সকলকেই আশিসমণ্ডিত করবেন। সকল জাতির মধ্যে তুমি আশিসধন্য হবে, তোমার মধ্যে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক অনুর্বর হবে না, তোমার পশুদের মধ্যেও নয়।

আমি আজ তোমাদের যে সকল আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা তা সযত্নে পালন করবে, যেন বাঁচতে পার, বৃদ্ধিলাভ কর, এবং প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছেন, সেই দেশে প্রবেশ করে যেন তা অধিকার কর। সেই দীর্ঘ যাত্রাপথের কথাই স্মরণ কর, যে পথ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে নমিত করার জন্য, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য, এবং তোমার অন্তঃস্থলে কি কি আছে ও তুমি তাঁর আজ্ঞা পালন করবে কিনা তা জানবার জন্য এই চল্লিশ বছর ধরে তোমাকে চালনা করেছেন। হ্যাঁ, তিনি তোমাকে নমিত করলেন, তোমাকে ক্ষুধার জ্বালা ভোগ করালেন, পরে তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে। এই চল্লিশ বছরে তোমার গায়ে কোন পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমার পাও ফোলেনি। তাই মনে মনে স্বীকার কর যে, যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন। তাঁর সমস্ত পথে চ'লে ও তাঁকে ভয় ক'রেই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কর।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:১০, ১৬; ইশা ৬৩:৮, ৯ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবাসলেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

*উ* আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

*প্র* প্রভুই আমাদের ত্রাণকর্তা ; ভালবাসার খাতিরেই তিনি আমাদের মুক্তি সাধন করলেন।

*উ* আমরাই সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (২, ১৬)

**আমি আমার জনগণকে ত্রাণ করব**

সনাতন পিতা আপন প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার স্বাধীন ও রহস্যাবৃত সঙ্কল্প অনুযায়ী নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ঐশজীবনের সহভাগিতায় উন্নীত করবেন বলে স্থির করেছেন, তারা আদমে পতিত হলে তিনি তাদের ত্যাগ করেননি, বরং সেই মুক্তিসাধক খ্রিষ্টের লক্ষ্যে যিনি *অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত* (কল ১:১৫), পরিত্রাণের উদ্দেশে তাদের সর্বদাই সাহায্য দান করেছেন। কেননা সেই সকল মনোনীতজনদের বেলায় পিতা *যাদের আগে থেকে জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন* (রো ৮:২৯)।

যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তিনি তাদের পবিত্র মণ্ডলীতে আহ্বান করতে চাইলেন—সেই যে মণ্ডলী জগতের সূচনা থেকে দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান হয়ে, ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে ও প্রাক্তন সন্ধিতে অপরূপভাবে প্রস্তুতিপ্রাপ্ত হয়ে, চরমকালে স্থাপিত হয়ে আত্মার বর্ষণে প্রকাশিত হয়েছে ও কালের সমাপ্তিতে সগৌরবে সিদ্ধিলাভ করবে। পুণ্য পিতৃগণ যেমন লিখেছেন, সেই সমাপ্তিকালেই ধার্মিকজন আবেল থেকে শুরু ক'রে মনোনীতজনদের শেষজন পর্যন্ত ধার্মিক সকল মানুষ সার্বজনীন মণ্ডলীতে পিতার কাছে সংগৃহীত হবে।

পরিশেষে যাঁরা এখনও সুসমাচার গ্রহণ করেননি, তাঁরা ঈশ্বরের জনগণের উদ্দেশে বিভিন্ন ভাবে নিরূপিত। প্রথমেই আছে সেই জাতি যাকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি, এবং বংশগত দিক দিয়ে যা থেকে খ্রিষ্ট উদ্ভূত হলেন; এমন জাতি যা মনোনয়ন গুণে কুলপতিদের কারণে প্রিয়তমই জাতি, কেননা ঈশ্বরের মঙ্গলদানগুলি ও আহ্বান প্রত্যাহারের অতীত। তবু মুক্তিপরিকল্পনা তাঁদেরও আলিঙ্গন করে যাঁরা স্রষ্টাকে স্বীকার করেন, আর এঁদের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন মুসলমানগণ, যাঁরা আব্রাহামের একই বিশ্বাসে নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবি করেন, আমাদের সঙ্গে সেই একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরকে আরাধনা করেন যিনি চরম দিনে মানুষের বিচার করবেন। যাঁরা আভাসে ও প্রতিমায় অজানা ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, তাঁদের কাছ থেকেও ঈশ্বর দূরে নন, কেননা

তিনি সকলকে জীবন, প্রাণবায়ু ও অন্য সমস্ত কিছু দান করে থাকেন, এবং ত্রাণকর্তারূপে তিনি চান সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়। কেননা নিজেদের দোষবশত নয় যাঁরা খ্রিষ্টের মঙ্গলবাণী ও তাঁর মণ্ডলী সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে তথাপি সরল অন্তরেই ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন এবং বিবেকের নির্দেশের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা জেনে অনুগ্রহের প্রেরণায় তা সৎকাজের মধ্য দিয়ে পালন করতে সচেষ্ট আছেন, তাঁরা শাশ্বত পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন। আবার, নিজেদের দোষবশত নয় যাঁরা এখনও ঈশ্বরের স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছেননি ও ঐশঅনুগ্রহের সহায়তায় ন্যায় পথ পালন করতে চেষ্টা করেন, ঐশব্যবস্থা তাঁদেরও পরিত্রাণলাভের প্রয়োজনীয় সাহায্যে বঞ্চিত করে না। কেননা তাঁদের মধ্যে যা কিছু মঙ্গল ও সত্য পাওয়া যায়, তা মণ্ডলী সুসমাচারের পূর্বপ্রস্তুতি ব'লে গণ্য করে, ও তাঁরই দান ব'লে বিবেচনা করে যিনি সকল মানুষকে আলোকিত করেন তারা যেন একসময় জীবন পেতে পারে।

**শ্লোক** - এফে ১:৯, ১০; কল ১:১৯-২০

*প্র* আপন প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই ঈশ্বর এমন সঙ্কল্প স্থির করে রেখেছিলেন, যা কাল পূর্ণ হলে রূপায়িত করবেন :

*উ* স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

*প্র* এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা : সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা,

*উ* স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৬:২-১৩)

## মোশিকে আহ্বান—অন্য এক বিবরণী

পরমেশ্বর মোশির কাছে কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'আমিই প্রভু! আমি আব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে দেখা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রভু নাম দ্বারা তাদের কাছে নিজেকে জ্ঞাত করিনি। তাদের সঙ্গে আমার সন্ধিও স্থির করেছিলাম: তারা যে দেশে প্রবাসী হয়ে বসবাস করছিল, আমি সেই কানান দেশ তাদেরই দেব। তাছাড়া মিশরীয়দের হাতে দাস অবস্থায় পড়ে থাকা ইস্রায়েল সন্তানদের আর্তনাদ শুনে আমি আমার সেই সন্ধি স্মরণ করলাম। সুতরাং ইস্রায়েল সন্তানদের তুমি বল: আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনব, তাদের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে ও মহা বিচারকর্ম সাধনে তোমাদের মুক্তি আদায় করব। আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব; এতে তোমরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশরীয়দের অত্যাচার থেকে তোমাদের বের করে আনলেন। আমি আব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে যে দেশ দেব বলে হাত তুলে শপথ করেছিলাম, সেই দেশে তোমাদের চালিত করব, আর সেই দেশ তোমাদের উত্তরাধিকার-রূপে দান করব: আমিই প্রভু!'

কিন্তু মোশি যখন ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে সেই অনুসারে কথা বললেন, তখন তারা তাঁর কথা মানল না, কারণ তাদের কঠিন দাসত্বের চাপে তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'যাও, মিশর-রাজ ফারাওকে বল, সে যেন তার দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দেয়।' কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশি বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন আমার কথায় আদৌ কান দিল না, তখন ফারাও কেমন করে সেই কথায় কান দেবেন? আমি তো বাক্‌পটু নই।' প্রভু মোশি ও আরোনের কাছে কথা বললেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের ও মিশর-রাজ ফারাওর ব্যাপারে তাঁদের এই আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনেন।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৯, ১০; যাত্রা ৬:৭, ৬ দ্রঃ

*প্র* তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

*উ* আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব।

*প্র* আমিই প্রভু! আমি মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে তোমাদের উদ্ধার করব, এবং প্রসারিত বাহুতে তোমাদের মুক্তি আদায় করব।

*উ* আমি তোমাদের আমার আপন জনগণরূপে গ্রহণ করব, ও তোমাদের আপন পরমেশ্বর হব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (গরিবদের প্রতি ভালবাসা, উপদেশ ১৪:২৩-২৫)

**এসো, ঈশ্বরের ভালবাসা পরস্পরকে দেখাই**

তোমার অস্তিত্ব, প্রাণবায়ু, বিচারশক্তি, বুদ্ধি ও বিশেষভাবে ঈশ্বরজ্ঞান, স্বর্গরাজ্যের আশা, সেই গৌরব যা আপাতত আয়নায়ই যেন ও ঝাপসাভাবে, কিন্তু একদিন পরিপূর্ণ ও পবিত্রতম ভাবে দর্শন করবে, এসব কিছুর উৎপত্তি স্বীকার কর; আবার তুমি যে ঈশ্বরের সন্তান, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী, এমনকি—সাহসের সঙ্গে যদি কথা বলতে পারি—তুমি নিজেও যে ঈশ্বর হয়ে উঠেছ, তাও স্বীকার কর! এসব কিছু কোথা থেকে ও কার কাছ থেকে তোমার কাছে আসে?

আর যদি এমন কিছুর কথা বলি যা আমাদের চোখে নিম্ন ধরনের, তবে কার সহায়তা ও উপকারিতা গুণে তুমি দেখতে পাও আকাশের সৌন্দর্য, সূর্যের দৌড়, চাঁদের চক্র, তারকারাজির দুর্জ্ঞেয় সংখ্যা, আর সেই সুসম্পর্ক ও সুনীতি যা সেতারের মধুর সুরের মতই যেন এসব কিছুর মধ্যে উজ্জ্বল?

কে তোমাকে দান করলেন বর্ষা, ভূমির উর্বরতা, খাদ্য, শিল্পকলা, বাসস্থান, বিধিনিয়ম, দেশের প্রশাসন, আনন্দপূর্ণ জীবন, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্প্রীতি?

কেনই বা কোন কোন প্রাণী গৃহপালিত ও তোমার বশ্যতা স্বীকার করে, আর কোন কোন প্রাণী খাদ্য হিসাবে তোমাকে দেওয়া হয়?

পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসব কিছুর উপরে কে তোমাকে প্রভু ও রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন? আর কেইবা তোমাকে দান করলেন সেই বিশেষ বিশেষ গুণ যার ফলে তুমি অন্য সমস্ত প্রাণীর উপরে শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে উঠেছ?

তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যিনি এখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজের প্রতি ও প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রত্যাশা করেন? আমাদের কি এতই স্পর্ধা থাকবে যে, তাঁর কাছ থেকে তেমন কিছু পেয়ে ও আরও কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁকে এ দান অর্পণ করব না? ঈশ্বর ও প্রভু রূপে তিনি যখন আমাদের দ্বারা পিতা বলে অভিহিত হতে কুণ্ঠিত নন, তখন আমরা কি আমাদের ভাইবোনদের অস্বীকার করব?

আমার ভাই ও বন্ধু সকল, এসো, সাবধান থাকি, সতর্কই থাকি, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় যা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তা অপব্যবহার না করি, পাছে পিতরের সেই বাণী শুনি, 'লজ্জা তোমাদের, যারা পরের জিনিস নিজের কাছে রাখছ; তোমরা বরং ঈশ্বরের ন্যায্যতার অনুকরণ কর, তবেই আর কেউই গরিব হবে না!'

এসো, আমরা যেন সম্পদ বাড়াতে ও রক্ষা করতে পরিশ্রম না করি, যখন অন্যরা অভাবেই পরিশ্রান্ত! পাছে নবী আমোসের সেকালের তিক্ত ভর্ৎসনা-বাণী আমাদেরই বেলায় খাটে যখন তিনি বললেন, *হায় রে তোমরা যারা বল, অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে? শাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গোলাঘর খুলতে পারি?* (আমোস ৮:৫ সত্তরী পাঠ্য)।

এসো, আমরা ঈশ্বরের সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম নিয়ম অনুকরণ করি, যিনি ধার্মিক অধার্মিকদের উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন, আবার সকলের জন্যই সূর্য জাগান; সকল বন্য পশুর কাছে ভূমি, জলের উৎস, নদনদী, বন ও পাখিদের জন্য আকাশ ও জলচর প্রাণীদের জন্য জল ব্যবস্থা করেন—তিনি তো বিনাশর্তে, বিনামূল্যে, নিশ্চিন্তে, মুক্তহস্তেই সকলের কাছে জীবনের যত প্রাথমিক উপায় নিবেদন করেন; পূর্ণ মাত্রায়, প্রচুর পরিমাণেই সাধারণ যত প্রয়োজনের যা কিছু উপকারী সকলেরই জন্য সুব্যবস্থা করেন;

এমন কিছু থাকবে যা আংশিক অভাবেও ভুগবে, তিনি তা নিরূপণ করেননি; তিনি বরং এক একটা জিনিসের প্রয়োজন অনুসারেই উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবকিছুতেই নিজের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করতে পারেন।

শ্লোক - লুক ৬:৩৫, ৩৬; মথি ৫:৪৫ দ্রঃ

প্ল তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

উ তিনি তো মন্দ ও ভাল লোকদের উপরে নিজের সূর্য জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের উপরে বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।

প্ল তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

উ তিনি তো মন্দ ও ভাল লোকদের উপরে নিজের সূর্য জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের উপরে বৃষ্টি নামিয়ে আনেন।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৯:৭-২১, ২৫-২৯)

### ইস্রায়েলের হয়ে মোশির মিনতি

মনে রেখ, ভুলে যেয়ো না, প্রান্তরের মধ্যে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে কেমন অতিষ্ঠ করেছিলে! মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার দিনটি থেকে এখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছ। তোমরা হোরেবেও প্রভুকে অতিষ্ঠ করেছিলে; তখন প্রভু তোমাদের উপরে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে তোমাদের বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। যখন আমি সেই পাথরফলক দু'টোকে, তোমাদের সঙ্গে প্রভু যে সন্ধি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই সন্ধির পাথরফলক দু'টোকেই নেবার জন্য পর্বতে উঠেছিলাম, তখন চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতে থেকেছিলাম, রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি; প্রভু আমাকে পরমেশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা সেই পাথরফলক দু'টো দিয়েছিলেন, যার উপরে ছিল সেই সকল বাণী যা প্রভু জনসমাবেশের দিনে পর্বতের উপরে আগুনের মধ্যে থেকে তোমাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন। সেই চল্লিশদিন চল্লিশরাত শেষে প্রভু ওই পাথরফলক দু'টোকে, সন্ধির সেই পাথরফলক দু'টোকে আমাকে দেবার পর প্রভু আমাকে বললেন: ওঠ, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে। প্রভু আমাকে আরও বললেন: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব। তখন আমি মুখ ফিরিয়ে পর্বত থেকে নেমে এলাম—সেই যে পর্বত আগুনে

জ্বলছিল—আর আমার দু'হাতে সন্ধির সেই পাথরফলক দু'টো ছিল। তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলে, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করেছিলে, প্রভু যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই পথ ত্যাগ করতে তোমাদের তত দেরি হয়নি। আমি সেই পাথরফলক দু'টো ধরে আমার নিজের দু'হাত দিয়ে ফেলে দিলাম ও তোমাদের চোখের সামনে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললাম।

পরে আমি প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, ঠিক যেমনটি আগে করেছিলাম—চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে: রুটিও খাইনি, জলও পান করিনি, কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই ক'রে ও তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলে তোমরা বড়ই পাপ করেছিলে। আমার তখন ভীষণ ভয় ছিল, কারণ তোমাদের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও আক্রোশ এমন ছিল যে, তিনি তোমাদের একেবারে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। কিন্তু এবারেও প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন। আরোনের উপরেও প্রভু এমন প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠেছিলেন যে, তাকে বিনাশ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেসময় আমি আরোনের জন্যও প্রার্থনা করলাম। পরে তোমাদের পাপের বস্তু, সেই যে বাছুর তোমরা তৈরি করেছিলে, তা নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলাম, ও তা গুঁড়োর মত টুকরো টুকরো না হওয়া পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করলাম, এবং শেষে, পর্বত থেকে যে জলস্রোত প্রবাহিত, তার মধ্যে তার গুঁড়ো ফেলে দিলাম।

আমি চল্লিশদিন চল্লিশরাত ধরে প্রভুর সামনে উপুড় হয়ে রইলাম, কারণ প্রভু তোমাদের বিনাশ করার কথা বলেছিলেন। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে আমি বললাম: আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে যে জনগণের পক্ষে তোমার মহত্ত্বে মুক্তিকর্ম সাধন করেছ ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর থেকে বের করে এনেছ, তাদের বিনাশ করো না! তোমার দাস সেই আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে মনে রেখ; এই জনগণের জেদ, ধূর্ততা ও পাপের দিকে তাকিয়ো না; পাছে তুমি আমাদের যে দেশ থেকে বের করে এনেছ, সেই দেশের লোকেরা একথা বলে: প্রভু ওদের যে দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই দেশে নিয়ে যেতে পারলেন না; ওদের ঘৃণা করছিলেন বিধায় তিনি মরুপ্রান্তরে বধ করার জন্যই ওদের বের করে

এনেছেন। না, এরা বরং তোমার আপন জনগণ ও তোমার আপন উত্তরাধিকার; এদের তুমি তোমার আপন মহাশক্তি দেখিয়ে ও বিস্তারিত বাহুতে বের করে এনেছ।

**শ্লোক** - যাত্রা ৩২:১১, ১৩, ১৪; ৩৩:৩, ১৭ দ্রঃ

*প্র* মোশি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন: তোমার ক্রোধ কেন তোমার জনগণের উপর জ্বলে উঠবে? সেই আব্রাহাম, ইস্হাক ও ইস্রায়েলের কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে তুমি দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।

*উ* তখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

*প্র* প্রভু মোশিকে বললেন: তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ, এবং আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি।

*উ* তখন প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:৮)

**আমাদের জন্য কী না করেছেন ঈশ্বর?**

আমাদের জন্য কী না করেছেন ঈশ্বর? আমাদের জন্য তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ গড়লেন; আমাদের জন্য তিনি ঘটতে দিলেন, নবীরা দুর্ব্যবহারের পাত্র হবেন, বন্দি হবেন, চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত হবেন ও শত শত অন্য ধরনের অমঙ্গল ভোগ করবেন। আমাদের জন্যই তিনি সেই নবীদের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন, একইভাবে প্রেরিতদূতদেরও উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন; আমাদের জন্য তিনি আপন একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন; তিনি চাইলেন, তাঁর পুত্র আমাদের জন্য যত অপমান সহ্য করবেন, আমরা কিন্তু তাঁর ডান পাশে বসব; বস্তুত তিনি বলেছিলেন, *আমার উপরেই পড়ছে তোমার অপমানকারীদের অপবাদ* (সাম ৬৯:১০)।

আর যদিও আমরা বহুবার বহুরূপে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাই, তবু তিনি আমাদের একা ফেলে রাখেন না, বরং আমাদের নতুন নতুন সদুপদেশ দেন ও এমনটি করেন যেন অন্য কেউ আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন যাতে করে তিনি আমাদের তাঁর

আপন অনুগ্রহ দান করতে পারেন: তিনি সেকালে মোশির সঙ্গে ঠিক তাই করেছিলেন, যখন তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের উপরে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের সংহার করি* (যাত্রা ৩২:১০)। এতে তিনি মোশিকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন তিনি যেন তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন।

তিনি এখনও সেইভাবে ব্যবহার করেন, এজন্যই প্রার্থনা-দান আমাদের মঞ্জুর করলেন। তাঁর পক্ষে আমাদের যাচনা দরকার বিধায় যে তিনি তাই করলেন তেমন নয়, তাঁর উদ্দেশ্যই বরং আমরা যেন নিজেদের পরিত্রাণপ্রাপ্ত মনে করে আরও শোচনীয় অবস্থায় না পড়ি। এজন্য তিনি হিব্রুদের বারবার বললেন, তিনি দাউদ বা অন্য কারও খাতিরেই তাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন—এভাবে তিনি নিজেই পুনর্মিলনের পথ ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি যদি বলতেন, 'আমি অন্যান্যদের মাধ্যমে নয়, নিজে থেকেই আমার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলাম,' তাহলে তিনি আরও দয়াবান প্রতীয়মান হতেন; তিনি কিন্তু তা চাইলেন না, যাদের পরিত্রাণকৃত হবার কথা তারা যেন সেই ধরনের পুনর্মিলনের ফলে শিথিল না হয়। বস্তুতপক্ষে তিনি যেরেমিয়াকে বলেছিলেন: *তুমি এই জনগণের হয়ে প্রার্থনা করো না, কারণ আমি তোমাকে শুনব না* (যেরে ৭:১৬); আসলে তিনি চাচ্ছিলেন না, যেরেমিয়া প্রার্থনা বন্ধ করবেন, তিনি বরং তাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছিলেন: তা বুঝে নবী প্রার্থনা করায় ক্ষান্ত হননি।

ঠিক তাই ঘটেছিল নিনেভে নিবাসীদের বেলায়ও: কোন মঙ্গলকর আশার ইঙ্গিত না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তিনি অনির্দিষ্টকালীন দণ্ডাজ্ঞা জারি করায় তাদের অতিশয় সন্ত্রাসিত করলেন ও তপস্যা করতে তাদের অনুপ্রাণিত করলেন। হিব্রুদের সঙ্গেও তিনি এভাবে ব্যবহার করেন: তিনি প্রেরণা দেন ও নবীকে তাদের চোখে আরও সম্মাননীয় করে তোলেন তারা যেন কমপক্ষে তাঁর কথা শোনে। যখন কিন্তু তাদের এ অসুখ নিরাময়ের অতীত হয়ে পড়লে আর অন্য নবীদের দ্বারাও তারা অনুতাপ করতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি প্রথমে তাদের সাবধান বাণী দিলেন তারা যেন সেই স্থানেই থাকে; তারা তো তাঁর বাণী অগ্রাহ্য করে মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর তিনি এও মঞ্জুর করলেন—তারা কিন্তু যেন মিশরীয় অধর্মে পতিত না হয়। তারা এতেও অবাধ্য হওয়ায় তিনি তাদের সঙ্গে একটি নবীকেও প্রেরণ করেন, যাতে তারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত না হয়। সুতরাং

তাদের কারণে নবীরা কতই না সহ্য করছিলেন? করাত দিয়ে তাঁদের কেটে ফেলা হল, বহিষ্কার করা হল, অপমান করা হল, পাথর ছুড়ে তাদের মারা হল আর শত শত ধরনের নিপীড়ন তাদের বরণ করতে হল—অথচ ইস্রায়েলীয়েরা সবসময় তাঁদের কাছে আশ্রয় নিত। শামুয়েল শৌলের জন্য কাঁদতে ক্ষান্ত হননি, আর যদিও শৌলের হাতে গুরুতর ও অসহ্য অপমানে অপমানিত হয়েছিলেন তবু সমস্ত অপরাধ ভুলে যেতেন। যেরেমিয়া ঠিক ইহুদী জাতির জন্যই বিলাপ-গাথা পুস্তক রচনা করলেন; আর যদিও পারস্যের সেনাপতি তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, এমনকি যেখানে ইচ্ছেই তাঁকে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবু তিনি নিজ বাড়িতে বাস করার চেয়ে তাঁর আপন জাতির অবসন্ন মানুষের সঙ্গে বিদেশে প্রবাসী হয়ে নিকৃষ্ট ধরনের ঘর পছন্দ করলেন।

**শ্লোক** - যাকোব ৫:১০-১১; যুদিথ ৮:২৭খ

*প্র* ভ্রাতৃগণ, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন।

*উ* দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

*প্র* সংস্কারের উদ্দেশ্যেই প্রভু তাঁর আপনজনদের শাস্তি দেন।

*উ* দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৬:২৯–৭:২৫)

## প্রথম আঘাত

একদিন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমিই প্রভু, আমি তোমাকে যা কিছু বলতে যাচ্ছি, সেই সমস্ত কথা তুমি মিশর-রাজ ফারাওকে বল।' কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে মোশি বললেন, 'দেখ, আমি বাক্‌পটু নই; ফারাও কেমন করে আমার কথায় কান দেবেন?'

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'দেখ, ফারাওর কাছে আমি তোমাকে ঈশ্বর যেনই করব, আর তোমার ভাই আরোন হবে তোমার নবী। আমি তোমাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তুমি তাকে বলবে, আর তোমার ভাই আরোন ফারাওকে বলবে যেন সে ইস্রায়েল সন্তানদের তার দেশ থেকে যেতে দেয়। কিন্তু আমি নিজে ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, এবং মিশর দেশে আমার বহু বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। কিন্তু, যেহেতু ফারাও তোমাদের কথা মানবে না, সেজন্য আমি মিশরে আমার হাত রাখব ও মহা মহা বিচারকর্ম সাধন করে মিশর দেশ থেকে আমার আপন সেনাবাহিনীকে, আমার আপন জনগণ সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব। মিশরের উপরে হাত বাড়িয়ে আমি যখন মিশরীয়দের মধ্য থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে আনব, তখন তারা জানবে, আমিই প্রভু!' মোশি ও আরোন সেইমত করলেন; প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন। ফারাওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে মোশির বয়স ছিল আশি বছর, ও আরোনের বয়স ছিল তিরাশি বছর।

প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'ফারাও যখন তোমাদের বলবে, তোমরা নিজেদের পক্ষে কোন একটা অলৌকিক লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি আরোনকে বলবে, তোমার লাঠি হাতে নাও, ফারাওর সামনে তা ফেলে দাও; আর সেই লাঠি একটা নাগদানব হবে।' তখন মোশি ও আরোন ফারাওর কাছে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞামত কাজ করলেন; আরোন ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে তাঁর লাঠি ফেলে দিলেন, আর তা একটা নাগদানব হল। তখন ফারাও তাঁর জ্ঞানীগুণীদের ও গণকদের ডাকলেন, আর মিশরের সেই মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে সেইভাবে করল। তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি ফেলে দিলে সেগুলো নাগদানব হল, কিন্তু আরোনের লাঠি তাদের সকল

লাঠিকে গ্রাস করল। তবু ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'ফারাওর হৃদয় কেমন ভারী! সে জনগণকে যেতে দিতে অসম্মত। তুমি সকালে ফারাওর কাছে যাও; সেসময় সে নদীর দিকে যাবে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নদীকূলে দাঁড়াও, তোমার হাতে থাকবে সেই লাঠি যা সাপে পরিণত হয়েছিল। তাকে বলবে, প্রভু, হিব্রুদের পরমেশ্বর, আমার মধ্য দিয়ে আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার জনগণকে যেতে দাও, যেন তারা মরুপ্রান্তরে আমার সেবা করে; কিন্তু তুমি এতক্ষণে কথাটা মানলে না। প্রভু একথা বলছেন, আমিই যে প্রভু, তা তুমি এতেই জানবে; দেখ, আমার হাতে এই যে লাঠি রয়েছে, তা দিয়ে আমি নদীর জলে আঘাত হানব, তাতে জল রক্ত হয়ে যাবে। নদীতে যত মাছ আছে, সেগুলো মারা যাবে, এবং নদীতে এমন দুর্গন্ধ হবে যে, নদীর জল খেতে মিশরীয়দের ঘৃণা লাগবে।'

প্রভু মোশিকে বললেন, 'আরোনকে বল, তোমার লাঠি হাতে নাও, ও মিশরের জলের উপরে, দেশের যত নদী, খাল, বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে হাত বাড়াও; আর সেই সমস্ত জল রক্ত হবে, সারা মিশর দেশ জুড়েই তা রক্ত হবে—তাদের কাঠ ও পাথরের পাত্রেও রক্ত হবে!' মোশি ও আরোন প্রভুর আজ্ঞামত সেইভাবে করলেন: তিনি লাঠি উচ্চ করে ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের সামনে নদীর জলে আঘাত হানলেন; আর নদীর সমস্ত জল রক্ত হল। তখন নদীর মাছগুলো মরল, ও নদীতে এমন দুর্গন্ধ হল যে, মিশরীয়েরা নদীর জল খেতে পারছিল না; সারা মিশর দেশ জুড়েই রক্ত হল। কিন্তু মিশরীয় মন্ত্রজালিকেরাও তাদের জাদুবলে একই কাজ সাধন করল। ফারাওর হৃদয় কঠিন হল, এবং তিনি তাঁদের কথা মানলেন না, ঠিক যেমন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন। ফারাও পিঠ ফিরিয়ে নিজ প্রাসাদে চলে গেলেন; এতেও মনোযোগ দিলেন না। নদীর জল খেতে না পারায় সকল মিশরীয়েরা খাবার জলের খোঁজে নদীর আশেপাশে চারদিকেই খুঁড়তে লাগল। প্রভু নদীতে আঘাত হানবার পর সাত দিন কেটে গেল।

শ্লোক - প্রকাশ ১৬:৪-৬, ৭ দ্রঃ

প্ সেই স্বর্গদূত নিজ বাটি যত নদনদীর উপরে ঢেলে দিলেন। তিনি বলছিলেন: তুমি ধর্মময়—যে-তুমি আছ, যে-তুমি ছিলে, হে পবিত্রজন; কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন করেছ।

উ তারা যে তোমার পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

প্ তখন আমি শুনতে পেলাম, বেদিটা নিজেই একথা বলছে: হ্যাঁ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।

উ তারা যে তোমার পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১-৩)

**যিনি জীবন দান করলেন, তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায় ভ্রান্তপথগামী, দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোতে আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণলাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচনা করা উচিত।

যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচনা নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন সত্যকার উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যিকারে ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচনা সত্যময় হতে পারে সেই যাচনার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন, অন্যভাবে প্রার্থনা করা যে অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করার জন্য আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দেন* (মথি ৭:৯ দ্রঃ)।

সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রিষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা চিনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক, তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচনা করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন, তখন খ্রিষ্টের নামে যা যাচনা করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচনা করি।

**শ্লোক** - যোহন ১৬:২৪; ১৪:১৩

*প* এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি :

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

*প* তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন।

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১০:১২–১১:৭, ২৬-২৮)

**কেবল ঈশ্বরেরই অনুসরণ করতে হয়**

এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর।

দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর! কিন্তু প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে কেবল তাদেরই প্রতি আসক্ত হলেন, আর তাদের পরে তিনি তাদের বংশধর এই তোমাদেরই সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন—ঠিক আজকের মত। তাই তোমরা তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর; আর কঠিনমনা হয়ো না; কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তো দেবতাদের দেবতা ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই সেই মহামহিম, প্রতাপশালী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যিনি কারও পক্ষপাত করেন না ও অন্যায়-উপহার নেন না; তিনি বরং লক্ষ রাখেন যেন এতিম ও বিধবার সুবিচার হয়, তিনি প্রবাসী মানুষকে ভালবাসেন ও তাকে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেন। তাই তোমরা প্রবাসী মানুষকে ভালবাস, কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে ও সেবা করবে, তাঁকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, ও তাঁরই নামে শপথ করবে। তিনি তোমার প্রশংসাবাদের পাত্র, তিনি তোমার পরমেশ্বর; তুমি যা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর কাজগুলো তিনি তোমারই জন্য সাধন করলেন। তোমার পিতৃপুরুষেরা যখন মিশরে যান, তখন

সংখ্যায় কেবল সত্তরজনই ছিলেন, কিন্তু এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আকাশের তারানক্ষত্রের মত অগণন করে তুলেছেন।

তাই তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে, এবং তাঁর সমস্ত আদেশ, বিধি, নিয়মনীতি ও আজ্ঞাগুলো নিত্যই পালন করবে।

আজ তোমরাই উদ্বুদ্ধ হও, যেহেতু তোমাদের সেই ছেলেদের কাছে আমি কথা বলছি না, যারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শিক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তা দেখেওনি। না, তারা তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর শক্তিশালী হাত ও প্রসারিত বাহু, তাঁর সমস্ত চিহ্ন ও মিশরের মধ্যে মিশর-রাজ ফারাওর বিরুদ্ধে ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম; মিশরীয় সেনাদল, অশ্ব ও যুদ্ধরথের বিরুদ্ধে তাঁর সাধিত যত কর্ম, তথা, তারা যখন তোমাদের পিছনে ধাওয়া করছিল, তখন তিনি কেমন করে লোহিত সাগরের জল তাদের উপরে বইয়ে দিলেন ও চিরকালের মত তাদের বিনাশ করলেন; সেই সবকিছু যা তিনি তোমাদের জন্য—এইখানে তোমাদের আসা পর্যন্ত—মরুপ্রান্তরে সাধন করলেন; সেই সবকিছু যা তিনি রূবেনের পৌত্র এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরামের প্রতি করলেন, তথা, ভূমি কেমন করে তার আপন মুখ হা করে গোটা ইস্রায়েল চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই সেই লোকদের, তাদের পরিবার-পরিজনদের, তাদের তাঁবু ও তাদের নিজস্ব যত সম্পদ গ্রাস করে ফেলল—এই সমস্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতাও তোমার ছেলেরা করেনি, তা দেখেওনি। প্রভুর সাধিত এই সমস্ত মহাকীর্তি তোমরা তো স্বচক্ষেই দেখেছ।

দেখ, আজ আমি একটা আশীর্বাদ ও একটা অভিশাপ তোমাদের সামনে রাখলাম। আজ আমি তোমাদের যে সকল আজ্ঞা জানিয়ে দিলাম, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেই সকল আজ্ঞা যদি মেনে চল, তবে সেই আশীর্বাদের পাত্র হবে। আর যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা মেনে না চল, এবং আমি আজ এই যে পথে তোমাদের চলতে বললাম, সেই পথ ছেড়ে যদি বিদেশী এমন কোন দেবতারই অনুগামী হও যাদের বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, তবে সেই অভিশাপের পাত্র হবে।

শ্লোক - ১ করি ৭:১৯; ফিলি ৩:৩; গা ৬:১৫

℣ পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব!

℣ আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং খ্রিষ্ট যিশুতে গর্ব করি।

℟ খ্রিষ্ট যিশুতে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব।

℣ আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং খ্রিষ্ট যিশুতে গর্ব করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মার্ক দিয়াদোকোস-লিখিত 'সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা' থেকে পাঠ (১২, ১৩, ১৪)

**কেবল ঈশ্বরকেই ভালবাসতে হয়**

যে নিজেকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসার শ্রেয়তর ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে নিজেকে ভালবাসে না, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে। ফলত তেমন মানুষ নিজের গৌরব কখনও অন্বেষণ করে না, বরং ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে। কেননা যে নিজেকে ভালবাসে, সে নিজের গৌরবের অন্বেষণ করে; কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে আপন নির্মাতার গৌরব ভালবাসে। যে প্রাণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ও ভালবাসে, সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করায় ও তাঁর অধীনতায় আনন্দ ভোগ করায় ঈশ্বরের গৌরব নিত্য অন্বেষণ করাই তার বৈশিষ্ট্য। কেননা তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য ঈশ্বরের পক্ষে গৌরবই সমীচীন, কিন্তু মানুষের পক্ষে অধীনতাই সমীচীন যাতে তার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আপনজন হয়ে উঠতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য মনের আনন্দে কাজ করার পর আমরাও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের আদর্শ অনুসারে অবিরত বলতে শুরু করব, *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে* (যোহন ৩:৩০)।

আমি এমন একজনকে চিনতে পারলাম যে খুবই দুঃখ করছিল, কারণ যেভাবে সে চাচ্ছিল সেভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারছিল না, অথচ সে ঈশ্বরকে এতই ভালবাসত যে তার প্রাণ তাঁর এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনুক্ষণ উদ্দীপ্ত ছিল যে, সে অবিরতই তাঁর গৌরবের অন্বেষণ করত ও নিজেকে শূন্যই মনে করত। তেমন মানুষ নিজের গৌরব চায়

না, কেননা সে নিজেকে জানে; আর তার বিনম্রতার আকাঙ্ক্ষা এতই গভীর যে, ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকাকালেও সে আপন মর্যাদার কথা ভাবে না; এমনকি ঈশ্বরকে ভালবাসার চিন্তায় চিন্তামগ্ন থেকে সে নিজের মর্যাদার কথা ভুলে যায়, কেননা বিনম্রতার মনোভাব তার নিজের মর্যাদার গৌরবান্বেষণকে ঈশ্বরের ভালবাসায় নিমজ্জিত করে, যার ফলে সে সবসময় নিজেকে অপদার্থ দাস ও মর্যাদাবিহীন মানুষ ভাবে। ঠিক তেমনিই আমাদেরও ব্যবহার করা উচিত—যিনি আমাদের সত্যিকারে ভালবাসলেন, সেই ঈশ্বরের ভালবাসার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যের খাতিরে আমাদেরও যত মর্যাদা ও গৌরব এড়ানো উচিত।

যে ঈশ্বরকে আন্তরিক ভক্তিতে ভালবাসে, সে ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত; কেননা মানুষ অন্তরে যতখানি ঐশভালবাসা ধারণ করতে পারে, সে ঈশ্বরকে ততখানি ভালবাসায় ভালবাসে। এজন্য যে কেউ এ পর্যায়ে রয়েছে, সে ঈশ্বরজ্ঞানের আলো এমন ব্যগ্রতার সঙ্গেই ভালবাসে যে, সে সেই জ্ঞান নিজের হাড়েও উপলব্ধি করে, কেননা নিজ বিষয়ে অচেতন হয়ে উঠে সে ভালবাসা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হয়। যে কেউ সত্যিই এই অবস্থায় আছে, সে জীবনে রয়েছে আবার জীবনের বাইরেও রয়েছে: দেহে থাকতেও সে ভালবাসা গুণে ঈশ্বরের দিকে আত্মার নিত্য আকর্ষণে এগিয়ে চলে; ভালবাসার তীব্র আগুনে প্রজ্বলিত হৃদয়ে সে আকাঙ্ক্ষার শিখায় ঈশ্বরের সঙ্গে এমনভাবে একাত্ম হয়ে উঠল যে, ঈশ্বরের ভালবাসা গুণে নিজের সচেতনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলে ওঠে, *আমরা যদি কোন সময় উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে, এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য* (২ করি ৫:১৩)।

শ্লোক - যোহন ৩:১৬; ১ যোহন ৪:১০

*প্র* ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,

*উ* তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

*প্র* এতেই ভালবাসার অর্থ: আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়, কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন,

ঈ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১০:২১–১১:১০)

## নবম আঘাত—অন্ধকার

## প্রথমজাতদের মৃত্যুর পূর্বঘোষণা

প্রভু মোশিকে বললেন, 'আকাশের দিকে হাত বাড়াও: মিশর দেশে অন্ধকার নেমে আসবে, এমন অন্ধকার যা স্পর্শও করা যাবে।' মোশি আকাশের দিকে হাত বাড়ালেই তিন দিন ধরে সারা মিশর দেশে ঘন অন্ধকার নেমে এল। তারা একে অন্যের মুখ আর দেখতে পাচ্ছিল না, আর তিন দিন ধরে কেউই নিজের জায়গা থেকে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু সকল ইস্রায়েল সন্তানের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।

তখন ফারাও মোশিকে ডাকিয়ে বললেন, 'যাও, প্রভুর সেবা করতে যাও! তোমাদের শিশুরাও তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবে; কেবল তোমাদের মেষপাল ও পশুপাল এখানে থাকবে।' মোশি উত্তরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার মত যজ্ঞ ও আহুতির প্রয়োজনীয় জিনিসও আমাদের জন্য যোগাড় করতে হবে। আমাদের সঙ্গে আমাদের পশুরাও যাবে, একটা নখ পর্যন্তও এখানে থাকবে না; কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা করার জন্য সেগুলোরই মধ্য থেকে আমাদের বলি নিতে হবে, আর সেই জায়গায় গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা তো জানি না, আমরা কী কী দিয়ে প্রভুর সেবা করব।' কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন; তিনি তাদের যেতে দিতে সম্মত হলেন না। ফারাও তাঁকে বললেন, 'আমার সম্মুখ থেকে দূর হও। সাবধান, আমার সামনে আর কখনও আসবে না, কেননা যেদিন তুমি আমার মুখ দেখবে, সেদিন মরবে!' তখন মোশি বললেন, 'আপনার কথা ঠিক! আমি আপনার মুখ আর কখনও দেখব না।'

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমি ফারাও ও মিশরের উপরে আর একটা আঘাত প্রেরণ করব; তারপরে সে এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। সে যখন তোমাদের যেতে দেবে, তখন আসলে তোমাদের এখান থেকে তাড়িয়েই দেবে! তুমি লোকদের স্পষ্টই বল, যেন প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছ থেকে, ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক নিজ নিজ প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র চেয়ে নেয়।' আর প্রভু

এমনটি করলেন, যেন লোকেরা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়। তাছাড়া মোশি মিশর দেশে ফারাওর পরিষদ ও জনগণের দৃষ্টিতে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন।

তাই মোশি বলে দিলেন, 'প্রভু একথা বলছেন, আমি মাঝরাতে মিশরের মধ্য দিয়ে যাব। সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত থেকে জাঁতা ঘোরায় এমন দাসীর প্রথমজাত পর্যন্তই মিশর দেশে সকল প্রথমজাত মরবে; পশুদের সমস্ত প্রথমজাতও মরবে! সারা মিশর দেশ জুড়ে এমন তীব্র হাহাকার হবে, যার মত কখনও হয়নি, হবেও না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মানুষ বা পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও জিহ্বা দোলাবে না, যেন আপনারা জানতে পারেন যে, প্রভু মিশরীয় ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখেন। আপনার এই সকল দাস আমার কাছে নেমে আসবে, ও আমার কাছে প্রণিপাত করে বলবে, তুমি ও যে জনগণ তোমার অনুসরণ করছে, তোমরা সকলে বেরিয়ে যাও। এরপরেই আমি বের হব!' আর তিনি মহা ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে ফারাওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

আসলে প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, 'ফারাও তোমার কথা মানবে না, যেন মিশর দেশে আমার আরও আরও অলৌকিক লক্ষণ দেখানো হয়।' মোশি ও আরোন ফারাওর সামনে এই সকল অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলেন; কিন্তু প্রভু ফারাওর হৃদয় কঠিন করেছিলেন, আর তিনি তাঁর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিলেন না।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ১৮:৪; ১৭:২০; ১৮:১ দ্রঃ

প্ তোমার সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল, তারা আলো-বঞ্চিত হতে যোগ্য,

উ কারণ তোমার সন্তানদেরই জগতের কাছে বিধানের অনির্বাণ আলো বহন করার কথা ছিল।

প্ মিশরীয়দের উপর বিস্তৃত ছিল এক গভীর রাত; কিন্তু তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল।

উ কারণ তোমার সন্তানদেরই জগতের কাছে বিধানের অনির্বাণ আলো বহন করার কথা ছিল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ আফ্রাতিস-লিখিত 'যুক্তিপ্রকাশ' থেকে পাঠ (১১শ যুক্তি, পরিচ্ছেদ ১১-১২)

## হৃদয়ের পরিচ্ছেদন

বিধান ও সন্ধির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বর আদমের সঙ্গে স্থাপিত প্রথম সন্ধি পরিবর্তন করলেন ও নোয়ার জন্য আর একটা জারি করলেন; এটার পর আব্রাহামের সঙ্গে অন্য একটা স্থাপন করলেন যা মোশির সঙ্গে আবার আর এক নতুন সন্ধিতে পরিবর্তন করলেন। আর যেহেতু মোশির সঙ্গে স্থাপিত সন্ধি পালিত ছিল না, তিনি শেষ যুগের মানুষের সঙ্গে আর একটা সন্ধি স্থাপন করলেন যা অপরিবর্তনশীল থাকবার কথা। কেননা আদমকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, আদম যেন জীবনবৃক্ষের ফল না খান, নোয়ার বেলায় তিনি সেই রঙধনুকের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন, বিশ্বাসগুণে আব্রাহামকে প্রথমে মনোনীত করেছিলেন আর পরে তাঁকে তাঁর বংশধরদের পরিচয়-চিহ্ন ও প্রতীক রূপে সেই পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা দান করেছিলেন; মোশি পেয়েছিলেন সেই পাস্কা-মেষশাবক যা জনগণের পাপার্থে বলিস্বরূপ।

কিন্তু এ সমস্ত সন্ধি এক একটা আলাদা ছিল; তথাপি যে প্রকৃত পরিচ্ছেদন সন্ধিগুলির প্রণেতা দ্বারাই জারীকৃত হয়েছিল, সেটা হল সেই পরিচ্ছেদন যে পরিচ্ছেদনের বিষয়ে যেরেমিয়া বলেছেন, *তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর* (যেরে ৪:৪)। কেননা আব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের স্থাপিত সন্ধি যখন স্থিতমূল ছিল, এটিও স্থিতমূল ও স্থায়ী, যার ফলে যারা বিধানের বাইরে বা বিধানের অধীন রয়েছে তাদের কারও দ্বারা অন্য বিধান জারীকৃত করা যাবে না।

কেননা তিনি মোশির কাছে নানা বিধিনিয়ম ও আদেশ সহ বিধান দিয়েছিলেন, তবু যেহেতু তারা তা পালন করত না, সেজন্য তিনি বিধান ও আদেশগুলি সবই বাতিল করেছেন; তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, নতুন সন্ধি দান করবেন, যে সন্ধি তিনি বললেন আগেরটার চেয়ে ভিন্ন, যদিও দু'টোর প্রণেতা এক। তবেই তো এই সেই সন্ধি যা তিনি দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন: *ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে* (যেরে ৩১:৩৪)। আর এ সন্ধিতে অন্য দৈহিক পরিচ্ছেদন বা জাতির পরিচয়-চিহ্ন নেই।

প্রিয়জনেরা, আমরা নিশ্চিত জানি, ঈশ্বর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন বিধান জারি করলেন, যেগুলি যতদিন তাঁর ইচ্ছা হল ততদিন বলবৎ থাকল কিন্তু একসময় পুরনো হয়ে গেল, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, প্রাচীনকালে ঈশ্বরের রাজ্য নানা সময়ে নানা রূপ ধারণ করল। তবু আমাদের ঈশ্বর সত্যবাদী, আর তাঁর আদেশগুলি অধিক স্থায়ী; প্রতিটি সময় প্রতিটি সন্ধি স্থিতমূল ও সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হল; আর যারা হৃদয়ে পরিচ্ছেদিত, তারা জীবনপ্রাপ্ত—সেই নতুন পরিচ্ছেদন গুণে যা প্রকৃত যর্দনে সাধিত, যথা পাপক্ষমার উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্ম গুণে।

নূনের সন্তান যিশু যখন আপন জনগণের সঙ্গে যর্দন পার হয়েছিলেন, তখন জনগণকে পাথুরে ছুরি দ্বারা নতুন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত করেছিলেন; আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু হৃদয়েরই নতুন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত করেন সেই সকল জাতিকে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখল, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল ও পরিচ্ছেদিত হল সেই খড়্গ দ্বারা অর্থাৎ *সেই ঈশ্বরের বাণী দ্বারা যা যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ* (হিব্রু ৪:১২)।

নূনের সন্তান যিশু সেই জনগণকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করালেন; আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু সেই সকলকে জীবন-দেশ দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন যারা সত্যকার যর্দন পার হবে, বিশ্বাস করবে ও নিজেদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবে।

অতএব যারা হৃদয়ের পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত ও নব পরিচ্ছেদনের জল থেকে নবজন্মপ্রাপ্ত, তারা ধন্য; তারাই সেই আব্রাহামের সঙ্গে উত্তরাধিকার পাবে, তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল বিধায় যিনি বিশ্বস্ত কুলপতি ও সর্বজাতির পিতা।

**শ্লোক** - হিব্রু ৮:৮, ১০; ২ করি ৩:৩ দ্রঃ

*প্র* আমি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব: আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব,

*উ* কালি দ্বারা নয়, বরং জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা।

*প্র* আমি আমার বিধান পাথরফলকে নয়, মাংসময় হৃদয়-ফলকেই লিখে দেব,

*উ* কালি দ্বারা নয়, বরং জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১২:১-১৪)

**মাত্র একটা উপাসনার স্থান থাকবে**

এগুলোই সেই বিধি ও নিয়মনীতি, যা তোমরা যতদিন পৃথিবীতে জীবিত থাকবে ততদিন সেই দেশভূমিতে সযত্নে পালন করবে, যে দেশভূমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকার রূপে দিতে যাচ্ছেন।

তোমরা যে যে জাতিকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা উচ্চ পর্বতের উপরে, উপপর্বতের উপরে ও সবুজ যত গাছের তলায় যে যে জায়গায় তাদের দেবতাদের সেবা করে, সেই সকল জায়গা একেবারে বিলুপ্ত করবে। তোমরা তাদের যত যজ্ঞবেদি উৎপাটন করবে, তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ টুকরো টুকরো করবে, তাদের যত পবিত্র দণ্ড আগুনে পুড়িয়ে দেবে, তাদের যত দেবমূর্তি ছিন্ন করবে, ও সেই সকল জায়গা থেকে তাদের নাম মুছে দেবে। তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি তোমরা তেমনটি করবে না, বরং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নাম স্থাপন করার জন্য তোমাদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান বেছে নেবেন, তাঁর সেই আবাস-স্থানেই তাঁর অন্বেষণ করবে; সেইখানে তোমরা যাবে। সেইখানে তোমরা তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, মানতের অর্ঘ্য, স্বেচ্ছাকৃত নৈবেদ্য এবং গবাদি পশুর ও মেষপালের প্রথমজাতদের নিয়ে যাবে; সেইখানে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে খাবে, এবং তোমরা যা কিছুতে হাত দেবে ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যা কিছুতে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন, তাতেই তোমরা ও তোমাদের পরিবার আনন্দ করবে।

এখানে আমরা এখন প্রত্যেকে যা ভাল মনে করি তা-ই যেভাবে করছি, তোমরা তেমনি করবে না, যেহেতু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যে বিশ্রামস্থান ও উত্তরাধিকার তোমাদের দিচ্ছেন, সেখানে তোমরা এখনও এসে পৌঁছনি। কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর

প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাদের দিচ্ছেন, যখন তোমরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে বাস করবে, এবং চারদিকের সমস্ত শত্রু থেকে তিনি তোমাদের নিরাপদে রাখলে তোমরা যখন নির্ভয়ে বাস করবে, তখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তোমরা তা-ই নিয়ে যাবে যা আমি তোমাদের আজ্ঞা করছি, তথা: তোমাদের আহুতি, যজ্ঞবলি, দশমাংশ, স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান, এবং প্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতের উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য; আর সেইখানে তোমরা, তোমাদের ছেলেমেয়ে ও তোমাদের দাসদাসী, আর তোমাদের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় তোমাদের মধ্যে যার কোন অংশ ও উত্তরাধিকার নেই, এই তোমরা সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। সাবধান, যে কোন জায়গা দেখ, সেখানে তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে না! কিন্তু তোমার কোন এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকে যে স্থান প্রভু বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি তোমার আহুতিবলি উৎসর্গ করবে ও সেইখানে সেই সমস্ত কিছু করবে, যা আমি তোমাকে আজ্ঞা করলাম।

**শ্লোক** - ২ রাজা ২১:৭-৮; ২ করি ৬:১৬ দ্রঃ

*প্র* আমি এই মন্দিরে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব। ইস্রায়েলের পদক্ষেপ ভ্রান্তপথ হবে তেমন কিছু আমি আর সহ্য করব না,

*উ* তবে তারা যেন আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।

*প্র* আমরাই ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির, যেইভাবে ঈশ্বর নিজে বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব।

*উ* তবে তারা যেন আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৪:৩৬-৩৭)

**আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার জন্য খ্রিষ্ট নিত্য জীবিত**

প্রথমে আমাদের মন আকর্ষণ করতে হবে সেই বাক্যের দিকে যা প্রার্থনা শেষে আমরা উচ্চারণ করি, 'তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা;' আমরা তো বলি না 'পবিত্র আত্মা দ্বারা': বস্তুতপক্ষে কাথলিক মণ্ডলী সঠিকভাবেই খ্রিষ্টের মহিমাকীর্তন

করে সেই রহস্যের জন্য যা অনুসারে *ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট* (১ তি ২:৫) ও *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত সেই যাজক* (হিব্রু ৭:১৭), *যিনি নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবার, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন* (হিব্রু ৯:১২), *সেই যে পবিত্রধাম মানুষের হাতে গড়া নয়, সত্যকার পবিত্রধামের নকলমাত্রও নয়, বরং স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন ও আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন* (হিব্রু ৯:২৪)। প্রেরিতদূত খ্রিষ্টে তাঁর মহাযাজক ভূমিকা লক্ষ করে বললেন, *আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম* (হিব্রু ১৩:১৫)।

সুতরাং আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে স্তুতি ও প্রার্থনা-বলি উৎসর্গ করি, কেননা আমরা যারা শত্রু ছিলাম তাঁর মৃত্যু দ্বারা পুনর্মিলিত হয়েছি; যিনি আমাদের জন্য বলি হতে প্রসন্ন হলেন, তাঁর দ্বারা আমাদের বলিদান ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হতে পারে।

এজন্য ধন্য পিতর সতর্ক বাণী দিয়ে বলেন, *তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার* (১ পি ২:৫)। এজন্যই তো আমরা পিতা ঈশ্বরকে বলি, 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা।'

তাঁর যাজকত্বের কথা উল্লেখ করার সময়ে সেই মাংসধারণ রহস্যকেই স্মরণ করা হয় যখন *ঈশ্বরের পুত্র অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৬, ৭, ৮), অর্থাৎ পিতার সঙ্গে সম-ঈশ্বরত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যাঁকে *স্বর্গদূতদের চেয়েও নিচু করা হল* (হিব্রু ২:৭; সাম ৮:৬)। কেননা পুত্র পিতার সমান হয়ে থেকেও মানুষের সদৃশ হওয়ায় নিজেকে নমিত করলেন। তিনি তখনই নিজেকে আরও নমিত করলেন যখন দাসের অবস্থা ধারণ করার জন্য নিজেকে শূন্য করলেন।

এই তো খ্রিষ্টের আত্মশূন্যকরণ, তাঁর অবমাননা: দাসের অবস্থা ধারণ করার চেয়ে তাঁর পক্ষে নিম্নতর শূন্যতা ছিল না।

সুতরাং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হয়ে থেকেও যাঁর কাছে—যেন পিতারই কাছে—আমরা বলি উৎসর্গ করি, সেই খ্রিষ্ট দাসের অবস্থা ধারণ করায় যাজক হলেন; আর আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে জীবন্ত, পবিত্র ও গ্রহণীয় বলি উৎসর্গ করতে পারি। আমরা কিন্তু এ বলি উৎসর্গ করতে পারতাম না যদি খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে বলি না করতেন: কেননা তাঁর মধ্যে আমাদের নিজেদের মানবস্বরূপ হল পরিত্রাণদায়ী বলি।

অতএব আমরা যখন বলি, আমাদের প্রার্থনা চিরকালীন মহাযাজক আমাদের সেই প্রভু দ্বারাই অর্পণ করা হয়, তখন স্বীকার করি তাঁর মধ্যে আমাদের নিজেদের মাংসই রয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন* (হিব্রু ৫:১)।

আমরা কিন্তু যখন বলি 'তোমার পুত্র' ও এবাক্যও যোগ দিই 'যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে তোমার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন,' তখন আমরা সেই ঐক্যের কথা স্মরণ করি, যা অনুসারে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাই স্বরূপগতভাবে ঐক্য: এতে স্পষ্ট দাঁড়ায়, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে স্বরূপের ঐক্যের অধিকারী, সেই স্বয়ং খ্রিষ্টই আমাদের জন্য যাজকত্ব অর্জন করলেন।

শ্লোক - হিব্রু ৪:১৬, ১৫ দ্রঃ

*প্র* এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই,

*উ* যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

*প্র* আমরা এমন মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে সক্ষম,

*উ* যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-২০)

## পাস্কাপর্ব

মিশর দেশে প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'এই মাস তোমাদের কাছে হবে সমস্ত মাসের আদি মাস, তোমাদের কাছে হবে বছরের প্রথম মাস। তোমরা গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল, এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেকে এক একটা পরিবারের জন্য, এক একটা ঘরের জন্য একটা করে শাবক যোগাড় করে নেবে। গোটা শাবকটাকে খাওয়ার পক্ষে যদি পরিবার বেশি ছোট হয়, তবে সেই পরিবার লোকসংখ্যা অনুসারে তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগ দেবে। কে কতটা খেতে পারে, সেই হিসাবেই তোমরা উপযুক্ত শাবক বেছে নেবে। শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক। তোমরা মেষপালের বা ছাগপালের মধ্য থেকে তা বেছে নিতে পারবে, আর এই মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তা বাঁচিয়ে রাখবে; তখনই ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে। তার একটু রক্ত নিয়ে, যে সব ঘরে শাবকটাকে খাওয়া হয়, তার দরজার দুই বাজুতে ও কপালিতে তা লেপে দেওয়া হবে।

সেই রাতেই তার মাংস খেতে হবে: আগুনে ঝলসে নিয়ে খামিরবিহীন রুটি ও তেতো শাকের সঙ্গে তা খেতে হবে। তার মাংসের একটুকুও কাঁচা অবস্থায় বা জলে সিদ্ধ করে খাবে না; বরং মাথা, পা, অন্ত্ররাজি সমেত তা আগুনে ঝলসেই খাবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা তার মাংসের কিছুই রাখবে না, সকাল পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তোমরা তা এইভাবে খাবে: কোমরে বন্ধনী বাঁধা থাকবে, পায়ে থাকবে জুতো, হাতে লাঠি; আর তাড়াতাড়িই তা খেতে হবে। এ প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা! সেই রাতে আমি মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাব, এবং মিশর দেশে মানুষ ও পশুর সমস্ত প্রথমজাতকের উপরে মারণ-আঘাত হানব; আমি মিশরের সমস্ত দেবতার যোগ্য দণ্ড দেব: আমিই প্রভু।

যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সেই রক্ত দেখে আমি তোমাদের ছেড়ে এগিয়ে যাব, আর আমি যখন মিশর দেশ আঘাত করব, তখন সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

এই দিনটি তোমাদের কাছে এক স্মরণদিবস হয়ে দাঁড়াবে: তোমরা এই দিনটিকে প্রভুর উদ্দেশে উৎসব বলে পালন করবে, পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিরূপেই তা পালন করবে।

তোমরা সাত দিন ধরেই খামিরবিহীন রুটি খাবে: প্রথম দিনে তোমাদের ঘর থেকে খামির দূর করবে, কেননা যে কেউ প্রথম দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েলের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

প্রথম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে, এবং সপ্তম দিনে তোমাদের এক পবিত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে; উভয় দিনে কোন কাজ করা যাবে না; তা-ই মাত্র প্রস্তুত করা হবে, যা প্রত্যেকের খাদ্যের জন্য দরকার। তোমরা খামিরবিহীন রুটি পর্ব পালন করবে, কেননা এই দিনেই আমি তোমাদের সেনাবাহিনীকে মিশর দেশ থেকে বের করে আনলাম: তোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধি বলেই এই দিন পালন করবে।

প্রথম মাসে, সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলা থেকে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। সাত দিন ধরে তোমাদের ঘরে যেন খামিরের লেশমাত্র না থাকে, কেননা প্রবাসী হোক বা দেশজাত হোক যে কেউ খামিরযুক্ত কিছু খাবে, তাকে ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তোমরা খামিরযুক্ত কিছুই খাবে না; তোমাদের সমস্ত বাসস্থানে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে।'

শ্লোক - প্রকাশ ৫:৮, ৯; ১ পি ১:১৮, ১৯ দ্রঃ

প্ প্রবীণেরা মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করে এক নতুন গান গাইতেন:

উ প্রভু, তোমার আপন রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের মুক্ত করেছ।

প্ আমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

উ প্রভু, তোমার আপন রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের মুক্ত করেছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের পাস্কা-উপদেশাবলি থেকে পাঠ
(উপদেশ ১৯:২)

**সত্যকার মেষশাবক আমাদের জন্য আত্মবলিদান করলেন**

মিশরে ইস্রায়েলীয়েরা মোশির আদেশ ও শিক্ষা অনুসারে একটি মেষশাবক বলিদান করেছিল। তাছাড়া তাদের আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল যেন খামিরবিহীন রুটি ও বন্য শাকও খায়, কেননা একথা লেখা আছে, *সাত দিন ধরে তুমি তেতো শাকের সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি খাবে* (যাত্রা ১৩:৬-৭)। এজন্য কি আমরাও চিরকালের মত প্রতীক ও দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকব? তাহলে, *আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক* (রো ৭:১৪), বিধানপণ্ডিত ও জ্ঞানে অত্যন্ত বিখ্যাত পলের এই বাণীর অর্থ কী হতে পারে? যিনি নিজের মধ্যে খ্রিষ্টকে বহন করতেন ও—আবার বলছি—যিনি সত্যকথা বলতেন ও মিথ্যার মত কখনও কিছুই বলতে সাহস করতেন না, তাঁর কথা কি সন্দেহ করা যায়? আর কোন্ কারণেই বা আমাদেরও সেই প্রাচীন বিধানের অধীন হতে হবে, যখন খ্রিষ্ট এতই স্পষ্টভাবে বলেছেন *তোমরা মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না* (মথি ৫:১৭-১৮; ২৪:৩৫)। সুতরাং সেই সত্যকার বিশ্বপাপহর মেষশাবক নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন আমাদেরও জন্য যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্রতায় আহূত।

অতএব এসো, আমরা তাঁর সঙ্গে সেই আত্মিক, শ্রেষ্ঠ ও সত্যিকারে পবিত্র ভোজসভার দিকে এগিয়ে যাই, যা একপ্রকারে বিধানের আদিষ্ট খামিরবিহীন রুটিতে পূর্বপ্রদর্শিত হয়ে এবার আমাদের দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবেই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কেননা পবিত্র শাস্ত্রে খামির সবসময় শঠতা ও পাপের প্রতীকরূপে প্রদর্শিত। সেজন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আপন পবিত্র শিষ্যদের শাস্ত্রী ও ফরিশীদের খামির এড়াতে সতর্ক করেন; তিনি বলেছিলেন, *তোমরা শাস্ত্রী ও ফরিশীদের খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক* (মথি ১৬:৬)। সুদক্ষ পলও পবিত্রীকৃতরা যেন আত্মা-কলঙ্কদায়ী

অশুচিতার খামির থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকে তাদের লেখেন, *তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন* (১ করি ৫:৭)।

অতএব আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবে মিলিত হবার জন্য ও আত্মাকে শুচি রাখার জন্য আমাদের নিজেদের নষ্টামি ও পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করা ও পাপ এড়ানো, এক কথায় কলুষিত করতে পারে তেমন কিছু থেকে আমাদের আত্মাকে দূরে রাখা যে নিষ্প্রয়োজন, তা দূরের কথা, তা বরং একান্ত দরকার। তবেই আমরা যে কোন দোষের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে কমুনিয়নের দিকে উপযুক্ত ভাবে এগিয়ে যেতে পারব। তবু তেতো শাকও খাওয়া বলতে একথা বোঝায় যে, সহনশীলতার নাগাল পেতে হলে আমাদের তীব্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এগতে হবে। অবশ্যই, প্রথমে আমাদের নিজেদের জন্য, কেননা সংগ্রাম ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে না গিয়ে ও দৃঢ়তার উজ্জ্বল ও মহান আদর্শ না দিয়েই যে ধর্মপ্রাণ মানুষ অন্যভাবেই সদ্‌গুণের অধিকারী হবে ও কষ্ট স্বীকার ক'রে পরের প্রশংসার পাত্র হবে, তেমন কিছু মনে করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হবে।

সদ্‌গুণের পথ সমতল নয়, বরং কঠিন ও অনেকের পক্ষে অগম্য; কেবল তাদেরই পক্ষে সমতল ও সহজ, যারা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ভয় করে না, এমনকি স্বেচ্ছায়ই যত পরিশ্রম মেনে নিয়ে দ্রুত পদে এগিয়ে যায়।

খ্রিষ্ট নিজে আমাদের সতর্ক করে বলেন, *তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, কেননা চওড়াই সেই দরজা ও প্রশস্তই সেই পথ, যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়; আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্পজনই তার সন্ধান পায়* (মথি ৭:১৩-১৪)।

শ্লোক - যাত্রা ১২:৫, ৬, ১৩; ১ পি ১:১৮-১৯

*প্র* শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

*উ* রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

*প* তোমাদের তো নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*উ* রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন : সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১৫:১-১৮)

### ঋণ-ক্ষমাদান

তুমি প্রতি সাত বছর শেষে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করে দেবে। তেমন ঋণক্ষমার ব্যবস্থা এ: যে কোন পাওনাদার ধারের বিনিময়ে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে যে পাওনার দাবি রাখে, তা থেকে তাকে মুক্ত করে দেবে; প্রভুর উদ্দেশে ঋণক্ষমা-বর্ষ একবার ঘোষণা করা হলে, সে তার প্রতিবেশী বা ভাইয়ের কাছ থেকে তা আদায় করবে না। তুমি বিজাতীয়ের কাছেই তা আদায় করতে পারবে, কিন্তু তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার যে দাবি আছে, তা তুমি ছেড়ে দেবে। আসলে, তোমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত কেউ থাকবে, তা উপযুক্ত নয়, কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার উত্তরাধিকার-রূপে যে দেশ দিচ্ছেন, সেই দেশে প্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ মঞ্জুর করবেন—অবশ্যই তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়ে এই সকল আজ্ঞা সযত্নে পালন কর, যা আমি আজ তোমাকে দিলাম। হ্যাঁ, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন; আর তুমি বহু বহু দেশকে ঋণ দেবে, কিন্তু নিজেই ঋণ নেবে না; বহু বহু জাতির উপরে কর্তৃত্বও করবে, কিন্তু তারা তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিচ্ছেন, সেখানকার কোন একটা শহরে তোমার কোন ভাই নিঃস্ব হলে তুমি হৃদয় কঠিন করবে না, নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি হাত রুদ্ধ করবে না। তুমি বরং মুক্তহস্ত হয়ে তার অভাবের জন্য প্রয়োজনমত তাকে ঋণ দেবে। সাবধান, সপ্তম বছর, সেই ঋণক্ষমা-বর্ষ কাছে এসে গেছে, একথা ব'লে তোমার হৃদয়ে এই কুচিন্তার উদয় হলে যেন এমনটি না হয় যে, তোমার গরিব ভাইয়ের প্রতি অশুভ চোখে তাকিয়ে তাকে কিছু দেবে না; সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার

করবে, আর তখন তোমার বড়ই পাপ হবে। তুমি তাকে মুক্তহস্তে দান করবে, এবং দেওয়ার সময়ে তোমার হৃদয় যেন দুঃখিত না হয়, কারণ এই কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে, এবং তুমি যা কিছুতে হাত দিয়েছ, সেই সমস্ত কিছুতে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

কেননা তোমার দেশের মধ্যে নিঃস্বদের কখনও অভাব হবে না; এজন্যই আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়ে বলছি: তুমি তোমার দেশে তোমার ভাইয়ের প্রতি, এবং যে কোন দুঃখী ও নিঃস্বের প্রতি মুক্তহস্ত হবে!

তোমার হিব্রু কোন ভাই বা হিব্রু কোন স্ত্রীলোক যদি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়, সে ছ'বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, কিন্তু সপ্তম বছরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায়ই তোমার কাছ থেকে বিদায় দেবে। আর মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তুমি তাকে খালি হাতে বিদায় দেবে না; তুমি তোমার পাল, খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যথেষ্ট কিছু তুলে তার মাথায় চাপিয়ে দেবে; যেমন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই অনুসারে তোমাকেও তাকে দিতে হবে; মনে রাখবে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি আজ তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছি।

কিন্তু তোমার কাছে সুখে থাকায় সে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ভালবাসে বিধায় যদি বলে, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না, তবে তুমি একটা সুচ দিয়ে দরজায় তার কান বিঁধিয়ে দেবে, আর সে সবসময়ের মত তোমার দাস হয়ে থাকবে; দাসীর ক্ষেত্রেও তাই করবে। মুক্ত অবস্থায় তাকে বিদায় দেওয়াটি যেন তোমার মনে কঠিন না লাগে, কারণ ছ'বছর ধরেই সে তোমার সেবা করে এসেছে, ও তোমার কাছে দিনমজুরের মজুরির চেয়ে সে দ্বিগুণ যোগ্য; আর এভাবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

শ্লোক - লুক ৬:৩৫-৩৮

প্ল তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, তাদের উপকার কর, ও ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই ধার দাও।

উ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

প্র ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে।

উ তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরা তেমনি দয়াবান হও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আমাসেয়ার বিশপ আস্তেরিওসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩)

**এসো, উত্তম মেষপালকের আদর্শের অনুকরণ কর**

যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, সেজন্য যদি তাঁর মত হতে ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর আদর্শই অনুকরণ কর। তোমরা যারা খ্রিষ্টিয়ান ও সেই নামেই তোমাদের নিজেদের মানব মর্যাদা প্রচার কর, খ্রিষ্টের ভালবাসার অনুকরণ কর। চিন্তা কর তাঁরই মঙ্গলময়তার ঐশ্বর্য যিনি মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে আসবার সময়ে তপস্যার অগ্রদূত ও পরিচালক সেই যোহনকে প্রেরণ করলেন, ও যোহনের আগে সেই সকল নবীদের প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা যেন মানুষকে অনুতাপ করতে, ন্যায়পথে ফিরে যেতে ও শ্রেয়তর জীবনাচরণে মনপরিবর্তন করতে শেখান।

অল্পকাল পরে তিনি নিজে এসে নিজ কণ্ঠে ও নিজে থেকে ঘোষণা করলেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)। যারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনল, তিনি কী করলেন তাদের জন্য? তিনি তাদের পাপের সহজলভ্য ক্ষমা মঞ্জুর করলেন, যারা তাদের অত্যাচার করছিল তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করলেন: বাণী তাদের পবিত্রিত করলেন, আত্মা তাদের সুস্থির করলেন, পুরনো মানুষ জলে সমাহিত হল, নবজন্মপ্রাপ্ত মানুষ অনুগ্রহে প্রস্ফুটিত হল।

এরপর আর কী ঘটল? যে ছিল শত্রু, সে বন্ধুই হল; যে ছিল সম্পর্কহীন, সে সন্তানই হল; যে ছিল ভক্তিহীন, সে পুণ্য ও ধার্মিক হয়ে উঠল।

এসো, উত্তম মেষপালক সেই প্রভুর আদর্শের অনুকরণ করি; এসো, সুসমাচারে চোখ নিবদ্ধ রাখি; সেখানে আয়নায়ই যেন ভালবাসা ও মঙ্গলময়তার আদর্শ দেখে, এসো, তা উত্তমরূপে শিখে নিই।

সেই উপমা ও উদাহরণমূলক কাহিনীতে আমি একশ' মেষের এমন পালককে দেখি: সেগুলোর একটা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি যে মেষগুলো নিয়মিত ঘাস

খাচ্ছিল সেগুলোর সঙ্গে থেকে যাননি, বরং সেটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে তিনি বহু উপত্যকা ও অসমতল স্থান পেরিয়ে গেলেন, বড় বড় ও অগম্য পাহাড়পর্বতও পার হলেন, নির্জন জায়গায় পথ চলতে চলতে শ্রমের সঙ্গে অনুসন্ধান করে চললেন যে পর্যন্ত ভ্রান্তপথগামীকে খুঁজে না পেলেন। পেয়ে তিনি তাকে আঘাত করেননি, জোরপ্রয়োগেও তাকে পালের মধ্যে রুক্ষভাবে ঠেলে দেননি, বরং আপন কাঁধে তুলে নিয়ে ও যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করে তিনি পালের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে আনলেন, এমনকি বাকিগুলোর বহুসংখ্যার চেয়ে তিনি খুঁজে পাওয়া সেই একমাত্র মেষেই মহত্তর আনন্দ ভোগ করলেন।

এবার এসো, উপমার অন্ধকারে আবৃত ও নিহিত বিষয়বস্তু ধ্যান করি। সেই মেষ বস্তুতপক্ষে মেষ নয়, সেই মেষপালকও আসলে মেষপালক নয়: অর্থ অন্যরূপ। এ উদাহরণগুলিতে পবিত্র বাস্তবতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ শিক্ষা দেওয়া হয়, আমরা যেন মানুষকে পতিত ও আশাহীন না মনে করি, যারা বিপদে পড়েছে আমরা যেন তাদের একা ফেলে রাখায় অবহেলা না করি ও তাদের সাহায্য দেওয়ায় শিথিল না হই, বরং যারা সদাচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রষ্ট, আমরা যেন তাদের ন্যায়পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তাদের ফিরে আসায় যেন আনন্দ ভোগ করি, ও যারা ধর্মাচরণ করে ও সৎপথে চলে আমরা যেন তাদের সাহচর্যে তাদেরও মিলিত করি।

**শ্লোক** - জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

*প্র* ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,

*উ* প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

*প্র* তোমরা যদি মানুষের পাপ ক্ষমা কর, তাহলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

*উ* প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১২:২১-৩৬)

## দশম আঘাত—প্রথমজাতদের মৃত্যু

মোশি ইস্রায়েলের গোটা প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা গিয়ে যে যার গোত্রের জন্য একটা করে ছাগ বা মেষের শাবক বেছে নাও, এবং পাস্কাবলি জবাই কর। আর গামলায় যে রক্ত রাখা হবে, এক গোছা হিসোপগাছ নিয়ে সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে গামলার রক্তের কিছুটা ছিটিয়ে দেবে। সকাল পর্যন্ত তোমরা কেউই ঘরের দরজার বাইরে পা দেবে না। কেননা যখন প্রভু মিশরীয়দের আঘাত করার জন্য দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন তোমাদের দরজার কপালিতে ও দুই বাজুতে সেই রক্ত দেখলে প্রভু সেই দরজা ছেড়ে এগিয়ে যাবেন; সংহারককে তিনি তোমাদের ঘরে ঢুকে আঘাত হানতে দেবেন না। তোমরা তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য চিরকালের মত নিরূপিত বিধিরূপেই তেমনটি পালন করবে।

তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রভু যে দেশ তোমাদের দেবেন, তোমরা যখন সেই দেশে প্রবেশ করবে, তখন এই যজ্ঞ-রীতি পালন করবে। আর যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? তখন তোমরা বলবে: এ হল পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান সেই প্রভুর উদ্দেশে, যিনি মিশরে ইস্রায়েল সন্তানদের ঘরগুলো ছেড়ে এগিয়ে গেছিলেন: সেসময়ে তিনি মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের ঘরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।' তখন জনগণ মাথা নত করে প্রণিপাত করল। পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা গিয়ে, প্রভু মোশি ও আরোনকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, সেইমত করল।

মাঝরাতে প্রভু সিংহাসনে আসীন ফারাওর প্রথমজাত সন্তান থেকে শুরু করে কারাকুয়োতে থাকা বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানের উপর ও পশুদের প্রথমজাত শাবকদের উপরে মারণ-আঘাত হানলেন। ফারাও ও তাঁর সমস্ত পরিষদ এবং সমস্ত মিশরীয় লোক রাতে উঠল: মিশরে মহা হাহাকার হল, কেননা এমন ঘর ছিল না, যেখানে কেউ না কেউ মরেনি! তখন ফারাও রাত্রিকালে মোশি ও আরোনকে কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, 'ওঠ, ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ে তোমরা

আমার জনগণের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও; যাও, তোমাদের কথামত প্রভুর সেবা করতে যাও। তোমাদের কথামত মেষপাল ও গবাদি পশু সবই সঙ্গে নিয়ে চলে যাও। আমাকেও একটু আশীর্বাদ কর!' মিশরীয়েরা লোকদের চাপ দিল, দেশ থেকে তাদের বিদায় দিতে ব্যস্তই ছিল; তারা নাকি বলছিল, 'আমরা সকলেই মারা পড়লাম!' তাতে ময়দার তালে খামির মেশাবার আগে লোকেরা তা নিয়ে কাঠুয়াগুলো কাপড়ে বেঁধে কাঁধে করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির কথামত কাজ করে মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনা-রুপোর জিনিসপত্র ও যত পোশাক চেয়ে নিল। প্রভু এমনটি করলেন, যেন তারা মিশরীয়দের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়, ফলে তারা যা কিছু চাইল, মিশরীয়েরা তাদের তা দিয়ে দিল। এভাবে তারা মিশরীয়দের ধন লুট করে নিল।

**শ্লোক** - যাত্রা ১২:৭, ১৩; ১ পি ১:১৮, ১৯ দ্রঃ

*প্র* মেষশাবকের রক্তে ইস্রায়েল সন্তানেরা ঘরের দুই বাজুতে ও কপালিতে লেপন করবে।

*উ* সেই রক্ত হবে তোমাদের উপস্থিতির চিহ্ন।

*প্র* তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*উ* সেই রক্ত হবে তোমাদের উপস্থিতির চিহ্ন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেড-লিখিত 'ভালবাসার দর্পণ' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৫)

**ভ্রাতৃপ্রেম খ্রিষ্টের আদর্শের অনুরূপ হওয়া চাই**

সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমের দিকে, অর্থাৎ শত্রুদের ভালবাসার দিকে আমাদের কীবা উদ্দীপিত করে, যদি-না সেই অপরূপ ধৈর্যের কথা না ভাবি যার খাতিরে *মানবসন্তানদের* মধ্যে সুন্দরতম (সাম ৪৫:৩) যিনি তিনি আপন শ্রীমুখ ভক্তিহীনদের থুথুর দিকে সঁপে দিলেন? হ্যাঁ, যাঁর চোখের ইঙ্গিতে সবকিছু বাধ্য, তিনি সেই ধৈর্যের খাতিরেই দুর্জনদের দ্বারা আপন চোখ ঢাকতে দিলেন, আপন পাশ কশাঘাতের দিকে পেতে দিলেন, মহাদূত ও শক্তিবৃন্দের পক্ষে ভয়ঙ্কর তাঁর সেই আপন মাথা তীব্র কাঁটার মুকুটে পরিবৃত হতে দিলেন, অপমান ও দুর্নামের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেন, ক্রুশ, পেরেক, বর্শা, পিত্ত,

সির্কা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন—আর এসব কিছুতে তিনি ছিলেন কোমল, শান্ত, নিশ্চুপ।

পরিশেষে *তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৭)।

*পিতা, এদের ক্ষমা কর* (লুক ২৩:৩৪), তেমন মাধুর্যপূর্ণ, ভালবাসাপূর্ণ ও অবিচল শান্তিতে পূর্ণ চমৎকার কণ্ঠ শুনে কেইবা নিজের শত্রুকে সঙ্গে সঙ্গেই আলিঙ্গন করবে না? *পিতা,* তিনি বললেন, *এদের ক্ষমা কর।* তেমন প্রার্থনায় অধিক মধুর ও প্রেমপূর্ণ কিছু কি যোগ দেওয়া যেতে পারে?

হ্যাঁ, তিনি কিছু যোগ দিলেন; তাঁর পক্ষে তাদের জন্য প্রার্থনা করা যথেষ্ট ছিল না, তিনি তাদের দোষমুক্তও করতে চাইলেন। তিনি বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না। এরা বড় পাপীই বটে, কিন্তু কমই জানে; তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।* এরা তো তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছে; অথচ জানে না কাকে ক্রুশে দিচ্ছে, *কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না* (১ করি ২:৮); তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।* এরা মনে করছে, তিনি বিধান লঙ্ঘন করেন, তিনি নিজেকে অযথাই ঈশ্বর বলেন, তিনি জনতাকে বিপ্লবের দিকে আহ্বান করেন। আমি এদের কাছ থেকে নিজের মুখ লুকিয়ে রাখলাম, এরা আমার মহিমা চিনতে পারেনি, তাই *পিতা, এদের ক্ষমা কর।*

সুতরাং মানুষ যেন নিজেকে ভালবাসতে পারে, সে কোন দৈহিক আসক্তিতে নিজেকে কলুষিত না করুক; সে যেন দৈহিক লালসায় পতিত না হয়, এউখারিস্তীয় রুটির মাধুর্যের দিকেই তার সমস্ত ভক্তি প্রসারিত করুক; উপরন্তু সে যেন ভ্রাতৃপ্রেমে আরও সিদ্ধ ও মধুর ভাবে বিশ্রাম পেতে পারে, বাহু প্রসারিত করে সে সত্যকার ভালবাসায় পূর্ণ আলিঙ্গনে শত্রুদেরও আলিঙ্গন করুক। তবু এ দিব্য আগুন যেন অন্যায়ের সামনে শীতল না হয়, সে তার প্রিয় প্রভু ও ত্রাণকর্তার শান্ত ধৈর্যের দিকেই মনশ্চক্ষু নিয়তই নিবদ্ধ রাখুক।

শ্লোক - ইশা ৫৩:১২; লুক ২৩:২৪

প্ল তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ;

উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

প্ল যিশু বলে উঠলেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১৬:১-১৭)

## ইস্রায়েলের পালনীয় তিন পর্ব

তুমি আবিব মাস পালন করবে ও তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা উদ্‌যাপন করবে, কারণ আবিব মাসেই তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিশর থেকে বের করে এনেছেন। প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পালের একটা পশু তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কারূপে বলিদান করবে। তুমি তার সঙ্গে খামিরযুক্ত রুটি খাবে না: সাত দিন ধরে তার সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি, দুঃখাবস্থারই রুটি খাবে, কারণ তুমি তাড়াতাড়ি করেই মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে; আর এইভাবে তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে মিশর দেশ থেকে তোমার যাওয়ার দিন তোমার স্মরণে থাকবে। সাত দিন ধরে তোমার চতুঃসীমানার মধ্যে খামিরের লেশমাত্র যেন না দেখা যায়; প্রথম দিনের সন্ধ্যাকালে তুমি যা বলিদান করবে, তার মাংসের কিছুই যেন সকাল পর্যন্ত বাকি না থাকে। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে সকল শহর দিতে যাচ্ছেন, তার কোন নগরদ্বারের ভিতরে পাস্কাবলি দিতে পারবে না; কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি মিশর দেশ থেকে তোমার সেই বেরিয়ে আসার ক্ষণে, অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে, সূর্যাস্তের সময়ে পাস্কাবলি দেবে। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তা রান্না করে খাবে; আর সকালে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে পারবে। ছ' দিন ধরে তুমি খামিরবিহীন রুটি খাবে, এবং সপ্তম দিনে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পর্বসভা অনুষ্ঠিত হবে: তুমি কোন কাজ করবে না।

তুমি সাত সপ্তাহ গুনবে; মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে শুরু করবে; পরে তোমার দানশীলতার অনুপাতে ও তোমার পরমেশ্বর

প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করে যা কিছু তোমাকে দিয়েছেন, সেই আশীর্বাদের প্রতিদানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সপ্ত সপ্তাহ উৎসব উদ্‌যাপন করবে। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাসদাসী, তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে আনন্দ করবে। মনে রাখবে যে, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে, এবং এই সমস্ত বিধি সযত্নে মেনে চলবে।

তোমার খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যা সংগ্রহ করার, তা সংগ্রহ করার সময়ে তুমি সাত দিন পর্ণকুটির পর্ব উদ্‌যাপন করবে; তোমার এই পর্বে তুমি, তোমার ছেলেমেয়ে, তোমার দাসদাসী ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই লেবীয়, প্রবাসী, এতিম ও বিধবা, এই তোমরা সকলে আনন্দ করবে। প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে সাত দিন পর্ব উদ্‌যাপন করবে; কারণ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত ফসলে ও তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, আর তাই তোমার আনন্দ করার যথেষ্ট কারণ থাকবেই।

তোমার প্রত্যেক পুরুষ বছরে তিনবার করে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাঁর বেছে নেওয়া স্থানে হাজির হবে, তথা: খামিরবিহীন রুটি পর্বে, সপ্ত সপ্তাহ পর্বে ও পর্ণকুটির পর্বে; কেউই খালি হাতে প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে না। প্রত্যেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া আশীর্বাদ অনুসারে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্ঘ্য দেবে।

**শ্লোক** - যাত্রা ১২:৫, ৬, ১৩; ১ পি ১:১৮-১৯

*প্র* শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

*উ* রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

*প্র* তোমাদের তো নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*উ* রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্ন: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১৮:১-২, ৪, ৫)

**মণ্ডলীর নৈবেদ্য শুদ্ধ**

প্রভু যে নৈবেদ্য জগতের সর্বত্রই উৎসর্গ করতে শিখিয়েছেন, মণ্ডলীর সেই নৈবেদ্য ঈশ্বরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি শুদ্ধ বলিদান বলে গণ্য হয়: তাঁর কাছে যে আমাদের বলিদান প্রয়োজন এজন্য নয়, বরং এজন্য যে, যে উৎসর্গ করে, তার উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য গ্রহণীয় হলে তাতে সেই গৌরবান্বিত হয়। বস্তুতপক্ষে নৈবেদ্য দানেই রাজার কাছে সম্মান ও ভক্তি প্রকাশিত হয়; প্রভু চাইলেন, আমরা যেন সমস্ত সরলতা ও শুদ্ধতায় অর্ঘ্য উৎসর্গ করি, আর সেজন্য একথা বললেন, *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর* (মথি ৫:২৩-২৪)।

ঈশ্বরের কাছে তাঁর সৃষ্টির প্রথমফসল উৎসর্গ করতে হয়, যেমনটি মোশির বিধানে লেখা আছে, *কেউই যেন খালি হাতে আমার সামেন না আসে* (যাত্রা ২৩:১৫), কেননা যা কিছুতে মানুষ কৃতজ্ঞতা জানায়, সেইসব কিছুতে সে তাঁরই কাছে গ্রহণযোগ্য যিনি তার কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন।

নৈবেদ্য-বস্তুটাই যে গ্রহণীয় তেমন নয়, আসলে এখানে [অর্থাৎ নবসন্ধি কালে] নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়, সেখানেও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়; জনগণের মধ্যে বলি দেওয়া হয়, মণ্ডলীতেও বলি দেওয়া হয়; তবু কেবল চেহারারই পরিবর্তন ঘটল, কারণ এখন দাস হিসাবে আর নয়, স্বাধীন মানুষ হিসাবেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। কেননা প্রভু এক ও একই বটে, কিন্তু দাস হিসাবে বা স্বাধীন মানুষ হিসাবেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে নৈবেদ্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মাত্রা অনুমান করা যায়। কেননা তাঁর কাছে এমন কিছুই নেই যা মূল্যহীন, অর্থহীন বা যুক্তিহীন। এজন্য সেকালের মানুষ সম্পদের দশম ভাগ নিবেদন করত; কিন্তু যারা স্বাধীনতা লাভ করেছে, তারা নিজস্ব সবই প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে, এবং তারা সানন্দে ও স্বেচ্ছায়ই দান

করে, অল্প কিছু দানের প্রতিদানে তারা যে বেশি কিছু পাবে তেমন আশায় নয়, বরং সেই গরিব বিধবার মত; সে তো ঈশ্বরের কোষাগারের বাক্সে তার জীবনের সমস্ত সম্বল ফেলেছিল।

অতএব আমাদেরও প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য উৎসর্গ করব, সবকিছুতেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাব—শুদ্ধ হৃদয়ে, অকপট বিশ্বাসে, অবিচল আশায়, উজ্জ্বল ভক্তির সঙ্গেই আমরা তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রথমফসল নিবেদন করব। ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতির সঙ্গে সৃষ্টি থেকে নেওয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করায় কেবল মণ্ডলীই স্রষ্টার কাছে শুদ্ধ নৈবেদ্য নিবেদন করে; কেননা সহভাগিতা ও একতার কথা প্রচার ক'রে এবং দেহ ও আত্মার পুনরুত্থানের কথা স্বীকার ক'রে আমরা তাঁকে তা নিবেদন করি যা তাঁরই।

কেননা মাটি থেকে উৎপন্ন রুটি যেমন ঈশ্বরের আহ্বান গ্রহণ করার পর আর সাধারণ রুটি নয় বরং সেই এউখারিস্তিয়া হয় যা মর্ত ও স্বর্গীয় পদার্থের অধিকারী, তেমনি এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে আমাদের দেহও আর ক্ষয়শীল নয়, কেননা ভাবী পুনরুত্থানের আশায় পূর্ণ।

শ্লোক - হিব্রু ১০:১, ১৪; এফে ৫:২

প্ বিধান তো কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম।

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

প্ আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১২:৩৭-৪৯; ১৩:১১-১৬)

## ইস্রায়েলের যাত্রা-শুরু

## পাস্কাপর্ব ও প্রথমজাতগণ বিষয়ক বিধান

সেসময় ইস্রায়েল সন্তানেরা রাম্‌সেস থেকে সুক্কোথের দিকে রওনা হল: তাদের পরিবারের লোকজনের কথা বাদে প্রায় ছ'লক্ষ পুরুষ পায়ে হেঁটে রওনা হল। তাছাড়া নানা জাতের আরও আরও লোক এবং বহু বহু মেষ ও গবাদি পশু তাদের সঙ্গে চলল। তারা মিশর থেকে আনা ময়দার তাল দিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করে তা সেকে নিল, কেননা সেই ময়দার মধ্যে খামির ছিল না, যেহেতু মিশর থেকে তাদের এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, একটু দেরি করতেও পারেনি, এমনকি পথের জন্য খাবারও প্রস্তুত করতে পারেনি।

ইস্রায়েল সন্তানেরা চারশ' ত্রিশ বছর মিশরে বসবাস করেছিল। সেই চারশ' ত্রিশ বছর শেষে, ঠিক সেই দিনেই, প্রভুর সমস্ত সেনাবাহিনী মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল। মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনার জন্য, প্রভুর পক্ষে এ রাত্রি হল জাগরণ-রাত্রি। এই রাত্রি প্রভুরই রাত্রি, এমন রাত্রি যা সকল ইস্রায়েল সন্তানদের পক্ষে পুরুষানুক্রমেই জাগরণ-রাত্রি।

প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'এ পাস্কার যজ্ঞ-রীতি: অন্য জাতির কোন মানুষ তা খেতে পারবে না। কিন্তু যে কোন দাস টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছে, সে একবার পরিচ্ছেদিত হলে তা খেতে পারবে। প্রবাসী বা বেতনজীবী কেউই তা খেতে পারবে না। তা কেবল এক ঘরের মধ্যেই খাওয়া হবে; তোমরা ঘরের বাইরে তার মাংসের কিছুই নিয়ে যাবে না; তার কোন হাড়ও তোমরা ভাঙবে না। গোটা ইস্রায়েল জনমণ্ডলীই তা উদ্‌যাপন করবে। তোমাদের সঙ্গে প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে চায়, তার পরিবারের প্রতিটি পুরুষলোক পরিচ্ছেদিত হোক; তবেই সে তা পালন করতে এগিয়ে আসবে; সে দেশজাত মানুষের মত হবে। কিন্তু অপরিচ্ছেদিত কোন লোক তা খেতে পারবে না। দেশজাত লোকের জন্য ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসী যে কোন বিদেশী লোকের জন্য একই বিধান থাকবে।'

মোশি জনগণকে বললেন, ‘প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুংশাবক প্রভুর অধিকার। কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।

আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। যখন ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি। এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু’টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন।’

**শ্লোক** - লুক ২:২২, ২৩, ২৪ দ্রঃ

*প্র* যিশুর পিতামাতা তাঁকে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন, যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,

*উ* যেমনটি বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে।

*প্র* তাঁরা তাঁর জন্য প্রভুর কাছে এক জোড়া ঘুঘু বলিরূপে উৎসর্গ করলেন,

*উ* যেমনটি বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৯-১০)

## মানুষের চরম জিজ্ঞাসা

আজকের জগৎ একইসময় পরাক্রমশালী ও দুর্বল প্রতীয়মান হচ্ছে, আবার উত্তম ও জঘন্যতম উভয় কাজই সাধন করতে সক্ষম ; আর একইসময় তার সামনে খোলা রয়েছে মুক্তি বা দাসত্বের, উন্নতি বা অবনতির, ভ্রাতৃত্ব বা হিংসার পথ। তাছাড়া মানুষ সচেতন হচ্ছে, সে নিজেই যে শক্তিগুলো জাগিয়ে তুলেছে, যে শক্তিগুলো তাকে বশীভূত করতে বা তার কাছে উপযোগী হতে পারে, সেগুলোকে যথাযথ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা তার উপরেই নির্ভর করে। এজন্যই তার মনে নানা জিজ্ঞাসার উদয়।

যে সমস্ত ভারসাম্যহীন অসঙ্গতিতে বর্তমান জগৎ ভুগছে, তা প্রকৃতপক্ষে সেই গভীরতর অসঙ্গতির সঙ্গে জড়িত যা মানব-হৃদয়েই দৃঢ়মূল। ঠিক মানুষের মধ্যেই বহু দ্বন্দ্ব রয়েছে। সৃষ্টজীব হিসাবে সে একদিকে নিজের নানাবিধ সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা করছে, অন্য দিকে সে অনুভব করছে, আপন অভিপ্রায়-আকাঙ্ক্ষায় সে সীমাহীন ও ঊর্ধ্বতর জীবনে আহূত। বহু আকর্ষণ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সে সেগুলোর কোনোটা বেছে নিতে ও কোনোটা বর্জন করতে সর্বদাই বাধ্য। এমনকি, অসুস্থ ও পাপী বলে সে অনেক সময় তাই করে যা করতে চায় না, ও যা করতে চায় তা করে না (রো ৭:১৪ ··· দ্রঃ)। এজন্য সে নিজের অন্তরে এমন দ্বন্দ্বে ভুগছে, যা থেকেই সমাজে তেমন বহু অশান্তির উদয় হয়। অনেকেই অবশ্য রয়েছে যারা এমন বাস্তব বস্তুবাদে কলুষিত জীবন যাপন করছে যার ফলে এ নাটকীয় পরিস্থিতির স্পষ্ট উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, কিংবা সময় সময় দরিদ্রতার চাপে এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে বিঘ্নিত। অনেকে জীবনের ভিন্নভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত ব্যাখ্যায়ই শান্তি পেয়েছে বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ আছে যারা মানুষের একমাত্র প্রচেষ্টার ফলেই মানবজাতির সত্যকার ও পুরা মুক্তি প্রত্যাশা করে, এবং নিজেদের নিশ্চিত করে যে, পৃথিবীতে ভাবী মানবরাজ্য মানবহৃদয়ের যত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। তারাও আছে যারা জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে তাদেরই দুঃসাহসের প্রশংসা করে যারা মানবজীবনের স্বকীয় কোন অর্থ নেই মনে ক'রে কেবল নিজেদের জ্ঞান দ্বারাই তাকে পুরা অর্থ দিতে চেষ্টা করে।

তবে জগতের বর্তমান বিবর্ধনের সম্মুখীন হয়ে দিনে দিনে অধিক বহুসংখ্যক হয়ে ওঠে তারা যারা মৌলিক সমস্ত জিজ্ঞাসার জিজ্ঞাসু হয় বা সেগুলোর নতুন তীক্ষ্ণতা অনুভব করে: মানুষ কী? দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল, মৃত্যুর অর্থ কী? এত উন্নতি সত্ত্বেও কেন এগুলো টিকে থাকছে? তত মহা মূল্যে অর্জিত সেই সমস্ত সাফল্যের অর্থ কী? মানুষ সমাজকে কী দিতে পারে, ও সমাজ থেকে সে কী প্রত্যাশা করতে পারে? এ মর্তজীবনের পর কী হবে?

মণ্ডলী বিশ্বাস করে, যিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, সেই খ্রিষ্টই আপন আত্মার মধ্য দিয়ে মানুষকে আলো ও শক্তি দান করেন মানুষ যেন তার সর্বোচ্চ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে; আর আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে দেওয়া এমন আর কোন নাম নেই, যে নামে নির্দিষ্ট আছে যে সে পরিত্রাণ পেতে পারে (প্রেরিত ৪:১২ দ্রঃ)। আবার মণ্ডলী বিশ্বাস করে, আপন প্রভু ও সদ্‌গুরুতেই সে মানবেতিহাসের চাবিকাঠি, কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য খুঁজে পায়। তাছাড়া মণ্ডলী একথা ঘোষণা করে যে, যত পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে এমন বহু কিছু রয়েছে যা অপরিবর্তনশীল ও চরম ভিত্তিস্বরূপে সেই খ্রিষ্টেই প্রতিষ্ঠিত যিনি এক-ই আছেন, কাল, আজ ও চিরকাল (হিব্রু ১৩:৮ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৫৫-৫৬, ৫৭; বিলাপ ৩:২৫

প্র ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন।

প্র তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে, তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।

উ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন।

**পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল - ২য় সপ্তাহ**



## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (১৮:১-২২)

### লেবীয় যাজকত্ব প্রকৃত ও নকল নবী

মোশি বলে চললেন, 'লেবীয় যাজকেরা—গোটা সেই লেবি-গোষ্ঠী—ইস্রায়েলে নিজস্ব কোন অংশ বা উত্তরাধিকার পাবে না; তারা প্রভুর উদ্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া নৈবেদ্যের উপরে নির্ভর করবে। তারা তাদের ভাইদের মধ্যে নিজস্ব কোন উত্তরাধিকার পাবে না; প্রভুই তাদের উত্তরাধিকার, যেমনটি তিনি তাদের কথা দিয়েছেন।

জনগণের কাছ থেকে যাজকদের বিধিসম্মত প্রাপ্য এ: যারা গবাদি পশু বা মেষ-ছাগপালের পশু বলিদান করে, তারা বলির কাঁধ, দুই চপেট ও পাকস্থলী যাজককে দেবে। তুমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলের প্রথমাংশ, এবং মেষলোমের প্রথমাংশ তাকে দেবে; কারণ প্রভুর নামে সেবাকর্ম অনুশীলনে নিবিষ্ট হবার জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সকল গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে ও তার সন্তানদেরই সবসময়ের জন্য বেছে নিয়েছেন।

যে লেবীয় সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগরদ্বারে এসে বাস করে, সে যদি তার প্রাণের গভীর বাসনায় সেই শহর থেকে প্রভুর বেছে নেওয়া স্থানে আসে, তাহলে সে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তার লেবীয় ভাইদের মত তার পরমেশ্বর প্রভুর নামে সেবাকর্ম করে যাবে; তারা খাদ্য হিসাবে অন্যান্যদের মত একই অংশ পাবে; একইসঙ্গে সে তার নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করবে।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে এসে পৌঁছলে তুমি সেখানকার জাতিগুলোর জঘন্য কাজের মত কাজ করতে শিখবে না। তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে ছেলে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে বলি দেয়, যে তন্ত্রমন্ত্র ব্যবহার করে, বা যে নিজেই গণক বা জাদুকর বা মায়াবী বা ইন্দ্রজালিক, বা ভূতের ওঝা বা গণক বা প্রেতসাধক। কেননা যারা তেমন কাজ করে, তারা সকলে প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য; আর তেমন জঘন্য কাজের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সামনে থেকে এই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করছেন। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে অনিন্দ্য হবে, কারণ তুমি যে জাতিগুলোকে দেশছাড়া করতে যাচ্ছ, তারা গণক ও মন্ত্রজালিকদের কথায় কান দেয়; কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে তেমন কাজ করতে নিষেধ করছেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে; কেননা হোরেবে জনসমাবেশের দিনে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ঠিক তাই যাচনা করেছিলে; তখন বলেছিলে, আমাকে যেন আমার পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বর আবার শুনতে না হয়, যেন এই প্রচণ্ড আগুন আর দেখতে না হয়, নইলে আমি মারা পড়ব। তখন প্রভু আমাকে বললেন, ওরা ঠিক কথাই বলেছে। আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব। কিন্তু আমি যে বাণী দিতে আজ্ঞা করিনি, যদি কোন নবী দুঃসাহসের সঙ্গে তা আমার নামে বলে, বা যদি কেউ অন্য দেবতাদের নামে কথা বলে, তবে সেই নবীকে মরতেই হবে।

তুমি মনে মনে যদি বল, প্রভু কোন্ বাণী বলেননি, তা আমরা কেমন করে বুঝব? আচ্ছা, কোন নবী প্রভুর নামে কথা বললে যদি সেই বাণী পরবর্তীতে সিদ্ধিলাভ না করে ও সফল না হয়, তবে প্রভু সেই বাণী বলেননি; সেই নবী দুঃসাহসের সঙ্গেই কথা বলেছে: তার কাছ থেকে তোমার ভয় করার কিছু নেই।'

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮; লুক ২০:১৩; যোহন ৬:১৪

*প্র* আমি ওদের জন্য এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তাঁর মুখে আমার বাণী রেখে দেব;

*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

*প্র* আমি আমার আপন প্রিয় পুত্রকে প্রেরণ করব। ইনি সত্যি সেই নবী জগতে যিনি আসছেন।

*উ* আমি তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদের বলবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৩)

**খ্রিষ্ট-রহস্য আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রচার করা হয়েছে**

*আমি ওদের জন্য ওদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তার মুখে আমার বাণী রেখে দেব; আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করব, তা সে তাদের বলবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাণী বলবে, সেই বাণীতে কেউ যদি কান না দেয়, তবে তার কাছ থেকে আমি জবাবদিহি চাইব* (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮-১৯)। একথা বলা চলে যে, দ্বিতীয় বিবরণ যেন মোশির পুস্তকগুলির পুনরুপস্থাপন বা সেগুলির সারকথা। এই যে, পুনরায় স্পষ্টভাবে পূর্বঘোষিত হচ্ছে সেই খ্রিষ্ট-রহস্য যা ঐশপ্রকাশ দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে মোশি-ব্যক্তিত্বে পূর্বপ্রদর্শিত: *তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য তোমার মধ্য থেকে, তোমার ভাইদেরই মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন* (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫)। সুতরাং যে মোশিকে ঐশনির্দেশগুলি জনগণের কাছে জানাবার জন্য জনগণের সেবায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁর মধ্যস্থতা সেকালের মানুষের দুর্বলতা সুস্থির করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবার তুমি দৃষ্টান্তটা আবার বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে আন, তবে এ বাণী থেকে বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ হলেন সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি তাঁর প্রতি যারা বাধ্য তাদের কাছে মানব সুরে—অর্থাৎ কিনা আমাদের জন্য নারী থেকে জন্মগ্রহণ ক'রে—পিতা ঈশ্বরের অবর্ণনীয় ইচ্ছা জ্ঞাত করেন; সেই ইচ্ছা কেবল তাঁরই কাছে জ্ঞাত, কেননা তিনি ঈশ্বর-জনিত পুত্র ও সেই স্বয়ং ঐশপ্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সবকিছুই, এমনকি ঈশ্বরের অতলান্ত গভীরতাও জানে।

দেহের চোখে আমাদের পক্ষে সবকিছুর ঊর্ধ্বস্থিত সেই ঈশ্বরত্বের দিব্য, অনির্বচনীয়, পবিত্র ও নির্গুণ গৌরব দেখা কখনও সম্ভব হত না, কেননা লেখা আছে: *কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না* (যাত্রা ৩৩:২০)। এজন্য এ প্রয়োজন হল যে, ঐশবিধানের অনির্বচনীয় ব্যবস্থা অনুসারে এ মরণশীল দেহ পরিধান করে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের দুর্বলতার অনুরূপ হবেন; এভাবে তিনি আমাদের কাছে পিতার ঐশইচ্ছা প্রকাশ করলেন একথা ব'লে, *পিতার কাছ থেকে আমি যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি* (যোহন ১৫:১৫); তিনি আরও বললেন, *আমি নিজে থেকে কথা বলিনি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমার সেই পিতাই আমাকে আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি কী বলব, কী প্রচার করব* (যোহন ১২:৪৯)।

এজন্য একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে ঐশনির্দেশগুলি প্রকাশ করতেন, সেই মোশি খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত হয়েও তবু তাঁর মধ্যস্থতা সেবামূলকই ছিল; অন্যদিকে খ্রিষ্টের মধ্যস্থতা স্বেচ্ছাকৃত ও রহস্যময়; এমন ব্যক্তির মধ্যস্থতার মত যে ব্যক্তি যা বিষয়ে সে মধ্যস্থ, তা সে নিজের স্বরূপ থেকেই বের করে— আর খ্রিষ্টের বেলায় ঠিক তাই, কেননা স্বরূপে তিনি মানবজাতির ও পিতা ঈশ্বরেরও সম্পদ। যেমন লেখা হয়েছে, খ্রিষ্ট হলেন বিধানের সার, বিধান ও নবীদের পূর্ণতা।

শ্লোক - মথি ৮:১৭; ইশা ৫৩:৬

প্ল তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;

উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

প্ল প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।

উ তিনি বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১৭–১৪:৯)

## লোহিত সাগর পর্যন্ত যাত্রা

ফারাও লোকদের যেতে দেওয়ার পর, ফিলিস্তিনিদের দেশ দিয়ে সোজা পথ থাকলেও পরমেশ্বর সেই পথে তাদের চালিত করলেন না, কেননা পরমেশ্বর ভাবছিলেন, 'কি জানি, সামনে যুদ্ধ দেখলে লোকেরা হয় তো মন পাল্টিয়ে মিশরে ফিরে যায়!' তাই পরমেশ্বর মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরেই জনগণকে লোহিত সাগরের দিকে চালিত করলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মিশর দেশ থেকে যাত্রা করল। মোশি যোসেফের হাড় সঙ্গে করে নিলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের গাম্ভীর্যের সঙ্গে শপথ করিয়ে বলেছিলেন, 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তোমাদের দেখতে আসবেন; তখন তোমরা আমার হাড় এখান থেকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

তারা সুক্কোথ থেকে রওনা হয়ে মরুপ্রান্তরের প্রান্তে এথামে শিবির বসাল। প্রভু তাদের আগে আগে চলতেন: দিনের বেলায় পথ দেখাবার জন্য একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন, এবং রাত্রিবেলায় আলো দেবার জন্য থাকতেন একটা অগ্নিস্তম্ভে, তারা যেন দিনরাত সবসময়েই পথে এগিয়ে চলতে পারে। দিনের বেলায় সেই মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিবেলায় সেই অগ্নিস্তম্ভ জনগণের সামনে থেকে কখনও সরে যেত না।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোথের সামনে মিগ্দোল ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়; তোমরা তার সামনে সমুদ্রের কাছেই শিবির বসাবে। তাতে ফারাও ইস্রায়েল সন্তানদের বিষয়ে ভাববে, তারা দেশে উদ্দেশবিহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে, মরুপ্রান্তর তাদের পথ রুদ্ধ করল। তখন আমি ফারাওর হৃদয় কঠিন করব, যেন সে তোমাদের পিছনে ধাওয়া করে; এইভাবে আমি ফারাও ও তার সমস্ত সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হব, এবং মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু।' তারা সেইমত করল।

যখন মিশর-রাজকে জানানো হল যে, লোকেরা পালিয়ে গেছে, তখন লোকদের প্রতি ফারাওর ও তাঁর পরিষদদের মনোভাব পাল্টে গেল; তাঁরা বললেন, 'আমরা এ কী

করলাম? হায়, আমরা আমাদের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলকে যেতে দিলাম!' তাই তিনি যুদ্ধরথ প্রস্তুত করালেন ও সেনাদলকে সঙ্গে নিলেন; আরও নিলেন বাছাই করা ছ'শো রথ ও মিশরের বাকি যত রথ—সমস্ত রথ ছিল উচ্চপদস্থ সৈন্যদের অধীনে। প্রভু তখন মিশর-রাজ ফারাওর হৃদয় কঠিন করলেন, তাই তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করলেন, সেই যে ইস্রায়েল সন্তানেরা ইতিমধ্যে উত্তোলিত হাতে যাত্রা করছিল। মিশরীয়েরা—ফারাওর সমস্ত অশ্ব, রথ, অশ্বারোহী ও সৈন্যদল—তাদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং, ইস্রায়েল সন্তানেরা পি-হাহিরোথের কাছে সমুদ্রের ধারে বায়াল-সেফোনের আগে যেখানে শিবির বসিয়েছিল, তারা সেইখানে তাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

**শ্লোক** - সাম ১১৪:১, ২; যাত্রা ১৩:২১

*প্র* ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে বেরিয়ে গেল, যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতি থেকে বেরিয়ে গেল,

*উ* যুদা তখন হয়ে উঠল প্রভুর পবিত্রধাম, ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

*প্র* প্রভু তাদের আগে আগে চলতেন: পথ দেখাবার জন্য তিনি একটা মেঘস্তম্ভে থাকতেন।

*উ* যুদা তখন হয়ে উঠল প্রভুর পবিত্রধাম, ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫:৩-৪)

**জীবন অভিমুখে যে পথ, তা সরু ও সঙ্কীর্ণ**

এসো, দেখি ঈশ্বর মোশিকে কী বলেন ও কোন পথ বেছে নিতে তাঁকে আদেশ করেন; তিনি তাঁকে বললেন: *ইস্রায়েল সন্তানদের বল, যেন তারা ফিরে গিয়ে পি-হাহিরোথের সামনে মিগ্দোলের ও সমুদ্রের মধ্যস্থানে বায়াল-সেফোনের আগে শিবির বসায়* (যাত্রা ১৪:২)।

হয় তো তুমি মনে করছিলে, ঈশ্বর যা যা দেখিয়েছিলেন, তা সহজ ও মনোরম, শ্রম ও কষ্ট বিহীন। না, সদ্‌গুণের পথ ঊর্ধ্বগামী পথ, কষ্টকর ঊর্ধ্বগামী পথ। সেই পথ নিচের দিকে নয়, বরং সরু ও অগম্য ঊর্ধ্বগামী পথ। শোন, প্রভুও সুসমাচারে একথা বলেন: *সরুই ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়* (মথি ৭:১১ দ্রঃ)।

এ থেকে তুমি লক্ষ করতে পার কেমন করে সুসমাচার বিধানের সঙ্গে খাপ খায়। বিধানে সদ্‌গুণের পথ আঁকাবাঁকা একটা ঊর্ধ্বগামী পথ বলে প্রদর্শিত; সুসমাচারে লেখা আছে, যে পথ জীবনের দিকে নিয়ে যায় তা সরু ও সঙ্কীর্ণ। অন্ধরাও কি দেখতে পাবে না যে, একমাত্র আত্মাই বিধান ও সুসমাচার লিখেছেন? সুতরাং সম্মুখীন যাত্রা হলো কষ্টকর ঊর্ধ্বগামী পথ, পর্বতচূড়ায় গমন, বা পর্বতচূড়া অভিমুখে ঊর্ধ্বগামী পথ। ঊর্ধ্বগমন কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, চূড়াটা হল বিশ্বাস।

তাই আমাদের দেখানো হচ্ছে, কর্ম সাধনে ও বিশ্বাস অনুশীলনে বহু কাঠিন্য ও বহু কষ্ট রয়েছে। আমরা যখন ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন করতে চাই, তখন বিশ্বাস-পথে আমাদের আগে বহু প্রলোভন ও বাধাবিপত্তি উপস্থিত হয়।

একটু শোন, তেমন কিছু দেখে ফারাও কী বলে, 'এরা ভুল করছে'। যারা ঈশ্বরের অনুসরণ করে, ফারাওর মতে তারা ভুল করে, কেননা জ্ঞান-পথ আঁকাবাঁকা, সেই পথে বহু বাঁক, বহু বিপজ্জনক ও অসংখ্য অগম্য স্থান রয়েছে। তাছাড়া, তুমি যখন ঘোষণা করবে ঈশ্বর এক, ও একইসময় স্বীকার করবে যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা একেশ্বর, তখন এসব কিছু কি অবিশ্বাসীদের কাছে অন্ধকারময়, কঠিন ও দুর্জ্ঞেয় মনে হবে না? আর যখন তুমি বলবে, গৌরবের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন ও মানবপুত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন, তখন কি করে এসব কিছু কঠিন ও ব্যাখ্যার অতীত মনে হবে না? যে শোনে, তার বিশ্বাস না থাকলে সে বলবে সত্যবাদীরাই ভুল করছে; তুমি কিন্তু অবিচল থাক, এ বিশ্বাস বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করো না, বরং স্বীকার কর যে ঈশ্বর নিজেই তেমন পথ তোমাকে দেখিয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে প্রলোভনের জলোচ্ছ্বাসে না পড়ে জীবন-পথে এগিয়ে চলা যায় না; যেমনটি প্রেরিতদূতও বলেন, *যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:১২)।

যে কেউ সিদ্ধ জীবনের সন্ধান করে, তার পক্ষে সিদ্ধির অনুসন্ধানে না চলার চেয়ে যাত্রাপথে মরা শ্রেয়।

শ্লোক - হিব্রু ১০:৩৫-৩৬; ১২:৩

প্র তোমরা তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে!

উ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

প্র নিরাশার ফলে ভেঙে পড়ো না!

উ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (২৪:১–২৫:৪)

**প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সংক্রান্ত নানা বিধি**

কোন পুরুষ একটি স্ত্রীকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ঘর করার পর যদি এমনটি হয় যে, সেই স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জাকর কিছু পাওয়ার ফলে স্ত্রী তার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয় না, তবে সেই পুরুষ তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দিক। সেই স্ত্রীলোক তার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর গিয়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হলে, এই পুরুষ যদি তাকে নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়, এবং তার জন্য ত্যাগপত্র লিখে তার হাতে দিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে বিদায় দেয়, বা এই নতুন স্বামী যদি মরে যায়, তবে যে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করেছিল, সে সেই স্ত্রী কলঙ্কিতা হওয়ার পর তাকে আবার স্ত্রীরূপে নিতে পারবে না; কেননা তেমন কাজ প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য। তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি তা পাপে কলুষিত করবে না।

নব-বিবাহিত কোন পুরুষলোক যুদ্ধে যাবে না, ঘরেও তার উপর কোন ভার চাপা হবে না; সে তার ঘরের চিন্তা করার জন্য এক বছরের মত স্বাধীন থাকবে, যেন সে যে স্ত্রীকে নিয়েছে তাকে খুশি করতে পারে।

কেউ কারও জাঁতা বা তার উপরের পাট বন্ধক রাখবে না; কেননা তা করা ঠিক যেন প্রাণ বন্ধক রাখা।

এমন কোন মানুষকে যদি পাওয়া যায়, যে তার আপন ভাইদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—মধ্যে কাউকে অপহরণ করেছে, এবং তাকে দাসের মত ব্যবহার করেছে বা বিক্রি করেছে, তেমন অপহারক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে; এভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে।

সংক্রামক চর্মরোগের ব্যাপারে তুমি সাবধান হয়ে, লেবীয় যাজকেরা যে সমস্ত নির্দেশ দেবে, অধিক যত্নের সঙ্গে সেগুলো পালন করবে ও সেই অনুসারে ব্যবহার করবে; আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, তা পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মিশর থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসার সময়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভু যাত্রাপথে মরিয়মের প্রতি যা করেছিলেন, তা মনে রাখবে।

তোমার প্রতিবেশীর কোন কিছু বন্ধক রেখে ধার দিলে তুমি বন্ধকী মাল নেবার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করবে না। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং যাকে ধার দিয়েছ, সে নিজেই বন্ধকী মাল বের করে তোমার হাতে তুলে দেবে। সে গরিব হলে তুমি তার বন্ধকী মাল কাছে রেখে ঘুমাতে যাবে না। সূর্যাস্তের সময়ে তার বন্ধকী মাল তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে, যেন সে তার নিজের কাপড়ে শুয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করে; তেমন ব্যবহার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে তোমার ধর্মময়তা বলে গণ্য হবে।

তোমার ভাই হোক, কিংবা তোমার দেশের নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী মানুষ হোক, গরিব ও নিঃস্ব দিনমজুরকে শোষণ করবে না। কাজের দিনে, সূর্যাস্তের আগেই তার মজুরি তাকে দেবে; কেননা সে গরিব, আর সেই মজুরির উপর তার মন পড়ে থাকে; এভাবে সে তোমার বিরুদ্ধে প্রভুর কাছে চিৎকার করবে না, তোমারও পাপ হবে না।

ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।

প্রবাসী বা এতিমের বিচারে অন্যায় করবে না, এবং বিধবার কাপড় বন্ধক রাখবে না। মনে রেখ, তুমি মিশরে দাস ছিলে, কিন্তু তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

ফসল কাটার সময়ে তুমি যদি তোমার জমিতে ভুলে এক আঁটি মাঠে ফেলে রাখ, তবে তা ফিরিয়ে আনতে যাবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে, যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সমস্ত হাতের কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেন।

যখন তোমার জলপাই পাড়, তখন শাখায় বাকি ফল দ্বিতীয়বারের মত খোঁজ করবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবার জন্য থাকবে। যখন তোমার আঙুরখেতের ফল সংগ্রহ কর, তখন তা সংগ্রহ করার পর দ্বিতীয়বারের মত কুড়োবে না; তা প্রবাসী, এতিম ও বিধবাদের জন্য থাকবে। মনে রেখ, তুমি মিশর দেশে দাস ছিলে; এজন্যই আমি তোমাকে তেমন কাজ করতে আজ্ঞা দিচ্ছি।

মানুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বেধে গেলে ওরা যদি বিচারকের কাছে যায়, যারা বিচার করে তারা নির্দোষীকে নির্দোষী বলে ঘোষণা করবে ও দোষীকে দোষী বলে ঘোষণা করবে। যে দোষী, সে যদি প্রহারের যোগ্য, বিচারক তাকে শুইয়ে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে আঘাতের সংখ্যা নির্ধারণ করে নিজের সাক্ষাতে তাকে প্রহার করাবে। সে চল্লিশটা আঘাত নির্ধারণ করতে পারবে, তার বেশি নয়; নইলে এর বেশি আঘাত দিলে তার দেহে গুরুতর ক্ষত হতে পারবে আর তোমার ভাই তোমার সামনে অবনমিত হবে।

গম মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বাঁধবে না।

**শ্লোক** - মার্ক ১২:৩২-৩৩; সিরা ৩৫:২-৩

*প্র* ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য: ঈশ্বর এক;

*উ* তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

*প্র* যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম।

*উ* তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৪৮)

## বিবাহ ও পরিবারের পবিত্রতা

নর ও নারী, যাঁরা দাম্পত্যজীবনের সন্ধির ফলে *আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ* (মথি ১৯:৬), তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়াকর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক সহায়তা ও সেবা করেন, আপন ঐক্যের অর্থের অভিজ্ঞতা করেন ও দিনে দিনে তা পূর্ণতর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। দু'জন ব্যক্তির পারস্পরিক আত্মদান ব'লে এ ঘনিষ্ঠ ঐক্য, এমনকি সন্তানদের মঙ্গলও দম্পতির পূর্ণ বিশ্বস্ততা দাবি করে ও তাঁদের অবিচ্ছেদ্য একতা আবশ্যক বলে ঘোষণা করে।

ঐশভালবাসার উৎস থেকে নির্গত ও মণ্ডলীর সঙ্গে প্রভুর আপন সংযোগের আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত এ বহুমুখী ভালবাসাকে খ্রিষ্ট প্রভু প্রচুর আশিসে ধন্য করেছেন। কেননা যেমন একসময় ঈশ্বর ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সন্ধি স্থাপন করায়ই আপন মনোনীত জাতির কাছে এগিয়ে গেছিলেন, তেমনি এখন মানবত্রাতা ও মণ্ডলীর বর বিবাহ-সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়েই খ্রিষ্টিয়ান দম্পতির কাছে এগিয়ে আসেন। তাছাড়া তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকেন, যাতে যেমন তিনি মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন, তেমনি দম্পতিও পারস্পরিক আত্মদানে একে অন্যকে চিরবিশ্বস্ততায় ভালবাসতে পারেন। প্রকৃত দাম্পত্য-ভালবাসা ঐশভালবাসার মধ্যে গৃহীত হয়, ও খ্রিষ্টের মুক্তিদায়ী শক্তি ও মণ্ডলীর পরিত্রাণদায়ী কর্ম দ্বারা সুস্থির ও প্রসারিত হয়ে ওঠে, যাতে করে দম্পতি সফলভাবে ঈশ্বরের কাছে চালিত হতে পারেন ও মাতাপিতার উৎকৃষ্ট দায়িত্ব-পালনে সহায়তা ও শক্তি লাভ করতে পারেন। এজন্য খ্রিষ্টিয়ান দম্পতিকে আপন জীবনাশ্রমের ভূমিকা ও মর্যাদার উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি সাক্রামেন্ত দ্বারা শক্তিমণ্ডিত ও কেমন যেন পবিত্রীকৃতই করা হয়; ও তেমন সাক্রামেন্ত গুণে আপন দাম্পত্য ও পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে করতে তাঁরা সেই খ্রিষ্টেরই আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাঁর দ্বারা তাঁদের গোটা জীবন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায় পরিব্যাপ্ত, আপন জীবন-সিদ্ধি ও পারস্পরিক পবিত্রীকরণের নিত্য উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেন, আর এভাবে তাঁরা একসঙ্গে ঈশ্বরকেও গৌরবান্বিত করেন।

মাতাপিতার আদর্শ ও পারিবারিক প্রার্থনা দ্বারা পূর্বশিক্ষা লাভ ক'রে সন্তানেরা, এমনকি পরিবারে যারা একসঙ্গে বাস করে, তারা সকলেই সহজে মানবতা, পরিত্রাণ ও পবিত্রতার পথের সন্ধান পাবে। তবু দম্পতি, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকায় ভূষিত হয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা—বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষারই কর্তব্য পূরণ করবেন যা প্রথমে তাঁদেরই দায়িত্ব।

পরিবারের জীবন্ত অঙ্গ বিধায় সন্তানেরা তাদের বিশেষ ভূমিকা অনুসারে মাতাপিতার পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সহায়তা দান করে। বিশেষত মাতাপিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়ে থাকে তার প্রতিদানে তারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আস্থা দেখাবে, এবং কষ্টের দিনে ও বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতার সময়ে সন্তানসুলভ আচরণে তাঁদের কাছে কাছে থাকবে।

**শ্লোক** - এফে ৫:৩২, ২৫, ৩৩

*প্র* এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।

*উ* খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন।

*প্র* স্বামী যেন স্ত্রীকে নিজের মত ভালবাসে, এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

*উ* খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১০-৩১)

## লোহিত সাগর পার

ফারাও কাছাকাছি এলেই ইস্রায়েল সন্তানেরা চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, তাদের পিছনে মিশরীয়েরা ধাওয়া করছে! ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকতে লাগল। তারা মোশিকে বলল, 'মিশরে কবর ছিল না বিধায়ই তুমি কি আমাদের এই মরুপ্রান্তরে মরতে নিয়ে এসেছ? মিশর থেকে আমাদের বের করে নেওয়ায় তুমি আমাদের কী করলে? আমরা কি মিশর দেশে তোমাকে ঠিক একথা বলছিলাম না? আমরা তো বলেছিলাম, আমাদের ছেড়ে চলে যাও! আমরা মিশরীয়দের অধীনে দাসত্ব করব, কেননা মরুপ্রান্তরে মরার চেয়ে মিশরের দাসত্বই ভাল।' কিন্তু মোশি লোকদের বললেন, 'ভয় করো না, স্থির হয়ে দাঁড়াও; তবেই দেখতে পাবে, প্রভু তোমাদের জন্য আজ কেমন পরিত্রাণ সাধন করবেন। কেননা এই যে মিশরীয়দের আজ দেখতে পাচ্ছ, এদের তোমরা আর কখনও দেখবে না। প্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন; তোমরা শুধু শান্ত থাক।'

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে যেতে বল। আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এদিকে আমি মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও, তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। হ্যাঁ, ফারাও ও তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের পুরোভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল; স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু

সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে এল না। তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন; তাতে জল দু'ভাগ হল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল। ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা বলল, 'চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।' প্রভু তখনই মোশিকে বললেন, 'সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও: জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।' তাই মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন। ফারাওর সমস্ত সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল, জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল: তাদের একজনও রক্ষা পেল না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল; মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন, ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস রাখল।

শ্লোক - যাত্রা ১৫:১, ২, ৩ দ্রঃ

প্ এসো, প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, তিনি যে সাধন করলেন আশ্চর্য কাজ—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

℣ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

℟ প্রভু মহাযোদ্ধা, সর্বশক্তিমান প্রভুই তো তাঁর নাম;

℣ প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (৩য় ধর্মশিক্ষা ২৪-২৭)

**মোশি ও খ্রিষ্ট**

ইহুদীরা নানা অলৌকিক কাজ দেখেছিল; মিশর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে তারা যা যা দেখেছিল, তার চেয়ে তুমিও মহত্তর ও উজ্জ্বল কিছু দেখতে পাবে। তুমি তো ফারাওকে তার সমস্ত রথ সহ জলে নিমজ্জিত হতে দেখনি, তবু তুমি দেখেছ, শয়তান তার সমস্ত সেনাদল সহ তরঙ্গমালায় ডুবে গেছে। তারা সমুদ্র পার হল, তুমি মৃত্যু পেরিয়ে গেলে। তারা মিশরীয়দের হাত থেকে, তুমি অপদূতদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ; ইহুদীরা বর্বর দাসত্ব ছেড়ে চলে গেছিল, তুমি পাপের অধিক কষ্টকর দাসত্ব ছেড়ে চলে এসেছ।

তুমি কি অন্যভাবেই জানতে চাও কীভাবে তুমি মহত্তর উপহারে সম্মানিত হয়েছ? মোশি তাদের স্বজাতির মানুষ ও তাদের মত ক্রীতদাস হলেও সেসময়ের ইহুদীরা তাঁর গৌরবমণ্ডিত মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারছিল না; তুমি কিন্তু খ্রিষ্টের মুখ তাঁর পূর্ণ গৌরবেই দেখতে পেয়েছ। পলও বলে ওঠেন, *আমরা তো প্রভুর গৌরব অনাবৃত মুখেই দেখতে পাচ্ছি* (২ করি ৩:১৮ দ্রঃ)। সেসময় খ্রিষ্ট ইহুদীদের অনুসরণ করতেন, তিনি কিন্তু এখন আরও সত্যকার ভাবেই আমাদের অনুসরণ করেন। তারা মিশরের পর প্রান্তর পেল, এ প্রবাসকালের পরে তুমি স্বর্গই পাবে; পরিচালক ও নেতা হিসাবে তাদের সেই বিখ্যাত মোশি ছিলেন, আমাদের কিন্তু অন্য মোশি তথা সেই স্বয়ং ঈশ্বর আছেন যিনি আমাদের পরিচালক ও অগ্রনেতা।

সেই মোশির কী বৈশিষ্ট্য ছিল? শাস্ত্র বলে, তিনি মর্তবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ ছিলেন (গণনা ১২:৩ দ্রঃ)। তেমন বৈশিষ্ট্য আমরা অবশ্যই আমাদের মোশির

বেলায় আরোপ করতে পারি যিনি মাধুর্যপূর্ণ ও তাঁর সহ-স্বরূপময় আত্মা দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন।

সেসময় মোশি স্বর্গের দিকে হাত তুলতেন যেখান থেকে স্বর্গদূতদের খাদ্য সেই মান্না নেমে আসত; আমাদের মোশি কিন্তু স্বর্গের দিকে হাত তুলে আমাদের শাশ্বত খাদ্য ব্যবস্থা করেন। সেই মোশি শৈল আঘাত করে তা থেকে জল প্রবাহিত করেছিলেন, এ মোশি ভোজনপাট স্পর্শ করেন এবং এ দিব্য ভোজনপাট আঘাত করে আত্মার উৎসধারা নির্গত করেন। এজন্যই ভোজনপাটটা জলের উৎসের মত মাঝখানেই বসান হয়, যাতে মেষগুলি সবদিক দিয়ে তার কাছে আসতে পারে ও পরিত্রাণদায়ী জলের উৎসের ধারে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

যখন আমাদের তেমন জলের উৎস, তেমন জীবন-ঝরনা ও তেমন ভোজনপাট রয়েছে যা অসংখ্য মঙ্গলদানের প্রাচুর্যে ও আত্মিক দানগুলির আতিশয্যে পূর্ণ, তখন এসো, সরল অন্তরে ও পবিত্র মনে এগিয়ে আসি, যেন প্রয়োজনের দিনে অনুগ্রহ ও দয়া পেতে পারি—আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট সেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রেরই অনুগ্রহ ও দয়া গুণে যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিতা ও জীবনদায়ী আত্মার কাছে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম হোক এখন ও চিরকাল যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১১:২৪-২৫, ২৬, ২৭ দ্রঃ

*প্র* বিশ্বাসে মোশি ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:

*উ* তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

*প্র* মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:

*উ* তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (২৬:১-১৯)

### আব্রাহাম-সন্তানদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি

তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ উত্তরাধিকার-রূপে তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি যখন সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করবে ও সেখানে বাস করবে, তখন, প্রভু যে দেশ তোমাকে দিতে যাচ্ছেন, তুমি সেই দেশে উৎপন্ন সকল ভূমির ফলের প্রথমাংশ থেকে কিছু কিছু নিয়ে ঝুড়িতে করে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন নামের আবাসরূপে যে স্থান বেছে নেবেন, সেইখানে যাবে। তুমি সেই সময়ে কার্যরত যাজকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে বলবে: আমি আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে স্বীকার করি যে, প্রভু যে দেশ আমাদের দেবেন বলে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন, আমি সেই দেশে প্রবেশ করেছি। তখন যাজক তোমার হাত থেকে সেই ঝুড়ি তুলে নিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে রাখবে, আর তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে এই কথা বলবে: আমার পিতা একজন ভবঘুরে আরামীয় ছিলেন; তিনি মিশরে গিয়ে সেখানে স্বল্প লোকদের সঙ্গে প্রবাসী হয়ে থাকলেন, এবং সেখানে মহৎ, পরাক্রমী ও বহুসংখ্যক জাতি হয়ে উঠলেন। মিশরীয়েরা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করল, আমাদের অবনমিত করল ও আমাদের মাথায় কঠোর দাসত্বের ভার চেপে দিল; তখন আমরা চিৎকার করে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে ডাকলাম, আর প্রভু আমাদের ডাক শুনলেন, তিনি দেখলেন আমাদের কষ্ট, আমাদের পরিশ্রম ও আমাদের অত্যাচার। প্রভু শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দেখিয়ে এবং নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে মিশর থেকে আমাদের বের করে আনলেন। তিনি আমাদের এই স্থানে নিয়ে এসেছেন, এবং এই দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী এই দেশ আমাদের দিয়েছেন। আর এখন, প্রভু, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি

দিয়েছ, তার ফলের প্রথমাংশ আমি আনছি। পরে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তা রেখে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে প্রণিপাত করবে; তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে ও তোমার ঘরের সকলকে যা কিছু মঙ্গল দান করেছেন, সেই সব কিছুতে তুমি, সেই লেবীয় ও তোমার মধ্যে বাস করে সেই প্রবাসী, এই তোমরা সকলেই আনন্দ করবে।

তৃতীয় বছরে, অর্থাৎ দশমাংশ-বর্ষে, তোমার আয়ের সমস্ত দশমাংশ তুলে নেওয়া শেষ করার পর তুমি যখন লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে তা দেবে যেন তারা তোমার নগরদ্বারের মধ্যে তা খেয়ে তৃপ্তি পায়, তখন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে একথা বলবে: তুমি যে সমস্ত আজ্ঞা আমাকে দিয়েছ, সেই অনুসারে আমার ঘরে পবিত্রীকৃত যা কিছু ছিল, তা আমি আমার ঘর থেকে বের করে লেবীয়কে, প্রবাসীকে, এতিমকে ও বিধবাকে দিয়েছি; তোমার কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি ও ভুলে যাইনি। আমার শোকের দিনে আমি তার কিছুই খাইনি, অশুচি অবস্থায় তার কিছুই তুলে নিইনি, এবং মৃতলোকের উদ্দেশে তার কিছুই দিইনি; আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; তুমি আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছ, আমি সেই অনুসারে ব্যবহার করেছি। তুমি তোমার পবিত্র আবাস থেকে, সেই স্বর্গ থেকে চেয়ে দেখ, তোমার জনগণ ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ কর, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে তোমার শপথ অনুসারে যে দেশভূমি আমাদের দিয়েছ, দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশকেও আশীর্বাদ কর।

আজ তোমার পরমেশ্বর প্রভু এই সকল বিধি ও নিয়মনীতি পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করছেন; তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই সমস্ত কথা সযত্নে মেনে চল ও পালন কর।

আজ তুমি প্রভুর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছ যে, তিনি হবেন তোমার পরমেশ্বর; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর বিধি, তাঁর আজ্ঞা ও তাঁর নিয়মনীতি সবই পালন কর, এবং তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও।

আজ প্রভু তোমার কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা পেয়েছেন যে, তাঁর কথামত তুমি হবে তাঁরই নিজস্ব জনগণ; অবশ্যই, তুমি যদি তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালন কর; তবে প্রশংসা, সুনাম ও মর্যাদা ক্ষেত্রে, তিনি তাঁর গড়া সমস্ত জাতির চেয়ে তোমাকেই ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত

করবেন, এবং তিনি যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই অনুসারে তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই এক জাতি হবে।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৯, ১০; দ্বিঃবিঃ ৭:৭, ৮ দ্রঃ

*প্র* তোমরাই সেই জাতি যাকে ঈশ্বর নিজের জন্য কিনেছেন, সেই তোমরা যারা এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

*উ* তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

*প্র* প্রভু তোমাদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন ও তোমাদের বেছে নিয়েছেন, এবং দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন।

*উ* তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' থেকে পাঠ (৮ম পুস্তক)

**মোশি ও বিধানের পরে খ্রিষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা**

প্রাক্তন সন্ধির নানা স্থানে খ্রিষ্ট-রহস্যের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এবং একপ্রকারে আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগেরই কথা বর্ণিত হয় যার মধ্যে ও যা দ্বারা আমরা সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্তি পেয়েছি যা আমাদের বিচলিত করতে পারছিল ও নিরাময়ের অতীত দুর্দশায় আমাদের নিক্ষিপ্ত করেছিল। সেই যে ব্যবস্থা, যা অনুসারে প্রতি সাত বছর ঋণ-শোধ করা হত, তাতে সার্বজনীন পরিশোধ-কালের দৃষ্টান্ত পূর্বপ্রদর্শিত ছিল; সেই কশাঘাত দণ্ড যে চল্লিশ কশাঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যেতে নেই (দ্বিঃবিঃ ২৫:৩ দ্রঃ), তাও ইঙ্গিত করে মাংসধারী একমাত্র পুত্রের সেই ব্যবস্থা-কাল, আমাদের পক্ষে সেই অতি প্রত্যাশিত কাল যখন *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম*। তিনি তো *আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন* (ইশা ৫৩:৫), যখন ইস্রায়েলীয়েরা তাঁকে নির্মম ভাবে অপমান করছিল ও পিলাত তাঁকে কশাঘাত করিয়েছিল—আর সেইসময় আমরা যত দণ্ড ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাচ্ছিলাম!

কেননা একসময় কশা দিয়ে পাপীকে বহু আঘাতে মারা হত, খ্রিষ্টকে কিন্তু আমাদের জন্যই কশাঘাত করা হল: যেহেতু তিনি সকলের হয়ে উপস্থিত হলেন, সেজন্য তিনি

যেমন সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, তেমনি সকলের জন্য তাঁকে কশাঘাতও করা হল।

সুতরাং কশাঘাত যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে চালিয়ে যাওয়া হবে, তা বিধান নিষেধ করত, যাতে খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত কোন দণ্ড অতিমাত্রায় না দেওয়া হয়: একপ্রকারে আঘাতগুলি বন্ধ করা হয়, ও একইসময় ঋণ-শোধের কাল পূর্বঘোষিত হয়। কেননা দৃষ্টান্তের মধ্যে সত্যের সৌন্দর্য নিহিত।

একথাও জানতে হবে যে, ঈশ্বরকে অপমান করেছিল বিধায় ইস্রায়েল চল্লিশ বছর প্রান্তরে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলেছিল; ঈশ্বর শপথ করে বলেছিলেন, তিনি প্রতিশ্রুত দেশে তাদের প্রবেশ করাবেন না; তবু একাল অতিবাহিত হলে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল, আর তাদের বংশধরেরা যর্দন পার হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করল, কেননা তাঁর অসন্তোষ চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে যায়নি। অতএব কশা দিয়ে কাউকে যে চল্লিশ আঘাতের ঊর্ধ্বে মারতে নেই, একথা সেই সবকিছুর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল; কেননা তেমন সংখ্যায় সেই ক্ষমার কাল জড়িত ছিল যা আমাদের যর্দনের আধ্যাত্মিক পারে চালিত করার কথা; আর শুধু তা নয়, আমরা চালিত হয়েছি সেই পাথুরে ছুরি তথা আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদনের কাছে, আর পরিশেষে যিশুর রাজ-অধিকারের কাছে: কেননা মোশি ও বিধানের পরে খ্রিষ্টই হয়ে উঠলেন আমাদের অগ্রনেতা।

শ্লোক - ইশা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪

প্র তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

উ তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-১৮, ৩৫)

## প্রান্তরে মান্না-বর্ষণ

সেসময় তারা এলিম থেকে শিবির তুলল, এবং মিশর দেশ থেকে তাদের চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল, তা এলিম ও সিনাইয়ের মাঝখানেই রয়েছে। মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁদের বলল, 'হায়, আমরা কেন মিশর দেশে প্রভুর হাতে মরিনি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছেই বসতাম, তৃপ্তির সঙ্গেই রুটি খেতাম। আর এখন তোমরা আমাদের বের করে এই উদ্দেশ্যেই এই মরুপ্রান্তরে এনেছ, যেন এই গোটা জনসমাবেশের সকলেই ক্ষুধায় মারা যায়!'

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য স্বর্গ থেকে রুটি বর্ষণ করতে যাচ্ছি; লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন দিনের খাবার কুড়াবে, যেন আমি তাদের যাচাই করে দেখতে পারি, তারা আমার বিধানমতে চলে কিনা। ষষ্ঠ দিনে তারা যা ঘরে আনবে, তা যখন প্রস্তুত করবে, তখন অন্যান্য দিনে তারা যতটা কুড়িয়ে আনে, তার দ্বিগুণ হবে।' তাই মোশি ও আরোন সকল ইস্রায়েল সন্তানকে বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় তোমরা জানবে যে, প্রভু তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন; আর আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে, কেননা প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আসলে আমরা কে যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে গজগজ কর?' মোশির একথার অর্থ এ ছিল: 'প্রভু সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের মাংস খেতে দেবেন, ও সকালে তোমাদের তৃপ্তিমতই রুটি দেবেন, কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে গজগজ করে তোমরা যা বলেছ, তা তিনি শুনেছেন। আমরা কে? তোমাদের গজগজানি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, প্রভুরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে।'

তখন মোশি আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বল, প্রভুর সামনে এগিয়ে এসো, কারণ তিনি তোমাদের গজগজানি শুনেছেন।' তখন এমনটি ঘটল যে, আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একথা বলছিলেন, এমন সময়

তারা মরুপ্রান্তরের দিকে মুখ ফেরাল; আর দেখ, মেঘটির মধ্যে প্রভুর গৌরব দেখা দিল।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের গজগজানি শুনেছি; তুমি তাদের বল, সূর্যাস্তের সময়ে তোমরা মাংস খাবে, ও সকালে তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে; তখন জানতে পারবে যে, আমি প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।' সন্ধ্যাবেলায় ভারুই পাখি উড়ে এসে গোটা শিবির ঢেকে দিল, এবং সকালে শিবিরের চারদিকে জমাট শিশির পড়ে ছিল। পরে সেই জমাট শিশির উবে গেলে, সেখানে, মরুভূমির বুকেই কী যেন একটা পাতলা ঝুরোঝুরো জিনিস পড়ে রইল—মাটির উপরে তুষারকণার মত পাতলা কোন কিছু। তা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একে অন্যকে বলল, 'ওটা কী?' কারণ তারা জানত না, জিনিসটা কি। তখন মোশি বললেন, 'ওটা সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। এবিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা এ: তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর লোকসংখ্যা অনুসারে এক একজনের জন্য এক হোমর পরিমাণে তা কুড়িয়ে নাও।' ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইমত করল: কেউ বেশি, কেউ অল্প কুড়িয়ে নিল। কিন্তু যখন তা হোমরে মাপা হল, তখন যে বেশি জড় করে নিয়েছিল, তার অতিরিক্ত হল না, এবং যে অল্প জড় করেছিল, তার কম পড়ল না: তারা প্রত্যেকে যে যতটা খেতে পারত, সেই অনুসারে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বছর—যতদিন না বসতি করার মত এক দেশে এসে পৌঁছল, ততদিন সেই মান্না খেল; কানান দেশের প্রান্তসীমায় এসে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মান্না খেল।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৬:২০; যোহন ৬:৩২

℣ স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,

℟ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

℣ মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন,

℟ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১৪০, ১-২)

## গোটা খ্রিষ্টদেহের যন্ত্রণাভোগ

*প্রভু, তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও* (সাম ১৪১:১ লাতিন পাঠ্য)। একথা আমরা সকলেই বলতে পারি। আমি তো তা বলি না, গোটা খ্রিষ্টই তা বলেন। তা কিন্তু আরও বিশেষভাবে দেহের হয়েই খ্রিষ্টের দ্বারা বলা হয়েছে, কেননা তিনি যখন এখানে ছিলেন, তখন দেহ ধারণ করতে করতেই প্রার্থনা করলেন, ও দেহের হয়েই তিনি পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন। আর তিনি প্রার্থনা করতে করতে তাঁর গোটা দেহ থেকে রক্তবিন্দু গড়িয়ে পড়ছিল, যেইভাবে সুসমাচারে লেখা আছে, খ্রিষ্ট *একান্ত প্রার্থনা করছিলেন, আর তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঘামছিল* (লুক ২২:৪৪ দ্রঃ)। গোটা মণ্ডলীর সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ ছাড়া গোটা দেহের এ রক্তক্ষরণ আর কীবা হতে পারে?

*প্রভু, তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও; আমি তোমাকে ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর* (সাম ১৪১:১)। তুমি যখন বলছিলে *আমি তোমাকে ডাকছি*, তখন কি মনে করছিলে, ডাকা-ব্যাপারটা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে? তুমি ডাকলেই বটে, তবু নিজেকে নিরাপদ মনে করো না। যদি কষ্ট শেষ হয়, ডাকাটাও শেষ হয়; কিন্তু মণ্ডলী ও খ্রিষ্টদেহের কষ্ট যদি জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত থেকে যায়, তাহলে *আমি তোমাকে ডাকছি, আমাকে সাড়া দাও* শুধু নয়, বরং একথাও বল, *আমি তোমাকে ডাকলেই শোন গো আমার কণ্ঠস্বর।*

*আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত, আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন* (সাম ১৪১:২)।

সাধারণ ব্যাখ্যাই এ বাণী মাথার সঙ্গে সম্পর্কিত, প্রতিটি খ্রিষ্টভক্ত একথা জানে; বস্তুতপক্ষে সন্ধ্যার শেষে ক্রুশবিদ্ধ প্রভু প্রাণ ত্যাগ করলেন—সেই যে প্রাণ তিনি আবার ফিরিয়ে নেবেন, কেননা তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা ত্যাগ করেননি। তবু এখানেও আমাদের একটি আভাস উপস্থিত, কেননা সেই ক্রুশে কীবা ঝুলছিল, যদি-না সেই মানবতা যা আমাদের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন? আর কেমন হতে পারে যে, পিতা ঈশ্বর মুহূর্তমাত্রও তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করে ফেলে রাখবেন যিনি

নিত্যই তাঁর সঙ্গে এক ঈশ্বর? তথাপি আমাদের দুর্বলতা সেই ক্রুশেই বিদ্ধ ক'রে—যেখানে, প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছে* (রো ৬:৬),—তিনি আমাদের নিজেদের মানবতার মুখ দিয়ে বলে উঠলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* (সাম ২২:১)।

অতএব প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, প্রভুর ক্রুশ, পরিত্রাণদায়ী বলির উৎসর্গ, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আহুতি, এই তো সান্ধ্য অর্ঘ্য। আপন পুনরুত্থানে তিনি সেই সান্ধ্য অর্ঘ্যকে প্রাতঃ নৈবেদ্যে পরিণত করলেন। সুতরাং ভক্তের শুদ্ধ হৃদয় থেকে যে প্রার্থনা উত্তোলিত, তা পবিত্র বেদি থেকে ধূপের মতই ঊর্ধ্বে উপনীত। প্রভুর সুবাসের চেয়ে মনোরম আর কিছুই নেই: যারা বিশ্বাসী, তারা তেমন সুবাস ছড়িয়ে দিক।

প্রেরিতদূত একথা বললেন, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি* (রো ৬:৬)।

**শ্লোক** - গা ২:১৯-২০

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে।

*উ* অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*প্র* এখন যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*উ* অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (২৯:১-৫, ৯-২৮)

**সন্ধি ভঙ্গ করে যারা তারা অভিশাপের বস্তু হবে**

মোশি গোটা ইস্রায়েলকে আহ্বান করলেন, এবং তাদের বললেন, 'প্রভু মিশর দেশে ফারাওর, তাঁর সকল পরিষদের ও সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে তোমাদের চোখের সামনে যা কিছু করেছেন, তা তোমরা দেখেছ—সেই মহা মহা পরীক্ষা যা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ, সেই সকল চিহ্ন ও সেই সকল অলৌকিক লক্ষণ! কিন্তু তবুও প্রভু আজ পর্যন্ত বুঝবার হৃদয়, দেখবার চোখ ও শুনবার কান তোমাদের দেননি। আমি চল্লিশ বছর মরুপ্রান্তরে তোমাদের চালনা করে আসছি; তোমাদের গায়ে তোমাদের পোশাক জীর্ণ হয়নি, তোমাদের পায়ে তোমাদের জুতোও জীর্ণ হয়নি; তোমরা রুটি খাওনি, আঙুররস বা উগ্র পানীয়ও পান করনি, যেন তোমরা জানতে পারতে যে, আমিই, প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর।

তোমরা আজ সকলে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছ—তোমাদের জননেতারা, তোমাদের গোষ্ঠীগুলো, তোমাদের প্রবীণগণ, তোমাদের অধ্যক্ষেরা, ইস্রায়েলের সকল পুরুষ, তোমাদের ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বধূরা, এবং তোমার শিবিরে নিবাসী যত বিদেশী, কাঠ কাটে যারা তাদের থেকে শুরু ক'রে জল বয়ে আনে যারা তাদের পর্যন্ত—সকলেই আছ, যেন তুমি অভিশাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করা তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেই সন্ধিতে প্রবেশ কর, যা তোমার পরমেশ্বর প্রভু আজ তোমার সঙ্গে এজন্যই স্থাপন করছেন, যেন তিনি আজ তোমাকে তাঁর নিজের উদ্দেশে এক জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ও নিজেই তোমার পরমেশ্বর হন—যেমনটি তিনি তোমাকে বলেছেন, আর যেমনটি তিনি তোমার পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে শপথ করেছিলেন। আমি এই সন্ধি ও এই অভিশাপ শুধু তোমাদেরই

কাছে জারি করছি, তা নয়; যারা আমাদের সঙ্গে আজ এখানে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই কাছে শুধু নয়, কিন্তু যারা আমাদের সঙ্গে আজ নেই, তাদেরও কাছে তা জারি করছি।

কেননা আমরা মিশর দেশে কেমন বাস করেছি, এবং যে জাতিগুলির মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি, তাদের মধ্য দিয়ে কেমন পার হয়ে এসেছি, তা তোমরা জান; তোমরা তো তাদের যত ঘৃণ্য বস্তু, তাদের মাঝে কাঠ, পাথর, রুপো ও সোনার সেই সব পুতুল দেখেছ। সুতরাং, এই জাতিগুলোর দেবতাদের সেবা করতে যাবার জন্য আজ তার আপন হৃদয়কে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে দূরে ফেরায়, এমন কোন পুরুষলোক, বা স্ত্রীলোক, বা গোত্র বা গোষ্ঠী তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে; বিষ বা সোমরাজ-জনক কোন শিকড় যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে। এই অভিশাপের কথা শুনে কেউ যদি নিজেকে ভুলিয়ে মনে মনে বলে, আমার নিজের হৃদয়ের জেদ অনুসারে চললেও আমার সমৃদ্ধি হবে, হ্যাঁ, "মাটি একবার জলসিক্ত হলে আর তৃষ্ণার্ত হয় না," তবে প্রভু তাকে ক্ষমা করবেন না, এমনকি তেমন মানুষের উপরে প্রভুর ক্রোধ ও তাঁর ঈর্ষা জ্বলে উঠবে, এবং এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ তার মাথায় এসে বসবে, এবং প্রভু আকাশের নিচ থেকে তার নাম মুছে দেবেন। এই বিধান-পুস্তকে লেখা সন্ধির সমস্ত অভিশাপ অনুসারে প্রভু ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠী থেকে তাকে পৃথক করে তার সর্বনাশ ঘটাবেন।

প্রভু সেই দেশের উপরে যে সমস্ত আঘাত ও রোগ ডেকে আনবেন, যখন ভাবী যুগের মানুষ, তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের সেই ছেলেরা, এবং দূরদেশ থেকে আগত বিদেশী তা দেখবে,—প্রভু তাঁর আপন ক্রোধে ও আক্রোশে যে সদোম, গমোরা, আদ্মা ও জেবোইম শহর উৎপাটন করেছিলেন, তার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক, লবণ ও দহনে ভরা হয়েছে, সেই ভূমিতে কিছুই বোনা যাবে না, সেই ভূমি কোন ফল দেবে না, সেই ভূমিতে কোন ঘাস হবে না—তারা এইসব কিছু দেখে যখন বলবে, এমনকি সকল দেশ যখন বলবে: প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে কেন এমনটি করলেন? এমন মহাক্রোশ জ্বলে ওঠার কারণ কী? তখন উত্তরে বলা হবে: কারণটা এই, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে আনবার সময়ে

তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, তারা সেই সন্ধি ত্যাগ করেছে; আরও, তারা গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা করেছে, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করেছে: এমন দেবতা যাদের তারা জানত না, এমন দেবতা যাদের তিনি তাদের জন্য ভাগ্যরূপে নিরূপণ করেননি; এজন্যই এই দেশের উপরে প্রভুর ক্রোধ এতই জ্বলে উঠল যে, এই পুস্তকে লেখা সমস্ত অভিশাপ দেশের উপরে আনা হল; প্রভু ক্রোধে, রোষে, মহাক্রোশে তাদের ভূমি থেকে তাদের উৎখাত করে অন্য দেশে ফেলে দিয়েছেন—ঠিক যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।

রহস্যাবৃত বিষয়গুলো আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অধিকার, কিন্তু প্রকাশিত বিষয়গুলো আমাদের ও যুগ যুগ ধরে আমাদের ছেলেদের অধিকার, আমরা যেন এই বিধানের সমস্ত বাণী পালন করতে পারি।'

**শ্লোক** - গা ৩:১৩-১৪; দ্বিঃবিঃ ৮:১৪

*প্র* খ্রিষ্ট আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ বিজাতীয়দের কাছে যায়,

*উ* আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

*প্র* ঈশ্বর মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকেই তোমাকে বের করে আনলেন,

*উ* আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬১:৩-৫১)

**যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল,**

**সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল**

ত্রাণকর্তার ক্ষতস্থানে ছাড়া দুর্বলদের জন্য কোথায় বা পরিত্রাণের নিশ্চিত জামিনদার ও অবিচল শান্তি পাওয়া যায়? আমি সেই ক্ষতস্থানে আশ্রয় নিই—আমি তত নিরাপদ, আমাকে ত্রাণ করতে তিনি যত পরাক্রমী। জগৎ কোলাহল করছে, দেহ নিজের ভার চাপাচ্ছে, শয়তান প্রবঞ্চনা করছে: আমি পড়ব না, কেননা আমি পাথরেই দৃঢ়স্থাপিত। আমি কি গুরুতম পাপ করেছি? আমার বিবেক উদ্বিগ্ন হবে, কিন্তু বিচলিত হবে না,

কেননা আমি প্রভুর ক্ষতস্থানের কথা স্মরণ করব। কেননা *তিনি আমাদের অন্যায়-অপরাধের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন* (ইশা ৫৩:৫ লাতিন পাঠ্য)। মারাত্মক এমন কী আছে যা খ্রিষ্টের মৃত্যু দ্বারা পরাজিত হয়নি? আমি যদি তেমন পরাক্রমী ও কার্যকারী প্রতিকার স্মরণ করি, তাহলে অমঙ্গলের গুরুত্ব দ্বারা নিজেকে সন্ত্রাসিত হতে দেব না। এজন্য ভুল করল সেই ব্যক্তি যে বলেছিল, *আমার অপরাধ এতই বড় যে, আমি ক্ষমা পাবার যোগ্য নই* (আদি ৪:১৩ লাতিন পাঠ্য)। সে একথা বলেছিল কেননা সে খ্রিষ্টের অঙ্গ ছিল না, আর তার কাছে খ্রিষ্টের পুণ্যকর্ম ছিল না যাতে করে সে, মাথার সঙ্গে সংযুক্ত অঙ্গ ব'লে, মনে করতে পারত বা বলতে পারত যে খ্রিষ্টের যা কিছু, তা তারও।

পক্ষান্তরে আমার যা অভাব, আমি তা ভরসার সঙ্গে খ্রিষ্টের অন্তর থেকেই গ্রহণ করি, কেননা তাঁর অন্তর দয়ায় ধনবান আর তাঁর দেহে ফাটলও রয়েছে যা থেকে আমার যা প্রয়োজন তা নির্গত হতে পারে—তারা তাঁর হাত-পা বিঁধে ফেলেছিল ও একটা বর্শা দিয়ে তাঁর বুকের পাশ বিদীর্ণ করেছিল। এ ফাটলগুলি থেকে আমি *পাথর থেকে নির্গত মধু ও চকমকি শৈল থেকে উদ্গত তেল* (দ্বিঃবিঃ ৩২:১৩) চুষে খেতে পারি, অর্থাৎ কিনা আমি আস্বাদন করতে ও দেখতে পারি *প্রভু কতই না মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯)।

তিনি শান্তির ভাব পোষণ করতেন, আর আমি তা জানতাম না; কেননা *কেবা জেনেছে প্রভুর মন? আর কেইবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* (রো ১১:৩৪)। কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ পেরেক আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে চাবিস্বরূপ, যাতে আমি দরজা খুলে প্রভুর ইচ্ছা দেখতে পারি। সেই ছিদ্র দিয়ে আমি কীবা দেখতে পাব? সেই পেরেক কথাটা চিৎকার করে বলে, সেই ক্ষতস্থান কথাটাও চিৎকার করে বলে: সত্যিই খ্রিষ্টে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান যিনি নিজের কাছে জগৎকে পুনর্মিলিত করেন।

সেই বর্শা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করে তিনি যেন আমার অসুস্থতার সমব্যথী হতে পারেন। দেহের ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে সেই হৃদয়ের রহস্য উন্মোচিত হয়, ভালবাসার মহা সাক্রামেন্ত তথা *আমাদের পরমেশ্বরের সেই স্নেহময় দয়া* প্রকাশিত হয়, *যে দয়ায় উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন* (লুক ১:৭৮)। কীভাবে দয়া ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়? তোমার ক্ষতগুলিতে ছাড়া আর কোথাও বা স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ পেতে পারত যে তুমি, প্রভু, মধুর, কোমলপ্রাণ ও দয়াপূর্ণ? মৃত্যুদণ্ডিতদের

জন্য যে আপন প্রাণ বিসর্জন দেয়, তার চেয়ে বেশি ভালবাসা আর কারও নেই। সুতরাং আমার পুণ্য হল প্রভুর দয়া; যতদিন তিনি দয়াপ্রকাশে ক্ষান্ত হবেন না, ততদিন আমার পুণ্যের অভাব হবে না; কেননা প্রভুর দয়া যদি অগণিত, আমিও তাহলে পুণ্যে ধনবান। আর আমি যদি বহু ও গুরুতম অপরাধে অপরাধী? কিন্তু *যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল* (রো ৫:২০)। আর যখন প্রভুর কৃপা অনাদিকাল থেকে চিরকালস্থায়ী (সাম ১০৪:১৩), তখন আমিও *প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল* (সাম ৮৯:২)।

আর আমার ন্যায্যতা? *প্রভু, আমি স্মরণে রাখব যে শুধু তুমিই ন্যায়বান* (সাম ৭১:১৬ দ্রঃ)। কিন্তু তোমার ন্যায্যতা আমারও ন্যায্যতা: অবশ্যই, কেননা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তায় তুমি আমার জন্য ন্যায্যতা হয়েছ (১ করি ১:৩০ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - রো ৫:১০, ৮

*প্র* আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম,

*উ* তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

*প্র* আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন,

*উ* তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৬)

## শৈল থেকে নির্গত জল

## আমালেকের সঙ্গে ইস্রায়েলের যুদ্ধ

ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলী সীন মরুপ্রান্তর থেকে শিবির তুলে প্রভুর আজ্ঞামত নানা স্থান হয়ে এগিয়ে চলল, আর রেফিদিমে গিয়ে শিবির বসাল; কিন্তু সেখানে লোকদের জন্য খাবার জল ছিল না। লোকেরা মোশির সঙ্গে ঝগড়া করল; তারা বলছিল, 'আমাদের জল খেতে দাও!' মোশি তাদের বললেন, 'কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ? কেন প্রভুকে পরীক্ষা করছ?' কিন্তু জনগণ সেই জায়গায় তেষ্টার জ্বালায় অস্থির হয়ে মোশির বিরুদ্ধে গজগজ করল; তারা বলল 'তুমি কেন আমাদের মিশর দেশের বাইরে নিয়ে এলে? এখন আমরা, আমাদের সন্তানেরা, ও আমাদের পশুরা তেষ্টার জ্বালায় মরতে বসেছি।' মোশি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'এই লোকদের নিয়ে আমি কী করব? আর একটু পরে এরা আমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলবে।' তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি লোকদের আগে আগে এগিয়ে যাও, ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণকেও সঙ্গে নাও; আর সেই যে লাঠি দিয়ে তুমি নদীতে আঘাত হেনেছিলে, তা হাতে করে এগিয়ে চল। দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সামনে দাঁড়াব; সেই শৈলে আঘাত হান, আর তা থেকে জল বেরিয়ে আসবে আর জনগণ তা খেতে পারবে।' মোশি ইস্রায়েলের প্রবীণদের চোখের সামনে সেইমত করলেন। তিনি সেই জায়গার নাম মাস্‌সা ও মেরিবা রাখলেন, কারণ ইস্রায়েল সন্তানেরা ঝগড়া করেছিল ও প্রভুকে এই বলে পরীক্ষা করেছিল: 'প্রভু কি আমাদের মধ্যে আছেন, না কি নেই?'

তখন আমালেকীয়েরা এসে রেফিদিমে ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল। মোশি যোশুয়াকে বললেন, 'তুমি আমাদের জন্য লোক বেছে নিয়ে আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়। আগামীকাল আমি পরমেশ্বরের লাঠি হাতে করে পর্বতচূড়ায় দাঁড়াব।' যোশুয়া মোশির কথামত কাজ করলেন, তিনি আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর একই সময়ে মোশি, আরোন ও হুর পর্বতচূড়ায় গিয়ে উঠলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, মোশি যখন হাত তুলে রাখতেন, তখন ইস্রায়েল জয়ী হত, কিন্তু মোশি

হাত নামালে আমালেক জয়ী হত। কিন্তু মোশির হাত ভারী হতে লাগল, তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন; এভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁর হাত দু'টো স্থির থাকল। যোশুয়া খড়্গের আঘাতে আমালেক ও তার লোকদের পরাজিত করলেন।

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে শোনাও, কারণ আমি আকাশের নিচ থেকে আমালেকের নাম নিঃশেষে মুছে ফেলব।' মোশি একটি বেদি গেঁথে তার নাম প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা রাখলেন। তিনি বললেন, 'প্রভুর জয়ধ্বজা হাতে ধর! আমালেকের বিরুদ্ধে প্রভুর যুদ্ধ পুরুষানুক্রমেই চলবে।'

**শ্লোক** - ইশা ১২:৩-৪; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

*প্র* তোমরা সানন্দে জল তুলে আনবে পরিত্রাণের উৎসধারা থেকে। সেদিন তোমরা বলবে:

*উ* প্রভুর প্রশংসা কর, কর তাঁর নাম।

*প্র* আমি তোমাদের যে জল দেব, সেই জলই তোমাদের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

*উ* প্রভুর প্রশংসা কর, কর তাঁর নাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক)

**খ্রিষ্টের আশ্চর্য কাজ**

মোশি একটা পর্বতে গিয়ে উঠলেন যেন সেখান থেকে যুদ্ধ ও সংগ্রামে যোশুয়ার ভাগ্যবান কীর্তি দেখতে পারেন। মোশি ঊর্ধ্বের দিকে হাত তুললে ইস্রায়েল বিজয়ী হত; তিনি হাত নামালে ইস্রায়েল নিঃশেষ হয়ে যেত ও আমালেক জয়ী হত।

স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হাত দু'টো ক্রুশেরই স্পষ্ট একটা প্রতীক। বস্তুতপক্ষে গোটা ইস্রায়েল শুধু নয়, কিন্তু খ্রিষ্টের অবমাননা তথা তাঁর পূজনীয় ক্রুশ সহ্য ক'রে যারা

খ্রিষ্টের অনুরূপ হওয়া মহা সম্মান বলে গণ্য করল, তারা সকলেও কোন মতে শয়তান দ্বারা বা ধ্বংসনকারী অন্য কোন শত্রু দ্বারা পরাজিত হতে পারে না।

একথাও লেখা আছে যে, মোশির হাত দু'টো ভারী হতে লাগল, তিনি কষ্ট করেই তা উচ্চ করে রাখতে পারতেন। *তাই ওঁরা একটা পাথর এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে বসলেন; একই সময়ে আরোন ও হুর একজন এক পাশে ও অন্যজন অন্য পাশে তাঁর হাত উচ্চ করে ধরে রাখলেন* (যাত্রা ১৭:১২)। খ্রিষ্টই কিন্তু সেই *যাচাই-করা মহামূল্যবান স্থিতমূল সংযোগপ্রস্তর* (ইশা ২৮:১৬) যার উপরে হাত প্রসারিত ক'রে অর্থাৎ ক্রুশ বহন ক'রে বিশ্রাম নেয় ইস্রায়েলের সেই সবচেয়ে বাধ্য ও নম্র মানুষেরা তথা অনুগ্রহের মনোনয়ন অনুসারে সেই ক্ষুদ্র অবশিষ্টাংশ মানুষ যারা স্থিতমূল ও সংরক্ষিত সেই খ্রিষ্ট দ্বারা, হুর ও আরোন যাঁর প্রতীক ছিলেন। সুতরাং খ্রিষ্টই সেই একমাত্র বিচারক ও যাজক যিনি অনুগ্রহে মনোনীত সেই ইস্রায়েলকে বিশ্বাস রক্ষার জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন। আমি মনে করি, এটিই ইশাইয়ার এ অনুপ্রাণিত বাণীর অর্থ: *সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছুটা লোককে অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, গমোরার সদৃশ* (ইশা ১:৯)। তবে যখন প্রতিরোধকারী সেই আমালেকের পতন হল, তখন প্রভু বললেন, *এর স্মরণার্থে তুমি একথা এক পুস্তকে লিখে রাখ, এবং যোশুয়ার কানে দাও* (যাত্রা ১৭:১৪)।

প্রকৃতপক্ষে এ প্রয়োজন ছিল, খ্রিষ্টের সেই আশ্চর্য কীর্তির কথা নিত্য ও চিরস্মরণীয় হবার জন্য পুণ্যবান সুসমাচার-রচয়িতাদের লেখায় স্থান পাবে। তাই প্রভু আদেশ দিলেন, সেই লেখাগুলো যেন যোশুয়ার কানে দেওয়া হয়, কেননা সেই পুণ্যবান পুরুষদের কর্মকীর্তি মনোনীত পাত্রের মতই খ্রিষ্টের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত। আমালেককে পরাভূত ও পরাজিত করে মোশি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি বেদি নির্মাণ করলেন ও তার নাম রাখলেন: *প্রভুই-আমার-জয়ধ্বজা* (যাত্রা ১৭:১৫)। এও খ্রিষ্টের প্রতীক, কেননা এসংসারের অধিপতিকে পরাভূত ক'রে, মৃত্যুর কর্তৃত্ব পদদলিত ক'রে ও আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত ও নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে তিনি আমাদের জন্য প্রভু ও জয়ধ্বজা হয়ে উঠলেন। অতএব সেই বেদি

ছিল খ্রিষ্টের প্রতীক, যাঁর বেলায় ‘আমার প্রভু, আমার জয়ধ্বজা’ নামটা সত্যিকারে আরোপণীয়।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৪, ৫; প্রেরিত ৪:১১

*প্র* জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

*উ* তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

*প্র* তিনিই সেই প্রস্তর যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

*উ* তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৩০:১-২০)

**নির্বাসন ও ক্ষমার প্রতিশ্রুতি**

আমি এই যে সমস্ত বাণী, অর্থাৎ যে আশীর্বাদ ও অভিশাপ, তোমার সামনে রাখলাম, তা যখন তোমার উপরে সিদ্ধিলাভ করবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে তাড়িয়ে দেবেন, সেখানে যখন তুমি তা মনে মনে ভাববে, তখন তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও, যেইভাবে আমি আজ তোমাকে আজ্ঞা দিচ্ছি—তোমাকে এবং তোমার ছেলেদের কাছে—তবে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার বন্দিদের ফিরিয়ে আনবেন, তোমাকে স্নেহ করবেন, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করেছেন, সেখান থেকে আবার তোমাকে সংগ্রহ করবেন। তোমার নির্বাসিত জনগণ আকাশের এক প্রান্তে থাকলেও তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেখান থেকে তোমাকে সংগ্রহ করবেন, সেখানে গিয়ে তোমাকে আদায় করবেন। হ্যাঁ, যে দেশ তোমার পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু সেই দেশে তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন, যেন তুমিও তা অধিকার কর: তিনি তোমার মঙ্গল করবেন, ও তোমার পিতৃপুরুষদের চেয়েও তোমার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি করবেন।

তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার ও তোমার বংশধরদের হৃদয় পরিচ্ছেদিত করবেন, যেন তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, আর তাতে বাঁচ। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার শত্রুদের উপরে, ও যারা তোমাকে ঘৃণা করবে ও নির্যাতন করবে, তাদের উপরেই এই সমস্ত অভিশাপ ফিরিয়ে দেবেন। তুমি মন ফেরাবে, প্রভুর প্রতি বাধ্য হবে, এবং আমি আজ তোমাকে তাঁর যে সমস্ত আজ্ঞা দিচ্ছি, তুমি তা পালন করবে। তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার

মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত হাতের কাজ, তোমার দেহের ফল, তোমার পশুর বাচ্চা ও তোমার ভূমির ফল বিষয়ে তোমাকে অধিক ঐশ্বর্যশালী করে তুলবেন, কেননা প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের নিয়ে যেমন আনন্দ করতেন, তেমনি তোমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় তোমাকে নিয়ে আনন্দ করবেন—অবশ্য, তুমি যদি এই বিধান-পুস্তকে লেখা তাঁর আজ্ঞাগুলো ও তাঁর বিধিগুলো পালনের জন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, যদি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফের।

কেননা আমি আজ এই যে আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করছি, তা তোমার পক্ষে দুরূহও নয়, তোমার আয়ত্তের অতীতও নয়। তা স্বর্গে নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে স্বর্গে আরোহণ করে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি; তা সমুদ্রের ওপারেও নয় যে তুমি বলবে, আমাদের জন্য কে সমুদ্র পার হয়ে তা আমাদের কাছে এনে শোনাবে যেন তা পালন করতে পারি। না, এই বাণী বরং তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে, তুমি যেন তা পালন কর।

দেখ, আমি আজ জীবন ও মঙ্গল এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল তোমার সামনে রাখলাম; কেননা আমি আজ তোমাকে তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাসতে, তাঁর সমস্ত পথে চলতে এবং তাঁর আজ্ঞা, তাঁর বিধি ও তাঁর নিয়মনীতি পালন করতে আজ্ঞা দিচ্ছি, তবেই তুমি বাঁচবে, বৃদ্ধি লাভ করবে, এবং অধিকার করার জন্য যে দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, সেই দেশে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পিছনে ফেরে, তুমি যদি কথা না শোন, ও অন্য দেবতাদের সামনে প্রণিপাত করতে ও তাদের সেবা করতে যদি নিজেকে পথভ্রষ্ট হতে দাও, তবে আজ আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, তোমাদের বিনাশ নিশ্চিত হবে, তোমরা অধিকার করার জন্য যে দেশভূমিতে প্রবেশ করতে যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে তোমরা দীর্ঘায়ু হবে না। আমি আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করে বলছি যে: আমি জীবন ও মৃত্যু, আশীর্বাদ ও অভিশাপ তোমার সামনে রাখলাম। তাই জীবন বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার: তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন, তিনিই তোমার পরমায়ু, যেন

প্রভু যে দেশভূমি তোমার পিতৃপুরুষদের, সেই আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে দেবেন বলে তাঁদের কাছে শপথ করেছিলেন, সেই দেশভূমিতে তুমি বাস করতে পার।

**শ্লোক** - যেরে ২৯:১৩-১৪; মথি ৭:৭

*প্র* তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে,

*উ* আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।

*প্র* খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

*উ* আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ নিম্ন জনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭)

**প্রভুকে ভালবাস ও তাঁর সমস্ত পথে চল**

*প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি* (সাম ২৭:১)। যিনি জানতেন কেমন করে, কোত্থেকে ও কার দ্বারা আলোকিত হচ্ছিলেন, তিনি সত্যিই ছিলেন মহান দাস। তিনি আলো দেখতে পাচ্ছিলেন—সূর্যাস্তের এ আলো নয়, বরং সেই আলো *যা কোন চোখ দেখেনি* (১ করি ২:৯)। তেমন আলোতে আলোকিত আত্মাগুলো পাপে পতিত হয় না, রিপুতেও লিপ্ত হয় না; কেননা প্রভু বলেছেন, *যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক* (যোহন ১২:৩৫)।

যিনি বললেন, *আমি আলো হিসাবেই এই জগতে এসেছি* (যোহন ১২:৪৬), যে দেখতে পারে সে যেন আর দেখতে না পারে, ও অন্ধরা যেন আলো পেতে পারে, তিনি নিজের বিষয়ে ছাড়া আর কোন্ আলোর কথা বলছিলেন? সুতরাং প্রভুই আমাদের আলো, তিনিই সেই ন্যায়-সূর্য যিনি সারাবিশ্বে বিস্তৃত আপন মণ্ডলীকে আলোকিত করলেন, ও যাঁর বিষয়ে নবী বলেছিলেন, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?*

যার অন্তর আলোকিত, সে হোঁচট খায় না, পথ থেকে দূরে সরে যায় না, সবকিছু সহ্য করে। যে কেউ দূর থেকে মাতৃভূমি দেখতে পায়, সে কষ্টের দিনে বলীয়ান, জাগতিক প্রতিকূলতার জন্যও সে অবসন্ন হয় না, সে বরং ঈশ্বরে স্থিতমূল: হৃদয় বিষণ্ন হলে সে সহিষ্ণু থাকে, এবং আপন বিনম্রতার জন্য সে ধৈর্যশীল। এই যে *সত্যকার আলো প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে* (যোহন ১:৯), যারা তাঁকে ভয় করে সেই আলো তাদের কাছে নিজেকে দান করে; যার মধ্যে ও যেখানে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, সেই আলো তারই মধ্যে ও সেইখানে প্রবেশ করে, এবং পুত্র যার কাছে তা প্রকাশ করতে চান, সেই আলো তারই কাছে নিজেকে প্রকাশ করে (মথি ১১:২৭ দ্রঃ)।

যে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় যথা অমঙ্গল অন্ধকার ও পাপ-ছায়ায় বসে ছিল, আলো ফুটলেই সে নিজেকে ঘৃণা করে, নিজ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে, অনুতাপ করে, লজ্জাবোধ করে, এবং বলে ওঠে, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?*

ভ্রাতৃগণ, মহা পরিত্রাণ! তেমন পরিত্রাণ ভঙ্গুরতা ভয় করে না, ক্লান্তিতে ভীত হয় না, দুঃখকষ্ট মানে না। সুতরাং পরিপূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে—জিহ্বা দিয়ে শুধু নয়, হৃদয় দিয়েও—আমাদের ঘোষণা করতে হবে, *প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?* তিনি আলো দান করেন, তিনি পরিত্রাণ সাধন করেন: কাকে ভয় করব? আসুক যত প্রলোভনের তমসা: প্রভুই তো আমার আলো। আসুক সেই প্রলোভন, তা ফলশূন্যই হবে; আমাদের হৃদয় আক্রমণ করুক, তাকে পরাজিত করতে অক্ষমই হবে। আসুক এলোমেলো ভাবাবেগের অন্ধতা: *প্রভুই আমার আলো।* তিনি নিজেই আমাদের শক্তি বিধায় আমাদের কাছে আত্মদান করেন: এসো, আমরাও তাঁর কাছে আত্মদান করি। যতক্ষণ সম্ভব, ততক্ষণ চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাও, তোমরা যখন যেতে চাইবে তখন যেন যাওয়াটা অসম্ভব না হয়।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৯:১০, ৪ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, পবিত্র স্বর্গধাম থেকে প্রজ্ঞা পাঠাও, সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,

*উ* তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

৵ আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,

৷৷ তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১৩-২৭)

## জনগণের উপরে বিচারকদের নিয়োগ

সেসময় মোশি লোকদের মধ্যে বিচার সম্পাদন করতে আসন নিলেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জনগণ মোশির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু, লোকদের প্রতি মোশি যা যা করেছিলেন, তা দেখে তাঁর শ্বশুর বললেন, 'লোকদের প্রতি তুমি এ কী করছ? কেন তুমি একাকী আসন নিয়ে থাক, আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে?' মোশি উত্তরে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, 'জনগণ তো পরমেশ্বরের অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য আমার কাছে আসে; তাদের কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তারা আমার কাছে আসে, আর আমি বাদী বিবাদীর মধ্যে বিচার সম্পাদন করি ও পরমেশ্বরের সমস্ত বিধিবিধান বিষয়ে তাদের অবগত করি।' মোশির শ্বশুর তাঁকে বললেন, 'না, তুমি যেভাবে করছ, তা ভাল না। শেষ মুহূর্তে তুমি ও তোমার সঙ্গে রয়েছে এই যে লোকেরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কারণ এই কাজ তোমার পক্ষে গুরুতর; তা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। এখন আমার কথা শোন: আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে যাচ্ছি, আর পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন! তুমি পরমেশ্বরের সামনে জনগণের পক্ষে দাঁড়াও ও পরমেশ্বরের কাছে তাদের সমস্যা উপস্থাপন কর, তাদের তুমি সমস্ত বিধিবিধান বুঝিয়ে দাও, এবং তাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য কাজ দেখাও। উপরন্তু তুমি গোটা জনগণের মধ্য থেকে এমন কার্যক্ষম ও ঈশ্বরভীরু মানুষ বেছে নাও, যাঁরা ন্যায়বান ও উৎকোচ-বিরোধী; তাঁদেরই তুমি লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত কর। তাঁরাই সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করুন: বড় বড় সমস্যা হলে তা তাঁরা তোমারই কাছে উপস্থাপন করুন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর সমস্যাগুলো তাঁরাই মিটিয়ে দিন; তোমার ভার লঘুতর হোক, আর তাঁরা তোমার সঙ্গে সেই ভার বহন করুন। তুমি এভাবে করলে ও পরমেশ্বর তেমন আজ্ঞা তোমাকে দিলে, তবে তুমি সহ্য করতে পারবে, এবং এই সকল লোকেও সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরে যাবে।'

মোশি তাঁর শ্বশুরের পরামর্শ মেনে নিলেন; তিনি যা কিছু বলেছিলেন, সেইমত কাজ করলেন। তাই মোশি গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের

উপরে তাঁদের সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা সবসময় লোকদের জন্য বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন: কঠিন সমস্যাগুলো মোশির কাছে উপস্থাপন করতেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর সমস্যাগুলোর বিচার নিজেরাই করতেন। পরে মোশি তাঁর শ্বশুরকে বিদায় দিলেন, আর তিনি নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

**শ্লোক** - গণনা ১১:২৫; যাত্রা ১৮:২৫

*প্র* প্রভু মেঘে নেমে এসে মোশির সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন:

*উ* আত্মা তাঁদের উপর অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীয় বাণী দিতে লাগলেন।

*প্র* মোশি গোটা ইস্রায়েলের মধ্য থেকে কার্যক্ষম মানুষ বেছে নিয়ে লোকদের উপরে দলপতি করে নিযুক্ত করলেন:

*উ* আত্মা তাঁদের উপর অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীয় বাণী দিতে লাগলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১২৭:১-৩)

**প্রকৃত প্রভুভয়**

*সুখী সেই সকলে, যারা প্রভুকে করে ভয়, যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে* (সাম ১২৮:১)। যতবার শাস্ত্রে প্রভুভয়ের কথা উল্লিখিত, ততবার আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, কথাটি এমনভাবে একাই কখনও উল্লিখিত নয়, যার ফলে বিশ্বাস-সিদ্ধির জন্য আমাদের পক্ষে তা কেমন যেন যথেষ্ট হতে পারে, বরং কথাটির সঙ্গে এমন শব্দগুলিও যোগ দেওয়া আছে বা তার আগে এমন শব্দগুলিও বসানো, যেগুলি থেকে প্রভুভয়ের মূল্যবোধ ও নিখুঁত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়—যেইভাবে আমরা সেই বাক্য থেকে জানতে পারি যা শলোমনের প্রবচন-মালায় লেখা আছে: *যদি সদ্বিবেচনা লাভের জন্য যাচনা কর, যদি সুবুদ্ধি লাভের জন্য চিৎকার কর, যদি রুপোর মতই তার অন্বেষণ কর, গুপ্ত ধনের মতই তার অনুসন্ধান কর, তবে প্রভুভয় বুঝতে পারবে* (প্রবচন ২:৩-৫)।

এতে আমরা দেখতে পাই কতগুলো ধাপ দিয়ে প্রভুভয়ে পৌঁছানো যেতে পারে। প্রথমে প্রজ্ঞাকে আহ্বান ক'রে সমস্ত উপলব্ধির কাজ জ্ঞানের হাতে তুলে দিতে হবে যাতে প্রজ্ঞার অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তবেই প্রভুভয় অনুধাবন করা যাবে। আর যা কিছু মানবযুক্তির সাধারণ নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা কিন্তু ভয়ের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

কেননা ভয় মানবীয় দুর্বলতার এমন একটা উদ্বেগ, যা মানুষ তখন অনুভব করে, যখন সে যা চায় না, নিজেরই ক্ষেত্রে যে তা ঘটবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। অপরাধের দণ্ডের জন্য, ক্ষমতাশালীর দাবি বা শক্তিশালীর আক্রমণের সামনে, অসুস্থতার দিনে, যে কোন অমঙ্গলজনিত কষ্টের ফলেই আমাদের অন্তরে তেমন ভয়ের উদয় হয়। সুতরাং তেমন ভয় আমাদের শিক্ষার বস্তু নয়, কেননা এ ভয় মানব দুর্বলতা থেকেই নির্গত। আর শুধু তাই নয়, কী কী ভয় করতে হবে, তাও এখানে শিখবার নেই, কারণ যা কিছু ভয়ঙ্কর তা নিজে থেকেই তার নিজের সন্ত্রাস আমাদের অন্তরে জোরপ্রয়োগে প্রবেশ করায়।

অন্যদিকে প্রভুভয় সম্বন্ধে লেখা আছে, *এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন, তোমাদের শেখাব প্রভুভয়* (সাম ৩৪:১২)। অতএব প্রভুভয় শেখানো হয় বিধায় তা শিখতে হবে। তেমন ভয় উদ্বেগে নয়, শিক্ষার যুক্তিতেই নিহিত; স্বাভাবিক সন্ত্রাসেও নয়, বরং আদেশপালনে, পুণ্য জীবনাচরণে ও সত্যজ্ঞানেই শিক্ষণীয়।

আমাদের বেলায় সমস্ত প্রভুভয় ঐশভালবাসায় স্থিত; এবং সিদ্ধ ভালবাসা এ ভয়কে নিখুঁত করে তোলে। এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকৃত কর্তব্য হল নির্দেশ মেনে নেওয়া, আদেশ পালন করা, প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখা। এসো, এবিষয়ে শাস্ত্রের বাণী শুনি: *এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর* (দ্বিঃবিঃ ১০:১২-১৩)।

আসলে প্রভুর পথ বহু, যদিও তিনি নিজেই একমাত্র পথ! আর যখন তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলেন, তখন নিজেকে পথ বলেন, এমনকি, কেনই বা তিনি নিজেকে পথ

বলেন তার যুক্তিও দেন: *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়* (যোহন ১৪:৬)।

সুতরাং বহু পথ পরীক্ষা করতে হবে, আবার বহু পথ যাচাই করতে হবে, যাতে বহু জ্ঞানযুক্তির সাহায্যে আমরা অনন্ত জীবনের সেই একমাত্র পথের সন্ধান পেতে পারি যা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। কেননা বিধানে বহু পথ, নবী-পুস্তকে বহু পথ, সুসমাচারে বহুবিধ পথ, প্রেরিতদূতদের পত্রে বহু পথ, আবার বিভিন্ন আদেশগুলিতেও বহু পথ রয়েছে—যারা প্রভুভয়ে এ সমস্ত পথে চলে, তারা সুখী।

**শ্লোক** - সিরা ২:১৬; লুক ১:৫০ দ্রঃ

*প্র* যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে;

*উ* আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর বাণীতে তৃপ্তি পায়।

*প্র* যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী;

*উ* আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর বাণীতে তৃপ্তি পায়।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৩১:১-১৫, ২৩)

## মোশির শেষ বাণী

মোশি গিয়ে গোটা ইস্রায়েলকে একথা বললেন; তিনি তাদের বললেন, 'আজ আমার বয়স একশ' কুড়ি বছর, আমি আর বাইরে যেতে ও ভিতরে আসতে পারছি না; তাছাড়া প্রভু আমাকে বলেছেন, তুমি এই যর্দন পার হবে না। তোমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পার হয়ে যাবেন; তিনি তোমার সম্মুখীন সেই জাতিগুলিকে বিনাশ করবেন আর তুমি তাদের অধিকার দখল করবে; যোশুয়াও তোমার আগে আগে পার হবে, যেমনটি প্রভু বলেছেন। প্রভু আমোরীয়দের রাজা সিহোন ও ওগ্-কে বিনাশ করে তাদের বিরুদ্ধে ও তাদের দেশের বিরুদ্ধে যেমন করেছেন, ওই জাতিগুলির বিরুদ্ধেও তেমনি করবেন। প্রভু তোমাদের হাতেই তাদের তুলে দেবেন, আর আমি যে সমস্ত আজ্ঞা তোমাদের দিয়েছি, সেই অনুসারেই তোমরা তাদের প্রতি ব্যবহার করবে। তোমরা বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, তাদের জন্য সন্ত্রাসিত হয়ো না, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু নিজেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন; তিনি তোমাদের ছাড়বেন না, তোমাদের ত্যাগ করবেন না।'

পরে মোশি যোশুয়াকে ডেকে গোটা ইস্রায়েলের সামনে তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস ধর, কেননা প্রভু এদের যে দেশ দেবেন বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছেন, সেই দেশে এই জনগণের সঙ্গে তুমিই প্রবেশ করবে, এবং তুমিই সেই দেশ এদের অধিকারে এনে দেবে। প্রভু নিজেই তোমার আগে আগে পথ চলবেন; তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, তোমাকে ত্যাগ করবেন না; ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না।'

মোশি এই বিধান লিপিবদ্ধ করলেন, এবং লেবি-সন্তান যাজকেরা, যারা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করত, তাদের ও ইস্রায়েলের সকল প্রবীণদের হাতে তা দিলেন। মোশি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'সাত সাত বছরের পরে, ক্ষমা-বর্ষের সময়ে, পর্ণকুটির পর্বে, যখন গোটা ইস্রায়েল তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবার জন্য তাঁর বেছে নেওয়া স্থানে যাবে, সেসময় তুমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে সকলেরই কাছে এই বিধান পাঠ করে শোনাবে। তুমি গোটা জনগণকে—পুরুষলোক, স্ত্রীলোক, ছেলেমেয়ে ও তোমার নগরদ্বারের মধ্যে বাস করে যত প্রবাসীকে একত্রে সমবেত করবে, যেন তারা শুনে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শেখে, এবং এই বিধানের সমস্ত বাণী সযত্নে পালন করে। তাদের ছেলেরা—যারা এখনও তা জানে না—তারা তা শুনবে, এবং যে দেশভূমি অধিকার করতে তোমরা যর্দন পার হয়ে যাচ্ছ, সেই দেশভূমিতে যতদিন জীবনযাপন করবে, ততদিন তারা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় করতে শিখবে।'

প্রভু মোশিকে বললেন, 'তোমার মৃত্যুর দিন এবার কাছে আসছে; যোশুয়াকে ডাক, এবং তোমরা দু'জনে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে এসে উপস্থিত হও, যেন আমি তাকে আমার আজ্ঞা দিতে পারি।' মোশি ও যোশুয়া গিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। প্রভু সেই তাঁবুতে এক মেঘস্তম্ভে দেখা দিলেন, আর মেঘস্তম্ভটি তাঁবুর প্রবেশদ্বারে স্থির থাকল।

পরে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়াকে তাঁর নিজের আজ্ঞা জানালেন ও তাঁকে বললেন, 'বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দেব বলে শপথ করেছি, সেই দেশে তুমিই তাদের নিয়ে যাবে; আর আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ৩১:৭, ৮; প্রবচন ৩:২৬

*প্র* বলবান হও, সাহস ধর, প্রভু নিজেই তো তোমার আগে আগে পথ চলবেন।

*উ* তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; ভয় করো না।

*প্র* স্বয়ং প্রভু হবেন তোমার নিরাপত্তা, তিনি ফাঁদ থেকে রক্ষা করবেন তোমার পদক্ষেপ।

*উ* তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; ভয় করো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন ফিশার-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১০১)

## ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকীর্তি

বহু আশ্চর্য কাজ পূর্বঘোষণা ও সাধন করার পর ঈশ্বর প্রথমে ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করলেন: শুষ্ক পায়ে তাদের লোহিত সাগর পার করালেন, প্রান্তরে স্বর্গ থেকে প্রেরণ করা খাদ্য দিয়ে, সেই মান্না ও ভারুই পাখি দিয়ে তাদের পুষ্টিসাধন করলেন, পিপাসিত জনগণের জন্য শৈল থেকে সনাতন জলের উৎস প্রবাহিত করলেন, আক্রমণকারী যত শত্রুদের উপর তাদের বিজয়ী করলেন, জলোচ্ছ্বাসের সময় এমনটি করলেন যেন যর্দন কিছুকালের মত উজানে বয়, ইস্রায়েলের গোষ্ঠী ও কুলের সংখ্যা অনুসারে প্রতিশ্রুত দেশকে ভাগ ভাগ করে বণ্টন করলেন। অথচ মানুষ ঈশ্বরের দেখানো তেমন ভালবাসা ও বদান্যতা সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ ও এসব কিছু বিস্মৃত হয়ে দেব-দেবীকে পূজার জঘন্য অপরাধে বারবার অপরাধী হওয়ায় ঐশমাহাত্ম্য-সেবা ত্যাগ করল, অস্বীকারও করল।

পরবর্তীকালে আমরাও, *যারা বিধর্মী হওয়ার সময়ে বোবা দেবমূর্তির দিকে নিজেদের আকর্ষিত হতে দিতাম* (১ করি ১২:২), স্বভাবের জোরে যে নিকৃষ্ট জলপাইগাছের অংশ ছিলাম তা থেকে ছিন্ন হয়ে তাঁর দ্বারা ইহুদী জাতির সত্যকার জলপাইগাছের সঙ্গে কলমের মত সংযুক্ত হয়ে তার অনুগ্রহপূর্ণ মূলের সহভাগী হয়ে উঠলাম। পরিশেষে তিনি *নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন* (রো ৮:৩২)—*নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপেই সঁপে দিলেন* (এফে ৫:২)—*তিনি যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন এবং নিজের জন্য এমন শুচিশুদ্ধ জনগণকে গড়ে তুলতে করেন যারা তাঁরই নিজস্ব সম্পদ* (তীত ২:১৪ লাতিন পাঠ্য)।

এসব কিছু অসার কথা নয় বরং আমাদের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা ও দয়ার নিশ্চিততম প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যারা অকৃতজ্ঞ মানুষ, এমনকি অকৃতজ্ঞতার যত সীমা অতিক্রম করতে বিজ্ঞই মানুষ, আমরা যে শুধু তাঁর ভালবাসায় মূল্য দিই না ও তাঁর মঙ্গলদানের মহত্ত্ব স্বীকার করি না এমন নয়, আমরা বরং তেমন বহু মঙ্গলদানের প্রণেতা ও দাতাকেও প্রত্যাখ্যান করি, তাঁকে প্রায় ঘৃণাও করি। হ্যাঁ, আমরা যেন জীবনাচরণে

তাঁর পবিত্রতম আদর্শের অনুরূপ হই, পাপীদের প্রতি নিত্য বর্ষিত তত দয়ার প্রাচুর্যও আমাদের উদ্দীপ্ত করতে যথেষ্ট নয়! এজন্য এসব কিছু নতুন যুগের মানুষের জন্য তাঁর কর্মকীর্তির চিরস্মৃতি রূপে লিখিত হবার যোগ্য, পরবর্তীকালে যারা খ্রিষ্টিয়ান নাম বহন করবে তারা সকলে যেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মহাপ্রেমের কথা জেনে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করতে কখনও ক্ষান্ত না হয়।

**শ্লোক** - সাম ৬৮:২৭; ৯৬:১

*প্র* তোমাদের জনসমাবেশে তোমরা পরমেশ্বরকে বল ধন্য,

*উ* ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।

*প্র* প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও সমগ্র পৃথিবী।

*উ* ইস্রায়েলের উদ্ভবের সময় থেকেই প্রভুকে বল ধন্য।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-১৯; ২০:১৮-২১)

## সন্ধি প্রস্তাব

## সিনাই পর্বতে প্রভুর আত্মপ্রকাশ

মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার পর তৃতীয় অমাবস্যায়, ঠিক সেই দিনেই, তারা সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল। তারা রেফিদিম থেকে শিবির তুলে সিনাই মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছলে সেই মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল; ইস্রায়েল পর্বতের ঠিক সামনেই শিবির বসাল।

তখন মোশি পরমেশ্বরের কাছে উঠে গেলেন, আর প্রভু পর্বত থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি যাকোবকুলকে একথা বলবে, ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে একথা ঘোষণা করবে: আমি মিশরীয়দের প্রতি যা করেছি, তা তোমরা নিজেরাই দেখেছ; এও দেখেছ, কীভাবে আমি ঈগলের পাখায়ই তোমাদের বহন করে আমার কাছে নিয়ে এসেছি। এখন, তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার! আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ। এই সমস্ত কথা তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের বলবে।'

তখন মোশি এসে জনগণের প্রবীণবর্গকে আহ্বান করলেন, ও প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, সেই সকল কথা তাদের জানিয়ে দিলেন। লোকেরা সবাই মিলে উত্তর দিল: 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সমস্তই করব।' মোশি প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন। তখন প্রভু মোশিকে বললেন: 'দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার কাছে আসছি, তোমার সঙ্গে যখন কথা বলব, তখন লোকেরা যেন শুনতে পায়, এবং চিরকাল ধরে তোমাতে বিশ্বাস রাখতে পারে।' মোশি প্রভুর কাছে লোকদের কথা জানিয়ে দিলেন।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'লোকদের কাছে যাও, আজ ও আগামীকাল তারা নিজেদের পবিত্রিত করুক, নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিক আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হোক; কেননা তৃতীয় দিনে প্রভু সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে সিনাই পর্বতের উপরে নেমে

আসবেন। তুমি লোকদের চারপাশে সীমা স্থির করে একথা বলবে, সাবধান, তোমরা পর্বতে আরোহণ করো না বা তার সীমা পর্যন্তও স্পর্শ করো না; যে কেউ পর্বত স্পর্শ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কোন হাত তাকে স্পর্শ করবে না: তাকে পাথরাঘাতে মরতে হবে বা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হতে হবে; পশু হোক বা মানুষ হোক, সে বাঁচবে না! যখন তুরি দীর্ঘধ্বনি দেবে, তখন তারা পর্বতে উঠবে।' মোশি পর্বত থেকে নেমে লোকদের কাছে এসে সকলকে নিজেদের পবিত্রিত করতে বললেন, এবং তারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিল। পরে তিনি লোকদের বললেন, 'তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেয়ো না।'

তৃতীয় দিনে ভোর হতেই শোনা গেল বজ্রধ্বনি, দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ উপস্থিত হল, বেজে উঠল দীর্ঘতম তুরিধ্বনি: শিবিরের সমস্ত লোক কাঁপতে লাগল। মোশি লোক সকলকে শিবিরের মধ্য থেকে পরমেশ্বরের দিকে নিয়ে গেলেন, আর তারা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রইল। সিনাই পর্বত সম্পূর্ণই ধূমময় ছিল, কেননা প্রভু তার উপরে আগুনের মধ্যেই নেমে এসেছিলেন, আর তার ধূম অগ্নিকুণ্ডের ধূমের মত ঊর্ধ্বে উঠছিল আর সমস্ত পর্বত প্রচণ্ড ভাবে কাঁপছিল। তুরিধ্বনির শব্দ তীব্রতম হতে হতে মোশি কথা বলছিলেন ও পরমেশ্বর এক কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন।

গোটা জনগণ সেই বজ্রনাদ, বিদ্যুৎ-ঝলক, তুরিধ্বনি ও ধূমময় পর্বত দেখতে পাচ্ছিল। তা দেখে জনগণ সন্ত্রাসিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। তারা মোশিকে বলল, 'তুমিই বরং আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, নইলে আমরা মারা পড়ব।' মোশি তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদের যাচাই করতে এসেছেন, যেন তাঁর ভয় সবসময়ই তোমাদের সামনে থাকলে তা পাপ থেকে তোমাদের দূরে রাখে।' তাই জনগণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল, আর এর মধ্যে মোশি সেই ঘোর তমসার দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর ছিলেন।

**শ্লোক** - যাত্রা ১৯:৫, ৬; ১ পি ২:৯ দ্রঃ

*প্র* তোমরা যদি আমার প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য হয়ে আমার সন্ধি পালন কর, তবে সকল জাতির মধ্যে তোমরাই হবে আমার নিজস্ব অধিকার।

*উ* আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।

*প্র* তোমরাই সেই মনোনীত বংশ, সেই রাজকীয় যাজকসমাজ, সেই পবিত্র জনগণ, সেই জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন।

*উ* আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১৬:২-৫)

**প্রভুর সন্ধি**

দ্বিতীয় বিবরণে মোশি জনগণকে বলেন, *তোমার পরমেশ্বর প্রভু হোরেবে এক সন্ধি স্থির করেছেন। আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তো প্রভু সেই সন্ধি করেননি, কিন্তু তোমাদের সকলেরই সঙ্গে করেছেন* (দ্বিঃবিঃ ৫:২-৩)।

তবে কেনই বা তিনি পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সেই সন্ধি স্থাপন করেননি? কারণ *বিধান ধার্মিকদের জন্য স্থাপিত হয়নি* (১ তি ১:৯)। পিতৃপুরুষেরা ধার্মিকই ছিলেন—তাঁদের নিজেদের হৃদয়ে ও প্রাণেই তো দশ আজ্ঞার গুণ লেখা ছিল—কেননা তাঁরা যিনি তাঁদের গড়েছিলেন তাঁকে ভালবাসতেন ও প্রতিবেশীর প্রতি দুষ্কর্ম করা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতেন; ফলে তাঁদের অন্তরে বিধানের ন্যায্যতা ছিল বিধায় সংস্কারমূলক নিয়ম দ্বারা তাঁদের ভর্ৎসনা করা কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু, যখন ঈশ্বরের প্রতি এ ন্যায্যতা ও ভালবাসা বিস্মরণে পতিত হল ও মিশরে নিঃশেষিত হল, তখনই প্রয়োজন হল, মানুষের প্রতি আপন অগাধ প্রসন্নতার খাতিরে ঈশ্বর আপন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেন। আপন পরাক্রমে তিনি মিশর থেকে জনগণকে বের করে আনলেন যাতে মানুষ পুনরায় ঈশ্বরের শিষ্য ও অনুসারী হতে পারে; যারা তাঁকে শুনত না, তিনি তাদের শাস্তি দিলেন, তারা যেন যিনি তাদের গড়েছিলেন তাঁকে অবজ্ঞা না করে।

মান্না দানেও তাদের পুষ্টিসাধন করলেন, তারা যেন আত্মিক একটা খাদ্য পেতে পারে, যেইভাবে মোশি দ্বিতীয় বিবরণে বলেছিলেন: *তিনি তোমাকে সেই মান্নায় পরিপুষ্ট করলেন, যা তোমার অজানা ছিল, তোমার পিতৃপুরুষদেরও অজানা ছিল, যেন তিনি তোমাকে বোঝাতে পারেন যে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু প্রভুর মুখ থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তাতেই মানুষ বাঁচে* (দ্বিঃবিঃ ৮:৩)।

তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার কথা শেখালেন, ও তাদের মনের মধ্যে সেই ন্যায্যতার কথা সঞ্চার করলেন যা প্রতিবেশীর প্রতি দেখানো উচিত যাতে মানুষ ঈশ্বরের সামনে অপরাধী ও অযোগ্য না হয়; এভাবে দশ আজ্ঞার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক লাভের উদ্দেশ্যে মানুষের পূর্বপ্রস্তুতি সাধন করছিলেন—এসব কিছুতে মানুষেরই উপকার হচ্ছিল, তবু একইসময় ঈশ্বরের এমন কোন অভাব ছিল না যা মানুষ পূরণ করবে। তাছাড়া এসব কিছু মানুষকে গৌরবমণ্ডিতও করছিল, কেননা তার যা অভাব ছিল, যথা ঈশ্বরের বন্ধুত্ব, তা তাকে দেওয়া হচ্ছিল, তবু একইসময় ঈশ্বরকে কিছুই দেওয়া হচ্ছিল না, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে মানুষের ভালবাসা প্রয়োজন ছিল না।

মানুষই বরং ঈশ্বরের গৌরবের অভাবী ছিল, যে গৌরব সে কোন উপায়েই পেতে পারছিল না সেই বাধ্যতার মধ্য দিয়ে ছাড়া, যা তাঁর প্রতি দেখানো দরকার। এজন্যই মোশি জনগণকে আবার বলেন, *জীবন বেছে নাও, যেন তুমি ও তোমার বংশ বাঁচতে পার: তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, কেননা তিনিই তোমার জীবন, তিনিই তোমার পরমায়ু* (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৯, ২০)। তেমন জীবনলাভের উদ্দেশে মানুষকে প্রস্তুত করার জন্য প্রভু নিজে স্বকণ্ঠেই সকলের জন্য নির্বিশেষেই দশ আজ্ঞা ঘোষণা করলেন; আর এজন্যই যখন তিনি মাংসগত ভাবে এলেন, তখনও সেই বাণীগুলো বিস্তারিত ও বর্ধিত হয়ে কিন্তু সঙ্কুচিত না হয়ে আমাদের মাঝে থেকে গেল।

তবু দাসত্ব-অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত আদেশগুলি তিনি তাদের জ্ঞান বা গঠনের যোগ্যতা অনুসারেই মোশি দ্বারা জনগণের কাছে আদেশ করেছিলেন; যেইভাবে মোশি

নিজে বলেন, *সেসময় প্রভু আমাকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, আমি তোমাদের তেমনি বিধি ও নিয়মনীতি শিখিয়েছিলাম* (দ্বিঃবিঃ ৪:৫)।

এজন্য দাসত্ব-কালে ও প্রতীকরূপে যা কিছু তাদের দেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনতার নবসন্ধিতে তা বাতিল হয়ে গেল; কিন্তু মানবপ্রকৃতি ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত যা কিছু সকলের জন্য প্রযোজ্য, তা তিনি বর্ধিত ও প্রসারিত করলেন মানুষের কাছে বিনামূল্যে ও প্রাচুর্যের সঙ্গে দত্তকপুত্রত্ব দানে, মানুষ যেন পিতা ঈশ্বরকে জানতে পারে, সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে পারে ও বিনা আপত্তিতে তাঁর ঐশবাণীর অনুসরণ করতে পারে।

## শ্লোক

℣ ঈশ্বরের দাস মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত উপবাস পালন করলেন,

℟ তিনি যেন প্রভুর বিধান পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

℣ প্রভুর কাছে সিনাই পর্বতে আরোহণ করে মোশি সেখানে চল্লিশদিন চল্লিশরাত ছিলেন,

℟ তিনি যেন প্রভুর বিধান পাবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - দ্বিতীয় বিবরণ থেকে পাঠ (৩২:৪৮-৫২; ৩৪:১-১২)

## মোশির মৃত্যু

সেদিন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি আবারিমের এই পর্বতে, মোয়াব দেশের এই নেবো পর্বতে ওঠ, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত; এবং আমি ইস্রায়েল সন্তানদের অধিকাররূপে যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেই কানান দেশের দিকে চেয়ে দেখ। তোমার ভাই আরোন যেমন হোর পর্বতে মরল ও তার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হল, তেমনি তুমি যে পর্বতে উঠবে, তুমি সেখানে মরবে ও তোমার আপন লোকদের সঙ্গে মিলিত হবে; কেননা সীন মরুপ্রান্তরে কাদেশের সেই মেরিবার জলাশয়ের ধারে তোমরা ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলে, কারণ ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করনি। তুমি বাইরে থেকেই দেশটি দেখবে, কিন্তু আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি, সেখানে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।'

মোশি মোয়াবের সমতল ভূমি ছেড়ে পিস্গা পর্বতশ্রেণির সেই নেবো পর্বতে গিয়ে উঠলেন, যা যেরিখোর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত। প্রভু তাঁকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলেয়াদ, এবং সমস্ত নেফ্তালি, এফ্রাইম ও মানাশের অঞ্চলটি, এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যুদার সমস্ত অঞ্চলটি, এবং নেগেব অঞ্চলটি, ও জোয়ার পর্যন্ত খেজুরপুর সেই যেরিখো-উপত্যকার অঞ্চলটি দেখালেন। প্রভু তাঁকে বললেন, 'এ সেই দেশ, যে দেশের বিষয়ে আমি আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে শপথ করে বলেছিলাম: আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব। এখন আমি তোমাকে তোমার নিজের চোখেই তা দেখবার সুযোগ দিলাম, কিন্তু তুমি নদী পার হয়ে সেখানে প্রবেশ করবে না।'

প্রভুর আদেশ অনুসারে প্রভুর দাস মোশি সেইখানে, সেই মোয়াব দেশেই মরলেন; [প্রভু] তাঁকে মোয়াব দেশের সেই উপত্যকায় সমাধি দিলেন, যা বেথ্-পেওরের ঠিক উল্টো দিকে অবস্থিত: কিন্তু তাঁর সমাধিস্থান কোথায়, আজ পর্যন্ত কেউই তা জানে না। মোশির যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' কুড়ি বছর; তাঁর চোখ তখনও ক্ষীণ হয়নি, তাঁর তেজও তখনও হ্রাস পায়নি।

ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির জন্য মোয়াবের সমতল ভূমিতে ত্রিশ দিন বিলাপ করল; এইভাবে মোশির মৃত্যুশোকের জন্য তাদের নির্ধারিত বিলাপের দিনগুলি পূর্ণ হল।

নূনের সন্তান যোশুয়া প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁর উপরে হাত রেখেছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হয়ে মোশিকে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে ব্যবহার করল।

মোশির মত কোন নবী ইস্রায়েলের মধ্যে আর কখনও আবির্ভূত হননি; হ্যাঁ, তিনি প্রভুকে মুখোমুখিই চিনতেন; প্রভু তাঁকে মিশর দেশে ফারাওর বিরুদ্ধে, তাঁর সকল পরিষদ ও তাঁর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে কেমন চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাতে পাঠিয়েছিলেন! সত্যি, মোশি পরাক্রান্ত হাতের অধিকারী ছিলেন, ছিলেন গোটা ইস্রায়েলের চোখে মহা আতঙ্কের পাত্র।

শ্লোক - সিরা ৪৫:১-৩; প্রেরিত ৭:৩৫

℣ মোশি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসার পাত্র, তাঁর স্মৃতি আশিসে ভূষিত। ঈশ্বর গৌরবদানে তাঁকে পবিত্রজনদের সমান করলেন;

℟ তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা অভিভূত হল; তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন।

℣ ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা ঈশ্বর তাঁকেই জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন;

℟ তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা অভিভূত হল; তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (১৮, ২২)

## মৃত্যু-রহস্য

মৃত্যুর সামনে মানবদশা-রহস্য গভীরতম হয়ে ওঠে। দুঃখযন্ত্রণা ও দৈহিক অবক্ষয়ের অগ্রগতির চিন্তায় শুধু নয়, বরং অধিকতর মাত্রায় চিরবিলুপ্তির সন্ত্রাসেও মানুষ অবসন্ন। তবু তার হৃদয়ের বোধশক্তি গুণে সে তখন সঠিকভাবেই বিচার করে, যখন আপন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ ও চরম বিলোপের কথায় সে ঘৃণা বোধ ক'রে তা প্রত্যাখ্যান করে। চিরন্তনতার যে বীজ সে নিজের অন্তরে বহন করে, তা বস্তু-পদার্থেই মাত্র পর্যবসিত না হওয়ায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অধিক উপযোগী হয়েও প্রযুক্তির সমস্ত প্রচেষ্টা মানুষের উদ্বেগ মেটাতে অক্ষম: জীববিজ্ঞানের সহায়তায় জীবনের আয়ু যতই প্রসারিত করা যেতে পারে না কেন, তাও সেই পরজীবনেরই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অক্ষম যা তার হৃদয়ের অপরিহার্য অংশস্বরূপ।

যদিও মৃত্যুর সামনে যে কোন ধারণা নিঃশেষিত হয়ে পড়ে, তবু মণ্ডলী ঐশপ্রকাশের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে, মানুষ পার্থিব দুর্দশার সীমার অতীত এমন মঙ্গলময় লক্ষ্যের উদ্দেশেই ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। উপরন্তু সেই যে দৈহিক মৃত্যু যা থেকে পাপ না করলে মানুষ মুক্ত হয়ে থাকত, খ্রিষ্টবিশ্বাস শিক্ষা দেয় সেই মৃত্যু পরাজিত হবেই যখন সর্বশক্তিমান ও করুণাময় ত্রাণকর্তা দ্বারা মানুষ পাপের দরুন হারানো আদি-সুখে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান করলেন ও করছেন সে যেন অক্ষয়শীল ঐশজীবনের চিরসহভাগিতায় তার গোটা স্বরূপ নিয়েই তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তেমন বিজয় খ্রিষ্ট তখনই লাভ করলেন যখন আপন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে মৃত্যু থেকে মুক্ত করতে জীবনে পুনরুত্থান করলেন। সুতরাং চিন্তাশীল যে কোন মানুষের কাছে বিশ্বাস গুরুতর যুক্তির সঙ্গে নিজেকে অর্পণ ক'রে ভাবী দশা সংক্রান্ত তার সেই উদ্বেগপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর নিবেদন করে; একইসময় বিশ্বাস মানুষকে মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রিত প্রিয়জনদের সঙ্গে খ্রিষ্টে সহভাগিতা করার সুযোগ দেয়, এই প্রত্যাশা দান ক'রে যে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তারা প্রকৃত জীবন লাভ করেছে।

বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, এমনকি মৃত্যুও ভোগ করা খ্রিষ্টভক্তের প্রয়োজন ও কর্তব্য বটে, কিন্তু পাস্কা-রহস্যের অংশীদার হয়ে ও খ্রিষ্টের মৃত্যুর অনুরূপ হয়ে সে পুনরুত্থানের দিকে আশায় স্থিতমূল হয়ে এগিয়ে যাবে।

শুধু খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বেলায় নয়, বরং যাদের অন্তরে অনুগ্রহ অদৃশ্য ভাবে সক্রিয়, সেই সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। কেননা খ্রিষ্ট সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করায় ও মানুষের আহ্বান শেষ পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে এক, যথা ঐশ্বরিক হওয়ায়, আমাদের ধরে নিতে হবে যে, ঈশ্বর যেইভাবে জানেন, সেই অনুসারে পবিত্র আত্মা সকলকেই পাস্কা-রহস্যের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দান করেন।

এই তো সেই মানব-রহস্যের মাহাত্ম্য যা খ্রিষ্টীয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত। সুতরাং সুসমাচারের বাইরে যে দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু-প্রহেলিকা আমাদের জর্জরিত করে থাকে, খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ও খ্রিষ্টের মধ্যে তা আলোময় হয়ে ওঠে। আপন মৃত্যুতে মৃত্যুকে ধ্বংস করে খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন ও আমাদের জীবন দান করেছেন, পুত্রের মধ্যে পুত্র এই আমরা যেন পবিত্র আত্মায় বলে উঠতে পারি: *আব্বা, পিতা* (গা ৪:৬)।

**শ্লোক** - সাম ২৭:১; ২৩:৪

*প্র* প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ; কাকে ভয় করব আমি?

*উ* প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ; কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

*প্র* মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ।

*উ* প্রভুই আমার জীবনের আশ্রয়দুর্গ; কার্ ভয়ে কম্পিত হব আমি?

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-১৭)

## সিনাই পর্বতে বিধান উপস্থাপিত

সেসময়, পরমেশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন, 'আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে!

তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না; উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি করবে না। তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না; কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না; যারা আমাকে ঘৃণা করে, তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি—তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত; কিন্তু যারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, আমি সহস্র পুরুষ পর্যন্তই তাদের প্রতি কৃপা দেখাই।

তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তাঁর নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।

শাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখ। পরিশ্রম করার জন্য ও তোমার যাবতীয় কাজ করার জন্য তোমার ছ' দিন আছে; কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শাব্বাৎ: সেদিন তুমি কোন কাজ করবে না—তুমিও নয়, তোমার ছেলেমেয়েও নয়, তোমার দাসদাসীও নয়, তোমার পশুও নয়, তোমার সঙ্গে বাস করে এমন প্রবাসী মানুষও নয়; কেননা প্রভু ছ'দিনে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন; এজন্য প্রভু শাব্বাৎকে আশীর্বাদ করেছেন ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।

তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে যে দেশভূমি দিচ্ছেন, সেই দেশভূমিতে তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও।

নরহত্যা করবে না।

ব্যভিচার করবে না।

অপহরণ করবে না।

তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভ করবে না। প্রতিবেশীর স্ত্রী, তার দাসদাসী, তার বলদ-গাধা, তার কোন কিছুরই প্রতি লোভ করবে না।'

**শ্লোক** - সাম ১৯:৮, ৯; রো ১৩:৮, ১০

*প্র* প্রভুর বিধান নিখুঁত, প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে; প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য, সরলমনাকে প্রজ্ঞাবান করে।

*উ* প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

*প্র* পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণ সার্থক করেছে: ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

*উ* প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'সংসার থেকে পলায়ন' থেকে পাঠ (৬:৩৬; ৭:৪৪; ৮:৪৫; ৯:৫২)

**যিনি আমাদের একমাত্র মঙ্গল, এসো, তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি**

যেখানে মানুষের হৃদয়, সেখানে তার ধনও রয়েছে; কেননা যারা তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাদের কাছে মঙ্গলদান দিতে কখনও অস্বীকার করেন না। সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর মঙ্গলময়, ও যারা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর উপর নির্ভরশীল তিনি বিশেষভাবে তাদেরই প্রতি মঙ্গলময়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকি, আমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকি যেন তাঁর আলোতে থেকে তাঁর গৌরব দেখতে পারি এবং পরম সুখের অনুগ্রহ ভোগ করতে পারি। অতএব এসো, সেই পরম মঙ্গলের দিকে অন্তর উত্তোলন করি, তার মধ্যে থাকি, তার মধ্যে জীবনযাপন করি, তাকে আঁকড়িয়ে ধরি; কেননা যে পরম মঙ্গল আমাদের সমস্ত উপলব্ধি ও ধারণার ঊর্ধ্বে, সেই পরম মঙ্গল চিরশান্তি ও সুখ মঞ্জুর করে—এমন শান্তি যা আমাদের সমস্ত কল্পনা ও বোধের অতীত।

এই তো সেই মঙ্গল যা সবকিছুতে বিরাজিত, আর আমরা সকলে তার মধ্যে জীবনযাপন করি ও তার উপর নির্ভর করি; ঐশ্বরিক হওয়ায় কিন্তু তার ঊর্ধ্বে কিছুই নেই। কেননা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া মঙ্গলময় বলতে কেউই নেই, অতএব যা কিছু মঙ্গলময় তা ঐশ্বরিক, আর যা কিছু ঐশ্বরিক তা মঙ্গলময়, আর সেজন্য লেখা আছে, *তুমি হাত খুললেই সবকিছু মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়* (সাম ১০৪:২৮ লাতিন পাঠ্য); ফলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার মধ্য দিয়ে মঙ্গলকর সেই সব কিছুই আমাদের দেওয়া হয় যার সঙ্গে মিশ্রিত অমঙ্গলকর কোন কিছুই নেই। তেমন মঙ্গলদানগুলি বিশ্বস্তদের দান করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে শাস্ত্র বলে, *তোমরা ভূমির উত্তম ফল খাবে* (ইশা ১:১৯)।

আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত; আমাদের দেহে খ্রিষ্টের মৃত্যু বহন করি যাতে আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের জীবনও প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং আমরা আমাদের পার্থিব জীবন নয়, খ্রিষ্টেরই জীবন যাপন করি—নিষ্কলঙ্ক জীবন, পুণ্য জীবন, সরল জীবন, সমস্ত সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবন। আমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করেছি, তখন এসো, তাঁর মধ্যে জীবন যাপন করি, তাঁর মধ্যে স্বর্গারোহণ করি, যেন এ পৃথিবীতে সেই সাপ দংশন করার মত আমাদের পা না পেতে পারে।

এসো, এখান থেকে পালিয়ে যাই। তোমার দেহ থাকতেও তুমি আত্মায় পালাতে পার; এখানে থাকতেও তুমি ঈশ্বরের সম্মুখেও থাকতে পার যদি তোমার আত্মা তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে, তোমার চিন্তা-ভাবনায় তুমি যদি তাঁর পিছনে চল, যদি পার্থিব অভিজ্ঞতায় নয় বরং বিশ্বাসেই তাঁর পথ অনুসরণ কর, যদি তাঁর আশ্রয় নাও; কেননা আশ্রয় ও শক্তিই সেই তিনি, যাঁর কাছে দাউদ বলেন, *তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে কখনও লজ্জা পেতে হবে না* (সাম ৭১:১-৩ লাতিন পাঠ্য)।

সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর আশ্রয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বর্গে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজমান, সেজন্য এখান থেকে আমাদের সেইখানে পালাতে হবে যেখানে শান্তি, যেখানে শ্রম থেকে বিশ্রাম, যেখানে মহাশাব্বাৎ-উৎসব উদ্‌যাপিত হবে, যেইভাবে মোশি বলেছিলেন, *ভূমির শাব্বাৎকালে [বিশ্রামকালে] ভূমির স্বতঃউৎপন্ন শস্য তোমার খাদ্য হবে* (লেবীয়

২৫:৬)। ঈশ্বরে বিশ্রাম করা ও তাঁর ঐশ্বর্য দর্শন করা সত্যি এমন মহোৎসবের মত যা আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ।

সুতরাং এসো, সেই হরিণীর মত জলের উৎসধারে পালিয়ে যাই; দাউদের যা তৃষ্ণা, আমাদের প্রাণও তাতে তৃষিত হোক; সেই জলের উৎস কে? যিনি একথা বলছেন তাঁকে শোন, *তোমাতেই জীবনের উৎস* (সাম ৩৬:১০); তেমন উৎসকেই আমার প্রাণ বলুক, *কবে যাব, কবে দেখতে পাব তোমার শ্রীমুখ?* (সাম ৪২:৩)। কেননা ঈশ্বরই জলের উৎস।

**শ্লোক** - মথি ২২:৩৭-৩৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১২ দ্রঃ

*প্র* তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে।

*উ* এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা।

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তাঁকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর।

*উ* এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা।

**পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল - ৩য় সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১:১–২:৪)

**ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গদূতদের চেয়ে অনেক মহান**

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন। এই পুত্র, যিনি তাঁর গৌরবের প্রতিবিম্ব ও তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ, এবং নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবিকছু ধারণ করে আছেন, তিনি সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন; বস্তুত তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় তত মহান হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নামের তুলনায় যত মহান সেই নাম, যা তিনি উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছেন।

কারণ ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বললেন,

*তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম?* (সাম ২:৭)।

কিংবা :

*তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?* (২ শামু ৭:১৪)।

আবার, যখন তিনি সেই প্রথমজাতককে বিশ্বজগতে আনেন, তখন বলেন,

*ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন* (সাম ৯৭:৭ লাতিন পাঠ্য)।

স্বর্গদূতদের তিনি বলেন :

*আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন,*
*আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত* (সাম ১০৪:৪ লাতিন পাঠ্য)।

কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন,

*হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী।*

আরও বলেন,

*তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।*
*তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,*
*এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সাথীদের চেয়ে*
*তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন* (সাম ৪৫:৭-৮ লাতিন পাঠ্য)।

তিনি আরও বলেন,

*আদিতে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,*
*আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।*
*সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু নিত্যস্থায়ী ;*
*সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত ;*
*সেগুলি তুমি একটা আলোয়ানের মত গুটিয়ে নেবে,*
*হ্যাঁ, একটা পোশাকের মত,*
*তখন সেগুলি বদলে নেওয়া হবে ;*
*তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,*
*তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি হবে না* (সাম ১০২:২৬-২৮ দ্রঃ)।

কিন্তু তিনি স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখনও বলেছেন :

*তুমি আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,*
*যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ?* (সাম ১১০:১)।

সেই স্বর্গদূতেরা সকলে কি সেবায় নিযুক্ত আত্মা নন? পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী যাদের হওয়ার কথা, তাঁরা কি তাদের খাতিরে সেবা করতে প্রেরিত নন?

এজন্য, আমরা যা কিছু শুনেছি, তাতে অধিক আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত, পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেসে চলে যাই। কেননা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে ঘোষিত বাণী যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতই ছিল, ও যে কেউ যে কোন প্রকারে তা লঙ্ঘন করল বা তার প্রতি অবাধ্য হল সে যোগ্য প্রতিফল পেল, তখন এমন মহাপরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কেমন করে রেহাই পাব? প্রভু নিজেই তো প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, এবং যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে করতে ও পবিত্র আত্মার দানগুলি তাঁর ইচ্ছামত বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন।

**শ্লোক** - সাম ২:৬-৭; হিব্রু ১:৫

*প্র* আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর। আমি প্রভুর বিধি প্রচার করব;

*উ* তিনি বলেছেন আমায়: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

*প্র* ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বলেছেন: তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?

*উ* তিনি বলেছেন আমায়: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৩)

### দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন

*ঈশ্বর বললেন, আলো হোক* (আদি ১:৩)। তবু পুত্রও স্রষ্টা, কেননা তিনি *নিজের পরাক্রান্ত বজনে সবকিছু ধারণ করে আছেন* (হিব্রু ১:৩), অর্থাৎ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করেন। জগৎকে সৃষ্টি করার চেয়ে তাকে রক্ষা করা কম বড় ব্যাপার নয়; এমনকি, আশ্চর্যকর কিছু বলতে গেলে, তাকে রক্ষা করা সৃষ্টি করার চেয়ে মহৎ ব্যাপার; কেননা

সৃষ্টি বলতে শূন্য থেকে গড়া বোঝায়, কিন্তু শূন্যে আকর্ষিত সেই গড়া জিনিসগুলোর অস্তিত্বই রক্ষা করা, ও পরস্পর বিরোধী হলেও সেগুলোকে পরস্পর উপযোগী করাই সর্বোত্তম পরাক্রমের মহান ও বিস্ময়কর চিহ্ন।

*তিনি ধারণ করে আছেন*, অর্থাৎ তিনি বহনই করেন: গোটা সৃষ্টির ভার তো লঘু নয়; কিন্তু যা বড় তা তাঁর পক্ষে সামান্য। আর শুধু তা নয়, তিনি দেখান, পরিশ্রম না করেই তিনি সেই সব করেন যেমনটি লেখা রয়েছে, *পরাক্রান্ত বচনেই* তা করেন। 'বচন' তথা বাণী শব্দটা খুবই উপযুক্ত, কেননা আমরা মনে করি বাণী ছোট ও দুর্বল কিছু, অথচ ঈশ্বর দেখালেন, তাঁর মধ্যে তেমন নয়; এজন্য যোহন বলেন, *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন* (যোহন ১:৪), এতে তিনি সৃষ্টিকে ধরে রাখার পরাক্রম ও ক্ষমতার কথা নির্দেশ করতে অভিপ্রেত ছিলেন, কেননা তিনি নিজেই সবকিছুর জীবন। একইভাবে পলও বলেন, তিনি *নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবকিছু ধারণ করে আছেন* আর এরপর একথাও বলেন, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন ক'রে* (হিব্রু ১:৩)।

বিশ্বসৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মহান ও বিস্ময়কর কথা বলার পর তিনি পরিশেষে মানুষের প্রতি তাঁর যত্ন-তৎপরতার কথা তুলে ধরেন। তিনি যে নিখিল সৃষ্টিকে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তা বড় কথা ছিল বটে, তবু এ শেষ কাজটা আরও মহান ও বিশ্বজনীন। একাজেও তিনি *সবকিছু ধারণ করে আছেন*, কেননা তাঁর উপর যতখানি নির্ভর করছিল সেদিক দিয়ে তিনি সকলেরই পরিত্রাণ সাধন করলেন। বস্তুতপক্ষে যোহনও *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন* বাক্যটির মধ্য দিয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ইঙ্গিত করার পর বলে চলেন, *আর সেই জীবন ছিল মানবের আলো* (যোহন ১:৪)। এক্ষেত্রে সাধু পল সূক্ষ্ম ভাবে বলেন, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করে তিনি ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিলেন* (হিব্রু ১:৩)। এখানেই তিনি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দু'টো দেন: তিনি পাপ থেকে আমাদের ধৌত করলেন, আর তাই করলেন আপন আত্মবলিদানে। তাছাড়া তুমি অন্য স্থানেও দেখতে পাও, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলনকে নিয়ে শুধু নয়, বরং তেমন পুনর্মিলন যে তাঁর পুত্র দ্বারাই সাধিত হয়েছে তা নিয়েই গর্ব করেন।

সুতরাং, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করে তিনি ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিলেন*, একথা ব'লে ও ক্রুশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের কথাই তুলে ধরলেন।

এসব কিছু জেনে আমাদের লজ্জাবোধও করতে নেই, অযথা গর্বও করতে নেই। ঈশ্বর ও প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র হয়ে তিনি যখন দাসের অবস্থা ধারণ করতে অস্বীকার করেননি, তখন মহত্তর কারণে আমরাও সবকিছু গ্রহণ করব—সেইসব যতই মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট হোক না কেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১:৩; ১২:২ দ্রঃ

*প্র* যিনি ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব ও তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ, এবং নিজের পরাক্রান্ত বচনে সবকিছু ধারণ করে আছেন, সেই খ্রিষ্ট যিশু সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর

*উ* ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

*প্র* যিনি আমাদের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক, তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন ও

*উ* ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (২২:২০–২৩:৯)

## প্রবাসী ও গরিবদের সংক্রান্ত বিধান

প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি কোন প্রবাসীর প্রতি অন্যায় করবে না, তাকে অত্যাচারও করবে না, কেননা তোমরা নিজেরাই মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে। তোমরা কোন বিধবা বা কোন এতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না; তুমি যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার কর আর তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দেবই, আর আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং আমি খড়্গের আঘাতে তোমাদের হত্যা করব; তখন তোমাদের স্ত্রীই হবে বিধবা, তোমাদের সন্তানেরাই হবে এতিম।

তুমি যদি আমার আপন জনগণের কোন মানুষের কাছে, তোমার প্রতিবেশী কোন গরিবের কাছে টাকা ধার দাও, মহাজনের মত ব্যবহার করবে না; না, তার কাছ থেকে কোন সুদ আদায় করবে না। তুমি যদি তোমার কোন প্রতিবেশীর চাদর বন্ধক রাখ, সূর্যাস্তের আগেই তা ফিরিয়ে দেবে, কেননা নিজেকে ঢেকে রাখার মত তা ছাড়া তার আর কিছু নেই, গায়ের জন্য তা তার একমাত্র আবরণ: গায়ে কী জড়িয়ে সে শুতে পারবে? আর সে যদি চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবই, কারণ আমি দয়াময়।

তুমি ঈশ্বরনিন্দা করবে না, এবং তোমার জনগণের সেই জনপ্রধানকে অভিশাপ দেবে না।

তোমার গমের প্রাচুর্য ও আঙুররসের বাড়তি অংশ অন্য দেবতাদের কাছে নিবেদন করবে না; তোমার সন্তানদের প্রথমজাত পুত্রকে আমাকে দেবে। তোমার বলদ ও মেষ সম্বন্ধেও সেইমত করবে; তা সাত দিন মায়ের সঙ্গে থাকবে, অষ্টম দিনে তুমি তা আমাকে দেবে।

তোমরা এমন মানুষ হবে, যারা আমার উদ্দেশে পবিত্র; মাঠে কোন পশু বন্যজন্তুর কবলে বিদীর্ণ হলে, তোমরা তার মাংস খাবে না; তা কুকুরদের কাছে ফেলে দেবে।

তুমি কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; মিথ্যা সাক্ষী হয়ে দুর্জনের পক্ষ সমর্থন করবে না। তুমি দুষ্কর্ম করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পিছনে যাবে না, এবং বিচারে অন্যায় করতে

সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দিতে যাবে না। গরিবের বিচারে তারও পক্ষপাত করবে না।

তোমার শত্রুর হারানো বলদ বা গাধাকে দেখলে তুমি অবশ্যই তার কাছে তা ফিরিয়ে আনবে। তুমি তোমার শত্রুর গাধাকে বোঝার ভারে পড়তে দেখলে তাকে একা ফেলে না রেখে বরং তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যাবে।

নিঃস্ব প্রতিবেশীর মামলায় তার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচার করবে না। সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না, কারণ আমি অপরাধীকে রেহাই দেব না। তুমি উৎকোচ গ্রহণ করবে না, কারণ উৎকোচ গ্রহণ তাদেরও অন্ধ করে, যারা ঠিকমত দেখতে পায়, এবং ধার্মিকের কথাকেও উল্টিয়ে দেয়।

প্রবাসীকে অত্যাচার করবে না; তোমরা তো প্রবাসীর মন জান, কেননা তোমরা মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে।'

**শ্লোক** - সাম ৮২:৩-৪; যাকোব ২:৫

*প্র* দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর, দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর;

*উ* দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও, দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

*প্র* জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর তাদেরই বেছে নিলেন, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়।

*উ* দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও, দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ড-লিখিত 'বিনম্রতা ও গর্বের ধাপ' থেকে পাঠ (৩:৬)

**পরের দুর্দশার প্রতি যাতে তোমার হৃদয় দয়াপূর্ণ হয়**

**এটি প্রয়োজন যে, আগে তুমি তোমার নিজের দুর্দশা জান**

সত্যজ্ঞানের ধাপ তিনটে। পারলে, আমি সংক্ষেপে সেগুলিকে নির্ণয় করি, যাতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, বিনম্রতার দ্বাদশ ধাপ সেই তিনটের কোন্‌টার অনুরূপ। আমরা তো নিজেদের মধ্যে, পরের মধ্যে ও স্বয়ং সত্যের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করি। তখনই নিজেদের মধ্যে, যখন নিজেদের বিচার করি; তখনই পরের মধ্যে, যখন তার দুর্বলতার সমব্যথী হই; তখনই স্বয়ং সত্যের মধ্যে, যখন শুদ্ধ হৃদয়ে সত্যের দিকে চোখ

নিবদ্ধ রাখি। সংখ্যা ও অনুক্রমটা লক্ষ কর। সর্বপ্রথমে স্বয়ং সত্যই তোমাকে শিক্ষাদান করে উদ্বুদ্ধ করুক কেনই বা তার নিজের মধ্যে নয় বরং পরের মধ্যেই আগে তার প্রকৃতির অনুসন্ধান করা দরকার। তারপরে তুমি বুঝতে পারবে কেনই বা পরের মধ্যে নয় বরং তোমার নিজেরই মধ্যে আগে তার অনুসন্ধান করা দরকার।

সুখ-বাণীর তালিকায় খ্রিষ্ট শুদ্ধহৃদয়দের আগে দয়াবানদেরই স্থান দিলেন। দয়াবানেরা অবশ্যই পরের মধ্যে সত্যকে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে, কেননা তারা পরের উপর নিজেদের ভালবাসা বর্ষণ করে ও ভালবাসা গুণে এমনভাবে তার অনুরূপ হয় যার ফলে পরের মঙ্গল বা অমঙ্গল নিজেরই বলে অনুভব করে। তারা দুর্বলদের সঙ্গে নিজেদের দুর্বল করে, যারা বিঘ্নিত, তাদের সঙ্গে তারা জ্বলে পুড়ে যায় (২ করি ১১:২৯ দ্রঃ)। *যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে, যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদতে* (রো ১২:১৫) তাদের অভ্যাস হয়েছে। তেমন ভ্রাতৃপ্রেমে অন্তর্দৃষ্টি পরিশুদ্ধ ক'রে তারা তার নিজের প্রকৃতিতে সত্যকে দেখায় আনন্দ ভোগ করে, এবং সত্যের প্রতি প্রেমের খাতিরে পরের অমঙ্গল সহ্য করে। যারা এভাবেই ভাইদের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করে না, বরং শোকার্তদের অপমান করে বা আনন্দিতদের হিংসা করে, তারা ভালবাসার অভাবে তাদের একই অনুভূতি নিজেদের মধ্যে অনুভব না করায় কেমন করে পরের মধ্যে সত্যকে ধরতে পারে? এ প্রবাদবাক্য সত্যি তাদের বেলায় প্রযোজ্য: সুস্থ মানুষ অসুস্থের যন্ত্রণা বুঝতে অক্ষম; পরিতৃপ্ত মানুষও ক্ষুধার্তের জ্বালা ভোগ করতে অক্ষম। কিন্তু ভালবাসার খাতিরে অসুস্থ মানুষ যতখানি অসুস্থের, আর ক্ষুধার্ত মানুষ যতখানি ক্ষুধার্তের সমব্যথী হয়, ততখানি তারা আপনজন হয়ে ওঠে।

যেমন শুদ্ধ সত্য কেবল শুদ্ধহৃদয়েরই উপলব্ধির বস্তু, তেমনি পরের দুর্দশা কেবল আত্মায় দীনহীনেরই দ্বারা অনুভূত। কিন্তু তোমার হৃদয় যেন পরের দুর্দশার প্রতি দয়াপূর্ণ হতে পারে, প্রয়োজন রয়েছে, তুমি আগে তোমার নিজেরই দুর্দশা জানবে, যাতে করে নিজের মধ্যে পরের আত্মাকে পেতে পার ও নিজের মধ্যেই শিখতে পার তাকে কীভাবে সাহায্য করা উচিত: হ্যাঁ, ঠিক আমাদের ত্রাণকর্তার আদর্শ অনুসারে, যিনি সমব্যথী হবার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে চাইলেন, দয়া শিখবার জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হতে চাইলেন— যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রিষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন* (হিব্রু

৫:৮)। তিনি যে আগে দয়াবান হতে জানতেন না, তেমন নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর দয়া অসীম ও চিরস্থায়ী; বরং এই অর্থে যে, ঐশস্বরূপের দিক দিয়ে তিনি অনাদিকাল থেকে যা জানতেন, মানব অভিজ্ঞতার দিক দিয়েই তা শিখলেন।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১০-১১; যোহন ১৫:১৩

প্র ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবাসলেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

প্র আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই।

উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (২:৫-১৮)

**ত্রাণকর্তা যিশু নিজের ভাইদের মত হতে চাইলেন**

আসলে, আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি; এমনকি কোন এক পদে কে যেন সাক্ষ্য দিলেন যে,

*মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,*
*কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?*
*অল্পক্ষণের মত তাকে দূতদের চেয়ে নিচু করেছ তুমি,*
*তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:*
*সবকিছু তার পদতলে অধীনস্থ করেছ* (সাম ৮:৫-৭)।

কেননা সবকিছু তার অধীন করায় তিনি বাকি এমন কিছু রাখেননি, যা তার অধীন নয়; তথাপি আমরা আপাতত এমনটি দেখতে পাচ্ছি না যে, সবকিছু তার অধীন। কিন্তু *যাঁকে অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে* (ফিলি ২:৭-৯ দ্রঃ), আমরা দেখছি যে, সেই যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রত্যেকটি মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন:

*আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,*

*তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে* (সাম ২২:২৩)।

আরও :

*আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব* (ইশা ৮:১৭; সাম ১৮:৩ দ্রঃ) ;

আরও :

*এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন* (ইশা ৮:১৮)।

যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, *আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন* (ইশা ৪১:৮, ৯)। এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন। বাস্তবিক তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়েছেন ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন বিধায়ই, যারা এখন পরীক্ষিত, তাদের তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

শ্লোক - হিব্রু ২:১১, ১৭; বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ

প্র যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত ; এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে,

উ যেন দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

প্র ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

উ যেন দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন ফিশার-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১২৯)

**কেউ যদি পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় রয়েছেন**

যিশু খ্রিষ্ট আমাদের মহাযাজক, ও তাঁর মূল্যবান দেহ আমাদের যজ্ঞ, যা তিনি সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবেদির উপরে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। আমাদের মুক্তিদানের জন্য পাতিত তাঁর রক্ত প্রাচীন বিধানের মত বলদ বা ছাগের রক্ত ছিল না, বরং সম্পূর্ণ নিরপরাধী মেষশাবক আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টের নিজেরই রক্ত।

যে মন্দিরে আমাদের মহাযাজক যজ্ঞ উৎসর্গ করছিলেন, তা মানুষের হাতে নয়, কেবল ঈশ্বরের পরাক্রমেই নির্মিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তিনি আপন রক্ত পাত করলেন সেই জগতেরই সাক্ষাতে যা কেবল ঈশ্বরের হাতেই সত্যকার নির্মিত মন্দির।

তবু এ মন্দিরের দু'টো অংশ রয়েছে: একটা হল এ পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি; অপরটা মরণশীল এ আমাদের কাছে এখনও অজানা। আর তিনি আপন যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন প্রথমে এ পৃথিবীতে, যখন অত্যন্ত নির্মম মৃত্যু বরণ করলেন, এবং পরবর্তীতে যখন অমরতার নব পোশাকে পরিবৃত হয়ে আপন রক্ত সঙ্গে করে পরম পবিত্রস্থানে তথা স্বর্গে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনের সামনে সেই মূল্যবান রক্ত নিবেদন করলেন যা পাপের বন্দি সকল মানুষের জন্য পূর্ণ মাত্রায় পাত করেছিলেন।

এ যজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে এত সন্তোষজনক ও গ্রহণীয় যে, তিনি তার দিকে তাকানো মাত্রই আমাদের প্রতি দয়া না করে পারেন না, এবং যারা সত্যিকারে অনুতপ্ত, তিনি তাদের কাছে আপন করুণাও না দেখিয়ে পারেন না।

উপরন্তু এ যজ্ঞ চিরকালীন। ইহুদীদের বেলায় যেমন ঘটছিল, সেই অনুসারে এ যজ্ঞ প্রতি বছর শুধু নয়, বরং আমাদের সান্ত্বনার জন্য প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টা ও প্রতিটি মুহূর্তেই তা উৎসর্গ করা হয়, যাতে তা থেকে আমরা অসাধারণ সহায়তা পেতে পারি। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন* (হিব্রু ৯:১২)।

তারাই তেমন পবিত্র ও চিরকালীন যজ্ঞের অংশীদার হয়, যারা সত্যিকারে অনুতপ্ত ও স্বকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, এবং দৃঢ়সঙ্কল্প করে, তারা পুরাতন রিপুর পিছনে আর যাবে না বরং সদ্‌গুণের সন্ধানে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রত থাকবে।

সাধু যোহন ঠিক এ শিক্ষা দেন যখন একথা বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর। কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য* (১ যোহন ২:১-২)।

**শ্লোক** - রো ৫:১০, ৮

*প্র* আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম,

*উ* তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

*প্র* আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন,

*উ* তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-১৮)

## সিনাই পর্বতে সম্পাদিত সন্ধি

একদিন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। কেবল মোশিই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে আরোহণ করবে না।'

মোশি গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক একসুরে উত্তরে বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।' তাই মোশি প্রভুর সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ করে। মোশি সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' তখন মোশি সেই রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

পরে মোশি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন আরোহণ করলেন। তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। তিনি কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

পরে প্রভু মোশিকে বললেন, 'পর্বতের উপরে আমার কাছে এসে ওইখানে অপেক্ষা কর; আমি তোমাকে সেই পাথরফলকগুলো এবং সেই বিধান ও আজ্ঞাগুলি দেব, যা আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখেছি।' তাই মোশি ও তাঁর সহকর্মী যোশুয়া উঠে

পড়লেন, আর মোশি পরমেশ্বরের পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রবীণদের বলেছিলেন, ‘যতদিন না আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসি, ততদিন তোমরা এখানে আমাদের অপেক্ষায় থাক। দেখ, তোমাদের সঙ্গে আরোন ও হুর রইল; কারও কোন সমস্যা হলে, সে তাদের কাছে যেতে পারবে।’

তখন মোশি পর্বতে গিয়ে উঠলেন, আর মেঘটি পর্বতকে ঢেকে ফেলল। প্রভুর গৌরব সিনাই পর্বতের উপরে অধিষ্ঠান করল, আর ছ’ দিন ধরে মেঘটি তা ঢেকে রাখল। সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশিকে ডাকলেন। ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে প্রভুর গৌরব পর্বতচূড়ায় গ্রাসকারী আগুনের মত প্রকাশ পাচ্ছিল। আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতের উপরে থাকলেন।

শ্লোক - সিরা ৪৫:৫; প্রেরিত ৭:৩৮

প্ল ঈশ্বর মোশিকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন, সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন, মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন, এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান;

উ তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি, ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

প্ল জনগণ প্রান্তরে থাকাকালে, যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই সেই দূত এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন,

উ তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি, ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২০৫:১)

**এ ক্রুশ চল্লিশ দিনের নয়, বরং সারা জীবনেরই ক্রুশ**

আমরা চল্লিশাকাল উদ্‌যাপন করছি: যারা দৈহিক তপস্যা পালন করছে, আমাদের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত ঐশবাণী তাদের হৃদয় পরিপুষ্ট করুক: এভাবে অভ্যন্তরীণ মানুষ উপযুক্ত খাদ্য দ্বারা পুষ্টি গ্রহণ ক’রে বাহ্যিক মানুষের তপস্যা মহত্তর

শক্তির সঙ্গে বহন করতে পারে। কেননা আমাদের ভক্তির পক্ষে এ সমীচীন যে, দৈহিক লালসা প্রতিরোধ করে নিজেদের ক্রুশবিদ্ধ করায় আমরা যেন ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর আসন্ন যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করতে নিজেদের প্রস্তুত করি, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *যারা খ্রিষ্ট যিশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে* (গা ৫:২৪)।

এমনকি, এ যে জীবনকাল প্রলোভনের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে, এই সারা জীবন ধরে অবিরতই খ্রিষ্টভক্তের এ ক্রুশেই ঝুলে থাকার কথা। কেননা একাল পেরেক বের করার কাল নয়, বরং সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *তোমার ভয় দ্বারা আমার মাংস বিদ্ধ কর; আমি ভয় করি তোমার সুবিচার সকল* (সাম ১১৯:১২০ লাতিন পাঠ্য)। মাংস বলতে দৈহিক লালসা বোঝায়: পেরেক হল ন্যায়ের আদেশগুলি; ঈশ্বরভীতি পেরেক দিয়ে মাংস বিদ্ধ করে কেননা গ্রহণীয় বলিরূপেই আমাদের বিদ্ধ করে। এজন্য প্রেরিতদূত আরও বলেন, *ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে* (রো ১২:১)।

সুতরাং এ ক্রুশ—যা নিয়ে প্রভুদাস শুধু যে লজ্জাবোধ করেন না তেমন নয়, বরং যা নিয়ে গৌরবই বোধ করেন একথা ব'লে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ—, আবার বলছি, এ ক্রুশ চল্লিশ দিনের নয়, বরং সারা জীবনেরই ক্রুশ।

মোশি ও এলিয়, এমনকি স্বয়ং প্রভু এজন্যই চল্লিশ দিন উপবাস পালন করলেন, যাতে তাঁদের আদর্শদানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ বিধান, নবীদের পুস্তকগুলি ও স্বয়ং সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের এ পরামর্শ দিতে পারেন যে, এ যুগের অনুরূপ বা অনুসারী না হয়ে বরং পুরাতন মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করায় আমাদেরও সেইভাবে করা দরকার। অতএব, হে খ্রিষ্টিয়ান, এভাবে জীবনযাপন করতে সর্বদাই চেষ্টা কর: তুমি যদি এ পৃথিবীর কাদায় পা নিমজ্জিত করতে না চাও, তাহলে এ ক্রুশ থেকে কখনও নেমো না। কিন্তু যখন সারা জীবন ধরেই আমাদের এ করতে হয়, তখন কতই না বেশি

এ চল্লিশ দিনেই করতে হবে, যে দিনগুলিতে সমস্ত পার্থিব জীবন শুধু যাপিত নয়, সেই জীবনের প্রতীকও উদ্ভাসিত!

**শ্লোক** - গা ২:১৯-২০

*প্র* আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৯)

**আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক যিশু**

হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানেরই অংশীদার, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যিশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ; তাঁকে যিনি নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, মোশিও যেমন তাঁর *সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য* ছিলেন (গণনা ১২:৭ দ্রঃ)। তবে নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তেমনি তিনিও মোশির চেয়ে বেশি গৌরব পাবার যোগ্য; কেননা প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। মোশি আসলে *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে* সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে যা কিছু ঘোষিত হওয়ার কথা, যেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ—অবশ্য যদি আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশা সৎসাহসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকি।

এজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন:

*তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন,*
*তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,*
*মরুদেশে সেই যাচাইয়ের দিনে;*
*সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,*
*চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।*
*তাই আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,*
*শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয়ের মানুষ,*

*তারা জানে না আমার কোন পথ।*
*তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,*
*তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না* (সাম ৯৫:৮-১১)।

ভাই, দেখ, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়ে; বরং দিনের পর দিন—সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন—তোমরা একে অন্যকে উদ্দীপিত করে তোল, যেন পাপের প্রতারণা দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেউই কঠিন হয়ে না ওঠে; আমরা তো খ্রিষ্টের সহভাগী হয়ে উঠেছি—অবশ্য যদি আমাদের আদি ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করে রাখি। সুতরাং, যখন বলা হয়, *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,* তখন যারা শুনে বিদ্রোহ করেছিল, তারা আসলে কারা? তারা সেই লোক নয় কি, মোশির চালনায় যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল? আরও, কাদের প্রতিই বা তিনি *চল্লিশ বছর ধরে অতিষ্ঠ ছিলেন?* তাদের প্রতি নয় কি, যারা পাপ করেছিল, যাদের *মৃতদেহ প্রান্তরে পড়ে থেকেছিল?* কাদের কাছেই বা তিনি শপথ করেছিলেন, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না?* তাদের কাছে নয় কি, যারা অবিশ্বাসী হয়েছিল? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবিশ্বাসের কারণেই তাদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

**শ্লোক** - হিব্রু ৩:৬; এফে ২:২১ দ্রঃ

*প্র* পুত্র বলে খ্রিষ্টই গৃহকর্তা:
*উ* আমরাই তাঁর গৃহ।
*প্র* খ্রিষ্টের মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে;
*উ* আমরাই তাঁর গৃহ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ৮)

## মহাযাজক ও মধ্যস্থ খ্রিষ্ট

যিনি আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আপন মিনতি দ্বারা পিতার মন প্রশমিত করেন, তিনি মানবেশ্বর, মানুষের পুনর্মিলনের সাধক ও মধ্যস্থ, আমাদের প্রকৃত মহান ও পবিত্রতম মহাযাজক রূপে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। কেননা তিনি নিজেই বলি, নিজেই যাজক, নিজেই মধ্যস্থ, নিজেই নিষ্কলঙ্ক বলিদান, সেই মেষশাবক যিনি জগতের পাপ হরণ করেন।

মোশির প্রাচীন মধ্যস্থতা ছিল খ্রিষ্টের সেই মধ্যস্থতার আভাস ও দৃষ্টান্ত, যে মধ্যস্থতা পরম কালে প্রকাশিত হবার কথা, এবং বিধান অনুযায়ী যাজক ছিলেন সেই মহাযাজকেরই দৃষ্টান্ত যিনি বিধানের ঊর্ধ্বে। বস্তুত, বিধানের সমস্ত কিছু হল বাস্তবতার পূর্বাভাস। আর আসলে ঈশ্বরভক্ত মোশি আর তাঁর সঙ্গে সেই মহান আরোন সর্বদাই ঈশ্বর ও মণ্ডলীর মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন: ইস্রায়েলীয়দের পাপের জন্য ঈশ্বরের প্রজ্বলিত ক্রোধ প্রশমিত করতেন, তাদের ভগ্ন প্রাণের উপর ঐশমঙ্গলময়তা মিনতি করতেন; আবার ব্রত উদ্‌যাপন করতেন ও তাদের আশীর্বাদ করতেন, বিধান অনুযায়ী বলিদান ও বিধিনিয়ম অনুসারে পাপার্থে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন; আবার ঈশ্বরের মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতেন।

কিন্তু সেই খ্রিষ্ট, যিনি পরম কালে যত পূর্বাভাস ও দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে মহাযাজক ও মধ্যস্থ রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন, তিনি মানুষ রূপে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন বটে, তাছাড়া তিনি, ঈশ্বররূপে তাঁর দানগুলি মঞ্জুর করতে যোগ্য বিধায়, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁর আপন মঙ্গলময়তার অনুশীলন করেন। এবিষয়ে পল অধিক স্পষ্ট শিক্ষা দান করলেন: *আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক* (রো ১:৭)।

সুতরাং যিনি মানবরূপে যাচনা করেন, তিনি একইসময় ঈশ্বররূপে দান বিতরণ করেন; কেননা পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নিরপরাধী মহাযাজক হওয়ায় তিনি বিধান যেভাবে যাজকদের নির্দেশ দিত সেই অনুসারে তাঁর নিজেরই দুর্বলতার জন্য নয়, বরং আমাদের

আত্মার পরিত্রাণের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে, এমনকি আমাদের পাপের জন্য একবার চিরকালের মতই তা ক'রে তিনি আমাদের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠলেন, আর তিনি নিজেই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি—যোহনের কথা অনুসারে *আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য* (১ যোহন ২:১-২), অর্থাৎ কিনা তাদের সকলেরও জন্য যারা যত জাতি ও যত জীবনাশ্রম থেকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার উদ্দেশে আহূত হবার কথা।

শ্লোক - হিব্রু ৪:১৪, ১৬; রো ৩:২৫

*প্র* যেহেতু আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন—সেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু—

*উ* সেজন্য এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

*প্র* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

*উ* সেজন্য এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৩২:১-২০)

## সেই সোনার বাছুর—সন্ধি-ভঙ্গন

পর্বত থেকে নেমে আসতে মোশির দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা আরোনের কাছে একত্রে সমবেত হয়ে তাঁকে বলল, 'ওঠ, আমাদের পুরোভাগে চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর, কেননা ওই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা জানি না।' আরোন তাদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার দুল খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।' তাই সমস্ত লোক কান থেকে সোনার দুল খুলে আরোনের কাছে নিয়ে গেল। তাদের হাত থেকে সেইসব নিয়ে তিনি খোদকারের একটা যন্ত্র দিয়ে নকশা গঠন করে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করলেন; তখন লোকেরা বলে উঠল, 'ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন!' তা দেখে আরোন তার সামনে একটি বেদি তৈরি করে ঘোষণা করলেন, 'আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হবে।' পরদিন খুব সকালে উঠে জনগণ আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞবলি নিয়ে এল। জনগণ খাওয়া-দাওয়া করতে বসল, তারপর উঠে ফুর্তি করতে লাগল।

তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য একটা ছাঁচে ঢালাই করা বাছুর তৈরি করে তার সামনে প্রণিপাত করেছে, তার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছে, এবং বলেছে, ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন।' প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যি কঠিনমনা এক জাতি! এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের উপরে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের সংহার করি! আমি তোমাকেই এক মহান জাতি করব।'

মোশি তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, 'প্রভু, তোমার যে জনগণকে তুমি মহাপরাক্রম ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর দেশ থেকে বের

করেছ, তাদের উপরে তোমার ক্রোধ কেন জ্বলে উঠবে? মিশরীয়েরা কেন বলবে: পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বিনাশ করার জন্য ও পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত করার জন্যই তিনি অমঙ্গলকর অভিপ্রায়ে তাদের বের করে এনেছেন! তুমি তোমার প্রচণ্ড ক্রোধ সংবরণ কর; তুমি যে তোমার আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাতে চাও, তেমন সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। তোমার আপন দাস আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছিলে, আমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা বলেছি, তা তোমাদের বংশধরদের দেব; আর তারা চিরকালের মতই তা অধিকার করবে।' তাই প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

তখন মোশি ফিরে পর্বত থেকে নেমে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সাক্ষ্যের সেই দুই পাথরফলক; সেই ফলকের এপিঠে ওপিঠে, দু'পিঠেই লেখা ছিল। পাথরফলক দু'টো পরমেশ্বরেরই নির্মাণকাজ, সেই লেখাও পরমেশ্বরেরই আপন লেখা—ফলকে খোদাই করে লেখা। যোশুয়া লোকদের হইচই শুনে মোশিকে বললেন, 'শিবিরে কেমন যেন যুদ্ধের আওয়াজ হচ্ছে।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন,

'এ তো জয়ধ্বনির সুর নয়,
এ তো পরাজয়ধ্বনিরও সুর নয়;
পালাগানেরই সুর আমি শুনতে পাচ্ছি!'

শিবিরের কাছাকাছি হয়ে যেই দেখলেন সেই বাছুর ও সেই নাচ, ক্রোধে জ্বলে উঠে মোশি নিজের হাত থেকে সেই পাথরফলক দু'টোকে নিক্ষেপ করে পর্বতের পাদতলে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন। তারপর তাদের তৈরি করা সেই বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন, তা টুকরো টুকরো করে গুঁড়ো করলেন, এবং তার গুঁড়ো জলের উপরে ছড়িয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সেই জল জোর করে খাওয়ালেন।

শ্লোক - সাম ১০৬:২০, ২১; রো ১:২১, ২৩ দ্রঃ

প্র তৃণভোজী একটা বৃষের বিগ্রহের সঙ্গে তারা বিনিময় করল প্রভুর গৌরব।

উ তারা ভুলে গেল সেই ঈশ্বরকে যিনি তাদের ত্রাণ করেছিলেন।

*প্র* তাদের মন অন্ধকারময় হল, তারা ক্ষয়শীল মানুষের সাদৃশ্যের সঙ্গে বিনিময় করল অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরব।

*উ* তারা ভুলে গেল সেই ঈশ্বরকে যিনি তাদের ত্রাণ করেছিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৩)

**প্রার্থনা দরজায় আঘাত করে**

**উপবাস সাড়া পায়, দয়া গ্রহণ করে**

ভ্রাতৃগণ, তিনটেই সেই জিনিস যেগুলি দ্বারা বিশ্বাস অটল, ভক্তি অবিচল ও সদ্‌গুণ স্থিতমূল থাকে: প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া। প্রার্থনা যার জন্য দরজায় আঘাত করে, উপবাস তার জন্য সাড়া পায়, দয়া তা গ্রহণ করে। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া, এ তিনটে জিনিস আসলে এক, ও একে অন্যকে জীবন দান করে।

আবার, উপবাস হল প্রার্থনার আত্মা, ও দয়া হল উপবাসের জীবন। কেউই যেন এ তিনটে পৃথক না করে, কেননা আলাদা আলাদা করে সেগুলো থাকতে পারে না। যাদের একটা মাত্র আছে, কিংবা যাদের কাছে তিনটে একসঙ্গেই না থাকে, তাদের আসলে কোনোটাও থাকে না। সুতরাং যে প্রার্থনা করে, সে উপবাস করুক; যে উপবাস করে, সে দয়াবান হোক। প্রার্থনাকালে যার এমন বাসনা আছে সে যেন সাড়া পায়, সে নিজে প্রার্থীকে সাড়া দিক; আবেদনকারীর প্রতি যে আপন কান রুদ্ধ করে না, সে নিজের জন্য ঈশ্বরের কান উন্মুক্ত করে।

যে উপবাস করে, সে যেন উপবাসের অর্থ বোঝে, অর্থাৎ কিনা সে উপোস রাখতে যদি চায় ঈশ্বর তাকে শুনুন, সে নিজেই ক্ষুধার্তকে শুনুক; যে দয়া প্রত্যাশা করে, সে নিজেই দয়াবান হোক; যে করুণা ভিক্ষা করে, সে নিজেই করুণাময় হোক; যে চায় যেন তাকে টাকা ধার দেওয়া হয়, সে নিজে ধার দিক। নিজের জন্য যা প্রার্থনা করে যে কেউ তা পরকে দিতে অস্বীকার করে, সে ভাল প্রার্থী নয়।

মানুষ, তুমি নিজেই তোমার জন্য দয়ার নিয়ম হও; ফলে নিজের জন্য যেভাবে, যতখানি, যত শীঘ্রই দয়া প্রত্যাশা কর, তুমি নিজেই পরের প্রতি তেমন দয়া দেখাও।

সুতরাং প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া হোক ঈশ্বরের কাছে আমাদের একটামাত্র পক্ষসমর্থক, আমাদের জন্য একটামাত্র সুপারিশ, আমাদের জন্য একটামাত্র ত্রিমুখী আবেদন।

যা কিছু স্পর্ধার দরুন হারিয়ে ফেলেছি, এসো, উপবাস দ্বারা তা জয় করি; এসো, উপবাস দ্বারা আমাদের আত্মাকে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কেননা এর চেয়ে এমন গ্রহণীয় কিছু নেই যা আমরা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারি—যেভাবে নবীও সাক্ষ্যদান করে বলেন, *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর* (সাম ৫১:১৯)।

মানুষ, ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মা অর্পণ কর, উপবাসের নৈবেদ্য অর্পণ কর, যেন পুণ্য হয় সেই অর্ঘ্য, পবিত্র হয় সেই যজ্ঞ, জীবন্ত হয় সেই বলি যা তোমার কাছে থাকবে ও ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হবে। তেমন কিছু যে কেউ ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে না, তার ক্ষমা হবেই না, কেননা নিজেকে অর্পণ করতে পারে না এমন কেউই নেই। তবু এসব কিছু যেন গ্রহণীয় হয়, দয়াই উপস্থিত থাকুক; উপবাস তো ফল ফলায় না, যদি দয়াসিক্ত না হয়—দয়া শুষ্ক হলে উপবাসও শুকিয়ে যায়; যা মাটির কাছে বর্ষা, তা-ই উপবাসের কাছে দয়া। যে উপবাস করে, সে যতই হৃদয়কে কোমল করুক, দেহ সংযত করুক, রিপু উচ্ছেদ করুক, সদ্‌গুণের অনুশীলন করুক না কেন, কিন্তু দয়া-নদীর জল প্রবাহিত না করলে সে কোন ফল সংগ্রহ করবেই না। তুমি যে উপবাস কর, জেনে রেখ, দয়া উপোস করলে তোমার মাঠও উপোস করবে; তুমি যে উপবাস কর, জেনে রেখ, তুমি দয়ায় যা দান করবে, তা তোমার গোলাঘরে শত গুণে উপচে পড়বে। সুতরাং মানুষ, বিলিয়ে দেওয়ায়ই সংগ্রহ কর, পাছে রক্ষা করায় হারিয়ে ফেল; মানুষ, গরিবের প্রতি দানশীল হওয়ায়ই নিজের প্রতি দানশীল হও, কেননা যা তুমি অপরের কাছে না রেখে যাও, তা তোমার থাকবে না।

**শ্লোক** - তোবিত ১২:৮, ৯

℣ উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম,

℟ কেননা অর্থদানই সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

℣ যারা অর্থদান অনুশীলন করে, তারা দীর্ঘায়ু হবে,

ঊ কেননা অর্থদানই সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৩)

## বিশ্বাস গুণেই ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ

আমাদের মনে এমন ভয় থাকা উচিত, যেন তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতিটা বলবৎ থাকলেও আমাদের মধ্যে কেউ বঞ্চিত বলে সাব্যস্ত না হয়; কেননা শুভসংবাদ তাদের কাছে যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে জানানো হয়েছে; কিন্তু তারা যে বাণী শুনেছিল, তাতে তাদের কোন উপকারই হল না, যেহেতু যারা বিশ্বাসেরই সঙ্গে শুনেছিল, তেমন শ্রোতাদের সঙ্গে তারা সংযুক্ত থাকেনি। কেননা আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, এই আমরাই সেই *বিশ্রামে প্রবেশ করছি*, যার কথা এই বচনে ব্যক্ত, *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না* (সাম ৯৫:১১)।

তাঁর সমস্ত কাজ অবশ্য জগৎপত্তনের সময় থেকেই সমাপ্ত ছিল; শাস্ত্র কোন এক পদে সেই সপ্তম দিনের বিষয়ে একথা বলে, এবং *সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন* (আদি ২:২)। আবার উপরের পদটি বলে, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* তাই যেহেতু এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, এখনও কয়েকজন মানুষের সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার কথা আছে, এবং শুভসংবাদ যাদের কাছে আগে জানানো হয়েছিল, তারা অবাধ্যতার দরুন প্রবেশ করতে পারেনি, সেজন্য তিনি আর একটা দিন, একটা 'আজ' নিরূপণ করে বহু দিন পরে দাউদের মধ্য দিয়ে সেই কথা বললেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে: *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না* (সাম ৯৫:৮)। যোশুয়াই যদি তাদের সেই বিশ্রামে চালনা করতেন, তবে পরবর্তীকালে ঈশ্বর অন্য একটা দিনের কথা বলতেন না। তাই ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরূপিত একটা বিশ্রামকাল এখনও বাকি রয়েছে, কেননা তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে

থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়; কেননা ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়, এবং হৃদয়ের বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার করে। তাঁর সামনে থেকে কোন সৃষ্টবস্তু অগোচর নয়; তার দৃষ্টিতে সবই নগ্ন ও অনাবৃত; আর তাঁরই কাছে আমাদের হিসাব দিতে হয়।

**শ্লোক** - আদি ২:৩, ২; হিব্রু ৪:১০

*প্র* পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন,

*উ* তিনি সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।

*প্র* ঈশ্বরের বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

*উ* তিনি সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক)

**খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন**
**ও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন**

মণ্ডলী পবিত্রই একটা নগরী, আর আমি মনে করি, তার বাসিন্দারা জীবনময় রুটি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে। ধন্য দাউদও এ মহান ও বিস্ময়কর নগরীর কথা উল্লেখ করে বলেন, *হে পরমেশ্বরের নগর, তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা* (সাম ৮৭:৩)। বস্তুত জীবন ও জীবনদাতা সেই খ্রিষ্ট আমাদের মাঝে বসবাস করলেন বিধায় ঈশ্বর যাদের পবিত্রীকৃত করেছেন তাদের কাছ থেকে সেই সংহারককে দূর করে দেন। এমনকি, ভোজনপাটের আভাসে পূর্বপ্রদর্শিত সেই পবিত্র ভোজ যখন প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন থেকে সেই সংহারককে জয়লাভ করতে আর দেওয়া হল না।

দাউদ যাঁর পূর্বাভাস ছিলেন, সেই খ্রিষ্টই আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন। যখন তিনি দেখলেন, মানুষ মৃত্যুর হাতে পতিত, তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় তিনি আমাদের সান্ত্বনাদানকারী ও সহায়ক হলেন; পাপকে আপন বলে ঘোষণা করে তিনি সেই সংহারককে প্রতিরোধ করলেন—তিনি যে কোন পাপ করেছিলেন এজন্য তাই বললেন এমন নয়, বরং তিনি তাই বললেন কেননা শাস্ত্র অনুযায়ী *বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন* (ইশা ৫৩:১২)। পাপ না জানা সত্ত্বেও *তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন* (গা ৩:১৩)।

উপরন্তু খ্রিষ্ট বলেন, মেষগুলির চেয়ে পালকই প্রায়শ্চিত্ত করবে, এ ন্যায়সঙ্গত; আর সেজন্য উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ দিলেন। ঐশপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দাউদ যেখানে বিনাশী দূতকে থামতে দেখেছিলেন সেখানে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলে ঈশ্বরের কাছে আহুতি দিয়েছিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিলেন। সেই যেবুসীয়ের খামার বলতে (২ শামু ২৪:১৬ দ্রঃ) তুমি সেই মণ্ডলী বোঝ, যেখানে খ্রিষ্ট থামা মাত্র মৃত্যু বিনষ্ট হল ও বিনাশী দূত তার সেই মৃত্যুজনক ও ধ্বংসনকারী হাত ফিরিয়ে নিল। কেননা মণ্ডলী হল সেই জীবনেরই গৃহ যিনি নিজেই স্বরূপে জীবন, অর্থাৎ মণ্ডলী খ্রিষ্টের গৃহ।

আমরা সাদৃশ্য-ভিত্তিতে মণ্ডলীকে খামার বলি, কেননা তার মধ্যে ফসলের আঁটির মত সেই সকলেই সংগৃহীত হয়, স্বর্গীয় খামারে সংগৃহীত হবার জন্য ফসলকাটিয়ের দ্বারা তথা প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের প্রচার দ্বারা যাদের সংসার থেকে কাটানো হয়। তারা সেই সবকিছু যা তুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ অসার ও অনর্থক কাজকর্ম ত্যাগ করেছে শুধু নয়, ইন্দ্রিয়ও দমন করেছে বিধায় বাছাই করা গমের মত প্রভুর খামারে তথা স্বর্গীয় যেরুশালেমে তাদের প্রবেশ করানো হয়।

খ্রিষ্ট একদিন ধন্য প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন: *তোমরা কি একথা বলে থাক না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; এর মধ্যে ফসলকাটিয়ে মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে*

*যাচ্ছে* (যোহন ৪:৩৫-৩৬)। তিনি আরও বললেন, *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান* (লুক ১০:২)।

আমি মনে করি, তিনি আধ্যাত্মিক ফসল সেই বিপুল জনতাকে বললেন যাদের একদিন বিশ্বাসী হওয়ার কথা, আর ধন্য ফসলকাটিয়ে তাদের বললেন যাদের অন্তরে ও মুখে রয়েছে সেই *ঈশ্বরের বাণী যা জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়* (হিব্রু ৪:১২)।

খ্রিষ্ট পঞ্চাশটা রুপোর টাকার মূল্যে এ খামার তথা মণ্ডলীকে কিনে নিলেন—তা তো কম মূল্য নয়! বস্তুত তিনি তার জন্য নিজেকে দান করলেন, ও তার মধ্যে একটা বেদি নির্মাণ করলেন; একইসময় যাজক ও বলি হওয়ায় তিনি আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

**শ্লোক** - যোহন ১০:১৫, ১৮; যেরে ১২:৭

*প্র* আমি আমার মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই।

*উ* কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই।

*প্র* আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি, ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার; যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।

*উ* কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৩৩:৭-১১, ১৮-২৩; ৩৪:৫-৯, ২৯-৩৫)

## প্রভু মোশিকে আপন গৌরব প্রকাশ করেন

মোশি সাধারণত তাঁবুটি তুলে নিয়ে শিবিরের বাইরে—শিবির থেকে বেশ কিছু দূরেই, তা বসাতেন; সেই তাঁবুর নাম সাক্ষাৎ-তাঁবু রেখেছিলেন; আর যারা কোন ব্যাপারে প্রভুর অভিমত যাচনা করতে চাইত, তারা প্রত্যেকে শিবিরের বাইরে বসানো সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে যেত। আর যখন মোশি বেরিয়ে তাঁবুটির দিকে যেতেন, তখন সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াত, এবং যতক্ষণ মোশি ওই তাঁবুতে প্রবেশ না করতেন, ততক্ষণ তারা তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁকে যেতে দেখত। যখন মোশি তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন মেঘস্তম্ভ নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করত: সেসময় প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বলতেন। সমস্ত লোক যখন তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ানো মেঘস্তম্ভটি দেখত, তখন তারা উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে থেকে প্রণিপাত করত। মোশির সঙ্গে প্রভু মুখোমুখি কথা বলতেন—একজন লোক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে। তারপর তিনি শিবিরে ফিরে আসতেন, কিন্তু তাঁর তরুণ সহকর্মী নূনের সন্তান সেই যোশুয়া তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও বাইরে যেতেন না।

মোশি প্রভুকে বললেন, 'দোহাই তোমার, আমাকে তোমার গৌরব দেখাও!' তিনি বললেন, 'আমি এমনটি করব, যেন আমার সমস্ত মঙ্গলময়তা তোমার সামনে দিয়ে যায়, এবং তোমার সামনে আমার আপন নাম ঘোষণা করব: প্রভু! আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকে দয়া করব; আর যার প্রতি করুণা দেখাতে চাই, তার প্রতি করুণা দেখাব।' তিনি আরও বললেন, 'তুমি কিন্তু আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না, কারণ কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।' প্রভু বলে চললেন, 'দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক জায়গা আছে; তুমি ওই শৈলের উপরে দাঁড়াও; আর আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব। পরে আমি হাত

উঠিয়ে নেব, আর তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে। কিন্তু আমার মুখমণ্ডল, না, তা দেখা যাবে না।'

তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'প্রভু' নাম ঘোষণা করলেন। প্রভু তাঁর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা করলেন: 'প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর; ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান। তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে কৃপা রক্ষা করেন; অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে আদৌ রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত।' মোশি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন; বললেন, 'প্রভু, আমি যদি সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, দোহাই তোমার, প্রভু, আমাদের মাঝখানে থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল। হ্যাঁ, এরা তো কঠিনমনা এক জাতি; কিন্তু তুমি আমাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা কর: আমাদের তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে গ্রহণ কর।'

যখন মোশি পর্বত থেকে নেমে এলেন—তিনি পর্বত থেকে নেমে আসার সময়ে তাঁর হাতে সেই দু'টো সাক্ষ্যপ্রস্তর ছিল—তখন প্রভুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিধায় তাঁর মুখের চামড়া যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। কিন্তু আরোন ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান যখন মোশিকে দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখের চামড়া উজ্জ্বল দেখে তারা তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে ভয় পেল। কিন্তু মোশি তাদের ডাকলেন, আর আরোন ও জনমণ্ডলীর প্রধানেরা সকলে মিলে তাঁর কাছে ফিরে এলেন, এবং মোশি তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেও তাঁর কাছে এগিয়ে এল, এবং সিনাই পর্বতে প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করার পর মোশি মুখের উপরে একটা কাপড় দিলেন। যখন মোশি প্রভুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভিতরে তাঁর সামনে যেতেন, তখন বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই কাপড় খুলে রাখতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা পেতেন, বেরিয়ে গিয়ে তা ইস্রায়েল সন্তানদের জানাতেন, আর মোশির মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেখতে পেত তাঁর মুখের চামড়া কেমন উজ্জ্বল; পরে, প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ মুখের উপরে আবার সেই কাপড় রাখতেন।

**শ্লোক** - ২ করি ৩:১৩, ১৪, ১৬, ১৮

*প্র* মোশি নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত করতেন, ইস্রায়েলীয়দের জন্য সেই আবরণ এখনও পাতা থাকে;

*উ* তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে।

*প্র* অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

*উ* তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আন্তিওখিয়ার বিশপ থেওফিলস-লিখিত 'আউতোলিকসের কাছে পুস্তক' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২, ৭)

**শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে**

তুমি যদি আমাকে বল, আমাকে তোমার ঈশ্বরকে দেখাও; আমি তোমাকে বলব, তুমি আমাকে তোমার মানুষকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার ঈশ্বরকে দেখাব। অর্থাৎ কিনা, আমাকে দেখাও যে তোমার মনশ্চক্ষু দেখতে পায় আর তোমার হৃদয়ের কান শুনতে পায়।

বস্তুত যারা দেহের চোখ দিয়ে দেখে, তারা তাই দেখে যা এ পার্থিব জীবনে ঘটে, ও যা যা দ্বন্দ্ববিশিষ্ট তাই নিরীক্ষণ করে যথা আলো-অন্ধকার, সাদা-কালো, সুশ্রী-কুশ্রী, সুন্দর-খারাপ, ঠিক-বেঠিক, আতিশয্য-অভাব; আর একই কথা কানের বেলায়ও প্রযোজ্য যথা গম্ভীর বা উৎফুল্ল সুর। ঈশ্বরকে দেখবার জন্য মনশ্চক্ষু ও হৃদয়ের কানও একইভাবে ব্যবহার করে।

তাই ঈশ্বর তাদেরই কাছে দৃষ্টিগোচর যারা তাঁকে দেখতে সক্ষম, অর্থাৎ কিনা যাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত। কেননা চোখ সকলেরই আছে, কিন্তু কারও কারও চোখ যেন কালিতেই আচ্ছন্ন, আর তারা সূর্যের আলো দেখতে পারে না। তবু অন্ধরা যে দেখতে পারে না, এ থেকে অনুমান করা যায় না, তবেই সূর্য উজ্জ্বল নয়! তারা বরং নিজেদের

অন্ধতা নিজেদের ও নিজেদের চোখের উপরেই আরোপ করে। এভাবে তোমার মনশ্চক্ষুও তোমার পাপ ও অপকর্মের কালিতে আচ্ছন্ন।

আয়না যেমন স্বচ্ছ, তেমনি মানুষের আত্মাও শুচিশুদ্ধ হওয়া চাই। আর যেমন আয়না কলুষিত হলেই মানুষ তার মধ্যে নিজের চেহারা আর দেখতে পারে না, তেমনি মানুষের মধ্যে পাপ উপস্থিত হলেই কেউই ঈশ্বরকে কোন মতে আর দেখতে পারবে না।

ইচ্ছা করলে কিন্তু তুমি সুস্থ হতে পার: চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সঁপে দাও, আর তিনি তোমার মন ও হৃদয়ের চোখের উপযুক্ত চিকিৎসা করবেন। এ চিকিৎসক কে? চিকিৎসক হলেন ঈশ্বর যিনি ঐশবাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করেন। সেই বাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারাই তিনি বিশ্ব গড়ে তুলেছেন, যেমন লেখা আছে, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব* (সাম ৩৩:৬)। তাঁর প্রজ্ঞা অপরিসীম: ঈশ্বর প্রজ্ঞায় পৃথিবী স্থাপন করলেন, সুবুদ্ধিতে স্বর্গ গড়লেন, তাঁর সদ্বিবেচনায় অতলদেশ খুলে যায় ও মেঘমালা শিশিরপাত করে।

হে মানুষ, তুমি যদি এসব কিছু বোঝ, এবং পুণ্য, পবিত্র ও ন্যায় জীবন যাপন কর, তবে তোমার পক্ষে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব; তবু সবকিছুর আগে তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস ও ঈশ্বরভীতি এগিয়ে আসুক, তবেই এসব কিছু বুঝতে পারবে। তুমি যখন মরণশীলতা ত্যাগ করবে ও অমরতা পরিধান করবে, তখন তোমার কর্মফল অনুসারে তুমি ঈশ্বরকে দেখবে। কেননা ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে তোমার দেহকেও অমর অবস্থায় পুনরুত্থিত করেন, আর তুমি যদি এখন বিশ্বাস কর, তাহলে তখন অমর হয়ে উঠে সেই অমরকে দেখতে পাবে।

**শ্লোক** - ২ করি ৬:২, ৪, ৫, ৭ দ্রঃ

*প্র* এখন তো প্রসন্নতার সময়, এখন তো পরিত্রাণের দিন। এসো, সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই

*উ* ঈশ্বরের পরাক্রমী ন্যায্যতার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

*প্র* এসো, আমরা জাগরণ ও উপবাস, শুচিতা, প্রজ্ঞা ও সত্যবাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকি

*উ* ঈশ্বরের পরাক্রমী ধর্মময়তার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৪:১৪–৫:১০)

**মহাযাজক যিশু খ্রিষ্ট**

যেহেতু আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন—সেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি। কেননা আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন: যারা অজ্ঞ ও পথভ্রান্ত, তিনি তাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাতে সক্ষম, কারণ তিনি নিজেও দুর্বলতায় পরিবেষ্টিত; আর সেই দুর্বলতার কারণে তাঁকে যেমন জনগণের জন্য, তেমনি নিজেরও জন্য পাপের ব্যাপারে বলি উৎসর্গ করতে হয়।

কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। তেমনি খ্রিষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (সাম ২:৭), [তিনিই তা তাঁকে দিলেন] যেমন আর একটা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)। সেই খ্রিষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে

সক্ষম, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে, পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে* মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ৫:৮-৯, ৭

*প্র* পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রিষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন ;

*উ* আর তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

*প্র* খ্রিষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন ;

*উ* আর তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (উপদেশ ২৬:৩)

**খ্রিষ্ট করুণাময় মহাযাজক হলেন**

খ্রিষ্ট এই পথ চলেই আমাদের জন্য করুণাময় মহাযাজক হলেন। স্বর্গদূতদের সেবাকর্মের মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কাছে দেওয়া বিধান আদেশ করত, অপরাধে পতিত যারা তাদের ইতস্তত না করে শাস্তি দেওয়া হোক। পলও একথা উল্লেখ করেন, *যে কেউ মোশির বিধান অমান্য করে, দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে বিনা করুণায় তার প্রাণদণ্ড হয়* (হিব্রু১০:২৮)। এজন্য বিধানের নিয়ম অনুসারে যাঁরা যাজকীয় ভূমিকা অনুশীলন করতেন, যারা অবহেলা ক'রে পাপ করত তাঁরা তাদের প্রতি করুণা দেখাবার চিন্তাও করতেন না। অপরদিকে খ্রিষ্ট করুণাময় মহাযাজক হলেন। তিনি পাপের জন্য প্রতিশোধ হিসাবে কোন দণ্ড মানুষের কাছে দাবি করলেন না, আর শুধু তা নয়, তিনি অনুগ্রহ ও করুণা গুণে তাদের ধর্মময়ও করে তুললেন ; উপরন্তু তিনি এমনটি করলেন যাতে আমরা আত্মার শরণে ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারি, এবং প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবেই

আমাদের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরলেন, অর্থাৎ কিনা তিনি আমাদের দেখালেন সেই প্রকৃত সদাচরণ যা দিব্য সুসমাচারে বিশদভাবে প্রকাশিত।

মোশির আদেশগুলো নিন্দা করে বা প্রাক্তন বিধিনিয়ম ধ্বংস করেই যে তিনি সত্য দেখিয়েছেন এমন নয়, বরং সেই বিধানের বাহ্যিক অক্ষর যা ছিল দৃষ্টান্তের কেবল একটা আভাস, তা তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাধিত উপাসনা ও আরাধনায় পরিণত করলেন।

এজন্য তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, *মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়* (মথি ৫:১৭-১৮)।

যিনি দৃষ্টান্তগুলোকে বাস্তবতায় পরিণত করেন, তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করেন না, সেগুলোর সিদ্ধিই বরং ঘটান। চিত্রকর যেমন আগে দেওয়া নানা রঙগুলি মুছে না দিয়ে নতুন নতুন রঙ দেন যাতে চিত্রটা আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি খ্রিষ্ট অস্পষ্ট চিত্রগুলিকে সত্যের নিখুঁত নমুনা অনুসারে সঠিক করলেন।

বিধান ও নবীরা বহুরূপে রহস্যের সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও ইস্রায়েল কিন্তু রহস্যটা বুঝতে পারল না; আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের অসংখ্য কাজকর্মও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারত তারা যেন বিশ্বাস করে যে, আমাদের কল্যাণার্থে ঐশমঙ্গলময়তার বিধি অনুসারে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েও, তবু তিনি আদিতে যা ছিলেন তা হয়েই থেকেছিলেন, তথা ঈশ্বর। ফলত স্রষ্টা হিসাবে তিনি এমন কিছুও সাধন করলেন যা মানুষের সাধারণ সাধ্যের অতীত, ঐশক্ষমতাপূর্ণ অলৌকিক কাজও সাধন করলেন: সমাধি থেকে পচা ও ক্ষয়প্রাপ্ত মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করলেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, স্বপরাক্রমে অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই কুষ্ঠরোগীদের সারিয়ে তুললেন, আর কতই না কিছু সাধন করলেন যা বর্ণনা ও বিস্ময়ের অতীত। এজন্য তিনি [ফরিশীদের] বলতেন, *আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন* (যোহন ১০:৩৭)।

শ্লোক - হিব্রু ৪:১৫-১৬; ইশা ৫৩:১২

℣ আমাদের যে মহাযাজক আছেন, তিনি এমন কেউ নন যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন।

℟ সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

℣ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করলেন।

℟ সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৩৪:১০-২৮)

## সন্ধি নবায়ন

সেসময় প্রভু মোশিকে বললেন, 'দেখ, আমি এক সন্ধি স্থাপন করি: তোমার গোটা জনগণের সামনে আমি এমন কতগুলো আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করব, যার মত কোন দেশ বা কোন জাতির মধ্যে কখনও সাধন করা হয়নি; যে সমস্ত লোকের মাঝে তুমি বসবাস করছ, তারা দেখবে প্রভু কিনা সাধন করতে পারেন, কেননা তোমার সঙ্গে আমি যা করতে যাচ্ছি, তা ভয়ঙ্কর! আমি আজ তোমাকে যা আজ্ঞা করি, তাতে বাধ্য হও। দেখ, আমি আমোরীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়কে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেব। সাবধান, যে দেশে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তার অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থাপন করো না, পাছে সেই লোকেরা তোমার মধ্যে ফাঁদস্বরূপ হয়। তোমরা বরং তাদের বেদিগুলো ভেঙে ফেলবে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করবে, ও সেখানকার যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে। তুমি অন্য দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, কারণ প্রভুর নাম ঈর্ষাভিমানী: তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষ সহ্য করেন না। সেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে না, নইলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে ও তাদের দেবতাদের কাছে বলি দেবে, তখন তোমাকে ডাকবে আর তুমি তাদের প্রসাদ খাবে; আর তুমি যদি তোমার ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের বধূরূপে নাও, তাহলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে, তখন তোমার ছেলেদেরও তাদের দেবতাদের অনুগামী করে ব্যভিচার করাবে। তুমি নিজের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবতা তৈরি করবে না।

তুমি খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করবে। আবিব মাসের নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবিব মাসেই তুমি মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। মাতৃগর্ভের যত প্রথমফল আমারই: তাই সেই প্রথমজাত পুংশাবক গবাদি পশুরই হোক বা মেষেরই হোক, প্রতিটি পালের মধ্যে তোমার পক্ষে একটা স্মরণ-চিহ্ন থাকবেই। কিন্তু গাধার প্রথমফলের মুক্তির

জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তবে তার গলা ভাঙবে। তোমার প্রথমজাত সন্তানদের তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করবে; কেউই যেন খালি হাতে আমার সম্মুখে হাজির না হয়।

তুমি ছ' দিন পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে; চাষ ও ফসল কাটার সময়েও বিশ্রাম করবে।

তুমি সপ্ত সপ্তাহ উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটা উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটা উৎসব পালন করবে।

বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে; কারণ আমি তোমার সামনে থেকে জাতিগুলিকে তাড়িয়ে দেব, ও তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করব; তাই যখন তুমি বছরে তিনবার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে যাত্রা করবে, তখন কেউই তোমার দেশ দখল করার ইচ্ছা পোষণ করবে না।

তুমি আমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত কোন কিছুর সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; পাস্কা উৎসবের বলি সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে আনবে।

তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি এই সকল বাণী লিখে রাখ, কারণ আমি এই সকল বাণী অনুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি।' সেসময়ে মোশি চল্লিশদিন চল্লিশরাত সেখানে প্রভুর সঙ্গে থাকলেন—রুটি খেলেন না, জল পান করলেন না। তিনি সেই দু'টো প্রস্তরে সন্ধির বাণীগুলো অর্থাৎ দশ বাণী লিখে রাখলেন।

শ্লোক - যোহন ১:১৭, ১৮; ২ করি ৩:১৮

℣ বিধান মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে।

℟ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি: সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

℣ অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

℟ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি : সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত 'প্রার্থনা-প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৮-২৯)

**আধ্যাত্মিক বলি**

প্রার্থনা এমন আধ্যাত্মিক বলি যা প্রাচীন যত বলিদান বাতিল করে দিয়েছে। ঈশ্বর বলেছিলেন, *তোমাদের অসংখ্য যজ্ঞবলিতে আমার কী? ভেড়ার আহুতির প্রতি আমার আর রুচি নেই, এবং বাছুরের চর্বি ও বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই! তোমাদের হাত থেকে কেইবা তেমন দাবি রেখেছে?* (ইশা ১:১১, ১২)।

তবে ঈশ্বর যা দাবি করেন, তা সুসমাচার শেখায়; তিনি বলেন, *এমন ক্ষণ আসছে, যখন সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে; কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, তাই পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন* (যোহন ৪:২৩)।

আমরাই তো সেই সত্যকার উপাসক ও প্রকৃত যাজক, যারা আত্মার শরণে প্রার্থনা ক'রে আত্মার শরণে প্রার্থনা-বলি উৎসর্গ করি—এমন বলি যা ঈশ্বরের কাছে উপযুক্ত ও গ্রহণীয়, সেই যে বলি তিনি দাবি করেছিলেন ও নিজেই ব্যবস্থা করলেন।

এই বলি, যা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিবেদিত, বিশ্বাসে পুষ্ট, সত্যে সংরক্ষিত, নিষ্কলঙ্কতায় ত্রুটিহীন, শুচিতায় নির্মল, ভ্রাতৃপ্রেমে মাল্যভূষিত, সৎকর্মের শোভাযাত্রায় সামসঙ্গীত ও বন্দনাগানের মধ্যে ঈশ্বরের বেদিপ্রান্তে আমাদের উপনীত করা প্রয়োজন; এই বলিই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের জন্য সবকিছু অর্জন করবে।

কেননা যিনি সেই প্রার্থনা দাবি করেন, সেই ঈশ্বর আত্মা ও সত্য থেকে উৎসারিত এমন প্রার্থনার কাছে কীবা দিতে অস্বীকার করবেন? তেমন প্রার্থনার কার্যকারিতা বিষয়ে আমরা কতগুলোই না সাক্ষ্যবাণী পড়ি, শুনি ও বিশ্বাস করি! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন প্রার্থনা

আগুন, পশু ও অনাহার থেকে মুক্তি দিত (দা ৩:৯২,৯৩; ৬:২২, ২৩; ১৪:৩৭; ১ রাজা ১৭:১৫ দ্রঃ), অথচ খ্রিষ্ট থেকে নিজের প্রাণশক্তি তখনও পায়নি।

সেটার চেয়ে খ্রিষ্টীয় প্রার্থনার কর্মক্ষেত্র কতই না উদার! এ প্রার্থনা *আগুনের মাঝে* শিশিরদানকারী সেই দূতকে দাঁড় করায় না, *সিংহের মুখও* বন্ধ করে না, ক্ষুধার্তের কাছেও সামান্যতম মধ্যাহ্ন খাবার পৌঁছিয়ে দেয় না (দা ৩:৯২; হিব্রু ১১:৩৩; ২ রাজা ৪:৪২-৪৪ দ্রঃ), নিজের হয়ে কোন অনুগ্রহ দ্বারাও দুঃখযন্ত্রণার কোন অনুভূতি দূরে রাখে না, কিন্তু যন্ত্রণাভুক্ত, দুঃখার্ত ও শোকার্তকে সে সহিষ্ণুতায় দীক্ষিত করে, সাহস দানে অনুগ্রহ প্রসারিত করে, যাতে করে ঈশ্বরের নামের খাতিরে যা বিষয়ে যন্ত্রণাভোগ করছে তা বুঝে, বিশ্বাস জানতে পারে ঈশ্বরের কাছ থেকে সে কী প্রতিদান পেতে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রাচীনকালে প্রার্থনা আঘাত হানত, শত্রুসেনাকে ছত্রভঙ্গ করত, জলবর্ষণের উপকারিতা রোধ করত (যাত্রা ৭; ১৭:১৩; দ্বিঃবিঃ ১১:১৭ দ্রঃ)। এবার কিন্তু ধর্মময়তা-প্রার্থনা ঈশ্বরের সমস্ত ক্রোধ দূর করে দেয়, শত্রুদের পক্ষে রাত্রিজাগরণ করে, *নির্যাতকের জন্য মিনতি জানায়* (মথি ৫:৪৪ দ্রঃ)। যে প্রার্থনা স্বর্গীয় আগুনও যোগাতে পেরেছিল, সেই প্রার্থনা যে স্বর্গীয় জল আদায় করতে পারে, এতে বিস্ময়কর কী আছে? কেবল প্রার্থনাই সেই বস্তু যা ঈশ্বরকে পরাভূত করে; কিন্তু খ্রিষ্ট এমনটা চাইলেন না যে, সেটা অমঙ্গলের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে, বরং মঙ্গলের লক্ষ্যেই তিনি প্রার্থনাকে সমস্ত শক্তিতে ভূষিত করলেন।

এজন্য এ প্রার্থনা শুধু এ কাজই করতে জানে, তথা পরলোকগতদের আত্মাকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে ডাকা, দুর্বলকে সুস্থির করা, অসুস্থকে সারিয়ে তোলা, অপদূতগ্রস্তকে মুক্ত করা, কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া, নিরপরাধীর শেকল উন্মোচিত করা। তাছাড়া সে অপরাধ মুছিয়ে দেয়, প্রলোভন দূর করে দেয়, নির্যাতন শেষ করে দেয়, ভগ্নপ্রাণকে সান্ত্বনা দান করে, উদারমনাকে প্রেরণা দান করে, যাত্রীকে চালিত করে, তরঙ্গমালা প্রশমিত করে, দস্যুকে বিহ্বল করে, গরিবের জন্য খাদ্য যোগায়, ধনীকে চালনা করে, পতিতকে পায়ে দাঁড় করায়, পতনোন্মুখকে সুস্থির করে তোলে, দণ্ডায়মানকে দৃঢ়তা দান করে।

সকল স্বর্গদূতও প্রার্থনা করেন, প্রতিটি সৃষ্টজীব প্রার্থনা করে ; হাঁটুপাত করে মেষ ও বন্য পশু প্রার্থনা করে, এবং ঘেরি ও আস্তানা থেকে বের হতে হতে নিষ্ক্রিয় নয় এমন মুখে নিজ নিজ কায়দা অনুসারে শ্বাস স্পন্দিত করতে করতে স্বর্গের দিকে তাকায়। এমনকি পাখিরাও ভোরে জেগে উঠে স্বর্গের দিকে উড়তে থাকে, ক্রুশের আকারে হাতের বদলে ডানা প্রসারিত করে, ও এমন কিছু বলে যা মনে হয় ঠিক প্রার্থনাই যেন।

তবে প্রার্থনা সংক্রান্ত কর্তব্য প্রসঙ্গে এর চেয়ে বলার আর কিবা রয়েছে? হ্যাঁ, সেই প্রভু নিজেও প্রার্থনা করলেন, যাঁর সম্মান ও পরাক্রম নিবেদিত হোক যুগযুগ ধরে।

**শ্লোক** - যোহন ৪:২৩-২৪ দ্রঃ

*প্র* সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

*প্র* ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৫:১১–৬:৮)

**খ্রিষ্টীয় জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনা**

এবিষয়ে আমাদের বলার অনেক কথা আছে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমরা বুঝতে ধীর হয়েছ। আসলে এতদিনে তোমাদের শিক্ষাগুরুই হয়ে ওঠা উচিত ছিল, অথচ তোমাদের পক্ষে এখনও প্রয়োজন রয়েছে, কেউ ঐশবচনের প্রাথমিক কথাগুলো তোমাদের নতুন করে শেখাবে; তোমরা এমন পর্যায়ে পিছিয়ে গেছ যে, তোমাদের দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য নয়। সত্যি, শুধু দুধ যার খাদ্য, এখনও শিশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গুরুপাক খাদ্য সিদ্ধতা-প্রাপ্ত সেই মানুষদের জন্য, সাধনার ফলে যাদের মন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে অভ্যস্ত।

সুতরাং এসো, খ্রিষ্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতর কথার দিকে এগিয়ে যাই; অর্থাৎ পুনরায় সেই ভিত্তি আর স্থাপন করব না, যথা মৃত কাজকর্মকে অস্বীকার, ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন, নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান, ও অনন্তকালীন বিচার। ঈশ্বর সম্মতি দিলে আমরা তা-ই করতে অভিপ্রেত।

বস্তুতপক্ষে, যারা একবার আলোপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে, পবিত্র আত্মার অংশভাগী হয়েছে, এবং ঈশ্বরের মঙ্গলবাণীর ও আসন্ন যুগের নানা পরাক্রমের স্বাদ পেয়েছে, আর তা সত্ত্বেও সরে পড়েছে, মনপরিবর্তনের দিকে চালিত ক'রে তাদের দ্বিতীয়বারের মত নবীকৃত করা সম্ভব নয়, কেননা নিজেদের বেলায় তারা তো ঈশ্বরের পুত্রকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও তাঁকে সকলের নিন্দার বস্তু করছে। যে মাটি ঘন ঘন নেমে-আসা বৃষ্টির জল পান করে ও যারা তা চাষ করেছে তাদের জন্য উপযুক্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেই মাটি ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র হয়; কিন্তু তা যদি কাঁটাগাছ ও

শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে, তাহলে তা মূল্যহীন, ও অভিশাপের পাত্র হওয়ার কাছাকাছি হয়ে আসছে: আগুনে পুড়ে যাওয়াই তার শেষ পরিণাম!

**শ্লোক** - সাম ৯৫:৮; হিব্রু ৩:১২

*প্র* তোমরা আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন:

*উ* হৃদয় কঠিন করো না।

*প্র* সতর্ক থেকো, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়ে।

*উ* হৃদয় কঠিন করো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৪-৫)

**সমবেত প্রার্থনার শক্তি**

ঈশ্বর যখন দেখেন, ভক্তমণ্ডলী শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে প্রার্থনায় রত আছে, তখন তিনি বহুবার দয়ায় বিগলিত হন। সুতরাং এসো, প্রেরিতদূতদের জন্য করিন্থীয়েরা যেভাবে করছিলেন, সেভাবে আমরাও একে অন্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়ে প্রার্থনায় সম্মিলিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। ফলত, প্রভুর আদেশ পূরণ করা ছাড়া আমরা পরস্পর-পরস্পরকে ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত করি। ভ্রাতৃপ্রেম বলতে আমি যা কিছু মঙ্গলময় তা বোঝাই; উপরন্তু, অধিক উজ্জ্বলতর ভক্তির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতেও আমাদের শিখতে হবে। কেননা যারা পরের মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, তারা নিজেদের জন্যও অধিক মাত্রায় তাই করে। দাউদও ঠিক তাই করছিলেন যখন বলছিলেন, *তোমরা আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি* (সাম ৩৪:৪)।

প্রেরিতদূতও বারবার একই পরামর্শ দেন; আমরাও তাই করি ও সকলের কাছে ঈশ্বরের উপকার ঘোষণা করি যাতে আমাদের প্রশংসাবাদে সকলকে সম্মিলিত করতে পারি। বস্তুতপক্ষে, আমরা যখন লোকদের কাছ থেকে পাওয়া কোন উপকার ঘোষণা করি, তখন তাদের মন জয় করি; একথা ঈশ্বরের বেলায় আরও যুক্তিসঙ্গত, কেননা যদি

তাঁর উপকার ঘোষণা করি, তাহলে মহত্তর উপকারিতা দানের জন্য তাঁকে জয় করি। আর যখন একটা লোকের উপকার পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাতে অন্যান্যদেরও আমন্ত্রণ করি, তখন আমাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই কাছে বহু লোককে আনতে হবে তারাও যেন আমাদের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। সেই বিশ্বাসযোগ্য পল যখন তাই করতেন, তখন এ অধিক সমীচীন যে আমরাও তাই করব।

আমরা পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ জানাতে বারবার অনুনয় করে থাকি, আর তাঁরা আমাদের বেলায় তাই করে থাকেন: এ হল যাজকদেরই বিশেষ ভূমিকা, কেননা এ হল সর্বোত্তম মঙ্গল। প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে মানবজাতির জন্য ও সমস্ত মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা ঈশ্বরের উপকার যদিও সকলেরই জন্য, তবু তুমি সাধারণ মঙ্গলভাণ্ডার থেকেই পরিত্রাণ পেয়েছ। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, তুমি সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপকারের জন্য, আবার ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপকারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। কেননা ঈশ্বর শুধু তোমার জন্য নয়, সকলেরও জন্য সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেন, আবার কিন্তু তুমি ব্যক্তিগতভাবেও তার উপকার ভোগ কর; তেমন মহান বস্তু সকলের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে বটে, অথচ সকল মানুষ তা যতখানি দেখতে পায়, তুমি একাও তা ততখানি দেখতে পাও। তাই এও সমীচীন যে, তুমি সাধারণ উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাও, আবার অন্যান্যদের গুণাবলির জন্যও ধন্যবাদ জানাও, কেননা বহুবার আমরা পরের গুণে উপকৃত হই।

বস্তুতপক্ষে, সদোমে যদি কেবল দশজন ধার্মিক লোককেও পাওয়া যেত, তবুও সকল অধিবাসী তেমন সর্বনাশে পতিত হত না। সেজন্য আমরা পরের সৎসাহসী প্রার্থনার জন্যও ধন্যবাদ জানাই। এ প্রথা এমন প্রাচীন প্রথা যা আদিমণ্ডলীর সময় থেকেও প্রচলিত: এজন্য পলও রোমীয়দের জন্য, করিন্থীয়দের জন্য ও নিখিল মানবজাতির জন্য ধন্যবাদ জানান।

শ্লোক - যোয়েল ২:১৭ দ্রঃ

প্র উপবাসে ও অশ্রুজলে যাজকেরা প্রার্থনা করে বলছিলেন:

উ হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও, তোমার উত্তরাধিকার ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়ো না।

৵ বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,

৶ হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও, তোমার উত্তরাধিকার ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়ো না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৩৫:৩০—৩৬:১; ৩৭:১-৯)

## আবাস ও মঞ্জুষা নির্মাণকাজ

একদিন মোশি ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'দেখ, প্রভু যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেলকে বিশেষভাবে বেছে নিলেন; তাঁকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, যেন সবরকম শিল্পকর্মে তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, যেন তিনি কারুকাজ কল্পনা করতে, সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জের কারুকার্য করতে, খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম নিপুণ শিল্পকর্ম করতে পারেন। তিনি তাঁর হৃদয়ে শিক্ষা দিতে প্রেরণা দিলেন, দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবের হৃদয়েও একই প্রেরণা দিলেন। তিনি খোদাই করতে ও শিল্পকর্ম করতে এবং নীল, বেগুনি, সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে সূচিকর্ম করতে ও তাঁতকর্ম করতে, এককথায় সবরকম শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্ম করতে তাঁদের হৃদয় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করলেন।

তাই পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজগুলো কীরূপে করতে হবে, তা জানতে প্রভু যাঁদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন, বেজালেল ও অহলিয়াবের সঙ্গে সেই সকল প্রজ্ঞাবান শিল্পী প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইসব কাজ করবেন।'

বেজালেল মঞ্জুষাটি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করলেন: তা আড়াই হাত দীর্ঘ, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উচ্চ করা হল; ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দিলেন; তার এক পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া দিলেন। তিনি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে তা সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে ঢোকালেন।

তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করলেন: তা আড়াই হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত চওড়া করা হল। পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দিলেন। তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে অখণ্ড দুই খেরুব দিলেন। সেই দুই খেরুব পাখা

ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে রাখত, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী রইল ; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী রইল।

**শ্লোক** - সাম ৮৪:২, ৩; ৪৬:৫-৬

*প্র* তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম, হে সেনাবাহিনীর প্রভু ; প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর ;

*উ* জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

*প্র* এ হল পরাৎপরের পবিত্র আবাস ; পরমেশ্বর তার মধ্যে থাকেন—তা কখনও টলবে না।

*উ* জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ১০)

**আমি তাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত করি**

বিধানের প্রথা অনুসারে পবিত্রীকৃত হওয়া বলতে সেই সবকিছু বোঝাত যা ঈশ্বরের কাছে মানত বা বলি রূপে উৎসর্গ করা হত, যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাতদের বেলায় বলা হয় : *ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের প্রথমফল*, অর্থাৎ *সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর* (যাত্রা ১৩:২) ; একথা ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন, অর্থাৎ তাকে উৎসর্গ কর, তাকে পবিত্র বলে গণ্য কর।

সুতরাং যেহেতু পবিত্রীকৃত করা, হল উৎসর্গ বা নিবেদন করার নামান্তর, সেজন্য আমরা বলি, পুত্র আমাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত বলে নিবেদন করেছেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের কাছে জগৎকে পুনর্মিলিত করায় ও সেই হারানো বন্ধুত্বে তাকে তথা মানবজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় পিতা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র অর্ঘ্য ও বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। শাস্ত্রের কথা : *তিনি নিজেই আমাদের শান্তি* (এফে ২:১৪) ; বস্তুতপক্ষে আমরা জানি, ঈশ্বরের কাছে আমাদের পুনরাগমন ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পবিত্রতাদানকারী আত্মার সহভাগিতা দানেই সাধিত হয়েছে। আত্মাই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত ও মিলিত করেন, আর তাঁকে গ্রহণ ক'রেই আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী

ও অংশীদার হয়ে উঠি; আমরা তাঁকে পুত্রের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করি, ও পুত্রের মধ্যে পিতাকেও গ্রহণ করি। এজন্য প্রজ্ঞাবান যোহন তাঁর বিষয়ে লিখেছেন, *এতেই আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন* (১ যোহন ৪:১৩)। আর পল কী বলেন? *তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'* (গা ৪:৬)। আর ব্যাপারটা এমন যে, আমাদের সেই আত্মা না থাকলে আমরা কোন মতে জানতে পারতাম না, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন, কেননা আমাদের যদি সেই আত্মাকে দান না করা হত যিনি আমাদের ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করেন, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সন্তানও হতাম না।

ঈশ্বর যে আমাদের মধ্যে আছেন ও আমরা যে পবিত্র আত্মার সহভাগিতায় আহূত হয়েছি, এ কারণে ছাড়া আমরা আর কীভাবে ঐশস্বরূপে উন্নীত হয়েছি বা কীভাবে সেই ঐশস্বরূপের সহভাগিতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি? এজন্যই আমরা সেই সর্বাতীত স্বরূপের সহভাগী ও অংশীদার, এবং ঈশ্বরের মন্দির বলে অভিহিত। আমাদের পাপের জন্য একমাত্র পুত্র নিজেকে পবিত্রীকৃত করলেন, অর্থাৎ নিজেকে পবিত্র বলে নিবেদন করলেন ও সুরভিত নৈবেদ্য ও পবিত্র বলিরূপে পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, যাতে করে ঈশ্বর থেকে যা মানুষকে পৃথক রাখে অর্থাৎ পাপ বাতিল হওয়ায় আর কোন কিছু না থাকতে পারে যা ঈশ্বরের আপনজন হতে ও তাঁর সহভাগিতায় অবস্থিত হতে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে—অবশ্যই সেই পবিত্র আত্মারই সহভাগিতা গুণে যিনি ধর্মময়তা ও পবিত্রতায় অর্থাৎ আদি প্রতিমূর্তিতে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন (এফে ৪:২৪ দ্রঃ)। কেননা যদিও পাপ মানুষকে ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করে, তবু ধর্মময়তা আবার তাঁর সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে ও পিতা ঈশ্বরের পাশেই যেন আমাদের আসন দেয়। বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা এখন সেই খ্রিষ্টে আছি, যিনি আমাদের অপরাধের জন্য সমর্পিত হলেন বটে, কিন্তু আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করলেন। তাঁর মধ্যে, প্রথমফসলেরই মধ্যে যেন, গোটা মানবস্বরূপ জীবনের নবীনতায় নবায়িত হয় ও তার আদি অবস্থায় ফিরে গিয়ে পবিত্রতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্লোক - কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫

প্র তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৬:৯-২০)

**ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায়ই আমাদের প্রত্যাশা স্থাপিত**

প্রিয়জনেরা, আমরা যদিও এই ধরনের কথা বলি, তবু তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল ও পরিত্রাণের দিকে চলছে; কেননা ঈশ্বর অন্যায্য নন, তাই তোমাদের কাজকর্ম, এবং তোমরা পবিত্রজনদের যে সেবা করেছ ও করছ, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নামের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছ, এই সমস্ত কিছু তিনি ভুলে যাবেন না। আমাদের বাসনা শুধু এই, যেন তোমরা প্রত্যেকে একই আগ্রহ দেখাও যাতে তোমাদের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে, আরও, তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও।

আসলে যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়ে শপথ করতে না পারায় *নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন*, তিনি বললেন, *আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের বিপুল বৃদ্ধি ঘটাব* (আদি ২২:১৬-১৭ দ্রঃ)। আর তাই তিনি নিষ্ঠা দেখালেন বিধায় প্রতিশ্রুতির ফল দেখতে পেলেন। মানুষ তো নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়েই শপথ করে, এবং মানবসমাজে শপথটা এমন বিষয়, যা নিজেদের মধ্যে যত বিবাদের সমাপ্তি ঘটায়। একই প্রকারে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা তাঁর কাছে আশ্রয় পাবার জন্য পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য

প্রবল উৎসাহ পেতে পারি। এই প্রত্যাশায়ই আমরা কেমন যেন প্রাণের অটল ও দৃঢ় একটা নোঙ্গর পাচ্ছি যা [পবিত্রধামের] পরদার ভিতরে পর্যন্ত যায়, যেখানে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক হবার পর* (সাম ১১০:৪) যিশু আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন—চিরকালের মত।

**শ্লোক** - হিব্রু ৬:২০; ৭:২৫, ২৪ দ্রঃ

*প্র* মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন মহাযাজক হবার পর যিশু আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন ;

*উ* আমাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

*প্র* যিশু চিরকালের মত থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম।

*উ* আমাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৮৫, ১)

**যিশু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন, নিজেই আমাদের প্রার্থনার পাত্র**

আপন বাণীকে দান করা ছাড়া ঈশ্বর মানুষের কাছে আর মহত্তর দান দিতে পারতেন না : সেই যে বাণী দ্বারা তিনি সবকিছু গড়লেন, সেই বাণীকে মানুষের মাথা করলেন ও মানুষকে তাঁর সঙ্গে অঙ্গগুলিই যেন সংযোগ করলেন, যাতে করে তিনি হতে পারতেন ঈশ্বরপুত্র ও মানবপুত্র, পিতার সঙ্গে একেশ্বর, মানুষের সঙ্গে একমানুষ ; ফলে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাই তখন যেন পিতা থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন না করি, আর যখন পুত্রের দেহ মিনতি জানায় তখন সে যেন নিজে থেকে আপন মাথা বিচ্ছিন্ন না করে, যাতে করে তার দেহের একমাত্র ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেই ঈশ্বরপুত্রই হন সেই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন, নিজেই আমাদের প্রার্থনার পাত্র।

আমাদের যাজকরূপে তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন; আমাদের মাথারূপে আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন; আমাদের ঈশ্বররূপে আমাদের প্রার্থনার পাত্র। সুতরাং এসো, তাঁর মধ্যে আমাদের কণ্ঠস্বর, ও আমাদের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর চিনে নিই। আর যখন, বিশেষভাবে ভাববাণীতে, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে কোন কথা বলা হয় যা এমন দীনতারই সঙ্গে সম্পর্কিত যা একপ্রকারে ঈশ্বরের অযোগ্য, তখন আমরা যেন তা তাঁকেই আরোপ করতে দ্বিধা না করি যিনি আমাদের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি —অথচ তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল ব'লে নিখিল সৃষ্টি তাঁর সেবা করে। এজন্য আমরা যখন শুনি, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (যোহন ১:১-৩), তখন আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠতা ও ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করি, এবং সৃষ্টির সমস্ত শ্রেষ্ঠতার চেয়ে ঈশ্বরপুত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাতীত ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করে আমরা শাস্ত্রের অন্য স্থানে এও শুনি যে, তিনি ক্রন্দন করছেন, প্রার্থনা করছেন, স্তুতি-বন্দনা করছেন। আর তখন আমরা তেমন কথা তাঁকে আরোপ করতে দ্বিধাবোধ করি, কেননা তাঁর ঈশ্বরত্বে ধ্যানমগ্ন আমাদের মন সেই ঈশ্বরত্ব ছেড়ে তাঁর অবমাননা-ধ্যানে নেমে আসতে ধীর হয়; ঈশ্বররূপে যাঁর কাছে আমরা আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করছিলাম, তাঁর সেই মানবীয় বাণী মেনে নিলে মনে হয় আমরা যেন তাঁর নিন্দাই করি—এমনকি হতভম্ব হয়ে ইচ্ছে হয় আমরা সেই বাণীগুলো পাল্টিয়ে দিই। অথচ তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও তাঁকে ভুল বুঝতে বাধা দেয়, এমন কথা ছাড়া তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে অন্য কথা নেই।

সুতরাং আমাদের মন জেগে উঠুক ও বিশ্বাসে জাগরিত থাকুক; মনে রাখুক যে, ঐশস্বরূপে পরিবৃত বলে যাঁর প্রতি কিছুক্ষণ আগে তার চোখ নিবদ্ধ ছিল, তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করলেন; মানুষের সাদৃশ্যে মানুষ হয়ে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করে নিজেকে অবনমিত করলেন, এবং ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে তিনি সামসঙ্গীতের বাণী আপন করতে চাইলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* (সাম ২২:১)।

অতএব, ঈশ্বররূপে তিনি প্রার্থনার পাত্র, দাসরূপে তিনি প্রার্থনা করেন: সেখানে স্রষ্টা, এখানে সৃষ্টজীব, অপরিবর্তনশীল হয়ে পরিবর্তনের লক্ষ্যে সৃষ্টিকে ধারণ ক'রে ও আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে একমানুষ ক'রে তিনি মাথা ও দেহ। এজন্য আমরা তাঁর কাছে, তাঁর দ্বারা, তাঁর মধ্যে প্রার্থনা করি; প্রার্থনাটা আমরা তাঁর সঙ্গে উচ্চারণ করি ও তিনি আমাদের সঙ্গে তা উচ্চারণ করেন।

**শ্লোক** - যোহন ১৬:২৪, ২৩

*প্র* এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি:

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

*প্র* আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন।

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১৬-৩৮)

## পবিত্রধাম প্রতিষ্ঠা ও তার পবিত্রীকরণ

## প্রভুর গৌরবে আবাস পরিপূর্ণ

প্রভু তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, মোশি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন: দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি স্থাপিত হল। মোশি নিজেই আবাসটি স্থাপন করলেন, তার ভিত্তি-ফলক বসালেন, বাতাগুলো ঠিক জায়গায় দিলেন, আড়কাটগুলো স্থির করলেন ও তার স্তম্ভগুলো দাঁড় করালেন। পরে আবাসটির উপরে আচ্ছাদন-বস্ত্র পেতে দিলেন, এবং আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপরে চাঁদোয়া দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি সাক্ষ্যলিপি নিয়ে তা মঞ্জুষার মধ্যে রাখলেন, মঞ্জুষাতে বহনদণ্ড লাগালেন, এবং মঞ্জুষার উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন রাখলেন; পরে আবাসের মধ্যে মঞ্জুষা আনলেন ও আড়াল-পরদাটা টাঙিয়ে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আড়াল করে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি আবাসের ডান পাশে পরদার বাইরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ভোজনপাট বসালেন, এবং তার উপরে প্রভুর সামনে রুটি সাজিয়ে রাখলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে ভোজনপাটের সামনে আবাসের পাশে দক্ষিণ দিকে দীপাধার রাখলেন, এবং প্রভুর সামনে প্রদীপগুলো জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে পরদার সামনে স্বর্ণবেদি রাখলেন, এবং তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। শেষে তিনি আবাসের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দিলেন। তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু, অর্থাৎ আবাসের প্রবেশদ্বারে আহুতি-বেদি রেখে তার উপরে আহুতিবলি ও অর্ঘ্যটি উৎসর্গ করলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র রেখে তার মধ্যে প্রক্ষালনের জন্য জল দিলেন। তা থেকে মোশি, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা নিজ নিজ হাত-পা ধুয়ে নিতেন: তাঁরা যখন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, কিংবা বেদির কাছে এগিয়ে যেতেন, সেসময়েই ধুয়ে নিতেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। অবশেষে

তিনি আবাস ও বেদির চারদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন, এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা টাঙিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশি কাজ সমাপ্ত করলেন।

তখন মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। মোশি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাত্রাপথে যে যে জায়গায় গিয়ে থামত, সেখান থেকে তখনই আবার রওনা হত, যখন মেঘ আবাসের উপর থেকে সরে যেত। যদি মেঘ ঊর্ধ্বে না যেত, তাহলে ঊর্ধ্বে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রওনা হত না। কেননা তাদের সমস্ত যাত্রাপথে গোটা ইস্রায়েলকুলের দৃষ্টিগোচরে দিনের বেলায় প্রভুর মেঘ আবাসটির উপরে অধিষ্ঠিত থাকত এবং রাত্রিবেলায় একটি আগুন তার মধ্যে জ্বলত।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:১, ২; যাত্রা ৪০:৩৪, ৩৫ দ্রঃ

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন,

*উ* মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল।

*প্র* মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল।

*উ* মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (গরিবদের প্রতি ভালবাসা, উপদেশ ১৪, ৩৮, ৪০)

**এসো, গরিবদের সেবা করেই খ্রিষ্টের সেবা করি**

শাস্ত্রে বলে, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)। দয়া সুখ-বাণীর তালিকার শেষ স্থানে নয়! একথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যে নিঃস্ব ও গরিবের কথা চিন্তা করে* (সাম ৪১:২ দ্রঃ); আবার এ কথাও আছে, *সুখী সেই মানুষ, যে দয়া করে, করে ঋণদান* (সাম ১১২:৫); আবার অন্য স্থানে লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ সারাদিন দয়া করে, করে ঋণদান* (সাম ৩৭:২৬)। এসো, আমরা তেমন 'সুখী' উক্তি নিজেদের জন্য অর্জন করি, মমতাপূর্ণ হতে চেষ্টা করি, মঙ্গলকারী হই। রাত্রিও যেন

তোমার দয়াকর্ম বন্ধ না করে; তুমি যেন না বল, 'এবার যাও, আবার এসো, কালকে তোমাকে সাহায্য করব।' তোমার সঙ্কল্প ও দয়াকর্ম-বাস্তবায়নের মধ্যে যেন অন্য কিছুই না থাকে। দয়া কোন ইতস্ততকে স্থান দেয় না।

*ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও* (ইশা ৫৮:৭ দ্রঃ); তেমন কাজ আনন্দ ও তৎপরতার সঙ্গেই সাধন কর। প্রেরিতদূত বলেন, *যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক* (রো ১২:৮); তবেই উপকারিতার ফলে তুমি যে আশীর্বাদ পাবে, তা তোমার তৎপরতা ও দ্রুততার জন্য শতগুণ বৃদ্ধি পাবে; কেননা যা কিছু বাধ্য হয়ে ও বিষণ্ন মুখে দান করা হয়, তা গ্রহণীয় নয়, প্রশংসনীয়ও নয়।

যখন দয়াধর্ম দেখাই, তখন আমাদের শোকাচ্ছন্ন নয়, আনন্দিতই হতে হবে। তুমি সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাত, অর্থাৎ নিকৃষ্টতা ও ভেদাভেদ, আর শুধু তা নয়, যত দ্বিধাবোধ ও সমালোচনা দূরে রাখলে, তবে তোমার কী হবে? আহা, কী মহান ও বিস্ময়কর কাণ্ড! তোমার কী অপ্রত্যাশিত পুরস্কার! *তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে* (ইশা ৫৮:৮)। এমন কেউ আছে কি, যে আলো ও সুস্থতা প্রত্যাশা করে না?

সুতরাং, হে খ্রিষ্টের সেবক, ভাইবোন ও সহউত্তরাধিকারী, তোমরা যদি আমার কথা গ্রহণযোগ্য মনে কর, তাহলে যতক্ষণ সম্ভব, এসো, খ্রিষ্টের সঙ্গে দেখা করতে যাই, খ্রিষ্টের সেবা করি, খ্রিষ্টকে খেতে দিই, খ্রিষ্টকে পোশাক পরাই, খ্রিষ্টকে ঘরে স্থান দিই, খ্রিষ্টকে সম্মান করি—সেই কয়েকজনের মত কেবল ভোজ সাজিয়ে নয়, মারীয়ার মত কেবল লেপন দিয়েও নয়, আরিমাথেয়ার যোসেফের মত কেবল সমাধি ব্যবস্থা করেও নয়, নিকোদেমের মত যিনি শুধু আংশিকভাবেই তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর মত সমাধি সংক্রান্ত জিনিস ব্যবস্থা করেও নয়, পণ্ডিতগণ যেভাবে আগে করেছিলেন তাঁদের মত সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস অর্পণ করেও নয়; বরং যেহেতু নিখিলের প্রভু বলিদান নয়, দয়াই চান, যেহেতু অসংখ্য মোটা-সোটা মেষের চেয়ে দয়াই মূল্যবান, সেজন্য এসো, যারা গরিব, যারা আজ মাটি পর্যন্ত অবসন্ন, তাদের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের কাছে সেই দয়াই অর্পণ করি, যাতে যখন এজগৎ ছেড়ে চলে যাব, তখন তারা অনন্ত তাঁবুতে আমাদের

স্থান দিতে পারে, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই সাহচর্যে যাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন!

শ্লোক - মথি ২৫:৩৫, ৪০; যোহন ১৫:১২

প্র আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

প্র আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

**পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল - ৪র্থ সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৭:১-১১)

### প্রকৃত মহাযাজকের পূর্বচ্ছবি সেই মেল্কিসেদেক

ভ্রাতৃগণ, শালেম-রাজ ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক এই মেল্কিসেদেক, যিনি, আব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার করার পর ফিরে আসছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, এবং যাঁকে আব্রাহাম সবকিছুর দশমাংশ দিলেন, —যিনি, তাঁর নামের অর্থ অনুবাদ করলে, প্রথমে 'ধর্মরাজ', এবং পরে শালেম-রাজ অর্থাৎ 'শান্তিরাজ' বলে অভিহিত (আদি ১৪:১৭-২০ দ্রঃ), যাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকাও নেই, যেহেতু তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন।

বিবেচনা করে দেখ তিনি কেমন মহান, যাঁকে পিতৃকুলপতি আব্রাহামও লুটের মালের দশমাংশ দিয়েছিলেন। লেবি-সন্তানদের মধ্যে যারা যাজকত্ব বরণ করে, তারাও বিধান অনুসারে জনগণের কাছ থেকে, অর্থাৎ নিজেদের ভাইদের কাছ থেকে দশমাংশ আদায় করার আদেশ পেয়েছে, যদিও তাদের সেই ভাইয়েরাও আব্রাহামের বংশধর। অথচ তাদের বংশের মানুষ না হয়েও ইনি আব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, যিনি প্রতিশ্রুতিগুলির বাহক। এখন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্নতর পাত্র ঊর্ধ্বতর পাত্র দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়। আরও, এখানে, যারা দশমাংশ পায়, তারা মরণশীল মানুষ, কিন্তু সেখানে, আমাদের এমন

একজন আছেন, যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া আছে যে, তিনি জীবিত আছেন। এমনকি, বলতে গেলে, সেই লেবি—যিনি দশমাংশ পান—তিনিও আব্রাহামের মধ্য দিয়ে নিজের দশমাংশ দিয়েছেন, কারণ যখন মেল্কিসেদেক তাঁর পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন (আদি ১৪:১৭), লেবি তখনও পিতৃপুরুষের দেহে একপ্রকারে উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* (সাম ১১০:৪) ভিন্ন ধরনের এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না?

শ্লোক - আদি ১৪:১৮; সাম ১১০:৪; হিব্রু ৭:৩, ১৬

প্র শালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপরের যাজক, ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে।

উ তাঁকে প্রভু শপথ করে বললেন: তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

প্র খ্রিষ্ট দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন বিধিনিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম গুণেই যাজক।

উ তাঁকে প্রভু শপথ করে বললেন: তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

দ্বিতীয় পাঠ - আদিপুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২:৭-৯)

**তিনি মেল্কিসেদেককে খ্রিষ্টের সাদৃশ্যে ও দৃষ্টান্তে অধিষ্ঠিত করলেন**

*কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। তেমনি খ্রিষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু যিনি তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আমার পুত্র, আমি*

*আজ তোমাকে জন্ম দিলাম, তিনিই তা তাঁকে দিলেন; এবং অন্য আর এক স্থানে লেখা আছে, তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (হিব্রু ৫:৪-৬)।

আমাদের জানা উচিত, পিতা-জনিত বাণী সেই পুত্র যাজনকর্মের অনুশীলন করেছেন, তেমন কথা বলা বিধেয় নয়; আবার, তিনি যাজকশ্রেণির সদস্য ছিলেন, তাও নয়; বরং আমাদের জন্য মানুষ হলেন, এ অনুসারেই তিনি যাজক। যেমন তাঁকে নবী ও প্রেরিত-ও বলা হয়, তেমনি তাঁর ধারণ করা মানবতার খাতিরেই তাঁকে যাজক বলে। যে দাস-অবস্থায় আছে, তারই পক্ষে দাসের কাজকর্ম যুক্তিসঙ্গত। আর এটিই হল অবমাননা, কেননা যিনি পিতার সমতুল্য, যাঁর পাশে সেরাফদূতেরা নিত্য উপস্থিত, সহস্র সহস্র দূত যাঁর সেবা করে থাকেন, কেবল নিজেকে অবনমিত করার পরেই তিনি পবিত্রজনদের ও প্রকৃত পরম পবিত্রস্থানের যাজক বলে ঘোষিত হন ও সমস্ত সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বস্থিত হয়েও আমাদের সঙ্গে পবিত্রীকৃত হন: *কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন: আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব* (হিব্রু ২:১১-১২)।

পবিত্রতাদানকারী সেই ঈশ্বর যখন মানুষ হলেন, মানুষদের মধ্যে বাস করলেন ও মানবতা অনুসারে ভাই বলে অভিহিত হলেন, তখন বলা হয় তিনি আমাদের সঙ্গে পবিত্রিত হন। সুতরাং তাঁর ধারণ করা মানবতার মধ্য দিয়েই তিনি যাজকত্ব অনুশীলন করতে ও আমাদের সঙ্গে পবিত্রিত হতে পারলেন: আমরা সঠিক ধারণা রক্ষা করতে চাইলে তবে তাঁর সেই অবমাননায়ই এসব কিছু আরোপ করা দরকার।

তাই তিনি মেল্কিসেদেককে খ্রিষ্টের সাদৃশ্যে ও দৃষ্টান্তে অধিষ্ঠিত করলেন, যার ফলে তাঁকে *ন্যায় ও শান্তির রাজা* বলে (হিব্রু ৭:২) অভিহিত করা যায়। তেমন নাম আধ্যাত্মিক অর্থে কেবল ইম্মানুয়েলকেই আরোপণীয়, কেননা তিনিই ন্যায় ও শান্তির প্রণেতা ও সেগুলো মানুষকে দান করলেন। পাপের জোয়াল ছেড়ে খ্রিষ্টের *দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল* (হিব্রু ১০:১০); আর ঈশ্বর থেকে আমাদের যা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রাখছিল, সেই কলুষিত জীবনাচরণ থেকে মুক্তি পেয়ে ও পবিত্র আত্মা দ্বারা ধৌত ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিও লাভ

করেছি: বস্তুতপক্ষে *প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে এক-আত্মা হয়* (১ করি ৬:১৭)।

তাছাড়া সাধু পল বলেন, আব্রাহামকে দেওয়া সেই আশীর্বাদ ও রুটি ও আঙুররসের সেই উৎসর্গ শ্রেষ্ঠতম একটি যাজকত্বের প্রতীক বা দৃষ্টান্ত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে কেবল এ ভিত্তিতেই আমরা প্রকৃত মহাযাজক সেই খ্রিষ্টের আশীর্বাদের পাত্র; অর্থাৎ আমরা তখনই খ্রিষ্টের আশীর্বাদের পাত্র, যখন সেই আত্মিক ও রহস্যময় দানগুলি স্বর্গীয় দান ও জীবনের পাথেয় বলে গ্রহণ করি। তখন আমরা খ্রিষ্ট দ্বারা ও আমাদের জন্য পিতার কাছে নিবেদিত তাঁর প্রার্থনা দ্বারা আশিসধন্য হয়ে উঠি। বস্তুত মেল্কিসেদেক আব্রাহামকে এভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, *ধন্য সেই পরাৎপর ঈশ্বর, যিনি তোমার শত্রুদের তোমার হাতে দিয়েছেন* (আদি ১৪:২০)। আর আমাদের সহায়ক সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এভাবে আমাদের আশীর্বাদ করলেন: *পিতা, সত্যেই তাদের পবিত্রীকৃত কর* (যোহন ১৭:১৭)।

নামের অর্থ থেকে পল অনুমান করেন, কেন মেল্কিসেদেক খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত হলেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখান তাঁর যাজকত্ব কী ধরনের: *মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন* (আদি ১৪:১৮); সেজন্য তাঁর বিষয়ে তিনি বলেন, *তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন* (হিব্রু ৭:৩)।

**শ্লোক** - হিব্রু ৫:৫, ৬; ৭:২০-২১

*প্র* খ্রিষ্ট মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন,

*উ* তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

*প্র* তারা তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল; কিন্তু খ্রিষ্ট শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন:

*উ* তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - লেবীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৭; ৯:২২-২৪)

## যাজকদের পবিত্রীকরণ

একদিন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের, এবং পোশাকগুলোকে, অভিষেকের তেল ও পাপার্থে বলিদানের বাছুরকে, ভেড়া দু'টোকে ও খামিরবিহীন রুটির ডালা সঙ্গে নাও, আর সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত কর।' মোশি প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইমত করলেন; এবং জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে একত্রে সমবেত হল। তখন মোশি জনমণ্ডলীকে বললেন, 'প্রভু তা-ই করতে আজ্ঞা করেছেন।' মোশি আরোন ও তাঁর সন্তানদের কাছে এনে জলে স্নান করালেন; পরে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাঁর কোমরে বন্ধনী দিলেন, তাঁর গায়ে চাদর ও এফোদও দিলেন, এবং এফোদের বুনানি করা বাঁধনে গা বেষ্টন করে তার সঙ্গে এফোদটিকে বেঁধে দিলেন। তাঁর বুকে বুকপাটা দিলেন, এবং বুকপাটায় উরিম ও তুম্মিম লাগালেন। পরে তাঁর মাথায় পাগড়ি দিলেন, ও তাঁর কপালে পাগড়ির উপরে সোনার পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে মোশি অভিষেকের তেল নিয়ে আবাসটি ও তার মধ্যে যা কিছু ছিল, সেই সমস্তই অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করলেন। তিনি সাতবার বেদির উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবং বেদি ও বেদি-সংক্রান্ত সকল পাত্র, প্রক্ষালনপাত্র ও তার খুরা পবিত্রীকৃত করার জন্য তেল দিয়ে অভিষিক্ত করলেন। অভিষেকের তেলের খানিকটা আরোনের মাথায় ঢেলে তাঁকে পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত করলেন।

পরে আরোনের সন্তানদের কাছে এনে তাদেরও অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাদের কোমরে বন্ধনী দিলেন, ও তাদের মাথায় শিরোভূষণ বেঁধে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে মোশি পাপার্থে বলিদানের বাছুরটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা পাপার্থে বলিদানের বাছুরের মাথায় হাত রাখলেন। মোশি তা জবাই করলেন; পরে মোশি তার খানিকটা রক্ত নিয়ে, আঙুল দিয়ে বেদির চার কোণে শিংগুলো ভিজিয়ে

বেদিকে পাপমুক্ত করলেন, এবং বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দিলেন, ও তার উপরে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সম্পাদন করার জন্য তা পবিত্রীকৃত করলেন। পরে তিনি অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি, ও যকৃতের অন্ত্রাপ্লাবক এবং দুই মেটে ও তার চর্বি নিলেন, এবং মোশি তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি বাছুরটাকে তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে আরোন জনগণের দিকে দু'হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন; আর তিনি পাপার্থে বলিদান, আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সমাধা করে নেমে এলেন।

মোশি ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, পরে দু'জনে বেরিয়ে এসে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন; তখন সমস্ত জনগণের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পেল। প্রভুর সামনে থেকে আগুন নির্গত হয়ে বেদির উপরের সেই আহুতিবলি ও চর্বি গ্রাস করল: তা দেখে গোটা জনগণ আনন্দধ্বনি তুলে উপুড় হয়ে পড়ল।

**শ্লোক** - হিব্রু ৭:২৩, ২৪; সিরা ৪৫:৬, ৭ দ্রঃ

*প্র* প্রাক্তন সন্ধিকালে তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না;

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়।

*প্র* ঈশ্বর আরোনকে উন্নীত করে তাঁকে জনগণের যজন-ভার আরোপ করলেন; তাঁকে বিশিষ্ট পোশাক দানে সম্মানিত করলেন, গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'সুসমাচারের ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ৩)

**তেমন মহাযাজকই আমাদের প্রয়োজন ছিল:**

**পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক**

এসো, এবাণী তন্ন তন্ন করে দেখি, 'তুমি চিরকালের মত যাজক।' তিনি তো বলেন না: তুমি এমন কিছু হবে যা আগে ছিলে না, কিংবা, যা আগে ছিলে কিন্তু এখন নও;

বরং তিনি বলেন, তুমি যাজক হও ও হয়ে থাকবে কেবল তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে যিনি বললেন, *আমি সেই আছি যিনি আছেন* (যাত্রা ৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। সুতরাং যেহেতু তাঁর যাজকত্ব কাল থেকে শুরু হয়নি ও খ্রিষ্ট লেবিকুল থেকেও আগত নন, ও নিপুণভাবে প্রস্তুত করা বাহ্যিক তেলেও অভিষিক্ত হননি, সেহেতু তাঁর যাজকত্ব অন্তহীন হবে এবং কেবল ইহুদীদের জন্য নয় বরং সকল জাতির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সমস্ত কারণের ভিত্তিতে তিনি আরোনের সেই প্রতীকমূলক সেবাকর্ম থেকে তাঁকে মুক্ত করেন ও তাঁকে মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে যাজক বলে ঘোষণা করেন। হ্যাঁ, প্রতীকের বাস্তবতা সত্যিই তার জন্য চমৎকার, যে লক্ষ করে কেমন করে আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু সেই ঈশ্বরের খ্রিষ্ট আপন সেবকদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারেই সেই সব কিছু সাধন করেন যা মানুষের মধ্যে পালিত যাজকত্ব-সংক্রান্ত। যেমন বিধর্মীদের যাজক সেই মেল্কিসেদেকের বেলায় আমরা এমন কোথাও দেখি না যে, তিনি পশু বলি দিলেন, বরং আব্রাহামকে আশীর্বাদ করার সময়ও কেবল রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন, তেমনি স্বয়ং ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভুও প্রথম সেইভাবে করলেন; আর পরবর্তীকালে যাঁরা খ্রিষ্ট থেকে আগত, সকল জাতির জন্য যাজক বলে তাঁরা মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে রুটি ও আঙুররসের আত্মিক উৎসর্গ দ্বারা সেই পরিত্রাণদায়ী দেহ ও রক্ত-রহস্য আমাদের মাঝে উপস্থিত করেন—সেই যে রহস্য মেল্কিসেদেক বহুদিন আগে ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন ও ভাবী বাস্তবতাগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা যার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যেভাবে মোশি সপ্রমাণ করে বলেন, *শালেম-রাজ সেই মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন; তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক, ও আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন* (আদি ১৪:১৮-১৯)।

অতএব, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও শপথ সহও তেমন কিছু দানের কথা কেবল তাঁকেই প্রতিশ্রুত হয়েছে যাঁর কথা আমরা বলছি: *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)।

এবার শোন প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে কী বলেন, *ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার*

*মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা তাঁর কাছে আশ্রয় পাবার জন্য পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য প্রবল উৎসাহ পেতে পারি* (হিব্রু ৬:১৭-১৮)। তিনি আরও বলেন, *তাছাড়া* [প্রাক্তন সন্ধিকালে] *তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন। সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত* (হিব্রু ৭:২৩-২৬)।

শ্লোক - ২ করি ৫:২১; ইশা ৫৩:৬

*প্র* যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন,

*উ* যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

*প্র* প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন,

*উ* যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৭:১১-২৮)

**খ্রিষ্টের সনাতন যাজকত্ব**

সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* (সাম ১১০:৪) ভিন্ন ধরনের এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না? আসলে যদি যাজকত্বের পরিবর্তন ঘটে, তবে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে, ব্যাপারটা আবশ্যক। এখন, যাঁর বিষয়ে এই সমস্ত কথা বলা হয়, তিনি তো অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে কেউই কখনও যজ্ঞবেদিতে সেবাকর্ম পালন করেনি। আর আমাদের প্রভু যে যুদার মধ্য থেকেই উদ্গত, তা জানা কথা; মোশিও সেই গোষ্ঠীকে লক্ষ করে যাজকত্বের বিষয়ে কিছুই বলেননি। ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যদি *মেল্কিসেদেকেরই সাদৃশ্য অনুসারে* আর এক যাজকের উদ্ভব হয়, যিনি দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন বিধিনিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম গুণেই যাজক; প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য রয়েছে: *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)।

তাহলে এক দিকে আগেকার বিধি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ায় বাতিল করা হচ্ছে—বিধান তো কিছুরই সিদ্ধতা সাধন করেনি!—অপর দিকে শ্রেয়তর এমন এক প্রত্যাশা উপস্থাপন করা হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাই।

উপরন্তু, তেমন কিছু বিনা শপথে ঘটেনি। তারাই তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল, কিন্তু ইনি শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন, *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—তুমি চিরকালের মত যাজক*। এজন্য খ্রিষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন।

তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন। বিধান যজন-পদে তেমন মানুষ নিযুক্ত করে যারা দুর্বলতাগ্রস্ত; অপরদিকে বিধানের পরে উচ্চারিত সেই শপথের বাণী একজনকে নিযুক্ত করে যিনি পুত্র, যাঁকে 'চিরকালের মত' নিজ সিদ্ধতায় চালনা করা হয়েছে।

**শ্লোক** - সাম ১১০:৪; আদি ১৪:১৮

*প্র* প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা হবে না:

*উ* তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

*প্র* শালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপরের যাজক।

*উ* তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউস-লিখিত 'পিতরে বিশ্বাস' থেকে পাঠ (২২:৬২)

**তিনি আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন**

সেই পশু-বলিদান যা প্রাক্তন ও নব সন্ধির একমাত্র ঈশ্বর সেই পরমপবিত্র ত্রিত্ব নিজেই আদেশ করেছিলেন যেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা উৎসর্গ করেন, সেই প্রাচীন

বলিদানে সেই বলিদানেরই পরম গ্রহণীয় দানের পূর্বাভাস ঘটছিল যে বলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের দয়াপূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা।

কেননা তিনি, প্রেরিতদূতের শিক্ষা অনুসারে, *আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন* (এফে ৫:২)। তিনি সেই সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মহাযাজক যিনি আমাদের জন্য বৃষ ও মেষের রক্ত নিয়ে নয়, বরং নিজেরই রক্ত নিয়ে একবার চিরকালের মত পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করলেন। তখন ঠিক একথারই পূর্বাভাস দেওয়া হত, যখন সেকালের মহাযাজক প্রতিবছর রক্ত নিয়ে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করতেন।

সুতরাং ইনিই নিজেরই মধ্যে সেই সবকিছু উৎসর্গ করলেন যা জানতেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন—তিনি তো একইসময় যাজক, যজ্ঞ, ঈশ্বর ও মন্দির: তিনি যাজক, যাঁর দ্বারা আমরা পুনর্মিলিত; তিনি যজ্ঞ, যাতে আমরা পুনর্মিলিত; তিনি ঈশ্বর, যাঁর সঙ্গে আমরা পুনর্মিলিত; তিনি মন্দির, যার মধ্যে আমরা পুনর্মিলিত। তবু যাজক, যজ্ঞ ও মন্দির রূপে তিনি একা ছিলেন, কেননা ঈশ্বর হয়েও তিনি দাসের অবস্থা অনুসারেই এসব কিছু সাধন করছিলেন; কিন্তু ঈশ্বররূপে তিনি একা ছিলেন না, কেননা তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসারে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গেই এসব কিছু সাধন করছিলেন।

অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে ও কোন সন্দেহ না করে একথা বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেই বাণী নিজেই মানুষ হয়ে আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই কাছে প্রাক্তন সন্ধিকালের কুলপতিরা, নবীরা ও যাজকেরা পশু বলি দিতেন; যাঁদের সঙ্গে তিনি একেশ্বর, সেই পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই কাছে এখন, এ নব সন্ধিকালে, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত মণ্ডলী বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধনে রুটি ও আঙুররসের যজ্ঞ উৎসর্গ করায় ক্ষান্ত হয় না।

সেকালের পশু-বলিতে খ্রিষ্টের সেই মাংসের পূর্বাভাস দেওয়া ছিল, যে মাংস নিষ্পাপ তিনি একদিন আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গ করার কথা; তাঁর রক্তেরও পূর্বাভাস দেওয়া ছিল, তাঁর যে রক্ত আমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে পাতিত হবার কথা। উপরন্তু এ

যজ্ঞে রয়েছে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও খ্রিষ্টের মাংসের স্মরণিকা, সেই যে মাংস তিনি আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন, এবং তাঁর রক্তের স্মরণিকাও রয়েছে, সেই যে রক্ত স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জন্য দান করলেন। এ রক্তের কথা সম্বন্ধে পল প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বলেন, *আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন* (প্রেরিত ২০:২৮)।

সেকালের বলিদানে প্রতীকাকারে তা দেখানো ছিল, যা আমাদের কাছে একদিন দেওয়ার কথা; কিন্তু এ যে যজ্ঞ ইতিমধ্যে আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাতে সেসব কিছু স্পষ্ট প্রকাশ পায়। সেকালের বলিদানে দৃষ্টান্তের আকারে সেই ঈশ্বরের পুত্রকে দেখানো ছিল, যাঁকে আমাদের জন্য হত্যা করার কথা, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন* (রো ৫:৬), *আর আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম* (রো ৫:১০)।

শ্লোক - কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫ দ্রঃ

*প্র* তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু; এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

*প্র* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - লেবীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:২-২৮)

## মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস

একদিন প্রভু মোশিকে একথা বললেন, 'তোমার ভাই আরোনকে বল, যেন সে পবিত্রস্থানে পরদার ভিতরে, মঞ্জুষার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে যখন তখন প্রবেশ না করে, পাছে তার মৃত্যু হয়; কেননা আমি প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরেই একটি মেঘে দেখা দিই। আরোন পবিত্রধামে এইভাবে প্রবেশ করবে: পাপার্থে বলিদানের জন্য সে একটা বাছুর ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে ক্ষোম-কাপড়ের পবিত্র অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করবে, ক্ষোমের জাঙাল পরিধান করবে, কোমরে ক্ষোম-বন্ধনী দেবে, এবং মাথায় ক্ষোমের পাগড়ি দেবে: এগুলিই সেই পবিত্র পোশাক, যা সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করার পর সে পরিধান করবে। ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর কাছ থেকে সে পাপার্থে বলিদানের জন্য দু'টো ছাগ ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া গ্রহণ করে নেবে।

আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুরটাকে উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার পর সেই দু'টো ছাগ নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; এবং ওই দু'টো ছাগের মধ্যে কোন্‌টা প্রভুর জন্য ও কোনটা আজাজেলের জন্য, তা জানবার জন্য আরোন গুলিবাঁট করবে। গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ প্রভুর জন্য হয়, আরোন তা নিয়ে পাপার্থে বলিরূপে উৎসর্গ করবে; কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ আজাজেলের জন্য হয়, সেটাকে জীবিত অবস্থায় প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে, যেন সেটাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হয় ও পরে সেটাকে মরুপ্রান্তরে আজাজেলের কাছে পাঠানো হয়।

নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে বাছুরটাকে উৎসর্গ করে, ও নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে সেই বাছুরটাকে জবাই করার পর প্রভুর সামনে থেকে, বেদির উপর থেকেই নেওয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ ধূপদানি ও এক মুঠো গুঁড়ো করা সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পরদার ভিতরে যাবে। সেই ধূপ প্রভুর সামনে জ্বালানো আগুনে দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। পরে সে ওই বাছুরটার

খানিকটা রক্ত নিয়ে তা প্রায়শ্চিত্তাসনের পুবপাশে আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং আঙুল দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে ওই রক্ত সাতবার ছিটিয়ে দেবে।

পরে সে জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ছাগটা জবাই করে তার রক্ত পরদার ভিতরে এনে যেমন বাছুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল, এর রক্ত নিয়েও তেমনি করবে— প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে ও প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। ইস্রায়েল সন্তানদের নানা ধরনের অশুচিতা, অন্যায় ও সমস্ত পাপের কারণে সে এইভাবেই পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই প্রকারে সে তা করবে সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য, যা তাদের নানা ধরনের অশুচিতার মধ্যে তাদের সঙ্গে অবস্থিত। প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময় থেকে যতক্ষণ না সে বেরিয়ে আসে, যতক্ষণ নিজের জন্য, নিজের কুলের জন্য, ও গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি শেষ না করে, ততক্ষণ ধরে কেউই যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে না থাকে। তাই একবার বেরিয়ে এসে, প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত ও ছাগের খানিকটা রক্ত নিয়ে বেদির চার কোণে শিংগুলোর উপরে দেবে। সে বাকিটুকু রক্ত নিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে তা বেদির উপরে সাতবার ছিটিয়ে দেবে: এভাবে তা শুচি করবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের অশুচিতা থেকে তা পবিত্রীকৃত করবে।

পবিত্রস্থান, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সমাধা হওয়ার পর সে সেই জীবিত ছাগটাকে আনবে। আরোন সেই জীবিত ছাগের মাথায় তাঁর দু'হাত রাখবে, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত শঠতা, তাদের সমস্ত অন্যায় ও তাদের নানা ধরনের পাপ তার উপরে স্বীকার করবে; সেইসব ওই ছাগের মাথায় রাখার পর সে একাজে নিযুক্ত একটি লোকের হাত দিয়ে ছাগটা মরুপ্রান্তরে পাঠিয়ে দেবে। ওই ছাগ নিজের উপরে তাদের সমস্ত শঠতা তুলে জনশূন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে। ছাগটাকে মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেওয়ার পর আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করবে, এবং পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময়ে যে সকল ক্ষোম-পোশাক পরিধান করেছিল, তা খুলে সেই জায়গায় ফেলে রাখবে। সে পবিত্র একটি স্থানে জলে স্নান করে নিজের পোশাক পরিধান করে বাইরে আসবে, এবং নিজের আহুতি ও জনগণের আহুতিবলি উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও

জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং পাপার্থে বলির চর্বি বেদিতে পুড়িয়ে দেবে।

যে লোকটি আজাজেলের কাছে ছাগটাকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে। পাপার্থে বলিদানের বাছুর ও পাপার্থে বলিদানের ছাগ—যাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্রস্থানে নেওয়া হয়েছিল—দু'টোকেই শিবিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং তাদের চামড়া, মাংস ও গোবর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। যে লোক সেইসব পুড়িয়ে দেবে, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে।'

**শ্লোক** - হিব্রু ৯:১১, ১২, ২৪

*প্র* খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে,

*উ* একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।

*প্র* খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে নয়, স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন,

*উ* একবারই, চিরকালের মত, পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লেবীয় পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯:৫, ১০)

**মহাযাজক খ্রিষ্টই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ**

বছরে একবার মহাযাজক, জনগণকে বাইরে রেখে, সেই স্থানে প্রবেশ করেন যেখানে খেরুব দু'টোর উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন অধিষ্ঠিত, যেখানে সন্ধির মঞ্জুষা ও ধূপবেদি রয়েছে—সে স্থান এমন যেখানে মহাযাজক ছাড়া কারও প্রবেশ করা বিধেয় নয়। এখন আমি যদি একথা চিন্তা করি যে, আমার সত্যকার মহাযাজক সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট মানবদেহে জীবনযাপন করার সময়ে সারা 'বছর' জনগণের মধ্যে থাকতেন, সেই যে 'বছর' বিষয়ে তিনি বললেন *প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ*

*প্রচার করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ও ক্ষমার দিন ঘোষণা করতে* (লুক ৪:১৮-১৯ দ্রঃ), তখন আমি লক্ষ করি, এ বছরে একবার মাত্রই তথা প্রায়শ্চিত্তদিনেই তিনি পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেন; এর মানে হল, নিজের কর্তব্য সমাধা করে তিনি পিতাকে মানবজাতির প্রতি প্রসন্ন করতেই ও তাঁর আপন সকল বিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করতেই স্বর্গ ভেদ করে পিতার কাছে প্রবেশ করেন। তাঁর এ প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম পিতাকে মানবজাতির প্রতি প্রসন্ন করে, একথা জেনেই প্রেরিতদূত যোহন বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর; কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ* (১ যোহন ২:১-২)।

একইভাবে পলও এ প্রায়শ্চিত্তবলির কথা স্মরণ করেন যখন বলেন, *তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন* (রো ৩:২৫)। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তদিন আমাদের জন্য জগতের শেষদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

ঐশবাণী একথা বলেন, *সে প্রভুর সাক্ষাতে আগুনে ধূপ দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। পরে সে ওই বাছুরটির খানিকটা রক্ত নিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে, পুব দিকে, নিজের আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে* (লেবীয় ১৬:১২-১৪ দ্রঃ)। এবাণী প্রাচীনকালের হিব্রুদের কাছে শিক্ষা দিলেন, মানুষের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে পালিত ছিল, তার অনুষ্ঠান কী রূপ। কিন্তু তুমি যে সত্যকার মহাযাজক সেই খ্রিষ্টের কাছে এসেছ যিনি আপন রক্তেই ঈশ্বরকে তোমার প্রতি প্রসন্ন করেছেন ও পিতার কাছে তোমাকে পুনর্মিলিত করেছেন, তুমি মাংসের রক্ত দেখে ক্ষান্ত হয়ো না, বরং বাণীর রক্তকেও জানতে শেখ, ও তাঁকেই শোন যিনি তোমাকে বলছেন, *এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত* (মথি ২৬:২৮)।

সেই রক্ত পুবদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হত, এ কথাও তুমি যেন অনর্থক না মনে কর। প্রায়শ্চিত্তবলি তোমার কাছে পুব থেকেই এল; সেখান থেকেই আগত সেই ব্যক্তি যাঁর নাম 'পুব', যিনি ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ হলেন।

এজন্য তোমাকে আমন্ত্রণ করা হয়, তুমি যেন সবসময় পুবদিকে তাকিয়ে থাক, যেখান থেকে তোমার জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয় ও যেখান থেকে সবসময় তোমার জন্য আলোর উদয় হয়, যাতে করে তুমি কখনও অন্ধকারে না চল, ও সেই চরমদিন যেন তুমি অন্ধকারে থাকতে না উপস্থিত হয়, যেন অজ্ঞতার রাত্রি ও তমসা তোমার উপর না ঝাঁপিয়ে পড়ে, তুমি বরং যেন নিত্যই জ্ঞানের আলোতে থাক, নিত্যই বিশ্বাস-দিনে বিরাজ কর, নিত্যই ভালবাসা ও শান্তির জ্যোতি লাভ কর।

**শ্লোক** - হিব্রু ৬:২০; ৭:২, ৩ দ্রঃ

*প্র* সেই নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন,

*উ* তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন যাজক হয়েছেন।

*প্র* তিনিই সেই শান্তিরাজ যাঁর জীবনের আরম্ভ ও জীবনের অন্তও নেই।

*উ* তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন যাজক হয়েছেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৮:১-১৩)

**নব সন্ধিতে খ্রিষ্টের যাজকত্ব**

ভ্রাতৃগণ, আমাদের বক্তব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু এই, আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (সাম ১১০:১ দ্রঃ): তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন, তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ করার মত তাঁর কিছু থাকবে। ইনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে যাজক হতেনই না, কারণ বিধান অনুসারে অর্ঘ্য উৎসর্গ করার মত লোক আছে। এরা কিন্তু তেমন উপাসনার কাজ করে যা স্বর্গীয় বিষয়ের নকশা ও ছায়া মাত্র—সেই আদেশ অনুসারে যা মোশি পেয়েছিলেন যখন তাঁবু নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন; ঈশ্বর বলেছিলেন, *দেখ, সবকিছু কর সেই নমুনা অনুসারে, যা পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে* (যাত্রা ২৫:৪০ দ্রঃ)। কিন্তু এখন তিনি যে উপাসনা-কর্মের ভার পেয়েছেন, তা ততই মহত্তর, যত শ্রেয়তর সেই সন্ধি তিনি নিজে যার মধ্যস্থ হয়ে উঠেছেন, যেহেতু সেই সন্ধি শ্রেয়তর প্রতিশ্রুতিগুলোর উপরেই স্থাপিত।

আসলে, প্রথম সন্ধি যদি নিখুঁত হত, তবে তার স্থানে দ্বিতীয় এক সন্ধি স্থাপন করার প্রশ্নও উঠত না। বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁর জনগণকে দোষী করে বলেন:

*দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—একথা বলছেন প্রভু—*
*যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে*
*এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব;*
*মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য*
*যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম,*

*তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম,*
*এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়;*
*তারা তো আমার সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না,*
*তখন আমিও তাদের অবহেলা করলাম—একথা বলছেন প্রভু।*

*কিন্তু এটি হবে সেই সন্ধি*
*যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব*
*—একথা বলছেন প্রভু:*
*আমি আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব,*
*তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব।*
*তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর*
*আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।*
*'প্রভুকে জান!' একথা ব'লে*
*আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না,*
*কারণ ছোট-বড় সকলেই তারা আমাকে জানবে।*
*কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,*
*তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না* (যেরে ৩১:৩১-৩৪)।

'নতুন' বলায় তিনি প্রথমটা পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন; আর যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ হচ্ছে, তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে।

**শ্লোক** - হিব্রু ৮:১-২; ৯:২৪ দ্রঃ

*প্র* আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন: তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবাকর্মী,

*উ* যেন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।

*প্র* খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে নয়, স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন,

*উ* যেন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ৬০:১-২)

## খ্রিষ্টকে হত্যাকাণ্ডেই
## সত্যকার পাস্কা ও একমাত্র বলিদান

প্রিয়জনেরা, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্য যা অনাদিকাল থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য নিরূপিত হয়েছিল ও পূর্বযুগগুলিতে বরাবর বহুরূপে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, আমরা এখন তা প্রকাশের অপেক্ষা করি না, বরং সিদ্ধ বলেই তা আরাধনা করি। আমাদের জ্ঞানের জন্য নব ও প্রাক্তন সন্ধির বহু সাক্ষ্য উপস্থিত রয়েছে, আর নবীদের তুরি যা ধ্বনিত করেছিল, সুসমাচারের বর্ণনা তার ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন করে, যেমন লেখা আছে: *তোমার জলপ্রতাপের গর্জনে এক অতলের কাছে অন্য অতলের ডাক* (সাম ৪২:৮), কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহের গৌরব বর্ণনা করার জন্য উভয় সন্ধির উৎকৃষ্টতা একসুরে প্রতিধ্বনি তোলে, আর প্রতীকের আবরণে যা আবৃত ছিল তা ঐশপ্রকাশের আলোতে উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তবু যে সমস্ত অলৌকিক কাজ ত্রাণকর্তা জনগণের সামনে সাধন করতেন, সেগুলিতে যখন অল্পসংখ্যক লোক মাত্রই সত্যের উপস্থিতি উপলব্ধি করত ও শিষ্য নিজেরাও প্রভুর স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগের কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে ভয়ের প্রলোভন অভিজ্ঞতা না করে, ক্রুশ যে বাধাস্বরূপ সেই বাধা এড়াতে পারেননি, তখন যে ঘটনাগুলি আমরা জানি, সেগুলিকে যদি পূর্বপ্রচারিতই বলে পাঠ না করতাম, তাহলে আমাদের বিশ্বাস কার দ্বারাই বা উদ্বুদ্ধ হতে পারত? আমাদের প্রত্যাশাও কোত্থেকেই বা প্রেরণা পেতে পারত?

এখন কিন্তু, মানব দুর্বলতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের পরাক্রান্ত শক্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে, পাস্কা-মহোৎসব ভক্তদের কোন শোকপ্রকাশেই আচ্ছন্ন না হোক; যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাগুলিও আমরা যেন দুঃখপ্রকাশে উদ্‌যাপন না করি, কেননা প্রভু ইহুদীদের শঠতা এমনভাবেই ব্যবহার করেছেন যাতে অন্যায়সূচক সঙ্কল্প থেকে দয়াবানের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতপক্ষে, মিশর থেকে চলে যাওয়ার সময় ইস্রায়েল যখন মেষশাবকের রক্তেই মুক্ত হল এবং মেষবলি দ্বারাই সেই সংহারকের ক্রোধ দূরীকৃত হয়েছিল বিধায় পবিত্রতম এক

মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল, তখন খ্রিষ্টসমাজের আর কতই না আনন্দের সঙ্গে মেতে ওঠবার কথা, একথা স্মরণ করে যে, সর্বশক্তিমান পিতা *নিজের একমাত্র পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন* (রো ৮:৩২ দ্রঃ) যেন খ্রিষ্টকে হত্যাকাণ্ডে সেই সত্যকার পাস্কা ও একমাত্র বলিদান সূচিত হয়, যা দ্বারা কেবল একটা জাতি ফারাওর দাসত্ব থেকে নয়, সমগ্র জগৎই শয়তানের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার পায়।

**শ্লোক** - হিব্রু ৯:২২, ২৩; লেবীয় ১৭:১১ দ্রঃ

*প্র* বিধান অনুসারে রক্ত না ঝরালে ক্ষমা হয় না।

*উ* সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির নকশাগুলোর পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে।

*প্র* প্রভু বললেন, তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার উদ্দেশ্যে বেদির উপরে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আমি তোমাদের দিয়েছি;

*উ* সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির নকশাগুলোর পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - লেবীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-১৮, ৩১-৩৭)

## প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিধান

প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজেই পবিত্র।

তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও আপন আপন পিতাকে ভয় করবে, এবং আমার শাব্বাৎ সকল পালন করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা অসার সেই প্রতিমাগুলোর প্রতি মুখ ফেরাবে না, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দেবতাও তৈরি করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ কর, তখন বলিটা এমনভাবেই উৎসর্গ কর, যেন গ্রহণীয় হয়। তোমাদের যজ্ঞের দিনে ও তারপর দিনেই তা খেতে হবে; তৃতীয় দিন পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পোড়াতে হবে। তৃতীয় দিনে খেলে, তবে তা জঘন্য ব্যাপার; বলিটা গ্রহণীয় হবে না; যে কেউ তা খায়, তাকে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে হবে; কেননা সে প্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে; সেই লোকটাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না; আর তোমার আঙুরখেতের ফল তুমি দু'বার জড় করবে না, খেতে পড়ে থাকা আঙুরফলও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে রাখবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা চুরি করবে না; একে অন্যের প্রতি প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা কিছুই খাটাবে না। ছলনার উদ্দেশ্যে তোমরা আমার নাম নিয়ে শপথ করবে না, করলে তুমি তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে। আমিই প্রভু! তোমার প্রতিবেশীকে তুমি শোষণ করবে না, তার কোন কিছুও অপহরণ করবে না; দিনমজুরের প্রাপ্য সকাল পর্যন্ত সারারাত ধরে কাছে রাখবে না।

তুমি বধিরকে অভিশাপ দেবে না, অন্ধের পায়ের সামনে কোন বাধাও রাখবে না; বরং তোমার পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

তোমরা বিচার সম্পাদনে অন্যায় করবে না; তুমি গরিবেরও পক্ষপাত করবে না, ক্ষমতাশালীরও সুবিধা করবে না: তুমি ন্যায্যতা বজায় রেখেই স্বজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন করবে। তুমি তোমার জনগণের মধ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতে সহযোগিতা দেবে না। আমিই প্রভু!

তুমি হৃদয়ের মধ্যে তোমার ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা রাখবে না; তুমি তোমার স্বজাতীয়কে মুক্তকণ্ঠেই তিরস্কার করবে, তবে তোমাকে তার পাপ বহন করতে হবে না। তুমি প্রতিশোধ নেবে না; তোমার আপন জাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করবে না, বরং তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে। আমিই প্রভু!

তোমরা ভূতের ওঝাদের ও গণকদের উপর নির্ভর করবে না; তাদের কাছে দৈববাণী জানতে যাবে না, নইলে তাদের দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তুমি চুল পাকা লোকের সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, তোমার আপন পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু! কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা তাকে অত্যাচার করবে না। তোমাদের কাছে তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের মাঝে প্রবাসী এমন বিদেশী লোকও তেমনি হবে; তুমি তাকে নিজেরই মত ভালবাসবে; কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা বিচার, মাপামাপি, ওজন ও ধারণ, এসমস্ত বিষয়ে অন্যায় করবে না। তোমরা ন্যায্য দাঁড়ি, ন্যায্য বাটখারা, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য হিন ব্যবহার করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন।

অতএব তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি পালন করবে, সেগুলিকে মেনে চলবে। আমিই প্রভু!’

**শ্লোক** - গা ৫:১৪, ১৩; যোহন ১৩:৩৪

*প্র* সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।

*উ* ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।

*প্র* আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি: পরস্পরকে ভালবাস; আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরা তেমনি পরস্পরকে ভালবাস।

*উ* ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (চল্লিশাকাল, উপদেশ ১০:৩-৫)

**ভালবাসার পরম মঙ্গল**

যোহন-রচিত সুসমাচারে প্রভু একথা বলেন: *তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে* (যোহন ১৩:৩৫); আর সেই একই প্রেরিতদূতের পত্রে লেখা আছে: *প্রিয়জনেরা, এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর হতে জনিত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে; আর যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা* (১ যোহন ৪:৭-৮)।

সুতরাং ভক্তদের মন জেগে উঠুক, ও নিজেদের হৃদয়ের অন্তরতম ভাব সত্য পরীক্ষায় বিচার করুক; আর যদি নিজেদের বিবেকে এমন কিছু পায় যা ভালবাসার ফল থেকে নির্গত, তাহলে তাদের যেন কোন সন্দেহ না থাকে: ঈশ্বর তাদের অন্তরে আছেন; আর যেন তেমন অতিথিকে বরণের জন্য অধিক যোগ্য হতে পারে, এ উদ্দেশ্যে অবিরত দয়াকর্ম পালনে নিজেদের অন্তর প্রসারিত করুক। কেননা যখন ঈশ্বর ভালবাসা, তখন ভালবাসার কোন সীমা থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

অতএব প্রিয়জনেরা, ভালবাসার পরম মঙ্গলের অনুশীলনের জন্য যে কোন সময় উপযুক্ত, একথা সত্য; কিন্তু বর্তমান এ দিনগুলি আমাদের বিশেষভাবে আহ্বান করছে: যারা প্রভুর পাস্কা আত্মা ও দেহের পবিত্রতায় বরণ করতে ইচ্ছা করে, তারা এ অনুগ্রহকে

চরম মাত্রায় অর্জন করতে চেষ্টা করুক, কেননা এ অনুগ্রহেই সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণতা বিরাজিত ও আমাদের পাপরাশি আবৃত হয়। সুতরাং আমরা যখন সমস্ত রহস্যের সেই সর্বোচ্চ রহস্য উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, যে রহস্যে যিশু খ্রিষ্টের রক্ত আমাদের অপরাধ মুছে দিয়েছে, তখন এসো, আমরা সর্বপ্রথমে দয়া-বলি প্রস্তুত করি, যেন ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা আমাদের যা মঞ্জুর করেছে, আমরাও তা তাদেরই দান করতে পারি যারা আমাদের প্রতি অপরাধ করেছে।

এসময় গরিবদের ও অভাবগ্রস্তদের প্রতিও অধিক উদার মঙ্গলময়তা দেখানো উচিত, যেন অনেকের কণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও আমাদের উপবাসের ফলে ক্ষুধার্তরা তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে। কেননা গরিবদের প্রতি ভক্তির চেয়ে প্রভুর কাছে আনন্দদায়ী ভক্তি নেই, আর তিনি যেখানে তৎপর দয়াধর্ম পান, সেখানে তাঁর নিজের মমতার দৃষ্টান্ত চিনে নেন।

অর্থদানে কেউই যেন নিজের ধনের ঘাটতি ভয় না করে, কেননা মঙ্গলময়তাই মহা সম্পদ, আর যেখানে খ্রিষ্ট পালন করেন ও পালিত হন, সেখানে দানশীলতার অভাব স্থান পেতে পারে না। এ সমস্ত দয়াকর্মে সেই হাত ক্রিয়াশীল, যে হাত রুটি টুকরো টুকরো করতে তার বৃদ্ধি ঘটায় ও তা বিতরণ করতে করতে তার অগণিত প্রাচুর্য সাধন করে।

যে অর্থদান করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক, কেননা তখনই তার মহত্তর লাভ হবে, যখন নিজের জন্য নিম্নতম অংশ বাঁচিয়ে রাখবে, যেমনটি ধন্য পল বলেছেন, *যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন* (২ করি ৯:১০), আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - লুক ৬:৩৮; কল ৩:১৩

*প্র* দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে;

*উ* উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে।

*প্র* যেহেতু প্রভু নিজে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, সেজন্য তোমরাও সেইমত ক্ষমা কর।

উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৯:১-১০)

**প্রাক্তন ও নব সন্ধির প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তুলনা**

সেই প্রথম সন্ধিরও ছিল উপাসনার নানা নিয়ম-বিধি ও একটা পবিত্রধাম, যা ছিল পার্থিব; আসলে একটা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল: সেই প্রথমটা, যার মধ্যে সেই দীপাধার, সেই ভোজনপাট ও সেই ভোগ-রুটি ছিল; এটার নাম ছিল পবিত্রস্থান। আর দ্বিতীয় পরদার পিছনে আর একটা তাঁবু ছিল, যার নাম পরম পবিত্রস্থান; সেখানে ছিল সোনার ধূপবেদি ও চারদিকে সোনায় মোড়া সেই সন্ধি-মঞ্জুষা, যার মধ্যে আবার রাখা ছিল মান্নায় ভরা একটা সোনার বয়েম, আরোনের সেই যষ্টি যা পল্লবিত হয়েছিল, ও সন্ধির সেই পাথরফলক দু'টো; এবং মঞ্জুষার উপরে গৌরবের সেই খেরুবমূর্তি দু'টো বসানো ছিল, যা প্রায়শ্চিত্তাসনটা ঢেকে রাখছিল। এই সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখন তত প্রয়োজন নেই।

তেমন ব্যবস্থা অনুসারে, যাজকেরা নিজেদের উপাসনা-কর্ম পালন করার জন্য সেই প্রথম তাঁবুতে নিত্যই প্রবেশ করে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয়টার ভিতরে কেবল মহাযাজকই প্রবেশ করেন, বছরে একবার মাত্র, এবং রক্ত সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করেন না: তা তিনি নিজের জন্য ও জনগণের অজ্ঞতাজনিত পাপের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যতদিন সেই প্রথম তাঁবু দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন পবিত্রধামে যাবার পথ জ্ঞাত করা হয়নি; তা হল এই বর্তমান কালের জন্য একটা প্রতীক: সেই অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসককে—তার নিজের বিবেকে—সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম: সেইসব কিছু কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা শুদ্ধি-প্রক্ষালন সম্বন্ধে এমন মানবীয় নিয়ম-বিধি মাত্র, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা।

**শ্লোক** - হিব্রু ৯:১৪; ১ যোহন ২:২

*প্র* যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন,

*উ* সেই খ্রিষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

*প্র* তিনি আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলিস্বরূপ; আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!

*উ* সেই খ্রিষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১:৩-৪)

**যিনি কোন পাপ জানেননি**

**ঈশ্বর তাঁকে করেছেন পাপস্বরূপ**

পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেছেন তিনি যেন তাঁর আপন নামে মানুষকে প্রেরণা দান করেন ও মানবজাতির পক্ষে মধ্যস্থতা-ভূমিকা গ্রহণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বিধায় আমরাই তাঁর সেবাকর্ম হাতে তুলে নিয়েছি, ও তাঁর নামে ও পিতার নামে তোমাদের প্রেরণা দান করি। তাঁর দৃষ্টিতে মানবজাতি এত মূল্যবান যে, তিনি পুত্রকে দান করেছেন, যদিও জানতেন তাঁকে হত্যা করা হবে; এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত করেছেন। এজন্য তোমরা মনে করবে না, আমরাই তোমাদের আহ্বান করছি; আমাদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রিষ্ট, স্বয়ং পিতাই তোমাদের অনুরোধ করছেন। তেমন অগাধ মঙ্গলময়তার সঙ্গে আমাদের কীবা দেওয়া হচ্ছে? তাঁর অগণিত মঙ্গলদানের বিনিময়ে অপমানিত হয়ে তিনি কোন দণ্ড দেননি শুধু নয়, বরং নিজের কাছে আমাদের পুনর্মিলিত করার জন্য তিনি আপন পুত্রকে দান করেছেন। অথচ যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তারা অনুগ্রহে ফিরে যাওয়ার চিন্তা না ক'রে তাঁকে বরং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল।

তাহলে তিনি আরও সমর্থনকারী ব্যক্তি প্রেরণ করেছেন, তবু তাদের মধ্যে তিনি নিজেই প্রার্থনা করেন। তিনি কী যাচনা করেন? *ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও* (২ করি ৫:২০)। তিনি তো বলেননি: ঐশঅনুগ্রহ পুনর্জয় কর, কেননা তাঁর মধ্যে নয়, আমাদেরই মধ্যে সেই শত্রুতার কারণ—ঈশ্বর তো কখনও হিংসা জন্মান না। তিনি বরং মামলার নিষ্পত্তি করতে মধ্যস্থ হিসাবেই প্রেরিত হলেন। লেখা রয়েছে, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন* (২ করি ৫:২১)।

যদিও যিশু মানুষ হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতেন না, তবুও চিন্তা কর ব্যাপারটা কতই না প্রশংসনীয় যে, যারা তাঁকে অপমান করেছিল তাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্র সেই তাঁকেই দান করেন। কিন্তু তিনি বেশিই করেছেন, তিনি এও হতে দিলেন যে, যিনি অপমানিত, তাঁকে অপমানকারীদের দ্বারা ক্রুশে দেওয়া হবে।

*যিনি পাপ জানেননি*, এমনকি যিনি স্বয়ং ধর্মময়তা স্বরূপ, *তাঁকে ঈশ্বর পাপ করে তুলেছেন*, অর্থাৎ তিনি সহ্য করলেন তিনি পাপীর মত দণ্ডিত হবেন, অভিশপ্ত মানুষের মতই মরবেন; কেননা *যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত* (গা ৩:১৩)। সাধারণ মৃত্যুর চেয়ে ক্রুশমৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক; একথা তিনি অন্য স্থানেও জোর করে ইঙ্গিত করে বলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৮)। তবে ভেবে দেখ তোমরা কতই না মঙ্গলদান তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ!

ফলত আমরা যদি খ্রিষ্টকে যথার্থই ভালবাসি, পাপী বলে আমরা নিজেদের শাস্তি দেব—কোন অমঙ্গল বা নরকের ভয়ে নয়, বরং ঈশ্বরকে অপমানের ভয়ে। কেননা এটিই ভয়ঙ্কর যে, প্রভু আর কোন যত্ন না করে আমাদের থেকে দৃষ্টি ফেরাবেন। এবিষয় চিন্তা-ভাবনা করে, এসো, আমরা সবকিছুর আগে পাপকেই ভয় করি, কেননা এ তো শাস্তি, এ তো নরক, এ তো অচিন্তনীয় অমঙ্গল। আর শুধু ভয় কেন? এসো, পাপ থেকে পালিয়েও যাই ও ঈশ্বরের কাছে নিত্যই গ্রহণীয় হতে চেষ্টা করি: কেননা এ তো রাজ্য, এ তো জীবন, এ তো অচিন্তনীয় মঙ্গল। তাতে আমরা এখন থেকেই রাজ্য ও ভাবী মঙ্গলদান ভোগ করব। আহা, এসব কিছু আমরা যেন লাভ করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও চিরকাল, যুগ যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ পি ২:২২, ২৪; ইশা ৫৩:৫

প্র তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,

উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

প্র যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম,

উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - লেবীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২৬:৩-১৭, ৩৮-৪৫)

## আশীর্বাদ ও অভিশাপ

প্রভু একথা বলছেন, 'যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর, তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব, ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে, ও মাঠের গাছপালা আপন আপন ফল দেবে, তোমাদের ফসল কাটার কাল আঙুরফল সংগ্রহের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, ও আঙুরফল সংগ্রহের কাল বীজবপনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; এবং তোমরা অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাবে ও তোমাদের দেশে ভরসাভরে বাস করবে।

আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ থেকে বন্য জন্তুগুলোকে দূর করে দেব, ও তোমাদের দেশে খড়্গ এসে দেখা দেবে না। তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে, ও তারা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে। তোমাদের পাঁচজন তাদের একশ'জনকে তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের একশ'জন দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে, এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে।

আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব। তোমরা তোমাদের সঞ্চয় করা পুরাতন ফসল খাবে, ও নতুনটার জন্য জায়গা দেবার জন্য পুরাতনটাকে সরিয়ে দেবে। আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না। আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি তোমরা যেন আর তাদের দাস না হও; আমিই তোমাদের জোয়াল-কাঠ ভেঙে দিলাম; এমনটি করলাম, তোমরা যেন মাথা উচ্চ করে হেঁটে চল।

কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি আমার বিধিগুলো তুচ্ছ কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার নিয়মনীতি প্রত্যাখ্যান করে,

এবং তাই করে তোমরা আমার আজ্ঞা পালন না করে আমার সন্ধি ভঙ্গ কর, তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার এই হবে: তোমাদের বিরুদ্ধে বিভীষিকা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর প্রেরণ করব, তখন তোমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে। তোমাদের বীজবপন বৃথা হবে, কারণ তোমাদের শত্রুরাই তা খাবে। আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হব, তখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের উপর প্রভুত্ব চালাবে, এবং তোমাদের পিছনে কেউই ধাওয়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে!

তোমরা জাতিগুলির মধ্যে বিনষ্ট হবে: তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদের গ্রাস করবে। তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের শত্রুদের দেশে রক্ষা পাবে, তারা তাদের শঠতার কারণে ক্ষয় পাবে; তাদের পিতৃপুরুষদেরও শঠতার কারণে তাদের সঙ্গে ক্ষয় পাবে।

তারা যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে ও আমার বিপক্ষে আচরণ করেছে, এবিষয়ে তারা যদি তাদের নিজেদের শঠতা ও তাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করে—কেননা এজন্যই আমিও তাদের বিপক্ষে আচরণ করেছি ও শত্রুদেশে তাদের নিয়ে গেছি—তাহলে যখন তাদের অপরিচ্ছেদিত হৃদয় নম্রতা স্বীকার করবে, ও তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে, তখন আমি যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব, ইস্হাকের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ও আব্রাহামের সঙ্গে আমার সেই সন্ধিও স্মরণ করব, দেশের কথাও স্মরণ করব। তাই যখন দেশ তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিজের শাব্বাৎগুলো ভোগ করবে, ও তাদের অনুপস্থিতিতে জনশূন্য হবে, তখন তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে—এই কারণে যে, তারা আমার নিয়মনীতি তুচ্ছ করেছে ও তাদের প্রাণ আমার বিধিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও তারা যখন শত্রুদেশে থাকবে, তখন আমি তাদের একেবারে ফিরিয়ে দেব না, তাদের নিয়ে এত ক্ষান্তও হব না যে, তাদের নিঃশেষেই বিনাশ করব ও তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি ভঙ্গ করব; কেননা আমিই প্রভু তাদের পরমেশ্বর! আমি তাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য জাতিগুলির চোখের সামনে মিশর দেশ থেকে যাদের বের করে এনেছি, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি আমি তাদের খাতিরে স্মরণ করব। আমিই প্রভু!'

**শ্লোক** - সাম ৩৪:১৭, ১৬; প্রকাশ ২২:১২

*প্র* প্রভু অপকর্মাদের প্রতি বিমুখ, পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছিন্ন করবেন।

*উ* ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান।

*প্র* দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি—প্রভুর উক্তি—দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

*উ* ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের চিৎকারের প্রতি তাঁর কান।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৫:২৩-২৪)

**আমরা পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব**

আমরা পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব, এখনও কিন্তু প্রতীকাকারে,—যদিও প্রতীকটা প্রাচীন বিধানের প্রতীকের চেয়ে স্পষ্টতর, কেননা প্রাচীন বিধানের পাস্কা আরও অন্ধকারময় প্রতীকে আচ্ছন্ন ছিল,—কিন্তু অল্পকাল পরে নিখুঁত ও উজ্জ্বলতর ভাবেই সেই পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব, অর্থাৎ তখন, যখন বাণী, যা এখন অপূর্ণাঙ্গ ভাবে দেখাচ্ছেন তা বিশদভাবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে পিতার রাজ্যেই প্রকৃত পাস্কাভোজে বসবেন।

বস্তুতপক্ষে সেই পাস্কাভোজের পানীয় ও খাদ্যের কী রূপ, এবিষয়ে আমাদের ভূমিকা হল শেখা, বাণীর ভূমিকা হল শেখানো, আর তাঁর শিষ্যদের ভূমিকা হল সেই শিক্ষা সম্প্রদান করা। কেননা তাঁর শিক্ষা এমন খাদ্য, যা তাঁরই, যিনি আবার সেই খাদ্য দান করেন।

সুতরাং এসো, আমরাও বিধানের সহভাগী হই—বাহ্যিক দিক দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবেই; আংশিকভাবে নয়, পরিপূর্ণভাবেই; ক্ষণিকের জন্য নয়, চিরকালেরই মত! রাজধানী হিসাবে পার্থিব যেরুশালেম নয়, সেই স্বর্গীয় মহানগরী বেছে নিই; অর্থাৎ যে নগর এখন সেনাদল দ্বারা পদদলিত, সেটা নয়, বরং সেটাই যেটা স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রশংসিত ও বন্দিত।

আমরা যেন বলিরূপে নবীন বৃষ উৎসর্গ না করি, শিং-ক্ষুর থাকা মেষশাবকও নয়— এগুলো তো প্রায় মৃত্যুরই অধিকারভুক্ত ও বুদ্ধিহীন। আমরা বরং এসো, স্বর্গীয় বেদিতে স্বর্গদূতদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে সত্যকার স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করি। এসো, প্রথম পরদা ভেদ করে দ্বিতীয় পরদার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরম পবিত্রস্থানেই প্রবেশ করি। আরও, ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে, এসো, নিজেদেরই উৎসর্গ করি; এমনকি, প্রতিটি দিন নিজেদের ও নিজেদের যত গতি ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করি। কথা যেভাবে আভাস দেয়, এসো, ঠিক তাই করি: নিজেদের যন্ত্রণাগুলো ভোগের মধ্য দিয়ে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের অনুকরণ করি, নিজেদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে প্রভুর রক্তদান ভক্তি করি, প্রভুর সঙ্গে তৎপর হয়ে ক্রুশে আরোহণ করি।

তুমি কিরেনের শিমোন হলে, ক্রুশ তুলে প্রভুর অনুসরণ কর; তুমি সেই দস্যু হলে ও প্রভুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হলে, সৎমানুষের মত ঈশ্বরকে স্বীকার কর; তিনি যখন তোমার ও তোমার পাপের জন্য অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন, তখন তুমি তাঁর জন্য ধর্মপ্রাণ হও। তাঁকেই আরাধনা কর যিনি তোমার কারণে ঝুলানো; আর যদি দোষী হওয়ায়ই তুমি ক্রুশবিদ্ধ, তাহলে তোমার অপরাধ থেকে কল্যাণকর কিছু লাভ কর; মৃত্যুমূল্যে পরিত্রাণ কিনে নাও; যিশুর সঙ্গে পরমদেশে প্রবেশ কর, যেন তুমি বুঝতে পার কোন্ মঙ্গল থেকেই না তুমি বঞ্চিত ছিলে। সেই সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রাখ; নিন্দুককে বাইরে ফেলে রাখ, সে নিজের ঈশ্বরনিন্দা নিয়ে মরুক।

তুমি আরিমাথেয়ার যোসেফ হলে, যে প্রভুকে ক্রুশে দিয়েছে তার কাছে তাঁর দেহ প্রার্থনা কর; জগতের সেই শোকপ্রকাশ তোমারই হোক। তুমি ঈশ্বরের রাত্রিকালীন উপাসক সেই নিকোদেম হলে, উপযুক্ত সুগন্ধি দিয়ে প্রভুর দেহ লেপন কর। তুমি নানা মারীয়াদের একজন হলে, ভোরে অঝোরে অশ্রুজল ফেল। এমনটি কর, যাতে সরানো পাথরটা ও সেই স্বর্গদূতদের, এমনকি স্বয়ং যিশুকে তুমিই প্রথম দেখতে পাও।

এই তো খ্রিষ্টের পাস্কার সহভাগী হওয়ার অর্থ।

শ্লোক - হিব্রু ১৩:১২-১৩; ১২:৪

℣ যিশু নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন।

৳ সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।

৴ পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি ;

৳ সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৯:১১-২৮)

**খ্রিষ্টের রক্তে সাধিত নব সন্ধি**

খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয় —ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন। কেননা ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত কিংবা বকনা বাছুরের দেহভস্ম যদি কলুষিতদের উপরে ছিটানো হলে দেহের শুচিতার জন্য পবিত্রতা এনে দেয়, তাহলে যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রিষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

এজন্যই তিনি এক নতুন সন্ধি-উইলপত্রের মধ্যস্থ, যেন, প্রথম সন্ধিকালে সাধিত যত অপরাধ থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বিধায়, যারা আহূত হয়েছে, তারা এখন প্রতিশ্রুত সেই অনন্তকালীন উত্তরাধিকার গ্রহণ করে নিতে পারে। কেননা যেখানে উইলপত্র থাকে, সেখানে উইলপত্র যে লিখেছে তার মৃত্যু প্রমাণিত হওয়া চাই, কারণ মৃত্যু হলেই উইলপত্র কার্যকর হয়, আর উইলপত্র যে লিখেছে, যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন উইলপত্র বহাল হয় না।

এইজন্য সেই প্রথম সন্ধিও বিনা রক্তে প্রবর্তিত হয়নি; বাস্তবিক সেদিন বিধান অনুসারে প্রতিটি আজ্ঞা গোটা জনগণের কাছে ঘোষণা করার পর মোশি বাছুর ও ছাগের রক্তের সঙ্গে জল, সিঁদুরে-লাল পশম আর হিসোপ হাতে নিয়ে সেই রক্ত পুস্তকটির উপর ও গোটা জনগণের উপর ছিটিয়ে দিলেন, তা করতে করতে তিনি বললেন, এ সেই

সন্ধির রক্ত, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের জন্য জারি করলেন। তেমনি ভাবে তিনি তাঁবুর উপরে ও উপাসনার সমস্ত জিনিসপত্রের উপরেও সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। কেননা বিধান অনুসারে প্রায় সবকিছুই রক্তের স্পর্শে শুদ্ধ করা হয়, এবং রক্ত না ঝরালে ক্ষমা হয় না।

সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির নকশাগুলোর পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে। আর আসলে খ্রিষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো সত্যকার পবিত্রধামের নকলমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন। আর মহাযাজক যেমন প্রতিটি বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্রধামে প্রবেশ করেন, সেইভাবে খ্রিষ্ট যে অনেক বার নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তাও নয়; অন্যথা, জগৎপত্তনের সময় থেকে তাঁকে বারবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। বরং তিনি একবার মাত্র, এখন, সকল যুগের এই সিদ্ধিকালেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। আর যেমনটি নিরূপিত আছে যে, মানুষ একবার মাত্র মৃত্যুভোগ করবে আর তারপর বিচার হবে, তেমনি বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিষ্টও কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

শ্লোক - হিব্রু ৯:২৮; ইশা ৫৩:১১

প্ বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রিষ্ট কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর

উ পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

প্ আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।

উ পাপের কথা বাদে তিনি আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৮)

**রক্ত না ঝরালে ক্ষমা হয় না**

এসো, আমরা একটার পর একটা করে ত্রাণকর্তাকে যে যে নাম দেওয়া হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে অধিক মনোযোগের সঙ্গে এক একটা নামের কারণ ও অর্থ ধ্যান করি। তখন তুমি উপলব্ধি করবে, সত্যিই *তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করতে* (কল ২:৯) প্রসন্ন হল, ও একইসময় এও উপলব্ধি করবে, তিনিই প্রায়শ্চিত্তের উপায়, মহাযাজক ও জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত বলি।

তিনি যে মহাযাজক, তা দাউদ স্পষ্টভাবে সামসঙ্গীতে ও প্রেরিতদূত পল হিব্রুদের কাছে পত্রে ব্যক্ত করেন। তিনি যে বলিও, এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২১)। তবে তিনি বলি, কেননা আপন রক্তদানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন, সেই যে রক্ত গুণে তিনি পূর্ববর্তী অপরাধও ক্ষমা করেন: তেমন মুক্তি কিন্তু বিশ্বাসগুণেই বিশ্বাসীদের উপর বর্ষিত। তিনি যদি পূর্ববর্তী অপরাধের ক্ষমা মঞ্জুর না করে থাকতেন, তাহলে সাধিত মুক্তির কোন প্রমাণ আমাদের থাকত না।

বস্তুতপক্ষে, যখন পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, তখন একথা নিশ্চিত যে, সেই পবিত্র রক্তদানে মুক্তি সাধিত, কেননা প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *রক্ত না ঝরালে ক্ষমা হয় না* (হিব্রু ৯:২২)।

তথাপি, কেবল পল খ্রিষ্টকে প্রায়শ্চিত্তবলি বলে আখ্যায়িত করেছেন, তুমি যেন তা মনে না কর, সেজন্য শোন কেমন করে যোহনও এই অর্থে কথা বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর; কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য* (১ যোহন ২:১-২)। সুতরাং, খ্রিষ্টের রক্তদানে পাপের নব প্রায়শ্চিত্ত গুণে অতীতকালে সাধিত অর্থাৎ ঐশধৈর্যের সময়ে সাধিত সেই সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়, যাতে তাঁর ধর্মময়তা প্রকাশিত হয় (রো ৩:২৫-২৬ দ্রঃ)। সেই তো ঐশধৈর্যের সময়, যখন

পাপী পাপ করা মাত্র দণ্ডিত নয়, কিন্তু, প্রেরিতদূতের কথায়, ঈশ্বরের ধৈর্য ও মঙ্গলময়তা মনপরিবর্তনের জন্যই আমাদের প্রেরণা দেয় (রো ২:৪ দ্রঃ), আর এভাবে *ঈশ্বর তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন* (রো ৩:২৬)। যুক্তিসঙ্গত ভাবে তিনি 'বর্তমানকালে' একথাও বলেন, কেননা বর্তমানকালে ঈশ্বরের ধর্মময়তা ধৈর্যে প্রকাশিত; ভবিষ্যতে কিন্তু তা প্রতিদানেই প্রকাশিত হবে।

**শ্লোক** - এফে ১:৯-১০; কল ১:১৯-২০

*প্র* আপন প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই ঈশ্বর এমন সঙ্কল্প স্থির করে রেখেছিলেন, যা কাল পূর্ণ হলে রূপায়িত করবেন:

*উ* স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

*প্র* এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: সমস্ত পূর্ণতা তাঁর মধ্যে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা

*উ* স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৩; ৮:৫-১১)

## লেবীয়দের জন্য বিধিবিধান

সিনাই পর্বতে যেদিন প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন, সেদিন আরোনের ও মোশির বংশতালিকা এ।

আরোনের সন্তানদের নাম এ: জ্যেষ্ঠ পুত্র নাদাব, পরে আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। এ হল আরোনের সেই সন্তানদের নাম যাঁরা যাজক বলে তৈলাভিষিক্ত ও যাজকত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত। নাদাব ও আবিহু সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভুর উদ্দেশে অনুমোদিত নয় এমন আগুন নিবেদন করায় প্রভুর সামনে মারা পড়েছিলেন। তাঁদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; আর এলেয়াজার ও ইথামার তাঁদের পিতা আরোনের জীবনকালে যাজকত্ব অনুশীলন করলেন।

প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি লেবি গোষ্ঠী জড় করে আরোন যাজকের সামনে উপস্থিত কর, যেন তারা তার সেবায় থাকে। তারা আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আরোনকে ও গোটা জনমণ্ডলীকে দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সমস্ত দ্রব্য ও ইস্রায়েল সন্তানদের দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। তুমি লেবীয়দের সম্পূর্ণ নিবেদিত ব্যক্তি হিসাবে আরোনের ও তার সন্তানদের হাতে দেবে; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তারাই তার হাতে নিবেদিত। তুমি আরোন ও তার সন্তানদের যজনকর্ম পালনের জন্য নিযুক্ত করবে। অন্য গোষ্ঠীর যে কেউ কাছে আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।'

প্রভু মোশিকে বললেন, 'দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফলের বিনিময়ে আমি নিজেই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের বেছে নিয়েছি; তাই তারা আমারই, কারণ প্রথমজাত সকলে আমার। যেদিন আমি মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাতককে আঘাত করলাম, সেদিন মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথমজাতককে আমারই উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রেখেছি; তারা আমারই হবে। আমি প্রভু!'

প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের নিয়ে তাদের শুচীকৃত কর। তুমি এইভাবে তাদের শুচীকৃত করবে: তাদের উপরে শুদ্ধিকরণ-

জল ছিটিয়ে দেবে; তারা তাদের সমস্ত গায়ে ক্ষুর বুলিয়ে পোশাক ধুয়ে নেবে। তখন তারা শুচি হবে। পরে তারা একটা বাছুর ও তার সঙ্গে তেল-মেশানো সেরা ময়দার নিয়মিত নৈবেদ্য এনে দেবে, আর তুমি পাপার্থে বলির জন্য আর একটা বাছুর নেবে। সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে লেবীয়দের এগিয়ে আনবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করবে। তুমি লেবীয়দের প্রভুর সামনে আনলে ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের উপরে হাত রাখবে। ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি পালন করে লেবীয়দের নিবেদন করবে, তখন তারা প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত হবে।

**শ্লোক** - সাম ৭৩:২৫, ২৬; ফিলি ৩:৮

*প্র* স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

*উ* পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

*প্র* আমি সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি, আবর্জনা বলেই গণ্য করেছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

*উ* পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু মাক্সিমের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১১)

**যারা অনুতপ্ত, তাদের উপরেই ঈশ্বরের করুণা**

সকল সত্যবাণীর প্রচারক, সকল ঐশঅনুগ্রহের সেবক, ও যাঁরা আদি থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে এসেছেন, তাঁরা সকলেই বলেন, মানুষ প্রকৃত অনুতাপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে গেলে, তার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ও তাঁর ভালবাসার সমরূপ আর কিছু নেই।

একথা দেখাতে গিয়ে তিনি যে কতগুলো অলৌকিক চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে তাঁর অসীম ভালবাসার প্রথম ও প্রধান চিহ্ন এ হল যে, পিতা ঈশ্বরের ঐশবাণী অবর্ণনীয় অবমাননা ও সহানুভূতি দেখিয়ে মাংসধারণের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে প্রসন্ন হলেন: তিনি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যত কিছুই সাধন

করলেন, ভোগ করলেন ও প্রচার করলেন, যেন শত্রু ও বিদ্রোহী এ আমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে পুনর্মিলিত হতে পারি; আরও, স্বর্গীয় জীবন-বঞ্চিত এ আমরা যেন সেই জীবনে পুনরায় আহূত হতে পারি।

তিনি যে অলৌকিক কাজের প্রভাবে আমাদের অসুস্থতা নিরাময় করলেন শুধু নয়; আমাদের নানা প্রবণতার দুর্বলতাও আপন করে নিয়ে ও নিরপরাধী হয়েও অপরাধীই বলে যেন ক্রুশদণ্ড দ্বারা আমাদের ঋণ শোধ করে তিনি বহু ও ভয়ঙ্কর দোষ থেকে মুক্ত করে দিলেন এবং বিবিধ শিক্ষা দানে এমন সুমন্ত্রণা দিলেন আমরা যেন মমতাপূর্ণ সহানুভূতি ও সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমে তাঁরই সদৃশ হয়ে উঠতে পারি।

এজন্যই তিনি ঘোষণা করলেন, *আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, পাপীদেরই কাছে মনপরিবর্তনের আহ্বান জানাতে এসেছি* (লুক ৫:৩২); আরো, *সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন* (মথি ৯:১২)। একইভাবে বললেন, তিনি হারানো মেষেরই সন্ধানে এসেছেন, বিশেষভাবে ইস্রায়েলকুলেরই হারানো মেষগুলির কাছে প্রেরিত হয়েছেন। আবার সেই রুপোর টাকার উপমার মধ্য দিয়ে তিনি রহস্যাবৃত ভাবে ইঙ্গিত দিলেন, তিনি সেই আদি সাদৃশ্য উদ্ধার করতে এসেছেন যা রিপুর দুর্গন্ধময় আবর্জনায় কলুষিত হয়ে গেছিল। এবাণীও দিলেন, *আমি সত্যি তোমাদের বলছি, একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে স্বর্গে আনন্দ হয়* (লুক ১৫:৭ দ্রঃ)।

এ উদ্দেশ্যেই তিনি ঘায়ের উপরে আঙুররস ও তেল ঢেলে ও ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়ে সেই মানুষকে সেবাযত্ন করলেন, যে দস্যুর হাতে পড়ে বিবস্ত্র ও আঘাতগ্রস্ত হয়ে আধ মরা অবস্থায় পড়েছিল; তিনি তাকে আপন বাহনের পিঠে চাপিয়ে শুশ্রূষার জন্য সরাইখানায় নিয়ে গেলেন; শুশ্রূষার জন্য যা খরচ প্রয়োজন তা ব্যবস্থা করে প্রতিজ্ঞা করলেন, ফিরে এসে বাড়তি খরচ মিটিয়ে দেবেন।

তিনি সেই দয়ালু পিতার উপমাও দিলেন, যিনি অপব্যয় পুত্র ফিরে এলেই তার উপর আনত হয়ে তাকে অনুতপ্ত দেখে আলিঙ্গন করলেন ও পিতৃগৌরবের অলঙ্কারে পুনর্ভূষিত করলেন; এমনকি, সে যা করেছিল তিনি তার জন্য কোন ভর্ৎসনাই পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।

একই কারণে, ঈশ্বরের একশ' মেষগুলির পাল ছেড়ে সেই যে মেষ দূরে চলে গেছিল, তাকে পর্বতে উপপর্বতে ভ্রান্তপথ অবস্থায় খুঁজে পেয়ে তিনি রুক্ষভাবে ঠেলা দিতে দিতে বা তিরস্কার ও দণ্ডের হুমকি দিতে দিতে ঘেরিতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এমন নয়, তিনি বরং আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দয়াপূর্ণ ভাবে তাকে বাকিগুলোর পালের মধ্যে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলেন।

উপরন্তু তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।* আরও বললেন, *আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও* (মথি ১১:২৮-২৯): জোয়াল হল আদেশগুলি ও সুসমাচারের মূল্যবোধ অনুসারে যাপিত জীবনের নামান্তর; বোঝার বিষয়ে—যে বোঝা অনুতাপ ক্ষেত্রে ভারী ও কিছুটা বিরক্তিকরও মনে হতে পারে—তিনি বললেন, *আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)।

পরিশেষে ঈশ্বরের ধর্মময়তা ও মঙ্গলময়তার কথা শেখাতে গিয়ে তিনি আদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা পবিত্র হও, সিদ্ধ হও, দয়াবান হও, যেইভাবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা দয়াবান (লুক ৬:৩৬ দ্রঃ)। আরও বললেন, *ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে* (লুক ৬:৩৭); এবং, *তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর* (মথি ৭:১২)।

**শ্লোক** - এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

প্র প্রভু, আমি যদি তোমার দয়ার অভিজ্ঞতা না পেতাম, আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম; তুমি কিন্তু বলেছ:

উ দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।

প্র তুমি সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে তোমার অনুগ্রহ দান করে বলেছিলে:

উ দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১০:১-১০)

**খ্রিষ্টের আত্মবলিদানে সাধিত আমাদের পবিত্রীকরণ**

ভ্রাতৃগণ, বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম। যদি তার তেমন ক্ষমতা থাকত, তবে সেই সমস্ত যজ্ঞ কি শেষ হত না? কেননা উপাসকেরা একবার, চিরকালের মত, শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠলে পাপ সম্বন্ধে তাদের আর চেতনা থাকত না। কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞে বছরের পর বছর নতুন করে পাপ স্মরণ করা হয়, কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়। এজন্যই এই জগতে প্রবেশ করার সময়ে খ্রিষ্ট এই কথা বলেন:

*যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি,*
*বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ;*
*আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি,*
*তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি,*
*—শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—*
*হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে* (সাম ৪০:৭-৯ দ্রঃ)

তিনি প্রথমে বলেন, *যজ্ঞ, নৈবেদ্য, আহুতি ও পাপার্থে বলিদান তুমি ইচ্ছা করনি, এবং এগুলিতে প্রসন্নও হওনি*—এই সবকিছু এমন, যা বিধান অনুসারে উৎসর্গ করা হয় —পরে তিনি বলে চলেন, *এই যে, আমি এসেছি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।* এভাবে তিনি প্রথম ব্যবস্থা বাতিল করছেন, যেন দ্বিতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন। আর

ঠিক সেই 'ইচ্ছা' গুণেই, যিশু খ্রিষ্টের সেই একবার চিরকালের মত দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৫-৭, ৪; সাম ৪০:৭-৮ দ্রঃ

*প্র* যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি, তাই আমি বলেছি:

*উ* তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই যে আমি আসছি, প্রভু।

*প্র* ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়। এজন্য এজগতে প্রবেশ করে খ্রিষ্ট বললেন:

*উ* তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এই যে আমি আসছি, প্রভু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৬৩:৪৭-৫০)

**খ্রিষ্ট যাজকত্ব দাবি করেননি, তা গ্রহণই করলেন**

সেই উত্তম চিকিৎসক, যিনি আমাদের দুর্বলতা আপন করে নিয়েছেন, তিনি আমাদের অসুস্থতা নিরাময় করলেন; তবু তিনি মহাযাজক হবার গৌরব দাবি করেননি, বরং যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (সাম ২:৭), সেই পিতা তাঁকে আরও বললেন, *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)। সকল যাজকের ভাবী দৃষ্টান্ত যাঁর হবার কথা, সেই খ্রিষ্ট মাংস ধারণ করলেন, যেন *তাঁর পার্থিব জীবনকালে তিনি একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করতে পারেন যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম; তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে তিনি পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন* (হিব্রু ৫:৭-৯)। এবং যেমন যন্ত্রণাভোগ শেষ মাত্রায় সমাধা করলেন তেমনি নিজেকেও নিঃশেষিত করে তিনি সকলকে সুস্থতা দান করলেন, সকলের পাপ বহন করলেন।

এজন্য তিনি নিজেই আরোনকে মনোনীত করলেন, যাতে যাজক-মনোনয়ন মানবীয় লোলুপতার উপর নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করে, স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ বা

ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার উপরে নয়, স্বর্গীয় আহ্বানের উপরেই নির্ভর করে, যাতে করে নিজেও দুর্বলতার অধিকারী হওয়ায় যিনি পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করেন পাপীদের হয়ে শাস্তিভোগ করতে পারেন। কেউই নিজে থেকে তেমন মর্যাদা নিতে পারে না, তার পক্ষে বরং আরোনের মত ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়া দরকার—এভাবে খ্রিষ্টও যাজকত্ব দাবি করেননি, বরং তা গ্রহণই করলেন। পরিশেষে, যেহেতু ধর্মময়তার চেয়ে বংশপরম্পরারই জোরে আরোনের বংশধারা যাজকত্বের উত্তরাধিকার ধরে রাখত, সেজন্য প্রাক্তন সন্ধিতে উল্লিখিত সেই মেল্কিসেদেকের প্রতীকের স্থানে প্রকৃত মেল্কিসেদেক তথা শান্তি ও ধর্মময়তার রাজাই এলেন (মেল্কিসেদেক নামের অর্থই তো তাই)। *তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকা নেই, জীবনের আরম্ভ নেই, জীবনের অন্ত নেই* (হিব্রু ৭:৩); তেমন কথা ঈশ্বরের পুত্রের বেলায়ও প্রযোজ্য, কেননা তাঁর ঐশপ্রজননে তাঁর কোন মাতা হয়নি, কুমারী মারীয়ার প্রসবে তিনি কোন পিতাকে জানেননি: অনাদিকালের আগে কেবল পিতাই থেকে জাত ও ইহজগতে কেবল কুমারীই থেকে উদ্ভূত বিধায় যিনি আদিতেই ছিলেন তাঁর আয়ুর কোন আদি থাকতে পারেই না। আর যিনি নিজেই জীবনের প্রণেতা, কী করেই বা তাঁর জীবনের অন্ত থাকবে? তিনিই সবকিছুর *আদি* ও অন্ত (প্রকাশ ২২:১৩)।

তবু একথা উদাহরণ স্বরূপেও উল্লিখিত, কেননা যাজকের পক্ষে এমন ব্যক্তির মত হওয়া উচিত যাঁর পিতা নেই ও মাতা নেই, অর্থাৎ কিনা সম্ভ্রান্ত বংশের কথার উপর নয়, বরং পুণ্যাচার ও উৎকৃষ্ট গুণাবলির উপরেই যাঁর মনোনয়ন নির্ভর করবে।

তাঁর মধ্যে থাকবে বিশ্বাস ও আচার-বিচারের পরিপক্কতা: একটা বিনা অপর একটা থাকবে এমন নয়, বরং তাঁর মধ্যে বিশ্বাস ও পরিপক্কতা দু'টোই সৎকাজ ও সৎকর্মের সঙ্গে এক হবে। প্রেরিতদূত পল চান, আমরা তাঁদেরই অনুকরণ করব যাঁরা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা গুণেই সেই আব্রাহামের প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী যিনি সহিষ্ণুতা গুণেই প্রতিশ্রুত আশীর্বাদের অনুগ্রহ গ্রহণ ও লাভ করতে যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। দাউদ আহ্বান করেন, আমরা যেন পুণ্যবান আরোনের অনুকরণ করি; আমাদের অনুকরণের জন্য তিনি তাঁকে প্রভুর পুণ্যজনদের মধ্যে স্থান দিয়ে একথা বললেন, *মোশি ও আরোন*

*আছেন তাঁর যাজকদের মাঝে, যাঁরা তাঁর নাম করেন, তাঁদের মধ্যে শামুয়েল* (সাম ৯৯:৬)।

**শ্লোক** - হিব্রু ৫:৪, ৬; সিরা ৪৫:১৬

*প্র* কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন।

*উ* তেমনি খ্রিষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন, মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।

*প্র* প্রভু সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিলেন, তিনি যেন তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেন।

*উ* তেমনি খ্রিষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন, মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (৯:১৫–১০:১০, ৩৩-৩৬)

## আবাসের উপরে মেঘের অবতরণ

যেদিন আবাসটি স্থাপিত হল, সেদিন মেঘটি আবাসটিকে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুটিকে ঢেকে দিল: সন্ধ্যাবেলায় মেঘটি আবাসের উপরে দেখতে আগুনের মত ছিল, এমন আগুন যা সকাল পর্যন্ত থাকত। তেমনটি সবসময়ই ঘটত: মেঘটি আবাস ঢেকে দিত, আর রাত্রে আগুনের মত দেখা যেত। যে কোন সময় মেঘ তাঁবুর উপর থেকে ঊর্ধ্বে সরে যেত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত; এবং মেঘ যেখানে থামত, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইখানে শিবির বসাত। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত, আবার প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই শিবির বসাত: মেঘটি যতদিন আবাসের উপরে বসে থাকত, ততদিন তারা শিবিরে থাকত। মেঘ যখন আবাসের উপরে বেশি দিন থাকত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর আদেশ মেনে চলে রওনা হত না। কিন্তু যদি মেঘ অল্প দিন আবাসের উপরে থাকত, তাহলে যেমন প্রভুর আজ্ঞায় তারা শিবির বসিয়েছিল, তেমনি প্রভুর আজ্ঞায় আবার রওনা হত। যদি মেঘ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বসে থাকত, তাহলে মেঘটি সকালবেলায় ঊর্ধ্বে সরে গেলে তারা রওনা হত; অথবা মেঘটি যদি পুরো এক দিন ও পুরো এক রাত বসে থাকত, তা ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। দু' দিন বা এক মাস বা এক বছর হোক, আবাসের উপরে মেঘ যতদিন বসে থাকত, ইস্রায়েল সন্তানেরাও ততদিন শিবিরে বাস করত, রওনা হত না; কিন্তু মেঘটি ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। প্রভুর আজ্ঞায়ই তারা শিবির বসাত, প্রভুর আজ্ঞায়ই রওনা হত; মোশির মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা প্রভুর আদেশ পালন করত।

প্রভু মোশিকে আরও বললেন, 'তুমি দু'টো রুপোর তুরি তৈরি কর; পিটানো রুপোরই তৈরি কর। তুমি তা জনমণ্ডলীকে আহ্বান করার জন্য ও শিবির ওঠাবার জন্য ব্যবহার করবে। সেই তুরি দু'টো বাজলে গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তোমার কাছে সমবেত হবে। কিন্তু কেবল একটা তুরি বাজলে তবে কেবল নেতারা, ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিরাই তোমার কাছে সমবেত হবে। তোমরা রণধ্বনি সহ তুরি

বাজালে পুবদিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে। তোমরা দ্বিতীয়বার রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে দক্ষিণ দিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে; যখন তাদের রওনা হতে হবে তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাতে হবে। কিন্তু যখন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করতে হবে, তখন তোমরা তুরি বাজাবে, কিন্তু রণধ্বনি সহ নয়। আরোনের সন্তান যাজকেরাই সেই তুরি বাজাবে; তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের জন্য এ হবে চিরস্থায়ী বিধি।

যখন তোমরা তোমাদের দেশে তোমাদের আক্রমণকারী বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে, তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাবে; তাতে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের স্মরণ করা হবে, ও তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পাবে। তেমনিভাবে তোমাদের আনন্দের দিনে, পর্বদিনে ও মাসের শুরুতে তোমাদের আহুতির ও তোমাদের মিলন-যজ্ঞের উপরে তোমরা সেই তুরি বাজাবে; তা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের কথা স্মরণ করাবে। আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

তাই তারা প্রভুর পর্বত থেকে তিন দিন ধরে হেঁটে চলল; প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষাও তাদের জন্য বিশ্রামস্থানের খোঁজে সেই তিন দিন ধরে তাদের আগে আগে চলল। শিবির থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে প্রভুর মেঘ দিনের বেলায় তাদের উপরে থাকত। যখন মঞ্জুষা এগিয়ে যেত, তখন মোশি বলতেন: 'প্রভু, উত্থিত হও, তোমার শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তোমার বিদ্বেষীরা তোমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।' যখন মঞ্জুষাটি থামত, তখন তিনি বলতেন: 'প্রভু, সহস্র সহস্র কোটি কোটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে ফিরে এসো।'

শ্লোক - নেহে ৯:১২; ইশা ৪:৫ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলেন

℟ তাদের চলার পথ আলোকিত করার জন্য।

℣ প্রভু দিনের বেলায় একটি মেঘ, ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম সৃষ্টি করলেন

℟ তাদের চলার পথ আলোকিত করার জন্য।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক)

## মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে

এতক্ষণে আমরা ইতিহাসের কথা ব্যাখ্যা করে এসেছি; এবার এসো, তার আধ্যাত্মিক অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

প্রকৃত মঞ্জুষা তথা মণ্ডলী পৃথিবীতে নির্মিত ও আবির্ভূত হলেই খ্রিষ্টের গৌরবে পরিপূর্ণ হল: আমার মতে, প্রাচীন মঞ্জুষা মেঘ দ্বারা যে আবৃত হয়েছিল ঠিক তাই বোঝায়।

খ্রিষ্ট আপন গৌরবে মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করলেন; আর যারা অজ্ঞতা ও ভুলভ্রান্তির তামসী রাত্রিতে নিমজ্জিত, তাদের জন্য তিনি আত্মিক আলো বিকিরণ ক'রে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আলোকিত ও যাদের হৃদয়ে এ আলোর প্রভা উজ্জ্বল, তিনি তাদের ছায়া ও রক্ষা দান করেন ও আত্মিক শিশির দানে, অর্থাৎ আত্মার দেওয়া পরম সান্ত্বনা দানে তাদের পরিতৃপ্ত করেন; এজন্যই তিনি রাতে আগুনের মত ও দিনের বেলায় মেঘের মত প্রতীয়মান ছিলেন। কেননা যারা সাধনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে অবিরত আলো-দান দরকার, যা দিয়ে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত হতে পারে; কিন্তু যারা সাধনার পথে এগিয়ে আছে ও বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত, তাদের পক্ষে রক্ষা ও সহায়তা দরকার, তারা যেন এজীবনের দুশ্চিন্তা ও দিনের ভার দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারে, কেননা *যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:১২)।

সেই মেঘ উঠতেই মঞ্জুষাও এগতে লাগত, আর সেইসঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরাও এগতে লাগত। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী খ্রিষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, আর সেই অসংখ্য পুণ্য বিশ্বাসী-সমাজ তাঁরই কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যিনি পরিত্রাণে তাদের চালিত করেন।

যিনি আমাদের আগে আগে চলছেন ও চালিত করছেন, সেই খ্রিষ্টের পিছনে আমাদের এগিয়ে চলা ও থামা কোন্ অর্থ অনুসারে বুঝতে হবে? শাস্ত্রের এবাণীতে কঠিন কিছু নেই: মেঘের সঙ্গে এগিয়ে চলা বা থামাই হল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবার আকাঙ্ক্ষী

আমাদের ইচ্ছার প্রতীক। তবু শ্রোতাদের মনোযোগী অন্তর যেন যথাসাধ্য গভীরতর উপলব্ধি লাভ করতে পারে, আমরা বলব, প্রথম এগিয়ে চলাটা হল অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভে উত্তরণ—তাঁরই বিষয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানলাভ, যিনি স্বরূপে সত্যকার ঈশ্বর, যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু ও স্রষ্টা।

এইমাত্র ব্যাখ্যা করা চলাটার চেয়ে উপকারী সেই দ্বিতীয় এগিয়ে চলা তখনই ঘটে, যখন বিশৃঙ্খল ও অমিতাচারী জীবনধারণ থেকে আমরা ভাবে ও কাজে শ্রেয় হতে চেষ্টা করি।

তৃতীয় এগিয়ে চলাটা শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্ট: তা তখনই ঘটে, যখন অপূর্ণাঙ্গ পর্যায় থেকে আমরা কাজ ও বিশ্বাসের নিখুঁত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হই। আমরা যখন *খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি* (এফে ৪:১৩), তখন খ্রিষ্টে আমরা কি নিত্যবর্ধমান বৃদ্ধিলাভে আকর্ষিত নই? সম্ভবত ধন্য পল ঠিক একথাই ঘোষণা করলেন, *পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি* (ফিলি ৩:১৩-১৪)।

শ্লোক - মথি ১১:২৭; যোহন ১৪:৬

*প্র* সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আর পিতা ছাড়া কেউই পুত্রকে জানে না,

*উ* পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

*প্র* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।

*উ* পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১০:১১-২৫)

## বিশ্বাসে নিষ্ঠা

প্রতিটি যাজক দিনের পর দিন সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য ও সেই একই যজ্ঞ বারবার উৎসর্গ করার জন্য এসে দাঁড়ায়, কারণ সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে ঈশ্বরের *ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন;* আর সেখানে অপেক্ষা করছেন *যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়* (সাম ১১০:১)। কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন। পবিত্র আত্মাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ প্রথমে তিনি বলেন,

*এটি হবে সেই সন্ধি*
*যা আমি সেই দিনগুলির পরে*
*ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব*
*—একথা বলছেন প্রভু:*
*আমি আমার বিধান তাদের হৃদয়ে রাখব,*
*তাদের মনের মধ্যেই তা লিখে রাখব।*

[পরে তিনি বলে চলেন]

*এবং তাদের যত জঘন্য কর্ম আর কখনও মনে আনব না* (যেরে ৩১:৩৩-৩৪)।

যেখানে এইসব কিছুর ক্ষমা হয়, সেখানে পাপের জন্য নৈবেদ্য আর প্রয়োজন হয় না।

অতএব, ভাই, আমরা যখন যিশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে আছি, যখন তেমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসেরই মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন, যখন ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান এক যাজক আমাদের আছেন, তখন এসো, আমরা অকপট হৃদয়ে ও বিশ্বাসের পূর্ণতায় এগিয়ে যাই—দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে ধৌত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে এগিয়ে যাই। এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত; এবং এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি: আমাদের জনসমাবেশ থেকে যেন দূরে না থাকি—ঠিক যেভাবে কেউ কেউ তা করতে অভ্যস্ত—বরং একে অন্যকে চেতনা দিই, আর তোমরা সেই দিনটি যত বেশি এগিয়ে আসতে দেখ, তত বেশি এই সকল বিষয়ে তৎপর হও।

**শ্লোক** - হিব্রু ৯:১৫; ১০:২০, ১৯; ১ পি ৩:২২ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্ট হলেন নতুন সন্ধিরই মধ্যস্থ,

*উ* তিনি আপন মানবতার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য নতুন পথ।

*প্র* আমাদের অনন্ত জীবনের অংশীদার করার জন্য মৃত্যুকে জয় করে তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

*উ* তিনি আপন মানবতার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য নতুন পথ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ১৫:৩-৪)

**এসো, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ধ্যান করি**

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ রহস্য যে প্রকৃতভাবেই সম্মান করতে ইচ্ছা করে, সে মনশ্চক্ষুতে সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি রাখবে যেন তাঁর মাংস আপন মাংস বলে জানতে পারে। আপন মুক্তিসাধকের তীব্র যন্ত্রণায় নিখিল সৃষ্টি কম্পিত হোক,

অবিশ্বাসীদের পাথুরে অন্তর ভেঙে যাক, আর যারা সমাধিতে শায়িত ছিল, তারা যত বাধা সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসুক। পবিত্র নগরীতে তথা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ভাবী পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দিক, আর একদিন যা শরীরে ঘটবার কথা, তা হৃদয়েই সাধিত হোক।

যতই দুর্বল হোক না কেন কেউই ক্রুশের বিজয় থেকে বঞ্চিত নয়; এমন কেউই নেই, যার কাছে খ্রিষ্টের প্রার্থনা সহায়তা না আনে। তা যখন তাঁর নির্যাতকদের উপকার ঘটিয়েছে, যারা তাঁর দিকে ফিরে তাকায় তাদের কাছে কতই না মহত্তর মঙ্গল এনে দেবে!

অজ্ঞতা বাতিল করা হয়েছে; যা কিছু কঠিন ছিল তা সহজ করা হয়েছে; আর সেই আগুন যা ছিল জীবনলোকের চিরকালীন প্রাপ্য, খ্রিষ্টের পবিত্র রক্ত তা নিভিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন রাত্রির অন্ধকার সত্যকার আলোকে স্থান দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় জনগণ পরমদেশের ঐশ্বর্যে নিমন্ত্রিত, সকল বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের জন্য হারানো মাতৃভূমির প্রবেশপথ উন্মুক্ত—যদি-না কেউ সেই পথ নিজের জন্য বন্ধ করে, যে পথ দস্যুর বিশ্বাসে উন্মুক্ত হতে পেরেছিল।

এজীবনের উদ্বেগ ও অভিমান যেন আমাদের এতই ব্যস্ত না করে, যার ফলে তাঁর আদর্শ অনুকরণে আমাদের মুক্তিসাধকের অনুরূপ হওয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা নিঃশেষিত হয়। কেননা তিনি যা কিছু সাধন করেছেন ও সহ্য করেছেন, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের পরিত্রাণ, মাথায় যে শক্তি ছিল তা যেন দেহেও বিরাজ করতে পারে।

যিনি আপন ঈশ্বরত্বে আমাদের মানবস্বরূপ ধারণ করলেন—যা অনুসারে *বাণী হলেন মাংস* ও *আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪)—অবিশ্বাসীকে ছাড়া তিনি কোন্ মানুষকে আপন দয়া থেকে বঞ্চিত রেখেছেন? আর যিনি মানবতা ধারণ করেছেন তাঁকে গ্রহণ ক'রে, এবং তিনি যে আত্মার প্রভাবে জন্ম নিয়েছেন, সেই আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে কোন্ মানুষ সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সমস্বরূপ হতে পারবে না? আর কেই বা খ্রিষ্টে তার আপন মানবীয় দুর্বলতা দেখতে পারে না? কেই বা তাঁকে খাদ্য নিতে, ঘুম পড়তে, দুঃখ করতে ও বন্ধুর জন্য অশ্রুজল ফেলতে দে'খে তাঁর দাস-অবস্থাও দেখতে পারে না?

আমাদের মানবস্বরূপ প্রাচীন ক্ষত থেকে নিরাময় হওয়া ও পাপরাশি থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল বিধায়ই ঈশ্বর মানবপুত্রও হলেন যেন তাঁর মধ্যে প্রকৃত মানবতা ও পূর্ণ ঈশ্বরত্ব দু'টোই বিরাজ করে। সমাধিতে যা নিষ্প্রাণ হয়ে শুয়েছিল, তৃতীয় দিনে যা পুনরুত্থিত হল, ও স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে যা পিতৃমাহাত্ম্যের ডান পাশে আরোহণ করল, তা আমাদেরই: যেন আমরা তাঁর আদেশ পথে এগিয়ে চললে ও দীনতম দেহে তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা করলেন তা স্বীকার করতে আমরা লজ্জাবোধ না করলে, তাহলে আমরাও যেন তাঁর গৌরবের সাহচর্য লাভ করতে পারি; কেননা তিনি যার সংবাদ দিলেন তা নিশ্চিত পূর্ণতা লাভ করবে: *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব* (মথি ১০:৩২)।

**শ্লোক** - ১ করি ১:১৮, ২৩

*প্র* যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর;

*উ* কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

*প্র* আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর;

*উ* কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (১১:৪-৬, ১০-৩০)

## প্রবীণের উপরে ও যোশুয়ার উপরে আত্মা প্রদান

তাদের মধ্যে নানা জাতের যে লোকেরা ছিল, তারা অন্য ধরনের খাদ্যের লোভে আক্রান্ত হয়ে উঠল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার হাহাকার করতে লাগল; বলল, 'কে আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, আমাদের মনে পড়ছে সেই মাছের কথা, যা মিশর দেশে আমরা বিনামূল্যে খেতাম; সেই সশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুনের কথাই মনে পড়ছে! এখন আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে; এখানে আর কিছু নেই; আমাদের চোখের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছুই নেই!'

মোশি লোকদের হাহাকার শুনতে পেলেন, প্রতিটি পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; ব্যাপারটার জন্য মোশিরও অসন্তোষ হল। মোশি প্রভুকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার এই দাসের প্রতি এত দুর্ব্যবহার করছ? কেনই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইনি, যার ফলে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার মাথায় চেপে দিয়েছ? আমি কি এই সমস্ত লোককে নিজেরই গর্ভে ধারণ করেছি? আমিই কি এদের জন্ম দিয়েছি যে, তুমি আমাকে বলবে: ধাইমা যেমন দুধের শিশুকে বয়, তেমনি তুমি কোলে করে এদের বয়ে নিয়ে যাও সেই দেশভূমি পর্যন্ত, যা আমি এদের পূর্বপুরুষদের কাছে দেব বলে শপথ করেছিলাম? এই সমস্ত লোককে খেতে দেবার মত মাংস আমি কোথায় পাব? এরা তো আমার কাছে হাহাকার করে শুধু বলছে, আমাদের মাংস খেতে দাও! একাকী হয়ে এত লোকের ভার সহ্য করা আমার অসাধ্য; হ্যাঁ, তেমন ভার আমার পক্ষে অতিরিক্ত। তোমাকে যদি এইভাবে আমার প্রতি ব্যবহার করতে হয়, তবে দোহাই তোমার, আমাকে একেবারে হত্যা কর। তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমি যেন আমার নিজের দুর্গতি না দেখি!'

প্রভু মোশিকে বললেন, 'যাদের তুমি লোকদের প্রবীণ ও শাস্ত্রী বলে জান, ইস্রায়েলের এমন সত্তরজন প্রবীণ লোককে আমার কাছে সংগ্রহ কর; তাদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে নিয়ে এসো; তারা তোমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হোক। আমি নেমে এসে

সেখানে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এবং তোমার উপরে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তাঁর কিছুটা অংশ নিয়ে তাদের উপরে অধিষ্ঠান করাব, যেন তারা তোমার সঙ্গে লোকদের ভার বয় আর তোমাকে একাকীই লোকদের ভার না বইতে হয়। তুমি লোকদের বলবে: আগামীকালের জন্য নিজেদের শুচীকৃত কর, আর মাংস খেতে পারবে, কেননা তোমরা প্রভুর কানে হাহাকার করেছ, বলেছ, কেইবা আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, মিশরে আমাদের কতই না মঙ্গল ছিল! আচ্ছা, প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন, আর তোমরা তা খাবে: একদিন বা দু' দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা কুড়ি দিন তা খাবে এমন নয়; পুরা এক মাস ধরেই খাবে; যতদিন না তা তোমাদের নাক থেকে বের হয় ও তোমাদের কাছে ঘৃণ্য হয়, ততদিন খাবে, কারণ তোমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত, সেই প্রভুকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, এবং তাঁর সামনে হাহাকার করে একথা বলেছ: আমরা কেনই বা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছি?' মোশি বললেন, 'যাদের মধ্যে আমি রয়েছি, তাদের বয়স্কদের সংখ্যা ছ'লক্ষ! আর তুমি নাকি বলছ, আমি তাদের মাংস দেব, আর তারা পুরা এক মাস মাংস খাবে? মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পাল মারলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে? সমুদ্রের সমস্ত মাছ জড় করলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে?' প্রভু মোশিকে বললেন, 'প্রভুর হাত কি খাটো হয়ে পড়েছে? এখন দেখবে, তোমার কাছে আমার এই বাণী সার্থক হবে কিনা!'

মোশি বাইরে গিয়ে প্রভুর বাণী লোকদের জানিয়ে দিলেন; এবং লোকদের প্রবীণদের মধ্যে সত্তরজনকে সংগ্রহ করে তাঁবুর চারপাশে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন। আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীর মতই বাণী দিতে লাগলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আর দিলেন না। এদিকে শিবিরের মধ্যে দু'জন লোক থেকে গেছিলেন, একজনের নাম এল্দাদ, আর একজনের নাম মেদাদ; সেই আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করল; তাঁবুর কাছে যাবার জন্য বাইরে না গেলেও তাঁরা ওই লোকদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হলেন। তাঁরা শিবিরের মধ্যে নবীয় বাণী দিতে লাগলেন। তখন একটি যুবক দৌড়ে গিয়ে মোশিকে বলল, 'এল্দাদ ও মেদাদ শিবিরে নবীয় বাণী দিচ্ছেন।' তখন নূনের সন্তান যোশুয়া, যিনি

যৌবনকাল থেকে মোশির সেবায় ছিলেন, তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু মোশি, তাঁদের বারণ করুন!' মোশি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আমার পক্ষে কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে? আহা, এমনটিই যদি হত যে, প্রভুর গোটা জনগণই নবী হত ও প্রভু তাদের সকলের উপরে তাঁর আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাতেন!' পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ শিবিরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক - যোয়েল ৩:১, ২; প্রেরিত ১:৮

প্র আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব; তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে।

উ সেই দিনগুলিতে আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।

প্র তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রম লাভ করবে ও পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।

উ সেই দিনগুলিতে আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৩৭-৩৮)

**মানব ক্রিয়াকাণ্ড পাস্কা-রহস্যে বিশুদ্ধ করা**

পবিত্র শাস্ত্র—যার সঙ্গে বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতা একমত—মানবসমাজকে শিক্ষা দেয় যে, মানব অগ্রগতি, যা মানুষের মহা মঙ্গলই বটে, তার মধ্যে তবু মহা প্রলোভনই নিহিত, কেননা মূল্যবোধের প্রাধান্য উল্টাপাল্টা হওয়ার ফলে ও মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের মেলামেশার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি ও শ্রেণি পরের নয়, কেবল নিজেরই স্বার্থের কথা চিন্তা করে থাকে। ফলে এমনটি ঘটে যে, জগৎ প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের স্থান আর নয়, পক্ষান্তরে মানব ক্ষমতার বৃদ্ধি মানবজাতিকেই পর্যন্ত ধ্বংসের হুমকি দিয়ে থাকে।

সুতরাং তেমন দুর্দশা কীভাবে জয় করা যেতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তরে খ্রিষ্টিয়ান ঘোষণা করে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড—যা অহঙ্কার ও বিশৃঙ্খল আত্মপ্রেম দ্বারা প্রতিদিন বিপজ্জনক পর্যায়ের দিকে আকর্ষিত—খ্রিষ্টের ক্রুশ ও পুনরুত্থানেই বিশুদ্ধ ক'রে নিখুঁত করে তোলা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্ট দ্বারা মুক্ত হয়ে ও পবিত্র আত্মায়

নবসৃষ্টি হয়ে উঠে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে সমস্ত কিছু ভালবাসতে সক্ষম ও তা করতে আহূত। কেননা সে ঈশ্বরের কাছ থেকেই সেই সমস্ত পেয়েছে ও ঈশ্বরের হাত থেকে আসছেই যেন তা গণ্য করে তাতে সম্মান দেখায়। তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও নম্র ও মুক্ত অন্তরে তা ব্যবহার ও উপভোগ ক'রে সে প্রকৃত জগদ্‌প্রাপ্তিতে উপনীত হয়, সে যেন নিঃস্ব হয়েও সবকিছুর অধিকারী: কেননা *সবই তোমাদের: তোমরা কিন্তু খ্রিষ্টেরই, আর খ্রিষ্ট ঈশ্বরেরই* (১ করি ৩:২২-২৩)।

ঈশ্বরের বাণী, যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, সেই বাণী নিজে মাংস হয়ে ও মানবজগতে বাস ক'রে সিদ্ধমানুষ রূপেই জগতের ইতিহাসে প্রবেশ ক'রে তা নিজের মধ্যে গ্রহণ ও পুনর্মিলিত করলেন। তিনি নিজেই আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যে, *ঈশ্বর ভালবাসা* (১ যোহন ৪:৮), এবং সেইসঙ্গে আমাদের শেখান যে, খাঁটি মানবতার মূল বিধান, আর ফলত জগতের রূপান্তরেরও মূল বিধান হচ্ছে ভালবাসার নতুন আজ্ঞা। তাই যারা ঐশভালবাসায় বিশ্বাস করে, তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে, ভালবাসার পথ সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত, এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা নয়। একইসময় তিনি আমাদের সতর্ক করেন যে, তেমন ভালবাসা বড় বড় বিষয়েই শুধু নয়, বরং জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতেও বিশেষভাবে পালন করার কথা। পাপী আমাদের সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করে তিনি নিজ আদর্শের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখান ক্রুশও বহন করা দরকার—সেই যে ক্রুশ মানবস্বভাব ও জগৎ তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয় যারা শান্তি ও ন্যায়ের সন্ধান করে। আপন পুনরুত্থানে প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে খ্রিষ্ট, যাঁকে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, আপন আত্মার পরাক্রমে এখনও মানুষের অন্তরে কাজ করে চলেছেন: তিনি যে ভাবী জগতের বাসনা জাগিয়ে দেন, তা শুধু নয়, বরং এ উদ্দেশ্যে তিনি সেই সমস্ত উদারমনা সঙ্কল্পও অনুপ্রাণিত, বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলেন, যেগুলি অনুসারে মানবসমাজ তার নিজের জীবনকে আরও মানবতাপূর্ণ করার ও গোটা পৃথিবীকে এই লক্ষ্যের অধীন করার চেষ্টায় রয়েছে।

তবু আত্মার দানগুলি বহুপ্রকার: তিনি কাউকে আহ্বান করেন তারা যেন স্বর্গীয় আবাসের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে প্রকাশ্য সাক্ষ্যদান করে ও সেই আকাঙ্ক্ষা মানবসমাজের মধ্যে উজ্জ্বল করে বজায় রাখে; তিনি আবার অন্যকে আহ্বান করেন তারা যেন মানুষের

মর্তসেবায় আত্মনিয়োজিত থাকে ও তেমন সেবাকর্মের মাধ্যমে মানুষকে স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা বলে প্রস্তুত করতে পারে। তথাপি তিনি সকলকেই এমন মুক্তি দান করেন, তারা যেন আত্মতৃপ্তি অস্বীকার ক'রে ও পার্থিব যত গুণাবলিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ ক'রে সেই ভবিষ্যতের দিকেই নিজেদের প্রসারিত করে যেখানে মানবজাতি নিজেই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য হয়ে উঠবে।

**শ্লোক** - ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

*প্র* খ্রিষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,

*উ* যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

*প্র* তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,

*উ* যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

**পাঠসংগ্রহ - চল্লিশাকাল - ৫ম সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১০:২৬-৩৯)

**ঈশ্বরের বিচারের অপেক্ষায় ভক্তদের উচিত আচরণ**

ভ্রাতৃগণ, সত্যের পূর্ণ জ্ঞান পাবার পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করি, তবে সেই পাপের জন্য কোন যজ্ঞ আর থাকেই না, শুধু থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিদ্রোহীদের গ্রাসোদ্যত আগুনের দহন। যে কেউ মোশির বিধান অমান্য করলে যখন *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে* বিনা করুণায় *তার প্রাণদণ্ড হয়* (দ্বিঃবিঃ ১৭:৬), তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরের পুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, সন্ধির যে রক্ত দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে! কেননা যিনি বলেছেন, *প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব* (দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৫ দ্রঃ)। আরও বলেছেন, *প্রভু নিজের জনগণের বিচার করবেন* (দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৬ দ্রঃ), তাঁকে আমরা জানি। জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

তোমরা বরং আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল—কখনও কখনও সকলের চোখের সামনে নিজেরাই নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, কখনও কখনও তাদেরই পাশে দাঁড়িয়েছিলে, যারা এই ধরনের দুর্দশা ভোগ করছিল। কেননা তোমরা বন্দিদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হয়েছিলে, এবং তোমাদের যত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, তা মনের আনন্দেই মেনে নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে,

তোমরা শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী, আর সেই সম্পদ নিত্যস্থায়ী। তাই তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে। তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার। কারণ

*আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ :*
*যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।*
*আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে ;*
*কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়,*
*তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না* (হাবা ২:৩, ৪ সত্তরী পাঠ্য)।

আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৩৫, ৩৬; লুক ২১:১৯

*প্র* তোমাদের সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন,
*উ* যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।
*প্র* তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে,
*উ* যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২১:২-৩)

**তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন**
**যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে**
**তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার**

*তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার* (হিব্রু ১০:৩৬)। সুতরাং তোমাদের একটি মাত্র জিনিসের প্রয়োজন, তোমরা যেন কিছুকাল অপেক্ষা করে থাক, এখনই যেন সংগ্রাম না

কর। তোমরা তো মুকুটের কাছাকাছি আছ; লড়াই, শেকল ও ক্লেশ সহ্য করেছ, তোমাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে; তবে আর কী বাকি? মুকুটভূষিত হবার জন্য তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াও; এ মাত্র সহ্য কর, মুকুটের প্রত্যাশা। আহা, কী মহা সান্ত্বনা!

শোন, তোমরা কী বলবে সেই প্রতিযোগীর বেলায় যে অন্যান্য প্রতিযোগীকে জয় ক'রে ও লড়াই করার মত আর কেউ না থাকলে, পরিশেষে মুকুটভূষিত হওয়ার মুহূর্তে তাঁরই আগমনের অপেক্ষা করতে পারে না যিনি তাকে মুকুটভূষিত করবেন, আর অপেক্ষা করার ধৈর্য হারিয়ে সে ক্রীড়াঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যায় তেমন একজনের মত যে পিপাসা বা গরম সহ্য করতে পারে না? একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত কী বলেন? *আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না* (হিব্রু ১০:৩৭)। আর তারা যেন না বলে, কবে আসবেন? সেজন্য তিনি শাস্ত্রের কথায় তাদের সান্ত্বনা দেন। ফলে অপেক্ষা করা ছোট পুরস্কার নয়, কেননা তিনি বলেন, *আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে; কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না* (হিব্রু ১০:৩৮)।

এ মহা সান্ত্বনা, যেখানে দেখানো হয় যে, যারা সবসময় সৎকাজ করে চলেছে, তারাও অবহেলার জন্য সবকিছু হারাতে পারে। *আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ* (হিব্রু ১০:৩৯)। এ সমস্ত কথা হিব্রুদের জন্যই বলা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা এমন সাধারণ উপদেশ যা আজকালের বহুমানুষের জন্যও প্রযোজ্য; তবু কার জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য? যাদের মন দুর্বল ও সঙ্কীর্ণ, তাদেরই জন্য; কেননা তারা যখন দেখে, দুর্জনেরা নিজেদের স্বার্থ ভালভাবে পালন করতে পারে, তারা নিজেরা কিন্তু পারে না, তখন দুঃখ পায়, অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সহ্য করতে চায় না; সেইসঙ্গে সেই দুর্জনদের জন্য দণ্ড ও শাস্তি কামনা করে ও নিজেদের জন্য পুরস্কার প্রত্যাশা করে। এজন্য পল বলছিলেন, *আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।*

সেজন্য আমরা শিথিল ও অলসদের বলব: শাস্তি অবশ্যই হবে, তা নিশ্চয়ই আসবে; পুনরুত্থান দরজায় এসে উপস্থিত! কেউ বলবে: একথা কোত্থেকে জানব? আমি বলছি না, নবীদের কাছ থেকে, কেননা আমার বাণী কেবল খ্রিষ্টিয়ানদের লক্ষ করে না। অনেক কিছু খ্রিষ্ট নিজেই পূর্বঘোষণা করলেন, তা যদি বাস্তবায়িত না হত, তাহলে তোমাকে এগুলিকেও বিশ্বাস করতে হত না; যা যা তিনি পূর্বঘোষণা করলেন, তা কিন্তু যখন বাস্তবায়িত হয়েছে, তখন অন্যগুলোকে সন্দেহ কর কেন? কিছুই যদি না ঘটে থাকত, তাহলে বিশ্বাস করা বেশ কঠিন হত, কিন্তু যখন সবকিছুই ঘটেছে, তখন বিশ্বাস করার জন্য আর কী কঠিন থাকতে পারে? একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও সহজ করব: খ্রিষ্ট বলেছিলেন, যেরুশালেমের এমন ধ্বংস হবে যা সেকাল পর্যন্ত ঘটেনি, এবং যার ফলে সে আগের মত আর কখনও পুনর্নির্মিত হতে পারবে না: তেমন ভাববাণী সত্যি পূর্ণতা লাভ করল। তিনি বলেছিলেন, মহাক্লেশ হবে, আর ঠিক তাই ঘটল।

তিনি বললেন, বাণী সেই সর্ষে-বীজের মত বিস্তার লাভ করবে, আর আমরা প্রমাণ পাচ্ছি, হ্যাঁ, বাণী দিনে দিনে গোটা জগৎকে দখল করছে। তিনি বললেন, *এই জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ থাকবেই, কিন্তু সাহস ধর, আমি জগৎকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩), অর্থাৎ কেউই তোমাদের পরাজিত করবে না; আর আমরা দেখছি, হ্যাঁ, এও সত্য হয়েছে। তিনি বললেন, মণ্ডলী নির্যাতিত হলেও পাতালের শক্তি তাকে পরাভূত করতে পারবে না, আর কেউই বাণীকে রোধ করতে পারবে না—এ এমন কিছু, যা বিষয়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সাক্ষ্যদান করে।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৩:১৯, ৩

*প্র* যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি।

*উ* তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর।

*প্র* তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি কোন্ ক্ষণে আসব।

*উ* তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৫)

## মোশির বিনম্রতা ও তাঁর মাহাত্ম্য

যে কুশীয় স্ত্রীলোককে মোশি বিবাহ করেছিলেন, তাকে কেন্দ্র করে মরিয়ম ও আরোন মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলেন; তিনি আসলে কুশীয় একটি মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা বললেন, 'প্রভু কি কেবল মোশির মধ্য দিয়েই কথা বলেছেন? আমাদেরও মধ্য দিয়ে কি বলেননি?' প্রভু একথা শুনলেন। মোশি ছিলেন নম্র মানুষ, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ। প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই মোশি, আরোন ও মরিয়মকে বললেন, 'তোমরা তিনজনে বের হয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে এসো।' তাঁরা তিনজনে বেরিয়ে এলেন। তখন প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশির ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?' তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা গা তুষারের মত সাদা; আরোন মরিয়মের দিকে ফিরে তাকালেন, আর দেখ, তিনি সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত! আরোন মোশিকে বললেন, 'হায়, প্রভু আমার, দোহাই তোমার, নির্বোধের মত আমরা এই যে পাপ করে ফেলেছি, তেমন পাপের ফল আমাদের আরোপ করো না। মরা অবস্থায় যে শিশুর জন্ম, মাতৃগর্ভ থেকে বের হওয়ার সময়ে যার অর্ধেক শরীর পচা থাকে, মরিয়মের অবস্থা যেন তেমন না হয়!' মোশি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকলেন, 'ঈশ্বর, দোহাই তোমার, একে নিরাময় কর!' প্রভু মোশিকে বললেন, 'তার পিতা যদি তার মুখে থুথু দিত, তাহলে সে কি সাত দিন তার লজ্জা ভোগ করত না? সে সাত দিন ধরে শিবিরের বাইরে পৃথক

থাকুক; তারপরে তাকে আবার ভিতরে আনা হোক।' তাই মরিয়মকে সাত দিন শিবিরের বাইরে পৃথক করে রাখা হল, আর যতদিন মরিয়মকে ভিতরে আনা না হল, ততদিন জনগণ রওনা হল না। পরে জনগণ হাজেরোৎ থেকে রওনা হয়ে পারান মরুপ্রান্তরে শিবির বসাল।

**শ্লোক** - হিব্রু ৩:৫-৬; সিরা ৪৫:১, ৪

*প্র* মোশি ঈশ্বরের সমস্ত গৃহের মধ্যে সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন;

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ।

*প্র* মোশি ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র ছিলেন, তাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ স্বরূপ;

ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন;

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - গণনাপুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭:১-৩)

**তপস্যার মধ্য দিয়ে**

**আমরা আমাদের ওষ্ঠের মলিনতা থেকে বিশুদ্ধ হই**

প্রেরিতদূত বলেন, *এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল* (১ করি ১০:১১)। জিজ্ঞাসা করি: আমরা যখন এইমাত্র পড়েছি যে, আরোন ও মরিয়ম মোশির বিরুদ্ধে গজগজ করলেন বিধায় শাস্তি পেলেন, এমনকি মরিয়মের কুষ্ঠও হল, তখন এতে আমরা কী চেতনা পাই? অথচ সেই শাস্তির গুরুত্ব এমন ছিল যে, মরিয়মের যে সপ্তাহে কুষ্ঠ হল, সেই সপ্তাহ ধরে ঈশ্বরের জনগণ প্রতিশ্রুত দেশের দিকে এগিয়ে যায়নি ও সাক্ষ্য-তাঁবুও তোলা হয়নি। এঁদের অপরাধের প্রতি ঈশ্বরের তেমন মহাঘৃণা ও মহাশাস্তি দে'খে এ ঘটনা থেকে আমার প্রথম চেতনা—এমনকি উপকারী ও প্রয়োজনীয় চেতনা হচ্ছে, আমি যেন

ভাইয়ের নিন্দা না করি, পরের মন্দ না বলি; আমি যেন কেবল পবিত্রজনদের নয়, কারও সমালোচনার জন্যও মুখ না খুলি।

অতএব মোশির বিরুদ্ধে গজগজ করলেন বিধায় তাঁরা আত্মায় কুষ্ঠরোগী, তাঁদের অন্তরে কুষ্ঠ রয়েছে, ফলত ঈশ্বরের মণ্ডলী-শিবিরের বাইরেই তাঁদের রাখা হয়। সুতরাং, ভ্রান্তমত-পন্থীরাই মোশির সমালোচনা করুক বা মণ্ডলীভুক্তরাই ভাইদের ও পরের নিন্দা করুক, কথা হল যে, যারা এ রিপু দ্বারা প্রভাবান্বিত তারা সকলেই নিঃসন্দেহে আত্মায় কুষ্ঠরোগী।

মরিয়ম মহাযাজক আরোন দ্বারা সপ্তম দিনে নিরাময় হলেন; অন্যদিকে আমরা যদি পরচর্চা-রিপুর কারণে আত্মার কুষ্ঠরোগে পতিত হয়ে থাকি, জগতের সপ্তাহ-শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পুনরুত্থানকাল পর্যন্তই কুষ্ঠরোগী ও অশুচি হয়ে থাকব যদি-না, যতক্ষণ অনুতাপ করার সময় রয়েছে, ততক্ষণ আত্মসংস্কার না করি, ও প্রভু যিশুর কাছে ফিরে এসে, তাঁর সামনে বিনম্রতা স্বীকার করে তপস্যা দ্বারাই আমাদের কুষ্ঠের অশুচিতা থেকে নিজেদের বিশুদ্ধ না করি। অতএব শোন পরবর্তীতে কী কী লেখা আছে ও পবিত্র আত্মা কেমন করে মোশির প্রশংসা করেন: *প্রভু এক মেঘস্তম্ভে নেমে এসে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ালেন, এবং আরোন ও মরিয়মকে ডাকলেন; তাঁরা দু'জনে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার বাণী শোন! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ নবী হয়, তবে আমি প্রভু তার কাছে দর্শনযোগে নিজেকে প্রকাশ করি, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলি। আমার দাস মোশির ব্যাপারে তেমন নয়, আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে সে-ই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তার সঙ্গে আমি মুখোমুখি হয়ে কথা বলি—নিগূঢ় ভাষার আশ্রয়ে নয়, প্রকাশ্যেই; এবং সে প্রভুর রূপ দেখতে পায়। তাই তোমরা আমার দাস এই মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে কেমন করে ভীত হওনি?' তাঁদের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি চলে গেলেন; আর তাঁবুর উপর থেকে মেঘটি সরে গেলে দেখা গেল যে, মরিয়ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সারা গা তুষারের মত সাদা* (গণনা ১২:৫-১০)।

তোমরা দেখেছ, নিন্দুকেরা কেমন দণ্ড ভোগ করলেন, ও যাঁর নিন্দা করেছিলেন, তাঁকে কেমন প্রশংসার পাত্র করলেন: নিজেদের জন্য লজ্জা, তাঁর জন্য মহিমা; নিজেদের জন্য কুষ্ঠ, তাঁর জন্য গৌরব; নিজেদের জন্য দুর্নাম, তাঁর জন্য সম্মান। এজন্য প্রেরিতদূত প্রতীক ও দৃষ্টান্তের অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেন, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা*

*সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রিষ্ট* (১ করি ১০:১-৪)।

তুমি কি দেখতে পাও কেমন করে পল বিধানের প্রতীকগুলো ব্যাখ্যা করে সেগুলির অর্থ শেখান, ও কেমন করে বুঝিয়ে দেন যে, সেই যে শৈল মোশির সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল তা একটা দৃষ্টান্ত ছিল? কেননা *সেই শৈল স্বয়ং খ্রিষ্ট।* ঈশ্বর এখন বিধানের মধ্য দিয়েই মুখোমুখি কথা বলেন। সেসময় বাপ্তিস্ম মেঘ ও সমুদ্রের প্রতীকাকারে পরিলক্ষিত ছিল; এখন জলে ও পবিত্র আত্মায় প্রকৃত নবজন্ম ঘটে। সেসময় প্রতীকাকারে মান্নাই ছিল খাদ্য; এখন বাস্তবরূপে বাণীর মাংসই সত্যকার খাদ্য, যেমন তিনি নিজে বলেন, *আমার মাংস সত্যকার খাদ্য ও আমার রক্ত সত্যকার পানীয়* (যোহন ৬:৫৫)।

শ্লোক - ১ করি ১০:১০-১১, ৬

প্র তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সেই সংহারকের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল।

প্র এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১১:১-১৯)

## আমাদের পিতৃপুরুষদের আদর্শ বিশ্বাস

বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে।

বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।

বিশ্বাসে এনোখকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হল, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন। আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।

বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।

বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন; প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইস্‌হাক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; কারণ সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।

বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। এজন্যই একজনমাত্র মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত।

তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী। আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন, যাঁর বিষয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল, ইস্‌হাকেই তোমার বংশধরেরা তোমার নাম বহন করবে। তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম; আর এজন্যই তাঁকে দৃষ্টান্ত রূপে ফিরে পেলেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১১:১৭, ১৯; রো ৪:১৭

*প্র* বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করেছিলেন ; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন ;

*উ* কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

*প্র* তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন ;

*উ* কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (উপদেশ ৫:৭)

## আমাদের পরিত্রাণের জন্য
## খ্রিষ্ট পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন

যে সমস্ত ঘটনা একসময় প্রতীকাকারে ঘটেছিল, তা সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে আলোকিত করা ও এক একটাকে স্পষ্টতর ভাবে ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ; এভাবে সেগুলিতে নিহিত গভীর ধর্মভক্তি-রহস্য উপলব্ধি করা আমাদের শ্রোতাদের কাছে আরও সহজ হতে পারবে।

সেই তিনগুণ-ধন্য আব্রাহাম ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে করে ঈশ্বরের দেখানো স্থানের দিকে তৎপর হয়ে রওনা হন। পুত্র পিতা দ্বারা বলিদানে চালিত হচ্ছিল—এ এমন প্রতীক ও আধ্যাত্মিক লক্ষণ যাতে আমরা না মনে করি যে মানব-ক্ষমতা বা শত্রুদের শঠতার ফলেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ক্রুশে চালিত হলেন, বরং যেন বুঝতে পারি যে তা ঘটল সেই পিতারই ইচ্ছা অনুসারে, যিনি পূর্বনিরূপিত পরিকল্পনা মত এমনটি হতে দিলেন যেন তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য মৃত্যু বরণ করেন। স্বয়ং ত্রাণকর্তাই একথা পিলাতকে বলেছিলেন : *আমার উপর আপনার কোনও অধিকারই থাকত না, ঊর্ধ্বলোক থেকে যদি না আপনাকে দেওয়া হত* (যোহন ১৯:১১)। অন্যত্র তিনি স্বর্গস্থ পিতাকে

উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন, *পিতা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক* (লুক ২২:৪২)।

*আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইস্‌হাকের কাঁধে চেপে দিলেন* (আদি ২২:৬)। একইপ্রকারে ঐশস্বরূপের ক্ষমতাকে অতিক্রম ও বাধ্য না ক'রে, বরং পূর্বনিরূপিত সঙ্কল্প এমনকি সহযোগিতা অনুসারে পিতাই তা অনুমোদন করলেন বিধায়ই ইহুদীরা ত্রাণকর্তার কাঁধে ক্রুশ চেপে দিল। এবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরযোগ্য ও সত্যাশ্রয়ী সাক্ষীরূপে আমরা সেই নবী ইশাইয়াকে পাই, যিনি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, *তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম; প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন* (ইশা ৫৩:৫-৬ সত্তরী পাঠ্য)।

নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে পিতৃকুলপতি সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে একটা বেদি নির্মাণ করলেন: নিঃসন্দেহে আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারি, মানুষের চোখে যা কাঠ মনে হচ্ছিল, আমাদের ত্রাণকর্তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সেই ক্রুশ সকলের পিতার চোখে এমন মহা ও উৎকৃষ্ট বেদি ছিল যা জগতের পরিত্রাণের জন্য উত্তোলিত ও তেমন পবিত্রতম ও নিষ্কলঙ্ক বলির সুবাসে সুরভিত। তাছাড়া নবী ইশাইয়া কশাঘাতে বিদীর্ণ ও নির্মম ইহুদীদের থুথুতে আবৃত সেই পবিত্রতম দেহের বিষয়ে লিখেছিলেন, *যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ, যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম* (ইশা ৫০:৬)।

কেননা ঈশ্বর এক, তিনি সেই পিতা; এবং প্রভু এক, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি যুগযুগ ধরে ধন্য, আমেন। আমাদের ত্রাণ করতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে অবনমিত করে সমস্ত অপমান উপেক্ষা করলেন ও পিতার প্রতি নিজেকে বাধ্য করলেন। তিনি আমাদের জন্য ও আমাদের হয়ে আপন প্রাণ দান করলেন, যাতে করে তিনি আমাদের মৃতদের মধ্য থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত অবস্থায় আহ্বান করে ও স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত

করে শাশ্বত আবাসে উন্নীত করে পিতার সাক্ষাতে সেই মানবস্বরূপকে উপনীত করতে পারেন যা বহুদিন আগে অতি দ্রুতই তাঁর কাছ থেকে পাপের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল।

প্রিয়জনেরা, আমাদের ত্রাণকর্তার এ সমস্ত মহিমময় কীর্তিকলাপের জন্য সকলের ওষ্ঠ উন্মোচিত হোক, ও সকলের জিহ্বা একমাত্র প্রশংসাগানে সমবেত হোক: সেই মধুর সঙ্গীত আপন করে সবাই গেয়ে উঠুক: *ঈশ্বর আরোহণ করেছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে* (সাম ৪৭:৬)। হ্যাঁ, তিনি আমাদের জন্য পরিত্রাণ-ব্যবস্থার সিদ্ধি ঘটিয়ে আরোহণই করেছেন, এমনকি, আরোহণ করেছেন শুধু নয়, বরং *বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে ও মানুষদের মধ্যে উপঢৌকন প্রদান করে ঊর্ধ্ব আরোহণ করেছেন* (সাম ৬৮:১৯ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - ফিলি ২:৬, ৮; ইশা ৫৩:৫

*প্র* খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;

*উ* তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।

*প্র* যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*উ* তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-৩; ১৭-৩৩)

## কানান দেশ পরিদর্শন

প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমি ইস্রায়েল সন্তানদের যে কানান দেশ দিতে চলেছি, তা পরিদর্শন করতে তুমি লোক পাঠাও—প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজন করে লোক সেখানে পাঠাও; তাদের প্রত্যেককে হতে হবে তাদের গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে একজন।' প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে মোশি পারান মরুপ্রান্তর থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন; তাঁরা সকলে ইস্রায়েল সন্তানদের নেতা ছিলেন।

কানান দেশ পরিদর্শনে পাঠানোর সময়ে মোশি তাঁদের বললেন, 'তোমরা নেগেবের মধ্য দিয়ে সেখানে যাও, পরে পার্বত্য অঞ্চলের পথ ধরে দেখ সেই দেশ কেমন, সেখানকার অধিবাসীরা শক্তিশালী কি দুর্বল, সংখ্যায় অল্প কি অনেক; তারা যে অঞ্চলে বাস করে তা কেমন, ভাল কি মন্দ, ও যে শহরগুলোতে তারা বাস করে, সেগুলো কী ধরনের: সেগুলো উন্মুক্ত কি প্রাচীরে ঘেরা, ভূমি কি ধরনের, উর্বর কি অনুর্বর, গাছপালা আছে কিনা। তোমরা সাহসী হও, সেই দেশের কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে এসো।' তখন আঙুরফল পাকার সময় ছিল।

তাঁরা রওনা হয়ে সীন মরুপ্রান্তর থেকে রেহোব পর্যন্ত লেবো-হামাথের কাছে সমস্ত দেশ পরিদর্শন করলেন। তাঁরা নেগেবের মধ্য দিয়ে পথ ধরে হেব্রোন পর্যন্ত গেলেন, সেখানে আনাকের তিন সন্তান আহিমান, শেশাই ও তাল্মাই ছিল। মিশরে তানিস স্থাপনের সাত বছর আগেই হেব্রোন স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা এস্কোল উপত্যকায় এসে পৌঁছে সেখানে আঙুরগুচ্ছ সহ আঙুরলতার এক শাখা কেটে তাদের মধ্যে দু'জন তা দণ্ডে করে বয়ে আনলেন; তাঁরা কতগুলো ডালিম ও ডুমুরফলও সঙ্গে আনলেন। ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানে সেই আঙুরগুচ্ছ কেটেছিলেন বিধায় সেই উপত্যকা এস্কোল নামে অভিহিত হল। তাঁরা দেশ পরিদর্শন করে চল্লিশদিন পরে ফিরে এলেন।

তাঁরা পারান মরুপ্রান্তরের কাদেশ নামে জায়গায় মোশি, আরোন ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, ও তাঁদের কাছে ও গোটা জনমণ্ডলীর কাছে তাঁদের যাত্রার একটা বিবরণ দিলেন, এবং সেই দেশের ফল তাদের দেখালেন। তাঁরা

বর্ণনা করে বললেন, 'আপনি যে দেশে আমাদের পাঠিয়েছেন, আমরা সেখানে গিয়েছি: দেশটি দুধ ও মধু-প্রবাহী বটে; এই দেখুন, এগুলো তার ফল! যাই হোক, সেখানকার অধিবাসীরা প্রতাপশালী, সেখানকার শহরগুলো প্রাচীরে ঘেরা ও খুবই বড়; এবং সেখানে আমরা আনাকের সন্তানদেরও দেখেছি। নেগেব অঞ্চল আমালেকীয়দের বাসস্থান; পার্বত্য অঞ্চল হিত্তীয়, যেবুসীয় ও আমোরীয়দের বাসস্থান; এবং সমুদ্রের কাছে ও যর্দনের ধারে কানানীয়দের বাসস্থান।' কালেব মোশির চারপাশের লোকদের শান্ত করে বললেন, 'এসো, আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেশটিকে দখল করি, কেননা তা জয় করার ক্ষমতা আমাদের নিশ্চয়ই আছে।' কিন্তু যে লোকেরা তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, 'সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাব, তেমন ক্ষমতা আমাদের নেই, কেননা তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।' যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে তাঁরা সেই দেশ অবজ্ঞা করতে লাগলেন, বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে জায়গায় জায়গায় গিয়েছিলাম, সেই দেশ তার আপন অধিবাসীদের গ্রাস করে ফেলে! সেই দেশে আমরা যত লোক দেখেছি, তারা সকলে বিরাট লম্বা! সেখানে আমরা আনাকের বংশধর দৈত্যজাতের সেই দৈত্যদেরও দেখেছি, যাদের কাছে—আমাদের মনে হচ্ছিল—আমরা যেন ফড়িংগের মত; আর তাদের চোখেও আমরা ঠিক তাই ছিলাম।'

শ্লোক - হাবা ২:৪; হিব্রু ১১:৬

প্র দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,

উ কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।

প্র বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়;

উ কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৯)

**মণ্ডলী একতার দৃশ্য সাক্রামেন্ত**

*দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব… আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ… তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি* (যেরে ৩১:৩১-৩৪ দ্রঃ)। খ্রিষ্ট ইহুদী জাতি ও বিজাতীয়দের মধ্য থেকে মানুষকে ডেকে এ নতুন সন্ধি আপন রক্তেই স্থাপন করলেন (১ করি ১১:২৩ দ্রঃ), তারা যেন দেহমাংস অনুসারে নয়, বরং আত্মায় ঐক্যে একতাবদ্ধ হয় ও ঈশ্বরের নতুন জনগণ হতে পারে। কেননা যারা ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণে ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে (১ পি ১:২৩ দ্রঃ), ও দেহমাংস থেকে নয়, বরং জল ও পবিত্র আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেছে (যোহন ৩:৫-৬ দ্রঃ), *সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ,* এক পবিত্র জনগণ, বিমুক্ত এক জাতি রূপে প্রতিষ্ঠিত; *… এককালে ছিল 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ* (১ পি ২:৯-১০ দ্রঃ)।

এ মশীহ-জনগণের মাথা হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি *আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়েছেন ও আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত হয়েছেন* (রো ৪:২৫), এবং এমন নাম লাভ করে যা সকল নামের ঊর্ধ্বে এক নাম, এখন স্বর্গে গৌরবময় ভাবে রাজত্ব করেন। এ জনগণের অবস্থা হল সেই ঈশ্বরসন্তানদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা, যাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা মন্দিরেই যেন বসবাস করেন। বিধান হিসাবে তাদের রয়েছে ভালবাসার নতুন আজ্ঞা, যা অনুসারে সেইভাবে ভালবাসতে হবে খ্রিষ্ট নিজে আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন (যোহন ১৩:১৪ দ্রঃ)। পরিশেষে লক্ষ্য হিসাবে তাদের রয়েছে সেই ঈশ্বরের রাজ্য, যা স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা এ পৃথিবীতে প্রবর্তিত হয়ে আরও প্রসারিত করার কথা, যতক্ষণ না জগৎশেষে তিনি নিজে তার সমাপ্তি ঘটাবেন যখন *আমাদের জীবন সেই খ্রিষ্ট আবির্ভূত হবেন* (কল ৩:৪ দ্রঃ) ও সৃষ্টি *অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত*

*হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য* (রো ৮:২১)। এজন্য সেই মশীহ-জনগণ, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষকে নিয়ে গঠিত নয়, ও সময় সময় ক্ষুদ্র মেষপাল বলে প্রতীয়মান হয়, তবু সমস্ত মানবজাতির জন্য ঐক্য, প্রত্যাশা ও পরিত্রাণের সুনিশ্চিত বীজ স্বরূপ। সেই মশীহ-জনগণ খ্রিষ্ট দ্বারা জীবন, ভালবাসা ও সত্যের সহভাগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আবার তাঁর দ্বারা সকলের মুক্তির মাধ্যম বলে মনোনীত হয়, ও জগতের আলো ও পৃথিবীর লবণ রূপে (মথি ৫:১২-১৬ দ্রঃ) নিখিল বিশ্বজগতের কাছে প্রেরিত হয়।

যেমন মরুপ্রান্তরের যাত্রাপথে প্রাচীন ইস্রায়েল সেসময়ও ঈশ্বরমণ্ডলী বলে অভিহিত, তেমনি ভাবী ও স্থায়ী নগরীর সন্ধানে যাত্রী এ বর্তমানকালের নতুন ইস্রায়েলও খ্রিষ্টমণ্ডলী বলে পরিচিত, কেননা তিনিই তাকে আপন রক্তমূল্যে আপন করেছেন, আপন আত্মায় পরিপূর্ণ করেছেন, ও দৃশ্য ও সামাজিক ঐক্যের উপযোগী উপায় দানে সজ্জিত করেছেন। যারা পরিত্রাণের সাধক ও ঐক্য ও শান্তির উৎস সেই যিশুর প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে দৃষ্টি রাখে, ঈশ্বর তাদের সকলকে একত্রে আহ্বান করেছেন ও তাদের নিয়ে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা যেন সকলের জন্য ও প্রত্যেকজনের জন্য এ পরিত্রাণদায়ী ঐক্যের দৃশ্য সাক্রামেন্ত হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - ১ পি ২:১০; সাম ৩৩:১২

*প্র* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ;

*উ* তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

*প্র* সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর, সুখী সেই জাতি, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

*উ* তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১১:২০-৩১)

### কুলপতিদের আদর্শ বিশ্বাস

বিশ্বাসে ইস্‌হাক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন। বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুলগ্নে যোসেফের পুত্র দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন, এবং নিজের লাঠির মাথায় ভর করে প্রণিপাত করলেন। বিশ্বাসে যোসেফ জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন, এবং নিজের হাড়ের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন।

বিশ্বাসে মোশির পিতামাতা তাঁর জন্মের পর তিন মাস ধরে তাঁকে গোপনে রাখলেন, কেননা তাঁরা দেখলেন, শিশুটি সুন্দর; তাঁরা রাজাজ্ঞায় ভীত হলেন না। বিশ্বাসে মোশি বড় হওয়ার পর ফারাওর কন্যার পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করলেন; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন; মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন, কারণ পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন। বিশ্বাসে তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন: রাজার রোষে ভীত হলেন না। তিনি অটল থাকলেন; অদৃশ্যমান যিনি, ঠিক যেন তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। বিশ্বাসে তিনি সেই পাস্কা ও সেই রক্ত-সিঞ্চন প্রবর্তন করলেন, যেন প্রথমজাতদের সেই সংহারক তাদের শিশুদের না স্পর্শ করেন। বিশ্বাসে তারা লোহিত সাগর শুষ্ক ভূমির মতই যেন পার হল; কিন্তু মিশরীয়েরা তেমন চেষ্টা করতে গিয়ে কবলিত হল।

বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর—তারা সাত দিন তা প্রদক্ষিণ করলে পর—পড়ে গেল। বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।

**শ্লোক** - হিব্রু ১১:২৪-২৭ দ্রঃ

*প্র* বিশ্বাসে মোশি ফারাওর পরিবারভুক্ত হতে অস্বীকার করলেন না; পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন:

*উ* তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

*প্র* মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন:

*উ* তিনি ঈশ্বর থেকে আগত পুরস্কারের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২২:১)

**সবকিছু ঘটিত ঘটনাই যেন লিখিত,**

**সবকিছুতে কিন্তু ভাবী ঘটনাই পূর্বঘোষিত**

*আব্রাহাম জন্মাবার আগে, আমিই আছি* (যোহন ৮:৫৮)। কেননা তিনি হলেন সেই ঈশ্বরের বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে; তিনি কিন্তু আপন আত্মায় নবীদের পরিপূর্ণ করে তাঁদের মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষণা করেছেন, তিনি একদিন মাংসে আগমন করবেন। তবে, যন্ত্রণাভোগ তাঁর মাংসধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বস্তুতপক্ষে সুসমাচার যে যন্ত্রণাভোগের বর্ণনা দেয়, তিনি তা ভোগ করতে পারতেন না, যদি তা ভোগ না করতেন সেই মরণশীল ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ মাংসে যা ধারণ করেছিলেন।

সুসমাচারে আমরা পড়ি যে, যখন প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তখন যারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, তারা নিজেদের মধ্যে তাঁর কাপড় ভাগাভাগি করে নিল; আর যখন দেখল যে তাঁর জামায় সেলাই ছিল না, তখন তারা তা ছিঁড়তে চাইল না, বরং তা নিয়ে গুলিবাঁট করল, যাতে যার ভাগ্যে পড়ে সে তা সম্পূর্ণই পেতে পারে: জামাটা ছিল সেই ভালবাসার প্রতীক যা বিচ্ছেদ করা যেতে পারে না।

সুসমাচারে বর্ণিত এ সমস্ত ঘটনা বহু বছর আগে সামসঙ্গীতে ঘটিত বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল, অথচ তা ভাবী ঘটনাগুলির পূর্বাভাস ছিল: *আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা, আমি আমার সকল হাড় গুনতে পারি, ওরা আমার উপর দৃষ্টি রেখে*

*তাকায়—ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করে, আমার পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করে* (সাম ২২:১৭-১৯)। সবকিছু ঘটিত ঘটনাই যেন লিখিত, সবকিছুতে কিন্তু ভাবী ঘটনাই পূর্বঘোষিত। এমনকি ভাবী ঘটনাগুলো যে ঘটিতই যেন বর্ণিত হল, তা অকারণে হয়নি।

যখন বলা হচ্ছিল, খ্রিষ্টমণ্ডলী জগতের সর্বত্রই বিস্তার লাভ করবে, তখন অল্পজন তা বলছিল ও বহুজন তা নিয়ে হাসছিল। এতক্ষণে সেই সবকিছুর বাস্তব রূপ ঘটেছে যা বহুদিন আগে পূর্বঘোষিত হয়েছিল: হ্যাঁ, মণ্ডলী জগতের সর্বত্রই বিস্তারিত। হাজার বছরের বহু আগে আব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, *পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে* (আদি ১২:৩)। আব্রাহামের বংশধর খ্রিষ্ট এসেছেন, আর সকল জাতি খ্রিষ্টে আশিসধন্য হয়েছে। নির্যাতনের ভবিষ্যদ্বাণীও দেওয়া হয়েছিল, আর তাই ঘটেছে সেই রাজাদের হাতে যারা প্রতিমা পূজা করত। খ্রিষ্টনামের বিরোধী এ সকলের কারণে পৃথিবী সাক্ষ্যমরদের নিয়ে পূর্ণ হয়েছে। সেই পাতিত রক্তের বীজ থেকে মণ্ডলীর শস্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। মণ্ডলী আপন নির্যাতকদের জন্য বৃথাই প্রার্থনা করেনি, বারবার সেই নির্যাতকেরা শেষ পর্যায়ে নিজেরাই বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এ কথাও বলা হয়েছিল, খ্রিষ্টনাম দ্বারা প্রতিমাও ধ্বংসিত হবে: তেমন কথাও আমরা শাস্ত্রে পাই। আদিতে খ্রিষ্টিয়ানরা এসব কিছু পড়ত কিন্তু তা দেখতে পারত না: তারা তা ভাবী বলে প্রত্যাশাই করছিল, আর এভাবে তারা পরলোকগমন করল; তারা তা দেখতে পায়নি, তথাপি একদিন তা ঘটবেই বলে বিশ্বাস করছিল বিধায় বিশ্বাসগুণে প্রভুর কাছে ফিরে গেল। বর্তমানকালে আমরা সেই সমস্ত কিছু দেখে থাকি, ও বুঝতে পারি যে মণ্ডলী সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছিল, তা বাস্তব রূপ লাভ করেইছে। তবে কি, কেবল সেই বিচারের দিন আসবে না? পূর্বঘোষিত হয়েও এটিই মাত্র কি ঘটবে না? আমাদের হৃদয় কি এতই কঠিন ও শক্ত যে, শাস্ত্র প'ড়ে, এমনকি যা লেখা হয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরেই ঘটেছে দেখেও ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা নেই?

বস্তুতপক্ষে, যা ঘটিত বলে দেখতে পাই, তার সঙ্গে তুলনা ক'রে বাকি যা কিছু রয়েছে তা কী হতে পারে? যিনি অধিকাংশ দেখিয়েছেন, তিনি বাকিটা নিয়ে আমাদের প্রতারণা করবেন কি? যে বিচার কর্মফল অনুসারে ধার্মিকদের মঙ্গল ও দুর্জনদের

অমঙ্গল দেবে, সেই বিচার আসবেই আসবে। এসো, সৎমানুষ হই, ও মনের স্থৈর্যে বিচারকের অপেক্ষায় থাকি।

শ্লোক - ১ পি ১:১০, ১২; মথি ১৩:১৭

প্র তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন ;

উ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

প্র তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি ; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

উ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-২৫)

## ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহ, প্রভুর ক্রোধ ও মোশির মধ্যস্থতা

[যাঁরা দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের বর্ণনা শুনে] গোটা জনমণ্ডলী হইচই করে চিৎকার করতে লাগল, আর সেইদিন লোকেরা সারারাত ধরে হাহাকার করল। ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলে মোশির বিরুদ্ধে ও আরোনের বিরুদ্ধে গজগজ করল, ও গোটা জনমণ্ডলী তাঁদের বলল, 'হায় হায়, আমরা যদি মিশর দেশে মরে যেতাম! যদি এই মরুপ্রান্তরেই মরে যেতাম! প্রভু আমাদের খড়্গের আঘাতে ধরাশায়ী হতে কেন আমাদের এই দেশে চালনা করছেন? আমাদের বধূ ও ছেলেরা লুটের বস্তু হয়ে যাবে! আমাদের পক্ষে কি মিশরে ফিরে যাওয়াই ভাল নয়?' তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'এসো, আমরা একজনকে নেতা করে মিশরে ফিরে যাই!'

এতে মোশি ও আরোন ইস্রায়েল সন্তানদের সমবেত গোটা জনমণ্ডলীর সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। যাঁরা দেশ পরিদর্শন করে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নূনের সন্তান যোশুয়া ও যেফুন্নির সন্তান কালেব নিজ পোশাক ছিঁড়লেন, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আমরা যে দেশ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম, তা একেবারে উত্তম দেশ। প্রভু যদি আমাদের প্রতি প্রীত হন, তবে তিনি আমাদের সেই দেশে প্রবেশ করিয়ে তা আমাদের দেবেন; সেই তো দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশ! কিন্তু তোমরা যেন কোন মতে প্রভুর প্রতি বিদ্রোহী না হও, সেই দেশের লোকদেরও যেন ভয় না কর, কারণ তারা আমাদের কাছে রুটির মত! এবং তাদের রক্ষাকারী দেবতারা তাদের ছেড়ে গেছে, কিন্তু প্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন; তাদের বিষয়ে ভয় করো না!'

গোটা জনমণ্ডলী সেই দু'জনকে পাথর ছুড়ে মারার কথা বলছিল, এমন সময় সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রভুর গৌরব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে দেখা দিল। প্রভু মোশিকে বললেন, 'এই লোকেরা আর কতকাল আমাকে অবজ্ঞা করে যাবে? এবং আমি এদের মধ্যে যে সকল চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছি, তা দেখেও এরা আর কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে থাকবে? আমি মহামারী দ্বারা এদের আঘাত করব, আমার আপন জাতি

বলে এদের অস্বীকার করব, এবং তোমাকেই এদের চেয়ে বিরাট ও শক্তিশালী জাতি করব।'

মোশি প্রভুকে বললেন, 'কিন্তু মিশরীয়েরা জানতে পেরেছে যে, তোমার আপন শক্তি দ্বারা তুমি এই জনগণকে তাদের মধ্য থেকে বের করে এনেছ, একথা তারা এই দেশের অধিবাসীদের কাছেও বলে দিল। তারা এও শুনতে পেয়েছে যে, তুমি, প্রভু, এই জনগণের মধ্যে আছ; তুমি, প্রভু, এদের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে দেখাও; তোমার মেঘ এদের উপরে অধিষ্ঠিত, এবং তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিবেলায় অগ্নিস্তম্ভে থেকে এদের আগে আগে হেঁটে চল। তুমি যদি এখন এই জনগণকে ঠিক একটা মানুষই মাত্র যেন মেরে ফেল, তবে ওই যে জাতিগুলো তোমার সুখ্যাতি শুনেছে, তারা বলবে: প্রভু এই জনগণকে যে দেশ দেবেন বলে শপথ করেছিলেন, সেই দেশে তাদের প্রবেশ করাতে সক্ষম হননি বলে মরুপ্রান্তরে তাদের সংহার করেছেন। এখন বরং আমার প্রভুর মহাপ্রতাপ-ই প্রকাশিত হোক, যেহেতু তুমি নিজেই বলেছিলে: প্রভু ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান; অপরাধ ও অন্যায় ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত। দোহাই তোমার, তোমার কৃপার মহত্ত্ব অনুসারে, এবং মিশর দেশ থেকে এই পর্যন্ত এই জনগণকে যেমন ক্ষমা করে এসেছ, সেই অনুসারে এই জনগণের অপরাধ ক্ষমা কর।' প্রভু বললেন, 'তোমার অনুরোধ অনুসারে আমি ক্ষমা করলাম! তবু, যেমন সত্যি আমি জীবন্ত, যেমন সত্যি সমস্ত পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ, তেমনি যত লোক আমার গৌরব এবং মিশরে ও মরুপ্রান্তরে সাধিত আমার চিহ্নগুলো দেখেও এই দশবার আমাকে পরীক্ষা করেছে ও আমার কথা মানেনি, আমি যে দেশ সম্বন্ধে তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলাম, তারা কেউই সেই দেশ দেখতে পাবে না; যারা আমাকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তা দেখতে পাবে না। তথাপি, যেহেতু আমার দাস কালেব অন্য আত্মার মানুষ, ও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার অনুসরণ করেছে, সে যে দেশে গিয়েছে, আমি সেই দেশে তাকে প্রবেশ করাব, এবং তার বংশ হবে সেই দেশের অধিকারী। (সমভূমি হল আমালেকীয় ও কানানীয়দের বাসস্থান।) আগামীকাল তোমরা পিছন ফিরে লোহিত সাগরের পথ দিয়ে মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা হও।'

**শ্লোক** - সাম ১০৩:৮, ৯, ১৩, ১৪

*প্র* প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান। তিনি অসন্তোষ রাখেন না চিরকাল ধরে।

*উ* পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।

*প্র* কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন, আমরা যে ধুলা, তা তিনি মনে রাখেন।

*উ* পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (পুস্তক ৪:১০-১১)

**যন্ত্রণাভোগ করার সময়ে**

**খ্রিষ্ট ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করেননি**

*আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে* (রো ৫:৬-৭)।

সাধু পল, সেই ভালবাসার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর ভাবে দেখাতে ইচ্ছা ক'রে—যে ভালবাসা তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারাই আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত বলে সমর্থন করেছিলেন —সেই সমস্ত কারণ ব্যক্ত করলেন যার জন্য আমাদের তা বোঝা উচিত; তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন কেমন করে খ্রিষ্ট ধার্মিকদের জন্য নয়, পাপীদেরই জন্য মরলেন। বস্তুতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে মনপরিবর্তন করার আগে আমরা তো পাপী ছিলাম, এবং আমরা বিশ্বাসের কাছে আসবার আগেই তো খ্রিষ্ট নির্দ্বিধায় আমাদের জন্য মৃত্যু গ্রহণ করলেন। তিনি অবশ্যই তা করতেন না, যদি আমাদের প্রতি তাঁর মহান ও অসীম ভালবাসা না থাকত—আমাদের স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট পাপীদের জন্য মৃত্যু বরণ করতেন

না, শুধু তা নয়; পিতা ঈশ্বরও আমাদের মুক্তির জন্য তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতেন না!

যখন ধার্মিকের জন্য সহজে কেউই মরতে রাজি নয়, ও যথার্থ কারণেও যখন সবাই মৃত্যু গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, তখন কতই না মহান সেই খ্রিষ্ট, ও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসাও কতই না সীমার অতীত বলে গণ্য করা উচিত, যখন তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনি ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের জন্যই মৃত্যু বরণ করতে অস্বীকার করেননি!

এতেই তো তাঁর ভালবাসার প্রমাণ, এমন ভালবাসা যা সত্যিই অসীম, সত্যিই ঐশ্বরিক। কেননা তিনি যদি সেই পরমমঙ্গল থেকে আগত না হতেন ও সেই পিতারই পুত্র না হতেন যাঁর বিষয়ে লেখা আছে *একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি সেই একমাত্র পিতা ঈশ্বর* (লুক ১৮:১৯), তাহলে তিনি আমাদের প্রতি তেমন ভালবাসা দেখাতে পারতেন না। আর যেহেতু তেমন অগাধ ভালবাসার প্রমাণ থেকে স্বীকার করা যায় তিনি মঙ্গলময়, সেজন্য কেউ হয় তো তাঁর জন্য প্রাণ দিতেও সাহস করতে পারবে। এমনকি, যে কেউ খ্রিষ্টের অসীম ভালবাসা জানবে ও আপন হৃদয়ে তাঁর অসীম কৃপা গ্রহণ করবে, সে তাঁর জন্য প্রাণ দিতে শুধু নয়, বীর্য দেখিয়েই সে প্রাণ দিতে ইচ্ছা করবে।

বস্তুতপক্ষে আমরা প্রায়ই এসব কিছু ঘটতে দেখি, যখন যাদের হৃদয়ে খ্রিষ্টের ভালবাসা প্রচুর মাত্রায় সঞ্চারিত, তারা নির্যাতকদের হাতে স্বেচ্ছায় ও সাহসের সঙ্গেই নিজেদের সঁপে দেয়; আর তারা জগৎ, স্বর্গদূত ও মানুষের সামনে খ্রিষ্টনামের বিষয়ে এমনভাবে সাক্ষ্য দান করে যে, তাঁর নামের জন্য অন্যায্যতা সহ্য করতে শুধু নয়, সেই মৃত্যুও ভোগ করতে সম্মত, যে মৃত্যু ধার্মিকের জন্যও সহজে কেউ বরণ করত না।

কেননা এজীবনের প্রতি ভালবাসা এতই মহান যে, ন্যায্য কারণে মরতে হলেও সহজে কেউ আত্মনিবেদিত অন্তরে মরে না। কেবল ঈশ্বরের জন্য গ্রহণ করা মৃত্যুকেই মানুষ বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে; অন্যপ্রকার মৃত্যুকে সহজে আত্মনিবেদিত অন্তরে বরণ করা যায় না, যদিও সে মৃত্যু ন্যায্য ও মানবদশার ভাগ্যের ফল।

ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, *কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন*

*ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত* (রো ৫:৮-৯)। একথা বলে প্রেরিতদূত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অসীম ভালবাসা দেখাতে চান; ভক্তিহীন ও অধার্মিকদের প্রতি তা যখন এতই মহান হয়েছে যে, তাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে দান করা হয়েছে, তখন যারা মনপরিবর্তন করেছে, বা তাঁর নিজের কথায়, যারা তাঁর রক্তে বিশুদ্ধ ও মুক্ত হয়েছে, তাদের প্রতি সেই ভালবাসা আর কতই মহান ও প্রাচুর্যময় না হবে!

শ্লোক - রো ৫:৭, ৮, ৯; যোহন ১৫:১৩

প্ ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়;

উ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

প্ আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই।

উ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১১:৩২-৪০)

**প্রাক্তন সন্ধিকালের পবিত্রজনদের আদর্শ**

ভ্রাতৃগণ, আর কি বলব? আমি যে সেই গিদিয়োন, বারাক, শামশোন, যেফ্তা, দাউদ, শামুয়েল ও নবীদের কাহিনী বলে যাব, সেই সময় এখন আমার নেই। তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন, আগুনের তেজ প্রশমিত করলেন, খড়্গের মুখ এড়ালেন, নিজেদের দুর্বলতা থেকে পরাক্রম বের করলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন, বিদেশী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। কোন কোন নারী তাঁদের মৃত প্রিয়জনকে পুনরুত্থান গুণে ফিরে পেলেন। অন্যেরা আবার শ্রেয়তর পুনরুত্থান পাবার জন্য কারামুক্তি অস্বীকার করে পীড়নযন্ত্রে নিজেদের সঁপে দিলেন। অন্য কেউ আবার বিদ্রূপ ও কশাঘাত, এমনকি শেকল ও কারাগার ভোগ করলেন: তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল, করাত দিয়ে কেটে ফেলা হল, খড়্গের আঘাতে বধ করা হল; তাঁরা মেষ বা ছাগের চামড়া পরে অভাবী নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন; এই জগৎ তাঁদের যোগ্য ছিল না, আর তাঁরা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে গৃহহীন অবস্থায় প্ররিভ্রমণ করতেন। অথচ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন না, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের জন্য শ্রেয়তর এমন কিছু স্থির করে রেখেছিলেন, যেন তাঁরা আমাদের ছাড়া সিদ্ধতা না পান।

**শ্লোক** - ১ মাকা ২:৫১; হিব্রু ৬:১২

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের আমলে যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর;

*উ* তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

প্র তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও ;

উ তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' থেকে পাঠ (১৫:৩৫)

**সংসারের কাছে মৃত্যু এক,**

**মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান এক**

মানুষের প্রতি আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তার ব্যবস্থা হলো মানুষকে পতন থেকে পুনরায় আহ্বান করা ও অবাধ্যতা-প্রণোদিত বিচ্ছিন্নতা থেকে তাকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতায় ফিরিয়ে আনা। এ উদ্দেশ্যে, মাংসে খ্রিষ্টের অবস্থান, সুসমাচারের জীবনাচরণ-দৃষ্টান্ত, দুঃখযন্ত্রণা, ক্রুশ, সমাধি ও পুনরুত্থান ঘটেছে যেন খ্রিষ্টের অনুকরণ দ্বারা পরিত্রাণকৃত মানুষ তার আদি দত্তকপুত্রত্ব ফিরে পেতে পারে।

সুতরাং, সিদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টের অনুকরণ করা প্রয়োজন, আর তা শুধু তাঁর জীবনকালে দেখানো কোমলতা, বিনম্রতা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে নয়, বরং তাঁর মৃত্যু-দৃষ্টান্তেরও অনুকরণে, যেমনটি খ্রিষ্টের অনুকারী সেই পল বলেন, *আমি তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হই, যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারি* (ফিলি ৩:১০-১১)।

তবে আমরা কেমন করে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে পৌঁছতে পারব? বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সহ-সমাহিত হওয়ায়। তবে কেমন করে এই সমাধি ঘটে? এবং এই অনুকরণের উপকার কী? প্রথমে প্রয়োজন রয়েছে, প্রাচীন জীবনের গতিধারা বন্ধ করা। এ তো সম্ভব নয়, যদি আমরা প্রভুর বাণীমত 'ঊর্ধ্বলোক থেকে' (যোহন ৩:৩) নবজন্ম না নিয়ে থাকি। শব্দটা নিজেই যেভাবে দেখায়, নবজন্ম হল দ্বিতীয় জীবনের সূচনা ; কিন্তু দ্বিতীয় জীবন শুরু করার জন্য আগে প্রাচীনটার সমাপ্তি ঘটানো দরকার। যেমন ক্রীড়াঙ্গনের বিবিধ দৌড়ে একটু বিরতি, একটু বিশ্রাম যাওয়াটার দৌড় থেকে ফিরে যাওয়ার দৌড় পৃথক করে, তেমনি জীবন-পরিবর্তনে এ প্রয়োজন বলে মনে হল যেন

দু'টো জীবনের মধ্যে এক প্রকার মৃত্যু স্থান পায়, যাতে আগেকার যা তা সমাপ্ত করা যায়, ও পরে যা আসে, তার যেন সূচনা হয়।

তবে পাতালে অবরোহণ কেমন করে সার্থক করা যেতে পারে? বাপ্তিস্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টের সমাধির অনুকরণ করায়। কেননা যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তাদের দেহ একপ্রকারে জলে সমাহিত হয়। তাই বাপ্তিস্ম প্রতীকমূলক ভাবে দৈহিক ক্রিয়াকর্ম-পরিত্যাগ বোঝায়, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা এমন পরিচ্ছেদনে পরিচ্ছেদিত হয়েছ যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যেন বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়ে খ্রিষ্টের পরিচ্ছেদনে মাংসময় দেহ ত্যাগ করতে পার* (কল ২:১১-১২)। এবং বাপ্তিস্ম একপ্রকারে আত্মাকে সেই কালিমা থেকে বিশুদ্ধ করে যা দৈহিক প্রবণতা আত্মার মধ্যে ঢুকিয়েছিল; যেমনটি লেখা আছে, *তুমি আমাকে ধৌত করবে, আর আমি তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব* (সাম ৫১:৯ সত্তরী পাঠ্য)। এজন্য আমরা একটিমাত্র পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম স্বীকার করি, কেননা জগতের কাছে সেই মৃত্যুও এক, ও মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থানও এক: বাপ্তিস্ম এসব কিছুর পূর্বচিহ্ন।

শ্লোক - মার্ক ১৪:৩৬, ৩৮

*প্র* গেথসেমানি বাগানে যিশু প্রার্থনা করে বলছিলেন, আব্বা, পিতা! সবই তোমার সাধ্য; আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও;

*উ* কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।

*প্র* আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।

*উ* কিন্তু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-১১, ১৬-২৪, ২৮-৩৫)

## কোরাহ্, দাথান ও আবিরামের বিদ্রোহ

সেসময়, লেবীয় কেহাথের পৌত্র ইস্হারের ছেলে যে কোরাহ্, সে বিদ্রোহ করল; আর রূবেন-সন্তানদের মধ্যে এলিয়াবের ছেলে দাথান ও আবিরাম, এবং পেলেথের ছেলে ওন মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল; ইস্রায়েল সন্তানদের দু'শো পঞ্চাশজন লোকও তেমনি করল: এরা সকলে ছিল জনমণ্ডলীর নেতা, সমাজের সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারা মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাঁদের বলল, 'আর নয়! গোটা জনমণ্ডলী ও তার প্রত্যেকজনেই পবিত্র, এবং প্রভু তাদের মাঝে উপস্থিত; তবে তোমরা কেন প্রভুর জনসমাবেশের উপরে নিজেদের উন্নীত করছ?'

একথা শুনে মোশি উপুড় হয়ে পড়লেন। তিনি কোরাহ্-কে ও তার দলের সকলকে বললেন, 'কে প্রভুরই, কে পবিত্র, কাকে তিনি নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেন, তা প্রভু আগামীকাল সকালে জানাবেন; তিনি যাকে বেছে নেবেন, তাকেই নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দেবেন। তোমরা একাজ কর: তোমরা কোরাহ্র ধূপদানি নাও, তার দলের যত লোককেও নাও; আগামীকাল তাতে আগুন দিয়ে প্রভুর সামনে তার উপরে ধূপ দাও; প্রভু যাকে বেছে নেবেন, সে-ই পবিত্র হবে। হে লেবি-সন্তানেরা, আর নয়!'

পরে মোশি কোরাহ্-কে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে লেবি-সন্তানেরা, অনুরোধ করছি, আমার কথা শোন। এ কি তোমাদের কাছে সামান্য ব্যাপার যে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর তোমাদেরই ইস্রায়েল জনমণ্ডলী থেকে পৃথক করে প্রভুর আবাসের সেবাকর্ম করার জন্য ও জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে তার সেবাকর্ম অনুশীলন করার জন্য নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন? তিনি তোমাকে ও তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত ভাই সেই লেবি-সন্তানদের নিজের কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছেন, আর এখন তোমরা কি যাজকত্বও দাবি করছ? এজন্যই তুমি ও তোমার সমস্ত দল প্রভুরই বিপক্ষে একজোট হয়েছ! আর আরোন কে যে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে গজগজ করবে?'

মোশি কোরাহ্-কে বললেন, 'তুমি ও তোমার সমস্ত দলের সকলে, তোমরা আগামীকাল আরোনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাতে এসো; প্রত্যেকজন ধূপদানি নিয়ে তার

উপরে ধূপ দিয়ে প্রভুর সামনে নিজ নিজ ধূপদানি এগিয়ে দেবে; দু'শো পঞ্চাশটা ধূপদানি এগিয়ে দেবে; তুমি ও আরোনও নিজ নিজ ধূপদানি নেবে।' তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ধূপদানি নিয়ে তাতে আগুন সাজিয়ে ধূপ দিয়ে মোশি ও আরোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াল।

কোরাহ্ সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তাঁদের বিপক্ষে গোটা জনমণ্ডলীকে সমবেত করেছিল, এমন সময় প্রভুর গৌরব গোটা জনমণ্ডলীর কাছে দেখা দিল। প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'তোমরা এই জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে সরে যাও, আমি এক নিমেষে এদের সংহার করতে যাচ্ছি।' কিন্তু তাঁরা উপুড় হয়ে পড়লেন, বললেন, 'হে ঈশ্বর, হে সমস্ত প্রাণীর আত্মাদের পরমেশ্বর, একজন পাপ করলে তুমি কি গোটা জনমণ্ডলীর প্রতি কোপ দেখাবে?' উত্তরে প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি জনমণ্ডলীর কাছে কথা বলে এই আদেশ দাও: তোমরা কোরাহ্র, দাথানের ও আবিরামের আবাসের চারদিক থেকে দূরে সরে যাও।'

মোশি বললেন, 'প্রভুই যে আমাকে এই সমস্ত কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি যে নিজের ইচ্ছামতই তা করিনি, তা তোমরা এতেই জানতে পারবে। যদি এই লোকদের সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মত মৃত্যু হয়, কিংবা সাধারণ লোকের শাস্তির মত শাস্তি হয়, তবে প্রভু আমাকে পাঠাননি। কিন্তু প্রভু যদি অঘটন ঘটান এবং ভূমি নিজের মুখ হা করে এদের ও এদের সবকিছু গ্রাস করে ফেলে, আর এরা জিয়ন্তই পাতালে নেমে যায়, তবে তোমরা জানতে পারবে, এরা প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে।' মোশি এই সমস্ত কথা বলা শেষ করামাত্র তাদের পায়ের নিচের মাটি তলিয়ে গেল, আর ভূমি তার নিজের মুখ হা করে তাদের, তাদের পরিবারের সকলকে ও কোরাহ্র স্বপক্ষের সমস্ত লোককে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলল। তাদের সমস্ত সম্পত্তিসহ তারা জিয়ন্তই পাতালে নেমে গেল, এবং ভূমি তাদের উপরে চেপে পড়ল; এইভাবে জনসমাবেশের মধ্য থেকে তারা বিলুপ্ত হল। তাদের চিৎকারে চারদিকের গোটা ইস্রায়েল পালিয়ে গেল; তারা বলছিল: 'পাছে ভূমি আমাদেরও গ্রাস করে ফেলে।' প্রভুর কাছ থেকে আগুন নির্গত হয়ে, যারা ধূপ নিবেদন করছিল, সেই দু'শো পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করে ফেলল।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৩১; যাকোব ৪:৬, ১০

*প্র* জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

*উ* তিনি অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

*প্র* প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

*উ* তিনি অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক)

**আত্মা ও সত্যের শরণেই আমাদের উপাসনা করতে হবে**

ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ সত্যিই উত্তম, এমনকি এ দু'টো আজ্ঞায় বিধানের সারকথা। যে কেউ গৌরবের এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে, সে খ্যাতি লাভ করবে, সম্মানের পাত্র হয়ে উঠবে, ও সেই সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততম সেবকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যখন খ্রিষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলবেন, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১)।

তেমন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় যেরুশালেমে প্রবেশ করবে, ও দিব্য আবাসে বসবাস করে সেই সমস্ত মঙ্গলদান ভোগ করবে যা উপলব্ধি ও প্রত্যাশার অতীত। এবিষয়ে নবী ইশাইয়াও কিছু কথা বললেন, *তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে, তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস, এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না, যার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না, যার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না* (ইশা ৩৩:২০)। শাস্ত্র আরও বলে, *এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে* (১ করি ৭:৩১), কিন্তু ভাবী মঙ্গলদানের আশা সুনিশ্চিত ও অবিচল। তবু বর্তমান যত কিছু যখন লোপ পাবে, তখন এ প্রয়োজন হবে যে, আমরা আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করায় তাঁকে ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপে উপাসনা করতে করতে ও সুসমাচারের আদেশগুলি অনুসারে নির্মল জীবনাচরণে তাঁর অনুসরণ করতে করতে যেন তাঁর সাক্ষাতে পুণ্যবান ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারি।

তেমন প্রশংসনীয় ও সম্মাননীয় জীবনধারণের পূর্বাভাস তখনই আদি মানুষের জন্য বিধান দ্বারা দেওয়া হয়েছিল, যখন বিধান পশু হত্যা করতে ও তাদের বলিদান করতে, দশমাংশ ও প্রথমফসল ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করতে ও উপকারের প্রতিদানে উপহার অর্পণ করতে নির্দেশ দিত। কিন্তু আদেশ ছিল, এসব কিছু কিন্তু পবিত্র তাঁবুর বাইরে উদ্‌যাপন করা যাবে না।

উপরন্তু বিধান লেবীয় মনোনীত গোষ্ঠীকে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বলে উৎসর্গ করল, আর এতে এমন দৃষ্টান্ত দিল যা আমাদের পক্ষে উপযোগী। কেননা পবিত্র শাস্ত্রে আমাদেরও *মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন* (১ পি ২:৯) বলা হয়, এই আমরা যারা অধিক সত্যকার এমন তাঁবুতে প্রবেশ করি যা মানুষের হাতে নয়, ঈশ্বর দ্বারাই তৈরী, যে তাঁবু হল মণ্ডলী; তাছাড়া আমরা বৃষ ও ছাগ দিয়ে বিশ্বস্রষ্টাকে প্রসন্ন করার জন্য যে সেই তাঁবুতে প্রবেশ করি এমন নয়, বরং সরল ও শুদ্ধ বিশ্বাসে ধনবান হয়ে গভীরতর উপলব্ধির সঙ্গে সুরভিত নৈবেদ্য রূপে আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করি। *তেমন যজ্ঞেই ঈশ্বর প্রীত* (হিব্রু ১৩:৬), আর আমাদের ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে *যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়* (যোহন ৪:২৪)।

**শ্লোক** - যোহন ৪:২৩-২৪

*প্র* সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

*প্র* ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১২:১-১৩)

**স্বয়ং খ্রিষ্টের আদর্শ**

ভ্রাতৃগণ, তেমন বহুসংখ্যক সাক্ষীর বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হয়ে, এসো, আমরাও যা কিছু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সহজে বাধা সৃষ্টি করে সেই পাপও নামিয়ে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন। ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড় বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।

পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি, সেই চেতনা-বাণীও ভুলে গেছ, যা সন্তান বলে উদ্দেশ ক'রে তোমাদের বলা হয়েছিল: *সন্তান আমার, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না; কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন* (প্রবচন ৩:১১-১২ দ্রঃ)। তোমাদের শাসনের উদ্দেশ্যেই তোমরা কষ্ট পাচ্ছ! ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না? কিন্তু যে শাসন সকলে পাচ্ছে, তোমরা যদি তা না পাও, তবে তোমরা জারজ, সন্তান নও। তাছাড়া দেহগত দিক থেকে যাঁরা আমাদের পিতা, আমরা তাঁদের শাসনে ছিলাম, অথচ তাঁদের সম্মান করতাম; তবে যিনি আত্মাদের পিতা, আমরা কি আরও বেশি করে তাঁর অনুগত হব না, যেন জীবন পেতে পারি? ওঁরা তো অল্পদিনের জন্য আমাদের শাসন করতেন—ওঁদের যেভাবে ভাল মনে হত সেভাবে; কিন্তু ইনি মঙ্গলেরই জন্য, আমাদের তাঁর নিজের পবিত্রতার অংশী করার

জন্যই তা করছেন। অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল। তাই *তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর* (ইশা ৩৫:৩), এবং তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর, যেন ক্ষতগ্রস্ত অঙ্গ গ্রন্থিচ্যুত না হয়ে বরং সেরেই ওঠে।

**শ্লোক** - হিব্রু ১২:২; ফিলি ২:৮

*প্র* এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন

*উ* ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

*প্র* তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন

*উ* ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৮:২)

**দৌড় সঠিকভাবে শিখবার জন্য**

**এসো, খ্রিষ্টের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি**

প্রেরিতদূত বলেন, *এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দৌড় দৌড়োই*; তারপর তিনি সান্ত্বনা ও চেতনা দায়ী প্রথম ও শেষ কারণ স্বরূপ খ্রিষ্টকেই উপস্থাপন করেন: *এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি* (হিব্রু ১২:১, ২)। খ্রিষ্টও একথা আপন শিষ্যদের সবসময় বলতেন: *তারা যখন গৃহস্বামীকে বেয়েল্‌জেবুল বলেছে, তখন তাঁর বাড়ির লোকদের আরও কী না বলবে* (মথি ১০:২৫); তিনি আরও বললেন, *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়* (মথি ১০:২৪)। এজন্যই চোখ নিবদ্ধ রাখি, অর্থাৎ দৌড় সঠিকভাবে শিখবার জন্যই আমরা খ্রিষ্টের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি। যেমন সমস্ত শিল্পকলা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা ওস্তাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর শিক্ষা আয়ত্ত করি কেননা তাকালেই শিল্পের নিয়ম অনুমান করি, তেমনি এক্ষেত্রেও: আমরা যদি দৌড়োতে, এমনকি সঠিকভাবে দৌড়োতে

শিখতে ইচ্ছা করি, তবে এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক সেই খ্রিষ্টের দিকে *চোখ নিবদ্ধ রাখি।* এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এ, আমাদের বিশ্বাস দান করে তিনি নিজেই এর সূত্রপাত ঘটালেন। এবিষয়ে খ্রিষ্ট আপন শিষ্যদের বলতেন, *তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি* (যোহন ১৫:১৬)।

আর পল বলেন, *তখন আমার জানাটা সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত* (১ করি ১৩:১২)। সুতরাং খ্রিষ্ট যখন সূত্রপাত ঘটালেন, তখন লক্ষ্যও স্থির করবেন। *তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন* (হিব্রু ১২:২)। ইচ্ছা করলে কোন যন্ত্রণা ভোগ না করা তাঁর উচিত ছিল, কেননা *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (১ পি ২:২২)। তিনি নিজে সুসমাচারে বলেন, *জগতের অধিপতি আসছে; আমার উপর কিন্তু তার কোন অধিকার নেই* (যোহন ১৪:৩০)। ইচ্ছা করলে ক্রুশ এড়ানো তাঁর পক্ষে সহজ ছিল, কেননা তিনি বলেন, *আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (যোহন ১০:১৮)। সুতরাং যিনি ক্রুশবিদ্ধ হবার যোগ্য ছিলেন না, তিনি যখন আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তখন আরও সমীচীন হবে, আমরা সাহসের সঙ্গে সবকিছু সহ্য করব।

*তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন।* 'ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা করা' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল এ, তিনি জঘন্য মৃত্যু সহ্য করলেন; তাই পাপের অধীন না হয়েও তিনি ক্রুশ সহ্য করায় ক্রুশের সামনে অটল স্থিতমূল থাকতে আমাদের শেখালেন। এখন শোন সমাপ্তির কথা! *তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন।* তবে তুমি দৌড়ের পুরস্কার কি দেখতে পেয়েছ? পলও একথা বলেন, *এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে প্রতিটি জানু আনত হয়* (ফিলি ২:৯-১০)।

মানবীয় ভাষা ব্যবহার করছেন বিধায়ই তিনি পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেন; কেননা আমাদের সামনে যদি কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি নাও থাকত, সবকিছু স্বেচ্ছায় বরণ করার জন্য আমাদের পক্ষে তাঁর মহান আদর্শই যথেষ্ট হত; এখন কিন্তু পুরস্কারের

কথাও উল্লিখিত, এমনকি সাধারণ নয়, মহান ও অবর্ণনীয় পুরস্কার! তাই এসো, বড় কিছু সহ্য করতে গিয়ে আমরাও সেই খ্রিষ্টের কথা স্মরণ করি, যিনি সারা জীবন ধরে অপমান ছাড়া কিছু পাননি; এমনকি, যাদের তিনি অলৌকিক কাজ ও ঈশ্বরের অপরূপ কীর্তি দেখিয়ে উপকার করেছিলেন, তারাই তাঁকে কুদৃষ্টিতে দেখে উন্মাদ, বিপ্লবী ও মিথ্যাবাদীও বলত।

**শ্লোক** - রো ৮:১৫; গা ৪:৬

*প্র* তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আর ভয় করবে।

*উ* তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ।

*প্র* তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'

*উ* তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-১৩; ২১:৪-৯)

## মেরিবার জল ও সেই ব্রঞ্জের সাপ

ইস্রায়েল সন্তানেরা, গোটা জনমণ্ডলীই, বছরের প্রথম মাসে সীন মরুপ্রান্তরে এসে পৌঁছল; জনগণ কিছুকালের মত কাদেশে থামল; সেইখানে মরিয়মের মৃত্যু হল আর সেইখানে তাঁর সমাধি দেওয়া হল।

সেখানে জনমণ্ডলীর জন্য জল ছিল না, তাই লোকেরা মোশি ও আরোনের বিরুদ্ধে একজোট হল। তারা মোশির সঙ্গে বিবাদ করে বলল, 'আহা, আমাদের ভাইয়েরা যখন প্রভুর সামনে মারা গেল, তখন যদি আমাদেরও মৃত্যু হত! তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য কেনই বা প্রভুর জনমণ্ডলীকে এই মরুপ্রান্তরে নিয়ে এসেছ? তেমন অলক্ষুণে জায়গায় আনবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এ তো চাষ করার মত জায়গা নয়; এখানে ডুমুর বা আঙুর বা ডালিমও নেই; এমনকি খাবার জলও নেই!'

মোশি ও আরোন জনসমাবেশ ছেড়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন, এবং প্রভুর গৌরব তাঁদের দেখা দিল। তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 'লাঠি নাও, এবং তুমি ও তোমার ভাই আরোন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের সাক্ষাতে ওই শৈলকে উদ্দেশ করে কথা বল, আর তা জল দেবে; তুমি তাদের জন্য শৈল থেকে জল বের করে জনমণ্ডলীকে ও তাদের পশুদের পান করাবে।' মোশি প্রভুর আজ্ঞামত তাঁর সামনে থেকে লাঠিটা নিলেন। পরে মোশি ও আরোন সেই শৈলের সামনে জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে তাদের বললেন, 'হে বিদ্রোহীর দল, শোন! আমরা তোমাদের জন্য কি এই শৈল থেকে জল বের করব?' মোশি তাঁর হাত তুলে ওই লাঠি দিয়ে শৈলে দু'বার আঘাত করলেন, তখন প্রচুর জল বের হল, এবং জনমণ্ডলী ও তাদের পশুরা জল খেল। কিন্তু প্রভু মোশি ও আরোনকে বললেন, 'ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য তোমরা আমাতে আস্থা রাখনি বলে আমি তাদের যে দেশ দিতে চলেছি, সেই দেশে তোমরা এই জনমণ্ডলীকে প্রবেশ করাবে না!'

এ হল মেরিবার জল: সেখানে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর সঙ্গে বিবাদ করল, আর সেখানে তিনি তাদের মাঝে নিজেকে পবিত্র বলে প্রকাশ করলেন।

তারা হোর পর্বত থেকে রওনা হয়ে এদোম অঞ্চলের পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা করল; কিন্তু পথ চলতে চলতে তারা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল। তারা পরমেশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধে বলতে লাগল: 'এই মরুপ্রান্তরে আমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য তোমরা কেন মিশর থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই, জলও নেই; আর এই হালকা খাবারের প্রতি আমাদের একেবারে বিতৃষ্ণা হয়েছে।' তখন প্রভু লোকদের মধ্যে বিষাক্ত সাপ পাঠালেন: এগুলো লোকদের কামড় দিলে ইস্রায়েলের অনেকে মারা পড়ল। লোকেরা মোশিকে এসে বলল, 'প্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা পাপ করেছি। তুমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে এই সকল সাপ দূর করে দেন।' মোশি লোকদের হয়ে প্রার্থনা করলেন, এবং প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি একটা সাপ তৈরি করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগাও; যাকে সাপে কামড়িয়েছে, সে এই সাপের দিকে তাকালে বাঁচবে।' মোশি ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা পতাকাদণ্ডের মাথায় লাগালেন; আর সাপে কোন মানুষকে কামড়ালে সে যদি ওই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকাত, তাহলে বাঁচত।

**শ্লোক** - যোহন ৩:১৪-১৫, ১৭

*প্র* মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে,

*উ* যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

*প্র* ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে,

*উ* যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' থেকে পাঠ (পুস্তক ২:১৩-১৪)

**জল-রহস্য**

ত্রিত্বের সেই জলকুণ্ড হল সকল বিশ্বাসী মানুষের পরিত্রাণের জন্য কারখানা স্বরূপ: যারা তার মধ্যে ধৌত হয়, জলকুণ্ড তাদের সাপের দংশন থেকে মুক্ত করে, ও কুমারী হয়ে থেকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সকলের মাতা হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে আমরা সমস্ত আত্মিক দান লাভ করি, আবার সেখানেই পরমদেশের স্বর্গীয় অনুগ্রহগুলো বিতরণ করা হয়, ঠিক যেন স্বাক্ষরিতও করা হয়; যিনি আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানেই তিনি তাকে আপন কনে রূপে গ্রহণ করেন, যেভাবে পল লিখেছেন, *আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি* (২ করি ১১:২)। তবু তার মধ্যে যা সবচেয়ে মহান ও উৎকৃষ্ট রয়েছে, সংক্ষিপ্ত হলেও তার একটি বর্ণনা দেব না কেন? স্বর্গে দূতবাহিনী যাঁকে পিতা বলে ডাকতে সাহস করেন না, পৃথিবীতে আমরা তাঁকে নির্ভয়েই সেইভাবে ডাকতে শিখি; সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতাও একথা বললেন, *আমার পিতা, আমার মাতা আমায় পরিত্যাগ করলেন*,—তিনি ঠিক যেন বলেন, আদম ও হবাও অমর হয়ে থাকলেন না—*কিন্তু প্রভু গ্রহণ করলেন আমায়* (সাম ২৭:১০),—তিনি যেন বলেন, তিনি আমাকে দিলেন মাতারূপে এ জলকুণ্ড, পিতারূপে সেই পরাৎপরকে, ভাইরূপে সেই ত্রাণকর্তাকে যিনি আমাদের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। তাই আমি এখন সত্যিকারেই নবজন্ম ও সেইসঙ্গে পরিত্রাণ লাভ করেছি, কারণ আর শুনি না 'মৃতের উপর কেঁদে ফেল, কারণ আলো মিলিয়ে গেল', বরং আমি এ প্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, *তোমরা শ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো*: তোমাদের তৈলাভিষিক্ত ও ধৌত ক'রে, প্রত্যেক জনকে ও সকলকে আমাকেই পরিধান করিয়ে, আমার দেহ ও রক্তে পরিপুষ্ট ক'রে *আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)।

সেই অবিচ্ছিন্ন ও অবর্ণনীয় ত্রিত্ব মানবজাতির দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা অনাদিকাল থেকেই জানতেন বিধায় শূন্য থেকে জলীয় পদার্থ সৃষ্টি করে মানুষের জন্য এমন প্রতিকার ও চিকিৎসা প্রস্তুত করলেন যা জলের মধ্য দিয়েই লাভ করার কথা। এ জানা কথা যে, পবিত্র আত্মা যে সময় জলরাশির উপর দিয়ে গমনাগমন করতেন, সেসময়

থেকেই জল পবিত্র করে তুলেছিলেন ও তাকে জীবন ও উর্বরতা দায়ী শক্তিতে মণ্ডিত করেছিলেন। তেমন কথা এতেও প্রমাণিত যে, প্রভু বাপ্তিস্ম নিতেই যর্দনের জলের উপর পবিত্র আত্মা দেখা দিয়ে তাঁর উপর অধিষ্ঠান করলেন। তখন তিনি কপোতের আকারেই দেখা দিলেন, কারণ তেমন পাখি সরল ও তার ক্রোধ নেই, যেমন খ্রিষ্টও বলেছিলেন, *তোমরা কপোতের মত* হও (মথি ১০:১৬)।

সেই জলপ্লাবনও, যা জগৎকে তার প্রাচীন শঠতা থেকে বিশুদ্ধ করেছিল, আত্মিক ও রহস্যাবৃত ভাবে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তেরই একপ্রকার পূর্বাভাস ছিল যা ঐশ জলকুণ্ডই সাধন করার কথা। সেই জাহাজ নিজেও, যা তাদের ত্রাণ করল যারা তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, পবিত্র মণ্ডলীর ও সেই মঙ্গলময় প্রত্যাশারও প্রতীক ছিল, যে প্রত্যাশা মণ্ডলী থেকে আমাদের দান করা হয়। আর সেই যে কপোত যা জলপাইয়ের শাখা জাহাজে বহন ক'রে পৃথিবী থেকে জলের প্রস্থান নির্দেশ করেছিল, সেই কপোতও পবিত্র আত্মার আগমন ও স্বর্গীয় পুনর্মিলনের প্রতীক ছিল—বস্তুত জলপাইগাছ শান্তিরই প্রতীক। একইভাবে সেই লোহিত সাগর, যা সেই ইস্রায়েলীয়দের গ্রহণ করেছিল যারা অটল ও সন্দেহমুক্ত হয়ে থেকেছিল, ও তাদের সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল যা তারা মিশরে ফারাও ও তার সেনাদলের হাতে ভোগ করেছিল—আর ফলত সেই সাগরের সঙ্গে মিশর থেকে তাদের পলায়নের গোটা ইতিহাসও সেই পরিত্রাণেরই প্রতীক ছিল যা আমরা বাপ্তিস্মে লাভ করি।

**শ্লোক** - ইশা ৪৪:৩, ৪; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

*প্র* আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব।

*উ* তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।

*প্র* আমি আমার আত্মা বর্ষণ করব : তিনি এমন জলের উৎস হয়ে উঠবেন যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে উৎসারিত।

*উ* তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১২:১৪-২৯)

**এসো, জীবনময় ঈশ্বরের পর্বতে এগিয়ে যাই**

ভ্রাতৃগণ, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না; সতর্ক হয়ে দেখ, কেউই যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়, তিক্ততার কোন শিকড় গজিয়ে উঠে তা যেন অমিলের কারণ না হয়, যার ফলে অনেকে দূষিত হয়ে পড়ে; সাবধান, যেন দুশ্চরিত্র বা ধর্মহীন কেউ না থাকে, ঠিক সেই এসৌয়ের মত, যে এক থালা খাবারের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল। তোমরা তো জান, এর পরে যখন সে আশীর্বাদের অধিকারী হতে চাইল, তখন তাকে অগ্রাহ্য করা হল, আর চোখের জলে মিনতি করলেও সে সেই সিদ্ধান্ত ফেরাবার কোন উপায় পেল না।

আসলে তোমরা এমন কিছুর কাছে এগিয়ে আসনি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: সেই জ্বলন্ত আগুনের কাছেও নয়, সেই অন্ধকার, সেই ঘোর তমসা বা সেই ঘূর্ণিঝড়ের কাছেও নয়, সেই তুরিধ্বনি ও সেই কণ্ঠের শব্দের কাছেও নয়, যা শুনে সেই লোকেরা সকলে অনুরোধ করল, যেন তাদের কাছে আর কোন কথা শোনানো না হয়, কারণ এই দেওয়া আদেশ তারা সহ্য করতে পারছিল না, যা অনুসারে কোন পশু যদি পর্বত স্পর্শ করে, তাকেও পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে (যাত্রা ১৯:১৩ দ্রঃ)। আর সেই দৃশ্য সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি বললেন, *আমার ভয় করছে* (দ্বিঃবিঃ ৯:১৯ দ্রঃ); আমি কাঁপছি। কিন্তু তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং

ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, নবীন এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যিশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী ঘোষণা করে থাকে।

সুতরাং দেখ, তিনি কথা বললে তোমরা যেন শুনতে অস্বীকার না কর, কারণ যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী জারি করছিলেন, তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করার ফলে যখন ওই লোকেরা রেহাই পেল না, তখন যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন, তাঁর প্রতি পিঠ ফেরালে আমরা যে রেহাই পাব না, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। সেসময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পান্বিত করেছিল, কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *আমি আর একবার শুধু পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও কম্পান্বিত করব* (হগয় ২:৬ দ্রঃ)। এখানে 'আর একবার' বলতে এই কথা বোঝায় যে, যা কিছু কম্পমান, তা নির্মিত বিধায় একসময় সরিয়ে ফেলা হবে, যা কিছু কম্পমান নয়, তা-ই যেন স্থায়ী থাকে। সুতরাং, যেহেতু আমরা উত্তরাধিকার রূপে এমন রাজ্য পাচ্ছি যা কম্পমান নয়, সেজন্য এসো, কৃতজ্ঞতা দেখাই ও তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে এমন উপাসনা-কর্ম অর্পণ করি, যা তাঁর গ্রহণীয়; কেননা আমাদের ঈশ্বর *সর্বগ্রাসী আগুনস্বরূপ* (দ্বিঃবিঃ ৪:২৪)।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ৫:২৩, ২৪; হিব্রু ১২:২২ দ্রঃ

প্ল ইস্রায়েল জাতি পর্বত অগ্নিময় হতে হতে অন্ধকারের মধ্য থেকে সেই কণ্ঠ শুনতে পেয়ে মোশির কাছে এগিয়ে এসে বলল:

উ এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

প্ল তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম।

উ এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ৮:৬-৮)

## খ্রিষ্টের ক্রুশ সমস্ত আশীর্বাদের উৎস
## ও সমস্ত অনুগ্রহদানের কারণ

আমাদের মন, যা সত্যের পবিত্র আত্মা আলোকিত করেন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিকীর্ণ খ্রিষ্টের গৌরবকে শুদ্ধ ও উন্মুক্ত হৃদয়ে গ্রহণ করুক ও আন্তর বেদনায় উপলব্ধি করুক সেই সমস্ত কথা যা প্রভু আপন যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে বলেছিলেন, *মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে* (যোহন ১২:২৩); তিনি আরও বলেছিলেন, *আমার প্রাণ কম্পিত; তবে কী বলব? পিতা, এই আসন্ন ক্ষণ থেকে আমাকে ত্রাণ কর? কিন্তু এর জন্যই আমি এই ক্ষণ পর্যন্ত এসেছি। পিতা, তোমার আপন পুত্রকে গৌরবান্বিত কর;* তখন পিতার কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে ধ্বনিত হল: *আমি তাঁকে গৌরবান্বিত করেছি, আবার তাঁকে গৌরবান্বিত করব* (যোহন ১২:২৭-২৮ লাতিন পাঠ্য)। যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, যিশু তাঁদের বললেন, *এই কণ্ঠস্বর আমার জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য ধ্বনিত হল। এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩০-৩২)।

আহা, ক্রুশের কী আশ্চর্যময় শক্তি! আহা, যন্ত্রণাভোগের কী অনির্বচনীয় গৌরব! এইখানে তো প্রভুর বিচারালয়, জগতের বিচার ও সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অধিকার।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ যেন যুদেয়ার একটিমাত্র মন্দিরে যা প্রতীকাকারে উদ্‌যাপিত ছিল, তা পূর্ণ ও অনাবৃত সাক্রামেন্তে সর্বজাতির ভক্তি সর্বত্রই উদ্‌যাপন করতে পারে।

এখন তো উপস্থিত উজ্জ্বলতর লেবীয় শ্রেণি, প্রবীণদের বৃহত্তর মর্যাদা, ও যাজকদের পবিত্রতর তৈলাভিষেক; কেননা তোমার ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের সেই উৎস, সমস্ত অনুগ্রহদানের সেই কারণ যা দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বলতা থেকে শক্তি, দুর্নাম থেকে গৌরব, মৃত্যু থেকে জীবন দান করা হয়। এখন বাহ্যিক পশু-বলিদানের প্রথা শেষ হলে তোমার দেহ ও রক্তের একমাত্র উৎসর্গই সেই পশুদের ভূমিকা পূর্ণ করে, কেননা তুমিই

সেই প্রকৃত *মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯); এবং তুমি নিজের মধ্যে সমস্ত রহস্যগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন কর যেন সমস্ত বলির জন্য বলিদান যেমন এক, তেমনি সমস্ত জাতিকে নিয়ে গঠিত রাজ্যও যেন এক হয়।

সুতরাং প্রিয়জনেরা, সর্বজাতির ধন্য শিক্ষাগুরু প্রেরিতদূত পল গৌরবময় কণ্ঠে যা স্বীকার করলেন, এসো, আমরাও তা স্বীকার করে বলি, *একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে* (১ তি ১:১৫)।

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অধিক অপরূপভাবে প্রকাশ পায়, কেননা ধার্মিকদের জন্য নয়, পুণ্যজনদের জন্যও নয়, বরং ভক্তিহীন ও দুর্জনদের জন্যই খ্রিষ্ট মৃত্যু বরণ করেছেন: আর ঐশস্বরূপ মৃত্যুর হুল গ্রহণ করতে অক্ষম হলেও তথাপি তিনি আমাদের মধ্য থেকে জন্ম নিয়ে তা-ই গ্রহণ করলেন যা আমাদের জন্য উৎসর্গ করতে পারবেন।

কেননা একসময় তাঁর মৃত্যুর শক্তি আমাদের মৃত্যুকে হুমকি দিয়েছিল, যেভাবে নবী হোশেয়াতে লেখা আছে, *হে মৃত্যু, আমিই হব তোমার মৃত্যু; হে পাতাল, আমিই হব তোমার মারণ-দংশন* (হো ১৩:১৪ লাতিন পাঠ্য) বস্তুতই তিনি মৃত্যু বরণ করায় পাতালের বিধানের অধীন হলেন, কিন্তু পুনরুত্থান করায় তা নিঃশেষ করে দিলেন: আর তিনি মৃত্যুর চিরশক্তিকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, তার চিরকালীন অবস্থা থেকে তা সময়সাপেক্ষই করলেন। কেননা *আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে* (১ করি ১৫:২২)।

**শ্লোক** - কল ২:১৪-১৫; যোহন ৮:২৮

*প্র* সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, খ্রিষ্ট তা ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে বাতিল করেছেন;

*উ* এবং যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

*প্র* তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি।

*উ* এবং যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-৮, ২০-৩৫)

## বালায়াম ইস্রায়েলকে অভিশাপ দিতে যায়

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হয়ে যেরিখোর দিকে যর্দনের ওপারে মোয়াবের তলভূমিতে শিবির বসাল।

ইস্রায়েল আমোরীয়দের প্রতি যা কিছু করেছিল, সিপ্পোরের সন্তান বালাক তা সবই দেখেছিলেন; আর এত বড় লোকসংখ্যার কারণে মোয়াব তাদের কারণে ভীষণ ভয় পেল; ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে মোয়াব আতঙ্কিত হল। তাই মোয়াব মিদিয়ানের প্রবীণদের বলল, 'বলদ যেমন মাঠের ঘাস চেটে খায়, তেমনি এই লোকারণ্য আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে তা সবই চেটে খাবে।' সেসময় সিপ্পোরের সন্তান বালাক মোয়াবের রাজা ছিলেন। তিনি বেয়োরের সন্তান বালায়ামকে ডেকে আনতে আমাউ-সন্তানদের দেশে নদীর কূলে অবস্থিত পেথোর শহরে দূত পাঠিয়ে তাকে বললেন, 'দেখুন, মিশর থেকে এক জাতি বেরিয়ে এসেছে; দেখুন, তারা পৃথিবী আচ্ছন্ন করে আমার সামনাসামনিই বসেছে। এখন আমার অনুরোধ, আপনি এসে আমার জন্য সেই লোকদের অভিশাপ দিন, কারণ তারা আমার চেয়ে শক্তিশালী। হয় তো আমি তাদের আঘাত করে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারব, কেননা আমি জানি, আপনি যাকে আশীর্বাদ করেন, সে আশিসপ্রাপ্ত হয়, ও যাকে অভিশাপ দেন, সে অভিশপ্ত হয়।'

মোয়াবের প্রবীণেরা ও মিদিয়ানের প্রবীণেরা মন্ত্রের জন্য মজুরি সঙ্গে করে রওনা হল, এবং বালায়ামের কাছে এসে পৌঁছে তাকে বালাকের কথা জানাল। সে তাদের বলল, 'তোমরা এখানে রাত কাটাও; আর প্রভু আমাকে যা বলবেন, সেই অনুসারে আমি তোমাদের উত্তর দেব।' তাই মোয়াবের নেতারা বালায়ামের কাছে রাত কাটাল।

রাত্রিকালে পরমেশ্বর বালায়ামের কাছে এসে তাকে বললেন, 'ওই লোকেরা যখন তোমাকে ডাকতে এসেছে, তখন তুমি ওঠ, তাদের সঙ্গে যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা করতে বলব, তুমি শুধু তা-ই করবে।' বালায়াম সকালে উঠে তার গাধী সাজিয়ে মোয়াবের নেতাদের সঙ্গে রওনা হল।

কিন্তু তার যাওয়ায় পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, এবং প্রভুর দূত তাকে বাধা দেবার জন্য পথে দাঁড়ালেন। সে তার আপন গাধীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিল, আর তার দুই দাস তার সঙ্গে ছিল। গাধীটা দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই গাধীটা পথ ছেড়ে মাঠে যেতে লাগল; তাতে বালায়াম গাধীকে পথে আনবার জন্য তাকে মারল। তখন প্রভুর দূত দুই আঙুরখেতের এমন গলি-পথে দাঁড়ালেন, যার এপাশেও প্রাচীর ছিল, ওপাশেও প্রাচীর ছিল। গাধীটা প্রভুর দূত দেখে প্রাচীরের গা ঘেঁষে গেল, আর প্রাচীরে বালায়ামের পায়ে ঘষা লাগল; তাতে সে আবার তাকে মারল। প্রভুর দূত আর একটু এগিয়ে গিয়ে ডানে বা বামে ফেরার পথ নেই এমন এক চাপা জায়গায় দাঁড়ালেন। গাধীটা প্রভুর দূত দেখে বালায়ামের নিচে মাটিতে বসে পড়ল; ক্রোধে জ্বলে উঠে বালায়াম গাধীকে লাঠি দিয়ে মারল। তখন প্রভু গাধীটার মুখ খুলে দিলেন, এবং সে বালায়ামকে বলল, 'আমি তোমাকে এমন কী করেছি যে, তুমি এই তিনবার আমাকে মেরেছ?' বালায়াম উত্তরে গাধীকে বলল, 'তুমি তো আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছ! আমার হাতে যদি খড়্গ থাকত আমি এখনই তোমাকে মেরে ফেলতাম।' গাধীটা বালায়ামকে বলল, 'তুমি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত যার পিঠে চড়ে থাক, আমি কি তোমার সেই গাধী নই? আমি তোমার প্রতি কি এইভাবে কখনও ব্যবহার করেছি?' সে উত্তর দিল, 'না।' তখন প্রভু বালায়ামের চোখ খুলে দিলেন, আর সে দেখল, প্রভুর দূত নিষ্কোষিত খড়্গ হাতে করে পথে দাঁড়িয়ে আছেন; তখন সে মাথা নত করে উপুড় হয়ে পড়ল। প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি এই তিনবার তোমার গাধীকে কেন মেরেছ? দেখ, আমি নিজেই তোমার পথে বাধা দেবার জন্য বেরিয়েছি; আমি যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ তোমার পথ রুদ্ধ। গাধী আমাকে দেখে এই তিনবার আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে গেল; সে যদি আমার সামনে থেকে অন্য দিকে ঘুরে না যেত, তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে বধ করতাম আর একে বাঁচিয়ে রাখতাম।' বালায়াম প্রভুর দূতকে বলল, 'আমি পাপ করেছি! আমি তো জানতাম না যে, আমার যাওয়াটা বন্ধ করার জন্য আপনি পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই কাজে যদি আপনার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরে যাব।' প্রভুর দূত বালায়ামকে বললেন, 'ওই লোকদের সঙ্গে যাও, কিন্তু আমি

তোমাকে যা বলব, তুমি শুধু তা-ই বলবে।' তাই বালায়াম বালাকের নেতাদের সঙ্গে গেল।

**শ্লোক** - দা ৩:২৯, ৩১, ৩০

*প্র* প্রভু, আমরা পাপ করেছি, তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি, নিতান্তই পাপ করেছি।

*উ* যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর, যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি, ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ।

*প্র* আমরা তোমার আজ্ঞাগুলি পালনও করিনি, তাও করিনি, যা তুমি আমাদের মঙ্গলার্থে আমাদের করতে আজ্ঞা করেছিলে।

*উ* যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর, যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি, ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'দীক্ষার্থীদের ধর্মশিক্ষা' থেকে পাঠ (৩১, ৩৩, ৩৯)

**আমাদের জন্য ঈশ্বর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন,**
**তাঁকে যেন আমাদের জন্য ও আমাদের দ্বারা হত্যা করা হয়**

মানবজাতির সূত্রপাত থেকে জগতের শেষদিন পর্যন্ত দু'টো নগর অবিরতই থাকবে; সেই নগর দু'টো বর্তমানে দেহগত দিক দিয়ে একে অন্যের মধ্যে মিশ্রিত, কিন্তু ইচ্ছার দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন: একটা হল দুর্জনদের, অপরটা হল পুণ্যজনদের; বিচারের দিনে দেহগত দিক দিয়েও বিচ্ছিন্ন হবে।

যে সকল মানুষ ও প্রাণ নিজেদের নয়, বরং বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে, ও বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে, তারা এক পরিবারের মানুষ। তথাপি ঈশ্বর দুর্জনদের প্রতিও দয়াপূর্ণ ও ধৈর্যশীল; তিনি তাদের সুযোগ দান করেন তারা যেন অনুতাপ ও আত্মসংস্কার করে। তিনি জলপ্লাবনের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে ধ্বংস করেছিলেন—আপন আত্মীয়স্বজন সহ কেবল একজন ধার্মিককে ছাড়া, যাদের তিনি সেই জাহাজে বাঁচাতে চাইলেন—কেননা তিনি জানতেন, অন্যরা

কখনও মনপরিবর্তন করবে না; তবু যে সময় জাহাজ নির্মিত হতে যাচ্ছিল, সেই একশ' বছর ধরে ঈশ্বরের শাস্তির কথাও ঘোষিত হচ্ছিল; তারা মনপরিবর্তন করলে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, যেভাবে পরবর্তীকালে তিনি অনুতপ্ত নিনেভে নগরীকে ক্ষমা করেছিলেন। সেই যে জলপ্লাবন, যা থেকে ধার্মিকেরা জাহাজে উদ্ধার পেয়েছিল, সেই জলপ্লাবনের প্রতীকাকারে সেই ভাবী মণ্ডলীরই আভাস ছিল, যাকে তার রাজা ও ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট ক্রুশ-রহস্য দ্বারা এ সংসারে নিমজ্জিত হতে দিলেন না। ঈশ্বর তো ভালই জানতেন যে যারা জাহাজে উদ্ধার পেয়েছিল, তাদের মধ্য থেকেও এমন দুর্জন কেউ জন্ম নেবে যারা পৃথিবীকে আবার পাপে পূর্ণ করবে, তথাপি কাষ্ঠ-রহস্যের মধ্য দিয়ে পুণ্যজনদের পরিত্রাণের পূর্বঘোষণা ক'রে তিনি ভাবী বিচারের একটা দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছিলেন।

একপ্রকারে সেসময়ও ধার্মিক মানুষ ছিল, অর্থাৎ সেই পবিত্র নগরের নাগরিক, যারা সন্তানসুলভ মনোভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করল ও শয়তানের অহঙ্কার জয় করল; তাদের বিশুদ্ধ করা হয়েছিল পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত তাদের রাজা সেই খ্রিষ্টের ভাবী অবমাননার কথা চিন্তা ক'রে। এদের মধ্য থেকে প্রভুর ধার্মিক ও বিশ্বস্ত দাস সেই আব্রাহাম মনোনীত হয়েছিলেন—যাঁর কাছে ঈশ্বরপুত্রের রহস্য পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল—যাতে সর্বজাতির বিশ্বাসীরা তাঁর বিশ্বাস অনুকরণ করে যুগ যুগ ধরে তাঁর সন্তান বলে গণ্য হতে পারে। আব্রাহাম থেকে সেই জাতির উদ্ভব হল যারা স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা সেই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরকে উপাসনা করার কথা। আর সেই মহান জাতি আরও বিশদভাবে মণ্ডলীর পূর্বাভাস ছিল। কেননা তারা ছিল দৈহিক স্বভাবের মানুষ, তারা তো কেবল বাহ্যিক উপকারের জন্যই ঈশ্বরকে সম্মান করত। তবু তাদের মধ্যে এমন মানুষও ছিলেন, যাঁরা ভাবী শান্তির কথা ভাবতেন ও স্বর্গীয় মাতৃভূমির অন্বেষণ করতেন; তাঁদেরই কাছে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে আমাদের রাজা ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেই ঈশ্বরের ভাবী অবমাননার ঐশপ্রকাশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যেন সেই বিশ্বাস গুণে সমস্ত অহঙ্কার ও অপরাধ থেকে বিশুদ্ধ হতে পারতেন। প্রভুর জন্মের পূর্ববর্তীকালীন সেই সকল মানুষের কথা শুধু নয়, তাদের জীবনাচরণ, বিবাহ, সন্তানসন্ততি ও কর্মকাণ্ডও একালেরই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যে কালে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগে বিশ্বাস গুণে সকল জাতির

মধ্য থেকে মণ্ডলী সংগৃহীত হয়ে থাকে। আর এসব কিছু আবার সেই সমস্ত রহস্যগুলির পূর্বাভাস ছিল, যেগুলি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কিত: খ্রিষ্ট প্রভু দেহ অনুসারে জন্ম নেবার আগে এ পৃথিবীতে যে সকল পুণ্যজন জীবনযাপন করলেন, তাঁরাও মণ্ডলীর অঙ্গ ছিলেন। বিধান তখনই পালিত, যখন বাহ্যিক সম্পদের বাসনার খাতিরে নয়, যিনি তা জারি করেছেন তাঁর প্রতি ভালবাসার খাতিরেই তাঁর আদেশগুলো মান্য করা হয়। যিনি এতই অধার্মিক ও গর্বিত মানুষকে প্রথম এমন ভালবাসায় ভালবেসেছেন যে তাঁর আপন পুত্রকে শুধু তাদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে নয়, বরং তাদের দ্বারা ও তাদের হয়ে নিহত হতে প্রেরণ করেছেন, সেই অসীম ন্যায্যতা ও দয়ার ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিদান করতে কেইবা আকাঙ্ক্ষা করবে না?

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১৬; রো ৫:৮

*প্র* এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম: খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন।

*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১৩:১-২৫)

**খ্রিষ্টের অনুকরণে ভক্তদের উচিত আচরণ**

ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করে চল। অতিথিসেবা ভুলে যেয়ো না; কেননা তা পালন ক'রে কেউ কেউ না জেনে স্বর্গদূতদেরও প্রতি আতিথেয়তা করেছেন। কারারুদ্ধদের কথা মনে রেখ, তোমরাও ঠিক যেন তাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ; নিপীড়িতদের কথাও মনে রেখ, যেহেতু তোমরা নিজেরাও মরদেহে আছ। সকলে যেন বিবাহবন্ধন সম্মান করে, বিবাহ-শয্যা যেন কোন কলঙ্কে কলুষিত না হয়; কেননা ঈশ্বর নিজেই দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারীদের বিচার করবেন। তোমাদের আচার-আচরণে যেন কৃপণতা দেখা না দেয়; তোমাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে তুষ্ট থাক, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, *আমি তোমাকে কখনও একা ফেলে রাখব না, তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না* (দ্বিঃবিঃ ৩১:৬ দ্রঃ)। তাই আমরা ভরসার সঙ্গে বলতে পারি: *প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না, মানুষ আমাকে কীবা করতে পারে?* (সাম ১১৮:৬)।

যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না, কেননা শক্তি যোগাবার জন্য খাদ্যের চেয়ে অনুগ্রহের উপরেই অবলম্বন করা হৃদয়ের পক্ষে ভাল; বস্তুত খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিয়ম যারা পালন করেছে, তাদের কোন উপকার হলই না। আমাদের নিজস্ব এক বেদি আছে, আর যারা তাঁবুর সেবক, সেই বেদির কোন কিছুই খাবার অধিকার তাদের নেই; কারণ মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য, নিজের রক্ত

দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যিশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। কেননা এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা। অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।

দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ তেমন যজ্ঞেই ঈশ্বর প্রীত। তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক, কারণ হিসাব দিতে হবে বিধায়ই তাঁরা তোমাদের প্রাণের রক্ষার জন্য সজাগ থাকেন; সুতরাং বাধ্য থাক, যেন তাঁরা মনের আনন্দেই এই কাজ করতে পারেন, দুঃখের সঙ্গে নয়; নইলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; আমরা এতে নিশ্চিত আছি যে, আমাদের বিবেক নির্মল, কারণ সব দিক দিয়ে সদাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। বিশেষভাবে এবিষয়েই প্রার্থনা করতে তোমাদের অনুরোধ করেছি, যেন আমাকে আরও শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শান্তিবিধাতা ঈশ্বর, যিনি চিরন্তন সন্ধির রক্তগুণে মেষগুলির সেই মহান পালককে, আমাদের প্রভু যিশুকে, মৃতদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনলেন, তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন; তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি, এই চেতনা-বাণী স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর; এজন্যই আমি তোমাদের সংক্ষেপে কিছু লিখলাম। জেনে নাও, আমাদের ভাই তিমথি কারামুক্তি পেয়েছেন; তিনি শীঘ্র এলে তবে আমি যখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন তিনিও সাথে থাকবেন।

তোমাদের সকল ধর্মনেতাকে ও সকল পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ইতালির সকলে তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১৩:১৩-১৪; ১ বংশ ২৯:১৫ দ্রঃ

*প্র* এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।

*উ* এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।

*প্র* হে ঈশ্বর, আমরা তোমার সামনে প্রবাসী মাত্র। পৃথিবীতে আমাদের দিনগুলি ছায়ারই মত।

*উ* এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৩:৩-৪)

**আপন জনগণকে আপন রক্তে পবিত্রিত করতে**

**যিশু নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন**

প্রেরিতদূত প্রতীকমূলক বলিদানের কথা থেকে শুরু করে প্রতীকের সিদ্ধি সেই খ্রিষ্টের বলিদানের দিকে প্রসঙ্গটা চালিত করেন: *মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এজন্য, নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যিশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন* (হিব্রু ১৩:১১-১২)। যেহেতু প্রাচীন বলিদানগুলো ছিল নতুন বলিদানের প্রতীক, সেজন্য খ্রিষ্ট নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করায় সমস্ত শাস্ত্রের পূর্ণতা ঘটিয়েছেন। এতে এ কথাও অনুমান করা যায় যে, তিনি স্বেচ্ছায়ই যন্ত্রণাভোগ করেছেন, ও দেখিয়েছেন যে, আগেকার সেই বলিদানগুলো অসার ছিল না, বরং প্রতীক-ভূমিকাই বহন করছিল; আরও, আগেকার বলিদানের ব্যবস্থা যন্ত্রণাভোগের লক্ষ্যের বাইরে ছিল না, বরং সেই বলিগুলোর রক্ত স্বর্গেই উপনীত ছিল। তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ, যে রক্ত পরম পবিত্রস্থানের ভিতরে—স্বর্গীয় সেই প্রকৃত পরম পবিত্রস্থানের ভিতরে আনা হত, আমরা সেই রক্তের সহভাগী, ও

সেই বলিরও অংশীদার, যে বলি কেবল যাজক খেতেন। সুতরাং আমরা সত্যকার বাস্তবতারই সহভাগী। তবে আমরা এ কথাও জানি যে, বলির উপরে যে দুর্নাম দেওয়া হত, তা পবিত্রীকরণেরই কারণ ছিল; ফলে যখন খ্রিষ্টকে দুর্নাম দেওয়া হল, তখন আমাদের পক্ষেও তাই হওয়া উচিত। অতএব, আমরাও যদি তাঁর সঙ্গে বাইরে যাই, তাহলে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করব।

*এসো, আমরা বাইরে তাঁর কাছে যাই*, একথার অর্থ কী? অর্থ এরূপ: তাঁর যন্ত্রণার সহভাগী হওয়া ও তাঁর দুর্নাম বহন করা; তাছাড়া তিনি বিনা কারণেই যে নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন, এমন নয়; বরং আমরাও যেন তাঁর ক্রুশ বহন করি, সংসারের বাইরে থাকি ও বাইরে থাকতে চেষ্টা করি। আর যেমন তিনি অপরাধীর মতই দুর্নাম সহ্য করলেন, তেমনি আমরাও।

*অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ* (হিব্রু ১৩:১৫)। কোন্ যজ্ঞ? তিনি নিজে ব্যাখ্যা করে বলেন, *সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম*, অর্থাৎ কিনা প্রার্থনা, স্তুতিগান, ধন্যবাদ-বাণী: এগুলিই ওষ্ঠের ফল। প্রাক্তন সন্ধিতে তারা মেষ ও বৃষ বলিরূপে দিত; এগুলো তারা যাজককে দান করত। আমরা কিন্তু এসব কিছুর একটাও নয়, বরং ধন্যবাদ-বাণীই উৎসর্গ করি, ও যতখানি পারি, ততখানি খ্রিষ্টের অনুকরণ করি: এটিই হোক আমাদের ওষ্ঠের ফল। *দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ তেমন যজ্ঞেই ঈশ্বর প্রীত* (হিব্রু ১৩:১৬)। এসো, আমরা ঠিক তেমন বলিই তাঁকে দান করি, তিনি যেন পিতার কাছে তা উৎসর্গ করেন; কেননা পুত্র দ্বারা ছাড়া আমরা অন্যভাবে কিছুই নিবেদন করতে পারি না—আর হৃদয় যখন অনুতপ্ত, তখন আরও ভাল।

*সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম:* যেহেতু এ ফল হল ধন্যবাদ-মনোভাব—তিনি আমাদের জন্য যা কিছু ভোগ করলেন, সেইসব কিছুর জন্যই ধন্যবাদ-মনোভাব—সেজন্য এসো, সবকিছুই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সহ্য করি: তা দরিদ্রতা হোক, অসুস্থতা হোক, বা যাই কিছু হোক না কেন; কেননা আমাদের যা যা মঙ্গল তিনিই তা জানেন: *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না* (রো ৮:২৬)।

তাই পবিত্র আত্মা প্রেরণা না দিলে আমরা যখন জানি না উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তখন কী করে আমাদের মঙ্গল জানব? তবে এসো, সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ জানাতে ও বীর্য দেখিয়ে সবকিছু সহ্য করতে চেষ্টা করি।

**শ্লোক** - রো ৮:১৭; ৫:৯

*প্র* আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী :

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

*প্র* তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত,

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গণনাপুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-১৯)

## বালায়ামের বিবিধ দৈবোক্তি

সেসময়, বালায়াম দেখল, ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করায়ই প্রভু প্রীত। আগের মত সে জাদুমন্ত্রের দিকে আর না ফিরে মরুপ্রান্তরের দিকেই বরং মুখ ফেরাল। বালায়াম চোখ তুলে দেখল, ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে তাঁবুগুলো খাটানো রয়েছে; আর তখন পরমেশ্বরের আত্মা তার উপর নেমে এল। সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো,
ইস্রায়েল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম।
সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত,
নদীর কূলে উদ্যানের মত,
প্রভুর রোপিত অগুরুগাছের মত,
জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত।
তার কলস থেকে উথলে পড়বে জল,
অপর্যাপ্ত জলে সিক্ত হবে তার বীজ,
তার রাজা আগাগের চেয়েও শক্তিশালী হবেন,
তার রাজ্য সঙ্কীর্তিত হবে।

ঈশ্বর তাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন,
সে একটা বৃষের মত শক্তিশালী;
সে আপন বিপক্ষ জাতিগুলোকে গ্রাস করে,

তাদের অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ করে,
আপন তীর দিয়ে তাদের ভেদ করে।
সে শুয়ে প'ড়ে পা গুটিয়ে বসল একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার?
যে তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশিসপ্রাপ্ত হোক,
যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক।'

তখন বালায়ামের উপরে বালাকের ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি হাতে হাত ঘষে বালায়ামকে বললেন, 'আমার শত্রুদের অভিশাপ দেবার জন্যই আমি আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম, আর দেখুন, এই তিন তিনবারই আপনি সবদিক দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছেন। এখন আপনার অঞ্চলে চলেই যান! আমি বলেছিলাম, আপনাকে বহু বহু গৌরব দান করব, কিন্তু দেখুন, প্রভু আপনাকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছেন।' উত্তরে বালায়াম বালাককে বলল, 'আমি কি আপনার পাঠানো দূতদের সামনেই বলিনি যে, যদিও বালাক সোনা-রুপোয় ভরা তাঁর নিজের গৃহ আমাকে দেন, তবু আমি নিজের ইচ্ছামতই ভাল কি মন্দের জন্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারি না: প্রভু যা বলবেন, আমি তা-ই বলব? এখন দেখুন, আমি আমার স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে যাচ্ছি; তাই আসুন, এই জাতি ভাবীকালে আপনার জাতির প্রতি যে কী করবে, তা আপনাকে জানিয়ে দিই।' সে এই বলে তার দৈববাণী দিতে শুরু করল:

'বেয়োরের সন্তান বালায়ামের উক্তি,
তীক্ষ্ণ চোখ-মানুষের উক্তি;
ঈশ্বরের বাণী-শ্রোতার উক্তি,
পরাৎপরের জ্ঞানের অংশীদারের উক্তি:
সে সর্বশক্তিমানের দর্শনের দর্শক,
সমাধিমগ্ন হলে তার চোখের আবরণ সরে যায়।
আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এখন নয়,
আমি তাঁর দর্শন পাচ্ছি—কিন্তু কাছাকাছি নয়;
যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে,

ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড উৎপন্ন হচ্ছে,
তা মোয়াবের কপালের দুই পাশ ভেঙে দেবে,
সেথ-সন্তানদের খুলি চূর্ণ করবে।
এদোম হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
তাঁর শত্রু সেইরও হবে তাঁর জয়ের অধিকার,
যখন ইস্রায়েল আপন বীর্য দেখাবে!
যাকোবের কে যেন একজন আপন শত্রুদের উপর প্রভুত্ব করবেন
এবং আরে যারা রক্ষা পেয়েছে, তাদের বিনাশ করবেন।'

**শ্লোক** - গণনা ২৪:১৭-১৮; সাম ৭২:১১ দ্রঃ

*প্র* যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে, ইস্রায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড উৎপন্ন হচ্ছে:

*উ* সমগ্র পৃথিবী হবে তাঁর রাজ্যভূমি।

*প্র* সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন, তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।

*উ* সমগ্র পৃথিবী হবে তাঁর রাজ্যভূমি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩)

**এসো, আমরাও প্রভুর ক্রুশে গর্ব করি**

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগই গৌরবের নিশ্চিত প্রত্যাশা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা।

মানুষের জন্য যখন পিতার সনাতন ঈশ্বরত্বের সহভাগী সেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র মানুষের মধ্য থেকে মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া যথেষ্ট গণ্য করলেন না যদি-না যাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেই মানুষের হাতেই মানুষরূপে মৃত্যুও বরণ না করেন, তখন ভক্তদের হৃদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আর কীবা প্রত্যাশা করবে না? প্রভু দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য আমরা যা প্রতিশ্রুত, তা সত্যি মহান; কিন্তু আরও মহান সেইসব কিছু যা আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদের জন্য করে গেছেন। যখন খ্রিষ্ট অধার্মিকদের জন্য মরলেন, তখন মানুষ কোথায় ও কী ছিল? যিনি আপন মৃত্যুও দান করেছেন, তিনি যে পবিত্রজনদের আপন

জীবন দান করবেন, তেমন কথা কে সন্দেহ করতে পারবে? মানুষ যে একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করবে, কেনই বা তেমন কথা বিশ্বাস করতে মানব দুর্বলতা দ্বিধা করে? অথচ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক কিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে: ঈশ্বর মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন!

*আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (যোহন ১:১), এছাড়া খ্রিষ্ট কী? ঈশ্বরের এ বাণী *মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪), কেননা তিনি যদি আমাদের কাছ থেকে মরণশীল মাংস না ধারণ করতেন, তাহলে আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করার মত তাঁর কিছুই থাকত না। এভাবে অমর মৃত্যু বরণ করতে পারলেন, এভাবেই তিনি মরণশীলদের জীবন দান করতে ইচ্ছা করলেন: তিনি আগে যাদের সহভাগী হলেন, পরে তাদের নিজেরই সহভাগী করলেন। কেননা প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করার মত নিজস্ব বলতে আমাদেরও কিছু ছিল না, মৃত্যুবরণ করার মত নিজস্ব বলতে তাঁরও কিছু ছিল না। পারস্পরিক সহভাগিতার এ কী অপরূপ বিনিময়! আমাদেরই যা ছিল, তিনি সেই মৃত্যু বরণ করলেন; তাঁরই যা ছিল, আমরা সেই জীবন যাপন করি।

সুতরাং, আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মৃত্যু নিয়ে আমাদের যে লজ্জাবোধ করতে নেই, শুধু তা নয়, তাতে বরং আমাদের অতিমাত্রায় বিশ্বাস করা ও অতিমাত্রায় গর্ববোধ করাই একান্ত কর্তব্য! কেননা তিনি আমাদের মধ্যে যে মৃত্যু পেয়েছিলেন, তা আমাদের কাছ থেকে ধারণ করায় অধিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিশ্রুত হলেন, নিজের মধ্যে যে জীবন, তা তিনি আমাদের দান করবেন—সেই জীবন এমন, যা আমরা নিজ থেকে পেতে পারতাম না।

যিনি আমাদের এমনভাবেই ভালবেসেছেন যে, পাপের জন্য আমরা যা পাবার যোগ্য ছিলাম, নিষ্পাপ তিনিই পাপীদের হয়ে তা ভোগ করলেন, কেমন করে ধর্মময়তার জন্য আমরা যা পাবার যোগ্য, ধর্মময়তার সাধক সেই তিনি তা দেবেন না? যিনি নিরপরাধী হয়ে দুর্জনদের দণ্ড বরণ করলেন, তিনি যখন সত্যের শরণেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন কেমন করে পবিত্রজনদের পুরস্কার দেবেন না? সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, সাহসের সঙ্গে স্বীকার করি, এমনকি ঘোষণাও করি, খ্রিষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন: ভয়ে

অভিভূত হয়ে নয়, বরং আনন্দিত হয়ে, লজ্জাবোধ করে নয়, বরং গর্ববোধ করেই তা প্রচার করি।

তেমন কথা পল ভালই উপলব্ধি করেছিলেন, ও তা গৌরবের নাম বলে প্রশংসা করলেন। যিনি খ্রিষ্ট বিষয়ে মহা ও দিব্য অনেক কিছুই স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন, তবু তিনি খ্রিষ্টের আশ্চর্যময় গুণ—যেমন পিতার কাছে ঈশ্বররূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন, বা মানবরূপে জগতে রাজত্ব করলেন—এসব কিছুতে তিনি গর্ব করেননি, তিনি বরং বললেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি* (গা ৬:১৪)।

## শ্লোক

℣ প্রভু, আমরা তোমার ক্রুশ আরাধনা করি, তোমার গৌরবময় যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করি:

℟ তোমার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর খাতিরে আমাদের দয়া কর।

℣ মিনতি জানাই: তোমার অমূল্য রক্তে যাদের মুক্ত করেছ, তোমার সেই দাসদের সহায়তা কর।

℟ তোমার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর খাতিরে আমাদের দয়া কর।

# পাঠসংগ্রহ - পুণ্য সপ্তাহ

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সূচী

## প্রভুর যন্ত্রণাভোগ তালপত্র রবিবার

জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫০:৪–৫১:৩)

**প্রভুর দাস পরীক্ষায় সহনশীল**

প্রভু পরমেশ্বর আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন,
যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়;
প্রতি সকালে তিনি আমার কান জাগ্রত করে তোলেন,
যেন আমি দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের মত শুনতে পাই।
প্রভু পরমেশ্বর আমার কান উন্মুক্ত করেছেন;
আর আমি প্রতিবাদ করিনি, পিছিয়ে যাইনি।
যারা আমাকে মারছিল, তাদের দিকে পিঠ,
যারা আমার দাড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছিল, তাদের দিকে গাল পেতে দিলাম;
অপমান ও থুথু থেকে মুখ ঢেকে রাখিনি।
প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
এজন্যই আমি বিহ্বল হই না,
এজন্যই পাথরের মতই কঠিন করে তুলেছি আমার মুখ।
আমি জানি, আমাকে লজ্জিত হতে হবে না।
যিনি আমাকে ধর্মময়তা মঞ্জুর করেন, তিনি কাছে আছেন,
কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? এসো, আমরা মুখোমুখি হই!

কে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে?
সে এগিয়ে আসুক!
দেখ, প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায়তা করেন,
কে আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবে?
দেখ, তারা সকলে কাপড়ের মত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
কীটে তাদের গ্রাস করবে।
তোমাদের মধ্যে কে প্রভুকে ভয় করে?
কে তাঁর দাসের বাণীর প্রতি বাধ্য?
যে অন্ধকারে চলে, আলো যার নেই,
সে প্রভুর নামে প্রত্যাশা রাখুক,
তার আপন পরমেশ্বরে ভর করুক।
দেখ, আগুন জ্বালাচ্ছ ও জ্বলন্ত মশাল হাতে রাখছ যে তোমরা,
তোমরা সকলে তোমাদের সেই আগুনের আলোয় চল,
—তোমাদের জ্বালানো সেই মশালের আলোয়ই চল।
আমার কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য এ:
যন্ত্রণায় শুয়ে পড়বে!

আমার কথা শোন, তোমরা যারা ধর্মময়তা অনুসরণ কর,
যারা প্রভুর অন্বেষণ কর।
বিবেচনা করে দেখ সেই শৈলের কথা,
যা থেকে তোমাদের কেটে নেওয়া হয়েছে,
সেই পাথরখাদের কথা, যা থেকে তোমাদের তুলে নেওয়া হয়েছে।
বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম
ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা:
আমি যখন তাকে আহ্বান করেছিলাম, সে তখন একাই ছিল;
আমি কিন্তু তাকে আশিসধন্য করেছি ও তার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছি।
সত্যি, প্রভু সিয়োনের প্রতি করুণা দেখান,

তার সমস্ত ধ্বংসস্তূপের প্রতি করুণা দেখান,
তার মরুপ্রান্তর তিনি এদেনের মত,
তার মরুভূমি প্রভুর উদ্যানের মত করে তোলেন।
তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ,
থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার।

**শ্লোক** - যেরে ১১:১৯; সাম ৪১:৭-৮

*প্র* আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল:

*উ* এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

*প্র* আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করছিল, আমার বিরুদ্ধে আমার অমঙ্গল ভেবে বলছিল:

*উ* এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৪)

**খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ ও তাঁর গৌরবময় ক্রুশ**
**তাঁর বিশ্বাসীর পক্ষে নিরাপত্তা স্বরূপ**

খ্রিষ্ট স্বরূপে ঈশ্বর ও অধিকারে পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য হয়েও তেমন সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং এমন নিঃস্বতায় নিজেকে নমিত করলেন যে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন (ফিলি ২:৬-৮ দ্রঃ)। বস্তুত পেরেক দ্বারা তাঁর হাত বিদ্ধ হল ও তাঁকে ক্রুশে ঝুলানো হল। সত্যি তাঁর যন্ত্রণাভোগ যত আধিপত্য ধ্বংস করল ও সংসার ও এসংসারের শাসনকর্তাদের উপর জয়ী হল, শয়তানের দাসত্ব থেকে সকলকে মুক্ত করল ও ঈশ্বরের কাছে আমাদের উপনীত করল। আমরা তাঁর ক্ষতগুলি দ্বারা নিরাময় হলাম,

ও তিনি ক্রুশের উপরে আমাদের পাপ আপন দেহে বহন করলেন; তাই তিনি মৃত্যু বরণ করতে করতে আমরা প্রাণে বাঁচি, তাঁর যন্ত্রণাভোগ হয়ে উঠল আমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষাফলক স্বরূপ; ফলত যিনি বিধানের দণ্ডাজ্ঞা থেকে আমাদের মুক্ত করেছিলেন, তিনি নিজে পরীক্ষা ও যন্ত্রণা ভোগ করে পরীক্ষিতদের সহায়তা করলেন; পরিশেষে তিনি নগরের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করলেন যেন আপন রক্তে জনগণকে পবিত্রিত করতে পারেন। এজন্য আমি আবার বলছি, খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ, তাঁর অমূল্য ক্রুশ ও তাঁর বিদ্ধ হাত দু'টো তাঁর বিশ্বাসীদের পক্ষে নিরাপত্তা ও অগম্য ও অভঙ্গুর রক্ষাফলক স্বরূপ। অতএব তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বলেন, *এই দেখ, আমার আপন হাত দিয়ে আমি তোমার প্রাচীর এঁকেছি* (ইশা ৪৯:১৬ সত্তরী পাঠ্য); যার অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর বিদ্ধ হাত বা যন্ত্রণাভোগ দ্বারা তিনি তা সাধন করলেন, কেননা 'হাত' একমাত্র শব্দে সমস্ত যন্ত্রণাভোগ ইঙ্গিত করা হয়। সুতরাং তিনি বলেন, আমি তোমাকে এঁকেছি, অর্থাৎ তোমাকে গড়েছি; আর তুমি সর্বদাই আমার সামনে আছ। বস্তুতপক্ষে তিনি যখন আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তখন কেমন করে আমাদের ভুলে যাবেন? যাদের জন্য তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, কেমন করে তারা তাঁর চোখের সামনে থাকবে না? তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে; এবং আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি* (যোহন ১০:২৭-২৮)। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, আর *কেউই আমার পিতার হাত থেকে তাদের ছিনিয়ে নিতে পারে না* (যোহন ১০:২৯), কেননা তারা পরাৎপরের ছায়ায় ও পরাৎপরের সহায়তায় থাকায় যেন সুরক্ষিত দুর্গেই রয়েছে।

সুতরাং, যখন পিতা ঈশ্বর নিজের কাছে আমাদের রক্ষা করে আপন হাতেই যেন ধরে রাখেন ও এমনটি দেন না আমরা যেন অনুচিত কিছুতে আকর্ষিত হই বা দুর্জনদের শঠতার হাতে পড়ি বা শয়তানের প্রভাবের শিকার হই, তখন আর কোন বাধা নেই তুমি যেন তাঁর হাতে অঙ্কিত সেই সিয়োনের প্রাচীর বলতে তাদেরই কথা বোঝ, যারা আধ্যাত্মিক শিল্পে দক্ষ ও বিভূষিত হওয়ায় তাদের সদ্‌গুণাবলি সাক্ষ্যদানেই পরিচিত। অতএব একই ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা সেই সিয়োনের প্রাচীর বলতে ধন্য প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের বুঝি, যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর সেই বাণী দ্বারা

নিযুক্ত, যে বাণী কখনও ভ্রান্ত হয় না, নিঃশেষিতও হয় না। আর আসলে তাঁদের নাম স্বর্গে লেখা ও জীবিতদের গ্রন্থে রাখা রয়েছে। তিনি যে পুণ্যজন সকলকে মণ্ডলীর প্রাকার ও প্রাচীর বলেন, এতে তুমি বিস্মিত হয়ো না; কেননা তিনি নিজেই হলেন প্রধান প্রাচীর, প্রাকার-বেষ্টনী ও রক্ষাফলক। যেমন তিনি নিজেই সত্যকার আলো, তবু তাঁদের জগতের আলো বলেন (মথি ৫:১৪ দ্রঃ), তেমনি তিনি নিজে প্রাচীর ও বিশ্বাসীদের পূর্ণ নিরাপত্তা হওয়ায় পুণ্যজনদের এ উজ্জ্বল মর্যাদা দিলেন তারাও যেন তাঁর মণ্ডলীর প্রাচীর বলে অভিহিত হয়।

## শ্লোক

℣ হে বিস্ময়কর চিহ্ন, হে গৌরবময় ক্রুশ, যার উপরে আমাদের ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু পাপের ভারে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

℟ তোমাতেই তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন।

℣ মধুর কাষ্ঠ, মধুর পেরেক, করছ বহন মধুর ভার।

℟ তোমাতেই তিনি মৃত্যুকে জয় করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-৯; ২৩:১-৮)

**মন্দ রাজাদের ধিক!**

**দাউদ-বংশীয় এক ধর্মরাজের আগমন প্রতিশ্রুত**

প্রভু একথা বলছেন: 'তুমি যুদার রাজপ্রাসাদে গিয়ে সেখানে এই বাণী ঘোষণা কর। তুমি বলবে: হে যুদা-রাজ, তুমি যে দাউদের সিংহাসনে সমাসীন, তুমি, তোমার পরিষদেরা ও তোমার এই জনগণ যারা এই সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: তোমরা ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর; প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না, উৎপীড়ন করো না; এ স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত করো না। তোমরা যদি এই কথা সযত্নে পালন কর, তবে দাউদের সিংহাসনে আসীন রাজারা রথে ও অশ্বে চড়ে তাদের পরিষদদের ও প্রজাদের সঙ্গে এই প্রাসাদের দ্বার দিয়ে আবার প্রবেশ করবে। কিন্তু তোমরা এই সকল বাণীতে কান না দিলে, তবে, আমি আমার নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করছি যে—প্রভুর উক্তি—এই প্রাসাদ ধ্বংসস্থান হবে।

কেননা যুদার রাজকুল সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
আমার কাছে তুমি ছিলে গিলেয়াদের মত,
লেবাননের পর্বতচূড়ার মত,
কিন্তু আমি তোমাকে মরুপ্রান্তর করব,
করব নিবাসী-বঞ্চিত নগরী!
আমি তোমার বিরুদ্ধে ধ্বংসনকারীদের প্রস্তুত করব,
—প্রত্যেকের হাতে থাকবে নিজ নিজ অস্ত্র!
তারা তোমার সেরা এরসগাছগুলো কেটে আগুনে ফেলে দেবে।

বহু দেশের মানুষ এই নগরীর মধ্য দিয়ে যাবে, এবং তারা একে অন্যকে বলবে: কেনই বা প্রভু এই মহানগরীর প্রতি এমন ব্যবহার করেছেন? উত্তর হবে এ: কারণ তারা

তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি পরিত্যাগ করেছে, অন্য দেবতাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করেছে, ও তাদের সেবা করেছে।'

'ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে।'—প্রভুর উক্তি। এজন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যে পালকেরা আমার জনগণকে চরাতে নিযুক্ত, তাদের সম্বন্ধে একথা বলছেন: 'তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি; দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!—প্রভুর উক্তি। আমি যে সকল দেশে আমার পাল তাড়িয়ে দিয়েছি, সেখান থেকে তার অবশিষ্টাংশকে নিজেই জড় করব, তাদের চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনব; তারা উর্বর হবে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আমি তাদের জন্য এমন পালকদের উদ্ভব ঘটাব যারা তাদের চরাবে, যেন তাদের আর ভীত বা নিরাশ না হতে হয়; তাদের একটাও হারানো থাকবে না।' প্রভুর উক্তি।

'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব;
তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,
দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে
ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে;
তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: "প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।"

অতএব, দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না: সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েলকুলের বংশধরদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর তারা তাদের আপন দেশভূমিতে বসবাস করবে।'

**শ্লোক** - যেরে ২৩:১, ২, ৩

*প্র* ধিক্ সেই পালকদের, যারা আমার পালের মেষগুলিকে বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করে— প্রভুর উক্তি;

*উ* দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!

*প্র* তোমরা আমার মেষদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, তাদের জন্য চিন্তা করনি;

*উ* দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের দুর্ব্যবহারের জন্য চিন্তা করব!

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৫:৩৭-৪০)

**এসো, প্রভুর ক্রুশ বহন করি,**

**আমাদের মাংস বিদ্ধ করে এ ক্রুশই পাপ ধ্বংস করুক**

যে কেউ প্রভুর বিধান ভালবাসে, সে আপন মাংস বিঁধিয়ে দেয়, একথা জেনে যে, যখন পুরাতন মানুষ খ্রিষ্টের সঙ্গে বিদ্ধ হবে, তখন মাংসের লালসা দমিত হবে। সুতরাং তুমি পেরেকটা মার ও পাপের ফসল বিনাশ কর। বস্তুতপক্ষে এমন এক আধ্যাত্মিক পেরেক রয়েছে, যা এ অঙ্গগুলিকে তাঁর ক্রুশে বিঁধিয়ে দেয়। হ্যাঁ, প্রভুর ও তাঁর বিচারগুলির ভয় এ মাংসকে বিঁধিয়ে দিক ও দাসত্বে বশীভূত করুক। কেননা মাংস যদি প্রভুভয়ের পেরেক প্রত্যাখ্যান করে, তবে নিঃসন্দেহে লেখা রয়েছে, *আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা থাকবে না, কেননা সে মাংসমাত্র* (আদি ৬:৩ লাতিন পাঠ্য)। ফলত দৈহিক অঙ্গগুলি ক্রুশে আবদ্ধ না হলে ও প্রভুভয়ের পেরেক দ্বারা বিদ্ধ না হলে সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থাকবেন না।

খ্রিষ্টের সঙ্গে যে মরে, সে-ই পেরেক দ্বারা বিদ্ধ, যে কেউ নিজের দেহে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যু বহন করে, সে যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করতে পারে। তেমন ব্যক্তিই যিশুর এ বাণী শুনতে যোগ্য: *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর, সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর; কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান; উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর* (পরমগীত ৮:৬)। তাই তুমি তোমার বুক ও

তোমার হৃদয় ক্রুশবিদ্ধজনের এ চিহ্নে মুদ্রাঙ্কিত কর, এ চিহ্ন তোমার বাহুতে বিদ্ধ কর, যেন তোমার কর্ম পাপের কাছে মৃত হতে পারে।

পেরেকের দৃঢ়তায় তুমি যেন ভীত না হও, কারণ সেই দৃঢ়তা ভালবাসারই দৃঢ়তা; পেরেকের বলীয়ান কঠোরতায়ও তুমি যেন অভিভূত না হও, কারণ *প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান।* কেননা ভালবাসা দণ্ড ও সমস্ত পাপ মেরে ফেলে; ভালবাসা মরণশীল দেহের মত হত্যা করে: আমরা যখন প্রভুর আজ্ঞাগুলি ভালবাসি, তখন আমরা জঘন্য ও পাপময় কাজকর্মের কাছে মৃত।

ভালবাসা তো ঈশ্বর, ভালবাসা তো সেই ঈশ্বরের বাণী যা *কার্যকর ও যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ; তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এ সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়* (হিব্রু ৪:১২)। ভালবাসার এ পেরেক দিয়ে আমাদের প্রাণ ও দেহ বিদ্ধ হোক, দেহও যেন বলে, *আমি প্রেমপীড়িত* (পরমগীত ৫:৮)।

তাই দেখা যাচ্ছে, ভালবাসার এমন পেরেক ও খড়্গ আছে যা দিয়ে প্রাণকে বিদীর্ণ করে: সুখী সেই মানুষ, যে তেমন খড়্গ দ্বারা বিদীর্ণ হতে যোগ্য হয়ে উঠেছে!

অতএব এসো, সেই বিদারণ দ্বারা নিজেদের বিদীর্ণ হতে দিই, কেননা তেমন বিদারণের ফলে যে মরে, সে আর কখনও মরতে পারবে না। তেমনটিই যিশুর সেই অনুগামীদের মৃত্যু, যাঁদের বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দেখবে না* (মথি ১৬:২৮ দ্রঃ)। যুক্তিসঙ্গত ভাবে পিতর এ মৃত্যু ভয় করতেন না, কারণ তিনি বলছিলেন, খ্রিষ্টকে ত্যাগ করা বা অস্বীকার করার চেয়ে তিনি তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

সুতরাং এসো, প্রভুর ক্রুশ বহন করি, যাতে আমাদের দেহ বিদ্ধ ক'রে এ ক্রুশ পাপ বিনাশ করে; এসো, পুণ্য প্রভুভয়ও বহন করি, কেননা *যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়* (মথি ১০:৩৮)। সে-ই সুখী, যার আছে খ্রিষ্টভয়, ও দৈহিক পাপ যে ক্রুশে দেয়। এ পুণ্য ভয়ের পর পরে সেই ভালবাসা আসে, যা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না; ভালবাসা খ্রিষ্টের মধ্যে মরে, তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়, খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়।

**শ্লোক** - ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

*প্র* আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

*উ* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

*প্র* তা দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

*উ* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

# পুণ্য সপ্তাহ—সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫২:১৩–৫৩:১২)

**আমাদের পাপের কারণে প্রহরিত প্রভুর দাস**

দেখ! আমার দাস কৃতকার্যই হবেন:
তিনি উন্নীত হবেন, উত্তোলিত হবেন, হবেন মহামহিম।
একদিন যেমন তাঁর জন্য বহু মানুষ শিহরে উঠেছিল,
—অন্য মানুষের তুলনায় তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত ছিল যে,
আদমসন্তানদের সঙ্গে তাঁর আর কোন সাদৃশ্যই ছিল না—
একদিন তেমনি বহু দেশের মানুষ তাঁর বিষয়ে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যাবে।
রাজারা তাঁর কারণে মুখ বন্ধ রাখবে,
কারণ তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে;
যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে।

আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে?
প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে?
তিনি তো তাঁর সামনে বেড়ে উঠেছেন একটা চারাগাছের মত,
শুষ্ক ভূমিতে একটা শিকড়ের মত।
তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে;
তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে।
অবজ্ঞাত ও মানুষের পরিত্যক্ত,
এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়;
যার সামনে লোকে মুখ আচ্ছাদন করে
তেমন মানুষের মতই তিনি অবজ্ঞাত হলেন,

আর আমরা তাঁকে কোন সম্মানই দিইনি।

অথচ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন;
বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট;
আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত,
পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত!
তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন;
আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন;
যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।
তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;
প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।
অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন
—তবু খুললেন না মুখ।
তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত,
লোমকাটিয়েদের সামনে নীরব মেষেরই মত
—তবু খুললেন না মুখ।
বিচারিত হয়ে তাঁকে জোর প্রয়োগে নেওয়া হল;
তাঁর যুগের মানুষদের মধ্যে কে তাঁর দশায় শোক করল?
হ্যাঁ, তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল,
তাঁর জনগণের শঠতার জন্যই তাঁর উপরে মৃত্যুর আঘাত নেমে পড়ল।
তাঁকে দুর্জনদের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল,
ধনবানের সঙ্গেই তাঁর কবর,
যদিও তিনি কোন অপকর্ম করেননি, যদিও তাঁর মুখেও ছলনা ছিল না।
প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে যন্ত্রণায় চূর্ণ করবেন;
যদি তিনি সংস্কার-বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেন,

তবে তাঁর আপন বংশকে দেখতে পাবেন, দীর্ঘায়ু হবেন,
ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভুর মঙ্গল-ইচ্ছা সিদ্ধিলাভ করবে।

তেমন আন্তর পীড়ন ভোগ করার পর
তিনি জীবনের আলো দেখতে পেয়ে তৃপ্তি পাবেন ;
মানুষ তাঁকে জানবে, ফলে আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে
তুলবেন ;
তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।
তাই আমি তাঁর জন্য বহু মানুষের সঙ্গে একটা অংশ স্থির করব,
ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন ;
কেননা তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন,
এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ;
অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন
এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

শ্লোক - ইশা ৫৩:৭, ১২ দ্রঃ

প্ অত্যাচারিত হয়ে তিনি দুঃখভোগ স্বীকার করলেন—তবু খুললেন না মুখ। তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত ; তিনি মৃত্যুদণ্ডিত হলেন

উ আপন জনগণকে জীবন দেবার জন্য।

প্ তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন,

উ আপন জনগণকে জীবন দেবার জন্য।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরেমিয়া পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০:১-৩)

## যিশুর মৃত্যু গমের শিষের মতই হল

এসো, শুনি নবীর মুখ দিয়ে ত্রাণকর্তা কী বলেন, *আমি ছিলাম এমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: 'এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম কারও মনে না থাকে।'* (যেরে ১১:১৯ লাতিন পাঠ্য)। ইশাইয়াও বলেন, খ্রিষ্ট *মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৭)। এটি হল খ্রিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী, ওপরটায় খ্রিষ্ট নিজে নিজের বিষয়ে কথা বলেন; তিনি বলেন, *আমি ছিলাম এমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, আর আমি তা জানতাম না।* অর্থাৎ আমি অনিষ্ট জানতাম না, পার্থিব সম্পদের কথাও জানতাম না, পাপ অর্থাৎ অন্যায় জানতাম না; এ প্রকৃত সত্য: আমি জানতাম না! তিনি যে কী জানতেন না, তা খোঁজবার দায়িত্ব তোমাকেই দিলেন। প্রেরিতদূতের বাণী পড়: *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন* (২ করি ৫:২১)।

*তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল, এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই* (যেরে ১১:১৯ লাতিন পাঠ্য)। যিশুর যে রুটি আমাদের পুষ্টিসাধন করে, তা হল তাঁর বাণী। তিনি শিক্ষা দিতে গেলে যেহেতু কেউ কেউ তাঁর শিক্ষায় বাধা দিতে চাচ্ছিল, সেজন্য তাঁকে ক্রুশে দিতে গিয়ে তারা বলল, *এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই।* যিশুর বাণী ও শিক্ষার পরে তারা গুরুর ক্রুশারোপণ ঘটাল: এই তো তাঁর রুটিতে দেওয়া সেই কাঠ। *এসো, আমরা তার রুটিতে কাঠ দিই,* একথা তারা শঠতার সঙ্গেই উচ্চারণ করে বটে, আমি কিন্তু বিস্ময়কর কিছু বলব: যে কাঠ তাঁর রুটিতে দেওয়া হয়েছে, তা রুটি আরও উত্তম করে তুলল। এক্ষেত্রে তুমি মোশির বিধান থেকে উপযুক্ত উদাহরণ পেতে পার: তিত জলে দেওয়া সেই কাঠ যেমন জল মিষ্টি করল, তেমনি খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের কাষ্ঠ তাঁর শিক্ষাবাণীতে দিয়ে তাঁর রুটি আরও মিষ্টি করল। কেননা তাঁর রুটিতে কাঠ দেওয়ার আগে, অর্থাৎ যখন সেই রুটি কাঠ নয়, কেবল রুটিই ছিল, তখনও তাঁর কণ্ঠ

সারা পৃথিবী জুড়ে ধ্বনিত হয়নি; যখন কাষ্ঠ দ্বারা শক্তি পেয়েছে, তখনই তাঁর যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী গোটা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাক্তন সন্ধির জল কাঠের স্পর্শে মিষ্টি হয়ে উঠেছিল সেই ক্রুশকাষ্ঠই গুণে যা সেই কাঠের আকারে পূর্বাভাস বলে উপস্থিত।

*এসো, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে* (যেরে ১১:১৯)। তারা এভাবে তাঁকে হত্যা করল, তারা কেমন যেন তাঁর নাম সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করে। যিশু কিন্তু জানেন, তিনি কেন ও কেমন করে মরতে যাচ্ছেন। এজন্য তিনি বলেন: গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা বহু ফল উৎপন্ন করে না (যোহন ১২:২৪ দ্রঃ)।

তাই গমের শিষের মত যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যু বীজ-বপনের চেয়ে সাতগুণ ও বহু ফল উৎপন্ন করল। এসো, একটু ভেবে দেখি, তিনি যদি ক্রুশবিদ্ধ না হতেন ও মৃত্যুর পরে যদি পাতালে না নামতেন কী হত? গমের সেই শিষ একটিমাত্র থাকত ও তা থেকে অন্য গম উৎপন্ন হত না। গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে না মরে যায়, তবে ফল দেয় না: এ দিব্য বাণী মনোযোগ দিয়ে শোন, আসল বক্তব্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। যিশুর মৃত্যু এ সমস্তকেই ফলস্বরূপ উৎপন্ন করল। তাহলে যখন মৃত্যু এতই প্রচুর ফসল উৎপন্ন করল, তখন তাঁর পুনরুত্থান আর কতই না অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য এনে দেবে!

শ্লোক - হিব্রু ৫:৭, ৯; যাত্রা ১৭:১১

প্র তাঁর পার্থিব জীবনকালে

উ খ্রিষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, এবং তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

প্র মোশি হাত দু'টো তুলে রাখলে ইস্রায়েল জয়ী হত।

উ খ্রিষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, এবং তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৬:১-১৫)

## তাঁর দেওয়া ভাববাণীর কারণে
## যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার ও বিচার

যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রভু একথা বললেন: 'প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াও, এবং যুদার সকল শহরের যে অধিবাসীরা প্রভুর গৃহে প্রণিপাত করতে আসে, আমি যে সকল বাণী বলতে তোমাকে আজ্ঞা করেছি, তা তাদের শোনাও; একটা কথাও চেপে রেখো না। কি জানি, তারা তোমার কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে; তাহলে তাদের আচরণের ধূর্ততার কারণে আমি তাদের যে অমঙ্গল করব বলে মনে করছিলাম, তা থেকে ক্ষান্ত হব। তাই তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তোমরা যদি আমাকে না শোন, তোমাদের সামনে যে নির্দেশগুলি আমি রেখেছি, যদি সেই নির্দেশপথে না চল, তোমাদের কাছে যাদের আমি নিজেই তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে পাঠিয়ে আসছি, কিন্তু যাদের কথায় তোমরা কান দাওনি, আমার দাস সেই নবীদের বাণী যদি মনোযোগ দিয়ে না শোন, তবে আমি এই গৃহকে শীলোর মত করব, এবং এই নগরীকে করব পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে অভিশাপের শামিল।'

যখন যেরেমিয়া প্রভুর গৃহে এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তা শুনতে পেল; তাই যেরেমিয়া, সমস্ত লোকের কাছে প্রভু যা কিছু বলতে তাঁকে আজ্ঞা করেছিলেন, তা বলা শেষ করলে পর যাজকেরা, নবীরা ও গোটা জনগণ তাঁকে গ্রেপ্তার করল; তারা বলল, 'তোমাকে মরতে হবে! তুমি কেন প্রভুর নামে এই ভাববাণী দিয়েছ যে, এই গৃহ শীলোর মত হবে, এবং এই নগরী ধ্বংসিত ও নিবাসী-বিহীন হবে?' আর সমস্ত জনতা প্রভুর গৃহে যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে ভিড় করে সমবেত হল।

ব্যাপারটা শুনে যুদার সমাজনেতারা রাজপ্রাসাদ থেকে প্রভুর গৃহে উঠে এলেন, এবং প্রভুর গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে আসন নিলেন। তখন যাজকেরা ও নবীরা সমাজনেতাদের ও গোটা জনগণকে বলল, 'লোকটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কারণ এই নগরীর বিরুদ্ধে ভাববাণী দিল, যেমনটি তোমরা নিজেদের কানে শুনেছ।' কিন্তু

যেরেমিয়া সকল সমাজনেতাকে ও গোটা জনগণকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা যা শুনেছ, এই গৃহের ও এই নগরীর বিরুদ্ধে তেমন ভাববাণী দিতে স্বয়ং প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর ও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে প্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা বলেছেন, তা ফিরিয়ে নেবেন। আর আমি, এই যে, আমি তো তোমাদেরই হাতে! আমাকে নিয়ে তোমরা যা ভাল ও ন্যায্য মনে কর, তাই কর। তবু একথা নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ যে, যদি আমাকে বধ কর, তোমরা তোমাদের নিজেদের উপরে, এই নগরীর উপরে ও তার অধিবাসীদের উপরে নির্দোষীর রক্তপাতের অপরাধ ডেকে আনবে, কারণ তোমাদের কানে এই সমস্ত কথা শোনাতে প্রভু সত্যিই আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

শ্লোক

প্র ওরা আমাকে দুর্জনদের হাতে সঁপে দিল, অপকর্মাদের মধ্যে নিক্ষেপ করল, আমার প্রাণের মায়া করল না ; আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শক্তিশালীরা একত্র হল,

উ বিরাট অদ্ভুত মানুষের মতই ওরা আমার সামনে দাঁড়াল।

প্র বিজাতিরা আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ও শক্তিশালীরা আমার প্রাণ চাইল,

উ বিরাট অদ্ভুত মানুষের মতই ওরা আমার সামনে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৭১:১-২)

**খ্রিষ্টের মৃত্যু জীবনের উৎস**

প্রিয়জনেরা, তোমাদের খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হতে অনুরোধ করায় আমাদের স্পষ্টই উদ্দেশ্য ছিল, যেন বিশ্বাসীদের জীবন নিজের মধ্যেই পাস্কা-রহস্য বাস্তবায়িত করে, ও পর্বে যা উদ্‌যাপিত হয় তা যেন জীবনেই পালিত হয়।

একথা যে কতই না উপযোগী, তোমরা নিজেরাই তার অভিজ্ঞতা করেছ ; তোমাদের নিজেদের ভক্তি থেকে তোমরা শিখতে পেরেছ দীর্ঘকালীন উপবাস, অবিরত প্রার্থনা ও উদার অর্থদান আত্মা ও দেহের পক্ষে কতই না কল্যাণকর হয়েছে। প্রায়ই এমন কেউই

নেই, যে এ অনুশীলনে বৃদ্ধিশীল হয়ে নিজের গুপ্ত অন্তরে এমন কিছু পায়নি যা নিয়ে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই আনন্দ বোধ করতে পারে।

তাই আমরা যদি এ চল্লিশ দিন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে ইচ্ছা করি যেন প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে ক্রুশ-রহস্যের কিছু উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে এও চেষ্টা করা প্রয়োজন, ঈশ্বর যেন দেখতে পান আমরা খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের অংশী, যাতে করে এ দেহে থাকতেও আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারি।

যে কেউ এক জীবনধারণ থেকে অন্য জীবনধারণে উত্তীর্ণ হয়, তার রূপান্তর যাই হোক না কেন তার পক্ষে উদ্দেশ্যটি হল, সে আগে যা ছিল তাতে থেকে যাওয়া নয়, বরং সে যা ছিল না তাতেই নবজন্ম লাভ করা।

তবু কার জন্য আমরা জীবনযাপন করব বা মৃত্যুবরণ করব, তা জানা একান্ত প্রয়োজন; কেননা এমন মৃত্যু আছে যা জীবনের উৎস, ও এমন জীবন রয়েছে যা মৃত্যুর কারণ। আর দু'টোর মধ্যে বেছে নেওয়া কেবল এ বর্তমানকালেই সম্ভব: এ অস্থায়ী জীবনে যে ধরনের কর্ম পালন করি, চিরকালীন জীবনে যে কী প্রতিফল পাব তার উপরেই নির্ভর করে।

সুতরাং এ প্রয়োজন: শয়তানের কাছে মৃত্যুবরণ করব ও ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করব; অধর্ম ত্যাগ করব যেন ধর্মময়তার উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারি। আর যেহেতু —স্বয়ং সত্যের বাণী অনুসারে—*দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়* (মথি ৬:২৪), সেজন্য প্রভু যেন আমাদের জন্য সেই তিনিই না হন, যিনি গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেন, বরং তিনিই হন, যিনি বিনম্রদের গৌরবে উন্নীত করেন। প্রেরিতদূত বলেন, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব* (১ করি ১৫:৪৭-৪৯)। এ রূপান্তর নিয়ে আমাদের গভীর আনন্দে আনন্দিত হওয়া দরকার, কেননা এর মধ্য দিয়েই তো আমরা পার্থিব জঘন্য দশা থেকে স্বর্গীয় মর্যাদায় উত্তীর্ণ হই তাঁরই অবর্ণনীয় করুণা গুণে, যিনি তাঁর নিজের কাছে আমাদের উন্নীত করার জন্য আমাদের কাছে নেমে এলেন: আর তিনি এতই নিচে নামলেন যে,

শুধু মানবস্বরূপ নয়, বরং পাপাধীন স্বরূপের দশাও ধারণ করায় সম্মত হলেন যাতে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় সেই ঈশ্বরত্ব নিজের ব্যক্তিত্বে সেই যন্ত্রণাই ভোগ করে, যা মরণশীল মানুষ নিজের দুর্দশায় বহন করে।

**শ্লোক** - গা ২:১৯, ২০

*প্র* আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি ; এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে ; অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

# পুণ্য সপ্তাহ—মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিলাপ-গাথা থেকে পাঠ (১:১-১২, ১৮-২০)

**যেরুশালেমের বিষণ্ন অবস্থা**

হায়, কেমন একাকিনী হয়ে বসে আছে সেই নগরী,
যা একসময়ে লোকে পরিপূর্ণা ছিল!
সর্বজাতির মধ্যে যে ছিল প্রধানা,
সে হয়েছে বিধবার মত।
একসময়ে প্রদেশগুলোর মধ্যে যে ছিল ঠাকুরানী,
সে এখন করের অধীনা।

সে কাঁদে সারারাত ধরে,
তার গাল বেয়ে অঝোরে পড়ে অশ্রুজল;
তার সকল প্রেমিকের মধ্যে
তাকে সান্ত্বনা দেবে এমন কেউ নেই;
তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সকল সখা,
তারা সকলেই এখন তার শত্রু।

দুঃখ ও তীব্র শ্রমের পরে
যুদা গিয়েছে নির্বাসন-দেশে;
জাতিসকলের মাঝেই এখন তার বাস,
সে কোথাও পাচ্ছে না একটা বিশ্রামস্থান;
তার সমস্ত সঙ্কটের মাঝে
তার নাগাল পেয়েছে তার সকল উৎপীড়ক।

সিয়োনের দিকে যত পথ শোক পালন করছে,
তার পর্বোৎসবে আর কেউ আসে না ;
শূন্যই তার সকল নগরদ্বার,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার যাজক-সমাজ ;
তার কুমারীরা দুঃখক্লিষ্ট,
সে নিজেই করছে তিক্ত কষ্টভোগ।

তার বিরোধীরাই এখন তার মাথা,
তার শত্রুসকল সমৃদ্ধি ভোগ করছে,
কারণ তার অসংখ্য অধর্মের জন্য
তাকে ক্লিষ্ট করেছেন প্রভু ;
শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হয়ে
তার বালকেরা বন্দিদশায় গেল।

আর সিয়োন কন্যার যে সমস্ত শোভা,
এখন তার হয়েছে অন্তর্ধান।
তার নেতাসকল হয়েছে এমন হরিণের মত,
যেগুলো পায় না কোন চারণমাঠ ;
তাদের বিতাড়কদের আগে আগে তারা
শক্তিহীন হয়ে যায়, পালিয়ে যায়।

যেরুশালেমের এখন মনে পড়ে
তার দুঃখ ও দুর্গতির সেই সকল দিন,
—তার প্রাচীনকালের সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন—
যে দিনে তার নিবাসীসকল মারা পড়ছিল শত্রুর হাতে,
আর তার সাহায্য করার মত কেউই ছিল না।
তার শত্রুরা তখন তার দিকে তাকাত,
তার সর্বনাশে করত উপহাস।

যেরুশালেম এমন গুরু পাপ করেছে যে,
সে হয়েছে যেন অশুচি বস্তুর মত ;
যারা তাকে সম্মান করত, তারা এখন তাকে তুচ্ছ করে,
তারা যে তার উলঙ্গতা দেখতে পায়!
সে নিজেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে,
পিছন ফিরে পড়ে যায়।

তার মলিনতা রয়েছে তার বস্ত্রের প্রান্তভাগে,
মনে করছিল না সে এমনটি হবে তার নিজের পরিণাম ;
আর এইজন্য আশ্চর্য হয়েছে তার পতন,
তাকে সান্ত্বনা দেবে এখন কেউ নেই।
‘আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ, প্রভু,
আমার শত্রু আমার উপর যে করছে জয়োল্লাস।’

তার সমস্ত মনোহর বস্তুর উপর
বিরোধী বাড়াচ্ছে তার আপন হাত ;
হ্যাঁ, সে দেখতে পাচ্ছে সেই বিজাতীয় সকলকে
তার আপন পবিত্রধামে প্রবেশ করতে,
যাদের তুমি নিষেধ করেছিলে
তোমার জনসমাবেশে প্রবেশ করতে।

তার সমস্ত জনগণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,
অন্নের অন্বেষণ করছে ;
খাদ্যের বিনিময়ে নিজ নিজ মনোহর যত বস্তু দিচ্ছে,
যাতে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে তাদের আপন প্রাণ ;
‘চেয়ে দেখ গো প্রভু ;
ভেবে দেখ আমি কেমন অবজ্ঞার পাত্র।

তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল,

ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,
এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত,
এই যে দুঃখ দেওয়া হয়েছে আমায়,
এই যে দুঃখদণ্ডে প্রভু আমায় দণ্ডিত করলেন
তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের দিনে।

প্রভু ধর্মময়,
আমিই যে হয়েছি তাঁর বাণীর প্রতি বিদ্রোহিণী!
শোন, হে জাতিসকল,
আমার দুঃখের দিকে চেয়ে দেখ!
আমার কুমারী ও যুবাসকল
বন্দিদশায় গেছে!

আমি আমার প্রেমিকদের ডাকলাম,
কিন্তু আমার প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল;
আমার যাজক, আমার প্রবীণসকল
নগরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করল,
তারা অন্নের অন্বেষায় ছিল,
যাতে বাঁচাতে পারে প্রাণ।

দেখ, প্রভু, কেমন সঙ্কট আমার!
আমার অন্ত্ররাজি আলোড়িত,
বুকে হৃদয় কম্পান্বিত,
আমি যে সত্যিই হয়েছি বিদ্রোহিণী!
বাইরে খড়্গ আমায় নিঃসন্তান করছে,
ভিতরে মৃত্যুই যেন উপস্থিত!'

শ্লোক - বিলাপ ১:১২

*প্র* তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল, ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,

℣ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

℟ শোন সর্বজাতি, চেয়ে দেখ

℣ এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১৩১:৬-৭)

**যিনি জীবন, সেই খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করতে চাইলেন**

**তিনি যেন আমাদের ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তুলতে পারেন**

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, যিনি ন্যায়বান হওয়ায় মানবপরিত্রাণের সমস্ত রহস্যের সিদ্ধি সাধন করলেন ও যাঁর পূর্বাভাস নবীরা দাউদে দেখেছিলেন, তিনি বিশেষভাবে একাজ সম্পন্ন করতে চাইলেন, তিনি যেন ঐশজ্ঞানে বিজ্ঞ মানুষকে ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তোলেন। মানুষেরই যে ঈশ্বরের আবাস হবার কথা, তা আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই জানি, যিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব* (২ করি ৬:১৬; লেবীয় ২৬:১১-১২); *আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, আর তারা হবে আমার আপন জনগণ* (এজে ৩৭:২৭); তিনি আরও বলেন, *তারা চিরকালের মত আনন্দ করবে, ও আমি তাদের মধ্যে বসবাস করব* (সাম ৫:১২ লাতিন পাঠ্য)।

তাছাড়া সুসমাচারে প্রভু একথা বললেন, *যে কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে; আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)। প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন* (১ করি ৩:১৬)।

ঈশ্বর ভক্তদের মনে বাস করেন বটে, কিন্তু দৈহিক অর্থে বা এমন উচ্চতর ধরনের আগমনের ফলে নয়, তিনি কেমন যেন এক স্থান থেকে বেরিয়ে যেখানে প্রবেশ করলেন সেইখানে মাত্র থাকেন; না, তিনি বরং পার্থিব কালিমা থেকে মুক্ত হৃদয়ে আত্মিক

শক্তিগুণে প্রবেশ করেন ও তাদের আলোকিত করার উদ্দেশ্যে পবিত্রতায় উন্মুক্ত মনের মধ্যে আলোরূপেই নিজেকে সঞ্চার করেন।

এজন্য তাঁর আপন ধারণ করা দেহে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র শপথ করেন, তিনি আপন গৃহের মধ্যে ঢুকবেন না, অর্থাৎ আপন স্বর্গীয় আবাসে ফিরে যাবেন না যতক্ষণ মানুষের অন্তর প্রভুর বাসস্থান না করে তোলেন। একইভাবে তিনি শয্যায় শুতে যেতে চাইলেন না (সাম ১৩২:৩ দ্রঃ)। এখন, শয্যাটা হচ্ছে মানব শ্রমের বিশ্রাম ও ক্লান্ত দেহের আরাম; কিন্তু যেহেতু ঈশ্বরের অক্লান্তিকর স্বরূপ শ্রম মানে না, সেজন্য স্বর্গে ঈশ্বর সবসময়ই বিশ্রামে আছেন ও সবসময়ই শয্যায় শায়িত, অর্থাৎ তাঁর বিশ্রাম অবিরত।

আমাদের প্রভু আপন ঐশস্বরূপ বজায় রেখে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মৃত্যু *পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৮): আমি জানি না, তিনি মৃত্যুর চেয়ে অধিক কষ্টকর কোন্ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারতেন। তিনি কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্যেই ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন, যেন আমাদের ঈশ্বরের যোগ্য আবাস করে তুলতে পারেন। বস্তুত নিজেই জীবন যিনি, তিনি মৃত্যু বরণ করতে চাইলেন ও অক্লান্ত শক্তি প্রকাশে দেহের এই দুর্বল আবাস ধারণ করতে অস্বীকার করেননি যেন আপন ঐশস্বরূপ বজায় রেখে দাসের অবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব তিনি তাঁর সেই শাশ্বত আনন্দের শয্যা ছেড়ে দিলেন; এবং তখনই তাঁর সেই শয্যা দুর্বলতায় পরিণত করলেন যখন পিতার ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা গুণে তিনি ঈশ্বর হয়েও মানুষ, শক্তিমান হয়েও দুর্বল, জীবনদাতা হয়েও মৃত্যুর অধীন, ও অনাদিকালীন বিচারকর্তা হয়েও নিজেকে ক্রুশদণ্ডের যোগ্য অপরাধী করলেন।

শ্লোক - ফিলি ২:৬-৭; রো ১৫:১, ৩

℣ খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;

℟ বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

℣ আমাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা; বাস্তবিকই খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি,

ঊ বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১৩–৯:৯)

## প্রভুর আঙুরলতার উপর বিলাপ

আমি তাদের নিঃশেষেই নিশ্চিহ্ন করব—প্রভুর উক্তি :
আঙুরলতায় আর থাকবে না আঙুরফল,
ডুমুরগাছেও আর থাকবে না ডুমুরফল,
কেবল জীর্ণ পাতাই থাকবে ;
হ্যাঁ, আমি এমন এক জাতিকে যুগিয়েছি, যারা তাদের পদদলিত করবে !
আমরা কেন বসে থাকি ?
জড় হও ; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করে সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে থাকি,
কারণ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের স্তব্ধ করে দিচ্ছেন।
তিনি তো বিষাক্ত জল আমাদের পান করাচ্ছেন,
আমরা যে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি !
আমরা শান্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু মঙ্গল হল না ;
নিরাময়-ক্ষণের প্রত্যাশায় ছিলাম, কিন্তু দেখ, সন্ত্রাসই উপস্থিত।
দান থেকে তার ঘোড়াদের হাঁপানি শোনা যাচ্ছে,
তার দ্রুতগামী ঘোড়াদের ডাকের শব্দে সমস্ত দেশ কাঁপছে ;
তারা দেশ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,
শহর ও তার অধিবাসীদের গ্রাস করতে আসছে।
দেখ, আমি তোমাদের মাঝে পাঠাচ্ছি এমন বিষাক্ত সাপের দল,
যেগুলো কোন জাদু মানবে না ; সেগুলো তোমাদের কামড়াবে। প্রভুর উক্তি।

হায়, আমার দুঃখের প্রতিকার নেই !
আমার হৃদয় মূর্ছা যায় !
এই যে, দূরদূরান্তর এক বিস্তীর্ণ দেশ থেকে
আমার জাতি-কন্যার চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে ;

প্রভু কি সিয়োনে আর নেই?
তার রাজা কি তার মধ্যে আর নেই?
তারা কেন তাদের দেবমূর্তি দ্বারা,
ও বিজাতীয় অসার বস্তুগুলো দ্বারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে?
শস্য কাটার সময় গেল, ফলসংগ্রহের কাল শেষ হল,
কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পাইনি।
আমার জাতি-কন্যার ক্ষতের জন্য আমি নিজেই বিক্ষত,
আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা, সন্ত্রাসগ্রস্ত।
গিলেয়াদে কি আর মলম নেই?
সেখানে কি আর কোন চিকিৎসক নেই?
আমার জাতি-কন্যার ক্ষত কেন নিরাময় হয় না?
হায়, কে আমার মাথা জলের উৎস করবে?
কে আমার চোখ অশ্রুজলের ঝরনা করবে,
যেন আমার জাতি-কন্যার নিহতদের জন্য
আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলতে পারি?
হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!
তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,
কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।

বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।
তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন;
তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।

এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব;
অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব?
তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?
আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।

শ্লোক - যেরে ২:২১ দ্রঃ

প্র আমি সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;

উ তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ যে, আমাকে ক্রুশে দিলে ও বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলে?

প আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;

উ তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ যে, আমাকে ক্রুশে দিলে ও বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'সহিষ্ণুতার নানা গুণ' থেকে পাঠ (৬-৭)

## তিনি সবকিছু শেষ পর্যন্ত সহ্য করেন,
## যাতে পূর্ণ ও নিখুঁত সহিষ্ণুতা খ্রিষ্টেই সিদ্ধি লাভ করে

যিনি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন বলে ঘোষণা করলেন, তিনি যে নানা বিস্ময়কর গুণের মধ্য দিয়ে ঐশমাহাত্ম্যের বিচারগুলি প্রকাশ করলেন, সেই নানা গুণের মধ্যে তিনি গভীর কোমলতার মনোভাবে পিতার সহিষ্ণুতাও মূর্ত করলেন। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের প্রথম মুহূর্ত থেকে তাঁর প্রতিটি কাজ সহিষ্ণুতায় চিহ্নিত; সর্বপ্রথম এ হচ্ছে যে, সেই স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠতা থেকে পার্থিব দশায় নমিত হয়ে তিনি ঈশ্বরপুত্র হয়েও মানবদেহ পরিধান করতে, ও নিষ্পাপ হয়েও পরের পাপ হরণ করতে অস্বীকার করেননি। সেজন্য অমরতা ত্যাগ করে তিনি মরণশীল হতে প্রসন্ন হলেন, যাতে নিরপরাধী তিনি অপরাধীদের পরিত্রাণের জন্য মরতে পারেন। যিনি প্রভু, তিনি দাসের হাতে ধৌত হন, ও যাঁর সকলের পাপ মোচন করার কথা, তিনি *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনে* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) আপন দেহ ধৌত করতে কুণ্ঠিত নন।

যিনি পরকে পরিপুষ্ট করেন, তিনি চল্লিশ দিনের উপবাস পালন করেন, ও ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালার অভিজ্ঞতা করেন, যারা বাণী ও অনুগ্রহের জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, তারা যেন স্বর্গীয় রুটিতে পরিতৃপ্ত হতে পারে। তিনি প্রলুব্ধকারী সেই শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, ও তাঁকে পরাভূত করায় প্রীত হয়ে আর বেশি কথা বলেন না।

তিনি শিষ্যদের কাছে দাসদের কাছেই যেন প্রভুর অধিকার দেখিয়ে আদেশ করেন না; তিনি বরং কোমল ও নম্র হয়ে তাঁদের ভাইদের মত ভালইবাসেন; এমনকি প্রেরিতদূতদের পাও ধুয়ে দেন, যেন আপন আদর্শ দানে শেখাতে পারেন যে, যখন প্রভু

আপন দাসদের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করেন, তখন দাসও আপন সদৃশদের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার করবে।

যারা তাঁর অনুসরণ করত, তিনি যে তাদের সঙ্গেও সেভাবে ব্যবহার করলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই: তিনি তো অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে শেষ পর্যন্তই যুদাকে সহ্য করলেন: তিনি শত্রুর সঙ্গে ভোজে বসলেন, তার ষড়যন্ত্র জেনেও তার শত্রুতা প্রকাশ করেননি, এমনকি বিশ্বাসঘাতকের চুম্বনও অস্বীকার করেননি।

যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশের সময়েও, তাঁর হত্যা ও রক্তপাতের নির্মমতম ক্ষণ আসার আগে পর্যন্ত তিনি কতই না অপমান ও গালি সহিষ্ণু হয়ে শোনেন, কতই না লজ্জাকর তামাশা সহ্য করেন, এমনকি যিনি কিছু দিন আগে থুথু দিয়েই জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন, তিনি তার অপমানকারীদের থুথু আপন দেহে গ্রহণ করেন। যাঁর নামে এখন তাঁর সেবকেরা শয়তানকে তার দূতদের সহ কশাঘাত করে, তিনি কশাঘাত গ্রহণ করেন। যিনি সাক্ষ্যমরদের শাশ্বত ফুলের মালায় ভূষিত করেন, তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট দেওয়া হয়; যিনি বিজয়ীদের প্রকৃত জয়চিহ্ন সেই খেজুরপাতা দান করেন, তাঁর মুখমণ্ডলে হাতের পাতা দিয়ে মারা হয়; যিনি পরকে অমরতায় পরিবৃত করেন, তিনি পার্থিব পোশাকে বিবস্ত্র হন; যিনি স্বর্গীয় খাদ্য দান করলেন, তাঁকে পিত্ত দেওয়া হয়; তিনি পরিত্রাণের পানীয় দান করছেন আর দেখ, তাঁর পিপাসায় সির্কা দেওয়া হয়।

যিনি নিরপরাধী, যিনি ন্যায়বান, এমনকি যিনি স্বয়ং নিরপরাধিতা ও ন্যায় স্বরূপ, তাঁকে অপকর্মাদের মধ্যে গণ্য করা হয়; স্বয়ং সত্য মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা পদদলিত; যাঁর সমস্ত বিচার সম্পন্ন করার কথা, তিনি বিচারিত; যিনি ঈশ্বরের বাণী, তিনি নীরবেই ক্রুশের দিকে নিজেকে চালিত হতে দেন। আর যখন প্রভুর ক্রুশের সাক্ষাতে জ্যোতিষ্করাজি দিশেহারা হয়, সমস্ত পদার্থ আলোড়িত হয়, পৃথিবী কম্পিত হয়, রাত দিনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, তখন তিনি নীরব থাকেন, অটল থাকেন, যন্ত্রণাভোগের সময়েও আপন ঐশমর্যাদার কথা উল্লেখ করেন না।

শ্লোক - ইশা ৫৩:৭, ১২ দ্রঃ

*প্র* তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত—তবু খুললেন না মুখ। তিনি মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন

ঊ আপন জাতিকে জীবন দেবার জন্য।

প তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন

ঊ আপন জাতিকে জীবন দেবার জন্য।

# পুণ্য সপ্তাহ—বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিলাপ-গাথা থেকে পাঠ (২:১-১০)

**প্রভুর দেওয়া শাস্তি**

আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে
সিয়োন কন্যাকে আচ্ছন্ন করেছেন!
তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন
ইস্রায়েলের কান্তি।
তিনি নিজের ক্রোধের দিনে
স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।

প্রভু দয়া না দেখিয়ে
বিনাশ করেছেন যাকোবের সকল বাসস্থান;
কুপিত হয়ে উৎপাটন করেছেন তিনি
যুদা-কন্যার যত দৃঢ়দুর্গ;
তার রাজ্য ও তার নেতাদের তিনি
ভূমিসাৎ করেছেন, করেছেন অপবিত্র।

জ্বলন্ত ক্রোধে তিনি উচ্ছেদ করেছেন
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রতাপ;
শত্রুর আগমনে তিনি
ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁর আপন ডান হাত;
যাকোবকে জ্বালিয়েছেন এমন অগ্নিশিখার মত,
যা চারদিকে সবকিছু করে গ্রাস।

তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিচ্ছেন শত্রুর মত,
তাঁর ডান হাত শক্ত করে রাখছেন বিরোধীর মত ;
সবই বধ করছেন,
যা চোখের পুলক।
সিয়োন কন্যার তাঁবুর উপর
তিনি নিজের রোষ বর্ষণ করছেন আগুনের মত।

প্রভু হয়েছেন শত্রুর মত,
ইস্রায়েলকে ধ্বংস করছেন ;
ধ্বংস করছেন তার সকল প্রাসাদ,
ভেঙে ফেলছেন তার যত দৃঢ়দুর্গ ;
বৃদ্ধি করেছেন
যুদা-কন্যার বিলাপ, তার শোক।

তিনি কুটির সহ নষ্ট করেছেন সেই উদ্যান,
ধ্বংস করেছেন সেই উদ্যানের মিলন-স্থান ;
সিয়োনে মুছে ফেলেছেন
যত পর্বোৎসব ও শাব্বাতের স্মৃতি,
রাজা ও যাজককে তিনি
উপেক্ষা করেছেন তাঁর উত্তপ্ত ক্রোধে।

প্রভু পরিত্যাগ করেছেন তাঁর আপন বেদি,
ঘৃণা করেছেন তাঁর আপন পবিত্রধাম ;
তুলে দিয়েছেন শত্রুর হাতে
তার যত প্রাসাদের প্রাচীর ;
তারা প্রভুর গৃহে জাগিয়ে তুলছে কোলাহল
এক পর্বদিনেই যেন !

প্রভু সঙ্কল্প নিয়েছেন,

তিনি ভেঙে ফেলবেন সিয়োন কন্যার প্রাচীর ;
সুতো টেনে তিনি মাপতে লাগলেন,
বিলুপ্তি থেকে ফিরিয়ে নেবেন না তাঁর আপন হাত ;
তিনি বিষণ্ন করেছেন প্রাকার, বিষণ্ন করেছেন প্রাচীর,
এখন দু'টোই নিস্তেজ !

মাটিতে নিমজ্জিত রয়েছে যত নগরদ্বার,
তিনি ভেঙে ফেলেছেন, ছিন্ন করেছেন তার অর্গল ;
তার রাজা, তার নেতারা—সকলেই বিজাতীয়দের মাঝে,
বিধান-পুস্তক আর নেই ;
তার নবীরাও প্রভু থেকে
আর কোন দর্শন পায় না।

সিয়োন কন্যার প্রবীণসকল
নীরব হয়ে মাটিতে বসে আছে,
মাথায় ছড়াচ্ছে ধুলা,
কোমরে চটের কাপড় বাঁধা ;
যেরুশালেমের কুমারীসকল
মাটি পর্যন্ত মাথা হেঁট করছে।

শ্লোক - মথি ২৩:৩৭, ৩৮; ইশা ২৯:৩, ৪

প্র হে যেরুশালেম, মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি !

উ দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে !

প্র আমি গড় দিয়ে চারদিকে তোমাকে ঘিরে ফেলব, তোমার বিরুদ্ধে অবরোধ-জাঙ্গাল নির্মাণ করব ; তুমি ধুলায় পতিতা হবে।

উ দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে !

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (তালপত্র, উপদেশ ২:১)

## আমি যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া অন্য কিছুতে কখনও গর্ব না করি

এই যে দিনগুলিতে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর স্মৃতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত, যিশু খ্রিষ্টের, এমনকি ক্রুশবিদ্ধই খ্রিষ্টের বিষয়ের চেয়ে অন্য উপযুক্ত বিষয় প্রচার করার মত আর কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দিনেও কোন্ বিষয় ঘোষণা করা যেতে পারে যা এ বিষয়ের চেয়ে বিশ্বাসের অধিক সমরূপ, শ্রোতাদের জন্য অধিক গঠনমূলক, ও আচার-আচরণ সংস্কারের জন্য অধিক উপকারী? ক্রুশবিদ্ধজনের স্মৃতির চেয়ে আর কীবা আছে যা পাপ বিনাশ করে, রিপু ক্রুশবিদ্ধ করে, গুণাবলি পুষ্ট ও বলীয়ান করে?

প্রেরিতদূত পল সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে গুপ্ত ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলুন, মানুষের চোখেও সিদ্ধপুরুষ নয় এই আমার কাছে কিন্তু তিনি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টেরই কথা প্রচার করুন, যিনি, যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আমার জন্য ও যারা পরিত্রাণ পায়, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (১ করি ১:২৩-২৪ দ্রঃ)। আমার পক্ষে এ হচ্ছে এমন সর্বোচ্চ ও খাঁটি দর্শনবিদ্যা স্বরূপ যে, তার খাতিরে আমি জগৎ ও সংসারের চোখে যা প্রজ্ঞা তা তাচ্ছিল্যের বস্তু মনে করি।

আহা, আমি প্রজ্ঞায় কতই না পরিপক্ক ও বিজ্ঞ নিজেকে গণ্য করতাম, যদি সেই ক্রুশবিদ্ধজনের খাঁটি শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারতাম, *যিনি ঈশ্বরের পরাক্রমে আমাদের জন্য প্রজ্ঞা ও ধর্মময়তা শুধু নয়, পবিত্রতা ও মুক্তিও হয়ে উঠেছেন* (১ করি ১:৩০ দ্রঃ)। সুতরাং, তুমি যদি খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ, তাহলে তুমি প্রজ্ঞাবান, ধর্মময়, পবিত্র ও মুক্ত। সে-ই কি প্রকৃত প্রজ্ঞাবান নয়, যে খ্রিষ্টের সঙ্গে পৃথিবী থেকে উত্তোলিত হয়ে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে? সে কি অধর্মময় হতে পারে, যার অন্তরে পাপদেহ বিনষ্ট হয়েছে সে যেন পাপের দাস না হয়? সে কি পবিত্র নয়, যে জীবন্ত, পবিত্র, ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করে? সে কি মুক্ত নয়, যে ঈশ্বরের পুত্র দ্বারা মুক্তি পেয়েছে, ও আপন মুক্ত বিবেকের খাতিরে ভরসার সঙ্গে সুসমাচারে পুত্রের

এ উক্তি আপন করতে পারে, *এই জগতের অধিপতি আসছে; আমার উপর তার কোন অধিকার নেই* (যোহন ১৪:৩০)।

সত্যি, সেই ক্রুশবিদ্ধজনের কাছে রয়েছে কৃপা, তাঁর কাছের মুক্তি মহান; তিনি তো মুক্ত হয়ে এ জগতের অধিপতির যত নিন্দা থেকে রেহাই পেতে যোগ্য হয়ে ইস্রায়েলকে তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং প্রভুর সেই বিমুক্ত জনগণ, যাদের তিনি শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করলেন ও সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করলেন, তারা সকলে তাদের গুরুর কণ্ঠে ও আত্মায় বলে চলুক, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি* (গা ৬:১৪)।

**শ্লোক** - ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

*প্র* আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

*উ* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

*প্র* তা দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

*উ* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১৮–১২:১৩)

## নবী যেরেমিয়ার বিলাপ

প্রভু আমাকে ব্যাপারটা জানালে আমি তা জানতে পারলাম; তখন তুমি তাদের যত
ষড়যন্ত্র আমাকে আবিষ্কার করতে দিলে। আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত
যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
করে বলছিল: 'এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে
উচ্ছেদ করি, যেন এর নাম আর কারও মনে না থাকে।'

কিন্তু তুমি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ন্যায়বিচার করে থাক;
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ যাচাই করে থাক।
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

এজন্য, আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আনাথোথের যে লোকেরা বলে, 'প্রভুর নামে
বাণী দিয়ো না, দিলে আমাদের হাতে মারা পড়বে,' সেই লোকদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর
প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, আমি তাদের প্রতিফল দিতে যাচ্ছি; তাদের যুবকেরা খড়্গের
আঘাতে মারা পড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় মরবে। তাদের কেউই রেহাই পাবে
না, কারণ তাদের প্রতিফল-বর্ষে আমি আনাথোথের লোকদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল ডেকে
আনব।'

প্রভু, তুমি ধর্মময়; আমি কে যে তোমার সঙ্গে তর্ক করব!
তবু আমার ইচ্ছা আছে, ন্যায় সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মনের কথা বলব।
দুর্জনদের পথ কেন সমৃদ্ধ?
সকল বিশ্বাসঘাতক কেন শান্তি ভোগ করছে?
তুমি তাদের রোপণ করেছ; তারা শিকড় গাড়ল,
এখন গজিয়ে উঠে ফলবান হচ্ছে;
তুমি তাদের মুখের নিকটবর্তী,

কিন্তু তাদের অন্তরের দূরবর্তী।

কিন্তু তুমি, প্রভু, তুমি তো আমাকে জান, আমাকে দেখ;
তুমি তো যাচাই করে দেখ যে, আমার হৃদয় তোমারই সঙ্গে।
জবাইখানার জন্য মেষের মত ওদের জোর করে নিয়ে যাও,
হত্যাকাণ্ডের দিনের জন্য ওদের আলাদা রাখ।
আর কত দিন দেশ শোক করবে ও মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে যাবে?
দেশনিবাসীদের অপকর্মের ফলে পশু ও পাখির বিনাশ ঘটছে,
কারণ ওরা নাকি বলে: 'তিনি আমাদের শেষ দশা দেখেন না!'
'পদাতিকদের সঙ্গে দৌড় দিলে তোমার যদি ক্লান্তি লাগে,
তবে রণ-অশ্বগুলির সঙ্গে কেমন করে পেরে উঠবে?
শান্তির দেশে তুমি তো ভরসা ভরেই থাক বটে,
কিন্তু যর্দনের অরণ্যে কী করবে?

কেননা তোমার ভাইয়েরা ও তোমার পিতৃকুল, তারাও তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে; তারা নিজেরাও জোর গলায় চিৎকার করতে করতে তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। তারা যখন তোমাকে ভাল ভাল কথা শোনায়, তখন তুমি তাদের উপরে আস্থা রেখো না।'

'আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি,
ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার;
যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।
আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত;
আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল,
তাই এখন আমি তা ঘৃণা করি।
আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে কি চিত্রাঙ্গ শকুনের মত হল যে,
শিকারী পাখি সবদিক দিয়ে তা আক্রমণ করছে?

হে সকল বন্যজন্তু, এসো, জড় হও,

গ্রাস করতে এসো!
বহু রাখাল আমার আঙুরখেত নষ্ট করে ফেলেছে,
আমার জমি মাড়িয়ে দিয়েছে;
আমার প্রিয়তম জমিটুকু বিধ্বস্ত প্রান্তর করেছে,
তারা তা ধ্বংসস্থান করেছে;
সেই বিধ্বস্ত অবস্থায় তা আমার কাছে বিলাপ করছে।
সমগ্র দেশই বিধ্বস্ত;
কিন্তু কারও চিন্তা নেই।
প্রান্তরের যত গাছশূন্য পর্বতের উপরে বিনাশকেরা দলে দলে আসছে,
কারণ প্রভুর এমন খড়্গ আছে, যা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত
সবই গ্রাস করছে; কারও জন্য রেহাই নেই।
তারা বুনেছে গম, কিন্তু কেটেছে কাঁটার শস্য,
পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের শ্রম বৃথা;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তারা নিজেদের ফসল সম্বন্ধে হতাশ।'

শ্লোক - যেরে ১১:১৯; সাম ৪১:৭-৮

প্র আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে;
জানতাম না যে, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল:
উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।
প্র আমার বিদ্বেষীরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে বিড়বিড় করছিল, আমার বিরুদ্ধে
আমার অমঙ্গল ভেবে বলছিল:
উ এসো, গাছটা সতেজ থাকতেই ধ্বংস করি, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (ঐশবাণীর মাংসধারণের সমর্থন' ২-৫)

## তাঁর ক্ষতই আমাদের পরিত্রাণ

যোহন আমাদের কাছে এই বাণী রেখে গেলেন যে, যিশু একদিন বললেন, *তোমরা এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।* তারপর তিনি একথা যোগ দেন, *তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন* (যোহন ২:১৯, ২১)। যখন পিতা আপন পুত্র সেই বাণীর মধ্য দিয়েই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তখন একথা স্পষ্ট যে, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর মাংসের পুনরুত্থানও সাধন করবেন: তাঁর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে পুনরুত্থিত করেন ও তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁকে জীবন দান করেন। সুতরাং যিনি মানুষরূপে আবির্ভূত হলেন, তিনি মানুষ হওয়ায় মাংস অনুসারে পুনরুত্থিত হন, ও মানুষ বলে জীবন লাভ করেন।

কিন্তু ইনি হলেন সেই একই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর হওয়ায় আপন মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন ও আপন মাংসকে জীবন দান করেন। কেননা যদিও একদিন তিনি বলেন, *পিতা তাঁকে পবিত্রীকৃত করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন* (যোহন ১০:৩৬), তবু অন্য স্থানে এ কথাও বলেন, *আমি তাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে* (যোহন ১৭:১৯)। তথাপি তিনি যখন বলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?* (মার্ক ১৫:৩৪; সাম ২২:২)। তখন তিনি আমাদের হয়েই কথা বলেন, কেননা *দাসের অবস্থা ধারণ ক'রে, মানুষের সাদৃশ্য আপন ক'রে, ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে নমিত করলেন* (ফিলি ২:৭-৮)। আবার ইশাইয়ার কথা মত, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* ও আমাদের জন্য অবনমিত হয়েছেন (ইশা ৫৩:৪ দ্রঃ)। অতএব নিজের জন্যই যে তিনি যন্ত্রণায় বিদ্ধ হলেন এমন নয়, বরং আমাদেরই জন্য; তিনিই যে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন এমন নয়, বরং আমরাই পরিত্যক্ত হয়েছি; এবং দূরবর্তী ও পরিত্যক্ত এ আমাদের জন্যই তিনি এজগতে এলেন। আর যখন তিনি বলেন, *এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, এ তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম* (ফিলি ২:৯), তখন তিনি নিজের দেহমন্দিরেরই

কথা বলেন; কেননা পরাৎপর নয়, পরাৎপরের মাংসই বরং উন্নীত হল; আর তিনি পরাৎপরের সেই মাংসকেই সেই নাম দিলেন যা সকল নামের ঊর্ধ্বে নাম। আবার যখন তিনি বলেন, *তখনও আত্মা ছিলেন না, কেননা যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি* (যোহন ৭:৩৯), তিনি তখন তাঁর সেই মাংসেরই কথা বলেন, যে মাংস তখন গৌরবান্বিত হয়নি। গৌরবের প্রভু নয়, গৌরবের প্রভুর মাংসই গৌরবান্বিত হল: সেই মাংস তখন গৌরবান্বিত হল, যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন। সুতরাং দত্তকপুত্রত্বের আত্মা তখনও মানুষের কাছে দেওয়া হয়নি, কেননা বাণী মানবস্বরূপ থেকে যে প্রথমফসল ধারণ করেছিলেন, তা তখন স্বর্গে আরোহণ করেনি। অতএব যখন শাস্ত্র এধরনের শব্দ ব্যবহার করে যেমন, 'পুত্র গ্রহণ করলেন,' বা 'পুত্র গৌরবান্বিত হলেন,' তখন তাঁর ঈশ্বরত্ব নয়, তাঁর মানবতাই পরিলক্ষিত। একইপ্রকারে, শাস্ত্র স্থানে স্থানে বলে, ঈশ্বর *নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন* (রো ৮:৩২), আবার অন্যত্র ঘোষণা করে, *খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন* (এফে ৫:২৫)। অমর ঈশ্বর নিজেকে নয়, আমাদেরই মুক্ত করতে এলেন যারা মৃত্যুতে শায়িত ছিলাম; নিজের জন্য নয়, বরং আমাদের দশা ও দীনতা ধারণ করে আমাদেরই জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন, তিনি যেন আমাদের তাঁর আপন ঐশ্বর্য দান করতে পারেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগ আমাদের আনন্দ; তাঁর সমাধি আমাদের পুনরুত্থান; ও তাঁর বাপ্তিস্ম আমাদের পবিত্রীকরণ; কেননা তিনি বলেন, *তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে* (যোহন ১৭:১৯)। তাঁর কষ্টভোগ আমাদের পরিত্রাণ, কেননা *তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম* (ইশা ৫৩:৫)। তাঁর শাস্তি আমাদের শান্তি, কেননা *যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল:* অর্থাৎ তিনি শাস্তি মেনে নিলেন যাতে আমাদের জন্য শান্তি লাভ করতে পারেন। তিনি যখন ক্রুশের উপরে বলেন, *পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই* (লুক ২৩:৪৬), তখন নিজের মধ্যে গৃহীত সকল মানুষকেই পিতার হাতে তুলে দেন, যারা তাঁর মধ্যে জীবন লাভ করে; কেননা আমরা তাঁর অঙ্গ, ও অনেকে হয়েও আমরা একদেহ তথা মণ্ডলী, যেইভাবে পল গালাতীয়দের লেখেন,

*তোমরা সকলে খ্রিষ্ট যিশুতে এক* (গা ৩:২৮)। সুতরাং যা কিছু তাঁর মধ্যে আছে, তিনি তা পিতার হাতে তুলে দেন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:৫; এফে ৫:২

*প্র* তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন ; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন ; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা সুস্থ হয়ে উঠলাম।

# পুণ্য সপ্তাহ—বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিলাপ-গাথা থেকে পাঠ (২:১১-২২)

**বিলাপ ও মিনতি**

আমার চোখ বিলাপে ক্রন্দনে ক্ষীণ হয়ে এল,
আমার প্রাণ টলমল হয়ে উঠল ;
আমার আপন জাতি-কন্যার বিনাশের জন্য
আমার পিত্ত মাটিতে ঢালা হচ্ছে,
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
বালক ও দুধের শিশু সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে।

তারা তাদের মাকে শুধু শুধু বলে,
'কোথায় গম, কোথায় আঙুররস?'
কারণ নগরীর রাস্তা-ঘাটে
তারা আহত মানুষের মত মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
মায়ের কোলে ব'সে তারা
করে প্রাণত্যাগ।

আহা যেরুশালেম কন্যা! আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব,
কিসের সঙ্গেই বা তোমাকে সদৃশ করব?
আহা কুমারী সিয়োন কন্যা! তোমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য
আমি কিসের সঙ্গে তোমার তুলনা করব?
তোমার ধ্বংসন যে সত্যিই সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ,
তোমাকে নিরাময় করবে এমন সাধ্য কার্?

তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়,
যা সবই অলীক ও মূর্খতামাত্র ;
তোমার দশা পাল্টাবার জন্য
তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না,
বরং যে দর্শনের কথা তারা তোমাকে শোনায়,
তা সবই অলীক ও মিথ্যা দর্শন।

যত লোক পথ দিয়ে চলে,
তারা তোমার দিকে হাততালি দেয় ;
যেরুশালেম কন্যার দিকে
তারা শিস দেয়, মাথা নাড়ায়,
'এ কি সেই নগরী, যা "পরম সৌন্দর্য" নামে,
"সারা পৃথিবীর পুলকই" নামে আখ্যাত?'

তোমার সকল শত্রু
তোমার দিকে মুখ খুলে হা করছে,
তারা শিস দেয়, দাঁতে দাঁত ঘষে,
তারা বলে : 'গ্রাস করেছি তাকে!
এ তো সেই দিন যার প্রতীক্ষায় ছিলাম,
এবার সেই দিনটি দেখতে পেলাম!'

প্রভু যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, তা সাধন করলেন,
তার সেই হুমকি বাস্তবায়িত করলেন ;
পুরাকালে যেমন নিরূপণ করেছিলেন,
দয়া না দেখিয়ে তিনি নিপাত করলেন ;
শত্রুদের দিলেন তোমার উপর জয়োল্লাস করতে,
তোমার বিরোধীদের প্রতাপ উন্নীত করলেন।

আহা সিয়োন কন্যার প্রাচীর,

লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে চিৎকার করছে;
দিনরাত জলস্রোতের মত
বয়ে যাক তোমার চোখের জল!
নিজেকে কিছুতেই বিশ্রাম দিয়ো না,
তোমার চোখের মণিকে ক্ষান্ত হতে দিয়ো না।

এবার তুমি ওঠ,
রাত্রিকালে প্রতিটি প্রহরের শুরুতে চিৎকার কর;
তোমার হৃদয়কে প্রভুর সামনে
জলের মত উজাড় করে দাও।
সেই সব শিশু যারা পথে-ঘাটে ক্ষুধায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছে,
তাদের প্রাণের খাতিরে তাঁর উদ্দেশে তোল তোমার দু'হাত!

'চেয়ে দেখ, প্রভু,
ভেবে দেখ, কার্ উপরেই বা তোমার এমন ব্যবহার!
স্ত্রীলোক কোলে করে যে শিশুকে বহন করছে,
সে সেই বালককে গ্রাস করছে!
প্রভুর আপন পবিত্রধামে
যাজক ও নবী নিপাতিত হচ্ছে।

বালক ও বৃদ্ধ সবাই
পথে পথে মাটিতে পড়ে আছে;
আমার কুমারী ও যুবাসকল
খড়্গের আঘাতে পতিত হয়েছে;
তোমার ক্রোধের দিনে তুমি ঘটিয়েছ মরণ,
বধ করেছ কোন দয়া না দেখিয়ে!

তুমি যেন পর্বোৎসবের জন্য
চারদিক থেকে আহ্বান করছ আমার যত সন্ত্রাস।

প্রভুর এই ক্রোধের দিনে
কারও রেহাই নেই, কারও রক্ষা নেই।
কোলে করে বহন ক'রে যাদের আমি লালন-পালন করেছিলাম,
তাদের সকলকে সংহার করছে আমার শত্রু।'

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:৬; যোহন ১:২৯

প্র আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে চলতাম;

উ প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।

প্র ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

উ প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সার্দিসের বিশপ মেলিতনের 'পাস্কা উপদেশ' থেকে পাঠ (৬৫-৬৭)

**বলীকৃত মেষশাবক আমাদের মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন**

নবীদের দ্বারা অনেক ভাববাণী দেওয়া হয়েছে সেই পাস্কা-রহস্য সম্বন্ধে যে রহস্য স্বয়ং খ্রিষ্ট: *তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন* (গা ১:৫)। তিনি যন্ত্রণাভোগী মানুষের জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এলেন; কুমারীর গর্ভে সেই মানবস্বরূপকে পরিধান করে তিনি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন; যন্ত্রণা-সাপেক্ষ দেহের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাভোগী মানুষের যন্ত্রণা বরণ করে নিয়ে দৈহিক যন্ত্রণাদায়ী রিপু বিনাশ করলেন, ও অমর আত্মা দ্বারা খুনী মৃত্যুকে খুন করলেন। বস্তুত তিনি মেষশাবকের মত চালিত হলেন ও মেষের মত নিহত হলেন; সংসারের জীবনধারণ থেকে, যেন মিশর থেকেই, আমাদের মুক্ত করলেন, ও শয়তানের দাসত্ব থেকে, যেন ফারাওর হাত থেকেই, আমাদের উদ্ধার করলেন; আপন আত্মায় আমাদের আত্মাকে, ও আপন রক্তে আমাদের দেহের অঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করলেন।

ইনিই মৃত্যুকে দিশেহারা করে দিলেন ও দিয়াবলকে কান্নায় নিক্ষেপ করলেন, যেমন মোশি ফারাওকে কান্নায় নিক্ষেপ করেছিলেন। ইনিই অধর্ম আঘাত করলেন ও অধর্মময়তাকে অনুর্বরতায় দণ্ডিত করলেন, যেমন মোশি করেছিলেন মিশরের বেলায়।

ইনিই দাসত্ব থেকে মুক্তিতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, স্বৈরশাসন থেকে শাশ্বত রাজ্যে আমাদের বের করে আনলেন ও আমাদের করে তুললেন নতুন যাজকত্ব ও মনোনীত ও চিরকালীন জনগণ। ইনিই আমাদের পরিত্রাণের পাস্কা-বলি।

ইনিই সকলের বোঝা বরণ করে নিলেন; ইনিই হলেন আবেলে নিহত, ইস্হাকে শেকলাবদ্ধ, যাকোবে প্রবাসী, যোসেফে বিক্রীত, মোশিতে জলে সমর্পিত, দাউদে নির্যাতিত ও সকল নবীতে অপমানিত।

ইনিই হলেন কুমারীতে মাংসধারী, ক্রুশে ঝুলানো ও মাটিতে সমাহিত; তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করে তিনি স্বর্গের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন।

ইনি নীরব সেই মেষশাবক, নিহতই সেই মেষশাবক যিনি সুন্দরী মেষিকা সেই মারীয়া থেকে সঞ্জাত; ইনিই সেই মেষশাবক যিনি পাল থেকে উপনীত, জবাইখানায় চালিত, সন্ধ্যায় বলীকৃত ও রাত্রিতে সমাহিত হলেন: হ্যাঁ, ইনি সেই মেষশাবক ক্রুশবৃক্ষের উপরে যাঁর কোন হাড় ভেঙে দেওয়া হয়নি, মাটিগর্ভে যাঁর ক্ষয় হয়নি, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও পাতাল-সমাধি থেকে মানুষকে পুনরুত্থিত করলেন।

**শ্লোক** - রো ৩:২৩-২৫; যোহন ১:২৯

*প্র* সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যিশু খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।

*উ* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

*প্র* ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

*উ* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:১০-২১)

**যেরেমিয়ার আহ্বান-নবায়ন**

হায় রে আমি! সমস্ত দেশে কলহ-বিবাদের মানুষ হতেই
তুমি যে আমাকে প্রসব করেছ, মা আমার!
ধারও দিইনি, ধারও নিইনি,
অথচ সকলে আমাকে অভিশাপ দেয়।
প্রভু, আমি কি যথাসাধ্য তোমার সেবা করিনি?
সঙ্কট ও অমঙ্গলের দিনে আমি কি
শত্রুর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিনি?
লোহা কি উত্তর দেশীয় সেই লোহা ও ব্রঞ্জ ভাঙতে পারবে?
'তোমার রাজ্যাধীন সমস্ত স্থানে তুমি যত পাপকর্ম সাধন করেছ,
সেই পাপের কারণে—ক্ষতিপূরণ বলে নয়!—আমি তোমার ঐশ্বর্য ও ধনকোষ
লুটতরাজের হাতে তুলে দেব।
এমন দেশ যা তুমি জান না,
সেইখানে আমি তোমাকে তোমার শত্রুদের দাস করব,
কারণ আমার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল,
তা তোমাদের বিরুদ্ধে জ্বলতে থাকবে!'

তুমি সবই জান!
প্রভু, আমাকে স্মরণ কর, আমার যত্ন নাও,
আমার পক্ষে আমার নির্যাতকদের যোগ্য প্রতিফল দাও।
তোমার ধৈর্যের ফলে আমাকে যেন ছিনিয়ে নেওয়া না হয়;
জেনে রাখ, আমি তোমার খাতিরেই দুর্নাম সহ্য করছি।
তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,
তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ,
কেননা হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,

আমি তোমার আপন নাম বহন করতাম।
আমোদপ্রমোদ করার জন্য
আমি বিদ্রূপকারীদের সঙ্গে কখনও বসিনি,
বরং তোমার হাতের প্রেরণায় আমি একাকী বসতাম,
যেহেতু তুমি আমাকে ক্ষোভে পূর্ণ করেছিলে।
আমার যন্ত্রণা কেন নিত্যস্থায়ী?
প্রতিকারের অতীত আমার এই ক্ষত কেন নিরাময় হতে অস্বীকার করে?
সত্যি, তুমি আমার কাছে এমন কুটিল স্রোতের মত,
যার জল নির্ভরযোগ্য নয়!

প্রভু তখন এই বলে উত্তর দিলেন,
'তুমি ফিরে এলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব,
যেন তুমি আমার সাক্ষাতে দাঁড়াতে পার;
তুমি হালকার চেয়ে বহুমূল্যই কথা ব্যক্ত করলে
তবে নিজেই হবে আমার মুখের মত।
ওরা তোমার কাছে ফিরে আসবে,
কিন্তু তোমাকে ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে না;
আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত;
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না,
কারণ তোমাকে ত্রাণ করতে ও উদ্ধার করতে
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।
আমি দুর্জনদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করব,
হিংসাপন্থীদের কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করব।'

**শ্লোক** - যোব ১৯:১৩-১৪

*প্র* আমার ভাইয়েরা আমা থেকে দূরে সরে গেছে,

*উ* আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

*প্র* আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,

*উ* আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৩:২-৩)

**যিনি অমর, তিনি মরণশীল হলেন,**

**যাতে আমাদের জন্য মরতে পারেন**

*ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে* (রো ৫:৭)। হ্যাঁ, সৎমানুষের জন্য প্রাণ দেবে এমন একজনকে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দুর্জন, ভক্তিহীন, অপকর্মার জন্য কেইবা মরতে সম্মত, সেই খ্রিষ্ট ছাড়া, এমনকি কেবল তিনিই ছাড়া যিনি এতই ধর্মময় হওয়ায় অধার্মিকদেরও ধর্মময় করে তুলতে পারেন? আমার ভ্রাতৃগণ, ভাল বলতে আমাদের একটামাত্র কাজও ছিল না, সবকিছু জঘন্যই ছিল। তবু মানুষের কাজকর্ম এরূপ হলেও তাঁর দয়া তাদের ফেলে রাখেনি, আর যখন দণ্ডই ছিল তাদের প্রাপ্য, তখন উচিত শাস্তির স্থানে তিনি তাঁর সেই অনুগ্রহই দান করলেন যার অযোগ্য ছিলাম।

তিনি আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন তিনি যেন আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেন—সোনা বা রুপোর মূল্যে নয়, আমাদের জন্য পাতিত তাঁর নিজেরই রক্তমূল্যে, তিনি যে কলঙ্কিত মেষগুলির হয়ে জবাইখানায় চালিত মেষশাবক—আশা করি আমরা কেবল কলঙ্কিত, সম্পূর্ণ রূপে কলুষিত মেষ নই! আমরা যখন এ অনুগ্রহ লাভ করেছি, তখন এসো, এমন জীবন যাপন করি যা সেই অনুগ্রহের যোগ্য, যাতে তাঁকে অপমান না করি। তেমন মহান চিকিৎসক আমাদের কাছে এসে আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। যদি আবার অসুস্থ হতে চাই, তাহলে শুধু আমাদেরই ক্ষতি ঘটাব এমন নয়, বরং চিকিৎসকের প্রতিও অকৃতজ্ঞতা দেখাব।

অতএব এসো, তাঁর দেখানো পথগুলিতে চলি, প্রথমে সেই বিনম্রতার পথ যা দিয়ে তিনি নিজেই আমাদের জন্য পথ চলেছিলেন: আপন ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে বিনম্রতার পথ দেখালেন, ও আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করে সেই পথ চললেন। কেননা নিজেকে নমিত না করলে তাঁর যন্ত্রণাভোগও হত না। বস্তুতপক্ষে, ঈশ্বর নিজে নিজেকে নমিত না করলে, কেইবা ঈশ্বরকে হত্যা করতে পারত? খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ও ঈশ্বরের পুত্রও ঈশ্বর। তিনি ঈশ্বরের সেই বাণী যাঁর বিষয়ে যোহন বলেন, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে: সবকিছু তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, আর তাঁকে ছাড়া কোন কিছুই হয়নি* (যোহন ১:১-৩)।

তাই যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল ও কোন কিছু যাঁকে ছাড়া হয়নি, কেইবা তাঁকে হত্যা করতে পারে? তিনি নিজে নিজেকে নমিত না করলে, কেইবা তাঁকে হত্যা করতে পারত?

তবু তিনি কীভাবে নিজেকে নমিত করলেন? এবিষয়ে যোহন একথা বলেন, *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মধ্যে বাস করতে এলেন* (যোহন ১:১৪)। ঈশ্বরের বাণীকে হত্যা করা সম্ভব নয়; আর যাঁর পক্ষে মরা সম্ভব নয়, তিনি যেন আমাদের জন্য মরতে পারেন, এজন্যই *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* আমাদের জন্য মরার ইচ্ছায় ও আপন মৃত্যু দ্বারা আমাদের মৃত্যুকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে, যিনি অমর তিনি যা মরণশীল তা ধারণ করলেন। প্রভু তেমন কিছুই করলেন, তেমন কিছুই সাধন করলেন!

পরাক্রমী হয়ে তিনি নিজেকে অবনমিত হতে দিলেন, অবনমিত হয়ে নিজেকে নিহত করতে দিলেন, নিহত হয়ে পুনরুত্থান করলেন ও উন্নীত হলেন, যাতে মৃত এ আমাদের পাতালে ফেলে না রেখে বরং তাঁর নিজের সঙ্গে সেই মৃতদেরই পুনরুত্থানে আমাদের উন্নীত করতে পারেন, যাদের তিনি ইহলোকে ধার্মিকদের বিশ্বাস ও সাক্ষ্যদানে উন্নীত করেছিলেন।

শ্লোক - ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

*প্র* খ্রিষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,

৳ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

৴ তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,

৳ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

# পাঠসংগ্রহ - পবিত্র পাস্কা দিবসত্রয়

পুণ্য শনিবার পাস্কা রবিবার সূচী

## প্রভুর যন্ত্রণাভোগ শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিলাপ-গাথা থেকে পাঠ (৩:১-৩৩)

**কান্না ও ভরসা**

আমি সেই মানুষ, যে তাঁর কোপের কশাঘাতে
কষ্টের সঙ্গে পরিচিত।
তিনি আমাকে চালনা করছেন,
আমাকে হাঁটিয়ে চলাচ্ছেন অন্ধকারে, আলোতে নয়।
কেবল আমারই বিরুদ্ধে তিনি তাঁর হাত ফেরালেন,
হাত ফেরালেন সারাদিন ধরে।

তিনি জীর্ণ করছেন আমার মাংস, আমার চামড়া,
ভেঙে ফেলছেন আমার হাড়সকল।
তিনি অবরোধ করছেন আমায়,
আমায় ঘিরে ফেলছেন বিষ ও শ্রান্তি দ্বারা।
আমায় বাস করাচ্ছেন অন্ধকার স্থানে,
বহুদিনের সেই মৃতদের মত।

তিনি আমার চারদিকে প্রাচীর দিয়েছেন, আমি আর বাইরে যেতে অক্ষম;
তিনি ভারী করেছেন আমার শৃঙ্খল।

আমি চিৎকার করি, আমি ডাকি,
কিন্তু তিনি আমার প্রার্থনা শ্বাসরোধ করেন।
বিরাট পাথর দিয়ে তিনি অবরোধ করেছেন আমার পথ,
প্রতিরোধক বসিয়েছেন আমার রাস্তায়।

তিনি আমার পক্ষে ওত পেতে থাকা ভালুকের মত,
অন্তরালে গুপ্ত সিংহের মত।
আমার পথ অগম্য করে তিনি দীর্ণ-বিদীর্ণ করছেন আমায়,
অসহায় করে ফেলে রাখছেন আমায়।
তাঁর ধনুক বেঁকিয়ে
আমাকে তাঁর তীরের লক্ষ্যবস্তু করে রাখছেন।

তিনি তাঁর আপন তূণের তীর
ঢুকিয়েছেন আমার বুকের পাশে।
আমি হয়েছি সর্বজাতির উপহাসের বস্তু,
সারাদিন ধরে তাদের গানের বিষয়।
তিনি আমাকে তিক্ততায় পূর্ণ করছেন,
আমার পিপাসায় সোমরাজ পান করাচ্ছেন আমায়।

তিনি বালু দিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন আমার দাঁত,
ধুলায় শায়িত করেছেন আমায়।
শান্তি-বঞ্চিতই এখন আমার প্রাণ,
মঙ্গল যে কি, তা আমি ভুলে গেছি।
আমি বলি : 'মিলিয়ে গেল আমার প্রতাপ,
আমার সেই প্রত্যাশাও, যা প্রভুতে ছিল।'

স্মরণ কর আমার দুঃখ, আমার দুর্দশা,
তা সোমরাজ ও বিষের মত।
আমার প্রাণ তা নিত্যই স্মরণ করছে,

ও আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে।
একথাই আমি বারবার মনে করি,
এজন্যই আমার এখনও প্রত্যাশা আছে।

প্রভুর কৃপাধারা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি,
তাঁর স্নেহধারাও নিঃশেষিত হয়নি।
প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন স্নেহ,
আহা, তাঁর বিশ্বস্ততা মহান!
আমার প্রাণ বলে: 'প্রভুই আমার স্বত্বাংশ,
এজন্যই আমি তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখব।'

তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে,
তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।
প্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশায় থাকা,
নীরবেই প্রত্যাশায় থাকা, এ তো মঙ্গল।
তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা
মানুষের পক্ষে মঙ্গল।

সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক,
তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন;
সে মুখ ধুলায় দিক,
এখনও প্রত্যাশা থাকতেও পারে।
প্রহারকের কাছে সে গাল পেতে দিক,
অবমাননায় পরিপূর্ণ হোক।

কেননা প্রভু
সবসময়ের মতই পরিত্যাগ করেন এমন নয়;
যদিও দুঃখ এনে দেন,
তবু তাঁর মহাকৃপা অনুসারে স্নেহ দেখাবেন।

কেননা মানবসন্তানদের দুঃখ দিয়ে, তাদের শোকার্ত ক'রে
তাঁর ইচ্ছা তৃপ্তি পায়, এমন নয়।

**শ্লোক** - যেরে ৬:২৬; ২৫:৩৪ দ্রঃ

*প্র* কাঁদ, যেরুশালেম, চটের কাপড় পর, ছাইয়ে গড়াগড়ি দাও:

*উ* তোমার মধ্যেই ইস্রায়েলের পরিত্রাতা নিহত হলেন।

*প্র* মেষপালকেরা, হাহাকার কর, ধুলায় গড়াগড়ি দাও! হে আমার জাতি, কুমারীর মত চোখের জল ফেল:

*উ* তোমার মধ্যেই ইস্রায়েলের পরিত্রাতা নিহত হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ৫৩:৪-৬)

**খ্রিষ্টের ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের উৎস**
**ও সমস্ত অনুগ্রহের কারণ**

প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধকারীদের ইচ্ছার হাতে ফেলে রাখা হয়েছিল, ও তাঁর রাজ-মর্যাদা অপমান করার জন্য আপন দণ্ডযন্ত্র বহন করতে তাঁকে বাধ্য করা হল; এ সমস্ত কিছু ঘটল যেন ইশাইয়ার সেই ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে, যা অনুসারে, *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের, তাঁর কাঁধে থাকবে রাজ-মর্যাদার চিহ্ন* (ইশা ৯:৫ লাতিন পাঠ্য)। যখন প্রভু সেই ক্রুশবৃক্ষ বহন করছিলেন, যা একদিন তাঁর রাজ-মর্যাদার চিহ্নে পরিণত হবার কথা, তখন সেই ক্রুশ ভক্তিহীনদের চোখে বড় লজ্জার চিহ্ন ছিল, কিন্তু ভক্তদের কাছে মহান এক রহস্য প্রকাশিত হচ্ছিল। কেননা শয়তানের উপরে সেই পরমবিজয়ী, পাতালের শক্তির বিরোধী সেই পরাক্রমী বীর আপন অপরাজিত সহিষ্ণুতার কাঁধে কোমল বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর সেই জয়চিহ্ন বহন করছিলেন, যা সর্বজাতির পক্ষে পূজনীয় ত্রাণবহন। এমনটি ছিল, তিনি ঠিক যেন আপন আদর্শদানে তাঁর সকল অনুকারীকে বলীয়ান করার অভিপ্রায়ে বলেন, *যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়* (মথি ১০:৩৮)।

যিশু দণ্ডস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কিরেনের শিমোন নামক একজন লোকও সেই পথে চলছিল, আর তারা তাকেই প্রভুর ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল। এ ঘটনাও সেই বিধর্মীদেরই বিশ্বাসের একটা আভাসমূলক চিহ্ন ছিল, যাদের কাছে একদিন খ্রিষ্টের ক্রুশ লজ্জা নয় গৌরব দান করার কথা ছিল।

এভাবে নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক দ্বারা সাধিত পাপমুক্তি ও সমস্ত সাক্রামেন্তের পূর্ণতা বিধানের কর্তৃত্ব থেকে প্রেমরাজ্যে, ও মাংসের সন্তানদের কাছ থেকে আত্মার সন্তানদের কাছে উপনীত হবে। এজন্যই—প্রেরিতদূতের কথায়—*আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* (১ করি ৫:৭); তিনি পিতার কাছে নতুন ও সত্যকার পুনর্মিলন-বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করে মন্দিরে ক্রুশবিদ্ধ হননি, কেননা মন্দিরের পবিত্রতাদানকারী ভূমিকা শেষ হয়েছিল, সেই নগরের মধ্যেও নয়, যে নগর নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে একদিন বিলুপ্ত হবার কথা, বরং তিনি নগরপ্রাচীরের বাইরেই ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাতে প্রাচীন বলির রহস্য নিঃশেষিত হওয়ার ফলে নব বলিকে নব বেদির উপরেই রাখা হয়, ও যিশুর ক্রুশ যেন মন্দিরের নয় বরং জগতেরই বেদি হতে পারে। এজন্য প্রিয়জনেরা, ক্রুশে উত্তোলিত খ্রিষ্ট আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে জীবন্তই প্রকাশিত হোন, তাঁর রহস্য পূর্ণমাত্রায়ই বিকশিত হোক—যেভাবে সেই ভক্তিহীনদের চোখের সামনে প্রকাশ পেয়েছিল সেভাবে নয়, যাদের বিষয়ে মোশির মুখ দিয়ে বলা হয়েছিল, *তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে হবে যেন সুতোয় ঝুলানো, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে,* ও *তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর নিশ্চয়তা থাকবে না* (দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬)।

আহা, ক্রুশের কী আশ্চর্যময় শক্তি! আহা, যন্ত্রণাভোগের কী অনির্বচনীয় গৌরব! এইখানে তো প্রভুর বিচারালয়, সংসারের বিচার ও সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অধিকার।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ, ও অবিশ্বাসী ও নিন্দুক জনতার প্রতি সারাদিন হাত বাড়াতেই তুমি সারা জগৎকে তোমার রাজ-মর্যাদা উপলব্ধি ও ঘোষণা করতে যোগ্য করে তুলেছ। প্রভু, তুমি তখনই সবকিছু নিজের কাছে আকর্ষণ করেছ, যখন ইহুদীদের ঘটিত অপরাধের ঘৃণায় সৃষ্টির সমস্ত বস্তু মিলে এক রায় দিল: আকাশের জ্যোতিষ্করাজি অন্ধকারময় হল, দিন হল রাত, পৃথিবী অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে কম্পিত হল, ও সমস্ত সৃষ্টজীব ভক্তিহীনদের সেবা করায় বিরত হল।

প্রভু, তুমি সবকিছু তোমার কাছে আকর্ষণ করেছ যেন যুদেয়ার একটিমাত্র মন্দিরে যা প্রতীকাকারে উদ্‌যাপিত ছিল, তা পূর্ণ ও অনাবৃত সাক্রামেন্তে সর্বজাতির ভক্তি সর্বত্রই উদ্‌যাপন করতে পারে।

এখন তো উপস্থিত উজ্জ্বলতর লেবীয় শ্রেণি, প্রবীণদের বৃহত্তর মর্যাদা, ও যাজকদের পবিত্রতর তৈলাভিষেক; কেননা তোমার ক্রুশ হল সমস্ত আশীর্বাদের সেই উৎস, সমস্ত অনুগ্রহদানের সেই কারণ যা দ্বারা বিশ্বাসীদের কাছে দুর্বলতা থেকে শক্তি, দুর্নাম থেকে গৌরব, মৃত্যু থেকে জীবন দান করা হয়। এখন বাহ্যিক পশু-বলিদানের প্রথা শেষ হলে তোমার দেহ ও রক্তের একমাত্র উৎসর্গই সেই পশুদের পার্থক্য পূর্ণ করে, কেননা তুমিই সেই প্রকৃত *মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯); এবং তুমি নিজের মধ্যে সমস্ত রহস্যগুলি এমন ভাবে সম্পন্ন কর যেন সমস্ত বলির জন্য বলিদান যেমন এক, তেমনি সমস্ত জাতিকে নিয়ে গঠিত রাজ্যও এক হয়।

**শ্লোক** - মথি ২৬:৩৮, ৪৫ দ্রঃ

*প্র* আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।
এখন তোমরা এমন জনতাকে দেখবে যা আমাকে ঘিরে ফেলবে:
*উ* তখন তোমরা পালিয়ে যাবে, আর আমি যাব তোমাদের জন্য বলীকৃত হতে।
*প্র* দেখ, ক্ষণটা এসে গেছে, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে:
*উ* তখন তোমরা পালিয়ে যাবে, আর আমি যাব তোমাদের জন্য বলীকৃত হতে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-১৫)

## একাকী নবী যেরেমিয়া

সেসময়, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি এই স্থানে বিবাহ করো না, ছেলেমেয়েদের জন্ম দিয়ো না, কারণ এই স্থানে যত ছেলেমেয়ে জন্ম নেয়, এবং এই দেশে যত মাতাপিতা তাদের জন্ম দেয়, তাদের বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: তারা মারাত্মক রোগে মরবে, তাদের জন্য কেউ বিলাপ করবে না, তাদের সমাধিও কেউ দেবে না, কিন্তু হবে মাটির উপরে পড়ে থাকা সারের মত। তারা খড়্গের আঘাতে ও ক্ষুধায় মারা পড়বে; তাদের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের খাদ্য হবে।'

কেননা প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি শোকের ঘরে ঢুকো না, বিলাপ করতে বা তাদের সহানুভূতি দেখাতে যেয়ো না, কারণ আমি এই জনগণ থেকে আমার শান্তি ফিরিয়ে নিয়েছি—প্রভুর উক্তি—কৃপা ও স্নেহও ফিরিয়ে নিয়েছি। ছোট-বড় সকলে এদেশেই মরবে; তাদের সমাধি দেওয়া হবে না, তাদের জন্য বিলাপগান থাকবে না; কেউ নিজের দেহে কাটাকাটি করবে না, মাথার চুল খেউরি করবে না। কারও মৃত্যু হলে শোকার্তদের সঙ্গে সান্ত্বনা-রুটি ভাগ করা হবে না, তার পিতা বা মাতার জন্য সান্ত্বনা-পাত্রে তাদের পান করানো হবে না।

লোকদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ায় বসতে তুমি ভোজ-বাড়িতেও ঢুকো না, কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের চোখের সামনে, তোমাদের এই বর্তমান দিনগুলিতে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব।

তুমি এই জনগণের কাছে এই সমস্ত কথা প্রচার করলে যখন তারা তোমাকে বলবে, কেন প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে তেমন মহা অমঙ্গল স্থির করেছেন? কী অপরাধ, কী কী পাপ আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে করেছি? তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে, এমনটি ঘটছে, কারণ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি—তারা অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করেছে, তাদের কাছে প্রণিপাত করেছে, এবং আমাকে ত্যাগ করেছে ও আমার নির্দেশবাণী পালন করেনি। কিন্তু তোমরা

তোমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়েও কুব্যবহার করেছ; হ্যাঁ, তোমরা প্রত্যেকে আমাকে শুনতে অসম্মত হয়ে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের জেদ অনুসারে চলছ। তাই আমি এই দেশ থেকে এমন এক দেশেই তোমাদের তাড়িয়ে দেব, যা তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেও অজানা ছিল; এবং সেখানে তোমরা দিনরাত বিদেশী দেবতাদের সেবা করবে, কারণ আমি তোমাদের প্রতি আর দয়া দেখাব না।

অতএব দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন কেউ আর বলবে না, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন; বরং তারা বলবে, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, যিনি উত্তর দেশ থেকেই ইস্রায়েল সন্তানদের বের করে এনেছেন, তাদের সেই সকল দেশ থেকেও বের করে এনেছেন, যেখানে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর আমি যে দেশভূমি তাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছিলাম, তাদের সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আনব।'

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:২, ৪, ৫

*প্র* তাঁর এমন রূপ বা শোভা নেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে; তেমন আকৃতি নেই যা আমাদের মন জয় করতে পারে। তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; তিনি আমাদেরই অন্যায়ের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন;

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট;

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (৩য় ধর্মশিক্ষা ১৩-১৯)

**খ্রিষ্টের রক্তের গুণ**

তুমি কি খ্রিষ্টের রক্তের গুণ জানতে ইচ্ছা কর? এসো, তার উদাহরণে ফিরে যাই, তার পূর্বাভাস স্মরণ করি, ও প্রাক্তন সন্ধির কথা বর্ণনা করি। মোশি বলেন, *তোমরা এক*

*বছরের মেষশাবক জবাই কর ও তার রক্ত নিয়ে দরজাগুলো চিহ্নিত কর* (যাত্রা ১২:৫)। মোশি, আপনি কী বলছেন? মেষের রক্ত কি কখনও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে মুক্ত করেছে? মনে হচ্ছে তিনি উত্তরে বলেন, অবশ্যই, কিন্তু তা যে রক্ত এর জন্য নয়, বরং এজন্যই যে, সেই রক্ত প্রভুরই রক্তের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। সেই শত্রু যদি দরজার বাজুতে প্রতীকের রক্ত নয়, বরং খ্রিষ্টমন্দিরের দরজার দুই বাজুতে, সেই ভক্তদেরই ওষ্ঠে বাস্তবতার উজ্জ্বল রক্ত দেখে, তবেই এখন সে আগের চেয়ে কোন ক্ষতি না ক'রে চলে যাবে।

তুমি কি এ রক্তের আর একটি গুণ দেখতে ইচ্ছা কর? আমি চাই, তুমি ভেবে দেখবে কোথা থেকে প্রথমে সেই রক্ত ঝরে পড়তে লাগল, ও কোন্ উৎস থেকে নিঃসৃত হল। সে রক্ত প্রথম ক্রুশ থেকেই নির্গত হল, প্রভুর বুকের পাশটি হল তার উৎস। সুসমাচার বলে, মৃত্যুর পরে যিশু তখনও ক্রুশে ঝুলানো রয়েছেন, এমন সময় এক সৈন্য কাছে গিয়ে তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, ও তা থেকে জল ও রক্ত প্রবাহিত হল। জল হল বাপ্তিস্মের, ও রক্ত খ্রিষ্টের দেহরক্তের প্রতীক। সৈন্য বুকের পাশ খুলে দিল, তাতে সে পবিত্র মন্দিরের দেওয়াল অনাবৃত করল, আর আমি মহাধন খুঁজে পেলাম ও উজ্জ্বল ঐশ্বর্য আবিষ্কারে আমি পরম আনন্দিত। একই প্রকারে মেষশাবকের বেলায় ঘটেছে: ইহুদীরা একটা মেষ বলিদান করল, আর আমি সেই বলির ফল ভোগ করলাম।

তাঁর বুকের পাশ থেকে *নিঃসৃত হল রক্ত ও জল* (যোহন ১৯:৩৪)। হে শ্রোতা, আমি চাই না, তুমি তেমন গুপ্ত রহস্যের কথা অতি সহজে পাশ কাটিয়ে যাবে, কেননা আমার আধ্যাত্মিক ও রহস্যাবৃত ব্যাখ্যার আর একটি বাণী বাকি রয়েছে। আমি বলেছি, সেই জল ও রক্ত বাপ্তিস্মের ও খ্রিষ্টের দেহরক্তের প্রতীকে প্রদর্শিত। কেননা পবিত্র মণ্ডলী এ দু'টো সাক্রামেন্ত থেকে, তথা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম ও নবীকরণ দানকারী জলপ্রক্ষালন অর্থাৎ কিনা বাপ্তিস্ম থেকে, ও খ্রিষ্টের দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত থেকেই জন্ম নিয়েছে—সেই যে সাক্রামেন্ত দু'টো প্রতীকাকারে খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে নির্গত হল। সুতরাং খ্রিষ্ট আপন বুকের পাশ থেকেই মণ্ডলীকে গড়লেন, যেইভাবে আদমের বুকের পাশ থেকেও তাঁর বধূ হবা গঠিত হয়েছিলেন।

এজন্য মোশি আদিমানুষের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: *আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস* (আদি ২:২৩); এতে তিনি প্রভুর বুকের পাশের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন। একইপ্রকারে যেমন ঈশ্বর আদমের বুকের পাশ থেকেই নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি নিজের বুকের পাশ থেকে খ্রিষ্টও আমাদের জল ও রক্ত দান করলেন, যেন মণ্ডলী গঠিত হয়। আর যেমন আদমের নিদ্রাবস্থায়ই ঈশ্বর তাঁর বুকের পাশ খুলে দিয়েছিলেন, তেমনি মৃত্যুনিদ্রার পরেই খ্রিষ্ট জল ও রক্ত আমাদের দান করলেন।

দেখ কেমন করে খ্রিষ্ট আপন কনেকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন, দেখ কোন্ খাদ্যে তিনি আমাদের পরিপুষ্ট করেন! একই খাদ্য দ্বারা আমরা জন্মলাভ করি ও পুষ্টি পাই। জননী যেমন আপন বুকের দুধ দিয়ে শিশুর পুষ্টিসাধন করেন ও প্রয়োজন হলে রক্ত দিতে প্রস্তুত, তেমনি খ্রিষ্ট যাদের নবজন্ম দান করেন তাদের তিনি নিজেই আপন রক্ত দানে তাদের পুষ্টিসাধন করে থাকেন।

**শ্লোক** - ১ পি ১:১৮-১৯; এফে ২:১৮; ১ যোহন ১:৭

*প্র* তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*উ* তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

*প্র* ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

*উ* তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

# পুণ্য শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিলাপ-গাথা থেকে পাঠ (৫:১-২২)

**জনগণের পরিত্রাণের জন্য মিনতি**

আমাদের যা ঘটছে, তা স্মরণ কর গো প্রভু,
চেয়ে দেখ, লক্ষ কর আমাদের অসম্মান।
গেল আমাদের উত্তরাধিকার বিদেশীদের হাতে,
বিজাতীয়দের হাতে আমাদের বাড়ি-ঘর।
আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন,
বিধবারই মত আমাদের মা।
অর্থের বিনিময়েই পান করছি আমাদের নিজেদেরই জল,
দাম দিয়ে আমাদের নিজেদেরই কাঠ আমাদের কিনতে হচ্ছে।
যারা আমাদের ধাওয়া করে, তারা রয়েছে আমাদের ঘাড়ে,
আমরা পরিশ্রান্ত, নেই কো বিশ্রাম আমাদের জন্য।
প্রচুর খাদ্য পাবার জন্য
মিশরের কাছে, আশুরের কাছে পেতেছি হাত।

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পাপ করল, এখন আর নেই কো তারা,
আমরাই তো বহন করছি তাদের অপরাধের দণ্ড;
দাসেরাই এখন আমাদের শাসন করছে,
তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করবে এমন কেউ নেই।
আমাদের প্রাণের ঝুঁকিতেই আমরা রুটি যোগাই,
প্রান্তরের সেই খড়্গের দরুন!
আমাদের চামড়া এখন জ্বলন্ত একটা চুল্লির মত,

দুর্ভিক্ষের জ্বালার দরুন!
সিয়োনে নারীরা তাদের দ্বারা অপমানিত,
যুদার শহরে শহরে কুমারীরাও তাই।
তাদের হাতে নেতাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে,
প্রবীণদের মুখ তাদের দ্বারা সমাদৃত নয়।
যুবকেরা জাঁতা ঘোরাতে বাধ্য,
তরুণেরা কাঠের ভারে হোঁচট খাচ্ছে।
প্রবীণেরা নগরদ্বারে সভার আসনে আর বসেন না,
যুবকেরা বাদ্যযন্ত্র ছেড়ে দিল।

অন্তরে ফুরিয়ে গেছে পুলক,
আমাদের নৃত্য বিলাপেই পরিণত।
আমাদের মাথা থেকে পড়ে গেছে মুকুট,
ধিক আমাদের! কারণ করেছি পাপ।
এজন্যই বেদনাপীড়িত আমাদের অন্তর,
এসব কিছুর জন্যই ক্ষীণ হয়ে এসেছে আমাদের চোখ।
কারণ সিয়োন পর্বত এখন ধ্বংসস্থান,
শিয়ালে সেখানে ছুটাছুটি করছে।
তুমি কিন্তু, প্রভু, চিরসমাসীন,
তোমার সিংহাসন যুগযুগস্থায়ী।

কেন আমাদের ভুলে যাও চিরকালের মত?
কেন দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের ত্যাগ করে থাক?
তোমার কাছে আমাদের ফিরিয়ে আন, প্রভু; তবেই আমরা আসব ফিরে;
আমাদের দিনগুলি পুরাকালের মতই নবীন করে তোল,
যদি না তুমি নিঃশেষেই আমাদের ত্যাগ করেছ,
যদি না আমাদের উপর তোমার ক্রোধ সীমাহীন!

**শ্লোক** - যোব ১৬:১৬; বিলাপ ১:১২ দ্রঃ

*প্র* আমার চোখের পাতার উপরে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে, কারণ যিনি আমাদের সান্ত্বনা দিতেন, তিনি আমা থেকে দূরে চলে গেছেন। শোন সর্বজাতি, চেয়ে দেখ

*উ* এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

*প্র* তোমরা সকলে, যারা এই পথ দিয়ে চল, ভেবে দেখ, চেয়ে দেখ তোমরা,

*উ* এমন দুঃখ আছে কিনা, যা আমার এই দুঃখের মত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুণ্য শনিবার উপলক্ষে প্রাচীন উপদেশ থেকে পাঠ

**পাতালে প্রভুর অবরোহণ**

কী ঘটেছে? আজ পৃথিবী জুড়ে মহা নিস্তব্ধতা: মহা নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা বিরাজ করছে। মহা নিস্তব্ধতা, কেননা রাজা নিদ্রা যাচ্ছেন; পৃথিবী ভয়ে অভিভূত হয়ে নীরব থাকল, কেননা মাংসধারী ঈশ্বর ঘুমিয়ে পড়লেন ও যারা বহুদিন থেকে নিদ্রা গিয়েছিল তিনি তাদের জাগিয়ে তুললেন। ঈশ্বর মাংস অনুসারে মরলেন ও পাতাল আলোড়িত করতে অবরোহণ করলেন।

অবশ্যই, তিনি আদিপিতাকে হারানো মেষেরই মত যেন খোঁজ করতে যাচ্ছেন। যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে আছে, তিনি নিজে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখতে চাচ্ছেন; ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র কারারুদ্ধ আদমকে ও সেইসঙ্গে বন্দি হবাকে দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন।

বিজয়ী অস্ত্র-ক্রুশ হাতে করে প্রভু তাদের সেইখানে প্রবেশ করছেন। তাঁকে দেখেই আদিপিতা আদম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে সকলকে বললেন, আমার প্রভু সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন! উত্তরে খ্রিষ্ট আদমকে বললেন, তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। এবং তাঁর হাত ধরে তিনি তাঁকে নাড়া দিয়ে বললেন, *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন* (এফে ৫:১৪)।

আমি তোমার ঈশ্বর, যিনি তোমার জন্য তোমার সন্তান হলাম; যিনি তোমার জন্য ও এদের জন্য ও তোমার উত্তরপুরুষদের জন্য এখন বলছি, ও যারা শেকলাবদ্ধ ছিল,

পূর্ণ অধিকারে তাদের আদেশ করছি, বেরিয়ে যাও; আর যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের বলছি: উদ্ভাসিত হও; আর নিদ্রাগতদের বলছি: পুনরুত্থিত হও!

তোমাকে নির্দেশ করছি, জেগে ওঠ, হে নিদ্রাগত: কেননা তুমি যেন পাতালে বন্দি হয়ে থাক সেজন্য তো আমি তোমাকে গড়িনি। মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও; আমি যে মৃতদের জীবন। ওঠ, আমার হাতের কাজ; ওঠ, আমার প্রতিমূর্তি, যা আমার সাদৃশ্যে গড়া হয়েছিলে। ওঠ, এখান থেকে বেরিয়ে যাই; কেননা তুমি আমার মধ্যে আর আমি তোমার মধ্যে একমাত্র স্বরূপ।

তোমার জন্য, তোমার ঈশ্বর যে আমি, তোমার সন্তান হলাম; তোমার জন্য, প্রভু যে আমি, তোমার দাসস্বরূপ ধারণ করলাম; তোমার জন্য, আমি ঊর্ধ্বলোকেই যাঁর আবাস, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচে এলাম; মানুষ-তোমারই জন্য আমি অসহায় মানুষ হলাম, কিন্তু আজ মুক্ত হয়ে মৃতদের মধ্যে উপস্থিত; সেই তোমারই জন্য, যে বাগান থেকে বেরিয়ে গেছিলে, আমাকে এক বাগানে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও এক বাগানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে।

চেয়ে দেখ আমার মুখে সেই থুথু, যা আমি তোমার জন্য গ্রহণ করে নিয়েছি যেন তোমাকে তোমার আদি প্রাণবায়ুর হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি; দেখ আমার গালে চপেটাঘাতের চিহ্ন, যা আমি সহ্য করেছি যেন তোমার বিকৃত স্বরূপকে আমার সাদৃশ্যে নবায়ন করতে পারি। দেখ আমার পিঠে কশাঘাতের চিহ্ন, যা সহ্য করেছি যেন সেই পাপের বোঝা যা তোমার পিঠে চাপা ছিল তা ফেলে দিতে পারি। দেখ আমার হাত দু'টো, যা সেই তোমারই মঙ্গলের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হল—তুমি যে অমঙ্গলের জন্য বৃক্ষের দিকে হাত বাড়িয়েছিলে।

আমি ক্রুশে নিদ্রা গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটি বর্শার আঘাতে আমার বুকের পাশ বিদ্ধ হল, তোমারই জন্য—তুমি যে পরমদেশে নিদ্রা গেলে আমি তোমার বুকের পাশ থেকে হবাকে গড়ে তুলেছিলাম। আমার পাশ তোমার পাশের যন্ত্রণা নিরাময় করল। আমার নিদ্রা পাতালের নিদ্রা থেকে তোমাকে বের করবে। আমার বর্শা সেই বর্শা প্রতিরোধ করল যা তোমার দিকে লক্ষ করছিল।

ওঠ, এখান থেকে চলে যাই। শত্রু তোমাকে পরমদেশ থেকে বের করে দিয়েছিল; আমি কিন্তু তোমাকে সেই পরমদেশে আর নয়, স্বর্গীয় সিংহাসনেই আসন দেব। জীবনবৃক্ষ স্পর্শ করতে তোমাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল; এই দেখ, জীবন যে আমি, সেই আমি তোমার সঙ্গে সংযুক্ত। আমি খেরুবদূতদের নিয়োগ করেছিলাম তারা যেন তোমাকে সন্তানের মত রক্ষা করে; আমি আজ এমনটি করছি, যেন খেরুবদূতেরা ঈশ্বরোচিত মর্যাদা দেখিয়ে তোমাকেও পূজা করে। স্বর্গীয় সিংহাসন এবার তৈরী, বাহকেরা তৎপর ও প্রস্তুত, ভোজালয় নির্মিত, খাদ্য প্রস্তুত, শাশ্বত আবাস ও গৃহগুলো অলঙ্কৃত, মঙ্গলদানের ঐশ্বর্যের সিন্দুক উন্মুক্ত, ও অনাদিকাল থেকে প্রস্তুত স্বর্গরাজ্য তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।

**শ্লোক**

*প্র* চলে গেলেন আমাদের সেই মেষপালক, আমাদের সেই জীবনময় জলের উৎস, যাঁর মৃত্যুতে সূর্য অন্ধকারময় হয়ে গেল; আদিমানুষকে যে বন্দি করে রাখছিল, সেও বন্দি হয়ে গেল:

*উ* আজ আমাদের ত্রাণকর্তা মৃত্যুরাজ্যের দ্বার ও শেকল বিনাশ করলেন।

*প্র* তিনি পাতালের কারাবাস ধ্বংস করলেন, শয়তানের কর্তৃত্ব উড়িয়ে দিলেন।

*উ* আজ আমাদের ত্রাণকর্তা মৃত্যুরাজ্যের দ্বার ও শেকল বিনাশ করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২০:৭-১৮)

## নবী যেরেমিয়ার উৎকণ্ঠা

তুমি আমাকে ভুলিয়েছ, প্রভু ; তাতে আমি ভুলেছি ;
তুমি আমার উপর বল প্রয়োগ করেছ, তাতে বিজয়ী হয়েছ ;
সারাদিন ধরে আমি হয়ে উঠেছি উপহাসের পাত্র ;
সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে।
যতবার আমাকে বাণী প্রচার করতে হয়, ততবার আমি চিৎকার করতে বাধ্য,
আমাকে চিৎকার করে বলতে হয়, 'উৎপীড়ন, অত্যাচার!'
তাই প্রভুর বাণী আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে দুর্নাম ও উপহাসের কারণ সারাদিন ধরে।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম :
'তাঁর কথা আর চিন্তা করব না, তাঁর নামে আর কিছু বলব না!'
কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল,
যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ।
তা সংযত রাখার চেষ্টায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,
না, পারছি না।
আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার বিষয়ে অনেকের কানাকানি :
'চারদিকে সন্ত্রাস!
ওর নামে অভিযোগ আন ; আমরাও ওর নামে অভিযোগ আনব।'
আমার সকল বন্ধু আমার পতনের অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল :
'কি জানি, ও নিজেকে ভোলাতে দেবে,
তবে আমরা বিজয়ী হব, আমাদের প্রতিশোধ নিতে পারব!'

কিন্তু প্রভু বীরযোদ্ধার মত আমার পাশে পাশে থাকেন,
তাই আমার নির্যাতকেরা হোঁচট খাবে, জয়ী হতে পারবে না ;

অক্ষম হওয়ার ফলে ভীষণ লজ্জায় পড়বে,
ওদের অপমান হবে চিরন্তন, কেউই তা মুছতে পারবে না।
হে সেনাবাহিনীর প্রভু, তুমি তো ধার্মিককে যাচাই করে থাক,
তুমি তো মানুষের অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করে থাক;
আমি যেন দেখতে পাই তাদের উপর তোমার প্রতিশোধ!
কারণ আমি তোমারই হাতে তুলে দিয়েছি আমার পক্ষ সমর্থনের ভার।

প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, কর প্রভুর প্রশংসাগান,
কারণ তিনি অপকর্মাদের হাত থেকে
উদ্ধার করেছেন নিঃস্বের প্রাণ।

অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যে দিন আমি জন্মেছি!
যে দিন আমার মা আমাকে প্রসব করলেন, সেই দিন আশিস-বঞ্চিত হোক!
অভিশপ্ত হোক সেই মানুষ,
যে মানুষ 'তোমার এক পুত্রসন্তান হল' এই সংবাদ দিয়ে
আমার পিতাকে পরমানন্দে পূর্ণ করেছে।
সেই মানুষ হোক সেই শহরগুলির মত,
যা প্রভু কোন দয়া না দেখিয়ে উচ্ছেদ করেছেন;
সে প্রভাতে কান্না, ও মধ্যাহ্নে রণধ্বনি শুনুক!
কারণ সে আমাকে মাতৃগর্ভে মেরে ফেলেনি;
তবে আমার জননী হতেন আমার সমাধি,
আর তিনি গর্ভবতী হয়ে থাকতেন চিরকাল ধরে!
কষ্ট ও দুঃখ দেখবার জন্য,
মৃত্যু পর্যন্তই লজ্জায় আমার দিনগুলি কাটাবার জন্য
আমি কেনই বা মাতৃগর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম?

শ্লোক - সাম ৮৮:৫-৬, ৭

প্ল যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত,

℣ আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই। মৃতদের মাঝেই আমার শয্যা।

℟ গর্তের তলায়, অন্ধকারের বুকে, অতল গভীরে তুমি আমায় রেখেছ ফেলে;

℣ আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার শক্তি নেই। মৃতদের মাঝেই আমার শয্যা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২শ পুস্তক)

**আপন দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট সকলের জীবন মুক্ত করে দিলেন**

*তাঁরা যিশুর দেহ নিয়ে ইহুদীদের সমাধি-প্রথা অনুসারে সেই গন্ধদ্রব্য-মেশানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে তা জড়িয়ে নিলেন। যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ছিল একটা বাগান, আর বাগানের মধ্যে একটা নতুন সমাধিগুহা যেখানে আগে কারও সমাধি দেওয়া হয়নি* (যোহন ১৯:৪০-৪১)।

যিনি আমাদের জন্য দেহ অনুসারে মরলেন, তিনি মৃতদের মধ্যে পরিগণিত; তবু উপলব্ধি করা যায়, তাঁর নিজের ও পিতার মধ্যেই তাঁর জীবন আছে, আর আসলে তাই। কিন্তু *সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করার জন্য* (মথি ৩:১৫ দ্রঃ), অর্থাৎ মানবদশার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুরই সহভাগী হবার জন্য তিনি তাঁর আপন দেহমন্দিরকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা মৃত্যুর অধীনে শুধু নয়, মৃত্যুর পরবর্তী যত পরিস্থিতি রয়েছে তার অধীনেও বশীভূত করলেন, তথা সমাধিগুহা ও কবর।

তবে রচয়িতা বলেন, সেই বাগানে একটা সমাধিগুহা ছিল, আর তা নতুন ছিল; প্রতীক হিসাবে এর অর্থ হল এ, খ্রিষ্টের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এদেন বাগানে প্রত্যাগমন প্রস্তুত ও সম্ভব। কেননা তিনি অগ্রগামী রূপেই সেখানে প্রবেশ করলেন। সমাধিগুহা যে নতুন, এতে প্রদর্শিত হয় মৃত্যু থেকে জীবনে যিশুর নতুন ও অপ্রত্যাশিত প্রত্যাগমন, ও ক্ষয়প্রাপ্তি-ক্ষেত্রে তাঁর সাধিত পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কেননা খ্রিষ্টের মৃত্যু গুণে আমাদের নতুন মৃত্যু একপ্রকার নিদ্রা বা বিশ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যিই আমরা তাদেরই মত জীবিত, যারা—শাস্ত্র অনুসারে—*প্রভুর জন্য জীবিত* (রো ১৪:৮)। এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পল তাদেরই কথা ইঙ্গিত করতে গিয়ে খ্রিষ্টেই যাদের মৃত্যু হয়েছে,

প্রায়ই এ বাক্যটি ব্যবহার করেন, *যারা নিদ্রাগত* (১ করি ১৫:৬, ১৮, ২০, ৫১; ১ থে ৪:১৩-১৪ ইত্যাদি পদ)।

পূর্ববর্তীকালে আমাদের মানবস্বরূপের উপর মৃত্যুর শক্তিই জয়ী ছিল। *মৃত্যু আদম থেকে মোশি পর্যন্ত রাজত্ব করল, এমনকি তাদের উপরেও রাজত্ব করল যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি* (রো ৫:১৪), এবং আদমের সদৃশ হয়ে আমরা ঈশ্বরের অভিশাপের কারণে আমাদের উপর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে ভোগ করায় পার্থিব মানুষের সাদৃশ্য বহন করে এসেছি।

কিন্তু যখন সেই দ্বিতীয় দিব্য ও স্বর্গীয় আদম আবির্ভূত হলেন, যিনি সকলের জীবনের জন্য সংগ্রাম করে আপন দেহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন ও মৃত্যুরাজ্য ধ্বংস করে পুনরুত্থান করলেন, তখন আমরা তাঁর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হলাম ও একপ্রকার নতুন মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালাম। এ মৃত্যু একপ্রকার নতুন, কারণ এ মৃত্যু অশেষ অবক্ষয়ের মধ্যে আমাদের নিঃশেষিত করে না, বরং আমাদের মধ্যে এমন নিদ্রা সঞ্চারিত করে যা সান্ত্বনাদায়ী প্রত্যাশায় পূর্ণ—তাঁরই সাদৃশ্যে, যিনি আমাদের জন্য এ পথ উন্মুক্ত করেছেন, তথা খ্রিষ্ট।

শ্লোক - মথি ২৭:৬২-৬৬; মার্ক ১৫:৪৬ দ্রঃ

*প্র* প্রভুকে সমাধি দেওয়ার পর তারা সমাধিগুহার উপরে সীলমোহর করল ও তার মুখের সামনে একটা পাথর গড়িয়ে দিল ;

*উ* তারা সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করল।

*প্র* প্রধান যাজকেরা পিলাতের কাছে সমবেত হয়ে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, যেন সমাধিগুহার রক্ষা ব্যবস্থা করা হয়।

*উ* তারা সেখানে একদল প্রহরী মোতায়েন করে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করল।

# প্রভুর পুনরুত্থান পাস্কা রবিবার

প্রাহরিক উপাসনার জাগরণীর পরিবর্তে পাস্কা জাগরণী উদ্‌যাপিত হয়। যাঁরা পাস্কা জাগরণী অনুষ্ঠানে অংশ নেন না, তাঁরা সেই অনুষ্ঠানের ৪টা পাঠ সামসঙ্গীত ও প্রার্থনা সহ পড়বেন। নিম্নে দেওয়া ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য :

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১৫–১৫:১)

**ইস্রায়েলীয়েরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে**

সেসময় প্রভু মোশিকে বললেন, 'আমার কাছে কেন চিৎকার করছ? ইস্রায়েল সন্তানদের এগিয়ে যেতে বল। আর তুমি লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও, সমুদ্রকে দু'ভাগ করে ফেল, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়েই সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এদিকে আমি মিশরীয়দের হৃদয় কঠিন করব, যেন তারা এদের পিছনে ধাওয়া করে, আর এইভাবে আমি ফারাও, তার সকল সৈন্য, তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে গৌরবান্বিত হব। হ্যাঁ, ফারাও ও তার সমস্ত রথ ও তার অশ্বারোহীদের উপরে আমি যখন আমার গৌরব প্রকাশ করব, তখন মিশরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু!'

তখন পরমেশ্বরের যে দূত ইস্রায়েল-বাহিনীর পুরোভাগে চলছিলেন, তিনি সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে গেলেন, মেঘস্তম্ভটিও তাদের পুরোভাগ থেকে সরে গিয়ে তাদের পশ্চাদ্ভাগে স্থান নিল; স্তম্ভটি মিশরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবিরের মাঝখানেই চলে এল। সেই মেঘও ছিল, সেই অন্ধকারও ছিল, অথচ তাতে রাত্রি আলোকিত হল, কিন্তু সারারাত ধরে এক দল অন্য দলের কাছে এল না। তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, এবং প্রভু সারারাত ধরে প্রবল পুববাতাস দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিয়ে তা শুষ্ক ভূমি করলেন; তাতে জল দু'ভাগ হল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল। ফারাওর সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারোহী, মিশরীয়েরা সকলেই ধাওয়া করে তাদের পিছু পিছু সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

রাত্রির শেষ প্রহরে প্রভু সেই অগ্নিময় মেঘস্তম্ভ থেকে মিশরীয়দের সৈন্যদলের উপর দৃষ্টিপাত করে তাদের বিভ্রান্ত করে দিলেন। তিনি তাদের রথের চাকা আটকে দিলেন, ফলে তাদের পক্ষে রথ চালানোটা কষ্টকর হল। তখন মিশরীয়েরা বলল, 'চল, আমরা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালাই, কারণ প্রভু তাদের পক্ষেই মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন।' প্রভু তখনই মোশিকে বললেন, 'সমুদ্রের উপরে হাত বাড়াও: জলরাশি ফিরে মিশরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও অশ্বারোহীদের উপরে এসে পড়ুক।' তাই মোশি সমুদ্রের উপরে হাত বাড়ালেন, আর সকাল হতে না হতেই সমুদ্র আবার তার সাধারণ গতিপথে ফিরে এল, আর মিশরীয়েরা ঠিক তার আগে আগে পালাতে পালাতেই প্রভু সমুদ্রের মধ্যেই তাদের উল্টিয়ে দিলেন। ফারাওর সমস্ত সৈন্যদলের যত রথ ও অশ্বারোহী, যারা ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল, জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল: তাদের একজনও রক্ষা পেল না। কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানেরা শুকনা মাটিতেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে চলল—তাদের ডান ও বাঁ পাশে জলরাশি দেওয়ালস্বরূপ ছিল।

এইভাবেই প্রভু সেদিন মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করলেন, ও ইস্রায়েল সমুদ্রের ধারে মিশরীয়দের মৃতদেহ দেখল; মিশরীয়দের বিরুদ্ধে প্রভু যে মহাকর্ম সাধন করেছিলেন, ইস্রায়েল যখন তা দেখতে পেল, তখন জনগণ প্রভুকে ভয় করল এবং প্রভুতে ও তাঁর দাস মোশিতে বিশ্বাস রাখল।

তখন মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর উদ্দেশে এই সঙ্গীত গান করলেন; তাঁরা বললেন:

ধুয়ো: আমি * প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,

কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন।

গীতিকা - যাত্রা ১৫:১-৬, ১৭-১৮

আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—
তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।
প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান,

তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি আমার ঈশ্বর—
আমি তাঁর গুণগান করব ;
তিনি আমার পিতার পরমেশ্বর—
আমি তাঁর বন্দনা করব।

প্রভু মহাযোদ্ধা,
প্রভুই তো তাঁর নাম ;
তিনি ফারাওর সমস্ত রথ ও সেনাদল সমুদ্রে ঠেলে দিলেন,
তার যত সেরা বীরযোদ্ধা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।

অতলদেশ তাদের ঢেকে দিল,
তলিয়ে গেল তারা পাথরের মত।
প্রভু, তোমার ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান,
প্রভু, তোমার ডান হাত শত্রুদের করল চূর্ণ।

তোমার জনগণকে এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস,
সেই পবিত্রধাম, প্রভু, যা তোমার দু'হাতই স্থাপন করল।
প্রভু রাজত্ব করবেন চিরদিন চিরকাল।

**ধুয়ো :** আমি প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,
কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন।

**প্রার্থনা :** হে ঈশ্বর, প্রাচীনকালে তোমার সাধিত অপরূপ কাজের অর্থ তুমি নতুন নিয়মের আলোতেই প্রকাশ করেছ। তাতে লোহিত সাগর হল পবিত্র জলকুণ্ডের পূর্বচ্ছবি, এবং দাসত্ব থেকে বিমুক্ত জনগণ হয়ে উঠল খ্রিষ্টীয় সমাজের প্রতীক। আশীর্বাদ কর: যেন সকল জাতি বিশ্বাস গুণে ইস্রায়েলের মর্যাদার অংশী হয়ে পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে নবজীবন লাভ করতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৬:১৬-২৮)

**তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল,**

**তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল; আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। তাই সেই দেশে তারা যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে: এরা প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে, সেখানে অপবিত্র করেছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি

—যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব; কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব। তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'

**ধুয়ো :** হরিণী * যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,

তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।

**সাম** - ৪২:২-৩, ৫খ-গ; ৪৩:৩-৪

হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর,
কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

জনতার সঙ্গে আমি শোভাযাত্রা ক'রে
তাদের নিয়ে যেতাম পরমেশ্বরের গৃহের দিকে,
উৎসব-মুখর ভিড়ের মাঝে
হর্ষধ্বনি তুলে, ধন্যবাদগীতি গেয়ে।

তোমার আলো, তোমার সত্য প্রেরণ কর, তারাই আমাকে চালনা করুক;
আমাকে নিয়ে যাক তোমার পবিত্র পর্বতে, তোমার আবাসগৃহে।

তখন আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে, †
আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে;
সেতারের সুরে গাইব তোমার স্তুতি, হে পরমেশ্বর, আমার পরমেশ্বর।

**ধুয়ো :** হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল,
তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।

**প্রার্থনা :** হে ঈশ্বর, অপরিবর্তনশীল শক্তি তুমি! অন্তহীন জ্যোতি তুমি! পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত-স্বরূপ তোমার সেই মণ্ডলীর প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর। তোমার মঙ্গলবিধানের পরিকল্পনা সম্পন্ন কর, যেন সমগ্র জগৎ দেখতে ও স্বীকার করতে পারে যে, যা কিছু পতিত ছিল তা উত্তোলিত হচ্ছে, যা কিছু জরাজীর্ণ হয়েছিল তা নবীন হয়ে উঠছে, এবং সমস্ত কিছুর আদি যিনি, সেই খ্রিষ্টেরই দ্বারা সমস্ত কিছু তার আদি-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

**তৃতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৬:৩-১১)

**মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই**

ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর

আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

**ধুয়ো :** আল্লেলুইয়া, * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**সাম** - ১১৮:১-২, ১৬কখ-১৭, ২২-২৩

প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।
বলুক ইস্রায়েল,
তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

প্রভুর ডান হাত এবার উত্তোলিত,
প্রভুর ডান হাত পরাক্রম সাধন করল।
আমি মরব না, জীবিতই থাকব,
প্রভুর কর্মকাহিনী বর্ণনা করে যাব।

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।

**ধুয়ো :** আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**চতুর্থ পাঠ** - মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার (২৮:১-১০)

**তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন!**

শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোর আবির্ভাবে মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধিগুহা দেখতে এলেন। আর হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল,

কেননা প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন ও তার উপরে বসলেন। দেখতে তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত, ও তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। তাঁর ভয়ে প্রহরীরা এতই কম্পিত হল যে, জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই দূত নারীদের বললেন, 'তোমরা ভয় করো না; আমি জানি, তোমরা সেই যিশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন। এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান দেখে যাও। পরে শীঘ্রই গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; আর এখন তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম।' তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে শীঘ্রই সমাধিস্থান ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংবাদটি দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন।

আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যিশু এসে উপস্থিত; তিনি বললেন, 'মঙ্গল হোক!' আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। তখন যিশু তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না; তোমরা যাও, আমার ভাইদের এই সংবাদ জানাও, যেন গালিলেয়ায় যায়; সেইখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'

**প্রার্থনা:** হে ঈশ্বর, আজকেই তোমার একমাত্র পুত্রের দ্বারা তুমি মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছ অনন্তধামের প্রবেশদ্বার। আশীর্বাদ কর: প্রভুর পুনরুত্থান-মহোৎসব পালন ক'রে আমরা যেন পবিত্র আত্মার নবীকরণে নবীন হয়ে জীবনের আলোতে পুনরুত্থিত হতে পারি।

# পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল



## পাঠসংগ্রহ - পাস্কা অষ্টাহ



## সোমবার



**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১-২১)

### খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার

### নবজীবনের দাবি—পবিত্রতা

যিশু খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত আমি, পিতর, যিশু খ্রিষ্টের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হবার জন্য পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যাদের মনোনীত করা হয়েছে, পন্তস, গালাতিয়া, কাপ্পাদোকিয়া, এশিয়া ও বিথিনিয়ায় প্রবাসী হিসাবে ছড়িয়ে পড়া সেই ভাইদের সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। সেই

উত্তরাধিকার স্বর্গে তোমাদেরই জন্য সঞ্চিত রয়েছে, যারা ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাসগুণে সংরক্ষিত রয়েছ সেই পরিত্রাণের উদ্দেশে যা অন্তিমকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত।

এ তোমাদের জন্য মহা আনন্দের বিষয়, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে যেন তোমাদের বিশ্বাস, যা নশ্বর সোনার চেয়ে এমনকি আগুন দ্বারা যাচাইকৃত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান, সেই বিশ্বাসের যোগ্যতা যেন যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের দিনে প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তো তাঁকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ; আর তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা এর মধ্যে জয় করে নিচ্ছ।

তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন; তাঁদের অন্তরে নিবাসী খ্রিষ্টের সেই আত্মা যখন খ্রিষ্টের জন্য নিরূপিত নানা যন্ত্রণা ও তার পরবর্তী গৌরবকীর্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁরা অনুসন্ধান করছিলেন তিনি কোন্ সময় ও কোন্ পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন, যা এখন তোমাদের কাছে তাঁরাই জানিয়েছেন, যাঁরা স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মা গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন; আর সেই সকল বিষয় এমন, যা স্বর্গদূতেরা তার উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী!

সুতরাং তোমরা কাজের জন্য নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশে তোমাদের দেওয়া হবে। বাধ্যতার সন্তানের মত তোমরা তোমাদের আগেকার অজ্ঞতার কামনা-বাসনা অনুসারে আর চলো না, কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৪)। আর যিনি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন, তাঁকে যখন পিতা বলে ডাক, তখন তোমরা

যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাক, ততদিন সভয়েই জীবনযাপন কর, একথা জেনে যে, তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে। তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন, কিন্তু এই অন্তিমকালে তোমাদের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন! তাঁর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে।

**শ্লোক** - ১ পি ১:৩, ১৩

*প্র* ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, আপন মহাকরুণাগুণে যিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা।

*প্র* নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে তোমরা মিতাচারী হও, একান্তভাবে প্রত্যাশা রাখ সেই অনুগ্রহে যা তোমাদের দেওয়া হবে

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সার্দিসের বিশপ মেলিতনের 'পাস্কা উপদেশ' থেকে পাঠ (২-৭)

**খ্রিষ্টই নবপাস্কা**

প্রিয়জনেরা, একথায় মনোযোগ দিও: পাস্কা-রহস্য একাধারে নবীন ও প্রাচীন, চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী, ক্ষয়শীল ও অক্ষয়, মরণশীল ও অমর। বিধান অনুসারে প্রাচীন, বাণী অনুসারে নবীন; দৃষ্টান্তে ক্ষণস্থায়ী, অনুগ্রহে চিরস্থায়ী; মেষের বলিদানের দিক দিয়ে ক্ষয়শীল, প্রভুর জীবনের দিক দিয়ে অক্ষয়; মাটিতে তাঁর সমাধির কারণে মরণশীল, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের কারণে অমর। বস্তুতপক্ষে বিধান প্রাচীন, বাণী কিন্তু নবীন; দৃষ্টান্ত ক্ষণস্থায়ী, অনুগ্রহ চিরস্থায়ী; মেষ ক্ষয়শীল, অক্ষয়ই সেই প্রভু যিনি মেষশাবকরূপে বলীকৃত হলেন, ঈশ্বররূপে পুনরুত্থান করলেন।

*তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন* বটে, অথচ তিনি একটা মেষ ছিলেন না; *তিনি মেষশাবকের মত নিশ্চুপ ছিলেন* বটে (ইশা ৫৩:৭), অথচ তিনি একটা মেষশাবক ছিলেন না।

তাই দৃষ্টান্ত মিলিয়ে গেল ও বাস্তবতা প্রকাশ পেল: মেষশাবকের স্থানে ঈশ্বর, ও মেষের স্থানে মানুষ, এমন মানুষ যাতে সেই খ্রিষ্টই উপস্থিত যাঁর মধ্যে সবকিছু উপস্থিত।

সুতরাং মেষের বলিদান, পাস্কা-উদ্‌যাপন ও বিধানের আজ্ঞাগুলির লক্ষ্য ছিল খ্রিষ্ট যিশু, যাঁকে উদ্দেশ্য ক'রেই প্রাচীন বিধানে সবকিছু ঘটত, ও মহত্তর কারণে নবীন ব্যবস্থায় সবকিছু ঘটে। বিধান হল বাণী, ও প্রাচীন সবকিছু নবীন হয়ে উঠল—তবু উভয় সিয়োন ও যেরুশালেম থেকে উদ্গত হল। নির্দেশ অনুগ্রহেই উত্তীর্ণ হল, দৃষ্টান্ত বাস্তবতায়ই, মেষশাবক পুত্রেই, মেষ মানুষেই, মানুষ ঈশ্বরেই।

ঈশ্বর হয়েও প্রভু মানবস্বরূপ পরিধান করলেন, এবং যন্ত্রণাসাপেক্ষ মানুষের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করে, বন্দির খাতিরে শেকলাবদ্ধ হয়ে, অপরাধীর খাতিরে দণ্ডিত হয়ে, সমাহিতের খাতিরে সমাধিস্থ হয়ে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন এবং এ মহাবাণী ব্যক্ত করলেন, *কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? সে আমার সামেন আসুক* (ইশা ৩০:৮ সত্তরী পাঠ্য)। আমিই তো দণ্ডিতকে মুক্ত করে দিয়েছি, আমিই মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছি, আমিই সমাহিতকে পুনর্জাগরিত করে তুলেছি। কে আমার বিপক্ষে কথা বলবে? আমিই—তিনি বললেন—আমিই সেই খ্রিষ্ট, যিনি মৃত্যুকে ধ্বংস করে দিয়েছি, শত্রুকে পরাজিত করেছি, পাতাল পদদলিত করেছি, শক্তিশালীকে বেঁধে দিয়েছি ও মানুষকে স্বর্গের ঊর্ধ্বস্থানে কেড়ে নিয়েছি: আমিই—তিনি বললেন—আমিই খ্রিষ্ট।

তবে এসো, পাপে আবদ্ধ সকল জাতির মানুষ; পাপক্ষমা গ্রহণ কর। কেননা আমিই তো তোমাদের পাপক্ষমা, আমিই পরিত্রাণদায়ী পাস্কা, আমিই তোমাদের খাতিরে বলীকৃত মেষশাবক, আমিই তোমাদের জলপ্রক্ষালন, আমিই তোমাদের জীবন, আমিই তোমাদের পুনরুত্থান, আমিই তোমাদের আলো, আমিই তোমাদের পরিত্রাণ, আমিই তোমাদের রাজা। আমি নিজেই স্বর্গের ঊর্ধ্বস্থানে তোমাদের নিয়ে যাই; আমি নিজেই

তোমাদের পুনরুত্থিত করে তুলব ও স্বর্গস্থ পিতাকে তোমাদের দেখাব। আমি নিজেই আমার ডান হাতে তোমাদের উন্নীত করব।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩; ১০:৪২; ২:৩৬

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন।

*উ* তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।

*উ* তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১:১-২৬)

## প্রভুর স্বর্গারোহণ

থেওফিল, প্রথম পুস্তকে আমি সেই সকল বিষয়ে লিখেছিলাম, যা যিশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, যেদিন, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে যাঁদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের নির্দেশ দেওয়ার পর তাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হয়েছিল। নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে জীবিত বলে দেখিয়েছিলেন: চল্লিশদিন ধরে তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুশালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন, 'যে প্রতিশ্রুতির কথা তোমরা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তথা: যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে।'

তাই তাঁরা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?' তিনি তাঁদের বললেন, 'পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; কিন্তু তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুশালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।'

তিনি একথা বলার পর তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; তাঁরা বললেন, 'হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।'

তখন তাঁরা জৈতুন নামে পর্বত থেকে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেই পর্বত যেরুশালেম থেকে তত দূরে নয়—শাব্বাৎ দিনে যত দূরে যাওয়া যায়, ততদূরে। শহরে প্রবেশ করে তাঁরা সেই উপরতলার ঘরে গেলেন যেখানে সেসময়ে বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন: পিতর ও যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমাস, বার্থলমেয় ও মথি, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব ও উগ্রধর্মা শিমোন এবং যাকোবের ছেলে যুদা। এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন।

একদিন, যখন সমবেত লোকদের সংখ্যা প্রায় একশ' কুড়িজন, পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাইয়েরা, যিশুকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের যে পথপ্রদর্শক হয়েছিল, সেই যুদা সম্বন্ধে পবিত্র আত্মা দাউদের মুখ দিয়ে আগে থেকে যা বলে দিয়েছিলেন, সেই শাস্ত্রবচন পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। সে তো আমাদেরই একজন ছিল, এবং তাকেও এই সেবাদায়িত্বের সহভাগী হতে দেওয়া হয়েছিল। অপকর্ম ক'রে যে টাকা পেয়েছিল, তা দিয়ে সে একখণ্ড জমি কিনেছিল, এবং উচু থেকে সে উল্টে পড়ে গেলে তার পেট ফেটে গেছিল আর নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল। যেরুশালেম-বাসী সকলের কাছে কথাটা এত জানাজানি হয়েছিল যে, তাদের ভাষায় সেই জমিটা আকেল্দামা, অর্থাৎ রক্তের জমি বলে ডাকা হল। বাস্তবিকই সামসঙ্গীত-পুস্তকে লেখা আছে,

*তার বাসা জনহীন হোক,*
*তার মধ্যে বাস করার মত যেন কেউ না থাকে;*

এবং,

*অন্য একজন তার কর্মভার গ্রহণ করুক।*

সুতরাং, যোহন যে সময় বাপ্তিস্ম দিতেন, তখন থেকে আরম্ভ ক'রে যেদিন প্রভু যিশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।' তখন এই দু'জনের নাম

প্রস্তাব করা হল: যুস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস। তখন তাঁরা এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান; নিজের স্থানে যাবার জন্য যুদা যে সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকা ত্যাগ করেছে, তার স্থান গ্রহণ করার জন্য তুমি এই দু'জনের মধ্যে কাকে বেছে নিয়েছ, তা আমাদের দেখাও।' পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে গুলিবাঁট করলেন; মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

**শ্লোক** - ১ পি ১:২১; দা ৭:১৪

*প্র* খ্রিষ্টের দ্বারা তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে তাঁকে গৌরব দান করেছেন,

*উ* যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার,

*উ* যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আশা ঈশ্বরেই থাকে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:১, ৫)

**আহা, অনুগ্রহের রহস্যময় প্রাচুর্য!**

এবার খ্রিষ্টের জ্যোতির পুণ্য রশ্মিমালা বিকিরণ করছে, নির্মল আত্মার নির্মল জ্যোতিষ্করাজি উদীয়মান হয়ে স্বর্গীয় গৌরব ও রাজকীয় ঈশ্বরত্বের ঐশ্বর্য প্রকাশিত করছে। ঘন ও অন্ধকারময় রাত্রি এবার কবলিত, ও সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যু ছায়ায় দণ্ডিত; জীবনই জগতে এসে পড়ছে, সারাবিশ্ব সনাতন জ্যোতিতে উচ্ছ্বসিত; নবজন্মপ্রাপ্ত সকলেই নব জগৎ লাভ করে: প্রভাতী তারার পূর্বে জনিত, অমর ও সূর্যের চেয়েও মহান সেই খ্রিষ্ট সকল সৃষ্টজীবদের জন্য উদ্ভাসিত। ফলে তাঁর বিশ্বাসী এ আমাদের জন্য জ্যোতির্ময় হয়ে সেই অন্তহীন দিন এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে সেই রহস্যময় পাস্কা যা বিধান দ্বারা পূর্ব প্রদর্শিত ও উদ্‌যাপিত হয়েছিল ও খ্রিষ্টের দ্বারা এবার বাস্তব রূপে সাধিত হয়েছে। ঐশসর্বশক্তির আশ্চর্য কাজ এ পাস্কাই হল সত্যকার পর্ব ও বিধিসম্মত সনাতন স্মরণানুষ্ঠান: পাস্কাই হল যন্ত্রণাভোগের পর আগত যন্ত্রণামুক্তি, মৃত্যু থেকে

আগত অমরতা, বীজ থেকে আগত জীবন, ক্ষত থেকে আগত ঔষধ, পতন থেকে আগত পুনরুত্থান, অবরোহণ থেকে আগত আরোহণ।

এভাবেই তো ঈশ্বর মহা মহা কাজ সাধন করেন, অসম্ভব থেকে আশ্চর্য কিছু সৃষ্টি করেন, যাতে প্রকাশ পায় যে তিনিই মাত্র যা ইচ্ছা করেন তা সাধন করতে সক্ষম। তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা গুণে তিনি মৃত্যুর বাঁধন খুলে দেন, যেইভাবে তিনি আপন ক্ষমতার কার্যকারিতা দেখাবার জন্য একদিন বলেছিলেন, *লাজার, বেরিয়ে এসো* (যোহন ১১:৪৩) ; কিংবা, *খুকি, উঠে দাঁড়াও* (মার্ক ৫:৪১)। একই উদ্দেশ্যে তিনি মৃত্যুর হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সঁপে দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মধ্যে সেই হিংস্র পশু তার সেই নিত্যতৃপ্তিহীন ক্ষুধার সঙ্গে মরতে পারে।

যেহেতু *পাপই তো মৃত্যুর হুল* (১ করি ১৫:৫৬), সেহেতু সেই পশু অর্থাৎ মৃত্যু খ্রিষ্টের পাপশূন্য দেহের মধ্যে সর্বত্রই তার সাধারণ খাদ্যের মত সেই সবকিছু অর্থাৎ লালসা, গর্ব, অবাধ্যতা, বা কমপক্ষে সেই প্রাচীন পাপকেই খোঁজ করেছিল যা হয়েছিল তার প্রথম টোপ। কিন্তু তাঁর মধ্যে খাদ্যরূপে কিছুই খুঁজে না পাওয়ায় কেবল নিজের উপর অবলম্বন ক'রে খাদ্যের অভাবে নিঃশেষিত হয়ে মৃত্যু নিজেই হল নিজ মৃত্যুর সাধক, ঠিক যেইভাবে ধার্মিকদের অনেকেই প্রচার ও ভাববাণী দিয়ে বলে আসছিলেন তাই একদিন ঘটবার কথা, যখন সেই প্রথমজাত মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবেন। তিনি তিন দিন মাটির বুকে থাকলেন, যাতে সমস্ত মানবজাতিকে, এমনকি যারা বিধানের আগে জীবনযাপন করেছিল, তাদেরও তিনি নিজের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ করতে পারেন।

তিনি পুনরুত্থান করলে নারীরাই প্রথম তাঁকে দেখেন, কেননা যেমন একটি নারীই প্রথম এজগতে পাপ প্রবেশ করিয়েছিলেন, তেমনি একটি নারীই প্রথম জগৎকে জীবনের সংবাদ দেন। এজন্য নারীরা এ পুণ্য অভিবাদন শোনেন, 'আনন্দ কর!' যাতে আগের দুঃখ পুনরুত্থানের আনন্দে কবলিত হয় ও যারা অবিশ্বাসী তারা যেন বিশ্বাস করে, তিনি সশরীরেই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন।

যখন খ্রিষ্ট ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট সেই মানবস্বরূপকে পরিধান ক'রে পরিধান করা সেই পুরাতন মানবকে স্বর্গীয় মানবে রূপান্তরিত করলেন, তখন সেই রূপান্তরিত

সাদৃশ্যকে সঙ্গে করে স্বর্গারোহণ করলেন। মানুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্বর্গারোহণ করছে, তেমন মহারহস্য দর্শনে স্বর্গদূতেরা স্বর্গবাহিনীকে আদেশ দিয়ে বললেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৭ লাতিন পাঠ্য)। মানুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, তেমন নব আশ্চর্য কাজ দেখে স্বর্গবাহিনীও তখন উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, *কে এ গৌরবের রাজা?* (সাম ২৪:৮)। প্রত্যুত্তর এল, *সেনাবাহিনীর প্রভু, তিনিই গৌরবের রাজা; শক্তিমান, পরাক্রমী, যুদ্ধে পরাক্রমী রাজা* (সাম ২৪:১০, ৮)।

হে অনুগ্রহের রহস্যময় আতিশয্য; হে আত্মিক মহোৎসব; হে দিব্য পাস্কা, তুমি যে স্বর্গ থেকে মর্তে অবরোহণ ক'রে মর্ত থেকে স্বর্গে আরোহণ কর! হে পাস্কা, তুমি যে নব বাতির আলো ও নির্মল প্রদীপের জ্যোতি! খ্রিষ্টের তেলে পরিপূর্ণ বলে মানবাত্মার প্রদীপ আর কখনও নিভবে না, কেননা এখন সকলের অন্তরেই অনুগ্রহের সেই আত্মিক ও দিব্য আগুন জাজ্বল্যমান, যা খ্রিষ্টের দেহ ও আত্মা দ্বারা নিবেদিত।

হে প্রভু পরমেশ্বর, হে আধ্যাত্মিক ও সনাতন রাজা খ্রিষ্ট, অনুনয় করি: তোমার শক্তিশালী হাত তোমার পবিত্র মণ্ডলী ও তোমার পুণ্য জনগণের উপর অর্পণ ক'রে তাকে রক্ষা, পালন ও প্রতিপালন কর চিরকাল ধরে। আমাদের জন্য তোমার জয়চিহ্ন উত্তোলন কর। মোশির সঙ্গে আমাদেরও সেই জয়গান গাইতে দাও, কেননা তোমারই তো গৌরব ও শক্তি যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৯৬:২; ২৯:১-২

*প্র* প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, আল্লেলুইয়া; প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম,
*উ* দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ; আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
*প্র* প্রভুতে আরোপ কর গৌরব ও শক্তি; প্রভুতে আরোপ কর তাঁর নামের গৌরব।
*উ* দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ; আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা অষ্টাহ—মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:২২–২:১০)

**ঈশ্বরসন্তানদের জীবনধারণ**

ভ্রাতৃগণ, সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস; কারণ তোমরা ক্ষয়শীল কোন বীজ থেকে নয়, বরং অক্ষয়শীল এক বীজ থেকে, অর্থাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত ও নিত্যস্থায়ী বাণীগুণেই নবজন্ম লাভ করেছ। কেননা *মর্তমানুষ ঘাসের মত, আর তার সমস্ত কান্তি ঘাসফুলের মত। শুষ্ক হয় ঘাস, ম্লান হয় ফুল, কিন্তু প্রভুর বচন চিরস্থায়ী* (ইশা ৪০:৬-৮ দ্রঃ)। আর এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে। অতএব, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, অবশ্য তোমরা যদি এর মধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯)।

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না* (ইশা ২৮:১৬)। তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর, এমন প্রস্তর যাতে লোকে হোঁচট খাবে, ও এমন শৈল যা মানুষের পতন ঘটাবে* (সাম

১১৮:২২; ইশা ৮:১৪)। সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

কিন্তু তোমরা, যারা এক *মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* (যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৪৩:২০, ২১) যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে *'জনগণ-নয়'*, এখন কিন্তু *ঈশ্বরের আপন জনগণ*; তোমরা ছিলে *দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন*, এখন কিন্তু *দয়া পেয়েই গেছ* (হো ১:৬, ৯)।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৫, ৯

*প্র* তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ,

*উ* যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এত জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন,

*উ* যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত যেরুশালেমের হেসিখিওসের 'পাস্কা উপদেশ' থেকে পাঠ

**পাস্কার আনন্দ**

যে মহোৎসব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, তা বিজয়েরই মহোৎসব, অর্থাৎ বিশ্বরাজ সেই ঈশ্বরপুত্রের বিজয়লাভ। আজ শয়তান সেই ক্রুশবিদ্ধজন দ্বারা পরাজিত; আমাদের মানবকুল সেই পুনরুত্থিতজন দ্বারা আনন্দে পরিপূর্ণ। খ্রিষ্টে আমার পুনরুত্থানের সম্মানার্থে এদিনটি বলে ওঠে, আমার যাত্রাপথে আমি নব আশ্চর্য কাজ দেখতে পেয়েছি: সমাধিমন্দির খোলা, এক ব্যক্তি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত, হাড় উল্লসিত, প্রাণ পুলকিত, নর-নারী নবসৃষ্ট, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং স্বর্গশক্তিবৃন্দ বলে

উঠছেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও সনাতন সিংহদ্বার, প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৭ সত্তরী পাঠ্য)। এদিনে আমি দেখতে পেয়েছি, আলোতে সুসজ্জিত হয়ে স্বর্গীয় রাজা বিদ্যুৎ-ঝলক ও সূর্যের কিরণমালার ঊর্ধ্বে, সূর্য ও জলের উৎসধারার ঊর্ধ্বে, স্বর্গবাহিনীর আবাস ও অনন্ত জীবনের নগরীর ঊর্ধ্বে আরোহণ করছেন।

প্রথমে নারী-গর্ভে লুক্কায়িত হয়ে তিনি তাঁর আপন জন্ম দ্বারা মানবজন্মকে পবিত্রিত করলেন; পরবর্তীতে ভূগর্ভেই লুক্কায়িত হয়ে তিনি তাঁর আপন পুনরুত্থান দ্বারা মৃতদের জীবন দান করলেন। *এবার শোক, কান্না ও হাহাকার পালিয়ে গেল* (ইশা ৩৫:১০ সত্তরী পাঠ্য); কেননা যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে উন্নীত হলেন, সেই মাংসধারী বাণী ছাড়া *কেবা জেনেছে ঈশ্বরের মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* (ইশা ৪০:১৩ সত্তরী পাঠ্য)।

এদিনটি আনন্দেরই সংবাদ বহন করছে; এদিনটি হল প্রভুর পুনরুত্থানেরই দিন, যেদিনে তিনি নিজের সঙ্গে আদমসন্তানদেরও পুনরুত্থিত করে তুললেন। মানবের খাতিরে জন্ম নিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন। এদিনে স্বর্গ সেই পুনরুত্থিতজন দ্বারা উন্মুক্ত, আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, এবং হবা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত। এদিনে ঐশআহ্বান শ্রুত, রাজ্য প্রস্তুত, আমরা পরিত্রাণকৃত এবং খ্রিষ্ট পূজিত। এদিনে মৃত্যুকে পদদলিত ক'রে, সেই উৎপীড়ককে বন্দি ক'রে ও পাতাল লুণ্ঠন ক'রে খ্রিষ্ট বিজয়ী রাজারূপে, গৌরবমণ্ডিত শাসকরূপে, অপরাজেয় রথীরূপে স্বর্গারোহণ করলেন। তিনি পিতাকে বললেন, *এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা যাদের তুমি, হে ঈশ্বর, আমাকে দিয়েছ* (ইশা ৮:১৮)। তা বলে তিনি পিতার এ উত্তর শুনলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* (সাম ১১০:১)। তাঁর গৌরব হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৭৮:১৪-১৬

*প্র* পরমেশ্বরের মত কেইবা তেমন মহান ঈশ্বর?

*উ* তুমিই সেই ঈশ্বর যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

৭ তুমি জাতিগুলির মাঝে আপন প্রতাপ প্রকাশ করেছ, নিজ বাহুবলে তোমার আপন জনগণকে মুক্ত করেছ।

৮ তুমিই সেই ঈশ্বর যিনি আশ্চর্য কাজ সাধন করেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২:১-২১)

## পবিত্র আত্মার আগমন

### পিতরের উপদেশ

যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, গোটা বাড়িটা সেই শব্দে ভরে গেল; আর তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল, এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, ও আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেসময়ে, আকাশের নিচের সমস্ত দেশের বহু ভক্ত ইহুদী যেরুশালেমে ছিল। সেই শব্দ ধ্বনিত হলে ভিড় জমে গেল: তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, যেহেতু প্রত্যেকজন নিজ নিজ ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনতে পাচ্ছিল। খুবই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য হয়ে তারা তখন বলল, 'দেখ, এরা যারা কথা বলছে, এরা সকলে কি গালিলেয়ার মানুষ নয়? তবে আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় এদের কথা বলতে শুনছি? এই আমরা, যারা পার্থিয়া, মেদিয়া এবং এলামের মানুষ আছি, আবার মেসোপতামিয়া, যুদেয়া ও কাপ্পাদোকিয়া, পন্তস ও এশিয়া, ফ্রিগিয়া ও পাম্ফিলিয়া, মিশর ও লিবিয়ার কিরেনে অঞ্চলের মানুষ এবং রোম-অধিবাসী—ইহুদী ও ইহুদীধর্মাবলম্বী, উভয়েই—এবং ক্রীট ও আরব দেশের মানুষ, এই আমরা শুনতে পাচ্ছি, ওরা আমাদের নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মহাকীর্তির কথা বলছে।' তারা স্তম্ভিত হল এবং বিমূঢ় হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগল, 'এর অর্থ কি?' তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, 'নতুন আঙুররস খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে।'

কিন্তু পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন: 'যুদেয়ার মানুষেরা! তোমরাও, হে যেরুশালেম-বাসী সকলে! তোমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হোক, এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা

যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়; বাস্তবিকই এখন সবে সকাল ন'টা! বরং তা-ই ঘটছে, যে-বিষয়ে নবী [যোয়েল] বলেছিলেন:

*সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—*
*আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব।*
*তোমাদের ছেলেমেয়েরা নবীয় বাণী দেবে,*
*তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে,*
*আর তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে।*
*সেই দিনগুলিতে আমার দাস ও দাসীদের উপরেও*
*আমার আত্মা বর্ষণ করব।*
*[আর তারা নবীয় বাণী দেবে।]*
*আমি ঊর্ধ্বে আকাশে নানা অলৌকিক লক্ষণ,*
*এবং নিচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন দেখাব।*
*[রক্ত, আগুন ও ধোঁয়ার মেঘ।]*
*প্রভুর দিনের আগমনের আগে,*
*সেই মহা ও উজ্জ্বল দিনের আগমনের আগে*
*সূর্য অন্ধকারে,*
*ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।*
*এবং এমনটি ঘটবে যে,*
*যে কেউ প্রভুর নাম করবে,*
*সে পরিত্রাণ পাবে* (যোয়েল ৩:১-৫ সত্তরী পাঠ্য)।

শ্লোক - যোয়েল ৩:২-৩; লুক ২৪:৪৬, ৪৮-৪৯

প্র সেই দিনগুলিতে আমি আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।

উ আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

℣ এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি।

℟ আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব। তখন যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'পাস্কা মহোৎসব' থেকে পাঠ (৪-৫)

**আমরা যেন ইতিমধ্যেই বরের সঙ্গে আছি**

আমাদের পূর্বপুরুষদের মত আমরাও এ মহোৎসব এমন প্রস্তুতিকাল পালনের মাধ্যমে শুরু করি, যা বছরে বছরে উপস্থিত। এভাবে পর্বের আগে আমরা মোশি ও এলিয়ের আদর্শে চল্লিশাকাল উদ্‌যাপন করে প্রস্তুতি নিই, এবং চল্লিশ দিন ধরে এ পর্বের অবিরত প্রতীক্ষায় থাকি। ঈশ্বর অভিমুখে যাত্রা এভাবে শুরু করে আমরা সর্বপ্রথমে আত্মসংযম দিয়ে কোমর বাঁধি, এবং আমাদের আত্মার চঞ্চল পরা-ই যেন পদক্ষেপ নিরাপদ রেখে আমরা আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের যাত্রাপথ আরম্ভ করি। শত্রুদের দূর করে দেবার জন্য ও তাদের মধ্য দিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত পথ খুলবার জন্য আমরা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার প্রভাবের উপর নির্ভর করি: এভাবে আমরা তৎপর হয়ে নিম্নলোকের বস্তু থেকে ঊর্ধ্বলোকের বস্তুর দিকে, মরজীবন থেকে অমর জীবনের দিকে এগিয়ে যাই।

নিরাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মহত্তর একটা মহোৎসব আমাদের বরণ করবে, যে উৎসব ইহুদীরা পঞ্চাশত্তমী বলেন: উৎসবটি যেন স্বর্গরাজ্যের একটা পূর্বাভাস। মোশি বলেছিলেন, *তুমি মাঠের ফসলে প্রথম কাস্তে দেওয়ার সময় থেকেই সাত সপ্তাহ গুনতে শুরু করবে, তারপর নব শস্যের নব রুটি ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করবে* (দ্বিঃবিঃ ১৬:৯; লেবীয় ২৩:১৫-১৬ দ্রঃ)। মাঠের ফসলের প্রতীক-চিহ্ন বিজাতীয়দের আহ্বান নির্দেশ করছিল; আর নব রুটিগুলো হল খ্রিষ্টের পুণ্যে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত মানবাত্মা ও সকল দেশের মানুষকে নিয়ে গঠিত সেই মণ্ডলীগুলি, যাদের জন্য করুণানিধান ঈশ্বরের

আবাসে মহোৎসব পালন করা হয়। প্রেরিতদূতদের প্রতীকমূলক কাস্তে দ্বারা শস্যরূপে কাটা হয়ে ও পৃথিবীর সকল মণ্ডলীগুলি থেকে যেন একটা উঠানে সংগৃহীত হয়ে, একই বিশ্বাস দ্বারা একমাত্র দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ও ধর্মশিক্ষা ও ঐশনির্দেশগুলির লবণে লবণাক্ত হয়ে, পবিত্র আত্মার জল ও অগ্নি দ্বারা নবজন্ম গ্রহণ ক'রে আমরা বস্তুত সুস্বাদু ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভোজসভার রুটির মত খ্রিষ্টের দ্বারা নিবেদিত হই।

মোশির প্রতীকমূলক চিহ্ন যে বাস্তবতায় সিদ্ধি লাভ করেছে, সেই বাস্তবতা আমাদের মধ্যে মহত্তর পবিত্রতা সাধন ক'রে আমাদের সকলকে একত্রিত করে বিধায়, আমরা অতীতকালের চেয়ে অধিক আনন্দপূর্ণ মহোৎসব উদ্‌যাপন করতে শিখি, কেননা আমরা এখন তাঁর রাজ্যের অধিকারী হয়ে আমাদের ত্রাণকর্তার সঙ্গে মিলিত। এজন্য এ পর্বলগ্নে আমাদের মধ্যে যে কোন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা নিষিদ্ধ, এমনকি স্বর্গলোকে যে বিশ্রাম প্রত্যাশা করি, তা-ই আমাদের দেখাতে হয়।

এসময় প্রার্থনার জন্য আমরা হাঁটু পাত করি না, উপবাসেও নিজেদের ক্লিষ্ট করি না, কেননা যারা পুনরুত্থানের অনুগ্রহ পেয়েছে, তাদের পক্ষে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়া সমীচীন নয়, আর যারা রিপু থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদের পক্ষেও রিপুর বন্দিদের মত কষ্টকর কৃচ্ছ্রসাধনা সহ্য করা সমীচীন নয়। এজন্য পাস্কার পূর্ববর্তী ছয় সপ্তাহ ধরে আমরা যেমন চল্লিশ দিন ব্যাপী সৎসাহসী আত্মসংযম পালন করেছি, তেমনি পাস্কার পরবর্তী সাত সপ্তাহ ধরে পঞ্চাশত্তমী পর্ব উদ্‌যাপন করি। 'ছয়' এমন সংখ্যা যা ক্রিয়াশীলতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে জড়িত, কেননা আমরা শুনেছি, ঈশ্বর ছয় দিনেই জগৎকে সৃষ্টি করলেন; কিন্তু যেহেতু 'সাত' সংখ্যাটা বিশ্রামেরই প্রতীক, সেজন্য এ অধিক সমীচীন যে আমাদের আগেকার শ্রমের পর সাত সপ্তাহব্যাপী এক বিশ্রামকাল পালিত হয় যে কালে আমরা দ্বিতীয় এক মহোৎসব উদ্‌যাপন করব। পঞ্চাশত্তমীর এ পুণ্য দিনগুলিতে আমরা ভাবী বিশ্রামের একটা চিহ্ন দেখি বিধায়, আমাদের আত্মার পক্ষে উল্লাস করা ও আমাদের দেহের পক্ষে বিশ্রাম পাওয়া একান্ত সমীচীন, কেননা আমরা ইতিমধ্যেই যেন বরের সঙ্গে মিলিত: এজন্য উপবাসের কথা না ওঠে যেন!

শ্লোক - প্রকাশ ৫:৫, ১২

প্ দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

উ তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ যাঁকে বধ করা হয়েছিল, সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি, সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!

উ তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা অষ্টাহ—বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১১-২৫)

**জগতে খ্রিষ্টিয়ানরা প্রবাসী ও পথযাত্রী বলেই জীবনযাপন করে**

প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

তোমরা যারা দাস, গভীর সম্ভ্রম দেখিয়ে তোমাদের মনিবদের প্রতি বাধ্য হও; যারা দরদী বিবেচক, কেবল তাদেরই প্রতি নয়, যাদের তুষ্ট করা কঠিন, তাদেরও প্রতি। কেননা অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ; বস্তুত তোমাদের নিজেদের অপরাধের ফলেই শাস্তি সহ্য করায় গৌরব কী? কিন্তু সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ। আর আসলে তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ, কারণ খ্রিষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর

পদাঙ্ক অনুসরণ কর। *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (ইশা ৫৩:৯)। অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না, বরং ন্যায় অনুসারে বিচার করেন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। *তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ। তোমরা মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে* (ইশা ৫৩:৫, ৬ দ্রঃ), কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।

**শ্লোক** - ১ পি ২:২১, ২৪ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন:

*উ* তাই এসো, আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

*উ* তাই এসো, আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রাচীন লেখকের পাস্কা উপদেশ থেকে পাঠ

**খ্রিষ্টই পুনরুত্থানের ও জীবনের প্রণেতা**

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পরিত্রাণের আনন্দ স্মরণ ক'রে পল বলে ওঠেন, যেমন আদমের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এজগতে ঢুকেছিল, তেমনি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ জগৎকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে (রো ৫:১২ দ্রঃ)। তিনি আবার বলেন, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত* (১ করি ১৫:৪৭), ফলত স্বর্গীয়।

তাছাড়া তিনি বলেন, *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি* (অর্থাৎ যেমন পাপে সেই প্রাচীনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি), *তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব* (১ করি ১৫:৪৯), অর্থাৎ খ্রিষ্টে আমরা উন্নীত, মুক্ত, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও পরিশুদ্ধ মানুষের পরিত্রাণ পেয়েই গেছি; কেননা প্রেরিতদূত নিজে বলেন, প্রথম খ্রিষ্টই আছেন, কেননা তিনি হলেন পুনরুত্থান ও জীবনের প্রণেতা;

তারপরে তারা আছে যারা খ্রিষ্টেরই, অর্থাৎ কিনা যারা তাঁর শুচিতার অনুকরণে জীবনযাপন ক'রে তাঁর পুনরুত্থানের আশায় এবিষয়ে নিশ্চিত যে, তারা তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতির গৌরব লাভ করবে, যেইভাবে স্বয়ং খ্রিষ্ট সুসমাচারে বলেছিলেন, যে কেউ আমার অনুসরণ করে, সে মরবে না, সে বরং মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হবে (যোহন ৫:২৪ দ্রঃ)।

তাই ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ হল মানবজীবনের পরিত্রাণ। তাঁর বিশ্বাসী আমরা যেন চিরকাল জীবিত থাকি, ঠিক এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আমরা যা আছি, তিনিও কিছু সময়ের মত তাই হবেন, আমরা যেন তাঁর অনন্তকালের প্রতিশ্রুতি লাভ করে তাঁর সঙ্গে চিরকালের মত জীবিত থাকতে পারি।

এই তো, আমি বলছি, স্বর্গীয় রহস্যগুলির অনুগ্রহ, এই তো পাস্কার দান, এই তো বছরের সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পর্ব, এই তো জীবনদায়ী বাস্তবতার সূচনা।

এ রহস্যের পুণ্যেই তো পবিত্র মণ্ডলীর জীবনদায়ী জলপ্রক্ষালন যাদের প্রসব করেছে, সেই সন্তানেরা শিশুর সরলতায় নবজন্ম লাভ ক'রে তাদের পাপশূন্য বিবেকের গোঙানিতে নবকণ্ঠ ধ্বনিত করে। পাস্কার পুণ্যেই তো পুণ্যবান পিতারা ও পুণ্যবতী মাতারা বিশ্বাসের মাধ্যমে নবীন ও অসংখ্য বংশধারা চালিয়ে যান।

পাস্কার পুণ্যেই বিশ্বাসের বৃক্ষ হয়ে ওঠে ফলশালী, জলকুণ্ড জীবনদায়ী, রাত্রি নবীন আলোয় উদ্ভাসিত, স্বর্গীয় পবিত্রতা অবতীর্ণ ও সাক্রামেন্তের আত্মিক খাদ্য লাভে মানুষ পরিতৃপ্ত।

পাস্কার পুণ্যেই ধন্য মণ্ডলীর বুকে পরিপুষ্ট হয়ে এই একমাত্র সমাজের ভাইবোনেরা একেশ্বরকে ও ত্রিনামের শক্তি পূজা করতে করতে নবীর সঙ্গে এ বাৎসরিক পর্বের সামসঙ্গীত গেয়ে ওঠে, *এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি* (সাম ১১৮:২৪)। এদিন কিসের দিন?—আমি জিজ্ঞাসা করি —, এ হল সেই দিন যে দিনটি জীবনের সূত্রপাত ও আলোর সূচনা ঘটিয়েছে, যে দিনটি স্বয়ং জ্যোতির স্রষ্টা, অর্থাৎ সেই স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, যিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, *আমিই তো দিন, যে কেউ দিনের বেলায় চলে, সে হোঁচট খায় না* (যোহন ৮:১২; ১১:৯

দ্রঃ)। অর্থাৎ কিনা, যে সবকিছুতেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করে, তাঁর পদাঙ্কে চলতে চলতে সে সনাতন আলোর আসনেই উত্তীর্ণ হবে। জীবনকালে তিনি পিতার কাছে ঠিক এ প্রার্থনাই করেছিলেন, *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, আমি যেখানে আছি, যারা আমার প্রতি বিশ্বাস রেখেছে, তারাও যেন সেখানে থাকে, যেন তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তারাও তেমনি যেন আমাদের মধ্যে থাকে* (যোহন ১৭:২৪, ২০ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৪৭, ৪৯, ৪৮

*প্র* প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময় ; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত ;

*উ* তাই আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব। আল্লেলুইয়া।

*প্র* মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত ;

*উ* তাই আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২:২২-৪১)

**পিতরের উপদেশ : খ্রিষ্টের ক্রুশারোপণ ও পুনরুত্থান**

‘ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই সমস্ত কথা শোন : নাজারেথীয় যিশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, যা—তোমরা নিজেরাই যেমনটি জান—ঈশ্বর নিজে তাঁরই দ্বারা তোমাদের মধ্যে সাধন করেছেন, সেই যিশুকে ঈশ্বরের নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে পর তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ করিয়ে হত্যা করেছ। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না ; বস্তুত দাউদ তাঁর সম্বন্ধে বলেন :

*আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখলাম,*
*কারণ তিনি আমার ডান পাশে থাকেন*
*আমি যেন বিচলিত না হই।*
*তাই আমার অন্তর আনন্দ করল,*
*আমার জিহ্বা মেতে উঠল ;*
*আমার দেহও প্রত্যাশায় বিশ্রাম পাবে,*
*তুমি যে আমার প্রাণ বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে,*
*তোমার পুণ্যজনকেও তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না।*
*তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ জীবনের পথ,*
*তোমার শ্রীমুখ দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে* (সাম ১৬:৮-২১ সত্তরী পাঠ্য)।

ভাইয়েরা, সেই পিতৃকুলপতি দাউদ সম্বন্ধে আমি তোমাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁকে সমাধিও দেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর সমাধিমন্দির আজও পর্যন্ত আমাদের মাঝে রয়েছে। কিন্তু, যেহেতু তিনি নবী ছিলেন, এবং জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর *ঔরসের এক ফল তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন* বলে (সাম ১৩২:১১

দ্রঃ) দিব্যি দিয়ে তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন, সেজন্য খ্রিষ্টের পুনরুত্থান আগে থেকে দেখে তিনি সেবিষয়ে একথা বলেছিলেন যে, তাঁকে *পাতালে বিসর্জন*ও দেওয়া হয়নি, তাঁর মাংসও *অবক্ষয়* দেখেনি। এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে তাঁকে বর্ষণ করেছেন, যেমনটি তোমরা আজ দেখতে ও শুনতে পাচ্ছ। বস্তুত দাউদ স্বর্গে আরোহণ করেননি, তবু নিজেই একথা বলেন:

*প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,*
*আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,*
*যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের*
*আমি করি তোমার পাদপীঠ* (সাম ১১০:১ সত্তরী পাঠ্য)।

অতএব সমগ্র ইস্রায়েলকুল নিশ্চিত হয়ে একথা জানুক যে, ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।'

তেমন কথা শুনে তাদের হৃদয় কেমন যেন বিদ্ধই হল, এবং পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদূতদের বলল, 'ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?' পিতর তাদের বললেন, 'মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে তোমরা প্রত্যেকে যিশু খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর: তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই পাবে। কেননা এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া যারা দূরে আছে—সেই সকলেরই জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন।' আরও বহু বহু যুক্তি দেখিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন, এবং এই বলে তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালেন: 'এই প্রজন্মের কুটিল মানুষের হাত থেকে নিজেদের ত্রাণ কর।' তখন যারা তাঁর কথা গ্রহণ করল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার লোক তাঁদের সংখ্যায় যুক্ত হল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২:২২, ২৩, ২৪; দা ৬:২৭, ২৮ দ্রঃ

*প্র* নাজারেথের যিশু, যিনি ঈশ্বর দ্বারা তোমাদের কাছে এমন পরাক্রম-কর্ম, অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারাই প্রমাণসিদ্ধ মানুষ ছিলেন, তোমরা তাঁকে ধর্মহীনদের হাত দ্বারা হত্যা করেছ;

*উ* ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী; তিনি নিস্তার করেন ও উদ্ধার করেন, চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেন;

*উ* ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (২০শ ধর্মশিক্ষা: সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ৪-৬)

**বাপ্তিস্ম খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতীক**

হাত ধরে তোমাদের ঐশ্বরিক বাপ্তিস্মের পবিত্র জলকুণ্ডে চালনা করা হয়েছিল, যেইভাবে খ্রিষ্টকে ক্রুশ থেকে এই কবরে রাখা হয়েছিল যা তোমাদের সামনাসামনি রয়েছে।

তোমাদের এক একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাস কর কিনা। পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে তোমাদের তিনবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তোমরা আবার জল থেকে বেরিয়ে এসেছ: এতে তোমরা খ্রিষ্টের সেই তিন দিনের সমাধির প্রতীক ব্যক্ত করেছ।

কেননা যেমন আমাদের ত্রাণকর্তা মাটির বুকে তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত করেছিলেন, তেমনি তোমরাও প্রথম বারের মত জল থেকে বেরিয়ে এসে সেই দিনেরই অনুকরণ করেছ, যে প্রথম দিন খ্রিষ্ট মাটিতে অতিবাহিত করেছিলেন, এবং ডুব দিয়ে তোমরা রাত্রির অনুকরণ করেছ। আর যেমন যে রাত্রিতে থাকে সে কিছুই দেখতে পারে না, কিন্তু দিনে যে থাকে সে আলোতে চলাচল করে, তেমনি তোমরা ডুব দিয়ে, যেন রাত্রিতেই আবিষ্ট হয়ে, আর কিছুই দেখতে পাওনি, কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে এসে তোমরা দিবালোকেই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছ: তোমরা একই মুহূর্তে মৃত্যুও বরণ করেছ,

নবজন্মও গ্রহণ করেছ; সেই পরিত্রাণদায়ী তরঙ্গ হল তোমাদের কবর আর একইসঙ্গে তোমাদের জননী।

শলোমন অন্য প্রসঙ্গে যা বললেন, তা তোমাদের বেলায় উত্তমরূপে প্রযোজ্য; তিনি বলেছিলেন, *জন্মের কাল, আবার মরণের কাল* (উপ ৩:১)। তোমাদের বেলায় কিন্তু সেই বাণী বিপরীত ভাবেই সত্য: মরণের কাল, আবার জন্মের কাল: একটিমাত্র ক্ষণ মৃত্যু ও জন্ম দু'টোই সাধন করেছে; হ্যাঁ, তোমাদের জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে ঘটেছে।

আহা, কী নবীন ধরনের অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! প্রকৃতপক্ষে আমরা তো মরিনি, সমাহিতও হইনি, ক্রুশবিদ্ধ হয়েই পুনরুত্থান করিনি। কিন্তু প্রতীকে রয়েছে অনুকরণ, বাস্তবে রয়েছে পরিত্রাণ।

খ্রিষ্ট সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, সত্যি সমাহিত হয়েছেন, সত্যি পুনরুত্থিত হয়েছেন; আর এসব কিছু আমাদের উপরে অনুগ্রহপূর্বক বর্ষণ করা হয়েছে, আমরা যেন অনুকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে পরিত্রাণ বাস্তবরূপেই লাভ করতে পারি।

আহা, মানুষের প্রতি কী অপরিসীম ভালবাসা! খ্রিষ্টের অকলুষিত হাত ও পা দু'টো পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে, তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন; আর যন্ত্রণা ও ব্যথাবিহীন এই আমাকে তিনি তাঁর যন্ত্রণায় সহভাগিতার গুণে বিনামূল্যে দান করেন পরিত্রাণ।

কেউই যেন মনে না করে, যোহনের সেই বাপ্তিস্মের মত যা কেবল পাপক্ষমা দান করত, এ বাপ্তিস্মও সেইমত শুধু পাপক্ষমা ও দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দান করে; না! আমরা বরং ভালই জানি, বাপ্তিস্ম যেমন পাপক্ষমা দান করে ও দানরূপে পবিত্র আত্মাকে মঞ্জুর করে, তেমনি বাপ্তিস্ম আবার হল খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতিচ্ছবি। এজন্যই একটু আগে পল উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* (রো ৬:৩-৪)।

শ্লোক

℣ নবীন মেষশিশুর মত যারা বলে ওঠে, আল্লেলুইয়া, তারা এইমাত্রই জীবন-জলের উৎসধারায় এল ;

℟ তারা উজ্জ্বল জ্যোতিতে আবিষ্ট। আল্লেলুইয়া।

℣ সাদা কাপড় পরে তারা মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ; তাদের হাতে খেজুরগাছের পাতা।

℟ তারা উজ্জ্বল জ্যোতিতে আবিষ্ট। আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা অষ্টাহ—বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৭)

**কোমলতায় খ্রিষ্টানুকরণ**

তেমনি ভাবে, বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে অসম্মত হয়, তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা কথায়, তার মন জয় করবে। তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক ব্যাপার না হয়, কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; যেমন সেই সারা, যিনি আব্রাহামকে প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে ভীত না হও। তেমনি ভাবে, স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির*

*অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের মিনতির প্রতি তাঁর কান; কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল* (সাম ৩৪:১৩-১৭ সত্তরী পাঠ্য)।

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না, বরং হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক (ইশা ৮:১২-১৩ দ্রঃ)। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রিষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

**শ্লোক** - লুক ৬:২২, ২৩; ১ পি ৩:১৪

*প্র* তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, যখন তোমাদের সমাজচ্যুত করে ও তোমাদের নাম জঘন্য বলে অগ্রাহ্য করে। সেসময়েই আনন্দ কর ও নেচে ওঠ;

*উ* কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী!

*উ* কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর হবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৭)

## খ্রিষ্টের রক্তে সাধিত পুনর্মিলন

*তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়* (কল ৩:১-২)। যে কেউ তাই করে, সে

সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে প্রমাণ করে যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তার বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে। অপরদিকে যার অন্তরে অধর্মের কিছু থাকে, সে যদিও তাঁকে বিশ্বাস করে যিনি প্রভু যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবু সে ধর্মময় বলে পরিগণিত হতে পারবে না, কেননা যেমন অন্ধকারের সঙ্গে আলো বা মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ধর্মময়তার সঙ্গে অধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে, তারাও যদি তাদের পুরাতন মানুষকে ও তার অধর্মকে ত্যাগ না করে, তাদের বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য হতে পারবে না।

একই প্রকারে, যেমন অধার্মিকের পক্ষে ধর্মময়তা আরোপিত হতে পারে না, তেমনি দুশ্চরিত্রের পক্ষে শুচিতা, অপকর্মার পক্ষে ন্যায্যতা, কৃপণের পক্ষে দানশীলতা, দুর্জনের পক্ষে দয়া আরোপিত হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রিপুর পুরানো পোশাক ফেলে দিয়ে সেই নবমানুষকে পরিধান করে, যে মানুষ ঈশ্বরের মন অনুসারে সৃষ্ট হয়ে *নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে* (কল ৩:১০)। এজন্য প্রভু যিশুর কথা তুলে ধরে তিনি এ কথাও বলেন: *যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে* (রো ৪:২৫), যাতে আমরা শিখতে পারি যে যা কিছু তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তা আমাদের ঘৃণা ও ত্যাগ করা দরকার।

কেননা আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের পাপের জন্যই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা কী করে সেই সকল পাপকে বিপক্ষীয় ও বিরোধী বলে গণ্য করব না? কেননা আমরা জানি, সেই পাপের কারণেই আমাদের মুক্তিসাধককে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি এখনও পাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে, এবং তিনি সংগ্রাম করে যা পরাভূত করেছেন, তা আমরা যদি আঁকড়ে ধরে অনুসরণ করি, তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখাই, আমাদের কাছে খ্রিষ্টের মৃত্যুর কোন মূল্য নেই।

তাঁকে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে তিনি পুনরুত্থান করেছেন। যিনি নিজেই পবিত্রতা, সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে

আমরা যদি পুনরুত্থান করে থাকি ও নবীন জীবনাচরণে পথ চলি, অর্থাৎ আমরা যদি ধর্মময়তা অনুসারেই জীবনযাপন করি, তাহলেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন। কিন্তু, আমরা যদি এখনও সেই পুরানো মানুষকে ও তার আচরণ ত্যাগ করে না থাকি, বরং অধর্মেই জীবনযাপন করি, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলি, খ্রিষ্ট আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যেও পুনরুত্থান করেননি, আমাদের পাপের জন্যও মৃত্যুবরণ করেননি।

একথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে যার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি কি করে তা ভালবাসতে পারি? যদি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমি অধর্ম পছন্দ করতে পারি? সুতরাং খ্রিষ্ট কেবল তাদেরই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেন, যারা অধর্ম ও অপকর্মের পুরাতন পোশাককে মৃত্যুর কারণ বলে ফেলে দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আদর্শে নবজীবন পরিধান করেছে।

*বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি* (রো ৫:১-২)। প্রেরিতদূতের মন অধিক মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধান করার জন্য, এসো, বুঝতে চেষ্টা করি শান্তি বলতে তিনি কি বোঝান, এবং আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট থেকে আগত শান্তি কি ধরনের শান্তি। সাধারণ কথাই যে, সেখানেই শান্তি যেখানে বিবাদ, অমিল, শত্রুতা বা যে কোন ধরনের ঘৃণা অনুপস্থিত। আমরা যারা পরম শত্রু সেই শয়তানের অনুসরণ করতাম বিধায় একসময় ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, এখন যদি তার অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে থাকি তাহলেই ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যিনি আপন রক্ত বলিরূপে উৎসর্গ করে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন। সুতরাং যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করে ও খ্রিষ্টের রক্ত গুণে পুনর্মিলিত, যা কিছু ঈশ্বরের শত্রু, তেমন কিছুর সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক না থাকে।

শ্লোক - ১ পি ২:২৪; ইশা ৫৩:৫

*প্র* তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ বহন করলেন,

℣ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

℟ যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

℣ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২:৪২–৩:১১)

## আদিমণ্ডলীর জীবন-সহভাগিতা

## খোঁড়া একজন মানুষের সুস্থতা-লাভ

তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, জীবন-সহভাগিতায়, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। সকলের অন্তরে সম্ভ্রম বিরাজ করত, এবং প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে বহু অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম ঘটত। যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা সকলে একসঙ্গে থাকত, এবং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল; তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি করত এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত। তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত; সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র। যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

একদিন পিতর ও যোহন যখন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন একটি মানুষকে বয়ে আনা হচ্ছিল; সে মাতৃগর্ভ থেকে খোঁড়া ছিল, তাকে প্রতিদিন মন্দিরের 'সুন্দর তোরণ' নামে পরিচিত মন্দিরদ্বারে বসিয়ে রাখা হত, যারা মন্দিরে ঢুকত, সে যেন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। পিতর ও যোহন মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইল। পিতর, ও তাঁর সঙ্গে যোহনও, তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের দিকে তাকাও।' আর সে তাঁদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু পিতর বললেন, 'রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও।' আর তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পায়ে ও গোড়ালিতে বল এল, আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল; এবং হেঁটে হেঁটে, লাফ দিতে দিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করতে করতে তাঁদের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। সমস্ত জনগণ দেখতে পেল, সে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ করছে; আর তারা চিনতে পারল যে, এ ছিল সেই লোক, যে

মন্দিরের ‘সুন্দর তোরণে’ বসে ভিক্ষা করত। তার যা ঘটেছিল, তার জন্য তারা স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হল।

আর সেই লোকটি পিতরকে ও যোহনকে তখনও ধরে রাখছে, সেসময়ে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত অবাক হয়ে শলোমন-অলিন্দে তাঁদের দিকে ছুটে এল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২:৪৬-৪৭

*প্র* তারা প্রতিদিন একমন হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে যেত, আবার ঘরে রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠান করত,

*উ* সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত ও ঈশ্বরের প্রশংসা করত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু দিনে দিনে তাদের সংখ্যায় তাদের যুক্ত করতেন।

*উ* সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত ও ঈশ্বরের প্রশংসা করত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (২১শ ধর্মশিক্ষা : সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ১-৩)

**পবিত্র আত্মার অভিষেক**

*খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ও খ্রিষ্টকে পরিধান করে* (গা ৩:২৭) তোমরা ঈশ্বরের পুত্রের অনুরূপ হয়ে উঠেছ। কেননা যিনি *আমাদের দত্তকপুত্রত্ব আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন* (এফে ১:৫), সেই ঈশ্বর *আমাদের খ্রিষ্টের গৌরবময় দেহের অনুরূপ করে তুলেছেন* (ফিলি ৩:২১)। সুতরাং এখন *খ্রিষ্টের সহভাগী হয়ে উঠে* (হিব্রু ৩:১৪) তোমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ‘খ্রিষ্ট’ [তৈলাভিষিক্ত] বলে অভিহিত, আর এজন্য তোমাদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন, আমার *খ্রিষ্টদের* অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজনদের *তোমরা স্পর্শ করো না* (সাম ১০৫:১৫ সত্তরী পাঠ্য)।

তোমরা এজন্যই ‘খ্রিষ্ট’ হয়ে উঠেছ যেহেতু পবিত্র আত্মার প্রতীক গ্রহণ করেছ; আর যেহেতু তোমরা খ্রিষ্টেরই প্রতিমূর্তি, সেহেতু তোমাদের বেলায় সবকিছু প্রতিমূর্তিসূত্রেই সাধিত হয়েছে। যর্দন নদীতে প্রক্ষালিত হয়ে খ্রিষ্ট জলকে নিজের ঈশ্বরত্বের সুবাসে

অংশী ক'রে সেই জল থেকে বেরিয়ে এলেন, আর তাঁর উপর সমস্বরূপময় পবিত্র আত্মা নেমে এলেন : সদৃশজন সদৃশজনের উপরে বিশ্রাম করলেন।

একইভাবে তোমরাও জলকুণ্ডের পবিত্র জলধারা থেকে বের হলে তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেই খ্রিষ্মা যা সেই তৈলাভিষেকের প্রতীক যা দ্বারা খ্রিষ্টকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, তথা সেই পবিত্র আত্মা যাঁর বিষয়ে ধন্য ইশাইয়াও তাঁর সংক্রান্ত ভাববাণীতে প্রভুর হয়ে বলেছিলেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত; আমাকে প্রেরণ করার জন্যই তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন, যাতে করে আমি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিই* (ইশা ৬১:১)।

খ্রিষ্ট সাধারণ তেলে বা মলমে মানুষের হাতে অভিষিক্ত হননি, বরং পিতা নিজেই সারা বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে তাঁকে পূর্বনিযুক্ত করে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছেন, যেমনটি পিতর বলেন, *ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন* (প্রেরিত ১০:৩৮)। নবী দাউদও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড। তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ কিন্তু অধর্ম ঘৃণা করেছ, তাই ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সখাদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (সাম ৪৫:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য)। আর খ্রিষ্ট যেমন আধ্যাত্মিক আনন্দ-তেলে তথা সেই পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হলেন যিনি নিজেই আত্মিক আনন্দের উৎস হওয়ায় আনন্দ-তেল বলে অভিহিত, তেমনি খ্রিষ্টের সহভাগী ও *সখা* (সাম ৪৫:৮ সত্তরী পাঠ্য) হয়ে উঠেছ বলে তোমাদেরও সুরভী মলমে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

তবু তুমি সতর্ক থেকো, যেন এ মলম সাধারণ ও সামান্য মলম না মনে কর। এ পবিত্র মলম আহ্বানের পরে এমনিই একটা মলম বা সাধারণ একটা পদার্থ আর নয় বরং খ্রিষ্টের এমন অনুগ্রহদান যা পবিত্র আত্মার আগমন গুণে হয়ে ওঠে তাঁর ঈশ্বরত্বের কার্যকারিতা-মণ্ডিত মলম। সেই মলমে প্রতীকাকারে তোমার কপাল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি লেপন করা হয়; আর এইভাবে দেহ এ দৃশ্য মলমে অভিষিক্ত হতে হতে আত্মা জীবনদায়ী পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়।

শ্লোক - এফে ১:১৩-১৪; ২ করি ১:২১-২২

প্র বিশ্বাসী হয়ে উঠে তোমরা প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ,

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন, নিজের গৌরবের প্রশংসায়। আল্লেলুইয়া।

প্র স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন,

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন, নিজের গৌরবের প্রশংসায়। আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা অষ্টাহ—শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১৮–৪:১১)

**পুনরুত্থানের গৌরবে খ্রিষ্টের আগমনের প্রতীক্ষা**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন; মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। এবং আত্মায় তিনি কারারুদ্ধ সেই আত্মাদেরও কাছে গিয়ে বাণীপ্রচার করলেন; এককালে, সেই নোয়ার সময়ে, জাহাজ নির্মাণের সেই দিনগুলিতে যখন ঈশ্বর সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই সমস্ত আত্মা অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক—মোট আটজন লোক—জলের মধ্য দিয়ে ত্রাণ পেয়েছিল। এখন, সেই প্রতীকের বাস্তবতা অর্থাৎ বাপ্তিস্ম আমাদের ত্রাণ করে; বাপ্তিস্ম তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার—সেই যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।

খ্রিষ্ট মাংসে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বিধায় তোমরাও সেই একই মনোভাব হাতিয়ার করে নিজেদের সজ্জিত কর; কেননা যে কেউ মাংসে দুঃখযন্ত্রণা স্বীকার করেছে, পাপের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়েছে, এই মরদেহে তার বাকি জীবন ধরে সে যেন মানবীয় কামনা-বাসনার নয়, ঈশ্বরেরই সেবা করে যেতে পারে। বিধর্মীদের দুর্মতি মিটিয়ে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, যত কামনা-বাসনা, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব, মদ্যপান, মাতলামি ও নীতিহীন মূর্তিপূজায় পথ চলে যত কাল কেটেছে, আর নয়! তেমন ব্যাপারে তোমরা ওদের সঙ্গে একই সর্বনাশের স্রোতের দিকে ছুটে যাচ্ছ না দে'খে তারা এজন্যই আশ্চর্য হয়ে তোমাদের নিন্দা করে। কিন্তু যিনি মৃত ও

জীবিতদের বিচার করতে উদ্যত, তাঁরই কাছে ওদের হিসাব দিতে হবে; এজন্যই মৃতদের কাছেও শুভসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তারা মরদেহে মানুষ অনুসারে বিচারিত হওয়ার পর ঈশ্বর অনুসারে আত্মায় জীবিত থাকতে পারে।

সবকিছুর শেষ পরিণাম কাছে এসে গেছে। সুতরাং প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী হও। সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস, কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়। গজগজ না করে পরস্পরের প্রতি অতিথিপরায়ণ হও, তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পেয়েছ, ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম গৃহাধ্যক্ষের মত সেই অনুসারে পরস্পরের সেবা কর। যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক, যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - ১ পি ৩:১৮, ২২ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্ট নিজেও তো পাপের জন্য একবার, চিরকালের মত মরলেন—যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন, যেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

*উ* মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন: মৃত্যুকে বিনাশ করে আমাদের অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী করেছেন।

*উ* মাংসে তিনি নিহত হয়েছিলেন, আত্মায় কিন্তু তাঁকে জীবিত করা হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' থেকে পাঠ (পুস্তক ২:১৪)

**বাপ্তিস্ম আমাদের অমর করে তোলে**

সেটিই সত্যকার বাপ্তিস্ম, যা পুত্রের আগমন ও পবিত্র আত্মার আত্মপ্রকাশের পরে—তাঁর দৃশ্য আগমনের পরে, ও তাঁর যে আগমন প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টায়, বা আরও

সূক্ষ্ম ভাষায় প্রতিটি মুহূর্তেই ঘটে—সকল পাপ থেকে তাদেরই মুক্ত করে যারা জলকুণ্ডে ডুব দেয়। তাছাড়া এ বাপ্তিস্ম অনুগ্রহ-গুণে ও কাউকে বাতিল না ক'রে নরমবয়সী ও বৃদ্ধবয়সী সকলকেই প্রথমজাত ও নবজাত ভাই করে তোলে। এমনকি অধিক ছোট বা বৃদ্ধ হওয়ায় জগতের বিধান অনুসারে যাদের হাতে ঝুঁকি না নিয়ে অর্থসম্পদ ন্যস্ত করা যায় না, গোটা দিব্য ঐশ্বর্য কিন্তু তাদেরও হাতে নিশ্চিন্তে অর্পণ করা হয়; এজন্য তারা সানন্দে গান করে, *প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে;* এবং গেয়ে চলে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট আমার শত্রুদের সামনে; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর; আমার পানপাত্র উচ্ছলিত* (সাম ২৩:১-২, ৫)।

যে আশীর্বাদপূত তেল আমরা গ্রহণ করি, তা যদিও দেহে মাখা হয়, আত্মারই উপকার করে। কেননা পরমপবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ করামাত্র, আত্মার বাণী আমাদের মুখে আসামাত্র, খ্রিষ্টের মুদ্রাঙ্কন আমাদের কপালে দেওয়ামাত্র, অর্থাৎ কিনা আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করামাত্র ও তেল আমাদের শক্তিশালী করামাত্রই আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্রিত্বের প্রসন্নতা পাই, যে ত্রিত্ব আপন স্বরূপ অনুসারে মঙ্গলময়তা বর্ষণ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অন্তরে আসেন; আর সেই একই মুহূর্তে অপদূতেরা শুচীকৃত অন্তর থেকে বের হয়, জাগতিক চিন্তা দূরে চলে যায়, সবধরনের রিপু পালিয়ে যায়, সমস্ত পাপ মোচন করা হয়, আমাদের নাম জীবন-গ্রন্থে লেখা হয় ও স্বর্গীয় যত আশীর্বাদ আমাদের মঞ্জুর করা হয়। আর শুধু তা নয়, অনির্বচনীয় ভাবে দানশীল ও চিন্তাশীল সেই ত্রিত্ব সমস্ত শুভকর্মের সূত্রপাত হতে ইচ্ছা ক'রে আমাদের নিজেদের সঙ্কল্পের আগে আগে উপস্থিত হয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা পূরণ করেন।

আপন লেখা পত্রে পিতর একথা বলেন, একসময় দৃষ্টান্তের সেই বাপ্তিস্ম যখন পরিত্রাণ দিত, তখন অধিক মাত্রায় সত্যকার বাপ্তিস্ম আমাদের অমর ও ঐশ্বরিক করে তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লেখেন, *বাপ্তিস্ম আমাদের ত্রাণ করে; বাপ্তিস্ম তো দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার—সেই যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে, যিনি স্বর্গে গমন ক'রে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন* (১ পি ৩:২১-২২)।

আমরা যারা আত্মিক হয়ে উঠেছি, এসব কিছু দেখি ও উপলব্ধি করি বটে ; এমনকি আমরা যখন খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করি ও অমরতার উৎসের ধারে পান করি, তখন পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে এসব মঙ্গলদান উপভোগও করি।

**শ্লোক** - ইশা ৪৪:৩, ৪; যোহন ৪:১৪

*প্র* আমি তৃষাতুর ভূমির উপর জল ও শুষ্ক মাটির উপর খরস্রোত প্রবাহিত করব ; আমি আমার আত্মা বর্ষণ করব।

*উ* তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

*উ* তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৩:১২–৪:৪)

## পিতরের উপদেশ : ঈশ্বরের পুত্র বলে খ্রিষ্টের গৌরব

তা দেখে পিতর জনগণকে বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এতে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কেন? আমরাই যে নিজের পরাক্রম বা ভক্তি গুণে একে হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছি, এমনটি মনে ক'রে কেনই বা তোমরা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছ? যিনি আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তিনিই নিজের দাস সেই যিশুকে গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা যাঁকে তুলে দিয়েছিলে, ও পিলাত তাঁকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে রায় দিলে তোমরা তাঁর সামনে যাঁকে অস্বীকার করেছিলে। তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক, কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন: আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আর এই যে মানুষকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও ভালোমত চেন, তাঁর নামে বিশ্বাসের খাতিরেই তাঁর নাম তাকে বল দিয়েছে; তাঁর খাতিরে বিশ্বাস-ই তোমাদের সকলের সাক্ষাতে তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছে।

এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি, তোমরা যা করেছিলে, তোমাদের জননেতারাও যা করেছিলেন, তা অজ্ঞতা বশতই করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সকল নবীর মুখ দিয়ে আগে থেকে বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা এভাবেই পূর্ণ করেছেন। সুতরাং মনপরিবর্তন কর, নিজেরাই ফের, যেন তোমাদের পাপ মুছে দেওয়া হয়, এবং প্রভুর সম্মুখ থেকে স্বস্তির কাল আসতে পারে, ও তিনি যাঁকে আগে থেকে খ্রিষ্ট বলে নিরূপিত করেছিলেন, তাঁকে, অর্থাৎ সেই যিশুকেই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেন, যাঁকে স্বর্গ অবশ্যই গ্রহণ করে রাখবে যে পর্যন্ত সমস্ত কিছুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল এসে উপস্থিত না হয়; এই কালের কথা ঈশ্বর প্রাচীনকাল থেকেই নিজের পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন। মোশি তো বলেছিলেন, প্রভু ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তিনি তোমাদের যা কিছু বলবেন, তোমরা তা শুনবে। যে কেউ সেই নবীর কথা শুনবে না, তাকে জাতির মধ্য

থেকে উচ্ছেদ করা হবে। আর শামুয়েল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যত নবী কথা বললেন, তাঁরাও সকলে এই কালের কথা বলে দিলেন।

তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন, তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে। তোমাদেরই খাতিরে ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে নিয়ে আশিসপ্রাপ্ত করার জন্য, আগে নিজের দাসের উদ্ভব ঘটালেন ও পরে তাঁকে প্রেরণ করলেন।' তাঁরা জনগণের কাছে তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যাজকেরা, মন্দিরপাল ও সাদ্দুকীরা তাঁদের কাছে এসে পড়লেন; তাঁরা এব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁরা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান যিশুতেই সাধিত বলে প্রচার করছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করে তাঁরা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে আটকে রাখলেন, যেহেতু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। তথাপি যে সকল লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসী হল, এবং পুরুষদের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ হাজার হল।

শ্লোক - প্রেরিত ৩:১৪-১৫; সাম ৪:৪

প্র তোমরাই সেই পবিত্র ও ধর্মময় মানুষকে অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই চেয়েছিলে, তোমাদের জন্য একজন নরঘাতককে দেওয়া হোক, কিন্তু জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন:

উ আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আল্লেলুইয়া।

প্র জেনে রেখ, প্রভু তাঁর ভক্তজনের জন্য সাধন করেন আশ্চর্য কাজ।

উ আমরা নিজেরাই তার সাক্ষী! আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুশালেমের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (২২শ ধর্মশিক্ষা: সাক্রামেন্ত সম্বন্ধীয় ১, ৩-৬, ৯)

**স্বর্গীয় খাদ্য ও পরিত্রাণদায়ী পানীয়**

*যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন, এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও*

*শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।' তারপর তিনি পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন: 'গ্রহণ করে নাও, পান কর; এ আমার রক্ত'* (মথি ২৫:২৬; ১ করি ১১:২৩ দ্রঃ)। তাই যখন তিনি নিজেই রুটি সম্পর্কে ঘোষণা করে বললেন, 'এ আমার দেহ,' তখন তা শুনে কে আবার দ্বিধাবোধ করবে? আর যখন তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বললেন, 'এ আমার রক্ত,' তখন কেইবা এই সন্দেহ পোষণ করবে যে, সেই আঙুররস তাঁর নিজের রক্ত নয়?

এসো, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গেই খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে একপ্রকার সহভাগিতা করি। কেননা রুটির আকারে তোমাকে তাঁর দেহ দেওয়া হয়, ও আঙুররসের আকারে তোমাকে দেওয়া হয় তাঁর রক্ত, যাতে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে সহভাগিতা করে তুমি তাঁর সঙ্গে একদেহ একরক্ত হতে পার। কেননা আমাদের অঙ্গগুলিতে তাঁর দেহরক্ত থাকায় আমরা খ্রিষ্টবাহক হয়ে উঠি, এমনকি ধন্য পিতরের কথা অনুসারে আমরা *ঐশস্বরূপের সহভাগী* (২ পি ১:৪) হয়ে উঠি।

একদিন ইহুদীদের সঙ্গে কথা বলে খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (যোহন ৬:৫৩ দ্রঃ)। কিন্তু তাঁর বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝে, বরং একথা মনে ক'রে যে তিনি তাঁর শারীরিক মাংস খেতে তাদের আহ্বান করছেন, তারা ঘৃণা বোধ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছিল।

পুরাতন নিয়মকালে ভোগ-রুটির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পুরাতন নিয়মের একটা ব্যবস্থা হওয়ায় সেটার সমাপ্তি ঘটল। নূতন নিয়মে বরং এমন স্বর্গীয় রুটি ও *পরিত্রাণের পানপাত্র* (সাম ১১৬:৪) রয়েছে যেগুলি আত্মা ও দেহকে পবিত্রিত করে। রুটি যেমন দেহের জন্য উপযোগী, বাণীও তেমনি আত্মার জন্য উপকারী।

অতএব, তুমি সেই রুটি ও সেই আঙুররস সাধারণ পদার্থ জ্ঞান করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভুর নির্দেশনা অনুসারে সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত। ইন্দ্রিয়গুলো এদিকে তোমাকে প্ররোচিত করলেও বিশ্বাস কিন্তু যেন তোমাকে অটল করে তোলে।

তুমি এবিষয়ে সুশিক্ষা পেয়েছ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছ যে, যা রুটির মত দেখতে, রুটির স্বাদ থাকলেও তা কিন্তু রুটি নয়, বরং খ্রিষ্টের দেহ; এবং যা

আঙুররসের মত দেখতে, আঙুররসের স্বাদ থাকলেও তাও আঙুররস নয়, বরং খ্রিষ্টের রক্ত। প্রাচীনকালে দাউদ ঠিক এবিষয়ে সামসঙ্গীতে বলেছিলেন, *রুটি মানুষের অন্তর বলবান করে, তার মুখমণ্ডল তেলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে* (সাম ১০৪:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। তাই তুমি সেই রুটি আত্মিক রুটি বলে গ্রহণ ক'রে নিজের অন্তর বলবান কর ও নিজের আত্মার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে তোল।

আহা, তুমি যেন সদ্বিবেকে ও *অনাবৃত মুখে প্রভুর গৌরব ঠিক যেন আয়নারই মত প্রতিফলিত করতে পার, ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে* (২ করি ৩:১৮) অগ্রসর হতে পার আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁরই সম্মান, পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - লুক ২২:১৯; যাত্রা ১২:২৬, ২৭

*প্র* যিশু একখানা রুটি নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত।

*উ* তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যখন তোমাদের ছেলেরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এই যজ্ঞ-রীতির অর্থ কী? তখন তোমরা বলবে, এ হল প্রভুর উদ্দেশে পাস্কার যজ্ঞানুষ্ঠান।

*উ* তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা অষ্টাহ—শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১২–৫:১৪)

**প্রবীণবর্গ ও সকল বিশ্বাসীর প্রতি বাণী**

প্রিয়জনেরা, তোমাদের যাচাই করার জন্য যে অগ্নিকাণ্ড তোমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হয়ো না কেমন যেন তোমাদের অদ্ভুত কিছু ঘটছে; বরং যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার সহভাগী হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও, যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। খ্রিষ্টের নামের জন্য যদি তোমাদের অপমান করা হয়, তাহলে তোমরা সুখী, কারণ তখন ঈশ্বরেরই আত্মা, গৌরবের সেই আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠিত। তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন নরঘাতক বা চোর বা অপকর্মা বা পরাধিকারচর্চী বলেই দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। কিন্তু কাউকে যদি খ্রিষ্টিয়ান বলে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তবে লজ্জাবোধ না করে সে বরং যেন এই নামের জন্য ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

কেননা এমন সময় এসেছে, যখন বিচার ঈশ্বরের গৃহ নিয়েই শুরু হচ্ছে; আর তা যখন আমাদের নিয়ে শুরু হয়, তখন যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করতে অসম্মত, তাদের শেষ পরিণাম কী হবে? *আর ধার্মিকের পক্ষে যখন পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন, তখন ভক্তিহীন ও পাপীর দশা কীবা হবে?* (প্রবচন ১১:৩১ সত্তরী পাঠ্য)।

সুতরাং যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দুঃখযন্ত্রণা পায়, তারাও সদাচরণ করতে করতে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিক।

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন

অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন* (প্রবচন ৩:৩৪ সত্তরী পাঠ্য)।

তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ফেলে দাও (সাম ৫৫:২৩ দ্রঃ), কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

আমি এই স্বল্প কথা—আশা করি তা স্বল্পই বটে—বিশ্বস্ত ভাই সিল্ভানুসের মধ্য দিয়ে লিখে পাঠালাম তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্য ও এই সাক্ষ্যও দেবার জন্য যে, এ ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ। তাতে স্থিতমূল থাক।

বাবিলনে অবস্থিত তোমাদের এই সহমনোনীতা [মণ্ডলী] তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সন্তান মার্কও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা প্রীতিচুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যারা খ্রিষ্টে আছ, তোমাদের সকলের শান্তি হোক।

শ্লোক - ১ পি ৪:১৩; লুক ৬:২২

℣ যতখানি তোমরা খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার অংশীদার হচ্ছ, ততখানি আনন্দিত হও,

℣ যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমরাই সুখী, লোকে যখন মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে;

℣ যেন তাঁর গৌরবপ্রকাশের সময়ে আনন্দিত ও উল্লসিত হতে পার। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ২:৩-৫)

**এসো, ভালবাসার মহারহস্য তলিয়ে দেখি**

প্রিয়জনেরা, ওষ্ঠে যা স্বীকার করি, আমরা যদি অন্তরেই তা দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে বিশ্বাস করি, তাহলে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন শুধু এমন নয়, বরং খ্রিষ্টে আমরাও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি, মরেছি, সমাহিত হয়েছি ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছি। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে* (কল ৩:১-৪)। তাছাড়া বিশ্বাসীরা যেন জানতে পারে যে, পার্থিব লালসা তুচ্ছ ক'রে ঊর্ধ্ব থেকে আগত প্রজ্ঞায় উন্নীত হবার জন্য যা তাদের শক্তি দান করবে, তা তারা পেয়েই গেছে, এজন্য প্রভু একথা বলেই আপন উপস্থিতি প্রতিশ্রুত হন: *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২০)। ইশাইয়ার মুখ দিয়ে পবিত্র আত্মাও একথা এমনিই পূর্বঘোষণা করেননি, *দেখ, একটি কুমারী গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, যাঁর নাম হবে ইম্মানুয়েল* (ইশা ৭:১৪), যার অর্থ দাঁড়ায় আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। তাই খ্রিষ্ট আপন নামের প্রকৃত অর্থ পূর্ণ করেন; স্বর্গারোহণ করেও তিনি দত্তকপুত্রদের ত্যাগ করেন না; বরং পিতার ডান পাশে আসীন হয়ে তিনি গোটা দেহেও বাস করেন: পৃথিবীতে তিনি সহিষ্ণু হবার জন্য আমাদের সান্ত্বনা দান করেন, স্বর্গে তিনি গৌরবলাভের জন্য আমাদের আহ্বান করেন। তবে এসো, অসার অভিলাষের মধ্যে যেন নিজেদের কলুষিত না করি,

প্রতিকূলতার মধ্যে যেন দুশ্চিন্তায় না পড়ি—আমরা তো একদিকে মায়া-মোহে প্রবঞ্চিত আর একদিকে যন্ত্রণায় জর্জরিত। কিন্তু, *পৃথিবী প্রভুর কৃপায় পরিপূর্ণ* বিধায় (সাম ৩৩:৫) খ্রিষ্টের বিজয় সর্বত্রই আমাদের সহায়তায় আসে; আর তা ঘটে যাতে তাঁর এ বাণী পূর্ণতা লাভ করে, *তোমরা ভয় করো না, আমি জগৎকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩ দ্রঃ)। যতদিন আমরা দুষ্টতার খামির থেকে দূরে থাকি, ততদিন পাস্কাপর্ব থেকে সরে যাব না। বস্তুতপক্ষে বিবিধ আবেগে পূর্ণ এ বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে আমাদের সবসময়ই প্রেরিতদূতের বাণী স্মরণ করা উচিত, *খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: তিনি অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে নিজেকে শূন্য করেলন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম* (ফিলি ২:৫-৯)।

প্রেরিতদূত আসলে বলতে চান, তোমরা যখন তেমন মহান ভালবাসার রহস্য জান, এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র জগতের পরিত্রাণের জন্য যা করেছেন তা যখন চিন্তা কর, তখন তোমাদের অন্তরে যেন সেই একই মনোভাব থাকে যা সেই খ্রিষ্ট যিশুতেই ছিল, যাঁর বিনম্রতা কোন ধনী মানুষ যেন তুচ্ছ না করে, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষও যেন লজ্জার বিষয় না মনে করে। তিনি যা করলেন, তোমরা তার অনুকরণ কর; তিনি যা ভালবাসলেন, তোমরা তা ভালবাস, এবং নিজেদের অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপলব্ধি ক'রে তাঁর মধ্যে তোমাদের নিজেদের মানবস্বরূপ আবার ভালবাস। দরিদ্রতা তাঁকে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেনি, বিনম্রতা তাঁর গৌরব কমায়নি, মৃত্যু তাঁর সনাতন অস্তিত্ব বিনাশ করেনি: তেমনি তোমরাও তাঁর পদক্ষেপ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে পার্থিব বিষয় তুচ্ছ কর যাতে স্বর্গীয় বিষয় জয় করতে পার। কেননা ক্রুশ বহন করা বলতে একথা বোঝায়: লালসা জয় করা, রিপু দমন করা, অসার অভিলাষ থেকে দূরে যাওয়া, সমস্ত ভুলভ্রান্তি প্রত্যাখ্যান করা।

শ্লোক - রো ৬:১১-১২; ৭:৪

প্র নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

উ পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে। আল্লেলুইয়া।

প্র বিধানের কাছে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে যেন তোমরা অন্যজনের হও—তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি।

উ পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৪:৫-৩১)

ইহুদী মহাসভার সামনে পিতর ও যোহন

পরদিন ইহুদীদের সমাজনেতারা, প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীরা যেরুশালেমে সভায় সমবেত হলেন; তাঁদের সঙ্গে মহাযাজক আন্না, কাইয়াফা, যোহন, আলেক্সান্দার, ও মহাযাজক-বংশের সমস্ত লোকও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোন্ পরাক্রমগুণে কিংবা কার্ নামে এ কাজ করেছ?' তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'জাতির নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণবর্গ! আমরা একটি পঙ্গু মানুষের যে উপকার করেছি, সেই সম্বন্ধে, এবং সে কেমন করে পরিত্রাণ পেয়েছে, তা সম্বন্ধেও যখন আজ আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তখন আপনারা সকলে ও ইস্রায়েলের সকল মানুষ একথা জেনে নিন: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টেরই নামগুণে, যাঁকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই নামগুণেই এই লোকটি আপনাদের সামনে সুস্থ দেহে দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে (সাম ১১৮:২২ দ্রঃ)। আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই! কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।'

পিতর ও যোহনের তেমন সৎসাহস দেখে, এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, তা বিবেচনা করে তাঁরা আশ্চর্য হলেন; আবার এও চিনতে পারলেন যে, এঁরা যিশুর সঙ্গী হয়েছিলেন। আর যখন দেখতে পেলেন, ওই সারিয়ে তোলা লোকটি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তখন প্রতিবাদ করার মত আর কোন কথা পেলেন না। সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁদের আদেশ দিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন; তাঁরা বলছিলেন: 'এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করব? কেননা ওদের দ্বারা প্রকাশ্যই একটা চিহ্নকর্ম সাধিত হয়েছে; আর তা যেরুশালেমের সমস্ত অধিবাসীদের কাছে এতই জানাজানি হয়েছে যে, আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। তবু কথাটা যেন জনগণের মধ্যে আরও অধিক রটে না যায়, এজন্য, আসুন, ওদের ভয় দেখাই, যেন

আর কারও কাছে এই নামটা উল্লেখ না করে।' তাই তাঁরা তাঁদের ভিতরে ডেকে এই কড়া আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যিশুর নাম উল্লেখ না করেন, আবার সেই নামকে কেন্দ্র করে যেন কোন উপদেশ না দেন। কিন্তু পিতর ও যোহন প্রতিবাদ করে বললেন, 'ঈশ্বরের কথার চেয়ে আপনাদেরই কথা শোনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা, তা আপনারা নিজেরা বিচার করুন; কারণ আমরা যা নিজেরাই দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারি না।' তখন তাঁরা আরও ভয় দেখাবার পর তাঁদের ছেড়ে দিলেন; জনগণের কারণে তাঁরা তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় পাচ্ছিলেন না, যেহেতু সকল লোকে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করছিল। আসলে, যে লোকটিকে অলৌকিক ভাবে সুস্থ করা হয়েছিল, তার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

মুক্তি পাওয়ামাত্র তাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন; এবং প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁদের যা কিছু বলেছিলেন, তা সবই জানালেন। তা শুনে সকলে একমন হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে কণ্ঠ উত্তোলন করে বলল, 'হে মহাপ্রভু, আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও তাদের মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সবকিছুর নির্মাণকর্তা; পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমিই তোমার দাস দাউদের মুখ দিয়ে একথা বলেছ:

*বিজাতিরা কোলাহল করল কেন?*
*কেনই বা মানুষেরা অনর্থক ষড়যন্ত্র করল?*
*প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে*
*রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজা সকল,*
*নেতৃবৃন্দ একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল* (সাম ২:১-২ সত্তরী পাঠ্য)।

আর আসলে, যাঁকে তুমি তৈলাভিষিক্ত করেছ, তোমার পবিত্র দাস সেই যিশুর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তিয় পিলাত বিজাতিদের ও ইস্রায়েলের মানুষদের সঙ্গে এই নগরীতে একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, তোমার হাত ও তোমার ইচ্ছা দ্বারা যা কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন তার সিদ্ধি ঘটায়। এখন, প্রভু, ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে; তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, যেন তোমার পবিত্র দাস যিশুর নাম দ্বারা আরোগ্য, চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটে।' তাঁরা প্রার্থনা করতে

করতে, যে স্থানে সমবেত ছিলেন, তা কেঁপে উঠল; এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন ও সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৪:১২, ১১

*প্র* তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই,

*উ* কারণ আকাশের নিচে মানুষদের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* খ্রিষ্টই সেই প্রস্তর, যা গৃহনির্মাতা এই আপনাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে, সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে;

*উ* কারণ আকাশের নিচে মানুষদের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এ নামেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৩:১-২)

**খ্রিষ্টের পুনরুত্থানই আমাদের পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি**

*সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী* (প্রকাশ ২০:৬)। খ্রিষ্ট হলেন নিদ্রাগতদের প্রথমফল ও মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত। সমস্ত পুনরুত্থানের মূল নমুনা হয়ে তাঁর পুনরুত্থান আমাদের নিশ্চয়তা দেয়, আমাদের আত্মা প্রথম পুনরুত্থানে ও আমাদের দেহ দ্বিতীয় পুনরুত্থানে পুনরুত্থান করবে, কেননা তিনি তাঁর আপন পুনরুত্থিত দেহকে আমাদের আত্মার জন্য সাক্রামেন্তরূপে ও আমাদের দেহের জন্য আদর্শরূপেই অর্পণ করেন। এমনকি, খ্রিষ্টের একমাত্র পুনরুত্থান আমাদের আত্মার জন্য দ্বিবিধ অনুগ্রহ ব্যবস্থা করেছে: আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাস্কা-রহস্যকে বাস্তবায়িত করায় আমরা পাপজনিত মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করি, ও আজকের দিনের পাস্কা মহোৎসব সানন্দে উদ্‌যাপন করায়ই বিশেষভাবে আমরা নিদ্রার জড়তা থেকে জাগরিত হয়ে উঠি। *প্রভু পুনরুত্থান করেছেন* (লুক ২৪:৩৪)। এ আনন্দপূর্ণ চিৎকারে যে কেউ আনন্দোচ্ছ্বাস, নবজীবনের প্রেরণা ও নবীন শক্তি অনুভব করে না, সে অবশ্যই নিষ্ক্রিয় ও আধমরা ব্যক্তি। নিজের কথা বলতে গেলে, আমি যখন মৃত যিশুর দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন দুঃখ

ও নিরাশার ভাব আমাকে ভর করছিল বটে, অথচ শাস্ত্রের বাণী অনুসারে *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ* (সাম ৮৪:৩)। যিশু যে সমাধি ছেড়ে আমার কাছে ফিরে আসেন, তা তো আমার বিশ্বাসের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়, আমার আনন্দ করারও ছোট কারণ নয়, কেননা আমি যেখানে কিছুক্ষণ আগে একটি মৃত মানুষের উপর ক্রন্দন করছিলাম, সেখানে আমি এখন জীবনময় ঈশ্বরকেই দেখতে পাচ্ছি। তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল বিধায় আমার অন্তর তাঁর জন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল; তিনি কিন্তু এখন পুনরুত্থিতই বিধায় আমার অন্তর ও আমার দেহ আমার নিজের পুনরুত্থান ও অমরতার নিশ্চিত আশায় আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে।

খ্রিষ্ট বলেন, *আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, আবার জেগে উঠলাম* (সাম ৩:৬ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং, হে আমার ঘুমন্ত আত্মা, *জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে ওঠ, তবেই খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন* (এফে ৫:১৪)। নব সূর্য তার নিম্ন স্থান থেকে উঠছে, কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সারা বিশ্বের উপর জ্যোতি প্রসারিত করছে, এমন জ্যোতি যা তাদেরই চোখে প্রতিবিম্বিত যারা উষা থেকেই তাঁর জন্য জেগে থাকল—তেমন উষা সনাতন দিনের সূত্রপাত ঘটায়। এই তো সেই দিন যার সন্ধ্যা হয় না, সেই দিন যার সূর্যের অস্ত কখনও হবে না! সেই সূর্যের একবারই মাত্র অস্ত হয়েছে, এবার কিন্তু সেই সূর্য চিরকালের মতই স্বর্গে আরোহণ করেছে আর মৃত্যুকে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

*এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি* (সাম ১১৮:২৪)। আর তুমি যদি প্রতিদিন দরজার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে প্রজ্ঞার দুয়ারপ্রান্তে জেগে থাক ও মাগ্দালার মারীয়ার মত তাঁর সমাধিমন্দিরের প্রবেশস্থানে নিশিজাগরণ পালন কর, তাহলে তিনি যা খুঁজে পেয়েছিলেন, তুমিও তা খুঁজে পাবে। তুমি তখন জানতে পারবে যে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তা খ্রিষ্টকেই লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল, যথা: *নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে। তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে, তার কোন কষ্ট হবে না, সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন* (প্রজ্ঞা ৬:১৩-১৪)। মারীয়া অন্ধকার থাকতেই সমাধিমন্দিরে জাগরণ পালন করতে গিয়েছিলেন; তিনি যাঁকে খোঁজ

করছিলেন, তাঁকে সশরীরেই তাঁর সামনে দাঁড়ানোই পেলেন। এখন কিন্তু দেহ অনুসারে নয়, আত্মিক ভাবেই বরং তাঁকে খোঁজ করতে হবে; আর তুমি যদি মারীয়ার মত গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই তাঁকে খোঁজ কর আর তিনি যদি তোমাকে প্রার্থনারত দেখেন, তাহলে নিশ্চিত থাক, তুমি তাঁর আত্মিক উপস্থিতি খুঁজে পাবেই।

অতএব মারীয়ার ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তুমিও প্রভু যিশুকে বল, *রাতে তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করে আমার প্রাণ, বুকে আমার আত্মা ব্যাকুল হয়ে তোমার অন্বেষণ করে* (ইশা ২৬:৯ লাতিন পাঠ্য)। সামসঙ্গীত-মালার রচয়িতার প্রার্থনা তোমার নিজের প্রার্থনা করে তুমিও বল, *ওগো পরমেশ্বর, ওগো আমার ঈশ্বর, ভোর হতে তোমারই অন্বেষণ করি; তোমারই জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর* (সাম ৬৩:২)। তা করলে, তবে দেখতে পাবে, তুমিও দাউদ ও মারীয়ার সঙ্গে সমস্বরে গান কর, *প্রভাতে তোমার কৃপায় আমাদের পরিতৃপ্ত কর, আর আমরা সানন্দে চিৎকার করব, মেতে উঠব সারাদিন ধরে* (সাম ৯০:১৪)।

শ্লোক - ১ করি ১৫:২০, ২২, ২১

প্র আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

প্র যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

# পাস্কা-অষ্টাহের রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৭)

## খ্রিষ্টে নবজীবন

ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী,

পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রিষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

**শ্লোক** - কল ৩:১-৩

প্র তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন।

উ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।

উ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পাস্কা-অষ্টাহ, উপদেশ ৮:১, ৪)

## খ্রিষ্টে আমরা নবসৃষ্টি

তোমরা যারা প্রভুতে বসবাস কর, তোমাদের উদ্দেশেই আমার বাণী উচ্চারিত— তোমরা যারা নবজন্মপ্রাপ্ত শিশু, যারা খ্রিষ্টে বালক, যারা মণ্ডলীর নবসন্তান, পিতার অনুগ্রহ, মাতা-মণ্ডলীর উর্বরতা, ধর্মময় পল্লব, নবীন মৌমাছির ঝাঁক, আমাদের সেবাকর্মের ফুল, আমাদের পরিশ্রমের ফল, আমার আনন্দ, আমার মুকুট! প্রেরিতদূতের বাণী আপন করে আমি তোমাদের বলছি, *তোমরা স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না* (রো ১৩:১৪), যাতে তোমরা ঐশ সাক্রামেন্তে যাঁকে পরিধান করেছ, নিজেদের জীবনেও তাঁকে পরিধান করতে পার। *তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক* (গা ৩:২৭-২৮)।

এতেই তো ঐশ সাক্রামেন্তের শক্তি! কেননা এ হল সেই নবজীবনেরই সাক্রামেন্ত, যে জীবন একালে সমস্ত পাপের ক্ষমা নিয়ে শুরু ক'রে মৃতদের পুনরুত্থান দিয়ে সিদ্ধি লাভ করবে। বস্তুত, মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তোমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, যাতে মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্ট যেমন পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি তোমরাও যেন এক নবজীবনের পথে চলতে পার (রো ৬:৪ দ্রঃ)। যতক্ষণ তোমরা এ মরদেহে বাস ক'রে প্রভু থেকে যেন দূরবর্তী প্রবাসীরই মত, ততক্ষণ বিশ্বাসসূত্রেই তো পথ চল। কিন্তু যাঁর দিকে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ, তিনি নিজেই হলেন তোমাদের নিশ্চিত পথ: তিনি সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু যিনি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের জন্য মানুষ হলেন। যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের জন্য আনন্দের ধন-ঐশ্বর্য গচ্ছিত রেখেছেন; সেগুলি তিনি, যারা তাঁর উপর আশা রাখে, তাদের উপর তখনই প্রচুর বর্ষণ করবেন, যখন তারা, যা এখন আশার ভিত্তিতে পেয়েছে, তা বাস্তবেই গ্রহণ করবে।

আজ তোমাদের জন্মের অষ্টম দিন; আজ তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে বিশ্বাসের সেই চিহ্ন যার দৃষ্টান্ত প্রাচীন পিতৃপুরুষদের কাছে জন্মের অষ্টম দিনে সেই ত্বকচ্ছেদনে সাধিত ছিল। সেজন্য প্রভুও তাঁর আপন দিনকে বিশেষ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন: যন্ত্রণাভোগের পরবর্তী তৃতীয় দিন হলেও এদিন তবু সপ্তাহ-চক্রে শনিবারের পরবর্তী অষ্টম দিন ও সপ্তাহের প্রথম দিন। আপন দেহকে মরণশীলতা থেকে অমরতায় উন্নীত ক'রে খ্রিষ্ট তাঁর আপন দিনকে পুনরুত্থানের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন। তোমরা সেই একই রহস্যের অংশীদার—এখনও তার পূর্ণ বাস্তবতায় নয়, তবু সুনিশ্চিত আশায়, কেননা তোমরা সুনিশ্চিত অগ্রিম দানস্বরূপ সেই পবিত্র আত্মাকে পেয়েই গেছ। সুতরাং, *তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত* হবে (কল ৩:১-৪)।

**শ্লোক** - কল ৩:৩-৪; রো ৬:১১

*প্র* তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।

*উ* খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

*উ* খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৭; বিজোড় বর্ষের প্রথম পাঠ দ্রষ্টব্য)

**শ্লোক** - কল ৩:১৪-১৫; ১ পি ২:১, ২

*প্র* সমস্ত কিছুর উপরে তোমরা ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।

*উ* খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক ; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সমস্ত শঠতা ত্যাগ করে তোমরা নবজাত শিশুর মত অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার।

*উ* খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক ; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সেলেউকিয়ার বিশপ বাসিলের পাস্কা-উপদেশ থেকে পাঠ

**বাপ্তিস্ম অমরতা দান করে**

পাতালে আর কেউই যেন বন্দি না থাকে, খ্রিষ্ট নিজেই সেখানে নেমে গেলেন ; অপদূতদের জগতের বিরুদ্ধে তিনি আপন মাংস টোপ হিসাবে ব্যবহার করলেন এবং ঈশ্বরত্বের পরাক্রমে তাদের রাজপ্রাসাদ নামিয়ে দিয়ে বিধানের যত প্রাচীন ঋণপত্র একমুহূর্তেই কেড়ে নিলেন, যাতে তিনি আমাদের চালিত করতে পারেন সেই স্বর্গলোকে যা মৃত্যুশূন্য স্থান, অক্ষয়শীলতার আলয় ও ধর্মময়তার আবাস।

নব আলোপ্রাপ্ত যে তুমি, তুমি তো এ মহান বাস্তবতার পরিবেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ। তোমার পক্ষে অনুগ্রহের দীক্ষা হল পুনরুত্থানের নিশ্চিত অঙ্গীকার, আর বাপ্তিস্ম হল স্বর্গে ভাবী জীবনের অগ্রিম দানস্বরূপ। জলে ডুব দিয়ে তুমি প্রভুর সমাধির অনুকরণ করেছ, কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে এসে যে প্রথম কাজ দেখেছ, তা হল পুনরুত্থানের আশ্চর্য কাজ। যে সবকিছুর প্রতীক তুমি দেখতে পেয়েছ, এখন সেসব কিছুর বাস্তবতাই

গ্রহণ কর। এর সাক্ষ্য স্বরূপ পলের একথা ধর, *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে রোপণ করা হয়েছে, তখন অবশ্যই পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে* (রো ৬:৫)। সেই 'রোপণ' শব্দটা খুবই সুন্দর! বাপ্তিস্ম সত্যিই অমরতার লক্ষ্যে বীজ-রোপণ—জলকুণ্ডে রোপিত হয়ে বীজটা স্বর্গে ফল উৎপন্ন করে। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ জলকুণ্ডে রহস্যাবৃত ভাবেই ক্রিয়াশীল, তার বাহ্যিক চেহারা কিন্তু যেন তোমার কাছে তার আশ্চর্য শক্তি আবৃত না করে! জল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত, তবু অনুগ্রহই নবজন্ম ঘটায় ও সেই জলে, যেন চুল্লিতেই, নিমজ্জিত বস্তুকে নব রূপ দান করে। যে জলে ডুব দেয়, অনুগ্রহ চুল্লিতেই যেন তাকে অগ্নিময় করে তোলে, তাকে অমরতার যত রহস্য দান করে ও পুনরুত্থানের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করে।

এইমাত্র আলোপ্রাপ্ত হয়েছ যে তুমি, দেখ, তোমার নিজের পোশাকই এ সমস্ত আশ্চর্য কাজের প্রতীক বহন করে। তুমি যে এ অনুগ্রহের প্রতীক বহন কর, দেখ: ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল এই পোশাক অক্ষয়শীলতার চিহ্ন নির্দেশ করে; এই শুভ্র কাপড়, যা কিরীটের মত তোমার মাথা ঘেরে, তা স্বাধীনতাই ঘোষণা করে; হাত শয়তানের উপরে জয়চিহ্ন বহন করে। খ্রিষ্ট স্পষ্টই দেখান, তুমি পুনরুত্থান করেছ: এখনকার মত প্রতীকসূত্রেই তা দেখান; কিন্তু আমরা বিশ্বাসের পোশাক পাপে কলুষিত না করলে, অনুগ্রহের প্রদীপ অপকর্মের দরুন নিভিয়ে না দিলে, ও পবিত্র আত্মার মুকুট যত্ন করে রাখলে তিনি কিছুকাল পরে তা বাস্তবেও দেখাবেন। তখন স্বর্গ থেকে প্রভু ভয়ঙ্কর অথচ স্নেহভরা কণ্ঠে স্পষ্ট বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)। তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম যুগ যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - রো ৬:৪, ৩

*প্র* মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি,

৺ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। আল্লেলুইয়া।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২০)

### মানবপুত্রের দর্শন

যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশ, যা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে দান করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর আপন দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। এবং তাঁর দাস যোহনকে এই সমস্ত জানাবার জন্য তিনি নিজের দূত প্রেরণ করলেন, আর যোহন ঈশ্বরের বাণী ও যিশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যা দেখেছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সুখী সেই জন, এই নবীয় বাণীর বচনগুলো যে পাঠ করে; আর সুখী তারা, যারা তা শোনে, এবং এখানে যা কিছু লেখা আছে তা পালন করে; কেননা সেই কাল সন্নিকট।

আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।

*দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন* (দা ৭:১৩ দ্রঃ), আর প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখতে পাবে; তারাও তাঁকে দেখতে পাবে, *যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল; আর পৃথিবীর সকল জাতি তাঁর জন্য নিজেদের বুক চাপড়াবে* (জাখা ১২:১০-১২ দ্রঃ)। হ্যাঁ, আমেন!

আমি আল্ফা ও ওমেগা, একথা প্রভু ঈশ্বর বলছেন, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান।

আমি যোহন, তোমাদের ভাই, এবং যিশুতে দুঃখকষ্টে, রাজ-মর্যাদায় ও নিষ্ঠায় তোমাদের সহভাগী, ঈশ্বরের বাণী ও যিশুর সাক্ষ্যের খাতিরে একসময় পাৎমস দ্বীপে ছিলাম। প্রভুর দিনে আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম; কণ্ঠটি বলল: 'তুমি যা দেখছ, তা একটা পুস্তকে লিখে রাখ, এবং এফেসস, স্মির্না, পের্গামন, থিয়াতিরা, সার্দিস, ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়া এই সাতটা মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।' কার্ কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, আর সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে মানবপুত্রের সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন: তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে আছেন, তাঁর বুকে সুবর্ণ একটা বন্ধনী বাঁধা; তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত; তাঁর পা দু'টো যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত (দা ৭:১৩, ৯; ১০:৫, ৬, ১৬ দ্রঃ); তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির মত (এজে ৪৩:২); তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী খড়্গ নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি এই বলে আমার উপর ডান হাত রাখলেন, 'ভয় করো না, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি। সুতরাং তুমি যা কিছু দেখতে পেলে, এবং যা কিছু ঘটছে, এবং এরপরে যা কিছু ঘটবে, সেই সমস্ত কিছু লিখে রাখ। আমার ডান হাতে যে সাতটা তারা দেখেছ এবং সেই যে সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, সেগুলির রহস্য এ: সেই সাতটা তারা হল ওই সপ্ত মণ্ডলীর দূত, এবং সেই সাতটা দীপাধার হল ওই সপ্ত মণ্ডলী।'

শ্লোক - প্রকাশ ১:৫, ৬; কল ১:১৮

℣ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবাসেন, তিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন।

℟ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।

℟ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তকে দৈৎজের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ

**খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করব**

*তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক* (প্রকাশ ১:৬)। শাস্ত্রের এ বাণী আমাদের দেখায় খ্রিষ্টের অপার করুণা ও প্রসন্নতা। তেমন প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করার জন্য আমাদের জিহ্বাও অধিক দুর্বল! আসল কথা এ, খ্রিষ্ট যখন তেমন মহামূল্যে এমনকি নিজ মহামূল্যবান রক্তমূল্যে আমাদের কিনেছেন, তখন তাঁর ইচ্ছা ছিল না, আমরা তাঁর ক্রীতদাস হব; তাঁর উদ্দেশ্য বরং এ ছিল, তিনি আপন পিতা ও ঈশ্বরের জন্য একটি রাজ্য ও যাজকসমাজ সৃষ্টি করবেন। তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আমাদের তাঁর পিতার রাজ্য ও ঈশ্বরের যাজক হওয়ার কথা। স্ব-অধিকারে তিনিই মাত্র ছিলেন রাজা ও যাজক, অথচ মনস্থ করলেন তিনি পাপের বন্দিদের করবেন রাজা, মৃত্যুর সন্তানদের করবেন যাজক। এ উদ্দেশ্যে তিনি আপন রক্ত দান করলেন।

*হে প্রভু, আমাদের প্রভু, কী মহিমময় তোমার নাম* (সাম ৮:২) কী মহিমময় সেই *গৌরব ও সম্মানের মুকুট* (সাম ৮:৬) যা তুমি প্রভু যিশুকে রাজাধিরাজ বলে পরিয়েছ! তুমি তাঁকে পরিয়েছ তোমার রাজ্যের সকল রাজার মুকুট, কেননা তোমার রাজ্য এমন রাজাদেরই রাজ্য, যে রাজারা রাজসজ্জায় উজ্জ্বল, এক একটি রাজা খ্রিষ্টের রক্তেই তোমার উদ্দেশে পবিত্র পাত্ররূপে নিবেদিত।

আমাদের বলা হয়েছে, খ্রিষ্ট আমাদের যাজকও করেছেন, এমন যাজক যারা সেই বলিদানের অংশীদার, যে বলিদানের মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রিষ্ট শয়তানের উপর বিজয়ী হওয়ায় পাপের কর্তৃত্ব ধ্বংস করেছেন। পবিত্রীকরণ-বাণী উচ্চারণ ক'রে আমাদের প্রভুর দেহরক্তের বাস্তব উপস্থিতি ঘটাতে পারব, ইহলোকে তেমন যাজকত্বের পূর্ণতা আমাদের সকলের নয়, তবু আমরা সকলেই ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করায় যাজক-ভূমিকা পালন করতে আহূত। এবিষয়ে প্রেরিতদূত পল বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি,*

*তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে* (রো ১২:১)। এ পথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই যা দিয়ে আমরা সেই স্বর্গীয় পবিত্রতম তাঁবুতে, অর্থাৎ স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারব।

বর্তমানকালের বলিদান সেই পবিত্রীকৃত রুটি ও আঙুররস নিয়ে গঠিত, কিন্তু স্বর্গলোকে তেমন কিছু আর থাকবে না। তবু স্বর্গলোকেও বলিদানের জন্য যথেষ্ট উপাদান থাকবে: আমাদের ওষ্ঠ স্তুতি ও ধন্যবাদ-বলিদান উৎসর্গ করতে পারবে, আনন্দগান করতে পারবে ও ঈশ্বরের মহাকীর্তিকলাপের কথা প্রচার করতে পারবে। এমনকি, ঐশপ্রকাশ পুস্তকের পরবর্তী অনুচ্ছেদ *তাঁর গৌরব ও প্রতাপ হোক চিরদিন চিরকাল; আমেন* (প্রকাশ ১:৭) এর জয়ধ্বনিতে স্বর্গীয় বলিদানের একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। আর তা আমাদের পক্ষে একান্ত ন্যায়সঙ্গত, কেননা সমস্ত উপকারের জন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানো ও তাঁর প্রশংসা করা সৃষ্টজীবদের কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ, এসো, আমরা মোশি ও ইস্রায়েল সন্তানদের কথা ধরি: পাস্কা-মেষশাবকের বলিদান দ্বারা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ও ফারাও ও তার বাহিনীকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত দেখে তারা প্রভুর প্রশংসাগান করল।

উপকারের জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং মুখ বন্ধ রাখা ও জিহ্বাকে নিশ্চুপ রাখা সত্যি কৃতঘ্নতার চিহ্ন। তাই যখন যোহন স্তুতি ও ধন্যবাদসূচক সেই ছোট বন্দনা ধরে বলেন, 'তাঁর গৌরব ও প্রতাপ হোক চিরদিন চিরকাল', তখন এসো, আমরা সকলে বলে উঠি, 'আমেন!' সাধু পলের কথা অনুসারে, *পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'* (ফিলি ২:১১)।

শ্লোক - ১ পি ২:৯; দ্বিঃবিঃ ৭:৭; ১৩:৫

প্ল তোমরা, এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন

উ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর, যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

প্ল প্রভু তোমাদের বেছে নিয়েছেন ও দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করেছেন

উ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর, যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৪:৩২–৫:১৬)

## আদিমণ্ডলীর আদর্শ জীবনধারণ ; আনানিয়াস ও সাফীরা

যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন, এবং তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কারণ যারা জমি বা বাড়ির মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত, ও বিক্রি করে যে টাকা পেত, তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে রাখত ; পরে তা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হত।

যোসেফ নামে একজন লেবীয় ছিলেন, যিনি জন্মসূত্রে সাইপ্রাসের মানুষ ; প্রেরিতদূতেরা তাঁকে আবার বার্নাবাস, অর্থাৎ 'উদ্দীপনা-সন্তান' নাম দিয়েছিলেন : একখণ্ড জমির মালিক হওয়ায় তিনি তা বিক্রি করে টাকাটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

আনানিয়াস নামে একজন লোক ছিল ; তার স্ত্রী সাফীরার সঙ্গে সে একটা সম্পত্তি বিক্রি করল, এবং স্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে টাকার কিছুটা অংশ রেখে দিল, আর বাকি অংশটা এনে প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রাখল। পিতর বললেন, 'আনানিয়াস, শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছ ও জমির টাকার কিছুটা রেখেছ? জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন? তুমি তো মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বলেছ।' এই সমস্ত কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে পড়ে মারা গেল ; আর যারা শুনছিল, তারা সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল। তখন যুবকেরা উঠে তাকে কাপড়ে জড়াল ও বাইরে নিয়ে গিয়ে তার কবর দিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রীও এসে উপস্থিত হল ; কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানত না। পিতর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি

করেছিলে?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এই দামে।' তখন পিতর তাকে বললেন, 'তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে? এই যে, যারা তোমার স্বামীর কবর দিয়েছে, তাদের পায়ের শব্দ দরজায় শোনা যাচ্ছে; তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে যাবে।' সে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে মারা গেল। আর সেই যুবকেরা যখন ভিতরে এল, তখন তাকে মৃত অবস্থায় পেল, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে তার কবর দিল। তখন গোটা মণ্ডলী, আর যারা একথা শুনতে পেল, সকলেই ভীষণ ভয়ে অভিভূত হল।

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে শলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। আর যেরুশালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৪:৩৩, ৩২

*প্র* প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন;
*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।
*প্র* যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ।
*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রাচীন লেখকের পাস্কা-উপদেশ থেকে পাঠ

**আত্মিক পাস্কা**

আমাদের উদ্‌যাপিত পাস্কা সকল মানুষের পরিত্রাণের কারণ—তার আরম্ভ সেই প্রথম মানুষকে নিয়ে, যে মানুষ সকলের মধ্যে পরিত্রাণকৃত ও সঞ্জীবিত। পূর্ণাঙ্গ ও চিরস্থায়ী বাস্তবতার দৃষ্টান্ত ও প্রতীক রূপে যত অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী বাস্তবতাগুলো

একসময় আবির্ভূত হয়েছিল, এখনকার সত্যগুলির পূর্বাভাস দেবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সত্যের উপস্থিতিতে যত প্রতীক ঘুচে যেতে বাধ্য। রাজা আসছেন, জীবনময় তাঁকেই ছেড়ে কেউই যেন তাঁর মূর্তি পূজা করতে কল্পনা না করে!

প্রতীক যে সত্যের চেয়ে হীনতর, তা খুবই স্পষ্ট: প্রতীক উদ্‌যাপন করে ইহুদীদের প্রথমজাতদের ক্ষণিক জীবন, সত্য কিন্তু সকল মানুষের অনন্ত জীবন। অল্প সময়ের মধ্যে যাকে মরতেই হবে, তার পক্ষে মৃত্যু থেকে ক্ষণিকের মত রেহাই পাওয়া বড় কথা নয়; মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ রূপে রেহাই পাওয়া, এই তো বড় কথা; আর আমাদের বেলায় ঠিক তাই ঘটে, কেননা আমাদের জন্য আমাদের পাস্কা-মেষশাবক সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।

পর্বের নামের সত্যকার অর্থ ব্যাখ্যা করলে, নামটা নিজেই পর্বটির উৎকৃষ্টতা ব্যক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে পাস্কার অর্থ হল পাশ কেটে যাওয়া, কেননা সেই সংহারক প্রথমজাতদের আঘাত করতে গিয়ে হিব্রুদের ঘরের পাশ কেটে গেছিল। আমাদের বেলায়ই কিন্তু ঘটনাটি অধিক সত্য, কেননা সেই সংহারক আমাদেরই পাশ কেটে যায়, আমরা তো খ্রিষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবনে উজ্জীবিত হয়েছি। সত্য গবেষণার ভিত্তিতে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন পাস্কা ও প্রথমজাতদের পরিত্রাণ যে কালে ঘটেছিল, সেই কাল বছরের আরম্ভ বলে নির্ধারিত, তাহলে একমাত্র উত্তর এ, পাস্কা-বলিদান সত্যিই আমাদের পক্ষে অনন্ত জীবনের আরম্ভ।

যেহেতু বছর বৃত্তাকারে আবর্তনশীল আর তার কখনও শেষ হয় না, সেজন্য বছর কালের প্রতীক। কিন্তু ভাবীকালের জনক যিনি, সেই খ্রিষ্ট আমাদের খাতিরে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন ও আমাদের প্রাক্তন জীবনের যেনই সমাপ্তি ঘটিয়ে আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাদৃশ্য অনুসারে *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) আমাদের দান করেন অন্য একটি জীবনের আরম্ভ। এইভাবে যে কেউ জানতে পেরেছে পাস্কা তারই খাতিরে বলীকৃত হয়েছে, সে আপন জীবনের আরম্ভ বলে সেই লগ্নই গণ্য করুক, যে লগ্নে খ্রিষ্ট তার খাতিরে বলীকৃত হয়েছেন। তবু খ্রিষ্ট তখনই তার খাতিরে বলীকৃত হন, সে যখন অনুগ্রহটি বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে ও সেই বলিদানের মাধ্যমে দেওয়া জীবনের কথা উপলব্ধি করে। এসব কিছু জেনে, সে নবজীবনের আরম্ভ

গ্রহণ করতে শীঘ্রই এগিয়ে যাক, আর সেই যে প্রাক্তন জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে, তার দিকে যেন আর কখনও না ফিরে যায়। কেননা *আমরা যারা পাপের কাছে মরেছি, কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব?* (রো ৬:২ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - ১ করি ৫:৭-৮; রো ৪:২৫

*প্র* তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার ; কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।

*উ* সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* খ্রিষ্টকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

*উ* সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি। আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১১)

### এফেসস ও স্মির্না মণ্ডলীর প্রতি বাণী

এফেসস মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: যিনি ডান হাতে সেই সাতটা তারা ধরে আছেন, যিনি সেই সাতটা সুবর্ণ দীপাধারের মাঝখানে বিচরণ করেন, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম, তোমার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা আমি জানি; এও জানি যে, তুমি দুর্জনদের সহ্য করতে পার না; যারা নিজেদের প্রেরিতদূত বলে কিন্তু আসলে প্রেরিতদূত নয়, তাদের তুমি পরীক্ষা করেছ ও মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করেছ। আরও জানি যে, তুমি নিষ্ঠাবান, এবং ক্লান্তি বোধ না করে আমার নামের খাতিরে অনেক কিছু সহ্য করেছ। তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার এই অভিযোগ আছে: তুমি তোমার প্রথম ভালবাসা ত্যাগ করেছ। সুতরাং স্মরণ কর কোথা থেকে তুমি পতিত হয়েছ; মনপরিবর্তন কর, আর সেই আগের কাজকর্ম সাধন কর; নইলে—তুমি মনপরিবর্তন না করলে—আমি তোমার কাছে আসব ও তোমার দীপাধার তার স্থান থেকে সরিয়ে দেব। তবু তোমার একটা গুণ আছে: তুমি নিকোলাসপন্থীদের কাজকর্ম ঘৃণা কর, আমিও যেমন তা ঘৃণা করি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ।

স্মির্না মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন: তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি; তথাপি তুমি ধনবান। আর তাদের নিন্দাজনক কথাও জানি, যারা নিজেদের ইহুদী বললেও আসলে ইহুদী নয়, বরং শয়তানেরই সমাজগৃহ। তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত—তোমাদের ক্লেশ

দশ দিন ধরেই চলবে। তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

শ্লোক - প্রকাশ ২:১০, ১১; সিরা ৪:২৮

প্র তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব;

উ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

প্র সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর, তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন।

উ যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মনিমুসের কাছে রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের পুস্তকাবলি থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ১১-১২)

**একতা ও ভালবাসার সাক্রামেন্ত**

খ্রিষ্টের দেহের নির্মাণকাজ, সাধু পিতরের বাণী অনুসারে, ভালবাসায় সাধিত: *জীবন্ত প্রস্তরগুলি এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছে যাতে এক পবিত্র যাজক-সমাজ হয়ে সেই আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, যা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয়* (১ পি ৩:৫ দ্রঃ)। তেমন আত্মিক নির্মাণকাজ তখনই বিশেষভাবে প্রকৃত প্রার্থনার বস্তু হয়, যখন স্বয়ং খ্রিষ্টের দেহ তথা মণ্ডলী রুটি ও পানপাত্রের সাক্রামেন্তে স্বয়ং খ্রিষ্টের দেহ উৎসর্গ করে। *কেননা সেই যে পানপাত্র থেকে আমরা পান করি তা খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা; আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা; কেননা যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী* (১ করি ১০:১৬-১৭ দ্রঃ)।

এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন যে অনুগ্রহ দ্বারা মণ্ডলী খ্রিষ্টের দেহ হয়ে উঠেছে, সেই একই অনুগ্রহ দ্বারা যেন সমস্ত অঙ্গগুলি ভালবাসার বন্ধনে সুসংবদ্ধ থেকে দেহের একতা-সাধনে রত থাকে। আমরা যথার্থই প্রার্থনা করি যেন এসব কিছু আমাদের মধ্যে সেই আত্মারই দানে ঘটে, যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা; কেননা সেই ত্রিত্ব তথা

সেই একমাত্র ও সত্যকার ঈশ্বর স্বরূপে পবিত্র একতা, সমতা ও ভালবাসা হওয়ায়, যাদের পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, একাত্ম করেই তাদের পবিত্রিত করেন। এজন্য লেখা আছে, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)।

সেই পবিত্র আত্মা যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা, তিনি যাদের দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দান করেন, তাদের অন্তরে সেই একই কাজ সাধন করেন যা তিনি তাদেরও জন্য সাধন করেছিলেন যারা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর বর্ণনা অনুসারে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিষয়ে লেখা রয়েছে, বিশ্বাসী মণ্ডলী ছিল একমন একপ্রাণ; কেননা যিনি সেই ঈশ্বরবিশ্বাসী মণ্ডলীকে একমন একপ্রাণ করে তুলেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই আত্মা যিনি পিতা ও পুত্রের একমাত্র আত্মা, ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক ঈশ্বর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এফেসীয়দের উপদেশ দিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, এ আত্মিক একতা শান্তির বন্ধনে সযত্নেই রক্ষা করা দরকার: *প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, আত্মা এক* (এফে ৪:১-৪)।

মণ্ডলীর মধ্যে পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্চারিত ভালবাসা রক্ষা ক'রে ঈশ্বর স্বয়ং মণ্ডলীকেই নিজের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলি করে তোলেন, যাতে মণ্ডলী আত্মিক ভালবাসার অনুগ্রহ অনুক্ষণ গ্রহণ করতে পারে ও সেই ভালবাসার অনুগ্রহ দ্বারা সে নিজেকে জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় বলিরূপে নিত্যই উৎসর্গ করতে পারে।

**শ্লোক** - যোহন ১৭:২০, ২১, ২২, ১৮

*প্র* আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তারা সকলেই যেন এক হয়, যেভাবে, হে পিতা, তুমি আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি,

*উ* তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক। আল্লেলুইয়া।

℣ তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম,

℟ তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৫:১৭-৪২)

## প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। এদিকে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।' তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; আর ঠিক তখনই কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, 'দেখুন, আপনারা যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।'

মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুশালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।' পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা

করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।'

একথা শুনে তাঁরা অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, এবং তাঁদের হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু গামালিয়েল নামে মহাসভার একজন ফরিশী সদস্য তখন উঠে দাঁড়ালেন; তিনি ছিলেন একজন বিধানাচার্য, তাছাড়া সমস্ত জনগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কিছুক্ষণ বাইরে রাখতে নির্দেশ দিলেন। পরে মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, এই লোকদের বিষয়ে আপনারা কী করতে যাচ্ছেন, তা নিয়ে সাবধান হোন। কেননা কিছু দিন আগে থেউদাস উঠে নিজেকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করেছিল, এবং আনুমানিক চারশ' লোক তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু সে নিহত হওয়ার পর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের দলের কিছুই রইল না। সেই লোকটার পরে লোকগণনার সময়ে গালিলেয়ার যুদা উঠে কতগুলো লোককে নিজের পিছনে আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হল, আর যত লোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এখন আমি আপনাদের একথা বলছি, আপনারা এই লোকদের ব্যাপার নিয়ে ক্ষান্ত হোন, তাদের যেতে দিন; কারণ এই আন্দোলন বা এই প্রচেষ্টা যদি মানুষ থেকে আসে, তবে এমনিই বিলুপ্ত হবে; কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে আসে, তাহলে তাদের বিলুপ্ত করতে আপনারা সক্ষম হবেন না। এমনটি যেন না ঘটে যে, আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গেই সংগ্রাম করছেন!'

তাঁরা তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন, এবং প্রেরিতদূতদের ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাঁদের কশাঘাত করালেন, এবং যিশুর নামকে কেন্দ্র করে কোন কিছু বলতে নিষেধ করে তাঁদের মুক্ত করে দিলেন। সেই নামের খাতিরে অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে তাঁরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রতিদিন

তাঁরা মন্দিরে ও বাড়িতে বাড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মশীহ যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতেন—একাজে তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৫:৩০-৩১; ইশা ৫৩:১১

*প্র* একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন।

*উ* তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমার ধর্মময় দাস অনেককেই ধর্মময় করে তুলবেন।

*উ* তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ৯)

**খ্রিষ্টের পুনরুত্থান আমাদের জীবনে ফলশালী হবে**

*আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, যাতে পাপদেহ বিনষ্ট হয়, আমরা যেন পাপের দাস আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপের কাছে আর দায়ী নয়* (রো ৬:৫-৬)।

প্রেরিতদূত বলেন, আমরা পাপের কাছে মৃত, এবং যে কেউ খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে সে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে। তিনি একথা লেখেন যে, *আমাদের তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে*; আবার তিনি বলেন, আমাদের যখন তাঁরই মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যু হয়েছে, তখন যেহেতু তিনি পাপের কাছে মৃত, সেজন্য আমাদের তাঁরই মত পুনরুত্থানও প্রত্যাশা করতে হবে। কিন্তু তা যেন ঘটে, তিনি দেখান, আমাদের পুরাতন মানুষকে কোন্ মাত্রায়ই না খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। পুরাতন মানুষ বলতে আমাদের বোঝা উচিত পাপে যাপিত

আমাদের প্রাক্তন জীবন; আমরা তখনই তেমন জীবনের সমাপ্তি ঘটাই, বা অন্য কথায়, আমরা তখনই তেমন জীবন ধ্বংস করি, যখন খ্রিষ্টের ক্রুশে বিশ্বাস গ্রহণ করি, কেননা সেই ক্রুশ দ্বারা পাপদেহ ধ্বংসিত হয় যাতে করে আমাদের যে অঙ্গগুলি পাপের দাস ছিল, সেগুলি যেন আর পাপের নয়, বরং ঈশ্বরেরই দাস হয়।

এসো, আগের কথায় ফিরে গিয়ে একটু ভেবে দেখি, তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে খ্রিষ্টের সঙ্গে কলমের কথার অর্থ কী। প্রেরিতদূতের উদাহরণ অনুসারে সেই মৃত্যুর অর্থ এরূপ: খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের সংযোগ যেন গাছ-রোপণেরই মত, যাতে তাঁর শিকড় থেকে খাদ্য পেয়ে আমাদের শিকড়ও ধর্মময়তা-ডাল ও জীবন-ফল উৎপন্ন করতে পারে।

তুমি যদি জানতে চাও, শাস্ত্রে কোন্ গাছের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার কথা ও সেই গাছ কোন্ প্রকৃতির, তাহলে প্রজ্ঞা পুস্তকের এ বাণী শোন, *যে কেউ তার উপরে আশা রাখে ও প্রভুতেই যেন তার উপর ভরসা রাখে, প্রজ্ঞা তার পক্ষে জীবন-বৃক্ষ* (প্রবচন ৩:১৮ দ্রঃ)। সুতরাং, *ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* হওয়ায় (১ করি ১:২৪) খ্রিষ্টই সেই জীবন-বৃক্ষ যার সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হওয়ার কথা; এমনকি, ঈশ্বরের অভিনব ও দয়াপূর্ণ দান অনুসারে তাঁর মৃত্যু আমাদের জন্য জীবন-বৃক্ষ হয়ে ওঠে। তবু যেহেতু প্রেরিতদূত সচেতন আছেন যে যে মৃত্যুর কথা এখানে বলা হয়, তা সাধারণ মৃত্যু নয় বরং পাপেরই কাছে মৃত্যু, সেহেতু তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবে একথা বলেন না 'তাঁর মৃত্যুতে সংযুক্ত হয়েছি,' তিনি বরং একথা বলেন, 'তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।' কেননা খ্রিষ্ট পাপের কাছে একবার চিরকালের মতই মরেছেন, *তিনি তো কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (১ পি ২:২২)।

যিশু ছাড়া তেমন পূর্ণ পবিত্রতা অন্য কোন মানুষের কাছে পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা কেউই পাপশূন্য নয়, একদিনের নবজাত শিশুও নয়। সুতরাং যেহেতু আমরা পাপকে সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারি না, সেজন্য, যিশু প্রকৃতপক্ষে পাপশূন্য হয়েও তবু পাপের কাছে তাঁর যে মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুতে আমরা মরতে পারি না। তথাপি, যিশুর অনুকরণ করে ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা পাপ থেকে যতখানি দূরে থাকি, ততখানি সেই মৃত্যুর সাদৃশ্য ধারণ করতে পারি। এটিই মানবস্বরূপের পক্ষে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্য অর্জন করার একমাত্র উপায়, কেননা তাঁর অনুকরণ করতে করতে মানুষ

নিজেকে পাপমুক্ত রাখে। তবে লক্ষ কর সেই কলমের উদাহরণ কতই না উপযুক্ত। কেননা শীতকালীন মৃত্যুর পর গাছ বসন্তকালীন পুনরুত্থানের দিকে চেয়ে থাকে। অতএব এজগতের ও এজীবনের শীতকালে আমরা যদি খ্রিষ্টের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকি, তাহলে ভাবী বসন্তকালেও খ্রিষ্টের শিকড়-ফলিত ধর্মময়তা-ফল বলেই আমাদের গণ্য করা হবে; আর আমাদের যখন তাঁর সঙ্গে জোড়-কলম করে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন এ প্রয়োজন, কৃষক পিতা সত্যকার আঙুরলতার শাখার মতই আমাদের ছেটে দেবেন আমরা যেন সুপ্রচুর ফল উৎপন্ন করতে পারি।

**শ্লোক** - কল ৩:৩-৪; রো ৬:১১

*প্র* তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে।

*উ* খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

*উ* খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২:১২-২৯)

### পের্গামন ও থিয়াতিরা মণ্ডলীর প্রতি বাণী

পের্গামন মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: তীক্ষ্ণ দুধারী খড়্গের অধিকারী যিনি, তিনি একথা বলছেন: আমি জানি, তুমি কোথায় বাস করছ: সেখানে তো শয়তানের সিংহাসন রয়েছে; তবু তুমি আমার নাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছ; এবং আমার বিশ্বাস তখনও অস্বীকার করনি যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী সেই আন্তিপাসকে শয়তানের বাসস্থান তোমাদের সেই শহরে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু অভিযোগও আছে: তোমার ওখানে বালায়ামের শিক্ষাপন্থী কয়েকজন আছে—সেই বালায়াম তো বালাককে ইস্রায়েল সন্তানদের পথে ফাঁদ পাততে শেখাত, যেন তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করে। তেমনি তোমার ওখানে কয়েকজন আছে, যারা নিকোলাসপন্থীদের শিক্ষা সমর্থন করে। তাই মনপরিবর্তন কর, নইলে আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব, এবং আমার মুখের খড়্গ দ্বারা তাদের আক্রমণ করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন। যে বিজয়ী, তাকে আমি গুপ্ত একটা মান্না দেব, একটা সাদা পাথরকুচিও দেব, যার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে: এমন নাম যা কেউই জানে না; সে-ই মাত্র জানে, নামটিকে যে গ্রহণ করে।

থিয়াতিরা মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরের পুত্র যিনি, যাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত, ও যাঁর পা দু'টো যেন উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, তিনি একথা বলছেন: তোমার সমস্ত কাজকর্ম, তোমার ভালবাসা, বিশ্বাস, সেবা ও নিষ্ঠার কথা সবই আমি জানি। তোমার প্রথম কর্মের চেয়ে তোমার শেষ কর্ম যে শ্রেয়, একথাও জানি। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার এ অভিযোগ আছে: যেসাবেল নামে যে নারী নিজেকে নবী বলে

দাবি করে, তাকে তুমি থাকতে দিয়েছ; আর সে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য গ্রহণ করায় ব্যভিচার করতে শিখিয়ে আমার দাসদের ভোলাচ্ছে। আমি তাকে মনপরিবর্তন করার জন্য সময় দিয়েছি, কিন্তু সে মনপরিবর্তন না করে ব্যভিচার করে চলছে। দেখ, আমি তাকে রোগ-শয্যায় ফেলে দিচ্ছি, আর তার সঙ্গে যারা ব্যভিচার করে, তারা যদি তার শেখানো কর্মের ব্যাপারে মনপরিবর্তন না করে, তবে তাদের মহাক্লেশের মধ্যে ফেলে দেব। আমি তার যত সন্তানকে মারণ-আঘাতে আঘাত করব; তাতে সকল মণ্ডলী জানতে পারবে, আমিই মানুষের অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। কিন্তু থিয়াতিরায় তোমাদের মধ্যে যে বাকি লোকজন সেই শিক্ষা গ্রহণ করনি ও শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্বগুলো শেখনি, সেই তোমাদের আমি বলছি: তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার চেপে দেব না; কিন্তু তোমাদের যা আছে, তা আমার আগমন পর্যন্ত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাক। যে বিজয়ী আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে *আমি জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব; সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে* (সাম ২:৮-৯ দ্রঃ)—সেই একই অধিকার দেব, যা আমি নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

শ্লোক - প্রকাশ ২:১৮, ২৩; ২২:১২

প্র যাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত, সেই ঈশ্বরের পুত্র একথা বলছেন: আমিই মানুষের অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি,

উ আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আল্লেলুইয়া।

প্র দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি, দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে,

উ আমি তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ১২:৩, ৬, ৭)

## খ্রিষ্ট আপন মণ্ডলীতে জীবিত আছেন

প্রিয়জনেরা, কোন সন্দেহ নেই, ঈশ্বরের পুত্র এমন ঘনিষ্ঠ সংযোগেই মানবস্বরূপকে ধারণ করলেন যে নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত সেই মানুষের মধ্যে শুধু নয়, তাঁর সকল পুণ্যজনেরও মধ্যে একমাত্র ও একই খ্রিষ্ট উপস্থিত। আর যেমন মাথা অঙ্গগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি অঙ্গগুলি মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যে সবকিছু, এ যদিও বর্তমান জীবনের নয়, অনন্ত জীবনেরই কথা, তবু ইতিমধ্যেও তিনি তাঁর মন্দিরের তথা মণ্ডলীর অবিচ্ছিন্ন বাসিন্দা, যেইভাবে তিনি নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২০)।

সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র জগতের পুনর্মিলনের জন্য যা কিছু করলেন ও শেখালেন, তা আমরা কেবল তাঁর প্রাক্তন কাজগুলির ইতিকথা থেকে জানি না, বরং তাঁর বর্তমান কাজগুলির শক্তিতেও তা উপলব্ধি করি।

পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী জননী থেকে জাত হয়ে তিনি সেই একই প্রভাবে তাঁর অক্ষুণ্ন কনে সেই মণ্ডলীকে উর্বর করেন, সে যেন বাপ্তিস্মের নবজন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিতে পারে। তেমন সন্তানদের বিষয়ে লেখা আছে, *তারা রক্তগত হন্মে নয়, দেহের বাসনা হতেও নয়, পুরুষের বাসনা হতেও নয়, বরং ঈশ্বর হতেই জনিত* (যোহন ১:১৩)।

তাঁরই মধ্যে আব্রাহামের বংশধরেরা নিখিল বিশ্বের দত্তকপুত্রত্ব লাভে আশিসধন্য; কুলপতি বহু জাতির পিতা হন, কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরা রক্তমাংস থেকে নয়, বিশ্বাসেই জন্ম নেয়।

তিনিই জাতি নির্বিশেষে আকাশের নিচে যত দেশের মানুষকে নিয়ে পবিত্র মেষগুলির একটিমাত্র পাল ক'রে প্রত্যেকদিন আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, *আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা*

*আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক* (যোহন ১০:১৬)।

যদিও তিনি বিশেষভাবে সাধু পিতরকে বললেন, *আমার মেষগুলি পালন কর* (যোহন ২১:১৬), তবু একপ্রভুই সকল পালকের পালকীয় দায়িত্ব ধরে রাখেন, এবং যারা সেই শৈলের কাছে আসে তাদের আনন্দপূর্ণ ও উর্বর চারণমাঠে খাদ্য দান করেন, যাতে যেমন উত্তম পালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ দিতে প্রসন্ন হলেন, তেমনি সেই অসংখ্য মেষগুলিও তেমন মহা ভালবাসায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠে পালকের নামের জন্য প্রাণ দিতে যেন দ্বিধাবোধ না করে।

তাঁর যন্ত্রণাভোগের অংশীদার কেবল সেই সাক্ষ্যমরদের সৎসাহসী ও গৌরবময় দল নয়, যারা নবজন্ম গ্রহণ করে, সেই বিশ্বাসীরাও নবজন্ম-লগ্নেই তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগের অংশীদার।

এজন্যই প্রভুর পাস্কা বিধান অনুসারে আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়: পুরানো দুষ্টতার খামির ফেলে দিয়ে নবসৃষ্টজীব স্বয়ং প্রভুকে খেয়ে নিজেকে পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে।

কেননা খ্রিষ্টের দেহরক্তে সহভাগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমরা যা গ্রহণ করি তাতেই যেন রূপান্তরিত হতে পারি, এবং যাঁর মধ্যে আমাদের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান হয়েছে, আমরা যেন আত্মা ও দেহে সবদিক দিয়েই তাঁকে বহন করতে পারি।

**শ্লোক** - যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১-১৩

*প্র* আমিই উত্তম মেষপালক:

*উ* যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি আমার মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি নিজেই তাদের চরাব।

*উ* যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৬:১-১৫)

## সেই সাতজন নিয়োগ

সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস —ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।

এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল; যাজকবর্গের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন।

স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং কিরেনে ও আলেক্সান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, 'আমরা একে মোশি ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।' জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের

বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যিশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশি যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।'

যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৬:২-৪, ৭

*প্র* খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব।

*উ* আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ইতিমধ্যে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল, এবং যেরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

*উ* আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

**খ্রিষ্ট আমাদের জন্য অমরতার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করেছেন**

যদি প্রাচীন পাস্কা-মেষশাবক সমস্ত পরিত্রাণকর্মের পূর্ণতা এনে দিত, তাহলে দ্বিতীয়টির কী প্রয়োজন হত? বস্তুতপক্ষে, সেই প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দিত, তাহলে সত্য ও বাস্তবতার নিষ্প্রয়োজন হত। যদি খ্রিষ্টের বলিদানের আগেও ধার্মিকেরা ও ঈশ্বরের বন্ধুরা থাকত, তাহলে খ্রিষ্টের মৃত্যুতে ধ্বংসিত শত্রুতা, বাতিল করা বিচ্ছেদ-প্রাচীর, ত্রাণকর্তার সময়ে শান্তি ও ধর্মময়তার জাগরণ আর এধরনের যত কিছু সম্বন্ধে কথা বলার কী অর্থ থাকত?

সেসময় নিঃসন্দেহে বিধানই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে মিলিত করত; এখন কিন্তু বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও এ থেকে যা কিছু উদ্গত হয় সেই মিলন সাধন করে। তবে অনুমান করা যায়, প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেবল দাসত্বই ছিল, এখন কিন্তু

দত্তকপুত্রত্ব ও বন্ধুত্ব। কেননা বিধান তো ক্রীতদাসেরই জন্য, কিন্তু অনুগ্রহ, বিশ্বাস ও আস্থা বন্ধুর ও সন্তানেরই সম্পদ। এসবকিছু থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যেমন পরিত্রাতা হলেন *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত* (কল ১:১৮), এবং তাঁর পুনরুত্থানের আগে অমর জীবনে পুনরুজ্জীবিত হওয়া তাদের কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে মানুষের অগ্রগামী হওয়া শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব ছিল। পল ঠিক একথা সপ্রমাণ করেন যখন লেখেন, খ্রিষ্ট পরম পবিত্রস্থানে *আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন* (হিব্রু ৬:২০)। সেসময় তিনি পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার পরেই প্রবেশ করলেন; আর এখনও তিনি সেখানে তাদেরই প্রবেশ করান যারা তাঁর মৃত্যুর সহভাগী—তারা যে তাঁর মত মরবে তেমন নয়, তারা বরং বাপ্তিস্মের জলপ্রক্ষালনে তাঁর মৃত্যু নির্দেশ করে; তাদেরও প্রবেশ করান, যারা তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হয় ও পবিত্র ভোজে অনির্বচনীয়ভাবে তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁকে মৃত ও জীবিতই ঘোষণা করে। এ প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে তাদের রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে তিনি পুরস্কারের কাছেও তাদের উপনীত করেন। সাধু পলের কথা অনুসারে যিনি স্বর্গলোকের সঙ্গে মর্তলোক পুনর্মিলিত করে একত্রিত ও প্রশমিত করেছেন, ও সেই বিচ্ছেদ-প্রাচীর ধ্বংস করেছেন, তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। এদেনের দ্বার যা আদমের জন্য খোলা ছিল, তাঁর পাপের ফলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বন্ধ করা হয়েছিল। যিনি কোন পাপ করেননি ও পাপ করতে পারতেন না, যাঁর বিষয়ে দাউদ বললেন, *তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী* (সাম ১১১:৩), সেই খ্রিষ্টই সেই দ্বার আবার খুলে দিয়েছেন। অতএব, সেই দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকবে, সেই দ্বার মানুষকে জীবনে প্রবেশ করাবে, আবার কাউকেই বাইরে যেতে দেবে না। ত্রাণকর্তা বলেন, *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায়* (যোহন ১০:১০)। এই তো সেই জীবন, যে জীবন অর্পণ করতে প্রভু এসেছেন, তথা: এ সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে অংশগ্রহণ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা, কেননা তাছাড়া আমরা মৃত্যুকে এড়াতে পারি না। জলে ও আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করলে আমরা জীবনে প্রবেশ করতে পারি না; আবার মানবপুত্রের মাংস না খেলে ও তাঁর রক্ত পান না করলে আমাদের অন্তরে জীবন থাকতে পারে না।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৫৪-৫৫; সাম ৩:৬

প্ মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে :

উ ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? আল্লেলুইয়া।

প্ শয়ন করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি ; আবার জেগে উঠি, কারণ প্রভু ধরে রাখেন আমায়।

উ ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২২)

**সার্দিস, ফিলাদেল্ফিয়া ও লাওদিকেয়া মণ্ডলীর প্রতি বাণী**

সার্দিস মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা ও সপ্ত তারা ধরে আছেন যিনি, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; মানুষের ধারণায় তুমি জীবিত, কিন্তু আসলে তুমি মৃত। জেগে ওঠ; আর বাকি যা কিছু মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগাও, কেননা তোমার কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সিদ্ধ বলার মত আমি কিছুই পাইনি। সুতরাং তুমি যা গ্রহণ করেছিলে ও শুনেছিলে, তা স্মরণ কর; হ্যাঁ, তা পালন কর: মনপরিবর্তন কর। কেননা তুমি জেগে না উঠলে আমি চোরের মত আসব, আর তুমি জানতে পারবে না আমি কোন্ ক্ষণে আসব। তথাপি সার্দিসে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজেদের পোশাক কলঙ্কিত করেনি; তারা শুভ্র বসনে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে, কারণ তারা যোগ্য। যে বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

ফিলাদেল্ফিয়া মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: পবিত্রজন যিনি, সত্যময় যিনি, যাঁর হাতে রয়েছে দাউদের চাবিকাঠি, যিনি খুলে দিলে কেউ বন্ধ করে না, ও বন্ধ করলে কেউ খুলে দেয় না (ইশা ২২:২২ দ্রঃ), তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি; দেখ, তোমার সামনে আমি একটা দরজা খুলে রেখেছি, যা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই। এও জানি যে, তোমার বেশি শক্তি না থাকলেও তুমি বাণী পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার করনি। দেখ, শয়তানের সমাজগৃহের যে লোকেরা নিজেদের ইহুদী বলে কিন্তু ইহুদী না হওয়ায় মিথ্যাই বলে, তাদের কয়েকজনকে আমি তোমাকে দেব;

দেখ, ওদের এনে আমি তোমার পায়ের সামনে প্রণিপাত করতে বাধ্য করব, তাতে তারা জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে ভালবেসেছি। তুমি নিষ্ঠাবান হয়ে আমার বাণী পালন করেছ বিধায় আমিও তোমাকে রক্ষা করব সেই পরীক্ষার ক্ষণ থেকে যা পৃথিবীর অধিবাসীদের পরীক্ষা করার জন্য সমস্ত জগতের উপর এগিয়ে আসছে। আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

লাওদিকেয়া মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: আমেন যিনি, বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষ্যদাতা যিনি, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি একথা বলছেন: তোমার কাজকর্ম আমি জানি—তুমি শীতলও নও, উষ্ণও নও। আহা, তুমি যদি হয় শীতল, না হয় উষ্ণ হতে! কিন্তু তুমি যে ঈষদুষ্ণ—উষ্ণও নও, শীতলও নও—এজন্য আমি আমার মুখ থেকে তোমাকে উগরে ফেলতে যাচ্ছি। তুমি নাকি বলছ, আমি ধনবান, ধনসম্পদ জমিয়েছি, আমার কোন কিছুরই অভাব নেই; অথচ জান না তুমি কেমন দুর্ভাগা, তোমার কেমন হীনাবস্থা: তুমি তো নিঃস্ব, অন্ধ ও উলঙ্গ। তোমার কাছে আমার পরামর্শ এ: আগুনে নিখাদ-করা সোনাটা তুমি আমারই কাছ থেকে কিনে নাও, যেন ধনবান হতে পার; শুভ্র বস্ত্রও কিনে নাও, যেন তুমি পরিবৃত হলে তোমার উলঙ্গতার লজ্জা দৃষ্টিগোচর না হয়; আমার কাছ থেকে চোখের মলমও কিনে নাও, যেন দৃষ্টিশক্তি পেতে পার। যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ৩:২০; ২:৭

*প্র* আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়,

*উ* তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যে বিজয়ী, তাকে আমি খেতে দেব জীবনবৃক্ষের ফল—ঈশ্বরের পরমদেশে রয়েছে যে বৃক্ষ।

*উ* তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ব্রেশার বিশপ সাধু গাউদেন্তিউস-লিখিত 'প্রবন্ধমালা' থেকে পাঠ (২য় প্রবন্ধ)

**নবসন্ধির উত্তরাধিকার-দান**

যে দিব্য যজ্ঞ খ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা সত্যি তাঁর নবসন্ধির উত্তরাধিকার-দান, যা তিনি যে রাত্রে ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য সমর্পিত হলেন, সেই রাত্রে আমাদের কাছে তাঁর উপস্থিতির চিহ্নরূপে রেখে গেলেন।

তা হল আমাদের যাত্রার পাথেয় যা আমাদের এজীবনের পথে আমাদের পরিপুষ্ট ও বলবান করে যতক্ষণ না এ সংসার ত্যাগ করে আমরা তাঁর কাছে এসে পৌঁছি। তা সম্বন্ধে প্রভু নিজে বলেছিলেন, *তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (যোহন ৬:৫৩ দ্রঃ)। তিনি চাইলেন, তাঁর সমস্ত মঙ্গলদান আমাদের কাছে নিত্যই থাকবে; চাইলেন, তাঁর মূল্যবান রক্তে বিমুক্ত মানবাত্মা তাঁর আপন যন্ত্রণাভোগের সাদৃশ্যে নিত্যই পবিত্রিত হবে; এজন্যই আপন মণ্ডলীর প্রথম যাজকরূপে যাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি সেই বিশ্বস্ত প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিলেন, তাঁরা যেন অনন্ত জীবনের এ সাক্রামেন্তগুলি অবিরতই সম্পাদন করেন। অতএব, যতদিন খ্রিষ্ট স্বর্গ থেকে পুনরাগমন না করেন, ততদিন বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মণ্ডলীতে সেই সাক্রামেন্তগুলি সকল যাজকদের পক্ষে সম্পাদন করা প্রয়োজন, যাতে করে স্বয়ং যাজকবর্গ ও সেইসঙ্গে বিশ্বাসী-মণ্ডলীর সকলেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের আদর্শ

প্রতিদিন চোখের সামনে রেখে, সেই সাক্রামেন্ত হাতে তুলে ধ'রে, এমনকি মুখে ও বুকেই গ্রহণ ক'রে আমাদের মুক্তির অবিস্মরণীয় স্মরণানুষ্ঠান পালন করতে পারে।

যেহেতু রুটির পক্ষে গমের বহুদানা থেকে ময়দায় পরিণত হয়ে জল দ্বারা একীভূত ও আগুন দ্বারা সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, সেজন্যই রুটি যুক্তির সঙ্গে খ্রিষ্টের দেহের প্রতীকরূপে গৃহীত, কেননা আমরা জানি, খ্রিষ্ট গোটা মানবকুলকে নিয়ে গড়া আত্মিক একদেহ, যা পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করে। সেই সহায়ক পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টের মর্তদেহের উপরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁর আত্মিক দেহের উপরে সেই একই প্রভাব বিস্তার করেন। বস্তুতপক্ষে বিশ্বত্রাতা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই জন্ম নিলেন, এবং যেহেতু ধর্মময়তার সমস্ত দাবি পূরণ করা তাঁর উচিত ছিল, সেজন্য বাপ্তিস্মের জল পবিত্রীকৃত করার জন্য জলে নামলেন; তারপর যর্দন থেকে তিনি বেরিয়ে এলেই পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে তাঁর উপর নেমে এলেন আর তাতে তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন; সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে যিশু যর্দন থেকে সরে গেলেন* (লুক ৪:১)।

একই ধরনের সাদৃশ্য তাঁর রক্তের আঙুররসের বেলায় খাটে: তাঁরই হাতে পোঁতা আঙুরলতার ফলগুলি সংগ্রহ করার পর তার বহুদানা ক্রুশের পেষাইকুণ্ডে একীভূত হলে আঙুররস হয়। খ্রিষ্টভক্তরা তা গ্রহণ করলে সেই আঙুররস তাদের হৃদয়ে যেন বড় বড় পাত্রেরই মধ্যে স্বশক্তিতে গেঁজে ওঠে।

তোমরা যারা মিশর ও ফারাওর কর্তৃত্ব থেকে, অর্থাৎ শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছ, তোমরা সকলেই অন্তরের ভক্তিপূর্ণ একাগ্রতায় এ পরিত্রাণদায়ী পাস্কা-যজ্ঞ গ্রহণ কর, তবেই যাঁকে আমরা সেই সাক্রামেন্তগুলির মধ্যে উপস্থিত বলে বিশ্বাস করি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের অন্তর পবিত্র করে তুলবেন। তাঁর অপরূপ পরাক্রম চিরকালস্থায়ী!

শ্লোক - লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৫০, ৫১

℣ যিশু একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে শিষ্যদের দিলেন,

℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত ; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

℟ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে ; যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

℣ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত ; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৭:১-১৬)

**স্তেফানের উপদেশ—প্রথম পর্ব**

মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সমস্ত কথা কি সত্য?' উত্তরে তিনি বললেন: 'ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! আমাদের পিতা আব্রাহাম হারানে বসতি করার আগে যখন মেসোপতামিয়ায় বাস করতেন, তখন গৌরবের ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্বকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়, এবং সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব। তখন তিনি কাল্দীয়দের দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে হারানে গিয়ে বসতি করলেন, আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেখান থেকে তাঁর বাস উঠিয়ে তাঁকে এই দেশেই নিয়ে এলেন, যে দেশে আপনারা এখন বাস করছেন, কিন্তু তাঁকে তিনি এই দেশে কোন কিছু নিজের অধিকার বলে দিলেন না, এক পা জমিও নয়, তবু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের এই দেশ নিজস্ব অধিকার বলে দেবেন—যদিও আব্রাহাম তখনও নিঃসন্তান ছিলেন! ঈশ্বর যখন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তাঁর প্রকৃত কথা এ ছিল: তাঁর বংশধরেরা বিদেশে প্রবাসী হবে, এবং সেখানকার লোকেরা চারশ' বছর ধরে তাদের নিজেদের দাসত্বে রাখবে ও অত্যাচার করবে। কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির বিচার করব। ঈশ্বর আরও বললেন, তারপরে তারা বেরিয়ে আসবে, এবং এই স্থানে আমার উপাসনা করবে। তাঁকে তিনি পরিচ্ছেদন-সন্ধিও দিলেন: তাই আব্রাহামের সন্তান ইস্হাকের জন্ম হলে তিনি অষ্টম দিনে তাঁকে পরিচ্ছেদিত করলেন; একই প্রকারে ইস্হাক যাকোবকে, ও যাকোব সেই বারোজন পিতৃকুলপতিকে পরিচ্ছেদিত করলেন। কিন্তু পিতৃকুলপতিরা যোসেফকে ঈর্ষা করে তাঁকে মিশরে দাস হিসাবে বিক্রি করলেন। তবু ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত ক্লেশ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন ও মিশর-রাজ ফারাওর সামনে তাঁকে এতই অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা দান করলেন যে, ফারাও তাঁকে মিশরের ও নিজের সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করলেন। পরে সারা মিশর জুড়ে ও কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, ভীষণ ক্লেশ ঘটল, আর আমাদের পিতৃপুরুষদের খাদ্যের অভাব হল। মিশরে খাদ্য-সামগ্রী আছে শুনে যাকোব আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন;

দ্বিতীয়বার যোসেফ ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, এবং ফারাওর কাছে যোসেফের জাতির পরিচয় প্রকাশ পেল। তখন যোসেফ নিজের পিতা যাকোবকে ও নিজের গোটা পরিবার-পরিজনদের—মোট পঁচাত্তরজন লোককে—নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। যাকোব মিশরে গেলেন; এবং সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর তাঁদের দেহ শিখেমে আনা হল ও সেই সমাধিগুহায় তাঁদের সমাধি দেওয়া হল, যা আব্রাহাম শিখেমের পিতা সেই হামোরের সন্তানদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন।'

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৮:২৪-২৫; ৬:৮

*প্র* শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন।

*উ* ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তিনি যিশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন;

*উ* ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তিনি যিশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৫:৫)

**ত্রাণকর্তা পুনরুত্থান করেছেন!**

মণ্ডলী কী? মণ্ডলী খ্রিষ্টের দেহ। সেই দেহ মাথার সঙ্গে মিলিত কর আর তুমি গোটা মানুষটাকে পাবে। মাথা ও দেহ মিলেই একমানুষ। মাথা কে? যিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন ও এমন মাংস ধারণ করলেন যা পাপশূন্য হয়েও মরণশীল; যিনি ইহুদীদের হাতে আঘাতগ্রস্ত, নিপীড়িত, অপমানিত ও ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাঁকে *আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে* (রো ৪:২৫), তিনিই মণ্ডলীর মাথা, তিনিই সেই ভূমি থেকে আগত রুটি।

আর তাঁর দেহ কী? তাঁর দেহ হল তাঁর কনে তথা মণ্ডলী। কেননা *সেই দু'জন একদেহ হবে। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই*

*একথা বললাম* (এফে ৫:৩১-৩২)। প্রভুও সুসমাচারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তুলে ধরে বলেছিলেন, *তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ* (মথি ১৯:৬)। তাই ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানবেশ্বর যিশু খ্রিষ্ট তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে এক হবেন: সেই ঊর্ধ্বে থাকবে মাথা, এই নিচে অঙ্গগুলি: অঙ্গগুলি যেন প্রত্যাশিত বস্তু লাভ করতে পারে, এজন্য তিনি অঙ্গগুলির সঙ্গে নয়, তাদের আগেই পুনরুত্থান করতে চাইলেন।

এজন্যই মাথা মরতে চাইলেন, তিনি যেন প্রথম পুনরুত্থান করলে ও স্বর্গারোহণ করলে সকল অঙ্গ তাঁর উপর আশা রেখে এই প্রত্যাশা পোষণ করতে পারে যে, মাথায় যা পূর্ণতা লাভ করেছিল, তা তাদের নিজেদের মধ্যেও একদিন পূর্ণতা লাভ করবে। খ্রিষ্টকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, এ কি একান্ত প্রয়োজন ছিল? তিনি তো সেই ঈশ্বরের বাণী যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছিল আর যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল* (যোহন ১:১, ৩)। তিনি হলেন ক্রুশে আরোপিত, অপমানিত, বর্ষার আঘাতে বিদ্ধ ও সমাহিত, অথচ *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল।* কিন্তু যেহেতু তিনি প্রসন্ন হয়ে মণ্ডলীর মাথা হলেন, তাঁর সেই আপন মাথাকেই প্রথমে পুনরুত্থান করতে না দেখলে মণ্ডলী হয় তো তার নিজের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিরাশ হতে পারত।

নারীরাই প্রথমে তাঁর দর্শন পেলেন, তারপরেই পুরুষদের কাছে তাঁর সংবাদ দেওয়া হল। নারীরাই প্রথমে পুনরুত্থিত প্রভুকে দেখলেন, আর নারীরাই ভাবী প্রেরিতদূত সেই সুসমাচার-রচয়িতাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন: নারীরাই তাঁদের কাছে খ্রিষ্টের সংবাদ দিলেন! সুসমাচার সত্যিই একটি শুভ সংবাদ। আমাদের ত্রাণকর্তা পুনরুত্থান করেছেন: আমরা কি এর চেয়ে শুভ সংবাদ ঘোষণা করতে পারব?

**শ্লোক** - মথি ২৮:৬-৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর দূত নারীদের বললেন, তোমরা সেই যিশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল:

*উ* তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* এবার তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে গিয়ে একথা জানাও:

*উ* তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-১১)

### ঈশ্বরদর্শন

এরপর আমার দর্শনে আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গে একটা দরজা খোলা রয়েছে, এবং তুরিধ্বনির মত ধ্বনিত সেই যে কণ্ঠ আগে আমার কাছে কথা বলতে শুনেছিলাম, সেই কণ্ঠ বলল: 'এখানে উঠে এসো; আমি সেই সবকিছু দেখাব, পরবর্তীতে যা অবশ্যই ঘটবার কথা।' তখনই আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; আর দেখ, স্বর্গে একটা সিংহাসন বসানো রয়েছে, আর সেই সিংহাসনে কে যেন একজন সমাসীন। যিনি সমাসীন, তিনি দেখতে সূর্যকান্ত বা রুধিরাখ্য মণির মত; আর সেই সিংহাসনের চারদিকে পান্নার মত দেখতে এক রঙধনু। আর সিংহাসনটির চারদিকে চব্বিশটা সিংহাসন, ও সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশজন প্রবীণ আসীন: তাঁরা শুভ্র বসনে পরিবৃত, এবং তাঁদের মাথায় সোনার মুকুট। সেই সিংহাসন থেকে বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ নির্গত হচ্ছে; এবং সিংহাসনের সামনে জ্বলছে অগ্নিময় সাতটা প্রদীপ—ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহাসনের সামনে রয়েছে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কাঁচের এক সমুদ্র। সিংহাসনের মাঝখানে ও সিংহাসনের চারদিকে চার প্রাণী; সামনে পিছনে তাঁরা চোখে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রাণী সিংহের মত, দ্বিতীয় প্রাণী বৃষের মত, তৃতীয় প্রাণীর মানুষের মত মুখ, চতুর্থ প্রাণী উড়ন্ত ঈগলের মত। সেই চার প্রাণীর প্রত্যেকেরই ছ'টা করে পাখা আছে, তাঁরা চারদিকে ও ভিতরে চোখে পরিপূর্ণ; তাঁরা দিনরাত অবিরাম বলতে থাকেন: 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!'

আর যিনি সিংহাসনে সমাসীন, যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁর উদ্দেশে সেই প্রাণীরা যখন তাঁর গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ-স্তুতি গান করেন, তখন যিনি

সিংহাসনে সমাসীন, তাঁর সামনে ওই চব্বিশজন প্রবীণ প্রণিপাত করেন, এবং যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁরা তাঁর আরাধনা করেন, ও নিজ নিজ মুকুট সিংহাসনের সামনে ফেলে বলেন :

‘প্রভু, আমাদের ঈশ্বর,
তুমি গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য ;
কারণ তুমিই সমস্ত সৃষ্টি করেছ,
তোমার ইচ্ছায়ই সেই সমস্ত কিছু হয়েছে, সৃষ্ট হয়েছে।’

**শ্লোক** - প্রকাশ ৪:৮; ইশা ৬:৩

*প্র* পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সেরাফ দল একে অন্যকে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ক্রুশ-আরাধনা)

**খ্রিষ্টের ক্রুশই আমাদের পরিত্রাণ**

আহা, ক্রুশ কতই না অমূল্য দান! দেখতে কতই না জ্যোতির্ময়! এদেনের সেই বৃক্ষের মত ক্রুশে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ নেই, ক্রুশ বরং দর্শনে ও স্বাদে সুন্দর ও মনোহর।

ক্রুশ এমন বৃক্ষ যা মৃত্যু নয় জীবনই সৃষ্টি করে ; অন্ধকার নয়, আলোই দান করে ; এদেন থেকে বহিষ্কার নয়, সেখানে বরং প্রবেশই করায়। এ কাষ্ঠের উপরেই খ্রিষ্ট জয়রথারোহী রাজার মত মৃত্যুর অধিপতি সেই শয়তানকে পরাজিত করলেন ও তার নির্মম দাসত্ব থেকে মানবকুলকে মুক্ত করলেন।

এ কাষ্ঠের উপরেই প্রভু মহাযোদ্ধার মত সংগ্রামে হাত পা ও বুকে আহত হয়ে অপকর্মাদের ক্ষতস্থান অর্থাৎ সেই বিষাক্ত সাপ দ্বারা দংশিত মানবস্বরূপকে নিরাময় করলেন।

পূর্বে একটা কাষ্ঠ দ্বারা জীবন-বঞ্চিত এই আমরা এবার একটা কাষ্ঠ দ্বারা জীবন ফিরে পেয়েছি; পূর্বে একটা কাষ্ঠ দ্বারা প্রবঞ্চিত এই আমরা এবার একটা কাষ্ঠ দ্বারা প্রবঞ্চনাকারী সেই সাপকে দূর করে দিয়েছি। আহা, নবীন ও প্রাচীনের কী আশ্চর্য রূপান্তর! মৃত্যুর বিনিময়ে আমাদের দেওয়া হয় জীবন, ক্ষয়শীলতার বিনিময়ে অক্ষয়শীলতা, অপমানের বিনিময়ে গৌরব।

তবে যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গেই ধন্য প্রেরিতদূত বলে উঠলেন, *আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ* (গা ৬:১৪)।

ক্রুশ থেকেই যেন প্রস্ফুটিত এই যে পরম জ্ঞান জাগতিক জ্ঞানের প্রমত্ততা ও নির্বুদ্ধিতার দর্প অসার করে দিল। ক্রুশ থেকে উদ্গত যত মঙ্গলদানই দুষ্টতা ও অপকর্মের অঙ্কুর কেটে দিল। জগতের সূত্রপাতে এ কাষ্ঠের দৃষ্টান্ত ও প্রতীক-মাত্র ভাবী অপরূপ ঘটনার কথা ইঙ্গিত ও নির্দেশ করছিল। যে কেউ তোমার মত জানতে উৎসুক, সে মনোযোগ দিক! নোয়া ও তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, তাঁর সন্তানেরা ও সন্তানদের সকল স্ত্রী এবং যত রকম জীবজন্তু কি একটা সামান্য কাষ্ঠের মাধ্যমেই ঐশজারীকৃত জলপ্লাবনের সর্বনাশ থেকে রেহাই পেলেন না? একই কথা কি মোশির লাঠির বেলায় প্রযোজ্য নয়? সেই লাঠিও কি ক্রুশের পূর্বচ্ছবি নয়? সেই লাঠি তো একসময় জল রক্তে পরিণত করল, একসময় মন্ত্রজালিকদের জাল-সাপদের গ্রাস করল, এক আঘাতেই সাগরকে দু'ভাগে বিভক্ত করল ও সাগরের জল সাধারণ স্থানে ফিরিয়ে এনে শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে মনোনীত জাতিকে বাঁচিয়ে রাখল। আরোনের লাঠিও ক্রুশের প্রতীক ছিল: সেই লাঠি একদিনেই পল্লবিত হয়েছিল ও ধর্মসম্মত যাজকত্ব প্রকাশ করেছিল। পুত্রকে বেঁধে কাঠের চিতার উপরে বসিয়ে আব্রাহামও ক্রুশের একটা পূর্বচিহ্ন দেখালেন।

ক্রুশ দ্বারা মৃত্যু নিপাতিত হল ও আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। ক্রুশকে নিয়ে সকল প্রেরিতদূত গর্ব করলেন, প্রতিটি সাক্ষ্যমর জয়ভূষিত ও সাধুসাধ্বী পবিত্রিত

হলেন। ক্রুশ দ্বারা আমরা খ্রিষ্টকে পরিধান করেছি ও পুরানো মানুষকে ত্যাগ করেছি। ক্রুশ দ্বারা খ্রিষ্টের মেষগুলি এই আমরা একপালে সংগৃহীত হয়ে স্বর্গালয়ের জন্য নির্ধারিত হলাম।

**শ্লোক**

*প্র* হে পরম যোগ্য বৃক্ষ, যা পরমদেশের মাঝেই স্থিত,

*উ* তোমার উপরেই পরিত্রাণের সাধক আপন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করলেন।

আল্লেলুইয়া।

*প্র* সমস্ত গাছপালার মধ্যে তুমিই মাত্র শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ!

*উ* তোমার উপরেই পরিত্রাণের সাধক আপন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করলেন।

আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৭:১৭-৪৩)

**স্তেফানের উপদেশ—দ্বিতীয় পর্ব**

স্তেফান বলে চললেন, 'আব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণের সময় যখন কাছে আসছে, তখন মিশরে জাতি বৃদ্ধি পেতে পেতে বিপুল হয়ে উঠল। শেষে মিশরের রাজপদে এমন এক রাজা আবির্ভূত হলেন, যিনি যোসেফ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি আমাদের জাতির সঙ্গে ছলচাতুরি করলেন, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের এমনভাবেই অত্যাচার করলেন তাঁরা যেন নিজেদের শিশুদের বাইরে ফেলে রাখতে বাধ্য হন, যাতে তারা না বাঁচে। সেসময়েই মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; তিন মাস ধরে তাঁকে নিজের পিতার ঘরে লালন-পালন করা হল। পরে, যখন তাঁকে বাইরে ফেলে রাখা হল, তখন ফারাওর কন্যা তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ করলেন ও নিজের সন্তান বলে লালন-পালন করলেন। এভাবে মোশিকে মিশরীয়দের সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা শেখানো হল; এবং তিনি কথা-কর্মে পরাক্রমী হয়ে উঠলেন। যখন তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়, তখন তিনি নিজের ভাই সেই ইস্রায়েল সন্তানদের দেখতে যাবেন বলে স্থির করলেন। একজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে তিনি তার পক্ষে দাঁড়িয়ে সেই মিশরীয়কে আঘাত করায় অত্যাচারিত মানুষের পক্ষে প্রতিশোধ নিলেন। তিনি মনে করছিলেন, তাঁর ভাইয়েরা বুঝবে যে, ঈশ্বর তাঁর হাত দিয়ে তাদের পরিত্রাণ সাধন করছেন, কিন্তু তারা বুঝল না। পরদিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি সেখানে দেখা দিয়ে মিল ঘটাতে চেষ্টা করলেন; বললেন, তোমরা তো পরস্পরের ভাই! এত হানাহানি কেন? কিন্তু নিজের প্রতিবেশীকে যে আক্রমণ করেছিল, সে ধাক্কা মেরে এই বলে তাঁকে সরিয়ে দিল, আমাদের উপরে কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? গতকাল তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও? এই কথায় মোশি পালিয়ে গিয়ে মিদিয়ান দেশে প্রবাসী হয়ে থাকলেন; সেখানে দুই পুত্রসন্তানের পিতা হলেন।

চল্লিশ বছর অতিবাহিত হলে সিনাই পর্বতের প্রান্তরে এক দূত জ্বলন্ত এক ঝোপে অগ্নিশিখার মধ্যে তাঁকে দেখা দিলেন। মোশি এই দৃশ্যে আশ্চর্য হয়ে রইলেন, এবং ভাল করে দেখবার জন্য কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময়ে প্রভুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর! মোশি কম্পিত হয়ে সেদিকে তাকাতে সাহস করলেন না। প্রভু তাঁকে বললেন, পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তা পবিত্র ভূমি। মিশরে আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, তাদের হাহাকার শুনেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি; এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে প্রেরণ করছি।

এই যে মোশিকে তারা এই ব'লে অস্বীকার করেছিল, কে তোমাকে জননায়ক ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে, সেই মোশিকেই ঈশ্বর ঝোপের মধ্যে-দেখা-দেওয়া সেই দূত দ্বারা জননায়ক ও মুক্তিসাধক করে প্রেরণ করলেন। ইনিই মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর ধরে প্রান্তরে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম সাধন করে তাদের বের করে আনলেন। ইনিই সেই মোশি যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের এই কথা বললেন, ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন। প্রান্তরে সেই জনসমাবেশে, যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলছিলেন, সেই দূতের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তিনিই [মধ্যস্থ হিসাবে] ছিলেন। তিনিই সেই জীবন-বাণী পেলেন যেন সেই বাণী আমাদের দান করেন। অথচ আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর প্রতি বাধ্য হতে চাইলেন না, বরং তাঁকে সরিয়ে দিলেন, মনে মনে মিশরে ফিরে গেলেন, এবং আরোনকে বললেন, আমাদের জন্য এমন দেবতাদের তৈরি কর যাঁরা আমাদের আগে আগে চলবেন, কেননা এই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছেন, তাঁর কি ঘটল তা আমরা জানি না। সেসময়ে তাঁরা একটা বাছুর তৈরি করে সেই প্রতিমার প্রতি বলি উৎসর্গ করলেন, ও নিজেদের হাতে গড়া বস্তুর জন্য ফুর্তি করলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁদের প্রতি বিমুখ হলেন, আকাশের তারকা-বাহিনীকে উপাসনায় তাঁদের ছেড়ে দিলেন, ঠিক যেমনটি নবীদের পুস্তকে লেখা আছে:

হে ইস্রায়েলকুল, প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর ধরে
তোমরা কি আমার প্রতি কোন বলি বা অর্ঘ্য উৎসর্গ করলে?

তোমরা বরং মোলখ দেবের তাঁবু
ও রেফান দেবের তারাটা তুলে বহন করলে,
সেই প্রতিমাগুলো যা পূজা করার জন্য তোমরা গড়েছিলে!
তাই আমি তোমাদের বাবিলনের ওপার দেশে দেশছাড়া করতে যাচ্ছি।'

**শ্লোক** - প্রেরিত ৭:৩২, ৩৪

*প্র* মোশি প্রভুর এ বাণী শুনলেন,

*উ* আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর; আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমার আপন জনগণের দুর্দশা আমি দেখেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি।

*উ* আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর; আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সালামিসের বিশপ হেপিফানিওসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (পুনরুত্থান)

**প্রাচীন ও নবীন রহস্যগুলি**

*এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি* (সাম ১১৮:২৪)। এ পর্ব আমাদের কাছে পরম পর্ব, এমন পর্ব যা একমাত্র উৎসবে সমগ্র বিশ্বের পবিত্রীকরণ ও তার পরিত্রাণ উদ্‌যাপন করে। এ পর্বে যত দৃষ্টান্ত, প্রতীক ও ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করে। *আমাদের পাস্কা*—প্রকৃতই পাস্কাই—*সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* (১ করি ৫:৭), এবং *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি* (২ করি ৫:১৭); কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, তার পক্ষে বিশ্বাস নতুন, বিধিনিয়ম নতুন, ঈশ্বরের জনগণ নতুন, প্রাচীন ইস্রায়েলের স্থানে নতুন ইস্রায়েল, পাস্কা নতুন, পরিচ্ছেদন নতুন ও আধ্যাত্মিক, বলিদান নতুন ও রক্তহীন, সন্ধি নতুন ও ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে।

এদিনে নিজেদের নবীকৃত কর, অন্তরে সরল আত্মা নবীকৃত কর, যাতে এ নতুন ও সত্যকার পর্বের রহস্যগুলি উপলব্ধি করে দিব্য ঐশ্বর্য বাস্তবেই উপভোগ করতে পার।

প্রাক্তন পাস্কার স্থানে নব পাস্কা দ্বারাই গঠিত হয়ে ও চিরস্থায়ী রহস্যগুলিতে দীক্ষিত হয়ে তোমরা আলোকিত হবে; তাছাড়া আমাদের ও ইহুদীদের পাস্কার মধ্যে যে কী ধরনের ব্যবধান রয়েছে ও সত্যের তুলনায় প্রতীক যে কী, তাও তোমরা জানতে পারবে। এসো, এ উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রিষ্টের পুনরুত্থান-পাস্কা-রহস্য তলিয়ে দেখি, ও তার মধ্যে আমাদের নিজেদের উদ্ভবের কথা নিরীক্ষণ করি।

যেমন একসময় মোশি উঁচু পর্বত থেকে ঈশ্বর দ্বারা জনগণের পরিত্রাণে বিধানকর্তারূপে সেই বিধান দিতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যে বিধান ছায়া ও দৃষ্টান্তই মাত্র, তেমনি যিনি স্বয়ং সত্য, বিধানকর্তা ও প্রভু, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, পর্বত থেকে পর্বত, তিনি আমাদের জনগণের পরিত্রাণে ঊর্ধ্বতম স্বর্গ থেকে প্রেরিত হলেন।

মোশি সেই জনগণকে ফারাও ও মিশরীয়দের হাত থেকে, খ্রিষ্ট শয়তান ও অপদূতদের দাসত্ব থেকেই আমাদের মুক্ত করলেন। মোশি প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাইয়ের মধ্যে, খ্রিষ্ট তাঁর দু'টো জনগণেরই মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও স্বর্গের সঙ্গে মর্ত পুনর্মিলিত করলেন। ফারাওর কন্যা স্নান করতে নদীতে গিয়ে মোশিকে দেখে তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন; বাপ্তিস্মে শুচীকৃত বিধায় খ্রিষ্টমণ্ডলীও কন্যা, সে নিজের মধ্যে খ্রিষ্টকে তুলে নেয়, কিন্তু মোশির মত তিন মাসের একটি শিশুকে ঝাঁপিটা থেকে নয়, বরং তিন দিন পরে সমাধি থেকেই প্রভুকে তুলে নেয়।

সেকালে ইস্রায়েল রাতে প্রতীকমূলক ভাবেই পাস্কা উদ্‌যাপন করেছিল, এখন আমরা জ্যোতির্ময় দিবালোকেই তা উদ্‌যাপন করি; সেকালে সূর্যাস্তের সময়ে, এখন কালের পূর্ণতায় পর্বটি উদ্‌যাপিত। সেকালে রক্ত দিয়ে দরজার খুঁটি দু'টো ও বাজুটা চিহ্নিত হয়েছিল, এখন খ্রিষ্টের রক্তে ভক্তদের অন্তরই চিহ্নিত হয়। সেকালে রাতেই বলি-উৎসর্গ, আবার রাতেই লোহিত সাগর-পার ঘটেছিল, এখন বাপ্তিস্মের জল উড়ন্ত ঐশআত্মার জ্যোতিতে অগ্নি-রঞ্জিত হলে পরিত্রাণের উজ্জ্বল আলো সেই জল থেকে বিকীর্ণ হয়। সেকালে মোশি রাত্রিকালীন অবগাহনেই ইস্রায়েলীয়দের দীক্ষিত করলে একটি মেঘ জনগণের উপরে ছায়া বিস্তার করেছিল; এখন খ্রিষ্টজনগণ পরাৎপরের পক্ষ-ছায়ায় সংরক্ষিত হয়। সেকালে ইস্রায়েলের মুক্তিলাভে মোশির বোন মারীয়া নাচ শুরু করেছিলেন; এখন সকল জাতিরই মুক্তিলাভে খ্রিষ্টমণ্ডলী সমস্ত মণ্ডলীগুলিতে উল্লাসে

মেতে ওঠে। সেকালে মোশি পাথরময় শৈলের শরণ নিয়েছিলেন; এখন মণ্ডলী বিশ্বাসেরই শৈলের শরণ নেয়। সেকালে বিধানের ফলক দু'টো টুকরো টুকরো করা হয়েছিল যাতে প্রকাশিত হয় যে বিধান একদিন প্রাচীন হয়ে প্রাধান্য হারাবে; এখন ঐশবিধিগুলো সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণই সংরক্ষিত। সেকালে জনগণের সর্বনাশের জন্য একটা বাছুর ঢালাই করা হয়েছিল; এখন জনগণের পরিত্রাণের জন্য ঐশ মেষশাবক বলীকৃত হন। সেকালে একটা লাঠি দিয়ে শৈলে আঘাত হানলেই সে শৈল থেকে জল নির্গত হয়েছিল; এখন বর্শা খ্রিষ্টের বুকের পাশ বিদীর্ণ করলে সেই জীবনদায়ী পাশ থেকে জল ও রক্ত নির্গত হয়। তারা স্বর্গ থেকে ভারুই পাখি পেয়েছিল; আমরা ঊর্ধ্ব থেকে কপোতের আকারে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি। তারা মান্না খেল তবু একদিন মরল; আমরা খ্রিষ্ট-রুটিকে খাই যিনি অনন্ত জীবন দান করেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪৩:১৮-১৯; ২ করি ৫:১৭

*প্র* তোমরা অতীতের কথা আর মনে করো না, প্রাচীন যত ঘটনা আর চিন্তা করো না। এই দেখ, আমি নতুন কিছু করতে যাচ্ছি:

*উ* ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও? আল্লেলুইয়া।

*প্র* কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে।

*উ* ঠিক এখনই তা গজিয়ে উঠছে, তোমরা কি এবিষয়ে সচেতন নও? আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৪)

### মেষশাবকের দর্শন

আর আমি তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি রয়েছে, তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। পরে আমি দেখতে পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন: 'ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?' কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। সেই প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, 'কেঁদো না! দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।'

পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিং ও সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর মেষশাবকটি এগিয়ে এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। আর তিনি পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন; তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা। তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন:

'তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,

কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য !'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্র-গর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল :

'সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা,
সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।'

আর সেই চার প্রাণী বললেন, 'আমেন।' আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন।

শ্লোক - প্রকাশ ৫:৯, ১০

প্ প্রভু, তুমি পুঁথিটি গ্রহণের, ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য, কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
উ এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের কিনেছ। আল্লেলুইয়া।
প্ তুমি আমাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
উ এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য আমাদের কিনেছ। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০৮)

**হও ঈশ্বরের যজ্ঞ ও যাজক**

*ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি* (রো ১২:১)। পল অনুরোধ করছেন, এমনকি পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরই অনুরোধ করছেন, কেননা তিনি ভয় নয় বরং ভালবাসারই পাত্র হতে চান। ঈশ্বর অনুরোধ করছেন, কেননা তিনি প্রভু নয় বরং পিতাই হতে চান। ঈশ্বর করুণার খাতিরেই অনুরোধ করছেন, যাতে কঠোরতার খাতিরে শাস্তি দিতে বাধ্য না হন। তুমি প্রভুর এ অনুরোধ শোন: দেখ তোমরা, আমার মধ্যে তোমাদের দেহ দেখ, দেখ তোমাদের নিজের অঙ্গগুলি, নিজেদের অন্তর, নিজেদের হাড়, নিজেদের রক্ত। আর যখন তোমরা যা কিছু ঈশ্বরের তা ভয় কর, তখন কেন যা কিছু তোমাদের তা ভালবাস না? যদি প্রভুকে এড়াও, কেন জনকের কাছে আস না?

হয় তো তোমরা আমার যন্ত্রণাভোগ ঘটিয়েছ বলেই লজ্জায় অভিভূত। ভয় করো না। এ ক্রুশ আমার নয়, মৃত্যুরই হুল। এ পেরেকগুলো আমাকে ব্যথা দেয় না, বরং আমার মধ্যে তোমাদের প্রতি ভালবাসাকে অধিক গভীরতর করে। এ ক্ষতগুলোর জন্য আমি চিৎকার করি না, সেগুলোর মধ্য দিয়ে বরং তোমরা আমার অন্তরে প্রবেশ করতে পার। আমার দেহ প্রসারিত হলে আমার কষ্ট বাড়ে না, তোমরাই বরং আমার কোলে স্থান পেতে পার। আমার রক্তদানে আমি ক্ষতিগ্রস্ত নই, সেই রক্ত বরং তোমাদের মুক্তিমূল্যই হয়ে ওঠে।

তবে এসো, ফিরে এসো, কমপক্ষে আমাকে সেই পিতা বলে জান, যিনি অনিষ্টের প্রতিদানে মঙ্গল, নিপীড়নের প্রতিদানে ভালবাসা, এত বড় ক্ষতগুলির প্রতিদানে এত মহা প্রেম দান করেন।

এবার কিন্তু এসো, প্রেরিতদূতের অনুরোধ শুনি। তিনি বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর* (রো ১২:১)। তেমন অনুরোধের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূত সকল মানুষকে যাজক মর্যাদায় উন্নীত করেন তারা যেন নিজেদের দেহ জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ করে।

আহা, কতই না আশ্চর্যের বিষয় খ্রিষ্টিয়ানদের যাজকত্ব! মানুষ নিজেই নিজের জন্য বলি ও যাজক; ঈশ্বরের কাছে যা বলিদান করতে হয় মানুষ নিজের বাইরে তা খোঁজ করে না; ঈশ্বরের কাছে নিজের জন্য যা উৎসর্গ করতে হয় মানুষ নিজের সঙ্গে ও নিজের মধ্যেই তা বহন করে; বলি অপরিবর্তীত হয়ে থাকে, যাজকও অপরিবর্তীত হয়ে থাকে; বলীকৃত হয়েও বলি জীবিত থাকে এবং যে যজ্ঞ উৎসর্গ করে, তাকে যাজক হত্যা করতে পারে না।

আহা, কী বিস্ময়কর বলিদান, যেখানে দেহকে হত্যা না করে দেহকে উৎসর্গ করা হয়, ও রক্তপাত না করে রক্তকে উৎসর্গ করা হয়! *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত বলিরূপে।*

ভ্রাতৃগণ, এ বলিদান খ্রিষ্টেরই বলিদানের অনুরূপ, যে বলিদানে তিনি জগতের জীবনের জন্য আপন দেহকে জীবনপূর্ণ ভাবে বলিদান করলেন; আর সত্যিই তিনি আপন দেহকে জীবন্ত বলি করলেন, কেননা নিহত হয়ে সেই দেহ জীবিত। অতএব তেমন বলিতে মৃত্যু মুক্তিমূল্য পায়, বলি থেকে যায়, বলি জীবিত থাকে, মৃত্যু শাস্তি পায়। এজন্যই সাক্ষ্যমরেরা মৃত্যুতেই জন্ম নেন, পরিণামেই তাঁদের সূত্রপাত, নিহত হয়েই জীবন পান, ও যাঁরা মর্তে নিঃশেষিত বলে গণ্য ছিলেন, তাঁরা স্বর্গে উজ্জ্বল আলোতে ভূষিত।

প্রেরিতদূত বলেন, ভাই, *ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত ও পবিত্র বলিরূপে।* নবী ঠিক একথা বলেছিলেন, *যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করেছ* (হিব্রু ১০:৫ দ্রঃ)। হে মানুষ, হও ঈশ্বরের যজ্ঞ ও যাজক; ঐশঅধিকার তোমাকে যা দিলেন ও মঞ্জুর করলেন, তুমি যেন তা না হারিয়ে ফেল। পবিত্রতার পোশাক পরিধান কর, শুচিতার বন্ধনী বেঁধে নাও, খ্রিষ্টই হোন তোমার শিরস্ত্রাণ, ক্রুশ তোমার কপালের রক্ষায় থাকুক, বুকে ঐশপ্রজ্ঞার সাক্রামেন্ত রাখ, সুগন্ধি প্রার্থনায় ধূপ নিত্যই জ্বেলে রাখ, আত্মার খড়্গ হাতে নাও, তোমার হৃদয় বেদিতে রাখ, আর এইভাবে নির্ভয়েই তোমার দেহকে ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ কর।

ঈশ্বর মৃত্যু নয়, বিশ্বাসের অন্বেষণ করেন ; রক্তের জন্য নয়, আত্মসমর্পণের জন্যই তৃষিত ; হত্যাকাণ্ডে নয়, সদিচ্ছা দেখেই তুষ্ট।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১:৫-৬; ১ পি ২:৫ দ্রঃ

*প্র* যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি তাঁর নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক,

*উ* তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমাদের হতে হবে এক পবিত্র যাজকত্ব, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

*উ* তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৭:৪৪–৮:৪)

**স্তেফানের উপদেশের সমাপ্তি ও তাঁর মৃত্যু**

স্তেফান বলে চললেন, 'যেমন ঈশ্বর আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশি তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন। আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন; শলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন। তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

*যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন*
*ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,*
*তখন—প্রভু বলছেন—*
*আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?*
*কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?*
*আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?* (ইশা ৬৬:১)।

হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় শৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যিশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' পরে নতজানু হয়ে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।' এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

তাঁর হত্যায় শৌলের সম্মতি ছিল।

সেদিন যেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তপ্রাণ কয়েকজন মানুষ স্তেফানের সমাধি দিল ও তাঁর জন্য মহাশোক পালন করল। এদিকে শৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি পুরুষ-নারী সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন। যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৭:৫৫, ৫৬

*প্র* স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে স্তেফান ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; তখন তিনি বলে উঠলেন,

*উ* আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন:

℣ আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী' থেকে পাঠ (৪২-৪৩)

**আমরা যদি খ্রিষ্টের যন্ত্রণার অংশীদার হই,**
**তাহলে তাঁর পুনরুত্থানেরও অংশীদার হব**

আমরা যখন *মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি* (১ যোহন ৩:১৪), তখন যগৎ যে আমাদের ঘৃণা করে তাতে আমরা যেন বিস্মিত না হই। কেননা যে কেউ মৃত্যু থেকে জীবনে পার হতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মৃত্যুতে থেকে গেছে, যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেকে, বলতে গেলে, জীবন্ত প্রস্তরে নির্মিত ও জীবনের আলোতে পূর্ণ গৃহগুলোতে পার হয়েছে, সে তাদের ভালবাসতে পারে না। যিশু আমাদের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিয়েছেন, তাই এসো, আমরাও আমাদের প্রাণ সঁপে দিই, আমি তো "তাঁর জন্য" বলছি না, কিন্তু নিজেদেরই জন্য, এবং আমি মনে করি, তাদেরও জন্য যাদের আমাদের সাক্ষ্যমরণে গেঁথে তোলা হবে।

খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের জন্য গর্ববোধ করার সময় উপস্থিত; কেননা শাস্ত্রে বলে, *আমরা নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা আশাভ্রষ্ট করে না। শুধু এমনটা দাও যাতে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় পবিত্র আত্মা দ্বারা* (রো ৫:৩-৫)। *যদি খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে* (২ করি ১:৫), তাহলে এসো, খ্রিষ্টের যন্ত্রণা জনিত উৎসাহ সাগ্রহে গ্রহণ করি ও সেই যন্ত্রণা উপচে পড়ুক। যারা যন্ত্রণায় সহভাগী, তারা খ্রিষ্টের সঙ্গে যে যন্ত্রণার সহভাগী হয়, সেই অনুপাতে সান্ত্বনারও সহভাগী হবে। আর আমরা তাঁরই কাছ থেকে এসব কিছু শিখি যিনি অটল নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেছিলেন, *আমরা জানি, তোমরা যেমন আমাদের যন্ত্রণার, তেমনি আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী হবে* (২ করি ১:৭ দ্রঃ)।

নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে* (২ করি ৬:২)। আমরা যখন খ্রিষ্টে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির খাতিরে জগতের সামনে রক্ষীবাহিনীর মাঝে পরাজিত হিসাবে নয়, বরং বিজয়ী হিসাবেই জয়যাত্রায় চালিত হচ্ছি, তখন এ সময়ের চেয়ে অধিক প্রসন্নতার কোন্ সময় থাকতে পারে? কেননা খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর যারা তারা তাঁর সঙ্গে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে, ও যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশী হয়ে উঠেছিল তেমনি তাঁর যন্ত্রণায় সাধিত সাহসপূর্ণ কর্মকীর্তির অংশী হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বিজয়েরও অংশী হয়। তবে, যে দিন আমরা সেইসব কিছু থেকে তেমন নিস্তার পাই, সেই দিনের চেয়ে আর কোন্ দিন আরও বড় পরিত্রাণের দিন হতে পারে?

আমি কিন্তু তোমাদের অনুরোধ করছি: *তোমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটিয়ো না, যাতে আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; তোমরা বরং সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী* (২ করি ৬:৩ দ্রঃ)। মহা নিষ্ঠার সঙ্গে তোমরা বলে ওঠ, *আর এখন, আমার নিষ্ঠা কী? সেটা কি স্বয়ং প্রভু নয়?* (সাম ৩৯:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)।

শ্লোক - ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩

*প্র* আমরা যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

**পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল - ৩য় সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৭)

**মেষশাবক ঈশ্বরের পুঁথি খুলে দেন**

পরে আমি দেখতে পেলাম, মেষশাবকটি সেই সাতটা সীলমোহরের প্রথমটা খুললেন; আর সেসময়ে শুনতে পেলাম, সেই চার প্রাণীর একটি বজ্রধ্বনির মত কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা সাদা ঘোড়া, আর তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা ধনু: তাকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, এবং সে বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।

যখন মেষশাবকটি দ্বিতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' তখন আর একটা ঘোড়া বেরিয়ে পড়ল, আগুনে-লাল একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন মানুষেরা পরস্পরকে বধ করে; আর তাকে বিশাল একটা খড়্গ দেওয়া হল।

যখন মেষশাবকটি তৃতীয় সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, তৃতীয় প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, একটা কালো ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা। আর আমি শুনতে পেলাম, চার প্রাণীর মাঝখান থেকে এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'এক দিনের খোরাকি গমের দাম একটা রুপোর টাকা; তিন দিনের খোরাকি যবের দাম একটা রুপোর টাকা। কিন্তু তেল ও আঙুররসের কোন ক্ষতি করো না!'

যখন মেষশাবকটি চতুর্থ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি শুনতে পেলাম, চতুর্থ প্রাণী চিৎকার করে বললেন: 'এসো।' আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, পাঁশুটে-সবুজ একটা ঘোড়া, এবং তার পিঠে যে বসে আছে, তার নাম মৃত্যু, আর মৃত্যু-রাজ্য তার পিছু পিছু চলছিল। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের উপরে এমন দায়িত্ব তাদের দেওয়া হল, যেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যজন্তু দ্বারা মানুষকে সংহার করে।

যখন মেষশাবকটি পঞ্চম সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, বেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: 'হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে? কবে বিচার সম্পন্ন করবে? কবে পৃথিবীর সকল অধিবাসীকে আমাদের রক্তপাতের যোগ্য প্রতিফল দেবে?' তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল; তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাঁদের মত যাঁদের নিহত হওয়ার কথা।

যখন মেষশাবকটি ষষ্ঠ সীলমোহর খুললেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, এক প্রবল ভূমিকম্প হল; এবং সূর্য লোমের তৈরী একটা কালো কাপড়ের মত কালো, ও চাঁদ সমস্তই রক্তের মত হল; আর ডুমুরগাছ প্রচণ্ড বাতাসের আঘাতে যেমন কাঁচা ফলগুলো ছেড়ে দেয়, তেমনি আকাশমণ্ডলের তারাগুলো পৃথিবীর উপরে খসে পড়তে লাগল। আকাশমণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল, এমন একটা পাকানো পুঁথির মত যা গুটিয়ে নেওয়া হয়; এবং যত পর্বত ও যত দ্বীপ নিজ নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তখন পৃথিবীর রাজারা, শাসনকর্তারা, সেনাপতিরা, ধনীরা ও পরাক্রান্তরা, এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন মানুষ গুহায় গুহায় ও পাহাড়পর্বতের শৈলশিলার আড়ালে লুকোতে লাগল; তারা পাহাড়পর্বত ও শৈলশিলাকে বলছিল: 'আমাদের উপরে ভেঙে পড়; সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের ক্রোধ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখ; কারণ তাঁদের ক্রোধের সেই মহাদিন এসে পড়ল: কে দাঁড়াতে সক্ষম?'

**শ্লোক** - প্রকাশ ৬:৯, ১০, ১১

*প্র* আমি দেখতে পেলাম, বেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: হে পবিত্র সত্যময় অধিপতি, আর কতকাল দেরি করবে?

*উ* তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে শুভ্র পোশাক দেওয়া হল।

*উ* তাঁদের আরও কিছু দিন বিরাম করতে বলা হল, যতদিন না তাঁদের সেই সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'নীতিতত্ত্ব' থেকে পাঠ (পুস্তক ২:১১)

**আত্মাগুলির কণ্ঠস্বর হল তাদের ভক্তিপূর্ণ বাসনা**

বেদির তলায় সাক্ষ্যমরদের আত্মা আপন রক্তপাতের প্রতিফল যাচনা করে: শেষ বিচার ও মৃতদের পুনরুত্থানের বাসনা ছাড়া সেই যাচনা আর কীবা হতে পারে? তাদের কণ্ঠ উদাত্ত, তাদের বাসনা মহান। বস্তুতপক্ষে একজন যতকম বাসনা করে, ততকম চিৎকার করে; অন্যদিকে একজন ঐশআত্মার বাসনায় যতখানি নিজেকে উজাড় করে দেয়, তত উদাত্ত কণ্ঠ সেই অসীম আত্মার কানে উত্তোলন করে। কেননা বাসনাই হল সেই আত্মাগুলির ভাষা। ভাষা বাসনা না হলে, তবে নবী বলতেন না, *তোমার কান শুনেছে তাদের হৃদয়ের মিনতি* (সাম ১০:১৭ লাতিন পাঠ্য)।

কিন্তু যে আত্মা যাচনা করে ও যার কাছে সে আপন যাচনা পেশ করে, এ দুইয়ের ব্যবহারের মধ্যে যেহেতু সাধারণত ব্যবধান রয়েছে, অন্যদিকে যেহেতু পুণ্যজনদের আত্মা হৃদয়-গভীর থেকেই ঈশ্বরকে আঁকড়িয়ে ধ'রেই স্বস্তি পায়, সেজন্য যখন তাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে এক, তখন কি করে আমরা বলতে পারি, তারা যাচনা করে? তারা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত, তখন আমরা কি করে বলতে পারি, তারা যাচনা করে? উত্তর এরূপ: ঈশ্বরে স্থিতমূল আত্মাগুলি তাঁর ইচ্ছা ভালোমত দেখেই সেই ইচ্ছার চেয়ে ভিন্ন কিছু বাসনা করে বিধায় যাচনা করে তেমন

নয়; তারা বরং যত ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে, তিনি তাদের তত প্রেরণা দেন যাতে তারা যা জেনেছেন তিনি করতে চান, তিনি যেন তাই করেন এ উদ্দেশ্যেই তারা যেন যাচনা করে। যিনি তাদের তৃষাতুর করেন, তারা তাঁরই কাছে তৃষ্ণা মেটায়; এমনকি—আমরা যদিও আপাতত একথা তত বুঝতে পারি না, তবু তারা যাচনা থেকে যা প্রত্যাশা করে, একইসময় তা মনে মনে পূর্বাস্বাদন ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। তারা যা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে জানে, তার জন্য যদি যাচনা না করত, তাহলে তাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে এক হত না; এবং তিনি যা দিতে চান, তারা যদি তা দুর্বল বাসনার সঙ্গেই যাচনা করত, তাহলে তাঁর সঙ্গে কমও মিলিত হত।

উত্তরে স্বর্গ থেকে তাদের বলা হল *আরও কিছু দিন বিরাম করতে, যতদিন না তাদের সেবাসঙ্গী ও ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ হয়* (প্রকাশ ৬:১১)। তাদের আর কিছুকাল বিরাম নিতে বলায়, তাদের ব্যগ্র বাসনা এখন থেকেই শান্তিপূর্ণ মিলনের প্রথমফল আস্বাদন করে, যাতে করে আত্মাদের কণ্ঠই তাদের ভক্তিপূর্ণ বাসনা হতে পারে, ও ঈশ্বরের উত্তর প্রতিফলের নিশ্চয়তায় তাদের বাসনা সিদ্ধ করতে পারে। সেই উত্তরে ঈশ্বর বলেন, ভাইদের সঙ্গে মিলন-কাল পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে: এতে তিনি তাদের মনের মধ্যে এমন বাসনা সঞ্চার করেন, তারা যেন সেই বিলম্বের কথা সদিচ্ছার সঙ্গেই গ্রহণ করে, যাতে করে শরীরের পুনরুত্থান অপেক্ষা করতে করতে তারা ভাইদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে আনন্দিত হতে পারে।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৬:৯-১০ দ্রঃ

*প্র* আমি দেখতে পেলাম, বেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন:

*উ* প্রভু, আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করবে? আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বরের বেদির তলায় সকল পবিত্রজন চিৎকার করে বলছিল:

*উ* প্রভু, আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করবে? আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৮:৪-২৫)

## সামারিয়ায় ঈশ্বরের বাণী

যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রিষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

শিমোন নামে একটি লোক সেই শহরে বেশ কিছু দিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র সাধনে সামারিয়ার লোকদের মুগ্ধ করছিল; সে নিজেকে একটা মহা ব্যক্তিত্ব বলে দাবি করত; তার কথায় ছোট বড় সকলে কান দিত; তারা বলত: 'ইনি তো ঈশ্বরের সেই পরাক্রম, যা মহাপরাক্রম বলা হয়।' তারা এজন্যই তার কথায় কান দিত, কারণ বহুদিন থেকে লোকটা নিজের তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাদের মুগ্ধ করে আসছিল। কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যিশু খ্রিষ্টের নাম বিষয়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলে তারা যখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, তখন পুরুষ ও নারীও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে লাগল; এমনকি, শিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল।

যেরুশালেমে প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়; কেননা পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই কেবল প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশেই তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল। তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল।

শিমোন যখন দেখল, প্রেরিতদূতেরা হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের কাছে টাকা এনে বলল, 'আমাকেও এই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায়।' পিতর তাকে বললেন, 'তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে! এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় সরল নয়। তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, এবং প্রভুর কাছে মিনতি কর, যেন তোমার হৃদয়ের এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ত পিত্তে ও অধর্মের বাঁধনে পড়ে রয়েছ।' শিমোন উত্তরে বলল, 'আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে মিনতি করুন, আপনারা যা কিছু বললেন, তার কিছুই যেন আমার উপর না নেমে আসে।' আর তাঁরা সাক্ষ্য দিয়ে ও প্রভুর বাণী প্রচার করে যেরুশালেমে ফিরে যেতে যেতে সামারীয়দের অনেক গ্রামে শুভসংবাদ প্রচার করলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৮:১৪-১৫; মথি ১০:৮

*প্র* প্রেরিতদূতেরা যখন শুনতে পেলেন যে, সামারিয়া ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে নিয়েছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন।

*উ* এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়।

আল্লেলুইয়া।

*প্র* যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যে দিয়ে দাও।

*উ* এসে তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা পবিত্র আত্মাকে পায়।

আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৪:১-৩, ৫-৬)

**এসো, প্রভুর উদ্দেশে গাই ভালবাসার গান**

*প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান* (সাম ১৪৯:১)।

আমরা প্রভুর উদ্দেশে একটা নতুন গান গাইতে আহূত। নতুন মানুষই নতুন গান জানে। গান তো আনন্দের চিহ্ন; এমনকি ভালোমত বিবেচনা করলে, গান ভালবাসারই চিহ্ন। সুতরাং যে কেউ নতুন জীবনকে ভালবাসতে জানে, সে নতুন গান গাইতে জানে। এবং সেই নতুন জীবন যে কী, সেই নতুন গানের উদ্দেশ্যেই তা আমাদের জানা উচিত; কেননা নতুন মানুষ, নতুন গান, নতুন সন্ধি—সবকিছুই একটিমাত্র রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত। অতএব নতুন মানুষ নতুন গানও গাইবে, নতুন সন্ধিরও মানুষ হবে।

ভালবাসে না, তেমন মানুষ তো নেই; কিন্তু দেখতে হবে সে কী ভালবাসে। আমরা ভালবাসব না, এর জন্য তো আমরা আহূত নই বটে, এজন্যই বরং আমরা আহূত, যেন ভালবাসার বস্তু মনোনীত করি। আমরা কিন্তু কীবা মনোনীত করব, যদি না প্রথম আমরা নিজেরা মনোনীত না হই? কেননা আমরা ভালবাসতে পারি না, প্রথম যদি ভালবাসার পাত্র না হয়ে থাকি। প্রেরিতদূত যোহনের বাণী শোন: *আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১৯)।

মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসবে, এর কারণের অন্বেষণ কর আর তুমি এছাড়া কিছুই পাবে না, তথা, তিনি প্রথম তাকে ভালবেসেছেন। যাঁকে আমরা ভালবেসেছি, তিনি প্রথম নিজেকে দান করেছেন, তা-ই দান করেছেন যাতে আমরা তাঁকে ভালবাসি।

যাতে আমরা তাঁকে ভালবাসি তিনি যে কী দান করেছেন, তা প্রেরিতদূত পলের মুখ দিয়েই আরও স্পষ্টভাবে শোন: *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।* কার দ্বারা? হয় তো কি আমাদেরই দ্বারা? না। তাহলে কার দ্বারা? *সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)।

আমাদের যখন তেমন প্রত্যাশা রয়েছে, তখন এসো, ঈশ্বরের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালবাসি। শোন প্রেরিতদূত যোহন কতই না স্পষ্ট কথা বলেন: *ঈশ্বর ভালবাসা; ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন* (১ যোহন ৪:১৬)।

*ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত* (১ যোহন ৪:৭), একথা বলা যথেষ্ট নয়। *ঈশ্বর ভালবাসা,* আমাদের কেইবা তেমন কথা বলতে সাহস করত? তিনিই তাই বললেন, যিনি জানতেন তাঁর কী ছিল।

ঈশ্বর আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে দান করেন। তিনি আমাদের বলেন, আমাকে ভালবাস, তবেই তোমরা আমাকে পাবে, কেননা আমাকে ভালবাসতে পার না যদি আগে থেকে আমাকে নাই পেয়ে থাক।

হে ভ্রাতৃগণ, হে সন্তান, হে কাথলিক জনগণ, হে দিব্য পুণ্যময় বীজ, হে খ্রিষ্টে নবজন্মপ্রাপ্ত ও ঊর্ধ্ব থেকে জাত, আমাকে শোন, এমনকি আমার মুখ দিয়ে শোন, প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।

এই যে—তুমি বলছ—আমি গাইছি। তুমি গাইছ; হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি তুমি স্পষ্টই গাইছ। কিন্তু জীবন যেন জিহ্বার বিপক্ষে সাক্ষ্যদান না করে!

কণ্ঠ দিয়ে গান গাও, হৃদয় দিয়ে গান গাও, মুখ দিয়ে গান গাও, আচরণ দিয়ে গান গাও: *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।*

যাঁকে ভালবাস তাঁর সম্বন্ধে কী গান করবে তোমরা কি তা-ই খোঁজ করছ? যাঁকে তুমি ভালবাস, নিঃসন্দেহে তাঁরই সম্বন্ধে গান করতে চাও। তাঁর কোন্ প্রশংসা গান করবে তুমি কি তা-ই খোঁজ করছ? তোমরা তো শুনেছ: *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান।* তোমরা কি তাঁর প্রশংসাগান খোঁজ করছ? *ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।*

গায়ক নিজেই তার নিজের গানের প্রশংসা।

তোমরা কি ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে চাও? তোমরা নিজেরাই হও সেই প্রশংসাগান যা গাইতে চাও। সদাচরণ করলে, তবেই তোমরা হবে তাঁর প্রশংসাগান।

**শ্লোক** - রো ৬:৪; ১ যোহন ৩:২৩; সাম ১৪৯:১

*প্র* মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

*উ* এসো, পরস্পরকে ভালবাসি যেমন তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।

*উ* এসো, পরস্পরকে ভালবাসি যেমন তিনি আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-১৭)

**ঈশ্বরের সীলমোহরে চিহ্নিত বিরাট সেই জনতা**

এরপর আমি দেখতে পেলাম, পৃথিবীর চার কোণে চার স্বর্গদূত দাঁড়িয়ে আছেন: তাঁরা পৃথিবীর চার বায়ুকে ধরে রাখছেন, যেন পৃথিবী বা সমুদ্র বা কোন গাছের উপরে বাতাস না বয়। পরে আমি দেখতে পেলাম, আর এক স্বর্গদূত সূর্যের উদয়-স্থান থেকে উঠে আসছেন, তাঁর হাতে রয়েছে জীবনময় ঈশ্বরের সীলমোহর। যে চার স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে আঘাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁদের ডেকে বললেন, 'তোমরা পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপাল সীলমোহরে চিহ্নিত করি।' আর আমি সীলমোহরে চিহ্নিত মানুষের সংখ্যা শুনতে পেলাম: ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ চিহ্নিত:

যুদা গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার চিহ্নিত,
রূবেন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
গাদ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
আশের গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
নেফ্তালি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
মানাশে গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
শিমেয়োন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
লেবি গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
ইসাখার গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
জাবুলোন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,

যোসেফ গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার,
বেঞ্জামিন গোষ্ঠী থেকে বারো হাজার।

তারপর আমি লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন:

'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি
আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না* (সাম ১২১:৬; ইশা ৪৯:১০ দ্রঃ), কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে।* আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল'* (সাম ২৩:১-২; এজে ৩৪:২৩; ইশা ২৫:৮ দ্রঃ)।

শ্লোক - প্রকাশ ৭:১৩, ১৪; ৬:৯

প্র শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল? এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে:

উ তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি দেখতে পেলাম, বেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল।

উ তারা মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১শ শতাব্দীর লেখকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৮)

**সাক্ষ্যমরদের প্রাণ ঈশ্বরের বেদির তলায়**

বিশ্বাসগুণেই ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ সবচেয়ে সম্মানিত সমাধিস্থানের যোগ্য হয়ে উঠলেন, কেননা যখন ঈশ্বর আপন স্বর্গীয় বেদির তলায় তাঁদের স্থান দিলেন, তখন আমরাও অবশ্য এই মর্তে তাঁদের একই বিশ্রামস্থানের যোগ্য মনে করব। শাস্ত্র কি একথা বলে না যে, *আমি দেখতে পেলাম, বেদির তলায় তাঁদেরই প্রাণ রয়েছে, ঈশ্বরের বাণীর জন্য ও নিজেদের সাক্ষ্যদানের জন্য যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল* (প্রকাশ ৬:৯)। সুতরাং শাস্ত্র বলে, সেই নিহতদের প্রাণ ঈশ্বরের বেদির তলায় থাকার চেয়ে বড় সম্মান নেই। তাঁরা সেই একই বেদির তলায় বিশ্রাম করেন, যার উপরে পবিত্রতম যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, ঈশ্বরের কাছে অর্ঘ্য-নৈবেদ্য অর্পিত হয় ও যার উপরে প্রভু নিজেই যাজক, যেমনটি লেখা আছে, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)। তাই এ সত্যি সমীচীন, সাক্ষ্যমরদের দেহকে সেই বেদিরই তলায় সমাধি দেওয়া হবে যে বেদির উপরে খ্রিষ্ট নিজেই উপস্থিত; এও সমীচীন, যে বেদির উপরে খ্রিষ্টের দেহকে বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়, সেই বেদির তলায় ধার্মিকদের প্রাণ বিশ্রাম পাবে।

যেখানে খ্রিষ্টের রক্ত পাপীদের জন্য পাতিত হয়, সেখান থেকেই যে ধার্মিকদের রক্তের জন্য প্রতিফলের প্রার্থনা উচ্চারিত হবে, তাও যুক্তিহীন নয়। সুতরাং সেইখানে সাক্ষ্যমরদের সমাধি দেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত প্রথা, কেননা এর মধ্য দিয়ে সাক্ষ্যমরেরা সেই স্থানেরই সঙ্গে মিলিত হন, যে স্থানে প্রভুর মৃত্যু প্রত্যহ উদ্‌যাপিত হয় ও তাঁর নিজের এ আজ্ঞা পালিত হয়, *যতবার তোমরা তেমনটি করবে, ততবার আমার মৃত্যু ঘোষণা করবে, যতদিন না আমি আসি* (১ করি ১১:২৬ দ্রঃ)। অন্য কথায়, যাঁরা খ্রিষ্টের মৃত্যুর কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের খ্রিষ্টের সাক্রামেন্তগত উপস্থিতিতেই বিশ্রাম পেতে হবে। তাই আমি আবার বলছি, যেখানে তাঁদের বলীকৃত প্রভুর দেহ শায়িত, সাক্ষ্যমরদের সমাধি যে সেইখানে স্থান পাবে, তা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তাঁরা তাঁর যন্ত্রণাভোগে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন; আর শুধু তাই নয়, তাঁরা এখন তাঁর সঙ্গে একই বিশ্রামস্থানের সহভাগী।

আমরা পড়ি, ধার্মিকদের অনেকেই আব্রাহামের কোলে বিশ্রাম পেয়ে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করছেন। এঁদের সকলের মধ্যে সাক্ষ্যমরদের চেয়ে কারও বড় দাবি থাকতে পারে না যে, যেখানে খ্রিষ্ট নিজে বলি ও যাজকরূপে উপস্থিত সেও সেখানে বিশ্রাম পাবে। সেখানে সাক্ষ্যমরেরা সেই পুনর্মিলন উপভোগ করতে পারেন যা সেই দিব্য বলির উৎসর্গ তাঁদের জন্য অর্জন করেছে; সেইসঙ্গে তাঁরা পান যাজকরূপে খ্রিষ্টের আশীর্বাদ ও যাজকীয় সেবা।

স্বর্গীয় পুরস্কার লাভ করার পর সাক্ষ্যমরেরা যখন প্রভুর কাছে প্রতিফলের কথা উত্থাপন করেন, তখন তাঁদের বলা হয় তাঁরা যেন কিছুকালের মত অপেক্ষা করেন যে পর্যন্ত তাঁদের ভাইদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়। একথা বোঝা উচিত যে, আমাদের খাতিরেই সেই গণনার দিন স্থগিত করা হচ্ছে, কেননা যতদিন আমরা বিলম্ব করি, ততদিন তাঁদের রক্তের প্রতিফল ঘটে না। বিলম্বটার কারণ হল আমাদের শিথিলতা: আমরা তো আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনে অকৃতকার্য; মঙ্গলকর যা করা উচিত তাও আমরা করি না। কিন্তু পুণ্যজীবন ও সৎকর্ম আমাদের জন্য যে ধর্মময়তা অর্জন করার কথা, আমাদের সেই ধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে যেতে প্রস্তুত হত, তাহলে পুণ্যজনদের নির্ধারিত সংখ্যা শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করত, নিঃসন্দেহে বিচার অনুষ্ঠিত হত,

সাক্ষ্যমরদের প্রতিফলও দেওয়া হত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁরা স্বর্গীয় মুকুট পাবার যোগ্য গণ্য হলেন।

শ্লোক - প্রকাশ ১৪:১

প্র আমি দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ।

উ তাঁদের কপালে লেখা ছিল তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আল্লেলুইয়া।

প্র এঁরা সেই সমস্ত লোক যাঁরা একসময় ক্রুশ তুলে নিলেন, আর এখন মেষশাবককে সর্বত্রই অনুসরণ করেন।

উ তাঁদের কপালে লেখা ছিল তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৮:২৬-৪০)

## ফিলিপ ও সেই ইথিওপীয় রাজকর্মচারী

প্রভুর দূত ফিলিপকে একথা বললেন, 'ওঠ, যে পথ যেরুশালেম থেকে গাজা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে যাও; পথটা জনশূন্য।' তিনি উঠে রওনা হলেন। আর দেখ, একজন ইথিওপীয় যেরুশালেমে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন; তিনি ছিলেন কান্দাকের অর্থাৎ ইথিওপিয়ার রানীর একজন উচ্চপদস্থ কঞ্চুকী, তাঁর সমস্ত ধনাগারের অধ্যক্ষ। সেসময়ে তিনি ফিরে আসছিলেন, এবং রথে বসে নবী ইশাইয়ার পুস্তক পড়ছিলেন। আত্মা ফিলিপকে বললেন, 'কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল।' ফিলিপ দৌড় দিয়ে কাছে গিয়ে শুনতে পেলেন, তিনি নবী ইশাইয়ার পুস্তক পড়ছেন। ফিলিপ বললেন, 'আপনি যা পড়ছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কেউই আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কেমন করে বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠব?' আর তিনি ফিলিপকে নিজের কাছে উঠে বসতে অনুরোধ করলেন। শাস্ত্রের যে বচন তিনি পড়ছিলেন, তা এ:

*তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন,*
*ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে,*
*তিনি তেমনি মুখ খোলেন না।*
*তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন,*
*কিন্তু তাঁর বংশধরদের কাহিনী কেইবা বর্ণনা করতে পারবে?*
*কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল* (ইশা ৫৩:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)।

ফিলিপকে উদ্দেশ করে কঞ্চুকী বললেন, 'আপনার দোহাই, নবী কার্ বিষয়ে একথা বলেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও বিষয়ে?' তখন ফিলিপ শাস্ত্রের সেই বচন থেকে শুরু করে তাঁর কাছে যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে উপস্থিত হলেন; কঞ্চুকী বললেন, 'এই যে, এখানে জল

আছে; আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণে বাধা কী?' তিনি রথ থামাতে বললেন, আর ফিলিপ ও কঞ্চুকী দু'জনে জলের মধ্যে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। তাঁরা জল থেকে উঠে এলে প্রভুর আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেই কঞ্চুকী তাঁকে আর দেখতে পেলেন না; আর তিনি আনন্দিত মনে নিজ পথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু ফিলিপ হঠাৎ আজোতাসে দেখা দিলেন; তিনি শহরে শহরে ঘুরে শুভসংবাদ প্রচার করতে করতে শেষে কায়েসারিয়াতে এসে উপস্থিত হলেন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:৭, ১২; সাম ২২:২৮ দ্রঃ

*প্র* তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।

*উ* আপন জনগণকে জীবন দান করতে তিনি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন।

আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে, জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে।

*উ* আপন জনগণকে জীবন দান করতে তিনি নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন।

আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সেলেউকিয়ার বিশপ বাসিলের পাস্কা উপদেশ থেকে পাঠ (২৭৫-২৭৭)

## খ্রিষ্টের অগাধ ভালবাসা

## মণ্ডলীকে অসংখ্য মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করল

আমাদের প্রতি খ্রিষ্টের অগাধ ভালবাসা তাঁর মণ্ডলীকে অসংখ্য মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছে। প্রজ্ঞায় মহান ও কর্মে পরাক্রমী সেই খ্রিষ্ট বিধানের প্রাচীন অভিশাপ থেকে আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়ে আমাদের স্বরূপকে মুক্ত করলেন। ক্রুশে তিনি সমস্ত অনিষ্টের সাধক সেই সাপের উপর বিজয়ী হলেন: মৃত্যুর বিপজ্জনক হুল ছিন্ন করলেন, ও আগুন দিয়ে নয়, জল দিয়েই তাদের নবীভূত করলেন যারা পাপের দরুন প্রাচীন হয়ে গেছিল। তিনি পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার খুলে দিলেন, যারা ইস্রায়েলের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিল, তাদের তিনি করে তুললেন পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও পরিজন। যারা সন্ধির প্রতিশ্রুতির পাত্র ছিল না, তিনি স্বর্গীয় রহস্যগুলি তাদের অর্পণ করলেন। যারা

আশাহীন, তিনি পরিত্রাণের অগ্রিম দানস্বরূপ আত্মাকেই প্রচুর মাত্রায় তাদের দান করলেন। যারা এজীবনে ছিল দুর্জন ও ঈশ্বরবিহীন, তিনি তাদের করে তুললেন ত্রিত্বের মন্দির। যারা স্থানের জন্য নয়, আচরণের জন্যই দূরবর্তী, যারা জায়গার জন্য নয়, মনেই দূরবর্তী, যারা অঞ্চলের জন্য নয়, ধর্ম থেকেই দূরবর্তী ছিল, ত্রাণকাষ্ঠের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের নিকটবর্তী করলেন—যারা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য তাদের আলিঙ্গনই ক'রে।

ঠিক তাই নবী বলেছিলেন: *এমন কথা কে শুনেছে? এমন ব্যাপার কেইবা দেখেছে?* (ইশা ৬৬:৮)। এ রহস্য সকল দূতকে বিস্মিত করে; স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দ কম্পিত হয়েই এ আশ্চর্য কাজ আরাধনা করেন। তাঁর সিংহাসন কখনও খালি থাকেনি অথচ জগৎ পরিত্রাণ পেল: একদিন তা সৃষ্ট হয়েছিল, এবার কিন্তু তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, বাপ্তিস্মে আলোপ্রাপ্ত হয়েছ যে তুমি, দেখ কোন্ রহস্যগুলির যোগ্য হয়ে উঠেছ; সেগুলির পরাক্রম চিনে নাও। তোমার মুক্তিমূল্য দেওয়া হয়েছে: আবার নিজেকে বন্দি হতে দিয়ো না। শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেছ: প্রবঞ্চিত ও প্রলুব্ধ হয়ে আবার প্রাক্তন অবস্থায় ফিরে যেয়ো না। একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছ: যে ভার গ্রহণ করেছ, তার শ্রম মেনে নিও। তোমার কাছে বিশ্বাসের টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছে: তা ফলপ্রসূ করতে তৎপর হও। বিবাহ উদ্‌যাপন করেছ: ব্যভিচার করো না। সন্তানদের তালিকায় তালিকাভুক্ত হয়েছ: তোমার মুক্তিসাধককে ক্রীতদাসের মত অপমান করো না। উজ্জ্বল পোশাক পরিধান করেছ: তোমার বিবেক উজ্জ্বল হোক। পুরানো কাপড় ত্যাগ করেছ: *পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না* (এফে ৪:৩০)। এ বাপ্তিস্ম-রহস্য ও ক্রুশবিদ্ধজনের এ অসীম অনুগ্রহের কথা একসময় নবী দ্বারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল যখন তিনি বলছিলেন, *তিনি কৃপাই দেখাতে প্রীত* (মিখা ৭:১৮)। হে নবী, সেই তিনি কে? সেই তিনি হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি আপন কৃপায় মানুষ হলেন। জন্মলগ্নে যিনি কুমারীদ্বার উন্মুক্ত করলেন না, *তিনি আমাদের দিকে ফিরবেন ও আমাদের প্রতি দয়া করবেন* (মিখা ৭:১৯)। 'তোমার দিকে ফিরলেন' বিধায়ই তিনি তোমাকে ভুল থেকে সরিয়ে দিয়েছেন; এবং 'তোমাকে দয়া করলেন' বিধায়ই তোমার মুক্তি সাধন করবেন। কেননা ক্রুশে তিনি আমাদের প্রত্যেকজনের পাপের উপর বিজয়ী হলেন, আমাদের অধর্ম-পোশাক বাপ্তিস্মের দিব্য জলে নিমজ্জিত করলেন, *আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্রতলেই ছুড়ে ফেলে দিলেন* (মিখা

৭:১৯)। জলকুণ্ডের কথা ভেবে অনুগ্রহের কথা ঘোষণা কর। বাপ্তিস্ম সমস্ত মঙ্গলদানের ধনভাণ্ডার: বাপ্তিস্মই তো জগতের শুচীকরণ, প্রকৃতির নবায়ন, সমস্ত মানবসংস্কারের ভাণ্ডার, সহজ প্রতিকার, বিবেক-শুচিকারী স্পঞ্জ, অক্ষয়শীল পোশাক, জন্মদানকারী কুমারীগর্ভ, সমাহিতদের পুণ্যজীবন দানকারী সমাধি, পাপগ্রাসী অতলদেশ, শয়তানের কবর, চিহ্নিতদের জন্য মুদ্রাঙ্কন ও আশ্রয়দুর্গ, জাহান্নামের আগুনের নিবারক ঝরনা, প্রভুর ভোজে নিমন্ত্রণ, মোশিতে পূর্বাভাসিত প্রাচীন ও নবীন রহস্যগুলির অনুগ্রহ, চিরকালীন গৌরব। আমেন।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৯, ১০; সাম ৩৩:১২

*প্র* তোমরা এক মনোনীত বংশ,

*উ* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর; সুখী সেই দেশ, যাকে তিনি বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

*উ* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ। আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৩)

### সপ্ত তুরি

যখন মেষশাবকটি সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে নীরবতা বিরাজ করল।

আর আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, যে সপ্ত স্বর্গদূত ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের সাতটা তুরি দেওয়া হল। পরে আর এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল, তিনি যেন সিংহাসনের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির উপরে তা নিবেদন করেন সকল পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে। তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে পবিত্রজনদের প্রার্থনার সঙ্গে ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। তারপর ওই স্বর্গদূত ধূপদানি নিয়ে তা বেদির আগুনে পূর্ণ করে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বজ্রনাদ ও নানা স্বরধ্বনি, দেখা দিল বিদ্যুৎ-ঝলক ও ভূমিকম্প।

আর সেই সপ্ত স্বর্গদূত, যাঁদের হাতে সাতটা তুরি ছিল, তাঁরা তুরি বাজানোর জন্য তৈরী হলেন।

প্রথম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ রক্ত-মেশানো শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবীর উপরে ঝরে পড়তে লাগল; তখন পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, গাছপালার তিন ভাগের এক ভাগ পুড়ে গেল, যত সবুজ ঘাস পুড়ে গেল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ এমনটি ঘটল, যেন আগুনে জ্বলন্ত একটা মহাপর্বত সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল; তখন সমুদ্রের তিন ভাগের এক ভাগ রক্ত হয়ে গেল, সমুদ্রে বাঁচে যত প্রাণীর তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল, ও যত জাহাজের তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস হল।

তৃতীয় স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ মশালের মত জ্বলন্ত এক বিশাল তারা আকাশ থেকে খসে পড়ে গেল, তা নদনদীর তিন ভাগের এক ভাগের উপরে ও সমস্ত জলের উৎসের উপরে খসে পড়ল; তারাটার নাম সোমরাজ; তখন জলের তিন ভাগের এক ভাগ সোমরাজ হয়ে গেল, ও জল তেতো হয়ে যাওয়ার ফলে বহু মানুষ মারা গেল।

চতুর্থ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ সূর্যের তিন ভাগের এক ভাগ, চাঁদের তিন ভাগের এক ভাগ, ও জ্যোতিষ্করাজির তিন ভাগের এক ভাগ আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারময় হল, এবং দিন তিন ভাগের এক ভাগ নিজ নিজ আলো হারাল, রাতেরও তেমনি হল।

পরে আমার দর্শনে আমি শুনতে পেলাম, মাঝ-আকাশে একটা উড়ন্ত ঈগল উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলল: 'সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ! বাকি তিন স্বর্গদূত তুরি বাজাতে উদ্যত—সেই তুরিধ্বনিতে পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে সর্বনাশ!'

**শ্লোক** - প্রকাশ ৮:৩-৪; ৫:৮ দ্রঃ

*প্র* এক স্বর্গদূত বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল।

*উ* তখন ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রত্যেক দূতের হাতে ছিল সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা;

*উ* তখন ধূপধুনোর ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০:৪)

**বাপ্তিস্মের পরিত্রাণদায়ী রহস্য**

*আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব?* (রো ৬:২)। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ এ কি, আমরা এমনি পাপ করার নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি? অথবা, বিশ্বাস করে আলোকিত হবার পর আমরা কি সত্যিই পাপের কাছে মরেছি? হ্যাঁ, বাক্যটির পরবর্তী অংশের আলোতে এই তো শ্রেয়তর ব্যাখ্যা। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ হল এ, আমরা যেন আর কখনও পাপের অধীন

না হই। আমাদের জন্য বাপ্তিস্ম ঠিক তাই করল: পাপের কাছে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে —একবার চিরকালের মত।

তবু এ অবস্থায় থাকবার জন্য আমাদের এখনও যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে হবে। পাপ যাই কিছু আদেশ করুক না কেন, আমাদের কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, বরং একটা মৃত দেহের মত অবিচল থাকতে হবে। তাঁর নিজের কথা তত স্পষ্ট না হওয়ায় পল নিজেই, একটু ভর্ৎসনামূলক ভাবে, দীর্ঘতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* (রো ৬:৩-৪)।

তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার অর্থ কী? অর্থ হল এ যে, তাঁর মত আমাদেরও মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন, কেননা ক্রুশ হল একপ্রকার বাপ্তিস্ম। খ্রিষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল, আমাদের পক্ষে বাপ্তিস্মই তো তাই—অবশ্য অন্যভাবেই: খ্রিষ্ট দেহগতভাবেই মৃত্যু বরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, আমরা কিন্তু পাপেরই কাছে মৃত্যু বরণ করেছি ও সমাহিত হয়েছি। এজন্যই পল একথা বলেন না যে, আমরা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, বরং বলেন, *তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।* কেননা দু'টোই মৃত্যু বটে, কিন্তু যা মরে গেছে তা এক নয়। খ্রিষ্টের বেলায় দেহটি, আমাদের বেলায় পাপই মরল। তাঁর মৃত্যু যেমন বাস্তব ছিল, আমাদের মৃত্যুও তেমনি বাস্তব হল, তবুও আমাদের পক্ষে করার মত বাকি আরও কিছু আছে। বস্তুত পল বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (রো ৬:৪)। 'জীবনের নবীনতা' একথা উল্লেখ করে পল পুনরুত্থানেরই কথা ইঙ্গিত করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিশ্বাস কর খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন? তবে তোমার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও বিশ্বাস কর। যেহেতু ক্রুশ ও সমাধি দু'টো তোমারও, সেজন্য তোমার নিয়তি তাঁরই নিয়তির মত। তুমি যখন তাঁর মৃত্যু ও সমাধির অংশী হয়েছ, তখন আরও নিশ্চিত ভাবেই তুমি তাঁর পুনরুত্থান ও জীবনেরও অংশী হবে। এখন তো মহাশত্রু সেই পাপ ধ্বংস হয়েছে, তাই ছোট শত্রু সেই মৃত্যুর ধ্বংস সম্বন্ধেও সন্দেহটুকুও থাকতে পারে না।

শ্লোক - ১ পি ১:১৮-১৯; প্রকাশ ১৩:৮; যোহন ১:২৯ দ্রঃ

প্র তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে,

উ যিনি কালের সূত্রপাতে বলীকৃত হলেন। আল্লেলুইয়া।

প্র ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন,

উ যিনি কালের সূত্রপাতে বলীকৃত হলেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৯:১-২২)

## স্বয়ং খ্রিষ্ট দ্বারা আহূত শৌল

সেই সময়ে শৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে মহাযাজকের কাছে গেলেন ও দামাস্কের সমাজগৃহগুলির জন্য পত্র চাইলেন, যেন সেই পথাবলম্বী পুরুষ ও নারী যাকেই পান, তাদের বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন। আর এমনটি ঘটল যে, তিনি যেতে যেতে দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ আকাশ থেকে আলো তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল। তিনি মাটিতে পড়ে শুনতে পেলেন, এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছে, 'শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' তিনি বললেন, 'প্রভু, আপনি কে?' আর উত্তর হল এ, 'আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। এবার ওঠ, শহরে প্রবেশ কর; আর তোমাকে কী করতে হবে, তা তোমাকে বলা হবে।' তাঁর সহযাত্রীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: কণ্ঠটি তারা শুনেছিল বটে, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। শৌল মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না; তাই তারা তাঁকে হাত ধরে দামাস্কে চালিত করল। তিন দিন ধরে তিনি দৃষ্টিহীন হয়ে থাকলেন; খাদ্য বা পানীয় কিছুই স্পর্শ করলেন না।

দামাস্কে আনানিয়াস নামে একজন শিষ্য ছিলেন। দর্শনযোগে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আনানিয়াস!' তিনি বললেন, 'প্রভু, এই যে আমি।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'ওঠ, "সরল সরণী" নামে রাস্তায় গিয়ে যুদার বাড়িতে তার্সসের শৌল নামে মানুষের সন্ধান কর; এ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করছে; এবং দেখতে পেয়েছে, আনানিয়াস নামে একজন মানুষ এসে তার উপর হাত রাখছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।' কিন্তু আনানিয়াস প্রতিবাদ করে বললেন, 'প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই লোকটার বিষয় শুনেছি, সে যেরুশালেমে তোমার পবিত্রজনদের কত ক্ষতিই না করেছে; তাছাড়া, যত লোক তোমার নাম করে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে ক্ষমতা পেয়েছে।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র;

আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে।' তখন আনানিয়াস চলে গিয়ে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এবং তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, 'ভাই শৌল, প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন—সেই যিশুই, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।' আর তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মত কী যেন পড়ে গেল আর তিনি আবার চোখে দেখতে পেলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, তারপর কিছুটা খেয়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

কিছু দিনের মত তিনি দামাস্কে শিষ্যদের সঙ্গে থেকে গেলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজগৃহগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, 'যিশুই ঈশ্বরের পুত্র।' যারা তাঁর কথা শুনত, তারা সকলে স্তম্ভিত হত; তারা বলত, 'এ কি সেই লোকটা নয় যে, যারা এ নাম করে, তাদের যেরুশালেমে তীব্রভাবে অত্যাচার করত, এবং তাদের গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এখানে এসেছিল?' শৌলের ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, এবং দামাস্কের ইহুদী উপনিবেশের লোকদের তিনি দিশেহারা করে দিতেন: তাদের প্রমাণ দিতেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট।

শ্লোক - গা ১:১৫, ১৬; ইশা ৪৯:১

প্র আমি মাতৃগর্ভে থাকতে ঈশ্বর আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করেন,

উ আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে ডেকেছেন, মাতৃবক্ষ থেকে তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম,

উ আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩৭:১-৩)

**খ্রিষ্টই মণ্ডলীর মাথা**

প্রিয়জনেরা, তোমাদের বিশ্বাস একথা জানে, আর আমরা জানি যে তোমরা স্বর্গের কাছ থেকে, অর্থাৎ যার উপরে তোমরা আশা স্থাপন করেছ, গুরুর সেই বাণীর ভিত্তিতেই

একথা শিখেছ: যিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান করেছেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মাথা ও মণ্ডলী হল তাঁর দেহ; এবং তাঁর দেহের স্বাস্থ্য অঙ্গগুলির একতা ও ভালবাসার সুসংবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। যে কেউ ভালবাসায় ধীর, সে খ্রিষ্টের দেহে অসুস্থ। তবু যিনি আমাদের মাথা উন্নীত করেছেন, তিনি এতই পরাক্রমী যে অসুস্থ অঙ্গগুলিকে সুস্থ করতে সক্ষম—অবশ্যই, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তারা যদি মাথার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে; অন্যথা তাদের বড় দুষ্টতার জন্য তাদের ছিন্ন করা হবে।

যতক্ষণ একজন দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তার পরিত্রাণের জন্য নিরাশ হতে নেই; সে কিন্তু ছিন্ন হলে, তবে তাকে শুশ্রূষা বা নিরাময় করা সম্ভব নয়। অতএব যখন খ্রিষ্ট হলেন মণ্ডলীর মাথা ও মণ্ডলী হল তাঁর দেহ, তখন গোটা খ্রিষ্ট হলেন তাঁর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত মাথা। তিনি ইতিমধ্যে পুনরুত্থান করেছেন, সুতরাং আমাদের মাথা স্বর্গেই আছেন। আমাদের মাথা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। পাপশূন্য ও অমর আমাদের এ মাথা আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বরকে আমাদের প্রতি প্রসন্ন করেন, অন্তিমকালে পুনরুত্থান ক'রে স্বর্গীয় গৌরবে রূপান্তরিত হয়ে আমরাও যেন আমাদের মাথার অনুসরণ করতে পারি। যেখানে মাথা রয়েছেন, সেখানে অন্য অঙ্গগুলিও থাকবে। তবু এ নিম্নলোকে থাকাকালেও আমরা তাঁর অঙ্গ: এসো, নিরাশ না হই, কারণ অবশ্যই আমাদের মাথার অনুসরণ করব।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের মাথার ভালবাসা একটু ভেবে দেখ। তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গে রয়েছেন, তবু এখনও তিনি ততদিন মর্তে কাজ করেন যতদিন তাঁর মণ্ডলী মর্তে পরিশ্রম করে: এখানে খ্রিষ্ট ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, অসুস্থ, কারারুদ্ধ। তিনি তো বলেছিলেন, পৃথিবীতে তাঁর দেহ যত যন্ত্রণা ভোগ করে, তিনি সেইসব ভোগ করেন। অন্তিমকালে তিনি তাঁর দেহকে তাঁর ডান পাশে পৃথক রাখবেন, এবং যাদের দ্বারা তিনি এখন অত্যাচারিত তাদের বাঁ পাশে রাখবেন; তখন তাঁর ডান পাশে থাকবে যারা, তাদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)।

**শ্লোক** - কল ১:১৭-১৯; মিখা ৪:৭

*প্র* সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।

*উ* তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা ; তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রভু সিয়োন পর্বতে তাদের উপর রাজত্ব করবেন, এখন থেকে চিরকাল ধরে।

*উ* তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা ; তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১২)

**পঞ্চম তুরি—পঙ্গপাল**

পঞ্চম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর আমি, যোহন, আকাশ থেকে পৃথিবীর উপরে খসে পড়া একটা তারা দেখতে পেলাম। সেই তারা-অপদূতকে অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গের চাবি দেওয়া হল; সে তখন অতল গহ্বরের সুড়ঙ্গটা খুলে দিল, আর ওই সুড়ঙ্গ থেকে বিরাট চুল্লির ধোঁয়ার মত এমন ধোঁয়া বের হতে লাগল যে, সূর্য ও আকাশ সুড়ঙ্গ থেকে বের হওয়া সেই ধোঁয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে এক ঝাঁক পঙ্গপাল বেরিয়ে এসে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেগুলোকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হল, যা পৃথিবীতে কাঁকড়া-বিছের ক্ষমতার মত; তাদের বলা হল, যেন পৃথিবীর কোন ঘাস বা উদ্ভিদ বা গাছপালার ক্ষতি না করে, কেবল সেই মানুষদেরই ক্ষতি করবে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই। কিন্তু তাদের এমনটি দেওয়া হয়নি যে, তারা ওদের হত্যা করবে, ওদের শুধু পাঁচ মাস ধরে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে পারবে; এই জ্বালাযন্ত্রণা ঠিক সেই জ্বালাযন্ত্রণার মত যখন কাঁকড়া-বিছে মানুষকে কামড়ায়। সেই দিনগুলিতে মানুষ মৃত্যুর অন্বেষণ করবে, কিন্তু তার সন্ধান আদৌ পাবে না; তারা মরবার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের এড়িয়ে যাবে।

দেখতে ওই পঙ্গপাল ছিল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়ার মত, তাদের মাথায় সোনার মত মুকুট, চেহারায় ছিল মানুষের মত; তাদের চুল স্ত্রীলোকের চুলের মত, তাদের দাঁত সিংহের দাঁতের মত। তাদের বুকে যে বর্ম, তা লোহার বর্মের মত, বহু ঘোড়া যুদ্ধে ছুটে গেলে রথের যে শব্দ, তাদের পাখার শব্দ ঠিক সেইমত ছিল। তাদের এমন লেজ ছিল যা কাঁকড়া-বিছের লেজের মত, তেমনি হুলও তাদের ছিল: আর সেই লেজে এমন শক্তি ছিল, যা মানুষকে পাঁচ মাস ধরে কষ্ট দিতে সক্ষম। তাদের রাজা হল অতল গহ্বরের

অপদূত, হিব্রু ভাষায় তার নাম আবাদ্দোন, আর গ্রীক ভাষায় আপল্লিয়োন [অর্থাৎ, বিনাশক]।

প্রথম 'সর্বনাশ' গেল; এটার পরে আরও দু'টো 'সর্বনাশ' বাকি আছে।

**শ্লোক** - যোয়েল ৩:৩, ৫; মার্ক ১৩:৩৩

*প্র* আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব: রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।

*উ* যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা তোমরা জান না।

*উ* যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ২:২-৩)

**পুনরুত্থানের অগ্রিম হিসাবে এউখারিস্তিয়া**

মাংস যদি পরিত্রাণ না পায়, তাহলে প্রভুও আপন রক্তমূল্যে আমাদের মুক্ত করেননি, এউখারিস্তিয়ার পানপাত্রও তাঁর রক্তে সহভাগিতা নয়, যে রুটি ছিঁড়ে টুকরো করি তাও তাঁর দেহে সহভাগিতা নয়। কেননা রক্ত আসতে পারে কেবল শিরা, মাংস ও মানুষের সেই গোটা স্বরূপ থেকে যে স্বরূপকে ঈশ্বরের বাণী বাস্তবেই ধারণ করে আপন রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, যেইভাবে তাঁর প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা* (এফে ১:৭)।

আমরা তাঁর অঙ্গগুলি, এবং পরিপুষ্ট হয়ে উঠি সেই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যা তিনি নিজেই আমাদের জন্য যুগিয়ে দেন, বস্তুত তিনিই তো যেইভাবে ইচ্ছা করেন সেইভাবে সূর্যের উদয় ঘটান ও বৃষ্টি বর্ষণ করেন; এই যে পানপাত্র সৃষ্টি থেকে আগত, তিনিই তো ঘোষণা করলেন তা তাঁর নিজেরই রক্ত যা দিয়ে আমাদের রক্তের পুষ্টিসাধন করেন। একই প্রকারে এই যে রুটি সৃষ্টি থেকে আগত, তিনিই তো সপ্রমাণ করলেন তা তাঁর নিজেরই দেহ যা দিয়ে আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করেন। যখন সেই আঙুররসপূর্ণ পানপাত্র ও সেই বানানো রুটি ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করে, তখন সেগুলো হয়ে ওঠে এউখারিস্তিয়া তথা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত, যা দিয়ে আমাদের মাংস-পদার্থ পুষ্টি ও অস্তিত্ব

পায়। সুতরাং যে মাংস খ্রিষ্টেরই আপন একটা অংশ ও তাঁর দেহ ও রক্তে পরিপুষ্ট, সেই মাংস যে ঈশ্বরের দান তথা অনন্ত জীবন গ্রহণ করতে সক্ষম, কী করেই বা তা কেউ অস্বীকার করতে পারে?

এফেসীয়দের কাছে পত্রে পল একথা বলেন, *আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ* (এফে ৫:৩০); তাঁর মাংস ও হাড়ের অংশ (আদি ২:২ দ্রঃ)। তিনি তো আধ্যাত্মিক বা অদৃশ্য কিছুর বেলায় একথা বলেন না, কেননা আধ্যাত্মিক প্রাণীর *হাড়ও নেই, মাংসও নেই* (লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ)। তিনি বরং সত্যকার মানুষেরই কথা বলেন, যে মানুষ মাংস, পেশি ও হাড় দিয়ে গঠিত হয়ে পুষ্টি পায় সেই পানপাত্র থেকে যা তাঁর আপন রক্ত, ও বল পায় সেই রুটি দ্বারা যা তাঁর আপন দেহ।

আর যেমন আঙুরগাছ মাটিতে রোপিত হয়ে যথাসময় ফল উৎপন্ন করে, যেমন গমের দানা মাটিতে প'ড়ে পচে ও সর্বনিয়ন্তা ঐশআত্মার প্রভাবে শত শত ফসলে বেড়ে ওঠে, এবং অবশেষে যেমন এসবকিছু ঐশপ্রজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের উপকারে আসে ও ঐশবাণীকে গ্রহণ ক'রে এউখারিস্তিয়া অর্থাৎ খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি এউখারিস্তিয়াতে পরিপুষ্ট আমাদের দেহও মাটিতে শায়িত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যথাসময় পুনরুত্থান করবে, কেননা স্বয়ং ঐশবাণী পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে তাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন। তিনি এ মরণশীল দেহকে অমরতায় আবিষ্ট করেন ও ক্ষয়শীল মাংসকে বিনামূল্যেই অক্ষয়শীলতা দান করেন, কেননা ঈশ্বরের শক্তি মানব দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৪৮-৫১

*প্র* আমিই জীবন-রুটি; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।

*উ* এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পায় আর মরে না যায়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

৺ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পায় আর মরে না যায়। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৯:২৩-৪৩)

## যেরুশালেমে শৌল

## পিতরের সাধিত আশ্চর্য কাজ

বেশ কয়েক দিন কেটে গেল, পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল; কিন্তু শৌল তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন; তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে তারা নগরদ্বারগুলিতে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে রাতে নিয়ে একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীর দিয়ে নামিয়ে দিল।

যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সকলে তাঁকে ভয় করত—তিনি যে শিষ্য, একথা কেউই বিশ্বাস করত না। তবু বার্নাবাস তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কে যিশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। তাই শৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুশালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

তখন এমনটি ঘটল যে, পিতর অবিরত ঘুরতে ঘুরতে লিদ্দা-নিবাসী পবিত্রজনদের কাছেও গেলেন। সেখানে তিনি এনেয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন, যে আট বছর ধরে বিছানায় পড়ে ছিল: তার পক্ষাঘাত হয়েছিল। পিতর তাকে বললেন, 'এনেয়াস, যিশু খ্রিষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন: ওঠ, তোমার বিছানা ঠিক কর।' আর সে তখনই উঠে

দাঁড়াল। লিদ্দা ও শারোনের অধিবাসীরা সকলেই তাকে দেখতে পেল ও প্রভুর দিকে ফিরল।

যাফায় একজন শিষ্যা ছিলেন যাঁর নাম তাবিথা, অর্থাৎ হরিণী। তিনি নানা সৎকর্ম সাধনে ও অর্থদানে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। ঠিক এসময়ে তিনি পীড়িতা হয়ে পড়ে মারা গেছিলেন। লোকেরা তাঁর মৃতদেহ ধৌত করে উপরতলার একটা কক্ষে শুইয়ে রেখেছিল। লিদ্দা যাফার কাছাকাছি হওয়ায়, পিতর লিদ্দায় আছেন শুনে শিষ্যেরা তাঁর কাছে দু'জন লোক পাঠিয়ে অনুরোধ করল, 'দেরি না করে আমাদের কাছে আসুন।' পিতর উঠে তাদের কাছে চললেন। তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলে তারা তাঁকে সেই উপরতলার কক্ষে নিয়ে গেল, আর বিধবারা সকলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এসে তাঁকে সেই সব জামাকাপড় দেখাতে লাগল যা হরিণী তাদের মধ্যে বেঁচে থাকার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। পিতর সকলকে বের করে দিয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন; পরে সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে বললেন, 'তাবিথা, ওঠ।' তিনি চোখ খুললেন, পিতরকে দেখলেন, ও উঠে বসলেন। পিতর তাঁকে পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন; পরে পবিত্রজনদের ও বিধবাদের ডেকে তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখালেন।

একথা যাফার সব জায়গায় জানা হল, এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী হল। পিতর অনেক দিন যাফায় থেকে গেলেন; তিনি শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে ছিলেন।

শ্লোক - হিব্রু ২:৩-৪; যাত্রা ১:৭

প্র প্রভু নিজেই তো প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, ও যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, তখন

উ ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করছিলেন ও পবিত্র আত্মার দানগুলি বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন। আল্লেলুইয়া।

প্র তারা বহুবৃদ্ধি লাভ করল, এবং সংখ্যায় এতই বেড়ে উঠল ও এতই প্রভাবশালী হল যে, তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হল।

℣ ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করছিলেন ও পবিত্র আত্মার দানগুলি বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক)

**পবিত্র রহস্যগুলি খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের মিলিত করে**

খ্রিষ্ট যা ভোগ করেছেন, যারা ইতিমধ্যে তা ভোগ করেছে, তিনি যা করেছেন ও সহ্য করেছেন, যারা তা করেছে ও সহ্য করেছে, খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাদেরই মাত্র অধিকার আছে। যারা পাপমুক্ত, খ্রিষ্ট মাংস ও রক্তের মধ্য দিয়ে তাদেরই সঙ্গে নিজেকে মিলিত ও সংযুক্ত করেছেন। আদি থেকে ঈশ্বর হয়েও তিনি যা একসময় ধারণ করলেন তথা মানবস্বরূপ, তাও ঐশ্বরিক করে তুললেন। অবশেষে মাংসের কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন ও আপন জীবন আবার নিয়ে নিলেন।

যে কেউ খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে তাঁর মাংসের সহভাগী, তাঁর ঐশস্বরূপের অংশীদার, ও তাঁর সমাধি ও পুনরুত্থানের অংশভাগী হওয়া প্রয়োজন। এজন্যই আমরা পরিত্রাণদায়ী জলে নিমজ্জিত হই, যাতে তাঁর নিজের মৃত্যুতে মরতে ও তাঁর নিজের পুনরুত্থানে পুনরুত্থান করতে পারি। আমরা তৈলাভিষিক্ত হই যাতে তাঁর নিজের রাজ-অভিষেক ও ঈশ্বরত্বের সহভাগী হতে পারি। আর যখন সেই আশীর্বাদপূত রুটি খাই ও সেই পরম ঐশ্বরিক পানপাত্র থেকে পান করি, তখন আমরা সেই মাংস ও রক্তেরই অংশী হয়ে উঠি যা তিনি ধারণ করেছিলেন। এইভাবে আমরা তাঁরই সঙ্গে মিলিত হই, যিনি আমাদের জন্য মাংসধারণ করলেন, মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন।

তবু এসব কিছু কেমন করে ঘটে? আমরাও কি একই অনুক্রমটা পালন করি? মোটেই না, বরং তিনি যেখানে শেষ করলেন আমরা সেখানে শুরু করি, আর তিনি যেখানে শুরু করলেন সেখানে হবে আমাদের সমাপ্তি। তিনি নেমে এলেন আমরা যেন ঊর্ধ্বে যেতে পারি, আর যাত্রাপথ সমান হলেও, তবু তাঁকে অবরোহণ করতে হয়েছিল, আমাদের আরোহণই করতে হবে। বস্তুতপক্ষে বাপ্তিস্ম হল প্রসব অর্থাৎ জন্মস্বরূপ। তৈলাভিষেক বা দৃঢ়ীকরণ আমাদের কাজ ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবনের রুটি ও

এউখারিস্তিয়ার পানপাত্র হল সত্যকার খাদ্য ও সত্যকার পানীয়। অথচ তুমি জন্ম নেবার আগে তোমাকে চলাচল করা বা খাদ্যগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় না। এজন্যই বাপ্তিস্ম মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সেই বন্ধুত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, খ্রিষ্মা মানুষকে বাপ্তিস্মে গচ্ছিত ধন-ঐশ্বর্যের যোগ্য করে তোলে, এবং অবশেষে পবিত্র ভোজনপাট বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষকে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত দান করতে সক্ষম।

পুনর্মিলনের আগে বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ও বন্ধুর উপযুক্ত পুরস্কারের যোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। ফলে যে মাংস ও রক্ত কেবল পাপমুক্ত অন্তরের মানুষকে অর্পণ করা হয়, দুর্জনদের ও পাপের দাসদের পক্ষে সেই মাংস খাওয়া ও সেই রক্ত পান করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা আগে প্রক্ষালিত হই, তারপর তৈলাভিষিক্ত হই, আর সেই ভোজনপাট তেমন শুদ্ধীকৃত ও সুরভিত এই আমাদের গ্রহণ করে।

**শ্লোক** - সিরা ২৪:১৭, ১৯; যোহন ১৪:৬

*প্র* আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর। আল্লেলুইয়া।

*উ* আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো, আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

*উ* আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো, আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১৩-২১)

**ষষ্ঠ তুরি—যুদ্ধ**

ষষ্ঠ স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর তখন আমি, যোহন, শুনতে পেলাম, ঈশ্বরের সামনে বসানো সেই সোনার বেদির চার শিং থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল; যে ষষ্ঠ স্বর্গদূতের হাতে একটা তুরি ছিল, কণ্ঠটি তাঁকে বলল: 'ফোরাত মহানদীর ধারে যে চার অপদূত বাঁধা অবস্থায় আছে, তাদের ছেড়ে দাও।' তখন মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ক'রে যে চার অপদূতকে সেই বিশেষ মুহূর্ত, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল বিশ কোটি: সংখ্যাটা নিজেই শুনতে পেলাম। আমার দর্শনে আমি সেই ঘোড়াগুলোকে ও তাদের পিঠে যারা বসে আছে, তাদের এভাবেই দেখতে পেলাম: তাদের বুকে যে বর্ম, তা কতগুলো আগুনের, কতগুলো নীলকান্তমণির, আবার কতগুলো গন্ধকের; এবং ঘোড়াগুলোর মাথা সিংহের মাথার মত, ও তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক নির্গত হয়। এই ত্রিবিধ আঘাতে, তথা তাদের মুখ থেকে নির্গত আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের স্পর্শে মানবজাতির তিন ভাগের এক ভাগ মারা গেল; আসলে সেই ঘোড়াগুলোর শক্তি তাদের মুখে ও তাদের লেজে রয়েছে; কারণ তাদের লেজ সাপের মত, লেজের মাথাও আছে, আর সেটা দিয়েই তারা ক্ষতি ঘটায়। তেমন আঘাত তিনটের ফলে যারা মারা যায়নি, মানবজাতির সেই বাকি অংশ মনপরিবর্তন করল না সেই সমস্ত কিছু বিষয়ে যা ছিল তাদের নিজেদেরই হাতের কাজ, অর্থাৎ অপদূত-পূজা করায় তারা ক্ষান্ত হল না, আর সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ ও কাঠের সেই দেবমূর্তিগুলোকে পূজা করায়ও ক্ষান্ত হল না, যেগুলো দেখতে, শুনতে ও চলতেও সক্ষম নয়; তাদের যত নরহত্যা, তন্ত্রমন্ত্র-সাধন, যৌন অনাচার ও চুরি-অভ্যাসের বিষয়েও মনপরিবর্তন করল না।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৭:৩০, ৩১; যোয়েল ১:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন।

*উ* তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* এসো, পরমেশ্বরের সেবক যারা, তোমরা দেশবাসী সকলকে সমবেত কর, প্রভুর কাছে হাহাকার কর।

*উ* তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরিসেবক সাধু এফ্রেমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভু ৩-৪, ৯)

**খ্রিষ্টের ক্রুশই জগতের পরিত্রাণ**

আমাদের প্রভু মৃত্যু দ্বারা পদদলিত হলেন, তারপর কিন্তু তিনি নিজেও মৃত্যুকে পথের কাদা-মাটির মত পদদলিত করলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মৃত্যুর অধীন হলেন, মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন যেন মরতে অনিচ্ছুক সেই মৃত্যুকে ধ্বংস করতে পারেন। বস্তুত আমাদের প্রভু ক্রুশ বহন করে বেরিয়ে পড়লেন কেননা মৃত্যুই তাই চেয়েছিল। কিন্তু ক্রুশের উপরে তিনি—মৃত্যু প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেও—তাঁর চিৎকারে পাতাল থেকে মৃতদের বের করে আনলেন।

তিনি যে দেহ ধারণ করেছিলেন, মৃত্যু সেই দেহে তাঁকে হত্যা করল। তিনি কিন্তু একই অস্ত্রে মৃত্যুর উপর বিজয়ী হলেন। ঈশ্বরত্ব মানবতার ছদ্মবেশে মৃত্যুকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন মৃত্যু ঈশ্বরত্বকে নিহত করল ও মৃত্যু নিজেও নিহত হল।

মৃত্যু প্রাকৃতিক জীবন নিহত করল, কিন্তু অপ্রাকৃতিক জীবন দ্বারা নিহত হল। যেহেতু মৃত্যু দেহ ছাড়া বাণীকে কবলিত করতে পারত না, পাতালও মাংস ছাড়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারত না, সেজন্য তিনি কুমারীর কাছে এলেন যেন তাঁর গর্ভ থেকে দেহ-রথে চড়ে পাতালে যেতে পারেন। সেই ধারণ-করা দেহে তিনি পাতালে প্রবেশ করে তার যত ধন-ঐশ্বর্য উড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন।

খ্রিষ্ট সেই হবা থেকে আগত, যিনি সকল জীবদের জননী। হবা হলেন সেই আঙুরখেত যার বেষ্টনী তাঁর নিজেরই হাতে মৃত্যুর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল—ফলে তিনি মৃত্যুর ফল ভোগ করতে বাধ্য হলেন।

যিনি সকল জীবদের জননী, সেই হবা সকল জীবদের মৃত্যুর কারণ হলেন। তারপর সেই মারীয়াই প্রস্ফুটিত হলেন যিনি প্রাচীন হবার পক্ষে নব আঙুরলতা, আর তাঁর মধ্যে নবজীবন সেই খ্রিষ্টই আবাস স্থাপন করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, মৃত্যু তার সাধারণ নিশ্চয়তা ও স্পর্ধার সঙ্গে তাঁকে গ্রাস করতে তাঁর কাছে অগ্রসর হল। মৃত্যু কিন্তু বুঝতে পারল না যে, সে যে মরণশীল ফল খাচ্ছিল, তার মধ্যে জীবনই নিহিত। এ জীবনই সেই অচেতন ও অসতর্ক নরগ্রাসীর সমাপ্তি ঘটাল। মৃত্যু নির্ভয়েই সেই ফল গিলে ফেলল আর ফল জীবনকে ও জীবনের সঙ্গে সকল মানুষকেও মুক্ত করল।

আহা, কতই না পরাক্রমী সেই ছুতোরের ছেলে! সর্বগ্রাসী পাতালের উপর আপন ক্রুশ স্থাপন করে তিনি মানবজাতিকে জীবনের আবাসে স্থানান্তরিত করলেন। তাছাড়া, যেমন কাষ্ঠের কারণে মানবজাতি সেই অধোলোকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তেমনি একটা কাষ্ঠের উপরেই খ্রিষ্ট জীবনের আবাসে প্রবেশ করলেন। এজন্য যে কাষ্ঠে টক কলম দেওয়া হয়েছিল, সেই কাষ্ঠে এবার মিষ্ট কলম দেওয়া হল, আমরা যেন তাঁকেই চিনতে পারি যাঁর শক্তির সামনে কোন জীব দাঁড়াতে পারে না। তোমার গৌরব হোক! তুমি তো ক্রুশ দ্বারা মৃত্যুর উপরে একটা সেতু করে দিয়েছ। এ সেতুর উপর দিয়ে মানবাত্মা মৃত্যুলোক থেকে জীবনলোকে পার হতে পারে। তোমার গৌরব হোক! তুমি তো মরমানুষের দেহ পরিধান করে তা সকল মানুষের জীবন-উৎসে রূপান্তরিত করেছ। এখন তুমি সত্যিই জীবিত। যারা তোমাকে হত্যা করেছিল, তারা তোমার জীবনকে নিয়ে কৃষকদের মত ব্যবহার করল: তোমার জীবনকে গমের মতই মাটির গভীরে বুনল। কিন্তু সেখান থেকে সেই জীবন পুনঃপ্রস্ফুটিত হল ও নিজের সঙ্গে সকলকেই পুনরুত্থিত করল।

এসো, আমাদের ভক্তি মহা ও সার্বজনীন বলিরূপে উৎসর্গ করি, গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠি, ও তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি যিনি আপন ধন-ঐশ্বর্যে আমাদের সকলকে ধনবান করার জন্য ঈশ্বরের কাছে আপন ক্রুশ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৫৫-৫৬, ৫৭; ২ করি ৪:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি।

℣ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন। আল্লেলুইয়া।

℟ সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা জানি যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

℣ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১০:১-৩৩)

## কর্নেলিউসের দর্শন-লাভ

## পিতরের দর্শন-লাভ

কায়েসারিয়াতে কর্নেলিউস নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি 'ইতালীয়' সৈন্যদলের একজন শতপতি। তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে ছিলেন ভক্তপ্রাণ ও ঈশ্বরভীরু। তিনি ইহুদী জনগণের প্রতি যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং রীতিমত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন। একদিন বেলা তিনটের দিকে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের দূত তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলছেন, 'কর্নেলিউস।' তাঁর দিকে তাকিয়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ কী?' দূত তাঁকে বললেন, 'তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে। তুমি এখন যাফায় কয়েকজন লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে একজনকে—যে পিতর বলেও পরিচিত—এখানে ডাকিয়ে আন; সে শিমোন নামে একজন চামারের বাড়িতে বাস করছে, তার ঘর সমুদ্রের ধারে।' কর্নেলিউসের সঙ্গে যে দূত কথা বললেন, তিনি চলে গেলে কর্নেলিউস নিজের দু'জন দাসকে ও তাঁর খাস সৈন্যদের এমন একজনকে ডেকে পাঠালেন যে ধর্মপ্রাণ, আর তাদের কাছে এই সমস্ত কথা বলে যাফায় পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন তারা পথে যেতে যেতে যখন শহরের কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন পিতর আনুমানিক বারোটায় সেই সময়ের প্রার্থনা সেরে নেবার জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। তাঁর ক্ষুধা পেলে তিনি কিছুটা খেতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লোকেরা খাবারের ব্যবস্থা করার আগে তাঁর ভাবসমাধি হল। তিনি দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, এবং বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; আর তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী ও সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি। তারপর তাঁর কাছে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও।' কিন্তু পিতর বললেন, 'প্রভু, এমনটি না হোক! আমি কখনও অপবিত্র বা অশুচি কিছু খাই না।' তখন, দ্বিতীয়বারের মত, তাঁর কাছে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না।' এভাবে

তিনবার হল, পরে হঠাৎ সেই জিনিসটা আবার আকাশে তুলে নেওয়া হল। পিতর এই যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কী অর্থ হতে পারে, এবিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন, সেসময়ে কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা শিমোনের বাড়ি খোঁজ করার পর ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল; তারা ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল, শিমোন যাঁকে পিতর বলে, তিনি কি সেখানে ছিলেন কিনা। পিতর তখনও দর্শনের কথা ভাবছেন, সেসময়ে আত্মা বললেন, 'দেখ, কয়েকজন লোক তোমাকে খুঁজছে। ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।' পিতর নেমে গিয়ে সেই লোকদের বললেন, 'দেখ, তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে; কিসের জন্য এসেছ?' তারা বলল, 'শতপতি কর্নেলিউস, যিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি, ও সমস্ত ইহুদী জাতি যাঁর সুখ্যাতি করে, তিনি পবিত্র দূতের মধ্য দিয়ে এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে নিজের বাড়িতে আনবার ব্যবস্থা ক'রে আপনার নিজেরই মুখ থেকে কথা শোনেন।' তাই পিতর তাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন।

পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চললেন, যাফার ভাইদের মধ্যে কয়েকজনও তার সঙ্গে গেল। পরদিন তাঁরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলেন; কর্নেলিউস তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়ে সমবেত করে তাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। পিতর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে কর্নেলিউস এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন। কিন্তু পিতর তাঁকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বললেন, 'উঠুন; আমি নিজেও মানুষ।' তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক সমবেত আছে। তখন তিনি তাদের বললেন, 'আপনারা তো জানেন, অন্য জাতির কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা তার কাছে যাওয়া ইহুদীর পক্ষে বিধেয় নয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা উচিত নয়। এজন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোন আপত্তি না করে এসেছি। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে, আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?' কর্নেলিউস উত্তরে বললেন, 'আজ চার দিন হল, আমি এই সময়ের দিকে ঘরের মধ্যে বিকেল তিনটের প্রার্থনা সেরে নিচ্ছিলাম, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক পরা এক পুরুষ হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন; তিনি বললেন, কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য

হয়েছে, এবং তোমার অর্থদান সবই ঈশ্বরের চরণে স্মরণ করা হয়েছে। সুতরাং যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে সমুদ্রের ধারে শিমোন চামারের বাড়িতে থাকছে। এজন্য আমি দেরি না করে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম। আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। তাই এখন আমরা সকলে আপনার সামনে সমবেত আছি। প্রভু আপনাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, আমরা তা শুনব।'

**শ্লোক** - এফে ৩:৫-৬; কল ১:২৬-২৭

*প্র* সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে: যথা,

*উ* সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর জানাতে চাইলেন বিজাতীয়দের মধ্যে সেই রহস্যের গৌরবের ঐশ্বর্য কী— রহস্যটি স্বয়ং খ্রিষ্ট।

*উ* সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' থেকে পাঠ (১:৭-৮)

**খ্রিষ্টের ইচ্ছাই আমাদের জীবন-নিয়ম**

আমরা যখন শিখি যে মুক্তি হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি আমাদের মুক্ত করতে নিজেকেই মুক্তিমূল্য হিসাবে দান করলেন, তখন বুঝি যে তিনি প্রতিটি আত্মার মূল্য হয়ে মৃত্যু থেকে জীবনের উদ্দেশে নিজের জন্য আমাদের কিনে আমাদের অমরতা দান করলেন ও নিজের সম্পদ করে তুললেন। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিসাধকেরই সম্পদ, তখন এসো, প্রভুর অনুসরণ করি, যাতে করে আমাদের নিজেদের জন্য আর নয়, বরং যিনি আপন প্রাণের মূল্যে আমাদের কিনেছেন তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে পারি। বস্তুত আমরা

আর নিজেদের প্রভু নই: প্রভুই আমাদের কিনেছেন, আর আমরা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছি। অতএব এসো, তাঁরই ইচ্ছা আমাদের জীবন-নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করি।

যখন মৃত্যু তার নির্মম কর্তৃত্বে আমাদের অত্যাচার করত, তখন আমাদের মধ্যে পাপের বিধানই সবকিছু শাসন করত: এখন কিন্তু আমরা জীবনের উদ্দেশেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এ ন্যায্য যে, যিনি পরাক্রমী তাঁরই ইচ্ছা আমাদের শাসন করবে, যাতে আমরা পাপের কারণে জীবনদায়ী ইচ্ছা থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার মৃত্যুর অমঙ্গলকর কর্তৃত্বের অধীনে না পড়ি।

একথা আবার প্রভুর দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করে, যাঁর বিষয়ে পল বলেন, তিনি আমাদের পাস্কা ও যাজক: আমাদের জন্য সেই বলীকৃত খ্রিষ্ট সত্যিই আমাদের পাস্কা, আবার তিনিই সেই যাজক যিনি ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। *আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন* (এফে ৫:২)। এটি হোক আমাদের আদর্শ, আমরাও যেন আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্টকে অর্ঘ্য ও বলিরূপে ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে দেখে আমাদের নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো আমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা* (রো ১২:১)। বলিরূপে নিজেদের উৎসর্গ করার নিয়ম এ: এই যুগধর্মের অনুরূপ না হয়ে বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত করা, যেন নির্ণয় করা যেতে পারে *ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (রো ১২:২)। ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা এমন দেহে প্রকাশিত হতে পারে না, যে দেহ আত্মার বিধানের কাছে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেনি, *কেননা মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়* (রো ৮:৭)। সুতরাং মর্ত-অঙ্গগুলিকে দমন ক'রে ও সেগুলির কামনা-বাসনার বশীভূত হতে অস্বীকার ক'রে বিশ্বাসী মানুষ যদি আগে আপন মাংস জীবন্ত বলিরূপে উৎসর্গ না করে, তাহলে সে আপন জীবনাচরণে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ও নিখুঁত ইচ্ছা পালন করতে পারে না।

একই প্রকারে, খ্রিষ্ট যে আমাদের জন্য আপন রক্তে পাপার্থে বলি হয়েছেন, এতে আমরা উপলব্ধি করি, আমাদেরও আমাদের নিজেদের জন্য পাপার্থে বলি হতে হবে ও অঙ্গগুলি দমন করে নিজেদের আত্মাকে অমর করে তুলতে হবে।

যখন খ্রিষ্ট বিষয়ে বলা হয়, *তিনি ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব ও তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ* (হিব্রু ১:৩), তখন এ বচনের মধ্য দিয়ে আমরা অন্তরে অনুভব করি তাঁর ঐশমহিমা কতই না পূজনীয়। প্রকৃতপক্ষে পল পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে ও স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অতলান্ত ঐশ্বর্য তলিয়ে দেখেছিলেন; যা কিছু তাঁর কাছে দিব্যদর্শনের বস্তু হয়েও তবু অনুসন্ধান ও নিরীক্ষণের অতীত, তেমন কিছুর জ্যোতি মুখে ব্যক্ত করতে নিজেই অক্ষম মনে ক'রে তিনি যারা তাঁর রহস্য-জ্ঞানের অভিজ্ঞতা মেনে নিত, তাদের কাছে সেই সব কিছু বোঝাবার জন্য বিবিধ উদাহরণ যোগে সেগুলোর ইঙ্গিতমাত্রই দিতেন; তিনি ততখানি বলতেন, যতখানি তাঁর ভাষা চিন্তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারত।

শ্লোক - হিব্রু ১৩:২১; ২ মাকা ১:৪

প্র তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন;
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।
আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য তোমাদের মন উদার করুন,
উ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।
আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-১১)

**‘তোমাকে আবার নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে’**

আমি, যোহন, আর এক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন, তাঁর বসন মেঘ, তাঁর মাথার উপরে রঙধনু, তাঁর মুখ সূর্যের মত, তাঁর পা অগ্নিস্তম্ভের মত; তাঁর হাতে রয়েছে খোলা একটা ক্ষুদ্র পাকানো পুঁথি। ডান পা সমুদ্রের উপরে, ও বাঁ পা স্থলভূমির উপরে রেখে তিনি এমন উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করলেন, যা সিংহের গর্জনের মত। তিনি চিৎকার করলে সেই সাতটা বজ্রনাদ নিজ নিজ কণ্ঠ শোনাল। আর সেই সাতটা বজ্রনাদ কণ্ঠ শোনালে পর আমি যখন লিখতে যাচ্ছি, তখন শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলল, ‘সাতটা বজ্রনাদ যা কিছু বলল, তার উপর তুমি সীলমোহর মার, তা লিখে নিয়ো না।’ আর তখন সেই যে স্বর্গদূত, যাঁকে আমি সমুদ্রের উপরে ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়াতে দেখেছিলাম, তিনি ডান হাত স্বর্গের দিকে বাড়ালেন, আর যিনি চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন, যিনি আকাশ ও আকাশের মধ্যে যত কিছু এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু এবং সমুদ্র ও সমুদ্রের মধ্যে যত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর দিব্যি দিয়ে শপথ করে সেই স্বর্গদূত বললেন, ‘আর দেরি হবে না! যে দিনগুলিতে সপ্তম স্বর্গদূত নিজ কণ্ঠ শোনাবেন ও তুরি বাজাবেন, সেই দিনগুলিতে ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে, যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন।’

পরে, স্বর্গ থেকে আমি যে কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, তা আবার আমাকে উদ্দেশ করে বলল: ‘যাও, সমুদ্র ও স্থলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ওই স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই খোলা পাকানো পুঁথি নাও।’ সেই স্বর্গদূতকে গিয়ে আমি বললাম, ‘ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে আমাকে দিন।’ তিনি আমাকে বললেন, ‘এ গ্রহণ করে নিয়ে খাও; এ তোমার অন্ত্ররাজি

তিক্ত করে তুলবে, কিন্তু মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে।' তাই স্বর্গদূতের হাত থেকে ক্ষুদ্র পুঁথিটিকে গ্রহণ করে নিয়ে আমি তা খেলাম: মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল, কিন্তু তা গিলে ফেলার পর আমার অন্ত্ররাজিতে তার তিক্ততার স্বাদ পেলাম। তখন আমাকে বলা হল: 'বহু জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ সম্বন্ধে ও বহু রাজা সম্বন্ধে তোমাকে আবার নবীয় বাণী ঘোষণা করতে হবে।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ১০:৭; মথি ২৪:৩০ দ্রঃ

*প্র* যেদিন সেই তুরিধ্বনি শোনা যাবে, সেদিন ঈশ্বরের রহস্য সিদ্ধি লাভ করবে,
*উ* যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লেলুইয়া।
*প্র* তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে; তখন সকলে দেখতে পাবে,
মানবপুত্র আকাশের মেঘে করে সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন,
*উ* যেমনটি তিনি নিজ দাস সেই নবীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**সকলের জীবনের জন্য খ্রিষ্ট আপন দেহ দান করলেন**

প্রভু একথা বলেন, আমি সকলের জন্য মরতে যাচ্ছি যাতে আমার মধ্য দিয়ে সকলকেই উজ্জীবিত করতে পারি ও আমার মাংস-মূল্যে যেন সকলের মাংসের মুক্তি সাধন করতে পারি। কেননা মৃত্যু আমার মৃত্যুতেই মরবে, এবং সেই পতিত মানবস্বরূপ আমার সঙ্গে পুনরুত্থান করবে। এজন্যই আমি তোমাদের সদৃশ হলাম, অর্থাৎ আব্রাহামের বংশের মানুষ হলাম, যাতে সবদিক দিয়েই ভাইদের সদৃশ হতে পারি।

তেমন ঐশসঙ্কল্প সঠিকভাবে উপলব্ধি করে স্বয়ং পল বলেন, *যেহেতু সন্তানেরা একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন* (হিব্রু ২:১৪)।

কেননা মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, তাকে ও তার সঙ্গে সেই মৃত্যুকেও ধ্বংস করার জন্য কোন উপায় ছিল না, কেবল খ্রিষ্টের আত্মবলিদানই তো তেমন উপায়! মৃত্যু

সকলের উপর রাজত্ব করছিল বিধায় সকলের মুক্তির জন্য একজনমাত্রই নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

আমাদের জন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে উৎসর্গ করে খ্রিষ্ট সামসঙ্গীতে বলেন, *যজ্ঞ ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি, তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি আসছি* (সাম ৪০: ৭-৮ সত্তরী পাঠ্য)।

তাছাড়া তিনি সকলের হয়ে ও সকলের কারণে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাতে সকলের হয়ে একজন মরলে আমরা সকলেই তাঁর মধ্যে জীবন পেতে পারি। বস্তুতপক্ষে এমনটি ঘটতে পারত না যে, জীবন নিজেরই জন্য মৃত্যুর বশীভূত হবে বা ক্ষয়প্রাপ্তির অধীন হবে। আরও, খ্রিষ্ট যে জগতের জীবনের জন্য আপন মাংস উৎসর্গ করলেন, একথা আমরা তাঁর নিজের বাণীর ভিত্তিতেই জানি, *হে পবিত্র পিতা, তাদের রক্ষা কর* (যোহন ১৭:১১)। তিনি আরও বললেন, *তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি* (যোহন ১৭:১৯)। তিনি 'পবিত্রীকৃত' বলেন, অর্থাৎ কিনা, আমি নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে নিষ্কলঙ্ক সুগন্ধি বলিরূপেই নিজেকে নিবেদন করি। সেকালে তা-ই পবিত্রীকৃত হত ও পবিত্র বলা হত যা বিধান অনুসারে বেদির উপরে উৎসর্গ করা হত। সুতরাং খ্রিষ্ট সকলের জীবনের জন্য আপন দেহ দান করলেন, আর এইভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে নতুন জীবন জোড়-কলম করে সংযুক্ত করলেন। তিনি কীভাবে তা করলেন, আমি তা বলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

মাংসে বাস করার পর ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাণী মাংসকে তার স্বীয় মঙ্গলাবস্থায় তথা জীবনেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। মাংসের সঙ্গে অবর্ণনীয় ঐক্য স্থাপন করলেন, তাতে মাংসকে আপন জীবনেরই সহভাগী করে তুললেন। এজন্য যারা খ্রিষ্টের দেহের সহভাগী, সেই দেহ তাদের সঞ্জীবিত করে তোলে: মরণশীলদের মধ্য থেকে মৃত্যু ও ক্ষয়শীলদের মধ্য থেকে ক্ষয়শীলতা বের করে দেয়, কেননা সেই দেহ এমন প্রভাবের অধিকারী যা অবিরতই নবজন্মদান করে।

শ্লোক - যোহন ১০:১৪, ১৫, ১০

*প্র* আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি,

℣ তাদের জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিই। আল্লেলুইয়া।

℟ আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।

℣ তাদের জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিই। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১০:৩৪–১১:৪, ১৮)

## বিজাতীয়দের উপরে আত্মার আগমন

তখন পিতর কথা বলতে লাগলেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না; কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ন্যায় পালন করে, সে তাঁর গ্রহণীয় হয়। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে বাণী প্রেরণ করলেন, এবং তাদেরই কাছে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা এই শান্তির শুভসংবাদ বহন করা হল যে, ইনিই সকলের প্রভু।

যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে সমস্ত যুদেয়ায় সম্প্রতি কী ঘটেছে, আপনারা তা জানেন: অর্থাৎ, কেমন করে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আর তিনি ইহুদীদের সারা দেশে ও যেরুশালেমে যা করেছেন, আমরা নিজেরাই সেই সবকিছুর সাক্ষী; আবার, তারা তাঁকে এক গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, কিন্তু তৃতীয় দিনে ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আর তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বিষয়ে সকল নবী এ সাক্ষ্য দেন যে, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তাঁর নাম দ্বারা সে পাপক্ষমা লাভ করবে।'

পিতর তখনও কথা বলছেন, সেসময়ে যত লোক বাণী শুনছিল, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোক এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও সেই দান, পবিত্র আত্মাকেই বর্ষণ করা হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা শুনতে পাচ্ছিল, তাঁরা নানা ভাষায় কথা বলছেন ও

ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করছেন। তখন পিতর বললেন, ‘কেউ কি জল আটকাতে পারে যেন এই লোকদের বাপ্তিস্ম দেওয়া না হয়? তাঁরা তো আমাদেরই মত পবিত্র আত্মাকে পেয়েছেন।’ আর তিনি যিশু খ্রিষ্ট-নামে তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন। সবকিছু শেষে তাঁরা কয়েক দিন সেখানে থাকবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন।

প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; আর যখন পিতর যেরুশালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, ‘আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।’ তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন।

এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, ‘তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।’

**শ্লোক** - প্রেরিত ১০:৪০-৪১; ২:৩২

*প্র* ঈশ্বর তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও এমনটি দিলেন তিনি যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারেন—জাতির সকলের কাছে কিন্তু নয়, বরং ঈশ্বর আগে যাদের নিযুক্ত করেছিলেন, সেই সাক্ষীদেরই কাছে, অর্থাৎ এ আমাদেরই কাছে,

*উ* যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী,

*উ* যারা, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর, তাঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৫:৭)

## খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা

খ্রিষ্টের দ্বারা ভালবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে আমরা অনেক হয়েও একদেহ ও পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। *তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন* (এফে ২:১৪-১৫)। এজন্যই আমাদের একমন হওয়া উচিত; আর একটি অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই যেন তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটি অঙ্গ প্রশংসা পেলে সকল অঙ্গই যেন তার সঙ্গে আনন্দ করে।

প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন* (রো ১৫:৭)। আমরা যখন একমন হয়ে উঠি, একে অন্যের বোঝা বহন করি, *শান্তির বন্ধনে পবিত্র আত্মার একতা* রক্ষা করি (এফে ৪:৩), তখনই আমরা একে অন্যকে গ্রহণ করি। ঠিক এভাবেই ঈশ্বর খ্রিষ্টে আমাদের গ্রহণ করেছেন, কেননা যোহনের এ সাক্ষ্যবাণী অধিক সত্যাশ্রয়ী, অর্থাৎ পিতা *ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, আমাদের জন্য তাঁর আপন পুত্রকে দান করেছেন* (যোহন ৩:১৬)। তাঁকে আমাদের সকলেরই জীবনের মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে: এতে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি, মৃত্যু ও পাপ থেকেও মুক্তি পেয়েছি।

ঈশ্বরের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করে পল বলেন, ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা দেখাবার জন্যই খ্রিষ্ট হলেন পরিচ্ছেদিতদের দাস। ঈশ্বর ইহুদী কুলপতিদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একদিন তাঁদের বংশধরদের আশীর্বাদ করে আকাশের তারকারাজির মতই বহুসংখ্যক করে তুলবেন; এজন্য ঈশ্বর বলে যিনি নিখিল সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করেন, সেই বাণী-ঈশ্বর মাংসে আবির্ভূত হয়ে মানুষ হলেন। তিনি মাংসগত ভাবে এজগতে এলেন সেবা আদায় করার জন্য নয়, বরং সেবা করারই জন্য ও বহু মানুষের খাতিরে আপন প্রাণকে মুক্তিমূল্য রূপে দেবার জন্য।

তিনি নিজে বললেন, তিনি এসেছিলেন যাতে ইস্রায়েলকে দেওয়া যত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন। *আমি কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি*

(মথি ১৫:২৪)। ফলে পলের কথা তখন ঠিকই ছিল যখন তিনি বলেছিলেন, খ্রিষ্ট হলেন পরিচ্ছেদিতদের দাস, যাতে পূর্বপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন; তাছাড়া তিনি বলেছিলেন, স্বয়ং পিতা ঈশ্বর তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা পরিত্রাণ পেতে পারে, যাতে করে তারাও তাদের রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্তাকে সবকিছুর স্রষ্টা ও নির্মাতা বলে গৌরবান্বিত করতে পারে। এইভাবে ঈশ্বরের করুণা সকলের উপর প্রসারিত হওয়ার ফলে বিজাতীয়রাও সেই করুণার পাত্র হয়েছে ও খ্রিষ্টে নিহিত ঐশপ্রজ্ঞার রহস্যও আপন মঙ্গলকর সঙ্কল্প সাধনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কেননা যারা দূরে সরে গেছিল, তাদের স্থানে সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের করুণাগুণে পরিত্রাণ পেল।

**শ্লোক** - রো ১০:১২; আদি ১৭:৫

*প্র* ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু

*উ* তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমার নাম হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম।

*উ* তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-১৯)

## দুই সাক্ষী

### ঈশ্বরের বিচার

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] লম্বা লাঠির মত দেখতে একটা নল আমার হাতে দেওয়া হল, আর আমাকে বলা হল: 'ওঠ, ঈশ্বরের পবিত্রধাম ও যজ্ঞবেদি ও যারা তার মধ্যে উপাসনা করে, সেই সমস্ত মেপে নাও। কিন্তু পবিত্রধামের বাইরের প্রাঙ্গণ বাদ দাও, তার মাপও নিয়ো না, কারণ তা বিধর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে: তারা বিয়াল্লিশ মাস ধরে পবিত্র নগরীকে পায়ে মাড়িয়ে দেবে।

কিন্তু আমি এমনটি করব, যেন আমার দুই সাক্ষী চটের কাপড় প'রে এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে নিজেদের নবীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন।' এঁরা হলেন সেই দুই জলপাইগাছ ও দুই দীপাধার যা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যদি তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চায়, তাঁদের মুখ থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করবে। যে কেউ তাঁদের ক্ষতি ঘটাতে চাইবে, তাকে এভাবেই মরতে হবে। তাঁদের হাতে রয়েছে আকাশ রুদ্ধ করার ক্ষমতা, যেন তাঁদের নবীয় সেবাকর্মের দিনগুলিতে বৃষ্টি না পড়ে; আবার তাঁদের হাতে রয়েছে জল রক্তে পরিণত করার, এবং যতবার ইচ্ছা, পৃথিবীকে ততবার সবরকম আঘাতে আঘাত করার ক্ষমতা। তাঁরা নিজেদের সাক্ষ্যদান সমাপ্ত করার পর, অতল গহ্বর থেকে উঠে আসা সেই পশুটা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এবং তাঁদের পরাস্ত করে হত্যাও করবে। তাঁদের মৃতদেহ এখন সেই মহানগরীর সদর রাস্তায় পড়ে আছে, যে নগরীর সঙ্কেত-নাম হল সদোম বা মিশর—তাঁদের প্রভুকে সেইখানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। যত জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষ সাড়ে তিন দিন ধরে তাঁদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে, আর তাঁদের

মৃতদেহের সমাধি দিতে দেয় না। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁদের দশায় আনন্দিত, ফুর্তি করে, একে অন্যের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করে, কারণ এই দুই নবী পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ছিলেন জ্বালাযন্ত্রণা স্বরূপ।

কিন্তু সেই সাড়ে তিন দিন পর ঈশ্বর থেকে নির্গত এক প্রাণবায়ু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তাঁরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; আর যারা তাঁদের দেখতে পেল, তাদের উপরে ভীষণ আতঙ্ক নেমে এল। তখন তাঁরা শুনতে পেলেন, স্বর্গ থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠ তাঁদের বলছে, 'এখানে উঠে এসো'; আর তাঁদের শত্রুরা তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা মেঘে করে স্বর্গে উঠে গেলেন।

একই ক্ষণে এমন মহাভূমিকম্প হল, যা নগরীর দশ ভাগের এক ভাগের পতন ঘটাল: সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ মারা পড়ল, আর বাকি সকলে ভয়ে অভিভূত হয়ে স্বর্গেশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

দ্বিতীয় 'সর্বনাশ' গেল; দেখ, তৃতীয় 'সর্বনাশ' শীঘ্রই আসছে।

সপ্তম স্বর্গদূত তুরি বাজালেন, আর হঠাৎ স্বর্গে উদাত্ত নানা কণ্ঠ চিৎকার করে বলল:

'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল:
তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!'

তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ, যাঁরা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন, তাঁরা উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করলেন:

'প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে,
আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,
কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে
রাজ্যভার গ্রহণ করলে।
বিজাতি সকল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল,
কিন্তু তোমারই ক্রোধ এসে গেছে,
এসে গেছে মৃতদের বিচারিত হওয়ার সময়,
তোমার দাস সেই নবী ও পবিত্রজন যারা,

ছোট-বড় যারা ভয় করে তোমার নাম,
তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময়,
এবং পৃথিবীকে যারা বিনাশ করছে,
তাদের বিনাশ করার সময় এসে গেছে।'

তখন ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা গেল; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১১:১৫; দা ৭:২৭ দ্রঃ

*প্র* জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল:
*উ* তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।
*প্র* তাঁর রাজ্য হবে সনাতন রাজ্য, বিশ্বের যত কর্তৃত্ব তাঁকে সেবা করবে ও তাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।
*উ* তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৩৭:১৬)

**স্বর্গীয় নগরীর শাশ্বত আনন্দের প্রতীক্ষায় আছি**

প্রাচীন ভাববাণী অনুসারে খ্রিষ্ট এলেন: নবীরা যা কিছু পূর্বঘোষণা করেছিলেন, তা তাঁর জন্ম, জীবন, কথা ও কাজকর্মে, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণে পূর্ণতা লাভ করে। তিনি পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন ও সেই ভক্তদের অন্তর পূর্ণ করেন যাঁরা প্রতিশ্রুত সান্ত্বনাদানকারীর ব্যাকুল ও গভীর প্রত্যাশায় একস্থানে সমবেত ছিলেন।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ামাত্রই তাঁরা সকল দেশের ভাষায় কথা বলতে লাগেন, সাহসের সঙ্গে ভুলধারণা খণ্ড করেন, শুভসংবাদের পরিত্রাণদায়ী বাণী প্রচার করেন, প্রাক্তন জীবনের পাপের জন্য তপস্যা করতে আহ্বান করেন, ঐশঅনুগ্রহের মঙ্গলময়তা প্রতিজ্ঞা করেন। ঐশপ্রেম ও সত্যধর্ম প্রচার উপযুক্ত চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজে প্রমাণিত হয়। অবিশ্বাসীদের তীব্র ক্রোধ তাঁদের উপর প্রচণ্ড ভাবে জ্বলে ওঠে, তাঁরা

কিন্তু যা ঘটবে ব'লে বলে দেওয়া হয়েছিল তা সহ্য করেন, যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল তা প্রত্যাশা করেন, যা তাঁদের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছিল তা প্রচার করেন। স্বল্প সংখ্যায় তাঁরা সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হন, অধিক সহজেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ধর্মান্তরিত করেন, শত্রুদের মাঝে তাঁদের শক্তি বাড়ে, নির্যাতনের ফলে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, ও নিপীড়নের কষ্টের কারণে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। একদিন যাঁরা ছিলেন নিরক্ষর ও অল্পসংখ্যক নিম্নশ্রেণির মানুষ, তাঁদের উদ্বুদ্ধ, সম্মানিত, বহুসংখ্যক করা হয়, ফলে তাঁরা এখন উজ্জ্বল মেধা ও শিক্ষাপূর্ণ বাক্‌শক্তির পরিচয় দেন, এমনকি তাঁরা অন্য সুবক্তা, আচার্য ও মেধাবী মানুষের অসাধারণ গুণাবলি খ্রিষ্টের বশীভূত ক'রে তাদের পরিত্রাণ-প্রচারকে রূপান্তরিত করেন।

আপদে-বিপদে তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে ধৈর্য ও সুবুদ্ধি অনুশীলন করেন। যখন জগৎ নিঃশেষের দিকে যায় ও আপন নীচতার মধ্য দিয়ে সমাপ্তির চরম লগ্ন পূর্বনির্দেশ করে, তখন তাঁরা স্বর্গীয় নগরীর শাশ্বত আনন্দের প্রত্যাশায় আস্থার মহত্তর কারণ খুঁজে পান, কেননা এসব ঘটনার কথা আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে খ্রিষ্টমণ্ডলীর বিরুদ্ধে ধর্মহীন ও বিশ্বাসহীন জাতি কোলাহল করছে। মণ্ডলী কষ্টভোগ ক'রে ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হিংস্রতার মাঝে অবিচল বিশ্বাস স্বীকার ক'রে তাদের সকলের উপর বিজয়ী হয়।

দীর্ঘকাল ধরে বহু ঐশপ্রকাশ ও প্রতিশ্রুতির প্রতীকমূলক আবরণে যা আবৃত ছিল, নতুন বলিদানের সত্য এবার প্রকাশিত: তার দৃষ্টান্ত সেই যে প্রাচীন বলিদান খসে পড়ে ধ্বংসিত মন্দিরের প্রাচীরের সঙ্গে। ইহুদী জাতিও অবিশ্বাসের কারণে পরিত্যক্ত ও আপন দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্ত হয়; তারা কিন্তু নিজেদের সঙ্গে সর্বত্রই পবিত্র শাস্ত্র বয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্য মণ্ডলীর সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারাই প্রচারিত হবে যাদের অবিশ্বাসের কথাও পূর্বঘোষিত: তাতে কেউই বলতে পারবে না, আমরা নিজেরাই উপযুক্ত সময়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী বানিয়েছি।

ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অনুসারে ক্রমে ক্রমে যত মন্দির, অপদূতদের মূর্তি ও কুসংস্কার ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। পুণ্য ধর্মবিশ্বাস যাচাই করতে তাঁর আপন নামের ছদ্মবেশে খ্রিষ্টের বিরুদ্ধে বহু বহু ভ্রান্তমত দেখা দিচ্ছে—যেইভাবে তিনি নিজেই বলে দিয়েছিলেন।

এসব কিছু যেইভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সেইভাবেই পূর্ণতা লাভ করছে; বাকিগুলোর বেলায় আমরা তাদের সিদ্ধির অপেক্ষায় রয়েছি। অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষী ও ইহজীবনের সঙ্কীর্ণতায় নিরাশ হয়েও কোন্ মানববুদ্ধি এ দিব্য অধিকারের অগম্য আলোর সঙ্গে সংগ্রাম করতে সাহস করবে?

**শ্লোক** - প্রকাশ ২১:১, ২, ১২, ১৪

*প্র* আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম; আবার দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম:

*উ* তার দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

*উ* তার দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১১:১৯-৩০)

## আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

এদিকে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও কিরেনের কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। তেমন কথা যেরুশালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে যুক্ত হল। পরে তিনি শৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রিষ্টিয়ান' নামে অভিহিত করা হল।

সেসময় কয়েকজন নবী যেরুশালেম থেকে আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে আগাবস নামে একজন ছিলেন; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আত্মার আবেশে বলে দিলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে—পরে তা ক্লাউদিউসের আমলেই দেখা দিল। শিষ্যেরা স্থির করল, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে যুদেয়াবাসী ভাইদের কাছে সাহায্য পাঠিয়ে দেবে; আর সেইমত কাজ করল: বার্নাবাস ও শৌলের হাত দিয়ে তারা প্রবীণবর্গের কাছে তা পাঠিয়ে দিল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১১:২০-২১; ৪:৩৩ দ্রঃ

*প্র* তাঁরা প্রভু যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করলেন, ও প্রভুর হাত তাঁদের সঙ্গে ছিল;

℣ তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

℟ প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন;

℣ তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' থেকে পাঠ (১:৮-৯)

## খ্রিষ্টবিশ্বাসী অন্য খ্রিষ্ট

সাধু পল সকলের চেয়ে গভীরতম ভাবে জানতে পেরেছেন খ্রিষ্ট কে, এবং যা কিছু তিনি নিজে সহ্য করলেন তার ভিত্তিতে তিনি বর্ণনা করলেন, যে কেউ খ্রিষ্টনাম থেকে নাম গ্রহণ করে তার কী ধরনের মানুষ হওয়া উচিত: তিনি এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তাঁর অনুকরণ করলেন যে নিজের মধ্যে স্বয়ং খ্রিষ্টকে দেখাতে পারলেন। এমনকি, তাঁর সেই সূক্ষ্ম অনুকরণ গুণে তিনি আপন আত্মাকে সেই দিব্য আদর্শে এমনভাবে রূপান্তরিত করলেন যে মনে হচ্ছিল যেন পল নয়, স্বয়ং খ্রিষ্টই কথা বলেন—নিজের মধ্যে ভাল কী আছে তা ভাল করে জানতেন বিধায় তিনি নিজে বললেন, *যেহেতু তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা* (২ করি ১৩:৩), জেনে রেখ, *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

তাছাড়া তিনি আবিষ্কার করলেন খ্রিষ্ট নামে কী শক্তি না সঞ্চিত: তিনি খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করেন; তিনি আবার বলেন, খ্রিষ্ট এমন শান্তি ও আলো যেখানে ঈশ্বর বাস করেন; খ্রিষ্ট আমাদের পাপার্থে বলি ও মুক্তিমূল্য, মহাযাজক, আত্মার পাস্কা ও প্রায়শ্চিত্তাসন, ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব, তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ, বিশ্বস্রষ্টা, আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, শৈল ও জল, বিশ্বাসের ভিত্তি, সংযোগপ্রস্তর ও অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, শক্তিশালী ঈশ্বর, আপন দেহমণ্ডলীর মাথা ও নবসৃষ্টির প্রথমজাত, শান্তিতে নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথমফসল ও মৃতদের প্রথমজাত, বহুভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ, গৌরব ও সম্মানে পরিবৃত একমাত্র পুত্র, গৌরবের প্রভু, সৃষ্টির আদি ও ধর্মরাজ, ফলে শান্তিরাজ,

বিশ্বরাজ, এমন রাজ্যের অধিকারী যা সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ নামগুলি ছাড়া তিনি খ্রিষ্টের বেলায় এধরনের আর অন্য কতগুলি নাম ব্যবহার করলেন যার ফলে সেগুলির সংখ্যাও দেওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু, নামগুলির বিবিধ অর্থ যুক্ত করলে বা সেগুলির মধ্যে তুলনা করলে তবে খ্রিষ্টনামের আশ্চর্যময় প্রতাপ প্রকাশিত হয়; তাছাড়া আমাদের আত্মা ও মনের পক্ষে যতখানি সম্ভব, কথা যা বর্ণনা করতে অক্ষম খ্রিষ্টের সেই মাহাত্ম্যও ততখানি ব্যক্ত হয়।

সুতরাং, যখন প্রভুর কৃপা আমাদের কাছে সবচেয়ে মহান ও দিব্য নাম প্রকাশ করেছে, এমনকি খ্রিষ্টিয়ান বলে নিজেদের অভিহিত ক'রে আমরা যখন খ্রিষ্টেরই আপন নামে অলঙ্কৃত হয়েছি, তখন প্রয়োজন আছে, যে সকল নাম তাঁকে নির্দেশ করে, সেই সকল নাম আমাদের মধ্যেও প্রকাশিত হোক, যাতে মনে না হয় আমরা মিথ্যায়ই খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত, বরং জীবনাচরণেই যেন তার সাক্ষ্যদান করি।

**শ্লোক** - সাম ৫:১২; ৮৯:১৬-১৭

*প্র* তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক, তারা নিত্যই করুক আনন্দগান। তুমি রক্ষা কর তাদের!

*উ* যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তারা তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলে, প্রভু; তোমার নামেই তারা আনন্দে মেতে থাকে সারাদিন ধরে;

*উ* যারা তোমার নাম ভালবাসে, তারা যেন তোমাতে উল্লাস করতে পারে। আল্লেলুইয়া।

**পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল - ৪র্থ সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৮)

### নারী ও নাগদানবের মহাচিহ্ন

এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিং ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা; আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার

দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল :

‘আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট, কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।’

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের পাখা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে ‘এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল’ ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যিশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

তখন নাগদানবটা গিয়ে সমুদ্রের ধারে দাঁড়াল।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১২:১১-১২; ২ মাকা ৭:৩৬ দ্রঃ

*প্র* তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা, কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!

*উ* তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু! আল্লেলুইয়া।

*প্র* ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেল অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার।

*উ* তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু! আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (১-৩)

**খ্রিষ্টে মণ্ডলী সাক্রামেন্তই যেন**

**বা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের চিহ্ন**

যেহেতু খ্রিষ্ট হলেন সর্বজাতির আলো, সেজন্য পবিত্র আত্মায় সমবেত হয়ে এ পুণ্যতম মহাসভা নিখিল সৃষ্টজীবদের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে মণ্ডলীর শ্রীমুখে উজ্জ্বল সেই খ্রিষ্টের আলো দ্বারা সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করতে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আর যেহেতু খ্রিষ্টে মণ্ডলী হল ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন ও গোটা মানবজাতির একতার সাক্রামেন্তই যেন, অর্থাৎ তেমন মিলন ও একতার চিহ্ন ও উপায়, সেজন্য পূর্ববর্তী মহাসভাগুলোর প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন ক'রে সে আপন ভক্তদের কাছে ও বিশ্বজগতের কাছে আপন স্বরূপ ও বিশ্বজনীন প্রেরণকর্ম আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে অভিপ্রায় করে। এ যুগের পরিস্থিতি মণ্ডলীর এ কর্তব্যকে এমন জরুরী প্রেরণায় চিহ্নিত করে, যেন আজকালের সামাজিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক বিবিধ বন্ধনে ঘনিষ্ঠতর ভাবে আবদ্ধ সকল মানুষ খ্রিষ্টে পূর্ণ একতাও লাভ করতে পারে।

সনাতন পিতা আপন প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তার স্বাধীন ও রহস্যাবৃত সঙ্কল্প অনুযায়ী নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ঐশজীবনের সহভাগিতায় উন্নীত করবেন বলে স্থির করেছেন, তারা আদমে পতিত হলে তিনি তাদের ত্যাগ করেননি, বরং সেই মুক্তিসাধক খ্রিষ্টের লক্ষ্যে *যিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত*

(কল ১:১৫), পরিত্রাণের উদ্দেশে তাদের সর্বদাই সাহায্য দান করেছেন। কেননা সকল মনোনীতজনের বেলায় পিতা অনাদিকাল থেকে যাদের জানতেন, *তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন* (রো ৮:২৯)। যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তিনি তাদের পবিত্র মণ্ডলীতে আহ্বান করতে চাইলেন—সেই যে মণ্ডলী জগতের সূচনা থেকে দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান হয়ে, ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে ও প্রাক্তন সন্ধিতে অপরূপভাবে প্রস্তুতিপ্রাপ্ত হয়ে, চরমকালে স্থাপিত হয়ে আত্মার বর্ষণে প্রকাশিত হয়েছে ও কালের সমাপ্তিতে সগৌরবে সিদ্ধিলাভ করবে। পুণ্য পিতৃগণ যেমন লিখেছেন, সেই সমাপ্তিকালেই ধার্মিক আবেল থেকে শুরু ক'রে মনোনীতজনদের শেষজন পর্যন্ত সকল ধার্মিক মানুষ সার্বজনীন মণ্ডলীতে পিতার কাছে সংগৃহীত হবে।

একসময় পুত্র এসেছেন—তিনি প্রেরিত হলেন সেই পিতা দ্বারা যিনি তাঁরই মধ্যে জগৎসৃষ্টির আগেই আমাদের মনোনীত করে রেখেছেন ও আগে থেকেই স্থির করেছেন তাঁর নিজের সন্তান বলে আমাদের গ্রহণ করবেন, কেননা সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করতে চেয়েছেন। সেজন্য খ্রিষ্ট পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সূচনা করেছেন ও তাঁর রহস্য আমাদের কাছে অনাবৃত করেছেন, এবং তাঁর আপন বাধ্যতায় মুক্তি সাধন করেছেন। মণ্ডলী, অর্থাৎ খ্রিষ্টের রাজ্য যা ইতিমধ্যে রহস্যাকারে উপস্থিত, ঈশ্বরের শক্তিগুণে সেই মণ্ডলী জগতে দৃশ্যগত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ সূচনা ও বৃদ্ধি প্রতীকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর উন্মুক্ত পাশ থেকে নিঃসৃত রক্ত ও জল দ্বারা, এবং পূর্বঘোষিত হয়েছে আপন ক্রুশমৃত্যু সম্বন্ধে প্রভুর এ বাণী দ্বারা: *আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩২)।

যতবার সেই ক্রুশের বলিদান যেখানে *আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* (১ করি ৫:৭) বেদির উপরে অনুষ্ঠিত হয়, ততবার আমাদের মুক্তিকর্ম সাধিত হয়। সেইসঙ্গে পবিত্রিত রুটি-সাক্রামেন্তে ব্যক্ত হয় ও বাস্তব হয়ে ওঠে সেই ভক্তদের একতা যারা খ্রিষ্টে একদেহ বলে গঠিত। খ্রিষ্টের সঙ্গে এই মিলনের উদ্দেশে সকল মানুষ

আহূত, কেননা তিনিই জগতের আলো, তাঁরই কাছ থেকে আমরা উদ্গত, তাঁরই গুণে আমরা জীবিত, তাঁরই দিকে আমরা ধাবিত।

**শ্লোক** - প্রকাশ ২১:২; ৫:৮-৯; ১৪:৩; সাম ৪৮:২ দ্রঃ

*প্র* আমি দেখতে পেলাম : নতুন যেরুশালেম পবিত্রজনদের প্রার্থনায় অলঙ্কৃতা ও বিভূষিতা।

*উ* সেখানে সকল পবিত্রজন নতুন সঙ্গীত গান করেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে, আপন পবিত্র পর্বতে প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়।

*উ* সেখানে সকল পবিত্রজন নতুন সঙ্গীত গান করেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১২:১-২৩)

## পিতরকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

প্রায় সেই একই সময় হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে উৎপীড়ন করতে শুরু করলেন: তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করালেন। এতে ইহুদীরা খুশি হল দেখে তিনি পিতরকেও গ্রেপ্তার করালেন। তখন খামিরবিহীন রুটি পর্বের সময় ছিল। তিনি তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখলেন, এবং তাঁকে পাহারা দেবার দায়িত্ব চার প্রহরী দলের উপর তুলে দিলেন: প্রতিটি দলে থাকবে চারজন সৈন্য। তিনি মনে করছিলেন, পাস্কার পরেই তাঁকে জনগণের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। যত সময় পিতর কারারুদ্ধ ছিলেন, তত সময় ধরে মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরামহীন প্রার্থনা করতে থাকল। যেদিন তাঁর বিচার হেরোদের করার কথা, তার আগের রাতে পিতর দু'জন সৈন্যের মাঝখানে দু'টো শেকলে আবদ্ধ হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ও কয়েকজন প্রহরী দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই ওঠ!' আর পিতরের হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। দূত আবার তাঁকে বললেন, 'কোমরে বন্ধনী বেঁধে নাও, জুতো পর।' তিনি তা করলে পর দূত তাঁকে বললেন, 'গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, আমার পিছু পিছু এসো।' তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলেন; দূত যা কিছু করছেন, তা যে বাস্তব, তিনি তখনও তা বুঝতে পারেননি, ভাবছিলেন, তিনি কোন এক দর্শনই পাচ্ছেন।

তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরী দলকে অতিক্রম ক'রে শহরে যাওয়ার লোহার ফটকের কাছে এলেন; ফটকটা আপনা থেকেই তাঁদের সামনে খুলে গেল, আর তাঁরা বেরিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার শেষ মাথায় যাওয়ার পর হঠাৎ দূত তাঁর কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন পিতরের চেতনা এল, তিনি বললেন, 'এখন আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু নিজের দূত পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে ও ইহুদী জাতির সমস্ত প্রত্যাশা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন।' ব্যাপারটা বিবেচনা করার পর তিনি মারীয়ার বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনেরই মা। সেখানে অনেকে সমবেত হয়ে

প্রার্থনা করছিল। তিনি বাইরের দরজায় ঘা দিলে রোদা নামে একজন দাসী শুনতে এল, এবং পিতরের গলা চিনে সে আনন্দে দরজা না খুলে বরং ভিতরে ছুটে গিয়ে সংবাদ জানাল, দরজার বাইরে পিতর দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তাকে বলল, 'পাগল না কি?' কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতে থাকল যে কথাটা সত্য। তখন তারা বলল, 'উনি পিতরের [রক্ষী] দূত।' এদিকে পিতর দরজায় ঘা দিতে থাকছিলেন; আর যখন তারা দরজা খুলে তাঁকে দেখতে পেল, তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তিনি হাত তুলে চুপ করার জন্য ইশারা দিলেন, এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাদের কাছে তার বর্ণনা দিলেন; শেষে বললেন, 'তোমরা যাকোবকে ও সমস্ত ভাইকে সংবাদ দাও।' পরে বাইরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

সকাল হতে সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা দিল: পিতরের কী হল? হেরোদ তাঁর খোঁজাখুঁজি করানোর পরেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, তখন কারারক্ষীদের জেরা করে হুকুম দিলেন, তাদের মেরে ফেলা হোক; তারপর যুদেয়া ছেড়ে কায়েসারিয়ায় গিয়ে সেইখানে থাকলেন।

তিনি তুরস ও সিদোনের লোকদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা কিন্তু একমত হয়ে তাঁর কাছে এল, এবং রাজভবনের অধ্যক্ষ ব্লাস্তসের সমর্থন জয় ক'রে তাঁরই দ্বারা শান্তিস্থাপনের জন্য আবেদন জানাল, কারণ সমস্ত খাদ্য-সামগ্রীর জন্য তাদের অঞ্চল রাজার এলাকার উপরেই নির্ভর করত। নির্ধারিত দিনে হেরোদ রাজপোশাক পরে ও রাজমঞ্চে আসীন হয়ে তাদের কাছে একটা ভাষণ দিলেন। তখন লোকেরা জয়ধ্বনি তুলে বলতে লাগল, 'এ দেবতারই কণ্ঠ, মানুষের নয়!' আর প্রভুর দূত ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে আঘাত হানলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করলেন না; আর তিনি কৃমি-বিকারে মারা গেলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ১২:৭ দ্রঃ

প্ল ওঠ, পিতর, গায়ে চাদর জড়িয়ে নাও, বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য অন্তরে সাহস ধর,

উ কেননা তোমার হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। আল্লেলুইয়া।

℣ প্রভুর এক দূত হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন, আর কারাকক্ষটা আলোয় ভরে উঠল। দূত পিতরের কাঁধে নাড়া দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, শীঘ্রই ওঠ,

℟ কেননা তোমার হাত থেকে শেকল খসে পড়ল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৩:১-২, ৪)

**খ্রিষ্টই দিবস**

খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পাতালের দ্বার উন্মোচিত, মণ্ডলীর নবজন্মপ্রাপ্তদের মধ্য দিয়ে মর্ত নবায়িত, পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে স্বর্গ উন্মুক্ত। দ্বার উন্মোচিত ক'রে পাতাল মৃতদের ফিরিয়ে দেয়, নবায়িত মর্ত পুনরুত্থিত মানুষকে অঙ্কুরিত করে, উন্মুক্ত স্বর্গ আরোহীদের গ্রহণ করে।

তাই দস্যু পরমদেশে আরোহণ করে, পবিত্রজনদের দেহ পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করে, মৃতেরা জীবিতদের মাঝে ফিরে যায়: খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে নিখিল সৃষ্টি উচ্চতর পর্যায় উন্নীত হয়।

পাতাল আপন বন্দিদের ঊর্ধ্বলোকের কাছে ফিরিয়ে দেয়, মর্ত আপন সমাহিতদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেয়, স্বর্গ যাদের গ্রহণ করে তাদের প্রভুর কাছে উপনীত করে: একমাত্র ও একই কাজে ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ মানুষকে অতল থেকে উন্নীত করে, ভূতল থেকে জাগিয়ে তোলে, ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কেননা খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল মৃতদের জন্য জীবন, পাপীদের জন্য ক্ষমা, পবিত্রজনদের জন্য গৌরব। সেজন্য ধন্য নবী নিখিল সৃষ্টিকে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের পর্বোৎসবে আমন্ত্রণ করেন: তিনি বলেন, এই যে দিন স্বয়ং প্রভু গড়লেন, এদিনে মেতে ওঠা ও আনন্দ করা বাঞ্ছনীয় (সাম ১১৮:২৪ দ্রঃ)।

খ্রিষ্টের আলো হল নিশিহীন দিন, অন্তহীন দিন। খ্রিষ্ট নিজেই যে এইদিন, তা প্রেরিতদূতের কথায় ব্যক্ত: *রাত এগিয়ে গেল, দিন কাছে এসে গেছে* (রো ১৩:১২ লাতিন পাঠ্য)। তিনি বলেন 'রাত এগিয়ে গেল,' রাত যে আরও এগিয়ে যাবে তেমন কথা তিনি বলেন না: এতে তুমি বুঝতে পারবে, খ্রিষ্টের আলোর আগমনে তোমাকে

শয়তানের অন্ধকার দূর করতে হবে, পাপের তমসা আর অনুসরণ করতে হবে না, সেই উজ্জ্বল জ্যোতিতে অতীতের ঘন কুয়াশা ঘুচিয়ে দিতে হবে, পাপময় উত্তেজনা প্রতিরোধ করতে হবে।

পুত্র নিজেই হলেন সেই দিন, যাঁর উপরে অনাদি-দিন-পিতা নিজের ঈশ্বরত্ব-সূর্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করেন। এমনকি, আমি বলছি, তিনি নিজেই সেই দিন যিনি শলোমনের মুখ দিয়ে বলেন, *আমি আকাশের বুকে একটা অনির্বাণ আলোর উদয় ঘটিয়েছি* (সিরা ২৪:৬ লাতিন পাঠ্য)।

সুতরাং যেমন স্বর্গীয় দিনের পরে রাতের উদয় হয় না, তেমনি খ্রিষ্টের ধর্মময়তার পরেও পাপময় অন্ধকারের উদয় হয় না। কেননা স্বর্গীয় দিন নিত্যই উজ্জ্বল, আলোময় ও দীপ্তিমান থাকে, কোন অন্ধকার সেই দিনকে অন্ধকারভুক্ত করতে পারে না। একইভাবে খ্রিষ্টের আলো নিত্যই জ্যোতির্ময়, তেজীয়মান ও প্রভাময়, আর অপকর্মের কোন কালিমা সেই আলো গ্রাস করতে পারে না; এজন্যই সুসমাচার-রচয়িতা যোহন বলেন, *অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস, অন্ধকার সেই আলো বশীভূত করতে পারেনি* (যোহন ১:৫ দ্রঃ)।

অতএব ভ্রাতৃগণ, এ পবিত্র দিনে আমাদের মেতে উঠতে হবে। পাপের বিষয়ে সচেতন হয়েও কেউই যেন সর্বসাধারণ আনন্দ থেকে পিছিয়ে না যায়, অপরাধের ভারেও কেউই যেন সর্বপালিত উপাসনা থেকে দূরে না থাকে। যতই পাপী হোক না কেন, এদিনে কেউই ক্ষমালাভে নিরাশ হতে পারেই না, কেননা এদিন বিশেষ গুণমণ্ডিত দিন। যখন দস্যুও স্বর্গের যোগ্য হয়েছে, তখন কেন খ্রিষ্টভক্তজন ক্ষমালাভের যোগ্য হবে না?

## শ্লোক

*প্র* প্রভুর অপার সৌন্দর্য তারকারাজির ঊর্ধ্বে উন্নীত, তাঁর শোভা মেঘলোকে বিরাজিত,

*উ* তাঁর নাম চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঊর্ধ্বলোকের এক প্রান্ত থেকে তাঁর উদয়, ঊর্ধ্বলোকের অপর প্রান্তে তাঁর দৌড়।

*উ* তাঁর নাম চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-১৮)

### সেই দু'টো পশু

আর আমি দেখতে পেলাম, সমুদ্রের মধ্য থেকে একটা পশু উঠছে: তার দশটা শিং ও সাতটা মাথা; শিংগুলিতে দশটা কিরীট, এবং এক একটা মাথায় একটা করে ঈশ্বরনিন্দাজনক একটা নাম। সেই যে পশুকে আমি দেখতে পেলাম, সে চিতাবাঘের মত, তার পা ভালুকের পায়ের মত, ও মুখ সিংহের মুখের মত। নাগদানবটা তার নিজের পরাক্রম, সিংহাসন ও মহা অধিকার তাকেই দিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল, তার মাথাগুলোর একটা যেন মারাত্মক আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, কিন্তু তার সেই মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল। গোটা পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে তার পিছু পিছু চলতে লাগল; আর মানুষেরা নাগদানবের সামনে প্রণিপাত করল, কারণ সে তার নিজের অধিকার সেই পশুকে দিয়েছিল; তারা এই বলে পশুটার সামনে প্রণিপাত করল: 'কে পশুটার মত? আর তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সাধ্য কার্?' পশুটাকে এমন এক মুখ দেওয়া হল, যা উদ্ধত কথা ও ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করে; তাকে বিয়াল্লিশ মাস ধরে কাজ চালাবার অধিকারও দেওয়া হল। আর সে ঈশ্বরকে নিন্দা করার জন্য মুখ খুলল, তাঁর নাম ও তাঁর তাঁবু নিন্দা করতে লাগল, তাঁদেরও নিন্দা করতে লাগল, স্বর্গে যাঁদের তাঁবু। তাকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, তাদের জয়ও করতে পারে; প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা ও দেশের মানুষের উপরে কর্তৃত্বও তাকে দেওয়া হল। আর পৃথিবীর সকল অধিবাসী তাকে পূজা করবে, অর্থাৎ তারাই, জগৎপত্তনের সময় থেকে যাদের নাম বলীকৃত সেই মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা নেই। যার কান আছে, সে শুনুক: বন্দিদশার পাত্র বন্দিদশার হাতে, খড়্গাজনিত মৃত্যুর পাত্র খড়্গাজনিত মৃত্যুর হাতে: এজন্যই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস থাকা চাই! পরে আমি দেখতে পেলাম, আর

একটা পশু স্থলভূমির মধ্য থেকে উঠে আসছে: মেষশাবকের মত তার দু'টো শিং, কিন্তু নাগদানবের মত কথা বলত। সে ওই প্রথম পশুর সমস্ত কর্তৃত্ব তার সাক্ষাতে অনুশীলন করে; এবং সেই যে প্রথম পশু, যার মারাত্মক ঘা সেরে গেছিল, এই পশুটা পৃথিবীকে ও তার অধিবাসীদের তাকে পূজা করতে বাধ্য করে। সে মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করে; এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর উপরে আগুন নামায়। এইভাবে সেই পশুর সামনে যে সকল চিহ্নকর্ম সাধনের ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে সে পৃথিবীর অধিবাসীদের ভোলায়; পৃথিবীর অধিবাসীদের সে এমনটি বলে, খড়্গের আঘাতে আহত হয়েও যে পশু বেঁচেছিল, তারা যেন তার উদ্দেশে একটা মূর্তি দাঁড় করায়। শুধু তা নয়: ওই পশুর মূর্তির মধ্যে প্রাণবায়ু দিতেও তাকে দেওয়া হল, যেন ওই পশুর মূর্তি কথাও বলতে পারে, এবং যারা ওই পশুর মূর্তির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডও ঘটাতে পারে। সে এমনটি করত, যেন ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-দাস সকলেই ডান হাতে বা কপালে একটা প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত হয়; আরও, তেমন প্রতীক-চিহ্ন অর্থাৎ ওই পশুটার নাম কিংবা তার নামের সংখ্যা যে কেউ ধারণ না করে, তারা যেন কিছু কিনতেও না পারে, কিছু বেচতেও না পারে। এইখানে প্রজ্ঞা বিরাজ করে! যার জ্ঞান আছে, সে ওই পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তা একটা মানুষের সংখ্যা—সংখ্যাটা হচ্ছে ছ'শো ছেষট্টি।

শ্লোক - প্রকাশ ৩:৫; মথি ১০:২২

প্র যে বিজয়ী, তাকে তেমন শুভ্র পোশাক পরানো হবে; আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না।

উ আমি আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। আল্লেলুইয়া।

প্র যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

উ আমি আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' থেকে পাঠ (১৫:৩৫-৩৬)

## আত্মা জীবনদান করেন

জীবনের বিতরণকারী সেই প্রভু সেই বাপ্তিস্ম-সন্ধি স্থাপন করলেন যা মৃত্যু ও জীবনের পূর্বচিহ্ন উপস্থাপন করে: জল হলো মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন, পবিত্র আত্মা জীবনের অগ্রিমদান নিবেদন করেন। এইভাবে আমরা যা সন্ধান করছিলাম তা স্পষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ কেন পবিত্র আত্মার সঙ্গে জল সংযুক্ত করা হয়েছে। বাপ্তিস্মে দু'টো লক্ষ্য পরিলক্ষিত তথা, পাপদেহকে বিনাশ করা যেন সেই পাপদেহ মৃত্যুর উদ্দেশে ফল আর উৎপন্ন না করে; পবিত্র আত্মায় জীবনযাপন করা ও পবিত্রতাজনক ফল দান করা। তবে, একদিকে জল হলো মৃত্যুর প্রতীক, কেননা দেহটা একটা কবরেই যেন গৃহীত; অন্যদিকে পবিত্র আত্মা জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন ও আমাদের প্রাণকে পাপজনিত মৃত্যু থেকে আদি জীবনে নবীকৃত করে। অতএব জল ও আত্মা থেকে 'ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্মের' অর্থ এ: মৃত্যু জলে সাধিত হয়, আমাদের জীবন পবিত্র আত্মায় সার্থক হয়।

তিন ডুবন ও তিন মিনতির মাধ্যমে বাপ্তিস্ম-মহারহস্য সিদ্ধি লাভ করে, যাতে মৃত্যুর পূর্বচিহ্ন প্রকাশিত হয়, ও ঈশ্বরজ্ঞান সম্প্রদানের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম-প্রাপ্তরা প্রাণের জন্য আলো অর্জন করে। কেননা জলে যদি কোন অনুগ্রহ থাকে, তা জলের প্রকৃতি থেকে নয়, বরং পবিত্র আত্মার উপস্থিতি থেকেই আসে; কেননা বাপ্তিস্ম তো *দেহের মলিনতা মোচনের ব্যাপার নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে সদ্বিবেকের অঙ্গীকার* (১ পি ৩:২১)। এজন্য পুনরুত্থান থেকে উৎসারিত জীবনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রভু আমাদের সামনে সুসমাচার অনুযায়ী গোটা জীবনাচরণ তুলে ধরেন এটা জারি ক'রে যেন আমরা হিংসা না করি, কোমলপ্রাণ হই, লালসা-ভালবাসা থেকে অকলুষিত থাকি, অর্থপিপাসা-মুক্ত আচরণ পালন করি, যার ফলে আমরা, অনন্ত জীবনের যা স্বকীয় ও প্রকৃতিগত অধিকার এখন থেকে তাতে নিয়োজিত থেকে ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্প ক্রমে সৎপথে নিজেদের সুরক্ষিত করি।

পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সাধিত হয় পরমদেশে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্বর্গরাজ্যে আরোহণ, দত্তকপুত্রত্বে ফিরে যাওয়া, ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে ডাকবার স্বাধীনতা,

খ্রিষ্টের অনুগ্রহে সহভাগিতা, আলোর সন্তান বলে অভিহিত হওয়া, অনন্ত গৌরবে অংশগ্রহণ: এক কথায়, এ বর্তমান জীবনকালে ও ভাবী জীবনকালে আশীর্বাদের পূর্ণতায় অবস্থান করা, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিতে গচ্ছিত যে সকল মঙ্গলদানের অনুগ্রহ আমরা বিশ্বাসের ভিত্তিতে উপভোগ করব বলে প্রত্যাশা করি, সেই সবকিছু আমরা এখন থেকেই তো যেন একটা আয়নায় দর্শন করি। অগ্রিমটা যখন এরূপ, তখন এর সিদ্ধি কেমন হবে? প্রথমফসল যখন এরূপ, তখন এর পূর্ণতা কেমন হবে?

## শ্লোক

*প্র* অতীত জীবনের অপকর্ম ছেড়ে আমরা জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলে

*উ* পবিত্র আত্মার কপোত স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়ে ঐশশান্তি দানের জন্য সেইখানে ওড়ে যেখানে মণ্ডলীই সেই জাহাজের প্রতীকের পূর্ণতা। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ধন্য সেই জল-সাক্রামেন্ত যার মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে মুক্তি পাই।

*উ* পবিত্র আত্মার কপোত স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়ে ঐশশান্তি দানের জন্য সেইখানে ওড়ে যেখানে মণ্ডলীই সেই জাহাজের প্রতীকের পূর্ণতা। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১২:২৪–১৩:১৪ক)

## বাণীপ্রচারে প্রেরিত শৌল ও বার্নাবাস

এদিকে ঈশ্বরের বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল ও খুবই বৃদ্ধিশীল ছিল। বার্নাবাস ও শৌল নিজেদের সেবাকর্ম সেরে নিয়ে যেরুশালেম থেকে ফিরে এলেন; তাঁরা মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকে সঙ্গে নিলেন।

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কয়েকজন নবী ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, এঁরা ছিলেন বার্নাবাস, নীগের নামে পরিচিত শিমোন, কিরেনীয় লুকিউস, সামন্তরাজ হেরোদের সহপালিত মানায়েন এবং শৌল। একদিন তাঁরা প্রভুর উপাসনা ও উপবাস করছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা বললেন, 'আমি বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ।' তখন তাঁরা উপবাস ও প্রার্থনা করার পর এবং তাঁদের উপর হাত রাখার পর তাঁদের বিদায় দিলেন।

এভাবে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হয়ে সেলেউকিয়ায় গেলেন ও সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সালামিসে এসে ইহুদীদের বিভিন্ন সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে লাগলেন; সহকারী রূপে সেই যোহনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সারা দ্বীপ পেরিয়ে পাফোসে এসে পৌঁছলে সেখানে বার্-যিশু নামে একজন ইহুদী মন্ত্রজালিক ও নকল নবীর দেখা পেলেন; সে প্রদেশপাল সের্গিউস পাউলুসের অনুচারী ছিল; এই সের্গিউস ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি বার্নাবাস ও শৌলকে ডাকিয়ে এনে ঈশ্বরের বাণী শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এলিমাস, অর্থাৎ সেই মন্ত্রজালিক—অনুবাদ করলে এ-ই হল তার নামের অর্থ—প্রদেশপালকে বিশ্বাস থেকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁদের প্রতিরোধ করতে লাগল। তখন শৌল—যাঁকে পলও বলে—পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'যত ছলনা ও শঠতায় ভরা মানুষ, দিয়াবলের সন্তান, যত প্রকার ধর্মময়তার শত্রু! প্রভুর সোজা পথ বাঁকাতে তুমি কি কখনও ক্ষান্ত হবে না? দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে রয়েছে: তুমি অন্ধ হবে, ও কিছুকাল ধরে সূর্য দেখতে পাবে না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উপর কুয়াশা ও অন্ধকার নেমে পড়ল, আর সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, ও খুঁজতে লাগল

কে তাকে হাত ধরে চালিত করবে। তেমন ঘটনা দেখে প্রদেশপাল প্রভুর বিষয়ে যা শিখতে পেরেছিলেন, তাতে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বিশ্বাসী হলেন।

পাফোস থেকে জলপথে যাত্রা করে পল ও তাঁর সঙ্গীরা পাম্ফিলিয়া প্রদেশের পের্গায় এসে পৌঁছলেন; সেখানে যোহন তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা পের্গা থেকে এগিয়ে গিয়ে পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৩:৩২, ৩৩; যুদিথ ১৩:১৪ দ্রঃ

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন,

*উ* কেননা তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ইস্রায়েলকুলের কাছে আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে দয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তা পূর্ণ করেছেন,

*উ* কেননা তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করে তুলেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'প্রেসবিতেররুম অর্দিনিস' নামক পুরোহিতদের সেবাকর্ম ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (৪)

**পুরোহিত হলেন ঐশবাণীর সেবাকর্মী**

ঈশ্বরের জনগণ সর্বপ্রথমে জীবনময় ঈশ্বরের বাণী দ্বারাই একত্রিত হয়, যে বাণী যাজকদের ওষ্ঠ থেকে পেতে সকলেরই দাবি আছে। কেননা, যেহেতু প্রথমে বিশ্বাস না করলে কেউই পরিত্রাণ পেতে পারে না, বিশপদের সহকর্মী বলে পুরোহিতদের প্রথম কর্তব্যই সকলের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করা, যাতে করে *তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর* (মার্ক ১৬:১৫), প্রভুর এ আজ্ঞা পালন ক'রে তাঁরা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত করতে পারেন। কেননা পরিত্রাণদায়ী বাণী দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে ওঠে ও বিশ্বাসীদের অন্তরে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সেই বিশ্বাস, যা গুণে ভক্তমণ্ডলী উদ্ভূত হয় ও বৃদ্ধি পায়, যেমনটি প্রেরিতদূত লিখেছেন: *বিশ্বাস সেই প্রচার-শোনা থেকে, ও প্রচার-শোনাটা খ্রিষ্টের বাণী দ্বারা হয়*

(রো ১০:১৭)। অতএব পুরোহিতেরা সকলেরই কাছে ঋণী, কেননা সুসমাচারের যে সত্যে তাঁরা আনন্দ ভোগ করেন, তাঁরা সকলকেই সেই সত্যের অংশীদার করতে বাধ্য। সুতরাং তাঁরা সমাজের মধ্যে উত্তম জীবনাচরণের মাধ্যমে মানুষকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে অনুপ্রাণিতই করুন, বা প্রকাশ্য প্রচারের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের কাছে খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণাই করুন, বা খ্রিষ্টধর্ম-শিক্ষা প্রদানই করুন বা মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাই করুন, বা যুগের সমস্যাদি খ্রিষ্টের আলোতে অনুধাবন করতে চেষ্টাই করুন, তাঁরা যাই করুন না কেন তাঁদের নিত্য কর্তব্যই নিজেদের জ্ঞান নয়, বরং ঈশ্বরের বাণী শিক্ষা দেওয়া ও সকলের কাছে মনপরিবর্তন ও পবিত্রতার উদ্দেশে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানানো। আর শুধু তা নয়, যাজকদের প্রচারকাজ যা জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন, তা যেন শ্রোতাদের মন কার্যকারী ভাবে আলোড়িত করতে পারে, সেজন্য সেই প্রচারকাজে সাধারণ ও তাত্ত্বিক ভাষায় নয়, বরং জীবনের নানা পরিবেশে সুসমাচারের চিরন্তন সত্য প্রয়োগ করেই ঈশ্বরের বাণীকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

এইভাবে বাণীর সেবাকর্ম শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রচারকদের বিভিন্ন গুণ অনুসারে বহুরূপেই অনুশীলন করা হয়। অখ্রিষ্টিয়ান দেশে ও সমাজে সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাস ও পরিত্রাণদায়ী সাক্রামেন্তগুলির কাছে আকর্ষিত হয়; এবং স্বয়ং খ্রিষ্টিয়ান সমাজে, বিশেষ করে যাঁদের বেলায় মনে হয় তাঁরা যা করেন তা তত বোঝেন না বা বিশ্বাস করেন না, সাক্রামেন্তগুলি প্রদানের জন্যই বাণীপ্রচার প্রয়োজন, কেননা এ সাক্রামেন্তগুলি তো বিশ্বাসেরই সাক্রামেন্ত, যে বিশ্বাস বাণী থেকে জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করে।

শ্লোক - ২ তি ৪:১-২; প্রেরিত ১:৮

℣ ঈশ্বরের সামনে, এবং জীবিত ও মৃতদের যাঁর বিচার করার কথা, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি:

℟ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন; তখন যেরুশালেমে, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

৺ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-১৩)

**বিজয়ী মেষশাবকের উদ্দেশে নতুন বন্দনাগান**

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে আছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের মুখে কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি—তারা কলঙ্কহীন।

পরে আমি আর এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন, যেন পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে, প্রতিটি দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও ভাষার মানুষের কাছে সেই সুসমাচার জানান। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: 'ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর; কেননা তাঁর বিচার-ক্ষণ এসে গেছে। স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার উদ্দেশে প্রণিপাত কর।' তাঁর পিছু পিছু দ্বিতীয় এক স্বর্গদূত এগিয়ে এলেন; তিনি বললেন,

‘পতন হয়েছে, মহতী সেই বাবিলনের পতন হয়েছে, যে বাবিলন সমস্ত জাতিকে নিজ যৌন অনাচারের রোষের আঙুররস পান করিয়েছে।’

পরে, তৃতীয় এক স্বর্গদূত ওঁদের পিছু পিছু এগিয়ে এলেন; তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বললেন: ‘যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, আর নিজের কপালে বা হাতে প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাকেও ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে, যে আঙুররস অমিশ্রিত অবস্থায় তাঁর ক্রোধের পানপাত্রে ঢেলে রাখা হয়েছে; এবং তাকে পবিত্র স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে আগুনে ও গন্ধকে যন্ত্রণা পেতে হবে। তাদের জ্বালাযন্ত্রণার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উঠবে চিরদিন চিরকাল। যারা সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, এবং যে কেউ তার নামের প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করে, তাদের জন্য দিনরাত কখনও বিরাম হবে না।’ এইখানে বিরাজ করে সেই পবিত্রজনদের নিষ্ঠা, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ও যিশুর বিশ্বাস পালন করে।

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে: ‘তুমি লেখ: যারা প্রভুতে মৃত্যুভোগ করে, সেই সকল মৃতেরাই এখন থেকে সুখী! হ্যাঁ, তারা সুখী—আত্মা একথা বলছেন—কারণ তাদের সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে, যেহেতু তাদের কাজকর্ম তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।’

শ্লোক - প্রকাশ ১৪:৬-৭

প্র আমি এক স্বর্গদূতকে দেখতে পেলাম: তিনি আকাশের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন; সঙ্গে করে সনাতন সুসমাচার বহন করছেন:

উ ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর। আল্লেলুইয়া।

প্র স্বর্গ, মর্ত, সমুদ্র ও জলের উৎসধারার নির্মাণকর্তার উদ্দেশে প্রণিপাত কর।

উ ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁকে গৌরব আরোপ কর। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' থেকে পাঠ (১:৮)

## আধ্যাত্মিক জীবনের চরমকালীন পূর্ণতা

খ্রিষ্ট আমাদের জন্য পুনরুত্থানের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করলেন, আর এজন্য নিদ্রাগতদের মধ্য থেকে প্রথমফসল হয়ে উঠলেন। তিনি তাই করলেন তাদেরও জন্য যারা তাঁর সঙ্গে ছিল, আর তাদেরও জন্য যারা মৃত্যু দ্বারা পরাজিত ছিল; তাতে একটা আভাস দিলেন যে, চরম তুরিধ্বনির সুরে এক নিমেষেই আমরা সকলে পুনরুত্থান করব।

যারা মর্ত সমাধি থেকে পুনরুত্থান করবে, তারা সকলেই যে ভাবী জীবনে একই পুনরুত্থানের অধিকারী হবে, তেমন নয়; বরং শাস্ত্র বলে, *যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে, কিন্তু যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে* (যোহন ৫:২৯)। এর ফলে একজনের জীবন যদি সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধানের দিকেই ধাবিত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি যদিও ঊর্ধ্ব থেকে নবজন্মের ভিত্তিতে প্রভুর ভাইদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়, তবু সে 'খ্রিষ্টিয়ান' নামের বেলায় মিথ্যাবাদী, এমনকি তার আপন অসৎ কাজের কারণে সেই প্রথমজাতকের সঙ্গে সম্পর্কটিও অস্বীকার করে। কিন্তু যিনি নিজের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেন, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ তাদেরই মাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করেন যারা সেই মিলনের যোগ্য।

তিনি আমাদের সঙ্গে একই স্বরূপের সহভাগী হলেন—যদিও তিনি মানবস্বরূপের পাপময় প্রবণতার অধীন নন, কেননা যেমনটি শাস্ত্র বলে, *তিনি কোন পাপ করেননি, তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (২ পি ২:২২)। ফলে তিনি যেমন নিজের মধ্যে আপন মানবস্বরূপকে ঈশ্বরের পরাক্রমের সঙ্গে একীভূত করলেন, তেমনি তিনি এক একজনকে ঐশমিলনের দিকে চালিত করবেন তারা যদি সেই ঐশমিলনের অযোগ্য কিছু না করে। কিন্তু যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বরের এমন মন্দির যার মধ্যে কোন প্রতিমা বা পাপের কোন ছবি কখনও স্থান পায়নি, সে সেই মধ্যস্থ দ্বারা ঐশস্বরূপের অংশীদার হয়ে ওঠে, কেননা তাঁর পবিত্রতা গ্রহণের ফলে সে নিজে পবিত্র হয়ে ওঠে। শাস্ত্র বলে, *প্রজ্ঞা অপকর্মার প্রাণে প্রবেশ করে না* (প্রজ্ঞা ১:৪), কিন্তু যে শুদ্ধহৃদয়, সে

নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে ছাড়া অন্য কিছু দেখে না, ও অক্ষয়শীলতার মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত থেকে সে নিজের মধ্যে ঐশরাজ্যের সমস্ত আশিসধারা লাভ করে।

আমি যা বলছি, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আমরা যদি স্মরণ করি সেই বাণী যা প্রভু মারীয়ার মধ্য দিয়ে আপন প্রেরিতদূতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন; তিনি বলেন, আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি *যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের* ঈশ্বর (যোহন ২০:১৭)। যিনি এ বাণী উচ্চারণ করেন, তিনি হলেন পিতা ও পিতার উত্তরাধিকারচ্যুত সন্তানদের মধ্যে সেই মধ্যস্থ; সেই একজন যিনি একমাত্র সত্যকার ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর শত্রুদের পুনর্মিলিত করলেন।

কেননা, নবীর কথা অনুসারে, যখন মানুষ পাপের মধ্য দিয়ে জীবনদায়ী গর্ভ থেকে নিজেকে ছিন্ন করল ও যে গর্ভে সে গঠিত হয়েছিল তা থেকে দূরে চলে গেল, তখন মানুষ সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাই বলতে লাগল। এজন্যই খ্রিষ্ট আমাদের মানবস্বরূপের প্রথমফসলকে, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও আত্মাকে ধারণ করে পবিত্রই করে তুললেন: যত কালিমা থেকে তা রক্ষা করলেন ও নিজের মধ্যে তা গচ্ছিত রাখলেন। এমনটি করলেন যেন তিনি আপন অক্ষয়শীলতার মধ্য দিয়ে অক্ষয়শীলতার পিতার কাছে তা উন্নীত করলে, তার সমস্বরূপ যত কিছুও যেন তার সঙ্গে উন্নীত হতে পারে, এবং এর ফলে পিতা যেন উত্তরাধিকারচ্যুত সকলকে সন্তান হিসাবেই ও ঈশ্বরের শত্রু সকলকে ঐশস্বরূপের অংশীদার হিসাবেই গ্রহণ করতে পারেন।

**শ্লোক** - ১ পি ১:৩-৪; ২ পি ১:১০

*প্র* ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা!

*উ* তাঁর মহাকরুণাগুণে তিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

*উ* তাঁর মহাকরুণাগুণে তিনি এক জীবন্ত আশার উদ্দেশে, অক্ষয়শীল, অকলঙ্ক ও অম্লান এক উত্তরাধিকারের উদ্দেশেই আমাদের নবজন্ম দান করেছেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৩:১৪খ-৪৩)

## পিসিদিয়ার আন্তিওখিয়ায় ইহুদীদের কাছে পলের বাণীপ্রচার

পল ও তাঁর সঙ্গীরা শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহে প্রবেশ করে আসন নিলেন। বিধান ও নবী-পুস্তকের পাঠ শেষ হলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষেরা তাঁদের বলে পাঠালেন: 'ভাই, উপস্থিত জনগণের কাছে যদি আপনাদের কোন আশ্বাসজনক বক্তব্য থাকে, এসে বলুন।'

পল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে লাগলেন: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা ও এখানকার ঈশ্বরভীরু সকলে, শুনুন। এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের বেছে নিলেন, এবং এই জাতি যখন মিশরদেশে প্রবাসী ছিল, তখন তাদের উন্নীত করলেন, এবং সেখান থেকে শক্ত বাহুতে তাদের বের করে আনলেন, এবং আনুমানিক চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে তাদের প্রতিপালন ক'রে কানান দেশে সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই জাতির দেশটিকে তাদেরই উত্তরাধিকার রূপে দান করলেন। এভাবে আনুমানিক সাড়ে চারশ' বছর কেটে গেল। তারপর তিনি নবী শামুয়েলের সময় পর্যন্ত তাদের জন্য বিচারকদের ব্যবস্থা করলেন। তখন তারা একজন রাজা চাইল, তাই ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর কীশের সন্তান শৌলকে দিলেন। তারপর তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে তাদের রাজারূপে সেই দাউদের উদ্ভব ঘটালেন, যাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, আমি যেসের সন্তান দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে।

তাঁরই বংশ থেকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি-মত ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা সেই যিশুর উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যাঁর আগমনের আগে যোহন গোটা ইস্রায়েল জাতির কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করেছিলেন। জীবনযাত্রার শেষ পর্যায়ে যোহন একথা বলছিলেন: তোমরা আমাকে যাকে ভাব, আমি সে নই। দেখ, আমার পরে এমনই একজন আসছেন, যাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য আমি নই।

হে ভাই, হে আব্রাহাম-বংশের সন্তানেরা! আপনারাও, হে ঈশ্বরভীরু সকলে! পরিত্রাণের এই বাণী আমাদেরই কাছে প্রেরিত হয়েছে। কেননা যেরুশালেমের অধিবাসীরা ও তাদের সমাজনেতারা তাঁকে না জানায়, এবং প্রতি শাব্বাৎ দিনে নবীদের

যে বাণী পাঠ করা হয় তাও না জানায়, তাঁকে দণ্ডিত ক'রে সেই সমস্ত বাণী পূর্ণ করে তুলেছে। প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল। তারপর, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লেখা ছিল, তা সিদ্ধ করার পর তারা সেই গাছ থেকে নামিয়ে তাঁকে এক সমাধির মধ্যে রেখে দিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আর যাঁরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেক দিন ধরে তাঁদের দেখা দিলেন; ঠিক তাঁরাই এখন জনগণের সামনে তাঁর সাক্ষী।

আর আমরা নিজেরা আপনাদের কাছে এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যিশুকে পুনরুত্থিত করায় তাঁদের বংশধর আমাদের জন্যই তা পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় সামসঙ্গীতে লেখা আছে: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, এবং তাঁকে যে আর অবক্ষয়ে ফিরে যেতে হবে না, তা তিনি এভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, দাউদের কাছে পবিত্র যা কিছু, নিশ্চিত যা কিছু দেব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা তোমাদেরই দেব। এজন্যও তিনি অন্য সামসঙ্গীতে বলেন, *তোমার পুণ্যজনকে তুমি অবক্ষয় দেখতে দেবে না* (সাম ১৬:১০ দ্রঃ)।

বাস্তবিক দাউদ তাঁর নিজের যুগের মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পালন করার পর নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতৃপুরুষদের কাছে গ্রহণ করা হল, ও তিনি সেই অবক্ষয় দেখলেন। কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি সেই অবক্ষয় দেখেননি। সুতরাং, ভাই, আপনারা জেনে নিন, পাপক্ষমার কথা আপনাদের কাছে তাঁরই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে; আর মোশির বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং সতর্ক থাকুন: নবীদের পুস্তকে যা বলা হয়েছে, তা যেন আপনাদের বেলায় না ঘটে, অর্থাৎ,

হে বিদ্রূপকারী সকল, চেয়ে দেখ,
আশ্চর্য হও, লুকিয়ে থাক;

কারণ তোমাদের দিনগুলিতে
আমি এমন এক কাজ সাধন করতে চলেছি,
যা কেউ তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করলে
তোমরা বিশ্বাস করতেই না।'

তাঁরা বেরিয়ে যাবার সময়ে লোকেরা অনুরোধ জানাল, যেন পর শাব্বাৎ দিনেও তাঁরা সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলেন। সভা ভেঙে যাওয়ার পর ইহুদী ও ইহুদী-ধর্মাবলম্বী অনেক ভক্তপ্রাণ মানুষ পল ও বার্নাবাসের অনুসরণ করল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে তাদের আবেদন জানালেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৩:২৭, ২৮, ৩০; ইশা:৫৩:৮ দ্রঃ

*প্র* যেরুশালেমের সমাজনেতারা যিশুকে না জানায় তাঁকে দন্ডিত করে নবীদের বাণী পূর্ণ করে তুলেছে; প্রাণদন্ড দেওয়ার মত কোন দোষ না পেয়েও তারা পিলাতের কাছে তাঁকে হত্যা করার আবেদন জানাল;

*উ* কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* অত্যাচার ও অন্যায্য দন্ডাদেশে তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হল;

*উ* কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২:১৪)

**আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছে,**
**আমরা তা ঘোষণা করি**

যেমন খ্রিষ্ট আমাদের খাতিরে তখনই বিজয়ে চালিত হলেন যখন ক্রুশ বরণ করেলন ও যন্ত্রণায় সিদ্ধতা লাভ করলেন, তেমনি প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্টের খাতিরে তখনই নিজ নিজ বিজয়ের স্বীকৃতি আদায় করেন যখন খ্রিষ্টনামের জন্য সানন্দে সবকিছু সহ্য

করতে প্রস্তুত বিধায় সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেন, কষ্টের মাঝে উত্তরোত্তর মহান হয়ে ওঠেন ও জগৎকে জয় করেন। আর একথা সত্য, কেননা তাঁরা বাস্তবেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী ও ভাবীকালে প্রকাশিতব্য গৌরবের অংশীদার হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন, ঈশ্বর থেকেই তাঁরা বিজয় গ্রহণ করেন—ঈশ্বর যে তাঁদের উপর যন্ত্রণা বর্ষণ করেন বা দুঃখক্লেশ চাপিয়ে দেন এর জন্য নয়, বরং এজন্যই যে, তাঁরা সেই সমস্ত যন্ত্রণার সম্মুখীন হন যিশুরই খাতিরে যাঁর নাম তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা জগতের সর্বত্রই প্রচার করেন।

তাঁদের নিজেদের কথা অনুসারে তাঁদেরই দ্বারা পিতা ঈশ্বরকে জানার যে সুগন্ধ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ে, সেই সুগন্ধ যে কী, তা স্বয়ং পল ব্যাখ্যা করে বলেন, *আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্ট যিশুকেই প্রচার করি; এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস* (২ করি ৪:৫)। অন্যত্র তিনি বলেন, *আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না* (১ করি ২:২)।

কিন্তু কয়েক জনের ধারণা অনুসারে খ্রিষ্টকে যদি আমাদের মত সাধারণ মানুষ বলে গণ্য করা উচিত, তাহলে যিনি নারী থেকে জাত হলেন, ক্রুশে যন্ত্রণাভোগ করলেন, পুনরুত্থান করা সত্ত্বেও যিনি কিন্তু মৃত্যু বরণই করলেন, তিনি কি করে পিতা ঈশ্বরকে জানার সুগন্ধ হতে পারতেন? তিনি যদি আমাদের অবস্থার সীমা অতিক্রম না করেন, তিনি পিতা ঈশ্বরের স্বরূপের সুগন্ধ বহন করতে পারেন না; আর শুধু তাই নয়, যিনি মৃত্যু বরণ করলেন, তিনি নিজেও অমরতার সুগন্ধ হতে পারবেন না। আমাদের খাতিরে মাংসে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, এ শর্ত ছাড়া অন্য কোন্ শর্তের জোরে খ্রিষ্ট পিতাকে জানার সুগন্ধ হতে পারবেন? তা না হলে, কি করে প্রচারকেরা জগতের কাছে তাঁকে স্বরূপে ও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বর বলে প্রচার করতে পারতেন?

আবার, তাঁরা কি করে যিশুকে চিনতে পারতেন? মাংসধারণের প্রজ্ঞাময় কর্ম অনুসারে খ্রিষ্ট ঈশ্বর-জনিত বাণীর সঙ্গে মানবতাকে মিলিত করার জন্য সেই মানবতাকে যদি না ধারণ করতেন, তাহলে কি করে পুণ্যবান আচার্যরা বলতে পারতেন, পিতা ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন?

আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঈশ্বরের শিষ্যেরা খ্রিষ্টকে মানবে-বাস-করা-ঐশবাণী বলে নয়, বরং মাংস-হওয়া-বাণী, অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা-বিশিষ্ট মাংসের সঙ্গে যুক্ত বাণী বলেই তাঁকে প্রচার করেন। তাতে গৌরবের প্রভু ও সেই ক্রুশবিদ্ধজন এক!

সুতরাং তাঁকে তাঁর মাংসে বা তাঁর মাংসের বাইরে, পৃথকভাবে বা আমাদের মধ্যে-বাস-করা-ঐশবাণী যা বলেই ধারণ করি না কেন, তিনি হলেন ঈশ্বরজ্ঞানের সুগন্ধ, কেননা যাঁর কাছ থেকে তিনি আগত, নিজের স্বরূপ অনুযায়ী যে মঙ্গলদান, তা সেই পিতার সুগন্ধ ব'লে আমাদের উপর ছড়িয়ে দেন।

**শ্লোক** - কল ১:২৪; ফিলি ৩:১০

*প্র* তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি,

*উ* তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী—যার সেবক হয়েছি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি,

*উ* তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী—যার সেবক হয়েছি। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১৪–১৫:৪)

**ফসল কাটার ক্ষণ এসেছে**

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, একটা সাদা মেঘ, আর সেই মেঘের উপরে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন আসীন: তাঁর মাথায় সোনার মুকুট ও তাঁর হাতে ধারালো একটা কাস্তে। পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে, যিনি মেঘের উপরে আসীন, তাঁকে উদ্দেশ করে উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন: 'কাস্তে চালান, ফসল কাটুন; ফসল কাটার ক্ষণ এসেছে, কারণ পৃথিবীর ফসল পেকে গেছে।' তখন মেঘের উপরে যিনি আসীন, তিনি তাঁর কাস্তে পৃথিবীতে চালালেন, ও পৃথিবীর ফসল কাটা হল।

পরে স্বর্গীয় পবিত্রধাম থেকে আর এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন; তাঁরও হাতে ধারালো একটা কাস্তে ছিল। আর যজ্ঞবেদি থেকে অন্য এক স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, আগুনের উপরেই যাঁর অধিকার; এবং সেই ধারালো কাস্তে যাঁর ছিল, তাঁকে উদ্দেশ করে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন: 'তোমার ধারালো কাস্তে চালাও, পৃথিবীর আঙুরলতার সব গুচ্ছ কেটে জড় কর, কারণ তার ফল পেকে গেছে।' তাই ওই স্বর্গদূত পৃথিবীতে তাঁর কাস্তে চালিয়ে পৃথিবীর আঙুরলতার গুচ্ছগুলো কেটে জড় করলেন ও ঈশ্বরের রোষের বিশাল মাড়াইকুণ্ডে সেগুলো ফেলে দিলেন। মাড়াইকুণ্ডের সেই গুচ্ছগুলো নগরদ্বারের বাইরে মাড়াই করা হল, আর তখন মাড়াইকুণ্ড থেকে রক্ত বেরিয়ে পড়তে লাগল— ঘোড়ার বল্গা পর্যন্ত উচ্চ হয়ে তিনশ' কিলোমিটার পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ল।

পরে আমি স্বর্গলোকে আর একটা চিহ্ন দেখতে পেলাম—মহান ও আশ্চর্য একটা চিহ্ন: সপ্ত স্বর্গদূত সাতটা আঘাত নিয়ে আসছেন—এগুলো শেষ আঘাত, কারণ সেগুলোর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের ক্রোধ সিদ্ধি লাভ করার কথা।

আমি এও দেখতে পেলাম: যেন আগুনে মেশানো একটা গনগনে কাঁচের সমুদ্র; এবং যারা সেই পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের প্রতীক-সংখ্যার উপর বিজয়ী হয়েছিল, তারা সেই কাঁচের সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে ঈশ্বর থেকে আগত বীণা। তারা ঈশ্বরের দাস মোশির বন্দনাগান ও মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে:

'মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!
ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা!
কেইবা ভীত হবে না, প্রভু?
কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান?
কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র!
সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে,
কারণ ধর্মময়তায় সাধিত তোমার যত কাজ প্রকাশিত হয়েছে।'

শ্লোক - প্রকাশ ১৫:৩; যাত্রা ১৫:১১

প্ তারা মেষশাবকের বন্দনাগান গাইছে: মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর!

উ ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! আল্লেলুইয়া।

প্ দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু? কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম, গৌরবে ভয়ঙ্কর, আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক?

উ ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ঐশপ্রকাশ পুস্তকে দৈৎজের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক ১৫)

## লোহিত সাগর-পার ও বাপ্তিস্ম

*এসো, আমরা প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, কারণ তিনি গৌরবে মহিমময়—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন* (যাত্রা ১৫:১)।

যাত্রাপুস্তকে মোশির গীতিকা যে এমন আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারে ধরা যেতে পারে যা সুসমাচারের প্রচারিত নবজন্মের শিক্ষার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, তা সকলেরই জানা কথা। গীতিকাটি বিশেষভাবে জলকুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। তাই ঈশ্বরের দাস মোশির গীতিকা ও মেষশাবকের গীতিকা স্বর্গধামে পবিত্রজনদের গাওয়া গীতিকা বলে বর্ণনা ক'রে ঐশপ্রকাশ পুস্তকের লেখক যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 'ঈশ্বরের দাস মোশির গীতিকা ও মেষশাবকের গীতিকা' তেমন শিরনাম দেওয়ায় লেখক একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে একটা আধ্যাত্মিক বাস্তবতার মিলন ঘটান। মোশির পরিচালনায় লোহিত সাগর-পার সেই মহাকাজেরই পূর্বাভাস হিসাবে পরিলক্ষিত হয়, যা ঈশ্বরের মেষশাবক খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তের নবজন্মদানকারী জলে আমাদের জন্য সাধন করলেন।

এখানে 'ঈশ্বরের মেষশাবক' নামটি খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বরের পুত্রেরই ভূমিকা মনে করিয়ে দেয়, যাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি। যখন মোশি সেই গীতিকা প্রথম ধরলেন, তিনি তখন এমন একটা ঘটনার সম্মানার্থেই তা করলেন যা একটা মেষশাবকের বলিদানেই শুরু হয়েছিল। ঈশ্বর নিজে আদেশ দিয়েছিলেন যেন প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় একটা মেষশাবক বলীকৃত হয়। সেই মেষশাবকের হত্যাকাণ্ড ছিল ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টেরই মৃত্যুর দৃষ্টান্ত যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বলীকৃত হবার কথা।

সাধু যোহনের দর্শন অনুসারে পবিত্রজনেরা গেয়ে চলেছিলেন, *মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বযুগের রাজা* (প্রকাশ ১৫:৩ লাতিন পাঠ্য)। এ গীতিকা ও ঈশ্বরের দাস মোশির গীতিকার শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু উভয় গীতিকার মূল বক্তব্য একই। প্রাক্তন সন্ধির গায়কেরা একটামাত্র জয়ধ্বনি নিয়ে তুষ্ট ছিল না, তারা বরং তাঁর মহা কীর্তিকলাপের জন্য বারে বারে প্রভুর প্রশংসাগান করত। তাদের জয়ধ্বনি এরূপ ছিল: *প্রভু গৌরবে মহিমময়; তাঁর ডান হাত প্রতাপে মহীয়ান*; তারা এ স্তুতিও গান করত, *দেবতাদের মধ্যে কেবা তোমার মত, প্রভু? কেইবা তোমার মত পবিত্রতায় মহামহিম?* (যাত্রা ১৫:১১)।

অতএব, যেহেতু পবিত্রজনেরা মোশির মত গান করেন ও উভয় গীতিকার মূল বক্তব্য একই, সেজন্য মোশির সঙ্গে তাঁদের এ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাধু যোহন বললেন, তাঁরা মোশির গীতিকা গান করছিলেন। কিন্তু যদিও একদিকে তাঁরাও সানন্দে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বীণার ঝঙ্কারে প্রভুর প্রশংসাগান করেন, তবু অন্যদিকে তাঁদের গীতিকাটা ছোট একটা শ্লোকেই ব্যক্ত। শ্লোকটা ছোট হলেও তবু গুরুত্বপূর্ণ দু'টো প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে, যথা: ঈশ্বরের শক্তি ও শাশ্বত রাজার ন্যায্যতা। 'মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ' উক্তিতে ঈশ্বরের শক্তি ঘোষিত হয়, এবং 'ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ' উক্তিতে তাঁর ন্যায্যতাই স্বীকৃত হয়। উক্তি দু'টোর মধ্যে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টাই অধিক স্বীকৃতির যোগ্য। তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তি দেখি বিধায় আমরা যদি ঈশ্বরকে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে ভয় ও প্রশংসা করি, তাহলে আমাদের স্বীকৃতি যথার্থ বটে, আমরা কিন্তু যদি সেই কর্মকীর্তির ভিত্তিস্বরূপ ঐশন্যায্যতাকে চিনতে পারি ও যত প্রতিকূল অবস্থায় সেই ন্যায্যতাকে যথাসাধ্য প্রচার করি, তাহলেই আমরা মহত্তর আশীর্বাদ লাভ করব। আমরা বিবেচনাশক্তি হারিয়ে ফেললেও একথা সত্য! আমরা সত্যিই ঐশআশীর্বাদের পাত্র, যদি যে কোন অবস্থায় ঈশ্বরের ন্যায্যতার আরাধনা করি ও প্রেরিতদূত পলের একথা বলতে বলতে ঈশ্বরকে পূজা করি, *আহা, কতই না গভীর ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য। কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ* (রো ১১:৩৩)।

**শ্লোক** - সাম ১৯:৯; ১১৯:১৪২

*প্র* প্রভুভয় পুণ্যময়, চিরস্থায়ী।

*উ* প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমার ধর্মময়তা চিরধর্মময়, তোমার বিধান সত্য।

*উ* প্রভুর বিচারগুলি সত্যাশ্রয়ী, সব ক'টি ধর্মময়। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৩:৪৪–১৪:৭)

## বিজাতীয়দের কাছে পল ও বার্নাবাসের বাণীপ্রচার

পরবর্তী শাব্বাৎ দিনে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য সমবেত হল। কিন্তু ইহুদীরা এত বিপুল জনতাকে দেখে ঈর্ষায় ভরে উঠল, এবং নিন্দা করতে করতে পলের প্রতিটি কথার প্রতিবাদ করতে লাগল। তখন পল ও বার্নাবাস সৎসাহসের সঙ্গে একথা বললেন: 'প্রথমে আপনাদেরই কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য ছিল; কিন্তু আপনারা যখন তা সরিয়ে দিচ্ছেন এবং নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করছেন, তখন দেখুন, আমরা বিজাতীয়দের দিকেই চোখ ফেরাচ্ছি; কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা দিলেন:

*আমি তোমাকে বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপে রেখেছি*
*তুমি যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বহন কর আমার পরিত্রাণ।'* (ইশা ৪৯:৬)।

তা শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল ও প্রভুর বাণীর গৌরবকীর্তন করতে লাগল; এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল। প্রভুর বাণী সেই দেশের সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল। কিন্তু ইহুদীরা সম্ভ্রান্ত ঘরের ভক্তপ্রাণ মহিলাদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তুলল, পল ও বার্নাবাসের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু করে দিল, এবং নিজেদের এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে বের করে দিল। তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকোনিয়মের দিকে গেলেন। কিন্তু নতুন শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

ইকোনিয়মেও তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন, এবং এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও গ্রীক বহু লোক বিশ্বাসী হল। কিন্তু যে ইহুদীরা বিশ্বাস করতে সম্মত হল না, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের মন উত্তেজিত করে বিষিয়ে তুলল। তবু তাঁরা সেখানে অনেক দিন কাটালেন ও প্রভুতে সাহস রেখে প্রচার করলেন, আর তিনিও, তাঁদের হাত দ্বারা নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ ঘটতে দেওয়ায়, নিজের অনুগ্রহের বাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তখন শহরের অধিবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল: এক

দল ইহুদীদের পক্ষে, আর এক দল প্রেরিতদূতদের পক্ষে। কিন্তু বিজাতীয়রা ও ইহুদীরা তাদের সমাজনেতাদের সমর্থনে একদিন তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে ও পাথর মারতে চেষ্টা করল, তখন সংবাদ পেয়ে তাঁরা লিকাওনিয়া প্রদেশের লিস্ত্রা ও দের্বা শহরে ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে পেরিয়ে গেলেন; আর সেখানে শুভসংবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

**শ্লোক** - রো ১১:১-২, ৫, ১২

*প্র* ঈশ্বর কি তাঁর আপন জাতিকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! ঈশ্বর যে জাতিকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি।

*উ* সেই জাতির অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যখন তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে?

*উ* সেই জাতির অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৭:৬-৭)

**পরীক্ষার সময়ে আশাই সান্ত্বনা দেয়**

*আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার—তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে* (সাম ১১৯:৫০)।

তোমার বচন এ আশাকে, এ সান্ত্বনাকেই আমার অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে, আমি যেন এ যুগের দুর্দশা সহ্য করতে পারি। যখন পল খ্রিষ্টনামকে নির্যাতন করেন, তখন তাঁর আশার সান্ত্বনা নেই; কিন্তু যখন সেই নামের খাতিরে কষ্টভোগ করেন, তখন সান্ত্বনা থেকে আশা গ্রহণ করেন। শোন কী করে বিশ্বাসী হওয়ার পর তিনি আমাদের সান্ত্বনা দেন: *খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে, 'তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর*

*হাতে তোলা হচ্ছে, আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।'* এরপর তিনি বলে চলেন কীভাবে এসব কিছু ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করা যায়: *কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই* (রো ৮:৩৫-৩৭)।

সুতরাং যদি কেউ প্রতিকূলতা, নির্যাতন, বিপদ, মৃত্যু, তীব্র অসুস্থতা, দস্যুর আক্রমণ, নিজ সম্পদের বাজেয়াপ্তকরণ বা যাই কিছু এজগতে সর্বনাশ বলে গণ্য তাই জয় করতে চায়, সে এসবকিছু সহজে জয় করবে যদি তার সান্ত্বনাদানকারী আশা থাকে। এসব কিছু ঘটলেও তথাপি তা তারই পক্ষে তত তীব্র হবে না, যে বলতে পারে, *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (রো ৮:১৮ লাতিন পাঠ্য)। কেননা যে উচ্চতর কিছু আশা করে, সে কখনও নিম্নতর কিছুতে আশাভ্রষ্ট হয় না।

অতএব অবমাননার সময়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয় সেই আশা যা প্রবঞ্চনা করে না। আমার মতে পরীক্ষার সময় হল আমাদের আত্মার অবমাননার সময়, কেননা আত্মা তখনই অবনমিত যখন প্রলুব্ধকারী শয়তানের হাতে সমর্পিত ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে আত্মা লড়াই ও অপশক্তির আক্রমণের অভিজ্ঞতা করে। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষায় ঈশ্বরের বচন আত্মাকে সঞ্জীবিত করে।

ঈশ্বরের বচনই হল আমাদের আত্মার জীবন-শক্তি, এ বচনই আত্মার পুষ্টিসাধন করে, তার বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে চালিত করে। ঈশ্বরের বাণী ছাড়া আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে পারে আর তেমন কিছুই নেই; কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণ করি, আপন করি ও হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আত্মায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, আত্মার জীবনও ততখানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে আত্মায় যখন ঈশ্বরের বাণী হ্রাস পায়, তখন তার জীবনও হ্রাস পায়। ফলে, যেমন আমাদের দেহ ও আত্মার মিলন প্রাণবায়ু থেকে প্রেরণা, পুষ্টি ও শক্তি পায়, তেমনি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাণী ও তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ দ্বারাই সঞ্জীবিত হয়।

সুতরাং এমন প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন, আমরা যেন জাগতিক সবকিছু সরিয়ে দিই, ঈশ্বরের বাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখি, সেই বাণীকে আমাদের প্রাণে, অনুভূতিতে, সঙ্কল্পে, চিন্তায় ও কাজে সঞ্চার করি যেন আমাদের আচরণেই শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে তাল রেখে

চলতে পারি ও দিব্য আজ্ঞাগুলির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করি ; যাতে করে আমরাও বলতে পারি : *তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে।*

**শ্লোক** - সাম ৯৪:২২; ১১৮:১৪

*প্র* প্রভুই আমার দুর্গ,

*উ* আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান ; তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

*উ* আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়। আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:৫–১৬:২১)

**ঈশ্বরের ক্রোধের সাতটা বাটি**

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গলোকে সাক্ষ্য-তাঁবুর পবিত্রধাম খুলে দেওয়া হল; আর যে সপ্ত স্বর্গদূত সেই সাতটা আঘাত বহন করেন, তাঁরা পবিত্রধাম থেকে বেরিয়ে এলেন: তাঁরা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসনে পরিবৃত; তাঁদের বুকে সোনার বন্ধনী বাঁধা। চার প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে সাতটা সোনার বাটি দিলেন— সেগুলি তাঁরই রোষে পরিপূর্ণ, যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবনময় ঈশ্বর। তখন পবিত্রধামটি ঈশ্বরের গৌরব থেকে ও তাঁর পরাক্রম থেকে নির্গত ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ হল; এবং সেই সপ্ত স্বর্গদূতের সাতটা আঘাত সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত কারও পক্ষে পবিত্রধামে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

পরে আমি শুনতে পেলাম, পবিত্রধাম থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর সেই সপ্ত স্বর্গদূতকে উদ্দেশ করে বলল, 'যাও, ঈশ্বরের রোষের সেই সাতটা বাটি পৃথিবীর উপরে ঢেলে দাও।'

প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে পৃথিবীর উপরে নিজ বাটি ঢেলে দিলেন, আর তখনই, যত মানুষ সেই পশুর প্রতীক-চিহ্নে চিহ্নিত ছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করছিল, তাদের সর্বাঙ্গে ব্যথাজনক ও বিষাক্ত ঘা ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি সমুদ্রের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সমুদ্র মৃতলোকের রক্তের মত হল, এবং জীবিত যত প্রাণী সমুদ্রে ছিল, সবই মারা গেল।

তৃতীয় স্বর্গদূত নিজ বাটি নদনদী ও জলের উৎসধারার উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সেই সব রক্ত হয়ে গেল। তখন আমি শুনতে পেলাম, জলাশয়ের স্বর্গদূত একথা বলছেন: 'তুমি ধর্মময়—যে-তুমি আছ, যে-তুমি ছিলে, হে পবিত্রজন! কারণ তেমন বিচার সম্পন্ন

করেছ: ওরাই পবিত্রজনদের ও নবীদের রক্ত ঝরিয়েছিল, আর ওদের তুমি পান করার মত রক্ত দিয়েছ—তেমন পানীয়ের তারা সত্যি যোগ্য!' আর আমি শুনতে পেলাম, বেদিটা নিজেই একথা বলছে: 'হ্যাঁ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! সত্যময় ও ন্যায্যই তোমার বিচারগুলি।'

চতুর্থ স্বর্গদূত নিজ বাটি সূর্যের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন সূর্যকে এমনটি দেওয়া হল, সে যেন আগুনের উত্তাপে মানুষকে দগ্ধ করে। তখন মানুষেরা সেই মহা উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল, এবং সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করল, এই সমস্ত আঘাতের উপর যাঁর ক্ষমতা আছে; তাঁকে গৌরব আরোপ করার জন্য তারা মনপরিবর্তন করল না!

পঞ্চম স্বর্গদূত নিজ বাটি সেই পশুর সিংহাসনের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন তার রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল, এবং লোকেরা যন্ত্রণায় নিজেদের জিভ কামড়াতে লাগল, এবং তাদের যন্ত্রণা ও ঘায়ের জন্য স্বর্গেশ্বরের নিন্দা করতে লাগল: নিজেদের কাজকর্মের বিষয়ে মনপরিবর্তন করল না!

ষষ্ঠ স্বর্গদূত নিজ বাটি ফোরাত মহানদীর উপরে ঢেলে দিলেন, তখন নদীর জল শুকিয়ে গেল, ফলে প্রাচ্যদেশের রাজাদের জন্য আসার পথ প্রস্তুত হল। পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই নাগদানবের মুখ থেকে, পশুর মুখ থেকে, ও নকল নবীদের মুখ থেকে বেঙের মত দেখতে তিনটে অশুচি আত্মা বেরিয়ে গেল। তারা অপদূতদেরই আত্মা, নানা চিহ্নকর্মের সাধক; তারা সারা জগতের রাজাদের কাছে যায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের জড় করার জন্য।—দেখ, আমি চোরের মতই আসছি! সুখী সেই জন, যে জেগে আছে, এবং নিজের পোশাক পরে আছে, যেন তাকে উলঙ্গ হয়ে না বেড়াতে হয়, এবং নিজের লজ্জা না দেখাতে হয়।—এবং সেই রাজারা এমন স্থানে জড় হল, হিব্রু ভাষায় যার নাম হার্মাগেদোন।

সপ্তম স্বর্গদূত নিজ বাটি আকাশের উপরে ঢেলে দিলেন, তখন পবিত্রধামের মধ্য থেকে, সিংহাসনের দিক থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'যা ঘটবার ঘটেছে!' তখন দেখা গেল বিদ্যুৎ-ঝলক, শোনা গেল নানা স্বরধ্বনি ও বজ্রনাদ, এবং এক মহাভূমিকম্প দেখা দিল—এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প, পৃথিবীতে মানুষ অস্তিত্ব পাবার সময় থেকে যার সমান কখনও ঘটেনি। মহানগরীটা তিন ভাগে ফেটে গেল, জাতিগুলির সকল

নগরেরও পতন ঘটল। মহতী বাবিলনের কথা ঈশ্বরের স্মরণ হল, যেন তাকে সেই পানপাত্র পান করানো হয়, যা তাঁর জ্বলন্ত রোষের আঙুররসে পরিপূর্ণ। প্রতিটি দ্বীপ তখন পালিয়ে গেল, কোন পাহাড়পর্বতের উদ্দেশও আর পাওয়া গেল না। আর আকাশ থেকে বড় এক শিলাবৃষ্টি হল—এক একটা শিলার ভার এক মণ! শিলাবৃষ্টির তেমন আঘাতের জন্য মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করল, কারণ সেই আঘাত সত্যিই মস্ত বড় এক আঘাত।

**শ্লোক** - মথি ২৪:৪৩; প্রকাশ ১৬:১৫; ১ থে ৫:৩

*প্র* চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত। প্রভু বলছেন, দেখ, আমি চোরের মতই আসছি।

*উ* সুখী সেই জন, যে জেগে আছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই বিনাশ তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে।

*উ* সুখী সেই জন, যে জেগে আছে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ১০৮-১১১)

**খ্রিষ্টে আমাদের জীবন নয়, আমাদের দণ্ডই মরে গেছে**

হে ক্রুশের দিব্য রহস্য! হে ক্রুশ, তোমাতেই দুর্বলতা সুস্থির, সদ্‌গুণ মুক্ত, রিপু শৃঙ্খলিত, জয়ধ্বজা উত্তোলিত! এজন্য সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলে ওঠেন, *তোমার ভয়ের পেরেক দ্বারা আমার মাংস বিদ্ধ কর* (সাম ১১৯:১২০ লাতিন পাঠ্য): দণ্ডের চেয়ে সদ্‌গুণেরই শক্তি নির্দেশ করার জন্য লোহার পেরেক নয়, ভয় ও বিশ্বাসেরই পেরেকের কথা উল্লিখিত। কারও শেকলে আবদ্ধ না হয়েও পিতর বিশ্বাসের শেকলেই আবদ্ধ বিধায় মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করেছিলেন: বিশ্বাস যাঁকে শেকলাবদ্ধ করেছিল, দণ্ড তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি, অপরপক্ষে তিনি যখন ইহুদীদের দ্বারা শেকলাবদ্ধ হলেন, তখন যেহেতু তিনি খ্রিষ্ট থেকে দূরে যাননি সেজন্য ভক্তি তাঁকে মুক্ত করল, দণ্ড তাঁকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি।

তবে তুমিও পাপের কাছে মৃত্যু বরণ করায় পাপকে বিদ্ধ কর, কেননা যে কেউ পাপের কাছে মরে সে ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করে। তাঁরই জন্য জীবনযাপন কর, যিনি তাঁর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, বরং মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন যেন তাঁর দেহে আমাদের পাপময় ভাবাবেগ ক্রুশবিদ্ধ হতে পারে। হ্যাঁ, খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন আমরা যেন তাঁর পুনরুজ্জীবিত দেহে জীবন পেতে পারি। অতএব তাঁর মধ্যে আমাদের জীবন নয়, আমাদের দণ্ডই মরেছে। *তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। তাঁরই ক্ষতগুণে তোমরা সুস্থ হয়ে উঠেছ* (১ পি ২:২৪)। ক্রুশবৃক্ষ যেন আমাদের ত্রাণজাহাজ, আমাদের বাহন—দণ্ড নয়! শাশ্বত এই ত্রাণবাহন বিনা অন্য পরিত্রাণ নেই: এজন্যই আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করেও তা অনুভব করি না, দণ্ড তুচ্ছ করেও তার কষ্ট পাই না, ভয় উপেক্ষা করেও তার কথা ভুলে যাই। তবে যাঁর ক্ষতগুণে আমরা সুস্থ হয়ে উঠেছি, খ্রিষ্ট ছাড়া তিনি কেইবা হতে পারেন? তাঁর বিষয়ে ইশাইয়া ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর ক্ষতগুলি হল আমাদের পক্ষে প্রতিকার; তাঁর বিষয়ে আপন পত্রগুলিতে প্রেরিতদূত পল বলেছিলেন, *তিনি পাপ জানেননি* (২ করি ৫:২১)।

শ্লোক - ১ পি ২:২৪; ইশা ৫৩:৫

প্র তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,

উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। আল্লেলুইয়া।

প্র যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম,

উ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৪:৮–১৫:৪)

## লিস্ত্রায় বাণীপ্রচার

লিস্ত্রায় একজন লোক ছিল, যে জীবনে কখনও হাঁটতে পারেনি, কারণ তার পায়ে বল ছিল না, মাতৃগর্ভ থেকেই সে খোঁড়া ছিল। লোকটি পলের কথা শুনছিল; আর তিনি তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, সুস্থ হতে পারবে বলে তার বিশ্বাস আছে দেখে জোর গলায় বললেন, 'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আর লোকটি লাফ দিয়ে উঠল ও হাঁটতে লাগল। পল যা করেছেন, তা দেখে জনতা লিকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দেবতারা মানুষ রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন!' আর তারা বার্নাবাসকে জেউস আর প্রধান বক্তা বলে পলকে হের্মেস বলল।

তারপর নগরপ্রাচীরের বাইরে জেউসের যে মন্দির ছিল, তার যাজক কতগুলো বৃষ ও মালা মন্দিরদ্বারে এনে লোকদের সঙ্গে একটা যজ্ঞ দিতে চাচ্ছিল। তা শুনে প্রেরিতদূত বার্নাবাস ও পল নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও লোকদের মধ্যে ছুটে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বন্ধু সকল! এসব কেন করছ? আমরাও তোমাদের মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন। তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; তবু তিনি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন; হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে তোমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে তোমাদের দেহ ও আনন্দ দানে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন।' এই সকল কথা বলে তাঁরা কষ্ট করে জনতাকে থামাতে পারলেন যেন তারা তাঁদের উদ্দেশে সেই যজ্ঞ না দেয়।

কিন্তু আন্তিওখিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে কয়েকজন ইহুদী এসে জনতাকে নিজেদের পক্ষে জয় ক'রে পলকে পাথর ছুড়ে মারল ও শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; মনে করছিল, তিনি মারা গেছেন। শিষ্যেরা এসে তাঁর চারপাশে জড় হল, তিনি কিন্তু উঠে

দাঁড়িয়ে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন বার্নাবাসের সঙ্গে তিনি দের্বার দিকে রওনা হলেন।

সেই শহরে শুভসংবাদ প্রচার করে ও অনেককে শিষ্য করে তাঁরা লিস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও আন্তিওখিয়া হয়ে ফিরে গেলেন; যেতে যেতে তাঁরা শিষ্যদের মন সুস্থির করতেন, এবং তাদের আশ্বাস দিতেন, তারা যেন বিশ্বাসে স্থিতমূল থাকে; তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে।' তাঁরা তাদের জন্য প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত করলেন, এবং উপবাস ও প্রার্থনা করে সেই প্রভুরই হাতে তাদের সঁপে দিলেন যাঁর প্রতি তারা বিশ্বাস রেখেছিল। পরে পিসিদিয়া পেরিয়ে তাঁরা পাম্ফিলিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা পের্গায় বাণী প্রচার করে আত্তালিয়ায় গেলেন; এবং সেখান থেকে জাহাজে করে সেই আন্তিওখিয়ারই দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁরা, এই যে কাজ পূর্ণ করে এসেছিলেন, তা করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন।

একবার এসে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জনমণ্ডলীকে সমবেত করলেন, এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে কত কাজ সাধন করেছিলেন ও তিনি যে বিজাতীয়দের জন্য বিশ্বাসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন। সেখানে তাঁরা শিষ্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দিন কাটালেন।

একসময় যুদেয়া থেকে কয়েকজন লোক এসে ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগল যে, 'তোমরা যদি মোশির পরম্পরাগত প্রথা অনুসারে পরিচ্ছেদিত না হও, তবে পরিত্রাণ পেতে পারবে না।' এতে মতভেদ সৃষ্টি হল, এবং পল ও বার্নাবাস তাদের সঙ্গে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক করলে পর এ স্থির করা হল যে, সেই সমস্যার মীমাংসার জন্য পল, বার্নাবাস আর তাঁদের আরও কয়েকজন যেরুশালেমে প্রেরিতদূতদের ও প্রবীণবর্গের কাছে যাবেন। জনমণ্ডলী খানিকটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এল, আর তাঁরা ফৈনিকিয়া ও সামারিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে সকলের কাছে বর্ণনা করছিলেন কেমন করে বিজাতীয়রা বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল; এতে সমস্ত ভাইদের মধ্যে বড়ই আনন্দ জাগিয়ে তুললেন। তাঁরা যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে জনমণ্ডলী, প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনা

জানালেন; এবং ঈশ্বর তাঁদের মধ্য দিয়ে যে সকল কাজ সাধন করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৪:১৫; ইশা ৪৫:১৮

*প্র* আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ ক'রে ফের

*উ* সেই জীবনময় ঈশ্বরের কাছে যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* একথা বলছেন সেই প্রভু, যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করলেন, সেই পরমেশ্বর, যিনি পৃথিবী সংগঠন ক'রে নির্মাণ করলেন, আমিই প্রভু, আর কেউ নয়! ফিরে এসো

*উ* সেই জীবনময় পরমেশ্বরের কাছে যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'হেউনোমিওসের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক)

**খ্রিষ্টই মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত**

খ্রিষ্ট বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত* (কল ১:১৫), *বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত* (রো ৮:২৯), ও *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত* (কল ১:১৮)।

তিনি হলেন মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত, কেননা পুনরুত্থান থেকে উদ্গত নবজন্মের শক্তি সকলকে দান করার জন্য তিনি নিজের মধ্যে মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা বিনাশ করলেন। তিনি হলেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত, কেননা সেই কপোতের চিহ্নে চিহ্নিত নবজন্মের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম জলে নবজন্ম নিলেন। সেই জলের মাধ্যমে যারা তাঁর সঙ্গে তেমন নবজন্মের সহভাগী হয়, তিনি তাদের আপন ভাই করলেন, ফলে তিনি তাদেরও মধ্যে প্রথমজাত যারা তাঁর পরে আত্মা ও জলে নবজন্ম গ্রহণ করে। এক কথায়, যে ত্রিবিধ জন্ম দ্বারা মানবস্বরূপ সঞ্জীবিত হয়, এ ত্রিবিধ জন্মের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথমজাত: প্রথম জন্ম হল প্রাকৃতিক জন্ম, দ্বিতীয়টা বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্তে সাধিত, তৃতীয়টা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে প্রত্যাশিত। দ্বিবিধ নবজন্মের তথা বাপ্তিস্ম ও পুনরুত্থানে সাধিত নবজন্মের প্রথমজাত হলেও, তিনি তবু মাংসগত জন্মের বেলায়ও

প্রথমজাত, কেননা কুমারীর মাধ্যমে তিনি নিজের মধ্যে নতুন ও প্রকৃতির কাছে অজানা জন্ম সাধন করলেন, এমন জন্ম যা অতীতকালেও কেউই কখনও সাধন করতে পারেনি। এসব কিছু যদি বিচারবুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে যে সৃষ্টির তিনি প্রথমজাত, সেই সৃষ্টির অর্থও অজানা থাকত না, কেননা আমরা আমাদের প্রকৃতির দ্বিবিধ সৃষ্টির কথা অবগত আছি: প্রথমটা অনুসারে আমরা গঠিত হয়েছি, দ্বিতীয়টা অনুসারে পুনর্গঠিত হয়েছি। অবাধ্যতার ফলে আমরা যদি প্রথম সৃষ্টি নিরর্থক না করতাম, তবে দ্বিতীয় সৃষ্টির কোন প্রয়োজন থাকত না।

অতিবৃদ্ধ, দুর্বলতাপ্রাপ্ত, নশ্বর যে সৃষ্টি, তা খ্রিষ্টে নবীন হয়ে উঠবে—এ প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে পুরনো জিনিসের চিহ্নমাত্রও দেখা উচিত না: *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট* (এফে ৪:২২, ২৪)। *যে কেউ খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে; দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)।

মানবস্বরূপের স্রষ্টা, যিনি আদিতে তা গড়লেন ও পরবর্তীতে তা পুনর্গঠন করলেন, তিনি এক ও একই সৃষ্টিকর্তা: সেকালে তিনি ধুলা থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন; দ্বিতীয়বার তিনি কুমারী থেকে ধুলা ধারণ ক'রে কেবল একটা মানুষকে গড়েননি, তিনি বরং নিজেকেই গড়লেন। আগে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, পরে সৃষ্ট হয়েছেন; আগে বাণী মাংসকে গড়লেন, পরে বাণী মাংস হলেন, যাতে তিনি আমাদের মাংসকে আত্মায় পরিবৃত করতে পারেন। রক্তমাংস হলেন বিধায় তিনি আমাদেরই একজন।

এজন্য, খ্রিষ্টে এই যে নবসৃষ্টির যিনি নিজেই উৎপত্তিস্বরূপ, তিনি সেই 'নবসৃষ্টির প্রথমজাত' বলে অভিহিত; অর্থাৎ কিনা যারা জীবনে জন্ম নেয় বা যারা তাঁর পুনরুত্থান গুণে মৃতদের মধ্য থেকে নবজন্ম লাভ করে, সকলেরই নির্বিশেষে তিনি অগ্রনায়ক ও প্রথমফসল, যাতে করে তিনি নিজের মধ্যে সকল বাপ্তিস্মপ্রাপ্তকে প্রথমফসলই যেন পবিত্রিত ক'রে জীবিত ও মৃতদের প্রভু হতে পারেন।

শ্লোক - ১ করি ১৫:২০, ২২, ২১

প্র আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

প্র যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৮)

### মহতী বাবিলনের বিচার

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] যে সপ্ত স্বর্গদূতদের হাতে সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'কাছে এসো, আমি তোমাকে দেখাব সেই মহাবেশ্যার বিচারদণ্ড, যে বেশ্যা বিপুল জলরাশির উপরে আসীনা, পৃথিবীর রাজারা যার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর অধিবাসীরা যার বেশ্যাচারের আঙুররসে মত্ত হয়েছে।' স্বর্গদূত আত্মায় আমাকে এক মরুপ্রান্তরে তুলে নিয়ে গেলেন, আর সেখানে আমি এক নারীকে দেখলাম, যে সিঁদুরে-লাল রঙের এমন পশুর পিঠে আসীনা যার সাতটা মাথা ও দশটা শিং ও যার সারা গায়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক যত নাম লেখা আছে। নারী নিজেও বেগুনি ও সিঁদুরে-লাল রঙের পোশাক পরে আছে, সোনার ও মণিমুক্তার গয়নায় ভূষিতা, এবং তার হাতে রয়েছে একটা সোনার পানপাত্র, যা তার যত জঘন্য কর্ম ও তার বেশ্যাচারের যত মলিনতায় ভরা; তার কপালে একটা নাম লেখা আছে: রহস্য, অর্থাৎ মহতী বাবিলন, বেশ্যাদের জননী ও পৃথিবীর যত জঘন্য কর্মের জননী। আমি লক্ষ করলাম, নারীটা মাতাল— পবিত্রজনদের রক্তে ও যিশুর সাক্ষ্যমরদের রক্তেই মাতাল। তাকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি সেই নারীর ও তার বাহনের, অর্থাৎ সেই পশু যার সাতটা মাথা ও দশটা শিং আছে, ওদের রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

যে পশুকে তুমি দেখলে, সে ছিল, কিন্তু এখন আর নেই; সে অতল গহ্বর থেকে উঠে আসবে, কিন্তু সর্বনাশের দিকেই যাবে। আর পৃথিবীর অধিবাসী যত লোকের নাম জগৎপত্তনের সময় থেকে জীবন-পুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন দেখবে সেই পশুকে যা

আগে ছিল, এখন আর নেই, কিন্তু পরে আবার হাজির হবে, তখন তারা আশ্চর্য হবে। এইখানে এমন মন থাকা চাই যা প্রজ্ঞাময়! সেই সপ্ত মাথা হল সেই সাতটা পর্বত যার উপরে নারীটা আসীনা; সেই সপ্ত মাথা আবার হল সাত রাজা: তাদের পাঁচজনের এরই মধ্যে পতন হয়েছে, এখনও একজন বাকি রয়েছে, অপর একজন এখনও আসেনি; যখন আসবে তখন তাকে অল্পকাল থাকতে হবে। আর যে পশু ছিল, এখন আর নেই, সে নিজেও এক রাজা—একইসঙ্গে সেই অষ্টম রাজা ও সেই সাতজনের একজন; সে কিন্তু সর্বনাশের দিকে যাচ্ছে।

যে দশটা শিং তুমি দেখলে, সেগুলো হল দশ রাজা; তারা এখনও রাজ্যভার নেয়নি, কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য তারা সেই পশুর সঙ্গে রাজ-অধিকার পাবে; তাদের নিজেদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব পশুর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা একমত। তারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন, কারণ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা; আর তাঁর অনুগামী যাঁরা, সেই আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত জনেরাও বিজয়ী হবেন।'

স্বর্গদূত বলে চললেন, 'সেই যে জলরাশি তুমি দেখলে, যার উপরে বেশ্যাটা আসীনা ছিল, সেই জলরাশি হল সমস্ত জাতি, জনগোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতীক। যে দশটা শিং তুমি দেখলে, সেগুলো বেশ্যাটাকে ঘৃণাই করবে: তাকে বিবস্ত্রা করবে ও উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রাখবে, পরে তার মাংস খাবে ও তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কেননা ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা দিলেন, যেন তারা তাঁরই নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে, এবং ঈশ্বরের বাণীগুলো যতদিন সিদ্ধি লাভ না করে, ততদিন তারা যেন তাদের নিজেদের রাজ্য সেই পশুর হাতে তুলে দেয়। আর যে নারীকে তুমি দেখলে, সে হল সেই মহানগরী, পৃথিবীর রাজাদের উপরে যার রাজ-অধিকার আছে।'

শ্লোক - প্রকাশ ১৭:১৪; ৬:২

℣ পৃথিবীর প্রতাপশালীরা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের উপর বিজয়ী হবেন:

℟ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা। আল্লেলুইয়া।

℣ তাঁকে একটা বিজয়মুকুট দেওয়া হল, আর তিনি বিজয়ী হয়ে আরও অধিক জয় করতে বেরিয়ে পড়লেন:

℟ তিনি প্রভুর প্রভু ও রাজার রাজা। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২১:৬-৯)

**দোষ বিনা যে অত্যাচারিত, সে-ই অকারণে নির্যাতন ভোগ করে**

*ক্ষমতাশালীরা আমাকে অকারণে নির্যাতন করে, তবু আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণী সকল* (সাম ১১৯:১৬১)। অন্ধকারের শাসনকর্তা সেই জগতের ক্ষমতাশালীরাও আছে, যারা তোমার আত্মাকে অত্যাচার করতে চেষ্টা করে ও তোমার অন্তরে থেকে তোমাকে নির্মমভাবে উৎপীড়ন করে: তুমি যদি দুর্বলমনা হয়ে তাদের কথা শোন ও তাদের আজ্ঞা মেনে চল, তারা তোমাকে জগতের যত রাজ্য, সম্মান ও ধন দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। এ ক্ষমতাশালীরা সময় সময় কারণে, আবার সময় সময় অকারণেই তোমাকে নির্যাতন করে। তারা অকারণে তাকেই নির্যাতন করে যার মধ্যে নিজেদের জন্য কিছুই না পেয়ে তাকে বশীভূত করতে চায়; তারা সঠিক কারণেই তাকে নির্যাতন করে যে তাদের হাতে নিজেকে ধরিয়ে দেবে ও জগৎ দ্বারা নিজেকে প্রভাবান্বিত হতে দেবে: যারা তাদের প্রজা হয়েছে, সেই ক্ষমতাশালীরা সঠিক কারণেই তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে দাবি করে ও তাদের কাছ থেকে অনিষ্টের করও দাবি করে।

সঠিকভাবেই তাকে সাক্ষ্যমর বলা হয় যে অকারণে নির্যাতনের উৎপীড়ন সহ্য করে, কেননা সে চুরি করেনি, কারও ক্ষতি করেনি, রক্তপাত করেনি, বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করেনি, অথচ চোরের চেয়ে তাকে তীব্রতর পীড়ন সহ্য করতে হয়। সে সত্যকথা বলে, অথচ কেউ তাকে শোনে না; সে কেবল উপকারী কথা বলে, অথচ লোকে তার নিন্দা করে— এমনটি ঘটে যে সে একথা বলতে পারে, *আমি যখন শান্তির কথা বলি, তখন তারা যুদ্ধই চায়* (সাম ১২০:৭ সত্তরী পাঠ্য)। দোষ বিনা যে অত্যাচারিত, সে-ই অকারণে নির্যাতন ভোগ করে; অপরাধীর মত সে আক্রান্ত, অথচ তার সাক্ষ্যদানের জন্য সে প্রশংসারই যোগ্য; প্রভুর নামে গর্ব করে বিধায় সে অপকর্মার মত অত্যাচারিত, অথচ ধর্মই সমস্ত

সদ্‌গুণের ভিত্তি। বিশ্বাসগুরু হয়েও যে ধর্মহীন ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা ধর্মহীন বলে অভিযুক্ত, সে-ই অকারণে নিন্দার পাত্র। যে অকারণে আক্রান্ত, তাকে বলবান ও অবিচল হতে হবে একথা সন্দেহের অতীত। তাহলে কেনই বা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *আমার অন্তর ভয় করে তোমার বাণী সকল?* ভয় তো দুর্বলতা, আশঙ্কা ও আতঙ্কেরই লক্ষণ। তথাপি এমন দুর্বলতা রয়েছে যা পরিত্রাণ এনে দেয়, এমন ভয় রয়েছে যা পবিত্রজনদেরই কাছে জানা, যেমন লেখা আছে, *প্রভুকে ভয় কর, তাঁর পবিত্রজন সকল* (সাম ৩৪:১০), এবং *সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুকে ভয় করে*। এর কারণ কী? কারণ *প্রভুর আজ্ঞাবলিতেই তার পরম প্রীতি* (সাম ১১২:১)।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩

*প্র* আমরা যিশুর খাতিরে মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য;

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৫:৫-৩৫)

## মতভেদ

### যেরুশালেমের মহাসভায়

ফরিশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন—তাঁরা ইতিমধ্যে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন—তখন প্রতিবাদ করে একথা বললেন যে, সেই লোকদের পক্ষে পরিচ্ছেদিত হওয়া আবশ্যক, মোশির বিধান পালন করতে তাদের আদেশ দেওয়াও আবশ্যক।

বিষয়টা বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ সমবেত হলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'ভাইয়েরা, তোমরা জান, অনেক দিন আগেই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে এমনটি বেছে নিয়েছিলেন যেন বিজাতীয়রা আমার মুখ থেকে শুভসংবাদের বাণী শুনে বিশ্বাসী হয়। অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান ক'রে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন; তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি, বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। তাই, যে জোয়ালের ভার আমাদের পিতৃপুরুষেরা আর আমরাও বহন করতে সক্ষম হইনি, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়াল চাপিয়ে তোমরা এখন কেনই বা ঈশ্বরকে যাচাই করছ? বরং আমরা বিশ্বাস করি, ওরা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যিশুর অনুগ্রহ গুণেই পরিত্রাণ পাব!'

গোটা জনসমাবেশ নীরব হয়ে পড়ল, আর বার্নাবাস ও পলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্যে কি কি চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে তার বর্ণনা শুনল। তাঁদের কথা শেষ হলে যাকোব এই বলে কথা বলতে লাগলেন, 'ভাইয়েরা, আমার কথা শোন। শিমোন এইমাত্র জানিয়েছেন, কীভাবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন। একথার সঙ্গে নবীদের বাণী মেলে, যেহেতু লেখা আছে:

*এরপরে আমি ফিরে আসব,*
*দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব,*
*তার ভগ্নস্তূপ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করব,*

*যেন বাকি মানুষেরা,*
*এবং যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে,*
*তারা প্রভুর অন্বেষণ করে।*
*একথা প্রভুই বলছেন, যিনি অনাদিকাল থেকে*
*এই সমস্ত কথা জানিয়ে আসছেন* (আমোস ৯:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য)।

সুতরাং আমার অভিমত এ, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরে, তাদের আমরা বিরক্ত করব না, তাদের কাছে শুধু লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমা-জনিত কলুষ থেকে, অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার থেকে, এবং রক্ত-আহার থেকে বিরত থাকে। কেননা প্রাচীন কাল থেকেই প্রতিটি শহরে মোশির এমন লোক আছে যারা তাঁর কথা প্রচার করে; বাস্তবিকই প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে সমাজগৃহগুলিতে তাঁর পুস্তক পাঠ করা হয়।'

তখন প্রেরিতদূতেরা ও প্রবীণবর্গ গোটা জনমণ্ডলীর সঙ্গে স্থির করলেন, নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে পল ও বার্নাবাসের সঙ্গে তাঁদের আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন: এঁরা হলেন সেই যুদা, যিনি বার্সাব্বাস নামে পরিচিত, এবং সিলাস— ভাইদের মধ্যে দু'জনেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের হাতে এই পত্র লিখে পাঠালেন: 'প্রেরিতদূতদের, প্রবীণবর্গের ও ভাইদের পক্ষ থেকে, আন্তিওখিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অধিবাসী বিজাতীয় ভাইদের সমীপে: শুভেচ্ছা! আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমাদের কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েও এখানকার কয়েকজন লোক তোমাদের কাছে গিয়ে নানা দাবি রেখে তোমাদের প্রাণ অস্থির করে তোমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এজন্য আমরা একমত হয়ে স্থির করেছি যে, কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তোমাদের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেব আমাদের সেই প্রিয় বার্নাবাস ও পলের সঙ্গে, যাঁরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামের জন্য নিজেদের প্রাণ নিবেদন করেছেন। সুতরাং যুদা ও সিলাসকে প্রেরণ করলাম: এঁরা নিজেরাও তোমাদের কাছে এই একই কথা মুখে জানাবেন। পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দেওয়া হয়, যথা: তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ

করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা; এসব কিছু এড়িয়ে চললে তোমরা ঠিকই করবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

তাঁরা বিদায় নিয়ে আন্তিওখিয়ায় ফিরে এলেন, এবং মণ্ডলীর সকলকে সমবেত করে পত্রটা তাদের হাতে তুলে দিলেন। তা পড়ে তারা পত্রটার আশ্বাসপূর্ণ কথায় আনন্দিত হল। তখন যুদা ও সিলাস, নিজেরাই নবী হওয়ায়, অনেক কথার মধ্য দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও সুস্থির করলেন। সেখানে কিছু দিন কাটাবার পর তাঁরা ভাইদের শান্তি-শুভেচ্ছা গ্রহণ করে বিদায় নিলেন, ও তাঁদের কাছে ফিরে গেলেন, যাঁরা তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু পল ও বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় থেকে গেলেন, এবং আরও অনেকের সঙ্গে শুভসংবাদ, অর্থাৎ প্রভুর বাণীর প্রসঙ্গে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে লাগলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৫:৮, ৯; ১১:১৮

*প্র* অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন।

*উ* তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

*উ* তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৩৬:১-২; ৩৭-৩৮)

### খ্রিষ্টই একমাত্র পথ

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যিশু খ্রিষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব, তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে* (হিব্রু ১:৩-৪ দ্রঃ)।

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর যথার্থ আজ্ঞাগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আজ্ঞা পালন করে! সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আজ্ঞা পালন করে। ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন। তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - কল ১:১৮; ২:১২খ, ৯-১০, ১২ক

*প্র* তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা; তিনি তো আদি, তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত।

*উ* ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। আল্লেলুইয়া।

*প্র* খ্রিষ্টে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে। আর তোমরা তাঁরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ কর: বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ,

*উ* ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১-২০)

**বাবিলনের পতন**

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন; তিনি মহাক্ষমতার অধিকারী; তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পতন হয়েছে, মহতী বাবিলনের পতন হয়েছে; সে অপদূতদের আস্তানা, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও জঘন্য পাখির কারাগার হয়ে পড়েছে! কেননা সকল দেশ তার উন্মত্ত বেশ্যাচারের আঙুররস পান করেছে, পৃথিবীর রাজারা তার ব্যভিচারের সঙ্গী হয়েছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তার উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসের উপরেই ধনী হয়েছে।'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে অন্য এক কণ্ঠ বলে উঠল: 'হে আমার আপন জনগণ, বাবিলন ছেড়ে বেরিয়ে এসো, যেন তোমাদের তার পাপকর্মের অংশী না হতে হয়, এবং তার সমস্ত আঘাত ভোগ করতে না হয়; কেননা তার পাপ আকাশ পর্যন্তই রাশি রাশি হয়ে জমে গেছে এবং ঈশ্বর তার যত অপরাধ স্মরণ করেছেন। সে যেমন ব্যবহার করত, তোমরাও তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার কর; সে যা কিছু করেছে, তার দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও; যে পাত্রে সে নিজের পানীয় মিশিয়ে দিত, সেই পাত্রে দ্বিগুণ পরিমাণ পানীয় মেশাও; সে যত গরিমা ও বিলাসিতা ভোগ করত, তত যন্ত্রণা ও শোক তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা সে মনে মনে বলত, আমি রানীর মত সিংহাসনে আসীনা; বিধবা? আমি তো নই; শোক? তা আমি কখনও দেখব না। এজন্য এক দিনেই যত আঘাত তার উপর এসে পড়বে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ! এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ শক্তিমান প্রভুই সেই ঈশ্বর, যিনি তার বিচার করেছেন।'

পৃথিবীর যে সকল রাজা তার বেশ্যাচার ও বিলাসিতার সঙ্গী হয়েছে, তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখে তার জন্য কাঁদবে ও বুক চাপড়াবে; এবং তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা বলবে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, হে বাবিলন, হে পরাক্রমী নগরী, এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার এল!'

পৃথিবীর বণিকেরাও তার জন্য কাঁদছে ও বিলাপ করছে, কারণ তাদের ব্যবসার মাল কেউই আর কিনছে না—তত সোনা-রুপো, বহুমূল্য মণিমুক্তা, ক্ষোমের কাপড়, দামী বেগুনি ও রেশমের কাপড় ও সিঁদুরে-লাল কাপড়, সবরকম সুগন্ধি কাঠ, সবরকম গজদন্তময় বস্তু, মূল্যবান কাঠ, ব্রঞ্জ, লোহা বা শ্বেতপাথরের সবরকম জিনিস; দারুচিনি ও এলাচ, ধূপধুনো, গন্ধনির্যাস ও শ্বেত-কুন্দুরু, আঙুররস, তেল, সেরা ময়দা ও শস্য; গবাদি পশু ও মেষের পাল, ঘোড়া ও রথ, দাস ও বন্দি মানুষ—এসব মাল কেউই আর কিনছে না। 'যত ফল ছিল তোমার প্রাণের অভিলাষ, সবই তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে; তোমার যত শোভা ও বেশভূষা—সবই তোমার পক্ষে নষ্ট হয়েছে; সেসব কিছুর উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না।' সেসব মালের ব্যবসায়ী, যারা তার ধনে ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে বলবে: 'হায়, হায়, হে মহানগরী! তুমি যে সর্বাঙ্গে ছিলে ক্ষোম-বসন, দামী বেগুনি বসন ও লাল-উজ্জ্বল বসনে ভূষিতা এবং সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় অলঙ্কৃতা! এক ঘণ্টার মধ্যেই তেমন বিপুল ঐশ্বর্য মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!'

জাহাজের যত সারেঙ ও যত নাবিক, জলপথে যত লোক আনাগোনা করে ও সমুদ্রে যাদের জীবিকা, সকলে দূরে দাঁড়ায়, এবং তার দহনের ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলে: 'সেই মহানগরীর মত আর কোন্ নগরী ছিল?' মাথায় ধুলো মেখে কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে চিৎকার করে বলে: 'হায়, হায়! হে মহানগরী, যার ঐশ্বর্যে তারা সবাই ধনী হল, সমুদ্রে যাদের জাহাজ ছিল! এক ঘণ্টার মধ্যেই সে মরুপ্রান্তর হয়ে গেল!

হে স্বর্গ, তার উপরে মেতে ওঠ; তোমরাও মেতে ওঠ, হে পবিত্রজন, প্রেরিতদূত ও নবী সকল! কারণ তাকে শাস্তি দেওয়ায় ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন।'

**শ্লোক** - ইশা ৫২:১১, ১২; প্রকাশ ১৮:২০; যেরে ৫১:৪৫

*প্র* তোমরা যারা প্রভুর পাত্রবাহক, বাবিলনের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাও, নিজেদের শুচীকৃত কর, কারণ তোমাদের পুরোভাগে প্রভুই চলছেন ;

*উ* ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তার মধ্য থেকে বের হও, হে আমার আপন জনগণ, প্রত্যেকে প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ থেকে নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করুক ;

*উ* ঈশ্বর তোমাদের সপক্ষেই রায় দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ব্রেশার বিশপ সাধু গাউদেন্তিউস-লিখিত 'প্রবন্ধমালা' থেকে পাঠ (২য় প্রবন্ধ)

**প্রভুর পাস্কা রূপে এউখারিস্তিয়া**

কেবল খ্রিষ্টই সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। মণ্ডলী বহু বহু গির্জাঘরে সম্মিলিত হলেও তিনিই সেই একই ব্যক্তি যিনি রুটি ও আঙুররসের মহারহস্যে উপস্থিত : বলীকৃত হয়ে তিনি পুনঃসৃষ্টি করেন, স্বীকৃত হয়ে সঞ্জীবিত করেন, পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের পবিত্রিত করেন যারা পবিত্রীকরণের বাণী উচ্চারণ করে।

এ মেষশাবকের মাংস, এ তাঁর রক্ত। স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি যিনি, তিনি বলেছেন, *যে রুটি আমি দান করব, তা আমার নিজেরই মাংস—জগতের জীবনের জন্য* (যোহন ৬:৫১)। আঙুররসের আকারে তাঁর রক্তও উপযুক্তভাবে ব্যক্ত হয়, কেননা যিনি সুসমাচারে বলেছেন, *আমিই সত্যকার আঙুরলতা* (যোহন ১৫:১), তিনি খুবই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, যে আঙুররস তাঁর যন্ত্রণাভোগের স্মারকচিহ্নরূপে অর্পণ করা হয়, তা তাঁর নিজের রক্ত। এজন্যই পরমধন্য কুলপতি যাকোব খ্রিষ্টকে উদ্দেশ্য করে ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তিনি আঙুররসে ধুয়ে নেবেন নিজের পোশাক, আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়* (আদি ৪৯:১১ দ্রঃ)। সেই পোশাক প্রকৃতপক্ষে ছিল আমাদের দেহ, যে দেহকে পরিচ্ছদ রূপে ধারণ করে খ্রিষ্ট একদিন তাঁর নিজের রক্তেই ধুয়ে নেবার কথা।

সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভুই বলে তিনি মাটি থেকে রুটি বের করে আনেন, আবার সেই রুটিকে আপন দেহ করেন, কেননা তিনি তা করতে সক্ষম ও সেবিষয়ে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। তাছাড়া, যিনি জলকে আঙুররস করেছিলেন, তিনি আঙুররসকে আপন রক্ত করেন। লেখা আছে, *এ প্রভুর পাস্কা* (যাত্রা ১২:১১), অর্থাৎ প্রভুর উত্তরণ। কেউই যেন তা মর্ত বস্তু না মনে করে, যা স্বর্গীয় বস্তু করা হয়েছে তাঁরই দ্বারা, যিনি সেই মর্ত বস্তুতে 'উত্তীর্ণ' হয়ে তা আপন দেহ ও রক্ত করে তুললেন। তুমি যা গ্রহণ কর, তা হল তাঁরই দেহ যিনি দিব্য রুটি, ও তাঁরই রক্ত যিনি পবিত্র আঙুরলতা। বস্তুতপক্ষে তিনি যখন আপন শিষ্যদের হাতে সেই পবিত্রীকৃত রুটি ও আঙুররস অর্পণ করেছিলেন, তখন বলেছিলেন, *এ আমার দেহ, এ আমার রক্ত* (মথি ২৬:২৬-২৭)। এসো, আমরা যাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাঁকে সত্যি বিশ্বাস করি—সত্য তো মিথ্যা জানে না!

যখন তিনি জনতাকে তাঁর নিজের দেহ খেতে ও তাঁর নিজের রক্ত পান করতে বলেছিলেন, বিস্মিত হয়ে তারা বলাবলি করতে লাগল, *একথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?* (যোহন ৬:৬০)। দিব্য আগুন দ্বারা তেমন চিন্তা দূর করার জন্য তিনি বলে চলেছিলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন* (যোহন ৬:৬৩)।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৫৭; লুক ২২:১৯

*প্র* যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত,

*উ* সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত।

*উ* সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৫:৩৬–১৬:১৫)

## পলের দ্বিতীয় বাণীপ্রচার-যাত্রা—প্রথম পর্ব

কয়েক দিন পর পল বার্নাবাসকে বললেন, 'চল, ফিরে যাই! যে সকল শহরে আমরা প্রভুর বাণী প্রচার করেছিলাম, সেখানকার ভাইদের দেখতে যাই, যেন দেখতে পারি তারা কেমন চলছে।' বার্নাবাস মার্ক বলে পরিচিত সেই যোহনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পল মনে করছিলেন, যে ব্যক্তি পাম্ফিলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গেছিলেন ও তাঁদের কাজে অংশ নিতে অসম্মত হয়েছিলেন, এমন ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নেওয়া উচিত নয়। মনের অমিল এমন হল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেন: একদিকে বার্নাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন, অপরদিকে পল সিলাসকে বেছে নিলেন; এবং ভাইয়েরা তাঁকে প্রভুর অনুগ্রহের হাতে সঁপে দেওয়ার পর তিনি রওনা হলেন। সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে করতে তিনি মণ্ডলীগুলিকে সুস্থির করতেন।

তিনি দের্বা, এবং পরে লিস্ত্রায় গেলেন। আর দেখ, সেখানে তিমথি নামে একজন শিষ্য ছিলেন; তিনি বিশ্বাসী একজন ইহুদী মহিলার সন্তান, কিন্তু তাঁর পিতা গ্রীক। লিস্ত্রা ও ইকোনিয়মের ভাইয়েরা তাঁর সুখ্যাতি করত। পল চাইলেন, এঁকে যাত্রাসঙ্গী করে নিয়ে যাবেন; তাই সেই অঞ্চলের ইহুদীদের কথা ভেবে তিনি তাঁকে পরিচ্ছেদিত করালেন, কারণ সকলেই জানত যে তাঁর পিতা গ্রীক। শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুশালেমের প্রবীণবর্গের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন। এভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাঁরা ফ্রিগিয়া ও গালাতিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গেলেন, কারণ পবিত্র আত্মা এশিয়ায় বাণী প্রচার করতে তাঁদের নিষেধ করেছিলেন; মিসিয়ার সীমানায় পৌঁছে তাঁরা বিথিনিয়ায় যাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু যিশুর আত্মা তাঁদের যেতে দিলেন না। তাই মিসিয়া পেরিয়ে তাঁরা ত্রোয়াসে চলে গেলেন। রাতে পল একটা দর্শন পেলেন: একজন মাকিদনীয় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করে বলছে, 'মাকিদনিয়াতে এসে

আমাদের সাহায্য কর!' তিনি সেই দর্শন পেলে আমরা বিলম্ব না করে মাকিদনিয়াতে যেতে চেষ্টা করলাম, কারণ বুঝেছিলাম, স্বয়ং ঈশ্বর সেখানকার লোকদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাদের আহ্বান করেছিলেন।

ত্রোয়াস থেকে আমরা সরাসরি জলপথে সামোথ্রাকিয়ার দিকে গেলাম, পরদিন নেয়াপলিসের দিকে, আর সেখান থেকে ফিলিপ্পির দিকে; শহরটা রোমীয় একটা উপনিবেশ ও মাকিদনিয়ার সেই জেলার প্রধান শহর। সেই শহরে আমরা কয়েকদিন থাকলাম। শাব্বাৎ দিনে নগরদ্বারের বাইরে নদীকূলে গেলাম; মনে করছিলাম, সেখানে প্রার্থনা-স্থান আছে। আমরা আসন নিয়ে সমবেত নারীদের কাছে উপদেশ দিতে লাগলাম। তাদের মধ্যে লিদিয়া নামে একজন ঈশ্বরভক্তা নারী ছিলেন; তিনি থিয়াতিরার একজন দামী বেগুনি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন; তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন, আর প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন, তাই তিনি পলের কথা গ্রহণ করলেন। তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর তিনি এই অনুরোধ রাখলেন, 'আপনারা যদি মনে করেন আমি প্রভুর প্রকৃত বিশ্বাসী, তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।' আর তিনি আমাদের কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না।

**শ্লোক** - ইশা ৫২:১০; মার্ক ১৬:১৫

*প্র* প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন।
*উ* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।
*প্র* তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।
*উ* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩০:২)

**প্রভু আপন দাসদের সৃষ্টি করেছেন, মুক্তও করেছেন**

খ্রিষ্টই স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ রুটি, এমন রুটি যা স্বস্তি দেয়, যার কখনও শেষ হয় না, যা গ্রহণ করলেও কমে না। এ রুটি মান্না-চিহ্ন দ্বারাও পূর্বপ্রদর্শিত হয়েছিল: *তিনি তাদের দিলেন স্বর্গ থেকে রুটি, মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি* (সাম ৭৮:২৪-২৫ লাতিন পাঠ্য)। খ্রিষ্ট ছাড়া কেইবা স্বর্গের রুটি? কিন্তু মানুষ যেন স্বর্গদূতদের রুটি খেতে পারে,

স্বর্গদূতদের প্রভু মানুষ হলেন। তিনি যদি নিজেকে মানুষ না করতেন, আমরা তাঁর মাংস পেতাম না, বেদির রুটি খেতাম না। এসো, তৎপর হয়ে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চলি, কেননা তার যে অগ্রিম দান পেয়েছি, তা মহান।

আমার ভ্রাতৃগণ, এসো, খ্রিষ্টের জীবন আকাঙ্ক্ষা করি, কেননা আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যুপণ আছে। যিনি আমাদের অমঙ্গল সহ্য করেছেন, তিনি কী করে তাঁর মঙ্গলদান আমাদের দেবেন না? এ পৃথিবীতে, এ দুর্দন্ত জগতে জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু ছাড়া প্রচুর বলতে আর কীবা আছে? মানবীয় বাস্তবতাগুলো নিরীক্ষণ করে আমাকে বল, আমি মিথ্যা বলি কিনা। হে মানুষ সকলেই, ভেবে দেখ এ জগতে জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু আছে কিনা। এগুলো হল আমাদের অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, এগুলো অতি প্রচুর।

তেমন ব্যবসায়ই ঐশ বণিক নেমে এলেন! আর যেহেতু প্রতিটি বণিক দান করে ও গ্রহণ করে, তার যা আছে তা দান করে, ও তাই গ্রহণ করে যা তার নেই, যখন কিছু কেনে তখন টাকা দেয় ও যা কিনেছে তাই গ্রহণ করে; তেমনি খ্রিষ্ট এ বাজারে দান করেছেন ও গ্রহণ করেছেন। তিনি কিন্তু কী গ্রহণ করেছেন? এখানে যা অতিপ্রচুর তা-ই: জন্ম, পরিশ্রম ও মৃত্যু। আর কী দান করলেন? নবজন্ম, পুনরুত্থান ও চিরন্তন রাজ্য।

হে দয়ালু বণিক, আমাদের কিনে নাও! কেনই বা আমি 'আমাদের কিনে নাও' বলছি, যখন তুমি কিনেই নিয়েছ বিধায় তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত? তুমি তো আমাদের মুক্তিমূল্য দাও: আমরা তোমার রক্ত পান করি, তুমি তো আমাদের মুক্তিমূল্য বিতরণ কর।

আমরা সুসমাচারও পাঠ করি, যে সুসমাচার হল আমাদের খাদ্য। আমরা তোমার দাস, তোমার সৃষ্টি; তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ ও মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তি সাধন করেছ। যে কেউই নিজের জন্য একটা দাস কিনতে পারে, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রভু কিন্তু আপন দাসদের সৃষ্টি করলেন ও মূল্য দিয়ে তাদের জন্য মুক্তি সাধন করলেন। তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন তারা যেন অস্তিত্ব পায়; মূল্য দিয়ে তাদের মুক্তি সাধন করলেন তারা যেন সবসময়ের মত বন্দি না হয়ে থাকে। আমরা তো এ জগতের অধিপতির হাতে পড়েছিলাম, সেই যে অধিপতি আদমকে প্রবঞ্চিত ক'রে আপন দাস

করে ফেলেছিল; আর সেই অধিপতি নিজের বাড়িতে ক্রীতদাসের মতই আমাদের ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু আমাদের মুক্তিসাধক এলেন আর সেই প্রবঞ্চক পরাজিত হল। আমাদের মুক্তিসাধক আমাদের প্রবঞ্চককে কী করলেন? আমাদের মুক্তিমূল্য দেবার জন্য তিনি ক্রুশ-ফাঁদ বসালেন ও আপন রক্ত টোপ হিসাবে ব্যবহার করলেন। সেই দুর্জন তাঁর রক্ত পাত করতে পারল বটে, কিন্তু তা পান করতে যোগ্য হল না।

আর যেহেতু তাঁরই রক্তপাত করল যিনি তার কাছে ঋণী ছিলেন না, এজন্য যত ঋণীদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল: নিরপরাধীর রক্তপাত করতে করতে, তাকে অপরাধীদের কাছ থেকে দূরে যেতে হল। প্রভু ঠিক আমাদের পাপ নিঃশেষ করতেই আপন রক্ত দান করলেন; এজন্য যে আমাদের ক্রীতদাস বলে রাখছিল, মুক্তিসাধকের রক্ত দ্বারা সে ধ্বংসিত হল। এসো, আমরা তাঁকে ভালবাসি, কেননা তিনি মঙ্গলময়: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯)।

**শ্লোক** - যেরে ৩১:১১, ১২

*প্র* প্রভু আপন জনগণের মুক্তি সাধন করলেন: তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে;

*উ* তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তারা গম, নতুন আঙুররস ও তেলের উপর উল্লাস করবে;

*উ* তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না। আল্লেলুইয়া।

**পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল - ৫ম সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:২১–১৯:১০)

**মেষশাবকের বিবাহ-সংবাদ**

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] শক্তিশালী এক স্বর্গদূত জাঁতার মত বিশাল একটা পাথর তুলে এই বলে তা সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন: 'এভাবেই মহানগরী বাবিলনকে সজোরে আছড়ে ফেলা হবে, তার উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না! তোমার মধ্যে কোন বীণকার, গায়ক, বাঁশিবাদক ও তুরিবাদকের স্বরধ্বনি আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন শিল্পের কোন কারিগরও আর কখনও পাওয়া যাবে না; তোমার মধ্যে কোন জাঁতার শব্দও আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন প্রদীপের শিখাও আর কখনও জ্বলবে না; তোমার মধ্যে কোন বর-কনের কণ্ঠও আর কখনও শোনা যাবে না; কারণ তোমার বণিকেরা ছিল পৃথিবীর ক্ষমতাশালীরা; কারণ তোমার জাদুতে সকল জাতি ভ্রান্ত হল। তারই মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের ও পবিত্রজনদের রক্ত, তাদের সকলেরও রক্ত, পৃথিবীতে যাদের হত্যা করা হল।' এই সমস্ত কিছুর পরে আমি যেন স্বর্গে বিরাট এক জনতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: তারা বলছিল:

'আল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই;
কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল।
যে মহাবেশ্যা নিজের বেশ্যাচারে পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করছিল,
তিনি তার বিচার সম্পন্ন করেছেন,

তার হাত থেকে তাঁর নিজের দাসদের রক্তপাতের যোগ্য পরিশোধ নিয়েছেন।'

দ্বিতীয়বারের মত তারা বলে উঠল,

'আল্লেলুইয়া! তার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ওঠে যুগে যুগে চিরকাল!'

তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ ও চার প্রাণী প্রণিপাত করে এই বলে সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বরের সামনে প্রণিপাত করলেন: 'আমেন, আল্লেলুইয়া!'

সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

'আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,

তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।'

আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রকাণ্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

'আল্লেলুইয়া! আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।

কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,

তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।

তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।'

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।

তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!' তিনি এও বললেন, 'এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই সত্যকার বাণী।' তখন আমি তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যিশুর সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।' যিশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৪:২; ১৯:৬; ১২:১০; ১৯:৫

*প্র* আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি : আমাদের ঈশ্বর রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন,

*উ* তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা ;

*উ* তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১৪৮, ১-২)

**পাস্কার আল্লেলুইয়া**

আমাদের বর্তমান জীবনের অনুশীলন ঈশ্বরের প্রশংসাবাদেই বাস্তবায়িত হওয়া চাই, কেননা আমাদের ভাবী জীবনের নিরন্তর আনন্দোল্লাস হবে ঈশ্বরের প্রশংসা ; আর কেউই সেই ভাবী জীবনের উপযুক্ত হবে না যদি-না এখন থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়। সেজন্য আমরা এখন ঈশ্বরের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতিও জানাই। আমাদের প্রশংসাবাদে আছে আনন্দ, আমাদের মিনতিতে ক্রন্দন। বস্তুতপক্ষে এমন দানের প্রতিশ্রুত হয়েছি যা এখনও আমাদের আয়ত্তে নেই ; তবু যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বিশ্বস্ত, সেজন্য আমরা প্রত্যাশায় আনন্দ বোধ করি ; আবার কিন্তু যেহেতু প্রতিশ্রুত বস্তু এখনও বিলম্বিত, সেজন্য সেই আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করি। আকাঙ্ক্ষায় অধ্যবসায় থাকা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর যতক্ষণ প্রতিশ্রুত বস্তু না আসে —আর এভাবে ক্রন্দন চলে গেলে কেবল প্রশংসাই থাকে।

যেহেতু কালের এ দু'টো পর্যায় রয়েছে—বর্তমানকাল যা এজীবনের পরীক্ষা ও সমস্যা দ্বারা বেষ্টিত, ও ভাবীকাল যা চিরন্তন সুখ ও আনন্দে আবিষ্ট, সেহেতু আমাদের জন্য দু'টো উপাসনা-কাল নিরূপণ করা হয়েছে : পাস্কার পূর্ববর্তী ও পাস্কার পরবর্তী কাল। পাস্কার পূর্ববর্তী কাল তুলে ধরে সেই সমস্ত দুঃখকষ্ট যা এজীবনে ভোগ করছি ; অপরদিকে পাস্কার পরবর্তী কাল, যা আমরা বর্তমানে পালন করছি, তুলে ধরে সেই

আনন্দ যা একদিন ভোগ করব। তাই পাস্কার আগে তা-ই উদ্‌যাপন করি যা এজীবনে জীবনযাপন করি; কিন্তু পাস্কার পরে যা উদ্‌যাপন করি, তা এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা এখনও আমরা পাইনি। এই কারণেই আমরা প্রথম কাল প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে থাকি, কিন্তু অপরকাল উপবাস ছেড়ে প্রশংসাগানেই উদ্‌যাপন করি। এই তো সেই 'আল্লেলুইয়া' যা আমরা গান করি।

কাল দু'টোই আমাদের মাথা খ্রিষ্টে মূর্ত ও প্রকাশিত। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ আমাদের বর্তমান কষ্টময় জীবনকে তুলে ধরে, যে জীবনে পরিশ্রম, দুঃখক্লেশ ও মৃত্যু অনিবার্য; অপরদিকে প্রভুর পুনরুত্থান ও মহিমা সেই জীবনকে তুলে ধরে, যা একদিন আমাদের ভোগ করার কথা।

সুতরাং এখন, ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রশংসা কর: 'আল্লেলুইয়া' কথাটা ব'লে আমরা তো পরস্পরের কাছে ঠিক তাই বলি! তুমি তো একজনকে বল 'প্রভুর প্রশংসা কর,' আর সেও তোমাকে একই কথা বলে। সকলে একে অন্যকে প্রভুর প্রশংসা করতে উৎসাহিত করছে ও অপরকে যা করতে বলে নিজেরাই তা করছে। তবে তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়েই প্রশংসা কর; অন্য কথায়, যেন কেবলমাত্র জিহ্বা ও কণ্ঠ নয়, বরং তোমাদের বিবেক, তোমাদের জীবন, তোমাদের কাজকর্মই যেন প্রভুর প্রশংসা করে।

যখন সম্মিলিত হই, তখন প্রার্থনাগৃহে আমরা প্রভুর প্রশংসা করি; যখন এক একজন নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়, তখন সে একপ্রকারে প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাকে। সে সৎজীবন যাপনে বিরত না থাকুক, তবেই সে সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে। তুমি তখনই প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাক যখন ন্যায্যতা ও তাঁর মনঃপূত কাজে বিরত থাক। অপরদিকে তুমি সৎজীবন যাপনে কখনও বিরত না থাকলে, তোমার জিহ্বা নীরব থাকে, কিন্তু তোমার জীবন চিৎকার করে, আর ঈশ্বরের কান তোমার হৃদয়ের দিকে পেতে থাকে। কেননা যেমন আমাদের কান আমাদের কণ্ঠেরই দিকে, তেমনি ঈশ্বরের কান আমাদের ভাবনারই দিকে পাতা আছে।

শ্লোক - যোহন ১৬:২০

*প্র* তোমাদের দুঃখ

℣ আনন্দে পরিণত হবে। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে ; তবু তোমাদের দুঃখ

℣ আনন্দে পরিণত হবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৬:১৬-৪০)

## পল ও সিলাসকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

একদিন আমরা প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে একটি তরুণী দাসী এগিয়ে এল; তার উপর দৈবজ্ঞ এক আত্মা ভর করে ছিল। সে লোকদের ভাগ্য গণনা করে তার মনিবদের বহু টাকা লাভ করাত। সে পলের ও আমাদের পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বলছিল, 'এঁরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, এঁরা তোমাদের পরিত্রাণের পথ জানাচ্ছেন।' আর সে অনেক দিন ধরে এভাবে করতে থাকল। কিন্তু পল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, 'যিশু খ্রিষ্টের নামে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই ক্ষণেই সে বেরিয়ে গেল। তার মনিবেরা যখন দেখল, তাদের অর্থলাভের আশাও বেরিয়ে গেল, তখন পলকে ও সিলাসকে ধরে শহরের সভাকেন্দ্রে সমাজনেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; এবং বিচারকদের কাছে তাঁদের নিয়ে এসে বলল, 'এরা আমাদের শহরে যথেষ্ট অশান্তি ছড়াচ্ছে; এরা ইহুদী, এবং রোমীয় হয়ে আমাদের যে ধরনের রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করা উচিত নয়, এরা তা-ই প্রচার করছে।' জনতাও তাঁদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং বিচারকেরা তাঁদের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁদের বেত মারতে আদেশ দিলেন, এবং প্রচুর প্রহারের পর তাঁদের কারাগারে ফেলে দিলেন; কারারক্ষীকে তাঁদের কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিলেন। তেমন আদেশ পেয়ে সে তাঁদের ভিতরের কারাকক্ষে নিয়ে গেল, এবং কাঠের বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে রাখল।

মাঝরাতে পল ও সিলাস প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, এবং বন্দিরা তাঁদের গান কান পেতে শুনছিল। হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; তখনই সমস্ত দরজা খুলে গেল, ও সকলের শেকল খসে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে উঠে, ও কারাগারের সমস্ত দরজা খোলা দেখে কারারক্ষী খড়্গ খুলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল; সে মনে করছিল, বন্দিরা পালিয়ে গেছে। কিন্তু পল জোর গলায় ডেকে বললেন, 'নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সকলে এখানে আছি।' তখন সে আলো আনিয়ে ভিতরে দৌড়ে গেল ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পল ও

সিলাসের সামনে লুটিয়ে পড়ল; এবং তাঁদের বাইরে এনে বলল, 'মহাশয়, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' তাঁরা বললেন, 'তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে প্রভু যিশুতে বিশ্বাস কর, তবেই পরিত্রাণ পাবে।' পরে তাঁরা তার কাছে ও তার বাড়িতে উপস্থিত সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করলেন। রাতের সেই ক্ষণেই সে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিল, এবং সে নিজে ও তার সকল লোক দেরি না করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। তারপর সে তাঁদের দু'জনকে উপরে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পেরেছেন বিধায় সে ও বাড়ির সকলে খুবই আনন্দ ভোগ করল।

সকাল হলে বিচারকেরা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, 'ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।' কারারক্ষী পলকে খবর দিল যে, 'বিচারকেরা বলে পাঠিয়েছেন, যেন আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাই আপনারা এখন শান্তিতে বিদায় নিতে পারেন।' কিন্তু পল বললেন, 'আমরা রোমীয় নাগরিক হলেও তাঁরা বিচার না করে সকলের সামনে আমাদের বেত মারিয়েছেন, কারাগারেও নিক্ষেপ করেছেন! আর এখন কি গোপনেই আমাদের বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।' বেত্রধরেরা বিচারকদের কাছে গিয়ে কথাটা জানাল। তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, একথা শুনে বিচারকেরা ভয়ে অভিভূত হলেন; এবং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপর তাঁদের বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন। তাঁরা কারাগার থেকে বেরিয়ে লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন; সেখানে ভাইদের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পর রওনা হলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ১৬:৪, ৫; ১৩:৫২

প্র শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুশালেমের প্রবীণদের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন।

উ মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

প্র শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

℣ মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'পাস্কা মহোৎসব' থেকে পাঠ (৭, ৯, ১০-১২)

**আমরা সর্বদাই ত্রাণকর্তার দেহরক্তে পরিতৃপ্ত**

মোশির সময়ে পাস্কা-মেষশাবককে বছরে শুধু একবারই বলিদান করা হত, প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে, সন্ধ্যাবেলায়। নবসন্ধির মানুষ আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রভুর দিনেই পাস্কা উদ্‌যাপন করে সর্বদাই ত্রাণকর্তার দেহ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠি, সর্বদাই মেষশাবকের রক্তের সহভাগী হই; সর্বদাই শুচিতা ও শালীনতায় আত্মার কোমর বেঁধে রাখি, সর্বদাই আমাদের পা সুসমাচারের পথে চলতে প্রস্তুত আছে, সর্বদাই পাচনি হাতে ক'রে যেসে-বংশের মূলকাণ্ড থেকে অঙ্কুরিত সেই দণ্ডে ভর দিয়ে বিশ্রাম পাই; সর্বদাই মানবীয়-মাত্র জীবন থেকে দূরে গিয়ে মরুপ্রান্তরের অনুসন্ধানে মিশর ছেড়ে চলে যাই; সর্বদাই আমাদের যাত্রা ঈশ্বরের দিকে আকর্ষিত হয়; সর্বদাই পাস্কা উদ্‌যাপন করি। কেননা সুসমাচারের বাণী দাবি করে, বছরে শুধু একবার নয়, বরং সর্বদাই, প্রতিদিনই আমরা এসবকিছু করব।

এজন্য প্রতি সপ্তাহে, আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর দিনে, আমরা যাঁর জন্য মুক্তি পেয়েছি সেই সত্যকার মেষশাবকের রহস্যগুলি উদ্‌যাপন ক'রে আমাদের পাস্কা পালন করি। এভাবে আমরা ছুরি দিয়ে দেহের পরিচ্ছেদন করি না, বরং সুসমাচারের বাণীর তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে আত্মা থেকে যত মন্দ ছেঁটে দিই। উপরন্তু আন্তরিকতা ও সত্যের খামির ছাড়া আমরা অন্য কোন জাগতিক খামির ব্যবহার করি না।

কেননা ঐশঅনুগ্রহ ইহুদী প্রাচীন প্রথা থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছে ও ঈশ্বর অনুসারে গঠিত নবমানুষকে, নববিধান, নবপরিচ্ছেদন, নবপাস্কা ও সেই আধ্যাত্মিক ইহুদী মানুষকেই আমাদের দান করেছে। এইভাবে অনুগ্রহ প্রাচীন কালের অর্থ প্রকাশ ক'রে সেই কালের জোয়াল থেকে আমাদের মুক্ত করেছে।

অপরদিকে খ্রিষ্ট সপ্তাহের পঞ্চম দিনে শিষ্যদের সঙ্গে ভোজে বসে বললেন, *আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব* (লুক ২২:১৫)। কেননা আগেকার যে খাদ্য তিনি একসময় ইহুদীদের সঙ্গে খেয়েছিলেন, প্রাচীন হওয়ায় সে খাদ্য এখন আর আকাঙ্ক্ষার যোগ্য নয়; অন্যদিকে তাঁর নবসন্ধির যে নব-রহস্য তিনি শিষ্যদের হাতে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে তা সত্যিই আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল: আসলে তাঁর আগে বহু নবী ও ন্যায়বান ব্যক্তি নবসন্ধির রহস্যগুলি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সুতরাং স্বয়ং ঐশবাণীই সকলের পরিত্রাণের জন্য একান্ত তৃষিত হয়ে সেই রহস্য দিয়ে যাচ্ছিলেন যা সকল মানুষের একদিন উদ্‌যাপন করার কথা; এমনকি তিনি স্বীকার করছিলেন, তিনি নিজেও সে রহস্য একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বলা বাহুল্য মোশির পাস্কা সকল জাতির মানুষের জন্য উপযুক্ত ছিল না, কেননা বিধান অনুসারে তা কেবল এক স্থানে, সেই যেরুশালেমেই, উদ্‌যাপিত হওয়ার কথা; একারণে আকাঙ্ক্ষিত হওয়ার যোগ্যও নয়। অপরদিকে ত্রাণকর্তার রহস্য, যা নবসন্ধিতে সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত, একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল।

সুতরাং আমাদেরও খ্রিষ্টের সঙ্গে পাস্কা-ভোজে বসা উচিত: আমাদের উচিত যত দুষ্টতার খামির থেকে হৃদয় শুদ্ধ করা, আন্তরিকতা ও সত্যের খামিরবিহীন রুটিতে নিজেদের পরিতৃপ্ত করা, ইহুদী ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও সত্যকার পরিচ্ছেদন অন্তরে গ্রহণ করা, আমাদের জন্য বলীকৃত মেষশাবকের রক্তে হৃদয়ের বাজু সিঞ্চিত করা যাতে সেই সংহারককে দূরে রাখতে পারি। আর এসব কিছু বছরে শুধু একবার নয়, প্রতিটি সপ্তাহে করা উচিত।

গোটা বছর ধরে আমরা একই রহস্যগুলি উদ্‌যাপন করি—পূর্ববর্তী দিনের তথা শনিবারের উপবাসে আমরা ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ-স্মৃতি পালন করি, যেইভাবে বরকে কেড়ে নেওয়ার ফলে প্রেরিতদূতেরা প্রথম করেছিলেন। প্রতিটি প্রভুর দিনে আমরা তাঁর পরিত্রাণদায়ী পাস্কার পুণ্য দেহ থেকে নতুন জীবন পাই ও আত্মায় তাঁর অমূল্য রক্তের মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করি।

শ্লোক - ১ করি ৫:৭, ৮

*প্র* আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

℣ সুতরাং এসো, আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

℟ পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং

℣ আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১১-২১)

**ঈশ্বরের বাণীর জয়লাভ**

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া; যিনি তার পিঠে আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত; তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার করেন ও যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখ দু'টো অগ্নিশিখা, তাঁর মাথায় অনেক কিরীট, এবং নিজ দেহে তিনি এমন এক নামে চিহ্নিত, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী! স্বর্গীয় যত সেনাদল শুচিশুভ্র ক্ষোমের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুসরণ করে। তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা খড়্গ নির্গত, যেন তা দ্বারা তিনি জাতিগুলিকে আঘাত করেন। তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের শাসন করবেন, ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররস মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু। পরে আমি দেখতে পেলাম, এক স্বর্গদূত সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন; মাঝ-আকাশে যে সকল পাখি উড়ে যাচ্ছে, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে সেগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এসো, ঈশ্বরের মহাভোজে জড় হও: তোমরা রাজাদের মাংস, সেনাপতিদের মাংস, মহাবীরদের মাংস, অশ্ব ও অশ্বারোহীদের মাংস, এবং স্বাধীন ও দাসদের, ছোট-বড় সব মানুষের মাংস খেতে পারবে।'

তখন আমি দেখতে পেলাম, ঘোড়ার পিঠে যিনি আসীন, তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সেনাদল জড় আছে। কিন্তু পশুটা ধরা পড়ল, আর তার সঙ্গে ধরা পড়ল সেই নকল নবী, যে তার সামনে সেই সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করে সেই সকল মানুষকে ভুলিয়েছিল, যারা পশুর

প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করেছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করেছিল; পশু ও নকল নবী, দু'জনকেই জিয়ন্তে গন্ধক-জ্বলা আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল। বাকি সকলকে সেই অশ্বারোহীর মুখ থেকে নির্গত খড়্গ দ্বারা সংহার করা হল; এবং সকল পাখি তৃপ্তির সঙ্গে তাদের মাংস খেল।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৯:১৩, ১৫, ১৬

*প্র* তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী!

*উ* তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররসকে মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।

*উ* তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররসকে মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২০:৫৪-৫৫)

**আমরা সবাই বাণীর পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি**

*দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি; প্রভু, তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর* (সাম ১১৯:১৫৯)। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে সামসঙ্গীতের রচয়িতা তাঁর কাছে যাচনা করেন, তিনি যেন প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেন। যে জানে সে প্রীতির পাত্র হতে পারে, সে ছাড়া কেউই যাচনা করে না লোকে যেন তার উপর দৃষ্টিপাত করে।

তিনি বলেন, 'দেখ', আর ঠিকই বলেন, কেননা বিধানের খাতিরেই তা বলেন, যেহেতু বিধান অনুসারে মানুষ বছরে তিন বার প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভক্তজন কিন্তু প্রতিদিন নিজেকে নিবেদন করে, প্রতিদিন তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়—আর শূন্যভাবে নয়। যে তাঁর পূর্ণতা থেকে পেয়েছে, সে শূন্য হতে পারে না।

দাউদ যখন বললেন, *আমাদের মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ* (সাম ১২৬:২ লাতিন পাঠ্য), তখন তিনি শূন্য ছিলেন না, কেননা আনন্দ হল পবিত্র আত্মারই দান। এবং যোহনের

বাণী অনুসারে, আমরা সকলে যেমন বাণীর পূর্ণতা থেকে গ্রহণ করেছি, তেমনি পবিত্র আত্মাও জগৎকে আপন পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করেছেন। যখন জাখারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রভু যিশুর আগমনের ভাববাণী দিলেন, তখন তিনি শূন্য ছিলেন না। যিনি সর্বদা 'প্রাচুর্যেই' বাণীপ্রচার করতেন, সেই পল শূন্য ছিলেন না, এমনকি তিনি এফেসীয়দের কাছ থেকে যখন সেই মঙ্গলময় সৌরভ, সেই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি গ্রহণ করতেন, তিনি তখন পরিপূর্ণই ছিলেন। সেই করিন্থীয়েরাও শূন্য ছিল না, যাদের অন্তরে—প্রেরিতদূত নিজেরই কথা অনুসারে—ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপচে পড়ত।

সুতরাং দাউদ প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করতেন, আর শূন্যভাবে নয়, কেননা তিনি বলতে পারলেন, *মুখ ব্যাদান করে হাঁপাচ্ছি আমি* (সাম ১১৯:১৩১), এজন্য তিনি বলতেন, *দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি* (সাম ১১৯:১৫১)।

এবার শোন কীভাবে খ্রিষ্টের কাছে তোমার আত্মনিবেদন করা উচিত। বাহ্যিক ও দৃশ্য উপহার দিয়ে নয়, বরং তোমার অন্তর দিয়ে, গোপনেই আত্মনিবেদন কর, *যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা যেন তোমাকে প্রতিদান দেন* (মথি ৬:৪) ও তোমার অকপট ভক্তির যোগ্য পুরস্কার দেন।

সামসঙ্গীত বলে, *আমি ভালবাসি তোমার আদেশগুলি।* দাউদ বলেন না, আমি তোমার আদেশগুলি পালন করেছি বা মেনে নিয়েছি; কেননা জ্ঞানে যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠেছে ও পরম প্রজ্ঞা অর্জন করেছে, সে সেই আদেশগুলিকে ভালইবাসে; আর পালন করার চেয়ে সেগুলিকে ভালবাসাই শ্রেয়; কেননা পালন করাই হল প্রয়োজনীয়তার, এমনকি ভয়েরই লক্ষণ; পক্ষান্তরে ভালবাসা হল ভক্তিরই চিহ্ন। সে-ই পালন করে যে বাণী প্রচার করে, আর সদিচ্ছার সঙ্গে তা করলে সে পুরস্কার পাবে। তবে যে ভালবাসে, সে আর কতই না মহত্তর পুরস্কারের পাত্র হবে! আমরা যা চাই, তা নাও ভালবাসতে পারি; যা ভালবাসি, তা না চেয়ে পারি না।

তবু সিদ্ধ ভালবাসার পুরস্কার যতই মহান হোক না কেন, যে ভালবাসে সে ঐশদয়ার সহায়তা যাচনা করে, সে যেন প্রভু দ্বারা সঞ্জীবিত হতে পারে। এভাবে সে প্রাপ্য পুরস্কারের উদ্ধত গ্রাহক নয়, সে বরং ঐশদয়ার বিনয়ী প্রার্থী।

শ্লোক - ১ করি ১:৩০-৩১; তীত ২:১৪

প্ল খ্রিষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি,

উ যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে। আল্লেলুইয়া।

প্ল তিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন ;

উ যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৭:১-১৮)

## এথেন্সে পলের আগমন

আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়ার পথ ধরে তাঁরা থেসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদীদের একটা সমাজগৃহ ছিল। অভ্যাসমত পল তাদের কাছে গেলেন, এবং তিনটে শাব্বাৎ দিন ধরে তাদের সঙ্গে শাস্ত্র ভিত্তিক আলোচনা করলেন; তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, খ্রিষ্টের পক্ষে যন্ত্রণাভোগ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করা অবধারিতই ছিল; তিনি বলছিলেন: 'যে যিশুকে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রিষ্ট।' তাদের কয়েকজন তাঁর কথা মেনে নিল এবং পল ও সিলাসের সঙ্গে যোগ দিল; তেমনিভাবে ভক্তপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে বহু লোক ও সেখানকার গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে একটা ভিড় জমিয়ে শহরে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল। যাসোনের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা গণসভায় দাঁড় করাবার জন্য তাঁদের খোঁজ করছিল। কিন্তু তাঁদের খুঁজে না পাওয়ায় তারা যাসোন ও কয়েকজন ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, ও চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই যে লোকেরা জগৎসংসার ওল্ট-পাল্ট করে দিচ্ছে, এরা এবার এখানেও এসে উপস্থিত হল! যাসোন এদের নিজের ঘরে উঠিয়েছে। এরা সকলে কায়েসারের রাজাজ্ঞা অমান্য করে, কেননা বলে: যিশু নামে আর একজন রাজা আছেন।' এই সমস্ত কথা শুনে লোকের ভিড় ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তখন তাঁরা যাসোনের ও বাকি সকলের কাছ থেকে জামিন নিলেন; তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু ভাইয়েরা দেরি না করে পল ও সিলাসকে রাতের বেলায় বেরেয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে এসে পৌঁছেই তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে গেলেন। থেসালোনিকির ইহুদীদের চেয়ে এরা উদারমনা ছিল, এবং গভীর আগ্রহ দেখিয়ে বাণী গ্রহণ করল; সেই সমস্ত কথা ঠিক তা-ই কিনা, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগল। তাদের অনেকে, এবং গ্রীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাসী হলেন। কিন্তু থেসালোনিকির ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে বেরেয়াতেও পল

দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা হচ্ছে, তখন সেখানেও এসে জনগণকে অস্থির ও উত্তেজিত করতে লাগল। তাই ভাইয়েরা দেরি না করে পলকে সমুদ্রের দিকের পথে পাঠিয়ে দিল; তবু সিলাস ও তিমথি সেখানে রইলেন। যারা পলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিল, এবং সিলাস ও তিমথি যেন যত শীঘ্রই তাঁর কাছে চলে আসেন, পলের এই নির্দেশ নিয়ে তারা আবার বেরেয়ায় ফিরে গেল।

এথেন্সে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সেই শহরকে প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখে পলের অন্তরে তাঁর আত্মা বিষিয়ে উঠছিল। তিনি সমাজগৃহে ইহুদীদের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সঙ্গে, এমনকি প্রতিদিন শহরের সভাকেন্দ্রে যাদের দেখা পেতেন, তাদেরও সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে লাগলেন। এমনকি, এপিকুরীয় ও স্তোইকীয় কয়েকজন দার্শনিকও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলছিল, 'এই তোতাপাখি কি বকছে?' আবার কেউ কেউ বলছিল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা ভিনদেশী কোন না কোন দেবতার প্রচারক।' কেননা তিনি যিশু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত শুভসংবাদ প্রচার করছিলেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৯:১৫-১৬

*প্র* এ আমার মনোনীত পাত্র

*উ* জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে

*উ* জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪:১-২)

**গৌরব পাবার জন্য খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ অবধারিত ছিল**

শিক্ষা ও কাজে নিজেকে সত্যকার ঈশ্বর ও বিশ্বপ্রভু বলে দেখানোর পর, যিশু যেরুশালেমের দিকে যেতে যেতে আপন শিষ্যদের বললেন, *দেখ, আমরা যেরুশালেমে*

*যাচ্ছি; সেখানে মানবপুত্রকে বিজাতীয়দের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, কশাঘাত করবে ও ক্রুশে দেবে* (মথি ২০:১৮, ১৯ দ্রঃ)। তিনি বলছিলেন, এসব কিছু নবীদের ভাববাণী অনুযায়ী ছিল; তাঁরা তাঁর মৃত্যুরই কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যা যেরুশালেমের বাইরে ঘটবার কথা। সুতরাং পবিত্র শাস্ত্র আগে থেকেই খ্রিষ্টের মৃত্যু, ও মৃত্যুর আগে তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভাববাণী দিয়ে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহের যে কী ঘটবে তারও ভাববাণী দেয়; তবু একথাও বলে, ঈশ্বর হওয়ায় তিনি ছিলেন অমর ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন।

মাংসধারণ-সত্য নিরীক্ষণ করে আমরা তা থেকে সেই কারণ অনুমান করি যা অনুসারে আমরা যথার্থভাবে ও সঠিকভাবে বলতে পারি যে, যিশু যন্ত্রণাভোগ করলেন এবং একইসঙ্গে ছিলেন যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন। যে কারণে যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নন সেই ঐশবাণী যন্ত্রণাভোগ করলেন, সে কারণ এরূপ: মানুষ অন্যভাবে পরিত্রাণ পেতে পারত না। একথা কেবল তিনিই জানতেন, আর তাঁরাও, যাঁদের কাছে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তিনি পিতার সবকিছুই জানেন, যেইভাবে *আত্মা সকল রহস্যের গভীরতা তলিয়ে দেখেন* (১ করি ২:১০ দ্রঃ)।

খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন, এ একান্ত প্রয়োজনই ছিল; তা না করে তিনি পারতেন না, যেইভাবে তিনি নিজে তখনই বললেন যখন আপন সহযাত্রীদের নির্বোধ ও বিশ্বাসে ধীর বললেন কেননা তারা বুঝতে পারেনি যে যন্ত্রণাভোগ করেই তাঁকে ঐশগৌরবে প্রবেশ করতে হবে। জগৎসৃষ্টির আগে পিতার সঙ্গে তাঁর যে গৌরব ছিল, তা ফেলে রেখে তিনি তাঁর আপন জাতিকে পরিত্রাণ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবু এ পরিত্রাণকর্ম এমন ঘটনা যা শুধু আমাদের জীবন-প্রণেতার যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করার কথা, যেইভাবে পল শিক্ষা দিয়ে বলেন, ঈশ্বর সেই জীবন-প্রণেতাকে *দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করলেন* (হিব্রু ২:১০)। একমাত্র পুত্র বলে তাঁর সেই যে গৌরব তিনি আমাদের জন্য ফেলে রেখেছিলেন, তা ক্রুশের মধ্য দিয়েই তাঁর ধারণ-করা-দেহে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। একথা যোহন আপন সুসমাচারে সপ্রমাণ করেন যেখানে ব্যাখ্যা করেন কোন্ জল নদীর মত বিশ্বাসীর অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে: *যিশু আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর*

*প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি* (যোহন ৭:৩৮-৩৯), আর তিনি তাঁর ক্রুশ-মৃত্যুকে গৌরব বলেন। এজন্যই প্রভু মৃত্যুবরণ করার আগে প্রার্থনা নিবেদন করতে করতে পিতার কাছে যাচনা করছিলেন, তিনি যেন সেই গৌরবেই গৌরবান্বিত হন, যে গৌরব পিতার কাছে তাঁরই ছিল জগৎসৃষ্টির আগে।

শ্লোক - হিব্রু ২:১০; প্রকাশ ১:৬; লুক ২৪:২৬

প্র যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

উ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

প্র এ অবধারিত ছিল যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রিষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

উ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-১৫)

**নাগদানবের শেষ যুদ্ধ**

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন, তাঁর হাতে অতল গহ্বরের চাবি ও মস্ত বড় একটা শেকল। তিনি আদিম সাপ সেই নাগদানবকে—অর্থাৎ সেই দিয়াবল বা শয়তানকে—ধরে ফেললেন, ও তাকে এক হাজার বছরের মত শেকলে বেঁধে রাখলেন; তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জায়গাটার মুখ বন্ধ করে সীলমোহরের ছাপ মেরে দিলেন, যেন সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিগুলিকে আর ভোলাতে না পারে; সেই এক হাজার বছর পর তাকে মুক্ত হতে হবে, কিন্তু অল্পকালের মত।

পরে আমি কয়েকটা সিংহাসন দেখতে পেলাম: সেগুলির উপরে যাঁরা বসলেন, তাঁদের বিচার করার ভার দেওয়া হল। আমি তাদেরও প্রাণ দেখতে পেলাম, যিশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাণীর জন্য যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা সেই পশুকে ও তার মূর্তিকে পূজা করেনি, কপালে ও হাতে যারা তার প্রতীক-চিহ্নও ধারণ করেনি। তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছরের মত রাজত্ব করল। সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাকি যত মৃতজন পুনরুজ্জীবিত হল না। এ হল প্রথম পুনরুত্থান। সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের যাজক হবে, ও তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।

সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, আর সে সেই গোগ ও মাগোগকে, অর্থাৎ পৃথিবীর চারপ্রান্তের যত জাতির

মানুষকে ভোলাবার জন্য ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জড় করার জন্য বের হবে: তাদের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত!

তারা রণ-অভিযানে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ও পবিত্রজনদের শিবির ও সেই প্রিয় নগরী ঘিরে অবরোধ করল; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল। এবং তাদের যে ভুলিয়েছিল, সেই দিয়াবলকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল, যেখানে ওই পশু ও নকল নবীও রয়েছে; আর যুগে যুগে চিরকাল দিনরাত তাদের নিপীড়ন করা হবে।

পরে আমি বিশাল একটি সাদা সিংহাসন দেখতে পেলাম, তাঁকে দেখতে পেলাম, যিনি তার উপরে সমাসীন; তাঁর সম্মুখ থেকে পৃথিবী ও আকাশ মিলিয়ে গেল, তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না। আমি দেখতে পেলাম, ছোট বড় সকল মৃতজন সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; কয়েকটা পুস্তক খোলা হল; পরে আর একটা পুস্তক খোলা হল, যা জীবন-পুস্তক, এবং সেই পুস্তকগুলিতে লেখা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কর্ম অনুসারে মৃতদের বিচার হল।

সমুদ্রে যারা পড়ে ছিল, সমুদ্র তেমন মৃতদের ফিরিয়ে দিল; মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে তাদের প্রত্যেকের বিচার হল। এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল— এই আগুনের হ্রদ-ই তো দ্বিতীয় মৃত্যু। আর জীবন-পুস্তকে যাদের নাম পাওয়া গেল না, তাদের সেই আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২৫, ২৬; প্রকাশ ২০:১৩, ১৪

*প্র* যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রিষ্টকে রাজত্ব করতে হবে।

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের ‘রচনাবলি’ থেকে পাঠ (৪র্থ বিভাগ)

## দ্বিবিধ পুনরুত্থান

আমাদের প্রভুর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে, বাধ্যতার ফলে আবির্ভূত হল পুনরুত্থান ও জীবন। এগুলি ছিল খ্রিষ্টের শেখানো বাধ্যতার ফল, যিনি স্বয়ং পুনরুত্থান ও জীবন।

যাই হোক, খ্রিষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন: একটিমাত্র পুনরুত্থান হল একটিমাত্র মৃত্যুর কাছে উত্তর। কিন্তু আমাদের জন্য যারা দ্বিবিধ মরণশীলতারই বোঝা দ্বারা অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়েছি, একটিমাত্র পুনরুত্থান যথেষ্ট হতে পারে না। আমরা এত নিচে পড়েছি বিধায় একটিমাত্র পুনরুত্থান স্বর্গের ধন্য জীবনে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের দু’টো পুনরুত্থান দরকার।

তবুও খ্রিষ্টের পুনরুত্থান হল আমাদের দু’টো পুনরুত্থানের কারণ ও আদর্শ, সেগুলোর নমুনা ও কার্যকর প্রতীক। খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে আমাদের বিশ্বাস ও সাক্রামেন্তগত দীক্ষা গুণেই আমরা পুনঃসৃষ্ট হয়ে উঠি, ধর্মময়তা ফিরে পাই, পবিত্রিত হই ও পুনরুত্থান করি। এ হল আমাদের প্রথম পুনরুত্থান, অর্থাৎ আমাদের আত্মারই পুনরুত্থান: এ পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা এখন পাপের কাছে মৃত ও ধর্মময়তার কাছে জীবিত, আমরা নবজীবনের পথে চলি আমাদের দেহের সেই পুনরুত্থানেরই প্রতীক্ষায়। এতক্ষণে আমরা কমপক্ষে ঐশদত্তকপুত্রত্বেরই কথা পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করেছি, যা ঘটবে দ্বিতীয় পুনরুত্থানের সময়ে যখন খ্রিষ্ট এ দুর্বল দেহকে পুনর্গঠন ক’রে তাঁর নিজের গৌরবমণ্ডিত দেহেরই সাদৃশ্যেই রূপান্তরিত করবেন।

আমাদের প্রথম পুনরুত্থান তখনই শুরু হয় যখন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে শুরু করি, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমাদের অধ্যবসায়েই এ পুনরুত্থান পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের দ্বিতীয় পুনরুত্থান আমাদের গৌরবলাভ নিয়ে শুরু হয় ও চিরকাল ধরে বলবৎ থাকবে। আমরা যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাধ্যতা পালন করতে থাকি, তাহলে এমন গৌরবে মণ্ডিত হব যার অন্ত নেই।

প্রথম পুনরুত্থানের একটা স্বীয় গৌরব রয়েছে, এমন কিছু যা নিয়ে দেহ আত্মা দু’টোই আনন্দ পেতে পারে। এবিষয়ে প্রেরিতদূত পলের কথা শোনা বাঞ্ছনীয়।

ইহলোকের দেহগত গৌরব সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এরূপ: *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি যেন অন্য কিছুতেই গর্ববোধ না করি* (গা ৬:১৪ লাতিন পাঠ্য)। আর আত্মার স্বীয় গৌরব সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, *আমরা ঈশ্বরের সন্তানরূপে দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি* (রো ৫:২)।

কিন্তু দ্বিতীয় পুনরুত্থানের স্বীয় গৌরব হবে সেই আত্মার গৌরব, যে আত্মা ঈশ্বরকে তাঁর ঈশ্বরত্বের গৌরবে দেখতে পায়; আবার হবে সেই দেহের গৌরব, যে দেহ অক্ষয়শীল হয়ে উঠেছে; কেননা সেই সময় আমাদের ক্ষয়শীল স্বরূপ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে ও এ মরণশীল স্বরূপ অমরতাই পরিধান করবে। ভাবী জীবনে পুণ্যজনেরা দু'টো বস্ত্রে পরিবৃত হবেন: সাদা কাপড় পরে আর সেতার ও বীণা হাতে করে তাঁরা তাঁদের নিজেদের গৌরবে বাদ্যের ঝঙ্কারে গান করতে করতে যুগযুগ ধরে ঈশ্বরের প্রশংসা করবেন। তখন তাঁদের মুখ হবে হাসিতে মুখর, তাঁদের জিহ্বা আনন্দচিৎকারে পূর্ণ, আর এইভাবে তাঁরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে প্রশংসা ও সম্মান জানাবেন, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে ঈশ্বররূপে সমাসীন, যিনি চিরধন্য। আমেন।

**শ্লোক** - রো ৬:৩, ৮; প্রকাশ ২০:৬

*প্র* আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি।

*উ* খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকব। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের যাজক হবে।

*উ* খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকব। আল্লেলুইয়া।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র থেকে পাঠ (৫-৬)

## জগতে খ্রিষ্টিয়ানদের উপস্থিতি

খ্রিষ্টিয়ানরা অন্যান্য লোক থেকে দেশ, ভাষা বা ঐতিহ্যের জন্য পৃথক নয়। বাস্তবিকই তারা নিজস্ব শহরে বাস করে না, বিশেষ ধরনের পরিভাষাও ব্যবহার করে না, এবং অস্বাভাবিক ধরনের জীবনও ধারণ করে না। তাদের ধর্মতত্ত্ব নতুনত্ব-প্রবণ কোনও মানুষের চিন্তা ও গবেষণার ফল নয়, এবং অন্য কয়েকজনের মত তারা মানবীয় কোনও বিশেষ দর্শনবাদের উপর নির্ভরশীল নয়।

অথচ এক একজনের ভাগ্য অনুসারে তারা গ্রীক ও বর্বর শহরগুলিতে বসবাস করলেও এবং পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য মেনে চললেও তারা এতই চমৎকার সামাজিক জীবন অবলম্বন করে, যা সকলের আদর্শ; এমনকি—সকলের স্বীকৃতিতে—সত্যই অসাধারণ জীবন। নিজ নিজ মাতৃভূমিতে বাস করে তারা, কিন্তু প্রবাসীর মত। নাগরিক হিসাবে তারা সামাজিক জীবনে অংশ নেয়, আবার বিদেশী হিসাবে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে বহন করে। যে কোন দেশ তাদের কাছে মাতৃভূমি, এবং যে কোন মাতৃভূমি তাদের কাছে বিদেশ। সকলের মত তারাও বিবাহ করে ও সন্তানদের জন্ম দেয়, কিন্তু তাদের শিশুদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না; ভোজসভা সকলের জন্য এক, কিন্তু শয্যা আলাদা।

তারা রক্তমাংসের মানুষ বটে, কিন্তু মাংসের বশে জীবনযাপন করে না; এই মর্তলোকে দিন কাটায় বটে, কিন্তু স্বর্গলোকেরই নাগরিক তারা; তারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন পালন করে বটে, কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণে তারা সেই সমস্ত নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে। তারা সকলকে ভালবাসে, আর সকলে তাদের নির্যাতনই করে। তারা অপরিচিত, অথচ তাদের দণ্ডিত করা হয়; তাদের নিহত করা হয়, কিন্তু এতে তারা জীবনই পায়। তারা নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করে; তাদের সবকিছুরই অভাব, অথচ সবকিছুতে উপচে পড়ে। তাদের অসম্মান করা হয়, অথচ সেই অসম্মানে তাদের গৌরবই প্রকাশ পায়। তাদের নিন্দা করা হয়, অথচ এতে তাদের ধর্মময়তাই প্রতিপন্ন হয়।

তাদের অপমান করা হয়, আর তারা আশীর্বাদ করে; তাদের অবমাননা করা হয়, আর তারা সকলের কাছে সম্মানই প্রদর্শন করে। সকলের উপকার করলেও তারা দুর্জনের মত দণ্ডিত, কিন্তু দণ্ডিত হয়েও আনন্দই করে, কেমন যেন জীবনই তাদের দেওয়া হয়। ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের বিরুদ্ধেই যেন সংগ্রাম করে, এবং গ্রীকেরা তাদের নির্যাতন করে; কিন্তু যারা তাদের ঘৃণা করে, তারা নিজেরা তেমন শত্রুতার কারণ বলতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গিয়ে, মানবদেহে আত্মার যে ভূমিকা, জগতে খ্রিষ্টিয়ানদের সেই একই ভূমিকা: আত্মা দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতের সমস্ত শহরে বিস্তৃত। কিন্তু, দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও আত্মা দেহের নয়; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতে বাস করলেও তবু জগতের নয়। অদৃশ্য আত্মা দৃশ্যমান দেহের মধ্যে কারারুদ্ধ; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা জগতে দৃশ্যমান, কিন্তু তাদের সত্যকার উপাসনা অদৃশ্য হয়ে থাকে।

আত্মা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দেহ আত্মাকে ঘৃণা করে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়লালসা মেটানোর সুখভোগ করায় তাকে বাধা দেয়। তেমনি জগৎ আঘাতগ্রস্ত না হলেও খ্রিষ্টিয়ানদের ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়লালসা মেটাতে তারা তাকে বাধা দেয় ব'লে।

দেহ আত্মাকে ঘৃণা করলেও আত্মা দেহকে আর তার অঙ্গগুলিকে ভালবাসে; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা, তাদের যারা ঘৃণা করে, তাদের ভালবাসে। আত্মা দেহের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে-ই দেহের নির্ভর; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরাও একটা কারাগারের মত এজগতে আবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু তারাই জগতের নির্ভর। অমর আত্মা মরণশীল তাঁবুতে বসবাস করে; তেমনি প্রবাসীর মত খ্রিষ্টিয়ানরাও ক্ষয়শীল বস্তুর মধ্যে বসবাস করে, আর সেই অক্ষয়শীলতার প্রতীক্ষা করে, স্বর্গলোকেই যার অবস্থান।

খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কষ্ট দিলে আত্মার উন্নতি হয়; তেমনি খ্রিষ্টিয়ানরা অত্যাচারিত হলেও তবু তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর তাদের এমন মহান স্থানেই নিযুক্ত করেছেন, যা পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে আদৌ সমুচিত নয়।

**শ্লোক** - যোহন ৮:১২; সিরা ২৪:২৫ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* আমিই জগতের আলো ;

*উ* যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমিই ন্যায় পথ ও পূর্ণ সত্য ; আমিই জীবনদায়ী আশা ও শক্তি ;

*উ* যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৭:১৯-৩৪)

## এথেন্সে পলের বাণীপ্রচার

পলকে হাত ধরে তারা আরেওপাগসে নিয়ে গেল, ও সেখানে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন ধর্মতত্ত্ব আপনি প্রচার করছেন, তা কী? কারণ আপনি আমাদের যথেষ্ট অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানবার ইচ্ছা আছে, এসব কিছুর অর্থ কী।' বাস্তবিকই এমনটি মনে হয় যে, এথেন্সের সকল লোক ও সেখানে যে সকল বিদেশীরা বাস করে, তারা সকলে নতুন কোন বিষয়ে কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সময় ব্যয় করতে পারে না।

তখন পল আরেওপাগসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এথেন্সের মানুষেরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দিক দিয়ে আপনারা বড়ই দেবতাভক্ত; কেননা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ও আপনাদের পুণ্যনির্মিতি লক্ষ করতে করতে আমি একটা বেদি দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, "অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে।" সুতরাং আপনারা যাঁকে না জেনে ভক্তি করেন, তাঁরই কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করি। ঈশ্বর, যিনি নির্মাণ করেছেন জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তিনিই স্বর্গমর্তের প্রভু, ফলে মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে তিনি বাস করেন না। আরও, তিনি এমন কোন কিছুর অভাবে ভুগছেন না যে, মানুষের হাতের সেবার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হবে, কেননা তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছুই দান করে থাকেন। তিনি একটি মানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব ঘটালেন, যেন তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বাস করে; আর শুধু তা নয়, তাদের অস্তিত্বকাল ও বসবাসের সীমাও স্থির করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ: মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করবে, যেন তারা, কেমন যেন হাতড়ে হাতড়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে তাঁর সন্ধান পায়; বাস্তবিকই তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন; কারণ তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত, ঠিক যেমনটি আপনাদের নিজেদের কয়েকজন কবিও বলেছেন,

"আমরা তাঁরই বংশ"।

সুতরাং, আমরা যখন ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরত্বকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে গড়া সোনা, রুপো বা পাথরের মূর্তির মত বিবেচনা করা উচিত নয়। সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে নিজের নিযুক্ত একটি মানুষ দ্বারা জগতের ন্যায়বিচার করবেন। এবিষয়ে সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়ে তিনি সেই মানুষকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।'

মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল; অন্য কেউ বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে এবিষয় আর একদিন শুনব।' এভাবে পল সেই বৈঠক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তবু কোন কোন মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ও বিশ্বাসী হল; এদের মধ্যে ছিলেন নগরপরিষদের সদস্য দিওনিসিওস ও দামারিস নামে একজন মহিলা, এবং এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১০:৪০, ৪২; ১৭:২৮

*প্র* ঈশ্বর নাজারেথীয় যিশুকে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত করেছেন,

*উ* তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।

*উ* তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর পুনরুত্থান)

**আমাদের দু'টো পুনরুত্থান দরকার**

এসো, আমরা এ গৌরবময় মহোৎসব, সব মহোৎসবের মধ্যে এ মহত্তম মহোৎসব উদ্‌যাপন করি: এদিনে প্রভু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন! এসো, আমরা এ মহোৎসব আনন্দ ও ভক্তির সঙ্গেই উদ্‌যাপন করি। প্রভু পুনরুত্থান করেছেন ও নিজের

সঙ্গে সমগ্র জগৎকেও পুনরুত্থিত করে তুলেছেন! তিনি পুনরুত্থান করে মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

পাপ করে আদমের মৃত্যু ঘটল। কোন পাপ না করেই তো খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন। এ ব্যাপার অসাধারণ ও বিস্ময়কর! একজন পাপ করেই মরলেন, অন্য একজন কোন পাপ না করেও মরলেন। এর কারণ কী? এ ঘটল যাতে যে পাপ করে মরেছিল, সে যেন, যিনি নিষ্পাপ হয়ে মরলেন, তাঁরই দ্বারা মৃত্যুর শ্বাসরোধক হাত সরিয়ে দিতে পারে। টাকাপয়সার বেলায় একইভাবেই ঘটে: বড় ঋণী একজন টাকা পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ায় জেলে যায়। এরপর একজন ব্যক্তি যার কোন ঋণ নেই কিন্তু টাকা দিতে সক্ষম, এ ব্যক্তি সেই ঋণী লোকের জন্য টাকা জমা দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। আদমের বেলায় ঠিক তাই ঘটল: ঋণী হওয়ায় আদম শয়তানের হাতে বন্দি ছিলেন, কিন্তু ঋণ শোধ করতে অক্ষম ছিলেন। ঋণমুক্ত হওয়ায় খ্রিষ্ট শয়তানের বন্দি ছিলেন না, কিন্তু মুক্তিমূল্য দিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি এসে শয়তানের সেই বন্দির জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যাতে বন্দি আদমকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

তুমি কি দেখতে পার খ্রিষ্টের পুনরুত্থান কী না ঘটিয়েছে? আমরা দু'বারই মৃত ছিলাম, সুতরাং এখন আমাদের দু'টো পুনরুত্থানেই আশা রাখা দরকার। খ্রিষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, ফলে একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন। আমি বলতে চাই, আদম দেহ ও আত্মার দিক দিয়েই মরলেন: তিনি পাপ-সংক্রান্ত মৃত্যু আর প্রাকৃতিক মৃত্যু বরণ করলেন। শাস্ত্রে বলে, *যেদিন তুমি এ গাছের ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে* (আদি ২:১৭)। সেদিন তিনি প্রাকৃতিক মৃত্যু নয় পাপমৃত্যুই বরণ করলেন। এ হল আত্মারই মৃত্যু, অপরদিকে প্রাকৃতিক মৃত্যু হল দেহেরই মৃত্যু। তুমি কিন্তু যখন আত্মার মৃত্যুর কথা শোন, তখন যেন মনে না কর, আত্মার অস্তিত্ব গেল, কেননা আত্মা তো অমর। না, আত্মার মৃত্যু হল পাপ ও অনন্ত শাস্তি; এজন্যই খ্রিষ্ট একদিন বললেন, *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* (মথি ১০:২৮)।

সুতরাং, যেহেতু আমাদের মৃত্যু দ্বিগুণ, সেহেতু আমাদের দ্বিগুণ পুনরুত্থানেরও প্রয়োজন। কোন পাপ করেননি বলে খ্রিষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, আর সেই মৃত্যুও ঘটল আমাদেরই জন্য: সেই মৃত্যু তাঁর ঋণের প্রতিফল ছিল না। পাপের কাছে ঋণী ছিলেন না বলে তিনি মৃত্যুর কাছেও ঋণী ছিলেন না। ফলে তিনি একবারই মাত্র মৃত্যু বরণ করে একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন; কিন্তু আমরা যারা দু'টো মৃত্যু বরণ করি, আমাদের জন্য দু'টো পুনরুত্থানও রয়েছে। একটা পুনরুত্থান হল পাপ থেকে পুনরুত্থান: এ পুনরুত্থান আমাদের বেলায় ইতিমধ্যে ঘটেছে, কেননা বাপ্তিস্মে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছি। প্রথম পুনরুত্থান পাপ থেকেই আমাদের মুক্ত করে দেয়; দ্বিতীয় পুনরুত্থান হল দেহেরই পুনরুত্থান। আমরা যখন পাপের ভারী মৃত্যুকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম ও আমাদের পুরনো জীবনাচরণের পোশাক খুলে ত্যাগ করলাম, তখন আমরা সেই মহত্তর প্রথম পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা করলাম। অতএব এসো, দ্বিতীয় সেই সহজ পুনরুত্থান আমাদের ঘটবে কিনা, এমন সন্দেহ আমরা যেন কখনও না বোধ করি।

শ্লোক - ১ করি ১৫:২০, ২২; রো ৫:১৯

প্ল খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

প্ল যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২১:১-৮)

**নব যেরুশালেমে**

আমি, যোহন, এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী মিলিয়ে গেছিল; সমুদ্রও আর ছিল না।

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। স্বয়ং তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।'

আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।' এবং বলে চললেন, 'একথা লেখ যে, এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।' এবং আমাকে বললেন: 'যা ঘটবার ঘটেছে! আমিই আল্ফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত; যে তৃষ্ণার্ত, আমিই তাকে জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দেব। যে বিজয়ী, সে এই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হবে; এবং আমি হব তার আপন ঈশ্বর, ও সে হবে আমার আপন পুত্র। কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, নরঘাতক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, মন্ত্রজালিক ও পৌত্তলিক, তাদের ও সব ধরনের মিথ্যাবাদীর স্বত্বাংশ হবে আগুনে ও গন্ধকে জ্বলন্ত সেই হ্রদের মধ্যে—এই তো দ্বিতীয় মৃত্যু।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ২১:৩, ৪

*প্র* দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন;

℣ ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন। আল্লেলুইয়া।

℟ মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।

℣ ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (খ্রিষ্টের পুনরুত্থান, ১ম উপদেশ)

**নবসৃষ্টির প্রথমজাত**

জীবনের রাজত্ব এসেছে ও মৃত্যুর আধিপত্যের বিলোপ ঘটেছে। আবির্ভূত হয়েছে অন্যরকম জন্ম, অন্যরকম জীবন, অন্যরকম জীবনধারণ, আমাদের স্বয়ং স্বরূপের পরিবর্তন। এ জন্ম কোন্ জন্ম? এমন জন্ম *যা রক্ত থেকে নয়, মানুষের বাসনা থেকেও নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই আগত* (যোহন ১:১৩ দ্রঃ)। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে তেমন কিছু হতে পারে? শোন, আমি স্বল্প কথায় তা ব্যাখ্যা করব। এ ভ্রূণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে গর্ভে উদ্ভূত হয়, বাপ্তিস্মের নবজন্মের মধ্য দিয়ে আলোতে বেরিয়ে আসে, মণ্ডলীই তার জননী, তার ধর্মশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানগুলির দুধ চুষে খায়, স্বর্গীয় রুটিই তার খাদ্য, উত্তম জীবনাচরণই তার বয়সের পরিপক্কতা, প্রজ্ঞার ঘনিষ্ঠতাই তার বিবাহ, আশাই তার স্বাধীনতা, রাজ্যই তার গৃহ, পরমদেশের আনন্দই তার উত্তরাধিকার ও ঐশ্বর্য, মৃত্যু নয়, বরং সেই জীবনই তার পরিণাম, যে ধন্য ও অনন্ত জীবন যোগ্যদের জন্য প্রস্তুত আছে।

*এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন* (সাম ১১৮:২৪), এমন দিন যা বিশ্বসৃষ্টির আদিতে প্রতিষ্ঠিত ও কালচক্রে নির্ধারিত দিনগুলি থেকে অনেক ভিন্ন। ভিন্ন এ দিনটিই নবসৃষ্টির সূচনা, কেননা নবীর কথা অনুসারে এদিনেই ঈশ্বর নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী গড়েন। কোন্ আকাশ? খ্রিষ্টে বিশ্বাসের গগনতলই সেই আকাশ। আর কোন্ পৃথিবী? প্রভুর উক্তি অনুসারে, যে কোমল হৃদয় ও যে ভূমি নিজের উপর সিঞ্চিত বর্ষা পান ক'রে শতগুণ শস্য উৎপাদন করে, তা হল সেই পৃথিবী।

এ নবসৃষ্টিতে পুণ্যজীবন হল সূর্য, সদ্‌গুণাবলি হল তারকারাজি, স্বচ্ছ আচরণ হল বাতাস, *ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যের গভীরতা* (রো ১১:৩৩) হল সাগর, যথার্থ ধর্মশিক্ষা ও ঐশনির্দেশ হল ঘাস ও উদ্ভিদ যা খেয়ে পাস্কার জনগণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের মেষপাল পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, আজ্ঞাবলির প্রতি বাধ্যতা হল ফলদায়ী গাছপালা।

এদিনে সত্যকার মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়। এদিন *যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন*, এ সূচনাই কি তোমার জগৎ হওয়া উচিত নয়? কেননা এবিষয়েই তো নবী বলেছেন, এদিনটি অন্যান্য দিনগুলির মত নয়, আর এ রাতও অন্যান্য রাতের মত নয়।

কিন্তু এ অনুগ্রহদানে যা সুন্দরতম, সে কথা এখনও ব্যাখ্যা করিনি: এদিনটি মৃত্যুজনিত দুঃখযন্ত্রণা বিলুপ্ত করেছে, এদিনটি মৃতদের মধ্য থেকে সেই প্রথমজাতকে জন্ম দিয়েছে।

প্রভু বলেছিলেন, *আমি তাঁরই কাছে আরোহণ করছি, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর* (যোহন ২০:১৭)। আহা, কী সুন্দর ও মঙ্গলকর সংবাদ! ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হয়েও যিনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন, আমাদের তাঁর আপন ভাই করার জন্য তিনি সত্যকার পিতার সামনে মানুষরূপেই এসে দাঁড়ান যেন নিজের মধ্য দিয়ে তাঁর সকল আত্মীয়কেও টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

শ্লোক - ১ করি ১৫:২১-২২; ২ পি ৩:১৩

প্র যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান;
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি;
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৮:১-২৮)

## করিন্থে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। সেখানে আকুইলা নামে একজন ইহুদীর দেখা পেলেন: ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিস্কিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লাউদিউসের রাজাজ্ঞা অনুসারে সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হল। পল তাঁদের কাছে গেলেন; একই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাড়িতে উঠলেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। প্রতিটি শাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, এবং ইহুদীদের ও গ্রীকদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

সিলাস ও তিমথি মাকিদনিয়া থেকে আসবার পর পল বাণীপ্রচারেই সমস্ত সময় দিতে লাগলেন, ইহুদীদের প্রমাণ দিচ্ছিলেন যে, যিশুই সেই খ্রিষ্ট। কিন্তু তারা প্রতিরোধ করছিল ও অপমানজনক কথা বলছিল বিধায় তিনি চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এখন থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম।' আর সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তিতিউস যুস্তুস নামে একজন ঈশ্বরভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; তার বাড়ি ছিল সমাজগৃহের পাশাপাশি। সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রিস্পস তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাসী হলেন; এবং করিন্থীয়দের অনেকে পলকে শুনে বিশ্বাসী হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

একদিন, রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, 'ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; কেউই তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না, কারণ এই শহরে আমার লোক অনেকেই আছে।' তাই তিনি আঠারো মাস ওখানে থেকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়ে দিলেন।

গাল্লিও যে সময় আখাইয়ার প্রদেশপাল, সেসময় ইহুদীরা একজোট হয়ে পলকে আক্রমণ করল, ও তাঁকে প্রদেশপালের দরবারে নিয়ে গেল। তারা বলল, 'এই লোকটা জনগণকে ঈশ্বরের এমনভাবে উপাসনা করতে প্ররোচিত করে যা বিধান বিরুদ্ধ।' পল তখনও মুখ খোলেননি, সেসময়ে গাল্লিও ইহুদীদের বললেন, 'ইহুদী সকল! ব্যাপারটা

যদি কোন অন্যায় বা জঘন্য কাজ সংক্রান্ত হত, তবে তোমাদের অভিযোগ শোনা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু সমস্যা যদি কোন কথা বা নাম বা তোমাদের নিজেদের বিধান সংক্রান্ত হয়, তবে তোমরা নিজেরাই সেইসব বুঝে নাও। আমি সেই সব ব্যাপারের বিচারক হতে রাজি নই।' আর তিনি দরবার থেকে তাদের বের করে দিলেন। তাই সকলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ সোস্থেনেসকে ধরে দরবারের সামনে মারতে লাগল; কিন্তু গাল্লিও সেই সব ব্যাপারে কিছুই মনোযোগ দিতে সম্মত হলেন না।

পল আরও কয়েক দিন সেখানে থাকার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে প্রিস্কিল্লা ও আকুইলাও গেলেন; তাঁর একটা মানত ছিল বিধায় তিনি কেংক্রেয়া বন্দরে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। পরে তাঁরা এফেসসে এসে পৌঁছলে তিনি সেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; আগে কিন্তু একাকী সমাজগৃহে গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা করলেন। তারা তাঁকে তাদের মধ্যে আর কিছু দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। তথাপি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আর এক সময় তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' পরে তিনি জলপথে এফেসস ছেড়ে চলে গেলেন। কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলে তিনি মণ্ডলীকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন; পরে আন্তিওখিয়ায় গেলেন।

সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি আবার যাত্রা করলেন; এবং পর পর গালাতিয়া অঞ্চল ও ফ্রিগিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিষ্যদের সুস্থির করছিলেন।

সেসময়ে আপল্লোস নামে একজন ইহুদী এফেসসে এসে উপস্থিত হলেন, যিনি জন্মসূত্রে আলেক্সান্দ্রিয়ার মানুষ। তিনি ছিলেন সুবক্তা, এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভক্তপ্রাণ হওয়ায় যিশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কেবল যোহনের বাপ্তিস্মের কথা জানতেন। ইতিমধ্যে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে সমাজগৃহে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যখন প্রিস্কিল্লা ও আকুইলা তাঁর উপদেশ শুনলেন, তখন তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও গভীরতরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। যেহেতু

তিনি আখাইয়ায় যেতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেজন্য ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন, এবং শিষ্যদের কাছে পত্র লিখলেন, তারা যেন তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, যারা অনুগ্রহ-গুণে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের যথেষ্ট উপকার করলেন, কারণ যিশুই যে সেই খ্রিষ্ট, একথা শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ ক'রে অধিকারের সঙ্গে সকলের সামনে ইহুদীদের একেবারে নিরুত্তর করতেন।

শ্লোক - প্রেরিত ১৮:৯-১০; যাত্রা ৪:১২

প্র রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, ভয় করো না।

উ তুমি কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি তোমার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব ও কী বলতে হবে তোমাকে শেখাব।

উ তুমি কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক)

**যখন খ্রিষ্টে বাস করি, তখন আর কিসের আকাঙ্ক্ষা?**

পবিত্র তৈলাভিষেকের পর আমরা এখন পবিত্র ভোজনপাটের কথা তুলে ধরি: যে জীবনের কথা আমরা ব্যাখ্যা করে আসছি, যে জীবন লাভ ক'রে আমাদের পরিলক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের আর কোন অভাব থাকবে না, পবিত্র ভোজই তো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা তেমন জীবনে মৃত্যু ও সমাধি নেই, সাধারণ জীবনের উচ্চতর পর্যায়ও নেই, সেই জীবনে বরং তিনি আছেন যিনি পুনরুত্থিত হলেন। সেখানে আমরা যে আমাদের সাধ্য অনুসারে আত্মার দানগুলি গ্রহণ করি, তা শুধু নয়, স্বয়ং দাতাকেই গ্রহণ করি, গ্রহণ করি সেই স্বয়ং মন্দির যেখানে অনুগ্রহের যত ঐশ্বর্য গচ্ছিত রয়েছে। অবশ্যই তিনি প্রতিটি সাক্রামেন্তে বিদ্যমান, ও তাঁর মধ্যে আমরা একপ্রকারে তৈলাভিষিক্ত ও প্রক্ষালিত হই; বা আরও সূক্ষ্ম ভাষায়, তিনি নিজেই আমাদের তৈলাভিষেক ও জলপ্রক্ষালন, আর সেইসঙ্গে আমাদের খাদ্য।

তথাপি তিনি তাদেরই অন্তরে বিদ্যমান যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে; তাদেরই কাছে আপন দানগুলি দান করেন; ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দানগুলি দান করেও তবু তিনি সকলকে প্রক্ষালিত ক'রে রিপুর কাদা মুছে দেন ও সকলের অন্তরে আপন সাদৃশ্য মুদ্রাঙ্কিত করেন; তাদের তৈলাভিষিক্ত করে তিনি আত্মার সেই কাজগুলিতে তাদের সক্রিয় ও সৎসাহসী করে তোলেন, যে কাজগুলিকে তিনি মানবদেহ ধারণ করে নিজেরই মধ্যে গচ্ছিত করে রেখেছিলেন।

কিন্তু দীক্ষিতকে ভোজনপাটে চালিত করার পর, অর্থাৎ তাকে আপন দেহদান খেতে চালিত করার পর তিনি তাকে নিজেতে রূপান্তরিত করে তার সম্পূর্ণই পরিবর্তন ঘটান। এজন্য এ হল সমস্ত সাক্রামেন্তের মধ্যে প্রধান সাক্রামেন্ত, কেননা তার অতীতে আর যাওয়া যায় না, তিনিও আর বেশি দিতে পারতেন না।

বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি দেখায় বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তের প্রতি সে কতই না ঋণী; তবু তা তো পূর্ণতা নয়, কেননা সে এখনও পবিত্র আত্মার সেই দানগুলি পায়নি যেগুলিকে পবিত্র খ্রিষ্মাতে দান করা হয়।

ফিলিপ যাদের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তাদের উপর পবিত্র আত্মা এ বিশেষ উপকার নিয়ে তখন নেমে আসেননি। পিতর ও যোহনের হাতেরই প্রয়োজন ছিল: *পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই কেবল প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশেই তাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল। তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল* (প্রেরিত ৮:১৬-১৭)।

অথচ যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল, যারা ভাববাণী দিত, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত ও অন্য গুণাবলির জন্য বিখ্যাত ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত ও আধ্যাত্মিক মানুষের পর্যায় থেকে তখনও বেশ দূরে ছিল, কেননা হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিবাদ বা এ ধরনের কতগুলি রিপু দ্বারা আলোড়িত ছিল। ঠিক এবিষয়েই পল তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *তোমরা এখনও মাংসাধীন, তোমরা সাধারণ মানুষের মত চলছ* (১ করি ৩:৩); অথচ অনুগ্রহের একদিক থেকে তারা আত্মিক বটে, তবু তাদের অন্তর থেকে সমস্ত দুষ্টতা উচ্ছেদ করতে তা যথেষ্ট ছিল না। এউখারিস্তিয়াতে তেমন কিছু ঘটতে পারে না। যাদের অন্তরে জীবন-রুটি এমন কাজ সাধন করেছে যা গুণে মৃত্যুকে

এড়ানো হয়, ভোজনপাটে অংশ নিয়ে তারা যদি নিজেদের কোন অপরাধের দায়ী না করে থাকে বা পরবর্তীতেও যদি তেমন অপরাধে পতিত না হয়ে থাকে, তাহলে কেউই সেইভাবে তাদের অভিযুক্ত করতে পারবে না। অবশ্য এ রহস্য সবদিক দিয়ে কার্যকারী হতে পারে না: আমি বলতে চাই, দীক্ষিতদের সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত করতে পারে না।

কেন? কেননা রহস্যটি তখনই এভাবে কার্যকর হয়, যখন যারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নেয়, তাদের মধ্যে উপযুক্ত কোন শর্তের অভাব থাকে না। ভোজনপাটের প্রতিশ্রুতি আমাদের খ্রিষ্টে ও খ্রিষ্টকে আমাদের অন্তরে অবস্থান করিয়েছে। তিনি তো বলেন, *সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি* (যোহন ৬:৫৬)। যখন খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তখন আমরা আর কীসের অনুসন্ধান করব? যখন আমরা খ্রিষ্টে বসবাস করি, তখন আর কীসের আকাঙ্ক্ষা করব? তিনি আমাদের অন্তরের বাসিন্দা আর একইসঙ্গে তিনি আমাদের আবাস। আহা, তেমন আবাসের জন্য আমরা কতই না ধন্য, এমনকি দ্বিগুণ ধন্যই আমরা, কেননা তেমন আবাসের বাসিন্দা হয়ে উঠেছি। বস্তুতপক্ষে আত্মা, দেহ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক হয়ে ওঠে, কেননা আমাদের আত্মা খ্রিষ্টের আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়, আমাদের দেহও তাঁর দেহের সঙ্গে ও আমাদের রক্তও তাঁর রক্তের সঙ্গে। এর ফল কী? যা ঊর্ধ্বস্থিত তা নিম্নস্থিতের উপর জয়ী হয় ও যা মানবীয় তা ঐশ্বরিক দ্বারা পরাজিত হয়, কেননা যেভাবে পল পুনরুত্থান বিষয়ে লিখেছেন, সেই অনুসারে *যা মরণশীল তা যেন জীবন দ্বারা কবলিত হয়* (২ করি ৫:৪)।

আর যাই কিছু বলা যেতে পারে না কেন, একথা যথেষ্ট হোক: *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

শ্লোক - যোহন ১৫:৫; গা ২:২০

*প্র* যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

*উ* আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২১:৯-২৭)

**মেশষাবকের কনে সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমের দর্শন**

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] যে সপ্ত স্বর্গদূতের হাতে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি তোমাকে সেই কনেকে দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেম। তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে কয়েকটা নাম লেখা আছে—ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম। পুব দিকে তিন দ্বার, উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার। নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার জন্য সোনার একটা নল ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। তার প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানবীয়, অর্থাৎ স্বর্গদূতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত উচ্চ। প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার। নগরীর প্রাচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা

নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, পঞ্চমটা বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা গোমেদ মণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী; এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। নগরদ্বারগুলি দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হবে না, কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। আর জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

শ্লোক - প্রকাশ ২১:২১; তোবিত ১৩:১৮, ১৩ দ্রঃ

প্ল যেরুশালেম, তোমার সদর রাস্তা হবে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী; তোমার মধ্যে ধ্বনিত হবে আনন্দগান;

উ তোমার বাড়িতে বাড়িতে সবাই গান করবে: আল্লেলুইয়া।

প্ল তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; আর পৃথিবীর সকল দেশ এসে তোমার কাছে প্রণিপাত করবে।

উ তোমার বাড়িতে বাড়িতে সবাই গান করবে: আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২৪শ বিভাগ ৫, ৭)

## দু'টো জীবন

মণ্ডলী দু'টো জীবনের কথা জানে যেগুলো তার কাছে ঐশ্বরিকভাবে প্রচারিত ও অর্পিত হয়েছে: একটা বিশ্বাসে, অপরটা ঐশদর্শনে; একটা একালের তীর্থযাত্রায়, অপরটা অনন্তকালের আবাসে; একটা পরিশ্রমে, অপরটা বিশ্রামে; একটা যাত্রাপথে, অপরটা মাতৃভূমিতে; একটা কাজকর্মে, অপরটা দিব্যদর্শনে যাপিত।

প্রথমটা প্রেরিতদূত পিতরের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়টা যোহনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমটা সম্পূর্ণরূপে ইহলোকে এজগতের সমাপ্তি পর্যন্ত যাপিত হয়ে পরলোকে সমাপ্ত হবে; দ্বিতীয়টা এজগতের সমাপ্তির পরে পূর্ণতা লাভ করবে, কিন্তু ভাবীকালে তার সমাপ্তি নেই। এজন্য যিশু পিতরকে বলেন, *আমার অনুসরণ কর*; কিন্তু যোহন সম্বন্ধে বলেন, *আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কী? তুমি আমার অনুসরণ কর* (যোহন ২১:১৯, ২২)।

এ সাময়িক অমঙ্গল সহ্য করে আমাকে অনুকরণ করেই তুমি আমার অনুসরণ কর; সে ততক্ষণ থাকুক যতক্ষণ আমি শাশ্বত মঙ্গলদান দিতে না আসি। একথা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে বলা যেতে পারে: আমার যন্ত্রণাভোগের আদর্শে পূর্ণসম্পাদিত কর্ম আমার অনুসরণ করুক; কিন্তু শুরু-করা-দর্শন অপেক্ষা করুক যতক্ষণ আমি তা পূর্ণ করতে না আসি। ভক্তিপূর্ণ ধৈর্য মৃত্যু পর্যন্তই খ্রিষ্টের অনুসরণ করে; অপরদিকে খ্রিষ্টজ্ঞানের পক্ষে পূর্ণতা লাভের জন্য ততক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার যতক্ষণ তিনি তা প্রকাশ করতে না আসেন। উপরন্তু এখানে, এ মৃতের দেশে ইহলোকের অমঙ্গল সহ্য করা হচ্ছে; সেখানে, সেই জীবিতের দেশে প্রভুর যত মঙ্গলদান দেখা যেতে পারবে।

*আমার যদি ইচ্ছা হয় যে, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক…*। আমরা যেন না মনে করি, একথা বলে যিশু যেন বলতে চাচ্ছিলেন, সে এমনিই থাকুক, বা বসে থাকুক, বরং সে অপেক্ষাই করুক, কেননা যা যোহনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত, তা এখন নয়, খ্রিষ্টের পুনরাগমনেই পূর্ণতা লাভ করবে। অপরদিকে যাঁকে বলা হয়, *তুমি আমার অনুসরণ কর*,

সেই পিতরের মধ্য দিয়ে যা প্রদর্শিত, তা প্রত্যাশিত পূর্ণতা লাভ করবেই না, যদি-না এখন কাজকর্ম সাধনে সম্পাদিত হয়।

তথাপি কেউই যেন বিখ্যাত এ দু'জন শিষ্যকে পৃথক না করে! পিতর যার প্রতীক, দু'জনেই তা করলেন; আর যোহন যার প্রতীক, তাও দু'জনেই লাভ করলেন। প্রতীকের বেলায় একজন অনুসরণ করছিলেন আর একজন থেকে যাচ্ছিলেন, বিশ্বাসের বেলায় কিন্তু দু'জনেই এ দুর্যোগময় জগতের অমঙ্গল সহ্য করছিলেন, আবার দু'জনেই ঐশআনন্দের ভাবী মঙ্গল অপেক্ষা করছিলেন।

আর এ দু'জন শুধু নয়, খ্রিষ্টের কনে সেই পবিত্রা গোটা মণ্ডলীও এসব কিছু করে থাকে, মণ্ডলীই তো এজগতের যত পরীক্ষা জয় করতে ব্যস্ত ও ভাবী আনন্দ ভোগ করতে প্রত্যাশী। যে দু'টো জীবন পিতর ও যোহন নির্দেশ করলেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা সেই দু'টোর এক একটার প্রতীক বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'জনে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এজগতে সেই প্রথম জীবন যাপন করলেন, আবার দু'জনে ঐশদর্শনের মধ্য দিয়ে চিরকাল ধরে সেই দ্বিতীয় জীবন উপভোগ করলেন।

খ্রিষ্টের দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নিখিল সাধুসাধ্বীকে এজীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে চালিত করার জন্য, প্রেরিতদের প্রধান সেই পিতর ঐশরাজ্যের চাবিকাঠি পেলেন, তিনি যেন পাপ বেঁধে রাখতে বা মোচন করতে পারেন; অপরদিকে সুসমাচার-রচয়িতা যোহন খ্রিষ্টের বুকে হেলান দিয়ে বসায় একই সাধুসাধ্বীদের খাতিরে সেই অতি রহস্যময় জীবনের শান্তিপূর্ণ বন্দর দেখালেন।

কেননা পিতর শুধু নয়, গোটা মণ্ডলীই পাপ বেঁধে রাখে ও মোচন করে; অপরদিকে যিনি প্রচার করলেন যে আদিতে বাণী ছিলেন ঈশ্বরের-কাছে-ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব আর ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও ঐক্যের সেই সুন্দরতম কথা ব্যক্ত করলেন যা এখন, প্রভুর আগমন পর্যন্ত, যেন আয়নায়ই, অস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর কিন্তু ঐশরাজ্যে আমরা মুখোমুখিই দর্শন করতে পারব, সেই যোহনও যে প্রভুর বুক-উৎসের ধারে একাই এসব তত্ত্ব-জল পান করলেন, তেমন নয়, বরং স্বয়ং প্রভুই সেই সুসমাচার সারা বিশ্বে বিস্তারিত করলেন যেন যার যার সাধ্য অনুসারে তাঁর সকল ভক্তজন তা থেকে পান করতে পারে।

শ্লোক - ১ পি ৫:১০; ২ করি ৪:১৪

প্র খ্রিষ্ট যিশুতে আপন অনন্ত গৌরবের অংশীদার হতে যিনি তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন, সকল অনুগ্রহদানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই

উ এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

উ এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৯:১-২০)

## এফেসসে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

আপল্লোস যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেসময়ে পল উত্তর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এফেসসে এসে পৌঁছলেন; সেখানে বেশ কয়েকজন শিষ্যকে পেলেন। তাদের বললেন, 'বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?' তারা তাঁকে বলল, 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা তাও শুনিনি।' তিনি বললেন, 'তবে কোন্ বাপ্তিস্ম পেয়েছিলে?' তারা বলল, 'যোহনের বাপ্তিস্মে।' পল বললেন, 'যোহন মনপরিবর্তনেরই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম দিতেন; কিন্তু জনগণকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যিশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে।' একথা শুনে তারা প্রভু যিশু-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন, আর তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয় বাণী দিতে লাগল। তাদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক বারোজন পুরুষলোক।

পরে তিনি সমাজগৃহে যেতে লাগলেন; তিন মাস ধরে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন ও যুক্তি দেখালেন। কিন্তু যখন কয়েকজন জেদ দেখিয়ে ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে সকলের সামনে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি নিজের শিষ্যদের আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন তিরান্নসের সভাগৃহে নিজের ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন। এভাবে দু'বছর চলল; ফলে এশিয়ার অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাণী শুনতে পেল।

পলের হাত দ্বারা ঈশ্বর এমন অভিনব পরাক্রম-কর্ম সাধন করতেন যে, তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা তোয়ালে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ছাড়ত ও মন্দাত্মাগুলো বেরিয়ে যেত। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ কয়েকজন ইহুদী ওঝাও মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকদের উপরে প্রভু যিশুর নাম করতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, 'পল যাঁর কথা প্রচার করেন, সেই যিশুর দিব্যি!' স্কেভা নামে ইহুদী একজন প্রধান যাজক ছিলেন, যাঁর সাত সন্তান ঠিক এভাবেই কাজ করছিল। মন্দাত্মা উত্তরে তাদের বলল, 'যিশুকে আমি জানি, পলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?' আর মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকটা তাদের উপরে

ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং দু'জনকে কাবু করে ফেলে তাদের এতই প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগল যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ঘটনা এফেসস-অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেরই কাছে জানাজানি হল, ফলে সকলে ভয়ে অভিভূত হল, এবং প্রভু যিশুর নাম মহিমান্বিত হতে লাগল। আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের অনেকে এসে নিজেদের কুকাজ খোলাখুলি স্বীকার করল, ও যারা আগে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে ফেলল; হিসাব করলে দেখা গেল, সেই সব পুঁথিপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা। এভাবে প্রভুর বাণী বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও প্রবল হয়ে উঠছিল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৫:৮-৯; ১১:১৮

*প্র* অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন।

*উ* তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

*উ* তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক)

**পবিত্র আত্মার অভিষেক**

বাপ্তিস্মের কাজ হল আত্মাকে মঙ্গলময় আত্মার শক্তি ও কার্যকারিতার অংশীদার করা; এবং তৈলাভিষেক [অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ-সাক্রামেন্ত] আত্মায় সেই প্রভু যিশুকে প্রবেশ করায় যাঁর মধ্যে গোটা মানবপরিত্রাণ, মঙ্গলের গোটা আশা বিরাজিত; তাঁরই মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অংশগ্রহণ ও পিতার কাছে প্রবেশাধিকার সাধিত।

কিন্তু এ তেল খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে যা সবসময় ব্যবস্থা করবে, যা জীবনকালের সকল সময়েই উপকারী হবে, তা হল সেই ভক্তি, প্রার্থনা, ভ্রাতৃপ্রেম, শুচিতা ও কতগুলি দান

যেগুলি গ্রহীতাদের পক্ষে খুবই উপকারী। তবু একথা অনেক খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে একেবারে চেতনার অতীত, এ সাক্রামেন্ত যে কতই না গুরুত্বপূর্ণ এবিষয়ে তারা অচেতন, এমনকি যেমন লেখা আছে, *পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, তারা তাও শোনেনি* (প্রেরিত ১৯:২)।

কেউ কেউ উপযুক্ত বয়সের আগে দীক্ষা গ্রহণ করেছে বিধায় তার অর্থ বুঝতে অক্ষম; অন্য কেউ যৌবনকালেই তা গ্রহণ করে যখন পাপময় বস্তুর দিকে আকর্ষিত হওয়ায় আত্মার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তথাপি পবিত্র আত্মা আপন দানগুলিকে *ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান ক'রে* (১ করি ১২:১১) সত্যিকারেই সেই দানগুলি তাদের কাছে প্রদান করেন যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে। প্রভুও যে আমাদের মঙ্গল সাধন করতে বিরত হয়েছেন তেমন নয়, কেননা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি জগতের শেষদিন পর্যন্ত সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সুতরাং এ দীক্ষা মোটেই অনর্থক ও মূল্যহীন নয়; বরং, দিব্য জলপ্রক্ষালন থেকে আমরা যেমন পাপের ক্ষমা, ও পবিত্র ভোজনপাট থেকে খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করেছি—আর এ মঙ্গলদানগুলির যিনি ভিত্তিস্বরূপ, তিনি না আসা পর্যন্ত এগুলি বলবৎ থাকবেই—তেমনি এ উচিত, খ্রিষ্টিয়ানরা যেন পবিত্রতম খ্রিষ্মার উপকার উপভোগ করে, এমনকি পবিত্র আত্মার দানগুলির অংশীদার হওয়া তাদের একান্ত কর্তব্য।

পবিত্র আত্মা যে অন্যান্য সাক্রামেন্তগুলি কার্যকারিতায় পূর্ণ ক'রে এটিকে ফলশূন্য রাখবেন, একথা সত্যি হতেই পারে না। তবে কেমন করে সন্দেহ পোষণ করব ও একইসঙ্গে সাধু পলের সঙ্গে বিশ্বাস করব যে, *যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত?* (হিব্রু ১০:২৩)। যেহেতু হয় সকল সাক্রামেন্ত মূল্যহীন, না হয় সকল সাক্রামেন্ত মূল্যবান, এবং যেহেতু একমাত্র মেষশাবকের বলিদান একমাত্র হওয়ায় সবগুলির মধ্যে একমাত্র শক্তি সক্রিয়, সেজন্য একথা নিশ্চিত যে, তাঁর মৃত্যু ও তাঁর রক্ত সকল সাক্রামেন্তেই পূর্ণতা সঞ্চার করে। অতএব পবিত্র আত্মাকে সত্যিই দেওয়া হয়: কাউকে এমনটি দেওয়া হয় তারা যেন পরের কল্যাণ সাধন করতে পারে ও, পলের কথামত, তারা যেন ভাববাণী দিয়ে বা রহস্যাবৃত সত্যগুলি প্রচারে বা নিজ বাণীতে অসুস্থতা দূর করে দিয়ে মণ্ডলীকে গেঁথে তুলতে পারে; আবার কাউকে এমনটি দেওয়া হয় তারা যেন

ভক্তি বা শুচিতা বা অসাধারণ বিনম্রতায় আদর্শবান হয়ে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠতে পারে। তবে একথা স্মরণযোগ্য: সকল দীক্ষিতের অন্তরে এক একটা সাক্রামেন্ত নিজ নিজ গুণ অনুসারে কার্যকর হয়।

**শ্লোক** - এফে ১:১৩-১৪; ২ করি ১:২১, ২২

*প্র* বিশ্বাস করেই তোমরা প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিমদানস্বরূপ।

*উ* তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

*উ* তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-৯)

### জীবন-জলের নদী

সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও নদীর দুই শাখার মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে; আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে। তখন কোন বিনাশ-মানত আর থাকবে না; তার মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে; তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। সেই ঈশ্বর, যিনি নবীদের প্রেরণা দেন, সেই স্বয়ং প্রভুই তাঁর আপন দূতকে প্রেরণ করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; সুখী সেই জন, যে এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো পালন করে!'

আমি, যোহন, আমি নিজেই এই সমস্ত কিছু শুনলাম ও দেখলাম। এই সমস্ত শুনবার ও দেখবার পরে, আমাকে যিনি এই সমস্ত কিছু দেখিয়েছিলেন, প্রণিপাত করার জন্য আমি সেই স্বর্গদূতের পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার, তোমার ভাই সেই নবীদের, ও তাদেরই সহদাস, যারা এই পুস্তকের বাণীগুলো পালন করে। ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রণিপাত কর।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ২২:৫, ৩ দ্রঃ

*প্র* রাত আর থাকবে না ; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন,

*উ* আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

*প্র* পবিত্র নগরীর মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে।

*উ* আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তকে দৈৎজের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২২শ অধ্যায়)

**পবিত্র আত্মাই পুণ্যজনদের জীবন ভালবাসায় পূর্ণ করেন**

*সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও নদীর দুই শাখার মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে ; আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে* (প্রকাশ ২২:১-২)।

যে নদীর কথা এখানে বর্ণিত হয়, তা হল সেই আনন্দ-স্ফূর্তির নদী যা একটা সামসঙ্গীতের বর্ণনা অনুসারে *আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর* (সাম ৪৬:৫), সেই নদী যে নদীর বিষয়ে আর একটা সামসঙ্গীত বলে, *হে প্রভু, তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত হবে, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে* (সাম ৩৬:৯ লাতিন পাঠ্য)। একই ধরনের ভাষায় ইশাইয়া যেরুশালেমের অধিবাসীদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, *প্রভু একথা বলছেন, দেখ, আমি তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি, প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব* (ইশা ৬৬:১২)।

সুতরাং যোহনের দর্শনের নদী হল প্রভুর প্রতীক। আরও সূক্ষ্ম ভাবে আমরা সেই নদীতে দেখতে পারি পবিত্র আত্মারই একটি ছবি। পবিত্র আত্মাই তো সেই শান্তির নদী, গৌরবের সেই স্রোতস্বতী, সেই আনন্দদায়ী নদী, সেই পুলক নদীর জল ও প্রভুর গৃহের সেই প্রাচুর্য, কেননা তিনি নিজে হলেন সেই ভালবাসা যা সেই গৌরবময় নগরীতে বর ও

কনেকে মিলিত করে, তিনি নিজে হলেন সেই ভালবাসা যা সেই নগরবাসীদের আনন্দের আধার।

পবিত্র আত্মার প্রতীক সেই ভালবাসা হল পুণ্য স্বর্গদূত ও সকল পুণ্যজনদের জীবন, এজন্যই স্বর্গদূত যোহনকে যে নদী দেখালেন তা জীবনদায়ী জলের নদী বলে। তার জল আলো ও শক্তি দান করে বিধায় সেই নদীর জল স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ বলে বর্ণিত: এ তুলনা খুবই সুন্দর ও উপযুক্ত, কেননা স্ফটিক এমন পদার্থ যা অধিক আলোময় শুধু নয়, খুবই দীর্ঘস্থায়ী পদার্থও বটে, আর এগুলো এমন গুণ যা আমরা নিজেরা সেই গৌরবময় জীবনে লাভ করি। আমাদের মন ঐশআলোতেই পূর্ণপ্লাবিত হবে; তাছাড়া সেই অমৃতলোকে, সেই সনাতন আনন্দলোকে আমাদের দেহ দিব্য অমরতা-গুণ লাভে এমন শক্তি অর্জন করবে যা স্ফটিকেরই মত।

আমরা জানি, সাধু যোহন-রচিত সুসমাচারে আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মার প্রেরণের কথা বলেন: *সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন* (যোহন ১৫:২৬)। সুসমাচারে ছাড়া সাধু যোহন ঐশপ্রকাশ পুস্তকেও সেই শিক্ষা প্রদান করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পবিত্র আত্মার কথা ঠিক এ বচনেই ইঙ্গিত করেন যেখানে আমাদের বলেন যে *ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই নদীটি উৎসারিত* (প্রকাশ ২২:১)।

শ্লোক - যোহন ৭:৩৭-৩৮; ৪:১৪ দ্রঃ

*প্র* কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।

*উ* যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

*উ* যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১৯:২১-৪১)

## এফেসসে রৌপ্যকারিগরদের দাঙ্গা

এই সমস্ত ঘটনার পর পল আত্মায় স্থির করলেন, তিনি মাকিদনিয়া ও আখাইয়া পার হয়ে যেরুশালেমে যাবেন; তিনি বলছিলেন, 'সেখানে যাবার পর আমাকে রোমও দেখতে হবে।' তাঁর সহকারীদের দু'জনকে—তিমথি ও এরাস্তসকে—মাকিদনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি নিজে আর কিছু দিন এশিয়ায় রইলেন।

সেসময়েই এই পথকে কেন্দ্র করে বড় গোলযোগ বেধে গেল; কারণ দেমেত্রিওস নামে একজন রৌপ্যকার ছিল, যে আর্তেমিস দেবীর ছোট্ট ছোট্ট রুপোর মন্দির গড়ায় কারিগরদের যথেষ্ট কাজ যোগাত। লোকটা এদের, এবং যারা একই ধরনের পেশার মানুষ, তাদেরও ডেকে বলল, 'বন্ধু সকল, আপনারা জানেন, এই কাজের উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমৃদ্ধি! আর আপনারা নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন যে, শুধু এই এফেসসে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়াতেও এই পল বহু বহু লোকের মন জয় করে বিপথে ফিরিয়েছে; সে নাকি বলে বেড়ায় যে, মানুষের হাতে গড়া দেবতাগুলো আসলে ঈশ্বর নয়। ফলে শুধু যে আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা নয়, কিন্তু লোকে মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরটাও মূল্যহীন বলে গণ্য করবে, এবং যাঁকে সমস্ত এশিয়া, এমনকি বিশ্বজগৎও পূজা করে, তাঁকেও তাঁর নিজের মহত্ত্ব হারাতে হবে।'

একথা শুনে তারা ক্রোধে জ্বলে উঠে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' তখন শহরে বিরাট গণ্ডগোল বেধে গেল; সকলে মিলে সজোরে রঙ্গভূমির দিকে ছুটে চলল এবং পলের দু'জন মাকিদনীয় সহযাত্রী সেই গাইউস ও আরিস্তার্খসকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পল নিজে জনতার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। তখন প্রদেশের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তি পলের বন্ধু ছিলেন বিধায় তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ না ঘটান। এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চেঁচাচ্ছে, সভায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের জানা নেই তারা কিজন্য এসেছে।

তখন ইহুদীরা আলেক্সান্দারকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলছিল, আর ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাইরে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল, আর হাত দিয়ে ইশারা করে সে জনগণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, সে ইহুদী, তখন সকলে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একসুরে চিৎকার করতে থাকল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' শেষে নগরসচিব জনতাকে ক্ষান্ত করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, 'এফেসীয় সকল, বল দেখি, এফেসস নগরীই যে মহাদেবী আর্তেমিস-মন্দিরের ও আকাশ থেকে পতিত তাঁর প্রতিমার রক্ষিকা, মানুষদের মধ্যে কে একথা না জানে? সুতরাং, একথা যখন খণ্ডনের অতীত, তখন তোমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত, ও অবিবেচিত কোন কাজ না করাও উচিত। কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ, তারা তো মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট করেনি, দেবীর নিন্দাও করেনি; সুতরাং, যদি কারও বিরুদ্ধে দেমেত্রিওসের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে এর জন্য আদালত আছে, প্রদেশপালেরাও আছেন: যে যার অভিযোগ আদালতেই পেশ করুক। আর যদি তোমাদের অন্য কোন দাবি থাকে, তবে নিয়মিত সভায়ই তার নিষ্পত্তি হবে। বস্তুতপক্ষে, আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এমন কোন কারণ নেই যার জোরে এই বিশৃঙ্খল জনসমাবেশের বিষয়ে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি।' আর একথা বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

শ্লোক - ২ করি ১:৮, ৯ দ্রঃ

প্ল এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে তা আমরা চাই না,

উ আমরা কিন্তু নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করেছি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। আল্লেলুইয়া।

প্ল অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল,

উ আমরা কিন্তু নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করেছি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

## ভাবী জীবনের ক্ষেত্রে আমরা অজাত শিশুমাত্র

যে আন্তরিক নবমানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, এই বর্তমান জীবনের গর্ভেই তার উদ্ভব, ও ইহলোকেই সে নির্মিত ও গঠিত, তবু পরিপূর্ণ ও বার্ধক্যের অতীত পরলোকেই সে পরিপূর্ণ আকারে জন্মলাভ করে।

দিনের আলোতে ভাবী জীবনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে যেমন অজাত শিশু প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুসারে মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গঠিত হয়, তেমনি পুণ্যজনদের বেলায়ও তা ঘটে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত পল গালাতীয়দের কাছে লিখেছিলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (গা ৪:১৯)।

তবু এখনও-অজাত শিশু এজীবনের কথা জানে না, কিন্তু ইহলোকে থেকেই পুণ্যজনেরা পরলোক সম্বন্ধে আগে থেকে অনেক বিষয় জানে। এর কারণ হল এ, যদিও একসময় তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে, তবু গর্ভস্থিত শিশুদের পক্ষে এজীবন ভোগ করা এখনও সম্ভব নয়: বস্তুত শিশুরা যেখানে থাকে, সেই অন্ধকারময় গর্ভস্থলে সূর্যের কোন রশ্মি এখনও প্রবেশ করেনি, ও আমাদের জীবন যার উপর নির্ভর করে ও অবলম্বন করে, সেই বিষয়গুলোর একটাও সেখানে এখনও প্রবেশ করেনি। আমাদের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম: যে জীবনের প্রত্যাশায় রয়েছি, তা এ জীবনের সঙ্গে ঠিক যেন জড়িত ও মিশ্রিত; ও তার সূর্য প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদেরও উদ্ভাসিত করল; এ জগতের দুর্গন্ধময় বাতাসে স্বর্গীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হল, ও স্বর্গদূতদের রুটি মানুষকেও দেওয়া হল।

ফলে এ জীবনকালে পুণ্যজনদের এমনটি দেওয়া হয়, তারা যেন সেই পরজীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ও তা সম্বন্ধে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে; আর শুধু তা নয়, সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে ও আচরণ করতেও তাদের দেওয়া হয়। তিমথির কাছে পত্রে পল বলেন, *অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক* (১ তি ৬:১২)। পল আরও বলেন, *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)। আর ধন্য ইগ্নাসিউস লিখেছেন, 'এমন জীবন্ত

জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, পিতার কাছে এসো।'

এধরনের বাণীতে শাস্ত্র তো পূর্ণ, কিন্তু এগুলির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বয়ং জীবনের প্রতিশ্রুতি, যা অনুসারে তিনি নিজে পবিত্রজনদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি বলেছিলেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২০)। আমি যা বলে এসেছি, এ বাণী কি তার প্রমাণ দেয় না? কেননা তিনি যখন এ মর্তের জন্য জীবন-বীজ ব্যবস্থা করলেন ও আগুন ও খড়্গ এনে দিলেন, তিনি তখন সেই বীজ যত্ন করতে, সেই আগুন জ্বালাতে ও সেই খড়্গ হাতে নিতে আমাদের একা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাননি। না! তিনি বরং সত্যিকারে উপস্থিত আছেন, এবং সাধু পলের কথা অনুসারে তিনি নিজিই আমাদের *ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন* (ফিলি ২:১৩)। তিনি নিজেই সেই আগুন জ্বালিয়ে ইন্ধন দেন, তিনি নিজেই সেই খড়্গ হাতে ধরেন। এক কথায়, *কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?* (ইশা ১০:১৫)। সর্বোত্তম ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া কেউই মঙ্গলকর কিছু সাধন করতে পারে না।

**শ্লোক** - যোহন ১৫:৪-৫; ফিলি ৪:১৩

*প্র* আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

*উ* আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।

*উ* আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১০-২১)

**আমাদের ভরসার স্বীকারোক্তি**

সেই স্বর্গদূত আমাকে আরও বললেন, 'এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো সীল দিয়ে মোহরযুক্ত করো না, কেননা কাল সন্নিকট। যে অধর্মাচরণ করে, সে নিজের অধর্মাচরণ করে চলুক; যে কলুষিত, সে নিজের কলুষে চলুক; যে ধার্মিক, সে নিজের ধর্মাচরণ করে চলুক; যে পবিত্র, সে নিজের পবিত্রতায় চলুক।

দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। সুখী তারা, যারা নিজেদের পোশাক ধৌত করে, কারণ জীবনবৃক্ষে তাদের অধিকার থাকবে, ও তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরীতে প্রবেশাধিকার পাবে। যত কুকুর, মন্ত্রজালিক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, নরঘাতক ও পৌত্তলিক, এবং মিথ্যা ভালবেসে যারা মিথ্যার সাধক, তারা সকলে বাইরে থাকুক!

আমিই, যিশু, মণ্ডলীগুলির খাতিরে তোমাদের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমার দূতকে পাঠালাম। আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।'

আত্মা ও কনে বলছেন: 'এসো!' আর যে শোনে, সেও বলুক, 'এসো!' আর যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

যারা এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো শোনে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি নিজেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে: কেউ যদি এতে কোন কিছু যোগ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে সমস্ত আঘাতের বর্ণনা দেওয়া আছে, ঈশ্বর তার উপর তেমন আঘাত যোগ দেবেন; তেমনি কেউ যদি এই নবীয় বাণী-পুস্তকের বচনগুলো থেকে কোন কিছু

বাদ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষ ও পবিত্র নগরীর কথা লেখা আছে, ঈশ্বর তেমন প্রাপ্য থেকে তাকে বাদ দেবেন।

এই সমস্ত বিষয়ে যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই আসছি।'

আমেন; এসো, প্রভু যিশু!

প্রভু যিশুর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

**শ্লোক** - প্রকাশ ২২:১৬-১৭, ২০; ইশা ৫৫:১, ৩

*প্র* আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা। আত্মা ও কনে বলছেন, এসো!

*উ* যে শোনে, সেও বলুক, এসো। আমেন। এসো, প্রভু যিশু। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো; কান দাও, আমার কাছে এসো।

*উ* যে শোনে, সেও বলুক, এসো। আমেন। এসো, প্রভু যিশু। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক)

**ভালবাসা ও আনন্দ হল পবিত্র আত্মার দান**

খ্রিষ্টই মানবাত্মার বিশ্রামস্থান, কেননা কেবল তিনিই মঙ্গলময়তা, সত্য ও সমস্ত ভালবাসার আধার। অতএব যারা তাঁর মধ্যে বিশ্রাম নেয়, তাদের অন্তরে তিনি আদিতে যে ভালবাসা সঞ্চারিত করলেন, সেই পূর্ণ ভালবাসায় ভালবাসতে বা যথাসাধ্য আনন্দ করতে তাদের কিছুই বাধা দিতে পারে না; তাদের মানবতাও সদ্‌গুণ ও নবজন্মদানকারী জল দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে।

যা ভুলবশত এজীবনের মঙ্গল বলা হয়, আমরা তা ভালবাসতে বা তাতে আনন্দ পেতে পারি না, কেননা একটা কিছু মঙ্গলকর মনে হলেও তা আসলে সত্যকার মঙ্গলের নিম্ন ধরনের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। খ্রিষ্টে কিন্তু এমন কিছুই নেই যা অবর্ণনীয় বিস্ময়কর ভালবাসা বা অচিন্তনীয় আনন্দ দেখাতে আমাদের বাধা দিতে পারে। এমনটি ঘটে কেননা ঈশ্বর নির্ধারণ করলেন, এ দু'টো অনুভূতি লক্ষ্য হিসাবে তাঁর নিজের দিকেই ধাবমান হবে, যেন আমরা কেবল তাঁকেই ভালবাসি, কেবল তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি। আর আমি

মনে করি যে এর ফলে, অসীম মঙ্গল এ অনুভূতি দু'টোর লক্ষ্য হওয়ায় আমাদের ভালবাসা ও আমাদের আনন্দ সেই অসীম মঙ্গলের মত অসীম ও তার মত মহান।

এসো, আমরা এ ভালবাসার মহত্ত্ব ও তার শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ ভেবে দেখি। আমাদের প্রতি তাঁর মহা মঙ্গলময়তার প্রতিদানে ঈশ্বর কেবল আমাদের ভালবাসাই প্রত্যাশা করেন। আমাদের ভালবাসা পেলে, তবে তিনি আমাদের ঋণ মোচন করেন। ঐশ বিচারকর্তা যখন ভালবাসাকেই অসংখ্য আশিসধারার সমভার বস্তু বলে গণ্য করেন, তখন ভালবাসার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ভালবাসার পূর্ণতার সঙ্গে শুধু আনন্দের পূর্ণতাই পূর্ণমাত্রায় সমকক্ষ হতে পারে। আনন্দ সবদিক দিয়েই ভালবাসার অনুরূপ, ও একটার পূর্ণতা অপর একটার পূর্ণতা অনুসরণ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানবাত্মার পক্ষে ভালবাসা ও আনন্দ করার মহা ও বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে; আর এসব কিছু আমরা তখনই পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারি, যখন সেই প্রেমিকের সামনে, অর্থাৎ সেই সত্যকার সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়াই। এ হল সেই আনন্দ যা ত্রাণকর্তা বলেন 'পূর্ণ আনন্দ' (যোহন ১৬:২৪ দ্রঃ)। ফলে যখন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করতে এসে তাঁর দানগুলি বয়ে নিয়ে আসেন, তখন ভালবাসা ও আনন্দই সবগুলির মধ্যে প্রথম উপস্থিত হয়। শাস্ত্রের কথা অনুসারে, *পবিত্র আত্মার ফল হল ভালবাসা ও আনন্দ* (গা ৫:২২)। এমনটি ঘটে কেননা ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে আসেন, তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেন; আর যে কেউ সর্বোত্তম মঙ্গলের উপস্থিতিতে সচেতন হয়, সে ভাল না বেসে বা আনন্দ না করে পারে না।

শ্লোক - মথি ২২:৩৭; গা ৫:২২

প্ল এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা:

উ তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

প্ল আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম।

☞ তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২০:১-১৬)

**পল এফেসস ছেড়ে চলে যান**

সেই হাঙ্গামা থেমে যাওয়ামাত্র পল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন, এবং তাদের উৎসাহ দেওয়ার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলেন। সেই নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি অনেক উপদেশ দানে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিন মাস কাটাবার পর তিনি যখন জলপথে সিরিয়ায় যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল বিধায় তিনি মাকিদনিয়া হয়েই ফিরে যেতে স্থির করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন বেরেয়ার পিরসের ছেলে সোপাত্রস, থেসালোনিকির আরিস্তার্খস ও সেকুন্দুস, দের্বার গাইউস, তিমথি ও এশিয়ার তিখিকস ও ত্রফিমস। তাঁরা আমাদের আগে গিয়ে ত্রোয়াসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমরা কিন্তু খামিরবিহীন রুটি পর্বের দিনগুলির পরে ফিলিপ্পি থেকে জলপথে রওনা হলাম আর পাঁচ দিন পর ত্রোয়াসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম; সেখানে সাত দিন কাটালাম।

সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ছিলাম, এবং পল তাদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন; পরদিন তাঁকে চলে যেতে হবে বিধায় তিনি মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলে চললেন। উপরতলার যে কক্ষে আমরা সমবেত ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি জ্বলছিল। এউতিখস নামে একটি যুবক জানালার ধারে বসে ছিল; পল আরও কথা বলে চলছেন, এমন সময়ে তার ভীষণ ঘুম পাওয়ায় ঘুমের ঘোরে সেই যুবক তিনতালা থেকে নিচে পড়ে গেল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত। পল নেমে গিয়ে তার দেহের উপরে পড়লেন, ও তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না; তার মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।' পরে আবার উপরে গিয়ে রুটি ছিঁড়ে খেয়ে আরও বহুক্ষণ ধরে, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত কথা বললেন, আর শেষে বিদায় নিলেন। আর তারা সেই ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এসে যথেষ্ট স্বস্তি পেল।

আর আমরা, আগে আগে জাহাজে করে যাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল, আসোসের দিকে যাত্রা করলাম; কথা ছিল, সেইখানে পলকে তুলে নেব, কারণ তিনি স্থলপথে যেতে

স্থির করেছিলেন। তিনি আসোসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতিলেনের দিকে গেলাম। পরদিন সেখান থেকে জাহাজে করে আমরা খিয়সের সামনে পর্যন্ত গেলাম; দ্বিতীয় দিন সামোস দ্বীপে ভিড়লাম, এবং ত্রোগিলিওনে থাকবার পর পরদিন মিলেতসে গিয়ে পৌঁছলাম। পল স্থির করেছিলেন, এশিয়ায় যেন তাঁর বেশি দেরি না হয়, এফেসসের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন; সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যেরুশালেমে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

**শ্লোক** - ২ করি ৩:৪, ৬, ৫

*প্র* ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের এই ভরসা আছে যে,

*উ* তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন;

*উ* তিনিই আমাদের নতুন এক সন্ধির যোগ্য সেবক করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই সেবক। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুস-লিখিত 'খ্রিষ্টিয়ানদের পক্ষসমর্থন' থেকে পাঠ (৬৬-৬৭)

## এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান

আমরা এই খাদ্য 'এউখারিস্তিয়া' বলে থাকি, এমন খাদ্য যার অংশী অন্য কেউই হতে পারে না; কেবল সে-ই পারে যে, আমাদের শেখানো বিষয়গুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে, পাপক্ষমা ও নবজন্মের উদ্দেশে জলপ্রক্ষালনে প্রক্ষালিত হয়েছে ও খ্রিষ্টের সম্প্রদান করা শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করে।

আমরা সেই রুটি ও আঙুররস সাধারণ রুটি ও সাধারণ পানীয় হিসাবে যে গ্রহণ করি তা নয়; কিন্তু যেমন ঈশ্বরের বাণী দ্বারা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট নিজেকে মাংস ক'রে আমাদের পরিত্রাণের জন্য মাংস ও রক্ত ধারণ করলেন, তেমনি, একই প্রকারে, আমাদের শেখানো হয়েছে যে, যে খাদ্য তাঁর নিজেরই উচ্চারিত বাণীর প্রার্থনা

দ্বারা এউখারিস্তিয়া হয়েছে ও যা থেকে আমাদের রক্ত ও মাংস আত্মীকরণ গুণে পুষ্ট হয়, সেই খাদ্য হলো মাংস-হওয়া-যিশুর মাংস ও রক্ত।

কেননা প্রেরিতদূতেরা সুসমাচার বলে অভিহিত তাঁদের রচিত স্মারক লিপিতে তা-ই সম্প্রদান করেছেন যা তাঁদের করতে আজ্ঞা করা হয়েছিল, তথা, রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, *আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর, এ আমার দেহ* (লুক ২২:১৯); তেমনিভাবে, পানপাত্রটাও গ্রহণ করে নিয়ে ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, *এ আমার রক্ত* (মার্ক ১৪:২৮); এবং কেবল তাঁদেরই কাছে তা বিতরণ করেছিলেন।

সেই দিন থেকে আমরা সবসময় একে অন্যকে এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকি। আর ধনবান যারা তারা অভাবীদের সহায়তা দান করে ও আমরা সবাই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত থাকি। যে সমস্ত উপহার গ্রহণ করি, তার জন্য আমরা তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা ও পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশ্বনির্মাতাকে ধন্য বলি।

আর যে দিনটা রবিবার বলে অভিহিত, সেই দিনে প্রেরিতদূতদের স্মৃতিকথা বা নবীদের লেখাগুলো পড়ার জন্য শহর ও গ্রামবাসী সকলে যতক্ষণ সম্ভব হয় ততক্ষণ ধরে একই স্থানে সমবেত হয়।

এবং পাঠক শেষ করলে অনুষ্ঠাতা এমন উপদেশ দেন যে উপদেশে তিনি নানা পরামর্শ অর্পণ করেন ও এই শুভ শিক্ষাবাণী অনুকরণ করতে আমাদের উৎসাহিত করেন।

পরে আমরা সবাই মিলে পায়ে উঠে দাঁড়াই ও প্রার্থনা নিবেদন করি; এবং সবাই প্রার্থনা সমাপ্ত করার পর রুটি, আঙুররস ও জল আনা হয়; তখন অনুষ্ঠাতা একইভাবে প্রার্থনা ও ধন্যবাদজ্ঞাপক বাণী যথাসাধ্য উচ্চারণ করেন ও জনগণ উচ্চস্বরে 'আমেন' বলায় নিজেদের সম্মতি জানায়; পরে এউখারিস্তিয়া-বিতরণ হয় এবং উপস্থিত সকলে তাতে অংশ নেয়, ও যারা অনুপস্থিত পরিসেবকদের মধ্য দিয়ে তা তাদের কাছেও পাঠানো হয়।

প্রাচুর্যশীল যারা, তারা তেমনটা করতে ইচ্ছা করলে তবে এক একজন যা উপযুক্ত মনে করে তা-ই দান করে, ও যা কিছু সংগ্রহ করা হয় তা অনুষ্ঠাতার কাছে গচ্ছিত রাখা

হয়; আর তিনি এতিম যারা, বিধবা যারা, রোগের কারণে বা অন্য যত কারণে অভাবী যারা, কারারুদ্ধ যারা, বাহিরাগত মানুষ যারা, তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা করেন; এককথায় তিনি অভাবগ্রস্ত সকলের যত্ন নেন।

আমরা রবিবার দিনেই সাধারণ সভায় সম্মিলিত হই কারণ এটা হলো সেই প্রথম দিন যখন ঈশ্বর অন্ধকার ও জড়বস্তু বিন্যাস করে জগৎ নির্মাণ করেছিলেন; উপরন্তু, এই একই দিনেই আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন; বস্তুতপক্ষে তারা শনিবার দিনের আগের দিনে তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু শনিবার দিনের পর দিনে তথা রবিবার দিনে তিনি আপন প্রেরিতদূতদের ও শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও তাঁদের এই সমস্ত শিক্ষাবাণী দিয়েছিলেন যা আমরা এখন বিচার-বিচেনার জন্য আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

## শ্লোক

প্র জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময়ে আপন মৃত্যুর স্মারকচিহ্ন রূপে

উ যিশু আপন দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লেলুইয়া।

প্র দেহ খাদ্যরূপে ও রক্ত পানীয়রূপে দান করে তিনি বললেন, তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

উ যিশু আপন দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লেলুইয়া।

**পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল - ৬ষ্ঠ সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১-১০)

জীবন-বাণী ও ঈশ্বরের আলো যিশু

যা আদি থেকে ছিল,

যা আমরা শুনেছি,

যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,

যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি

ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,

আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি।

কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল ;

আমরা তা দেখেছি,

তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি

আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি

যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—

যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,

তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,

তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;

পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই

আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।

আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।

আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।

**শ্লোক** - ১ যোহন ১:২; ৫:২০

*প্র* সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি,

*উ* যে জীবন পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন: তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

*উ* যে জীবন পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১ম বিভাগ ৫-৬)

**ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়**

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো প্রবাসী, আমরা তো মাতৃভূমি অভিমুখে ছুটেই যাচ্ছি, আর আমরা যদি সেখানে পৌঁছতে নিরাশ হই, তাহলে ঠিক এ নিরাশার ফলেই নিঃশেষিত হই। কিন্তু যিনি চান আমরা সেখানে পৌঁছব তিনি যেন সেই মাতৃভূমিতে আমাদের রক্ষা করতে পারেন, তিনি তো পথে আমাদের খাদ্য দান করেন। সুতরাং এসো, একথা শুনি: *আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, অথচ অন্ধকারে চলি, তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই* (১ যোহন ১:৬)। এসো, আমরা যদি অন্ধকারেই চলি, তবে যেন না বলি যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে। *কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি,—আলোতেই আছেন তিনি!—তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে* (১ যোহন ১:৭)। তবে যেইভাবে তিনি নিজেও আলোতে আছেন, এসো, আমরাও আলোতে চলি, যাতে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা থাকতে পারে। আর আমাদের পাপের কী হবে? শোন পরবর্তী কথা: *তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।* সমস্ত পাপ থেকে বলতে কী বোঝায়? শোন: আমরা যাদের 'শিশু' বলি, তারা কিছুকাল আগে খ্রিষ্টনাম স্বীকার করেছে বিধায় তাদের সমস্ত পাপ সেই খ্রিষ্টের নামে তাঁর রক্ত-গুণেই মুছে দেওয়া হয়েই গেছে। তারা প্রাচীন হয়ে ঢুকল, নবীন হয়ে বেরিয়ে এল। এর অর্থ কী? তারা বৃদ্ধ হয়ে ঢুকল, শিশু হয়ে বেরিয়ে এল: সেই প্রাক্তন জীবন ছিল বার্ধক্যকাল, কিন্তু এ নবজীবন হল নবজন্মের শৈশবকাল।

তবে আমাদের কী করতে হবে? আগের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে—তাদেরই শুধু নয়, আমাদেরও! অথচ সমস্ত পাপ ক্ষমা ও ধৌত করা হলে পর, এ জগতের নানা প্রলোভনের মাঝে জীবনযাপন করতে করতে হয় তো আমরা আবার পাপ করেছি। তাহলে মানুষ যা করতে পারে তাই করুক: অর্থাৎ, সে যে অবস্থায় আছে তা স্বীকার করুক, যাতে নিরাময় হয়ে ওঠে তাঁরই দ্বারা যিনি সর্বদাই সেইভাবে থাকেন যেইভাবে আছেন: কেননা তিনি সর্বদাই ছিলেন ও আছেন, আমরা ছিলাম না আর এখন আছি।

দেখ শাস্ত্র কী বলে, *আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই* (১ যোহন ১:৮)। সুতরাং তুমি যদি নিজেকে পাপী বলে স্বীকার কর, তাহলে সত্য তোমার মধ্যে আছে, কেননা সত্য হচ্ছে আলো। তুমি এখনও পাপ কর বিধায় তোমার জীবন এখনও সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল নয়, তবু তুমি পাপ স্বীকার করছ বিধায় ইতিমধ্যে আলোকিত হতে চলছ। পরবর্তী বাণী শোন, *আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন* (১ যোহন ১:৯)। কেবল অতীতকালের পাপ নয়, বাপ্তিস্মের পরে যে সমস্ত পাপ আমরা হয় তো করেছি, তা থেকেও তিনি আমাদের শোধন করবেন; কেননা যতদিন মানুষ এ দেহে জীবনযাপন করে, সেই পাপ যত লঘুভারই হোক না কেন সে পাপ না করে পারে না। এই সকল লঘু পাপ যা উল্লেখ করেছি, তা তুমি তত তুচ্ছ মনে করবে না। লঘু ভারের জন্য তুমি যদি সেই সকল পাপ তুচ্ছ কর, তবু তাদের সংখ্যার জন্যই ভয়ে অভিভূত হও।

বহু লঘু জিনিস নিয়ে একটা ভারী জিনিস হয়, বহু জলবিন্দুতে নদী ভরে ওঠে, বহু বীজ মিলে বিরাট কাঁড়ি হয়। তবে কী আশা আছে? সর্বপ্রথমে পাপস্বীকার: কেউই যেন নিজেকে ন্যায়বান না মনে করে, আর সেই যে মানুষ একসময় ছিল না অথচ এখন আছে, সেই মানুষ যেন কঠিনমনা না হয় সেই ঈশ্বরের সামনে যিনি যা আছে তা দেখেন। অতএব, সর্বপ্রথমে পাপস্বীকার, তারপরে ভালবাসা: কেননা ঐশভালবাসা সম্বন্ধে লেখা আছে, *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১৯, ১০-১১; যোহন ১৫:১৩

℣ ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

℟ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। আল্লেলুইয়া।

℣ আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া : এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই।

℟ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২০:১৭-৩৮)

## এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের বিদায়বাণী

মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। আপনারা জানেন, যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি; ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুশালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না, কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই দেবে না।

আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। আমি কারও রুপো বা সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে —সেই প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এবং পলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; তাঁরা এজন্যই বিশেষভাবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২

প্র আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,

উ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করুন যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

উ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করুন যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৫:১-২)

## ঈগলের সঙ্গে খ্রিষ্টের তুলনা

বৃদ্ধ মানুষ ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা শৈশবকালে ফিরে আসে, এবং বার্ধক্যের জন্য অতিদুর্বল হয়েও সে আচরণের দিক দিয়ে নিষ্পাপ শিশুর মত নবজন্ম নেয়, ফলে পুণ্য সাক্রামেন্ত গ্রহণ ক'রে আমরা যারা বৃদ্ধ ছিলাম দেখি আমরা আবার শিশু হয়ে গেছি। যারা 'নবায়িত' বলে অভিহিত, যা ছিল তা ত্যাগ ক'রে, ও আদিতে যা ছিল তা ধারণ ক'রে তারা তেমন নবায়নেই আহূত, যার ফলে নবজীবনের উদ্দেশ্যে অতীতকালের অপরাধ ছেড়ে তারা সরলতাপূর্ণ সৌন্দর্য পরিধান করে—যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট* (এফে ৪:২২, ২৪)। এজন্য দাউদও বলেন, *তোমার যৌবন ঈগলের মত নবায়িত হবে* (সাম ১০৩:৫)। এ বাণীগুলিতে তুমি বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের ইঙ্গিত পেতে পার, যা গুণে আমাদের জীবনে যা মরণাপন্ন তা নবজন্ম লাভ করতে পারে, ও পাপজনিত বার্ধক্যের দরুন যা নষ্ট তা যৌবনকালে নবীভূত হতে পারে। আর যাতে তুমিও জানতে পার যে নবী বাপ্তিস্মেরই বিষয়ে কথা বলেন, তিনি নবায়নটা ঈগলের নবায়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেননা ঈগলের বেলায় বলা হয়, সে প্রতিনিয়তই পালক বদলায়: পুরনো পালক ত্যাগ করতে করতে নতুন নতুন পালক বেড়ে উঠলেই সে নিজ যৌবন নবীকৃত করে, যার ফলে অতীতকালের যা কিছু জীর্ণ তা ছেড়ে সে সতেজ যৌবনের সজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করে।

যারা সম্প্রতি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, আমাদের সেই 'নবায়িতরাও' ঈগলের মত অতীতের জীর্ণ পোশাক ছেড়ে পবিত্রতার নবপোশাক পরিধান করেছে, এবং প্রাক্তন পাপগুলি বিনষ্ট হতে না হতেই তারা অমরতার অনুগ্রহে অলঙ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে জীবন নয়, কেবল বার্ধক্যের প্রাচীন পাপগুলিই বৃদ্ধ হয়েছে; এবং ঈগল যেমন নবায়িত যৌবনে রূপান্তরিত হয়, তারা তেমনি আধ্যাত্মিক শৈশবে নবজন্ম গ্রহণ করে। তারা

পুরনো জীবনের জাগতিক আচরণের কথা মনে রাখে বটে, কিন্তু এতেই নিরাপত্তা পায় যে, তারা অনুগ্রহ দ্বারা নবায়িত হয়েছে।

শ্লোক - রো ৭:৬; ৫:৫ দ্রঃ

প্র এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,

উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,

উ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১১)

**নতুন আজ্ঞা**

বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন :
সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য !

এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
যে বলে, 'আমি তাঁকে জানি,'
অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না,
সে মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই।
কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।

এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে,
তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।
প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে আমি নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,

সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা লিখছি,
আদি থেকে যা তোমরা পেয়েছ:
যে বাণী তোমরা শুনেছ, তা-ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।

তবু একদিকে নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি,
আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে,
কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে
ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।
যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে।
নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে,
আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।
কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে;
কোথায় যাচ্ছে তা জানে না,
কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।

শ্লোক - যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:১০, ৩

প্ আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।
উ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।
প্ এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
উ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১ম বিভাগ ৯-১২)

## ঐশভালবাসার একতায়ই ভ্রাতৃপ্রেম

*এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি* (১ যোহন ২:৩)। কোন্ আজ্ঞাগুলি? এসো, দেখি আজ্ঞাটি ভালবাসার আজ্ঞা কিনা। সুসমাচারের দিকে মনোযোগ দাও: *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:৩৪)। আর যোহন বলেন, *যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে, তার অন্তরে ঐশভালবাসা সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে* (১ যোহন ২:৫)। তিনি ভ্রাতৃপ্রেমে সিদ্ধপুরুষেরই কথা বলেন।

সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম কী? শত্রুদের ভালবাসা, ও তাদের এমনভাবে ভালবাসা উচিত তারা যেন ভাই হয়ে ওঠে। কেননা আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম সাংসারিক হওয়ার কথা নয়। তোমার শত্রুদের ভালবাস তারা যেন তোমার ভাই হয়, তোমার শত্রুদের ভালবাস তারা যেন তোমার সহভাগিতায় আহূত হয়। কেননা ঠিক এভাবেই তিনি ভালবেসেছেন যিনি ক্রুশে থাকাকালে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না* (লুক ২৩:৩৪)। তিনি করুণাপূর্ণ মিনতি ও মহাপরাক্রম গুণে তাদের কাছ থেকে চরমকালীন মৃত্যু দূর করে দিচ্ছিলেন। তাদের অনেকে বিশ্বাস করল, ও খ্রিষ্টের রক্তপাতের জন্য ক্ষমা পেল। তাঁকে নির্যাতন করায়ই তারা তাঁর রক্তপাত করল, বিশ্বাস করায়ই সেই রক্ত পান করল। এতেই বুঝতে পারি, আমরা তাঁর মধ্যে আছি, যদি আমাদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে থাকে। এ শত্রুদের প্রতি সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমের কথা প্রসঙ্গেই প্রভু বলেন, *তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধতামণ্ডিত, তেমনি তোমরাও সিদ্ধতামণ্ডিত হও* (মথি ৫:৪৮ লাতিন পাঠ্য)।

*নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না* (১ যোহন ২:১০)। যাদের পতন হয় বা পরের পতন ঘটায়, তারা কারা? খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর কারণে যাদের পতন হয়, তারাই। তুমি যদি ঐশভালবাসা আঁকড়িয়ে ধর, তবে খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী তোমার পতনের কারণ হবে না, তুমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীকে পরিত্যাগও করবে না। কেননা যে মণ্ডলীকে ত্যাগ করে, সে যখন

খ্রিষ্টের অঙ্গগুলিতে থাকে না, তখন কী করে সে খ্রিষ্টে থাকতে পারে? যে খ্রিষ্টের দেহে থাকে না, সে কী করে খ্রিষ্টে থাকতে পারে? সুতরাং তাদেরই পতন হয়, যারা খ্রিষ্টকেও ত্যাগ করেছে, মণ্ডলীকেও ত্যাগ করেছে। এ উদাহরণের কথা ভাব: যেমন একটা লোক [যাকে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা চিকিৎসা করা প্রয়োজন হলে] চিৎকার করে বলে 'আমি আর পারি না, আমি তা সহ্য করতে পারি না' আর তা ব'লে পিছিয়ে যায়, তেমনি যারা মণ্ডলীতে কোন একটা কিছুও সহ্য করে না ও খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর নাম থেকে সরে যায়, তাদেরই পতন হয়।

দেখ কেমন করে সেই সকল দৈহিক মানুষের পতন হয়েছিল যাদের কাছে খ্রিষ্ট আপন মাংসের কথা প্রচার করে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (যোহন ৬:৫৩)। প্রায় সত্তরজন লোক বলেছিল, *এ কথা কঠিন* (যোহন ৬:৬০)। আর তা বলে পিছিয়ে গেছিল: কেবল সেই বারোজন থাকলেন। আর যাতে মানুষ না মনে করে যে, খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা খ্রিষ্টের কাছ থেকে কোন উপকার পাই না, বরং আমরাই তাঁর উপকার করি, সেজন্য তিনি অবশিষ্ট সেই বারোজনকে বলে চললেন, *তোমরাও কি চলে যেতে চাও* (যোহন ৬:৫৭), যাতে বুঝতে পার আমিই তোমাদের কাছে প্রয়োজন, তোমরা আমার কাছে নও? তাঁরা কিন্তু পিতরের মুখ দিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে* (যোহন ৬:৬৮)।

তবে, ভাইকে যে ভালবাসে, কেন তার মধ্যে পতনের কারণ বলতে কিছু নেই? কারণ ভাইকে যে ভালবাসে, সে একতার খাতিরে সবকিছুই সহ্য করে, কেননা ঐশভালবাসার একতায়ই রয়েছে ভ্রাতৃপ্রেম! শোন প্রভু কী কথা বলেন, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:৩৪)। বিধান বলতে ভালবাসা ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে? তারা পরস্পরকে সহ্য করে বিধায়ই তাদের পতন হয় না, যেইভাবে পল বলেন, *সম্পূর্ণ ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হয়ে তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও* (এফে ৪:২-৩)। এ হল খ্রিষ্টের বিধান: এবিষয়ে শোন প্রেরিতদূত আর কী বলেন, *তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে* (গা ৬:২)।

**শ্লোক** - এজে ২০:১৯; যোহন ১৫:১০

℣ আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, আমারই বিধিপথে চল।

℟ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি।

℟ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২১:১-২৬)

## যেরুশালেম যাত্রা

তাঁদের কাছ থেকে মর্মভেদী বিদায় নেওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলপথে রওনা হয়ে সোজা চলে এলাম কোস দ্বীপে, পরদিন রোদ দ্বীপে, এবং সেখান থেকে পাতারায় এসে পৌঁছলাম। এখানে এমন একটা জাহাজ পেলাম, যা পার হয়ে ফৈনিকিয়ায় যাবে; তাই সেই জাহাজে উঠে আমরা যাত্রা করলাম। দূর থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখে তা বাঁ দিকে ফেলে আমরা সিরিয়ার দিকে তুরসে এসে পৌঁছলাম; সেখানে জাহাজের মালপত্র নামিয়ে দেওয়ার কথা। সেখানকার শিষ্যদের খুঁজে বের করে আমরা সাত দিন তাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। তারা আত্মার আবেশে পলকে শুধু শুধু বলছিলেন, তিনি যেন যেরুশালেমে না যান। কিন্তু সেই কয়েক দিন কেটে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়ে রওনা হলাম; তখন তারা সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শহরের বাইরে পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে, সমুদ্রের ধারে নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম, এবং পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমরা জাহাজে উঠলাম ও তারা বাড়ি ফিরে গেল।

তুরস ছেড়ে তলেমাইসে এসেই আমরা আমাদের জলযাত্রা শেষ করলাম; ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম; পরদিন আবার রওনা হয়ে কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকলাম—এই ফিলিপ হলেন সেই সাতজনের একজন। তাঁর চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা সকলে নবী ছিলেন। আমরা সেখানে কয়েক দিন ধরে ছিলাম, সেসময়ে যুদেয়া থেকে আগাবস নামে একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে পলের কোমর-বন্ধনী নিয়ে তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, 'পবিত্র আত্মা একথা বলছেন, এই কোমর-বন্ধনী যার, ইহুদীরা তাকে যেরুশালেমে এভাবেই বেঁধে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে।' তা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পলকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি যেরুশালেমে না যান। উত্তরে পল বললেন, 'এত চোখের জল ফেলে ও আমার হৃদয় ভেঙে তোমরা এ কি করছ? প্রভুর নামের জন্য আমি তো

যেরুশালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি।' এভাবে তিনি আমাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত না হলে আমরা শেষে ক্ষান্ত হয়ে বললাম, 'প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

এই সকল দিন শেষে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেরুশালেমের দিকে রওনা হলাম। কায়েসারিয়া থেকে কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন; তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের ম্নাসোন নামে একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি পুরনো একজন শিষ্য; তাঁরই বাড়িতে আমাদের গিয়ে ওঠার কথা।

যেরুশালেমে এসে পৌঁছলে পর ভাইয়েরা আমাদের আনন্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পরদিন পল আমাদের সঙ্গে যাকোবকে দেখতে গেলেন; সেখানে প্রবীণবর্গও সকলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানোর পর তিনি তাঁদের কাছে তন্ন তন্ন করে সেই সমস্ত কর্মের বর্ণনা দিলেন, যা ঈশ্বর তাঁর সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়দের মধ্যে সাধন করেছিলেন। তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করলেন, পরে তাঁকে বললেন, 'ভাই, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ইহুদীদের মধ্যে কত হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে বিধানের প্রতি খুবই অনুরক্ত। তোমার বিষয়ে তারা এমন কথা শুনেছে যে, বিজাতীয়দের মধ্যে যে ইহুদীরা বাস করে, তুমি নাকি তাদের সকলকে মোশির পথ ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, তারা যেন শিশুদের পরিচ্ছেদিত না করে ও যথারীতি পথে না চলে। এখন কী করা যায়? তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে যে, তুমি এসেছ। তাই আমরা যা বলি, তুমি তা কর: আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে; তাদের নিয়ে গিয়ে তুমিও তাদের সঙ্গে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন কর, এবং তারা যেন মাথা মুড়িয়ে নিতে পারে সেই সব খরচ তুমিই বহন কর। এমনটি করলে, তবে সকলেই জানতে পারবে যে, তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছে, তাতে সত্য কিছু নেই, তুমি নিজেও বরং নিজের আচার-আচরণে বিধান পালন করছ। কিন্তু যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কাছে আগে লিখে জানিয়ে দিয়েছি যেন প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।'

তাই পরদিন পল সেই কয়েকজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিজেও শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুরু করার পর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর সেখানে সেই

তারিখ জানিয়ে দিলেন, যে তারিখে আত্মশুদ্ধি-কাল শেষ হলে তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হবে।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২১:১৩; কল ১:২৪

*প্র* আমি তো যেরুশালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি

*উ* প্রভুর নামের জন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

*উ* প্রভুর নামের জন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৬:১-২)

**স্বর্গারোহণ হল খ্রিষ্টের মহাবিজয়**

*গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)। সুতরাং প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করায় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হলেন; স্বর্গারোহণ করায় ফল উৎপন্ন করলেন। মাটির বুক থেকে যখন গজিয়ে ওঠেন তখন তিনি ফুল, যখন ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি ফল। তাঁর নিজের কথা অনুসারে, যখন ক্রুশের উপরে একাকী হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন তখন তিনি গমের দানা, যখন প্রেরিতদূতদের মহাবিশ্বাসে আবিষ্ট হন তখন তিনি ফল। কেননা পুনরুত্থানের পরবর্তী চল্লিশ দিন শিষ্যদের সঙ্গে অতিবাহিত করে তিনি পরিপক্কতার পূর্ণতায় তাঁদের শিক্ষা দিলেন, ও সেই শিক্ষার উর্বরতায় ফলশালী হতে তাঁদের প্রেরণা দিলেন। তারপর তিনি স্বর্গে, অর্থাৎ পিতার কাছে আরোহণ করে মাংসের ফল সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ও শিষ্যদের হাতে রেখে গেলেন ধর্মময়তার বীজ।

তবে প্রভু পিতার কাছে আরোহণ করলেন। তোমাদের অবশ্যই মনে আছে, আমরা ত্রাণকর্তার সঙ্গে সেই ঈগলের তুলনা করেছিলাম, সামসঙ্গীত-মালায় যা বিষয়ে লেখা আছে ঈগল নিজ যৌবন নবীকৃত করে। সাদৃশ্যটা সামান্য নয়। ঈগল যেমন মাটি ছেড়ে

ঊর্ধ্বের দিকে লক্ষ রেখে আকাশ পর্যন্ত ওড়ে, তেমনি ত্রাণকর্তাও পাতালের নিম্নদেশ ছেড়ে পরমদেশের উচ্চতার দিকে লক্ষ রেখে ঊর্ধ্বলোক ভেদ করে স্বর্গে প্রবেশ করলেন। আর যেমন ঈগল ময়লা মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে উড়ে বাতাসের নির্মলতা ভোগ করে, তেমনি প্রভু মর্তপাপের কাদা ছেড়ে আপন পবিত্রজনদের সঙ্গে ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠে পবিত্রতম জীবনের নির্মলতায় আনন্দ করেন।

সুতরাং সবদিক দিয়েই আমরা ত্রাণকর্তার সঙ্গে ঈগলের তুলনা করতে পারি। কিন্তু ঈগল যে প্রায়ই শিকার অপহরণ করে ও পরের জিনিস নিয়ে যায়, এবিষয়ে কী বলব? এতেও ত্রাণকর্তা ঈগল থেকে ভিন্ন নন। তিনি তখনই শিকার অপহরণ করলেন যখন মানুষকে পাতালের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন, অর্থাৎ তিনি যাকে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই দাসকে আপন বন্দিরূপে ঊর্ধ্বলোকে চালিত করলেন, যেইভাবে নবী বলেন, *ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে তিনি বন্দিদশাকে বন্দি করে নিয়ে গেলেন, মানুষকে উপঢৌকন দিলেন* (এফে ৪:৮ লাতিন পাঠ্য)। বাক্যটি বলতে চায়, বিজয়ী বীরের মত তিনি বন্দিদের স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত করলেন। বস্তুতপক্ষে বন্দিদশা দু'টো একই শব্দে ব্যক্ত, তবু তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে! শয়তানের বন্দিদশা মানুষকে ক্রীতদাস করে; খ্রিষ্টের বন্দিদশা মানুষকে স্বাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

**শ্লোক** - সাম ৪৭:৬; এফে ৪:৮

*প্র* পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, আল্লেলুইয়া,

*উ* প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* খ্রিষ্ট ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,

*উ* প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১২-১৭)

**ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী**

বৎসেরা, আমি তোমাদের লিখছি:
তাঁর নাম গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।
পিতারা, তোমাদের লিখছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখছি:
তোমরা সেই ধূর্তজনকে জয় করেইছ!

বৎসেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো পিতাকে জান।
পিতারা, তোমাদের লিখেছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো বলবান,
ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে,
এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয়ই করেছ।
জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না!
কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে,
তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।
কেননা জগতের যা কিছু আছে
—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—

এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত।
আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে,
তার লালসাও তাই,
কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।

**শ্লোক** - ১ যোহন ২:১৭, ১৫

*প্র* জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই;
*উ* কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।
*প্র* কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই;
*উ* কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (২য় বিভাগ ৮-১৪)

**ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে সে চিরকালস্থায়ী**

জগৎকে ভালবাসলে আমরা কী করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারব? সুতরাং এসো, ভালবাসা যেন আমাদের অন্তরে বাস করে, সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিই। দুই প্রকার ভালবাসা আছে: জগতের ও ঈশ্বরের: আমাদের অন্তরে জগতের ভালবাসা বাস করলে, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা ঢুকতে পারবে না। জগতের ভালবাসা বেরিয়ে যাক, ও ঈশ্বরের ভালবাসাই বাস করুক: যেটা উত্তম সেটাই স্থান গ্রহণ করুক। তুমি জগৎকে ভালবাসছিলে, তাকে আর ভালবেসো না; সাংসারিক ভালবাসা থেকে তোমার হৃদয় শুদ্ধ করলেই তুমি ঐশভালবাসা পূর্ণমাত্রায় পান করবে; আর তখনই সেই ঐশভালবাসা বাস করতে শুরু করবে যা থেকে কোন অনিষ্ট উদ্গত হতে পারে না। যিনি পরিষ্কার করতে আসেন, তাঁর কথা শোন, তিনি তো মানুষের হৃদয় মাঠেরই মত পান। তিনি কিন্তু কী পান? বন পেলে তিনি তা উচ্ছেদ করেন, পরিষ্কার মাঠ পেলে তিনি পোঁতেন। তিনি এখানে একটা গাছ পুঁততে চান, ঐশভালবাসারই গাছ। আর তিনি কোন্ বন উচ্ছেদ করতে চান? জগতেরই ভালবাসাকে উচ্ছেদ করতে চান। তাঁকে শোন: *জগৎ বা*

*জগতের কোন কিছুই ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই* (১ যোহন ২:১৫)।

পুত্রের সহউত্তরাধিকারী হবার জন্য তুমি কি পিতার ভালবাসা চাও? তাহলে জগৎকে ভালবেসো না। জগতের অমঙ্গলকর ভালবাসা বের করে দাও যাতে ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হতে পার। তুমি একটা পাত্র, কিন্তু এখনও ভরা। তোমার যা আছে তা ফেলে দাও যাতে তোমার যা অভাব আছে তা লাভ করতে পার। অবশ্যই আমাদের ভাইয়েরা জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেই গেছে, আর আমরা কতদিন আগে থেকেই না জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেছি! জগৎকে ভাল না বাসা আমাদের পক্ষে ভাল, যাতে সাক্রামেন্তগুলি পরিত্রাণের অবলম্বন না হয়ে আমাদের দণ্ডে পরিণত না হয়। পরিত্রাণের অবলম্বন হল ভালবাসার শিকড়ের অধিকারী হওয়া, ভক্তির অধিকারী হওয়া, আর তা শুধু বাহ্যিক রূপে নয়। রূপ তো ভাল ও পবিত্র, কিন্তু তার শিকড় না থাকলে রূপের কী মূল্য আছে?

এসো, আমরা যেন জগৎকে ও জগতের কোন কিছু ভাল না বাসি। *কেননা জগতের যা কিছু আছে, তা হল দেহলালসা, চক্ষুলালসা ও ঐশ্বর্যের দম্ভ* (১ যোহন ২:১৬)। এ তিনটে জিনিস বিষয়ে প্রভুও দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। তিনি দেহলালসায় পরীক্ষিত হলেন যখন দিয়াবল তাঁকে বলল, *তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এ পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়* (মথি ৪:৩)। তিনি কী করে সেই প্রলুব্ধকারীকে দূর করে দিলেন ও সৈন্য আমাদেরই লড়াই করতে শিখিয়ে দিলেন? তাঁর উত্তরে মনোযোগ দাও: *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে* (মথি ৪:৪)। আবার, তিনি সেই অলৌকিক কাজের ব্যাপারে চক্ষুলালসায় পরীক্ষিত হলেন যখন তাঁকে বলা হল, *নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে, তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন; আর তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে* (মথি ৪:৬)। যিশু কিন্তু সেই প্রলুব্ধকারীকে প্রতিরোধ করলেন।

কীভাবে প্রভু ঐশ্বর্যের দম্ভে পরীক্ষিত হলেন? তখনই যখন তাঁকে সেই উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বলা হল, *তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই*

*সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব* (মথি ৪:৯)। দিয়াবল জাগতিক রাজ্যের অভিলাষে সর্বযুগের রাজাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু যিনি স্বর্গমর্ত গড়লেন সেই প্রভু দিয়াবলকে পদদলিত করলেন। দিয়াবল যে ঈশ্বর দ্বারা পরাজিত, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তবু তিনি দিয়াবলকে উত্তর দিলেন যাতে তোমাকেই শেখাতে পারেন পরীক্ষার সময়ে তোমাকে কী উত্তর দিতে হবে: *লেখা আছে, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে* (মথি ৪:১০)।

তোমরা এসব কিছু মনে রাখলে জগতের লালসা থেকে মুক্ত হবে; জগতের লালসা তোমাদের না থাকলে, তাহলে দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ কিছুই তোমাদের বশীভূত করবে না; তবেই তোমরা ঐশভালবাসার আগমনের জন্য স্থান দেবে যাতে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পার। ঐশভালবাসা রক্ষা কর, তবেই তুমি চিরকালস্থায়ী হবে যেইভাবে ঈশ্বর নিজে চিরকালস্থায়ী, কেননা একজনের ভালবাসা যেমন, সে নিজেই তেমন। তুমি কি মাটি ভালবাস? তবে তুমি মাটি হবে। ঈশ্বরকে ভালবাস? 'তুমি ঈশ্বর' আমি কি তেমন কিছু বলব? নিজে থেকে তেমন কথা বলার সাহস আমার নেই, সুতরাং এসো, শাস্ত্রের কথা শুনি: *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলেই পরাৎপরের সন্তান* (সাম ৮২:৬ লাতিন পাঠ্য)। অতএব তোমরা যদি ঐশজীব ও পরাৎপরের সন্তান হতে চাও, তাহলে *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই ভালবেসো না। আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী* (১ যোহন ২:১৫, ১৭), যেইভাবে ঈশ্বর নিজে চিরকালস্থায়ী।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১৪; গা ৫:১৪

*প্র* আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।

*উ* যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।

*উ* যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২১:২৭-৩৯)

## যেরুশালেমে পলকে গ্রেপ্তার

সেই সাত দিন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল এমন সময় এশিয়ার ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল, এবং তাঁকে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, সাহায্য কর! এই সেই লোক, যে সব জায়গায় সকলের কাছে আমাদের জাতির ও বিধানের আর এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, আর এই পবিত্র স্থান কলুষিত করেছে।' বস্তুত তারা আগে শহরের মধ্যে পলের সঙ্গে এফেসীয় ত্রফিমসকে দেখেছিল; মনে করেছিল, তাকেই পল মন্দিরের মধ্যে এনেছে। এতে সমগ্র শহরটা কেঁপে উঠল, জনগণ চতুর্দিক থেকে ছুটে এল, এবং পলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; আর তখনই সমস্ত দরজা বন্ধ করা হল। তারা তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করছিল, সেসময় সৈন্যদলের সহস্রপতির কাছে এই খবর এল যে, সমগ্র যেরুশালেমে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সৈন্য ও শতপতিকে সঙ্গে করে তাদের দিকে ছুটে এলেন; আর লোকেরা সহস্রপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে পলকে মারা বন্ধ করে দিল। তখন সহস্রপতি কাছে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হুকুম দিলেন যেন তাঁকে দু'টো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে ও কী করেছে। লোকদের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে কেউ কেউ এক ধরনের কথা বলছিল, কেউ কেউ অন্য ধরনের কথা; তাই তেমন গণ্ডগোলের কারণে কিছুই বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে দুর্গে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। পল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতার এত হিংস্রতার জন্য সৈন্যেরা পলকে কাঁধে করে বহন করতে বাধ্য হল, কারণ লোকের ভিড় পিছু পিছু আসছিল আর জোর গলায় বলছিল, 'ওকে শেষ করে ফেল!'

তারা পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, সেসময় পল সহস্রপতিকে বললেন, 'আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?' তিনি বললেন, 'তুমি কী গ্রীক ভাষা জান? তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে দিল ও সেই চার হাজার খুনী মানুষকে সঙ্গে করে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেছিল?' পল বললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া

প্রদেশের তার্সসের মানুষ; এমন শহরেরই মানুষ যা তত অপরিচিত নয়। আপনাকে মিনতি করি: জনগণের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন।'

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১১; রো ৮:৩৬

প্র আমরা যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

উ যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!

উ যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৩:১-২)

**এসো, ঐশব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ জানাই**

প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ধন্য ও গৌরবময় পুনরুত্থানের তিন দিন পরে ঐশপরাক্রম ঈশ্বরের সত্যকার সেই মন্দিরকে পুনরুত্তোলন করলেন, যা ইহুদীদের অধর্ম ধ্বংস করে দিয়েছিল; আর আজ সেই চল্লিশ পুণ্যদিনের সংখ্যা পূর্ণতা লাভ করে, যা ঐশব্যবস্থা আমাদের উপকারিতার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন যাতে করে প্রভু একালে আপন শারীরিক উপস্থিতি প্রসারিত করতে করতে পুনরুত্থানে বিশ্বাস কতিপয় প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যদান দ্বারা বলবান হয়ে উঠতে পারে।

কেননা খ্রিষ্টের মৃত্যুতে তাঁর শিষ্যদের অন্তর গভীরভাবেই বিচলিত হয়েছিল; ক্রুশারোপণে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা, তাঁর প্রাণ-সমর্পণ, তাঁর মৃত দেহের সমাধি, এসব কিছুর জন্য তাঁরা দুঃখে এতই ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন যে ঠিক যেন অশুভ নিরাশাই তাঁদের হৃদয় দখল করেছিল। এমনকি, সুসমাচারের বিবরণী অনুসারে, সেই পুণ্যবতী নারীরা যখন এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, সমাধি থেকে পাথরখানা সরিয়ে দেওয়া আছে, তাঁর দেহ সমাধিমন্দিরে আর নেই আর স্বর্গদূতেরা জীবিত প্রভুরই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন, তখন প্রেরিতদূতদের ও অন্যান্য শিষ্যদের মনে হয়েছিল তাঁরা উন্মাদ হয়ে গেছেন। মানবীয় দুর্বলতা-সংক্রান্ত তেমন দ্বিধা আপন প্রচারকদের হৃদয় দখল করবে, সত্যের আত্মা

এমনটি কখনও ঘটতে দিতেন না, যদি-না সেই টলমল উদ্বেগ ও সেই সন্দিগ্ধ কৌতূহল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি-স্থাপনের জন্য উপকারী না হত।

প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমাদেরই সংশয় ও দ্বিধা নিরাময় করা হচ্ছিল, এবং সেই ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদেরই শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল আমরা যেন ধর্মহীনদের নিন্দা ও জাগতিক জ্ঞানের তর্কাতর্কির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি। তাঁরা দেখলেন, এতে আমরাই শিক্ষা পেয়েছি; তাঁরা শুনলেন, এতে আমরাই জ্ঞান পেয়েছি; তাঁরা ছুঁইলেন, এতে আমরাই দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছি। এসো, ঐশব্যবস্থার জন্য ও পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের প্রয়োজনীয় দ্বিধার জন্য ধন্যবাদ জানাই! তাঁরা সন্দেহ করলেন আমরা যেন সন্দেহ না করি।

সুতরাং, হে প্রিয়জনেরা, প্রভুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী দিনগুলি এমনিই কাটেনি; বরং সেই দিনগুলিতে মহা সাক্রামেন্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হল ও মহা রহস্যগুলি প্রকাশিত হল। সেই দিনগুলিতে নির্মম মৃত্যুর আতঙ্ক দূর করা হল ও আত্মার শুধু নয়, দেহেরও অমরতার সংবাদ দেওয়া হল। সেই দিনগুলিতে প্রভুর ফুৎকারে সকল প্রেরিতদূতের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার করা হল; অন্যান্যদের ঊর্ধ্বে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরেরই হাতে রাজ্যের চাবি ছাড়া প্রভুর মেষপাল পালনের দায়িত্বও দেওয়া হয়। সেই দিনগুলিতে প্রভু সেই দু'জন শিষ্যের সহযাত্রী হলেন ও আমাদেরই সংশয়ের কুয়াশা ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাঁদের ভীতিপূর্ণ ও উদ্বেগপূর্ণ মন্থর বিশ্বাস ভর্ৎসনা করলেন। আর দেখ, প্রভু তাঁদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ অনাবৃত করতেই সেই দু'জনের শীতোষ্ণ হৃদয় বিশ্বাসের শিখায় আলোকিত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভোজে বসে রুটি-ছেঁড়ার সময়ে তাঁদের চোখ খুলে গেল: নিজেদের অপরাধ দে'খে লজ্জায় অভিভূত আমাদের আদি পিতা-মাতার চোখের তুলনায়, মানবস্বরূপের গৌরবারোপণ দে'খে এ চোখই অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হল!

শ্লোক - যোহন ১৬:১৭; ২০:১৭

প্র আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আল্লেলুইয়া; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, আল্লেলুইয়া;

উ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।

৭ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর;

৮ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১৮-২৯)

**খ্রিষ্টবৈরী**

বৎসেরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!
তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রিষ্টবৈরী আসছে।
দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রিষ্টবৈরী আবির্ভূত হয়েছে;
এতে আমরা জানতে পারি যে, এটি অন্তিম ক্ষণ।
তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে,
অথচ তারা আমাদেরই ছিল না;
কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত;
কিন্তু এমনটি ঘটেছে যেন প্রকাশিত হয় যে, সকলে আমাদের নয়।
তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে,
যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ
—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।
আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না,
বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,
সত্য থেকে কোন মিথ্যা আসে না।

যিশু যে সেই খ্রিষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে,
সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?
সে-ই খ্রিষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে।
পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে।

যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ, তা যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে;
যা আদি থেকে শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে,
তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে স্থিতমূল থাকবে।

আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন,
সেই প্রতিশ্রুতি এ—অনন্ত জীবন।
যারা তোমাদের প্রতারণা করতে চায়,
তাদেরই বিষয়ে তোমাদের এই সমস্ত লিখেছি।
তোমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ,
তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে,
আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে,
কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।
কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে
—আর সেই তৈলাভিষেক সত্য, মিথ্যা নয়!—
এজন্য তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে,
তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।

তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,
তিনি যখন আবির্ভূত হবেন,
তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
এবং তাঁর আগমনে
আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময়, তবে এও জেনে নাও যে,
যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁরই হতে জনিত।

শ্লোক - ১ যোহন ২:২৭; যোয়েল ২:২৩; ইশা ৩০:২০ দ্রঃ

℣ তোমরা যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকুক। তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে:

℟ যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লেলুইয়া।

℣ উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি এমন সদ্‌গুরু তোমাদের দান করবেন যিনি ধর্মময়:

℟ যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৪র্থ বিভাগ ৪)

**পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেক**

*তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে* (১ যোহন ২:২৭)। আমরা যারা উপদেশ দিই, যারা বাইরে থেকেই তোমাদের কানের কাছে কথা বলি, আমরা যেন কৃষকের মত যারা বাইরে থেকে গাছের যত্ন নেয় কিন্তু তার মধ্যে বৃদ্ধি-শক্তি দিতে পারে না, ফলও ফলাতে পারে না; কিন্তু যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, মুক্ত করেছেন, আহ্বান করেছেন ও বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তিনিই যদি তোমাদের অভ্যন্তরে কথা না বলেন, তবে আমরা বৃথাই চিৎকার করি।

একথা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে? কেননা যদিও অনেকে শোনে, তবু যারা প্রচারিত বাণী গ্রহণ করে তারা অনেক নয়; তারাই মাত্র গ্রহণ করে যাদের অভ্যন্তরে ঈশ্বরই কথা বলেন। তিনি কিন্তু তাদেরই অভ্যন্তরে কথা বলেন, যারা তাঁকে স্থান দেয়; আর তারাই ঈশ্বরকে স্থান দেয়, যারা দিয়াবলকে স্থান দেয় না। কেননা দিয়াবল মানুষের হৃদয়ে বাস করতে চায়, আর সেখানে বসে সর্বনাশের যত কথা বলতে চায়। প্রভু যিশু কিন্তু কী বলেন? *এ জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হবে* (যোহন ১২:৩১)।

কোত্থেকে তাকে বের করে দেওয়া হবে? হয় তো কি স্বর্গ বা মর্ত থেকে? কিংবা সৃষ্ট জগৎ থেকে? না, বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে। অন্যায্য দখলকারীকে বের করে দেওয়া হলে মুক্তিসাধকই বাস করুন, কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মুক্তি সাধন করেছেন। এখন দিয়াবল কেবল বাইরে থেকেই যুদ্ধ করে, কিন্তু যিনি অন্তরকে দখল করেন, তাঁকে সে পরাস্ত করতে পারে না। নানা প্রলোভন ঢুকিয়েই দিয়াবল বাইরে থেকে যুদ্ধ করে; কিন্তু সে-ই সম্মতি দেয় না, যার অভ্যন্তরে ঈশ্বর কথা বলেন ও সেই তৈলাভিষেকও স্থান পেয়েছে, যার কথা তোমরা এইমাত্র শুনেছ।

যোহন বলেন, *সেই তৈলাভিষেক সত্য*; সেই তৈলাভিষেক অর্থাৎ স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি মানুষকে শিক্ষা দেন, মিথ্যা বলতে অক্ষম। *সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়; তা তোমাদের যেমন শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক। তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি, এবং তাঁর আগমনে আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়* (১ যোহন ২:২৭-২৮)।

শ্লোক - যোহন ১৬:৭, ১৩

প্র আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।

উ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

প্র তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন।

উ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২১:৪০–২২:২১)

## ইহুদীদের সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

সহস্রপতি অনুমতি দিলে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে হাত দিয়ে ইশারা দিলেন; তখন মহা নিস্তব্ধতা নেমে এল, আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের কাছে একথা বলতে শুরু করলেন: 'ভাই ও পিতা সকল, আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনুন।' যখন তারা শুনল, তিনি তাদের কাছে হিব্রু ভাষায়ই কথা বলছেন, তখন নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর হল। তিনি বলে চললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরীতেই মানুষ হয়েছি; গামালিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি পিতৃবিধানের সূক্ষ্মতম নিয়ম অনুসারেই শিক্ষা পেয়েছি; ঈশ্বরের প্রতি আমারও গভীর আগ্রহ ছিল, যেমন আপনাদের সকলের আজ রয়েছে। আমি প্রাণনাশ পর্যন্তই এই পথ নির্যাতন করতাম, পুরুষ-মহিলাদের বেঁধে কারাগারে তুলে দিতাম। এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কে যাচ্ছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারি।

তখন এমনটি ঘটল যে, যেতে যেতে আমি দামাস্কের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটায় আকাশ থেকে একটা তীব্র আলো আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাজারেথীয় যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল বটে, অথচ যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তারা শুনতে পেল না। পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কী করব? প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, দামাস্কে যাও; আর তোমাকে কী করতে হবে বলে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত তোমাকে বলা হবে। আর যেহেতু সেই আলোর তেজে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে হাত ধরে চালিত করতে করতেই আমি দামাস্কে এসে পৌঁছলাম।

আনানিয়াস নামে কোন একজন লোক, যিনি ভক্তপ্রাণ বিধান-পরায়ণ ও সেখানকার অধিবাসী সকল ইহুদী যাঁর সুখ্যাতি করত, তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও! আর সেই ক্ষণেই আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। পরে তিনি বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য এবং সেই ধর্মাত্মাকে দেখবার ও তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আগে থেকে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন; কারণ তুমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছ, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আর এখন তুমি কেন দেরি করছ? ওঠ, তাঁর নাম করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর ও তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।

এমনটি ঘটল যে, আমি যেরুশালেমে ফিরে এসে মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল, তখন তাঁকে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, দেরি না করে শীঘ্রই যেরুশালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল, আমিই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও প্রতিটি সমাজগৃহে তাদের বেত মারতাম। আর যখন তোমার সাক্ষী সেই স্তেফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের জামাকাপড় পাহারা দিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, বিজাতীয়দেরই কাছে, প্রেরণ করতে যাচ্ছি।'

**শ্লোক** - প্রেরিত ২২:১৪, ১৫; গা ১:১৫-১৬ দ্রঃ

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

*উ* আমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছি, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে আমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যিনি তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছেন, তিনি স্থির করলেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর পুত্রের কথা ঘোষণা করি।

*উ* আমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছি, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে আমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৩:৪-৫)

## খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ হল আমাদের গৌরব

প্রিয়জনেরা, প্রভুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী যতদিন কেটেছিল, সেই সময় দূরদর্শী ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করলেন যেন এ শিক্ষা ও আপনজনদের চোখে ও হৃদয়ে এ সত্য স্থিতমূল হয় যে, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যেমন সত্যিই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন ও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তেমনি তিনি সত্যিই পুনরুত্থান করেছিলেন। এজন্যই যাঁরা ক্রুশে তাঁর পরিণামের জন্য তত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে টলমল হয়েছিলেন, সেই ধন্য প্রেরিতদূতেরা ও সকল শিষ্য এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে সত্যে সুস্থির হলেন যে প্রভুকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করতে দেখে কোন দুঃখ ভোগ করলেন না, এমনকি মহা আনন্দে আনন্দিত হলেন।

আর সত্যিই মহান ও অবর্ণনীয় ছিল সেই আনন্দের কারণ: সেই অসংখ্য পুণ্যজনদের চোখের সামনে মানবস্বরূপ স্বর্গীয় সকল জীবদের ও স্বর্গবাহিনীর চেয়ে এমন উচ্চতর মর্যাদায় আরোহণ করছিল যাতে মহাদূতদের উচ্চতম পর্যায়ের ঊর্ধ্বেও উন্নীত হতে পারে; মানবস্বরূপ তেমন সর্বোচ্চ গৌরবোন্নয়ন লাভ করতে পারতই না, যদি-না যাঁরই স্বরূপের সঙ্গে পুত্রের মধ্যে সে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল তাঁরই গৌরবাসনের অংশীদার হয়ে সে সনাতন পিতার সাহচর্যে গৃহীত না হত। সুতরাং, যেহেতু খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ হল আমাদের গৌরবোন্নয়ন, আর যেহেতু মাথার গৌরব যতই উন্নীত হল দেহের প্রত্যাশা ততই অনুপ্রাণিত হল, সেহেতু, প্রিয়জনেরা, এসো, উপযুক্ত আনন্দে মেতে উঠি ও ধন্যবাদ জানিয়ে উল্লাস করি। আজ আমরা পরমদেশের অধিকারী বলে সপ্রমাণিত হয়েছি শুধু নয়, বরং খ্রিষ্টে আমরা স্বর্গলোকের পরমসৌন্দর্যেও প্রবেশ করেছি; এতে আমরা শয়তানের হিংসার দরুন যা হারিয়ে ফেলেছিলাম, খ্রিষ্টের পরম অনুগ্রহ দ্বারা এখন তার চেয়ে বেশি লাভ করেছি। কেননা বিষাক্ত শত্রু যাদের প্রথম আবাসের সুখ থেকে দূরীকৃত করেছিল, ঈশ্বরের পুত্র তাদের নিজের দেহে একীভূত করায় তাদের স্থান দিয়েছেন সেই পিতার ডান পাশে, যাঁর সঙ্গে তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - সাম ৫৭:১১; ১৯:৭ দ্রঃ

প্র প্রভুর মহিমা আজ স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত, তাঁর প্রভা মেঘলোকের ঊর্ধ্বে সঙ্কীর্তিত।

উ তাঁর নাম চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

প্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে তিনি অপর প্রান্তে পরিক্রমা করেন।

উ তাঁর নাম চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শুক্রবারের ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের এ বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে পরবর্তী পৃষ্ঠার ব্যবস্থা পালনীয়।

# পাঠসংগ্রহ - প্রভুর স্বর্গারোহণ

মহাপর্ব

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে মহাপর্বটির নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শুক্রবারের ব্যবস্থা পালনীয়।

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২৪)

**ঊর্ধ্বে আরোহণ করে খ্রিষ্ট মানুষের হাতে দিলেন যত দান**

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

*তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,*
*মানুষের হাতে দিলেন যত দান* (সাম ৬৮:১৯ লাতিন পাঠ্য)।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের

ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যিশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

**শ্লোক** - এফে ৪:৮; সাম ৬৮:১৯; ৪৭:৬

প্র তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,

উ তিনি মানুষকে উপঢৌকন দিলেন। আল্লেলুইয়া।

প্র পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে:

উ তিনি মানুষকে উপঢৌকন দিলেন। আল্লেলুইয়া।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১০ম বিভাগ ৯)

## স্বর্গে আরোহণ করার আগে খ্রিষ্টের শেষ বাণী

সেই চত্ত্বারিংশত্তম দিনে স্বর্গারোহণ করে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তাঁর যে দেহ নিম্নলোকে থাকবে, সেই দেহের যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন, কেননা তিনি জানতেন, তিনি স্বর্গারোহণ করছেন বিধায় অনেকে তাঁকে সম্মান জানাবে; কিন্তু তারা হয় তো পৃথিবীতে থাকা তাঁর নিজের অঙ্গগুলিকে মাড়িয়ে দেবে এ ভেবেই তিনি তাদের এ সম্মান-প্রদর্শন অসঙ্গত মনে করছিলেন। কেউ যে স্বর্গস্থিত মাথাকে সম্মান জানাবে আর মর্তস্থিত পা মাড়িয়ে দেবে, তেমন ভুল যেন না হয়, সেজন্য তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন তাঁর অঙ্গগুলি কোথায় থাকবে। স্বর্গারোহণ করতে উপক্রম হলে তিনি তাঁর চরম বাণী উচ্চারণ করলেন—এরপর পৃথিবীতে তিনি আর কোন কথা বলেননি: স্বর্গারোহণকারী মাথা তাঁর সেই মর্তস্থিত অঙ্গগুলির যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন, এরপর তিনি চলে গেলেন। খ্রিষ্টকে পৃথিবীতে কথা বলতে তুমি আর শুনতে পাও না; তাঁকে কথা বলতে শুনতে পাও বটে, কিন্তু স্বর্গ থেকেই তিনি কথা বলেন। তিনি কেন স্বর্গ থেকে কথা বললেন? কেননা এ পৃথিবীতে তাঁর অঙ্গগুলিকে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। নির্যাতনকারী শৌলকে তিনি ঊর্ধ্ব থেকে বললেন, *শৌল, শৌল, তুমি আমাকে নির্যাতন করছ কেন?* (প্রেরিত ৯:৪)। আমি স্বর্গে আরোহণ করেছি বটে, তবু আমি এখনও পৃথিবীতে রয়েছি; আমি এখানে পিতার ডান পাশে আসীন বটে, তবু পৃথিবীতে আমি এখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও প্রবাসী।

তবে স্বর্গারোহণের সময় উপস্থিত হলে তিনি কেমন করে পৃথিবীতে থেকে যাওয়া তাঁর আপন দেহের যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন? শিষ্যেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, *প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?* তখন তিনি উত্তরে বললেন, *পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন তোমরা আমার সাক্ষী হবে* (প্রেরিত ১:৬-৮)।

লক্ষ কর তিনি কত দূরে নিজ দেহকে প্রসারিত করছেন; লক্ষ কর কোথায় তিনি পদদলিত হতে চান না: *যেরুশালেম, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।* আমি যেখানে আরোহণ করছি, সেই স্বর্গেই তো থাকছি। আরোহণ করছি, কেননা আমি মাথা, কিন্তু আমার দেহ এখনও পৃথিবীতে রয়েছে। তা কোথায় থাকে? পৃথিবী জুড়েই থাকে। সাবধান, তুমি যেন তাকে আঘাত না কর, কলুষিত না কর, পদদলিত না কর: স্বর্গারোহণ-লগ্নে এই তো খ্রিষ্টের চরম বাণী।

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টীয় মনোভাব নিয়ে একটু ভেবে দেখ: সমাধির বুকে চলে যাওয়ার সময় মরণাপন্ন ব্যক্তির বাণী যখন উত্তরাধিকারীদের কাছে খুবই মধুময়, মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ লাগে, তখন সমাধির বুকে নেমে যাওয়ার সময় নয়, বরং স্বর্গে আরোহণ করার সময়ে উচ্চারিত খ্রিষ্টের চরম বাণী তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে আর কতই না কী হবার কথা!

জীবনযাপন ক'রে যে মারা গেছে, তার আত্মাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, তার দেহ মাটিগর্ভে শায়িত হয়; তার কথা কেউ মানে কিনা, তেমন চিন্তা এ ব্যক্তির নেই; তার এখন অন্য কিছু করার বা ভোগ করার আছে: সেই সমাধিতে অচেতন একটা লাশ রয়েছে; অথচ মৃত্যুকালে উচ্চারিত তার সেই চরম বাণী যত্নের সঙ্গেই পালন করা হয়।

যিনি স্বর্গে সমাসীন আছেন, যিনি দেখতে পান তাঁর বাণী অমান্য করা হয় কিনা, যিনি বললেন, শৌল, শৌল, তুমি আমাকে নির্যাতন করছ কেন, যিনি তাঁর আপন অঙ্গগুলির নির্যাতন দে'খে শেষ বিচারের জন্য তার হিসাব রাখেন, যারা তাঁর চরম বাণী পালন করে না, তারা কীবা আশা রাখতে পারে?

**শ্লোক** - সাম ২৪:৭; যোহন ১২:২৩

*প্র* হে তোরণ, উত্তোলন কর শির!

*উ* উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। আল্লেলুইয়া।

*প্র* মানবপুত্র গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে।

*উ* উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। আল্লেলুইয়া।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর স্বর্গারোহণ, উপদেশ)

**যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন,**

**তিনি ব্যতীত কেউই স্বর্গে আরোহণ করেনি**

আজ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেছেন; আমাদের হৃদয় তাঁর সঙ্গে আরোহণ করুক!

এসো, আমরা প্রেরিতদূতের বাণী শুনি: *তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়* (কল ৩:১-২)। কেননা যেমন তিনি স্বর্গারোহণ করলেন অথচ আমাদের ছেড়ে যাননি, তেমনিভাবে আমাদের দেহে প্রতিশ্রুতি এখনও প্রকাশ না পেলেও তবু আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে তাঁর সঙ্গে আছি।

তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন বটে, তথাপি তাঁর অঙ্গগুলি হয়ে আমরা পৃথিবীতে যত কষ্ট অনুভব করি, তিনিও তা ভোগ করেন। এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে তিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে বলেন, *শৌল, শৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন কর?* (প্রেরিত ৯:৪)। আবার বলেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ* (মথি ২৫:৩৫)।

তবে কেনই বা আমরাও পৃথিবীতে এমনভাবে পরিশ্রম করি না যাতে করে সেই বিশ্রাম, আশা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে (এর দ্বারাই তো আমরা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত আছি!) তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোকে ইতিমধ্যেই বিশ্রাম পেতে পারি? সেখানে থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন; এখানে থাকলেও আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। তিনি সেখানে আছেন ঈশ্বরত্ব, আধিপত্য ও ভালবাসায় মণ্ডিত হয়ে; এখানে আমরা তাঁর মত ঈশ্বরত্বে মণ্ডিত হতে না পারলেও, তবু তাঁর মধ্যে থেকে আমরাও ভালবাসায় মণ্ডিত হতে পারি।

যখন তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে নেমে এলেন তখন স্বর্গ ছেড়ে আসেননি; তিনি আবার স্বর্গারোহণ করে আমাদেরও ছেড়ে যাননি। তিনি যে পৃথিবীতে থাকাকালেও

স্বর্গলোকে ছিলেন, একথায় তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: *স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র* (যোহন ৩:১৩)।

একথা ঐক্যের খাতিরেই বলা হয়েছিল, কেননা তিনি হলেন আমাদের মাথা আর আমরা হলাম তাঁর দেহ। অতএব তিনি ব্যতীত কেউই তেমন কাজ সাধন করতে পারে না, কেননা আমরা ও তিনি একই, এই কারণে যে, তিনি আমাদের জন্য মানবসন্তান, আর আমরা তাঁর জন্য ঈশ্বরের সন্তান।

এ প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, *দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে এক দেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ* (১ করি ১২:১২)। প্রেরিতদূত বলেন না 'খ্রিষ্ট সেইরূপ,' বরং 'খ্রিষ্টও সেইরূপ।' অতএব খ্রিষ্ট হলেন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আবার একদেহ।

তাই যিনি দয়ার খাতিরে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, একা তিনিই স্বর্গে আরোহণ করলেন, কিন্তু অনুগ্রহের খাতিরে আমরাও তাঁর মধ্যে ছিলাম। একা খ্রিষ্টই নেমে এলেন, একা খ্রিষ্টই স্বর্গারোহণ করলেন, কিন্তু এর কারণ এ নয় যে, পাছে মাথার মর্যাদা দেহের সঙ্গে মিশে যায়, বরং দেহের ঐক্য যেন মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

শ্লোক - প্রেরিত ১:৩, ৯, ৪

প্ল নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে খ্রিষ্ট চল্লিশদিন ধরে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে নানা কথা বলেছিলেন।

উ তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আল্লেলুইয়া।

প্ল তাঁদের সঙ্গে থাকাকালে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুশালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন।

উ তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আল্লেলুইয়া।

অথবা (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'ত্রিত্ব প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ১, ৩৩, ৩৫)

## খ্রিষ্টে পিতার দান

প্রভু 'পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে' অর্থাৎ প্রণেতা, একমাত্র জনিতজন ও সেই দানের স্বীকারোক্তিতে বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন। সবকিছুর প্রণেতা এক। কেননা যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্ভূত, সেই পিতা ঈশ্বর এক; এবং যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সেই একমাত্র জনিতজন এক; এবং সবকিছুর মধ্যে যিনি দানরূপে বিরাজমান, সেই আত্মা এক। অতএব সবকিছু যে যার গুণ ও ভূমিকা অনুসারেই বিন্যস্ত: যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্ভূত, সেই অধিকার এক; যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, সেই সন্তান এক; সিদ্ধ প্রত্যাশার সেই দান এক। যে পূর্ণতা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় সবকিছু ঘিরে রাখে, সেই পূর্ণতায় কোন অভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না, কেননা তেমন পূর্ণতায় রয়েছে: সেই অনন্তজনে অসীমতা, সেই প্রতিমূর্তিতে সত্যকার রূপ; সেই দানে উপভোগ।

আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজ কী, এসো, প্রভুর নিজের বাণী থেকে তা শুনি। তিনি বলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না* (যোহন ১৬:১২); কেননা *আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি যদি যাই, তাহলে আমি সেই সহায়ক তোমাদের কাছে পাঠাব* (যোহন ১৬:৭ দ্রঃ); আরও, *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি সত্যের আত্মা* (যোহন ১৬:১৬); *তিনি পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (যোহন ১৬:১৩-১৪)। এই সমস্ত কথা বলা হয়েছিল যাতে এমনটা দেখানো হয় যে বহুজন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, এবং ব্যক্ত করে সেই দাতার সদিচ্ছা ও

সেই দানের উদ্দেশ্য ও শর্ত। অর্থাৎ কিনা, যেহেতু আমাদের দুর্বলতা পিতা ও পুত্রকে উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, সেজন্য পবিত্র আত্মার দান ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে একপ্রকার বন্ধন স্থাপন ক'রে ঈশ্বরের মাংসধারণ কঠিন রহস্য বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস আলোকিত করে।

তাই জ্ঞানলাভের লক্ষ্যেই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়। মানব দেহের কর্মশক্তিগুলো অনুশীলন করা না হলে সেগুলো নিষ্কর্মা হত। আলো বা দিন যদি না থাকত, তবে চোখ নিজের কর্মক্রিয়া পূরণ করতে পারত না; কণ্ঠ বা শব্দের অনুপস্থিতিতে কান নিজের কর্মক্রিয়া সম্পর্কে কিছুই জানত না; কোন গন্ধ ঘ্রাণ না করলে নাসারন্ধ্র দু'টোও নিজেদের কর্মক্রিয়া বিষয়ে অজ্ঞ হত। এবং তেমনটা প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ কারণজনিত ত্রুটির জন্য হত না, কিন্তু এজন্যই হত যে, ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার বাহ্যিক কারণের উপস্থিতিতেই সম্ভব হয়। তেমনি ঘটে মানবাত্মার বেলায়: বিশ্বাসগুণে সে যদি সেই দান তথা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে না থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার একপ্রকার জ্ঞান থাকবেই বটে, কিন্তু জ্ঞানের আলোই তার থাকবে না। খ্রিষ্টে যে দান, তা এক, তবু সেই দান অর্পিত ও সম্পূর্ণরূপেই অর্পিত; তা কারও কাছে অস্বীকৃত নয়, ও প্রত্যেকজনের চাহিদা অনুসারেই তা দেওয়া হয়; প্রত্যেকজনের স্বেচ্ছাকৃত যোগ্যতা অনুসারেই তা মানুষের অন্তরে বাস করে। এ দান জগতের সমাপ্তি পর্যন্তই আমাদের সঙ্গে থাকে, এ দান হল আমাদের প্রত্যাশার সান্ত্বনা, এ দান হল ভাবীকালের মঙ্গলদানগুলির পূর্ণতার অগ্রিমদান, এ দান হল আমাদের মনের আলো, আমাদের অন্তরের প্রভা।

শ্লোক - যোহন ১৪:১; ১৬:৭, ২৬

℣ যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমার পক্ষে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে; তোমরা দুঃখ করো না, তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়।

℟ আমি তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তোমাদের রক্ষা করেন। আল্লেলুইয়া।

℣ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।

℣ আমি তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তোমাদের রক্ষা করেন।
আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শনিবারের ব্যবস্থা পালনীয়।

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১০)

**আমরা ঈশ্বরসন্তান**

প্রিয়জনেরা, দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত,
আর আমরা তো তাই!
এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না,
কারণ তাঁকেই সে জানেনি।

প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান;
আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।
আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব,
কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে,
সে নিজেকে পুণ্যবান করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পুণ্যবান।
কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে,
আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।
আর তোমরা তো জান যে,
পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,

আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।
যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে,
সে পাপ করে না।
যে কেউ পাপ করে,
সে তাঁকে দেখেওনি, তাঁকে জানেওনি।
বৎস, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে:
যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত,
কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে।
দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।

যে কেউ ঈশ্বর হতে জনিত, সে পাপ করে না,
কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে;
পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর হতে জনিত।
এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণিত হয়:
যে কেউ ধর্মাচরণ করে না, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়;
আর নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়।

শ্লোক - ১ যোহন ৩:১, ২

*প্র* দেখ, পিতা কী অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:

*উ* আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা জানি, তিনি প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।

*উ* আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৪র্থ বিভাগ ৪-৬)

**খ্রিষ্টিয়ানের সমস্ত জীবন একটি পুণ্য আকাঙ্ক্ষা**

*দেখ, পিতা কী অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন, যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই* (১ যোহন ৩:১)। যারা সন্তান বলে অভিহিত হয়েও সন্তান নয়, তাদের যখন সেই বাস্তবতা নেই, তখন 'সন্তান' নামটি ধরে তাদের কী লাভ? অনেকেই তো নামে চিকিৎসক অথচ চিকিৎসা করতে অক্ষম; অনেকে নামে প্রহরী অথচ সারা রাত ঘুমায়! একই প্রকারে অনেকে নিজেদের খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত করে অথচ কাজে তেমন নয়, অর্থাৎ জীবনধারণে খ্রিষ্টিয়ান নয়, আচরণেও নয়, বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায়ও নয়। জগতে সবাই খ্রিষ্টিয়ান আবার সবাই দুর্জন, কেননা সারা জগদ্‌জুড়েই রয়েছে দুর্জনেরা আবার সারা জগদ্‌জুড়েই রয়েছে ধার্মিকেরা: কিন্তু এরা ওদের জানে না। *এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না, কারণ তাঁকেই সে জানেনি* (১ যোহন ৩:১)। স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টই এজগতে চলাচল করেছিলেন: আমাদের মাংসের দুর্বলতায় গুপ্ত হয়ে তিনি মানবেশ্বর ছিলেন। কেন কেউ তাঁকে জানল না? কারণ তিনি মানুষের সামনে তাদের সমস্ত পাপ তুলে ধরতেন। পাপের কামনায় আসক্ত হয়ে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারত না; রিপুজনিত জ্বর যা দেখাত তা ভালবাসাতে তারা চিকিৎসককে অপমানই করত।

তবে আমরা? আমরা তো ইতিমধ্যে তাঁর কাছ থেকে জন্ম নিয়েছি বটে, কিন্তু প্রত্যাশায়ই জন্ম নিয়েছি। *প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান।* এখন? তাহলে এখন যদি আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তবে কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? *আমরা কী যে হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।* আমরা কি ঈশ্বরের সন্তান না হয়ে বরং আলাদা কিছু হব? পরবর্তী বাণী শোন: *আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন* (১ যোহন ৩:২)। তাহলে আমরা কোন্ দানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি? *আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।* জিহ্বা যতটুকু পেরেছে ততটুকু বলেছে, বাকি কিছু অন্তরেই ধ্যান করা

হোক। যিনি আছেন, তাঁর তুলনায় স্বয়ং যোহনের বাণী কী! আর আমরা যারা তাঁর মাহাত্ম্য থেকে বহু দূরে, এ আমরাও কী বলতে পারব?

অতএব এসো, তাঁর সেই তৈলাভিষেকের কাছে ফিরে যাই; এসো, ফিরে যাই সেই তৈলাভিষেকের কাছে যা আমরা যা বলতে অক্ষম তা অন্তরেই শেখায়। আর যেহেতু তোমরা এখনও দেখতে পার না, সেজন্য তোমাদের প্রচেষ্টা আকাঙ্ক্ষায়ই ব্যক্ত হোক। উত্তম খ্রিষ্টিয়ানের সমস্ত জীবন একটি পুণ্য আকাঙ্ক্ষা। তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর, তা এখনও দেখতে পাও না, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা করতে করতে তুমি ঠিক যেন প্রসারিত হও, যাতে করে যা দেখবার কথা তা যখন আসবে তখন তুমি তাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পার। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ আমাদের পরিপূর্ণ হতেই হবে।

দেখ কিভাবে পল নিজ প্রাণ প্রসারিত করেন যাতে যা পাবার কথা তিনি পূর্ণমাত্রায়ই তা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেন, *আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছেছি, তা নয়; ভাইয়েরা, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি* (ফিলি ৩:১২, ১৩)। তাহলে এজীবনে তুমি কী করছ, যখন এখনও তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু পেতে পারনি? *আমি এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি* (ফিলি ৩:১৩, ১৪)। তিনি নিজেকে একাগ্র বললেন; আবার বললেন, তিনি লক্ষ্য অনুসারে দৌড়োতে থাকেন। অনুভব করছিলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি* (১ করি ২:৯), তিনি তা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলেন। আমাদের জীবন এ: আমরা যেন আকাঙ্ক্ষা করায় চর্চা করি; আর জগতের ভালবাসা থেকে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা যতখানি ছিন্ন করব, আকাঙ্ক্ষা ততখানি আমাদের উদ্দীপিত করবে। এসো, খ্রিষ্টে নিজেদের প্রসারিত করি, তিনি যখন আসবেন তখন যেন আমাদের পরিপূর্ণ করেন: *আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।*

শ্লোক - ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

*প্র* আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।

℣ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন। আল্লেলুইয়া।

℟ এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

℣ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২২:২২–২৩:১১)

## ইহুদী মহাসভার সামনে পল

ইহুদীরা এপর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাঁর এই কথায় জোর গলায় বলতে লাগল, 'ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও! ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!' এবং চিৎকার করতে করতে নিজেদের চাদর ফেলে দিচ্ছিল ও ধুলো আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তাই সহস্রপতি পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন, এবং লোকেরা কোন্ দোষের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এতই চিৎকার করছে, তা জানবার জন্য কড়া বেত মেরে তাঁকে জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু তারা যখন তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধল, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল তাঁকে বললেন, 'একজন রোমীয় নাগরিককে বিচার না করেই বেত মারা আপনাদের পক্ষে কি বিধেয়?' কথাটা শুনে শতপতি সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করতে যাচ্ছেন? লোকটা তো রোমীয় নাগরিক!' তাই সহস্রপতি তাঁকে এসে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সহস্রপতি প্রতিবাদ করে বললেন, 'এই নাগরিকত্ব আমি বহু অর্থের বিনিময়েই পেয়েছি।' পল বললেন, 'আমি জন্মসূত্রেই তা-ই।' তাই যাদের তাঁকে জেরা করার কথা ছিল, তারা তখনই পিছিয়ে গেল; সহস্রপতিও ভয় পেলেন, কেননা বুঝতে পারলেন যে পল ছিলেন রোমীয় নাগরিক, আর তিনি তাঁকে শেকল দিয়েই বেঁধে রেখেছিলেন।

পরদিন, ইহুদীরা কিজন্যই বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তা সঠিকভাবে জানবার ইচ্ছায় সহস্রপতি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন, ও প্রধান যাজকদের ও গোটা মহাসভাকে সমবেত হবার জন্য আদেশ দিলেন; পরে পলকে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

মহাসভার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবসময় সদ্বিবেকেই আচরণ করেছি।' এতে মহাযাজক আনানিয়াস তাঁর মুখে আঘাত করতে নিজ অনুচারীদের আজ্ঞা দিলেন। তখন পল তাঁকে বললেন, 'চুনকাম-করা দেওয়াল! একদিন ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি বিধান

অনুসারেই আমার বিচার করতে আসন নিয়েছ, অথচ বিধানের বিরুদ্ধেই কি আমাকে আঘাত করতে আজ্ঞা দিয়েছ?' অনুচারীরা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করছ?' পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি তো জানতাম না যে, উনি মহাযাজক; কেননা লেখা আছে, তোমার জাতির কোন নেতাকে তুমি অভিশাপ দেবে না।'

কিন্তু পল ভালই জানতেন যে, তাদের একটা অংশ সাদ্দুকী ও একটা অংশ ফরিশী, তাই মহাসভার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই, আমি ফরিশী ও ফরিশীর সন্তান! মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার করা হচ্ছে।' তিনি কথাটা বলতে না বলতেই ফরিশী ও সাদ্দুকীদের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল, সভার সদস্যেরা দু' দলে বিভক্ত হলেন। কারণ সাদ্দুকীরা বলেন, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত ও আত্মাও নেই; অপরদিকে ফরিশীরা দু'টোই স্বীকার করে। তখন বড় কোলাহল শুরু হয়ে গেল, এবং ফরিশী সম্প্রদায়ের কয়েকজন শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে করতে বললেন, 'আমরা এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হতেও পারে যে, কোন আত্মা বা কোন দূত এর কাছে কথা বলেছেন!' বিবাদ এতই তীব্র হয়ে উঠছিল যে, পাছে তারা পলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে সহস্রপতি আদেশ দিলেন, যেন সৈন্যেরা নেমে এসে তাদের মধ্য থেকে পলকে কেড়ে নিয়ে দুর্গে নিয়ে যায়। পর রাতে প্রভু পলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।'

শ্লোক - প্রেরিত ২৩:১১; ২৬:১৮

প্ল প্রভু একথা বললেন, সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ,

উ তেমনি রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্ল আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে,

উ সেজন্য রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৪:৩-৪)

## তোমার জন্য মহত্তর কিছু সঞ্চিত রাখছি

বিশ্বাস প্রভুর স্বর্গারোহণ দ্বারা বৃদ্ধি পেল ও পবিত্র আত্মা-দান দ্বারা স্থিতমূল হয়ে উঠল, এজন্যই শিষ্যেরা আর কোন বন্ধন, কারাবাস, নির্বাসন, ক্ষুধা, আগুন, নরগ্রাসী পশু ও নির্দয় নির্যাতকদের তীব্রতম পীড়ন ভয় করলেন না। এ বিশ্বাসের জন্য, সারা বিশ্ব জুড়ে পুরুষ মানুষ শুধু নয়, নারীরাও, ছোট ছেলেরা শুধু নয়, কোমল কুমারীরাও রক্তদান পর্যন্তই লড়াই করল। এ বিশ্বাস-ই অপদূতদের বিতাড়িত করল, অসুস্থদের নিরাময় করল, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করল। সেই ধন্য প্রেরিতদূতেরা যাঁরা তত অলৌকিক কাজ দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েও ও তত উপদেশের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়েও প্রভুর নির্মম যন্ত্রণাভোগে এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর পুনরুত্থানের সত্যকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁর স্বর্গারোহণ দ্বারা এত উপকার পেলেন যে, আগে যা তাঁদের ভয়ে অভিভূত করেছিল, তা এখন আনন্দের কারণেই পরিণত হল। তাঁরা পিতার ডান পাশে আসীন সেই খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; দৈহিক দৃশ্যের বস্তু তাঁদের বাধা দিতে পারছিল না, ফলে তাঁরা অবাধে তাঁরই দিকে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারছিলেন যিনি অবরোহণ করে পিতাকে ছেড়ে যাননি, আরোহণ করেও শিষ্যদের কাছ থেকে দূরে যাননি।

প্রিয়জনেরা, মানবপুত্র তখনই উৎকৃষ্ট ও পবিত্রতম ভাবে নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলে প্রকাশ করলেন, যখন পিতার মহিমময় গৌরবে প্রবেশ করলেন, আর যদিও এখন মানবতায় দূরবর্তী, তবু ঈশ্বরত্বে আগের চেয়ে অধিক উপস্থিত হতে লাগলেন। তখন, খ্রিষ্টে যে দৈহিক পদার্থ পিতার চেয়ে নিম্নতর, তেমন পদার্থের অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস গভীরতর সচেতনতায় মনশ্চক্ষু দিয়েই পিতার সমতুল্য সেই পুত্রের কাছে যেতে লাগল; কেননা গৌরবান্বিত দেহের স্বরূপ থাকা সত্ত্বেও তবু ভক্তদের বিশ্বাস দৈহিক হাত দিয়ে নয়, আত্মিক ধীশক্তি দিয়েই খ্রিষ্টের মধ্যে সেই একমাত্র-জনিতকে স্পর্শ করতে একাগ্র ছিল যিনি আপন জনকের সমতুল্য। এজন্যই পুনরুত্থানের পরে খ্রিষ্ট সেই মাগ্দালার মারীয়াকে যিনি মণ্ডলীর প্রতীকস্বরূপ হয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে ব্যগ্র ছিলেন, তাঁকে বললেন, *আমাকে স্পর্শ করো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে আরোহণ*

*করিনি* (যোহন ২০:১৭ লাতিন পাঠ্য)। অন্য কথায়: আমি চাই না, তুমি দেহগতভাবে আমার কাছে আসবে, তাও চাই না, তুমি দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাকে চিনবে; আমি তোমার জন্য উৎকৃষ্ট কিছু সঞ্চিত রাখছি, মহত্তর কিছু প্রস্তুত করছি। আমি যখন পিতার কাছে আরোহণ করব, তুমি তখন আরও নিখুঁত ও সত্যময় ভাবে আমাকে স্পর্শ করবে, কেননা তুমি যা স্পর্শ কর না তা লাভ করবে, ও যা দেখ না তা বিশ্বাস করবে। আর যখন শিষ্যদের চোখ বিস্ময়ের সঙ্গে সেই প্রভুর দিকে তাকাচ্ছিল যিনি স্বর্গারোহণ করছিলেন, তখন উজ্জ্বল সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত তাঁদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, *হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন* (প্রেরিত ১:১১)।

মণ্ডলীর সকল সন্তানকে এ বাণী দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, অর্থাৎ, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, যে দেহে যিশু খ্রিষ্ট স্বর্গারোহণ করলেন, সেই একই দেহে তিনি প্রকাশ্যে আসবেন। সবকিছু যে তাঁর অধীনে থাকবে, একথাও সন্দেহের অতীত, কেননা জন্মলগ্ন থেকেই তিনি স্বর্গদূতদের সেবার পাত্র ছিলেন। বস্তুতপক্ষে এক দূত ধন্যা কুমারীকে সংবাদ দিলেন তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে খ্রিষ্টকে গর্ভে ধারণ করবেন; আবার, স্বর্গবাহিনীর কণ্ঠ রাখালদের কাছে মারীয়ার গর্ভে তাঁর জন্মের কথা ঘোষণা করল; আবার, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষ্যদান স্বর্গদূতেরাই বহন করলেন; একই প্রকারে দূতেরাই প্রচার করলেন, তিনি জগৎকে বিচার করতে দেহগতভাবে আসবেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য, আমরা যেন একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি বিচারিত হবার জন্য এজগতে এলে যখন এতগুলো স্বর্গীয় প্রাণী তাঁর সেবা করলেন, তিনি বিচার করতে এলে তখন আর কতই না স্বর্গীয় প্রাণী তাঁর চারপাশে থাকবার কথা।

শ্লোক - প্রেরিত ১:১১, ১০

*প্র* হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?
আল্লেলুইয়া।

℣ যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন ; তাঁরা বললেন :

℣ যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৭ম সপ্তাহের রবিবারের ব্যবস্থা পালনীয়।

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১১-১৭)

**ভ্রাতৃপ্রেম**

প্রিয়জনেরা, যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ :
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
কাইনের মত যেন না হই : সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত,
এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল।
আর তাকে কেন বধ করেছিল?
কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়,
কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
সুতরাং ভাই, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে,
এতে আশ্চর্য হয়ো না।
আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।

যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।
যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক;
আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,
তার অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না।
এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম,

কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।
কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে
সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও
তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে,
তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১৬, ১৪

*প্র* এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।
*প্র* আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৫ম বিভাগ ১১-১৩)

**বিশ্বাস ও ভালবাসার আজ্ঞা**

*এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম।* এখানে সাধু যোহন সেই সিদ্ধ ভালবাসার কথা বলছেন যা পালনীয় ব'লে আমরা বলে এসেছি: *এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন; সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে* (১ যোহন ৩:১৬)। এই যে, কোত্থেকে আসছিল সেই ভালবাসা: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর* (যোহন ২১:১৬)। তোমরা যেন একথা জানতে পার যে, তিনি চাচ্ছিলেন পিতর তাঁর মেষগুলিকে এমনভাবেই পালন করবেন যাতে সেই মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন, সেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চললেন, *তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।* তিনি বলে চলেন, *পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত*

*করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন* (যোহন ২১:১৮-১৯)। যাঁকে তিনি বলেছিলেন, *তুমি আমার মেষগুলিকে পালন কর*, তিনি তাঁকে তাঁর মেষগুলির জন্য প্রাণ দিতে শেখাচ্ছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, ঐশভালবাসা কোথা থেকে শুরু হয়? আর একটু মনোযোগ দাও: ভালবাসা যে কোথায় সিদ্ধিলাভ করে একথা তোমরা শুনেছ; সুসমাচারে প্রভু আমাদের দেখিয়েছেন তার লক্ষ্য ও তার মাধ্যম: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)। অতএব তিনি সুসমাচারে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ভালবাসা আমাদের দেখালেন; এখানে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ভালবাসা পালনীয় ব'লে উপস্থাপন করেন। তোমরা কিন্তু নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখছ: কবে আমরা এ ঐশভালবাসা পেতে পারি? নিজের বিষয়ে তত শীঘ্রই নিরাশ হয়ো না; হয় তো ঐশভালবাসা তোমার অন্তরে জন্মেছে, কিন্তু এখনও সিদ্ধিলাভ করেনি; তার পুষ্টিসাধন কর, যেন নিঃশেষ না হয়। হয় তো তুমি আমাকে বলবে, আমি কোত্থেকে তা জানতে পারব? আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ঐশভালবাসা কোথায় সিদ্ধিলাভ করে, এবার এসো, শুনি তার উৎপত্তি কোথায়।

*কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?* (১ যোহন ৩:১৭)। এই তো ঐশভালবাসার উৎপত্তি! তুমি যদি এখনও ভাইয়ের জন্য মরতে প্রস্তুত নও, কমপক্ষে তুমি যেন তোমার সম্পদের একটা অংশ তাকে দিতে রাজি হও। হয় তো তুমি বলবে, এ কি আমার ব্যাপার? তার যেন কষ্ট না হয় তবে কি আমার টাকা-পয়সা তাকে দিতে হবে? তোমার অন্তর যদি তোমাকে এভাবে উত্তর দেয়, তবে পিতার ভালবাসা তোমার মধ্যে মোটেই নেই। যদি পিতার ভালবাসা তোমার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি ঈশ্বর থেকে জাত নও। কী করেই বা তুমি গর্ব করতে পার, তুমি খ্রিষ্টিয়ান? সেই নাম তোমার আছে বটে, তার কাজকর্ম কিন্তু তোমার নেই।

অপরদিকে কাজকর্মে যদি তোমার নামের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে লোকে তোমাকে বলুক, তুমি অখ্রিষ্টিয়ান, তুমি কিন্তু কাজকর্মে দেখাচ্ছ, তুমি খ্রিষ্টিয়ান। কেননা

কাজকর্মের মাধ্যমেই তুমি যদি না দেখাতে পার তুমি খ্রিষ্টিয়ান, তখন সকলেই তোমাকে খ্রিষ্টিয়ান বলুক, কিন্তু সেই নামে তোমার কী লাভ যখন তার বাস্তবতা চোখে পড়ে না? *কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে? বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়, বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি* (১ যোহন ৩:১৭-১৮)।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:২০-২১; মার্ক ১২:৩৩

℣ নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না, সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।

℟ আমরা তাঁর কাছ থেকে এ আজ্ঞা পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে। আল্লেলুইয়া।

℣ প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

℟ আমরা তাঁর কাছ থেকে এ আজ্ঞা পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৩:১২-৩৫)

## পলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

সকাল হলে ইহুদীরা গোপন মন্ত্রণাসভায় বসল, এবং বিনাশ-মানতে নিজেদেরই আবদ্ধ করে শপথ করল, যে পর্যন্ত তারা পলকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না। যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিল, সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের বেশি। তারা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণবর্গকে গিয়ে বলল, 'আমরা এক মহা বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি: যে পর্যন্ত পলকে হত্যা না করি, সেপর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেব না। তাই আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন জানান, তিনি যেন তাকে আপনাদের সামনে এনে হাজির করান; আপনারা এমনি বলবেন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মতররূপে তার বিষয়ে বিচার করতে যাচ্ছেন। আর সে এসে পৌঁছবার আগে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হব।'

কিন্তু পলের বোনের ছেলে তাদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে দুর্গে চলে গেল, এবং প্রবেশ করে পলকে কথাটা জানাল, আর পল একজন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এই যুবকটিকে সহস্রপতির কাছে নিয়ে যান, কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।' তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'বন্দি পল আমাকে ডাকিয়ে এনে এই যুবকটিকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বলার আছে।' সহস্রপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সকলের আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কাছে তোমার কী বলার আছে?' সে বলল, 'ইহুদীরা একমত হয়ে এ স্থির করেছে যে, পলের বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতররূপে তদন্ত করার সূত্রে তারা আগামীকাল তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবে। আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশজনের বেশি লোক তাঁর জন্য ওত পেতে আছে; তারা এমন বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে যে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত তারা খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না; এখন তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল আপনার অনুমতির

অপেক্ষায় আছে।' সহস্রপতি যুবকটিকে এই আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, 'তুমি যে আমাকে এই খবর দিয়েছ, তা কাউকে বলবে না।'

পরে দু'জন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন, 'ব্যবস্থা কর, যেন রাত ন'টার মধ্যে কায়েসারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য দু'শোজন পদাতিক, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দু'শোজন বর্শাধারী প্রহরী প্রস্তুত থাকে। তাছাড়া পলের জন্যও বাহন প্রস্তুত করা হোক, যেন তাকে অক্ষত অবস্থায় প্রদেশপাল ফেলিক্সের কাছে পৌঁছে দিতে পার।' তারপর তিনি এই মর্মে একটা পত্রও লিখে দিলেন: 'আমি ক্লাউদিউস লিসিয়াস, মহামান্য প্রদেশপাল ফেলিক্সের সমীপে: মঙ্গলবাদ! ইহুদীরা একে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল বিধায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তার প্রাণ বাঁচালাম, কেননা জানতে পারলাম যে, এ রোমীয় নাগরিক। তারা এর বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ আনছে, তা জানবার ইচ্ছায় আমি তাদের মহাসভায় একে নিয়ে গেলাম। আর বুঝতে পারলাম, অভিযোগটা তাদের বিধান সংক্রান্ত কোন না কোন বিবাদে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন কোন অভিযোগ পেলাম না, যার ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়া চলে। উপরন্তু, খবর পেলাম যে, এর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, তাই দেরি না করে একে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এর বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তাদেরও নোটিস দিয়েছি, যেন এর বিরুদ্ধে তাদের যা বলার আছে, আপনার সাক্ষাতেই তা পেশ করে।'

আদেশ অনুসারে সৈন্যেরা সেই রাতে পলকে আন্তিপাত্রিসে নিয়ে গেল। পরদিন পলের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ভার অশ্বারোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা দুর্গে ফিরে এল। অশ্বারোহীরা কায়েসারিয়ায় এসে পৌঁছে প্রদেশপালের হাতে পত্রটা তুলে দিয়ে পলকেও তাঁর সামনে হাজির করল। পত্রটা পড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পল কোন্ প্রদেশের মানুষ, এবং তিনি যে কিলিকিয়ার মানুষ, একথা জানতে পেরে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার ব্যাপার শুনব।' এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁকে হেরোদের প্রাসাদে আটক রাখা হয়।

শ্লোক - মথি ১০:১৮, ১৯-২০

প্ যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না;

℣ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।
আল্লেলুইয়া।
℟ তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।
℣ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।
আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৪:৫)

**ভালবাসার পথ দিয়ে আমরাও খ্রিষ্টের কাছে আরোহণ করতে পারি**

প্রিয়জনেরা, এসো, আধ্যাত্মিক আনন্দে মেতে উঠি, ঈশ্বরের কাছে সমুচিত ধন্যবাদ জানিয়ে উল্লাস করি, মনশ্চক্ষুকে সেই ঊর্ধ্বলোকেই অবাধে উত্তোলন করি যেখানে খ্রিষ্ট বিরাজ করছেন। জাগতিক কামনা-বাসনা ঊর্ধ্বলোকে আমন্ত্রিত অন্তরকে যেন ভারাক্রান্ত না করে, পার্থিব বস্তু শাশ্বত বাস্তবতায় আহূত মানুষকে যেন ব্যস্ত না করে, নশ্বর আকর্ষণ সত্যপথে প্রবিষ্ট মানুষকে যেন বিঘ্নিত না করে। ভক্তরা সাময়িক এ সমস্ত কিছু অতিক্রম করুক; মেনে নিক, তারা এ সংসারে প্রবাসী, ফলে যত আসক্তিতে আকর্ষিত হয়েও এসব কিছু আঁকড়িয়ে ধরা তাদের উচিত নয়, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে সবই জয় করতে হবে।

প্রেরিতদূত পিতরও এ ভক্তিমার্গ পালন করতে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন; তিনি তিন বার প্রভুর প্রতি আপন ভালবাসা স্বীকার করেছিলেন, আর এ স্বীকারোক্তির ফলে তাঁর যত্নে সমর্পিত খ্রিষ্টের সেই মেষগুলির প্রতি তাঁর অন্তরে যে স্নেহ জেগে উঠেছিল, সেই স্নেহের প্রেরণায় তিনি আমাদের আবেদন জানান: *প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে* (১ পি ২:১১)।

শয়তানের পক্ষে ছাড়া, সেই দৈহিক কামনা-বাসনা কার্ পক্ষে সংগ্রাম করছে? যে স্বর্গাসন থেকে শয়তান একদিন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, স্বর্গমুখী আত্মাগুলিকে ক্ষয়শীল বস্তুর কামনার দিকে আকর্ষণ ক'রে সেই স্বর্গ থেকে সরিয়ে দিতে শয়তান তো আনন্দই পায়। তার ফাঁদ এড়াবার জন্য সমস্ত ভক্তজনকে সুবুদ্ধির সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে

শয়তান যে দিকে তাকে আক্রমণ চালাক না কেন, ভক্তজন তাকে জয় করতে পারে। প্রিয়জনেরা, শয়তানের চালাকির বিরুদ্ধে দয়াপূর্ণ করুণা ও উদার দানশীলতার চেয়ে প্রবল অস্ত্র আর নেই: করুণা ও দানশীলতা-গুণেই আমরা সমস্ত পাপ এড়াতে ও জয় করতে পারি। কিন্তু তবু বিপরীত সবকিছু দূর করে না দিলে আমরা এ সদ্‌গুণের চূড়ায় পৌঁছতে পারি না। সমস্ত অনিষ্টের বীজ যার মূল থেকে উৎপন্ন হয়, সেই কৃপণতা ছাড়া করুণা ও দানশীলতার বিপরীত কিছু থাকতে পারে? এ আগাছা যেখানে প্রথম উৎপন্ন হল, সেই হৃদয়-মাঠেই তার উত্তেজনা যদি শ্বাসরোধ করা না হয়, তাহলে প্রকৃত সদ্‌গুণের বীজের স্থানে যত রিপুর কাঁটাগাছই গজিয়ে উঠবে।

সুতরাং প্রিয়জনেরা, এসো, এ মারাত্মক অনিষ্ট রোধ করি, সেই ভালবাসাকেই অনুসরণ করি যার অভাবে কোন সদ্‌গুণ উজ্জ্বল হতে পারে না; যাতে করে ভালবাসার যে পথ দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের কাছে নেমে এলেন, আমরাও সেই পথ দিয়ে আরোহণ করতে পারি সেই খ্রিষ্টেরই কাছে, পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১৬; ৪:১৯

*প্র* এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম:

*উ* তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।

*উ* তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন। আল্লেলুইয়া।

**পাঠসংগ্রহ - পাস্কাকাল - ৭ম সপ্তাহ**

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

# রবিবার

এ রবিবার তখনই পালিত হয়, যখন প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হয়।

জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১৮-২৪)

### বিশ্বাস ও ভালবাসার আজ্ঞা

বৎস, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়,
বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।
এতেই বুঝতে পারব, আমরা সত্য থেকে উদ্গত,
এবং তাই তাঁর সম্মুখে আমাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করতে পারব
—আমাদের হৃদয় যে বিষয়ে আমাদের দোষী সাব্যস্ত করুক না কেন—
কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের চেয়ে মহান, আর তিনি সবই জানেন।

প্রিয়জনেরা, হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে,
তাহলে ঈশ্বরের সামনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
আর যা কিছু যাচনা করি, তাঁর কাছ থেকে তাই পাই,
কারণ আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি ও তাঁর মনোমত কাজ সাধন করি।
আর এই তো তাঁর আজ্ঞা :
আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি
ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে,

সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।

আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯, ১০ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।

*উ* এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর পবিত্র আত্মায় প্রজ্ঞাকে সৃষ্টি করলেন; তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর।

*উ* এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ বিভাগ ৯-১০)

**ভালবাসা হল পবিত্র আত্মার ফল**

*এই তো ঈশ্বরের আজ্ঞা: আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি* (১ যোহন ৩:২৩)। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, এই তো আজ্ঞা; তাও দেখতে পাচ্ছ যে, যে কেউ এ আজ্ঞাটি লঙ্ঘন করে, সে সেই পাপ করে যা ঈশ্বর থেকে জাত সমস্ত মানুষ এড়ায়। *তিনি যেমন আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন* আমরা সেই অনুসারে পরস্পরকে ভালবাসব; *আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন। আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা* (১ যোহন ৩: ২৪)। তবে কি একথা স্পষ্ট নয় যে, মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মা যে কাজ সাধন করেন তা হল তার অন্তরে যেন ঐশভালবাসা ও ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্ভব হয়। *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে*

*আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)। প্রেরিতদূত পলের এ বাণী কি স্পষ্ট নয়? সাধু যোহন নিঃসন্দেহে ভ্রাতৃপ্রেমেরই কথা বলছিলেন; তাঁর বক্তব্য ছিল: প্রভুর সামনেই হৃদয় পরীক্ষা করা দরকার: *আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে* (১ যোহন ৩:২১), অর্থাৎ আমাদের হৃদয় সাক্ষ্যদান করে কিনা যে ভ্রাতৃপ্রেমই হল আমাদের সমস্ত সদাচরণের উৎস। আজ্ঞাটির কথায় ফিরে এসে তিনি বলেন, এই তো তাঁর আজ্ঞা: *আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি। আর তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন। আর এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা* (১ যোহন ৩:২৩-২৪)। সুতরাং তুমি যদি অনুভব কর যে তোমার ভ্রাতৃপ্রেম আছে, তাহলে সেই ঈশ্বরের আত্মাও তোমার আছে যিনি বুঝবার জন্য তোমাকে সহায়তা করবেন: কেননা এই তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস।

কী করে মানুষ বুঝতে পারবে সে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে কিনা? সে নিজ হৃদয় পরীক্ষা করুক: ভাইকে সে যদি ভালবাসে, তাহলে ঈশ্বরের আত্মা তার মধ্যে বাস করেন। ঈশ্বরের সামনে সে নিজেকে পরীক্ষা করুক, যাচাই করুক: ভেবে দেখুক তার মধ্যে শান্তি ও ঐক্যের ভালবাসা আছে কিনা, বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর প্রতিও ভালবাসা আছে কিনা। যে ভাই তার সামনাসামনি রয়েছে, সে যেন তাকেই মাত্র ভালবাসায় ক্ষান্ত না হয়; আমাদের তো বহু ভাই আছে যাদের আমরা দেখতে পাই না, অথচ আত্মার ঐক্যে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত। তারা যে আমাদের সঙ্গে থাকে না, এতে বিস্মিত হব কেন? আমরা তো একদেহ, আর স্বর্গে আমাদের একমাথা আছে। অতএব, তুমি যদি জানতে চাও তুমি আত্মাকে পেয়েছ কিনা, হৃদয় পরীক্ষা কর: কেননা হয় তো সাক্রামেন্ত তোমার ঠিকই আছে, কিন্তু তার কর্মশক্তি নেই। হৃদয় পরীক্ষা কর: যদি ভ্রাতৃপ্রেম খুঁজে পাও, তাহলে শান্ত থাক, কেননা ঈশ্বরের আত্মাকে ছাড়া ভালবাসা থাকতে পারে না, যেইভাবে পল ঘোষণা করেন, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)।

**শ্লোক** - যোহন ১৩:৩৪-৩৫; গা ৫:২২

*প্র* আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।

*উ* তোমরা যে আমার শিষ্য তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম।

*উ* তোমরা যে আমার শিষ্য তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৪:১-২৭)

## প্রদেশপালের দরবারে উপস্থিত পল

পাঁচ দিন পর মহাযাজক আনানিয়াস কয়েকজন প্রবীণকে ও তের্তুলুস নামে একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন, এবং তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পলের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানালেন। পলকে ডাকা হলে তের্তুলুস এই বলে অভিযোগ পেশ করতে শুরু করলেন: 'মহামান্য ফেলিক্স, আপনারই জন্য আমরা মহাশান্তি ভোগ করছি, আবার আপনার দূরদৃষ্টি গুণেই এই জাতি নানা উন্নয়নের কাজ দেখতে পেয়েছে—একথা আমরা সর্বতভাবে সর্বত্রই সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। তবু আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাই না বিধায় মিনতি করি, আপনি নিজের দয়া গুণে আমাদের স্বল্প কথা শুনুন; কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটা মহামারীর মত! এ তো জগতের সমস্ত ইহুদীর মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, ও নাজারীয় দলের একটা প্রধান নেতা; এমনকি এ তো মন্দিরও কলুষিত করতে চেষ্টা করেছিল, আর আমরা একে গ্রেপ্তার করেছি। আপনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, নিজেই বুঝতে পারবেন, এর বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত অভিযোগ এনেছি, তা সত্য কিনা।' ইহুদীরাও সমর্থন জানিয়ে বলল যে, এই সমস্ত কথা ঠিক।

প্রদেশপাল কথা বলার জন্য পলকে ইশারা দিলে তিনি এই উত্তর দিলেন, 'আপনি বহু বছর ধরে এই জাতির উপর বিচার অনুশীলন করে আসছেন, একথা জেনে আমি যথেষ্ট আস্থা নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। আপনি নিজে জেনে নিতে পারবেন যে, এখনও বারো দিনের বেশি হয়নি, যখন আমি উপাসনার উদ্দেশ্যে যেরুশালেমে গিয়েছিলাম। এরা মন্দিরে আমাকে কারও সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে বা জনতাকে উত্তেজিত করতে কখনও দেখেনি—কোন সমাজগৃহেও নয়, শহরেও নয়; আর এইমাত্র এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তার কোনও প্রমাণও আপনার সামনে দিতে পারে না। কিন্তু আমি আপনার কাছে একথা স্বীকার করি: এরা যাকে "দল" বলে, সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা কিছু বিধান অনুযায়ী এবং যা কিছু নবী-পুস্তকে লেখা আছে, তা সবই বিশ্বাস করি; আর এদের

নিজেদেরও যেমন, আমারও তেমনি ঈশ্বরের কাছে এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। আর এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি। বেশ কয়েক বছর পরে আমি এবার সাহায্যদান অর্পণ করতে ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করতে এসেছিলাম; এই উপলক্ষে লোকেরা আমাকে শুদ্ধিক্রিয়া পালন করার পরেই মন্দিরে দেখতে পেল। কোন ভিড়ও জমেনি, কোন গণ্ডগোলও হয়নি; বরং এশিয়ার কয়েকজন ইহুদীই উপস্থিত ছিল, সুতরাং তাদেরই এখানে উপস্থিত হওয়া উচিত, যেন আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোন কথা থাকে, আপনার কাছে তা বলে অভিযোগ উপস্থাপন করে। এরা যারা উপস্থিত, কমপক্ষে এরাই বলুক, আমি মহাসভার সামনে দাঁড়ালে এরা আমার বিষয়ে কী অপরাধ পেয়েছে। কেবল এই একটি কথা, যা আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম, অর্থাৎ: মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়েই আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'

সেই পথ সম্বন্ধে ফেলিক্সের সূক্ষ্ম জানা ছিল; তিনি বিচার স্থগিত করে তাদের বললেন, 'যখন সহস্রপতি লিসিয়াস আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচারের রায় দেব।' আর তিনি শতপতিকে আদেশ দিলেন, যেন পলকে আটকে রাখা হয়, কিন্তু তাঁকে যেন একপ্রকার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়, এবং তাঁর কোন বন্ধুকে যেন তাঁর সেবা করতে কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়।

কয়েক দিন পর ফেলিক্স দ্রুসিল্লা নামে নিজের ইহুদী স্ত্রীর সঙ্গে এসে পলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁরই মুখে খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসের কথা শুনলেন। কিন্তু যখন পল ন্যায়নীতি, আত্মসংযম ও ভাবী বিচারের কথা বলতে লাগলেন, তখন ফেলিক্স ভয় পেলেন; বললেন, 'আচ্ছা, এখনকার মত যেতে পার, উপযুক্ত সময় পেলে আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব।' তাঁর এই আশাও ছিল, পল তাঁকে টাকা দেবেন, এজন্য তাঁকে প্রায়ই ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

কিন্তু দু'বছর অতিবাহিত হলে ফেলিক্সের স্থানে পর্কিউস ফেস্তুস এলেন, আর ফেলিক্স ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে বন্দিদশায় রেখে গেলেন।

**শ্লোক** - লুক ২১:১২-১৩; মার্ক ১৩:৯

*প্র* লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে ও নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে;

*উ* তখন তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* লোকে তোমাদের বিচারসভায় তুলে দেবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে;

*উ* তখন তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৯৪শ বিভাগ ৪-৫)

**আত্মাকে গ্রহণ ক'রে পিতা ও পুত্রকেও গ্রহণ করা হয়**

প্রভু একথা বললেন, আমি তোমাদের সত্যকথা বলছি: *আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব* (যোহন ১৬:৭)।

অন্য কথায়, দাসরূপে এ বর্তমান অবস্থায় আমাকে যে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, এতে তোমাদের উপকার। কেননা আমি বর্তমানে মাংস-হওয়া-বাণী রূপেই তোমাদের মধ্যে বাস করছি, কিন্তু তোমরা যে শিশুর মত দুধে খুশি হয়ে ও ধাত্রীগৃহ ছাড়বার কোন বাসনা পোষণ না ক'রেই এমনি সাধারণ মানবীয় আসক্তির সঙ্গে আমাকে ভালবাসতে থাকবে, এ আমার ইচ্ছা নয়। *আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না।* শিশুদের খাদ্য ছাড়া আমি এতক্ষণে তোমাদের আর কিছুই দিইনি। আমি বুক থেকে তোমাদের দূরে না রাখলে, শক্ত খাদ্যের প্রতি তোমাদের কখনও রুচি হবে না। তোমরা যতদিন আমার দৈহিক উপস্থিতির প্রতি এমনি সাধারণ ভাবেই আসক্ত থাক, ততদিন তোমরা পবিত্র আত্মাকে পেতে অক্ষম হয়ে থাকবে।

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়। যখন প্রভু বললেন, শিষ্যদের কাছে যাতে পবিত্র আত্মা আসতে পারেন তাঁর চলে যাওয়া প্রয়োজন, আর তিনি চলে গেলে তবেই তাঁদের কাছে তাঁকে পাঠাবেন, তখন কি তাঁর কথার অর্থ এ ছিল যে, পৃথিবীতে থাকলে তাঁর পক্ষে পবিত্র আত্মাকে পাঠানো কি অসম্ভব কাজ? অবশ্য কেউই তেমন কথা সমর্থন করতে পারবে না। তিনি তো কখনও আত্মার আবাসগৃহ ছেড়ে যাননি; পিতার কাছ থেকেও তিনি এমনভাবে আসেননি যে তিনি পিতার সঙ্গে আর ছিলেন না। তাছাড়া, আমরা যখন জানি, তিনি বাপ্তিস্মের সময়ে আত্মার সদানিত্য উপস্থিতি পেয়েছিলেন, তখন পৃথিবীতে থাকলেও খ্রিষ্টের পক্ষে পবিত্র আত্মাকে পাঠানো কী করেই বা অসম্ভব হতে পারত? কেননা আমরা জানি, খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মা অবিচ্ছেদ্যই ছিলেন।

সুসমাচারের এ বাণীর অর্থ এরূপ: যতদিন শিষ্যেরা খ্রিষ্টকে দেহগত দিক থেকেই মাত্র জানবেন, ততদিন তাঁরা পবিত্র আত্মাকে পেতে পারবেন না। এজন্যই প্রেরিতদূত পল পবিত্র আত্মাকে পাবার পর বললেন, *যদিও একসময়ে আমরা খ্রিষ্টকে মাংস অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না* (২ করি ৫:১৬)। আমরা যখন সেই মাংস-হওয়া-বাণীকে আধ্যাত্মিক ভাবেই জানি, তখন তাঁর মানবতা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাও সাধারণ মানবীয় জ্ঞানের চেয়ে উঁচুধরনের হয়ে ওঠে। যখন সেই সদ্‌গুরু শিষ্যদের বললেন, তিনি তাঁদের ভালোর জন্যই চলে যাচ্ছিলেন, নইলে সেই সহায়ক তাঁদের কাছে আসতে পারবেন না, তিনি তখন যে ঠিক এ শিক্ষাই তাঁদের দিতে চাইতেন, একথা সন্দেহের অতীত।

শিষ্যদের কাছ থেকে খ্রিষ্টের শারীরিক উপস্থিতির প্রস্থানের অর্থ যে পবিত্র আত্মা তাঁদের কাছে আসতে পারবেন, তা শুধু নয়, বরং পিতা ও পুত্রও তাঁদের সঙ্গে আত্মিক ভাবে বাস করবেন। খ্রিষ্টের চলে যাওয়াটার অর্থ এ নয় যে কেবল পবিত্র আত্মাই শিষ্যদের অন্তরে ঘর করবেন। তা না হলে, খ্রিষ্ট যে শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি সর্বদাই কালের সমাপ্তি পর্যন্তই তাঁদের সঙ্গে থাকবেন, তাঁর এ প্রতিশ্রুতির কী হত? *পিতা আর আমি তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩), তাঁর এ বাণীরও কী হত? ব্যাপারটা এরূপ: আমাদের প্রভু প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি পবিত্র আত্মাকে এমনভাবেই পাঠাবেন যেন তিনি নিজেও শিষ্যদের সঙ্গে সবসময়

থাকতে পারেন। আর আত্মার আগমনের ফলে যখন তাঁদের সাধারণ মানবীয় আসক্তি আত্মিক হয়ে উঠবে, তখনই তাঁরা অন্তরে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার অবস্থানের কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন।

**শ্লোক** - যোহন ১৪:২৮, ১৬

*প্র* তোমরা শুনেছ, আমি তোমাদের বলছি, চলে যাচ্ছি, আবার তোমাদের কাছে আসব।

*উ* তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন।

*উ* তোমরা যদি আমাকে ভালবাসতে, তবে পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমাদের আনন্দ হত। আল্লেলুইয়া।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১০)

**আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসলেন**

প্রিয়জনেরা, তোমরা যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস করো না ;
কিন্তু আত্মাগুলোকে যাচাই করে দেখ, সেগুলো ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা,
কারণ অনেক নকল নবী জগতে বেরিয়েছে।
এতেই তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পার :
যে কোন আত্মা যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, তা ঈশ্বর থেকে ;
এবং যে কোন আত্মা সেই যিশুকে স্বীকার করে না,
তা ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়,
এমনকি এটা হল সেই খ্রিষ্টবৈরীর আত্মা,
যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ, সে আসছে,
এমনকি এর মধ্যে সে জগতে উপস্থিত।

তোমরা, হে বৎস,
তোমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, আর তাদের জয় করেছ ;
কারণ জগতে যা আছে,
তার চেয়ে মহত্তর তিনি, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন।
তারা জগৎ থেকে উদ্গত, তাই জগতের ভাষা বলে
এবং জগৎ তাদের কথা শোনে।
আমরাই ঈশ্বর থেকে উদ্গত :
ঈশ্বরজ্ঞান যে লাভ করে, সে আমাদের শোনে ;
ঈশ্বর থেকে যে উদ্গত নয়, সে আমাদের শোনে না।

এতেই আমরা সত্যের আত্মা ও ভ্রান্তির আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর হতে জনিত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।
এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে:
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
আর এতেই ভালবাসার অর্থ:
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:৯; যোহন ৩:১৬

প্ল এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে। আল্লেলুইয়া।
প্ল ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পেতে পারে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১০৭:৮-৯)

**খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পবিত্র আত্মার দান হল ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ**

যে কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে, ঈশ্বর যে তাকে ভালবাসেন কিনা, তার পক্ষে তেমন সন্দেহ রাখা প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসার প্রতিদানে সানন্দেই আমাদের ভালবাসেন, এমনকি আমাদের ভালবাসা নয় বরং তাঁরই ভালবাসা প্রথম আসে। আমরা তাঁকে ভালবাসার আগেও তিনি যখন আমাদের ভালবাসছিলেন, তখন তাঁর প্রতি

আমাদের ভালবাসার বিনিময়ে তিনি কী করেই বা আমাদের ভালবাসতে অনিচ্ছুক হতে পারেন? হ্যাঁ, আমি বললাম, ঈশ্বর আমাদের ভালইবেসেছেন। পবিত্র আত্মায় আমাদের আছে তাঁর সেই ভালবাসার অগ্রিমদান, যিশুতে আমাদের আছে তাঁর একটা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী—এ হল আমাদের এক একজনের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার দ্বিবিধ ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ। খ্রিষ্ট মৃত্যু বরণ করেছেন বলে তিনি আমাদের ভালবাসার পরমযোগ্য পাত্র। আত্মা অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের সক্রিয় করে তোলেন বিধায় আমাদের ভালবাসতে সক্ষম করেন। খ্রিষ্ট আমাদের একটা কারণ দেন, আত্মা আমাদের দেন শক্তি। খ্রিষ্ট তাঁর নিজের মহাপ্রেমের আদর্শই আমাদের চোখের সামনে রাখেন, আত্মা সেই প্রেম আমাদের মঞ্জুর করেন। খ্রিষ্টে আমরা দেখতে পাই আমাদের ভালবাসার বস্তু, আত্মা দ্বারা আমরা খ্রিষ্টকে ভালবাসবার শক্তি পাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, খ্রিষ্ট ভালবাসার কারণ দেখান, আত্মা ভালবাসার ইচ্ছাশক্তি দান করেন।

ঈশ্বরের পুত্রকে আমাদের জন্য মরতে দেখে আমরা অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব না করলে, আহা, কত লজ্জাকর হত! অথচ আত্মা না থাকলে, ঠিক তাই হতে পারত। এখন কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে আমাদের দান করেছেন, সেই পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে ঐশভালবাসা সঞ্চার করেছেন, ফলে তাঁর ভালবাসার প্রতিদানে আমরা তাঁকে ভালবাসি, আর তাঁকে ভালবাসি বিধায় আমরা তাঁর ভালবাসার অধিক উপযুক্ত পাত্র হয়ে উঠি। আমরা সেই সময় ঈশ্বরের শত্রু হয়েও যখন তাঁর পুত্রের মৃত্যু-গুণে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি, তখন, পুনর্মিলিত হবার পর, তাঁর পুত্রের জীবনের গুণে কতই না মহত্তর পরিত্রাণ পাবার কথা! ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং আমাদের সকলের জন্য সঁপে দিলেন। এত মহাদানের সঙ্গে তিনি কি আমাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও দেবেন না?

অতএব পরিত্রাণের আমাদের দু'টো চিহ্ন আছে: রক্ত ও আত্মা উভয়ই নিঃসৃত হল। একটি না থাকলে, অপর একটিতে আমাদের কোন উপকার নেই। যারা সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুতে বিশ্বাসী, কেবল তাদেরই কাছে আত্মাকে দেওয়া হয়, এবং বিশ্বাস তখনই মাত্র কার্যকারী যখন ভালবাসার মধ্য দিয়ে সক্রিয়। ভালবাসা কিন্তু আত্মারই দান। সেই দ্বিতীয় আদম তথা খ্রিষ্ট জীবন্ত মানুষ শুধু নন, জীবনদায়ী আত্মাও হয়ে উঠেছেন। জীবন্ত

মানুষরূপে তিনি মরলেন, জীবনদায়ী আত্মারূপে তিনি মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মানবীয় গুণ আমাকে সাহায্য করতে পারে না যদি সঙ্গে না থাকে তাঁর জীবনদায়ী গুণ। মাংস কোন উপকারের নয়, আত্মাই জীবনদায়ী। আত্মাই জীবনদায়ী বলতে একথা বোঝায় যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঠিক করায়ই আত্মা আমাদের ধর্মময়তা ফিরিয়ে দেন। শাস্ত্রে বলে, *যে প্রাণ পাপ করে, সেই প্রাণ মৃত্যুভোগ করবে* (এজে ১৮:৪ লাতিন পাঠ্য), তাই যেহেতু পাপই হল প্রাণের মৃত্যু, সেজন্য এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ধর্মময়তাই হল প্রাণের জীবন, কেননা শাস্ত্রে একথাও বলে, *যে ধার্মিক, সে বিশ্বাসগুণে বাঁচবে* (হাবা ২:৪ লাতিন পাঠ্য)।

সেই ধর্মময় কে কে? তারা কি সেই সকল মানুষ নয়, যারা ভালবাসা-ঈশ্বরের কাছে আপন ভালবাসার ঋণ শোধ করে? কিন্তু তা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না তাদের নিজেদের ভাবী পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে অনাদিকালীন পরিকল্পনা আছে, তারা বিশ্বাসগুণে ও আত্মার ঐশপ্রকাশের মাধ্যমে সেই পরিকল্পনা না পেয়ে থাকে। সেই ঐশপ্রকাশ কী? তা হল মানুষের অন্তরে আত্মিক অনুগ্রহের বর্ষণ; আমরা দেহের কাজকর্ম দমন করতে করতে সেই অনুগ্রহ আমাদের প্রস্তুত করে তোলে সেই রাজ্যের জন্য রক্তমাংস যা জয় করতে পারে না। সেই এক আত্মায় আমরা সেই সৎসাহস পাই যা গুণে বিশ্বাস করি, আমরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র; আবার পাই সেই শক্তি যা গুণে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রতিদানে তাঁকে ভালবাসতে সক্ষম হয়ে উঠি, যাতে করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিদান-বিহীন না থাকে।

**শ্লোক** - এফে ৫:২; যোহন ১৫:১৩

*প্র* তোমরা ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন

*উ* ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই।

*উ* তা ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৫:১-২৭)

## আগ্রিপ্পার সামনে পল

ফেস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিন দিন পর কায়েসারিয়া থেকে যেরুশালেমে গেলেন। প্রধান যাজকেরা ও ইহুদীদের জননেতারা তাঁর কাছে এসে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা তুললেন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে এই আবেদনও জানালেন, যেন ফেস্তুস অনুগ্রহ করে পলকে যেরুশালেমে আনার ব্যবস্থা করেন। আসলে তাঁরা পথে তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত আঁটছিলেন। কিন্তু ফেস্তুস উত্তরে বললেন যে, পল কায়েসারিয়ায় আটকে ছিলেন, ও তিনি নিজেই বেশি দেরি না করে সেখানে ফিরে যাবেন। তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে সেই লোকটার যদি কোন অপরাধ থাকে, সেখানেই তাকে অভিযুক্ত করুন।'

আর তাঁদের কাছে আট-দশ দিনের বেশি না থেকে কায়েসারিয়ায় চলে গেলেন, এবং পরদিন বিচারাসনে আসন নিয়ে পলকে সামনে আনবার হুকুম দিলেন। তিনি যখন এসে উপস্থিত হলেন, তখন যে ইহুদীরা যেরুশালেম থেকে এসেছিল, তারা তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করতে লাগল, কিন্তু তার কোন প্রমাণ দেখাতে পারল না। পল আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'ইহুদীদের বিধানের বিরুদ্ধে, বা মন্দিরের বিরুদ্ধে, কিংবা কায়েসারের বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধ করিনি।' কিন্তু ফেস্তুস ইহুদীদের খুশি করার ইচ্ছায় পলকে এই বলে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি যেরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার সামনে এই সব বিষয়ে বিচারাধীন হতে সম্মত?' পল বললেন, 'আমি কায়েসারের বিচারাসনের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। ইহুদীদের বিরুদ্ধে আমি তো কোন অন্যায় করিনি, একথা আপনিও ভাল ভাবেই জানেন। যদি আমি অপরাধী হই, এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছু করে থাকি, তাহলে মরতে অস্বীকার করি না। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনছে, তাতে যদি সত্য বলতে কিছু না থাকে, তবে এদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া কারও অধিকার নেই। আমি কায়েসারের কাছেই আপীল করি!' তখন ফেস্তুস পরিষদের

সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর উত্তরে বললেন, 'তুমি কায়েসারের কাছে আপীল করেছ, কায়েসারের কাছেই যাবে।'

কয়েক দিন পর রাজা আগ্রিপ্পা ও তাঁর বোন বের্নিকা ফেস্তুসকে অভিনন্দন জানাতে এলেন। আর যেহেতু তাঁরা সেখানে বেশ কিছুদিন থাকলেন, সেজন্য ফেস্তুস রাজার কাছে পলের কথা উত্থাপন করে বললেন, 'ফেলিক্স একটা লোককে বন্দিদশায় রেখে গেছেন; আর আমি যেরুশালেমে থাকতে ইহুদীদের প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণবর্গ তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পেশ করে তার দণ্ডাজ্ঞার জন্য আবেদন জানালেন। আমি তাঁদের এই উত্তর দিলাম যে, আসামী যে পর্যন্ত ফরিয়াদী পক্ষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অভিযোগের উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের অবকাশ না পায়, সে পর্যন্ত তাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া রোমীয়দের নীতি নয়। আর যখন তাঁরা এখানে একসঙ্গে এলেন, তখন আমি দেরি না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই লোকটাকে আনতে হুকুম দিলাম। ফরিয়াদী পক্ষ তার পাশে দাঁড়িয়ে, আমি যে ধরনের অপরাধ অনুমান করেছিলাম, তারা সেই ধরনের কোন অপরাধ তার বিষয়ে উত্থাপন করল না; তার বিরুদ্ধে যা উপস্থাপন করল, তা ছিল কেবল তাদের নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপার সংক্রান্ত, ও যিশু নামে মৃত কোন্ একটা লোকের ব্যাপার সংক্রান্ত, যার বিষয়ে কিন্তু পল বলছিল, লোকটা এখনও জীবিত। কীভাবে ব্যাপারটা তদন্ত করব, তা আদৌ বুঝতে না পেরে আমি পলকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে যেরুশালেমে গিয়ে সেইখানে বিচারাধীন হতে সম্মত কিনা। কিন্তু পল আপীল করল, যেন তার মামলাটা সম্রাটেরই বিচারের জন্য রেখে দেওয়া হয়; তাই আমি কায়েসারের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত তাকে বন্দিদশায় রাখতে হুকুম দিলাম।' আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, 'আমিও সেই লোকের কাছে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিলাম।' ফেস্তুস বললেন, 'আগামী কাল তাঁকে শুনতে পাবেন।'

তাই পরদিন আগ্রিপ্পা ও বের্নিকা ঘটা করে এলেন, এবং সহস্রপতিদের ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে দরবার-কক্ষে প্রবেশ করলেন; ফেস্তুসের হুকুমে পলকেও আনা হল। তখন ফেস্তুস বললেন, 'রাজা আগ্রিপ্পা, এবং আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলে, আপনারা তাকেই দেখতে পাচ্ছেন, যার বিরুদ্ধে গোটা ইহুদী জাতি আমার কাছে যেরুশালেমে এবং এই স্থানে আবেদন জানাল, ও উচ্চকণ্ঠে বলল যে, এর আর বেঁচে

থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, প্রাণদণ্ডের যোগ্য হওয়ার জন্য এ কিছুই করেনি, তথাপি এ নিজেই সম্রাটের কাছে আপীল করায় একে পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু রাজাধিরাজের কাছে এর বিষয়ে লিখে জানাবার মত নিশ্চিত কিছুই পাচ্ছি না। সেজন্য আপনাদের সাক্ষাতে, বিশেষভাবে হে রাজা আগ্রিপ্পা, আপনারই সাক্ষাতে একে হাজির করেছি, যেন জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি লিখবার কিছু সূত্র পাই। কেননা বন্দির বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে না জানিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া আমি তো বৃথাই বলে মনে করি।'

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:১৪, ২০, ১৯

*প্র* খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচার বৃথা।

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ১১)

**খ্রিষ্টই ঐক্যের বন্ধন**

সাধু পলের কথা অনুসারে আমরা যারা খ্রিষ্টের পুণ্য মানবতার সহভাগিতা করি, তাঁর সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠি। তিনি এ ভালবাসার রহস্য এভাবে ব্যক্ত করেন: *সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছে* (এফে ৩:৫-৬)। আমরা সকলে যখন নিজেদের মধ্যে সেই খ্রিষ্টে একদেহের অঙ্গ, (নিজেদের

মধ্যে কিন্তু শুধু নয়, বরং তাঁর সঙ্গেও যিনি নিজ মাংসের গুণে আমাদের অন্তরে আছেন), তখন কি একথা স্পষ্ট নয় যে, নিজেদের মধ্যে ও খ্রিষ্টেও আমরা সকলে এক? কেননা নিজে ঈশ্বর ও মানুষ হওয়ায় খ্রিষ্টই হলেন সেই ঐক্যের বন্ধন!

একই ধারণা অনুসরণ করে আমরা আত্মার মধ্যে আমাদের সেই ঐক্য-প্রসঙ্গে একথাও আবার বলতে পারি যে, সেই এক ও একই আত্মা তথা পবিত্র আত্মাকেই গ্রহণ করে আমরা সকলে নিজেদের মধ্যে ও ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই মিলিত। ব্যক্তি-বিশেষে আমরা তো অনেক, ও আমাদের এক একজনের মধ্যে খ্রিষ্ট সেই আত্মার অবস্থান ঘটান, যিনি পিতার আত্মা ও তাঁর নিজেরও আত্মা। কিন্তু যারা ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে এক একজন আলাদা এক ব্যক্তি, সেই আত্মা এক ও অবিচ্ছেদ্য হওয়ায় নিজের গুণেই তাদের একত্রিত করেন ও এমনটি করেন যে, তারা সকলে তাঁর মধ্যে একমাত্র বাস্তবতা বলেই যেন প্রতীয়মান হয়। যেমন খ্রিষ্টের পুণ্য মাংস যাদের মধ্যে থাকে তাদের একদেহ করে তোলে, তেমনিভাবে সেই এক ও অবিচ্ছেদ্য আত্মা সকলের মধ্যে অবস্থান করে সকলকেই আত্মিক ঐক্যে একত্রিত করেন।

এজন্য সাধু পল আমাদের খাতিরে এ আহ্বান জানিয়ে বললেন: *তোমরা সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]* (এফে ৪:২-৬)। কেননা সেই এক আত্মা আমাদের মধ্যে অবস্থান করলে, তবে সকলের সেই এক পিতা ও ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকবেন ও যারা আত্মার অংশীদার, তিনি খ্রিষ্টের মাধ্যমে পারস্পরিক ঐক্যে ও তাঁর নিজের ঐক্যেও তাদের একত্রিত করবেন।

আমরা যে পবিত্র আত্মার অংশীদার হয়ে এক হয়ে উঠি, তা অন্যভাবেও প্রকাশিত। আমরা যদি পার্থিব জীবনাচরণ ত্যাগ করে একবারই সবসময়ের জন্যই আত্মার বিধিবিধান পালন করি, তাহলে সকলের কাছে কি একথা স্পষ্ট নয় যে, আমরা আমাদের নিজেদের জীবন একপ্রকারে ত্যাগ করলে ও আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত সেই পবিত্র আত্মার

স্বর্গীয় সাদৃশ্য ধারণ করলে আমাদের স্বরূপের এমন রূপান্তর ঘটে যে, ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার ফলে আমরা আর মানুষ শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গীয় মানুষ হয়ে উঠি? অতএব, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় আমরা সকলে এক। আমরা সমান আচরণের মধ্য দিয়ে এক, পবিত্রতাজনিত সংগঠনের মধ্য দিয়ে এক, এবং খ্রিষ্টের পুণ্য মাংসের সংযোগ ও সেই এক ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মধ্য দিয়েও এক।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:১৭, ১৬; সাম ৬৮:১১, ৭ দ্রঃ

*প্র* সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?
অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ,
*উ* কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।
*প্র* হে পরমেশ্বর, তোমার মঙ্গলময়তায় তুমি তো দীনহীনের জন্য চিন্তা কর,
সঙ্গীহীনদের তোমার আপন ঘরে আসন দাও;
*উ* কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। আল্লেলুইয়া।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১১-২১)

**ঈশ্বর ভালবাসা**

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ;
আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।
এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।

আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।
যে কেউ স্বীকার করে, 'যিশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।
ঈশ্বর ভালবাসা ; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে :
বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,

কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।

ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
যদি কেউ বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১৯, ১০, ১৬; ইশা ৬৩:৮, ৯

প্র ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করেছেন।

উ আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভু হলেন আমাদের ত্রাণকর্তা; ভালবাসা ও স্নেহ দেখিয়ে তিনি নিজেই তাদের মুক্তি সাধন করলেন।

উ আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৯৪শ বিভাগ ১-৩)

## খ্রিষ্টের প্রস্থানের পর সেই সহায়ক প্রয়োজনই ছিলেন

প্রভু যিশু শিষ্যদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁদের যে সমস্ত নির্যাতন ভোগ করতে হবে তা বলে দেওয়ার পর, তিনি বলে চললেন, *আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই সমস্ত বলিনি, কারণ তখন নিজেই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। এখন কিন্তু আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন* (যোহন ১৬:৪-৫)। একথা থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মার আগমনের কথা ইঙ্গিত করছিলেন, কেননা শিষ্যদের জন্য সেই উল্লিখিত নির্যাতন ভোগ করার সময় উপস্থিত হলে পবিত্র আত্মাই তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন।

খ্রিষ্টের প্রস্থানের পর, তাঁদের জন্য সেই সহায়ক বা সান্ত্বনাদানকারী খুবই প্রয়োজনীয় হবার কথা। খ্রিষ্ট তাঁদের মধ্যে থাকাকালে পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করা তাঁর কোন দরকার ছিল না, কারণ সেসময় শিষ্যেরা স্বয়ং প্রভুর উপস্থিতিতেই শক্তি পেতেন। কিন্তু যখন প্রস্থানের সময় উপস্থিত হল, তখন তাঁর পক্ষে সেই সহায়কের আগমনের কথা বলা প্রয়োজন হল; সেই সহায়ক শিষ্যদের অন্তরে ভালবাসার আগুন জ্বালাবেন, তাঁরা যেন ঐশবাণী সাহসের সঙ্গেই ঘোষণা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। আত্মা তাঁদের সঙ্গে থাকবেন ও খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন। শিষ্যেরা নিজেরাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করবেন, এমনকি, ঈশ্বরের উদ্দেশে ধর্মকার্য সাধন করছে মনে ক'রে যখন ইহুদী নেতারা সমাজগৃহ থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত করবে ও হত্যাও করবে, তাঁরা তখন ভয়ে অভিভূত হবেন না, নিরাশও হবেন না। এসব কিছু ভোগ করার সময়ে এমন ধৈর্যপূর্ণ ভালবাসাই শিষ্যদের সুস্থির ও বলবান করে তুলবে, যে ভালবাসা পবিত্র আত্মার দান দ্বারাই তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত হবে। এ থেকে আমরা খ্রিষ্টের ইচ্ছা বুঝতে পারি: পবিত্র আত্মার সহায়তা গুণে তাঁর শিষ্যেরা সাক্ষ্যমর, অর্থাৎ তাঁর সাক্ষী হবেন। অন্তরে পবিত্র আত্মা সক্রিয় হওয়ায় তাঁরা সবধরনের নির্যাতন বা অত্যাচার সহ্য করতে পারবেন, তাঁদের আগ্রহও তাঁরা শিথিল হতে দেবেন না, বরং বুকে ঐশআগুন জ্বলতে জ্বলতে তাঁরা সুসমাচার প্রকাশ্যেই প্রচার করে যাবেন।

*কিন্তু আমি তোমাদের এই সমস্ত বলছি, যখন তাদের সেই ক্ষণ আসবে, তখন তোমরা যেন স্মরণ কর যে, আমি তোমাদের তা-ই বলেছিলাম* (যোহন ১৬:৪)। 'আমি তোমাদের এ সমস্ত বলেছি', অর্থাৎ তোমাদের যে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমি তা-ই শুধু বলিনি, বরং এ কথাও বলেছি যে, তোমরা এমন সহায়ক পাবে যিনি এসে আমার সাক্ষী হবেন, যাতে করে তোমরা ভয়ে অভিভূত না হও, লোকেরাও যেন তোমাদের নিশ্চুপ করে না রাখে, তোমরা বরং যেন তাঁর সাক্ষ্যদানে তোমাদেরও সাক্ষ্যদান যোগ দিতে পার। *আমি প্রথম থেকে তোমাদের এ সমস্ত বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।* সেসময় আমি আমার দৈহিক উপস্থিতি দ্বারাই তোমাদের সান্ত্বনা দিতাম, কারণ তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলি তার প্রতি আসক্ত ছিল ও তোমাদের সরল মন তা বুঝতে পারত।

**শ্লোক** - যোহন ১৪:১৬-১৭; ১৬:৭

*প্র* আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন : সেই সত্যের আত্মাকেই দেবেন

*উ* তিনি যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না ; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব,

*উ* তিনি যেন চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৬:১-৩২)

## আগ্রিপ্পার সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

আগ্রিপ্পা তখন পলকে বললেন, 'তোমার নিজের পক্ষে যা বলার আছে, তা বলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।' এবং পল হাত বাড়িয়ে দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন: 'রাজা আগ্রিপ্পা, ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনে, তা সম্বন্ধে আজ আপনার সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পেরেছি বিধায় আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, বিশেষভাবে এই কারণে যে, ইহুদীদের সমস্ত রীতিনীতি ও সমস্যা সম্বন্ধে আপনি ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। সুতরাং, আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনুন। যৌবনকাল থেকে আমার জীবন—যা আমি প্রথম থেকেই আমার নিজের জাতির মধ্যে ও যেরুশালেমে কাটিয়েছি—তা ইহুদীরা সকলেই জানে। প্রথম থেকেই তো তারা আমাকে জানে বিধায় ইচ্ছা করলে সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, ফরিশী বলে আমি আমাদের ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে নিয়মপরায়ণ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য পালন করেছি। আর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশা রাখি বিধায়ই আমি এখন বিচারিত হবার জন্য দাঁড়াচ্ছি—সেই যে প্রতিশ্রুতির ফল পাবার প্রত্যাশায়ই আমাদের বারো গোষ্ঠী দিনরাত একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেবা করে চলছে। মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়েই ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন, একথা কেনই বা আপনাদের কাছে অচিন্তনীয় মনে হচ্ছে?

আমিই তো মনে করতাম যে, নাজারেথীয় যিশুর নামের বিরুদ্ধে যা কিছু করা যায়, তা আমারই কর্তব্য। আর আমি আসলে যেরুশালেমে তা-ই করতাম; প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার পেয়ে পবিত্রজনদের অনেককেই আমি কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও তাঁদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করতাম, আর সমস্ত সমাজগৃহে বারবার তাদের শাস্তি দিয়ে বলপ্রয়োগে ধর্মনিন্দা করাতে চেষ্টা করতাম, এবং তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে বিদেশের শহরে পর্যন্তও তাদের পিছনে ধাওয়া করতাম।

এই উদ্দেশ্যে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও দায়িত্বভার নিয়ে আমি একদিন দামাস্কে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে, হে মহারাজ, দুপুরের দিকে আমি পথিমধ্যে দেখতে পেলাম, আকাশ থেকে সূর্যের তেজের চেয়েও তেজময় এক আলো আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারদিকে জ্বলতে লাগল। আমরা সকলে মাটিতে পড়ে গেলাম, আর আমি শুনতে পেলাম এক কণ্ঠস্বর হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? হুলের মুখে লাথি মারা তোমার কেমন কষ্টকর! তখন আমি বললাম, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বললেন, আমি যিশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। এবার ওঠ, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি আজ তোমাকে দেখা দিয়েছি: তুমি যে আমার এই দেখা পেলে এবং পরেও আমি যে আবার তোমাকে দেখা দেব, এরই বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হতে হবে। আমি তোমাকে উদ্ধার করব এই জাতির মানুষের হাত থেকে আর সেই বিজাতিদেরও হাত থেকে, যাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করছি তুমি যেন তাদের চোখ খুলে দাও, ফলে তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে।

এজন্য, রাজা আগ্রিপ্পা, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শনের প্রতি অবাধ্য হইনি; বরং প্রথমে দামাস্কের লোকদের কাছে, পরে যেরুশালেমের লোকদের কাছে ও সারা যুদেয়া অঞ্চলে, এবং বিজাতীয়দেরও কাছে আমি প্রচার করতে লাগলাম, তারা যেন মনপরিবর্তনের যোগ্য কাজ সাধন ক'রে মনপরিবর্তন করে ও ঈশ্বরের দিকে ফেরে। এই সমস্ত কারণেই ইহুদীরা মন্দিরে আমাকে ধরে হত্যা করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে আমি আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছি ও ছোট বড় সকলেরই কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবীরা ও মোশিও যা ঘটবে বলে গেছেন, তা ছাড়া আমি আর কিছুই বলছি না; তাঁরা বলেছিলেন, খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতদের প্রথম হওয়ায় তাঁকে আমাদের জাতির কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে আলো প্রচার করতে হবে।'

তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন, এমন সময়ে ফেস্তুস উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘পল, তুমি উন্মাদ! অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য তোমাকে উন্মাদ করে তুলেছে।’ পল বললেন, ‘মহামান্য ফেস্তুস, আমি উন্মাদ নই, বরং যে কথা বলছি, তা সত্য ও সুবিবেচিত কথা! বাস্তবিকই স্বয়ং রাজা এই সকল বিষয় বোঝেন, আর তাঁরই সামনে আমি সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ আমার ধারণাই যে এর কিছুই রাজার অজানা নয়, কেননা এই যা ঘটেছে, তা এক কোণে ঘটেনি। রাজা আগ্রিপ্পা, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন।’ এতে আগ্রিপ্পা পলকে বললেন, ‘আর একটু সময়, আর তুমি প্রমাণ দেবে যে আমি নিজেও খ্রিষ্টিয়ান!’ পল বললেন, ‘ঈশ্বরের কাছে এই নিবেদন রাখছি, একটু হোক বা বেশি হোক, আপনিই শুধু নন, কিন্তু অন্য যত লোক আজ যাঁরা আমাকে শুনছেন, সকলেই যেন—এই শেকল ছাড়া—আমি যেমন তাঁরাও তেমনি হন।’

তখন রাজা, প্রদেশপাল ও বের্নিকা এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন, সকলে উঠে দাঁড়ালেন; এবং অন্য জায়গায় গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বলতে লাগলেন, ‘লোকটা প্রাণদণ্ডের বা শেকলের যোগ্য কিছুই করেনি।’ আগ্রিপ্পা ফেস্তুসকে বললেন, ‘এ যদি কায়েসারের কাছে আপীল না করত, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারত।’

শ্লোক - প্রেরিত ২৬:১৬, ১৮; গা ২:৭, ৮ দ্রঃ

প্র তোমাকে আমার সেবক ও সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তো আমি তোমাকে দেখা দিয়েছি; তুমি যেন বিজাতীয়দের চোখ খুলে দাও,

উ তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র পিতর যেমন ইহুদীদের কাছে প্রেরিতদূত হয়ে উঠেছেন, তেমনি পল প্রেরিতদূত হয়ে উঠলেন বিজাতীয়দের কাছে,

℣ তারা যেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, শয়তানের আধিপত্য থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরতে পারে, আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপক্ষমা পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিল-লিখিত 'পবিত্র আত্মা' থেকে পাঠ (৯:২২-২৩)

**পবিত্র আত্মার ভূমিকা**

পবিত্র আত্মার নামগুলো শুনে কে প্রাণে নিজেকে উত্তোলিত করে না ও সেই পরম স্বরূপের প্রতি নিজের চিন্তা উন্নীত করে না? তাঁকে বলে ঈশ্বরের আত্মা, সেই সত্যের আত্মা যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন,ধর্মময় আত্মা, প্রধান আত্মা। 'পবিত্র আত্মা' হলো তাঁর প্রকৃত ও বিশিষ্ট আখ্যা: যা কিছু পবিত্রীকরণের দরকার আছে, তা সেই পরম স্বরূপের দিকেই চেয়ে দেখে; যারা পুণ্যতা অনুযায়ী জীবন যাপন করে তারা সকলে সেটাকেই একাগ্রতার সঙ্গে বাসনা করে, কেননা সেই পরম স্বরূপের ফুৎকার থেকে তারা কেমন যেন তেজময়ী হয়ে ওঠে ও নিজ প্রকৃতির অনুসারেও তাদের নিজস্ব লক্ষ্যের নাগাল পাবার জন্য সহায়তা পায়। সেই পরম স্বরূপ পবিত্রতার উৎস, উপলব্ধ আলো; সত্য-অনুসন্ধানের জন্য তিনি চেতনা-বিশিষ্ট যেকোন শক্তির কাছে নিজের মধ্য থেকে এক প্রকার আলো অর্পণ করেন। স্বরূপে তিনি অগম্য, তাঁকে তাঁর মঙ্গলময়তার জন্যই উপলব্ধি করা যায়, তিনি সমস্ত কিছু নিজের পরাক্রমে পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু যে যোগ্য, কেবল তাকেই নিজের সহভাগী করেন, এতে তিনি একক পরিমাপ অবলম্বন করেন না কিন্তু বিশ্বাসের অনুপাত অনুসারে নিজের কর্মক্রিয়া বিতরণ করেন।

সত্তায় তিনি একগুণ-সম্পন্ন, বিস্ময়কর কর্মে বৈচিত্র্যময়, এক একজনের কাছে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান, আবার সর্বত্রও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। নিজের অক্ষুণ্নতা বজায় রেখে নিজেকে প্রদান করেন; তিনি সূর্যের এমন রশ্মির মত যার উপকার যে ভোগ করে সে একাই যেন ভোগ করে, কিন্তু সেই রশ্মি সেইসঙ্গে পৃথিবী ও সাগরও আলোকিত করে ও আকাশ-বাতাসের সঙ্গেও নিজেকে মিশ্রিত করে। তেমনি পবিত্র আত্মা: যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করতে সক্ষম, তিনি তার কাছে বিদ্যমান, সেই ব্যক্তি যেন একাই তাঁর

গ্রহীতা; তিনি সকলের জন্য পর্যাপ্ত ভাবে নিজের অনুগ্রহ পূর্ণমাত্রায় নিঃসৃত করেন: তাতে তারাই আনন্দিত যারা তাঁর ক্ষমতা অনুসারে নয় কিন্তু নিজ নিজ স্বরূপের ক্ষমতা অনুসারে তাতে সহভাগী হয়। তাঁর দ্বারা মন উন্নীত হয়, দুর্বল যারা তাদের হাত ধরে চালনা করা হয়, অগ্রসর যারা তারা সিদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়। যারা সমস্ত মলিনতা থেকে নিজেদের শুদ্ধীকৃত করেছে তাদের আলোকিত ক'রে তিনি নিজের সঙ্গে তাদের সহভাগিতা গুণে তাদের আত্মিক করে তোলেন, এবং উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দেহগুলোর উপর রশ্মি পড়লে সেই দেহগুলোও যেমন দীপ্তিময় হয়ে ওঠে ও নিজ নিজ থেকে অন্য বিভা প্রতিবিম্বিত করে, তেমনি পবিত্র আত্মা-বহনকারী প্রাণ সেই আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে আত্মিক হয়ে ওঠে ও অন্যান্য প্রাণের উপর অনুগ্রহ ঢেলে দেয়।

এ থেকেই হয় ভাবী ঘটনা পূর্বদৃষ্টি, রহস্যাদি জ্ঞান, গুপ্ত বিষয়াদি উপলব্ধি, অনুগ্রহদানগুলো বিতরণ, স্বর্গীয় নাগরিকত্ব লাভ, অনন্ত আনন্দ, ঈশ্বরে অবস্থান, ঈশ্বরের সঙ্গে সাদৃশ্য, ও সেই সর্বোচ্চ বাসনা তথা ঈশ্বর হওয়া।

শ্লোক - যোহন ১৪:২৭, ২৮; ১৬:২২; ১৪:১৬ দ্রঃ

প্র তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়: আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, আর যখন যাব, তখন তোমাদের কাছে সেই সত্যের আত্মাকে পাঠাব;

উ তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন;

উ তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে। আল্লেলুইয়া।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১-১২)

### আমাদের বিশ্বাস জগতের উপরে বিজয়ী

প্রিয়জনেরা, যে কেউ বিশ্বাস করে যে যিশুই সেই খ্রিষ্ট, সে ঈশ্বর হতে জনিত;
আর যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর হতে যে জনিত,
সে তাকেও ভালবাসে।
এতেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি:
যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয়।
কারণ ঈশ্বর থেকে যা কিছু জনিত, তা-ই জগৎকে জয় করে।

আর যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ: আমাদের বিশ্বাস।
বস্তুত, কেবা জগৎকে জয় করতে পারে,
সে-ই ছাড়া যে বিশ্বাস করে, যিশু ঈশ্বরের পুত্র?
তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন: সেই যিশু খ্রিষ্ট!
শুধু জলে নয়, জলে ও রক্তে।
আর আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য।

বস্তুত সাক্ষী আছে তিনটি,
আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনটির সাক্ষ্য এক।
মানুষের সাক্ষ্য আমরা যদি গ্রহণ করি,
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তবে আরও মহান,
কারণ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এ: তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাসী, সাক্ষ্যটি তার অন্তরে বিদ্যমান ;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাসী নয়, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে,
কেননা আপন পুত্রের বিষয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা সে বিশ্বাস করেনি।
আর সেই সাক্ষ্য এ :
অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন।
পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পেয়েছে জীবন ;
ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি, জীবনকেও সে পায়নি।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৫:৬; জাখা ১৩:১

*প্র* তিনিই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছেন : সেই যিশু খ্রিষ্ট ! শুধু জলে নয়, জলে আর রক্তে।

*উ* আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।

*উ* আত্মা হলেন এর সাক্ষী, কারণ আত্মাই তো সত্য। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৮৬শ বিভাগ ১)

## ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি
## ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি

প্রভু একথা বলেন, *আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৫:১৭)। তাই ভালবাসাই হল সেই ফল যা আঙুরলতার শাখা হিসাবে আমাদের ধরা উচিত ; এবিষয়ে তিনি আরও বলেন : *আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে।* আর যখন তিনি বলে চলেন *তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা করবে, তিনি তা তোমাদের দেবেন* (যোহন ১৫:১৬), তখন তিনি স্পষ্টভাবে

বলতে চান যে, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা থাকলে তবেই পিতা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যাচনা পূরণ করবেন। একথা স্মরণে রাখা দরকার যে, আমরা তাঁকে নয়, তিনিই বরং আমাদের মনোনীত করেছেন, আর যেহেতু ফলহীন অবস্থায় আমাদের মনোনীত করে তিনি আমাদের ফল দিতে, অর্থাৎ কিনা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম করেছেন, সেহেতু ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের প্রতি তাঁরই একটি দান। জীবন্ত আঙুরলতায় বিধৃত না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি তিনি নিজে যদি তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের সহায়তা না করেন, আমরাও ভ্রাতৃপ্রেম-ফল ফলাবার আশা রাখতে পারি না। সুতরাং ভ্রাতৃপ্রেমই হল আমাদের ফল। পলও বলেন যে, *ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন* (১ তি ১:৫)। ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, ভ্রাতৃপ্রেম দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি।

আমরা সত্যিকারে পরস্পরকে ভালবাসতে পারতাম না, যদি ঈশ্বরকে ভাল না বাসতাম। কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহলেই প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসে, কেননা সে যদি ঈশ্বরকে ভাল না বাসে, তাহলে সে নিজেকেও ভালবাসে না। ভালবাসার এ দু'টো আজ্ঞায় সমস্ত বিধান ও নবীদের শিক্ষার সারকথা: এ হল আমাদের ফল। আর আমাদের কাছে এ ফলের দাবি হল: *আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* এজন্য প্রেরিতদূত পল মাংসের ফলগুলির চেয়ে আত্মার ফলগুলির শ্রেষ্ঠতা দেখাতে গিয়ে ভালবাসাকেই প্রথম স্থান দেন; তিনি বলেন, *আত্মার ফল ভালবাসা;* এছাড়া তিনি অন্যান্য সদ্‌গুণাবলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন সেগুলি যেন ভালবাসা থেকে উদ্ভূত ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; সেগুলি হল, *আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম* (গা ৫:২২-২৩)। কেইবা সত্যিকারে আনন্দভোগ করতে পারে, সে যদি না ভালবাসে সেই সদ্‌গুণ যা আপন আনন্দের উৎস? কার্ কাছেই বা সত্যকার শান্তি থাকতে পারে, তার কাছে যদি না সেও থাকে, যাকে সে আসলে ভালবাসে? কেইবা সদাচরণে অধ্যবসায়ী হয়ে থেকে সহিষ্ণু হতে পারে, সে যদি ব্যগ্রতার সঙ্গে ভাল না বাসে? কেইবা নিজেকে সহৃদয় বলতে পারে, সে যদি তাকে না ভালবাসে যাকে সে সাহায্য করে? আর কেইবা মঙ্গলকারী, সে যদি ভালবেসেই মঙ্গলকারী না হয়? কোন্ বিশ্বাস পরিত্রাণ লাভ করে,

সেই বিশ্বাস ছাড়া যা ভালবাসায় সক্রিয়? সুতরাং সত্যিই যুক্তির সঙ্গে আমাদের প্রভু আমাদের কাছে বারে বারেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভালবাসা সেই একমাত্র আজ্ঞা যার অভাব থাকলে অন্যান্য যত সদ্‌গুণ অর্থহীন; অপরদিকে ভালবাসা মানুষকে সেই অন্যান্য সদ্‌গুণের কাছে চালিত করে যা মানুষকে মঙ্গলকারী করে তোলে।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:৭; সিরা ২৫:১

*প্র* প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,

*উ* কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ভাইদের মধ্যে মনের মিল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এ প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর;

*উ* কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৭:১-২০)

## পলের রোম যাত্রা

যখন স্থির করা হল যে, আমরা জাহাজে করে ইতালি অভিমুখে যাত্রা করব, তখন পলকে এবং আরও কয়েকজন বন্দিকে আউগুস্তা সেনাদলের একজন শতপতির হাতে তুলে দেওয়া হল, যাঁর নাম যুলিউস। আদ্রামিত্তিয়ামের এমন একটা জাহাজে উঠলাম, যা এশিয়ার নানা জায়গায় যাওয়ার কথা। মাকিদনিয়ার থেসালোনিকীয় আরিস্তার্খসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। পরদিন আমরা সিদোনে এসে ভিড়লাম; আর যুলিউস পলের প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখিয়ে তাঁকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে একটু সেবাযত্ন পাবার অনুমতি দিলেন। সেখান থেকে আমরা আবার জলপথে রওনা হলাম; বাতাস উল্টো হওয়ায় আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। পরে কিলিকিয়া ও পাম্ফিলিয়ার সামনে দিয়ে সাগর পার হয়ে লিকিয়া প্রদেশের মিরায় নামলাম।

সেখানে আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজ ইতালিতে যাচ্ছে দেখে শতপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে নিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে আস্তে আস্তে চলে কষ্ট করে ক্লিদসের সামনাসামনি এসে পৌঁছলাম; কিন্তু বাতাসে আর এগিয়ে যেতে না পারায় আমরা সাল্‌মোনী অন্তরীপের পাশ দিয়ে গিয়ে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে থেকে এগিয়ে চললাম। পরে কষ্ট করে উপকূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে 'শুভ বন্দর' নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যা লাসাইয়া শহরের কাছাকাছি।

বহুদিন নষ্ট হয়েছিল বিধায়, এবং উপবাস-পর্ব অতীত হয়েছিল বিধায় জলযাত্রা বিপজ্জনক হওয়ায় পল তাদের সতর্ক করে বলছিলেন, 'মানুষ, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যাত্রায় অমঙ্গল ও যথেষ্ট ক্ষতি হবে—শুধু মালপত্র বা জাহাজের নয়, আমাদের প্রাণেরও ক্ষতি হবে।' কিন্তু শতপতি পলের কথার চেয়ে জাহাজের সারেঙ ও মালিকের কথায় বেশি কান দিলেন। সেই 'শুভ বন্দর' শীতকাল কাটানোর উপযুক্ত জায়গা না হওয়ায় বেশির ভাগ লোক সেখান থেকে এগিয়ে যাবার মত প্রকাশ করল, যেন কোন রকমে

ফৈনিক্সে পৌঁছে সেইখানে শীতকাল কাটাতে পারে। ফৈনিক্স হচ্ছে ক্রীটের একটি বন্দর, যার দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা।

যখন মৃদু দক্ষিণা বাতাস বইতে লাগল, তখন তারা, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে ক'রে নোঙ্গর তুলে ক্রীটের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু অল্পকাল পরে দ্বীপের ভিতর থেকে তুফানের মত প্রচণ্ড এক বাতাস ছুটে এল, যার নাম ঈশান-বায়ু। তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বাতাসের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে না পারায় আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। কাউদা নামে একটা ছোট দ্বীপের আড়ালে থেকে চলে বহু কষ্ট করে জাহাজের ডিঙিটা সামনে নিতে পারলাম। তখন নাবিকেরা তা তুলে নেওয়ার পর মোটা কাছি জাহাজের চারপাশে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল। পরে, পাছে সির্তিসের চরে ঠেকে যাই, এই ভয়ে তারা ভাসা নোঙ্গরটা জলে নামিয়ে দিল; আর এভাবে জাহাজটা এমনিই ভেসে যেতে লাগল। ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খাচ্ছিলাম বিধায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। তৃতীয় দিনে তারা নিজেদের হাতেই জাহাজের সরঞ্জামও ফেলে দিল। আর অনেক দিন পর্যন্ত সূর্য কি তারা মুখ দেখাচ্ছিল না বিধায়, এবং ঝড়ের তাণ্ডব অবিরতই চলছিল বিধায় আমরা শেষে মনে করছিলাম, এবার রক্ষা পাবার আর কোন আশা নেই।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২৩:১১; ইশা ৪৩:২

*প্র* সাহস ধর!

*উ* আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমাকে জলরাশির মধ্য দিয়ে যেতে হলে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; নদনদীও তোমাকে নিমজ্জিত করবে না।

*উ* আমার বিষয়ে যেমন যেরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৪, ১২)

## মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার ভূমিকা

পিতা যে কাজ পুত্রকে এ পৃথিবীতে করতে দিয়েছিলেন, পুত্র সেই কাজ সম্পন্ন করলে (যোহন ১৭:৪ দ্রঃ), পঞ্চাশত্তমী দিনে পবিত্র আত্মা প্রেরিত হলেন তিনি যেন মণ্ডলীকে উত্তরোত্তর পবিত্রিত করেন যাতে করে বিশ্বাসীরা খ্রিষ্ট দ্বারা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেতে পারে (এফে ২:১৮ দ্রঃ)। সেই আত্মাই জীবনদায়ী আত্মা বা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী জলের উৎস (যোহন ৪:১৪; ৭:৩৮-৩৯ দ্রঃ); তাঁর দ্বারাই পিতা পাপে মৃত মানুষকে সঞ্জীবিত করে থাকেন যতদিন না তিনি তাদের মরদেহকে খ্রিষ্টে পুনরুত্থিত করেন (রো ৮:১০-১১ দ্রঃ)।

আত্মা মণ্ডলীতে ও ভক্তদের হৃদয়ে এক মন্দিরেই যেন বসবাস করেন (১ করি ৩:১৬; ৬:১৯ দ্রঃ): তাদের অন্তরে তিনি প্রার্থনা করেন ও দত্তকপুত্রত্ব বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন (গা ৪:৬; রো ৮:১৫-১৬, ২৬ দ্রঃ)। তিনি মণ্ডলীকে পূর্ণ সত্যের মধ্যে প্রবেশ করান, সহভাগিতা ও ভ্রাতৃসেবায় একত্রিত করেন, নানা শাসনমূলক ও সেবামূলক অনুগ্রহদান দ্বারা শিক্ষামণ্ডিত ও চালিত করেন ও আপন ফলগুলিতে অলঙ্কৃত করেন (এফে ৪:১১; ১ করি ১২:৪; গা ৫:২২ দ্রঃ)। সুসমাচারের শক্তিগুণে তিনি মণ্ডলীকে নিত্যযৌবন দান করেন, তাকে নিত্যনবায়ন করেন ও তার বরের সঙ্গে সিদ্ধ মিলনের দিকে চালিত করেন। কেননা আত্মা ও কনে প্রভু যিশুকে বলেন, এসো (প্রকাশ ২২:১৭ দ্রঃ)।

এভাবে সার্বজনীন মণ্ডলী পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য থেকে উদ্গত এক সমবেত জনসমাজ বলে প্রতীয়মান হয়। পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত (১ যোহন ২:২০, ২৭ দ্রঃ) ভক্তদের সার্বজনীনতা বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে না, ও তার এ স্বীয় বৈশিষ্ট্য তখনই অলৌকিক বিশ্বাসবোধে প্রকাশ পায়, যখন বিশপবর্গ থেকে শুরু ক'রে কনিষ্ঠ ভক্তজন পর্যন্ত তারা বিশ্বাস ও নীতি ক্ষেত্রে একমত ব্যক্ত করে।

এই যে বিশ্বাসবোধ যা আত্মা দ্বারা উদ্দীপ্ত ও সুস্থির রাখা হয়, তার মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণ সেই পুণ্যবান শিক্ষাসনের অধীনে যার প্রতি তাঁরা বিশ্বস্তভাবে অনুগত থাকেন,

মানুষের বাণী নয়, বরং সত্যিকারে ঈশ্বরেরই বাণী গ্রহণ করেন (১ থে ২:১৩ দ্রঃ), *পবিত্রজনদের কাছে একবার চিরকালের মত সম্প্রদান-করা বিশ্বাসকে* (যুদ ৩) দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন, সঠিক জ্ঞান দিয়ে তার মধ্যে অধিক গভীরতর ভাবে প্রবেশ করেন ও আপন জীবনে তা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করেন। উপরন্তু পবিত্র আত্মা যে শুধু সাক্রামেন্তগুলি ও সেবাকর্মগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরের জনগণকে পবিত্রিত করেন, চালিত করেন ও সদ্‌গুণাবলিতে অলঙ্কৃত করেন এমন নয়, তিনি বরং আপন দানগুলিকে *ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন* (১ করি ১২:১১), সর্বশ্রেণির ভক্তদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানও বিতরণ করেন, যেগুলি দ্বারা তিনি মণ্ডলীর নবায়ন ও মহত্তর বৃদ্ধিলাভে উপকারী নানা কাজ ও দায়িত্ব বরণ করতে তাদের উপযুক্ত ও তৎপর করে তোলেন—যেমনটি লেখা আছে, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া* (১ করি ১২:৭)।

এ ঐশদানগুলি, অসাধারণ হোক কিংবা সাধারণ ও ব্যাপকাকারে বিস্তারিত হোক, যেহেতু সবগুলি মণ্ডলীর নানা প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতপক্ষে উপযোগী ও অনুকূল, সেজন্য সেগুলিকে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

**শ্লোক** - যোহন ৭:৩৭, ৩৮, ৩৯

*প্র* পর্বের শেষ দিনে যিশু বললেন : কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক ;

*উ* জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা।

*উ* জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১৩-২১)

**পাপীদের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন**

প্রিয়জনেরা, তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামের প্রতি বিশ্বাসী,
আমি তোমাদের কাছে এ সমস্ত লিখেছি
যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।
আর তাঁর কাছে আমাদের যে দৃঢ় প্রত্যয় আছে, তা এ :
আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন যাচনা করলে তিনি আমাদের কথা শোনেন।
আর যদি জানি, যা কিছু আমরা যাচনা করি, তিনি আমাদের কথা শোনেন,
তবে এও জানি যে, আমরা যা যাচনা করি, সেই সমস্ত পেয়ে গেছি।
যদি কেউ নিজ ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়,
তবে সে যাচনা করুক, আর তিনি তাকে জীবন দান করবেন
—অবশ্য তাদেরই, যাদের পাপ মৃত্যুজনক নয়।

কেননা মৃত্যুজনক একটা পাপ আছে,
সেটার বিষয়ে তো আমি অনুরোধ রাখতে বলছি না।
যে কোন অধর্মই পাপ,
কিন্তু এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়।
আমরা জানি : যে কেউ ঈশ্বর হতে জনিত, সে পাপ করে না ;
বরং ঈশ্বর হতে যে জনিত, তাকে তিনি রক্ষা করেন,
আর সেই ধূর্তজন তাকে স্পর্শ করে না।
আমরা জানি : আমরা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং সমগ্র জগৎ সেই ধূর্তজনের অধীন।

এও আমরা জানি :

ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন

এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন।

আর আমরা সেই সত্যময়ে আছি, তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে আছি ব'লে।

তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

বৎস, তোমরা দেবমূর্তীগুলো থেকে দূরে থাক।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৫:২০; যোহন ১:১৮

*প্র* আমরা জানি : ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন,

*উ* এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন,

*উ* এবং সেই সত্যময়কে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে মঠাধ্যক্ষ ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮:২-৩)

**পবিত্র আত্মার কাজ**

যিশু আপন শিষ্যদের একথা বললেন, *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন* (যোহন ১৪:১৬)।

যাঁকে সহায়ক বা সান্ত্বনাদানকারী বলে, সেই পবিত্র আত্মা হলেন বিশ্বাসীদের সুমন্ত্রণাদাতা, ও যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তিনি তাদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি ছাড়া শক্তিও নেই, পবিত্রতাও নেই। তিনি তাঁর আপনজনদের ঢালের মতই নিরাপদে রাখেন, এবং যাদের শাশ্বত গৌরবলাভের জন্য নির্ধারণ করেছেন, তিনি তাদের সকলের বীরপুরুষ রূপে দাঁড়ান। তিনি দুঃখীদের সান্ত্বনাদানকারী, এতিমের পিতা, বিধবাদের রক্ষক।

তিনি তো দুঃখীদের সান্ত্বনা দেন বটে, কিন্তু দুঃখী বলতে তাদেরই কথা বোঝায় যারা নিজেদের পাপের জন্য ও পাপজনিত দুঃখযন্ত্রণার জন্য শোকার্ত; যারা পাপাচরণ ক'রে নিজেদের জীবন নষ্ট করেছে ব'লে শুধু নয়, বরং গৌরবের রাজা সেই খ্রিষ্টের ক্রোধের পাত্র হয়েছে বলেই মর্মপীড়িত। আবার তারাই দুঃখী, যারা ক্রুশের উপর যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, নিজেদের অপকর্মের ফলে সেই ত্রাণকর্তাকে তুচ্ছ করেছে বলেই ভগ্নহৃদয়। অবশেষে তাদেরই দুঃখী বলে, যারা তাদের পরিত্রাণের উৎস ও জীবনলাভের একমাত্র আশা সেই খ্রিষ্টের শ্রীমুখ দেখতে অক্ষম হওয়ায়ই চোখের জল ফেলে। যিশুর সেই আত্মা এদের সকলকে সান্ত্বনা দেন। বর্তমানকালে তিনি তাদের দেবেন সেই স্বস্তি যার উপর তারা আশা রেখেছিল। কিন্তু যাদের ভালবাসা তাদের নিজেদের গণ্ডির বাইরে যায় না, সত্যের আত্মা তাদের এড়িয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা, মানুষ তাঁকে, কেবল তাঁকেই তাঁর নিজের খাতিরেই ভালবাসবে। তাঁর বাসনা, তিনি হবেন আমাদের ভালবাসার একমাত্র পাত্র; আর শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা সম্পূর্ণই হওয়া চাই। যারা তাঁকে ভালবাসে, এর প্রতিদানে তাঁর বদান্যতা যেমন তুলনার অতীত, তেমনিভাবে ভালবাসার ক্ষেত্রে তাঁর মত কেউই নেই।

তবু ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে এমন ভালবাসা প্রত্যাশা করেন, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে অন্য সমস্ত কিছুও ভালবাসি ও তাঁকে বাদ দিয়ে যেন কিছুই ভাল না বাসি। স্রষ্টা বলে তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস; তিনি সবকিছু গড়লেন বলেই সবকিছু মঙ্গলময়। সেজন্য সৃষ্টবস্তুকে ভালবাসাতে সেগুলির স্রষ্টাকেই আমাদের ভালবাসা উচিত। তাদের নিজেদের খাতিরে নয়, বরং যিনি তাদের অস্তিত্ব দিলেন, তাঁরই খাতিরে সৃষ্টবস্তুকে ভালবাসা দরকার। যে কেউ সোনা বা রুপো কিংবা পার্থিব ঐশ্বর্য বা ধনসম্পদের প্রতি তাদের নিজেদেরই খাতিরে আসক্ত, সে পিতার ভালবাসার কাছে বিদেশীই যেন। সমস্ত সৃষ্টবস্তুতে স্রষ্টাকেই ভালবাসা উচিত, আবার তাঁর মধ্যেই সমস্ত কিছু ভালবাসা উচিত। এভাবে তাঁকে ভালবাসলে, তবে অন্য সমস্ত কিছুও আমরা ভালবাসি বটে, তবু ঈশ্বরই আমাদের ভালবাসার প্রকৃত ও একমাত্র পাত্র হয়ে দাঁড়ান।

মনশ্চক্ষুর অসুখ হলে কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। সত্যের আত্মাকে উপলব্ধি করার আগে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন। পবিত্র আত্মার উপযুক্ত মন্দির

হবার আগে আমাদের দেহকেও নির্মল ও শুদ্ধ করা প্রয়োজন। এসো, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যাতে সেই শুদ্ধতা অর্জন করতে পারি, যে শুদ্ধতা পবিত্র আত্মার গৌরবময় সৌন্দর্য দর্শনলাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত করবে। তবেই আমরাও যিশুর প্রেরিতদূতদের মত সেই আলোকে জানতে পারব; তবেই তিনি এজীবনে আমাদের সঙ্গে বাস করবেন ও পরজীবনে চিরকালের মত আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

**শ্লোক** - যোহন ১৪:১৬; ১৬:৭

*প্র* আমি পিতাকে অনুরোধ করব, আর তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, সেই সত্যের আত্মা,

*উ* যিনি চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না,

*উ* যিনি চিরকালের মত তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৭:২১-৪৪)

## জাহাজডুবি

সকলে অনেক দিন না খেয়ে থাকার পর, পল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মানুষ, তোমাদের উচিত ছিল, আমার কথা মেনে নিয়ে ক্রীট থেকে জাহাজ না ছাড়া; তবেই এই অমঙ্গল ও ক্ষতি এড়াতে পারতে। যাই হোক, এখন আমার পরামর্শ এ: ভেঙে পড়ো না, কারণ কারও প্রাণের হানি হবেই না, কেবল জাহাজেরই হবে। কেননা আমি যে ঈশ্বরের মানুষ ও যাঁর সেবা করি, তাঁর এক দূত গত রাতে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, পল, ভয় করো না, কায়েসারের সামনে তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। আর দেখ, তোমার জন্যই ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রীর প্রাণ রক্ষা করবেন। তাই, হে মানুষেরা, ভেঙে পড়ো না, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন আস্থা আছে যে, আমার কাছে যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনিই ঘটবে। তবে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তেই হবে।'

এভাবে আমরা আদ্রিয়া সাগরে ভেসে যেতে যেতে যখন চৌদ্দ দিনের রাত এল, তখন মাঝরাতের দিকে নাবিকেরা অনুমান করতে লাগল যে, তারা কোন একটা দেশের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। ওলনদড়ি ফেলে মেপে দেখা গেল, সেখানে জলের গভীরতা বিশ বাঁও। একটু পরে আবার দড়ি ফেলে মাপা হল: দেখা গেল, পনেরো বাঁও। তখন পাছে আমরা কোন পাথুরে উপকূলে গিয়ে পড়ি, এই ভয়ে জাহাজের পিছন দিক থেকে চারটে নোঙ্গর নামিয়ে দিয়ে তারা উন্মুখ হয়ে সকালের অপেক্ষায় বসে থাকল। নাবিকেরা জাহাজ থেকে একবার পালাতে চেষ্টা করেছিল; গলুইয়ের দিক থেকে কয়েকটা নোঙ্গর ফেলবার ছল করে তারা ডিঙিটা সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল; এজন্য পল শতপতিকে ও সৈন্যদের বললেন, 'ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পেতে পারবেন না।' তাই সৈন্যেরা ডিঙির দড়ি কেটে তা জলে পড়তে দিল।

সকাল হয়ে আসছে, সেসময় পল সকল লোককে কিছু খেতে অনুরোধ করতে লাগলেন; বললেন, 'আজ চৌদ্দ দিন হল, আপনারা কিছু না খেয়ে অনাহারে অপেক্ষা করতে করতে বসে আছেন; তাই আমার অনুরোধ: কিছু খেয়ে নিন, নিজেদের বাঁচানোর

জন্য কিছুটা খাওয়া দরকার! আপনাদের কারও মাথার এক গাছি চুলও নষ্ট হবে না।' তা বলে পল রুটি নিয়ে সকলের চোখের সামনে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। তখন সকলে সাহস পেল, এবং তারাও খেতে লাগল। সেই জাহাজে আমরা মোট দু'শো ছিয়াত্তরজন লোক ছিলাম, সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে পর তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজটা হালকা করে দিল।

সকাল হলে তারা বুঝতে পারছিল না, সেটা কোন্ জায়গা। কিন্তু তারা লক্ষ করল, সামনে বালুতটে ঘেরা একটা উপসাগর আছে; পরামর্শ করল, সম্ভব হলে সেই বালুতটের উপরে জাহাজটা তুলে দেবে। তারা নোঙ্গরগুলো কেটে সমুদ্রে ছেড়ে দিল, এবং একই সময়ে হালগুলোর বাঁধনও খুলে দিল; পরে সামনের দিকের পাল বাতাসের মুখে তুলে দিয়ে বালুতটের দিকে চলতে লাগল। কিন্তু একটা চরে হঠাৎ ঠেকে গিয়ে জাহাজটা আটকে গেল, আর জাহাজের সামনের দিক আটকে গিয়ে অচল হয়ে রইল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে যেতে লাগল। বন্দিরা পাছে সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়, সেই ভয়ে সৈন্যেরা তাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছিল, কিন্তু শতপতি পলকে রক্ষা করার ইচ্ছায় তাদের সেই সঙ্কল্প থেকে ক্ষান্ত করলেন। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে ঝাঁপ দিয়ে ডাঙায় উঠবে, আর বাকি সকলে তক্তা কিংবা জাহাজের যা কিছু পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠবে। এভাবে সকলে ডাঙায় উঠে রক্ষা পেল।

শ্লোক - ২ তি ২:৯; সাম ১১৯:৪৬

প্র সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি,

উ কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমার নির্দেশমালা প্রচার করব রাজাদের সামনে, করব না কো লজ্জাবোধ।

উ কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক)

## আমি যদি চলে না যাই,
## সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না

পৃথিবীতে খ্রিষ্টের কাজ পূর্ণতা লাভ করেছিল বটে, অথচ এও তখনও প্রয়োজন ছিল যে, আমরা বাণীর ঐশস্বরূপের অংশভাগী হয়ে উঠব, অর্থাৎ আমাদের জীবন ত্যাগ করে অন্য জীবনে রূপান্তরিত হব ও নবীন পুণ্যাচরণে প্রতিষ্ঠিত হব: আমরা কিন্তু পবিত্র আত্মার সহভাগী না হলে তেমন কিছু হতে পারত না।

পবিত্র আত্মার প্রেরণ ও আমাদের উপর তাঁর অবতরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ছিল আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের চলে যাওয়ার পরবর্তী সময়।

যতদিন খ্রিষ্ট মাংসধারী অবস্থায় ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন, ততদিন—আমি মনে করি—তিনি তাদের মঙ্গলকর সবকিছুর দাতা বলে প্রতীয়মান ছিলেন; যখন কিন্তু নির্ধারিত সময় এল তিনি স্বর্গীয় পিতার কাছে আরোহণ করবেন, তখন এ কি প্রয়োজন ছিল না যে, তিনি আত্মার মধ্য দিয়েই আপন ভক্তদের কাছে উপস্থিত থাকবেন ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বাস করবেন যাতে নিজেদেরই অন্তরে তাঁকে পেয়ে আমরা সাহসের সঙ্গে বলতে পারতাম 'আব্বা, পিতা,' যত সদ্‌গুণের দিকে সহজে ছুটে যেতে পারতাম ও সর্বশক্তিমান আত্মাকে লাভের ফলে শয়তানের ফন্দি ও মানুষের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও অপরাজেয় হয়ে উঠতে পারতাম?

আত্মা যাদের অন্তরে এসে বাস করেন, তিনি যে তাদের সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করেন ও নবধরনের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, একথা কি প্রাক্তন ও নব সন্ধির নানা সাক্ষ্যদানে খুব সহজে প্রমাণ করা যায় না? নবী শামুয়েল শৌলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, *প্রভুর আত্মা তোমার উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়বে, আর তুমি অন্য রকম মানুষ হয়ে উঠবে* (১ শামু ১০:৬)। আর ধন্য পল লিখলেন, *স্বয়ং প্রভুই সেই আত্মা; আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি* (২ করি ৩:১৭, ১৮)। তুমি কি দেখতে পাও কী

করে আত্মা যাদের অন্তরে বাস করেন তাদের অন্য প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করেন? তিনি পার্থিব বিষয়ে সহজে-ব্যস্ত মনকে স্বর্গীয় বিষয় দর্শনে উন্নীত করেন, দুর্বলের ভয়কে মনের সাহসী ও উদার শক্তিতে পরিণত করেন। কোন সন্দেহ নেই: এসব কিছু শিষ্যদের বেলায় ঘটেছিল। তাঁরা আত্মা দ্বারা এত বলবান হয়ে উঠলেন যে নির্যাতকদের অত্যাচারে পরাজিত হতে পারেননি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে খ্রিষ্টপ্রেম আঁকড়ে ধরলেন।

আমি স্বর্গে ফিরে যাই, এ তোমাদের পক্ষে ভাল (যোহন ১৬:৭ দ্রঃ)। হ্যাঁ, ত্রাণকর্তার এ বাণী খুবই সত্য, কেননা সে সময়টি ছিল পবিত্র আত্মার অবতরণের নির্ধারিত সময়।

**শ্লোক** - যোহন ১৬:৭, ১৩-১৪ দ্রঃ

*প্র* আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।

*উ* তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন।

*উ* তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের দ্বিতীয় পত্র

**ধর্মতত্ত্বে যে স্থিতমূল থাকে,**

**সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে**

প্রবীণ এই আমি, যাদের সত্যিই ভালবাসি—আর শুধু আমি নয়, যারা সত্য জেনেছে, তারা সকলেও—সেই সত্যের কারণে যা আমাদের অন্তরে বসবাস করছে এবং আমাদের সঙ্গে অনন্তকাল থাকবে, সেই মনোনীতা ভদ্রজনা ও তার সন্তানদের সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও পিতার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকুক—সত্যে ও ভালবাসায়।

আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি, কেননা দেখতে পেয়েছি, আমরা পিতা থেকে যেভাবে আজ্ঞা পেয়েছি, তোমার কয়েকজন সন্তান সেইভাবে সত্যে চলছে। আর এখন, ভদ্রে, তোমার কাছে অনুরোধ রাখি: নতুন আজ্ঞা নয়, আদি থেকে যা পেয়েছি, সেই আজ্ঞার কথাই লিখছি—আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি।

আর ভালবাসা এ: আমরা যেন তাঁর আজ্ঞাগুলি অনুসারে চলি; তোমরা আদি থেকে যেভাবে শুনে আসছ, আজ্ঞাটি এ: ভালবাসায় চল। কেননা অনেক প্রতারক জগতে বেরিয়েছে; তারা যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না—এ-ই তো প্রতারক ও খ্রিষ্টবৈরী! সতর্ক হও, তোমরা যা সাধন করেছ, তার ফল না হারিয়ে বরং যেন পূর্ণ পুরস্কার পাও। যে কেউ মাত্রা অতিক্রম করে ও খ্রিষ্টের শিক্ষায় স্থিতমূল থাকে না, সে ঈশ্বরকে পায়নি; এ শিক্ষায় যে স্থিতমূল থাকে, সে পিতাকেও পেয়ে গেছে, পুত্রকেও পেয়ে গেছে। যদি কেউ এ শিক্ষা বহন না করে তোমাদের কাছে আসে, তোমরা তাকে ঘরে গ্রহণ করো না, তাকে স্বাগতও জানিয়ো না। বস্তুত, তাকে যে স্বাগত জানায়, সে তার সমস্ত দুষ্কর্মের সহভাগী হয়।

তোমাদের কাছে অনেক কথা লেখার ছিল; কাগজে-কালিতে তা করতে চাচ্ছি না। কিন্তু আশা রাখি, তোমাদের কাছে আসব ও তোমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব, যেন আমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানেরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

**শ্লোক** - ২ যোহন ৫, ৩; দ্বিঃবিঃ ৫:৩৩ দ্রঃ

*প্র* পিতার কাছ থেকে যে আজ্ঞা পেয়েছি, তা নতুন নয়, আদি থেকেই তা পেয়েছি:

*উ* তোমরা সত্যে ও ভালবাসায় চল। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের যে যে পথে চলবার আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চলবে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।

*উ* তোমরা সত্যে ও ভালবাসায় চল। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৬শ ধর্মশিক্ষা, পবিত্র আত্মা ১:১১-১২, ১৬)

**পবিত্র আত্মার জীবন্ত জল**

*আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী* (যোহন ৪:১৪)। এ জল এমন নবধরনেরই জল, যে জল জীবন্ত ও ঊর্ধ্বগামী; তাদেরই জন্য ঊর্ধ্বগামী যারা যোগ্য।

কোন্ কারণেই বা খ্রিষ্ট আত্মার অনুগ্রহকে জল বললেন? কারণ সমস্ত কিছুই জলের উপরে নির্ভর করে: উদ্ভিদ ও জীবজন্তু উভয়ের উৎপত্তি হল জল; বৃষ্টির আকারে জল আকাশ থেকে নেমে আসে; আকারে-প্রকারে জল সবসময় একরকম হয়েও, তবু বিভিন্ন কার্যফল উৎপন্ন করে, খেজুরগাছে এক কার্যফল, আঙুরলতায় অন্য কার্যফল, ইত্যাদি।

বৃষ্টি যে একবার একরকম আর একবার অন্যরকম ভাবে পড়ে, তেমন নয়, বরং পদার্থ হিসাবে সবসময় এক বৃষ্টি হয়েও তা গ্রহীতাদের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

তেমনিভাবে পবিত্র আত্মা স্বরূপে সবসময় এক, একগুণ-সম্পন্ন ও অবিচ্ছেদ্য হয়েও তাঁর দানগুলিকে ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। যেমন শুকনা

গাছ জল পেলে অঙ্কুর অঙ্কুরিত করে, তেমনি মানবাত্মা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে যোগ্য হয়ে উঠলেই ধর্মময়তা-ডাল ধরে। পবিত্র আত্মা অপরিবর্তনশীল হয়েও তবু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও খ্রিষ্টের নামে তিনি নানা কাজ সাধন করেন।

পবিত্র আত্মা একজনের জিহ্বা প্রজ্ঞা প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন, আর একজনের মন নবীর মনের মত আলোকিত করেন; একজনকে অপদূত তাড়াবার ক্ষমতা, আর একজনকে পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা মঞ্জুর করেন। তিনি আবার একজনকে আত্মসংযমে দৃঢ় করেন, আর একজনকে দয়াপরবশ হতে শেখান; একজনকে উপোস রাখতে ও তপস্যার সাধনা বহন করতে শেখান, আর একজনকে দৈহিক যত ব্যাপার তুচ্ছ করতে প্রেরণা দেন, আবার একজনকে সাক্ষ্যমরণের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি এক একজনের জন্য ভিন্ন, অথচ আত্মা হিসাবে তিনি কখনও ভিন্ন নন; এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া* (১ করি ১২:৭)।

তাঁর আগমন নম্র ও কোমল, তাঁর উপস্থিতি স্নিগ্ধ ও সুরভিত, তাঁর জোয়াল খুবই লঘুভার। জ্যোতি ও প্রজ্ঞার জ্বলজ্বলে রশ্মিমালা হল তাঁর আগমনের পূর্বলক্ষণ। তিনি সত্যকার গুরু ও প্রতিপালক, আর আসলে তিনি ত্রাণ করতে, নিরাময় করতে, শিক্ষা দিতে, পরামর্শ দিতে, বলবান করতে, সান্ত্বনা দিতে আসেন; তাঁকে যে গ্রহণ করে, পবিত্র আত্মা তারই মন প্রথমে আলোকিত করতে আসেন, তারপর তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে অন্যান্যদের মন আলোকিত করেন। যেমন যে লোক আগে অন্ধকারে ছিল, তারপর সূর্যের আলোতে এসে সে সেই আলো চোখে গ্রহণ করে, যার ফলে আগে যা দেখত না, এখন তা স্পষ্টই দেখতে পায়, তেমনি পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে যে যোগ্য হয়ে উঠেছে, সে অন্তরে আলোময় হয়, যার ফলে সাধারণ দৃষ্টিশক্তির ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে এমন কিছু দেখতে পায় যার কথাও জানত না।

শ্লোক - ১ করি ১২:৬-৭, ২৭

*প্র* বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

℣ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

℣ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৮:১-১৪)

## মাল্টা থেকে রোম অভিমুখে পলের যাত্রা

একবার রক্ষা পেয়ে আমরা জানতে পারলাম, সেই দ্বীপের নাম মাল্টা। সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করল: তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল এবং যথেষ্ট শীত করছিল বিধায় তারাই আগুন জ্বালিয়ে আমাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাল। পল এক গাদা জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে সেই আগুনের উপরে ফেলে দিতে দিতে আগুনের তাপে একটা বিষাক্ত সাপ বের হয়ে তাঁর হাত কামড়ে ধরল। তখন সেই অধিবাসীরা তাঁর হাতে সেই জন্তুটা ঝুলছে দেখে এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'লোকটা নিশ্চয়ই একটা খুনী; সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়দেবী একে বাঁচতে দিলেন না।' কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে জন্তুটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল, তাঁর দেহ ফুলে উঠবে, বা তিনি হঠাৎ মরে মাটিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন দেখল, অস্বাভাবিক কিছুই তাঁর ঘটছে না, তখন তাদের মত পাল্টে গেল, আর বলতে লাগল, উনি দেবতা!

সেই জায়গার কাছাকাছি অঞ্চলে ওই দ্বীপের প্রশাসক পুব্লিউসের নিজের জমিদারি ছিল; তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে তিন দিন ধরে আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখালেন। সেসময় পুব্লিউসের পিতা জ্বর ও আমাশায় শয্যাশায়ী ছিলেন। পল ভিতরে তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করার পর তাঁর উপর হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী সেই দ্বীপে ছিল, সকলে এসে সুস্থ হয়ে উঠল। আর তারা খুব আদরের সঙ্গে আমাদের সমাদর করল, এবং আমাদের চলে যাওয়ার সময়ে নানা ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী জাহাজে এনে দিল।

তিন মাস পর আমরা আলেক্সান্দ্রিয়ার একটা জাহাজে উঠে রওনা হলাম; জাহাজটা ওই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়েছিল, এর গলুইয়ে ছিল যমজ-দেবের মূর্তি। আমরা সিরাকিউজে এসে ভিড়লাম, আর সেখানে তিন দিন থাকলাম। সেখান থেকে তীর ঘেঁষে ঘুরে গিয়ে রেগিউমে এসে পৌঁছলাম; এক দিন পর দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু হল আর

আমরা দ্বিতীয় দিনে পুতেওলিতে এসে পৌঁছলাম। সেখানে কয়েকজন ভাইদের পেলাম; তাঁরা অনুনয়-বিনয় করলে আমরা এক সপ্তাহ তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলাম; আর এভাবে রোমে এসে পৌঁছলাম।

**শ্লোক** - মার্ক ১৬:১৭, ১৮; যোহন ১৪:১২

*প্র* যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে:

*উ* তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, হাতে করে সাপ তুলবে ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

*প্র* আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে।

*উ* তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, হাতে করে সাপ তুলবে ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'বিশ্বাসের দর্পণ' থেকে পাঠ

**আমাদের প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার সাড়া**

হে খ্রিষ্টভক্ত, বিশ্বাসের গভীরতম মর্মসত্যের সামনে তুমি যদি একপ্রকারে দ্বিধাবোধ কর, সাহস ধর! তখন স্পর্ধার সঙ্গে নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গে বল, এসব কিছু কী করেই বা হতে পারে? তোমার জিজ্ঞাসা একটা প্রার্থনাই হোক, হোক ভালবাসা, ভক্তি ও বিনম্র আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ঈশ্বরত্বের শীর্ষস্থান ভেদ করতে চেষ্টা করো না, বরং আমাদের ত্রাতা ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তিতেই পরিত্রাণের সন্ধান পাও।

তবেই ঈশ্বরের মহা-সুমন্ত্রণার দূত উত্তরে বলবেন, পিতার কাছ থেকে যাঁকে আমি পাঠাব, সেই সহায়ক যখন আসবেন, তখন তিনি সবকিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন ও পূর্ণ সত্য তোমাদের শিখিয়ে দেবেন (যোহন ১৪:২৬; ১৬:১৩ দ্রঃ)। মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া যেমন কেউই মানুষের অন্তরের কথা জানে না, *তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (১ করি ২:১১)।

সুতরাং পবিত্র আত্মার অংশভাগী হতে তৎপর হও! তুমি যখন তাঁকে ডাক, তখন তিনি তোমার সঙ্গে থাকেন; তিনি আগে থেকেই উপস্থিত বলেই তুমি তাঁকে ডাকতে পার। তোমার প্রার্থনা শুনে তিনি যখন আসেন, তখন সঙ্গে ক'রে প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। তিনি হলেন এমন নদীর স্রোত যা আনন্দিত করে তোলে ঈশ্বরের নগর।

তিনি এসে যদি তোমাকে বিনম্র ও নীরব আর বাণীভীরু দেখতে পান, তবে তোমার উপর অধিষ্ঠান করে তোমার কাছে সেই সবকিছু প্রকাশ করবেন, পিতা ঈশ্বর যা এজগতের জ্ঞানবান ও সুবিবেচক মানুষের কাছ থেকে লুক্কায়িত রেখেছেন। তবেই তুমি সেই সমস্ত কথা বুঝতে শুরু করবে যা ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে থাকতেও শিষ্যদের বলতে পারতেন, অথচ শিষ্যেরা তা সহ্য করতে অক্ষম হলেন যতক্ষণ না সেই সত্যের আত্মা এলেন যিনি পূর্ণ সত্য তাঁদের শিখিয়ে দেবার কথা। স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি যা বলে দিতে পারেননি, সেই সত্য বাণী মানুষেরই কাছ থেকে শিখব, তেমন আশা রাখতে পারি না, কারণ তিনি নিজে বললেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* (যোহন ৪:২৪)।

যেমন যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়, তেমনিভাবে যারা তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বুঝতে ও তার সূক্ষ্ম সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা দরকার।

এজীবনের অন্ধকারময় অজ্ঞতার মধ্যে পবিত্র আত্মা হলেন সেই আলো যা যারা আত্মায় দীনহীন তাদের আলোকিত করে, তিনি হলেন সেই ভালবাসা যা তাদের প্রেরণা দেয়, সেই মাধুর্য যা তাদের আকর্ষণ করে, তিনি হলেন ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রবেশপথ, তিনি হলেন প্রেমিকের প্রেম। পবিত্র আত্মা হলেন ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা। বিশ্বাসের ধাপ বেয়ে আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঐশধর্মময়তা প্রকাশ করেন; এর ফলে উত্তরোত্তর অনুগ্রহধারা আসে, এবং উপলব্ধি-আলোকিত বিশ্বাস শ্রবণজনিত বিশ্বাসের স্থান দখল করে।

**শ্লোক** - এফে ১:১৭-১৮; ১ করি ২:১২

*প্র* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন।

℣ তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী। আল্লেলুইয়া।

℟ তোমরা তো এজগতের আত্মা পাওনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছ।

℣ তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী। আল্লেলুইয়া।

# শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের তৃতীয় পত্র

### এসো, সত্যে চলি

প্রবীণ এই আমি, প্রিয় গাইউসের সমীপে, যাঁকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

প্রিয়তম, আধ্যাত্মিক জীবনে তুমি যেমন কুশলে আছ, প্রার্থনা করি, সব দিক দিয়ে তুমি যেন কুশলে থাক, তোমার শরীর যেন সুস্থ থাকে। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যখন কয়েকজন ভাই এসে তোমার সত্যের বিষয়ে—তুমি কী ভাবে সত্যে চল—সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, একথা শুনতে পাওয়ার চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই।

প্রিয়তম, ভাইদের জন্য, এমনকি তাঁরা বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের জন্য তুমি যা কিছু করছ, তাতে তোমার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত। তাঁরা মণ্ডলীর কাছে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর তুমি যদি তাঁদের যাত্রার এমন ব্যবস্থা কর যা ঈশ্বরের যোগ্য, তবে ভালই করবে। তাঁরা তো নামের খাতিরেই বেরিয়েছেন, বিধর্মীদের কাছ থেকে কিছুই দাবি করেননি। তাই তেমন মানুষদের সাদরে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, যেন সত্য-সাধনে তাঁদের সহযোগী হতে পারি।

মণ্ডলীর কাছে কিছু লিখেছিলাম, কিন্তু সেখানকার মাতব্বরিপ্রিয় দিওত্রেফেস আমাদের গ্রাহ্যই করছেন না। তাই যখন আমি আসব, তখন তিনি বাজে কথা ব'লে আমার নিন্দা ক'রে যে সমস্ত কাজ করছেন, তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব। আর তিনি তাতেও তুষ্ট নন; তিনি নিজেই ভাইদের গ্রাহ্য করতে চাচ্ছেন না, আর যারা তাঁদের গ্রাহ্য করতে ইচ্ছুক, তাদেরও তিনি বাধা দিচ্ছেন, এমনকি মণ্ডলী থেকে তাদের বের করে দিচ্ছেন। প্রিয়তম, যা মন্দ, তা নয়, যা ভাল, তারই অনুকারী হও। যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে অসৎ কর্ম করে, সে ঈশ্বরকে দেখেনি।

দেমেত্রিওসের পক্ষে সকলে, এমনকি স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছেন; আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

তোমার কাছে অনেক কথা লেখার ছিল, কিন্তু কালি-কলমে তা করতে চাচ্ছি না। আশা রাখি, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা হবে; তখন মুখোমুখি হয়ে সব কথা বলব। তোমার শান্তি হোক! বন্ধুরা তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রত্যেকের নাম করে তুমিও বন্ধুদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

**শ্লোক** - ৩ যোহন ১১; ১ পি ২:১৯

*প্র* যা মন্দ তা নয়, যা ভাল তারই অনুকারী হও।

*উ* যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* অন্যায়-শাস্তি ভোগ ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের প্রতি সদ্বিবেকের খাতিরে একটা অনুগ্রহ।

*উ* যে সৎকর্ম করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৬শ ধর্মশিক্ষা ২০-২৩)

**পবিত্র আত্মার ভূমিকার মাহাত্ম্য**

পবিত্র আত্মাকে সান্ত্বনাদানকারী বলে, কারণ তিনি আমাদের সান্ত্বনা ও প্রেরণা দান করেন, *আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে করেন* (রো ৮:২৬)। খ্রিষ্টের খাতিরে মানুষ অনেক বার অকারণে নিপীড়ন ও অপমান ভোগ করে। যখন সাক্ষ্যমরণ সন্নিকট ও চারদিকে আগুন, খড়্গ, নরগ্রাসী পশু, গভীর গহ্বরের মত যত পীড়ন উপস্থিত, তখন পবিত্র আত্মা মৃদুকণ্ঠে বলেন, 'প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক! এখন তোমার যা কিছু ঘটছে, তা সামান্য ব্যাপার; যে পুরস্কার তোমাকে দেওয়া হবে, তা মহান। কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তুমি চিরকালের মতই স্বর্গদূতদের সঙ্গে থাকবে।' আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য

নয় (রো ৮:১৮)। পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের চিন্তা সঞ্চার করেন, তাদের স্বর্গধামের আনন্দের পূর্বাভাস দেন বিধায়ই সাক্ষ্যমরেরা বিচারকদের সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েও কিন্তু আত্মায় ইতিমধ্যে স্বর্গবাসী হয়ে সম্মুখীন নিপীড়ন তুচ্ছ করেন।

সাক্ষ্যমরেরা যে পবিত্র আত্মার শক্তিগুণেই সাক্ষ্য বহন করেন, তুমি কি এর প্রমাণ চাও? ত্রাণকর্তা আপন শিষ্যদের বলেন, *লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন* (লুক ১২:১১-১২)। মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করা কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই সম্ভব। *পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউই বলতে পারে না যে 'যিশুই প্রভু'* (১ করি ১২:৩), একথা যখন সত্য, তখন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কী করে কেউ যিশুর জন্য প্রাণ দিতে পারবে?

পবিত্র আত্মা সত্যি মহান, আর তাঁর নানা দানে সত্যি সর্বশক্তিমান ও অপরূপ। ভেবে দেখ, এখানে তোমরা কয়েকজন বসে আছ, তোমরা কয়েকজন উপস্থিত। প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য পবিত্র আত্মা প্রত্যেকের অন্তরে সক্রিয়। এখন আমি চাই, পবিত্র আত্মা দ্বারা আলোকিত হয়ে তোমরা ভাব এ গোটা ধর্মপ্রদেশে কতজন খ্রিষ্টিয়ান আছেন, আবার এ গোটা পালেস্তিনা অঞ্চলে কতজন আছেন। তারপর এ ধর্মপ্রদেশের কথা অতিক্রম করে তোমরা গোটা রোম-সাম্রাজ্যে, আর তারপর সমগ্র বিশ্বজগতের দিকে মন প্রসারিত কর। মনে রেখ যে এক একটা ধর্মপ্রদেশে বিশপ, পুরোহিত, পরিসেবক, সন্ন্যাসী, ধর্মব্রতিনী আর বহুসংখ্যক ভক্তজন আছেন।

তাঁদের মহান রক্ষাকর্তা ও বিধাতার কথাই ভাব, যিনি বিশ্বজুড়ে একজনকে দান করেন শুচিতা, আর একজনকে চিরকৌমার্য, আর একজনকে গরিবদের প্রতি দানশীলতা, আর একজনকে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতা, আর একজনকে অপদূত তাড়াবার ক্ষমতা। যেমন সূর্যের রশ্মিমালা সমস্ত জগৎকে আলোময় করে, তেমনি পবিত্র আত্মা, যাদের দেখবার মত চোখ আছে, তাদের আলো দান করেন। কেউ যদি আধ্যাত্মিক অন্ধতার ফলে এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত, তারা আলোকে নয়, বরং নিজেদের অবিশ্বাসকে দোষী করুক।

আত্মা নবীদের মুখ দিয়ে খ্রিষ্টের কথা বললেন, প্রেরিতদূতদের অনুপ্রাণিত করলেন, আর আজও বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে তাঁর মুদ্রাঙ্কনে আমাদের অন্তর মুদ্রাঙ্কিত করেন। পিতা পুত্রকেই সবকিছু দান করে থাকেন, আর পুত্র তা পবিত্র আত্মাকেই দান করে থাকেন। আমি নয়, স্বয়ং খ্রিষ্টই বলেন, আমার পিতা আমারই হাতে সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছেন (যোহন ১৩:৩ দ্রঃ), এবং পবিত্র আত্মাকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, *সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তিনি তখন আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (যোহন ১৬:১৩,১৪)।

শ্লোক - ১ করি ১২:৯-১০, ৭, ৪

*প্র* পবিত্র আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা।

*উ* প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

*প্র* বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক।

*উ* প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২৮:১৫-৩১)

## রোমে পল

রোমের ভাইয়েরা আমাদের সংবাদ পেয়ে আমাদের বরণ করার জন্য আপ্পিউস-হাট ও তিন-সরাই পর্যন্তই এগিয়ে এসেছিলেন; তাঁদের দেখে পল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন উৎসাহ পেলেন। রোমে এসে উপস্থিত হওয়ার পর পল নিজের প্রহরী সৈন্যের সঙ্গে একটা বাড়িতে আলাদা করে বাস করার অনুমতি পেলেন।

তিন দিন পর তিনি ইহুদীদের গণ্যমান্য সকল লোককে ডাকিয়ে সেখানে সমবেত করলেন। তাঁরা সমবেত হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে যদিও কোন কিছু করিনি, তবু যেরুশালেমে গ্রেপ্তার করে আমাকে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জেরা করার পরে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ না পাওয়ায় তারা আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল; কিন্তু ইহুদীরা যখন আপত্তি করতে থাকল, তখন আমি কায়েসারের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; আমি যে স্বজাতিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে চাচ্ছিলাম, এমন নয়। সেই কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য ও কথা বলার জন্য আপনাদের এখানে ডেকেছি; কারণ ইস্রায়েলের প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শেকলে আবদ্ধ হয়ে আছি।' তারা তাঁকে বলল, 'যুদেয়া থেকে আমরা আপনার বিষয়ে কোন চিঠিপত্র পাইনি; ভাইদের মধ্যেও কেউই এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি বা নিন্দাজনক কথা বলেননি। কিন্তু আপনার মনের কথা আমরা আপনার নিজের মুখেই শুনতে ইচ্ছা করি; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গায় লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।'

তাঁরা একটা দিন স্থির করে সেই দিনে অনেকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁদের কাছে তিনি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিয়ে দিলেন ও সেই বিষয়ে নিজের সাক্ষ্য দান করলেন; এবং মোশির বিধান ও নবীদের পুস্তক ভিত্তি করে যিশুর বিষয়ে তাঁদের মন জয় করতে চেষ্টা করলেন। কেউ কেউ তাঁর কথা গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আবার বিশ্বাস করলেন না। তাই তাঁরা

নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারলেন না, আর যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন পল তাঁদের এই একটি শেষ কথা বলে দিলেন: 'পবিত্র আত্মা নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা:

*যাও, এই জনগণকে বল:*
*তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝবে না!*
*তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হবে না!*
*কেননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হয়ে গেছে,*
*তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,*
*পাছে তারা চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায়,*
*হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,*
*আর আমি তাদের সুস্থ করি* (ইশা ৬:৯-১০ সত্তরী পাঠ্য)।

সুতরাং আপনারা জেনে রাখুন, বিজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল, আর তারা শুনবে!'

তিনি পুরো দু'বছর ধরে নিজের ভাড়াটে বাড়িতে থাকলেন; যত লোক তাঁর কাছে যেত, তিনি সকলকে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে ও অবাধে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন, এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত কথা শিখিয়ে দিতেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২:৩৯; ২৮:২৮ দ্রঃ

℣ সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, ও সেই সকলেরই জন্য দেওয়া

℟ আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন। আল্লেলুইয়া।

℣ আপনারা জেনে রাখুন, ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হল সেই বিজাতীয়দের কাছে

℟ আমাদের ঈশ্বর প্রভু যাদের ডেকে আনবেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার দিদিমস-লিখিত 'ত্রিত্ব' থেকে পাঠ (পুস্তক ২:১২)

## পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্মে আমাদের নবীকৃত করেন

যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে ঈশ্বর, সেই পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্মে আমাদের নবীকৃত করেন; কুগঠিত অবস্থা থেকে আমাদের আদিসৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ও তাঁর অনুগ্রহে আমাদের এমনভাবেই পরিপূর্ণ করেন যে, বাঞ্ছনীয় পুণ্যময় কিছু ছাড়া আমাদের অন্তরে অন্য কিছু স্থান পেতে পারে না। তিনি পাপ ও মৃত্যু থেকে আমাদের মুক্ত করেন; মর্তমানুষ যে আমরা, অর্থাৎ ছাই ও মাটিতে গঠিত এই আমাদের তিনি আত্মিক করে তোলেন; আমাদের করে তোলেন ঐশগৌরবের অংশীদার, পিতা ঈশ্বরের সন্তান ও উত্তরাধিকারী, পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ, খ্রিষ্টের সহ-উত্তরাধিকারী ও ভাই যারা একদিন তাঁর সঙ্গে গৌরবান্বিত হবে ও তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে। তিনি মর্তের বিনিময়ে স্বর্গ দান করেন, উদারতার সঙ্গে পরমদেশকে আমাদের মঞ্জুর করেন; স্বর্গদূতদের চেয়েও আমাদের সম্মাননীয় করেন, এবং ঐশজলকুণ্ডের মাধ্যমে নরকের অনির্বাণ আগুন নিভিয়ে দেন।

মানুষের দু'ধরনের জন্ম হয়: একটা শরীর থেকে, অন্যটা ঐশআত্মা থেকে। এবিষয়ে নানা তত্ত্ববিদ খুবই উপযোগী কথা লিখেছেন। আমি তাঁদের নাম ও তাঁদের তত্ত্ব উল্লেখ করব।

যোহন একথা বলেন: *যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁর নামে যারা বিশ্বাসী, তাদের সকলকে তিনি দিলেন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার। তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত* (যোহন ১:১২-১৩)। তিনি বলেন যে যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখেছে, তারা সকলে পেল ঈশ্বরের তথা পবিত্র আত্মারই সন্তান হওয়ার অধিকার, আর ফলত ঈশ্বরের সমজাতিও হওয়ার অধিকার। সেই পবিত্র আত্মা-ঈশ্বরই যে জন্ম দান করেন, তা প্রমাণ করার জন্য তিনি স্বয়ং খ্রিষ্টের মুখ দিয়ে একথাও বলেন, *আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫)।

বস্তুতপক্ষে যাজকদের সেবাকর্মের মাধ্যমে জলকুণ্ড প্রকাশ্যে আমাদের প্রকাশমান দেহের জন্মদান করে; কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই ঐশআত্মা যিনি মনশ্চক্ষুর পক্ষেও

দর্শনের অতীত তিনি নিজেই তাঁর নিজের মধ্যে বাপ্তিস্ম দেন ও স্বর্গদূতদের সেবাকর্মের মাধ্যমে দেহ ও আত্মাকেও জন্মদান করেন।

*জল ও আত্মা থেকে* বচনটির মত বচন দিয়ে বাপ্তিস্মদাতাও খ্রিষ্ট সম্বন্ধে বলেন, *তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* (মথি ৩:১১)। মাটির পাত্রের মত মানবদেহের পক্ষে এ দরকার আছে, আগে জল দ্বারা পরিশুদ্ধ করা হোক, তারপর আত্মিক আগুন দ্বারা, তথা সর্বগ্রাসী আগুন সেই ঈশ্বর দ্বারাই শক্ত ও পরিপক্ক করা হোক; তারপর পবিত্র আত্মাকেও দরকার আছে, তাঁর দ্বারা সে যেন নিখুঁত ও নবায়িত হয়ে উঠতে পারে; কেননা আত্মিক আগুন জলসিঞ্চন করতে সক্ষম, ও আত্মিক জল প্রজ্বলিত করতে সক্ষম।

শ্লোক - ইশা ৪৪:৩, ৪; যোহন ৪:১৪

প্ আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব। আমি আমার আত্মাকেই বর্ষণ করব।

উ তখন তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

প্ আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

উ তখন তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে। আল্লেলুইয়া।

# পাঠসংগ্রহ - পঞ্চাশত্তমী রবিবার

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৮:৫-২৭)

**যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র**

ভ্রাতৃগণ, মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়। আর যদি খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের

সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

আসলে আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন।

**শ্লোক** - গা ৩:২৬; ৪:৬; ২ তি ১:৭

*প্র* তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান:

*উ* ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন।

℟ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।

*(অথবা)* **শ্লোক** - গা ৩:২৬; ৪:৬; ২ তি ১:৭

℣ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে।

℟ তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা পুত্র, তাই ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন।

℟ তোমরা দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ। আল্লেলুইয়া।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১৭:১-৩)

**পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ**

শিষ্যদের কাছে ঈশ্বরের উদ্দেশে নবজন্ম দেওয়ার অধিকার মঞ্জুর করতে গিয়ে প্রভু বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (মথি ২৮:১৯)।

এ পবিত্র আত্মারই কথা ব'লে প্রভু নবীদের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, চরম দিনগুলিতে তিনি আপন দাস ও দাসীদের উপর আপন আত্মাকে বর্ষণ করবেন, তারা যেন নবীর মত কথা বলে। এজন্য ঐশআত্মা মানবপুত্র-হওয়া-ঈশ্বরের পুত্রের উপরেও নেমে এলেন, আর এর ফলে তিনি মানবকুলের মধ্যে বসবাস করতে, মানবের মাঝে বিশ্রাম করতে ও ঈশ্বরের সৃষ্টজীবদের মধ্যে অবস্থান করতে অভ্যস্ত হলেন, তাদের অন্তরে পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করলেন ও বার্ধক্য থেকে খ্রিষ্টের নবীনতায় তাদের নবীকৃত করলেন।

সাধু লুক বলেন, প্রভুর স্বর্গারোহণের পর পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমী পর্বে শিষ্যদের উপরে এমন শক্তির অধিকারী হয়ে নেমে এলেন যাতে তিনি সকল জাতিকে জীবনে প্রবেশপথ ও নবসন্ধির ঐশপ্রকাশ দিতে পারেন; এজন্যই পবিত্র আত্মা দূরবর্তী যত গোষ্ঠীকে ঐক্যে ফিরিয়ে আনলে ও সর্বজাতির প্রথমফসল পিতার কাছে নিবেদন করলে সকলে সমবেত ভাবে বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের স্তুতি-বন্দনা করতে লাগল।

প্রভু এজন্যই সহায়ককে প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই সহায়ক যেন ঈশ্বরের জন্য আমাদের যোগ্য করে তোলেন। কেননা যেমন শুষ্ক ময়দা জল ছাড়া একপিণ্ড বা একরুটি হতে পারে না, তেমনি অনেকে এই আমরাও যে জল স্বর্গ থেকে আসে সেই জল ছাড়া খ্রিষ্ট যিশুতে এক হতে পারতাম না। আর যেমন শুষ্ক মাটি জল না পেলে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমরাও যারা আগে শুষ্ক গাছ ছিলাম, সেই স্বেচ্ছাকৃত স্বর্গীয় বর্ষা ছাড়া কখনও জীবন-ফল ফলাতে পারতাম না। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেহ অক্ষয়শীলতাদানকারী সেই জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে ঐক্য লাভ করল, আমাদের আত্মা কিন্তু পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই সেই ঐক্য লাভ করল।

ঈশ্বরের আত্মা প্রভুর উপরে নেমে এলেন,—*সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা* (ইশা ১১:২ দ্রঃ); আর তাঁকে পেয়ে তিনিও, তাঁর নিজের কথা অনুসারে শয়তানকে যেখানে একটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতই যেন (লুক ১০:১৮ দ্রঃ) নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই সমগ্র পৃথিবীতে স্বর্গ থেকে সহায়ককে প্রেরণ ক'রে মণ্ডলীর কাছে সেই একই আত্মাকে দান করলেন। এজন্য আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সেই শিশির প্রয়োজন, আমরা যেন দগ্ধ মাটি ও ফলহীন গাছ না হই, আর যেখানে আমাদের অভিযোক্তা একজন আছে, সেখানে যেন আমাদের সহায়কও একজন থাকেন। প্রভু পবিত্র আত্মার হাতে তাঁর সেই আপন মানুষকে তুলে দিয়েছিলেন, যে মানুষ দস্যুদের হাতে পড়েছিল, যার প্রতি তিনি নিজে করুণাবিষ্ট হয়ে তার ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়েছিলেন ও দু'টো রাজকীয় টাকা দান করেছিলেন, আমরা যেন আত্মার মধ্য দিয়ে পিতা ও পুত্রের প্রতিমূর্তি ও লিপি গ্রহণ ক'রে আমাদের কাছে ধার দেওয়া পুঁজি ফলশালী ক'রে প্রভুর কাছে প্রচুর লাভ দেখাতে পারি।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২:১, ৪, ২ দ্রঃ

*প্র* যখন পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল, তখন শিষ্যেরা সকলে এক স্থানে একত্রে মিলিত হয়েছিলেন:

*উ* তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, গোটা বাড়িটা সেই শব্দে ভরে গেল।

℣ তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। আল্লেলুইয়া।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ষষ্ঠ শতাব্দীর আফ্রিকার অচেনা লেখকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ

(উপদেশ ৮, ১-৩)

**মণ্ডলীর একতা সব দেশের ভাষায় কথা বলে**

শিষ্যেরা সব দেশের ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সেসময় ঈশ্বর এমনভাবেই পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ইঙ্গিত করতে চাইলেন, যাঁরা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলেন, তাঁরা যেন সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারেন। প্রিয় ভাইবোনেরা, আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, ইনিই সেই পবিত্র আত্মা যাঁর দ্বারা ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আর যেহেতু ভালবাসাই একদিন ঈশ্বরের মণ্ডলীকে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সংগ্রহ করার কথা ছিল, সেহেতু যেমন সেসময় একজনমাত্র মানুষও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারত, তেমনি আজ পবিত্র আত্মা দ্বারা সমবেত মণ্ডলীর একতা সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারে।

সুতরাং কেউ যদি আমাদের একজনকে বলে, 'তুমি তো পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছ, তবে কেন সব দেশের ভাষায় কথা বল না?' তাহলে তাকে এভাবে উত্তর দিতে হবে, 'অবশ্যই আমি সব দেশের ভাষায় কথা বলতে পারি, কেননা আমি খ্রিষ্টের সেই দেহে আছি তথা সেই মণ্ডলীতে আছি যা সব দেশের ভাষায় কথা বলে। কেননা ঈশ্বরের মণ্ডলী যে একদিন সব দেশের ভাষায় কথা বলবে, একথা ছাড়া ঈশ্বর সেসময় পবিত্র আত্মার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আর কীবা ইঙ্গিত দিলেন?' এভাবে পূর্ণতা লাভ করল সেই প্রতিশ্রুতি যা প্রভু দিয়েছিলেন: *কেউ পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না। লোকে বরং নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখে, তাতে দুই-ই রক্ষা পায়* (লুক ৫:৩৭-৩৮ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)। একারণেই তো কয়েকটা লোক, শিষ্যদের সব দেশের ভাষায় কথা বলতে শুনে বলছিল, *নতুন আঙুররস খেয়ে ওরা মাতাল হয়েছে* (প্রেরিত ২:১৩)। আসল কথা হল যে, শিষ্যেরা সেসময় পবিত্রতার অনুগ্রহে নবায়িত

হয়ে নতুন ভিস্তি স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন: তাতে নতুন আঙুররসে তথা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে সব দেশের ভাষায় কথা বলতে বলতে উদ্দীপ্তই হয়ে উঠেছিলেন, আর এভাবে সেই স্পষ্ট অলৌকিক কাজে তাঁরা সেই মণ্ডলীর পূর্বলক্ষণ হয়ে উঠলেন, যে মণ্ডলী একদিন সব দেশের ভাষার মধ্য দিয়েই সার্বজনীন হবার কথা।

অতএব তোমরা খ্রিষ্টের একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবেই এদিন উদ্‌যাপন কর। কেননা যা উদ্‌যাপন কর, তোমরা যদি ঠিক তা-ই হও, তবেই তা বৃথা হবে না। অর্থাৎ কিনা, তোমরা সেই মণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাকে প্রভু পবিত্র আত্মায় নিত্যপরিপূর্ণ ক'রে বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধিশীল ক'রে আপন বলে স্বীকার করেন আর যা দ্বারা তিনিও স্বীকৃত হন। যেমন যে বর আপন কনেকে চোখের আড়ালে যেতে দেয়নি, তেমনি কেউ তাকে আলাদা কনেকে দিতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে তোমরা যারা সকল জাতির মানুষকে নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ তোমরা যারা খ্রিষ্টের মণ্ডলী, খ্রিষ্টের অঙ্গগুলি, খ্রিষ্টের দেহ, খ্রিষ্টের কনে, তোমাদেরই কাছে প্রেরিতদূত বলেন, *ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও* (এফে ৪:২-৩)। লক্ষ কর, যেখানে তিনি একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হতে আদেশ করলেন, সেখানে ভালবাসাই স্থাপন করলেন; যেখানে একতার আশা পেলেন, সেখানে শান্তির বন্ধন দেখালেন। এই তো ঈশ্বরের গৃহ যা জীবন্ত প্রস্তরে গড়া, যেখানে এমন গৃহস্বামী বাস করেন, যাঁর চোখ দু'টোকে যেন কোন বিচ্ছেদের সর্বনাশ কখনও দুঃখ না দেয়।

শ্লোক - প্রেরিত ১৫:৮-৯; ১১:১৮

*প্র* অন্তর্যামী ঈশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন।

*উ* তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।

℣ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন। আল্লেলুইয়া।

## অথবা (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৭ ১-৩)

**ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন,**
**যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!'**

প্রিয়জনেরা, বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত এদিনের মহোৎসব সেই পবিত্র আত্মার আগমনে পবিত্রিত হল, যিনি প্রভুর পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে প্রত্যাশী প্রেরিতদূত ও বিশ্বাসী জনগণের উপর নেমে এলেন।

প্রভু যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিধায় তিনি প্রত্যাশিত ছিলেন: তিনি যে সেদিন প্রথম বারেরই মত পবিত্রজনদের অন্তরে বাস করতে লাগবেন, এমন নয়; তিনি বরং নিজের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মানবহৃদয়কে মহত্তর ভক্তিতে প্রজ্বলিত করবেন ও নিজ মঙ্গলদানগুলি দানে তাদের উত্তরোত্তর প্লাবিত করবেন; সুতরাং আগের চেয়ে অধিক মুক্তহস্তে নিজেকে দান করায় তিনি যে নতুন একটা কাজ শুরু করছিলেন, তেমন নয়।

পবিত্র আত্মার ঐশমর্যাদা পিতা ও পুত্রের সর্বশক্তি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন নয়; আর ঐশশাসন সবকিছুর ব্যবস্থাপনায় যা কিছু নির্ধারণ করে, তা গোটা ত্রিত্বের সুব্যবস্থা থেকেই আগত। দয়ার ক্ষমাশীলতা এক, ন্যায্যতার কঠোরতাও এক; যেখানে ইচ্ছার বিভেদ নেই সেখানে কাজের বিচ্ছেদও নেই। পিতা যা কিছু আলোকিত করেন, তা পুত্রও আলোকিত করেন, পবিত্র আত্মাও আলোকিত করেন; আর যেহেতু প্রেরিত ব্যক্তি এক, প্রেরক ব্যক্তি অন্য ও প্রতিশ্রুতিদানকারী ব্যক্তিও অন্য, সেহেতু ঐক্য ও ত্রিত্ব একইসময়েই প্রকাশিত; এতে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরত্ব সমান হয়েও একাকী নয়, ও সত্তার সমতা বলতে ব্যক্তিদের সমতাকে বোঝায় না।

অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের সহযোগিতা সর্বদাই বজায় রেখে, প্রকৃতপক্ষে কোন কোন কাজ পিতা, কোন কোন কাজ পুত্র ও কোন কোন কাজ পবিত্র আত্মাই সাধন করেন; তা কিন্তু

মানবমুক্তি-পরিকল্পনা ও ত্রাণ-সঙ্কল্পের উপরেই নির্ভর করে। যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল, সেই মানুষ যদি নিজ স্বরূপকে অর্পিত মর্যাদায় থাকত ও শয়তানের ফাঁদে প্রবঞ্চিত হয়ে ও দেহকামনা দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিরূপিত বিধান লঙ্ঘন না করত, তাহলে বিশ্বস্রষ্টাও মানুষ হতেন না, সেই অনাদিকালীনও নিজেকে কালসাপেক্ষতার অধীন করতেন না, পিতার সমতুল্য পুত্র-ঈশ্বরও *পাপময় মাংসের সদৃশ মাংসে* (রো ৮:৩) দাসের অবস্থা ধারণ করতেন না। কিন্তু যেহেতু *শয়তানের হিংসার ফলে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছিল* (প্রজ্ঞা ২:২৪), আর নিজ ঐশমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি যদি সত্যকার মানুষ হয়ে—এমন মানুষ যিনি একাই পাপের কলুষ থেকে মুক্ত—আমাদের পক্ষসমর্থন না করতেন তবে আমাদের বন্দিদশা নিঃশেষ করা যেতে পারত না, সেহেতু দয়াপূর্ণ ত্রিত্ব আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাজ নিজের মধ্যে ভাগ করে নিলেন, যাতে করে পিতাকে প্রসন্ন করা হয়, পুত্র তাঁকে প্রসন্ন করেন ও পবিত্র আত্মা অগ্নিপ্রেরণা দেন।

তবু মানুষের পক্ষেও নিজেদের মুক্তিকর্মে কিছুটা অংশ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল, মুক্তিসাধক যাদের হৃদয়ে মনপরিবর্তনের বাণী ধ্বনিত করেছিলেন, তারা শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে দূরে সরে যাবে; এজন্যই প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে ঈশ্বর *আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা'* (গা ৪:৬)। *আর যেখানে প্রভুর আত্মা আছেন, সেখানে স্বাধীনতা আছে* (২ করি ৩:১৭ দ্রঃ)। উপরন্তু *পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউই বলতে পারে না যে 'যিশুই* প্রভু' (১ করি ১২:৩)।

শ্লোক - গা ৪:৬; ২ তি ১:৭

*প্র* তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করেছেন

*উ* তাঁর পুত্রের আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন,

*উ* তাঁর পুত্রের আত্মাকে, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আল্লেলুইয়া।

# পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল

সপ্তাহ : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২
২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ বিশ্বরাজ যিশু খ্রিষ্ট ৩৪
পরমপবিত্র ত্রিত্ব খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত পরমারাধ্য যিশুহৃদয়

**পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১ম সপ্তাহ**

সাধারণকালের ১ম রবিবারে প্রভুর বাপ্তিস্ম পর্বই পালিত।

মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৭)

**প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি**

আমি পল, খ্রিষ্ট যিশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে, যে সুসমাচার দেবেন বলে ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রবাণীতে তাঁর নবীদের মধ্য দিয়ে আগে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এই সুসমাচার তাঁর আপন পুত্রেরই বিষয়ে, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত,—তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি; তাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যিশু খ্রিষ্টেরই হবার জন্য আহূত। রোমে ঈশ্বরের প্রিয়জন

যারা, পবিত্রজন হতে আহূত যারা, তোমাদের সকলের সমীপে : আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় যাঁর আরাধনা করে থাকি, সেই ঈশ্বর নিজেই আমার সাক্ষী যে, আমার প্রার্থনাকালে আমি তোমাদের কথা নিরন্তর স্মরণে রাখি, সবসময় যাচনা করে থাকি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারি। কেননা তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী, যাতে এমন আত্মিক অনুগ্রহদান তোমাদের প্রদান করতে পারি যেন তোমরা সুস্থির হয়ে উঠতে পার; এমনকি, তোমাদের ও আমার যে পারস্পরিক বিশ্বাস আছে, তা দ্বারা তোমাদের মধ্যে আমি নিজেও যেন তোমাদের সঙ্গে দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে পারি। ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, যদিও এতক্ষণে বাধা পেয়েছি, তবু আমি তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি, বিজাতীয় অন্য সকল মানুষের মধ্যে যেমন ফল পেয়েছি, তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল পেতে পারি। হ্যাঁ, আমি গ্রীক ও ভিনভাষীদের কাছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের কাছে— সকলেরই কাছে আমি ঋণী; সেইজন্য আমার পক্ষ থেকে আমি রোম-নিবাসী তোমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আগ্রহী।

কেননা সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক—যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম, কারণ সুসমাচারেই প্রকাশিত আছে ঈশ্বরের ধর্মময়তা যা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমনটি লেখা আছে : বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে।

শ্লোক - রো ৩:২৪, ২৫; ৫:১

℣ আমাদের সকলকে বিনামূল্যে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যিশু খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।

℟ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

℣ বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি।

℟ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ৭-৯)

## রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে
## তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে

*তাঁর দ্বারা আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি* (রো ১:৫)। সাধু পল বলেন, তিনি সেই খ্রিষ্টের মধ্য দিয়েই অনুগ্রহ ও প্রৈরিতিক দায়িত্ব পেয়েছেন, যিনি ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিত্ব। অনুগ্রহ পরিশ্রমে ধৈর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর প্রৈরিতিক দায়িত্ব প্রচারের অধিকারের সঙ্গেই সম্পর্কিত। স্বয়ং খ্রিষ্টই প্রেরিত বলে অভিহিত, কেননা তিনি পিতা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এমনকি তিনি বলেছিলেন, দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং যা কিছু খ্রিষ্টের, তিনি তা তাঁর আপন শিষ্যদেরও সম্প্রদান করেন। সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *তোমার ওষ্ঠ অনুগ্রহে উচ্ছ্বসিত* (সাম ৪৫:৩): একথা অনুসারে খ্রিষ্ট আপন প্রেরিতদূতদেরও কাছে অনুগ্রহ দান করেন যা লাভে তাঁরা পরিশ্রমের মধ্যেও যেন বলতে পারেন, *তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে* (১ করি ১৫:১০)। আর যেহেতু তাঁর বিষয়ে একথা লেখা রয়েছে যে খ্রিষ্টে *আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক* আছে (হিব্রু ৩:১), সেই যিশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ, সেজন্য তিনি আপন শিষ্যদেরও কাছে প্রৈরিতিক মর্যাদা দান করেন তাঁরাও যেন ঈশ্বরের প্রেরিত হতে পারেন।

যে বিজাতিরা ঈশ্বরের ঐশপ্রকাশ থেকে দূরে ছিল ও ইস্রায়েলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল না, তাদের পক্ষে সুসমাচারে বিশ্বাস রাখা অসম্ভবই হত, যদি-না থাকত সেই অনুগ্রহ যা প্রেরিতদূতদের দেওয়া হয়েছিল; আর সেই অনুগ্রহ গুণে বিজাতিরা

প্রেরিতদূতদের প্রচারে বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য হল, এবং খ্রিষ্ট-নামের স্বরধ্বনি সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ফলে সেই রোমবাসীদেরও কানে পৌঁছে গেল যাদের কাছে প্রেরিতদূত বলেন, *সেই সকলের মধ্যে তোমরাও আছ, যারা যিশু খ্রিষ্টেরই হবার জন্য আহূত* (রো ১:৬)। পল বলেন, তিনি নিজে প্রেরিতদূত হতেই আহূত; রোমীয়েরাও আহূত বটে, তবু তারা প্রেরিতদূত হতে নয়, বরং বিশ্বাসের বাধ্যতায় পুণ্যবান হতেই আহূত। আহ্বান যে নানা প্রকার, এপ্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করেছিলাম।

*প্রথমে আমি তোমাদের সকলের জন্য যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে* (রো ১:৮)। যতবার পল কারও কাছে লেখেন, ততবার তিনি সকলের জন্য ধন্যবাদ জানান, যেভাবে এবারও, রোমীয়দের কাছে লিখে, তিনি তা করেন। তাই তিনি সবসময় ধন্যবাদ জানিয়েই শুরু করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো স্তুতির অর্ঘ্য উৎসর্গ করার নামান্তর হওয়ায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন *যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা*, অর্থাৎ কিনা মহাযাজক দ্বারাই ধন্যবাদ জানাই। কেননা যে কেউ ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করতে চায়, তার জানা উচিত, মহাযাজকের মধ্য দিয়েই তা উৎসর্গ করা প্রয়োজন। কিন্তু এসো, একটু ভেবে দেখি কেন প্রেরিতদূত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান; তিনি বলেন, কেননা *তোমাদের বিশ্বাসের কথা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ছে।* এতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, রোমীয়েরা যে বিশ্বাস স্বীকার করে, তা সেই একই বিশ্বাস যা সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে: কেবল পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেও সেই বিশ্বাস বিস্তৃত, কেননা খ্রিষ্ট আপন রক্তে পৃথিবীতে শুধু নয়, স্বর্গে যা কিছু আছে তাও পুনর্মিলিত করেছেন; আর তাঁর নামে পৃথিবীর শুধু নয়, স্বর্গ ও পাতালের যত প্রাণীও হাঁটু পাত করে। এভাবেই তো বিশ্বাস সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে, যাতে করে সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিখিল বিশ্ব ঈশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে।

শ্লোক - রো ১৫:১৫-১৬; ১১:১৩

প্ ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্ট যিশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,

উ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

প্ বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি,

ঔ যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৪ক)

## বিশ্বসৃষ্টি

আদিতে, যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন, যখন পৃথিবী নিরাকার ও শূন্যময় ছিল, অতল গহ্বরের উপর অন্ধকার বিরাজ করত, এবং ঐশ্বরিক এক বায়ু জলরাশির উপরে বইত, তখন পরমেশ্বর বললেন, 'আলো হোক;' আর আলো হল। পরমেশ্বর দেখলেন, আলো ভালই হয়েছে; পরমেশ্বর অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে দিলেন; আর পরমেশ্বর আলোর নাম দিন রাখলেন, ও অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—প্রথম দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি দু'ভাগে পৃথক করার জন্য জলরাশির মাঝখানে একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক।' তেমন পরদা তৈরি করে পরমেশ্বর পরদার নিচের জলরাশি থেকে পরদার উপরের জলরাশি পৃথক করে দিলেন; আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর পরদার নাম আকাশ রাখলেন। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—দ্বিতীয় দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'আকাশের নিচের জলরাশি একস্থানেই মিলিত হোক, ও শুকনো স্থান দেখা দিক।' আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর শুকনো স্থানের নাম ভূমি রাখলেন, ও জলরাশির নাম রাখলেন সমুদ্র; আর পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে।

পরমেশ্বর বললেন, 'ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করুক যা বীজ বহন করে, এবং পৃথিবী জুড়ে এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করুক যাদের ফলের মধ্যে থাকবে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ।' আর সেইমতই হল। ভূমি ঘাস উৎপন্ন করল, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করল যা নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ বহন করে, এবং এমন ফল-উৎপাদক গাছও উৎপন্ন করল যাদের ফলের মধ্যে রয়েছে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—তৃতীয় দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'রাত্রি ও দিন পৃথক করার জন্য আকাশপরদায় নানা বাতি হোক; সেগুলি ঋতু, দিন ও বছর নির্দেশ করুক, এবং পৃথিবীর উপরে আলো ছড়াবার জন্য বাতি হিসাবেই আকাশপরদায় থাকুক।' আর সেইমতই হল: পরমেশ্বর বড় সেই

দু'টো বাতি তৈরি করলেন: বড়টা দিন নিয়ন্ত্রণের জন্য, আর তার চেয়ে ছোটটা রাত্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য; তিনি তারানক্ষত্রও তৈরি করলেন। পরমেশ্বর সেগুলোকে আকাশপরদায় বসালেন, যেন পৃথিবীর উপরে আলো ছড়ায়, দিন ও রাত্রি নিয়ন্ত্রণ করে, এবং অন্ধকার থেকে আলো পৃথক করে। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—চতুর্থ দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'জলরাশি অসংখ্য প্রাণীতে ভরে উঠুক, এবং পৃথিবীর উপরে আকাশপরদা জুড়ে পাখি উড়ুক।' পরমেশ্বর সেই বিরাট বিরাট সমুদ্র-দানব ও সেই সমস্ত অসংখ্য প্রাণী নিজ নিজ জাত অনুসারে সৃষ্টি করলেন যেগুলো জলরাশিতে চলাফেরা করে; তিনি নিজ নিজ জাত অনুসারে সমস্ত উড়ন্ত পাখিও সৃষ্টি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে। সেই সমস্ত কিছু পরমেশ্বর এই বলে আশীর্বাদ করলেন: 'তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, সমুদ্রের জলরাশি ভরিয়ে তোল; পাখিরা স্থলভূমিতে বংশবৃদ্ধি করুক।' সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—পঞ্চম দিন।

পরমেশ্বর বললেন, 'পৃথিবী নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, সরিসৃপ ও বন্যজন্তু—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন করুক।' আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বন্যজন্তু, নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, ও নিজ নিজ জাত অনুযায়ী ভূমির সমস্ত সরিসৃপও তৈরি করলেন। পরমেশ্বর দেখলেন, তা ভালই হয়েছে।

পরমেশ্বর বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি: তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, গবাদি পশুদের উপরে, গোটা পৃথিবীর উপরে, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব করুক।'

পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন;
পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন:
পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।
পরমেশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন;
পরমেশ্বর তাদের বললেন,

‘ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,
পৃথিবী ভরিয়ে তোল, তা বশীভূত কর;
সমুদ্রের মাছের উপরে,
আকাশের পাখিদের উপরে,
ও ভূমির যত সরিসৃপের উপরে প্রভুত্ব কর।’

পরমেশ্বর বললেন, ‘দেখ, সারা পৃথিবী জুড়ে যত উদ্ভিদ বীজ বহন করে, ও ফল-উৎপাদক যত গাছ ফলের মধ্যে বীজ বহন করে, তা সবই আমি তোমাদের দিচ্ছি; তা হবে তোমাদের খাদ্য। সমস্ত বন্যজন্তু, আকাশের সমস্ত পাখি ও মাটির বুকে চলাচল করে সমস্ত জীব—এই সকল প্রাণীকে আমি খাদ্যরূপে সবুজ যত উদ্ভিদ দিচ্ছি।’ আর সেইমতই হল। পরমেশ্বর তাঁর তৈরি করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর সত্যি, সেই সমস্ত কিছু খুবই ভাল হয়েছে। সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল—ষষ্ঠ দিন।

এইভাবে আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের যত বাহিনীর সৃষ্টিকাজ শেষ হল। পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা সপ্তম দিনে শেষ করলেন; যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা তিনি সপ্তম দিনে শেষ করে বিশ্রাম নিলেন। পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন, কেননা সৃষ্টিকাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর পরমেশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এ হল আকাশ ও পৃথিবীর জন্মকাহিনী।

শ্লোক - সাম ৩৩:৬, ৮; যোহন ১:৩

প্র প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।

উ প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী।

প্র সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।

উ প্রভুকে ভয় করুক সমগ্র পৃথিবী।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আদিপুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩:৪)

**তাঁর বাণী দ্বারা আমাদের শোধন করে**

**ঈশ্বর স্বর্গীয় মানুষের প্রতিমূর্তি আমাদের অন্তরে উদ্ভাসিত করলেন**

*এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* (আদি ১:২৬)। ঈশ্বরের পুত্রই এ প্রতিমূর্তি বা নমুনার শিল্পী। আর যেহেতু শিল্পী এমন মহান ও ঐশ্বরিক, সেহেতু তাঁর ছবি অবহেলার কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতেও পারে, কিন্তু শঠতার কারণে নিঃশেষিত হতে পারে না। ফলে তুমি পার্থিব মানুষের নমুনা তার উপর বসালেও তবু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তোমার মধ্যে সদাই টিকে থাকে। এক একটা অপরাধের জন্য তুমি ঠিক যেন নানা রঙ লাগিয়ে নিজের মধ্যে এমন ছবি আঁক যা ঈশ্বর তোমার মধ্যে গড়েননি। এজন্য আমাদের পক্ষে তাঁকেই অনুরোধ করা প্রয়োজন, যিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত, তোমার যত পাপ কুয়াশার মত* (ইশা ৪৪:২২)।

আর যখন তিনি তোমার মধ্যে এ সমস্ত রঙ নিঃশেষ করে দেবেন যা শঠতাময় প্রবঞ্চনা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তখন তোমার অন্তরে সেই প্রতিমূর্তি উদ্ভাসিত হবে যা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল।

সুতরাং একটু ভেবে দেখ কেমন করে ঐশশাস্ত্র এমন নানা দৃষ্টান্ত ও প্রতীক উপস্থাপন করে যেগুলি দ্বারা আত্মা নিজেকে জানতে ও বিশুদ্ধ করতে শিখতে পারে।

তুমি কি এ প্রতিমূর্তির আর একটা প্রতীক দেখতে ইচ্ছা কর? এমন অক্ষর রয়েছে যেগুলো ঈশ্বর লেখেন, আবার এমন অক্ষর রয়েছে যেগুলো আমরা লিখি। আমরা পাপেরই অক্ষরগুলো লিখি; এবিষয়ে প্রেরিতদূতের বাণী শোন: *সেই লিখিত ঋণপত্র যা বিধিবিধানের জোরে আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা তিনি মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন* (কল ২:১৪)।

এখানে যা ঋণপত্র বলা হয়, তা হল আমাদের পাপরাশির জামিন; বস্তুতপক্ষে আমাদের এক একজন যে যে অপরাধ করে, তাতে ঋণী হয়ে ওঠে, ও নিজ পাপের অক্ষরগুলো লেখে।

আর আসলে দানিয়েল ঈশ্বরের বিচার বর্ণনা করে এমন খোলা পুঁথির কথা বলেন যেগুলোতে নিঃসন্দেহে মানুষের পাপ লেখা রয়েছে। আমরা নিজেরা আমাদের স্বকৃত অপরাধগুলো দ্বারাই সেইসব লিপিবদ্ধ করি। তাহলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের অক্ষরগুলো পাপ দ্বারা, কিন্তু ঈশ্বরের অক্ষরগুলো ধর্মময়তা দ্বারা লিখিত। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা একটি পত্র, যার লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরফলকে নয়, মাংসময় হৃদয়-ফলকেই লেখা* (২ করি ৩:৩)।

সুতরাং, তোমার মধ্যে ঈশ্বরের অক্ষরগুলো ও আত্মার অক্ষরগুলোও রয়েছে; তুমি কিন্তু পাপ করলে, তবে তুমি নিজেই তো পাপের ঋণপত্র লেখ। তথাপি একথা ভেবে দেখ যে, তুমি একবার খ্রিষ্টের ক্রুশের কাছে ও বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের কাছে এলেই তোমার ঋণপত্রটা ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে ও জলকুণ্ডে নিঃশেষ করা হয়েছে। যা নিঃশেষিত হয়েছে, তুমি তা যেন পুনরায় না লেখ; যা ধ্বংসিত হয়েছে, তাও যেন পুনরায় না কর; নিজের মধ্যে কেবল ঈশ্বরের অক্ষরগুলো বজায় রেখ, তোমার মধ্যে কেবল পবিত্র আত্মার পত্রখানিই যেন থেকে যায়।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৪৭-৪৯

প্র প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত;

উ মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।

প্র আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

উ মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৮-৩২)

**অভক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ**

ভ্রাতৃগণ, বাস্তবিকই, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে, কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে; ফলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত সেই মানুষদের কিছু নেই, কারণ ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি; বরং তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। এজন্য ঈশ্বর তাদের নিজেদের মনের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন অশুচিতার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই নিজেদের দেহের অসম্মান ঘটায়, কারণ তারা ঈশ্বরের সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে বিনিময় করেছে, এবং সৃষ্টবস্তুকেই পূজা ও আরাধনা করেছে—সেই সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

তাই ঈশ্বর জঘন্য রিপুর হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন: তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অন্যের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে। আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত

হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর ভ্রষ্ট মনের হাতেই তাদের ছেড়ে দিয়েছেন; ফলে যা অনুচিত, তারা তা-ই করে থাকে। তারা সব রকম অধর্ম, দুষ্টতা, লোলুপতা ও শঠতায় পরিপূর্ণ; হিংসা, নরহত্যা, বিবাদ, ছলনা ও অনিষ্ট কামনায় ভরা; তারা পরনিন্দুক, পরচর্চা-প্রিয়, ঈশ্বরের শত্রু, উদ্ধত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, অপকর্মে মেধাবী, পিতামাতার অবাধ্য, নির্বোধ, অবিশ্বস্ত, হৃদয়হীন, মমতাহীন। তারা ঈশ্বরের সেই বিচার জানেই বটে, যা অনুসারে যারা তেমন কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, কিন্তু তবু তারা সেইসব করতে থাকে; আর শুধু তা নয়, যারা সেইসব করে, তাদের সমর্থনও তারা করে।

**শ্লোক** - রো ১:২০; প্রজ্ঞা ১৩:৫, ১

*প্র* ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে;

*উ* বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।

*প্র* ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।

*উ* বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩:১)

## ভুল বিবিধ, সত্য এক

*যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে* (রো ১:১৮)। সাধু পলের সুবুদ্ধি লক্ষ কর, কেমন করে তিনি চেতনা দানের কোমল সুর ছেড়ে ভর্ৎসনার ভয়ানক বাণী উচ্চারণ করেন। সুসমাচারই পরিত্রাণ ও জীবনের উৎস, ও ঈশ্বরের পরাক্রমই পরিত্রাণ ও ধর্মময়তা সাধন করেছে, একথা বলার পর পরেই তিনি এমন ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারণ করেন যাতে তাদেরই ভয় দেখাতে পারেন যারা তাঁর অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দ্বারা নয়, বরং শাস্তির ভয় দ্বারাই পুণ্যের দিকে বেশি আকর্ষিত, সেজন্য তিনি চেতনাদানের সঙ্গে ভর্ৎসনা মিশ্রিত করেই তাদের আকর্ষণ করেন। আর আসলে ঈশ্বর রাজ্যের প্রতিশ্রুতিই শুধু দেননি, ভর্ৎসনার সঙ্গে নরকের কথাও উল্লেখ করলেন; নবীরাও ইহুদীদের কাছে একসময় পুরস্কার ও একসময় শাস্তির

বাণী দিতেন। তাই পলও মধুরতা ছেড়ে কঠোরতা ব্যবহার ক'রে প্রকৃতপক্ষে সময়-উপযোগী বাণী দেন, এবং দেখান যে, মধুরতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা থেকেই উদ্গত ছিল, কিন্তু ভর্ৎসনা ছিল মানুষদের শিথিলতার ফল। তিনি আগে আমাদের সামনে পুরস্কারের কথা উপস্থাপন করেন, যেভাবে নবী বলেন, *তোমরা অনুগত ও বাধ্য হলে ভূমির উত্তম ফল খাবে; কিন্তু জেদি ও অবাধ্য হলে খড়্গই তোমাদের খেয়ে ফেলবে* (ইশা ১:১৯-২০)। একইভাবে পল আপন বাণী পরিবেশন করেন: তিনি বলেন, খ্রিষ্ট আমাদের ক্ষমা, ধর্মময়তা ও জীবন দিতে এসেছেন—আর তা অল্প দামে ঘটেনি, তিনি বরং এর জন্য ক্রুশমৃত্যুই বরণ করলেন; আর যা অধিক আশ্চর্যের বিষয় তা তাঁর দানগুলির বদান্যতা শুধু নয়, বরং তিনি যা ভোগ করলেন, তাই। ফলে তোমরা এ দানগুলি তুচ্ছ করলে, এগুলি তোমাদের জন্য চিরন্তন শোকের কারণ হয়ে উঠবে।

এবার লক্ষ কর তিনি কেমন করে অন্য সুর শোনান; তিনি বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।* তেমন ক্রোধ এজীবনে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও যুদ্ধে প্রকাশ পায়, যা দ্বারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে সকলেই শাস্তি ভোগ করে। তবে নতুন কিছু কী হতে পারবে? নতুনত্ব এ হবে যে, ভাবী সাধারণ শাস্তি গুরুতর হবে, তার উদ্দেশ্যও অধিক ভিন্ন হবে, কেননা এখন সমস্ত শাস্তি সংস্কারমূলক, তখন কিন্তু হবে দণ্ডমূলক; এমর্মেই পল বলেন, *আমরা এখন [প্রভু দ্বারা] শাসিত, যেন জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না* হই (১ করি ১১:৩২)।

অথচ আজ অনেকেরই ধারণা, আমাদের সমস্ত দুর্দশা ঊর্ধ্ব থেকে নয়, মানুষ থেকেই আসে; কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায্যতা তখনই স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, যখন তিনি ভয়ঙ্কর বিচারাসনে বসে আদেশ দেবেন এদের যেন চিরন্তন অগ্নিতে, ওদের বাহ্যিক অন্ধকারে, আবার অন্যদের এমন নানা দণ্ডে টেনে হিঁচড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় যা চিরন্তন ও এড়ানোর অতীত।

তাহলে তিনি কেন স্পষ্ট বলেন না, মানবপুত্র প্রত্যেকজনের কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব চাইতে অসংখ্য দূতবাহিনীর সঙ্গে আসবেন, বরং বলেন, *ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হচ্ছে?* কারণ যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা তখনও নবজন্মপ্রাপ্ত ছিল, ফলে তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, যা তাদের বিশ্বাস-ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যা

মজবুত, তা নিয়ে শুরু করবে। তাছাড়া আমার মতে তিনি বিধর্মীদেরও উদ্দেশ করে কথা বলছিলেন, আর এজন্যই তিনি প্রথমে সেভাবে কথা বললেন যেভাবে আমরা দেখেছি, আর তারপরে খ্রিষ্টের সেই বিচারের কথা উল্লেখ করলেন যা *সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপর প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধর্মের মধ্যে সত্যের প্রতিরোধ করে*। আর এখানে তিনি দেখান যে, ভক্তিহীনতার পথ অনেক, কিন্তু সত্যের দিকে পথ এক। ভুলভ্রান্তি বহুবিধ, বহুমুখী ও উন্মত্ততাজনক, কিন্তু সত্য এক।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৩:১; রো ১:২১

*প্র* ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ।

*উ* কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।

*প্র* তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে;

*উ* কারণ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তারা তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২:৪খ-২৫)

## পরমদেশে মানবসৃষ্টি

যেদিন প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবী ও আকাশ নির্মাণ করলেন, — পৃথিবীতে তখন বন্য কোন ঝোপঝাড় ছিল না, বন্য কোন উদ্ভিদও তখনও উৎপন্ন হয়নি কেননা প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে বৃষ্টির জল তখনও বর্ষণ করেননি ও মাটি চাষ করবে কোন মানুষও তখনও ছিল না, কিন্তু একটা কুয়াশা পৃথিবী-গর্ভ থেকে উৎসারিত হয়ে সমস্ত স্থলভূমি জলসিক্ত করছিল, — সেদিন প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন; আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন। প্রভু পরমেশ্বর ভূমি থেকে এমন সব গাছ উৎপন্ন করলেন, যা দেখতে সুন্দর ও খেতে সুস্বাদু; বাগানটির মাঝখানে উৎপন্ন করলেন জীবনবৃক্ষ; মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষও উৎপন্ন করলেন। এদেন থেকে এক নদী প্রবাহিত ছিল, যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত, এবং সেখান থেকে আলাদা আলাদা হয়ে চতুর্মুখী হত। প্রথম নদীর নাম পিশোন: নদীটা সেই সমস্ত হাবিলা দেশ ঘিরে রাখে যেখানে সোনা পাওয়া যায়; সেই দেশের সোনা উত্তম; সেই দেশে সুরভি মলম ও গোমেদকমণিও পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নদীর নাম গিহোন: নদীটা সমস্ত কুশ দেশ ঘিরে রাখে। তৃতীয় নদীর নাম দজলা: নদীটা আসুর দেশের পুবদিকে বয়। চতুর্থ নদী ফোরাত।

প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন, যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে। তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল খুশি-স্বচ্ছন্দেই খাও; কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবে না, কেননা যেদিন তার ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে।'

প্রভু পরমেশ্বর বললেন, 'মানুষের পক্ষে একা থাকা ভাল নয়; তার জন্য আমি তার মত একজন সহায়ক নির্মাণ করব।' তখন প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে সমস্ত বন্যজন্তু ও আকাশের সমস্ত পাখি গড়ে মানুষের কাছে আনলেন; দেখতে চাচ্ছিলেন, মানুষ তাদের

কী কী নাম রাখবে; মানুষ যা কিছুর নাম রাখল, সেই সবকিছুর নাম ছিল 'সজীব প্রাণী': মানুষ সমস্ত গবাদি পশুর, আকাশের সমস্ত পাখির, ও সমস্ত বন্যজন্তুর নাম রাখল, কিন্তু তবু মানুষের জন্য উপযোগী কোন সহায়ক পাওয়া গেল না। তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষের উপর এমন গভীর নিদ্রা নামিয়ে আনলেন যে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি তার একটা পাঁজর তুলে নিয়ে জায়গাটি মাংস দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। মানুষ থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজর দিয়ে প্রভু পরমেশ্বর এক নারী গড়লেন ও তাকে মানুষের কাছে আনলেন। আর মানুষ বলল, 'এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস! এর নাম নারী হবে, কেননা নর থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে। সেসময় মানুষ ও তার স্ত্রী দু'জনেই উলঙ্গ ছিল, এতে কিন্তু তারা কোন লজ্জা বোধ করত না।

**শ্লোক** - আদি ২:৭; ১:২৭

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন;

*উ* আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

*প্র* পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন।

*উ* আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'পরমদেশ' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২-২, ৬)

**ঈশ্বর আকাশে সূর্যের মত পরমদেশে মানুষকে রাখলেন**

**সে যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকে**

*প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন* (আদি ২:৮)।

যেহেতু আদিপুস্তকে আমরা পড়ে থাকি যে পুবদিকে ঈশ্বরের প্রস্তুত করা পরমদেশ ছিল আর সেখানে তিনি নিজের গড়া ওই মানুষকে রেখেছিলেন, সেজন্য আমরা

পরমদেশের নির্মাণকর্তার পরিচয় পেয়ে গেছি। সেই সর্বশক্তিমান ছাড়া কেইবা পরমদেশ নির্মাণ করতে পারল? কারণ *তিনি কথা বলতেই সবকিছু অস্তিত্ব পায়* (সাম ৩৩:৯ লাতিন পাঠ্য), যদিও তিনি যা সৃষ্টই চান, তাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি নিজেই পরমদেশ প্রস্তুত করলেন যে পরমদেশের বিষয়ে স্বয়ং প্রজ্ঞা বলেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা যে যে চারাগাছ পোঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে* (মথি ১৫:১৩)।

স্বর্গদূতদের গাছ ভাল, পবিত্রজনদের গাছও ভাল : কেননা তারাই পবিত্রজন, যাদের বিষয়ে লেখা আছে তারা শান্তির সেই ভাবীকালে *ডুমুরগাছ ও আঙুরলতার তলায় বসবে* (মিখা ৪:৪) ; তারা আসলে স্বর্গদূতদের প্রতীক। ফলে পরমদেশে বহু গাছ রয়েছে, এমন গাছ যেগুলো ফলপ্রসূ, ও রস ও সদ্‌গুণাবলিতে ভরা ; আর তেমন গাছগুলো বিষয়ে লেখা আছে, *বনের সব গাছপালা সানন্দে মেতে* উঠুক (সাম ৯৬:১২) ; আবার, সেই গাছগুলো পুণ্যকর্মের তেজে নিত্যই ফলবান, ঠিক জলস্রোতের কূলে পোঁতা সেই গাছের মত যার পাতা কখনও পড়ে না, ফলত তার মধ্যে গোটা ফলটাও উপচে পড়ে।

এই তো পরমদেশ। তবু তার স্থানের নাম অমৃত ; এজন্য ধন্য দাউদ বলেন, *তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে* (সাম ৩৬:৯)। তোমরা আসলে পড়েছ যে *এদেন থেকে এক নদী প্রবাহিত ছিল, যা বাগানটিকে জলসিক্ত করত* (আদি ২:১০) ; ফলে পরমদেশে পোঁতা এ গাছগুলো পরমাত্মার খরস্রোত দ্বারাই যেন জলসিক্ত। ফলে সেই ঈশ্বর দ্বারাই জলসিক্ত, যাঁর সম্বন্ধে অন্যত্র লেখা আছে, *রয়েছে এমন এক নদী যার স্রোত আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর* (সাম ৪৬:৫)। এ নগর হল সেই স্বর্গীয় স্বাধীন যেরুশালেম যেখানে পবিত্রজনদের পুণ্যফল উপচে পড়ে।

ঈশ্বর এ পরমদেশেই নিজের গড়া ওই মানুষকে রাখলেন। এতে তুমি বুঝবে যে তিনি সেখানে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষকে নয়, দেহবিশিষ্ট মানুষকেই রাখলেন, কেননা অশরীরী মানুষ কোন স্থান দখল করে না।

তাই তিনি আকাশে সূর্যের মতই মানুষকে পরমদেশে রাখলেন, যাতে সৃষ্টি যেমন ঈশ্বরসন্তানদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তেমনি মানুষ যেন স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় থাকে। এখন ভেবে দেখ, যখন সেটাই পরমদেশ যেখানে অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছিল, তখন

মনে হয় পরমদেশ হল সেই আত্মা যা গ্রহণ করা বীজ শতগুণ ফসলে পরিণত করে, অর্থাৎ সেই আত্মা যেখানে সমস্ত সদ্‌গুণ পোঁতা, যেখানে জীবন-বৃক্ষ, অর্থাৎ শলোমনের কথা অনুসারে সেই প্রজ্ঞাও ছিলেন; বস্তুতপক্ষে প্রজ্ঞা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হননি, বরং পিতা থেকেই উৎপন্ন হলেন, কেননা সেই প্রজ্ঞা হলেন শাশ্বত আলোর প্রভা ও সর্বশক্তিশালী গৌরবের বিকিরণ।

**শ্লোক** - আদি ২:১৫, ৮

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন,

*উ* যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে।

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর প্রাচ্যদেশে—এদেনে—একটি বাগান করলেন, আর সেখানে তাঁর গড়া সেই মানুষকে রাখলেন,

*উ* যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৬)

**ঈশ্বরের ন্যায়বিচার**

হে মানুষ, তুমি যেই হও না কেন, যদি বিচার কর, তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার মত তোমার আর কিছু নেই; কারণ পরের বিচার করে তুমি নিজেকেই দোষী করে থাক; কেননা যাদের বিচার করছ, তুমি তাদেরই মত সেইসব করে থাক। অথচ আমরা জানি, যারা তেমন কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যসম্মত। হে মানুষ, যারা তেমন কাজ করে, তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক ও সেইসঙ্গে নিজেও তেমন কাজ করে থাক, তখন তুমি কি ভাবছ, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াবে? না কি তাঁর মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন: যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে, তাদের জন্য থাকবে অনন্ত জীবন; কিন্তু যারা ঈর্ষাভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ অপকর্ম করে, তেমন মানুষের উপরে ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা নেমে আসবে। কিন্তু প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি। কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই। যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে। কারণ যারা বিধান কানে শোনে, তারা যে ঈশ্বরের কাছে

ধর্মময় এমন নয়; যারা বিধান পালন করে, তাদেরই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। তাই যে বিজাতীয়রা কোন বিধান পায়নি, তারা যখন সহজাত বিচারবোধ দ্বারা বিধান অনুসারে আচরণ করে, তখন বিধান না পাওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে। তারা দেখায় যে, বিধান যা যা দাবি করে, তা তাদের হৃদয়ে খোদাই করে লেখা আছে; তাদের বিবেকও একই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, এবং একই প্রকারে তাদের নিজেদের চিন্তা-ধারণাই হয় তাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তাদের পক্ষ সমর্থন করে। তেমনি ঘটবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর—আমার সুসমাচারের কথা অনুসারে—যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন।

**শ্লোক** - রো ২:৪, ৫; সিরা ১৬:১৫

℣ মানুষ, ঈশ্বরের মহা মঙ্গলময়তা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তুচ্ছ করে তুমি কি বুঝে উঠতে পার না যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকেই নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ:—

℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।

℣ তিনি সমস্ত অর্থদানের প্রতি লক্ষ রাখেন; প্রত্যেকের প্রতি যে যার কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে সেই দিনটিতে—

℟ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের যে দিন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৭)

**ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই**

প্রেরিতদূত কীভাবে ইহুদীদের পর পরেই বিধর্মীদেরও গৌরব ও সম্মান ও শান্তির সহভাগী করেন? আমার মনে হয় এ পদে প্রেরিতদূত তিনটে শ্রেণি উপস্থাপন করেন। তিনি প্রথমে তাদেরই কথা বলেন, *যারা সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে*, ও ঈশ্বর যাদের *অনন্ত জীবন* দান করবেন (রো ২:৭)। সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠা তাদেরই মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করে যারা বিশ্বাসের জন্য লড়াই ও

সংগ্রাম করে চলে; স্পষ্টভাবে তিনি সেই খ্রিষ্টিয়ানদেরই কথা ইঙ্গিত করেন যাদের মধ্যে সাক্ষ্যমরেরা উৎপন্ন হন। তেমন কথা প্রেরিতদূতদের কাছে প্রভুর এ বাণী দ্বারাও প্রমাণিত: *জগতে তোমাদের নানা ক্লেশ ভোগ করতে হবে* (যোহন ১৬:৩৩); *জগৎ আনন্দ করবে, তোমরা কিন্তু বিলাপ করবে* (যোহন ১৬:২০); আর কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলে চলেন, *তোমাদের ধর্মনিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে* (লুক ২১:১৯)। সুতরাং খ্রিষ্টিয়ানদের বৈশিষ্ট্যই এ যুগে দুর্দশা ও শোক ভোগ করা, কেননা তাদেরই তো অনন্ত জীবন।

তুমি কি জানতে চাও কেমন করে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ছাড়া আর কারও অনন্ত জীবন নেই? তবে ত্রাণকর্তার নিজের কণ্ঠস্বর শোন; তিনি সুসমাচারে স্পষ্টভাবে বলেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* (যোহন ১৭:৩)। ফলে যে কেউ একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর সেই পিতাকে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টকে স্বীকার করে না, সে অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত। কেননা এ জানা ও এ বিশ্বাসকেই অনন্ত জীবন বলা হয়। সুতরাং এ হল সেই খ্রিষ্টিয়ানদের প্রথম শ্রেণি যাদের কাছে—যিনি ইতস্তত না করে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন* (যোহন ১৪:৬)—তিনি অনন্ত জীবন দান করবেন যেহেতু তারা *সৎকর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান হয়ে গৌরব, সম্মান ও অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করে* থাকে (রো ২:৭)। অনন্ত জীবন হল সেই খ্রিষ্ট যাঁর মধ্যে সমস্ত মঙ্গলদানের পূর্ণতা বিরাজিত।

দ্বিতীয় শ্রেণি তাদেরই লক্ষ করে *যারা ঈর্ষাভরে সত্যের প্রতি অবাধ্য ও অধর্মের প্রতি বাধ্য, যাদের ভাগ্যে ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও মর্মযন্ত্রণা* অনিবার্য; একথা সেই সকলের বেলায় প্রযোজ্য *যারা অপকর্ম করে—প্রথমে ইহুদীর, তারপরে গ্রীকেরও* বেলায় প্রযোজ্য কথা (রো ২:৮-৯)। তেমন মানুষকে তৃতীয় এক শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত ক'রে তিনি তাদের কাছে মঙ্গলদানের প্রতিফল প্রতিশ্রুত হন; তিনি বলেন, *প্রথমে ইহুদী, তারপরে গ্রীক—যে কেউ সৎকর্ম করে, তার উপর নেমে আসবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি* (রো ২:১০)। যতদূর বোঝা যেতে পারে, তিনি সেই ইহুদী ও বিধর্মীদেরই কথা ইঙ্গিত করছেন যারা এখনও বিশ্বাসী নয়।

বস্তুতপক্ষে, যে বিধর্মীরা বুদ্ধির সাহায্যে ঈশ্বরজ্ঞানে পৌঁছেও তাঁকে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিত করেননি বিধায় প্রেরিতদূত যখন তাদের দণ্ডিত করেন, তখন কেমন করে আমরা এও ভাবব না যে, তারা যখন তাঁকে ঈশ্বর বলে জেনে ঈশ্বর বলে মহিমান্বিতও করবে, তখন প্রেরিতদূত তাদের প্রশংসা করতে পারবেন না? এমনকি তিনি কি তাদের প্রশংসা করতে বাধ্য নন? একটি মানুষ যেমন তার দুষ্কর্মের জন্য দণ্ডের যোগ্য হল, সে তেমনি যে তার সৎকর্মের ফলে সৎকর্মের পুরস্কারেরই যোগ্য গণ্য হবে, একথা আমার মতে সন্দেহের অতীত। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত বলেন, *আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে* (রো ১৪:১০, ১২), অর্থাৎ কিনা ভাল-মন্দ বিষয়ে কৈফিয়ত দেবে। এ থেকে সেই সিদ্ধান্ত অনুমেয় যা তিনি একই পত্রে যোগ দেন, *ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই* (রো ২:১১)।

**শ্লোক** - রো ১৪:১১; জাখা ৮:২২

*প্র* লেখা আছে: আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে,

*উ* ও প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করবে।

*প্র* বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুশালেমে আসবে;

*উ* ও প্রতিটি জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২৪)

## প্রথম পাপ

প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত বন্যজন্তু নির্মাণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে সেই নারীকে বলল, 'পরমেশ্বর নাকি তোমাদের বলেছেন, তোমরা এই বাগানের কোন গাছের ফল খাবে না।' নারী সাপকে উত্তরে বলল, 'আমরা বাগানের গাছগুলোর ফল খেতে পারি; কিন্তু বাগানের মাঝখানে যে গাছ রয়েছে, তার ফল সম্বন্ধে পরমেশ্বর বলেছেন, তোমরা তা খাবে না, স্পর্শও করবে না, করলে তোমরা মরবে।' তখন সাপ নারীকে বলল, 'তোমরা মোটেই মরবে না! এমনকি পরমেশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, সেদিন তোমাদের চোখ খুলে যাবে আর তোমরা পরমেশ্বরের মত হয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান লাভ করবে।' নারী দেখল, গাছটির ফল খেতে ভাল, চোখেও আকর্ষণীয়, এবং জ্ঞানদায়ী গাছ বিধায় আকাঙ্ক্ষণীয়; তাই সে তার কয়েকটা ফল পেড়ে নিজে খেল, ও তার সঙ্গে উপস্থিত তার স্বামীকেও দিল; সেও খেল। তখন তাদের দু'জনেরই চোখ খুলে গেল, তারা এও বুঝতে পারল যে, তারা উলঙ্গ; তাই ডুমুরগাছের কয়েকটা পাতা সেলাই করে কোমরের জন্য এক প্রকার আবরণ তৈরি করল।

পরে মানুষ ও তার স্ত্রী প্রভু পরমেশ্বরের চলাচলের সাড়া পেল, তিনি দিনের স্নিগ্ধ বাতাসে বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তখন প্রভু পরমেশ্বরের সামনে থেকে তারা বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকাল। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় আছ?' সে উত্তরে বলল, 'বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি যে উলঙ্গ, একথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?' মানুষ উত্তরে বলল, 'আমার সঙ্গিনী করে যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।' প্রভু পরমেশ্বর নারীকে বললেন, 'তুমি এ কী করলে?' নারী উত্তরে বলল, 'সাপ-ই আমাকে ভুলিয়েছে, আর আমি খেয়েছি।'

তখন প্রভু পরমেশ্বর সাপকে বললেন, ‘এই কাজ করেছ বিধায় অভিশপ্তই তুমি সমস্ত গবাদি পশু ও সমস্ত বন্যজন্তুর চেয়ে! তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে। আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে, আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।’

নারীকে তিনি বললেন, ‘আমি তোমার প্রসবযন্ত্রণা তীব্র করে তুলব, যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে।’

আদমকে তিনি বললেন, ‘যে গাছের ফল সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছ বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক! তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা থেকে খাবার যোগাবে। এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে—যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে: কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।’

সেই মানুষ নিজের স্ত্রীর নাম হবা রাখল, কেননা সে সকল জীবিতের জননী হল। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর মানুষ ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক প্রস্তুত করে তাদের পরালেন। তখন প্রভু পরমেশ্বর বললেন, ‘দেখ, মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠল; এখন কিন্তু সে যেন হাত বাড়িয়ে জীবনবৃক্ষের ফলও পেড়ে না খায় ও চিরজীবী হয়!’ তাই প্রভু পরমেশ্বর তাকে এদেন বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেন সে সেই মাটি চাষ করে যা থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তিনি মানুষকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করার জন্য এদেন বাগানের পুবদিকে খেরুবদের মোতায়েন করলেন, সেই অগ্নিময় খড়্গও রাখলেন, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যার ঝলক।

শ্লোক - রো ৫:১২, ২০, ২১

℣ একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল।

℣ যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।

℟ যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করুক।

℣ যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ

**যখন সময় পূর্ণ হল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে পাঠালেন**
**যাতে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি**

যখন ঈশ্বর তাঁর আপন প্রথমজাতকে জগতে নিয়ে আসেন, তখন বলেন, *ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন* (হিব্রু ১:৬)। আমরা কিন্তু, যদিও পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত ও অনুগ্রহ গুণে ঈশ্বরসন্তানদের তালিকায় তালিকাভুক্ত যার ফলে সময় সময় ঈশ্বর বলেও অভিহিত, তবু আমাদের স্বরূপের অতি সাধারণ গুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ নই; হ্যাঁ, আমরা মাটির তৈরী, ও দাসের দলের মানুষ। অপরদিকে তিনি আমাদের স্বরূপের বিধিনিয়মে আবদ্ধ নন, বরং স্বরূপে ও সত্যিকারে ঈশ্বরের পুত্র, তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু, ও স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে নেমে আসতে প্রসন্ন হলেন।

আমরা যারা নিখুঁত ভাবে বিশ্বাস করতে চাই, আমরা তো বলি না, পিতা ঈশ্বর মানুষ হলেন, একথাও বলি না যে, ঐশস্বরূপ মানবস্বরূপ পরিধান করার আগে নারী-গর্ভে জন্ম নিলেন; আমরা বরং ঘোষণা করি, যাঁর স্বরূপ ঐশ্বরিক, সেই বাণী পুণ্যবতী কুমারী থেকে মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন ও এজগতে এলেন, এবং একমাত্র ব্যক্তির ঐক্যে একমাত্র ঈশ্বর ও প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আরাধনা করি: এভাবে তিনি যে মানবদেহ ধারণ করলেন এর জন্য আমরা তাঁকে ঐশসীমার বাইরে রাখি না, আবার আমাদের সঙ্গে তাঁর সাধারণ সাদৃশ্যের জোরে তাঁকে কেবল মানবস্বরূপের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ করি না। একথা স্থিতমূল রেখে তুমি সহজে বুঝতে পার কেনই বা ঈশ্বরজাত সেই বাণী স্বেচ্ছায় নিজেকে অবনমিত করতে চাইলেন, এবং কেমন করে যিনি স্বরূপে স্বাধীন, তিনি দাসের স্বরূপ ধারণ করে নিজেকে নমিত করলেন।

এভাবে যিনি *আব্রাহামের বংশকে আপন করে নিচ্ছেন* (হিব্রু ২:১৬), সেই বাণী যিনি নিজে ঈশ্বর, তিনি মানবস্বরূপের সহভাগী হলেন। বস্তুতপক্ষে, আমরা যদি তাঁকে আমাদের মত সাধারণ মানুষরূপে ভাবি, তাহলে কেন তিনি বলেন তিনি আব্রাহামের বংশেরই এমন ভার নেন তা যেন নিজে থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও পৃথক কিছু? কেমন করে বলা যেতে পারে, তিনি সবদিক দিয়েই ভাইদের সমরূপ হবার জন্য মাংসধারণ করলেন? বস্তুতপক্ষে যা কিছু অন্য কিছুর সদৃশ হয়ে ওঠে, তা অসদৃশ রূপ থেকে সদৃশ রূপে যেতে বাধ্য।

সুতরাং, ঈশ্বরের বাণী আব্রাহামের বংশকে আপন করে নিলেন ও নিজের জন্য একজন নারী থেকে এক দেহ গঠন করে নিজেকে রক্ত ও মাংসের সহভাগী করলেন, যার ফলে তিনি এখন ঈশ্বর শুধু নন, বরং সেই সংযোজনের ফলে তিনি মানুষও হলেন, এমন মানুষ যে মানুষ আমাদের সদৃশ বলে জ্ঞাতব্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই ইম্মানুয়েল দু'টো উপাদান দিয়ে গঠিত, তথা ঈশ্বরত্ব ও মানবতা। তথাপি যিনি একইসময় ঈশ্বর ও মানুষ, স্বরূপে একমাত্র সত্যকার পুত্র সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এক; তিনি এমন ঈশ্বরীকৃত মানুষ নন, অর্থাৎ কিনা অনুগ্রহ গুণে যাদের ঐশস্বরূপের অংশীদার করা হয়েছে তিনি তাদের মত নন; তিনি বরং সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে পলও বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি* (গা ৪:৪-৫)।

**শ্লোক** - হিব্রু ২:১৬, ১৭; বারুক ৩:৩৮

*প্র* খ্রিষ্ট স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন।

*উ* এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হতে পারেন।

*প্র* আমাদের ঈশ্বর এ পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন;

৺ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হতে পারেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১৭-২৯)

**ইস্রায়েলের অবাধ্যতা**

তুমি যদি নিজেকে ইহুদী বলে অভিহিত কর, বিধানের উপর ভরসা রাখ, ঈশ্বরে গর্ব করে থাক, ও বিধানের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা জান ও যা কিছু শ্রেয় তা নির্ণয় করতে পার, এবং নিশ্চিত আছ যে, তুমিই অন্ধদের পথপ্রদর্শক, ও যারা অন্ধকারে বসে আছে তুমিই তাদের আলো, তুমিই বুদ্ধিহীনদের গুরু ও সরলদের শিক্ষক কারণ বিধানে তুমি জ্ঞান ও সত্যের মূর্ত পরিচয় পেয়েছ, তাহলে তুমি যে পরকে শিক্ষা দিচ্ছ, কেনই বা নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যে প্রচার করছ, চুরি করতে নেই, তুমি কি চুরি কর? তুমি যে বলছ, ব্যভিচার করা নিষেধ, তুমি কি ব্যভিচার কর? তুমি যে প্রতিমাগুলো জঘন্যই মনে করছ, তুমি কি দেবালয়ের সবকিছু লুট কর? তুমি যে বিধানে গর্ব করছ, তুমি কি বিধান লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে উপেক্ষা কর? বাস্তবিকই যেমনটি লেখা আছে, তোমাদের কারণেই ঈশ্বরের নাম জাতিগুলির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে!

পরিচ্ছেদন তো ভাল জিনিস বটে—যদি তুমি বিধান পালন কর! কিন্তু তুমি যদি বিধান লঙ্ঘন কর, তবে তোমার পরিচ্ছেদন নিয়ে তুমি অপরিচ্ছেদিতেরই মত। সুতরাং অপরিচ্ছেদিত একটি মানুষ যদি বিধানের বিধিনিয়ম পালন করে, তাহলে তার সেই অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়ও সে কি পরিচ্ছেদিত মানুষ বলে পরিগণিত হবে না? এমনকি, দৈহিক ভাবে অপরিচ্ছেদিত হয়েও যে কেউ বিধান পালন করে, সে-ই তোমার বিচার করবে—তুমি যে বিধানের অক্ষর ও পরিচ্ছেদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিধান লঙ্ঘন করছ। কেননা বাইরে দেখতে যে ইহুদী, সে-ই যে ইহুদী এমন নয়, এবং বাইরে দেখতে দেহেই যে পরিচ্ছেদন, সেটাই যে পরিচ্ছেদন এমন নয়। সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে

ইহুদী; এবং সেটাই পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার! তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

শ্লোক - রো ২:২৮, ২৯

প্র দেহেই করা যে পরিচ্ছেদন তা পরিচ্ছেদন নয়, সেটাই বরং পরিচ্ছেদন, হৃদয়ের যে পরিচ্ছেদন—যা অক্ষরের নয়, আত্মারই ব্যাপার!

উ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

প্র বাইরে যে ইহুদী সে ইহুদী নয়, সে-ই বরং ইহুদী, অন্তরে যে ইহুদী।

উ তার প্রশংসা মানুষ থেকে নয়, ঈশ্বর থেকেই আসে।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৩৬:১৬)

**ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রিষ্টের বশীভূত হয়ে থাক**

*প্রভুর বশীভূত হয়ে থাক, তাঁকে মিনতি জানাও* (সাম ৩৭:৭ লাতিন পাঠ্য)। তুমি ঈশ্বরের বশীভূত হয়ে থাক; আর শুধু তা নয়, প্রভুকে মিনতিও জানাও, যাতে তোমার বশীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা পূর্ণ করতে পার, যেমন এ কথাও লেখা আছে, *প্রভুকে প্রকাশ কর তোমার পথ, তাঁর উপর ভরসা রাখ* (সাম ৩৭:৫)। তুমি যে তোমার পথ প্রকাশ করবে, তা যথেষ্ট নয়, তোমাকে প্রভুর উপর ভরসাও রাখতে হবে। প্রকৃত বশ্যতা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট ব্যাপার নয়, বরং গৌরবময় ও উৎকৃষ্ট ভাব; কেননা সে-ই ঈশ্বরের বশীভূত, যে প্রভুর ইচ্ছা পালন করে। পরিশেষে কেইবা জানে না যে দেহগত প্রজ্ঞার চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা শ্রেয়? উপরন্তু আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত, কিন্তু দেহগত প্রজ্ঞা নয়। তাই তুমি খ্রিষ্টের বশীভূত হয়ে থাক, অর্থাৎ খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে থাক, তাতে বিধান পূর্ণ করবে। খ্রিষ্ট পিতার ইচ্ছা পালন করায়ই বিধান পূর্ণ করলেন বিধায় নিজে হলেন বিধানের সার্থকতা ও ভালবাসার পূর্ণতা, কেননা পিতাকে ভালবেসে তিনি নিজের সমস্ত আসক্তি তাঁর ইচ্ছার দিকে চালিত করলেন।

এজন্য প্রেরিতদূত তাঁর গৌরব বিষয়ে বলেন, *সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন*

*ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৮)। এবং নিজের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমার প্রাণ কি ঈশ্বরের বশীভূত নয়? তাঁর কাছ থেকেই তো আসে আমার পরিত্রাণ* (সাম ৬২:২ লাতিন পাঠ্য)।

অবশেষে তিনি দুর্বলতার খাতিরে নয়, বরং ভক্তির খাতিরেই আপন মাতাপিতা মারীয়া ও যোসেফের বশীভূত ছিলেন। কেননা খ্রিষ্টের এই তো সর্বোত্তম গৌরব, তিনি যেন সকল মানুষের অন্তরে নিজেকে সঞ্চার করে সকলকে দুষ্টতার ভক্তিহীনতা ও অধর্মের আসক্তি থেকে আহ্বান করেন, যাতে করে তাদের সকলকে নিজের প্রতি বশীভূত করতে পারেন।

তিনি সবকিছু নিজের প্রতি বশীভূত করার পর, সকল জাতি তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করার পর, সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবার পর, ও নিখিল বিশ্ব খ্রিষ্টে একদেহ হবার পর, তখন সকল যাজকের মহাযাজকরূপে তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গীয় বেদির উপরে আপন দেহ নৈবেদ্যরূপে অর্পণ করবেন যেন সকলের বিশ্বাসই বলিদান হতে পারে—আর এভাবে তিনি নিজেও পিতার বশীভূত হবেন। ফলে, এ বশ্যতা ভক্তির বশ্যতা, কেননা প্রভু যিশু আপন দেহে পিতার বশীভূত হবেন, আর আমরাই তো তাঁর সেই দেহ ও অঙ্গগুলি! অতএব, তুমি খ্রিষ্টের বশীভূত হও, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বশীভূত, বাণীর বশীভূত, ধর্মময়তার বশীভূত, সদ্‌গুণের বশীভূত হও, কেননা খ্রিষ্টই এসব কিছু! প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের বশীভূত হোক, কেননা তিনি কেবল একটি মানুষকে নয়, সকলকেই শেখান সকলেই যেন নিজ হৃদয় বশীভূত করে ও নিজ আত্মা বশীভূত করে ও নিজ দেহ বশীভূত করে, যাতে করে ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে। সুতরাং সে-ই বশীভূত, যে অনুগ্রহে পূর্ণ, যে খ্রিষ্টের জোয়াল তুলে বহন করে ও প্রভুর আজ্ঞাগুলো সৎসাহসের সঙ্গে ও নির্দ্বিধায় পালন করে।

**শ্লোক** - হিব্রু ১৩:২১; ২ মাকা ১:৪

*প্র* ঈশ্বর মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন;
*উ* তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।
*প্র* তিনি তাঁর বিধান ও তাঁর আজ্ঞাগুলি গ্রহণের জন্য আপনাদের মন উদার করুন;
*উ* তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-২৪)

**পাপের ফল**

আদম নিজের স্ত্রী হবাকে জানলেন, ও হবা গর্ভবতী হয়ে কাইনকে প্রসব করলেন; তিনি বললেন, 'প্রভুর সহায়তায় একটি মানুষকে পেয়েছি।' তিনি কাইনের ভাই আবেলকেও প্রসব করলেন। আবেল পালক হয়ে মেষ পালন করত, কাইন মাটি চাষ করত। এভাবে সময় কাটতে লাগল; একদিন কাইন ভূমির ফল প্রভুর কাছে অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করল। আবেলও নিজের পশুপালের প্রথমজাত কয়েকটা শাবককে ও তাদের চর্বি উৎসর্গ করল। প্রভু আবেলের প্রতি ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন, কিন্তু কাইন ও তার অর্ঘ্যের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন না; তাতে কাইন অধিক রেগে উঠল, তার মুখ বিষণ্ন হল। প্রভু কাইনকে বললেন, 'তোমার এই রাগ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ন কেন? সদ্ব্যবহার করলে তুমি কি মুখ উচ্চ করে রাখবে না? কিন্তু সদ্ব্যবহার না করলে পাপ-ই তোমার দ্বারে ওত পেতে বসে রয়েছে; তোমার জন্য সেই পাপ লোলুপ বটে, কিন্তু তার উপর কর্তৃত্ব করা তোমার উপরেই নির্ভর করবে!'

কাইন ভাই আবেলের সঙ্গে কথা বলল, আর তারা মাঠে গেলে কাইন তাঁর ভাই আবেলকে আক্রমণ করে হত্যা করল। প্রভু কাইনকে বললেন, 'তোমার ভাই আবেল কোথায়?' সে উত্তরে বলল, 'জানি না; আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষক?' তিনি বললেন, 'তুমি কী করেছ? শোন! তোমার ভাইয়ের রক্ত মাটি থেকে আমার কাছে চিৎকার করছে। আর এখন, অভিশপ্ত তুমি! বিচ্যুত হও সেই মাটি থেকে যা তোমার হাতের কর্মের ফলে তোমার ভাইয়ের রক্ত গ্রহণ করতে মুখ খুলেছে! তুমি মাটি যতই চাষ কর না কেন, মাটি তোমাকে তার নিজের শক্তি আর দেবে না; তুমি পৃথিবীতে উদ্দেশবিহীন পলাতক হবে!' তখন কাইন প্রভুকে বলল, 'না! আমার দণ্ডের ভার অসহনীয়! দেখ, তুমি আজ পৃথিবীর বুক থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তাই আমাকে তোমার সম্মুখ থেকে নিজেকে লুকোতে হবে; পৃথিবীতে আমাকে উদ্দেশবিহীন পলাতক হতে হবে; কেননা যে কেউ আমার দেখা পাবে, সে আমাকে হত্যাই করবে।' প্রভু তাকে বললেন, 'কিন্তু তবু যে কেউ কাইনকে হত্যা করবে, তাকে সাতগুণ বেশি প্রতিফল পেতে

হবে।' তাই প্রভু কাইনের জন্য একটা চিহ্ন রাখলেন, তার দেখা পেয়ে কেউই যেন তাকে মেরে না ফেলে। কাইন প্রভুর সাক্ষাৎ থেকে বিদায় নিয়ে এদেনের পুবদিকে নোদ দেশে গিয়ে বসতি করল।

কাইন নিজের স্ত্রীকে জানল, ও তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে এনোখকে প্রসব করল; পরে কাইন একটা নগরের স্থাপনকর্তা হল যার নাম নিজের সন্তানের নাম অনুসারে এনোখ রাখল। এনোখের ঘরে ইরাদের জন্ম হল, আর ইরাদ হলেন মেহুয়ায়েলের পিতা, মেহুয়ায়েল হলেন মেথুশায়েলের পিতা, আর মেথুশায়েল হলেন লামেখের পিতা। লামেখ দু'টো স্ত্রী নিলেন, একজনের নাম আদা, আর একজনের নাম জিল্লা। আদা যাবালকে প্রসব করলেন, তিনি হলেন তাঁবুবাসী পশুপালকদের আদিপুরুষ; তাঁর ভাইয়ের নাম যুবাল, তিনি হলেন বীণা ও বাঁশি বাদকদের আদিপুরুষ। এদিকে জিল্লা তুবালকাইনকে প্রসব করলেন, এই তুবালকাইন তাদেরই আদিপুরুষ হলেন যারা ব্রঞ্জ ও লোহার যন্ত্রপাতি বানায়; তুবালকাইনের বোনের নাম নাআমা।

লামেখ তার স্ত্রী দু'জনকে বললেন,

'আদা, জিল্লা, তোমরা আমার এই কথা শোন;
লামেখের বধূ দু'জন, আমার কথন কান পেতে শোন;
আঘাতের কারণে আমি একটা মানুষকে,
প্রহারের কারণে একটা যুবককে হত্যা করেছি।
কাইনের জন্য সাতগুণ প্রতিশোধ,
কিন্তু লামেখের জন্য সাতাত্তর গুণ প্রতিশোধ!'

শ্লোক - ১ যোহন ৩:১২; প্রজ্ঞা ১০:৩

প্ কাইনের মত যেন না হই: সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত, এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল,

উ কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়, কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।

প্ অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল, তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল,

℣ কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়, কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৩৯:১১-১৪)

**ধর্মাত্মা আবেলের বলিদানের অর্থই**

**প্রভু যিশু আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন**

*শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে আমার বিষয়ে লেখা আছে* … (সাম ৪০:৮ লাতিন পাঠ্য)। প্রাক্তন সন্ধির শুরুতে খ্রিষ্ট সম্বন্ধে তখনই লেখা হয়েছে যে তিনি মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আসবেন, যখন লেখা হয়েছে যে তিনি মানুষের সহায়তায় মণ্ডলীর প্রতীকরূপে হবাকে গড়লেন।

আর আসলে, যার মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তিপ্রাপ্ত, সেই মণ্ডলীর অনুগ্রহ ছাড়া, ও যার জন্য আমরা জীবিত, সেই বিশ্বাস ছাড়া দেহের এ দুর্বলতায় ও এ যুগের কোলাহলে আমাদের জন্য সাহায্যকারী আর কীবা থাকতে পারে?

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, *এবার এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস; এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে* (আদি ২:২৩-২৪)।

যিনি একথা বললেন তিনি যে কে, ও একথা যে কিসের রহস্যময় প্রতীক, তা জানবার জন্য এ কথাও শোন: *এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম* (এফে ৫:৩২)। এজন্য তিনি নির্দেশবাণী দেন মানুষ যেন নিজ স্ত্রীকে সেইভাবে ভালবাসে খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবেসেছেন, কেননা আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ, তাঁর মাংসের মাংস ও তাঁর হাড়ের হাড়। ফলে, যাঁর মধ্যে কোন কালিমা নেই ও পাপের কলুষও নেই, সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকা ও তাঁর প্রতি একপ্রকার শারীরিক ঐক্যেই মিলিত হওয়া, এর চেয়ে কী মহত্তর পরিত্রাণ আমাদের থাকতে পারে?

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, ধর্মাত্মা আবেলের বলি ঈশ্বরের গ্রহণীয় হল, কিন্তু ভ্রাতৃঘাতক কাইনের অর্ঘ্য তাঁর গ্রাহ্য হল না। এর স্পষ্ট অর্থ কি এ নয় যে, প্রভু যিশু

আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন যেন নিজ যন্ত্রণাভোগে নব বলিদানের অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও ভ্রাতৃঘাতক জাতির উপাসনা-রীতি বাতিল করতে পারেন? আর পুণ্যবান কুলপতি যে পুত্রকে উৎসর্গ করলেন কিন্তু মেষ বলিদান করলেন, তার চেয়ে স্পষ্টতর ঘটনা কী থাকতে পারে? এতে কি প্রকাশ্যেই প্রমাণিত হয় না যে, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের ঈশ্বরত্ব নয়, বরং পার্থিব সমস্ত প্রাণীদের সাধারণ মানবদেহই যন্ত্রণাভোগের পুণ্য কষ্টের অধীন হবে?

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, এমন মানুষের আসবার কথা যিনি স্বর্গীয় আধিপত্যবৃন্দকে শাসন করবেন: একথা তখনই পূর্ণতা লাভ করল, যখন প্রভু যিশু পৃথিবীতে এলেন ও স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করছিলেন, যেভাবে তিনি নিজে প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন, *তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন* (যোহন ১:৫১)।

শাস্ত্রগ্রন্থের শুরুতে লেখা হয়েছে, *শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে, হতে হবে এক বছরের একটা পুংশাবক; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে* (যাত্রা ১২:৫, ৬)। এ মেষশাবক যে কে, তোমরা তা তাঁরই কাছ থেকে শুনেছ যিনি বললেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। এঁকেই সমস্ত ইহুদী জাতি দ্বারা হত্যা করা হল, ইনিই এখনও বিরোধীদের ঘৃণায় নির্যাতিত। আর সকলের জন্য তাঁর মরা উচিত ছিল, যাতে তাঁর ক্রুশে পাপক্ষমা সাধিত হয় ও তাঁর রক্ত জগতের কলুষ মুছে দেয়।

শ্লোক - হিব্রু ১১:৪

℣ বিশ্বাসে আবেল ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন: ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন;

℟ তিনি মৃত হলেও এখনও সেই বিশ্বাসে কথা বলেন।

℣ বিশ্বাসে তিনি ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন;

℟ তিনি মৃত হলেও এখনও সেই বিশ্বাসে কথা বলেন।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-২০)

**সকল মানুষই পাপের কর্তৃত্বের অধীনস্থ**

ইহুদী হওয়ায় কী লাভ? পরিচ্ছেদনের কী মূল্য? তা মহান—সবদিক দিয়েই! প্রথমে এই কারণে যে, তাদেরই হাতে ঈশ্বরের দৈববাণী সকল তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের কেউ কেউ যে অবিশ্বস্ত হয়েছে, তাতে কী? তাদের অবিশ্বস্ততা কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা বাতিল করতে পারে? দূরের কথা! একথাই বরং স্বীকার করা হোক যে, ঈশ্বর সত্যনিষ্ঠ, প্রতিটি মানুষ মিথ্যাচারী, যেমনটি লেখা আছে, তুমি যেন তোমার বাণীতে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারালয়ে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াতে পার। কিন্তু আমাদের অধর্মময়তা যদি ঈশ্বরের ধর্মময়তা স্পষ্ট করে তোলে, তবে কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের উপর তাঁর ক্রোধ নামিয়ে আনেন, তখন—আমি তো মানুষেরই মত কথা বলছি—তিনি কি ধর্মময় নন? দূরের কথা! কারণ তাহলে ঈশ্বর কেমন করেই বা জগতের বিচার করবেন? কিন্তু আমার মিথ্যাচারিতায় যদি ঈশ্বরের সত্যনিষ্ঠা তাঁর গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমি কেনই বা এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি? তবে কেনই বা আমরা বলব না, 'এসো, অপকর্ম করি যেন উত্তম ফল ফলে', ঠিক যেভাবে নিন্দা করে কেউ কেউ বলে, আমরাই নাকি এমন কথা বলে থাকি? তেমন লোকদের শাস্তি সত্যিই ন্যায্য! তবে কী? আমরাই কী শ্রেষ্ঠ? দূরের কথা! কারণ আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন, যেমনটি লেখা আছে:

ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই।
*সুবুদ্ধিসম্পন্ন কেউ নেই, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ নেই।*
*সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার;*

*সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।*
*ওদের গলদেশ খোলা কবরেরই মত,*
*ওদের জিহ্বা তোষামোদে পটু;*
*ওদের ঠোঁটের পিছনে কেউটের বিষ,*
*ওদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ,*
*ওদের পা রক্তপাতের দিকে ছুটতে ব্যস্ত,*
*ওরা যেই পথে যায়, সেখানে ধ্বংস ও বিনাশ,*
*শান্তির পথ ওরা জানে না;*
*ঈশ্বরভয় নেই ওদের চোখের সামনে।*

এখন তো আমরা জানি, বিধান যা কিছু বলে, তা তাদেরই জন্য বলে যারা বিধানের অধীন, যেন প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হয় ও সমস্ত জগৎকে ঈশ্বরের বিচারের অধীনে আনা হয়। এজন্য বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা কোন মানুষ তাঁর সম্মুখে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না, কারণ বিধান দ্বারা মানুষ কি কি পাপ, তা-ই মাত্র জানতে পারে।

শ্লোক - সাম ৫৩:৩, ৪; রো ৩:২৩, ১০

প্ স্বর্গ থেকে পরমেশ্বর আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

উ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

প্ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, যেমনটি লেখা আছে, ধার্মিক বলতে এমন কেই নেই, একজনও নেই।

উ তারা সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৩:৭৬-৭৭)

**এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া**

**তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে লাগল**

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, মাংস অনেক কিছু দ্বারা নমিত তথা, বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ দ্বারা ও সেই দুর্বলতা দ্বারাও যার মধ্য দিয়ে ভুলের উৎপত্তি হল। আর যদিও অতি সাধারণ নয় এমন প্রতিদ্বন্দ্বী সেই সাপ দ্বারা মাংস প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তবু পাপে লিপ্ত হওয়ার আগে অতি সাধারণ নয় এমন অনুগ্রহ তার ছিল: আদম ঈশ্বরের সম্মুখেই ছিলেন, পরমদেশেই জীবনযাপন করতেন, স্বর্গীয় অনুগ্রহেই উজ্জ্বল ছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলতেন! তুমি কি কোথাও পড়েছ, তাঁর নিজের অপরাধ তাঁকে নমিত করার আগে তিনি নমিত হয়েছিলেন? তিনি নিজ দোষের উত্তরাধিকার আমাদের কাছে পর্যন্তই সম্প্রদান করে এলেন, যার ফলে এ দেহে সঙ্কুচিত হয়ে আমরা দেহ ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হতে চাই না। এভাবে আমরা আমাদের আত্মা নমিত করছি, যে আত্মা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত হবার জন্য সচেষ্ট। এ ক্ষয়শীল দেহ তার ভারে আত্মাকে চাপিয়ে রাখে, এবং পৃথিবীতে আমাদের এ বসতিকাল এতই প্রভাবশালী যে, ঈশ্বরে ধ্যানরত মন প্রায়ই সংসারের দিকে আনত হয়, এমনকি ঈশ্বরের অধীন হতে অক্ষম, কারণ দৈহিক জ্ঞান কোন অধীনতা মানে না ও আমাদের যত আসক্তিতে বাধা দেয়।

আমাদের নিজেদের বিষয়ে একথা বলে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মাংস বিষয়ে কী বলব? তেমন মাংস তিনি পূর্ণ বাস্তবতায়ই তো ধারণ করলেন, আর সেজন্য *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন* (ফিলি ২:৮)। মনোযোগ দাও ও সমস্ত দিক ভেবে দেখ। দেখ কেমন করে তিনি আমাদের দেহের রূপ স্বেচ্ছায়ই ধারণ করলেন ও মানুষের সাদৃশ্যে মানুষ হয়ে আমাদের দাসের দশা গ্রহণ করলেন—কেবল দেহের সাদৃশ্যে নয়, বরং পাপী মানুষেরই সাদৃশ্যে, কেননা সমস্ত মানুষই তো পাপের অধীন। এজন্য তিনি মানুষের মত প্রতীয়মান হলেন: দেহের দিক দিয়ে মানুষ, কিন্তু কাজের দিক দিয়ে মানুষের ঊর্ধ্বে। তিনি বলেন, মানুষ হিসাবে তিনি *নিজেকে নমিত*

*করলেন*, কেননা ঈশ্বর তাদের মুক্ত করতে এলেন যারা নমিত হয়েছিল; ফলে তিনি আমাদের জন্য নিজেকে নমিত করলেন।

তাহলে তাঁর দেহ মৃত্যুর দেহ নয়, বরং জীবনেরই দেহ; তাঁর মাংসও মৃত্যুর ছায়া নয়, বরং গৌরবের প্রভা; আর তেমন দেহে দুঃখ-শোকের কোন স্থান নেই, সেই দেহে বরং রয়েছে সকলের জন্য সান্ত্বনার অনুগ্রহ। তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন শিখতে পার বিনম্রতা কী। শোন তিনি কী বলেন, *তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নমিত-হৃদয়* (মথি ১১:২৯)। তিনি নিজেকে নমিত করলেন তুমি যেন উন্নীত হও, কেননা *যে কেউ নিজেকে নমিত করে, তাকে উচ্চ করা হবে* (লুক ১৪:১১)। তবু যারা নিজেদের নমিত করে, তারা যে সকলেই উন্নীত হবে তেমন নয়, কেননা অপরাধ অনেককেই সর্বনাশ পর্যন্ত নমিত করে। কিন্তু প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নমিত করলেন যেন মৃত্যুদুয়ার থেকে উন্নীত হতে পারেন।

এই যে, দেখ খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, দেখ তাঁর মঙ্গলদান। খ্রিষ্ট এলে পর এই যে মাংস যা ছিল মৃত্যুর ছায়া, তা প্রভুর অনুগ্রহে উজ্জ্বল হতে ও নিজে থেকে আলো দিতে লাগল; এজন্য লেখা রয়েছে, *তোমার চোখ-ই তোমার দেহের প্রদীপ* (মথি ৬:২২)।

**শ্লোক** - কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫

*প্র* তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

*প্র* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৬:৫-২২; ৭:১৭-২৪)

**ঈশ্বরের শাস্তি—জলপ্লাবন**

সেসময় প্রভু দেখলেন, পৃথিবীতে মানুষের ধূর্ততা বড়, তার অন্তর সারাদিন ধরে কেবল অধর্মেরই চিন্তা আঁটছে। পৃথিবীতে যে তিনি মানুষকে নির্মাণ করলেন, তার জন্য প্রভুর দুঃখ হল, তিনি মনঃক্ষুণ্ন হলেন। প্রভু বললেন, 'আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করব—মানুষের সঙ্গে যত পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখিদেরও উচ্ছেদ করব; কেননা আমি যে তাদের নির্মাণ করেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।' কিন্তু নোয়া প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন।

নোয়ার বংশ-কাহিনী এ: নোয়া সেযুগের মানুষদের মধ্যে ধার্মিক ও ত্রুটিহীন ছিলেন, তিনি পরমেশ্বরের সঙ্গে চলতেন। নোয়ার তিন পুত্রসন্তান হল, তাদের নাম শেম, হাম ও যাফেথ। কিন্তু পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে পৃথিবী নষ্ট হয়েছিল, ছিল অধর্মেই পরিপূর্ণ। পরমেশ্বর পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, পৃথিবী নষ্ট হয়েছে, কেননা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরা নষ্টই ছিল। তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি: সমস্ত প্রাণীর শেষকাল উপস্থিত, কেননা তাদের কারণে পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ; আমি পৃথিবী সমেত তাদের নষ্ট করতে যাচ্ছি।

তুমি গোফর কাঠের একটা জাহাজ তৈরি কর; বেণূ-বাঁশ দিয়েই তা তৈরি কর, ও তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা লেপন কর। তুমি এইভাবে তা তৈরি করবে: জাহাজটা দৈর্ঘ্যে হবে তিনশ' হাত, বিস্তারে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত। জাহাজের এক হাত উপরে তার একটা ছাদ তৈরি করবে; দরজাটা জাহাজের এক পাশে দেবে; জাহাজটাকে তিন তালায় তৈরী হতে হবে: নিচ তালা, মধ্য তালা, উপর তালা।

আর আমি, আকাশের নিচে যত জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণবায়ু রয়েছে, সেই সকলকে বিনষ্ট করার জন্য এখন পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন ডেকে আনছি: পৃথিবীর সবকিছুই প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করব: তুমি তোমার ছেলেদের, নিজ বধূ ও তোমার ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে। মদ্দা ও মাদী মিলিয়ে এক জোড়া করে যত জীবজন্তু, যত প্রাণী নিয়ে তাদের

প্রাণরক্ষার জন্য নিজের সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করাবে; সব জাতের পাখি ও সব জাতের পশু ও ভূমির সব জাতের সরিসৃপ জোড়া জোড়া করে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে যাবে। আর তুমি, তোমার নিজের জন্য ও তাদের জন্য খাদ্য হিসাবে সব রকম খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়ে নিজের কাছে জমিয়ে রাখ।' নোয়া এই সবকিছু করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিলেন, তিনি সেই অনুসারে সবকিছু করলেন।

চল্লিশ দিন ধরেই পৃথিবীতে জলপ্লাবন হল: বাড়তে বাড়তে জল জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিল, যে পর্যন্ত জাহাজটা ভূমি ছেড়ে উঠল। জলরাশি প্রবল হল, ভূমির উপরে খুবই বাড়তে লাগল, এবং জাহাজটা জলের উপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। জলরাশি ভূমির উপরে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, যে পর্যন্ত আকাশমণ্ডলের নিচের যত পাহাড়পর্বত সেই জলরাশিতে নিমজ্জিত হল। যত পাহাড়পর্বত জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, তার উপরে জলরাশি আরও পনের হাত বেড়ে উঠল। আর তখন পৃথিবীর যত প্রাণী—পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু, মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ এবং সমস্ত মানুষ মরল। যত প্রাণীর নাকে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, স্থলভূমির সেই সকল প্রাণী মরল। তাতে পৃথিবী-নিবাসী সমস্ত প্রাণী—মানুষ, পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখি সবই উচ্ছিন্ন হল: তারা পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হল, কেবল নোয়া রেহাই পেলেন, সেই সকলেও রেহাই পেল, যারা তাঁর সঙ্গে জাহাজে ছিল। জলরাশি একশ' পঞ্চাশ দিন ধরেই পৃথিবীর উপরে উচ্চ থাকল।

শ্লোক - ২ পি ২:৯; মথি ২৪:৩৭, ৩৮, ৩৯

℣ প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন।

℟ নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে।

℣ তারা খাওয়া-দাওয়া করছিল, আর কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

℟ নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লুক-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২২:৭-১০)

## মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও

এ যুগের উপরে মহা ক্রোধ অনিবার্য: গোটা জগতের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের ক্রোধ আকাশের উদারতা, পৃথিবীর পরিব্যাপ্তি, তারকা-বাহিনী, সূর্যের উজ্জ্বলতা ও জ্যোৎস্নার মধুরতা উল্টা-পাল্টা করে দেবে: মানুষের পাপের কারণে এসব কিছু মিলিয়ে যাবে। একসময় ঈশ্বরের ক্রোধ কেবল পৃথিবীর উপরে নেমে পড়েছিল, কারণ *পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরা নষ্টই ছিল* (আদি ৬:১২); এবার কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ আকাশ ও পৃথিবীর উপরেই নেমে আসবার কথা। ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে বলা হয়, *আকাশমণ্ডল বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে; সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত* (সাম ১০২:২৭)।

ভেবে দেখ কতই না মহান ও কী ধরনেরই সেই ক্রোধ যা গোটা জগৎকে বিনাশ করবে, তাদেরই শাস্তি দেবে যারা দণ্ডের যোগ্য, ও যথেষ্ট কিছুই পাবে যার উপর আঘাত হানবে। আমাদের এক একজন নিজ নিজ ব্যবহারে ঈশ্বরের ক্রোধের রসদ যুগিয়েছে; এবিষয়ে রোমীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে, *তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ* (রো ২:৫)। তাছাড়া এ কথাও লেখা আছে, *আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? অতএব এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল* (লুক ৩:৭-৮)।

তোমরা যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছ, তোমাদেরও বলা হয়, *এমন ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল।* তোমরা কি জানতে চাও মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলগুলি কি? *পবিত্র আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম* (গা ৫:২২-২৩), আর বাকি অন্যান্য সদ্‌গুণ। আমাদের এ সবগুলো থাকলে, তাহলেই আমরা *মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল* দেখাব।

*এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন* (লুক ৩:৮)। তেমন কথা বলেই শেষ নবী সেই যোহন আগেকার জাতির বহিষ্কার ও বিধর্মীদের আহ্বানের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন; আর আসলে তিনি, যারা আব্রাহামকে নিয়ে গর্ব করছিল, সেই ইহুদীদের বলছিলেন, *এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা;* এবং বিধর্মীদের জন্য এও বলছিলেন, *কেননা আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানের উদ্ভব ঘটাতে পারেন।* তিনি কোন্ পাথরের কথা বলছিলেন? তিনি অবশ্যই সাধারণ পাথরের কথা বলছিলেন না, তিনি বরং সেই অবোধ ও শক্তমনা মানুষদেরই কথা ইঙ্গিত করছিলেন, যারা পাথর ও কাঠ পূজা করায় সামসঙ্গীতের এ বাণী পূর্ণ করেছিল: *সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা, তারা সকলেই, সেগুলিতে ভরসা রাখে যারা* (সাম ১১৫:৮)। যারা দেবমূর্তি গড়ে সেগুলিতে ভরসা রাখে, তারা সত্যিই তাদের দেব-দেবীদের মত; নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন হয়ে তারা পাথর ও কাঠেই পরিণত হয়: জগতের সৌন্দর্য ও সৃষ্টির নৈপুণ্য, মর্যাদা ও কার্যকারিতা দেখা সত্ত্বেও তারা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার কথা অনুমান করতে চায় না, এবং যে তেমন সুব্যবস্থার একজন নিয়ন্তা ও প্রতিপালক আছেন তাও তারা মানে না। তারা অন্ধ, তারা এমন চোখ দিয়ে জগৎকে দেখে যে চোখ দিয়ে বুদ্ধিহীন পশু ও জীবজন্তু জগৎকে দেখে। জগৎকে পরমার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখেও তারা জগতের অর্থ আবিষ্কার করতে অক্ষম।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৭:৩০-৩১; ১৪:১৬

*প্র* সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ না করে

*উ* ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

*প্র* তিনি অতীতকালে সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন, কিন্তু

*উ* ঈশ্বর এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। কেননা তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:২১-৩১)

**ধর্মময়তা-লাভ বিশ্বাস থেকে আগত**

এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে, আর সেই বিষয়ে বিধান ও নবীদের সাক্ষ্যও রয়েছে: ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যিশু খ্রিষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে; আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে খ্রিষ্ট যিশুর সাধিত মুক্তিকর্ম দ্বারা। তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন—কেননা প্রাচীনকালে ঈশ্বর পাপের প্রতি সহিষ্ণুতাই দেখিয়েছিলেন, আর এখন, এই বর্তমানকালে, তিনি তাঁর নিজের ধর্মময়তা দেখাচ্ছেন, যেন নিজেই ধর্মময় হয়ে থাকেন ও তাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করতে পারেন যে যিশুতে-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত।

তবে আমাদের সেই গর্বের আর কী হল? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে! কোন্ বিধান দ্বারা? কর্মের বিধান দ্বারা? না; বিশ্বাসেরই বিধান দ্বারা। কেননা আমাদের বিবেচনায় বিধানের আদিষ্ট কর্ম ছাড়া বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়। হয় তো কি ঈশ্বর শুধু ইহুদীদেরই ঈশ্বর? তিনি কি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর নন? নিশ্চয়ই তিনি বিজাতীয়দেরও ঈশ্বর! কারণ ঈশ্বর এক, আর তিনি বিশ্বাসের ফলে পরিচ্ছেদিতদের, এবং বিশ্বাস দ্বারা অপরিচ্ছেদিতদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন। তবে আমরা কি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিধান বাতিল করছি? দূরের কথা! বরং বিধানকে তার আসল স্থানেই বসাচ্ছি।

**শ্লোক** - রো ৩:২৪, ২৫; ৫:১০

*প্র* ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে যিশু খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি দ্বারা।

*উ* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

*প্র* ঈশ্বরের শত্রু হওয়ার সময়ে আমরা তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি,

*উ* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১:১৪-১৫)

## বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই প্রভু আমাদের শিক্ষাদান করেছেন

*তুমি আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা সযত্নেই মেনে চলে। আহা! তোমার বিধিকলাপ মেনে চ'লে আমার পথ সকল সুস্থির হোক। তবে তোমার সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমি লজ্জায় পড়ব না* (সাম ১১৯:৪-৬)। তুমি যে আদেশ করেছ, মানুষ যেন তোমার আদেশমালা মেনে চলে, তা শুধু নয়, বরং আদেশ করেছ, মানুষ যেন তা সযত্নেই মেনে চলে। তিনি কখন এ আদেশ দিয়েছেন? পরমদেশে আদমকে তিনি সেই আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত তা সযত্নেই মেনে চলতে আদেশ করেননি; এজন্যই নিজ স্ত্রীর গলায় মুগ্ধ হয়ে ও সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আদমের পতন হয়েছিল: মনে করছিলেন, তিনি আদেশ সম্পূর্ণরূপে না মেনে নিলেও দণ্ড তত গুরুতর হবে না। অথচ তিনি একবার সেই আদেশের পথ ছেড়ে তা সম্পূর্ণরূপেই ছাড়লেন, সবকিছু হারিয়ে ফেললেন ও নিজেকে উলঙ্গ দেখলেন!

এজন্য প্রভু যখন দেখলেন, আদম পরমদেশে থাকলেও পতিত হয়েছিলেন, তখন বিধান, নবী, সুসমাচার ও প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়েই তোমাকে নির্দেশবাণী দিলেন তুমি যেন তোমার প্রভু ঈশ্বরের আদেশমালা সযত্নেই মেনে চল। তিনি বলেন, তোমার অনর্থক যে কোন কথার জন্যও তোমাকে হিসাব দিতে হবে (মথি ১২:৩৬ দ্রঃ)।

নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না: প্রতিটি আদেশের এক মাত্রা ও এক বিন্দু পর্যন্ত লোপ পাবে না। পথ থেকে সরে যেয়ো না: পথে থেকেও তুমি যখন দস্যুর হাত থেকে প্রায়ই রেহাই পাও না, তখন পথ ছেড়ে দস্যুর হাতে পড়ে তুমি কী করবে? তোমার পথ সোজা সরল হোক, তুমি যেন নিরাপদে এগতে পার; প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমাকে পথ দেখান।

*আমি প্রভুর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছিলাম, আমার উপর আনত হয়ে তিনি আমার চিৎকার শুনলেন; আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন, চালিত করলেন আমার পদক্ষেপ* (সাম ৪০:২, ৩ দ্রঃ)। তাই তুমিও প্রার্থনা কর, প্রভু যেন তোমার মনের পদক্ষেপ চালিত করেন যাতে তুমি প্রভুর বিধিকলাপ মেনে চলতে পার। তাঁর সকল আজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে তুমি লজ্জায় পড়বে না। সেই আদম ও হবাতে তুমি একসময় লজ্জায় পড়েছিলে: সেসময় তুমি উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলে; লজ্জায় পাতা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলে; লজ্জায় লাল হয়ে তুমি ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছিলে যে, ঈশ্বর তোমাকে বললেন, *আদম, তুমি কোথায় আছ?* (আদি ৩:৯) যা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তা তোমাকেই বলছেন, কেননা আমাদের ভাষায় আদম শব্দার্থ হল মানুষ। সুতরাং, মানুষ, কোথায় আছ? আর আদম উত্তর দিয়েছিলেন, উলঙ্গ হওয়ায় আমি ভয় করছিলাম, আমার মন লজ্জায় অভিভূত ছিল বিধায় তোমার সামনে আসতে আমার সাহস হয়নি। তবে আমরা যেন লজ্জায় না পড়ি, এসো, প্রভুর আদেশগুলো মেনে চলি, সবগুলোই মেনে চলি; কেননা যে কেউ একটা আদেশ মেনে চলে কিন্তু অন্য একটা লঙ্ঘন করে, তাতে তার কোন লাভ নেই।

**শ্লোক** - তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

*প্র* সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

*প্র* সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-২২)

## জলপ্লাবনের সমাপ্তি

নোয়ার কথা, ও তাঁর সঙ্গে জাহাজে থাকা সেই গৃহপালিত প্রাণীদের কথা পরমেশ্বরের স্মরণে ছিল। পরমেশ্বর পৃথিবীর উপরে এমন বাতাস বহালেন যার ফলে জল নামতে লাগল। অতল গহ্বরের সমস্ত উৎস-দ্বার ও আকাশের সমস্ত জলকপাট বন্ধ করা হল এবং আকাশের মহাবৃষ্টি থামানো হল। জল ক্রমে ক্রমে স্থলভূমির উপর থেকে সরতে লাগল। একশ' পঞ্চাশ দিন পর তা নেমে গেল; এবং সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে জাহাজটা আরারাতের পর্বতশ্রেণির উপরে লেগে রইল। দশম মাস পর্যন্ত জল ক্রমে ক্রমে সরে যেতে যেতে কমে গেল। সেই দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতমালার চূড়া দেখা গেল।

চল্লিশ দিন কেটে যাওয়ার পর নোয়া জাহাজে নিজের তৈরী জানালা খুলে একটা দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন; আর পৃথিবীর উপরে জল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়কাকটা উড়ে উড়ে যাতায়াত করতে থাকল। স্থলের উপরে জল কমেছে কিনা, তা জানবার জন্য তিনি একটা কপোত ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জলে আবৃত থাকায় কপোতটা পা দেওয়ার মত স্থান পেল না, তাই জাহাজে তাঁর কাছে ফিরে এল। তিনি হাত বাড়িয়ে কপোতটাকে ধরে নিজের কাছে জাহাজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি জাহাজ থেকে সেই কপোতটাকে আবার ছেড়ে দিলেন, কপোতটা সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে ফিরে এল; আর দেখ, তার ঠোঁটে জলপাইগাছের একটা কচি পাতা রয়েছে; তখন নোয়া বুঝলেন, স্থলের উপর থেকে জল সরে গেছে। আরও সাত দিন অপেক্ষা করার পর তিনি কপোতটাকে ছেড়ে দিলেন; এবার তা তাঁর কাছে আর ফিরে এল না।

নোয়ার বয়স তখন ছ'শো এক বছর; সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুকোতে লাগল; নোয়া জাহাজের ছাদ খুলে বাইরে তাকালেন, আর দেখ, স্থলভূমি সম্পূর্ণরূপে শুকনো। দ্বিতীয় মাসের সপ্তবিংশ দিনে স্থলভূমি শুকনো ছিল। তখন পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, 'তুমি তোমার বধূ, ছেলেদের ও ছেলেদের বধূদের

সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাও। যত পশু, পাখি, ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তু তোমার সঙ্গে রয়েছে, তাদের সকলকে তোমার সঙ্গে বাইরে নিয়ে যাও, তারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক, যেন পৃথিবীতে ফলবান হয় ও বংশবৃদ্ধি করে।' নোয়া নিজের ছেলেদের এবং নিজের বধূ ও ছেলেদের বধূদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর নিজ নিজ জাত অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরিসৃপ ও পাখি, স্থলভূমির সমস্ত প্রাণী জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তখন নোয়া প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, এবং সব ধরনের শুচি পশুর ও সব ধরনের শুচি পাখির মধ্য থেকে কয়েকটা নিয়ে বেদির উপরে আহুতি দিলেন। প্রভু সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন; তখন প্রভু মনে মনে বললেন, 'আমি মানুষের কারণে পৃথিবীকে আর কখনও অভিশাপ দেব না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মে প্রবণ; আমি এবার যেমন করলাম, সকল প্রাণীকে তেমন আঘাতে আর কখনও আঘাত করব না। পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিন বীজ বোনা ও ফসল কাটা, শীত ও উত্তাপ, গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, দিন ও রাত্রি, এই সবের আর কখনও নিবৃত্তি হবে না।'

**শ্লোক** - আদি ৮:২০, ২১; ৯:১, ৯

*প্র* নোয়া প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি বলি দিলেন। প্রভু সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ নিলেন।

*উ* পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল।

*প্র* দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করছি।

*উ* পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৯:৩)

## প্রতীকগুলোরই পরিবর্তন হল, বিশ্বাসের নয়

তুমি কি ঈশ্বরকে প্রশমিত করতে ইচ্ছা কর? জেনে নাও তোমার কী করা উচিত যাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রশমিত হন। লক্ষ কর সামসঙ্গীতে আমরা কী পাঠ করি: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও* (সাম ৫১:১৮ লাতিন পাঠ্য)। তাহলে তুমি কি বিনা বলিতেই থাকবে? তুমি কি কিছুই নিবেদন করবে না? কোন উৎসর্গেই কি তুমি ঈশ্বরকে প্রশমিত করবে না? তুমি কী বলেছ? *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম;* তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও। একটু এগিয়ে যাও, শোন, এবার বল: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না* (সাম ৫১:১৯)। তুমি যা যা উৎসর্গ করতে তা ফেলে দিয়ে তাই পেয়েছ যা উৎসর্গ করবে। আসলে তুমি পিতৃপুরুষদের সময়ে সেই মেষ-বলি উৎসর্গ করতে যাকে বলিদান বলা হত: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম।* তাই তুমি তেমন বলি প্রত্যাশা করছ না, অথচ বলি চাচ্ছ। তোমার জনগণ তোমাকে বলছে, তবে আমি কীবা উৎসর্গ করব যদি তাই না উৎসর্গ করি যা একসময় উৎসর্গ করতাম? আর আসলে জনগণ একই: কেউ কেউ মরলে ও কেউ কেউ জন্ম নিলে জনগণ একই হয়ে থাকছে। প্রতীকগুলোরই পরিবর্তন হল, বিশ্বাসের নয়। যা দিয়ে একটা জিনিস চিহ্নিত করা হত, সেই চিহ্নগুলোরই পরিবর্তন হল, কিন্তু যা চিহ্নিত ছিল তার পরিবর্তন হয়নি: খ্রিষ্টের স্থানে একটা পুংমেষ, খ্রিষ্টের স্থানে একটা মেষশাবক, খ্রিষ্টের স্থানে একটা বৃষ, খ্রিষ্টের স্থানে একটা ছাগ: এসব কিছু কিন্তু খ্রিষ্টকেই লক্ষ করত। একটা পুংমেষ, কারণ পুংমেষই মেষপাল চালিত করে: এ পুংমেষকেই তখন ঝোপে পাওয়া গেল যখন পিতা আব্রাহাম পুত্রকে রেহাই দিতে তবু সেখান থেকে বলি না দিয়েই চলে না যেতে আদেশ পেয়েছিলেন: ইস্‌হাক খ্রিষ্টই ছিলেন, পুংমেষটাও খ্রিষ্ট ছিল। ইস্‌হাক নিজের জন্য কাঠ বহন করছিলেন, খ্রিষ্ট নিজ ক্রুশ ক্লান্তিভরে টেনে নিচ্ছিলেন। একটা পুংমেষ ইস্‌হাকের স্থান নিল, কিন্তু অন্য কোন খ্রিষ্ট খ্রিষ্টের স্থান নেননি। তবু ইস্‌হাকে ও সেই পুংমেষে

খ্রিষ্টই চিহ্নিত ছিলেন। সেই পুংমেষের শিং কাঁটাঝোপে বদ্ধ ছিল: ইহুদীদের জিজ্ঞাসা কর, তারা কীভাবে প্রভুকে মুকুট দিল। তিনি মেষশাবক: ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। তিনি বৃষ: চেয়ে দেখ ক্রুশের শিং দু'টো! তিনি ছাগ: তা ঘটে পাপদেহের সাদৃশ্যের কারণে। এসব কিছু ততক্ষণ আবৃত হয়ে থাকে *যতক্ষণ দিনের প্রথম বাতাস না বয় ও যত ছায়া পালিয়ে না যায়* (পরমগীত ২:১৭)।

সুতরাং আদিপিতারাও একই খ্রিষ্ট প্রভুকে বিশ্বাস করলেন: তিনি যে বাণী, সেই অনুসারে শুধু নয়, বরং তিনি যে *ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ খ্রিষ্ট যিশু* (১ তি ২:৫), এই অনুসারেও। এবং প্রচার ও ভাববাণীর মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের কাছে সেই একই বিশ্বাস সম্প্রদান করে এলেন। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: 'আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি'* (২ করি ৪:১৩)।

সুতরাং যখন ধন্য দাউদ বলছিলেন, *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও*, তখন ঈশ্বরের কাছে সেই বলি দেওয়া হচ্ছিল যা এখন আর দেওয়া হয় না। ফলে তিনি যখন গান করছিলেন তখন ভাববাণী দিচ্ছিলেন: সেকালের বলিদান তুচ্ছ করছিলেন ও ভাবী বলিদান পূর্বদর্শন করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও*; যখন তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও, তখন কি তুমি বলিদান ছাড়াই থাকবে? কখনও না! *ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* উৎসর্গের জন্য যা দরকার, তা তোমার আছে। একটা মেষপালের সন্ধানে যেয়ো না, কোন জাহাজও প্রস্তুত করো না সাগর পেরিয়ে দূর দেশ থেকে সুগন্ধি দ্রব্য বহন করে আনবার জন্য। তোমার নিজের হৃদয়েই তাই খোঁজ কর যা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। হৃদয়কেই বলিদান করা দরকার। তোমার কি ভয় হয় যে ভগ্ন হয়ে হৃদয় বিনষ্ট হবে? দেখ এখানেই তুমি কী বাণী পাচ্ছ: *আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো ঈশ্বর* (সাম ৫১:১২)। অতএব, যাতে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি হয়, অশুদ্ধটা ভগ্ন করা হোক।

শ্লোক - মিখা ৬:৭, ৮; হিব্রু ১০:৪

প্ল হাজার হাজার ভেড়ায়ই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?

উ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে; শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

প্ল কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়।

উ হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে; শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২৫)

## বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময়তাপ্রাপ্ত আব্রাহাম

আমাদের পূর্বপুরুষ সেই আব্রাহামের বিষয়ে কী বলব? দৈহিক সূত্রে তিনি কিবা পেলেন? কারণ তাঁকে যদি কর্মের খাতিরেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তবে গর্ব করার মত তাঁর কিছু আছে—তবু ঈশ্বরের সামনে নয়। আসলে শাস্ত্র কী বলে? আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। যে কাজ করে, তার মজুরি তো তার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় বলে নয়, প্রাপ্য বিষয়ই বলে পরিগণিত। কিন্তু যে কেউ কাজ না ক'রে বরং তাঁরই উপরে বিশ্বাস রাখে যিনি ভক্তিহীনকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেন, তার এই বিশ্বাসই ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হয়। এই মর্মে দাউদও তাকে সুখী বলে ঘোষণা করেন, যার পক্ষে ঈশ্বর তার কাজের কথা বাদেই ধর্মময়তা আরোপ করেন, যথা :

*সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল,*
*আবৃত হল যাদের পাপ।*
*সুখী সেই মানুষ, যার পাপ প্রভু গণ্য করেন না* (সাম ৩৪:১-২ লাতিন পাঠ্য)।

আচ্ছা, এই 'সুখী' শব্দটা কি পরিচ্ছেদিতদের বেলায় খাটে, না অপরিচ্ছেদিতদের বেলায়ও খাটে? আমরা তো বলি, আব্রাহামের পক্ষে তাঁর বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হয়েছে। তবে কোন্ অবস্থায় পরিগণিত হয়েছে? তাঁর পরিচ্ছেদিত অবস্থায় না

অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়? পরিচ্ছেদিত অবস্থায় নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিতই অবস্থায়। বাস্তবিকই তিনি যে পরিচ্ছেদনের প্রতীক-চিহ্ন পেয়েছিলেন, তা সেই বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তার মুদ্রাঙ্কন হিসাবেই পেয়েছিলেন, সেই যে বিশ্বাস তখনও তাঁর ছিল, যখন তিনি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন; উদ্দেশ্য এই, অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় যারা বিশ্বাসী, তিনি যেন তাদের সকলের পিতা হন ও তাদেরও যেন ধর্মময় বলে গণ্য করা হয়; আর একইসঙ্গে তিনি যেন পরিচ্ছেদিতদেরও পিতা হন; অর্থাৎ তাদেরও পিতা, যারা শুধুমাত্র পরিচ্ছেদিত নয়, কিন্তু অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আমাদের পিতা আব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, তাঁর সেই বিশ্বাসের পদচিহ্নে চলে যারা। কারণ বিধান গুণে নয়, কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণেই আব্রাহামের বা তাঁর বংশের প্রতি জগতের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কেননা যারা বিধান অবলম্বন করে, তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস অর্থশূন্য, সেই প্রতিশ্রুতিও বৃথাই হয়ে যায়। বিধান তো ক্রোধ নামিয়ে আনে, কিন্তু যেখানে বিধান নেই, সেখানে বিধান-লঙ্ঘনও নেই। এজন্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস দ্বারা সাধিত, যেন সেই প্রতিশ্রুতি অনুগ্রহ রূপেই উপস্থিত হয় এবং এর ফলে যেন সেই প্রতিশ্রুতি সমস্ত বংশের পক্ষে অটল হয়, যারা বিধান অবলম্বন করে কেবল তাদেরই পক্ষে নয়, কিন্তু যে বংশ আব্রাহামের বিশ্বাস থেকে নির্গত, তাদেরও পক্ষে অটল থাকে। হ্যাঁ, তিনি আমাদের সকলের পিতা,—যেমন লেখা আছে, আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করেছি—সেই ঈশ্বরেরই দৃষ্টিতে পিতা, যাঁর উপর তিনি বিশ্বাস রাখলেন, যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন—যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল: তোমার বংশ এরূপ হবে। আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর!—ও সারার গর্ভকেও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু বিশ্বাসে টলমান হননি। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে। এজন্যই তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে

পরিগণিত হল। 'তাঁর পক্ষে পরিগণিত হল' কথাটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য,—এই আমাদেরও পক্ষে তা পরিগণিত হবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই যে যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

শ্লোক - হিব্রু ১১:১৭, ১৯; রো ৪:১৭

প্ বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্হাককে উৎসর্গ করেছিলেন ; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন ;

উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

প্ তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি, যা অস্তিত্ববিহীন, তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৭)

**আব্রাহাম তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা,**

**আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে**

*আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (রো ৪:৩)। মোশি একথা লেখেননি আব্রাহাম যেন তা পড়তে পারেন, কেননা আব্রাহাম বহুদিন আগেই মারা গেছিলেন ; তিনি বরং তা লিখলেন আমরা যেন তেমন কথা পড়ে আমাদের বিশ্বাসের জন্য উপকার পেতে পারতাম, অর্থাৎ কিনা আমরা যেন উপলব্ধি করতে পারতাম যে, তিনি যেভাবে বিশ্বাস করেছিলেন, আমরা ঈশ্বরে সেভাবে বিশ্বাস করলে তবে সেই বিশ্বাস আমাদেরও পক্ষে ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে—এই আমরা

*যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন* (রো ৪:২৪)। এবার এসো, অনুসন্ধান করে দেখি কেনই বা পল আব্রাহামের বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে প্রভুর পুনরুত্থানের কথা উত্থাপন করেন।

হয় তো কি আব্রাহাম তাঁকেই বিশ্বাস করলেন যিনি প্রভু যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন যিশু মৃতদের মধ্য থেকে তখনও পুনরুত্থান করেননি? এজন্য আমি পলের ধারণা বুঝতে চাই, বুঝতে চাই কেনই বা তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিশ্বাসগুণে যেমন আব্রাহামের পক্ষে বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল তেমনি আমাদেরও পক্ষে তাই ঘটবে *যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।*

যখন আব্রাহামকে আদেশ দেওয়া হল তিনি যেন তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন, তখন তিনি বিশ্বাস করলেন, ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতও করতে পারবেন; এও বিশ্বাস করলেন যে, ব্যাপারটা শুধু ইস্হাককে লক্ষ করছিল না, বরং রহস্যটির পূর্ণ সিদ্ধি তাঁর বংশধর তথা খ্রিষ্টকে নিয়েই সাধিত হবে। ফলে তিনি মনের আনন্দেই আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিলেন, কেননা এতে নিজ বংশের নিঃশেষ নয়, বরং প্রভুর পুনরুত্থান দ্বারা বিমুক্ত জগতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সমগ্র সৃষ্টির নবায়ন দেখতে পাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর বিষয়ে বলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লসিত হয়েছিলন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন* (যোহন ৮:৫৬)। এভাবে, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করে যিনি প্রভুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাদের বিশ্বাস ও আব্রাহামের বিশ্বাসের মধ্যকার তুলনা যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, কেননা তিনি তাই বিশ্বাস করেছিলেন যা ঘটবার কথা আর আমরা তাই বিশ্বাস করি যা ঘটেছে।

শ্লোক - রো ৪:২০-২১, ১৮

℣ ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আব্রাহাম কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন;

উ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।

প্ আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন ;

উ তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১৭)

## নোয়া ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর ছেলেদের এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল। পৃথিবীর সকল জন্তু, আকাশের সকল পাখি, স্থলের সমস্ত প্রাণী ও সমুদ্রের সমস্ত মাছ তোমাদের সামনে ভীত ও সন্ত্রাসিত হোক; এসব কিছু তোমাদের হাতে সমর্পিত! যত প্রাণী চরে বেড়ায়, তা তোমাদের জন্য হবে খাদ্য; সেই সবুজ উদ্ভিদ যেমন, তেমনি এসমস্ত কিছুও আমি তোমাদের দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস, অর্থাৎ রক্তসমেত মাংস খাবে না। এমনকি তোমাদের কাছ থেকে আমি তোমাদের রক্তের, অর্থাৎ তোমাদের প্রাণের হিসাব আদায় করব; প্রতিটি পশুর কাছ থেকেও তারই হিসাব আদায় করব; মানুষের কাছ থেকেও মানুষের প্রাণের হিসাব, তার ভাই-মানুষেরই প্রাণের হিসাব আদায় করব।

যে কেউ মানুষের রক্ত ঝরাবে,
মানুষ দ্বারাই তার রক্ত ঝরানো হবে;
কেননা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি মানুষকে নির্মাণ করেছেন।
তোমরা ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর,
পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়,
পৃথিবী বশীভূত কর।'

পরমেশ্বর নোয়াকে ও তাঁর পাশে তাঁর যে ছেলেরা ছিলেন, তাঁদের সকলকে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে, দেখ, তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে যত প্রাণী রয়েছে—যত পাখি, গবাদি পশু ও বন্যজন্তু তোমাদের সঙ্গে রয়েছে, পৃথিবীর যত প্রাণী জাহাজ থেকে বের হয়েছে—তাদের সকলের সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করছি। তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি আমি স্থিতমূল রাখব: জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আর কখনও উচ্ছেদ করা হবে না, পৃথিবীর বিনাশের জন্য জলপ্লাবন আর কখনও দেখা দেবে না।'

পরমেশ্বর আরও বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি নিজের মধ্যে এবং তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সকল ভাবীযুগের জন্য স্থাপন করছি: আমি মেঘের মধ্যে আমার নিজের ধনু স্থাপন করছি, সেটিই হবে আমার মধ্যে ও পৃথিবীর মধ্যে আমার সন্ধির চিহ্ন। যখন আমি পৃথিবীর ঊর্ধ্বে মেঘ জমিয়ে রাখব, ও মেঘের মধ্যে সেই ধনু দেখা দেবে, তখন আমার মধ্যে এবং তোমাদের ও মর্ত-প্রাণীকুলের মধ্যে আমার যে সন্ধি আছে, তা আমি স্মরণ করব, এবং জলরাশি সকল প্রাণীর বিনাশের জন্য আর কখনও জলপ্লাবনের কারণ হবে না। ধনু মেঘের মধ্যে থাকবে আর আমি তার দিকে চেয়ে দেখব, তখন যত মর্ত-প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাদের মধ্যে ও পরমেশ্বরের মধ্যে চিরস্থায়ী যে সন্ধি, তা আমি স্মরণ করব।’

পরমেশ্বর নোয়াকে বললেন, ‘এই হবে সেই সন্ধির চিহ্ন, যে সন্ধি আমি আমার মধ্যে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্থাপন করেছি।’

**শ্লোক** - ইশা ৫৪:৯, ১০ দ্রঃ

*প্র* যেমন আমি নোয়ার সময়ে শপথ করেছিলাম যে, জলরাশি পৃথিবীকে আর প্লাবিত করবে না, তেমনি এখন আমি শপথ করছি যে, তোমার উপর আর কখনও ক্রুদ্ধ হব না;

*উ* আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।

*প্র* পর্বতমালা সরে যাক, উপপর্বতও টলে যাক, কিন্তু আমার কৃপা তোমা থেকে সরে যাবে না।

*উ* আমার শান্তি-সন্ধিও টলবে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (১:১)

**সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে**

**তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি হোক**

রোমে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলী করিন্থে প্রবাসী ঈশ্বরমণ্ডলীর সমীপে, তথা যারা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আহূত ও পবিত্রীকৃত, তাদের সমীপে: যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর শতগুণে বর্ষিত হোক।

প্রিয়জনেরা, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অবিরত দুর্দশা আমাদের উপর এসে পড়েছে বিধায় আমরা মনে করি, তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে তর্কাতর্কি চলছে সেদিকে মনোযোগ দিতে অধিক দেরি করেছি—সেই জঘন্য ও অপবিত্র বিভেদ যা ঈশ্বরের মনোনীতজনদের মোটেই মানায় না, সেই বিভেদ যা দুর্দন্ত ও দাম্ভিক অল্পজন লোক এমন উন্মত্ততার পর্যায়ে জ্বালিয়ে তুলেছে যে তোমাদের সেই সম্মানিত ও সুপরিচিত নাম যা সকল মানুষের ভক্তির পাত্র হবার যোগ্য কলঙ্কিত হয়েছে। কেননা কেইবা তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সদ্‌গুণ ও দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ পায়নি? কেইবা তোমাদের নম্র ও মার্জিত খ্রিষ্টভক্তির আদর্শ দেখেনি? কেইবা তোমাদের উদার আতিথ্য-বোধের গুণকীর্তন করেনি? আর কেইবা তোমাদের নিখুঁত ও নিশ্চিত ধর্মজ্ঞান ধন্য করেনি?

তোমরা তো এসব কিছু পক্ষপাত না করেই করেছ, এবং তোমাদের ধর্মনেতাদের অধীন হয়ে ও তোমাদের প্রবীণদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে ঈশ্বরের বিধিনিয়মে এগিয়ে চলেছ। যুবকদের কাছে তোমরা আত্মসংযম ও সততার কথা উপস্থাপন করতে; মহিলাদের কাছে তোমরা নির্দেশবাণী দিতে তারা যেন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবেসে অনিন্দনীয়, সৎ ও পবিত্র বিবেকের সঙ্গে সবকিছু করে; তোমরা তাদের এ শিক্ষাও দিয়েছ, তারা যেন বাধ্যতা-নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ও সততা সম্পূর্ণরূপে বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভাবে ঘরের সেবাযত্ন করে যায়।

**শ্লোক** - যেরে ৬:১৬; ৭:৩ দ্রঃ

প্ল তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

উ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

প্ল প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, আর আমি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করব;

উ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:১-১১)

**যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা ধর্মময়তা-প্রাপ্ত মানুষ**

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি; তাঁর দ্বারা আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি। শুধু তা নয়, কিন্তু নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা তো আশাভ্রষ্ট করে না, কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। কেননা আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন। বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউই মরতে সম্মত নয়, হয় তো এমন কেউ থাকতে পারে, যে সৎমানুষের জন্যই মরতে সাহস করে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন। সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম, তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! শুধু তাই নয়: যাঁর দ্বারা পুনর্মিলন পেয়ে গেছি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরে গর্ববোধও করে থাকি।

**শ্লোক** - রো ৫:৮-৯

*প্র* ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন,

*উ* কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

*প্র* সুতরাং এখন তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন ঐশক্রোধ থেকে যে আমরা তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত।

*উ* কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩২শ বিভাগ ৯)

**এসো, ঐশভালবাসায় পার হই,**

**ঊর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি**

যে ভালবাসার কথা আমরা বলছি, যেহেতু তা পবিত্র আত্মার উপরে নির্ভর করে, সেজন্য শোন প্রেরিতদূত কী বলেন, *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)।

কেন প্রভু আপন পুনরুত্থানের পরেই সেই পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করতে চাইলেন যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে বিধায় আমাদের মধ্যে তাঁর মহান উপকারগুলি উপস্থিত? এতে কী শিক্ষা সঞ্চিত রয়েছে? শিক্ষা এই যে, আমাদের ভালবাসা যেন আমাদের পুনরুত্থানের প্রত্যাশায়ই জ্বলে ওঠে ও সংসারের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত হয়। আমরা তো এসংসারে জন্ম নিই আবার মরি, তাই এসো, আমরা যেন এসংসারকে ভাল না বাসি; যে ভালবাসায় ঈশ্বরকে ভালবাসি, এসো, সেই ভালবাসায় পার হই, ঊর্ধ্বে সেই ঐশভালবাসায় বসবাস করি।

আমরা এখানে সবসময় থাকব না, একথা ছাড়া আমরা যেন এ প্রবাস-জীবনে অন্য বিষয় ধ্যান না করি; তবেই পুণ্যাচরণের মাধ্যমে নিজেদের জন্য সেইখানে স্থান প্রস্তুত করব যেখান থেকে কখনও চলে যেতে হবে না। বস্তুতপক্ষে, প্রেরিতদূতের কথা

অনুসারে, পুনরুত্থান করার পর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের *আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই* (রো ৬:৯)।

এই যে আমাদের কী ভালবাসতে হবে! এ জীবনকালে যদি তাঁর উপরেই বিশ্বাস রাখি যিনি পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে না, তারা যা ভালবাসে, এমনকি তারা তাঁকে যত কম ভালবাসে তত বেশি যা কিছু ভালবাসে, তিনি আমাদের তেমন কিছু দেবেন না। তবে এসো, দেখি তিনি আমাদের কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: তিনি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য বা এজগতে সম্মান ও ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; আর আসলে তোমরা তো দেখ যে এসব কিছু দুর্জনদের কাছেও দেওয়া হয় যাতে সৎমানুষ সেগুলোর উপর ভরসা না রাখে। তিনি শারীরিক সুস্থতাও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি; তিনি নিজেই যে সুস্থতা দান করেন না এর জন্য নয়, বস্তুত তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ, তিনি তা পশুদেরও দান করেন। দীর্ঘায়ু দানেরও প্রতিশ্রুতি দেননি: কেননা দীর্ঘ এমন কি রয়েছে, একদিন যার অন্ত হবে না? আমরা যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, তিনি দীর্ঘায়ু বা অতিবৃদ্ধ বার্ধক্য মহাদানরূপে প্রতিশ্রুত হননি —প্রকৃতপক্ষে এসব কিছু আসবার আগে সকলে তার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু এলেই অসন্তুষ্ট হয়। তিনি দৈহিক সৌন্দর্যও দানের প্রতিশ্রুতি দেননি—অসুস্থতা বা সেই আকাঙ্ক্ষিত বার্ধক্যই তেমন সৌন্দর্য নিঃশেষ করতে যথেষ্ট! মানুষ সুন্দর হতে চায়, আবার দীর্ঘায়ু হতে চায়; অথচ এ আকাঙ্ক্ষা দু'টো হাত মিলিয়ে চলতে পারে না; তুমি দীর্ঘজীবী হলে সুন্দর হবেই না, কেননা বার্ধক্য এলেই সৌন্দর্য পালিয়ে যায়; তাছাড়া সৌন্দর্যের তেজ ও বার্ধক্যের হাহাকার একসাথে থাকতে পারে না। সুতরাং যিনি বললেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে* (যোহন ৭:৩৭-৩৮), তিনি এসব কিছু দানের প্রতিশ্রুতি আমাদের দেননি।

তিনি বরং এমন অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিলেন যেখানে আমরা কিছুই ভয় করব না, যেখানে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, যেখান থেকে চলে যেতে হবে না, যেখানে আর মৃত্যু ভোগ করতে হবে না; যেখানে মৃতের জন্য শোক করতে হবে না, বংশধরের জন্যও

প্রত্যাশা রাখতে হবে না। আমরা যারা তাঁকে ভালবাসি ও পবিত্র আত্মার ভালবাসায় উজ্জ্বল, যেহেতু তিনি তেমন কিছুই আমাদের প্রতিশ্রুত হয়েছেন, সেজন্য তিনি পুনরুত্থান করার আগে সেই আত্মাকে দিতে চাইলেন না, যেন আপন দেহে সেই জীবনই দেখাতে পারেন যা এখনও আমাদের আয়ত্তে না থাকলেও তবু পুনরুত্থানের পরে পাবার প্রত্যাশায় আছি।

**শ্লোক** - রো ৭:৬; ৫:৫

*প্র* এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-২৬)

## মানবজাতি চারদিকে বিক্ষিপ্ত

সারা পৃথিবী জুড়ে একই ভাষা, একই শব্দ চলত। পুবদিকে এগিয়ে যেতে যেতে মানুষ শিনার দেশে এক সমতল জায়গা পেয়ে সেখানে বসতি করল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'এসো, আমরা ইট তৈরি করে আগুনে পোড়াই।' এভাবে ইট হল তাদের পাথর, ও আলকাতরা হল তাদের গাঁথনির মসলা। পরে তারা বলল, 'এসো, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর নির্মাণ করি, একটা মিনারও তৈরি করি, যার চূড়া আকাশ স্পর্শ করে; নিজেদের জন্য সুনাম অর্জন করি, পাছে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ি।' কিন্তু আদমসন্তানেরা যে শহর ও মিনার নির্মাণ করছিল, তা দেখবার জন্য প্রভু নেমে এলেন। প্রভু বললেন, 'আচ্ছা, তারা এক জাতি, তারা এক ভাষার মানুষ; এটি হল শুধু তাদের কর্মের সূত্রপাতমাত্র! এখন তারা যা কিছু করবে বলে সঙ্কল্প করবে, তাদের পক্ষে তা অসাধ্য হবে না। এসো, আমরা নিচে গিয়ে সেই জায়গায় তাদের ভাষা এলোমেলো করে দিই, যেন তারা একে অন্যের ভাষা আর বুঝতে না পারে।' সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিলেন, আর তারা সেই শহর-নির্মাণকাজ ছেড়ে দিল। এজন্যই সেই শহরের নাম বাবেল রাখা হল, কেননা সেখানে প্রভু সারা পৃথিবীর ভাষা এলোমেলো করে দিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে প্রভু সারা পৃথিবী জুড়েই তাদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

শেমের বংশতালিকা এই: শেম একশ' বছর বয়সে, জলপ্লাবনের দু'বছর পরে, আর্পাক্সাদের পিতা হলেন; আর্পাক্সাদের পিতা হওয়ার পর শেম পাঁচশ' বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

আর্পাক্সাদ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে শেলাহ্‌র পিতা হলেন; শেলাহ্‌র পিতা হওয়ার পর আর্পাক্সাদ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন। শেলাহ্ ত্রিশ বছর বয়সে এবেরের পিতা হলেন; এবেরের পিতা হওয়ার পর শেলাহ্ চারশ' তিন বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

এবের চৌত্রিশ বছর বয়সে পেলেগের পিতা হলেন; পেলেগের পিতা হওয়ার পর এবের চারশ' ত্রিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

পেলেগ ত্রিশ বছর বয়সে রেউয়ের পিতা হলেন; রেউয়ের পিতা হওয়ার পর পেলেগ দু'শো নয় বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

রেউ বত্রিশ বছর বয়সে সেরুগের পিতা হলেন; সেরুগের পিতা হওয়ার পর রেউ দু'শো সাত বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

সেরুগ ত্রিশ বছর বয়সে নাহোরের পিতা হলেন; নাহোরের পিতা হওয়ার পর সেরুগ দু'শো বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

নাহোর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তেরাহ্‌র পিতা হলেন; তেরাহ্‌র পিতা হওয়ার পর নাহোর একশ' উনিশ বছর বেঁচে থেকে আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হলেন।

তেরাহ্‌ সত্তর বছর বয়সে আব্রাম, নাহোর ও হারানের পিতা হলেন।

**শ্লোক** - ইশা ৬৬:১৮; মার্ক ১৩:২৭ দ্রঃ

*প্র* আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি;

*উ* তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে।

*প্র* আমি সেসময় আমার দূতদের প্রেরণ করব, আর তারা চারদিক থেকে আমার মনোনীতদের জড় করবে;

*উ* তারা এসে আমার গৌরব দর্শন করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (২-৩)

**দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের কথা ভাব**

তোমরা সকলে ছিলে নম্রহৃদয়, অসার দম্ভ থেকে মুক্ত; কোন দাবি না রেখে তোমরা বরং বাধ্যই ছিলে; পাবার চেয়ে দিতেই অধিক ইচ্ছুক ছিলে। তোমরা খ্রিষ্টের ব্যবস্থা নিয়ে খুশিই ছিলে, তাঁর বাণীর প্রতি মনোযোগী হয়ে নিজেদের অন্তরে তা গেঁথে রাখছিলে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা সবসময় তোমাদের চোখের সামনে ছিল। তাই সকলকে গভীর ও উদার শান্তি দেওয়া হচ্ছিল, ভালোর জন্য তোমাদের অতৃপ্তিময় আকাঙ্ক্ষা ছিল, ও সকলের উপর পবিত্র আত্মা পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চারিত ছিলেন। তোমরা

পুণ্য সঙ্কল্পে পূর্ণ ছিলে, ও ভক্তিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে ভালোর বাসনায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি হাত প্রসারিত করছিলে, তাঁকে অনুরোধ করছিলে তোমরা অনিচ্ছাকৃত পাপ করলেও তিনি যেন তোমাদের প্রতি করুণাময় হন। তোমরা দিনরাত সমগ্র ভ্রাতৃত্বের জন্য ব্যস্ত ছিলে, যাতে তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা দয়া ও করুণার খাতিরে পরিত্রাণ পেতে পারে। তোমরা সরল সোজা ছিলে, পরস্পরের প্রতি তোমাদের কোন কুচিন্তা ছিলই না। যত বিভেদ ও বিচ্ছেদ তোমাদের কাছে জঘন্যই ছিল; প্রতিবেশীর ত্রুটিতে তোমরা শোক করছিলে, তাদের ভুল নিজেরই বলে মনে করছিলে। *যে কোন সৎকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে* (তীত ৩:১) তোমাদের যে কোন প্রকার সৎকাজ করার জন্য কখনও দুঃখ করতে হয়নি। পুণ্য ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিকতায় সুসজ্জিত হয়ে তোমরা ঈশ্বরভীতিতে সবকিছু করছিলে; প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি সকল তোমাদের হৃদয়-ফলকেই লিপিবদ্ধ ছিল।

তোমাদের যত গৌরব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দেওয়া হয়েছিল, অথচ যা লেখা আছে তা এবার পূর্ণতা লাভ করেছে: *আমার প্রিয়জন পান-আহার করে স্ফীত হল, মোটা-সোটা হয়ে লাথি মারল* (দ্বিঃবিঃ ৩২:১৫ দ্রঃ)। এ থেকেই উৎপন্ন হল ঈর্ষা ও হিংসা, বিবাদ ও বিভেদ, নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও বন্দিদশা। এভাবে নিকৃষ্টরা সম্মাননীয়দের বিরুদ্ধে, অযোগ্যরা যোগ্যদের বিরুদ্ধে, নির্বোধেরা বুদ্ধিমানদের বিরুদ্ধে, ও তরুণেরা প্রবীণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল (ইশা ৩:৫ দ্রঃ)। এজন্য ধর্মময়তা ও শান্তি দূরে সরে গেল, কেননা এক একজন ঈশ্বরভীতি ছেড়ে দিয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসে দুর্বল হয়েছে, তাঁর আদিষ্ট পথে চলে না, ও খ্রিষ্টীয় নাগরিকতার যোগ্য আচরণ করে না, বরং যে হিংসা দ্বারা মৃত্যুও এজগতে প্রবেশ করেছিল (প্রজ্ঞা ২:২৪ দ্রঃ), তেমন অধর্মময় ও ভক্তিহীন হিংসা পুনরায় জাগরিত করে এক একজন নিজ নিজ দুষ্ট হৃদয়ের কামনা অনুসারেই চলছে।

**শ্লোক** - ১ পি ১:২২; ৩:৮

*প্র* সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে

*উ* তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

*প্র* তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত;

ঊ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:১২-২১)

**প্রাচীন ও নব আদম**

যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশি পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল, এমনকি তাদের উপরেও রাজত্ব করল যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু অপরাধ যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন —এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের—যিশু খ্রিষ্টেরই— অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। আরও, সেই একজনের পাপ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র পাপের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যিশু খ্রিষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে

পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

**শ্লোক** - রো ৫:২০, ২১, ১৯

*প্র* যেখানে পাপ বৃদ্ধি করল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল,

*উ* যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।

*প্র* যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে,

*উ* যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৬১:৪-৬)

**খ্রিষ্ট বাধ্যতা ধারণ করলেন**

**যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন**

আমাদের মাংস বিশুদ্ধ করার জন্য যখন খ্রিষ্ট তা ধারণ করতে উদ্যত হলেন, তখন প্রাচীন পাপ ছাড়া তাঁকে প্রথমে কীবা বাতিল করতে হল? কেননা যেহেতু পাপ অবাধ্যতা ও ঈশ্বরের একটি আদেশ-লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করেছিল, সেজন্য ভুলভ্রান্তির বীজ বের করার জন্য তাঁকে সর্বপ্রথমে বাধ্যতাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হল। প্রকৃতপক্ষে সে বীজ থেকেই পাপের তেজ উৎপন্ন হয়েছিল; সুতরাং উত্তম চিকিৎসকরূপে তাঁকে প্রথমে অসুস্থতার মূল উচ্ছেদ করতে হল যেন ঘায়ের পাশ দু'টো চিকিৎসার উপকারিতা টের পেতে পারে। আসলে তুমি বৃথাই ঘায়ের দাগ চিকিৎসা করবে, যদি ভিতরে কলুষটা জেগে থাকে; এমনকি, ভিতরে পুঁজ গেঁজে থাকতেই বাইরে বন্ধ হলে ঘা আরও জ্বালাতন

করবে। তাই পাপ ক্ষমা করলেও পাপের ফল যদি থেকে যেত, তাতে কী উপকার হত? তেমন কাজ ঘায়ের দাগ সারিয়ে তোলা নয়, কেবল বন্ধই করা।

সেজন্য তিনি পাপের প্রবণতা সারাবার জন্য ঘা বিশুদ্ধ করতে চাইলেন, যেন অবাধ্যতার লেশমাত্রও না থাকে। তিনি নিজে বাধ্যতা ধারণ করলেন, যেন আমাদের অন্তরে তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আর তা প্রয়োজনই ছিল, *কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে* (রো ৫:১৯)।

এতে তাদেরই ভুল স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যারা বলে খ্রিষ্ট মানবদেহের প্রবণতা ছাড়াই মানবদেহ ধারণ করলেন; আর যারা খ্রিষ্ট-মানুষ থেকে মানবতা বাতিল করে, তারা স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সঙ্কল্পের বিরুদ্ধেই যায়, কেননা মানব প্রবণতা ছাড়া মানুষ থাকতে পারেই না। প্রবণতা বিহীন মানুষ পুরস্কার কি দণ্ডের যোগ্য হতই না। সুতরাং ভুলভ্রান্তির উৎস ও ঠিক যেন প্রবাহমান অপরাধের দরজাই বন্ধ করার জন্য, পাপ যা থেকে উৎপন্ন ছিল, খ্রিষ্টকে তা-ই ধারণ করতে ও সারিয়ে তুলতে হল। যাঁর মাংস দেখতে পারি না, অথচ যাঁর দুর্বলতার কথা পড়ি, আমি আজ কোন্ ভিত্তিতেই বা সেই প্রভু যিশুকে মানুষ বলে জানতে পারতাম, তিনি যদি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, শোকাচ্ছন্ন না হতেন, এমন কি তিনি যদি না বলতেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন?* (মথি ২৬:৩৮)। অথচ যিনি ঐশকাজগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের ঊর্ধ্বে বিবেচিত, তিনি ঠিক এসব কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষ বলে পরিচিত। এবং ঈশ্বর হয়েও তিনি নিজেই এমনভাবে নিজেকে মানুষ বলে স্বীকৃত হতে চাচ্ছিলেন যে, নিজেকে মানুষ বললেন: *তোমরা কেন আমাতে এমন মানুষকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ যে তোমাদের কাছে সত্যকথা বলেছে?* (যোহন ৮:৪০ লাতিন পাঠ্য)। অতএব তিনি এক ও অবিচ্ছেদ্য বলে স্বীকার্য, তিনি ব্যক্তির বিভিন্নতায় নয়, কেবল কাজগুলোর পার্থক্যের দিক থেকেই পৃথক। যিনি পিতা থেকে আগত, তিনি, মারীয়া থেকে যিনি আগত তাঁর থেকে যে ভিন্ন এমন নয়, বরং যিনি পিতা থেকে আগত ছিলেন, তিনি মারীয়া থেকে মাংস ধারণ করলেন: তিনি মাতা থেকে মানব প্রবণতা ধারণ করলেন যেন নিজেই আমাদের দুর্বলতা বরণ করতে পারেন।

এভাবে তিনি মানুষরূপে অসুস্থতার অধীন হলেন, মানুষরূপে দুঃখ ভোগ করলেন; আর আমরা তাঁকে যন্ত্রণায় আক্রান্ত মানুষরূপেই দেখলাম: তিনি কিন্তু এসব কিছু দ্বারা পরাজিত নন, বরং এসব কিছুর উপরে তিনিই বিজয়ী! তিনি তো নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য দুঃখ ভোগ করলেন; নিজের পাপের জন্য নয়, আমাদেরই পাপের জন্য অসুস্থতা বরণ করলেন, যেন নিজের যন্ত্রণায় আমাদেরই সারিয়ে তুলতে পারেন। সুতরাং আমাদের পাপের বোঝা বহন করার জন্যই তিনি আমাদের পাপ ধারণ করলেন; *আবার আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করার জন্যই তা ধারণ করলেন; আর এজন্য তিনি উত্তরাধিকার রূপে বহু মানুষকে পাবেন, ও শক্তিশালীদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ করে নেবেন* (ইশা ৫৩:১১, ১২ দ্রঃ)। অতএব তিনি যা বহন করেন, ক্ষমাই তার উদ্দেশ্য; যা ভোগ করেন, সংস্কারই তার লক্ষ্য; তাই তিনি আমাদের যন্ত্রণা আপন করলেন, আমাদের অধীনতাও আপন করলেন। তিনি যে সবকিছু নিজের অধীন করলেন, তা তাঁর নিজের ঈশ্বরত্বের অধিকার; তিনি যে নিজেকে অধীন করলেন, তা আমাদের মানবতার চিহ্ন।

শ্লোক - ১ পি ২:২১; মথি ৮:১৭

*প্র* খ্রিষ্ট তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে

*উ* তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

*প্র* তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি;

*উ* তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-৯; ১৩:২-১৮)

## আব্রাহামকে আহ্বান ও আশীর্বাদ

প্রভু আব্রামকে বললেন,

> ‘তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও,
> সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব।
> আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব,
> তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব;
> তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ!
> যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব;
> যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব;
> এবং পৃথিবীর সকল গোত্র
> তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।’

তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন, এবং লোটও তাঁর সঙ্গে গেলেন। আব্রাম যখন হারান ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর বছর। আব্রাম নিজের স্ত্রী সারাইকে ও ভাইপো লোটকে এবং হারানে সঞ্চয় করা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পদ ও পাওয়া সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে কানান দেশের দিকে রওনা হলেন, আর কানান দেশে গিয়ে পৌঁছলেন।

আব্রাম সেই দেশের মধ্য দিয়ে শিখেম স্থান পর্যন্ত, মোরের ওক্ গাছের কাছে গেলেন। সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরাই ছিল। আব্রামকে দেখা দিয়ে প্রভু তাঁকে বললেন, ‘আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।’ তখন আব্রাম সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বেথেলের পুব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটালেন—এর পশ্চিমে ছিল বেথেল, ও পুবে ছিল আই। তিনি সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও প্রভুর নাম করলেন। পরে আব্রাম নানা জায়গা হয়ে নেগেবের দিকে এগিয়ে চললেন।

আব্রাম খুবই ধনী ছিলেন: তাঁর যথেষ্ট গবাদি পশু ও সোনা-রুপো ছিল। নানা জায়গা হয়ে তিনি নেগেব থেকে বেথেলের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে, বেথেল ও আইয়ের মাঝখানে যেখানে আগে তাঁর তাঁবু ফেলানো ছিল, সেই স্থানেই, তাঁর আগেকার গাঁথা যজ্ঞবেদির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে আব্রাম প্রভুর নাম করলেন। কিন্তু সেই লোটও, যিনি আব্রামের সঙ্গে যাত্রা করছিলেন, তাঁরও অনেক অনেক মেষ-ছাগ, গবাদি পশু ও তাঁবু ছিল, আর সেই অঞ্চলে পাশাপাশি হয়ে বসতি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি থাকায় তাঁরা একসঙ্গে বাস করতে পারছিলেন না। একারণে আব্রামের রাখালদের ও লোটের রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। (সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরা ও পেরিজীয়েরা বসবাস করছিল।) আব্রাম লোটকে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তোমার ও আমার মধ্যে, ও তোমার রাখালদের ও আমার রাখালদের মধ্যে যেন কোন ঝগড়া না হয়, আমরা তো জ্ঞাতি! তোমার সামনে কি সারা দেশ পড়ে আছে না? তাই আমা থেকে বিপরীত জায়গায়ই যাও: তুমি বাঁ দিকে গেলে আমি ডান দিকে যাব, তুমি ডান দিকে গেলে আমি বাঁ দিকে যাব।'

তখন লোট চোখ তুলে দেখলেন, যর্দনের গোটা সমভূমি-অঞ্চলটা সবই জলসিক্ত, (প্রভু তখনও সদোম ও গমোরা ধ্বংস করেননি); তা ছিল প্রভুর উদ্যানের মত, মিশর দেশের মত; তা জোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই লোট নিজের জন্য যর্দনের গোটা অঞ্চলটা বেছে নিয়ে পুবদিকে রওনা হলেন; এইভাবে তাঁরা আলাদা হলেন। আব্রাম কানান দেশে বসতি করলেন, এবং লোট সমভূমি-অঞ্চলের শহরগুলিতে বসতি করে সদোমের কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁবু খাটাতে লাগলেন। সদোমের লোকেরা কিন্তু খারাপ ছিল, প্রভুর বিরুদ্ধে বড়ই পাপী ছিল।

আব্রামের কাছ থেকে লোট আলাদা হওয়ার পর প্রভু আব্রামকে বললেন, 'চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব— কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে! ওঠ, দেশটির চারদিকেই ঘুরে এসো, কেননা আমি তা তোমাকেই দেব।' তাই আব্রাম

তাঁবুগুলি তুলে মাম্রের ওক্ কুঞ্জে গিয়ে বসতি করলেন, (এই মাম্রে হেব্রোনে অবস্থিত), এবং সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১১:৮; ইশা ৫১:২ দ্রঃ

*প্র* বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল,

*উ* এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে তিনি রওনা হলেন।

*প্র* তোমাদের পিতা আব্রাহাম ও তোমাদের জননী সারার কথা বিবেচনা করে দেখ; কেননা আমি তাঁকে ডেকেছিলাম,

*উ* এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে তিনি রওনা হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৪:৭–৫)

**এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের আদর্শ চোখের সামনে তুলে ধরি**

ভাই, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে ঈর্ষা ও হিংসা ভ্রাতৃহত্যা জন্মাল। ঈর্ষার কারণে আমাদের পিতা যাকোব নিজ ভাই এসৌয়ের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। ঈর্ষার জন্য যোসেফ মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতিত হলেন ও দাসত্বের হাতে এসে পড়লেন। *কে তোমাকে আমাদের উপরে নেতা ও বিচারকর্তা করে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিশরীয়কে হত্যা করেছ, তেমনি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?* (যাত্রা ২:১৪)। নিজ বংশের মানুষের তেমন ঈর্ষার কথা শুনে মোশি মিশররাজ ফারাওর সামনে থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। ঈর্ষার ফলে আরোন ও মারীয়াকে শিবিরের বাইরে বসে থাকতে হল। ঈশ্বরের দাস মোশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল বিধায় ঈর্ষাই দাথান ও আবিরামকে জিয়ন্তই পাতালে নিয়ে গেল। ঈর্ষার জন্যই দাউদ বিদেশীদের ঘৃণা শুধু নয়, ইস্রায়েলের রাজা শৌলের হাতে নির্যাতনও ভোগ করলেন।

কিন্তু এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন। এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি:

অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১১; ১ করি ৪:৯

*প্র* আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

*প্র* আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৬:১-১১)

**বাপ্তিস্ম—খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যু ও জীবন**

ভ্রাতৃগণ, তবে কী বলব? অনুগ্রহ যেন বৃদ্ধি পায় এজন্য কি পাপে থাকব? দূরের কথা! আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি। কেননা আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে। আমরা তো ভালই জানি যে, আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি। কেননা যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে [মুক্ত হয়ে] ধর্মময়তা-প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন; কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

**শ্লোক** - রো ৬:৪; গা ৩:২৭

*প্র* মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

*প্র* আমাদের যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছি,

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৭)

**আমরা যদি বিশ্বাস করি, খ্রিষ্ট আমাদের ধর্মময়তার জন্য পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমরা অধর্ম ভালবাসতে পারি?**

এসো, ভেবে দেখি কেন খ্রিষ্ট বিষয়ে বহু নাম থাকা সত্ত্বেও—তিনি তো প্রজ্ঞা, শক্তি, ধর্মময়তা, বাণী, সত্য ও জীবন বলেই অভিহিত—তবু প্রেরিতদূত আমাদের বিশ্বাস সমর্থনের জন্য তাঁর পুনরুত্থানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রেরিতদূত নিজে অন্যত্র বলেন যে, *ঈশ্বর খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন* (এফে ২:৬)।

তাই তিনি এ চেতনাই দিতে অভিপ্রেত হচ্ছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাস কর খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও তাঁর সঙ্গে সেইমত পুনরুত্থান করেছ; আর যদি বিশ্বাস কর, তিনি স্বর্গধামে পিতার ডান পাশে আসীন, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরাও পার্থিব প্রাণীদের মধ্যে নয়, স্বর্গীয় প্রাণীদের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়েছ; আর যদি তোমরা বিশ্বাস কর, খ্রিষ্টের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে, তাহলে এ কথাও বিশ্বাস কর যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে জীবিত থাকবে; আর যদি বিশ্বাস কর, খ্রিষ্ট পাপের কাছে মৃত ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত, তাহলে তোমরাও পাপের কাছে মৃত হও ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত থাক। উপরন্তু তিনি প্রৈরিতিক

অধিকার সূত্রে এ চেতনা দিয়ে বলেন, *তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়* (কল ৩:১-২)। যে কেউ তাই করে, সে যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে প্রমাণ করে, এবং তার বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হবে। অপরদিকে যার অন্তরে অধর্মের কিছু থাকে, সে যদিও তাঁকে বিশ্বাস করে যিনি প্রভু যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবু সে ধর্মময় বলে পরিগণিত হতে পারবে না, কেননা যেমন অন্ধকারের সঙ্গে আলো বা মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ধর্মময়তার সঙ্গে অধর্মের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে, তারাও যদি তাদের পুরানো মানুষকে তার অধর্ম সহ ত্যাগ না করে, তাদের বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য হতে পারবে না।

একই প্রকারে, যেমন অধার্মিকের পক্ষে ধর্মময়তা আরোপিত হতে পারে না, তেমনি দুশ্চরিত্রের পক্ষে শুচিতা, অপকর্মার পক্ষে ন্যায্যতা, কৃপণের পক্ষে দানশীলতা, দুর্জনের পক্ষে দয়া আরোপিত হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রিপুর পুরানো পোশাক ফেলে দিয়ে *সেই নবমানুষকে পরিধান করে, যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে* (এফে ৪:২৪; কল ৩:১০)। এজন্য প্রভু যিশুর কথা তুলে ধরে তিনি এ কথাও বলেন: *যিশুকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে* (রো ৪:২৫), যেন আমরা শিখতে পারি যে যা কিছু তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তা আমাদের ঘৃণা ও ত্যাগ করা দরকার।

কেননা আমরা যদি সত্যি বিশ্বাস করি, তাঁকে আমাদের পাপের জন্যই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা কী করে সেই সকল পাপকে বিপক্ষীয় ও বিরোধী বলে গণ্য করব না? কেননা আমরা জানি, সেই পাপের কারণেই আমাদের মুক্তিসাধককে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যদি এখনও পাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকে, এবং তিনি সংগ্রাম করে যা পরাভূত করেছেন, তা আমরা যদি আঁকড়ে ধরি

ও অনুসরণ করি, তাহলে আমরা স্পষ্টই দেখাই, আমাদের কাছে খ্রিষ্টের মৃত্যুর কোন মূল্য নেই।

একথা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে যার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আমি কি করে তা ভালবাসতে পারি? যদি বিশ্বাস করি, তিনি আমার ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করেছেন, তাহলে কি করে আমি অধর্ম পছন্দ করতে পারি? সুতরাং খ্রিষ্ট কেবল তাদেরই ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেন, যারা অধর্ম ও অপকর্মের পুরাতন পোশাককে মৃত্যুর কারণ বলে ফেলে দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের আদর্শে নবজীবন পরিধান করেছে।

**শ্লোক** - ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

*প্র* খ্রিষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,

*উ* যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

*প্র* তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

*উ* যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-২৪)

## মেল্কিসেদেক বিজয়ী আব্রামকে আশীর্বাদ করেন

শিনারের আম্রাফেল রাজা, এল্লাসারের আরিওক রাজা, এলামের কেদর্লায়োমের রাজা এবং গোয়িমের তিদাল রাজার আমলে এই রাজারা সদোমের রাজা বেরা, গমোরার রাজা বির্শা, আদ্মার রাজা শিনাব, জেবোইমের রাজা শেমেবের ও বেলার অর্থাৎ জোয়ারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এঁরা সকলে সিদ্দিম নিম্নভূমিতে অর্থাৎ লবণ-সাগরে একত্র হলেন। এঁরা বারো বছর ধরে কেদর্লায়োমেরের জোয়ালের অধীনে থেকে এই ত্রয়োদশ বর্ষে বিদ্রোহ করেন। চতুর্দশ বর্ষে কেদর্লায়োমের ও তাঁর মিত্র রাজারা এসে আষ্তারোথ-কার্নাইমে রেফাইমদের, হামে জুজীমদের, শাবে-কিরিয়াথাইমে এমীমদের ও প্রান্তরের কাছাকাছি সেই এল্-পারান পর্যন্ত সেইর পার্বত্য অঞ্চলে সেখানকার হোরীয়দের পরাভূত করলেন। সেখান থেকে ফিরে এন্-মিস্পাতে অর্থাৎ কাদেশে গিয়ে আমালেকীয়দের সমস্ত দেশ ও হাৎসাসন-তামার নিবাসী আমোরীয়দের পরাভূত করলেন। তখন সদোমের রাজা, গমোরার রাজা, আদ্মার রাজা, জেবোইমের রাজা ও বেলার রাজা অর্থাৎ জোয়ারের রাজা বেরিয়ে পড়ে এলামের কেদর্লায়োমের রাজার, গোয়িমের তিদাল রাজার, শিনারের আম্রাফেল রাজার ও এল্লাসারের আরিওক রাজার বিরুদ্ধে—পাঁচজন রাজা চারজন রাজার বিরুদ্ধে—যুদ্ধের জন্য সিদ্দিম নিম্নভূমিতে সৈন্যদের শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করলেন। এই সিদ্দিম নিম্নভূমিতে আলকাতরার অনেক কুয়ো ছিল; আর সদোম ও গমোরার রাজারা পালাতে পালাতে তাঁদের সৈন্যরা কেউ কেউ সেই কুয়োগুলোর মধ্যে পড়ে গেল আর বাকি সবাই পর্বতে আশ্রয় নিল। শত্রুরা সদোম ও গমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও খাদ্য দ্রব্য লুট করে চলে গেল। তারা আব্রামের ভাইপো লোটকে ও তাঁর সম্পত্তিও নিয়ে গেল; তিনি সেই সদোমেই বাস করছিলেন।

হিব্রু আব্রামকে একজন পলাতক খবর দিল; সেসময়ে তিনি এস্কোলের ভাই ও আনেরের ভাই সেই আমোরীয় মাম্রের ওক্ কুঞ্জে বাস করছিলেন, এবং তাঁরা আব্রামের মিত্র ছিলেন। যখন আব্রাম শুনলেন, তাঁর ভাইপোকে বন্দি করা হয়েছে, তখন তিনি তাঁর

গৃহজাত দাসদের মধ্য থেকে তিনশ' আঠারজন রণনিপুণ লোক জড় করে দান পর্যন্ত তাঁদের পিছনে ধাওয়া করলেন। রাত্রিকালে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং তিনি ও তাঁর সেই লোকেরা তাদের পরাভূত করে দামাস্কের উত্তরে সেই হোবা পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করে চললেন। এভাবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি, আর তাঁর ভাইপো লোট ও তাঁর সম্পত্তি এবং সকল স্ত্রীলোক ও লোকজনকে পুনরুদ্ধার করলেন।

আব্রাম কেদর্লায়োমের ও তাঁর সঙ্গী রাজাদের পরাজিত করে ফিরে আসার পর সদোমের রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শাবে উপত্যকায় (অর্থাৎ রাজার উপত্যকায়) গেলেন। সেই সময়ে শালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক। তিনি এই বলে আব্রামকে আশীর্বাদ করলেন:

'আব্রাম স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর দ্বারা আশিসধন্য হোন!
আর ধন্য সেই পরাৎপর ঈশ্বর,
যিনি তোমার শত্রুদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন!'
আর আব্রাম সমস্ত কিছুর দশমাংশ তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

সদোমের রাজা আব্রামকে বললেন, 'সকল লোকজনকে আমাকে দিন, সম্পত্তি নিজের জন্য নিয়ে যান।' কিন্তু আব্রাম সদোমের রাজাকে উত্তরে বললেন, 'স্বর্গমর্তের জনক পরাৎপর ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত তুলে আমি বলছি, আমি কিছুই নেব না, এক গাছি সুতোও নয়, পাদুকার এক বন্ধনীও নয়, পাছে আপনি বলেন, আমি আব্রামকে ধনবান করেছি। না, নিজের জন্য কিছুই নেব না, কেবল তাই নেব, যোদ্ধারা যা খেয়েছে; আর যাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন, সেই এস্কোল, আনের ও মাম্রে, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের প্রাপ্য নিন।'

শ্লোক - হিব্রু ৫:৫-৬; ৭:২০-২১ দ্রঃ

℣ খ্রিষ্ট মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে বললেন,

℟ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

℣ অন্যরা বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল ; কিন্তু খ্রিষ্ট শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন,

℟ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৬-৮)

**যারা তাঁর কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক**

**যুগের পর যুগ প্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করলেন**

[উল্লিখিত] এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল ; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়োল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল। ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে *এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস* (আদি ২:২৩)। ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি : এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে কী কী আছে। এসো, খ্রিষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পাতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

এসো, সমস্ত যুগের কথা ভাবি, তখন দেখতে পারব যে, যারা তাঁর দিকে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যুগের পর যুগ মহাপ্রভু তাদের মনপরিবর্তনের সুযোগ দান করেছেন।

নোয়া মনপরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছিলেন, আর যারা বাধ্য হল তারা পরিত্রাণ পেল। যোনা নিনেভে-নিবাসীদের কাছে সর্বনাশের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তারা কিন্তু নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রসন্ন করল ও পরিত্রাণ লাভ করল—অথচ তারা তাঁর কাছে বিধর্মীই ছিল!

ঐশঅনুগ্রহের নানা সেবক পবিত্র আত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন, এমনকি নিখিলের মহাপ্রভু নিজেও দিব্যি দিয়ে মনপরিবর্তনের কথা বললেন: *আমার জীবনের দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি পাপীর মৃত্যু নয়, তার মনপরিবর্তন চাই* (এজে ৩৩:১১ দ্রঃ); তাছাড়া তিনি এ মমতাপূর্ণ বাণীও দিলেন, *হে ইস্রায়েলকুল, মনপরিবর্তন করে অনাচার ত্যাগ কর; আমার জাতির সন্তানদের কাছে তুমি একথা বল: তোমাদের পাপ পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্তও প্রসারিত হলেও, সিঁদুরের চেয়েও লাল হলেও ও ছাগের লোমের চেয়েও কালো হলেও, তবু তোমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার দিকে ফের, যদি বল, 'পিতা,' তবে আমি পবিত্র জাতিই যেন তোমাদের প্রার্থনা কান পেতে শুনব* (এজে ১৮:৩০; ইশা ১:১৮ দ্রঃ)। অন্যত্র তিনি এভাবে কথা বলেন: *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও; অনাচার ত্যাগ কর; সদাচরণ করতে শেখ: ন্যায়ের সন্ধান কর, অত্যাচারিতের সহায়তা কর; এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি—একথা বলছেন প্রভু,—সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত। তোমরা বাধ্য হলে ও শুনলে, তবে মাটির মঙ্গলদান ভোগ করবে; কিন্তু অবাধ্য হলে ও বিদ্রোহ করলে, তবে খড়্গ দ্বারা কবলিত হবে, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করল* (ইশা ১:১৬-২০ সত্তরী পাঠ্য)। তাই আপন সকল প্রিয়জনদের মনপরিবর্তনের অংশীদার করতে ইচ্ছা করে প্রভু আপন সর্বশক্তিশালী ইচ্ছা দ্বারাই এ বাণী সপ্রমাণ করলেন।

শ্লোক - ২ পি ১:৩, ৪; রো ১২:২ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন, যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার,

ঊ কারণ তোমরা জগতের কামনাজনিত ভ্রষ্টতা এড়িয়ে গেছ।

প্ তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

ঊ কারণ তোমরা জগতের কামনাজনিত ভ্রষ্টতা এড়িয়ে গেছ।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৬:১২-২৩)

**ধর্মময়তার সেবায় পাপমুক্ত মানুষ**

ভ্রাতৃগণ, পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে; তোমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিকেও অধর্মের অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে অর্পণ করো না, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসা জীবিত ব্যক্তি রূপে তোমরা ঈশ্বরের কাছেই নিজেদের অর্পণ কর, এবং নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ কর। কেননা পাপ তোমাদের উপর আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের অধীন নও, অনুগ্রহেরই অধীন!

তবে কী? যেহেতু আমরা বিধানের অধীন নই, অনুগ্রহেরই অধীন, সেজন্য কি পাপ করব? দূরের কথা! তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা যার কাছে বাধ্য হবার জন্য দাস হিসাবে নিজেদের সঁপে দাও, যার প্রতি বাধ্য, তোমরা তারই দাস? হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেননা তোমরা পাপের দাস ছিলে বটে, কিন্তু ধর্মশিক্ষার যে আদর্শে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তোমরা তার প্রতি হৃদয় দিয়ে বাধ্য হয়েছ; আর এভাবে পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধর্মময়তার সেবায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমাদের মাংসের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত কথা বলছি; কারণ তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও। বাস্তবিকই যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন ধর্মময়তার কাছে স্বাধীন ছিলে। কিন্তু তাতে তোমরা কী ফল পেতে? এমন ফল যার কথা ভেবে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ। আর আসলে সেই সমস্ত ফলের শেষ পরিণাম মৃত্যু! কিন্তু এখন, পাপের হাত

থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন। কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে অনন্ত জীবন।

**শ্লোক** - রো ৬:২২, ১৬

*প্র* পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে

*উ* তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

*প্র* যার সেবা কর, তোমরা তারই দাস: হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, না হয় ধর্মময়তাজনক বাধ্যতার দাস।

*উ* তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪১শ বিভাগ ৫)

**পাপ বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে;**
**প্রভু যিশুই সেই মধ্যস্থ যিনি পুনর্মিলিত করেন**

*বিনামূল্যে তোমাদের বিক্রি করা হয়েছিল, বিনা অর্থে তোমাদের মুক্ত করা হবে* (ইশা ৫২:৩)। প্রভুই একথা বলেন: তিনিই তো মূল্য দিলেন, রুপো নয়, তাঁর নিজের রক্তই সেই মূল্য; অন্যথা আমরা দাস ও নিঃস্বই থেকে যেতাম। তেমন দাসত্ব থেকে কেবল প্রভুই মুক্তি দেন—যিনি সেই দাসত্বের বাইরে, তিনিই তা থেকে মুক্তি দেন, কেননা কেবল তিনিই পাপশূন্য হয়ে এ মাংসে এলেন। দেখ সেই সকল শিশু যাদের মায়ের কোলে বহন করা হয়: এখনও পায়ে চলতে পারে না, অথচ শেকলাবদ্ধ, কেননা আদম থেকে তা-ই গ্রহণ করেছে যা খ্রিষ্ট দ্বারা পরিত্রাণকৃত হয়। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তারাও প্রভুর প্রতিশ্রুত তেমন অনুগ্রহের অধিকারী হবে, কেননা যিনি পাপশূন্য হয়ে এলেন ও পাপের জন্য বলি হলেন, কেবল তিনিই পাপ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। তোমরা এইমাত্র প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনেছ: *আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি,* অর্থাৎ

খ্রিষ্ট নিজেই যেন তোমাদের আবেদন জানাচ্ছেন; কীসের আবেদন? *ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও* (২ করি ৫:২০)।

ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য যখন প্রেরিতদূত আমাদের আহ্বান ও আবেদন জানান, তখন এর অর্থ হল যে আমরা ঈশ্বরের শত্রুই ছিলাম; কেননা কেবল শত্রুতা থেকেই পুনর্মিলন করা হয়। তবু মানবস্বরূপ নয়, পাপ-ই তো আমাদের শত্রু করে ফেলেছিল, ফলে আমরা ছিলাম তাঁর শত্রু, ফলে পাপেরও দাস। ঈশ্বরের কোন স্বাধীন শত্রু নেই; এ প্রয়োজন যে, তারা দাস হবেই; এমনকি পাপ ক'রে তারা যাঁর শত্রু হতে চেয়েছিল, তাঁরই দ্বারা যদি মুক্তি না পায়, তারা দাস হয়ে থাকবে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।*

তবু আমরা কি করেই বা পুনর্মিলিত হতে পারি, তাঁর কাছ থেকে যা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তা যদি বাতিল না করা হয়? এবিষয়ে নবীর মুখ দিয়ে প্রভু বলেছেন, *তাঁর কান এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম; কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে* (ইশা ৫৯:১, ২)। সুতরাং, ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে বাধা রয়েছে তা সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত, ও মধ্যস্থ সেখানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা পুনর্মিলিত হতে পারব না। এখন, মাঝখানে বাধা রয়েছে বটে, কিন্তু এমন মধ্যস্থও রয়েছেন যিনি পুনর্মিলন ঘটাতে পারেন: যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা হল পাপ, যিনি পুনর্মিলন ঘটান তিনি হলেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট: *ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট* (১ তি ২:৫)।

সুতরাং, যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সেই প্রাচীর তথা পাপ যেন সরিয়ে দেওয়া হয়, সেজন্য সেই মধ্যস্থ এলেন, ও স্বয়ং যাজক যজ্ঞ হলেন। আর যেহেতু আপন যন্ত্রণাভোগের ক্রুশে নিজেকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করে তিনি পাপের জন্য বলি হলেন, সেজন্য প্রেরিতদূত *খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও* একথা বলার পর, আমরা কেমন যেন জিজ্ঞাসা করি 'আমরা কী করে পুনর্মিলিত হব?' তিনি বলে চলেন, সেই খ্রিষ্ট, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি*

(২ করি ৫:২১)। তিনি সেই খ্রিষ্ট-ঈশ্বরেরই কথা বলছেন যিনি কোন পাপ জানেননি। সেই খ্রিষ্ট মাংসে এসেছিলেন বটে, কিন্তু পাপময় মাংসে নয়, *পাপময় মাংসের সাদৃশ্যেই* (রো ৮:৩) এসেছিলেন, কারণ তাঁর বেলায় পাপের লেশমাত্র নেই; ফলে, তাঁর নিজের কোন পাপ না থাকায় তিনি পাপের জন্য প্রকৃত যজ্ঞ হলেন।

**শ্লোক** - ১ পি ২:২২, ২৪; ইশা ৫৩:৫

*প্র* যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা, তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,

*উ* আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

*প্র* যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। আমরা তাঁরই ক্ষতগুণে নিরাময় হলাম,

*উ* আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৫:১-২১)

## আব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি

প্রভুর বাণী দর্শনযোগে আব্রামের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আব্রাম, ভয় করো না, আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!' আব্রাম উত্তরে বললেন, 'হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কী দেবে? আমি তো নিঃসন্তান হয়ে চলে যাচ্ছি, আর দামাস্কের সেই এলিয়েজের আমার বাড়ির উত্তরাধিকারী।' আব্রাম বলে চললেন, 'তুমি যখন আমাকে কোন বংশধর দিলে না, তখন আমার বাড়ির লোকজনের একজন হবে আমার উত্তরাধিকারী।' তখন দেখ, প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওই লোকটা তোমার উত্তরাধিকারী হবে না; না, তোমার ঔরসজাত একজনই হবে তোমার উত্তরাধিকারী।' তাঁকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও।' তিনি বলে চললেন, 'তোমার বংশ সেইমত হবে!' তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আমিই সেই প্রভু, যিনি এই দেশ তোমার অধিকারে দেবার জন্য কাল্দীয়দের উর্ থেকে তোমাকে বের করে এনেছি।' তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আমি যে তার অধিকারী হব, তা কেমন করে জানব?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তিন বছরের একটা বকনা, তিন বছরের একটা মাদী ছাগল, তিন বছরের একটা ভেড়া এবং একটা ঘুঘু ও একটা পায়রা আমার কাছে নিয়ে এসো।' তিনি ওইসব তাঁর কাছে নিয়ে এলেন, এবং সেগুলিকে কেটে দু'টুকরো করে এক একটা ভাগ অন্য অন্য ভাগের সামনাসামনি রাখলেন, কিন্তু পাখিদের দু'টুকরো করলেন না। শিকারী পাখিরা সেই মৃত পশুদের উপরে নেমে পড়ছিল, কিন্তু আব্রাম তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সূর্য অস্তগমন করছে, এমন সময় আব্রামের উপর গভীর নিদ্রা নেমে এল, আর দেখ, তিনি অন্ধকারময় আতঙ্কে আক্রান্ত হলেন। তখন প্রভু আব্রামকে বললেন, 'জেনে রাখ, তোমার সন্তানেরা এমন দেশে প্রবাসী হয়ে থাকবে, যা তাদের আপন দেশ নয়; তারা দাসত্ব-অবস্থায় পড়বে ও চারশ' বছর ধরে অত্যাচারিত হবে। কিন্তু তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই সেই জাতির

বিচার করব; তারপর তারা যথেষ্ট সম্পত্তি নিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর তুমি, তুমি তো শান্তিতে তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, ও শুভ বার্ধক্যের পরে তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে। তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে ফিরে আসবে, কেননা আমোরীয়দের শঠতা এখনও পূর্ণ হয়নি।'

সূর্য অস্তগমন করেছিল ও অন্ধকার নেমে এসেছিল এমন সময় দেখা গেল, ধূমায়মান এক চুল্লি ও জ্বলন্ত এক মশাল সেই সারি-বাঁধা টুকরোগুলির মাঝখান দিয়ে চলে গেল। সেদিন প্রভু আব্রামের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করে বললেন,

'আমি মিশরের নদী থেকে
[ফোরাত] মহানদী পর্যন্ত
এই দেশ তোমার বংশকে দিচ্ছি—

সেই দেশ পর্যন্ত যেখানে কেনীয়েরা, কেনিজীয়েরা, কাদমোনীয়েরা, হিত্তীয়েরা, পেরিজীয়েরা, রেফাইমরা, আমোরীয়েরা, কানানীয়েরা, গির্গাশীয়েরা ও যেবুসীয়েরা বাস করে।'

**শ্লোক** - রো ৪:৩, ১৮; যাকোব ২:২৩

*প্র* আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,
*উ* এতে তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।
*প্র* আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন,
*উ* এতে তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৯-১১)

**যিনি বন্ধু বলে অভিহিত, সেই আব্রাহাম বিশ্বস্ততা দেখালেন**

ভ্রাতৃগণ, এসো, ঈশ্বরের অপরূপ ও গৌরবময় ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হই; এসো, প্রণত হয়ে তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অনুনয় করি; মৃত্যুজনক যত অসার দুশ্চিন্তা, তর্কাতর্কি ও হিংসা ত্যাগ করে, এসো, তাঁর মমতার দিকে মন ফেরাই। এসো, যারা তাঁর অপরূপ

গৌরবের সেবা করেছেন, তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। এসো, সেই এনোখের কথা ভাবি: তাঁকে বাধ্যতায় ধর্মময় পাওয়া গেল, তাঁকে এজগৎ থেকে তুলে নেওয়া হল, আর তাঁর মৃত্যুর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নোয়া বিশ্বস্ততা দেখিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করে জগতের কাছে নবীন সূচনার কথা প্রচার করলেন, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু, যে প্রাণী পুনর্মিলন-বন্ধনে জাহাজে প্রবেশ করেছিল, তাদের সকলকে বাঁচিয়েছিলেন।

যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হয়েছিলেন, সেই আব্রাহাম ঐশবাণীর প্রতি বাধ্যতায় বিশ্বস্ততা দেখালেন। বাধ্যতায় তিনি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন, যেন ছোট একটা দেশ, দুর্বল একটা কুটুম্ব ও ক্ষুদ্র গৃহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি লাভ করতে পারেন। কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেন: *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে* (আদি ১২:১-৩)। আবার, তিনি লোট থেকে পৃথক হচ্ছিলেন, এমন সময় ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *চোখ তুলে এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান থেকে উত্তর দক্ষিণ ও পুব পশ্চিমের দিকে চেয়ে দেখ, কেননা এই যে সমস্ত অঞ্চল তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা আমি তোমাকে ও চিরকাল ধরে তোমার বংশকে দেব। আমি তোমার বংশকে পৃথিবীর ধূলিকণার মত করে তুলব—কেউ যদি পৃথিবীর ধূলিকণা গুনতে পারে, সে তোমার বংশধরদেরও গুনতে পারবে* (আদি ১৩:১৪-১৬)। ঈশ্বর আবার আব্রাহামকে বাইরে এনে বললেন, *আকাশের দিকে তাকাও, আর যদি পার, তারানক্ষত্রের সংখ্যা গুনে নাও। তিনি বলে চললেন, তোমার বংশ সেইমত হবে! তিনি প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন* (আদি ১৫:৫-৬)। তাঁর বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে একটা সন্তানকে দেওয়া হল, আর বাধ্যতায় তিনি, ঈশ্বর যে পাহাড় তাঁকে দেখালেন, সেই পাহাড়ে তাঁর সেই সন্তানকে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন।

সমস্ত অঞ্চলটা আগুন ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে দণ্ডিত হচ্ছিল, এমন সময় আতিথেয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য লোট সদোমের মধ্য থেকে পরিত্রাণ পেলেন: এতে

মহাপ্রভু স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু যারা বিদ্রোহ করে, তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেন। এক্ষেত্রে একটা প্রমাণ দেওয়া হল যখন তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে গেলেন, কিন্তু মন পাল্টিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একমন হননি, ফলে তিনি আজ পর্যন্তও লবণের স্তম্ভ হয়ে রয়েছেন, যেন সকলের কাছে জ্ঞাত হয়, যারা দোমনা ও ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তারা শাস্তি পায় ও সকল যুগের মানুষের কাছে সাবধান-চিহ্ন বলে দাঁড়ায়।

শ্লোক - নেহে ৯:৭, ৮; হিব্রু ১১:৮

প্র তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়েছিলে।

উ তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে।

প্র বিশ্বাসে আব্রাহাম সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

উ তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৭:১-১৩)

## বিধানের ভূমিকা

ভ্রাতৃগণ,—বিধানে দক্ষ মানুষদের কাছেই তো আমি কথা বলছি!—তোমরা কি একথা জান না যে, মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই বিধান তার উপর কর্তৃত্ব করে? কারণ যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন মাত্রই সধবা স্ত্রী বিধানের জোরে তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্ত যা তাকে স্বামীর কাছে আবদ্ধ রাখে। সুতরাং স্বামী জীবিত থাকাকালে সে যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলে অভিহিতা হয়; কিন্তু স্বামী মরলে সে সেই বিধান থেকে মুক্তি পায়, অন্য পুরুষের হলেও সে ব্যভিচারিণী হবে না। একই প্রকারে, হে আমার ভাই, খ্রিষ্টের দেহের মধ্য দিয়ে বিধানের কাছে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যজনের হও —তাঁরই হও, যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। কেননা আমরা যখন মাংসের বশে ছিলাম, তখন পাপের কামনা-বাসনা বিধানকে সুযোগ ক'রে মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের অঙ্গগুলিতে সক্রিয় ছিল; কিন্তু এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

তবে আমরা কী বলব? বিধান কি নিজেই পাপ? দূরের কথা! তবু আমি কেবল বিধানের মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম, পাপ কি; কেননা 'লোভ করো না', একথা যদি বিধান না বলত, তবে লোভ কি, তা জানতে পারতাম না; কিন্তু পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার অন্তরে সব রকম লোভ সক্রিয় করল। সত্যি, বিধান না থাকলে পাপ মৃত। আর আমি একসময় বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা এলে পাপ জীবিত

হয়ে উঠল আর আমি মরলাম; এবং যে আজ্ঞা জীবনের উদ্দেশে ছিল, তা আমার মৃত্যুর উদ্দেশে কাজ করল। কেননা পাপ সুযোগ পেয়ে সেই আজ্ঞা দ্বারা আমাকে ভোলাল আর সেই আজ্ঞা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। সুতরাং, বিধান পবিত্র, এবং তার আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও মঙ্গলকর। তবে যা মঙ্গলকর, তা কি আমার পক্ষে মৃত্যু হল? দূরের কথা! পাপই বরং সেই রকম হল: নিজেকে পাপ বলে প্রকাশ করার জন্য পাপ যা মঙ্গলকর, তা দ্বারাই আমার মৃত্যু ঘটাল, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ তার নিজের পূর্ণ পাপময়তায় প্রকাশিত হয়।

**শ্লোক** - রো ৭:৬; ৫:৫

*প্র* আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

*প্র* ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের দীর্ঘতর নিয়ম থেকে পাঠ (২:২-৪)

**আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন**

**তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব?**

কোন্ ভাষা ঈশ্বরের সমস্ত উপকারের যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে পারবে? সেগুলোর সংখ্যা এমন যা গণনার অতীত; সেগুলোর মহত্ত্বও এমন যা সেগুলোর একটামাত্রও যথেষ্ট হবে যাতে আমরা তেমন মহা অনুগ্রহের দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

তবু এমন এক উপকার রয়েছে যা ইচ্ছা করেও আমরা কোন মতে উল্লেখ না করে পারি না। কেননা যথোচিত বর্ণনা দিতে সক্ষম না হলেও সুমতি ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন যে কোন মানুষ যে এ উপকারের কথা উল্লেখ করবে না, তা হতে পারে না।

উপকারটি হল এই যে, ঈশ্বর মানুষকে আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যেই গড়লেন, তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে সজ্জিত করলেন, অন্যান্য সকল প্রাণীর তুলনায় তাকেই বিচারবুদ্ধিতে মণ্ডিত

করলেন, তাকে এমন গুণ দিলেন সে যেন অবর্ণনীয় পরমদেশের সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেতে পারে, এমনকি তাকে পার্থিব সমস্ত কিছুর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সাপ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ পাপে পতিত হলে ও পাপের ফলে মৃত্যু ও যন্ত্রণায়ও পতিত হলে তিনি তবু এর জন্য তাকে পরিত্যাগ করেননি; বরং তার সাহায্যে বিধান ও তার রক্ষা ও প্রতিপালনে দূত দিলেন, রিপু সংস্কারের জন্য ও সদ্‌গুণের শিক্ষাদানের জন্য নবীদের প্রেরণ করলেন, ভর্ৎসনা-বাণীর মাধ্যমে অধর্মের উত্তেজনা প্রশমিত ও উচ্ছিন্ন করলেন, প্রতিশ্রুতি দানে সৎমানুষদের আগ্রহ উদ্দীপিত করলেন, বারবার এ-মানুষ ও-মানুষের কাছে ভাল কি মন্দ জীবনের শেষ পরিণামের পূর্বদর্শন দিলেন তারা যেন অপরকে সুপরামর্শ দিতে পারে। এসব কিছুর পরেও তিনি অবাধ্যতায় স্থিতমূল এ আমাদের প্রতি বিমুখ হননি। না, প্রভুর মঙ্গলময়তা আমাদের কখনও একা ফেলে রাখেনি: তাঁর দেওয়া মর্যাদা নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে তুচ্ছ করেও ও উপকর্তার প্রতি বিদ্রোহ দেখিয়েও আমরা আমাদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা মুছে দিতে পারিনি। এমনকি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট নিজেই আমাদের পুনরায় মৃত্যু থেকে আহ্বান করলেন ও জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

উপকার যে কি ভাবে মঞ্জুর করা হল, এ পর্যায়ে এ কথাও আমাদের মন অধিকতর ভাবে মুগ্ধ করে তোলে: *অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে শূন্য করলেন* (ফিলি ২:৬-৭)। তাছাড়া তিনি আমাদের যন্ত্রণা তুলে বহন করলেন, আমাদের যত কষ্ট বরণ করে নিলেন, আমাদের জন্য প্রহারিত হলেন আমরা যেন তাঁর ক্ষতগুণে সুস্থ হয়ে উঠি। আরও: আমাদের হয়ে অভিশাপ স্বরূপ হয়ে তিনি সেই মূল্যেই অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, ও এমন অপমানজনক মৃত্যু বরণ করলেন আমাদের যেন গৌরবময় জীবনে পুনর্চালিত করতে পারেন। তথাপি মৃতদের জীবনে আহ্বান করায় তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি বরং তাঁর নিজের ঐশমর্যাদাও আমাদের মঞ্জুর করলেন ও এমন অনন্ত বিশ্রাম প্রস্তুত করলেন যার মহা আনন্দ সম্পূর্ণরূপে মানবীয় ধারণার অতীত।

আমাদের প্রতি প্রভু যা কিছু করলেন, তার প্রতিদানে আমরা তাঁকে কী দিতে পারব? তিনি এমনই মঙ্গলময় যিনি প্রতিদান দাবি করেন না; তাঁর কাছে এ যথেষ্ট যে,

তিনি যা কিছু দিলেন, তার প্রতিদানে আমরা যেন তাঁকে ভালবাসি। আমি যখন এ সমস্ত কথা নিজের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, তখন কেমন যেন অভিভূত ও সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ি, এই ভয়ে যে, আমার মনের চপলতা বা অসার দুশ্চিন্তার দরুন আমি ঈশ্বর-ভালবাসায় শিথিল হয়ে পড়ি ও খ্রিষ্টের কাছে লজ্জা ও অসম্মানের কারণ হই।

**শ্লোক** - সাম ১০৩:২, ৪; গা ২:২০

*প্র* প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য ; ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার : তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন আমার জীবন,

*উ* তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

*প্র* ঈশ্বরের পুত্র আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন,

*উ* তিনি আমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-১৬)

## ইশ্মায়েলের জন্ম

আব্রামের স্ত্রী সারাই আব্রামের ঘরে কোন পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে পারেননি, কিন্তু আগার নামে তাঁর একটি মিশরীয় দাসী থাকায় সারাই আব্রামকে বললেন, 'দেখ, প্রভু আমাকে নিঃসন্তান রেখেছেন, তাই তুমি আমার দাসীর কাছেই যাও; হয় তো তার দ্বারা আমি সন্তান পেতে পারব।' আব্রাম সারাইয়ের কথায় সম্মত হলেন। এইভাবে কানান দেশে আব্রাম দশ বছর বসবাস করার পর আব্রামের স্ত্রী সারাই নিজের দাসী সেই মিশরীয় আগারকে এনে নিজের স্বামী আব্রামের হাতে স্ত্রীরূপে তুলে দিলেন। তিনি আগারের কাছে গেলেন আর সে গর্ভবতী হল। কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, তখন তার গৃহিণী তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলেন। তাতে সারাই আব্রামকে বললেন, 'আমার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, তা তোমার উপরেই পড়ুক; আমার নিজের দাসীকে আমিই তোমার আলিঙ্গনে দিয়েছিলাম, কিন্তু সে যখন দেখল, সে গর্ভবতী হয়েছে, সেসময় থেকে আমি তার চোখে তাচ্ছিল্যের বস্তু হলাম। প্রভুই আমার ও তোমার মধ্যে বিচার করুন!' আব্রাম সারাইকে বললেন, 'আচ্ছা, তোমার দাসী তোমারই হাতে; তুমি যা ভাল মনে কর, তার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।' তখন সারাই আগারের প্রতি এমনভাবেই দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন যে, সে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গেল। প্রভুর দূত মরুপ্রান্তরের মধ্যে এক জলের উৎসের ধারে—শুরের পথে যে উৎসটা আছে, তারই ধারে তাকে পেলেন; তাকে বললেন, 'সারাইয়ের দাসী আগার, তুমি কোথা থেকে এলে? আবার কোথায় যাবে?' সে উত্তরে বলল, 'আমি আমার গৃহিণী সারাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।' প্রভুর দূত তাকে বললেন, 'তুমি এবার তোমার গৃহিণীর কাছে ফিরে যাও, আর তার অধীন থাক।' প্রভুর দূত তাকে আরও বললেন, 'আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাব যে, তার বহুসংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না।' প্রভুর দূত আরও বললেন, 'দেখ, তুমি এখন গর্ভবতী, তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে, কেননা প্রভু তোমার লাঞ্ছনার চিৎকার শুনেছেন। সে হয়ে উঠবে

যেন বন্য গাধার মত; সে হাত বাড়াবে সকলের বিরুদ্ধে ও সকলে হাত বাড়াবে তার বিরুদ্ধে; সে তার সকল ভাইয়ের সামনাসামনিই বাস করবে।'

যিনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আগার সেই প্রভুর এই নাম রাখল: তুমি এল্-রোই; কেননা সে বলছিল, 'আমার এই দেখার পর আমি সত্যিই কি এখনও দেখতে পাচ্ছি?' এজন্য সেই কুয়োর নাম লাহাই-রোই কুয়ো হল; কুয়োটা কাদেশ ও বেরেদের মাঝখানে রয়েছে। পরে আগার আব্রামের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল; আর আব্রাম আগারের গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইশ্মায়েল রাখলেন। আগার যখন আব্রামের ঘরে ইশ্মায়েলকে প্রসব করে, তখন আব্রামের বয়স ছিয়াশি বছর।

**শ্লোক** - গা ৪:২২, ৩১, ৩০

*প্র* লেখা আছে, আব্রাহামের দু'সন্তান হল, একজন ছিল ওই দাসীর সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান।

*উ* সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

*প্র* তবু শাস্ত্র কী বলে? ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না।

*উ* সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (১২-১৩)

## এসো, নম্রচিত্ত হই

তার বিশ্বাস ও আতিথেয়তার জন্য বেশ্যা রাহাব ত্রাণ পেল; কারণ যখন সেই গুপ্তচর দু'জন নূনের সন্তান যোশুয়া দ্বারা যেরিখোতে প্রেরিত হল, তখন সেই দেশের রাজা জানতে পারলেন তারা তাঁর দেশ অনুসন্ধান করতেই এসেছিল, ফলে তাদের ধরতে মানুষ পাঠালেন যেন তাদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু রাহাব অতিথিপরায়ণ হয়ে তাদের নিজ ঘরে গ্রহণ করল ও ছাদের উপরে নিজের সাজানো মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রাখল; তাই যখন রাজার লোক এসে বলল, 'আমাদের দেশের গুপ্তচর এখানে তোমার কাছে এসেছে, তাদের বের করে আন, কেননা এ রাজারই হুকুম,' তখন সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, যাদের আপনারা অনুসন্ধান করছেন, সেই

লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে, কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে নিজেদের যাত্রা পথে এগিয়ে গেল,' আর তাই বলে সে তাদের ভুল দিগনির্দেশ দিল। তারপর সে সেই লোকদের বলল, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রভু ঈশ্বর এ দেশ তোমাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন, কেননা তোমাদের নিয়ে এখানকার বাসিন্দারা ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রাসিত; অতএব, যখন তোমরা এ দেশ দখল করবে, তখন আমাকে ও আমার পিতৃগৃহ বাঁচাও।' তারা তাকে বলল, 'তুমি যেভাবে কথা বলেছ, তাই হবে; সুতরাং, যখন তুমি জানতে পারবে আমরা আসছি, তখন তুমি তোমার সমস্ত গোষ্ঠী ছাদের নিচে জড় কর, তবে তারা প্রাণে বাঁচবে; কেননা যত মানুষ ঘরের বাইরে ধরা পড়বে তারা মরবে' (যোশুয়া ২:১-১৯ দ্রঃ)। তখন তারা তাকে একটা চিহ্ন দিল, সে যেন ঘরের বাইরে জানালায় সিঁদুরে-লাল সুতোর একটা দড়ি বেঁধে রাখে: এতে পূর্বপ্রদর্শিত হয় যে, যারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ও প্রত্যাশা রাখে, তারা প্রভুর রক্ত দ্বারাই পরিত্রাণ পাবে। প্রিয়জনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এ নারী বিশ্বাস শুধু নয়, ভাববাণী দেওয়ার অধিকারও পেল।

তবে, ভাই, এসো, যত দম্ভ, দর্প, নির্বুদ্ধিতা ও ক্রোধ বর্জন করে নম্রচিত্ত হই; যা লেখা আছে তাই করি; কেননা পবিত্র আত্মা বলেন, *প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; কিন্তু যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে,* সে প্রভুর অন্বেষণ ক'রে ও সুবিচার ও ন্যায় পালন ক'রে *প্রভুকে জানে* (যেরে ৯:২২-২৩)। এসো, আমরা বিশেষভাবে প্রভু যিশুর সেই বচনগুলি স্মরণ করি যেগুলিতে তিনি সদ্ভাব ও সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, *দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; ক্ষমা কর, যেন তোমাদের ক্ষমা করা হয়; তোমরা যেভাবে ব্যবহার কর, সেইভাবে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করা হবে; তোমরা যতখানি দেবে, ততখানি তোমাদের দেওয়া হবে; যেভাবে পরের বিচার কর, সেইভাবে তোমাদের বিচার করা হবে; যত মঙ্গলকারী হবে, তত মঙ্গলময়তা পাবে; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (লুক ৬:৩৬, ৩৭, ৩৮; মথি ৭:১-২ দ্রঃ)। এসো, এ আজ্ঞা ও আদেশগুলিতে নিজেদের সুস্থির রাখি, যাতে বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর পুণ্য বচনগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে সর্বদা চলতে পারি; কেননা একটি পবিত্র বচন বলে: *আমি কার্ দিকেই বা তাকাই, সেই*

*বিনম্র ও কোমল মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?* (ইশা ৬৬:২ সত্তরী পাঠ্য)।

**শ্লোক** - ২ করি ১০:১৭, ১৮; যেরে ৯:২৩

*প্র* যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;

*উ* কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

*প্র* যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে আমাকে জানে, কেননা আমি প্রভু;

*উ* কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৭:১৪-২৫)

**পাপের অধীনে মানুষের অবস্থা**

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো জানি, বিধান আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না; কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই যে করি এমন নয়, বরং যা ঘৃণা করি, তা-ই করে বসি। তাহলে আমি যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি, তখন স্বীকার করি, বিধান মঙ্গলকর। তবে সেই কাজটা আমি নিজে আর করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। কেননা আমি জানি, আমার মধ্যে—অর্থাৎ আমার মাংসে—মঙ্গল বাস করে এমন নয়; আমার অন্তরে সদিচ্ছাই আছে বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই; বাস্তবিকই আমি যা ইচ্ছা করি, সেই মঙ্গলকর কাজ করি না; কিন্তু যা ইচ্ছা করি না, সেই মন্দই করে বসি। আচ্ছা, আমি যা ইচ্ছা করি না, তা যদি করি, তাহলে আমি নিজে আর তা করি না, আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে, সেটাই তা করে। এক কথায়, আমার মধ্যে আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি: মঙ্গল সাধন করতে ইচ্ছা করলেও মন্দতা আমার পাশাপাশি উপস্থিত। আর আসলে আন্তরিক মানুষ হিসাবে আমি ঈশ্বরের বিধানে প্রীত; কিন্তু আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের এক বিধান দেখতে পাচ্ছি: তা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গগুলিতে রয়েছে, তা আমাকে তার বন্দি করে ফেলে। দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই! এক কথায়, আমি মন দিয়ে ঈশ্বরের বিধানের সেবা করি, কিন্তু রক্তমাংস দিয়ে পাপের বিধানের সেবা করি।

**শ্লোক** - গা ৫:১৮, ২২, ২৫

*প্র* তোমরা যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।

*উ* আত্মার ফল হল : ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

*প্র* আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

*উ* আত্মার ফল হল : ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু বনাভেন্তুরা-লিখিত 'ক্ষুদ্রালাপ' থেকে পাঠ (মুখবন্ধ ৫:২০১-২০২)

**যিশু খ্রিষ্টকে জানা-ই**

**সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উপলব্ধির উৎস**

পবিত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি মানব গবেষণার ফল নয়, বরং ঐশপ্রকাশেরই ফল যা সেই আলোর পিতা থেকেই প্রবাহিত, *স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত* (এফে ৩:১৫), যাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা আগত, আবার, সেই পবিত্র আত্মা, যিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন প্রত্যেককে আপন দানগুলিকে ভাগ ভাগ ক'রে দান করেন, তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা থেকে বিশ্বাস দেওয়া হয় ও তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের হৃদয়ে বসবাস করেন (এফে ৩:১৭ দ্রঃ)।

এটিই যিশু খ্রিষ্টকে জানা, এবং তেমন জানা থেকেই কেমন যেন জলের উৎস থেকেই সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের নিশ্চয়তা ও উপলব্ধি উৎসারিত। ফলে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় যদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রদীপ, দরজা ও ভিত্তিও স্বরূপ সেই খ্রিষ্টবিশ্বাস আগে থেকে মানুষের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে না থাকে। কেননা যতদিন আমরা প্রভু থেকে প্রবাসী, ততদিন বিশ্বাসই সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের আলো, সুদৃঢ় ভিত্তি, পথদিশারী প্রদীপ ও প্রবেশদ্বার। এছাড়া তার মাত্রা অনুসারেই ঊর্ধ্ব থেকে পাওয়া প্রজ্ঞা পরিমাণ করা দরকার, কেউ যেন প্রয়োজনের চেয়ে

বেশি না জানে, বরং উপযুক্ত মাত্রায় ও ঈশ্বর তাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন (রো ১২:৩ দ্রঃ) যেন সেই অনুসারেই জানে।

পবিত্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা ফল সাধারণ নয়, বরং সেই ফল হল অনন্ত আনন্দের পূর্ণতা। বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এমন কিছু, যার মধ্যে অনন্ত জীবনের বাণী লিপিবদ্ধ। শাস্ত্র যে লেখা হয়েছে, এর কারণ এ শুধু নয় যে, আমরা যেন বিশ্বাস করি, বরং প্রকৃতপক্ষে আমরা যেন সেই অনন্ত জীবন লাভ করি যেখানে ঐশদর্শন পাব, ভালবাসব ও আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় পূর্ণতা লাভ করবে। তেমন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করলেই আমরা *সেই জ্ঞানাতীত ভালবাসা* জানতে পারব এবং এর ফলে *ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ* হয়ে উঠব (এফে ৩:১৯)। আর প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, তেমন পরিপূর্ণতায়ই পবিত্র শাস্ত্র আমাদের প্রবেশ করাতে চেষ্টা করে। সুতরাং এ উদ্দেশ্য ও মনোভাব নিয়েই পবিত্র শাস্ত্র গবেষণা করা উচিত, শেখানো উচিত ও শোনা উচিত।

আর যেন শাস্ত্রের সঠিক দিশার মধ্য দিয়ে আমরা সঠিক অগ্রগতিতে তেমন ফল ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, শুরু থেকেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা, নমিত অন্তরে আমাদের সরল বিশ্বাসে আলোর পিতার কাছে এগিয়ে যেতে হবে, তিনিই যেন পবিত্র আত্মায় আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে যিশু খ্রিষ্টের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দান করেন, আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর ভালবাসাও দান করেন, যেন তাঁকে এভাবে জেনে ও ভালবেসে, ও বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও প্রেমে স্থিতমূল হয়ে আমরা পবিত্র শাস্ত্রের বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা জানতে পারি, আর সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সেই পরমধন্য ত্রিত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সীমাহীন ভালবাসায় পৌঁছতে পারি যার দিকে পুণ্যজনদের আকাঙ্ক্ষা ধাবিত, ও যার মধ্যে সমস্ত সত্য ও মঙ্গলময়তার বাস্তব রূপ ও চরম সিদ্ধি বিরাজিত।

শ্লোক - লুক ২৪:২৭, ২৫

প্র মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু ক'রে

উ যিশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

প্র কেমন নির্বোধ তোমরা! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর!

উ যিশু শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-২৭)

## ঈশ্বর ও আব্রামের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন সেই পরিচ্ছেদন

আব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর, তখন প্রভু তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন; তবে আমার ও তোমার মধ্যে আমি এক সন্ধি স্থাপন করব, আমি অধিক পরিমাণেই তোমার বংশবৃদ্ধি করব।' আব্রাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, আর পরমেশ্বর এইভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, 'দেখ, আমার পক্ষ থেকে, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি: তুমি বহুজাতির পিতা হবে। তোমার নাম আর আব্রাম হবে না, তোমার নাম বরং হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম। আমি তোমাকে খুবই ফলবান করব: তোমাকে আমি বহুজাতিই করে তুলব, তোমা থেকে বহু রাজা উৎপন্ন হবে। আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে আমার এই যে সন্ধি, তা আমি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। তুমি এই যে দেশে প্রবাসী হয়ে আছ, সেই সমগ্র কানান দেশ আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দান করব: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।'

পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার পক্ষ থেকে, তোমাকে আমার এই সন্ধি পালন করতে হবে; পুরুষানুক্রমেই তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের তা পালন করতে হবে। এই হল আমার সেই সন্ধি যা তোমাদের পালন করতে হবে— আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে যে সন্ধি: তোমাদের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে। তোমাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করতে হবে, এই হবে আমার ও তোমাদের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের বয়স যখন আট দিন, তখন তাকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে—তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা তোমার বংশের নয় এমন বিদেশীর কাছ থেকে মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে প্রত্যেক দাসকেও পরিচ্ছেদিত হতে হবে। তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছে কিংবা মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে এমন মানুষের পরিচ্ছেদন অবশ্যকর্তব্য;

তবেই আমার সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপে তোমাদের মাংসে বিদ্যমান হবে। কিন্তু যার লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদিত হবে না, এমন অপরিচ্ছেদিত পুরুষমানুষকে নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হোক: সে আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে!'

পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, 'তোমার স্ত্রী সারাইয়ের বিষয়: তাকে তুমি আর সারাই বলে ডাকবে না, তার নাম হবে সারা। আমি তাকে আশীর্বাদ করব, এবং তার দ্বারা আমি একটি পুত্রসন্তানও তোমাকে দেব; আমি তাকে আশীর্বাদ করব: সে বহুজাতিই হয়ে উঠবে, সারা থেকে নানা দেশের রাজা উৎপন্ন হবে।' তখন আব্রাহাম ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়লেন; তিনি হাসলেন, মনে মনে বললেন, 'যার বয়স একশ' বছর, তেমন পুরুষের কি সন্তান হতে পারে? আর এই সারা নব্বই বছর বয়সে কি প্রসব করতে পারবে?' আব্রাহাম পরমেশ্বরকে বললেন, 'আহা, ইশ্মায়েলই যদি তোমার সামনে বেঁচে থাকে, তাই যথেষ্ট!' কিন্তু পরমেশ্বর বললেন, 'না, তোমার স্ত্রী সারা তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেই, এবং তুমি তার নাম ইস্হাক রাখবে। আমি তার সঙ্গে আমার সন্ধি স্থাপন করব, এমন সন্ধি, যা চিরস্থায়ী সন্ধি, যেন আমি তার আপন পরমেশ্বর ও তার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। ইশ্মায়েলের বিষয়েও আমি তোমার প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছি; অতএব আমি তাকে আশীর্বাদ করছি; এবং তাকে ফলবান করব ও অধিক পরিমাণে তার বংশবৃদ্ধি করব; সে বারোজন গোষ্ঠীপতির পিতা হবে, আর তাকে আমি বড় এক জাতি করে তুলব। কিন্তু আমার সন্ধি আমি স্থাপন করব ইস্হাকের সঙ্গে, যাকে সারা তোমার জন্য আগামী বছরে ঠিক এসময়ে প্রসব করবে।' তাঁর সঙ্গে এসমস্ত কথা শেষ করার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে ছেড়ে আবার ঊর্ধ্বে চলে গেলেন।

তখন আব্রাহাম তাঁর ছেলে ইশ্মায়েলকে ও তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল ও মূল্য দিয়ে যাদের কেনা হয়েছিল, সেই সকল লোককে—আব্রাহামের ঘরে যত পুরুষমানুষ ছিল, তাদের সকলকেই নিয়ে তিনি পরমেশ্বরের কথামত সেদিনেই তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করলেন। আব্রাহামের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন ছেদন করা হয়, তখন তাঁর বয়স নিরানব্বই বছর। তাঁর ছেলে ইশ্মায়েলের লিঙ্গের অগ্রচর্ম যখন ছেদন করা হয়, তখন তার বয়স তেরো বছর। সেই একই দিনেই আব্রাহাম ও তাঁর ছেলে ইশ্মায়েল, দু'জনের পরিচ্ছেদন হল। আর তাঁর ঘরে যারা জন্ম নিয়েছিল এবং বিদেশীদের কাছ

থেকে যাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছিল, তাঁর ঘরের সকল পুরুষমানুষেরও তাঁর সঙ্গে পরিচ্ছেদন হল।

**শ্লোক** - আদি ১৭:১, ২, ৪

*প্র* প্রভু আব্রাহামকে দেখা দিয়ে বললেন : আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর :

*উ* তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন।

*প্র* দেখ, এই হল তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি : তুমি বহুজাতির পিতা হবে।

*উ* তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (১৪:১-৩; ১৬:১-৫, ১৭; ১৭:১-৬)

**ভেবে দেখ কোন্ আদর্শ আমাদের দেওয়া হয়েছে**

প্রিয়জনেরা, যারা গর্ব ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিকৃষ্ট ঈর্ষার উত্তেজক, তাদের অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হওয়াই ন্যায্য ও পবিত্র। আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত শুধু নয়, বড়ই বিপদে পতিত হব যদি অবিবেচক হয়ে এই লোকদেরই ষড়যন্ত্রের হাতে নিজেদের সঁপে দিই যারা ভাল থেকে আমাদের সরাবার জন্য বিবাদ ও বিভেদের দিকে ধাবিত। এসো, আমাদের নির্মাতার করুণা ও মাধুর্য অনুসারে আমরা বরং একে অন্যের প্রতি প্রসন্ন হই। কেননা যারা তাঁর পালের উপর নিজেদের বড় করে, খ্রিষ্ট তাদের নয়, বরং তিনি তাদেরই যারা নম্রচিত্ত। যিনি ঈশ্বরের রাজদণ্ড, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট পারলেও গর্ব ও দম্ভের আড়ম্বরে আসেননি, বিনম্রতায়ই এলেন, যেইভাবে তাঁর বিষয়ে পবিত্র আত্মা কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি বললেন, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম* (ইশা ৫৩:৪-৫ দ্রঃ)। প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন

আদর্শ আমাদের দেওয়া হচ্ছে: প্রভু যখন এতই বিনম্র হলেন, আমরা যারা তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের জোয়ালের অধীনে এসেছি, সেই আমরা তখন কী করব?

এসো, আমরা তাঁদেরই অনুকারী হই, যাঁরা খ্রিষ্টের আগমনের বার্তা প্রচারে ছাগ ও ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন; আমরা নবী এলিয়, এলিশেয় ও এজেকিয়েলের কথা, আর এঁদের সঙ্গে প্রাচীনকালের সকল স্মরণীয় লোকদের কথা বলছি। মহাস্মরণীয় হলেন সেই আব্রাহাম, যিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেও বিনম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের গৌরবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেছিলেন, *আমি ধুলা, আমি ছাইমাত্র* (আদি ১৮:২৭ সত্তরী পাঠ্য)। তাছাড়া যোব বিষয়ে একথা লেখা আছে, *যোব ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান; পরমেশ্বরকে ভয় করতেন ও অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন* (যোব ১:১)। অথচ তিনি নিজেকে অভিযুক্ত করে বলেন, *কোন মানুষ অশুচিতা থেকে [মুক্ত হয়ে] শুচী নয়, তার আয়ু একদিন মাত্র হলেও নয়* (যোব ১৪:৪-৫ দ্রঃ)। মোশি *ঈশ্বরের সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি* বলে (গণনা ১২:৭) অভিহিত হলেন, আর তাঁর সেবাকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বর আঘাত ও নিপীড়ন দ্বারা মিশর দণ্ডিত করলেন; অথচ তিনি মহাগৌরব লাভ করা সত্ত্বেও কখনও বড় বড় কথা বলেননি, বরং সেই ঝোপের ভিতর থেকে তাঁকে দিব্যবাণী দেওয়া হলে তিনি বললেন, আমি কে যে তুমি আমাকেই প্রেরণ করবে? আমার কণ্ঠ তো ক্ষীণ, নিজেও বাকপটু নই; আরও বলেন: আমি তো হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্প মাত্র (যাত্রা ৩:১১; ৪:১০ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ পি ৫:৫; মথি ১১:২৯

প্ল তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও,

উ কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

প্ল আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে,

উ কারণ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৮:১-১৭)

## আমরা মাংসের বশে নয়, আত্মারই বশে চলি

ভ্রাতৃগণ, যারা খ্রিষ্ট যিশুতে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আর কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। কেননা খ্রিষ্ট যিশুতে জীবনদায়ী সেই আত্মার বিধান পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। কারণ বিধান মাংসের কারণে শক্তিহীন হওয়ায় যা করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন: তিনি পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি। কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট; কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ আত্মিক চিন্তার দিকেই আকৃষ্ট; আর মাংসের আকর্ষণ মৃত্যুর দিকে, কিন্তু আত্মার আকর্ষণ জীবন ও শান্তিরই দিকে। বাস্তবিকই মাংসের গতি ঈশ্বর-বিরোধী, যেহেতু তা ঈশ্বরের বিধানের বশীভূত নয়, আর আসলে তেমনটি হতেও পারে না। না, মাংসের অধীনে থেকে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারে না। তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন। কিন্তু খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়। আর যদি খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য

থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।

সুতরাং ভাই, আমরা ঋণী বটে, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসময় ভাবে জীবনযাপন করব; কারণ যদি তোমরা মাংসময় ভাবে জীবনযাপন কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের মৃত্যু ঘটবে, কিন্তু যদি আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটাও, তবে জীবন পাবে; কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি। স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী—অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

**শ্লোক** - রো ৮:৩, ৪; ইশা ৫৩:১২, ১১

*প্র* ঈশ্বর পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে পাপার্থে বলিরূপে আপন পুত্রকে পাঠিয়ে মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন,

*উ* যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

*প্র* তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন: আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন,

*উ* যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:৩)

**আমরা উত্তরাধিকারী শুধু নয়,**

**বরং খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী**

*যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি* (রো ৮:১৪-১৫)।

একথা যে কতই না চমৎকার, তা ভালই জানে সেই নবজন্মপ্রাপ্তরা যারা সাক্রামেন্ত-প্রার্থনাকালে প্রথম বারের মত তা বলতে আমন্ত্রিত। তা কেমন হতে পারে? তারাও কি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকত না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মোশি বলেন, *তোমার জন্মদাতা যিনি, তুমি সেই ঈশ্বরকে ভুলে গেছ* (দ্বিঃবিঃ ৩২:১৮)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে মালাখি ভর্ৎসনার সুরে বলেন, *এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি! আমাদের সকলের কি এক পিতা নন?* (মালা ২:১০ সত্তরী পাঠ্য)। একথা সত্য বটে, এবং আরও বহু পদ রয়েছে; তবু আমরা কোথাও পড়ি না যে তারা এ নামেই ঈশ্বরকে ডাকল ও এভাবেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

কিন্তু যাজক কি ভক্তজন, নৃপতি কি প্রজা যা হই না কেন আমাদের সকলকে এভাবেই প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর এটিই সেই প্রথম কথা যা আমরা সেই অপরূপ জন্মের পরে তথা নবজন্মপ্রাপ্তদের সেই অভিনব ও চমৎকার অনুষ্ঠানের পরে উচ্চারণ করেছি। তাছাড়া যদিও তারা কোন সময় তাঁকে পিতা বলে ডেকে থাকে, তা মানব-প্রেরণাতেই করল; কিন্তু যারা অনুগ্রহের ব্যবস্থায় রয়েছে, তারা আত্মারই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে তাঁকে পিতা বলে অনুভব করে। কেননা এমন প্রজ্ঞার আত্মা রয়েছে, যার প্রেরণায় অশিক্ষিত মানুষ প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে, যেভাবে তাদের শিক্ষা-বাণী দ্বারা তা প্রমাণিত; পরাক্রমের আত্মাও রয়েছে, যা গুণে দুর্বল মানুষ মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করল ও অপদূত তাড়িয়ে দিল; আরোগ্যদানের আত্মাও রয়েছে, আবার ভাববাণী দেওয়ার আত্মা ও নানা ভাষায় কথা বলার আত্মাও রয়েছে। এ অনুসারে দত্তকপুত্রত্বের আত্মাও রয়েছে। আর যেমন আমরা ভাববাণী দেওয়ার আত্মা ততবারই

চিনে নিতে পারি যতবার সেই আত্মার যে অধিকারী সে ভাবী ঘটনার কথা পূর্বঘোষণা করে, ও নিজে যা যা মনে করে তা নয়, বরং আত্মা তাকে যা বলতে উদ্দীপিত করে সে তা-ই বলে, তেমনি দত্তকপুত্রত্বের আত্মার বেলায়ও ঘটে, যার ফলে তেমন আত্মার যে অধিকারী, সে আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে। আর একথা যে সত্যাশ্রয়ী তা দেখাবার অভিপ্রায়ে প্রেরিতদূত হিব্রু ভাষাও ব্যবহার করেন; তিনি কেবল 'পিতা' নয়, 'আব্বা, পিতা'ই বলেন—এমন নাম যে নামে সন্তানেরা পিতাকে ডাকে।

এ পাওয়া অনুগ্রহ ও স্বাধীনতা ও জীবনধারণ থেকে নির্গত পার্থক্য বিষয়ে কথা বলার পর তিনি এ দত্তকপুত্রত্বের উৎকৃষ্টতার আর একটা সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন: স্বয়ং *ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে* (রো ৮:১৬-১৭)। আমরা কি উত্তরাধিকারী? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি বলেন, *ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী;* এমনকি, উত্তরাধিকারী বলা যথেষ্ট নয়, তিনি একথাও বলেন, আমরা *খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (রো ৮:১৭)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কতই না জোরে তিনি প্রভুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ দিচ্ছেন? এর কারণ হল এই: যেহেতু সকল সন্তান সবসময়ই উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা সন্তান ও উত্তরাধিকারী। আরও, যেহেতু সকল উত্তরাধিকারী যে মহা ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী এমন নয়, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমরা এও পেয়েছি যে, ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠলাম। আরও, যেহেতু এমনটি হতে পারে যে, ঈশ্বরের যতই উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না কেন, তবু সেই একমাত্র পুত্রের তত সহউত্তরাধিকারী নাও হওয়া যেতে পারে, সেজন্য তিনি দেখাচ্ছেন, আমাদের এও দেওয়া হয়েছে। এখন ভেবে দেখ, ঈশ্বরের সন্তান হওয়া যখন অগাধ অনুগ্রহ, তখন উত্তরাধিকারীও হওয়া আর কতই না অপরূপ! আর এ যখন মহান একটা ব্যাপার, তখন সহউত্তরাধিকারী হওয়া আর কতই না আশ্চর্যময়!

এসব কিছু যে শুধু অনুগ্রহের দান নয়, তেমন কথা দেখাবার পর তিনি বিশ্বাসের কথাও উল্লেখ করে বলে চলেন, *অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই* (রো ৮:১৭)। কেননা আমরা যখন তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হলাম, তখন অধিক পরিমাণে তাঁর ঐশ্বর্যেরই অংশীদার হব। যারা ভাল

বলতে এমন কিছুই না করলেও তাদের প্রতি যিনি তত দানশীল হলেন, তিনি যখন দেখবেন আমরা বহু কষ্ট ও অমঙ্গল বরণ করেছি, তখন কি অধিক বদান্যতার সঙ্গে আমাদের প্রতিদান দেবেন না?

**শ্লোক** - রো ৮:১৬-১৭; তীত ৩:৪, ৫, ৭

*প্র* স্বয়ং ঐশআত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে : ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী—

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

*প্র* আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি।

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১-৩৩)

## ইস্‌হাকের জন্ম-প্রতিশ্রুতি

## সদোমের জন্য আব্রাহামের মিনতি

প্রভু মাম্রের ওক্ কুঞ্জে তাঁকে দেখা দিলেন; তিনি দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে তাঁবুর প্রবেশদ্বারে বসে ছিলেন। চোখ তুলে তিনি দেখতে পেলেন, কারা তিনজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখামাত্র তিনি স্বাগত জানাবার জন্য তাঁবুর প্রবেশদ্বার থেকে তাঁদের কাছে ছুটে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে প্রণত হলেন, বললেন, 'প্রভু আমার, যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি, আপনার এই দাসের কাছে কিছুক্ষণ না থেমে এগিয়ে যাবেন না। আমি এখন কিছুটা জল আনতে বলি, আপনারা পা ধুয়ে নিয়ে এই গাছের তলায় বিশ্রাম নিন; আমি কিছুটা খাবার নিয়ে আসি, আপনারা পথে এগিয়ে যাবার আগে আপনাদের প্রাণ জুড়িয়ে যান, এই কারণেই তো আপনারা আপনাদের এই দাসের এই পথ দিয়ে চলেছেন।' তাঁরা বললেন, 'আচ্ছা, যা বলেছ, তাই কর।'

তাই আব্রাহাম তাড়াতাড়ি তাঁবুতে সারার কাছে গিয়ে বললেন, 'শীঘ্রই তিন ধামা সেরা ময়দা মেখে পিঠা বানাও।' তাঁর গবাদি পশু যেখানে ছিল, সেখানে তিনি নিজেই ছুটে গিয়ে উত্তম নধর বাছুর বেছে এনে তা চাকরকে দিলেন, আর সে সঙ্গে সঙ্গে তা প্রস্তুত করতে লাগল। তিনি তখন দই, দুধ আর সেই রান্না করা বাছুরের মাংস এনে তাঁদের সামনে সাজিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি তাঁদের কাছে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্ত্রী সারা কোথায়?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ওই যে, সে ওখানে, তাঁবুর ভিতরেই, আছে।' তখন তাঁর অতিথি একজন বললেন, 'এক বছর পরে এই সময়ে আমি তোমার কাছে আবার আসবই আসব; তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' এর মধ্যে, তাঁবুর প্রবেশদ্বারে, সারা দাঁড়িয়ে শুনছিলেন; তিনি তো সেই ব্যক্তির পিছনেই ছিলেন। সেসময় আব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ছিলেন; দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছিল; সারার মাসিকও তখন আর হত না। তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, 'আমার এই জীর্ণ অবস্থায় আমার কি আর তেমন পুলক হবে? আমার প্রভুও তো বৃদ্ধ!' প্রভু আব্রাহামকে

বললেন, 'সারা কেন হাসল? কেন বলল, "এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সত্যি মা হব?" প্রভুর পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? নির্ধারিত সময়ে এই একই দিনে আমি আবার আসব, আর তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে।' সারা ব্যাপারটা অস্বীকার করলেন, বললেন, 'কৈ, আমি তো হাসিনি!' তিনি তো ভয় পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি হেসেইছিলে বটে!'

সেই ব্যক্তিরা সেখান থেকে উঠে সদোমের দিকে রওনা হলেন; আব্রাহাম তাঁদের কিছুটা এগিয়ে দেবার জন্য তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। প্রভু বলছিলেন, 'আমি যা করতে যাচ্ছি, তা কি আব্রাহামের কাছে গোপন রাখব? আব্রাহামেরই তো মহান ও বলবান এক জাতি হওয়ার কথা, আব্রাহামেই তো পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশিসপ্রাপ্ত হওয়ার কথা! কেননা আমি তাকেই বেছে নিয়েছি সে যেন তার সন্তানদের ও ভাবী বংশধরদের ধর্মময়তা ও ন্যায় পালন ক'রে প্রভুর পথে চলতে আজ্ঞা করে, এর ফলে প্রভু আব্রাহামকে যে কথা দিয়েছেন, তা যেন সফল করেন।' তখন প্রভু বললেন, 'সদোম ও গমোরার বিরুদ্ধে মানুষের চিৎকার অধিক তীব্র হয়ে উঠেছে, তাদের পাপও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, আমি নিজে নিচে গিয়ে দেখব, আমার কানে যে চিৎকার এল, সেই অনুসারে তারা সত্যিই এমন অধর্ম করেছে কিনা। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি জানতে চাই!'

সেই তিনজন সেখান থেকে রওনা হয়ে সদোমের দিকে গেলেন, কিন্তু আব্রাহাম তখনও প্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আব্রাহাম এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি কি সত্যি দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিলুপ্ত করবে? শহরটার মধ্যে হয় তো পঞ্চাশজন ধার্মিক মানুষ আছে; তবে তুমি কি সত্যিই জায়গাটা বিলুপ্ত করবে? ওখানকার ওই পঞ্চাশজন ধার্মিকের খাতিরে তুমি কি বরং জায়গাটাকে রেহাই দেবে না? দুর্জনের সঙ্গে ধার্মিককেও বিনাশ করা, এমন কাজ করার চিন্তাটুকুও তোমাকে করতে নেই; ধার্মিককেও যে দুর্জনের সমান প্রতিফল পেতে হবে, তা দূরের কথা! সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?' প্রভু বললেন, 'আমি যদি সদোমের মধ্যে পঞ্চাশজন ধার্মিককে পাই, তবে তাদের খাতিরে সেই সমস্ত জায়গাটাকে রেহাই দেব।'

আব্রাহাম বলে চললেন, 'দেখ, ধুলো ও ছাইমাত্র যে আমি, আমি সাহস করে আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলব; হয় তো সেখানে পঞ্চাশজন ধার্মিকের জায়গায় পাঁচজন কম

হয়েছে; তাহলে এই পাঁচজন না থাকার ফলে তুমি কি গোটা শহর বিনাশ করবে?' তিনি বললেন, 'না, সেই জায়গায় পঁয়তাল্লিশজনকে পেলে আমি তা বিনাশ করব না।' তিনি তাঁকে আবার বললেন, 'হয় তো সেই জায়গায় চল্লিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই চল্লিশজনের খাতিরে তা করব না।' আবার তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন বিরক্ত না হন, আমি তো আরও বলি; হয় তো সেখানে ত্রিশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেখানে ত্রিশজনকে পেলে আমি তা করব না।' তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সাহস করে আমার প্রভুর কাছে পুনরায় কথা বলি, হয় তো সেখানে কুড়িজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই কুড়িজনের খাতিরে আমি তা বিনাশ করব না।' তিনি বললেন, 'আমার প্রভু যেন ক্রুদ্ধ না হন, আমি কেবল আর একবার কথা বলি: হয় তো সেখানে দশজনকে পাওয়া যাবে।' তিনি বললেন, 'সেই দশজনের খাতিরে তা বিনাশ করব না।' আর তখন, আব্রাহামের সঙ্গে তাঁর এই সমস্ত কথা শেষ করে প্রভু চলে গেলেন, এবং আব্রাহাম নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

**শ্লোক** - রো ৪:২০, ১৯; লুক ১:৩৭

*প্র* ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে আব্রাহাম কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না,

*উ* কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।

*প্র* আপন মৃতকল্প শরীর টের পেয়েও তিনি বিশ্বাসে টলমান হননি,

*উ* কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (১৮:১-২; ১৯-২০)

## ঈশ্বর চাইলেন

## শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনেই সবকিছু ঘটতে থাকবে

বিখ্যাত দাউদ সম্বন্ধে আমরা কী বলব? তাঁর বিষয়ে ঈশ্বর বললেন, *আমি যেসের পুত্র দাউদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত মানুষ* (প্রেরিত ১৩:২২); তাঁকে *অনন্তকালস্থায়ী কৃপায় তৈলাভিষিক্ত করেছি* (সাম ৮৯:২১ দ্রঃ)। অথচ তিনিও প্রভুকে

বলেন, *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে; তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ* (সাম ৫১:৩)। সুতরাং, তেমন মহা বিখ্যাত বহু মানুষের বিনম্রতা ও বাধ্যতা আমাদের শুধু নয়, যারা তাঁর বচনগুলো ভয় ও সত্যের আশ্রয়ে গ্রহণ করেছিল, আমাদের সেই পূর্ববর্তী যুগের মানুষদেরও ভালো করে তুলেছে। অতএব, তেমন মহান ও উৎকৃষ্ট কর্মকীর্তির অংশীদার হয়ে উঠে, এসো, সেই শান্তির লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হই যা আদি থেকে আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে; এসো, বিশ্বজগতের পিতা ও স্রষ্টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর অপরূপ ও অতুলনীয় শান্তিদায়ী মঙ্গলদান ও তাঁর যত উপকারে আঁকড়ে থাকি। এসো, তাঁর কথা ধ্যান করি; এসো, মনশ্চক্ষু দিয়ে তাঁর এত সহিষ্ণু সঙ্কল্প নিরীক্ষণ করি; এসো, ভেবে দেখি, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তিনি কতই না ধৈর্যশীল।

যার গতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেই আকাশমণ্ডল শান্তির সঙ্গেই তাঁর প্রতি বাধ্য; দিবস ও রাত্রি পরস্পরের কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট দৌড় পালন করে থাকে; তাঁর পরিচালনা মতো সূর্য চন্দ্র ও তারকা-বাহিনী নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও নিজ নিজ কক্ষপথ ভ্রষ্ট না হয়ে আপন নির্ধারিত কক্ষপথে চলতে থাকে; কোন অমত প্রকাশ না করে ও তাঁর কোন নিয়ম পরিবর্তন না করে পৃথিবী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যথাসময় উর্বর হয় ও মানুষ, পশু ও সমস্ত জীবজন্তুর জন্য অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করে; একই বিধি অগম্য অতলদেশ ও গভীরতম অধোলোক নিয়ন্ত্রণ করে; তাঁর আদেশে সেই বিরাট ও সীমাহীন সাগর নির্ধারিত এলাকায় একীভূত হয়ে থেকে আদিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে না, বরং সেইভাবে ব্যবহার করে ঈশ্বর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তিনি বলেছিলেন, *তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়; এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে* (যোব ৩৮:১১)। মানুষের পক্ষে পারের অসাধ্য সেই মহাসাগর ও তার অতীতে যত জগৎ প্রভুর একই শাসন দ্বারা শাসিত। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতু শান্তি বজায় রেখে একটার পর একটা এগিয়ে আসে; বায়ুরাজি যথাসময় কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে থাকে; চিরস্থায়ী জলের উৎসধারা মানুষের বিনোদন ও স্বাস্থ্যের জন্য সৃষ্ট হয়ে মানবজীবনের জন্য অবিরত জল সরবরাহ করে থাকে; ক্ষুদ্রতম প্রাণীও শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

নিখিলের মহাস্রষ্টা ও প্রভু আদেশ করেছেন, এসব কিছু শান্তি ও সুসম্পর্কের বন্ধনে ঘটতে থাকবে; তিনি সবকিছুর প্রতি উপকারী, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদেরই প্রতি, যারা তাঁর দয়ায় আশ্রয় নিয়েছি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব ও মহিমা হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - মালা ২:১০; মথি ২৩:৮

*প্র* আমাদের সকলের কি এক পিতা নন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি?

*উ* তবে আমরা কেন প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাই?

*প্র* তোমরা সকলে ভাই!

*উ* তবে আমরা কেন প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখাই?

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৮:১৮-৩৯)

## ভাবী গৌরব নিশ্চিত

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা এর মধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন।

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিষ্ট যিশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে: তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য!

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

শ্লোক - রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯, ১০

℣ আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;

℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

℣ সেইদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব।

℟ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫:২)

**যন্ত্রণাই জগৎকে ত্রাণ করল**

*আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন: নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারাই* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) তিনি তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। *এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন* (রো ৮:৩০): অনুগ্রহ ও দত্তকপুত্রত্ব দানের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গৌরবান্বিত করেছেন। তবে এই *সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব?* (রো ৮:৩১)। প্রেরিতদূত বলতে চান, যত বিপদ ও ফাঁদ আমাদের চারদিকে পাতা হয়, আমার কাছে সে কথা উল্লেখও করো না; কেননা এমন কেউও যদি থাকত যারা ভাবী মঙ্গলদানে বিশ্বাস রাখে না, তবু পাওয়া মঙ্গলদানগুলি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ধর্মময়তা-দান, গৌরবদান ইত্যাদি দানগুলির কথা তারা কোন মতে সন্দেহ করতে পারত না।

আর এসব কিছু তিনি তোমাকে দান করেছেন এমন চিহ্নেরই মধ্য দিয়ে যা মনে হচ্ছিল দুঃখেরই চিহ্ন; হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, কশাঘাত ও শেকল যা তুমি অপমানজনক মনে করছিলে, ঠিক তা-ই জগতের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও পরিত্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যেমন তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগ, অর্থাৎ সেই সবকিছু যা কষ্টকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাই ব্যবহার করলেন, তেমনি তোমার জন্যও তাই করছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৮:৩১)।

যারা আমাদের বিপক্ষে নয়, তারা কে কে? ধরা যাক, সমগ্র জগৎ, স্বৈরশাসকেরা, সর্বজাতি, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসীরাই আমাদের বিপক্ষে। আচ্ছা, তারা আমাদের বিপক্ষে হলেও তবু তারা আমাদের ক্ষতি করতে বহু দূরেই রয়েছে; এমনকি না জেনে তারা আমাদের বিজয় ও মহালাভেরই মাধ্যম হয়ে ওঠে, কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাদের সমস্ত উসকানি আমাদের গৌরব ও পরিত্রাণে পরিণত করেন।

তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এমন কেউই নেই যে আমাদের বিপক্ষে? যোবের কথা ধর: তাঁর গৌরবের কারণ এ হল যে, শয়তান নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়াল: সে তাঁর বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী ও দাসদেরও তাঁর বিপক্ষ করেছিল; তাঁকে আঘাত করে পীড়ন করল, আরও হাজার মতলব তাঁর বিরুদ্ধে খাটাল; তবু এতে যোবের কোন ক্ষতি হয়নি। তা যতই বড় ব্যাপার হোক না কেন, তবুও কিছুই নয়, কারণ আসল কথা হল এ যে, শেষে সেই সবকিছু তাঁর মঙ্গল ও লাভেই পরিণত হল। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর সপক্ষে ছিলেন, সেজন্য যা কিছু মনে হচ্ছিল তাঁর বিপক্ষে তা তাঁর সপক্ষেই হয়ে যেত।

এসব কিছু প্রেরিতদূতদের বেলায়ও ঘটেছে: ইহুদীরা, বিধর্মীরা, ভণ্ড ধর্মভাইয়েরা, শাসনকর্তারা, দেশগুলি, ক্ষুধা, দরিদ্রতা, আর হাজার হাজার কিছুও তাঁদের বিপক্ষে ছিল; তবু কোন কিছু তাঁদের বাধা দিতে পারল না; এমনকি এসব কিছুই ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তাঁদের সুনাম ও প্রশংসার যোগ্য করে তুলল। এজন্যই পল বলেন, *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?*

তিনি যা কিছু বলে এলেন, তা যথেষ্ট মনে না করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, সেই যে প্রমাণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, তথা পুত্রের মৃত্যু। তিনি বলেন, মানুষকে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন; আর শুধু তাই নয়, তিনি তোমার জন্য আপন পুত্রকেও রেহাই দেননি! এজন্যই তিনি বলে চলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (রো ৮:৩২)। যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং উৎসর্গ করলেন, তিনি কি

করে আমাদের ত্যাগ করবেন? তিনি সকলেরই জন্য, নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞদের জন্য, শত্রু ও নিন্দুকদের জন্যই তাঁকে উৎসর্গ করলেন। তাই *তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাদের দান করলেন, এমনকি দান করলেন শুধু নয়, আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতেই তাঁকে সঁপে দিলেন, তখন প্রভুকে পাবার পর আকাঙ্ক্ষা করার মত তোমার বাকি কীবা থাকতে পারে? তবে তুমি যখন প্রভুকে পেয়েছ, তখন কেন অন্য কিছু নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?

**শ্লোক** - রো ৮:৩৬-৩৭; সাম ৪৪:১৮

*প্র* তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

*প্র* আমাদের প্রতি এসব কিছু ঘটেছে এখন, অথচ তোমাকে ভুলে গেছিলাম এমন নয়।

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-১৭, ২৩-২৯)

## সদোম বিধ্বস্ত

সেই দু'জন স্বর্গদূত যখন সন্ধ্যাবেলায় সদোমে এসে পৌঁছলেন, সেসময়ে লোট সদোম-নগরদ্বারে বসে ছিলেন। তাঁদের দেখামাত্র তিনি উঠে তাঁদের স্বাগত জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন, ও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন; বললেন, 'প্রভুগণ আমার, আপনাদের অনুরোধ করি, আপনাদের এই দাসের গৃহে পদধূলি দিন; এইখানে রাত্রিযাপন করুন ও পা ধুয়ে নিন। পরে, প্রত্যূষে উঠে, পথে এগিয়ে যাবেন।' তাঁরা বললেন, 'না, আমরা রাস্তায় থেকে রাত্রিযাপন করব।' কিন্তু লোট এমন সাধাসাধি করলেন যে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে গেলেন ও তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করলেন, খামিরবিহীন রুটি পাক করালেন, আর তাঁরা ভোজে বসলেন। তাঁরা শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় শহরের পুরুষলোকেরা অর্থাৎ সদোমবাসীরা যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এসে ভিড় করে তাঁর ঘরের চারদিকে জমতে লাগল; লোটকে ডেকে তারা তাঁকে বলল, 'আজ রাতে যে দু'জন তোমার ঘরে এল, তারা কোথায়? তাদের বাইরে পাঠাও, আমাদের কাছেই আন যেন তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।' লোট ঘরের দরজার বাইরে তাদের কাছে গিয়ে নিজের পিছনে কবাট বন্ধ করে বললেন, 'ভাইয়েরা, অনুরোধ করি, এমন কুব্যবহার করো না! দেখ, আমার দু'টো মেয়ে আছে যারা এখনও কোন পুরুষকে জানেনি; আমি তোমাদের কাছে এদেরই এনে দিই; তাদের নিয়ে তোমরা যা খুশি কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করো না, কেননা তাঁরা আমার ঘরের ছায়ায়ই আশ্রয় নিয়েছেন।' কিন্তু তারা উত্তরে বলল, 'সরে যাও!' আরও বলল, 'এ প্রবাসী হয়ে এখানে এল, আর এখন নাকি বিচারকর্তা হতে চায়! এবার তাদের চেয়ে তোমার প্রতি আরও খারাপ ব্যবহার করব।' একথা বলে তারা লোটের গায়ে ভারী ধাক্কা দিয়ে কবাট ভাঙবার জন্য এগিয়ে গেল। তখন সেই দু'জন ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে লোটকে ঘরের মধ্যে নিজেদের কাছে টেনে নিয়ে কবাট বন্ধ করে দিলেন, এবং ঘরের দরজার কাছে যত লোক ছিল, ছোট-বড় সকলকেই এমন তীব্র আলোক-ঝলকে ধাঁধিয়ে দিলেন যে, তারা দরজাটা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। তখন সেই ব্যক্তিরা লোটকে

বললেন, ‘এখানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাই ও মেয়ে যতজন এই শহরে আছে, তাদের সকলকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও, কেননা আমরা এই জায়গাটাকে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি: প্রভুর সামনে এদের বিরুদ্ধে যে চিৎকার উঠেছে, তা এতই তীব্র হয়েছে যে, প্রভু আমাদের এই জায়গাটা উচ্ছেদ করতে পাঠিয়েছেন।’ তাই লোট বাইরে গিয়ে, যারা তাঁর মেয়েদের বিবাহ করার কথা, তাঁর সেই জামাইদের বললেন, ‘ওঠ, এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যাও, কেননা প্রভু এই শহর উচ্ছেদ করতে যাচ্ছেন।’ কিন্তু তাঁর জামাইদের মনে হচ্ছিল, তিনি উপহাস করছেন।

ভোরের আলো ফুটতেই সেই স্বর্গদূতেরা লোটকে তাড়া দিয়ে বলতে লাগলেন, ‘ওঠ, তোমার স্ত্রীকে আর এই যে মেয়ে দু’টো এখানে আছে, এদের নিয়ে যাও, পাছে শহরের শাস্তিতে তোমাদেরও বিনাশ হয়।’ তিনি তখনও দেরি করছিলেন বিধায় সেই দু’জন তাঁর প্রতি প্রভুর মহাকরুণার দোহাই দিয়ে তাঁর হাত ও তাঁর স্ত্রীর ও মেয়ে দু’টোর হাত ধরে তাঁদের বাইরে এনে শহরের বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁদের বের করে নিয়ে তাঁদের একজন লোটকে বললেন, ‘প্রাণ বাঁচাও, পালিয়ে যাও। পিছনের দিকে তাকিয়ো না; এই সমভূমির কোন জায়গায়ও দাঁড়িয়ো না; পর্বতেই পালিয়ে যাও, পাছে তোমার বিনাশ হয়।’

লোট যখন জোয়ারে এসে প্রবেশ করছেন, তখন দেশের উপরে সূর্য উঠছে; এমন সময় প্রভু আকাশ থেকে, নিজেরই কাছ থেকে, সদোম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন। তিনি ওই শহর দু’টোকে উৎপাটন করলেন, আর সেইসঙ্গে সমস্ত সমভূমি, শহরবাসী ও মাটির যত সবুজ বস্তু উৎপাটন করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, লোটের স্ত্রী পিছনের দিকে তাকাল, আর তখনই সে একটা লবণস্তম্ভ হয়ে গেল।

পরদিন আব্রাহাম খুব সকালে উঠে, যেখানে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে গেলেন; সদোম ও গমোরার দিকে ও সেই সমভূমির সারা অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন; দেখলেন, মাটি থেকে ধূম উঠছে, যেন কোন ভাটার ধূম! তাই এমনটি হল যে, পরমেশ্বর যখন সেই সমভূমির সমস্ত শহর বিনাশ করলেন, তখন আব্রাহামকে স্মরণ করলেন, এবং লোট যে যে শহরে বাস করছিলেন, সেই শহরগুলির উৎপাটনের দিনে লোটকে তিনি সেই উৎপাটনের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।

**শ্লোক** - লুক ১৭:২৮, ২৯; ২ পি ২:৬

*প্র* লোটের সেই দিনগুলিতে লোকে খাওয়া-দাওয়া করত, কেনা-বেচা করত, গাছ পুঁতত ও বাড়ি গড়ত।

*উ* যেদিন লোট সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল।

*প্র* ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বর সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন।

*উ* যেদিন লোট সদোম ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হয়ে সকলকে ধ্বংস করে ফেলল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (২১:১–২২:৫; ২৩:১-২)

**এসো, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে আমরা যেন দূরে সরে না যাই**

প্রিয়জনেরা, আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে সুসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাল ও সদ্‌গুণমণ্ডিত কাজ না করি ও তাঁর যোগ্য নাগরিক না হই, তবে সাবধান থাক, পাছে আমাদের প্রতি তাঁর এত বহু ও মহান উপকার আমাদের বিচারদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। কেননা শাস্ত্রের এক স্থানে তিনি বলেন, *প্রভুর আত্মা এমন মশালের মত যা হৃদয়ের অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে* (প্রবচন ২০:২৭ দ্রঃ)।

এসো, ভেবে দেখি তিনি কতই না কাছে রয়েছেন; এও ভেবে দেখি যে, আমাদের মনোভাব বা সঙ্কল্পের কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না। অতএব এ সমীচীন যে, আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা থেকে দূরে সরে না যাই। এসো, ঈশ্বরের চেয়ে আমরা বরং যেন নির্বোধ ও অবিবেচক সেই মানুষকেই অবজ্ঞা করি যারা দাম্ভিক ও নিজেদের অসার কথা নিয়ে গর্ব করে। এসো, আমরা সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতি সম্মান দেখাই, যাঁর রক্ত আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে; যাঁরা আমাদের শাসন করেন, তাঁদের সম্মান করি, গুরুজনদের প্রতি মর্যাদা দেখাই, যুবকদের ঈশ্বরভীতি-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে তুলি, আমাদের স্ত্রীদের মঙ্গলের দিকে চালিত করি; তারা যেন শুচিতার বিনয়ী আচরণ দেখায়,

কোমলতার মনোভাবের প্রমাণ দেয়, নীরবতা বজায় রেখে জিহ্বা-সংযম প্রকাশ করে, পক্ষপাত না ক'রে যেন সেই সকলেরই কাছে প্রীতি-স্নেহ দেখায় যারা পবিত্রতার সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করে। আমাদের সন্তানেরা যেন খ্রিষ্টীয় শিক্ষায় অংশ নেয়, যেন শিখতে পারে ঈশ্বরের কাছে বিনম্রতা কতই না শক্তিশালী, ঈশ্বরের কাছে পুণ্যপ্রেম কতই না পরাক্রমী, ও তাঁর ভয় কতই না সুন্দর ও মহান—সেই ভয়ই তো তাদের সকলকেই ত্রাণ করে যারা শুচি মনে সেই ভয়তে পবিত্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করে। কেননা তিনি সমস্ত মনোভাব ও বাসনা তলিয়ে দেখেন; তাঁর প্রাণবায়ু আমাদের অন্তরে, আর যখন ইচ্ছে তিনি তখন তা কেড়ে নেন।

খ্রিষ্টে আমাদের বিশ্বাস এসব কিছু সপ্রমাণ করে থাকে, কারণ তিনি নিজে পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের এভাবে আহ্বান করেন, *এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়। কে সেই মানুষ, জীবনই যার অভিলাষ? মঙ্গলদিন দেখা যার আকাঙ্ক্ষা? কুকর্ম থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ, ছলনার কথা থেকে তোমার ওষ্ঠ, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ* (সাম ৩৪:১২-১৫ সত্তরী পাঠ্য)। যারা তাঁকে ভয় করে, সেই মহাদয়াবান ও উপকর্তা পিতা তাদের প্রতি করুণা দেখান; যারা সরল মনে তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, তিনি তাদের উপর আপন অনুগ্রহদানগুলি বর্ষণ করেন। সুতরাং এসো, আমরা যেন দুমনা না হই, আমাদের প্রাণও যেন তাঁর উৎকৃষ্ট ও গৌরবময় দানগুলিকে নিয়ে গর্বোদ্ধত না হয়।

শ্লোক - তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

*প্র* সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

*প্র* সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৯:১-১৮)

**ইস্রায়েলকে মনোনয়ন ও তার পাপ**

ভ্রাতৃগণ, আমি খ্রিষ্টে সত্যকথা বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও পবিত্র আত্মায় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তর বেদনা রয়েছে; আহা, নিজেই এই ভিক্ষা রাখতাম, আমার ভাইদের খাতিরে—মাংস অনুসারে যারা আমার স্বজাতি, তাদের খাতিরে—আমি নিজেই যেন বিনাশ-মানতের বস্তু হয়ে খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই! তারা ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই, পিতৃপুরুষেরা তাদেরই, মাংস অনুসারে তাদেরই মধ্য থেকে আগত সেই খ্রিষ্ট, যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে, আমেন।

তথাপি, ঈশ্বরের বাণী যে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়; কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়; আরও, আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু ইস্‌হাকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে। তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে; কেননা প্রতিশ্রুতির প্রকৃত বাণী এ ছিল: আমি বছরের এই সময়ে ফিরে আসব, তখন সারার একটি পুত্রসন্তান হবে। শুধু তাই নয়, সেই রেবেকাও রয়েছেন, যাঁর সন্তানদের পিতা মাত্র একজন, আমাদের পিতৃপুরুষ সেই ইস্‌হাক: সেই সন্তানদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তাঁরা ভাল-মন্দ কিছু করেননি, এমন সময়—যেন মনোনয়ন অনুযায়ী ঈশ্বরের সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে, [অর্থাৎ, যেন] কর্মের ভিত্তিতে নয়, বরং আহ্বান করেন যিনি তাঁর ইচ্ছারই ভিত্তিতে [সেই সঙ্কল্প স্থিতমূল থাকে]—সেই রেবেকাকে বলা হয়েছিল, জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের

সেবা করবে, যেমনটি লেখা আছে: আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছি।

তবে আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি তাহলে অন্যায় করেন? দূরের কথা! কারণ মোশিকে তিনি বললেন, আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব। এক কথায়, ব্যাপারটা মানুষের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপরে নয়, দয়া দেখান যিনি, সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করে; কেননা শাস্ত্র ফারাওকে বলে: আমি এজন্যই তোমাকে উন্নীত করেছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, এবং সারা পৃথিবীতে যেন আমার নাম ঘোষণা করা হয়। এক কথায়: তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দয়া দেখান; আবার যাকে ইচ্ছা তার অন্তর কঠিন করে তোলেন।

**শ্লোক** - রো ৯:৪, ৮, ৬

*প্র* তারা তো ইস্রায়েলীয়; সেই দত্তকপুত্রত্ব, সেই গৌরব, সেই বিভিন্ন সন্ধি, সেই বিধান, সেই উপাসনা-রীতি এবং যত প্রতিশ্রুতি, সব তাদেরই,

*উ* কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।

*প্র* কারণ ইস্রায়েল থেকে যাদের উদ্ভব, তারা সকলেই যে ইস্রায়েল, তা নয়;

*উ* কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বংশধর বলে গণ্য হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক)

**যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে**

**তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী**

মোশির পুস্তকে লেখা আছে, আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, সেই বিশ্বাস ধর্মময়তা বলে গণ্য করা হল আর তিনি ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন। তাঁর সেই বিশ্বাস কী ধরনের বিশ্বাস ছিল? আর তিনি কেন ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন? তাঁকে বলা হয়েছিল, *তুমি তোমার দেশ ও তোমার জ্ঞাতিকুটুম্ব ছেড়ে চলে যাও, ও সেই দেশেই এসো যা আমি তোমাকে দেখাব* (আদি ১২:১ দ্রঃ)। কিন্তু যখন খ্রিষ্টের পূর্বচ্ছবি হিসাবে আপন একমাত্র পুত্রকে বলিদান করতে তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল, তখন তাঁর

কাছে ঈশ্বরে গুপ্ত সঙ্কল্পও প্রকাশ করা হয়েছিল। এজন্য ত্রাণকর্তা ইহুদীদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলেছিলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিন দেখবার আশায় উল্লাসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন* (যোহন ৮:৫৬)।

সুতরাং, তাঁর বাধ্যতা ও সেই বলিদানের কারণে আব্রাহাম ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন ও ধর্মময়তার গৌরবে পরিবৃত হলেন; আর শুধু তা নয়, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সম্মানপূর্ণ সুযোগও পেয়েছিলেন, ফলে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা কালের পূর্ণতায় বাস্তবায়িত হবার কথা তাও জানতে পেরেছিলেন।

আর ঠিক কালের পূর্ণতায়ই বিশ্বপাপহর পবিত্রতম বলি সেই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। তুমি কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর, কেমন করে তাদেরও বেলায় একই ব্যাপার ঘটে, যারা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে আহূত। তারাও একথা শুনল: *তুমি তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাও।* এবার শোন কতই না সাহসের সঙ্গে তারা উত্তর দেয়, *এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা* (হিব্রু ১৩:১৪), যার নির্মাতা ও স্থপতি স্বয়ং ঈশ্বর। কেননা তারাই পৃথিবীতে যাত্রী ও প্রবাসী, যারা স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে ও ঈশ্বরপ্রেমে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত হয়ে স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবী ত্যাগ করে, কারণ স্বর্গই হল সেই আবাস যা ইঙ্গিত করে ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি; আবার আসব এবং তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে যাব, আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও যেন থাকতে পার* (যোহন ১৪:২, ৩)। তারা বুঝতে পেরেছে, পিতৃগৃহ ত্যাগ করতেই হবে।

তা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? খ্রিষ্ট নিজেই উত্তর দেন: *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়* (মথি ১০:৩৭)। কোন সন্দেহ নেই: ঈশ্বরের বন্ধুত্ব পার্থিব ও সাংসারিক যে কোন আত্মীয়তার ঊর্ধ্বেই রয়েছে, এবং তাঁর সেবকদের কাছে খ্রিষ্টপ্রেম সত্যিই সর্বাধিক আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আব্রাহামের কাছে আদেশটা ছিল, তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজ পুত্রকে সুগন্ধি বলিরূপে উৎসর্গ করবেন; অন্য দিকে এদের কাছে আদেশটা হল, তারা বিশ্বাস ও ধর্মময়তায় কোমর বেঁধে অন্য

কাউকে নয়, নিজেদেরই উৎসর্গ করবে। প্রেরিতদূত বলেন, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে —এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা* (রো ১২:১)। এদের বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে, *যারা খ্রিষ্ট যিশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে* (গা ৫:২৪)।

তারাও খ্রিষ্ট-রহস্য জানতে পেরেছে। হ্যাঁ, তারা জানে, তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার ও তাদের খ্রিষ্টভক্তির প্রতিদান স্বরূপ তাদের দেওয়া হবে ভাবী যুগের যত মঙ্গলদান ও চরম কালের যত আশীর্বাদ। এজন্য আব্রাহামের মত তারাও ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হবে।

শ্লোক - ২ করি ৫:৭-৯; হিব্রু ১৩:১৪

*প্র* আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

*উ* এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

*প্র* এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই ; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।

*উ* এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২১:১-২১)

## ইস্‌হাকের জন্ম

প্রভু নিজের কথা অনুসারে সারাকে দেখতে গেলেন; প্রভু যে কথা দিয়েছিলেন, সারার প্রতি তাই করলেন: সারা গর্ভবতী হয়ে পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই নির্ধারিত সময়ে আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। আব্রাহাম সারার গর্ভজাত তাঁর সেই সন্তানের নাম ইস্‌হাক রাখলেন। তাঁর সেই সন্তান ইস্‌হাকের বয়স আট দিন হলে আব্রাহাম পরমেশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তাকে পরিচ্ছেদিত করলেন। আব্রাহামের সন্তান ইস্‌হাকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের বয়স একশ' বছর। তখন সারা বললেন, 'পরমেশ্বর এমনটি করলেন যেন আমার মুখে হাসি ফোটে; যে কেউ একথা শুনবে, সে আমার সঙ্গে হাসবে।' তিনি আরও বললেন, 'সারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবে, এমন কথা আব্রাহামকে কেইবা বলতে পারত? অথচ আমি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছি।'

শিশুটি বড় হতে লাগল, তাকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হল, এবং যেদিন ইস্‌হাক দুধছাড়া হল, সেদিন আব্রাহাম মহাভোজের আয়োজন করলেন। কিন্তু সারা দেখলেন, মিশরীয় সেই আগার আব্রাহামের ঘরে যে সন্তান প্রসব করেছিল, সে হাসছিল। তাই তিনি আব্রাহামকে বললেন, 'ওই দাসীকে ও তার ছেলেকে দূর করে দাও, কেননা আমার ছেলে ইস্‌হাকের সঙ্গে দাসীর ওই ছেলেকে উত্তরাধিকারী হতে নেই।' নিজের ছেলের কথা ভেবে আব্রাহাম সেই কথায় খুবই দুঃখ পেলেন। কিন্তু পরমেশ্বর আব্রাহামকে বললেন, 'ছেলেটির ও তোমার দাসীর কথা ভেবে দুঃখ করো না; সারা তোমাকে যা বলছে, তার সেই কথা শোন, কারণ ইস্‌হাকের মধ্য দিয়েই তোমার নামে একটা বংশের উদ্ভব হবে। কিন্তু তবু দাসীর ওই ছেলেকেও আমি এক জাতি করে তুলব, কারণ সেও তোমার বংশীয়।' খুব সকালে উঠে আব্রাহাম রুটি ও জলের একটা পাত্র নিয়ে তা আগারকে দিলেন, এবং তার কাঁধে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে তাকে বিদায় দিলেন। সেখান থেকে চলে গিয়ে সে বের্শেবা মরুপ্রান্তরে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাত্রের জল ফুরিয়ে গেলে সে ছেলেটিকে একটা ঝোপের নিচে ফেলে রেখে তার কাছ থেকে

কিছুটা দূরে—অনুমান এক তীর দূরে গিয়ে বসে পড়ল, কারণ সে বলছিল, 'ছেলেটির মৃত্যু আমি দেখতে চাই না!' সে তার কাছ থেকে কিছু দূরে বসলে ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল; কিন্তু পরমেশ্বর ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনলেন, এবং পরমেশ্বরের এক দূত স্বর্গ থেকে ডেকে আগারকে বললেন, 'আগার, তোমার কী হচ্ছে? ভয় করো না, কারণ ছেলেটির তেমন দুরবস্থায় পরমেশ্বর তার চিৎকার শুনলেন; ওঠ, ছেলেটিকে তুলে নিয়ে তাকে তোমার হাতে ধর, কেননা আমি তাকে এক মহাজাতি করে তুলব।' তখন পরমেশ্বর তার চোখ খুলে দিলেন, আর সে সামনে একটা কুয়ো দেখতে পেল; ওখানে গিয়ে জলের পাত্রটা ভরে নিয়ে ছেলেটিকে জল খাওয়াল। আর পরমেশ্বর ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; সে বড় হয়ে উঠল, মরুপ্রান্তরে বসতি করল, ও তীরন্দাজ হয়ে উঠল। সে পারান মরুপ্রান্তরে বসতি করল; আর তার বিবাহের জন্য তার মা মিশর থেকে একটা মেয়ে আনল।

**শ্লোক** - রো ৯:৭, ৮; গা ৪:৩০

*প্র* আব্রাহামের বংশের মানুষ যারা, তারা সকলেই যে সন্তান, তাও নয়, কিন্তু ইস্‌হাকেই তোমার নামে একটি বংশের উদ্ভব হবে।

*উ* তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে।

*প্র* ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না।

*উ* তার অর্থ এ, যারা রক্তমাংসের সন্তান, তারা যে ঈশ্বরের সন্তান এমন নয়, প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই বরং বংশধর বলে গণ্য হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (২৪; ২৭:১–২৯:১)

**ঈশ্বর আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত**

এসো, প্রিয়জনেরা, একথা ভাবি, কেমন করে মহাপ্রভু আমাদের অবিরতই দেখাচ্ছেন এমন ভাবী পুনরুত্থান হবে, যার প্রথমফল তিনি মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যিশু

খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করায়ই উপস্থাপন করেছেন। এসো, প্রিয়জনেরা, কালচক্রে প্রতীয়মান পুনরুত্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি। দিন ও রাত আমাদের একপ্রকার পুনরুত্থান দেখায়: রাত নিদ্রা গেলে দিনের আবির্ভাব, দিন প্রস্থান করলে রাতের আগমন। এসো, ফসলের কথা ধরি: বীজ কী, ও কীভাবে অঙ্কুরিত হয়? বীজবুনিয়ে বেরিয়ে পড়ে এক একটা বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আর সেগুলো মাটিতে পড়ে শুষ্ক ও কেমন যেন উলঙ্গ হয়ে পচে। তারপর মহাপ্রভুর সুব্যবস্থার মাহাত্ম্য অবক্ষয় থেকে সেগুলোকে পুনরুত্থিত করে, এবং এক বীজ থেকে বহু বীজ উৎপন্ন করে ও সেগুলোকে ফলদায়ী করে তোলে।

সুতরাং এ আশা নিয়ে আমাদের আত্মা তাঁর প্রতি আবদ্ধ থাকুক, কারণ তিনি আপন প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বস্ত ও আপন বিচারগুলিতে ন্যায়শীল। যিনি মিথ্যা বলতে নিষেধাজ্ঞা দিলেন, তিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী হবেন না, কেননা মিথ্যাকথা বলা ছাড়া ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। সেজন্য এসো, তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস পুনঃপ্রজ্বলিত করে তুলি, এবং একথা ভাবি যে, সবকিছু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপন মাহাত্ম্যের বাণীগুণে তিনি সবকিছু স্থাপন করলেন, আবার আপন বাণীগুণে সেসব কিছু বিনাশ করতে পারেন। *কেইবা তাঁকে বলতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?' আর কেইবা তাঁর শক্তির পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?* (প্রজ্ঞা ১২:১২ দ্রঃ)। যখন ইচ্ছা করবেন ও যেভাবে ইচ্ছা করবেন, তখনই তিনি সবকিছু সাধন করবেন, আর তাঁর কোন বিধি লোপ পাবে না। তাঁর সম্মুখে সবকিছুই রয়েছে, আর কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছাকে এড়াতে পারেনি, কারণ *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব, গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি; দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে, রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে। নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাদের কণ্ঠস্বর* (সাম ১৯:১-৩)।

অতএব, যেহেতু সবকিছু তাঁর দৃষ্টি ও কর্ণগোচর হয়, সেজন্য এসো, আমরা তাঁকে ভয় করি ও কুকর্মের যত অসার কামনা পরিত্যাগ করি, যেন আগামী বিচারের সামনে তাঁর দয়ায় আশ্রয় পেতে পারি। কেননা আমাদের যে কোন একজন তাঁর শক্তিশালী হাত থেকে কোথায় বা উড়ে যেতে পারে? আর কোন্ জগৎ তাদের গ্রহণ করবে যারা তাঁর কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করে? বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, *আমি কোথায় বা*

*যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় নিজেকে লুকাতে পারব? স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পৃথিবীর প্রান্তসীমায় যদি যাই, সেখানে তোমার ডান হাত আছে; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানে তোমার আত্মা আছেন* (সাম ১৩৯:৭-১০ দ্রঃ)। তাই কোথায় যাওয়া যাবে, বা কোথায় তাঁরই কাছ থেকে পালানো যাবে যিনি সবকিছু ঘিরে রাখেন?

সুতরাং আমরা তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ও অকলুষিত হাত উত্তোলন করে ও যিনি আমাদের তাঁর নিজের স্বত্বাংশ করে তুলেছেন, আমাদের সেই কৃপাশীল ও করুণাময় পিতাকে ভালবেসে, এসো, আত্মার পবিত্রতায় তাঁর কাছে এগিয়ে যাই।

**শ্লোক** - এস্থার ৪:১৭খ, গ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা, সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন, এবং তোমার দৃঢ় ইচ্ছার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারে না।

*উ* তোমার নামের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর।

*প্র* তুমি আকাশ, পৃথিবী ও আকাশের নিচে থাকা সকল আশ্চর্যময় বস্তু নির্মাণ করেছ।

*উ* তোমার নামের খাতিরে আমাদের ত্রাণ কর।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৯:১৯-৩৩)

### ঈশ্বরের পূর্ণ স্বাধীনতা

ভাই, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: তবে তিনি আবার অসন্তুষ্ট কেন, যখন তাঁর ইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে এমন কেউ নেই? হে মানুষ, তুমিই বরং কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ? কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ? মাটির উপরে কি কুমোরের এমন কোন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে সে একটা পাত্র বিশেষ ব্যবহারের জন্য, ও একটা পাত্র সাধারণ ব্যবহারের জন্য গড়তে পারে? তবে নিজের ক্রোধ দেখাবার ইচ্ছায় ও নিজের পরাক্রম জানাবার ইচ্ছায় ঈশ্বর যখন ক্রোধের এমন পাত্রগুলিকে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করেছেন যেগুলি এর মধ্যে বিনাশের জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং তেমনটি করেছেন যেন দয়ার এমন পাত্রগুলির উপর তাঁর নিজের গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করতে পারেন, গৌরবের উদ্দেশেই যেগুলি তিনি আগে থেকে প্রস্তুত করেছিলেন, তখন আমাদের কি বলার আছে? হ্যাঁ, আমরাই এই পাত্রগুলি; আমাদেরই তিনি আহ্বান করেছেন, ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন; ঠিক যেমনটি হোশেয়া বলেন: যে জনগণ আমার আপন জনগণ ছিল না, আমি তাদের আমার আপন জনগণ বলে ডাকব; আর যে প্রিয়া ছিল না, তাকে আমার প্রিয়া বলে ডাকব। আর এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার আপন জনগণ নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে। আর ইস্রায়েলের বিষয়ে ইশাইয়া একথা ঘোষণা করেন: ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকণার মত হয়েও তবু কেবল একটা অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ পাবে; কারণ প্রভু পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণীর সিদ্ধি ঘটাবেন, সম্পূর্ণরূপে ও নির্দ্বিধায়ই তাই করবেন। আবার ইশাইয়া যেমন আগে থেকে

বলেছিলেন, সেনাবাহিনীর প্রভু যদি আমাদের জন্য একটা বংশ অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের মত হতাম, ও গমোরার সদৃশ হতাম।

তবে আমরা কী বলব? সেই বিজাতীয়রা, যারা ধর্মময়তা পাবার জন্য চেষ্টা করছিল না, তারাই ধর্মময়তা পেল: বিশ্বাস থেকেই আগত ধর্মময়তা পেল; কিন্তু ইস্রায়েল ধর্মময়তা-দানকারী এমন একটা বিধান পাবার জন্য চেষ্টা করেও সেই বিধানের নাগাল পায়নি। এর কারণ কী? কারণ তারা বিশ্বাসের মধ্য থেকে তা পাবার চেষ্টা করছিল না, কিন্তু মনে করছিল, কর্মের মধ্য থেকেই তা পাবে। আসলে তারা সেই প্রস্তরেই হোঁচট খেয়েছে যা মানুষের হোঁচট ঘটায়, যেমন লেখা আছে, *দেখ, আমি সিয়োনে এমন প্রস্তর স্থাপন করেছি যাতে লোকে হোঁচট খাবে, এমন শৈল স্থাপন করেছি যা মানুষের পতন ঘটাবে; কিন্তু যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।*

**শ্লোক** - হো ২:২৫; রো ৯:২৩, ২৫

*প্র* যার নাম স্নেহবঞ্চিতা আমি তাকে স্নেহ করব,

*উ* যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

*প্র* আপন গৌরবের ঐশ্বর্য জ্ঞাত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করলেন, ঠিক যেমনটি হোশেয়া বলেন,

*উ* যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২৭-২৮)

### খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীই আব্রাহামের একমাত্র বংশ

প্রেরিতদূত বলেন, *বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেল* (গা ৩:২৪)। আগে আমরা *বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম; কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই* (গা ৩:২৩, ২৫)। এভাবে তিনি তাদের ভর্ৎসনা করেন, যারা খ্রিষ্টের

অনুগ্রহ অর্থশূন্য করে দেয় ও পরিচালক দাসের অধীনে এখনও থাকতে চায়—স্বাধীনতার কাছে যিনি আমাদের আহ্বান করলেন তিনি ঠিক যেন এখনও আসেননি!

যখন তিনি বলেন, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ খ্রিষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় বিশ্বাসগুণে সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি দেখাতে চান, পরিচালক দাসের অধীনে কখনও না থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয়রা নিজেদের তাঁর সন্তান বলে গণ্য করতে যেন আশাভ্রষ্ট না হয়। বিশ্বাসগুণে খ্রিষ্টকে পরিধান করেছে বিধায় সকলেই সন্তান হয়ে ওঠে—স্বরূপে নয়, অর্থাৎ সেই একমাত্র পুত্রের মত নয় যিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও; আবার, তারা যে প্রজ্ঞা-ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি একপ্রকার দখল করেছে, এ অর্থেও নয়। একমাত্র মধ্যস্থ সেই খ্রিষ্ট প্রজ্ঞার সঙ্গে এক—প্রজ্ঞা কারও হস্তক্ষেপ বা অন্য কোন মধ্যস্থের সহযোগিতা ছাড়াই তাঁকে আপন মানবতায় ধারণ করল। তারা বরং মধ্যস্থে বিশ্বাসের গুণে ও বিশ্বাসের ফলেই প্রজ্ঞার সহভাগী হয়ে সন্তান হয়ে ওঠে।

তেমন বিশ্বাসে ইহুদী ও গ্রীক, ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, কারণ যারা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী তারা খ্রিষ্ট যিশুতে এক। আর যখন এ হল সেই বিশ্বাসের ফল, যা অনুসারে মানুষ এ জীবনকালে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করে, তখন আর কতই না পূর্ণ ও নিখুঁত হবে দর্শনেরই ফল, যা অনুসারে আমরা তাঁকে মুখোমুখিই দেখতে পাব!

কেননা এখন বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে আমরা জীবনদায়ী আত্মার প্রথমফল পাওয়া সত্ত্বেও, যেহেতু পাপের দরুন দেহ এখনও মৃত্যুর অধীন, সেজন্য ইহুদী-গ্রীক বা সামাজিক শ্রেণি-লিঙ্গ সংক্রান্ত এ সমস্ত ব্যবধান বিশ্বাসের ঐক্য দ্বারা বাতিল করে দেওয়া সত্ত্বেও এ জীবনকালে তা এখনও থেকে যাচ্ছে। প্রেরিতদূতেরাও আমাদের শিক্ষা দেন, ইহলোকে এ সমস্ত ব্যবধান রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়; এমনকি, জাতীয়তা, ক্রীতদাস-মনিব অবস্থা, লিঙ্গ বা প্রতীয়মান অন্য যে কোন ব্যবধান রক্ষা করেও আমরা যেন সবাই মিলে জীবন যাপন করতে পারি, এজন্য তাঁরা অধিক উপযুক্ত নিয়ম দান করেন। তাঁদের আগে প্রভু নিজেই বলেছিলেন, *কায়েসারের যা, তা কায়েসারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও* (মথি ২২:২১)।

প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলে এক* (গা ৩:২৮); কিন্তু উপরোল্লিখিত ব্যবধানের কথার জোরে বলে চলেন, *আর তোমরা যখন খ্রিষ্টের*, তখন অনুমান করা যায় *তোমরা আব্রাহামের বংশ* (গা ৩:২৯)। এর অর্থ এরূপ: খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলে এক, ফলে তোমরাই আব্রাহামের বংশধর। কেননা আগে তিনি বলেছিলেন, *শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে একবচনে বলে, 'আর তোমার বংশধরের প্রতি', যে বংশধর স্বয়ং খ্রিষ্ট* (গা ৩:১৬)। সুতরাং তিনি এখানে দেখাচ্ছেন, খ্রিষ্টই সেই একমাত্র বংশধর; তবু একমাত্র মধ্যস্থ হিসাবে খ্রিষ্টের দিকে শুধু নয়, বরং খ্রিষ্ট যার মাথা, তাঁর দেহ-মণ্ডলীর দিকেও তিনি অঙুলি নির্দেশ করেন। আর তিনি তাই বলেন যেন সকলেই খ্রিষ্টে এক হতে পারে ও প্রতিশ্রুতি মত বিশ্বাসগুণে সেই উত্তরাধিকারও পেতে পারে। খ্রিষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় জনগণ উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত পরিচালক দাসের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনেই যেন বিধানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকল; অর্থাৎ কিনা তারা সেই পর্যন্তই আবদ্ধ হয়ে থাকল, যে পর্যন্ত সেই জনগণের মধ্য থেকে যারা ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে আহূত হওয়ার কথা, তারা স্বাধীনতার কাছে আহূত না হল।

**শ্লোক** - গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫

*প্র* তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,

*উ* কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ।

*প্র* তোমাদের দেহ খ্রিষ্টের অঙ্গ,

*উ* কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-১৯)

## আহুতিরূপে উৎসর্গীকৃত ইস্‌হাক

পরমেশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।' তিনি বলে চললেন, 'তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্‌হাককে নাও ও মোরিয়া দেশে যাও, আর সেখানে যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপরে তাকে আহুতিরূপে বলিদান কর।' আব্রাহাম খুব সকালে উঠে গাধা সাজিয়ে দু'জন দাস ও তাঁর ছেলে ইস্‌হাককে সঙ্গে নিলেন, আহুতির জন্য কাঠ কাটলেন, এবং সেই জায়গার দিকে যাত্রা করলেন, যার কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন। তৃতীয় দিনে আব্রাহাম চোখ তুলে দূর থেকে জায়গাটা দেখতে পেলেন। তখন আব্রাহাম দাসদের বললেন, 'তোমরা গাধার সঙ্গে এইখানে দাঁড়াও; আমি ও ছেলেটি, আমরা ওখানে গিয়ে পূজা করে আসি; তারপর তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইস্‌হাকের মাথায় দিলেন, এবং নিজে আগুন ও খড়্গ হাতে নিলেন; পরে দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন। তখন ইস্‌হাক তাঁর পিতা আব্রাহামকে বললেন, 'পিতা আমার!' তিনি বললেন, 'এই যে আমি, সন্তান আমার!' ইস্‌হাক বলে চললেন, 'আগুন ও কাঠ তো এখানে রয়েছে, কিন্তু আহুতির জন্য মেষশাবক কোথায়?' আব্রাহাম বললেন, 'সন্তান আমার, আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।' তাঁরা একসঙ্গে আরও এগিয়ে চললেন, আর যখন সেই জায়গায় এসে পৌঁছলেন, যার কথা পরমেশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, তখন আব্রাহাম একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, কাঠ সাজালেন, এবং তাঁর ছেলে ইস্‌হাককে বেঁধে বেদিতে কাঠের উপরে রাখলেন। পরে আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য খড়্গ তুলে নিলেন, কিন্তু স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে ডাকলেন, বললেন, 'আব্রাহাম, আব্রাহাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি!' দূত বললেন, 'ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ো না, তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর; তুমি আমাকে তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকে দিতেও অস্বীকার করনি।' তখন আব্রাহাম চোখ তুলে দেখতে পেলেন, পাশে একটা

ভেড়া, তার শিং একটা ঝোপের মধ্যে জড়ানো। আব্রাহাম গিয়ে সেই ভেড়াটা নিলেন ও নিজের ছেলের বদলে আহুতি রূপে তা বলিদান করলেন। আব্রাহাম সেই জায়গার নাম রাখলেন 'প্রভু নিজেই দেখেন', এজন্য আজ লোকে বলে, 'পর্বতে প্রভু নিজেই দেখেন।'

প্রভুর দূত দ্বিতীয়বারের মত স্বর্গ থেকে আব্রাহামকে ডাকলেন, বললেন, 'প্রভুর উক্তি! নিজের দিব্যি দিয়েই বলছি, তুমি এই কাজ করেছ বলে—তোমার সন্তানকে, তোমার একমাত্র সন্তানকেও আমাকে দিতে অস্বীকার করনি বলে আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মত করব; তোমার বংশধরেরা শত্রুদের নগরদ্বার দখল করবে। তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েছ।'

পরে আব্রাহাম নিজের দাসদের কাছে ফিরে গেলেন, আর সকলে মিলে বের্শেবার দিকে রওনা হলেন; এবং আব্রাহাম সেই বের্শেবায়ই বসতি করলেন।

শ্লোক - হিব্রু ১১:১৭, ১৯; রো ৪:১৭

প্ব বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্হাককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন;

উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

প্ব তিনি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখলেন, যিনি, যা অস্তিত্ববিহীন, তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন।

উ কেননা তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৩০-৩২)

## নিজেতে নয়,

## ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক

আমরা যখন সেই পবিত্রজনের অংশ, তখন এসো, পরনিন্দা, অপবিত্রতা, অশুচিতা, মাতলামি, নতুনত্বের প্রবণতা, জঘন্য ভাবাবেগ, নিন্দনীয় ব্যভিচার ও জঘন্য গর্ব এড়িয়ে সেইসব কিছুই বরং সাধন করি যা পবিত্র, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ দান করেন* (১ পি ৫:৫)।

ঈশ্বর থেকে যাদের অনুগ্রহ দেওয়া আছে, এসো, আমরা তাদেরই আঁকড়িয়ে ধরে থাকি; যত পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে দূরে থেকে ও কথায় নয়, কাজেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, এসো, আত্মার নম্রতা ও শুচিতা বজায় রেখে সুসম্পর্ক পরিধান করি। কারণ লেখা আছে, *এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না? বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?* (যোব ১১:২)। সুখী *সেই মানুষ—নারীজাত যে মানুষ, স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ* (যোব ১৪:১)। অতিরিক্ত কথা বলো না! নিজেতে নয়, ঈশ্বরেই আমাদের প্রশংসা স্থাপিত হোক, কারণ যারা নিজেদের প্রশংসা করে, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। ধর্মময় আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটেছিল, তেমনি আমাদের সৎকর্মের বিষয়েও সাক্ষ্যদান অন্য মানুষের কাছ থেকেই আসুক। স্পর্ধা, দুঃসাহস ও দম্ভ তাদেরই চিহ্ন, যারা ঈশ্বর থেকে পরিত্যক্ত; শালীনতা, বিনম্রতা ও কোমলতা তাদেরই অনুচর, যারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র।

সুতরাং এসো, তাঁর আশীর্বাদ আঁকড়িয়ে ধরে থাকি ও আশীর্বাদের পথগুলির অন্বেষণ করি। এসো, প্রাচীনকালের ঘটনা স্মরণ করি। আমাদের পিতা আব্রাহাম কেন আশীর্বাদের পাত্র হলেন, যদি-না এ কারণেই যে তিনি বিশ্বাসগুণে ধর্মময়তা ও সত্যের সাধক হলেন? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ইস্‌হাক আনন্দের সঙ্গে বলিরূপে চালিত হচ্ছিলেন। ভাইয়ের জন্য যাকোব বিনম্রতার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করে লাবানের কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করলেন: তাঁকেই ইস্রায়েলের বারোটি কুলের রাজদণ্ড দেওয়া হল।

আর যে কেউ এসব কিছু সরল মনে তন্ন তন্ন করে নিরীক্ষণ করে, যে সমস্ত দান তাকে দেওয়া হয়েছে সে তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে। যাকোব থেকেই তো আগত সেই সকল যাজক ও লেবীয় যারা ঈশ্বরের বেদির পরিসেবক; তাঁর কাছ থেকেই আগত মাংস অনুসারে প্রভু যিশু; তাঁরই কাছ থেকে আগত যুদার বংশ-পরম্পরায় সমস্ত রাজা, নেতা ও শাসনকর্তা; আর অন্যান্য কুলের রাজদণ্ড কম বিখ্যাত নয়, কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *আমি তোমার বংশের সংখ্যা আকাশের তারানক্ষত্রের মত করব* (আদি ২২:১৭)।

অতএব, এঁরা সকলে নিজেদের মধ্য দিয়ে নয়, নিজেদের কাজকর্ম গুণেও নয়, নিজেদের সাধিত ধর্মকাজ গুণেও নয়, বরং তাঁরই ইচ্ছা গুণে সুনাম ও মহিমা লাভ করলেন। সুতরাং আমরা যারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছি, আমাদের নিজেদের গুণে, কিংবা আমাদের জ্ঞান, সুবুদ্ধি, ভক্তি বা পবিত্র অন্তরে সাধিত কোন কাজকর্মের গুণে নয়, বরং সেই বিশ্বাস গুণেই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠি, যে বিশ্বাস গুণে জগতের শুরু থেকে সকল মানুষকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করলেন সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ৭:৯; রো ৮:২৮

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই পরমেশ্বর; তিনি বিশ্বস্ত ঈশ্বর; যারা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে,

*উ* সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

*প্র* যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে;

*উ* সহস্র পুরুষ ধরেই তিনি তাদের সঙ্গে আপন সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১০:১-২১)

**ঈশ্বর সকলেরই প্রভু**

ভাই, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা ও ঈশ্বরের কাছে আমার মিনতি তাদেরই খাতিরে, তারা যেন পরিত্রাণ পেতে পারে। তাদের পক্ষে আমি স্বীকার করি, ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয়। কেননা ঈশ্বরের ধর্মময়তা বুঝতে চেষ্টা না করে বরং নিজেদেরই ধর্মময়তা স্থাপন করতে চেষ্টা করায় তারা ঈশ্বরের ধর্মময়তার বশে নিজেদের বশীভূত করেনি; অথচ খ্রিষ্টই বিধানের লক্ষ্য, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন ধর্মময়তা লাভ করতে পারে। বিধানজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে মোশি একথা বলেন, যে মানুষ তা পালন করে, সে তাতে জীবন পাবে; কিন্তু বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা বিষয়ে তিনি এ ধরনেরই কথা বলেন, মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? অর্থাৎ, খ্রিষ্টকে নামিয়ে আনবার জন্য কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? একথাও বলো না, কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? অর্থাৎ, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? আসলে শাস্ত্র কী বলে? সেই বাণী তোমার অতি নিকটবর্তী, তা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়েই রয়েছে। অর্থাৎ, এ হলো বিশ্বাসের বাণী, যে বিশ্বাস আমরা প্রচার করি; কেননা মুখে তুমি যদি যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং হৃদয়ে যদি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে। কেননা শাস্ত্র বলে, যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না, কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, যেহেতু তিনিই সকলের প্রভু, আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। বাস্তবিকই যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

তবে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা তারা কখনও শোনেনি, কেমন করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে? আরও, প্রচারক না থাকলে, তারা কেমন করে শুনবে? আর প্রেরিত না হলে তারা কেমন করে প্রচার করবে? যেমনটি লেখা আছে, আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে! কিন্তু সকলেই যে সেই শুভসংবাদে সাড়া দিয়েছে এমন নয়; ইশাইয়া যেমনটি বলেন, প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস রেখেছে? সুতরাং, বিশ্বাস সেই প্রচার-শোনা থেকে, ও প্রচার-শোনাটা খ্রিষ্টের বাণী দ্বারা হয়। কিন্তু আমি বলি: তবে তারা কি শুনতে পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে!

*সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কণ্ঠ,*
*বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন* (সাম ১৯:৫)।

তবু আমি আবার বলি: ইস্রায়েল কি বুঝতে পারেনি? এবিষয়ে মোশি প্রথমে বলেন,

*যে জাতি জাতি নয়,*
*আমি তেমন জাতির প্রতিই তোমাদের ঈর্ষাতুর করব;*
*মূর্খ এক জাতির প্রতি তোমাদের ক্ষুব্ধ করে তুলব* (দ্বিঃবিঃ ৩২:২১ সত্তরী পাঠ্য)।

আর ইশাইয়া অধিক সাহসের সঙ্গে বলেন,

*যারা আমার খোঁজ করত না,*
*তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি;*
*যারা আমার কাছে কোন যাচনা রাখত না,*
*তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি* (ইশা ৬৫:১ সত্তরী পাঠ্য)।

কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি বলেন, *আমি সারাদিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জনগণের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম* (ইশা ৬৫:২)।

**শ্লোক** - রো ১০:১২-১৩; ১৫:৮-৯

*প্র* স্বয়ং খ্রিষ্টই সকলের প্রভু; আর যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান;

*উ* কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

*প্র* আমার কথা এ: খ্রিষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন যেন পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি সার্থক করতে পারেন; এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে।

*উ* কেননা যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে পরিত্রাণ পাবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ২৯:৬, ৮, ৯)

**আমরা খ্রিষ্টের কথা প্রচার করি**

*আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে* (ইশা ৫২:৭)। যাঁরা শুভসংবাদ প্রচার করেন, পিতর, পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূত ছাড়া তাঁরা আর কেইবা হতে পারেন? প্রভু যিশুর কথা ছাড়া তাঁরা আর কীবা প্রচার করেন? তিনিই তো আমাদের শান্তি, তিনিই তো পরম মঙ্গল; কারণ তিনি মঙ্গলময় পিতা থেকে আগত পরমমঙ্গল। পরিশেষে তাঁর সেই আত্মাও মঙ্গলময়, যিনি তাঁর কাছ থেকে সবকিছু নেন ও ঈশ্বরের সেবকদের সরল পথে চালিত করেন। ঈশ্বরের আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে কেবা অস্বীকার করবে তিনি মঙ্গলময়, যখন তিনি নিজে বলেন, *আমি মঙ্গলময় বলে তোমার চোখ কি হিংসুক?* (মথি ২০:১৫)। তাই তেমন মঙ্গল আমাদের আত্মায় ও আমাদের মনের গভীরে আগমন করুক, কারণ যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, ঈশ্বর তাদের প্রচুরমাত্রায় উপকার দান করেন। তিনিই আমাদের ধন, তিনিই আমাদের পথ, তিনিই আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধর্মময়তা, আমাদের পালক, মঙ্গলময় পালক, তিনিই তো আমাদের জীবন। দেখ একমাত্র মঙ্গলদানে কতগুলো না মঙ্গলদান সঞ্চিত! সুসমাচার-রচয়িতাগণ এ সমস্ত মঙ্গলের কথাই আমাদের কাছে প্রচার করেন।

সুতরাং প্রভু যিশু নিজেই সেই পরম মঙ্গল যা আমাদের কাছে নবীদের দ্বারা পূর্বপ্রদর্শিত, স্বর্গদূতদের দ্বারা ঘোষিত, পিতা দ্বারা প্রতিশ্রুত ও প্রেরিতদূতদের দ্বারা

প্রচারিত হয়েছে। তিনি পরিপক্কতার মতই যেন আমাদের কাছে এলেন; কিন্তু সাধারণ পরিপক্কতার মত শুধু নয়, পাহাড়পর্বতে ফসলের পরিপক্কতার মতই তিনি উপস্থিত হলেন ও প্রথম আমাদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করলেন, যাতে আমাদের মনোভাবে অপক্ক বা কাঁচা কিছু না থাকে, ও আমাদের কাজকর্ম ও আচরণে হিংস্র বা তীব্র কিছু না থাকে। এজন্য তিনি এ কথাও বলেন, *আমি যে একসময় কথা বলতাম, এই যে সে আমি* (ইশা ৫২:৬)। অর্থাৎ, আমি যে একসময় নবীদের দ্বারা কথা বলতাম, সেই আমি এখন সেই দেহে উপস্থিত, যে দেহ কুমারী থেকে ধারণ করলাম: আমি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক প্রতিমূর্তি রূপে ও তাঁর স্বরূপের চিহ্নরূপে উপস্থিত; আমি মানবরূপেও উপস্থিত।

সুতরাং এসো, যাঁর মধ্যে পরম মঙ্গল বিরাজিত, তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, কারণ তিনি নিজেই মঙ্গলময়তা; তিনি নিজেই ইস্রায়েলের ধৈর্য, যিনি মনপরিবর্তনের দিকে তোমাকে আহ্বান করেন যাতে তোমাকে বিচারে না আসতে হয়, বরং তুমি যেন পাপক্ষমা লাভ করতে পার। তিনি বলছেন, *মনপরিবর্তন কর* (মথি ৪:১৭)। তিনি এমন পরম মঙ্গল যাঁর কোন অভাব নেই, বরং সবকিছুতে ধনবান। তিনি এমন ধনবান যে *আমরা সকলে*—সুসমাচার-রচয়িতার কথায়—*তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি* (যোহন ১:১৬ লাতিন পাঠ্য) ও তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছি।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৫:২০, ১১

*প্র* আমরা তো জানি: ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন, এবং সত্যময় ঈশ্বরকে জানবার জ্ঞান আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা তাঁর সেই সত্যময় পুত্রে আছি;

*উ* তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

*প্র* অনন্ত জীবনকেই ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং তাঁর পুত্রেই সেই জীবন;

*উ* তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-২৭)

## আব্রাহাম ইস্‌হাকের জন্য বধূ খোঁজ করতে পাঠান

আব্রাহাম তখন বৃদ্ধ, তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে; প্রভু আব্রাহামকে সব দিক দিয়েই আশীর্বাদ করেছিলেন। আব্রাহাম, তাঁর সমস্ত কিছুর উপরে যার ভার ছিল, তাঁর ঘরের সেই সবচেয়ে প্রাচীন কর্মচারীকে বললেন, 'আমার উরুতের নিচে হাত দাও: আমি চাই, তুমি স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভুর নামে শপথ করবে যে, আমি যে কানানীয়দের মধ্যে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না, কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিভাইদের কাছে গিয়ে আমার ছেলে ইস্‌হাকের জন্য একটি বধূ আনবে।' কর্মচারী তাঁকে বলল, 'মেয়েটি হয় তো আমার সঙ্গে এই দেশে আসতে রাজি নাও হতে পারে; তবে আপনি যে দেশ ছেড়ে এসেছেন, আপনার ছেলেকে কি আবার সেই দেশে নিয়ে যাব?' আব্রাহাম তাকে বললেন, 'সাবধান, কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার সেখানে নিয়ে যেয়ো না। স্বর্গের পরমেশ্বর ও মর্তের পরমেশ্বর সেই প্রভু, যিনি আমাকে আমার পিতৃগৃহ থেকে ও আমার জন্মভূমি থেকে তুলে এনেছেন, যিনি আমাকে শপথ করে বলেছেন "আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব," তিনিই তোমার আগে আগে তাঁর দূত পাঠাবেন, যেন তুমি আমার ছেলের জন্য সেখান থেকে একটি মেয়ে আনতে পার। মেয়েটি তোমার সঙ্গে আসতে রাজি না হলে, তবে তুমি আমার প্রতি এই শপথ থেকে মুক্ত হবে; কিন্তু কোন মতেই আমার ছেলেকে আবার সেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো না।' সেই কর্মচারী আপন মনিব আব্রাহামের উরুতের নিচে হাত দিয়ে এবিষয়ে শপথ করল।

সেই কর্মচারী তার মনিবের উটদের মধ্য থেকে দশটা উট ও তার মনিবের মূল্যবান যত জিনিস সঙ্গে করে রওনা হয়ে আরাম-নাহারাইম দেশে নাহোর শহরের দিকে যাত্রা করল। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে স্ত্রীলোকেরা জল তুলতে বেরিয়ে যায়, ঠিক সেসময়ে সে উটগুলোকে শহরের বাইরে কুয়োর কাছাকাছি বসিয়ে রাখল; সে বলল, 'আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর হে প্রভু, এমনটি হতে দাও, যেন আজ কৃতকার্য হতে পারি; আমার মনিব আব্রাহামের প্রতি কৃপা দেখাও। দেখ, আমি এই উৎসের ধারে দাঁড়িয়ে

আছি, এবং এই শহরবাসীদের মেয়েরা জল তুলতে বেরিয়ে আসছে; তাই যে মেয়েকে আমি বলব, তোমার কলসি নামিয়ে আমাকে জল খেতে দাও, সে যদি বলে, "জল খাও, আমি তোমার উটগুলোকেও জল খাওয়াব," তাহলে সে-ই হোক তোমার দাস ইস্‌হাকের জন্য তোমার নিরূপিত মেয়ে; এতে আমি বুঝব যে, তুমি আমার মনিবের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ।'

একথা বলতে না বলতে, দেখ, রেবেকা কলসি কাঁধে করে বেরিয়ে এলেন; তিনি আব্রাহামের ভাই নাহোরের স্ত্রী মিল্কার সন্তান বেথুয়েলের কন্যা। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, যুবতী এক কুমারী; তিনি কোন পুরুষকে তখনও জানেননি। তিনি উৎসের ধারে নেমে গিয়ে কলসি ভরে আবার উঠে আসছিলেন, এমন সময় সেই কর্মচারী তার দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আপনার কলসি থেকে আমাকে কিছুটা জল খেতে দিন।' তিনি বললেন, 'মহাশয়, খান!' তা বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলসি হাতের বাহুতে নামিয়ে তাকে জল খেতে দিলেন। তাকে জল খেতে দেওয়ার পর বললেন, 'আপনার উটগুলোর জল খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদেরও জন্য জল তুলব।' তিনি শীঘ্রই গড়ায় কলসির জল ঢেলে আবার জল তুলতে কুয়োর কাছে ছুটে গিয়ে তার সকল উটের জন্য জল তুলে আনলেন। এর মধ্যে সেই মানুষ নীরবে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, প্রভু তার যাত্রা সফল করেছেন কিনা, তা জানবার অপেক্ষা করছিল। উটগুলো জল খাওয়ার পর সেই মানুষ তাঁর নাকে একটা সোনার নথ পরিয়ে দিল, যার ওজন আধ তোলা, এবং তাঁর হাতে পরিয়ে দিল দু'টো সোনার বালা, যার ওজন দশ তোলা; পরে বলল, 'আপনি কার কন্যা? আমাকে বলুন, আপনার পিতার বাড়িতে কি আমাদের রাত্রিযাপনের জন্য জায়গা আছে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি সেই বেথুয়েলের কন্যা, যিনি মিল্কার সন্তান, যাঁকে তিনি নাহোরের ঘরে প্রসব করেছিলেন।' তিনি বলে চললেন, 'খড় ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, রাত্রিযাপনের জন্য জায়গাও আছে।'

তখন লোকটি মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল; বলল, 'আমার মনিব আব্রাহামের পরমেশ্বর সেই প্রভু ধন্য! কারণ তিনি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হননি; প্রভু আমার মনিবের ভাইদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পথ চালনা করলেন।'

শ্লোক - সিরা ৪৪:২২, ২৩; হিব্রু ১১:২০ দ্রঃ

প্ ঈশ্বর ইস্হাকের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, ও যাকোবের মাথার উপরেই সেই আশীর্বাদ ও সন্ধি অধিষ্ঠিত করলেন;

উ তিনি তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন, তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন।

প্ বিশ্বাসে ইস্হাক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন,

উ ঈশ্বর তাঁর কাছে আপন আশীর্বাদের কথা বহাল রাখলেন, তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (৩৩-৩৪)

**আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক**

তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করব? আমরা কি সৎকর্মে শিথিল ও ভালবাসায় ক্ষান্ত হব? তা মহাপ্রভু যেন না ঘটতে দেন—কমপক্ষে আমাদের বেলায়! আমরা বরং দৃঢ়তা ও আগ্রহের সঙ্গে যেন যত সৎকর্ম সাধনে তৎপর হই। কেননা বিশ্বের নির্মাতা ও মহাপ্রভু নিজ কর্মে উল্লসিত। তিনি নিজ অসীম মহত্ত্বে আকাশমণ্ডল স্থাপন করলেন, ও তাঁর দুর্জ্ঞেয় সুবুদ্ধিতে তা অলঙ্কৃত করলেন; তিনি পৃথিবীকে তার চারদিকের জল থেকে পৃথক করলেন, ও তাঁর আপন ইচ্ছার অটল ভিত্তির উপরে তা অবিচল করলেন; তিনি চাইলেন, পৃথিবীতে জীবজন্তুও থাকবে; সমুদ্র ও তার মধ্যে যত প্রাণীকে তিনিই প্রস্তুত করলেন ও আপন শক্তিতে তা সীমাবদ্ধ করলেন। সর্বোপরি তিনি আপন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হাতে গড়লেন সেই মানুষ যে তাঁর আপন প্রতিমূর্তির মুদ্রাঙ্কন তথা তাঁর আপন ধীশক্তি লাভের ফলে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম জীব; কেননা ঈশ্বর একথা বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি; ঈশ্বর মানুষ নির্মাণ করলেন, পুরুষ ও নারী করে তাকে নির্মাণ করলেন* (আদি ১:২৬, ২৭ সত্তরী পাঠ্য)।

এসব কিছু শেষ করার পর তিনি তার প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে বললেন, *তোমরা ফলবান হও ও বংশবৃদ্ধি কর* (আদি ১:২৮)।

এসো, লক্ষ করি কেমন করে ধার্মিক সকলেই সৎকর্মে ভূষিত হল; এমনকি প্রভু নিজেই নিজেকে সৎকর্মে ভূষিত করে আনন্দ পেলেন। সুতরাং, তেমন দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হয়ে, এসো, তাঁর ইচ্ছা বিলম্ব না করেই পালন করি, ধর্মময়তার কাজ যথাশক্তি সাধন করি।

সৎ মজুর গর্বের সঙ্গেই নিজ শ্রমের অন্ন নেয়; অন্যদিকে শিথিল ও উদাসীন মজুর মনিবকে মুখোমুখি দেখতে পারে না; এজন্য সৎকর্মে আমাদের তৎপর হতে হবে, কারণ সবকিছুই তাঁর কাছ থেকে আগত। বস্তুত তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *দেখ, প্রভু আসছেন, তাঁর মজুরি আছে তাঁরই সামনে* (ইশা ৪০:১০), *তিনি যেন প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন* (প্রবচন ২৪:১২)। এজন্য আমরা যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ভালবাসি, তিনি এ আমাদের উপদেশ দেন যেন যে কোন সৎকর্মে শিথিল ও উদাসীন না হই। আমাদের গৌরব ও আস্থা ঈশ্বরেই থাকুক; এসো, আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন হই; স্বর্গদূতদের গোটা বাহিনীর কথা ভেবে দেখি, তাঁরা কেমন করে প্রস্তুত থেকে তাঁর ইচ্ছার সেবা করে চলেন। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিলেন, এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন* (দা ৭:১০); *তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (ইশা ৬:৩)। ফলে এসো, সচেতন হয়ে ও সুসম্পর্কের বন্ধনে একত্র হয়ে আমরাও একসুরে তাঁর কাছে আমাদের চিৎকার তুলি, যেন তাঁর মহা ও গৌরবময় প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে পারি; কেননা তিনি বলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি ও কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁর প্রত্যাশায় আছে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (১ করি ২:৯; ইশা ৬৪:৩ দ্রঃ)।

শ্লোক - সাম ২৫:৯-১০; জাখা ৭:৯

*প্র* প্রভু ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ।

*উ* যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

*প্র* তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর, ও প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

ঌ যারা তাঁর সন্ধি পালন করে, তাদের জন্য প্রভুর সকল পথ কৃপা ও সত্যেরই পথ।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১১:১-১২)

**ইস্রায়েল ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত নয়**

ভ্রাতৃগণ, আমি বলি, ঈশ্বর কি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেছেন? দূরের কথা! আমিও একজন ইস্রায়েলীয়, আব্রাহাম-বংশের ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীর মানুষ। ঈশ্বর যে জনগণকে আগে থেকেই জানতেন, তাদের পরিত্যাগ করেননি। নাকি, এলিয়ের কাহিনীতে শাস্ত্র যা বলে তোমরা কি তা জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে এই অভিযোগ রেখেছিলেন:

*প্রভু, তারা তোমার নবীদের হত্যা করেছে,*
*তোমার সমস্ত যজ্ঞবেদি উপড়ে ফেলে দিয়েছে;*
*আর আমি, একা আমিই অবশিষ্ট রইলাম,*
*আর তারা এখন আমার প্রাণ নেবার জন্য সচেষ্ট আছে।*
*কিন্তু দৈববাণী তাঁকে কী উত্তর দেয়?*
*বায়ালের সামনে যারা নতজানু হয়নি,*
*এমন সাত হাজার মানুষকে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।*

তেমনি বর্তমানকালেও অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী। আর সেটি যখন অনুগ্রহজনিত, তখন আদৌ কর্মজনিত হতে পারে না; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রইল না।

তবে কী? ইস্রায়েল যা সন্ধান করছিল, তা পায়নি, কিন্তু সেই মনোনয়নের পাত্র যারা, কেবল তারাই তা পেয়েছে; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে,

*ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন:*

*এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না ;*
*এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না—আজও পর্যন্ত !*
*আর দাউদ বলেন :*
*ওদের ভোজনপাট ওদের জন্য ফাঁদ, ফাঁস ও পতনের কারণ হোক ;*
*হোক ওদের নিজেদের যোগ্য প্রতিফল।*
*ওদের চোখ অন্ধ হোক ওরা যেন না দেখতে পায়,*
*ওদের পিঠ তুমি সবসময়ের মত কুব্জ করে রাখ।*

তবে আমি বলি, তারা কি হোঁচট খেয়েছে যেন তাদের শেষ পতন ঘটে? দূরের কথা! বরং তাদের প্রায়-পতনের ফলে বিজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ এসেছে, যেন তাদের অন্তরে ঈর্ষার ভাব জেগে ওঠে। আচ্ছা, তাদের প্রায়-পতন যখন হল জগতের ঐশ্বর্য, ও তাদের কমতি হল বিজাতীয়দের ঐশ্বর্য, তখন তাদের পূর্ণ বাড়তি আর কি না হবে!

**শ্লোক** - রো ১১:৫, ৭, ৮; যোহন ১২:৪১

*প্র* এ বর্তমানকালেও ইস্রায়েলে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যা অনুগ্রহজনিত মনোনয়ন অনুযায়ী ; আর বাকি সকলের অন্তরকে কঠিন করা হয়েছে, যেমনটি লেখা আছে :

*উ* ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন ; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না ; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।

*প্র* খ্রিষ্টের গৌরব দেখতে পেয়ে ইশাইয়া একথা বলেছিলেন :

*উ* ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন ; এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না ; এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১)

**আমরা খ্রিষ্টিয়ান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত**

*আমি পুব দিক থেকে তোমার বংশকে আনব, পশ্চিম দিক থেকে তোমাকে জড় করব* (ইশা ৪৩:৫) : তিনি ইহুদী ও বিজাতীয়দের নিয়ে গঠিত সমাজগৃহ তথা মণ্ডলীর

কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, পুব ও পশ্চিম থেকে, অর্থাৎ জগতের সমস্ত অঞ্চল ও স্থান থেকে সকলকেই একত্রিত করবেন।

যখন তিনি সেই পুত্রকন্যাদের কথা উল্লেখ করেন যারা চারদিক থেকে ছুটে আসবে, তখন খ্রিষ্টের আগমনের সময়ের কথা ইঙ্গিত করেন, সেসময়ই তো জগদ্বাসীদের কাছে আত্মায় পবিত্রীকরণ দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বলেন, সকলেই *আমার নাম অনুসারে অভিহিত* হবে (ইশা ৪৩:৭), তখন মাত্র এক জাতির জন্য নয়, বরং এমন আহ্বানের কথা নির্দেশ করেন যা সকলেরই জন্য সাধারণ ও অনন্য আহ্বান।

বস্তুতপক্ষে আমরা খ্রিষ্টিয়ান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত। এভাবে পিতরও, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত যারা, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেন, *কিন্তু তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ* (১ পি ২:৯-১০)।

আমরা আসলে পবিত্রীকরণ দ্বারা খ্রিষ্টে নবায়িত হয়েছি; তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সেই স্বরূপেরই প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি যা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে যিনি আমাদের গড়লেন; তাছাড়া জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের কেমন যেন প্রাথমিক যত বিষয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে: পাপ ও দুষ্কর্মের যত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে আমরা ভুলভ্রান্তির কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত সেই পুরনো মানুষ ফেলে সেই নতুন মানুষ পরিধান করেছি, যে মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তিতে নবায়িত যিনি স্বয়ং তাকে গড়লেন। খ্রিষ্টেই তো সাধিত হল সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাকে নবসৃষ্টিও বলে। তেমন নবসৃষ্টি আমরা ক্ষয়শীল বীজ থেকে নয়, জীবনময় ও সনাতন ঈশ্বরের বাণী থেকেই পেয়েছি।

সুতরাং এই যে জনগণ জগতের চারদিক থেকে একত্রিত ও আমার নিজের নাম অনুসারে অভিহিত, অন্য কেউ নয়, আমি নিজে আমার নিজের গৌরবার্থেই তাদের সৃষ্টি, গঠন ও নির্মাণ করেছি। তবে পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তা কেবল পুত্রেরই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যেহেতু তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যেই পিতা

মহিমান্বিত, যেমন তিনি নিজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, *আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি* (যোহন ১৭:৪)। এতে তাঁর বিশ্বাসী আমরা অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে অবগত যে, মানুষ তাঁর দ্বারাই গড়া হয়েছে যেন তাঁর সমরূপ হয়ে উঠে অন্তরাত্মায় ঐশস্বরূপের জ্যোতিপ্রদ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। এধরনের কথা সামসঙ্গীতের রচয়িতাও বললেন, *ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে, তবে নবসৃষ্ট এক জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে* (সাম ১০২:১৯)। তাছাড়া যখন তিনি বলেন, *আমি অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলাম* (ইশা ৪৩:৮ দ্রঃ), তখন স্পষ্টভাবে তাঁর পরাক্রমের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, যা কোন কথা বোঝাতে পারে না, বরং যা সত্যিই চমৎকার। কেননা যাদের মন ও হৃদয় একসময় শয়তানের শঠতায় ও ভুলভ্রান্তির তমসায় চারদিকে আবিষ্ট ছিল, তাদের তিনি দীপ্তিময় করে তুললেন ও প্রভাতী তারা রূপেই যেন তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন; হ্যাঁ, তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হয়ে তিনি তাদের রাত্রির ও অন্ধকারের সন্তান নয়, বরং—প্রজ্ঞাপূর্ণ পলের বর্ণনা অনুসারে—আলো ও দিনেরই সন্তান করলেন।

**শ্লোক** - রো ৯:২৪, ২৫, ২৬; হো ২:২৫

*প্র* ঈশ্বর ইহুদীদের মধ্য থেকে শুধু নয়, বিজাতীয়দেরও মধ্য থেকে আমাদের আহ্বান করেছেন, ঠিক যেমনটি হোশেয়া বলেন,

*উ* এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

*প্র* যার নাম আমার-আপন-জাতি-নয় আমি তাকে বলব, তুমি আমার আপন জাতি; আর সে বলবে, তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।

*উ* এমনটি ঘটবে যে, যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৪:৩৩-৪১, ৪৯-৬৭)

## ইস্‌হাক রেবেকাকে বিবাহ করেন

আব্রাহামের কর্মচারীর সামনে খাবার পরিবেশন করা হল, কিন্তু সে বলল, 'আমার যা বলার, তা না বলা পর্যন্ত আমি খাব না।' লাবান বললেন, 'বলুন!' সে বলল, 'আমি আব্রাহামের কর্মচারী; প্রভু আমার মনিবকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করেছেন, আর তিনি এখন প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। প্রভু তাঁকে দান করেছেন মেষ ও গবাদি পশুপাল, সোনা-রুপো, দাসদাসী, উট ও গাধা। আমার মনিবের বধূ সারা বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন, তাঁকেই তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়েছেন। আমার মনিব আমাকে শপথ করিয়ে বললেন, "আমি যে কানানীয়দের দেশে বাস করছি, তুমি তাদের মেয়েদের মধ্য থেকে কোন মেয়েকে আমার ছেলের বধূরূপে নেবে না; কিন্তু আমার পিতৃকুল ও আমার গোত্রের কাছে গিয়ে আমার ছেলের জন্য বধূ আনবে।" আমার মনিবকে আমি বললাম, হয় তো মেয়েটি আমার সঙ্গে আসতে রাজি নাও হতে পারে। তিনি আমাকে বললেন, "আমি যাঁর সাক্ষাতে চলি, সেই প্রভু তোমার সঙ্গে তাঁর দূত পাঠিয়ে তোমার যাত্রা সফল করবেন, যেন তুমি আমার গোত্র ও আমার পিতৃকুল থেকেই আমার ছেলের জন্য মেয়ে আনতে পার; তবেই তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আমার গোত্রের কাছে গেলে যদি তারা মেয়ে না দেয়, তবে তুমি আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।" এখন আপনাদের যদি আমার মনিবের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখাবার মত হয়, তাহলে আমাকে জানান; আর যদি না হয়, তাও আমাকে জানান, যেন আমি বুঝতে পারি আমার কোন পথ বেছে নিতে হবে।'

লাবান ও বেথুয়েল উত্তরে বললেন, 'যা কিছু ঘটেছে, তাতে প্রভুর হাত রয়েছে; আমাদের মতামত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। এই যে, রেবেকা তোমার সামনে আছে, তাকে নিয়ে যাও; প্রভু যেমন বলেছেন, সেইমত সে তোমার মনিবের ছেলের বধূ হোক।' তাঁদের কথা শোনামাত্র আব্রাহামের কর্মচারী প্রভুর উদ্দেশে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করল। পরে সেই কর্মচারী সোনা-রুপোর ভূষণ ও বস্ত্র বের করে রেবেকাকে দিল; তাঁর

ভাইকে ও মাকেও মূল্যবান উপহার দিল। তারপর সে ও তার সঙ্গীরা খাওয়া-দাওয়া করে সেখানে রাত্রিযাপন করল।

তারা সকালে উঠলে সে বলল, 'আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে যেতে পারি।' রেবেকার ভাই ও মা বললেন, 'মেয়েটি কিছু দিনের মত, কমপক্ষে দশ দিনের মত আমাদের কাছে থাকুক, পরে যেতে পারবে।' কিন্তু সে উত্তরে তাঁদের বলল, 'প্রভু এতক্ষণে আমার যাত্রা সফল করলেন, আপনারা আমাকে দেরি করাবেন না; আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার মনিবের কাছে ফিরে যেতে পারি।' তাঁরা বললেন, 'এসো, মেয়েটিকে ডাকি, ওকেই জিজ্ঞাসা করি।' তাঁরা রেবেকাকে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এই লোকের সঙ্গে যাবে?' তিনি বললেন, 'যাব।' তখন তাঁরা তাঁদের বোন রেবেকাকে ও তাঁর ধাইমাকে এবং আব্রাহামের কর্মচারীকে ও তাঁর লোকজনদের বিদায় দিলেন। রেবেকাকে আশীর্বাদ করে তাঁরা বললেন, 'তুমি, হে আমাদের বোন, কোটি কোটি মানুষের মা হও, এবং তোমার বংশধরেরা শত্রুদের নগরদ্বার দখল করুক।'

রেবেকা ও তাঁর দাসীরা উঠে দাঁড়ালেন এবং উটের পিঠে চড়ে লোকটির পিছু পিছু চললেন। এভাবে সেই কর্মচারী রেবেকাকে নিয়ে চলে গেল।

সূর্যাস্তের সময়ে ইস্‌হাক লাহাই-রোই কুয়োর দিকে ফিরে আসছিলেন (তিনি তো নেগেব অঞ্চলে বাস করছিলেন); সন্ধ্যাবেলায় বেরিয়ে তিনি খোলা মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলেন, এমন সময় চোখ তুলে দেখলেন, উটগুলো আসছে। রেবেকাও চোখ তুললেন: ইস্‌হাককে দেখেই তিনি উট থেকে নামলেন, এবং সেই কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাঠের মধ্য দিয়ে যে লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন, তিনি কে?' কর্মচারী উত্তরে বলল, 'তিনি আমার মনিব।' তখন রেবেকা উড়নাটা দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। সেই কর্মচারী যা কিছু করেছিল, তা ইস্‌হাককে জানাল। তখন ইস্‌হাক রেবেকাকে মা সারার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন, আর এভাবে রেবেকা তাঁর বধূ হয়ে উঠলেন। আর ইস্‌হাক তাঁকে এতই ভালবাসলেন যে, তাতেই তাঁর মাতৃশোকে সান্ত্বনা পেলেন।

**শ্লোক** - আদি ২৪:৪২, ৪৭ দ্রঃ

*প্র* আজ ওই কুয়োর ধারে এসে পৌঁছে আমি বললাম,

*উ* হে প্রভু, হে আব্রাহামের পরমেশ্বর, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ।

*প্র* প্রভু ধন্য! আমার মনিবের ভাইদের বাড়ি পর্যন্ত আমার পথ চালনা করলেন।

*উ* হে প্রভু, হে আব্রাহামের পরমেশ্বর, তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৩৫:১-৮; ৩৬)

**ঈশ্বরের দানগুলি চমৎকার ও অপরূপ**

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র শুচিতা: এমনকি এসব কিছু আমাদের চেতনার আয়ত্তে! তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব। কেননা যারা সেসব কিছু করে, তারা সকলে ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; এমনকি যারা তা করে, তারা শুধু নয়, যারা তাতে প্রীত, তারাও; কারণ শাস্ত্র বলে, *কিন্তু পাপীকে পরমেশ্বর বলেন, কি করে আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর, কি করে আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন? তুমি তো যে শৃঙ্খলা ঘৃণা কর, পিছনে ফেলে দাও আমার বাণীসকল* (সাম ৫০:১৬-১৭)।

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যিশু খ্রিষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব, তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে* (হিব্রু ১:৩, ৪)।

বস্তুতপক্ষে লেখা রয়েছে, *আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন, ও আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত* (হিব্রু ১:৭), কিন্তু আপন পুত্র বিষয়ে মহাপ্রভু বললেন, *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ* (সাম ২:৭, ৮)। তিনি তাঁকে আরও বলেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* (সাম ১১০:১; হিব্রু ১:১৩)। তবে এ শত্রুরা কারা? যারা দুর্জন, যারা তাঁর ইচ্ছার বিরোধী, তারাই।

শ্লোক - ২ করি ১০:১৭-১৮; যেরে ৯:২৩

*প্র* যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;

*উ* কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

*প্র* যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এতে গর্ব করুক যে, সে আমাকে জানে, কেননা আমি প্রভু;

*উ* কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১১:১৩-২৪)

**শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র**

হে বিজাতীয়রা, আমি তোমাদের একথা বলছি: বিজাতীয়দের কাছে প্রেরিতদূত বলে আমি আমার সেবাদায়িত্বের গৌরব প্রকাশ করি, এই আশায় যে, আমার স্বজাতিদের অন্তরে কোন প্রকার ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে তুলে তাদের কারও কারও পরিত্রাণ সাধন করতে পারব। কারণ তাদের দূরে রাখাটা যখন হল জগতের পুনর্মিলন, তখন তাদের ফিরিয়ে নেওয়াটা মৃতদের মধ্য থেকে পুনর্জীবন লাভ ছাড়া আর কীবা হতে পারবে?

প্রথমফসল যদি পবিত্র, তবে বাকি ময়দার তালও পবিত্র; শিকড়টা যদি পবিত্র, তবে শাখাগুলোও পবিত্র। কিন্তু কয়েকটা শাখা যদি ভেঙে ফেলা হয়ে থাকে, এবং তুমি বন্য জলপাইগাছের চারা হলেও যদি সেগুলির সঙ্গে জোড়-কলম করে লাগিয়ে দেওয়া হয়ে থাক, যার ফলে তুমি জলপাইগাছের শিকড়ের ও তার রসের অংশী হলে, তবে সেই শাখাগুলির বিরুদ্ধে তত গর্ব করো না; আর যদি গর্ব করতে চাও, তবে জেনে রাখ, তুমি শিকড় ধারণ করছ এমন নয়, শিকড়টাই তোমাকে ধারণ করছে।

এতে তুমি বলবে, আমাকে যেন জোড়-কলম করে লাগানো হয়, এজন্যই শাখাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঠিক! সেগুলিকে অবিশ্বাসের জন্যই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তুমি কিন্তু বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়াতে পারছ। এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না। সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতা লক্ষ কর: যাদের পতন ঘটল, তাদের প্রতি কঠোরতা, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা—অবশ্য, যতদিন তুমি সেই মঙ্গলময়তায় নিষ্ঠাবান থাক। নতুবা তোমাকেও ছিন্ন করা হবে। আর ওরা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো

হবে, কারণ ওদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। বস্তুত যেটা প্রকৃতিগত ভাবে ছিল বন্য জলপাইগাছ, তা থেকে তোমাকে কেটে নিয়ে যখন প্রকৃতিগত ভাবে নয় এমন ভাবেই উত্তম গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছে, তখন একথা আর কতই না নিশ্চিত যে, প্রকৃত শাখা হওয়ায় ওদের নিজেদের জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে।

**শ্লোক** - রো ১১:২৩; ২ করি ৩:১৬

*প্র* যাদের পতন ঘটল, তারা যদি নিজেদের অবিশ্বাসে না টিকে থাকে, তবে ওদেরও জোড়-কলম করে লাগানো হবে;

*উ* কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

*প্র* তারা যখন প্রভুর কাছে ফিরবে, তখন তাদের হৃদয় থেকে সেই আবরণ উঠিয়ে ফেলা হবে;

*উ* কারণ তাদের পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'আদ জেন্তেস' নামক মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (৪-৫)

**তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর**

জগতের জন্য স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ সঁপে দেবার আগে প্রভু যিশু এমনভাবে প্রৈরিতিক সেবাকর্মের ব্যবস্থা করলেন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন যাতে পরিত্রাণকর্মের সফলতা-সাধনে প্রৈরিতিক সেবাকর্ম ও পবিত্র আত্মা উভয়ই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ পরস্পর সহযোগিতা করেন।

প্রাণরূপেই যেন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে ও ভক্তদের হৃদয়ে যার যার প্রেরণকর্মের জন্য সেই প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যা দ্বারা যিশু নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বযুগ ধরে গোটা মণ্ডলীকে সহভাগিতা ও সেবাকর্মে একীভূত করে থাকেন এবং নানা প্রকার পদশ্রেণিবদ্ধগত ও অনুগ্রহগত দানে তাকে ভূষিত করে থাকেন। সময় সময় তিনি প্রৈরিতিক কর্মের পূর্বক্ষণেও প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীলভাবে

উপস্থিত; আবার তিনি নানাভাবে সেই কাজের পাশে পাশে যাত্রা করেন, কাজটা চালিতও করে থাকেন।

প্রভু যিশু শুরু থেকেই যাদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন, আর বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁদের তিনি প্রচার করতে প্রেরণ করলেন (মার্ক ৩:১৩-১৫ দ্রঃ)। এভাবে প্রেরিতদূতেরা একাধারে হলেন নব ইস্রায়েলের বীজ ও পুণ্য পদশ্রেণিবদ্ধতার সূচনা। পরবর্তীতে, নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরিত্রাণের ও সার্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার রহস্যগুলি পূর্ণ করে প্রভু—স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার যাঁর প্রাপ্য—স্বর্গে আরোহণ করার আগে নিজ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজে যেমন একসময় পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি নিজ প্রেরিতদূতদের সমগ্র জগতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও* (মথি ২৮:১৯-২০)। এ থেকেই উদ্ভূত মণ্ডলীর কর্তব্য, তথা খ্রিষ্টবিশ্বাস ও খ্রিষ্টপরিত্রাণ বিস্তার করা—একদিকে সেই সুস্পষ্ট আদেশ গুণে যা বিশপ-সম্প্রদায় পুরোহিতদের সহযোগিতায় ও মণ্ডলীর প্রধান পালক সেই পিতরের উত্তরসূরীর ঐক্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে পেয়েছে; অপরদিকে সেই জীবন গুণে, যে জীবন খ্রিষ্ট নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চার করে থাকেন।

অতএব মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম এমন কাজেই সিদ্ধি লাভ করে, যা অনুসারে খ্রিষ্টের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা গুণে ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও ভালবাসায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী বাস্তবরূপে সকল মানুষ ও জাতির কাছে নিজেকে উপস্থিত করে, যেন জীবনাদর্শ, বাণীপ্রচার, সাক্রামেন্তগুলো ও অনুগ্রহের অন্যান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাস, তাঁর মুক্তি ও শান্তির কাছে তাদের চালিত করতে পারে; ফলত সে যেন খ্রিষ্ট-রহস্যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবার জন্য তাদের পথ বাধামুক্ত ও নিরাপদ করতে পারে।

শ্লোক - মার্ক ১৬:১৫-১৬; যোহন ৩:৫

*প্র* তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।

উ যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

প জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

উ যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৫:৭-১১, ১৯-৩৪)

## আব্রাহামের মৃত্যু

## এসৌ ও যাকোবের জন্ম

আব্রাহামের জীবনকাল হল একশ' পঁচাত্তর বছর; পরে তিনি বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে শুভ বার্ধক্যে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর দু'সন্তান ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েল মাম্রের সামনে হিত্তীয় যোহারের সন্তান এফ্রোনের জমিতে মাখপেলার গুহাতে তাঁকে সমাধি দিলেন। এ হল সেই একখণ্ড জমি যা আব্রাহাম হিত্তীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন; সেখানে আব্রাহামকে ও তাঁর স্ত্রী সারাকে সমাধি দেওয়া হল। আব্রাহামের মৃত্যুর পরে পরমেশ্বর তাঁর সন্তান ইস্‌হাককে আশীর্বাদ করলেন; ইস্‌হাক লাহাই-রোই কুয়োর কাছে বসতি করলেন।

আব্রাহামের সন্তান ইস্‌হাকের বংশতালিকা এ: আব্রাহাম ইস্‌হাকের পিতা হলেন। চল্লিশ বছর বয়সে ইস্‌হাক আরামীয় বেথুয়েলের কন্যা আরামীয় লাবানের বোন রেবেকাকে পাদ্দান-আরাম থেকে এনে বিবাহ করেন। ইস্‌হাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি তাঁর জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন, আর তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। এক সময়ে কিন্তু তাঁর গর্ভে শিশুরা এমন জড়াজড়ি করছিল যে, তিনি বললেন, 'এমনটি হলে, তবে আমি কেন বেঁচে আছি?' তিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে গেলেন। প্রভু তাঁকে বললেন,

'তোমার গর্ভে রয়েছে দু'টো জাতি,
ও দু'টো বংশ তোমার উদর থেকে পৃথক হবে;
এক বংশ অন্য বংশের চেয়ে বলবান হবে,
এবং জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের দাস হবে।'

যখন তাঁর প্রসবকাল পূর্ণ হল, তখন তাঁর গর্ভে সত্যিই যমজ সন্তান। যে প্রথমে ভূমিষ্ঠ হল, সে রক্তবর্ণ, ও তার সর্বাঙ্গ ঘন লোমের পোশাকের মত, এজন্যই তার নাম এসৌ রাখা হল। পরপরেই তার ভাই ভূমিষ্ঠ হল; তার হাত এসৌয়ের পাদমূল ধরে

রাখছিল, এজন্যই তার নাম রাখা হল যাকোব; যখন ইস্‌হাকের এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তখন তাঁর বয়স ষাট বছর।

ছেলেরা বড় হলে এসৌ নিপুণ শিকারী হলেন, তিনি ছিলেন বনপ্রান্তরের মানুষ। অপরদিকে যাকোব শান্ত ছিলেন, তিনি তাঁবুগুলির আড়ালে বাস করতেন। ইস্‌হাকের কাছে এসৌ প্রিয় ছিলেন, কেননা শিকার-করা পশুর মাংস তাঁর খুবই রুচিকর লাগত; অপরদিকে রেবেকার কাছে যাকোবই প্রিয় ছিলেন। একদিন এমনটি ঘটল যে, যাকোব ডাল পাক করছিলেন, এমন সময় এসৌ ক্লান্ত অবস্থায় বনপ্রান্তর থেকে এসে যাকোবকে বললেন, 'আমি একেবারে ক্লান্ত; আমাকে ওই রাঙ্গা জিনিসের একটু খেতে দাও' (এজন্যই তাঁকে এদোম—রাঙ্গা—ব'লে ডাকা হল)। যাকোব বললেন, 'তার বদলে তুমি আগে তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে দাও।' এসৌ উত্তরে বললেন, 'দেখ, আমি মৃতপ্রায়! জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ?' যাকোব বললেন, 'তুমি এক্ষণি আমার কাছে শপথ কর।' আর তিনি তাঁর কাছে শপথ করলেন, এবং নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিলেন। তখন যাকোব এসৌকে রুটি ও রাঁধা মসূরের ডাল দিলেন, আর তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন; পরে উঠে চলে গেলেন—নিজের জ্যেষ্ঠাধিকারকে এসৌ এতই মূল্য দিলেন!

শ্লোক - সিরা ৪৪:২০; গা ৩:৯

প্র বহু জাতির মহা পিতৃপুরুষ সেই আব্রাহাম! গৌরবে কেউই তাঁর সমকক্ষ কখনও হয়নি।

উ তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন, ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।

প্র সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র।

উ তিনি পরাৎপরের বিধান মেনে চললেন, ও তাঁর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৩৭-৩৮)

## এসো, আমাদের নিজেদের শরীরের দৃষ্টান্ত পালন করি

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। এসো, ভেবে দেখি, যারা আমাদের সেনাপতিদের অধীনে সংগ্রাম করে তারা কতই না শৃঙ্খলার সঙ্গে, কতই না তৎপরতা ও বাধ্যতার সঙ্গে তাদের আদেশ পালন করে! সকলেই যে অধিপতি বা সহস্রপতি কিংবা শতপতি বা পঞ্চাশপতি হতে পারে এমন নয়, এক একজন বরং নিজ নিজ পদ অনুসারে রাজা ও সেনাপতির আদেশ পালন করে। ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ না কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। যে শুচিতা বজায় রাখে, সে যেন গর্ব না করে, সে বরং যেন স্বীকার করে, অন্য কেউই আছেন যিনি তার উপর শুচিতা বর্ষণ করেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, একটু চিন্তা করি, আমরা কোথা থেকে গঠিত হয়েছি, আমরা যে কী, জগতে আসবার সময়ে আমরা কী রকম ছিলাম; এসো, চিন্তা করি, যিনি আমাদের গড়লেন ও সৃষ্টি করলেন, তিনি কোন্ অন্ধকারময় গহ্বর থেকে আমাদের এজগতে বের করে এনে আমাদের জন্মের আগেই আমাদের জন্য তাঁর সমস্ত উপকার প্রস্তুত করলেন।

তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - ১ করি ৪:৬-৭; সিরা ১০:২৬

*প্র* তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও।

*উ* কেননা কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?

*প্র* নিজের কাজ সম্পাদনে নিজেকে তত দেখিয়ো না,

*উ* কেননা কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১১:২৫-৩৬)

**ইস্রায়েলের পরিত্রাণ**

ভাই, নিজেদের জ্ঞানী মনে করে পাছে তোমরা গর্ব কর, এজন্য আমি চাই না, এই রহস্যটা তোমাদের অজানা থাকবে: ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে; যেমনটি লেখা আছে:

সিয়োন থেকে নিস্তারকর্তা আসবেন;
তিনি যাকোব থেকে অভক্তি দূর করে দেবেন;
এ-ই হবে তাদের পক্ষে আমার সন্ধি
যখন আমি তাদের সমস্ত পাপ হরণ করব।

সুসমাচারের কথা ধরে নিলে, ওরা শত্রু—তোমাদের ভালোর খাতিরে; অপরদিকে মনোনয়নের কথা ধরে নিলে, ওরা প্রিয়জন—তাদের পিতৃপুরুষদেরই খাতিরে; কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহদানগুলো ও তাঁর আহ্বান অপরিবর্তনশীল। ফলে তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে কিন্তু ওদের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে এখন দয়া পেয়েছ, তেমনি এরাও এখন অবাধ্য হয়েছে যেন তোমাদের দয়া লাভের ফলে তারাও একসময় দয়া পেতে পারে। বাস্তবিকই ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ। আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা? আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান? কেননা সমস্ত কিছু তাঁরই কাছ থেকে, তাঁরই দ্বারা, তাঁরই জন্য। তাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন।

**শ্লোক** - রো ১১:৩৩; সাম ৮৯:৩

*প্র* আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!
*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।
*প্র* তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী, তাঁর বিশ্বস্ততা স্বর্গেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।
*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১:১, ৪, ৬)

**পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়,**
**যন্ত্রণাভোগেরই মধ্য দিয়ে প্রভু মানবমুক্তি সাধন করলেন**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এমন সন্দেহ আছে যা অনেক মানুষকে স্পর্শ করে; এমন ধারণা আছে যা স্বল্প জ্ঞানের অনেক মানুষকে দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত করে; তারা নাকি বলে: যিনি পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট কেন কেবল ঐশপ্রভাবে ও একটি আদেশেই নয়, বরং দেহের বিনম্রতায় ও মানব কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিত্রাণ সাধন করলেন? তিনি কি স্বর্গীয় পরাক্রম ও মহত্ত্বের মধ্য দিয়ে শয়তানকে পদদলিত করতে ও তার প্রভুত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করতে পারতেন না?

আবার এ প্রশ্নও অনেকের মন অস্থির করে: আদিতে যিনি একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে জীবনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, তিনি কেন একটিমাত্র বাণী উচ্চারণ করে শয়তানকে পরাভূত করলেন না? যে ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি অসৃষ্টবস্তু সৃষ্টি করতে পারেন, কোন্ কারণেই বা তিনি যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল সেই ঐশমহত্ত্ব গুণেই তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেননি? যিনি পরাক্রমের মধ্য দিয়ে মানবজাতির মুক্তি সাধন করতে পারতেন, আমাদের সেই

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পক্ষে এত কষ্টকর যন্ত্রণা ভোগ করা কী দরকার ছিল? মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেন মাংসধারণ, বাল্যকাল, জীবনচক্র, অপমান, ক্রুশ, মৃত্যু ও সমাধি বরণ করা প্রয়োজন হল?

এসো, প্রথমে দেখি কেন তিনি সেই ক্রুশ চাইলেন, সেই ক্রুশে কেমন করে জগতের পাপ বিলুপ্ত, কীভাবে মৃত্যু বিনষ্ট ও শয়তান পরাজিত। এ নিশ্চিত কথা যে, ন্যায্যতার দিক দিয়ে ক্রুশ শুধু পাপীদেরই বেলায় আরোপণীয় দণ্ড; ঈশ্বরের বিধান ও জগতের বিধান দু'টোই যে অপরাধী ও অন্যায়কারীদের বেলায় ক্রুশদণ্ড আরোপ করে, এ সকলের জানা কথা।

যুদার মধ্য দিয়ে শয়তান সক্রিয় ও অতি ব্যস্ত, পৃথিবীর রাজারা ও ইহুদীদের নায়কেরা *প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে* পিলাতের কাছে *একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ* (সাম ২:২)—এদের দ্বারাই খ্রিষ্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। নির্দোষী হয়েই তিনি দণ্ডিত, যেমনটি নবী সামসঙ্গীতে বলেন, *ওরা ধার্মিকের প্রাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্দোষ রক্তকে দণ্ডিত করে* (সাম ৯৪:২১)।

তিনি অপমান, চপেটাঘাত, কাঁটার মুকুট, লাল বস্ত্র ও সুসমাচারে বর্ণিত যত লাঞ্ছনা ধৈর্যের সঙ্গে বহন করলেন। ধৈর্যে পরিপূর্ণ তিনি নিরপরাধী হয়েও এসব কিছু বহন করলেন যেন *বধ্য মেষের মত* (সাম ৪৪:২৩) ক্রুশের ধারে আসতে পারেন। যিনি বিরোধীদের ক্ষতি করতে পারতেন, তিনি নম্রতার সঙ্গে এসব কিছু বহন করলেন। দাউদের সামসঙ্গীত অনুসারে, প্রতাপশালীদের তিনি এমন মানুষেরই মত সহ্য করলেন *যার সহায় কেউ নেই* (সাম ২২:১২); অথচ ঐশমহত্ত্ব গুণে তিনি তাদের দণ্ডিত করতেই পারতেন। বস্তুত যারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তিনি মধুর সুরেই *তোমরা কাকে খুঁজছ* (যোহন ১৮:৪) জিজ্ঞাসা করলেই তারা যখন পিছে গেল ও মৃতই যেন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল, তখন কীবা ঘটত তিনি যদি তাদের ভর্ৎসনাই করতেন? তবু যে উদ্দেশ্যে তিনি এজগতে এসেছিলেন, সেই ক্রুশ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ করেন, যেন ক্রুশ দ্বারা পাপের সেই ঋণপত্র বাতিল হয়ে যায়, ক্রুশ-টোপে ধরা পড়া সেই বিরোধী শক্তি পরাভূত হয়, ফলত ঐশসঙ্কল্প ও ন্যায্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি যেন শয়তানের হাতে পড়া শিকারটি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এই তো সেই কারণ, যা অনুসারে আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা পরাক্রমের মধ্য দিয়ে নয়, বরং বিনম্রতারই মধ্য দিয়ে, শক্তিপ্রয়োগের মধ্য দিয়েও নয়, বরং ধর্মময়তারই মধ্য দিয়ে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মানবমুক্তি সাধন করলেন ; সুতরাং, আমাদের পূর্বকালীন কোন কর্মফল না থাকলেও ঐশদয়া যখন আমাদের এতই অসংখ্য শুভদান মঞ্জুর করে দিয়েছেন, তখন এসো, তাঁর কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা দান করি, যেন তেমন মহাপ্রেমের অনুগ্রহের ফলে আমাদের দণ্ড নয়, উপকারই হয়।

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:৪, ৫; লুক ২৪:৬

*প্র* তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন ; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট : যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল ;

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* খ্রিষ্টের এ প্রয়োজনই ছিল যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার জন্য তিনি এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করবেন :

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৭:১-২৯)

## ইস্‌হাক যাকোবকে আশীর্বাদ করেন

ইস্‌হাক তখন বৃদ্ধ; তাঁর চোখ এতই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যে, তিনি আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর বড় ছেলে এসৌকে ডাকলেন; বললেন, 'সন্তান!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি!' ইস্‌হাক বলে চললেন, 'দেখ, আমি বৃদ্ধ হয়েছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয়, তা জানি না। তাই তোমার শিকারের যত অস্ত্র, তোমার তূণ ও ধনুক নিয়ে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে যাও, আমার জন্য কিছু পশুটশু শিকার করে আন। তারপর আমার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে তা আমার কাছে নিয়ে এসো, যেন আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।'

ইস্‌হাক যখন তাঁর ছেলে এসৌকে এই কথা বলছিলেন, তখন রেবেকা শুনছিলেন; তাই এসৌ যখন তাঁর পিতার জন্য পশু শিকার করতে বনপ্রান্তরে বেরিয়ে গেলেন, তখন রেবেকা তাঁর ছেলে যাকোবকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভাই এসৌয়ের কাছে তোমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি: "আমার জন্য পশু শিকার করে এনে একটা ভাল রান্না প্রস্তুত কর; তবে আমি তা খেয়ে মৃত্যুর আগে প্রভুর সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্বাদ করব।" এখন, সন্তান আমার, আমাকে শোন; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করছি, সেইমত কর। পশুপাল যেখানে রয়েছে, সেখানে গিয়ে ভাল ভাল দু'টো ছাগলছানা নিয়ে এসো; আমি তোমার পিতার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করব; তুমি তোমার পিতার কাছে তা নিয়ে যাবে আর তিনি তা খাবেন; তাহলে মৃত্যুর আগে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।' উত্তরে যাকোব তাঁর মা রেবেকাকে বললেন, 'দেখ, আমার ভাই এসৌয়ের গায়ে ঘন লোম রয়েছে, কিন্তু আমার চামড়া মসৃণ। কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করে বুঝবেন যে, আমি তাঁকে প্রবঞ্চনা করছি; তাহলে আমি আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপই আমার উপর ডেকে আনব।' কিন্তু তাঁর মা বললেন, 'সন্তান, সেই অভিশাপ আমার উপরেই পড়ুক; তুমি শুধু আমাকে শোন: সেই ছাগলছানা নিয়ে এসো।' তাই যাকোব সেই ছাগলছানা দু'টো আনতে গেলেন ও মায়ের কাছে তা এনে দিলেন, আর তাঁর মা তাঁর পিতার রুচিমত একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করলেন। পরে ঘরে নিজের কাছে

বড় ছেলে এসৌয়ের যে সবচেয়ে ভাল জামাকাপড় ছিল, রেবেকা তা নিয়ে এসে ছোট ছেলে যাকোবকে পরিয়ে দিলেন। ওই দু'টো ছাগলছানার চামড়া দিয়ে তিনি যাকোবের হাত ও গলার মসৃণ জায়গা জড়িয়ে দিলেন; তারপর, তিনি যে ভাল রান্না ও রুটি প্রস্তুত করেছিলেন, তা তাঁর ছেলে যাকোবের হাতে তুলে দিলেন।

তিনি পিতার কাছে এসে বললেন, 'পিতা!' তিনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি! বৎস, তুমি কে?' যাকোব তাঁর পিতাকে বললেন, 'আমি এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র; আপনি আমাকে যেমন করতে বলেছিলেন, আমি সেইমত করেছি। দয়া করে আপনি উঠে বসুন, আমার শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।' ইস্হাক তাঁর ছেলেকে বললেন, 'বৎস, তা এত শীঘ্রই পেয়েছ কি করে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু এমনটি করলেন যেন তা আমার সামনেই এসে পড়ে।' ইস্হাক যাকোবকে বললেন, 'বৎস, একটু কাছে এসো; তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখি, তুমি সত্যি আমার ছেলে এসৌ কিনা।' যাকোব তাঁর পিতা ইস্হাকের কাছাকাছি গেলে তিনি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'গলা তো যাকোবেরই গলা, কিন্তু হাত এসৌয়ের হাত!' আসলে তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না, যেহেতু ভাই এসৌয়ের মত তাঁর হাতেও ঘন লোম ছিল; তাই তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; তিনি বললেন, 'তুমি কি সত্যিই আমার ছেলে এসৌ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সত্যি।' ইস্হাক বললেন, 'তবে তা আমার কাছে আন, আমি যেন আমার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খাওয়ার পর তোমাকে আমার প্রাণের আশীর্বাদ দান করি।' তিনি মাংস পরিবেশন করলেন আর ইস্হাক খেলেন; আঙুররসও পরিবেশন করলেন, আর তিনি পান করলেন। তাঁর পিতা ইস্হাক তাঁকে বললেন, 'বৎস, কাছে এসে আমাকে চুম্বন কর।' তিনি কাছে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন, আর ইস্হাক তাঁর জামাকাপড়ের গন্ধ পেয়ে তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন,

'আহা, আমার ছেলের সুগন্ধ,
যা প্রভুর আশিসমণ্ডিত মাঠের সুগন্ধের মত।
পরমেশ্বর আকাশের শিশির ও মাটির উর্বরতা
তোমাকে মঞ্জুর করুন;

মঞ্জুর করুন প্রচুর শস্য ও আঙুররস।
জাতিগুলি তোমার দাসত্ব করুক,
দেশগুলি তোমার সামনে প্রণিপাত করুক;
তুমি তোমার ভাইদের উপর প্রভুত্ব কর,
তোমার মায়ের সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করুক।
যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হোক;
যে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদের পাত্র হোক।'

**শ্লোক** - রো ৯:১১, ১২

*প্র* কর্ম-ভিত্তিতে নয়, আহ্বান ভিত্তিতেই স্থাপিত যে মনোনয়ন, ঈশ্বরের তেমন সঙ্কল্প যেন স্থিতমূল থাকে,

*উ* ঈশ্বর বললেন: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

*প্র* আমাদের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও আমরা ভাল-মন্দ কিছু করিনি,

*উ* ঈশ্বর বললেন: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (৪০-৪৩)

**প্রেরিতদূতেরা বেরিয়ে পড়ে ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করতে লাগলেন**

যেহেতু [উপরোল্লিখিত] এসব কিছু আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, ও আমরা ঐশভাবনার গভীরে দৃষ্টিপাত করেছি, সেজন্য মহাপ্রভু যথাসময় আমাদের যা যা করতে আদেশ করেছেন, তা যথারীতি সাধন করা আমাদের উচিত। তিনি আদেশ দিয়েছেন, আমরা যজ্ঞ ও উপাসনা উদ্‌যাপন করব—আর তা যেন চিন্তাহীন ও বিশৃঙ্খল ভাবে নয়, বরং নির্ধারিত সময় ও প্রহরে করা হয়। কোথায় ও কাদের দ্বারা তিনি চান এ ধর্মানুষ্ঠানগুলো উদ্‌যাপিত হবে, তাঁর পরম ইচ্ছায় তিনি নিজেই তা স্থির করলেন, যেন সবকিছু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে ভক্তির সঙ্গে পালিত হয় ও তাঁর ইচ্ছার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং যারা নির্ধারিত সময় তাদের অর্ঘ্য নিবেদন করে, তারা গ্রহণযোগ্য ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত, কারণ তারা মহাপ্রভুর বিধিনিয়ম পালন করে বিধায় পাপ করে না। বস্তুতপক্ষে মহাযাজককে উপযুক্ত সেবাকর্ম আরোপিত, যাজকদের জন্য উপযুক্ত

স্থান নির্ধারিত, ও লেবীয়দের জন্য উপযুক্ত সেবাকর্ম আদিষ্ট। সাধারণ ভক্তজন সাধারণ ভক্তজনদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবদ্ধ।

ভ্রাতৃগণ, নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে আমাদের এক একজন সুযোগ্য ভাবে, সদ্বিবেক নিয়ে, নিজ নিজ সেবাকর্মের বিধিনিয়ম অতিক্রম না করে, ও ভক্তিভরেই যেন 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে'। ভ্রাতৃগণ, দৈনিক যজ্ঞ, বা পাপার্থে ও সংস্কার-বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল যেরুশালেমেই তো উদ্‌যাপিত হয়; আর সেখানেও বলিদান সকল স্থানে নয়, কেবল পরম পবিত্রস্থানের সামনে বেদির উপরেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং বলিটাকে আগে মহাযাজক ও উপরোল্লিখিত সেবকদের দ্বারা নিরীক্ষণ করা হয়। সুতরাং যে কেউ এমন বিপরীত কিছু করে যা তাঁর ইচ্ছার গ্রহণযোগ্য নয়, সে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। দেখ, ভ্রাতৃগণ, আমরা যে জ্ঞানের যোগ্য হয়ে উঠেছি তা যত মহত্তর, যে বিপদের আমরা সম্মুখীন তা তত গুরুতর।

প্রেরিতদূতেরা প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। সুতরাং খ্রিষ্ট ঈশ্বর দ্বারা, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত: অতএব ব্যবস্থা দু'টোই যথারীতি ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই নির্গত। তাই আদেশ গ্রহণ করে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা-প্রাপ্ত হয়ে, ও ঈশ্বরের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বস্ততা অর্জন করে তাঁরা পবিত্র আত্মায় নিশ্চিত আস্থা রেখে আসন্ন ঐশরাজ্যের শুভসংবাদ প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন। অঞ্চলে অঞ্চলে ও শহরে শহরে বাণী ঘোষণা করতে করতে তাঁরা তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিতদের অধিক গভীরভাবে পরীক্ষা করে ভাবী বিশ্বাসীদের অধ্যক্ষ ও পরিসেবক পদে নিযুক্ত করলেন। তেমন পদ্ধতি যে নতুন, তা নয়, কারণ বহুদিন থেকেই অধ্যক্ষ ও পরিসেবকদের কথা লেখা হয়েছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র এক স্থানে বলে, আমি তাদের অধ্যক্ষদের ধর্মময়তায়, ও তাদের পরিসেবকদের বিশ্বাসে সুস্থির করব।

যাঁরা খ্রিষ্টে ঈশ্বর থেকে এ দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা যে উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের সেই পদে নিযুক্ত করেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? কেননা সমস্ত *গৃহের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সেবক* সেই ধন্য মোশিও (গণনা ১২:৭), যে আদেশগুলো তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল, তা পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন; আর অন্যান্য নবীরা তাঁরই মত

করে চললেন, আর তাই করে তাঁরা তার সঙ্গে সেই বিধিনিয়ম বিষয়ে সাক্ষ্যদান করলেন যা তিনি দিয়েছিলেন। কেননা যাজকত্ব নিয়ে হিংসা দেখা দিলে ও গোষ্ঠীগুলো তর্কাতর্কি করলে তাদের মধ্যে কে কে সেই গৌরবময় নামে ভূষিত, মোশি নিজে বারো গোষ্ঠীর নেতাদের আদেশ দিলেন, তারা এক একজন নিজ নিজ লাঠি নিয়ে আসবে আর সেই লাঠিতে গোষ্ঠীর নাম লেখা থাকবে। পেলে পর তিনি সেগুলো বেঁধে দিয়ে গোষ্ঠী-নেতাদের আঙটি দিয়ে সীলমোহরযুক্ত করে ঈশ্বরের ভোজনপাটের উপরে সাক্ষ্য-তাঁবুতে রেখে গেলেন। তারপর তাঁবুর দরজা বন্ধ করে তিনি লাঠিগুলো নিয়ে যেভাবে করেছিলেন সেভাবে দরজা ও চাবিগুলোও সীলমোহর-যুক্ত করে তাদের বললেন, 'ভাই সকল, যে গোষ্ঠীর লাঠিতে পল্লব দেখা দেবে, সেই গোষ্ঠীকেই ঈশ্বর আপন যাজকত্ব ও ধর্মসেবার জন্য মনোনীত করবেন।' পরদিন সকালে তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্রে ডাকলেন—ছয় লক্ষ মানুষ ছিল!—ও গোষ্ঠী-নেতাদের কাছে সীলগুলো দেখানোর পর সাক্ষ্য-তাঁবু খুলে লাঠিগুলো বের করে আনলেন; তখন দেখা গেল, আরোনের লাঠিতে কচি-ফুল ধরেছে শুধু নয়, ফলও ধরেছে (গণনা ১৭:১৭-২৩ দ্রঃ)। প্রিয়জনেরা, কী মনে কর? মোশি কি আগে থেকে জানতেন না যে তাই ঘটবে? অবশ্যই জানতেন, তবু তিনি তাই করলেন যেন ইস্রায়েলে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে, যাতে করে সেই সত্যকার ও অনন্য ঈশ্বরেরই নাম গৌরবান্বিত হয় যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - যেরে ৬:১৬; প্রবচন ২২:২৮

*প্র* তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ;

*উ* উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

*প্র* তোমার পিতৃপুরুষেরা যা স্থাপন করেছিলেন, সেই পুরাতন সীমানা-ফলক তুমি স্থানান্তর করো না:

*উ* উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১২:১-২১)

### খ্রিষ্টে আমরা একদেহ

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর।

সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক। সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু। বরং তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে। অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

**শ্লোক** - রো ১২:২, ১

*প্র* মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

*উ* তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

*প্র* আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা,

*উ* তোমরা যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক ১)

**মণ্ডলীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই জীবন্ত বলি অবিরতই উৎসর্গীকৃত**

*ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা* (রো ১২:১)।

পল খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অনুরোধ করেন তারা যেন *নিজেদের দেহ এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে উৎসর্গ* করে। তেমন বলি তিনি জীবন্ত বলেন, কারণ তা নিজের মধ্যে জীবন তথা খ্রিষ্টকে বহন করে: *আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১০)। সেই বলি তিনি পবিত্র বলেন, কারণ তার মধ্যে পবিত্র আত্মা বাস করেন; আবার ঈশ্বরের গ্রহণীয়ও বলেন, কারণ সেই বলি পাপ ও রিপু থেকে বিচ্ছিন্ন। অবশেষে এসব কিছু ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তেমন উপাসনার একটা সুচিন্তিত কারণ দেওয়া ও তেমন বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা যে সমীচীন তার প্রমাণও দেওয়া যেতে পারে। অপরদিকে চেতনাপূর্ণ ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন মানুষ অমর ও অশরীরী ঈশ্বরের কাছে ভেড়া, মেষ বা বৃষ উৎসর্গ করতে অস্বীকার করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি প্রকৃতপক্ষে হল নিষ্কলঙ্ক একটি দেহ। আর যদিও মণ্ডলীতে প্রেরিতদূতদের বলির পরে প্রথমটা হল সাক্ষ্যমরদের, দ্বিতীয়টা চিরকুমারীদের ও তৃতীয়টা ব্রহ্মচারীদেরই বলি, তবু আমি মনে করি, যারা দাম্পত্য জীবন পালন করেও নির্দিষ্ট প্রার্থনাকালে একমন হয়ে যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থেকে পরবর্তীকালেও পুণ্য ও ন্যায়বান জীবন ধারণ করে, তারাও যে *নিজেদের দেহ এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে উৎসর্গ* করতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং এভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি যা চেতনাপূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করার কথা। তাছাড়া *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (রো ১২:২)।

আমাদের মনের নবীকরণ প্রজ্ঞার অনুশীলন, ঐশবাণী-ধ্যান ও তাঁর বিধানের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই সাধিত: মানুষ প্রতিদিন শাস্ত্রপাঠ দ্বারা যতখানি উপকৃত, তার উপলব্ধি যতখানি উচ্চতর পর্যায় প্রবিষ্ট, তার মন ততখানি নিত্য নবীকৃত। যার মন শাস্ত্রপাঠে শিথিল ও সেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনুশীলনেও শিথিল যার মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করা শুধু নয়, তা আরও নিখুঁত ভাবে স্পষ্ট করা ও পরের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব, তার সেই মন কীভাবে নবীকৃত হতে পারে আমি জানি না।

অন্যদিকে মন গভীর জ্ঞানে নবীকৃত না হলে ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় সম্পূর্ণরূপে আলোকিত না হলে, তবে বিচার করতে পারবে না ঈশ্বরের ইচ্ছা কী। বহুবার মানুষ যেখানে মনে করে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে, সেখানে তা আসলে নেই! তারাই বিশেষভাবে এ ভুলভ্রান্তিতে পড়ে, যাদের মন নবীকৃত নয়। হ্যাঁ, যে কোন ব্যক্তির মন নয়, বরং নবীকৃতই যার মন, এমনকি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যার মন, তারই মন মাত্র বিচার করতে পারে আমরা যা কিছু করি, বলি বা ভাবি তা ঈশ্বরের ইচ্ছা কিনা; আবার, কেবল সে-ই নবীকৃত মন, ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ নয় বলে যা কিছু অনুভব করে, তাই করে না, বলে না, ভাবেও না।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৮, ১১, ১২, ১৪; সাম ৪০:৭

*প্র* বিধান অনুসারে উৎসর্গীকৃত সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়।

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

*প্র* প্রভু, যজ্ঞ ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নও; আহুতি ও পাপার্থে বলিদান চাওনি তুমি।

*উ* কিন্তু খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে, যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৭:৩০-৪৫)

## যাকোব দ্বারা প্রবঞ্চিত এসৌ

ইস্‌হাক যাকোবকে আশীর্বাদ শেষ করতে না করতে ও যাকোব তাঁর পিতা ইস্‌হাকের কাছ থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তাঁর ভাই এসৌ শিকার থেকে এসে পড়লেন। তিনিও একটা ভাল রান্না প্রস্তুত করে পিতার কাছে তা নিয়ে এলেন; বললেন, 'পিতা, উঠে বসুন, আপনার ছেলের শিকারের কিছুটা মাংস খান, তারপর আমাকে আপনার প্রাণের আশীর্বাদ দান করুন।' তাঁর পিতা ইস্‌হাক বললেন, 'তুমি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি তো এসৌ, আপনার প্রথমজাত পুত্র।' এতে ইস্‌হাক ভীষণভাবেই কম্পিত হলেন, বললেন, 'তবে সে কে, যে শিকার করে আমার কাছে মাংস নিয়ে এসেছিল? আমি তোমার আসবার আগেই তো তা খেয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছি, আর সে আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।' পিতার এই কথা শোনামাত্র এসৌ অধিক ব্যাকুল ও তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন, পিতাকে বললেন, 'পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' ইস্‌হাক বললেন, 'তোমার ভাই চালাকি করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।' এসৌ বললেন, 'তার নাম ঠিকই যাকোব—প্রবঞ্চক; বাস্তবিকই সে দু'বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে! সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, আর দেখুন, এখন আমার আশীর্বাদও কেড়ে নিয়েছে।' তিনি বলে চললেন, 'আপনি কি আমার জন্য কোন আশীর্বাদ রাখেননি?' উত্তরে ইস্‌হাক এসৌকে বললেন, 'ইতিমধ্যে আমি তাকে তোমার প্রভু করেছি, তার ভাইদেরও তাকে তারই দাসরূপে দিয়েছি; তার জন্য শস্য ও আঙুররসও ব্যবস্থা করেছি; বৎস, এখন তোমার জন্য আর কীবা করতে পারি?' এসৌ আবার পিতাকে বললেন, 'পিতা, আপনি কি কেবল একবারই আশীর্বাদ করতে পারেন? পিতা, আমাকে, আমাকেও আশীর্বাদ করুন!' ইস্‌হাক নীরব থাকলেন, আর এসৌ জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। তখন তাঁর পিতা ইস্‌হাক আবার কথা বললেন, তিনি বললেন:

'দেখ, তোমার বসতি উর্বর মাটি থেকে দূর হবে,
ঊর্ধ্বাকাশের শিশির থেকেও দূর হবে।
তুমি খড়্গের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করবে,

হবে তোমার ভাইয়ের দাস;
কিন্তু যখন তুমি আবার জেগে উঠবে,
তখন নিজের ঘাড় থেকে তার জোয়াল ভেঙে দেবে।'

যাকোব পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বিধায় এসৌ যাকোবকে ঘৃণা করতে লাগলেন। এসৌ মনে মনে বললেন, 'আমার পিতৃশোকের সময় কাছে আসছে, তখন আমার ভাই যাকোবকে হত্যাই করব।' বড় ছেলে এসৌয়ের একথা রেবেকার কাছে শোনানো হলে তিনি লোক পাঠিয়ে ছোট ছেলে যাকোবকে ডাকিয়ে আনলেন; তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভাই এসৌ তোমাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায় করছে। এখন, বৎস, আমাকে শোন; সঙ্গে সঙ্গেই হারান শহরে আমার ভাই লাবানের কাছে গিয়ে আশ্রয় নাও; সেখানে কিছু দিন থাক, যতদিন তোমার ভাইয়ের রোষ প্রশমিত না হয়। তোমার উপর থেকে ভাইয়ের ক্রোধ একবার চলে গেলে, এবং তুমি তার প্রতি যা করেছ, সে তা ভুলে গেলে আমি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমাকে কেন এক দিনেই তোমাদের দু'জনকেই হারাতে হবে?'

**শ্লোক** - আদি ২৭:৩৩, ৩৫; রো ৯:১১, ১২

*প্র* ইস্‌হাক ভীষণভাবেই কম্পিত হলেন, বললেন, তোমার ভাই চালাকি করে এসে তোমার আশীর্বাদ কেড়ে নিয়েছে।

*উ* আমি যখন তাকে আশীর্বাদ করেছি, সে তখন আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।

*প্র* কর্ম-ভিত্তিতে নয়, আহ্বান ভিত্তিতেই স্থাপিত মনোনয়নের লক্ষ্যে বলা হয়েছে: জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠজনের সেবা করবে।

*উ* আমি যখন তাকে আশীর্বাদ করেছি, সে তখন আশীর্বাদের পাত্র হয়ে থাকবেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৪৪-৪৫)

## ধার্মিকেরা নির্যাতন ভোগ করলেন

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে প্রেরিতদূতেরা জানতেন, বিশপ নামের জন্য বিভেদ দেখা দেবে। এজন্য, তেমন নিশ্চিত পূর্বজ্ঞান লাভে তাঁরা উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের

নিয়োগ করলেন ও পর পরেই এমন ব্যবস্থা যোগ করলেন যাতে তাঁরা নিদ্রা গেলে সুনামের অন্য ব্যক্তি তাঁদের সেবাকর্মের ভার বহন করে যান। অতএব, তাঁদের দ্বারা যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার পরবর্তীকালে যাঁরা গোটা মণ্ডলীর সম্মতি ক্রমে অন্যান্যদের দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সুদীর্ঘ বছর ধরে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও বিনম্রতার সঙ্গে খ্রিষ্টের পালের সেবা শান্তিতে ও নিঃস্বার্থ ভাবে করে গেলেন, সেবাকর্ম থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা আমরা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। বস্তুতপক্ষে, যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেলেন, আমরা বিশপ পদ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলে তা লঘু পাপই হবে না। ধন্য সেই পুরোহিতেরা যাঁরা নিজেদের দৌড় শেষ করে ফলপ্রসূ ও নিখুঁত সমাপ্তি অর্জন করলেন —তাঁদের তো কোন ভয় নেই, নির্ধারিত স্থান থেকে কেউই তাঁদের সরিয়ে দিতে পারবে না। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা এমন কাউকে ধর্মসেবা থেকে পদচ্যুত করেছ যাঁরা ন্যায়বান ও পুণ্য জীবনাচরণে সেই সেবা পালন করে আসছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, যা কিছু পরিত্রাণ সংক্রান্ত, তোমরা তা নিয়েই প্রতিযোগী ও সদাগ্রহী হও। তোমরা তো পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছ, সেই যে শাস্ত্র সত্যাশ্রয়ী ও পবিত্র আত্মারই দেওয়া। তোমরা জান, শাস্ত্রে এমন কিছুই নেই যা অন্যায় ও জঘন্য। ধার্মিককে পুণ্যবান মানুষ দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছে এমন কথা তোমরা সেখানে পাবেই না। ধার্মিকেরা নির্যাতিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্জনদের দ্বারা; কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মবিরোধীদের দ্বারা; অপকর্মাদের দ্বারা তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল; এমন মানুষদের দ্বারা তাঁদের হত্যা করা হল যারা অন্তরে অসার ও অন্যায়পূর্ণ হিংসা পোষণ করছিল। এসব কিছু সহ্য করে তাঁরা সহিষ্ণুতায় অপরাজেয় হয়ে উঠলেন।

তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? ঈশ্বরভীরুদের দ্বারাই কি দানিয়েলকে সিংহের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? হানানিয়া, আজারিয়া ও মিশায়েলকে কি তাদেরই দ্বারা অগ্নিচুল্লিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যারা পরাৎপরের মহা ও গৌরবময় ধর্ম পালন করছিল? মোটেই না! তবে কেইবা এসব কিছু করেছিল? ঘৃণ্য ও শঠতাপূর্ণ মানুষই তো এমন তীব্র রোষের পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যার ফলে যাঁরা পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্কল্প নিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, তারা তাঁদের নিপীড়িত করেছিল; তারা তো

জানত না, যাঁরা পুণ্য অন্তরে তাঁর উৎকৃষ্ট নামের সেবা করেন, স্বয়ং পরাৎপরই তাঁদের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

কিন্তু যাঁরা ভরসার সঙ্গে এসব কিছু সহ্য করলেন, তাঁরা গৌরব ও সম্মানের উত্তরাধিকার পেলেন; তাঁরা ঈশ্বর দ্বারা উন্নীত হলেন, ও তাঁদের নাম তাঁর স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ হল চিরকালের মত। আমেন।

শ্লোক - সাম ১৩৩:১ দ্রঃ

প্ প্রভুর সন্ধি ও পিতৃপুরুষদের বিধানের প্রতি বিশ্বস্ততা গুণে পুণ্যজনেরা ভ্রাতৃপ্রেমে নিষ্ঠাবান হলেন,

উ কারণ তাঁদের মধ্যে অনুক্ষণ ছিলেন একই আত্মা, ছিল একই বিশ্বাস।

প্ দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

উ কারণ তাঁদের মধ্যে অনুক্ষণ ছিলেন একই আত্মা, ছিল একই বিশ্বাস।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১৩:১-১৪)

**নানা পরামর্শ**

ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেকে যেন অধিকারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত হয়ে থাকে, কারণ ঈশ্বরের দেওয়া অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার নেই, আর যত অধিকার রয়েছে, সবগুলো ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত। সুতরাং, যে কেউ অধিকারের বিরোধিতা করে, সে কিন্তু, ঈশ্বর যা নিয়োগ করেছেন, তারই বিরোধিতা করে; আর যারা তেমন বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। কেননা যখন সৎকর্ম করা হয়, তখন নয়, কিন্তু যখন অসৎ কাজ করা হয়, তখনই শাসনকর্তাদের ভয় করা হয়। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের কাউকে ভয় পেতে চাও না? সৎকাজ কর, করলে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসাই পাবে, কেননা তিনি তোমার ও তোমার কল্যাণের জন্যই ঈশ্বরের সেবক। কিন্তু যদি অসৎ কাজ কর, তবে ভীত হও, কারণ তিনি এমনিই খড়্গ ধারণ করেন এমন নয়; বাস্তবিকই তিনি ঈশ্বরের সেবক—যে অসৎ কাজ করে, তাকে যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য। সুতরাং কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক। আর এই কারণেই তো তোমরা করও দিয়ে থাক: তাঁরা ঈশ্বরের নিযুক্ত মানুষ, তাঁদের উপরে দেওয়া কাজই তাঁরা করে যান। যার যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও: যাঁকে কর দিতে হয়, তাঁকে কর দাও; যাঁকে শুল্ক দিতে হয়, তাঁকে শুল্ক দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, তাঁকে ভয় কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, তাঁকে সম্মান কর।

পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। বাস্তবিকই তেমন আজ্ঞা যেমন, ব্যভিচার করো না, নরহত্যা করো না, চুরি করো না, লোভ করো না, আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক না কেন, সেই সকল আজ্ঞা এই একটা বচনেই সঙ্কলিত হয়েছে:

তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস। ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না; অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

তাছাড়া, এখন কোন্ সময়, সে কথা তোমাদের তো জানাই আছে; এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন; কেননা সেই যেদিন আমরা প্রথমে বিশ্বাস করেছিলাম, তখনকার চেয়ে আমাদের পরিত্রাণ এখন কাছেই এসে গেছে। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি: বেসামাল ভোজ-উৎসব বা মাতলামি নয়, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, বিবাদ বা ঈর্ষাও নয়; তোমরা বরং স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান কর; মাংস ও তার যত কামনা-বাসনার চিন্তায় আর সময় ব্যয় করো না।

**শ্লোক** - রো ১৩:৮; গা ৫:১৪

*প্র* পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না;

*উ* পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

*প্র* সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।

*উ* পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১-২)

### যিশু খ্রিষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে
### আমি তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, পরাৎপর পিতার ও তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মহত্ত্বে দয়ার পাত্রী সেই মণ্ডলীর সমীপে, যে মণ্ডলী আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারে তাঁরই ভালবাসার পাত্রী ও তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা আলোকিতা, নিখিল বিশ্বই যাঁর ইচ্ছার প্রকাশ; যে মণ্ডলী রোম অঞ্চলের

রাজধানীতে প্রাধান্যের অধিকারী—ঈশ্বরের যোগ্য, সম্মান, আশীর্বাদ ও প্রশংসার যোগ্য, যত সমৃদ্ধি ও পবিত্রতার যোগ্য যে মণ্ডলী; যে মণ্ডলী ভালবাসায় প্রাধান্যে ভূষিতা, খ্রিষ্ট-বিধানের অনুসারী ও পিতার নামে ভূষিতা, তার কাছে আমি পিতার পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তাঁর সমস্ত আজ্ঞা পালনে যারা দেহে ও আত্মায় মিলিত, ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচ্ছেদ্য ভাবে পরিপূর্ণ ও সমস্ত কলঙ্ক থেকে পরিশুদ্ধ, তাদের কাছে আমি আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টে শাশ্বত পরমানন্দ-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে—যার ফলে যা বাসনা করছিলাম তার চেয়ে অধিক লাভ করেছি—আমি এখন যিশু খ্রিষ্টে শেকলাবদ্ধ হয়ে তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবার আশা রাখছি—অবশ্য, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমন লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাকে যোগ্য করে তোলে, তবেই। সূচনা ভালই হয়েছে: আমার উত্তরাধিকারের কাছে অবাধে পৌঁছা, আহা, আমি যেন তেমন অনুগ্রহ পেতে পারি! কেননা আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ভালবাসা আমার অপকার করবে; কারণ যা ইচ্ছা কর তা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু তোমরা আমাকে না বাঁচালে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে কঠিন।

আসলে আমি চাই না তোমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করবে, বরং সেই ঈশ্বরকেই সন্তুষ্ট করবে যাঁর কাছে তোমরা গ্রহণযোগ্য; কেননা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার তেমন সুযোগ আমি আর পাব না; নীরব থাকলে তোমরাও শ্রেয়তর কাজে সম্মতিদান করতে পারবে না। কারণ তোমরা আমার বিষয়ে নীরব থাকলে আমি ঈশ্বরের একটা বাণী হয়ে উঠব, কিন্তু তোমরা আমার দেহকে ভালবাসলে আমি আবার একটা অসার শব্দ মাত্রই হব। তোমরা এর চেয়ে আমাকে কিছুই মঞ্জুর করো না: বেদি যখন ইতিমধ্যে প্রস্তুত রয়েছে, তখন আমি যেন ঈশ্বরের কাছে বলীকৃত হতে পারি। তবেই ভালবাসায় এক সুর হয়ে উঠে তোমরা পিতার কাছে খ্রিষ্টে গান করতে পারবে, কারণ ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে সিরিয়ার বিশপের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে নিয়ে এলেন। ঈশ্বরের লক্ষ্যে সংসারের কাছে অস্তগমন করা যাতে তাঁর কাছে পুনরুত্থান করতে পারি, আহা, কতই না সুন্দর!

শ্লোক - ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪

℣ আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

℟ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

℣ সেই ক্রুশ দ্বারাই আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

℟ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১০–২৯:১৪)

## যাকোবের স্বপ্ন

যাকোব বের্শেবা ছেড়ে হারানের দিকে রওনা হলেন। এক জায়গায় এসে তিনি, সূর্য অস্ত গেছে ব'লে সেখানে রাত কাটালেন; সেই জায়গার একটা পাথর নিয়ে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখে তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইস্হাকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত, এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যেইখানে যাবে, সেইখানে তোমাকে রক্ষা করব; পরে আমি তোমাকে এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব, কেননা তোমাকে যা কিছু বললাম, তা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!' ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'এই স্থান কেমন ভয়ঙ্কর! এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!' খুব সকালে উঠে যাকোব, যে পাথর মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখেছিলেন, তা একটা স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি জায়গাটার নাম বেথেল রাখলেন, কিন্তু আগে শহরটার নাম ছিল লুজ। যাকোব এই বলে মানত করলেন, 'পরমেশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন, আর আমি যদি সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে প্রভু হবেন আমার আপন পরমেশ্বর। এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা পরমেশ্বরের

একটি গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি বিশ্বস্তভাবে তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব।'

যাকোব পথে পা বাড়িয়ে পুব-বাসীদের দেশে গেলেন। সেখানে দেখলেন, খোলা মাঠে একটা কুয়ো রয়েছে, আর দেখ, সেটার ধারে মেষের তিনটে পাল শুয়ে রয়েছে, কেননা রাখালেরা সেই কুয়োতে মেষপালগুলোকে জল খাওয়াত; কিন্তু সেই কুয়োর মুখে যে পাথর ছিল, তা খুবই বড় ছিল। পালগুলো সবই মিলে সেই জায়গায় একবার জড় হলে রাখালেরা কুয়োর মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিয়ে মেষগুলোকে জল খাওয়াত, পরে আবার কুয়োর মুখে ঠিক জায়গায় পাথরটা বসিয়ে দিত। যাকোব তাদের বললেন, 'ভাই, তোমরা কোন্ জায়গার মানুষ?' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা হারানের মানুষ।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি নাহোরের সন্তান লাবানকে চেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি।' তিনি আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কি ভাল আছেন?' তারা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, ভাল আছেন। দেখুন, তাঁর মেয়ে রাখেল মেষপাল নিয়ে আসছেন।' তখন তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনও অনেক বেলা আছে; পশুপাল জড় করার সময় এখনও হয়নি; তোমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াও, তারপর আবার চরাতে নিয়ে যাও।' তারা বলল, 'সকল পাল জড় না করা পর্যন্ত ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরানো না হওয়া পর্যন্ত আমরা তা করতে পারি না; তখনই আমরা মেষগুলোকে জল খাওয়াব।'

তিনি তাদের সঙ্গে তখনও কথা বলছেন, এমন সময় রাখেল তাঁর পিতার মেষপাল নিয়ে এসে পৌঁছলেন, কেননা তিনি মেষপালিকা ছিলেন। যাকোব তাঁর মামা লাবানের মেয়ে রাখেলকে ও তাঁর মামার মেষপালকে দেখামাত্র কাছে এগিয়ে গেলেন, ও কুয়োর মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তাঁর মামা লাবানের মেষপালকে জল খাওয়ালেন। পরে যাকোব রাখেলকে চুম্বন করে জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন। তিনি নিজে যে তাঁর পিতার জ্ঞাতি ও রেবেকার ছেলে, যাকোব রাখেলকে এই পরিচয় দিলে রাখেল দৌড়ে গিয়ে পিতাকে একথা জানিয়ে দিলেন। নিজের ভাগনে যাকোবের কথা শুনতে পেয়ে লাবান ছুটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন, তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন, ও নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; আর তিনি লাবানকে সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন।

তখন লাবান বললেন, 'তুমি সত্যিই আমার নিজের হাড় ও আমার নিজের মাংস!' যাকোব তাঁর ঘরে এক মাস থাকলেন।

**শ্লোক** - আদি ২৮:১২, ১৬, ১৭

*প্র* যাকোব স্বপ্ন দেখলেন: একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন।

*উ* তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!

*প্র* এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!

*উ* তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৪৬:১–৪৭:৫; ৪৮)

**খ্রিষ্টে আমাদের আহ্বান এক**

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, আমাদেরও তেমন দৃষ্টান্ত আঁকড়িয়ে থাকতে হবে, কারণ লেখা আছে, পবিত্রজনদের আঁকড়ে ধর, কারণ যারা তাদের আঁকড়ে থাকে তারা পবিত্রিত হবে। আবার অন্যত্র লেখা রয়েছে, *নিরপরাধীর সঙ্গে তুমি নিরপরাধী হবে, মনোনীতজনের সঙ্গে তুমি মনোনীত হবে; কিন্তু কুটিলের সঙ্গে তুমি কুটিল হয়ে যাবে* (সাম ১৮:২৬ দ্রঃ)। তবে এসো, নিরপরাধী ও পুণ্যবান মানুষকে আঁকড়িয়ে থাকি, কারণ এরাই তো ঈশ্বরের মনোনীতজন। তোমাদের মধ্যে কেনই বা এ তর্কাতর্কি, ক্রোধ, বিচ্ছেদ ও সংগ্রাম? আমাদের কি এক ঈশ্বর, এক খ্রিষ্ট ও আমাদের উপরে সঞ্চারিত একই অনুগ্রহের আত্মা নেই? খ্রিষ্টে আমাদের আহ্বান কি এক নয়? কেন আমরা খ্রিষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করি? কেন আমাদের নিজেদের দেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি ও উন্মত্ততার এমন পর্যায়ে উঠি যে ভুলে যাই, আমরা পরস্পরের ভাই? প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখ; তিনি তো বললেন, *সেই মানুষকে ধিক্! আমার মনোনীতদের একজনেরও পতনের কারণ হওয়ার চেয়ে তার পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল হত; আমার*

*মনোনীতদের একজনকেও পথভ্রান্ত করার চেয়ে তার গলায় জাঁতাকলের পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই ভাল হত* (লুক ১৭:১-২ দ্রঃ)। তোমাদের বিচ্ছেদ অনেককে পথভ্রান্ত করেছে, অনেককে নিরাশায়, অনেককে সন্দেহের হাতে, আমাদের সকলকেও দুঃখে নিক্ষেপ করেছে—আর তোমাদের বিভেদ এখনও চলছে!

প্রেরিতদূত পলের পত্র হাতে নাও। তাঁর প্রচারকাজের আরম্ভে তিনি তোমাদের প্রথম কী লিখেছিলেন? সত্যকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের ও কেফাস ও আপল্লোসের কথা তোমাদের কাছে লিখেছিলেন, কারণ সেকাল থেকেও তোমাদের মধ্যে পক্ষপাতের প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। সেকালের পক্ষপাত কিন্তু তোমাদের লঘুতর অপরাধে অপরাধী করেছিল, কারণ তোমরা নামকরা প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের অনুমোদিত একটি মানুষেরই পক্ষপাত করছিলে। এবার কিন্তু দেখ কারাই বা তোমাদের নিকৃষ্ট করে তুলেছে ও তোমাদের বিখ্যাত ভ্রাতৃপ্রেমের মান ক্ষুণ্ন করে ফেলেছে! সুতরাং এসো, এসব কিছু শীঘ্রই শেষ করে দিই, মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে চোখের জল ফেলে তাঁকে মিনতি করি তিনি যেন প্রসন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হন ও আমাদের পুণ্য ও সমীচীন ভ্রাতৃপ্রেম-সাধনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা এই তো জীবনের দিকে উন্মুক্ত সেই ধর্মময়তার তোরণদ্বার যা বিষয়ে লেখা আছে, *আমার জন্য খুলে দাও তোমরা ধর্মময়তার তোরণদ্বার; প্রবেশ করে আমি প্রভুকে জানাব ধন্যবাদ। এই তো প্রভুর তোরণদ্বার, এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করবে* (সাম ১১৮:১৯-২০)। উন্মুক্ত এ তোরণদ্বার বহু বটে, কিন্তু ধর্মময়তার যে তোরণদ্বার তা হল খ্রিষ্টেরই তোরণদ্বার: সুখী তারা সকলে, যারা তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে ও শেকলাবদ্ধ ভাবে সবকিছু সম্পন্ন ক'রে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথে চরণ চালিত করেছে।

একজন মানুষ বিশ্বস্তই হোক, সত্য ব্যক্ত করায় উপযুক্তই হোক, ধর্মমত নির্ণয় ব্যাপারে প্রজ্ঞাবানই হোক, আচরণে পুণ্যবানই হোক; সে যত মহান বলে পরিগণিত, তার পক্ষে তত বিনম্র হওয়া দরকার; এবং নিজের স্বার্থ নয়, সর্বসাধারণেরই মঙ্গলের অন্বেষণ করা দরকার।

শ্লোক - ১ করি ৯:১৯, ২২; যোব ২৯:১৫-১৬

প্র কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল,

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

প্র আমি ছিলাম অন্ধের চোখ, ছিলাম খোঁড়ার পা। আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা, অপরিচিতের বিবাদ তদন্ত করতাম ;

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১৪:১-২৩)

### বিশ্বাসে দুর্বলদের প্রতি উদার মনোভাব

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাসে যে দুর্বল, তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও; কিন্তু তার ব্যক্তিগত দুর্বল ধারণার বিচার করো না। একজন বিশ্বাস করে, সে সবরকম খাবার খেতে পারে, কিন্তু যে দুর্বল, সে শুধু শাক খায়। যে যা খায়, সে যেন, যে তা খায় না, তাকে অবজ্ঞা না করে; এবং যে যা খায় না, সে যেন, যে যা খায়, তার বিচার না করে; কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তুমি কে যে অপরের দাসের বিচার কর? সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকুক বা পড়ে যাক, তা তার প্রভুরই ব্যাপার; সে কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তাকে সোজা করে দাঁড়িয়ে রাখার ক্ষমতা প্রভুর আছে।

একজন একটা দিনের চেয়ে অন্য দিনকে অধিক পালনীয় বলে মনে করে; আর একজন সকল দিনকে সমান মনে করে; তবু প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ ধারণায় দৃঢ়নিশ্চিত থাকে। দিনটা নিয়ে যে ব্যস্ত, সে প্রভুর সম্মানার্থেই তাতে ব্যস্ত; যে খায়, সে প্রভুর সম্মানার্থেই খায়, কারণ সে ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর সম্মানার্থেই খায় না, সেও ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ-স্তুতি করে। কেননা আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন। তবে তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর? আমাদের সকলকেই তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে! কেননা লেখা আছে: আমার জীবনের দিব্যি—একথা বলছেন প্রভু—প্রতিটি জানু আমার সম্মুখে আনত হবে, ও প্রতিটি জিহ্বা

ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করবে। এক কথায়, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে।

তাই এসো, আমরা পরস্পরকে আর বিচার না করি; বরং ভাইয়ের হোঁচট বা পতনের কারণ না হওয়া, এ হোক তোমাদের বিচার-বিবেচনা। আমি জানি, এবং প্রভু যিশুতে নিশ্চিত আছি: কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি। তাহলে তোমার খাদ্যের ব্যাপারে যদি তোমার ভাইয়ের মনে আঘাত লাগে, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়ম অনুসারে চলছ না। খ্রিষ্ট যার জন্য মরলেন, তোমার খাবার দ্বারা তার বিনাশের কারণ হতে যেয়ো না। সুতরাং যে মঙ্গল তোমরা ভোগ কর, তা যেন নিন্দার বিষয় না হয়। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান। এভাবে যে খ্রিষ্টের সেবা করে, সে পায় ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও মানুষের স্বীকৃতি। সুতরাং এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয় ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে। খাদ্যের খাতিরে ঈশ্বরের কাজ ভেঙে ফেলো না! সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট খায়, তার পক্ষে তা মন্দ। মাংস খাওয়াই হোক বা আঙুররস পান করাই হোক বা সেই যাই কিছু হোক না কেন যার কারণে তোমার ভাই হোঁচট খায় বা তার পতন হয় বা দুর্বল হয়, তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত রাখাই উত্তম। তোমার যে বিশ্বাস আছে, তা নিজেরই জন্য ঈশ্বরের সামনে অক্ষুণ্ন রাখ। সুখী সেই জন, যে, যা সমর্থন করে, তাতে নিজের দণ্ডবিচার না করে। কিন্তু যে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, সে যদি খায়, তবে সে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে, কারণ তার কাজটা বিশ্বাসজনিত নয়; আর যা কিছু বিশ্বাসজনিত নয়, তা পাপ।

শ্লোক - রো ১৪:৯, ৮, ৭

প্র খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

উ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

প্র আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি।

℣ জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৩-৪)

**শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমি কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি**

তোমরা কাউকে কখনও প্রতারণা করনি, তোমরা অন্যদের শিক্ষাই দিয়েছ। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাদানে যা নির্দেশ কর, তোমরা নিজেরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবে। আমার জন্য তোমরা কেবল শক্তি প্রার্থনা কর—আন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তি—আমার যেন কথা শুধু নয়, ইচ্ছাও থাকে; আমি যেন কথায় শুধু নয়, কাজেও খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতে পারি। কারণ আমি যদি তেমন স্বীকৃতি পেতে পারি, তাহলে নিজেও খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিতে পারব, আর এজগৎ ছেড়ে অদৃশ্য হওয়ার পরে বিশ্বস্ত বলে পরিগণিত হতে পারব। যা কিছু দৃশ্যগত তা ভাল নয়; কারণ পিতার মধ্যে থাকায় আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টই স্পষ্টতর ভাবে দৃশ্য। খ্রিষ্টাদর্শ যখন সংসারের ঘৃণার পাত্র, তখনই যুক্তির নয় বরং ঐশমাহাত্ম্যের ফল বলে প্রমাণিত।

আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমনটি হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রিষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। তোমরা বরং সেই পশুদের উত্তেজিতই কর, তারা যেন আমার সমাধি হতে পারে, তারা যেন আমার দেহের চিহ্ন মাত্রও না রাখে; তবে নিদ্রা গিয়ে আমি কারও বোঝা হব না। জগৎ যখন আমার দেহকেও দেখতে পাবে না, তখনই আমি যিশু খ্রিষ্টের প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠব। আমার হয়ে তোমরা খ্রিষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি। পিতর ও পলের মত আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি না, তাঁরা তো প্রেরিতদূত ছিলেন, আমি দণ্ডিত মানুষ; তাঁরা স্বাধীন ছিলেন, আমি এখনও ক্রীতদাস। তবু মৃত্যু বরণ করলে আমি যিশু

খ্রিষ্টের স্বাধীনকৃত মানুষ হয়ে উঠব ও তাঁর মধ্যে স্বাধীন বলে পুনরুত্থান করব। এখন, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায়, আমি অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা না করতে শিখছি।

**শ্লোক** - গা ২:১৯-২০

*প্র* আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩১:১-১৮)

**যাকোবের পলায়ন**

যাকোব জানতে পারলেন যে, লাবানের ছেলেরা একথা বলছিল, 'আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা যাকোব কেড়ে নিয়েছে; আমাদের পিতার যা কিছু ছিল, তা নিয়েই তার এই সমস্ত ঐশ্বর্য হয়েছে।' যাকোব লাবানের মুখও লক্ষ করলেন; আর দেখ, তা তাঁর প্রতি আর আগেকার মত নয়। প্রভু যাকোবকে বললেন, 'তোমার পিতৃপুরুষদের দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।' তাই লোক পাঠিয়ে যাকোব রাখেল ও লিয়াকে মাঠে তাঁর পশুপালদের কাছে ডাকিয়ে এনে তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের পিতার মুখ লক্ষ করে বুঝতে পেরেছি, তা আমার প্রতি আর আগেকার মত নয়, কিন্তু তবু আমার পিতার পরমেশ্বর আমার সঙ্গে থাকলেন। তোমরা নিজেরা তো জান, আমি সমস্ত শক্তি দিয়েই তোমাদের পিতার জন্য কাজ করেছি, অথচ তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করে দশবার আমার মজুরি পাল্টিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু পরমেশ্বর তাঁকে আমার ক্ষতি করতে দেননি। হ্যাঁ, তিনি যদি বলতেন, "বিন্দুচিহ্নিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত পাল বিন্দুচিহ্নিত বাচ্চা দিত; যদি বলতেন, "রেখাঙ্কিত পশুগুলোই হবে তোমার মজুরি," সমস্ত মেষিকা রেখাঙ্কিত বাচ্চা দিত। এইভাবে পরমেশ্বর তোমাদের পিতার কাছ থেকে পশু নিয়ে তা আমাকে দিয়েছেন। পশুদের গর্ভধারণ-কালে আমি একদিন স্বপ্নে চোখ তুলে চাইলাম, আর দেখ, পালের মধ্যে মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র। পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে বললেন, "যাকোব!" আমি উত্তরে বললাম, এই যে আমি! তিনি বলে চললেন, "চোখ তুলে চাও, মাদী পশুদের উপরে যত মদ্দা পশু উঠছে, সবগুলিই রেখাঙ্কিত, বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র, কেননা লাবান তোমার প্রতি যা কিছু করে এসেছে, আমি তা সবই দেখলাম। আমি সেই ঈশ্বর যাঁর জন্য তুমি বেথেলে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তেল দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলে, সেখানে আমার কাছে মানতও করেছিলে। এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।"'

তখন রাখেল ও লিয়া উত্তরে তাঁকে বললেন, 'পিতার বাড়িতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার আছে? আমরা তাঁর কাছে কি বিদেশিনী বলে গণ্য নই? তিনি তো আমাদের বিক্রি করেছেন, আর আমাদের রুপো নিজেই খেয়ে ফেলেছেন! পরমেশ্বর আমাদের পিতার কাছ থেকে যা কিছু ধন কেড়ে নিয়েছেন, তা সবই আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। সুতরাং পরমেশ্বর তোমাকে যা কিছু বলেছেন, তুমি তা কর।'

তখন যাকোব উঠে, কানান দেশে নিজের পিতা ইস্হাকের কাছে ফিরে যাবার জন্য, নিজের সন্তানদের ও বধূদের উটের পিঠে চড়িয়ে নিজের সঞ্চয় করা যত পশু ও ধন—পাদ্দান-আরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন—তা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

**শ্লোক** - আদি ৩১:১১, ১২, ১৩, ১৭

*প্র* পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নে যাকোবকে বললেন, লাবান তোমার প্রতি যা কিছু করে এসেছে, আমি তা সবই দেখলাম। আমি সেই ঈশ্বর যাঁর জন্য তুমি বেথেলে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তেল দিয়ে অভিষিক্ত করেছিলে, সেখানে আমার কাছে মানতও করেছিলে।

*উ* এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।

*প্র* তখন যাকোব উঠে নিজের সন্তানদের ও বধূদের উটের পিঠে চড়িয়ে রওনা হলেন।

*উ* এখন ওঠ, এই দেশ ছেড়ে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৪৯-৫০)

**খ্রিষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক**

খ্রিষ্টভালবাসা যার আছে, সে তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করুক। কে ঐশভালবাসার বন্ধন ব্যাখ্যা করতে পারে? কে তার সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারে? যে উচ্চ পর্যায়ে সেই ভালবাসা আমাদের উন্নীত করে, তা বলার অতীত। ভালবাসা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)। ভালবাসা সবকিছু বহন করে, ভালবাসা সবকিছুতে সহিষ্ণু। ভালবাসায় নিকৃষ্ট বা উদ্ধত বলতে কিছু নেই; ভালবাসা কোন বিভেদ ঘটায় না, ভালবাসা কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না, ভালবাসা একাত্মতায় সবকিছু সাধন করে। ভালবাসায় ঈশ্বরের মনোনীতজনেরা সিদ্ধতা লাভ করল। ভালবাসা বিনা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য কিছুই নেই। ভালবাসায় মহাপ্রভু

আমাদের গ্রহণ করলেন; আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জন্য নিজের রক্ত, আমাদের মাংসের জন্য নিজের মাংস, ও আমাদের প্রাণের জন্য নিজের প্রাণ দান করলেন।

প্রিয়জনেরা, দেখ ভালবাসা কতই না সুন্দর ও চমৎকার; দেখ কেমন করে তার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনার অতীত। ঈশ্বর যাদের যোগ্য করে তোলেন, তারা ছাড়া কেইবা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে সক্ষম? সুতরাং এসো, তাঁর দয়া প্রার্থনা ও যাচনা করি, আমরা যেন মানব-পক্ষপাতশূন্য ও অনিন্দ্য হয়ে ভালবাসায় স্থিতিশীল বলে পরিগণিত হতে পারি। আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত পুরুষপরম্পরা, সেগুলো তো সবই চলে গেল, কিন্তু যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভালবাসায় সিদ্ধ হয়ে উঠেছে, তারা স্থান পায় সেই ধার্মিকদেরই মধ্যে যারা খ্রিষ্টের রাজ্যের আগমনের সময়ে প্রকাশিত হবে। কেননা লেখা আছে, *চল, আমার জাতি; তোমার অন্তঃকক্ষে প্রবেশ কর, পিছনে দরজা বন্ধ করে দাও। কিছুক্ষণের মত লুকিয়ে থাক, যতক্ষণ না আমার কোপ ও রোষ গত হয়* (ইশা ২৬:২০); তখন আমি শুভদিনের কথা স্মরণ করব ও *তোমাদের কবর থেকে তোমাদের উত্তোলন করব* (এজে ৩৭:১২)।

প্রিয়জনেরা, আমরাই তো সুখী, যদি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি ভালবাসার একতায় পালন করি, যাতে ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা হয়। কেননা লেখা আছে, *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল, যাদের পাপ আবৃত হল। সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না, যার আত্মায় ছলনা নেই* (সাম ৩২:১-২)। এই সুখ-বাণী তাদের উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে যারা ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১৬, ৭

প্র আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

প্র এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।

ঌ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১৫:১-১৩)

**প্রত্যেকে যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে**

ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যারা বলবান, তাদের উচিত নিজেদের তুষ্ট করা নয়, কিন্তু দুর্বলদের দুর্বলতা তাদের সঙ্গে বহন করা। আমরা প্রত্যেকেই যেন মঙ্গল সাধনেই প্রতিবেশীকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকি, যেন পরস্পরকে গেঁথে তুলতে পারি। বাস্তবিকই খ্রিষ্ট নিজেকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেননি; বরং যেমন লেখা আছে: যারা তোমাকে অপবাদ দেয়, তাদের সেই অপবাদ আমার উপরেই এসে পড়েছে। কারণ আমাদের আগে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই আমাদের শিক্ষার উদ্দেশেই লেখা হয়েছে, শাস্ত্র যে নিষ্ঠা ও আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তা দ্বারা আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশা উদ্দীপিত করে রাখি। নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, যিশু খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার। তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন। কেননা আমার কথা এ: খ্রিষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি সার্থক করতে পারেন, এবং বিজাতীয়রাও যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করে; যেমনটি লেখা আছে: এইজন্য আমি বিজাতীয়দের মধ্যে তোমার গৌরব স্বীকার করব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তবগান করব। আরও: বিজাতি সকল, তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে হর্ষধ্বনি তোল। আরও: সকল বিজাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সকল জাতি তাঁর প্রশংসা করুক। আরও, ইশাইয়া বলেন, যিনি যেসে বংশের শিকড়, তিনি আবির্ভূত হবেন; তিনিই জাতি-বিজাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উঠে দাঁড়াবেন;

তাঁর উপরেই বিজাতীয়রা প্রত্যাশা রাখবে। প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে তোমরা প্রত্যাশায় ধনবান হও।

**শ্লোক** - রো ১৫:৫-৭

*প্র* নিষ্ঠা ও আশ্বাস দানকারী ঈশ্বর তোমাদের এই রব প্রদান করুন, যিশু খ্রিষ্টের আদর্শ অনুসারে তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার,

*উ* যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

*প্র* তাই ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন;

*উ* যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতার গৌরবকীর্তন করতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৫-৬)

**আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও**

সিরিয়া থেকে রোম পর্যন্ত আমি হিংস্র পশুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছি, স্থলভূমিতে ও সমুদ্রে, দিবারাত্র, দশটা চিতাবাঘের সঙ্গে শেকলাবদ্ধ হয়ে—অর্থাৎ সেই সৈন্যদল যারা আমার মঙ্গলভাব সত্ত্বেও অধিক দুর্ব্যবহার করে। তাদের অপকর্মের ফলে আমি অধিক শিষ্য হয়ে উঠি, *কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়* (১ করি ৪:৪)। আমার জন্য প্রস্তুত করা যে পশু, আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা করছি; প্রার্থনা করি, তারাও আমার জন্য প্রস্তুত হবে। এমনকি আমি তাদের উত্তেজিত করব তারা যেন সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করে; কয়েকজনের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমন কিছু যেন না ঘটে যে, নরম হওয়ায় তারা তাদের স্পর্শ করল না; তারা নিজে থেকে ইচ্ছা না করলেও আমি জোর প্রয়োগেই তাদের বাধ্য করব।

আমাকে ক্ষমা কর: আমার পক্ষে যা উপকার তা আমি জানি; আমি এখনই শিষ্য হতে শুরু করছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য কোন কিছু যেন যিশু খ্রিষ্টের কাছে পৌঁছনোর পথে বাধা না দেয়। আগুন, ক্রুশ, হিংস্র পশুর আক্রমণ, দেহ-ছিঁড়াছিঁড়ি, দেহ-বিদারণ, হাড়ভাঙ্গন, অঙ্গচূর্ণন, সর্বাঙ্গীণ গুঁড়াকরণ, শয়তানের হিংস্রতম পীড়াপীড়ি: সবই আসুক আমার উপর! আমি কিন্তু যেন যিশু খ্রিষ্টের কাছে পৌঁছতে পারি।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা এজগতের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়! পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রিষ্ট যিশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না, আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

শ্লোক - ফিলি ৩:৭, ১০, ৮

প্ল আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম,

উ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

প্ল আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি,

উ যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩২:৩-৩০)

## ঈশ্বরের সঙ্গে যাকোবের লড়াই

পরমেশ্বরের দূতদের দেখে যাকোব বললেন, 'এ পরমেশ্বরের সেনা-শিবির,' আর সেই জায়গার নাম মাহানাইম রাখলেন। যাকোব নিজের আগে আগে সেইর দেশের এদোমের খোলা মাঠে তাঁর ভাই এসৌয়ের কাছে দূতদের পাঠালেন; তিনি তাদের এই আদেশ দিলেন, 'তোমরা আমার প্রভু এসৌকে বলবে, আপনার দাস যাকোব একথা বলছে, আমি লাবানের কাছে বেশ কিছু দিন ছিলাম, আজ পর্যন্তই সেখানে ছিলাম। আমার এখন গবাদি পশু, গাধা, মেষপাল ও দাসদাসী আছে। আমি আমার প্রভুর কাছে এই সংবাদ পাঠিয়েছি, যেন তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি।' দূতেরা যাকোবের কাছে ফিরে এসে বলল, 'আমরা আপনার ভাই এসৌয়ের কাছে গিয়েছি; তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন, সঙ্গে করে চারশ' লোক নিয়ে আসছেন।' যাকোব ভীষণ ভয় পেলেন, উদ্বিগ্নও হয়ে উঠলেন। যে সকল লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের ও গবাদি পশু, মেষপাল ও উটদের বিভক্ত করে দু'টো শিবির করলেন; কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'এসৌ এসে এক শিবির আক্রমণ করলেও তবু অপর শিবির রেহাই পাবে।'

যাকোব বললেন, 'হে আমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের পরমেশ্বর, হে প্রভু, তুমি যে নিজে আমাকে বলেছিলে, তোমার দেশে, তোমার মাতৃভূমিতে ফিরে যাও, আর আমি তোমার মঙ্গল করব, তুমি এখন এই দাসের প্রতি যে সমস্ত কৃপা ও যে সমস্ত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছ, আমি তার কিছুরই যোগ্য নই। আমি কেবল নিজের লাঠি নিয়েই এই যর্দন পার হয়েছিলাম, আর এখন দুই শিবির হয়ে উঠেছি। বিনয় করি: আমার ভাই এসৌয়ের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা আমি তাকে ভয় করি, পাছে সে এসে আমাকে আক্রমণ করে, ছেলেদের সঙ্গে মায়েদেরও আক্রমণ করে। তুমিই তো বলেছ, আমি নিশ্চয় তোমার মঙ্গল করব, এবং তোমার বংশকে সমুদ্রতীরের বালুকণারই মত করব, যা তার বহুসংখ্যার জন্য গণনার অতীত।' যাকোব সেই জায়গায় থেকেই রাত কাটালেন।

তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তার মধ্য থেকে কতগুলো জিনিস নিয়ে তাঁর ভাই এসৌয়ের জন্য এই উপহার প্রস্তুত করলেন: দু'শো ছাগী ও কুড়িটা ছাগ, দু'শো মেষী ও কুড়িটা মেষ, শাবক সমেত দুগ্ধবতী ত্রিশটা উট, চল্লিশটা গাভী ও দশটা বৃষ, এবং কুড়িটা গাধী ও দশটা গাধার বাচ্চা। তিনি তাঁর এক এক দাসের হাতে এক এক পাল আলাদা করে তুলে দিয়ে সেই দাসদের বললেন, 'তোমরা আমার আগে আগে এগিয়ে যাও, এবং এক এক পালের মধ্যে কিছুটা জায়গা রাখ।' অগ্রগামী যে দাস, তাকে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি আমার ভাই এসৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কার লোক? কোথায় যাচ্ছ? এই যে পশুপাল তোমার আগে আগে চলছে, তা কার? তখন উত্তরে তুমি বলবে, এই সমস্ত কিছু আপনার দাস যাকোবের; তিনি উপহার রূপে এই সমস্ত পশু আমার প্রভু এসৌয়ের জন্য পাঠালেন; আর দেখুন, তিনি নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি যারা নানা পালের পিছু পিছু যাওয়ার কথা, তাদের সকলকেও তিনি এই আজ্ঞা দিয়ে বললেন, 'এসৌয়ের দেখা পেলে তোমরা এই এই ধরনের কথা বলবে; তোমরা আরও বলবে, দেখুন, আপনার দাস যাকোব নিজেই আমাদের পিছু পিছু আসছেন।' কেননা তিনি ভাবছিলেন, 'আমি আগে আগে উপহার পাঠিয়ে তাকে প্রশমিত করব, তারপর তার সামনে এসে উপস্থিত হব; হয় তো সে আমার প্রতি প্রসন্নতা দেখাবে।' এভাবে তাঁর আগে আগে উপহার এগিয়ে গেল, কিন্তু তিনি সেই রাত শিবিরেই কাটালেন।

সেই রাতে তিনি উঠে তাঁর দুই স্ত্রী, দুই দাসী ও এগারো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাব্বোক নদী যেখানে হেঁটে পার হওয়া যায়, সেখান দিয়ে পার হলেন। ওদের এনে তিনি নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিলেন, তাঁর যা কিছু ছিল, তাও পাঠিয়ে দিলেন। যাকোব একা রইলেন, এবং কে যেন একজন ভোর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ধুলায় গড়াগড়ি করলেন; যখন দেখলেন, তিনি তাঁর উপর জয়ী হতে পারেন না, তখন যাকোবের কোমরের পাশে আঘাত হানলেন, আর তাঁর সঙ্গে এভাবে লড়াই করার ফলে যাকোবের কোমরের হাড়টা জায়গা থেকে সরে গেল। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে যেতে দাও, কেননা ভোর হয়ে আসছে।' যাকোব উত্তরে বললেন, 'আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার

নাম যাকোব।' তিনি বলে চললেন, 'তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না, তোমার নাম হবে ইস্রায়েল, কারণ তুমি পরমেশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করেছ ও জয়ীও হয়েছ!' তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করলেন, 'দয়া করে, আমাকে আপনার নিজের নাম বলুন।' তিনি তাঁকে উত্তরে বললেন, 'কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ?' আর সেইখানে তিনি যাকোবকে আশীর্বাদ করলেন।

**শ্লোক** - আদি ৩২:২৭, ৩০; ২২:১৭

*প্র* দূত যাকোবকে বললেন, আমাকে যেতে দাও, কেননা ভোর হয়ে আসছে। যাকোব উত্তরে বললেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি আপনাকে যেতে দেব না।

*উ* আর তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

*প্র* আমি তোমাকে অশেষ আশীর্বাদে ধন্য করব ও তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করব।

*উ* আর তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৫১-৫৩)

**আহা, কেমন মহা ভালবাসা!**

যত অপরাধ করেছি ও সেই ধূর্তজনের প্রবঞ্চনার ফলে যা করেছি, এসো, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যারা সেই বিদ্রোহ ও বিবাদের নেতা ছিল, তারা যেন সর্বসাধারণ প্রত্যাশার কথা ভাবে। কেননা যারা ভয় ও ভালবাসায় জীবন যাপন করে, তারা পরকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে নিজেরাই কষ্ট বহন করতে, ও আমাদের ঐতিহ্যগত উৎকৃষ্ট ও ন্যায়বান সুসম্পর্ক আলোড়িত করার চেয়ে নিজেরাই দোষী বলে পরিগণিত হতে ইচ্ছুক। হৃদয় কঠিন করার চেয়ে মানুষের পক্ষে নিজের অপরাধ স্বীকার করা শ্রেয় —যেইভাবে তাদেরই হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল যারা ঈশ্বরের দাস মোশির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের দণ্ড প্রকাশ্যই হয়ে উঠেছিল, কারণ *তারা জিয়ন্তই পাতালে নেমে গেল* (গণনা ১৬:৩৩) ও *মৃত্যুই হবে তাদের রাখাল* (সাম ৪৯:১৫)। ফারাও, তার সেনাদল, মিশরের সকল নেতা, রথ ও অশ্বারোহী সকল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরল ঠিক এ কারণে যে, মিশর দেশে ঈশ্বরের দাস মোশি দ্বারা চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক কাজ সাধিত হওয়ার পরেও তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে থেকেছিল।

ভ্রাতৃগণ, মহাপ্রভু কোন কিছুরই অভাবী নন: তাঁর কাছে আমাদের স্বীকারোক্তি ছাড়া তিনি কারও কাছ থেকে অন্য কিছুর বাসনা করেন না; কারণ সেই মনোনীত দাউদ বলেন, *আমি প্রভুর কাছে স্বীকার করব: বলদ বা শিং-ক্ষুর থাকা বাছুরগুলির চেয়ে এতেই আমি প্রভুকে প্রীত করব। তা দেখে বিনম্ররা আনন্দিত হোক* (সাম ৬৯:৩১-৩৩ সত্তরী পাঠ্য)। তিনি আরও বলেন, *স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন কর; সঙ্কটের দিনে আমায় ডাক: আমি তোমাকে নিস্তার করব আর তুমি আমাকে সম্মান করবে* (সাম ৫০:১৪-১৫)। কারণ *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি* (সাম ৫১:১৯)।

ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো শাস্ত্র জান, ভাল করেই জান; তোমরা ঈশ্বরের বচনগুলি তন্ন তন্ন করে অধ্যয়ন করেছ। এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেব, এই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ যখন মোশি পর্বতের উপরে গিয়ে সেখানে উপবাস ও বিনম্রতায় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত কাটালেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে বললেন, *মোশি, মোশি, এখান থেকে শীঘ্রই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে; আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই-করা একটা প্রতিমা তৈরি করেছে* (দ্বিঃবিঃ ৯:১২)। এবং প্রভু বলে চললেন, *আমি তোমার সঙ্গে একবার ও দুইবার কথা বলেছিলাম; বলেছিলাম: আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যিই কঠিনমনা এক জাতি। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, আমি এদের বিনাশ করব, আকাশের নিচ থেকে এদের নাম মুছে ফেলব, এবং তোমাকে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও মহান এক জাতি করব* (দ্বিঃবিঃ ৯:১৩-১৪ সত্তরী পাঠ্য)। তখন মোশি বললেন, *আহা! এখন যদি এদের পাপ ক্ষমা কর ... ! না করলে, তবে, দোহাই তোমার, তোমার লেখা পুস্তক থেকে আমার নাম মুছে দাও* (যাত্রা ৩২:৩২)। আহা, কেমন মহা ভালবাসা! আহা, এ পরমসিদ্ধি এমন যা অতিক্রম করা অসাধ্য! এই দাস প্রভুর সঙ্গে সাহসী, তিনি জনগণের জন্য ক্ষমা যাচনা করেন, অন্যথা তাদের সঙ্গে বিনষ্ট হতে চান।

শ্লোক - জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

প্র তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,

উ প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

প্র তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।

উ প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১৫:১৪-৩২)

## পলের সেবাকর্ম

হে আমার ভাইয়েরা, এবিষয়ে আমি নিজেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা মঙ্গলময়তায় পূর্ণ, সমস্ত সদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ও পরস্পরকে চেতনাদানেও সক্ষম। তথাপি আমি কয়েকটা বিষয়ে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গেই লিখেছি, কেমন যেন তোমাদের কাছে কিছু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। কারণটা হল সেই অনুগ্রহ যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্ট যিশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি, যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত এটিই ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্ট যিশুতে আমার গর্ব; কেননা বাধ্যতার কাছে বিজাতীয়দের আনবার জন্য খ্রিষ্ট আমার দ্বারা যা সাধন করেছেন, আমি কেবল সেই বিষয়েই কিছু কথা বলার সাহস করতে পারি: তিনি তো কাজে ও কথা-কর্মে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণের পরাক্রমে এবং আত্মার পরাক্রমে এমন কিছু সাধন করলেন যে, যেরুশালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই আমি খ্রিষ্টের সুসমাচার প্রচারকর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। এমনকি, এক্ষেত্রে আমার বিশেষ নিয়ম ছিল এ: খ্রিষ্ট-নাম যেখানে কখনও পৌঁছেনি, এমন জায়গায়ই আমি যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তির উপরে যেন না গাঁথি; বরং যেমনটি লেখা আছে: তাঁর সংবাদ যাদের দেওয়া হয়নি, তারা তাঁকে দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে।

ঠিক এই কারণে আমি তোমাদের কাছে যেতে অনেকবার বাধা পেয়েছি। কিন্তু এখন এই সমস্ত অঞ্চলে আমি আর কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় ও বহু বছর ধরে তোমাদের কাছে যেতে গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করায়, আমি আশা করি, স্পেনে যাওয়ার পথে তোমাদের

ওইখানে গিয়ে তোমাদের দেখতে পাব; এবং তোমাদের সঙ্গ যথেষ্টই ভোগ করার পর, সেই অঞ্চলে যাওয়ার পথে তোমাদের সহায়তা লাভে ধন্য হব। কিন্তু আপাতত যেরুশালেমের পবিত্রজনদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি সেখানেই যাচ্ছি; কারণ মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার মানুষেরা সহভাগিতা স্বরূপ যেরুশালেমের অভাবী পবিত্রজনদের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছে। তারা এমনটি চেয়েছে, কারণ তাদের কাছে তারা ঋণী, কেননা যখন বিজাতীয়রা আত্মিক সম্পদে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন এরাও তাদের পার্থিব অভাবে তাদের কাছে এক পবিত্র-সেবা-ঋণী। সুতরাং একাজ সম্পন্ন করার পর এবং অনুষ্ঠানিকভাবে এই ফসল তাদের হাতে দেওয়ার পর আমি তোমাদের ওখান হয়ে স্পেনে রওনা হব। আমি জানি, যখন তোমাদের কাছে এসে পৌঁছব, তখন খ্রিষ্টের আশীর্বাদের পূর্ণতায় আসব।

ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দোহাই এবং আত্মার ভালবাসার দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করি: ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করে তোমরা আমার সংগ্রামে আমার পাশে দাঁড়াও, যেন আমি যুদেয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাই, এবং যেরুশালেমের জন্য আমার যে সেবাদায়িত্ব, তা যেন পবিত্রজনদের গ্রহণীয় হয়। তবেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমি তোমাদের কাছে মনের আনন্দেই যেতে পারব ও তোমাদের সঙ্গে থেকে প্রাণ জুড়িয়ে নিতে পারব। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন।

**শ্লোক** - রো ১৫:১৫, ১৬; ১:৯

*প্র* ঈশ্বর দ্বারা আমাকে এ অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্ট যিশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,

*উ* যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

*প্র* তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি,

*উ* যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৭-৮)

## মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায়ই আমি জীবনযাপন করি

এজগতের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যিশু খ্রিষ্ট ও অন্তরে জগৎ, তেমন কিছু সহ্য করো না। তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।' ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি যা দাউদ-বংশীয় যিশু খ্রিষ্টের মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

**শ্লোক** - কল ১:২৪, ২৯

*প্র* আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,

*উ* এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

প্ আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি ;

উ্ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩৫:১-২৯)

## যাকোবের জীবনের শেষ পর্ব

পরমেশ্বর যাকোবকে বললেন, 'ওঠ, বেথেলে গিয়ে সেইখানে বসতি কর; এবং তোমার ভাই এসৌয়ের কাছ থেকে তুমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলে, তখন যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথ।' যাকোব তাঁর ঘরের পরিজন ও তাঁর সঙ্গী সকলকে বললেন, 'তোমাদের কাছে যত বিদেশী দেবতা আছে, তাদের দূর করে দাও; নিজেদের শুচিশুদ্ধ করে পোশাক বদলি কর। পরে এসো, আমরা বেথেলে চলে যাই; সেখানে আমি সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথব, যিনি আমার সঙ্কটের দিনে আমার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আমার যাত্রাপথে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন।' তারা তখন তাদের কাছে যে সব দেবতা ও তাদের কানে যত মাকড়ি ছিল, তা যাকোবের হাতে তুলে দিল, এবং তিনি শিখেমের কাছে যে ওক্ গাছটা ছিল তার তলায় সেই সবকিছু মাটিতে পুঁতে রাখলেন। পরে তারা সেখান থেকে রওনা হল। তখন ঐশ্বরিক এমন সন্ত্রাস চারদিকের শহরগুলোকে আঘাত করল যে, সেখানকার লোকেরা কেউই যাকোবের সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল না।

যখন যাকোব ও তাঁর সঙ্গীরা সকলে কানান দেশের সেই লুজে, অর্থাৎ বেথেলে এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন আর জায়গাটার নাম এল্-বেথেল রাখলেন; কারণ তিনি যখন ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পরমেশ্বর সেইখানে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। সেসময়েই রেবেকার ধাইমা দেবোরার মৃত্যু হল; তাকে বেথেলের নিচের জায়গায় সেই ওক্ গাছের তলায় সমাধি দেওয়া হল; আর এজন্যই জায়গাটার নাম কান্নার ওক্ রাখা হল।

পরমেশ্বর যাকোবের কাছে আর একবার দেখা দিলেন—সেসময়ে যাকোব পাদ্দান-আরাম থেকে ফিরে আসছিলেন—আর তাঁকে আশীর্বাদ করলেন; পরমেশ্বর তাঁকে বললেন,

'তোমার নাম যাকোব;
তোমাকে আর যাকোব বলে ডাকা হবে না,

তোমার নাম বরং হবে ইস্রায়েল।'
তাই তাঁকে ইস্রায়েল বলে ডাকা হল। পরমেশ্বর তাঁকে আরও বললেন,
'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর,
ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর;
তোমা থেকে এক জাতি, এমনকি এক জাতিসমাজেরই উদ্ভব হবে;
তোমার কটিদেশ থেকে নানা রাজা উৎপন্ন হবে।
যে দেশ আমি আব্রাহামকে ও ইস্হাককে দিয়েছি,
সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব।'

পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে তাঁকে ছেড়ে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন। তিনি যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই স্থানে যাকোব একটা স্মৃতিস্তম্ভ, পাথরেরই একটা স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে তার উপরে পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন ও তেল ঢেলে দিলেন। পরমেশ্বর যে স্থানে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, যাকোব সেই স্থানের নাম বেথেল রাখলেন।

পরে তাঁরা বেথেল ছেড়ে চলে গেলেন। এফ্রাথায় পৌঁছবার অল্প পথ বাকি থাকতে রাখেলের প্রসব-বেদনা হল, এবং তাঁর প্রসব করতে বড় কষ্ট হল। প্রসবযন্ত্রণা তীব্রতম হওয়ার সময়ে ধাত্রী তাঁকে বলল, 'ভয় করো না, এবারও তোমার একটি পুত্রসন্তান হবে।' প্রাণত্যাগের সময়ে—তিনি আসলে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন—তিনি সন্তানের নাম বেনোনি রাখলেন, কিন্তু তাঁর পিতা তার নাম বেঞ্জামিন রাখলেন। এইভাবে রাখেলের মৃত্যু হল; তাঁকে এফ্রাথার (অর্থাৎ বেথলেহেমের) পথের ধারে সমাধি দেওয়া হল। যাকোব তাঁর কবরের উপরে একটা স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করালেন; রাখেলের কবরের এই স্মৃতিস্তম্ভ আজও আছে।

পরে ইস্রায়েল সেখান থেকে রওনা হলেন, এবং মিগ্দাল-এদেরের ওপাশে তাঁবু খাটালেন। ইস্রায়েল সেই দেশে বাস করার সময়ে রূবেন তাঁর পিতার উপপত্নী বিল্হার সঙ্গে শুতে গেলেন; ব্যাপারটা ইস্রায়েল জানতে পারলেন।

সেসময় যাকোবের সন্তানেরা বারোজন ছিলেন। লিয়ার সন্তানেরা: যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন এবং শিমেয়োন, পরে লেবি, যুদা, ইসাখার ও জাবুলোন; রাখেলের

সন্তানেরা: যোসেফ ও বেঞ্জামিন। রাখেলের দাসী বিল্‌হার সন্তানেরা: দান ও নেফ্তালি। লিয়ার দাসী সিল্পার সন্তানেরা: গাদ ও আশের। এরা যাকোবের সন্তানেরা; পাদ্দান-আরামেই তাদের জন্ম।

যাকোব তাঁর পিতা ইস্‌হাকের কাছে মাম্রেতে, কিরিয়াথ-আর্বায় অর্থাৎ সেই হেব্রোনে এলেন, যেখানে আব্রাহাম ও ইস্‌হাক বেশ কিছু দিন বাস করেছিলেন। ইস্‌হাকের বয়স একশ' বছর হয়েছিল। পরে ইস্‌হাক বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সন্তান এসৌ ও যাকোব তাঁকে সমাধি দিলেন।

**শ্লোক** - সিরা ৪৪:২৩, ১০

*প্র* ঈশ্বর এমনটি করলেন, যেন যাকোবের মাথার উপরে গোটা মানবজাতির সেই আশীর্বাদ ও সেই সন্ধি অধিষ্ঠিত হয়; আপন আশীর্বাদে তাঁকে স্থিতমূল করেছেন।

*উ* তাঁর জন্য তিনি সেই সকল দয়াগুণসম্পন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।

*প্র* তাঁকেই দেশকে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে দিলেন; এবং সেই দেশ নানা অংশে বিভক্ত ক'রে বারো গোষ্ঠীর মধ্যে তা বণ্টন করলেন।

*উ* তাঁর জন্য তিনি সেই সকল দয়াগুণসম্পন্ন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখলেন, যাঁদের সৎকর্মের কথা আজও বিস্মৃত হয়নি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (৫৪-৫৫)

**উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন**

তবে তোমাদের মধ্যে কে উদারমনা, দয়াবান ও ভালবাসায় পূর্ণ? সে বলে উঠুক: 'আমার কারণেই যদি বিভেদ, বিবাদ ও বিচ্ছেদ জেগে উঠে থাকে, আমি সরে যাব, তোমরা যেখানে ইচ্ছা কর আমি সেখানে চলে যাব, জনগণের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হব; কিন্তু খ্রিষ্টের পাল তাদের নিযুক্ত প্রবীণদের সঙ্গে শান্তি ভোগ করুক।' যে কেউ এভাবে ব্যবহার করে, সে খ্রিষ্টে মহা গৌরব লাভ করবে, ও সকল স্থান তাকে গ্রহণ করবে, কারণ *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু* (সাম ২৪:১)। এমনটি হয়েছে

প্রাচীনকালে ও এমনটি হবে ভাবীকালে তাদেরই ব্যবহার, যারা মন স্থির করে ঈশ্বরের নগরীতে যোগ্য নাগরিক রূপে আচরণ করে।

কিন্তু এসো, বিজাতীয়দের কয়েকটা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করি। মড়ক দেখা দিলে বহু রাজা ও শাসনকর্তা দৈববাণীর পরামর্শ মেনে নিয়ে নিজেদের রক্তদানে প্রজাদের বাঁচানোর জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন। বিভেদ শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে নিজেদের শহর ছেড়ে চলে গেলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেককেই চিনি, যারা পরের মুক্তির জন্য নিজেদের বন্দি করল। অনেকে নিজেদের ক্রীতদাস করল, ও নিজেদের স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে পরের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিল। ঐশঅনুগ্রহে শক্তি লাভ করে অনেক স্ত্রীলোক বীরপুরুষেরই যোগ্য কর্মকীর্তি সাধন করল। নিজ শহর অবরোধের সময়ে ধন্যা যুদিথ প্রবীণদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁকে শত্রু সৈন্যশিবিরে যেতে দেন। এভাবে বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তিনি স্বদেশ ও অবরুদ্ধ স্বজাতির ভালবাসার খাতিরে বেরিয়ে পড়লেন, এবং ঈশ্বর একটি স্ত্রীলোকের হাতেই হলোফের্নেসকে ছেড়ে দিলেন। বিশ্বাসে সিদ্ধ সেই এস্থারও কম বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দেননি যাতে অবশ্যম্ভাবী বিনাশ থেকে ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে পারেন। উপবাস ও বিনম্রতায় তিনি সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বযুগের মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আর তিনি তাঁর প্রাণের বিনম্রতা দেখে সেই জাতির মানুষকে রেহাই দিলেন যাদের জন্য এস্থার বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

**শ্লোক** - রো ১৪:১৯; সিরা ১৭:১৪

*প্র* এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয়,

*উ* যেন পরস্পরকে দৃঢ় করে তোলা হয়।

*প্র* ঈশ্বর এক একজনকে প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশ দিলেন,

*উ* যেন পরস্পরকে দৃঢ় করে তোলা হয়।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১৬:১-২৭)

**প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি**

ভ্রাতৃগণ, আমাদের বোন ফৈবে, যিনি কেংক্রেয়া মণ্ডলীর একজন ধর্মসেবিকা, তাঁর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিশ রাখছি: তোমরা তাঁকে প্রভুতে—পবিত্রজনদের যথোচিত আচরণে—সাদরে গ্রহণ কর, এবং তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যা কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে, তাঁকে সাহায্য কর; তিনিও অনেককে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমিও একজন।

খ্রিষ্ট যিশুতে আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও আকুইলাকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁরা নিজেদের মাথা বিপন্ন করেছিলেন; শুধু আমি নই, বিজাতীয়দের সকল মণ্ডলীও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ; তাঁদের বাড়িতে যারা সমবেত হয়, সেই জনমণ্ডলীকেও আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় এপাইনেতসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও: খ্রিষ্টের উদ্দেশে তিনিই এশিয়ার প্রথমফল। যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন, সেই মারীয়াকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই ও কারাসঙ্গী আন্দ্রনিকস ও যুনিয়াসকে আমার প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তাঁরা প্রেরিতদূতদের মধ্যে সুপরিচিত, ও আমার আগে খ্রিষ্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যিনি প্রভুতে আমার প্রিয়জন, সেই আম্প্লিয়াতুসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রিষ্টে আমার সহকর্মী উর্বানুস ও আমার প্রিয় স্তাখিসকেও প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রিষ্টের যোগ্য সেবক আপেল্লেসকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আরিস্তবুলসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার জ্ঞাতিভাই হেরোদিওনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসুসের বাড়ির যে সকল মানুষ প্রভুতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। প্রভুর জন্য যাঁরা পরিশ্রম করে থাকেন, সেই ত্রিফাইনা ও ত্রিফোসাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয়া পের্সিসকে

প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও; তিনিও প্রভুর জন্য বহু পরিশ্রম করেছেন। প্রভুর বিশিষ্ট সেবক রূফুসকে ও তাঁর মাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও—তিনি তো আমারও মা। আসিংক্রিতস, ফ্লেগোন, হের্মেস, পাত্রবাস, হের্মাস এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ফিলোলোগোস ও যুলিয়াকে, নেরেউস ও তাঁর বোনকে এবং অলিম্পাসকে, এবং এঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অন্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। খ্রিষ্টের সমস্ত মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ভাই, তোমাদের অনুরোধ করি: যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিরুদ্ধে যারা বিভেদ ও বাধাবিঘ্ন ঘটায়, তাদের চিনে রেখে তাদের কাছ থেকে দূরে থাক। কেননা এই ধরনের মানুষেরা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের প্রকৃত দাসের পরিচয় দেয় না, তারা নিজেদেরই পেটের দাস, এবং মিষ্টি কথা ব'লে ও তোষামোদ ক'রে সরল মানুষদের মন ভোলায়। তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক। শান্তিবিধাতা ঈশ্বর শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের নিচে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

আমার সহকর্মী তিমথি ও আমার জ্ঞাতিভাই লুকিউস, যাসোন ও সোসিপাত্রস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই পত্রটির লিপিকার যে আমি—তের্সিউস—আমিও আপনাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যিনি নিজের বাড়িতে আজ আমাদের আতিথেয়তা দান করছেন, সেই গাইউস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই শহরের কোষাধ্যক্ষ এরাস্তস আর আমাদের ভাই কুয়ার্তুস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

যিনি তোমাদের সুস্থির করতে সক্ষম
আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুসারে
ও যিশু খ্রিষ্টের বাণী-ঘোষণা অনুসারে,
সেই রহস্যেরই প্রকাশ অনুসারে,
যা অনাদিকাল থেকে অকথিত ছিল,

কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে,
ও নবীদের পুস্তকগুলোর মাধ্যমে
সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে
সকল জাতির কাছে ঘোষিত হয়েছে
তারা যেন বিশ্বাসে বাধ্যতা স্বীকার করে,
যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা
সেই অনন্য প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের গৌরব হোক
যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - রো ১৬:১৯; মথি ১০:১৬

*প্র* তোমাদের বাধ্যতার কথা সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে; তাই আমি তোমাদের জন্য আনন্দ করতে করতে

*উ* এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।

*প্র* তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও।

*উ* এও চাচ্ছি: তোমরা মঙ্গলের উদ্দেশে প্রজ্ঞাবান হও, মন্দ সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৯-১০)

**মণ্ডলীগুলোর ভালবাসার সঙ্গে**

**আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে**

তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, আমার স্থানে ঈশ্বরই যার পালক। কেবল যিশু খ্রিষ্ট ও তোমাদের ভালবাসাই সেই মণ্ডলীর বিশপ হবেন। আমার বেলায় আমি তো তাদের একজন বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করি, কারণ আমি অযোগ্য, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নগণ্য ভক্তজন, আমি তো ভ্রূণ! অথচ যদি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি, তবেই আমি কিছু হবার জন্য দয়া পাব।

আমার প্রাণ তোমাদের কাছে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে, যারা আমাকে পথযাত্রী বলে নয়, বরং যিশু খ্রিষ্টের নামেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার

যাত্রাপথের বাইরে অবস্থিত মণ্ডলীগুলিও শহরে শহরে আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এল।

আমি স্মির্না থেকে অধিক ধন্য এফেসীয়দের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এ পত্র লিখছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ক্রোকসও আছেন। আমার আগে যারা ঈশ্বরের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে স্মির্না থেকে রোমে পৌঁছে গেছে, আমি মনে করি তোমরা তাদের চেন; তাদের বল, আমি কাছে এসে গেছি; আসলে তারা সকলে ঈশ্বরের ও তোমাদের যোগ্য পাত্র, সব দিক দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া তোমাদের বাঞ্ছনীয়। আজ ২৪শে আগষ্ট আমি তোমাদের কাছে এ পত্র লিখলাম। যিশু খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতায় শেষ পর্যন্ত বলবান থাক।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:৩৩; ৯:২৩

*প্র* আমি সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি;

*উ* নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

*প্র* সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি।

*উ* নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩৭:২-৪, ১২-৩৬)

## যোসেফকে বিক্রি

যাকোবের বংশকাহিনী এ। যোসেফের বয়স তখন সতের বছর। ছোট হওয়ায় সে তার ভাইদের সঙ্গে, তার পিতার বধূ বিল্‌হা ও সিল্লার সন্তানদের সঙ্গে পশুপাল চরাত। একদিন যোসেফ তাদের সম্বন্ধে পিতার কাছে অসন্তোষজনক কথা পেশ করল। যোসেফ বার্ধক্যের সন্তান হওয়ায় ইস্রায়েল সকল সন্তানের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন; তার জন্য তিনি চমকপ্রদ একটা লম্বা-হাতা জোব্বা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। পিতা তার সকল ভাইয়ের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন দেখে তার ভাইয়েরা তাকে এতই ঘৃণা করত যে, তার সঙ্গে কুশল আলাপও করতে পারত না।

তার ভাইয়েরা পিতার পশুপাল চরাতে শিখেমে গিয়েছিল। তখন ইস্রায়েল যোসেফকে বললেন, 'তোমার ভাইয়েরা শিখেমে পশুপাল চরাচ্ছে, তাই না? এসো, আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই।' সে উত্তরে বলল, 'আমি প্রস্তুত!' তিনি তাকে বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার ভাইদের অবস্থা ও পশুপালের অবস্থা জেনে নাও; তারপর ফিরে এসে আমাকে জানাও।' তিনি হেব্রোনের নিম্নভূমি থেকে তাকে পাঠিয়ে দিলেন, আর সে শিখেমে গিয়ে পৌঁছল। সে বনপ্রান্তরে ঘুরছে, এমন সময় একটা লোক তার দেখা পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী খোঁজ করছ?' সে উত্তরে বলল, 'আমার ভাইদের খোঁজ করছি; অনুগ্রহ করে আমাকে বল, তারা কোথায় পাল চরাচ্ছে।' লোকটা বলল, 'তারা এই জায়গা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছে; নিজেই তো শুনেছি, তারা বলছিল, চল, দোথানে যাই।' তাই যোসেফ তার ভাইদের খোঁজে রওনা হয়ে দোথানে তাদের খুঁজে পেল। তারা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল, এবং সে কাছে আসবার আগে তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'ওই দেখ, স্বপ্নদর্শীটা আসছে! তবে এসো, আমরা ওকে হত্যা করে কোন একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিই; পরে বলব, কোন বন্যজন্তু ওকে গ্রাস করেছে। তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়!' কিন্তু রূবেন কথাটা শুনলেন, এবং তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন; তিনি বললেন, 'না, আমরা ওকে প্রাণে মারব না।' তাদের আরও

বললেন, ‘রক্তপাত করো না; ওকে প্রান্তরের এই কুয়োর মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু ওর উপরে হাত বাড়িয়ো না।’ তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তিনি তাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার ক’রে পিতার কাছে ফিরিয়ে আনবেন।

যোসেফ যখন ভাইদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন তার গায়ে সেই যে চমকপ্রদ লম্বা-হাতা জোব্বাটা পরা ছিল, তারা তা খুলে নিল; এবং তাকে ধরে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল; কুয়োটা শূন্য ছিল, তার মধ্যে জল ছিল না। পরে তারা খেতে বসেছে, এমন সময় চোখ তুলে চাইল, আর দেখ, গিলেয়াদ থেকে এক দল ইশ্মায়েলীয় মরুযাত্রী এগিয়ে আসছে; তাদের উটের পিঠে রয়েছে দামী গঁদ, সুরভি মলম ও গন্ধনির্যাসের বোঝা, যা তারা মিশর দেশে নিয়ে যাচ্ছে। তখন যুদা তার ভাইদের বললেন, ‘আমাদের ভাইকে হত্যা করে তার রক্ত ঢেকে রাখলে আমাদের কী লাভ? এসো, আমরা ওই ইশ্মায়েলীয়দের কাছে ওকে বিক্রি করে দিই, আমরা ওর উপর হাত তুলব না; ও তো আমাদের ভাই, আমাদের মাংস!’ এতে তার ভাইয়েরা রাজি হল।

কয়েকজন মিদিয়ানীয় বণিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; তারা যোসেফকে কুয়ো থেকে তুলে নিয়ে ইশ্মায়েলীয়দের কাছে কুড়িটা রুপোর টাকায় বিক্রি করে দিল। এভাবে যোসেফকে মিশর দেশে নিয়ে যাওয়া হল। যখন রূবেন কুয়োর কাছে ফিরে গেলেন, তখন দেখ, যোসেফ সেখানে নেই; নিজের পোশাক ছিঁড়ে তিনি ভাইদের কাছে ফিরে এসে বললেন, ‘ছেলেটি আর নেই; এখন আমি, আমি কোথায় যাব?’ তারা যোসেফের জামাকাপড় নিল, ও একটা ছাগ মেরে তার রক্তে তা ডুবিয়ে দিল। তারপর সেই চমকপ্রদ লম্বা-হাতা জোব্বা পিতার কাছে পাঠিয়ে এই বলে তাঁর সামনে হাজির করাল: ‘আমরা তা এইমাত্র পেলাম; ভাল করে দেখুন, এ আপনার সন্তানের জোব্বা কিনা।’ তিনি তা চিনতে পেরে বললেন, ‘এ তো আমার সন্তানের জোব্বা; কোন বন্যজন্তু তাকে গ্রাস করেছে। যোসেফ টুকরো টুকরো হয়েছে!’ যাকোব নিজের পোশাক ছিঁড়ে কোমরে চটের কাপড় পরে সন্তানটির জন্য বহুদিন ধরে শোক করলেন। তাঁর সমস্ত পুত্রকন্যারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেও তিনি কোন সান্ত্বনা মেনে নিলেন না; বললেন, ‘না, আমি শোক করতে করতে আমার সন্তানের কাছে পাতালে নেমে যেতে চাই!’ আর তার পিতা তার জন্য কাঁদলেন।

এদিকে সেই মিদিয়ানীয়েরা যোসেফকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ পোতিফারের কাছে বিক্রি করল।

**শ্লোক** - আদি ৩৭:১৮, ১৯, ২০, ৪

*প্র* ভাইয়েরা দূর থেকে যোসেফকে দেখে একে অন্যকে বলল: ওই দেখ, স্বপ্নদর্শীটা আসছে!

*উ* এসো, ওকে হত্যা করি; তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়।

*প্র* পিতা তার সকল ভাইয়ের চেয়ে তাকেই বেশি ভালবাসতেন দেখে তার ভাইয়েরা তাকে এতই ঘৃণা করত যে, তার সঙ্গে কুশল আলাপও করতে পারত না।

*উ* এসো, ওকে হত্যা করি; তবে দেখতে পারব, ওর সমস্ত স্বপ্নের কী হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৫৬:১-৭, ১৬; ৫৭-৫৮)

**এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই**

এসো, তাদের জন্যও প্রার্থনা করি যারা কোন অপরাধে পড়ে রয়েছে, যেন আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই ইচ্ছার অধীন হবার মত বাধ্যতা ও বিনম্রতা তাদের দেওয়া হয়। এভাবেই তো তাদের স্মরণে ঈশ্বর ও পবিত্রজনদের কাছে আমাদের দয়াপূর্ণ প্রার্থনা তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ ও সিদ্ধ হবে। প্রিয়জনেরা, এসো, অসন্তোষ না দেখিয়ে সংশোধন গ্রহণ করি। আমাদের পারস্পরিক সতর্কবাণী উত্তম ও অতিশয় ফলদায়ী, কারণ তা আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে। এবিষয়ে পবিত্র বাণী একথা বলে, *প্রভু কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন আমায়, তবুও আমায় সঁপে দেননি মৃত্যুর হাতে* (সাম ১১৮:১৮), কারণ *যাকে প্রভু ভালবাসেন তাকে শাস্তি দেন; আপন গৃহীত সন্তানকে তিনি কশাঘাত করেন* (প্রবচন ৩:১২ সত্তরী পাঠ্য)। আরও লেখা আছে, *ধার্মিকজন দয়ার সঙ্গে আমায় আঘাত করুক, তিরস্কারও করুক, আমার মাথা কিন্তু যেন না মাখা হয় দুর্জনদের তেলে* (সাম ১৪১:৫)। এ কথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না, কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে* (যোব ৫:১৭-১৮)।

প্রিয়তমেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, যারা মহাপ্রভু দ্বারা শাস্তিভোগ করে, তারা আসলে কেমন মহা রক্ষা পায়, কারণ উত্তম পিতা হওয়ায় তিনি এজন্যই আমাদের শাস্তি দেন, আমরা যেন তাঁর পুণ্য শাস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দয়া স্পর্শ করতে পারি।

সুতরাং, তোমরা যারা বিভেদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলে, তোমাদের প্রবীণদের অধীন হও, হৃদয় প্রণত করে মনপরিবর্তনের মনোভাবে সংশোধন গ্রহণ কর। তোমাদের জিহ্বার দাম্ভিক ও উদ্ধত আত্মগর্ব সরিয়ে দিয়ে অধীনতাই শেখ, কারণ খ্যাতির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে তবু খ্রিষ্টের আশা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে নগণ্য হয়ে তবু খ্রিষ্টের পালে উপযুক্ত বলে পরিগণিত হওয়াই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। বস্তুতপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট প্রজ্ঞা একথা বলেন, *দেখ, আমি তোমাদের কাছে আমার আত্মার কণ্ঠ আনয়ন করব, তোমাদের শেখাব আমার সকল বাণী; যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না, আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না, বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে, আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে, সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব, তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব: হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে, বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে, সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে, তখন আমি পরিহাস করব। তখন তোমরা আমাকে ডাকবে, কিন্তু আমি সাড়া দেব না; দুর্জনেরা আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমাকে পাবে না। যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না, আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল, সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে, তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে। হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে, নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে; কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে ভরসাভরে বাস করবে, শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না* (প্রবচন ১:২৩-৩২ সত্তরী পাঠ্য)।

সুতরাং এসো, তাঁর পবিত্রতম ও গৌরবময় নামের প্রতি বাধ্যতা দেখাই; তবেই প্রাচীনকালে প্রজ্ঞা অবাধ্যদের কাছে যে হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরা তা থেকে রেহাই পাব ও তাঁর মাহাত্ম্যের পুণ্যতম নামের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করব। তোমরা আমাদের এ পরামর্শ মেনে নাও, তবে অনুশোচনা করার মত তোমাদের কিছু থাকবে না,

কারণ জীবনময় ঈশ্বরের দোহাই, জীবনময় প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ও মনোনীতদের বিশ্বাস ও আশা সেই পবিত্র আত্মার দোহাই, বিনম্রচিত্তে ও শালীনতায় যে তৎপর হয়ে ঈশ্বরের এ আদেশ ও আজ্ঞা পালন করবে, সে তাদেরই সংখ্যায় তালিকাভুক্ত ও মনোনীত হবে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব কীর্তিত যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ শামু ১৫:২২; হিব্রু ১৩:১৭

প্র আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া, এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?

উ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়।

প্র তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক।

উ দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ৫ম সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৭)

**সূচনা**

**করিন্থীয়দের মধ্যে বিবাদ**

আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত হতে আহূত, এবং ভাই সোস্থেনেস, করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদেরও সমীপে, যারা খ্রিষ্ট যিশুতে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের সকলেরই সঙ্গে পবিত্রজন হতে আহূত হয়েছে যারা সর্বত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের নাম করে যিনি তাদের ও আমাদের প্রভু: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রিষ্ট যিশুতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়তই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তাঁরই মধ্যে তোমরা সব দিক দিয়ে—বচনে জ্ঞানে সব দিক দিয়েই ধনবান হয়ে উঠেছ; তাই খ্রিষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের কোন অনুগ্রহদানের অভাব পড়ে না; তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে, বরং এক মনোভাবে ও এক বিচারে সম্পূর্ণরূপে এক হও। কেননা, হে আমার ভাইয়েরা, আমি খ্লয়ের লোকজনদের কাছ থেকে তোমাদের বিষয়ে একথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যথেষ্ট বিবাদ দেখা দিচ্ছে। আমি যে ব্যাপার ইঙ্গিত করে কথা বলছি, তা হল এ: তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি পলের, আমি কিন্তু আপল্লোসের, আমি আবার কেফাসের, আর আমি খ্রিষ্টের। খ্রিষ্টকে বিভক্ত করা হয়েছে নাকি? পলকে কি তোমাদের জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছে? পলের নামের উদ্দেশেই কি তোমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ক্রিস্পস ও গাইউসকে ছাড়া আমি তোমাদের কাউকেই বাপ্তিস্ম দিইনি, যেন কেউ না বলতে পারে, তোমরা আমার নামের উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ। অবশ্যই, স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও আমি বাপ্তিস্ম দিয়েছি, তবু জানি না, এদের কথা বাদে অন্য কাউকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছি কিনা। কারণ খ্রিষ্ট বাপ্তিস্ম দিতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রিষ্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে।

**শ্লোক** - ১ করি ১:৭, ৮, ৯ দ্রঃ

*প্র* আমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আত্মপ্রকাশের দিনের প্রতীক্ষায় আছি।

*উ* তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।

*প্র* যিনি তাঁর আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে আমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

*উ* তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৩)

**মানুষ, চিন্তা কর, তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ**

*তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়* (১ করি ১৬:২)। যখন পল

সপ্তাহের প্রথম দিনের কথা বলেন, তখন তিনি রবিবার দিন ইঙ্গিত করেন। তবে কেন তিনি তেমন দিন অর্থদানের জন্য নির্ধারণ করেন? কেনই বা সোমবার কি মঙ্গলবার কি শনিবারই নির্ধারণ করেন না? অবশ্য, তিনি এমনি বা অকারণেই তা বলেননি, তিনি বরং সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বেছে নিতে চাইলেন যেন আমাদের অন্তরে দানশীলতার ইচ্ছা অধিক জ্বালাতে পারেন। এক একটা জিনিসের জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাহলে তুমি আমাকে বলবে, অভাবগ্রস্তদের কাছে দান করার জন্য কেন তিনি এ বিশেষ দিন বেছে নিলেন? কারণ এদিনে আমরা কাজ থেকে বিরত থাকি, ও বিশ্রাম প্রাণকে বেশি আরাম দেয়; তবু প্রকৃত কারণ এ যে, এ দিনেই আমরা মহত্তর উপকার লাভে ধন্য হয়েছি। এদিনে মৃত্যু পরাজিত হল, অভিশাপ বাতিল করা হল, পাপ মুছে দেওয়া হল, পাতালের দরজা ছিন্ন করা হল, শয়তান পরাভূত হল; দীর্ঘকালীন শত্রুতার পর এদিনে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হল, মানবজাতি আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, এমনকি উচ্চতরই মর্যাদায় উন্নীত হল। এদিনে সূর্য সেই চমৎকার দৃশ্য পেল তথা মানুষ অমর হয়ে উঠল। আমরা যেন তেমন বহু উপকারের স্মৃতি রক্ষা করতে পারি, এজন্যই পল এ দিনকে সাক্ষীরূপেই যেন দাঁড় করালেন দিনটা যেন প্রত্যেককে বলতে পারে: মানুষ, চিন্তা কর, আজ তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ, কতগুলো ও কেমন অমঙ্গল থেকে মুক্তিলাভ করেছ; চিন্তা কর, তুমি কী ছিলে, আর এখন কী হয়ে উঠেছ।

আমরা যখন আমাদের জন্মদিনে উৎসব করার প্রথা পালন করে থাকি, বহু ক্রীতদাস যখন পাওয়া স্বাধীনতার দিন আড়ম্বরের সঙ্গে স্মরণ করে থাকে—কেউ কেউ মহা অন্নভোজে, কেউ কেউ মহা অর্থদানেই তা পালন করে থাকে—তখন এদিন যা অত্যুক্তি ভয় না করে গোটা মানবজাতির জন্মদিন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, আমাদের পক্ষে এদিন পবিত্রিত করা অধিক বাঞ্ছনীয়!

আমরা তো হারানোই ছিলাম, মুক্তি পেয়েছি; তবে এদিন আধ্যাত্মিক সম্মানে ভূষিত করা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত—অন্নভোজ দিয়ে নয়, আঙুররস ও মাতলামিতেও নয়, বরং দীনতম ভাইদের আমাদের পার্থিব সম্পদের অংশী করায়ই দিনটিকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করব। আমি একথা বলছি ঠিকই, কিন্তু দেখ, এ ব্যাপারে তোমাদের মনের সম্মতি

যথেষ্ট নয়, তোমাদের কার্যকারিতা চাই। মনে করবে না, একথা শুধু সেই করিন্থীয়দের উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল; না, একথা আমাদের এক একজনের জন্য ও ভাবীকালের সকল মানুষের জন্যই খাটে। এসো, পল যা করতে আদেশ করলেন, আমরা সত্যিই তা পালন করি: আমাদের এক একজন যা যা বাঁচাতে পেরেছে, সে প্রতি রবিবারে তার নিজের ঘরে তা গচ্ছিত রাখুক—এ হয়ে উঠুক একটা নিয়ম ও অপরিবর্তনশীল প্রথা, যেন আর কোন আহ্বান বা উপদেশের প্রয়োজন না হয়। বাণী বা উপদেশ বড় কথা নয়, এমন প্রথা যা স্থিতমূল, তাই তো আসল কথা।

শ্লোক - হো ১০:১২; হিব্রু ১২:১২-১৩

প্ল নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন, কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;

উ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।

প্ল তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর, এবং তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর।

উ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩৯:১-২৩)

## মিশরে যোসেফ

যোসেফকে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ সেই মিশরীয় পোতিফার তাঁকে সেই ইশ্মায়েলীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন, যারা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেছিল। প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি যাই কিছু করতেন, তাতে সফল হতেন। তিনি তাঁর মিশরীয় মনিবের ঘরে থাকতেন, আর যখন তাঁর মনিব দেখতে পেলেন যে, প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তিনি যা কিছু করেন, প্রভু তাঁর হাতে তা সফল করছেন, তখন যোসেফ তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন ও তাঁর ভারপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে উঠলেন; এমনকি তিনি যোসেফকে নিজের ব্যক্তিগত প্রধান অধ্যক্ষ করে তাঁর হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে দিলেন। আর যে সময় তিনি যোসেফকে নিজের বাড়ির ও সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন, সে সময় থেকে প্রভু যোসেফের খাতিরে সেই মিশরীয়ের বাড়ি আশীর্বাদ করলেন; বাড়িতে ও মাঠে তাঁর যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, সেই সবকিছুর উপরে প্রভুর আশীর্বাদ বিরাজ করল। তাই তিনি যোসেফের হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে দিলেন; নিজে যা খেতেন, তাছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতেন না।

এদিকে যোসেফের গঠন খুবই সুন্দর ছিল, আর তাঁর চেহারা আকর্ষণীয়। এই সমস্ত ঘটনার পর এমনটি ঘটল যে, যোসেফের উপর তাঁর মনিবের স্ত্রীর খুব চোখ পড়ল; তাঁকে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' কিন্তু তিনি রাজি হলেন না, আর তাঁর মনিবের স্ত্রীকে বললেন, 'দেখুন, তাঁর বাড়িতে যা কিছু আছে, আমার মনিব আমার কাছ থেকে তার কৈফিয়ত চান না; আমারই হাতে সবকিছু রেখেছেন; এই বাড়িতে তিনি নিজেই আমার চেয়ে বড় নন! তিনি সবকিছুর মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীন করেননি, কারণ আপনি তাঁর বধূ। তাই আমি কেমন করে তেমন বড় অন্যায় করতে ও পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি?' আর সে দিনের পর দিন যোসেফকে একথা বলতে থাকলেও তবু তিনি তার সঙ্গে শুতে কিংবা তার সঙ্গে থাকতে কখনও রাজি হলেন না।

একদিন যোসেফ নিজের কাজ করার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন; বাড়ির লোকজনেরা কেউই ভিতরে ছিল না; তখন সে যোসেফের পোশাক ধরে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' কিন্তু যোসেফ তার হাতে তাঁর পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন। সে যখন দেখল, যোসেফ তার হাতে পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন, তখন নিজের দাসদের ডেকে বলল, 'দেখ, আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য একটা হিব্রুকেই তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন! সে আমার সঙ্গে শোবার জন্য আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি জোর গলায় চিৎকার করলাম। আমার চিৎকার শুনে সে আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।' স্ত্রীলোকটি তাঁর পোশাক নিজেরই কাছে রাখল, যে পর্যন্ত মনিব ঘরে না এলেন; তখন সে তাঁকে সেই একই কথা বলল: 'তুমি যে হিব্রু দাসকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ, সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে আমার কাছে এসেছিল; কিন্তু আমি যখন চিৎকার করলাম, সে তখন আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।'

মনিব যখন শুনলেন যে, তাঁর স্ত্রী বলছে, 'তোমার দাস আমার প্রতি তেমন ব্যবহার করেছে,' তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। যোসেফের মনিব তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে দুর্গে দিলেন—সেখানে রাজার বন্দিরা কারারুদ্ধ ছিল।

তাই তিনি সেখানে, সেই দুর্গে থাকলেন। কিন্তু প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁর প্রতি কৃপা দেখালেন, ও তাঁকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করলেন। তাই কারারক্ষক সকল বন্দির ভার যোসেফের হাতে তুলে দিলেন, এবং সেখানে যা কিছু করা দরকার ছিল, তার দায়িত্ব যোসেফকেই দিল। তাঁর দায়িত্বে যা কিছু দেওয়া হত, সেদিকে কারারক্ষক কিছুই লক্ষ রাখত না, কেননা প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি যা কিছু করতেন, প্রভু তা সফল করতেন।

শ্লোক - সাম ৮১:৬; ১০৫:১৮-১৯, ২২ দ্রঃ

প্র যখন যোসেফ মিশর দেশে প্রবেশ করলেন, তখন অজানা ভাষা শুনলেন;
ক্রীতদাসের মত নিজ হাতে পরের সেবা করলেন;
উ আর তিনি প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করলেন।

℣ তাঁর দু'পা বন্ধন দিয়ে ক্লিষ্ট করা হল, তাঁর গলায় দেওয়া হল বেড়ি, শেষে কিন্তু তাঁর বাণী সত্য হল,

℟ আর তিনি প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৫৯)

**ভক্তদের প্রার্থনা**

যে কেউ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর কথায় বাধ্য হবে না, তারা জেনে নিক, অপরাধে ও সত্যিকারে গুরুতর বিপদে নিজেদের জড়াবে; আমরা কিন্তু এ পাপ বিষয়ে নিরপরাধী হব; ও অবিরত মিনতি ও যাচনা দ্বারা প্রার্থনা করব যেন বিশ্বপ্রভু তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা জগদ্‌জুড়ে অক্ষতই রক্ষা করেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টই দ্বারা, যাঁর দ্বারা তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞতা থেকে তাঁর নিজের নামের গৌরব জ্ঞানে আমাদের আহ্বান করেছেন। তুমি যে তোমার এ নামেই, যা সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রত্যাশা রাখতে আমাদের আহ্বান করেছ, আমাদের মনশ্চক্ষু খুলে দাও আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি—তুমি যে *একাই ঊর্ধ্বলোকে পরাৎপর, পবিত্রজনদের মধ্যে নিত্যই পবিত্রজন* (ইশা ৫৭:১৫ সত্তরী পাঠ্য); *তুমি যে উদ্ধতদের গর্ব নমিত কর* (ইশা ১৩:১১), *জাতিগুলোর সঙ্কল্প ব্যর্থ কর* (সাম ৩৩:১০), *অবনমিতদের উন্নীত কর ও উন্নীতজনদের অবনমিত কর* (যোব ৫:১১), *ধনবান কর ও ধনহীন কর* (১ রাজা ২:৭), *মৃত্যু ঘটাও ও জীবন দান কর* (দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯); *তুমি যে একাই আত্মাদের উপকর্তা ও সমস্ত মাংসের ঈশ্বর* (গণনা ১৬:২২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ), *তুমি যে অতলদেশ তলিয়ে দেখ* (দা ৩:৫৫), মানুষের কাজের উপর দৃষ্টি রাখ; তুমি যে বিপদে পতিতদের সহায়, *আশাভ্রষ্টদের ত্রাণকর্তা* (যুদিথ ৯:১১), সমস্ত প্রাণদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা; তুমি যে পৃথিবীর জাতিগুলির সংখ্যা শতগুণে বৃদ্ধি কর ও সেগুলির মধ্য থেকে তাদের সকলকেই বেছে নিলে যারা তোমাকে ভালবাসে তোমার প্রিয় পুত্র যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ, পবিত্র ও সম্মানিত করে তুলেছ। মহাপ্রভু, তোমাকে অনুনয় করি, হও *আমাদের আশ্রয় ও আমাদের ঢাল* (সাম ১১৫:৯)। আমাদের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের ত্রাণ কর, বিনম্রদের দয়া কর, পতিতদের পুনরুত্থিত কর,

অভাবগ্রস্তদের কাছে গিয়ে দেখা দাও, অসুস্থদের নিরাময় কর, তোমার আপন জনগণের বিপথগামীদের ফিরিয়ে আন, ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত কর, আমাদের বন্দিদের মুক্ত কর, দুর্বলদের সুস্থির কর, ভীরুহৃদয়দের সান্ত্বনা দাও ; *সকল জাতি তোমাকে জানুক, জানুক যে কেবল তুমিই ঈশ্বর* (২ রাজা ১৯:১৯) ও যিশু খ্রিষ্টই তোমার পুত্র ; জানুক, *আমরাই তোমার জনগণ ও তোমার চারণভূমির মেষপাল* (সাম ১০০:৩)।

**শ্লোক** - সাম ৯:৫, ১০; ১০:১৪ দ্রঃ

*প্র* হে ঈশ্বর, তুমি যে ধর্মময় বিচারক রূপে সমাসীন, সঙ্কটকালে অত্যাচারিতের জন্য হও দৃঢ়দুর্গ,

*উ* কারণ কেবল তুমিই তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ, সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।

*প্র* তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়, তুমিই তো এতিমের সহায়,

*উ* কারণ কেবল তুমিই তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ, সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১৮-৩১)

**সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা**

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন,

যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

**শ্লোক** - ১ করি ২:২, ৫; ১:৩০

*প্র* আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না,

*উ* যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

*প্র* তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি,

*উ* যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'সুসমাচারের সুখ-বাণী' থেকে পাঠ (৯ম পর্ব)

**প্রভুর ক্রুশে নিহিত প্রজ্ঞা**

এ জগতের প্রজ্ঞা ঈশ্বরের কাছে মূর্খ, কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও জগতের কাছে মূর্খ। জগতের কাছে ক্রুশের কথা মূর্খতার নামান্তর। দরিদ্রতা বা দুঃখের কথাও একপ্রকারে ক্রুশেরই কথা, কারণ দরিদ্রতা ও দুঃখ একপ্রকার ক্রুশ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাঁর আপন সন্তানদের কাছে, আলোর সেই সন্তানদের কাছে স্বীকৃতি পায়। তবু নিজেদের ক্ষেত্রে এ জগতের সন্তানেরা আলোর সন্তানদের চেয়ে দূরদর্শী; এজন্য জগতের সন্তানেরা ও আলোর সন্তানেরা একে অন্যকে মূর্খ ও উন্মাদ মনে করে, কারণ ওরা লালসা ও অসার মায়া-মোহের দিকে তাকায়, এরা কিন্তু আলোরই মত সেই বাণীপ্রচার ভালবাসে যা দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করবেন বলে স্থির করেছেন। জৈব প্রবৃত্তি-মানুষের কাছে

তেমন বাণী মূর্খতা, সে তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ঈশ্বর ও জগতের প্রজ্ঞার এই দ্বন্দ্ব অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত আলোড়িত করে; আর এ দ্বন্দ্ব এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, সম্ভব হলে মনোনীতরাও আলোড়িত হত।

*শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে* (মথি ৫:৪)। লালসা ও সত্য কান্না থেকে কান্না নির্ণয় করে। আছে তারা যারা এমন কিছুর জন্য কাঁদে যা কাঁদার যোগ্য নয়; তাদেরই জন্য বরং কাঁদা উচিত, কারণ তারা যেমন অসার কিছুর জন্য কাঁদে তেমনি অসার কিছু বিশ্বাস করে। অন্য কেউ আছে যারা পুণ্য ও উপযুক্ত কারণেই কাঁদে; তাদের কান্না ন্যায়সঙ্গত বিধায় তারা সুখী হবে, যেমনটি প্রভু নিজে শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে; তোমাদের দুঃখ হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে* (যোহন ১৬:২০)। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও এবিষয়ে বলেন, *তারা যায়, কাঁদতে কাঁদতে তারা চলে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ; তারা আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আঁটি* (সাম ১২৬:৬)। স্বর্গীয় অনুগ্রহের বর্ষার মত এ পুণ্য কান্নায়ই আমাদের বীজ জলসিক্ত, যেন সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এই তো সেই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষা যা ঈশ্বর আপন উত্তরাধিকারের জন্য গচ্ছিত রেখেছেন। এই যে কান্নাপূর্ণ সংসারে যেখানে আমরা জন্ম নিয়েছি, কাঁদবার কারণ বহু রয়েছে: আমাদের অভ্যন্তরে হোক কি আমাদের বাইরে হোক যা কিছু ঘটে তার মধ্যে প্রায়ই কাঁদবার দোহাই উপস্থিত।

দুর্বল কষ্টকে নিয়ে অসন্তুষ্ট, সিদ্ধপুরুষ কিন্তু কষ্টকে নিয়েও আনন্দিত: এ আনন্দ তাদের শক্তির চিহ্ন; কিন্তু তারাও যখন অসন্তুষ্ট, তখন এ অসন্তোষ তাদের দুর্বলতার চিহ্ন; কেননা আমাদের মনে করতে নেই সিদ্ধপুরুষ সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত; প্রকৃতপক্ষে শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধ হয়ে ওঠে (২ করি ১২:৯ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ করি ৩:১৮-১৯; গা ৬:১৪

℣ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক;

℟ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

প্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি,

উ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪১:১-১৭ক, ২৫-৪৩)

## ফারাওর স্বপ্ন

দু'বছর পরে ফারাও একটা স্বপ্ন দেখলেন। দেখ, তিনি নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন; আর দেখ, নদী থেকে সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভী উঠে এল, ও খাগড়া বনে চরতে লাগল। সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কুশ্রী ও রুগ্ন গাভী নদী থেকে উঠে এল, ও নদীর কূলে ওই গাভীদের কাছে দাঁড়াল। কিন্তু সেই কুশ্রী ও রুগ্ন গাভীগুলো ওই সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভীকে খেয়ে ফেলল। তখন ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ও দ্বিতীয়বারের মত স্বপ্ন দেখলেন; দেখ, এক বৃন্তে সাতটা বড় বড় ভাল ভাল শিষ ধরল। সেগুলোর পরে, দেখ, পুববাতাসে দগ্ধ অন্য সাতটা ক্ষীণ শিষও ধরল। আর এই ক্ষীণ শিষগুলো ওই সাতটা বড় বড় পূর্ণাঙ্গ শিষ গ্রাস করল। ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল: আর দেখ, এসব স্বপ্নমাত্র!

সকালে তাঁর মন অস্থির ছিল, তাই তিনি লোক পাঠিয়ে মিশরের সকল মন্ত্রজালিক ও সেখানকার সকল জ্ঞানীগুণীকে ডাকিয়ে আনলেন। ফারাও তাদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ফারাওকে স্বপ্নের অর্থ বলতে পারল না। তখন প্রধান পাত্রবাহক ফারাওকে উদ্দেশ করে বলল, 'আজ আমার মনে পড়ছে যে, আমি দোষী হলাম: সেসময় ফারাও তাঁর দুই দাসের উপর, আমার ও প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের উপর, কুপিত হয়ে আমাদের প্রধান গৃহাধ্যক্ষের বাড়িতে কারারুদ্ধ করেছিলেন। সে ও আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কিন্তু দু'জনের স্বপ্নের অর্থ ভিন্ন ছিল। তখন সেখানে হিব্রু এক যুবক আমাদের সঙ্গে ছিল, সে ছিল প্রধান গৃহাধ্যক্ষের দাস; আমরা তার কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করলে সে আমাদের তার অর্থ বলল; এক একজনকেই নিজ নিজ স্বপ্নের অর্থ বলল। আর সে আমাদের যেমন অর্থ বলেছিল, ঠিক তেমনি ঘটল: আমাকে আমার আগেকার পদে ফিরিয়ে নেওয়া হল, আর অপরকে ফাঁসি দেওয়া হল।'

তখন ফারাও যোসেফকে ডেকে পাঠালেন। তারা কারাকুয়ো থেকে তাঁকে শীঘ্রই বের করে আনল; তিনি দাড়ি কাটলেন, পোশাক বদলি করলেন, ও ফারাওর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ফারাও যোসেফকে বললেন, 'আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এমন কেউ

নেই যে তার অর্থ বলতে পারে। তোমার সম্বন্ধে আমি শুনেছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনলেই তার অর্থ বলতে পার।' যোসেফ ফারাওকে উত্তরে বললেন, 'আমি নয়, পরমেশ্বরই ফারাওর মঙ্গলের জন্য উত্তর দেবেন!' তখন ফারাও যোসেফকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করলেন।

যোসেফ ফারাওকে বললেন, 'ফারাওর স্বপ্ন আসলে এক; পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা-ই ফারাওর কাছে জানিয়ে দিয়েছেন। ওই সাতটা ভাল গাভী সাত বছর, এবং ওই সাতটা ভাল শিষও সাত বছর: স্বপ্ন এক! সেগুলোর পরে যে সাতটা রুগ্ন ও কুশ্রী গাভী উঠে এল, তারাও সাত বছর; এবং পুববাতাসে দগ্ধ যে সাতটা রুগ্ন শিষ ধরল, তাও সাত বছর: দুর্ভিক্ষেরই সাত বছর হবে। আমি ফারাওকে ঠিক তাই বললাম: পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা ফারাওকে দেখিয়েছেন। দেখুন, এমন সাত বছর আসছে, যখন সারা মিশর দেশে অধিক শস্য-প্রাচুর্য হবে; কিন্তু সেগুলোর পরে দুর্ভিক্ষেরই এমন সাত বছর আসবে, যখন মিশর দেশে সমস্ত শস্য-প্রাচুর্যের কথা ভুলে যাওয়া হবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষ দেশকে নিঃশেষ করে ফেলবে। পরবর্তীকালীন যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তা এতই কষ্টকর হবে যে, দেশে আগেকার শস্য-প্রাচুর্যের কথা আর মনে পড়বে না। ফারাওর কাছে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার কারণ এই: পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছু স্থির করেছেন, এবং পরমেশ্বর তা শীঘ্রই ঘটাবেন। সুতরাং এখন ফারাও একজন বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান মানুষকে পাবার কথা চিন্তা করুন, এবং তাঁকে মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করুন। তাছাড়া ফারাও এও করুন: দেশে নানা অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে, যে সাত বছর শস্য-প্রাচুর্য হবে, সে সময়ে মিশর দেশ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ শস্য কর হিসাবে আদায় করুন। তাঁরা সেই আগামী শুভ বছরগুলোর খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করুন, ও ফারাওর নিজের অধীনে শহরে শহরে খাদ্যের জন্য শস্য জমিয়ে রাখুন ও রক্ষা করুন। এভাবে মিশর দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, সেই সাত বছর দুর্ভিক্ষের জন্য সেই খাদ্য দেশের জন্য মজুত হিসাবে রাখা হবে, তাতে দুর্ভিক্ষে দেশের বিনাশ ঘটবে না।'

ফারাওর ও তাঁর সকল পরিষদের দৃষ্টিতে কথাটা উত্তম মনে হল। ফারাও তাঁর পরিষদদের বললেন, 'এঁর মত মানুষ যাঁর অন্তরে পরমেশ্বরের আত্মা আছেন, আমরা এমন আর কাকে পাব?' ফারাও যোসেফকে বললেন, 'যেহেতু পরমেশ্বর তোমাকে এই সমস্ত কিছু জানিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য তোমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান কেউই নেই।

তুমিই আমার প্রধান অধ্যক্ষ হবে; আমার সকল প্রজা তোমার বাণীর পক্ষে দাঁড়াবে; কেবল সিংহাসনে আমি তোমার চেয়ে বড় থাকব।' ফারাও যোসেফকে একথাও বললেন, 'দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করলাম।' ফারাও হাত থেকে নিজের আঙটি খুলে যোসেফের হাতে দিলেন, তাঁকে রেশমী কাপড়ের শুভ্র পোশাক পরালেন, এবং তাঁর গলায় সোনার হার দিলেন। তাঁকে তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে উঠতে দিলেন, এবং তাঁর আগে আগে লোকে ঘোষণা করে বলত, 'হাঁটু পাত!' এইভাবে তিনি সমস্ত মিশর দেশের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হলেন।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* প্রজ্ঞা বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না, বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল, যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড

*উ* ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল।

*প্র* তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল আর তার জন্য চিরন্তন গৌরব

*উ* ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৬০-৬১)

**প্রভু, তোমার সত্যে আমাদের শুচিশুদ্ধ কর**

তুমি, প্রভু, জগতের সনাতন প্রতিষ্ঠান তোমার কর্মকীর্তিতেই প্রকাশিত করেছ; তুমিই, প্রভু, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ—তুমি যে পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ত, বিচারগুলিতে ন্যায়বান, শক্তি ও মহত্ত্বে অপরূপ, সৃষ্টিকর্মে প্রজ্ঞাবান, সৃষ্টজীবদের রক্ষণাবেক্ষণে দূরদর্শী, দৃশ্যগত বস্তুতে মঙ্গলময়, ও তোমার শরণাগতদের প্রতি প্রসন্নতাপূর্ণ; হে দয়াবান ও করুণাময়, আমাদের অধর্ম, অধর্মময়তা, অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর।

তোমার দাসদাসীদের সমস্ত পাপ গণনা করো না, বরং তোমার সত্য দ্বারা আমাদের শুচিশুদ্ধ কর, *আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর আমরা যেন পুণ্য হৃদয়ে চলি* (১ রাজা ৮:৪), যেন তাই করি যা তোমার সাক্ষাতে ও আমাদের নেতাদের সাক্ষাতে মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক। হ্যাঁ, প্রভু, *আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল* (সাম ৬৭:২), আমরা যেন শান্তিতেই মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি, যেন তোমার পরাক্রমশালী

হাত দ্বারা আশ্রিত হতে পারি ও তোমার উত্তোলিত হাত দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি; ওগো, যারা অন্যায়ভাবে আমাদের ঘৃণা করে, তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত কর। আমাদের ও সকল জগদ্বাসীর কাছে একাত্মতা ও শান্তি দান কর, যেইভাবে তুমি তা দান করেছিলে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে যাঁরা বিশ্বাস ও সত্যের শরণে সরল অন্তরে তোমাকে ডেকেছিলেন, আমরা যেন তোমার পবিত্রতম ও সর্বশক্তিশালী নামের প্রতি ও পৃথিবীতে আমাদের নেতা ও শাসনকর্তাদের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে পারি।

প্রভু, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ ও অবর্ণনীয় পরাক্রম দ্বারা তাঁদের রাজ-অধিকার দিয়েছ আমরা যেন তাঁদের কাছে তোমার দেওয়া গৌরব ও সম্মান জেনে তোমার ইচ্ছা কোন মতেই প্রতিরোধ না করে তাঁদের অধীন হয়ে থাকি। প্রভু, তাঁদের দান কর সুস্বাস্থ্য, শান্তি, একাত্মতা ও দৃঢ়তা, তাঁরা যেন যে রাজ্যভূমি তুমি তাঁদের দিয়েছ, তা নির্ভুল ভাবে শাসন করতে পারেন। কারণ তুমি, হে স্বর্গীয় মহাপ্রভু, হে সর্বযুগের রাজা, তুমিই তো মানবসন্তানদের কাছে পৃথিবীর যত বস্তুর উপরে গৌরব, সম্মান ও অধিকার দান করে থাক; তুমিই, প্রভু, তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক, সেই অনুসারে তাদের সুমন্ত্রণা চালিত কর, তারা যেন পুণ্যভাবে শান্তি ও কোমলতার সঙ্গে তোমার দেওয়া অধিকার অনুশীলন ক'রে তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারে। তুমি যে একাই আমাদের জন্য এসব কিছু ও শ্রেয়তর কিছুও সাধন করতে পার, আমরা তোমার স্তুতিবাদ জানাই মহাযাজক ও আমাদের প্রাণের প্রতিপালক সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তোমার গৌরব ও মহিমা কীর্তিত এখন ও যুগে যুগে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক - সাম ১৪৩:২; যোহন ১৭:১৭; ১৪:২৭; ১ করি ১৪:৩৩

প্ প্রভু, তোমার এ দাসদের বিচারে দাঁড় করিয়ো না;

উ সত্যে আমাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার শান্তি আমাদের দান কর।

প্ তুমি বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।

উ সত্যে আমাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার শান্তি আমাদের দান কর।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৬)

**আত্মা ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখেন**

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (ইশা ৩; যেরে ৩:১৬ দ্রঃ)। আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান,

সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে? কিন্তু আমরাই তারা, খ্রিষ্টের মন যাদের আছে!

**শ্লোক** - দা ২:২২, ২৮; ১ করি ২:৯, ১০

*প্র* ঈশ্বর গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন, অন্ধকারে যা লুকোনো আছে, তা তিনি জানেন।

*উ* স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।

*প্র* কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

*উ* স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭:১-২)

**আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি।**

*আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি* (১ করি ২:৭)। রহস্য প্রমাণসিদ্ধ হতে পারে না, বরং যা রহস্যের বিষয়বস্তু, রহস্য তাই মাত্র প্রচার করে; কেউ রহস্যে নিজস্ব কিছু যোগ দিলে, তবে রহস্যটি ঐশরহস্য আর হবে না। আসলে তা রহস্য বলা হয় কারণ আমরা যা দেখি না তাই বিশ্বাস করি; বস্তুতপক্ষে যা দেখি তা একটা কথা,

এবং যা বিশ্বাস করি তা আলাদা কথা। এমনটি আমাদের বিশ্বাসের রহস্যগুলির প্রকৃতি। রহস্যগুলির সামনে বিশ্বাসী-আমার ও অবিশ্বাসী-আর একজনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। আমি শুনি খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও তেমন মানবপ্রেমের কথায় সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হই; সেই আর একজন শোনে ও তা মূর্খতা মনে করে। আমি শুনি তিনি দাস হলেন, ও তেমন সুবুদ্ধির কথায় মুগ্ধ হই; সেই আর একজন শোনে ও তা নির্বুদ্ধিতা মনে করে; আমি শুনি তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, ও তাঁর এমন পরাক্রমের কথায় অবাক হয়ে যাই, যে পরাক্রম মৃত্যু দ্বারা পরাভূত হয়নি বরং মৃত্যুকে বিনাশ করেছে; সেই আর একজন শোনে ও তা অসম্ভব মনে করে। তিনি পুনরুত্থান করেছেন, একথা শুনে সেই আর একজন তেমন মহাঘটনা রূপকথাই বলে বিবেচনা করে; আমি কিন্তু তেমন মহাঘটনার প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিত হয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার সামনে প্রণত হই। জলপ্রক্ষালনের কথা শুনে সেই আর একজন তা এমনি জল গণ্য করে; আমি কিন্তু যা দৃশ্যগত তা শুধু নয়, পবিত্র আত্মার সাধিত আত্মার শুচীকরণও দেখি। সেই আর একজন মনে করে, কেবল দেহই ধৌত হয়েছে; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আত্মাও শুচিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠেছে, ও সমাধি, পুনরুত্থান, পবিত্রীকরণ, ধর্মময়তালাভ, মুক্তিকর্ম, দত্তকপুত্রত্বলাভ, উত্তরাধিকার, স্বর্গরাজ্য ও আমাকে দেওয়া পবিত্র আত্মার কথাও ভাবি। কারণ যা বাহ্যত প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, মনশ্চক্ষুতেই যা প্রকাশ পাচ্ছে তার অর্থই আমি বিচার করি। খ্রিষ্টের দেহের কথা শুনি: আমি একভাবে, অবিশ্বাসী একজন অন্যভাবে কথাটা বোঝে।

যেমন ছেলেরা একটা পুস্তক দেখেও তবু অক্ষরগুলোর অর্থ না জেনে যা দেখে তার অর্থ বোঝে না, রহস্যের বেলায় তেমনি ঘটে: অবিশ্বাসী শোনে বটে, তবু এমনটি ঘটে তারা কেমন যেন শোনে না; কিন্তু বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার ক্ষমতা লাভের ফলে গুপ্ত অর্থের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। একথাই ইঙ্গিত করে পল বললেন, *যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে* (২ করি ৪:৩)।

সুতরাং রহস্য প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু যা সর্বত্র প্রচারিত হয়েও, যাদের অন্তর সরল নয়, তাদের কাছে বোধগম্য নয়; রহস্যের অর্থ মানব জ্ঞান দ্বারা নয়, পবিত্র আত্মা দ্বারাই অনাবৃত—আমরা যতখানি তা উপলব্ধির যোগ্য ততখানিই আমাদের কাছে তা অনাবৃত।

ফলে এ রহস্যকে ‘গুপ্ত’ বলা ভুল নয়, কারণ বিশ্বাসী আমাদের কাছেও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয় না। এজন্য পলও বলেন, *আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ* (১ করি ১৩:৯)। *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব* (১ করি ১৩:১২)।

*আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন* (১ করি ২:৭)।

শ্লোক - ১ করি ১:২১, ২৩, ২৪

প্ যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য

উ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

প্ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

উ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪১:৫৬–৪২:২৬)

## যোসেফের ভাইদের মিশর-যাত্রা

সেসময়ে দুর্ভিক্ষ সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন যোসেফ সব গোলাঘর খুলে মিশরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে লাগলেন; এমনকি মিশর দেশেও দুর্ভিক্ষ প্রবল হতে চলল। লোকে সমগ্র পৃথিবী থেকেই মিশর দেশে যোসেফের কাছে শস্য কিনতে আসছিল, কেননা সারা পৃথিবী জুড়েই দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

যাকোব জানতে পারলেন, মিশর দেশে শস্য পাওয়া যায়; তাই তাঁর ছেলেদের বললেন, 'তোমরা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে অনর্থক বলাবলি করছ কেন?' তিনি বলে চললেন, 'দেখ, আমি শুনলাম, মিশরে শস্য আছে। তোমরা সেইখানে যাও, আমাদের জন্য শস্য কিনে নিয়ে এসো, তাহলেই আমরা বাঁচব, মরব না।' তখন যোসেফের ভাইদের মধ্যে দশজন শস্য কিনবার জন্য মিশরে গেলেন; কিন্তু যাকোব যোসেফের সহোদর বেঞ্জামিনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠালেন না; তিনি ভাবছিলেন, 'পাছে তার কোন অমঙ্গল ঘটে!' সুতরাং যারা সেখানে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ইস্রায়েলের ছেলেরাও শস্য কিনবার জন্য গেলেন, কেননা কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

দেশের উপরে অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ হওয়ায় যোসেফই দেশের সমস্ত লোকের কাছে শস্য বিক্রি করতেন; তাই যোসেফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন। যোসেফ তাঁর ভাইদের দেখামাত্র তাঁদের চিনতে পারলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে অপরিচিতের মতই ব্যবহার করলেন; তাঁদের সঙ্গে রুক্ষভাবেই কথা বললেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কানান দেশ থেকে খাদ্য কিনতে এসেছি।' তাই যখন যোসেফ ভাইদের চিনতে পারলেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না, তখন যোসেফের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, যা তিনি তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে দেখেছিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা গুপ্তচর! তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ।' তাঁরা বললেন, 'না, প্রভু, আপনার এই দাসেরা খাদ্য কিনতেই এসেছে; আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা তো সৎলোক, আপনার এই দাসেরা গুপ্তচর নয়।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'না, না,

তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ!' তাঁরা বললেন, 'আপনার এই দাসেরা বারো ভাই, কানান দেশনিবাসী একজনেরই সন্তান। দেখুন, আমাদের ছোট ভাই বর্তমানে পিতার কাছে রয়েছে, আর একজন আর নেই।' তখন যোসেফ তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের যা বলেছি, আসলে ঠিক তাই: তোমরা গুপ্তচর! তোমাদের এইভাবেই যাচাই করা হবে: আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের একজনকে পাঠিয়ে তোমাদের সেই ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা বন্দি অবস্থায় থাকবে। এইভাবে তোমাদের কথা যাচাই করা হোক, যেন জানা যেতে পারে তোমরা সত্যবাদী কিনা। নইলে, আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর!' আর তিনি তাঁদের কারাগারে তিন দিন রাখলেন।

তৃতীয় দিনে যোসেফ তাঁদের বললেন, 'তোমরা এই কাজ কর, তবেই বাঁচবে; আমি তো পরমেশ্বরকে ভয় করি। তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে তোমাদের এক ভাই তোমাদের সেই কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকুক; আর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাড়ির খাদ্য-অভাবের জন্য শস্য নিয়ে যাও; পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে; তোমরা যা কিছু বলেছ, তা এইভাবে প্রমাণিত হবে, আর তোমাদের মরতে হবে না।' তাঁরা সম্মত হলেন। তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, 'নিশ্চয় আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, কেননা সে আমাদের কাছে মিনতি করলে আমরা তাঁর প্রাণের দুর্দশা দেখেও তাকে শুনিনি; এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।' রূবেন তাঁদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না, ছেলেটির বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করো না? কিন্তু তোমরা শোননি; এই যে, এখন আমাদের কাছ থেকে তার রক্তের হিসাব নেওয়া হচ্ছে!' তাঁরা জানতেন না যে, যোসেফ তাঁদের এই কথা বুঝতে পারছিলেন, কেননা দু'পক্ষের মধ্যে সব কথাবার্তা দোভাষীর মাধ্যমেই হচ্ছিল। তাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। পরে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন; ও তাঁদের মধ্য থেকে শিমেয়োনকে বেছে নিয়ে তাঁদের সামনেই দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধবার হুকুম দিলেন।

যোসেফ তাঁদের বস্তায় শস্য ভরে দিতে, প্রত্যেকজনের বস্তায় টাকা ফিরিয়ে দিতে, ও তাঁদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিতে হুকুম দিলেন; তাঁদের জন্য সেইমত করা হল।

তাঁদের নিজ নিজ গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

**শ্লোক** - আদি ৪২:২১, ২২

প্র নিশ্চয় আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, কেননা সে আমাদের কাছে মিনতি করলে আমরা তাঁর প্রাণের দুর্দশা দেখেও তাকে শুনিনি।

উ এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।

প্র রূবেন তখন তাঁদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না, ছেলেটির বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করো না? কিন্তু তোমরা শোননি।

উ এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (৬২-৬৩)

**ভালবাসা ও শান্তিতে একাত্মতা বজায় রাখা**

ভ্রাতৃগণ, আমাদের ধর্মনীতি প্রসঙ্গে যথেষ্ট লিখেছি, আর যারা ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে তা অধিক উপকারী। আমরা তো সমস্ত দিক তুলে ধরেছি যথা বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রকৃত ভালবাসা, আত্মসংযম, শুচিতা, ধৈর্য; তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, ধর্মময়তা, সত্য ও সহিষ্ণুতায় জীবন যাপন করেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন; আবার ক্ষমাদানে একাত্ম হয়ে কোমল তৎপরতার সঙ্গে ভালবাসা ও শান্তিতেই জীবনযাপন করা দরকার, যেভাবে যাঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, আমাদের সেই পিতৃপুরুষেরাও তাঁদের বিনম্রতায় পিতা ও স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে ও সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন।

আর আমরা এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আরও আনন্দিত, কারণ সচেতন ছিলাম যে, আমরা এমন বিশ্বস্ত ও আদর্শবান মানুষদের কাছে লিখছিলাম যারা

ঈশ্বরের নির্দেশবাণীর বচনগুলো অধ্যয়ন করেছিল। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা তেমন মহান ও বহু দৃষ্টান্ত পালনে মাথা নত করে বাধ্যতা অবলম্বন করি, যেন অসার বিবাদ-বিভেদ ছেড়ে পুনর্মিলিত হয়ে সেই লক্ষ্যই পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারি যা সত্যের শরণে আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

তোমরা তবেই আমাদের আনন্দিত ও উল্লসিত করবে যদি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় যা লিখেছি তার প্রতি বাধ্য হও, ও শান্তি ও একাত্মতার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অনুরোধ মেনে নিয়ে তোমাদের হিংসার নিকৃষ্ট মনোভাব উপড়ে ফেল। তোমাদের কাছে আমরা এমন বিশ্বস্ত ও সুবিবেচক লোকদের পাঠিয়েছি যাঁরা যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে নির্দোষিতার পরিচয় দিয়ে জীবন যাপন করেছেন; তাঁরাই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়াবেন। আমরা তেমন করেছি তোমরা যেন জানতে পার যে আমাদের একমাত্র চিন্তা এটিই হয়েছে ও হচ্ছে: তোমরা যেন শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পার।

**শ্লোক** - গা ৬:২; ৫:১৩

*প্র* তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর,

*উ* এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে।

*প্র* ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর,

*উ* এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১-২৩)

### মণ্ডলীতে সেবাকর্মীদের কর্তব্য

ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রিষ্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি। আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি, এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? তোমরা কি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করছ না? আসলে, যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পলের, আর একজন, আমি আপল্লোসের, তখন তোমরা কি সাধারণ মানুষমাত্র নও?

আচ্ছা, আপল্লোসই বা কী? পলও বা কী? তারা তো সেই সেবাকর্মী মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক একজন ততটুকু করল, এক একজনকে প্রভু যতটুকু করতে দিয়েছেন। আমি পুঁতে দিলাম, আপল্লোস জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। সুতরাং যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব। যে পোঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু'জনে এক, এবং এক একজন তার নিজের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি পাবে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাজে সহকর্মী: তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মত ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ সেটার উপরে গাঁথছে; তবু তারা প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর তারা কেমন গাঁথছে; কারণ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা

ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি। আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো, মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে; সেই দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে, আর তখন সেই আগুন যাচাই করবে প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ: যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে থাকে, সে মজুরি পাবে; কিন্তু যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, তবু নিজে পরিত্রাণ পাবে; তথাপি এমনভাবে পরিত্রাণ পাবে, কেমন যেন আগুনের মধ্য থেকে।

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক; কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন। আরও, প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার। তাই কেউ যেন নিজের গর্ব মানুষেই না রাখে, কারণ সবই তোমাদের: পল হোক, আপল্লোস বা কেফাস হোক, জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমানকালীন বা আসন্ন যাই কিছু হোক—সবই তোমাদের; তোমরা কিন্তু খ্রিষ্টেরই, ও খ্রিষ্ট ঈশ্বরেরই!

**শ্লোক** - এফে ২:১৯-২০; ১ করি ৩:১৬

*প্র* তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা;

*উ* আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু।

*প্র* তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন,

*উ* আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮:৪)

## এসো, খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি:
## বিচ্ছিন্ন হলে আমরা বিলুপ্ত হব

*যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না— যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি* (১ করি ৩:১১)। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত পল সাধারণ উদাহরণ দিয়েই নিজের বক্তব্য প্রমাণসিদ্ধ করেন। যা তিনি বলতে চান, তা এ: আমি খ্রিষ্টের সংবাদ দিয়েছি, অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তি দিয়েছি; সতর্ক থেকো তোমরা তার উপরে কিভাবে গাঁথছ, তা যেন অসার গৌরব বা এমন মানুষেরই উদ্দেশ্য করে গাঁথা না হয় যারা তাঁর কাছ থেকে শিষ্যদের কেড়ে নেয়। আমরা যেন ভুলভ্রান্তিতে না পড়ি! কারণ *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না— যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি*।

সুতরাং এসো, তাঁর উপরেই নিজেদের গেঁথে তুলি, ও আঙুরলতার শাখার মত তাঁকেই ভিত্তি হিসাবে আঁকড়িয়ে থাকি; আমাদের ও খ্রিষ্টের মধ্যে যেন কিছুই স্থান না পায়, কারণ কিছু থাকলে তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিলোপ হবে। বস্তুতপক্ষে কেবল লতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই শাখা রস পায়; একটা গৃহও তবেই মাত্র দাঁড়ায় যদি সুসংবদ্ধ থাকে; কিন্তু সুসংবদ্ধ না হলে গৃহটা বিলুপ্ত হয়, কারণ দাঁড়াবার মত তার স্থান নেই। এসো, আমরা খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি, আর শুধু তা নয়, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধও থাকি, কারণ যেই মাত্র বিচ্ছিন্ন হই আমরা বিলুপ্ত হব: *কারণ ওই দেখ, তোমা থেকে যারা দূরে সরে যায়, তারা লুপ্ত হবে* (সাম ৭৩:২৭ সত্তরী পাঠ্য)।

সুতরাং এসো, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি, কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি; তিনি বলেন, *যে কেউ আমার আজ্ঞা মেনে চলে, সে আমাতে বসবাস করে* (যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ)। তিনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েই আমাদের চেতনা দেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকি। দেখ: তিনি মাথা, আমরা দেহ: মাথা ও দেহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কি থাকতে পারে? তিনি ভিত্তি, আমরা গৃহ; তিনি আঙুরলতা, আমরা শাখা; তিনি বর, আমরা কনে; তিনি পালক, আমরা মেষ; তিনি পথ, আমরা পথিক। আমরা

আবার মন্দির, তিনি বাসিন্দা; তিনি প্রথমজাত, আমরা ভাই; তিনি উত্তরাধিকারী, আমরা সহউত্তরাধিকারী; তিনি জীবন, আমরা জীবনপ্রাপ্ত; তিনি পুনরুত্থান, আমরা পুনরুত্থিতজন; তিনি আলো, আমরা আলোকিতজন। এসমস্ত দৃষ্টান্ত একতাই প্রকাশ করে, মধ্যে কোন ফাঁক, সামান্যও ফাঁক থাকতে পারে না। যে কেউ অল্পও সরে যায়, সে পিছলে পড়ে উত্তরোত্তর সরে যায়।

বস্তুতপক্ষে দেহের কোন অঙ্গ যত সামান্যই বিচ্ছিন্ন হয়, সেই অঙ্গটা মরে; সামান্য পতনের জন্য গৃহটাও সম্পূর্ণ পড়ে যায়; মূল সামান্যই কাটলে গাছও কোন কাজে আসে না। তাই যা সামান্য, তা তত সামান্য নয়, এমনকি তা সবই! সুতরাং যখন আমরা সামান্য কোন অপরাধ করি বা শিথিল হই, তখন সামান্য বলে যেন তার প্রশ্রয় না দিই: অবহেলা করলে তা সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর হয়ে উঠবে। তেমনিভাবে একটা পোশাক ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই আমরা লক্ষ না করলে আরও ছিঁড়ে যাবে; ছাদে কয়েকটা টালি ভাঙা মাত্রই ব্যবস্থা না করলে সমস্ত ঘর ধ্বংস হতে পারে। তেমন দৃষ্টান্তের চিন্তায়, এসো, আমরা যেন সামান্য কোন ব্যাপার কখনও তুচ্ছ না করি, যার ফলে গুরুতর অসুবিধায় না পিছলে পড়ি। সতর্ক না থাকলে একবার নিচে প'ড়ে, নিচে থেকে আবার উপরে ওঠা কঠিন—দূরত্বের কারণে শুধু নয়, পতনেরই কারণেও কঠিন। আসলে পাপ হল একটা গভীর গর্ত, যা থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। যেমন কূপে পড়ে একটা লোক সহজে বের হতে পারে না, বরং অন্য লোকেরই দরকার যে তা থেকে তাকে বের করে আনবে, যে পাপে পতিত হয়, তার বেলায় তেমনি ঘটে।

সুতরাং এসো, দড়ি ফেলে তাদের বের করে আনি; এমনকি, কেবল অন্যান্যদের যে প্রয়োজন রয়েছে তেমন নয়, আমাদেরও প্রয়োজন: নিজেদের বেঁধে নিয়ে উপরের দিকে ফিরে যেতে হবে; যতখানি নিচে পড়ে গেছিলাম, ততখানি শুধু নয়, ইচ্ছা করলে তার চেয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের সাহায্য দান করছেন: *তিনি তো দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত* (এজে ১৮:২৩ দ্রঃ)।

শ্লোক - সাম ১১৮:২২; ১ করি ৩:১০, ১১

*প* গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।

উ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।

প যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি।

উ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪৩:১-১১ক, ১৩-১৭, ২৬-৩৪)

## যোসেফের ভাইদের দ্বিতীয় মিশর-যাত্রা

দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকল। তাঁরা মিশর থেকে যে শস্য নিয়ে এসেছিলেন, তা খেতে খেতে ফুরিয়ে গেলে তাঁদের পিতা তাঁদের বললেন, 'তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে এসো।' তখন যুদা তাঁকে বললেন, 'কিন্তু সেই লোক আমাদের স্পষ্টই বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে পাঠাতে সম্মত হলে আমরা গিয়ে তোমার জন্য খাদ্য কিনে নিয়ে আসব; কিন্তু তাকে পাঠাতে সম্মত না হলে আমরা যাব না, কারণ লোকটি আমাদের বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না।'

তখন ইস্রায়েল বললেন, 'তোমাদের আর এক ভাই আছে, তেমন কথা ওই লোকটাকে বলে তোমরা আমার উপর কেন এমন দুর্দশা এনেছ?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'তিনি আমাদের ও আমাদের পরিবার সম্বন্ধে ঘন ঘন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, বললেন, তোমাদের পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন? তোমাদের কি আরও ভাই আছে? আর আমরা সেই প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দিয়েছিলাম। কেমন করে জানতে পারতাম যে, তিনি বলবেন, তোমাদের ভাইকে এখানে নিয়ে এসো?' যুদা তাঁর পিতা ইস্রায়েলকে বললেন, 'ছেলেটিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও; আমরা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হব, যেন তুমি ও আমাদের ছেলেরা ও আমরা বাঁচতে পারি, কেউ যেন না মরে। আমিই তার জামিন হলাম, আমারই হাত থেকে তাকে দাবি করবে। যদি আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি ও তোমার সামনে উপস্থিত না করি, তবে আমি আজীবন তোমার কাছে অপরাধী থাকব। এত দেরি না করলে আমরা ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বারের মত ফিরে আসতে পারতাম!'

তখন তাঁদের পিতা ইস্রায়েল তাঁদের বললেন, 'যদি তেমনটি হতে হয়, তবে একাজ কর: তোমরা নিজ নিজ পাত্রে এই দেশের সেরা দ্রব্য নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার রূপে দান কর। তোমাদের ভাইকেও নিয়ে যাও; এবার রওনা হও, আবার সেই লোকের

কাছে যাও। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন। আমাকে যদি সন্তান-বঞ্চিত হতে হয়, সন্তান-বঞ্চিত হবই!'

তাঁরা সেই উপহার নিলেন, আর সেইসঙ্গে দ্বিগুণ টাকা ও বেঞ্জামিনকে নিয়ে রওনা হলেন, এবং মিশরে পৌঁছে যোসেফের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকে দেখে যোসেফ তাঁর গৃহের প্রধান কর্মচারীকে বললেন, 'এই কয়েকটি লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও, ও একটা পশু মেরে তা প্রস্তুত কর, কারণ দুপুরে এঁরা আমার সঙ্গে বসে খাবেন।' যোসেফ যেমন বললেন, কর্মচারী সেইমত করলেন: তাঁদের যোসেফের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যোসেফ ঘরে এলে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে যে উপহার ছিল, তা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, ও তাঁর সামনে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করলেন। তাঁরা কেমন আছেন তা জিজ্ঞাসা করে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যে বৃদ্ধের কথা বলেছিলে, তোমাদের সেই পিতা কেমন আছেন? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আপনার দাস আমাদের পিতা ভালই আছেন, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।' আর তাঁরা মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন। যোসেফ চোখ তুলে তাঁর ভাই বেঞ্জামিনকে, তাঁর আপন সহোদরকে দেখে বললেন, 'তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই?' আর বলে চললেন, 'বৎস, পরমেশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন!' তখন যোসেফ তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন, কারণ তাঁর ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করছিলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন: নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

পরে মুখ ধুয়ে তিনি বাইরে এলেন, ও নিজেকে সংবরণ করে হুকুম দিলেন: 'খাদ্য পরিবেশন করা হোক!' তা তাঁর জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, তাঁর ভাইদেরও জন্য ও তাঁর মিশরীয় পরিজনদেরও জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, কারণ মিশরীয়েরা হিব্রুদের সঙ্গে খেতে বসে না, মিশরীয়দের পক্ষে তা করা জঘন্যই কর্ম। তাঁরা যোসেফের সামনে নিজ নিজ আসন নিলেন—বড়জন থেকে ছোটজন পর্যন্ত নিজ নিজ বয়স অনুসারেই আসন নিলেন, এবং বিস্মিত হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি নিজেরই অংশ থেকে খাদ্যের অংশ তুলে তাঁদের পরিবেশন

করালেন; কিন্তু বেঞ্জামিনের অংশ সকলের অংশের চেয়ে পাঁচগুণ বড় ছিল। আর তাঁরা তাঁর সঙ্গে ফুর্তি করে পান করলেন।

শ্লোক - আদি ৪৩:১২, ১৪, ১১ দ্রঃ

প্র তোমরা সেই প্রভাবশালী লোকের কাছে উপহার নিয়ে যাও; তাঁকে পেয়ে তাঁর সামনে প্রণত হয়ে সম্মান দেখাও।

উ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন।

প্র তোমরা নিজ নিজ পাত্রে এই দেশের সেরা দ্রব্য নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার রূপে দান কর।

উ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৬৪-৬৫)

**আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক,**

**তাদেরও সঙ্গে যারা আহূত হয়েছে**

যিনি সর্বদ্রষ্টা, যিনি আত্মাদের মালিক ও সমস্ত মাংসের প্রভু, যিনি প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে বেছে নিলেন ও তাঁর নিজস্ব জনগণ হবার উদ্দেশ্যে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিলেন, সেই ঈশ্বর সেই সকল আত্মাকে যারা তাঁর গৌরবময় ও পুণ্যময় নাম করেছে, তাদের দান করুন বিশ্বাস, ভয়, শান্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, শুচিতা ও শুদ্ধতা, তারা যেন তাঁর নামের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে আমাদের মহাযাজক ও প্রতিপালক সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তাঁকে গৌরব ও মহিমা, পরাক্রম ও সম্মান আরোপিত হোক এখন ও চিরকাল। আমেন।

আমাদের দূত ক্লাউদিওস, এফেবোস, ভালেরিওস ভিতো ও ফর্তুনাতোসকে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের কাছে শীঘ্রই ফিরে পাঠাও, তাঁরা যেন যত শীঘ্রই সেই শান্তি ও একাত্মতারই সংবাদ দিতে পারেন যার জন্য আমরা প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করছি, যাতে আমরাও যত শীঘ্রই তোমাদের সুশৃঙ্খলায় আনন্দ করতে পারি।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক, তাদেরও সঙ্গে যারা সর্বস্থানে ঈশ্বর দ্বারা তাঁরই মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম, মহিমা ও শাশ্বত রাজ্য আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - ফিলি ২:২, ৪; ১ থে ৫:১৪, ১৫

*প্র* আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত।

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

*প্র* তোমরা দুর্বলদের সুস্থির কর, সকলের সঙ্গে ধৈর্যশীল হও, সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর।

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২১)

**গর্বের বিষয়ে চেতনা বাণী**

ভ্রাতৃগণ, লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচারসভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার

শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। এই যে আমরা, খ্রিষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি —আজও পর্যন্ত!

তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। কেননা যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও! এজন্যই আমি তিমথিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি: তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত পথ স্মরণ করিয়ে দেবেন যা আমি খ্রিষ্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম ও সর্বত্রই প্রতিটি মণ্ডলীতে শিখিয়ে থাকি।

আমি তোমাদের কাছে আর আসব না, তা ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দম্ভ করতে শুরু করেছে। কিন্তু, প্রভু ইচ্ছা করলে, আমি বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে আসব; তখন যারা দম্ভ করছে, তাদের কথা নয়, তাদের আসল পরাক্রম বুঝে নেব। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার ব্যাপার নয়, পরাক্রমেরই ব্যাপার। তোমরা কী চাও? বেত হাতে নিয়ে, না ভালবাসা ও কোমলতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব?

**শ্লোক** - ১ করি ১১:১; ৪:১৫

*প্র* তোমরা আমার অনুকারী হয়ে ওঠ, আমিও যেমন খ্রিষ্টের;

*উ* কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।

*প্র* যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়,

*উ* কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'এউখারিস্তিয়ার পরমপবিত্র সাক্রামেন্ত' থেকে পাঠ

## সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী

প্রভুর যাজক সকল, তোমরা যারা মশালের মত সমগ্র জগৎকে আলোকিত কর, তোমাদের সেবাকর্মের মর্যাদা বজায় রাখ। ধর্মময়তা পালন কর, উত্তম *ধর্মশিক্ষা আঁকড়ে ধর* (সাম ২:১২ লাতিন পাঠ্য); *মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে; সুতরাং সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলে তোমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর* (১ করি ৬:২০; ২ করি ৪:১০)। নিজেদের দেহে খ্রিষ্টের মৃত্যুর দাগ ও তাঁর সেনাদলের চিহ্ন বহন ক'রে তোমরা উপবাস ও আত্মসংযমে, শুচিতা ও মিতাচারিতায়, ধৈর্য ও বিনম্রতায়, সমস্ত শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়, সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী, যেন তোমাদের যারা দেখে, তারা সকলে জানতে পারে তোমরা কারই, আর এভাবে যেন সেই ভাববাণী তোমাদের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক', তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে* (ইশা ৬১:৬)।

হে প্রভুর যাজকবৃন্দ, প্রভুকে বল ধন্য; তাঁকেই বল ধন্য, যিনি স্বর্গলোকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে তোমাদের ধন্য করলেন, যিনি আরোনকুলকে আশিসধন্য করলেন। ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে পবিত্র বলে গণ্য হোন, যেন তিনি যেরূপে আছেন, তোমাদের মধ্যে সেরূপে প্রকাশিত হন, তথা পবিত্র, পুণ্যময়, নিষ্কলঙ্ক। তোমাদের কারণে যেন তাঁর নামের নিন্দা করা না হয়; তোমাদের কারণে যেন আমাদের সেবাকর্ম অপমান করা না হয়। ভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে তোমাদের ব্যবহার এমনটি হোক যে, যারা তোমাদের দেখে তারা যেন বলতে পারে: হ্যাঁ, এরা সত্যিই প্রভুর যাজক, সত্যিই আমাদের ঈশ্বরের সেবক, সত্যিই যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য, সত্যিই প্রেরিতদূতদের উত্তরসূরী, এরা সত্যিই সেই বংশ যাকে প্রভু আশীর্বাদ করলেন। সেই যাজকত্ব যা পালন ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা সেই যাজকত্ব-মর্যাদা যত্নই কর। সেই হাত দু'টো যাকে তেমন পূজনীয় যজ্ঞ উৎসর্গ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তোমাদের সেই হাত দু'টো যে কোন কলুষ থেকে বিশুদ্ধ হোক, যেন তোমরা তাদেরই

অংশী না হও *অধর্মই যাদের হাতে, অন্যায়-উপহারে পূর্ণই যাদের ডান হাত* (সাম ২৬:১০)। তোমাদের ওষ্ঠ বিশুদ্ধই রক্ষিত হোক, সেই ওষ্ঠ যেন আস্বাদন করতে পারে প্রভু কতই না মঙ্গলময়: যাজকের ওষ্ঠে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, প্রশংসাগানের সুর, প্রার্থনা ও মিনতি বিরাজ করুক।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, স্বয়ং ঈশ্বর ও পুণ্যতম পিতৃগণের অধিকার পবিত্র কমুনিয়ন সম্বন্ধে বিশ্বাস করার যা আদেশ করেছেন, এসো, আমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করি ও সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসে তা বিশ্বাস করি। এই সাক্রামেন্তে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুণ ও আমাদের মুক্তির মূল্য উপস্থিত; বাস্তবতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন হয়, খ্রিষ্টের জীবনাচরণ ব্যক্ত রয়েছে তা যেন আমাদের জীবনাচরণের আদর্শ হয়ে ওঠে। এজন্য এ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করে ও শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়ে প্রভু বললেন, *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর* (লুক ২২:১৯; ১ করি ১১:২৪-২৫)। আমি যা করি তোমরা তা কর, আমি যা উৎসর্গ করি তোমরা তা উৎসর্গ কর, আমি যে শিক্ষা দান করি তোমরা সেই অনুসারে জীবনযাপন কর। আমি যে আদর্শ তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, তা জীবন-মৃত্যুর নিয়ম বলে গ্রহণ কর।

এ সাক্রামেন্ত আমাদের অন্তরে এমন ফল উৎপন্ন করে, যেন খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে আর আমরা তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করি। এ সাক্রামেন্ত এমনটি ঘটায় যে, খ্রিষ্ট যেমন আমাদের জন্য মরলেন, আমরাও তেমনি যেন খ্রিষ্টের জন্য মরতে পারি। যারা খ্রিষ্টের মধ্যে বা খ্রিষ্টের জন্য মরে, পুণ্য নিদ্রা ছাড়া তাদের জন্য উত্তম অনুগ্রহও গচ্ছিত রাখা হয়: তারা উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে এ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করলে, তবে এ সাক্রামেন্ত যে পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেই পুনরুত্থানের গৌরবই তাদের কাছে প্রতিশ্রুত ও সংরক্ষিত রয়েছে। এ সাক্রামেন্তের শক্তিগুণে ঈশ্বর *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২১)। তেমন মহা অনুগ্রহের জন্য আমরা ঈশ্বরকে প্রতিদানে উপযুক্ত কী দিতে পারব?

শ্লোক - ১ করি ৪:১-২; লুক ১২:৪২

*প্র* লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে।

ঊ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

প্র কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন?

ঊ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪৪:১-২০, ৩০-৩৪)

## বেঞ্জামিন ও যোসেফ

যোসেফ তাঁর প্রধান কর্মচারীকে এই হুকুম দিলেন, 'এই লোকদের বস্তায় যত শস্য ধরে, তা ভরে দাও, এবং প্রত্যেকজনের টাকা তার বস্তার মুখে রাখ। ছোটজনের বস্তার মুখে তার কেনা শস্যের টাকার সঙ্গে আমার বাটি, আমার রুপোর যে বাটি, তাও রাখ।' সে যোসেফের হুকুম অনুসারে কাজ করল। সকাল হলে তাঁরা গাধাগুলোর সঙ্গে রওনা হলেন। তাঁরা শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু দূরে যেতে না যেতেই যোসেফ তাঁর বাড়ির প্রধান কর্মচারীকে বললেন, 'শীঘ্রই, ওই লোকদের পিছনে দৌড়ে যাও। তাঁদের নাগাল পেয়ে তাঁদের বল, উপকারের বিনিময়ে তোমরা অপকার করেছ কেন? এ কি সেই বাটি নয়, যা থেকে আমার প্রভু পান করেন ও যার মধ্য দিয়ে দৈব গণনা করেন? তেমন কাজ করায় তোমরা অন্যায় করেছ।'

তাই সে যখন তাঁদের নাগাল পেল, তখন সেই কথাই বলল। তাঁরা তাকে বললেন, 'আমার প্রভু কেন এই কথা বলছেন? আপনার দাসেরা যে তেমন কাজ করবে, তা দূরের কথা! দেখুন, আমরা নিজ নিজ বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা কানান দেশ থেকে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি; আমরা কেমন করে আপনার প্রভুর বাড়ি থেকে সোনা-রুপো চুরি করব? আপনার দাসদের মধ্যে যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে মরবে; আর আমরা আমার প্রভুর দাস হব।' সে বলল, 'আচ্ছা, তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক; যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে আমার দাস হবে, আর বাকি সকলে নির্দোষী হবে।' তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের বস্তাগুলো মাটিতে নামিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বস্তার মুখ খুলে দিলেন; আর সে বড়জন থেকে শুরু করে ছোটজনের বস্তা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল: বাটিটা বেঞ্জামিনের বস্তায়ই পাওয়া গেল! তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়লেন, ও নিজ নিজ গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেলেন।

যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা যখন যোসেফের বাড়িতে এলেন, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন; তাই তাঁরা তাঁর সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যোসেফ তাঁদের বললেন, 'তোমরা এ কেমন কাজ করেছ? তোমরা কি একথা জানতে না যে, আমার মত মানুষ

দৈব গণনা করে?' যুদা বললেন, 'আমরা আমার প্রভুকে কী উত্তর দেব? কী কথা বলব? কেমন করে নিজেদের নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করব? পরমেশ্বর নিজেই আপনার দাসদের অপরাধ উদ্ঘাটন করেছেন; এই যে, আমরা ও যার কাছে বাটিটা পাওয়া গেছে, সকলেই প্রভুর দাস হলাম!' যোসেফ বললেন, 'আমি যে এমন কাজ করব, তা দূরের কথা! বাটিটা যার কাছে পাওয়া গেছে, সে-ই আমার দাস হবে; তোমাদের দিক থেকে, তোমরা শান্ত মনে তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যেতে পার।'

তখন যুদা এগিয়ে গেলেন, বললেন, 'প্রভু আমার, আপনার এই দাসকে অনুমতি দেওয়া হোক, সে যেন আমার প্রভুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবেই একটা কথা বলতে পারে; এই দাসের উপরে আপনার ক্রোধ জ্বলে না উঠুক, কারণ আপনি ফারাওর সমান! আমার প্রভু এই দাসদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের কি পিতা বা অন্য ভাই আছে? উত্তরে আমরা আমার প্রভুকে বলেছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছোট এক ছেলে আছে; তার সহোদরের মৃত্যু হয়েছে; তাই সে তার মাতার সন্তানদের মধ্যে এখন একাই রয়েছে, এবং তার পিতা তাকে স্নেহ করেন। তাই আপনার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলে আমাদের সঙ্গে যদি এই ছেলে না থাকে, তবে ছেলেটিকে আমাদের সঙ্গে না দেখলে তিনি মারা পড়বেন, কেননা তাঁর প্রাণ এই ছেলের প্রাণের সঙ্গে বাঁধা; আর এইভাবে আপনার এই দাসেরা আপনার দাস আমাদের পিতার পাকা চুল শোকে পাতালে নামিয়ে দেবেই। আরও, আপনার দাস আমি আমার পিতার কাছে এই ছেলের জামিন হয়ে বলেছিলাম, আমি যদি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি, তবে আজীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকব। সুতরাং অনুনয় করি, এই ছেলের বিনিময়ে আপনার দাস আমিই যেন আমার প্রভুর দাস হয়ে থাকি, কিন্তু ছেলেটিকে আপনি তার ভাইদের সঙ্গে যেতে দিন; কেননা ছেলেটি আমার সঙ্গে না থাকলে আমি কেমন করে আমার পিতার কাছে যেতে পারি? না, আমার পিতার মাথায় যে দুর্দশা এসে পড়বে, আমি তা দেখে সহ্য করতে পারব না!'

শ্লোক - আদি ৪৩:২৯, ৩০ দ্রঃ

℣ তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই? বৎস, পরমেশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন!

ঊ ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন : নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

ঋ যোসেফ চোখ তুলে বেঞ্জামিনকে দেখেই তাঁর প্রাণ কাঁদল।

ঊ ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন : নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু মাকারিওসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৮)

**যে প্রাণ ঈশ্বরের আবাস নয়, সেই প্রাণের সুখ নেই**

একসময় ঈশ্বর ইহুদীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যেরুশালেমকে তাদের শত্রুদের হাতে দিয়েছিলেন। তাই তারা যাদের ঘৃণা করত, তাদেরই কর্তৃত্বের অধীন হল, ও তাদের পক্ষে পর্বদিন উদ্‌যাপন ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা অসম্ভব হল। একই প্রকারে যে প্রাণ তাঁর আজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করে, ঈশ্বর সেই প্রাণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার শত্রুদের হাতেই তাকে ছেড়ে দেন, আর তারা মন্দের দিকে তাকে প্ররোচিত করে আমূল ধ্বংসও করে। কর্তা যেমন ঘরে আর বাস না করলে ঘরটা রুদ্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, ফলে ধুলা ও ময়লায় ভরে ওঠে, তেমনি সেই প্রাণের বেলায় ঘটে যে প্রাণে আপন প্রভুর উপস্থিতি আর থাকে না। আগে সেই প্রাণ প্রভুর উপস্থিতিতে ও স্বর্গদূতদের আনন্দে উজ্জ্বল ছিল, তারপরে পাপ, নিকৃষ্ট ভাব ও যত অপকর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আহা, কতই না দুর্ভাগা সেই পথ, যে পথের কোন পথিক নেই, যে পথে কোন মানুষের আনন্দপূর্ণ সুর শোনা যায় না! এই তো সেই পথের শেষ পর্যায়: পশুরাই সেখানে একজোটে সম্মিলিত হবে। আহা, কতই না দুর্ভাগা সেই প্রাণ যেখানে প্রভু চলাচল করেন না, যেখানে তিনি আপন সুরের ধমকে অধর্মের আধ্যাত্মিক পশুদের দূর করে দেবেন না! ধিক্ সেই ভূমিকে, যে ভূমি কোন চাষী চাষ করে না; ধিক্ সেই জাহাজকে, যে জাহাজের চালক নেই; তরঙ্গরাশিতে আলোড়িত হয়ে ও ঝড়ঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হয়ে সেই জাহাজের ধ্বংসই হবে!

ধিক্ সেই প্রাণকে, প্রকৃত চালক সেই খ্রিষ্টই যার অন্তরে নেই! উত্তাল সাগরের অন্ধকারে আবৃত হয়ে, জঘন্য ভাবাবেগের তরঙ্গমালায় আলোড়িত হয়ে ও শীতকালীন ঝড়ের মত মন্দাত্মাদের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সেই প্রাণের শেষ পরিণাম হবে এমন ধ্বংস যা সত্যি শোচনীয়।

ধিক্ সেই প্রাণকে, খ্রিষ্টের অভাবী যে প্রাণ! কেবল তিনিই তো তাকে উপযুক্তভাবে চাষ করতে পারেন, সে যেন আত্মার মঙ্গলকর ফল ফলাতে পারে। একবার একা হয়ে পড়ে সেই প্রাণ কাঁটা ও ঝোপে আক্রান্ত হবে, আর ফলশালী হওয়ার বিনিময়ে সেই আগুনের ইন্ধন হয়ে যাবে। ধিক্ সেই প্রাণকে, যে প্রাণে খ্রিষ্ট অনুপস্থিত! একাকী হয়ে পড়ে সেই প্রাণ জঘন্য প্রবণতার উর্বর মাটি হয়ে যাবে, আর শেষ পর্যায়ে সে যত রিপুর ভাণ্ডার হয়ে উঠবে। মাটি চাষ করতে গিয়ে চাষী যেমন আসল উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বেছে নেয়, ও কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাপড়ও পরে, তেমনি স্বর্গের রাজা ও প্রকৃত চাষী সেই খ্রিষ্টও পাপে অবসন্ন মানবজাতির কাছে এসে মানবদেহ পরিধান করলেন ও যন্ত্রপাতি হিসাবে ক্রুশ বহন করে শুষ্ক ও বিষণ্ন প্রাণ চাষ করতে লাগলেন, মন্দাত্মাদের যত কাঁটা ও ঝোপ উৎখাত করলেন, অধর্ম-গাছ নির্মূল করলেন, ও পাপের যত খড় আগুনে ফেলে দিলেন। তেমন চাষ ক্রুশ-কাষ্ঠ দ্বারা সাধন করে তিনি সেই প্রাণে পবিত্র আত্মার সেই আনন্দময় উদ্যান প্রস্তুত করলেন যেখানে মিষ্ট ও রুচিকর সমস্ত ধরনের ফল সেই ঈশ্বরের জন্য উৎপন্ন হয় যিনি প্রাণের প্রভু।

**শ্লোক** - যোহন ১৫:১, ৫, ৯

℣ আমিই সত্যকার আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা।

℟ যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

℣ পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি।

℟ যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১-১৩)

**যৌন অনাচার সংক্রান্ত সাবধান বাণী**

ভ্রাতৃগণ, চারদিকে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, আর সেই অনাচার এমন, যা বিজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না; এমনকি তোমাদের একজন নিজের সৎমায়ের সঙ্গে ঘর করছে। আর তোমরা দম্ভই করছ! বরং দুঃখ কর না কেন, যেন যে লোক এমন কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়? সশরীরে অনুপস্থিত হলেও আত্মায় উপস্থিত হয়ে আমি, যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, উপস্থিত হয়েই যেন তার বিচার করেছি: আমাদের প্রভু যিশুর নামে তোমরা ও আমার আত্মা আমাদের প্রভু যিশুর পরাক্রম সঙ্গে সমবেত হলে, তেমন লোকটাকে তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন প্রভু যিশুর দিনে তার আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে।

তোমাদের আত্মগর্ব আদৌ ভাল না। তোমরা কি একথা জান না যে, অল্প খামির সমস্ত ময়দার পিণ্ড গাঁজিয়ে তোলে? তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

আগের পত্রে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; এজগতের তেমন দুশ্চরিত্র লোকদের কথা, বা লোভী, প্রবঞ্চক ও পৌত্তলিক লোকদের কথা বলতে অভিপ্রেত ছিলাম না, তাহলে তোমাদের তো এই

জগতের বাইরে চলে যেতে হত। আমি আসলে লিখেছিলাম: ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, তারই সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; তেমন মানুষেরই সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি? ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করবেন। তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও।

**শ্লোক** - ১ করি ৫:৭, ৮; রো ৪:২৫

*প্র* তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।

*উ* সুতরাং এসো, আমরা সেই প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি,

*প্র* তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।

*উ* সুতরাং এসো, আমরা সেই প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লেরিন্সের মঠাধ্যক্ষ সাধু ভিনসেণ্ট-লিখিত 'ধর্মতত্ত্বমালা' থেকে পাঠ (২৩শ অধ্যায়)

**খ্রিষ্টধর্মতত্ত্বের অগ্রগতি**

এমনটি কি হতে পারে যে, খ্রিষ্টমণ্ডলীতে ধর্মীয় কোন অগ্রগতি সম্ভব হবে না? অবশ্যই হবে, আর তা অধিক মহা অগ্রগতি হবে! মানুষের বিরোধী ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এমন কে থাকবে যে তাতে বাধা দেবে? তবু শর্ত রয়েছে: সেই অগ্রগতি বিশ্বাসের পরিবর্তন নয়, বরং প্রকৃত অগ্রগতি হওয়া চাই। তখনই অগ্রগতি শব্দ ব্যবহারযোগ্য, যখন একটা পদার্থ নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ন রেখে উন্নতিশীল হয়; অপরদিকে পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন একটা পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং যুগ ও শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠুক ও সব দিক দিয়ে উন্নতিশীল হয়ে উঠুক ব্যক্তিবিশেষ ও সকলেরই, আবার প্রতিটি মানুষ ও গোটা মণ্ডলীরই

সুবুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা : তবু এসব কিছু যেন নিজ নিজ স্বরূপ অনুসারেই ঘটে, অর্থাৎ কিনা, যেন একই ধর্মতত্ত্ব, একই অর্থ ও একই ব্যাখ্যা অনুসারেই ঘটে।

আত্মাদের ধর্ম দেহের বৃদ্ধির অনুকরণ করুক : বস্তুতপক্ষে বছরের পর বছর দেহের অঙ্গগুলি বিস্তার ও বৃদ্ধি লাভ করেও একই অঙ্গ হয়ে থাকে। বাল্যকালের পুষ্প ও বার্ধক্যকালের পরিপক্কতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বটে, তথাপি যারা এখন বৃদ্ধ তারা সেই একই ব্যক্তি যে একসময় বালক ছিল ; ফলে একটি মানুষের চেহারা ও অভ্যাস ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও তার স্বরূপ একই হয়ে থাকছে, ব্যক্তিও একই হয়ে থাকছে। শিশুদের অঙ্গগুলো ছোট্ট, যুবকদের অঙ্গগুলো বড়, তবু অঙ্গগুলো একই ; আর যদিও বয়সের পরিবর্তনে ভিন্ন কিছু দেখা দেয়, তা কিন্তু ভ্রূণেও উপস্থিত ছিল ; ফলে পরিপক্ক বয়সে নতুন বলে এমন কিছু দেখা দেয় না, যা শিশুতেও গুপ্ত অবস্থায় ছিল না।

অতএব, কোন সন্দেহ নেই : দেহবৃদ্ধির নির্ধারিত ও অপরূপ নিয়ম অনুসারে এ হল অগ্রগতির সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম ; অর্থাৎ কিনা, বয়স্কদের বয়ঃবৃদ্ধিতে সেই একই অঙ্গ ও চেহারা প্রকাশ পায় যা স্রষ্টার সুবুদ্ধি শিশুদের মধ্যে নিরূপণ করেছিল। মানব চেহারা যদি বয়সের পরিবর্তনে নিজ স্বরূপের ভিন্ন রূপ ধারণ করত, তাতে যদি কোন অঙ্গ যোগ করা হত বা বাতিল করা হত, তবে অবশ্যই সমস্ত দেহ বিনষ্ট হত, বা অদ্ভুত কিংবা দুর্বল হয়ে যেত।

খ্রিষ্টধর্মতত্ত্ব দেহবৃদ্ধির একই নিয়ম পালন করুক। যুগের পর যুগ তা পরিপক্ক হতে হবে, বছরের পর বছর বিস্তার লাভ করতে হবে, বয়ঃবৃদ্ধি অনুসারে তা উচ্চতর হতে হবে। অতীতকালে আমাদের পিতৃপুরুষেরা মণ্ডলীর মাঠে বিশ্বাসের সেই উত্তম বীজ বুনলেন ; কতই না অন্যায় ও অনুচিত হবে যদি তাঁদের বংশধর আমরা খাঁটি সত্যের গমের বিনিময়ে ধূর্ত ভুলভ্রান্তি-শ্যামাঘাস সংগ্রহ করি। বরং এ ন্যায় ও উচিত হবে যে, শস্যগ্রহণ বপনের চেয়ে ভিন্ন নয়, ফলে ধর্মশিক্ষার গম পেকে গেলে আমরা যেন ধর্মতত্ত্বের গম সংগ্রহ করতে পারি। আর সময় অতিবাহিত হতে হতে যদি সেই আদি বীজ থেকে কিছুটা উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তা আনন্দের ও গভীরতর গবেষণার কারণ হোক।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ৪:১, ২; যোহন ৬:৬৩

℣ ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।

℟ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।

℣ যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন।

℟ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪৫:১-১৫, ২১-২৮; ৪৬:১-৭)

## ভাইদের সঙ্গে যোসেফের পুনর্মিলন

যোসেফ কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সামনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না; তিনি বলে উঠলেন, 'আমার সামনে থেকে সব লোককে বের করে দাও।' তাই যোসেফ যখন তাঁর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন সেখানে কেউই ছিল না। কিন্তু তিনি এত জোরেই কেঁদে উঠলেন যে, মিশরীয়েরা সকলেই তাঁর চিৎকার শুনতে পেল ও কথাটা ফারাওর প্রাসাদেও জানা হল।

যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'আমি যোসেফ; আমার পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন?' কিন্তু তাঁর উপস্থিতির জন্য বিহ্বল হয়ে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারছিলেন না। তখন যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'এসো, আমার কাছে কাছেই এসো!' তাঁরা কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আমি যোসেফ, তোমাদের ভাই, যাকে তোমরা মিশরের জন্য বিক্রি করেছিলে। কিন্তু তোমরা যে আমাকে এখানে বিক্রি করেছ, এর জন্য দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কেননা এ দু'বছর হল যে দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে; আর আরও পাঁচ বছর ধরেই কোন চাষ বা ফসল হবে না। পরমেশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করার জন্য ও মহা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে তোমাদের বাঁচাবার জন্যই তোমাদের আগে আগে আমাকে পাঠিয়েছেন। তাই তোমরাই যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছ, এমন নয়, পরমেশ্বরই পাঠিয়েছেন, এবং আমাকে ফারাওর পিতারূপে, তাঁর সমস্ত বাড়ির প্রভু ও সারা মিশর দেশের উপরে শাসনকর্তা করেছেন। তোমরা শীঘ্রই আমার পিতার কাছে ফিরে যাও, তাঁকে বল, "তোমার ছেলে যোসেফ একথা বলছে, পরমেশ্বর আমাকে সারা মিশর দেশের কর্তা করেছেন। তুমি আমার কাছে চলে এসো, দেরি করো না। তুমি গোশেন অঞ্চলে বাস করবে, সেখানে তুমি, তোমার সন্তানেরা, তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা, তোমার পশুপাল ও তোমার সর্বস্ব আমার কাছে কাছে থাকবে। সেখানে আমি তোমার অন্নসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করব, কেননা দুর্ভিক্ষ আর পাঁচ বছর থাকবে; তবে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ও তোমার সকল

লোককে কোন দুরবস্থা ভোগ করতে হবে না।" তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ, আমার সহোদর বেঞ্জামিনও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে: আমার নিজের মুখই তো তোমাদের কাছে কথা বলছে! তোমরা এই মিশর দেশে আমার গৌরবের কথা, এবং তোমরা যা কিছু দেখেছ, সেই সমস্ত কথা আমার পিতাকে জানাও। আর শীঘ্রই আমার পিতাকে এখানে নিয়ে এসো।'

তখন তিনি ভাই বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, বেঞ্জামিনও তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি তাঁর সকল ভাইকে চুম্বন করলেন, ও তাঁদের বুকে টেনে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেললেন। তারপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

ইস্রায়েলের ছেলেরা সেইমত করলেন। যোসেফ ফারাওর আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের গাড়ি দিলেন, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যও দিলেন। তিনি প্রত্যেকজনকে এক এক জোড়া করে জামাকাপড় দিলেন, কিন্তু বেঞ্জামিনকে তিনশ' রুপোর টাকা ও পাঁচ জোড়া জামাকাপড় দিলেন। পিতার জন্য তিনি এই সমস্ত জিনিস পাঠালেন: দশটা গাধার পিঠে চাপিয়ে মিশরের সর্বোত্তম দ্রব্য, এবং পিতার যাত্রার জন্য দশটা গাধীর পিঠে চাপিয়ে শস্য, রুটি ও প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী। এইভাবে তিনি ভাইদের বিদায় দিলে তাঁরা রওনা হলেন; তিনি তাঁদের বলে দিলেন, 'পথে নিরাশ হয়ো না!'

তাই তাঁরা মিশর ছেড়ে কানান দেশে তাঁদের পিতা যাকোবের কাছে এসে পৌঁছলেন; তাঁকে বললেন, 'যোসেফ এখনও বেঁচে আছে, এমনকি সারা মিশর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে।' কিন্তু তাঁর হৃদয় শীতল থাকল, কারণ তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু যোসেফ তাঁদের যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তাঁরা যখন তা তাঁকে বললেন, এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যোসেফ যে সকল গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তাও যখন তিনি দেখলেন, তখন তাঁদের পিতা যাকোবের আত্মায় নতুন জীবন জেগে উঠল। ইস্রায়েল বললেন, 'যথেষ্ট! আমার ছেলে যোসেফ এখনও বেঁচে আছে। মরবার আগে আমাকে গিয়ে তাকে দেখতে হবে!'

তাই ইস্রায়েল, তাঁর যা কিছু ছিল, তা নিয়ে রওনা হলেন। বের্শেবায় এসে তিনি তাঁর পিতা ইস্হাকের পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন। পরমেশ্বর রাত্রিকালীন

দর্শনে ইস্রায়েলকে বললেন, 'যাকোব, যাকোব!' তিনি বললেন, 'এই যে আমি!' তিনি বলে চললেন, 'আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার পরমেশ্বর। তুমি মিশরে যেতে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি তোমাকে সেখানে এক মহা জাতি করে তুলব। আমিই তোমার সঙ্গে মিশরে যাব, আমিই সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়েও আনব। যোসেফের হাত তোমার চোখের পাতা বন্ধ করবে।'

তাই যাকোব বের্শেবা থেকে রওনা হলেন, আর ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাঁদের পিতা যাকোবকে ও নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের ও বধূদের সেই সব গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন, যা ফারাও তাঁকে বহন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। পশুপাল ও ধনসম্পদ, যা কিছু তারা কানান দেশে সঞ্চয় করেছিল, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে তারা মিশরে চলে এল: যাকোব নিজে এলেন, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর গোটা বংশ এল; তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর সন্তানদের সন্তানেরা, তাঁর কন্যারা ও তাঁর কন্যাদের কন্যারা, তাঁর বংশের এই সকলকেই তিনি সঙ্গে করে মিশরে নিয়ে গেলেন।

**শ্লোক** - আদি ৪৫:৩, ৫, ২

*প্র* যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন:

*উ* তোমরা দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

*প্র* তিনি এত জোরেই কেঁদে উঠলেন যে, মিশরীয়েরা সকলেই তাঁর চিৎকার শুনতে পেল ও কথাটা ফারাওর প্রাসাদেও জানা হল। তিনি নিজ ভাইদের বললেন:

*উ* তোমরা দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোস-লিখিত 'ক্ষুদ্র পুস্তকমালা' থেকে পাঠ (১০ম অধ্যায়)

### আশ্চর্যময় বিশ্বাসের আদর্শ সেই আব্রাহাম

*আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন, ফলে তিনি বহুজাতির পিতা হলেন* (রো ৪:১৮)। এই যে বাণী *আশা না থাকলেও আশা রেখে*-এর অর্থ কী?

অর্থ এ: তিনি মানবীয় সমস্ত আশার অতীত আশা রাখলেন। তিনি কিন্তু ঈশ্বরেই আশা রাখলেন, যে আশা সবই জয় করে, সবই পারে, সবই আশা করে। আর তিনি বিশ্বাসও করলেন: তিনি যে পিতা হবেন, তা শুধু নয়, বরং বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বৃদ্ধ ও নিস্তেজ যে তিনি বহুজাতিরই পিতা হবেন তা বিশ্বাস করলেন।

*আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর! —ও সারার গর্ভও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু তাঁকে যেমনটি বলা হয়েছিল, তোমার বংশ এরূপ হবে, সেই প্রতিশ্রুতি বিষয়ে তিনি বিশ্বাসে টলমান হননি। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে* (রো ৪:১৮-২১)।

এই তো ঈশ্বরের গৌরব করা: আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় তাঁর সুব্যবস্থা ও তাঁর অবর্ণনীয় পরাক্রমের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া; নিরীক্ষণ করতে নেই, তদন্তও করতে নেই; এও বলতে নেই: এসব কিছু কেন? এর উদ্দেশ্য কী? এ কেমন করে ঘটবে? শুধু এর জন্য যে আব্রাহাম প্রশংসার পাত্র তা নয়; প্রতিশ্রুতির পরে তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন আপন প্রিয়তম একমাত্র পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি মনে বাধা পাননি—এজন্যও তিনি আমাদের প্রশংসার পাত্র।

অথচ মনে বাধা পাবার তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল, তথা সেই প্রতিশ্রুতি ও পূর্বকালীন সেই শপথ যার তুলনায় এ আদেশটা বিরুদ্ধ। তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তোমার বংশ হবে আকাশের তারকারাজির মত (আদি ১৫:৫; ২২:১৭ দ্রঃ); এখন তাঁকে এমন আদেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন নির্মম ভাবে হত্যা করে তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে সরিয়ে দেন যাঁর বংশে জগৎ পরিপূর্ণ হওয়ার কথা।

তবু সেই ধর্মপ্রাণ মনে বাধা পান না, দ্বিধাও করেন না; তিনি নির্বোধ বা মানববুদ্ধির উপর নির্ভরশীল সাধারণ একটা মানুষের মত প্রতিক্রিয়া করেন না। এজন্য মোশি তাঁর প্রশংসায় বলেন, এই সমস্ত ঘটনার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, *তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্‌হাককে নাও, আর যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপরে তাকে আহুতিরূপে বলিদান কর* (আদি ২২:১, ২)। আর সেই প্রতিশ্রুতি এখন কোথায়?

তিনি যে বহুজাতির পিতা হবেন, তাঁর বংশ যে আকাশের তারকারাজির মতই বহুসংখ্যক হবে, ঈশ্বরের সেই শপথ কোথায়?

দেখ কেমন করে এ সমস্ত কথার পর তাঁকে নিজের পুত্রকে হত্যা করতে হবে শুনেও তিনি তাঁকেই বলিদান করতে সম্মত হলেন, যাঁর থেকে অগণনীয় জাতিগুলির উদ্ভব হওয়ার কথা; তিনি সেই পুত্রকে বলীকৃতই, অর্থাৎ কিনা হত্যাই করে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে বাধ্য হলেন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পল তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এ কারণেই তাঁকে আমাদের আদর্শরূপে তুলে ধরেন: *বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করেছিলেন*; এবং তেমন চিহ্নের মাহাত্ম্য ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য তিনি বলে চলেন, *এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন* (হিব্রু ১১:১৭)।

**শ্লোক** - যাকোব ২:২৩

*প্র* আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,

*উ* এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।

*প্র* তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে ধর্মময় হলেন, তাঁর সমস্ত পথে চললেন,

*উ* এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৬:১-১১)

## বিধর্মীদের আদালতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কি কারও সাহস আছে যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার বিচার পবিত্রজনদের কাছে না নিয়ে গিয়ে বিধর্মীদেরই কাছে নিয়ে যায়? নাকি তোমরা একথা জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবে? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়, তখন অতি সামান্য ব্যাপারের বিচার করবার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? তোমরা কি একথা জান না যে, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তবে বলা বাহুল্য, এই পার্থিব জীবনের ব্যাপারেও আমাদের যোগ্যতা আছে। সুতরাং, তোমাদের বিচার যখন পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত, তখন মণ্ডলীর চোখে যাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরই কি বিচারাসনে বসাতে যাও? তোমাদের লজ্জার জন্যই আমি এই কথা বলছি! এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি প্রজ্ঞাবান এমন একজনও নেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, তা আবার অবিশ্বাসীদেরই আদালতে! এমনকি, নিজেদের মধ্যে মামলা চালানোটাও তোমাদের পক্ষে পরাজয়! এর চেয়ে বরং অন্যায়টা সহ্য কর না কেন? এর চেয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে দাও না কেন? অথচ তোমরাই অন্যায় করছ, তোমরাই ক্ষতি করছ—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ। নাকি তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ

তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

**শ্লোক** - তীত ৩:৫, ৬; ১ করি ৬:১১

*প্র* ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে।

*উ* এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে।

*প্র* তোমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

*উ* এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৩:৩৭-৩৯)

**খ্রিষ্টই সকলের বীজ**

এমন কেউ আছে যারা জবাইখানার মেষ হতে আহূত; এদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যিনি মেষ হলেন যাতে আমাদের কাছে নিজেকে খাদ্যরূপে দিতে পারেন। তা কেমন ঘটেছে? শোন: *আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* (১ করি ৫:৭)। চিন্তা কর: যাঁকে আমরা প্রতিদিন সাক্রামেন্তের আকারে খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের পূর্বাভাসরূপেই আমাদের পিতৃপুরুষেরাও মেষ হত্যা করে খাচ্ছিলেন বিধায় একই মেষের গুণে *জবাইখানার মেষ* হলেন (সাম ৪৪:১২)।

পুণ্যজনেরা কিন্তু এ পবিত্র ভোজ যে শুধু ভয় করবে না এমন নয়, তারা বরং তেমন ভোজের আকাঙ্ক্ষাই করুক, কেননা স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে হলে অন্য উপায় নেই। স্বয়ং প্রভু বললেন, *আমার মাংস না খেলে ও আমার রক্ত পান না করলে তোমরা অনন্ত জীবন পাবেই না* (যোহন ৬:৫৩ দ্রঃ)। সুতরাং, প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা তাঁকে গ্রহণ করে,

তাদের জন্য আমাদের প্রভু হলেন খাদ্য, ভোজ, ও পুষ্টি। তিনি নিজে বলেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে* (যোহন ৬:৫১)।

আর তুমি যেন নিশ্চিত হতে পার যে এসব কিছু আমাদেরই জন্য সাধিত হয়েছে, ও তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে এসেছেন, সেজন্য পল বলেন, *আমরা সকলে সেই একরুটির অংশভাগী* (১ করি ১০:১৭)।

অতএব এসো, আমরা যেন জবাইখানার মেষ হতে ভীত না হই। প্রভুও নিজের মাংস ও রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, পিতরও মণ্ডলীর জন্য বহুকষ্ট ভোগ করলেন। প্রেরিতদূত পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতও যথেষ্ট কষ্ট বরণ করলেন: তাঁদের কশাঘাত করা হল, পাথর ছুড়ে মারা হল, কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। দুঃখকষ্টে তেমন সহিষ্ণুতার উপর ও সঙ্কট ও বিপদে দেখানো তেমন সাহসের উপরেই ঈশ্বরের জনগণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও মণ্ডলী বৃদ্ধিলাভ করেছে; কারণ তেমন নিপীড়নের মাঝেও প্রেরিতদূতদের উদ্দীপনা হ্রাস পাচ্ছিল না দে'খে, এমনকি এ স্বল্পায়ুর জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁরা অনন্ত জীবন লাভ করছিলেন দেখে অনেকে সাক্ষ্যমরণের দিকে আকর্ষিত হল।

পরবর্তী পদ একথার প্রমাণ: *তুমি আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে* (সাম ৪৪:১২)। প্রাচীনকালের সেই নবীদের মত প্রেরিতদূতেরাও বিজাতীয়দের মধ্যে প্রেরিত হলেন ও বিধর্মীদের মাঝে তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া হল, যেন তেমন বিক্ষেপণের ফলে অধিক প্রচুর ফসল সংগ্রহ করা হয়। যেমন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট গমের দানার মত মাটিতে পড়লেন ও বহুফসল উৎপন্ন করার জন্য মরলেন, তেমনি ধন্য প্রেরিতদূতেরা বিধর্মীদের মাঝে উত্তম বীজ বয়ে আনবার জন্য বিক্ষিপ্ত হলেন, যেন তাদের মাঝেও তাঁদের দৃষ্টান্ত ফল উৎপন্ন করে। শাস্ত্রে আমরা দেখি, প্রভু একদিন বললেন, *আমি তোমাদের নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে* (যোহন ১৫:১৬)। সুতরাং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বীজ হলেন, ঠিক যেমনটি আব্রাহামকে বলা হয়েছিল, *তোমার বীজের কাছে …* (আদি ১৩:১৫ লাতিন পাঠ্য)— আর সেই বীজ ছিলেন খ্রিষ্ট। ফলে খ্রিষ্ট হলেন সকলের বীজ; তিনি পড়তে ও বিক্ষিপ্ত

হতে চাইলেন যেন আমাদের দেহের দীনতা তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করতে পারেন।

পরিত্রাণের বীজ রূপে তিনি সকল মানুষের জন্য প্রস্ফুটিত হলেন, ও ধন্য প্রেরিতদূতেরা তাঁরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়ে বীজরূপে সর্বত্রই প্রেরিত ও বিক্ষিপ্ত হলেন যেন বিধর্মীরা মণ্ডলী-মাঠে সংগৃহীত হয়ে সারা বিশ্বে বিস্তৃত প্রাচুর্যময় ফসলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁরা বিক্ষিপ্ত হলেন যেন নতুন ফল উৎপন্ন করেন, ও সেই নতুন ফসল যেন মণ্ডলীর গোলাঘরে সংগৃহীত হতে পারে।

**শ্লোক** - কল ১:২৪, ২৯

*প্র* আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,

*উ* এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

*প্র* আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি;

*উ* এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৪৯:১-২৯, ৩৩)

## নিজ সন্তানদের উপরে যাকোবের আশীর্বাদ

যাকোব তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে বললেন, 'একত্র হও, যেন ভাবীকালে তোমাদের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাদের বলতে পারি।

যাকোবের সন্তানেরা, একত্র হও, শোন ;
তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথা শোন।
রূবেন, তুমি আমার প্রথমজাত ;
তুমি আমার প্রাণশক্তি, এবং আমার পুরুষত্বের প্রথমফল ;
তুমি মহিমায় প্রধান, শক্তিতে প্রধান।
তুমি ফুটন্ত জলরাশির মত ; তোমার প্রাধান্য থাকবে না ;
কেননা তুমি তোমার পিতার বাসর দখল করেছিলে,
আমার মিলন-শয্যায় উঠে তা কলুষিত করেছিলে।
শিমেয়োন ও লেবি দুই সহোদর ;
তাদের খড়্গ দৌরাত্ম্যের অস্ত্র ;
তাদের মন্ত্রণাসভায় যেন না ঢোকে আমার প্রাণ !
তাদের আসরে যেন যোগ না দেয় আমার হৃদয় !
কেননা তাদের ক্রোধে তারা নরহত্যা করল,
নিজেদের ইচ্ছার বশেই বৃষের শিরা ছিন্ন করল।
তাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা প্রচণ্ড ;
তাদের কোপ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা নিষ্ঠুর।
আমি তাদের যাকোবে বিভক্ত করব,
ইস্রায়েলে তাদের বিক্ষিপ্ত করব।

যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে ;
তোমার হাত তোমার শত্রুদের ঘাড় চেপে ধরবে ;

তোমার পিতার সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে।
যুদা একটা যুবসিংহ;
বৎস, নিহত শিকার ফেলে রেখে তুমি উঠে এলে।
সে পা গুটিয়ে বসে আছে একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার?
যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না,
তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না,
যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার,
জাতিসকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।
সে আঙুরলতায় বাঁধে নিজের গাধা,
সেরা আঙুরলতায় নিজের গাধীর বাচ্চা;
সে আঙুররসে ধুয়ে নেয় নিজের পোশাক,
আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়।
তার চোখ আঙুররসে রক্তবর্ণ,
তার দাঁত দুধে স্বেতবর্ণ।

জাবুলোন সমুদ্রতীরে বাস করবে,
হবে যত জাহাজের আশ্রয়স্থল,
সিদোনমুখীই তার পাশ।
ইসাখার একটা বলবান গাধা
যা মেষপালের মধ্যে শায়িত;
সে যখন দেখল, বিশ্রামস্থান কেমন উত্তম,
যখন দেখল, দেশটি কেমন মনোরম,
তখন ভার বইতে কাঁধ পেতে দিল
ও মেহনতি কাজের দাস হল।
দান নিজের প্রজাদের বিচার করবে
ইস্রায়েলের অন্য সকল গোষ্ঠীর মত।

দান পথের একটা সাপ হোক,
হোক রাস্তার এমন চন্দ্রবোড়া,
যা অশ্বের পায়ে কামড় দেয়,
ফলে অশ্বারোহী পিছনে পড়ে যায়।
প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় আছি!
গাদকে সৈন্যদল আক্রমণ করবে,
কিন্তু সে পিছন থেকে তাদের উপর আঘাত হানবে।
আশের থেকে উত্তম খাদ্য উৎপন্ন হবে;
সে রাজারই উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবে।

নেফ্তালি একটা দ্রুত হরিণী,
যা মনোরম শাবক প্রসব করে।
যোসেফ একটি উর্বর তরু-পল্লব,
সে উৎসের ধারে উর্বর তরু-পল্লব,
যার শাখাগুলো প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে পড়ে।
তীরন্দাজেরা তাকে কঠোর ক্লেশ দিল,
তীরের আঘাতে তাকে উৎপীড়ন করল;
কিন্তু তার ধনুক অক্ষুণ্ণ থাকল,
তার বাহু বলবান রইল
যাকোবের সেই শক্তিমানের বাহু দ্বারা,
সেই পালকের নামে, যিনি ইস্রায়েলের শৈল,
তোমার পিতার সেই ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমার সহায়,
সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমাকে আশীর্বাদ করেন:
ঊর্ধ্ব থেকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ,
অধোলোকে গহ্বরের আশীর্বাদ,
বুক ও গর্ভের আশীর্বাদ।
প্রাচীন পর্বতমালার আশীর্বাদের চেয়ে,

চিরন্তন গিরিমালার আকর্ষণের চেয়ে
তোমার পিতার আশীর্বাদই প্রাচুর্যময়।
তেমন আশীর্বাদ নেমে আসুক যোসেফের মাথায়,
তারই শিরে, ভাইদের মধ্যে যে নিবেদিতজন!
বেঞ্জামিন একটা নেকড়ের মত যা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে;
প্রভাতে, সে নিজের শিকার গ্রাস করে,
সন্ধ্যায়, লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নেয়।'

এঁরা সকলে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, সংখ্যায় বারো; এঁদের পিতা আশীর্বাদ করার সময়ে একথা বললেন; এঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

পরে যাকোব তাঁদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'আমি আমার জাতির সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। হিত্তীয় এফ্রোনের সেই একখণ্ড জমিতে যে গুহা রয়েছে, সেই গুহাতে আমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমাকে সমাধি দাও।'

ছেলেদের কাছে এই আজ্ঞা দেওয়া শেষ করার পর যাকোব বিছানায় পা দু'টো তুলে নিলেন, এবং প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক - প্রকাশ ৫:৫; আদি ৪৯:১০

প্ দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন;

উ তিনিই পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।

প্ যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার;

উ তিনিই পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০:৪)

**খ্রিষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল,**

**আমাদের পক্ষে বাপ্তিস্মই তো তাই**

*আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব?* (রো ৬:২)। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ এ কি, আমরা এমনি পাপ করার নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি? অথবা, বিশ্বাস করে আলোকিত হবার পর আমরা কি সত্যিই পাপের কাছে মরেছি? হ্যাঁ, বাক্যটির পরবর্তী অংশের আলোতে এই তো শ্রেয়তর ব্যাখ্যা। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ হল এ, আমরা যেন আর কখনও পাপের অধীন না হই। আমাদের জন্য বাপ্তিস্ম ঠিক তাই করল: পাপের কাছে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে —একবার চিরকালের মত।

তবু এ অবস্থায় থাকবার জন্য আমাদের এখনও যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে হবে। পাপ যাই কিছু আদেশ করুক না কেন, আমাদের কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, বরং একটা মৃত দেহের মত অবিচল থাকতে হবে। তাঁর নিজের কথা তত স্পষ্ট না হওয়ায় পল নিজেই, একটু ভর্ৎসনামূলক ভাবে, দীর্ঘতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলেই তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* (রো ৬:৩-৪)।

তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার অর্থ কী? অর্থ হল এ যে, তাঁর মত আমাদেরও মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন, কেননা ক্রুশ হল একপ্রকার বাপ্তিস্ম। খ্রিষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল, আমাদের পক্ষে বাপ্তিস্মই তো তাই—অবশ্য অন্য রকম ভাবে: খ্রিষ্ট দেহগতভাবেই মৃত্যু বরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, আমরা কিন্তু পাপেরই কাছে মৃত্যু বরণ করেছি ও সমাহিত হয়েছি। এজন্যই পল একথা বলেন না যে, আমরা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, বরং বলেন, *তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।* কেননা দু'টোই মৃত্যু বটে, কিন্তু যা মরে গেছে তা এক নয়। খ্রিষ্টের বেলায় দেহটি, আমাদের বেলায় পাপই মরল। তাঁর মৃত্যু যেমন বাস্তব ছিল, আমাদের মৃত্যুও তেমনি বাস্তব হল, তবুও

আমাদের পক্ষে করার মত বাকি আরও কিছু আছে। বস্তুত পল বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (রো ৬:৪)। 'জীবনের নবীনতা' একথা উল্লেখ করে পল পুনরুত্থানেরই কথা ইঙ্গিত করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিশ্বাস কর খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন? তবে তোমার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও বিশ্বাস কর। যেহেতু ক্রুশ ও সমাধি দু'টো তোমারও, সেজন্য তোমার নিয়তি তাঁরই নিয়তির মত। তুমি যখন তাঁর মৃত্যু ও সমাধির অংশী হয়েছ, তখন আরও নিশ্চিত ভাবেই তুমি তাঁর পুনরুত্থান ও জীবনেরও অংশী হবে। এখন তো মহাশত্রু সেই পাপ ধ্বংস হয়েছে, তাই ছোট শত্রু সেই মৃত্যুর ধ্বংস সম্বন্ধেও সন্দেহটুকুও থাকতে পারে না।

তবু পল একথা আপাতত শ্রোতাদের বিবেকের কাছে চিন্তার বিষয়ের মত ফেলে রাখেন; তিনি বরং আমাদের মনের সামনে ভাবী পুনরুত্থানের কথা তুলে ধরার পর আমাদের কাছে আর একটা পুনরুত্থান তথা বর্তমান জীবনের এমন নতুন দিগনির্দেশ দাবি করেন যা আচরণ-পরিবর্তনেরই ফল হওয়া চাই। কারণ যখন অশুচি শুচি হয়, কৃপণ দানশীল হয়, হিংস্র কোমল হয়, তখন এমন পুনরুত্থান ঘটে যা ভাবী পুনরুত্থানের অগ্রিম দান। এখন, কোন্ পুনরুত্থানের কথা বলা হয়? পাপের মৃত্যুতে ধর্মময়তাই পুনরুত্থান করে; আগেকার জীবনের বিনাশে এ নতুন স্বর্গীয় জীবনই পুনরুত্থান করে।

**শ্লোক** - রো ৬:১১-১২; কল ২:১২

*প্র* নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।

*উ* সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে।

*প্র* বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ।

*উ* সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে।

# রবিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৬:১২-২০)

### ‘আমার পক্ষে সবই বিধেয়!’

‘আমার পক্ষে সবই বিধেয়!’ তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুর অধীনে থাকতে সম্মত নই। খাদ্য পেটের উদ্দেশ্যে, আবার পেট খাদ্যের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঈশ্বর দুইয়েরই বিলোপ ঘটাবেন। দেহ যৌন অনাচারের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। আর ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রিষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রিষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা! নাকি তোমরা জান না যে, বেশ্যার সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে তার সঙ্গে একদেহ হয়? বাস্তবিকই লেখা আছে: সেই দু’জন একদেহ হবে। কিন্তু প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে এক-আত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল: মানুষ আর যে কোন পাপ করে না কেন, তা তার দেহের বাইরে ঘটে; কিন্তু যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র যে মানুষ, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

শ্লোক - ১ করি ৬:১৯, ২০, ১৭

প্র তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান, আর তোমরা নিজেদের নও?

উ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

প্র প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে এক-আত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল;

উ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক)

**খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের প্রথমফল**

ঐশবাণী মানুষ হলেন ও ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যেন মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ও দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠতে পারে।

অক্ষয়শীলতা ও অমরতার সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া আমরা তো অন্য কোন উপায়েই অক্ষয়শীলতা ও অমরতা লাভ করতে পারতাম না। আমরা কিন্তু কি করেই বা অক্ষয়শীলতা ও অমরতার সঙ্গে মিলিত হতে পারতাম, যদি-না আমরা যা আছি সেই অক্ষয়শীল ও অমর [ঈশ্বর] আগে তাই না হতেন, যেন যা ক্ষয়শীল তা অক্ষয়শীলতা দ্বারা ও যা মরণশীল তা অমরতা দ্বারা আত্মভূত করা না হত, যার ফলে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারতাম? যিনি ঈশ্বরপুত্র ও আমাদের প্রভু, তিনি তো পিতার বাণী ও মানবপুত্র, কারণ সেই যে মারীয়া নিজে মানবজন্মের ফল হওয়ায় মানুষ ছিলেন, তাঁরই গর্ভে মানবজন্ম নিয়ে তিনি মানবপুত্র হলেন। এজন্য স্বয়ং প্রভু পৃথিবীর বুকে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বে আমাদের এমন চিহ্ন দিলেন যা মানুষ নিজে থেকে চায়নি, কেননা মানুষ প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, একটি কুমারী কুমারী হয়ে থেকেও গর্ভবতী হতে ও সন্তান প্রসব করতে পারবে; এও প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, সেই নবজাতই

*আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর* হবেন (ইশা ৭:১৪; মথি ১:২৩) ও তাঁর আপন হাতের রচনা সেই মেষ যা হারিয়ে গেছিল তা খোঁজ করতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবেন ও খুঁজে পাওয়া মানুষকে পিতার কাছে নিবেদন ক'রে ও তার জন্য সুপারিশ ক'রে স্বর্গে আরোহণ করায় নিজেকেই মানব-পুনরুত্থানের প্রথমফল করবেন, যার ফলে যেমন মাথা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন, তেমনি দেহের বাকি অঙ্গগুলো-স্বরূপ যে সকল মানুষ অবাধ্যতা জনিত দণ্ডকাল পূর্ণ ক'রে জীবনের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন হবে, সেই সকল মানুষও যেন পুনরুত্থান করে। কেননা দেহ সুসংবদ্ধতা ও পরস্পর-সংযোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকে, ঈশ্বরের পুষ্টি লাভে বৃদ্ধিশীল হয়ে ওঠে, ও এক একটা অঙ্গ দেহের অভ্যন্তরে নিজ নিজ উপযুক্ত ভূমিকা প্রাপ্ত হয়। দেহের বহু অঙ্গ রয়েছে বিধায় পিতার কাছে থাকার ঘর বহু।

অতএব ঈশ্বর সত্যিই উদারমনা হলেন—হ্যাঁ, মানুষ পতিত হলে তিনি সেই বিজয় পূর্বনিরূপণ করলেন, যে বিজয় বাণী দ্বারা দান করার কথা। কেননা শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধিলাভ করায় ঐশবাণী ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও অপরূপ শক্তি প্রকাশ করছিলেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২০, ২২, ২১

*প্র* খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

*প্র* যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১–২:১২)

## পল ও থেসালোনিকীয়েরা

আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমরা পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমাদের প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করে আমরা তোমাদের সকলের জন্য সর্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; আমরা তোমাদের সক্রিয় বিশ্বাস, তোমাদের পরিশ্রমী ভালবাসা ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে অবিরত স্মরণ করে থাকি; কেননা, ভাই, তোমরা যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, সেই তোমাদের সম্বন্ধে আমরা জানি, তোমরা তাঁর মনোনীতজন, কারণ আমাদের সুসমাচার কথার মধ্য দিয়ে শুধু নয়, কিন্তু পরাক্রমে ও পবিত্র আত্মায় ও গভীরতম প্রত্যয়েও তোমাদের কাছে ব্যাপ্ত হয়েছিল; এবং তোমরা তো ভালই জান, তোমাদের খাতিরে আমরা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম। আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পবিত্র আত্মার আনন্দে বাণী সাদরে গ্রহণ করে আমাদের ও প্রভুর অনুকারী হয়েছ; এতে তোমরা মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে একটা আদর্শ হয়ে উঠেছ; কেননা তোমাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী ধ্বনিত হয়েছে, আর শুধুমাত্র মাকিদনিয়াতে ও আখাইয়ায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বস্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে; তাই সেকথা উল্লেখ করা আমাদের আর প্রয়োজন নেই; তারা নিজেরাই তো আমাদের বিষয়ে এই কথা বলে যে, আমরা কেমন করে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর কেমন করে তোমরা দেবমূর্তিগুলো ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় সত্যকার ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক—সেই খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় থাক, যিনি আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

কেননা, ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি; বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার

পর—কথাটা তোমরা জান—আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি। তোমরা তো জান, আমরা তোষামোদের কোন কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করে, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!

ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। তোমরা তো জান, পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর, যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

শ্লোক - ১ থে ১:৯, ১০; ৩:১২, ১৩

*প্র* তোমরা ঈশ্বরের দিকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় সত্যকার ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক:

℣ তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

℟ প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন:

℣ তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ

**প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য ঐশকৃপা চিরকালীন আনন্দের দিকে আমাদের আহ্বান করছে। সংসারের আনন্দ চিরকালীন দুঃখের দিকে ধাবিত, কিন্তু যে আনন্দ প্রভুর ইচ্ছায় স্থাপিত, যারা তেমন আনন্দে স্থিতমূল থাকে সেই আনন্দ চিরস্থায়ী ও শাশ্বত আনন্দের দিকেই তাদের চালিত করে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, আমি *আবার বলছি, আনন্দেই থাক* (ফিলি ৪:৪)।

তিনি আমাদের অনুরোধ করেন যেন আমাদের আনন্দ প্রভুতে ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, কারণ এসংসারে আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করতে যত বেশি সংগ্রাম করব, ভাবী জীবনে তত বেশি ধন্য হয়ে উঠব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তত বেশি গৌরব লাভ করব।

*তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক* (ফিলি ৪:৫); অর্থাৎ তোমাদের জীবনাচরণ ঈশ্বরের চোখে শুধু নয়, মানুষের চোখেও ব্যক্ত হোক; এমন জীবনাচরণ, যা পৃথিবীর সকল অধিবাসীর জন্য অমায়িকতা ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় ও ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে তোমাদের উত্তম স্মৃতিচারণও হয়ে দাঁড়ায়।

*প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না* (ফিলি ৪:৫-৬)। যারা সত্যের আশ্রয়ে, খাঁটি বিশ্বাসে, স্থিতমূল আশায় ও সিদ্ধ ভালবাসায় প্রভুকে ডাকে, তিনি তাদের নিত্যই কাছে আছেন: তোমরা যাচনা করার আগেও তিনি জানেন তোমাদের কী কী প্রয়োজন; যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সেবা করে, সমস্ত প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করতে তিনি নিত্যই প্রস্তুত। ফলে, আমরা যখন জানি আমাদের রক্ষাকর্তা প্রভু কাছে

রয়েছেন, তখন আমাদের যত অমঙ্গলের জন্য তত চিন্তিত হতে নেই : লেখা আছে, *যারা ভগ্নহৃদয়, প্রভু তাদের কাছে কাছে থাকেন, যাদের আত্মা বিচূর্ণ, তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন। ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে, কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন* (সাম ৩৪:১৯-২০)। তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন ও রক্ষা করার জন্য আমরা যদি সচেষ্ট থাকি, তাহলে তাঁর প্রতিশ্রুত প্রতিদান আমাদের দিতে তিনি দেরি করবেন না।

*সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি করে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও* (ফিলি ৪:৬), যেন সম্মুখীন যত কষ্ট—ঈশ্বর না করুন—অন্তরে গজ গজ করে বা দুঃখ করে নয়, বরং *সবসময় সবকিছুর জন্য পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে* (এফে ৫:২০) ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গেই তা বহন করতে পারি।

শ্লোক - সাম ৪০:৩-৪, ২

প্র আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন, সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।

উ আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান।

প্র তিনি আমার চিৎকার শুনলেন ; ধ্বংসের গর্ত থেকে আমায় টেনে তুললেন।

উ আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৭:১-২৪)

## বিবাহ বিষয়ক বাণী

তোমরা আমার কাছে যে সমস্ত কথা লিখেছ, সেই প্রসঙ্গে: হ্যাঁ, নারীকে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে ভাল; কিন্তু যৌন দুর্নীতির আশঙ্কায় প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক, প্রত্যেক নারীরও নিজ নিজ স্বামী থাকুক। স্বামী নিজের স্ত্রীর দাবি মেনে নিক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর দাবি মেনে নিক। স্ত্রীর দেহ স্ত্রীর অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহ স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই। তোমরা একে অন্যকে বঞ্চিত করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য পারস্পরিক সম্মতি ক্রমে সীমিত কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করে। তবু আমি আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই একথা বলছি। আসলে আমার ইচ্ছা এ, আমি যেভাবে আছি, সকলে যেন সেইভাবে থাকে; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।

অবিবাহিত মানুষের ও বিধবার কাছে আমার কথা এ: আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল। আর যারা বিবাহিত, তাদের কাছে এই আজ্ঞা দিচ্ছি—আমিই যে দিচ্ছি তা নয়, প্রভুই দিচ্ছেন!—স্ত্রী স্বামী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; বিচ্ছেদ ঘটলে সে আবার বিবাহ না করেই যেন থাকে, কিংবা স্বামীর সঙ্গে যেন পুনর্মিলিতা হয়; স্বামীও কিন্তু যেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে।

অন্য সকলকে আমি বলছি—প্রভু নয়!—যদি কোন ভাইয়ের স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাসী নয়, আর সেই নারী তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। তেমনি যে স্ত্রীর স্বামী বিশ্বাসী নয়, আর সেই লোক তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে পবিত্রিতা হয়ে ওঠে; অন্যথা, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত! কিন্তু তারা আসলে পবিত্র। তবু অবিশ্বাসী যদি চলে যেতে চায়, চলে যাক; তেমন অবস্থায় সেই ভাই বা সেই বোন দাসত্বে আর আবদ্ধ নয়: ঈশ্বর শান্তি ভোগ করতেই তোমাদের আহ্বান করেছেন। আসলে তুমি, হে স্ত্রী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্রাণ করবে না? কিংবা, হে স্বামী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্রাণ করবে না? যাই হোক, প্রভু যাকে যেমন অবস্থায় রেখেছেন, সে সেই অনুসারে চলুক—ঈশ্বর তাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সেইমত। আসলে এই নিয়মটা আমি সকল মণ্ডলীতেই স্থির করে থাকি। কেউ কি পরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে তার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা না করুক। কেউ কি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে পরিচ্ছেদিত না হোক। পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব! আহ্বানের সময়ে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই থাকুক। আহ্বানের সময়ে তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদিও স্বাধীন হতে পার, তবু বরং তোমার দাসত্বকেই সার্থক কর। কারণ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ; তেমনি আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রিষ্টের ক্রীতদাস। মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে, মানুষদের ক্রীতদাস হয়ো না! ভাই, প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় আহূত হয়েছিল, সে যেন সেই সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের সামনে থাকে।

শ্লোক - মথি ১৯:৪, ৫, ৬; আদি ১:২৭

প্র মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।

উ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।

℣ স্রষ্টা আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন; সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ।

℟ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৭:২-৩)

**মণ্ডলীকে মাতারূপেই ভালবাসা উচিত**

তোমরা যখন শোন, *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* (প্রবচন ৩১:১০)। তখন মনে করো না, একথা এমন মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা গুপ্ত, বরং সেই মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা এমন একজন দ্বারা পাওয়া গেল যাতে আর কারও কাছে গুপ্ত না থাকে। এবং তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রশংসা করা হচ্ছে ও তার গুণকীর্তন করা হচ্ছে যেন সেই মণ্ডলী মাতারূপেই আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্র হতে পারে, কারণ মণ্ডলী কেবল সেই একজনেরই কনে। *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* আর কেইবা তেমন গুণবতী নারীকে দেখতে না পায়? মণ্ডলীকেই তো ইতিমধ্যে পাওয়া গেল: সে এত উচ্চ স্থানে উন্নীতা যেন সকলেরই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর সকলে যেন তাকে গৌরবান্বিতা, অলঙ্কৃতা, উজ্জ্বল ও সারা বিশ্বে বিস্তৃতা বলে দেখতে পায়। *মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি* (প্রবচন ৩১:১০)। তোমরা যদি রত্নার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রত্নার নিজের মূল্য ভাব, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে যখন মণ্ডলীকে তেমন রত্নাগুলোর চেয়েও মূল্যবান বলা হয়? আসলে তার সঙ্গে কোন তুলনা করা যায় না।

তার মধ্যে মূল্যবান বহু রত্না রয়েছে, আর এ রত্নাগুলো এত মূল্যবান যে, সেগুলোকে জীবন্তও বলা হয়; সুতরাং মূল্যবান বহু পাথর তাকে অলঙ্কৃতা করে, তবু মণ্ডলী নিজেই সেগুলোর চেয়ে অধিক মূল্যবান। আমি তোমাদের কাছে এ মূল্যবান পাথরগুলির প্রশংসা করতে চাই—আমি যতখানি বুঝি, তোমরাও তো ততখানি বোঝ বটে; আমি কিন্তু যতখানি ভীত, তোমাদেরও সেই ভয় ততখানি অনুভব করতে হবে। মণ্ডলীতে মূল্যবান বহু পাথর আছে ও সবসময়ই ছিল, তথা সেই সকল বিজ্ঞ লোক যারা

সুবুদ্ধি, ভাষ্য ও বিধানের সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এরা স্পষ্টই মূল্যবান রত্না; অথচ এ রত্নাগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা এ নারীর অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

প্রভুর ধর্মতত্ত্ব উজ্জ্বল, আর যে অর্থে এ ধর্মতত্ত্ব ও ভাষ্যের দিক দিয়ে যা উজ্জ্বল রত্ন বলে গণ্য, সেই অর্থে কিপ্রিয়ানুস মূল্যবান রত্ন ছিলেন—তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কারে থেকে গেলেন। দনাতুসও রত্ন ছিলেন, তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। যিনি থাকলেন, তিনি তারই মধ্যে নিজেকে ভালবাসতে চাইলেন; কিন্তু যিনি বিচ্ছিন্ন হলেন, তিনি তার চেয়ে নিজেরই সুনামের অন্বেষণ করলেন। তার সঙ্গে থেকে প্রথমজন তার কাছে অপরকে একত্রিত করলেন; তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বিতীয়জন অপরকে একত্রিত নয়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই করার অভিপ্রায় করলেন। রত্নটা যদি সেই নারীর অলঙ্কারে না বসে, তবে অন্ধকারেই পড়ে যায়; দনাতুসের পক্ষে এ নারীর অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকা, এমনকি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই যুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল!

মূল্যবান রত্নের অর্থ হল যে, সেই রত্ন দামী বলে গণ্য; কিন্তু যার ভালবাসা নেই, সে মূল্যহীন, তার আর কোন দাম নেই। নিজের শিক্ষা নিয়ে সে যতই গর্ব করুক না কেন, নিজের ভাষা নিয়েও সে যতই গর্ব করুক না কেন, সে কিন্তু তারই কথা শুনুক যে এ নারীর প্রকৃত রত্নের মূল্য বোঝে। আবার বলছি, সে তারই কথা শুনুক যে তেমন অলঙ্কার বিষয়ে দক্ষ স্বর্ণকার। কেনই বা ভাষা মূল্যবান নয়, কিন্তু মূল্যহীন পাথর? এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র* (১ করি ১৩:১)। পাথরটা কোথায় গেল? পাথরটা আর ঝক্‌ঝক করছে না, কিন্তু ঝনঝনে শব্দ দিচ্ছে! সুতরাং, তোমরা যারা স্বর্গরাজ্য অর্জন করতে ইচ্ছা কর, পাথরগুলোর প্রকৃত মূল্য বুঝতে শেখ। এ নারীর অলঙ্কার ছাড়া অন্য পাথর যেন তোমাদের আকর্ষণ না করে। মূল্যবান পাথরগুলোর চেয়ে অধিক অমূল্য যে নারী, সে নিজেই নিজের অলঙ্কারের মূল্য।

শ্লোক - ইশা ৫৪:১২, ১১

প্ল নগরীর সমস্ত প্রাচীরবেষ্টনী বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে আবিষ্ট হবে।

উ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।

৭ দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব, নীলকান্তমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব।

৮ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১৩–৩:১৩)

## থেসালোনিকীয়দের বিশ্বাসের জন্য পলের প্রশংসা

ভ্রাতৃগণ, এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। কেননা, ভাই, যুদেয়ায় খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ, যেহেতু তোমরাও তোমাদের স্বজাতি মানুষদের হাতে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছ, তারাও যেমন দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সেই ইহুদীদের হাতে যারা প্রভু যিশু ও নবীদেরও মৃত্যু ঘটিয়েছিল, আমাদেরও নির্যাতন করেছিল; তারা ঈশ্বরেরও প্রীতিকর নয়, আবার সকল মানুষেরও বিরোধী বলে দাঁড়ায়, কারণ বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য প্রচারকর্ম চালাতে তারা আমাদের বাধা দিচ্ছে; এভাবে তারা নিজেদের পাপের মাত্রা পূরণ করে দিচ্ছে, কিন্তু ঐশক্রোধ অবশেষে তাদের নাগাল পেয়েছে।

ভাই, কিছু কালের মত তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর—শারীরিক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন, হৃদয়ে নয়—আমরা তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য মনের গভীর আকাঙ্ক্ষায় কতই না ব্যাকুল ছিলাম; কারণ আমরা, বিশেষভাবে আমিই পল, একবার, এমনকি দু'বার তোমাদের কাছে যেতে বাসনা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। আসলে, আমাদের প্রভু যিশুর আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে? হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

এজন্য, নিজেদের আর সামলাতে না পারায় আমরা স্থির করেছিলাম, এথেন্সে একা হয়ে থাকব, এবং আমাদের ভাই ও খ্রিষ্টের সুসমাচার প্রচারকাজে ঈশ্বরের সহকর্মী সেই তিমথিকে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদের সুস্থির করেন ও বিশ্বাস পালনে তোমাদের নব চেতনা দান করেন, যেন এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই বিচলিত

না হও। তোমরা তো জান, এই সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত। আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালেও আমরা আগে থেকে তোমাদের বলেছিলাম, আমাদের ক্লেশ ভোগ করতেই হবে; আর ঠিক তাই ঘটেছে, এবং তোমরা তা ভালই জান। তাই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আমি তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছিলাম; আমাদের ভয় ছিল, মানুষকে যে লোভ দেখায় সে হয় তো তোমাদের লোভ দেখিয়েছে, ফলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

কিন্তু এখন তিমথি তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা সম্বন্ধে সুখবর নিয়ে এসেছেন; তিনি বলেছেন, আমাদের বিষয়ে তোমরা শুভস্মৃতি রাখছ, আমাদের দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, ঠিক যেমনটি আমরাও তোমাদের দেখতে ইচ্ছা করছি। এজন্য, ভাই, আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের কারণে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে ছিলাম, এখন তোমাদের বিষয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছি; হ্যাঁ, আমরা এখন বাঁচি, যেহেতু তোমরা প্রভুতে স্থিতমূল। তোমাদের কারণে আমরা আমাদের ঈশ্বরের সামনে যে গভীরতম আনন্দ বোধ করছি, তার প্রতিদানে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? তোমাদের মুখ দেখবার জন্য ও তোমাদের বিশ্বাসের যতটুকু অভাব এখনও রয়েছে, তা পূরণ করার জন্য আমরা দিনরাত সনির্বন্ধ মিনতি করে আসছি। আহা, আমাদের ঈশ্বর ও পিতা নিজেই এবং আমাদের প্রভু যিশু যদি তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করতেন! প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে, তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উপচে পড়ে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

শ্লোক - ১ থে ৩:১২, ১৩; ২ থে ২:১৬-১৭

প্ প্রভু করুন, পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে উঠে উপচে পড়ে।

উ তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

℣ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজে তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করুন, এবং শুভ যত কর্মে ও কথায় সুস্থির করুন;

℟ তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১৩২)

**বিশ্বাসী সকলে ছিল একমন একপ্রাণ**

*দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর* (সাম ১৩৩:১)। হ্যাঁ, ভাইদের একত্রে বাস করা ভাল ও সুন্দর, কারণ তারা যখন একত্রে বাস করে, তখন মণ্ডলীর সমাবেশে একত্রিত; তারা যখন ভাই বলে অভিহিত, তখন এক ইচ্ছা ও এক প্রেমে একাত্ম হয়।

আমরা পড়ি যে, প্রেরিতদূতদের প্রথম প্রচারে এ আজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণই ছিল; বস্তুত লেখা রয়েছে, *বিশ্বাসী সকলে ছিল একমন একপ্রাণ* (প্রেরিত ৪:৩২)। সুতরাং এক পিতার অধীনে ভাই হওয়া, এক আত্মার অধীনে এক হওয়া, এক গৃহে একাত্ম হয়ে অগ্রসর হওয়া, একদেহে একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া ঈশ্বরের জনগণের পক্ষে সত্যি সমীচীন।

ভাইদের একত্রে বাস করা সত্যি ভাল ও সুন্দর। তেমন ভাল ও সুন্দর বসবাসের তুলনা উপস্থাপন করতে গিয়ে নবী বলেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, ঝরে পড়ে তাঁর পোশাকের গলবন্ধনীর উপর* (সাম ১৩৩:২)।

আরোনের যাজকীয় অভিষেকের জন্য যে তেল ব্যবহার করা হয়েছিল, তা সুগন্ধি দ্রব্য দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। এই যে অভিষেক আপন যাজকের জন্য প্রথম করা হল, তাতে ঈশ্বর প্রীত হলেন; তিনি এতেও প্রীত হলেন যে *আপন সমকক্ষদের চেয়ে* (সাম ৪৫:৮) আমাদের প্রভুকেই অদৃশ্যভাবে তৈলাভিষিক্ত করা হল। তেমন অভিষেক পার্থিব নয়; রাজাদের যে তেলে অভিষেক করা হত, সেই তেলের পাত্র দ্বারা নয়, বরং

*আনন্দ-তেলেই* তাঁকে অভিষিক্ত করা হল। এজন্য এ অভিষেকের পর বিধান অনুসারে আরোনকে খ্রিষ্ট অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজন বলে অভিহিত করা হল।

এখন, একজনের উপর ঢেলে দেওয়া হলে এ তেল যেমন অপদূতদের তাড়িয়ে দেয়, তেমনি ভালবাসার অভিষেকের ফলে আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় সেই সুগন্ধি একাত্মতায় সুবাসিত; এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরাই তো খ্রিষ্টের সৌরভ* (২ করি ২:১৫)। সুতরাং এ প্রথম তেল যেমন প্রথম যাজক আরোনে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হল, ভাইদের একত্রে বাস করা তেমনি ভাল ও সুন্দর।

কিন্তু সেই তেল মাথা থেকে দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে; দাড়ি তো পরিপক্ক বয়সের অলঙ্কার; ফলে আমাদের পক্ষে খ্রিষ্টে শিশু হওয়া কেবল তখনই অর্থপূর্ণ যখন আমরা শিশুর মত শঠতা থেকে মুক্ত, কিন্তু সুবুদ্ধিতে পূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত সকল বিজাতিকে শিশু বলেন, কারণ তারা গুরুপাক খাদ্য নিতে এখনও অনুপযুক্ত, তাদের এখনও দুধের প্রয়োজন: *আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি* (১ করি ৩:২)। আমাদের কিন্তু পরিপক্ক মানুষ হওয়া উচিত।

**শ্লোক** - রো ১২:৫; এফে ৪:৭; ১ করি ১২:১৩

*প্র* এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ, এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

*উ* খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

*প্র* প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য, এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

*উ* খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৭:২৫-৪০)

**কৌমার্য ও দাম্পত্য-জীবন**

কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে

এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। এক কথায়, যে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

শ্লোক - ১ করি ৭:২৯-৩১; ১ যোহন ২:১৫

প্র সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,

উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

প্র সংসার ও সংসারের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না,

উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯০:২-৩)

**সময় অল্প**

*সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়* (মথি ৭:১৪): আর সেখানে কেউই প্রবেশ করতে পারত না, পদার্পণও করতে পারত না, যদি-না খ্রিষ্ট

নিজেকে পথ করে সেই দুর্গম প্রবেশদ্বার না খুলে দিতেন, ও নিজেকে পথদিশারী করে যাত্রা সম্ভব না করতেন; কারণ তিনিই তো শ্রমে প্রবেশ করান, আবার বিশ্রাম দান করেন। যাঁর মধ্যে আমাদের অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা রয়েছে, তাঁর মধ্যে ধৈর্যের দৃষ্টান্তও উপস্থিত: *যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে* (২ তি ২:১২), কারণ প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *যে বলে সে খ্রিষ্টেতে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চলেছেন* (১ যোহন ২:৬)। অন্যথা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি মিথ্যাই, যাঁর নামে গৌরব করি আমরা যদি তাঁর সেই আজ্ঞাগুলি মেনে না চলি; আর সেই আজ্ঞাগুলি আমাদের পক্ষে ভারী হত না, এমনকি যত বিপদ থেকেই আমাদের রক্ষা করত, আমরা যদি তাই ভালবাসতাম তিনি যা ভালবাসতে আজ্ঞা করলেন।

বস্তুতপক্ষে দুই ধরনের ভালবাসা রয়েছে যা থেকে আমাদের নানা ইচ্ছা উদ্গত; এ ভালবাসা দু'টোর গুণ যেমন ভিন্ন, সেগুলোর গতিও তেমনি ভিন্ন। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা, যা ভালবাসা ছাড়া থাকতে পারে না, হয় ঈশ্বরকে না হয় জগৎকে ভালবাসে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কখনও অতিরিক্ত নয়, কিন্তু জগতের প্রতি ভালবাসায় সবকিছুই ক্ষতিকর। এজন্য শাশ্বত মঙ্গলকে অবিরতই আঁকড়িয়ে ধরা দরকার, অন্যদিকে পার্থিব যত কিছু ক্ষণস্থায়ী বলেই ভোগ করা দরকার, যাতে করে মাতৃভূমির দিকে ফেরার পথে প্রবাসী এই আমরা সৌভাগ্যের যা কিছু এজগতে ঘটে তা এজগতে থাকবার আমন্ত্রণ নয়, বরং পাথেয় বলেই গণ্য করি। একারণে ধন্য প্রেরিতদূত একথা বলেন, *সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে* (১ করি ৭:২৯-৩১)। মানুষ কিন্তু দৃশ্যগত সবকিছুর সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের আকর্ষণে আকর্ষিত ও তা থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যদি-না সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টাই বরং প্রেমের পাত্র না হন। তিনি যখন বলেন, *তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (দ্বিঃবিঃ ৬:৫), তখন তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা কোন ব্যাপারেই তাঁর ভালবাসার বাঁধন খুলে

ছেড়ে দেব না। আর যখন তিনি প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার আদেশ এ আজ্ঞার সঙ্গে যোগ করে দেন, তখন দাবি করেন আমরা তাঁর মঙ্গলময়তার অনুকরণ করব, যাতে তিনি যা ভালবাসেন আমরা তাই ভালবাসি, আর তিনি যা করেন আমরা তাই করি। কেননা যদিও *আমরা ঈশ্বরেরই খেত ও ঈশ্বরেরই গাঁথনি* (১ করি ৩:৯), এবং *যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব* (১ করি ৩:৭), তবু সমস্ত ব্যাপারে তিনি আমাদের সেবাকর্মের সহযোগিতা দাবি করেন, এবং চান আমরা তাঁর মঙ্গলদানগুলি বিতরণ করব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে বহন করে, সে যেন তাঁর ইচ্ছাও পালন করে। এজন্যই তো প্রভুর প্রার্থনায় আমরা বলি, *তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০)। তেমন কথা দ্বারা আমরা এছাড়া আর কীবা যাচনা করি, তিনি যেন তাদেরই নিজের অধীনে আনেন যারা এখনও তাঁর অধীন নয়, ও এই মর্তে মানুষকে তাঁর নিজের ইচ্ছার সেবাকর্মী করেন যেভাবে স্বর্গে দূতেরা করে থাকেন? তা যাচনা করে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও ভালবাসি। আর যখন আকাঙ্ক্ষা করি, প্রভু-তিনি আদেশ করবেন ও সেবক-আমরা সেবা করব, তখন আমাদের মধ্যে এ ভালবাসা ভিন্ন নয়, এক।

**শ্লোক** - রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

*প্র* আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,

*উ* আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী ;

*উ* আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৮)

## পবিত্রতা ও পুনরুত্থানে প্রত্যাশা

ভাই: আমরা মিনতি করি, ও প্রভু যিশুতে তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য তোমাদের কীভাবে চলা উচিত—তোমরা সেইভাবেই তো চলছ; তবু এবিষয়ে আরও বেশি উন্নতিশীল হও। তোমরা তো জান, প্রভু যিশুর পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের কি কি আদেশ দিয়েছি। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ, তোমরা পবিত্র হবে; অর্থাৎ, তোমরা যেন যৌন অনাচার থেকে দূরে থাক, তোমরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ দেহকে পবিত্রতা ও মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা কর —নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার বস্তু ব'লে নয়, যেভাবে সেই বিধর্মীরা করে যারা ঈশ্বরকে জানে না; এই ক্ষেত্রে কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় না করে, তাকে না ভোলায়, কারণ প্রভু এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিফলদাতা; একথা আমরা আগে তোমাদের বলেছিলাম, জোর দিয়েই বলেছিলাম। কারণ ঈশ্বর অশুচি হবার জন্য নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন। তাই যে কেউ এই সমস্ত কথা অবজ্ঞা করে, সে মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে যিনি নিজের পবিত্র আত্মাকে তোমাদের দান করেন।

ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছ, আর আসলে গোটা মাকিদনিয়ার সকল ভাইদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করছ; তবু তোমাদের অনুরোধ করে বলছি, ভাই, আরও বেশি কর; এবং এ বিষয়েই বিশেষভাবে যত্নবান হও: শান্ত জীবন যাপন করা, নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকা, ও নিজেরাই কাজ করে জীবিকা অর্জন করা, যেমনটি তোমাদের বলেছিলাম। এর ফলে তোমরা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা জয় করবে ও তোমাদের পরনির্ভরশীল হতে হবে না।

ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না; অন্যথা, সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে পড়বে, যারা

আশাবিহীন মানুষ। আসলে আমরা বিশ্বাস করি যে, যিশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন। প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে আমরা তোমাদের একথা বলছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব। সুতরাং তোমরা এই ধরনের কথা চিন্তা করতে করতে পরস্পরকে আশ্বাস দাও।

**শ্লোক** - ১ থে ৪:১৬; মার্ক ১৩:২৭; মথি ২৪:৩১ দ্রঃ

*প্র* মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন;

*উ* তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

*প্র* মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন মহা তুরির সঙ্গে তিনি নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন।

*উ* তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**এসো, এমন জীবনাচরণ করি,**
**যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে সর্বদা জীবনযাপন করতে পারি**

খ্রিষ্ট দেহের পুনরুত্থান, অমরতা, আকাশে সাক্ষাৎ ও মেঘবাহনে গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: তিনি তা বাস্তবরূপেই দেখালেন। কেমন করে ও কোথায় তিনি তা দেখিয়ে দিলেন? মৃত্যুবরণ করে তিনি পুনরুত্থান করলেন ও চল্লিশ দিন ধরে প্রেরিতদূতদের

সঙ্গে সময় কাটালেন যেন তাঁদের স্থিতমূল করতে পারেন ও দেখাতে পারেন পুনরুত্থানের পরে আমাদের দেহের কী রূপ হবে। তাছাড়া তিনি যে পলের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, *আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে* (১ থে ৪:১৭), তাও বাস্তবরূপে দেখালেন; কারণ পুনরুত্থানের পরে যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন, *তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল* (প্রেরিত ১:৯-১০)। একই প্রকারে তাঁর দেহের সমস্বরূপের দেহ হওয়ায় আমাদের দেহও তাঁর দেহের সমসত্তার অধিকারী হয়ে উঠবে, কেননা মাথা যেমন দেহও তেমন, ও আদি যেমন অন্তও তেমন। ঠিক এধারণা ইঙ্গিত করেই পল বলেছিলেন, *তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহেরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করবেন* (ফিলি ৩:২১)।

আমাদের দেহ যখন তাঁর দেহের সদৃশ, তখন একই পথেও চলবে ও তাঁর দেহের মত সেও মেঘলোকের ঊর্ধ্বে উন্নীত হবে। আর যেহেতু সেদিন পর্যন্ত শ্রোতাদের কাছে স্বর্গরাজ্যের কথা অস্পষ্টই হয়েছিল, সেজন্য সেই পর্বতে গিয়ে তিনি শিষ্যদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের কাছে ভাবী গৌরবের একটা পূর্বদৃশ্য দিয়েছিলেন, ও আবৃতভাবে এও দেখিয়েছিলেন, একদিন আমাদের দেহের কী রূপ হওয়ার কথা।

প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু জেনে এবং বাণী ও যা কিছু দেখেছি তা দ্বারা চেতনা লাভ করে, এসো, এমন জীবনাচরণ করি যেন মেঘলোকে উপনীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্বদাই জীবনযাপন করতে পারি ও তাঁর কৃপায় পরিত্রাণকৃত হয়ে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলি উপভোগ করতে পারি যা আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেই আমাদের পাবার কথা, যাঁর সঙ্গে পিতা ও পবিত্র আত্মার কাছে গৌরব, পরাক্রম, সম্মান, আরাধনা নিবেদিত হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - হিব্রু ১০:৩৭-৩৮; যোহন ৩:৩৬

প্ব আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না;

উ কেননা আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

৺ পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে,

৷ কেননা আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৮:১-১৩)

**প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়**

ভ্রাতৃগণ, এবার প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়: আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে। কেউ যদি মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত, সেইভাবে সে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁর কাছে পরিচিত। প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খাওয়া প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই। কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!—তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

তবু তেমন জ্ঞান সকলের নেই; কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রতিমা-পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়। কিন্তু কোন খাদ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য জয় করতে পারে না; তা না খেলেও আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও আমাদের কোন লাভ হয় না। কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই যোগ্যতা যেন দুর্বলদের হোঁচটের কারণ না হয়ে ওঠে। কারণ, কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে, তবে দুর্বল মানুষ হওয়ায় তার

বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খেতে আকর্ষিত হবে না? বস্তুত তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রিষ্ট মরেছেন, তার বিনাশ ঘটে। ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত করলে তোমরা খ্রিষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর। সুতরাং কোন খাদ্য যদি আমার ভাইয়ের পতনের কারণ হয়, তাহলে আমি আর কখনও মাংস খাব না, পাছে আমার ভাইয়ের পতনের কারণ হই।

শ্লোক - ১ করি ৮:৫, ৬, ৪

প্র স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা,

উ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

প্র আমরা তো জানি, প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই। মাত্র এক ঈশ্বরই আছেন,

উ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ পুস্তক)

**যারা সংগ্রাম করে, স্বয়ং যিশুই তাদের পুরস্কার ও জয়মালা**

যারা খ্রিষ্টের ও সদ্‌গুণের ভালবাসায় আসক্ত, তারা নির্যাতন বহন করতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হলে প্রবাস অস্বীকার করে না ও আনন্দের সঙ্গে যত জঘন্য দুর্নামও গ্রহণ করে, কারণ তাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত মহান ও মূল্যবান পুরস্কার বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

যিনি সংগ্রামের পুরস্কার-দানকারী, সেই প্রভুর প্রতি ভালবাসার আর একটা ফল এ: সেই ভালবাসা এখনও অদৃশ্য পুরস্কারে বিশ্বাস সঞ্চার করে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রত্যাশা দৃঢ়তর করে তোলে। যারা খ্রিষ্টকে ধ্যান করে ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই ভালবাসা তাদের প্রজ্ঞাবান করে, ও তাদের অন্তর মমতাপূর্ণ করে সেই মানব দুর্দশার প্রতি যা তারা ভাল করেই জানে। সেই ভালবাসা তাদের কোমলপ্রাণ, ন্যায়বান, বিনম্র, মমতাপূর্ণ করে; আবার, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমও করে তোলে; খ্রিষ্টের ও

সদ্‌গুণের প্রতি তাদের এতই আসক্ত করে যে, তারা এর জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত শুধু নয়, তারা বরং শান্ত মনে অপমান সহ্য করে ও নির্যাতনে উল্লাস করে। এক কথায়, তেমন ধ্যান থেকে আমরাও অতি মহান উপকার লাভ করতে পারি ও আনন্দ পেতে পারি। এভাবে আমরা অধিক মঙ্গলময় সেই প্রভুতে নিজেদের মন পবিত্র, সদ্‌গুণের বিভা অক্ষুণ্ন, প্রাণ উত্তরোত্তর উত্তম, সাক্রামেন্তগুলিতে পাওয়া ঐশ্বর্য সংরক্ষিত ও রাজকীয় পোশাক নির্মল ও অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।

যেমন আত্মসংযম ও সুবুদ্ধি-প্রয়োগ হল মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে, খ্রিষ্টধ্যানই আমাদের মনের অবিরত কাজ হওয়ার কথা। আর একথা তখন আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে আমরা যখন ভাবি যে, মানুষের পক্ষে যে আদর্শের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা উচিত—ব্যাপারটা নিজের কি পরের উপকার হোক না কেন—সেই আদর্শ খ্রিষ্টই মাত্র। কেবল তিনিই মানুষের কাছে নিজের প্রতি ও পরের প্রতি প্রকৃত ধর্মময়তা দেখাতে পারেন; এমনকি, যারা সংগ্রাম করে, তিনি নিজেই তাদের পুরস্কার ও বিজয়মালা।

সুতরাং, তাঁর জীবনের কথা যত মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখা দরকার, যেন তাঁরই কাছে শিখতে পারি কীভাবে আমাদের কষ্টভোগ করা উচিত। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীদের সামনে পুরস্কার তুলে ধরা আছে; সেই পুরস্কারের দিকে লক্ষ করে তারা লড়াইতে নামে; আর পুরস্কার যত সুন্দর, তাদের প্রচেষ্টা তত মহান। এসব কিছু ছাড়া কেইবা জানে না, কেবল তিনিই নিজের রক্তমূল্যেই আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন? ফলে এমন আর কেউই নেই যার সেবা করা উচিত ও যার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া উচিত: দেহ, আত্মা, ভালবাসা, স্মরণশক্তি ও মনের বাকি অন্য গতি এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক। এজন্য পল বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে* (১ করি ৬:১৯-২০)।

শ্লোক - প্রেরিত ১৩:৪৮, ৪৯

প্র ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,

উ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

৶ প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,

৷ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১-২৮)

## আলোর সন্তান

ভাই, বিশেষ বিশেষ কাল ও লগ্ন সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ভালই জান যে, চোর যেমন রাত্রিবেলায় আসে, প্রভুর দিন ঠিক সেইভাবে আসবে। লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই গর্ভবতী নারীর প্রসবযন্ত্রণার মত বিনাশ তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে; আর তারা কেউই তা এড়াতে পারবে না। কিন্তু, ভাই, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই; কারণ যারা ঘুমোয়, তারা রাতেই ঘুমোয়, এবং যারা মদ খায়, তারা রাতেই মাতাল হয়। কিন্তু আমরা যেহেতু দিনেরই, সেজন্য আমাদের মিতাচারী হওয়া চাই, এবং বিশ্বাস ও ভালবাসার বর্মে সজ্জিত হওয়া ও পরিত্রাণদায়ী আশার শিরস্ত্রাণ মাথায় রাখা চাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি। সুতরাং তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও, এবং একে অন্যকে গেঁথে তোল, যেইভাবে করে আসছ।

এখন, ভাই, আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি; যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, প্রভুতে তোমাদের পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ও তোমাদের সদুপদেশ দেন, তাঁদের প্রতি যত্নশীল হও, তাঁদের কাজের কথা ভেবে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাও। নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাক। ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি: যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলে, তাদের সাবধান কর; যারা ভীরু, তাদের উৎসাহিত কর; যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও। দেখ, যেন অপকারের প্রতিদানে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল

অন্বেষণ কর। নিত্যই আনন্দে থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; সবকিছুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—খ্রিষ্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না; সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ; যত ধরনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাক।

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।

ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

সকল ভাইকে পবিত্র চুম্বনে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, এই পত্র যেন সকল ভাইয়ের কাছে পড়ে শোনানো হয়।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - ১ থে ৫:৯-১০; কল ১:১৩

*প্র* ঈশ্বর আমাদের জন্য এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন

*উ* আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

*প্র* ঈশ্বর অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন,

*উ* আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মার্ক দিয়াদোকোস-লিখিত 'সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা' থেকে পাঠ (৬, ২৬, ২৭, ৩০)

**আত্মাদের নির্ণয়-জ্ঞান মনের আস্বাদন-শক্তি দ্বারাই লভ্য**

ভুল না করে ভাল-মন্দ নির্ণয় করাই হল প্রকৃত জ্ঞানের আলো। এমনটি ঘটলেই ধর্মময়তার পথ ধর্মময়তার সূর্য সেই ঈশ্বরের দিকে মন চালিত করে, ও সেই মনকে প্রজ্ঞার সীমাহীন দীপ্তির মধ্যে প্রবেশ করায়, যে মন ইতিমধ্যে ভরসার সঙ্গে ভালবাসার

অন্বেষণ করে। যারা সংগ্রাম করে, তাদের পক্ষে যে কোন আলোড়নের গতিধারার বাইরে প্রাণকে রক্ষা করা দরকার, যেন মন আগত যত চিন্তা-ভাবনা নির্ণয় ক'রে নিজের স্মরণশক্তির পুণ্যস্থানে সেগুলিকেই রক্ষা করতে পারে যেগুলি উত্তম ও ঈশ্বর থেকে আগত; আর যেগুলি নিকৃষ্ট ও শয়তান থেকে আগত, সেগুলিকে যেন বের করে দিতে পারে। সমুদ্রও শান্ত হলে জেলেদের তলদেশ পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেয়, যার ফলে কোন মাছ তাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না; কিন্তু বাতাসে আলোড়িত হলে সমুদ্র অপরিষ্কার তরঙ্গমালায় সেই সবকিছু লুকোয় যা শান্ত হলে স্পষ্টভাবে দেখায়; ফলে জেলেরা যতই বুদ্ধি খাটায়, তাদের চেষ্টা বৃথাই থাকে।

কিন্তু কেবল পবিত্র আত্মাই মনকে শুচিশুদ্ধ করতে পারেন; সেই শক্তিশালী নিজে না ঢুকলে ও দস্যুকে বিতাড়িত না করলে শিকারটা তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যেতে পারবে না। সুতরাং পবিত্র আত্মার কাজের শুভফলের উদ্দেশ্যে প্রাণের শান্তি সবসময় রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন; অর্থাৎ কিনা, নিজেদের অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ সবসময় জ্বলন্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। মনের গভীরতম স্থানে সেই প্রদীপ জ্বলন্ত হলে, তবে অপদূতদের যত তিক্ত ও অন্ধকারময় আক্রমণ সেই পুণ্য ও গৌরবময় আলো দ্বারা অনাবৃত শুধু নয়, নিরর্থকও হয়ে যায়।

এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না* (১ থে ৫:১৯), অর্থাৎ কোন অধর্ম ও নিকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না, পাছে তিনি আপন জ্যোতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করায় ক্ষান্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সেই সনাতন ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মাকে নিবানো সম্ভব নয়; তবু এমনটি হতে পারে, দুঃখের ভারে তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে আমাদের মন জ্ঞানের আলো বিহীন করে ও অন্ধকারময় ও কুয়াশায় নিমজ্জিত অবস্থায় ফেলে রাখবেন।

মনের নির্ণয়শক্তি হল সেই নিখুঁত আস্বাদন-শক্তি যা দিয়ে সবকিছু বিচার্য। যেমন শরীর সুস্থ হলে আমরা আস্বাদন-শক্তি দ্বারা ভাল ও মন্দ খাদ্য নির্ণয় করে রুচিকর খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হই, তেমনি নিখুঁত সমতা-সম্পন্ন হলে আমাদের মন শত দুশ্চিন্তার মাঝেও ঐশসান্ত্বনাও পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারে ও ভালবাসার অনুশীলন দ্বারা সেই সান্ত্বনার স্বাদ কখনও ভুলে যায় না—সেই যে ভালবাসা উচ্চতর মঙ্গলদানের দিকে

সর্বদাই আকৃষ্ট, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমি এজন্য প্রার্থনা করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে, যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার* (ফিলি ১:৯-১০)।

শ্লোক - তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

*প্র* সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

*প্র* সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

*উ* তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৯:১-১৮)

**পলের স্বাধীনতা ও তাঁর ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ**

আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যিশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর। যারা আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-ই আমার উত্তর। খোরাক পাবার অধিকার কি আমাদের নেই? জায়গায় জায়গায় একজন ধর্মবোনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্যান্য প্রেরিতদূত ও প্রভুর ভাইয়েরা ও কেফাসও কি তাই করেন না? কিংবা কাজ না করার অধিকার কি শুধু আমার ও বার্নাবাসের নেই? কোন্ সৈন্য নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? আর কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না? একথা কি মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নিজেরই কথা, না বিধানেরও নিজেরই কথা? কেননা মোশির বিধানে লেখা আছে, যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না। বলদকে নিয়েই কি ঈশ্বরের চিন্তা? নাকি তিনি ঠিক আমাদেরই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন? বস্তুত আমাদেরই খাতিরে কথাটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার উচিত, প্রত্যাশাতেই চাষ করা, যেভাবে যে শস্য মাড়াই করে, তার উচিত, নিজের অংশ পাবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়াই করা। আমরা যখন তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব ফসল সংগ্রহ করি, তবে তা কি তত বিরাট দাবি? যখন তোমাদের উপরে তেমন অধিকার অন্যান্যদেরই আছে, তখন কি আমাদের বেশি

অধিকার নেই? অথচ আমরা এই অধিকার অনুশীলন করি না, সমস্ত কিছুই বরং সহ্য করি, যেন খ্রিষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা সৃষ্টি না করি। তোমরা কি জান না যে, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা মন্দির থেকেই খাবার পায়, আর যারা যজ্ঞবেদিতে যজনকর্ম করে, তারা যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ-করা বলির অংশ পায়? তেমনি প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য এই নিয়ম দিয়েছিলেন যে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা। আমি কিন্তু এই সমস্ত অধিকারের একটাও অনুশীলন করিনি; আর যেন আমার সম্বন্ধে সেইমত ব্যবহার করা হয়, এজন্যই যে এই সমস্ত কথা লিখছি, তা নয়; এর চেয়ে আমি বরং মরতাম। কিন্তু কেউই আমার এই গর্ব নস্যাৎ করতে পারবে না! কেননা আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার পক্ষে তাতে গর্ব করার কিছু নেই, কারণ তা করতে আমি নিজেকে বাধ্যই মনে করি; ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার প্রচার না করতাম! বস্তুত আমি যদি নিজে থেকেই তা করতাম, তবে আমার মজুরি পাবার অধিকার থাকত; কিন্তু যদি নিজে থেকেই না করি, তবে তা এমন কর্তব্য যা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাহলে আমার মজুরি কী? মজুরি এই যে, সুসমাচার প্রচার কাজে আমার যা পাবার অধিকার আছে, তা অনুশীলন না করে আমি কোন মজুরি প্রত্যাশা না করে সুসমাচার প্রচার করে চলি।

শ্লোক - ১ করি ৯:১৬, ২ দ্রঃ

প্র সুসমাচার প্রচার করা আমার পক্ষে গর্ব নয়, বরং কর্তব্য।

উ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

প্র যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর।

উ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**প্রেরিতদূতেরা জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ দেন**

*আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন* (ইশা ৪৯:১৩ সত্তরী পাঠ্য); *হে পৃথিবীর ভিত, তুরি বাজাও* (ইশা ৪৪:২৩ সত্তরী পাঠ্য)। ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দিব্য বাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রিষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রিষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রিষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬), তখন খ্রিষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি*

*পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮), যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই পাথর হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তাঁর ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়* (সাম ৮৭:১)। পর্বতশ্রেণির সঙ্গে প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের এ তুলনা সত্যি উপযুক্ত, কারণ তাঁদের খ্রিষ্টজ্ঞান উত্তরপুরুষদের জন্য ভিত্তির মতই দৃঢ়স্থাপিত হল, যারা তাঁদের জালে পড়ে ধর্মান্তরিত হবে, তাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, তারা বিশ্বাস-ভ্রান্তিতে পড়বে। সুতরাং 'পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল', এপ্রসঙ্গে আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; কেননা মোশি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু কথা বলতে ধীর ছিলেন; বিধানের কণ্ঠও তত দূরে শোনা যেত না, কেবল যুদেয়ার মধ্যেই শোনা যেত। অতএব, তোমরা যাঁরা খ্রিষ্টের দূত হিসাবে নিযুক্ত, তুরি বাজাও! হ্যাঁ, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন* (সাম ১৯:৫)। প্রভুর প্রেরিতদূতেরা সত্যিই সুপরিচিত ছিলেন; সকলেই তাঁদের চিনে নিতে পারত; তাঁদের কর্ম ও বাণীর জন্য ছিলেন বিখ্যাত, এবং সর্বস্থানে সকলেই তাঁদের পরিচয় জানত। সুসমাচারের দিব্য বাণীর প্রচারক ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহদানগুলির সেবক রূপে তাঁরা এখনও জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করে চলেন; কেননা যেখানে পাপক্ষমা রয়েছে, ও রয়েছে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তালাভ, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, দত্তকপুত্রত্বের জ্যোতি, স্বর্গরাজ্য, ও অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মঙ্গলদানগুলির নিশ্চিত প্রত্যাশা, সেখানে অনির্বাণ আনন্দ ও উল্লাসও বিরাজিত।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৩:৪৮, ৪৯

*প্র* ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,

*উ* এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

*প্র* প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,

*উ* এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:১-১২)

## প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। ভাই, আমরা তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য; আর তেমনটি করা সমীচীন বটে, কেননা তোমাদের বিশ্বাস খুবই বৃদ্ধিশীল, এবং পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের ভালবাসা উপচে পড়ছে। তাই, তোমরা যে সমস্ত নির্যাতন ও ক্লেশ সহ্য করছ, তার মধ্যে এমন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস দেখাচ্ছ যে, আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ববোধ করছি। তেমন কিছু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট একটা লক্ষণ; হ্যাঁ, তোমরা যে রাজ্যের খাতিরে দুঃখকষ্ট ভোগ করছ, ঈশ্বরের সেই রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হবেই। কেননা এতে ঈশ্বরের ন্যায্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে: যারা তোমাদের ক্লেশ দিচ্ছে, প্রতিফলে তিনি তাদের ক্লেশ দেবেন, এবং তোমরা যারা এখন এত ক্লেশ ভোগ করছ, তিনি আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও আরাম দেবেন সেইদিনে, যেদিন প্রভু যিশু তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আবির্ভূত হবেন, এবং যারা ঈশ্বরকে মানে না ও আমাদের প্রভু যিশুর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য হয় না, তাদের যোগ্য দণ্ড দেবেন। তারা প্রভুর শ্রীমুখ থেকে ও তাঁর শক্তির গৌরব থেকে দূরে বঞ্চিত হয়ে চিরন্তন বিনাশে দণ্ডিত হবে; তেমনটি সেইদিনে ঘটবে, যেদিন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য তিনি আসবেন, যেহেতু আমাদের সাক্ষ্যদান তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণেও আমরা তোমাদের জন্য সবসময় প্রার্থনা করে থাকি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের তাঁর আহ্বানের যোগ্য করে তোলেন ও তাঁর পরাক্রম গুণে তোমাদের মঙ্গলকর যত সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের যত কর্মপ্রচেষ্টা সুসম্পন্ন করে তোলেন; যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যিশু

খ্রিষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যিশুর নাম তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হয়— তোমরাও তাঁর মধ্যে।

**শ্লোক** - ২ থে ১:১০; সাম ১৪৫:১৭ দ্রঃ

*প্র* যখন প্রভু আসবেন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য, তখন

*উ* তিনি তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠবেন।

*প্র* প্রভু সকল বাণীতে বিশ্বাসযোগ্য, সকল কাজে কৃপাময়:

*উ* তিনি তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৩শ ধর্মশিক্ষা ১, ৩, ৬, ২৩)

**নির্যাতনের সময়েও ক্রুশ হোক তোমার আনন্দ**

খ্রিষ্টের যেকোন কর্ম সঙ্গতভাবেই কাথলিক মণ্ডলীর গর্বের কারণ, কিন্তু তার সমস্ত গর্বের গর্ব হলো ক্রুশ; একথা জেনে পল বলেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি যেন অন্য কিছুতেই গর্ব না করি* (গা ৬:১৪)।

সিলোয়া-জলকুণ্ডের ধারে সেই জন্মান্ধ যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল, তা অবশ্যই বিস্ময়কর বিষয় ছিল, তবু সারা বিশ্বের অন্ধদের তাতে কী লাভ হল? লাজার যে চতুর্থ দিনে পুনরুজ্জীবিত হলেন, তাও এমন কাজ যা অবশ্যই মহান ও অলৌকিক, তবু তেমন অনুগ্রহ কেবল তাঁকেই স্পর্শ করল: সমগ্র জগতে যারা পাপে মৃত অবস্থায় ছিল, তাদের কী লাভ হল? পাঁচখানা রুটি দিয়ে সেই যে পাঁচ হাজার লোক জলের উৎসের মতই অফুরন্ত খাদ্য পেয়েছিল, তাও বিস্ময়কর কাজ বটে, তবু সারা বিশ্বে যারা অজ্ঞতার ক্ষুধায় ভুগছিল, তাদের কী লাভ হল? সেই যে নারী আঠারো বছর ধরে শয়তানের বাঁধনে আবদ্ধা হয়ে ছিল, তাকে মুক্তি দেওয়া অবশ্যই একটা বিস্ময়কর কাজ হয়েছিল, তবু তুমি যখন চিন্তা কর যে আমরা আমাদের পাপের শেকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিলাম, তখন তাতে কী লাভ?

অন্যদিকে ক্রুশের গৌরব তাদেরও আলোকিত করল যারা অজ্ঞতার দরুন অন্ধ ছিল, তাদের সকলকেও মুক্তি দিল যারা পাপের অধীনে বন্দি ছিল, ও সারা বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করল।

সুতরাং এসো, আমরা যেন কখনও ত্রাণকর্তার ক্রুশের বিষয়ে লজ্জাবোধ না করি, তাতে বরং যেন গর্ববোধ করি। কেননা *ক্রুশের বাণী ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ, বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর* (১ করি ১:১৮,২৩), কিন্তু আমাদের কাছে পরিত্রাণ। আর *যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশ মূর্খতা; আমরা কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম* (১ করি ১:১৮,২৪); কেননা, যেমন বলেছি, যিনি আমাদের খাতিরে মরছিলেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই ঈশ্বরের পুত্র যিনি মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর।

সেই যে মেষশাবক, যা মোশির বিধান অনুযায়ী বলীকৃত ছিল, একসময় সেই মেষশাবক সেই সংহারককে দূরে রাখছিল, তার তুলনায় বিশ্বপাপহর ঈশ্বরের মেষশাবক কি শ্রেয়তর পাপমুক্তি সাধন করবেন না? বুদ্ধিহীন মেষের রক্ত পরিত্রাণ এনে দিত, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের রক্ত কি শ্রেয়তর পরিত্রাণ এনে দেবে না?

তিনি তো বাধ্য হয়ে প্রাণ দেননি, পরের বলপ্রয়োগেও তাঁকে হত্যা করা হয়নি, বরং স্বেচ্ছায়ই নিজেকে সঁপে দিলেন। শোন তিনি কী বলছেন, *আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (যোহন ১০:১৮)।

অতএব তিনি স্বেচ্ছাকৃত সঙ্কল্পেই নিজের যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে এলেন— তেমন উৎকৃষ্ট কাজের জন্য তিনি ছিলেন আনন্দিত, ছিলেন বিজয়মালার জন্য উল্লসিত, মানবপরিত্রাণের জন্য গর্বিত: সেই ক্রুশের জন্য লজ্জাবোধ করছিলেন না, কারণ তা দ্বারা তিনি বিশ্বকে পরিত্রাণ দান করছিলেন। আর যিনি যন্ত্রণাভোগ করছিলেন, তিনি নগণ্য মানুষ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন সেই মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর যিনি বাধ্যতার পুরস্কারের জন্য লড়াই করতে যাচ্ছিলেন।

ক্রুশ কেবল শান্তিকালেই হবে তোমার আনন্দ, তেমনটা যেন না হয়; কিন্তু নির্যাতনকালেও একই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরে থাক, শান্তিকালে তুমি যিশুর বন্ধু হবে ও

যুদ্ধ-সংগ্রামের সময়ে তাঁর শত্রু হবে, তেমনটা যেন না হয়। তুমি এখন পাপক্ষমা, ও আত্মিক উপহার হিসোবে তোমার রাজার অনুগ্রহদানও গ্রহণ করতে যাচ্ছ: যখন যুদ্ধ দেখা দেবে, তখন তোমার রাজার জন্য সাহসের সঙ্গে লড়াই কর।

যিনি কিছুতেই পাপ করেননি, সেই যিশুকে তোমার জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, আর তোমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন যিনি, তাঁর জন্য তুমি যে ক্রুশবিদ্ধ হবে, তা কি হতে দেবে না? তুমি অনুগ্রহ দান করছ এমন নয়, কেননা তুমিই আগে তা পেয়েছিলে; তুমি সেই অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ঋণ তাঁরই কাছে শোধ করছ যিনি গলগথায় তোমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১:১৮, ২৩

*প্র* যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর;

*উ* কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

*প্র* আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর;

*উ* কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৯:১৯-২৭)

## আদর্শবান সাধু পল

ভ্রাতৃগণ, কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি। ইহুদীদের কাছে আমি একজন ইহুদীর মত হয়েছি; যেন ইহুদীদের জয় করতে পারি; নিজে [ঈশ্বরের] বিধান-অধীন না হয়েও আমি বিধান-অধীনদের কাছে বিধান-অধীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-অধীনদের জয় করতে পারি। [ঈশ্বরের] বিধান-বিহীন না হয়েও, বরং খ্রিষ্টের বিধান-বাসী হয়েও আমি বিধান-বিহীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-বিহীনদের জয় করতে পারি। দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল, যেন দুর্বলদের জয় করতে পারি; সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি। সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি। তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য। আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি, পাছে অন্যের কাছে প্রচার করার পর নিজেই বাদ হয়ে পড়ি।

শ্লোক - ১ করি ৯:১৯, ২২; সিরা ২৪:৩৪ দ্রঃ

প্ কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল,

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

প্ দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়, বরং সত্যের অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি;

উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'পুরোহিতদের প্রতি' থেকে পাঠ (১২শ পর্ব)

**হও সকলের সেবক**

আপনারা যাঁরা আত্মাদের পরিচালক, বিভিন্ন কাজের মধ্যে, বিশেষভাবে চিন্তা করুন কতই না কঠিন আপনাদের আসল দায়িত্ব, যথা আত্মাদের পরিচালনা করা, এক একটার স্বভাব অনুসারে উপযুক্ত সেবা দান করা, সকলের কাছে নিজেদের এমনভাবে সমরূপ করা যাতে সকলের উপর আপনাদের প্রভুত্ব থাকলেও সেবকদের সঙ্গে আপনাদের কোন পার্থক্য না থাকে। এজন্য আপনাদের মধ্যে যিনি মহান, কনিষ্ঠদের মত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈশ্বরের দাসানুদাস বলে অভিহিত হতে দ্বিধা করেন না।

প্রেরিতদূত এ সেবাকর্মের বিধান দেখাতে গিয়ে একথা বলেন, *কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি* (১ করি ৯:১৯)। একই বিষয়ে এ কথাও লেখা রয়েছে: *তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর* (সিরা ৩:১৮)। যে পদমর্যাদা গৌণতর ব্যাপার তুচ্ছ করে, সেই পদমর্যাদা পদমর্যাদা-নামের যোগ্য নয়। বিনম্রতাই সমস্ত মর্যাদার উৎস ও রক্ষাকর্তা।

সুতরাং যাঁরা পদমর্যাদার অধিকারী, তাঁরা সবকিছুতে নিজেদের বিনম্র দেখাতে চেষ্টা করুন বিনম্রতার সদ্‌গুরু সেই খ্রিষ্টের আদর্শে, যিনি প্রধান হয়েও সকলের শেষে থাকতে চাইলেন, এমনকি শিষ্যদের পায়েই আনত হলেন। নিজের বিনম্রতার উজ্জ্বল আদর্শে খ্রিষ্ট গৌণতম জিনিসের দিকেই আপনাদের আকর্ষণ করছেন, যাতে আপনারা দাসদের দাসও হতে পারেন। অতএব, *খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের মধ্যেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে শূন্য করলেন* (ফিলি ২:৫-৭)।

আর যদিও আপনারা ঐশ্বরিক অবস্থার অধিকারী, তবু নিজেদের নমিত করে দাসের অবস্থা ধারণ করুন—মানুষের জন্য মানুষ হোন, দুর্বলদের জন্য দুর্বল হোন, নিজেদের মাথায় সকলের প্রয়োজন ও অসুস্থতা বহন করুন, যেমনটি পল বলেন, *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* (২ করি ১১:২৯)। সুতরাং সকলের চেয়ে আপনাদেরই কষ্টভোগ করতে হবে, কারণ আপনারা সকলের হয়েই কষ্টভোগ করছেন।

খ্রিষ্টকে ভালবাসলে তবে ধর্মময়তাও ভালবাসুন; কারণ তিনি তখনই *আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা ও ধর্মময়তা* (১ করি ১:৩০), যখন পাপ না জানলেও আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন আমরা যেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়ে উঠি (১ করি ৫:২১ দ্রঃ)। খ্রিষ্ট পাপার্থে বলি হলেন, এবং উত্তম পালকরূপে নিজের মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে *তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর* (১ পি ২:২১)। আপন রক্তমূল্যে খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে কিনলেন, এবং তার প্রতি তাঁর অপর্যাপ্ত ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তার জন্য রক্ত দান করে ভালবাসা ছড়িয়ে দিলেন। তেমন মহামূল্যে কেনা, তেমন প্রিয়, তেমন ভালবাসার পাত্রী সেই মণ্ডলীকে তিনি আপনাদের উপর নির্ভর করে আপনাদেরই হাতে তুলে দিলেন, আপনাদের তত্ত্বাবধানেই রেখে গেলেন, যাতে আপনাদের মধ্য দিয়ে বরের হৃদয় তার উপর ভরসা রাখতে পারে (প্রবচন ৩১:১১ দ্রঃ)। সুতরাং, আপনারা খ্রিষ্টকে যতখানি ভালবাসেন ও খ্রিষ্ট আপনাদের উপর নির্ভর করতে পারেন, ততখানি তাঁর কনেকে বিশ্বাস ক্ষেত্রে পালন করুন, তার জন্য অধিক সতর্ক থাকুন—নিজেদের জন্য

নয়, তাঁরই জন্য—আপনারা যেন তাকে *সুচরিত্রা কুমারী বলে* (২ করি ১১:২) তার আপন বর আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই কাছে উপনীত করতে পারেন, যিনি সবার ঊর্ধ্বে যুগ যুগ ধরে ধন্য পরমেশ্বর! আমেন।

শ্লোক - সিরা ৩২:১; মার্ক ৯:৩৫

প্র লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;

উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

প্র কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।

উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৭)

## প্রভুর আগমনের দিন

ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমন সম্বন্ধে ও তাঁর কাছে আমাদের সম্মিলিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা কোন আত্মিক প্রেরণা দ্বারা বা কোন বিশেষ বাণী দ্বারা বা আমাদেরই বলে ধরে নেওয়া এমন কোন পত্রও দ্বারা তত সহজে নিজেদের প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না, অস্থিরও হয়ে উঠো না, কেমন যেন প্রভুর দিন এসেই গেছে; কেউ আদৌ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা প্রথমে সেই মহাবিদ্রোহ দেখা দেবে, এবং জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তানও আবির্ভূত হবে, সেই যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং যা কিছু ঈশ্বর ব'লে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র, সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে আসন নিয়ে নিজেকেই ঈশ্বর বলে দাবি করবে।

তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি আগে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখনও এই সমস্ত কথা তোমাদের বলছিলাম? আর সে যেন নির্ধারিত লগ্নের আগে আবির্ভূত না হয়, এর জন্য যে কী তাকে বাধা দিয়ে রাখছে, তাও তোমরা জান। এর মধ্যে অধর্মের রহস্য বাস্তব রূপ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এ আবশ্যক যে, তাকে যে বাধা দিয়ে রাখছে, তাকেই আগে দূর করে দেওয়া হবে; তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যিশু নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে তাকে ধ্বংস করবেন ও নিজের আগমনের গৌরবময় আবির্ভাবে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন। সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে; আবার চিহ্নিত হবে অধর্মশক্তির যত ধরনের প্রতারণা দ্বারা, যা তাদেরই লক্ষ করবে যারা বিনাশের দিকে চলছে; কারণ তারা পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্যের ভালবাসা গ্রহণ করেনি। এজন্য ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে, এর ফলে যেন সেই সকলেই বিচারিত হয়, যারা সত্যে বিশ্বাস না রেখে শঠতায় প্রসন্ন ছিল।

কিন্তু, হে ভাই, হে প্রভুর ভালবাসার পাত্র, আমরা তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর আত্মার পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ও সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রথমফসলস্বরূপ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন; এবং সেইজন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বানও করেছেন। সুতরাং, ভাই, স্থিতমূল থাক, এবং সেই পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক, যা আমাদের মুখ বা পত্র থেকে পেয়েছ। আর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজে, এবং যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, এবং অনুগ্রহ ক'রে আমাদের চিরন্তন আশ্বাস ও শুভ প্রত্যাশা দিয়েছেন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করুন, এবং শুভ যত কর্মে ও কথায় সুস্থির করুন।

**শ্লোক** - মথি ২৪:৩০; ২ থে ২:৮

*প্র* মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে,

*উ* তারা তখন দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন।

*প্র* তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যিশু নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে তাকে ধ্বংস করবেন।

*উ* তারা তখন দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - চতুর্থ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক লেখকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৮:৭-১১)

## খ্রিষ্টের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হও

যারা ঈশ্বরের সন্তান হতে ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত, এবং নিজেদের মধ্যে আলোদানকারী ও নবসৃষ্টিকারী খ্রিষ্ট থাকায় পবিত্র আত্মা দ্বারা নানা ভাবে চালিত ও অন্তরের পরম শান্তিতে অনুগ্রহ দ্বারা অদৃশ্যভাবে পরিচালিত, তারা সত্যিই ধন্য। মানবজাতির জন্য তারা সময় সময় কেমন যেন শোকে ও দুঃখে নিমজ্জিত, এবং সকল মানুষের জন্য অবিরত প্রার্থনা নিবেদন ক'রে মানবসমাজের প্রতি তাদের জ্বলন্ত প্রেমের খাতিরে অশ্রুজল ফেলে। অন্য সময় তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা এমন উল্লাসে ও ভালবাসায় উদ্দীপ্ত যে, সম্ভব হলে ভাল মন্দ

নির্বিশেষে সকল মানুষকেই নিজেদের অন্তরে বরণ করত। অন্য সময় তারা নিজেদের বিনম্রতা হেতু সকলের সর্বনিম্নেই নিজেদের মনে করে, সকলের চেয়ে নিজেদেরই নগণ্য ও নিকৃষ্ট মনে করে। অন্য সময় তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী; অন্য সময় এমন বীরের মতই প্রতীয়মান, যে বীর রাজার রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীর্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের পরাজিত করে। একই প্রকারে পবিত্র আত্মার অস্ত্র ধারণ করে আত্মিক মানুষ শত্রুদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত ও পদদলিত করে।

সময় সময় আত্মা কেবল আত্মিক আনন্দে, অবর্ণনীয় শান্তিতে ও শ্রেয়তম অবস্থায় অবস্থান ক'রে পরম নীরবতা, নিস্তব্ধতা ও শান্তিতে বিশ্রাম করে। অন্য সময় আত্মা বিশেষ জ্ঞান বা অনির্বচনীয় প্রজ্ঞা কিংবা পবিত্র আত্মার গোপন শিক্ষা বিষয়ে অনুগ্রহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে; তখন আত্মা এমন কিছু জানতে পারে যা কোন ভাষা বর্ণনা করতে অক্ষম। অন্য সময় আত্মা সাধারণ মানুষের মত হয়।

এভাবে অনুগ্রহ নানাভাবে আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয় ও ঐশইচ্ছা অনুসারে আত্মাকে নবসৃষ্ট করে নানাভাবে তাকে চালিত করে; আবার অনুগ্রহ নানাভাবে আত্মাকে এমন চর্চা করায় যেন স্বর্গীয় পিতার কাছে তাকে অক্ষুণ্ন, অনিন্দনীয় ও পবিত্র বলে উপনীত করতে পারে।

সুতরাং এসো, আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি; ভক্তি ও মহা প্রত্যাশায়ই প্রার্থনা করি, যেন পবিত্র আত্মা দানের স্বর্গীয় অনুগ্রহ আমাদের মঞ্জুর করা হয়, যাতে সেই পবিত্র আত্মা আমাদেরও পরিচালনা করেন, ঐশইচ্ছার দিকে আমাদের চালিত করেন ও এমন নানা বিশ্রাম দানে আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলেন আমরা যেন তাঁর পরিচালনা, অনুগ্রহের চর্চা ও আত্মিক গতি গুণে খ্রিষ্টের সিদ্ধ পরিপূর্ণতার কাছে পৌঁছতে যোগ্য হয়ে উঠি—প্রেরিতদূত যেভাবে বলেছিলেন, *তোমরা যেন খ্রিষ্টের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ* (এফে ৩:১৯ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ যোহন ২:২০, ২৭; যোয়েল ২:২৩

*প্র* সেই পরমপবিত্রজনের কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে; তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু

℣ তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

℟ উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর ; তিনি যে তোমাদের ধর্মময়তার গুরু দান করলেন।

℣ তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১০:১-১৪)

**ইস্রায়েলের ইতিহাস থেকে আগত শিক্ষা**

ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রিষ্ট! কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল।

এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন। তেমনি তোমরা যেন কোন দেবমূর্তি পূজা না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন; এবিষয়ে লেখা আছে: লোকেরা পান-ভোজন করতে বসল, তারপর উঠে আমোদ করতে লাগল। আবার, আমরা যেন যৌন অনাচারে লিপ্ত না থাকি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে হয়েছিলেন, যার ফলে তেইশ হাজার লোক এক দিনেই প্রাণ হারিয়েছিল। আরও, আমরা যেন প্রভুকে যাচাই না করি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড়ে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। অবশেষে তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সেই সংহারকের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং, যে

মনে করে, সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, সে সাবধান থাকুক, পাছে তার পতন হয়। এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এবং ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন। এজন্য, হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:১, ২, ১১, ৩, ৪

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল।

*উ* এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

*প্র* সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।

*উ* এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪৫শ বিভাগ ৯)

**কালের পরিবর্তন ঘটে, বিশ্বাসের পরিবর্তন নেই**

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আগমনের আগে—যিনি মাংসধারণ করে নিজেকে নমিত করলেন—সেই ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন যাঁরা আসন্ন খ্রিষ্টেরই কথা বিশ্বাস করছিলেন; আমরা কিন্তু আগতই খ্রিষ্টের কথা বিশ্বাস করি। কালেরই পরিবর্তন ঘটেছে, বিশ্বাসের নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার পরিবর্তন ঘটে, এই অর্থে যে, কথাগুলো ভিন্নরূপেই উপস্থাপিত: আসন্ন ও আগত, এ দু'টো শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু একই বিশ্বাস তাঁদেরই সকলকে সংযুক্ত করে যাঁরা আসন্ন খ্রিষ্টের কথা বিশ্বাস করছিলেন ও যারা আগত খ্রিষ্টের কথা বিশ্বাস করে। কাল ভিন্ন হলেও তবু আমরা উভয় দলের মানুষকে বিশ্বাসের সেই একমাত্র দরজা তথা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে দেখি।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, মাংসে আগমন করলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন, পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন: ক্রিয়ার অতীতকাল ব্যবহৃত বিধায় আমরা বিশ্বাস করি এসব কিছু ঘটেছে। যাঁরা বিশ্বাস করছিলেন, খ্রিষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নেবেন, যন্ত্রণাভোগ করবেন, পুনরুত্থান করবেন ও স্বর্গে আরোহণ করবেন, সেই পিতৃপুরুষেরাও আমাদের সঙ্গে একই বিশ্বাসে সহভাগিতা করছেন। তাঁদেরই কথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত বললেন, *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি* (২ করি ৪:১৩)। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেছিলেন, *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি* (সাম ১১৬:১০ লাতিন পাঠ্য), এবং প্রেরিতদূত আবার বলেন, *আমরা বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি।*

তথাপি তুমি যেন জানতে পার যে বিশ্বাস এক, এজন্য তাঁর একথা শোন: *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, আর তাই আমরাও বিশ্বাস করি;* অন্যত্র তিনি এ কথাও বলেন, *ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন* (১ করি ১০:১-৪)। লোহিত সাগর হল বাপ্তিস্মের প্রতীক; সাগরের মধ্য দিয়ে সেই পরিচালক মোশি হলেন খ্রিষ্টের প্রতীক; যে জনগণ সাগরের মধ্য দিয়ে যায়, তারা হল বিশ্বাসীদের প্রতীক; মিশরীয়দের মৃত্যু হল পাপক্ষমার প্রতীক: ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে একই বিশ্বাস প্রকাশিত—যেমন ক্রিয়াকাল ভিন্ন ভিন্ন, প্রতীকও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, কারণ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরেরও পরিবর্তন ঘটে, ফলে কথাও প্রতীক ছাড়া কিছু নয়, কেননা একটা কথা অন্য কিছুর প্রতীক হবার জন্যই ব্যবহৃত; হ্যাঁ, কথায় নিহিত প্রতীকটা বাতিল কর, অর্থহীন একটা শব্দই থেকে যায়। সুতরাং সবকিছুই প্রতীকের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যাঁদের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত প্রতীক ঘটছিল, যাঁদের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ভাবী ঘটনার ভাববাণী দেওয়া হচ্ছিল যা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা কি একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী

ছিলেন না? অবশ্যই, তবু তাঁরা আসন্নই কিছু, আমরা কিন্তু আগতই কিছু বিশ্বাস করি। এজন্য লেখা আছে, *সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* আত্মিক দিক দিয়ে পানীয় একই, কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে একই নয়। তবে তাঁরা কী পান করছিলেন? *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রিষ্ট* (১ করি ১০:৪)। তবে দেখ, বিশ্বাস অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকছে ও প্রতীকগুলোর পরিবর্তন ঘটছে: সেখানে খ্রিষ্ট একটা শৈল, আমাদের কাছে খ্রিষ্ট তাই হলেন যা ঈশ্বরের বেদিতে রাখা হয়। একই খ্রিষ্ট-মহারহস্যের খাতিরে তাঁরাও শৈল থেকে নির্গত জল পান করেছিলেন; আমরা যা পান করি, ভক্তমণ্ডলী সেই কথা ভালই জানে। তুমি যদি বাহ্যিক রূপ ধর, তবে তা ভিন্ন; যদি প্রতীকের অর্থ ধর, তবে তাঁরা একই আত্মিক পানীয় পান করলেন। সুতরাং সেকালে যাঁরা খ্রিষ্টপ্রচারক সেই আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব, মোশি ও অন্যান্য নবীদের বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মেষ, তাঁরাও খ্রিষ্টের বাণী শুনলেন—অপর একজনের সুর নয়, তাঁরই নিজেরই সুর শুনলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ৪:১২; ১ করি ৩:১১

প্ তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই,

উ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

প্ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি।

উ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৮)

## নানা চেতনা-বাণী ও সুপরামর্শ

ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন প্রভুর বাণী দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষের কাছে গৌরবের পাত্র হয়ে ওঠে, ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যে ঘটেছিল; আরও, প্রার্থনা কর, যেন আমরা দুর্জন ও মন্দ লোকদের হাত থেকে নিস্তার পাই; আসলে বিশ্বাস যে সকলের, তা নয়। কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত: তিনিই তোমাদের সুস্থির করবেন ও সেই ধূর্তজন থেকে রক্ষা করবেন। আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় ভরসা আছে যে, আমরা যা কিছু আদেশ করি, তা তোমরা পালন করে আসছ, ও তা করতে থাকবে। প্রভু তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের ভালবাসার দিকে ও খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতার দিকে চালিত করুন।

অতএব, ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি: যে কোন ভাই কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটায়, এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে যে পরম্পরাগত শিক্ষা পেয়েছ, সেই অনুসারে চলে না, তেমন ভাইয়ের সাহচর্য এড়িয়ে চল; কারণ তোমরা নিজেরাই জান, কেমন ভাবে আমাদের অনুকরণ করতে হবে: আসলে আমরা তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল জীবনধারণ আদৌ দেখাইনি; কারও অন্নও বিনামূল্যে খাইনি, বরং পরিশ্রম ও বহু কষ্ট স্বীকার করে দিনরাত কাজ করতাম যেন তোমাদের কারও বোঝা না হই। আমাদের যে তেমন অধিকার ছিল না, তা নয়; কিন্তু আমরা নিজেরাই তোমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হতে চাচ্ছিলাম, যা তোমরা অনুকরণ করতে পারবে। আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালে আমরা তোমাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম: যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না! আমরা আসলে শুনতে পেলাম, তোমাদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটাচ্ছে; কিছুতেই ব্যাপৃত না হয়ে এমনি অতিব্যস্ত দেখাচ্ছে। তেমন লোকদের আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে অনুরোধ করে আদেশ দিচ্ছি, তারা যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম ক'রে নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে। আর ভাই, শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না। আর আমরা এই পত্র দ্বারা যা বলি, কেউ যদি তা না মানে, তবে

তাকে চিহ্নিত করে রাখ, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর, সে যেন লজ্জা পেতে পারে; তবু তাকে শত্রু বলে জ্ঞান করো না, কিন্তু ভাই বলে তাকে সাবধান বাণী শোনাও।

শান্তিবিধাতা প্রভু নিজেই সবসময় সবকিছুতে তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।

"পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। প্রতিটি পত্রে এটিই পরিচয়-চিহ্ন; এ আমার হাতের লেখা। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - ১ থে ২:১৩; এফে ১:১৩

℣ ঈশ্বরের বাণী শুনে

℟ তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে।

℣ তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে

℟ তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৩৫-৩৬)

**মানব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ**

মানব কর্মকাণ্ড যেমন মানুষ থেকে উদ্গত, তেমনি মানুষকে লক্ষ করে; কেননা মানুষ যখন কাজ করে, তখন বস্তুগত জগৎকে ও সমাজকে যে রূপান্তরিত করে তা শুধু নয়, নিজেরও সিদ্ধি ঘটায়। সে অনেক কিছু শেখে, নিজের গুণাবলির বিকাশ ঘটায়, নিজের গণ্ডি ও সীমা অতিক্রম করে। তার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করলে তেমন বিকাশ বাহ্যিক যত সম্পদ ও সঞ্চয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

মানুষের যা আছে, তার চেয়ে সে নিজেই যা, তার জন্যই সে মূল্যবান। একই প্রকারে গভীরতর ন্যায্যতা, বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে অধিক মানবোচিত পরিবেশ অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ যা কিছু করে, তা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যত অগ্রগতির চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ; কেননা তেমন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানব উন্নয়নের জন্য ঠিক যেন

বস্তুসম্পদই মাত্র সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু নিজে থেকে সেই অগ্রগতি কোন মতেই মানব উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্কল্প ও ইচ্ছা অনুসারে মানবজাতির প্রকৃত মঙ্গলের অনুরূপ হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমাজের সভ্যরূপে প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ সার্বিক আহ্বান পালন ও সার্থক করতে সাহায্য করা, এই তো মানব কর্মকাণ্ডের নীতি।

অথচ মনে হচ্ছে, এ যুগের অনেকের ভয় যে, মানব কর্মকাণ্ড ও ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বন্ধন মানুষ, সমাজ ও বিজ্ঞানের আত্মশাসনে বাধা দেবে। পার্থিব বাস্তবতার আত্মশাসন বলতে আমরা যদি এ বুঝি যে, সৃষ্টবস্তু ও সমাজ এমন নিজস্ব নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের অধিকারী যা মানুষ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার, নিয়োগ ও বিন্যাস করতে আহূত, তাহলে তেমন দাবি ন্যায়সঙ্গত বটে, এমনকি আমাদের যুগের মানুষের সমর্থনের বিষয় শুধু নয়, স্রষ্টার ইচ্ছারও অনুরূপ দাবি। কারণ সৃষ্টি হিসাবেই তো নিখিল সৃষ্টবস্তু নিজস্ব স্থায়িত্ব, সত্য, উপকারিতা ও নিজস্ব নিয়ম-বিধি ও শৃঙ্খলা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত; এবং মানুষ প্রতিটি বিজ্ঞান ও শিল্পের নিয়ম-পদ্ধতি স্বীকার করে এসব কিছু মানতে বাধ্য।

সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় পদ্ধতিগত গবেষণা যদি সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও নৈতিক বিধান অনুসারে অগ্রসর হয়, তাহলে বিশ্বাসের সঙ্গে কোন প্রকৃত দ্বন্দ্ব কখনও দেখা দেবে না, কারণ পার্থিব কি ধর্মীয় সমস্ত কিছুই একই ঈশ্বর থেকে উদ্গত। এমনকি, যারা নম্রচিত্তে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বস্তুজগতের গোপন রহস্যগুলি তলিয়ে দেখতে প্রবৃত্ত, অসচেতন হয়েও তারা কিন্তু কেমন যেন সেই ঈশ্বরের হাত দ্বারা চালিত, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব রক্ষা করে এমনটি ঘটান যাতে সবকিছু যা, তা-ই হয়। এ পর্যায়ে আমরা এমন কয়েকটা মনোভাব নিন্দা করতে বাধ্য যা খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যেও সময় সময় উপস্থিত: বিজ্ঞানের ন্যায়সঙ্গত আত্মশাসনের কথা পূর্ণমাত্রায় না উপলব্ধি করার দরুন কেউ কেউ বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে অনেকের মন এমন পর্যায়ে উত্তেজিত করে, যার ফলে তারা মনে করে, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী।

অপরদিকে, পার্থিব বস্তুজগতের আত্মশাসন বলতে যদি এ ধারণা বোঝায় যে, সৃষ্টবস্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক বজায় না রেখে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে, তাহলে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের এমন কেউই নেই যে

উপলব্ধি করবে না তেমন ধারণা কতই না মিথ্যা। কেননা স্রষ্টাকে ছাড়া সৃষ্টি উবেই যায়।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫ দ্রঃ

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন ;
এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন ;
*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না।
*প্র* যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শিক্ষাদান করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শিক্ষাদান করেন, চালনাও করেন ;
*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১০:১৪–১১:১)

## প্রভুর ভোজনপাট ও অপদূতদের সঙ্গে সহভাগিতা

হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল। আমি তোমাদের বুদ্ধিমান জেনেই বলছি; আমি যা বলছি, তোমরাই তা বিচার কর। সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়? আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়? অতএব, যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী। যারা মাংস অনুসারে ইস্রায়েলীয়, তাদের লক্ষ কর: যারা বলির মাংস খায়, তারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? তবে আমি কী বলতে চাই? প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা যে খাদ্য, তা কি বিশেষ কিছু? কিংবা প্রতিমাটাই বিশেষ কিছু? মোটেই না, আমি বলছি: বিধর্মীদের যত বলিদান অপদূতদের উদ্দেশেই বলিদান, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়; আর আমি চাই না, তোমরা অপদূতদের সহভাগী হও। প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করবে, আবার অপদূতদের পাত্র থেকেও পান করবে, তা হতে পারে না। প্রভুর ভোজনপাটের অংশভাগী হবে, আবার অপদূতদের ভোজনপাটেরও অংশভাগী হবে, তা হতে পারে না। নাকি আমরা প্রভুর উত্তপ্ত প্রেমের আগুন জাগিয়ে তুলতে চাই? আমরা কি তাঁর চেয়ে বলবান?

‘সবই বিধেয়!’ তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, সবই বিধেয় বটে, কিন্তু সবই যে মানুষকে গেঁথে তোলে, তা নয়। কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকে। বাজারে যে মাংস বিক্রি হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও, কারণ প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু।

অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করলে, যা কিছু তোমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, বিবেকের খাতিরে কোন সন্দেহ না রেখেই তা খাও। কিন্তু যদি কেউ তোমাদের বলে, এ বলি-দেওয়া-পশুর মাংস, তবে যে কথা জানাল, তার খাতিরে, এবং বিবেকের খাতিরে তা খেয়ো না—যে বিবেকের কথা আমি বললাম, তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অপর একজনের। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের বিচার-বিবেচনার অধীন হবে? আমি যদি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করেই ভোজে বসি, তবে যে খাদ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করি, তার জন্য আমি কেন নিন্দার পাত্র হব? সুতরাং তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের মণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন ঘটিয়ো না, যেমন আমিও সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি, ও নিজের নয়, অনেকেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকি তারা যেন পরিত্রাণ পায়।

তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিষ্টের।

শ্লোক - ১ করি ১০:১৬-১৭

প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্র যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১:১৯)

## প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়ার অর্থ

সেকালে মণ্ডলীতে এমন প্রথা গ্রহণ করা হয়েছিল যা সত্যি অপরূপ: ঈশ্বরের বাণী শুনে, প্রার্থনা করে ও একসঙ্গে পবিত্রতম রহস্যে যোগদান করার পর সম্মিলিত সকল ভক্তজন সমাবেশ শেষে সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরত না, কিন্তু ধনবান ও সম্পদশালী ব্যক্তিরা নানা খাদ্য এনে গরিবদের নিমন্ত্রণ করে একই সমাবেশে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই মিলে এক ভোজে বসত; এভাবে সাধারণ ভোজ ও স্থানটির মর্যাদা সকলের অসীম আনন্দ ও উপকারিতা সৃষ্টি করে একে অন্যের ভালবাসা বৃদ্ধি করত। বস্তুত গরিবেরা মহা সান্ত্বনাই পেত; অপরদিকে ধনীরা উপকৃতদের মঙ্গলভাব ভোগ করত, ও ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তাই করছিল বিধায় ঈশ্বরেরও মঙ্গলভাব ভোগ করত; ফলে সকলে অনুগ্রহে ধনবান হয়েই বাড়ি ফিরে যেত। এ থেকে বহু উপকারের উৎপত্তি হত, এবং প্রকৃত উপকার এ ছিল যে, ভ্রাতৃপ্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত, কারণ যারা দিত ও যারা পেত, তারা সবাই পারস্পরিক মহাপ্রেমে এক ভোজে বসত।

পরবর্তীকালে কিন্তু করিন্থীয়েরা এ প্রথা নষ্ট করল: ধনীরা আলাদা স্থানে বসে গরিবদের প্রতি অসম্মান দেখাতে লাগল; এমনকি, গরিবেরা যখন নানা প্রয়োজন মেটাবার কারণে দেরি করে আসত—গরিবদের বেলায় প্রায়ই তাই ঘটে বইকি,—তখন ধনীরা তাদের জন্য অপেক্ষাও করত না; তাই গরিবেরা এসে উপস্থিত হয়ে দেখত, ভোজ শেষ, কারণ তারা দেরি করতে করতে ধনীরা সবকিছু শেষ করে দিয়েছিল: ফলে তাদের অপমান ও ক্ষুধা নিয়ে শেষে বাড়ি ফিরতে হত।

এ অবস্থা থেকে বহু অমঙ্গল উদ্গত হচ্ছে ও আরও উদ্গত হবে দেখে পল এ নিকৃষ্ট কু-অভ্যাস সংশোধন করেন। তবু লক্ষ কর, তিনি কতই না সুবুদ্ধির সঙ্গে ও সুচিন্তিত ভাবেই সংশোধন প্রয়োগ করেন। প্রথমে তিনি বলেন: *এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়* (১ করি ১১:১৭)। 'উপকার হয় না' বলতে তিনি কী বোঝান? তাঁর বক্তব্য এরূপ: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ ধন,

জমিজমা ও সম্পত্তি বিক্রি করে পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রেমের মনোভাবে সকলকেই সবকিছুর অংশী করতেন; অন্যদিকে তোমরা তাঁদের অনুকরণ করছ না, এবং তাঁদের মত কোন কিছুই না করে বরং তোমাদের যা বাকি রয়ে গেছিল, তথা সেই ভোজ যা প্রথামত সমাবেশে অনুষ্ঠিত ছিল, তাও হারিয়ে ফেলেছ। তাঁরা তাঁদের সমস্ত ধনসম্পত্তি গরিবদের হাতে তুলে দিতেন, তোমরা কিন্তু তাদের যা প্রাপ্য ছিল, তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করছ।

*প্রথম কথা: আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ* (১ করি ১১:১৮-১৯)।

'দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক' কথাটার দিকে মনোযোগ দাও। কোন্ দলাদলি? তা তো ধর্মতত্ত্ব ঘটিত নয়, বরং ভোজই ঘটিত দলাদলি লক্ষ করে, কারণ 'দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক' বলার পর তিনি নিজে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন কোন্ দলাদলির কথা বলছেন: *তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না* (১ করি ১১:২০)। তাহলে 'প্রভুর ভোজে বসা' কী? তিনি বলেন, প্রভুর ভোজ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার শুধু নয়: সেটাই ভোজ, যেটা খ্রিষ্ট সেই শেষ রাত্রেই আমাদের সম্প্রদান করলেন, যখন সকল শিষ্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেই ভোজেই প্রভু ও দাসেরা সত্যিকারে একসঙ্গে বসছিলেন; তোমরা কিন্তু যারা সকলেই দাস, তোমাদের মধ্যে তো অমিল দেখা দিচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন। এজন্য তিনি বলেন, 'তোমরা তো প্রভুর ভোজে বসই না,' কারণ তিনি সেটাকেই প্রভুর ভোজ বলেন, যেটায় সকলে একাত্মতারই মনোভাব নিয়ে সম্মিলিত হয়ে অংশ নেয়।

শ্লোক - রো ১২:৫; এফে ৪:৭; ১ করি ১২, ১৩

প্র এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ, এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

উ খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

প্র আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য, এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

- খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৪)

## ক্লেশের মধ্যে ধন্যবাদ-স্তুতি

আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত, এবং ভাই তিমথি, করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদের সকলেরও সমীপে, সমগ্র আখাইয়ায় পবিত্রজন যারা: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে। আমরা যখন ক্লেশ ভোগ করি, তখন সেই ক্লেশ তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্যই; তেমনি যখন সান্ত্বনা পাই, তখন সেই সান্ত্বনাও তোমাদেরই সান্ত্বনার জন্য, আর সেই সান্ত্বনা গুণে তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই একই যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হয়ে ওঠ, যা আমরা নিজেরাই সহ্য করি। তোমাদের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা বেশ দৃঢ়, কেননা আমরা জানি, তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

কেননা, ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে তা আমরা চাই না। অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে এমন চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল যে, জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। বস্তুত আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন। আমাদের জন্য তোমাদের মিনতি এতে যথেষ্ট সহায়তা রাখবে, যেন অনেকের

মিনতির ফলে যে অনুগ্রহদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তার জন্য অনেকেই আমাদের হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

কেননা আমাদের গর্ব এ : আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জগতের সকলের প্রতি ও বিশেষভাবে তোমাদেরই প্রতি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আচরণ করেছি—মানবীয় প্রজ্ঞা দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা। তোমাদের কাছে যা স্পষ্ট লিখছি, তাছাড়া আর এমন কিছু লিখছি না যা পড়ে তোমরা নিজেরা তা বুঝতে পারবে না ; আশা রাখি, তোমরা যেমন এর মধ্যে আংশিকভাবে আমাদের চিনতে পেরেছ, তেমনি একদিন পরিপূর্ণভাবেই বুঝতে পারবে যে, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যিশুর দিনে তোমরাও তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

**শ্লোক** - সাম ৯৪:১৮-১৯; ২ করি ১:৫

℣ তোমার কৃপাই, প্রভু, ধরে রাখল আমায়।

℟ অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল, তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

℣ খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে।

℟ অন্তরে যখন দুশ্চিন্তা বেশি ছিল, তোমার সান্ত্বনাই তখন জুড়িয়ে দিল আমার প্রাণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৪-৫)

**সমবেত প্রার্থনার শক্তি**

এসো, প্রেরিতদূতদের জন্য করিন্থীয়েরা যেভাবে করছিলেন, সেভাবে আমরাও একে অন্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়ে প্রার্থনায় সম্মিলিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। ফলত, প্রভুর আজ্ঞা পূরণ করা ছাড়া আমরা পরস্পর-পরস্পরকে ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত করি। ভ্রাতৃপ্রেম বলতে আমি যা কিছু মঙ্গলময় তা বোঝাই ; উপরন্তু, অধিক উজ্জ্বলতর ভক্তির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতেও আমাদের শিখতে হবে। কেননা যারা পরের মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, তারা নিজেদের জন্যও অধিক মাত্রায় তাই

করে। দাউদও ঠিক তাই করছিলেন যখন বলছিলেন, *তোমরা আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি* (সাম ৩৪:৪)।

প্রেরিতদূতও বারবার একই পরামর্শ দেন; আমরাও তাই করি ও সকলের কাছে ঈশ্বরের উপকার ঘোষণা করি যাতে আমাদের প্রশংসাবাদে সকলকে সম্মিলিত করতে পারি। বস্তুতপক্ষে, আমরা যখন লোকদের কাছ থেকে পাওয়া কোন উপকার ঘোষণা করি, তখন তাদের মন জয় করি; একথা ঈশ্বরের বেলায় আরও যুক্তিসঙ্গত, কেননা যদি তাঁর উপকার ঘোষণা করি, তাহলে মহত্তর উপকারিতা দানের জন্য তাঁকে জয় করি। আর যখন একটা লোকের উপকার পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাতে অন্যান্যদেরও আমন্ত্রণ করি, তখন আমাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই কাছে বহু লোককে আনতে হবে তারাও যেন আমাদের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। সেই বিশ্বাসযোগ্য পল যখন তাই করতেন, তখন এ অধিক সমীচীন যে আমরাও তাই করব।

আমরা পুণ্যবান ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করবাদ জানাতে বারবার অনুনয় করে থাকি, আর তাঁরা আমাদের বেলায় তাই করে থাকেন: এ হল যাজকদেরই বিশেষ ভূমিকা, কেননা এ হল সর্বোত্তম মঙ্গল। প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে মানবজাতির জন্য ও সমস্ত মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা ঈশ্বরের উপকার যদিও সকলেরই জন্য, তবু তুমি সাধারণ মঙ্গলভাণ্ডার থেকেই পরিত্রাণ পেয়েছ। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, তুমি সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপকারের জন্য, আবার ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপকারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। কেননা ঈশ্বর শুধু তোমার জন্য নয়, সকলেরও জন্য সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেন, আবার কিন্তু তুমি ব্যক্তিগতভাবেও তার উপকার ভোগ কর; তেমন মহান বস্তু সকলের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে বটে, অথচ সকল মানুষ তা যতখানি দেখতে পায়, তুমি একাও তা ততখানি দেখতে পাও। তাই এও সমীচীন যে, তুমি সাধারণ উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাও, আবার অন্যান্যদের গুণাবলির জন্যও ধন্যবাদ জানাও, কেননা বহুবার আমরা পরের গুণে উপকৃত হই।

বস্তুতপক্ষে, সদোমে যদি কেবল দশজন ধার্মিক লোককেও পাওয়া যেত, তবুও সকল অধিবাসী তেমন সর্বনাশে পতিত হত না। সেজন্য আমরা পরের সৎসাহসী প্রার্থনার জন্যও ধন্যবাদ জানাই। এ প্রথা এমন প্রাচীন প্রথা যা আদিমণ্ডলীর সময়

থেকেও প্রচলিত: এজন্য পলও রোমীয়দের জন্য, করিন্থীয়দের জন্য ও নিখিল মানবজাতির জন্য ধন্যবাদ জানান। তুমি কিন্তু আমাকে একথা বলো না, আমি তো সেই সৎকাজ করিনি! যদিও তুমি নিজেই সেই সৎকাজ না করে থাক, তবু তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তেমন সৎকাজ তোমার নিজের দেহের একটি অঙ্গেরই সৎকাজ। তাছাড়া, সেই সৎকাজকে তোমার প্রশংসাবাদের বিষয় করে তুমিও সেই সৎকাজের অংশী হয়ে ওঠ, ও তার পুরস্কার ও অনুগ্রহেরও সহভাগী হয়ে ওঠ।

এজন্য মণ্ডলী স্থির করেছে প্রার্থনা এভাবেই করা হোক: ভক্তজনদের জন্য শুধু নয়, দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্যও প্রার্থনা তেমন হবে; কেননা বিধান ভক্তজনদের এমন চেতনা দেয়, তারা যেন তাদেরও জন্য প্রার্থনা নিবেদন করে যারা এখনও দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়নি। যখন পরিসেবক বলেন, 'আসুন, ভক্তিভরে দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য প্রার্থনা করি,' তখন তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য সকল ভক্তকেই আহ্বান করেন। অথচ দীক্ষাপ্রার্থীরা এখনও বাইরে রয়েছে, এখনও খ্রিষ্টদেহের অভ্যন্তরে গৃহীত হয়নি, পুণ্য রহস্যগুলির অংশীও এখনও নয়, আধ্যাত্মিক পাল থেকে এখনও প্রকৃতপক্ষে ছিন্ন। তবে যখন তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হয়, তখন আমাদের নিজেদের অঙ্গগুলির জন্য আর কতই না প্রার্থনা করতে হবে!

**শ্লোক** - যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭

℣ পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যাতে রোগমুক্তি পাও।

℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

℣ অবিরত প্রার্থনা কর।

℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১১:২-১৬)

**ঈশ্বরের সামনে পুরুষ ও নারী**

ভ্রাতৃগণ, আমি এবিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা সবকিছুতে আমাকে স্মরণ করে থাক, এবং তোমাদের কাছে যে পরম্পরাগত শিক্ষা যেরূপে সম্প্রদান করেছিলাম, সেইরূপেই তা আঁকড়ে ধরে থাক। কিন্তু আমি চাই, তোমরা যেন একথা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথা স্বয়ং খ্রিষ্ট, আবার স্ত্রীর মাথা হল পুরুষ, এবং খ্রিষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর। যে পুরুষ প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে না; কিন্তু যে নারী প্রার্থনাকালে কিংবা নবীয় বাণী দেওয়ার সময়ে মাথা ঢেকে রাখে না, সে তাঁর সেই মাথার অসম্মান করে, কারণ সে একপ্রকারে মাথা মোড়ানো অবস্থাতেই রয়েছে। তবে নারী যদি মাথা ঢেকে রাখতে না-ই চায়, সে চুলও কেটে ফেলুক! কিন্তু চুল কেটে ফেলা অবস্থায় বা মাথা মোড়ানো অবস্থায় থাকা যদি নারীর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার হয়, তবে সে মাথা ঢেকে রাখুক। কেননা মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত নয়, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও তাঁর গৌরব; কিন্তু নারী পুরুষেরই গৌরব। কারণ পুরুষ নারী থেকে নয়, নারীই পুরুষ থেকে উদ্গত। এবং পুরুষ নারীর খাতিরে সৃষ্ট হয়নি, নারীই পুরুষের খাতিরে সৃষ্ট হয়েছে। এজন্য, স্বর্গদূতদের কারণেই, নারীর মাথায় কোন একজনের অধিকারের চিহ্ন রাখা দরকার। তবু প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়; কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত। তোমরা নিজেরাই বিচার কর: মাথা ঢেকে না রেখে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি নারীর পক্ষে শোভা পায়? প্রকৃতি নিজেও কি তোমাদের শেখায় না

যে, চুল লম্বা রাখা পুরুষের পক্ষে অসম্মানের বিষয়, কিন্তু চুল লম্বা রাখা নারীর গৌরব? কারণ সেই চুল আবরণ হিসাবেই তাকে দেওয়া হয়েছে। আর কেউ যদি মনে করে, সে তর্ক করতে পছন্দ করে, আচ্ছা, তেমন অভ্যাস আমাদের নেই, ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোরও নেই।

**শ্লোক** - ১ করি ১১:১১, ১২; আদি ১:২৭

*প্র* প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়।

*উ* কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

*প্র* পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।

*উ* কারণ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৪৪, ১৯-২০)

## খ্রিষ্টই মানুষের মাথা

ঈশ্বর ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত: 'তৈলাভিষিক্ত' পড়লে তুমি খ্রিষ্টই বোঝ, কারণ 'খ্রিষ্ট' নামটি খ্রিষ্মা শব্দ থেকে উদ্গত। খ্রিষ্ট নামের অর্থ হল তৈলাভিষিক্ত। খ্রিষ্ট বিষয়ে যেখানে ভাববাণী দেওয়া হত ও খ্রিষ্ট তৈলাভিষিক্ত ছিলেন, ও যেখান থেকে খ্রিষ্ট নামের উৎপত্তি হওয়ার কথা, সেই রাজ্যে ছাড়া অন্য কোন স্থানে রাজা বা যাজকেরা তৈলাভিষিক্ত হতেন না—অন্য কোথাও নয়, কখনও না, কোন জাতির কাছেও নয়, কোন রাজ্যেও নয়। সুতরাং ঈশ্বর ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হন; আত্মিক তেলে ছাড়া কোন্ তেলে তিনি তৈলাভিষিক্ত হলেন? কারণ পদার্থ হিসাবে তেল একটা প্রতীক মাত্র, অদৃশ্য তেল সাক্রামেন্তেই নিহিত, আত্মিক তেল অভ্যন্তরেই বিরাজিত। ঈশ্বর আমাদের জন্য তৈলাভিষিক্ত, আমাদের মাঝে প্রেরিত; আর স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষিক্ত হবার জন্য মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু এমন মানুষ যিনি ঈশ্বর ছিলেন।

আবার, তিনি এমন ঈশ্বর ছিলেন যিনি মানুষ হতে ঘৃণা করছিলেন না: সত্যকার মানুষ ও সত্যকার ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও কোন কিছুতেই মিথ্যুক নন, কারণ মানুষ ও ঈশ্বর রূপে তিনি সত্যাশ্রয়ী, এমনকি তিনি স্বয়ং সত্য। সুতরাং তিনি মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর, আর যেহেতু তিনি মানবেশ্বর সেজন্য তৈলাভিষিক্ত: এই তো খ্রিষ্ট!

একথার পূর্বদৃষ্টান্ত সেই প্রস্তরে পরিলক্ষিত হয়েছিল, যে প্রস্তর কুলপতি যাকোব বালিশ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন: সেই প্রস্তরের উপরে মাথা গুঁজে তিনি নিদ্রা যেতে যেতে আকাশ বিদীর্ণ হয়েছিল ও তিনি এমন একটি সিঁড়ির দর্শন পেয়েছিলেন যা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছিল, আর তা বেয়ে ঈশ্বরের দূতেরা উঠে যাচ্ছিলেন ও নেমে আসছিলেন। তেমন দর্শনের পর তাঁর ঘুম ভাঙলে তিনি সেই প্রস্তর তেল দিয়ে অভিষিক্ত করে চলে গেছিলেন। সেই প্রস্তরে খ্রিষ্টের পূর্বপ্রতীক দেখেছিলেন বিধায়ই তিনি তা তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন।

তোমরা কি দেখতে পাও, কোন্ কাল থেকেই বা খ্রিষ্টের সংবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল? যাঁরা একেশ্বরকে উপাসনা করতেন, সেই কুলপতিদের কাছে সেই প্রস্তরের তৈলাভিষেকের কী অর্থ ছিল? তা শুধু প্রতীকাকারেই ঘটেছিল, ঘ'টে তার সমাপ্তিও হয়েছিল: প্রস্তরটা তৈলাভিষিক্ত করে যাকোব সেখানে আর কখনও ফিরে যাননি, কোন বলিও সেখানে কখনও উৎসর্গ করেননি। সেখানে একটি রহস্যেরই অভিব্যক্তি ঘটেছিল, কোন কুসংস্কার ঘটেনি।

এবার তোমরা লক্ষ কর সেই প্রস্তর কেই বা ছিলেন: *গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে কোণের মাথায় বসা প্রস্তর* (সাম ১১৮:২২; মথি ২১:৪২ লাতিন পাঠ্য)। আর যেহেতু মানুষের মাথা হলেন খ্রিষ্ট, সেজন্য প্রস্তরটা মাথাকে লক্ষ করে। এ মহারহস্যের প্রতি মনোযোগ দাও: খ্রিষ্টই প্রস্তর। সাধু পিতর বলেন: *সেই জীবন্ত প্রস্তর যা মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান* (১ পি ২:৪)। আর সেই প্রস্তর তৈলাভিষিক্ত, ঠিক একারণে যে খ্রিষ্ট-নাম খ্রিষ্মা থেকে উদ্গত।

শ্লোক - ১ যোহন ২:২০, ২৭; ২ করি ১:২১, ২২

প্র তোমাদের এমন তৈলাভিষেক আছে যা সেই পরমপবিত্রজনের কাছ থেকেই পেয়েছ; যে তৈলাভিষেক তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে;

উ তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, আর সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়।

প্র ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

উ তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, আর সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:১৪খ–২:১১)

## পলের যাত্রা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ

ভ্রাতৃগণ, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যিশুর দিনে তোমরাও তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

এই দৃঢ় ভরসা নিয়ে আমি আগে সঙ্কল্প করেছিলাম, তোমাদের কাছে যাব, যেন তোমরা দ্বিতীয় একটা অনুগ্রহ পেতে পার; এবং তোমাদের হয়ে মাকিদনিয়াতে এগিয়ে যাব; পরে মাকিদনিয়া থেকে আবার তোমাদের কাছে ফিরে যাব ও তোমরা যুদেয়ায় যাবার জন্য আমার জন্য সব ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা, তেমন সঙ্কল্পে আমি কি চাঞ্চল্য দেখিয়েছি? কিংবা আমি যা যা সঙ্কল্প করি, সেই সকল সঙ্কল্প কি এত মানবীয় মন নিয়েই করে থাকি যে, একই সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না বলি? বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর সাক্ষ্য দিন যে, তোমাদের প্রতি আমাদের কথা একই সময়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' হয় না। ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর কথা আমরা, অর্থাৎ আমি নিজে, সিল্ভানুস ও তিমথি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তিনি 'হ্যাঁ' আবার 'না' হননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে; বস্তুত ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে, আর এজন্য আমাদের 'আমেন' তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে ধ্বনিত। স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

নিজের প্রাণের দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি: কেবল তোমাদের রেহাই দেবার জন্যই আমি করিন্থে আর কখনও ফিরে আসিনি। আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপর আদৌ কর্তৃত্ব ফলাতে চাই না; আমরা বরং তোমাদের আনন্দের সহযোগী; বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছ।

তাই আমি স্থির করেছিলাম, তোমাদের কাছে আমার আগামী দেখা-সাক্ষাৎ দুঃখজনক হবে না; কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখের কারণ হই, তবে আমার দ্বারা যে দুঃখ পেয়েছে, সে ছাড়া কে আমাকে আনন্দ দেবে? এজন্যই আমি এভাবে তোমাদের

লিখেছিলাম, যেন আমি এলে, যারা আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে আমাকে যেন দুঃখ পেতে না হয়; কেননা তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই দৃঢ় ভরসা আছে, আমার আনন্দ তোমাদেরও সকলের আনন্দ। আমি গভীর দুঃখ ও মনোবেদনার মধ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমাদের লিখেছিলাম; কিন্তু তোমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যেন জানতে পার, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা কতই না সীমাহীন।

কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, সে শুধু আমাকেই দুঃখ দেয়নি; ব্যাপারটা বাড়াতে চাই না, কিন্তু অন্তত কিছু পরিমাণে সে তোমাদের সকলকেই দুঃখ দিয়েছে। যাই হোক, অধিকাংশ লোকদের হাতে সেই লোকটা যে শাস্তি পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং তোমরা বরং তাকে ক্ষমা করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল, পাছে অতিরিক্ত দুঃখের ভারে সে একেবারে ভেঙে পড়ে। এজন্য আমার এই অনুরোধ, তোমরা তাকে দেখাও যে, তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের অন্তরে আর কিছু নেই। উপরন্তু আমি এজন্যই তোমাদের লিখেছিলাম, কারণ প্রমাণযোগে দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সত্যিই সব দিক দিয়ে বাধ্য কিনা। যাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি; কেননা আমি যা ক্ষমা করেছি—যদি আমার এমন কিছু ঘটে থাকে যা আমার ক্ষমার যোগ্য—তোমাদের খাতিরেই, খ্রিষ্টকে সামনে রেখেই, তা করেছি যেন আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনার হাতে না পড়ি; কেননা তার মতলব আমাদের অজানা নয়।

শ্লোক - ২ করি ১:২১-২২; দ্বিঃবিঃ ৫:২, ৪

প্ স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে,

উ এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

প্ আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের সঙ্গে এক সন্ধি স্থাপন করেছেন, আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলেছেন,

উ এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হেমেসার বিশপ এউসেবিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:৭-৮)

## প্রেরিতদূতেরা ক্রুশবিদ্ধ যিশুর কথা প্রচার করতেন

শহরে দু'জন লোক প্রবেশ করছে; তাঁদের খাবার নেই, অর্থ নেই, অতিরিক্ত কাপড়ও নেই। তুমি বল, কে তাঁদের নিজ ঘরে গ্রহণ করবে? কোথায় একটা দরজা খোলা পাবেন? কে তাঁদের চিনত? কোথায় ও কোন্ বিশেষ কাজ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করা হত? তবে যিনি তাঁদের প্রেরণ করলেন, তুমি কি তাঁর পরাক্রমের প্রশংসা করবে না? প্রেরিতদের বিশ্বাসেরও কি গুণকীর্তন করবে না? দু'জন বিদেশী ব্যক্তি শহরে প্রবেশ করছিলেন। তাঁরা কী বহন করছিলেন? কী প্রচার করছিলেন? তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন— এই তো তাঁদের একমাত্র বাণী।

ইহুদীদের কাছে তাঁরা ছিলেন নিম্নশ্রেণির মানুষ, সরলমনা, অশিক্ষিত, গরিব। কিন্তু তাঁদের প্রচারবাণী ছিল ক্রুশ, আর এ থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি! বীর্য বাধাবিঘ্নেই প্রকাশ পায়: ক্রুশের কথা প্রচারিত হল, আর যত মন্দিরের ধ্বংস হল; ক্রুশের কথা ঘোষিত, আর রাজা সকল হল পরাজিত; ক্রুশের কথা ঘোষিত, আর জ্ঞানীরা ভুলভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন; বিধর্মী যত পর্ব বাতিল করা হল ও যত প্রতিমা আগুনে দেওয়া হল।

প্রেরিতদূতদের বাণী যে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হল, কিংবা লোকে যে বিশ্বাস করতে পারল, খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করল ও প্রেরিতদূতদের গ্রহণ করল, একথা কি তোমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়?

অমনোযোগের দরুন আমরা যেন এ সমস্ত অপরূপ ঘটনা অবহেলা না করি! বিদেশী, অচেনা, অশিক্ষিত, ও আকর্ষণীয় সংবাদের অভাবী মানুষ সারা বিশ্ব ঘুরে সেই ক্রুশবিদ্ধজনের কথা প্রচার করলেন; মাতলামির বিনিময়ে উপবাস, ও উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিনিময়ে কঠোর দেহসংযমের কথা উপস্থাপন করলেন। আর যারা নিকৃষ্ট চালচলনের স্থানে এ উৎকৃষ্ট উপদেশ গ্রহণ করতে আহূত ছিল, তাদের পক্ষে এ সমস্ত কথা বেশ ভারীই ছিল। অথচ সেই প্রচারকেরা লোকদের আকর্ষণ করছিলেন, পুরা শহর জয় করছিলেন। তাঁদের কী ঐশ্বর্য ছিল? ক্রুশের পরাক্রম! যিনি তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের সোনা দেননি: রাজাদের ভাণ্ডারে সোনা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু

রাজারা যা কিনতে ও পেতে পারতেন না, তিনি তাঁদের তাই দিলেন: মরমানুষকে তিনি দিলেন মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা; অসুস্থতা সাপেক্ষ মানুষকে তিনি দিলেন পরকে অসুস্থতা থেকে মুক্ত করার গুণ। কোন রাজা নিজ সৈন্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন না; তাছাড়া রাজাও অসুস্থ হয়ে পড়েন!

কিন্তু যিনি তাঁদের প্রেরণ করলেন, তাঁর মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করা ও অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার অধিকার আছে। রাজাদের ও প্রেরিতদূতদের ঐশ্বর্য ভাল করে লক্ষ কর। তাঁদের মর্যাদাও লক্ষ কর: রাজা তো উচ্চশ্রেণির মানুষ, প্রেরিতদূতেরা গরিব মাত্র; অথচ মরমানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা দিব্য গুণে দিব্য কাজ সাধন করেন।

আর এমন কেউ যদি থাকে যে বিশ্বাস করে না, প্রেরিতদূতেরা অলৌকিক কাজ সাধন করলেন, তাহলে বিস্ময় আরও গভীরতর বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে যায়! কারণ যখন তাঁরা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করলেন, অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি দিলেন, খোঁড়া মানুষকে ও কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করে তুললেন, এ বিভিন্ন চিহ্নকর্ম দ্বারা অধর্ম বাতিল করলেন ও বিশ্বাস স্থাপন করলেন, তখন লিখিত সাক্ষ্যদানের এ সমস্ত চিহ্নে যে কেউ বিশ্বাস করবে না তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার আগে শিষ্যেরা কোন অলৌকিক কাজ সাধন করেননি; ক্রুশারোপণের পরে কিন্তু নানা অলৌকিক কাজ সাধন করলেন। ক্রুশারোপণের আগে কিছু করে থাকলেও তা গোপনেই করলেন; কিন্তু ঐশরক্ত যখন আমাদের ঋণপত্র ধ্বংস করল, অশুচি আমরা যখন রক্তে ধৌত হলাম, মৃত্যু যখন মৃত্যু দ্বারা হত্যা করা হল, মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর যখন সেই মানবগ্রাসীকে পরাজিত করলেন, বাধ্যতা যখন পাপকে খুন করল, একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যখন আদম জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তখনই তাঁরা প্রকাশ্যেই কাজ সাধন করতে লাগলেন।

এতে মানুষ প্রেরিতদূতদের বাণী শোনে, আর ছায়া নিদ্রিত মানুষকে জাগিয়ে তোলে: কেননা ঐশপরাক্রম যাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাঁরা সেই পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা আগে যা ছিলেন, (আমরাও যা ছিলাম), তাঁরা আর তা নয়: তাঁদের পরিবৃত করা হয়েছিল। আর যেমন লোহা আগুনের সংস্পর্শে আসবার আগে শীতল ও অন্য লোহারই সমান, কিন্তু আগুনে নিমজ্জিত হলে ও জ্বলন্ত হয়ে উঠলে তার শীতল প্রকৃতি হারিয়ে নিজে থেকে নতুন একটা প্রকৃতি প্রকাশ করে, যিশুকে পরিধান

করে মরমানুষও ঠিক তেমনি ব্যবহার করে। একথা পল উত্তমরূপেই ব্যক্ত করেন, *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়;*—আমি তো উত্তম মৃত্যুই বরণ করেছি!—*আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

**শ্লোক** - গা ২:১৯, ২০

*প্র* আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১১:১৭-৩৪)

**প্রভুর ভোজ**

ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত নির্দেশ দিতে দিতে আমি একটা বিষয়ে তোমাদের প্রশংসা করতে পারি না, কেননা তোমাদের ধর্মীয় সভার ফলে তোমাদের উপকার হয় না, অপকারই হয়। প্রথম কথা: আমি শুনতে পেয়েছি, তোমরা যখন জনসমাবেশে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নাকি দলাদলি দেখা দেয়, আর একথা আমি কিছুটা বিশ্বাস করি। আর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন প্রকাশ পায়, তোমাদের মধ্যে কে কে পরীক্ষাসিদ্ধ মানুষ। তাই যখন তোমরা সকলে মিলে সমবেত হও, তখন তো প্রভুর ভোজে বসই না; কারণ ভোজের সময়ে প্রত্যেকে আগে নিজ নিজ খাবার খেয়ে নেয়, তাতে একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল হয়। এ কেমন? খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি তোমাদের নিজ নিজ বাড়ি নেই? নাকি তোমরা ঈশ্বরের জনসমাবেশ তুচ্ছ করতে চাও, এবং যাদের কিছু নেই তাদের লজ্জা দিতে চাও? তোমাদের আমি কী বলব? তোমাদের কি প্রশংসাই করব? না, এই ব্যাপারে প্রশংসা করি না!

কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনি ভাবে, ভোজনের পরে, তিনি পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার

তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন। সুতরাং যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি খায় কিংবা পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ ও রক্তের জন্য দায়ী হবে। তাই প্রত্যেকে নিজেকে পরীক্ষা করুক, তারপরেই সেই রুটি গ্রহণ করুক ও সেই পানপাত্র থেকে পান করুক। কেননা তাঁর দেহের কথা বিচার-বিবেচনা না করে যে মানুষ খায় ও পান করে, সে নিজের বিচার খায়, নিজের বিচার পান করে। এজন্যই তোমাদের মধ্যে দুর্বল ও পীড়িত বহু লোক রয়েছে, এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুনিদ্রায় নিদ্রাগত হয়েছে। আমরা যদি নিজেদের নিজেরাই ঠিক মত বিচার করতাম, তবে বিচারাধীন হতাম না; কিন্তু প্রভু যখন আমাদের বিচার করেন, তখন আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা জগতের সঙ্গে বিচারাধীন না হই। সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের প্রতীক্ষায় থাক। যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়। বাকি সকল বিষয়, যখন আমি আসব, তখনই তা ব্যবস্থা করব।

শ্লোক - ১ করি ১১:২৪, ২৫; মথি ২৬:২৬ দ্রঃ

প্ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য;
উ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
প্ এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি।
উ তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১:১৯)

**আত্মিক ভোজ**

করিন্থীয়দের নানা দোষে দোষী বলে দেখিয়ে পল শুরুর তীব্রতা ত্যাগ করে শান্ততর সুরে কথা বলে চলেন। তাদের অন্তরে মহত্তর সম্ভ্রম সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে আত্মিক ভোজের কথা উত্থাপন করে তিনি বলেন, *আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই*

*শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি* (১ করি ১১:২৩)। সম্পর্ক কোথায়? আপনি সাধারণ ভোজের কথা বলছিলেন আর এখন সেই মহা রহস্যের কথা তুলে ধরছেন? তাঁর উত্তর: অবশ্যই।

যখন সেই বিস্ময়কর ভোজ ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলেরই সামনে সাজানো, তখন ধনী বেশি পেতে পারে না, গরিবও কম পেতে পারে না, বরং উভয়ের মর্যাদা ও অংশগ্রহণের অধিকার এক; আর যতক্ষণ সকলেই পুণ্য আত্মিক ভোজে অংশগ্রহণ করে না থাকে, ততক্ষণ ভোজে যা পরিবেশিত তা তুলে নেওয়া যায় না; সকল যাজকেরা সবচেয়ে গরিব ও হতভাগার অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন; তবে আরও যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই সাধারণ ভোজেও তেমন হওয়া উচিত। এজন্য আমি প্রভুর সেই ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছি: *আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এই শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদানও করেছি যে: যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনি ভাবে, ভোজনের পরে, তিনি পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর'* (১ করি ১১:২৩-২৫)।

এরপর, যারা অযোগ্যভাবে এ রহস্যে অংশ নেয় তাদের বিষয়ে যথেষ্ট কথা ব'লে ও তাদের অপরাধিতার জন্য তাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা ক'রে এবং একথা ব'লে যে, যারা প্রভুর দেহ ও রক্ত না চিনে অযোগ্যভাবে সেই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে তারা সেই একই বিচারে বিচারিত হবে যে বিচারে তারাই বিচারিত হয়েছিল যারা যিশুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তিনি বক্তব্যটা প্রথম বিষয়বস্তুর দিকে ফিরিয়ে এনে বলেন, সুতরাং, *হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন ভোজে অংশ নেবার জন্য সমবেত হও, তখন এক একজন অন্য অন্যের প্রতীক্ষায় থাক। যদি কারও ক্ষুধা পায়, সে নিজের বাড়িতেই খেতে পারবে, যেন তোমাদের সমবেত হওয়াটা বিচারের কারণ না হয়* (১ করি ১১:৩৩-৩৪)। তিনি বিচারের ভয় উল্লেখ করেই বক্তব্যটা শেষ করেন: *তোমাদের সমবেত হওয়াটা যেন বিচারের কারণ না হয়*, অর্থাৎ তা যেন তোমাদের ভর্ৎসনার কারণ না হয়। তিনি আসলে বলেন, এ এমন খাদ্য বা ভোজ নয় যা ভাইয়ের অপমান, সমবেত মণ্ডলীর প্রতি

অসম্মান, ও পেটুকদের যত অমিতাচারে সায় দিতে পারে। এসব কিছু আনন্দ নয়, দুঃখ ও বিচারই ডেকে আনে: হ্যাঁ, তোমরা যখন এ পুণ্য স্থান নিজের বাড়ি ক'রে ও একা একা খেয়ে ভাইদের অপমান কর ও মণ্ডলীকে তুচ্ছ কর, তখন নিজেদের উপর মহা প্রতিশোধ ডেকে আন। ভাই, তোমরাও শোন; যারা দুঃসাহসের সঙ্গে প্রেরিতদূতদের বাণী ও শিক্ষা ব্যাখ্যা করে, তোমরাও তাদের মুখ বন্ধ কর; যারা শাস্ত্র নিজের ও পরের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করে, তোমরাও তাদের সংশোধন কর। তিনি যখন বলেন, *তোমাদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক* (১ করি ১১:১৯), তখন তোমরা ভালই জান তিনি কী বলতে চান: পবিত্র ভোজ সম্বন্ধে যে মতভেদের উদয় হতে পারে, তেমন নয়, এর অর্থ বরং এই যে, *একজন ক্ষুধিত হয়, আর একজন মাতাল হয়* (১ করি ১১:২১)।

এসো, সরল বিশ্বাসে আমরা ধর্মশিক্ষার অনুরূপ জীবন-সাক্ষ্য দান করি, অভাবগ্রস্তদের প্রতি যত্নবান হয়ে গরিবদের প্রতি উদার মঙ্গলভাব দেখিয়েও জীবন-সাক্ষ্য দান করি। এসো, আত্মার স্বার্থ উদ্ধার করি, প্রয়োজনের চেয়ে যেন বেশি পাবার চেষ্টা না করি।

আমাদের যা কিছু আছে তা স্বর্গে সঞ্চয় করা, ও এই সঞ্চয়ের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শান্ত থাকা—এই তো আমাদের পক্ষে ঐশ্বর্য, লাভ, অফুরন্ত ধন। আর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এজীবন অতিবাহিত করার পর, আমাদের সকলের কাছে যেন এই অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হয়, আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি, যেন তাদেরই অনন্ত আনন্দের অংশীদার হতে পারি যারা আমাদের সত্যকার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়ায় পরিত্রাণ লাভ করেছে—পিতা ও তাঁর পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম আরোপিত হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - মথি ২৬:২৬; প্রবচন ৯:৫

*প্র* তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময় যিশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন:

*উ* গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

*প্র* এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।

উ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:১২–৩:৬)

## নবসন্ধির সেবক পল

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টের সুসমাচারের খাতিরে আমি ত্রোয়াসে এসে পৌঁছে, প্রভুতে আমার সামনে দরজা খোলা হলেও আমার ভাই তীতকে সেখানে না পাওয়ায় আমি মনে কিছু শান্তি পাইনি; ফলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি সবসময় খ্রিষ্টে আমাদের তাঁর জয়যাত্রায় স্থান দেন, ও আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জ্ঞানলাভের সুগন্ধ সর্বস্থানে ছড়িয়ে দেন! কারণ যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রিষ্টের সৌরভ। এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, কিন্তু অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ। কিন্তু তেমন কাজের জন্য কেইবা উপযুক্ত? অন্ততপক্ষে আমরা সেই অনেকের মত নই, যারা ঈশ্বরের বাণীকে অপমিশ্রিত করে; বরং সততার সঙ্গে, এমনকি যেন স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই চালিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রিষ্টে কথা বলি।

তবে আমরা আবার নিজেদের পক্ষে সুপারিশ করতে আরম্ভ করছি নাকি? কারও কারও মত আমাদেরও কি তোমাদের জন্য কিংবা তোমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশপত্রের প্রয়োজন আছে? তোমরাই আমাদের সেই পত্র, এমন পত্র যা আমাদের হৃদয়ে লেখা, যা সকলে পড়তে ও বুঝতে পারে; তাই একথা স্পষ্ট যে, তোমরা খ্রিষ্টের একটি পত্র যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে; আর এই পত্রের লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরফলকে নয়, মাংসময় হৃদয়-ফলকেই লেখা।

ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে! আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন; তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন— অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি, কারণ অক্ষর মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন।

**শ্লোক** - ২ করি ৩:৪, ৬, ৫

*প্র* ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!

*উ* তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

*প্র* আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন;

*উ* তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৯২, ২)

**আমরা খ্রিষ্টের সৌরভ**

ভাই, তোমরা তো ভাল করেই জান, আমাদের প্রভু যখন মানুষ হলেন ও সুসমাচার প্রচার করতেন, তখন কেউ তাঁকে পছন্দ করত, আবার কেউ তাঁকে পছন্দ করত না। ইহুদীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিচ্ছিল: *কেউ কেউ বলত: তিনি সৎ লোক; আবার কেউ কেউ বলছিল, তা নয়; সে লোকদের ভ্রষ্ট করে* (যোহন ৭:১২)। সুতরাং কেউ কেউ তাঁর ভাল বলত, অন্য কেউ গজগজ করত, ঠাট্টা-তামাশা করত বা অভিযোগ তুলত।

যারা তাঁকে পছন্দ করত, তাদের জন্য *তিনি শোভায় পরিবৃত হলেন*; যারা তাঁকে পছন্দ করত না, তাদের জন্য তিনি *শক্তিতে সুসজ্জিত হলেন* (সাম ৯৩:১ লাতিন পাঠ্য)। তুমিও তোমার প্রভুর অনুকরণ কর, যেন সেই শোভামণ্ডিত পোশাক হতে পার যা তিনি পরিধান করেন: যারা সৎকর্ম পছন্দ করে, তাদের কাছে হও শোভা; যারা নিন্দা করে, তাদের জন্য হও শক্তি।

শোন কেমন করে প্রভুর অনুসারী সেই প্রেরিতদূত পলও শোভা ও শক্তি লাভ করলেন। তিনি বলেন, *যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রিষ্টের সৌরভ* (২ করি ২:১৫)। কেননা যারা মঙ্গল

ভালবাসে তারা পরিত্রাণ পায়, কিন্তু যারা মঙ্গল নিন্দা করে তারা বিনাশিত হয়। তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাঁর সৌরভ ছিল; এমনকি নিজেই সৌরভ ছিলেন। কিন্তু যারা সেই সৌরভের অনুগ্রহ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে, হায় রে, কতই না দুর্ভাগা তারা!

তিনি তো বলেন না: আমরা এদের পক্ষে সৌরভ আর ওদের পক্ষে দুর্গন্ধ, বরং বলেন: *যারা পরিত্রাণের পথে আছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে তাদের সকলের মাঝে বিশ্বজুড়েই আমরা খ্রিষ্টের সৌরভ।* আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে চলেন: *এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ* (২ করি ২:১৬)।

যাদের পক্ষে তিনি ছিলেন জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ, তাদের জন্য শোভা পরিধান করেছিলেন; যাদের পক্ষে ছিলেন মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, তাদের জন্য শক্তির সজ্জা নিয়েছিলেন।

লোকে তোমার প্রশংসা করলে ও তোমার সৎকাজে স্বীকৃতি দিলে তুমি যদি আনন্দ পাও, কিন্তু লোকে তোমার নিন্দা করলে তুমি যদি সৎকাজে ক্ষান্ত হয়ে পড় ও তোমার সামনে নিন্দুক দাঁড়িয়েছে বলে মনে কর তোমার সমস্ত সৎকাজের ফল হারিয়ে ফেলেছ, তাহলে তুমি স্থিতমূল ব্যক্তি নও, *কখনও টলবে না* (সাম ৯৩:১) তেমন পৃথিবীর মানুষ তুমি নও।

*প্রভু শক্তিতে পরিবৃত সুসজ্জিত।* এবিষয়ে সাধু পলও বলেন *ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র*। আমি দেখেছি শোভা ও শক্তি কোথায়: *গৌরবে ও দুর্নামে* (২ করি ৬:৭-৮): গৌরবের দিনে শোভামণ্ডিত, দুর্নামের দিনে শক্তিমণ্ডিত। হ্যাঁ, কেউ কেউ তাঁকে গৌরবের যোগ্য বলে ঘোষণা করত, অন্য কেউ তাঁকে নিকৃষ্ট বলে নিন্দা করত। যারা তাঁকে গ্রহণ করত, তাদের কাছে তিনি শোভা আরোপ করতেন, যারা তাঁর নিন্দা করত, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন শক্তি। এধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে অধ্যায়ের শেষাংশে পৌঁছে তিনি প্রেরিতদূতদের এ বর্ণনা দেন: *আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী* (২ করি ৬:১০)। তাঁর যখন সবকিছু আছে, তখন তিনি শোভায় পরিবৃত; যখন তাঁর কিছু নেই, তখন শক্তিতে সুসজ্জিত।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২১, ২৪; রো ১:১৬

প্ প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখে

উ আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

প্ সুসমাচার নিয়ে আমি তো লজ্জা বোধ করি না।

উ আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১২:১-১১)

### বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক

ভাই, আমি চাই না, আত্মার দানগুলির বিষয়ে তোমরা অজ্ঞতায় থাকবে। তোমরা তো জান, যখন তোমরা বিধর্মী ছিলে, তখন এক একটা ক্ষণের প্রভাবেই বোবা দেবমূর্তির দিকে নিজেদের আকর্ষিত হতে দিতে। এজন্য আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি, ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় কথা বলতে বলতে কেউ বলে না 'যিশু বিনাশ-মানতের বস্তু', এবং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু।'

বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক। কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

**শ্লোক** - এফে ৪:৭; ১ করি ১২:১১, ৪

℣ খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন:

℟ তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

℣ বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক:

℟ তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'ঐক্যবদ্ধ জীবন' থেকে পাঠ (১৫শ পর্ব)

**ভালবাসা নিজের স্বার্থ নয়, খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে**

ঐক্যবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রাধিকারের একটা স্থিতমূল ও সুদৃঢ় মূলনীতিতেই আবদ্ধ ও সুস্থাপিত। মণ্ডলী আদিকালের খ্রিষ্টিয়ানদের ঐক্যবদ্ধ জীবনের উপরেই স্থাপিত হয়েছে, এমনকি মণ্ডলীর শিশুকাল ঐক্যবদ্ধ জীবন থেকেই শুরু হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জীবন নিজের অস্তিত্বের নমুনা, নিজের মর্যাদার নাম, নিজের যোগ্যতার বিশেষ অধিকার, নিজের প্রাধিকারের সাক্ষ্য, নিজের স্বীকৃতি ও নিজের প্রত্যাশার শক্তি প্রেরিতদূতদেরই কাছ থেকে পেয়েছে।

অনেকে হয়েও আমরা সকলে একদেহ, একে অন্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নানা অঙ্গগুলির মধ্য দিয়ে বেয়ে এক আত্মাই আমাদের গোটা দেহ সঞ্জীবিত করে থাকেন ও সেই সাধারণ শান্তি উৎপন্ন করেন যা থেকে আত্মার ঐক্য সংরক্ষিত হয়। আত্মা অঙ্গগুলিকে পারস্পরিক সম্মান ও ধৈর্যে রক্ষা করে থাকেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, তেমন দৃষ্টান্তগুলি পারস্পরিক ধৈর্য, পারস্পরিক বিনম্রতা ও পারস্পরিক ভালবাসার কাছে ছাড়া কোথায়ই বা আমাদের আকর্ষণ করে? ঈশ্বর কি আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসার বিধান লিপিবদ্ধ করেননি, যা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করে? আমাদের যখন তেমন বিধান দিয়েছেন, তখন তিনি আশীর্বাদও দান করুন, হৃদয়ের সরলতায় আমাদের পুষ্টিসাধন করুন, ও আমাদের কাজকর্মের নির্ণয় গুণে শান্তির পথে আমাদের চালিত করুন, আমরা যেন শান্তির বন্ধনে

আত্মার ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারি ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায় ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা রক্ষা করতে পারি।

আমরা যদি একমন ও একপ্রাণ হয়ে আমাদের ব্রতের পবিত্রতা অনুসারে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তাহলে কোন সন্দেহ নেই, পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হবেই (রো ৫:৫ দ্রঃ), আর ঈশ্বরের সেই অনন্য আত্মা একদেহই যেন আমাদের সকলকে সঞ্জীবিত করবেন, যার ফলে আমাদের কেউই নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরেরই জন্য জীবনযাপন করবে, যাতে করে আমাদের অন্তরে যিনি বাস করেন, সেই অনন্য পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা সবাই মিলে একাত্ম হয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

ঈশ্বরের ভালবাসা গুণে আমাদের অন্তরে বিরাজমান এই একাত্মতা প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তরে রক্ষা পায়, আমরা যেন সবাই মিলে ঈশ্বরের ভালবাসায় স্থিতমূল থাকতে পারি, এবং তেমন ভালবাসায় স্থিতমূল থাকার ফলে আমরা যেন ঈশ্বরেই স্থির থাকি ও ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন। সুতরাং প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার মধ্য দিয়ে, কেমন যেন শান্তির এক বন্ধনের মধ্য দিয়েই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতা সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত। নিজের ভাইকে যে ভাল না বাসে, সে একাত্মতা থেকে দূরে সরে যায়, ঈশ্বরকে ভালবাসে না, ও ঈশ্বরের আত্মা অনুসারে নয়, নিজেরই আত্মা অনুসারে জীবনযাপন করে, কারণ সে ঈশ্বরের জন্য নয়, নিজেরই জন্য জীবনযাপন করে।

ঐক্যবদ্ধ জীবন প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাকে লক্ষ করে, আর যেখানে ভালবাসা পরিপূর্ণ, সেখানে ঐক্যবদ্ধ জীবনও পরিপূর্ণ; সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা না থাকলে ঐক্যবদ্ধ জীবন থাকতে পারে না, যেমনটি লেখা আছে: *সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা ছিল* (প্রেরিত ২:৪৪ লাতিন পাঠ্য)। পরবর্তী পদ কিন্তু আমাদের কেমন যেন বিস্মিত করতে পারে: *প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই তারা তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত* (প্রেরিত ২:৪৫)। সহভাগিতা ও ভাগাভাগি, এ কি দ্বন্দ্ব নয়? এমনকি ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে ওঠে, কারণ প্রেরিতদূত বলেন, *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া* (১ করি ১২:৭): *প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার* (১

করি ৭:৭)। তিনি আরও বলেন, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে* (১ করি ১২:৪, ৫, ৬)। তবে, অনুগ্রহদান যখন বহুবিধ, ও প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়ে থাকে, তখন সবকিছুতে সকলের সহভাগিতা কি করে সম্ভব? ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়ে থাকলেও প্রত্যেকে কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করুক যেন সেই অনুগ্রহদান নিজের জন্য শুধু নয়, ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর জন্যও ব্যবহৃত হয়: ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত হোক, ঈশ্বরের দান থেকে সে যেন নিজের নয়, ঈশ্বরেরই গৌরবের অন্বেষণ করে; প্রতিবেশীর জন্য ব্যবহৃত হোক, অর্থাৎ কিনা সে যেন সবকিছুতে নিজের নয়, সার্বিক উপকারিতার কথা ভাবে। কেননা ভালবাসা নিজের নয় (১ করি ১৩:৫ দ্রঃ), খ্রিষ্টেরই স্বার্থের কথা ভাবে।

**শ্লোক** - প্রেরিত ৪:৩২; ২:৪৫

*প্র* সেই বহুসংখ্যক লোক ছিল একমন একপ্রাণ,

*উ* তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

*প্র* বিষয়সম্পদ বিক্রি করে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে তারা তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিত।

*উ* তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৩:৭–৪:৪)

## নবসন্ধির গৌরব

ভ্রাতৃগণ, মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির মুখের গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না, তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! কেননা দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। এমনকি, সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময় আর নয়। কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই না গৌরবময় হওয়ার কথা।

সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; এবং মোশির মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল; বস্তুত আজও পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রিষ্টেই লোপ পায়; আজও পর্যন্ত যখন মোশি-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে

প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রিষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়।

**শ্লোক** - ২ করি ৩:১৮; ফিলি ৩:৩

*প্র* অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে

*উ* উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

*প্র* আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি ও খ্রিষ্ট যিশুতে গর্ব করি,

*উ* উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - খ্রিষ্টানুকরণ থেকে পাঠ (৩:১৪)

**প্রভুর সত্যবাণী চিরস্থায়ী**

প্রভু, তুমি তো আমার উপর তোমার বিচারগুলি বজ্রধ্বনির মতই ধ্বনিত কর, আমার সকল হাড় ভয় ও সন্ত্রাসে কম্পান্বিত কর, এতে আমার প্রাণ অধিক শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নির্বাক্ হয়ে আমি ভাবি, আকাশমণ্ডলও তোমার দৃষ্টিতে শুচিশুদ্ধ নয়। স্বর্গদূতদের মধ্যেও অপকর্ম খুঁজে পেয়ে তুমি যখন তাদের ক্ষমা করনি, তখন আমার কী হবে? আকাশ থেকে যখন তারকারাজিও পড়ে গেছে, তখন ধুলা যে আমি কী প্রত্যাশা রাখতে পারব? যাদের কাজকর্ম প্রশংসনীয় মনে হচ্ছিল, তারাও নিম্নস্তরে পতিত হল, আর যারা একসময় স্বর্গদূতদের খাদ্য খেত, আমি দেখেছি, তারা এখন সূকরের শুঁটিতে তৃপ্তি পাচ্ছে। সুতরাং কোন পবিত্রতা থাকে না, যদি তুমি, প্রভু, তোমার হাত ফিরিয়ে নাও; জ্ঞানে কোন লাভ নেই, যদি তুমি শাসন না কর; শক্তিতে কোন উপকার নেই, যদি তুমি রক্ষা করায় ক্ষান্ত হও।

তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হলে আমরা নিমজ্জিত হয়ে মরি; তোমার উপস্থিতিতে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে উঠে সঞ্জীবিত হই। টলমান হলে, তোমার দ্বারা কিন্তু সুস্থির হয়ে উঠি; শীতল হয়ে পড়লে, তোমার দ্বারা কিন্তু জ্বলন্ত হয়ে উঠি।

আমার উপর তোমার যে বিচারগুলি, সেগুলির গভীরে আমার যত অসার আস্ফালন নিমজ্জিত হয়। তোমার সম্মুখে মরমানুষ কী? মাটি কি কখনও কুমোরের বিরুদ্ধে আস্ফালন করবে? যার হৃদয় সত্যের আশ্রয়ে ঈশ্বরের অধীন, সে কী করে অসার কথা বলে আস্ফালন করবে?

সত্য যাকে নিজের অধীন করেছে, সমগ্র জগৎও তাকে গর্বে স্ফীত করতে পারবে না; নিজের সমস্ত প্রত্যাশা যে ঈশ্বরে স্থাপন করেছে, শত প্রশংসাবাদের সুরও তাকে টলাতে পারবে না। যারা তেমন প্রশংসাবাদ উচ্চারণ করে, দেখ, তারা নিজেরাই শূন্য; তাদের কথার শব্দের সঙ্গে তারা নিজেরাও উবে যায়। কিন্তু *প্রভুর সত্যবাণী চিরকালস্থায়ী* (সাম ১১৭:২ লাতিন পাঠ্য)।

শ্লোক - সাম ১১৯:১১৪-১১৫, ১১৩

*প্র* আমার সামনে থেকে দূর হও, অপকর্মা সবাই, আমি আমার পরমেশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করতে চাই।

*উ* তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল, তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

*প্র* দুমনা মানুষকে আমি ঘৃণা করি, ভালবাসি তোমার বিধান।

*উ* তুমিই আমার গোপন আশ্রয়, আমার ঢাল, তোমার বাণীতেই আশা রাখি।

# বৃহস্পতিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১২:১২-৩১ক)

### দেহের অঙ্গগুলোর নানা ভূমিকা

ভ্রাতৃগণ, দেহ যেমন এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন; এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক। পা যদি বলত, আমি তো হাত নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি পা দেহের অঙ্গ আর হত না? আর কান যদি বলত, আমি তো চোখ নই, তাই দেহের অঙ্গ নই, তবে কি কান দেহের অঙ্গ আর হত না? গোটা দেহটা যদি চোখ হত, তবে শ্রবণশক্তি কোথায় থাকত? আবার সমস্তই যদি শ্রবণশক্তি হত, তবে ঘ্রাণশক্তি কোথায় থাকত? কিন্তু ঈশ্বর আসলে অঙ্গগুলোকে এক একটা করে যেমন ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই বসিয়েছেন। নইলে সমস্তই যদি একটা অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত? কিন্তু অঙ্গ আসলে অনেকগুলো, দেহ কিন্তু এক। চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার দরকার নেই; আবার মাথাও পা দু'টোকে বলতে পারে না, তোমাদের আমার দরকার নেই; আরও, দেহের যে সকল অঙ্গকে দেখতে বেশি দুর্বল, সেগুলোই নিতান্ত দরকারী। আর আমরা দেহের যে সকল অঙ্গকে কম সম্মানের বলে মনে করি, সেগুলোকেই বিশেষ সম্মান দিয়ে ঘিরে রাখি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলোকে দেখানো শোভা পায় না, সেগুলো বিশেষ যত্ন পেয়ে থাকে; কিন্তু যে সকল অঙ্গকে দেখানো শোভা পায়, সেগুলোর তত যত্ন দরকার হয় না। বাস্তবিকই ঈশ্বর নিজেই মানবদেহ সংগঠিত করেছেন; যে অঙ্গের মর্যাদা কম,

তিনি সেটাকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈক্য না থাকে, বরং সকল অঙ্গ যেন একে অন্যের প্রতি সমান যত্নবান হয়। তাই একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে। এখন, তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো। এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান। তবে এরা সকলেই কি প্রেরিতদূত? সকলেই কি নবী? সকলেই কি শিক্ষাগুরু? সকলেই কি পরাক্রম-কর্মের সাধক? সকলেই কি আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান পেয়েছে? সকলেই কি নানা ধরনের ভাষায় কথা বলে? সকলেই কি সেই ভাষাগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দেয়? তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও!

শ্লোক - ১ করি ১২:১২, ২৭, ২৬

প্র দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ।

উ তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

প্র একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে।

উ তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩০:১-২)

## মণ্ডলী মানবদেহের সদৃশ

*দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে একদেহ হয়, খ্রিষ্টও সেইরূপ* (১ করি ১২:১২)। সমস্ত অঙ্গগুলিতে দেহের ঐক্য স্পষ্টভাবে দেখাবার পর, উপসংহারে পল বলেন, *খ্রিষ্টও সেইরূপ।* আর যদিও এ যুক্তিসঙ্গত হত তিনি যদি বলতেন, মণ্ডলীও সেইরূপ, তিনি তা বলেননি, বরং তার স্থানে খ্রিষ্টেরই কথা উল্লেখ করলেন—এভাবে তিনি বক্তব্যটা উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করলেন ও শ্রোতাদের মধ্যে গভীরতর সম্ভ্রম সঞ্চার করলেন।

আসলে তাঁর সেই উক্তির অর্থ এ: খ্রিষ্টদেহ সেই মণ্ডলীও সেইরূপ; কেননা যেমন দেহ ও মাথা একদেহ, তেমনি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীও এক। এজন্যই তিনি খ্রিষ্টদেহেরই কথা ইঙ্গিত ক'রে মণ্ডলীর স্থানে খ্রিষ্টের কথা উল্লেখ করলেন। সুতরাং নানা অঙ্গ মিলে সংগঠিত হয়েও আমাদের দেহ যেমন এক, তেমনি মণ্ডলীতে আমরা সকলে এক। মণ্ডলী অনেক অঙ্গ মিলে সংগঠিত হলেও সেই অঙ্গগুলি কিন্তু একদেহ।

যাদের মনে হচ্ছিল তারা হয় তো অন্যান্যদের চেয়ে ছোট, তিনি এই সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তাদের মনে শান্তি ও সাহস সঞ্চার ক'রে সাধারণ ভাষা ছেড়ে অন্য একটি মাথা, তথা আধ্যাত্মিক মাথা বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্যের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সেই মাথা কোন্ মাথা? *আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য—তা আমরা ইহুদী বা গ্রীক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ যাই হই না কেন* (১ করি ১২:১৩); অর্থাৎ কিনা, যিনি আমাদের একদেহ করেছেন ও নবজন্ম দান করেছেন তিনি অনন্য আত্মা; এমন কিছু ঘটেনি যে একজনের এক আত্মায় আর অন্য একজনের অন্য আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে। এমনকি, যিনি আমাদের বাপ্তিস্ম দেন, তিনি যে এক, তা শুধু নয়, সেই তিনিও এক যাঁর দ্বারা তিনি বাপ্তিস্ম দেন, অর্থাৎ যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেহ হবার জন্য নয়, বরং সকলে মিলে যেন একদেহের নিখুঁত সুসংবদ্ধতার লক্ষ্যে সহযোগিতা দান করি, অর্থাৎ আমরা যেন একদেহ হতে পারি, এজন্যই আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি।

এভাবে যিনি দেহ নির্মাণ করলেন তিনি এক, আর যা কিছু নির্মিত হয়েছে তাও এক। তিনি তো বলেননি, আমরা যেন একই দেহের অঙ্গ হই, বরং বললেন, আমরা যেন একদেহ হই। পল নিজের ধারণা সবসময় অধিক স্পষ্ট করতে চান।

*এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে। আর বাস্তবিক দেহ একটা অঙ্গ নয়, অনেক* (১ করি ১২:১৩-১৪)। আমরা একই রহস্যের সহভাগিতা করি, একই খাদ্য গ্রহণ করি। তবে কেন তিনি বলেননি, আমরা একই দেহ খাই ও একই রক্ত পান করি? কারণ 'আত্মা' বলায় তিনি দেহ ও রক্ত দু'টোই এককথায় ইঙ্গিত করলেন: সেই দেহ ও রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা এক আত্মার জল পান করি।

আমরা সকলেই এক আত্মার জল পান করেছি, একই অনুগ্রহ পেয়েছি। সুতরাং, যখন এক আত্মা আমাদের মিলিত করেছেন, তখন একদেহেই আমাদের মিলিত করেছেন: *আমাদের সকলেরই এক আত্মায় বাপ্তিস্ম হয়েছে একদেহ হবার জন্য* বচনটির অর্থ ঠিক তাই। আবার, যিনি একই খাদ্য বিতরণ করেছেন, তিনি একই জল আমাদের পান করিয়েছেন: *পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে* বচনটির অর্থ ঠিক তাই।

শ্লোক - ১ করি ১২:৬-৭, ২৭

℣ বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক।

℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।

℣ তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো।

℟ প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৪:৫-১৮)

## পলের ভঙ্গুরতা ও তাঁর বিশ্বাস

ভ্রাতৃগণ, আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্ট যিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। আর যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, সচেতন হয়ে যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন। হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার

অর্জন করছে, যেহেতু আমরা দৃশ্যগত বিষয়ের উপর লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্যগত তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:৬; দ্বিঃবিঃ ৫:২৪

*প্র* যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক,

*উ* সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

*প্র* এই যে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের কাছে তাঁর গৌরব ও মহত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন আর আমরা তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

*উ* সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৩:৮৯-৯০)

**প্রভু, তোমার শ্রীমুখের আলো আমাদের অন্তর চিহ্নিত করে থাকে**

*কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?* (সাম ৪৪:২৫)। আমরা তখনই মনে করি, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে রাখছেন, যখন কোন দুঃখদুর্ভোগে পড়ে থাকি। তখন আমাদের প্রাণ কেমন যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়লে আমরা নিজেদের চোখে সত্যের আলো দেখতে বিঘ্নিত হই। কিন্তু যদি ঈশ্বর আমাদের বোধশক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও আমাদের মনের কাছে এসে দেখা দেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত, কোন কিছুই আমাদের তমসার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে না। আর যখন মানুষের মুখ অন্যান্য অঙ্গগুলির চেয়ে উজ্জ্বল যার ফলে মুখ দেখে আমরা অচেনা ব্যক্তির পরিচয় পেতে পারি বা চেনা ব্যক্তিকে চিনতে পারি কারণ সে নিজের চেহারা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, তখন ঈশ্বরের শ্রীমুখ আর কতই না তাকে আলোকিত করে যার দিকে তিনি ফিরে তাকান!

প্রেরিতদূত এবিষয়ে উপযুক্ত বাণী দিলেন: *যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই*

*ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত* (২ করি ৪:৬)। তবে, খ্রিষ্টের শ্রীমুখ আমাদের মধ্যে যে কোথায় উদ্ভাসিত, আমরা তা শুনেছি। তিনিই আত্মাদের সেই সনাতন জ্যোতি যাঁকে পিতা পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন, যাতে আমরা যারা আগে পার্থিব অন্ধকারে বন্দি ছিলাম, তাঁর শ্রীমুখে আলোকিত হয়ে সনাতন ও স্বর্গীয় যত কিছু প্রত্যাশা করতে পারি।

আমি কিন্তু কেন খ্রিষ্ট বিষয়ে কথা বলব, যখন প্রেরিতদূত পিতরও জন্ম থেকে সেই খোঁড়া লোককে বললেন, *আমাদের দিকে তাকাও?* (প্রেরিত ৩:৪)। পিতরের দিকে তাকানো মাত্রই সেই লোক বিশ্বাসের অনুগ্রহে আলোকিত হল; প্রকৃতপক্ষে যদি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস না করত, সে সুস্থতাও পেতে পারত না। প্রেরিতদূতদের তেমন গৌরবময় জ্যোতি থাকা সত্ত্বেও জাখেয় যখন শুনেছিলেন, প্রভু যিশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গাছে উঠেছিলেন, কারণ ছোট-খাটো মানুষ হওয়ায় ভিড়ের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। খ্রিষ্টকে দেখেই আলো পেয়েছিলেন; যিনি আগে পরের জিনিস চুরি করতেন, তাঁকে দে'খে তিনি নিজস্ব যত কিছু বিলি করে দিলেন।

*কেন লুকিয়ে রাখছ শ্রীমুখ?* অর্থাৎ, প্রভু, যদিও আমাদের কাছ থেকে তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখ, তথাপি, প্রভু, তোমার শ্রীমুখের আলো আমাদের অন্তর চিহ্নিত করে থাকে (সাম ৪:৭ দ্রঃ)। সেই চিহ্ন আমরা নিজেদের হৃদয়ে রাখি, সেই চিহ্ন আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল, কারণ তুমি শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখলে কেউই বাঁচতে পারে না।

**শ্লোক** - সাম ৪:৭; হিব্রু ১০:৩২

*প্র* অনেকে বলে: 'কে আমাদের দেখাবে মঙ্গল?'

*উ* তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।

*প্র* তোমরা আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল।

*উ* তোমার শ্রীমুখের আলো, প্রভু, আমাদের উপর উদ্ভাসিত হোক।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১২:৩১–১৩:১৩)

## ভ্রাতৃপ্রেমই শ্রেষ্ঠ পথ

ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা ; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ ; ভালবাসা সবই ক্ষমার চোখে দেখে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে ; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে ; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ ; কিন্তু যা পূর্ণ তা এলে, যা অসম্পূর্ণ তা লোপ পাবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম ; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু বাদ দিয়েছি। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন

মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত। তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা ; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:১৬, ৭

প্র আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

প্র এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।

উ ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক ২)

**খ্রিষ্টদেহ-মণ্ডলীতে আমাদের নিজ নিজ একটা দায়িত্ব রয়েছে**

প্রত্যেকে চিন্তা করুক ও বুঝতে চেষ্টা করুক, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে ঐশঅনুগ্রহের কোন্ মাত্রায় পৌঁছতে যোগ্য হয়েছে। ঈশ্বরের কাছ থেকে একজন ভালবাসার অনুশীলন করার অনুগ্রহদান পেয়েছে—সে হয় গরিবদের যত্ন করবে ও তাদের প্রতি দয়া দেখাবে, না হয় অসুস্থদের সেবা করবে, না হয় বিধবা ও এতিমদের রক্ষা করবে, না হয় অতিথিদের প্রতি তৎপরতা দেখাবে। এক একজনের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে ঈশ্বর প্রত্যেককে এ অনুগ্রহদানগুলি বিতরণ করেছেন।

কিন্তু এ অনুগ্রহদানগুলির একটা যে পেয়েছে, সে যদি এ দেওয়া অনুগ্রহের মাত্রা না জানে, বরং নিজেকে ঐশবিদ্যা বা ধর্মতত্ত্ব বা এমন গভীরতর ঐশবিজ্ঞানেই দক্ষ বলে দাবি করে যার অনুগ্রহ পায়নি, এমনকি সে যদি যা জানে না তা শিখতে অস্বীকার ক'রে পরকে তা শেখাতে চায়, তাহলে তেমন ব্যক্তি অজ্ঞ শুধু নয়, আস্ফালনে স্ফীতই বটে।

তেমন ব্যক্তির সেই সুবোধেরই অভাব আছে যা গুণে মানুষ, ঈশ্বর তাকে *যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন* (রো ১২:৩) সেই অনুসারে কাজ করে। ধারণাটা আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূত একটা উদাহরণ উপস্থাপন করেন, *যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ* (রো ১২:৪-৫)। এভাবে তিনি উত্তমরূপে মণ্ডলী-দেহকে নিরূপণ করেন।

দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গের যেমন স্বীয় স্বীয় নির্দিষ্ট কাজ আছে, ও প্রত্যেকটা নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করে, এবং সবগুলি যে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দান করবে না এমন কিছু হতে পারে না, তেমনি খ্রিষ্টদেহ-মণ্ডলীতেও আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ঐশপ্রজ্ঞা অধ্যয়নে ও ঐশবাণী ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত ও ঐশবিধান ধ্যানে দিনরাত রত থাকে: সে হল এ মহান দেহের চোখ। আর একজন ভাই ও অভাবগ্রস্তদের সেবায় রত থাকে: সে হল এ পুণ্য দেহের হাত। আর একজন আগ্রহের সঙ্গে ঐশবাণী শোনে: সে হল কান। আবার আর একজন অসুস্থদের সেবা ও দুঃখপীড়িতদের সান্ত্বনা দানে কিংবা বিপদে পতিত মানুষকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত: মণ্ডলীদেহে তাকে নিঃসন্দেহে পা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ সেবাকর্মে দক্ষ হওয়ায় নিজ নিজ কাজ অধিক সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

শ্লোক - ১ করি ১২:১১, ২৮; প্রজ্ঞা ৭:১৬

প্ এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন।

উ এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা ; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান।

প্ তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা, হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি, তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।

উ এজন্য ঈশ্বর মণ্ডলীতে যাঁদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমত আছেন প্রেরিতদূতেরা, দ্বিতীয়ত নবীরা, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুরা ; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৫:১-২১)

## খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা এর মধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবন দ্বারা কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

তাই প্রভুভয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা মানুষের মন জয় করতে সচেষ্ট থাকি; একইসময় ঈশ্বর আমাদের পরিচয় ভালই জানেন, আর আমি প্রত্যাশা রাখি, তোমাদের বিবেকও তা ভালই জানে। না, আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের পক্ষে গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিতে চাচ্ছি, যেন যাদের গর্ব অন্তরের নয়, বাইরেরই গর্ব, তোমরা তাদের উপযুক্ত উত্তর দিতে

পার। কেননা আমরা যদি কোন সময় উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে, এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য। কারণ খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে, সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে আমরা আর কাউকেও মাংস অনুসারে চিনি না; আর যদিও একসময়ে আমরা খ্রিষ্টকে মাংস অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না। ফলে কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে! তবু এসব কিছু সেই ঈশ্বর থেকেই আগত, যিনি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। হ্যাঁ, ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন: তিনি মানুষদের অন্যায়-অপরাধ তাদেরই বলে গণ্য করলেন না, এবং সেই পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই আমরা খ্রিষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রিষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি: ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও। যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

**শ্লোক** - ২ করি ৫:১৮; রো ৮:৩২

*প্র* ঈশ্বর খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

*উ* এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন।

*প্র* তিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন;

*উ* এবং পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৮:১৪-১৬)

## খ্রিষ্ট সকলের জন্য মুক্তি ও পরিত্রাণ

*ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগৎকে পুনর্মিলন সাধন করেছেন* (২ করি ৫:১৯), হ্যাঁ, সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪ লাতিন পাঠ্য)। অতএব তিনি ভাই বলে নয়, প্রভু বলেই আমাদের মাঝে বাস করলেন; সেজন্য তিনি যখন জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, তখন তাঁর নিজের জন্য পুনর্মিলনের প্রয়োজন হল না। যিনি কোন পাপ জানেননি, তাঁর পক্ষে নিজের কোন্ পাপের জন্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা দরকার ছিল?

যখন ইহুদীরা সেই মুদ্রা আদায় করতে চাইল যা বিধান অনুসারে পাপের কারণেই দেওয়ার কথা, তখন যিশু পিতরকে বললেন: *শিমোন, পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে? পিতর বললেন, 'অন্য লোকদের কাছ থেকে।' যিশু তাঁকে বললেন, 'তবে ছেলেরা করমুক্ত। তবু আমরা যেন তাদের পতনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও'* (মথি ১৭:২৫-২৭)। এতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পাপের জন্য তাঁর কোন মধ্যস্থ প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি পাপের ক্রীতদাস নন, কিন্তু সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত ঈশ্বরপুত্র। বস্তুতপক্ষে পুত্র স্বাধীন, দাসই তো দোষী। তিনি নিজেই বরং পরম স্বাধীনতা, নিজের প্রাণমুক্তির জন্য মূল্য দেন না; অন্যদিকে তাঁর রক্ত সারা বিশ্বের পাপরাশির মুক্তিমূল্য দানের জন্য অধিক যথেষ্ট। নিজের জন্য কিছুই দিতে বাধ্য নন বিধায়ই তিনি অন্যদের মুক্ত করতে সক্ষম।

আরও, নিজেরই মুক্তিমূল্য বা নিজেরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে খ্রিষ্টের পক্ষে কিছুই দেওয়া দরকার নেই, তা শুধু নয়; সাধারণ বিশ্বাসের মানুষকে ধর, সেও বুঝতে পারবে যে এখন কারও পক্ষেও নিজের জন্য সেই প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া আর দরকার হয় না, কারণ খ্রিষ্টই সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনিই সারা বিশ্বের মুক্তি।

সকলের মুক্তিকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে যখন খ্রিষ্ট মূল্য হিসাবে নিজ রক্ত দান করেছেন, তখন আর কেইবা নিজের মুক্তিকর্ম নিজের রক্তমূল্যেই সাধন করতে পারবে? খ্রিষ্টের রক্তের সঙ্গে কি তুলনার মত রক্ত থাকতে পারে? যিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও একাই নিজের রক্ত দ্বারা সারা বিশ্বকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেই খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে কে নিজের জন্য মহত্তর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারবে?

সকলের পাপের জন্য যিনি প্রায়শ্চিত্তবলি হলেন ও আমাদের মুক্তিদানের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন, তাঁর চেয়ে কোন্ মহত্তর বলি, কোন্ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, কোন্ শ্রেষ্ঠ সহায়ক থাকতে পারে? সুতরাং যেহেতু যে রক্তমূল্যে খ্রিষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, খ্রিষ্টের সেই রক্ত সকলেরই মুক্তিমূল্য, সেজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবলি বা নিজস্ব কোন মুক্তিমূল্য প্রয়োজন হয় না: কেবল তিনিই পিতার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করলেন। যিনি নিজের মাথায় আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তুলে নিলেন, তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)।

**শ্লোক** - কল ১:২১, ২২; রো ৩:২৫

*প্র* তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

*প্র* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৪:১-১৯)

**নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভালবাসার পিছু পিছু চল; কিন্তু আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও, বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার। বস্তুত নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কথা বলে, কারণ কেউ তা বোঝে না; সে তা আত্মার আবেশে রহস্যময় কথা বলে। কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মানুষের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের গেঁথে তোলে, ও তাদের উৎসাহ ও আশ্বাস দেয়। নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে নিজেকেই গেঁথে তোলে, কিন্তু নবীয় বাণী যে দেয়, সে মণ্ডলীকেই গেঁথে তোলে। আমি তোমাদের সকলকে নানা ভাষায় কথা বলতে দেখতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তোমাদের সকলকে নবীয় বাণী দিতে দেখতে আরও অধিক ইচ্ছা করি; কেননা নানা ভাষায় যে কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সে যদি কথার অর্থ বুঝিয়ে না দেয়, তবে যে নবীয় বাণী দেয়, তার চেয়ে এ-ই মহান।

এখন ধর, ভাই, আমি তোমাদের কাছে এসে নানা ভাষায় কথা বলি; কিন্তু যদি তোমাদের কাছে ঐশপ্রকাশ বা জ্ঞান বা নবীয় বাণী বা শিক্ষামূলক কথা অনুসারেই কথা না বলি, তবে তাতে তোমাদের কী উপকার হবে? বাঁশি হোক, বীণা হোক, বাদ্যযন্ত্রের মত নিষ্প্রাণ যত বস্তুও যদি তাল না রেখে বাজে, তবে বাঁশিতে বা বীণাতে কী বাজানো হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? আর তুরিও যদি অস্পষ্ট শব্দ ছাড়ে, তবে কে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেবে? তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দিয়ে স্পষ্ট শব্দগুলো ফুটিয়ে না তোল, তবে যা বলা হচ্ছে, তা কেমন করে বোঝা যাবে? তোমাদের সব কথা শূন্যেই বলা হবে! জগতে যত প্রকার ভাষা রয়েছে, সবগুলো শব্দ ব্যবহার করে; কিন্তু আমি

যদি শব্দগুলোর বিশেষ অর্থ না জানি, তবে যে কথা বলছে, তার কাছে আমি ভিনভাষী হব, আর আমার কাছে সেই বক্তা ভিনভাষী। তেমনি তোমরাও; যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী, সেজন্য সেগুলোতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। এজন্য নানা ভাষায় যে কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারে; কারণ যদি আমি নানা ভাষায় প্রার্থনা করি, আমার আত্মা প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন হয়ে থেকে যায়। তাহলে কী দাঁড়াল? আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব। অন্যথা, তুমি যদি আত্মা দিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদটি উচ্চারণ কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে নানা ভাষার তত জ্ঞান যার নেই, সে কেমন করে তোমার ধন্যবাদ-স্তুতিতে 'আমেন' বলবে? তুমি যে কি বলছ, তা তো সে বোঝে না। তুমি তো সুন্দরভাবেই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করছ বটে, কিন্তু সেই লোকটিকে গেঁথে তোলা হচ্ছে না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে আমার বেশি অধিকার আছে, কিন্তু জনসমাবেশে থাকাকালে নানা ভাষায় দশ হাজার কথার চেয়ে বরং বোধগম্য পাঁচটি কথা বলতে পছন্দ করি, যেন অন্য সকলকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারি।

**শ্লোক** - ১ করি ১৪:১২; ৮:২

*প্র* যেহেতু তোমরা আত্মিক দানগুলি পাবার জন্য আগ্রহী,

*উ* সেজন্য সেই দানগুলিতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।

*প্র* জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে,

*উ* সেজন্য সেই দানগুলিতেই ধনবান হতে চেষ্টা কর, যেগুলো মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ১:৯-১২)

**আত্মা দিয়ে গান করব, বুদ্ধি দিয়েও গান করব**

সামসঙ্গীতের চেয়ে মধুর কী আছে? এজন্য স্বয়ং দাউদ উপযুক্তভাবে বলেন, *প্রভুর প্রশংসা কর, কারণ আমাদের পরমেশ্বরের স্তবগান করা সুন্দর, তাঁর প্রশংসাগান কত*

*মধুর, কত সমীচীন* (সাম ১৪৭:১)। আর একথা সত্য, কারণ সামসঙ্গীত হল ভক্তদের আশীর্বাদ, ঈশ্বরের প্রশংসা, জনগণের প্রশংসাবাদ, সকলের স্তুতিগান, সার্বজনীন বাণী, মণ্ডলীর কণ্ঠ, বিশ্বাস-স্বীকৃতির বন্দনা, মুক্তির আনন্দ, উল্লাসপূর্ণ জয়ধ্বনি, আনন্দপূর্ণ সুর। সামসঙ্গীত ক্রোধ থেকে আরোগ্যদান করে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে, শোক থেকে আরাম দেয়। সামসঙ্গীত হল রাতের জন্য অস্ত্র, দিনের জন্য শিক্ষা, ভয়ের সময়ে ঢাল, পবিত্রতায় উৎসব, শান্ত মনের চিহ্ন, এমন শান্তি ও একাত্মতার নিশ্চত অঙ্গীকার যা সেতারের মত বিভিন্ন সুর থেকে একটামাত্র সুর উৎপন্ন করে। সামসঙ্গীতের সুরে দিনের উদয়, সামসঙ্গীতের সুরে সূর্যাস্ত।

সামসঙ্গীতে তত্ত্ব অনুগ্রহের সঙ্গে লীলা করে; চিত্তবিনোদনের জন্য গান করা হয়, আর একইসঙ্গে শিক্ষা লাভ করা হয়। সামসঙ্গীত পড়তে গিয়ে তুমি কী না পাও? আমি পড়ি: *প্রেম-গীত* (সাম ৪৫:১), তখনই পুণ্য ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে উঠি; সামসঙ্গীতগুলিতে আমি ঐশপ্রকাশের অনুগ্রহ, পুনরুত্থানের সাক্ষ্যবাণী ও প্রতিশ্রুতির মঙ্গলদানগুলির কথা স্মরণ করি; পাপ এড়াতে শিখি, অতীত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করায় লজ্জা বোধ করতে ভুলে যাই।

তবে সামসঙ্গীত বা কী, যদি-না সদ্‌গুণাবলির সেই বাদ্যযন্ত্র যা পূজনীয় নবী পবিত্র আত্মার ধনুক দ্বারা বাজিয়ে স্বর্গীয় মধুর সুর পৃথিবীতে ধ্বনিত করলেন? সেই পবিত্র আত্মার সঙ্গে তিনি মরা পশুর দেহাবশেষ-মাত্র সেই দশতন্ত্রী ও বীণার উপরে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় ঘটিয়ে স্বর্গের দিকে ঐশপ্রশংসাগান চালিত করছিলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শিক্ষা দিলেন যে, আগে পাপের কাছে মরতে হয়, তারপরেই নির্ণয় করা যেতে পারে সেই বিবিধ সদ্‌গুণের কাজ যা দ্বারা আমরা প্রভুর কাছে আমাদের ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করতে পারব।

অতএব, দাউদ আমাদের এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্তরেই আমাদের গান করতে হবে, অন্তরেই সামগান পরিবেশন করতে হবে, যেইভাবে পলও গান করছিলেন: *আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব* (১ করি ১৪:১৫)। অর্থাৎ কিনা, আমাদের জীবন ও কাজকর্ম ঊর্ধ্বলোকের ধ্যানেই চালিত করা প্রয়োজন, যাতে মাধুর্যের আনন্দ সেই দৈহিক ভাবাবেগ

উত্তেজিত না করে, যে বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ দ্বারা আমাদের আত্মা মুক্তি পায় না বরং অত্যাচারিত হয়। পুণ্যবান নবী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি আত্মার মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই গান করছিলেন: *সেতার বাজিয়ে তোমার উদ্দেশে সামগান গাইব, হে ইস্রায়েলের পবিত্রজন। তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ, মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে* (সাম ৭১:২২-২৩ লাকিন পাঠ্য)।

**শ্লোক** - সাম ৯২:২, ৪

*প্র* প্রভুর স্তুতিগান গাওয়া কত সুন্দর,

*উ* হে পরাৎপর, তোমার নামগান করাও কত সুন্দর।

*প্র* দশতন্ত্রী ও বীণা বাজিয়ে, সেতারের মধুর সুরে—কতই না সুন্দর।

*উ* হে পরাৎপর, তোমার নামগান করাও কত সুন্দর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৬:১–৭:১)

## পলের ক্লেশ

## পবিত্র জীবন যাপন বিষয়ক চেতনা-বাণী

ভ্রাতৃগণ, যেহেতু আমরা তাঁর সহকর্মী, সেজন্য আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ, তোমাদের সেই গ্রহণটা যেন বৃথাই না হয়ে যায়। কারণ তিনি একথা বলছেন, তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে। আর এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন। আমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটাই না, যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; আমরা বরং সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই, মহা নিষ্ঠার সঙ্গে: ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে; প্রহার, কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অনাহারে; শুচিতা, সদ্‌জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, কোমলতায়; আত্মার পবিত্রতা ও অকপট ভালবাসায়; সত্যবাণী প্রচারে ও ঈশ্বরের পরাক্রমে; ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে; গৌরবে ও অপমানে, দুর্নামের দিনে ও সুনামের দিনে। আমরা নাকি প্রবঞ্চক, অথচ সত্যবাদী; আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি দণ্ডিত, অথচ নিহত নই; আমরা নাকি দুঃখান্বিত, অথচ সর্বদাই আনন্দিত; আমরা নাকি নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করি; আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।

হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের কাছে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করেছি, তোমাদের সামনে আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণই খোলা রয়েছে। আমাদের অন্তরে তোমরা তো সঙ্কুচিত নও, নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ। তোমরা আমার সন্তান বলেই আমি কথা বলছি; প্রতিদানে তোমরাও হৃদয় খুলে দাও।

তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না। ধর্মে অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা? বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রিষ্টের কী মিল? অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীর বা কী

যোগাযোগ? দেবমূর্তিগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস? আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন, আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। সুতরাং তোমরা ওদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক—একথা বলছেন প্রভু—এবং অশুচি কিছুই স্পর্শ করো না। তবে আমিই তোমাদের গ্রহণ করে নেব, এবং আমি তোমাদের কাছে হব পিতার মত ও তোমরা আমার কাছে হবে পুত্রকন্যার মত—সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলছেন।

অতএব, প্রিয়জনেরা, তেমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে, এসো, দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, প্রভুভয়ের সঙ্গে আমাদের পবিত্রীকরণের পূর্ণতা সাধনা করি।

**শ্লোক** - ২ করি ৬:১৪, ১৬; ১ করি ৩:১৬

*প্র* ধর্মে অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? দেবমূর্তিগুলোর সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস?

*উ* আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির।

*প্র* তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন?

*উ* আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩:১, ২)

**তোমাদের প্রতি আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে**

*তোমাদের প্রতি আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে* (২ করি ৬:১১ দ্রঃ)।

উত্তাপের স্পর্শে যা আসে তা বিগলিত ক'রে প্রসারিত করা যেমন উত্তাপের গুণ, তেমনি ভালবাসার গুণও প্রসারিত করা, কেননা ভালবাসা উত্তপ্ত ও জ্বলন্তই একটা গুণ। ভালবাসাই পলের মুখ খুলে দিত ও তাঁর হৃদয় প্রসারিত করত। বস্তুত তিনি বলেন, আমি মুখেই শুধু তোমাদের ভালবাসি না, ভালবাসার সঙ্গে আমার হৃদয় একই সুর

ধ্বনিত করে; সেজন্য আমি স্পষ্ট কথায় ও খোলা মনে তোমাদের কাছে সাহসের সঙ্গে কথা বলছি। আর পলের হৃদয়ের চেয়ে বড় হৃদয় ছিল না! তিনি এমন জ্বলন্ত ভালবাসার সঙ্গে ভক্তদের আলিঙ্গন করতেন যে, তাঁর আন্তরিকতা থেকে কেউই নিজেকে বিচ্ছিন্ন বা পরিত্যক্ত মনে করতে পারত না। ভক্তদের প্রতি তাঁর এমন অনুরাগে বিস্মিত হওয়ার কী আছে, যখন তাঁর হৃদয় সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের অবিশ্বাসীদেরও আলিঙ্গন করছিল?

তিনি 'আমি তোমাদের ভালবাসি' তেমন কথা বলেন না, কিন্তু গভীরতর ভাব প্রকাশের জন্য তিনি বলেন, *আমাদের মুখ খোলা রয়েছে, আমাদের হৃদয় প্রসারিত রয়েছে।* এর অর্থ, আমি সকলকে হৃদয়ে বহন করছি, এমনি নয়, বরং অপর্যাপ্ত প্রশস্তির সঙ্গেই। বাস্তবিকই ভালবাসার পাত্র প্রেমিকের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নির্ভয়ে চলাচল করে; এজন্য তিনি বলেন, *তোমরা আমাদের মধ্যে সঙ্কুচিত নও, নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ! আমি সন্তানদের মতই তোমাদের কাছে কথা বলছি, প্রতিদানে তোমরাও তোমাদের হৃদয় প্রসারিত কর* (২ করি ৬:১২-১৩)। ভর্ৎসনাটা লক্ষ কর, তার মধ্যে যথেষ্ট প্রেম থাকায় ভর্ৎসনা মধুর হয়ে ওঠে—এও ভালবাসার চিহ্ন। তিনি বলেননি, তোমরা আমাকে ভালবাস না, কিন্তু ইঙ্গিত দিলেন, তারা তাঁর মত তাঁকে ভালবাসে না। আসলে তিনি তাদের তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছা করেন না।

তাঁর এক একটা পত্রে সর্বত্রই ভক্তদের প্রতি তাঁর এ জ্বলন্ত অবর্ণনীয় ভালবাসার সাক্ষ্য উপস্থিত। রোমীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, *তোমাদের দেখতে আমি বড়ই আকাঙ্ক্ষী; তোমাদের কাছে আসবার জন্য বারবার সঙ্কল্প নিয়েছি; আহা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যদি কোন প্রকারে তোমাদের কাছে যেতে অবশেষে সুযোগ পেতে পারতাম* (রো ১:১১, ১৩, ১০)! গালাতীয়দের তিনি বলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি* (গা ৪:১৯)! এফেসীয়দের তিনি আবার বলেন, *এজন্য আমি তোমাদের জন্য পিতার সামনে জানু পাত করি* (এফে ৩:১৪)। থেসালোনিকীয়দের তিনি বলেন, *তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে?* (১ থে ২:১৯)। একথায় তিনি বলতে চাচ্ছিলেন, শেকলাবদ্ধ অবস্থাতেও তিনি হৃদয়ে তাদের বহন করছিলেন।

কলসীয়দের তিনি লিখছিলেন, *আমার ইচ্ছাই, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের খাতিরে এবং যত ভাই আজও আমার চেহারা দেখেনি, তাদেরও খাতিরে আমি কী সংগ্রামই না করে চলছি যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়* (কল ২:১, ২)। থেসালোনিকীয়দের তিনি লেখেন, *মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করেন, তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম* (১ থে ২:৭, ৮)। তিনি বলেন, *আমাদের মধ্যে তোমরা সঙ্কুচিত নও* (২ করি ৬:১২)। তবু তিনি শুধু একথা বলেন না যে, তিনি তাদের ভালবাসেন, এও বলেন যে, প্রতিদান হিসাবে তিনিও তাদের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করেন, যাতে তাদের মন আরও গভীরতর ভাবে আকর্ষণ করতে পারেন। এবং এসব কিছুতে তিনি আনন্দিত, যেমনটি তীতের কাছে পত্রটা সাক্ষ্য দেয়: *তীতের আগমনে আমরা সান্ত্বনা পেয়েছি: তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত* (২ করি ৭:৬, ৭)।

শ্লোক - ১ করি ১৩:৪, ৬; প্রবচন ১০:১২

প্ল ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না,

উ অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ।

প্ল বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়, ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে;

উ অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ৮ম সপ্তাহ —



# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৪:২০-৪০)

**জনসভায় শৃঙ্খলা**

ভাই, বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে তোমরা বালক হয়ো না; শঠতার দিক দিয়ে শিশুরই মত হও, কিন্তু বিচারবুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপক্ক মানুষ হও। বিধানে লেখা আছে: ভিনভাষীদের মধ্য দিয়ে ও ভিনদেশীদের মুখ দিয়ে আমি এই জনগণের কাছে কথা বলব, কিন্তু তা করলেও তারা আমার কথায় কান দেবে না—একথা বলছেন প্রভু। সুতরাং সেই নানা ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু নবীয় বাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, বিশ্বাসীদেরই জন্য। তাই, উদাহরণস্বরূপ, গোটা জনসমাবেশ সমবেত হলে সকলে নানা ভাষায় কথা বলছে, এমন সময়ে দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষ বা অবিশ্বাসীদের কয়েকজন প্রবেশ করছে, আচ্ছা, তারা কি বলবে না যে, তোমরা প্রলাপ বকছ? অপরদিকে সকলে নবীয় বাণী দিচ্ছে, এমন সময়ে অবিশ্বাসী বা দীক্ষাপ্রাপ্ত নয় এমন একজন প্রবেশ করছে, তবে সে দেখবে যে, সে সকলেরই দ্বারা যাচাইকৃত, সকলেরই দ্বারা বিচারিত, তার হৃদয়ের গোপন ভাবনা প্রকাশ পাবে; এবং এর ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে, বলবে: সত্যিই, ঈশ্বর তোমাদের মাঝে উপস্থিত!

ভাইয়েরা, তবে এব্যাপারে কী করা উচিত? তোমরা যখন এসে সমবেত হও, তখন তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু থাকে—হোক একটা গান, বা কোন ধর্মশিক্ষা, বা

ঐশপ্রকাশ, বা নানা ভাষায় ভাষণ, বা তার ব্যাখ্যা; সবই কিন্তু যেন মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য হয়। কেউ যদি নানা ভাষায় কথা বলে, তাহলে কেবল দু'জন, বা অতিরিক্ত তিনজন, কথা বলুক, পালাক্রমেই তারা কথা বলুক, এবং তাদের একজন অর্থ বুঝিয়ে দিক। কিন্তু অর্থ বোঝাবার জন্য কেউই না থাকলে তারা জনসমাবেশে নিশ্চুপ থাকুক, কেবল নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে কথা বলুক। নবীরা কেবল দু' তিনজন করে কথা বলুক, অন্যেরা বিচার করুক। উপস্থিত কারও কাছে যদি কোন কিছু প্রকাশিত হয়, যে কথা বলছে, সে তখন নীরব থাকুক; কারণ তোমরা সকলে নবীয় বাণী দিতে পার, কিন্তু পালাক্রমেই, যেন সকলে শিক্ষা ও উৎসাহ পেতে পারে। কিন্তু নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে, কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।

পবিত্রজনদের সকল মণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী নারীরা জনসমাবেশে নীরব থাকবে, কারণ কথা বলার অনুমতি তাদের নেই, কিন্তু বিধানেরও কথা অনুসারে তারা অনুগত হয়ে থাকুক। তাদের যদি জিজ্ঞাস্য কিছু থাকে, বাড়িতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ নারীর পক্ষে জনসমাবেশে কথা বলা লজ্জাকর ব্যাপার। নাকি ঈশ্বরের বাণী তোমাদের মধ্য থেকেই প্রথমে ধ্বনিত হয়েছে? কিংবা কেবল তোমাদেরই কাছে পৌঁছে গেছে?

কেউ যদি নিজেকে নবী বা আত্মিক দানের অধিকারী বলে মনে করে, তাকে মেনে নিতে হবে যে, আমি যা যা বলছি, তা প্রভুরই আজ্ঞা; কেউ যদি তাতে স্বীকৃতি না দেয়, সেও স্বীকৃতি পায় না। সুতরাং, হে আমার ভাই, তোমরা নবীয় বাণী দেবার জন্য আগ্রহী হও, এবং নানা ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে, তা বারণ করো না। কিন্তু সবই যেন শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে করা হয়।

**শ্লোক** - ১ থে ৫:১৯-২১; ১ করি ১৪:১

*প্র* তোমরা আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না;

*উ* সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ।

*প্র* আত্মিক দানগুলি পাবার জন্যও আগ্রহী হও, বিশেষভাবে যেন নবীয় বাণী দিতে পার।

*উ* সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৫:৩-৪)

## যে পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ আমরা আমাদের সমাবেশে উদ্‌যাপন করি তার নাম এউখারিস্তিয়া

এসো, আমরা ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই ধন্যবাদ জানাই। তিনি প্রতিদিন আপন উপকারগুলিতে আমাদের পরিপূর্ণ করেন: তাঁর কাছে একটা ধন্যবাদ পর্যন্তই না জানানো অচিন্তনীয় হওয়ার কথা, বিশেষভাবে একথা ভেবে যে, তেমন কৃতজ্ঞতা দেখানো নতুন নতুন অনুগ্রহদানের উৎস হবে। কেননা তাঁর পক্ষে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদেরই পক্ষে বরং তাঁর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের ধন্যবাদ তাঁকে অতিরিক্ত কিছুই যোগ করে না, আমরাই বরং তাঁরই অধিক সদৃশ হয়ে উঠি। পরের উপকারের কথা স্মরণ করে আমরা যেমন বিগলিত হই ও উপকর্তাদের প্রতি আমাদের স্নেহ বৃদ্ধি পায়, তেমনি প্রভুর উপকারগুলি অবিরত স্মরণ করে আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি অধিক তৎপরতার সঙ্গে পালন করতে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠব।

উপকার স্মরণ করা ও ধন্যবাদ জানানোই হল উপকার রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায়; সেজন্য প্রত্যেক বার সমবেত হয়ে আমরা যে ভয়ঙ্কর পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞরীতি পালন করে থাকি, তার নাম এউখারিস্তিয়া, কেননা তেমন ধর্মক্রিয়া সমস্ত উপকারের পূর্ণ সংখ্যার স্মৃতি উদ্‌যাপন করে, এমনকি ঐশব্যবস্থার স্বয়ং উৎস উপস্থিত করে এবং অবিরত ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, তা যখন একটা মহা আশ্চর্যকীর্তি—এতই মহান যে সুসমাচার-রচয়িতা বলে ওঠেন, *এ সমস্ত কিছু ঘটেছে* (মথি ১:২২),—তখন তিনি যে আমাদের জন্য বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, এবিষয়ে আর কী বলতে পারব? সুসমাচার-রচয়িতা যখন তাঁর জন্মের কথা 'সমস্ত' বলে চিহ্নিত করেন, তখন আমরা তাঁর ক্রুশারোপণ, রক্তদান, আত্মিক খাদ্য ও পানীয়রূপে তাঁর আত্মদান কোন্ নাম বলে চিহ্নিত করব? সুতরাং এসো, আমাদের সমস্ত কথা ও কাজের ঊর্ধ্বে তাঁকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই। আমাদের নিজেদের উপকারের জন্য শুধু নয়, পরের উপকারগুলির জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানাই: এভাবে হিংসা রোগ থেকে মুক্তি পাব, ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি করব, অধিক

সরলচিত্ত হয়ে উঠব—যে উপকারের জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানানো হয়, তা নিয়ে হিংসা পোষণ করা সম্ভব নয়।

এজন্য যাজক উপহার অর্পণ করে আমাদের আমন্ত্রণ করেন আমরা যেন সমগ্র বিশ্ব, পরলোকগত ব্যক্তি, এখনও জীবিত ব্যক্তি, জাত ও নবজাত সকলেরই জন্য প্রার্থনা করি। এভাবে আমরা পৃথিবী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গে উন্নীত হই: মানুষ-আমরা স্বর্গদূত হয়ে উঠি। তাঁরাও তো আমাদের কাছে মঞ্জুর করা সমস্ত উপকারের জন্য ঈশ্বরকে সমস্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে থাকেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)।

তুমি হয় তো বলবে: স্বর্গদূতেরা তো পৃথিবীতে থাকেন না, তাঁরা মানুষও নন, তবে তাঁদের নিয়ে আমাদের কী চিন্তা? চিন্তা থাকবেই, কারণ আদেশ রয়েছে আমরা আমাদের সহকর্মীদের এমন ভালবাসায় ভালবাসব যেন তাদের ধন নিজেরই ধন বলে গণ্য করি। তাঁর পত্রগুলিতে পল সমস্ত বিশ্বের উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানান, অতএব এসো, আমরাও আমাদের উপকারের জন্য ও পরের উপকারের জন্য—ছোট বড় সমস্ত উপকারের জন্য অবিরত ধন্যবাদ জানাই।

শ্লোক - সাম ১০৩:২, ৪; গা ২:২০

প্ প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য,

উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

প্ তিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: তিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৭:২-১৬)

## করিন্থীয়দের মনপরিবর্তনের জন্য পলের আনন্দ

প্রিয়জনেরা, তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ; আমরা তো কারও প্রতি অন্যায় করিনি, কারও সর্বনাশ ঘটাইনি, কাউকেও ঠকাইনি। কাউকে দোষী করতে চাচ্ছি বলে একথা বলছি, তা নয়; আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ—জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা এক হয়ে থাকব। তোমাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠেই কথা বলছি, তোমাদের নিয়ে আমি যথেষ্টই গর্ব করছি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উপচে পড়ছি। কারণ আমরা যখন মাকিদনিয়াতে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন থেকে আমাদের প্রাণের একটুও স্বস্তি হল না; কিন্তু সব দিক দিয়ে আমরা ক্লেশের মধ্যে রয়েছি: বাইরে নানা যুদ্ধ, অন্তরে নানা ভয়। তথাপি সেই ঈশ্বর, যিনি অবনতকে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতের আগমনে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; শুধু তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনার মধ্য দিয়েও আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; কেননা তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত; তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার পত্র দিয়ে যদিও আমি তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম, তবুও এ নিয়ে আপসোস করি না। আর যদিই বা আপসোস করে থাকি—আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই পত্র অন্তত কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মনে দুঃখ দিয়েইছে—এখন আমি আনন্দ বোধ করছি। তোমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলে, সেজন্য নয় বটে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ যে মনপরিবর্তনের ভাব জাগিয়েছে, সেইজন্য। কারণ তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক; অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক। বাস্তবিকই দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই যে দুঃখ তোমরা পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে কেমন উদ্যম সাধন করেছে! হ্যাঁ, আত্মরক্ষার মনোভাবে

কেমন ব্যাকুলতা, কেমন ক্ষোভ, কেমন ভয়, কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন উদ্যোগ, শাস্তির কেমন প্রতিকার! এই ব্যাপারে তোমরা সব দিক দিয়ে নির্দোষী বলে দাঁড়িয়েছ। সুতরাং যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, তবু অপরাধীর জন্য লিখিনি, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছিল, তার জন্যও নয়, কিন্তু এজন্যই লিখেছিলাম, আমাদের জন্য তোমাদের যে উৎকণ্ঠা, তা যেন ঈশ্বরের সামনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। এই কারণেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

আর আমাদের এই সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে আমি আরও গভীরতর আনন্দ বোধ করলাম, কারণ তোমরা সকলেই তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ। তাই তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের নিয়ে গর্ব করে থাকি, তাতে আমাকে লজ্জিত হতে হল না; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবই সত্যভাবে বলেছি, তেমনি তীতের কাছে ব্যক্ত আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণিত হল। আর তোমরা সকলে তাঁর প্রতি কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সম্ভ্রমে ও কম্পিত অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, তা স্মরণ করতে করতে তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্ত ব্যাপারে আমি যে তোমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারি, এজন্য আমি সত্যি আনন্দিত।

**শ্লোক** - ২ করি ৭:১০, ৯

℣ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক;

℟ অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক।

℣ তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি;

℟ অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:১-২)

**সমস্ত ক্লেশে আমি আনন্দে উপচে পড়ছি**

পল আবার ভালবাসার কথায় ফিরে এসে ভর্ৎসনার তীব্রতা কমিয়ে দেন। তারা তাঁর ভালবাসার পাত্র হয়েও প্রতিদান স্বরূপ তাঁকে ভালবাসেনি, এমনকি অকৃতজ্ঞও হয়েছিল ও দুর্দন্ত মানুষের কথায় কান দিয়েছিল বিধায় করিন্থীয়দের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করার পর তিনি ভর্ৎসনা কেমন যেন কোমল করে বলে চলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ* (২ করি ৭:২), অর্থাৎ আমাদের ভালবাস। তিনি যে উপকার তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন, তা তত ভারী নয়, এমনকি তাঁর নিজের চেয়ে তাদেরই পক্ষে উপযোগী। আমাদের ভালবাস, তেমন কথা না বলে তিনি বরং কোমলভাবে বলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ।* মনে হচ্ছে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের হৃদয় থেকে কে আমাদের দূর করে দিয়েছে? কে আমাদের বের করে দিয়েছে? কোন্ কারণে তোমাদের হৃদয় থেকে আমাদের বাতিল করা হয়েছে? যেহেতু আগে তিনি বলেছিলেন, *নিজেদের অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ* (২ করি ৬:১২), সেজন্য এখানে একই ভাব ব্যক্ত করে বলেন, *তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ।* এভাবে তিনি তাদের আবার নিজের কাছে আকর্ষণ করেন ; আসলে, যে ভালবাসার পাত্র, সে যখন জানে, তাকে যে ভালবাসে সেও তার ভালবাসার পাত্র হতে গভীর বাসনা করে, তখন সে ভালবাসার দিকে অনুপ্রাণিত।

তিনি বলে চলেন, *আমি আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ —জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা এক হয়ে থাকব* (২ করি ৭:৩)। তিনি যে তাদের বিদ্রূপের পাত্র হয়েও তাদের সঙ্গে জীবনে-মরণে এক হতে চান, তা সত্যিই সর্বোত্তম ভালবাসা। তোমরা আমাদের হৃদয়ে ভাসা ভাসা নয়, এমনিও নয়, কিন্তু আমি যেমন বলেছি ঠিক সেইভাবে স্থান পেয়ে থাক। হ্যাঁ, এমনটি হতে পরে যে একজন ভালবাসে বটে, অথচ বিপদের সামনে পালিয়ে যায় ; কিন্তু আমাদের বেলায় সেরকম নয়।

*আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ* (২ করি ৭:৪)। কোন্ সান্ত্বনা? তোমাদের কাছ থেকেই আগত সান্ত্বনা : সৎপথে ফিরে এসে তোমরা তোমাদের সৎকর্মের মধ্য দিয়ে আমাকে

সান্ত্বনা দিয়েছ। এখানেও প্রকৃত প্রেমিকের পরিচয়: প্রতিদান স্বরূপ ভালবাসা না পাওয়ায় তিনি আগে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, এখন তাঁর ভয় হচ্ছে, তিনি হয় তো বেশি কথা বলে তাদের দুঃখ দিয়েছেন। এজন্য এ কথাও বলেন, *আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উপচে পড়ছি।*

অন্য কথায়: তোমাদের কারণে দুঃখ আমাকে আঘাত করেছিল, তোমরা কিন্তু অপর্যাপ্ত মাত্রায় আমার ক্ষতিপূরণ করেছ, আমাকে যথেষ্টই মনের আরাম দিয়েছ; দুঃখের কারণটা অপসারণ করেছ শুধু নয়, প্রচুর আনন্দেও আমাকে পরিপূর্ণ করেছ। পলের মনের উদারতা এতেও প্রকাশ পায় যে, তিনি *আমি আনন্দে উপচে পড়ছি* একথা শুধু নয়, *আমার সমস্ত ক্লেশের মধ্যে* কথাটিও যোগ করেন—সুতরাং, যে আনন্দ তোমরা আমাকে দিয়েছ তা এত মহান যে, সবচেয়ে বড় ক্লেশও তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারে না; তেমন আনন্দ এতই ঐশ্বর্যপূর্ণ যে, যত সঙ্কট আমার মাথায় বোঝা চাপাচ্ছিল, সেই আনন্দে তাও আমি ভুলে গেছি।

শ্লোক - ২ করি ১২:১২, ১৫

*প্র* প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে সাধিত হয়েছে

*উ* একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে।

*প্র* আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব

*উ* একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৫:১-১৯)

**খ্রিষ্টের পুনরুত্থানই ভক্তদের আশা**

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, যার উপর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তারই কথা আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আমি তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার যে রূপে প্রচার করেছি, সেই রূপে তা যদি আঁকড়ে ধরে থাক, তবে তা দ্বারা তোমরা পরিত্রাণও পাচ্ছ, অন্যথা, তোমরা বৃথাই বিশ্বাসী হয়েছ! তোমাদের কাছে আমি সর্বপ্রথমে তা-ই সম্প্রদান করেছি, যা আমার নিজেরই কাছে সম্প্রদান করা হয়েছিল, তথা: খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন; এবং তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন; পরে তিনি একইসময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন: এদের অধিকাংশ এখনও আছে, কেউ কেউ কিন্তু এর মধ্যে নিদ্রাগত হয়েছে; তারপর তিনি যাকোবকে এবং পরে সকল প্রেরিতদূতকে দেখা দিলেন। সবার শেষে তিনি আমাকেও —যেন এক অকালজাতককেই—দেখা দিলেন। সত্যিই প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি। কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি— আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে। যাই হোক, আমিই হই বা তাঁরাই হোন, আমরা এভাবেই প্রচার করেছি আর তোমরা এভাবেই বিশ্বাস করেছ।

সুতরাং, খ্রিষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। আর যারা খ্রিষ্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

**শ্লোক** - রো ৬:৯-১০; ৪:২৫

*প্র* মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই। বস্তুত তিনি যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন ;

*উ* কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন।

*প্র* তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,

*উ* কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ৮)

**খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করার অর্থ**

গভীরতর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা প্রেরিতদূতের কথা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে: জীবিত কোন ব্যক্তি যেমন একটা মৃতের সঙ্গে সমাহিত হতে

পারে না, তেমনি যে কেউ এখনও পাপের কাছে জীবিত, সে বাপ্তিস্মে সেই খ্রিষ্টেরই সঙ্গে সহসমাহিত হতে পারে না, যিনি পাপের কাছে মৃত। সুতরাং যারা বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের প্রথমে পাপের কাছে মরতে হবে যেন বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত হতে পারে ও তারা নিজেরাও যেন বলতে পারে, *আমরা যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১১)। কীভাবে যিশু খ্রিষ্টের জীবন মরদেহে প্রকাশ পায়, একথা পল নিজেই দেখিয়ে বলেন, *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

প্রেরিতদূত যোহনও নিজের পত্রে একই কথা বলেন, *যে কোন আত্মা যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, তা ঈশ্বর থেকে [উদ্গত]* (১ যোহন ৪:২)। যে কেউ এবাণী এমনি উচ্চারণ করে বা এ স্বীকারোক্তি সাধারণভাবে আবৃত্তি করে, সে যে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা নিজেকে অনুপ্রাণিত বলে দেখাতে পারবে তেমন নয়, কিন্তু সেই পারবে, যে আপন জীবন এমনভাবে গঠন করবে ও এমন ফল দেখাবে যার ফলে আপন কাজকর্ম ও ধর্মভাবের মধ্য দিয়েই দেখাতে পারবে যে খ্রিষ্ট মাংসে এসেছেন ও সে পাপের কাছে মৃত ও তাঁর কাছেই জীবিত। পল কিন্তু একথা বলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (রো ৬:৪)। পাপের কাছে মৃত বিধায় আমরা যদি খ্রিষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত হয়ে থাকি, তাহলে খ্রিষ্ট যেমন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করব; আর তিনি যেমন স্বর্গে আরোহণ করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করব; আর তিনি যেমন পিতার ডান পাশে আসীন, তেমনি আমরাও তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোকে আসন পাব; কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে* (এফে ২:৬)। খ্রিষ্ট পিতার গৌরবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়েছেন; আমরাও যদি পাপের কাছে মৃত ও খ্রিষ্টের সঙ্গে সহসমাহিত এবং যদি যারা আমাদের সৎকর্ম দেখে তারা আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করে, তাহলে আমরাও বলতে পারব, আমরা

খ্রিষ্টের সঙ্গে পিতার গৌরবের মাধ্যমে পুনরুত্থিত হয়েছি যেন নবজীবনের পথে চলতে পারি।

যিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর কাছে নিজেদের নিবেদন করে, প্রতিদিন নবীন ও অধিক সুন্দর হয়ে উঠে ও যেন আয়নার মত খ্রিষ্টেই আমাদের মুখের সৌন্দর্য একীভূত করে, এসো, নবজীবনের পথে চলি; তবে প্রভুর গৌরব দর্শন করতে করতে তাঁর নিজের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হব, যেমন খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে পার্থিব নিম্নতা থেকে পিতৃমহিমার গৌরবে আরোহণ করেছেন।

**শ্লোক** - কল ২:১২, ১৩

℣ বাপ্তিস্মে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং সেই বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ

℟ সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন।

℣ মৃত অবস্থায় এই তোমাদেরও ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন

℟ সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা, যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৮:১-২৪)

## দানশীল হতে আহ্বান

ভাই, আমরা তোমাদের কাছে জানাতে চাচ্ছি, মাকিদনিয়ার মণ্ডলীগুলিকে কেমন ঐশঅনুগ্রহ দান করা হয়েছে: ক্লেশের দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দের আতিশয্য, এবং চরম দরিদ্রতা তাদের দানশীলতার ঐশ্বর্যে উপচে পড়েছে। হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা সাধ্যমত, এমনকি সাধ্যের অতীতেই স্বেচ্ছায় দান করেছে; আমাদের সাধাসাধি করে বারংবার মিনতি করেছ আমরা যেন পবিত্রজনদের সেবায় অংশ নেবার সুযোগ তাদের দিই। এমনকি আমাদের নিজেদের প্রত্যাশা অতিক্রম করে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সর্বপ্রথমে প্রভুর হাতে, তারপর আমাদের হাতে নিজেদের অর্পণ করেছে। সেজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি তোমাদের মধ্যে সেই দানশীলতা-কর্ম সেরে নেন—যেহেতু তিনি নিজেই তা শুরু করে দিয়েছিলেন। আরও, তোমরা নিজেরাই যেহেতু সবকিছুতে শ্রেষ্ঠ—বিশ্বাসে, বচনে, জ্ঞানে, সব ধরনের যত্নশীলতায়, ও আমাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ—সেজন্য এই দানশীলতা-কর্মেও শ্রেষ্ঠ হও। আমি আদেশ হিসাবে একথা বলছি না, কিন্তু অন্যের প্রতি তোমাদের যত্নের মধ্য দিয়ে আমি এমনি যাচাই করতে চাই তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা। কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার। আর এবিষয়ে আমি তোমাদের কাছে আমার অভিমত জানাচ্ছি; তেমন কাজ তোমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, এই কারণে যে, গত বছর থেকে তোমরাই এ কাজটা সাধন করতে শুধু নয়, তা কল্পনা করতেও প্রথম হয়ে শুরু করেছিলে! তবে এখন তা সেরেই ফেল, কারণ কল্পনা করায় যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি তোমাদের সাধ্যমত যেন সমাপ্তিও হয়। আসলে যদি আগ্রহ থাকে, তবে যার যা আছে, সেই অনুসারেই তা গ্রহণীয় হয়, যার যা নেই, সেই অনুসারে নয়। ব্যাপারটা তো এই নয় যে, অন্য সকলের আরাম হোক ও তোমাদের কষ্ট হোক, বরং সমতাই চাই। আজকের মত তোমাদের প্রাচুর্যে

তাদের অভাব পূরণ করা হোক, যেন আবার তাদের প্রাচুর্যে তোমাদের অভাব পূরণ করা হয়, ফলে যেন সমতা হয়, যেমনটি লেখা আছে: বেশি যে সংগ্রহ করল, তার অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না।

তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি যে তীতের হৃদয়ে তোমাদের জন্য তেমন যত্নশীলতা সঞ্চার করেছেন; তীত আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করেছেন বটে, এবং অধিক গভীরতর সদাগ্রহের সঙ্গে নিজেই স্বেচ্ছায় তোমাদের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা সেই ভাইকে পাঠালাম, সুসমাচার প্রচারের জন্য যাঁর সুনাম সকল মণ্ডলীগুলিতে কীর্তিত; শুধু তা নয়, প্রভুর গৌরব ও আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আমরা যে দানশীলতা-কর্মের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে সকল মণ্ডলীগুলি তাঁকেই আমাদের যাত্রাসঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে। আমরা সতর্ক হয়ে চলছি, এই বড় তহবিলের ব্যাপারে আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেবিষয়ে কেউ যেন আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না তুলতে পারে। আসলে আমরা কেবল প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, মানুষের দৃষ্টিতেও যা সঠিক, তা করতে বিশেষ যত্নবান হলাম। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে পাঠালাম, যাঁর সদাগ্রহের প্রমাণ আমরা বহুবার বহু বিষয়ে পেয়েছি; তোমাদের উপরে তাঁর গভীর আস্থার জন্য তিনি এবার আরও অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এবার তীতের কথা: তিনি তো আমার সহভাগী ও তোমাদের ওখানে আমার সহকর্মী; আর আমাদের ভাইদের কথা বলতে গেলে, তাঁরা মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধি, খ্রিষ্টের গৌরব। সুতরাং তোমাদের ভালবাসা ও তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব, এই দুইয়ের প্রমাণ মণ্ডলীগুলির সামনে তোমরা তাঁদের কাছে দেখাও।

**শ্লোক** - ২ করি ৮:৯; ফিলি ২:৭

℣ তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন,

℟ যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।

℣ দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন,

℟ যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৫:১)

## ঐশদয়া ও মানবদয়া

*দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, দয়ার নাম মধুর; আর যখন নাম মধুর, তখন দয়া নিজেই আর কতই না অধিক মধুর হবে? সকলেই চায় তাদের প্রতি দয়া দেখানো হোক, অথচ, দুঃখের বিষয়, সকলে এমনভাবে আচরণ করে না যাতে তা পাবার যোগ্য হতে পারে; আরও, সকলেই দয়া পেতে চায়, কিন্তু অল্পজনই দয়া দেখাতে প্রস্তুত।

মানুষ, যে দয়া তুমি দেখাতে অসম্মত, কোন্ সাহসে তা পেতে চাও? যে কেউ স্বর্গে দয়া পেতে ইচ্ছা করে, তাকে এই মর্তেই দয়া দেখাতে হবে। সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যেহেতু সকলেই দয়া চাই, সেজন্য এসো, সেই দয়াকে এই যুগে আমাদের পৃষ্ঠপোষক করি, যাতে ভাবী যুগে সেই দয়া আমাদের মুক্তি দিতে পারে। কেননা স্বর্গে এমন দয়া রয়েছে যার কাছে পৃথিবীর দয়ার মধ্য দিয়েই যাওয়া যায়। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে, *হে প্রভু, স্বর্গেই তোমার দয়া* (সাম ৩৬:৬ লাতিন পাঠ্য)।

অতএব, আছে পার্থিব একটা দয়া ও স্বর্গীয় একটা দয়া, অর্থাৎ কিনা ঐশদয়া ও মানবদয়া। মানবদয়া কোনটা? মানবদয়া এ, তুমি যেন গরিবদের প্রতি মুখ তুলে চাও। আর ঐশদয়া কোনটা? কোন সন্দেহ নেই, সেটাই ঐশদয়া, যেটা পাপক্ষমা দান করে। মানবদয়া যাত্রাপথে যা কিছু বিলিয়ে দেয়, ঐশদয়া মাতৃভূমিতে তা ফিরিয়ে দেবে। কেননা এজগতে ঈশ্বর সকল গরিবের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০)। সুতরাং যিনি স্বর্গ থেকে দান করতে প্রসন্ন, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে গ্রহণ করতে চান।

আমরা কে যে, যখন ঈশ্বর দান করেন তখন গ্রহণ করতে চাই, কিন্তু তিনি যখন চান তখন দিতে চাই না? কেননা যখন গরিব মানুষ ক্ষুধায় ভুগছে, তখন খ্রিষ্টই ক্ষুধার্ত, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি* (মথি ২৫:৪২)। তাই তুমি যদি পাপক্ষমা লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাও, গরিবদের

দুর্দশা অবজ্ঞা করো না। ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্ট এখন ক্ষুধার্ত, তিনি নিজেই সকল গরিবদের মধ্যে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হতে প্রসন্ন; আর তিনি এ পৃথিবীতে যা পান, স্বর্গে তা ফিরিয়ে দেন।

ভ্রাতৃগণ, জিজ্ঞাসা করি: গির্জায় এসে তোমরা কী চাও? কিসের যাচনা কর? দয়া ছাড়া কি অন্য কিছু চাও? তবে পার্থিব দয়া দেখাও যাতে স্বর্গীয়টা পেতে পার। গরিব তোমার কাছে ভিক্ষা করে, আর তুমি ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা কর: গরিব কিছুটা চাউল ভিক্ষা করে, তুমি অনন্ত জীবন। গরিবকে দান কর, যাতে তুমি খ্রিষ্টের কাছ থেকে পাবার যোগ্য হতে পার; শোন তিনি কী বলছেন: *দাও, তবে তোমাদেরও দেওয়া হবে* (লুক ৬:৩৮)। আমি বুঝতে পারছি না, যা দিতে চাও না, কোন সাহসেই বা তুমি তা পেতে চাও? তাই তোমরা যখন গির্জায় এসো, তখন গরিবদের কাছে যথাসাধ্য অর্থদান কর।

**শ্লোক** - লুক ৬:৩৬, ৩৭; মথি ৫:৭

*প্র* তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও;

*উ* ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।

*প্র* দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

*উ* ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৫:২০-৩৪)

**মৃতদের পুনরুত্থান**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। কেননা যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে।

অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে? আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদের সামনে দাঁড়াব? ভাই, আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! এফেসসে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করে

থাকতাম, তবে তাতে আমার কী লাভ হত? মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ আগামীকাল মরব! নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, 'কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।' সজ্ঞান হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২৫-২৬; প্রকাশ ২০:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রিষ্টকে রাজত্ব করতে হবে।

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

*প্র* মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দেবে; এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হবে।

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৮৯-৯৩)

**আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে**

**খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে**

*এটিই আমার পিতার ইচ্ছা: যে কেউ পুত্রকে দেখে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং আমি যেন শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করি* (যোহন ৬:৪০)। কে একথা বলছেন? তিনিই, যিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার হয়ে মৃতের অগণিত সংখ্যা পুনরুত্থিত করলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও আমরা কি বাস্তব ঘটনা বিশ্বাস না করে পারব? তিনি যখন এমন কিছুও সাধন করলেন যার প্রতিশ্রুতি দেননি, তখন তিনি যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন আমরা তা বিশ্বাস করব না কেন? তাছাড়া, পুনরুত্থান করার মত কারণ তাঁর যদি না থাকত, তাহলে তিনি কোন্ কারণে মরলেন?

কেননা যেমন ঈশ্বর মরতে পারতেন না, তেমনি প্রজ্ঞাও মরতে পারতেন না; অন্য দিকে যার মৃত্যু হতে পারত না, তার পুনরুত্থানও হতে পারত না। এজন্য তিনি দেহ

ধারণ করলেন, যেন সকল মানুষের মত মৃত্যুর অধীন হতে পারেন ও মৃত্যু বরণ করে পুনরুত্থানও করতে পারেন।

মানুষের মধ্য দিয়ে ছাড়া পুনরুত্থান হতে পারত না, কারণ *যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান* (১ করি ১৫:২১)। তাই তিনি মানুষরূপে পুনরুত্থান করলেন কারণ মানুষরূপে মরেছিলেন: মানুষ পুনরুত্থিত হন, কিন্তু ঈশ্বরই তাঁকে পুনরুত্থিত করেন। আগে তিনি ছিলেন মাংস অনুসারে মানুষ, পরে হলেন সবকিছুতেই ঈশ্বর। আসলে আমরা এখন মাংস-অনুসারে-খ্রিষ্টকে জানি না, আমাদের কিন্তু আছে মাংসের অনুগ্রহ, ফলে আমরা বলতে পারি, যিনি *নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে* (১ করি ১৫:২০), অর্থাৎ মৃতদের প্রথমজাত, আমরা তাঁকে জানি।

প্রথমফসল কিন্তু অন্যান্য ফসলের একই প্রকৃতি ও স্বরূপের অধিকারী; ঈশ্বরের কাছে প্রথমফসল নিবেদন করা হয় যাতে অধিক প্রচুরতর ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে; আবার, প্রথমফসল এমন পুণ্য উপহার যা সকলের নামে অর্পিত; প্রথমফসল ঠিক যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত স্বরূপেরই উৎসর্গ। অতএব, খ্রিষ্ট হলেন মৃতদের প্রথমফসল। কোন্ মৃতেরা? যারা একপ্রকারে মৃত্যু এড়িয়ে মধুর নিদ্রায় নিদ্রিত, তাদেরই প্রথমফসল, না মৃত সকলেরই প্রথমফসল? *আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে* (১ করি ১৫:২২): অর্থাৎ, আদমে যেমন আমাদের মৃত্যুর প্রথমফসল আছে, খ্রিষ্টে তেমনি আমাদের পুনরুত্থানের প্রথমফসল আছে।

সকলে পুনরুত্থান করবে, তাতে কেউই যেন দুশ্চিন্তায় না পড়ে, ধার্মিকজনও যেন এই সাধারণ পুনরুত্থানের জন্য দুঃখ না করে, কারণ প্রত্যেকে নিজ নিজ পুণ্যকর্মের প্রতিদান পাবে। তবে অবশ্যই সকলে পুনরুত্থান করবে, প্রেরিতদূতের কথামত *যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে* (১ করি ১৫:২৩)। ঐশদয়ার ফল সকলের জন্য সমান, পুণ্যকর্মের পরিমাপ কিন্তু ভিন্ন।

সকলেরই জন্য দিনের উজ্জ্বলতা, সকলেরই জন্য সূর্যের উষ্ণতা, জলসিক্ত ও উর্বর হবার উদ্দেশ্যে সমস্ত মাঠের জন্য বর্ষা উপকার। আমাদের সকলের আছে জীবন, আমাদের সকলের হবে পুনরুত্থান, কিন্তু প্রত্যেকজনের জন্য জীবনের অনুগ্রহ ভিন্ন, পুনরুত্থানের অনুগ্রহ ভিন্ন, অন্তিম অবস্থাও ভিন্ন।

*এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব* (১ করি ১৫:৫২)। এমনকি, একই মৃত্যুতে কেউ কেউ নিদ্রিত, অন্য কেউ জীবিত। নিদ্রা ভাল, জীবন কিন্তু উত্তম। এজন্য পল নিদ্রাগতদের জীবনে জাগিয়ে তুলে বলেন, *ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন* (এফে ৫:১৪)।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২০, ২২, ২১

*প্র* খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

*প্র* যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৯:১-১৫)

## পরিকল্পিত অর্থদান বাস্তব করা দরকার

ভ্রাতৃগণ, পবিত্রজনদের জন্য সেবাকর্মের বিষয়ে তোমাদের কাছে আমার লেখা আসলে নিষ্প্রয়োজন; কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং মাকিদনিয়ার লোকদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করে বলে থাকি যে, গত বছর থেকেই আখাইয়া প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ফলে তোমাদের সদাগ্রহ তাদের অনেককেই এর মধ্যে উৎসাহিত করে তুলেছে। কিন্তু তবুও আমি সেই ভাইদের পাঠিয়েছি, যেন তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব এই বিষয়ে ফাঁপা গর্ব বলে প্রমাণিত না হয়, বরং তোমরা যেন সত্যিই প্রস্তুত হও, যেভাবে আমি অন্যদের বলেছি। নইলে কি জানি, মাকিদনিয়ার কোন একটা লোক আমার সঙ্গে এসে যদি দেখে, তোমরা অপ্রস্তুত, তবে সেই ভরসার জন্য আমাদেরই—বলতে চাই না, তোমাদেরও—লজ্জা বোধ করতে হবে। এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম, সেই ভাইদের অনুরোধ করব, যেন তাঁরা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং তোমরা আগে যা দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে, তাঁরা যেন সেইসব ব্যবস্থা করেন, যেন তোমাদের সেই অর্থদান তোমাদের সত্যকার উদার দানশীলতা হিসাবেই প্রস্তুত থাকে, জোর করে আদায় করা চাঁদা হিসাবে নয়। কিন্তু মনে রেখ, কৃপণতার সঙ্গে যে বোনে, সে কৃপণতার ফসল কাটবে, কিন্তু উদারতার সঙ্গে যে বোনে, সে উদারতার ফসল কাটবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে, সেইমত দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়; কেননা প্রফুল্লচিত্তে যে দান করে, তাকেই ঈশ্বর ভালবাসেন। তাছাড়া ঈশ্বর তোমাদের সব ধরনের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম, যেন সবকিছুতে সবসময় সব ধরনের প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উদারতা দেখাতে পার। যেমনটি লেখা আছে: সে ছড়িয়ে দিয়েছে, নিঃস্বদের দান করেছে; তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন। এভাবে তোমরা সব ধরনের দানশীলতার জন্য সবকিছুতে ধনবান

হবে, আর এই দানশীলতা আমাদের মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি জাগাবে। কেননা এই পুণ্য সেবাকর্ম যে পবিত্রজনদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে, তা শুধু নয়, বরং অনেকেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করবে, এজন্যও তা অধিক মূল্যবান। তোমাদের এই সেবাকর্মে তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করবে, এবং তোমরা খ্রিষ্টের সুসমাচারের প্রতি যে স্বীকৃতি ও বাধ্যতা দেখাচ্ছ এবং তাদের ও সকলের সঙ্গে সহভাগী হয়ে যে দানশীলতা দেখাচ্ছ তার জন্যও তারা তাঁর গৌরবকীর্তন করবে; এবং তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ দেখে তারা তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করায় তোমাদের প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করবে। তাঁর এই অবর্ণনীয় দানের জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

শ্লোক - লুক ৬:৩৮; ২ করি ৯:৭

℣ দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে—উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে,

℟ কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।

℣ প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে সেইমত দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়,

℟ কারণ যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, ঠিক সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩:৬)

**নিজের জন্য ধর্মময়তার উদ্দেশেই বীজ বোন**

মানুষ, মাটির অনুকরণ কর; তার মত তুমিও ফল উৎপাদন কর, যেন জড়পদার্থের চেয়ে নিকৃষ্ট না হও। মাটি যে ফল ফলায়, নিজেই তা ভোগ করার জন্য নয়, বরং যেন তোমার উপকার হয় সেজন্যই তা ফলায়। তুমি কিন্তু দানশীলতার যত ফল দেখাবে, আর তখনই নিজের জন্যই তা সংগ্রহ করবে যখন দানশীলদের কাছে সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ অনুগ্রহ ও পুরস্কার দেওয়া হবে। ক্ষুধার্তদের কিছু দান করেছ: যা দিয়েছ

তা তোমারই হবে, এমন কি বাড়তি সহও তা তোমার কাছে ফিরে আসবে। কেননা যেমন গমের দানা মাটিতে পড়ে বীজবুনিয়ের লাভেই পরিণত হয়, তেমনি ক্ষুধার্তের কাছে দেওয়া রুটি পরবর্তীতে তোমার কাছে বহু উপকার এনে দেবে। সুতরাং চাষের লক্ষ্য হোক তোমার আধ্যাত্মিক বীজ-বোনার সূত্রপাত: শাস্ত্রে বলে, *নিজেদের জন্য ধর্মময়তার উদ্দেশেই বীজ বোন* (হো ১০:১২)।

এমন সময় আসবে যখন ইচ্ছা না করলেও তোমার ধন তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে, অন্যদিকে তুমি তোমার সৎকর্মজনিত গৌরব প্রভুর কাছে এনে দেবে; তখন তুমি সকলের বিচারকর্তার সামনে দাঁড়ালে যে জনগণ তোমাকে ঘিরে রাখবে, তারা তোমাকে উদার ও দানশীল উপকর্তা বলে ঘোষণা করবে, ও মঙ্গলময়তা ও মানবতার সমস্ত নাম তোমার উপর আরোপ করবে।

তুমি কি তাদের দেখতে পাচ্ছ না, যারা ক্ষণিকের সম্মান ও জনতার চিৎকার ও করতালি পাবার জন্য অভিনয়, ক্রীড়া-প্রদর্শন, নাটক ও পশুর সঙ্গে মানুষের সেই লড়াইতে অর্থ ব্যয় করে—সেই যে লড়াই দেখামাত্র লোকে অপছন্দ করে? তবে কি, তুমি ঠিক সেই দানশীলতায় কৃপণতা দেখাবে, যে দানশীলতা থেকে তত গৌরব পাবার কথা? ঈশ্বর তোমার যোগ্যতা স্বীকার করবেন, স্বর্গদূতেরা তোমার প্রশংসা করবেন, জগদ্‌সৃষ্টি থেকে জাত সকল মানুষ তোমাকে সুখী ঘোষণা করবে; পার্থিব বস্তু বিতরণের প্রতিদানে তুমি শাশ্বত গৌরব, ধর্মময়তার মুকুট, স্বর্গরাজ্য লাভ করবে। অথচ, পার্থিব যত কিছুর লোভে তুমি সুখময় প্রত্যাশার বস্তু এসব কিছুর দিকে মন দিচ্ছই না। সুতরাং কাজে লাগ, তোমার ঐশ্বর্য নানাভাবে বিলিয়ে দাও, দানশীল হও, এমনকি অভাবগ্রস্তদের উপকারের উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ে উজ্জ্বল হও। তোমার বেলায়ও বলা হোক, *সে বিলিয়ে দিল, গরিবদের প্রতি দানশীল হল; তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী হবে* (সাম ১১২:৯ সত্তরী পাঠ্য)।

তাঁরই প্রতি তোমার পক্ষে কতই না কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, যিনি তোমার উপর তত সম্মান বর্ষণ করেন; যখন তুমি পরের দরজায় নয়, অন্যরাই তোমার দরজায় ঘা দেয়, তখন এতে তোমার কতই না খুশি হওয়া উচিত! অথচ তুমি সকলের প্রতি বিমুখ, এমনকি তোমার নিজের কাছে আগমনের পথও অগম্য কর পাছে কেউ তোমার কাছে

দু’পয়সা চাইতে পারে। তুমি এই একমাত্র কথা জান: আমার কিছু নেই, দিতে পারব না, আমি তো গরিব। হ্যাঁ তুমি সত্যিই গরিব, মঙ্গলের দিক থেকে তুমি আসলে নিঃস্ব: ভালবাসায় দীনহীন, মানবতায় দীনহীন, ঈশ্বরবিশ্বাসে দীনহীন, শাশ্বত প্রত্যাশায় দীনহীন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৮:৭, ৮ দ্রঃ

℣ ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;

℟ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, ও তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

℣ উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;

℟ তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, ও তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৫:৩৫-৫৮)

### শেষ দিনের পুনরুত্থান

প্রিয়জনেরা, হয় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন; প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম, পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। আছে স্বর্গীয় দেহ, আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি অন্য রকম। সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান: ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, কেননা লেখা আছে, প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন। যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল। প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং

স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়। দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল? পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! তাই, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল, একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

শ্লোক - ১ করি ৬:১৩; রো ৪:১৭

প্ দেহ প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। আর যিনি প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন,

উ নিজ পরাক্রম দ্বারা তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

প্ যিনি মৃতদের জীবন দান করেন, এবং যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন,

উ নিজ পরাক্রম দ্বারা তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১৭)

## ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই বাণী মানুষ হলেন

ধন্য প্রেরিতদূত আমাদের অবগত করেছেন যে, দু'জন মানুষ মানবজাতির সূচনায় রয়েছেন: আদম ও খ্রিষ্ট। এমন দু'জন মানুষ, যাঁরা দেহের দিক থেকে সমান, কিন্তু কর্মফলের দিক থেকে অসমান; অঙ্গগুলিতে সম্পূর্ণই সদৃশ, কিন্তু উৎপত্তিতে কতই না অসদৃশ। তিনি বলেন, *প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন* (১ করি ১৫:৪৫)।

প্রথমজন সেই শেষজনেরই দ্বারা নির্মিত হলেন, যাঁর কাছ থেকে আত্মাও পেলেন যাতে সজীব হতে পারেন; অপরজন নিজে থেকেই নিজেকে নির্মাণ করলেন, কারণ অন্য কারও কাছ থেকে জীবন প্রত্যাশা করছিলেন না, কিন্তু কেবল তিনিই সকলকে জীবন দান করেন; প্রথমজন নিকৃষ্ট মাটি দিয়ে গড়া, শেষজন কুমারীর উৎকৃষ্ট গর্ভ থেকে উদ্গত হলেন; প্রথমজনে মাটি মাংসে পরিণত হল, শেষজনে মাংস ঈশ্বরে উন্নীত হল।

আর কী বলব? ইনিই সেই আদম যিনি প্রথমজনকে গড়ে তাঁর মধ্যে নিজ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরবর্তীতে এমনটি ঘটল যে, তিনি তাঁর স্বরূপ ধারণ করলেন ও তাঁর নাম গ্রহণ করলেন, তিনি যা নিজ প্রতিমূর্তিতে করেছিলেন, তা যেন না হারিয়ে ফেলেন। তাই প্রথম আদম আছেন, শেষ আদমও আছেন: প্রথমজনের আদি আছে, শেষজনের অন্ত নেই, কারণ এই যিনি শেষজন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে প্রথমজন: এবিষয়ে তিনি নিজে বললেন, *আমি, কেবল এই আমিই প্রথমজন, আবার আমিই শেষজন* (ইশা ৪৮:১২ সত্তরী পাঠ্য)।

*আমিই প্রথমজন*, অর্থাৎ আমার আদি নেই। *আমিই শেষজন*, ফলে আমার অন্ত নেই। প্রেরিতদূত বলেন, *যা আত্মিক, তা প্রথম নয়; বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরে এল* (১ করি ১৫:৪৬)। মাটি ফলের পূর্ববর্তী বটে, কিন্তু মাটি ফলের মত তত মূল্যবান নয়: মাটি কষ্ট ও পরিশ্রম দাবি করে, ফল পুষ্টি ও জীবন দান করে। নবী ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ ফল নিয়ে গর্ববোধ করেন যখন তিনি বলেন, *আমাদের মাটি*

*আপন ফল দান করল* (সাম ৮৪:১৩ লাতিন পাঠ্য)। কোন্ ফল? স্পষ্টই তো সেই ফল, যা বিষয়ে অন্যত্র লেখা আছে, *আমি তোমার ঔরসের এক ফল তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব* (সাম ১৩২:১১)। প্রেরিতদূত বলেন যে, *প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত* (১ করি ১৫:৪৭-৪৮)।

যারা স্বর্গীয় বলে জাত নয়, তারা জাত হয়ে যা ছিল, তা না থেকে, বরং নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে যা হয়েছে, তা হয়ে থেকে, কেমন করে স্বর্গীয় বলে গণ্য হবে? ভ্রাতৃগণ, এই কারণেই তো স্বর্গীয় আত্মা নিজ ঐশআলোর রহস্যময় প্রভাবে অনুর্বর জলকুণ্ড উর্বর করে তোলেন, যাতে সেই কলুষিত উৎস যাদের শোচনীয় অবস্থায় পার্থিব বলে প্রসব করেছিল, নব জলকুণ্ড তাদের স্বর্গীয় বলে জন্মাতে পারে ও তাদের নিজেদের নির্মাতার সাদৃশ্যে চালিত করে। সুতরাং নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, এসো, প্রেরিতদূত যা বলেন আমরা তা পালন করি: *আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব* (১ করি ১৫:৪৯)।

আমাদের প্রভুর প্রতিমূর্তিতে নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে ও ঈশ্বরের দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে, এসো, আমাদের নির্মাতার প্রতিমূর্তি পূর্ণ সাদৃশ্যেই বহন করি: মহিমায় নয়, কারণ সেই মহিমা কেবল তাঁরই; কিন্তু সেই সরলতা, সততা, কোমলতা, ধৈর্য, বিনম্রতা, দয়া ও একাত্মতায়, যা অনুসারে তিনি আমাদের একজন হতে ও আমাদের মত হতে প্রসন্ন হলেন।

শ্লোক - রো ৫:১৮, ১২

প্ল যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল,

উ তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে।

প্ল যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে,

উ তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১০:১–১১:৬)

## নানা অভিযোগে পলের উত্তর

ভ্রাতৃগণ, আমি পল নিজে খ্রিষ্টের কোমলতা ও সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুরোধ করছি—সেই আমি নাকি যে তোমাদের সামনে বিনয়ী, কিন্তু দূরে থাকলে তোমাদের প্রতি এত উগ্রতা দেখাচ্ছি। আমার মিনতি এ : যারা মনে করে আমরা মাংসের বশে চলি, তোমাদের ওখানে গিয়ে সেই কয়েকজনের প্রতি আমাকে যেন তেমন উগ্রতা দেখাতে না হয় যা মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে আমি দেখানো দরকার বলে মনে করছি। আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে সংগ্রাম করছি না; আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয় বটে, তবু এই অস্ত্রপাতির এমন ঐশপরাক্রম আছে যে, তা যত দুর্গও ভেঙে দিতে পারে। আমরা যত ধ্যানধারণা ও ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যত প্রাকার ভেঙে ফেলছি, এবং যত বিচারবুদ্ধি বন্দি করে তা খ্রিষ্টের প্রতি বাধ্য করে দিচ্ছি। তাই তোমাদের বাধ্যতা নিখুঁত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কোন প্রকার অবাধ্যতার সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি।

যা সামনে আছে, তা স্পষ্ট করে দেখ! কেউ যদি মনে মনে বিশ্বাস করে, সে খ্রিষ্টেরই, তবে তাকে ভেবে ভেবে একথাও বুঝতে হবে যে, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রিষ্টেরই। আমাদের দেওয়া যে অধিকার, তা নিয়ে আমি যদিও একটু বেশি গর্ব করে থাকি, তবু লজ্জা করব না; প্রভু তো তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য সেই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। এমনটি মনে করো না, আমি পত্রগুলির মধ্য দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছি। কেউ কেউ বলে, 'ওর পত্রগুলোর জোর আছে, তেজ আছে বটে, কিন্তু ওর শরীর দেখতে দুর্বল, ওর বলারও তত ক্ষমতা নেই।' তেমন লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিত হলে পত্রের মধ্য দিয়ে কথায় যেমন, উপস্থিত হলে কর্মেও তেমন। নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করে বেড়ায় এমন কোন কোন লোকদের সঙ্গে নিজেদের পরিগণিত করার বা তুলনা করার স্পর্ধা আমাদের অবশ্য নেই; ওরা তো নির্বোধ মানুষ : নিজেদের মাত্রা অনুসারেই নিজেদের মেপে নেয়, এবং নিজেদের সঙ্গেই

নিজেদের তুলনা করে। আমরা কিন্তু অতিমাত্রা গর্ব করব না, বরং ঈশ্বর মাত্রা বলে আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ করেছেন, সেই অনুসারে গর্ব করব; তেমন সীমানা তোমাদের ওখানে পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। আবার, আমাদের সীমানা যদি তোমাদের ওখানে পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হত, তবে আমরা নিশ্চয় সীমা অতিক্রম করতাম, কিন্তু আসলে এমন নয়, কারণ খ্রিষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা তোমাদের ওখানে পর্যন্তও প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মাত্রা না মেনে যে পরের পরিশ্রম নিয়ে গর্ব করি এমন নয়; কিন্তু এই প্রত্যাশা রাখি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পেতে আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হব; তাতে পাশাপাশি অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করতে পারব; পরের সীমানার মধ্যে যা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করতে হবে না। সুতরাং, যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক; কারণ যে নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

আহা, তোমরা যদি আমার এটুকু নির্বুদ্ধিতা সহ্য করতে! কিন্তু অবশ্যই তোমরা সহ্য করছ। আসলে তোমাদের প্রতি আমার অন্তরে ঐশ্বরিক প্রেমের জ্বালার মত জ্বালা জ্বলছে, কারণ আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগ্‌দান করেছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রিষ্টের প্রতি একাগ্রতা [ও শুচিতা] থেকে ভ্রষ্ট হয়। বস্তুত কেউ যদি হঠাৎ এসে এমন আর এক যিশুকে প্রচার করে যাকে আমরা প্রচার করিনি, কিংবা তোমরা যদি এমন এক আত্মা পাও যা পাওয়া আত্মা থেকে ভিন্ন, বা এমন ভিন্ন এক সুসমাচার শোন যা এখনও শোননি, তবে এসব কিছু মেনে নিতে তোমরা খুবই ইচ্ছুক! আচ্ছা, আমি মনে করি না, ওই যে সব মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আমি তত পিছনে রয়েছি। আর যদিও কথা বলার ব্যাপারে আমি সামান্য, তবু ধর্মজ্ঞানে সামান্য নই; তা আমরা সব দিক দিয়ে সকলের সামনে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।

শ্লোক - ২ করি ১০:৩-৪; এফে ৬:১৬, ১৭

℣ আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে সংগ্রাম করছি না;

℣ অবশ্য, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয়।

℟ বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর।

℣ অবশ্য, আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৮শ ধর্মশিক্ষা ২৩-২৫)

**মণ্ডলী, অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা আহূত জনগণের সমাবেশ**

মণ্ডলী কাথলিক বলে অভিহিত কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত, ও বিশ্বব্যাপী ও যথার্থভাবে দৃশ্য কি অদৃশ্য ও স্বর্গীয় কি পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব শেখায় যা মানুষের জ্ঞানে পৌঁছানো দরকার। সে কাথলীক বলে অভিহিত এ কারণেও যে, সে সমস্ত মানবজাতিকে—কর্তৃপক্ষ কি প্রজা, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলকেই সত্যকার উপাসনা-কর্মে বশীভূত করে। পরিশেষে সে কাথলীক বলে অভিহিত কারণ আত্মা ও দেহ দ্বারা যে সমস্ত ধরনের পাপ করা হয়, সে সবদিক দিয়ে তা চিকিৎসা ও নিরাময় করে। তাছাড়া কথায় কি কর্মে ও সর্বপ্রকার আত্মিক অনুগ্রহদানে মণ্ডলী সব ধরনের পবিত্রতা প্রাপ্ত।

অত্যন্ত উপযুক্ত নামে সে মণ্ডলী [অর্থাৎ আহূত সমাবেশ] বলে অভিহিত কারণ সকলকে একত্রে আহ্বান করে ও ঐক্যে সম্মিলিত করে, যেমনটি প্রভু লেবীয় পুস্তকে বলেন: *তুমি সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে আহ্বান কর* (লেবীয় ৮:৩)। নিতান্ত লক্ষ্যের বিষয় যে 'একত্রে আহ্বান' শব্দটি শাস্ত্রগ্রন্থে এই পদেই প্রথম বারের মত উল্লিখিত, যেখানে ঈশ্বর আরোনকে মহাযাজক পদে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় বিবরণে ঈশ্বর মোশিকে বলেন: *জনগণকে আমার কাছে একত্রে আহ্বান কর; আমি আমার বাণীগুলো তাদের শোনাব যেন তারা আমাকে ভয় করতে শেখে* (দ্বিঃবিঃ ৪:১০)। তিনি তখনও মণ্ডলী শব্দটা উল্লেখ করেন যখন সেই পাথরফলক সম্বন্ধে বলেন, সেগুলিতে সেই সমস্ত বাণী লিপিবদ্ধ ছিল যা প্রভু তোমাদের কাছে বলেছেন সেই পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে আহূত সমাবেশের দিনে (দ্বিঃবিঃ ১০:৪), তিনি কেমন যেন

আরও স্পষ্টভাবে বলতেন, সেই দিনে যখন প্রভু দ্বারা আহূত হয়ে তোমরা সম্মিলিত হয়েছ। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেন, *প্রভু, মহা জনমণ্ডলীর মাঝে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ, সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ* (সাম ৩৫:১৮ সত্তরী পাঠ্য)।

সামসঙ্গীত-রচয়িতা আগেও বলেছিলেন, *তোমরা ইস্রায়েলের বংশধর যারা, সেই তোমরা জনমণ্ডলীতে প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য* (সাম ৬৮:২৭)। বিজাতীয়দের মধ্য থেকে ত্রাণকর্তা দ্বিতীয় একটাকে তথা খ্রিষ্টিয়ানদের এই আমাদের পবিত্র মণ্ডলীকে গেঁথে তুললেন যা বিষয়ে পিতরকে বলেছিলেন, *এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (মথি ১৬:১৮)।

কেননা যুদেয়ায় সেই যে একমাত্র মণ্ডলী বিচ্যুত হলে পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলো শতধারায় বৃদ্ধি পেতে লাগল যাদের বিষয়ে সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান* (সাম ১৪৯:১)। একই মনোভাবে, ইহুদীদের কাছে নবী বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই— সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উক্তি;* আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেছিলেন, *কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই বিজাতীয়দের মাঝে আমার নাম মহান* (মালা ১:১০,১১)। এই একই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধে পল তিমথির কাছে লেখেন, *[আমার ইচ্ছা,] তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি* (১ তি ৩:১৪)।

শ্লোক - ১ পি ২:৯-১০

*প্র* তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন

*উ* যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন,

*প্র* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ,

*উ* যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৬:১-২৪)

**নানা বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ**

প্রিয়জনেরা, পবিত্রজনদের জন্য সেই চাঁদা তোলা প্রসঙ্গে: আমি গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই অনুসারে তোমরাও কর। তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। আর আমি এসে উপস্থিত হলে, তোমরা সেই অর্থদান বহন করতে যাদের যোগ্য মনে করবে, আমি তাদের একটা চিঠি দিয়ে যেরুশালেমে পাঠিয়ে দেব। আর যদি আমারও যাওয়া উচিত হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যেতে পারবে।

মাকিদনিয়া হয়ে আমার যাত্রা শেষ হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কারণ আমাকে মাকিদনিয়া হয়ে যেতেই হবে। হয় তো তোমাদের ওখানে বেশ কয়েক দিন থাকব; কি জানি, সারা শীতকালও থেকে যেতে পারব, আমি যেই দিকে যাত্রায় এগিয়ে যাব না কেন, তার জন্য যেন তোমরাই ব্যবস্থা কর। আমি চাচ্ছি না, তোমাদের সঙ্গে আমার এই দেখা-সাক্ষাৎ চলতি-পথের দেখা-সাক্ষাতের মত হোক, কারণ আমার প্রত্যাশাই, আমি তোমাদের কাছে বেশ কিছু দিন থাকব—প্রভু যদি তেমনটি হতে দেন। কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্ব পর্যন্ত আমি এখানে, এই এফেসসে, থাকব, কারণ আমার সামনে বড় ও ফলপ্রসূ একটা দরজা খোলা রয়েছে, যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে আছে।

তিমথি যদি আসেন, তবে দেখ, তিনি যেন তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে পারেন, কারণ আমি যেমন, তিনিও তেমনি প্রভুর কাজ করে যাচ্ছেন। তাই কেউই যেন তাঁকে

কম মূল্য না দেয়, বরং তাঁকে শান্তিতে বিদায় দাও, তিনি যেন আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ ভাইদের সঙ্গে আমি তাঁর আসার অপেক্ষায় আছি।

এখন ভাই আপল্লোসের কথা বলতে যাচ্ছি: আমি তাঁকে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখনই রওনা হতে আদৌ চাইলেন না; সুযোগ পেলে যাবেন।

তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও। তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক। ভাই, তোমাদের কাছে আর একটা অনুরোধ: তোমরা তো জান, স্তেফানাসের বাড়ির লোকেরাই আখাইয়ার প্রথমফসল; তাছাড়া তাঁরা পবিত্রজনদের সেবায় নিজেদের নিবেদিত করেছেন; তোমরাও এঁদের মত মানুষকে, এবং যত সহকর্মী এঁদের সঙ্গে পরিশ্রম করে, তাদের মান্য করে চল। স্তেফানাস, ফর্তুনাতুস ও আখাইকস দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছেন বলে আমি আনন্দিত, কারণ তোমাদের উপস্থিতির অভাব তাঁরাই পূরণ করেছেন; তাঁরা আমার এবং তোমাদেরও মন শান্তিতে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তাই তোমরা এঁদের মত মানুষদের যোগ্য স্বীকৃতি দাও। এশিয়ার মণ্ডলীগুলো তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আকুইলা ও প্রিস্কা এবং তাঁদের বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাঁরাও প্রভুতে তোমাদের আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ভাইয়েরা সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

"পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা! প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক। খ্রিষ্ট যিশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সকলের সঙ্গে রইল।

**শ্লোক** - ১ করি ১৬:১৩-১৪; কল ৪:৫, ৬

*প্র* তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও।

*উ* তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক।

*প্র* তোমরা সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার কর; তোমাদের কথাবার্তায় যেন সবসময় শালীনতা থাকে, সুবোধেরই স্বাদ থাকে।

*উ* তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'এউখারিস্তিয়ার পরমপবিত্র সাক্রামেন্ত' থেকে পাঠ

## দেখ, প্রভু আমাদের কত ভালই না বাসেন

যাঁর আসার কথা ছিল, তিনি এলেন, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন এলেন, মানুষ হলেন, পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপন করলেন। তিনি জগতের কাছে জীবনপথ জ্ঞাত করলেন, এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে স্বর্গে আরোহণ করলেন যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে তিনি এখনও রয়েছেন। স্বর্গে আরোহণ করার আগে, যেন শিষ্যেরা ও পরবর্তীকালে যারা তাঁর বিশ্বাসী হবে তারা তাঁর দৈহিক উপস্থিতিতে বঞ্চিত হয়ে সন্দেহে বা নিরাশায় পতিত না হয়, সেজন্য তিনি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২০)। সুতরাং, আমাদের যিশু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। যিনি আমাদের, আমি তাঁকে 'আমাদের' বলব না কেন? প্রকৃতপক্ষে এক পুত্র আমাদের দেওয়া হয়েছে (ইশা ৯:৫ দ্রঃ)। ন্যায়সঙ্গতভাবেই তো সেই নবী যিশুকে নিজেরই বলে দাবি করছিলেন যখন বলছিলেন, *আমি প্রভুতে আনন্দ করব, আমি আমার পরমেশ্বর যিশুতে উল্লাস করব* (হাবা ৩:১৮ লাতিন পাঠ্য)।

আমাদের এই যে যিশু, যাঁর সঙ্গে ঈশ্বর আমাদের কাছে সবকিছুই দান করলেন, তিনি যে আমাদের ছাড়া থাকবেন তা সহ্য করেন না; তিনি আমাদের ভালবাসেন যেমন তিনি নিজে (ঈশ্বরের স্বয়ং প্রজ্ঞাই যিনি) বলেছেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে* (প্রবচন ৮:৩১)। আমাদের জন্য মরার আগে তিনি মাংসে আমাদের সঙ্গে থাকলেন; পৃথিবী-গর্ভ থেকে তখনও কেড়ে না নেওয়া তাঁর দেহের উপস্থিতিতে তিনি মৃত্যুতেও আমাদের সঙ্গে থাকলেন; শিষ্যদের কাছে নানারূপে দর্শন দিয়ে তিনি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে থাকলেন; যতক্ষণ আমরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি, ততক্ষণ তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—জগতের যুগান্ত পর্যন্ত। এজন্য আমরা সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

দেখ, প্রভু আমাদের কত ভালই না বাসেন! তিনি এমন ভালবাসায় আমাদের ভালবাসেন যে মৃত্যু কি জীবন আমাদের কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না;

ফলে মৃত্যু কি জীবনও যেন তাঁর ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে। তিনি ছাড়া কেইবা ভালবাসার পাত্র হবার যোগ্য? এবং তাঁর মত আমাদের আর কাকে ভালবাসতে হবে? কেননা আমরা কৃতঘ্ন ও ধূর্ত না হলে তবে আমাদের পক্ষে এ যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, তিনি নিজে আমাদের ভালবাসেন, কারণ ভালবাসার সাড়া ছাড়া প্রেমিকের কাছে আর বেশি দাবি নেই; এবং যে ভালবাসে, সে ভালবাসার পাত্র হতে দাবি করে—আর এ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত! কিন্তু যে ভালবাসা চায় অথচ ভালবাসতে চায় না, সে নিজের দরবারেও ক্ষমা পায় না, বরং প্রেমিককে যে ভাল না বাসে, ন্যায়বিচারে সে ভালবাসার পাত্র হবার অযোগ্য। আর যিশুকে যে ভাল না বাসে, সে বড় ঝুঁকি নেয়, ও প্রেরিতদূতের নিন্দা ও অভিশাপের পাত্র হবার যোগ্য হয়ে ওঠে: *কেউ যদি প্রভুকে ভাল না বাসে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক। মারানা থা* (১ করি ১৬:২২)।

**শ্লোক** - যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

*প্র* ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,

*উ* তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

*প্র* তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে;

*উ* তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১১:৭-২৯)

## নকল প্রেরিতদূতদের বিরুদ্ধে

ভ্রাতৃগণ, তবে কি আমি পাপ করেছি যে, বিনামূল্যেই তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করায় তোমাদের উন্নীত করার জন্য নিজেকে নমিত করেছি? তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য মণ্ডলীগুলোর সবকিছু লুট করেই যেন তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছি; এবং যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন আমার অভাব হলেও কারও বোঝা হইনি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে ভাইয়েরা এসে আমার যত প্রয়োজন মিটিয়ে দিল। হ্যাঁ, কোন ব্যাপারে তোমাদের বোঝা না হবার জন্য আমি যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছি, আর সচেষ্ট হয়ে চলব। আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রিষ্টের সেই সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, আখাইয়ার কোন অঞ্চলে কেউই আমার এই গর্ব থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না! কেন? আমি তোমাদের ভালবাসি না, এজন্যই কি? ঈশ্বর জানেন! কিন্তু আমি যা করছি, তা করতে থাকব, যেন সেই সকল লোকদের সুযোগ খণ্ডন করতে পারি যারা এমন সুযোগ খোঁজ করে, যেন তারা যে বিষয়ে গর্ব করে, সেই বিষয়ে আমার সমান বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ তেমন লোকেরা নকল প্রেরিতদূত, অসৎ প্রচারকর্মী, খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতদের বেশ ধারণ করে। কথাটা তত আশ্চর্যের নয়, কারণ শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে। সুতরাং তার সেবাকর্মীরাও যে ধর্মময়তার সেবাকর্মীদের বেশ ধারণ করে, এতে বড় কিছু নেই। কিন্তু তাদের যেমন কাজকর্ম, তেমন পরিণাম হবে!

আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে নির্বোধ মনে না করে! কিন্তু তোমরা যদিই তাই মনে কর, তবে আমাকে নির্বোধ বলে মেনে নাও, যেন আমিও একটু গর্ব করতে পারি। তবু আমি যা বলছি, তা প্রভুর মত অনুসারে বলছি না বটে, নির্বোধের মতই বলছি, কারণ আমার গর্ব করার বিষয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা আছে। অনেকেই যখন মানবীয় দিক দিয়ে গর্ব করে, তখন আমিও গর্ব করব। এত বুদ্ধিমান হওয়ায় তোমরা নির্বোধদের কথা সহজেই সহ্য করতে পার; কিন্তু আসলে তোমরা তাকেই সহ্য কর, যে

তোমাদের দাস করে, যে তোমাদের গ্রাস করে, যে তোমাদের সুবিধা কেড়ে নেয়, যে উদ্ধত কথা বলে, যে তোমাদের গালে চড় মারে! আহা, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি: আমরা কতই না দুর্বল হয়েছি! কিন্তু তবুও যে বিষয়ে অন্য কেউ গর্ব করতে সাহস করে—নির্বোধেরই মত কথা বলছি—সেই বিষয়ে আমিও গর্ব করতে সাহস করব।

ওরা কি হিব্রু? আমিও তাই। ওরা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাই। ওরা কি আব্রাহামের বংশ? আমিও তাই। ওরা কি খ্রিষ্টের সেবাকর্মী?—উন্মাদের মত কথা বলছি—ওদের চেয়ে আমি বেশি: আমি পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে অনেকবার। ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক দিন এক রাত কাটিয়েছি; পথযাত্রায় বহুবার, নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে; পরিশ্রমে ও ক্লেশে, বহুবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও পিপাসায়, বহুবার অনাহারে, শীতে ও বস্ত্রাভাবে। আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে, —সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?

**শ্লোক** - গা ১:১১, ১২; ২ করি ১১:১০, ৭

*প্র* আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়;

*উ* কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

*প্র* আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রিষ্টের সেই সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি,

*উ* কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১৮শ ধর্মশিক্ষা ২৬-২৯)

## মণ্ডলী খ্রিষ্টের কনে

কাথলিক মণ্ডলী: এটিই এই পবিত্র মণ্ডলীর, আমাদের সকলের জননীর প্রকৃত নাম, সেই যে মণ্ডলী ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের কনেও, কেননা লেখা আছে, *খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন…* ইত্যাদি বাণী (এফে ৫:২৫); তাছাড়া মণ্ডলী নিজের মধ্যে বহন করে সেই ঊর্ধ্বের যেরুশালেমেরই দৃষ্টান্ত ও প্রতিমূর্তি, যে যেরুশালেম স্বাধীনা ও আমাদের সকলের জননী (গা ৪:২৬ দ্রঃ), যা আগে ছিল বন্ধ্যা, এখন অগণিত সন্তানসন্ততির মাতা।

প্রাক্তন কনে বিচ্যুত হয়ছে বিধায় ঈশ্বর এ দ্বিতীয়টায় তথা কাথলিক মণ্ডলীতে—পলের কথা অনুসারে—*প্রথমত প্রেরিতদূতদের, দ্বিতীয়ত নবীদের, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষা* (১ করি ১২:২৮) ও সমস্ত ধরনের সদ্‌গুণ যেমন: প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, আত্মসংযম, ন্যায্যতা, দয়া, মানবতা, নির্যাতনে অপরাজেয় সহিষ্ণুতা।

এ মণ্ডলী *ডান ও বাঁ পাশে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে, গৌরব ও অপমান দ্বারা* (২ করি ৬:৭-৮) সর্বপ্রথমে নির্যাতনে ও সঙ্কটে সহনশীলতার বিভিন্ন পুষ্পে খচিত নানা মালায় পবিত্র সাক্ষ্যমরদের ভূষিত করল; এখন কিন্তু, এ শান্তির কালে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে রাজাদের, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বদের ও পরিশেষে যত শ্রেণি ও স্তরের মানুষের কাছ থেকে যথোচিত সম্মান গ্রহণ করে। এমনকি, বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত জাতির রাজাদের নিজেদের রাজ-অধিকারের একটা সীমা রয়েছে; কিন্তু কেবল পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীই সারা বিশ্ব জুড়েই সীমাহীন অধিকার ভোগ করে; কারণ যেমন লেখা আছে, *ঈশ্বর শান্তিকে করলেন তার সীমা* (সাম ১৪৭:১৪ সত্তরী পাঠ্য)।

এ পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীতে থেকে উজ্জ্বল আদেশ ও নির্দেশে উদ্বুদ্ধ ও গঠিত হয়ে আমরা স্বর্গরাজ্য লাভ করব, ও উত্তরাধিকার রূপে অনন্ত জীবন ভোগ করব। প্রভুর কাছ

থেকে তা পাবার জন্য আমরা সবকিছু সহ্য করে থাকি, কারণ আমাদের লক্ষ্য সামান্য ব্যাপার নয়, বরং অনন্ত জীবন লাভ, এই তো আমাদের প্রচেষ্টা। এজন্য বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে 'মাংসের পুনরুত্থানে' (অর্থাৎ মৃতদের পুনরুত্থানে) সূত্রের পরে আমরা এমন শিক্ষা পাই যেন সেই 'অনন্ত জীবনেও' বিশ্বাস করি যা আমাদের খ্রিষ্টিয়ানদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

সুতরাং, প্রকৃত ও সত্যকার জীবন হল সেই পিতা যিনি পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা স্বর্গীয় দানগুলি যেন ঝরনা থেকেই বর্ষণ করেন, এবং তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে মানুষ-আমাদেরও কাছে অনন্ত জীবনের মঙ্গল সত্যিকারে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

**শ্লোক** - সাম ৩৩:১২

*প্র* সুখী সেই জাতি, যাকে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর আশীর্বাদ করে বলেছেন,

*উ* হে আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল, তুমি আমার হাতের রচনা।

*প্র* সুখী সেই দেশ, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর ; সুখী সেই জাতি, তিনি যাকে বেছে নিলেন আপন উত্তরাধিকার রূপে।

*উ* হে আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েল, তুমি আমার হাতের রচনা।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৮)

**সবধরনের পরীক্ষায় সিদ্ধ আনন্দ**

ঈশ্বরের ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দাস আমি, যাকোব, বিদেশে ছড়িয়ে পড়া বারোটি গোষ্ঠীর কাছে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর, একথা জেনে যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা হল নিষ্ঠার উৎস। তবে নিষ্ঠা নিজের কাজে সিদ্ধি লাভ করুক, যেন তোমরা এমন সিদ্ধ ও পূর্ণ-পরিণত মানুষ হয়ে উঠতে পার, যাদের কোন কিছুর অভাব থাকে না।

তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে ও তিরস্কার না করেই দান করেন; আর তাকে তা দেওয়া হবে। কিন্তু যাচনাটা বিশ্বাসেরই সঙ্গে করা চাই, সন্দেহের লেশমাত্রও যেন না থাকে; কেননা যে সন্দেহ করে, সে সমুদ্রের সেই ঢেউয়ের মত যা বাতাসে তাড়িত ও আলোড়িত। তেমন মানুষ যেন প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবার প্রত্যাশা না করে; সে তো দোমনা, তার সমস্ত আচরণে সে অস্থির।

যে ভাই নিম্নাবস্থার মানুষ, তাকে যে উন্নীত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; আর যে ধনী, তাকে যে অবনত করা হয়েছে, সে তাতে গর্ববোধ করুক; কেননা সে ঘাসফুলেরই মত মিলিয়ে যাবে। তেজময় হয়ে সূর্য ওঠে ও ঘাস শুষ্ক হয়, তাতে তার ফুল ঝরে পড়ে আর তার রূপের সৌন্দর্য বিলীন হয়; তেমনি ধনীও তার সমস্ত কাজকর্মে ম্লান হয়ে পড়বে।

সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা তাঁকে

ভালবাসে। পরীক্ষার সময়ে কেউ যেন না বলে, 'ঈশ্বর আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন'; কেননা মন্দ বিষয়ে ঈশ্বর লোভের অধীন হতে পারেন না, আর তিনি তেমন পরীক্ষায় কাউকে পরীক্ষা করেন না; বরং প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কামনা-বাসনায় আকর্ষিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার ফলেই পরীক্ষিত হয়; এরপর কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হয়ে পাপ প্রসব করে, এবং পাপ, একবার সাধিত হলে, মৃত্যুকে জন্মায়।

হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই। নিজের ইচ্ছায় তিনি বাণী দ্বারা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত সৃষ্টবস্তুর এক প্রকার প্রথমফসল হতে পারি।

শ্লোক - যাকোব ১:১২; ২ তি ৪:৭-৮

℣ সুখী সেই মানুষ, পরীক্ষার দিনে যে নিষ্ঠাবান থাকে; কারণ নিজের যোগ্যতা দেখানোর পর সে সেই জীবনমুকুট পাবে

℟ যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে।

℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে,

℟ যা তাদেরই কাছে প্রতিশ্রুত যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে।

দ্বিতীয় পাঠ - পলিকার্পের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১-২)

**যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর**

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, পলিকার্পের কাছে যিনি স্মির্না-নিবাসীদের মণ্ডলীর বিশপ—পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টই বরং যার বিশপ—সুস্বাস্থ্য কামনা করি। অবিচল শৈলের উপরেই যেন স্থাপিত আপনার ধর্মভাবের কথা মেনে নিয়ে আপনার পুণ্যময় শ্রীমুখের দর্শন পেতে পেরেছি বিধায় আমি অতিশয় গৌরব বোধ করি —আহা, তেমন দর্শনে আমি যদি ঈশ্বরে নিত্য আনন্দ পেতে পারতাম! যে অনুগ্রহে আপনি পরিবৃত, সেই অনুগ্রহের খাতিরে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, দৌড়ে

আপনার গতি বৃদ্ধি করুন; সকলকেও অনুরোধ করুন, তারা যেন পরিত্রাণ পায়। দেহ ও আত্মা, উভয় দিক দিয়ে যত্নবান হয়ে আপনার পদমর্যাদার যোগ্য হোন। ঐক্যের দিকে যত্নশীল হোন, কারণ এমন কিছু নেই যা এর চেয়ে মূল্যবান। প্রভু যেমন আপনাকে বহন করেন, আপনি তেমনি সকলের ভার বহন করুন; সকলের প্রতি ভালবাসা ও ধৈর্য দেখান, যেমনটি করে যাচ্ছেন। অবিরত প্রার্থনায় তৎপর হোন; আপনার বর্তমান সুবুদ্ধির চেয়ে গভীরতর সুবুদ্ধি যাচনা করুন; আত্মা অনিদ্রা অবস্থায় রেখে সজাগ থাকুন। ঈশ্বরের পদ্ধতি অনুসারে, আপনিও ব্যক্তিগত ভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলুন। খাঁটি প্রতিযোগীর মত সকলের অসুস্থতা বহন করুন। যেখানে পরিশ্রম বেশি, সেখানে পুরস্কার মহত্তর।

ভাল শিষ্যদের ভালবাসলে আপনার পুণ্যফল হয় না; যারা বেশি উচ্ছৃঙ্খল, তাদেরই বরং আপনার কোমলতা দ্বারা জয় করুন: সকল ঘা একই চিকিৎসায় নিরাময় হয় এমন নয়। তীব্রতর যত উত্তেজনা কোমলভাব প্রয়োগেই প্রশমিত করুন। সবকিছুতে সাপের মত সতর্ক হোন, ও সবসময় কপোতের মত সরল হোন।

আপনি এজন্যই দেহ ও আত্মায় গড়া, যেন দৃশ্যগত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুবুদ্ধি দেখাতে পারেন, ও প্রার্থনা করতে পারেন যেন অদৃশ্য বিষয়বস্তু আপনার কাছে প্রকাশিত হয়, এভাবে যেন আপনার কোন অভাব না হয় ও আপনার বেলায় সমস্ত অনুগ্রহদান উপচে পড়ে।

জাহাজের চালকের পক্ষে যেমন বাতাস দরকার, ও ঝড়ে আলোড়িত নাবিক বন্দরের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি বর্তমান পরিস্থিতি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে আপনাকে আহ্বান করে। ঈশ্বরের প্রতিযোগীর মত সংযমী হোন: অমরতা ও অনন্ত জীবনই তো পুরস্কার—একথা আপনি ভালই জানেন। সবকিছুতে আমি আপনার জন্য নিজেকে নিবেদন করি, আমার এই শেকলও নিবেদন করি যা আপনি ভালবেসেছেন।

শ্লোক - ১ তি ৬:১১-১২; ২ তি ২:১০

℣ ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য;

℟ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক।

প্ মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও পরিত্রাণ লাভ করে ;

উ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর ; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১১:৩০–১২:১৩)

## যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

ভ্রাতৃগণ, যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করব। প্রভু যিশুর ঈশ্বর ও পিতা, যুগে যুগে ধন্য যিনি, তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। দামাস্কে আরেতাস রাজার অধিনস্থ শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য দামাস্ক শহরের চারদিকে প্রহরী দল মোতায়েন রেখেছিলেন; কিন্তু একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে আমাকে বাইরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর এভাবে তাঁর হাত এড়িয়েছিলাম।

বাধ্য হয়েই আমি গর্ব করছি। এতে কিন্তু কোন লাভ নেই বটে, কিন্তু এবার প্রভুর নানা দর্শন ও নানা ঐশপ্রকাশের কথা বলব। আমি খ্রিষ্টে আশ্রিত একটা মানুষকে চিনি: চৌদ্দ বছর আগে—শরীরে কিনা, জানি না; অশরীরে কিনা, জানি না; ঈশ্বর জানেন—তেমন মানুষকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আর তেমন মানুষের বিষয়ে আমি জানি—শরীরে কি অশরীরে, তা জানি না; ঈশ্বর জানেন—পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর সেই মানুষ অকথনীয় এমন কথা শুনেছিল যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই। আমি তেমন মানুষেরই বিষয়ে গর্ব করব; কিন্তু নিজের বিষয়ে গর্ব করব না; শুধু নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই গর্ব করব। বাস্তবিক গর্ব করতে চাইলেও আমি নির্বোধ হব না, কারণ সত্য ছাড়া কিছু বলব না। তবু নীরব থাকব, পাছে আমাকে দেখে ও আমার কথা শুনে এমন কেউ থাকতে পারে যে আমার বিষয়ে বেশি উচ্চ ধারণা করে।

আর সেই ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের জন্য আমি যেন দর্প না করি সেজন্য আমার মাংসে একটা কাঁটা রাখা হয়েছে—তা শয়তানের এক দূত, সে যেন আমাকে ঘুষি মারতে থাকে পাছে আমি দর্প করি। এবিষয় নিয়ে আমি তিন তিনবারই প্রভুকে মিনতি করেছি, সে যেন আমাকে ছেড়ে যায়। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।' তাই আমি বরং আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে

পারে। এজন্যই খ্রিষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!

আমি নির্বোধ হয়েছি; তোমরাই আমাকে বাধ্য করেছ; আসলে আমার পক্ষে সুপারিশ করা তোমাদেরই উচিত ছিল, কারণ যদিও আমি কিছুই নই, তবু ওই মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে আদৌ পিছনে পড়িনি। অবশ্য, প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে। বল দেখি, কোন্ ব্যাপারে তোমরা অন্য সকল মণ্ডলীর তুলনায় কম পেয়েছ, কেবল এই ব্যাপারে ছাড়া যে, তোমাদের পক্ষে আমি কখনও বোঝা হইনি? আমার এই অন্যায় ক্ষমা কর!

শ্লোক - ২ করি ১২:৯; ৪:৭

প্ল আমি আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রিষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে।

উ কারণ তাঁর পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

প্ল এই ধন আমরা যেন মাটির পাত্রেই বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম।

উ কারণ তাঁর পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৪৭:৪-৫)

**আমি একা নই, ঐশঅনুগ্রহই আমার সহায়**

প্রেরিতদূত পলের প্রতি মনোযোগ দাও, তাঁর বাণী চিন্তা কর: *আমার রক্ত তো এর মধ্যে পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন* (২ তি ৪:৬-৮)।

যা দেয় নয়, যিনি তা দান করেছেন, তিনি দেয় দিতে অস্বীকার করবেন না। সেই ন্যায়বিচারক মুকুটটা দেবেন; হ্যাঁ, দেবেন! কারণ তা দেওয়ার মত লোক তাঁর আছে:

*আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি।* তেমন কর্মের পুণ্যফলেই তিনি সেই মুকুট দেবেন; এবং যেমন বলেছি, যা দেয় নয়, যিনি তা দান করেছেন, তিনি দেয় দিতে অস্বীকার করবেন না। তিনি এমন কী দিলেন যা দেয় নয়? এসো, সেই স্বয়ং পলের কথা শুনি, যিনি নিজের জীবনের কথা স্বীকার করে অনুগ্রহদাতার কথা স্বীকার করেন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করেন।

তিনি বলেন, *আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম* (১ তি ১:১৩)। তবে প্রেরিতদূত হওয়া কি তোমার কাছে দেয় ছিল? ধর্মনিন্দুক, নির্যাতক ও অপমানকারীর কাছে কী দেয় ছিল? অনন্ত দণ্ডাজ্ঞা ছাড়া তাঁর কাছে কী দেয় ছিল? আর অনন্ত দণ্ডাদেশের স্থানে তিনি কী পেলেন? *আমি কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম।* এই তো সেই দয়া যা দেয় না হলেও ঈশ্বর দান করলেন।

তিনি অন্যত্র যা বললেন, তুমি সেই কথাও শোন, *আমি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি* (১ করি ১৫:৯)। হে প্রেরিতদূত, দেখছি তো তুমি যোগ্য ছিলে না; তবে কোত্থেকে তা এল, যার ফলে তুমি যোগ্য হয়ে উঠলে? কোন্ কারণে অযোগ্য তুমি এখন যোগ্য? শোন, *কিন্তু আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি* (১ করি ১৫:১০); আমি যা ছিলাম, আমার দোষেই তা ছিলাম; এখন যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি। সুতরাং, তাঁর কথা এ: *আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি, বরং তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি।*

তাহলে তুমি কি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাড়া দিলে? তুমি পেলে, আবার প্রতিদান দিলে? যা বলেছ, তা নিয়ে সতর্ক থাক! আমি সতর্কই বটে তিনি বলেন: *আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে।* তাহলে এই যে পরিশ্রমী প্রেরিতদূত শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করলেন, দৌড় শেষ করলেন, বিশ্বাস রক্ষা করলেন, ন্যায়বান ঈশ্বর দেয় নয় এমন অনুগ্রহ যখন তাঁকে দান করলেন, তখন তিনি কি তাঁকে দেয় মুকুট দিতে অস্বীকার করবেন?

তুমি দেখেছ, তোমার দেহে অন্য এমন একটা বিধান রয়েছে যা তোমার মনের বিধান-বিরুদ্ধ ও তোমাকে বন্দি ক'রে পাপের বিধানে চালিত করে—তেমন বিধান তুমি সর্বাঙ্গে অনুভব করছ। কেমন করে তুমি জয়ী হতে পারবে, যদি-না পরবর্তী কথা মেনে নাও, *দুর্ভাগা যে আমি! মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই* (রো ৭:২৪-২৫)। এঁর দোহাই তুমি সংগ্রাম করেছ, পরিশ্রম করেছ, পরাভূত হওনি, বরং জয়ী হয়েছ। যোদ্ধাকে লক্ষ কর: *খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে, তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে, আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য* (রো ৮:৩৫-৩৬)। কত দুর্বলতা, পরিশ্রম, দুর্দশা, বিপদ, প্রলোভন!

আর যারা সংগ্রাম করে, তাদের বিজয় কোথা থেকে আসে? শোন পরবর্তী বাণী: *কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই* (রো ৮:৩৭)। তোমার দৌড় শেষ করেছ: ভাল, কিন্তু কে পরিচালনা করছিল, কে হুকুম দিচ্ছিল, কে সাহায্য করছিল? এখানে তুমি আসলে কী বলতে চাইছ? বিশ্বাস রক্ষা করেছ, ঠিকই; কিন্তু প্রথম প্রশ্ন: কোন্ বিশ্বাস? যে বিশ্বাস তুমি নিজের মত অনুসারে তৈরি করেছ, সেই বিশ্বাস কি? অন্য স্থানে তুমি বলেছ: *ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর* (রো ১২:৩), একথা কি মিথ্যা? নিজ সহযোদ্ধা, নিজ সহশ্রমিক ও এজীবনের ক্রীড়াঙ্গনে নিজ সহপ্রতিযোগীদের কয়েকজনের কাছে তুমি নিজে কি একথা বলনি, *তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে? কোন্ অনুগ্রহ? যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর* (ফিলি ১:২৯)। এই যে সেই দ্বিবিধ অনুগ্রহ যা আমাদের দেওয়া হয়েছে: খ্রিষ্টের জন্য বিশ্বাস করা ও তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করা।

শ্লোক - ১ করি ২:৩-৪, ৫, ১

প্র আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না,

উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

প্র আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়,

উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (১:১৯-২৭)

**ঈশ্বরের বাণীর প্রকৃত শ্রোতা**

হে আমার প্রিয় ভাই, তোমরা তো একথা জান: শুনতে সবাই তৎপর থাকুক, কথা বলতে কিন্তু সবাই যেন ধীর হয়, ক্রোধে ধীর হয়, কেননা মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না।

তাই তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম। তোমরা বাণীর সাধক হও, নিজেদের প্রবঞ্চনা করে শ্রোতামাত্র হয়ো না। কেননা যে কেউ বাণীর শ্রোতামাত্র, ও তার সাধক নয়, সে এমন একজনের মত, যে আয়নায় নিজের মুখ লক্ষ করে: নিজেকে লক্ষ করামাত্র সে চলে যায় আর সে কীরূপ লোক, তা তখনই ভুলে যায়। কিন্তু যে কেউ মুক্তির সেই সিদ্ধ বিধানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেইখানে অবিচল থাকে—ভুলে যাওয়ার শ্রোতা না হয়ে বরং তার সাধক হয়ে,—সে যা কিছু করে তাতে সুখী হবে।

কেউ যদি নিজেকে ধার্মিক বলে মনে করে, অথচ নিজের জিহ্বা লাগাম দিয়ে সামলাতে না পারে, তাহলে সে নিজের হৃদয়কে ভোলায়, তার ধর্মাচরণ অসার। আমাদের পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: এতিম ও বিধবাদের দুঃখকষ্টের দিনে তাদের সহায়তা করা এবং সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

**শ্লোক** - যাকোব ১:২১; ফিলি ১:২৭; ২:১৫, ১৬ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের মধ্যে যা কিছু অশুচিতা ও শঠতা এখনও থাকতে পারে, তা বর্জন করে তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর,

℣ যে বাণী তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।

℟ তোমরা সুসমাচারের যথোচিত আচরণ কর, যেন নিখুঁত, সরল ও ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তানের মত জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখতে পার,

℣ যে বাণী তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পলিকার্পের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৩-৫)

**সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়**

যাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় অথচ ভ্রান্তমত শেখায়, তারা যেন আপনাকে উল্টিয়ে না ফেলে। আঘাতগ্রস্ত নিহাইয়ের মত স্থিতমূল থাকুন। আঘাতগ্রস্ত হয়েও বিজয় লাভ করাই তো মহাযোদ্ধার চিহ্ন। কিন্তু ঈশ্বরের খাতিরেই বিশেষভাবে আমাদের সবকিছু সহ্য করা দরকার, তিনিও যেন আমাদের সহ্য করেন। আপনার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করুন। উপযুক্ত কাল লক্ষ করুন; যিনি কাল ও সময়ের অতীত, যিনি অদৃশ্য হয়ে আমাদের খাতিরে দৃশ্যমান হলেন, যিনি স্পর্শযোগ্য না হয়ে ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ না হয়ে আমাদের খাতিরে যন্ত্রণা গ্রহণ করে নিলেন, যিনি আমাদের খাতিরে সবদিক দিয়েই সহনশীল হলেন, আপনি তাঁর অপেক্ষায় থাকুন।

বিধবা যেন অবহেলিত না হয়; প্রভুর পরে আপনিই হোন তাদের প্রতিপালক। আপনার অনুমোদন ছাড়া কিছুই যেন না করা হয়, ঈশ্বরকে ছাড়া আপনিও কিছু করবেন না—আপনার ব্যবহার আপাতত ঠিক তাই; স্থৈর্যশীল হোন। ধর্মসভার সংখ্যার বৃদ্ধি হোক। ব্যক্তিগত ভাবেই সকলকে আমন্ত্রণ করুন।

ক্রীতদাস-দাসীর প্রতি গর্বোদ্ধত হবেন না, তারাও কিন্তু যেন গর্বে স্ফীত না হয়, বরং ঈশ্বরের গৌরবার্থে নিজেদের সেবা আরও তৎপর হয়ে করে যায়, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রেয়তর মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা যেন জনসাধারণের খরচেই মুক্তি পাবার ইচ্ছা না পোষণ করে, তারা যেন লালসার দাস না হয়।

কুসংস্কার থেকে পালিয়ে যান, বরং তার বিরুদ্ধে প্রচার করুন। আমার ভগিনীদের বলুন, তারা যেন প্রভুকে ভালবাসে, এবং দেহে ও আত্মায় তাদের স্বামীদের নিয়ে খুশি

থাকে। একই প্রকারে যিশু খ্রিষ্টের নামে আমার ভাইদের অনুরোধ করুন, তারা যেন নিজেদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাসে, প্রভুও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন। কোন ব্যক্তি যদি প্রভুর মাংসের সম্মানার্থে কৌমার্য পালন করতে পারে, সে বিনম্র থাকুক; গর্ব করলে তার বিলোপ ঘটবে; আর যদি মনে করে, সে বিশপের উর্ধ্বে, তাহলে নিজেকে ধ্বংস করে। তবু এ উচিত যে, যে নর-নারী বিবাহ করে, তারা যেন বিশপের অনুমোদন ক্রমে মিলন-বন্ধনটা জারি করে, যেন তাদের বিবাহ প্রভু অনুসারে হয়, দেহলালসা অনুসারে নয়। সবকিছু যেন ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করা হয়।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:৫৮; ২ থে ৩:১৩

*প্র* তোমরা সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল,

*উ* এ কথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

*প্র* শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না,

*উ* এ কথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১২:১৪–১৩:১৩)

## শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

ভ্রাতৃগণ, দেখ, এবার তৃতীয়বারের মত আমি তোমাদের কাছে যাবার জন্য তৈরী: তোমাদের পক্ষে বোঝা হব না; কারণ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য, আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব। কিন্তু তোমাদের বেশি ভালবাসি বিধায় কি আমাকে কম ভালবাসা পেতে হবে?

আচ্ছা, তবে আমি তোমাদের পক্ষে বোঝা হইনি, কিন্তু ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ যে আমি, চালাকি করে তোমাদের ধরেছি! আমি তোমাদের কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের কারও দ্বারা কি তোমাদের ঠকিয়েছি? তীত আমারই অনুরোধে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমি সেই ভাইকেও পাঠিয়েছিলাম; তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? আমরা দু'জনে কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্নে চলিনি?

নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণ ধরে মনে করে আসছ, আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। তা নয়, আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রিষ্টে কথা বলছি; এবং, প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত কথা তোমাদের গেঁথে তোলার জন্যই বলছি। আসলে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে এসে উপস্থিত হলে আমি তোমাদের যেভাবে দেখতে চাই সেভাবে না দেখি, তোমরাও আমাকে যেভাবে দেখতে চাও না সেভাবেই দেখ; ভয় হচ্ছে, পাছে দৈবাৎ বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কানাঘুষা, দর্প, গণ্ডগোল বেধে যায়। ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও মনপরিবর্তন করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে দুঃখ পেতে হয়।

এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে। দ্বিতীয়বার আমি যখন উপস্থিত ছিলাম, যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের ও অন্য সকলকে আমি যেমন আগে বলেছিলাম, তেমনি এখন উপস্থিত না হয়েও তাদের আবার বলছি: যদি আবার আসি, আমি আর রেহাই দেব না, যেহেতু তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা; আর তিনি তো তোমাদের পক্ষে দুর্বল নন, বরং তাঁর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন। তেমনি তাঁর মধ্যে আমরাও দুর্বল বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করব। নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ তোমরা বিশ্বাসে আছ কিনা; নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি বুঝতে পার না যে, যিশু খ্রিষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন? অবশ্য, যদি তেমন পরীক্ষা তোমাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়! তথাপি আশা করি, তোমরা মেনে নেবে যে সেই পরীক্ষা আমাদের বিরুদ্ধে নয়। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন প্রকার অন্যায় না কর; পরীক্ষায় আমাদের যোগ্যতা যেন প্রমাণিত হয়, এজন্য নয়; বরং এজন্য, আমাদের যোগ্যতা অপ্রমাণিত থাকলেও যেন তোমরা সৎকাজ কর। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সত্য সমর্থন করাই সম্ভব। বাস্তবিক আমরা যখন দুর্বল ও তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দিত। আর আমাদের প্রার্থনা এ, যেন তোমরা পরমসিদ্ধি লাভে উত্তীর্ণ হতে পার। এই কারণেই আমি দূরে থাকতেই এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন উপস্থিত হলে আমাকে প্রভুর দেওয়া অধিকার কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে না হয়; সেই অধিকার তিনি ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য আমাকে দিয়েছেন।

শেষ কথা: ভাই, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক; তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। সকল পবিত্রজন তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - ২ করি ১৩:১১; ফিলি ৪:৭

*প্র* আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, শান্তিতে থাক;

*উ* তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা করবে,

*উ* তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ২৬৫:৭-৮)

**দৈনিক মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা**

অতীতকালের পাপের জন্য মানুষকে বাপ্তিস্মের আগে মনপরিবর্তন করতে হবে, তারা যেন বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য নিজেদের অধিক উপযুক্ত করতে পারে, যেমনটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে লেখা আছে: *মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে তোমরা প্রত্যেকে যিশু খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর* (প্রেরিত ২:৩৮)।

মণ্ডলীচ্যুত হবার মত এমন পাপ করে থাকলে তাদের বাপ্তিস্মের পরেও মনপরিবর্তন করতে হবে যেন পুনর্মিলন গ্রহণের যোগ্য হতে পারে—যেমনটি সমস্ত মণ্ডলীতে তারা করে থাকে যাদের প্রকৃত অর্থে বলা হয় অনুতপ্ত। এধরনের মনপরিবর্তনের কথাই পল ইঙ্গিত করে বলেন, *আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও মনপরিবর্তন করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে চোখের জল ফেলতে হয়* (২ করি ১২:২১ লাতিন পাঠ্য)। তেমন কথা তিনি তাদেরই জন্য লিখছিলেন, যারা বেশ আগেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।

পরিশেষে একপ্রকার দৈনিক মনপরিবর্তন রয়েছে যা ভাল ও বিনম্র ভক্তরা পালন করে; অর্থাৎ আমরা তখনই তা পালন করি যখন বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলি: *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ঋণ ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২)। এতে আমরা এমন অপরাধের ক্ষমা যাচনা করি না, যে অপরাধ

আমরা নিশ্চিত আছি বাপ্তিস্মে ক্ষমা করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলোরই ক্ষমা চাই, যেগুলো লঘু হলেও তবু বারে বারে মানব দুর্বলতায় প্রবেশ করে। সেগুলো সবই মিলে আমাদের মাথায় দিলে আমাদের পক্ষে বোঝা খুবই ভারী হত, এমনকি গুরুতম পাপেরই মত আমাদের চাপ দিত। আসলে, জাহাজ একটামাত্র বিশাল ঢেউয়ের আঘাতেই ছিন্নভিন্ন হয়ে ডুবে গেছে কিংবা জল ধীরে ধীরে তলায় ঢুকে সকলের অবহেলার ফলে জাহাজটা ভরে গিয়ে ডুবে গেছে—কারণটা যাই হোক না কেন, জাহাজটা ডুবেই গেছে!

এজন্য উপবাস, অর্থদান ও প্রার্থনা হল আমাদের আচরণের প্রহরী। আমরা যখন প্রার্থনা করে বলি, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ঋণ ক্ষমা করেছি,* তখন আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করি, ক্ষমা পাবার মত আমাদের কিছু আছে। তেমন বাণী দ্বারা আমাদের হৃদয় নত করে আমরা একপ্রকারে দৈনিক মনপরিবর্তন পালন করি।

**শ্লোক** - বারুক ৩:২; সাম ৮৫:৫

*প্র* অজ্ঞতাবশত যত পাপ করেছি, এসো, সেই পাপ থেকে নিজেদের সংস্কার করি, মৃত্যু আমাদের উপর হঠাৎ এসে পড়লে আমরা যেন প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সময়ের খোঁজ না করি, যে সময় পেতে পারবই না।

*উ* শোন, প্রভু, দয়া কর, কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

*প্র* হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।

*উ* শোন, প্রভু, দয়া কর, কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৩)

## পক্ষপাত থেকে সাবধান

হে আমার ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের, সেই গৌরবের প্রভুরই বিশ্বাসে পক্ষপাতিত্ব স্থান পেতে দিয়ো না।

ধর, একজন লোক হাতে সোনার আঙটি ও গায়ে শুভ্র পোশাক প'রে তোমাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করে, আবার জীর্ণ পোশাক পরা একটি গরিবও প্রবেশ করে। তোমরা যদি শুভ্র পোশাক পরা লোকটির মুখ চেয়ে তাকে বল, 'আপনি এখানে উত্তম জায়গায় আসন নিন', কিন্তু গরিব লোকটিকে যদি বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও' কিংবা 'আমার পাদপীঠের গায়ে বস', তাহলে নিজেদের মধ্যে তেমন বাছবিচার করায় তোমরা কি অন্যায়-বিচারের বিচারক নও?

হে আমার প্রিয় ভাই, শোন, জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর কি তাদের বেছে নেননি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে? অথচ তোমরা সেই গরিবকে অসম্মান করেছ! আসলে কে তোমাদের অত্যাচার করে, সেই ধনীরা নয় কি? তারাই কি তোমাদের জোর প্রয়োগে আদালতে টেনে নিয়ে যায় না? যে শুভ নাম তোমাদের উপরে আহ্বান করা হয়েছিল, তারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? নিশ্চয়, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে, শাস্ত্রের এই রাজকীয় বিধান যদি পালন কর, তবে ভালই করছ। কিন্তু যদি পক্ষপাতিত্ব দেখাও, তাহলে পাপ করছ, এবং বিধান

তোমাদের অপরাধী বলে প্রতিপন্ন করছে। কারণ যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়। কেননা যিনি বলেছেন, তুমি ব্যভিচার করবে না, তিনি এও বলেছেন, তুমি নরহত্যা করবে না।

ব্যভিচার না করেও তুমি কিন্তু যদি নরহত্যা কর, তাহলে বিধান-লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। স্বাধীনতার বিধান দ্বারা যখন তোমাদের বিচার হওয়ার কথা, তোমরা তখন সেইমত কথা বল ও কাজ কর। কারণ যে দয়া করবে না, তার বিচার নির্দয় হবে; কিন্তু দয়া বিচারকে হেয়জ্ঞান করে।

**শ্লোক** - যাকোব ২:৫; মথি ৫:৩

*প্র* জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর তাদের বেছে নিয়েছেন, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়

*উ* যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

*প্র* আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ তাদেরই সেই স্বর্গরাজ্য

*উ* যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পলিকার্পের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৬-৮)

### আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত

তোমরা বিশপের কথা শোন, যাতে ঈশ্বরও তোমাদের কথা শোনেন। যারা বিশপ, প্রবীণ ও পরিসেবকদের অধীনে থাকে, আমি তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আহা, আমি যদি তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারতাম! ঈশ্বরের গৃহস্বামী, তাঁর সহযোগী ও সেবকের মত সবাই মিলে আপনারা পরিশ্রম করুন, মিলে সংগ্রাম করুন, মিলে দৌড়োতে থাকুন, মিলে কষ্টভোগ করুন, মিলে বিশ্রাম করুন, মিলে জেগে উঠুন। তাঁরই গ্রহণযোগ্য হোন, যাঁর সেনাদলে সংগ্রাম করেন ও যাঁর কাছ থেকে মজুরি পান— আপনাদের কেউই যেন পলাতক না হন। আপনাদের বাপ্তিস্ম হয়ে থাকুক আপনাদের অস্ত্রস্বরূপ, আপনাদের বিশ্বাস হোক শিরস্ত্রাণ, আপনাদের ভালবাসা বর্শা, আপনাদের

সহিষ্ণুতা রণসজ্জা। আপনাদের কাজকর্ম হোক আপনাদের সঞ্চয়, আপনারা যেন অর্জিত মজুরি পেতে পারেন। কোমলতার আশ্রয়ে একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হোন যেমনটি ঈশ্বর আপনাদের প্রতি ধৈর্যশীল। আমি যেন আপনাদের সাহচর্য সর্বদাই ভোগ করতে পারি।

যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে, আপনাদের প্রার্থনার পুণ্যফলে সিরিয়ায় আন্তিওখিয়া-মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছে, সেজন্য আমি নিজেও নিজেকে অধিক নিশ্চিন্ত ও ঈশ্বরে সমর্পিত বলে মনে করছি—আমার বাসনা, আমার দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব যেন পুনরুত্থানে আপনাদের শিষ্য বলে পরিগণিত হতে পারি। হে ঈশ্বরধন্য পলিকার্প, একটা ধর্মসভা আহ্বান করে আপনাদের কাছে অধিক প্রিয় ও তৎপর এমন একজনকে আপনাদের মনোনীত করা উচিত, যাকে ঐশদূত বলে ডাকা যেতে পারে। তার কাজ হবে, সিরিয়ায় গিয়ে ঈশ্বরের গৌরবার্থে আপনাদের অক্লান্তিকর ভালবাসার গৌরব প্রচার করা। একজন খ্রিষ্টিয়ান নিজের প্রভু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত—আপনারা এ কাজ সম্পন্ন করলে, তা হবে ঈশ্বরের ও আপনাদেরও কাজ। কেননা ঐশঅনুগ্রহে আমার বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের সম্মানার্থে যত শুভকাজে আপনারা তৎপর হবেন। সত্যের প্রতি আপনাদের সদাগ্রহের কথা জানি বিধায় আমি সংক্ষিপ্তই একটা পত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের আবেদন জানিয়েছি।

আদেশ অনুসারে ত্রোয়াস থেকে নেয়াপলিস অভিমুখে আমার সহসাই রওনা হওয়ায় যেহেতু সকল মণ্ডলীর কাছে লিখতে পারিনি, সেজন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানেন বিধায় আপনিই প্রাচ্য মণ্ডলীগুলির কাছে লিখুন, তারাও যেন এ শুভকাজ করতে পারে। যেগুলোর পক্ষে সম্ভব, সেই মণ্ডলীগুলি দূত প্রেরণ করুক; অন্যান্য মণ্ডলীগুলি কিন্তু যেন আপনার প্রেরিতজনদের মাধ্যমেই পত্র পাঠায়; তবে আপনাদের চিরস্থায়ী গৌরব হবে—আপনি যে সত্যিই গৌরবের যোগ্য।

আমি প্রত্যেকজনের কাছে, বিশেষভাবে এপিত্রপসের বিধবা, তাঁর বাড়ি ও সন্তানদের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার প্রিয় আত্তালসের কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যে সিরিয়ায় যেতে নিযুক্ত হবে, তার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি: ঐশঅনুগ্রহ তার নিত্যসহায় হোক, ও যিনি তাকে প্রেরণ করছেন, সেই পলিকার্পেরও নিত্যসহায় হোক। আপনাদের

কাছে আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টে নিত্য সমৃদ্ধি কামনা করি: আপনারা ঈশ্বরের একতা ও প্রতিপালনে সেই খ্রিষ্টে থাকুন। আমি আঙ্কেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমার কাছে তার নাম খুবই প্রিয়। প্রভুতে আপনাদের সমৃদ্ধি হোক।

শ্লোক - ১ তি ৪:১২, ১৫, ১৬, ১৩

প্ল সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়;

উ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

প্ল তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক:

উ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১২)

## পলের প্রচারিত সুসমাচার

আমি পল—মানুষদের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা, এবং যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই পিতা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত প্রেরিতদূত—সেই পল, এবং যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছে, তারাও, গালাতিয়ার মণ্ডলীগুলোর সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক; এই খ্রিষ্ট এ বর্তমান ধূর্ত যুগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ। আসলে অন্য সুসমাচার বলতে কিছু নেই; শুধু এমন কয়েকজন আছে, যারা তোমাদের অস্থির করছে, এবং খ্রিষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে অভিপ্রেত। আচ্ছা, আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! আমরা আগে বলেছিলাম, আমি এখনও আবার বলছি, তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক! আমি কি মানুষের প্রসন্নতা জয় করতে সচেষ্ট, না ঈশ্বরের? আমি কি মানুষকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি? যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রিষ্টের দাস হতাম না।

ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়, কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু যিশু খ্রিষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি।

**শ্লোক** - গা ১:৩-৪, ১০

*প্র* আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক,

*উ* এই খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।

*প্র* যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রিষ্টের দাস হতাম না,

*উ* এই খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (মুখবন্ধ, ৭ম অধ্যায়)

**ঐশঅনুগ্রহের উপলব্ধি**

প্রেরিতদূত গালাতীয়দের কাছে লিখছেন, তারা যেন বুঝতে পারে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের ফলে তারা বিধানের অধীনে আর নয়। কেননা যখন তাদের কাছে সুসমাচারের অনুগ্রহ প্রচার করা হয়েছিল, তখন পরিচ্ছেদন থেকে আগত এমন কয়েকটা লোক দেখা দিল যারা নামে খ্রিষ্টিয়ান হয়েও তখনও প্রাপ্ত অনুগ্রহের উপকারের কথা উপলব্ধি করেনি বিধায় সেই বিধানের বোঝার অধীন হতে চাচ্ছিল যা প্রভু ঈশ্বর ধর্মময়তার দাসদের উপর নয়, পাপেরই দাসদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য কথায়, ঈশ্বর অধার্মিক মানুষের কাছে এমন ধর্মময় বিধান দিয়েছিলেন যা তাদের পাপ স্পষ্ট প্রকাশ করছিল, পাপকে কিন্তু বাতিল করছিল না; কেননা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কার্যকারী বিশ্বাসের অনুগ্রহই মাত্র পাপ বাতিল করে দেয়। কিন্তু গালাতীয়েরা অনুগ্রহের অধীন হলেও সেই লোকেরা তাদের বিধানের বোঝার অধীন করতে চাচ্ছিল; তারা একথা সমর্থন করছিল যে, পরিচ্ছেদিত না হলে ও ইহুদী ধর্মনীতির অন্যান্য বাহ্যিক বিধিনিয়মের বশে না চললে গালাতীয়দের কাছে সুসমাচার কোন উপকারের নয়।

এজন্য, গালাতীয়দের কাছে সুসমাচার যাঁর দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল, তারা সেই প্রেরিতদূত পল বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছিল; তাদের মতে পলের দোষ এ ছিল যে, অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা যখন বিজাতীয়দের ইহুদী প্রথা পালন করতে বাধ্য করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের এই নীতি মেনে নিচ্ছিলেন না। তেমন লোকদের চাপে

প্রেরিতদূত পিতরও নত হয়েছিলেন, এবং এমন প্রবঞ্চনায় চালিত হয়েছিলেন, ঠিক যেন তিনি নিজেও সমর্থন করছিলেন যে বিধানের বোঝা পূরণ না করলে বিজাতীয়দের কাছে সুসমাচার কোন উপকারের নয়—তেমন প্রবঞ্চনা থেকে স্বয়ং প্রেরিতদূত পল তাঁকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যেমনটি এই পত্রে প্রমাণ আছে। রোমীয়দের কাছে পত্রে একই সমস্যা উপস্থিত; তবু মনে হয় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে: এ পত্রে পল সেই বিবাদ সমাধান করেন ও সেই তর্কাতর্কি গোটান যা ইহুদীদের মধ্য থেকে ও বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত বিশ্বাসীদের মধ্যে উদিত হয়েছিল। অন্যদিকে, গালাতীয়দের পত্রে, তিনি তাদের উদ্দেশ করে কথা বলেন যারা ইহুদীদের মধ্য থেকে আগত বিশ্বাসীদের প্রতিপত্তি দ্বারা আলোড়িত হয়েছিল যেহেতু ওরা তাদের বিধানের বিধিনিয়ম পালন করতে বাধ্য করছিল। আর আসলে তারা ওদের বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল—তাদের পরিচ্ছেদিত করতে অসম্মত হয়েছিলেন বিধায় প্রেরিতদূত পল ঠিক যেন মিথ্যাই প্রচার করছিলেন। এজন্যই তিনি এভাবে শুরু করলেন, *আমি এতে আশ্চর্যান্বিত যে, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত শীঘ্রই তাঁকে ছেড়ে অন্য এক সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ* (গা ১:৬)। তেমন সূত্রপাতে তিনি সমস্যার কারণ সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করলেন। একই প্রকারে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের সময়েও যখন তিনি *মানুষদের পক্ষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়* (গা ১:১) এমন নিযুক্ত প্রেরিতদূত বলে নিজেকে অভিহিত করেন —লক্ষণীয় বিষয় যে অন্য কোন পত্রে তাঁর তেমন কথা পাওয়া যায় না—তখন তিনি বিস্তারিত ভাবে দেখান যে যারা গালাতীয়দের এধরনের প্রথা পালন করতে প্রেরণা দিচ্ছিল, তারা ঈশ্বর থেকে নয়, মানুষ থেকেই আগত। ফলে, সুসমাচার সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান বিষয়ে তাঁকে অন্য প্রেরিতদূতদের তুলনায় গৌণ মনে করা দরকার নেই, কারণ তিনি জানতেন, মানুষ থেকে নয়, মানুষ দ্বারাও নয়, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট ও পিতা ঈশ্বর দ্বারাই তিনি নিযুক্ত প্রেরিতদূত।

শ্লোক - গা ৩:২৪-২৫, ২৩

প্র বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি।

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

প্র আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা ;

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (২:১৪-২৬)

## কর্মহীন বিশ্বাস মৃত

হে আমার ভাই, কেউ যদি বলে, তার বিশ্বাস আছে, অথচ তার যদি কর্ম না থাকে, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমন বিশ্বাস কি তাকে ত্রাণ করতে পারবে? কোন ভাই বা বোন যদি বস্ত্রহীন, ও দৈনিক খাদ্যের মতও তার কিছু না থাকে, আর তোমাদের একজন তাদের বলে, 'সুখে থাক, গা গরম কর, তৃপ্তির সঙ্গে খাও', কিন্তু তোমরা তাদের সেই শারীরিক প্রয়োজন না মেটাও, তাহলে তাতে কী লাভ? তেমনি বিশ্বাসও: তার যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত। অপরদিকে একজন বলতে পারবে: তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে; আমাকে দেখাও কর্মহীন তোমার সেই বিশ্বাস, আর আমি আমার কর্মের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস দেখাব। ঈশ্বর এক, একথা তুমি তো বিশ্বাস কর, তাই না? ভালই কর, অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে! কিন্তু, হে নির্বোধ, বিশ্বাস কর্মহীন হলে যে মূল্যহীন, তুমি কি একথা জানতে চাও? আমাদের পিতা আব্রাহাম যখন যজ্ঞবেদির উপরে নিজের সন্তান ইস্হাককে উৎসর্গ করলেন, তখন কি এই কর্মের জন্যই তাঁকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? তবে তুমি দেখতে পাচ্ছ, বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করল: আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল, এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। একই প্রকারে সেই বেশ্যা রাহাবকেও কি কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি? সে তো সেই দূতদের

প্রতি আতিথেয়তা দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিক যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

**শ্লোক** - মথি ৭:২১; যাকোব ২:১৭

*প্র* যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু,' বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়;
*উ* আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।
*প্র* যদি কর্ম না থাকে, বিশ্বাস একেবারে মৃত।
*উ* আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৮৪শ বিভাগ ১-২)

**ভালবাসার পূর্ণতা**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, পারস্পরিক ভালবাসার পূর্ণতা প্রভু একথায় নিরূপণ করলেন: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)। একথার ফলাফল হল সেই বাণী, যা একই রচয়িতা যোহন তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, তথা: *তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন: সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে* (১ যোহন ৩:১৬): আমাদের পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাসতে হবে, যেভাবে তিনিই আমাদের ভালবেসেছেন যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

এধরনের কথাই আমরা শলোমনের প্রবচন পুস্তকে পাঠ করি: *তুমি যখন পরাক্রমশালীর ভোজনপাটে বস, তখন তোমার সামনে যা যা দেওয়া হয় তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর; এবং তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও* (প্রবচন ২৩:১-২ লাতিন পাঠ্য)।

এখন, পরাক্রমশালীর সেই ভোজনপাট কোন্‌টাই বা হতে পারে, সেটা ছাড়া যেটায় তাঁরই দেহ ও রক্ত গ্রহণ করা হয় যিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন? আর সেই ভোজনপাটে বসা বলতে, বিনম্রতার সঙ্গেই সেই ভোজে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে? আর *তোমার সামনে যা যা দেওয়া হয় তা উপলব্ধি করা* বলতে, সেই

মহা অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করা ছাড়া আর কীবা বোঝাতে পারে? এবং *তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও* বলতে, আমার উপরোল্লিখিত কথা ছাড়া কী বোঝায়, যা অনুসারে খ্রিষ্ট যেভাবে আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সেভাবে আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে? একই ধরনের কথা প্রেরিতদূত পিতরও বলেন: *খ্রিষ্টও তোমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ ক'রে তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর* (১ পি ২:২১)। সুতরাং *তিনি যা যা করেন, তুমিও ঠিক তাই করতে প্রস্তুত হও* বলতে, ঠিক তাই বোঝায়।

ধন্য সাক্ষ্যমরেরা উত্তপ্ত ভালবাসার খাতিরে ঠিক তাই করলেন; আমরা যদি তাঁদের স্মৃতি বৃথাই না রক্ষা করতে চাই, তাঁরা যে ভোজে পরিতৃপ্ত হলেন, আমরা যদি সেই ভোজে, প্রভুর সেই ভোজনপাটে বৃথাই অংশ নিতে না চাই, তাহলে তাঁরা যেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করলেন সেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এজন্যই তো প্রভুর এ ভোজনপাটে আমরা শান্তি-নিদ্রায় নিদ্রাগতদের যেভাবে স্মরণ করে থাকি, সাক্ষ্যমরদের সেভাবে স্মরণ করি না, ফলে তাঁদের জন্যই যে প্রার্থনা করি তেমন নয়, বরং এজন্য প্রার্থনা করি তাঁরাই যেন আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন যাতে আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি। এর কারণ হল, তাঁরা সেই ভালবাসাই পূর্ণ করেছেন যার চেয়ে —প্রভু বলেছিলেন—বড় ভালবাসা নেই: প্রভুর ভোজনপাটে যা যা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভাইদের কাছে তাই দান করেছেন।

আমি কিন্তু একথা বলতে চাই না যে, তাঁর জন্য রক্তদান পর্যন্ত সাক্ষ্যমরণে চালিত হওয়ার ফলে আমরা প্রভু যিশুর সমকক্ষ হব। তাঁর অধিকার ছিল নিজের প্রাণ দিতে ও আবার নিতে; আমরা কিন্তু যতখানি ইচ্ছা করি ততখানিও জীবিত থাকতে পারি না, আবার ইচ্ছা না করলেও মরি। তিনি মরে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে মৃত্যুকে হত্যা করলেন, আমরা তাঁর মৃত্যুতে মৃত্যু থেকে মুক্তি পাই। তাঁর মাংস ক্ষয় দেখেনি, আমাদের মাংস কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত হবার পরেই চরমকালে তাঁর মধ্য দিয়ে অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে। আমাদের মুক্ত করার জন্য তাঁর পক্ষে আমাদের সহযোগিতার দরকার হয়নি, আমরা তাঁকে ছাড়া কিছুই করতে পারি না। তিনি শাখা-প্রশাখা-আমাদের কাছে নিজেকে আঙুরলতারূপে দান করেন, আমরা তাঁর মধ্যস্থতা ছাড়া জীবন পেতে অক্ষম। শেষ কথা:

ভাইয়েরা ভাইদের জন্য প্রাণ দিলেও, কোন সাক্ষ্যমরের রক্ত ভাইদের পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে কখনও পাতিত হয়নি—কিন্তু তিনি আমাদের জন্য তাই করলেন। এতে তিনি অনুকরণের জন্য একটা আদর্শ দেননি, বরং এমন একটা দান দিলেন যাতে আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সুতরাং, যতবার সাক্ষ্যমরেরা ভাইদের জন্য রক্তদান করলেন, ততবার তাঁরা তাই দান করলেন যা প্রভুর ভোজনপাটে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এসো, পরস্পরকে সেভাবে ভালবাসি, যেভাবে খ্রিষ্ট আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:৯, ১১, ১৯, ১০

*প্র* এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।

*উ* ঈশ্বর যখন আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

*প্র* তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

*উ* ঈশ্বর যখন আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৩–২:১০)

## প্রৈরিতিক কাজে পলকে আহ্বান

আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নিতান্তই নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী লোকদের চেয়ে যথেষ্টই আগে ছিলাম। কিন্তু আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুশালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুশালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রিষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে, যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুশালেমে গেলাম; তখন তীতকেও সঙ্গে নিলাম; আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়োচ্ছি বা দৌড়িয়েছি। এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে

ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত করার কোন দাবি করা হল না, তাও ঘটল সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রিষ্ট যিশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন—এবং তাঁরা যখন আমার কাছে দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা বিজাতীয়দের কাছে যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ করি: আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

শ্লোক - ১ করি ১৫:১০; গা ২:৮

প্র আমি যা আছি, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি;

উ আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি।

প্র পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন;

উ আমার প্রতি তাঁর সেই অনুগ্রহ ব্যর্থ হয়নি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত তের্তুল্লিয়ানুসের রচনাবলি থেকে পাঠ (২০:৭–২২:৯)

**খ্রিষ্ট যা প্রচার করলেন, প্রেরিতদূতেরা তার শিক্ষা দিলেন**

প্রত্যেকটা জিনিস তার উৎপত্তি অনুসারেই নিরূপিত হওয়া চাই। এজন্য যতই বহুসংখ্যক ও বড় হোক না কেন সকল মণ্ডলী হল একটামাত্র মণ্ডলী যা সেই প্রথম প্রৈরিতিক মণ্ডলী থেকে উদ্গত যা থেকে সকল মণ্ডলীও উদ্গত। তেমন ঐক্য এর দ্বারাই প্রমাণিত যে, সকল মণ্ডলী একে অন্যের কাছে শান্তি সম্ভাষণ জানায়, একে অন্যের কাছে ভগিনী মণ্ডলী নাম বিনিময় করে, ও আতিথেয়তার সঙ্গে একে অন্যকে গ্রহণ করে নেয়। তেমন জীবন-নীতি কেবল একই সাক্রামেন্তের অনন্য পরম্পরার উপরেই নির্ভর করে; অন্য কোন নিয়মের উপরে নয়। অতএব, এসব কিছু থেকে যে বিধি পাই তা হল এ: যেহেতু খ্রিষ্ট প্রচার করতে প্রেরিতদূতদেরই প্রেরণ করলেন, সেজন্য খ্রিষ্ট দ্বারা নিযুক্ত প্রচারককে ছাড়া আমাদের অন্য প্রচারকের কথা শুনতে নেই, কেননা পুত্র যা যা প্রকাশ করেছিলেন ঠিক তাই প্রচার করতে যাঁদের প্রেরণ করলেন, সেই প্রেরিতদূতদের কাছে ছাড়া তিনি অন্য কারও কাছে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তবে তাঁদের প্রচারের বাণী কী ছিল? বা অন্য কথায়, তাঁদের কাছে খ্রিষ্ট কী প্রকাশ করেছিলেন? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা ঘোষণা করি যে, তেমন কথা কেবল সেই নানা মণ্ডলীর মধ্য দিয়েই জানা যেতে পারে, যেগুলো প্রেরিতদূতেরা নিজেরাই স্থাপন করলেন ও যেগুলোর কাছে নিজেদের কণ্ঠে বা পরবর্তীকালে পত্রের মাধ্যমে তাঁরা নিজেরাই শিক্ষাদান করলেন। ব্যাপারটা এমনটি হলে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, যে ধর্মশিক্ষা বিশ্বাসের জননী ও উৎস স্বরূপ সেই মণ্ডলীগুলির সঙ্গে একমত, সেই ধর্মশিক্ষা সত্যাশ্রয়ী বলে বিবেচনাযোগ্য, কারণ সেই ধর্মশিক্ষায় নিঃসন্দেহে তাই গৃহীত যা মণ্ডলীগুলো প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে, প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্টের কাছ থেকে, ও খ্রিষ্ট পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অপরদিকে, যে ধর্মশিক্ষা খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতদের ও ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির সত্যের সঙ্গে বিমত, সেই ধর্মশিক্ষা সরাসরিই মিথ্যা থেকে উদ্ভূত বলে বিবেচনাযোগ্য। তবে এখন একটা প্রমাণ বাকি রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, উপরে যার নিয়ম নিরূপণ করেছি, আমাদের সেই ধর্মশিক্ষা প্রৈরিতিক পরম্পরা থেকে উদ্গত, ফলত অন্যান্য ধর্মশিক্ষা মিথ্যা।

প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা রয়েছে এই কারণে যে, আমাদের ধর্মশিক্ষা তাদের ধর্মশিক্ষা থেকে কোন ক্ষেত্রেই ভিন্ন নয়: এ সত্যের চিহ্ন। প্রমাণ এতই সহজ যে ব্যক্ত হলেই কোন প্রতিবাদ মানে না। ধর, প্রমাণটা ব্যক্ত না করলেও আমাদের বিরোধীদের সেই সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে সুযোগ দিলাম যা দ্বারা তারা মনে করে আমাদের কথা উবিয়ে দেবে। তাদের সাধারণ কথাই যে প্রেরিতদূতেরা সবকিছু জানতেন না; তারপর, একই উন্মত্ততার ভাব দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা উল্টই বলে, এবং একথা বলে যে, প্রেরিতদূতেরা জানতেন, হ্যাঁ, সবই জানতেন, কিন্তু আমাদের কাছে কিছুই সম্প্রদান করে যাননি। উভয় ক্ষেত্রে খ্রিষ্টের প্রতি তাদের অভিযোগ উপস্থিত: তিনি প্রেরিতদূতদের হয় কম শিক্ষাপ্রাপ্ত, না হয় বেশি বিচক্ষণ করে প্রেরণ করলেন। যাঁদের খ্রিষ্ট আমাদের গুরু হিসাবে দান করলেন, যাঁরা হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গী, শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁরা যে হয় তো কোন বিষয় অবগত ছিলেন না, তেমন কথা কোন্ সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে? ব্যক্তিগত ভাবে খ্রিষ্ট তাঁদের সমস্ত অন্ধকার আলোকিত করতেন, তিনি তাঁদের বলতেন যে, জনগণকে নয়, তাঁদেরই স্বর্গরাজ্যের রহস্য জানতে দেওয়া হয়েছিল (মথি ১৩:১১ দ্রঃ)। সেই 'পাথর' যাঁর উপর মণ্ডলী স্থাপিত হওয়ার কথা, যিনি স্বর্গরাজ্যের সেই চাবিকাঠি পেলেন আর সেইসঙ্গে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বেঁধে ও খুলে দেওয়ার অধিকারও পেলেন, সেই পিতরের কাছে কি কোন বিষয় না জানা থাকতে পারত? আর যিনি প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য, যিনি তাঁর বুকে মাথা সঁপে দিয়েছিলেন, কেবল যাঁরই কাছে প্রভু যুদাকে ভাবী বিশ্বাসঘাতক বলে অঙুলি নির্দেশ করেছিলেন, যাঁরই হাতে তিনি নিজের হয়ে নিজের মাতার ভার তুলে দিয়েছিলেন, সেই যোহনের কাছেও কি কোন কিছু না জানা থাকতে পারত? পুনরুত্থানের পর তিনি পথে চলতে চলতে যাঁদের কাছে সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলেন, তাঁদের কাছেও কি কোন কিছু না জানা থাকতে পারত?

*তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না,* একথা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু বলে চলেছিলেন, *যখন সেই সত্যের আত্মা আসবেন, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন* (যোহন ১৬:১২-১৩)। এভাবে তিনি প্রমাণ দিলেন যে, সত্যের আত্মা দ্বারা গোটা সত্য লাভের

কথা যাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে কোন বিষয় না জানা ছিল না। তেমন প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করলেন, কারণ প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পবিত্র আত্মার অবতরণ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে।

শ্লোক - ২ তি ১:১৩, ১৪; দ্বিঃবিঃ ১৩:১

প্ল তুমি আমার কাছে যে সমস্ত যথার্থ বাণী শুনেছ, খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বাণীকেই আদর্শ বলে ধারণ কর।

উ মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

প্ল আমি তোমাকে যা কিছু আজ্ঞা করি, তুমি তাতে আর কিছু যোগ করবে না, তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।

উ মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১২)

### বাকসংযম উত্তম সাধনা

হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও; কেননা তোমরা জান যে, অন্যদের চেয়ে আমরা কঠোরতর বিচারের বিচারাধীন হব; কারণ আমরা সকলে নানাভাবে হোঁচট খাই। কেউ যদি কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ, গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম। ঘোড়া যেন বাধ্য হয় আমরা যখন তাদের মুখে লাগাম দিই, তখন গোটা ঘোড়াটাকে চালাতে পারি। দেখ, জাহাজও অধিক প্রকাণ্ড হলেও ও প্রচণ্ড বাতাসে চালিত হলেও তবু ছোট্টই একটা হাল দিয়ে চালকের ইচ্ছামত এদিক ওদিক চালানো যেতে পারে। তেমনি জিহ্বাও ক্ষুদ্র একটা অঙ্গ বটে, কিন্তু মহা মহা বিষয়ে বড়াই করতে পারে। দেখ, সামান্য আগুন কেমন বিরাট বনকে জ্বালিয়ে দেয়! জিহ্বাও আগুন; জিহ্বা অধর্মেরই আপন জগৎ! তা আমাদের অঙ্গগুলির মধ্যে নিজের স্থানে বসে থেকে গোটা দেহকে কলুষিত করে, এবং জাহান্নামের আগুনেই নিজে জ্বলে ওঠে ব'লে জীবন-চক্রকে জ্বালিয়ে দেয়। হ্যাঁ, পশু ও পাখি, সরিসৃপ ও সমুদ্রের মধ্যে চরে যত প্রাণী—সবরকম জন্তুকে মানুষ দমন করে ও দমন করেছে, কিন্তু জিহ্বাকে দমন করা কোন মানুষের সাধ্য নেই: জিহ্বা অস্থির একটা অমঙ্গলকর বস্তু, মারাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। তা দিয়েই আমরা প্রভু সেই পিতাকে ধন্য বলি, আবার তা দিয়েই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে গড়া মানুষকে অভিশাপ দিই। একই মুখ থেকেই ধন্য-স্তুতিবাদ ও অভিশাপ বের হয়। হে আমার ভাই, এমনটি হতে পারে না! কোন জলভাণ্ডারের একই মুখ থেকে কি মিষ্টি ও তেতো জল একসাথে নির্গত হয়? হে আমার ভাই, ডুমুরগাছ কি জলপাই ফলাতে পারে? কিংবা আঙুরলতায় কি ডুমুরফল ধরতে পারে? নোনা উৎসও মিষ্টি জল দিতে পারে না।

**শ্লোক** - যাকোব ৩:২; প্রবচন ১০:১৯

*প্র* কেউ যদি কথাবার্তায় হোঁচট না খায়, তবে সে সিদ্ধপুরুষ,

*উ* গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম।

*প্র* অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই, যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক,

*উ* গোটা দেহকে সে লাগাম দিয়ে সামলাতে সক্ষম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫:৫-৬)

**জগতে ভালবাসা পরিশ্রম করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্রাম পায়**

ভ্রাতৃগণ, এসো, প্রভুর এ বাণী স্মরণ করি: *তোমাদের শত্রুদের ভালবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর; যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর* (লুক ৬:২৭-২৮)। দেখ, প্রভু আদেশ করছেন, ভালবাসা শত্রুদের পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হোক, এবং খ্রিষ্টীয় হৃদয়ের মঙ্গলময়তা নির্যাতকদের পর্যন্তই বিস্তারিত হোক। তেমন কাজের জন্য কী মজুরি দেওয়া হবে? কিংবা, যারা এ আদেশের প্রতি বাধ্যতা দেখায়, তাদের কী পুরস্কার হবে? যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা বিনামূল্যেই আমাদের অন্তরে সেই ভালবাসা সঞ্চার করলেন, তিনি নিজেই দেখান সেই মজুরি যা তিনি ভালবাসার জন্য গচ্ছিত রাখেন। যিনি অযোগ্যদের কাছে ভালবাসা দিতে প্রসন্ন হলেন, তিনি নিজেই বলুন ভালবাসার প্রতিদানে যোগ্যদের কাছে কী দান করবেন। যারা শত্রুদের ভালবেসেছে ও তাদেরই উপকার করেছে যারা তাদের ঘৃণা করছিল, তারা ঈশ্বরের সন্তান হবে।

ঈশ্বরের এই সন্তানেরা যে কী পাবে, ধন্য প্রেরিতদূত সেই কথা প্রকাশ করে বলেন, *স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আর আমরা যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারীও বটে: ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (রো ৮:১৬-১৭)।

তবে হে খ্রিষ্টভক্ত সকল, শোন; হে ঈশ্বরের সন্তান সকল, শোন; হে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী, শোন। তোমরা যেন পিতার উত্তরাধিকার

পেতে পার, কেবল বন্ধুদের উপর নয়, শত্রুদের উপরেও ভালবাসা বর্ষণ কর। যে ভালবাসা সৎমানুষদের সাধারণ সম্পদ, সেই ভালবাসা থেকে কাউকে বঞ্চিত করো না; ভালবাসা সকলেরই সাধারণ সম্পদ বটে, কিন্তু যাতে তোমাদের বেশি থাকে, সেজন্য ভাল মন্দ সকলের উপরেই তা বর্ষণ কর, কারণ তেমন মঙ্গলদানের সাধারণ সম্পদ পার্থিব নয়, স্বর্গীয়ই সম্পদ। ভালবাসা ঈশ্বরের দান, অপরদিকে অর্থলালসা শয়তানের ফাঁদ, আর শুধু ফাঁদ কেন, খড়্গও সেই অর্থলালসা, কেননা শয়তান তা দ্বারা দুর্ভাগাকে জড়িয়ে ধরার পর আবার তা দ্বারা বন্দিকে খুন করে। ভালবাসা সমস্ত মঙ্গলের মূল, *অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল* (১ তি ৬:১০)।

যত কিছু গ্রাস করেও তৃপ্তি পায় না বিধায় অর্থলালসা সর্বদাই অসন্তুষ্ট। কিন্তু যতখানি পায় ততখানি মুক্তহস্তে বিলিয়ে দেয় বিধায় ভালবাসা সর্বদাই আনন্দিত। সুতরাং সংগ্রহ করতে করতে কৃপণ যেমন দীনহীন হয়, তেমনি দিতে দিতে দানশীল মানুষ নিজেকে ধনবান মনে করে। ক্ষতির প্রতিশোধের চেষ্টায় অর্থলালসা অস্থির হয়ে ওঠে, ক্ষমাদানে আনন্দ পেয়ে ভালবাসা দুশ্চিন্তা মুক্ত। অর্থলালসা দয়াধর্ম থেকে দূরে পালায়, ভালবাসা সানন্দেই তা পালন করে। অর্থলালসার কাজের উদ্দেশ্যই যাতে প্রতিবেশীর অপকার হয়, ভ্রাতৃপ্রেম কারও অপকার করে না। নিজেকে উচ্চ করতে করতে অর্থলালসা নরকে পড়ে যায়, নিজেকে নত করতে করতে ভালবাসা স্বর্গে উন্নীত হয়।

ভ্রাতৃগণ, কবেই বা আমি ভালবাসার গুণকীর্তন উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব? ভালবাসা তো স্বর্গেও একা নয়, পৃথিবীতেও পরিত্যক্ত নয়, কেননা পৃথিবীতে সে ঐশবাণীতে পরিপুষ্ট, স্বর্গে কিন্তু ঐশবাণীতে পরিতৃপ্ত; পৃথিবীতে সে বন্ধুদের সঙ্ঘে সহভাগিতা করে, স্বর্গে স্বর্গদূতদের সাহচর্য ভোগ করে। সংসারে সে পরিশ্রম করে, ঈশ্বরে বিশ্রাম পায়। এখানে চর্চা করতে করতে সে বৃদ্ধি পায়, সেখানে তার এমন অসীম পরিপূর্ণতা রয়েছে যা সবারই প্রাপ্য।

**শ্লোক** - মথি ৫:৪৪-৪৫; এফে ৪:৩২

*প্র* তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

*উ* যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

৩২ পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন,

৩৩ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১১–৩:১৪)

## বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে

ভ্রাতৃগণ, কেফাস যখন আন্তিওখিয়ায় এলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁকে প্রতিরোধ করলাম, কারণ তিনি স্পষ্টই দোষী ছিলেন। কেননা যাকোবের কাছ থেকে কয়েকজন আসবার আগে তিনি বিজাতীয়দের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, কিন্তু ওদের আসার পর তিনি পরিচ্ছেদিতদের ভয়ে পিছিয়ে পড়তে ও নিজেকে পৃথক রাখতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য সকল ইহুদীও তেমন কপটতায় যোগ দিল, এমনকি বার্নাবাসকেও তাদের সেই কপটতার টানে নিজেকে টানতে দিলেন। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুসারে সঠিকভাবে চলছেন না, তখন তাঁদের সকলের সামনে কেফাসকে বললাম, 'আপনি নিজে ইহুদী হয়ে যখন ইহুদীদের মত নয়, বিজাতীয়দেরই মত আচরণ করেন, তখন কেমন করে বিজাতীয়দের ইহুদীদের মত আচরণ করতে বাধ্য করতে পারেন? আমরা তো জন্মসূত্রে ইহুদী, বিজাতীয় পাপী মানুষ নই, তবু ভালই জানি, বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়; আর সেজন্য আমরাও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই, যেহেতু বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা কোন মানুষ ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু খ্রিষ্টে যেন আমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয় এমন চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেরাও যদি পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকি, তবে এর অর্থ কি খ্রিষ্টই পাপের অনুচারী? দূরের কথা! কেননা আমি যা ভেঙে ফেলেছি, তা-ই যদি আবার গাঁথি, তাহলে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই। আসলে আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে

বিসর্জন দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রিষ্ট বৃথাই মরেছেন।

হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের জাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা? তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা গেল?—অন্তত তা যদি বৃথা যেত! তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

এভাবেই তো আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। আর বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যথা: সমস্ত জাতি তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারা বিশ্বাসী আব্রাহামের সঙ্গে সেই আশীর্বাদের পাত্র। বাস্তবিক যারা বিধানের আদিষ্ট কর্মের উপর নির্ভর করে, তারা সকলে অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, যে কেউ বিধান-পুস্তকে লেখা সমস্ত কথা পালন করার জন্য তাতে স্থিতমূল থাকে না, সে অভিশপ্ত। তাছাড়া, বিধান দ্বারা কেউই যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয় না, একথা সুস্পষ্ট, কারণ বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে। কিন্তু বিধান বিশ্বাসমূলক নয়, বরং যে কেউ এই সমস্ত পালন করবে, সে সেগুলোতে জীবন পাবে। খ্রিষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত, যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রিষ্ট যিশুতে বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

**শ্লোক** - গা ২:১৬, ২১

*প্র* বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়;

*উ* সেজন্য আমরাও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

*প্র* বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রিষ্ট বৃথাই মরেছেন।

*উ* সেজন্য আমরাও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আদিপুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮:৬, ৮, ৯)

**আব্রাহামের বলিদান**

*আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইস্‌হাকের মাথায় দিলেন, এবং নিজে আগুন ও খড়্গ হাতে নিলেন; তারপর দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন* (আদি ২২:৬)। ইস্‌হাক যে নিজ আহুতির কাঠ কাঁধে নেন তা হল সেই খ্রিষ্টের প্রতীক যিনি নিজ ক্রুশ বহন করলেন, অথচ আহুতির কাঠ নেওয়াই হল যাজকেরই কাজ; সুতরাং তিনি নিজে হলেন বলি ও যাজক। *দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেলেন* বাক্যটাও একই প্রতীকের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, কারণ যিনি আহুতি উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন সেই আব্রাহাম আগুন ও খড়্গ নিয়ে যেতে যেতে ইস্‌হাক তাঁর পিছনে নয়, তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছেন, যাতে স্পষ্ট হয় যে আব্রাহামের সঙ্গে তিনিও যাজকত্বের সহভাগিতা করেন।

এরপরে কী হল? *ইস্‌হাক তাঁর পিতা আব্রাহামকে বলেন, পিতা আমার* (আদি ২২:৭)। তেমন মুহূর্তে পুত্রের এ কণ্ঠস্বর হল প্রলোভনেরই কণ্ঠস্বর। চিন্তা কর, বলীকৃত হতে যাচ্ছে এমন পুত্রের এই কণ্ঠ পিতার অন্তর কতই না অস্থির করল? আর যদিও বিশ্বস্ততার লক্ষ্যে আব্রাহাম শক্ত হলেন, তবু তিনিও স্নেহের কণ্ঠে উত্তর দিয়ে বললেন, *এই যে আমি, সন্তান আমার।* আর ইস্‌হাক বললেন, *আগুন ও কাঠ তো এখানে রয়েছে;*

*কিন্তু আহুতির জন্য মেষশাবক কোথায়? আব্রাহাম উত্তর দিলেন, সন্তান আমার, আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন* (আদি ২২:৭-৮)।

আব্রাহামের তেমন সতর্কতাপূর্ণ ও সুচিন্তিত উত্তর আমার অন্তরে নাড়া দেয়। তিনি আত্মায় কী দেখছিলেন, আমি তা জানি না, কারণ আসলে তিনি ক্রিয়ার ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করে বললেন, *আহুতির জন্য মেষশাবকের ব্যাপারে পরমেশ্বর নিজেই দেখবেন।* পুত্র ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহার করে প্রশ্ন রাখলে পিতা ভবিষ্যৎকাল ব্যবহার করে উত্তর দিলেন, কারণ প্রভু নিজেই একদিন খ্রিষ্টে প্রকৃত মেষশাবক ব্যবস্থা করার কথা।

*আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে বধ করার জন্য খড়্গ তুলে নিলেন, কিন্তু স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে ডাকলেন, বললেন, আব্রাহাম, আব্রাহাম! তিনি উত্তর দিলেন, এই যে আমি! দূত বললেন, ছেলেটির উপর হাত বাড়িয়ো না, তার কোন ক্ষতি করো না, কেননা এখন আমি জানি, তুমি পরমেশ্বরকে ভয় কর* (আদি ২২:১০-১২)। এসো, আমরা একথা প্রেরিতদূতের সেই কথার সঙ্গে তুলনা করি যখন তিনি ঈশ্বর বিষয়ে বললেন, *তিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন* (রো ৮:৩২)। দেখ কেমন করে ঈশ্বর আশ্চর্য উদারতা নিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছেন: আব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে সেই মরণশীল পুত্রকে উৎসর্গ করলেন যে পুত্র কিন্তু মরলেন না; ঈশ্বর অমর পুত্রকে সকলের জন্য মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন।

*তখন আব্রাহাম চোখ তুলে দেখতে পেলেন, পাশে একটা ভেড়া, তার শিং একটা ঝোপের মধ্যে জড়ানো* (আদি ২২:১৩)। আমরা উপরে বলেছিলাম, ইস্হাক খ্রিষ্টের প্রতীক, কিন্তু ভেড়াটাও কোন প্রকারে খ্রিষ্টের প্রতীক মনে হচ্ছে। প্রতীক দু'টো কীভাবে খ্রিষ্টকে লক্ষ করে, এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়: ইস্হাককে বধ করা হয়নি, ভেড়াটাকে বধ করা হল। খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের বাণী, কিন্তু *বাণী হলেন মাংস* (যোহন ১:১৪)।

সুতরাং খ্রিষ্ট কষ্টভোগ করেন, মাংসেই কিন্তু; মৃত্যুবরণ করেন, সেই মাংসেই কিন্তু, এই ভেড়াটা যার প্রতীক, যেমনটি যোহনও বললেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। বাণী কিন্তু তাঁর স্বীয় অক্ষয়শীলতার অক্ষুণ্নতা বজায় রাখলেন যা সেই খ্রিষ্টের আত্মা অনুযায়ী, যাঁর প্রতীক ছিলেন ইস্হাক।

ফলে তিনি নিজে আত্মায় বলি ও মহাযাজক, কেননা যিনি পিতার কাছে মাংস অনুযায়ী বলি উৎসর্গ করেন, তিনি নিজেই ক্রুশের বেদিতে উৎসর্গীকৃত।

**শ্লোক** - যোহন ১৯:১৬-১৭; আদি ২২:৬ দ্রঃ

*প্র* তারা যিশুকে নিল;

*উ* আর যিশু নিজ ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে গেলেন খুলিতলা নামে স্থানে।

*প্র* আব্রাহাম আহুতির জন্য কাঠ তুলে তাঁর ছেলে ইস্হাকের কাঁধে দিলেন।

*উ* আর যিশু নিজ ক্রুশ নিজে বহন করে বেরিয়ে গেলেন খুলিতলা নামে স্থানে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (৩:১৩-১৮)

**প্রকৃত প্রজ্ঞা ও তার বিপরীত**

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ কে আছে? সে নিজের সদাচরণের মধ্য দিয়ে এমন কর্ম দেখিয়ে দিক, যা প্রজ্ঞাবান-সুলভ কোমলতার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত।

কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও রেষারেষি থাকে, তবে দম্ভ করো না ও সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না। তেমন প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসা সেই প্রজ্ঞা নয়, বরং এ পার্থিব, জৈব, শয়তানিক প্রজ্ঞা। কেননা যেখানে ঈর্ষা ও রেষারেষি, সেখানে অমিল ও সবরকম দুষ্কর্ম থাকে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ, পক্ষপাত ও কপটতা থেকে মুক্ত। শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

**শ্লোক** - যাকোব ৩:১৭, ১৮; মথি ৫:৯

*প্র* যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ।

*উ* শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

*প্র* শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে;

*উ* শান্তির সাধক যে বীজ শান্তিতে বোনে, তা ধর্মময়তা-ফসল উৎপন্ন করে।

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৬:১-২)

**ঈশ্বর নিজেই হবেন মহাপুরস্কার,**

**কারণ তিনি নিজেই আদেশের সার**

প্রিয়জনেরা, ঐশঅনুগ্রহের উৎকৃষ্টতা প্রতিদিন খ্রিষ্টভক্তদের হৃদয়ে কাজ করে থাকে, যেন আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পার্থিব বিষয় থেকে স্বর্গীয় বিষয়ে উন্নীত হয়। তবু এ বর্তমান জীবনও স্রষ্টার কাজ দ্বারা চালিত হয় ও তাঁর সুব্যবস্থাপনা দ্বারা সুস্থির হয়, কারণ যিনি শাশ্বত মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি আবার বর্তমানকালীন যত দান মঞ্জুর করেন। সুতরাং বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যার দিকে আমরা ধাবিত, সেই ভাবী আনন্দের প্রত্যাশার জন্য আমরা যেমন সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য কারণ ইতিমধ্যে তেমন ব্যবস্থার পূর্বাস্বাদ করছি, তেমনি বছরের পর বছর আমরা তাঁর কাছ থেকে যত উপকার পাই সেগুলির জন্যও আমরা ঈশ্বরের গুণকীর্তন ও প্রশংসা করতে বাধ্য; কারণ তিনি আদি থেকে পৃথিবীকে এমন উর্বরতা দিলেন ও প্রতিটি অঙ্কুর ও প্রতিটি বীজে ফল-উৎপাদনের এমন বিধান নিরূপণ করলেন যে তাঁর সৃষ্টি কোন ক্ষেত্রে কখনও ব্যর্থ হয় না, বরং নিখিল সৃষ্টবস্তুতে নির্মাতার সুব্যবস্থাপনা বলবৎ থাকে। অতএব, মানুষের ব্যবহারের জন্য জমি, আঙুরখেত ও জলপাইগাছ যা কিছু উৎপাদন করে থাকে, ঐশমঙ্গলময়তার বদান্যতা গুণেই তা উৎপাদন করে থাকে, কেননা সেই মঙ্গলময়তাই ঋতুচক্রের লীলা গুণে কৃষকদের কাজে সাফল্যের সন্দেহমাত্র না রেখে প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের পরিশ্রম সফল করে; ফলত বাতাস ও বৃষ্টি, শীত ও গ্রীষ্ম, দিন ও রাত সবই আমাদের উপকারিতার জন্য সেবায় রত। আসলে, বীজ-বোনা ও জলসিঞ্চন ব্যাপারে প্রভু নিজে যদি বৃদ্ধিশক্তি না দিতেন, তাহলে তাঁর হাতের কাজ ফলশালী করায় মানব বুদ্ধির চেষ্টা কখনও যথেষ্ট হত না।

সুতরাং একান্ত ধর্মসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত যে, স্বর্গীয় পিতা যা উদারতার সঙ্গে আমাদের মঞ্জুর করলেন, তা দিয়ে আমরাও অন্যকে সাহায্য করব। কেননা অনেকেই তারা, যাদের কোন জমি নেই, আঙুরখেতও নেই, জলপাইবাগানও নেই: প্রভু আমাদের যা প্রচুর দিলেন, তা দিয়েই তাদের নিঃস্বতা সহায়তা করা দরকার, তারাও যেন আমাদের সঙ্গে মাটির উর্বরতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় ও এতে আনন্দ করতে

পারে যে, সম্পদশালীদের যা দেওয়া হয়েছে, গরিব ও পথচারীও তার সহভাগিতা করছে। ধন্য ও সমৃদ্ধির আশিসলাভের পরমযোগ্য সে গোলাঘর, যা বাস্তুহারা ও অভাবগ্রস্তদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে, পথচারীদের প্রয়োজন মেটায় ও অসুস্থদের বাসনা মঞ্জুর করে। ন্যায়বান ঈশ্বর এমনটি হতে দিলেন যে এরা নানা কষ্ট ভোগ করবে, যেন দুর্দশাগ্রস্তদের তাদের সহিষ্ণুতার জন্য ও দয়াবানদের তাদের মঙ্গলময়তার জন্য মুকুটভূষিত করতে পারেন।

পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা অর্থদান ও উপবাস দ্বারা অত্যন্ত কার্যকারী হয়ে ওঠে, ও তেমন সৎকাজের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা দ্রুত পদেই ঈশ্বরের কর্ণগোচর হয়; কেননা লেখা আছে, *সহৃদয় মানুষ তার নিজের প্রাণেরই উপকার করে* (প্রবচন ১১:১৭), এবং প্রতিবেশীর জন্য যা বিলিয়ে দিই, তার তুলনায় নিজস্ব আমাদের কিছুই থেকে যায় না। পার্থিব সম্পদের যে অংশ অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করা হয়, তা স্বর্গীয় ধনেই স্থানান্তর করে, এবং তেমন উদারতার ফলে যে ঐশ্বর্য লাভ করা যায়, কোন কিছুই তা কমাতে পারে না, কোন মরচেও তা ক্ষয় ধরাতে পারে না। হ্যাঁ, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)—তিনি নিজেই হবেন মহাপুরস্কার, কারণ তিনি নিজেই এই আদেশের সার।

শ্লোক - লুক ১৬:৯; তোবিত ৪:১০; ১২:৯

প্ আমি তোমাদের বলছি:

উ অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত তাঁবুতে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়।

প্ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে, অন্ধকারে যাওয়া থেকে প্রাণকে উদ্ধার করে, ও সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

উ অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত তাঁবুতে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১৫–৪:৭)

## বিধানের ভূমিকা

ভাইয়েরা, সাধারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছি: একটা উইলপত্র মানবীয় হলেও তা যখন স্থিরীকৃত হয়, তখন কেউ তা বিফল করতে পারে না, তাতে নতুন কোন কথাও যোগ করতে পারে না। আচ্ছা, আব্রাহামের প্রতি ও তাঁর বংশধরের প্রতিই তো সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হয়েছিল। শাস্ত্র বহুবচনে 'আর তোমার বংশধরদের প্রতি' না ব'লে একবচনে বলে, আর তোমার বংশধরের প্রতি, যে বংশধর স্বয়ং খ্রিষ্ট। এখন আমি বলছি, যে উইলপত্র ঈশ্বর দ্বারা আগে স্থিরীকৃত হয়েছিল, চারশ' তিরিশ বছর পরে আগত একটা বিধান সেই উইলপত্রকে বাতিল করতে পারে না, ফলে প্রতিশ্রুতিকেও বাতিল করতে পারে না! কেননা উত্তরাধিকার যদি বিধানমূলক হয়, তবে আর প্রতিশ্রুতিমূলক হতে পারে না; কিন্তু আব্রাহামকে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই তা দান করেছিলেন।

তবে বিধান কেন? অপরাধ লক্ষ ক'রেই তা যোগ করা হয়েছিল, যতদিন সেই 'বংশধর' না আসেন যাঁর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল; আর বিধান স্বর্গদূতদের দ্বারা, একজন মধ্যস্থের মধ্য দিয়ে জারি করা হয়েছিল। মধ্যস্থ তো একজনের জন্য হয় না, অপরদিকে ঈশ্বর এক। তবে বিধান কি ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ? দূরের কথা! কেননা যদি এমন বিধান দেওয়া হত যা জীবন দান করতে সক্ষম, তবে ধর্মময়তা নিশ্চয়ই বিধানমূলক হত। কিন্তু শাস্ত্র সবকিছুই পাপের অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়।

কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই; বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই

তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যখন খ্রিষ্টেরই, তখন তোমরাই আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু দাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

**শ্লোক** - গা ৩:২৭, ২৮; এফে ৪:২৪

℣ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই;

℟ কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।

℣ তোমাদের সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট;

℟ কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩৫:৪-৬, ১৩)

**আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী**

প্রেরিতদূত বলেন, পবিত্র আত্মা দ্বারা যে দেহকর্মের মৃত্যু ঘটায়, সে জীবিত থাকবে। সে যে জীবিত থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা ঐশআত্মা যার আছে,

সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। সে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে যেন দাসত্বের আত্মা নয়, কিন্তু দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা গ্রহণ করে; আর এজন্যই পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মা বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান (রো ৮:১৩-১৬ দ্রঃ)। আর পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য এই যে, তিনি নিজে আমাদের হৃদয়ে বলে ওঠেন, *আব্বা, পিতা*—যেভাবে গালাতীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে (গা ৪:৬)। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান তা মহান একটা সাক্ষ্য, কারণ *আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (রো ৮:১৭): সে-ই তাঁর সহউত্তরাধিকারী, যে তাঁর গৌরবের অংশীদার; আর সে-ই তাঁর গৌরবের অংশীদার, যে তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করে তাঁর দুঃখকষ্টের অংশীদার হয়।

আর যন্ত্রণাভোগের দিকে আমাদের আবেদন জানানোর জন্য তিনি এ কথাও বলেন যে, আমরা যে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে থাকি, তেমন কষ্ট সহ্য করার ফলে সঞ্চিত পুরস্কারের চেয়ে সেই দুঃখযন্ত্রণা গৌণ ও তুলনার যোগ্য নয়; হ্যাঁ, সত্যিই মহান হবে সেই ভাবী মঙ্গলদানের পুরস্কার যা আমাদের মধ্যে তখনই প্রকাশিত হবে যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর গৌরব মুখোমুখি দেখবার যোগ্য হয়ে উঠব।

আর ভাবী গৌরবপ্রকাশের মহত্ত্বের গুণকীর্তন করার জন্য তিনি এ কথাও বলেন যে, এই সৃষ্টিও যা অনিচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষয়শীলতার অধীন হয়েও তবু মুক্তির প্রত্যাশায় রয়েছে, সেই সৃষ্টিও ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব-প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে। সৃষ্টি খ্রিষ্টের কাছ থেকে নিজ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, যেন একদিন সেও ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারে। যখন ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব প্রকাশিত হবে, তখন একটিমাত্র স্বাধীনতা থাকবে: সৃষ্টির ও ঈশ্বরসন্তানদের স্বাধীনতা।

কিন্তু যতদিন এই প্রকাশ স্থগিত হচ্ছে, ততদিন সৃষ্টি আমাদের দত্তকপুত্রত্ব ও আমাদের মুক্তির গৌরবের প্রত্যাশা করতে করতে আর্তনাদ তোলে; ইতিমধ্যেও সে সেই পরিত্রাণের আত্মা প্রসব করার যন্ত্রণাভোগ করছে ও ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা করছে। এসব কিছুর অর্থ সুস্পষ্ট: পবিত্র আত্মার প্রথমফসল যাদের আছে, তারা দত্তকপুত্রত্বের প্রত্যাশা করতে করতে আর্তনাদ তোলে। আবার, দত্তকপুত্রত্ব হল সেই গোটা দেহের মুক্তি যা তখন সাধিত হবে যখন দত্তকপুত্রত্বের ফলে, ঠিক যেন

একমাত্র ঈশ্বরসন্তান হয়ে, গোটা দেহ সেই সর্বোত্তম ও সনাতন মঙ্গল মুখোমুখি দেখতে পাবে। দত্তকপুত্রত্ব তখনই প্রভুর মণ্ডলীতে প্রকাশিত, যখন পবিত্র আত্মা বলে ওঠেন, *আব্বা, পিতা*—যেভাবে গালাতীয়দের কাছে পত্রে লেখা আছে। কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব তখনই সিদ্ধিলাভ করবে, যখন যারা ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখবার যোগ্য, তারা সকলে অক্ষয়শীলতা, সম্মান ও গৌরবে পুনরুত্থিত হবে—হ্যাঁ, তখনই মানবদশা নিজেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে বিবেচনা করবে। এজন্য প্রেরিতদূত গর্ববোধ করে বলেন, *প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি* (রো ৮:২৪)। কেননা প্রত্যাশা সত্যিই পরিত্রাণদায়ী, যেমন সেই বিশ্বাসও পরিত্রাণদায়ী, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে, *তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে* (লুক ১৮:৪২)।

**শ্লোক** - রো ৮:১৭; ৫:৯

*প্র* আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী,

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

*প্র* তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন আমরা তাঁরই দ্বারা ঐশক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব,

*উ* অবশ্য, যদি তাঁর দুঃখভোগের অংশীদার হই যেন তাঁর গৌরবেরও অংশীদার হই।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১২)

## হিংসা ও রেষারেষির মূলকারণ

তোমাদের মধ্যে এমন যুদ্ধ-সংগ্রাম কোথা থেকে আসে? তোমাদের অঙ্গগুলিতে যে সমস্ত কামনা-বাসনা সংগ্রামরত, তা থেকে নয় কি? তোমরা লোভ করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় হত্যাই কর; তোমরা ঈর্ষা করছ, কিন্তু কিছুই পেতে পারছ না বিধায় সংগ্রাম ও যুদ্ধ কর! তোমরা কিছুই পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা তো যাচনাই কর না। যাচনা করছ, কিন্তু কোন ফল পাচ্ছ না, এর কারণ হচ্ছে, অসৎ মনোভাবে যাচনা করছ; অর্থাৎ নিজ কামনা-বাসনাকেই আপ্যায়িত করতে চাচ্ছ। হায়, অবিশ্বস্তা স্ত্রীলোক সকল! তোমরা কি জান না যে, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা? তাই যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে। নাকি, তোমরা মনে কর যে, শাস্ত্র বৃথাই বলে, 'তিনি যে আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করিয়েছেন, তাকে উত্তপ্ত ভালবাসায় ভালবাসেন?' এমনকি, তিনি মহত্তর অনুগ্রহও দান করেন; এজন্য শাস্ত্র বলে: ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

তাই তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হও; দিয়াবলকে প্রতিরোধ কর, তবে সে তোমাদের কাছ থেকে দূরে পালাবে। তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর। তোমাদের হীনাবস্থা স্বীকার কর, শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল; তোমাদের হাসি শোকে, ও তোমাদের আনন্দ বিষণ্নতায় পরিণত হোক। প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর, আর তিনি তোমাদের উন্নীত করবেন।

ভাই, পরস্পরের নিন্দা করো না। ভাইয়ের যে নিন্দা করে, কিংবা ভাইয়ের যে বিচার করে, সে বিধানেরই নিন্দা করে, বিধানেরই বিচার করে। আর তুমি যদি বিধানের বিচার কর, তাহলে তুমি বিধানের সাধক আর নও, তার বিচারক হয়েছ। বিধানকর্তা ও বিচারক একজনই মাত্র আছেন, পরিত্রাণ করা ও ধ্বংস করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবেশীর বিচার কর?

**শ্লোক** - সাম ১৪৫:৮; যাকোব ৪:৭, ৬; যুদিথ ৯:১৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভু দয়াবান স্নেহশীল।

*উ* এসো, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হই; সেই পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাকি যা তাঁর কাছ থেকে আসে।

*প্র* ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

*উ* এসো, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হই; সেই পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাকি যা তাঁর কাছ থেকে আসে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তারা মঠের অধ্যক্ষ ধন্য ইস্‌হাকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩১)

**ভালবাসার প্রাধান্য**

ভ্রাতৃগণ, পারস্পরিক পরিত্রাণের সুযোগ খোঁজ করতে কেন আমরা তত তৎপর নই, ও যেখানে প্রয়োজন অধিক বলে অনুভব করি, কেনই বা ভাইয়ের মত একে অন্যের বোঝা বহনে সেখানে পরস্পরকে সাহায্য করি না? প্রেরিতদূত ঠিক এবিষয়েই আমাদের আবেদন জানান: *তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে* (গা ৬:২)। তিনি আরও বলেন, *ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও* (এফে ৪:২)। কোন সন্দেহ নেই, এ-ই খ্রিষ্টের বিধান।

প্রয়োজনীয়তার ফলে হোক, কি দেহের বা আচরণের দুর্বলতার ফলে হোক, আমার ভাইয়ের মধ্যে যা কিছু সংশোধনের অতীত দেখি, আমি কেন তা নিষ্ঠার সঙ্গে সহ্য করি না? কেন তাকে সান্ত্বনা দিই না, যেভাবে লেখা আছে, *কোলে করে তাদের শিশুদের বহন করা হবে, হাঁটুর উপরে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হবে?* (ইশা ৬৬:১২ লাতিন পাঠ্য)।

এমনটি হতে পারে কি যে, আমার সেই ভালবাসার অভাব আছে, যে ভালবাসা সবকিছু সহ্য করে, ধৈর্যশীল বলে সবই বহন করে ও মঙ্গলকামী বলে সকলকে ভালবাসে? অথচ এ হল সেই খ্রিষ্টের বিধান, যিনি আপন যন্ত্রণাভোগে *আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন* ও আপন করুণায় *বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট* (ইশা ৫৩:৪)। তিনি তো যাদের বহন করতেন তাদের ভালইবাসতেন, যাদের ভালবাসতেন তাদের বহন করতেন।

কিন্তু প্রয়োজনীয়তার সময়ে ভাইকে যে আক্রমণ করে, ও তার যে কোন ধরনের দুর্বলতায় ষড়যন্ত্র খাটায়, কোন সন্দেহ নেই, সে শয়তানের বিধানের অধীন হয়ে সেই বিধানই পূরণ করে। সুতরাং এসো, একে অন্যের প্রতি সহনশীল হই, ভ্রাতৃত্ব ভালবাসি, পরের দুর্বলতা বহন করি, কেবল রিপুর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করি।

যে আচরণ ঈশ্বরের ভালবাসা ও তাঁর জন্য প্রতিবেশীর ভালবাসা অধিক সরলভাবে অনুসরণ করে—যেইভাবে বা যেইরূপে অনুসরণ করুক না কেন—সেই আচরণ ঈশ্বরের বিশেষভাবেই গ্রহণীয়। ভালবাসাই সেই একমাত্র নীতি যা অনুসারে বিচার করতে হবে একটা কিছু করা যাবে কিনা, তার পরিবর্তন হবে কিনা। ভালবাসাই সেই মূলনীতি যা যে কোন কাজ অনুপ্রাণিত করবে, ও সেই লক্ষ্য যার দিকে যে কোন কাজ ধাবিত হবে। যা কিছু সত্যিকারেই ভালবাসার খাতিরে করা হয়, তা কখনও দণ্ডনীয় নয়।

ভালবাসার অভাবে আমরা যাঁর কাছে গ্রহণীয় হতে পারি না, ও যাঁর সহায়তা ছাড়া কিছুই করতে পারি না, সেই তিনি আমাদের সেই ভালবাসা মঞ্জুর করুন যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১১; গা ৫:১৪

*প্র* যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ :

*উ* আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

*প্র* সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে :

*উ* আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:৮-৩১)

## নব সন্ধির স্বাধীনতা

ভ্রাতৃগণ, একসময় তোমরা ঈশ্বরকে না জেনে এমন দেবতাদেরই দাস ছিলে, যারা আসলে দেবতাও নয়; তোমরা এখন যে ঈশ্বরের পরিচয় পেয়েছ, এমনকি ঈশ্বর দ্বারা পরিচিত হয়েছ, কেমন করে আবার ওই বলহীন সামান্য আদিম শক্তিগুলোর দিকে ফিরছ? কেমন করে সেসময়ের মত আবার তাদের দাস হতে চাচ্ছ? তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি!

ভাই, তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ: আমার মত হও, কারণ আমিও তোমাদের মত হলাম। তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি; আর তোমরা জান, আমি শারীরিক একটা দুর্বলতার কারণেই প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম; আর শারীরিক আমার সেই দুর্বলতা তোমাদের পক্ষে পরীক্ষা হলেও তা তোমরা তুচ্ছ করনি, ঘৃণাও বোধ করনি, বরং আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত, খ্রিষ্ট যিশুর মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। তবে তোমাদের সেই প্রীতির মনোভাব কোথায় গেল? আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে। তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় কি তোমাদের শত্রু হয়েছি? এরা তোমাদের প্রতি অনেক যত্ন দেখাচ্ছে, কিন্তু সরল মনে নয়; এরা বরং তোমাদের সরাতেই চায়, যেন তাদেরই প্রতি তোমরা যত্ন দেখাও। আমি যখন তোমাদের কাছে উপস্থিত, তখন শুধু নয়, উদ্দেশ্যটা উত্তম হলে তবে সবসময়ই যত্নের পাত্র হওয়া ভাল। তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন; এখন আমি তোমাদের কাছে কাছে থাকতে বাসনা করছি, কণ্ঠের সুরও পাল্টাতে বাসনা করছি, কেননা তোমাদের বিষয়ে আমি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

তোমরা যারা বিধানের অধীনে থাকতে এত ইচ্ছা কর, একটু বল দেখি, বিধান যা বলে, তা তোমরা কি শুনছ না? কেননা লেখা আছে, আব্রাহামের দু'সন্তান হল, একজন

ছিল ওই দাসীর সন্তান, একজন ছিল ওই স্বাধীনার সন্তান। কিন্তু ওই দাসীর সন্তান মাংস অনুসারে জন্মেছিল; ওই স্বাধীনার সন্তান প্রতিশ্রুতি গুণে। আচ্ছা, এই সমস্ত কথা রূপক অর্থেই লেখা: আসলে ওই দুই নারী দুই সন্ধির প্রতীক; একটা, সিনাই পর্বতের যে সন্ধি, দাসত্বের উদ্দেশে প্রসব করে—সে আগার; কেননা এই 'আগার' নামটি আরব দেশের সিনাই পর্বত লক্ষ করে; এবং নারীটি এই বর্তমান যেরুশালেমের একই ভূমিকা বহন করে, কেননা বর্তমান যেরুশালেমও নিজ সন্তানদের সঙ্গে দাসত্বে রয়েছে। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকের যে যেরুশালেম, সে তো স্বাধীনা, আর সে-ই আমাদের জননী। কেননা লেখা আছে,

> হে বন্ধ্যা, তুমি যে প্রসব কর না, আনন্দিত হও,
> তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা জান না, আনন্দ চিৎকারে ফেটে পড়,
> কারণ সধবার চেয়ে বরং পরিত্যক্তা নারীরই সন্তান বেশি।

ভাই, ইস্‌হাকের মত তোমরা প্রতিশ্রুতির সন্তান। কিন্তু মাংস অনুসারে জন্ম নেওয়া সেই সন্তান যেমন সেসময় আত্মা অনুসারে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অত্যাচার করেছিল, তেমনি এখনও ঘটছে। তবু শাস্ত্র কী বলে? ওই দাসীকে ও ওর সন্তানকে দূর করে দাও, কারণ ওই দাসীর সন্তান স্বাধীনার সন্তানের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সহভাগী হবে না। সুতরাং, ভাই, আমরা ওই দাসীর সন্তান নই, ওই স্বাধীনারই সন্তান।

শ্লোক - গা ৪:২৮, ৩১; ৫:১; ২ করি ৩:১৭ দ্রঃ

প্র ইস্‌হাকের মত আমরা প্রতিশ্রুতিরই সন্তান। সুতরাং আমরা দাসীর সন্তান নই, স্বাধীন নারীরই সন্তান।

উ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।

প্র প্রভুই সেই আত্মা, এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা।

উ স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩৭, ৩৮)

## তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত হোন

প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আমার মত হও* (গা ৪:১২)। আমি ইহুদী হয়েও আধ্যাত্মিক বিবেচনা গুণে বাহ্যিক যত কিছু প্রত্যাখ্যান করি। *কারণ আমিও তোমাদের মত:* অর্থাৎ আমিও মানুষ। তারপর উপযুক্ত ও সুচিন্তিত ভাবেই তিনি তাদের কাছে নিজ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, পাছে তারা তাঁকে শত্রু মনে করে। বস্তুত তিনি বলেন, ভাই, *তোমাদের অনুরোধ করি, তোমরা আমার প্রতি আদৌ কোন অপরাধ করনি:* তিনি ঠিক যেন বলেন, সুতরাং তোমরাও মনে করো না, আমি তোমাদের ক্ষতি করতে ব্যাকুল।

সেজন্য তিনি এ কথাও বলে চলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান,* তারা যেন তাঁকে পিতারই মত অনুকরণ করে। আরও, *আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (গা ৪:১৯)। তেমন কথা তিনি মাতা মণ্ডলীর হয়েই বলেন, কেননা অন্যত্রও তিনি বলেন, *মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করে, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম* (১ থে ২:৭)।

বিশ্বাসীর অন্তরে খ্রিষ্ট বিশ্বাস দ্বারাই গঠিত হন—অর্থাৎ সেই অভ্যন্তরীণ মানুষে তিনি গঠিত হন, যে মানুষ অনুগ্রহের স্বাধীনতায় আহূত, কোমল ও বিনম্র হৃদয় যে মানুষ; এমন মানুষ যে নিজ কর্মফলে গর্ব করে না কারণ কর্মফল শূন্য; বরং সেই অনুগ্রহেই গর্ব করে যা তার সমস্ত পুণ্যের উৎস। তবেই যিনি বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০), তিনি তেমন মানুষকে ক্ষুদ্রতম বলবেন, অর্থাৎ কিনা নিজের মত তাকেও খ্রিষ্ট বলবেন। কেননা খ্রিষ্টের রূপ যে ধারণ করে, তারই মধ্যে খ্রিষ্ট গঠিত হন; কিন্তু খ্রিষ্টের রূপ সে-ই ধারণ করে, আত্মিক ভালবাসায় যে তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এভাবে তাঁর অনুকরণের ফলে যতখানি সম্ভব সে তাঁরই প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। যোহন

*বলেন, যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)।

কিন্তু যেহেতু মাতার গর্ভে মানুষের উদ্ভব হয় মানুষ যেন গঠিত হয়, এবং গঠিত হলে পর প্রসবের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়, সেজন্য উপরের সেই বাণী কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হতে পারে: *আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন।* তবে আমাদের পক্ষে এ জন্মদান বলতে চিন্তা-ভাবনা জনিত এমন যন্ত্রণা বোঝা উচিত, যে যন্ত্রণায় তিনি তাদের জন্ম দিলেন তারা যেন খ্রিষ্টেই জন্ম নেয়; তেমন অর্থে তিনি যন্ত্রণায় তাদের পুনরায় জন্ম দেন, কেননা তারা যে মিথ্যা-প্রবঞ্চনার বিপদ দ্বারা আলোড়িত, তার জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। যা তিনি 'প্রসবযন্ত্রণা' বলেন, তাদের প্রতি তাঁর এই যন্ত্রণাময় যত্ন ততক্ষণই থাকবে, *যতক্ষণ না তারা খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে ওঠে, যাতে যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হয়* (এফে ৪:১৩, ১৪)।

সুতরাং বিশ্বাসের সূত্রপাতের জন্য নয়—সেদিকে তাদের জন্ম হয়ে গেছিল—কিন্তু শক্তি ও পরিপূর্ণতার জন্যই বলা হয়েছে, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন।* তেমন যন্ত্রণাময় জন্মদান তিনি অন্যত্র অন্য কথায়ও ব্যক্ত করেন: *একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* (২ করি ১১:২৮-২৯)।

**শ্লোক** - এফে ৪:১৫; প্রবচন ৪:১৮

*প্র* ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে

*উ* আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট।

*প্র* ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত, যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়;

*উ* আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (৪:১৩খ–৫:১১)

**প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর**

ভ্রাতৃগণ, আগামীকাল কী ঘটবে, তা তোমরা জানই না! তোমাদের জীবন আবার কী? তোমরা তো বাষ্পের মত, যা ক্ষণিকের মত দেখা দেয়, তারপর মিলিয়ে যায়। তোমাদের বরং একথা বলা উচিত: 'প্রভুর ইচ্ছা হলে আমরা বেঁচে থাকব আর এটা সেটা করব।' এখন কিন্তু তোমরা নিজেদের দম্ভে বড়াই করছ: তেমন বড়াই করা আদৌ ভাল নয়। তাই যে কেউ সৎকর্ম সাধন করতে জানে, কিন্তু তা করে না, সে পাপ করে।

এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল ফেল, হাহাকার কর। তোমাদের যত ধন পচে গেছে, তোমাদের যত পোশাককে পোকায় কেটে ফেলেছে; তোমাদের যত সোনা-রুপোতে মরচে ধরেছে; আর সেই মরচে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এবং আগুনের মত তোমাদের সর্বাঙ্গ গ্রাস করবে। তোমরা তো চরম দিনগুলির জন্যই রাশি রাশি ধন জমিয়ে রেখেছ! দেখ, যে কর্মীরা তোমাদের জমির ফসল কেটেছে, তোমরা যে মজুরি থেকে তাদের বঞ্চিত করেছ, সেই মজুরি চিৎকার করছে, এবং সেই ফসলকাটিয়েদের আর্তনাদ সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে এসে পৌঁছেছে। পৃথিবীতে তোমরা যত ভোগবিলাসিতায় জীবন কাটিয়েছ; মহাসংহারের দিনে তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়েছ। তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম!

সুতরাং, ভাই, প্রভুর আগমনের দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধর। দেখ, কৃষক ভূমির মূল্যবান ফসলের প্রতীক্ষায় থাকে, এই ব্যাপারে সে অধৈর্য হয় না, যে পর্যন্ত আশুপক্ব ও শেষপক্ব সবই ফল সংগ্রহ না করে। তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা

প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট; ভাই, তোমরা একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলো না, যেন তোমাদের নিজেদের বিচারাধীন না হতে হয়: দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভাই, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন। দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি। তোমরা যোবের নিষ্ঠার কথা শুনেছ, এবং প্রভুর শেষ লক্ষ্যও জানতে পেরেছ, অর্থাৎ প্রভু স্নেহময় দয়াবান।

**শ্লোক** - যাকোব ৫:১০, ৯; মথি ২৪:৪৪

*প্র* ভাই, কষ্টভোগ ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তোমরা চোখের সামনে সেই নবীদের রাখ, যাঁরা প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন।

*উ* দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

*প্র* প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।

*উ* দেখ, বিচারকর্তা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের বলে ধরে নেওয়া অজানা লেখকেরই উপদেশ থেকে পাঠ

**সে-ই খ্রিষ্টিয়ান, সবকিছুতে যে খ্রিষ্টের অনুকরণ করে**

খ্রিষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই ঈশ্বরের ইচ্ছা, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, ক্ষতি করতে অক্ষম হওয়া, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ক্ষমা করা; নিজের অমঙ্গলের জন্য যেমন ভীত, তেমনি পরের অমঙ্গলের জন্যও ভীত হওয়া; নিজের সাফল্য ও শুভফলের বেলায় যেমন আমরা আনন্দিত, পরের আনন্দে তেমনি আনন্দিত হওয়া। আরও, বাহ্যিক কারণে নয়, ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরেই বন্ধুকে ভালবাসা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে শত্রুকে সহ্য করা; যা চাও না তোমার প্রতি করা হোক, তা কারও প্রতি না করা, এবং যা চাও তোমাকে দেওয়া হোক, তা কাউকে দিতে অসম্মত না হওয়া; পরের প্রয়োজন যথাশক্তিতে মেটানো শুধু নয়, বরং শক্তির অতীত সাহায্য দানের

বাসনা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা। আরও, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলেই ভালবাসা, ও প্রভু বলেই ভয় করা; খ্রিষ্টপ্রেমের আগে কিছু স্থান না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের ভালবাসার আগে কিছুই স্থান দেননি।

যে কেউ প্রভুর নাম ভালবাসে, সে তাঁর মধ্যে নিজ গৌরব স্থাপন করবে। একদিন যেন সুখ পেতে পারি, এসো, এখন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে সম্মত হই। এসো, প্রভু যিশু সেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করি। *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)। ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট রাজত্ব করতে আসেননি, কিন্তু রাজা হয়েও রাজ্য থেকে দূরে পালালেন; তিনি সেবা আদায় করতে নয়, সেবা করতেই এসেছেন। তিনি নিঃস্ব হলেন আমাদের যেন ধনবান করতে পারেন, আঘাতগ্রস্ত হতে সম্মত হলেন আমরাও যেন কশাঘাতের অধীন হয়ে অসন্তোষ না দেখাই। এসো, খ্রিষ্টের অনুকরণ করি। খ্রিষ্টিয়ান হওয়া বলতে ন্যায়বান, মঙ্গলকর ও খাঁটি হওয়া বোঝায়। সে-ই খ্রিষ্টিয়ান, খ্রিষ্টের যে অনুকরণ করে ও সবকিছুতে তাঁর অনুসরণ করে; সে-ই খ্রিষ্টিয়ান, যে পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ও অকলুষিত, ও যার অন্তরে শঠতার আস্তানা নেই, বরং কেবল ধর্মময়তা ও মঙ্গলময়তা রাজত্ব করে।

সে-ই খ্রিষ্টিয়ান, খ্রিষ্টের জীবন যে নতুন করে যাপন করে, সমস্ত পরিস্থিতিতে যে দয়াবান, ও ক্ষতি করতে অক্ষম। সে এমনটি হতে দেয় না যে, তার সামনে গরিব অত্যাচারিত হবে; সে অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, শোকার্তের সঙ্গে শোক করে, পরের দুঃখ নিজের দুঃখের মত অনুভব করে, বেদনাপীড়িতের সঙ্গে মর্মপীড়িত ও শোকার্ত হয়। সে সকলের জন্য নিজ ঘর খোলা রাখে, তার দরজা কারও জন্য রুদ্ধ নয়, গরিবদের সে নিজ অন্নভোজে স্থান দেয়। সকলেই তার ভালবাসা জানে, কেউই কখনও তার দ্বারা অপমানিত হয় না। সরল ও শুদ্ধ আত্মায় এবং বিশ্বস্ত ও নিখুঁত বিবেকে সে দিনরাত ঈশ্বরের সেবা করে; তার মন ঈশ্বরের প্রতি নিত্য ধাবিত; স্বর্গীয় বিষয়ের বাসনায় সে পার্থিব বস্তু মূল্যহীন বলে গণ্য করে।

শ্লোক - যোহন ১৩:১৬, ১৭, ১৫

*প্র* দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়।

ঊ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

প্ আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি কর।

ঊ এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:১-২৫)

## খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন আমরা যেন স্বাধীন থাকি

স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন; সুতরাং তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, এবং দাসত্বের জোয়াল তোমাদের ঘাড়ে দিতে আর দিয়ো না। দেখ, আমি পল তোমাদের নিজেই বলছি, তোমরা যদি পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নাও, তবে খ্রিষ্টকে নিয়ে তোমাদের কিছুতেই উপকার হবে না। যে কেউ পরিচ্ছেদন গ্রহণ করে নেয়, তাকে আমি আবার স্পষ্ট বলছি, সে সমস্ত বিধান পালন করতে বাধ্য। তোমরা যারা বিধানে ধর্মময়তা পেতে চেষ্টা করছ, খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়েছ। কেননা আমরা আত্মা দ্বারা বিশ্বাসগুণেই ধর্মময়তা-লাভের প্রত্যাশার ফল প্রতীক্ষা করছি; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে পরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, অপরিচ্ছেদনেরও কোন মূল্য নেই, কিন্তু ভালবাসা দ্বারা কার্যকর বিশ্বাসই মূল্যবান।

আহা, তোমরা সুন্দরভাবেই দৌড়োচ্ছিলে; কে তোমাদের বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের প্রতি আর বাধ্য নও? যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর কাছ থেকে তেমন প্ররোচনা আসেইনি। সামান্য একটু খামির ময়দার পিণ্ডটা সবই গাঁজিয়ে তোলে। তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের ধারণা আমার ধারণা থেকে ভিন্ন হবে না; কিন্তু তোমাদের যে অস্থির করে, সে যেই হোক না কেন তার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবে। ভাই, যদি এখনও পরিচ্ছেদনের কথা প্রচার করি, তবে আমি কেন এতক্ষণে নির্যাতিত হচ্ছি? তবে ক্রুশ যে বাধাস্বরূপ, সেই বাধা কি বাতিল হয়েছে? যারা তোমাদের অস্থির করে তুলছে, তারা আরও বেশি এগিয়ে যাক, অর্থাৎ, নিজেদের সেই সবই ছেটে ফেলুক!

কেননা, হে ভাই, তোমরা স্বাধীনতার জন্যই আহূত হয়েছ। শুধু দেখ, তেমন স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না। বরং ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর। কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে। কিন্তু তোমরা যদি একে অন্যকে কামড়াও ও দীর্ণ-বিদীর্ণ কর, তাহলে সাবধান, পাছে একে অন্যের দ্বারা কবলিত হও।

তাই আমি বলছি, তোমরা আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চল, তাহলেই মাংসের কামনা আর মেটাতে হবে না; কারণ মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম; এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই। আর যারা খ্রিষ্ট যিশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।

আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

**শ্লোক** - গা ৫:১৮, ২২, ২৫

*প্র* যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও।

*উ* আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

*প্র* আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি।

*উ* আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭:২৩-২৪)

**খ্রিষ্ট আমাদের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন**

আহা, আমি এ মরণশীল দেহ কতই না দমন করতে চাই! চওড়া ও সহজ পথ দিয়ে নয়, যে পথ দিয়ে অল্পজন মাত্র এগিয়ে যেতে পারে সেই সঙ্কীর্ণ পথে চ'লে, আহা, আমি সমস্ত বোঝা আধ্যাত্মিক ভাবে মাথায় তুলে নিতে কতই না বাসনা করি! যে সমস্ত

বাস্তবতা ভাবীকালে দেখা দেবে, তা কতই না মহান ও অপরূপ! সেই প্রত্যাশা আমাদের যত পুণ্যে, যত মর্যাদার অতীত! *মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ?* (সাম ৮:৫)। এই যে নতুন রহস্য আমাকে ঘিরে রাখে, সেই রহস্য কী? আমি ছোট ও মহান, নগণ্য ও উৎকৃষ্ট, মরণশীল ও অমর, মর্ত ও স্বর্গীয়। প্রথম শব্দগুলিতে উল্লিখিত বাস্তবতা হল এই নিম্ন জগতে আমার সাধারণ সম্পদ; দ্বিতীয় শব্দগুলির বাস্তবতা আমার কাছে ঈশ্বর থেকেই আগত; প্রথমগুলি দৈহিক, দ্বিতীয়গুলি আত্মিক। আমার পক্ষে খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হওয়া দরকার, যাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করতে, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হতে, ঈশ্বরের সন্তান হতে, এমনকি একপ্রকারে ঈশ্বর হতে পারি।

আমাদের কাছে মহারহস্যটির শিক্ষা এরূপ: যিনি আমাদের জন্য মানবদশা ধারণ করলেন, সেই ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন যাতে আমাদের পতিত মানবতা উন্নীত করতে পারেন ও আমাদের মধ্যে তাঁর কলুষিত প্রতিমূর্তি নবায়ন করতে পারেন, আমরা সকলে যেন সেই *খ্রিষ্টে এক* হতে পারি (গা ৩:২৮) যিনি আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন, ফলত আমরা যেন *পুরুষ বা নারী* (গা ৩:২৮), *ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর না হই* (কল ৩:১১), কেননা এসব কিছু হল মাংসের লক্ষণ এবং ভেদাভেদ, বরং যেন আমাদের মধ্যে কেবল সেই ঈশ্বরেরই চিহ্ন বহন করি যাঁর দ্বারা ও যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, এমনকি তাঁর দ্বারা আমরা এমনভাবে নির্মিত ও চিহ্নিত হয়েছি যে কেবল তাঁর কাছেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত।

আহা, আমরা যা প্রত্যাশা করি, উপকর্তা ঈশ্বরের মহামঙ্গলময়তা অনুসারে আমরা যদি তা হয়ে উঠতে পারতাম! তিনি অল্প কিছুই দাবি করেন; কিন্তু যারা সরল মনে তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছে এখন ও ভাবী যুগে অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন। তার মানে, আমরা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসা ও প্রত্যাশার খাতিরে সবকিছু বহন করি, সবকিছু সহ্য করি, সুখে-দুঃখে সবকিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের আত্মা ও আমাদের সহযাত্রীদেরই আত্মা তাঁর স্মরণে সঁপে দিই যারা আমাদের চেয়ে অধিক প্রস্তুত হয়ে তাঁর আবাসে আগেই পৌঁছেছে, তখন তিনি সেই অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন।

**শ্লোক** - এফে ১:৩-৪; ২:১০

*প্র* ঈশ্বর স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন। জগৎসৃষ্টির আগেই তিনি খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,

*উ* আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

*প্র* আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্ট যিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন আমরা যেন সেই পথে চলি:

*উ* আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যকোবের পত্র থেকে পাঠ (৫:১২-২০)

**নানা চেতনা-বাণী**

সর্বোপরি, ভাই, তোমরা দিব্যি দিয়ো না, স্বর্গ বা পৃথিবী বা অন্য কিছুরই দিব্যি দিয়ো না। কিন্তু তোমরা 'হ্যাঁ' বললে তা হ্যাঁ হোক; 'না' বললে, তা না হোক, পাছে বিচারে তোমাদের পতন হয়।

তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক। যে প্রফুল্ল মনে আছে, সে সামগান করুক। তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা প্রভুর নামে তাকে তৈললেপন করে তার উপর প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে উত্তোলন করবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তাকে ক্ষমা করা হবে। তোমরা পরস্পরের কাছে পাপ স্বীকার কর এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও। ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত। এলিয় আমাদের মত দুর্বল রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন; তিনি মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং তিন বছর ছ'মাস ধরে পৃথিবীতে বৃষ্টি হল না। পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন; আর আকাশ জল মঞ্জুর করল ও মাটি তার আপন ফসল দান করল।

হে আমার ভাই, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্যভ্রষ্ট হয় আর তাকে যদি কেউ ফিরিয়ে আনে, তাহলে জেনে রাখ, যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।

**শ্লোক** - ১ পি ৪:৮; যাকোব ৫:২০

*প্র* সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস,

*উ* কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।

℣ যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে এবং অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে।

℟ কারণ ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লেবীয় পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৪)

**পাপক্ষমা**

তুমি একটু শোন, পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে সুসমাচারে কত উপায় উল্লিখিত। প্রথম: সেই বাপ্তিস্ম যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়: সাক্ষ্যমরণের যন্ত্রণা। তৃতীয়: অর্থদান। এবিষয়ে ত্রাণকর্তা বলেন, *তোমরা বরং অভাবীদের দান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচি হবে* (লুক ১১:৪১)।

চতুর্থ: আমাদের ভাইদের ক্ষমা করলে আমরা নিজেরা ক্ষমা পাই। স্বয়ং প্রভু ও আমাদের ত্রাণকর্তা বলেন, *তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন; কিন্তু তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না* (মথি ৬:১৪-১৫)। আর তাঁর প্রার্থনায় তিনি আমাদের একথা বলতে শেখালেন, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২)।

পঞ্চম: বিপথ থেকে যে পাপীকে ফিরিয়ে আনে, সে পাপক্ষমা লাভ করে; কেননা পবিত্র শাস্ত্র বলে, *যে কেউ কোন পাপীকে ভ্রান্তির পথ থেকে ফিরিয়ে আনে, সে তার প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ করবে ও অসংখ্য পাপ ঢেকে দেবে* (যাকোব ৫:২০)। ষষ্ঠ: একাগ্র ভালবাসার মাধ্যমেও আমরা পাপক্ষমা লাভ করি, যেমনটি প্রভু নিজে বলেন, *এর যে বহু পাপ, তা ক্ষমা করা হয়েছে, কারণ এ বেশি ভালবাসা দেখিয়েছে* (লুক ৭:৪৭)। প্রেরিতদূতও বলেন যে *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)। সপ্তম একটা উপায়ও আছে যা কঠিন ও শ্রমসাধ্য, তা হল অনুতাপ: পাপী মানুষ নিজ শয্যা অশ্রুসিক্ত করে, অশ্রুজল হল তার নিশিদিনের খাদ্য, যাজকের কাছে নিজ পাপ স্বীকার করতে ও তাঁর কাছে ঔষধ চাইতে সে লজ্জা বোধ করে না, যেমনটি সামসঙ্গীত-

রচয়িতা বলে: *আমি বললাম, প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব, তখনই তুমি হরণ করলে আমার পাপের শঠতা* (সাম ৩২:৫ সত্তরী পাঠ্য)। এভাবে যাকোবের বাণীও পূর্ণতা লাভ করে: *যে রোগপীড়িত, সে মণ্ডলীর প্রবীণদের ডাকুক; এবং তাঁরা প্রভুর নামে তাকে তৈললেপন করে তার উপর প্রার্থনা করুন। বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই রোগীকে ত্রাণ করবে: প্রভু তাকে উত্তোলন করবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তাকে ক্ষমা করা হবে* (যাকেব ৫:১৪-১৫)।

সুতরাং তুমিও যখন বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের কাছে আস, তখন তুমি ঠিক যেন একটা বৃষ উৎসর্গ কর, কারণ তুমি খ্রিষ্টের মৃত্যুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর। সাক্ষ্যমরণের দিকে চালিত হলে, তবে তুমি ঠিক যেন একটা ছাগ উৎসর্গ কর, কারণ তুমি পাপের প্রণেতা সেই শয়তানকে জবাই কর। যখন অর্থদান কর ও স্নেহপূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে অভাবগ্রস্তদের প্রতি মমতা দেখাও, তখন তুমি পবিত্র বেদির উপরে নধর মেষ যোগাও। আর যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাইকে ক্ষমা কর, ও ক্রোধের উত্তেজনা ত্যাগ করে অন্তরকে শান্তি ও কোমলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, তাহলে নিশ্চিত থাক, তা ভেড়া বা মেষশাবক বলিদানের মত। পরিশেষে, বিশ্বাস ও আশার ঊর্ধ্বে যে সদ্‌গুণ, সেই ভালবাসা যদি তোমার হৃদয়ে এমনভাবে উপচে পড়ে যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে তোমার নিজের মত শুধু নয়, কিন্তু সেইভাবে যেভাবে তিনি শেখালেন যিনি বললেন, *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩), তবে জেনে রেখ, তুমি এমন সেরা গমেরই রুটি উৎসর্গ কর যা ভালবাসারই তেলে মাখা, *যা দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামির নিয়েই* মাখা (১ করি ৫:৮)।

**শ্লোক** - জাখা ৭:৯; মথি ৬:১৪

*প্র* তোমরা ন্যায়বিচার সম্পাদন কর,

*উ* প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

*প্র* তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।

*উ* প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহৃদয়তা ও করুণা দেখাও।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:২৫–৬:১৮)

## খ্রিষ্টবিশ্বাসী নতুন সৃষ্টি

ভাই, আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। এসো, আমরা যেন অসার অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পরস্পরকে ঈর্ষা না করি।

ভাই, যদিও কেউ কোন অপরাধে ধরা পড়ে, তবে তোমরা আত্মিক হয়ে উঠেছ যখন, তখন কোমলতা দেখিয়ে তার সংস্কার কর। তুমিও নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, পাছে তোমাকেও পরীক্ষিত হতে হয়। তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে। কেননা কেউ যদি মনে করে, তার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই নয়, তবে সে নিজেকেই ভোলায়। প্রত্যেকে বরং নিজ নিজ আচরণ পরীক্ষা করুক, তাহলে গর্ব করার মত যদি কিছু পায়, তা নিজেরই বিষয়ে হবে, পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে নয়। কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

যাকে ঐশবাণী শিক্ষা দেওয়া হয়, তার নিজের যা কিছু আছে, সে শিক্ষকের সঙ্গে তার সহভাগিতা করুক। নিজেদের ভুলিয়ো না, ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না। আসলে মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল। আর এসো, সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব। সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি, বিশেষভাবে তাদেরই, যারা বিশ্বাস সূত্রে আমাদের আপনজন।

দেখ কত বড় অক্ষরেই না আমি এখন নিজ হাতে তোমাদের লিখছি। যারা মানবীয় মাত্রা অনুসারে নিজেদের খুব সুন্দর দেখাতে চায়, তারাই তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করতে বাধ্য করছে; ওদের একমাত্র অভিপ্রায়, যেন তারা খ্রিষ্টের ক্রুশের জন্য নির্যাতিত

না হয়। আসলে পরিচ্ছেদিতরা নিজেরাও বিধান পালন করে না; কিন্তু তোমাদের পরিচ্ছেদন গ্রহণ করাতে চায়, যেন তারা তোমাদের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে গর্ব করতে পারে। কিন্তু আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

এখন থেকে কেউ যেন আমাকে দুঃখকষ্ট না দেয়, কারণ আমি যিশুর সমস্ত যন্ত্রণার চিহ্ন নিজের দেহে বহন করি।

ভাই, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

**শ্লোক** - গা ৬:৭, ৮; যোহন ৬:৬৩

*প্র* মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে;

*উ* তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

*প্র* আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়।

*উ* তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৪৩-৪৬)

**খ্রিষ্টের মৃত্যু সকলের জীবন**

*ধার্মিকদের মৃত্যুর মত হোক আমার মৃত্যু, তাদের পরিণামের মত হোক আমার পরিণাম* (গণনা ২৩:১০ লাতিন পাঠ্য)। এই বাসনা সত্যিই ভাববাণীর অর্থ অনুসারে, কারণ যিনি খ্রিষ্টের উদ্ভব দেখেছিলেন, তিনি তাঁকে গৌরবময় দেখলেন, তাঁর মৃত্যু দেখলেন, তাঁর মধ্যে মানুষদের চিরস্থায়ী পুনরুত্থান দেখলেন, ফলত তিনি মরতে ভয় করছিলেন না, কারণ জানতেন, তিনি পুনরুত্থান করবেন। আমার আত্মা যেন পাপে না মরে, নিজের মধ্যেও যেন পাপ গ্রহণ না করে; সে কিন্তু যেন ধার্মিকের আত্মায় মরতে

পারে যেন তার পুরস্কার লাভ করতে পারে। যে কেউ খ্রিষ্টে মৃত্যুবরণ করে, বাপ্তিস্মে সে তাঁর অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে ওঠে। এজন্য গরিবদের পক্ষে মৃত্যু তত ভয়ানক নয়, তত তিক্তও নয়, ধনীদের পক্ষেও তত ভারী নয়, বৃদ্ধদের পক্ষেও অন্যায্য নয়, শক্তিশালীদের পক্ষেও অপমানজনক নয়, বিশ্বাসীদের পক্ষেও চিরন্তন নয়, বুদ্ধিমানদের পক্ষেও অপ্রত্যাশিত নয়। কতজনই না কেবল মৃত্যুর উদ্দেশ্যেই জীবন উৎসর্গ করল; কতজনেরই পক্ষে জীবন হল দণ্ড, মৃত্যু কিন্তু লাভ! আমরা জানি, বহুবার অধিক বিখ্যাত বহুজাতি একজনেরই মৃত্যুতে মুক্তি পেল; জীবিত থাকতে যে সেনাপতি জয়লাভ করতে পারতেন না, তাঁর মৃত্যুতে শত্রুদের পিছিয়ে দেওয়া হল।

সাক্ষ্যমরদের মৃত্যুতে ধর্ম রক্ষা পেল, বিশ্বাস বৃদ্ধিলাভ করল, মণ্ডলী শক্তিশালী হয়ে উঠল: মৃতরাই জিতলেন, নির্যাতকেরা পরাজিত হল। এজন্য যাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত পর্যন্ত জানি না, তাঁদের মৃত্যুর স্মৃতি পালন করি। আর এজন্য দাউদ নবীয় আবেগে আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে বলে ওঠেন, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫)। জীবনের চেয়ে তিনি মৃত্যুকে প্রাধান্য দিলেন। সাক্ষ্যমরদের মৃত্যুই হল জীবনের পুরস্কার। মৃত্যুতে শত্রুদের ক্রোধও নিঃশেষ হয়ে যায়।

আর কী বলব? একজনেরই মৃত্যুতে জগৎ মুক্তি পেল। ইচ্ছা করলে খ্রিষ্ট নাও মরতে পারতেন; তিনি কিন্তু মৃত্যুকে এমন নিকৃষ্ট বস্তু যা এড়ানো উচিত গণ্য করলেন না, এমনকি মৃত্যুবরণ করার চেয়ে তিনি মহত্তম উপায়ে আমাদের ত্রাণ করতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যু হল সকলের জীবন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে চিহ্নিত: প্রার্থনায় তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করি, অর্ঘ্য নিবেদনের সময়ে তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করি। তাঁর মৃত্যু হল বিজয়, তাঁর মৃত্যু হল সাক্রামেন্ত, তাঁর মৃত্যু হল জগতের একটা বাৎসরিক মহোৎসব। খ্রিষ্টের মৃত্যু বিষয়ে আর কীবা বলব, যখন দিব্য প্রমাণ দ্বারা আমরা জানি যে কেবল এ মৃত্যুই আমাদের জন্য অমরতা লাভ করল আর মৃত্যু নিজে নিজের মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজের মুক্তি সাধন করল? অতএব, সেই মৃত্যুকে ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু বিশ্বপরিত্রাণের কারণ; সেই মৃত্যু থেকে দূরে পালাতে নেই, যে মৃত্যুকে ঈশ্বরের পুত্র তুচ্ছ করলেন না, এড়াতেও চাইলেন না। প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না: যা সকলের ভাগ্য, ব্যক্তি-বিশেষের বেলায় তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

শ্লোক - হিব্রু ২:১০; লুক ২৪:২৬

প্র যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন,

উ তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

প্র এ কি অবধারিত ছিল না যে, খ্রিষ্টকে এ সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?

উ তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

# রবিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৪৬:১-১২)

### যোশুয়া ও কালেবের গুণকীর্তন

নূনের সন্তান যোশুয়া যুদ্ধে মহাবীর ছিলেন,
নবী-ভূমিকায় তিনি মোশির পদ নিলেন।
তাঁর নামের অর্থ অনুযায়ী
তিনি ঈশ্বরের মনোনীতদের ত্রাণকর্ম সাধনে মহান হলেন,
হ্যাঁ, তিনি বিপ্লবী শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিলেন,
যেন ইস্রায়েলকে দেশের দখল বণ্টন করতে পারেন।

যখন হাত উত্তোলন করতেন,
শহরগুলির বিরুদ্ধে যখন খড়্গ চালাতেন,
তখন তিনি, আহা, কেমন গৌরবময় ছিলেন!
তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল?
তিনি নিজেই প্রভুর যুদ্ধ চালালেন।
তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি?
একটা দিন কি দু'টো দিনের মত দীর্ঘান্বিত হয়নি?
তিনি শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন,
সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল;
এবং মহাপ্রভু প্রবল ও প্রচণ্ড শিলাবর্ষণে

তাঁকে সাড়া দিলেন।

তিনি সেই শত্রু-জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন,
সেই নিম্নগামী পথে বিরোধীদের বিনাশ করলেন,
যেন বিজাতীয়রা যুদ্ধে তাঁর পরাক্রম জানতে পারে,
এও জানতে পারে যে, প্রভুর সাক্ষাতেই তারা যুদ্ধ করছিল!
বস্তুত তিনি শক্তিমানের অনুসারী ছিলেন,
মোশির সময়ে যেফুন্নির সন্তান কালেবের সঙ্গে
তিনি ধর্মসম্মত কর্ম সাধন করলেন,
তিনি তখন গোটা জনসমাবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন,
তাতে বাধা দিলেন যেন লোকেরা পাপ না করে,
তাদের বিদ্রোহের সুর ক্ষান্ত করে দিলেন।
এজন্য ছ'লক্ষ পথযাত্রীদের মধ্য থেকে
কেবল এ দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখা হল,
যেন তাঁরা ইস্রায়েলকে তার আপন অধিকারে প্রবেশ করান,
সেই দেশেই, যে দেশ দুধ ও মধুপ্রবাহী।
প্রভু কালেবকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন,
যা তাঁর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকল,
যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছতে পারেন,
যে দেশ তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারল,
ফলে ইস্রায়েল সন্তান সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে,
প্রভুর অনুসরণ করা ভাল।

আর সেই বিচারকদের ক্ষেত্রে—প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম অনুসারে—
যাঁদের হৃদয় কখনও অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়নি,
যাঁরা প্রভুকেও কখনও ছেড়ে দূরে যাননি,
আহা, তাঁদের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত হোক!
তাঁদের হাড় সমাধিমন্দির থেকে পুনরায় প্রস্ফুটিত হোক,

তাই তাঁদের সুনাম তাঁদের সন্তানদের উপর বিরাজ করুক চিরকাল,
যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যে গৌরবান্বিত।

**শ্লোক** - সিরা ৪৬:৫, ৩, ৪

*প্র* যোশুয়া শক্তিমান সেই পরাৎপরকে ডাকলেন, সেসময়ে শত্রুরা চারদিক থেকে তাঁকে চাপ দিচ্ছিল;

*উ* মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।

*প্র* তাঁর আগে কেইবা কখনও তত সুস্থির হতে পারল? তাঁর হাত দ্বারা সূর্যের গতি কি থামেনি?

*উ* মহাপ্রভু তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১)

**কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী,**
**কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার**

*প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে ধ্বনিত হোক তাঁর প্রশংসাগান* (ইশা ৪২:১০)। এ গান বা প্রশংসাগান নতুন, ঘটনাগুলোর নবীনত্বেরই উপযুক্ত গান। *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)। বস্তুতপক্ষে মোশির সুপরিচালনায় ইস্রায়েল সন্তানেরা মিশরীয়দের নির্মম কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল; দৈহিক দাসত্ব, পার্থিব কাজে অসার পরিশ্রম, অধ্যক্ষদের অত্যাচার ও শাসনকর্তার নির্মমতা থেকে উদ্ধার পেয়েছিল; সাগরের মধ্য থেকে গমন করেছিল, প্রান্তরে মান্না খাদ্য খেয়েছিল, শৈল থেকে নির্গত জল পান করেছিল, শুষ্ক পায়ে যর্দন নদী পার হয়েছিল, প্রতিশ্রুত দেশের মধ্যে চালিত হয়েছিল।

এসব কিছু কিন্তু আমাদের বেলায় নতুন হয়ে উঠল, এমনকি প্রাচীন ঘটনাগুলোর চেয়ে অতুলনীয়ভাবেই উত্তম। কেননা আমরা দৈহিক নয়, আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকেই মুক্তি পেয়েছি, পার্থিব কাজ ও কলুষিত দেহলালসা থেকেই উদ্ধার পেয়েছি; মিশরীয়

অধ্যক্ষদের অত্যাচার কিংবা ধর্মহীন ও নির্মম একটা শাসনকর্তার হাত থেকে নয়—শাসনকর্তা হয়েও সে আমাদের মত মানুষ!—আমরা বরং সেই অমঙ্গলকর ও অশুচি অপদূতদের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেয়েছি যারা পাপের দিকে আমাদের ঠেলে দিচ্ছিল, এমনকি তাদের দলের নেতা সেই শয়তানের হাত থেকেই নিষ্কৃতি পেয়েছি।

আমরা উত্তেজিত লোকদের ভিড় ও অসার কোলাহলের মধ্য দিয়ে একপ্রকার সাগরের মত এই বর্তমান জীবনের তরঙ্গমালা পার হয়ে মন ও উপলব্ধির মান্না তথা জগৎকে জীবন দান করে এমন স্বর্গীয় রুটি খাই; শৈল থেকে নির্গত জল তথা খ্রিষ্টের আধ্যাত্মিক নদনদীর ধারে আকর্ষিত হয়ে তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর জল পান করি; পুণ্য বাপ্তিস্মে শুচি হয়ে উঠে যর্দন পার হয়ে সেই প্রতিশ্রুত ও পুণ্যজনদেরই যোগ্য দেশে প্রবেশ করেছি যার কথা ত্রাণকর্তা নিজে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার* (মথি ৫:৫)।

ফলত যুক্তিসঙ্গতই যে এ নতুন নতুন কর্মকীর্তির জন্য তাঁর নেতৃবৃন্দ তথা যারা তাঁর অধীন ও তাঁর প্রতি বাধ্য তারা নতুন একটা প্রশংসাগান করবে। যুক্তিসঙ্গতই যে কেবল ইহুদীদের অঞ্চলে নয়, কিন্তু পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তথা নিখিল বিশ্বজগৎ জুড়েই তাঁর গৌরবের উপযুক্ত প্রশংসাগান ধ্বনিত হবে। কেননা একসময় ঈশ্বর যুদায় পরিচিত ছিলেন, ও কেবল ইস্রায়েলেই তাঁর নাম সুমহান ছিল; কিন্তু আমরা যখন খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যজ্ঞানে আহূত হয়েছি, তখন স্বর্গ ও পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (সাম ৭২:১৯)।

সুতরাং, যাঁরা তাঁর নামকীর্তন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকেই ধ্বনিত করতে আদেশ দেন, যাঁরা গায়কদল নিযুক্ত করে একসুরে বন্দনাগান গাইতে তাদের অনুপ্রাণিত করে আধ্যাত্মিক উৎসবে তাদের আহ্বান করেন, তাঁরা কারা? যাঁরা সাগরে নেমে তার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে প্রভুর স্তুতিগান করতে দ্বীপপুঞ্জ ও তার যত অধিবাসীদের আহ্বান করেন, তাঁরা কারা? আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রেরিতদূতদের কথা উল্লেখ করছে। কথাটি ঠিক, কারণ তাঁরা যিশু ও তাঁর অনুগ্রহের কথা কেবল

যুদেয়ায় প্রচার করেননি, কিন্তু সাগরও পার হয়ে বিজাতীয়দের দূরদেশে গিয়ে সুসমাচার ঘোষণা করলেন।

**শ্লোক** - যেরে ৩১:১১, ১২

*প্র* প্রভু আপন জনগণের মুক্তি সাধন করলেন: তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে,

*উ* তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

*প্র* প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তারা গম, নতুন আঙুররস ও তেলের উপর উল্লাস করবে;

*উ* তারা জলসিক্ত বাগানেরই মত হবে, তাদের আর কখনও দুঃখ হবে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১১)

## প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমরা, খ্রিষ্ট যিশুর দাস পল ও তিমথি, খ্রিষ্ট যিশুতে যে সকল পবিত্রজন ফিলিপ্পিতে আছে, তাদের সমীপে, এবং ধর্মাধ্যক্ষদের ও পরিসেবকদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

তোমাদের কথা স্মরণ করলেই আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, এবং সবসময় আমার সমস্ত প্রার্থনায় তোমাদের সকলের জন্য মনের আনন্দেই প্রার্থনা করে থাকি; কারণ প্রথম দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা সুসমাচার প্রচারকাজে সহভাগী। আর এতে আমার দৃঢ় ভরসা আছে, তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যিশু খ্রিষ্টের দিন পর্যন্তই তা সম্পন্ন করে যাবেন। তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার তেমন মনোভাব থাকা সমীচীন, কেননা তোমরা আমার হৃদয়ে স্থান পেয়েছ— সেই তোমরা সকলে, যারা আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থায় ও সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও স্থাপনে আমার কাজে আমার অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ। স্বয়ং ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রিষ্ট যিশুর স্নেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তাই প্রার্থনাও করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে, যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং খ্রিষ্টের দিন পর্যন্ত নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার, এবং ধর্মময়তার সেই ফলে পরিপূর্ণ হতে পার, যা ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশে যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই প্রাপ্য।

**শ্লোক** - ফিলি ১:৯, ১০, ৬

*প্র* তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে,

*উ* যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার।

৬ তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যিশু খ্রিষ্টের দিন পর্যন্তই তা সম্পন্ন করে যাবেন,

৭ যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার এবং নিখুঁত ও অনিন্দ্য হয়ে থাকতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে বিশপ সাধু পলিকার্পের পত্র থেকে পাঠ (১:১–২, ৩)

**তোমরা বিনামূল্যেই পরিত্রাণ পেয়েছ**

পলিকার্প ও তাঁর সঙ্গে প্রবীণবর্গও ফিলিপ্পিতে প্রবাসী মণ্ডলীর সমীপে: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করুক।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আমি তোমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত, কারণ তোমরা প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ পালন করেছ, ও সুযোগ অনুসারে শেকলাবদ্ধ পুণ্যজনদের তাদের পথে সাহায্য করেছ—সেই শেকল এমন, যা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুর মনোনীতদের প্রকৃত অলঙ্কার স্বরূপ। আবার আমি আনন্দিত, কারণ আদি থেকে তোমাদের কাছে প্রচারিত যে বিশ্বাস, সেই দৃঢ়স্থাপিত বিশ্বাস এখনও স্থিতমূল ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের উদ্দেশেই এখনও ফল উৎপাদন করে থাকে, যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ পর্যন্তই যন্ত্রণাভোগ করলেন, *যাঁকে ঈশ্বর পাতালের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করলেন* (প্রেরিত ২:২৪), যাঁকে না দেখেও তোমরা এমন অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দের সঙ্গেই বিশ্বাস করেছ (১ পি ১:৮ দ্রঃ), যে আনন্দে অনেকেই প্রবেশ করতে বাসনা করে; আর তোমরা ভালই জান যে, অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত: কর্মফল দ্বারা নয়, কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছ (এফে ২:৮-৯ দ্রঃ)।

সুতরাং কোমর বেঁধে তোমরা সত্যের আশ্রয়ে ও *সভয়ে প্রভুর সেবা কর* (সাম ২:১১)—যত অসার আস্ফালন ও নিকৃষ্ট ভুল ত্যাগ ক'রে ও তাঁকেই বিশ্বাস ক'রে যিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁকে গৌরব ও তাঁর ডান পাশে আসন দিলেন (১ পি ১:২১ দ্রঃ), স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কিছু যাঁর

অধীন, সর্বপ্রাণীকুল যাঁর সেবা করে, যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা রূপে আসছেন; তাঁর প্রতি যারা অবাধ্য তাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর রক্তের জবাবদিহি চাইবেন। তাঁকে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করলেন, তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন যদি তাঁর ইচ্ছা পালন করি, তাঁর আদেশ পথে চলি, তিনি যা ভালবেসেছেন আমরা যদি তা ভালবাসি, অর্থাৎ যদি যত অধর্ম, লোভ, অর্থলালসা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য বর্জন ক'রে *অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য* (১ পি ৩:৯), আঘাতের প্রতিদানে আঘাত, অভিশাপের প্রতিদানে অভিশাপ না দিই, বরং যদি প্রভুর শিক্ষাবাণী স্মরণ করি যিনি বলেছেন, তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দয়াবান হও, যেন দয়া পেতে পার; যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে (মথি ৭:১; লুক ৬:৩৬-৩৮ দ্রঃ); তিনি এ কথাও বলেছিলেন, দীনহীন যারা ও ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:৩, ১০ দ্রঃ)। [তবেই তিনি আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।]

শ্লোক - ২ তি ১:৯; সাম ১১৫:১ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আমাদের আহ্বানও জানিয়েছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে,

*উ* যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

*প্র* আমাদের নয়, প্রভু, আমাদের নয়, নিজেরই নাম কর গৌরবমণ্ডিত, তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার সেই অনুগ্রহের খাতিরে,

*উ* যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৮)

**ঈশ্বর দ্বারা আহূত যোশুয়া**

**জনগণকে একতায় আহ্বান করেন**

প্রভুর দাস মোশির মৃত্যুর পর প্রভু মোশির সহকর্মী নূনের সন্তান যোশুয়াকে বললেন, 'আমার দাস মোশির মৃত্যু হয়েছে। এখন ওঠ, তুমি আর এই গোটা জনগণ এই যর্দন পার হও, এবং যে দেশ আমি তাদের—ইস্রায়েল সন্তানদেরই—দিতে যাচ্ছি, সেই দেশের দিকে রওনা হও। যে সকল জায়গায় তোমরা পা বাড়াবে, আমি সেই সকল জায়গা তোমাদের দিয়েছি—যেমনটি মোশিকে বলেছিলাম। মরুপ্রান্তর ও লেবানন থেকে মহানদী সেই ফোরাত পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র পর্যন্তই তোমাদের এলাকা হবে। তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে কেউ তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না; আমি যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; আমি তোমাকে ছাড়ব না, তোমাকে ত্যাগ করব না। বলবান হও, সাহস ধর; কেননা আমি যে দেশ দেব বলে এদের পিতৃপুরুষদের কাছে শপথ করেছি, তা তুমিই এই জনগণের অধিকারে এনে দেবে। তুমি শুধু বলবান হও ও অধিক সাহস ধর; আমার দাস মোশি তোমার জন্য যে বিধান জারি করেছে, তুমি সেই সমস্ত বিধান সযত্নে পালন কর; তা থেকে ডানে বা বামে সরো না, তবেই তুমি যেইখানে যাও না কেন, সেখানে সফল হবে। এই বিধান-পুস্তক তোমার মুখ থেকে দূরে না যাক; তুমি দিনরাত তা জপ করে চল, তার মধ্যে যা লেখা রয়েছে, তা যেন সযত্নে পালন করতে পার; তবেই তোমার সমস্ত পথে কৃতকার্য হবে, তবেই সফল হবে। আমি কি তোমাকে এই আজ্ঞা দিইনি: তুমি বলবান হও ও সাহস ধর? তাহলে তত ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না;

কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।'

তখন যোশুয়া জনগণের শাস্ত্রীদের আজ্ঞা করলেন, 'তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে লোকদের এই আজ্ঞা দাও: খাবার যোগাও, কেননা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের অধিকারে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেখানে গিয়ে তা অধিকার করার জন্য তিন দিনের মধ্যে তোমাদের এই যর্দন পার হয়ে যেতে হবে।'

পরে যোশুয়া রূবেনীয়দের, গাদীয়দের ও মানাশের অর্ধেক গোষ্ঠীকে বললেন, 'প্রভুর দাস মোশি তোমাদের যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা মনে রেখ; তিনি বলেছিলেন, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু তোমাদের বিশ্রাম দিচ্ছেন, তিনি এই দেশ তোমাদের দান করছেন। মোশি যর্দনের ওপারে তোমাদের জন্য যে দেশ নির্ধারণ করেছেন, তোমাদের বধূরা, ছেলেমেয়ে ও পশুপাল সেই দেশে থাকবে; কিন্তু তোমরা, বলবান বীরযোদ্ধা যারা, তোমরা সকলে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তোমাদের ভাইদের আগে আগে পার হয়ে যাবে ও তাদের ততদিন সাহায্য করবে, যতদিন না প্রভু তোমাদের মত তোমাদের ভাইদেরও বিশ্রাম দেন, আর পরমেশ্বর প্রভু যে দেশ তাদের দিচ্ছেন, তারাও সেই দেশ অধিকার করে নেয়। তবেই তোমরা, যর্দনের ওপারে সূর্যোদয়ের দিকে প্রভুর দাস মোশি যে দেশ তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন, সেখানে ফিরে এসে তা দখল করবে।' তারা উত্তরে যোশুয়াকে বলল, 'তুমি আমাদের যা কিছু আজ্ঞা করেছ, আমরা সেই সবই করব; তুমি যেইখানে আমাদের পাঠাবে, সেইখানে আমরা যাব। আমরা যেমন মোশির প্রতি সবকিছুতে বাধ্য ছিলাম, তেমনি তোমার প্রতি বাধ্য থাকব; শুধু একটা কথা, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমারও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। যে কেউ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করবে, এবং তুমি যা আজ্ঞা করবে তাতে বাধ্যতা দেখাবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি শুধু বলবান হও ও সাহস ধর।'

শ্লোক - যোশুয়া ১:৫, ৬; দ্বিঃবিঃ ৩১:২০; যোশুয়া ১:৯

℣ আমি যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব—প্রভুর উক্তি।

℣ ভয় করো না, কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

℟ তুমি বলবান হও, সাহস ধর, কেননা তুমি এই জনগণকে দুধ ও মধু-প্রবাহী সেই দেশভূমিতে নিয়ে যাবে।

℣ ভয় করো না, কেননা যেইখানে তুমি যাও না কেন, সেখানে তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১২৭:২-৩, ৬)

**প্রভুর পথে অটল থাক**

*এখন, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন? শুধু এই, তুমি যেন তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁকে ভালবাস, তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, এবং আজ আমি তোমার মঙ্গলের জন্য প্রভুর এই যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিচ্ছি, তা যেন পালন কর* (দ্বিঃবিঃ ১০:১২-১৩। এই বাণীর সঙ্গে নবীর বাণী উত্তমরূপে খাটে: *সুখী তারা, যারা প্রভুকে করে ভয়, যারা তাঁর সমস্ত পথে চলে* (সাম ১২৮:১ লাতিন পাঠ্য)। তেমন বাণী দেখায় যে, যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা যে সেই প্রাকৃতিক আশঙ্কার জন্য (যা থেকে সাধারণত আমাদের ভয়ের উদয় হয়) যে সুখী তেমন নয়, ভয়ঙ্কর ঈশ্বরের আতঙ্কের জন্যও নয়, তারা বরং এজন্যই সুখী, কারণ প্রভুর সমস্ত পথে চলে। কেননা প্রভুভয় আতঙ্কের উপর নয়, বাধ্যতার উপরেই স্থাপিত; এবং ভালবাসার পাত্রকে প্রীত করাই তেমন ভয়ের প্রমাণ।

আসলে প্রভুর পথ বহু, যদিও তিনি নিজেই একমাত্র পথ! আর যখন তিনি নিজের বিষয়ে কথা বলেন, তখন নিজেকে পথ বলেন, এমনকি, কেনই বা তিনি নিজেকে পথ বলেন তার যুক্তিও দেন: *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়* (যোহন ১৪:৬)। আমরা কিন্তু খ্রিষ্টকে লক্ষ করে তেমন নবীদের ও তাঁদের লেখার কথা যদি বলি, তাহলে পথ বহু, আর বিভিন্ন দিক থেকে এই বহু পথ একটামাত্র

পথে এসে একীভূত হয়। কথা দু'টো নবী যেরেমিয়ার পুস্তকে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যেখানে প্রভুর এ বাণী লেখা রয়েছে, *তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল* (যেরে ৬:১৬)।

সুতরাং বহু পথ পরীক্ষা করতে হবে, আবার বহু পথ যাচাই করতে হবে, যাতে বহুবিধ জ্ঞানযুক্তির সাহায্যে আমরা অনন্ত জীবনের সেই একমাত্র পথের সন্ধান পেতে পারি যা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। কেননা বিধানে বহু পথ, নবী-পুস্তকে বহু পথ, সুসমাচারে বহু পথ, প্রেরিতদূতদের পত্রাবলিতে বহু পথ, আবার বিভিন্ন আদেশগুলিতেও বহু পথ রয়েছে—যারা প্রভুভয়ে এ সমস্ত পথে চলে, তারা সুখী।

নবী কিন্তু পার্থিব ও বর্তমানকালীন পথের কথা বলেন না; যারা প্রভুকে ভয় করে ও তাঁর পথে চলে, তারা যে সুখী, এই তো তাঁর বক্তব্য; কেননা যারা প্রভুর পথে চলে, তারা নিজেদের শ্রমের ফল খাবে, আর এখানে উল্লিখিত খাদ্য দৈহিক নয়, কারণ এ পদ অনুসারে যা খাই তা দৈহিক নয়। এখানে বরং এমন আত্মিক খাদ্যের কথা উপস্থিত, যে খাদ্য আমাদের আত্মাকে জীবিত রাখে, যথা: সেই মঙ্গলময়তা, শুচিতা, দয়া, ধৈর্য ও শান্তি-কর্ম যা অনুশীলন করার জন্য আমাদের দেহের রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা দরকার: তেমন শ্রমের ফলই চিরকালস্থায়ী; কিন্তু মর্তে থাকাকালে শ্রমের ফল নয় শ্রমই হবে আমাদের পাথেয়, এই শ্রম দ্বারাই আত্মাকে পরিপুষ্ট করতে হবে, যাতে তাঁর কাছ থেকে জীবনময় রুটি, স্বর্গীয়ই সেই রুটি পেতে পারি যিনি বলেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে* (যোহন ৬:৫১)।

শ্লোক - ১ রাজা ৮:৫৭-৫৮; ১ যোহন ২:৬

প্র আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন, আমাদের ফিরিয়ে না দেন।

উ তিনি আমাদের হৃদয় তাঁর নিজেরই দিকে ফিরিয়ে নেন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত পথে চলি।

প্র যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।

ঔ তিনি আমাদের হৃদয় তাঁর নিজেরই দিকে ফিরিয়ে নেন, আমরা যেন তাঁর সমস্ত পথে চলি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১২-২৬)

**পলের কারারুদ্ধ অবস্থা ও সুসমাচারের অগ্রগতি**

ভাই, তোমাদের আমি একটা কথা জানাতে ইচ্ছা করি: আমার সম্বন্ধে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে, তা আসলে সুসমাচারের অগ্রগতির পক্ষেই দাঁড়িয়েছে, যার ফলে খ্রিষ্টে আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থা গোটা শাসক-ভবনের কাছে ও অন্যান্য সকলের কাছে জানা কথা হয়েছে; তাই আমার অধিকাংশ ভাই আমার শেকলের কারণে খ্রিষ্টের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নির্ভয়ে ও আরও অধিক সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করছে। এদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ঈর্ষা ও রেষারেষির মনোভাবে চালিত হয়েই খ্রিষ্টকে প্রচার করছে, কিন্তু তবু বেশ কয়েকজনও আছে, যারা সৎ মনোভাব নিয়ে করছে। এরা ভালবাসার খাতিরে করছে, কেননা জানে, আমি সুসমাচারের পক্ষসমর্থন করতে নিযুক্ত হয়েছি। সেই অন্যেরা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতারই খাতিরে খ্রিষ্টকে প্রচার করছে, তাদের মনোভাব বিশুদ্ধ নয়, তারা মনে করছে, আমার শেকলে আরও অধিক দুঃখজ্বালা যোগ করবে। কিন্তু তাতে কী? কপটতায় বা সত্যের আশ্রয়ে যে কোন প্রকারেই হোক, আসল কথা হল: খ্রিষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন, আর এতেই আমি আনন্দ করছি আর আনন্দ করতে থাকব; কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যিশু খ্রিষ্টের আত্মার সহায়তা দ্বারা তা আমার পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, আমার গভীর প্রত্যাশা ও ভরসাই যে আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না, আমি বরং পূর্ণ প্রত্যয়ী যে, সবসময়ের মত এখনও খ্রিষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ। কিন্তু দেহে জীবন বলতে যদি ফলপ্রসূ হয়ে কাজ করা বোঝায়, তবে কোনটা আমাকে বেছে নেওয়া উচিত, তা জানি না। আসলে আমি সেই দুইয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হচ্ছি: একদিকে আমার এই বাসনা যে, বিদায় নিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়; অপরদিকে দেহে থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি থাকব, ও বিশ্বাসে তোমাদের সেই অগ্রগতি ও আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের

পাশেপাশে দাঁড়াব, যেন তোমাদের কাছে আমার এই ফিরে আসার ফলে খ্রিষ্ট যিশুতে তোমাদের গর্ব আমার মধ্য দিয়ে অধিক উপচে পড়ে।

**শ্লোক** - ফিলি ১:২০, ২১

*প্র* আমার গভীর প্রত্যাশা ও ভরসাই যে আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না:

*উ* খ্রিষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

*প্র* কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ:

*উ* খ্রিষ্ট আমার দেহে মহিমান্বিত হবেন—তা জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে বিশপ সাধু পলিকার্পের পত্র থেকে পাঠ (৩-৫)

**এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি**

ভ্রাতৃগণ, নিজেই ইচ্ছা করে যে আমি ধর্মময়তা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে লিখছি এমন নয়, কিন্তু তোমরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছ বিধায় লিখছি। কারণ আমিও নয়, আমার মত অন্য কেউও সেই ধন্য ও গৌরবময় পলের জ্ঞান পালন করতে সক্ষম নয়। তোমাদের মধ্যে থাকাকালে সেকালের লোকদের সম্মুখে তিনি নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও শক্তির সঙ্গে সত্যবাণী সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, আর অনুপস্থিত হলে তোমাদের কাছে এমন পত্র লিখলেন যার কথা ধ্যান করে তোমরা গৃহীত বিশ্বাসে নিজেদের গেঁথে তুলতে পারবে; কেননা বিশ্বাসই আমাদের সকলের জননী (গা ৪:২৬ দ্রঃ), পরে আসে আশা, আর তার আগে আসে ঈশ্বর, খ্রিষ্ট ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা। তেমন সঙ্ঘে যে কেউ থাকে, সে ধর্মময়তার আদেশ পূর্ণ করে, কারণ ভালবাসা যার আছে, সে সমস্ত পাপ থেকে দূরে আছে।

*অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল* (১ তি ৬:১০)। সুতরাং, আমরা যখন জানি যে *আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না* (১ তি ৬:৭), তখন এসো, ধর্মময়তার রণসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি, ও প্রথমে প্রভুর আদেশ পথে চলতে নিজেরা শিখি। তারপরে আমাদের স্ত্রীদের গৃহীত বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও শুচিতায় থাকতে, নিজেদের স্বামীকে বিশ্বস্তভাবে প্রেম করতে, অন্যান্য সকলকে শুচিতার সঙ্গে ভালবাসতে, ও নিজেদের সন্তানদের ঈশ্বরভীতিতে মানুষ করতে

শেখাই। বিধবাদের এমন শিক্ষা দিই, তারা যেন প্রভুবিশ্বাসে চিন্তামগ্ন থাকে, সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করে, সমস্ত পরনিন্দা, কটুবাক্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, অর্থলালসা ও যত অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে; তারা যেন এবিষয়ে সচেতন হয় যে, তারা ঈশ্বরের বেদি, আর তিনি সবকিছু তলিয়ে দেখেন, ও চিন্তা-ভাবনার কোন কিছুই তাঁকে এড়াতে পারে না, হৃদয়ের কোন গোপন চিন্তাও নয়।

সুতরাং, একথা জেনে যে *ঈশ্বরের সঙ্গে চালাকি করা চলে না* (গা ৬:৭), আমাদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যা তাঁর আদেশ ও গৌরবের যোগ্য। পরিসেবকেরাও মানুষের নয়, ঈশ্বর ও খ্রিষ্টেরই পরিসেবক হওয়ায় তাঁর ধর্মময়তার সামনে নির্দোষিতার পথে চলুন; তাঁরা যেন পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী, অর্থপিপাসু না হন, বরং সবকিছুতে আত্মসংযমী, দয়াবান, সতর্ক হন; তাঁরা সেই প্রভুর সত্য অনুসারে চলুন যিনি সকলের দাস হলেন।

ইহলোকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হলে প্রতিদানে আমরা আসন্ন সবকিছুও পাব, যেমনটি তিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর আমরা তাঁর যোগ্য নাগরিক বলে ব্যবহার করলে তবে তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব— অবশ্য, আমাদের যদি বিশ্বাস থাকে।

**শ্লোক** - ফিলি ৪:৮, ৯ দ্রঃ

*প্র* যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর ও শুভদায়ক, তোমরা তারই অনুধ্যান কর;

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* যা কিছু সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর;

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-২৪)

**বিশ্বাসে রাহাব ইস্রায়েলীয় গুপ্তচরদের প্রতি**

**আতিথেয়তা দেখান ও তাদের ত্রাণ করেন**

সেসময়, নূনের সন্তান যোশুয়া শিত্তিম থেকে পরিদর্শনের জন্য দু'জন লোককে গোপনে পাঠালেন; তাদের বললেন, 'ওই অঞ্চল ও যেরিখোতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসো।' তারা গিয়ে রাহাব নামে এক বেশ্যার ঘরে ঢুকে সেখানে রাত কাটাল। কিন্তু যেরিখোর রাজাকে বলা হল, 'দেখুন, অঞ্চল পরিদর্শন করতে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে কয়েকটা লোক আজ রাতে এখানে এসেছে।' তখন যেরিখোর রাজা রাহাবকে একথা বলে পাঠালেন: 'যে লোকেরা তোমার কাছে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছে, তাদের বের করে দাও, কারণ তারা সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে এসেছে।' তখন সেই স্ত্রীলোক ওই দু'জনকে নিয়ে লুকিয়ে রাখার পর বলল, 'হ্যাঁ, সেই লোকেরা আমার কাছে এসেছিল বটে; কিন্তু তারা কোথাকার লোক, তা আমি জানতাম না। অন্ধকার হলে নগরদ্বার বন্ধ করার একটু আগে সেই লোকেরা চলে গেল; তারা কোথায় গেল, আমি জানি না। আপনারা তাদের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করুন, তবে তাদের ধরতে পারবেন।'

কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাদের ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার জমিয়ে রাখা মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ওই লোকেরা যর্দনের পথে পারঘাটের দিকে তাদের পিছনে ধাওয়া করল; আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, সেই লোকেরা বের হওয়ামাত্র নগরদ্বার বন্ধ করা হল। সেই দু'জন গুপ্তচর তখনও শোয়নি, এমন সময় ওই স্ত্রীলোক ছাদের উপরে তাদের কাছে গেল; তাদের বলল, 'আমি জানি, প্রভু এই দেশ তোমাদেরই দিয়েছেন; এও জানি যে, তোমরা যে মহাবিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছ, তা আমাদের উপরে এসে পড়েছে, ও তোমাদের আগমনে এই দেশের অধিবাসী

সমস্ত লোক বিচলিত হয়েছে; কেননা মিশর থেকে তোমরা বেরিয়ে আসার সময়ে প্রভু তোমাদের সামনে কেমন করে লোহিত সাগরের জল শুষ্ক করেছিলেন, এবং তোমরা যর্দনের ওপারের সেই সিহোন ও ওগ নামে আমোরীয়দের দুই রাজার বিরুদ্ধে যা করেছ, তাদের যে বিনাশ-মানতের বস্তু করেছ, এই সমস্ত কথা আমরা শুনলাম। আর শোনামাত্র আমাদের হৃদয় বিচলিত হল, আর এখন তোমাদের সামনে দাঁড়াবে, এমন সাহস কারও নেই, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গে ও নিচে এই মর্তে তিনিই পরমেশ্বর। এখন তোমরা আমার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ কর যে, আমি যেমন তোমাদের প্রতি সহৃদয়তা দেখালাম, তেমনি তোমরাও আমার পিতৃকুলের প্রতি সহৃদয়তা দেখাবে; তাই আমাকে একটা নিশ্চিত চিহ্ন দাও যে তোমরা আমার পিতামাতা, ভাইবোন ও তাদের সমস্ত সম্পদ বাঁচাবে ও মৃত্যু থেকে আমাদের রেহাই দেবে।' সেই দু'জন লোক তাকে বলল, 'তোমরা যদি আমাদের এই কাজের কথা প্রকাশ না কর, তোমাদের বিনিময়ে আমাদের প্রাণ যাক! আর যখন প্রভু এই দেশ আমাদের দেবেন, তখন আমরা তোমার প্রতি সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করব।'

তখন সে জানালা দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে তাদের নামিয়ে দিল, কেননা তার ঘর নগরপ্রাচীরের গায়ে ছিল; আসলে সে নগরপ্রাচীরের উপরেই বাস করত। সে তাদের বলল, 'যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তোমরা যেন ঠিক তাদের সামনেই না পড়, এজন্য পর্বতের দিকে যাও; যারা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করতে গেল, তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা সেখানে তিন দিন লুকিয়ে থাক; পরে তোমাদের পথে চলে যাও।' সেই লোকেরা তাকে বলল, 'তুমি আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা এইভাবে পূরণ করব: শোন, তুমি যে জানালা দিয়ে আমাদের নামিয়ে দিলে, আমরা এই দেশে আসবার সময়ে তুমি সেই জানালায় এই সিঁদুরে-লাল সুতোর দড়ি বেঁধে রাখবে, এবং তোমার পিতামাতাকে ও ভাইদের এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে তোমার এই ঘরে সংগ্রহ করে আনবে। যে কেউ তোমার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে রাস্তায় পা বাড়াবে, তার রক্তপাতের দণ্ড তারই মাথায় নেমে পড়বে, আমরা নির্দোষ হব; কিন্তু যে কেউ তোমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে থাকে, তার উপরে যদি কেউ হাত বাড়ায়, তবে তার রক্তপাতের দণ্ড আমাদেরই মাথায় নেমে পড়বে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজের কথা

প্রকাশ কর, তবে আমাদের যে শপথ করিয়েছ, আমরা তা থেকে মুক্ত হব।' সে বলল, 'তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক।' সে তাদের বিদায় দিলে তারা রওনা হল, এবং সে ওই সিঁদুরে-লাল দড়ি জানালায় বেঁধে দিল।

তারা গিয়ে পর্বতে এসে পৌঁছল, আর যারা তাদের পিছনে ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা তিন দিন সেখানে থাকল। তাদের পিছনে যারা ধাওয়া করতে গিয়েছিল, তারা সবদিকেই তাদের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের পায়নি। তখন সেই দু'জন লোক আবার পর্বত থেকে নেমে এল, ও যর্দন পার হয়ে নূনের সন্তান যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের যা যা ঘটেছিল, তাঁকে তার বিবরণ দিল। তারা যোশুয়াকে বলল, 'সত্যিই প্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশের অধিবাসীরা আমাদের আগমনে বিচলিত!'

শ্লোক - যাকোব ২:২৪-২৬; হিব্রু ১১:৩১

প্র মানুষকে কর্মের ভিত্তিতে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়, কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। একই প্রকারে ঘটেছিল সেই রাহাবের বেলায়ও: সে তো সেই দূতদের প্রতি আতিথেয়তা দেখিয়েছিল, এবং অন্য পথ দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল।

উ যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

প্র বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।

উ যেমন আত্মাহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্মহীন বিশ্বাসও মৃত।

দ্বিতীয় পাঠ - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**আমরা নিজেদের নই, কিন্তু যিনি আমাদের কিনেছেন**
**ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়েছেন, আমরা তাঁরই**

তাঁর সমস্ত পথ সরল। আমরা যখন খ্রিষ্টের পথগুলির কথা বলি, তখন সুসমাচারের সেই নির্দেশ বোঝাতে চাই যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত সদ্‌গুণে চিন্তামগ্ন থেকে ও ধর্মাচরণের চিহ্নে মাথা ঘিরে শাশ্বত আহ্বানের পুরস্কারের কাছে এসে উপস্থিত হই। এ

সমস্ত পথ সত্যিই সরল, সেগুলিতে অস্পষ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের মত কিছু নেই: সেগুলি সরল, এমনকি, আমি এ কথাও বলব, সেগুলি গম্য। কেননা লেখা আছে, *ধার্মিকের পথ সরল-সোজা পথ, ধার্মিকের রাস্তা তুমি কর সমতল* (ইশা ২৬:৭ সত্তরী পাঠ্য)।

বিধানের পথ কঠিন পথ; সেই পথ প্রতীক ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে, সুতরাং অগম্য বাধার মধ্য দিয়েই বিস্তৃত। অন্যদিকে সুসমাচারের নির্দেশ-পথ সরল-সোজা, সেই পথে কঠিন ও অগম্য কিছু নেই।

অতএব, খ্রিষ্টের সমস্ত পথ সরল-সোজা। তিনি পবিত্র নগরী তথা সেই মণ্ডলীকে গেঁথে তুলেছেন যার মধ্যে তিনি নিজে বাস করেন; বস্তুতই তিনি আপন পবিত্রজনদের অন্তরে বাস করেন, আর আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি, কারণ পবিত্র আত্মার সহভাগিতা গুণে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট নিজেই উপস্থিত। তাই তিনি সেই মণ্ডলীকে গেঁথে তুললেন তিনি নিজেই যার ভিত্তিমূল, আর সেই ভিত্তিতে আমরাও উজ্জ্বল ও মূল্যবান পাথরের মত *এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছি; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য আমাদের গেঁথে তোলা হচ্ছে* (এফে ২:২১, ২২)। যার অটল ভিত্তিমূল স্বয়ং খ্রিষ্ট, সেই মণ্ডলী কোন মতেই ধ্বংস হতে পারে না। *দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না* (ইশা ২৮:১৬)। তাই তিনি মণ্ডলীকে স্থাপন করে আপন জনগণকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন। নির্যাতককে ভূপাতিত করে তিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করলেন, ও নিজের রক্ষায় আমাদের রাখলেন—সাধারণ একটা মূল্য দিয়ে কিন্তু নয়, অর্থের বিনিময়েও নয়।

তাঁর শিষ্যই কথাটা স্পষ্ট করে তোলেন: *তোমাদের সেই পিতৃপরম্পরাগত অসার জীবনধারণের হাত থেকে তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে* (১ পি ১:১৮-১৯)। হ্যাঁ, আমাদের জন্য তিনি সত্যিই নিজ রক্ত দান করলেন: ফলে আমরা আর নিজেদের নই, কিন্তু যিনি আমাদের কিনেছেন ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দিয়েছেন, আমরা তাঁরই।

**শ্লোক** - ১ পি ১:১৮, ১৯-২০; যোহন ১:২৯

*প* তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

*উ* তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন।

*প* ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

*উ* তিনি জগৎপত্তনের আগেই চিহ্নিত হয়েছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:২৭–২:১১)

## খ্রিষ্টকে অনুকরণ করার জন্য সাধু পলের চেতনা-বাণী

ভ্রাতৃগণ, শুধু একটা কথা, খ্রিষ্টের সুসমাচারের যোগ্য নাগরিকদের মত আচরণ কর; আমি এসে তোমাদের নিজেই দেখি বা দূরে থেকে তোমাদের বিষয়ে কথা শুনি, আমি যেন জানতে পারি যে তোমরা এক আত্মায় স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে সংগ্রাম করছ, এবং কোন কিছুতেই বিরোধীদের ভয় পাচ্ছ না। তা ওদের পক্ষে বিনাশের লক্ষণ, তোমাদের পক্ষে কিন্তু পরিত্রাণের প্রমাণ। তেমনটি ঈশ্বর থেকেই আসে, কারণ খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; কেননা তোমরা সেই একই সংগ্রাম বহন করছ যা আমাকে বহন করতে দেখেছ, ও যা বিষয়ে এখনও শুনছ, আমি তা বহন করছি।

সুতরাং, খ্রিষ্টে যদি কোন প্রেরণা, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ। খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'।

**শ্লোক** - ১ পি ২:২৪; হিব্রু ২:১৪; ১২:২

*প্র* তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন,

*উ* যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই শয়তানকে শক্তিহীন করতে পারেন।

*প্র* আমাদের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন,

*উ* যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব ছিল, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই শয়তানকে শক্তিহীন করতে পারেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে বিশপ সাধু পলিকার্পের পত্র থেকে পাঠ (৬-৮)

**খ্রিষ্ট নিজের মধ্যেই আমাদের আদর্শ দিলেন**

প্রবীণবর্গ সকলের প্রতি করুণাময় ও দয়াবান হোন; পথভ্রষ্টদের ফিরিয়ে আনুন, দুর্বলদের প্রতি যত্নবান হোন, বিধবা, এতিম ও গরিবদের অবহেলা করবেন না, বরং তাতেই সচেষ্ট থাকবেন যা ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম (২ করি ৮:২১ দ্রঃ)। তাঁরা ক্রোধ, ব্যক্তি-পক্ষপাত ও অন্যায়-বিচার এড়িয়ে চলুন, অর্থপিপাসা থেকে দূরে থাকুন, কারও মন্দ সহজে বিশ্বাস করবেন না, অধিক কঠোর বিচার করবেন না, একথা জেনে যে, আমরা সকলেই পাপের কাছে দায়ী।

আমরা যখন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন, তখন আমাদেরও ক্ষমা করতে হবে, কারণ আমরা প্রভুর ও ঈশ্বরের চোখের সামনেই দাঁড়াচ্ছি, আর *আমাদের সকলকে খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে, ও আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজ নিজ হিসাব দিতে হবে* (রো ৪:১০, ১২)। সুতরাং এসো, আমরা সভয়ে ও সম্ভ্রমে তাঁর সেবা করি, যেভাবে তিনি নিজে আমাদের আদেশ করেছেন, যেভাবে সেই প্রেরিতদূতেরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের কাছে সুসমাচার এনে দিয়েছেন, যেভাবে সেই নবীরাও আদেশ করেছেন যাঁরা আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। এসো, আমরা ভালোর জন্য আগ্রহ দেখাই;

দুর্নাম ও ভণ্ড ভাইদের এড়িয়ে চলি; তাদেরও এড়িয়ে চলি যারা মিথ্যায় প্রভুর নাম বহন করে ও নির্বোধকে পথভ্রান্ত করে।

যে কেউ যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে না, সে খ্রিষ্টবৈরী; আর যে কেউ ক্রুশের সাক্ষ্য স্বীকার করে না, সে শয়তান থেকে উদ্গত: আর যে কেউ নিজ ভাবাবেগ অনুযায়ী প্রভুর বচনগুলি বিকৃত করে, ও এমন কথা সমর্থন করে যে, পুনরুত্থান নেই, বিচারও নেই, তেমন লোক শয়তানের প্রথমজাত। সুতরাং, ভিড়ের নির্বুদ্ধিতা ও তাদের মিথ্যা ধর্মশিক্ষা ছেড়ে, এসো, আদিতে যে বাণী আমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে, সেই বাণীর কাছে ফিরে যাই: *প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সুবিবেচক ও মিতাচারী* হও (১ পি ৪:৭)। এসো, উপবাসে রত থাকি, আমাদের মিনতিতে সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে যাচনা করি: *আমাদের পরীক্ষায় এনো না* (মথি ৬:১৩), কারণ যেমন প্রভুও বলেছিলেন, *আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল*(মথি ২৬:৪১)।

সুতরাং এসো, আমরা আমাদের প্রত্যাশায় ও আমাদের ধর্মময়তার অগ্রিম দানস্বরূপ সেই খ্রিষ্টে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকি, যিনি *নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, যিনি কোন পাপ করেননি; যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (১ পি ২:২৪, ২২), কিন্তু আমাদের খাতিরে, আমরা যেন তাঁর মধ্যে জীবিত হতে পারি, সবকিছু সহ্য করলেন। তবে এসো, আমরা তাঁর সহনশীলতার অনুকারী হই, আর যদি তাঁর নামের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তাঁকে গৌরবান্বিত করি। কেননা নিজের মধ্যে তিনি এই আদর্শই আমাদের কাছে রেখে গেছেন, আর আমরা তাই বিশ্বাস করেছি।

শ্লোক - রো ১২:১৭; ২ করি ৬:৩; প্রেরিত ২৪:১৫, ১৬ দ্রঃ

প্ এসো, ঈশ্বরের সামনে শুধু নয়, মানুষের সামনেও সৎকাজ করতে সচেষ্ট থাকি, আর কারও পথেও যেন কোন বিঘ্ন না ঘটাই,

উ যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়।

প্ ঈশ্বরে প্রত্যাশা রেখে আমি ঈশ্বরের ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি,

উ যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৭; ৪:১৪-১৯; ৫:১০-১২)

**যর্দন পার ও পাস্কাপর্ব পালন**

সেসময়, খুব সকালে উঠে যোশুয়া সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শিত্তিম থেকে রওনা হয়ে যর্দনের ধারে এসে পৌঁছলেন; পার হওয়ার আগে তারা সেইখানে শিবির বসাল। তিন দিন পর অধ্যক্ষেরা শিবিরের মধ্য দিয়ে গেলেন; তাঁরা লোকদের এই আজ্ঞা দিলেন: 'তোমরা যখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও লেবীয় যাজকদের তা বইতে দেখবে, তখন তোমাদের জায়গা ছেড়ে তার পিছু পিছু যাবে; এভাবে তোমাদের যে কোন্ পথে যেতে হবে, তা জানতে পারবে, কেননা এর আগে তোমরা এই পথ দিয়ে কখনও যাওনি; তথাপি মঞ্জুষাটির ও তোমাদের মধ্যে আনুমানিক দু'হাজার হাত ফাঁক রাখতে হবে: তার কাছাকাছি যাবেই না।'

জনগণকে যোশুয়া বললেন, 'নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ আগামীকাল প্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করবেন।' যাজকদের যোশুয়া বললেন, 'সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নিয়ে জনগণের আগে আগে পার হও।' তারা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তুলে নিয়ে জনগণের পুরোভাগে গেল।

তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'আজই আমি গোটা ইস্রায়েলের চোখে তোমাকে মহান করতে আরম্ভ করব, যেন তারা জানতে পারে যে, আমি যেমন মোশির সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। যে যাজকেরা সন্ধি-মঞ্জুষা বয়, তাদের তুমি এই আজ্ঞা দেবে: যর্দনের জলের ধারে এসে পৌঁছলে তোমরা যর্দনে দাঁড়িয়ে থাকবে।' আর ইস্রায়েল সন্তানদের যোশুয়া বললেন, 'এগিয়ে এসো, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর আদেশবাণী শোন।' যোশুয়া বলে চললেন, 'জীবনময় ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত, এবং কানানীয়, হিত্তীয়, হিব্বীয়, পেরিজীয়, গির্গাশীয়, আমোরীয় ও

যেবুসীয়দের তোমাদের সামনে থেকে নিশ্চয়ই দেশছাড়া করবেন, তা তোমরা এ দ্বারা জানতে পারবে। দেখ, সারা পৃথিবীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তোমাদের সামনে যর্দনে যাচ্ছে! এখন তোমরা ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে, এক এক গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এক একজন করে, বারোজন লোককে বেছে নাও। সারা পৃথিবীর পরমেশ্বর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পদতল যর্দনের জল স্পর্শ করামাত্র যর্দনের জল দু'ভাগ হয়ে যাবে: উপর থেকে যে জলস্রোত নিচের দিকে বয়ে আসছে, তা এক রাশি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

যখন জনগণ যর্দন পার হবার জন্য নিজ নিজ তাঁবু থেকে রওনা হল, তখন যারা সন্ধি-মঞ্জুষা বইছিল, সেই যাজকেরা জনগণের আগে আগে চলছিল। মঞ্জুষার বাহকেরা যখন যর্দনের কাছে এসে পৌঁছল ও মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের পা জলের মাত্রা পর্যন্ত নেমে গেল,—বাস্তবিক ফসল কাটার সমস্ত সময় ধরে যর্দনের জল দু'তীরের সমস্ত কিছুর উপরেই ফুলে ওঠে,—তখন উপর থেকে বয়ে আসা সমস্ত জলস্রোত দাঁড়াল ও বেশ জায়গা জুড়ে, সার্তানের নিকটবর্তী আদামা শহরের কাছেই, এক রাশি হয়ে স্থির হয়ে থাকল; অপরদিকে, যে জলস্রোত আরাবার সাগরে অর্থাৎ লবণ-সাগরে নেমে যাচ্ছিল, তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল, আর জনগণ যেরিখোর সামনেই পার হল।

গোটা ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়ে পার হতে হতে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকেরা যর্দনের মাঝখানে শুকনা মাটিতে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, যতক্ষণ না গোটা জনগণ, শেষজন পর্যন্তই, যর্দন পার হয়ে গেল।

সেদিন প্রভু গোটা ইস্রায়েলের চোখে যোশুয়াকে মহান করলেন; তখন জনগণ যেমন মোশিকে তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে ভয় করেছিল, তেমনি যোশুয়াকেও ভয় করতে লাগল।

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক সেই যাজকদের যর্দন থেকে উঠে আসতে আজ্ঞা কর।' যোশুয়া যাজকদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'যর্দন থেকে উঠে এসো।' প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার বাহক যাজকেরা যর্দনের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র যাজকদের পদতল যখন শুকনা মাটি স্পর্শ করল, তখনই যর্দনের জলস্রোত তার সাধারণ গতিপথে

ফিরে এসে আগের মত সমস্ত কূল ছাপিয়ে গেল। জনগণ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের দশম দিনে যর্দন থেকে উঠে এসে যেরিখোর পুবদিকে, গিল্গালে শিবির বসাল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা গিল্গালে শিবির বসাল, আর সেই মাসের চতুর্দশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় যেরিখোর নিম্নভূমিতে পাস্কা পালন করল। পাস্কার পরদিনে তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খেতে লাগল; ঠিক সেদিনেই খামিরবিহীন রুটি ও গম ঝলসে খেল। পরদিনেই, তারা সেই অঞ্চলের উৎপন্ন ফল খাবার পরেই, মান্না আর নেমে এল না; তখন থেকেই ইস্রায়েল সন্তানেরা আর মান্না পেল না। সেই বছরেই তারা কানান দেশের ফল খেতে লাগল।

**শ্লোক** - যোশুয়া ৪:২২-২৪; সাম ১১৪:৫ দ্রঃ

*প্র* ইস্রায়েল শুকনা মাটির উপর দিয়েই এই যর্দন পার হয়ে গেল, কারণ প্রভু লোহিত সাগর পার হওয়ার সময়ে যেমন করেছিলেন তেমনি যর্দনের জলরাশি শুষ্ক রাখলেন।

*উ* পৃথিবীর সকল জাতি জানুক প্রভুর হাত কেমন শক্তিশালী।

*প্র* তোমার কী হল সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ?

*উ* পৃথিবীর সকল জাতি জানুক প্রভুর হাত কেমন শক্তিশালী।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোশুয়া পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪:১)

**যর্দন নদী-পার**

যর্দনে সন্ধি-মঞ্জুষা ঈশ্বরের জনগণের দিশারী ছিল। যাজকীয় ও লেবীয় শ্রেণি থামলেই জল কেমন যেন ঈশ্বরের সেবকদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নিজ গতি রোধ করে, ও এক রাশিতে জমাট হয়ে ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরাপদ যাত্রাপথ মঞ্জুর করে। হে খ্রিষ্টিয়ান, প্রাক্তন জনগণ সম্পর্কিত তেমন মহাকীর্তির কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না, কেননা তুমি যে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে যর্দন নদী থেকে বেরিয়ে এসেছ, সেই তোমার কাছে ঐশবাণী মহত্তর ও উচ্চতর ধরনের কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়, ও আকাশের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় একটা যাত্রাপথের অঙ্গীকার করে। হ্যাঁ, ধার্মিকদের বিষয়ে পলের

একথা শোন, *আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১ থে ৪:১৭)। ধার্মিকের পক্ষে ভয় করার মত কিছুই নেই, কেননা সমস্ত সৃষ্টি তার অধীন।

পরিশেষে শোন কেমন করে ঈশ্বর নবীর মধ্য দিয়েও ধার্মিকের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন: তুমি আগুনের মধ্য দিয়ে গেলেও অগ্নিশিখা তোমাকে ক্ষতি করবে না, কারণ আমিই তোমার পরমেশ্বর প্রভু (ইশা ৪৩:২ দ্রঃ)। সুতরাং, যে কোন স্থান ধার্মিককে গ্রহণ করে, ও সমস্ত সৃষ্টজীব তার প্রাপ্য প্রভুত্ব স্বীকার করে। এ সমস্ত কর্মকীর্তি কেবল তোমার পূর্বপুরুষদের বেলায়ই ঘটেছে, কিন্তু শ্রোতা-তোমার বেলায় এসব কিছু ঘটবে না, তেমন ধারণা পোষণ করো না: রহস্যময় পরিকল্পনা অনুসারে এসব কিছু তোমার মধ্যেও পূর্ণতা লাভ করবে।

এবার আমি তোমাকে উদ্দেশ করে কথা বলি, কেননা তুমি প্রতিমা-পূজার অন্ধকার ছেড়ে ঐশবিধানের কথা শুনতে আকাঙ্ক্ষা করছ ও মিশর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও শুরু করছ। যখন দীক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যায় যোগ দিয়েছ ও মণ্ডলীর নিয়ম-কানুন পালন করতে আরম্ভ করেছ, তখন তুমি লোহিত সাগর থেকে বেরিয়ে এসেছ, ও মরুপ্রান্তরের নানা বিরতি-স্থানে বসে প্রত্যেক দিন ঈশ্বরের বাণী শ্রবণে ও প্রভুর গৌরবে উদ্ভাসিত মোশির শ্রীমুখ দর্শনে ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় দিয়েছ। তুমি বাপ্তিস্মের রহস্যময় জলকুণ্ডের ধারে আসবে, ও যাজকীয় ও লেবীয় শ্রেণি স্থান পেলে পর এমন মর্যাদাপূর্ণ ও অপরূপ সাক্রামেন্তগুলিতে দীক্ষিত হবে, যা কেবল তাদেরই কাছে জানা যাদের সাধ্য দেওয়া হয়েছে। তখন, যাজকদের সেবাকর্ম দ্বারা যর্দন থেকে বেরিয়ে এসে তুমি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করবে যেখানে মোশির পর যিশুই তোমাকে গ্রহণ করছেন ও তিনি নিজে তোমার নতুন যাত্রার দিশারী হচ্ছেন।

তবে, ঈশ্বরের তেমন মহাকীর্তির কথা স্মরণ ক'রে—অর্থাৎ তোমার বেলায়ও সাগর বিভক্ত হল ও নদীর জল থেমে গেল—তুমি তাদের দিকে ফিরে চেয়ে বলবে: *তোমার কী হল, সাগর, যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? তোমার কী হল, যর্দন, যে তুমি উজানে বইছ? হে পাহাড়পর্বত, কেন তোমরা লাফিয়ে উঠছ মেষের মত? আর তোমরা, উপপর্বত, মেষশাবকের মত?* তখন ঐশবাণী উত্তর দিয়ে বলবে, *হে পৃথিবী, কম্পিত হও প্রভুর*

*সামনে, যাকোবের সেই পরমেশ্বরের সামনে, যিনি শৈলকে পরিণত করেন জলাশয়ে, পাথরকে জলের উৎসধারায়* (সাম ১১৪:৫-৮)।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৭:১; ১৯:২২; সাম ৭৭:২০

*প্র* প্রভু, তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়;

*উ* প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ।

*প্র* তোমার পথ ছিল সাগরের মাঝে, তোমার সরণি বিশাল জলরাশির মাঝে,

*উ* প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১২-৩০)

## তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল

হে আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে আসছ, তেমনি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালেই তোমরা যেভাবে ছিলে শুধু সেভাবে নয়, বরং এখন আমি যে দূরে আছি আরও বেশিই ক'রে তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও, ওদের সামনে জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখ। তবেই খ্রিষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে পারব যে, বৃথা দৌড়োইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি। আর যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি আনন্দিত, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি। তেমনি তোমরাও আনন্দিত হও, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

প্রভু যিশুতে আমার এই প্রত্যাশা আছে, তিমথিকে শীঘ্রই তোমাদের কাছে পাঠাব, যেন তোমাদের খবরাখবর জেনে আমারও প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আসলে, তোমাদের কাছে পাঠানোর মত আমার আর এমন কেউ নেই যার প্রাণ তাঁরই মত, আর যে তাঁর মত সত্যিকারে তোমাদের প্রতি যত্নবান। কেননা ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়। কিন্তু তোমরা তাঁর পক্ষে এই প্রমাণ পেয়েছ যে, পিতার সঙ্গে সন্তান যেমন, সেইমত ইনি আমার সঙ্গে সুসমাচারের খাতিরে পরিশ্রম করেছেন। সুতরাং আশা করি, আমার অবস্থা-পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়ামাত্র তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু প্রভুতে আমার দৃঢ় ভরসা এই, আমি নিজেই শীঘ্র এসে উপস্থিত হব।

আমার ভাই ও আমার কাজের ও সংগ্রামের সঙ্গী এপাফ্রদিতস, যাঁকে তোমরা আমার সমস্ত প্রয়োজনে সাহায্য করতে পাঠিয়েছিলে, তাঁকে আপাতত তোমাদের কাছে

পাঠানো প্রয়োজন মনে করলাম; আসলে তোমাদের সকলকে দেখবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, এবং তোমরা তাঁর অসুস্থতার কথা শুনেছিলে বলে তিনি চিন্তিত ছিলেন। আর বাস্তবিক তিনি অসুস্থ হয়ে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায়ই পড়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করলেন; তাঁর প্রতি শুধু নয়, আমারও প্রতি দয়া করলেন, পাছে দুঃখের উপর আমার আরও বেশি দুঃখ হয়।

তাই আমি তাঁকে যথেষ্ট যত্ন সহকারেই পাঠালাম, যেন তোমরা তাঁকে দেখে আবার আনন্দিত হও, আমারও যেন সেদিকে আর কোন চিন্তা না থাকে। তাই তোমরা তাঁকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নাও, এবং তাঁর মত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখাও; কেননা, তোমাদের স্থানে আমার প্রতি করণীয় দায়িত্ব পূরণের জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিনিই খ্রিষ্টের কর্মের খাতিরে প্রায় মরতে বসেছিলেন।

**শ্লোক** - ২ পি ১:১০, ১১; এফে ৫:৯, ১১

*প্র* তোমরা তোমাদের আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক;

*উ* তবেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

*প্র* তোমরা আলোর সন্তানদের মত চল; অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না;

*উ* তবেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে বিশপ সাধু পলিকার্পের পত্র থেকে পাঠ (৯-১১)

### এসো, বিশ্বাস ও ধর্মময়তার পথে চলি

আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, ধর্মময়তার বাণীর প্রতি বাধ্য হও, সেই সহিষ্ণুতার সাধনা কর যা নিজেদের চোখেই তোমরা ধন্য ইগ্নাসিউস, জসিমোস ও রুফুসের মধ্যে শুধু নয়, তোমাদের মাঝে অন্যদেরও মধ্যে, স্বয়ং পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদেরও মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছ। জেনে রেখ, তাঁরা বৃথাই দৌড়াননি, কিন্তু বিশ্বাস

ও ধর্মময়তায়ই দৌড়ালেন, আর তাঁরা এখন সেই প্রতিশ্রুত স্থানে প্রভুর সঙ্গেই আছেন যাঁর সঙ্গে দুঃখকষ্টও ভোগ করলেন। কেননা তাঁরা এই বর্তমান যুগ নয়, তাঁকেই বরং ভালবাসলেন যিনি আমাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও আমাদের খাতিরে ঈশ্বর দ্বারা পুনরুত্থিত হলেন।

তাই তোমরা বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও অটল হয়ে, ভ্রাতৃত্বকে ভালবেসে, পরস্পরকে প্রেম করে, সত্যে একত্রিত হয়ে, প্রভুর কোমলতায় একে অন্যের প্রতিযোগী হয়ে, কাউকে তুচ্ছ মনে না করে এসব কিছুতে স্থিতমূল থাক ও প্রভুর আদর্শ পালন কর। উপকার করতে পারলে সময় স্থগিত করো না, কারণ অর্থদান মৃত্যু থেকে মুক্তিদান করে। সকলে একে অন্যের অধীন হও, বিধর্মীদের মাঝে তোমাদের জীবনাচরণ অনিন্দনীয় হোক, যাতে তোমাদের সৎকর্মের জন্য তোমরাও প্রশংসা পেতে পার ও তোমাদের মধ্যে প্রভুর নিন্দা না হয়। কিন্তু তাদেরই ধিক্, যাদের কারণে প্রভুর নাম নিন্দার বস্তু হয়। সুতরাং যে আত্মসংযম তোমরা নিজেরাই পালন করছ, তা সকলকে শেখাও।

ভালেণ্টের ব্যাপার আমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছে: তিনি একসময় তোমাদের মাঝে প্রবীণ ছিলেন, অথচ এখন তাঁকে দেওয়া পদের দিকে কতই না কম মর্যাদা দেখাচ্ছেন। এজন্য আমি তোমাদের সাবধান বাণী দিচ্ছি, তোমরা কৃপণতা থেকে নিজেদের দূরে রাখ, ও শুচি ও সত্যবাদী হও। যে কোন অনিষ্ট থেকে নিজেদের দূরে রাখ।

এসব কিছুতে যে আত্মসংযম করতে পারে না, সে কী করেই বা অন্যদের চেতনা দিতে পারবে? যে কেউ কৃপণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখে না, সে প্রতিমা-পূজা দ্বারা কলুষিত হবে, ও সেই বিধর্মীদের একজন বলে বিচারিত হবে, যারা ঈশ্বরের বিচারের কথা জানে না। অথবা *তোমরা কি জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবেন* —যেভাবে পল শিক্ষা দেন? (১ করি ৬:২)।

তথাপি তোমাদের বিষয়ে আমি এধরনের কিছু কখনও অনুভব করিনি, শুনিও নি, সেই তোমরা যাদের মধ্যে ধন্য পল কাজ করলেন ও যাদের কথা তাঁর পত্রের শুরুতে প্রশংসিত। কেননা যে মণ্ডলীগুলো তখন প্রভুকে জানত—সেসময়ে আমরা তো তাঁকে জানতাম না—সেই সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে তোমাদের বিষয়ে তিনি গর্বই করতেন।

এজন্য ভ্রাতৃগণ, ভালেণ্ট ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে; প্রভু তাঁদের কাছে প্রকৃত অনুতাপ মঞ্জুর করুন। তোমরাও কিন্তু এ ব্যাপারে সমতা বজায় রাখ; তাঁদের শত্রু বলে গণ্য করবে না, বরং পীড়িত ও পথভ্রষ্ট অঙ্গগুলিই যেন তাঁদের ডেকে ফিরিয়ে আন, যাতে তোমাদের গোটা দেহ ত্রাণ পেতে পারে; কেননা তাঁদের সাহায্য করায় তোমরা নিজেদেরই গেঁথে তোল।

**শ্লোক** - ফিলি ২:১২-১৩; যোহন ১৫:৫

*প্র* তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল,

*উ* কেননা ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।

*প্র* প্রভু একথা বলছেন, আমাকে ছাড়া তোমরা কিছু করতে পার না;

*উ* কেননা ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১৩–৬:২১)

**যেরিখো হস্তগত**

যেরিখোর কাছাকাছি থাকার সময়ে যোশুয়া চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখ, এক পুরুষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা নিষ্কোষিত খড়্গ; যোশুয়া তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমাদের পক্ষে, না আমাদের শত্রুদের পক্ষে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কারও পক্ষে নই; আমি প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি; এইমাত্র এলাম।' যোশুয়া মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণিপাত করলেন, ও তাঁকে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসকে কী আজ্ঞা দিচ্ছেন?' প্রভুর বাহিনীর সেনাপতি যোশুয়াকে উত্তরে বললেন, 'পা থেকে জুতো খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, সেই স্থান পবিত্র।' যোশুয়া সেইমত করলেন।

সেই যেরিখো ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে রুদ্ধ ও আটকানো ছিল: কেউই বাইরে যেত না, কেউই ভিতরে আসত না। তখন প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি যেরিখো, তার রাজাকে ও তার বলবান যোদ্ধাদের তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যোদ্ধা যে তোমরা, সকলেই শহরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করবে; তোমরা একবার করে শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে; আর এইভাবে ছ' দিন করবে। সাতজন যাজক সন্ধি-মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইবে; পরে সপ্তম দিনে তোমরা সাতবার শহরটাকে প্রদক্ষিণ করবে ও যাজকেরা তুরি বাজাবে। যখন শিঙা বাজবে, তখন তোমরা সেই তুরিধ্বনি শোনামাত্র গোটা জনগণ তীব্র রণধ্বনি তুলবে; তখন নগরপ্রাচীর খসে পড়বে এবং লোকেরা প্রত্যেকেই সরাসরি প্রবেশ করবে।'

নূনের সন্তান যোশুয়া যাজকদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা সন্ধি-মঞ্জুষাটিকে তোল, এবং সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা

তুরি বয়ে নিক।' জনগণকে তিনি বললেন, 'এগিয়ে গিয়ে শহরটাকে ঘিরে রাখ, এবং পুরোভাগে সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলুক।' জনগণের কাছে যোশুয়ার কথা শেষ হলে সেই সাতজন যাজক যারা প্রভুর আগে আগে ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইত, তারা তুরি বাজাতে বাজাতে চলতে লাগল, ও প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তাদের পিছু পিছু চলল। পুরোভাগের সেনাদল তুরিবাদক যাজকদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল।

জনগণকে যোশুয়া এই বলে আজ্ঞা করেছিলেন, 'কোন রণধ্বনি তুলো না, তোমাদের গলার শব্দও শুনতে দিয়ো না, তোমাদের মুখ থেকে কোন কথা যেন না বের হয়, যেপর্যন্ত আমি না বলি: রণধ্বনি তোল; তখনই তোমাদের রণধ্বনি তুলতে হবে।'

এইভাবে তিনি প্রভুর মঞ্জুষাটিকে শহরের চারপাশ একবার করে প্রদক্ষিণ করালেন; পরে তারা শিবিরে ফিরে এসে সেখানে রাত কাটাল। যোশুয়া খুব সকালে উঠলেন, এবং যাজকেরা প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিল। ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরী সাতটা তুরি বইতে বইতে সেই সাতজন যাজক প্রভুর মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল, চলতে চলতে তারা তুরি বাজাচ্ছিল; একই সময়ে পুরোভাগের সেনাদল তাদের আগে আগে চলছিল, এবং পশ্চাদ্ভাগের সেনাদল প্রভুর মঞ্জুষার পিছু পিছু চলছিল: তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সকলে এগিয়ে চলছিল। তারা দ্বিতীয় দিনে শহর একবার করে প্রদক্ষিণ করে শিবিরে ফিরে এল। তারা ছ' দিন ধরে সেইমত করল। সপ্তম দিনে তারা ভোরে অরুণোদয়ের সময়ে উঠে সাতবার সেইমত শহর প্রদক্ষিণ করল: কেবল সেই দিনেই তারা সাতবার শহর প্রদক্ষিণ করল। সপ্তম বারে যাজকেরা তুরি বাজালে যোশুয়া লোকদের বললেন, 'রণধ্বনি তোল! কেননা প্রভু শহরটাকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। শহরটা ও সেখানকার সমস্ত বস্তু প্রভুর উদ্দেশে বিনাশ-মানতের বস্তু হবে; কেবল রাহাব বেশ্যা ও যারা তার সঙ্গে ঘরে আছে, তারাই বাঁচবে, কারণ সে আমাদের পাঠানো দূতদের লুকিয়ে রেখেছিল। শুধু একটি কথা: যা কিছু বিনাশ-মানতের বস্তু, সেই বিষয়ে সাবধান থাক, পাছে বিনাশ-মানত পূরণ করতে করতে তোমরা বিনাশ-মানতের বস্তু থেকে কিছুটা নিলে ইস্রায়েলের শিবিরকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেল ও তার দুর্দশা ঘটাও।

রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ ও লোহার যত পাত্র প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত; সেই সমস্ত কিছু প্রভুর ধনভাণ্ডারে যাবে।'

তখন লোকেরা রণধ্বনি তুলল ও তুরি বাজল। তুরিধ্বনি শুনে লোকেরা তীব্র রণধ্বনি তোলার সঙ্গে সঙ্গে নগরপ্রাচীর খসে পড়ল; তখন লোকেরা প্রত্যেকে সরাসরি শহরে উঠে গিয়ে শহরটাকে হস্তগত করল। তারা শহরের সকলকেই বিনাশ-মানতের বস্তু করল: যুবা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নর-নারী সকলকে, এমনকি বলদ, ভেড়া ও গাধা সবই খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারল।

**শ্লোক** - ইশা ২৫:২, ১; হিব্রু ১১:৩০ দ্রঃ

*প্র* তুমি শত্রুদের নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ, তা কখনও পুনর্নির্মিত হবে না:

*উ* প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান।

*প্র* বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর, সাত দিন প্রদক্ষিণ করা হলে পর, পড়ে গেল।

*উ* প্রভু, তুমি আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করব, করব তোমার নামগান।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোশুয়া পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:৪)

## যেরিখোর পতন

যেরিখো ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা চারদিকে ঘেরা, এবার প্রচণ্ড আক্রমণে তা পরাভূত করা দরকার। কীভাবে যেরিখো আক্রমণ করা হয়? তার বিরুদ্ধে খড়্গ ব্যবহার করা হয় না, নগরদ্বার ভেঙে ফেলার জন্য কোন বিশেষ যন্ত্রও ব্যবহার করা হয় না, তার দিকে তীরও নিক্ষেপ করা হয় না, কেবল যাজকদের তুরি ব্যবহার করা হয়, তাতে যেরিখোর নগরপ্রাচীর খসে পড়ে।

শাস্ত্রে আমরা বারবার দেখতে পাই, যেরিখো সংসারের প্রতীকাকারে উল্লিখিত; সুসমাচারেও যখন বলা হয়, একটা লোক যেরুশালেম থেকে যেরিখো যাওয়ার পথে দস্যুর হাতে পড়ল, তখন কোন সন্দেহ নেই, সেই আদমের প্রতীক পরিলক্ষিত ছিল যিনি পরম দেশ থেকে এই সংসারে প্রবাসী হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন। যেরিখোতে সেই অন্ধরাও, দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য যাদের কাছে যিশু গিয়েছিলেন, তাদেরই প্রতীক

ছিল যারা এই সংসারে অজ্ঞতার অন্ধতায় ভুগছিল ও যাদের কাছে ঈশ্বরের পুত্র গেলেন। এজন্য এই যেরিখো তথা এই সংসার বিলীন হবেই।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র শাস্ত্রে বহু আগে থেকেই এই সংসারের বিলোপ পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। তেমন বিলোপ কেমন ঘটবে? কিসের দ্বারা ঘটবে? শাস্ত্র বলে, 'তুরিধ্বনির সুরেই' তা ঘটবে। কোন্ তুরি? পল তোমাকে এ রহস্যের গোপন কথা জানান। শোন তিনি কী বলেন: তুরি বাজবে, তখন যে মৃতরা খ্রিষ্টে রয়েছে তারা অক্ষয় হয়ে পুনরুত্থান করবে, এবং স্বয়ং প্রভু সেই সঙ্কেতে, মহাদূতের সেই কণ্ঠস্বরে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন (১ করি ১৫:৫২; ১ থে ৪:১৬ দ্রঃ)। তখন আমাদের প্রভু যিশু তুরিধ্বনির সুর দ্বারা যেরিখো পরাজিত করে এমন ভাবে ভূমিসাৎ করবেন যে, নগরবাসীদের মধ্য থেকে কেবল সেই বেশ্যা ও তার বাড়ির সকলে রক্ষা পাবে। তিনি বলেন, *আমাদের প্রভু যিশু আসবেন, তুরিধ্বনিতে আসবেন।*

তিনি তাকেই মাত্র ত্রাণ করবেন, তাঁর গুপ্তচরদের যে ঘরে গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ বিশ্বাস ও বাধ্যতায় প্রেরিতদূতদের গ্রহণ করে যে উচ্চস্থানেই তাঁদের স্থান দিয়েছিল; তেমন বেশ্যাকে তিনি ইস্রায়েল কুলের সঙ্গে মিলিত ও সংযুক্ত করবেন। কিন্তু এসো, তার সেই প্রাচীন অপরাধের কথা যেন আর কখনও না উচ্চারণ করি, তাকে যেন আর অপরাধী গণ্য না করি। একসময় সে বেশ্যা ছিল, এখন কিন্তু শুচি কুমারী বলে একমাত্র শুচি বর সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিতা হল। শোন প্রেরিতদূত তার বিষয়ে কী বলেন, তিনি নিজে এ স্থির করলেন, আমি তোমাদের শুচি কুমারী বলে একমাত্র বর খ্রিষ্টের হাতে সঁপে দেব। এমনকি প্রেরিতদূত নিজেও তার বংশধর ছিলেন, যিনি বললেন, আমরাও একসময় অজ্ঞ, অবিশ্বাসী, পথভ্রান্ত ও নানা কামনা-বাসনার অধীন ছিলাম (তীত ৩:৩ দ্রঃ)।

তুমি কি আরও বিস্তারিত ভাবে শিখতে চাও, কেমন করে সেই বেশ্যা আর বেশ্যা নয়? তবে পলের এ কথাও শোন: তোমরাও এসব কিছু ছিলে, কিন্তু ধৌত হয়েছ, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছ (১ করি ৬:১১ দ্রঃ)। যাতে রেহাই পেতে পারে ও যেরিখোর সঙ্গে পাছে মরে, এজন্য সেই বেশ্যা গুপ্তচরদের কাছ থেকে পরিত্রাণের অত্যন্ত উপযোগী চিহ্ন স্বরূপ একটা রক্তলাল দড়ি

পেয়েছিল : কেননা খ্রিষ্টের রক্ত দ্বারাই এ সার্বজনীন মণ্ডলী পরিত্রাণ পেয়েছে, আমাদের সেই একই প্রভু যিশু খ্রিষ্টে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম চিরকালস্থায়ী। আমেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪৯:২২, ২৬; যোহন ৮:২৮

*প্র* দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব, জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব ; তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে,

*উ* আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, যাকোবের বীর।

*প্র* তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি ;

*উ* আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, যাকোবের বীর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৬)

## সাধু পলের আদর্শ

হে আমার ভাই, তোমরা প্রভুতে আনন্দে থাক। একই কথা বারবার তোমাদের লিখতে আমি একটুও ক্লান্তি বোধ করছি না, অপরদিকে তাতে তোমাদের উপকার হয়। সেই কুকুরদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই দুষ্ট কর্মীদের সম্বন্ধে সাবধান, সেই ছেদনপন্থীদের সম্বন্ধে সাবধান। আমরাই তো পরিচ্ছেদিত মানুষ, এই আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে উপাসনা করি, এবং মাংসে আস্থা না রেখেই খ্রিষ্ট যিশুতে গর্ব করি, যদিও আমি নিজেই মাংসেও আস্থা রাখতে পারতাম। যদি কেউ মনে করে, সে মাংসে আস্থা রাখতে পারে, তার চেয়ে আমি বেশি করতে পারি। আমি অষ্টম দিনে পরিচ্ছেদিত, আমি ইস্রায়েল জাতির, বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ, হিব্রু বংশের হিব্রু সন্তান, আমি বিধান পালনের দিক থেকে ফরিশী, ধর্মাগ্রহের দিক থেকে মণ্ডলীর নির্যাতনকারী, বিধান ভিত্তিক ধর্মময়তার দিক থেকে অনিন্দনীয়! কিন্তু আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়োতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রিষ্ট যিশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে

সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি। সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। আপাতত এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি।

**শ্লোক** - ফিলি ৩:৮-১০; রো ৬:৮

*প্র* আমি সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি,
*উ* যেন তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।
*প্র* খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব:
*উ* যেন তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে বিশপ সাধু পলিকার্পের পত্র থেকে পাঠ (১২-১৪)

**খ্রিষ্ট বিশ্বাসে ও সত্যে তোমাদের গেঁথে তুলুন**

আমার বিশ্বাস, তোমরা শাস্ত্র ভাল করেই জান, সেই বিষয়ে তোমাদের অজানা কিছু নেই; আমার পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয়। একথা যথেষ্ট হোক; শাস্ত্র যেমন বলে, *ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়* (এফে ৪:২৬)। সুখী সেইজন যে একথা মনে রাখে; আর আমার বিশ্বাস, তোমাদের বেলায় একথা সত্য।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা সেই ঈশ্বর, ও ঈশ্বরের পুত্র ও চিরকালীন মহাযাজক সেই স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টও বিশ্বাস ও সত্যে, সমস্ত কোমলতা ও বিনা ক্রোধে, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শুচিতায় তোমাদের গেঁথে তুলুন। তিনি তোমাদের তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশের সহভাগী করে তুলুন: তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও ও তাদের সকলকেও সেই উত্তরাধিকারের সহভাগী করে তুলুন, যারা আকাশের নিচে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্টকে ও যিনি *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন* (গা ১:১) সেই পিতাকে বিশ্বাস করবে। সকল পবিত্রজনদের জন্য প্রার্থনা কর। সম্রাটদের,

কর্তৃপক্ষদের ও রাজাদের জন্যও প্রার্থনা কর; যারা তোমাদের নির্যাতন ও ঘৃণা করে, তাদের জন্য ও ক্রুশের শত্রুদেরও জন্য প্রার্থনা কর, যাতে তোমাদের ফল সকল মানুষের মধ্যে প্রকাশমান হতে পারে ও তোমরা যেন তাঁর মধ্যে নিখুঁত হতে পার।

তোমরা ও ইগ্নাসিউস, উভয়ই আমাকে লিখেছিলে যে, কেউ সিরিয়ায় গেলে, সে যেন তোমাদের পত্রগুলিও নিয়ে যায়। সুযোগ পেলে আমি তা করব, আমি নিজে, কিংবা সেই ব্যক্তি যাঁকে তোমাদের ও আমার প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করছি। তোমাদের অনুরোধ অনুসারে, আমরা তোমাদের কাছে ইগ্নাসিউসের পত্রগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি—যেগুলি আমাদের কাছে তাঁর দ্বারা পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি, ও সেই অন্যগুলিও যা আমাদের কাছে ছিল। সবকিছু এই পত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব; এ পত্রগুলি দ্বারা তোমরা অনেক উপকার লাভ করতে পারবে, কেননা সেগুলিতে রয়েছে বিশ্বাস, ধৈর্য, ও সেই সমস্ত কিছু যা আমাদের প্রভুতে গেঁথে ওঠার জন্য উপকারী। ইগ্নাসিউস ও তাঁর সঙ্গীদের সম্বন্ধে তোমরা যত নিশ্চিত কথা শুনতে পেয়েছ, তা আমাদের জানাও।

আমি সেই ক্রেস্কেন্ত দ্বারা তোমাদের কাছে এ পত্র লিখেছি, যাঁর বিষয়ে তোমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমার সমর্থন ব্যক্ত করেছিলাম, ও এখনও করছি; কারণ আমাদের মাঝে তিনি অনিন্দনীয় ভাবে আচরণ করেছেন ও—বিশ্বাস করি—তোমাদের মাঝেও সেভাবে আচরণ করবেন। তাঁর ভগিনী যখন তোমাদের মাঝে যাবে, তখন তার কথাও স্মরণে রাখ। প্রভু যিশু খ্রিষ্টে অটল থাক, ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের নিত্য সহায় হোক। আমেন।

শ্লোক - হিব্রু ১৩:২০, ২১; ২ মাকা ১:৩

℣ শান্তিবিধায়ক পরমেশ্বর সমস্ত সদ্‌গুণে তোমাদের পরিপক্ক করে তুলুন, তোমরা যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করতে পার;

℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

℣ তিনি তাঁকে আরাধনা করার ও তাঁর বাসনা সকল পূরণ করার ইচ্ছা তোমাদের সকলকে মঞ্জুর করুন,

℟ তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৭:৪-২৬)

**আখানের অবিশ্বস্ততা ও আই দ্বারা পরাজয়**

সেসময়, জনগণের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার লোক আইকে আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আইয়ের লোকদের সামনে থেকে তারা পালিয়ে গেল। আইয়ের লোকেরা তাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশজনকে মেরে ফেলল; নগরদ্বার থেকে শেবারিম পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে অবরোহণ-পথে তাদের আঘাত করল; তখন জনগণের হৃদয় গলে গিয়ে জলের মত হল।

যোশুয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে প্রভুর মঞ্জুষার সামনে অধোমুখ হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটিতে পড়ে থাকলেন; তাঁর সঙ্গে ইস্রায়েলের প্রবীণেরাও সেইমত করলেন ও মাথায় ধুলা ছড়ালেন। যোশুয়া বলে উঠলেন, 'হায় হায়, প্রভু পরমেশ্বর, আমোরীয়দের হাতে আমাদের তুলে দিয়ে আমাদের বিনাশ করার জন্য তুমি কেন এই জনগণকে যর্দন পার করে আনলে? হায় হায়, আমরা যদি যর্দনের ওপারেই থাকতে সন্তুষ্ট হতাম! আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু; কিন্তু ইস্রায়েল তার নিজের শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাওয়ার পর আমি আর কী বলব? কানানীয়েরা আর এই দেশের অধিবাসী সকল লোক এই কথা শুনবে; পৃথিবী থেকে আমাদের নাম মুছে দেবার জন্য তারা এখন আমাদের ঘিরবে। তখন তোমার মহানামের জন্য তুমি আর কী করবে?'

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'ওঠ, কেন তুমি অধোমুখে পড়ে আছ? ইস্রায়েল তো পাপ করেছে, এমনকি আমি যে সন্ধি তাদের জন্য জারি করেছিলাম, তারা তা লঙ্ঘন করেছে; যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা থেকে তারা কিছু নিয়েছে: হ্যাঁ, তারা চুরি করেছে, এমনকি চালাকিই করেছে, নিজেদের বস্তায় তা রেখেছে! ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, শত্রুদের সামনে থেকে হটে যাবে, কারণ তারা

নিজেরাই বিনাশ-মানতের বস্তু হয়েছে। যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমাদের মধ্য থেকে বর্জন না করলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না। ওঠ, জনগণকে পবিত্রিত কর; বল: আগামীকালের জন্য নিজেদের পবিত্রিত কর, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েল, যা ছিল বিনাশ-মানতের বস্তু, তা তোমার মধ্য থেকে দূর না করে দেওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সুতরাং আগামীকাল সকালবেলায় তোমাদের গোষ্ঠী অনুসারে তোমরা কাছে এগিয়ে আসবে; পরে প্রভু যে গোষ্ঠীকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, সেই গোষ্ঠীর এক এক গোত্র এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে গোত্রকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক কুল এগিয়ে আসবে; এবং প্রভু যে কুলকে গুলিবাঁট ক্রমে বাছাই করবেন, তার এক এক পুরুষ এগিয়ে আসবে। আর বিনাশ-মানতের বস্তুর ব্যাপারে যে লোকের উপরে গুলি পড়বে, তাকে ও তার সম্পদ সবই আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে, কারণ সে প্রভুর সন্ধি লঙ্ঘন করেছে ও ইস্রায়েলের মধ্যে জঘন্য কাজ করেছে।'

যোশুয়া সকালে উঠে ইস্রায়েলকে তার নানা গোষ্ঠী অনুসারে কাছে আনালেন, এবং যুদা গোষ্ঠীর উপরে গুলি পড়ল। তিনি যুদা-গোত্রের সকলকে কাছে আনালে জেরাহ্-গোত্রের উপরে গুলি পড়ল; তিনি জেরাহ্-গোত্রকে কুলের পর কুল আনালে জাব্দির উপরে গুলি পড়ল; তিনি তার কুলকে পুরুষের পর পুরুষ আনালে যুদা-গোষ্ঠীয় জেরাহ্র প্রপৌত্র জাব্দির পৌত্র কার্মির সন্তান আখানের উপরে গুলি পড়ল। তখন যোশুয়া আখানকে বললেন, 'সন্তান আমার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর, তাঁর স্তুতিবাদ কর; এবং তুমি যা করেছ, তা আমাকে বল, আমার কাছ থেকে তার কিছুই গোপন রেখো না।' আখান যোশুয়াকে উদ্দেশ করে বলল: 'সত্যি, আমিই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি; আমি যা যা করেছি, তা এ: আমি লুণ্ঠিত সম্পদের মধ্যে খুবই সুন্দর একটা শিনারীয় শাল, দু'শো শেকেল রুপো ও এক বাট সোনা যার ওজন পঞ্চাশ শেকেল, এ সবই দেখে লোভে পড়ে কেড়ে নিয়েছি; আর দেখুন, সেই সবকিছু আমার তাঁবুর মধ্যে মাটিতে লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রুপো আছে।' তখন যোশুয়া দূত পাঠালেন, আর তারা তার তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে দেখতে পেল যে, সত্যি, তার তাঁবুর মধ্যে সেই সমস্ত কিছু লুকোনো রয়েছে, আর নিচে রয়েছে রুপো!

তারা তাঁবু থেকে সেই সবকিছু তুলে যোশুয়ার ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে নিয়ে গেল, এবং প্রভুর সামনে তা রেখে দিল।

তখন যোশুয়া জেরাহ্‌র সন্তান আখানকে ও সেই রুপো, শাল, সোনার বাট ও তার ছেলেমেয়ে এবং তার যত বলদ, গাধা, মেষ, ছাগ ও তাঁবু, এবং তার যা কিছু ছিল, সবই নিলেন, ও আখোর উপত্যকায় নিয়ে গেলেন; তাঁর সঙ্গে গোটা ইস্রায়েল গেল। যোশুয়া বললেন, 'তুমি কেন আমাদের উপর দুর্দশা ডেকে আনলে? আজ প্রভু তোমার উপরেই দুর্দশা ডেকে আনুন!' আর গোটা ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল; তারা তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিল ও পাথর ছুড়ে মারল। পরে তারা তার উপরে পাথরের এক বিরাট রাশি করল, তা আজও রয়েছে। এভাবে প্রভু ক্ষান্ত হলেন, তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ ত্যাগ করলেন। এইজন্য সেই স্থান আজও আখোর উপত্যকা বলে অভিহিত।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৩০, ৩১; ফিলি ২:১২

*প্র* প্রভু একথা বলছেন: প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব!

*উ* জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

*প্র* তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল।

*উ* জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ১:৪, ৭-৮)

**সেই মধুময় সামসঙ্গীত-মালা!**

সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র ঐশঅনুগ্রহের প্রেরণা অন্তরে সঞ্চার করে বটে, কিন্তু সামসঙ্গীত-মালা এমন যা সম্পূর্ণরূপে অতুলনীয়। এসো, চিন্তা করি মোশি কত কিছুই না করলেন: তিনি পূর্বপুরুষদের কর্মকীর্তি সাধারণ কথায় বর্ণনা করলেন, কিন্তু যখন অবিস্মরণীয় ও অপরূপ ভাবে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পূর্বপুরুষদের জনগণকে পার করিয়ে দিলেন, তখন ফারাও রাজাকে তার সেনাদল সহ নিমজ্জিত দে'খে ও নিজ শক্তির ঊর্ধ্বেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন বলে সচেতন হওয়ায় তিনি নিজের প্রতিভার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়ে প্রভুর উদ্দেশে জয়গীতিকাই গান করলেন। করতাল বাজিয়ে মারীয়াও অন্যান্যদের সাহস

দিয়ে বলে উঠলেন, *এসো, প্রভুর উদ্দেশে গান গাই, কারণ তিনি মহাবিজয়ী হলেন—তিনি অশ্ব অশ্বারোহীকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন* (যাত্রা ১৫:২১)।

ইতিহাস শিক্ষা দেয়, বিধান চেতনা দেয়, ভাববাণী ভাবী সংবাদ জানায়, তিরস্কার সংশোধন করে, জীবনাচরণ আদর্শ দান করে: কিন্তু সামসঙ্গীত-মালায় এসব কিছুর সমন্বয় রয়েছে, ও মানব পরিত্রাণের জন্য ঔষধও রয়েছে। যে কেউ তা পাঠ করে, সে এমন কিছু পায় যাতে তার কামনা-বাসনাজনিত ক্ষতস্থান চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত প্রতিকার লাগাতে পারে। যে কেউ লড়াই করতে চায়, সে ঠিক যেন আত্মার ক্রীড়াঙ্গনে বা সদ্‌গুণেরই একপ্রকার ব্যায়ামশালায় নানা অনুশীলন প্রস্তুতই পাবে: তাকে শুধু বেছে নিতে হবে, সে কোনটার জন্য উপযুক্ত ও কোনটার মাধ্যমে অধিক সহজতর ভাবে জয়মালায় পৌঁছতে পারবে।

যে কেউ পিতৃপুরুষদের মহাকীর্তি তন্ন তন্ন করে দেখতে ও তার অনুকরণ করতে চায়, সে পিতৃ-ইতিহাসকে একটিমাত্র সামসঙ্গীতের মধ্যে একীভূত পাবে; সংক্ষিপ্ত পাঠের মাধ্যমে সে স্মৃতির একটা ধনভাণ্ডার লাভ করবে। যে কেউ বিধানের শক্তি তলিয়ে দেখতে চায়—সেই যে গোটা বিধান ভালবাসার বন্ধনেই একীভূত, কারণ *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (রো ১৩:১০)—তবে সে সামসঙ্গীত-মালায় পড়ুক, ভালবাসার কতই না গভীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে একজনমাত্র ব্যক্তি গোটা জাতির দুর্নাম দূর করার জন্য তীব্র বিপদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন; তবে দেখতে পাবে যে ভালবাসার গৌরব বীরত্বসূচিত বিজয়ের চেয়ে নগণ্য নয়।

নবীদের অনুগ্রহদান বিষয়ে কী বলব? অন্যরা প্রতীকাকারে যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে, কেবল দাউদের কাছেই তা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিশ্রুত হয়েছে: তিনি অনুভব করলেন, প্রভু যিশু তাঁর বংশ থেকে জন্ম নেবেন, যেভাবে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন: *তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব* (সাম ১৩২:১১)।

তাছাড়া সামসঙ্গীত-মালায় প্রভু যে আমাদের মাঝে জন্ম নেন, একথা শুধু নয়; এও আছে যে, তিনি সেই পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাও ভোগ করেন, মৃত্যু বরণ করেন, পুনরুত্থান করেন, স্বর্গে আরোহণ করেন, পিতার ডান পাশে আসন গ্রহণ করেন। কোন মানুষ যা

বলতেও সাহস করতে পারত না, কেবল নবীই তা সামসঙ্গীত-মালায় প্রচার করলেন, ও পরবর্তীকালে প্রভু নিজেই সুসমাচারে তা ঘোষণা করলেন।

**শ্লোক** - সাম ৫৭:৮-৯

*প্র* আমার অন্তর সুস্থির, পরমেশ্বর, আমার অন্তর সুস্থির,

*উ* আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।

*প্র* জাগ, আমার গৌরব! জাগ, সেতার ও বীণা! আমি উষাকে জাগরিত করব।

*উ* আমি গান গাইব, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১৭–৪:৯)

## প্রভুতে স্থিতমূল থাক

ভাই, সকলে মিলে তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং আমাতে তোমাদের যে আদর্শ আছে, যারা সেইমত চলে, তাদেরই দিকে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রাখ; কেননা অনেকে আছে—তাদের বিষয়ে তোমাদের বারবার বলেছি, এখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছি—যারা খ্রিষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত চলছে: তাদের শেষ পরিণাম কিন্তু বিনাশ, কেননা পেটকেই নিজেদের ঈশ্বর ব'লে মেনে তারা যা তাদের লজ্জা পাবার বিষয় তা-ই নিয়ে গর্ব করে; তারা পার্থিব চিন্তায়ই ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

তাই, হে আমার প্রিয় ভাই যাদের দেখতে আমি একান্ত বাসনা করছি, তোমরাই যে আমার আনন্দ ও আমার মুকুট, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থিতমূল থাক।

এবোদিয়াকে আবেদন জানাচ্ছি, সিন্তিখেকেও আবেদন জানাচ্ছি, যেন প্রভুতে একমন হয়। তোমাকেও, হে আমার যথার্থ সহকর্মী, অনুরোধ করছি, এঁদের সাহায্য কর, কারণ এঁরা সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, যেমনটি ক্লেমেণ্টও এবং আমার আরও আরও সহকর্মীও করেছিলেন, যাঁদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা আছে।

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি করে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও। তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা করবে।

শেষ কথা, ভাই: যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। আমার কাছে যা

কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর; তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

**শ্লোক** - এফে ৪:১৭; ১ থে ৫:১৫-১৮

*প্র* প্রভুতে আমি জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না, বরং পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর;

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

*প্র* নিত্যই আনন্দে থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; সবকিছুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর;

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১-৫)

**খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হওয়া যথেষ্ট নয়,**

**বাস্তবেই তা হতে হবে**

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত, যে মণ্ডলী আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যা, তারই সমীপে: সেই খ্রিষ্টে আমি মেয়ান্দ্র নদীর ধারে স্থিত মাগ্নেশিয়ার সেই মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ও পিতা ঈশ্বরে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাকে অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের ভালবাসাপূর্ণ সুশৃঙ্খলার কথা জেনে আমি যিশু খ্রিষ্ট-বিশ্বাসে তোমাদের কাছে কথা বলব বলে আনন্দের সঙ্গেই স্থির করেছি। সর্বোৎকৃষ্ট নামের যোগ্য হওয়ায় তথা সর্বত্রই শেকল-বাহকের যোগ্য হওয়ায় আমি মণ্ডলীগুলির প্রশংসাগান করি, প্রার্থনাও করি যেন তাদের মধ্যে আমাদের চিরকালীন জীবন সেই যিশু খ্রিষ্টের মাংস ও দেহের সঙ্গে ঐক্য গঠিত হতে পারে বিশ্বাসে ও ভালবাসায়—যার চেয়ে কিছুই বাঞ্ছনীয় নয়। সর্বাপেক্ষা আমি তাদের কাছে যিশু ও পিতার সঙ্গে ঐক্য কামনা করি। তাঁরই মধ্যে আমরা এই জগতের অধিপতির সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব, ও তার হাত এড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই বিশপ দামাসুসের ব্যক্তিত্বে, সেই যোগ্যতম পুরোহিত বাস্‌সো ও আপল্লোনিওসে ও আমার সহকর্মী সেই পরিসেবক জতিওনে তোমাদের দেখতে পেয়েছি। আমি এই জতিওনের উপস্থিতিতে ধন্য, কারণ তিনি বিশপের অধীন ঠিক যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, এবং পুরোহিতবর্গের অধীন ঠিক যেন যিশু খ্রিষ্টের বিধানের অধীন।

বিশপের যুবাবয়স নিয়ে তোমাদের কোন সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু পিতা ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্ব অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান তাঁকে দেখানো উচিত, যেভাবে—আমি শুনেছি—সেই পুণ্যবান পুরোহিতেরাই করছেন যাঁরা তাঁর বাহ্যিক যুবাবয়স নিয়ে কোন সুযোগ সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঈশ্বরে সুচিন্তিত ব্যক্তি রূপে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন—তাঁরই কেন, সকলের বিশপ যিশু খ্রিষ্টের পিতার অধীনতাই স্বীকার করেন। সুতরাং, আমরা যাঁর প্রসন্নতার পাত্র, তাঁরই সম্মানের খাতিরে আমাদের পক্ষে মিথ্যাচারের কোন চিহ্ন না রেখে তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া সত্যি সমীচীন, কারণ যে কেউ এই দৃশ্য বিশপকে প্রবঞ্চনা করে, সে অদৃশ্য বিশপকেই প্রবঞ্চনা করে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা রক্তমাংসের সঙ্গে নয়, ঈশ্বরেরই সঙ্গে সম্পর্কিত যিনি গোপন যত কিছু জানেন।

অতএব, খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হতে চাওয়া যথেষ্ট নয়, বাস্তবেই তা হতে হবে। এমন কেউ আছে, যারা মুখে বিশপকে মেনে নেয়, কিন্তু তাঁকে ছাড়াই সবকিছু করে। আমার মতে, তেমন লোকেরা সদ্বিবেক অনুসারে ব্যবহার করছে না, কারণ তাদের সম্মিলিত হওয়া [প্রভুর] আদেশ অনুসারে বিধেয় নয়।

সবকিছুর একটা সমাপ্তি রয়েছে, আর নির্বাচন দু'টো জিনিসের মধ্যে তথা মৃত্যু ও জীবন; প্রত্যেকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানেই যাবে; কেননা যেমন দু'টো মুদ্রা রয়েছে তথা ঈশ্বরের একটা ও জগতের একটা, আর এক একটা নিজ নিজ প্রতীকে চিহ্নিত, তেমনি অবিশ্বাসীরা এই জগতের চিহ্ন বহন করে, কিন্তু যে বিশ্বাসীরা ভালবাসায় রয়েছে, তারা যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা পিতার চিহ্ন বহন করে; আমরা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর সহায়তা গুণে তাঁর যন্ত্রণাভোগ লক্ষ্য করে মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত না হই, তাহলে তাঁর জীবন আমাদের অন্তরে নেই।

শ্লোক - ১ তি ৪:১২, ১৬, ১৫

প্ কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও,

উ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

প্ এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়;

উ কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-১৪; ১১:১৫-১৭)

**প্রতিশ্রুত দেশে ঈশ্বরের জনগণের প্রবেশ**

সেসময় যেরুশালেমের রাজা আদোনি-সেদেক একথা শুনলেন যে, যোশুয়া আইকে জয় করে বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, এবং যেরিখো ও সেখানকার রাজার প্রতি যেমন করেছিলেন, আইয়ের ও সেখানকার রাজার প্রতিও তেমন করেছিলেন; তাছাড়া এও শুনলেন যে, গিবেয়োন-অধিবাসীরা ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের মধ্যে বাস করছিল। তখন লোকেরা ভীষণ ভয় পেল, যেহেতু সমস্ত রাজধানীর মধ্যে গিবেয়োন ছিল বিরাট এক শহর ও আইয়ের চেয়েও বড়, আর সেখানকার সমস্ত লোক বীরযোদ্ধা ছিল। ফলে যেরুশালেমের রাজা আদোনি-সেদেক দূত পাঠিয়ে হেব্রোনের রাজা হোহাম, যার্মুথের রাজা পিরেয়াম, লাখিশের রাজা যাফিয়া ও এগ্লোনের রাজা দেবিরকে বললেন, 'আমার কাছে আসুন, আমাকে সাহায্য করুন। চলুন, আমরা গিবেয়োনীয়দের আক্রমণ করি, কারণ তারা যোশুয়া ও ইস্রায়েল সন্তানদের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্থির করেছে।' তাই আমোরীয়দের ওই পাঁচ রাজা, তথা যেরুশালেমের রাজা, হেব্রোনের রাজা, যার্মুথের রাজা, লাখিশের রাজা ও এগ্লোনের রাজা একত্র হয়ে তাঁদের সেনাদলের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, এবং গিবেয়োনের সামনে শিবির বসিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন।

তখন গিবেয়োনীয়েরা গিল্গালের শিবিরে যোশুয়ার কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'আপনার এই দাসদের আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করবেন না; শীঘ্রই আসুন; আমাদের ত্রাণ করুন, আমাদের সাহায্য করুন, কারণ পাহাড়িয়া অঞ্চলের অধিবাসী সেই আমোরীয়দের সকল রাজা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছেন।' তখন যোশুয়া সমস্ত যোদ্ধা ও সমস্ত বলবান বীরপুরুষ সঙ্গে নিয়ে গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন।

প্রভু যোশুয়াকে বললেন, 'তাদের ভয় করো না, কারণ আমি তাদের তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তারা কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।' যোশুয়া গিল্গাল ছেড়ে সারারাত ধরে যাত্রা করে হঠাৎ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রভু ইস্রায়েলের সামনে তাদের বিহ্বল করে ফেললেন, গিবেয়োনে মহা পরাজয়ে তাদের পরাভূত করলেন; এমনকি বেথ্-হোরোনের অবরোহণ-পথ দিয়ে তাদের ধাওয়া করলেন, এবং আজেকা ও মাক্কেদা পর্যন্ত তাদের আঘাত করলেন।

তারা ইস্রায়েলের সামনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ও বেথ্-হোরোনের অবরোহণ-পথে পৌঁছে আসছে, এমন সময় প্রভু তাদের উপরে আজেকা পর্যন্ত আকাশ থেকে বড় বড় শিলার মত কী যেন বর্ষণ করলেন; তখন তাদের অনেকে মারা পড়ল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাদের খড়্গের আঘাতে বধ করল, তাদের চেয়ে বেশি লোক সেই শিলাপতনে মরল। যেদিন প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে আমোরীয়দের তুলে দিলেন, সেদিন যোশুয়া ইস্রায়েলের সামনে প্রভুর সাক্ষাতে একথা বললেন:

'সূর্য, গিবেয়োনে থাম!
তুমিও, চন্দ্র, আয়ালোন উপত্যকায় স্থগিত হও!'
তখন সূর্য থামল,
চন্দ্রও স্থির থাকল,
যতক্ষণ না জনগণ শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিল।

ন্যায়বানের পুস্তকে একথা কি লেখা নেই, 'সূর্য আকাশের মধ্যস্থানে স্থির থাকল, আর অস্তগমন করতে প্রায় পুরো এক দিন দেরি করল? তার আগে বা পরে এমন আর কোন দিন হয়নি, কেননা প্রভু একটি মানুষের প্রতি বাধ্য হলেন, যেহেতু প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন।'

প্রভু তাঁর দাস মোশিকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, মোশিও যোশুয়াকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেইমত ব্যবহার করলেন: প্রভু মোশিকে যে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, যোশুয়া সেগুলোর একটাও অবহেলা করলেন না। এইভাবে যোশুয়া সেই সমস্ত অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, সমস্ত নেগেব অঞ্চল, সমস্ত গোশেন দেশ, শেফেলা, আরাবা নিম্নভূমি, ইস্রায়েলের পার্বত্য অঞ্চল ও তার নিম্নভূমি দখল করলেন; সেইরের দিকে উঠে গেছে

সেই হালাক পর্বত থেকে হার্মোন পর্বতের পাদদেশে লেবাননের উপত্যকায় অবস্থিত বায়াল-গাদ পর্যন্ত তিনি তাদের সমস্ত রাজাকে ধরলেন, আঘাত করলেন, বধ করলেন।

**শ্লোক** - এজে ৩৪:১৩, ১৫

*প্র* আমি আমার মেষগুলিকে সমস্ত দেশ থেকে সংগ্রহ করব, তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব ও তাদের চরাব

*উ* ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে।

*প্র* আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব

*উ* ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ১:৩৩)

**খ্রিষ্টের কাছে তোমার পিপাসা মিটিয়ে নাও,**

**তাঁর ধর্মশিক্ষায় পিপাসা মিটিয়ে নাও**

পুরাতন নিয়ম থেকেই পান করে তোমার পিপাসা মিটিয়ে নাও, যেন নূতন নিয়ম থেকেও জল পান করতে পার। প্রথমটা থেকে পান না করলে, দ্বিতীয়টা থেকেও পান করতে পারবে না। পিপাসা মেটাবার জন্য প্রথমটা থেকে জল পান কর, দ্বিতীয়টা থেকে পান কর যাতে তৃপ্তি পেতে পার: পুরাতন নিয়মে রয়েছে অনুতাপ, নূতন নিয়মে রয়েছে আনন্দ।

ভেবে দেখ, কেমন করে প্রভু আপন সেবকদের শয়তানের ফন্দি-ফিকির থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের কাছে এগিয়ে এলেন। শয়তান সর্বনাশজনক খাদ্য দ্বারা একটামাত্র মানুষকে প্রবঞ্চনা করল; অপরদিকে যিশু পরিত্রাণদায়ী খাদ্য দ্বারা সকলকে ত্রাণ করলেন, ও সকলের সঙ্গে তাঁকেও ত্রাণ করলেন যিনি সেই প্রবঞ্চনায় পতিত হয়েছিলেন।

প্রভু যিশু শৈল থেকে জল প্রবাহিত করলেন, তাতে সকলেই পান করল: যারা প্রতীকাকারে পান করেছিল, তারা তৃপ্তি পেল; যারা বাস্তবরূপে পান করল, তারা আত্মিক প্রমত্ততায় প্রমত্ত হয়ে উঠল। সত্যিই পরিত্রাণদায়ী সেই প্রমত্ততা, যা সংযমী মনের যাত্রাপথ স্থির করে; সত্যিই পরিত্রাণদায়ী সেই প্রমত্ততা, যা আমাদের অন্তরে অনন্ত

জীবনের ফল অঙ্কুরিত করে পরিপক্ক করে তোলে। সুতরাং, তুমিও সেই পাত্রে পান কর, যা বিষয়ে নবী বললেন, *তোমার প্রমত্ততাজনক পাত্র কতই না* উত্তম (সাম ২৩:৫ লাতিন পাঠ্য)। পুরাতন ও নূতন নিয়মের উভয় পাত্রেই পান কর, কারণ উভয় পাত্রে তুমি খ্রিষ্টকেই পানীয়রূপে গ্রহণ কর।

সেই খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি জীবন; সেই খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি সেই শৈল যা থেকে জল প্রবাহিত হল।

সেই খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি জীবনের উৎস; খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, তিনিই সেই নদী যা আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের পবিত্র বাসস্থান। সেই খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যিনি শান্তি; খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, কারণ তোমার বুক থেকে জীবনময় জলের নদনদী উৎসারিত হবে (যোহন ৭:৩৮ দ্রঃ)।

খ্রিষ্টকে পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যাতে তোমার পিপাসা সেই রক্তেই মেটাতে পার, যে রক্ত দ্বারা তুমি মুক্তি পেয়েছ; খ্রিষ্টকেই পানীয়রূপে গ্রহণ কর, তাঁর বাণী পানীয়রূপে গ্রহণ কর—তাঁর বাণী হল পুরাতন ও নূতন নিয়ম।

তখনই পবিত্র শাস্ত্রকে পানীয়রূপে গ্রহণ করা হয়, এমনকি তখনই শাস্ত্রকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করা হয়, যখন শাস্ত্র আত্মা জুড়ে প্রবাহিত হয়, ও সনাতন বাণীর জীবনরস আত্মাকে সতেজ করে তোলে। পরিশেষে: *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে* (মথি ৪:৪)। তুমি এ বাণী পানীয়রূপে গ্রহণ কর, কিন্তু সেই অনুক্রমে তা পানীয়রূপে গ্রহণ কর, যে অনুক্রমে তা নির্গত, যথা আগে পুরাতন নিয়ম, পরে নূতন নিয়ম।

তাই এখনই পান কর, যেন তোমার উপর মহান এক আলো উদ্ভাসিত হতে পারে: সাধারণ আলো—দিনের আলো, কিংবা সূর্য বা চাঁদের আলো নয়, সেই আলোই বরং যা মৃত্যু-ছায়া উবিয়ে দেয়। বস্তুত, যারা মৃত্যু-ছায়ায় রয়েছে, তারা সূর্যের আলো বা দিনের প্রভা দেখতে পারে না। আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, তেমন জ্যোতি ও তেমন অনুগ্রহ কোথা থেকে আসছে, তাহলে সেই আলো নিজেই তোমাকে উত্তর দিয়ে বলবে, *কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের*

(ইশা ৯:৫)। কুমারী-জাত বলে তিনি শিশু, ঈশ্বর-জাত বলে তিনি পুত্র : ইনিই তেমন মহান আলোর সাধক।

*এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য*—আমাদেরই জন্য যারা বিশ্বাসী। তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছেন কারণ *বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪)। তিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছেন কারণ কুমারীর কাছ থেকে দেহ গ্রহণ করে মারীয়া থেকে মানবরূপে জন্ম নিলেন। মানবরূপে তিনি আমাদের জন্য জন্ম নেন ; বাণীরূপে তাঁকে আমাদের দেওয়া হয় : যা আমাদেরই [অর্থাৎ আমাদের মানবতা], সেই অনুসারে তিনি আমাদের মাঝে জন্ম নিলেন ; যা আমাদের অতীত [অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব], সেই অনুসারে তাঁকে আমাদের দেওয়া হল।

**শ্লোক** - মথি ৫:৬; সাম ৩৬:১০, ৯

*প্র* ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

*উ* তোমাতেই জীবনের উৎস ; তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

*প্র* তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।

*উ* তোমাতেই জীবনের উৎস ; তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১০-২৩)

## সাধু পলের প্রতি ফিলিপ্পীয়দের দানশীলতা-প্রকাশ

ভ্রাতৃগণ, আমি প্রভুতে গভীর আনন্দ পেলাম, কারণ এত দিনের পর এখন তোমরা আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করেছ; তেমন মনোভাব তোমাদের আগেও ছিল বটে, কিন্তু সুযোগটাই তোমরা পাচ্ছিলে না। আমার কোন অভাবের জন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি তো যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি: অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; সবকিছুতে সব দিক দিয়ে আমি দীক্ষিত: তৃপ্তি বা ক্ষুধা, প্রাচুর্য বা অভাব ভোগ করতে আমি দীক্ষিত। যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম। তবু তোমরা ক্লেশের সহভাগী হওয়ায় ভালই করেছ। হে ফিলিপ্পীয়েরা, তোমরা, তোমরাই জান, সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে, যখন আমি মাকিদনিয়া ছেড়ে গেছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার সঙ্গে যৌথ তহবিল গঠন করেনি, কেবল তোমরাই করেছিলে। থেসালোনিকিতেও তোমরা একবার নয়, দু'বার আমার প্রয়োজনীয় যা-কিছু পাঠিয়েছিলে। তোমাদের দান যে আমি খোঁজ করছি তা নয়, আমি বরং খোঁজ করছি সেই ফল যা তোমাদেরই পক্ষে লাভজনক হবে। যা প্রয়োজন, আমার সবই আছে, এমনকি বেশিই আছে; আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি। আর আমার ঈশ্বর বদান্যতা দেখিয়ে খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর ঐশ্বর্য অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবেন। আমাদের পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!

তোমরা খ্রিষ্ট যিশুতে প্রত্যেক পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। যে সকল ভাই আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। সকল পবিত্রজন, বিশেষভাবে যাঁরা কায়েসারের বাড়ির লোকজন, তাঁরা তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - ফিলি ৪:১২-১৩; ২ করি ১২:১০ দ্রঃ

*প্র* অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; তৃপ্তি বা ক্ষুধা, প্রাচুর্য বা অভাব ভোগ করতে আমি দীক্ষিত।

*উ* যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।

*প্র* খ্রিষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান, দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই,

*উ* যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৬-৯)

**ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে**

**এক প্রার্থনা, এক প্রত্যাশা**

যে সকল ব্যক্তির কথা আমি তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, যেহেতু বিশ্বাসে আমি তোমাদের গোটা সমাজকে দেখেছি ও আলিঙ্গন করেছি, সেজন্য তোমাদের অনুরোধ করছি: যাঁরা ঈশ্বরের স্থান দখল করেন, সেই বিশপের পরিচালনায়, প্রেরিতদূতদের সভার স্থানে নিযুক্ত সেই প্রবীণবর্গের পরিচালনায়, ও আমার পরমপ্রীতির পাত্র সেই পরিসেবকদের পরিচালনায় যাঁরা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই সেবায় নিযুক্ত যিনি অনাদিকাল থেকে পিতার সঙ্গে ছিলেন ও চরমকালে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের সকলের পরিচালনায় তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সবকিছু করতে সাধনা করে চল।

অতএব, ঈশ্বরের সঙ্গে সমভাবাপন্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে সম্মান কর; কেউই যেন আপন প্রতিবেশীকে মাংস অনুসারে গণ্য না করে, কিন্তু সবকিছুতে যিশু খ্রিষ্টে পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের বিচ্ছিন্ন করবে, তেমন কিছু যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে, বরং বিশপের সঙ্গে ও যাঁরা তোমাদের মাঝে প্রধান ভূমিকা দখল করেন, তোমরা তাঁদের সঙ্গে এক হও, যেন অমরতার একটা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দিতে পার।

যিনি পিতার সঙ্গে এক, সেই প্রভু যেমন পিতাকে ছাড়া কিছু করেননি—নিজে থেকেও নয়, প্রেরিতদূতদের দ্বারাও নয়—তেমনি তোমরাও বিশপ ও প্রবীণবর্গকে ছাড়া

কিছু করো না। ব্যক্তিগতভাবে ও নিজের স্বার্থে যা কর, তা উত্তম বলে দেখাতে চেষ্টা করো না, তোমরা বরং সমষ্টিগত কাজেই প্রাধান্য দাও: এক প্রার্থনা, এক মিনতি, একমন, ভালবাসায় ও নিখুঁত আনন্দে এক প্রত্যাশা—যে আনন্দ সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যাঁর চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। সবাই মিলে যেন ঈশ্বরের একই মন্দিরের কাছে, যেন একই বেদির কাছে, সেই একই যিশু খ্রিষ্টের কাছে যেতে তৎপর হও যিনি সেই একই পিতা থেকে উদ্ভূত, তাঁর সঙ্গে এক, ও সেই একের কাছে প্রত্যাগত।

তোমরা অদ্ভুত ধর্মশিক্ষা বা অসার প্রাচীন গল্প দ্বারা নিজেদের পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না; কারণ যদি এখনও ইহুদী প্রথা পালন করে থাকি, তাহলে স্বীকার করি, আমরা অনুগ্রহ পাইনি। বস্তুতপক্ষে ঐশ নবীরাও যিশু খ্রিষ্ট অনুসারে জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও তাঁর অনুগ্রহে সুস্থির হয়ে নির্যাতিত হলেন, কারণ অবাধ্যদের এই চেতনা দিতে চাচ্ছিলেন যে, একমাত্র ঈশ্বর আছেন যিনি আপন পুত্র যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলেন—সেই যে খ্রিষ্ট হলেন নিস্তব্ধতা থেকে উদ্গত তাঁর আপন বাণী; যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, সবদিক দিয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

যারা প্রাক্তন ব্যবস্থায় চলার পর নতুন প্রত্যাশায় এসেছে, তারা শাব্বাৎ আর নয়, প্রভুর সেই দিন মেনে চলে, যে দিনে তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনও উৎসারিত হল। এমন কেউ রয়েছে যারা এই রহস্য অস্বীকার করে, আমরা কিন্তু এই রহস্য দ্বারা বিশ্বাস পেয়েছি আর এজন্যও কষ্টভোগ করে আসছি যাতে আমাদের একমাত্র সদ্‌গুরু সেই যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারি। তবে কেমন করেই বা আমরা তাঁকেই ছাড়া জীবনযাপন করতে পারব? আত্মায় নবীরাও তো তাঁর শিষ্য ছিলেন ও নিজেদের সদ্‌গুরু রূপে তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন; এজন্যই তাঁরা ধর্মময়তার সঙ্গে যাঁর প্রতীক্ষা করলেন, তিনি এসে তাঁদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তুললেন।

শ্লোক - ১ পি ৩:৮, ৯; রো ১২:১০, ১১

প্র তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত;

উ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

৭ পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর, প্রভুর সেবা করে চল।

৮ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোশুয়া পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-৭, ১৩-২৮)

## শিখেমে সন্ধি-নবায়ন

যোশুয়া ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীকে শিখেমে সংগ্রহ করলেন; পরে তিনি ইস্রায়েলের প্রবীণদের, জননেতাদের, বিচারকদের ও শাস্ত্রীদের কাছে আহ্বান করলেন; আর তাঁরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। তখন যোশুয়া সকল লোককে বললেন, ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: পুরাকালে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা— আব্রাহামের পিতা ও নাহোরের পিতা তেরাহ্—নদীর ওপারে বাস করত; তারা অন্য দেবতাদের সেবা করত। আমি তোমাদের পিতা আব্রাহামকে সেই নদীর ওপার থেকে এনে কানান দেশের সর্বত্রই চালনা করলাম; তার বংশ বৃদ্ধি করলাম আর তাকে ইস্হাককে দিলাম। ইস্হাককে আমি যাকোব ও এসৌকে দিলাম; আর এসৌকে সেইরের পার্বত্য অঞ্চল স্বত্বাধিকার-রূপে দিলাম; অন্যদিকে যাকোব ও তার সন্তানেরা মিশরে গেল। পরে আমি মোশি ও আরোনকে প্রেরণ করলাম, এবং মিশরের মধ্যে যে যে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করলাম, সেগুলো দ্বারা সেই দেশকে আঘাত করলাম; তারপর তোমাদের বের করে আনলাম। আমি মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার পর তোমরা সমুদ্রের কাছে এসে পৌঁছলে; তখন মিশরীয়েরা বহু বহু রথ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত তোমাদের পিতৃপুরুষদের পিছনে ধাওয়া করে এল। তারা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর তিনি মিশরীয়দের ও তোমাদের মধ্যস্থলে অন্ধকার দাঁড় করালেন, এবং ওদের উপরে সমুদ্রকে এনে ওদের নিমজ্জিত

করলেন। আমি মিশরে যে কি না করেছি, তা তোমরা নিজেদের চোখেই দেখেছ। পরে তোমরা বহুদিন মরুপ্রান্তরে বাস করলে। আমি তোমাদের এমন এক দেশ দিলাম, যেখানে তোমরা পরিশ্রম করনি; এমন শহরগুলোতে বাস করছ, যা তোমরা গাঁথনি; এমন আঙুরলতা ও জলপাইগাছের ফল ভোগ করছ, যা তোমরা পোঁতনি।

সুতরাং এখন তোমরা প্রভুকে ভয় কর, সততা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর সেবা কর, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নদীর ওপারে ও মিশরে যে দেবতাদের সেবা করত, তাদের তোমরা দূর করে দাও; প্রভুরই সেবা কর! কিন্তু যদি প্রভুর সেবা করায় তোমাদের অসন্তোষ হয়, তাহলে যার সেবা করতে চাও, তাকে আজই বেছে নাও: নদীর ওপারে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যাদের সেবা করত, সেই দেবতারাই হোক, কিংবা যাদের দেশে তোমরা বাস করছ, সেই আমোরীয়দের দেবতারাই হোক; কিন্তু আমার ও আমার পরিবার-পরিজনদের ক্ষেত্রে—আমরা প্রভুরই সেবা করব।'

জনগণ উত্তরে বলল, 'আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক! কেননা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুই আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন, আমাদের চোখের সামনে সেই সকল মহা মহা চিহ্ন দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং আমরা যে পথে এসেছি, সেই সকল পথে, ও যত জাতির মধ্য দিয়ে এসেছি, তাদের মধ্যে তিনিই আমাদের রক্ষা করেছেন। প্রভু এই দেশের অধিবাসী সেই আমোরীয় ইত্যাদি সকল জাতিকে আমাদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমরাও প্রভুরই সেবা করব, কারণ তিনিই আমাদের পরমেশ্বর!'

তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা প্রভুর সেবা করতে পার না, কারণ তিনি পবিত্রই পরমেশ্বর; তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিপক্ষ কোন দেবতাকে সহ্য করেন না; তিনি তোমাদের অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করবেন না। তোমরা যদি প্রভুকে ত্যাগ করে বিজাতীয়দের দেবতাদের সেবা কর, তবে তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াবেন, এবং তোমাদের তত মঙ্গল করার পর তোমাদের অমঙ্গল করবেন ও তোমাদের সংহার করবেন।' জনগণ যোশুয়াকে বলল, 'না! আমরা প্রভুরই সেবা করব!' তখন যোশুয়া জনগণকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষী হলে যে, তোমরা প্রভুর

সেবা করার জন্য তাঁকেই বেছে নিয়েছ।' তারা উত্তর দিল: 'সাক্ষী হলাম!' তিনি বলে চললেন, 'তবে এখন তোমাদের মধ্যে যত বিজাতীয় দেবতা রয়েছে, তাদের দূর করে দাও, ও তোমাদের হৃদয় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে ফেরাও।' জনগণ উত্তরে যোশুয়াকে বলল, 'আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।'

সেদিন যোশুয়া জনগণের জন্য একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং শিখেমে তাদের জন্য একটা বিধি ও একটা নিয়ম জারি করলেন। যোশুয়া এই সমস্ত কথা পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তকে লিখলেন, এবং বড় একটা পাথর নিয়ে, প্রভুর পবিত্রধামের কাছাকাছি স্থানে যে ওক্ গাছ ছিল, তারই তলায় তা দাঁড় করালেন। পরে যোশুয়া সকল লোককে বললেন, 'দেখ, এই পাথরটা আমাদের বিষয়ে সাক্ষী হবে, যেহেতু প্রভু আমাদের যা কিছু বললেন, তাঁর সেই সকল বাণী পাথরটা শুনল; তাই পাথরটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, পাছে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বরকে অস্বীকার কর।'

এরপর যোশুয়া যে যার এলাকায় ফিরে যেতে লোকদের বিদায় দিলেন।

**শ্লোক** - যোশুয়া ২৪:১৬, ২৪; ১ করি ৮:৫, ৬

*প্র* আমরা যে প্রভুকে ত্যাগ করে অন্য দেবতাদের সেবা করব, তা দূরে থাকুক।

*উ* আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।

*প্র* স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন।

*উ* আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুরই সেবা করব, ও তাঁরই প্রতি বাধ্য হব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রেম্‌সের বিশপ নিকেতাস-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তির ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (৮, ১০, ১১, ১৪)

**পবিত্রজনদের সহভাগিতা রূপে মণ্ডলী**

ভ্রাতৃগণ, সর্বশক্তিমান পিতা একেশ্বরে, ও তাঁর পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে, ও সত্যকার আলো ও আত্মা-পবিত্রতাদানকারী পবিত্র আত্মায়ই বিশ্বাস রেখে যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ, তাঁর মধ্যে আমরা স্থিতমনা থাকলে যিনি *পূর্ণ* সত্যের

*মধ্যে আমাদের চালনা করবেন* (যোহন ১৬:১৩) ও স্বর্গীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে তুলবেন, তোমাদের হৃদয়ে এই ত্রিত্ববিশ্বাস দৃঢ় করে তোল। প্রেরিতদূতেরা প্রভুর কাছ থেকে এই বিশ্বাস-নিয়ম গ্রহণ করেছিলেন, যেন পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বিশ্বাসী সকল জাতিকে বাপ্তিস্ম দেন (মথি ২৮:১৯)। তোমরা এ বিশ্বাসে স্থির থাক, তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; *লৌকিক সমস্ত প্রলাপ এড়াও; মিথ্যায় জ্ঞান বলে অভিহিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও* (১ তি ৬:২০)।

ধন্য ত্রিত্বে বিশ্বাস ঘোষণা করায় তুমি তো পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীতে তোমার বিশ্বাসও ঘোষণা কর। নিখিল পবিত্রজনদের সমাবেশ ছাড়া মণ্ডলী কী? প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের আদি থেকে কুলপতি, যথা আব্রাহাম, ইস্হাক, ও যাকোব, নবী, প্রেরিতদূত, সাক্ষ্যমর, ও সেই সকল ধার্মিকজন যাঁরা ছিলেন, যাঁরা আছেন ও যাঁরা হবেন, তাঁরা সকলেই একমণ্ডলী, কেননা একবিশ্বাস ও একজীবনধারণে পবিত্রীকৃত হয়ে, এক আত্মায় চিহ্নিত হয়ে একদেহ হয়ে উঠলেন, যে দেহের মাথা স্বয়ং খ্রিষ্ট—যেমনটি লেখা আছে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে আমি একথা বলব যে, স্বর্গদূত, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবৃন্দ ও আধিপত্যও এই একমণ্ডলীর সদস্য; এপ্রসঙ্গে প্রেরিতদূত আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেন, *স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত* (এফে ১:১০)। সুতরাং বিশ্বাস কর: এই একমণ্ডলীতেই তুমি পবিত্রজনদের সহভাগিতা লাভ করবে। জেনে রেখ: এ হল সেই এক কাথলিক মণ্ডলী যা বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত, ও যার সঙ্গে তোমার সহভাগিতা তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গেই রক্ষা করবে।

তুমি তো পাপের ক্ষমাও বিশ্বাস কর: বিশ্বাসীরা খ্রিষ্টকে ঈশ্বর বলে স্বীকার ক'রে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহ লাভ করে, তা হল পাপের ক্ষমা তথা তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি। এজন্য বাপ্তিস্ম নবজন্মও বলা হয়, কেননা মাতৃগর্ভে জন্মলাভের চেয়ে বাপ্তিস্ম মানুষকে অধিক নিরপরাধী ও পবিত্র করে তোলে।

ফলত তুমি তো তোমার মাংসের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনও বিশ্বাস কর। প্রকৃতপক্ষে একথা বিশ্বাস না করলে, ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস অর্থহীন, কেননা যা কিছু বিশ্বাস করি, আমরা আমাদের পুনরুত্থানের লক্ষ্যেই তো তা বিশ্বাস করি। অন্যথা, যদি

কেবল *এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা রাখি, তাহলে*—প্রেরিতদূতের কথা মত—আমরা সত্যিই *সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা* (১ করি ১৫:১৯)। খ্রিষ্ট এ উদ্দেশ্যেই তো মানবমাংস ধারণ করলেন, যাতে আমাদের মরণশীল স্বরূপে চিরজীবনের সহভাগিতা আরোপ করতে পারেন। অথচ বহু ভ্রান্তমতপন্থী রয়েছে যারা মাংসের পুনরুত্থান অস্বীকার ক'রে কেবল আত্মারই পুনরুত্থান সমর্থন করায় পুনরুত্থানে বিশ্বাস বিকৃত করে। কিন্তু খ্রিষ্টবিশ্বাসী যে তুমি, তুমি তো তোমার মাংসের পুনরুত্থান স্বীকার কর, *কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন* (রো ১৪:৯)।

অতএব প্রিয়জনেরা, তোমরা যেই কাজে ব্যস্ত থাক না কেন, এ পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি যেন তোমাদের অন্তরে নিত্য ধ্বনিত থাকে। মন স্বর্গে, প্রত্যাশা পুনরুত্থানে, আকাঙ্ক্ষা প্রতিশ্রুতিতে নিবদ্ধ থাকুক। খ্রিষ্টের ক্রুশ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগ ভরসার সঙ্গেই তোমার চোখের সামনে রাখ, আর যতবার শত্রু তোমার মনকে ভয় কি কৃপণতা কি ক্রোধ দিয়ে যাচাই করে, তুমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে এভাবে উত্তর দাও: আমি তোমাকে একবার প্রত্যাখ্যান করেছি, এখনও তোমাকে, তোমার কুকর্ম ও তোমার অপদূতদের প্রত্যাখ্যান করছি; কেননা আমি জীবনময় ঈশ্বর ও তাঁর খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, ও তাঁর আত্মা দ্বারা চিহ্নিত হয়ে মৃত্যুকেও ভয় না করতে শিখেছি। এভাবে ঈশ্বরের হাত তোমাদের নিরাপদে রাখবে, এভাবে খ্রিষ্টের পবিত্র প্রেরণা তোমাদের পদক্ষেপ রক্ষা করবে, এখন থেকে ভাবী যুগ পর্যন্ত: আর সেই সঙ্গে খ্রিষ্টে ধ্যানমগ্ন হয়ে তোমরা পরস্পরকে বলতে থাকবে: ভ্রাতৃগণ, *জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, আমরা তাঁর সঙ্গে জীবিতই আছি* (১ থে ৫:১০), যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক - ১ পি ২:৯-১০

প্ল তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন

উ যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন,

প্ল তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ,

ঔ যেন তাঁরই গুণকীর্তন কর যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪৪:২১–৪৫:৩)

## কুরোশ ইস্রায়েলকে মুক্ত করেন

হে যাকোব, এই সমস্ত কথা স্মরণে রেখ,
কারণ, হে ইস্রায়েল, তুমি আমার দাস।
আমিই তোমাকে গড়েছি; তুমি আমার দাস;
ইস্রায়েল, তোমার বিষয়ে আমি আশাভ্রষ্ট হব না।
আমি ঘুচিয়ে ফেলেছি তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের মত,
তোমার যত পাপ কুয়াশার মত।
আমার কাছে ফিরে এসো, কেননা আমি তোমার মুক্তি সাধন করেছি।
হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল,
কেননা প্রভু আপন কাজ সাধন করলেন;
হে পৃথিবীর গভীরতম যত স্থান, জয়ধ্বনি তোল!
হে পাহাড়পর্বত, সানন্দে চিৎকার কর,
তোমরাও, যত বন ও তোমাদের সমস্ত গাছপালা,
কেননা প্রভু যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন,
ইস্রায়েলে তাঁর আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

যিনি তোমার মুক্তিসাধক,
তুমি মাতৃগর্ভে থাকতেই যিনি তোমার নির্মাতা,
সেই প্রভু একথা বলছেন:
'আমি প্রভুই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা,
আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিয়েছি;
আমি যখন মর্তকে পিটিয়ে পিটিয়ে পেতে দিতাম,
তখন কে আমার সঙ্গে ছিল?
আমিই তো গণকদের যত চিহ্ন ব্যর্থ করি,
মন্ত্রজালিকদের নির্বোধ করি,

প্রজ্ঞাবানদের হটিয়ে দিই,
ও তাদের জ্ঞান মূর্খতা করি ;
আমি আমার আপন দাসের বাণী সিদ্ধ করি,
আমার দূতদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করি ;
আমি যেরুশালেমকে বলি : তোমার তো জননিবাসী হবে,
যুদার শহরগুলোকে বলি : তোমরা পুনর্নির্মিত হবে,
আর আমি তার ধ্বংসস্তূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব ;
আমি মহাসাগরকে বলি : শুষ্ক হও,
তোমার নদনদী শুকিয়ে ফেলব ;
আমি কুরোশকে বলি : আমার মেষপালক,
আর সে আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করবে,
হ্যাঁ, সে যেরুশালেমকে বলবে : তুমি পুনর্নির্মিত হবে,
এবং মন্দিরকে বলবে : ভিত থেকেই তুমি পুনর্নির্মিত হবে।'

প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজন কুরোশ সম্বন্ধে একথা বলেন,
'আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি,
যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি,
রাজাদের কোমরের রাজবন্ধনী খুলে ফেলি,
তার সামনে সমস্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিই,
যাতে আর কোন নগরদ্বার বন্ধ না থাকে।
আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব,
অসমতল জায়গা সমতল করব,
ব্রঞ্জের অর্গল ভেঙে ফেলব,
লোহার ডাণ্ডা ছিন্ন করব।
আমি তোমার হাতে গুপ্ত ধন,
ও গোপন স্থানে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য তুলে দেব,
যেন তুমি জানতে পার,

ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।

**শ্লোক** - ইশা ৪৫:১, ২, ৩

*প্র* প্রভু তাঁর তৈলাভিষিক্তজন কুরোশ সম্বন্ধে একথা বলেন, আমি তার ডান হাত শক্ত করে ধরে আছি, যেন তার সামনে দেশগুলিকে বশীভূত করি।

*উ* আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব, অসমতল জায়গা সমতল করব, তোমার হাতে গুপ্ত ধন তুলে দেব,

*প্র* যেন তুমি জানতে পার, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু আমিই তোমাকে তোমার নাম ধরে ডাকি।

*উ* আমি তোমার আগে আগে রণ-অভিযানে চলব, অসমতল জায়গা সমতল করব, তোমার হাতে গুপ্ত ধন তুলে দেব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মাগ্নেশীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১০-১৫)

**তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট আছেন**

এসো, আমরা যেন খ্রিষ্টের মঙ্গলময়তার প্রতি উদাসীন না হই, কারণ তিনি যদি আমাদের কাজকর্মের মত কাজ করেন, তবে আমরা রক্ষা পাব না। এজন্য এসো, আমরা তাঁর শিষ্য হই, খ্রিষ্টীয় জীবনধারণ শিখি, কেননা যে কেউ এনাম ছাড়া অন্য নামে অভিহিত, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়। তাই সেই মন্দ খামির ফেলে দাও যা পুরাতন ও তেতো হয়ে গেছে, এবং নতুন খামিরের দিকে তথা খ্রিষ্টেরই দিকে ফের। তিনিই হোন তোমাদের প্রাণের লবণ, যেন তোমাদের মধ্যে কেউই বিকৃত না হয়—কারণ তোমাদের স্বাদ অনুসারেই তোমাদের যাচাই করা হবে।

যিশু খ্রিষ্টের কথা বলা ও একইসঙ্গে ইহুদী প্রথা পালন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ খ্রিষ্টধর্ম যে ইহুদীধর্মে বিশ্বাস রেখেছে এমন নয়, ইহুদীধর্মই বরং খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতে আহূত, ও সমস্ত ভাষার ঈশ্বরবিশ্বাসীরা খ্রিষ্টধর্মেই সংগৃহীত হয়েছে।

প্রিয়জনেরা, তোমাদের মধ্যে এধরনের মানুষ রয়েছে, এজন্য যে আমি একথা বলেছি এমন নয়; তোমাদের চেয়ে নগণ্য হয়েও আমি তোমাদের সাবধান করতে চাচ্ছি

তোমরা যেন অসার ধর্মতত্ত্বের ফাঁদে না পড়, বরং প্রদেশপাল পন্তিয় পিলাতের আমলে যা ঘটেছে, তোমরা যেন সেই জন্ম, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত থাক; কারণ এই সমস্ত কিছু সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারাই সত্যিকারে সাধিত হয়েছিল, যিনি আমাদের আশা ও যাঁর কাছ থেকে দূরে যাওয়ার দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের কারও না ঘটে।

ভরসা রাখি, আমি তোমাদের নিয়ে সবদিক দিয়েই আনন্দ ভোগ করব—আমি যোগ্য হলে! একথা বলছি, কারণ শেকলাবদ্ধ হয়েও স্বাধীন-তোমাদের একজনেরও সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। আমি তো জানি, তোমরা গর্বোদ্ধত নও, কারণ তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্টই আছেন; আর আমি জানি যে তোমাদের প্রশংসা করলে তোমাদের বিনম্রতা বৃদ্ধি পায়, যেমনটি লেখা আছে, ধার্মিক মানুষ নিজেরই অভিযোক্তা (প্রবচন ১৮:১৭ দ্রঃ)।

সুতরাং, প্রভু ও প্রেরিতদূতদের বিধিনিয়মে অটল থাকতে সচেষ্ট হও, তবেই তোমাদের মাননীয় বিশপের সঙ্গে, তোমাদের সুযোগ্য আত্মিক মুকুট সেই প্রবীণবর্গের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত পরিসেবকদের সঙ্গে দেহ ও আত্মায়, বিশ্বাস ও ভালবাসায়, পুত্র ও পিতা ও আত্মায়, সূচনা ও সমাপ্তিতে তোমরা যাই কর, সেই সবই সার্থক হবে (সাম ১:৩ দ্রঃ)। যাতে দেহ ও আত্মার ঐক্য ঘটতে পারে, তোমরা বিশপের ও পরস্পরের অধীন হও, যেভাবে খ্রিষ্ট পিতার অধীন হলেন, ও প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্টের ও পিতার অধীন ছিলেন।

তোমরা ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, একথা জেনেই আমি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়েছি। তোমাদের প্রার্থনায় আমাকে স্মরণ কর আমি যেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারি; সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথাও স্মরণে রাখ, আমি যার সদস্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নই। কেননা তোমাদের প্রার্থনা ও ভালবাসা আমারই প্রয়োজন—তোমাদের সকলের প্রার্থনা মিলিত করে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর, যেন সিরিয়ার মণ্ডলী তোমাদের মণ্ডলীর শিশির লাভে একটু আরাম পাবার যোগ্য হতে পারে।

যেখান থেকে আমি তোমাদের কাছে লিখছি, এ স্মির্না থেকে এফেসীয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; তোমাদের মত তারাও ঈশ্বরের গৌরবার্থে এখানে উপস্থিত। স্মির্নার বিশপ পলিকার্পের সঙ্গে সবাই আমাকে সবদিক দিয়ে সান্ত্বনা দিল। অন্যান্য মণ্ডলীও

যিশু খ্রিষ্টের সম্মানার্থে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। ঈশ্বরে স্থিতমূল ও একাত্ম হও যেন সেই অবিচ্ছেদ্য আত্মাকে লাভ করতে পার, যে আত্মা স্বয়ং যিশু খ্রিষ্ট।

**শ্লোক** - এফে ৩:১৬, ১৭, ১৯; কল ২:৬, ৭

*প্র* ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে তোমরা ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে ওঠ,

*উ* যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

*প্র* সুতরাং খ্রিষ্টে স্থিতমূল ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে বিশ্বাসে অটল হও,

*উ* যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (২:৬–৩:৪)

## বিচারকদের সময়ে সাধারণ পরিস্থিতি

সেসময়, যোশুয়া লোকদের বিদায় দেওয়ার পর ইস্রায়েল সন্তানেরা দেশ অধিকার করার জন্য প্রত্যেকে যে যার এলাকায় গেল। যোশুয়ার সমস্ত জীবনকালে, এবং যোশুয়ার মৃত্যুর পরে যে প্রবীণেরা বেঁচে থাকলেন ও ইস্রায়েলের খাতিরে প্রভুর সাধিত সকল মহাকীর্তি দেখেছিলেন, তাঁদেরও সমস্ত জীবনকালে লোকেরা প্রভুর সেবা করে চলল। নূনের সন্তান প্রভুর দাস যোশুয়ার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স একশ' দশ বছর; তাঁকে গাশ পর্বতের উত্তরে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত তিম্নাথ-সেরাহে তাঁর নিজের উত্তরাধিকারের এলাকায় সমাধি দেওয়া হল। আর সেই প্রজন্মের অন্য সকল লোক যখন তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হল, তখন তাদের পরে এমন নতুন প্রজন্মের উদ্ভব হল, যারা প্রভুকেও জানত না, ইস্রায়েলের খাতিরে তাঁর সাধিত সকল কাজের কথাও জানত না।

ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, বায়াল দেবদেরই সেবা করল। মিশর দেশ থেকে যিনি তাদের বের করে এনেছিলেন, তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে ত্যাগ করে তারা আশেপাশের জাতিগুলোর দেবতাদের মধ্য থেকে কয়েকটা দেবতার অনুগামী হল: তাদের সামনে প্রণিপাত করল, প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলল, প্রভুকে ত্যাগ করে সেই বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করল। তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তাদের তিনি এমন লুটেরার হাতে তুলে দিলেন, যারা তাদের সবকিছু লুট করে নিল; তিনি তাদের আশেপাশের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিলেন, তখন তারা তাদের শত্রুদের সামনে আর দাঁড়াতে পারল না। প্রভু যেমন বলেছিলেন, ও তাদের কাছে যেমন শপথ করেছিলেন,

সেই অনুসারে তারা যুদ্ধযাত্রায় যেইখানে যেত, তাদের অমঙ্গলের জন্য প্রভুর হাত সেইখানে তাদের বিরোধী ছিল; ফলে তারা চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়ল।

তখন প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ করলেন; কিন্তু তবুও তারা তাদের বিচারকদের কথায়ও কান দিত না, এমনকি অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে ব্যভিচার করত ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর আজ্ঞাগুলির প্রতি বাধ্যতা দেখিয়ে যে পথে চলেছিলেন, তারা সেই অনুসারে ব্যবহার না করে সেই পথ দেরি না করেই ছেড়ে দিল। আর প্রভু যখন তাদের জন্য বিচারকদের উদ্ভব ঘটাতেন, তখন প্রভুই বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বিচারকের সমস্ত জীবনকালে শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করতেন, যেহেতু তাদের নির্যাতনকারী ও অত্যাচারীদের অধীনে তাদের কাতর কণ্ঠে প্রভু করুণায় বিগলিত হতেন। কিন্তু সেই বিচারক মরলেই তারা পুনরায় তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে আরও ভ্রষ্ট হয়ে পড়ত, অন্য দেবতাদের অনুগামী হয়ে তাদের সেবা করত, ও তাদের সামনে প্রণিপাত করত; তাদের পিতৃপুরুষদের যত কাজ ও জেদি আচরণ কোন মতেই ত্যাগ করল না।

তখন ইস্রায়েলের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি বললেন, 'আমি এদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সন্ধি জারি করেছিলাম, এই জাতি তা লঙ্ঘন করেছে ও আমার কণ্ঠে কান দেয়নি বিধায় যোশুয়া মৃত্যুকালে যে যে জাতিকে অবশিষ্ট রেখেছিল, আমিও এদের সামনে থেকে সেই জাতিগুলোকে দেশছাড়া করব না। এভাবে আমি তাদের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে পরীক্ষা করব, যেন দেখতে পারি, তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন প্রভুর পথে চলত, এরাও তেমনি সেই পথে চলবে কিনা।' এজন্য প্রভু সেই জাতিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে দেশছাড়া না করে তাদের থাকতে দিলেন, ও যোশুয়ার হাতে তাদের তুলে দিলেন না।

ইস্রায়েলের মধ্যে যারা কানানের যত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, সেই লোকদের পরীক্ষা করার জন্য প্রভু যে জাতিগুলোকে অবশিষ্ট রেখেছিলেন, তারা এ (এমনটি ঘটল ইস্রায়েল সন্তানদের নতুন বংশকে শিক্ষা দেবার জন্য—অর্থাৎ যারা আগে কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের রণশিক্ষা দেবার জন্য): ফিলিস্তিনিদের পাঁচ নেতা, সকল

কানানীয় আর সেই সিদোনীয় ও সেই হিব্বীয়েরা, যারা বায়াল-হার্মোন পর্বত থেকে হামাথের প্রবেশপথ পর্যন্ত বাস করত। এরা ইস্রায়েলের পরীক্ষার জন্যই অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ প্রভু মোশির মধ্য দিয়ে তাদের পিতৃপুরুষদের যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সব কিছুতে তারা বাধ্য হবে কিনা, তা দেখবার জন্যই এরা অবশিষ্ট রইল।

**শ্লোক** - সাম ১০৬:৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫; বিচারক ২:১৬

*প্র* তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ, তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে; তবুও তাদের চিৎকার শোনামাত্রই তিনি তাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখলেন।

*উ* তাঁর মহাকৃপায় তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা।

*প্র* প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন, আর তাঁরা যত লুটেরার হাত থেকে তাদের ত্রাণ করলেন।

*উ* তাঁর মহাকৃপায় তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১-৩)

**স্বয়ং খ্রিষ্ট আমাদের প্রার্থনা করতে শেখালেন**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, সুসমাচারের আদেশগুলো সত্যিকারে এমন ঐশনির্দেশ, আশা গড়ার জন্য ভিত্তি, বিশ্বাস সুস্থির করার জন্য অবলম্বন, হৃদয়কে তৃপ্তি দেবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, পথ সঠিক করার জন্য হাল, পরিত্রাণ পাবার জন্য উপায়, যা এ পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে স্বর্গরাজ্যে তাদের চালিত করে।

ঈশ্বর নিজেই চাইলেন অনেক কিছু তাঁর দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়েই প্রচারিত ও শ্রুত হবে; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই সবকিছু যা স্বয়ং পুত্র প্রচার করেন; কতই না উচ্চতর সেই সবকিছু যা সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি নবীদের অন্তরে বিদ্যমান ছিলেন, নিজের কণ্ঠস্বরেই ঘোষণা করেন; তিনি তো এখন আগমনকারী নিজেরই জন্য পথ প্রস্তুত করতে কাউকে প্রেরণ করেন না, তিনি নিজেই বরং আসছেন ও আমাদের জন্য পথ খুলে দিচ্ছেন ও দেখাচ্ছেন, যাতে আমরা যারা আগে ছিলাম মৃত্যু-ছায়ায়

ভ্রান্তপথগামী, দিশেহারা ও অন্ধ, এখন অনুগ্রহের আলোতে আলোকিত হয়ে প্রভুর পরিচালনা ও সহায়তায় জীবন-পথ ধরে চলতে পারি।

তাঁর সেই যে নানা পরিত্রাণদায়ী নির্দেশ ও ঐশআদেশের মধ্য দিয়ে তিনি পরিত্রাণ লাভের জন্য আপন জনগণকে সহায়তা করলেন, সেগুলির মধ্যে প্রার্থনার নিয়মও দিলেন: তিনি নিজে ইঙ্গিত ও শিক্ষা দিলেন আমাদের কী যাচনা করা উচিত। যিনি জীবন দান করলেন, তাঁর সেই মঙ্গলময়তার খাতিরে যা অনুসারে আগেও সবকিছু দিতে ও মঞ্জুর করতে প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবার তিনি প্রার্থনাও করতে শেখালেন, যেন আমরা পিতার কাছে পুত্রের শেখানো প্রার্থনা ও যাচনা নিবেদন করলে আমাদের কথা আরও নিশ্চিত ভাবে গ্রাহ্য করা হয়।

আগে থেকেই তিনি বলেছিলেন, এমন সময় আসবে যখন সত্যকার উপাসকেরা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করবে; আর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন, যেন আমরা যারা তাঁর পবিত্রীকরণ গুণে আত্মা ও সত্য লাভ করেছি, তাঁর অবদান গুণেই সত্যিকারে ও আত্মিক ভাবে উপাসনা করতে পারি।

কেননা কোন্ প্রার্থনা আরও আত্মিক হতে পারে সেই প্রার্থনার চেয়ে যা সেই স্বয়ং প্রভুই আমাদের দান করলেন যিনি পবিত্র আত্মাকেও আমাদের কাছে প্রেরণ করলেন? পিতার কাছে আর কোন্ যাচনা সত্যময় হতে পারে সেই যাচনার চেয়ে যা সেই পুত্রেরই মুখে উচ্চারিত হল যিনি স্বয়ং সত্য? তিনি যেভাবে প্রার্থনা করতে শেখালেন, অন্যভাবে প্রার্থনা করা যে অজ্ঞতা শুধু নয়, দোষও বটে—যেমন তিনি নিজে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করার জন্য আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দেন* (মার্ক ৭:৮ দ্রঃ)।

সুতরাং প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, আমরা সেইভাবে প্রার্থনা করি যেইভাবে আমাদের গুরু ঈশ্বর শেখালেন। তাঁর আপন কথা দিয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করা ও খ্রিষ্টের প্রার্থনা তাঁর কর্ণগোচর করা সত্যিই সহায়ক ও অন্তরঙ্গ প্রার্থনা। আমরা প্রার্থনা করলে পিতা তাঁর আপন পুত্রের কথা জেনে নেন; যিনি আমাদের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি যেন আমাদের কণ্ঠেও উপস্থিত হন; আর যখন তিনি হলেন পিতার কাছে আমাদের পাপের জন্য সহায়ক, তখন এসো, পাপী বলে আমরা আমাদের অপরাধের জন্য প্রার্থনাকালে

আমাদের সহায়কের কথা উপস্থাপন করি। তিনি যখন বললেন, আমরা তাঁর নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচনা করব, তিনি তা আমাদের দান করবেন, তখন খ্রিষ্টের নামে যা যাচনা করব তা আরও নিশ্চিতভাবে পেতে পারব যদি তাঁর নিজের প্রার্থনা দিয়েই যাচনা করি।

**শ্লোক** - যোহন ১৬:২৪; ১৪:১৩

*প্র* এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি:

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

*প্র* তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন।

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এজরা পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-৮; ২:৬৮—৩:৮)

## নির্বাসিতদের প্রত্যাগমন ও উপাসনা-কর্মের পুনরারম্ভ

পারস্য-রাজ কুরোশের শাসনকালের প্রথম বর্ষে প্রভু, যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণী যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেজন্য পারস্য-রাজ কুরোশের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তিনি নিজের রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এই হুকুম—লিখিত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমেও—প্রচার করিয়ে দেন: 'পারস্য-রাজ কুরোশ একথা বলছেন, স্বর্গেশ্বর প্রভু পৃথিবীর যত রাজ্য আমাকে মঞ্জুর করেছেন; তিনি আমাকে এমন ভার দিয়েছেন, যেন আমি যুদায়, যেরুশালেমেই, তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুলি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরমেশ্বরের গোটা জনগণের অঙ্গ, তার পরমেশ্বর তার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন! সে যুদায় সেই যেরুশালেমে গিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করুক: তিনিই সেই পরমেশ্বর, যেরুশালেমে যাঁর বাসস্থান! যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, তারা যেইখানে বাস করুক না কেন, তেমন জায়গাগুলোর লোকেরা যেরুশালেমে পরমেশ্বরের সেই গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া রুপো, সোনা, নানা জিনিসপত্র ও গবাদি পশু দিয়েও যেন তাদের সাহায্য করে।'

তখন যুদা ও বেঞ্জামিনের পিতৃকুলপতিরা এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা—পরমেশ্বর যাদের অন্তরে যেরুশালেমে প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ করার জন্য সেখানে যাবার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন—তারা সকলে যাত্রাপথে পা বাড়াল। তাদের প্রতিবেশী সমস্ত লোক সাধ্যমত তাদের সাহায্য করল: স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য ছাড়া তারা সোনা-রুপোর নানা জিনিসপত্র এবং গবাদি পশু ও মূল্যবান দান-সামগ্রীও তাদের হাতে দিল। নেবুখাদ্নেজার প্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যেরুশালেম থেকে বের করে তাঁর নিজের দেবালয়ে রেখেছিলেন, কুরোশ রাজা সেই সমস্ত কিছু বের করে ফিরিয়ে দিলেন। সেই সমস্ত কিছু পারস্য-রাজ কুরোশ কোষাধ্যক্ষ মিত্রেদাথের হাতে তুলে দিলেন, আর মিত্রেদাথ যুদার জনপ্রধান শেশ্‌বাসারের হাতে তা বুঝিয়ে দিল।

যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে এসে পৌঁছে পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কয়েকজন লোক পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য দান করল, তা যেন তার আসল জায়গায়

পুনর্নির্মিত হতে পারে। তাদের সামর্থ্য অনুসারে তারা নির্মাণ-ধনভাণ্ডারে এই সমস্ত কিছু দান করল: সোনা: একষট্টি মুদ্রা; রুপো: এক মণ; যাজকীয় পোশাক: একশ'টা। যাজকেরা, লেবীয়েরা, লোকদের মধ্যে কোন কোন লোক, গায়কেরা, দ্বারপালেরা ও নিবেদিতরা যে যার শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করল।

ইস্রায়েল সন্তানেরা সেই সকল শহরে ফিরে গিয়ে সেখানে বসতি করার পর সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই যেরুশালেমে সম্মিলিত হল। তখন যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া ও তাঁর যাজক ভাইয়েরা এবং শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও তাঁর ভাইয়েরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের যজ্ঞবেদি পুনর্নির্মাণ কাজে হাত দিলেন, যেন পরমেশ্বরের মানুষ মোশির বিধানে লেখা বিধিনিয়ম অনুসারে তাঁরা আহুতি দিতে পারেন। স্থানীয় লোকদের ভয়ে অভিভূত হয়েও তাঁরা যজ্ঞবেদি তার আসল জায়গায় দাঁড় করালেন, এবং তার উপরে প্রভুর উদ্দেশে আহুতি অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন আহুতি দিতে লাগলেন। তাঁরা নির্ধারিত বিধি অনুসারে পর্ণকুটির পর্ব পালন করলেন, এবং দৈনিক আহুতির জন্য প্রত্যেক দিনের নির্ধারিত সংখ্যা অনুসারে বলি উৎসর্গ করলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দিলেন নিত্যাহুতি ও সেই সমস্ত বলি, যা অমাবস্যা উপলক্ষে ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র সমস্ত পর্ব উপলক্ষে নিবেদন করার কথা; তাছাড়া যারা প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য আনত, তাঁরা প্রত্যেকজনের নৈবেদ্য অর্পণ করলেন। প্রভুর গৃহের ভিত্তি তখনও স্থাপিত না হলেও, তবু সেই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাঁরা প্রভুর উদ্দেশে আহুতি দিতে আরম্ভ করলেন।

তাঁরা পাথরকাটিয়ে ও ছুতোরদের টাকা দিলেন, এবং সিদোন ও তুরসের লোকদের খাদ্য, পানীয় ও তেল দিলেন, তারা যেন সমুদ্রপথে লেবানন থেকে যাফায় এরসকাঠ আনে—তেমন কিছু তাঁরা পারস্য-রাজ কুরোশের অনুমতিক্রমেই করলেন।

যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের স্থানে আসবার পর দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় মাসেই শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া, এবং তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য ভাই যাজক ও লেবীয়েরা এবং যারা বন্দিদশা থেকে যেরুশালেমে ফিরে এসেছিল, তাঁরা সকলে কাজে হাত দিতে লাগলেন; প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজের

দেখাশোনার জন্য তাঁরা কুড়ি বছর বয়সের ও তার ঊর্ধ্বে এমন লেবীয়দেরই নিযুক্ত করলেন।

**শ্লোক** - ইশা ৪৮:২০; ৪০:১

*প্র* একথা প্রচার কর, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কথাটা ব্যাপ্ত কর; বল:

*উ* প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।

*প্র* সান্ত্বনা দাও, আমার জাতিকে সান্ত্বনা দাও, একথা বলছেন তোমাদের পরমেশ্বর;

*উ* প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এজেকিয়েল পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ১:৫)

**স্বর্গীয় যেরুশালেম নগরীর মতই গড়া**

*যেরুশালেম নগরীর মতই গড়া* (সাম ১২২:২), এর অর্থ হল যে এখানে জাগতিক নয়, আধ্যাত্মিক নগরীর কথাই বলা হচ্ছে, কেননা আন্তর শান্তির সেই দর্শন পুণ্যবান নাগরিকদের সমাবেশেরই দর্শন। অপরদিকে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যেরুশালেম তীব্র পীড়নে পীড়িতা, কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিতা, ও তার প্রস্তর দিনে দিনে নতুন করে বসানো হয়।

পবিত্র মণ্ডলী এমন নগরী, স্বর্গেই যার রাজত্ব করার কথা, কিন্তু তবুও এখনও পৃথিবীতে কষ্টভোগ করছে। তার নাগরিকদের পিতর বলেন, *তোমরা জীবন্ত প্রস্তরেরই* মত (১ পি ২:৫), ও পল এ কথা যোগ দিয়ে বলেন, *তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি* (১ করি ৩:৯)। এই নগরীর ইতিমধ্যে এখানেই মহৎ একটা গাঁথনি আছে, তা হল পুণ্যজনদের আচরণ। গাঁথনি ক্ষেত্রে একটা প্রস্তর অপর প্রস্তরের নির্ভর, কেননা একটা প্রস্তর বেদির উপরে রাখা হয়; আর যখন একজন অপর একজনের নির্ভর, তখন সেই অপর একজনও প্রথমজনের নির্ভর। বস্তুতপক্ষে কাছাকাছি হওয়ায় সবাই পরস্পরের নির্ভর, আর এইভাবে তাদের মধ্য দিয়ে ভালবাসার গাঁথনি উচ্চ হয়ে বেড়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে পল এ চেতনা-বাণী দেন: *তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে* (গা ৬:২)। আর এ বিধানের কার্যকারিতায়

জোর দেবার জন্য তিনি বলে চলেন, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (রো ১৩:১০)। আমি যদি তোমাদের কুঅভ্যাস সহ্য করতে সচেষ্ট না থাকি, আর তোমরা আমার কুঅভ্যাস সহ্য না কর, তাহলে কী করে আমাদের মধ্যে ভালবাসার গৃহ নির্মিত হতে পারবে? কেননা, যেমন বলেছি, গৃহ ক্ষেত্রে যে প্রস্তর অপর প্রস্তরের নির্ভর, অপর প্রস্তরটাও সেটার নির্ভর; কারণ সৎসাধনায় যারা এখনও পরিপক্ক নয়, আমি যেমন তাদের আচরণ সহ্য করি, তেমনি তারাও আমাকে সহ্য করেছিল, যারা প্রভুভয়ে আমার অগ্রগামী হয়ে আমাকে সহ্য করেছিল আমিও যেন অপরকে সহ্য করতে শিখতে পারতাম।

যে প্রস্তর গৃহের মাথায় বসানো হয়, সেগুলোও অন্য প্রস্তরের নির্ভর পায়, সেগুলো কিন্তু অন্য প্রস্তরের নির্ভর নয়; তাই মণ্ডলীর চরমকালে, অর্থাৎ জগতের অন্তিমকালের দিকে যারা জন্ম নেবে, তাদের আচরণ যেন শ্রেয়তর হয় সেজন্য তাদের প্রবীণদের মুখ থেকে তারা সতর্ক বাণী শুনবে বটে, কিন্তু যেহেতু তাদের পরে আর এমন কেউ আসবে না যাদের তাদের মধ্য দিয়ে সৎপথে অগ্রসর হতে হবে, সেজন্য নিজেদের মাথায় বিশ্বাসের এ গৃহের আর কোন প্রস্তর থাকবে না। সুতরাং, বর্তমানে আমরাই তাদের নির্ভর, আবার অন্যরা আমাদের নির্ভর।

ভিত্তি সমস্ত গৃহের ভার বহন করে, কেননা আমাদের মুক্তিসাধক একা হয়েই আমাদের সমস্ত কুঅভ্যাস সহ্য করেন। তাঁর বিষয়ে পল বলেন, *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি* (১ করি ৩:১১)। যেমন ভিত্তি প্রস্তরের নির্ভর, কিন্তু প্রস্তর ভিত্তির নির্ভর নয়, তেমনি আমাদের মুক্তিসাধক আমাদের বিষয়ে সবকিছু সহ্য করেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কোন ত্রুটি ছিল না যা আমাদের সহ্য করা দরকার।

যিনি পবিত্র মণ্ডলীর গোটা গৃহ বহন করতে সক্ষম, কেবল তিনিই আমাদের আচরণ ও অপরাধ সহ্য করতে পারেন; যারা এখনও অসৎজীবন যাপন করে, তাদের বিষয়ে তিনি নবীর মুখ দিয়ে বলেন, তারা *আমার পক্ষে এমন বোঝা যা আমি বইতে ক্লান্ত হয়েছি* (ইশা ১:১৪)। পরিশ্রমে প্রভুর ক্লান্তি নেই, কারণ কোন পরিশ্রম তাঁর ঈশ্বরত্বকে স্পর্শ করে না, কিন্তু মানবীয় ভাষা ব্যবহার করে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর ধৈর্যকে পরিশ্রম বলেন।

শ্লোক - প্রকাশ ৭:৯, ১১, ১২

প্ প্রতিটি জাতি ও দেশের বিরাট এক জনতা দেখা দিল ; সকলে সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল,

উ তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত, ও তাদের হাতে খেজুরপাতা।

প্ তারা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন : আমেন।

উ তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত, ও তাদের হাতে খেজুরপাতা।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-২৪)

**দেবোরা ও বারাক**

সেসময়, এহুদের মৃত্যু হলে ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল। হাৎসোরে যিনি রাজত্ব করতেন, প্রভু কানান-রাজ সেই যাবিনের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন। তাঁর সেনাপতি ছিলেন সিসেরা, যিনি হারোশেথ-গোইমের অধিবাসী। ইস্রায়েল সন্তানেরা চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল, কারণ যাবিনের ন'শটা লৌহরথ ছিল, এবং তিনি কুড়ি বছর ধরেই ইস্রায়েলকে কঠোরভাবে অত্যাচার করেছিলেন।

সেসময় লাপ্পিদোথের স্ত্রী দেবোরা ইস্রায়েলে বিচার সম্পাদন করতেন, তিনি ছিলেন একজন নবী। তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে সেই দেবোরার খেজুরগাছের তলায় আসন নিতেন, যা রামার ও বেথেলের মাঝখানে অবস্থিত; এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা বিচারের জন্য তাঁরই কাছে আসত। তিনি লোক পাঠিয়ে কেদেশ-নেফ্তালি থেকে আবিনোয়ামের সন্তান বারাককে কাছে ডেকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে এই আজ্ঞা দিচ্ছেন: যাও, তাবর পর্বতে যুদ্ধযাত্রা কর, নেফ্তালি-সন্তানদের ও জাবুলোন-সন্তানদের দশ হাজার লোক সঙ্গে করে নাও। আমি যাবিনের সৈন্যদলের সেনাপতি সিসেরাকে এবং তার যত রথ ও লোকগুলোকে কিশোন খাদনদীর ধারে তোমার কাছে আকর্ষণ করে তাকে তোমার হাতে তুলে দেব।' বারাক তাঁকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি যাব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাব না।' দেবোরা বললেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু তুমি এব্যাপারে যে পথ নিয়েছ, তাতে তোমার খ্যাতি হবে না; কারণ প্রভু সিসেরাকে একটি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দেবেন।' তখন দেবোরা উঠে বারাকের সঙ্গে কেদেশে গেলেন। বারাক কেদেশে

জাবুলোন ও নেফ্তালিকে কাছে ডাকলেন; তাঁর পিছু পিছু দশ হাজার লোক যাত্রা করল; দেবোরাও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

সেসময় কেনীয় হেবের কেনীয়দের কাছ থেকে ও মোশির শ্বশুর হোবাবের বংশধরদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সেই জায়ানান্নাইমের ওক্ গাছের কাছে তাঁবু খাটিয়েছিলেন; জায়গাটা কেদেশ থেকে বেশি দূরে নয়। সিসেরাকে বলে দেওয়া হল যে, আবিনোয়ামের সন্তান বারাক তাবর পর্বতে উঠেছে। তবে সিসেরা তাঁর সমস্ত রথ, অর্থাৎ ন'শো লৌহরথ এবং তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের সকলকে জড় করলেন— হারোশেথ-গোইম থেকে কিশোন খাদনদীর ধারে পর্যন্ত। দেবোরা বারাককে বললেন, 'এবার ওঠ, কারণ আজই প্রভু সিসেরাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন; প্রভু কি তোমার আগে আগে রণযাত্রায় চলছেন না?' তখন বারাক তাবর পর্বত থেকে নেমে এলেন, তাঁর পিছু পিছু সেই দশ হাজার লোকও নেমে এল। প্রভু বারাকের সামনে সিসেরাকে এবং তাঁর যত রথ ও সমস্ত সৈন্যকে খড়্গের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন; সিসেরা নিজেই রথ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পায়ে হেঁটে পালাতে লাগলেন। বারাক হারোশেথ-গোইম পর্যন্ত তাঁর রথগুলোর ও সৈন্যদের পিছনে ধাওয়া করলেন; খড়্গের আঘাতে সিসেরার সমস্ত সৈন্যদলের পতন হল, একজনও রক্ষা পেল না।

এদিকে সিসেরা পায়ে হেঁটে পালিয়ে কেনীয় হেবেরের স্ত্রী যায়েলের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলেন, কেননা হাৎসোরের রাজা যাবিনের ও কেনীয় হেবেরের কুলের মধ্যে তখন শান্তি ছিল। সিসেরার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়েল তাঁকে বললেন, 'প্রভু আমার, থামুন, আমার এইখানে থামুন; ভয় করবেন না।' তিনি তাঁর সঙ্গে তাঁর তাঁবুর মধ্যে গেলেন, আর সেই স্ত্রীলোক একটা কম্বল দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখলেন। সিসেরা তাঁকে বললেন, 'আমাকে একটু খাবার জল দাও না, আমার পিপাসা পেয়েছে।' তিনি দুধ রাখার চামড়ার থলি খুলে পান করতে দিলেন ও তাঁকে আবার ঢেকে রাখলেন। সিসেরা তাঁকে বললেন, 'তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাক; যদি কেউ এসে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে, এখানে কি কোন পুরুষলোক আছে? তবে তুমি বল, না, কেউই নেই।' কিন্তু হেবেরের স্ত্রী যায়েল তাঁবুর এক গোঁজ নিলেন, ও হাতুড়ি হাতে করে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা এমনভাবে বিঁধিয়ে দিলেন যে, তা মাটিতে

ঢুকল; পরিশ্রান্ত বলে তিনি তো গভীরেই ঘুমোচ্ছিলেন; আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল। আর সেসময় বারাক সিসেরার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; তখন যায়েল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'এসো, যাকে খোঁজ করে বেড়াচ্ছ, সেই লোককে তোমাকে দেখাব।' তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন, আর দেখ, সিসেরা মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন; তাঁর কপালের এক পাশে গোঁজটা বিদ্ধ রয়েছে।

এভাবে প্রভু সেদিন কানান-রাজ যাবিনকে ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে অবনমিত করলেন। কানান-রাজ যাবিনের মাথায় ইস্রায়েল সন্তানদের হাত উত্তরোত্তর ভারী হয়ে উঠল, যেপর্যন্ত কানান-রাজ যাবিন একেবারে বিধ্বস্ত না হলেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১:২৭, ২৮, ২৯; ২ করি ১২:৯

*প্র* জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

*উ* তাঁর পরাক্রম আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

*প্র* যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য।

*উ* তাঁর পরাক্রম আমাদের দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-৩১)

**দেবোরার সঙ্গীত**

সেদিন দেবোরা ও আবিনোয়ামের সন্তান বারাক এই সঙ্গীত গাইলেন:

'ইস্রায়েলে যখন বীরযোদ্ধারা মাথার চুল খুলে দেয়,
যখন লোকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে,
তখন প্রভুকে বল ধন্য!
শোন, রাজা সকল; কান দাও, রাজপুরুষ সকল;
আমি, আমিই প্রভুর উদ্দেশে গান গাইব,

ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করব!

প্রভু, তুমি যখন সেইর থেকে বেরিয়ে আসছিলে,
এদোম-সমভূমি থেকে যখন এগিয়ে আসছিলে,
তখন ভূমি কেঁপে উঠল, আকাশও আলোড়িত হল,
মেঘমালা জলবর্ষণে গলে গেল।
সেই সিনাইয়ের প্রভুর সামনে,
ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই প্রভুর সামনে পাহাড়পর্বত বিগলিত হল।
আনাথের সন্তান শাম্গারের সেই দিনগুলিতে,
যায়েলের সেই দিনগুলিতে রাস্তা জনশূন্য ছিল,
পথযাত্রীরা বাঁকা পথ দিয়েই চলছিল।
জননায়কেরা কেউই আর ছিলেন না,
ইস্রায়েলে কেউই আর ছিলেন না,
যতদিন না আমি দেবোরা উঠলাম,
ইস্রায়েলের মধ্যে মাতারূপে উঠলাম।
সবাই বিজাতীয় দেবতাদের নিয়েই প্রীত ছিল,
আর তখন নগরদ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হল;
কিন্তু ইস্রায়েলের সেই চল্লিশ হাজার লোকের মধ্যে
একটা ঢাল কি একটা বর্শাও দেখা যাচ্ছিল না।
আমার হৃদয় ইস্রায়েলের নেতাদের সঙ্গে,
সেই লোকদেরই সঙ্গে যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল;
প্রভুকে বল ধন্য!

তোমরা যারা সাদা গাধীর পিঠে চড়ে থাক,
যারা গাধীর গদিতে আসীন থাক,
তোমরাও যারা পায়ে হেঁটে চল, তোমরাই বর্ণনা কর;
জল তোলার স্থানে রাখালদের জয়ধ্বনিতে যোগ দাও,
সেইখানে কীর্তিত হচ্ছে প্রভুর সমস্ত জয়লাভ,

ইস্রায়েলে তাঁর শাসনের জয়লাভ ;
(তখন প্রভুর লোকেরা নগরদ্বারে নেমে গেছিল।)
জেগে ওঠ, দেবোরা, জেগে ওঠ ;
জেগে ওঠ, জেগে ওঠ, গেয়ে ওঠ গান!
ওঠ, বারাক ; হে আবিনোয়ামের সন্তান,
তোমার বন্দিদের বন্দি করে নাও!
তখন ইস্রায়েল নগরদ্বারে নেমে এল ;
বীরযোদ্ধার মত প্রভুর লোকেরা তাঁর জন্য যুদ্ধ করতে নেমে এল।

এফ্রাইমের জননায়কেরা আমালেকে আছেন,
তোমার পিছু পিছু হয়ে বেঞ্জামিন তোমার লোকদের মধ্যে রয়েছে ;
মাখিরের মূলবংশ থেকে নেতারা নেমে এলেন,
রণদণ্ড যাঁদের হাতে, জাবুলোনের মূলবংশ থেকে তাঁরাও নেমে এলেন।
ইসাখারের প্রধানেরা দেবোরার সঙ্গে ছিলেন,
তাঁর পিছু পিছু বারাক সমতল ভূমিতে ছুটে গেলেন।
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল :
তুমি কেন মেষঘেরির মধ্যে বসে ছিলে?
কি রাখালদের বাঁশি শোনার জন্য?
রূবেনের খরস্রোতের ধারে
গুরু মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছিল।
গিলেয়াদ যর্দনের ওপারে বসে থাকল,
আর দান কেন বিজাতিই যেন জাহাজে রইল?
আশের মহাসাগরের তীরে বসে থাকল,
তার বন্দরের ধারে ধারে বসে থাকল।

জাবুলোন এমন জাতি যে প্রাণ তুচ্ছ করল মৃত্যু পর্যন্ত,
নেফ্তালিও সেইরূপ, সে মাঠের উচ্চস্থানগুলিতে ছিল।

রাজারা এলেন, যুদ্ধ করলেন,
কেমন যুদ্ধ করলেন সেই কানানের রাজা সকল!
মেগিদ্দোর জলাশয়ের ধারে সেই তানাখে যুদ্ধ করলেন,
কিন্তু একটু রুপোও লুট করে নিতে পারলেন না।
আকাশ থেকে তারানক্ষত্র যুদ্ধ করল,
যে যার কক্ষ থেকেই সিসেরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল।
কিশোন খাদনদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল:
প্রাচীন নদীই সেই কিশোন খাদনদী!
প্রাণ আমার, বলবান হয়ে এগিয়ে চল!

তখন অশ্বগুলোর খুর মাটি পিষে মারল,
ধাওয়া করছিল, ধাওয়া করছিল দ্রুতগামী সেই ঘোড়া সকল।
প্রভুর দূত বলেন: মেরোজকে অভিশাপ দাও,
অভিশাপ দাও, তার অধিবাসীদের অভিশাপ দাও,
তারা যে আসল না প্রভুর সাহায্যের জন্য,
প্রভুর সাহায্যের জন্য, বীরযোদ্ধাদের মাঝে।

নারীকুলে ধন্যা সেই যায়েল,
কেনীয় হেবেরের পত্নী যে যায়েল!
তাঁবুতে বাস করে যত নারী, তাদের সকলের মধ্যে তিনি ধন্যা!
সে জল চাইল, তিনি তাকে দিলেন দুধ;
রাজোপযোগী পাত্রেই ক্ষীর এনে দিলেন।গোঁজের দিকে হাত বাড়িয়ে,
কর্মকারের হাতুড়ির দিকে ডান হাত বাড়িয়ে
তিনি সিসেরাকে হাতুড়ি মারলেন, তার মাথা চূর্ণ করলেন,
তার কপাল বিঁধিয়ে ভেঙে দিলেন।
সে তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল, আর নড়ল না;
তাঁর দু'পায়ের মধ্যে হেঁট হয়ে পড়ল;
যেখানে হেঁট হল, সেখানে সে নিঃশেষিত হয়ে পড়ল।

সিসেরার মাতা জাফরি দিয়ে,
জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখে :
তার রথ আসতে তত দেরি কেন?
তার রথগুলো তত আস্তে আস্তে চলে কেন?
তার সবচেয়ে প্রজ্ঞাবতী সহচরীরা উত্তর দেয়,
আর সে নিজেও নিজেকে বারবার বলে :
তারা কি লুটের মাল নিচ্ছে না?
লুটের মাল তারা কি ভাগ ভাগ করে নিচ্ছে না?
প্রত্যেক পুরুষ একটি তরুণী, দু'টোই তরুণী,
সিসেরার জন্য লুটের ভাগ চিত্রিত বস্ত্র,
খচিত চিত্রিত একটা বস্ত্র তার জন্য,
কণ্ঠদেশের জন্য চিত্রিত দুই ধারি বাঁধা বস্ত্রই আমার জন্য লুটের ভাগ!
প্রভু, তোমার সকল শত্রুর তেমনই বিনাশ হোক!

কিন্তু তোমাকে ভালবাসে যারা,
তারা সপ্রতাপে উদীয়মান সূর্যেরই মত হোক!'
আর চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

শ্লোক - সাম ১৮:২, ৩, ৪

*প্র* আমি তোমাকে ভালবাসি, প্রভু, আমার বল!
*উ* আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়।
*প্র* আমি প্রশংসনীয় সেই প্রভুকে ডাকি, আমার শত্রুদের হাত থেকে পাবই পরিত্রাণ।
*উ* আমার ঈশ্বর, আমার সেই শৈল যার কাছে নিয়েছি আশ্রয়।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৪-৬)

## প্রার্থনা বিনম্র হৃদয় থেকেই উৎসারিত

যারা প্রার্থনা করে, তাদের কথা ও যাচনা এমন পদ্ধতি অনুসারে পরিবেশন করা উচিত যাতে শান্তভাব ও সম্ভ্রম বিশেষ স্থানের অধিকারী হতে পারে। আমাদের ভাবা উচিত, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই আছি: দেহের ভঙ্গি ও কণ্ঠের সুর দু'টোই ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। বস্তুতপক্ষে, একদিকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে চিৎকার করা যেমন দাম্ভিকের লক্ষণ, অন্যদিকে বিনম্র যাচনা নিবেদনে প্রার্থনা করা তেমনি শালীন স্বভাবই-মানুষের শোভা পায়। পরিশেষে, আপন শিক্ষায় প্রভু আমাদের একাকী হয়ে, গোপন ও নির্জন স্থানে, এমনকি নিজেদের কক্ষেই প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। কেননা বিশ্বাসের প্রকৃত চিহ্নই আমরা যেন এ জানি যে, ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, সকলকে শোনেন ও দেখেন, ও তাঁর মাহাত্ম্যের পূর্ণতা গুণে তিনি গোপন ও আচ্ছন্ন সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, যেমনটি লেখা আছে: আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই। মানুষ গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আমি কি তাকে দেখব না? স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়? (যেরে ২৩:২৩-২৪ দ্রঃ)। আরও লেখা আছে, *ঈশ্বরের চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে* (প্রবচন ১৫:৩)।

আর যখন আমরা ভাইদের সঙ্গে এক হয়ে সম্মিলিত হই ও ঈশ্বরের যাজকের সঙ্গে ঐশযজ্ঞ উদ্‌যাপন করি, তখন আমাদের শালীনতা ও সুশৃঙ্খলা বিষয়ে সচেতন হতে হবে: এলোমেলো কণ্ঠে প্রার্থনা এদিক ওদিক বাতাসে উড়িয়ে দিতে নেই; আবার, যে মিনতি প্রকৃতপক্ষে বিনম্রভাবেই ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেওয়ার কথা তা অধিক উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করাও মানায় না, কারণ ঈশ্বর কণ্ঠের নন, হৃদয়েরই শ্রোতা; আর যিনি চিন্তা-ভাবনা দেখেন, তীব্রতর কণ্ঠেই তাঁকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার নেই; প্রভু নিজে সপ্রমাণ দিয়ে এবিষয়ে বলেন, *তোমরা কেন মনে মনে তেমন মন্দ ভাবনা ভাবছ?* (মথি ৯:৪)। আবার অন্য স্থানে: *সকল মণ্ডলী জানতে পরবে, আমি অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখি* (প্রকাশ ২:২৩)।

এজন্য প্রথম রাজাবলি পুস্তকে মণ্ডলীর প্রতীক সেই আন্না সেই সব কিছু অন্তরে গেঁথে রাখেন ও রক্ষা করেন যা ঈশ্বরের কাছে উচ্চকণ্ঠের যাচনায় নয় বরং নীরব ও নম্র

ভাবেই তাঁর নিজের বুকের অন্ধকারে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি গুপ্ত যাচনায় কিন্তু প্রকাশ্য বিশ্বাসেই প্রার্থনা করছিলেন, কণ্ঠ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই প্রার্থনা করছিলেন, কেননা তিনি জানতেন, ঈশ্বর শুনতে পারছিলেন; আর তিনি যা যাচনা করছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপেই পেলেন, কারণ বিশ্বাস গুণেই প্রার্থনা করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই একথা বর্ণনা করে: *তিনি মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না* (১ শামু ১:১৩), আর প্রভু তাঁকে স্পষ্টই শুনলেন। একই কথা সামসঙ্গীতেও পড়ি: *হৃদয়গভীরে কথা বল, ও শয্যায় শুয়ে অনুতপ্ত হও* (সাম ৪:৫ লাতিন পাঠ্য)। যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা এই পরামর্শ দিয়ে শেখান, প্রভু, *বিবেক-গভীরেই তোমাকে আরাধনা করা উচিত* (বারুক ৬:৫ লাতিন পাঠ্য)।

অতএব, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যে প্রার্থনা করে, সে যেন এই কথাও জেনে নেয়, তথা সেই কর-আদায়কারী মন্দিরে ফরিশীর সঙ্গে কীভাবে প্রার্থনা করছিল। স্পর্ধার সঙ্গে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে নয়, দুঃসাহস ভরে হাত দু'টো খাড়া করেও নয়, কিন্তু বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ও অন্তরে রুদ্ধ নিজ পাপকর্মের নিন্দা করেই সে ঐশকৃপার সহায়তা মিনতি করছিল; আর ফরিশী নিজেকে নিয়ে প্রীত ছিল, কর-আদায়কারী কিন্তু অধিক আশীর্বাদের যোগ্য হয়ে উঠল, কারণ পরিত্রাণের আশা নিজের নিরপরাধিতার ভরসায় রাখেনি, কেননা নিরপরাধী বলতে কেউই নেই; সে বরং পাপ স্বীকার করার পরেই বিনম্রতার সঙ্গে প্রার্থনা করল। তাই যিনি বিনম্রদের ক্ষমা দান করেন, তিনি তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন।

## শ্লোক

℣ এসো, বিবেচনা করে দেখি, ঈশ্বর ও তাঁর স্বর্গদূতদের সম্মুখে আমাদের কী ভাবেই না থাকা উচিত,

℟ এসো, সামসঙ্গীত-মালা এমনভাবেই পরিবেশন করি যেন আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।

℣ আমরা জানি, বহু বহু কথার জন্য নয়, কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধতা ও গভীর ভক্তির জন্যই সাড়া পাব।

ঊ এসো, সামসঙ্গীত-মালা এমনভাবেই পরিবেশন করি যেন আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এজরা পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-৫, ২৪–৫:৫)

## গৃহ-পুনর্নির্মাণে যুদার শত্রুদের প্রতিরোধ

যখন যুদার ও বেঞ্জামিনের শত্রুরা শুনল যে, নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে মন্দির পুনর্নির্মাণ করছে, তখন জেরুব্বাবেলকে ও পিতৃকুলপতিদের গিয়ে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমরাও গাঁথতে ইচ্ছা করি, কারণ তোমাদের মত আমরাও তোমাদের পরমেশ্বরের অন্বেষণ করি। যিনি আমাদের এখানে এনেছিলেন, আশুর-রাজ সেই এসারহাদ্দোনের সময় থেকে আমরা তাঁর উদ্দেশে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে আসছি।' কিন্তু জেরুব্বাবেল, যেশুয়া ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাদের পরমেশ্বরের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তোলার ব্যাপারে তোমরা যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তা উচিত নয়। কেবল আমরাই ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে তা গেঁথে তুলব, যেমনটি পারস্য-রাজ কুরোশ আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন।' তখন স্থানীয় লোকেরা যুদার লোকদের নিরাশ করতে ও মন্দির-নির্মাণ ব্যাপারে তাদের বাধা দিতে লাগল। এমনকি তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করার জন্য তারা কোন কোন মন্ত্রীদের ঘুষ দিল; আর তারা পারস্য-রাজ কুরোশের সমস্ত জীবনকাল ব্যাপী ও পারস্য-রাজ দারিউশের রাজত্বকাল পর্যন্ত তেমনটি করতে থাকল।

এইভাবে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের কাজ আপাতত বন্ধ করা হল, এবং পারস্য-রাজ দারিউশের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে থাকল।

কিন্তু হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়া, এই দু'জন নবী যখন তাঁদের উপরে অধিষ্ঠিত ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের নামে যুদা ও যেরুশালেমের ইহুদীদের কাছে বাণী দিতে লাগলেন, তখন শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল ও যোসাদাকের সন্তান যেশুয়া সঙ্গে সঙ্গে যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন, আর পরমেশ্বরের নবীরা তাঁদের সঙ্গে থেকে তাঁদের সাহস দিতেন।

সেসময়েই নদীর ওপারের প্রদেশপাল তাত্তেনাই, শেথার-বোজেনাই ও তাঁদের সাথীরা তাঁদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গৃহ ও নগরপ্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে তোমাদের কে আজ্ঞা দিয়েছে? আমরা তোমাদের বলছি, যারা এই গাঁথনি দিচ্ছে, তাদের

নাম কি?' কিন্তু ইহুদীদের প্রবীণদের উপরে তাঁদের পরমেশ্বরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, তাই দারিউশের কাছে নিবেদন-পত্র উপস্থাপন না করা পর্যন্ত, এবং এই ব্যাপারে আবার পত্র না আসা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে ওঁরা তাঁদের বাধ্য করলেন না।

**শ্লোক** - সাম ৮৫:২, ৫, ৩

*প্র* তোমার এ দেশের প্রতি তুমি প্রসন্ন ছিলে, প্রভু; যাকোবের বন্দিদের ফিরিয়ে এনেছ তুমি;

*উ* হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।

*প্র* হরণ করেছ তোমার জনগণের অপরাধ, আবৃত করেছ তাদের সকল পাপ;

*উ* হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ ক্ষোভ নিবৃত্ত কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১২৬, ২-৩)

**প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে**

*প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে* (সাম ১২৭:১)। সুতরাং, প্রভুই গৃহটি গাঁথেন, প্রভু যিশু খ্রিষ্টই নিজ গৃহটি গাঁথেন। নির্মাণকর্মে অনেকে পরিশ্রম করে, কিন্তু তিনি নিজেই না গাঁথলে *বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।* নির্মাণকর্মে যারা পরিশ্রম করে, তারা কারা? তাঁরা সকলে, যাঁরা মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন, যাঁরা ঈশ্বরের সাক্রামেন্তগুলি সম্পাদন করেন। অনেকেই দৌড়োই, অনেকেই পরিশ্রম করি, অনেকেই একপ্রকারে গাঁথি; আর আমাদের আগে অন্যরা দৌড়োল, পরিশ্রম করল ও গাঁথল, তবু *প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।* এজন্য অনেকে পিছলে পড়ছিল দেখে প্রেরিতদূতেরা ও বিশেষভাবে পল বললেন, *তোমরা তো বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ; তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করেছি* (গা ৪:১০-১১)। আধ্যাত্মিক দিক থেকে তিনি নিজে ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিত হয়েছিলেন, একথা

জেনে তিনি তাদের বিষয়ে দুঃখিত ছিলেন, কারণ তাদের মধ্যে বৃথাই পরিশ্রম করেছিলেন। তাই আমরা বাইরেই প্রচার করি, তিনি অন্তরেই গাঁথেন। তোমরা কেমন শোন, আমরা তা অনুভব করি; তোমরা যে কী ভাব, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি তোমাদের চিন্তা-ভাবনা দেখেন। তিনিই গাঁথেন, তিনিই সাবধান বাণী দেন, তিনিই ভয় দেখান, তিনিই মন খোলেন, তিনিই বিশ্বাস ক্ষেত্রে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন; তথাপি আমরাও পরিশ্রম করি, আমরাও কর্মী, কিন্তু *প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে।*

গৃহটি হল স্বয়ং ঈশ্বরেরই গৃহ; ঈশ্বরের জনগণই তাঁর গৃহ, কেননা ঈশ্বরের গৃহ হল ঈশ্বরের মন্দির। প্রেরিতদূত কী বলেন? *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির* (১ করি ৩:১৭)। সকল ভক্তজনেরাই ঈশ্বরের গৃহ; উপস্থিত যারা, তারা শুধু নয়, যারা আমাদের আগে ছিল ও মরে গেল, আর যারা পরবর্তীকালে আসবে ও যাদের এখনও এজগতে জন্ম হয়নি—জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত তারাও। একত্রে সম্মিলিত হয়ে তারা অগণন, প্রভু কিন্তু তাদের সংখ্যা জানেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *প্রভু জানেন, কে কে তাঁর আপনজন* (২ তি ২:১৯)।

এ নির্ধারিত যে, খড়ের মধ্যে যত গমের দানা এখন কষ্টে ভুগছে, জগতের অন্তিমকালে যখন উঠান শুদ্ধ করা হবে, তখন সেগুলো একপিণ্ড হবে। সুতরাং সেই পুণ্যবান ভক্তজনদের জনতা, যারা ঈশ্বরের স্বর্গদূতে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের দলের অংশী হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেই যে স্বর্গদূতেরা বর্তমানে প্রবাসী নন কিন্তু আমাদের প্রবাস-যাত্রা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন, সেই ভক্তজন সবাই মিলে হল ঈশ্বরের একমাত্র গৃহ, তাঁর একমাত্র নগর—আর এ নগর যেরুশালেম। নগরটির প্রহরী আছে: তার যেমন গৃহনির্মাতা আছে যারা নির্মাণকর্মে পরিশ্রম করে, তেমনি তার রক্ষার জন্য প্রহরীরাও আছে। এই রক্ষা-পালন বিষয়েই প্রেরিতদূত বলেন, *আমার ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রিষ্টের প্রতি একাগ্রতা [ও শুচিতা] থেকে ভ্রষ্ট হয়* (২ করি ১১:৩)। যাদের উপর পলের দায়িত্ব ছিল, তাদের বিষয়ে তিনি যথাসাধ্য সতর্ক ছিলেন;

বিশপেরাও তাই করে থাকেন, কেননা এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে উচ্চতর পদে রাখা হয়, তিনি যেন জনগণকে রক্ষা ও পালন করেন।

তবু এই উচ্চতা বিশপ এই আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আমরা যদি অন্তরে বিনম্রতার সঙ্গে তোমাদের চেয়ে নিজেদের ছোট না মনে করি ও তোমাদের জন্য প্রার্থনা না করি, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা যিনি জানেন তিনিই যেন তোমাদের রক্ষা করেন। কেননা তোমরা কেমন করে ব্যবহার করছ, তা আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু মনে মনে যে কী ভাবছ, তা দেখতে পারি না; এমনকি, নিজেদের ঘরে তোমরা যে কী কর, তাও আমরা দেখতে পারি না। তাহলে কেমন করে তোমাদের রক্ষা করব? মানুষ হিসাবে, যথাসাধ্য, আমাদের গুণ অনুসারেই রক্ষা করব। তোমাদের রক্ষায় আমরা শ্রান্তও হয়ে পড়তে পারি, তবু যিনি তোমাদের ভাবনা দেখতে পান, তিনিই না রক্ষা করলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা। তোমরা জেগে আছ কি ঘুমাও, তিনি তোমাদের রক্ষায় জাগ্রত আছেন। তিনি একবার মাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন—সেই ক্রুশের উপরে; কিন্তু পুনরুত্থান করলেন, আর ঘুমিয়ে পড়বেন না। তোমরা ইস্রায়েল হও! কারণ *ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন ইস্রায়েলের রক্ষক* (সাম ১২১:৪)। তবে ভ্রাতৃগণ, আমরা যদি ঈশ্বরের ছায়ায় রক্ষা পেতে চাই, তবে এসো, আমরা ইস্রায়েল হই, কারণ দায়িত্বের ভূমিকা অনুসারে আমরা তোমাদের রক্ষা-পালন করি ঠিকই, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমরাও রক্ষা-পালন পেতে চাই। তোমাদের জন্য আমরা পালক, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সেই পালকের মেষ। এই পদ থেকে আমরা গুরু হিসাবে কথা বলি, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সেই একমাত্র গুরুর শিক্ষালয়ে শিষ্য।

**শ্লোক** - এফে ২:২০, ২১, ২২

*প্র* তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু;

*উ* তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

*প্র* তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে;

*উ* তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-৬, ১১-২৪ক)

### গিদিয়োনকে আহ্বান

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করল, আর প্রভু তাদের সাত বছর ধরে মিদিয়ানের হাতে তুলে দিলেন। ইস্রায়েলের উপরে মিদিয়ানের হাত ভারী ছিল, তাই ইস্রায়েল সন্তানেরা মিদিয়ানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পর্বতের গহ্বরে, গুহাতে ও দুর্গম জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিল। ইস্রায়েল যখনই বীজ বুনত, মিদিয়ানীয়েরা ও আমালেকীয়েরা এবং পুবদেশের লোকেরা আসত, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত, এবং তাদের এলাকায় শিবির বসিয়ে গাজা শহরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত ভূমির ফসল বিনষ্ট করত। ইস্রায়েল যাতে বাঁচতে পারে, তেমন কিছুও তারা রাখত না: মেষও নয়, বলদ বা গাধাও নয়; কেননা পঙ্গপালের মত তারা নিজেদের পশুপাল ও তাঁবু সঙ্গে করে অসংখ্যই আসত; তারা ও তাদের উট অগণ্যই ছিল; দেশ উচ্ছিন্ন করার জন্যই তারা আসত। মিদিয়ানের কারণে ইস্রায়েল ভীষণ দুর্দশায় পড়ল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল।

প্রভুর দূত এসে অফ্রা শহরের তার্পিনগাছের তলায় বসলেন—গাছটা ছিল আবিয়েজীয় যোয়াশের সম্পত্তি; তাঁর ছেলে গিদিয়োন মিদিয়ানীয়দের কাছ থেকে গম লুকাবার জন্য আঙুর-মাড়াইকুণ্ডের ভিতরে তা মাড়াই করছিলেন। তখন প্রভুর দূত তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'হে বলবান বীর, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন!' গিদিয়োন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে থাকলে তবে আমাদের এই সবকিছু ঘটছে কেন? আর আমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁর যে সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা আমাদের জানাচ্ছিলেন, সেই সমস্ত কিছু এখন কোথায়? তাঁরা বলতেন: প্রভু কি মিশর থেকে আমাদের এখানে আনেননি? কিন্তু এখন প্রভু আমাদের ত্যাগ

করেছেন, মিদিয়ানের হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।' প্রভু তাঁর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে; আমি নিজেই কি তোমাকে প্রেরণ করছি না?' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'ক্ষমা চাই, প্রভু, কিন্তু আমি ইস্রায়েলকে কেমন করে ত্রাণ করব? দেখ, মানাশের মধ্যে আমার গোত্রই তো সবচেয়ে দুর্বল, আর আমার পিতার বাড়িতে আমি সবচেয়ে নগণ্য।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, আর তুমি মিদিয়ানীয়দের আঘাত করবে, তারা ঠিক যেন একটা মানুষমাত্র!' তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তবে তুমিই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তার কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও। কিন্তু দোহাই তোমার, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে ফিরে না আসি, আমার নৈবেদ্য এনে তোমার সামনে না রাখি, ততক্ষণ তুমি এখান থেকে যেয়ো না।' তিনি বললেন, 'তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানে থাকব।'

গিদিয়োন ঘরে গিয়ে একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করলেন, আর এক এফা ময়দা নিয়ে খামিরবিহীন পিঠা তৈরি করলেন; মাংস এক ডালায় রেখে ও তার সমস্ত ঝোল একটা হাঁড়িতে ঢেলে তিনি বাইরে সেই তার্পিনগাছের তলায় এই সমস্ত কিছু তাঁর সামনে এনে দিলেন; তিনি এগিয়ে যেতে যেতে পরমেশ্বরের দূত তাঁকে বললেন, 'মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো নিয়ে এই পাথরের উপরে রাখ, আর ঝোলটা তার উপরে ঢেলে দাও।' তিনি সেইমত করলেন। তখন প্রভুর দূত, তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তার ডগা দিয়ে সেই মাংস ও পিঠাগুলো স্পর্শ করলেন; তখন পাথর থেকে আগুন জ্বলে উঠে সেই মাংস ও খামিরবিহীন পিঠাগুলো গ্রাস করল, আর প্রভুর দূত তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। গিদিয়োন তখন দেখলেন যে, তিনি প্রভুর দূত; তিনি বললেন, 'হায় হায়, আমার প্রভু পরমেশ্বর! আমি তো মুখোমুখি হয়ে প্রভুর দূতকে দেখেছি!' প্রভু উত্তরে বললেন, 'তোমার শান্তি হোক, ভয় করো না; তুমি মরবে না।' গিদিয়োন সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও তার নাম প্রভু-শান্তি রাখলেন।

শ্লোক - ইশা ৪৫:৩-৪; বিচারক ৬:১৪; ইশা ৪৫:৬ দ্রঃ

প্র আমি প্রভু; আমার দাস যাকোবের খাতিরে, আমার মনোনীতজন ইস্রায়েলের খাতিরেই আমি তোমার নাম ধরে তোমাকে ডেকেছি।

উ তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে।

প্র সকলে জানুক যে, আমিই প্রভু, আর কেউ নয়!

উ তুমি যাও, তোমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতেই এগিয়ে যাও; তুমিই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৮-৯)

**আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন হওয়া চাই**

সর্বপ্রথমে, শান্তির আচার্য ও ঐক্যের গুরু এমনটি চাইলেন না যে, প্রার্থনা আত্মকেন্দ্রীভূত ও ব্যক্তিস্বতন্ত্র হবে, অর্থাৎ তিনি চাইলেন না যে, যে প্রার্থনা করে, সে ঠিক যেন কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা করে। আমরা তো বলি না: 'হে আমারই স্বর্গস্থ পিতা;' এও বলি না, 'আমারই দৈনিক রুটি আজ আমাকে দান কর;' আবার, কেউই যাচনা করে না যেন শুধু তার নিজেরই ঋণ ক্ষমা করা হয় বা তাকেই মাত্র যেন প্রলোভনে চালিত না করা হয় কিংবা সে-ই মাত্র যেন অনর্থ থেকে নিস্তার পেতে পারে। আমাদের প্রার্থনা উন্মুক্ত ও সার্বজনীন; আর যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন কেবল একজনের জন্য নয়, গোটা জনগণের জন্যই প্রার্থনা করি, কারণ আমরা গোটা জনগণই এক।

যিনি ঐক্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শান্তির ঈশ্বর ও একাত্মতার গুরু চাইলেন প্রত্যেকজন সকলের জন্য প্রার্থনা করবে, যেভাবে একা তিনি নিজের মধ্যে সকলকে বহন করলেন। অগ্নিচুল্লিতে রুদ্ধ সেই তিনজন যুবক মিনতিতে এককণ্ঠ হয়ে ও আত্মায় একমন একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনার এই নিয়ম পালন করেছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র যখন আমাদের অবগত করে কীভাবে সেই তিনজন প্রার্থনা করছিলেন, তখন আমাদের এমন একটা দৃষ্টান্ত দেয় যা প্রার্থনায় আমাদের অনুকরণ করা উচিত যাতে আমরাও সেইমত করি।

শাস্ত্রের বাণী: *তখন সেই তিনজন এককণ্ঠেই যেন স্তুতিগান করছিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্য বলছিলেন* (দা ৩:৫১ দ্রঃ)। তাঁরা এককণ্ঠেই যেন প্রার্থনা করছিলেন, অথচ তখনও খ্রিষ্ট তাঁদের প্রার্থনা করতে শেখাননি!

সেইভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায়ই তাঁদের প্রার্থনা সার্থক ও কার্যকারী হল, কারণ শান্তিপূর্ণ, সরল ও আত্মিক হওয়ায় তাঁদের প্রার্থনা প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা দেখি, প্রভুর স্বর্গারোহণের পরে প্রেরিতদূতেরাও শিষ্যদের সঙ্গে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন; শাস্ত্রে লেখা আছে, *তাঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন* (প্রেরিত ১:১৪)। তাঁরা একাত্ম হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাতে প্রার্থনা ও একাত্মতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করছিলেন যে, যিনি মানুষকে গৃহে একাত্ম করে বাস করান, সেই ঈশ্বর স্বর্গীয় শাশ্বত গৃহে তাদেরই মাত্র গ্রহণ করেন যারা একাত্ম হয়ে প্রার্থনা করে।

প্রভুর প্রার্থনার রহস্য কতগুলো ও কতই না মহান! স্বল্পকথার একটা বাক্যেই গৃহীত হয়েও তবু সেই রহস্যগুলো আত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। স্বর্গীয় তত্ত্ব বিষয়ে এমন কিছু নেই, যা আমাদের এই প্রার্থনা ও যাচনায় স্থান না পেয়ে থাকে। তিনি বললেন, *তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত: হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা* (মথি ৬:৯)।

সেই যে নবমানুষ নবজন্ম লাভ করেছে ও তাঁর ঈশ্বর দ্বারা তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সর্বপ্রথমে 'পিতা' বলে, কারণ ইতিমধ্যে সে তাঁর সন্তান হতে লাগল। লেখা আছে, *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, কিন্তু তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করেনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার, [সেই অধিকার তাদেরই দিলেন] যারা তাঁর নামে বিশ্বাসী* (যোহন ১:১১-১২), সুতরাং, তাঁর নামে যে বিশ্বাস করল ও ঈশ্বরসন্তান হয়ে উঠল, তাকে এখান থেকেই শুরু করতে হবে: সে ধন্যবাদ জানাবে; আর সে যখন বলে যে ঈশ্বরই তাঁর স্বর্গস্থ পিতা, তখন নিজেকে ঈশ্বরসন্তান বলে ঘোষণা করবে।

শ্লোক - সাম ২২:২৩; ৫৭:১০

প্ল আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,

উ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

৭ জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু ; সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,

৮ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হগয়ের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৯)

## পুনর্নির্মিত গৃহে প্রভু নিজ গৌরব প্রকাশ করবেন

দারিউশ রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসে, মাসের প্রথম দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের কাছে ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোকেরা নাকি বলছে: প্রভুর মন্দির পুনর্নির্মাণ করার সময় এখনও আসেনি!' তখন নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'এ কি তোমাদের নিজেদের ছাদ-আঁটা গৃহে বাস করার সময়, যখন এই গৃহ উৎসন্ন অবস্থায়ই রয়েছে? তাই সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! তোমরা অনেক বীজ বুনেছ কিন্তু অল্প সংগ্রহ করেছ; খেয়েছ কিন্তু তৃপ্তি পাওনি, পান করেছ কিন্তু পিপাসা মেটাওনি, পোশাক পরেছ কিন্তু গা গরম করনি; মজুরও মজুরি পেয়েছে কিন্তু তা ছিদ্র থলিতে রাখল। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের ব্যবহার একটু লক্ষ কর! তোমরা পর্বতে উঠে যাও, কাঠ আন, গৃহটি পুনর্নির্মাণ কর; তবেই আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—একথা স্বয়ং প্রভু বলছেন। তোমরা প্রাচুর্যের প্রত্যাশায় ছিলে, আর দেখ, অল্প পেলে; যা কিছু তোমরা ঘরে এনেছ, তার উপর আমি ফুঁ দিলাম। এর কারণ কী? —সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—কারণটা এই যে: আমার গৃহ উৎসন্ন অবস্থায় রয়েছে, অথচ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহের জন্য খুবই ব্যস্ত। এজন্য তোমাদের উপরে আকাশ শিশিরবর্ষণ বন্ধ করেছে, ও ভূমি ফসল দেওয়া বন্ধ করেছে। আমি দেশের ও পাহাড়পর্বতের উপরে, শস্য, আঙুররস, তেল ও ভূমির উৎপন্ন সমস্ত ফলের উপর, এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের সমস্ত কর্মফলের উপরে অনাবৃষ্টি ডেকে আনলাম।'

শেয়াল্তিয়েলের সন্তান জেরুব্বাবেল, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া এবং জনগণের সেই গোটা অবশিষ্ট অংশ তাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে এবং তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রেরিত সেই নবী হগয়ের সকল বাণীতে মনোযোগ দিলেন; আর লোকেরা প্রভুর সামনে ভয়ে পূর্ণ হল। প্রভুর দূত হগয় প্রভুর দেওয়া দায়িত্বক্রমে

লোকদের বললেন: 'আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—প্রভুর উক্তি।' তখন প্রভু শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলের আত্মা ও যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়ার আত্মা এবং জনগণের অবশিষ্টাংশের আত্মা জাগিয়ে তুললেন, আর তাঁরা এগিয়ে এসে তাঁদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহ নির্মাণকাজে হাত দিতে লাগলেন। তেমনটি ঘটল দারিউশ রাজার দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ মাসের চতুর্বিংশ দিনে।

সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি এখন শেয়াল্তিয়েলের সন্তান যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে, যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়াকে ও জনগণের অবশিষ্ট অংশকে এই কথা বল: তোমাদের মধ্যে এখনও জীবিত এমন কে আছে যে, এই গৃহকে তার পূর্বগৌরবের অবস্থায় দেখেছিল? কিন্তু এখন তা কেমন অবস্থায় দেখছ? সেটার চেয়ে এই বর্তমান অবস্থা তোমাদের কি শূন্য মনে হয় না? তাই এখন সাহস ধর, হে জেরুব্বাবেল—প্রভুর উক্তি—তুমিও সাহস ধর, হে যেহোসাদাকের সন্তান মহাযাজক যোশুয়া; হে দেশের সমস্ত লোক, তোমরাও সাহস ধর—প্রভুর উক্তি—কাজে হাত দাও; কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—সেই সন্ধির বাণী অনুসারে, যা আমি তোমাদের সঙ্গে স্থির করেছিলাম যখন মিশর থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম; হ্যাঁ, আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তোমরা ভয় করো না।

কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: আর অল্পকাল, তারপর আমি আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও স্থলভূমি কাঁপিয়ে তুলব। আমি সকল দেশ কাঁপিয়ে তুলব, তখন সকল দেশের ঐশ্বর্য ভেসে আসবে, আর আমি এই গৃহ গৌরবে পরিপূর্ণ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। রুপোও আমারই, সোনাও আমারই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি!'

শ্লোক - হগয় ১:৮; ইশা ৫৬:৭

প্র তোমরা পর্বতে উঠে যাও, গৃহটি পুনর্নির্মাণ কর।

উ আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—এই কথা স্বয়ং প্রভু বলছেন।

℣ আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

℟ আমি এই গৃহের প্রতি প্রসন্ন হয়ে সেখানে আমার গৌরব প্রকাশ করব—এই কথা স্বয়ং প্রভু বলছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - হগয় পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ

(১৪)

**আমার নাম জাতিগুলির মাঝে গৌরবান্বিত**

আমাদের ত্রাণকর্তার আগমনের সময়ে এমন দিব্য মন্দির আবির্ভূত হল যা প্রাচীন মন্দিরের চেয়ে অতুলনীয়ভাবেই অধিক গৌরবময়, অধিক উজ্জ্বল ও উত্তম। প্রাচীন বিধানের উপাসনা-রীতির তুলনায় খ্রিষ্টধর্ম ও সুসমাচার যতখানি শ্রেয়, ও প্রতীকের তুলনায় বাস্তবতা যতখানি শ্রেয়, প্রাচীনটার তুলনায় নব মন্দিরও ততখানি শ্রেয়তর।

আমি মনে করি, আর একটা কথাও বলা যেতে পারে। যেরুশালেমের মন্দির অনন্যই ছিল, ও কেবল ইস্রায়েল জাতিই তার মধ্যে বলি উৎসর্গ করত। কিন্তু ঈশ্বরের সেই একমাত্র পুত্র *ঈশ্বর ও প্রভু ও আমাদের আলো* হলেও (সাম ১১৮:২৭) আমাদের সদৃশ হওয়ার পর সমগ্র জগৎ পবিত্র গৃহে ও এমন অসংখ্য উপাসকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যারা আত্মিক যজ্ঞ ও ধূপ উৎসর্গ করেই জগদীশ্বরকে আরাধনা করে। আর আমার মতে এবিষয়েই মালাখি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ভাববাণী দিয়ে বললেন, আমিই সেই মহান রাজা —প্রভুর উক্তি; জাতিগুলির মাঝে আমার নাম মহান, ও প্রতিটি স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপ ও শুদ্ধ নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে (মালা ১:১১ দ্রঃ)।

এ থেকে অনুমান করা যায়, চরম মন্দিরের গৌরব তথা ভাবী মণ্ডলীর গৌরব মহত্তর হওয়ার কথা। যারা তৎপর হয়ে ও পরিশ্রম স্বীকার করে এই নির্মাণকাজে হাত দেয়, ত্রাণকর্তার কাছ থেকে তারা স্বর্গীয় দান ও উপহার স্বরূপ সেই খ্রিষ্টকে পাবে যিনি সকলের শান্তি। তখন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে এক আত্মায় পিতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারব (এফে ২:১৮ দ্রঃ)। একথা ইঙ্গিত করে তিনি নিজে বলেছিলেন: আমি এই স্থানে শান্তি দান করব, আর যারা এই মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা দেবে, আমি পুরস্কার স্বরূপ আত্মার শান্তি তাদের দান করব (হগয় ২:৯ দ্রঃ)। তিনি আরও বললেন, *আমি*

*তোমাদের কাছে আমার শান্তি দান করছি* (যোহন ১৪:২৭)। যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা এ থেকে যে কী ধরনের উপকারে উপকৃত হবে, একথা নির্দেশ করে পল বলেন, উপলব্ধির অতীত খ্রিষ্টের সেই শান্তি তোমাদের হৃদয় ও ভাবনা রক্ষা করুক। প্রজ্ঞাবান ইশাইয়াও একই কথায় প্রার্থনা করছিলেন: *প্রভু, তুমি আমাদের মঞ্জুর করবে শান্তি, কারণ তুমিই তো সম্পন্ন কর আমাদের সকল কাজ* (ইশা ২৬:১২)। যারা একবার খ্রিষ্টের শান্তির যোগ্য হয়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে নিজেদের আত্মাকে ত্রাণ করা ও পুণ্যকর্ম সাধনে নিজেদের ইচ্ছা প্রবৃত্ত করা সহজ।

সুতরাং, নব মন্দির নির্মাণে যারা সহযোগিতা দান করে, তাদের কাছে তিনি শান্তি মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ফলত যারা মণ্ডলী নির্মাণে সচেষ্ট, বা পবিত্রতম রহস্যগুলির ব্যাখ্যাতা রূপে ঈশ্বরের পরিবারে প্রধান দায়িত্বের অধিকারী, তারা পরিত্রাণলাভ বিষয়ে নিশ্চিত। তবু যারা নিজেদের আত্মার কল্যাণে ব্যস্ত, তারাও নিশ্চিত, কারণ তারা পবিত্র মন্দিরের জন্য জীবন্ত ও আত্মিক প্রস্তর রূপে নিজেদের নিবেদন করে ও আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আবাস হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - সাম ৮৪:৫; জাখা ২:১৫

*প্র* সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, প্রভু:

*উ* তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকবে।

*প্র* প্রভু, সেদিন অনেক দেশ তোমাতে যোগ দেবে, তারা তোমার আপন জনগণ হবে;

*উ* তারা তোমার প্রশংসা নিত্য করে থাকবে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (৬:৩৩–৭:৮, ১৬-২২)

**স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা গিদিয়োন জয়ী হন**

সেসময় সকল মিদিয়ানীয়, আমালেকীয় ও পুবদেশের লোকেরা একজোট হল, এবং যর্দন পার হয়ে যেস্রেয়েল সমতল ভূমিতে শিবির বসাল; আর প্রভুর আত্মা গিদিয়োনকে ঘিরে আবিষ্ট করল; তিনি তুরি বাজালেন, আর তাঁর অনুসরণ করার জন্য আবিয়েজীয়দের আহ্বান করা হল। তিনি মানাশে অঞ্চলের সর্বত্রও দূত পাঠালেন, আর তারাও তাঁর অনুসরণ করতে আহূত হল; আশের, জাবুলোন ও নেফ্তালির কাছেও তিনি দূত পাঠালেন, আর অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও যোগ দিতে এল।

গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তুমি যেইভাবে বলেছিলে, যদি আমার হাত দ্বারাই ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে যাচ্ছ, তবে দেখ, আমি খামারে পশমসহ ভেড়ার চামড়া রাখব: যদি শুধু সেই পশমের উপরে শিশির পড়ে, এবং সমস্ত মাটি শুকনো থাকে, তবে আমি জানব যে, তুমি আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে ত্রাণ করবে, যেইভাবে বলেছিলে।' আর তেমনিই ঘটল: পরদিন তিনি খুব সকালে উঠে সেই পশম নিঙড়িয়ে তা থেকে শিশির বের করলেন, তাতে পুরো এক বাটি জল হল। গিদিয়োন পরমেশ্বরকে বললেন, 'তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর না জ্বলে ওঠে, আমি শুধু আর একবারই কথা বলব। সেই পশম দিয়ে আমাকে আর একবার পরীক্ষা নিতে দাও। এবার কেবল পশমটা শুকনো থাকুক, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ুক।' সেই রাতে পরমেশ্বর সেইমত করলেন: পশমটা শুকনো থাকল, আর সমস্ত মাটির উপরে শিশির পড়ল।

যেরুব-বায়াল (অর্থাৎ গিদিয়োন) ও তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তারা খুব সকালে উঠে এন্-হারোদে শিবির বসাল; মিদিয়ানের শিবির তাদের উত্তরদিকে মোরে পর্বতের দিকে সমতল ভূমিতে ছিল।

প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘তোমার সঙ্গে যে লোকেরা আছে, তাদের সংখ্যা অতিরিক্ত হয়েছে, যাতে আমি মিদিয়ানীয়দের তাদের হাতে তুলে দিই; হ্যাঁ, ইস্রায়েল আমার সামনে গর্ব করে বলতে পারবে: আমারই হাত আমার পরিত্রাণ সাধন করেছে! তাই তুমি এক্ষণই লোকদের সামনে একথা ঘোষণা কর: যে কেউ ভীত ও সন্ত্রাসিত, সে ফিরে যাক, গিলবোয়া পর্বত থেকে ব্যাপারটা দেখুক।’ তাই লোকদের মধ্য থেকে বাইশ হাজার লোক ফিরে গেল, দশ হাজার লোক থেকে গেল।

প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘লোকসংখ্যা এখনও বেশি; তুমি তাদের ওই জলাশয়ের কাছে নিয়ে যাও; সেখানে আমি তোমার জন্য তাদের পরীক্ষা করব। যার বিষয়ে আমি তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে, সে তোমার সঙ্গে যাবে; এবং যার বিষয়ে তোমাকে বলব, এ তোমার সঙ্গে যাবে না, সে যাবে না।’ তাই গিদিয়োন লোকদের জলাশয়ের কাছে নিয়ে গেলেন, আর প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘কুকুরে যেভাবে জল চেটে খায়, যে কেউ সেইভাবে জিহ্বা দিয়ে জল চেটে খাবে, তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখবে; আর যে কেউ জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হয়, তাকে আর এক পাশে সরিয়ে রাখবে।’ যারা হাতে জল তুলে তা মুখে দিয়ে চেটে খেল, তাদের সংখ্যা হল তিনশ’ লোক; বাকি সকল লোক জল খাবার জন্য হাঁটুর উপরে উপুড় হল। তখন প্রভু গিদিয়োনকে বললেন, ‘এই যে তিনশ’ লোক জল চেটে খেল, এদের দিয়ে আমি তোমাদের ত্রাণ করব, ও মিদিয়ানীয়দের তোমার হাতে তুলে দেব; বাকি সকল লোক যে যার এলাকায় চলে যাক।’ তাই তারা লোকদের খাদ্য-সামগ্রী ও তুরি নিল, আর তিনি ইস্রায়েলের বাকি সকল লোককে যে যার তাঁবুতে বিদায় দিয়ে কেবল সেই তিনশ’ লোককে রাখলেন। মিদিয়ানের শিবির তাঁর নিচে, সেই সমতল ভূমিতে ছিল।

তিনি সেই তিনশ’ লোককে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেকের হাতে দিলেন এক একটা তুরি, এক একটা শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল। তিনি তাদের বললেন, ‘তোমরা আমার দিকে তাকাও, আমি যেমন করব তোমরাও সেইমত করবে; দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলে যা-ই কিছু করব, তোমরাও ঠিক তাই করবে। আমি ও আমার সঙ্গীরা সকলে তুরি বাজালে তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারদিক থেকে তুরি বাজাবে ও চিৎকার করে বলবে: প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্য!’

মধ্যরাতের প্রহরের শুরুতে নতুন প্রহরীদল এইমাত্র মোতায়েন হয়েছে, এমন সময় গিদিয়োন ও তাঁর সঙ্গী একশ' লোক শিবিরের প্রান্তভাগে এসে পৌঁছলেন; তিনি তুরি বাজালেন, ও তাঁর হাতে থাকা ঘটটা ভেঙে ফেললেন। তখন সেই তিন দলেই তুরি বাজাল ও ঘট ভেঙে ফেলল, এবং বাঁ হাতে মশাল ও ডান হাতে বাজাবার তুরি ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভুর জন্য ও গিদিয়োনের জন্যই খড়্গ!' শিবিরের চারদিকে তারা প্রত্যেকে যে যার স্থানে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে শিবিরের সমস্ত লোক দৌড়াদৌড়ি করে চিৎকার করতে করতে পালাতে লাগল। ওরা তিনশ'টা তুরি বাজাতে বাজাতে প্রভু এমনটি করলেন যেন সমস্ত শিবির জুড়ে প্রত্যেকজন তার সাথীর বিরুদ্ধেই খড়্গ চালায়। সমগ্র সেনাদল জারেতানের দিকে বেথ্-শিত্তা পর্যন্ত, সেই আবেল-মেহোলার পার পর্যন্ত পালিয়ে গেল, যা টাব্বাতের উল্টো দিকে অবস্থিত।

শ্লোক - ১ করি ১:২৭-২৯; লুক ১:৫২

প্ জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,

উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

প্ ঈশ্বর ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত,

উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১১-১২)

**তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক**

আহা, প্রভুর করুণা কতই না মহান, আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গলময়তা কতই না উদার যে, তিনি চাইলেন, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করব, প্রভুকে পিতা বলে ডাকব, ও খ্রিষ্ট যেমন ঈশ্বরপুত্র তেমনি আমরাও ঈশ্বরপুত্র বলে অভিহিত হব! প্রার্থনাকালে তেমন নাম আমরা কেউই উচ্চারণ করতেও সাহস করতাম না, তিনি নিজে যদি না আমাদের এভাবে প্রার্থনা করতে সম্মতি দিতেন। অতএব,

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের একথা মনে রাখতে হবে ও জানতেই হবে যে, আমরা যখন ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকি, তখন ঈশ্বরের সন্তান রূপেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমরা যেমন ঈশ্বরকে পিতা বলেই পেয়েছি বিধায় আনন্দিত, তেমনি তিনিও যেন আমাদের নিয়ে আনন্দিত হতে পারেন।

এসো, এমনভাবে জীবনধারণ করি আমরা নিজেরাই যেন ঈশ্বরের মন্দির, যাতে প্রকাশ পেতে পারে যে প্রভু আমাদের অন্তরে বাস করেন। আমাদের কাজকর্মও যেন আত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়, যাতে করে আমরা যারা আত্মিক ও স্বর্গীয় হতে শুরু করেছি, কেবল আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়েই চিন্তামগ্ন ও কর্মরত থাকি; কেননা প্রভু ঈশ্বর নিজে বললেন, *যারা আমাকে সম্মান করবে, আমি তাদের সম্মান করব, আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করবে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে* (১ শামু ২:৩০)। নিজের পত্রে ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, কেননা মহামূল্য দিয়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর* (১ করি ৬:২০)।

এরপরে আমরা বলি: *তোমার নাম পবিত্রিত হোক* (মথি ৬:৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)। আমরা যে ঈশ্বরের মঙ্গলার্থে এমন শুভেচ্ছা জানাই তিনি যেন আমাদের প্রার্থনা দ্বারা পবিত্রিত হন, তেমন নয়; আমরা বরং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের অন্তরেই তাঁর নাম পবিত্রিত হয়। তাছাড়া, যিনি পবিত্রতা দানকারী, সেই ঈশ্বর কার দ্বারাই বা পবিত্রিত হতে পারেন? তবু যেহেতু তিনি বললেন, *পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৫), সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও মিনতি করি, বাপ্তিস্মে পবিত্রিত হয়ে আমরা যা হতে শুরু করেছি, তা-ই বলে যেন অনুক্ষণ থাকতে পারি। আর এই লক্ষ্যে আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, কারণ দৈনিক পবিত্রীকরণ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন আমরা যারা প্রতিদিন অপরাধ করি, অবিরত পবিত্রীকরণ দ্বারা আমাদের অপরাধ থেকে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বরের প্রসন্নতা দ্বারা আমাদের অন্তরে যে কী প্রকার পবিত্রীকরণ সাধিত হয়, একথা ব্যাখ্যা করে প্রেরিতদূত বলেন, *যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মাতাল, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু*

*যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে* (১ করি ৬:৯-১১)। তিনি বলেন, আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় পবিত্রিত হয়েছি। এ পবিত্রীকরণ যেন আমাদের অন্তরে থাকে, এজন্যই আমরা প্রার্থনা করি; আর যেহেতু আমাদের প্রভু ও বিচারকর্তা যাদের নিরাময় ও সঞ্জীবিত করেছেন তাদের আজ্ঞা দেন তারা যেন আর কখনও ভ্রান্ত না হয় পাছে আরও শোচনীয় কিছু তাদের ঘটে, সেজন্য আমরা অবিরত প্রার্থনায় যাচনা করি ও দিন রাত মিনতি করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে যে পবিত্রীকরণ ও নবজীবন পেয়েছি, তা যেন তাঁরই রক্ষায় অক্ষুণ্ন হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক - এজে ৩৬:২৩, ২৫, ২৬, ২৭; লেবীয় ১১:৪৪

*প্র* আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি; তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল, তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা;

*উ* আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

*প্র* তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।

*উ* আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হগয়ের পুস্তক থেকে পাঠ (২:১০-২৩)

## সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি

### জেরুব্বাবেলের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী নবী হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি ঐশনির্দেশের বিষয়ে যাজকদের কাছে প্রশ্ন রাখ; তাদের জিজ্ঞাসা কর: কেউ যদি নিজের পোশাকের অঞ্চলে পবিত্রীকৃত মাংস বয়ে বেড়ায়, আর সেই অঞ্চলে রুটি, বা তরকারি, আঙুররস, তেল বা অন্য কোন খাবার স্পর্শ করা হয়, তবে সেই খাবার কি পবিত্র হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'না।' তখন হগয় বললেন, 'মৃতদেহের স্পর্শে অশুচি কোন মানুষ যদি সেগুলোর মধ্যে কোন একটা স্পর্শ করে, তবে তা কি অশুচি হবে?' যাজকেরা উত্তর দিল, 'তা অশুচি হবে।' তখন হগয় বলে চললেন, 'আমার সামনে এই জাতি ঠিক তাই, এই জনগণ ঠিক তাই—প্রভুর উক্তি—তাদের হাতের সমস্ত কাজও ঠিক তাই; এমনকি, তারা এখানে যা উৎসর্গ করে, তাও অশুচি।'

'এখন, দোহাই তোমাদের, আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ: প্রভুর মন্দিরে পাথরের উপরে পাথর বসাতে শুরু করার আগে তোমরা কেমন অবস্থায় ছিলে? লোকে কুড়ি মণ গমরাশির কাছে এলে কেবল দশ মণ ছিল, এবং মাড়াইকুণ্ড থেকে পঞ্চাশ পিপা আঙুররস নিতে এলে কেবল কুড়ি পিপা ছিল। আমি গমের শোষ, ম্লানি ও শিলাবৃষ্টির আঘাতে তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদের আঘাত করলাম, কিন্তু তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরলে না—প্রভুর উক্তি। তোমরা আজকের দিন থেকে, অর্থাৎ নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন থেকে, প্রভুর মন্দিরের ভিত স্থাপনের দিন থেকেই, এবং এর পরেও তোমরা ভেবে দেখ গোলাঘরে গমের অভাব হবে কিনা, এবং আঙুরলতা, ডুমুর, ডালিম ও জলপাই গাছও ফলদানে ক্ষান্ত হবে কিনা। আজ থেকে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করব!'

মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত হগয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি যুদা-প্রদেশপাল জেরুব্বাবেলকে এই কথা বল, আমি আকাশ ও

পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব; যত রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দেব, জাতি-বিজাতির সকল রাজ্যের পরাক্রম বিনষ্ট করব, রথ ও রথারোহীদের উল্টিয়ে ফেলব; অশ্ব ও অশ্বারোহী সকলেরই পতন হবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইয়ের খড়্গের আঘাতে পড়বে। সেইদিনে —সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তোমাকে নেব, হে শেয়াল্তিয়েলের সন্তান আমার আপন দাস জেরুব্বাবেল—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু—এবং তোমাকে সীল-আঙটি স্বরূপ করব, কারণ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।'

**শ্লোক** - হগয় ২:৬, ৭, ৯ দ্রঃ

*প্র* আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব;

*উ* তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

*প্র* এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব।

*উ* তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউস-লিখিত 'ফাবিয়ানুসের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (২৮:১৬-১৯)

**খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তের সঙ্গে সহভাগিতা আমাদের পবিত্রীকৃত করে**

যখন যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, তখন আমাদের ত্রাণকর্তা নিজেই যা আদেশ করেছিলেন তা পূর্ণতা লাভ করে—এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করে ধন্য প্রেরিতদূত বলেন, *যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন; এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে বললেন: 'এ আমার দেহ, যা তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনি ভাবে, ভোজনের পরে, তিনি পানপাত্রটি তাঁদের দিয়ে বললেন: 'এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি। যতবার এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' কারণ যতবার তোমরা এই রুটি খাও ও এই পানপাত্র থেকে পান কর, ততবার তোমরা তো প্রভুর মৃত্যু ঘোষণা কর, যতদিন না তিনি আসেন* (১ করি ১১:২৩-২৬)।

সুতরাং যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয় যেন প্রভুর মৃত্যুর কথা ঘোষিত হয়, ও যেন তাঁরই স্মৃতি পালিত হয় যিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন; কারণ তিনি নিজে বলেছিলেন, *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)। তবে যেহেতু খ্রিষ্ট আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরেই মরলেন, সেজন্য আমরা যখন যজ্ঞ উৎসর্গ করার সময়ে তাঁর মৃত্যুর স্মৃতি পালন করি, তখন প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মার আগমন দ্বারা আমাদের কাছে সেই ভালবাসা মঞ্জুর করা হয়। আমরা মিনতি জানিয়ে যাচনা করি, যে ভালবাসার খাতিরে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হতে প্রসন্ন হলেন, সেই ভালবাসা গুণে আমরাও যেন পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গ্রহণ করে জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ হতে পারি ও জগৎও যেন আমাদের কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়। তবে আমরা আমাদের প্রভুর মৃত্যু অনুকরণ করতে আহূত, যেন যেমন *খ্রিষ্ট যে মৃত্যু ভোগ করেছেন, তাতে একবার চিরকালের মত পাপেরই কাছে মরলেন, কিন্তু যে জীবন ভোগ করছেন, তাতে তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেই জীবিত আছেন। একই প্রকারে, নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরাও পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত* (রো ৬:১০-১১), তেমনি *আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (রো ৬:৪), এবং ভালবাসার দান গ্রহণ করে পাপের কাছে মরতে পারি ও ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি; কেননা *ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)। প্রকৃতপক্ষে আমরা যখন তাঁর রুটি খাই ও তাঁর পানপাত্র থেকে পান করি, তখন প্রভুর দেহ ও রক্তের সঙ্গে যে সহভাগিতা সাধিত হয়, তা এ দাবি রাখে, আমরা যেন জগতের কাছে মরি, আমাদের জীবন যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত থাকে, ও আমরা যেন আমাদের মাংস ক্রুশবিদ্ধ করি, তার সমস্ত রিপু ও লালসাও ক্রুশবিদ্ধ করি।

এমনটি ঘটে যেন, যে সকল ভক্তজন ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে ভালবাসে, তারা সেই দৈহিক যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র থেকে যদিও পান না করে, তবু যেন প্রভুর ভালবাসার পানপাত্র থেকেই পান করতে পারে, ও প্রমত্ত হয়ে উঠে যেন তাদের যে দেহ পৃথিবীতে রয়েছে তা যেন সংযত রাখে, ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে পরিধান ক'রে যেন মাংসের কামনা-বাসনাকে প্রশ্রয় না দেয়; আরও, তারা যা দৃশ্য তা নয়, যা অদৃশ্য, তারই দিকে যেন

দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। এভাবে পুণ্য ভালবাসা রক্ষা করতে করতেই তারা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে; কেননা ভালবাসা ছাড়া নিজের দেহকেও আগুনে পুড়তে দিলে কোন লাভ নেই। কিন্তু ভালবাসা দানের মাধ্যমে আমাদের এমনটি দেওয়া হয়, যজ্ঞ উৎসর্গ করে যা আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্‌যাপন করি, তা যেন আমরা বাস্তবেই হতে পারি।

**শ্লোক** - লুক ২২:১৯; যোহন ৬:৫৯

*প্র* যিশু একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে এই বলে শিষ্যদের দিলেন:

*উ* এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত। তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

*প্র* এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

*উ* এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত। তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (৮:২২-২৩, ৩২; ৯:১-১৫, ১৯-২০)

**রাজা নিযুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের জনগণের প্রচেষ্টা**

সেসময়, ইস্রায়েলীয়েরা গিদিয়োনকে বলল, 'তুমি ও তোমার বংশধরেরাই আমাদের শাসনভার গ্রহণ কর, কারণ তুমিই মিদিয়ানের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করেছ।' গিদিয়োন উত্তরে বললেন, 'আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না; প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।' যোয়াশের ছেলে গিদিয়োন শুভ বার্ধক্যকালে প্রাণত্যাগ করলেন, আর আবিয়েজীয়দের অফ্রাতে তাঁর পিতা যোয়াশের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেওয়া হল।

এরপর, যেরুব-বায়ালের ছেলে আবিমেলেখ শিখেমে তার মায়ের ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের এবং তার মায়ের পিতৃকুলের গোটা গোত্রকে এই কথা বলল, 'আমার অনুরোধ, তোমরা শিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই প্রশ্ন রাখ: তোমাদের পক্ষে ভাল কী? তোমাদের উপরে যেরুব-বায়ালের সকল ছেলেদের অর্থাৎ সত্তরজনের শাসন ভাল, না একজনেরই শাসন ভাল? এই কথাও মনে রেখ, আমি তোমাদের নিজেদেরই হাড় ও তোমাদের নিজেদেরই মাংস।' তার মায়ের ভাইয়েরা তার পক্ষ থেকে শিখেমের সকল সমাজনেতার কাছে এই সমস্ত কথা বলল, আর সেই সকলের মন আবিমেলেখের দিকে আকর্ষিত হল; তারা ভাবছিল, 'সে তো আমাদের ভাই।' তাই তারা বায়াল-বেরিতের মন্দির থেকে তাকে সত্তর রুপোর শেকেল দিল; আর আবিমেলেখ নিষ্কর্মা ও দুঃসাহসী লোকদের সেই টাকা মজুরি দিলে তারা তার অনুগামী হল। পরে সে অফ্রায় পিতার বাড়িতে গিয়ে তার ভাইদের অর্থাৎ যেরুব-বায়ালের সত্তরজন ছেলেকে এক পাথরের উপরে বধ করল; কেবল যেরুব-বায়ালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথাম লুকিয়ে থাকায় রক্ষা পেল। তখন শিখেমের সকল সমাজনেতা ও গোটা বেথ্-মিল্লো সমবেত হয়ে,

শিখেমে যেখানে ওক্ গাছের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, সেইখানে গিয়ে আবিমেলেখকে রাজা বলে ঘোষণা করল।

কিন্তু যোথানকে যখন ব্যাপারটা জানানো হল, তখন সে গিয়ে গারিজিম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলল,

‘হে শিখেমের সমাজনেতা সকল, আমার কথায় কান দাও,
তবে পরমেশ্বর তোমাদের কথায় কান দেবেন:
একদিন যত গাছপালা নিজেদের উপরে এক রাজা তৈলাভিষিক্ত করার জন্য
তেমন রাজার খোঁজে যাত্রা করল।
তারা জলপাইগাছকে বলল,
আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

জলপাইগাছ উত্তরে বলল,
আমার যে তেল দিয়ে দেবতা ও মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?
গাছগুলো ডুমুরগাছকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
ডুমুরগাছ উত্তরে বলল,
আমার মিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠ ফল ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?

গাছগুলো আঙুরলতাকে বলল,
এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।
আঙুরলতা উত্তরে বলল,
আমার যে রস দেবতা ও মানুষকে আনন্দিত করে তোলে, তা ছেড়ে দিয়ে
আমি কি আমার শাখা দুলিয়ে সমস্ত গাছের উপরে থাকতে যাব?
সমস্ত গাছ কাঁটাগাছকে বলল,

এসো, আমাদের উপরে রাজত্ব কর।

কাঁটাগাছ উত্তরে সেই গাছগুলোকে বলল,
তোমরা যদি তোমাদের উপরে সত্যিই আমাকে রাজা বলে তৈলাভিষিক্ত কর,
তবে এসো, আমার ছায়ায় আশ্রয় নাও;
তোমরা না এলে, তবে এই কাঁটাঝোপ থেকে আগুন জ্বলে উঠুক,
ও লেবাননের সমস্ত এরসগাছ গ্রাস করুক।

আজ যদি তোমরা যেরুব-বায়ালের ও তাঁর কুলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে আচরণ করে থাক, তবে সেই আবিমেলেখকে নিয়ে আনন্দিত হও, সেও তোমাদের নিয়ে আনন্দিত হোক। কিন্তু তা যদি না হয়, তবে আবিমেলেখ থেকে আগুন জ্বলে উঠে শিখেমের সমাজনেতাদের ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের গ্রাস করুক; আবার শিখেমের সমাজনেতাদের কাছ থেকে ও বেথ্-মিল্লোর লোকদের কাছ থেকে আগুন জ্বলে উঠে আবিমেলেখকে গ্রাস করুক।'

**শ্লোক** - বিচারক ৮:২৩; প্রকাশ ৫:১৩ দ্রঃ

*প্র* আমি তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করব না, আমার ছেলেও তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবে না:

*উ* প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।

*প্র* সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল:

*উ* প্রভুই তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১৩-১৪)

**তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক**

এরপর প্রার্থনায় একথা আসে: *তোমার রাজ্য আসুক* (মথি ৬:১০)। আমরা যেমন প্রার্থনা করি যেন তাঁর নামের পবিত্রতা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, তেমনি যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এমন সময় কি থাকতে পারে

যখন ঈশ্বর রাজত্ব করেন না? আরও, যা সবসময় ছিল ও অস্তিত্ব থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি, তেমন কিছু তাঁর কাছে কখনই বা শুরু হতে পারে? আমরা কিন্তু সেই রাজ্যেরই আগমনের কথা প্রার্থনা করি, যে রাজ্য ঈশ্বর দ্বারা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হল ও খ্রিষ্টের রক্ত ও যন্ত্রণাভোগের মূল্যে কেনা হল যেন আমরা যারা আগে জগতের সেবা করছিলাম, পরবর্তীতে খ্রিষ্টের রাজত্বকালে রাজত্ব করতে পারি—যেভাবে তিনি একথা বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাঁর আগমন আমরা প্রত্যেক দিন আকাঙ্ক্ষা করি, যাঁর আগমন বিষয়ে আমরা বাসনা করি তা যেন আমাদের কাছে শীঘ্রই প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং খ্রিষ্টকেই ঈশ্বরের সেই রাজ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। কেননা তাঁর মধ্যে পুনরুত্থান করি বিধায় যখন তিনি নিজেই পুনরুত্থান, একইপ্রকারে তাঁর মধ্যে রাজত্ব করব বিধায় তখন তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্য বলেও গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া আমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ঈশ্বরের রাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজ্য যাচনা করি, কারণ মর্তও একটা রাজ্য রয়েছে। কিন্তু জগৎকে যে ইতিমধ্যে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, মহত্তর কারণে সে তার সম্মান ও রাজ্যও প্রত্যাখ্যান করে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের কাছে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, সে মর্ত কোন রাজ্য নয়, স্বর্গরাজ্যেরই বাসনা করে। তাই আমাদের অবিরত ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা দরকার যেন স্বর্গরাজ্য থেকে সরে না পড়ি।

অতএব, খ্রিষ্টিয়ান-আমরা যারা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডেকে প্রার্থনাটি শুরু করি, যাচনা করি যেন ঈশ্বরের রাজ্যও আমাদের কাছে আসে।

এরপরে আমরা এই কথাও বলি: *তোমার ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০), ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন তিনি যেন তাই করেন এজন্য নয়, বরং ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তা পূর্ণ করতে পারি। কেননা এমন কেউ কি থাকতে পারে, যে ঈশ্বরকে তা করতে বাধা দেবে যা তিনি করতে চান? কিন্তু যেহেতু শয়তান আমাদের সবদিক দিয়েই বাধা দেয় যাতে আমরা অন্তরে ও কর্মে কোনও মর্মেই ঈশ্বরকে না প্রণাম করি, সেজন্য আমরা প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের অন্তরে পূর্ণতা

লাভ করে; আর তেমন কিছু যেন আমাদের অন্তরে ঘটে, তার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাই তো দরকার, অর্থাৎ কিনা তাঁর কাজ ও তাঁর সহায়তা একান্তই প্রয়োজন, কেননা নিজের শক্তিগুণে যে মানুষ বলবান এমন নয়, বরং ঈশ্বরের করুণা ও কৃপা গুণেই মানুষ নিরাপদ।

প্রভু নিজেও যে মানব দুর্বলতা বহন করেছিলেন, তার প্রমাণ দেখিয়ে বলেছিলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক;* কিন্তু তিনি যে নিজের ইচ্ছা নয়, বরং ঈশ্বরেরই ইচ্ছা পালন করছিলেন তেমন দৃষ্টান্ত শিষ্যদের দেখিয়ে বলে চলেছিলেন, *তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা সেইমত নয়, তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতই হোক* (মথি ২৬:৩৯)। অন্যত্র তিনি বলেছিলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি* (যোহন ৬:৩৮)। সুতরাং, যখন পুত্র বাধ্য হলেন ও পিতার ইচ্ছা পালন করলেন, তখন দাসের পক্ষে বাধ্য হওয়া ও প্রভুর ইচ্ছা পালন করা আরও কতই না উচিত!

শ্লোক - প্রকাশ ২২:১২; যেরে ১৭:১০

প্ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি,

উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

প্ আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি;

উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৪)

## যেরুশালেম পুনর্নির্মিতা হবেই

দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম মাসে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

'প্রভু তোমাদের পিতৃপুরুষদের উপর একসময় যথেষ্ট কুপিত ছিলেন। তাই তুমি এই লোকদের বল: আমার কাছে ফিরে এসো—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। হয়ো না তোমাদের পিতৃপুরুষদের মত, যাদের কাছে আগের নবীরা বলত: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের যত কুপথ, তোমাদের যত কুকর্ম ছেড়ে ফিরে এসো। কিন্তু তারা কান দিত না, আমার কথায় মনোযোগ দিত না—প্রভুর উক্তি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা এখন কোথায়? এবং নবীরা, তারা কি চিরজীবী? অথচ আমি আমার আপন দাস সেই নবীদের কাছে যা কিছু আজ্ঞা দিয়েছিলাম, আমার সেই সকল বাণী ও বিধিগুলো কি তোমাদের পিতৃপুরুষদের নাগাল পায়নি? তারা মন ফিরিয়ে বলল: সেনাবাহিনীর প্রভু আমাদের পথ ও কর্ম অনুসারে আমাদের প্রতি যেমন ব্যবহার করবেন বলে ধমক দিয়েছিলেন, আমাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছেন।'

দারিউশের দ্বিতীয় বর্ষের একাদশ মাসের, অর্থাৎ শেবাৎ মাসের চতুর্বিংশ দিনে প্রভুর বাণী ইদ্দোর পৌত্র বেরেখিয়ার সন্তান নবী জাখারিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আমি রাত্রিবেলায় এক দর্শন পাই, আর দেখ, রক্তলাল এক ঘোড়ার পিঠে এক পুরুষ, তিনি গভীরতম এক উপত্যকার গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর পিছনে আছে রক্তলাল, পাঁশুটে-সবুজ ও সাদা আরও আরও ঘোড়া। আমি বললাম, 'প্রভু আমার, এগুলি কী?' আমার সঙ্গে যে স্বর্গদূত কথা বলছিলেন, তিনি আমাকে উত্তরে বললেন, 'এগুলি যে কি, তা আমি তোমাকে জানাব।' তখন যে পুরুষ গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'এগুলিকেই প্রভু পৃথিবী জুড়ে ঘুরতে পাঠিয়েছেন।' আর তখন, গুলমেদি গাছগুলোর মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই প্রভুর

দূতকে উদ্দেশ করে তারা বলল, 'আমরা পৃথিবী থেকে ঘুরে এসেছি: আর দেখ, সমগ্র পৃথিবী শান্ত নিশ্চল।'

তখন প্রভুর দূত বললেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যাদের উপরে তুমি কুপিত, সেই যেরুশালেমের প্রতি ও যুদার শহরগুলির প্রতি আর কতকাল তোমার স্নেহ দেখাতে অপেক্ষা করবে? এর মধ্যে সত্তর বছর কেটে গেল!' আর যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে উদ্দেশ করে প্রভু নানা মঙ্গলবাণী ও নানা সান্ত্বনাদায়ী বাণী উচ্চারণ করলেন।

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি পরে আমাকে বললেন:

'তুমি একথা ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
যেরুশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে
আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি;
কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি;
আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম,
কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল।
এজন্য প্রভু একথা বলছেন:
আমি আবার স্নেহভরে যেরুশালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,
সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
এবং যেরুশালেমের উপর মাপার সুতো আবার টানা হবে।

তুমি একথাও ঘোষণা কর:
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
আমার শহরগুলি আবার মঙ্গলদানে পরিপ্লুত হবে,
প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন,
এবং যেরুশালেমকে আবার মনোনীত করবেন।'

পরে আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, চারটে শিং। যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এগুলি কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'এ সেই শিংগুলো, যেগুলো যুদা, ইস্রায়েল ও যেরুশালেমকে বিক্ষিপ্ত করেছে।'

পরে প্রভু আমাকে চারজন কর্মকার দেখালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কী করতে আসছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সেই শিংগুলো যুদাকে এমন বিক্ষিপ্ত করেছে যে, কেউই মাথা তুলতে সাহস করে না; তাই যে জাতিগুলি যুদা দেশ বিক্ষিপ্ত করার জন্য শিং উঠিয়েছে, তাদের সন্ত্রাসিত করতে ও সেই শিংগুলোকে নিপাত করতেই এরা আসছে।'

**শ্লোক** - জাখা ১:১৬; প্রকাশ ২১:২৩

*প্র* আমি আবার স্নেহভরে যেরুশালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম,

*উ* সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে।

*প্র* সেই নগরীতে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ।

*উ* সেখানে আমার গৃহ পুনর্নির্মিত হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' থেকে পাঠ (অনুতাপ প্রসঙ্গ ১২:২-৩)

**সনাতন মহাযাজকের মন্দিরে চিরন্তন আলো**

কতই না ধন্য, কতই না *সুখী সেই দাসেরা, প্রভু এলে যাদের জাগ্রত পাবেন* (লুক ১২:৩৭)। ধন্য সেই জাগরণ, যে জাগরণ সেই ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় পালিত, যিনি নিখিলের নির্মাতা, যিনি সবকিছুর পরিপূর্ণতা, যিনি সবকিছুর অতীত!

আহা, ঈশ্বর যদি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নগণ্য সেবক এই আমাকেও অলসতার তন্দ্রা থেকে জাগিয়ে তুলতেন ও এমন দিব্য ভক্তির আগুনেই প্রজ্বলিত করতেন, যার ভক্তির শিখা তারকারাজির ঊর্ধ্বেও জ্বলন্ত, যাতে আমি তাঁর ভালবাসা গভীরতর বাসনায় বাসনা করতে পারতাম ও আমার অন্তর যেন সেই দিব্য আগুনের নিত্য উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হতে পারত!

আহা, আমি যদি এমনই যোগ্য হতে পারতাম, যাতে আমার প্রদীপ রাত্রিকালে ঈশ্বরের মন্দিরে নিত্য জ্বলন্ত থাকতে পারত, আমার ঈশ্বরের গৃহে যারা প্রবেশ করে তারা সকলে যেন সেই আলোতে আলোকিত হতে পারত! প্রভু, আমার ঈশ্বর তোমার সেই পুত্র যিশু খ্রিষ্টের নামে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে সেই ভালবাসাই দান কর যা কখনও নিঃশেষিত হয় না, যেন আমার প্রদীপ নিত্যই জ্বলন্ত থেকে কখনও নিঃশেষিত না হয়, আমার জন্য জ্বলন্ত থেকে পরকেও আলো দান করে!

হে খ্রিষ্ট, হে আমাদের মধুময় ত্রাণকর্তা, প্রসন্ন হয়ে আমাদের প্রদীপ জ্বালাও, সেই প্রদীপ যেন তোমার মন্দিরে অনুক্ষণ আলোময় থাকে ও সনাতন আলো সেই তোমারই কাছ থেকে সনাতন আলো পেতে পারে, যেন আমাদের অন্ধকার আলোকিত হয় ও জগতের অন্ধকার আমাদের কাছ থেকে দূরে পালায়!

তাই, যিশু আমার, অনুনয় করি, তোমার আলোতে আমার প্রদীপ জ্বালাও, যেন সেই আলোতে আমি সেই পবিত্রতম পুণ্যস্থানের দর্শন পেতে পারি যেখানে তোমার মন্দিরের গৌরবময় গুম্বজের নিচে শাশ্বত যজ্ঞের শাশ্বত মহাযাজক রূপে তুমি গৃহীত, যেখানে আমি উত্তরোত্তর তোমাকে দেখতে পাই, তোমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারি, তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করতে পারি—কেবল তোমাকেই ভক্তি করে আমি যেন তোমার অবিরত দর্শনে রত থাকতে পারি, ও তোমার সম্মুখে আমার প্রদীপ যেন উত্তরোত্তর আলোময় হতে পারে, উত্তরোত্তর জ্বলন্ত থাকতে পারে।

ভিক্ষা করি, আমরা দরজায় ঘা দিচ্ছি, হে প্রিয়তম ত্রাণকর্তা, প্রসন্ন হয়ে নিজেকে দেখাও, যেন তোমাকে জেনে তোমাকে এমনভাবেই ভক্তি করতে পারি যার ফলে কেবল তোমাকেই ভক্তি করি, কেবল তোমারই আকাঙ্ক্ষা করি, নিশিদিন কেবল তোমাতেই ধ্যানরত থাকি, নিত্য তোমাতেই চিন্তামগ্ন থাকি। তোমার প্রসন্নতায় আমাদের অন্তরে এমনই মহাভক্তি সঞ্চার কর, যা তোমার ঈশ্বরত্বের যোগ্য ভক্তি ও ভালবাসা, যেন তোমার ভালবাসা আমাদের সমস্ত অন্তরটা দখল করে, ও তোমার প্রেম যেন সম্পূর্ণরূপেই আমাদের পরিপূর্ণ করে, তোমার আসক্তি যেন আমাদের সমস্ত মন আকর্ষণ করে, যার ফলে—সনাতন যে তুমি—সেই তোমাকে ছাড়া আমরা আর কাউকে ভাল না বাসি, আর এই আকাশের কি এই পৃথিবীর কি এই সাগরের জল যেন আমাদের অন্তরে তেমন

ভালবাসা কখনও নিবাতে না পারে, যেমনটি লেখা আছে, *জলরাশিও ভালবাসা নিবাতে পারেনি* (পরমগীত ৮:৭)।

তেমন কথা যেন তোমার অনুগ্রহে আমাদের বেলায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে, হে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট—যাঁর গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - ইশা ৬০:১৯-২০

*প্র* সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না, চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না:

*উ* প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।

*প্র* তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না, তোমার চাঁদও মিলিয়ে যাবে না:

*উ* প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-৯, ২৯-৪০)

**যেফ্তার মানত ও তাঁর জয়লাভ**

সেসময়, গিলেয়াদীয় যেফ্তা বলবান এক বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এক বেশ্যার ছেলে; গিলেয়াদ ছিলেন তাঁর পিতা। গিলেয়াদের স্ত্রী তাঁর ঘরে কয়েকটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, যারা একবার বড় হলে যেফ্তাকে তাড়িয়ে দিল; তারা বলল, 'আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি উত্তরাধিকার পাবে না, কারণ তুমি অপর একটা স্ত্রীর ছেলে।' যেফ্তা তাঁর আপন ভাইদের কাছ থেকে পালিয়ে তোব অঞ্চলে গিয়ে বসতি করলেন। যেফ্তার কাছে বেশ কয়েকটা দুঃসাহসী লোক জড় হল, তারা তাঁর সঙ্গে বাইরে এটা সেটা লুট করে নিত।

কিছুকাল পরে আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। যখন আম্মোনীয়েরা ইস্রায়েলকে আক্রমণ করল, তখন গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফ্তাকে তোব অঞ্চল থেকে আনতে গেলেন। তাঁরা যেফ্তাকে বললেন, 'এসো, আমাদের নেতা হও, তবে আমরা আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারব।' যেফ্তা গিলেয়াদের প্রবীণদের উত্তরে বললেন, 'আপনারাই কি আমাকে ঘৃণা করে আমার পিতার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেননি? এখন বিপদে পড়েছেন বলে আমার কাছে কেন এসেছেন?' গিলেয়াদের প্রবীণেরা যেফ্তাকে বললেন, 'ঠিক এজন্যই আমরা এখন তোমার দিকে ফিরেছি; এসো, আমাদের সঙ্গে আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলেয়াদ-অধিবাসী সকল লোকের প্রধান হও।' তখন যেফ্তা গিলেয়াদের প্রবীণদের বললেন, 'আপনারা যদি আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে আবার স্বদেশে নিয়ে যান, আর প্রভু যদি আমার হাতে তাদের তুলে দেন, তবে আমি কী আপনাদের প্রধান হব?'

তখন প্রভুর আত্মা যেফ্তার উপরে নেমে অধিষ্ঠান করল, আর তিনি গিলেয়াদ ও মানাশে অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিলেয়াদে মিস্পা শহরে গেলেন ও গিলেয়াদের মিস্পা থেকে আম্মোনীয়দের কাছে এসে পৌঁছলেন। যেফ্তা এই বলে প্রভুর কাছে মানত করলেন, 'তুমি যদি আম্মোনীয়দের আমার হাতে তুলে দাও, তবে আমি যখন আম্মোনীয়দের কাছ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসব, তখন আমার বাড়ির দরজা থেকে যেই কেউ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসবে, সে নিশ্চয়ই প্রভুরই হবে, আর আমি তাকে আহুতি রূপে উৎসর্গ করব।'

যেফ্তা আম্মোনীয়দের আক্রমণ করার জন্য তাদের এলাকায় গেলে প্রভু তাদের তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তিনি কুড়িটা শহর দখল করে আরোয়ের থেকে মিন্নিথের প্রান্তসীমা পর্যন্ত আবেল-কেরামিম পর্যন্ত তাদের পরাস্ত করলেন। এইভাবে আম্মোনীয়দের ইস্রায়েলের সামনে অবনমিত করা হল।

পরে যেফ্তা মিস্পায় তাঁর আপন বাড়িতে ফিরে আসছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর মেয়ে খঞ্জনি হাতে করে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল। সে তাঁর একমাত্র মেয়ে, সে ছাড়া তাঁর অন্য ছেলে বা মেয়ে ছিল না। তাকে দেখামাত্র তিনি পোশাক ছিঁড়ে বলে উঠলেন, 'হায় হায়, মেয়ে আমার, আমার উপরে কেমন দুর্দশা এনেছ! যারা আমার জীবনে দুর্দশা আনে, তুমিও তাদের মধ্যে একজন! কিন্তু আমি প্রভুকে কথা দিয়েছি, আর তা ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না।' মেয়েটি বলল, 'পিতা আমার, তুমি যখন প্রভুকে কথা দিয়েছ, তখন তোমার মুখ দিয়ে যে কথা নিঃসৃত হয়েছে, সেই অনুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর; কেননা প্রভু তোমার শত্রু সেই আম্মোনীয়দের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ তোমাকে মঞ্জুর করেছেন।' পরে সে পিতাকে বলল, 'আমাকে শুধু এটুকু মঞ্জুর করা হোক: দু'মাসের জন্য আমাকে যেতে দাও, যেন আমি গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে আমার সখীদের সঙ্গে আমার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করি।' তিনি বললেন, 'যাও!' আর তাকে দু'মাসের জন্য যেতে দিলেন; তাই মেয়েটি তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে তার কুমারী অবস্থার জন্য বিলাপ করল। সেই দু'মাস কেটে গেলে মেয়েটি পিতার কাছে ফিরে এল; পিতা যে মানত করেছিলেন, তাকে দিয়ে তা পূরণ করল। মেয়েটির কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও মিলন হয়নি; এ

থেকে ইস্রায়েলের মধ্যে এই প্রথার উদ্ভব হল যে, বছরে বছরে ইস্রায়েলীয় তরুণীরা বাড়ি ছেড়ে চার দিন গিলেয়াদীয় যেফ্তার মেয়ের জন্য শোকপালন করে।

**শ্লোক** - উপ ৫:১, ৩; সিরা ৩৭:১৫

*প্র* তুমি অতিব্যস্ত হয়ে তোমার মুখকে কথা বলতে দিয়ো না; পরমেশ্বরের সামনে কথা উচ্চারণ করতে তোমার হৃদয়ও যেন তত ব্যস্ত না হয়।

*উ* পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি প্রীত নন।

*প্র* সর্বোপরি তুমি পরাৎপরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি সত্যের শরণে তোমার পদক্ষেপ চালিত করেন।

*উ* পরমেশ্বরের কাছে মানত করলে তা পূরণ করতে দেরি করো না, কারণ নির্বোধদের প্রতি তিনি প্রীত নন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১৫-১৬)

**খ্রিষ্টের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য দিতে নেই**

ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: খ্রিষ্ট যা কিছু করলেন ও শিক্ষা দিলেন, তা-ই, যথা: অন্যের সঙ্গে সম্পর্কে বিনম্রতা, বিশ্বাসে স্থৈর্য, কথাবার্তায় শালীনতা, ব্যবসায় ন্যায়, কাজকর্মে দয়া, আচরণে সুশৃঙ্খলা। আরও, কারও ক্ষতি না করা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্ষমা করা; ভাইদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখা, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা: তাঁকে পিতা বলে ভালবাসা, ও প্রভু বলে ভয় করা; খ্রিষ্টপ্রেমের চেয়ে কিছুতেই প্রাধান্য না দেওয়া, কারণ তিনিও আমাদের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কিছুতে প্রাধান্য দেননি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ভালবাসায় নিত্য আসক্ত থাকা, সাহসের সঙ্গে তাঁর ক্রুশের ধারে বিশ্বস্তভাবে থাকা, তাঁর নাম বা তাঁর সম্মান বিচারের বস্তু হলে তাঁর বিষয়ে দৃঢ় সাক্ষ্য দেওয়া, তাঁর জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শুভ উদ্দেশ্য বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া, সেই মৃত্যুকে মনের আনন্দে গ্রহণ করা যে মৃত্যু পুরস্কারের দিকে আমাদের চালিত করবে।

এই তো খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ, এই তো ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা ও পিতার ইচ্ছা পালন করা।

আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বর্গে ও মর্তে পূর্ণ হয়; এতেই আমাদের আনন্দ ও পরিত্রাণ বিরাজিত; কেননা যেহেতু আমাদের মর্তদেহ ও স্বর্গীয় আত্মা আছে, সেজন্য আমরা নিজেরাই একাধারে মর্ত ও স্বর্গ; আর এজন্য প্রার্থনা করি, যেন দেহে ও আত্মায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। মাংস ও আত্মার মধ্যে যুদ্ধ চলছে, দৈনিকই যুদ্ধ চলছে; আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি না, কারণ একদিকে আত্মা স্বর্গীয় ও দিব্য বিষয়ের দিকেই, অপরদিকে মাংস পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত। এই কারণে আমরা প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের সহায়তায় এই দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, যাতে আত্মায় ও দেহে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে বাপ্তিস্মে নবজন্মপ্রাপ্ত সেই আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন, *মাংসের যা কাম্য, তা আত্মার বিরোধী এবং আত্মার যা কাম্য, তা মাংসের বিরোধী। আসলে এই দুই পক্ষ তো পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফলে তোমরা যা করতে চাও, তা করতে পার না। অপরদিকে যদি আত্মা দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দাও, তবে তোমরা বিধানের অধীনস্থ নও। মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব আর ওই ধরনের সমস্ত কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অপরদিকে আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, বিশ্বস্ততা, মঙ্গলানুভবতা, কোমলতা, আত্মসংযম* (গা ৫:১৭-২৩)। এজন্য দৈনিক, এমনকি অবিরত প্রার্থনায়ই আমাদের যাচনা করতে হবে যেন স্বর্গে ও মর্তে আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। কারণ এই তো ঈশ্বরের ইচ্ছা: যা পার্থিব, তা স্বর্গীয় বিষয়ের পরেই আসুক, যেন যা স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক তা প্রাধান্য পেতে পারে।

**শ্লোক** - মথি ৭:২১; মার্ক ৩:৩৫

*প্র* আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে,

*উ* সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।

*প্র* যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা:

৳ সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২:৫-১৭)

## নানা দর্শনদান ও নির্বাসিতদের কাছে আহ্বান

আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, মাপার সুতো হাতে এক পুরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'যেরুশালেম মাপতে যাচ্ছি, তার প্রস্থ ও তার দৈর্ঘ্য কত, তা দেখতে যাচ্ছি।'

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে আর এক স্বর্গদূতের দেখা পেলেন যিনি তাঁকে বললেন, 'দৌড়ে গিয়ে সেই যুবককে বল: যেরুশালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে। আর "আমি-সেখানে-আছি" যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।'

শীঘ্র, শীঘ্র! উত্তর দেশ থেকে পালিয়ে যাও তোমরা
—প্রভুর উক্তি—
যাদের আমি আকাশের চারবায়ুতে বিক্ষিপ্ত করেছি
—প্রভুর উক্তি।
শীঘ্রই ওঠ, হে সিয়োন, তুমি যে বাবিলন-কন্যার সঙ্গে বাস কর,
নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে যাও।

কারণ যিনি স্বয়ং গৌরব,
তিনিই আমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন,
আর যে সকল জাতি তোমার সবকিছু লুটপাট করেছে,
তাদের বিষয়ে সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
যে কেউ তোমাকে স্পর্শ করে,
সে আমার চোখের মণি স্পর্শ করে!

এখন দেখ, আমি তাদের উপরে হাত বাড়াব,
আর তারা তাদের নিজেদের দাসদের লুটের বস্তু হবে।

তাতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভুই আমাকে প্রেরণ করেছেন।
সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা,
কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি;—প্রভুর উক্তি।

সেদিন অনেক দেশ প্রভুতে যোগ দেবে;
তারা আমার আপন জনগণ হবে আর আমি বাস করব তোমার অন্তঃস্থলে।
তখন তুমি জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।

প্রভু পবিত্র ভূমিতে তাঁর আপন উত্তরাধিকার রূপে যুদাকে নিজের জন্য রাখবেন,
এবং পুনরায় যেরুশালেম বেছে নেবেন।
প্রভুর সম্মুখে মানবকুল নীরব থাকুক!
কারণ তিনি তাঁর আপন পবিত্র আবাস থেকে জেগে উঠেছেন।

শ্লোক - জাখা ২:৮-৯, ১৪

প্র যেরুশালেমে মানুষ ও পশুদের অধিক প্রাচুর্যের ফলে তাকে প্রাচীরবিহীন থাকতে হবে।

উ আর 'আমি-সেখানে-আছি' যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।

প্র সানন্দে চিৎকার কর, মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা, কারণ দেখ, আমি তোমার অন্তঃস্থলেই বাস করতে আসছি;

উ আর 'আমি-সেখানে-আছি' যে আমি, আমি নিজে—প্রভুর উক্তি—বাইরে তার চারদিকে অগ্নিপ্রাচীর ও তার মধ্যে গৌরব হব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১৪৬, ৪-৬)

**ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, সবকিছু শান্তি ও একাত্মতায়ই সাধিত হবে**

*প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন* (সাম ১৪৭:২)। দেখ, প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করছেন, তাঁর বিক্ষিপ্ত জনগণকে সংগ্রহ করছেন, কারণ যেরুশালেমের জনগণ হল ইস্রায়েল জনগণ। স্বর্গে এমন সনাতন যেরুশালেম আছে, স্বর্গদূতেরাও যার বাসিন্দা; তার সকল নাগরিক ঈশ্বরের দর্শন ভোগ করেন; সেই মহা, বিস্তৃত, স্বর্গীয় নগরীতে তাঁরা যাঁর দর্শন পান, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।

আমরা কিন্তু সেই নগরী থেকে দূরে প্রবাসী! পাপের দরুন বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের পক্ষে তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়, এবং আমাদের মরণশীল দশায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে সেখানে ফিরে যেতেও পারি না। ঈশ্বর কিন্তু আমাদের প্রবাসী অবস্থা দেখলেন, আর যিনি যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, তিনি ধ্বংসিত অংশটা পুনর্নির্মাণ করলেন। কেমন করে তিনি তা পুনর্নির্মাণ করলেন? ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করায়ই তিনি তা পুনর্নির্মাণ করলেন। বস্তুত একটা অংশ খসে পড়ে প্রবাসী হয়েছিল: ঈশ্বর করুণার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখলেন, ও যারা তাঁর খোঁজ করছিল না, তিনি তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কেমন করে তিনি তাদের অনুসন্ধান করলেন? আমাদের দাসত্বের জন্য কাকে প্রেরণ করলেন? তিনি সেই মুক্তিসাধককেই প্রেরণ করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন* (রো ৫:৮)। তাই তিনি আমাদের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁকে বললেন: ক্রীতদাসদের মূল্য দেবার জন্য তুমি সঙ্গে করে একটা বস্তা নিয়ে যাও। তাই তিনি সেই মরদেহ পরিধান করলেন যার মধ্যে সেই রক্ত ছিল যা পাতিত হয়ে আমাদের মুক্ত করল। তেমন রক্তেই তিনি ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করলেন। আর যখন তিনি একসময় সেই নির্বাসিতদের সংগ্রহ করলেন, তখন আমাদের পক্ষে কীই না করতে হবে যাতে আমাদেরও সংগ্রহ করা হয়! গৃহনির্মাতার হাতে গৃহের অংশ হবার জন্য তারা যখন সংগৃহীত হল, তখন কেমন করে তাদেরও সংগ্রহ করা হবে না, যারা

অবাধ্যতার দরুন গৃহনির্মাতার হাত থেকে পড়ে গেল? *প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন:* এই যে সেই তিনি, আমরা যাঁর প্রশংসা করছি, এই যে সেই তিনি, যাঁর প্রশংসা করা আমাদের সারা জীবনের কর্তব্য!

*প্রভু যেরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের সংগ্রহ করেন।* কেমন করে তিনি তাদের সংগ্রহ করেন? তাদের সংগ্রহ করার জন্য তিনি কী করেন? *তিনি ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন* (সাম ১৪৭:৩)। ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের এভাবেই সংগ্রহ করা হল: যাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ ও বিনম্র, যারা নিজেদের দোষ স্বীকার করে আত্মসংশোধন করে, যারা তাঁর দয়া পাবার যোগ্য হবার জন্য নিজেদের কঠোরভাবে বিচার করে, তাদেরই নিরাময় করা হয়। তাই তিনি এদেরই নিরাময় করবেন; কিন্তু তখনই মাত্র পূর্ণ সুস্থতা লাভ করবে, যখন তাদের মরণশীল অবস্থার শেষ হবে, অর্থাৎ যখন এ ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে ও এ মরণশীল দেহ অমরতা পরিধান করবে (১ করি ১৫:৪৩ দ্রঃ), যখন মাংসের কোন দুর্বলতা আমাদের আর প্ররোচিত করবে না—পাপ-সম্মতির দিকে শুধু নয়, অমঙ্গল প্রবণতার দিকেও নয়। প্রেরিতদূত বলেন, *পাপের কারণে দেহ মৃতই বটে, কিন্তু ধর্মময়তা লাভের ফলে স্বয়ং আত্মাই জীবন। আর যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন* (রো ৮:১০-১১)।

তবে আমাদের আত্মা পবিত্র আত্মার এই অগ্রিমদান পেয়েছে, যাতে বিশ্বাসে ঈশ্বরের সেবা করতে শুরু করি, ও বিশ্বাস গুণে যেন ধর্মময় বলে গণ্য হতে পারি, কারণ *ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে* (হিব্রু ১০:৩৮)। বর্তমানে যা কিছু আমাদের বাধা দেয় ও আমাদের অগ্রগতি রোধ করে, তা মাংসের মরণশীলতা থেকেই আগত, সুতরাং মাংসও নিরাময় হবে; বাস্তবিকই তিনি বলেন, *ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন।* পবিত্র আত্মাকে এজন্যই অগ্রিমদান স্বরূপ আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন। তবে, এই যে জীবনে আমরা সাক্ষী কিন্তু অধিকারী নই, সেই জীবনে আমাদের কী হবে?

নিরাময়টা কেমন ঘটে? *তিনি ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন।* কিন্তু, যেমন বলেছি, পূর্ণ সুস্থতা পরেই প্রকাশ পাবে; তাহলে তিনি এখন কী করছেন? *তিনি বেঁধে দেন তাদের ক্ষতস্থান:* যিনি সেই ভগ্নহৃদয় মানুষকে নিরাময় করেন যাদের পূর্ণ সুস্থতা পুণ্যজনদের পুনরুত্থানেই সাধিত হবে, তিনি এখন তাদের সঙ্কল্প দৃঢ় করে রাখেন।

**শ্লোক** - ইশা ২:২; সাম ৮৭:৫ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর মন্দির সিয়োন পর্বতের চূড়ায় উন্নীত হল—সেই পর্বতশিখরে মাতা মণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক।

*উ* তার কাছে সকল জাতি এসে আনন্দগান করতে করতে ফুর্তি করবে।

*প্র* সিয়োন সম্পর্কে বলা হবে: এর ওর জন্ম হয়েছে তারই কোলে; পরাৎপর তাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

*উ* তার কাছে সকল জাতি এসে আনন্দগান করতে করতে ফুর্তি করবে।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১২শ সপ্তাহ —



# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-২৫)

## শামশোনের জন্মসংবাদ

সেসময়, ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করতে লাগল; আর প্রভু চল্লিশ বছর তাদের ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দিলেন।

সেসময় দান-গোষ্ঠীয় জরা নিবাসী একজন লোক ছিলেন যাঁর নাম মানোয়া; তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন, তাঁর কখনও সন্তান হয়নি। প্রভুর দূত সেই স্ত্রীলোককে দেখা দিয়ে বললেন, 'দেখ, তুমি বন্ধ্যা, তোমার কখনও সন্তান হয়নি, কিন্তু গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে। সাবধান, এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না; কেননা দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে; সে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতে শুরু করবে।' স্ত্রীলোকটি গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'পরমেশ্বরের একজন লোক আমার কাছে এসেছেন: তাঁর চেহারা পরমেশ্বরের দূতের মত,—ভয়ঙ্কর চেহারা! তিনি কোথা থেকে এলেন, তা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি, আর তিনি আমাকে তাঁর নাম বলেননি। তবু তিনি আমাকে বললেন: দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; এখন থেকে আঙুররস বা উগ্র কোন পানীয় পান করো না, অশুচি কোন কিছুও খেয়ো না, কেননা ছেলেটি গর্ভ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।'

তখন মানোয়া এই বলে প্রভুর কাছে মিনতি জানালেন, ‘প্রভু, পরমেশ্বরের যে লোককে তুমি আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, তাঁকে আবার আমাদের কাছে আসতে দাও, এবং যে ছেলেটির জন্মাবার কথা, তার প্রতি আমাদের কী করণীয়, তা আমাদের বুঝিয়ে দাও।’ পরমেশ্বর মানোয়ার কণ্ঠে কান দিলেন, এবং পরমেশ্বরের সেই দূত আবার স্ত্রীলোকটির কাছে এলেন; সেসময় তিনি মাঠে ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী মানোয়া তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে স্বামীকে সংবাদ দিলেন, তাঁকে বললেন, ‘দেখ, সেদিন যে লোকটি আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আমাকে দেখা দিয়েছেন।’ মানোয়া উঠে স্ত্রীর পিছু পিছু গেলেন, এবং সেই লোকের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে যিনি কথা বলেছিলেন, আপনি কি সেই লোক?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমিই সে।’ মানোয়া বলে চললেন, ‘আপনার বাণী যখন সফল হবে, তখন ছেলেটির ব্যাপারে কী নিয়ম পালন করতে হবে? তার জন্য কী করতে হবে?’ প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, ‘আমি এই স্ত্রীলোককে যা কিছু বলেছি, সেই সমস্ত ব্যাপারে সে সাবধান থাকুক। সে যেন আঙুরলতা-জাত কোন কিছু না খায়, আঙুররস বা কোন উগ্র পানীয় পান না করে, অশুচি কোন কিছু না খায়; আর আমি তাকে যা কিছু আজ্ঞা করেছি, সে তা পালন করুক।’ মানোয়া পরমেশ্বরের দূতকে বললেন, ‘দোহাই আপনার! কিছুক্ষণ এখানে থাকুন, আমরা আপনার জন্য একটা ছাগের বাচ্চা রান্না করব।’ প্রভুর দূত মানোয়াকে বললেন, ‘তুমি আমাকে দেরি করালেও আমি তোমার খাদ্য খাব না; তবু তুমি যদি একটা আহুতিবলি উৎসর্গ করতে ইচ্ছা কর, তবে প্রভুর উদ্দেশেই তা উৎসর্গ কর।’ আসলে তিনি যে প্রভুর দূত, একথা মানোয়া জানতেন না। তখন মানোয়া প্রভুর দূতকে বললেন, ‘আপনার নাম কী? যেন আপনার বাণী সফল হলে আমরা আপনাকে সম্মান দেখাতে পারি!’ প্রভুর দূত বললেন, ‘কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? তা তো আশ্চর্যময়।’ তাই মানোয়া সেই ছাগের বাচ্চা ও নৈবেদ্য নিয়ে সেই প্রভুর উদ্দেশে পাথরের উপরে আহুতিরূপে উৎসর্গ করলেন, যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। মানোয়া ও তাঁর স্ত্রী তাকাতে তাকাতে, অগ্নিশিখা বেদি থেকে আকাশের দিকে উঠতে উঠতে প্রভুর দূত সেই বেদির শিখার মধ্যে মানোয়া ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে ঊর্ধ্বে গেলেন, আর তাঁরা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। পরে প্রভুর দূত মানোয়াকে ও তাঁর

স্ত্রীকে আর কখনও দেখা দিলেন না, কিন্তু তবুও মানোয়া বুঝতে পারলেন, তিনি প্রভুর দূত। তাই মানোয়া স্ত্রীকে বললেন, 'আমাদের মৃত্যু এখন নিশ্চিত, কারণ আমরা পরমেশ্বরকে দেখেছি!' কিন্তু তাঁর স্ত্রী বললেন, 'প্রভু যদি আমাদের মৃত্যু ঘটাতে চাইতেন, তবে আমাদের হাত থেকে আহুতি ও নৈবেদ্য গ্রহণ করে নিতেন না; এই সমস্ত কিছুও আমাদের দেখাতেন না, আর একই সময়ে আমাদের এমন সকল কথাও শোনাতেন না।'

স্ত্রীলোকটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে তাঁর নাম শামশোন রাখলেন। ছেলেটি বড় হতে লাগলেন, ও প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। প্রভুর আত্মা প্রথমে জরা ও এশ্তায়োলের মধ্যস্থানে, মাহানে-দানে, তাঁকে উদ্দীপিত করতে লাগল।

**শ্লোক** - লুক ১:১৩, ১৫; বিচারক ১৩:৭, ৫, ৩

*প্র* তোমার স্ত্রী তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে; সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।

*উ* ছেলেটি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।

*প্র* প্রভুর দূত মানোয়ার স্ত্রীকে দেখা দিয়ে বললেন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না:

*উ* ছেলেটি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয় হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১৭-১৮)

**আমরা সকলের পরিত্রাণের জন্য মিনতি নিবেদন করি**

*তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০)। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, একথা আমরা এই অর্থে উপলব্ধি করতে পারি: যেহেতু প্রভু আমাদের কাছে সনির্বন্ধ দাবি রাখেন আমরা যেন শত্রুদেরও ভালবাসি ও আমাদের নির্যাতকদের জন্য প্রার্থনা করি, সেজন্য আমরা তাদেরই জন্য প্রার্থনা করি, যারা এখনও মর্ত, ও স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হবার জন্য একটা পদক্ষেপও নেয়নি, যাতে তাদের জন্যও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে—সেই যে ইচ্ছা খ্রিষ্ট মানুষকে পরিত্রাণকৃত ও মুক্ত করায় পূর্ণ করলেন।

তাঁর দ্বারা শিষ্যেরা মর্ত নয়, মর্তের লবণই বলে অভিহিত; আর প্রেরিতদূতও প্রথম মানুষকে মর্তের কাদা, কিন্তু দ্বিতীয় মানুষকে স্বর্গীয় মানুষ বলে ডাকেন। তেমনি আমরা: যিনি ভাল কি মন্দ সকলের উপর সূর্য জাগান ও ধার্মিক কি অধার্মিক সকলের উপর বৃষ্টি নামান, সেই পিতা ঈশ্বরের সদৃশ হতে আহূত হয়ে খ্রিষ্টের শিক্ষার অনুসরণ করে সকলের পরিত্রাণের জন্য যাচনা ও মিনতি নিবেদন করি। আর আমরা এমনটি করি, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ কিনা আমাদের স্বর্গীয় করায় আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে পূর্ণ হয়েছে, তেমনি মর্তেও যেন পূর্ণ হয়, অর্থাৎ তাদেরও অন্তরে পূর্ণ হয় যারা বিশ্বাস করতে এখনও সম্মত নয়। ফলত, যারা প্রথম জন্মের ভিত্তিতে মর্তপ্রাণী, তারা জলে ও আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে যেন স্বর্গীয় প্রাণী হতে শুরু করে।

এরপরে প্রার্থনায় আমরা একথা বলি: *আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দান কর* (মথি ৬:১১)। একথা আধ্যাত্মিক অর্থে, আবার সাধারণ অর্থেও ধরা যেতে পারে, কেননা ঐশব্যবস্থা অনুসারে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে দু'টোই প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে, খ্রিষ্টই জীবনের রুটি, ও তেমন রুটি সকলের নয়, আমাদেরই। আর আমরা যেমন ঈশ্বরকে 'আমাদের পিতা' বলে ডাকি কারণ তিনি তাদেরই পিতা যারা তাঁকে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করে, তেমনি 'আমাদের রুটির' জন্যও প্রার্থনা করি কারণ খ্রিষ্ট তাদের রুটি, যারা আমাদের মত তাঁর দেহ গ্রহণ করে।

সুতরাং, আমরা প্রার্থনা করি যেন তেমন রুটি আমাদের প্রতিদিন দেওয়া হয়, পাছে আমরা যারা খ্রিষ্টে আছি ও প্রতিদিন এউখারিস্তিয়া পরিত্রাণদায়ী খাদ্য রূপে গ্রহণ করি, কোন গুরুতর পাপের কারণে স্বর্গীয় রুটি গ্রহণ না করায় তাঁর সহভাগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে খ্রিষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি—তিনি নিজেই তো বলেছিলেন: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে। আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য* (যোহন ৬:৪৮, ৫১)।

যখন তিনি একথা বলেন যে, যারা তাঁর রুটি খাবে তারা অনন্তকাল জীবিত থাকবে, তখন এও স্পষ্ট যে, তারাই জীবিত থাকবে যারা সহভাগিতার ভিত্তিতে তাঁর দেহ ভোগ

করে ও এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করে; এজন্য ভয় করতে হয়, এউখারিস্তিয়া যে গ্রহণ করে না, পাছে সে খ্রিষ্টের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও পরিত্রাণ থেকে দূরে থাকে—এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনাও করতে হবে, কারণ তিনি নিজে এবিষয়ে সাবধান বাণী দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (যোহন ৬:৫৩)। এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের রুটি সেই খ্রিষ্টকে প্রত্যেকদিন আমাদের দেওয়া হয়, আমরা যারা খ্রিষ্টে থাকি ও জীবনযাপন করি যেন তাঁর পবিত্রীকরণ ও তাঁর দেহ থেকে দূরে সরে না যাই।

**শ্লোক** - সাম ৩৭:৪, ৩

*প্র* প্রভুতে আনন্দ কর,

*উ* তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

*প্র* প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর;

*উ* তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১–৪:১৪)

## জেরুব্বাবেল ও যোশুয়ার কাছে প্রতিশ্রুতি

প্রভু আমাকে যোশুয়া মহাযাজককে দেখালেন; ইনি প্রভুর দূতের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য শয়তান তাঁর ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রভুর দূত শয়তানকে বললেন, 'শয়তান, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন! যিনি যেরুশালেমকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন, সেই প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন! এ কি আগুন থেকে তুলে নেওয়া অর্ধেক পোড়া কাঠ নয়?'

বাস্তবিকই যোশুয়া নোংরা কাপড় পরে স্বর্গদূতের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন; আর সেই স্বর্গদূত, তাঁর চারপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'তাঁর গা থেকে ওই সব নোংরা কাপড় খুলে ফেল।' পরে তিনি যোশুয়াকে বললেন, 'দেখ, আমি তোমার অপরাধ দূর করে দিয়েছি; এখন তোমাকে শুভ্র বসন পরানো হবে।' তিনি বলে চললেন, 'তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দাও।' তখন তাঁর মাথায় শুদ্ধ শিরোভূষণ দেওয়া হল, এবং তাঁকে শুভ্র বসন পরানো হল; এতক্ষণে প্রভুর দূত পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে প্রভুর দূত যোশুয়াকে বললেন: 'সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তুমি যদি আমার সমস্ত পথে চল, ও আমার আদেশবাণী পালন কর, তবে তোমার উপরেই থাকবে আমার গৃহের ভার, তুমিই আমার প্রাঙ্গণের উপরে লক্ষ রাখবে, আর যারা এখানে সেবাকর্মে রত, আমি তোমাকে তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেব।'

'সুতরাং, হে যোশুয়া মহাযাজক, তুমি ও তোমার সেই সকল সঙ্গী যাদের উপরে তোমার প্রাধান্য আছে—কারণ তারা ভাবী বিষয়ের পূর্বলক্ষণ—তোমরা সকলে শোন: দেখ, আমি আমার দাস পল্লবকে আনব। দেখ এই পাথর, যা আমি যোশুয়ার সামনে রাখছি; এই এক পাথরের উপরে সাত চোখ আছে; দেখ, আমি নিজেই তার লেখাটা খোদাই করে লিখব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি এক দিনেই এই দেশের অপরাধ দূর করে দেব। সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যকে নিজ নিজ আঙুরলতা ও নিজ নিজ ডুমুরগাছের তলায় আমন্ত্রণ জানাবে।'

যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি আবার এসে আমাকে জাগালেন, ঠিক যেভাবে ঘুম থেকে একজনকে জাগানো হয়। তিনি আমাকে বললেন, 'কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আসলে একটা দীপাধার দেখতে পাচ্ছি, তা সমস্তই সোনার; তার মাথার উপরে একটা পাত্র যার উপরে সাতটা প্রদীপ বসানো, আর প্রত্যেকটা প্রদীপের জন্য ওখানে তার সাতটা ক্ষুদ্র নলও রয়েছে; তার পাশে আছে দু'টো জলপাইগাছ, একটা তেলাধারের ডানে ও একটা তার বামে।'

তখন, যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: 'প্রভু আমার, এসব কিছু কী?' উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?' আমি বললাম, 'না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।' তখন তিনি এই বলে আমাকে উত্তর দিলেন, 'জেরুব্বাবেলের প্রতি প্রভুর বাণী এ: পরাক্রম দ্বারা নয়, শক্তি দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারাই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু! হে মহাপর্বত, তুমি কে? জেরুব্বাবেলের সামনে তুমি সমভূমিই হবে! জয় জয় হর্ষধ্বনির মধ্যেই সে প্রধান প্রস্তরটা বের করে আনবে।' পরে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'জেরুব্বাবেলের হাত এই গৃহের ভিত স্থাপন করেছে: আবার তারই হাত তা সম্পন্ন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, সেনাবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রপাতের দিন কে অবজ্ঞা করতে সাহস করবে? জেরুব্বাবেলের হাতে সেই প্রধান প্রস্তর দে'খে, আহা, সকলের কেমন আনন্দ হবে! ওই সাত প্রদীপ হল প্রভুর চোখ, যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে।' পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দীপাধারের ডানে ও বামে দু'দিকের ওই দু'টো জলপাইগাছের অর্থ কী?' আমি আরও জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবং সোনার যে দুই ক্ষুদ্র নল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে, তার পাশে এই যে দু'টো জলপাই শাখা আছে, এর অর্থ কি?' উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, 'তবে তুমি কি এর অর্থ বুঝতে পার না?' আমি বললাম, 'না, প্রভু আমার, বুঝতে পারি না।' তিনি আমাকে বললেন, 'এঁরা সেই দুই তৈলাভিষিক্ত ব্যক্তি, যাঁরা বিশ্বপতির পরিচর্যায় নিযুক্ত।'

শ্লোক - প্রকাশ ১১:৪, ৩ দ্রঃ

℣ এঁরা হলেন সেই দুই জলপাইগাছ ও দুই দীপাধার,

উ যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

প্র প্রভু তাঁর সেই দুই সাক্ষীকে নবী-দায়িত্ব পালন করতে প্রেরণা দেবেন,

উ যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু মাক্সিম-লিখিত 'থালাসিওসের প্রশ্নের উত্তর' থেকে পাঠ

(৬৩)

**সেই যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে**

দীপাধারে রাখা প্রদীপ হল পিতার সেই সত্যকার আলো যা সেই সকল মানুষকে আলোকিত করে যারা জগতে প্রবেশ করে (যোহন ১:৯ দ্রঃ), তথা আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যিনি আমাদের কাছ থেকে আমাদের মাংস ধারণ করে প্রদীপ হলেন ও তাই বলেও অভিহিত হলেন, অর্থাৎ পিতার সেই সমস্বরূপময় প্রজ্ঞা ও বাণী, যিনি ঈশ্বরমণ্ডলীতে ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রচারিত, জাতিগুলির মাঝে ভক্তদের পুণ্যজীবনে ও আজ্ঞা পালনে উজ্জ্বল গৌরবে প্রকাশিত, ও যারা গৃহে তথা এজগতে রয়েছে তাদের সকলের চোখে উদ্ভাসিত—যেভাবে ঐশবাণী নিজেই এক স্থানে বলেন, *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে* (মথি ৫:১৫)। বাণী নিজেকে প্রদীপ বলে অভিহিত করেন কারণ স্বরূপে ঈশ্বর হয়ে তিনি আলো দানের উদ্দেশ্যে মানুষ হলেন। আর আমি মনে করি, মহান দাউদও এ সমস্ত কিছু উপলব্ধি করে প্রভুকে প্রদীপ বলে অভিহিত করলেন, *তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো* (সাম ১১৯:১০৫)। আর আমার ত্রাণেশ্বর অজ্ঞতা ও দুষ্কর্মের অন্ধকার ঘুচিয়ে দেন বিধায় শাস্ত্র তাঁকে প্রদীপ বলল।

আসলে তিনি একাই প্রদীপের মত অজ্ঞতার কুয়াশা ঘুচিয়ে ও দুষ্কর্ম ও অধর্মের অন্ধকার দূর করে দিয়ে সকলের জন্য পরিত্রাণের পথ হলেন, এবং শক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সেই সকলকেই পিতার কাছে চালিত করেন যারা ঐশআদেশ পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে ধর্মময়তার পথ বলে অন্তরে গ্রহণ করে।

প্রচারের মধ্য দিয়ে যার মধ্যে ঐশবাণী উজ্জ্বল, তিনি সেই পবিত্র মণ্ডলীকে দীপাধার বলে ডাকলেন, কারণ যত মানুষ এজগতে বা এই 'ঘরে' জীবনযাপন করে, তাদের সকলের মন ঐশজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে মণ্ডলী সত্যের জ্যোতিতে তাদের উদ্ভাসিত করে।

মণ্ডলী দ্বারা প্রচারিত এবাণী কোন মতেই ধামার নিচে রাখতে নেই, কিন্তু পর্বতচূড়ায়ই রাখা দরকার, যাতে মণ্ডলীর মহাসৌন্দর্য স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কেননা যতক্ষণ বাণী বিধানের অক্ষর দ্বারা ধামারই মত আবৃত হয়ে থাকে, ততক্ষণ সনাতন আলো থেকে সকলকে বঞ্চিত রাখে; কারণ যারা বাণী অনুধাবন করে, যতক্ষণ তারা অনুভব না করে যে বাণীর সেই বাহ্যিক অর্থ প্রবঞ্চনা করতে পারে, ভুলভ্রান্তির পথে চালিত করতে পারে ও সাংসারিক নিম্ন পর্যায়েও নমিত করতে পারে, ততক্ষণ বাণী তাদের কাছে আধ্যাত্মিক অর্থ নিবেদন করে না। সেই বাণী কিন্তু দীপাধারে তথা মণ্ডলী-দীপাধারেই রাখা উচিত, অর্থাৎ কিনা আধ্যাত্মিক উপাসনা তথা ব্যাখ্যা অনুসারেই গ্রহণ করা উচিত, যেন সকলকেই আলোকিত করে। কেননা শাস্ত্র আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারে গ্রহণ না করলে তবে তার সেই একমাত্র অর্থ থাকবে যা বাহ্যিক বর্ণনায় কেন্দ্রীভূত, ফলে বাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি ভক্তদের অন্তরে প্রবেশ করতে অক্ষম। সুতরাং বাণীধ্যান ও বাণীবাস্তবায়নের উপাসনা দ্বারা যে প্রদীপ জ্বালিয়েছি—প্রদীপটা এমন যা জ্ঞানের আলো জ্বালায়—আমরা যেন তা ধামার নিচে না রাখি; এসো, আমরা যেন বাহ্যিক অর্থের গণ্ডির মধ্যে প্রজ্ঞার অর্থাতীত শক্তি সীমাবদ্ধ রাখায় দোষী না হই; বরং দীপাধারের উপরে তথা পবিত্র মণ্ডলীর উপরেই সেই বাণী রাখি, যেন সত্যকার বাণীধ্যানের উচ্চতম চূড়ায় স্থান পেয়ে সকলের উপর ঐশসত্যের জ্যোতি বিকিরণ করতে পারে।

**শ্লোক** - যোহন ১২:৩৫, ৩৬; ৯:৩৯

℣ যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

℟ আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।

℣ আমি এজন্য এই জগতে এসেছি, যারা দেখতে পায় না, তারা যেন দেখতে পায়।

℟ আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বিচারকগণ পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:৪-৬, ১৬-৩১)

**শামশোন ও দালিলা**

সেসময়, শামশোন সোরেক উপত্যকার দালিলা নামে একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়লেন। ফিলিস্তিনিদের নেতারা সেই স্ত্রীলোককে এসে বললেন, 'তাকে ফুসলিয়ে একটু দেখ, তার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও কেমন করে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি, যেন তাকে বেঁধে দমন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে তোমাকে এগারোশ' রুপোর শেকেল দেব।' দালিলা শামশোনকে বলল, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও, তোমার এমন মহাবল কোথা থেকে আসে, ও তোমাকে দমন করার জন্য বাঁধবার উপায় কি।'

এইভাবে সে দিনের পর দিন সেই কথা বলে তাঁকে পীড়াপীড়ি করে এমন নির্যাতন করল যে, শেষে প্রাণপণেই তাঁর বিরক্তি লাগল। তাই তিনি মনের সমস্ত কথা খুলে বললেন; তাকে বললেন, 'আমার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়েনি, কেননা মায়ের গর্ভ থেকেই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে নাজিরীয়। খেউরি হলে আমার বল আমাকে ছেড়ে যাবে, এবং আমি দুর্বল হয়ে অন্য সকল মানুষের মত হব।' তখন দালিলা বুঝল, এবার তিনি তাকে তাঁর মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছেন, তাই লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের নেতাদের কাছে ডেকে বলল, 'শুধু আর একবার আসুন, কেননা সে আমাকে তার মনের সমস্ত কথা খুলে বলেছে।' ফিলিস্তিনিদের নেতারা এলেন; তাঁদের হাতে টাকা ছিল। পরে সে নিজের হাঁটুর উপরে তাঁকে ঘুম পাড়াল, এবং উপযুক্ত একটি লোককে ডেকে তাঁর মাথার সাত গুচ্ছ চুল খেউরি করাল; এইভাবে তিনি দুর্বল হতে লাগলেন, আর তাঁর বল তাঁকে ছেড়ে গেল। তখন সে চিৎকার করে বলল, 'শামশোন, ফিলিস্তিনিরা তোমাকে ধরে ফেলেছে!' তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবলেন, 'অন্যান্য সময়ের মত আমি মুক্ত হয়ে

বের হব, গা ঝাড়া দেব।' কিন্তু প্রভু যে তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তা তিনি জানতেন না। তখন ফিলিস্তিনিরা তাঁকে ধরে তাঁর দু'চোখ উপড়ে ফেলল; এবং তাঁকে গাজায় এনে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে দিল, আর তাঁকে কারাগারে জাঁতা ঘোরাতে হল। কিন্তু খেউরি হবার পর তাঁর মাথার চুল আবার বাড়তে লাগল।

ফিলিস্তিনিদের নেতারা তাঁদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে সমবেত হলেন; আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে ভাবছিলেন, 'আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু সেই শামশোনকে আমাদের হাতে দিয়েছেন!' তাঁকে দেখে লোকেরা তাদের দেবতার প্রশংসা করতে লাগল, বলল: 'এই যে লোকটা আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশের বিনাশী, যে আমাদের অনেক লোক বধ করেছে, একে আমাদের দেবতা আমাদের হাতে দিয়েছেন।' তাদের অন্তরের সেই মহা আনন্দে তারা চিৎকার করে বলল, 'আমাদের ফুর্তি দিতে শামশোনকে ডেকে আন!' তাই কারাবাস থেকে শামশোনকে ডেকে আনা হল, আর তিনি তাদের সামনে নানা খেলা দেখাতে লাগলেন। পরে তাঁকে স্তম্ভগুলোর মধ্যে দাঁড় করানো হল। যে ছেলে হাত দিয়ে শামশোনকে চালনা করত, তিনি তাকে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দাও, যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে আছে, তা আমাকে স্পর্শ করতে দাও, আমি এতে হেলান দিয়ে দাঁড়াব।' গৃহটা পুরুষ ও স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ ছিল; ফিলিস্তিনিদের সকল নেতা সেখানে ছিলেন, এবং ছাদের উপরে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় তিন হাজার লোক শামশোনের সেই খেলা দেখছিল। তখন শামশোন প্রভুকে ডাকলেন, বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; হে পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, কেবল এই একবার আমাকে বল দাও, আর আমি আমার দুই চোখের জন্য এক আঘাতেই ফিলিস্তিনিদের উপর প্রতিশোধ নেব!' আর শামশোন, মধ্যকার যে দু'টো স্তম্ভের উপরে গৃহ ভর করে ছিল, তাতে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার একটার উপরে ডান বাহু দিয়ে, অন্যটার উপরে বাঁ বাহু দিয়ে ভর করলেন, এবং 'ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমার প্রাণ যাক!' একথা বলে শামশোন তাঁর সমস্ত বলে নিচু হয়ে পড়লেন, আর সেই গৃহ নেতাদের উপরে ও যত লোক ভিতরে ছিল, তাদের সকলের উপরে ভেঙে পড়ল; এইভাবে তিনি জীবনকালে যত লোক বধ করেছিলেন, মৃত্যুকালে তার চেয়ে বেশি লোককে বধ করলেন। পরে তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল এসে তাঁকে নিয়ে

জরা ও এশ্তায়োলের মধ্যস্থানে তাঁর পিতা মানোয়ার সমাধিমন্দিরে সমাধি দিল। তিনি কুড়ি বছর ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

**শ্লোক** - সাম ৪৩:১; ৩১:৪; বিচারক ১৬:২৮

*প্র* পরমেশ্বর, আমার সুবিচার কর; অসৎ এক জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষ সমর্থন কর;

*উ* তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ।

*প্র* প্রভু পরমেশ্বর, দোহাই তোমার, আমাকে স্মরণ কর; আমাকে বল দাও!

*উ* তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (১৯-২০)

## আগামী দিনের জন্য চিন্তা করো না

*আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও* (মথি ৬:১১)। এই বাণী এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়: আমরা যারা প্রভুর অনুগ্রহে ভরসা রেখে জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও তার সমস্ত সম্মান ও ঐশ্বর্য তুচ্ছ করেছি, সেই আমাদের পক্ষে জীবনের যা প্রয়োজন তাই মাত্র বাসনা করা দরকার। কেননা প্রভু বলেছেন, *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না* (লুক ১৪:৩৩)।

যে কেউ খ্রিষ্টের শিষ্য হতে ইচ্ছা করে ও তাঁর আহ্বান অনুসরণ ক'রে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ প্রয়োজন রয়েছে, আগামী দিনের চিন্তা না করে সে কেবল আজকের প্রয়োজনের অন্বেষণ করবে। স্বয়ং প্রভুই এই শিক্ষা দান করেছিলেন, *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার নিজের কষ্টই যথেষ্ট* (মথি ৬:৩৪)।

সুতরাং, আগামী কালের জন্য কোন পরিকল্পনা সে করতে পারে না, একথা জেনে খ্রিষ্টের শিষ্য সুবুদ্ধির সঙ্গেই দৈনিক রুটির জন্য যাচনা করে থাকে।

ঈশ্বরের রাজ্য যেন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হয়, এ প্রার্থনা করতে করতে আমরা যদি এজীবনে বহুদিন ধরে থাকতে ইচ্ছা করি, তাহলে নিজেদের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

প্রভু শিক্ষা দেন, ধন-সম্পত্তি ঘৃণার বস্তু শুধু নয়, বিপজ্জনকও বটে, কারণ সেখানেই রয়েছে অনিষ্টের প্রতি যত আকর্ষণের মূল, আর ধন-সম্পত্তি এভাবেই সেই মনের অন্ধতা

সৃষ্টি করে যার ফলে মন সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এজন্য প্রভু সেই নির্বোধ ধনীকে ভর্ৎসনা করেন যে এই জগতের ধনের কথা ভাবতে থাকে ও নিজ ফসলের বিরাট প্রাচুর্যের চিন্তায় মাতাল হয়: *আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে?* (লুক ১২:২০)। এই রাতে সে মরতে যাচ্ছে, অথচ নির্বোধের মত আনন্দিত, কেননা সে ফসলের প্রাচুর্যের কথা ভাবছে, অথচ ইতিমধ্যে তার আয়ু লোপ পাচ্ছে।

অপরদিকে প্রভু তাকেই সত্যিকারে সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করেন, নিজের সর্বস্ব যে বিক্রি করে দিয়ে ও তার লাভ গরিবদের কাছে বিলি করে দিয়ে নিজ ধন স্বর্গেই স্থানান্তর করে। তিনি বলেন, যে কেউ তৈরী হয়ে ও কোমর বেঁধে নিজ ধনের জালে নিজেকে জড়াতে দেয় না, কিন্তু তা থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ও নিজের সমস্ত মঙ্গল ঈশ্বরেই রেখে তাঁর অনুসরণ করে, সে-ই যন্ত্রণাভোগের গৌরবেও তাঁর অনুসরণ করতে যোগ্য। তেমন পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই পৌঁছব, প্রভু আমাদের যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন আমরা যদি সেভাবে প্রার্থনা করতে শিখি।

শ্লোক - মথি ৬:৩১-৩৪

*প্র* কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না।

*উ* তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে।

*প্র* তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।

*উ* তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৭, ২০-২৩)

## নব যেরুশালেমে অধিষ্ঠিত সার্বজনীন পরিত্রাণ

সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হল।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
আমি সিয়োনের জন্য উত্তপ্ত প্রেমের মহাজ্বালায় জ্বলছি,
তার জন্য আমি উত্তপ্ত অন্তর্জ্বালায়ই জ্বলছি!

প্রভু একথা বলছেন :
আমি সিয়োনে ফিরে আসব,
ও যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করব ;
যেরুশালেম "বিশ্বস্ততার নগরী" ব'লে,
ও সেনাবাহিনীর প্রভুর পর্বত "পবিত্র পর্বত" ব'লে অভিহিত হবে।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই আবার যেরুশালেমের খোলা জায়গায় আসন পাবে,
তাদের বৃদ্ধ বয়সের কারণে প্রত্যেকের হাতে লাঠি থাকবে।
নগরীর খোলা জায়গা বালক-বালিকায় পরিপূর্ণ হবে,
তারা সেইখানে আমোদপ্রমোদ করবে।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
এই জনগণের অবশিষ্টাংশের চোখের কাছে
তা যদি সেইদিনে অসম্ভব মনে হয়,
তবে কি আমার চোখেও তা অসম্ভব মনে হবে?
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে

আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব :
আমি তাদের ফিরিয়ে আনব
আর তারা যেরুশালেমের অন্তঃস্থলে বাস করবে ;
তারা হবে আমার আপন জনগণ,
আর আমি হব বিশ্বস্ততায় ও ধর্মময়তায় তাদের আপন পরমেশ্বর।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন : 'তোমাদের হাত সবল হোক! কেননা এই দিনগুলিতে নবীদের মুখ দিয়ে একথা শোনা যাচ্ছে : আজ সেনাবাহিনীর প্রভুর গৃহের ভিত স্থাপন করা হচ্ছে, হ্যাঁ, মন্দির পুনর্নির্মিত হবে! কিন্তু এই দিনগুলির আগে মানুষের জন্য মজুরি ছিল না, পশুর জন্যও ভাড়া ছিল না ; বিরোধীদের কারণে কেউই নিরাপদে ভিতরে আসতে বা বাইরে যেতে পারত না ; আমি নিজেই মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে আমি এই জনগণের অবশিষ্টাংশের প্রতি আবার আগেকার দিনগুলির মত ব্যবহার করব—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি। কারণ এই বীজ শান্তিরই বীজ! আঙুরলতা ফলবতী হবে, ভূমি তার আপন ফসল দান করবে, আকাশ শিশির প্রদান করবে : এই জনগণের অবশিষ্টাংশকে আমি এই সবকিছুর অধিকারী করব। হে যুদাকুল ও ইস্রায়েলকুল, জাতিসকলের মধ্যে তোমরা যেমন ছিলে অভিশাপ, তেমনি আমি তোমাদের ত্রাণ করব, তাতে তোমরা হবে আশীর্বাদ! তাই তোমরা ভয় করো না : তোমাদের হাত সবল হোক!'

কেননা সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন : 'তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কোপ প্রজ্বলিত করায় আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল ঘটাতে স্থির করেছি আর রেহাই দিইনি —একথা বলছেন সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভু—তেমনি এখন আমি মন ফিরিয়েছি আর যেরুশালেম ও যুদাকুলের মঙ্গল সাধন করব বলে সঙ্কল্প নিয়েছি ; তোমরা ভয় করো না। তোমাদের যা করতে হবে, তা এ : তোমরা প্রত্যেকে একে অন্যের মধ্যে সততার সঙ্গে কথা বলবে, তোমাদের নগরদ্বারে শান্তিজনক ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে। একে অন্যের বিরুদ্ধে মনে মনে দুরভিসন্ধি করবে না, মিথ্যা শপথ ভালবাসবে না, যেহেতু এই সমস্ত কিছু আমি ঘৃণা করি।' প্রভুর উক্তি।

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'ভাবীকালে বহুজাতি ও বহু শহরের অধিবাসীরা এখানে আসবে; এবং এক শহরের অধিবাসীরা অন্য শহরে গিয়ে বলবে: চল, আমরা প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে ও সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে যাই; আমি নিজেই যাব! এইভাবে বহুজাতির মানুষ ও শক্তিশালী দেশ সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করতে যেরুশালেমে আসবে।'

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: 'সেই দিনগুলিতে সর্বজাতির সর্বভাষার দশ দশ পুরুষ এক এক ইহুদী পুরুষের পোশাকের অঞ্চল ধরে একথা বলবে: আমরা তোমার সঙ্গে যাব, কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।'

**শ্লোক** - জাখা ৮:৭, ৯; প্রেরিত ৩:২৫ দ্রঃ

*প্র* দেখ, আমি পুব ও পশ্চিম দেশ থেকে আমার আপন জনগণকে ত্রাণ করব।

*উ* নবীদের বাণী শুনে তোমাদের হাত সবল হোক।

*প্র* তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।

*উ* নবীদের বাণী শুনে তোমাদের হাত সবল হোক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২৬শ বিভাগ ৪-৬)

**দেখ, আমি আমার জাতিকে ত্রাণ করব**

*পিতা আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না* (যোহন ৬:৪৪)। কিন্তু মনে করো না, তুমি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আকর্ষিত; আত্মা ভালবাসা দ্বারাও আকর্ষিত। আমাদের এও ভয় করতে নেই, পাছে সুসমাচারের এই বাণী কেন্দ্র করে সেই লোকেরাই আমাদের সম্বন্ধে সমালোচনা করে, যারা কথাগুলো তন্ন তন্ন করে যাচাই করে অথচ ঐশবিষয় উপলব্ধি থেকে বহু দূরে রয়েছে; তারা নাকি বলতে পারে: আমি যখন আকর্ষিত, তখন কেমন করে বলতে পারি, আমি স্বেচ্ছায়ই বিশ্বাস করি? আমি বলছি, স্বেচ্ছায় শুধু কেন, তুমি পরিতৃপ্তি দ্বারাও আকর্ষিত। পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত হওয়া বলতে কী বোঝায়? *প্রভুতে আনন্দ কর, তিনি তোমার হৃদয়ের বাসনা পূরণে পরিতৃপ্ত করবেন*

(সাম ৩৭:৪ দ্রঃ)। হৃদয়ের এমন পরিতৃপ্তি আছে, যার কাছে সেই স্বর্গীয় রুটি মধুর লাগে। এমনকি, কবির কথা যদি উল্লেখ করতে পারি, তাহলে 'প্রত্যেকে নিজের পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত;' সুতরাং যখন প্রয়োজন দ্বারা নয়, বরং পরিতৃপ্তি দ্বারা; বাধ্যবাধকতা দ্বারা নয়, বরং আনন্দ দ্বারাও মানুষ আকর্ষিত, তখন যে মানুষ সত্যে প্রীত, আনন্দে প্রীত, ন্যায়ে প্রীত, অনন্ত জীবনে প্রীত, যেহেতু এই সমস্ত কিছু স্বয়ং খ্রিষ্ট, সেজন্য আমরা আরও যুক্তির সঙ্গে সমর্থন করতে পারি যে, তেমন মানুষই খ্রিষ্টের কাছে আকর্ষিত। নাকি কেবল দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলিরই কি নিজ পরিতৃপ্তি থাকবে, কিন্তু আত্মারই মাত্র নিজ পরিতৃপ্তি থাকবে না? আত্মার নিজ পরিতৃপ্তি যদি না থাকত, তাহলে সামসঙ্গীত কেন একথা বলে, *তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান; তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও। তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো* (সাম ৩৬:৮-১০)।

একটি প্রেমিককে আমার সামনে দাঁড় করাও, আমি যা বলছি সে-ই তা উপলব্ধি করবে। অভিলাষী একজনকে দাঁড় করাও, ক্ষুধিত একজনকে দাঁড় করাও, এই প্রান্তরে প্রবাসী ও তৃষিত একজনকে দাঁড় করাও, পিতৃভূমির জলের আকাঙ্ক্ষী একজনকে দাঁড় করাও—তেমন মানুষকেই দাঁড় করাও, আমি যা বলছি, সে-ই তা বুঝবে। আমি কিন্তু শিথিল একজনের কাছে যদি কথা বলি, তাহলেই আমি যা বলছি সে তা ধরতে পারবে না।

মেষকে ঘাস দেখাও, তাতে তাকে আকর্ষণ কর। ছেলেকে আম দেখালে তাতে সে আকর্ষিত, আর যেখানে আকর্ষিত, সেইখানে সে দৌড় দেয়, সে স্বচ্ছন্দেই আকর্ষিত, শারীরিক জোরপ্রয়োগ ছাড়াই সে আকর্ষিত, হৃদয়ের বন্ধন দ্বারাই আকর্ষিত। তাহলে এই সমস্ত পার্থিব পরিতৃপ্তি ও অভিলাষ, এগুলিকে যারা ভালবাসে, তাদের কাছে প্রকাশিত হলে যখন তাদের আকর্ষণ করে,—কারণ একথা সত্য যে 'প্রত্যেকে নিজের পরিতৃপ্তি দ্বারা আকর্ষিত'—তখন যিনি পিতারই দ্বারা প্রকাশিত, কেমন করেই বা সেই খ্রিষ্ট আকর্ষণ করবেন না? কেননা সত্য ছাড়া আত্মা আর কী একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করে? তাহলে মানুষ যেন স্বয়ং প্রজ্ঞা, ন্যায়, সত্য ও অনন্ত জীবনকে খেতে ও পান করতে

পারে, এই উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষের অতৃপ্তিকর ক্ষুধা থাকবে কেন, আর কেনই বা তার এমন বাসনা থাকবে, তার আন্তর তালু যেন সত্য-বিচারে সুস্থ হয়?

এজন্য প্রভু বলেন, *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী*—ইহলোকেই কিন্তু!—*কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে*—ঊর্ধ্বলোকেই কিন্তু (মথি ৫:৬)। সে যা ভালবাসে, আমি তাকে তা মঞ্জুর করি; সে যা প্রত্যাশা করে, আমি তাকে তা প্রদান করি; এখনও না দে'খে সে যা বিশ্বাস করে, তা দেখতে পাবে; সে এখন যার জন্য ক্ষুধিত, তা খেতে পারবে; সে এখন যার জন্য তৃষিত, তা পান করতে পারবে। কবে? মৃতদের পুনরুত্থানের সময়ে, কারণ *আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব* (যোহন ৬:৫৪)।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৪৪-৪৫

*প্র* পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।

*উ* যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।

*প্র* নবীদের পুস্তকে লেখা রয়েছে: তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে।

*উ* যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৯)

### আন্নার অনুর্বরতা ও তাঁর প্রার্থনা

এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে রামাথাইম-সুফিমের একজন এফ্রাইমীয় লোক ছিলেন যাঁর নাম এল্কানা; তিনি যেরোহামের সন্তান, যেরোহাম এলিহুর সন্তান, এলিহু তোহুর সন্তান, তোহু সুফের সন্তান। তাঁর দুই স্ত্রী ছিল: একজনের নাম আন্না, আর একজনের নাম পেনিন্না; পেনিন্নার ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু আন্না নিঃসন্তান ছিলেন। এই লোক প্রতিবছর সেনাবাহিনীর প্রভুকে আরাধনা করতে ও তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে তাঁর শহর থেকে শীলোতে যেতেন। সেখানে এলির দুই ছেলে হফ্নি ও ফিনেয়াস প্রভুর যাজক ছিলেন।

একদিন এল্কানা বলি উৎসর্গ করলেন; তিনি সাধারণত তাঁর স্ত্রী পেনিন্নাকে ও তাঁর সকল ছেলেমেয়েকে বলির যে যার অংশ দিতেন; কিন্তু আন্নাকে মর্যাদার শুধু একটা অংশটুকুই দিতেন, কেননা তিনি যদিও আন্নাকে বেশি ভালবাসতেন, তবু প্রভু আন্নার গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন। তাছাড়া, প্রভু তাঁর গর্ভ অনুর্বর করেছিলেন বলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তাঁকে অবিরতই জ্বালা দিতেন। বছরের পর বছর এইভাবেই চলতে থাকল: যতবার তাঁরা প্রভুর গৃহে যেতেন, ততবারই পেনিন্না আন্নাকে জ্বালা দিতেন। সেদিন আন্না কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই দিতে চাইলেন না। তাই তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'আন্না, কেন কাঁদছ? কেন খাচ্ছ না? তোমার হৃদয় অবসন্ন কেন? তোমার কাছে আমি কি দশটি সন্তানের চেয়েও বেশি নই?'

শীলোতে তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর আন্না আসন ছেড়ে উঠে প্রভুর সামনে দাঁড়ালেন। যাজক এলি তখন প্রভুর মন্দিরদ্বারের বাজুর পাশে নিজের চৌকিতে বসে ছিলেন। মর্মজ্বালায় আন্না তিক্ত অশ্রু ফেলতে ফেলতে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করতে

লাগলেন। তিনি এই বলে মানত করলেন, 'হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব; তার মাথায় কখনও ক্ষুর পড়বে না।'

আন্না প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করছিলেন, একইসময়ে এলি তাঁর ঠোঁট দু'টোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন; কেননা আন্না মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, শুধু তাঁর ঠোঁট দু'টোই নড়ছিল, কিন্তু তাঁর গলা শোনা যাচ্ছিল না; তাই এলি তাঁকে মাতাল মনে করলেন। এলি তাঁকে বললেন, 'আর কতক্ষণ তুমি মাতাল অবস্থায় থাকবে? নেশার ঘোর কাটিয়ে দাও।' আন্না উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, তা নয়! আমি তো বড় দুঃখিনী মেয়ে, আঙুররস বা উগ্র পানীয় আমি খাইনি; প্রভুর সামনে আমি আমার অন্তরের ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছি। আপনার এই দাসীকে আপনি অপদার্থ মেয়ে মনে করবেন না; আসলে আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভের ফলেই আমি এতক্ষণে কথা বলছিলাম।' তখন এলি উত্তরে বললেন, 'শান্তিতে যাও; ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের কাছে যা যাচনা করেছ, তাতে তিনি সাড়া দিন।' আন্না বললেন, 'আপনার দৃষ্টিতে আপনার এই দাসী অনুগ্রহের পাত্র হোক।' এরপর স্ত্রীলোকটি নিজের পথে চলে গেলেন, আবার খেতে শুরু করলেন, ও তাঁর মুখ আগের মত আর বিষণ্ন হল না। পরদিন তাঁরা সকালে উঠে প্রভুর সামনে প্রণিপাত করার পর রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন। এল্কানা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলে প্রভু আন্নার কথা স্মরণ করলেন।

শ্লোক - ১ শামু ১:১১; সাম ১১৩:৯

প্ হে সেনাবাহিনীর প্রভু, যদি তুমি তোমার এই দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চাও, যদি আমার কথা একবার মনে রাখ, তোমার এই দাসীকে ভুলে না গিয়ে যদি তোমার এই দাসীকে একটি পুত্রসন্তান দাও, তাহলে

উ আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব।

প্ প্রভু বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন, তাকে পুত্রসন্তানদের আনন্দময়ী মাতা করেন।

উ আমি তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাকে প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (২২-২৩)

**খাদ্যদানের পরে পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হোক**

*আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি* (মথি ৫:১২ লাতিন পাঠ্য)। খাদ্যদানের পরে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। এমনটি হয়, যাতে ঈশ্বর দ্বারা যে পুষ্ট, সে যেন ঈশ্বরেই জীবিত থাকতে পারে; আরও, সে যেন শুধু এই পার্থিব জীবনের জন্য নয়, অনন্ত জীবনেরও জন্য চিন্তা করে। তেমন অনন্ত জীবনের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি, যদি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়—সেই যে পাপ প্রভু সুসমাচারে ঋণ বলেন, *তুমি আমাকে মিনতি করেছিলে বিধায় আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম* (মথি ১৮:৩২)।

কতই না জরুরী, কতই না উপকারী, কতই না কল্যাণকর যে আমাদের পাপী অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ও পাপকর্মের জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়; যাতে ঈশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করতে করতেই আত্মা নিজে বিবেকের কথা স্মরণ করতে পারে! আর পাছে কেউ নিজেকে নিরপরাধী বলে মনে করে আত্মগর্ব করে আর ফলত সে নিজেকে যতখানি স্ফীত করে ততখানি নিজেকে বিনষ্ট করে, এজন্য প্রতিদিন পাপকর্মের জন্য প্রার্থনা করতে আদেশ দেওয়ায় শিক্ষা দেওয়া হয় ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, মানুষ প্রতিদিন পাপ করে।

নিজ পত্রে যোহনও আমাদের সচেতন করে বলেন, *আমরা যদি বলি, আমাদের পাপ নেই, আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, আর আমাদের মধ্যে সত্য নেই। আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে বিশ্বস্ত ও ন্যায়বান বলে প্রভু আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন* (১ যোহন ১:৮-৯)। তাহলে এই পত্রে তিনি সেই দু'টো কথা স্মরণ করান তথা, পাপের জন্য আমাদের মিনতি করা দরকার, যেন মিনতি মধ্য দিয়ে পাপক্ষমা পেতে পারি। এজন্য, ঈশ্বর পাপক্ষমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন বিধায় যোহন তাঁকে বিশ্বস্ত বলে অভিহিত করেন, কারণ যিনি ঋণ ও পাপের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, তিনি পিতৃস্নেহ ও নিশ্চিত ক্ষমা দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

শক্ত শর্ত ও বন্ধন দ্বারা আমাদের আবদ্ধ করে তিনি স্পষ্টভাবে এই অতিরিক্ত নিয়মও যোগ করে দিয়েছেন যে, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের ঋণ ক্ষমা করা হয়,

সেইভাবে আমাদের কাছে ঋণী যারা আমরাও যেন তাদের ক্ষমা করি, একথা জেনে যে, পাপের জন্য যা যাচনা করি তা লাভ করা সম্ভব নয় যদি না আমরাও একইভাবে তাদের প্রতি ব্যবহার না করি যারা আমাদের প্রতি পাপ করেছে। এজন্য অন্য স্থানেও তিনি বলেন, *যে মাপকাঠিতে তোমরা পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে* (মথি ৭:২)। আর সেই দাস যার সমস্ত ঋণ প্রভু ক্ষমা করেছিলেন, সে যখন তার সঙ্গী দাসের ঋণ ক্ষমা করতে চাইল না, তখন তাকে কারাবাসে আবদ্ধ করা হয়েছিল—তার সঙ্গী দাসের প্রতি ক্ষমাশীল হতে সম্মত না হওয়ায় সেও প্রভুর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল।

খ্রিষ্ট নিজ আদেশগুলির মধ্যে ব্যাপারটা তাঁর নিজের অধিকারের দৃঢ়তর শক্তিতেই উপস্থাপন করলেন। তিনি বলেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের পাপকর্ম ক্ষমা করেন* (মার্ক ১১:২৫)। সেই বিচারের দিনে তোমার কোন সূত্রই থাকবে না, যখন তোমার নিজের বিচার অনুসারেই তুমি বিচারিত হবে, ও পরের প্রতি তোমার যেরূপ ব্যবহার হয়েছে, সেরূপ ব্যবহার তোমাকে সহ্য করতে হবে। কেননা ঈশ্বর আদেশ করলেন যেন তাঁর গৃহে আমরা শান্তির সাধক, একপ্রাণ ও একাত্ম হই। আর তিনি নবজন্মে যেমন আমাদের গড়েছেন, তাঁর ইচ্ছাই যেন সেই নবজন্মপ্রাপ্তরা তেমন থাকতে নিষ্ঠাবান হয়, যাতে আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান, সেই আমরা যেন ঈশ্বরের শান্তিতে নিষ্ঠাবান থাকি, এবং এক-ই পবিত্র আত্মার অধিকারী হওয়ায় যেন আমাদের এক প্রাণ ও এক মনও থাকে। ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বীর যজ্ঞ গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি বরং আদেশ করেন, বেদি ছেড়ে সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়—প্রার্থনার মধ্যে শান্তি যখন বিরাজ করে, তখনই ঈশ্বরকেও প্রসন্ন করা যায়। আমাদের শান্তি, ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতা, ও পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঐক্য দ্বারা সম্মিলিত জনগণ—এই তো ঈশ্বরের কাছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

শ্লোক - সাম ৩১:২, ৪; ২৫:১৮

*প্র* প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়। তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ :

ঊ তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

প আমার অবনতি, আমার দুর্দশা দেখ, হরণ কর গো আমার সকল পাপ।

ঊ তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এজরা পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-৫, ১৪-২২)

## প্রভুর গৃহ পুনর্নির্মাণ ও পাস্কাপর্ব পালন

দারিউশের আজ্ঞামত বাবিলনে দলিলপত্রের সংরক্ষণাগারে রাখা পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করা হল, আর মেদীয় প্রদেশের রাজপুরী এক্‌বাতানায় একটা খাতা পাওয়া গেল; তাতে লেখা ছিল: 'স্মরণার্থে: কুরোশ রাজার প্রথম বর্ষে কুরোশ রাজা যেরুশালেমে পরমেশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা জারি করলেন: গৃহটি যজ্ঞবলির স্থান বলে নির্মিত হোক; তার ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হোক; তার উচ্চতা ষাট হাত ও বিস্তার ষাট হাত হোক। তা তিন তিন সারি প্রকাণ্ড পাথরে ও এক এক সারি নতুন কড়িকাঠে গাঁথা হোক। সমস্ত খরচ রাজপ্রাসাদ দ্বারা বহন করা হোক। উপরন্তু পরমেশ্বরের গৃহের সোনা-রুপোর যে সকল পাত্র নেবুখাদ্নেজার যেরুশালেমের গৃহ থেকে তুলে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন, সেই সমস্তও ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এবং প্রত্যেক পাত্র যেরুশালেমের গৃহে আবার নিজ নিজ স্থানে এনে পরমেশ্বরের গৃহে রাখা হোক।'

নবী হগয় ও ইদ্দোর সন্তান জাখারিয়ার বাণীর প্রেরণায় ইহুদীদের প্রবীণেরা নির্মাণকাজে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে এগিয়ে চললেন; তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের আজ্ঞামত এবং পারস্য-রাজ কুরোশ, দারিউশ ও আর্তাক্সারক্সিসের আদেশমত সমস্ত নির্মাণকাজ সমাধা করলেন। দারিউশ রাজার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে আদার মাসের তৃতীয় দিনে এই গৃহ নির্মাণ পূর্ণতা লাভ করল।

তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা, যাজকেরা, লেবীয়েরা ও নির্বাসন থেকে ফিরে আসা যত লোক, সকলে মিলে সানন্দে পরমেশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গীকরণ উদ্‌যাপন করল। পরমেশ্বরের এই গৃহ উৎসর্গীকরণ অনুষ্ঠানে তারা একশ'টা বৃষ, দু'শোটা মেষ, চারশ'টা মেষশাবক উৎসর্গ করল; তাছাড়া সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী অনুসারে বারোটা ছাগও উৎসর্গ করল। তারপর যেরুশালেমে পরমেশ্বরের পরিচর্যার জন্য তারা যাজকদের তাদের শ্রেণি অনুসারে ও লেবীয়দের তাদের পালা অনুসারে নিযুক্ত করল, যেমনটি মোশির পুস্তকে লেখা আছে।

নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কা পালন করল। যাজকেরা ও লেবীয়েরা যেন এক মানুষ হয়েই সকলে মিলে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করেছিল: সকলেই শুচি ছিল, তাই তারা নির্বাসন থেকে ফিরে আসা সমস্ত লোকদের জন্য, তাদের ভাই যাজকদের জন্য ও নিজেদের জন্য পাস্কাবলি উৎসর্গ করল। যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল এবং যারা স্থানীয় বিজাতীয়দের অশুচিতা থেকে নিজেদের পৃথক করে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, সেই সমস্ত ইস্রায়েলীয়েরা পাস্কাভোজে অংশ নিল। তারা সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি উৎসব আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করল, কারণ প্রভু এতেই তাদের আনন্দিত করেছিলেন যে, তিনি আশুরের রাজার মন তাদের পক্ষে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যার ফলে তারা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিনি, সেই পরমেশ্বরের গৃহ স্থির হাতে গেঁথে তুলতে পেরেছিল।

**শ্লোক** - হগয় ২:৬, ৭, ৯ দ্রঃ

*প্র* আমি আকাশ ও পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলব;

*উ* তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

*প্র* এ গৃহের প্রাচীন গৌরবের চেয়ে ভাবী গৌরব মহৎ হবে; এই স্থানে আমি শান্তি মঞ্জুর করব।

*উ* তখন সেই তিনি আসবেন, যিনি সকল জাতির প্রতীক্ষিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (চল্লিশাকালীন উপবাস ১-৪)

### আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির

প্রিয়জনেরা, প্রেরিতদূতদের শিক্ষা আমাদের এই চেতনা দেয়, পুরনো মানুষকে ও তার কাজকর্ম ত্যাগ করে আমরা যেন প্রতিদিন পুণ্য জীবনধারণে নিজেদের নবায়ন করি (কল ৩:৯-১০ দ্রঃ)। কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের মন্দির ও পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মায় বাস করেন—যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির* (২ করি ৬:১৬)—তখন আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে যেন আমাদের হৃদয়-আবাস তেমন অতিথির অযোগ্য না হয়।

আর যেমন সাধারণ গৃহের বেলায় মানুষ প্রশংসনীয় তৎপরতার সঙ্গে বৃষ্টি অনুপ্রবেশ-জনিত ছিদ্র বা ঝড়ের আঘাত কিংবা গৃহের নিজের পুরাতন অবস্থা-জনিত ত্রুটি বিলম্ব না করেই মেরামত করে, তেমনি একই তৎপরতার সঙ্গে আমাদের চিন্তিত হতে হবে, যেন আমাদের অন্তরেও অযোগ্য বা অশুচির মত কিছু না থাকে। কেননা আমাদের গৃহ যদিও প্রকৃত নির্মাতার সহায়তায় ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, আর আমাদের নির্মাণকাজ নির্মাণকর্তার অগ্রিম রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না, তবু, যেহেতু আমরা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রস্তর ও গৃহটা জীবন্ত, সেজন্য আমাদের নির্মাতার হাত আমাদের এমন ভাবে গঠন করেছে, যাতে যাকে মেরামত করা হয় সেও মেরামতের কাজে সহযোগিতা দান করে।

সুতরাং, মানবীয় অধীনতা যেন ঐশঅনুগ্রহ থেকে নিজেকে দূরীকৃত না করে, সেই পরমমঙ্গলকেও ছেড়ে না চলে যায়, যাঁকে ছাড়া আমাদের মানবীয় মঙ্গলও থাকতে পারে না। আর আজ্ঞা পালনে আমরা যদি এমন কিছু পাই যা ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের পক্ষে অসাধ্য বা কঠিন, তাহলে আমরা যেন নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থাকি বরং তাঁরই সহায়তা প্রার্থনা করি যিনি আজ্ঞাটা দিলেন; কেননা তিনি এজন্য আজ্ঞা দেন, আমাদের অন্তরে যেন এমন সহায়তার আকাঙ্ক্ষা জাগে যা তিনি নিজেই সহায়তা দানে মেটাবেন —যেমনটি নবী বলেন, *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন* (সাম ৫৫:২৩)।

নাকি এমন দাম্ভিক ও গর্বোদ্ধত একজন রয়েছে, যে নিজেকে এতই শুদ্ধ ও নিখুঁত মনে করে যে, তার বেলায় কোন মেরামত প্রয়োজন হয় না? তেমন ধারণা অত্যন্ত প্রবঞ্চনাময়; আর এই জীবনের নানা প্রলোভনের মধ্যে থেকে যে কেউ নিজেকে সমস্ত ক্ষত থেকে মুক্ত মনে করে, সে মহা নির্বুদ্ধিতায় প্রাচীন হতে যাচ্ছে।

জগতের সর্বস্থানে ও সর্বকালে ভক্তদের হৃদয় ঈশ্বরের সুব্যবস্থা কখনও সন্দেহ করে না, ও মানব ঘটনার বিন্যাস যে গ্রহ-তারার ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত, তাও সমর্থন করে না, কারণ আসলে গ্রহ-তারার কোন ক্ষমতা নেই, আর তারা ভালই জানে যে সমস্ত কিছু সর্বোত্তম রাজার ন্যায়বান ও কৃপাময় মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই নিরূপিত, কারণ লেখা আছে, *প্রভুর সকল পথ ন্যায় ও কৃপারই পথ* (সাম ২৫:১০ দ্রঃ); কিন্তু তবুও যখন

এমন কিছু দেখা দেয় যা আমাদের মনস্কামনা অনুসারে নয়, ও মানব-বিচারের ভুলের ফলে ধার্মিকের ভাগ্যের চেয়ে অধার্মিকেরই ভাগ্য শ্রেয়, তখন খুব সহজে, এমনকি প্রায়ই, এই সমস্ত ঘটনা শক্ত প্রাণকেও এতই দিশেহারা করে তোলে যে, মানুষ তিক্ততার সঙ্গে মানবজীবনের গতিধারা প্রসঙ্গে সমালোচনা করে—তেমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে পুণ্যবান নবী দাউদও নিজেকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন স্বীকার করেন! সুতরাং তেমন দৃঢ়তা অল্পজনেরই; আর যেহেতু প্রতিকূলতা শুধু নয়, অনুকূলতাও বহু ভক্তদের পতনের কারণ হয়, সেজন্য মানব দুর্বলতার ক্ষত নিরাময় করার ব্যাপারে অধিক তৎপর ও সুবিবেচক হওয়া চাই।

**শ্লোক** - ১ করি ৬:১৯-২০; লেবীয় ১১:৪৩, ৪৪

*প্র* তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।

*উ* সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

*প্র* তোমরা নিজেদের অশুচি করবে না: পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।

*উ* সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১:২০-২৮; ২:১১-২১)

### শামুয়েলের জন্ম ও তাঁর পবিত্রীকরণ

বছর শেষে আন্না গর্ভধারণ করলেন ও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, এবং তার নাম শামুয়েল রাখলেন: তিনি বলছিলেন, 'আমি তাকে পাবার জন্য প্রভুর কাছে যাচনা করেছিলাম।' পরে তাঁর স্বামী এল্কানা ও তাঁর সমস্ত পরিবার প্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলি উৎসর্গ করতে ও মানত পূরণ করতে গেলেন; কিন্তু আন্না গেলেন না; কারণ তিনি স্বামীকে বলছিলেন, 'শিশুটি দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না; তবেই আমি প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে তাকে নিয়ে যাব, আর সে সবসময়ের মত সেখানে থাকবে।' তাঁর স্বামী এল্কানা তাঁকে বললেন, 'যা ভাল মনে কর, তাই কর; সে দুধছাড়া না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর; শুধু একটা কথা: প্রভু নিজের বাণী সফল করুন।' তাই স্ত্রীলোকটি বাড়িতে রইলেন, এবং শিশুটিকে দুধ দিলেন যতদিন না সে দুধছাড়া হল।

দুধ-ছাড়ানোর পর তিনি তিন বছর বয়সের একটা বলদ, পুরো এক মণ ময়দা ও আঙুররসে ভরা একটা চামড়ার পাত্র সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সাথে রওনা হয়ে শীলোতে প্রভুর গৃহে গেলেন; তাঁদের সঙ্গে ছেলেটিও ছিল। বলদকে বলি দেওয়ার পর তাঁরা ছেলেটিকে এলির কাছে আনলেন, আর আন্না বললেন, 'প্রভু আমার, দোহাই আপনার! আপনার প্রাণের দিব্যি, প্রভু আমার! আমি সেই মেয়ে যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এইখানে, আপনার পাশেই, দাঁড়িয়েছিলাম। এই ছেলের জন্যই আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আর প্রভুর কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তিনি আমাকে দিয়েছেন। তাই আমিও একে প্রভুকে দিলাম; তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে এ প্রভুর কাছে নিবেদিত।' আর সেখানে তিনি প্রভুর সামনে প্রণিপাত করলেন।

এল্কানা রামায় বাড়ি ফিরে গেলেন, আর ছেলেটি এলি যাজকের সামনে প্রভুর সেবা করতে সেখানে রইলেন।

এলির দুই ছেলে পাষণ্ডই ছিল, তারা প্রভুকে মানত না; লোকদের প্রতি এই যাজকদের ব্যবহার এরূপ ছিল: কেউ বলি দিতে এলে যখন তার পশুমাংস সিদ্ধ করা হত, তখন যাজকের চাকর ত্রিকণ্টক একটা শূল হাতে করে আসত, এবং কড়াই বা হাঁড়ি বা মালসা বা পাত্রে তা দ্বারা কোপ দিয়ে তাতে যা উঠত, তা সবই যাজক নিজের জন্য দাবি করত; ইস্রায়েলের যত লোক সেখানে, সেই শীলোতেই আসত, তাদের সকলের প্রতি এ ছিল তাদের ব্যবহার। আবার, চর্বি পোড়ার আগে যাজকের চাকর এসে, যে বলি দিচ্ছিল, তাকে বলত, 'যাজকের জন্য আমাকে কাঁচা মাংস দাও, তিনি তা ঝলসে খাবেন; তোমার কাছ থেকে তিনি সিদ্ধ মাংস নেবেন না, কেবল কাঁচাই নেবেন।' লোকটা যদি উত্তরে বলত, 'আগে চর্বি পোড়া হোক, পরে যত খুশি সবই নিয়ে যাও,' তখন চাকরটি প্রত্যুত্তরে বলত, 'না, এখনই দাও, নইলে তা জোর করেই নেব।' এইভাবে প্রভুর দৃষ্টিতে ওই যুবকদের পাপ খুবই ভারী ছিল, কারণ তারা প্রভুর নৈবেদ্য অসম্মান করত।

শামুয়েল কোমরে ক্ষোম-কাপড়ের এফোদ বেঁধে বালক হয়েও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত ছিল। তার মা প্রতিবছর ছোট্ট একটা পোশাক প্রস্তুত করে স্বামীর সঙ্গে বার্ষিক বলি দেওয়ার জন্য আসবার সময়ে তা এনে তাকে দিতেন। তখন এলি এল্কানাকে ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, 'এই স্ত্রীলোক প্রভুর কাছে যা নিবেদন করেছেন, তার বিনিময়ে প্রভু এই স্ত্রীলোকের মাধ্যমে তোমাকে আরও সন্তান দিন।' তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন, আর প্রভু আন্নাকে দেখতে গেলেন: তিনি গর্ভধারণ করলেন, আর আরও তিন ছেলে ও দুই মেয়ে প্রসব করলেন। ইতিমধ্যে বালক শামুয়েল প্রভুর সাক্ষাতে বেড়ে উঠতে লাগল।

শ্লোক - ১ শামু ২:১, ২; লুক ১:৪৬

℣ আমার অন্তর প্রভুতে উল্লসিত, কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিত।

℟ প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

℣ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।

℟ প্রভুর মত পবিত্রজন কেউ নেই, আমাদের পরমেশ্বরের মত কোন শৈল নেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (২৪-২৫)

**আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান,**

**এসো, ঈশ্বরের শান্তিতেই থাকি**

সেই যে যজ্ঞ আবেল ও কাইন প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন, সেগুলিতেও ঈশ্বর বাহ্যিক দানের দিকে নয়, তাঁদের হৃদয়ের দিকেই তাকালেন, যার ফলে নিজের হৃদয়ে যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁরই দান তাঁর গ্রহণযোগ্য হল। শান্তিপ্রিয় ও ন্যায়বান আবেল ঈশ্বরের কাছে নির্দোষিতায় যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি পরবর্তীকালের সকল মানুষের কাছে এ শিক্ষা দান করেন যে, যখন বেদিপ্রান্তে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়, তখন ঈশ্বরভীতিতে, সরল অন্তরে, ন্যায়বিধান বজায় রেখে ও শান্তিপূর্ণ একাত্মতায় বেদির কাছে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেহেতু আবেল তেমন মনোভাবেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন, সেজন্য পরবর্তীতে তিনি নিজেই ঈশ্বরের কাছে যজ্ঞ হয়ে উঠলেন; এতে তিনি প্রথম সাক্ষ্যমরণ দেখিয়ে প্রভুর ন্যায় ও শান্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের গৌরবময় রক্তদানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ সূচনা করলেন। তেমন ভক্তদেরই প্রভু একদিন মাল্যভূষিত করবেন, তেমন ভক্তরাই বিচারের দিনে প্রভুর সঙ্গে গৌরব লাভ করবে।

অপরদিকে, যে হিংসুক, বিবাদী, ও ভাইদের সঙ্গে যার শান্তি নেই, ধন্য প্রেরিতদূত ও পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে সে খ্রিষ্টনামের খাতিরে নিহত হয়েও ভ্রাতৃবিরোধিতা অপরাধের দণ্ড এড়াতে পারবে না, কেননা লেখা রয়েছে, *যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক* (১ যোহন ৩:১৫), আর যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে কোন নরঘাতক থাকতে পারে না, সেজন্য সে স্বর্গরাজ্যেও যেতে পারবে না। খ্রিষ্টের চেয়ে যে যুদারই অনুকারী হতে চাইল, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে পারে না। সেই অপরাধ কতই না বড়, যা রক্ত-বাপ্তিস্মও মুছে দিতে পারে না, সাক্ষ্যমরণও যার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারে না!

প্রভু আমাদের এ শিক্ষাও দেন, কেমন করে প্রার্থনায় এ বাণীও বলা প্রয়োজন, তথা, *আর আমরা প্রলোভনে চালিত হব তা হতে দিয়ো না* (মথি ৬:১৩ দ্রঃ)। এদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত যে, ঈশ্বর অনুমতি না দিলে শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না। সুতরাং প্রলোভনের সময়ে সভয়ে, সম্ভ্রমে ও ভক্তিভরে সেই ঈশ্বরেরই কাছে ফিরতে হবে, যিনি শয়তানকে নিজের অনুমতি ছাড়া আমাদের স্পর্শও করতে দেন না।

**শ্লোক** - রো ১৪:১৯; সিরা ১৭:১২ দ্রঃ

*প্র* এসো, সেই ধরনেরই কাজে নিবিষ্ট থাকি, যা শান্তি এনে দেয়

*উ* সকলের কল্যাণার্থে।

*প্র* ঈশ্বর প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশ এক একজনকে দিলেন

*উ* সকলের কল্যাণার্থে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এজরা পুস্তক থেকে পাঠ (৭:৬-২৮)

## যাজক এজরার বিশেষ দায়িত্ব

এজরা বাবিলন থেকে রওনা হলেন। তিনি মোশির বিধানে, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দেওয়া বিধানের বিষয়ে পন্ডিত শাস্ত্রী ছিলেন; আর তাঁর উপরে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর হাত ছিল বিধায় রাজা তাঁর সমস্ত যাচনা মঞ্জুর করেছিলেন। আর্তাক্সারক্সিস রাজার সপ্তম বর্ষে একদল ইস্রায়েল সন্তান, যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল ও নিবেদিতরাও যেরুশালেমের দিকে রওনা হল। রাজার ওই সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে এজরা যেরুশালেমে এসে পৌঁছলেন। বাবিলন থেকে যাত্রার আরম্ভ তিনি প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থির করেছিলেন, এবং তাঁর পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত তাঁর উপরে ছিল বিধায় তিনি পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যেরুশালেমে এসে উপস্থিত হলেন। কেননা প্রভুর বিধান পালন করার জন্য ও ইস্রায়েলে যত বিধি ও নিয়মনীতি শেখাবার জন্য এজরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর বিধান অধ্যয়নে নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন।

প্রভুর আদেশবাণী ও ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বিধি-শাস্ত্রী সেই এজরা যাজককে আর্তাক্সারক্সিস রাজা যে পত্র দিয়েছিলেন, তার অনুলিপি এই: 'রাজাধিরাজ আর্তাক্সারক্সিস, স্বর্গেশ্বরের বিধানের শাস্ত্রবিদ এজরা যাজকের সমীপে: মঙ্গল! আমি এই আদেশ জারি করছি যে, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল জাতির যত লোক, তাদের যত যাজক ও লেবীয় যেরুশালেমে যাবে বলে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে যেতে পারে। কারণ তুমি রাজা ও তাঁর সাত মন্ত্রী দ্বারা এজন্যই প্রেরিত, যেন তোমার পরমেশ্বরের যে বিধানে তুমি পন্ডিত, যুদা ও যেরুশালেমে তা কেমন করে পালিত হচ্ছে, এবিষয় তদন্ত করতে পার। তাছাড়া, যেরুশালেমে যাঁর আবাস, ইস্রায়েলের সেই পরমেশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য রূপে যে সোনা-রুপো দিয়েছেন, এবং তুমি বাবিলনের সমস্ত প্রদেশে যত সোনা-রুপো পেতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা যেরুশালেমে তাদের পরমেশ্বরের গৃহের জন্য স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য-রূপে যা যা নিবেদন করে, সেই সমস্ত কিছু তুমি সেখানে নিয়ে যাবে। সুতরাং এই সমস্ত অর্থ দ্বারা তুমি বৃষ, ভেড়া, মেষশাবক ও তাদের সংক্রান্ত খাদ্য ও পানীয় নৈবেদ্যের জন্য

যা কিছু প্রয়োজন সযত্নে কিনে নিয়ে, যেরুশালেমে যাঁর আবাস, তোমাদের সেই পরমেশ্বরের গৃহের যজ্ঞবেদিতে তা উৎসর্গ করবে। যত সোনা-রুপো বেঁচে থাকবে, তা নিয়ে তুমি ও তোমার ভাইয়েরা যা ভাল মনে কর, সেইমত করবে। তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য যে পাত্র-সামগ্রী তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তা যেরুশালেমের পরমেশ্বরের সামনেই সঁপে দেবে। তাছাড়া তোমার পরমেশ্বরের গৃহের জন্য আর যা কিছু দরকার, এবং যা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তোমার, সেই সমস্ত কিছুও রাজভাণ্ডারের খরচেই যোগাড় করবে।

আমি, আর্তাক্সারক্সিস রাজা, আমি নদীর ওপারের সকল কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দিচ্ছি: স্বর্গেশ্বরের বিধানে পণ্ডিত এই এজরা যাজক তোমাদের কাছে যা কিছু চাইবেন, তা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হয়—একশ' তলন্ত রুপো, একশ' মণ গম, পাঁচশ' লিটার আঙুররস, পনেরো মণ তেল পর্যন্ত; লবণের কোন মাত্রা নেই। স্বর্গেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যা করার, তা স্বর্গেশ্বরের গৃহের জন্য সূক্ষ্মরূপেই করা হোক, পাছে রাজার ও তাঁর সন্তানদের রাজ্যের উপরে ক্রোধ নেমে আসে। উপরন্তু তোমাদের কাছে এই আদেশও দেওয়া হচ্ছে: সেই পরমেশ্বরের গৃহের যাজক, লেবীয়, গায়ক, দ্বারপাল, নিবেদিত ও দাসদের মধ্যে কারও কাছ থেকে কর বা রাজস্ব বা শুল্ক আদায় করা বিধেয় নয়। আর তোমার ক্ষেত্রে, হে এজরা, তোমার পরমেশ্বরের যে প্রজ্ঞার তুমি অধিকারী, সেই প্রজ্ঞাগুণে নদীর ওপারের সমস্ত জনগণের পক্ষে বিচার অনুশীলন করার জন্য, অর্থাৎ যারা তোমার পরমেশ্বরের বিধান জানে, তাদেরই জন্য শাসনকর্তা ও বিচারক নিযুক্ত কর; এবং যারা তা জানে না, সেবিষয়ে তাদের শিক্ষা দাও। যে কেউ তোমার পরমেশ্বরের বিধান ও রাজার বিধান মেনে চলে না, ইতস্তত না করে তাদের শাসন করা হোক—তা প্রাণদণ্ড হোক, বা নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা কারাদণ্ড হোক।'

ধন্য আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, যিনি যেরুশালেমে প্রভুর গৃহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে রাজার হৃদয়ে তেমন প্রেরণা জাগালেন! তিনিই রাজার, তাঁর মন্ত্রীদের ও রাজার সবচেয়ে প্রধান কর্মচারীদের কাছে আমাকে কৃপার পাত্র করলেন। আমার পরমেশ্বর প্রভুর হাত আমার উপরে ছিল বিধায় আমি সাহস পেয়ে ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের সংগ্রহ করলাম, যারা আমার সঙ্গে যাত্রা করবে।

**শ্লোক** - দা ৩:৫২, ৫৩

*প্র* ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,

*উ* প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

*প্র* ধন্য তুমি তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,

*উ* প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'শুচিতা' থেকে পাঠ (২৪)

**তুমি যে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ,**

**শুচি যাজকরূপেই নিজেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর**

সেই সিদ্ধপুরুষেরই দিকে তাকাও, যে পবিত্র আত্মার বাতাসে খ্রিষ্ট-চালিত আত্মসংযম-নৌকায় বসে ভরসা ও সৎসাহসের সঙ্গে এ অপরূপ জলযাত্রা করছে। একটামাত্র পাপ করাও যখন গুরু ব্যাপার, ও ঠিক এ কারণে যদি মনে কর, তুমি এত উৎকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অস্বীকার করায়ই অধিক নিরাপদ হবে, তখন পাপকেই নিজের জীবনের প্রধান কাজ বলে সঙ্কল্প করা, ফলত শুচি জীবনের আদর্শের বাইরে জীবনধারণ করা আরও কতই না গুরুতর ব্যাপার। যে কেউ পার্থিব জীবনে নিমজ্জিত হয়ে কেবল পাপেই নিজেকে পুষ্ট করে, সে কেমন করে সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কণ্ঠ শুনতে পারবে, যিনি পাপের দরুন মৃত্যুবরণ করলেন? অনুসরণের উদ্দেশ্যে তোমাকে আহ্বান করতে করতে তিনি কাঁধে সেই ক্রুশ বহন করছেন—যে ক্রুশ শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া জয়ধ্বজা স্বরূপ! তবে তুমি যে জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ নও ও দেহসংযম করতে অসম্মত, কেমন করেই বা তাঁর আহ্বান শুনতে পারবে? তুমি, যার কাছে জগৎই আদর্শ; তুমি যে মন-নবায়ন দ্বারা নিজেকে রূপান্তরিত করছই না; তুমি যে জীবনের নবীনতায় আচরণ করছ না, বরং পুরাতন মানুষেরই জীবনধারণ অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত, কেমন করে সেই পলের কথায় বাধ্য হতে পারবে, যিনি তোমাকে আহ্বান করছেন তুমি যেন নিজ *দেহকে জীবন্ত, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলি রূপে উৎসর্গ কর?* (১ পি ১:১৮-১৯ দ্রঃ)।

কেমন করে তুমি ঈশ্বরের যাজক হতে পার? তুমি তো ঈশ্বরের কাছে সাধারণ বাহ্যিক ঐশ্বর্যের মধ্য থেকে নেওয়া উপহার নিবেদন করার জন্য নয়,—এগুলো তো প্রতিকল্পই মাত্র—বরং তোমার নিজেরই প্রকৃত উপহার, তথা নিষ্কলঙ্ক ও ত্রুটিহীন সেই মেষশাবকের মত নিখুঁত ও শুদ্ধ তোমার নিজের আন্তর মানুষটাকেই উৎসর্গ করার জন্য তৈলাভিষিক্ত হয়েছ। কেমন করে তুমি এসব কিছু উৎসর্গ করতে পারবে, যদি সেই বিধান অমান্য কর যা অনুসারে অশুচি কিছু উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ? যদি ঈশ্বরের দর্শন পেতে ইচ্ছা কর, তাহলে কেন সেই মোশিকে শোন না, যিনি জনগণকে বলেন, ঈশ্বরের দর্শন পেতে হলে যৌন-সংসর্গ থেকে দূরে থাকা দরকার? খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে আত্মোৎসর্গ করা, পরাৎপর পরমেশ্বরের যাজক হওয়া, ঈশ্বরের মহাদর্শনের যোগ্য পাত্র বলে গণ্য হওয়া—এই সমস্ত কিছু তোমার বিবেচনায় সামান্য ব্যাপার হলে, তবে তোমার বিবেচনায় যা অর্থহীন, তারই ফলাফল ছাড়া আমি তোমার কাছে মহত্তর আর কীবা দেখাতে পারব? তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আমরা তাঁর জীবন, গৌরব ও রাজ্যের সহভাগিতা লাভ করি; এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমরা মানবস্বরূপ ও মানব-মর্যাদা থেকে স্বর্গদূতদের স্বরূপ ও মর্যাদায় রূপান্তরিত হতে পারি। যিনি প্রকৃত যজ্ঞ, তাঁর কাছে যে গ্রহণীয়, ও মহাযাজকের সঙ্গে যে মিলিত, সন্দেহের অতীত সেও শাশ্বতকাল ধরে যাজক, মৃত্যুও তার যাজকত্ব থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ঈশ্বরের দর্শনলাভের যোগ্য বলে গণ্য হওয়ার প্রকৃত ও অনন্য ফল হল ঈশ্বরের দর্শনলাভ; তাঁর দর্শনলাভের যোগ্য হওয়া, এই তো সর্বোত্তম প্রত্যাশার লক্ষ্য, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত অনুগ্রহদান ও ঐশপ্রতিশ্রুতির পূর্ণতা, বোধ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলির সূত্রপাত ও সমাপ্তি। এই তো যা মোশি ও তাঁর মত বহু নবী ও রাজা দেখতে একান্ত আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কিন্তু শুদ্ধহৃদয় যারা, যারা সুখী বলে অভিহিত, তারাই মাত্র তা দেখবার যোগ্য হবে; আর তারা সত্যিই সুখী, কারণ *ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)।

তোমাকেও তাদের একজন হতে হবে, কারণ তুমিও খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, ঈশ্বরের কাছে শুচি যাজকরূপে আত্মোৎসর্গ করেছ, নিষ্কলঙ্ক বলি হয়ে উঠেছ, ও তোমার চিরকৌমার্যের মধ্য দিয়ে শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত

করেছ, যাতে তুমিও শুদ্ধহৃদয় হয়ে ঈশ্বরের দর্শন পেতে পার আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতিশ্রুতি মতো, পবিত্র আত্মার ঐক্যে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - লেবীয় ২৬:১১, ১২; ২ করি ৬:১৬

*প্র* আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না :

*উ* আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

*প্র* আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন,

*উ* আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২:২২-৩৬)

**এলি-কুলের শাস্তি পূর্বঘোষিত**

এলি খুবই বৃদ্ধ ছিলেন, এবং ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর ছেলেরা কেমন ব্যবহার করত, এবং সাক্ষাৎ-তাঁবুর দ্বারে যে স্ত্রীলোকেরা সেবায় নিযুক্ত, তাদের সঙ্গে তারা যে শয়ন করত, এই সমস্ত কথা তাঁর কানে আসত। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এমন ব্যবহার করছ কেন? আমি তো সমস্ত লোকদের মুখে তোমাদের জঘন্য আচরণের কথা শুনতে পাচ্ছি! না, সন্তান আমার, না! তোমাদের বিষয়ে আমি যা শুনি, তা ভাল না; তোমরা তো প্রভুর জনগণকে পথভ্রষ্টই করছ। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে পরমেশ্বর তার পক্ষে বিচার করতেও পারবেন; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?' কিন্তু তবুও তারা পিতার কথায় কান দিত না, কেননা প্রভু তাদের বধ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বালক শামুয়েল প্রভুর ও মানুষের সামনে দেহে ও অনুগ্রহে বেড়ে উঠছিল।

একদিন পরমেশ্বরের একজন লোক এলির কাছে এলেন; বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন, তোমার পিতার কুল যখন মিশরে ফারাওর বাড়িতে দাস ছিল, তখন আমি কি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করিনি? আমার আপন যাজক হতে, আমার যজ্ঞবেদিতে আরোহণ করতে, ধূপ জ্বালাতে, আমার সাক্ষাতে এফোদ পরতে আমি কি ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাকে বেছে নিইনি? আর ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্নিদগ্ধ বলি আমি কি তোমার পিতৃকুলকে দিইনি? তাই আমি আমার আবাসে যা উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করেছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যগুলো তোমরা কেন পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং তুমি কেন আমার চেয়ে তোমার ছেলেদেরই প্রতি বেশি সম্মান দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, তোমরা আমার জনগণ ইস্রায়েলের যত নৈবেদ্যের সেরা অংশ খেয়ে মোটা-সোটা হয়েছ! অতএব

—ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—আমি ঠিকই বলেছিলাম, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগ যুগ ধরে আমার সাক্ষাতে চলবে, কিন্তু এখন—প্রভুর উক্তি—আর তেমন হবে না! কারণ যারা আমাকে সম্মান করে, আমিও তাদের সম্মান করব; আর যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তারা অবজ্ঞার বস্তু হবে। দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু এমনভাবে ছিন্ন করব যাতে তোমার কুলে একটা বৃদ্ধও না থাকে। আবাসে দাঁড়াতে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী একজনকে দেখবে, ইস্রায়েলের জন্য সে যে সমস্ত মঙ্গল করবে, তাও তুমি দেখবে, কিন্তু তোমার কুলে কোন বৃদ্ধকে আর পাওয়া যাবে না। তবু আমি আমার যজ্ঞবেদি থেকে তোমার কিছুটা লোককে ছিন্ন করব না, যেন তোমার চোখ ক্ষয়ে যায় ও তোমার প্রাণ ম্লান হয়ে যায়; কিন্তু তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত লোক খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। আর তোমার দুই ছেলের প্রতি, হফ্‌নি ও ফিনেয়াসের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমার জন্য চিহ্ন হবে: তারা দু'জন একই দিনে মরবে। পরে, আমি আমার সেবার জন্য এক বিশ্বস্ত যাজকের উদ্ভব ঘটাব, সে আমার হৃদয়ের ও আমার মনের মত কাজ করবে। আমি তার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করব; সে নিত্যই আমার তৈলাভিষিক্তজনের সাক্ষাতে চলবে। তোমার কুলের মধ্য থেকে যারা বেঁচে যাবে, তারা প্রত্যেকে এক রুপোর টাকার ও এক টুকরো রুটির জন্য তার সামনে প্রণিপাত করতে আসবে, আর বলবে, দোহাই তোমার, কোন একটা যাজকীয় দায়িত্বে আমাকে নিযুক্ত কর, আমি যেন এক টুকরো রুটি খেতে পারি।'

শ্লোক - যোব ৫:১৭, ১৮; হিব্রু ১২:৫

প্র সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না,

উ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

প্র প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না,

উ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (২৬-২৭)

## জেগে থাক ও প্রার্থনা কর

আমাদের উপরে শয়তানকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী: আমরা পাপ করলে সে যেন আমাদের দণ্ড দেয়; আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে যেন গৌরবলাভ করি। আর ঠিক তাই ঘটেছিল যোবের বেলায়; ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন, *দেখ, তার সবকিছু এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না* (যোব ১:১২)। এবং সুসমাচারে আমরা একথা পড়ি যে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে প্রভু [পিলাতকে] বললেন, *আমার উপর আপনার কোন অধিকারই থাকত না, যদি না তা ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেওয়া হত* (যোহন ১৯:১১)।

আমরা যখন প্রার্থনা করি যেন আমাদের প্রলোভনের সম্মুখীন না হতে হয়, তখন আমাদের কাছে আমাদের দুর্বলতা ও ভঙ্গুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, আমরা যেন গর্বোদ্ধত না হই, ও নিজেদের ভক্তি বা আত্মসংযম নিয়ে গর্ববোধ করে যেন দম্ভ ও দর্প মনোভাব পোষণ না করি। স্বয়ং প্রভু বিনম্রতার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বলেন, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের প্রলোভনের সম্মুখীন না হতে হয়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল* (মথি ২৬:৪১)। আমরা সরল ও বিনম্র ভাবে আমাদের ভঙ্গুরতা স্বীকার করায় ঈশ্বরকেই সেই সমস্ত কিছু আরোপ করি যার জন্য ভক্তিভরে ও সভয়ে অবিরতই যাচনা করি ও যা তিনি নিজের দয়ার খাতিরে আমাদের মঞ্জুর করেন।

পরিশেষে, প্রার্থনা শেষে, সংক্ষিপ্ত একটি বচন আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিজের মধ্যে একীভূত করে; আমরা বলি: *কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর* (মথি ৬:১৩), তথা সেই সমস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের নিস্তার কর, যা ইহলোকে সেই শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে খাটাতে পারে। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অটল ও দৃঢ় রক্ষা হল ঈশ্বরের সহায়তা: আমাদের বিনীত-যাচনায় কান দিয়ে কেবল তিনিই আমাদের নিস্তার করতে পারেন। আর আমরা *অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর* একবার বললেই যাচনা করার মত আর কিছুই বাকি থাকে না। আমরা তেমন নিস্তার পেয়ে, শয়তান ও জগৎ

আমাদের বিরুদ্ধে যাই মতলব খাটায় না কেন, আমরা নিরাপদ হয়ে শান্তি ভোগ করব। জগতে ঈশ্বরই যার নিস্তারকর্তা, সে কোন্ ভিত্তিতেই বা জগৎকে ভয় করবে?

**শ্লোক** - এফে ৬:১০-১১; যোব ৭:১ দ্রঃ

*প্র* তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির পরাক্রমে বলবান হও।

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের নানাবিধ ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

*প্র* পৃথিবীতে মানুষের জীবন সংগ্রাম।

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের নানাবিধ ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এজরা পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-৯, ১৫–১০:৫)

## বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন বাতিল

অধ্যক্ষেরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; তাঁরা বললেন, 'স্থানীয় লোকদের যত জঘন্য প্রথা সত্ত্বেও, তাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, আম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিশরীয় ও আমোরীয়দের কাছ থেকে ইস্রায়েল জনগণ, যাজকেরা ও লেবীয়েরা নিজেদের পৃথক করেনি, বরং তারা নিজেরা ও তাদের ছেলেরা তাদের মেয়েদের বিবাহ করেছে; এইভাবে তারা পবিত্র বংশটিকে নানা স্থানীয় জাতিগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কলুষিত করেছে; এমনকি শাসনকর্তারা ও বিচারকেরাই সকলের আগে আগে এই অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হয়েছেন!' একথা শুনে আমি আমার পোশাক ও চাদর ছিঁড়ে ফেললাম, আমার মাথার চুল ও দাড়ি উপড়িয়ে ফেললাম, এবং শেষে বিষণ্ন মনে বসে রইলাম। নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লোকদের এই অবিশ্বস্ততার বিষয়ে যারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের বাণীর জন্য কম্পিত ছিল, তারা আমার কাছে এসে সমবেত হল, এবং আমি সান্ধ্য বলিদানের সময় পর্যন্ত বিষণ্ন মনে বসে রইলাম।

সান্ধ্য বলিদানের সময়ে আমি তেমন গ্লানির অবস্থা কাটিয়ে আমার সেই ছিঁড়ে ফেলা পোশাক ও চাদরেই নতজানু হয়ে আমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে হাত বাড়ালাম; বললাম, 'হে আমার পরমেশ্বর, আমি লজ্জিত! তোমার দিকে মুখ তুলতে আমার লজ্জা করে, কারণ, হে আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে! আমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বড় অপরাধী হলাম; আমাদের শঠতার জন্য আমরা নিজেরা, আমাদের রাজারা ও আমাদের যাজকেরা, সকলেই বিদেশী রাজাদের হাতে সমর্পিত হয়েছি; খড়্গ, বন্দিদশা, লুণ্ঠন ও অপমানের হাতেই আমাদের তুলে দেওয়া হয়েছে—যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজ, এই সম্প্রতিকালেই, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, তিনি আমাদের অবশিষ্ট কয়েকজনকে রেহাই দিয়েছেন, তাঁর আপন পবিত্রধামে আশ্রয় দিয়েছেন, আর এইভাবে আমাদের পরমেশ্বর আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তুলেছেন এবং আমাদের

দাসত্বের মধ্যে আমাদের প্রাণকে একটু স্বস্তি দিয়েছেন। কেননা আমরা দাস বটে, তবু আমাদের পরমেশ্বর আমাদের দাসত্বের অবস্থায় আমাদের একা ফেলে রাখেননি, বরং পারস্য-রাজের দৃষ্টিতে আমাদের কৃপার পাত্র করে তিনি আমাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছেন, যেন আমরা আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণ করে তার ধ্বংসাবশেষ সারিয়ে তুলতে পারি। তাছাড়া যুদায় ও যেরুশালেমে তিনি আমাদের একটা আশ্রয়-প্রাচীর দিয়েছেন। প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি ধর্মময় বলেই আমাদের মধ্যে কয়েকজন রেহাই পেয়ে আজ পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। দেখ, আমাদের অপরাধ নিয়ে আমরা তোমার সামনে উপস্থিত; সেই অপরাধের জন্যই আমরা তোমার সামনে দাঁড়াতে পারি না।'

পরমেশ্বরের গৃহের সামনে প্রণত হয়ে এজরা যখন কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে প্রার্থনা করছিলেন ও এই সমস্ত কিছু স্বীকার করছিলেন, তখন ইস্রায়েলীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশ—পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়ে—তাঁর কাছে সমবেত হয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আর তখন এলামের সন্তানদের একজন—যেহিয়েলের সন্তান শেখানিয়া—এজরাকে উদ্দেশ করে একথা বলল, 'স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে বিজাতীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় আমরা আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু তবুও এবিষয়ে ইস্রায়েলের পক্ষে এখনও আশা আছে। সুতরাং আসুন, আমাদের পরমেশ্বরের সামনে এই সন্ধি স্থির করি: প্রভু আমার, আপনার পরামর্শমত ও যারা আমাদের পরমেশ্বরের আজ্ঞার সামনে কম্পিত, তাঁদের পরামর্শমত আমরা এই সকল বধূদের ও তাদের গর্ভজাত ছেলেদের ফিরিয়ে দেব। তা বিধানমতেই করা হোক! তবে আপনি এবার উঠুন, কারণ এ কাজের ভার আপনারই; আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তাহলে আপনি সাহস ধরে কাজ চালিয়ে যান!' তখন এজরা উঠে প্রধান যাজকদের, লেবীয়দের ও গোটা ইস্রায়েলকে এই শপথ করালেন যে, তারা সেই কথামত কাজ করবে; তারা শপথ করল।

শ্লোক - এজরা ৯:৬, ১০; সাম ১৩০:৩

*প্র* আমাদের শঠতা এতই বেড়েছে যে, তা আমাদের মাথাও ছাপিয়ে গেছে, আমাদের অপরাধ আকাশছোঁয়াই হয়েছে!

℣ আমরা তো তোমার আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি।

℟ প্রভু, তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?

℣ আমরা তো তোমার আজ্ঞাগুলো ত্যাগ করেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রাচীন উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:১-৩)

## প্রার্থনার ভিত্তি

যারা প্রভুর সম্মুখে এগিয়ে যায়, তাদের মহা আরাম, উপশম ও শান্তির মধ্যেই প্রার্থনা করা প্রয়োজন; অনর্থক ও উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে নয়, বরং হৃদয়ের মনোনিবেশ ও বিনীত ভাবনায় প্রভুকে অনুনয় করা দরকার।

অস্থির মনোভাব ঈশ্বরের সেবককে মানায় না; উপশম ও সুবুদ্ধিতেই বরং তার শোভা পায়, যেমনটি নবী বলেন, *আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়, সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?* (ইশা ৬৬:২)।

মোশি ও এলিয়ের সময়েও আমরা দেখতে পাই যে, যত ঐশদর্শন তাঁরা পেয়েছিলেন, প্রভুর গৌরবের আগমনের আগে বহু তুরিধ্বনি ও অলৌকিক চিহ্ন দেখা দিচ্ছিল বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে তিনি ছিলেন না, বরং শান্তি, উপশম ও নিস্তব্ধতার মধ্যেই প্রভুর আগমনের আবির্ভাব ঘটত—লেখা আছে, *আগুনের পর মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল* (১ রাজা ১৯:১২), আর এতেই ছিলেন প্রভু। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রভুর আরাম শান্তিতে ও নিস্তব্ধতায় স্থিত।

মানুষ যে ভিত্তি রাখবে ও যেভাবে সে শুরু করবে, তা শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সে যদি অধিক উচ্চ বা তীব্র কণ্ঠে প্রার্থনা করতে শুরু করে, সে শেষ পর্যন্ত এই অভ্যাস মেনে চলবে; আর যেহেতু প্রভু মমতাপূর্ণ, সেজন্য তাকেও সাহায্য দান করবেন; এভাবে অনুগ্রহ দ্বারা সাহস পেয়ে তেমন মানুষ শেষ পর্যন্ত সেই অভ্যাস মেনে চলতে থাকে—যদিও আমরা দেখি যে সেইভাবে প্রার্থনা করা নির্বোধদেরই মানায়, কারণ পরকে বিরক্ত করা ছাড়া তার নিজের প্রার্থনাও অস্থির করে তোলে।

কিন্তু প্রার্থনার প্রকৃত ভিত্তি এরূপ: চিন্তা-ভাবনা সংযত রাখা ও মহা উপশম ও শান্তির মধ্যে প্রার্থনা করা, যাতে পরের কোন বিরক্তি না হয়। যে কেউ ঐশঅনুগ্রহ ও

পরমসিদ্ধি লাভ করে শেষ পর্যন্ত তেমন শান্তির মধ্যে প্রার্থনা করে চলবে, সে বহু লোকের বহু উপকার করবে, কারণ *ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর* (১ করি ১৪:৩৩ দ্রঃ)।

যারা সাধারণত চিৎকার করেই প্রার্থনা করে, তারা ফেরিওয়ালাদেরই মত, ও তাদের সেই কুঅভ্যাসের দরুন সব জায়গায় প্রার্থনা করতে পারে না, গির্জায় নয়, রাস্তা-ঘাটেও নয়, নির্জন স্থানেই মাত্র পারে। যারা কিন্তু নীরবতা বজায় রেখে প্রার্থনা করে, তারা সব জায়গায় সকলের কাছে শুভ আদর্শ দান করে। আসলে এ অত্যন্ত প্রয়োজন যে, মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা যেন ধ্যান সাধনায় কেন্দ্রীভূত হয়, যত কুচিন্তা যেন উচ্ছেদ করা হয়। নিজের মন ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ রাখা, বাজে চিন্তা-ভাবনার ইচ্ছা রোধ করা, এমনকি এগুলোকে সংগ্রহ করে মন্দগুলো থেকে ভালগুলো নির্ণয় করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। অতএব মনের সুশৃঙ্খলা ও মনোযোগ একান্ত প্রয়োজন, যাতে সেই বাহ্যিক চিন্তা-ভাবনা নির্ণয় করা যেতে পারে যা প্রতিকূল অধিকার থেকে জাত।

**শ্লোক** - যোহন ৪:২৩, ২৪

*প্র* সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

*প্র* ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়।

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২১)

**শামুয়েলকে আহ্বান**

বালক শামুয়েল এলির পরিচালনায় প্রভুর সেবা করত। তখনকার দিনে প্রভু কদাচিৎ বাণী দিতেন, দিব্য দর্শনও সাধারণত ঘটত না। একদিন এমনটি ঘটল যে, এলি তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছিল, তিনি প্রায় আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। পরমেশ্বরের প্রদীপ তখনও নিভে যায়নি, শামুয়েল প্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেইখানে শুয়ে আছে যেখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ছিল, এমন সময় প্রভু ডাকলেন, 'শামুয়েল!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি;' এবং এলির কাছে দৌড়ে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' আর সে আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু প্রভু আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল!' আর শামুয়েল উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তিনি বললেন, 'বৎস, আমি তো ডাকিনি, তুমি গিয়ে আবার শুয়ে পড়।' আসলে শামুয়েল তখনও প্রভুর পরিচয় পায়নি, প্রভুর বাণীও তখনও তার কাছে প্রকাশিত হয়নি।

প্রভু তৃতীয়বারের মত আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল!' আর সে উঠে এলির কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছেন, এই যে আমি!' তখন এলি বুঝলেন, প্রভুই বালকটিকে ডাকছেন। তাই এলি শামুয়েলকে বললেন, 'তুমি গিয়ে শুয়ে পড়; আর কেউ যদি আবার তোমাকে ডাকে, তুমি বল: বল, প্রভু! কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' তাই শামুয়েল নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তখন প্রভু এসে সেখানে দাঁড়ালেন, এবং আগেকার মত আবার ডাকলেন, 'শামুয়েল, শামুয়েল!' শামুয়েল উত্তর দিল, 'বল, কারণ তোমার এই দাস শুনছে।' তখন

প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এমন এক কাজ সাধন করতে যাচ্ছি যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। এলির কুলের বিষয়ে যা কিছু বলেছি, সেইদিন আমি তার বিরুদ্ধে আগাগোড়াই সেই সমস্ত কিছুর সিদ্ধি ঘটাব। আমি তাকে বলেছি, আমি সবসময়ের মতই তার কুলের উপর প্রতিশোধ নেব, কেননা তার ছেলেরা যে পরমেশ্বরকে অসম্মান করছিল, তা জেনেও সে তাদের শাস্তি দেয়নি। এজন্য এলির কুলের বিষয়ে আমি এই বলে শপথ করছি যে, বলিদান বা নৈবেদ্য দ্বারাও এলির কুলের শঠতার প্রায়শ্চিত্ত কখনও হবে না।'

শামুয়েল সকাল পর্যন্ত শুয়ে রইল, পরে প্রভুর গৃহের দরজা খুলে দিল। শামুয়েল এলিকে দর্শনটির কথা জানাবার সাহস পাচ্ছিল না; কিন্তু এলি শামুয়েলকে ডাকলেন, বললেন, 'সন্তান আমার, শামুয়েল!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি!' এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি তোমাকে কী বাণী দিলেন? দেখ, আমার কাছে কিছুই গোপন রেখো না। পরমেশ্বর যে যে কথা তোমাকে বলেছেন, আমার কাছে তুমি যদি কোন কথা গোপন রাখ, তবে তিনি তোমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' তখন শামুয়েল তাঁকে সেই সমস্ত কথা খুলে বলল, কিছুই গোপন রাখল না। এলি বললেন, 'তিনি প্রভু; তিনি যা ভাল মনে করেন, তা-ই করুন!'

শামুয়েল বড় হলেন। প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তাঁর নিজের কোন বাণী মাটিতে পড়তে দিতেন না। তাই দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত গোটা ইস্রায়েল জানতে পারল যে, শামুয়েল প্রভুর নবী বলে নিযুক্ত হয়েছেন।

শীলোতে প্রভু দেখা দিয়ে চললেন; বস্তুত প্রভু প্রভুর বাণী দ্বারাই শীলোতে শামুয়েলের কাছে দেখা দিতেন।

শ্লোক - সিরা ৪৬:১৩, ১৫; ইশা ৪২:১

℣ শামুয়েল ছিলেন তাঁর প্রভুর ভালবাসার পাত্র : তিনি হলেন প্রভুর নবী, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর জনগণের উপরে নায়কদের তৈলাভিষিক্ত করলেন।

℟ তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন, তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।

℣ এই যে আমার সেই দাস, আমি নিজেই যার নির্ভর; তিনি আমার মনোনীতজন, আমার প্রাণ তাঁতেই প্রসন্ন।

℟ তাঁর বিশ্বস্ততা গুণে তিনি নবী বলে পরিগণিত হলেন, তাঁর বাণী দ্বারা তিনি সত্যাশ্রয়ী দৈবদ্রষ্টা বলে স্বীকৃত হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (২৮-২৯)

**কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করা দরকার**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর যে প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তিনি নিজ অধিকারে যে সেই পরিত্রাণদায়ী বাণীর মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত করেছেন, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তেমন কিছু আগে থেকেও নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে পূর্বঘোষিত হয়েছিল, যখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি সেই ঈশ্বরের মহিমা ও কৃপার কথা বলেছিলেন *যিনি নিজের বাণী ধর্মময়তায় সুসম্পন্ন ও সংক্ষিপ্ত করেন, কারণ*—তিনি বলেন—*প্রভু সারা পৃথিবী জুড়ে নিজের বাণী সংক্ষিপ্ত করবেন* (রো ৯:২৮ লাতিন পাঠ্য)। আর আসলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যখন সকলের কাছে এলেন ও শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সমানভাবে সংগ্রহ করে সমস্ত লিঙ্গ কি বয়সের মানুষের কাছে পরিত্রাণের আদেশগুলি ব্যক্ত করলেন, তখন নিজের আদেশগুলির একটা মহা সংক্ষেপ ঘটালেন, যেন শিক্ষার্থীদের স্মরণশক্তি স্বর্গীয় বিষয়ে শ্রান্ত না হয়, কিন্তু সরল বিশ্বাসের পক্ষে যা প্রয়োজন তা যেন শীঘ্রই শেখা যেতে পারে। তাই যখন শেখালেন অনন্ত জীবন কী, তিনি জীবন-রহস্য মহা ও দিব্য একটা সংক্ষিপ্ত বচনে একীভূত করে বললেন, *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* (যোহন ১৭:৩)।

উপরন্তু ঈশ্বর আমাদের কথায় শুধু নয়, কাজেও প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন: তিনি নিজেই তো প্রায়ই প্রার্থনা ও মিনতি করতেন, ও নিজের দৃষ্টান্তের সাক্ষ্যদানে দেখালেন আমাদেরও কীভাবে করা উচিত; কেননা লেখা আছে, *তিনি নির্জন জায়গায় একা গিয়ে প্রার্থনা করতেন* (লুক ৫:১৬ লাতিন পাঠ্য); আরও, *তিনি একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন* (লুক

৬:১২)। নিষ্পাপ তিনি যখন প্রার্থনা করতেন, তখন পাপী আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা আরও কতই না প্রয়োজন; আর যখন তিনি অবিরত প্রার্থনায় সারা রাত ধরে জাগরণ পালন করতেন, তখন আমাদের পক্ষে প্রার্থনায় রাত্রিজাগরণ পালন করা আর কতই না দরকার।

**শ্লোক** - সাম ২৫:১-২, ৫

*প্র* তোমার প্রতি, প্রভু, তুলে ধরি আমার প্রাণ;

*উ* তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি; আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়।

*প্র* তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর, তোমাতেই আশা রাখি সারাদিন।

*উ* তোমাতেই, পরমেশ্বর আমার, ভরসা রাখি; আমাকে যেন লজ্জা না পেতে হয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৮)

## রাজা দ্বারা নেহেমিয়াকে যুদেয়ায় প্রেরণ

হাখালিয়ার সন্তান নেহেমিয়ার কথা। বিংশ বর্ষে কিস্লেব মাসে আমি যখন শুশান রাজপুরীতে ছিলাম, তখন এমনটি ঘটল যে, যুদা থেকে আসা অন্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হানানি নামে আমার ভাইদের একজন আমার কাছে এল; আমি তাদের কাছে সেই ইহুদীদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যারা নির্বাসন থেকে রেহাই পেয়ে দেশে ফিরে গেছিল; যেরুশালেম সম্বন্ধেও তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা উত্তরে আমাকে বলল, 'যারা নির্বাসন থেকে বেঁচেছে, তারা সেখানে, সেই প্রদেশেই আছে; তারা দারুণ দুরবস্থা ও গ্লানির মধ্যে রয়েছে; যেরুশালেমের প্রাচীর এখনও সেই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, নগরদ্বারগুলোও আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।' একথা শুনে আমি বসে রইলাম; উপবাস করে ও স্বর্গেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বেশ কিছু দিন ধরে শোকপালন করলাম। আমি বললাম, 'হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, যারা তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞাগুলি পালন করে, তাদের পক্ষে তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। এখন তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক, তোমার চোখ উন্মীলিত হোক। আমি এখন তোমার দাস সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য দিনরাত তোমার সামনে প্রার্থনা করছি। আমি তো ইস্রায়েল সন্তানদের সেই সকল পাপ স্বীকার করছি, যা আমরা তোমার বিরুদ্ধে করেছি; আমি ও আমার পিতৃকুলও পাপ করেছি। আমরা তোমার প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছি, এবং তুমি তোমার দাস মোশিকে যে সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছিলে, তা আমরা পালন করিনি। বিনয় করি, তুমি তোমার দাস মোশির হাতে যে বাণী তুলে দিয়েছিলে, তা স্মরণ কর; তুমি বলেছিলে, "তোমরা অবিশ্বস্ত হলে আমি জাতিগুলির মধ্যে তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব। কিন্তু যদি তোমরা আমার কাছে ফের এবং আমার আজ্ঞাগুলি পালন করে সেইমত ব্যবহার কর, তবে তোমাদের নির্বাসিতজনেরা আকাশের প্রান্তভাগে থাকলেও আমি সেখান থেকে তাদের জড় করে সেই স্থানেই ফিরিয়ে আনব, যে স্থান আমার নামের আবাসরূপে বেছে নিয়েছি।" এরা তো তোমার আপন দাস ও তোমার আপন জনগণ,

তোমার মহাপরাক্রম দেখিয়ে ও শক্তিশালী বাহুতে যাদের পক্ষে তুমি মুক্তিকর্ম সাধন করেছ। প্রভু, দোহাই তোমার, তোমার এই দাসের প্রার্থনা, এবং যারা তোমার নাম ভয় করতে প্রীত, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাও কান পেতে শোন; দোহাই তোমার, আজ তোমার এই দাসকে সাফল্যমণ্ডিত কর, এবং তাকে এই ব্যক্তির করুণার পাত্র কর।' সেসময় আমি রাজার পাত্রবাহক ছিলাম।

আর্তাক্সারক্সিস রাজার শাসনকালের বিংশ বর্ষে, নিসান মাসে, যখন আঙুররস পরিবেশনের ভার আমার হাতে ছিল, তখন আমি আঙুররসের পাত্র নিয়ে রাজার সামনে এগিয়ে দিলাম। এর আগে আমি রাজার সামনে কখনও বিষণ্ন মুখে দাঁড়াইনি। তাই রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার চেহারা এমন বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? তুমি তো অসুস্থ নও! মনের জ্বালা ছাড়া এ অন্য কিছু হতে পারে না।' তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে রাজাকে বললাম, 'মহারাজ চিরজীবী হোন! তবু যে নগরীতে আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দির রয়েছে, তা যখন বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে ও তার সমস্ত তোরণদ্বার আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে, তখন আমার মুখ বিষণ্ন হবে না কেন?' রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার যাচনা কী?' স্বর্গেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আমি রাজাকে এই উত্তর দিলাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, এবং আপনার দাস যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকে, তবে আপনি আমাকে যুদায়, আমার পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরের নগরীতেই প্রেরণ করুন, যেন আমি তা পুনর্নির্মাণ করতে পারি।' তখন রাজা—রাজমহিষীও তাঁর পাশে বসে ছিলেন—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তেমন যাত্রার জন্য তোমার কত দিন লাগবে? তুমি কবে ফিরে আসবে?' আমি তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা ইঙ্গিত করলে রাজা প্রীত হয়ে আমাকে যেতে দিলেন।

পরে আমি রাজাকে বললাম, 'মহারাজ যদি এতে প্রীত হন, তবে নদীর ওপারের প্রদেশপালদের জন্য আমাকে পত্র দেওয়া হোক, তাঁরা যেন আমাকে তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে ও যুদায় প্রবেশ করতে দেন; তাছাড়া রাজ-অরণ্যের সংরক্ষক সেই আসাফের জন্যও আমাকে পত্র দেওয়া হোক, যেন মন্দির-সংলগ্ন দুর্গদ্বারগুলি, নগরপ্রাচীর ও আমার নিজের আবাস তৈরি করার জন্য তিনি আমার জন্য কাঠ সরবরাহ

করেন।' আমার উপরে আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত ছিল বিধায় রাজা আমাকে সেই সমস্ত পত্র দিলেন।

**শ্লোক** - নেহে ১:৫, ৬, ১১

*প্র* হে স্বর্গেশ্বর প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর,

*উ* তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক।

*প্র* প্রভু, কান পেতে শুনে

*উ* তোমার এই দাসের প্রার্থনা শুনবার জন্য তোমার কান মনোযোগী হোক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর স্বর্গারোহণ, উপদেশ ৫)

**আমরা স্বর্গীয় সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় রয়েছি**

সত্যি প্রশংসনীয় সেই ক্ষুদ্র পালের মনোবল, যারা পালকের সান্ত্বনায় বঞ্চিত হয়ে কিন্তু এতে কোন সন্দেহ না করেই যে তিনি তাদের যত্ন নেবেন, বরং তিনি যে পিতৃস্নেহেই তাদের প্রতিপালন করবেন এবিষয়ে ভরসা রেখে ভক্তিপূর্ণ মিনতি জানিয়ে স্বর্গদ্বারে করাঘাত করত, একথায় নিশ্চিত হয়ে যে, ধার্মিকদের প্রার্থনা স্বর্গে প্রবেশ করবেই, ও প্রভু দীনহীনদের যাচনা অবজ্ঞা করবেন না, বরং প্রচুর আশীর্বাদের সঙ্গেই সেই যাচনার ফল ফিরে আসবে। আর তারা ধৈর্যপূর্ণ মনোবল নিয়ে প্রার্থনা করে চলত, যেভাবে নবী বলেছিলেন, *তিনি দেরি করলে, তুমি তাঁর প্রতীক্ষায় থাক, কারণ তিনি আসবেন, দেরি করবেন না* (হাবা ২:৩ লাতিন পাঠ্য)।

তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই প্রভুর কান তাদের মনোনিবেশ গ্রহণ করল, ও সেই দৃঢ়মনা, ধৈর্যশীল ও একাত্ম প্রার্থীদের প্রতীক্ষা নিষ্ফল হতে দিলেন না। তেমন সদ্‌গুণাবলি সত্যিই বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার নিশ্চিততম সাক্ষী স্বরূপ। আর একথাও স্পষ্ট যে, আশা ধৈর্যকে জন্ম দেয়, ও ভালবাসা একাত্মতা সৃষ্টি করে। তবে কি বিশ্বাসও মানুষকে দৃঢ়মনা করে তোলে? অবশ্যই, এমনকি, বিশ্বাস একাই তা সাধন করে। কেননা আমরা বিশ্বাস ব্যতীত যা কিছু করার সাহস করি, তা দৃঢ় মনোবল নয়, বরং স্ফীত গর্ব ও অসার দম্ভের নামান্তর। তুমি কি প্রকৃত একটি দৃঢ়মনা মানুষের কথা শুনতে

ইচ্ছা কর? তিনি বললেন, *যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম* (ফিলি ৪:১৩)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, এসো, এই ত্রিবিধ অনুশীলনের অনুকরণ করি, তবেই পবিত্র আত্মাকে অপর্যাপ্ত মাত্রায় লাভ করতে পারব; কেননা খ্রিষ্টের কথা ছাড়া, পবিত্র আত্মাকে মাত্রা অনুসারেই প্রত্যেককে দান করা হয়; কিন্তু মনে হচ্ছে, সেই সুপ্রচুর মাত্রা সাধারণ মাত্রার ঊর্ধ্বেই গেছে। কোন সন্দেহ নেই, তেমন কিছু ঘটেছে কারণ মনপরিবর্তনে আমরা দৃঢ়মনা হয়েছি; তবে আমরা যেন মনপরিবর্তনের কাজ চালিয়ে যেতেও দৃঢ়মনা হই, জীবনাচরণেও যেন একাত্ম হই। কেননা সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম এমন প্রাণ প্রত্যাশা করে, খ্রিষ্টের জোয়াল বহনে যাদের বিশ্বাসের বিস্তার নগণ্য নয়, অধ্যবসায়ে যাদের প্রত্যাশার দৈর্ঘ্যও কম নয়, ও সেই ভালবাসার পুণ্যসংযোগেরও যাদের অভাব নেই—যে ভালবাসা পরমসিদ্ধির বন্ধন।

**শ্লোক** - মিখা ৭:৭; আদি ৪৯:১৮

*প্র* আমি প্রভুর প্রতি চেয়ে থাকব,

*উ* আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।

*প্র* প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় আছি!

*উ* আমার ত্রাণেশ্বরে প্রত্যাশা রাখব।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-১৮)

**মঞ্জুষা শত্রুহস্তে পতিত**

**এলির মৃত্যু**

শামুয়েলের বাণী গোটা ইস্রায়েলের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

সেসময় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনিরা জড় হল, আর ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামল। তারা এবেন্-এজেরের কাছে শিবির বসাল, আর ফিলিস্তিনিরা আফেকে শিবির বসাল। ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সেনাদল সাজাল, আর তখন যুদ্ধ বেধে গেল; কিন্তু ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হল: তাদের সেনাদলের প্রায় চার হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল।

লোকেরা শিবিরে ফিরে এলে ইস্রায়েলের প্রবীণেরা বললেন, 'প্রভু কেন এমনটি করলেন যে, আজ আমরা ফিলিস্তিনিদের দ্বারা পরাভূত হলাম? এসো, আমরা শীলোয় গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আমাদের এইখানে নিয়ে আসি, যেন সেই মঞ্জুষা আমাদের মধ্যে এসে শত্রুদের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করে।' তাই খেরুব দু'টোর উপরে আসীন সেই সেনাবাহিনীর প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা আনবার জন্য লোক পাঠানো হল। এলির দুই ছেলে সেই অফ্নি ও ফিনেয়াস তখন সেখানে পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষার সঙ্গে ছিল। প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসে পৌঁছলেই গোটা ইস্রায়েল এমন উদাত্ত রণধ্বনি তুলল যে, পৃথিবী কেঁপে উঠল। ফিলিস্তিনিরাও সেই রণধ্বনির শব্দ শুনতে পেল; তারা বলল: 'হিব্রুদের শিবিরে তেমন উদাত্ত রণধ্বনি হচ্ছে কেন?' পরে তারা জানতে পারল যে, প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা শিবিরে এসেছে। এতে ফিলিস্তিনিরা ভয় পেয়ে বলতে লাগল, 'শিবিরে স্বয়ং পরমেশ্বর এসেছেন!' আরও বলল, 'হায় হায়, এর আগে তো কখনও এমন কিছু হয়নি! হায় হায়, তেমন পরাক্রমী দেবতাদের হাত থেকে আমাদের কে উদ্ধার করবে? এঁরাই

সেই দেবতা, যাঁরা মরুপ্রান্তরে সবরকম আঘাতে মিশরীয়দের আঘাত করেছিলেন। হে ফিলিস্তিনিরা, সাহস ধর, পুরুষত্ব দেখাও! নইলে এই হিব্রুরা যেমন একদিন তোমাদের দাস ছিল, তেমনি তোমরাও তাদের দাস হবে। পুরুষত্ব দেখাও, লড়াই কর!' তাই ফিলিস্তিনিরা আক্রমণ চালাল, এবং ইস্রায়েল পরাভূত হয়ে প্রত্যেকেই যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। হত্যাকাণ্ড বিরাট হল: ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মারা পড়ল! তাছাড়া পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়ল, এবং এলির দুই ছেলে সেই হফ্‌নি ও ফিনেয়াস মারা পড়ল।

বেঞ্জামিনের একজন লোক সৈন্যশ্রেণি ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে সেদিনেই শীলোতে এসে উপস্থিত হল; তার পোশাক ছেঁড়া, তার মাথায় ধুলা। সে যখন আসছে, তখন নগরদ্বারের পাশে নিজের চৌকিতে বসে এলি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন, কারণ তাঁর অন্তর পরমেশ্বরের মঞ্জুষার জন্য থরথর করে কাঁপছিল। তাই সেই লোক এল, আর শহরের কাছে সংবাদ দিলে গোটা শহর হাহাকার করতে লাগল। হাহাকারের শব্দ শুনে এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন কোলাহলের কারণ কী?' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে কাছে এসে এলিকে সবকিছু জানিয়ে দিল। এলি সেসময়ে বৃদ্ধ, তাঁর বয়স আটানব্বই বছর; তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। লোকটা এলিকে বলল, 'আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছি, আজই সৈন্যশ্রেণি ছেড়ে পালিয়ে আসছি।' এলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, তবে কী ঘটেছে?' যে সংবাদ নিয়ে আসছিল, সে উত্তরে বলল, 'ইস্রায়েল ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালিয়েছে, আবার এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে অসংখ্য লোক মারা পড়েছে; আরও, আপনার দুই ছেলে হফ্‌নি ও ফিনেয়াসও মরেছে, এবং পরমেশ্বরের মঞ্জুষা শত্রুহাতে পড়েছে।' লোকটা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার কথা উল্লেখ করামাত্র এলি নগরদ্বারের পাশে থাকা তাঁর সেই চৌকি থেকে পিছনে পড়লেন, তাঁর ঘাড়ে আঘাত লাগল আর তিনি মারা গেলেন; কেননা তিনি বৃদ্ধ ও ভারী ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হয়েছিলেন।

শ্লোক - সাম ১০৬:৪০, ৪১, ৪৫, ২

*প্র* তাঁর আপন জাতির উপর জ্বলে উঠল প্রভুর ক্রোধ, তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন বিজাতীয়দের হাতে, তাদের বিদ্বেষীরাই তাদের উপর চালাল শাসন।

℣ তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা, তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।

℟ কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?

℣ তিনি স্মরণ করলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সেই সন্ধির কথা, তাঁর মহাকৃপায় তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৩০-৩১)

**প্রভু আমাদের পাপের জন্যই প্রার্থনা করছিলেন**

প্রভু তো নিজের মঙ্গল প্রার্থনা ও মিনতি করতেন না—নিষ্পাপ যিনি, তিনি কি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করতে পারেন?—বরং আমাদের পাপের জন্যই করতেন, যেভাবে তিনি নিজে তখনই ঘোষণা করলেন, যখন পিতরকে বললেন, *দেখ, গমের মত তোমাদের চেলে নেবার জন্য শয়তান তোমাদের সন্ধান করেছে; কিন্তু আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়* (লুক ২২:৩১-৩২)। তারপর তিনি সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে বলে চললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে* (যোহন ১৭:২০-২১)।

আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সত্যিই মহান, তাঁর মমতাও মহান! নিজের রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করায় তিনি তুষ্ট হলেন না, আমাদের জন্য প্রার্থনাও করতে ইচ্ছা করলেন। আর তোমরা প্রার্থীর যে কী বাসনা ছিল, তা লক্ষ কর: পিতা ও পুত্র যেমন এক, আমরাও তেমনি যেন সেই একই ঐক্যে থাকতে পারি। এ থেকেও উপলব্ধি করা যায়, ঐক্য ও শান্তি যে ছিন্ন করে, সে কেমন ভুল না করে; বিশেষভাবে যখন প্রভু এজন্যই প্রার্থনা করলেন, কেননা তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর জনগণ জীবন পাবে—একথা জেনে যে, হিংসা-বিভেদ ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছতে পারে না।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সজাগ থাকতে হবে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই প্রার্থনায় নিজেদের নিমজ্জিত করতে হবে। যত সাংসারিক ও জাগতিক চিন্তা দূরে যাক, আর আমাদের অন্তর নিজ প্রার্থনার বস্তুতে ছাড়া যেন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত না থাকে। এ উদ্দেশ্যে, প্রভুর প্রার্থনার আগে যাজক উদ্বোধন বাণী দ্বারা ভাইদের মন প্রস্তুত করে বলেন: 'তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর,' যেন 'আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি উত্তোলিত' সমবেত মণ্ডলীর এই উত্তরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রভুর কথা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে নেই।

শত্রু সেই শয়তানের জন্য হৃদয় বন্ধ হয়ে যাক, কেবল ঈশ্বরের জন্যই উন্মুক্ত হোক; প্রার্থনা কালে ঈশ্বরের শত্রু আমাদের হৃদয়ে ঢুকবে, তা সহ্য করার নয়। কেননা সে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়, এবং ঢুকে চিকন বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বর থেকে দূর করে দেয়, যাতে করে আমাদের হৃদয়ে একটা কিছু থাকে ও কণ্ঠে অন্য কিছু থাকে; অপরদিকে কণ্ঠস্বর নয়, পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে মন ও ভক্তিই প্রভুর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করবে! কতই না লঘুপ্রকৃতির মানুষ তুমি যে, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে অন্যমনস্ক হও ও অসার ও জাগতিক চিন্তায় নিজেকে আকর্ষিত হতে দাও—ঠিক যেন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু থাকতে পারে যার দিকে মন দিতে হবে! কেমন করে দাবি রাখতে পার, ঈশ্বর তোমাকে শুনবেন, যখন তুমি নিজেই তাঁকে শোন না? যখন তুমি তাঁকে স্মরণ কর না, তখন তুমি কি চাও, তুমি প্রার্থনা করলে প্রভু তোমাকে স্মরণ করবেন? তেমন ব্যবহারের অর্থ শত্রু বিষয়ে সতর্ক থাকা নয়; বরং এ ব্যবহারের অর্থ হল, প্রভুর কাছে প্রার্থনাকালে প্রার্থনা অবহেলা করায় ঈশ্বরের মহিমার অপমান করা; আরও, এ ব্যবহারের অর্থ হল, চোখে জেগে থাকা অথচ হৃদয়ে নিদ্রাগত হওয়া—কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানের কর্তব্য হল, চোখ নিদ্রা গেলেও হৃদয় সজাগ করে রাখা।

শ্লোক - যেরে ২৯:১২, ১৩; লুক ১১:৯

প্র তোমরা আমাকে ডাকবে আর আমি তোমাদের সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে আর আমাকে পাবে,

উ যেহেতু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

প্র যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে,

ঊ যেহেতু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (২:৯-২০)

## যেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য নেহেমিয়ার প্রস্তুতি

আমি নদীর ওপারের প্রদেশপালদের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে রাজার পত্র তাঁদের দিলাম। রাজা আমার সঙ্গে সৈন্যদলের কয়েকজন অধিপতিকে ও অশ্বারোহীদেরও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যখন হোরোনীয় সান্‌বাল্লাৎ ও আম্মোনীয় দাস তোবিয়া আমার আসার খবর পেল, তখন এতেই যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করল যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মঙ্গলার্থে একজন লোক এসেছে।

তাই আমি যেরুশালেমে এসে পৌঁছলাম। সেখানে তিন দিন থাকবার পর আমি রাতে উঠে আরও কিছুটা লোক সঙ্গে নিলাম—কিন্তু যেরুশালেমের জন্য যা করতে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, সেবিষয়ে কাউকে কিছু বলিনি। যে বাহনের পিঠে চড়ছিলাম, সেটা ছাড়া আমি আর কোন বাহন নিইনি, আর এইভাবে রাতের অন্ধকারের আড়ালে উপত্যকা-দ্বার দিয়ে বাইরে গিয়ে আমি নাগ-ঝরনার দিকে সার-দ্বার পর্যন্ত গেলাম, এবং সেই সব জায়গা পরিদর্শন করলাম যেখানে যেরুশালেম প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল ও তার নানা তোরণদ্বার আগুনে পোড়া ছিল। আমি ঝরনাদ্বার ও রাজ-দিঘি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, কিন্তু যার মধ্য দিয়ে আমার বাহন পশু যেতে পারত, এমন জায়গা ছিল না। তাই রাতের অন্ধকারে আমি প্রাচীর পরিদর্শন করতে করতে উপত্যকার ধার ঘেষে উপরের দিকে গিয়ে আবার উপত্যকা-দ্বার দিয়ে ঢুকে ঘরে ফিরে এলাম; কিন্তু আমি যে কোথায় কোথায় গেলাম, কি কি করলাম, এবিষয়ে বিচারকেরা কিছুই জানল না; এতক্ষণে আমি ইহুদীদের বা যাজকদের বা অমাত্যদের বা অধ্যক্ষদের বা অন্য কর্মচারীদের কাউকেই সেবিষয়ে কথা বলিনি।

পরে আমি তাদের বললাম, 'আমরা কেমন দুরবস্থায় আছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; যেরুশালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে। এসো, আমরা যেরুশালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!' আমার পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হাত কেমন করে আমার উপরে ছিল, এবং আমার প্রতি রাজা যে কী কথা বলেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাদের জানালাম। আর তারা

বলল, ‘চল, আমরা নির্মাণকাজ শুরু করে দিই!’ এইভাবে তারা সাহসের সঙ্গে সেই উত্তম কর্মে হাত দিল।

কিন্তু হোরোনীয় সান্‌বাল্লাৎ, আম্মোনীয় দাস তোবিয়া ও আরবীয় গেশেম একথা শুনে আমাদের বিদ্রূপ করল; আমাদের অবজ্ঞা করে বলল, ‘তোমরা এ কি কাজ করতে যাচ্ছ? তোমরা কি রাজদ্রোহ করবে?’ তখন আমি তাদের এই উত্তর দিলাম, ‘স্বর্গেশ্বর যিনি, তিনিই আমাদের সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব; যেরুশালেমে তোমাদের কোন অংশ বা অধিকার বা স্মৃতিচিহ্নও নেই।’

শ্লোক - নেহে ২:১৭, ২০

প্র যেরুশালেম একটা ধ্বংসাবশেষ, তার তোরণদ্বারগুলো আগুনে পোড়া অবস্থায় রয়েছে।

উ এসো, আমরা যেরুশালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!

প্র যিনি স্বর্গেশ্বর, তিনিই আমাদের সফল করবেন। সুতরাং তাঁর দাস এই আমরা গাঁথতে শুরু করব।

উ এসো, আমরা যেরুশালেম প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করি, তবে আর কারও অপমানের পাত্র হব না!

দ্বিতীয় পাঠ - মিখা পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩:৩৫-৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১)

**স্বর্গীয় যেরুশালেম প্রথমজাতদের জননী**

*দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না* (ইশা ২৮:১৬)। যারা সিয়োন পুনর্নির্মাণ করছিল, তারা সেই সেরা ও মূল্যবান প্রস্তর প্রত্যাখ্যান করল, তা কিন্তু হয়ে উঠেছে *সংযোগপ্রস্তর* (সাম ১১৮:২২; মথি ২১:৪২)। বাস্তবিকই খ্রিষ্ট বিধর্মীদের ও পরিচ্ছেদিতদের উপর রাজত্ব করলেন, কারণ ক্রুশ দ্বারা শান্তি আনায় ও পবিত্র আত্মার বন্ধনে একমাত্র সংযোগপ্রস্তরে তাদের সকলকে একত্রিত করায় তাদের নবমানুষরূপে

পুনঃসৃষ্ট করলেন। আসলে আমরা পড়ি যে, *যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ* (প্রেরিত ৪:৩২)।

যেহেতু পবিত্রীকরণ ও বিশ্বাস দ্বারা আমরা সেই সেরা ও মূল্যবান সংযোগপ্রস্তরের সমরূপ হয়ে উঠেছি, সেজন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পিতর প্রজ্ঞার সঙ্গে লিখলেন যে, *তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য, আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য নির্মিত হচ্ছ* (১ পি ২:৫; এফে ২:২১-২২)।

*সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে* (ইশা ২:২)। প্রাক্তন সন্ধির এই বাণীতে সকল জাতির মধ্য থেকে আগত মণ্ডলীর পুনর্মিলনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্ট প্রকাশিত।

মাংসগত সেই ইস্রায়েলের সমাপ্তি ঘটলেই বিধান দ্বারা আদিষ্ট সমস্ত বলিদান বাতিল করা হল; লেবীয় যাজকত্ব শেষ হলে ও যেরুশালেমের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিখ্যাত মন্দিরও আগুনে দগ্ধ হলে খ্রিষ্ট বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আগত মণ্ডলী গেঁথে তুললেন। আর এখন থেকেই তিনি আমাদের সদৃশ হলেন, আর চরমকালে তথা যুগান্তেও আমাদের সদৃশ হয়ে থাকবেন। জীবনময় ঈশ্বরের গৃহ সেই মণ্ডলীকে (১ তি ৩:১৫ দ্রঃ) তিনি পর্বত বলে অভিহিত করেন, আর সত্যি তো মণ্ডলী পর্বতের মত উচ্চ, কেননা তার মধ্যে নীচপ্রকৃতি ও জঘন্য কিছুই নেই, বরং ঐশসত্য প্রচার মানুষকে সর্বোচ্চ পর্বতচূড়ায় উন্নীত করে; উপরন্তু, যারা খ্রিষ্টে ধর্মময়তা প্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত, তাদের জীবনও উর্ধ্বের দিকেই নির্মিত হচ্ছে।

খ্রিষ্টভক্ত হয়ে আমরা তাঁর শিক্ষাবাণী অগ্রগতির জন্য সঠিক পথ বলে বিবেচনা করি —আজকালের জন্য শুধু নয়, অতীতকালের জন্য ও সবসময়ের জন্যও। এই তো সত্য। যারা আজ তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা করে, তারা সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলবে, তাঁর গৌরবের অংশীদার হবে, ও তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করবে (রো ৮:১৭ দ্রঃ)। তারাই প্রকৃত খ্রিষ্টভক্ত, যারা তাঁর ভালবাসার আগে কিছুই স্থান দেয় না, যারা জাগতিক যত অসার চিন্তা ত্যাগ করে ও তৎপরতার সঙ্গে ন্যায়ের অন্বেষণ করে ও তা-ই অন্বেষণ করে যা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য; আবার তারাই প্রকৃত খ্রিষ্টভক্ত, যারা সদ্‌গুণে উৎকৃষ্ট হতে সচেষ্ট, যেভাবে পল লিখলেন, *আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ*

*আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

তাছাড়া এ শিক্ষাও রয়েছে যে, ইস্রায়েল নিজের আশা সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে না। ঈশ্বরবৈরী ও পৌত্তলিক বলে ও বহু অপরাধে কলঙ্কিত জঘন্য ধর্মবৈরী বলে ইস্রায়েল তার মহা অধর্মের জন্য তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হল বটে—বাস্তবিকই ইস্রায়েল নবীদের হত্যা করেছিল ও সেই স্বয়ং বিশ্বত্রাতাকেও ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছিল, যিনি তাদের মুক্তিদানের জন্য এসেছিলেন, তবু পিতৃপুরুষদের খাতিরে তার একটা অবশিষ্টাংশ করুণা ও পরিত্রাণ লাভ করে মহান এক জাতি হয়ে উঠল: যারা খ্রিষ্টে ধর্মময় বলে গণ্য হল, সেই বিপুল জনগণকে মহান এক জাতি বলে ব্যাখ্যা করা সত্য ও ন্যায্য। তাছাড়া তাদের সর্বস্বীকৃত উৎকৃষ্টতা এতেই প্রকাশিত যে, তাদের অন্তর সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, ও তাদের হৃদয় ন্যায়নিষ্ঠ; অন্য কথায়, তাদের গৌরব হল তাদের পবিত্রীকরণ, খ্রিষ্টে সেই প্রত্যাশা যা বিশ্বাসের ভগিনী, আশ্চর্যময় দৃঢ়তা ও চমৎকার সহিষ্ণুতা: এই সমস্ত কিছুর ফলেই আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টের রাজ্য, আবার এই সমস্ত কিছুর ফলেই আমরা সদগুরুর সঙ্গে মিলিত। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তিনি হলেন খ্রিষ্ট। এজন্য, যার অন্তঃস্থলে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করব, প্রথমজাতদের জননী সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম সিয়োন পর্বত বলে অভিহিত।

শ্লোক - ১ পি ২:৪, ৫; প্রেরিত ৪:১১

প্র জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

প্র তিনিই সেই প্রস্তর, যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১৩শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১–৬:৫ক, ১০-১২, ১৯–৭:১)

**ইস্রায়েলে ঈশ্বরের মঞ্জুষার প্রত্যাগমন**

ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা হস্তগত করে তা এবেন্-এজের থেকে আসদোদে আনল। পরে ফিলিস্তিনিরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে দাগোন দেবের মন্দিরে ঢুকিয়ে দাগোনের পাশেই বসাল। পরদিন আসদোদের লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে; তাই তারা দাগোনকে তুলে আবার তার জায়গায় বসাল। তার পরদিনেও লোকেরা সকালে উঠে হঠাৎ দেখতে পেল, প্রভুর মঞ্জুষার সামনে দাগোন মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, এবং দাগোনের মাথা ও হাত দু'টো প্রবেশদ্বারে ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে; সেখানে দাগোনের কিছুটা অংশমাত্রই রয়েছে। একথা স্মরণেই দাগোনের পুরোহিতেরা আর যত লোক আসদোদে দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, দাগোনের মন্দিরের চৌকাটের নিম্ন অংশের উপরে কখনও পা ফেলে না, আজও নয়।

তখন আসদোদীয়দের উপরে প্রভুর হাত ভারী হতে লাগল: তিনি তাদের আঘাত করলেন, আসদোদ ও আশেপাশের লোকদের ফোড়ার আঘাতে আঘাত করলেন। আসদোদীয়েরা ব্যাপারটা দেখে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আমাদের কাছে থাকবে না, কারণ আমাদের উপরে ও আমাদের দাগোন দেবের উপরে তাঁর হাত অধিক ভারী হয়েছে।' তাই তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের নিজেদের কাছে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা

উচিত?' তারা বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাথ শহরে নিয়ে যাওয়া হোক।' তাই তারা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা গাথে নিয়ে গেল।

তারা তা নিয়ে গেলে পর প্রভু শহরের মধ্যে মহা বিভীষিকা ছড়িয়ে দিলেন: তিনি শহরের ছোট কি বড় সকল লোককে আঘাত করে তাদের গায়েও ফোড়া ওঠালেন। তাই তারা পরমেশ্বরের মঞ্জুষাটিকে এক্রোনে পাঠিয়ে দিল; কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা এক্রোনে এসে পৌঁছলেই এক্রোনীয়েরা চিৎকার করে বলল: 'আমার ও আমার লোকদের বধ করার জন্যই ওরা আমার কাছে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নিয়ে এসেছে।' তারা লোক পাঠিয়ে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত সমাজনেতাকে সমবেত করে বলল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দূর করে দাও; তা তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক, আমার ও আমার লোকদের যেন বধ না করে!' কেননা সারা শহর জুড়ে মারাত্মক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল: হ্যাঁ, সেই জায়গায় পরমেশ্বরের হাত অধিক ভারী হয়েছিল। যারা মারা পড়ত না, তারা ফোড়ার আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হত, আর শহরের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত উঠল।

প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের এলাকায় সাত মাস থাকল। পরে ফিলিস্তিনিরা যাজকদের ও মন্ত্রজালিকদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভুর মঞ্জুষার ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত? বল দেখি, আমরা কেমন করে তা তার নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব?' তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যদি মনে কর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ফিরে পাঠাবে, তবে শূন্য অবস্থায় পাঠাবে না, সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে কোন এক প্রকার কর পাঠাও; তাহলেই সুস্থ হতে পারবে, এবং এও জানতে পারবে যে, তোমাদের কাছ থেকে তাঁর হাত কেন ফিরে যায়নি।' তারা জিজ্ঞাসা করল, 'সংস্কার-অর্ঘ্য হিসাবে আমাদের কী দিতে হবে?' তারা উত্তরে বলল, 'ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতাদের সংখ্যা অনুসারে তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত পাঁচটা সোনার ফোড়া ও পাঁচটা সোনার ইঁদুর দাও, যেহেতু তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের সমাজনেতাদের উপরে একই মারাত্মক আঘাত পড়েছিল। তাই তোমাদের গায়ের ফোড়ার মত ফোড়ার মূর্তি ও সেই ইঁদুর যা তোমাদের এলাকা ধ্বংস করে, তাদের মূর্তি তৈরি কর, এবং ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে সম্মান দেখাও।'

লোকেরা সেইমত করল: দুগ্ধবতী দু'টো গাভী নিয়ে গাড়িতে জুড়ে দিল, ও তাদের বাচ্চা দু'টো গোশালায় আটকিয়ে রাখল। পরে প্রভুর মঞ্জুষা ও সেই সঙ্গে সেই বাক্স, সেই সোনার ইঁদুর আর সেই ফোড়ার মূর্তিগুলো গাড়িতে বসাল। গাভী দু'টো সরাসরিই বেথ্-শেমেশের দিকে চলতে লাগল, রাস্তা ধরে জোর গলায় ডাকতে ডাকতে চলল, ডানে বা বাঁয়ে ফিরল না। ফিলিস্তিনিদের সমাজনেতারা বেথ্-শেমেশের সীমানা পর্যন্ত তাদের পিছু পিছু গেল।

কিন্তু প্রভু বেথ্-শেমেশের লোকদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আঘাত করলেন, যেহেতু তারা প্রভুর মঞ্জুষার দিকে তাকিয়েছিল: তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে সত্তরজনকে আঘাত করলেন, আর লোকে শোকপালন করল, কারণ প্রভু তাদের লোকদের এত মহা আঘাতে আঘাত করেছিলেন। তখন বেথ্-শেমেশের লোকেরা বলল, 'প্রভুর উপস্থিতিতে, এমন পবিত্র এই পরমেশ্বরের উপস্থিতিতেই কে দাঁড়াতে পারে? আমরা তাঁর সেই উপস্থিতি আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেব, কিন্তু কার্ কাছেই বা পাঠাব?' সেজন্য তারা কিরিয়াথ-যেয়ারিমের অধিবাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলল, 'ফিলিস্তিনিরা প্রভুর মঞ্জুষা ফিরিয়ে এনেছে। এখানে এসো, তোমাদের নিজেদের কাছেই তা তুলে নিয়ে যাও।'

কিরিয়াথ-যেয়ারিমের লোকেরা এসে প্রভুর মঞ্জুষা তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে, আবিনাদাবের ঘরে রাখল, এবং প্রভুর মঞ্জুষা রক্ষা করার জন্য তার ছেলে এলেয়াজারকে পবিত্রীকৃত করল।

**শ্লোক** - সাম ৫:৮; ৭৬:৮

*প্র* আমি তোমার মহাকৃপায় তোমার গৃহে ঢুকব,

*উ* তোমার পবিত্র মন্দির পানে তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।

*প্র* তুমি—ভয়ঙ্কর তুমি! তোমার ক্রোধ জ্বলে উঠলে কেবা দাঁড়াতে পারে তোমার সামনে?

*উ* তোমার পবিত্র মন্দির পানে তোমার শ্রদ্ধায় প্রণিপাত করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৩২-৩৩)

## উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা উত্তম

যারা প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে এসে তারা কিন্তু যেন ফলহীন ও নগ্ন মিনতি নিবেদন না করে: ঈশ্বরের কাছে অনুর্বর প্রার্থনা নিবেদন করলে যাচনা নিষ্ফল; কেননা ফল দেয় না তেমন গাছ যেমন উচ্ছেদ করা হয় ও আগুনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ফলবিহীন কথাও কোন শুভকর্মে অনুর্বর হওয়ায় ঈশ্বরের যোগ্য নয়। এজন্য ঐশশাস্ত্র শিক্ষাদান করে বলে, *উপবাস ও অর্থদান সহ প্রার্থনা* উত্তম (তোবিত ১২:৮ লাতিন পাঠ্য)। বাস্তবিকই, বিচারের দিনে যিনি শুভকর্ম ও অর্থদানের জন্য মজুরি দান করবেন, তিনি আজও প্রসন্নতার সঙ্গে সেই সকলকে শোনেন যারা শুভকর্ম সহ তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করে। এভাবে প্রার্থনা করছিলেন বিধায় সেনাপতি কর্নেলিউসও সাড়া পেতে যোগ্য হয়ে উঠলেন, কেননা *তিনি জনগণের প্রতি অর্থদানে যথেষ্ট দানশীল ছিলেন এবং সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতেন* (প্রেরিত ১০:২)।

আমাদের শুভকর্ম যে যাচনার জন্য ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করে, সেই যাচনা দ্রুতই ঈশ্বরের কাছে উপনীত। এভাবে রাফায়েল দূত প্রার্থনা ও শুভকর্মে নিত্য রত তোবিতের কাছে দেখা দিয়ে বললেন, *ঈশ্বরের কর্মকীর্তি প্রকাশ করা ও স্বীকার করা, তা সমীচীন। তাই একথা জেনে নাও যে, যখন তুমি ও সারা প্রার্থনায় রত ছিলে, তখন আমিই তোমাদের প্রার্থনার স্মৃতিচিহ্ন প্রভুর গৌরবের সাক্ষাতে উপস্থিত করতাম* (তোবিত ১২:৭, ১১-১২ লাতিন পাঠ্য)।

ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের প্রার্থনা শুনবেন ও রক্ষা করবেন যারা অন্যায্যতার বন্ধন থেকে হৃদয় মুক্ত ক'রে ও ঈশ্বরের আদেশ মত অর্থদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবকদের সহায়তা ক'রে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা করেছেন তা শোনে: তারা শোনে বিধায় ঈশ্বরও তাদের শোনেন। সঙ্কটের সময়ে ভাইদের দ্বারা আর্থিক সাহায্য পেয়ে ধন্য প্রেরিতদূত পল বললেন, শুভকর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলি হয়ে ওঠে: *আমি তোমাদের কাছ থেকে এপাফ্রদিতসের মাধ্যমে যা যা পেয়েছি, তাতে আমার চাহিদা পরিপূর্ণ হয়েছে: সেই দান যেন এক সৌরভ, ঈশ্বরের গ্রহণীয় এক প্রীতিকর যজ্ঞবলি* (ফিলি ৪:১৮)। বাস্তবিকই, মানুষ যখন গরিবের প্রতি দয়া দেখায়, সে তখন ঈশ্বরকেই

ধার দেয়; আর সবচেয়ে নিঃস্বদের প্রতি যে দানশীল, সে ঈশ্বরেরই প্রতি দানশীল—ঈশ্বরের কাছে সে আত্মিক সুরভিত বলিই উৎসর্গ করে।

**শ্লোক** - সিরা ৩:৩০-৩১; প্রবচন ১৬:৬

*প্র* জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়, অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে:

*উ* যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।

*প্র* সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়।

*উ* যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৩৩–৪:১৭)

## যেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ

সান্‌বাল্লাৎ যখন শুনতে পেল, আমরা নগরপ্রাচীর গেঁথে তুলছি, তখন সে ক্রুদ্ধ ও খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; সে ইহুদীদের বিদ্রূপ করতে লাগল, এবং তার ভাইদের ও সামারীয় সৈন্যদের সামনে বলল, 'এই মরা ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে? এরা কি পিছটান দেবে? এরা কি যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে? এরা এক দিনেই কি সব কাজ সেরে ফেলতে যাচ্ছে? ধুলামাটির স্তূপের নিচে পড়ে রয়েছে ও আগুনে পোড়া হয়েছে, এমন পাথরের মধ্যে এরা কি নতুন প্রাণ জাগাতে চাচ্ছে?' আম্মোনীয় তোবিয়া সেসময়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল; সেও বলল, 'ওরা গাঁথতে চাচ্ছে গাঁথুক! তার উপরে একটা শিয়াল লাফ দিলেই ওদের সেই পাথরের প্রাচীর খসে পড়বে।'

হে আমাদের পরমেশ্বর, শোন, আমাদের কেমন তুচ্ছ করা হচ্ছে! ওদের টিটকারি ওদেরই মাথায় নেমে পড়ুক! লুটের মালের মতই বন্দিদশার এক দেশে ওদের পাঠাও! ওদের শঠতা ক্ষমা করো না, ওদের পাপ তোমার সম্মুখ থেকে কখনও মুছে না যাক, কারণ ওরা গাঁথকদের অপমান করেছে!

অপরদিকে আমরা প্রাচীর গাঁথতে থাকলাম; প্রাচীরটা সব জায়গায় তার অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত গাঁথা হল; লোকদের হৃদয় এই কাজে নিবিষ্ট ছিল।

কিন্তু সান্‌বাল্লাৎ ও তোবিয়া এবং আরবীয়েরা, আম্মোনীয়েরা ও আসদোদীয়েরা যখন শুনতে পেল, যেরুশালেম প্রাচীরের মেরামত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে ও তার যত ফাঁক ভরাট হতে যাচ্ছে, তখন তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ হল; তারা সকলে মিলে চক্রান্ত করল, তারা এসে যেরুশালেম আক্রমণ করবে ও আমার সমস্ত পরিকল্পনা উল্টোপাল্টো করে দেবে। কিন্তু আমরা আমাদের পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দিনরাত প্রহরী মোতায়েন রাখলাম। যুদার লোকেরা বলল, 'ভারবাহকদের শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে, ধুলামাটির স্তূপ এতই বিরাট যে, আমরা একা প্রাচীর গাঁথতে পারব না।' আর আমাদের বিপক্ষেরা বলত, 'আমরা ওদের মধ্যে এসে পড়া পর্যন্ত ওরা

কিছুই জানবে না, দেখবেও না কিছু; তখন আমরা ওদের বধ করব ও ওদের কাজ বন্ধ করে দেব।'

যে ইহুদীরা তাদের কাছাকাছি স্থানে বাস করত, তারা দশ দশবারই এসে আমাদের বলল, 'তারা তাদের যত বাসস্থান থেকে আমাদের আক্রমণ করবে;' তাই আমি প্রাচীরের পিছনের দিকে সমস্ত খোলা জায়গায় লোক মোতায়েন রাখলাম, প্রতিটি গোত্র অনুসারেই খড়্গ, বর্শা ও ধনুক-সজ্জিত লোক মোতায়েন রাখলাম। ব্যাপারটা বিচার-বিবেচনা করার পর আমি উঠে অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'ওদের ভয় পেয়ো না! মহান ও ভয়ঙ্কর প্রভুর কথা মনে রেখ; এবং নিজ নিজ ভাইদের, ছেলেমেয়েদের, বধূদের ও বাড়ির জন্য যুদ্ধ কর!'

যখন আমাদের শত্রুরা শুনতে পেল যে, আমরা ব্যাপারটা অবগত হয়েছি এবং পরমেশ্বর তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছেন, তখন আমরা সকলে প্রাচীরে যে যার কাজে ফিরে গেলাম। সেদিন থেকে আমার কর্মীদের অর্ধেক লোক কাজ করত, অপর অর্ধেক লোক বর্শা, ঢাল, ধনুক ও বর্মা ধরে প্রাচীর নির্মাণকাজে ব্যস্ত সমগ্র যুদাকুলের রক্ষায় দাঁড়াত। ভারবাহকেরাও অস্ত্রসজ্জিত ছিল, এক হাত দিয়ে কাজ করত, অন্য হাতে অস্ত্র ধরে থাকত; গাঁথকেরা প্রত্যেকে কটিদেশে খড়্গ বেঁধে কাজ করত, আমার পাশে তুরিবাদক দাঁড়িয়ে ছিল। আমি অমাত্যদের, অধ্যক্ষদের ও জনগণের বাকি সকলকে বললাম, 'কাজটা বিরাট ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু আমরা প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে আছি; একজন থেকে অন্যজন বেশ দূরে আছি; সুতরাং তোমরা যেখান থেকে তুরিনিনাদ শুনবে, সেখান থেকে আমাদের কাছে ছুটে এসে জড় হবে; আমাদের পরমেশ্বর আমাদের জন্য যুদ্ধ করবেন!'

এইভাবে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে গেলাম, এবং উষার উদয় থেকে তারাদর্শন কাল পর্যন্ত আমার অর্ধেক লোক বর্শা ধরে থাকত। সেসময়ও আমি লোকদের বললাম, 'প্রত্যেক পুরুষলোক যেন তার নিজের সহকারীর সঙ্গে যেরুশালেমের মধ্যেই রাত কাটায়; তারা রাতের বেলায় আমাদের সঙ্গে প্রহরা দেবে ও দিনের বেলায় কাজ করবে। তাই আমি, আমার ভাইয়েরা, আমার সহকর্মী ও আমার দেহ-রক্ষকেরা কেউই কখনও জামাকাপড় খুললাম না, প্রত্যেকে ডান হাতে নিজ নিজ অস্ত্র ধরে রাখছিলাম।

**শ্লোক** - ইশা ২৫:৪; সাম ৪৬:২

*প্র* প্রভু, তুমি দরিদ্রের দৃঢ়দুর্গ, সঙ্কটকালে নিঃস্বের দৃঢ়দুর্গ:

*উ* ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া।

*প্র* পরমেশ্বর আমাদের আশ্রয়, আমাদের শক্তি, সঙ্কটকালে তিনি নিত্য নিকটবর্তী সহায়:

*উ* ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে আশ্রয়, গরমের দিনে ছায়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর পুনরুত্থান, উপদেশ ৩)

**জাগ্রত থাক, যেন তোমাদের উপরে প্রভাতের জ্যোতি উদিত হয়**

ভ্রাতৃগণ, প্রার্থনায় রত থেকে জাগ্রত থাক; শুভকর্ম সাধনে জাগ্রত থাক; কারণ সনাতন জ্যোতি উজ্জ্বলতর ও কল্যাণকর ভাবে পাতাল থেকে ফিরে এলে সেই অস্তহীন দিন উদিত হল, ও উষা নবীন সূর্যের আবির্ভাব ঘটাল। হ্যাঁ, *এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন, কেননা রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে* (রো ১৩:১১-১২)। অতএব জাগ্রত থাক যেন তোমাদের জন্য প্রভাতী জ্যোতি তথা সেই খ্রিষ্ট উদিত হন: *ভোরের মতই সুনিশ্চিত যাঁর আবির্ভাব* (হো ৬:৩), যারা তাঁর জন্য জাগ্রত থাকে তাদের জন্য তিনি নিজ প্রভাতী পুনরুত্থান-রহস্য বারবার সাধন করতে প্রস্তুত। নিজের হাতে তিনি যে আলো লুকিয়ে রাখেন, সেই আলো তোমার জন্য আলোময় হতে দিয়ে তিনি যখন নিজ বন্ধুকে এ সুসংবাদ দেবেন যে, সেই আলো তারও সম্পদ ও সেই আলোর কাছে আরোহণ করতে সে উপযুক্ত, তখনই তুমি মনের আনন্দে গাইতে পারবে, *প্রভু ঈশ্বর আমাদের উদ্ভাসিত করলেন; এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভু গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি* (সাম ১১৮:২৭, ২৪ লাতিন পাঠ্য)।

*হে অলস, আর কতকাল শুয়ে থাকবে? কখন্ ঘুম থেকে উঠবে? একটু ঘুম, একটু তন্দ্রাভাব, একটু বিশ্রামের জন্য হাত জড়সড় করব* (প্রবচন ৬:৯-১০)। তাই তুমি ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার অজান্তেই খ্রিষ্ট সমাধি থেকে পুনরুত্থান করবেন, ও তাঁর গৌরব

অতিবাহিত হতে হতে তুমি পিছন থেকেও তা দেখবার যোগ্য হবে না। তখন অধিক দেরি করেই তুমি অনুতাপ করবে; এমনকি কাঁদতে কাঁদতে দুর্জনদের সঙ্গে তোমাকে বলতে হবে, *তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি, ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর, আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি* (প্রজ্ঞা ৫:৬)। আর তিনি একথা বলবেন, *কিন্তু আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান* (মালা ৩:২০); এবং *ন্যায় পথে যে চলে, তার চোখ রাজাকে তাঁর উজ্জ্বল মহিমায় দেখতে পাবে* (ইশা ৩৩:১৫-১৭ দ্রঃ)। একথা ভাবী জীবনের আনন্দের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে বটে, তবু একপ্রকারে এ বর্তমান জীবনেও তার সান্ত্বনা আমাদের মঞ্জুর করা হয়—খ্রিষ্টের স্বয়ং পুনরুত্থানই তো এর স্পষ্ট প্রমাণ!

সুতরাং, মনোযোগপূর্ণ প্রার্থনা ও নিষ্ঠাবান শুভকর্মের উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের প্রাণ পুনরুত্থিত ও সঞ্জীবিত হোক, যেন একপ্রকার পুনরুজ্জীবিত ও তেজময় কার্যকারিতায় আমাদের প্রাণ প্রমাণ দিতে পারে যে, সে নতুন করেই খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে অংশ নিয়েছে। বস্তুতপক্ষে মানুষের মধ্যে জীবন যে ফিরে এসেছে এর প্রথম লক্ষণ হল এই যে, মানুষ নিষ্ঠাবান ও তৎপর হয়ে শুভকর্ম সাধনে রত থাকে; তবু—মরদেহের পক্ষে যতদূর সম্ভব—তার পূর্ণ পুনরুত্থান তখনই ঘটে যখন মানুষ ঐশদর্শনের দিকে চোখ উন্মুক্ত করে। কিন্তু তেমন ঐশমহিমা উপলব্ধির যোগ্য হতে হলে হৃদয়ের পক্ষে আগে গভীরতম বাসনা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিস্তৃত হওয়া দরকার: তবেই মন সেই ঐশদর্শন অর্জন করতে পারবে।

সুতরাং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে হৃদয় বিস্তৃত হতে হতেই পুনরুত্থানের অগ্রগতিও ঘটে; কিন্তু পূর্ণ পুনরুত্থান তখনই ঘটে যখন মন ঐশদর্শন দ্বারা আলোকিত হয়। তাই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, সদ্‌গুণাবলির এ ধাপ বেয়ে ও পুণ্যতর জীবনে নিত্য বৃদ্ধিশীল হয়ে অধিকতর ভাবে পুনরুত্থান করতে চেষ্টা কর, যেন প্রেরিতদূতের সেই কথা অনুসারে তোমরা যথাসাধ্য মৃতদের মধ্য থেকে সেই খ্রিষ্টেরই পুনরুত্থানে পৌঁছতে পার, যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

প্র তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক;

উ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

প্র জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।

উ এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১৫–৮:২২)

## ইস্রায়েলীয়দের রাজা পাবার দাবি

শামুয়েল সারা জীবন ধরে ইস্রায়েলের বিচারক হলেন। তিনি প্রতিবছরে বেথেলে, গিল্গালে ও মিস্পাতে ঘুরে এসে সেই সকল জায়গায় বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন। পরে তিনি রামাতে ফিরে আসতেন, কারণ সেইখানে তাঁর বাড়ি ছিল, এবং সেখানেও তিনি ইস্রায়েলকে বিচার করতেন। সেই জায়গায় তিনি প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদিও গাঁথলেন।

যখন শামুয়েল বৃদ্ধ হলেন, তখন নিজের ছেলেদের ইস্রায়েলের উপরে বিচারক করে নিযুক্ত করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল যোয়েল, দ্বিতীয়জনের নাম আবিয়া; তারা বের্শেবাতে বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করত। কিন্তু তাঁর ছেলেরা তাঁর পথে চলল না, কারণ ধনলোভে বিপথে যেত, অন্যায় উপহার নিত ও বিচার বিকৃত করত।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা সবাই মিলে রামাতে শামুয়েলের কাছে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘দেখুন, আপনার এখন বেশ বয়স হয়েছে, আর আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলে না। তাই অন্য জাতিগুলির মত এখন বিচার করার জন্য আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন।’ কিন্তু তাঁরা যে একথা বলেছেন, ‘বিচার করার জন্য আমাদের একজন রাজা দিন,’ তা শামুয়েলের ভালই লাগল না, তাই শামুয়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। প্রভু শামুয়েলকে বললেন, ‘লোকেরা তোমার কাছে যা বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কথা মেনে নাও; কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে, যেন আমি তাদের উপরে আর রাজত্ব না করি। যেদিন মিশর থেকে তাদের বের করে এনেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্য দেবতাদের সেবা করার জন্য আমাকে প্রত্যাখ্যান করায় তারা যেভাবে ব্যবহার করে আসছে, তোমার

প্রতিও তেমনি ব্যবহার করছে। এখন তুমি তাদের কথা মেনে নাও; কিন্তু তাদের কাছে স্পষ্ট কথা বল, অর্থাৎ, যে রাজা তাদের উপরে রাজত্ব করবে, সেই রাজার যত দাবি তাদের জানিয়ে দাও।'

যে লোকেরা শামুয়েলের কাছে রাজা যাচনা করেছিল, তাদের তিনি প্রভুর সেই সমস্ত কথা জানিয়ে দিলেন। তাদের বললেন, 'যে রাজা তোমাদের উপরে রাজত্ব করবে, তার এই দাবি থাকবে: তোমাদের ছেলেদের নিয়ে সে তার নিজের রথের ও ঘোড়াগুলোর কাজেই নিযুক্ত করবে, আর তারা তার রথের আগে আগে দৌড়োবে। সে তাদের সহস্রপতি ও পঞ্চাশপতি করে নিযুক্ত করবে, তাদের তার নিজের জমি চাষ করতে, তার নিজের ফসল কাটতে, ও তার নিজের যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও তার নিজের রথের সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে বাধ্য করবে; তোমাদের মেয়েদের নিয়ে সে রুটি তৈরি, রান্না-বান্না ও গন্ধদ্রব্য তৈরির কাজে লাগাবে; তোমাদের সবচেয়ে ভাল জমি, আঙুরখেত ও জলপাইবাগানও সে নেবে, আর সেগুলিকে তার নিজের পরিষদদের উপহার দেবে; তোমাদের শস্যের ও আঙুরলতার দশমাংশ দাবি করে সে তার নিজের মন্ত্রী ও পরিষদদের দেবে; তোমাদের দাসদাসী, সেরা বলদ, ও যত গাধা নিয়ে সে তার নিজের কাজে লাগাবে; তোমাদের মেষ ও ছাগের পাল থেকে দশমাংশ দাবি করবে, আর তোমরা নিজেরাই তার দাস হবে। সেদিন তোমরা তোমাদের বেছে নেওয়া রাজার কারণে হাহাকার করবে; কিন্তু সেদিন প্রভু তোমাদের সাড়া দেবেন না!'

লোকেরা শামুয়েলের কথা মেনে নিতে রাজি হল না; তারা বলল, 'না, আমাদের উপরে আমরা একজন রাজা চাই, যেন আমরাও অন্য সকল জাতির মত হই: আমাদের রাজাই আমাদের বিচার করবেন ও আমাদের আগে আগে যুদ্ধে নামবেন।' শামুয়েল লোকদের এই সমস্ত কথা শুনলেন, পরে প্রভুর কাছে সবই শোনালেন। প্রভু শামুয়েলকে উত্তর দিলেন, 'তাদের কথা মেনে নাও, তাদের একজন রাজা দাও।' শামুয়েল ইস্রায়েলীয়দের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে যে যার শহরে ফিরে যাও।'

শ্লোক - ১ শামু ১০:১৯; ইশা ৩৩:২২

প্ল তোমরা আজ তোমাদের আপন পরমেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছ,

উ যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন।

℣ স্বয়ং প্রভু আমাদের বিচারকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের বিধানকর্তা, স্বয়ং প্রভু আমাদের সেই রাজা,

℟ যিনি সমস্ত অমঙ্গল ও সঙ্কট থেকে তোমাদের ত্রাণ করে আসছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৩৪-৩৫)

**সারা দিন প্রার্থনায় রত থাকা দরকার**

আমরা দেখেছি, তাঁদের প্রার্থনা-কর্তব্য-সম্পাদনে সেই তিনজন বালক বিশ্বাসে বলীয়ান ও বন্দিদশায় বিজয়ী হয়ে দানিয়েলের সঙ্গে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা উদ্‌যাপন করে প্রার্থনা করতেন—আর তাই করতেন সেই ত্রিত্ব-রহস্যের খাতিরে যা চরমকালে প্রকাশিত হবার কথা। ঈশ্বরের উপাসকেরা আগে থেকেও প্রার্থনার এই আধ্যাত্মিক কাল নির্ধারণ ক'রে নির্দিষ্ট রীতি ও সময় অনুসারেই প্রার্থনা উদ্‌যাপন করতেন; আর পরবর্তীকালে যা ঘটেছে, তা স্পষ্ট প্রকাশ করল, ধার্মিকেরা যে এভাবে প্রার্থনা করছিলেন তা একটা পূর্বলক্ষণ ছিল। কেননা তৃতীয় ঘণ্টায়ই শিষ্যদের উপর সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন যাঁর দ্বারা প্রভুর প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ সিদ্ধিলাভ করল। একইপ্রকারে পিতর ষষ্ঠ ঘণ্টায় ছাদে গিয়ে একটা চিহ্ন ও স্বয়ং ঈশ্বরের দিশারী কণ্ঠস্বর দ্বারা আদেশ পেলেন, তিনি যেন সকলকেই গ্রহণ করে নেন, যাতে সকলেই পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করে—কারণ আগে তাঁর সন্দেহ ছিল, বিধর্মীদের বাপ্তিস্ম দেওয়া যাবে কিনা। স্বয়ং প্রভু ষষ্ঠ ঘণ্টায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নবম ঘণ্টায় নিজের রক্তে আমাদের পাপ ধৌত করলেন, এবং যাতে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে ও সঞ্জীবিত করতে পারেন সেই সময়ই নিজের যন্ত্রণাভোগে বিজয় লাভ করলেন।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রাচীনকালের পালিত সেই ঘণ্টাগুলো ছাড়া আমাদের জন্য এখন প্রার্থনার কাল ও তাৎপর্য বৃদ্ধি লাভ করল; কেননা ভোরবেলায়ও আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যাতে প্রভুর পুনরুত্থান প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় উদ্‌যাপিত হয়; আবার দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে তখনও আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, কেননা, যেহেতু খ্রিষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, সেজন্য সূর্যাস্তের সময়ে আমরা যখন প্রার্থনা ও যাচনা করি যেন আলো আমাদের উপর পুনরায় আগমন করে, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই খ্রিষ্টেরই

আগমনের জন্য প্রার্থনা করি যিনি আমাদের সনাতন আলোর অনুগ্রহ দান করবেন। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই সামসঙ্গীত-মালায় খ্রিষ্টকে দিন বলে অভিহিত করেন; তাই যখন পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিষ্টই প্রকৃত সূর্য ও প্রকৃত দিন, তখন এমন সময় নেই যে সময় খ্রিষ্টভক্তরা ঈশ্বরের অবিরত আরাধনা থেকে বিরত থাকবে, যাতে করে আমরা যারা খ্রিষ্টে অর্থাৎ কিনা সূর্যে ও প্রকৃত দিনে রয়েছি, সারা দিন ধরেই প্রার্থনা ও মিনতিতে রত থাকি। আর যখন রাত আবার আসে, তখন যারা প্রার্থনায় রত আছে, রাত্রিকালীন অন্ধকার থেকে তাদের কাছে কোন বিপদ আসতে পারে না, কেননা আলোর সন্তানদের কাছে রাতও দিনের মত আলোময়। আসলে, যার হৃদয়ে আলো রয়েছে, সে কবেই বা আলো-বিহীন হতে পারে? আর যার পক্ষে খ্রিষ্টই সূর্য ও দিন, তার পক্ষে কবেই বা সূর্য ও দিন অস্তগমন করতে পারে?

**শ্লোক** - যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭, ১৮

*প্র* পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যাতে রোগমুক্তি পাও।

*উ* ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

*প্র* অবিরত প্রার্থনা কর।

*উ* ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৯)

## নেহেমিয়া জনগণকে ধনীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন

সেসময় নিজেদের ইহুদী ভাইদের বিরুদ্ধে জনগণের ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে মহা চিৎকার উঠল। কেউ কেউ বলছিল, 'কিছুটা খেয়ে নিজেদের বাঁচাব, এমন পরিমাণ গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' আরও কেউ কেউ বলছিল, 'অভাবের কারণে গম পাবার জন্য আমাদের নিজেদের জমিজমা, আঙুরখেত ও বাড়ি-ঘর বন্ধকরূপে দিতে হচ্ছে!' আবার অন্য কেউ বলছিল, 'রাজস্বের জন্য আমরা নিজেদের জমিজমা ও আঙুরখেত বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছি। কিন্তু আমাদের মাংস আমাদের ভাইদের মাংসের সমান! আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের সমান! অথচ অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরই দাসত্বের অধীনে রাখতে হচ্ছে, এমনকি আমাদের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ক্রীতদাসীর অবস্থায় পড়েছে! না, আমাদের পক্ষে কোন কূলকিনারা নেই, কারণ আমাদের জমিজমা ও আঙুরখেত পরের হাতেই রয়েছে।'

তাদের হাহাকার ও সমস্ত কথা শুনে আমি খুবই ক্রুদ্ধ হলাম। এবিষয়ে মনে মনে বিচার-বিবেচনা করার পর আমি এই বলে অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের কঠোর ভর্ৎসনা করলাম, 'তবে তোমরা প্রত্যেকজন কি নিজ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করছ?' তাদের বিরুদ্ধে বিপুল জনসমাবেশ আহ্বান করে তাদের বললাম, 'বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি; আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?' তখন তারা চুপ করে থাকল, কিছুই উত্তর দিতে পারছিল না। আমি বলে চললাম, 'তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! আমাদের শত্রু সেই বিজাতীয়দের টিটকারি এড়াবার জন্য তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না? আমি ও আমার কর্মচারীরা, আমরাও ওদের কাছে টাকা ও গম ধার দিয়েছি; তবে এসো, তেমন ঋণ মাপ করে দিই। তোমরা ওদের জমিজমা, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও বাড়ি-ঘর আজই ওদের ফিরিয়ে দাও,

এবং গম, আঙুররস ও তেলের জন্য যে টাকা তোমরা ঋণ দিয়েছ, তার একটা অংশও ওদের ফিরিয়ে দাও।' তারা উত্তরে বলল, 'আমরা তা ফিরিয়ে দেব, তাদের কাছ থেকে আর কিছুই আদায় করব না; আপনি যেমন বলেছেন, সেইমত করব।' তখন আমি যাজকদের ডাকলাম, এবং তাদের উপস্থিতিতে তাদের শপথ করালাম যে, তারা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে। পরে আমার চাদরের অগ্রপ্রান্ত ঝেড়ে আমি বললাম, 'যে কেউ এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলবে না, পরমেশ্বর তার ঘর ও শ্রমের ফল থেকে তাকে এইভাবে ঝেড়ে ফেলুন, এইভাবে সে ঝাড়া ও শূন্য হোক!' গোটা জনসমাবেশ বলল, 'আমেন!' এবং প্রভুর প্রশংসাবাদ করল। লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞা মেনে নিল।

তাছাড়া আমি যে সময়ে যুদা অঞ্চলে তাদের প্রদেশপাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম, সেসময় থেকে—অর্থাৎ আর্তাক্সারক্সিস রাজার বিংশ বর্ষ থেকে দ্বাত্রিংশ বর্ষ পর্যন্ত—এই বারো বছর আমি ও আমার ভাইয়েরা প্রদেশপালের বৃত্তি ভোগ করিনি। আমার আগে যে সকল প্রদেশপাল ছিলেন, তাঁরা লোকদের মাথায় ভারী বোঝা চাপিয়েছিলেন; তাদের কাছ থেকে নগদ চল্লিশ রুপোর টাকা ছাড়া খাদ্য ও আঙুররসও নিতেন, এমনকি তাঁদের চাকরেরাও লোকদের অত্যাচার করত; আমি কিন্তু তেমনটি করিনি, কারণ পরমেশ্বরকে ভয় করতাম। বরং আমি এই প্রাচীর নির্মাণকাজে হাত দিলাম; আমরা কোন জমিজমা কিনলাম না, এবং আমার সকল কর্মচারীও সেই কাজে যোগ দিল। নিকটবর্তী দেশ থেকে যারা আমাদের কাছে আসত, তারা ছাড়া ইহুদী ও বিচারক একশ' পঞ্চাশজনই আমার খাবার টেবিলে বসত!

সেসময় প্রতিদিন এই খাদ্য-সামগ্রী আমার নিজের খরচে প্রস্তুত করা হত: একটা বলদ ও ছ'টা বাছাই করা মেষ বা ছাগ এবং শিকার করা পাখি; এবং দশ দিন অন্তর সকলের জন্য অপরিমেয় আঙুররস। এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আমি প্রদেশপালের বৃত্তি কখনও দাবি করিনি, কারণ সেই সমস্ত কাজের জন্য লোকদের পক্ষে ভার যথেষ্টই ভারী ছিল।

পরমেশ্বর আমার, এই লোকদের জন্য আমি যা কিছু করেছি, তা আমার মঙ্গলার্থে স্মরণ কর।

**শ্লোক** - নেহে ৫:৭, ৮, ৯

*প্র* নেহেমিয়া অমাত্যদের ও অধ্যক্ষদের বললেন, বিজাতীয়দের কাছে আমাদের যে ইহুদী ভাইয়েরা নিজেদের বিক্রি করেছিল, আমরা সাধ্যমত মুক্তিমূল্য দিয়ে তাদের মুক্ত করেছি;

*উ* আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?

*প্র* তোমাদের তেমন ব্যবহার ভাল নয়! তোমাদের কি আমাদের পরমেশ্বরের ভয়ে চলা উচিত না?

*উ* আর এখন তোমাদের ভাইদের তোমরাই বিক্রি করবে আর তারা নাকি আমাদেরই কাছে নিজেদের বিক্রি করবে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - পঞ্চম শতাব্দীর প্রাচীন উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৩)

**আমাদের ধ্যানমগ্ন অন্তরে ঈশ্বরের অপেক্ষায় থেকেই প্রার্থনা করা দরকার**

শারীরিক অভ্যাসে কিংবা চিৎকার করা বা নীরব থাকা বা হাঁটু পাত করার অভ্যাসেও যে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে এমন নয়; আমাদের বরং ধ্যানমগ্ন অন্তরেই ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাকতে হবে: তিনি আমাদের আত্মার ও ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত পথের মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে এসে দেখা দেবেন; ফলে নীরব থাকা কি উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা করা—যাই করা উচিত হোক না কেন মন কিন্তু যেন ঈশ্বরেই নিবদ্ধ থাকে। শরীর কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে যেমন সেই কাজে সম্পূর্ণরূপেই প্রবৃত্ত থাকে আর তার সমস্ত অঙ্গ পরস্পরকে সাহায্য দান করে, তেমনি আত্মা প্রার্থনা ও ঈশ্বরভক্তিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই উৎসর্গ করুক—কোন অসার বিষয়ে যেন ব্যস্ত না থাকে, নানা চিন্তায়ও যেন অন্যমনস্ক না হয়, বরং তার সমস্ত আশা ও প্রত্যাশা যেন খ্রিষ্টেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যিনি পবিত্র প্রার্থনা করার নিয়ম শেখান, যিনি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য সেই পুণ্য আধ্যাত্মিক উপাসনায় ও *আত্মা ও সত্যের শরণে সেই উপাসনায়* (যোহন ৪:২৪) আমাদের দীক্ষিত করেন, এ শর্তেই তিনি আমাদের উদ্ভাসিত করবেন। বণিক যেমন

অর্থলাভের জন্য একটামাত্র উপায় আবিষ্কার করে বসে থাকে না, বরং এক উপায় ছেড়ে অন্য উপায় অবলম্বন ক'রে, নানা যাত্রায় পদার্পণ ক'রে, যা লাভজনক নয় তা ফেলে রেখে আয়কর সমস্ত কিছুর দিকেই ছুটে চ'লে নানা উপায়ই তার অর্থবৃদ্ধি সাধনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে থাকে, তেমনি আমরাও যেন আমাদের আত্মা নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করি যাতে করে সেই প্রকৃত ও সর্বোত্তম মঙ্গল তথা সেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারি যিনি সত্যের শরণে আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান। এভাবে ঈশ্বর আত্মার সুমতিতে বিশ্রাম নেন, ও সেই আত্মাকে নিজের গৌরবের সিংহাসন করে তুলে তার মধ্যে বসবাস করে বিশ্রাম করেন।

আর যেমন গৃহকর্তা উপস্থিত থাকলে গৃহটা নানা অলঙ্কারে শ্রীমণ্ডিত ও সুসজ্জিত, তেমনি যে আত্মা নিজের মধ্যে প্রভুকে নিত্যই উপস্থিত রাখে, সেই আত্মা সমস্ত সৌন্দর্য ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, কেননা তার মধ্যে প্রভু তাঁর সমস্ত আত্মিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে উপস্থিত।

আর যখন তিনি দেখবেন, আত্মা যথাশক্তি ধ্যানমগ্ন থেকে প্রভুর নিত্য অন্বেষণে রত থাকে, দিবারাত্র তাঁর অপেক্ষায় থাকে ও তাঁর নির্দেশ মত প্রয়োজনের সময় তাঁকে অবিরত ডাকতে থাকে, তখন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি নিজেই হবেন তার রক্ষাকর্তা, ও তার সমস্ত মলিনতা থেকে ধৌত করে তাকে নিজের অনিন্দ্য ও নিষ্কলঙ্ক কনে রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন (কল ১:২২ দ্রঃ)।

আর তুমি যদি এসব কিছু সত্য বলে বিশ্বাস কর—আর আসলে তা সত্যই বটে—তাহলে নিজের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর: তোমার আত্মা সেই দিশারী আলো পেয়েছে, সেই খাদ্য ও পানীয় তথা স্বয়ং প্রভুকেই পেয়েছে; তুমি এখনও দূরে থাকলে, দিবারাত্র তাঁর অন্বেষণ কর যাতে তাঁকে লাভ করতে পার। তাই তুমি সূর্যের দিকে তাকাও, প্রকৃত সূর্যেরই খোঁজ কর, কারণ তুমি সত্যিই অন্ধ। যখন তুমি আলো দেখ, তখন নিজের আত্মার দিকেই তাকাও, যাতে বুঝতে পার তুমি প্রকৃত ও সর্বোত্তম আলো পেয়েছ কিনা। কেননা যা কিছু দৃশ্য, তা আত্মিক বাস্তবতার ছায়া; অর্থাৎ কিনা দৃশ্য মানুষ ছাড়া অভ্যন্তরীণ অন্য মানুষ রয়েছে যার চোখ শয়তান অন্ধ করে ফেলেছে ও যার কান সে বধির করে ফেলেছে। এই অভ্যন্তরীণ মানুষকে আবার সুস্থ করতেই সেই যিশু এসেছেন, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ইশা ৫৬:৬-৭

প্ব যে বিজাতি মানুষ প্রভুর সেবা করার জন্য ও প্রভুর নাম ভক্তি করার জন্য প্রভুতে আসক্ত হয়েছে, আমি আমার প্রার্থনা-গৃহে তাদের আনন্দিত করব।

উ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

প্ব তখন তাদের আহুতি ও বলিদান আমার বেদির উপরে গ্রহণীয় হবে,

উ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-৬, ১৪–১০:১)

### শৌল রাজপদে নিযুক্ত ও তৈলাভিষিক্ত

বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কীশ নামে একজন লোক ছিলেন; তিনি ছিলেন আবিয়েলের সন্তান, আবিয়েল জেরোরের সন্তান, জেরোর বেখোরাথের সন্তান, বেখোরাথ আফিহার সন্তান; কীশ একজন বেঞ্জামিনীয় বলবান বীরপুরুষ ছিলেন। শৌল নামে তাঁর এক সুদর্শন যুবা পুত্র ছিলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে শৌলের চেয়ে সুদর্শন কেউই ছিল না; সকলের চেয়ে তিনি কাঁধে মাথায় ছাড়িয়ে ছিলেন। শৌলের পিতা কীশের গাধীগুলো যেহেতু পথহারা হয়েছিল, সেজন্য কীশ তাঁর ছেলে শৌলকে বললেন, 'ওঠ, একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গাধীগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়।' সেই দু'জন এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে শালিশা অঞ্চল পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু সেগুলোর খোঁজ পেলেন না। তখন তাঁরা শায়ালিম অঞ্চলে পার হলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলো ছিল না; তারপর বেঞ্জামিনের এলাকায়ও পার হয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানেও সেগুলোকে পেলেন না।

তাঁরা সুফ অঞ্চলে এসে পৌঁছলে শৌল তাঁর সঙ্গী চাকরটিকে বললেন, 'চল, এবার ফিরে যাই; কি জানি, আমার পিতা গাধীগুলোর ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমাদেরই জন্য এখন চিন্তিত হবেন!' চাকরটি তাঁকে বলল, 'দেখুন, এই শহরে পরমেশ্বরের একজন লোক আছেন; তিনি অধিক সম্মানিত ব্যক্তি; তিনি যাই কিছু বলেন, সবই সিদ্ধ হয়। চলুন, আমরা এখন সেইখানে যাই; হয় তো তিনি আমাদের বলবেন আমাদের কোন্ পথ ধরে নিতে হবে।'

তাই তাঁরা শহরে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা শহরের প্রবেশদ্বার পার হচ্ছেন এমন সময় শামুয়েল উচ্চস্থানে যাবার জন্য তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। শৌলের আসবার আগের দিন প্রভু শামুয়েলের কানে এই কথা শুনিয়েছিলেন: 'আগামীকাল এই সময়ে

আমি বেঞ্জামিন অঞ্চল থেকে একজন লোককে তোমার কাছে পাঠাব; তুমি তাকে আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করবে; সে আমার জনগণকে ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ত্রাণ করবে। কেননা আমার জনগণের হাহাকার আমার কানে এসেছে বলে আমি তাদের দিকে চেয়ে দেখলাম।' শামুয়েল শৌলকে দেখলে প্রভু তাঁকে বললেন, 'দেখ, এই সেই লোক, যার বিষয়ে আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সে আমার জনগণের উপরে কর্তৃত্ব করবে।'

শৌল নগরদ্বারে শামুয়েলের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে একটু বলুন, দৈবদ্রষ্টার বাড়ি কোথায়?' উত্তরে শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'আমিই সেই দৈবদ্রষ্টা; চল, আমার আগে আগে উচ্চস্থানে গিয়ে ওঠ; আজ তোমরা আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে; কাল সকালে আমি তোমাকে বিদায় দেব; আর তোমার মনের কথা সবই তোমাকে খুলে বলে দেব। আর তিন দিন আগে তোমার যে গাধীগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোর জন্য চিন্তিত হয়ো না; সবগুলো পাওয়া গেল। তাছাড়া ইস্রায়েলের সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার ও তোমার সমস্ত পিতৃকুল ছাড়া আর কার্ প্রাপ্য?' শৌল উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী, আমি কি সেই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মানুষ নই? আর বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর মধ্যে আমার গোত্র কি সবচেয়ে ছোট নয়? তবে আপনি আমাকে কেন এধরনের কথা বলছেন?' কিন্তু শামুয়েল শৌলকে ও তাঁর চাকরকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন, এবং প্রায় ত্রিশজন নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে তাঁদেরই প্রধান আসন দিলেন। পরে শামুয়েল রাধককে বললেন, 'আমি যে অংশ তোমার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এটা তোমার কাছে রাখ, সেই অংশটা নিয়ে এসো।' তাই রাধক উরুত ও তার উপরে যে অংশটা, তা এনে শৌলের সামনে এই বলে পরিবেশন করল: 'দেখুন, যে অংশটা বাকি রয়েছে, তা আপনার সামনে পরিবেশন করা হচ্ছে; খান; কেননা ঠিক আপনারই জন্য রাখা হয়েছিল, আপনি যেন নিমন্ত্রিত লোকদের সঙ্গে তা খান।' তাই সেদিন শৌল শামুয়েলের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

পরে তাঁরা উচ্চস্থান থেকে শহরে নেমে গেলেন। শৌলের জন্য ছাদের উপরে একটা বিছানা পাতা হল, আর তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। ভোর হলে শামুয়েল ছাদের উপরে শৌলকে ডাকলেন, তাঁকে বললেন, 'ওঠ, আমি তোমাকে বিদায় দেব।' শৌল উঠলেন,

আর তিনি ও শামুয়েল দু'জনে বাইরে গেলেন। তাঁরা শহরের শেষ বাড়ি পর্যন্তই হেঁটে গিয়েছিলেন, এমন সময় শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'তোমার চাকরকে আগে আগে যেতে বল,'—আর চাকরটি আগে আগে চলল—'কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও, যেন আমি তোমাকে পরমেশ্বরের বাণী শোনাই।'

শামুয়েল তেলের এক শিশি নিয়ে তাঁর মাথায় ঢাললেন, পরে তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করলেন না? তুমিই প্রভুর জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে, তুমিই তাদের চারপাশের শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে। প্রভুই যে তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করলেন, তোমার পক্ষে এটিই হবে চিহ্ন'

**শ্লোক** - ১ শামু ১০:১; ১৫:১৭

*প্র* প্রভু কি তোমাকে তাঁর আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে তৈলাভিষিক্ত করলেন না?

*উ* তুমিই শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে।

*প্র* তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন!

*উ* তুমিই শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'প্রভুর প্রার্থনা' থেকে পাঠ (৩৬)

**এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন**

আমরা যারা খ্রিষ্টে, অর্থাৎ নিত্য আলোতে রয়েছি, সেই আমরা যেন রাত্রিকালেও প্রার্থনা থেকে বিরত না থাকি। এভাবেই তো সেই বিধবা আন্না অবিরত প্রার্থনা ও নিশিজাগরণ পালন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় করায় রত ছিলেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন* (লুক ২:৩৭)। তেমন কথাই বিবেচনা করুন সেই বিজাতীয়রা যাঁরা এখনও আলোপ্রাপ্ত হননি, আর সেই ইহুদীরা যাঁরা আলো

থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারে রয়ে গেলেন; আমরা কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা প্রভুর আলোতে নিত্যই রয়েছি, যারা সেই সবকিছু স্মরণ ও রক্ষা করি যে সবকিছু ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা আমরা হতে শুরু করেছি, সেই আমরা রাতকে দিন বলে গণ্য করি।

আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আমরা নিত্যই আলোতে চলছি—যে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে গেছি, তা যেন আমাদের বাধা না দেয়: রাত্রিকাল যেন আমাদের প্রার্থনা বিঘ্নিত না করে, রাত্রিকালীন প্রার্থনায় আমরা যেন এমনিই উদাসীন ভাবে সময় অপব্যয় না করি। ঈশ্বরের করুণা দ্বারা আত্মিক দিক থেকে নবসৃষ্ট ও নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে, এসো, আমাদের যা হওয়ার কথা তারই অনুকরণ করি: আমরা যখন সেই রাজ্যেই বসবাস করতে আহূত, যে রাজ্য কোন রাত চেনে না, কেবল দিন-ই চেনে, তখন এসো, রাত্রিকালে জাগ্রত থাকি ঠিক দিনমানেই যেন; আমরা যখন পরলোকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে আহূত, তখন এসো, ইহলোকেও অবিরত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলি।

**শ্লোক** - লুক ১১:৯, ১০; সাম ১৪৫:১৮

*প্র* যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে;

*উ* কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

*প্র* যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে, প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।

*উ* কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৮)

## জনগণের সামনে বিধান-পুস্তক পাঠ

সপ্তম মাস এসে উপস্থিত হলে, যখন ইস্রায়েল সন্তানেরা নিজ নিজ শহরে ছিল, তখন, সলিলদ্বারের সামনে যে খোলা জায়গা রয়েছে, গোটা জনগণ যেন এক মানুষ হয়েই সেখানে সম্মিলিত হয়ে শাস্ত্রী এজরাকে মোশির বিধান-পুস্তক নিয়ে আসতে বলল, সেই যে বিধান প্রভু ইস্রায়েলের জন্য জারি করেছিলেন। তাই সপ্তম মাসের প্রথম দিনে এজরা যাজক জনসমাবেশের সামনে—স্ত্রী-পুরুষ এবং বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল —তাদের সকলের সামনে সেই বিধান-পুস্তক নিয়ে এলেন। সেখানে, সলিলদ্বারের সামনের সেই খোলা জায়গায়, স্ত্রী-পুরুষ ও বুঝবার মত যাদের বুদ্ধি হয়েছিল, তাদের সকলের সামনে এজরা ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত তা থেকে পাঠ করে শোনালেন; সমগ্র জনগণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিধান-পুস্তক শুনল।

এজরা শাস্ত্রী এই উদ্দেশ্যেই তৈরী একটা কাঠের মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; তাঁর ডান পাশে মাত্তিথিয়া, শেমা, আনাইয়া, উরিয়া, হিল্কিয়া ও মাসেইয়া, এবং তাঁর বাঁ পাশে পেদাইয়া, মিশায়েল, মাল্কিয়া, হাসুম, হাশবাদ্দানা, জাখারিয়া ও মেশুল্লাম দাঁড়িয়ে ছিল। এজরা গোটা জনগণের দৃষ্টিগোচরে—তিনি তো সকলের চেয়ে উঁচুতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—পুস্তকটা খুলে দিলেন; তিনি পুস্তকটা খোলামাত্র সমগ্র জনগণ উঠে দাঁড়াল। এজরা তখন মহেশ্বর প্রভুকে ধন্য বললেন, আর গোটা জনগণ দু'হাত তুলে উত্তরে বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!' এবং নিচু হয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করল। যেশুয়া, বানি, শেরেবিয়া, যামিন, আক্কুব, শাব্বেথাই, হোদিয়া, মাসেইয়া, কেলিতা, আজারিয়া, যোসাবাদ, হানান, পেলাইয়া, এরা সবাই লেবীয় হওয়ায় জনগণের কাছে বিধানের অর্থ বুঝিয়ে দিতে লাগল; জনগণ নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। তারা পরমেশ্বরের বিধান থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছিল, অনুবাদ করে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিল; তাই জনগণ পাঠের অর্থ বুঝতে পারল।

পরে প্রদেশপাল নেহেমিয়া, শাস্ত্রী এজরা যাজক আর সেই লেবীয়েরা যারা জনগণকে শিক্ষা দান করছিল, তাঁরা গোটা জনগণকে বললেন, 'আজকের দিন তোমাদের

পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; শোক করো না, চোখের জল ফেলো না!' কারণ বিধানবাণী শুনতে শুনতে সমগ্র জনগণ চোখের জল ফেলছিল। নেহেমিয়া বলে চললেন, 'এখন যাও, চর্বিওয়ালা খাবার খাও, মিষ্টি আঙুররস পান কর, এবং যাদের তৈরী কিছু নেই, নিজেদের খাবার থেকে তাদের কাছে কিছুটা পাঠিয়ে দাও; কারণ আজকের দিন আমাদের প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না, কেননা প্রভুর আনন্দই তোমাদের শক্তি।' লেবীয়েরা এই বলে গোটা জনগণকে শান্ত করছিল, 'এবার চুপ কর; আজকের দিন পবিত্র; বিষণ্ন হয়ো না!' তখন সমগ্র জনগণ ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল, [গরিবদের কাছে] খাবারের কিছুটা পাঠিয়ে দিল; তারা ফুর্তি করছিল, কারণ তাদের কাছে যে সকল কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তারা তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় দিনে সমস্ত জনগণের কুলপতিরা, যাজকেরা ও লেবীয়েরা বিধানবাণী অধ্যয়ন করতে শাস্ত্রী এজরার কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন, মোশির মাধ্যমে প্রভু যে বিধান জারি করেছিলেন, তার মধ্যে এই কথা লেখা আছে যে, সপ্তম মাসের উৎসবকালে ইস্রায়েল সন্তানেরা পর্ণকুটিরেই বাস করবে। তাই তাঁরা একটা ঘোষণাপত্র জারি করে সকল শহরে ও যেরুশালেমে তা প্রচার করালেন: 'পর্বতে গিয়ে তোমরা জলপাইগাছের পাতা, বন্য জলপাইগাছের পাতা, গুলমেদিগাছের পাতা, খেজুরগাছের পাতা ও ঝোপালগাছের পাতা নিয়ে এসো, আর তা দিয়ে পর্ণকুটির তৈরি কর—যেমনটি লেখা আছে।' তখন লোকেরা বাইরে গেল, ও সেই সমস্ত কিছু এনে প্রত্যেকজন নিজ নিজ ঘরের ছাদে ও প্রাঙ্গণে এবং পরমেশ্বরের গৃহের সকল প্রাঙ্গণে, সলিলদ্বারের খোলা জায়গায় ও এফ্রাইম-দ্বারের খোলা জায়গায় নিজেদের জন্য পর্ণকুটির তৈরি করল।

এইভাবে যারা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিল, তাদের গোটা জনসমাবেশ পর্ণকুটির তৈরি করে তার মধ্যে বাস করল। নূনের সন্তান যোশুয়ার সময় থেকে সেদিন পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা তেমন কিছু কখনও করেনি। তাতে মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। আর এজরা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিন পরমেশ্বরের বিধান-পুস্তক থেকে পাঠ করে শোনালেন। পর্বটি সাত দিনব্যাপী উদ্‌যাপিত হল, এবং বিধি অনুসারে অষ্টম দিনে সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হল।

**শ্লোক** - সাম ১৯:৮-৯; রো ১৩:৮, ১০

*প্র* প্রভুর বিধান নিখুঁত, প্রাণকে পুনরুজ্জীবিত করে; প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য, সরলমনাকে জ্ঞানবান করে।

*উ* প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে; প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

*প্র* পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

*উ* প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে; প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'শিক্ষাগুরু' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ৭)

## আমিই তোমাদের শিক্ষাগুরু

সঙ্গতভাবেই ঐশবাণীকে শিক্ষাগুরু বলা হয়, কারণ তিনি বালক এই আমাদের পরিত্রাণের দিকে চালিত করেন। এজন্য হোশেয়ার মুখ দিয়ে তিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু (হো ১১:১, ৩-৪ সত্তরী পাঠ্য)।

তাছাড়া ঐশশিক্ষা হল ধর্ম—একাধারেই ঐশউপাসনার শিক্ষা, সত্যজ্ঞান লাভের জন্য বিদ্যা ও স্বর্গে পৌঁছনোর জন্য উত্তম গঠন। শিক্ষা বলতে অনেক কিছু বোঝায়। এমন শিক্ষা রয়েছে যা পরিচালনার অধীন ও শিক্ষার্থী মানুষকে নির্দেশ করে; আরও, শিক্ষা পরিচালক ও শিক্ষককে নির্দেশ করে; তৃতীয়, শিক্ষা হল সেই গঠন যা মানুষ গ্রহণ করে; চতুর্থ, শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও শিক্ষা, যথা—উদাহরণ স্বরূপ—ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি।

ঈশ্বরের শিক্ষাদান সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে, তা হল ঈশ্বরদর্শন লাভের জন্য সত্য পথ, এবং তাতে রয়েছে সেই সমস্ত পুণ্যকর্মের সুস্পষ্ট ও প্রকট বর্ণনা যে কর্ম নিত্য নিষ্ঠায় চালিত করে। সৈন্যদের বাঁচানোর জন্য সেনাপতি যেমন সেনাদলকে চালিত করে ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য চালক যেমন জাহাজের পরিচালনা করে, তেমনি ঐশ শিক্ষাগুরু বালকদের কল্যাণকর জীবন-পর্যায়ে উন্নীত করেন, অর্থাৎ কিনা তিনি

আমাদের যত্ন নেন। এক কথায়, আমরা যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করতে পারি, শিক্ষাগুরুর প্রতি বাধ্যতা দেখিয়েই তা লাভ করতে পারি।

চালক সবসময় বাতাসের হাতে জাহাজ ফেলে রাখে, এমন নয়; ঝড়ের সময়ে সে বরং জাহাজের অগ্রভাগ তরঙ্গমালার সামনা-সামনিই ধরে রাখে; একইপ্রকারে শিক্ষাগুরু ছোট বালকদের এই সংসারের বিধানের হাতে ফেলে রাখেন না; শিশু যে ছোট নৌকার মত জঘন্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে নষ্ট হবে, তিনি তাও হতে দেন না; কিন্তু শিশুর মন যখন সত্যের আত্মা দ্বারা ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়, তখন তিনি হাল তথা শিশুটির আন্তর কান শক্ত করে ধরে রাখেন যতদিন না তিনি তাকে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে স্বর্গীয় বন্দরে পৌঁছিয়ে দিতে না পারেন। কেননা আমাদের পিতামাতাদের শিক্ষাদান অল্পদিনেরই, কিন্তু ঈশ্বরের চরিত্র-গঠন এমন সম্পদ যা চিরকাল থাকবে।

আমাদের পুণ্যতম শিক্ষাগুরু হলেন স্বয়ং যিশু—সেই ঐশবাণী যিনি সমগ্র মানবজাতির আলো; যিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন, সেই ঈশ্বর নিজেই আমাদের শিক্ষাগুরু। মোশির গীতিকায় পবিত্র আত্মা এভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলেন, *প্রান্তরেই তিনি সেই জনগণকে খুঁজে পেয়েছিলেন, জনশূন্য ও গর্জনধ্বনির মরুদেশে; তাকে শিক্ষাদান করলেন, তাকে ঘিরে ধরেই লালন করলেন, আপন চোখের মণির মতই তাকে রক্ষা করলেন। ঈগল যেমন ক'রে নীড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, শাবকদের উপর যেমন ক'রে উড়তে থাকে, তিনি তেমনি ক'রে ডানা মেলে তাকে ধরলেন, আপন পাখার উপরেই তাকে তুলে বহন করলেন। একাই প্রভু তাকে চালিত করলেন, তার সঙ্গে বিদেশী কোন দেবতা ছিল না* (দ্বিঃবিঃ ৩২:১০-১১ সত্তরী পাঠ্য)।

আমার মনে হয়, পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষাগুরুর সুস্পষ্ট একটা ছবি তুলে ধরছে, আমাদের দেখাচ্ছে আমাদের প্রতি তাঁর শিক্ষাদান। আবার, তিনি নিজেই নিজেকে শিক্ষাগুরু বলে ঘোষণা করেন যখন নিজের বিষয়ে বলেন, *আমিই প্রভু, তোমার পরমেশ্বর! আমিই মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছি তোমায়* (সাম ৮১:১১)।

শ্লোক - প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১

*প্র* সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক,

℣ কারণ তা-ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

℟ সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও,

℣ কারণ তা-ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-১৫)

### বিজয়ী শৌল জনগণ দ্বারা রাজা বলে ঘোষিত

[শৌলের অভিষেকের প্রায় এক মাস পর] আম্মোনীয় নাহাশ যুদ্ধযাত্রা করে যাবেশ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে শিবির বসালেন। যাবেশের সমস্ত লোক নাহাশকে বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করুন; আমরা আপনার দাস হব।' আম্মোনীয় নাহাশ উত্তরে তাদের বললেন, 'আমি এই শর্তেই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করব: তোমাদের সকলের ডান চোখ উপড়ে ফেলব, যাতে এ হয় গোটা ইস্রায়েলের কলঙ্কের চিহ্ন!' তখন যাবেশের প্রবীণেরা বললেন, 'আপনি সাত দিন সময় দিন, যেন ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত পাঠাতে পারি; কেউ যদি আমাদের ত্রাণ করতে না আসে, তবে আমরা আপনার কাছে বেরিয়ে আসব।'

দূতেরা শৌল-গিবেয়াতে এসে লোকদের কাছে এই কথা শোনাল, তখন সমস্ত লোক জোর গলায় কাঁদতে লাগল। আর ঠিক সেসময়েই শৌল মাঠ থেকে বলদের পিছু পিছু আসছিলেন। শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?' তারা তাঁকে যাবেশের লোকদের সেই সমস্ত কথা বলল। তিনি কথাটা শুনলেই পরমেশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে টুকরো টুকরো করে সেই দূতদের মধ্য দিয়ে সেই টুকরোগুলো ইস্রায়েল দেশের সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে কেউ শৌলের ও শামুয়েলের পিছনে বেরিয়ে না আসে, তার বলদগুলোর তেমন দশাই হবে!' লোকদের মধ্যে প্রভুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, তাই তারা এক মানুষের মতই যেন বেরিয়ে পড়ল। শৌল বেজেকে তাদের পরিদর্শন করলেন: ইস্রায়েল সন্তানদের তিন লক্ষ ও যুদার ত্রিশ হাজার লোক ছিল।

তখন তারা সেই আগত দূতদের বলল, 'তোমরা যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের বলবে: আগামীকাল, যখন রোদ প্রখর হতে লাগবে, তখন তোমাদের ত্রাণকর্ম সাধিত হবে।' সেই দূতেরা গিয়ে যাবেশের লোকদের সেই খবর দিল, আর তারা খুবই আনন্দিত হল। যাবেশের লোকেরা নাহাশকে বলল, 'আগামীকাল আমরা আপনাদের কাছে বেরিয়ে আসব; আপনারা যা ভাল মনে করবেন, আমাদের প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করবেন।' পরদিন শৌল তাঁর লোকদের তিন দলে বিভক্ত করে প্রভাত-প্রহরে শত্রুশিবিরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে রোদ প্রচণ্ড হওয়া পর্যন্ত আম্মোনীয়দের সংহার করলেন; যারা বেঁচে গেল, তারা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, তাদের কোন দু'জনও একসঙ্গে রইল না।

তখন জনগণ শামুয়েলকে বলল, 'কে বলেছে, শৌলকে কি আমাদের উপরে রাজত্ব করতে হবে? তেমন লোকদের আন, আমরা তাদের বধ করি!' কিন্তু শৌল বললেন, 'আজ কারও প্রাণদণ্ড হবে না, কেননা আজ প্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রাণকর্ম সাধন করলেন।' শামুয়েল লোকদের বললেন, 'চল, আমরা গিল্গালে গিয়ে সেখানে আবার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।' তাই সমস্ত লোক গিল্গালে গিয়ে সেই গিল্গালে প্রভুর সামনে শৌলকে রাজা বলে স্বীকার করল, সেখানে প্রভুর সামনে মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করল, আর সেখানে শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা ফুর্তি করল।

শ্লোক - সাম ১৮:৪৭, ৪৯, ৫১

প্র চিরজীবী হোন প্রভু! ধন্য আমার শৈল! আমার ত্রাণেশ্বর বন্দিত হোন!

উ তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও।

প্র তিনি তাঁর রাজাকে বিজয়দানে মহিমান্বিত করেন, তাঁর মশীহের প্রতি কৃপা দেখান চিরকাল।

উ তুমি তো আমার শত্রুদের ক্রোধ থেকে আমাকে রেহাই দাও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১৪৯, ৬)

**খ্রিষ্টই রাজা ও যাজক :**

**এসো, তাঁকে নিয়ে মেতে উঠি !**

*তার আপন নির্মাতাকে নিয়ে ইস্রায়েল আনন্দিত হোক, তাদের আপন রাজাকে নিয়ে মেতে উঠুক সিয়োন সন্তান সকল* (সাম ১৪৯:২ লাতিন পাঠ্য)। যিনি আমাদের নির্মাণ করলেন, সেই ঈশ্বরের পুত্র আমাদের একজন হলেন ; আমাদের রাজা আমাদের শাসন করেন, কারণ তিনি সেই নির্মাতা যিনি আমাদের গড়লেন। তাছাড়া আমরা তাঁরই উদ্দেশে সৃষ্ট, আবার তাঁরই দ্বারা আমরা শাসিত ; আর তাঁর নাম খ্রিষ্ট হওয়ায়ই আমরা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত।

খ্রিষ্ট খ্রিষ্মা শব্দ থেকে অর্থাৎ তৈলাভিষেক থেকেই এই বিশেষ নামে অভিহিত। আর যেহেতু সেসময় সকল যাজক ও রাজাকে তৈলাভিষিক্ত করা হত, সেজন্যই তিনি রাজা ও যাজক বলে তৈলাভিষিক্ত। রাজারূপে তিনি আমাদের জন্য সংগ্রাম করলেন, যাজকরূপে আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। যখন আমাদের জন্য সংগ্রাম করলেন, তখন তিনি প্রায়ই পরাজিত হলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিতলেন : বাস্তবিকই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, কিন্তু যে ক্রুশে বিদ্ধ হলেন, সেই ক্রুশ থেকেই তিনি শয়তানকে সংহার করলেন : এজন্য তিনি আমাদের রাজা।

কিন্তু তবু কেন তিনি যাজক? কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন। যা উৎসর্গ করতে হয়, তোমরা তো তা যাজককে দাও ; মানুষ কিন্তু উৎসর্গ করার মত শুচি বলি বলতে কীবা পেতে পারত? কোন্ বলি? পাপী মানুষ শুচি কীবা উৎসর্গ করতে পারে? ওহে ধর্মহীন, ওহে ভক্তিহীন! যা কিছু তুমি বহন কর, তা অশুচি ; তোমারই জন্য বরং শুচি কিছু উৎসর্গ করা দরকার! নিজেরই কাছে উৎসর্গ করার মত কিছু খোঁজ কর —কিছুই খুঁজে পাবে না। তোমার যা কিছু আছে, তার মধ্যে উৎসর্গ করার মত কিছু খোঁজ কর—তিনি কিন্তু কোন মেষ কি ছাগ কি বৃষ পছন্দ করেন না। সবকিছুই তো তাঁরই, যদিও তুমি তাঁর কাছে সেই সবকিছুই উৎসর্গ না কর। তাহলে তুমি তাঁর কাছে শুচি বলি উৎসর্গ কর। তুমি কিন্তু যে পাপী ও ভক্তিহীন! তোমার বিবেক যে কলুষিত!

শুচীকৃত হলে পর, তবেই হয় তো তুমি শুচি কিছু উৎসর্গ করতে পারবে; কিন্তু তুমি যেন শুচীকৃত হতে পার, তোমার জন্য একটা কিছু উৎসর্গ করাই দরকার।

সুতরাং, শুচীকৃত হবার জন্য তুমি নিজের জন্য কী উৎসর্গ করবে? শুচীকৃত হলেই তো তুমি শুচি নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে পারবে। অতএব এমন এক যাজক নিজেকে উৎসর্গ করুন যিনি শুচি, আর এভাবে শুচীকরণ রীতি সাধন করুন। খ্রিষ্ট ঠিক তাই করলেন। মানুষের জন্য উৎসর্গ করার মত মানুষের মধ্যে শুচি কিছু না পেয়ে তিনি শুচি বলিরূপে নিজেকেই উৎসর্গ করলেন। আহা, ধন্য বলি, সত্যকার বলি, নিষ্কলঙ্ক বলি! তিনি তো আমাদের দেওয়া কোন কিছুই উৎসর্গ করলেন না, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে যা ধারণ করেছিলেন, তা শুচীকৃত করে উৎসর্গ করলেন। আমাদের কাছ থেকে তিনি মানবদেহ গ্রহণ করেছিলেন, সেই দেহকেই তিনি উৎসর্গ করলেন। তেমন দেহ তিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছিলেন? কুমারী মারীয়ার গর্ভ থেকেই তা গ্রহণ করেছিলেন যেন পাপীদের জন্য তা উৎসর্গ করতে পারেন। ফলে তিনিই রাজা, তিনিই যাজক: এসো, তাঁকে নিয়ে মেতে উঠি।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১২:১০, ১২; ১১:১৫

*প্র* আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;

*উ* তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

*প্র* জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল:

*উ* তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-২, ৫-২১)

## পাপক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা

সপ্তম মাসের চতুর্বিংশ দিনে ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হল। তারপর ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যারা বিজাতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, তারা এগিয়ে এসে তাদের নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করল।

পরে যেশুয়া, কাদ্মিয়েল, বানি, হাস্‌বাব্নেইয়া, শেরেবিয়া, হোদিয়া, শেবানিয়া, পেথাহিয়া, এই কয়েকজন লেবীয় একথা বলল: 'উঠে দাঁড়াও! তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে বল ধন্য!

অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে ধন্য হোক তোমার গৌরবময় নাম, সেই যে নামের মহিমা সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসাবাদের অতীত! তুমি, একমাত্র তুমিই প্রভু; স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং তার সমস্ত বাহিনী, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তুমিই সেই সব নির্মাণ করেছ; তুমিই সমস্ত কিছু জীবনপূর্ণ করে রাখ, এবং স্বর্গীয় বাহিনী তোমার উদ্দেশে প্রণিপাত করে। তুমিই সেই প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আব্রামকে বেছে নিয়ে কাল্দীয়দের সেই উর থেকে বের করে এনেছিলে এবং তাঁর নাম আব্রাহাম রেখেছিলে। তুমি তাঁর হৃদয় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত দে'খে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয় ও গির্গাশীয়দের দেশ তাঁর বংশকে দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁর সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করেছিলে; আর তোমার সেই বাণী তুমি রক্ষাই করেছ, কেননা তুমি ধর্মময়!

তুমি মিশরে আমাদের পিতৃপুরুষদের দুর্দশা দেখেছিলে, লোহিত সাগর-তীরে তাদের হাহাকার শুনেছিলে; ফারাওর, তাঁর সমস্ত পরিষদের ও তাঁর দেশের লোকদের বিরুদ্ধে নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়েছিলে; কেননা তুমি জানতে যে, তারা আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি কঠোর ভাবে ব্যবহার করেছিল। আর তুমি এমন সুনাম অর্জন করেছ, যা আজও অম্লান! তুমি তাদের সামনে সাগর দু'ভাগ করে খুলে দিলে; তখন তারা সাগরের মধ্য দিয়ে শুকনো মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলল; যারা তাদের

পিছনে ধাওয়া করছিল, তাদের অতল গহ্বরে ঠেলে দিলে মত্ত জলরাশির গর্ভে একটা পাথরের মত। তাদের চলার পথ আলোকিত করতে তুমি দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলে। তুমি সিনাই পর্বতের উপরে নেমে এলে, স্বর্গ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বললে, এবং ধর্মসম্মত নিয়মনীতি ও সত্য বিধিমালা তাদের দিলে—মঙ্গলময় বিধি, মঙ্গলময় আজ্ঞা! তাদের জানিয়ে দিলে তোমার পবিত্র শাব্বাৎ, এবং তোমার আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে তাদের দিলে আজ্ঞা, বিধি ও বিধান। তারা ক্ষুধিত হলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের রুটি দিলে, তারা পিপাসিত হলে তুমি শৈল থেকে জল বের করে আনলে; এবং যে দেশ তাদের দেবে বলে শপথ করেছিলে, সেই দেশ অধিকার করে নিতে তাদের আজ্ঞা দিলে।

অথচ তারা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, মন কঠিন করল, তোমার আজ্ঞায় কান দিল না, বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না; বরং মন কঠিন করে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাসত্বে ফিরে যাবে বলে মন স্থির করল। কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না। এমনকি, তারা যখন নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করল, এবং বলল, এই যে তোমার দেবতা, যিনি মিশর থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন, আর তাই বলে যখন তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল, তখনও তুমি তোমার অসীম স্নেহ গুণে মরুপ্রান্তরে তাদের পরিত্যাগ করলে না; না, সেই যে মেঘস্তম্ভ দিনের বেলায় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা তাদের সামনে থেকে সরে গেল না; সেই যে অগ্নিস্তম্ভ রাতের বেলায় তাদের চলার পথ আলোকিত করছিল, তাও সরে গেল না। জ্ঞান-শিক্ষা দেবার জন্য তুমি তাদের তোমার মঙ্গলময় আত্মাকে দিলে, তাদের মুখে তোমার মান্না দিতে ক্ষান্ত হলে না, এবং তারা পিপাসিত হলে তুমি তাদের জন্য জল যুগিয়ে দিলে। চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে তুমি তাদের যত্ন করলে, তাদের কিছুর অভাব হল না: তাদের পোশাকও জীর্ণ হল না, তাদের পাও ফুলে উঠল না।'

**শ্লোক** - নেহে ৯:১, ২, ১৬-১৭

*প্র* ইস্রায়েল সন্তানেরা চটের কাপড় পরে ও মাথায় ধুলামাটি মেখে উপবাস পালনের জন্য সম্মিলিত হয়ে নিজেদের পাপ ও তাদের পিতৃপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করল।

*উ* কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না।

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষেরা স্পর্ধার সঙ্গে ব্যবহার করল, বাধ্যতা দেখাতে অস্বীকার করল, এবং তাদের মধ্যে তুমি যত আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলে, তা স্মরণে রাখল না।

*উ* কিন্তু তুমি ক্ষমাবান পরমেশ্বর, দয়াবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; তাই তাদের পরিত্যাগ করলে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'কাথলিক মণ্ডলীর ঐক্য' থেকে পাঠ (১২-১৪)

**খ্রিষ্ট আমাদের শান্তি দিলেন**

**ও আদেশ দিলেন আমরা যেন একমন একপ্রাণ হই**

আপন শিষ্যদের কাছে একাত্মতা ও শান্তির কথা নির্দেশ করে প্রভু বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন; কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি* (মথি ১৮:১৯-২০)। এভাবে তিনি দেখালেন, প্রার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, তাদের একাত্মতার ভিত্তিতেই বহু কিছু মঞ্জুর করা হয়। *তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়:* প্রথম শর্তস্বরূপ তিনি একমতের কথা রাখলেন, শান্তির একাত্মতাই আগে স্থান দিলেন; এভাবে তিনি আমাদের পক্ষে যা সমীচীন, তা ধ্রুবতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে শিখিয়ে দিলেন। কিন্তু, মণ্ডলীর গোটা দেহের সঙ্গে ও সকল ভাইবোনের সঙ্গে যে একমন নয়, সে কেমন করে অপর একজনের সঙ্গে একমন হতে পারবে? সেই দু'জন কি তিনজন যারা খ্রিষ্ট ও তাঁর সুসমাচার থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে, তারা কেমন করে খ্রিষ্টের নামে নিজেদের একত্র করতে পারবে? কেননা আমরা যে তাদের

কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি এমন নয়, তারাই আমাদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে; আর পরবর্তীকালে যখন মতভেদ ও ধর্মবিচ্ছেদ দেখা দিল ও নানা স্বতন্ত্র উপ-মণ্ডলী আবির্ভূত হল, তখন সত্যের উৎস ও সূচনা ত্যাগ করা হল।

যারা মণ্ডলীতে থাকে, তাদেরই কাছে প্রভু মণ্ডলীর কথা বলেন; তাঁর কথা: তাঁর আদেশ ও শিক্ষা মত একমন হয়ে তারা এক-প্রার্থনায় একত্র হয়ে কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তারা যা যাচনা করবে, মহিমময় ঈশ্বরের কাছ থেকে তা পেতে পারবে: *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।* অর্থাৎ কিনা তিনি বললেন, যারা সরলহৃদয় ও শান্তিপ্রিয়, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে ও তাঁর আদেশগুলি পালন করে, তারা কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তিনি তাদের কাছে কাছে থাকবেন, যেভাবে অগ্নিচুল্লির মধ্যে সেই তিনজন যুবকের কাছে কাছে থেকেছিলেন; আর যেহেতু সেই তিনজন ঈশ্বরের সঙ্গে সরলহৃদয় ও নিজেদের মধ্যে একমন ছিলেন, সেজন্য তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে থাকাকালে তিনি শিশিরময় বাতাস দ্বারা তাঁদের আরাম দিয়েছিলেন। একইপ্রকারে তিনি কারারুদ্ধ সেই দু'জন শিষ্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন; আর তাঁরা সরলহৃদয় ও একাত্ম হওয়ায় তিনি কারাবাসের দরজা খুলে দিয়ে তাঁদের আবার লোকদের মধ্যে নিয়ে গেলেন, তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব অনুসারে সকলের কাছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাণী প্রচার করেন। সুতরাং যিনি মণ্ডলীকে প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি যখন উপদেশ দিয়ে বললেন, *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি,* তখন মণ্ডলী থেকে কিছুটা লোক ছিন্ন করতে চাইলেন না বটে; বরং ভিন্নমতের জন্য দুর্জনদের ভর্ৎসনা করে ও নিজের কথায় ভক্তদের কাছে শান্তির বাণী জোর করে উপস্থাপন করে তিনি দেখাতে চাইলেন, ভিন্নমত বহু অবলম্বীর সঙ্গে থাকার চেয়ে তিনি বরং তাদেরই সঙ্গে থাকতে প্রীত যারা কেবল দু'জন কি তিনজন হলেও তবু প্রার্থনায় একত্র; তিনি আরও দেখালেন যে, বহুজনের মিলহীন প্রার্থনার চেয়ে অল্পজনের একাত্ম যাচনাই শক্তিশালী।

এজন্য প্রার্থনা করতে শেখাতে গিয়ে তিনি এ কথাও বললেন, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন* (মার্ক ১১:২৫);

আবার, অন্তরে সদ্ভাব না রেখে যে বেদির কাছে বলি উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে, তিনি তাকে বেদি থেকে ফিরিয়ে ডেকে এ আদেশ দেন, সে যেন আগে ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃস্থাপন করে ও তারপরেই ঈশ্বরের কাছে মনের শান্তিতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে।

খ্রিষ্ট আমাদের কাছে শান্তি রেখে গেলেন; আদেশ করলেন আমরা যেন একত্র ও একাত্ম থাকি; আজ্ঞা দিলেন আমরা যেন ভালবাসার বন্ধন অক্ষুণ্ন ও অবিচ্ছেদ্য রাখি।

শ্লোক - মথি ১৮:১৯-২০; ২ বংশ ৭:১৫

প্র পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন,

উ কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

প্র এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী,

উ কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-২৫)

**শামুয়েলের বিদায় উপদেশ**

শামুয়েল গোটা ইস্রায়েলকে বললেন, 'দেখ, তোমরা আমার কাছে যা কিছু চেয়েছ, আমি তোমাদের সেই সমস্ত দাবি মেনে নিলাম: তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করলাম। দেখ, এখন থেকে রাজা তোমাদের আগে আগে চলবেন। আমার বেলায়, আমার তো বেশ বয়স হয়েছে, আর আমার চুল পেকে গেছে। তাছাড়া আমার ছেলেরা তোমাদের সঙ্গে এইখানে রয়েছে। আমি ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের চোখের সামনেই জীবনযাপন করে আসছি। এই যে আমি! তোমরা প্রভুর সামনে ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের সামনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বল দেখি: আমি কার্ বলদ জোর করে নিয়েছি? কার্ গাধা জোর করে নিয়েছি? কাকেই বা অত্যাচার করেছি? কার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছি? কিংবা কারও পক্ষে আমার নিজের চোখ বন্ধ রাখার জন্য কার্ হাত থেকে অন্যায় উপহার গ্রহণ করে নিয়েছি? এই যে, আমি তোমাদের ক্ষতিপূরণ করতে এখানে আছি!' তারা বলল, 'আপনি আমাদের অত্যাচার করেননি, দুর্ব্যবহারও করেননি; কারও হাত থেকেও কিছু গ্রহণ করে নেননি।' তিনি বলে চললেন, 'তোমরা আমার হাতে কিছুই পাওনি, তবে এবিষয়ে কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রভুই সাক্ষী, ও আজ তাঁর তৈলাভিষিক্তজনও সাক্ষী?' তারা উত্তর দিল: 'হ্যাঁ, তিনি সাক্ষী!'

তখন শামুয়েল জনগণকে বললেন, 'প্রভু, যিনি মোশি ও আরোনের উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছেন, তিনি সাক্ষী। তোমরা এখন এখানে দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি প্রভু যে সমস্ত ধর্মকাজ সাধন করেছেন, সেইপ্রসঙ্গে আমি প্রভুর সামনে তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। যখন যাকোব মিশরে গেলেন, মিশরীয়েরা তাদের

অত্যাচার করল, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করেছিল, তখন প্রভু মোশিকে ও আরোনকে প্রেরণ করেন; আর তাঁরা মিশর থেকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনলেন, এবং এইখানে তাদের ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু জনগণ তাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেল বিধায় তিনি হাৎসোরের সেনাদলের সেনাপতি সিসেরার কাছে, ফিলিস্তিনিদের কাছে ও মোয়াব-রাজের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন, আর এরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তারা এই বলে প্রভুর কাছে হাহাকার করল: আমরা পাপ করেছি, কারণ প্রভুকে ত্যাগ করে বায়াল ও আস্তার্তীস দেব-দেবীর সেবা করেছি; এখন তুমি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার কর, আর আমরা তোমার সেবা করব। তখন প্রভু যেরুব-বায়ালকে, বারাককে, যেফ্তাকে ও শামুয়েলকে পাঠিয়ে তোমাদের চারদিকের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করলেন, ফলে তোমরা নিরাপদে বাস করলে। অথচ তোমরা যখন দেখলে আম্মোনীয়দের রাজা নাহাশ তোমাদের বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসছে, তখন তোমরা আমাকে বললে, না, আমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করুন—যদিও তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুই তোমাদের রাজা! এখন এই যে সেই রাজা, যাঁকে তোমরা বেছে নিয়েছ ও যাঁর জন্য যাচনা করেছ; দেখ, প্রভু তোমাদের উপরে একজন রাজা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং, যদি তোমরা প্রভুকে ভয় কর, তাঁর সেবা কর, ও তাঁর প্রতি বাধ্য হও, ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, এবং তোমরা ও তোমাদের উপরে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে সেই রাজা, সকলেই যদি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সঙ্গে চলতে থাক, তবে ভাল; কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও ও প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে প্রভুর হাত যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিরোধী ছিল, তেমনি তোমাদেরও বিরোধী হবে।

এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে চান। আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, তোমরা তোমাদের জন্য রাজা যাচনা করায় প্রভুর সামনে ভারী অন্যায় করেছ!' তখন শামুয়েল প্রভুকে ডাকলে প্রভু সেদিন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করলেন; আর গোটা জনগণ প্রভুর ও শামুয়েলের বিষয়ে অধিক ভীত হল। তারা সকলে শামুয়েলকে বলল,

‘আপনি আপনার দাসদের জন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আমাদের না মরতে হয়; কেননা আমরা আমাদের সকল পাপের উপর এই অন্যায়ও যোগ করেছি যে, আমাদের জন্য রাজা যাচনা করেছি।’

শামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, ‘ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও, বরং সমস্ত হৃদয় দিয়ে যেন সেই প্রভুরই সেবা কর! অসার বলেই যা কিছু কোন উপকারে আসে না, উদ্ধার করতেও পারে না, এমন অসার বস্তুর পিছনে যাবার জন্য সরে যেয়ো না। তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন। আমার বেলায়, আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে ও তোমাদের কাছে উত্তম ও ন্যায় পথ দেখাতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক। তোমরা শুধু প্রভুকে ভয় কর, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা কর; কেননা তিনি তোমাদের জন্য যে মহা মহা কর্ম সাধন করেছেন, তা তোমাদের চোখের সামনেই রাখতে হবে। কিন্তু তোমরা যদি অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাক, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা সকলেই উচ্ছিন্ন হবে।’

**শ্লোক** - ১ শামু ১২:২০, ২২

*প্র* শামুয়েল লোকদের এই উত্তর দিলেন, ভয় করো না; তোমরা এই সমস্ত অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তোমরা কমপক্ষে যেন প্রভুর অনুসরণে ক্ষান্ত না হও,

*উ* প্রভু যিনি, তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা কর।

*প্র* তাঁর আপন মহানামের খাতিরে প্রভু নিশ্চয়ই তাঁর আপন জনগণকে ত্যাগ করবেন না, কারণ প্রভু তোমাদেরই তাঁর আপন জনগণ করতে প্রীত হয়েছেন।

*উ* প্রভু যিনি, তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর সেবা কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি লিখিত 'পালকীয় নিয়ম' থেকে পাঠ (১:৩)

## শাসনভার

আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখিয়েছি শাসনভার কতই না গুরুতর ব্যাপার, কেউই যেন অক্ষম হয়ে তেমন পবিত্র দায়িত্ব দুঃসাহসের সঙ্গে না গ্রহণ করে, ও পদমর্যাদার অভিলাষে পতনের দিকে মানুষকে চালিত না করে। ধন্য যাকোব এবিষয়ে বলেন, *হে আমার ভাই, এমনটি যেন না হয় যে তোমরা সকলেই শিক্ষাগুরু হতে চাও* (যাকোব ৩:১)। স্বর্গীয় প্রাণীদের জ্ঞান ও ক্ষমতার ঊর্ধ্বস্থিত হয়ে যিনি স্বর্গলোকে অনাদিকাল থেকে রাজত্ব করেন, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই স্বয়ং মধ্যস্থও পৃথিবীতে থাকতে রাজ্যভার গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন; বাস্তবিকই লেখা আছে, *যিশু যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা তাঁকে রাজা করার অভিপ্রায়ে জোর করে ধরতে আসছে, তখন একা আবার পর্বতে সরে গেলেন* (যোহন ৬:১৫)। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর চেয়ে কেইবা মানুষকে উত্তমরূপে শাসন করতে পারত? কিন্তু, যেহেতু তিনি যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিত্রাণ করতে শুধু নয়, জীবনাদর্শের মধ্য দিয়েও আমাদের শিক্ষা দিতে মানুষ হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি রাজা হতে চাইলেন না, বরং স্বচ্ছন্দেই ক্রুশদণ্ডের দিকে গেলেন। যে গৌরব তাঁকে অর্পণ করা হচ্ছিল, তিনি সেই গৌরবের শীর্ষস্থান অস্বীকার করে জঘন্য মৃত্যুদণ্ড ইচ্ছা করলেন, যেন তাঁর অঙ্গগুলি সংসারের তোষামোদ থেকে দূরে যেতে ও তার হুমকি ভয় না করতে শেখে, বরং সত্যের খাতিরে প্রতিকূলতা ভালবাসতে ও অনুকূলতা সন্দেহের সঙ্গে এড়াতে শিখতে পারে; কেননা অনুকূল অবস্থা প্রায়ই হৃদয় কলুষিত করে, পক্ষান্তরে প্রতিকূল অবস্থা দুঃখ-কষ্ট দ্বারা হৃদয় শুচীকৃত করে। অনুকূল অবস্থায় মন গর্বোদ্ধত হয়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় গর্বোদ্ধত মনও নম্র হয়ে ওঠে। অনুকূলতায় মানুষ নিজের কথা ভুলে যায়, প্রতিকূলতায় কিন্তু ইচ্ছা না করলেও সে নিজের বিষয়ে সচেতন হতে বাধ্য হয়।

অনুকূল অবস্থায় মানুষ আগের অর্জিত যত পুণ্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সে অতীতকালের অপরাধেরও প্রায়শ্চিত্ত করে। কষ্টজনিত শিক্ষা প্রায়ই হৃদয় গঠন করে, অপরদিকে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে যে পৌঁছেছে, সে গৌরবে অভ্যস্ত হয়ে গর্বে স্ফীত হয়।

এভাবে শৌল আগে নিজেকে অযোগ্য মনে করে পালিয়ে গেছিলেন, কিন্তু রাজ্যভার পাওয়া মাত্রই গর্বোদ্ধত হলেন; এবং জনতার সামনে প্রশংসিত হতে ইচ্ছা করে কিন্তু প্রকাশ্যে তিরস্কৃত হতে না চেয়ে তিনি তাঁরই কাছ থেকেও ছিন্ন হলেন যিনি তাঁকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। দাউদের বেলায়ও তেমনি ঘটেছিল: তিনি সব দিক দিয়েই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ছিলেন, কিন্তু কষ্টের ভার সরে যাওয়া মাত্রই তাঁর নিম্ন স্বভাব অকস্মাৎ দেখা দিল—তিনি এত নির্মম ও হিংস্র হয়ে উঠলেন যে একটি মানুষের মৃত্যু ঘটালেন, ও এত কাঁচা ও দুর্বল হয়ে উঠলেন যে সেই লোকের স্ত্রীকে বাসনা করলেন। এমনকি, যিনি আগে এতই দয়ালু ছিলেন যে দুর্জনদের ক্ষমা করতে পেরেছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নির্লজ্জ হয়ে সৎলোকদের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। নিজের নির্যাতনকারী তাঁর হাতে পড়লেও তিনি আগে তাকে আঘাত করতে অস্বীকার করেছিলেন; পরবর্তীতে, শ্রান্ত সেনাদলের ক্ষতি সত্ত্বেও তিনি বিশ্বস্ত সৈন্যের মৃত্যু ঘটালেন। আর দুঃখ-কষ্ট যদি তাঁকে ক্ষমার দিকে না নিয়ে যেত, তাহলে তাঁর অপরাধ নিঃসন্দেহেই মনোনীতদের সংখ্যা থেকে তাঁকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত।

**শ্লোক** - লুক ১২:৪৮; প্রজ্ঞা ৬:৬

℣ যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে;

℟ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

℣ প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে:

℟ যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (৯:২২-৩৬)

## লেবীয়দের প্রার্থনা

লেবীয়েরা প্রার্থনা করে চলল, 'প্রভু, তুমি তাদের দিলে নানা রাজ্য ও নানা জাতিকে; সেগুলিকে সীমান্ত দেশ রূপে তাদের মধ্যে বণ্টন করলে; তাই তারা সিহোনের দেশ, অর্থাৎ হেশবোনের রাজার দেশ ও বাশান-রাজ ওগের দেশ অধিকার করে নিল। তাদের সন্তানদের সংখ্যা তুমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত বৃদ্ধি করলে, এবং সেই দেশেই তাদের আনলে, যে দেশের বিষয়ে তুমি তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে কথা দিয়েছিলে যে, তারা তা অধিকার করে নিতে সেখানে প্রবেশ করবে। হ্যাঁ, তাদের সন্তানেরা সেই দেশে প্রবেশ করে তা অধিকার করে নিল; এবং তুমি সেই দেশের অধিবাসী কানানীয়দের তাদের সামনে নত করলে, এবং ওদের ও ওদের রাজাদের ও দেশের সকল জাতিকে তাদের হাতে তুলে দিলে, যেন তারা ওদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তাই তারা সুরক্ষিত বহু বহু নগর দখল করল, উর্বরা ভূমিও দখল করল; সবরকম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বাড়ি-ঘর, খনন করা কুয়ো, আঙুরখেত, জলপাইবাগান ও প্রচুর প্রচুর ফলদায়ী গাছ অধিকার করল; তারা খেল, তৃপ্তির সঙ্গেই খেল, মোটাও হল, এবং তোমার মহা মঙ্গলময়তা গুণে আপ্যায়িত হল।

কিন্তু তারা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল, এবং তোমার যে নবীরা তোমার দিকে তাদের ফেরাবার জন্য তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতেন, তাঁদের হত্যা করল; তোমাকে প্রচণ্ড অপমান করল! তাই তাদের তুমি তাদের বিপক্ষদের হাতে ছেড়ে দিলে, আর তারা তাদের অত্যাচার করল; কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যে তারা যখন তোমার কাছে চিৎকার করছিল, তখন তুমি স্বর্গ থেকে তাদের চিৎকার শুনে তোমার অসীম স্নেহ গুণে তাদের এমন ত্রাণকর্তা দান করছিলে, যাঁরা বিপক্ষদের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ করলেন। কিন্তু তবু তারা যখন স্বস্তি ভোগ করত, তারা আবার তোমার সামনে কুকাজ করত, ফলে তাদের তুমি তাদের শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে, আর সেই শত্রুরা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাত; কিন্তু তারা ফিরলে ও তোমার কাছে হাহাকার করলে তুমি স্বর্গ থেকে তাদের হাহাকার শুনে তোমার স্নেহগুণে

বহুবার তাদের উদ্ধার করতে। তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিতে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাত না; যা পালন করলে মানুষ বাঁচে, তোমার এমন সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত; তারা কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, মন কঠিন করত, বাধ্য ছিল না।

তবু তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, ও তোমার নবীদের মধ্য দিয়ে তোমার আত্মা দ্বারা তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানালে; কিন্তু তারা কান দিতে চাইল না; ফলে তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে। তবু তোমার অসীম স্নেহ গুণে তুমি তাদের নিঃশেষ করনি, ত্যাগও করনি, কারণ তুমি দয়াবান ও স্নেহশীল ঈশ্বর।

তাই এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান পরাক্রমী ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আশুরের রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের উপরে, আমাদের রাজাদের, জনপ্রধানদের, যাজকদের, নবীদের, পিতৃপুরুষদের ও তোমার গোটা জনগণের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়। আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়, কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি। আমাদের রাজারা, জনপ্রধানেরা, যাজকেরা ও পিতৃপুরুষেরা, কেউই তোমার বিধান পালন করেনি; এবং যা দ্বারা তুমি তাদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে, তোমার সেই সমস্ত আজ্ঞা ও আদেশে তারা কান দেয়নি। তাদের নিজেদের রাজ্যেও, তাদের উপরে বর্ষিত তোমার অসীম মঙ্গল সত্ত্বেও, তোমার দ্বারা তাদের হাতে দেওয়া প্রশস্ত ও উর্বর দেশ সত্ত্বেও তারা তোমার সেবা করেনি, তাদের কুকর্ম সাধনেও ক্ষান্ত হয়নি। যে দেশ তুমি আমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছ তারা যেন তার ফল খায় ও তার যত মঙ্গল ভোগ করে, দেখ, আজ আমরা সেই দেশে দাস! আর তুমি আমাদের পাপরাশির জন্য আমাদের উপরে যে রাজাদের বসিয়েছ, এই দেশের প্রচুর ফল সবই তাদের স্বত্ব; এখন তারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের পশুদের উপরে যেমন খুশি তেমনই প্রভুত্ব চালাচ্ছে, আর আমরা ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছি।'

**শ্লোক** - নেহে ৯:৪, ২৬, ৩২, ৩৩

*প্র* লেবীয়েরা জোর গলায় প্রভুকে ডাকল : আমাদের পিতৃপুরুষেরা অবাধ্য হয়ে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করল, তোমার বিধান পিছনে ফেলে দিল ;

*উ* এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান, পরাক্রমী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আমাদের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়।

*প্র* আমাদের প্রতি এইসব কিছু ঘটা সত্ত্বেও তুমি তো ধর্মময়, কারণ তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম করেছি।

*উ* এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, হে মহীয়ান, পরাক্রমী ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক, আমাদের উপরে যে সমস্ত ক্লেশ নেমে পড়েছে, সেই সমস্ত কিছু যেন তোমার দৃষ্টিতে সামান্য ব্যাপার না হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৭ম পুস্তক ৭)

**সারা জীবন ধরেই ঈশ্বরকে সম্মান করতে হবে**

আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন সেই ঐশবাণীকে আরাধনা ও সম্মান করি যাঁকে আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা ও দিশারী বলে জানি, ও তাঁর মধ্য দিয়ে যেন পিতাকে আরাধনা ও সম্মান করি—বিশেষ বিশেষ দিনে শুধু নয়, কিন্তু অবিরতই সারা জীবন ধরে ও সব দিক দিয়ে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে একজন মনোনীত ব্যক্তি বললেন, *দিনে আমি সাতবার করি তোমার প্রশংসা* (সাম ১১৯:১৬৪)। তাই ঈশ্বরকে যে জানে, সে নির্ধারিত এক স্থানে নয়, নির্দিষ্ট এক সময়ও নয়, আদিষ্ট পর্বদিনগুলিতেও শুধু নয়, বরং সারা জীবন ধরে ও সর্বস্থানেই তাঁকে সম্মান করে—সে একা বা তার সঙ্গে সমবিশ্বাসের অন্য বহু ভক্তজন থাকুক না কেন! সত্যপথ জানতে পেরেছে বিধায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েই সে ঈশ্বরকে সম্মান করে।

যখন একটি সৎমানুষের উপস্থিতি ভালোর দিকে মানুষকে উদ্দীপিত করে ও আপন জীবনাদর্শ ও প্রেরণাদায়ী সম্ভ্রম দ্বারা তার সঙ্গীকে গঠন করে, তখন ধ্যান, জীবনধারণ ও

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন দ্বারা যে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকে, সে কতই না মহত্তর কারণেই জীবনাচরণ, কথাবার্তা ও মনোভাবে উত্তম হয়ে উঠবে!

এভাবে সে-ই ব্যবহার করে, যে এবিষয়ে নিশ্চিত যে, নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না হওয়ায় ঈশ্বর সর্বস্থানে সর্বদাই বিদ্যমান। ঈশ্বর যে সর্বস্থানেই উপস্থিত, একথায় নিশ্চিত হয়ে সারা জীবন ধরে ঠিক অবিরত পর্বদিনই যেন উদ্‌যাপন করে আমরা মাঠে চাষ করতে করতে তাঁর প্রশংসাগান করি, সমুদ্র-যাত্রায় তাঁর স্তুতিগান করি, ও অন্য যত পরিস্থিতিতে সেভাবে ব্যবহার করি। ঈশ্বরকে যে জানে, সে অধিক মাত্রায় তাঁর কাছে এগিয়ে যায়, যার ফলে সবকিছুতে সে একইসময় গম্ভীর ও আনন্দিত বলে প্রতীয়মান হয়। সে গম্ভীর, কারণ তার মন ঈশ্বরে নিবদ্ধ; সে আবার আনন্দিত, কারণ ঈশ্বর তাকে যা কিছু দান করেছেন, সে সেই সবকিছু মঙ্গলকর মনে করে।

কিন্তু যাচনা না করেও নানা মঙ্গলদান পেয়ে থাকলেও তবু আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করা অনর্থক নয়। এমনকি উদ্বুদ্ধ মানুষের কর্তব্যই ধন্যবাদ জানানো ও প্রতিবেশীর মনপরিবর্তনের জন্য যা প্রয়োজন সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা। একই উদ্দেশ্যে প্রভুও প্রার্থনা করলেন—আপন কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন বলে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, আবার তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন বহু লোক সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে পারে; যাতে করে যারা পরিত্রাণ পেয়ে থাকে তারা যেন পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, ও যিনি একমাত্র মঙ্গলময় ও একমাত্র ত্রাণকর্তা তাঁর কথা যেন ঐশপুত্রের দ্বারা যুগ যুগান্তর ব্যাপী জ্ঞাত হয়। তাছাড়া মানুষ যখন বিশ্বাস করে সে যা যাচনা করে তা পাবে, তখন সেই বিশ্বাসও এমন একপ্রকার প্রার্থনা যা ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারাই মানুষের অন্তরে রাখা হয়।

অন্য দিকে, যখন প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ, তখন তাঁর কাছে এগিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ হারাতে নেই। অবশ্যই, ঐশব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উদ্বুদ্ধ মানুষের পবিত্রতা স্বতঃস্ফূর্ত ঈশ্বরস্বীকারের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিখুঁত দান প্রকাশ করে। ঈশ্বর যে বাধ্য হয়েই মঙ্গল কাজ সাধন করেন তা নয় বটে, কিন্তু যারা মনপরিবর্তন করে তিনি স্বেচ্ছায়ই তাদের মঙ্গল করেন। ঈশ্বরের মঙ্গলবিধান আমাদের কাছে হীনভাবেই কখনও আসে না—অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কোন লোকের কাছে দাসের মতই যেন তিনি আমাদের কাছে কখনও আসেন না; বরং আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণা

গুণেই তাঁর মঙ্গলবিধানের দানগুলি আমাদের দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে পালক মেষগুলির সঙ্গে কিংবা রাজা প্রজাদের সঙ্গে, ও আমরা আমাদের সেই পরিচালকদের সঙ্গে ব্যবহার করি যাঁরা তাঁদের হাতে ন্যস্ত মানুষকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সুতরাং, তারাই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক ও উপাসক, যারা তাঁকে সর্বোত্তম রাজা বলে উপাসনা করে ও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে; তেমন কিছু সরল মন ও সত্যকার জ্ঞান দ্বারাই ঘটে।

শ্লোক - লুক ১১:৯, ১০; সাম ১৪৫:১৮

প্র যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে;

উ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

প্র যারা তাঁকে ডাকে, অন্তর দিয়েই তাঁকে ডাকে, প্রভু তাদের সকলের কাছে কাছেই থাকেন।

উ কেননা যে যাচনা করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:১-২৩)

**শৌলের পাপের কারণে প্রভু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন**

শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'প্রভু তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করতে আমাকেই প্রেরণ করেছেন। তাই এখন প্রভুর বাণী শোন। সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: ইস্রায়েলের প্রতি আমালেক যা করেছিল, মিশর থেকে তার আসার সময়ে সে পথে তার বিরুদ্ধে কেমন ফাঁদ পেতেছিল, আমি তা লক্ষ করেছি। সুতরাং এখন তুমি যাও, আমালেককে আঘাত কর, তার যা কিছু আছে সবই বিনাশ-মানতের বস্তু কর, তার প্রতি মমতা দেখিয়ো না: স্ত্রীলোক ও পুরুষলোক, বালক ও দুধের শিশু, বলদ ও মেষ, উট ও গাধা সবই বধ কর।'

শৌল লোকদের আহ্বান করে তেলায়িমে তাদের পরিদর্শন করলেন: দু'লক্ষ পদাতিক সৈন্য ও যুদার দশ হাজার লোক। শৌল আমালেকের শহর পর্যন্ত গিয়ে উপত্যকায় ওত পেতে থাকলেন। শৌল কেনীয়দের বললেন, 'যাও, দূরে যাও, আমালেকীয়দের মধ্য থেকে চলে যাও, পাছে আমি তাদের সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ করি; কেননা সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে আসছিল, তোমরা তখন ইস্রায়েল সন্তানদের প্রতি মমতা দেখিয়েছিলে।' তাই কেনীয়েরা আমালেকের মধ্য থেকে চলে গেল।

পরে শৌল হাবিলা থেকে মিশরের পুবদিকে অবস্থিত শুরের দিকে পর্যন্ত আমালেককে আঘাত করলেন। তিনি আমালেকের রাজা আগাগ্-কে জীবিত ধরলেন, এবং বিনাশ-মানতের জোরে সমস্ত লোককে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন। কিন্তু শৌল ও লোকেরা আগাগ্-কে এবং সবচেয়ে ভাল মেষ-বলদকে ও নধর বাছুর ও মেষশাবকগুলোকে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল সবকিছু বাঁচিয়ে রাখলেন, সেই সব কিছু তাঁরা

বিনাশ-মানতের বস্তু করতে চাইলেন না; কেবল তুচ্ছ ও রুগ্ন যত পশুই বিনাশ-মানতের বস্তু করলেন।

তখন প্রভুর বাণী শামুয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'শৌলকে রাজা করায় আমার দুঃখ হচ্ছে, কারণ সে আমার সঙ্গ ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে আর আমার বাণী পালন করেনি।' এতে শামুয়েল উদ্বিগ্ন হলেন, এবং সারারাত ধরে প্রভুর কাছে হাহাকার করলেন। পরদিন শামুয়েল শৌলের সঙ্গে দেখা করতে ভোরে উঠলেন, কিন্তু শামুয়েলকে এই খবর দেওয়া হল, 'শৌল কার্মেলে গিয়েছেন; আর দেখুন, নিজের জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছেন; পরে সেখান থেকে ফিরে নানা জায়গা হয়ে গিল্গালে নেমে গেলেন।' শামুয়েল শৌলের কাছে এসে পৌঁছলে শৌল তাঁকে বললেন, 'আপনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! আমি প্রভুর বাণী পালন করেছি।' শামুয়েল উত্তরে বললেন, 'তবে আমার কানে এই যে মেষের গলার শব্দ আসছে, আর এই যে গরুর ডাক আমি শুনছি, তা কি?' শৌল বললেন, 'সেইসব আমালেকীয়দের কাছ থেকে আনা হয়েছে; কেননা আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করার জন্য লোকেরা সবচেয়ে ভাল মেষ ও গবাদি পশু বাঁচিয়ে রেখেছে; বাকি সবকিছু বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি।' তখন শামুয়েল শৌলকে বললেন, 'আর নয়! এখন আমিই তোমাকে বলি, গত রাতে প্রভু আমাকে কী বলেছেন।' শৌল বললেন, 'বলুন।'

শামুয়েল বললেন: 'তোমার নিজের চোখে তুমি যত ক্ষুদ্র হও না কেন, তবু তুমিই কি ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলোর মাথা নও? প্রভুই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন! প্রভু যখন তোমাকে যুদ্ধযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু কর: তারা উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাও। তবে তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে কেন লুটের মালের উপরে পড়ে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?' শৌল শামুয়েলকে বললেন, 'আমি তো প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়েছি; যে যুদ্ধযাত্রায় প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই যুদ্ধযাত্রা করেছি, আমালেকের রাজা আগাগ্-কে ফিরিয়ে এনেছি, ও আমালেকীয়দের বিনাশ-মানতের বস্তু করেছি। কিন্তু যা বিনাশ-মানতের বস্তু হওয়ার কথা ছিল, তা থেকে জনগণ গিল্গালে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ

করার জন্যই লুটের মালের মধ্য থেকে সেরা মেষ ও গবাদি পশু নিয়েছে।' শামুয়েল বললেন,

'আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া,
এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?
দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়;
ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।
কারণ বিদ্রোহ, সে তো দৈবগণনার মতই পাপ,
এবং দুঃসাহস, সে তো মূর্তিপূজার মতই অপরাধ।
তুমি প্রভুর বাণী প্রত্যাখ্যান করেছ বলে
তিনি তোমাকে রাজারূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

**শ্লোক** - ১ শামু ১৫:২২; হো ৬:৬

*প্র* আহুতি ও যজ্ঞবলি এবং প্রভুর প্রতি বাধ্য হওয়া, এই দুইয়ে প্রভু কী সমানভাবেই প্রীত?

*উ* দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়; ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।

*প্র* আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

*উ* দেখ, যজ্ঞবলির চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়; ভেড়ার চর্বির চেয়ে আত্মসমর্পণই শ্রেয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (২য় ধর্মশিক্ষা ৫-৮)

**পরিত্রাণ ঈশ্বরের দয়া থেকেই আসে**

যিনি আমাদের জন্য নিজের মূল্যবান রক্ত পাত করেছেন, তিনিই পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করবেন। এসো, ভ্রাতৃগণ, নিরাশ না হই, পাছে আশাহীন পর্যায়ে পতিত হই। মনপরিবর্তন বিষয়ে আশাভ্রষ্ট হওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে না, সে অগণিত অমঙ্গল সঞ্চয় করে; কিন্তু সুস্থতা সম্বন্ধে যে আশা রাখে, সে যত্ন সহকারে প্রতিকার সন্ধান করে। যে অপকর্মা ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে না, সে

দুষ্কর্ম করে চলে; সে কিন্তু যদি ক্ষমার উপর ভরসা রাখে, তাহলে সে প্রায়ই মনপরিবর্তনের দিকে ছুটে আসে। যখন সাপও পুরনো চামড়া ত্যাগ করে, তখন আমরা কি পাপ ত্যাগ করব না?

প্রভু মানবপ্রেমিক, আর প্রেম করায় তিনি কৃপণ নন। তাই তুমি একথা বলো না: আমি উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী হয়েছি, আমি কুকর্ম করেছি, একবার শুধু নয়, বহুবারই পাপ করেছি; তিনি কি আমাকে ক্ষমা মঞ্জুর করবেন? এমন কি হতে পারে, তিনি আমার সমস্ত অপকর্ম ভুলে যাবেন? একটু শোন সামসঙ্গীতের রচয়িতা কী বলেন, *হে প্রভু, কতই না মহান তোমার মঙ্গলময়তা* (সাম ৩১:২০)। তোমার পাপরাশি ঈশ্বরের দয়ার বদান্যতা অতিক্রম করে না, তোমার ঘাও সর্বোত্তম চিকিৎসকের নৈপুণ্য অতিক্রম করে না। তুমি কেবল বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে সঁপে দাও, চিকিৎসকের কাছে নিজের রোগ ব্যক্ত কর; দাউদের সঙ্গে তুমিও বল, *আমি বলেছি: প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব,* তবে তোমার বেলায়ও পরবর্তী বাণী প্রযোজ্য হবে, *তখনই তুমি আমার হৃদয়ের অধর্ম মোচন করলে* (সাম ৩২:৫)।

তুমি কি ঈশ্বরের করুণা ও তাঁর অসীম সহিষ্ণুতা দেখতে ইচ্ছা কর? তাহলে শোন আদমের বেলায় কী ঘটেছে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলেন: ঈশ্বর সেই মুহূর্তেই কি তাঁকে হত্যা করতে পারতেন না? তুমি কিন্তু দেখ, যিনি মানুষকে ভালবাসেন সেই প্রভু কী করলেন: তাঁকে পরমদেশ থেকে বের করে দিয়ে বাইরে রাখলেন, যেন যেখান থেকে পতিত হয়েছিলেন ও যে পর্যায় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা দে'খে তিনি মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুনরায় পরিত্রাণ পেতে পারেন।

এই তো সত্যিকারে ঈশ্বরের দয়া; অথচ পরবর্তীকালের যত উপকারের তুলনায় তা তখনও ছিল ক্ষুদ্র। একটু স্মরণ কর নোয়ার সময়ে কী ঘটেছে। সেই মহাবীরেরা পাপ করেছিল, ও শঠতা পৃথিবী জুড়ে অধিক ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে মহাপ্লাবন হল। তুমি কি ঈশ্বরের সেই মঙ্গলময়তা দেখতে পাচ্ছ যা এক'শ বর্ষকাল ধরে প্রসারিত? এক'শ বছর পরে যা করেছিলেন, তিনি কি তা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন, তিনি কিন্তু ইচ্ছা করেই সময় স্থগিত করলেন, মানুষ যেন মনপরিবর্তন করতে

পারে। তবে তুমি কি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা দেখতে পাচ্ছ? অনুতাপ করলে সেই কালের মানুষ ঈশ্বরের দয়া থেকে বঞ্চিত হত না।

**শ্লোক** - যুদিথ ৮:২০, ১৭

*প্র* তাঁকে ছাড়া আমরা অন্য ঈশ্বরকে মানি না, আর এজন্য এই আশা রাখি যে,

*উ* তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না।

*প্র* পরিত্রাণ ধৈর্যের সঙ্গে প্রত্যাশা করতে করতে, আসুন, আমরা তাঁর কাছে মিনতি জানাই যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন।

*উ* তিনি আমাদের কাছে তাঁর দয়া, ও আমাদের দেশের কাছে তাঁর পরিত্রাণ অস্বীকার করবেন না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নেহেমিয়া পুস্তক থেকে পাঠ (১২:২৭-৪৭)

## যেরুশালেমের প্রাচীর উৎসর্গীকরণ

যেরুশালেম প্রাচীর উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে লেবীয়দের যেরুশালেমে আনবার জন্য তাদের সকল বাসস্থানে তাদের খোঁজ করা হল, যেন উৎসর্গ-অনুষ্ঠান করতাল, সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে ও স্তবস্তুতি ও বন্দনা গানে আনন্দে উদ্‌যাপিত হয়। গায়কদলের সদস্যেরা যেরুশালেমের নিকটবর্তী প্রদেশ থেকে ও নেতোফাতীয়দের যত গ্রাম থেকে, এবং বেথ্‌-গিল্গাল থেকে এবং গেবার ও আস্মাবেথের খোলা মাঠ থেকে সমবেত হল; কেননা গায়কেরা যেরুশালেমের কাছাকাছিই নিজেদের জন্য গ্রাম স্থাপন করেছিল। যাজকেরা ও লেবীয়েরা আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করল; পরে জনগণকে, সমস্ত নগরদ্বার ও প্রাচীরকেও শুদ্ধ করল।

তখন আমি যুদার প্রধান লোকদের প্রাচীরের উপরে আনলাম, এবং বড় বড় দু'টো কীর্তন-দল গঠন করলাম। প্রথম দল প্রাচীরের উপর দিয়ে ডান পাশে সার-দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল; তাদের পিছু পিছু চলছিল হোসাইয়া, যুদার প্রধান লোকদের অর্ধেক ভাগ, আজারিয়া, এজরা, মেশুল্লাম, যুদা, বেঞ্জামিন, শেমাইয়া ও যেরেমিয়া—এরা সকলে তুরিবাদক যাজকের দলের মানুষ; তারপর যোনাথান—অর্থাৎ আসাফের বংশজাত জাক্কুরের সন্তান মিখাইয়া, মিখাইয়ার সন্তান মাত্তানিয়া, মাত্তানিয়ার সন্তান শেমাইয়া, শেমাইয়ার সন্তান যে যোনাথান, সেই যোনাথানের সন্তান জাখারিয়া, ও তার জ্ঞাতিভাই শেমাইয়া, আজারেল, মিলালাই, গিলালাই, মায়াই, নেথানেয়েল, যুদা ও হানানি, এই সকলের হাতে ছিল পরমেশ্বরের মানুষ দাউদের বাদ্যযন্ত্র; এদের সকলের আগে আগে শাস্ত্রী এজরা হেঁটে চলছিলেন। ঝরনাদ্বারের কাছে এসে পৌঁছে তারা সরাসরি দাউদ-নগরীর সিঁড়ির উপর দিয়ে প্রাচীরের ঊর্ধ্বগামী জায়গা দিয়ে উঠে দাউদের প্রাসাদ রেখে সলিলদ্বার পর্যন্ত পুবদিকে এগিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কীর্তন-দল বাঁ দিকে এগিয়ে গেল, এবং আমি, আর আমার সঙ্গে জনগণের অর্ধেক ভাগ, তাদের পিছু পিছু প্রাচীরের উপর দিয়ে চললাম। তারা তন্দুর-দুর্গ পার হয়ে চওড়া প্রাচীর পর্যন্ত গেল; তারপর এফ্রাইম-দ্বার, প্রাচীন দ্বার, মৎস্যদ্বার, হানানেয়েল-

দুর্গ ও মেয়া-দুর্গ পার হয়ে তারা মেষদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেল; কীর্তন-দল কারাগার-দ্বারে এসে পৌঁছে সেখানে দাঁড়াল। কীর্তন-দল দু'টো পরমেশ্বরের গৃহে স্থান নিল; আমিও তাই করলাম, আর আমার সঙ্গে বিচারকদের যে অর্ধেক ভাগ ছিল, তারাও তাই করল; তুরিবাদক যাজক এলিয়াকিম, মাআসেইয়া, মিনিয়ামিন, মিখাইয়া, এলিওয়েনাই, জাখারিয়া, হানানিয়া, এবং মাআসেইয়া, শেমাইয়া, এলেয়াজার, উজ্জি, যেহোহানান, মাল্কিয়া, এলাম ও এজেরও সেখানে স্থান নিল। গায়কেরা জোর গলায় গান করছিল, ও ইজ্রাহিয়া তাদের পরিচালক ছিল।

সেদিন বহু বহু বলি উৎসর্গ করা হল, এবং জনগণ আনন্দ-ফুর্তি করল, কারণ পরমেশ্বর তাদের মহা আনন্দে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা ও ছেলেমেয়েরাও আনন্দ-ফুর্তি করল, এবং যেরুশালেমের আনন্দের সাড়া বহু দূরেই শোনা গেল।

সেসময়ে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হল, তারা যেন যে যে কক্ষ নৈবেদ্যের, প্রথমাংশের ও দশমাংশের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে নগরীর অধীনস্থ গ্রামগুলো থেকে সেই সকল অংশ সংগ্রহ করে, যা বিধান অনুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের প্রাপ্য অংশ; ব্যাপারটা হল এই যে, যাজকদের নিজ নিজ স্থানে দে'খে ইহুদীরা খুবই আনন্দ পাচ্ছিল। আর এই যাজকেরা তাদের পরমেশ্বরের সেবা সংক্রান্ত ও শুচিতা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব পালন করছিল; সেদিকে গায়কেরা ও দ্বারপালেরাও দাউদের ও তাঁর সন্তান শলোমনের আজ্ঞামত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছিল; কেননা প্রাচীনকাল থেকেও, দাউদ ও আসাফের সময় থেকেও গায়কদলের পরিচালকেরা ছিল, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসাগান ও স্তুতিগান পরিবেশন করা হত। জেরুব্বাবেল ও নেহেমিয়ার সময়ে গোটা ইস্রায়েল গায়কদের ও দ্বারপালদের কাছে তাদের দৈনিক প্রাপ্য অংশ দিত; এবং এরা লেবীয়দের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত, লেবীয়েরাও আরোন-সন্তানদের কাছে তাদের পবিত্রীকৃত প্রাপ্য অংশ দিত।

শ্লোক - ইশা ২৬:১; সাম ৪৮:৩

প্র আমাদের শক্তিশালী এক নগরী আছে,

উ ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।

℣ সেই সিয়োন পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার ; সেই তো মহান রাজার রাজপুর।

℟ ত্রাণস্বরূপ তিনি প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টনী দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৭:১৬-১৭)

**তিনি নিজেই মণ্ডলী স্থাপন করলেন**

*তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি, পরমেশ্বর* (সাম ৪৮:১০ দ্রঃ)। যখন ঈশ্বরের পুত্রকে মন্দির বলা হয়, তখন তা সেই অর্থেই বলা হয় যা অনুসারে তিনি নিজের দেহের কথা বলেছিলেন, *তোমরা এ মন্দির ধ্বংস কর, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব* (যোহন ২:১৯)। সত্যিই খ্রিষ্টের দেহ হল ঈশ্বরের সেই মন্দির যেখানে আমাদের পাপের শুচীকরণ সাধিত। সত্যিই ঈশ্বরের মন্দির হল সেই মাংস যা পাপ কলুষিত করতে পারেনি কিন্তু সমগ্র বিশ্বের অপরাধের জন্য বলি হয়ে উঠল। সত্যিই ঈশ্বরের মন্দির সেই মাংস যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত ছিল ও ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করত—কারণ স্বয়ং খ্রিষ্টই সেই পূর্ণতা। এজন্য তাঁকে উদ্দেশ করে বলা হয়, *তোমার মন্দিরে আমরা তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি, পরমেশ্বর।* আর এ বাণীর অর্থ এছাড়া কীবা হতে পারে, *তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যাঁকে তোমরা জান না?* (যোহন ১:২৬)। তিনি সত্যিই তোমাদের মাঝে, অথচ তোমরা তাঁকে দেখতে পার না। কিন্তু যদি এ বাণী পিতাকেই নির্দেশ করে, তাহলে *তোমার মন্দিরে* বচনটার অর্থ এছাড়া আর কীবা হতে পারে যে, ঈশ্বর খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করছিলেন?

সুতরাং আমরা সেই মন্দিরে *তোমার কৃপা গ্রহণ করেছি,* অর্থাৎ কিনা আমরা সেই বাণীকে গ্রহণ করেছি যিনি মাংস হলেন ও আমাদের মাঝে বাস করলেন। কেননা খ্রিষ্ট যেমন মুক্তি, তিনি তেমনি কৃপাও। যে জগতের পাপ অন্য কোন উপায়েই বাতিল করা সম্ভব ছিল না, সেই জগৎকে নিজের রক্তে ধৌত করার উদ্দেশ্যে আমাদের অপরাধের জন্য বলিরূপে নিজেকে উৎসর্গ করার চেয়ে কোনও মহত্তর কৃপা থাকতে পারত কি?

পবিত্রজনদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যখন প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন* (১ করি ৩:১৬), তখন অধিক যুক্তিসঙ্গত ভাবে সেই প্রভু যিশুর মাংসই ঈশ্বরের মন্দির বলে অভিহিত হবে যাঁর বিষয়ে লেখা আছে তিনি পবিত্র আত্মায় নিত্য পরিপূর্ণ ছিলেন—যেভাবে তিনি নিজেও সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন, *আমি টের পেয়েছি আমা থেকে শক্তি বের হয়েছে* (লুক ৮:৪৬)—তা সেই শক্তি ছিল যা সকলের যন্ত্রণাপূর্ণ ক্ষত নিরাময় করত।

মন্দিরে তিনি জনগণের সঙ্গে ঈশ্বরের কৃপা গ্রহণ করেছেন—একথার অর্থ এও হতে পারে যে, তিনি আপন মণ্ডলীকে স্থাপন করলেন ও চিরকালের মত তাকে পৃথিবীর চারপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত করলেন; কেননা ঈশ্বর সত্যিই তাঁর একমাত্র পুত্রের সঙ্গে জনগণকে এ অনুগ্রহ দান করলেন, এমনকি তিনি তাঁকে নির্মাতা বলেও নির্দেশ করলেন: *আমার নামের উদ্দেশে তিনিই একটা গৃহ গেঁথে তুলবেন* (২ সাম ৭:১৩), আর সেই গৃহ সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীকে তাঁর প্রশংসাগানে ও তাঁর নামে পরিপূর্ণ করল, যেমনটি লেখা আছে, *পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পরিপূর্ণ* (হাবা ৩:৩); আরও, *ঈশ্বর তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়, ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে, 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু'* (ফিলি ২:৯-১১)।

শ্লোক - ইশা ৩৩:২০, ২১

*প্র* তোমার পর্বপুরী সিয়োনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ! তোমার চোখ যেরুশালেম দেখতে পাবে, তা এমন নগরী, যা শান্ত আবাস, এমন তাঁবু, যা কখনও সরানো হবে না,

*উ* কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়, আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু।

*প্র* তার গোঁজ কখনও উপড়ে ফেলা হবে না, তার দড়িগুলোর একটাও ছিঁড়বে না,

*উ* কারণ সেইখানে রয়েছেন সেই প্রতাপময়, আমাদের সপক্ষ সেই প্রভু।

# শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:১-১৩)

### রাজপদে তৈলাভিষিক্ত দাউদ

সেসময়, প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'আর কতদিন তুমি শৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে রাজারূপে অগ্রাহ্যই করেছি। তোমার শিংটায় তেল ভরে নিয়ে রওনা হও, আমি তোমাকে বেথলেহেমের যেসের কাছে প্রেরণ করছি, কারণ তার ছেলেদের মধ্যে আমি আমার জন্য এক রাজার সন্ধান পেয়েছি।' শামুয়েল বললেন, 'আমি কী করে যাব? একথা শুনলে শৌল আমাকে বধ করবে!' প্রভু বললেন, 'তুমি একটা বকনা বাছুর সঙ্গে নিয়ে যাও; গিয়ে তুমি বলবে: আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এলাম। সেই যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে যেসেকেও নিমন্ত্রণ করবে। আর তোমাকে কী করতে হবে, আমি তখন তা তোমাকে জানাব, আর যার নাম আমি তোমাকে বলব, তুমি তাকে আমার জন্য তৈলাভিষিক্ত করবে।'

শামুয়েল প্রভুর কথামত কাজ করলেন, তিনি বেথলেহেমে গেলেন। তখন শহরের প্রবীণেরা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন; বললেন, 'আপনার আসাটা শান্তিজনক তো?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার আসা শান্তিজনক; আমি প্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে এসেছি। তোমরা নিজেদের পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।' তিনি যেসেকেও ও তাঁর ছেলেদেরও পবিত্রিত করে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করলেন।

তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি এলিয়াবের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই: প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন তাঁর সামনে উপস্থিত!' কিন্তু প্রভু শামুয়েলকে বললেন, 'তুমি কারও চেহারা বা উচ্চতার দিকে তাকিয়ে থেকো না, কারণ আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি; মানুষ যা লক্ষ করে, আমি তা লক্ষ করি না; মানুষ তো বাইরের

চেহারার দিকে তাকায়, প্রভু কিন্তু হৃদয়েরই দিকে তাকান।' তখন যেসে আবিনাদাবকে ডেকে শামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; শামুয়েল বললেন, 'প্রভু ওকেও বেছে নেননি।' তবে যেসে শাম্মাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন, কিন্তু তিনি বললেন, 'প্রভু একেও বেছে নেননি।' এভাবে যেসে তাঁর সাতজন ছেলেকে শামুয়েলের সামনে দাঁড় করালেন; কিন্তু শামুয়েল যেসেকে বললেন, 'প্রভু এদের বেছে নেননি।'

তখন শামুয়েল যেসেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরাই কি তোমার সকল ছেলে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কেবল ছোটজন বাকি রয়েছে; সে বর্তমানে মেষ চরাচ্ছে।' তখন শামুয়েল যেসেকে বললেন, 'তাকে আনতে লোক পাঠাও, কারণ সে না আসা পর্যন্ত আমরা খেতে বসব না।' যেসে লোক পাঠিয়ে তাকে আনালেন। ছেলেটির গায়ের রঙ গোলাপী, চোখ দু'টো উজ্জ্বল, চেহারা সুন্দর। প্রভু বললেন, 'ওঠ, একে তৈলাভিষিক্ত কর; ও তো সেই!' শামুয়েল তেলের শিং নিয়ে তার ভাইদের মধ্যে তাকে অভিষিক্ত করলেন, আর সেদিন থেকে প্রভুর আত্মা দাউদের উপরে প্রবলভাবে নেমে পড়ল। তখন শামুয়েল উঠে রামাতে চলে গেলেন।

**শ্লোক** - সাম ৮৯:২০, ২২, ২১

*প্র* একটি যোদ্ধার চেয়ে একটি ছেলেকেই আমি রাজা করলাম, জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম।

*উ* আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

*প্র* আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান, তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে।

*উ* আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ফাউস্তিনুস লুকিফেরিয়ানুস লিখিত 'ত্রিত্ব' থেকে পাঠ (৩৯-৪০)

**খ্রিষ্ট শাশ্বতকালীন রাজা ও যাজক**

আমাদের ত্রাণকর্তা মাংস অনুসারে সত্যিই 'খ্রিষ্ট' হলেন—তিনি একইসময় হলেন প্রকৃত রাজা ও প্রকৃত যাজক: ঈশ্বররূপে তাঁর যা যা ছিল, ত্রাণকর্তারূপে যেন সেই সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত না হন, এজন্যই তিনি একাধারে রাজা ও যাজক হলেন। তিনি নিজেই তখন নিজ রাজ-অধিকার ঘোষণা করলেন যখন বললেন, *আমি তাঁর দ্বারাই রাজারূপে*

*প্রতিষ্ঠিত হলাম তাঁর পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর* (সাম ২:৬ দ্রঃ)। স্বয়ং পিতাও তাঁর যাজক-মর্যাদা সপ্রমাণ করে বললেন, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)।

বিধানের সময় আরোনই প্রথম খ্রিষ্মা অভিষেকে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন; এখানে কিন্তু 'আরোনের রীতি অনুসারে' তেমন কথা বলা হয়নি, যেন কেউ মনে না করে যে ত্রাণকর্তার যাজকত্ব বংশগত অধিকারেরই যাজকত্ব। কেননা আরোনের যাজকত্ব বংশপরম্পরার উপরেই নির্ভর করত, কিন্তু ত্রাণকর্তার যাজকত্ব সেরকম নয়, কারণ তিনি নিজে চিরকালের মত যাজক হয়ে থাকবেন, যেমনটি লেখা আছে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।*

সুতরাং মাংস অনুসারে ত্রাণকর্তা একাধারে রাজা ও যাজক—তাঁর তৈলাভিষেক কিন্তু শারীরিক নয়, আত্মিক তৈলাভিষেক। ইস্রায়েলীয়দের বেলায় যাঁরা রাজা ও যাজক পদে শারীরিক তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হতেন, তাঁরা রাজা ও যাজক হয়ে উঠতেন, তবু তাঁরা একইসঙ্গে রাজা ও যাজক হতেন না, বরং এক একজন হতেন হয় রাজা, না হয় যাজক; অতএব কেবল খ্রিষ্টেরই বেলায় সার্বিক পরিপূর্ণতা আরোপণীয়, কারণ তিনি বিধানের পূর্ণতা সাধন করতে এসেছিলেন।

তথাপি, একাধারে রাজা ও যাজক না হলেও, যাঁরা হয় রাজা ও না হয় যাজক পদে তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হতেন, তাঁরা তবু 'খ্রিষ্ট' বলে অভিহিত হতেন। কিন্তু সেই ত্রাণকর্তা যিনি প্রকৃত খ্রিষ্ট, তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারাই তৈলাভিষিক্ত হলেন, যাতে শাস্ত্রের একথা পূর্ণতা লাভ করে, *তাই পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (সাম ৪৫:৮)। তাঁর সমকক্ষদের চেয়ে তাঁর তৈলাভিষেক এতেই উৎকৃষ্ট যে, তিনি আনন্দ-তেলেই অভিষিক্ত হলেন, যার অর্থ হল তিনি পবিত্র আত্মারই দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হলেন। একথা যে সত্যাশ্রয়ী, তা স্বয়ং ত্রাণকর্তার বাণী দ্বারা প্রমাণিত; কেননা ইশাইয়ার পুস্তক হাতে তুলে নিয়ে যখন তিনি একথা পাঠ করলেন যে, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, এজন্য তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন* (লুক ৪:১৮ লাতিন পাঠ্য), তখন তিনি শ্রোতাদের সামনে একথা বলেছিলেন যে, তেমন ভাববাণী তখনই পূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতরও সেই বিশ্বস্ত ও দয়ালু সেনাপতির কাছে একথা ঘোষণা করলেন, যে তেলে ত্রাণকর্তা অভিষিক্ত হলেন তা স্বয়ং পবিত্র আত্মা তথা স্বয়ং ঈশ্বরেরই পরাক্রম। তাঁর কথা এরূপ : *যোহন-প্রচারিত বাপ্তিস্মের পর থেকে গালিলেয়াতে আরম্ভ ক'রে ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং দিয়াবলের শক্তির অধীনে থাকা যত মানুষকে সুস্থ করে তুলছিলেন* (প্রেরিত ১০:৩৭-৩৮)।

তাই তুমি দেখতে পেরেছ কেমন করে পিতরও মাংসধারী যিশুকে *পবিত্র আত্মা ও পরাক্রমে তৈলাভিষিক্ত* বলে ঘোষণা করলেন। ফলে একথা সত্য যে, যিশু মাংস অনুসারে 'খ্রিষ্ট' হলেন, কেননা পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে তিনি একাধারে রাজা ও চিরকালের মত যাজক হয়ে উঠলেন।

শ্লোক - হিব্রু ৫:৫-৬ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর গৌরব দর্শন কর : তিনি সকল জাতিকে ত্রাণ করতেই পৃথিবীতে প্রবেশ করছেন।

*উ* তিনি ধর্মরাজ, তাঁর রাজ্য অন্তহীন।

*প্র* যিশু আমাদের জন্য অগ্রদূত বলে প্রবেশ করলেন—তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন মহাযাজক হয়ে উঠলেন।

*উ* তিনি ধর্মরাজ, তাঁর রাজ্য অন্তহীন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৯:১-১৪)

## তপস্যা ও পরিত্রাণ

দেখ, প্রভুর হাত এতই খাটো নয় যে, তিনি ত্রাণ করতে অক্ষম ;
তাঁর কানও এতই ভারী নয় যে, তিনি শুনতে অক্ষম।
কিন্তু তোমাদের সমস্ত শঠতা
তোমাদের পরমেশ্বর ও তোমাদের মধ্যে বিরাট গর্ত খুঁড়েছে ;
তোমাদের পাপরাশি
তাঁকে তোমাদের কাছ থেকে শ্রীমুখ লুকোতে বাধ্য করেছে,
ফলে তিনি তোমাদের শোনেন না ;
কারণ তোমাদের হাতের পাতা রক্তে,
তোমাদের আঙুল শঠতায় কলঙ্কিত,
তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যা বলে,
তোমাদের জিহ্বা কুকথা রটায়।

কেউই ন্যায্যতা অনুসারে অভিযোগ আনে না,
কেউই সত্য অনুসারে তর্কযুক্তি করে না।
সবাই অসারেই ভরসা রাখে, মিথ্যাই বলে,
শঠতা গর্ভে ধারণ করে, অন্যায় প্রসব করে।
তারা চন্দ্রবোড়ার ডিম ফোটায়,
মাকড়সার জাল বোনে ;
সেই ডিম যে খায়, সে মারা পড়ে,
সেই ডিম চূর্ণ করলে কালসাপ বের হয়।
তাদের জালের সুতোতে কাপড় হয় না,
তাদের কাজকর্মেও পোশাক হয় না ;
তাদের কাজকর্ম সবই অধর্মের কাজ,
তাদের হাতে রয়েছে অত্যাচারের ফল।

তাদের পা অপকর্মের দিকে দৌড়োয়,
নির্দোষীর রক্তপাত করতে তারা দ্রুতই ছোটে ;
তাদের চিন্তা সবই অধর্মের চিন্তা,
তাদের পথে রয়েছে ধ্বংস ও সর্বনাশ।
তারা শান্তির পথ জানে না,
তাদের গতিপথে সুবিচার নেই ;
তারা তাদের পথ বাঁকা করে,
যে কেউ সেই পথে চলে,
সে শান্তি জানে না।

তাই সুবিচার আমাদের কাছ থেকে দূরে গেছে,
ধর্মময়তাও আমাদের নাগাল পেতে পারে না।
আমরা আলোর জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু দেখ, অন্ধকার !
দীপ্তির জন্য প্রত্যাশা করছিলাম,
কিন্তু তমসায় আমাদের চলতে হচ্ছে।
অন্ধের মত আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে হাঁতড়াই,
যার চোখ নেই, তেমন মানুষের মত হাঁতড়ে হাঁতড়ে হাঁটি ;
সন্ধ্যাকালে যেমন, মধ্যাহ্নে ঠিক তেমনি হোঁচট খাই ;
জীবিত ও তেজময় মানুষদের মধ্যে আমরা মৃতই যেন।
আমরা সকলে ভালুকের মত গর্জন করি,
ঘুঘুর মত দারুণ আর্তস্বর করে ডাকি ;
আমরা সুবিচারের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু তা নেই ;
পরিত্রাণের জন্য প্রত্যাশা করি,
কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তা দূরেই রয়েছে।

কারণ তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক,

আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ;
হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে,
আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি,
তা হল : বিদ্রোহ ও প্রভুকে অস্বীকার,
আমাদের আপন পরমেশ্বরের প্রতি পিঠ ফেরানো,
অত্যাচার ও বিপ্লব পোষণ করা,
মিথ্যাকথা গর্ভে ধারণ করা ও হৃদয় থেকে তা বের করা।
তাতে সুবিচার পিছনে হটে পড়ে,
এবং ধর্মময়তা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
কেননা রাস্তা-ঘাটে সত্য হোঁচট খেয়ে পড়েছে,
এবং সততা প্রবেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে।

**শ্লোক** - ইশা ৫৯:১২; ১ যোহন ১:৮

*প্র* তোমার দৃষ্টিতে আমাদের বিদ্রোহ-কর্ম অনেক, আমাদের পাপ আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ;

*উ* হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সামনে রয়েছে, আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি।

*প্র* আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।

*উ* হ্যাঁ, আমাদের যত বিদ্রোহ-কর্ম আমাদেরই সামনে রয়েছে, আর আমরা আমাদের যত শঠতা স্বীকার করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সন্ন্যাসী জন মস্কোস-লিখিত 'পিতৃগণের বচনমালা' থেকে পাঠ (পাতেরিকন ১৯৬)

**মনপরিবর্তন কর, প্রভুর কাছে ফিরে যাও**

মনপরিবর্তন কর ও তোমার প্রভুর ভয়ে ফিরে যাও : উপবাস কর, প্রার্থনা কর, চোখের জল ফেল, নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে ডাক। আমাকে এমন সুযোগ দাও, আমি যেন

তোমার প্রশংসা করতে পারি ও ঈশ্বরের কাছে তোমার শুভকর্ম উত্তোলন করতে পারি—তোমার উপবাস, তোমার অর্থদান, তোমার প্রার্থনা, গরিবদের প্রতি তোমার ভালবাসার সুবাস যেন তাঁর কাছে উত্তোলন করতে পারি, যাতে করে আমার ভাই সেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমার মুখমণ্ডল আনন্দিত হতে পারে, ও পবিত্র আত্মা যেন তোমার উপর নেমে আসতে পারেন: তখন তুমি সঙ্গে সঙ্গেই সেই ধার্মিক ও সৎমানুষদের মধ্যে পরিগণিত হবে যারা বিচারের দিনে ঐশআনন্দে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ-বাণী শুনবে।

প্রাণ আমার, তপস্যা দ্বারা প্রভুর কাছে ফিরে যাও, কারণ তপস্যাই তাঁর কাছে তোমাকে উপনীত করে—আর তিনি তো মঙ্গলময়। সেই তপস্যা কী? পাপ ও পাপের বাসনা ত্যাগ করা, প্রাচীন ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া, এমন জীবনধারণ গ্রহণ করা যাতে উপবাসই সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। আরও, অবিরত প্রার্থনা, এমন ভক্তি যা উদাসীন নয়, দিবারাত্র অশ্রুজল। গরিবদের ভালবাসার অন্বেষণ কর, কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন ভালবাসা তাঁর কাছে উৎসর্গীকৃত বলির চেয়েও শ্রেয়। দেহকে প্রশ্রয় দিয়ো না, আত্মাকেই সন্তুষ্ট কর; প্রভুর মাধুর্য জানবার জন্য তোমার সমস্ত মলিনতা ধৌত কর, তবেই তাঁর আলো তোমার উপর নেমে আসবে ও তুমি শত্রুর প্রলোভন থেকে মুক্তি পাবে; কেননা প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা তাঁর শরণ নেয়, করুণা দেখিয়ে তিনি তাদের গ্রহণ করবেন।

সতর্ক থাক: সাংসারিক যত মেলামেশা এবং অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ত্যাগ কর, প্রভু ধার্মিক ও সৎমানুষদের কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তুমি যেন তা হারিয়ে না ফেল। এভাবেই, প্রাণ আমার, তোমার গৃহ তোমার শুভকর্ম দ্বারাই নির্মিত হবে, আর তোমার প্রদীপ তোমার দয়াকর্মের তেলেই স্বর্গে জ্বলতে থাকবে। সুসমাচারে প্রভু যে কথা বলেছেন, তুমি তা বিশ্বাস কর: *আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আমার বোঝা লঘুভার। তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৯, ৩০, ২৮)।

হে দুঃখী প্রাণ, তোমার পাপ বহু বটে, কিন্তু তাঁর করুণা সারা বিশ্বের পাপরাশির চেয়েও মহান। তাঁর ক্ষমা ও দয়ার কাছে এগিয়ে যাও, তবেই তিনি তোমার উপরে তাঁর

আত্মাকে উদ্ভাসিত করবেন। চোখের জলে পাপ ধৌত কর, তবেই মঙ্গলময়তা তোমার অন্তরে নেমে আসবে।

দেখ, আমি তোমাকে সবকিছু বুঝিয়েছি, তোমাকে জীবনপথ দেখিয়েছি—তা হল তপস্যা। তপস্যাই তোমাকে প্রভুর আরও কাছাকাছি চালিত করবে ও স্বর্গীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত করবে। গরিবদের তোমার কাপড় পরাও, শীতের দিনে তাদের রক্ষা কর, তোমার উপবাসের বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাদের ক্ষুধা সম্পূর্ণরূপেই মিটিয়ে দাও। মনপরিবর্তন কর, প্রভুর কাছে ফিরে যাও, তাঁর সেই অসীম দয়ার কাছে কাছেই যাও—যে দয়া তাদেরই প্রতিশ্রুত হয়েছে যারা তাঁকে ডাকে।

প্রাণ আমার, প্রভু একথা বলেছেন, *সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না* (মথি ২৪:৩৬)। তাই পরিত্রাণ পাবার জন্য দ্রুতবেগেই ছুটে যাও, তোমার যজ্ঞ উৎসর্গ কর, কর্মে ধৈর্যশীল হও; বিনম্রতা, নীরবতা, শুচিতা, গরিবদের প্রতি ভালবাসা অর্জন কর; ন্যায়ধর্ম পালন কর। তুমি এভাবে করলে তবে সমস্ত মঙ্গলদান তোমার উপর বর্ষণ করা হবে। এবং ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টকে গৌরব ও সম্মান নিবেদিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৭:৩০-৩১; ১৪:১৬

*প্র* ঈশ্বর সেই অজ্ঞতার কালের দিকে আর লক্ষ করছেন না,

*উ* কিন্তু এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

*প্র* তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন।

*উ* কিন্তু এখন সকল স্থানের সকল মানুষকে মনপরিবর্তন করতে বলছেন। তিনি একটি দিন স্থির করেছেন, যেদিনে জগতের ন্যায়বিচার করবেন।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১৪শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১০, ২৩খ-২৬, ৪০-৫১)

**দাউদ ও গলিয়াথ**

ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ করার জন্য আবার সেনাদল সংগ্রহ করে যুদা-সোখোয় জড় হল, এবং সোখো ও আজেকার মধ্যস্থানে এফেস-দাম্মিমে শিবির বসাল। শৌল ও ইস্রায়েলীয়েরাও একত্র হয়ে তার্পিন উপত্যকায় শিবির বসিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করলেন। এইভাবে ফিলিস্তিনিরা এক দিকে এক পর্বতে, ও ইস্রায়েল অন্য দিকে অন্য পর্বতে দাঁড়াল—দুই পক্ষের মধ্যে উপত্যকা ছিল।

ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে গলিয়াথ নামে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এল; সে গাথের মানুষ, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। তার মাথায় ব্রঞ্জের শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং সে আঁশের মত বোনা বর্মে সজ্জিত ছিল; বর্মটা ব্রঞ্জের, তার ওজন ষাট কিলো। তার পা ব্রঞ্জের পাতায় আবৃত, ও ব্রঞ্জের একটা খড়্গ তার কাঁধে ঝুলানো। তার বর্শার লাঠি তাঁতীর কড়িকাঠের সমান ছিল, ও তার বর্শার ফলার ওজন ছিল পাঁচ কিলো; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলত। ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণির সামনে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা কেন বেরিয়ে এসে যুদ্ধের জন্য সৈন্যশ্রেণি বিন্যাস করেছ? আমি কি ফিলিস্তিনি নই, আর তোমরা কি শৌলের দাস নও? তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও, সে-ই আমার বিরুদ্ধে নেমে আসুক! সে যদি আমার সঙ্গে লড়াই করতে পারে ও আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হব; কিন্তু যদি আমি তাকে পরাজিত করে বধ করতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হবে ও আমাদের অধীন থাকবে।' সেই

ফিলিস্তিনি আরও বলল, ‘আজ আমি ইস্রায়েলের সৈন্যদের আহ্বান করছি: তোমরা আমাকে একজনকে দাও, আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করব।’

গাথের সেই ফিলিস্তিনি ফিলিস্তিনিদের সৈন্যশ্রেণি থেকে উঠে এসে আগের মত কথা বলল; দাউদ সব শুনতে পেলেন। গলিয়াথকে দেখে সকল ইস্রায়েলীয় তার সামনে থেকে পালিয়ে গেল ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ইস্রায়েলীয় একজন বলল, ‘ওই যে লোকটা উঠে এল, ওকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? ও ইস্রায়েলকে লড়াইতে আহ্বান করতে এসেছে। ওকে যে বধ করবে, রাজা তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন, তাকে তাঁর আপন মেয়েকে দেবেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তার পিতৃকুলকে করমুক্ত করবেন।’ দাউদ, কাছাকাছি যে লোকেরা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই ফিলিস্তিনিকে বধ করে যে লোক ইস্রায়েলের কলঙ্ক দূর করে দেবে, তার প্রতি কী করা হবে? এই অপরিচ্ছেদিত ফিলিস্তিনি আবার কে যে, জীবনময় পরমেশ্বরের সৈন্যদের লড়াইতে আহ্বান করবে?’ সকলে তাঁকে একই রকম উত্তর দিল, ‘ওকে যে বধ করবে, সে অমুক পুরস্কার পাবে।’ পরে তিনি তাঁর লাঠি হাতে নিলেন, এবং খাদনদী থেকে পাঁচটা মসৃণ মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে, মাল বইবার জন্য তাঁর যে রাখালীয় ঝুলিটা ছিল, তার মধ্যে তা রাখলেন, এবং তাঁর ফিঙেটা হাতে করে সেই ফিলিস্তিনির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ওই ফিলিস্তিনিও ক্রমে ক্রমে দাউদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; তার ঢালবাহক তার আগে আগে চলছিল। ফিলিস্তিনিটা যখন দাউদের দিকে ভালোমত তাকাল, তখন যা দেখল, তাতে সে অবজ্ঞায় পূর্ণ হল, কেননা দাউদ তো ছেলেমানুষ, তাঁর গায়ের রঙ গোলাপী ও চেহারা আকর্ষণীয়। ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, ‘আমি কি কুকুর যে তুমি একটা লাঠি নিয়ে আমার পিছনে আসবে?’ সেই ফিলিস্তিনি তার দেবতাদের নামে দাউদকে অভিশাপ দিল। পরে ফিলিস্তিনিটা দাউদকে বলল, ‘এগিয়ে এসো, আমি তোমার দেহমাংস আকাশের পাখিদের ও বনের পশুদের দিই!’ দাউদ উত্তরে ওই ফিলিস্তিনিকে বললেন, ‘তুমি তলোয়ার, বর্শা ও খড়্গ নিয়েই আমার কাছে এগিয়ে আসছ, কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর প্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যদের পরমেশ্বরের নামে, যাঁকে তুমি লড়াইতে আহ্বান করেছ, তাঁরই নামে তোমার কাছে এগিয়ে আসছি। আজ প্রভু তোমাকে

আমার হাতে তুলে দেবেন, আর আমি তোমাকে মেরে ফেলব, তোমার দেহ থেকে তোমার মাথা ছিন্ন করব, আর ফিলিস্তিনিদের সৈন্যের মৃতদেহ আকাশের পাখিদের ও বন্যজন্তুদের দেব; যেন সারা পৃথিবী জানতে পারে যে, ইস্রায়েলে এক পরমেশ্বর আছেন, এবং এই গোটা জনসমাবেশ জানতে পারে যে, প্রভু তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা ত্রাণ করেন না; কেননা প্রভুই যুদ্ধের প্রভু, আর তিনি তোমাদের আমাদের হাতে তুলে দেবেন।'

ফিলিস্তিনিটা দাউদের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করলেই দাউদও ফিলিস্তিনিটার মুখোমুখি হবার জন্য ইতস্তত না করে লড়াইক্ষেত্রের দিকে ছুটে গেলেন। দাউদ ঝুলিতে হাত দিয়ে একটা পাথর বের করলেন, ফিঙেতে পাক দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির কপালে আঘাত করলেন; পাথরটা তার কপালে বসে গেল আর সে তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। এইভাবে একটা ফিঙে ও একটা পাথর দ্বারা দাউদ ওই ফিলিস্তিনির উপর বিজয়ী হলেন, এবং তাকে আঘাত করে বধ করলেন—অথচ দাউদের হাতে তলোয়ার ছিল না। দাউদ দৌড় দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তলোয়ার ধরে খাপ থেকে বের করে তাকে শেষ করলেন, এবং সেই তলোয়ার দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। ফিলিস্তিনিরা যখন দেখল, তাদের বীরযোদ্ধা মারা পড়ল, তখন তারা পালাতে লাগল।

**শ্লোক** - ১ শামু ১৭:৩৭; সাম ৫৭:৪-৫

*প্র* যে প্রভু সিংহ ও ভালুকের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন,

*উ* তিনি আমার শত্রুদের হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।

*প্র* পরমেশ্বর তাঁর কৃপা ও বিশ্বস্ততা পাঠান যেন : সিংহপালের মাঝে আমি শুয়েই আছি।

*উ* তিনি আমার শত্রুদের হাত থেকেও আমাকে উদ্ধার করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ১৪৮, ১-২)

## সৎজীবন যাপনে বিরত থেকো না,
## তবেই সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে

আমাদের বর্তমান জীবনের অনুশীলন ঈশ্বরের প্রশংসাবাদেই বাস্তবায়িত হওয়া চাই, কেননা আমাদের ভাবী জীবনের নিরন্তর আনন্দোল্লাস হবে ঈশ্বরের প্রশংসা; আর কেউই সেই ভাবী জীবনের উপযুক্ত হবে না যদি-না এখন থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়। সেজন্য আমরা এখন ঈশ্বরের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতিও জানাই। আমাদের প্রশংসাবাদে আছে আনন্দ, আমাদের মিনতিতে ক্রন্দন। বস্তুতপক্ষে এমন দানের প্রতিশ্রুত হয়েছি যা এখনও আমাদের আয়ত্তে নেই; তবু যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বিশ্বস্ত, সেজন্য আমরা প্রত্যাশায় আনন্দ বোধ করি; আবার কিন্তু যেহেতু প্রতিশ্রুত বস্তু এখনও বিলম্বিত, সেজন্য সেই আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করি। আকাঙ্ক্ষায় অধ্যবসায় থাকা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর যতক্ষণ প্রতিশ্রুত বস্তু না আসে —আর এভাবে ক্রন্দন চলে গেলে কেবল প্রশংসাই থাকে।

যেহেতু কালের এ দু'টো পর্যায় রয়েছে—বর্তমানকাল যা এজীবনের পরীক্ষা ও সমস্যা দ্বারা বেষ্টিত, ও ভাবীকাল যা চিরন্তন সুখ ও আনন্দে আবিষ্ট, সেহেতু আমাদের জন্য দু'টো উপাসনা-কাল নিরূপণ করা হয়েছে: পাস্কার পূর্ববর্তী ও পাস্কার পরবর্তী কাল। পাস্কার পূর্ববর্তী কাল তুলে ধরে সেই সমস্ত দুঃখকষ্ট যা এজীবনে ভোগ করছি; অপরদিকে পাস্কার পরবর্তী কাল, যা আমরা বর্তমানে পালন করছি, তুলে ধরে সেই আনন্দ যা একদিন ভোগ করব। তাই পাস্কার আগে তা-ই উদ্‌যাপন করি যা এজীবনে জীবনযাপন করি; কিন্তু পাস্কার পরে যা উদ্‌যাপন করি, তা এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা এখনও আমরা পাইনি। এই কারণেই আমরা প্রথম কাল প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে থাকি, কিন্তু অপরকাল উপবাস ছেড়ে প্রশংসাগানেই উদ্‌যাপন করি। এই তো সেই 'আল্লেলুইয়া' যা আমরা গান করি।

কাল দু'টোই আমাদের মাথা খ্রিষ্টে মূর্ত ও প্রকাশিত। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ আমাদের বর্তমান কষ্টময় জীবনকে তুলে ধরে, যে জীবনে পরিশ্রম, দুঃখক্লেশ ও মৃত্যু অনিবার্য;

অপরদিকে প্রভুর পুনরুত্থান ও মহিমা সেই জীবনকে তুলে ধরে, যা একদিন আমাদের ভোগ করার কথা।

সুতরাং এখন, ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রশংসা কর: 'আল্লেলুইয়া' কথাটা ব'লে আমরা তো পরস্পরের কাছে ঠিক তাই বলি! তুমি তো একজনকে বল 'প্রভুর প্রশংসা কর,' আর সেও তোমাকে একই কথা বলে। সকলে একে অন্যকে প্রভুর প্রশংসা করতে উৎসাহিত করছে ও অপরকে যা করতে বলে নিজেরাই তা করছে। তবে তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়েই প্রশংসা কর; অন্য কথায়, যেন কেবলমাত্র জিহ্বা ও কণ্ঠ নয়, বরং তোমাদের বিবেক, তোমাদের জীবন, তোমাদের কাজকর্মই যেন প্রভুর প্রশংসা করে।

যখন সম্মিলিত হই, তখন প্রার্থনাগৃহে আমরা প্রভুর প্রশংসা করি; যখন এক একজন নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়, তখন সে একপ্রকারে প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাকে। সে সৎজীবন যাপনে বিরত না থাকুক, তবেই সে সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে।

**শ্লোক** - সাম ২২:২৩; ৫৭:১০

প্র আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, আল্লেলুইয়া;

উ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র জাতিসকলের মাঝে আমি তোমার স্তুতিগান করব, প্রভু; সর্বদেশের মানুষের মাঝে করব তোমার স্তবগান,

উ তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (১:১-৭, ২০-৩৩)

প্রজ্ঞার অন্বেষণ করার জন্য আহ্বান

দাউদের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ শলোমনের প্রবচনমালা,
প্রজ্ঞা ও শাসন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য,
সুগভীর বচনের অর্থ বুঝবার জন্য,
প্রবুদ্ধ শাসন-বোধ,
ধর্মময়তা, ন্যায় ও সততা অর্জন করার জন্য,
অনভিজ্ঞ মানুষকে চেতনা,
ও যুবককে সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীল মন দেবার জন্য।

প্রজ্ঞাবান শুনুক, তার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে,
সদ্বিবেচক মানুষ সুমন্ত্রণা লাভ করবে,
ফলে প্রবচন ও রূপকের মর্মার্থ বুঝতে পারবে,
প্রজ্ঞাবানদের উক্তি ও তাদের প্রহেলিকার মর্ম ধারণ করতে পারবে।

প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত;
মূর্খ মানুষ প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞার চোখে দেখে।
প্রজ্ঞা পথে পথে চিৎকার করে ডাকে,
রাস্তা-ঘাটে নিজ কণ্ঠস্বর শোনায়;
সে নগরপ্রাচীরের উপর থেকে ডাকে,
নগরদ্বারের প্রবেশপথে নিজের বাণী ঘোষণা করে:
'অনভিজ্ঞ সকল, তোমরা আর কতকাল অনভিজ্ঞতা ভালবাসবে?
বিদ্রূপকারীরা আর কতকাল নিজেদের ঠাট্টা-তামাশায় রত থাকবে?
নির্বোধেরা আর কতকাল সদ্‌জ্ঞান ঘৃণার চোখে দেখবে?

আমার সদুপদেশের দিকে ফের;
দেখ, আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,

তোমাদের জানিয়ে দেব আমার সকল বাণী।'
যেহেতু আমি ডাকলে তোমরা সম্মতি দিলে না,
আমি হাত বাড়ালে তোমরা কেউই মনোযোগ দিলে না,
বরং আমার সমস্ত পরামর্শ অবহেলা করলে,
আমার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করলে,
সেজন্য তোমাদের বিপদের ব্যাপারে আমিও হাসব,
তোমাদের উপরে সন্ত্রাস নেমে এলে পরিহাস করব:
হ্যাঁ, যখন সন্ত্রাস তোমাদের উপরে ঝড়ো বাতাসের মত নেমে পড়বে,
বিপদ ঘূর্ণিবায়ুর মত তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে,
সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের আঘাত করবে,
তখন আমি পরিহাস করব।

তখন তারা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি সাড়া দেব না;
অবিরত আমার সন্ধান করবে,
কিন্তু আমার উদ্দেশ পাবে না।
যেহেতু তারা সদ্‌জ্ঞান ঘৃণা করল, প্রভুভয়কে বেছে নিল না,
আমার সুমন্ত্রণা মেনে নিল না, আমার সমস্ত সদুপদেশ অবজ্ঞা করল,
সেজন্য তাদের নিজেদের ব্যবহারের ফল ভোগ করবে,
তাদের নিজেদের মতলবের ফলাফলে তৃপ্ত হবে।

হ্যাঁ, অনভিজ্ঞদের পথভ্রান্তি তাদের নিজেদের মৃত্যু ঘটাবে,
নির্বোধদের নিশ্চিন্ততা তাদের নিজেদের বিনাশ ডেকে আনবে;
কিন্তু আমার কথায় যে কান দেয়, সে ভরসাভরে বাস করবে,
শান্তি ভোগ করবে, অমঙ্গলের আশঙ্কা করবে না।'

শ্লোক - ১ করি ৩:১৮-১৯; ১:২৩, ২৪

*প্র* তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক:

℣ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

℟ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

℣ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দিয়াতেসারনে পরিসেবক সাধু এফ্রেমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১:১৮-১৯)

**ঈশ্বরের বাণী অফুরানো জীবন-জলের উৎস**

হে প্রভু, কেবা তোমার বচনগুলির একটামাত্রও উপলব্ধি করতে সক্ষম? আমরা যা বুঝতে সক্ষম, তার চেয়ে যা বুঝতে অক্ষম তা অনেক বেশি; হ্যাঁ, আমরা সেই পিপাসিতদেরই মত যারা জলের উৎসধারা থেকে পান করে, কেননা যারা প্রভুর বাণী অধ্যয়ন করে, তাদের এক একজনের উপলব্ধি-ক্ষমতা অনুসারে সেই বাণী বহু রূপ ধারণ করে। প্রভু আপন বাণীকে বিবিধ সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন, যারা সেই বাণী পাঠ করে, তারা যেন তাই দর্শন করতে পারে যার দিকে আকর্ষিত। তিনি আপন বাণীতে নানা ধন-ঐশ্বর্য লুকিয়ে রেখেছেন, আমরা যারা ধ্যান করি, এক একজন যেন নিজ নিজ পছন্দ আবিষ্কার করতে পারি।

ঐশবাণী এমন জীবনবৃক্ষ যা সব দিক দিয়ে তোমাকে আশিসমণ্ডিত ফল অর্পণ করে, ঠিক সেই শৈলের মত যা প্রান্তরে বিদীর্ণ হয়েছিল সকলে যেন সব দিক থেকে আত্মিক পানীয় গ্রহণ করতে পারে। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেছেন, তারা আত্মিক খাদ্য খেত ও আত্মিক পানীয় পান করত (১ করি ১০:২)।

তেমন ঐশ্বর্যের একটা অংশ যার অধিকার, সে যেন না মনে করে, সে যা আবিষ্কার করেছে তাই মাত্র সেই ঐশ্বর্যে নিহিত; সে বরং বিবেচনা করুক, বাণীতে যত ঐশ্বর্য রয়েছে, সেগুলির একটামাত্রই সে আবিষ্কার করতে পেরেছে। আরও, সেই একটামাত্র অংশ পেয়েছে বা আবিষ্কার করেছে বিধায় সে যেন না মনে করে, সেই বাণী অনুর্বর ও শূন্য হয়ে গেছে বলে এখন অবহেলার বস্তু; সে বরং সবকিছু উপলব্ধি করতে অক্ষম বিধায় যেন বাণীর অগণিত ঐশ্বর্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়। তুমি পরাজিত হয়েছ বলে আনন্দ কর, তোমাকে যিনি পরাজিত করেছেন তিনি যেন দুঃখ না পান। জল পান করতে করতে পিপাসিত মানুষ আনন্দই করে; সে যে জলের উৎস ফুরিয়ে দিতে অক্ষম, তাতে

দুঃখভোগ করে না। উৎসই তোমার পিপাসা জয় করুক, তোমার পিপাসা কিন্তু যেন উৎসকে জয় না করে, কেননা উৎস অফুরন্ত থাকাকালে যদি তোমার পিপাসা মিটে যায়, তবে পিপাসিত হয়ে তুমি সেই উৎসধারা থেকে আবার পান করতে পারবে; কিন্তু তোমার পিপাসা মিটে গেলে যদি উৎসটাও শুকনো হয়ে যায়, তাহলে তোমার বিজয় তোমার অমঙ্গলেই পরিণত হবে।

তুমি যা পেয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাও, আর যা কিছু বাকি রয়েছে বা উপচে পড়েছে, তার জন্য দুঃখ করো না। যা পেয়েছ ও আপন করেছ, তা তোমার নিজের সম্পদ, আর যা কিছু বাকি রয়েছে, তা তোমার উত্তরাধিকার। কেননা তোমার দুর্বলতার কারণে যা কিছু তুমি এক ঘণ্টায় গ্রহণ করতে পারনি, নিষ্ঠাবান হলে তুমি অন্য সময়ই তা গ্রহণ করতে পারবে। তুমি একটা দিনে যা বহন করতে অক্ষম, তা একটা দিনে বহন করতে দুঃসাহস করো না; আর যা কিছু আস্তে আস্তে বহন করতে পার, তা বহন করায় অলসতার দরুন ক্ষান্ত হয়ো না।

শ্লোক - ১ পি ১:২৫; বারুক ৪:১

প্র প্রভুর বচন চিরস্থায়ী।

উ এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

প্র এ হল ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক ও যুগযুগস্থায়ী বিধান; যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে।

উ এই বচন হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:৫৭–১৮:৯, ২০-৩০)

## দাউদের প্রতি শৌলের ঈর্ষা

সেসময়, দাউদ যখন ফিলিস্তিনিকে মেরে ফেলে ফিরে এলেন, তখন আব্নের তাঁকে ধরে শৌলের সামনে নিয়ে গেলেন; তখনও তাঁর হাতে ফিলিস্তিনিটার মাথা ছিল। শৌল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে যুবক, তুমি কার্ ছেলে?' দাউদ উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার দাস যেসের ছেলে, যিনি বেথলেহেমের মানুষ।'

শৌলের সঙ্গে দাউদ কথা বলা শেষ করলেই যোনাথানের প্রাণ দাউদের প্রাণের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হল যে, যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবেসে ফেললেন। শৌল সেই একই দিনে তাঁকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করলেন, তাঁকে তাঁর নিজের পিতার বাড়িতে যেতে দিতে চাইলেন না। যোনাথান দাউদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্থির করলেন, যেহেতু যোনাথান তাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন। যোনাথান তাঁর নিজের গায়ের আলোয়ান খুলে দাউদকে দিলেন, নিজের অস্ত্রসজ্জা, এমনকি নিজের খড়্গ, ধনুক ও কোমর-বন্ধনীও দিলেন। শৌল দাউদকে যে দায়িত্বই দিচ্ছিলেন, দাউদ তাতে এতই সফল হচ্ছিলেন যে, শৌল তাঁকে যোদ্ধাদের উপরে কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও শৌলের অনুচারীদের দৃষ্টিতেও তিনি সম্মানের পাত্র হলেন।

সকলে ফিরে আসবার পর যখন দাউদ ফিলিস্তিনিকে আঘাত করে ফিরে আসছিলেন, তখন শৌল রাজাকে স্বাগত জানাতে ইস্রায়েলের সমস্ত শহর থেকে মেয়েরা খঞ্জনি, আনন্দধ্বনি ও তেতারার সুরে গান গেয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়ল। নেচে নেচে সেই মেয়েরা গাইত, 'শৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ, দাউদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।' এতে শৌল অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না; তিনি বলছিলেন, 'ওরা দাউদকে লক্ষ লক্ষের কথা আরোপ করল, কিন্তু

আমাকে শুধু হাজার হাজারের কথা! এখন রাজ্যভার ছাড়া তার আর কী বাকি আছে?' সেদিন থেকে শৌল দাউদকে ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগলেন।

এদিকে শৌলের কন্যা মিখাল দাউদের প্রতি প্রেমে পড়লেন; লোকেরা শৌলকে কথাটা জানালে তিনি তাতে খুশি হলেন। শৌল বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাকে মেয়েটিকে দেব; সে তার জন্য একটা ফাঁদ হোক, যেন ফিলিস্তিনিদের হাত তার উপরে পড়ে!' শৌল দু'বারই দাউদকে বললেন, 'তুমি আজ আমার জামাই হবে।' শৌল তাঁর অনুচারীদের এই হুকুম দিলেন, 'তোমরা গোপন আলাপে দাউদকে একথা বল: দেখ, রাজা তোমাতে প্রীত; তুমি তাঁর সমস্ত অনুচারীদের ভালবাসার পাত্র; তাই রাজার জামাই হও।' শৌলের অনুচারীরা দাউদের কানে এই কথা শোনালেন। দাউদ উত্তরে বললেন, 'রাজার জামাই হওয়া আপনাদের কাছে সামান্য ব্যাপার কি? আমি তো গরিব মানুষ, নিম্নাবস্থার লোক।' শৌলের অনুচারীরা তাঁকে কথাটা জানিয়ে বললেন, 'দাউদ এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন।'

তখন শৌল বললেন, 'তোমরা দাউদকে একথা বল: রাজা কিছুই যৌতুক দাবি করছেন না, রাজার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধস্বরূপ তিনি কেবল ফিলিস্তিনিদের একশ'টা লিঙ্গের অগ্রচর্ম চাচ্ছেন।' শৌল ভাবছিলেন, 'ফিলিস্তিনিদের হাত দ্বারা দাউদের পতন হবে।' তাঁর অনুচারীরা দাউদকে সেই কথা জানালে দাউদ রাজ-জামাই হবার সেই শর্ত পছন্দ করলেন। নির্ধারিত দিনগুলি তখনও কাটেনি, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে উঠে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের দু'শোজনকেই মেরে ফেললেন; পরে রাজ-জামাই হবার জন্য দাউদ তাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম এনে রাজার সামনে সেগুলো গুনে দেখালেন। তখন শৌল তাঁর সঙ্গে নিজ মেয়ে মিখালের বিবাহ দিলেন।

শৌল না দেখে পারছিলেন না যে, প্রভু দাউদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তাঁর নিজের মেয়ে মিখাল তাঁকে ভালবাসেন। এতে শৌল দাউদের বিষয়ে আরও ভীত হলেন, আর শৌল দাউদের আজীবন শত্রু হলেন। ফিলিস্তিনিদের জননায়কেরা এদিক ওদিক লুট করতে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন; কিন্তু যতবার বেরিয়ে গেলেন, ততবার শৌলের অনুচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে দাউদই অধিক সফল ছিলেন, আর এইভাবে তাঁর সুনাম হল।

**শ্লোক** - সাম ৫৬:২, ৪, ১৪

*প্র* আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, মানুষ যে অত্যাচার করে আমায়।

*উ* আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

*প্র* তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ, পতন থেকে আমার পা করেছ উদ্ধার।

*উ* আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস-লিখিত 'দাউদ ও গলিয়াথ' থেকে পাঠ

(উপদেশ ১:১–৪:২)

**ধন্য দাউদ খ্রিষ্টেরই প্রতীক**

যারা বিশ্বাসের সঙ্গেই পবিত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করে, তাদের কাছে প্রাক্তন সন্ধিতে ধন্য দাউদ সংক্রান্ত সমস্ত রহস্য উপলব্ধি করা সহজ—সামসঙ্গীত-মালায় তিনি নবী, ও কাজকর্মে পুণ্যবান ছিলেন। কেইবা সেই দাউদের কথা শুনে মুগ্ধ হবে না? তিনি তো বাল্যকাল থেকেই আপন হৃদয়ে খ্রিষ্টের রহস্যগুলি অঙ্কন করলেন। আর তাঁর ভাববাণী যে পূর্ণতা লাভ করেছে, তাতে কেইবা আশ্চর্যান্বিত হবে না? ঈশ্বর দ্বারা তিনি ধর্মরাজ ও নবী বলে মনোনীত হয়েছেন, যেন বর্তমান ও অতীতকাল সম্বন্ধে শুধু নয়, ভাবীকাল সম্বন্ধেও তিনি যেন আমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারেন। আর আমি তাঁর মধ্যে প্রথমে কোন্ গুণের প্রশংসা করব? কর্মকীর্তিতে তাঁর সাহস, না তাঁর ভাববাণী? কেননা কর্মকীর্তি ও ভাববাণী উভয় ক্ষেত্রেই এ নবী প্রভুর প্রতীক ছিলেন। আমি তাঁকে মেষগুলির পালক বলে দেখি, আমি জানি তিনি গোপনে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হলেন, আবার তাঁর দ্বারা ভূপাতিত সেই মহাবীরের দিকে তাকাই; আমি জানি তাঁর লড়াইয়ের কী পরিণতি হবে; আবার, দাসত্ব থেকে মুক্ত জনগণকে দেখতে পাই। এরপর আমি দেখি, শৌল দাউদকে হিংসার চোখে দেখেন; ঠিক শত্রু ও অপরাধীই যেন বিচ্যুত হয়ে তিনি প্রান্তরে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য, যতদিন না যিনি আগে শৌলের ঘৃণার পাত্র ছিলেন, তিনি নিজেই ইস্রায়েলের উপরে রাজারূপে নিযুক্ত হন।

যাঁরা মুখে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো বলছিলেন, এমনকি নিজেরাই যন্ত্রণাভোগ করে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ পূর্বেই বাস্তবায়িত করেছিলেন, সেই পুণ্যবান কুলপতিদের কেইবা

ধন্য বলে ঘোষণা করবে না? কথা ও কর্মে যা কিছু ধন্য নবীদের কাছে আত্মিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেই সমস্ত প্রতীক বাস্তবেই উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য। কেননা সেই দৃষ্টান্ত ও প্রতীকগুলো ভবিষ্যতেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিল, অর্থাৎ কিনা তাঁরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিল, বিধান ও নবীদের পূর্ণতা সাধন করতে চরমকালে যাঁর আসার কথা ছিল। যিনি ধর্মময়তা শিক্ষা দিতে এলেন ও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে বললেন, *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬), তিনিই প্রকৃতপক্ষে ধর্মময়, সত্যময় ও সকলের ত্রাণকর্তা ছিলেন। আমরা কেমন করে একথা উপলব্ধি করব না যে, পূর্বকালে ধন্য দাউদ দ্বারা যা কিছু সাধন করা হয়েছিল, সেই সমস্ত কিছু ত্রাণকর্তা দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে ও অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র মণ্ডলীর হাতেই উপহার রূপে দান করা হয়েছে? শামুয়েল দু'টো তৈলাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করলেন, একটা শৌলের বেলায়, আর একটা দাউদের বেলায়। শৌল সম্ভ্রমের সঙ্গেই সেই তৈলাভিষেক গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যোগ্য ব্যক্তি বলে নয়, বিধান-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বলেই তা গ্রহণ করলেন; ফলে যারা তাঁকে রাজারূপে চেয়েছিল, অসন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর তাদের উপরে অত্যাচারী বলেই তাঁকে রাজ-অধিকার দিলেন। একই প্রকারে বিধান-লঙ্ঘনকারী সেই হেরোদও পাপী মানুষদের উপর রাজত্ব করছিল। পরে দাউদ গোপনেই বেথলেহেমেই রাজপদে তৈলাভিষিক্ত হলেন, কারণ একদিন বেথলেহেমেই সেই স্বর্গের রাজার জন্ম নেওয়ার কথা, যিনি গোপনে নয়, বরং পিতা দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হয়ে বিশ্বজগতের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন—যেমনটি নবী বলেন, *পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (সাম ৪৫:৮)।

শৌল মাটির তৈরী শিং দ্বারাই তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন কারণ তাঁর রাজ্য সাময়িকই ছিল, আর আসলে তা শীঘ্রই ভেঙে গেল। দাউদ কিন্তু পরাক্রমের শিং দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হলেন: এভাবে নবী দ্বারা তাঁরই কথা পূর্বপ্রকাশিত হচ্ছিল যিনি একদিন ঐশপরাক্রম গুণে মৃত্যুর উপরে আপন বিজয় প্রকাশ করবেন।

শ্লোক - প্রেরিত ১৩:৩২, ৩৩; ২:৩৬

℣ যিশুকে পুনরুত্থিত করায় ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্যই পূর্ণ করেছেন ;

℟ যেমনটি লেখা আছে, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

℣ ঈশ্বর যাঁকে প্রভু ও খ্রিষ্ট করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই যিশু যাঁকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছিলে।

℟ যেমনটি লেখা আছে, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (৩:১-২০)

কেমন করে প্রজ্ঞা অর্জনীয়
সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না,
তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক ;
যেহেতু সেগুলি দ্বারাই তুমি দীর্ঘায়ু হবে,
তোমার জীবন প্রসারিত হবে,
তুমি শান্তি ভোগ করবে।

কৃপা ও বিশ্বস্ততা তোমাকে কখনও ত্যাগ না করুক,
এগুলো তুমি তোমার গলায় বেঁধে রাখ,
তোমার হৃদয়-ফলকে লিখে রাখ।
তবেই পরমেশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে
তুমি অনুগ্রহ ও সাফল্য লাভ করবে।

সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ,
তোমার নিজের বিচারবুদ্ধিতে আস্থা রেখো না ;
তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর,
তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন।

নিজেকে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করো না ;
প্রভুকে ভয় কর, অপকর্ম থেকে দূরে থাক ;
এতে তোমার শরীরের সুস্বাস্থ্য হবে,
এতে তোমার হাড় আরাম পাবে।
তুমি তোমার ধন দ্বারা প্রভুকে সম্মান কর,
তোমার সমস্ত শস্যের প্রথমাংশ দ্বারাও তাঁকে সম্মান কর ;
তবে তোমার যত গোলাঘর শস্যের প্রাচুর্যে ভরে উঠবে,
তোমার মাড়াইকুণ্ড নতুন আঙুররসে উথলে পড়বে।

সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,
তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না ;
কেননা পিতা যাতে প্রীত সেই পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন,
তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।
সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে,
সেই মানুষ, যে সুবুদ্ধি লাভের জন্য ব্যবস্থা করেছে ;
কেননা প্রজ্ঞা রুপোর চেয়ে অধিক লাভজনক,
প্রজ্ঞালাভ সোনার চেয়েও আয়কর।

প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে বহুমূল্যবান ;
তার তুলনায় তোমার যত কামনা-বাসনা শূন্য।
তার ডান হাতে রয়েছে দীর্ঘায়ু,
তার বাঁ হাতে ঐশ্বর্য ও সম্মান ;
তার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ,
তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, প্রজ্ঞা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ ;
যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে।

প্রভু প্রজ্ঞা দ্বারা পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন,
সুবুদ্ধি দ্বারা আকাশমণ্ডল দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন ;
তাঁর জ্ঞান দ্বারা অতল গহ্বর উদ্ঘাটিত হল,
ও মেঘমালা ফোঁটা ফোঁটা শিশির বর্ষণ করে।

শ্লোক - প্রবচন ৩:১১, ১২; হিব্রু ১২:৭

প্ল তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না, তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না।

উ পিতা যাতে প্রীত সেই পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

প্র ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না?

উ পিতা যাতে প্রীত সেই পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিবিধ, উপদেশ ১৫)

**প্রজ্ঞার অন্বেষণ কর**

এসো, এমন খাদ্যের জন্য কাজ করি যে খাদ্য নষ্ট হয় না: এসো, আমাদের পরিত্রাণের জন্যই কাজ করি। এসো, প্রভুর আঙুরখেতে কাজ করি, যেন দৈনিক মজুরি পাবার যোগ্য হয়ে উঠি। সেই প্রজ্ঞার আলোতেই কাজ করি, যে প্রজ্ঞা বলে, *যে কেউ আমার আলোতে কর্ম সাধন করে, সে কখনও পাপ করবে না* (সিরা ২৪:২২ লাতিন পাঠ্য)।

প্রজ্ঞা যিনি তিনি বলেন, *মাঠ হল জগৎ* (মথি ১৩:৩৮ লাতিন পাঠ্য); এসো, সেই মাঠে খনন করি: ধন গুপ্তই রয়েছে, খনন করে তা বের করে দিই; আসলে স্বয়ং প্রজ্ঞাই গুপ্ত স্থান থেকে নিজেকে বের করে। এসো, আমরা সকলে তার অন্বেষণ করি, সকলে তার আকাঙ্ক্ষা করি।

তিনি আরও বলেন, *তোমরা খোঁজ করলে, ভাল মতই খোঁজ কর: মন ফিরিয়ে আমার কাছে এসো* (ইশা ২১:১২ লাতিন পাঠ্য)। তুমি জিজ্ঞাসা করছ কোথা থেকে মন ফেরাতে হয়? উত্তরে প্রজ্ঞা বলে, নিজের অভিলাষ ছেড়ে এসো। তুমি বলছ, আমি কিন্তু যদি আমার অভিলাষেই প্রজ্ঞা না পাই, তাহলে কোথায় তাকে পাব? আমার প্রাণ আসলে তাকে খুবই বাসনা করে। তাকে বাসনা করলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে পাবে; তবু তাকে পাওয়া যথেষ্ট নয়; একবার তাকে পেয়ে উত্তম *পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তাকে কোলে ফেলে দিতে হবে* (লুক ৬:৩৮)। তেমনটি হওয়া সত্যিই সমীচীন, কেননা, *সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে, যে সুবুদ্ধিতে পূর্ণ* (প্রবচন ৩:১৩)। তাহলে জিজ্ঞাসা কর তাকে কোথায় পাওয়া যায়; আর প্রজ্ঞা কাছে থাকলে, তাকে ডাক।

তুমি কি জানতে চাও প্রজ্ঞা কত কাছে আছে? *সেই বাণী তোমার ওষ্ঠে, তোমার হৃদয়েই রয়েছে* (রো ১০:৮)—অবশ্য, তুমি যদি সরলহৃদয় হয়েই তার অন্বেষণ কর। এভাবে তুমি নিজের হৃদয়ে প্রজ্ঞা খুঁজে পাবে ও তোমার মুখ সুবুদ্ধিতে পূর্ণ হবে—কিন্তু সতর্ক থাক যেন প্রজ্ঞা তোমার পাশ কাটিয়ে বয়ে না যায়, যেন তোমার কাছ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে চলে না যায়।

প্রজ্ঞাকে পেলে তুমি আসলে মধু পেয়েছ: তবু বেশি খেয়ো না, পাছে অতিরিক্ত খেলে তোমার বমি হয়। এমনভাবে খাও যেন সবসময় ক্ষুধার্ত হতে পার, কেননা প্রজ্ঞা নিজেই বলে, *যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে* (সিরা ২৪:২১)। তোমার যা আছে, তার উপর তত নির্ভর করো না; অতিরিক্ত খেয়ো না, পাছে তোমার বমি হয় —তখন তুমি যা মনে কর তোমার আছে, তাও তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে, কারণ খোঁজ করার আগেই ক্ষান্ত হয়েছ। বস্তুতপক্ষে যতক্ষণ প্রজ্ঞার অন্বেষণ করা যায়, যতক্ষণ প্রজ্ঞা কাছে রয়েছে, ততক্ষণ তার অনুসন্ধান করা দরকার, তাকে ডাকা দরকার —ক্ষান্ত হতে নেই! অন্যথা—শলোমনের কথা অনুসারে—*যেমন মধু যে বেশি খায় তার পক্ষে তা ভাল নয়, তেমনি ঐশমহিমা যে অন্বেষণ করে সে তার গৌরব দ্বারা নিষ্পেষিত হবে* (প্রবচন ২৫:২৭ লাতিন পাঠ্য)। আর যেমন সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞা খুঁজে পেয়েছে, তেমনি সুখী সেই মানুষ, এমনকি অতিসুখীই সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞায় বসবাস করবে; একথা সম্ভবত তার প্রাচুর্য লক্ষ করে।

যদি তোমার ওষ্ঠে তোমার অপরাধের স্বীকারোক্তি উপস্থিত, যদি তোমার ওষ্ঠে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও প্রশংসাগান উপস্থিত, যদি তোমার ওষ্ঠে গঠনমূলক বাণী উপস্থিত, তবেই, এ তিনটে শর্ত অনুসারেই, প্রজ্ঞা বা সুবুদ্ধি তোমার ওষ্ঠে অবশ্যই থাকবে। *কেননা ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে* (রো ১০:১০)। আরও, *কথা বলার শুরুতেই ধার্মিক নিজেকে অভিযুক্ত করে* (প্রবচন ১৮:১৭ লাতিন পাঠ্য); তারপরেই সে প্রভুর মহিমাকীর্তন করবে, এবং অবশেষে, প্রজ্ঞাপূর্ণ হলে, সে পরকে গঠন করবে।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:১০, ১১; ৮:২

প্ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও প্রজ্ঞাকে আমি ভালবাসলাম, আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম।

উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

প্ তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি; হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি;

উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:৮-১০; ২০:১-১৭)

**দাউদ ও যোনাথানের মধ্যে বন্ধুত্ব**

সেসময়, আবার যুদ্ধ বেধে গেল, আর দাউদ বেরিয়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন; তিনি তাদের পরাস্ত করে এমন দারুণ হত্যাকাণ্ড ঘটালেন যে, তারা তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু প্রভু থেকে আগত এক অমঙ্গলকর আত্মা শৌলকে দখল করল: শৌল নিজের ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর হাতে তাঁর বর্শা ছিল; আর দাউদ বীণা বাজাচ্ছিলেন, এমন সময় শৌল বর্শা দিয়ে দাউদকে দেওয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি শৌলের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তাঁর বর্শা দেওয়ালে ঢুকে গেল, এবং দাউদ পালিয়ে সেই রাতের মত রক্ষা পেলেন।

দাউদ গোপনে রামার নাওথ ছেড়ে যোনাথানের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি কী করেছি? আমার অপরাধ কী? তোমার পিতার কাছে আমার দোষ কী যে তিনি এমনভাবেই আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছেন?' যোনাথান উত্তর দিলেন, 'এমনটি না হোক! তুমি মরবে না। দেখ, আমার পিতা আমাকে না বলে ছোট কি বড় কিছুই করেন না; তবে তিনি কেন আমার কাছ থেকে এই ব্যাপারটা গোপন রাখবেন? না, না, ব্যাপারটা কিছু নয়!' কিন্তু দাউদ দিব্যি দিয়ে আবার বললেন, 'তোমার পিতা ভালই জানেন যে, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র; এজন্য তিনি বলেন: একথা যোনাথানের কাছে অজানাই থাকুক, যেন তাঁর দুঃখ না হয়। কিন্তু জীবনময় প্রভুর দিব্যি, ও তোমার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমার ও মৃত্যুর মধ্যে এক পা-মাত্রই ব্যবধান।' তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, 'তোমার প্রাণ যা বলে, আমি তোমার জন্য তা নিশ্চয়ই করব!' দাউদ যোনাথানকে বললেন, 'দেখ, আগামীকাল অমাবস্যা, আমাকে রাজার সঙ্গে ভোজে বসতে হবে; তোমাকে কিন্তু আমাকে যেতে দিতে হবে, আমি তৃতীয়

দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকব। যদি তোমার পিতা আমাকে খোঁজ করেন, তুমি বলবে: দাউদ তার শহর বেথলেহেমে শীঘ্রই যাবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, কেননা সেখানে তার সমস্ত গোত্রের জন্য বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়ার কথা। তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাস নিশ্চিন্ত থাকতে পারে; অপরদিকে তিনি যদি রেগে ওঠেন, তবে তুমি বুঝবে, তিনি আমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন। সুতরাং তুমি তোমার এই দাসের প্রতি তোমার সহৃদয়তা দেখাও, কেননা তুমি তোমার এই দাসকে তোমার নিজের সঙ্গে প্রভুর নামে এক সন্ধিতে আবদ্ধ করতে চেয়েছ। আমার কোন অপরাধ থাকলে তবে তুমিই আমাকে মেরে ফেল; কিন্তু কোন্ কারণেই বা তুমি তোমার পিতার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে?' যোনাথান উত্তর দিলেন, 'তোমার প্রতি এমনটি না ঘটুক; বরং আমি যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে, আমার পিতা তোমার অমঙ্গল ঘটাবেন বলে স্থির করেছেন, তবে কি তোমাকে তা বলে দেব না?' দাউদ যোনাথানকে বললেন, 'তোমার পিতা তোমাকে উগ্র উত্তর দিলে, কে আমাকে কথাটা জানাবে?' উত্তরে যোনাথান দাউদকে বললেন, 'চল, আমরা খোলা মাঠে বেরিয়ে যাই।' আর তাঁরা দু'জনে খোলা মাঠে বেরিয়ে গেলেন।

তখন যোনাথান দাউদকে বললেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই সাক্ষী! আগামীকাল বা পরশুদিন প্রায় এই সময়ে আমার পিতার মন বুঝতে চেষ্টা করব; দেখ, দাউদের পক্ষে মঙ্গল বুঝলে আমি যদি তখনই তা তোমার কাছে জানাবার জন্য লোক না পাঠাই, তবে প্রভু যোনাথানকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন! কিন্তু যদি আমার পিতার মন বলে, তিনি তোমার বিষয়ে অমঙ্গল স্থির করবেন, তবে আমি কথাটা জানিয়ে তোমাকে যেতে দেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে আর প্রভু যেমন আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গেও থাকবেন। আমি যতদিন জীবিত থাকি, তুমি ততদিন আমার প্রতি প্রভুর সহৃদয়তা দেখাও; যদি মরি, তুমি আমার কুলের প্রতি তোমার সহৃদয়তা কখনও ফিরিয়ে নিয়ো না; যখন প্রভু দাউদের প্রতিটি শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছিন্ন করবেন, তখন যোনাথানের নাম যেন দাউদের কুল থেকে উচ্ছিন্ন না হয়: প্রভু দাউদের কাছে, এমনকি তাঁর শত্রুদের কাছে এর হিসাব চাইবেন।'

যোনাথান দাউদের কাছে নিজের শপথ পুনর্বহাল করলেন, কেননা তিনি দাউদকে ভালবাসতেন, নিজেরই মত তাঁকে ভালবাসতেন।

**শ্লোক** - প্রবচন ১৭:১৭; ১ যোহন ৪:৭

*প্র* বন্ধু সবসময় ভালবাসে:

*উ* ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।

*প্র* যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর হতে জনিত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।

*উ* ভাই দুর্দশার জন্যই জন্ম নেয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেড-লিখিত 'আধ্যাত্মিক বন্ধুত্ব' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক)

**প্রকৃত, পরিপক্ক ও সনাতন বন্ধুত্ব**

যুবকদের মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট যোনাথান রাজমর্যাদা বা রাজবংশ-পরম্পরার দিকে না তাকিয়ে দাউদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন, ও বন্ধুত্বের খাতিরে দাসকে প্রভুর পর্যায়ে উপনীত ক'রে ও নিজের চেয়ে পিতা থেকে বঞ্চিত, প্রান্তরে পলাতক ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দাউদকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে নমিত করে তাঁকেই উন্নীত করে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব* (১ শামু ২৩:১৭)।

আহা, প্রকৃত বন্ধুত্বের কী অমায়িক দর্পণ! আহা, কী অপরূপ ব্যাপার! রাজা দাসের প্রতি ক্রোধান্বিত ও রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত রাজ্যকে উত্তেজিত করেন; যাজকদের রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত করে তিনি কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করেই তাদের হত্যা করেন; যত বনে অনুসন্ধান করেন, যত উপত্যকায় খোঁজ করেন, পাহাড়পর্বত জুড়ে সৈন্যদের সঙ্গে আনাগোনা করেন; সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তারা রাজার অসন্তোষের যোগ্য প্রতিশোধ নেবে। কেবল সেই যোনাথান, যিনি একাই ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁকে ঈর্ষা করতে পারতেন, পিতার বিপক্ষে দাঁড়াতে, বন্ধুকে রক্ষা করতে ও তেমন দুর্দশায় তাঁকে পরামর্শ দিতে মনস্থ হলেন, এবং রাজ্যের চেয়ে বন্ধুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব।* এ কথাও লক্ষ কর, কেমন করে পিতা ভয় দেখিয়ে, রাজ-অধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেখিয়ে

যুবকটির মনে বন্ধুর বিরুদ্ধে ঈর্ষা মনোভাব সঞ্চার করলেন ও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি রাজমর্যাদা-চ্যুত হবেন।

কেননা শৌল দাউদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেও যোনাথান বন্ধুকে ত্যাগ করলেন না। *কেন দাউদ মরবে? সে কী করেছে?* (১ শামু ২০:৩২)। সে কী অপরাধ করেছে? সে তো নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজি হল, সেই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল, আর আপনি নিজেও এতে আনন্দিত হলেন। তাহলে সে কেন মরবে? একথা শুনে রাজা অধিক রুষ্ট হয়ে বর্শা দ্বারা যোনাথানকে দেওয়ালে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন, ও আরও হুমকি দিয়ে যোনাথানকে বললেন, *হে পতিতা স্ত্রীলোকের ছেলে, আমি তো জানি, তুমি তোমার নিজের লজ্জা ও তোমার হীন মাতার লজ্জায় তাকে ভালবাস* (১ শামু ২০:৩০ দ্রঃ)। তারপর তাঁর অভিলাষ লক্ষ করে চিকন কথা উচ্চারণ করে ও তাঁর ঈর্ষা, হিংসা ও ঘৃণা মনোভাব উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তিনি অন্তরে তাঁর যত বিষ ছিল যুবকটির উপরে উগরে দিয়ে বললেন: *যতদিন যেসের ছেলে জীবিত থাকবে, ততদিন তোমার রাজ্য নিরাপদ হবে না* (১ শামু ২০:৩১ দ্রঃ)।

তেমন কথায় কে উত্তেজিত হত না? কে ঈর্ষায় উত্তপ্ত হত না? সেই কথা কি যে কোন ভালবাসা, সম্মান ও বন্ধুত্ব বিকৃত, হ্রাসীকৃত ও নিঃশেষিত করত না? কিন্তু সেই উত্তম যুবক বন্ধুত্বের শপথ রক্ষা করে হুমকির সামনে শক্ত থেকে, অপমানের সামনে ধৈর্যশীল হয়ে, বন্ধুত্বের খাতিরে রাজ্যকে তুচ্ছ করে, গৌরবের কথা ভুলে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্মানের কথা স্মরণ করে বললেন, *তুমিই রাজা হবে আর আমি তোমার দ্বিতীয় হব।*

এই তো প্রকৃত, পরিপক্ক, অবিচল ও সনাতন বন্ধুত্ব যা ঈর্ষা বিকৃত করতে পারেনি, সন্দেহ হ্রাসীকৃত করতে পারেনি, অভিলাষও নিঃশেষ করতে পারেনি! এ বন্ধুত্ব এমন, যা প্রলোভনের সামনেও ক্ষান্ত হয়নি, আঘাতগ্রস্ত হয়েও ভেঙে পড়েনি, তত অপমানে নিমজ্জিত হয়েও স্থিতমূল থাকল, তত অপবাদে লাঞ্ছিত হয়েও সোজা হয়ে থাকল। সুতরাং *গিয়ে তুমিও সেইমত ব্যবহার কর* (লুক ১০:৩৭ দ্রঃ)।

শ্লোক - সিরা ৬:১৪, ১৭

*প্র* বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়;

ঊ তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

প্ প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে, কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমনি হবে।

ঊ তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (৮:১-৫, ১২-৩৬)

## স্রষ্টা প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

প্রজ্ঞা কি ডাকছে না?
সুবুদ্ধি কি নিজের কণ্ঠস্বর শোনাচ্ছে না?
সে তো যত উচ্চস্থানের চূড়ায়, যত পথের ধারে,
যত চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ায়;
সে তো নগরদ্বারের ধারে, শহরের প্রবেশপথে,
দরজায় দরজায় জোর গলায় আহ্বান করে বলে,
'হে মানুষ, তোমাদের উদ্দেশ করে আমি কথা বলছি,
মানবসন্তানদের কাছেই আমার বাণী।
হে অনভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি লাভে উদ্বুদ্ধ হও,
হে নির্বোধ, সদ্বিবেচক হও।

আমি যে প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধির সঙ্গেই আমার আবাস,
সদ্‌জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা আমারই অধিকার।
অপকর্ম ঘৃণা করা, এ তো প্রভুভয়;
দর্প, স্পর্ধা, দুর্ব্যবহার ও কুটিল মুখ আমি ঘৃণার চোখে দেখি।
আমারই তো সুমন্ত্রণা ও কাণ্ডজ্ঞান;
আমি নিজেই সদ্বিবেচনা; পরাক্রম আমারই।
আমা দ্বারা রাজারা রাজত্ব করে, জনপ্রধানেরা ন্যায়ধর্ম জারি করে;
আমা দ্বারা শাসকেরা শাসন করে,
অমাত্যরা ও পৃথিবীর বিচারকর্তারাও তাই।
যারা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি;
যারা অবিরত আমার সন্ধান করে, তারা আমার সন্ধান পায়।
আমার কাছে রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান,
স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল।

আমার ফল সোনার চেয়ে, খাঁটি সোনার চেয়েও বহুমূল্যবান,
প্রজ্ঞালাভ উৎকৃষ্ট রুপোর চেয়েও আয়কর।

আমি ধর্মময়তা-মার্গে চলি,
ন্যায্যতার পথে এগিয়ে চলি,
আমার বন্ধুদের আমি যেন মঙ্গলদানে সজ্জিত করি,
তাদের ধনভাণ্ডার যেন পরিপূর্ণ করি।
আপন কর্মসাধনের আদি রূপেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর কর্মকাণ্ডের প্রারম্ভে—সেসময় থেকেই!
অনাদিকাল থেকে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি,
আদি থেকেই, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকেই।
অতল গহ্বর তখনও হয়নি যখন আমার জন্ম হয়েছিল,
জলপূর্ণ উৎসধারাও তখনও হয়নি।
পর্বতমালার ভিত স্থাপিত হওয়ার আগে,
উপপর্বতের উদ্ভবের আগে আমার জন্ম হয়েছিল;
তিনি তখনও স্থলভূমি বা কোন মাঠও নির্মাণ করেননি,
জগতের প্রথম ধূলিকণাও তখনও গড়েননি।
যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম;
যখন তিনি অতল গহ্বরের বুকে বৃত্ত-রেখা খোদাই করেন,
যখন তিনি ঊর্ধ্বে মেঘমালা পুঞ্জিভূত করেন,
যখন অতল গহ্বরের উৎসধারা প্রবল হয়ে ওঠে,
যখন তিনি সমুদ্রের সীমারেখা স্থির করেন,
—জলরাশি তাঁর সেই আদেশ লঙ্ঘন না করুক!—
যখন তিনি পৃথিবীর ভিত্তিমূল নিরূপণ করেন,
তখন আমি দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম,
আমি ছিলাম তাঁর দৈনন্দিনের পুলক,
ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম;

আমোদপ্রমোদ করে বেড়াতাম তাঁর পৃথিবীর সকল স্থানে,
মানবসন্তানদের মধ্যে থাকতাম পুলকিত প্রাণে।

তবে, সন্তানেরা আমার, এখন আমার কথা শোন ;
সুখী তারা, যারা আমার সমস্ত পথে চলে।
শিক্ষাবাণী শোন, প্রজ্ঞাবান হও,
তা অবহেলা করো না।

সুখী সেই মানুষ, যে আমার কথা শোনে,
আমার প্রবেশপথে প্রহরা দেবার জন্য
দৈনন্দিন যে আমার দরজায় জাগ্রত থাকে।
কারণ যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,
সে প্রভুর প্রসন্নতা ভোগ করে ;
কিন্তু যে আমার খোঁজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে নিজের ক্ষতি করে ;
যারা আমাকে ঘৃণা করে, তারা সকলে মৃত্যুকে ভালবাসে।

**শ্লোক** - প্রবচন ৮:২২; যোহন ১:১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই আমাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন—
*উ* হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে!
*প্র* আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর—
*উ* হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (২:৭৮, ৮১-৮২)

**পিতার জ্ঞান সৃষ্টিকর্তা ও মানবধারী প্রজ্ঞার মধ্য দিয়েই আগত**

ঈশ্বরের একমাত্রজাত প্রজ্ঞা হল নিখিল বস্তুর স্রষ্টা ও নির্মাতা ; এজন্য লেখা আছে, *তুমি সবকিছু প্রজ্ঞায় গড়েছ, এবং পৃথিবী তোমার সৃষ্টিকর্মে পরিপূর্ণ হল* (সাম ১০৪:২৪ দ্রঃ)। এখন, সৃষ্টি যেন অস্তিত্ব পেতে পারে, এমন কি উত্তম অস্তিত্ব পেতে পারে, সেজন্য

ঈশ্বর এতে প্রীত হলেন যে, তিনি আপন প্রজ্ঞা দ্বারা নিজের ও সৃষ্টির মধ্যে একপ্রকার সমবস্থা ঘটাবেন, যাতে করে সমস্ত বস্তুতে ও প্রতিটি বস্তুতে নিজের প্রতিমূর্তিরই একপ্রকার রূপ ও চিহ্ন রাখতে পারেন, যার ফলে সুস্পষ্ট হতে পারে যে, সৃষ্টবস্তু প্রজ্ঞায় অলঙ্কৃত হয়েছিল, ও তাঁর সৃষ্টি ঈশ্বরের যোগ্য ছিল।

যেমন আমাদের বাণী সেই বাণীরই প্রতিমূর্তি যিনি ঈশ্বরের পুত্র, তেমনি আমাদের প্রজ্ঞাও সেই একই বাণীর প্রতিমূর্তি যিনি স্বয়ং প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা জানবার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ করে থাকি, স্রষ্টা-প্রজ্ঞা অর্জন করতে উপযুক্ত হয়ে উঠি, ও তার মাধ্যমে তার নিজের পিতাকে জানবার সামর্থ্য লাভ করি। কেননা *পুত্রকে যে পেয়েছে, সে পিতাকেও পেয়েছে* (১ যোহন ২:২৩), এবং *আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে, আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন* (মথি ১০:৪০)। সুতরাং, যেহেতু এই প্রজ্ঞার স্বরূপ আমাদের অন্তরে ও সবকিছুর মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে, সেজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেই প্রকৃত ও নির্মাণকারী প্রজ্ঞা নিজের ঐশস্বরূপের যা অধিকার তা আপন করে নিয়ে বলে, *প্রভু আপন কার্যকলাপের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করলেন* (প্রবচন ৮:২২ দ্রঃ)।

কিন্তু—যেমনটি আগে ব্যাখ্যা করেছি—*যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন* (১ করি ১:২১)। অতীতকালের মত ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিতে বিরাজমান প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত ও প্রতীকের মধ্য দিয়েই আর জ্ঞাত হতে চাইলেন না; তিনি বরং এতেই প্রীত হলেন যে, স্বয়ং প্রকৃত প্রজ্ঞা মাংস ধারণ করবেন, মানুষ হবেন, ও ক্রুশমৃত্যু বরণ করবেন, যাতে প্রজ্ঞায় স্থাপিত বিশ্বাস দ্বারা সকল বিশ্বাসী মানুষ পুনরায় পরিত্রাণ পেতে পারে।

ঈশ্বরের সেই প্রজ্ঞা যা আগে সৃষ্টবস্তুতে ছাপা আপন প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে ও নিজের মধ্য দিয়ে পিতাকেও প্রকাশ করতেন—আর এজন্যই প্রজ্ঞা সৃষ্ট বলেও অভিহিত—পরবর্তীকালে সেই একই প্রজ্ঞা, যিনি স্বয়ং বাণী, মাংস হলেন—যেমনটি যোহন বলেছেন। এবং মৃত্যুকে বিনাশ করে ও আমাদের মানবস্বরূপ মুক্ত করে তিনি নিজেকে ও নিজের মধ্য দিয়ে পিতাকেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করলেন; এজন্যই তিনি

একথা বললেন, *তারা যেন তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানতে পারে* (যোহন ১৭:৩ দ্রঃ)।

সুতরাং সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিপূর্ণ হল; কেননা পুত্রের মধ্য দিয়ে পিতাকে জানা ও পিতা দ্বারা পুত্রকে জানা একই জানা। পিতা যে প্রীতিতে প্রীত, সেই একই প্রীতিতে পুত্র পিতাতে প্রীত—যেমনটি লেখা আছে, *আমাতেই তিনি পুলকিত ছিলেন; প্রতিদিন আমি তাঁর সম্মুখে আমোদপ্রমোদ করতাম* (প্রবচন ৮:৩০ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - কল ২:৬, ৯; মথি ২৩:১০

*প্র* প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল।

*উ* তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

*প্র* তোমাদের গুরু একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট।

*উ* তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২১:১-১০; ২২:১-৫)

**দাউদের পলায়ন**

সেসময়, দাউদ উঠে রওনা হলেন, আর যোনাথান শহরে ফিরে গেলেন। দাউদ আহিমেলেখ যাজকের কাছে নোবে গেলেন; আহিমেলেখ অস্থির হয়ে দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি একা কেন? আপনার সঙ্গে কেউ নেই কেন?' দাউদ উত্তরে আহিমেলেখ যাজককে বললেন, 'রাজা একটা দায়িত্ব দিয়ে আমাকে বলেছেন: এই ব্যাপারে যে বিষয়ে আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি ও যে বিষয়ে তোমাকে হুকুম দিলাম, কেউই যেন তার কিছু না জানে। আমি আমার সঙ্গী লোকদের অমুক জায়গায় আসতে বলেছি। তবু এখন যদি দেওয়ার মত আপনার হাতে পাঁচটা রুটি থাকে, বা যাই থাকে, তা আমাকে দিন।' যাজক দাউদকে উত্তরে বললেন, 'দেওয়ার মত আমার হাতে সাধারণ রুটি নেই, কেবল পবিত্রীকৃত রুটিই আছে—অবশ্য যদি আপনার যুবকেরা কমপক্ষে স্ত্রীলোক থেকে নিজেদের সংযত রেখে থাকে।' দাউদ যাজককে বললেন, 'নিশ্চয়! একসময় আমি যখন যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে যেতাম, তখনকার মত এবারও আমরা স্ত্রীলোক থেকে সংযত থাকতে বাধ্য; হ্যাঁ, যুবকদের সমস্ত ব্যাপার সেই সময় পবিত্র অবস্থায় ছিল, আর এই যাত্রা প্রকৃত পবিত্র যাত্রা না হলেও, তবু যাত্রাটা আজ সত্যিই এই ব্যাপারে পবিত্রীকৃত হচ্ছে।' তখন যাজক তাঁকে পবিত্রীকৃত রুটি দিলেন, কারণ সেখানে অন্য রুটি ছিল না, প্রভুর উপস্থিতির সামনে থেকে তুলে নেওয়া কেবল সেই নিত্য-ভোগ-রুটিই ছিল, যা তুলে নেওয়ার দিনে নতুন রুটি রাখার জন্য তুলে নেওয়া হয়।

সেদিন কিন্তু শৌলের কর্মচারীদের মধ্যে এদোমীয় দোয়েগ নামে একজন প্রভুর সাক্ষাতে আবদ্ধ হয়ে সেখানে ছিল, সে ছিল শৌলের প্রধান রাখাল।

দাউদ আহিমেলেখকে বললেন, ‘এখানে দেওয়ার মত আপনার হাতে কি কোন বর্শা বা খড়্গ আছে? কেননা রাজার এই বিশেষ কাজ এত জরুরী ছিল যে, আমি আমার নিজের খড়্গ বা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে আনিনি।’ যাজক উত্তর দিলেন, ‘দেখুন, তার্পিন উপত্যকায় আপনি যাকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই ফিলিস্তিনি গলিয়াথের খড়্গ আছে; তা এফোদের পিছনে ওইখানে কাপড়ে জড়ানো রয়েছে; নিতে চাইলে নিন, কারণ এখানে ওটা ছাড়া আর কোন খড়্গ নেই।’ দাউদ বললেন, ‘ওটার মত আর কিছুই নেই! ওটাকে আমাকে দিন।’

সেখান থেকে রওনা হয়ে দাউদ আদুল্লাম গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর সমস্ত পিতৃকুল কথাটা শুনে সেখানে তাঁর কাছে গেল। তখন দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট যত লোক তাঁর কাছে এসে জড় হল, আর তিনি তাদের নেতা হলেন; এইভাবে প্রায় চারশ’ লোক তাঁর সঙ্গী হল।

দাউদ সেখান থেকে রওনা হয়ে মোয়াবে অবস্থিত মিস্পাতে গিয়ে মোয়াব-রাজকে বললেন, ‘দোহাই আপনার, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে যে কী করতে চান, আমি তা না জানা পর্যন্ত আপনি আমার পিতামাতাকে আপনাদের এইখানে থাকতে দিন।’ তিনি তাঁদের মোয়াব-রাজের সামনে নিয়ে এলেন, আর যতদিন দাউদ সেই দুর্গে থাকলেন, ততদিন তাঁরা সেই রাজার সঙ্গে থাকলেন।

তবু নবী গাদ দাউদকে বললেন, ‘তুমি এই দুর্গে আর থেকো না, রওনা হয়ে যুদা দেশে যাও।’ তাই দাউদ রওনা হয়ে হেরেথ বনে চলে গেলেন।

**শ্লোক** - রো ৭:৬; মার্ক ২:২৫, ২৬ দ্রঃ

*প্র* এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি।

*উ* এসো, অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

*প্র* দাউদ ক্ষুধার্ত হলে যা করেছিলেন, তোমরা কি তা কখনও পড়নি? ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে তিনি ভোগ-রুটি খেয়েছিলেন।

*উ* এসো, অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

দ্বিতীয় পাঠ - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**ঈশ্বর অগম্য শৈল স্বরূপ**

উচ্চতম পর্বতের শীর্ষস্থান থেকে যারা নিচের দিকে গভীর ও অতল সাগরের দিকে তাকায় তাদের যেমন ঝিমঝিম লাগে, আমি যখন প্রভুর বাণীর উচ্চতা থেকে কোন একটা ধারণার গভীরতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমারও তেমনি লাগে। সমুদ্রতীরের বহু স্থানে আমরা পার্শ্ববর্তী কোন পর্বতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, পর্বতটা কেমন যেন দু'ভাগে বিদীর্ণ ও চূড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মসৃণ—সর্বোচ্চ স্থানে পর্বতের একপ্রকার মিনার আছে যা সমুদ্রের গভীরতার উপর ঝুঁকে থাকে। এখন, তেমন উচ্চতা থেকে সমুদ্রের অগম্য তলদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মানুষের যেমন ঝিমঝিম লাগে, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮) প্রভুর এ রহস্যময় উক্তির উচ্চতা থেকে নিচের দিকে তাকালে আমারও তেমনি ঝিমঝিম লাগে। সেই উক্তি অনুসারে ঈশ্বর তাদেরই দর্শনের বিষয় যারা নিজেদের হৃদয় শুদ্ধ করে তুলেছে। অথচ মহান যোহনের কথা অনুসারে *ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি* (যোহন ১:১৮)। উৎকৃষ্ট বুদ্ধির অধিকারী সেই পলও একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *কোন মানুষ তাঁকে দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়* (১ তি ৬:১৬)। এই তো সেই মসৃণ, পিচ্ছিল ও ঢালু শৈল যাতে আমাদের জ্ঞানের চিন্তার জন্য কোন ভর নেই। মোশিও নিজের উক্তিতে সেই শৈলকে অগম্য বলেছেন, ফলে আমাদের মন পর্বতচূড়ায় পৌঁছতে বা কোন ভর পেতে যতই চেষ্টা করুক না কেন সেখানে যেতে অক্ষম। এমন একটা বচন আছে যা আমাদের এই শৈল একেবারে দু'ভাগে দীর্ণ করে ফেলে: ঈশ্বরকে দে'খে জীবিত থাকবে এমন কেউই নেই।

এখন তুমি কি বুঝতে পার, এই উপদেশের গভীরতম ধারণার উপর দৃষ্টি রাখলে আমাদের উপলব্ধির কেমন ঝিমঝিম লাগে?

অথচ ঈশ্বরের দর্শন পাওয়াই তো অনন্ত জীবন। ঈশ্বর নিজেই যখন জীবন, তখন ঈশ্বরকে যে দেখে না সে জীবনকেও দেখে না।

আহা, মানুষের আশা কতই না সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ! তবু প্রভু পতনোন্মুখ যত হৃদয় সুস্থির করে ধরে রাখেন, যেভাবে সেই পিতরকে ধরেছিলেন যিনি ডুবে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে জলের উপরে শক্ত ও অটল মেঝের উপরেই যেন দাঁড় করিয়েছিলেন।

আমরা যখন এই গভীরতম ধ্যানের তলদেশের উপরে ঝুঁকে থাকি, তখন বাণীর হাত যদি আমাদের কাছে এসে আমাদের উপলব্ধির উপরে অধিষ্ঠান করে সবকিছুর প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেয়, তাহলে আমরা ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর পথ ধরে চলব। আমাদের হৃদয় কিন্তু যেন শুদ্ধ হয়! কেননা তিনি বলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।*

শ্লোক - যোহন ১:১৮; সাম ১৪৫:৩

প্ল ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ;

উ সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

প্ল প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়, তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত।

উ সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (৯:১-১৮)

## প্রজ্ঞা ও মূর্খতা

প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল,
তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল ;
পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল,
শেষে সাজাল ভোজনপাট।
নিজ অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে
সে শহরের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ঘোষণা করল :
'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানেই আসুক,'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও,
পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম।
নির্বুদ্ধিতা ত্যাগ কর, তবেই বাঁচবে,
এগিয়ে চল সদ্বিবেচনার পথে।'

বিদ্রূপকারীকে যে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, সে হবে তার অবজ্ঞার পাত্র ;
দুর্জনকে যে ভর্ৎসনা করে, সে হবে তার অপমানের বস্তু।
বিদ্রূপকারীকে ভর্ৎসনা করো না, পাছে সে তোমাকে ঘৃণা করে ;
প্রজ্ঞাবানকেই বরং ভর্ৎসনা কর, সে তোমাকে ভালবাসবে।
প্রজ্ঞাবানকে সুপরামর্শ দাও, সে আরও প্রজ্ঞাবান হবে ;
ধার্মিককে সদ্‌জ্ঞান দাও, তার জ্ঞানভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রজ্ঞার সূচনা হল প্রভুভয়,
পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান, এই তো সদ্বিবেচনা।
আমা দ্বারাই বাড়বে তোমার আয়ুষ্কাল,
তোমার জীবনের বছর-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

তুমি প্রজ্ঞাবান হলে, তোমার প্রজ্ঞাই হবে তোমার লাভ ;
তুমি বিদ্রূপকারী হলে, একাই এর দণ্ড বহন করবে।
অস্থির নারী, সে তো হীনবুদ্ধি ;
এমন বুদ্ধিহীন নারী, যে কিছু জানে না।
সে বাড়ির দরজার সামনে বসে,
শহরের একটা উচ্চস্থানে সিংহাসনেই বসে ;
সে পথিকদের ডাকে,
কিন্তু তারা নিজ নিজ পথে এগিয়ে চলে ;
সে বলে, 'যে অনভিজ্ঞ, সে এখানে আসুক।'
বুদ্ধিহীনকে সে বলে,
'চুরি-করা জল মিষ্টি,
গোপনে ভোগ করা রুটি সুস্বাদু।'
কিন্তু ও বুঝতে পারে না যে, সেখানে ছায়াদেশ উপস্থিত,
এও জানে না যে, পাতাল-গভীরেই তার নিমন্ত্রিতদের বাসস্থান।

**শ্লোক** - লুক ১৪:১৬-১৭; প্রবচন ৯:৫ দ্রঃ

*প্র* একজন লোক এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে সময় মত নিজ দাস দ্বারা নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন :

*উ* এসো, সবই প্রস্তুত।

*প্র* এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম ;

*উ* এসো, সবই প্রস্তুত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবচন পুস্তকে গাজার বিশপ প্রকপিওসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৯)

**ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আমাদের জন্য আঙুররস মিশিয়ে দিল ও সাজাল ভোজনপাট**

*প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল* (প্রবচন ৯:১)। ঈশ্বর ও পিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ পরাক্রম সেই খ্রিষ্ট নিজের গৃহরূপে নিখিল বিশ্বকে নির্মাণ করলেন ; তিনি সেই বিশ্বে

শক্তিগুণে বসবাস করেন, সেই যে বিশ্ব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য স্বরূপে মণ্ডিত।

*প্রজ্ঞা তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল* (প্রবচর ৯:১)। সৃষ্টিকাজের পরে যে মানুষ খ্রিষ্টের সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে সে যেন খ্রিষ্টে বিশ্বাস করে ও তাঁর আদেশগুলো পালন করে, সেই মানুষকে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার সাত অনুগ্রহদান দিলেন, যেগুলি লাভে জ্ঞানে উদ্দীপিত শক্তি দ্বারা, আবার শক্তিতে উদ্দীপিত প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মিক মানুষ সিদ্ধ হয়ে ওঠে, বিশ্বাসে সুস্থির হয়, ও অলৌকিক বাস্তবতার সহভাগিতার অধিকার লাভ করে।

সেই অনুগ্রহদানগুলি আত্মার স্বাভাবিক জ্যোতিকে অধিকতর ভাবে উজ্জ্বল করে তোলে: শক্তি মানুষের অন্তর অনুপ্রাণিত করে সে যেন সমস্ত কিছুর মধ্যে ও সমস্ত কিছুর লক্ষ্য অনুসারে একাগ্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের সেই সমস্ত ইচ্ছার অন্বেষণ ও আকাঙ্ক্ষা করে যা অনুসারে সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের যা ইচ্ছা নয়, সুমন্ত্রণা তা থেকে ঈশ্বরের সেই সমস্ত অসৃষ্ট ও অমর পবিত্রতম ইচ্ছা নির্ণয় করে যেগুলিকে মানুষ ধারণা করতে, উচ্চারণ করতে ও বাস্তবায়িত করতে পারে। সুবুদ্ধি মানুষকে সহায়তা করে সে যেন ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণ না করে, অন্য কিছুতে আসক্ত না হয়।

*প্রজ্ঞা আঙুররস মিশিয়ে দিল, শেষে সাজাল ভোজনপাট* (প্রবজন ৯:২)। যে মানুষের মধ্যে একটা পানপাত্রেই যেন আত্মিক ও দৈহিক স্বরূপ মিশ্রিত, সেই মানুষের অন্তরে ঈশ্বর সৃষ্টবস্তুর জ্ঞান ও নিখিলের স্রষ্টারূপে নিজেরই জ্ঞান মিলিত করলেন। উপলব্ধি এমনটি করে যাতে, যা কিছু ঈশ্বর সংক্রান্ত, মানুষ তাতেই প্রমত্ত হয় যেন আঙুররসেই প্রমত্ত হয়। যিনি স্বর্গীয় রুটি, তিনি নিজের দ্বারা আত্মাগুলিকে শক্তিতে পরিপুষ্ট করে ও ঐশতত্ত্বে প্রমত্ত ও আনন্দিত করে তুলে আত্মিক ভোজের উদ্দেশ্যে এসব কিছুকে উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবস্থা করেন, যারা সেই ভোজে অংশ নিতে ইচ্ছুক তারা যেন তা গ্রহণ করতে পারে।

*অনুচারিণী যুবতীদের পাঠিয়ে প্রজ্ঞা উচ্চকণ্ঠে সকলকেই ভোজে আহ্বান করল* (প্রবচন ৯:৩; মথি ২২:৩ দ্রঃ)। খ্রিষ্ট প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন তাঁরা যেন মঙ্গলবাণী প্রচারে তাঁর ঐশইচ্ছার সেবা করেন; তেমন বাণীপ্রচার পবিত্র আত্মার প্রেরণায় পূর্ণ হয়ে ও লিপিবদ্ধ ও সাধারণ বিধানের ঊর্ধ্বস্থিত হয়ে খ্রিষ্টের কাছে সকলকে আহ্বান

করে। মাংসধারণ-রহস্য দ্বারা খ্রিষ্টের মধ্যে একটা পানপাত্রেই যেন ঐশ ও মানব স্বরূপের এমন অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে, যে মিশ্রণে স্বরূপ দু'টো মিশ্রিত হয়েও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন করে রাখে।

*'যে নির্বোধ, সে এখানেই আসুক'* (প্রবচন ৯:৪)। মনে মনে বলে ঈশ্বর নেই, এমন নির্বোধ মানুষ অধর্ম ত্যাগ ক'রে বিশ্বাস দ্বারা আমার কাছে এসে জেনে নিক, আমি নিখিলের নির্মাতা ও প্রভু।

বুদ্ধিহীনকে প্রজ্ঞা বলে, 'এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম' (প্রবচন ৯:৫)। যারা ধর্মতত্ত্বে ধনবান হয়েও তবু বিশ্বাসসূচিত কর্মে দীনহীন, তাদের তিনি বলেন, এসো, আমার দেহ খাও, যা রুটির মত শক্তিতেই তোমাদের পরিপুষ্ট করে; আমার রক্ত পান কর, যা আঙুররসের মত ঐশতত্ত্বে তোমাদের আনন্দিত করে ও ঈশ্বরত্বলাভে তোমাদের চালিত করে। কেননা আমি তোমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই আমার রক্ত ঈশ্বরত্বের সঙ্গে অপরূপভাবে মিশ্রিত করেছি।

**শ্লোক** - প্রবচন ৯:১-২; যোহন ৬:৫৬

*প্র* ঐশপ্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করলেন, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করলেন;

*উ* আঙুররস মিশিয়ে দিলেন, শেষে সাজালেন ভোজনপাট।

*প্র* যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি—প্রভুর উক্তি।

*উ* আঙুররস মিশিয়ে দিলেন, শেষে সাজালেন ভোজনপাট।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২৫:১৪-২৪, ২৮-৩৯)

**দাউদ ও আবিগাইল**

সেসময়, চাকরদের একজন নাবালের স্ত্রী আবিগাইলকে খবর দিয়ে বলল, 'দেখুন, দাউদ আমাদের মনিবকে শুভেচ্ছা জানাতে মরুপ্রান্তর থেকে দূতদের পাঠিয়েছেন, কিন্তু তিনি তাদের উপর রেগে গেলেন! অথচ এই লোকেরা আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল; তারা আমাদের প্রতি কখনও দুর্ব্যবহার করেনি, আর আমরা খোলা মাঠে থাকাকালে যতদিন তাদের সঙ্গে ছিলাম, ততদিন কিছুই হারাইনি। হ্যাঁ, যতদিন তাদের সঙ্গে থেকে মেষ চরাচ্ছিলাম, ততদিন তারা দিনরাত আমাদের রক্ষার জন্য যেন রক্ষাফলকের মতই ছিল। তাই এখন আপনার কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা বিবেচনা করে দেখুন, কেননা আমাদের মনিবের ও তাঁর সমস্ত কুলের বিরুদ্ধে কোন একটা অমঙ্গল অনিবার্যই, আর তিনি এমন পাষণ্ড যে, তাঁকে কোন কথা বলতে পারা যায় না।'

তখন আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে দু'শোটা রুটি, দুই ভিস্তি আঙুররস, পাঁচটা রান্না করা ভেড়া, দুই মণ ভাজা গম, একশ' গুচ্ছ কিশমিশ ও দু'শো ডুমুর-চাক নিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল; তার চাকরদের সে বলল, 'তোমরা আমার আগে আগে চল; দেখ, আমি তোমাদের পিছু পিছু যাচ্ছি।' কিন্তু সে তার স্বামী নাবালকে কিছুই জানাল না।

সে গাধা চড়ে পর্বতের সঙ্কীর্ণ একটা পথ ধরে নেমে যাচ্ছিল, এমন সময় দাউদ তাঁর লোকদের সঙ্গে ঠিক তারই দিকে নেমে এলেন, ফলে সে তাঁদের সঙ্গে মিলল। সেসময়ে দাউদ বলছিলেন, 'তবে মরুপ্রান্তরে ওর যা কিছু আছে, আমি বৃথাই তা রক্ষা করেছি; ওর যা কিছু আছে, তার কিছুই হারায়নি, আর এখন নাকি সে উপকারের বিনিময়ে আমার অপকার করছে! ওর অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনকেও যদি রাত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখি, তবে পরমেশ্বর দাউদের বিরুদ্ধে, এমনকি তাঁর শত্রুদের

বিরুদ্ধে এই শাস্তির সঙ্গে আরও কঠোর শাস্তিও দিন!' দাউদকে দেখামাত্র আবিগাইল সঙ্গে সঙ্গে গাধা থেকে নেমে দাউদের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে প্রণিপাত করল। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে বলল, 'দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার প্রভুর এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন, কারণ প্রভুরই জন্য আমার প্রভু যুদ্ধ করছেন, আর আপনার সারা জীবন ধরে আপনার মধ্যে অমঙ্গলকর কোন কিছু কখনও দেখা যায়নি। কোন মানুষ উঠে আপনার উৎপীড়ন ও প্রাণনাশের চেষ্টা করলেও আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবন-পেটিকায় গচ্ছিত রাখা হবে, কিন্তু আপনার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙের জালে দিয়ে ছুড়বেন। প্রভু আপনার সম্বন্ধে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা বলেছেন, তা যখন সফল করবেন ও আপনাকে ইস্রায়েলের উপরে জননায়করূপে নিযুক্ত করবেন, তখন, প্রভু, অকারণে রক্তপাত করা ও নিজের হাতে প্রতিশোধ নেওয়া, এ বিষয় দু'টো যেন আপনার হৃদয়ের দুঃখ বা মনোবেদনার কারণ না হয়। প্রভু যখন আমার প্রভুর সমৃদ্ধি ঘটাবেন, তখন আপনি যেন আপনার এই দাসীর কথা মনে রাখেন।'

দাউদ আবিগাইলকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন। ধন্য তোমার সুবুদ্ধি, এবং তুমিও [প্রভুর] আশিসে ধন্য, কারণ আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ। তোমার ক্ষতি করতে যিনি আমাকে বাধা দিয়েছেন, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তুমি যদি শীঘ্রই না আসতে, তবে নাবালের অধীনে যত পুরুষলোক আছে তাদের মধ্যে একজনও সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকত না।' পরে, আবিগাইল দাউদের জন্য যা কিছু এনেছিল, দাউদ তার হাত থেকে তা গ্রহণ করে নিয়ে তাকে বললেন, 'তুমি শান্তিতে বাড়ি ফিরে যাও; দেখ, আমি তোমার কণ্ঠে কান দিয়েছি, তোমার মুখমণ্ডল আনন্দপূর্ণ করেছি।'

আবিগাইল নাবালের কাছে ফিরে গেল; সেসময়ে তার বাড়িতে রাজভোজের মত ভোজ হচ্ছিল, এবং নাবালের হৃদয় প্রফুল্লই ছিল, সে একেবারে মাতাল ছিল; আবিগাইল সকাল না হওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়ে অল্প বা বেশি কিছুই তাকে বলল না। পরদিন সকালে

নাবালের মত্ততার ঘোর কেটে গেলে তার স্ত্রী তাকে ব্যাপারটা সবই জানিয়ে দিল; তখন তার বুকে হৃদয় মৃতপ্রায় হল, এবং সে পাথরের মত হয়ে পড়ল। দশ দিন পরে প্রভু নাবালকে আঘাত করায় তার মৃত্যু হল।

নাবালের মৃত্যু হয়েছে, একথা শুনে দাউদ বললেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি নাবাল দ্বারা ঘটিত আমার দুর্নাম বিষয়ে আমার পক্ষসমর্থন করলেন, এবং তাঁর আপন দাসকে অমঙ্গলকর কাজ থেকে রক্ষা করলেন। তিনি নাবালের শঠতা তার নিজের মাথার উপরে ডেকে আনলেন।'

**শ্লোক** - ১ শামু ২৫:৩৩, ৩২; মথি ৫:৭

*প্র* আজ তুমি রক্তপাত ও নিজেরই হাতে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে আমাকে বাধা দিয়েছ:

*উ* ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন।

*প্র* দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

*উ* ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, যিনি আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমাকে প্রেরণ করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**ঈশ্বরদর্শনের প্রত্যাশা**

সত্যিই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এতই মহান যা আনন্দের প্রান্তসীমাও অতিক্রম করে। মানুষ যাঁকে দেখতে পায় তাঁর মধ্যে যখন সবকিছুই উপস্থিত, তখন সে অন্য কোন্ মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করতে পারে? কেননা শাস্ত্রের ভাষায় দেখা বলতে লাভ করা বোঝায়, যেমনটি *তুমি যেন যেরুশালেমের সমৃদ্ধি দেখতে পাও* (সাম ১২৮:৫) বচনে 'সমৃদ্ধি দেখা' বলতে 'সমৃদ্ধি ভোগ করা' বোঝায়। আরও, *দুর্জনকে বাদ দেওয়া হোক, কারণ সে প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে না* (ইশা ২৬:১০ সত্তরী পাঠ্য) বচনে নবী বলতে চান, দুর্জন প্রভুর গৌরবের অংশীদার হবে না।

সুতরাং, ঈশ্বরকে যে দেখে, সেই দেখার জোরেই সে সমস্ত মঙ্গলদান, অন্তহীন জীবন, শাশ্বত অক্ষয়শীলতা, সনাতন আশীর্বাদ, অন্তহীন রাজ্য, চিরস্থায়ী আনন্দ,

সত্যকার আলো, আত্মিক ও মধুর শান্তি, অগম্য গৌরব, নিত্যস্থায়ী স্ফূর্তি, এক কথায় সমস্ত মঙ্গল লাভ করে গেছে।

সত্যিই আনন্দের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশার কাছে যা কিছু উপস্থাপিত, তা উপরোল্লিখিত অসীম মঙ্গলের অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু আগে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরদর্শন কেবল শুদ্ধহৃদয়ের কাছেই প্রাপ্য, সেজন্য আমার উপলব্ধিরও এখনও কেমন যেন ঝিমঝিম লাগে। আমার প্রশ্ন, আমাদের স্বরূপের অতীত ও ঊর্ধ্বে হওয়ায় হৃদয়ের শুদ্ধতা কি সেই সমস্ত সদ্‌গুণের অন্যতম নয়, যা লাভ করা অসাধ্য?

একদিকে ঈশ্বর যখন এই শুদ্ধতম কাঁচের মধ্য দিয়েই মাত্র দর্শনীয়, আর অন্যদিকে মোশি ও পল যখন তাঁকে দেখতে পাননি কারণ তাঁরা নিজেরাই বলেন যে কেউই তাঁকে দেখতে পারে না, তখন ঐশবাণী মঙ্গলময়তা লাভের জন্য যা প্রস্তাব করেন, তা এমন কিছুই মনে হচ্ছে যা কখনও ঘটেনি, কখনও ঘটবেও না। তাছাড়া, আমরা যা আবিষ্কার করেছি, তা লাভের জন্য আমাদের যদি শক্তি না থাকে, তাহলে ঈশ্বরকে দেখবার শর্ত জেনেও আমাদের কী লাভ? আমিও তো বলতে পারি, স্বর্গে বাস করা উত্তম, কারণ সেখানে এমন কিছু দেখা যেতে পারে যা এ পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে কথা বলি, সেই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যদি স্বর্গে যাত্রা বাস্তবায়িত করতে পারতাম, তাহলেই শ্রোতাদের পক্ষে স্বর্গের আনন্দ বিষয় অবগত হওয়া উপকারী হত। কিন্তু যতদিন স্বর্গে এই যাত্রা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়, ততদিন স্বর্গীয় আনন্দের কথা জেনে কী লাভ? সেই জানাটার মধ্য দিয়ে আমরা যখন সচেতন হয়ে উঠি যে স্বর্গে যেতে না পারায় আমরা কতগুলো মঙ্গলদান থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তখন সেই জানাটা কি একপ্রকার দুঃখ ও মায়া সৃষ্টি করে না? তবে কেনই বা প্রভু আমাদের কাছে এমন প্রস্তাব তুলে ধরেন যা আমাদের স্বরূপের অতীত, ও এমন আদেশ দেন যা আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে?

ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়—বাস্তবিকই যাদের তিনি পাখা দেননি তাদের পাখি হতে আদেশ দিচ্ছেন না, আবার যাদের তিনি স্থলভূমিতে বাস করার জন্য সৃষ্টি করলেন, তাদের জলের নিচে বাস করতে আজ্ঞা দিচ্ছেন না।

সুতরাং, অন্য সকল প্রাণীর বেলায় যখন বিধান এমন, যার ফলে সেই প্রাণীগুলো কোন কাজে বাধ্য নয় যা তাদের প্রকৃতির বাইরে, তখন আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করব যে, আমাদের গন্তব্যস্থানও আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী হয়, এবং এ কথাও উপলব্ধি করব যে, প্রতিশ্রুত আনন্দ লাভ করার বিষয়ে আমাদের কখনও নিরাশ হতে নেই। আরও, আমরা তখন বুঝব, ঈশ্বরদর্শনসূচিত আনন্দ থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি—যোহনও নন, পলও নন, মোশিও নন। তিনিও নন, যিনি বলেছেন, *এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, আমাকে দেবেন* (২ তি ৪:৮)। যিশুর বুকে যিনি মাথা রাখলেন, তিনিও নন; আর তিনিও নন, যিনি সেই দিব্য কণ্ঠ শুনলেন *আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানি* (যাত্রা ৩৩:১৭)।

সুতরাং, যাঁরা বললেন ঈশ্বরদর্শন আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে, তাঁরাও যখন ঐশআনন্দের অধিকারী, আর যখন সেই ঐশআনন্দ ঈশ্বরদর্শন থেকেই উদ্গত, আর যখন শুদ্ধহৃদয় ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তখন এর মানে হল যে, যে শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে ঐশআনন্দ প্রাপ্য, সেই শুদ্ধতা অসম্ভব গুণ নয়।

**শ্লোক** - সাম ৬৩:২; ১৭:১৫

*প্র* ওগো পরমেশ্বর, তোমার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত,

*উ* তোমার জন্য আমার দেহ ব্যাকুল।

*প্র* আমি ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন, জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব:

*উ* তোমার জন্য আমার দেহ ব্যাকুল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (১০:৬-৩২)

## নানা উক্তি

ধার্মিকের মাথায় আশিসধারা বিরাজিত ;
দুর্জনদের মুখ অত্যাচার ঢেকে রাখে।
ধার্মিকের স্মৃতি আশিসমণ্ডিত,
দুর্জনদের নাম পচনশীল।
যার হৃদয় প্রজ্ঞাময়, সে আজ্ঞা মেনে নেয়,
মূর্খ বাচাল মানুষ বিনাশের দিকে ধাবিত।
যে সততায় চলে, সে নিরাপদে চলে,
নিজের পথ যে বাঁকা করে, সে শীঘ্রই ধরা পড়ে।
চোখের সঙ্কেত দুঃখ ঘটায়, স্পষ্ট ভর্ৎসনা শান্তি আনে।
ধার্মিকের মুখ জীবনের উৎস, দুর্জনদের মুখ হিংসা ঢেকে রাখে।
বিদ্বেষ ঝগড়া জাগায়, ভালবাসা সমস্ত অপরাধ আবৃত করে।
সদ্বিবেচক মানুষের ওষ্ঠে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়,
বুদ্ধিহীনের পিঠে লাঠি দেখা দেয়।

যারা প্রজ্ঞাবান, তারা সদ্‌জ্ঞান সঞ্চয় করে,
মূর্খের মুখ হল আসন্ন সর্বনাশ।
ধনবানের ধনই তার আপন দৃঢ়দুর্গ,
দরিদ্রদের দরিদ্রতাই তাদের আপন সর্বনাশ।
ধার্মিকের মজুরি জীবনের উদ্দেশে,
অপকর্মার লাভ পাপের উদ্দেশে।
যে শাসন মানে, সে জীবন-পথে চলে,
যে ভর্ৎসনা অবহেলা করে, সে পথভ্রষ্ট হয়।
নিজের হিংসা যে ঢেকে রাখে, তার ওষ্ঠ মিথ্যাবাদী,
পরনিন্দা যে রটিয়ে বেড়ায়, সে নির্বোধ।

অধিক কথনে অধর্মের অভাব নেই,
যে কেউ ওষ্ঠ সংযত রাখে, সে সদ্বিবেচক।
উৎকৃষ্ট রুপোই ধার্মিকের জিহ্বা,
দুর্জনদের হৃদয়ের মূল্য বরং অসার।
ধার্মিকের ওষ্ঠ অনেকের পুষ্টি যোগায়,
বুদ্ধির অভাব মূর্খদের মৃত্যু ঘটায়।
প্রভুর আশীর্বাদ ধনবান করে,
পরিশ্রম তাতে কিছুই যোগ দেয় না।

অপকর্ম সাধনে নির্বোধের আমোদ,
প্রজ্ঞা চাষ করাই সদ্বিবেচকের আমোদ।
দুর্জন যা ভয় করে, তা তার নাগাল পায়,
ধার্মিকদের বাসনা বরং পূরণ করা হয়।
ঘূর্ণিবায়ু বয়ে গেলে দুর্জন আর থাকে না,
কিন্তু ধার্মিক স্থিতমূল থাকে চিরকাল।
যেমন দাঁতের কাছে সির্কা ও চোখের কাছে ধূম,
তেমনি প্রেরণকর্তার কাছে অলস দূত।
প্রভুভয় আয়ু প্রসারিত করে,
কিন্তু দুর্জনদের বছর-সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

ধার্মিকদের আশা আনন্দেই সিদ্ধি পায়,
কিন্তু দুর্জনদের প্রত্যাশা বিলীন হবে।
প্রভুর পথ সৎমানুষের কাছে দৃঢ়দুর্গ,
কিন্তু অপকর্মাদের জন্য তা সর্বনাশ।
ধার্মিক মানুষ কখনও বিচলিত হবে না,
কিন্তু দুর্জনেরা পৃথিবীতে আশ্রয় পাবে না।
ধার্মিকের মুখ ব্যক্ত করে প্রজ্ঞার বাণী,
কিন্তু ছলনাপটু জিহ্বা ছিন্ন করা হবে।

ধার্মিকের ওষ্ঠ প্রসন্নতা-জ্ঞানে পূর্ণ,
দুর্জনদের মুখ ছলনামাত্র।

**শ্লোক** - সাম ৩৭:৩০-৩১; ১১২:৬-৭

*প্র* ধার্মিকের মুখ জপ করে প্রজ্ঞার বাণী, তার জিহ্বা বলে ন্যায়ের কথা;
*উ* তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত।
*প্র* ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল; সে ভয় করবে না কোন অশুভ সংবাদ;
*উ* তার পরমেশ্বরের বিধান তার অন্তরে বিরাজিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৩৬:৬৫-৬৬)

## ঐশবাণীর প্রতি মুখ খুলে রাখ

তোমার হৃদয় ও তোমার ওষ্ঠ অনুক্ষণ জপ করুক প্রজ্ঞার বাণী, তোমার জিহ্বা বলুক ন্যায়ের কথা, তোমার ঈশ্বরের বিধান তোমার অন্তরে বিরাজ করুক (সাম ৩৭:৩১ দ্রঃ)। এজন্যই তো শাস্ত্র তোমাকে বলে, *ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে* (দ্বিঃবিঃ ৬:৭)। সুতরাং এসো, আমরা প্রভু যিশুর কথা বলি, কারণ তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই বাণী, তিনিই ঈশ্বরের বাণী। তাছাড়া এ কথাও লেখা আছে, ঈশ্বরের বাণীর প্রতি *মুখ খুলে রাখ* (সাম ৮১:১১)। তাঁর বচন যে ধ্বনিত করে ও তাঁর বাণী যে জপ করে, সে সেই বাণী প্রচার করে। এসো, আমরা সবসময় তাঁর কথা বলি। আমরা প্রজ্ঞার কথা বললে তিনিই সেই প্রজ্ঞা; পরাক্রমের কথা বললে তিনিই সেই পরাক্রম; ন্যায়ের কথা বললে তিনিই সেই ন্যায়; শান্তির কথা বললে তিনিই সেই শান্তি; সত্যের কথা বললে তিনিই সেই সত্য, আর জীবন ও পুনরুত্থানের কথা বললে তিনিই সেই জীবন ও পুনরুত্থান।

ঈশ্বরের বাণীর প্রতি মুখ খুলে রাখ। তুমি মুখ খোল, তিনি কথা বলবেন। এজন্য দাউদ বললেন, আমি শুনব আমার অন্তরে ঈশ্বর কী কথা বলেন (সাম ৮৫:৯ দ্রঃ); এবং ঈশ্বরের স্বয়ং পুত্র বলেন, *মুখ খুলে রাখ, আমি তা পরিপূর্ণ করব* (সাম ৮১:১১)। যদিও সকলে শলোমনের মত প্রজ্ঞার সিদ্ধি উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়, ও যদিও সকলে

দানিয়েলের মত নয়, তবু যারা বিশ্বস্ত, নিজ নিজ ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে তাদের সকলের অন্তরেও প্রজ্ঞার আত্মা সঞ্চারিত হয়। তোমার বিশ্বাস থাকলে, তোমার প্রজ্ঞার আত্মাও থাকবে।

ফলে তুমি *ঘরে বসে থাকার সময়ে* (দ্বিঃবিঃ ৬:৭) ঈশ্বর সংক্রান্ত কথা অনুক্ষণ জপ কর, অনুক্ষণ সেই বিষয়ে কথা বল। ঘর বলতে আমরা মণ্ডলী বুঝতে পারি, আবার ঘর বলতে আমাদের নিজেদের অন্তরও বুঝতে পারি যেখানে মনে মনে কথা বলি। সুবুদ্ধির সঙ্গেই কথা বল, যাতে পাপ এড়াতে পার ও বেশি কথার ফলে যেন তোমার পতন না হয়। বসে থাকার সময়ে তুমি মনে মনে ঐশবাণী জপ কর, তুমি ঠিক নিজেরই যেন বিচার কর। পথে চলার সময়ে কথা বল, তুমি যেন নিষ্কর্মা না হও। তুমি তো তখনই পথে চলার সময়ে কথা বল যখন খ্রিষ্ট অনুসারে কথা বল, কারণ খ্রিষ্টই পথ: পথে নিজের কাছে কথা বল, তাঁর কাছেই কথা বল। শোন কীভাবে তুমি তাঁর কাছে কথা বলবে, কারণ তিনি নিজে একথা বললেন, *আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক* (১ তি ২:৮)। হে মানুষ, শয়ন করার সময়ে ঐশবাণী জপ কর, পাছে মৃত্যুনিদ্রা তোমাকে ধরে ফেলে। শোন কীভাবে শোয়ার সময়ে তুমি কথা বলবে, *ঘুম নামতে দেব না আমার চোখে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দেব না আমার চোখের পাতা, যতক্ষণ না খুঁজে পাই প্রভুর জন্য একটি স্থান, যাকোবের শক্তিমানের জন্য একটি আবাস* (সাম ১৩২:৪-৫)।

ওঠার সময়ে তাঁর কাছে কথা বল, তিনি যা আদেশ দেবেন তুমি যেন তা পালন করতে পার। শোন কীভাবে খ্রিষ্ট তোমাকে জাগিয়ে তোলেন: তোমার আত্মা বলে, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে*, তখন খ্রিষ্ট বলেন, *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার* (পরমগীত ৫:২)। এখন শোন কীভাবে তুমি খ্রিষ্টকে জাগিয়ে তুলবে: তোমার আত্মা বলে, হে যেরুশালেমের কন্যারা, আমি তোমাদের দিব্যি দিয়ে বলছি: ভালবাসাকে জাগিয়ে তোল, ভালবাসাকে নিদ্রাভঙ্গ কর (পরমগীত ৩:৫ দ্রঃ)। খ্রিষ্টই সেই ভালবাসা!

শ্লোক - ১ করি ১:৩০-৩১; যোহন ১:১৬ দ্রঃ

প্ খ্রিষ্ট যিশু আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি।

উ তাই যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

প্ আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি: লাভ করেছি অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ।

উ তাই যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২৬:৫-২৫)

**দাউদ শৌলকে রেহাই দেন**

সেসময়, দাউদ উঠে, শৌল যেখানে শিবির বসিয়েছিলেন, সেখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় গেলেন; সেখানে দাউদ শৌলের ও তাঁর সেনাপতি নেরের সন্তান আব্নেরের শোয়ার জায়গা দেখতে পেলেন: শৌল শিবিরের ঘেরা জায়গাটার ভিতরে শুয়ে রয়েছেন, এবং লোকেরা তাঁর চারপাশে ছাউনি করে আছে।

দাউদ হিত্তীয় আহিমেলেখকে ও সেরুইয়ার সন্তান যোয়াবের ভাই আবিশাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সেই শিবিরে শৌলের কাছে আমার সঙ্গে কে নেমে আসতে রাজি?' আবিশাই বললেন, 'আমিই আপনার সঙ্গে যাব।' দাউদ ও আবিশাই রাত্রিবেলায় লোকদের মধ্যে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, শৌল ঘেরা জায়গাটার ভিতরে ঘুমিয়ে আছেন; তাঁর মাথার পাশে তাঁর বর্শা মাটিতে পোঁতা, এবং চারপাশে আব্নের ও তাঁর সৈন্যদল শুয়ে আছে।

আবিশাই দাউদকে বললেন, 'আজ পরমেশ্বর আপনার শত্রুকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাকে অনুমতি দিন, আমি বর্শা দিয়ে তাঁকে এক আঘাতে মাটিতে গেঁথে ফেলি; তাঁকে আমার দু'বার আঘাত করারও দরকার হবে না!' কিন্তু দাউদ আবিশাইকে বললেন, 'না, তাঁকে মেরে ফেলো না! কেননা প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে কে শাস্তি এড়াল?' দাউদ বলে চললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! প্রভুই তাঁকে আঘাত করবেন: হয় তাঁর দিন এলে উনি এমনি মরবেন, না হয় সংগ্রামে গিয়ে নিহত হবেন। প্রভু এমনটি হতে না দিন যে, আমি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াই। কিন্তু তাঁর মাথার পাশে যে বর্শা ও জলের কুঁজো রয়েছে, তা তুলে নিয়ে এসো; পরে আমরা চলে যাই।' দাউদ শৌলের মাথার পাশ থেকে তাঁর বর্শা ও জলের কুঁজোটি

তুলে নিলেন, তারপর তাঁরা দু'জনে চলে গেলেন; কেউই কিছু দেখতে পেল না, কেউই কিছু জানতে পারল না, কেউ জেগেও উঠল না; সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কারণ প্রভু তাদের উপরে গভীর ঘুমের ঘোর নামিয়ে এনেছিলেন।

দাউদ উপত্যকার ওপারে পার হয়ে, বেশ কিছু দূরে, পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের মধ্যে অনেকটা পথের ব্যবধান। তখন দাউদ লোকদের ও নেরের সন্তান আব্নেরকে ডাকলেন; বললেন, 'আব্নের, উত্তর দিচ্ছ না কেন?' আব্নের উত্তরে বললেন, 'তুমি কে যে রাজার দিকে চেঁচাচ্ছ?' দাউদ আব্নেরকে বললেন, 'তুমি কি পুরুষ নও? ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার মত কে? তাহলে তুমি কেন তোমার আপন প্রভু রাজাকে রক্ষা করনি? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে মেরে ফেলতে লোকদের মধ্য থেকে একজন এসেছিল। তোমার এই কাজটা তুমি ভাল করনি। জীবনময় প্রভুর দিব্যি, তোমরা মৃত্যুর সন্তান, কারণ প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন তোমাদের প্রভুকে রক্ষা করনি। নিজেই একবার দেখ, রাজার মাথার পাশে সেই বর্শা ও জলের কুঁজোটি কোথায়!' দাউদের গলা চিনতে পেরে শৌল বললেন, 'হে আমার সন্তান দাউদ, এ কি তোমার গলা?' দাউদ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, প্রভু মহারাজ, এ আমার গলা।' তিনি বলে চললেন, 'আমার প্রভু কেন তাঁর আপন দাসের পিছনে ধাওয়া করছেন? আমি কী করেছি? আমার কী অন্যায়? এখন আমার অনুরোধ: আমার প্রভু মহারাজ তাঁর আপন দাসের কথা শুনুন; যদি প্রভুই আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করেন, তবে তিনি একটি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মানবসন্তানেরাই আপনাকে উত্তেজিত করে, তবে তারা প্রভুর সামনে অভিশপ্ত হোক; কেননা আজ তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেন আমি প্রভুর উত্তরাধিকারের অংশী না হই। তারা যেনই বলছে: তুমি গিয়ে অন্য দেবতাদের সেবা কর। তাই এখন ইস্রায়েলের রাজা যে এই ছারপোকার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন,—হ্যাঁ, যেমন কেউ পর্বতে পর্বতে তিমির পাখির পিছনে দৌড়ে যায়—কমপক্ষে যেন আমার রক্ত প্রভুর উপস্থিতি থেকে দূরের মাটিতে পতিত না হয়।'

শৌল বললেন, 'আমি পাপ করেছি! সন্তান দাউদ, ফিরে এসো; আমি তোমার অনিষ্ট কিছুই আর করব না, কারণ আজ আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্যবান হল। দেখ, আমি নির্বোধের মত কাজ করেছি, আমার বড়ই ভুল হয়েছে।' দাউদ উত্তরে

বললেন, 'এই যে রাজার বর্শা; একটি লোক পার হয়ে এসে এটি নিয়ে যাক! প্রভু প্রত্যেককে যে যার ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততা অনুযায়ী প্রতিফল দিন। আজ প্রভু আপনাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতে রাজি হলাম না। সুতরাং দেখুন, আজ যেমন আমার সামনে আপনার প্রাণ মহামূল্যবান হল, তেমনি প্রভুর সামনে আমার প্রাণ মহামূল্যবান হোক, আর তিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।' তখন শৌল দাউদকে বললেন, 'সন্তান দাউদ, তুমি যেন [প্রভুর] আশীর্বাদের পাত্র হতে! তুমি যা করবে, সেসব কিছুতে নিশ্চয়ই সফল হবে।' দাউদ তাঁর নিজের পথে চলে গেলেন, ও শৌল বাড়ি ফিরে গেলেন।

**শ্লোক** - সাম ৫৪:৫, ৩, ৮, ৪

*প্র* উদ্ধত লোক আমার বিরুদ্ধে উঠছে, হিংসাপন্থী লোক আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় আছে; পরমেশ্বর, তোমার নামের দোহাই সাধন কর আমার পরিত্রাণ,

*উ* তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।

*প্র* আমি স্বেচ্ছাপূর্বক তোমার কাছে বলি উৎসর্গ করব; পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনা শোন,

*উ* তোমার পরাক্রমের দোহাই সম্পন্ন কর আমার সুবিচার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**ঈশ্বরকে কেবল মানুষের হৃদয়ে পাওয়া যায়**

মানুষের জীবনে সুস্বাস্থ্য একটা মঙ্গল বটে, কিন্তু তার আনন্দ এই নয় যে, সে স্বাস্থ্যের কারণ জানে, বরং সে যে স্বাস্থ্যবান। সুস্বাস্থ্যের গুণকীর্তন করে একটি মানুষ যদি এমন খাদ্য খায় যা তাকে রোগপীড়িত করে, সুস্বাস্থ্যের সেই সমস্ত গুণকীর্তনে তার কী লাভ? এ অর্থ অনুসারেই আমাদের প্রভুর সেই উপদেশ বুঝতে হয়, তিনি যখন বলেন যে, আনন্দ ঈশ্বর সংক্রান্ত তত্ত্ব জানায় নিহিত নয়, বরং নিজেদের অন্তরে ঈশ্বর বাস করায়ই আনন্দ; কেননা, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)। আমি মনে করি, ঈশ্বর তাদেরই কাছে প্রকাশ্যে দর্শন দিতে চান, যাদের মনশ্চক্ষু শুচিশুভ্র; তবু খ্রিষ্টের বাণী অনুসারে, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের অন্তরেই*

রয়েছে (লুক ১৭:২১ দ্রঃ)। নিজের হৃদয় যে পরিশুদ্ধ করে থাকে, সে-ই নিজের আত্মার সৌন্দর্যে ঐশস্বরূপের প্রতিমূর্তি দর্শন করতে পারে।

তাই তুমি যদি যত্নবান হয়ে পুণ্যজীবন যাপনে তোমার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ও অশুচিতা বারবার ধৌত কর, তাহলেই তোমার অন্তরে ঐশসৌন্দর্য উদ্ভাসিত হবে। লোহা যেমন কালো হয়েও কিন্তু মরচে থেকে মুক্ত হয়েই সূর্যের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি যাকে প্রভু 'হৃদয়' বলে অভিহিত করেন, সেই আন্তর মানুষও নিজে থেকে অমঙ্গলের যত কালিমা মুছিয়ে দিলেই আবার তার আদি ও প্রকৃত রূপের সঙ্গে সাদৃশ্য অর্জন করবে, আর তখন ভাল হয়ে উঠবে।

সুতরাং নিজেকে যে দেখে, যা বাসনা করে সে নিজের মধ্যেই তা দেখতে পায়। এভাবেই তো সুখী হয় সেই মানুষ যার হৃদয় শুদ্ধ, কারণ নিজের শুদ্ধতা দেখতে দেখতে সেই শুদ্ধতার দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তার নিজের আদি ও প্রকৃত রূপ দেখতে পায়। কেননা যারা আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্যকে দেখে, তারা যেমন আকাশের দিকে না তাকালেও তবু সেই আয়নায় সূর্যের উজ্জ্বলতা সেইভাবে দেখে যেভাবে তারাই তা দেখে যারা সরাসরি সূর্যের দিকে তাকায়, তেমনি তোমরাও, অগম্য আলো দেখা ও উপলব্ধি করার মত তোমাদের সামর্থ্য না থাকলেও তবু তোমাদের অন্তরে যিনি আদিরূপের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরই দিকে যদি ফিরে তাকাও, তাহলে তোমরা যা অন্বেষণ কর তা তোমাদের নিজেদের অন্তরেই খুঁজে পাবে। কেননা ঈশ্বরত্ব হল শুদ্ধতা, সমস্ত রিপু ও কুচিন্তা থেকে মুক্তি, ও সমস্ত অমঙ্গল থেকে দূরত্ব। এ সমস্ত কিছু তোমার অন্তরে থাকলে তবে নিঃসন্দেহেই ঈশ্বর তোমার অন্তরে রয়েছেন।

অতএব, তোমার আত্মা যখন সমস্ত মলিনতা থেকে বিশুদ্ধ, সমস্ত রিপু ও কুচিন্তা থেকে মুক্ত, ও সমস্ত কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখনই তুমি তোমার তীক্ষ্ণ ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিশক্তির জন্য সুখী হবে, কারণ যারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেনি তাদের দৃষ্টি থেকে যা কিছু অদৃশ্য, পরিশুদ্ধ হয়ে তুমিই তা উপলব্ধি করবে; এবং মনশ্চক্ষু থেকে যত সাংসারিক কালিমা মুছিয়ে দিয়ে তুমি হৃদয়ের শুদ্ধ আনন্দে পরম দর্শন সুস্পষ্ট ভাবেই পেতে পারবে। আর তেমন পরম দর্শন কী? পরম দর্শন হল সেই পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও উজ্জ্বল ঐশস্বরূপের সেই সমস্ত জ্যোতি যার মধ্য দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর দর্শনীয়।

**শ্লোক** - যোহন ১৪:৬, ৯; ৬:৪৭

*প্র* প্রভুর উক্তি : আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

*উ* যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।

*প্র* যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।

*উ* যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (১৫:৮-৯, ১৬-১৭, ২৫-২৬, ২৯, ৩৩; ১৬:১-৯; ১৭:৫)

## ঈশ্বরের সামনে মানুষ

দুর্জনদের যজ্ঞ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ন্যায়বানদের প্রার্থনা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য।
দুর্জনদের পথ প্রভুর চোখে জঘন্য,
ধর্মময়তা যার লক্ষ্য, তাকেই তিনি ভালবাসেন।
উদ্বেগের মধ্যে প্রচুর সম্পদের চেয়ে
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে সামান্য সম্পদই শ্রেয়।
ঘৃণার পরিবেশে মোটা-সোটা বলদের মাংসের চেয়ে
ভালবাসার পরিবেশে শাকের রান্নাই শ্রেয়।
প্রভু দর্পীদের ঘর নামিয়ে দেন,
বিধবার জমির সীমানা স্থির রাখেন।
দুরভিসন্ধি প্রভুর চোখে জঘন্য,
প্রীতিপূর্ণ কথা তাঁর চোখে বিশুদ্ধ।
প্রভু দুর্জনদের কাছ থেকে দূরে থাকেন,
কিন্তু তিনি ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনেন।

ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে ;
গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।
মানুষের হৃদয় বহু পরিকল্পনা সাজাতে পারে,
কিন্তু কেবল প্রভুই সাড়া দেন।
মানুষ নিজের আচরণ শুদ্ধ মনে করে,
কিন্তু প্রভুই আত্মাকে তলিয়ে দেখেন।
যা কিছু কর, সবই প্রভুর হাতে সঁপে দাও,
তবে তোমার যত সঙ্কল্প সফল হবে।

প্রভু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সবকিছু নির্মাণ করেছেন,
দুর্জনকেও তিনি গড়েছেন দুর্দশার দিনের উদ্দেশ্যে।
গর্বোদ্ধত হৃদয় প্রভুর দৃষ্টিতে জঘন্য,
তেমন হৃদয় নিশ্চয় অদণ্ডিত থাকবে না।
সহৃদয়তা ও বিশ্বস্ততায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়,
প্রভুভয়ের আশ্রয়ে অনিষ্ট এড়ানো হয়।
মানুষের পথ যখন প্রভুর দৃষ্টিতে গ্রহণীয়,
তখন তিনি তার সঙ্গে শত্রুদেরও পুনর্মিলিত করেন।
অন্যায়ভাবে অর্জিত প্রচুর সম্পদের চেয়ে
ন্যায্যতায় অর্জিত সামান্য সম্পদই শ্রেয়।
মানুষ নিজের আচরণে অনেক চিন্তা দেয়,
কিন্তু প্রভুই তার পদক্ষেপ সুস্থির করেন।
দীনহীনকে যে পরিহাস করে, সে তার নির্মাতাকে অপমান করে;
পরের বিপদে যে আনন্দ পায়, সে অদণ্ডিত থাকবে না।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ৬:১২, ১৩; প্রবচন ১৫:৩৩

*প্র* যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন, সেই প্রভুকে ভুলে যেয়ো না:
*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে।
*প্র* ঈশ্বরভীতি মানুষকে প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে; গৌরবের আগে বিনম্রতাই চাই।
*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সন্ন্যাসী জন মস্কোস লিখিত 'পিতৃগণের বচনমালা' থেকে পাঠ
(পাতেরিকন ১৪২ খ)

## ধার্মিক হতে চাইলে
## নিজেকে পাপী মনে কর

প্রজ্ঞা একথা বলেছেন, *নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে পরিত্রাণ পাবে না* (প্রবচন ২৮:১৩ দ্রঃ); প্রভু কিন্তু তাদেরই দয়া করবেন যারা নিজেদের পাপ স্বীকার

করে প্রায়শ্চিত্ত করে। অনিষ্টের প্রশ্রয় দাও, তবে জগতের সামনে তোমার দুর্নাম হবে। প্রভুর হৃদয় কিন্তু গর্বোদ্ধতদের বিরুদ্ধে, তিনি যেন তাদের নমিত করেন। বিনম্রতা কিন্তু এমন দয়া লাভ করবে যা চিরস্থায়ী। সুতরাং তুমি জাগতিক যত কর্মকাণ্ডে নিজেকে নমিত কর, তবে বিনম্রতা জগতের মহাব্যক্তিদের উপরেই তোমাকে উন্নীত করবে; তোমার আচরণ সকলের সামনে নম্র হোক, তুমিই প্রথম সকলকে নমস্কার জানাও— তারা যেন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি। নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যে নিজেকে উচ্চ মনে করে, দক্ষ ও জ্ঞানবান হয়েও সে কিন্তু মানুষের চোখে নিচু; নিজে যা আবিষ্কার করে, তার জন্য সে নিজের কাছেই মাত্র জ্ঞানী। সুখী সেই মানুষ, যে সমস্ত কাজে সহযোগিতা দান করে, কারণ সে সকলের ঊর্ধ্বে উন্নীত হবে। প্রভুর জন্য যে নিজেকে নম্র করে ও তাঁর সামনে নিজেকে নমিত করে, সে প্রভু দ্বারা প্রশংসিত হবে; আর প্রভুর জন্য যে ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত, প্রভু তাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করবেন; তাঁর জন্য যে পরকে সান্ত্বনা দেয়, তিনি তাকে গৌরবে পরিবৃত করবেন; তাঁর জন্য যে দীনহীন ও তাঁর জন্য যে কষ্টভোগ করে, সে প্রকৃত ঐশ্বর্যলাভেই তাঁর সান্ত্বনা পাবে।

প্রভুর জন্য নিজের প্রাণ তুচ্ছ কর, তবে তোমার বিশ্বাস তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তোমার অজান্তেও বিস্তার লাভ করবে। ধার্মিক হতে হলে নিজেকে পাপী মনে কর। তোমার জ্ঞানে বিনম্র হও, যাতে তা স্ফীত না হয়। সৎমানুষের সাহচর্যে থাক, যাতে তাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর কাছে যেতে পার। বিনম্রদের সঙ্গে থাক, যাতে তাদের জীবনধারা শিখতে পার।

সন্ন্যাসীর হৃদয় স্বর্গীয় বাস্তবতার জন্যই তৈরী হওয়ার কথা, নিজ চিন্তাধারায় যেন কখনও দুঃখের লেশমাত্র না থাকে। কাঁটার মধ্যে যে বীজ বোনে, সে ফসল সংগ্রহ করতে পারে না: এভাবে যে সকলের ঊর্ধ্বে থাকতে চায়, সম্পদ সঞ্চয় করতে ও অনিষ্ট যত কিছু জড় করতে ইচ্ছা করে, তার এই বাসনার ফলে সে নিজের প্রাণ হারাবে। প্রভুর দৃষ্টি বিনম্রদের উপর। বিনম্রদের প্রার্থনা ওষ্ঠ থেকে সরাসরি ঈশ্বরের কানে পৌঁছে। সেবার মনোভাব ও বিনম্রতা মানুষকে পৃথিবীতে ঈশ্বর করে। বিশ্বাস ও করুণা অবিলম্বে প্রজ্ঞাও প্রদান করে।

সুখী তারা, প্রভুভক্তির খাতিরে যারা বিনা ক্রোধে ও বিনা অসন্তোষে নিপীড়নের মধ্যে ডুব দেয়; নিপীড়ন চলে যাওয়া মাত্র তারা ঈশ্বরের বন্দরে ত্রাণ পায় ও মঙ্গল সাধন করতে করতে ঈশ্বরের গৃহে পৌঁছে। এইখানে তারা অতীতের দুঃখের যোগ্য আরাম পাবে ও প্রত্যাশার ফল ভোগ করবে। যারা প্রত্যাশা নিয়ে ধাবিত হয়, পথে যত বাধাবিঘ্ন থাকুক না কেন তারা ভয় করে না, এমনকি তারা সৎপথের নিত্য সন্ধানে রত থাকে; আর যখন তারা সমুদ্র থেকে ফিরে আসে, তখন সেই প্রভুর দর্শন পেয়ে তাঁর প্রশংসা করে থাকে, যিনি সর্বনাশ থেকে ও অজানা শত অনুকূলতা থেকে তাদের মুক্ত করলেন কারণ তারা আত্মপ্রশংসার বশে পড়েনি।

অধর্মে ও দুর্বলতায় জীবনযাপন করার চেয়ে প্রভুর জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। মৃত্যুর পরে যা হবে, সে কথা নিত্য স্মরণে রেখ, তবে তোমার আত্মায় কোন দুর্বলতা কখনও প্রবেশ করবে না। প্রভুর জন্য মঙ্গল সাধন করতে সঙ্কল্প নাও, তবে তাঁর সম্মুখীন হবে। দুমনা মানুষের সঙ্গে যেয়ো না, বরং প্রভুর অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখেই পথ চল, যেন তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল না হয়।

সর্বদা এবিষয়ে নিত্যই নিশ্চিত হও যে, প্রভু দয়াবান, আর যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি আমাদের কাজকর্ম অনুসারে নয়, আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও আমাদের বিশ্বাস অনুসারেই অনুগ্রহ দান করবেন—যেমনটি লেখা আছে, *তুমি যেমন বিশ্বাস করলে, তোমার প্রতি সেইমত হোক* (মথি ৮:১৩)।

**শ্লোক** - রো ১১:২০, ২১; ১ করি ৪:৭

*প্র* বিশ্বাসের জন্যই তুমি দাঁড়াতে পারছ:

*উ* এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না।

*প্র* কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি?

*উ* এই ব্যাপারে অহঙ্কারের ভাব এনো না, বরং ভয় কর, কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে রেহাই দেননি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন না।

# শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২৮:৩-২৫)

### শৌল ও ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক

সেসময় শামুয়েল মারা গেছিলেন, এবং গোটা ইস্রায়েল তাঁর জন্য শোকপালন করেছিল; তারপর তারা তাঁর নিজের শহর রামায় তাঁকে সমাধি দিয়েছিল। শৌল দেশ থেকে যত ভূতের ওঝা ও গণককে দূর করে দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে ফিলিস্তিনিরা সমবেত হয়েছিল, এবং এগিয়ে এসে শুনেমে শিবির বসিয়েছিল। শৌল গোটা ইস্রায়েলকে জড় করে গিলবোয়া পর্বতে শিবির বসালেন। যখন শৌল ফিলিস্তিনিদের সেনানিবাস দেখলেন, তখন সন্ত্রাসিত হলেন, তাঁর হৃদয় নিদারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগল। শৌল প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, কিন্তু প্রভু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না: স্বপ্ন দ্বারাও নয়, উরিম দ্বারাও নয়, নবীদের দ্বারাও নয়। তখন শৌল তাঁর অনুচারীদের বললেন, 'আমার জন্য একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক খোঁজ কর; আমি তার অভিমত যাচনা করব।' তাঁর অনুচারীরা বলল, 'দেখুন, এন্-দোরে একটা ভূতের ওঝা স্ত্রীলোক আছে।' শৌল ছদ্মবেশ ধরলেন, অন্য পোশাক পরলেন, ও দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন, এবং রাতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে এসে বললেন, 'আমার অনুরোধ, তুমি আমার জন্য ভূত দ্বারা মন্ত্র পড়ে, যাঁর নাম আমি তোমাকে বলব, তাঁকে উঠিয়ে আন।' স্ত্রীলোকটি তাঁকে বলল, 'দেখ, শৌল যা করেছেন, তুমি তা ভালই জান: তিনি যত ভূতের ওঝা ও গণককে দেশের মধ্য থেকে উচ্ছিন্নই করেছেন; তাই আমাকে হত্যা করার জন্য কেন আমার প্রাণের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতছ?' শৌল তার কাছে প্রভুর দিব্যি দিয়ে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! এই ব্যাপারে তুমি দায়ী হবে না।' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার জন্য আমি কাকে উঠিয়ে আনব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'শামুয়েলকে উঠিয়ে আন।' স্ত্রীলোকটি শামুয়েলকে দেখতে পেল, এবং জোর গলায়

চিৎকার করে শৌলকে বলল, 'আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করেছেন? আপনি তো শৌল!' রাজা তাকে বললেন, 'ভয় নেই; তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' স্ত্রীলোকটি শৌলকে উত্তরে বলল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, কে যেন দিব্য প্রাণী মাটি থেকে উঠে আসছে।' শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার চেহারা দেখতে কেমন?' সে বলল, 'একজন বৃদ্ধ উঠছে, তার গায়ে আলোয়ান জড়ানো।' এতে শৌল বুঝতে পারলেন, তিনি শামুয়েল; তখন মাথা নত করে মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণিপাত করলেন।

শামুয়েল শৌলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী জন্য বিরক্ত করে আমাকে উঠতে বাধ্য করেছ?' শৌল বললেন, 'আমি বড় সঙ্কটে পড়েছি: ফিলিস্তিনিরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, পরমেশ্বরও আমাকে ত্যাগ করেছেন; তিনি আমাকে আর কোন উত্তর দেন না, নবীদের দ্বারাও নয়, স্বপ্ন দ্বারাও নয়। তাই আপনাকে ডাকালাম, যেন জানতে পারি আমার কী করা উচিত।' শামুয়েল বললেন, 'যখন প্রভু তোমাকে ত্যাগ করে তোমার বিপক্ষ হয়েছেন, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? প্রভু আমার মধ্য দিয়ে যেমন বলেছিলেন, তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন: প্রভু তোমার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছেন ও তোমার প্রতিবেশী সেই দাউদকেই দিয়েছেন, কারণ তুমি প্রভুর প্রতি বাধ্য হওনি এবং আমালেকের উপর তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ সফল করনি। এজন্যই প্রভু আজ তোমার বেলায় তেমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আর শুধু তা নয়, প্রভু তোমার সঙ্গে ইস্রায়েলকেও ফিলিস্তিনিদের হাতে ছেড়ে দেবেন। আগামীকাল তুমি ও তোমার ছেলেরা আমার সঙ্গী হবে; এবং প্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যদলকে ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবেন।'

শৌল তখনই মাটিতে লম্বালম্বি হয়ে পড়লেন; শামুয়েলের বাণীতে তিনি একেবারে সন্ত্রাসিত হলেন, এবং সারাদিন ও সারারাত না খেয়ে থাকায় শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। সেই স্ত্রীলোক শৌলের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে একেবারে বিহ্বল দেখে বলল, 'দেখুন, আপনার দাসী এই আমি আপনার কথা রেখেছি; আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, প্রাণ হাতের মুঠোয় করেই আমি আপনার সেই কথা রেখেছি। তাই অনুরোধ করছি, এখন আপনিও এই দাসীর কথা রাখুন; আমি আপনার সামনে খানিকটা রুটি রাখি, আপনি কিছুটা খান, পথের জন্য একটু শক্তি যোগান।' তিনি রাজি ছিলেন না, বলছিলেন, 'আমি

খাব না!' কিন্তু তাঁর অনুচারীরা ও সেই স্ত্রীলোক সবাই মিলে সাধাসাধি করলে তিনি কিছুটা খেতে রাজি হয়ে মাটি থেকে উঠে খাটের উপরে বসলেন। সেই স্ত্রীলোকের ঘরে একটা নধর বাছুর ছিল; সে শীঘ্রই সেটাকে মারল এবং ময়দা নিয়ে ঠেঁসে খামিরবিহীন পিঠা বানাল। সে এই সবকিছু শৌলের ও তাঁর অনুচারীদের সামনে রাখল; তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করলেন, পরে সেই রাতে উঠে চলে গেলেন।

শ্লোক - ১ বংশ ১০:১৩, ১৪ দ্রঃ

প্র প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছিলেন বিধায় শৌল মরলেন; কেননা তিনি প্রভুর বাণী মেনে নেননি,

উ এজন্য ঈশ্বর রাজ-অধিকার হস্তান্তর করে দাউদকে দিলেন।

প্র শৌল একটা ভূতের ওঝার অভিমত যাচনা করেছিলেন; হ্যাঁ, প্রভুর অভিমত তিনি অনুসন্ধান করেননি,

উ এজন্য ঈশ্বর রাজ-অধিকার হস্তান্তর করে দাউদকে দিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - এজেকিয়েল পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৩)

**ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করতে সচেষ্ট থাক**

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বাণী ধ্যান করতে সচেষ্ট থাক, আমাদের স্রষ্টার সেই হস্তান্তরিত লেখা অবজ্ঞা করো না। আহা, কী মহাকাজ যে, সেগুলির উত্তাপে আত্মা নিজের শঠতার শীতে শিথিল হয়ে পড়ে না!

আমরা যখন জানি, অতীতকালের পুণ্যজনেরা কতই না দৃঢ়তার সঙ্গে জীবনাচরণ করলেন, তখন আমরাও উদারতার সঙ্গে মঙ্গল সাধন করতে উদ্দীপিত হয়ে উঠি, এবং পাঠকের অন্তর সেই পুণ্যজনদের আদর্শে জ্বলন্ত হয়ে ওঠে।

আমরা কি প্রতিবেশী দ্বারা অপমানিত হয়েও শুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য বিনম্রতায় নিষ্ঠাবান হতে চাই? তবে আমাদের সামনে সেই আবেল আসুন, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, তিনি ভাইয়ের হাতেই নিহত হয়েছিলেন—এমন কথা নেই যে, তিনি তার প্রতিরোধ করলেন। আমরা কি আমাদের বর্তমান সুবিধার চেয়ে ঈশ্বরের আদেশগুলিকেই প্রাধান্য

দিতে তৎপর? তবে সেই নোয়া এগিয়ে আসুন, যিনি নিজ পরিবারের যত্নের বিনিময়ে সর্বশক্তিমান প্রভুর আদেশে একশ' বছর ধরে জাহাজ-নির্মাণে ব্যস্ত থাকলেন।

আমরা কি বাধ্যতা গুণ আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছি? তবে সেই আব্রাহামের দিকেই লক্ষ রাখতে হবে যিনি গৃহ, গোষ্ঠী, দেশ ত্যাগ করে বাধ্যতা গুণে এমন স্থানের দিকে বেরিয়ে পড়লেন যা একদিন উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার কথা—তিনি যে কোথায় যাচ্ছিলেন, একথা না জেনেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। আর সেই চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারের জন্য তিনি সেই উত্তরাধিকারীকেও বলিরূপে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হলেন, যাঁকে ঈশ্বর থেকেই পেয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি প্রভুর কাছে আপন একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করতে অস্বীকার করেননি, সেজন্য বংশরূপে বহুজাতি লাভ করলেন।

আমরা কি শত্রুতার যত মনোভাব ত্যাগ করে মঙ্গলময়তায় আমাদের মন উদার করতে ইচ্ছুক? তবে এসো, সেই শামুয়েলের কথা স্মরণ করি, যিনি জাতি দ্বারা নেতারূপে পরিত্যক্ত হয়েও যখন সেই একই জাতির মানুষেরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে তাঁকে অনুরোধ করল, তখন উত্তরে বললেন, *আমি যে তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করতে বিরত হওয়ায় প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করব, তা দূরে থাকুক* (১ শামু ১২:২৩)। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি মনে করছিলেন, যারা তাঁকে অস্বীকার করা পর্যন্তই তাঁর বিরোধী হয়েছিল, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাদের কাছে অনুগ্রহের মঙ্গলময়তা ফিরিয়ে না দিলে তিনি অপরাধী হবেন। আরও, প্রভুর আদেশে দাউদকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করতে প্রেরিত হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, *আমি কী করে যাব? একথা শুনলে শৌল আমাকে বধ করবে* (১ শামু ১৬:২); তথাপি যেহেতু তিনি জানতেন, প্রভু সেই শৌলের প্রতি বিমুখ, সেজন্য তাঁর জন্য এত দুঃখ করেছিলেন যে, প্রভু তাঁকে বললেন, *আর কতদিন তুমি শৌলের জন্য দুঃখভোগ করবে? আমি তো তাকে অগ্রাহ্যই করেছি* (১ শামু ১৬:১)। এসো, তাঁর মনের মমতাপূর্ণ উদারতা লক্ষ করি—যাঁর দ্বারা নিহত হতে ভয় করছিলেন, তিনি তাঁরই জন্য চোখের জল ফেলছিলেন! তবে যাদের ভয় করি, আমরা কি তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে চাই? তাহলে যাকে এড়াই, অনিষ্টের প্রতিদানে তার অনিষ্ট করার কথা যেন না ভাবি—সুযোগ থাকলেও নয়।

এসো, সেই দাউদের কথা স্মরণ করি: তাঁকে যিনি হত্যা করতে চাচ্ছিলেন, তাঁর সেই নির্যাতনকারী রাজাকে খুঁজে পেয়েও তিনি তাঁকে আঘাত করতে পারলেও সেই মঙ্গল বেছে নিলেন যা ছিল তাঁর কর্তব্য, ও সেই অমঙ্গল অস্বীকার করলেন যা ছিল সেই রাজার প্রাপ্য, এবং বললেন, *আমার প্রভুর প্রতি, প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনের প্রতি এমন কর্ম করতে, তাঁর বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াতে প্রভু যেন আমাকে না দেন, কেননা তিনি প্রভুর তৈলাভিষিক্তজন* (১ শামু ২৪:৭)। আর যখন সেই শৌল শত্রুদের হাতে নিহত হলেন, তখন তিনি যাঁকে জীবনকালে অত্যাচারী বলে সহ্য করেছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁর জন্য চোখের জল ফেললেন।

এই জগৎ-সংসারের প্রভাবশালীরা যখন ভুল করেন, তখন আমরা কি তাঁদের কাছে স্পষ্ট কথা বলতে অভিপ্রেত? তবে যোহনের অধিকার স্মরণ করি, যিনি হেরোদের শঠতা ভর্ৎসনা করে নিজ সত্যবাণীর পক্ষে নিহত হতে ভয় করলেন না। আর যেহেতু খ্রিষ্টই সত্য, সেহেতু সত্যের পক্ষে জীবন দেওয়ায় তিনি খ্রিষ্টের পক্ষেই জীবন দিলেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৯:১০৪, ১০৫; যোহন ৬:৬৮

*প্র* আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

*উ* তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

*প্র* প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

*উ* তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (৩১:১০-৩১)

## উত্তম গৃহিণী

গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।
তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।
তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।
সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
তার দু'হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।
সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।
সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।
সে একখণ্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।

সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।
সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,
রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।
সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।
দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।
তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,

কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।
সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।

তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।
সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।
শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।
সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,
তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।

বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।
তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,
'অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,
কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।'
কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,
কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।
তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।

শ্লোক - প্রবচন ৩১:১৭, ১৮; সাম ৪৬:৬

প্ সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে, কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।
উ তার প্রদীপ কখনও নিভে যাবে না।

৶ পরমেশ্বর তারই মধ্যে থাকেন : সে টলবে না, ভোরের আবির্ভাবেই তিনি তার সহায়তা করবেন।

৷ তার প্রদীপ কখনও নিভে যাবে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ)

**প্রভু দ্বারা প্রস্তুত করা সেই পবিত্র জনগণ**

এসো, একটু দেখি বিবাহ কীভাবে ঘটান হয়। একটা লোক নিজের পছন্দ মতই একটা কন্যাকে স্ত্রীরূপে নিতে চায়। বহু কন্যাদের মধ্যে সে একটাকেই বেছে নিয়ে ঘটক পাঠায় যেন বিবাহের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থা করে, অর্থাৎ কিনা সেই ঘটক যেন তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, তার ধন-ঐশ্বর্যের গুণগান করে, তার সুবুদ্ধির কথা প্রচার করে। তাতে কন্যা তার প্রতি প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। প্রেম বাসনা জন্মায়, বাসনা ব্যক্তিগত পরিচয়লাভ উৎপন্ন করে, আর ব্যক্তিগত পরিচয়লাভ সম্মতি ফলায়—তখন বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। নানা খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থা করা হয়, পশু কাটা হয়, বহু উত্তম দ্রব্য-সামগ্রীর আয়োজন করা হয়।

এখন এসো, সাংসারিক থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়েই চোখ তুলি। যিনি পিতার বুকে নিত্য বিরাজমান ঈশ্বর ও স্বর্গের রাজা, সেই ঈশ্বরের পুত্র নিজ আবাস থেকে সকল জগদ্বাসীদের উপর দৃষ্টিপাত করলেন; আর দেখ, একটি কন্যাকে দেখা মাত্রই রাজা তার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন (সাম ৪৫:১২ দ্রঃ)। কেইবা ছিল সেই কন্যা? আমি স্পষ্ট কথা বলব তোমরা যেন বুঝতে পার। কন্যাটি ছিল সেই পবিত্র সমাজ যাকে তিনি জগৎসৃষ্টির আগেই আহ্বান, ধর্মময়তা ও গৌরব লাভের উদ্দেশ্যে মনোনীত করে রেখেছিলেন। তিনি কীভাবে তাকে দেখেন? তিনি তো দেখেন না এই আমাদের মত, যাদের কাছে অতীত ঘটনা গুপ্ত, ভাবী ঘটনা রহস্যময়, ও বর্তমান যত কিছু চোখের সামনে থাকলেও ঝাপসা। তিনি বরং সেই পবিত্র সমাজকে প্রথমজন থেকে শেষ মনোনীতজন পর্যন্ত স্পষ্টই দেখতে পান—একজনের পর একজনকেও নয়, একজনের আগে অপর একজনকেও নয়, বরং একবারই, চিরকালের মত ও একইভাবে সমাজটাকে

গোটাই দেখতে পান। সেই সমাজ নিজে থেকে কালো, কিন্তু তাঁর গুণে শুদ্ধ; তার সৌন্দর্যের জন্য সে অপদূতদের শিকার, কিন্তু তাঁর গুণে সে তাঁর মধুরতম আলিঙ্গনের জন্য তৈরী। একেই তিনি মনোনীত করলেন, একেই ভালবাসলেন—নিজের সান্ত্বনার জন্য নয়, বরং তিনি যেন সেই কলুষিতাকে শোধন করতে পারেন, সেই রোগপীড়িতাকে নিরাময় করতে পারেন, সেই বন্দিনীকে মুক্ত করতে পারেন, সেই দুর্ভাগাকে নিজের সঙ্গে মিলিত করে ধন্যা করতে পারেন।

আর যেহেতু এমনটি প্রয়োজন যে, প্রেমিকা প্রেমিককে স্বেচ্ছায়ই প্রেম করবে, সেজন্য তিনি দূত প্রেরণ করলেন যাঁরা তাঁর নিজের কথা প্রচার করবেন, তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করবেন, তাঁর প্রজ্ঞার গুণকীর্তন করবেন, এবং তাঁর ধন-ঐশ্বর্য ও পরাক্রমের কথা ধ্বনিত করবেন। তাই তাঁর বহু দূত ছিলেন, যাঁদের কাছে তিনি একপ্রকার অবর্ণনীয় আলোতে আপন মাংসধারণের রহস্যময় কথা, মনোনয়নের গভীরতা, আহ্বানের বিস্তার, প্রতিশ্রুতির উচ্চতা ও প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য প্রকাশ করে তাঁর গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। এভাবে ঐশপ্রকাশ গুণে যাঁরা এসব কিছু জানতে পেরেছিলেন, রহস্যের *বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা* (এফে ৩:১৮) উপলব্ধি করতে উপযুক্ত হওয়ায় তাঁরা সেই সবকিছু অন্যান্যদের কাছে শিখিয়ে দিলেন। বস্তুতপক্ষে, সকল মনোনীতজনের সেই ধন্য সমাজ একটিমাত্র হলেও—যার জন্য তার বিষয়ে বলা হয়, *আমার কপোতী, সে তো অনন্যা* (পরমগীত ৬:৯) তবু যাঁরা তাঁর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করলেন, তাঁরা ত্রাণকর্তার দূত বলে অভিহিত।

এবার এসো, দেখি কেমন করে এই দূতেরা প্রভুর মনোনীত কনের হৃদয়ে প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেম সঞ্চার করলেন। কনের বিষয়ে পুণ্যবান মোশি বলেন, *তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার জন্য আমার মত এক নবীর উদ্ভব ঘটাবেন; তাঁরই কথায় তোমরা কান দেবে* (দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫)। তিনি বলেন, 'আমারই মত'। সেই কালের কথা চিন্তা করলে তেমন প্রশংসা সত্যিই মহান। কেননা সেই সময়ে কোন্ ভক্তজন প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত না হত, একথা জেনে যে তিনি মোশির মতই হবেন? যেরেমিয়াও তাঁর প্রশংসাবাদ করায় ক্ষান্ত হননি; তিনি বললেন, *প্রভু, তুমি মহান, তোমার নামের*

*পরাক্রমও মহান; দেশগুলোর সমস্ত প্রজ্ঞাবান লোকের মধ্যে, তাদের সকল রাজ্যের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই* (যেরে ১০:৬, ৭)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, শাস্ত্রের অসংখ্য সাক্ষ্যদানের মধ্য থেকে এগুলিই যথেষ্ট হোক, কারণ এই স্বল্প কথার মাধ্যমেও কনের অন্তর প্রভুর প্রতি জ্বলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে। প্রেম বাসনা উদ্দীপ্ত করল, আত্মিক বাসনা তাঁর আগমনের যোগ্য হয়ে উঠল, আর এইভাবে বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় উভয়ের সম্মতি দেখা দিল: আর দেখ, বিবাহভোজ এবার তৈরী।

শ্লোক - ইশা ৬০:২১; ৬২:১২ দ্রঃ

প্র তোমার জনগণ, তারা সকলেই, ধার্মিক হবে, তারা চিরকালের মত দেশ অধিকার করবে:

উ তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা, আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।

প্র তারা এই নামেই আখ্যাত হবে: পবিত্র জাতি, প্রভুর বিমুক্ত।

উ তারা যে আমার রোপিত গাছের শাখা, আমার আপন হাতের কাজ—আমার গৌরবের উদ্দেশ্যে।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১৫শ সপ্তাহ —



# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৩১:১-৪; ২ শামু ১:১-১৬)

## শৌলের মৃত্যু

সেসময়, ফিলিস্তিনিরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, আর ইস্রায়েলীয়েরা ফিলিস্তিনিদের সামনে থেকে পালাতে পালাতে গিলবোয়া পর্বতে বিদ্ধ হয়ে পড়তে লাগল। ফিলিস্তিনিরা শৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল, এবং শৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিশুয়াকে মেরে ফেলল। সংগ্রাম শৌলের চারদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল, তীরন্দাজেরা তাঁর নাগাল পেল, আর তিনি সেই তীরন্দাজদের দ্বারা মারাত্মক আঘাতে আহত হলেন। তখন শৌল তাঁর অস্ত্রবাহককে বললেন, 'তোমার খড়্গ বের কর, সেই খড়্গ দ্বারা আমাকে বিঁধিয়ে দাও, নইলে ওই অপরিচ্ছেদিতেরা এসে আমাকে বিঁধিয়ে দিয়ে আমাকে অপমান করবে।' কিন্তু তাঁর অস্ত্রবাহক তা করতে চাইল না, কারণ সে বেশি ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই শৌল খড়্গটা নিয়ে নিজেই সেটার উপরে পড়লেন।

শৌলের মৃত্যু হয়েছিল, এবং দাউদ আমালেকীয়দের পরাস্ত করার পর ফিরে এসে সিক্লাগে দু' দিন কাটিয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে, শৌলের শিবির থেকে একজন লোক এল, তার জামাকাপড় ছেঁড়া, মাথায় ধুলা; দাউদের কাছে এসে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করল। দাউদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে আসছ?' সে উত্তর দিল, 'আমি ইস্রায়েলের শিবির থেকে পালিয়ে আসছি।' দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, বল তো?' উত্তরে সে বলল, 'লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেছে; লোকদের মধ্যে

অনেকেই মারা পড়েছে; শৌল ও যোনাথানও মারা পড়েছেন।' যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, তাকে দাউদ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কেমন করে জান যে, শৌল ও যোনাথান মারা পড়েছেন?' যে যুবকটি খবর দিচ্ছিল, সে উত্তরে বলল, 'দৈবাৎ আমি গিলবোয়া পর্বতে এসে পড়েছিলাম, আর দেখ, বর্শার উপরে ভর করে সেখানে শৌল রয়েছেন, এবং দেখ, রথ ও অশ্বারোহীরা এসে তাঁর চারদিকে চাপাচাপি করে রয়েছে। তিনি পিছনে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন; আমি বললাম, এই যে আমি! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, আমি একজন আমালেকীয়। তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে মেরে ফেল, কারণ আমার মাথা ঘুরছে, কিন্তু আমার মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ প্রাণ রয়েছে। তাই আমি তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে মেরে ফেললাম; আসলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তেমন পতনের পরে তিনি আর বাঁচবেন না। তারপর তাঁর মাথায় যে মুকুট ছিল, ও বাহুতে যে বলয় ছিল, তা নিয়ে এখানে আমার প্রভুর কাছে এনেছি।'

দাউদ নিজের পোশাক ধরে ছিঁড়ে ফেললেন; তাঁর সঙ্গে যারা ছিল, তারাও সকলে তাই করল। তারা হাহাকার করল, চোখের জল ফেলল, এবং শৌল ও তাঁর সন্তান যোনাথানের খাতিরে, এবং প্রভুর জনগণ ও ইস্রায়েলকুলের খাতিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করল; কারণ তাঁরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়েছিলেন।

পরে, যে যুবকটি খবর নিয়ে এসেছিল, তাকে দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথাকার লোক?' সে উত্তর দিল, 'আমি আমালেকীয় একজন প্রবাসীর ছেলে।' দাউদ তাঁকে বললেন, 'প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনকে সংহার করার জন্য তোমার হাত বাড়াতে তুমি কেমন করে ভীত হলে না?' দাউদ যুবকদের একজনকে ডেকে হুকুম দিলেন, 'এগিয়ে এসো, একে মেরে ফেল।' সে তখনই তাকে আঘাত করল আর সে মরল। দাউদ বললেন, 'তোমার রক্ত তোমার মাথায় পড়ুক। তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, কারণ তুমি বলেছ: আমিই প্রভুর তৈলাভিষিক্তজনকে মেরে ফেলেছি।'

শ্লোক - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১:২১, ১৯ দ্রঃ)

প্র হে গিলবোয়ার পর্বতমালা, তোমাদের উপরে শিশির কি বৃষ্টি না পড়ুক,

উ কেননা এইখানে ইস্রায়েলের বীরপুরুষেরা নিপাতিত হলেন।

℣ চারিপাশে যত পর্বতের কাছে দেখা দিন প্রভু, তিনি কিন্তু যেন গিলবোয়ার দিকে আর কখনও দৃষ্টিপাত না করেন!

℟ কেননা এইখানে ইস্রায়েলের বীরপুরুষেরা নিপাতিত হলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৭:১, ২, ৩, ৬)

**তিনিই আমাদের পরমেশ্বর,**

**আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ**

যে কথা আমরা গান করেছি, সেগুলির মধ্যে আমাদের এমন স্বীকারোক্তি রয়েছে যে আমরা ঈশ্বরের মেষ, কারণ *প্রভুই আমাদের পরমেশ্বর যিনি আমাদের গড়লেন* (সাম ১০০:৩)। তিনি আমাদের পরমেশ্বর, *আর আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ, তাঁর হাতের মেষপাল* (সাম ৯৫:৭)। মানব-মেষপালক যারা, তারাই যে আপন মেষগুলিকে গড়ল এমন নয়, আপন চারণভূমির মেষপালকেও তারা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, ঈশ্বর ও স্রষ্টা হওয়ায় তাঁর যে মেষগুলি আছে ও যে মেষগুলিকে চারণ করেন, তিনি নিজেই সেগুলিকে সৃষ্টি করলেন। তিনি নিজে যে পাল চরান, তা অন্য কেউই গঠন করেনি, আবার তিনি নিজে যে মেষপাল গঠন করলেন, তা অন্য কেউই চরায় না।

সুতরাং, যেহেতু এই গীতিকায় আমরা স্বীকার করেছি, আমরা তাঁর মেষ, তাঁর চারণভূমির জনগণ ও তাঁর হাতের মেষপাল, সেজন্য এসো, শুনি তিনি আপন মেষগুলির মত এই আমাদের কাছে কী বলেন। অন্য সময় তিনি মেষপালকদের কাছে কথা বলছিলেন; এখন কিন্তু মেষগুলির কাছেই কথা বলছেন। সেই প্রথম কথাগুলো মেষপালক এই আমরা সভয়েই শুনছিলাম, তোমরা কিন্তু নিরাপদ ছিলে। তবে আজকের বাণীর ফলে কী হবে? হয় তো এমন কি হতে পারে যে, মেষপালক-আমরা নিরাপদ হয়ে শুনব আর তোমরা সভয়ে শুনবে? কখনও না। এর প্রথম কারণ হল এই যে, আমরা মেষপালক হয়েও তবু যা কিছু মেষপালকদের কাছে বলা হয় তা শুধু নয়, মেষগুলির কাছে যা বলা হয় তাও মেষপালক সভয়ে শোনে। কেননা মেষগুলির কাছে যা বলা হয়,

মেষপালক তা যদি নিজেকে নিরাপদ মনে করেই শোনে, তাহলে মেষগুলি বিষয়ে তার কোন চিন্তা নেই। দ্বিতীয় কারণ হল যে, ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের কাছে আমাদের সম্বন্ধে দু'টো বিষয় বিবেচনাযোগ্য বলে উপস্থাপন করেছি: প্রথম, আমরা খ্রিষ্টিয়ান; দ্বিতীয়, আমরা অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ হওয়ায় আমরা ভাল হলে তবে মেষপালকদের সংখ্যায় পরিগণিত; কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায় আমরাও তোমাদের সঙ্গে মেষ। সুতরাং, প্রভু মেষপালকদের কাছে বা মেষগুলির কাছে, যাদেরই কাছে কথা বলুন না কেন, আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত বাণী সকম্পেই শোনা উচিত, পাছে আমাদের হৃদয় থেকে সেবা-মনোভাব সরে যায়।

সুতরাং ভাইবোনেরা, এসো, শুনি কেমন করে প্রভু দুর্দন্ত মেষগুলিকে ভর্ৎসনা করেন ও আপন মেষগুলিকে কী প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, *তোমরা আমার মেষগুলি* (এজে ৩৪:৩)। প্রথম, কতই না আনন্দের বিষয় যে আমরা ঈশ্বরের মেষপাল! ভাইবোনেরা, একথা চিন্তা করলে তবে এ সংসারের অশ্রুজল ও দুঃখকষ্টের মধ্যেও অন্তরে মহা আনন্দের উদয় হয়। কেননা তাঁরই কাছে বলা হয়, *ইস্রায়েলের পালক যে তুমি*, যাঁর বিষয়ে বলা হয়, *দেখ, ঘুমিয়ে পড়বেন না, হবেন না নিদ্রামগ্ন ইস্রায়েলের রক্ষক* (সাম ১২১:৪)। তাই আমরা সজাগ থাকলে তিনি তখনও আমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন, আমরা নিদ্রা গেলে তখনও তিনি সজাগ থাকেন। অতএব, মানব-মেষপাল যখন মানব-মেষপালকের পালনে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন ঈশ্বর আমাদের পালন করলে আমাদের নিরাপত্তা আর কতই না মহত্তর হওয়ার কথা—তিনি যে আমাদের পালন করেন, এজন্য শুধু নয়, একারণেও বরং যে তিনি আমাদের গড়লেন।

তোমাদের বিষয়ে, হে আমার মেষপাল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: *দেখ, আমি মেষ ও মেষের মধ্যে, আবার ভেড়া ও ছাগের মধ্যে বিচার করব* (এজে ৩৪:১৭)। ঈশ্বরের মেষপালে ছাগগুলি কী করছে? তারাও কি একই চারণভূমিতে ও একই জলের উৎসধারায় থাকবে? অথচ যারা বাঁ পাশে থাকবার কথা তারা ডান পাশের মেষগুলির সঙ্গে মিশে গেল; এখন তাদের সহ্য করা হচ্ছে বটে, পরে কিন্তু তারা বিচারিত হবেই। এক্ষেত্রেই তো ঈশ্বরের ধৈর্যের সাদৃশ্যে মেষগুলিরও ধৈর্যের অনুশীলন করা হচ্ছে; কেননা তিনিই এদের ডান পাশে ও ওদের বাঁ পাশে পৃথক পৃথক করবেন।

**শ্লোক** - যোহন ১০:২৭-২৮; এজে ৩৪:১৫

*প্র* যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়; তাদের আমি জানি আর তারা আমার অনুসরণ করে। আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি:

*উ* তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।

*প্র* আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

*উ* তাদের কখনও বিনাশ হবে না, আমার হাত থেকেও কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২২)

## শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত যোব

একসময় উজ দেশে একজন লোক ছিলেন, তাঁর নাম যোব। লোকটি ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান; পরমেশ্বরকে ভয় করতেন ও অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন। তাঁর ঘরে সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হয়েছিল। তাঁর ছিল সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উট, পাঁচশ' জোড়া বলদ ও পাঁচশ'টা গাধী; দাসদাসীরাও অনেকে ছিল। প্রাচ্য দেশে তিনিই সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যবান লোক ছিলেন।

তাঁর ছেলেরা এক একজনের নির্দিষ্ট দিনে এক এক ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঘটা করে ভোজসভায় বসত, এবং লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকেও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ জানাত। ভোজসভার পালা একবার শেষ হলে যোব তাদের সকলকে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালনের জন্য নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন, এবং পরদিন সকালে উঠে তাদের সকলের সংখ্যা অনুসারে আহুতিবলি উৎসর্গ করতেন। কেননা যোব ভাবতেন, 'কী জানি, আমার ছেলেরা পাপ করে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বরনিন্দা করেছে কিনা!' আর প্রতিবার যোব ঠিক তাই করতেন।

একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মধ্যে সেদিন শয়তানও এসে উপস্থিত হল। তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে।' শয়তান প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, 'যোব বিনা স্বার্থেই কি পরমেশ্বরকে ভয় করে? তুমি তার চারদিকে, তার বাড়ির চারদিকে ও তার সবকিছুর চারদিকে কি রক্ষণ-বেষ্টনী রাখনি? সে যা কিছুতে হাত দিয়েছে, তা তুমি আশিসমণ্ডিতই করেছ, আর তার পশুপাল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তুমি হাত বাড়িয়ে তার সেই সবকিছু স্পর্শ কর, তবেই দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'আচ্ছা, তার সবকিছু এখন

তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।' শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

একদিন যোবের ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছে, এমন সময় একজন দূত যোবকে এসে বলল, 'বলদগুলো লাঙল টানছিল, এবং গাধীগুলো কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল; সেসময়ে শেবায়ীয়েরা সেগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো লুট করে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আকাশ থেকে দেবাগ্নি পড়ল; মেষপাল ও রাখালদের ধরে তাদের সকলকেই গ্রাস করল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'কাল্দীয়েরা তিন দল হয়ে উটপালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো কেড়ে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন; হঠাৎ মরুপ্রান্তর থেকে এক ঝড়ো বাতাস ছুটে এসে বাড়ির চার কোণে আঘাত হানতে লাগল; বাড়িটা তরুণ-তরুণীদের উপরে ধসে পড়ল আর তাঁরা মারা পড়লেন; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।'

তখন যোব উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও মাথা মুড়িয়ে নিলেন; পরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণিপাত করে বললেন, আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি, উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব। প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক!

এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে দোষারোপ করলেন না।

শ্লোক - যোব ২:১০; ১:২১

প্র আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?

উ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক!

℣ আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি, উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব।
℟ প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত, উপদেশ)

**ধৈর্যের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত**

আমরা নবসন্ধি থেকে শুধু নয়, প্রাক্তন সন্ধি থেকেও সান্ত্বনা পেতে পারি। যখন তুমি সেই যোবের কথা শোন, যিনি ধন-সম্পত্তি হারিয়ে ফেলার পর ও পশুপাল বিলুপ্ত হওয়ার পর একটি বা দু'টো বা তিনটি সন্তানকে শুধু নয়, কিন্তু সকল সন্তানকেই, এমনকি উত্তম বয়সেরই সকল সন্তানকে হারিয়ে ফেলেন, তখন তেমন মনোবলের সামনে তুমি সকল মানুষের মধ্যে দুর্বলতম মানুষ হয়েও সান্ত্বনা পেতে পার ও সহজে অনুপ্রাণিত হতে পার।

হে মানুষ, তুমি তো কমপক্ষে তোমার অসুস্থ সন্তানের কাছে কাছে থাকতে পারলে, তাকে শয্যায় শায়িত দেখতে পেলে, তার শেষ কথা শুনতে পারলে, ও তার শেষ নিশ্বাসে উপস্থিত হতে পারলে; তুমি নিজেই তার চোখের পাতা নামালে ও তার মুখখানি বন্ধ করলে; অপরদিকে তাঁর সন্তানেরা প্রাণ ত্যাগ করলে ও শেষ নিশ্বাস নিলে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তারা সকলে বাড়ির দেওয়ালের নিচে একমাত্র সমাধিতেই যেন সমাহিত হল। অথচ তেমন দুর্দশায় তিনি চোখের জল ফেললেন না, অসন্তোষেও গজ গজ করলেন না, বরং কী বললেন? *প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক* (যোব ১:২১)।

এ সত্য বিষয়ে নিশ্চিত হলে তবে আমরা কোন অমঙ্গলের জন্য দুঃখ করব না, শত শত দুর্দশায় দুর্দশাগ্রস্ত হলেও আমাদের কোন ক্ষতি হবে না, উপকারই হবে; এ সমস্ত বাণীর জন্য অমঙ্গলের চেয়ে অসংখ্য মঙ্গলই তোমার কাছে আসবে, কেননা তুমি ঈশ্বরকে প্রসন্ন করবে ও শত্রুর কর্তৃত্ব ধ্বংস করবে।

কেননা জিহ্বা তেমন বাণী উচ্চারণ করলেই শত্রু দূরে সরে যায়; আর সে সরে গেলে শোকও সরে যায়, আর সেইসঙ্গে আমাদের পীড়া ও যত দুশ্চিন্তাও চলে যায়। এভাবে, এজীবনের আনন্দ ছাড়া তুমি স্বর্গে সঞ্চিত সেই আনন্দও পাবে। এবিষয়ে যোব ও

প্রেরিতদূতেরা তোমাকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অর্পণ করছেন: ঈশ্বরের খাতিরে এজীবনের অমঙ্গল তুচ্ছ করে তাঁরা শাশ্বত মঙ্গলদানগুলি লাভ করলেন।

সুতরাং এসো, তাঁদের আদর্শের অনুসরণ করি, ও আমাদের বেলায় যাই কিছু ঘটে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এভাবে আমরা এজীবন-যাত্রা আনন্দের সঙ্গেই অতিবাহিত করব ও আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে ভাবী পুরস্কার লাভ করব—তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - যাকোব ৫:১১, ৮; যুদিথ ৮:১৭

প্ দেখ, যারা নিষ্ঠাবান হয়ে থেকেছে, তাদেরই আমরা সুখী বলি।

উ তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট।

প্ এজন্য আমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে আগত পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছি।

উ তোমরাও তেমনি ধৈর্যশীল হও, অন্তর সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমনের দিন সন্নিকট।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১১; ৩:১-৫)

**যুদা ও হেব্রোনের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত দাউদ**

সেসময়, দাউদ এই বলে প্রভুর অভিমত যাচনা করলেন, 'আমাকে কি যুদার কোন এক শহরে যেতে হবে?' প্রভু উত্তর দিলেন, 'যাও!' দাউদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাব?' তিনি বললেন, 'হেব্রোনে যাও।' তাই দাউদ ও তাঁর দুই স্ত্রী, যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়াম ও কার্মেলীয় নাবালের বিধবা সেই আবিগাইল সেখানে গেলেন। দাউদ প্রত্যেকের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদেরও নিয়ে গেলেন, আর তারা হেব্রোনের শহরগুলিতে বসতি করল। তখন যুদার লোকেরা এসে সেখানে দাউদকে যুদাকুলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করল।

যখন তারা দাউদকে বলল যে, যাবেশ-গিলেয়াদের লোকেরা শৌলকে সমাধি দিয়েছে, তখন দাউদ যাবেশ-গিলেয়াদের লোকদের কাছে দূতদের পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হও! কারণ তোমাদের প্রভু শৌলের প্রতি কৃপা দেখিয়েছ ও তাঁকে সমাধি দিয়েছ। তাই প্রভু তোমাদের প্রতি কৃপা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে দিন। তোমরা তেমন কাজ করেছ বলে আমিও তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করব। সুতরাং এখন সাহস ধর, বলবান হও। তোমাদের প্রভু শৌল মরেছেন বটে, কিন্তু যুদাকুল নিজের উপরে আমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছে।'

নেরের সন্তান আব্নের, যিনি ছিলেন শৌলের সৈন্যদলের সেনাপতি, তিনি শৌলের সন্তান ঈশ-বায়ালকে নিজের সঙ্গে মাহানাইমে নিয়ে গেছিলেন; তিনি তাঁকে গিলেয়াদের, আসুরীয়দের, যেস্রেয়েলের, এফ্রাইমের ও বেঞ্জামিনের এবং গোটা ইস্রায়েলের উপরে রাজা করেছিলেন। শৌলের সন্তান ঈশ-বায়াল চল্লিশ বছর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি দুই বছর রাজত্ব করেন। কেবল

যুদাকুলই দাউদের পক্ষে ছিল। দাউদ সাত বছর ছয় মাস হেব্রোনে যুদাকুলের উপরে রাজত্ব করলেন।

শৌলের কুলের ও দাউদের কুলের মধ্যে যুদ্ধ বহুদিন হতে চলল। দিনের পর দিন দাউদ অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন, অপরদিকে শৌলের কুল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

হেব্রোনে দাউদের এই এই পুত্রসন্তান জন্ম নিল: যেস্রেয়েলীয়া আহিনোয়ামের গর্ভে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন; কার্মেলীয় নাবালের বিধবা আবিগাইলের গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় সন্তান কিলেয়াব; গেশুরের রাজা তাল্মাইয়ের কন্যা মাআখার গর্ভে তাঁর তৃতীয় সন্তান আব্‌শালোম; হাগিতের গর্ভে চতুর্থ সন্তান আদোনিয়া; আবিতালের গর্ভে পঞ্চম সন্তান শেফাতিয়া; এবং দাউদের স্ত্রী এগ্লার গর্ভে ষষ্ঠ সন্তান ইত্রেয়াম। দাউদের এই সকল সন্তানের জন্মস্থান হেব্রোন।

**শ্লোক** - আদি ৪৯:১০, ৮

*প্র* যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না,

*উ* যতদিন না তিনি আসেন জাতি সকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

*প্র* যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে; তোমার পিতার সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে,

*উ* যতদিন না তিনি আসেন জাতি সকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৭:১২-১৪)

**যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করতাম,**

**তবে খ্রিষ্টের দাস হতাম না**

*আমাদের গর্ব এ: আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যদান* (২ করি ১:১২)। এমন লোক আছে যারা স্পর্ধা করে, পরচর্চা করে, পরনিন্দা করে, গজ গজ করে, কিছু না দেখেও তৈরি করে, যা সন্দেহও করে না তা রটিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত থাকে: তেমন লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিবেকের সাক্ষ্যদান ছাড়া আর কী থাকে? কেননা, ভাইবোনেরা, আমরা যারা পালক, লোকদের সন্তুষ্ট করতে গিয়েও নিজেদের গৌরবের অন্বেষণ করি

না, করাও উচিত নয়; বরং তাদের পরিত্রাণেরই অন্বেষণ করা দরকার, তাতে আমরা সদাচরণ করলে তারা আমাদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হবে না। আমরা খ্রিষ্টের অনুকারী হলে তারা আমাদের অনুকারী হোক; আমরা কিন্তু খ্রিষ্টের অনুকারী না হলেও তারা খ্রিষ্টেরই অনুকারী হোক। কেননা তিনিই তো নিজ পাল পালন করেন, আর যাঁরা তার পাল উত্তমরূপে পালন করেন তাঁদের সঙ্গে কেবল তিনিই আছেন, কারণ সকলেই তাঁর মধ্যে।

তাই আমরা যখন মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তখন নিজেদের স্বার্থের অন্বেষণ করি না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আনন্দই করতে চাই, আর যখন দেখি তারা মঙ্গল ভালবাসে, তখন তাদের উপকারের জন্য ও আমাদের নিজেদের পদমর্যাদার জন্য আমরা আনন্দ করি। *যদি এখনও মানুষকে তুষ্ট করতে চাইতাম, তবে খ্রিষ্টের দাস হতাম না* (গা ১:১০), প্রেরিতদূত যে কাদের বিরুদ্ধে একথা বলেছেন, তা সুস্পষ্ট। যেমন *আমি সবকিছুতে সকলের প্রীতিকর হতে চেষ্টা করি* (১ করি ১০:৩৩), তেমনি তোমরাও সকলকে সবকিছুতেই তুষ্ট করতে চেষ্টা কর, এ কথা তিনি যে কাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, তাও সুস্পষ্ট। বাণী দু'টোই সুস্পষ্ট, যুক্তিসঙ্গত, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তুমি কিন্তু কেবল খেয়ো ও পান কর, তোমার খাদ্য কলুষিত ও অপরিষ্কার করতে যেয়ো না। কেননা তুমি অবশ্যই প্রেরিতদূতদের গুরু স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টের বাণী শুনেছ: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (মথি ৫:১৬), অর্থাৎ তাঁরই গৌরবকীর্তন করে যিনি তোমাদের উজ্জ্বল করেছেন। *কেননা আমরা তাঁর চারণভূমির জনগণ, তাঁর হাতের মেষপাল* (সাম ৯৫:৭)। সুতরাং তুমি উত্তম হলে তবু তিনিই প্রশংসিত হোন যিনি তোমাকে উত্তম করেছেন, ফলে তুমি যেন প্রশংসিত না হও, কেননা নিজে থেকে তুমি অসৎ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতে না। তাছাড়া কেন তুমি এমন করে সত্য উল্টপাল্ট করতে চাও যে ভাল কিছু করে প্রশংসিত হতে চাও কিন্তু মন্দ কিছু করে প্রভুরই নিন্দা করতে চাও। *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক* (মথি ৫:১৬), যিনি একথা বলেছেন, তিনি একই উপদেশে এ কথাও বলেছেন, *সাবধান, মানুষের সামনে তোমাদের ধর্মকর্ম করো না* (মথি ৬:১)। কিন্তু এ বাণী দু'টো যেমন প্রেরিতদূতের বাণীর বেলায়

তোমার কাছে পরস্পর-বিরোধী মনে হচ্ছিল, তেমনি সুসমাচারের বেলায়ও তোমার তাই মনে হচ্ছে। তুমি কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ের জল কলুষিত না কর, তাহলে তোমার হৃদয়েই শাস্ত্রের শান্তি দেখতে পাবে, আর সেই সঙ্গে তুমিও শান্তি পাবে।

সুতরাং ভাইবোনেরা, এসো, নিজেরাই সদাচরণ করতে শুধু নয়, মানুষের সামনেও সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকি; আবার সদ্বিবেক রক্ষা করতে শুধু নয়, বরং আমাদের দুর্বলতা ও মানব-ভঙ্গুরতার পক্ষে যতদূর সম্ভব সেই অনুসারে এতেও সচেষ্ট থাকি, আমাদের ব্যবহারের ফলে যেন দুর্বল ভাইয়ের অন্তরে আমাদের বিষয়ে কোন সন্দেহের উদয় না হয়, পাছে ভাল ঘাস খেতে খেতে ও শুদ্ধ জল পান করতে করতে আমরা ঈশ্বরের চারণভূমি মাড়িয়ে দিলে দুর্বল মেষগুলো মাড়ানো ঘাস খায় ও কলুষিত জল পান করে।

**শ্লোক** - ফিলি ২:২, ৩-৪; ১ থে ৫:১৪, ১৫

*প্র* আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর।

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রেখ।

*প্র* যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও, পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর।

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রেখ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১৩)

## বন্ধুরা ঘায়ে পরিপূর্ণ যোবকে দেখা করতে আসেন

একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বরসন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, প্রভুর সভায় যোগ দিতে তাঁদের সঙ্গে শয়তানও এসে উপস্থিত হল। তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে। সে এখনও তার সততা রক্ষা করে চলছে; আর তাকে বিনাশ করতে তুমি আমাকে বৃথাই প্ররোচিত করেছিলে।' শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, 'চামড়ার বদলে চামড়া! নিজের প্রাণের বদলে একজন নিজের সবকিছুও দেবে। কিন্তু তুমি হাত বাড়িয়ে তাকে হাড়ে-মাংসে স্পর্শ কর, তবেই দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!' প্রভু শয়তানকে বললেন, 'আচ্ছা, সে এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার প্রাণ রেহাই দাও।' শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

সে যোবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে আঘাত করে বিষাক্ত ফোড়া ওঠাল; যোব একটা পাথরকুচি নিয়ে ফোড়াগুলো ঘসতে লাগলেন ও ছাইয়ের মধ্যে বসে রইলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'তুমি কি এখনও তোমার সততা রক্ষা করে চলছ? ঈশ্বরকে ধন্য বলেই মর!' কিন্তু যোব তাঁকে বললেন, 'তুমি নির্বোধ এক স্ত্রীলোকের মতই কথা বলছ! আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?' এই সবকিছুতে যোব নিজের ওষ্ঠাধরে পাপ করলেন না।

যোবের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল নেমে পড়েছিল, তা জানতে পেয়ে তাঁর তিনজন বন্ধু যে যাঁর জায়গা থেকে রওনা হলেন। তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নাআমাথ-নিবাসী জোফার, এই তিনজন একমত হয়ে স্থির করলেন, তাঁরা গিয়ে তাঁকে সহানুভূতি দেখাবেন ও সান্ত্বনা দেবেন। দূর থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁরা

তাঁকে চিনতে পারলেন না; তাঁরা প্রত্যেকেই জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথার উপরে ছাই ওড়ালেন; পরে সাত দিন সাত রাত তাঁর সঙ্গে মাটিতে বসে রইলেন; তাঁরা কেউই তাঁকে একটা কথাও বললেন না, কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন, সত্যিই তাঁর দুঃখযন্ত্রণা গভীর।

**শ্লোক** - সাম ৩৮:২, ৩, ৪, ১২

*প্র* আমাকে ভর্ৎসনা কর, প্রভু,—কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে নয়। তোমার তীরগুলি বিঁধে ফেলেছে আমায়,

*উ* তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।

*প্র* আমার বন্ধুসকল আমার ক্ষতগুলি থেকে দূরে দাঁড়ায়, আমার প্রতিবেশীও দূরে থাকে;

*উ* তোমার আক্রোশের ফলে আমার দেহের কোন অঙ্গ সুস্থ নয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোব পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১৫-১৬)

**আমরা যখন ঈশ্বর থেকে মঙ্গল গ্রহণ করি,**
**তখন অমঙ্গল গ্রহণ করব না কেন?**

নিজের মধ্যে আন্তর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য লক্ষ করে ও বাহ্যিক দিক থেকে নিজেকে ক্ষয়শীল দেহ বলে দেখে পল বললেন, *এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি* (২ করি ৪:৭)।

দেখ, ধন্য যোবের বেলায় এ মাটির পাত্র বাহ্যিক দিক থেকে ঘায়ের আঘাত টের পেল, কিন্তু ভিতরে আন্তর ধনটা অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকল। হ্যাঁ, আঘাতের চাপে বাইরে থেকে পাত্রে ফাটল দেখা দিল, কিন্তু ভিতরে প্রজ্ঞার ধন অফুরন্ত ভাবে পুনর্জন্ম নিতে নিতে এ পুণ্য আধ্যাত্মিকতার উক্তি ব্যক্ত করল, *আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?* (যোব ২:১০)। মঙ্গল বলতে ঈশ্বরের জাগতিক কি স্বর্গীয় দানগুলি বোঝায়; অমঙ্গল বলতে তিনি তাঁর বর্তমান আঘাত বোঝাতেন যা সম্বন্ধে প্রভু নবীর মুখ দিয়ে বললেন, *আমিই প্রভু, আর কেউ নয়: আমি আলো গড়ে তুলি,*

*অন্ধকার সৃষ্টি করি; আমি শান্তি গড়ে তুলি, অমঙ্গল সৃষ্টি করি* (ইশা ৪৫:৫, ৭ লাতিন পাঠ্য)।

*আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি,* কারণ বাইরে থেকে আঘাতের চাপে দুঃখের অন্ধকার সৃষ্ট হতে হতে অন্তরে আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে মনের আলো জ্বলে ওঠে। *আমি শান্তি গড়ে তুলি অমঙ্গল সৃষ্টি করি,* কারণ আমরা তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে পুনর্চালিত হই, যখন যা কিছু উত্তমরূপে সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের দ্বারা উত্তমরূপে আকাঙ্ক্ষিত হয়নি, তা আমাদের পক্ষে অমঙ্গল হয়ে আঘাতেই পরিণত হয়। কেননা আমরা অপরাধের কারণেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠি; ফলে এ উচিত যে, আঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে শান্তি-সম্পর্কে ফিরে যাই; কারণ যা কিছু উত্তমরূপে নির্মিত হল, তা যখন আমাদের দুঃখকষ্টে পরিণত হয়, তখন আমরা সৎপথে ফিরলে আমাদের মন বিনম্রতার সঙ্গে নির্মাতার শান্তির কাছে নবজন্ম লাভ করে।

কিন্তু যোবের কথায় আমাদের ভাল মত উপলব্ধি করতে হয়, স্ত্রীর যুক্তির বিপক্ষে তিনি কতই না নিপুণ ধারণা উত্থাপন করতে পারেন। তিনি বলেন, *আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*

প্রতিকূলতা বহন করতে করতে আমাদের নির্মাতার দানগুলো স্মরণে রাখা সত্যিই আমাদের যন্ত্রণায় মহা সান্ত্বনা। তাঁর দানগুলি যে কত আরামদায়ক, একথা সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখলে, কষ্ট থেকে যাই কিছু আসে তা আমাদের মন ভাঙতে পারে না। এজন্যই লেখা আছে, *শুভ দিনে অমঙ্গলের কথা ভুলবে না; আর অশুভ দিনে মঙ্গলের কথা ভুলবে না* (সিরা ১১:২৫ লাতিন পাঠ্য)।

যে কেউ মঙ্গলদান গ্রহণ করে কিন্তু মঙ্গলদানের সময়ে আঘাতের কথাও ভয় করে না, সেই আনন্দের ফলে সে গর্বোদ্ধত হবে। কিন্তু যে কেউ আঘাতগ্রস্ত হয় কিন্তু আঘাতের সময়ে আগেকার পাওয়া মঙ্গলদানের কথা স্মরণে সান্ত্বনা পায় না, সে দুশ্চিন্তা ও গভীর নিরাশা দ্বারা বিনষ্ট হবে। তাই কথা দু'টো একসঙ্গে সংযুক্ত রাখা উচিত, যেন একটা অপর একটার নির্ভর হয়: মঙ্গলদানের স্মৃতি আঘাতের দণ্ড লঘুভার করুক, আর সতর্কতা ও আঘাতের ভয় মঙ্গলদানের আনন্দ রোধ করুক। সুতরাং আঘাতের যন্ত্রণার মধ্যে পুণ্যজন মানুষ ক্ষতবিক্ষত মনকে হালকা করার জন্য মঙ্গলদানগুলোর মাধুর্য স্মরণে

*রেখে বলুক, আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?*

**শ্লোক** - যোব ২:১০; ১:২১-২২

*প্র* আমরা পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?

*উ* প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক!

*প্র* এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে দোষারোপ করলেন না।

*উ* প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রভূর নাম ধন্য হোক!

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৪:২–৫:৭)

### ইস্রায়েল-রাজ দাউদ যেরুশালেমকে দখল করেন

সেসময়, শৌলের সন্তানের দু'জন দলপতি ছিল, একজনের নাম বানা, আর একজনের নাম রেখাব; তারা বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর বেয়েরোতীয় রিম্মোনের সন্তান, কেননা বেয়েরোৎও বেঞ্জামিনের শহরগুলির মধ্যে গণিত; বেরোতীয়েরা গিত্তাইমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, আর সেখানে আজ পর্যন্ত প্রবাসী বাসিন্দা হয়ে বাস করছে।

শৌলের সন্তান যোনাথানের একটি ছেলে ছিল, সে দু'পায়ে খোঁড়া; যেস্রেয়েল থেকে যখন শৌল ও যোনাথানের বিষয়ে খবর এসেছিল, তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছর; তার ধাইমা তাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু শীঘ্র পালিয়ে যাওয়ায় সে পড়ে খোঁড়া হয়েছিল; তার নাম মেরিব্-বায়াল।

তাই বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান সেই রেখাব ও বানা রওনা হয়ে দিনের সবচেয়ে গরমের সময়ে ঈশ-বায়ালের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; তিনি সেসময়ে মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর দেখ, দ্বাররক্ষিকা গম বাছাই করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই রেখাব ও বানা দু'জনে সবার চোখের আড়ালে ঘরে ঢুকতে পারল। তিনি খাটে শুয়ে ছিলেন, সেসময়ে তারা ভিতরে গিয়ে তাঁকে আঘাত করে মেরে ফেলল ও তাঁর মাথা কেটে দিল; পরে তাঁর মাথা নিয়ে আরাবার পথ ধরে সারারাত হেঁটে চলল। তারা ঈশ-বায়ালের মাথা হেব্রোনে দাউদের কাছে এনে রাজাকে বলল, 'আপনার শত্রু সেই শৌল, যে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করত, এই যে তার ছেলে ঈশ-বায়ালের মাথা! প্রভু আজ আমাদের প্রভু মহারাজের কাছে শৌল ও তার বংশের উপর প্রতিশোধ মঞ্জুর করলেন।'

কিন্তু দাউদ বেরোথীয় রিম্মোনের সন্তান রেখাব ও তার ভাই বানাকে উত্তরে বললেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ নিস্তার করেছেন, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! যে

লোক আমাকে বলেছিল: দেখ, শৌল মারা গেছে, সে শুভসংবাদ আনছিল মনে করলেও আমি যখন তাকে ধরে সিক্লাগে মেরে ফেলেছিলাম—তার সংবাদের জন্য এই পুরস্কারটিই আমি তাকে দিয়েছিলাম!—তখন যারা এখন ধার্মিক মানুষকে তাঁরই ঘরের মধ্যে তাঁর খাটের উপরে মেরে ফেলেছে, সেই দুর্জন যে তোমরা, আমি মহত্তর কারণে কি তোমাদেরই কাছ থেকে তাঁর রক্তের প্রতিশোধ নেব না? পৃথিবী থেকে কি তোমাদের উচ্ছেদ করব না?' দাউদ তাঁর যুবকদের হুকুম দিলে তারা তাদের মেরে ফেলল, এবং তাদের হাত-পা কেটে হেব্রোনের দিঘির ধারে টাঙিয়ে দিল। তারপর ঈশ-বায়ালের মাথা নিয়ে হেব্রোনে আব্নেরের সমাধিমন্দিরে পুঁতে রাখল।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী হেব্রোনে দাউদের কাছে এসে বলল, 'দেখুন, আমরা আপনার নিজের হাড় ও আপনার নিজের মাংস! আগে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিলেন, তখনও আপনিই ইস্রায়েলকে রণ-অভিযানে নিয়ে যেতেন ও ফিরিয়ে আনতেন। প্রভু আপনাকেই বলেছেন: তুমিই আমার জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবে, তুমিই ইস্রায়েলের জননায়ক হবে।'

তাই ইস্রায়েলের প্রবীণেরা সকলে মিলে হেব্রোনে রাজার কাছে এলেন, আর দাউদ রাজা হেব্রোনে প্রভুর সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করলেন, এবং তাঁরা দাউদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

দাউদ রাজা ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি হেব্রোনে যুদার উপরে সাত বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন; পরে যেরুশালেমে গোটা ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন।

রাজা ও তাঁর লোকেরা যেরুশালেমের দিকে রওনা হয়ে সেই এলাকার অধিবাসী যেবুসীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এরা দাউদকে বলল, 'তুমি এখানে প্রবেশ করবেই না! তোমাকে হটিয়ে দিতে অন্ধ ও খোঁড়া মানুষই যথেষ্ট।' এতে তারা বোঝাতে চাচ্ছিল, 'দাউদ এখানে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' কিন্তু দাউদ সিয়োনের দুর্গটা হস্তগত করলেন, যা আজকালে দাউদ-নগরী বলে পরিচিত। সেদিন দাউদ বললেন, 'যে কেউ যেবুসীয়দের আঘাত করতে চায়, তাকে জলপ্রণালী পর্যন্ত যেতে হবে, … ; তাছাড়া অন্ধ ও খোঁড়া সকলেই দাউদের ঘৃণার বস্তু।' এজন্য লোকে বলে, 'অন্ধ ও খোঁড়া গৃহে

ঢুকবে না।' দাউদ সেই দুর্গে বাস করতে গিয়ে তার নাম দাউদ-নগরী রাখলেন। দাউদ মিল্লো থেকে ভিতর পর্যন্ত চারদিকে প্রাচীর গাঁথলেন। দাউদ প্রভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠলেন, এবং সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

**শ্লোক** - সাম ২:২, ৬, ১

*প্র* প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবীর রাজাসকল।
*উ* আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।
*প্র* বিজাতিরা কোলাহল করছে কেন? কেনই বা জাতি সকলের এই অনর্থক বলাবলি?
*উ* আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী আভিলার সাধ্বী তেরেজা-লিখিত 'পরমসিদ্ধির পথ' থেকে পাঠ (৩০:১-৫)

**তোমার রাজ্য আসুক**

যতই নির্বোধ হোক না কেন, কোন্ ব্যক্তি মর্যাদাপূর্ণ লোকের কাছে কিছু চাইতে গিয়ে তাকে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট না করার জন্য আগে চিন্তা করে না, সে কীভাবে তা যাচনা করবে? সে যে কী যাচনা করবে ও তার যে কী প্রয়োজন, এসম্বন্ধে তার কি জানা উচিত নয়—বিশেষভাবে যখন সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু যাচনা করতে যাচ্ছে যেমন গুরুত্বপূর্ণই হল সেই সব কিছু যা আমাদের মঙ্গলময় যিশু আমাদের যাচনা করতে শেখান? এ এমন কিছু, যা আমার মতে লক্ষ করার বিষয়। প্রভু আমার, সবকিছু এক কথায়ই সঙ্কুচিত করে তুমি কি বলতে পারতে না, 'পিতা, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা আমাদের দান কর'? যিনি সবকিছু উত্তমরূপে জানেন, তাঁর পক্ষে আর কী দরকার?

আহা, সনাতন প্রজ্ঞা! তোমার পক্ষে ও তোমার পিতার পক্ষে তা যথেষ্ট হতই বটে, কেননা তুমি এভাবেই গেথসেমানি বাগানে প্রার্থনা করেছিলে: তোমার ইচ্ছা ও ভয় প্রকাশ করার পর তুমি তাঁর ইচ্ছার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলে। কিন্তু প্রভু আমার, যেহেতু তুমি জান, আমরা তোমার পিতার ইচ্ছার প্রতি তোমার মত বাধ্য নই, সেজন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, তুমি প্রার্থনার বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই নিরূপণ করবে, যাতে আমরা দেখতে পারি, যা যাচনা করতে যাচ্ছি তা আমাদের পক্ষে সমুচিত কিনা, ও আমাদের

পক্ষে যা সমুচিত নয় তার জন্য প্রার্থনা করা থেকে যেন বিরত থাকি। কেননা আমরা এমনভাবে গড়া যে, যা ইচ্ছা করি তা যখন আমাদের দেওয়া হয় না, তখন ঈশ্বর যা আমাদের দান করেন, আমরা আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা তা ত্যাগ করি—ঈশ্বর সর্বোত্তম কিছু দিলেও আমরা তা ত্যাগ করি। বস্তুতপক্ষে যতক্ষণ আমাদের হাতে টাকা না থাকে, ততক্ষণ আমরা উপলব্ধি করি না যে আমরা ধনী।

সুতরাং মঙ্গলময় যিশু এমন কথা বলতে আমাদের শেখান, যে কথার মধ্য দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যেন 'তাঁর রাজ্য আসে: তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, আমাদের অন্তরে তোমার রাজ্য আসুক।' আমাদের সদ্‌গুরুর মহাপ্রজ্ঞা লক্ষ কর। আমাদের ভাল করে উপলব্ধি ও অনুভব করা দরকার সেই রাজ্যের কথা বলতে কী বোঝায়। মঙ্গলময় যিশু এ প্রার্থনা দু'টো একটার পর একটা নিরূপণ করলেন, কারণ জানতেন, তিনি আমাদের মধ্যে আগে তাঁর রাজ্য বিস্তারিত না করলে আমরা আমাদের দুর্বলতাবশত সনাতন পিতার পবিত্র নামের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে পারতাম না, সেই নামের পবিত্রতা ও মহিমারও বন্দনা করতে পারতাম না। অতএব তোমরা যেন বুঝতে পার যে কী যাচনা করছ ও তোমাদের প্রার্থনায় যেন নিষ্ঠাবান থাক ও তোমাদের সাধ্য অনুসারে যেন তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাক যিনি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেজন্য আমি যা বলতে যাচ্ছি তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন।

স্বর্গে যত মহা মহা মঙ্গল ভোগ করা যায়, সেগুলির অন্যতম এ, সেখানে আমাদের আত্মা পার্থিব সমস্ত মঙ্গল মূল্যহীন মনে করবে; আত্মা বরং পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তিতে নিমজ্জিত থাকবে ও সকলের আনন্দের জন্য আনন্দিত হবে: সকলে প্রভুকে পূজা করবে ও তাঁর প্রশংসাগান করবে, সকলে তাঁর নামের গুণকীর্তন করবে, ও কেউই তাঁকে দুঃখ দেবে না, তেমন দর্শন লাভে আত্মা এমন শান্তি ভোগ করবে যার পরিবর্তন নেই, এমন আরাম পাবে যা সীমাহীন। সকলেই তাঁকে ভালবাসবে, তবে আত্মাও তাঁকে ভালবাসা ছাড়া অন্য চিন্তা করবে না; আর তাঁকে জানবে বিধায় আত্মা সেই ভালবাসায় কখনও ক্ষান্ত হবে না। আমরা যদি ইতিমধ্যে তাঁকে এভাবেই জানতে পারতাম, তাহলে এখন থেকেই তাঁকে এভাবে ভালবাসতাম—যদিও সেই নিখুঁত ও অবিরত ভাবেও নয় যেভাবে

কেবল স্বর্গেই সম্ভব ; তথাপি একথা নিশ্চিত যে, বর্তমানে যেভাবে তাঁকে ভালবাসি, তার চেয়ে গভীরতর ভাবেই তাঁকে ভালবাসতাম।

**শ্লোক** - মথি ৭:১১ দ্রঃ

*প্র* যিনি আপন সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জানেন, তিনি প্রার্থনা করতে, যাচনা করতে ও দরজায় ঘা দিতে আমাদের উদ্দীপিত করেন।

*উ* আমরা যতখানি বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছি, ততখানি পাব।

*প্র* এক্ষেত্রে কথার চেয়ে আর্তনাদ, বক্তৃতার চেয়ে অশ্রুজলই প্রবল।

*উ* আমরা যতখানি বিশ্বাস, আশা ও আকাঙ্ক্ষা করেছি, ততখানি পাব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২৬)

## যোবের বিলাপ

যোব মুখ খুলে নিজের জন্মদিনকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। যোব বলে উঠলেন:

বিলুপ্ত হোক সেই দিন, যে দিনটিতে আমি জন্মেছিলাম,
সেই রাতও, যে রাতটি ঘোষণা করেছিল, 'একটা ছেলে গর্ভে এসেছে!'
সেই দিনটি অন্ধকার হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই দিনটির বিষয়ে আর চিন্তা না করুন,
কোন জ্যোতি তা কখনও উজ্জ্বল না করুক;
অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া তা নিজের বলে দাবি করুক,
তার উপরে মেঘমালা একটা আচ্ছাদন বিছিয়ে দিক,
সূর্যগ্রহণ তা ভয়ঙ্কর করুক।
সেই রাত হোক তিমিরের শিকার,
বছরের দিনগুলির তালিকা থেকে বিচ্যুত হোক,
মাসের সংখ্যায় তালিকাভুক্ত না হোক।
দেখ, সেই রাত বন্ধ্যাই হোক,
তার মধ্যে প্রবেশ না করুক কোন আনন্দগান।
যারা লেভিয়াথানকে জাগাতে বিজ্ঞ, যারা দিনকে অভিশাপ দেয়,
তারা সেই রাতের উপর শাপ নিক্ষেপ করুক।
তার সান্ধ্য তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হোক,
বৃথাই তা আলোর প্রতীক্ষায় থাকুক,
তা যেন না দেখতে পায় উষার চোখের পাতার উন্মীলন।

কেননা তা আমার জন্য রুদ্ধ করেনি আমার মাতৃগর্ভের পথ,
আমার চোখের কাছ থেকেও দুঃখ গুপ্ত রাখেনি।
হায় রে, গর্ভে থাকতেই আমার কেন হয়নি মরণ?

উদর থেকে বের হওয়ামাত্রই আমার কেন হয়নি বিনাশ?
কেন হাঁটু দু'টো তখন আমাকে গ্রহণ করল?
কেনই বা তখন আমাকে দুধ দিতে দু'টো স্তন ছিল?
আহা, তবে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতাম,
নিদ্রামগ্ন হয়ে আরামে থাকতাম;
থাকতাম সেই রাজাদের ও পৃথিবীর সেই সব মন্ত্রীর পাশে,
যাঁরা নিজেদের জন্য ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করেছেন;
বা সেই জনপ্রধানদের সঙ্গে, সোনা যাঁদের অধিকারে,
রুপোয় যাঁদের সমাধিমন্দির ভরা;
কিংবা সরিয়ে রাখা একটা অকালজাত শিশুর মত হতাম,
সেই শিশুদেরই মত, যারা কখনও পায়নি আলোর দর্শন।
সেখানে তো দুর্জনেরা কাউকে আর উৎপীড়ন করে না,
সেইখানে যে বিশ্রাম পায় পরিশ্রান্ত সকল।
হ্যাঁ, সেখানে বন্দিরা সবাই মিলে নিরাপদে থাকে,
তারা আর শোনে না নির্যাতকের চিৎকার।
ছোট বড় সবাই সেখানে একসঙ্গে থাকে,
দাসও তার মনিবের হাত থেকে মুক্ত।

দুঃখই যার একমাত্র সম্পদ, কেন তাকে আলো দেখতে দেওয়া?
তিক্ততাই যার প্রাণে, কেনই বা তার কাছে জীবনদান?
তারা তো মৃত্যুর প্রত্যাশায় থাকে, অথচ মৃত্যু আসেই না,
গুপ্তধনের চেয়েও তারা তার সন্ধানে থাকে;
কবর দেখতে পেলেই তারা আনন্দিত,
সমাধিমন্দির একবার খুঁজে পেলেই তারা উল্লসিত।
কেন তাকেই আলো দেখতে দেওয়া,
পথ যার চোখে গুপ্ত, পরমেশ্বর যার চারদিকে দিলেন প্রাচীর?
হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য,

আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত ;
যা ভয় করছি, তা-ই আমার প্রতি ঘটছে,
যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।
আমার জন্য শান্তি নেই! নেই স্বস্তি, নেই আরাম ;
কেবল মর্মজ্বালার আগমন!

**শ্লোক** - যোব ৩:২৪-২৬; ৬:১৩ দ্রঃ

*প্র* হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য, আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত ; যা ভয় করছি, তা-ই আমার ঘটছে, যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।

*উ* প্রভু, আমার উপরে তোমার ক্রোধ কতই না ভারী।

*প্র* যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার? সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?

*উ* প্রভু, আমার উপরে তোমার ক্রোধ কতই না ভারী।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ১:১–২:৫; ৫:৭)

**মানুষকে সৃষ্টি করেছ বিধায়**
**তুমি, প্রভু, তার সম্বন্ধে সবই জান**

হে তুমি, যে আমার পরিচয় জান, আমি তোমার পরিচয় পাব ; আমি নিজে যেমন পরিচিত হচ্ছি তেমন পরিচয় পাব। হে আমার প্রাণের শক্তি, আমার প্রাণে প্রবেশ কর, আমার প্রাণকে তোমার নিজের সঙ্গে মিলিত কর, তুমি যেন তাকে *বিনা কলঙ্ক বা বলিরেখায়* (এফে ৫:২৭) আপন করে নিজস্ব করতে পার। এ আমার প্রত্যাশা, এজন্যই একথা বলছি ; এ প্রত্যাশায় আমার আনন্দ, কেননা পবিত্রই এ আনন্দ। এজীবনের বাকি যা কিছুর জন্য যত বেশি অশ্রুপাত করা হয়, তা তত কমই অশ্রুপাতের যোগ্য ; আর যার জন্য যত কম অশ্রুপাত করা হয়, তা তত বেশি অশ্রুপাতের যোগ্য। দেখ, তুমি *সত্য ভালবেসেছ* (সাম ৫১:৮ লাতিন পাঠ্য), কারণ *যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে* (যোহন ৩:২১)। আমি তোমার সামনে স্বীকারোক্তিতে আমার

নিজের হৃদয়ে সত্যের সাধক হতে চাই; বহু সাক্ষীর সামনে আমার লেখায় আমি সত্যের সাধক হতে চাই।

হে প্রভু, যাঁর চোখে মানব বিবেকের তলদেশ সুস্পষ্ট, আমি তোমার কাছে স্বীকার করতে না চাইলেও তোমার কাছে আমার অন্তরের গোপন কী থাকতে পারে? এতে আমি তোমার কাছে আমাকে নয়, আমার কাছে তোমাকেই লুকিয়ে রাখতাম। এখন কিন্তু আমার আর্তনাদ সাক্ষ্যদান করে, আমি নিজেকে নিয়েই অসন্তুষ্ট, আর তুমি কিন্তু এতই উজ্জ্বল ও প্রীতিকর, তুমি এমন ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য যে নিজের বিষয়ে আমি লজ্জায় লাল হই, নিজেকে অস্বীকার করে তোমাকেই মনোনীত করি; এবং কাউকে সন্তুষ্ট করতে চাই না—নিজেকেও নয়, তোমাকেও নয়—যদি না তোমার মধ্যে থাকি।

সেজন্য প্রভু, আমি যেভাবে আছি সেভাবেই তোমার কাছে পরিচিত; আর কোন্ উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে নিজের কথা স্বীকার করছি, তা বলেইছি। আমি তো মাংসের কথা ও কণ্ঠের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সেই আত্মার কণ্ঠে ও সেই মনের কোলাহলেই তা করছি যা তোমার কানে পরিচিত। আমি যখন মন্দ, তখন তোমার কাছে স্বীকারোক্তি আমার দুঃখ ছাড়া কিছু নয়; আমি কিন্তু যখন ধার্মিক, তখন তোমার কাছে স্বীকারোক্তি আমার বেলায় তেমন ধর্মময়তা আরোপ না করা ছাড়া কিছু নয়, কেননা *তুমি, প্রভু, ধার্মিককে আশিসধন্য কর* বটে (সাম ৫:১৩), আগে কিন্তু সে অধার্মিক থাকতেই তুমি তাকে ধর্মময় করে তোল। এজন্য ঈশ্বর আমার, তোমার সামনে আমার স্বীকারোক্তি নীরব আবার নীরব নয়: কোলাহলে নীরব, ভক্তিতে উদাত্ত।

তুমি তো, প্রভু, আমার বিচার কর, কেননা *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে?* (১ করি ২:১১)। তথাপি মানুষের অন্তরে এমন কিছু রয়েছে, যা সেই মানবাত্মাও জানে না যে, তা তার অন্তরে রয়েছে। তুমি কিন্তু, প্রভু, সেই সমস্ত জান, কারণ তুমিই তাকে গড়েছ। অপরদিকে আমি তোমার সামনে নিজেকে যতই তুচ্ছ করি না কেন ও নিজেকে মাটি ও ছাই বলে মনে করি, তবুও তোমার সম্বন্ধে এমন কিছু জানি যা নিজের সম্বন্ধে জানি না।

*এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব* (১ করি ১৩:১২); এজন্য আমি যতদিন তোমা থেকে প্রবাসী আছি,

ততদিন তোমার চেয়ে নিজেরই কাছে আছি; অথচ আমি জানি তুমি সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয়। আমি কিন্তু নিজের বেলায় জানি না কোন্ পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে পারি আর কোনটার সামনে পারি না। তবু আমার প্রত্যাশা আছে, কারণ তুমি বিশ্বস্ত, আর তুমি চাও না আমরা আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে পরীক্ষিত হব; বরং আমরা যেন পরীক্ষা সহ্য করতে পারি তুমি সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে রেহাই পাবার উপায়ও দান কর।

তাই আমি নিজের সম্বন্ধে যা জানি, তা তোমার কাছে স্বীকার করব; যা জানি না, তাও স্বীকার করব; কেননা নিজের সম্বন্ধে যা জানি, তুমি আলো দেওয়ায়ই তা জানি; আর নিজের সম্বন্ধে যা জানি না, ততদিন পর্যন্ত তা জানব না যতদিন না আমার অন্ধকার তোমার শ্রীমুখের আলোতে মধ্যাহ্নের মত না হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - সাম ১৩৯:১, ২, ৭

*প্র* প্রভু, তুমি তো আমাকে তলিয়ে দেখ, আমাকে জান;

*উ* দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল।

*প্র* তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?

*উ* দূর থেকেই তুমি বুঝতে পার আমার চিন্তাসকল।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-২৩)

### যেরুশালেমে সন্ধি-মঞ্জুষা

সেসময়, দাউদ আবার ইস্রায়েলের সমস্ত বাছাই করা লোককে, ত্রিশ হাজার লোককে জড় করলেন। দাউদ ও তাঁর সঙ্গী সমস্ত লোক উঠে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা যুদার বায়ালা থেকে নিয়ে আসবার জন্য রওনা হলেন—মঞ্জুষাটির নাম 'খেরুবদের উপরে আসীন সেনাবাহিনীর প্রভু'। তাঁরা পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা নতুন গরুর গাড়িতে বসিয়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আবিনাদাবের বাড়ি থেকে বের করে আনলেন; আবিনাদাবের ছেলে উজ্জা ও আহিয়ো সেই নতুন গাড়ি চালাচ্ছিল। উজ্জা পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশাপাশি হয়ে চলছিল, আর আহিয়ো মঞ্জুষার আগে আগে চলছিল। দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল বীণা, সেতার, খঞ্জনি, জয়শৃঙ্গ ও করতালের ঝঙ্কারে প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নেচে নেচে ফুর্তি করছিলেন।

কিন্তু তাঁরা নাখোনের খামারে এসে পৌঁছলে উজ্জা হাত বাড়িয়ে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা ধরল, কারণ বলদগুলো তা টলিয়ে দিচ্ছিল। তখন উজ্জার উপর পরমেশ্বরের ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তার এই অপরাধের জন্য পরমেশ্বর সেইখানে তাকে আঘাত করলেন, আর সে সেইখানে পরমেশ্বরের মঞ্জুষার পাশে মারা গেল। প্রভু উজ্জার প্রতি কঠোরভাবে ব্যবহার করায় দাউদ মনঃক্ষুণ্ন হলেন, আর সেই জায়গার নাম পেরেস-উজ্জা রাখলেন —আজ পর্যন্তই এই নাম প্রচলিত।

দাউদ সেদিন প্রভুকে ভয় পেলেন, বললেন, 'প্রভুর মঞ্জুষা কেমন করে আমার কাছে আসবে?' তাই দাউদ স্থির করলেন, প্রভুর মঞ্জুষাটিকে তিনি দাউদ-নগরীতে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন না, গাথ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতেই তা আনিয়ে রাখলেন।

প্রভুর মঞ্জুষা গাথ-নিবাসী ওবেদ-এদোমের বাড়িতে তিন মাস থাকল, এবং প্রভু ওবেদ-এদোম ও তার বাড়ির সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

পরে দাউদকে বলা হল, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষার খাতিরে প্রভু ওবেদ-এদোমের বাড়ি ও তার সবকিছুই আশীর্বাদ করেছেন।' তাই দাউদ গিয়ে ওবেদ-এদোমের বাড়ি থেকে আনন্দের সঙ্গে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে নিয়ে এলেন। প্রভুর মঞ্জুষার বাহকেরা ছ' পা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একটা বলদ আর একটা নধর বাছুর বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। দাউদ প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের পায়ের উপরে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন; তাঁর কোমরে তখন সেই ক্ষোমের এফোদ বাঁধা ছিল। এইভাবে দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও শিঙার সুরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।

প্রভুর মঞ্জুষা দাউদ-নগরীতে প্রবেশ করার সময়ে শৌলের কন্যা মিখাল জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেন; প্রভুর সামনে দাউদ রাজাকে লাফালাফি করে নাচতে দেখে তিনি মনে মনে তাঁকে অবজ্ঞা করলেন। লোকেরা প্রভুর মঞ্জুষা ভিতরে এনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল, অর্থাৎ মঞ্জুষার জন্য দাউদ যে তাঁবু খাটিয়ে রেখেছিলেন, তারই মাঝখানে; এবং দাউদ প্রভুর সাক্ষাতে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন। আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ সেনাবাহিনীর প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন, এবং সকল লোকের মধ্যে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেই লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোককে একটা করে রুটি, এক টুকরো মাংস ও একটা করে কিশমিশের পিঠা বিতরণ করলেন; পরে সকল লোক যে যার ঘরে ফিরে গেল।

দাউদ তাঁর নিজের পরিবার-পরিজনদের আশীর্বাদ করার জন্য ফিরে আসছেন, এমন সময় শৌলের কন্যা মিখাল দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ইস্রায়েলের রাজা আজ কেমন সম্মানের পাত্র হয়েছেন! ঠিক যেন একটা তুচ্ছ মানুষের মতই তিনি আজ তাঁর অনুচারীদের দাসীদের সামনে পোশাক ছেড়ে দিয়েছেন!' দাউদ প্রতিবাদ করে মিখালকে বললেন, 'আমি সেই প্রভুরই সামনে নেচেছি, যিনি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক পদে আমাকে নিযুক্ত করার জন্য তোমার পিতা ও তাঁর সমস্ত কুলের চেয়ে আমাকেই বেছে নিয়েছেন। তাই প্রভুর সামনে আমি

নাচবই; এমনকি, এর চেয়ে নিজেকে আরও তুচ্ছ করব! তোমার দৃষ্টিতে আমি নিচু হব বটে, কিন্তু যে দাসীদের কথা তুমি বলেছ, তাদের কাছে আমি সম্মানের পাত্র হব।' আর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শৌলের কন্যা মিখালের সন্তান হল না।

**শ্লোক** - সাম ১৩২:৮-৯; ২৪:৭

*প্র* ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো, তুমি ও তোমার প্রতাপের সেই মঞ্জুষা, এসো;

*উ* তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক, তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।

*প্র* হে তোরণ, উত্তোলন কর শির, উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার! প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা।

*উ* তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক, তোমার ভক্তরা সানন্দে চিৎকার করুক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ৪১ নং সামসঙ্গীতে নবজন্মপ্রাপ্তদের প্রতি পুরোহিত সাধু যেরোমের উপদেশ থেকে পাঠ

**আমি অপরূপ পুণ্যাবাসের স্থানে যাব**

*হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ* (সাম ৪২:২)। সুতরাং, সেই হরিণেরা যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি আমাদের হরিণেরা—যারা মিশর থেকে ও সংসার থেকে দূরে চলে গিয়ে জলস্রোতে ফারাওকে হত্যা করেছে ও তার সৈন্যদলকে বাপ্তিস্মে নিমজ্জিত করেছে—শয়তানকে হত্যা ক'রে মণ্ডলীর জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় তথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।

পিতা যে জলের উৎস, একথা নবী যেরেমিয়ার পুস্তকে লেখা আছে: *তারা আমাকে —জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে, এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে, যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম* (যেরে ২:১৩)। পুত্র বিষয়ে আমরা অন্যত্র একথা পড়তে পারি: *তুমি প্রজ্ঞার উৎস ত্যাগ করেছ* (বারুক ৩:১২ লাতিন পাঠ্য)। শেষে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে লেখা আছে, *আমি যে জল দেব যে কেউ তা পান করবে, ... সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে*

*যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী* (যোহন ৪:১৪)। সুসমাচার-রচয়িতা এ পদ ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রভুর এ বাণী পবিত্র আত্মাকে লক্ষ করে। উল্লিখিত পদগুলো অধিক স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ দেয়, ত্রিত্ব-রহস্য হল মণ্ডলীর ত্রিবিধ উৎস।

তেমন জলের উৎসের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসের প্রাণও ব্যাকুল, দীক্ষিতের প্রাণ এ জলের উৎস বাসনা করে বলে, জীবন্ত জলের উৎস সেই পরমেশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর। কেননা ঈশ্বরকে দেখবার জন্য সেই প্রাণ শিথিল ছিল না, বরং গভীর বাসনায়ই তাঁর আকাঙ্ক্ষা করছিল, তাঁর জন্য তার তৃষ্ণা তীব্রই ছিল। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে বলছিল, *কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* (সাম ৪২:৩)। এই যে, তারা যা ইচ্ছা করছিল, তা পূর্ণতা লাভ করেছে; তারা এসেছে, তারা পরমেশ্বরের শ্রীমুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে: তারা বেদির সামনে ও ত্রাণকর্তার রহস্যের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করতে অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে ও জীবনের জলকুণ্ডে নবজন্মপ্রাপ্ত হয়ে তারা এখন ভরসার সঙ্গে বলে, আমি পরমেশ্বরের গৃহ পর্যন্ত অপরূপ পুণ্যাবাসের স্থানে এগিয়ে যাব (সাম ৪২:৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)। পরমেশ্বরের গৃহ হল মণ্ডলী: মণ্ডলীই সেই অপরূপ পুণ্যাবাস, কারণ সেই পুণ্যাবাসেই রয়েছে পুলক ও প্রশংসাগানের সুর, ও যারা ভোজে আসন নিয়েছে তাদের আনন্দগান (যেরে ৩:১১ দ্রঃ)।

তোমরা যারা খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ, ও আমাদের পথদিশারীর অনুসরণ করে ঐশবাণী দ্বারা এই সংসারের জলপ্রতাপের মধ্য থেকে বড়শিতে ধরা মাছের মত যাদের বের করে নেওয়া হয়েছে, তবে সেই তোমরা বল, আমাদের মধ্যে সবকিছুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তবিকই সমুদ্র থেকে বের করা মাছ মরে। কিন্তু সেই প্রেরিতদূতেরা এসংসার-সাগর থেকে আমাদের বের করে এনেছেন ও মাছের মত আমাদের ধরেছেন আমরা যেন মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারি। যতদিন সংসারে ছিলাম, ততদিন আমাদের চোখ গভীর অতলের দিকেই নিবদ্ধ ছিল, ও আমাদের জীবন কাদায় নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু ঊর্মিমালার হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেওয়ার পর আমরা সূর্য দেখতে শুরু করলাম, সত্যকার আলোর দর্শন পেতে শুরু করলাম, আর এখন অসাধারণ

আনন্দে বিমুগ্ধ হয়ে নিজের প্রাণকে বলি, *পরমেশ্বরের প্রত্যাশায় থাক—আমি আবার করবই তাঁর স্তুতিবাদ, তিনি আমার শ্রীমুখের পরিত্রাণ, আমার পরমেশ্বর* (সাম ৪২:৬)।

**শ্লোক** - সাম ২৭:৪

*প্র* প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—

*উ* আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।

*প্র* প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি, তাঁর মন্দির দর্শনে যেন মুগ্ধ হতে পারি;

*উ* আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-২১)

## এলিফাজের উপদেশ

তেমান-নিবাসী এলিফাজ একথা বললেন :

তোমাকে একবার যাচাই করলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়েছ!
অথচ কেইবা কথা বলা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে?
দেখ, তুমি অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছ,
আবার দুর্বলের হাতে বল যুগিয়ে দিয়েছ।
তোমার কথা ছিল পতনোন্মুখের নির্ভর,
আবার ভগ্ন হাঁটুতে তুমি বল সঞ্চার করেছ।
এখন তোমার পালা এসেছে, আর সহ্য হয় না তোমার,
এই প্রথম স্পর্শে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল!
তোমার ধর্মভাব, তা কি আর তোমার আস্থা নয়?
তোমার সদাচরণ, তা কি আর তোমার আশা নয়?
নির্দোষী হয়ে যার বিনাশ হয়েছে, এমন কার্ কথা তোমার মনে পড়ে?
কোথায়ই বা ঘটেছে ন্যায়নিষ্ঠদের উচ্ছেদ?
আমি তো দেখেছি, যে কেউ অধর্ম চাষ করে,
যে কেউ অমঙ্গল-বীজ বোনে, সে ঠিক তাই কাটে।
ঈশ্বরের একটা ফুৎকারে তাদের বিনাশ হয়,
তাঁর রোষের ফুৎকারে তাদের সংহার হয়।

সিংহ গর্জন করুক, যতই ভয়ঙ্কর হোক তার হুঙ্কার,
কিন্তু যুবসিংহের দাঁতের মত সবই ভেঙে যায়।
শিকারের অভাবে সিংহের মৃত্যু হল,
আর সিংহীর যত বাচ্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।
একটা গোপন কথা আমাকে জানানো হল,

মৃদু এক মর্মরধ্বনি আমার কানে এল।
রাত্রিকালে যখন দুঃস্বপ্ন মনকে দিশেহারা করে,
নিদ্রার ঘোর যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে,
এমন সময় সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ধরে ফেলল আমায়,
কম্পান্বিত করে তুলল আমার সকল হাড়;
কার্ যেন শ্বাস আমার মুখ দিয়ে বয়ে গেল,
শিহরে উঠল দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে!

কে যেন একজন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল
—তার চেহারা চিনতে পারলাম না;
হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়ানো;
আবার মৃদু এক মর্মরধ্বনি …, তারপর আমি এক কণ্ঠস্বর শুনলাম:
'মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় হতে পারে?
কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান;
তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,
ধুলায় যার ভিত, কীট কামড়ালেই যার পতন,
তাদের কী দশা হবে?

সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই চূর্ণ হয়ে
তারা চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়—তাদের প্রতি আর কারও চিন্তা নেই!
তাদের তাঁবুর গোঁজ কি উপড়ে ফেলা হয় না?
হ্যাঁ, তারা মরে, কিন্তু প্রজ্ঞা-বঞ্চিত হয়ে!'

শ্লোক - যোব ৪:১৭-১৮; রো ৩:২৩, ২৫

℣ মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের সামনে ধর্মময় হতে পারে? কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?

℣ দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না, নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান।

℟ সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত, যেন তিনি তাঁর আপন ধর্মময়তা দেখাতে পারেন।

℣ দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না, নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ৪৩, ৬৮-৭০)

**প্রভু, তোমার উপর আমার দুশ্চিন্তা ফেলে দিই, যাতে বাঁচি**

তোমার রহস্যময় করুণায় যে সত্যকার মধ্যস্থকে তুমি বিনম্রদের কাছে প্রকাশ করেছ, ও প্রেরণ করেছ যাতে তাঁর আদর্শে তারা তাঁর বিনম্রতা শিখতে পারে, ঈশ্বর ও *মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট* (১ তি ২:৫) মরণশীল পাপীদের মাঝে অমর ধর্মময় বলে আবির্ভূত হলেন—মানুষের সঙ্গে মরণশীল, ঈশ্বরের সঙ্গে ধর্মময়। আর যেহেতু জীবন ও শান্তিই হল ধর্মময়তার ফল, সেজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁর ধর্মময়তা গুণে তিনি ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ভক্তিহীনদের সেই মৃত্যু বাতিল করে দিলেন যা তাদের সঙ্গে তিনি সাধারণ অধিকার বলে ভোগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। হে মঙ্গলময় পিতা, আমাদের তুমি কতই না ভালবেসেছ যে তোমার নিজের পুত্রকে রেহাই দাওনি (আদি ২২:১২ দ্রঃ), বরং ভক্তিহীন এই আমাদের জন্য সঁপে দিলে! আমাদের তুমি কতই না ভালবেসেছ যে, আমাদের জন্য তিনি *তোমার সঙ্গে আপন সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না, বরং ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৬, ৮)। মৃতদের মধ্যে কেবল তিনিই স্বাধীন—তিনি, *আপন প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অধিকার যাঁর আছে, আর পুনরায় তা লাভ করার অধিকার যাঁর আছে* (যোহন ১০:১৮), তিনি আমাদের জন্য তোমার কাছে বিজয়ী ও বলি—বলি হওয়ায়ই বিজয়ী; আমাদের জন্য তোমার কাছে যাজক ও যজ্ঞ—যজ্ঞ হওয়ায়ই যাজক; এবং তোমার কাছ থেকে

জন্ম নেওয়ায় ও তোমার প্রতি দাসত্ব স্বীকার করায় তোমার জন্য তিনি দাস এই আমাদের সন্তান করে তুললেন।

ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁর উপর আমার প্রত্যাশা রয়েছে, কারণ যিনি তোমার ডান পাশে আসীন ও *আমাদের হয়ে অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৬), তাঁরই দ্বারা তুমি আমার সমস্ত রোগ নিরাময় করবে—অন্যথা আমি নিরাশ হতাম! কেননা আমার রোগ বহু ও বিরাট, তবু তোমার ঔষধ সেগুলির চেয়ে মহান। বাণী মাংস না হলে ও আমাদের মাঝে বাস না করলে তবে আমরা মনে করতে পারতাম, তোমার সেই বাণী মানুষের সহভাগিতা থেকে দূরবর্তী, ফলে আমরা নিরাশ হতাম। আমার নিজের পাপরাশি ও আমার হীনাবস্থা দ্বারা সন্ত্রাসিত হয়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, প্রান্তরে পালিয়ে যাব; তুমি কিন্তু বারণ করে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, *তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন* (২ করি ৫:১৫)।

দেখ, প্রভু, আমি তোমার উপর আমার দুশ্চিন্তা ফেলে দিই যাতে বাঁচি, আর *তোমার বিধানের অপরূপ কীর্তি ধ্যান করব* (সাম ১১৯:১৮ লাতিন পাঠ্য)। তুমি তো আমার দক্ষহীনতা ও আমার দুর্বলতা জান; আমাকে শিক্ষাদান কর, আমাকে সুস্থ কর। তোমার সেই একমাত্র পুত্র *যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (কল ২:৩), তিনি তো নিজের রক্তমূল্যেই আমাকে মুক্ত করলেন। *গর্বোদ্ধতরা যেন আমাকে অত্যাচার না করে* (সাম ১১৯:১২২), কারণ আমি আমার মুক্তিলাভের মূল্যের কথা ভাবি, এবং *যারা খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে ও প্রভুর সেই অন্বেষী সকল যারা তাঁর প্রশংসা করবে* (সাম ২২:২৭), সেই সকলের মাঝে আমি তাঁকে খাই ও পান করি, তাঁর অন্বেষণ করি, দীনহীন এই আমি তাঁকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করি।

শ্লোক - সাম ৯৪:২২; ১১৮:১৪

প্র প্রভুই আমার দুর্গ,

উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়।

প্র প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

উ আমার পরমেশ্বরই আমার শৈলাশ্রয়।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-২৫)

**নাথানের মশীহমুখী ভাববাণী**

সেসময়, যখন রাজা নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, এবং প্রভু চারপাশের সমস্ত শত্রু থেকে তাঁকে স্বস্তি দিলেন, তখন রাজা নবী নাথানকে বললেন, 'দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরে পড়ে রয়েছে।' নাথান রাজাকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ প্রভু আপনার সঙ্গে আছেন।'

কিন্তু সেই রাতে প্রভুর বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কি আমার জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলবে যেখানে আমি বাস করতে পারি? ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, শুধু একটা তাঁবু, হ্যাঁ, একটা আচ্ছাদনের নিচে থেকেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব,

সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে অত্যাচার না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি যত শত্রু থেকে তোমাদের মুক্ত করে বিশ্রাম দেব। তাছাড়া প্রভু তোমাকে এই কথাও বলছেন যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শয়ন করবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার ঔরসজাতই একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; সে অন্যায় করলে আমি, যেভাবে মানুষেরা বেত মেরে শাস্তি দেয় ও কশাঘাত করে, তেমনি তাকে শাসন করব; কিন্তু যাকে আমি তোমার সামনে থেকে দূর করেছি, সেই শৌলের কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তোমার কুল ও তোমার রাজ্য আমার সামনে চিরস্থায়ী হবে; তোমার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

তখন দাউদ রাজা ভিতরে গিয়ে প্রভুর সাক্ষাতে বসলেন; তিনি বললেন, 'প্রভু পরমেশ্বর, আমি কে, আমার কুলই বা কি যে তুমি আমাকে এতখানি এগিয়ে এনেছ? অথচ তোমার দৃষ্টিতে, প্রভু পরমেশ্বর, তাও বুঝি অতি সামান্য ব্যাপার মনে হল, যার জন্য ভাবীকালে তোমার দাসের কুলের কথাও তুমি বলেছ। প্রভু পরমেশ্বর, মানুষের পক্ষে এ তো নিয়ম! এই দাউদ তোমাকে আর কী বলবে? প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো তোমার আপন দাসকে জান। তুমি তোমার আপন বাণীর খাতিরে ও তোমার হৃদয় অনুসারে এই সমস্ত মহাকর্ম সাধন করে তোমার দাসকে তা জানিয়ে দিয়েছ। প্রভু পরমেশ্বর, তুমি সত্যি মহান; কারণ তোমার মত কেউই নেই, আর তুমি ছাড়া অন্য পরমেশ্বর নেই, ঠিক যেভাবে আমরা নিজেদের কানে শুনেছি। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ একটি জাতি তোমার জনগণ ইস্রায়েলের মত? পরমেশ্বরই তো তাকে তাঁর আপন জনগণ করার জন্য এবং তাঁর আপন নাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুক্তিকর্ম সাধন করতে

এসেছিলেন। তুমি তাদের পক্ষে মহা মহা কাজ ও তোমার আপন দেশের পক্ষে নানা ভয়ঙ্কর কর্ম তোমার জনগণের সামনে সাধন করেছিলে, তাদের তুমি মিশর থেকে, জাতিগুলি ও দেবতাদের হাত থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলে; কারণ তুমি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চিরকালের জন্য তোমার আপন জনগণ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছ; তুমিই, প্রভু, তাদের পরমেশ্বর হয়েছ। এখন, প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাস ও তার কুল সম্বন্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছ, তা চিরকালের মত স্থির কর; যেমন বলেছ, সেইমত কর।'

**শ্লোক** - লুক ১:৩০-৩৩; সাম ১৩২:১১ দ্রঃ

*প্র* দূত মারীয়াকে বললেন: গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে; প্রভু তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন,

*উ* আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

*প্র* প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব।

*উ* আর তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পবিত্রজনদের পূর্বনিরূপণ' থেকে পাঠ (১৫:৩০-৩১)

**সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত**

*ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট* (১ তি ২:৫), সেই স্বয়ং ত্রাণকর্তাই পূর্বনিরূপণ ও অনুগ্রহের উজ্জ্বলতম আলো। কর্ম ও বিশ্বাসের কোন্ পূর্ব পুণ্যফল দ্বারাই বা তাঁর মানবস্বরূপ তাঁকে তেমন মর্যাদা অর্জন করতে দিল? দয়া করে, আমাকে উত্তর দেওয়া হোক: এই যে মানুষকে সনাতন পিতার সঙ্গে সনাতন বাণী দ্বারা ব্যক্তির ঐক্যে ধারণ করা হয়েছে, এই মানুষ কেমন করে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলেন? নিজের আগে তিনি কোন্ পুণ্যকর্ম উপস্থাপন করেছিলেন? পূর্বকালে তিনি কীবা করেছিলেন, কিসেতে বিশ্বাস করেছিলেন, তেমন অবর্ণনীয় মহত্ত্ব অর্জন করার জন্য তিনি কী যাচনা করেছিলেন? ঐশবাণী যাঁকে মানবরূপে সৃষ্টি ও ধারণ

করলেন, যে ক্ষণে তিনি অস্তিত্ব পেলেন সেই একই ক্ষণ থেকেই তিনি কি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রও হতে শুরু করলেন? 'অনুগ্রহে পূর্ণা' যিনি (লুক ১:২৮ দ্রঃ), সেই মারীয়া কি তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলেই গর্ভধারণ করলেন?

একথা সুস্পষ্ট হোক যে, আমাদের মাথা-খ্রিষ্টেই সেই অনুগ্রহের উৎস বিরাজিত যা তাঁর কাছ থেকে এক একজনের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে তাঁর সমস্ত অঙ্গে বিস্তার লাভ করে। সেই যে অনুগ্রহ যা দ্বারা সমস্ত মানুষ বিশ্বাসের সূত্রপাতে খ্রিষ্টিয়ান হয়, তা সেই একই অনুগ্রহ যা গুণে সেই মানুষ জীবনের সূত্রপাতে খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন; সেই যে আত্মা যাঁর থেকে মানুষ নবজন্ম লাভ করে, তিনি সেই একই আত্মা যাঁর থেকে খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন; সেই যে আত্মা আমাদের অন্তরে পাপ ক্ষমা করেন, তিনি সেই একই আত্মা যিনি খ্রিষ্টকে পাপমুক্ত করলেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন তিনি কী সাধন করতে যাচ্ছিলেন: আর ঠিক এই তো পবিত্রজনদের সেই পূর্বনিরূপণ যা ঠিক পবিত্রজনদের সেই পবিত্রজনে সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। সত্যবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে কীভাবে একথা অস্বীকার করা যায়? কেননা আমরা জানতে পেরেছি, স্বয়ং গৌরবের প্রভু মানুষ বলেই ঈশ্বরের পুত্র হয়ে উঠলেন, তিনি নিজেই পূর্বনিরূপিত হয়েছিলেন: *… তাঁর সেই আপন পুত্র যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত, পবিত্রতার আত্মা অনুসারে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে নিযুক্ত—আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট* (রো ১:৩-৪), কেননা তিনি পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। আর এই তো মানুষের সেই বিশেষ উন্নয়ন যা ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অনির্বচনীয় ভাবে সাধিত হয়েছে যাতে উপযুক্ত ভাবে ও সত্যিকারে তিনি একাধারে ঈশ্বরপুত্র ও মানবসন্তান বলে অভিহিত হতে পারেন: ধারণ করা মানবস্বরূপ অনুসারে তিনি মানবসন্তান, তিনি আবার ঈশ্বরপুত্র, কারণ যিনি মানবস্বরূপ ধারণ করছিলেন তিনি ছিলেন সেই একজাত পরমেশ্বর। এসব কিছু ঘটেছে যাতে আমরা চতুষ্টয় নয়, ত্রিত্বেই বিশ্বাস করি।

মানবস্বরূপের এ উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন এমন ভাবে পূর্বনিরূপিত হয়েছিল যাতে এর চেয়ে উচ্চতর উন্নয়ন না থাকতে পারে; একই প্রকারে, ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত মানব-দুর্বলতার সঙ্গে মানবস্বরূপ গ্রহণ করায় ঈশ্বরত্বও আমাদের জন্য এর চেয়ে নিচে নিজেকে নমিত

করতে পারতেন না। সুতরাং, যেমন তিনিই কেবল আমাদের মাথা হতে পূর্বনিরূপিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরা অনেকেই তাঁর অঙ্গ হতে পূর্বনিরূপিত হয়েছি। এই পর্যায়ে আদমের অপরাধের দরুন হারানো মানব-পুণ্যফলের কথা উল্লেখযোগ্য নয়, সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহই বরং রাজত্ব করুক, যে অনুগ্রহ প্রভুত্ব করে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে, যিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, যিনি নিজে একমাত্র প্রভু। এমন কেউ যদি থাকে যে, আমাদের মাথায় সেই পুণ্যফল আবিষ্কার করতে পারবে যা তাঁর বিশেষ জন্মের পূর্ববর্তী, তাহলে সে তাঁর অঙ্গ এই আমাদের মধ্যে সেই পুণ্যফলের খোঁজ করুক যা অবিরত নবজন্মের পূর্ববর্তী।

**শ্লোক** - গা ৪:৪-৫; এফে ২:৪; রো ৮:৩ দ্রঃ

*প্র* যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন,

*উ* যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।

*প্র* ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে আপন পুত্রকে পাঠালেন,

*উ* যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-২৭)

## ঈশ্বরের সংশোধন অগ্রাহ্য করো না

এলিফাজ বলে চললেন :

তবে ডাক দেখি ! কেউ কি তোমাকে সাড়া দেবে ?
পুণ্যজনদের মধ্যে কার্ শরণ তুমি নেবে ?
কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।
আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,
কিন্তু আমি তার আবাসের উপরে অকস্মাৎ অভিশাপ নামিয়ে আনলাম।
তার সন্তানেরা সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত,
নগরদ্বারে তারা অত্যাচারিত—উদ্ধারকর্তা কেউ নেই।
ক্ষুধিত মানুষ তার শস্য খেয়ে ফেলে,
কাঁটাঝোপের বেড়া ভেঙে তারা সেইসব কেড়ে নেয় ;
লোভী যত মানুষ তার সম্পদ চুষে খায়।

কারণ অমঙ্গল যে ধুলা থেকে উদ্গত হয়, তা কখনও হয় না,
দুর্দশাও মাটি থেকে গজিয়ে ওঠে না ;
মানুষই বরং তার নিজের দুর্দশার উদ্ভব ঘটায়,
ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বের দিকে উড়ে যায়।
কিন্তু আমি, আমি তো সহায়ক বলে ঈশ্বরেরই অন্বেষণ করতাম,
পরমেশ্বরেরই হাতে আমার পক্ষসমর্থনের ভার তুলে দিতাম ;
তাঁরই হাতে, যিনি এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা গণনার অতীত,
যিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।
তিনি তো পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন,
মাঠের উপর জলবর্ষণ করেন।

তিনি অবনমিতদের তুলে আনেন,
শোকার্তদের সমৃদ্ধিতে উন্নীত করেন ;
তিনি কুটিলদের ভাবনা ব্যর্থ করেন,
তাই তাদের হাত সেই মতলব সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে।
তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন,
বাঁকা-মনদের ষড়যন্ত্র বিফল করেন।

তাই তারা দিবালোকেও অন্ধকারের মুখে পড়ে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিবেলার মত হাঁতড়ে বেড়ায়।
কিন্তু তিনি ওদের কবল থেকে অত্যাচারিতকে ত্রাণ করেন,
শক্তিশালীদের হাত থেকে নিঃস্বকে বাঁচান।
তখন দীনহীনের জন্য আশা ফুটে ওঠে,
অধর্ম নিজের মুখ বন্ধ করে।
আহা, সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয় ;
তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না ;
কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন ;
তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।
তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন,
সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না ;
দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন,
যুদ্ধের দিনে খড়্গের আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।

জিহ্বার কশাঘাত থেকে তুমি আশ্রয় পাবে,
বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।
বিনাশ ও দুর্ভিক্ষ হবে তোমার হাসির বিষয়,
বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না ;
হ্যাঁ, মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি হবে,
হিংস্র পশুরাও তোমার পাশে শান্তিতে থাকবে।

তুমি এতে নিশ্চিত হবে যে, তোমার তাঁবু বিপদমুক্ত,
পরিদর্শন করে তুমি দেখবে যে, তোমার মেষঘেরি নিরাপদ।
তুমি দেখতে পাবে, তোমার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে উঠছে।
সময় হলে যেমন শস্যের আঁটি জমা হয়,
পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে।
দেখ, আমরা এসব কিছু লক্ষ করেছি, আর আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা-ই।
তেমন কথা শোন; নিজেই সুবিবেচক হয়ে উঠবে।

**শ্লোক** - যোব ৫:১৭-১৮; প্রকাশ ৩:১৯

*প্র* সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়; তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না,

*উ* কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

*প্র* যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর;

*উ* কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ১:১–২:৩)

**আমি যেন আমার চিন্তা ও কথার সেবা**
**তোমার কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি**

প্রভু, শাশ্বতকাল যখন তোমারই, তখন আমি যা তোমাকে বলছি, তুমি কি তা জান না? কিংবা কালের গণ্ডিতে যা ঘটে তুমি কি তা সাময়িক ভাবেই দেখ? তাহলে আমি কেনই বা তোমার কাছে এতগুলো জিনিসের বিবরণ দিচ্ছি? আমার দ্বারাই তা তুমি যেন জানতে পার, এর জন্য নয় বটে, আমি বরং যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি জাগাই, আর

যারা আমার এ কথা পড়বে তারা সকলে যেন বলে, *প্রভু মহান, তিনি মহাপ্রশংসার যোগ্য* (সাম ৪৮:২; ৯৬:৪; ১৪৫:৩)। আমি বারবার বলেছি ও এখনও বলব, তোমার প্রতি ভালবাসার খাতিরেই আমি এসব কিছু করছি। বস্তুতপক্ষে আমরা প্রার্থনা করে থাকি বটে, অথচ তোমার সত্য বলেছিলেন, *তোমাদের কী কী প্রয়োজন, তোমরা যাচনা করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন* (মথি ৬:৮)।

তাই তোমার কাছে আমাদের দুর্দশার কথা ও আমাদের প্রতি তোমার দয়ার কথা স্বীকার করায় আমরা তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি ব্যক্ত করি, যাতে তুমি যা শুরু করেছ তা সম্পন্ন করে আমাদের নিঃশেষেই মুক্ত কর, ফলে আমরা যেন নিজেদের বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ক্ষান্ত হই ও তোমাতে সুখী হতে পারি, কারণ তুমি আত্মায় দীনহীন, কোমলপ্রাণ, অশ্রুপূর্ণ, ন্যায়ের জন্য ক্ষুধিত ও পিপাসিত, দয়াবান, উদারমনা ও শান্তিপ্রিয় হতেই আমাদের আহ্বান করেছ। দেখ, আমি তোমার কাছে অনেক কিছু বর্ণনা করেছি—যেগুলো পেরেছি ও যেগুলো ইচ্ছা করেছি, কেননা তুমিই প্রথম ইচ্ছা করেছ আমি তোমার কথা স্বীকার করে বলব, *প্রভু, আমাদের প্রভু, তুমি কতই না মঙ্গলময়; তোমার দয়া চিরস্থায়ী* (সাম ১০৬, ১০৭, ১১৮:১ দ্রঃ)।

কবেই বা আমি আমার কলমের ভাষায় তোমার সমস্ত আমন্ত্রণ, তোমার সমস্ত সন্ত্রাস, সান্ত্বনা ও শাসন বর্ণনা করতে পারব, যা দিয়ে তুমি তোমার বাণী প্রচার করতে ও তোমার জনগণের কাছে তোমার পবিত্র সাক্রামেন্ত বিতরণ করতে আমাকে চালিত করেছ? আর যদিও তন্ন তন্ন করে সব কিছু বর্ণনা করতে পারি, তবু সময়ের এক একটা ক্ষণ আমার কাছে অত্যন্ত দামী লাগবে। আমার অনেক দিনের গভীর বাসনা: আমি তোমার বিধান ধ্যান করে থাকব, সেই বিধানে আমার জ্ঞান ও আমার অজ্ঞতা, তোমার আলোকদানের সূত্রপাত ও আমার অন্ধকারের শেষাংশের কথা তোমার কাছে স্বীকার করব—যতক্ষণ না আমার দুর্বলতা তোমার শক্তি দ্বারা কবলিত হয় (২ করি ৫:৪ দ্রঃ)। তাছাড়া দেহকে উপযুক্ত আরাম ও মনকে পুষ্টি দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা, এবং মানুষের সেবা—সেই সেবা আবশ্যক হোক কি অনাবশ্যক হোক তবু যে সেবা দান করি—এ সমস্ত কিছুর জন্য ছাড়া যত সময় বাঁচাতে পারি, আমি তত সময় সেই ধ্যানে ব্যতীত অন্য কিছুতেই অতিবাহিত করতে চাই না।

হে প্রভু পরমেশ্বর আমার, আমার প্রার্থনা কান পেতে শোন; তোমার দয়া আমার বাসনায় সাড়া দিক, কারণ তেমন বাসনা কেবল আমার জন্যই উদ্দীপ্ত নয়, ভ্রাতৃপ্রেমের কাছেই বরং বাসনাটি উপকারী হতে চায়; আর তুমি আমার হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করে জান, আমার একথা সত্য। আহা, আমি যেন আমার চিন্তা ও কথার সেবা তোমার কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি; তোমার কাছে যা উৎসর্গ করব, তুমিই আমাকে তাই দান কর; কেননা *আমি নিঃস্ব ও দীনহীন; কিন্তু যারা তোমাকে ডাকে তাদের প্রতি তুমি ধনবান* (সাম ৮৬:২, ৫)—তুমি যে নিশ্চিন্তেই আমাদের যত্ন করে থাক। আমার বাহ্যিক ও আন্তরিক ওষ্ঠ থেকে যত স্পর্ধা ও যত মিথ্যা উচ্ছেদ কর। তোমার শাস্ত্রবাণীই হোক আমার পুণ্য আনন্দ—সেই বাণীর মধ্যে আমার যেন পতন না হয়, আবার তা দ্বারাও যেন আমার পতন না হয়। প্রভু, ফিরে চাও, দয়া কর; হে প্রভু ঈশ্বর আমার, তুমি যে অন্ধদের আলো ও দুর্বলদের শক্তি ও একই সময়ে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের আলো ও শক্তিশালীদের শক্তি, আমার আত্মার দিকে মুখ ফিরে চাও; গভীর তলদেশ থেকে যে তোমাকে ডাকছে, শোন গো তার ডাক!

**শ্লোক** - সাম ৬১:২-৩, ৬

*প্র* আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।

*উ* পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

*প্র* কারণ তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রতসকল, যারা ভয় করে তোমার নাম, তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায়।

*উ* পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-১৭, ২৬-২৭)

## দাউদের পাপ

নববর্ষ শুরু হলে রাজারা যখন আবার রণ-অভিযানে বের হন, সেসময়ে দাউদ যোয়াবকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য অধিনায়ককে ও গোটা ইস্রায়েলকে যুদ্ধে পাঠালেন; তারা গিয়ে আম্মোনীয়দের এলাকা ধ্বংস করে রাব্বা অবরোধ করল; কিন্তু দাউদ নিজে যেরুশালেমে রইলেন।

একদিন এমনটি ঘটল যে, বিকালবেলায় দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় ছাদ থেকে দেখতে পান যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করছে; স্ত্রীলোকটি দেখতে খুবই সুন্দরী। দাউদ তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লোক পাঠালেন। একজন বলল, 'এ তো বেথশেবা, এলিয়ামের মেয়ে, হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী!' তখন দাউদ দূত পাঠিয়ে তাকে আনালেন, আর সে তাঁর কাছে এলে তিনি তার সঙ্গে শুইলেন; অথচ মেয়েটি ঠিক তখনই ঋতুস্নান করে নিজেকে শুচি করেছিল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গেল। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হল; সে লোক পাঠিয়ে দাউদকে জানিয়ে দিল, 'আমি গর্ভবতী।'

তখন দাউদ যোয়াবের কাছে লোক পাঠিয়ে এই হুকুম দিলেন, 'হিত্তীয় উরিয়াকে আমার কাছে পাঠাও।' যোয়াব দাউদের কাছে উরিয়াকে পাঠালেন। উরিয়া তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলে দাউদ তার কাছ থেকে যোয়াব ও লোকদের খবর নিলেন, এবং যুদ্ধ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর দাউদ উরিয়াকে বললেন, 'এবার যাও, ঘরে গিয়ে পা ধুয়ে নাও।' উরিয়া প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তার পিছু পিছু রাজার খাবারের একটা অংশ পাঠানো হল। কিন্তু উরিয়া তার প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে প্রাসাদের ফটকের কাছে শুয়ে ঘুমাল, বাড়ি গেল না। কথাটা দাউদকে জানানো হল, তাঁকে বলা হল,

‘উরিয়া বাড়ি যায়নি।’ দাউদ উরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি এইমাত্র যাত্রাপথ করে আসনি? তবে কেন বাড়ি যাওনি?’ উত্তরে উরিয়া দাউদকে বলল, ‘মঞ্জুষা, ইস্রায়েল ও যুদা আচ্ছাদনের নিচে বাস করছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর সৈন্যেরা খোলা মাঠে ছাউনি করে আছেন; তবে আমি কি খাওয়া-দাওয়া করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শুতে নিজের ঘরে যেতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্যি! আমি এমন কিছু করব না।’ দাউদ উরিয়াকে বললেন, ‘তুমি আজও এখানে থাক, আগামীকাল তোমাকে যেতে দেব।’ তাই উরিয়া সেদিন ও পরদিন যেরুশালেমে থাকল। আর দাউদ তাকে নিজের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করে তাকে মাতাল করলেন; সন্ধ্যাবেলায় সে বের হয়ে তাঁর প্রভুর অনুচারীদের সঙ্গে তার বিছানায় শুতে গেল, বাড়ি গেল না। সকালে দাউদ যোয়াবকে একটা পত্র লিখে উরিয়ার হাতে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ‘তোমরা উরিয়াকে সৈন্যদলের পুরোভাগেই রাখ, যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেইখানে! পরে তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এসো, যেন সে শত্রুর আঘাতে মারা পড়ে।’ তখন যোয়াব, যিনি শহর অবরোধ করছিলেন, উরিয়াকে এমন জায়গায় নিযুক্ত করলেন, যেখানে তিনি জানতেন, সেইখানে শত্রুপক্ষের বীরযোদ্ধারা রয়েছে। শহরের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যোয়াবকে আক্রমণ করল; তখন সৈন্যদলের ও দাউদের রাজরক্ষীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক প্রাণ হারাল; হিত্তীয় উরিয়াও মারা পড়ল।

উরিয়ার স্ত্রী তার স্বামী উরিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে তার গৃহপতির জন্য শোকপালন করল। শোকপালনের দিনগুলি পার হয়ে যাওয়ার পর দাউদ লোক পাঠিয়ে তাকে নিজের বাড়িতে তুলে আনালেন। সে তাঁর স্ত্রী হল, ও তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। কিন্তু দাউদ যা করেছিলেন, তা প্রভুর দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল।

**শ্লোক** - ২ শামু ১২:৯; যাত্রা ২০:২, ১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গ দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ।

*উ* তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?

*প্র* আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন: তুমি নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না।

☞ তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করেছ?

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (১ম ধর্মশিক্ষা ২-৩, ৫-৬)

**প্রসন্নতার সময়ে তোমার পাপ স্বীকার কর**

পাপের দাস এমন কেউ থাকলে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে তৎপর হয়ে দত্তকপুত্রত্বের নবজন্ম লাভে স্বাধীন হতে নিজেকে প্রস্তুত করুক, এবং পাপের অমঙ্গলজনক দাসত্ব ত্যাগ করে ও প্রভুর মঙ্গলজনক দাসত্ব গ্রহণ করে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হোক। যে পুরানো মানুষ ভুলভ্রান্তির কামনা অনুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত, স্বীকারোক্তি দ্বারা তোমরা তাকে ত্যাগ কর, যাতে সেই নবীন মানুষকে পরিধান করতে পার, যে মানুষ তাঁরই জ্ঞানলাভে নবীকৃত হয় যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অগ্রিম দান লাভ কর, তোমরা যেন স্বর্গীয় আবাসে গৃহীত হতে পার। আত্মিক মুদ্রাঙ্কন পাবার জন্য এগিয়ে এসো, যেন প্রভু তোমাদের সহজে চিনতে পারেন। খ্রিষ্টের পবিত্র ও আত্মিক পালের কাছে এগিয়ে এসো, যাতে একদিন তাঁর ডান পাশে স্থান পেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা সেই জীবন অর্জন করতে পার।

কেননা যাদের গায়ে পাপের রূঢ় পোশাক এখনও লাগানো রয়েছে, তাদের বাঁ পাশেই দাঁড়াতে হবে, কারণ খ্রিষ্টের দ্বারা *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনে* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়, তারা ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের ধারে আসেনি। আমি অবশ্য দেহের নবজন্মের কথা নয়, আত্মারই আত্মিক জন্মের কথা বলছি। বস্তুতপক্ষে দেহ দৃশ্যময় পিতামাতা দ্বারাই জন্মলাভ করে, আত্মা কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই নবজন্ম লাভ করে, কেননা *আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়* (যোহন ৩:৮)। তবেই তুমি যোগ্য হয়ে উঠলে নিজের উদ্দেশে উচ্চারিত এবাণী শুনতে পাবে, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস* (মথি ২৫:২৩),—অবশ্যই, তোমার বিবেকে যদি অশুচিতার লেশমাত্র পাওয়া না যায়।

কেননা উপস্থিতদের মধ্যে এমন কেউ যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচাই করতে আশা করে, সে নিজেকেই ভোলায় ও এ সমস্ত কিছুর শক্তি জানে না। হে মানুষ, যিনি অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করেন, তাঁর খাতিরে তোমার আত্মা সরল ও প্রতারণামুক্ত হোক।

বর্তমান কাল স্বীকারোক্তির কাল। কথায় কি কাজে, রাতে কি দিনে যা যা করেছ, তা স্বীকার কর। *প্রসন্নতার সময়ে এসব স্বীকার কর, ও পরিত্রাণের দিনে* (২ করি ৬:২) স্বর্গীয় ধন গ্রহণ কর। তোমার পাত্র পরিষ্কার কর, যাতে তা অধিক অনুগ্রহ ধারণ করতে পারে; কেননা পাপের ক্ষমা সকলকে সমানভাবেই দান করা হয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার সহভাগিতা প্রত্যেকজনের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারেই মঞ্জুর করা হয়। তুমি যদি কম পরিশ্রম করে থাক, কম পাবে; কিন্তু যদি বেশি কাজ করে থাক, মজুরি প্রচুরই হবে। তুমি যখন নিজের জন্যই দৌড় দিচ্ছ, তখন তোমার যা উপকার তাই হোক তোমার লক্ষ্য।

যদি কারও বিরুদ্ধে তোমার কিছু থাকে, ক্ষমা কর। পাপক্ষমা লাভের জন্য তুমি নিজে যখন এগিয়ে আসছ, তখন এ প্রয়োজন যে, তোমার প্রতি কেউ পাপ করলে তুমিও তাকে ক্ষমা করবে।

**শ্লোক** - প্রবচন ২৮:১৩; ১ যোহন ১:৯ দ্রঃ

*প্র* নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না।

*উ* নিজেকে যে পাপী বলে স্বীকার করে ও পাপ ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

*প্র* আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

*উ* নিজেকে যে পাপী বলে স্বীকার করে ও পাপ ত্যাগও করে, সে করুণা পাবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-৩০)

## অবসন্ন ও ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত যোবের উত্তর

যোব উত্তরে এলিফাজকে বললেন :

হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার,
তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা,
তবে তা নিশ্চয় সমুদ্রের বালুকার চেয়েও ভারী হত!
এজন্যই আমার কথা এখন অসংলগ্ন,
কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ,
ফলে আমার আত্মা পান করছে সেগুলোর বিষ,
আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিভীষিকা শ্রেণিবদ্ধ।
বন্য গাধা ঘাস পেলে কি কখনও চিৎকার করে?
জাব সামনে থাকলে বলদ কি কখনও ডাকে?
স্বাদ নেই এমন খাদ্য কি কখনও লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
ডিমের শ্বেতাংশের কি কিছু স্বাদ আছে?
আমার মুখ যা স্পর্শ করতে রাজি নয়,
তা-ই এখন আমার বিতৃষ্ণাজনক খাদ্য।

আহা, আমার যাচনায় যদি সাড়া দেওয়া হত!
আমার প্রত্যাশা যদি ঈশ্বর পূরণ করতেন!
আহা, প্রীত হয়ে ঈশ্বর যদি আমায় চূর্ণ করতেন,
হাত বাড়িয়ে যদি আমাকে উচ্ছেদ করতেন!
তবে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম,
নির্মম যন্ত্রণায়ও আমি উল্লাস করতাম,
কারণ সেই পবিত্রজনের কোনও বাণী আমি অস্বীকার করিনি।

কিন্তু আমার বল কী যে, আমি প্রতীক্ষা করে যাব?

আমার পরিণাম কী যে, আমার আয়ু প্রসারিত করব?
আমার বল কি কঠিন পাথরের বল?
আমার দেহমাংস কি ব্রঞ্জের তৈরী?
যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার?
সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?
শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর সহানুভূতি কর্তব্য,
নইলে সে সর্বশক্তিমানের ভয় প্রত্যাখ্যান করবে।
আমার ভাইয়েরা নিজেদের পরিচয় দিল,
তারা জলস্রোতের মত প্রবঞ্চক,
উপত্যকার খাদনদীর মত ভাস্যমান;
হিমের জন্য সেই স্রোত কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তুষার গলে গেলে ফুলে ওঠে,
কিন্তু গরমের দিন এলেই তার কোন চিহ্ন আর থাকে না,
রোদের তাপে নিজ নদীগর্ভ থেকেও মিলিয়ে যায়।
তার খোঁজে যাত্রীরা যাত্রার পথ ছাড়ে,
মরুপ্রান্তরের ভিতরে এগিয়ে যায়,
আর তখন তাদের বিনাশ হয়।

তেমার যাত্রীরা সেদিকে তাকায়,
শেবার পথচারীরা সেগুলোর উপরে প্রত্যাশা রাখে,
কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শুধু নিরাশাই জন্মায়,
সেখানে এসে পৌঁছে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।
তবে এ কি তোমাদের অস্তিত্ব? না!
আমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ভয় পাচ্ছ।
আমি কি বলেছি, আমাকে একটা কিছু দাও?
নিজেদের খরচেই আমাকে কিছু উপহার দাও?
বিরোধীর হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও?

হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত কর?
তোমরাই বরং আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, তবে আমি নীরব থাকব;
আমাকে বুঝিয়ে দাও, কিসেতে আমার ভুলভ্রান্তি হয়েছে।

ন্যায় কথায় অপমানজনক কিছু নেই,
কিন্তু তর্কের কী লক্ষ্য আছে?
আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো, এ কি তোমাদের চিন্তা?
নিরাশ মানুষের কথা বাতাসে ওড়ানো কথার মত, এ কি তোমাদের ভাবনা?
এতিমের জন্যও তোমরা গুলিবাঁট করবে!
তোমাদের বন্ধুকেও তোমরা এমনিই বিক্রি করবে!
দোহাই তোমাদের, এখন আমার দিকে তাকাও,
তোমাদের মুখের উপরে আমি মিথ্যা বলব না।
এসো, তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, এতে অন্যায় কিছু নেই;
তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, কারণ আমার ধর্মময়তা এখনও অক্ষুণ্ন।
আমার জিহ্বায় কি অন্যায় রয়েছে?
আমি কি দুর্দশার স্বাদ বুঝতে আর সক্ষম নই?

শ্লোক - যোব ৬:২, ৩, ১৩

প্র হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার, তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা!

উ আমার কথা এখন অসংলগ্ন, কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ।

প্র যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার? সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?

উ আমার কথা এখন অসংলগ্ন, কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক, ৬)

**সাহস ধর, আমিই আছি!**

আহা, আমরা যখন প্রলোভনজনিত বিপদের সম্মুখীন, তখন যদি স্মরণ করতাম যে, প্রভু নৌকায় উঠতে আমাদের বাধ্য করলেন কারণ তিনি চান আমরা তাঁর আগেই ওপারে যাই! যে কেউ তরঙ্গমালা ও প্রতিকূল বাতাসের পরীক্ষা সহ্য করেনি, তার পক্ষে ওপারে পৌঁছা সম্ভব নয়।

সুতরাং আমরা যখন দেখি, চারদিকে বিপদ অসংখ্য, এবং আমরা শ্রান্ত হয়ে যখন তেমন বিপদে নিমজ্জিত, তখন যেন একথা ভাবি যে, আমাদের নৌকা সমুদ্রের মাঝে এমন তরঙ্গমালায় আঘাতগ্রস্ত, সেই যে তরঙ্গমালা দেখতে চায় আমরা বিশ্বাসে বা অন্য কোন সদ্‌গুণে নৌকাডুবি হব। ফলে যদি দেখি, আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের ফুৎকার উত্তেজিত, তখন যেন একথা চিন্তা করি যে, বাতাস আমাদের প্রতিকূল।

যখন এ সমস্ত কষ্টের মধ্যে আমরা যথাসাধ্য সংগ্রাম করে ও বিশ্বাসের নৌকাডুবি এড়ানোর জন্য পূর্ণজাগ্রত হয়ে অন্ধকারময় রাত্রির সেই তিন প্রহর সজাগ হয়ে থেকে অতিবাহিত করে থাকব যা প্রলোভনের বিশেষ লক্ষণ, তখন আমরা যেন নিশ্চিত থাকি যে, চতুর্থ প্রহরের আগমনে যখন *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে* (রো ১৩:১২), তখন সমুদ্র শান্ত করার জন্য ঈশ্বরের পুত্র তার উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের কাছে এগিয়ে আসবেন।

ঐশবাণী আবির্ভূত হলে আমরা ততক্ষণ ভয়ে অভিভূত হব যতক্ষণ না বুঝব যে, তিনি হলেন সেই ত্রাণকর্তা যিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেই এলেন; তখন একটা ভূত দেখেছি মনে করে আমরা সন্ত্রাসিত হয়ে চিৎকার করব; তিনি কিন্তু সহসাই আমাদের কাছে কথা বলবেন: *সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না* (মথি ১৪:২৭)।

তেমন বাণীতে উদ্দীপিত হয়ে হয় তো আমাদের মধ্যে অন্যান্যদের চেয়ে ভক্তিভরা এমন পিতর থাকবে যে পরমসিদ্ধি অভিমুখে যাত্রী হয়েও এখনও সেখানে পৌঁছেনি; সেই পিতর তখন ঠিক যেন সম্মুখীন পরীক্ষা এড়াবার জন্য নৌকা থেকে ঝাঁপ দেবে; কিন্তু তার বিশ্বাস তখনও যথেষ্ট না হওয়ায় ও সে নিজেও নিজেকে তত নিরাপদ মনে না

করায় বাতাসের তীব্রতা টের পেয়ে ভয়ে আক্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে শুরু করবে। তথাপি সে ডুবে যাবে না, কারণ সে চিৎকার করে যিশুকে ডাকবে, *প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন* (মথি ১৪:৩০)। আর সেই পিতরের মত এ পিতরও 'প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন' বলতে না বলতেই ঐশবাণী হাত বাড়াবেন আর এই পিতর ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতে হতেই তিনি তাকে বাঁচাবেন ও তার অল্প বিশ্বাস ও সমস্ত সন্দেহের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করবেন। তথাপি লক্ষ কর কেমন করে তিনি তাকে বিশ্বাসহীন নয়, কেবল অল্প বিশ্বাসের মানুষ বলেন; এবং তাকে বলেন, *কেন সন্দেহ করলে?* (মথি ১৪:৩১)। অর্থাৎ কিনা, সে কেমন যেন একটা লোক, যার কিছু বিশ্বাস থাকলেও মন স্থির করতে পারে না ও ঠিক মত কাজ করে না। তারপর যিশু ও এই পিতর নৌকায় উঠবেন, বাতাস প্রশমিত হবে, ও যাত্রীরা কতই না বড় বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে সচেতন হয়ে তাঁকে আরাধনা করে বলবে, *সত্যি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৪:৩৩)।

**শ্লোক** - সাম ৬৯:২, ১৮-১৯

*প্র* আমাকে ত্রাণ কর গো পরমেশ্বর, আমার গলা যে ছাপিয়ে উঠছে জল।

*উ* তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ, সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

*প্র* কাছে এসো, আমার প্রাণমুক্তির মূল্য দাও; আমার শত্রুদের কারণে আমাকে মুক্ত কর।

*উ* তোমার দাস থেকে লুকিয়ে রেখো না গো শ্রীমুখ, সঙ্কটে আছি, শীঘ্রই আমাকে সাড়া দাও।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-২৫)

**দাউদের প্রায়শ্চিত্ত**

সেসময়, প্রভু দাউদের কাছে নাথানকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'এক শহরে দু'জন লোক ছিল: একজন ধনী, আর একজন গরিব। ধনী লোকের ছিল মেষ ও গবাদি পশুর বিরাট বিরাট পাল, কিন্তু গরিব লোকের কিছুই ছিল না, কেবল ছোট্ট একটি বাচ্চা মেষ ছিল, সে তা কিনে পুষছিল; সেটি তার ঘরে তার ছেলেদের সঙ্গে থেকে বড় হয়েছিল, তারই খাবার খেত, তারই পাত্রে পান করত, তারই কোলে শুয়ে ঘুমাত; এক কথায়, তার জন্য সেই মেষ ছিল একটি মেয়ের মত। একদিন ওই ধনী লোকের বাড়িতে একজন পথিক এসে পড়ল; সেই অতিথি যাত্রীর জন্য খাবার যোগাবার জন্য ধনী লোকটা নিজের পালের মধ্য থেকে কোন মেষ বা গবাদি পশু নিতে চাইল না, কিন্তু সেই গরিব লোকের মেষটিকেই কেড়ে নিয়ে অতিথির জন্য খাবার প্রস্তুত করল।'

সেই লোকের উপরে দাউদের প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; তিনি নাথানকে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি! যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, সে মৃত্যুর যোগ্য। সে যখন মমতা না দেখিয়ে তেমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে সেই মেষের চারগুণ দাম দিতে হবে।' তখন নাথান দাউদকে বললেন, 'আপনিই সেই লোক! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু নিজে একথা বলছেন: আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করেছি, আমিই শৌলের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করেছি, এবং তোমার প্রভুর বাড়ি তোমাকে দিয়েছি, তোমার প্রভুর পত্নীদের তোমার বাহুতলে তুলে দিয়েছি, ইস্রায়েলের ও যুদার কুল তোমাকে দিয়েছি, আর এও যদি যথেষ্ট না হত, আর কত কিছুই না তোমাকে দিতাম। তুমি কেন প্রভুর বাণী উপেক্ষা করে তাঁর দৃষ্টিতে যা

অন্যায় তেমন কাজই করেছ? তুমি হিত্তীয় উরিয়াকে খড়্গ দ্বারা বধ করেছ, তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ, আম্মোনীয়দের খড়্গের আঘাতে উরিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তাই খড়্গ কখনও তোমার কুলকে ছেড়ে যাবে না, কারণ তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ ও হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রীকে নিয়ে নিজেরই স্ত্রী করেছ। প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার নিজের কুল থেকেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গলের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি: তোমার চোখের সামনেই তোমার পত্নীদের নিয়ে তোমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের হাতে তুলে দেব, আর সে সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, তাদের সঙ্গে শোবে। তুমি গোপনেই ব্যবহার করেছ, কিন্তু আমি গোটা ইস্রায়েলের সামনে ও সূর্যের আলোতে, প্রকাশ্যেই, এইসব কিছু ঘটাব।'

দাউদ নাথানকে বললেন, 'আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি!' নাথান দাউদকে বললেন, 'আচ্ছা, প্রভু আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন, আপনাকে আর মরতে হবে না। কিন্তু এই বিষয়ে আপনি প্রভুকে বড়ই অপমান করেছেন বিধায় আপনার নবজাত শিশুকে মরতে হবে।' আর নাথান বাড়ি ফিরে গেলেন।

উরিয়ার স্ত্রী দাউদের ঘরে যে শিশু প্রসব করল, প্রভু তাকে আঘাত করলেন: শিশুটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। দাউদ শিশুটির জন্য পরমেশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করলেন, দাউদ কঠোরভাবে উপবাস করলেন, ফিরে এসে মাটিতেই শুয়ে রাত কাটালেন। তখন তাঁর বাড়ির প্রবীণেরা তাঁকে সাধাসাধি করলেন যেন তিনি মাটি থেকে ওঠেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না, তাঁদের সঙ্গে কিছুটা খেতেও চাইলেন না। সপ্তম দিনে শিশুটি মরল; শিশুটি যে মারা গেছে, তাঁর অনুচারীরা তাঁকে এই কথা বলতে ভয় করছিল, কারণ তারা ভাবছিল, 'দেখ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বললেও তিনি আমাদের কথায় কান দিতেন না; এখন কেমন করে তাঁকে বলব যে, শিশুটি মারা গেছে? বললে তিনি অমঙ্গলকর কিছু করতেও পারেন!' কিন্তু তাঁর অনুচারীরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করছে দেখে দাউদ বুঝলেন, শিশুটি মারা গেছে; দাউদ নিজে অনুচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিশুটি কি মারা গেছে?' তারা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মারা গেছে।' তখন দাউদ মাটি থেকে উঠে স্নান করলেন, গায়ে তেল মাখলেন ও পোশাক পাল্টিয়ে নিলেন; এবং প্রভুর গৃহে প্রবেশ করে প্রণিপাত করলেন। তারপর

নিজের ঘরে ফিরে এসে খাবার মত কিছু চাইলেন, এবং বসে খেতে লাগলেন। তাঁর অনুচারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ আপনার কেমন ব্যবহার? শিশুটি জীবিত থাকতে আপনি তার জন্য উপবাস করছিলেন ও চোখের জল ফেলছিলেন, এখন যে সে মারা গেছে আর আপনি উঠে খাওয়া-দাওয়া করছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, শিশুটি জীবিত থাকতে আমি উপবাস করছিলাম ও চোখের জল ফেলছিলাম, কেননা ভাবছিলাম, হয় তো প্রভু আমার প্রতি সদয় হবেন আর শিশুটি বাঁচবে। এখন কিন্তু যে সে মারা গেছে, উপবাস করব কেন? আমি কি তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি? আমিই তার কাছে যাব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরে আসবে না।'

দাউদ তাঁর স্ত্রী বেথশেবার কাছে গিয়ে ও তাঁর সঙ্গে শুয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, আর দাউদ তার নাম শলোমন রাখলেন। প্রভু তাকে ভালবাসলেন, ও নবী নাথানকে প্রেরণ করলেন, আর তিনি প্রভুর আদেশমত তার নাম যেদিদিয়া রাখলেন।

**শ্লোক** - মানাশের প্রার্থনা ৯, ১০, ১২; সাম ৫১:৫, ৬

*প্র* আমার পাপ সমুদ্রের বালুকাকণার চেয়েও বেশি; আমার অপরাধ এতই বড় যে আমি স্বর্গের দিকে তাকাতে যোগ্য নই;

*উ* তোমার চোখে যা করেছি, সেই পাপের জন্য আমি তোমার ক্রোধের যোগ্য।

*প্র* আমার অপরাধ আমি তো জানি; আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ; কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ।

*উ* তোমার চোখে যা করেছি, সেই পাপের জন্য আমি তোমার ক্রোধের যোগ্য।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৯:২-৩)

**ভগ্ন প্রাণ, এই তো ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি**

দাউদ স্বীকার করে বললেন, *আমার অপরাধ আমি তো জানি* (সাম ৫১:৫)। তবে আমি যখন স্বীকার করি, তখন তুমি, ওগো, ক্ষমা কর। এসো, আমরা যেন দুঃসাহসের সঙ্গে কোন মতেই নিজেদের সিদ্ধপুরুষ মনে না করি, এও যেন মনে না করি যে,

আমাদের জীবন নিষ্পাপ। আচরণের এমনই প্রশংসা করা হোক, যা ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা ভুলে না যায়।

নিরাশ মানুষ নিজের পাপ সম্বন্ধে যতই কম চিন্তা করে, তত বেশি পরের পাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; কেননা যা সংস্কার করতে পারে তা নয়, কিন্তু তারা যা নিন্দা করতে পারে তা-ই খোঁজ করে। আর যেহেতু নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না, সেহেতু পরকে অভিযোগ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। সামসঙ্গীত-রচয়িতা তো আমাদের এভাবেই প্রার্থনা করতে বা এভাবেই ঈশ্বরের কাছে পাপক্ষমা চাইতে শেখাননি; তিনি বরং বললেন, *আমার অপরাধ আমি তো জানি; আমার সামনেই অনুক্ষণ আমার পাপ।* তিনি তো পরের পাপ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি নিজেরই পাপের কথা উল্লেখ করছিলেন, নিজের প্রতি তত কোমল ভাবও দেখাচ্ছিলেন না, বরং অধিক গভীরতর ভাবে নিজের অন্তর খুঁড়ছিলেন। তিনি নিজেকে তত ক্ষমার পাত্রও দেখছিলেন না; তাই ক্ষমা লাভের জন্য প্রার্থনা করছিলেন বটে, কিন্তু দুঃসাহসের সঙ্গে নয়।

তুমি কি ঈশ্বরকে প্রশমিত করতে ইচ্ছা কর? জেনে নিও তোমার কী করা উচিত যাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রশমিত হন। লক্ষ কর সামসঙ্গীতে আমরা কী পাঠ করি: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও* (সাম ৫১:১৮)। তাহলে তুমি কি বিনা বলিতেই থাকবে? তুমি কি কিছুই নিবেদন করবে না? কোন উৎসর্গেই কি তুমি ঈশ্বরকে প্রশমিত করবে না? তুমি কী বলেছ? *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম; তুমি কিন্তু আহুতিতে প্রসন্ন নও।* একটু এগিয়ে যাও, শোন, এবার বল: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না* (সাম ৫১:১৯)। তুমি যা যা উৎসর্গ করতে তা ফেলে দিয়ে তাই পেয়েছ যা উৎসর্গ করবে। আসলে তুমি পিতৃপুরুষদের সময়ে সেই মেষ-বলি উৎসর্গ করতে যাকে বলিদান বলা হত: *বলিদানে তুমি প্রীত হলে আমি বলি উৎসর্গ করতাম।* তাই তুমি তেমন বলি প্রত্যাশা করছ না, অথচ বলি চাচ্ছ।

সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও;* যখন তুমি আহুতিতে প্রসন্ন নও, তখন কি তুমি বলিদান ছাড়াই থাকবে? কখনও না! *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় ঈশ্বর অবজ্ঞা করেন না।* উৎসর্গের জন্য যা

দরকার, তা তোমার আছে। একটা মেষপালের সন্ধানে যেয়ো না, কোন জাহাজও প্রস্তুত করো না সাগর পেরিয়ে দূর দেশ থেকে সুগন্ধি দ্রব্য বহন করে আনবার জন্য। তোমার নিজের হৃদয়েই তাই খোঁজ কর যা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। হৃদয়কেই বলিদান করা দরকার। তোমার কি ভয় হয় যে ভগ্ন হয়ে হৃদয় বিনষ্ট হবে? দেখ এখানেই তুমি কী বাণী পাচ্ছ: *আমার মধ্যে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর* (সাম ৫১:১২)। অতএব, যাতে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি হয়, অশুদ্ধটা ভগ্ন করা হোক।

যখন পাপ করি, তখন নিজেদের বিষয়ে আমাদের দুঃখ করা উচিত, কারণ পাপ ঈশ্বরকে দুঃখ দেয়। আর যেহেতু প্রমাণ পাই, আমরা নিষ্পাপ নই, সেজন্য আমরা যেন এতেই কমপক্ষে ঈশ্বরের সদৃশ হতে চেষ্টা করি যে, ঈশ্বরকে যা কিছু দুঃখ দেয়, নিজেদের বিষয়ে যেন তাতে আমাদেরও দুঃখ হয়। এভাবে তুমি একপ্রকারে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত, কারণ স্রষ্টা যা ঘৃণা করেন, তুমি তাতে দুঃখ পাও।

**শ্লোক** - সাম ৩৮:৩; ৫১:১২ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, আমার পাপ তীরের মত আমার মাংসে প্রবেশ করেছে; ঘা হবার আগে

*উ* প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাকে নিরাময় কর।

*প্র* আমার মধ্যে শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর, আমার মধ্যে সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

*উ* প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাকে নিরাময় কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-২১)

**ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দুঃখে জর্জরিত যোবের চিৎকার**

যোব বলে উঠলেন :

পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন নয়?
তার দিনগুলি কি দিনমজুরের দিনগুলির মত নয়?
দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
দিনমজুর যেমন তার মজুরির অপেক্ষায় থাকে,
মাসের পর মাসের শূন্যতাই তেমনি হল আমার প্রাপ্য,
দুর্দশাপূর্ণ রাত্রিই হল আমার ভাগ্য।
শুয়ে পড়ে আমি ভাবি, আবার কখন উঠব?
কিন্তু রাত আর শেষ হয় না, আর আমি ভোর পর্যন্ত শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি।
কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন,
আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল,
আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।

স্মরণে রেখ, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না।
একদিন আমাকে যে দেখতে পেল,
তার চোখ আমাকে আর দেখতে পাবে না,
তোমার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরবে,
কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।
মেঘ উবে গেলে সেই মেঘ আর দেখা দেয় না;
তেমনি পাতালে যে নেমে যায়,
সেও আর কখনও উঠে আসে না।

সে নিজের ঘরে আর কখনও ফিরবে না,
তার স্থান তাকে আর চিনতে পারবে না।
এজন্যই আমি মুখ বুজে থাকব না,
আত্মার এই সঙ্কটে আমি কথা বলব,
প্রাণের এই তিক্ততায় বিলাপ করব।
আমি কি সাগর বা কোন সমুদ্র-দানব যে
তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?

আমি যখন বলি, আমার বিছানাই আমাকে স্বস্তি দেবে,
আমার যন্ত্রণায় আমার শয্যাই আমাকে আরাম দেবে,
তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে আতঙ্কিত কর,
বিভীষিকার নানা দৃশ্যে আমাকে সন্ত্রাসিত কর।
এর চেয়ে আমার প্রাণ শ্বাসরোধেই প্রীত,
আমার এই সমস্ত ব্যথার চেয়ে বরং মরণেই প্রীত!
আমি এসব কিছু নিয়ে শুধু হাসি!
আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না;
তবে আমাকে ছাড়, আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র!
মানুষ কী যে তুমি তাকে তত মূল্য দেবে,
ও তার উপর তত মনোযোগ রাখবে?
তুমি তো প্রতি সকালেই তাকে তলিয়ে দেখ,
পলে পলে তাকে যাচাই কর।

আর কতকাল? কখন তুমি আমা থেকে দৃষ্টি ফেরাবে?
আমাকে কি ঢোঁক গিলবার সুযোগও দেবে না?
হে মানবদ্রষ্টা, আমি যদিও পাপ করে থাকি,
তাতে তোমার বিরুদ্ধে কীবা করেছি?
কেন আমাকে তোমার তীরের লক্ষ্যবস্তু করেছ?
তোমার পক্ষে আমি কি বোঝাই হয়েছি?

আমার অধর্ম মুছে দাও না কেন?
আমার শঠতা ভুলে যাও না কেন?
আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলায় শায়িত হব;
তুমি আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

**শ্লোক** - যোব ৭:৫, ৭, ৬ দ্রঃ

*প্র* কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন, আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
*উ* স্মরণে রেখ, প্রভু, আমার জীবন শ্বাসমাত্র।
*প্র* আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল, আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।
*উ* স্মরণে রেখ, প্রভু, আমার জীবন শ্বাসমাত্র।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১০শ পুস্তক ২৬:৩৭–২৯:৪০)

**আমার সমস্ত প্রত্যাশা তোমার মহাদয়ার উপর নির্ভর করে**

আমি তোমাকে কোথায়ই বা খুঁজে পেয়েছি যে তোমাকে জানলাম? আমি তোমাকে জানবার আগে তুমি অবশ্যই আমার স্মৃতিতে উপস্থিত ছিলে না। তাহলে আমার ঊর্ধ্বে তোমার মধ্যেই ছাড়া আমি তোমাকে কোথায়ই বা খুঁজে পেয়েছি যে তোমাকে জানলাম? স্মৃতি কিন্তু স্থান নয়; স্মৃতির কাছে আসি, স্মৃতি থেকে দূরে যাই-ও বটে, কিন্তু তবু স্মৃতি স্থান নয়। হে সত্য, যেইখানে থাক না কেন তুমি তোমার সকল জিজ্ঞাসুদের ঊর্ধ্বেই রয়েছ ও একই সময়ে সকল জিজ্ঞাসুদের কাছে নানা প্রসঙ্গে উত্তর দাও।

তুমি তো সুস্পষ্টভাবেই উত্তর দাও, অথচ সকলে তত স্পষ্টভাবে শোনে না। সকলে তাদের যা উচিত তাই তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু তাদের যা উচিত তারা তা সবসময় শোনে না। নিজেই যা চায় তাই তোমার কাছে শুনতে যে দাবি করে, সে নয়; কিন্তু তোমার কাছে যা শুনেছে তাই যে চায়, সেই তো তোমার উত্তম সেবক।

হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি! হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি! আর দেখ, তুমি ছিলে আমার অভ্যন্তরে আর আমি ছিলাম বাইরে, আর বাইরেই তোমাকে খুঁজছিলাম; আর তুমি যা গড়েছিলে, কুশ্রী যে

আমি সুশ্রী সেই বস্তুর উপরে ঝাঁপ দিচ্ছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে আর আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। তোমা থেকে আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই দূরে রাখছিল, যা তোমার মধ্যে না থাকলে তাদের অস্তিত্বও হত না। তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে। তুমি উদ্ভাসিত হলে, দীপ্তিময় হলে—আমার অন্ধতা দূর করে দিলে। তুমি নিজ সুবাস ছড়িয়ে দিলে, আর শ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে আমি এখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। তোমার স্বাদ গ্রহণ করলাম, আর এখন আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তুমি আমাকে স্পর্শ করলে, আর এখন আমি তোমার শান্তির বাসনায় জ্বলে পুড়ে মরছি।

আমি যখন আমার সমস্ত সত্তা নিয়ে তোমার প্রতি আসক্ত থাকব, তখন আমার আর থাকবে না দুঃখ, থাকবে না শ্রম; তখন জীবন্তই হবে আমার জীবন—তোমাতেই পরিপূর্ণ জীবন! যাকে তুমি পরিপূর্ণ কর, তাকে উন্নীত কর; এখনও তোমাতে পরিপূর্ণ না হওয়ায় আমি নিজের কাছে বোঝাই যেন। আমার শোচনীয় আনন্দগুলি আনন্দদায়ী শোকগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী: বিজয় যে কোন্ দিকে, আমি তা জানি না।

হায় হায়! প্রভু, আমাকে দয়া কর। আমার অমঙ্গলজনক শোক মঙ্গলজনক আনন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী: বিজয় যে কোন্ দিকে, আমি তা জানি না। হায় হায়! প্রভু, আমাকে দয়া কর। হায় হায়! দেখ, আমার ক্ষত লুকিয়ে রাখছি না: তুমি চিকিৎসক, আমি রোগপীড়িত; তুমি দয়াবান, আমি দুর্দশাগ্রস্ত।

পৃথিবীতে মানবজীবন কী পরীক্ষা নয়? কেইবা চায় বিরক্তি, কেইবা চায় বিপদ? তুমি তো সেগুলোকে ভালবাসতে নয়, সহ্য করতেই আদেশ কর। এমন কেউ নেই যে তাই ভালবাসে যা সহ্য করে—যদিও সহ্য করতে ভালবাসে। কেননা যদিও সহ্য করতে কেউ খুশি, কিন্তু তবুও সে যা সহ্য করে তা যদি না থাকত, তাতে সে আরও খুশি হত। প্রতিকূল সময়ে অনুকূল সমস্ত কিছু বাসনা করি, অনুকূল সময়ে প্রতিকূল সমস্ত কিছু ভয় করি। এগুলোর মধ্যে মধ্যস্থান কোথায়, যেখানে মানবজীবনের পরীক্ষা না হয়? সংসারের অনুকূলতাকে ধিক্! একবার ধিক্, দু'বার ধিক্! সেই অনুকূলতায়ই যে রয়েছে প্রতিকূলতার ভয়, রয়েছে আনন্দের ক্ষয়প্রাপ্তি! সংসারের প্রতিকূলতাকে ধিক্! একবার ধিক্, দু'বার ধিক্, তিনবার ধিক্! সেই প্রতিকূলতায়ই যে রয়েছে অনুকূলতার কামনা,

সেই প্রতিকূলতা যে নিজে থেকেই দুর্বহ, সেই প্রতিকূলতায় যে সহিষ্ণুতা ডুবে যায়! পৃথিবীতে মানবজীবন কী বিরতিবিহীন পরীক্ষা নয়?

তাই আমার সমস্ত প্রত্যাশা কেবল তোমার মহাদয়ায় অধিষ্ঠিত।

**শ্লোক** - সাধু আগস্তিনের স্বীকারোক্তি ; লুক ১৯:১০

*প্র* হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি, হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি!

*উ* তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

*প্র* যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

*উ* তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১৬শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:৭-১৪, ২৪-৩০; ১৬:৫-১৩)

**আব্‌শালোমের বিপ্লব ও দাউদের পলায়ন**

একদিন আব্‌শালোম রাজাকে বলল, ‘আমার অনুরোধ, আমি প্রভুর উদ্দেশে যে মানত করেছি, তা পূরণ করতে আমাকে হেব্রোনে যেতে দিন; কেননা আপনার দাস আমি আরাম দেশে গেশুর শহরে থাকাকালে এই বলে মানত করেছিলাম, যদি প্রভু আমাকে যেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন, আমি প্রভুর সেবা করব।’ রাজা বললেন, ‘শান্তিতে যাও!’ সে উঠে হেব্রোনে চলে গেল।

কিন্তু আব্‌শালোম ইস্রায়েলের সমস্ত জায়গায় দূত পাঠিয়ে বলল, ‘তুরিধ্বনি শোনামাত্র তোমরা বলবে, আব্‌শালোম হেব্রোনে রাজা হলেন!’ যেরুশালেম থেকে আব্‌শালোমের সঙ্গে দু’শো লোক গিয়েছিল; তারা তো আহূত হয়েছিল, সরল মনেই গিয়েছিল, এবিষয়ে কিছুই জানত না।

আব্‌শালোম দাউদের মন্ত্রী গিলোনীয় আহিথোফেলকে তাঁর শহর গিলো থেকে ডেকে পাঠাল, যেন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে তার সঙ্গে থাকে। চক্রান্ত বড় হতে চলল, আর আব্‌শালোম-পক্ষের লোকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

একসময় একজন লোক দাউদকে গিয়ে এই খবর জানাল, ‘ইস্রায়েলীয়দের মন আব্‌শালোমের দিকে ফিরেছে।’ তখন দাউদের যে সকল পরিষদ যেরুশালেমে ছিল, তাদের তিনি বললেন, ‘এসো, আমরা পালিয়ে যাই, নইলে আব্‌শালোমের হাত থেকে আমরা কেউই রক্ষা পাব না। যত শীঘ্রই চলে যাও, পাছে সে হঠাৎ আক্রমণ করে

আমাদের নাগাল পায় এবং আমাদের উপরে জয়ী হয়ে খড়্গের আঘাতে নগরীতে হত্যাকাণ্ড শুরু করে।' আর দেখ, সাদোকও আসছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে লেবীয়েরাও ছিল। তারা পরমেশ্বরের সন্ধি-মঞ্জুষা বহন করছিল। নগরী থেকে সমস্ত লোক বের না হওয়া পর্যন্ত তারা আবিয়াথারের কাছে পরমেশ্বরের মঞ্জুষা নামিয়ে রাখল। রাজা সাদোককে বললেন, 'পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার নগরীতে নিয়ে যাও! যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন ও তাঁর তাঁবুটাকে আমাকে আবার দেখতে দেবেন। কিন্তু যদি তিনি বলেন: আমি তোমাতে প্রীত নই, তবে এই যে আমি, তিনি যা ভাল মনে করেন, আমার প্রতি সেইমত করুন!' রাজা সাদোক যাজককে আরও বললেন, 'দেখছ? তুমি শান্তিতে নগরীতে ফিরে যাও, তোমার ছেলে আহিমায়াজ ও আবিয়াথারের ছেলে যোনাথানও তোমার সঙ্গে যাক। দেখ, তোমাদের কাছ থেকে কোন একটা খবর আমার কাছে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মরুপ্রান্তরের পারঘাটায় থেকে অপেক্ষা করব।' তাই সাদোক ও আবিয়াথার পরমেশ্বরের মঞ্জুষা আবার যেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে সেখানে রইলেন।

দাউদ জৈতুন পর্বতের আরোহণ-পথ বেয়ে যাচ্ছিলেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতেই যাচ্ছিলেন; তাঁর মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, পা ছিল নগ্ন; তাঁর সঙ্গে যত লোক ছিল, তাদের প্রত্যেকের মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা, তারাও চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপরের দিকে উঠে চলছিল।

দাউদ রাজা বাহুরিমের কাছে এসে পৌঁছবেন এমন সময় শৌলকুলের একই গোত্রের একজন লোক সেখান থেকে বাইরে আসছে; তার নাম শিমেই, সে গেরার সন্তান। অভিশাপ দিতে দিতেই সে বাইরে আসছিল, এবং দাউদকে ও দাউদ রাজার সমস্ত অনুচারীকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, যদিও সমস্ত লোক ও তাঁর সমস্ত বীরযোদ্ধা তাঁর দুই পাশে ঘিরে ছিল। অভিশাপ দিতে দিতে এই শিমেই বলছিল: 'দূর হও, দূর হও, রক্তলোভী, পাষণ্ড! যাঁর পদে তুমি রাজত্ব করছ, সেই শৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল প্রভু তোমার মাথায় নামিয়ে দিয়েছেন, প্রভু তোমার ছেলে আব্‌শালোমের হাতেই রাজ্য হস্তান্তর করেছেন। এই যে, তোমার পাওনা অমঙ্গলেই পড়ে রয়েছ, কারণ তুমি রক্তলোভী মানুষ!' সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই রাজাকে বললেন, 'এই

মরা কুকুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে অভিশাপ দেবে? অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলব!' কিন্তু রাজা বললেন, 'হে সেরুইয়ার ছেলেরা, আমার ব্যাপারে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ কেন? ও যখন অভিশাপ দিচ্ছে, যখন প্রভুই ওকে বলেছেন: দাউদকে অভিশাপ দাও! তখন আর কেইবা বলতে পারে, এমন কাজ করছ কেন?' দাউদ আবিশাইকে ও তাঁর সমস্ত অনুচারীকে বললেন, 'দেখ, আমার নিজের ঔরসজাত পুত্রই যখন আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, তখন ওই বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর লোককে আর কীই না করতে হবে! ও অভিশাপ দিক, কেননা প্রভুই ওকে অনুমতি দিয়েছেন। হয় তো প্রভু আমার দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখবেন, এবং আজকের অভিশাপের বিনিময়ে প্রভু আমার মঙ্গল করবেন।' তাই দাউদ ও তাঁর লোকেরা তাঁদের পথে এগিয়ে চললেন, আর শিমেইও তাঁর আড়পারে পর্বতের পাশ দিয়ে চলতে থাকল, আর চলতে চলতে অভিশাপ দিচ্ছিল, তাঁকে লক্ষ করে পাথর ছুড়ে মারছিল, তাঁর দিকে ধুলা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

শ্লোক - সাম ৪১:১০; মার্ক ১৪:১৮

প্র যার উপর আমার ভরসা ছিল,

উ আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত, আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।

প্র তোমাদের এমন একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, যে আমার সঙ্গে খাচ্ছে;

উ আমার অন্ন যে ভাগ করে খেত, আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুও আমার বিরুদ্ধে বাড়াচ্ছে পা।

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২)

**খ্রিষ্ট সমাজগৃহের জন্য চোখের জল ফেলেন**

সর্বোত্তম পিতৃকুলপতি আব্রাহাম নিজ স্ত্রী সারার মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন, ইস্হাকও নিজ মাতার মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন। ইস্রায়েল জাতি মহাযাজক আরোন ও মহানবী মোশির মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলল। দাউদ শৌল ও নিজ সন্তান আব্শালোমের মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেললেন; তেমনি খ্রিষ্ট যেরুশালেমের জন্য

চোখের জল ফেললেন। সমাজগৃহকে যে পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বরের কনে বলা হয়, ও যেরুশালেমই যে সমাজগৃহ, একথা প্রসঙ্গে কেই না অবগত?

খ্রিষ্টের দৃষ্টিতে নিজ কনের মৃত্যু প্রায় সন্নিকট, তাই *তিনি নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন* (লুক ১৯:৪১)। দাউদ এভাবেই আব্‌শালোমের জন্য কাঁদলেন, *হায়! সন্তান আমার আব্‌শালোম! সন্তান আমার, সন্তান আমার আব্‌শালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আব্‌শালোম! সন্তান আমার! সন্তান আমার* (২ শামু ১৯:১)। একইভাবে যিশু যেরুশালেমকে বলেন: যেরুশালেম, কে আমাকে এমনটি দেবে যেন তোমার হয়ে আমারই মৃত্যু হয়? কেননা তুমি যেন ত্রাণ পেতে পার আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আব্‌শালোম ভক্তিহীন হলেও ও রাজ্য দখল করার জন্য পিতাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেও তবু দাউদ তাঁর সেই সন্তানকে স্নেহভরেই ভালবাসতেন, এমনকি চোখের জল ফেলতেন ও তাঁর হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাসনা করতেন; খ্রিষ্ট যেরুশালেমের প্রতি একইভাবে ব্যবহার করেন: তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন দেখে তিনি তার জন্য চোখের জল ফেলেন। তার জন্য তিনি গভীর দুঃখভোগ করেন, এবং তার জন্য মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করেন শুধু নয়, তার জন্য বাস্তবেই মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিষ্টের গভীর দুঃখের কারণ এ ছিল যে, নগরীটিকে ত্রাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি যেরুশালেমে মৃত্যুবরণ করতে যেতে যেতে, সেই যেরুশালেম নিজের দোষের কারণে তাঁর মৃত্যুকে নিজ পরিত্রাণ বলে নয়, গুরুতর দণ্ড বলেই গ্রহণ করছিল। *তিনি নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন।*

ক্রুশে বরণ করা যন্ত্রণাভোগে খ্রিষ্ট নিজের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর জন্য তত দুঃখভোগ করেন না, তিনি বরং এতেই দুঃখ করেন যে, এমন বহু মানুষ ছিল যারা তেমন উপকারের কথা কখনও জানবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেন, *হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে* (লুক ১৯:৪২)। আমরা সকলেই ক্রোধের সন্তান ও ঈশ্বরের শত্রু বলে জন্ম নিই, এবং ঈশ্বর মর্তজীবনের সুযোগ আমাদের দেন আমরা যেন শান্তি খুঁজে পেয়ে ও তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে অবশেষে তাঁর নিজের গৌরব অর্জন করতে পারি। দুঃখের কথা, তেমন চিন্তায় আমরা তত সময় ব্যয় করি না; এমনকি, প্রতিদিন পাপে পড়তে পড়তে আমরা উত্তরোত্তর ঈশ্বরের শত্রু হয়ে

উঠি। তেমন কিছু আমাদের ঘটে এজন্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে ঐশঅনুগ্রহের ফলও দৃষ্টিগোচর নয়, সেই পাপের ফলও দৃষ্টিগোচর নয়—যে ফল হল চিরন্তন অভিশাপ।

তথাপি, হে খ্রিষ্টিয়ান, আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত যে, আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবেই, কিন্তু খ্রিষ্টের বাণী লোপ পেতে পারে না। খ্রিষ্ট যেরুশালেমের কাছে চরম বিনাশের হুমকি দিলেন ও তার শত্রুদের হাতে তার ধ্বংসের ভাববাণী দিলেন, আর তাই ঘটল। আমরা অনুতাপ না করলে তিনি আমাদের চিরন্তন অভিশাপের ভাববাণী দেন: *মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে; মনপরিবর্তন না করলে তোমরা সকলে সেভাবে বিনষ্ট হবে* (মথি ৪:১৭; লুক ১৩:৫), যেভাবে জলপ্লাবনে বা পঞ্চনগরীর আগুনে সেই পাপীরা মরেছিল। আর আমরা, আমরা কী করি? আমাদের পাপের জন্য আমরা কি অনুতাপ করতে মন প্রস্তুত করি, নাকি অতীতের পাপের চেয়ে গুরুতর পাপ করি? হায় আমাদের অন্ধতা কতই না নিন্দার যোগ্য!

যেরুশালেমের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়ে যিশু *নগরী দেখে তার জন্য কাঁদলেন*, কারণ যেরুশালেম তাঁর আগমনের ক্ষণ চিনতে পারেনি (লুক ১৯:৪১, ৪৪ দ্রঃ)। আপন করুণায় দয়াময় প্রভু আমাদের আলোকিত করতে তথা *আপন জনগণকে পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা জানিয়ে দিতে* আমাদের দেখতে এলেন (লুক ১:৭৭); আমাদের পাপ থেকে আমাদের ত্রাণ করতেই তিনি আমাদের দেখতে এলেন, *শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আমরা যেন নির্ভয়ে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে তাঁর সেবা করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে* (লুক ১:৭৪-৭৫)। কিন্তু ভাইবোনেরা, এভাবে চলতে ইচ্ছা করলে আমাদের পরিণামের কথা অনুক্ষণ মনে রাখতে হবে। তবেই আমাদের মৃত্যুর কথা অনুক্ষণ চোখের সামনে রেখে আমরা সংসারের মায়া জেনে পবিত্রতা ও ধর্মময়তার পথেই নিজেদের চরণ চালিত করতে পারব।

শ্লোক - যেরে ১৫:৫-৬; লুক ১৯:৪২

*প্র* যেরুশালেম, কে তোমার প্রতি দয়া দেখাবে? কেইবা তোমার উপর বিলাপ করবে? তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করার জন্য কেইবা একটু দাঁড়াবে?

*উ* তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু।

প্র হায় তুমি, তুমিও যদি আজকের এই দিনে, যা শান্তিজনক তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন সেইসব তোমার দৃষ্টি থেকে লুকনোই রয়েছে।

উ তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ—বলছেন প্রভু।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-২০)

## জোফারের উপদেশ : ঈশ্বরের প্রজ্ঞা মানববুদ্ধির অতীত

নাআমাথ-নিবাসী জোফার একথা বললেন :

এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না?
বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?
তোমার বাক্‌চাতুরিতে কি মানুষ বাক্‌শূন্য হয়ে যাবে?
তুমি কি বিদ্রূপ করে চলবে, আর কেউই প্রত্যুত্তরে কিছু বলবে না?
তুমি নাকি বলছ, আমার আচরণ নিখুঁত,
আমি তাঁর দৃষ্টিতে অনিন্দনীয়।
কেউ কি ঈশ্বরকেই কথা বলার সুযোগ দেবে না?
তিনিই তোমার বিরুদ্ধে একবার আপন মুখ খুলুন,
তিনিই প্রজ্ঞার সেই রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিন,
যা জ্ঞানের কাছে তত দুর্জ্ঞেয়;
তবেই তুমি বুঝবে যে, ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটাও ছেড়ে দিচ্ছেন।

তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরকে তলিয়ে দেখতে পার?
কিংবা সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার সীমান্তে পৌঁছতে পার?
তা তো আকাশের চেয়েও উচ্চতর! তুমি কী করতে পার?
তা পাতালের চেয়েও সুগভীর! তুমি কী বুঝতে পার?
তার পরিমাণ পৃথিবীর চেয়েও বিস্তারী,
সমুদ্রের চেয়েও প্রসারী।
তিনি যদি হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করেন, যদি তাকে বন্দি করেন,
তিনি যদি কাউকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করেন,
তাঁকে প্রতিরোধ করার সাধ্য কার্?
তিনি তো অসার যত মানুষকে জানেন,

শঠতাও দেখেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে;
তাই অবোধ মানুষ সুবিবেচক হোক,
মানুষ যে জন্ম থেকেই বন্য গাধামাত্র!

এখন, তুমি যদি তোমার হৃদয় তাঁর দিকে ফেরাও,
তাঁর দিকে যদি অঞ্জলি প্রসারিত কর,
যে অধর্ম তোমার হাতে লিপ্ত, তা যদি দূর করে দাও,
অন্যায় যদি তোমার তাঁবুতে বাস করতে না দাও,
তবেই তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে উচ্চ করতে পারবে,
তবেই তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।

কারণ তুমি তখন তোমার দুর্দশা ভুলে যাবে,
তা সরে যাওয়া জলের মতই মনে হবে;
তোমার জীবন মধ্যাহ্নের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
অন্ধকারও প্রভাতের মত হবে।
আশা আছে বলে তোমার সাহস থাকবে,
চারদিকে তাকিয়ে তুমি তখন ভরসাভরে শুয়ে পড়বে।

হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়বে, আর কেউই তোমাকে বিরক্ত করবে না,
বরং অনেকে তোমার প্রসন্নতার পাত্র হতে চাইবে।
কিন্তু দুর্জনদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসবে,
তারা কোথাও আশ্রয় পেতে পারবে না;
তাদের শেষ নিশ্বাস, এই তো তাদের একমাত্র আশা।

শ্লোক - ২ করি ৪:৮, ৯, ১০

প্ পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না;
উ্ আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না।

℣ আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।

℟ আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোব পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ৭-৮, ১০)

**ঈশ্বরের বিধান বহুবিধ**

এখানে ঈশ্বরের বিধান বলতে সেই ভ্রাতৃপ্রেম ছাড়া আর কী বোঝায়, যে ভ্রাতৃপ্রেম দ্বারা আমরা অনুক্ষণ মনে রাখি কীভাবে জীবনের আদেশগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা? যিনি স্বয়ং সত্য, এ বিধান বিষয়ে তিনি স্বকণ্ঠে বলেন, *আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৫:১২)। একই বিষয়ে পল বলেন, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা* (রো ১৩:১০)। তিনি আরও বলেন, *তোমরা একে অন্যের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রিষ্টের বিধান পূরণ করবে* (গা ৬:২)। আর সত্যিই, খ্রিষ্টের বিধান বলতে ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে উপযুক্ত অন্য কিছু বোঝায় না; তেমন ভ্রাতৃপ্রেম আমরা তখনই বাস্তবায়িত করি যখন একে অন্যের বোঝা ভালবাসার খাতিরে বহন করি।

তাছাড়া এ বিধানকে বহুবিধ বলা হয়, কারণ তৎপর ও চিন্তাশীল হয়ে ভালবাসা সমস্ত সদ্‌গুণের সমস্ত ক্ষেত্রেই বিস্তারিত। তেমন ভালবাসা দু'টো আজ্ঞা থেকেই শুরু করে বটে, তবু অগণিত আজ্ঞাগুলিতে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। ভালবাসার বিধান যে বহুবিধ, একথা পল উত্তমরূপেই ব্যক্ত করে বলেন, *ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ* (১ করি ১৩:৪-৬)।

*ভালবাসা সহিষ্ণু*, কারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও সবকিছু শান্তির সঙ্গে সহ্য করে। *ভালবাসা মধুর*, কারণ অমঙ্গলের প্রতিদানে মুক্তহস্তে মঙ্গল বর্ষণ করে। *ভালবাসা ঈর্ষা করে না*, কারণ এসংসারে কিছুই বাসনা না করে সাংসারিক সাফল্য চেনে না। *ভালবাসা বড়াই করে না*, কারণ আন্তর প্রতিদানের মজুরি ব্যগ্রতার সঙ্গে বাসনা ক'রে বাহ্যিক সাফল্যে

আত্মগর্ব করে না। *ভালবাসা রুক্ষ হয় না,* কারণ কেবল ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর ভালবাসায় বিস্তারিত হয়ে সদাচরণ-বিরুদ্ধ যত কিছু চেনে না। *ভালবাসা গর্বে স্ফীত হয় না,* কারণ নিজের আন্তরিক ব্যাপারে ব্যস্ত থেকে বাহ্যিক অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না। *ভালবাসা স্বার্থপর নয়,* কারণ এসংসারে অস্থায়ীভাবে কারও যা কিছু আছে পরের ব্যাপার বলে পরিগণিত ক'রে নিজের সঙ্গে যা কিছু চিরকালের মত থাকবে তাছাড়া নিজের বলে কিছুই মানে না। *ভালবাসা বদমেজাজী নয়,* কারণ অপমান দ্বারা উত্তেজিত হয়েও প্রতিশোধের গতি রোধ করে ও সেইসঙ্গে ভারী বোঝার প্রতিদানে মহত্তর পুরস্কার প্রত্যাশা করে। *ভালবাসা পরের অপকার ধরে না,* কারণ শুচিতার ভালবাসায় মন স্থির রেখে যত ধরনের হিংসা সমূলে উপড়ে ফেলে ও একইসঙ্গে নিজের অন্তরে কোন কলঙ্ক রাখতে জানে না। *ভালবাসা অধর্মে আনন্দ পায় না,* কারণ সকলের প্রতি ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা ক'রে বিরোধীদের পতনে মেতে ওঠে না। *সত্যকে নিয়েই ভালবাসার আনন্দ,* কারণ সকলকে নিজের মত ভালবেসে ও তাদের মধ্যে সততা দে'খে ভালবাসা সমস্ত অগ্রগতিকে নিজের লাভ বলেই গ্রহণ করে আনন্দ পায়।

সুতরাং ঈশ্বরের এ বিধান সত্যিই বহুবিধ।

**শ্লোক** - রো ১৩:৮, ১০; গা ৫:১৪

*প্র* পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না ; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে। ভালবাসা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট ঘটায় না ;

*উ* অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

*প্র* সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'

*উ* অতএব ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:৬-১৭, ২৪–১৯:৫)

## আব্‌শালোমের মৃত্যু ও দাউদের শোক

সেসময়, সৈন্যেরা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ল; যুদ্ধ এফ্রাইম বনে ঘটল। সেখানে ইস্রায়েলের লোকেরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল: সেদিন সেখানে বিরাট হত্যাকাণ্ড হল: কুড়ি হাজার লোক মারা পড়ল। যুদ্ধ সেখানকার সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল; সেদিন খড়্গ যত লোককে গ্রাস করল, বন তার চেয়ে বেশি লোককে গ্রাস করল!

আব্‌শালোম হঠাৎ দাউদ-পক্ষের লোকদের মুখে পড়ল; আব্‌শালোম তার খচ্চরে চড়ে চলছিল; খচ্চরটা সেখানকার বড় একটা তার্পিনগাছের ডালপালার নিচ দিয়ে গেল, আর আব্‌শালোমের মাথা সেই তার্পিনগাছে জড়িয়ে পড়ল, আর এইভাবে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল, এবং তার নিচে যে খচ্চর, সেটা তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল। একজন লোক ঘটনাটি দেখতে পেয়ে যোয়াবকে বলল, 'দেখুন, আমি দেখতে পেয়েছি, আব্‌শালোম একটা তার্পিনগাছে ঝুলে রয়েছে।' যে লোকটি খবর এনেছিল, তাকে যোয়াব উত্তরে বললেন, 'তাই তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছ? তবে কেন সেইখানে তাকে মাটিতে ফেলে প্রাণে মারলে না? তা করলে আমি তোমাকে দশটা রুপোর টাকা ও একটা কোমর-বন্ধনী দিতাম।' লোকটি যোয়াবকে বলল, 'যদিও এক হাজার রুপোর টাকা এই হাতে পেতাম, আমি রাজপুত্রের বিরুদ্ধে হাত বাড়াতাম না, কারণ রাজা আপনাকে, আবিশাইকে ও ইত্তাইকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আমরা নিজেদের কানেই শুনেছি, অর্থাৎ: সাবধান, কেউই যেন যুবা আব্‌শালোমকে স্পর্শও না করে! আর যদি আমি তাঁর প্রাণের বিরুদ্ধে তেমন অপকর্ম করতাম, তবে, যেহেতু রাজার কাছে কোন ব্যাপার অজানা থাকে না, আপনি নিজেই আমার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতেন!' তখন যোয়াব

বললেন, ‘তোমার সঙ্গে আমি এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারি না।’ তিনি হাতে তিনটে ফলা নিয়ে আব্‌শালোমের বুকে বিঁধিয়ে দিলেন, সে সেই তার্পিনগাছের ঘন ডালপালার মধ্যে তখনও জীবিত ছিল। তারপর যোয়াবের দশজন যুবা অস্ত্রবাহক আব্‌শালোমকে ঘিরে আঘাত করে মেরে ফেলল।

তখন যোয়াব তুরি বাজালেন, আর লোকেরা ইস্রায়েলের পিছু ধাওয়াটা বন্ধ করল, কেননা যোয়াব লোকদের এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করেছিলেন। তারা আব্‌শালোমকে নিয়ে বনের এক বড় গর্তে ফেলে দিয়ে তার উপরে বড় একটা পাথুরে স্তূপ গড়ে তুলল। ইতিমধ্যে গোটা ইস্রায়েল যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেছিল।

সেসময়ে দাউদ দুই নগরদ্বারের মাঝখান জায়গায় বসে ছিলেন। প্রহরী নগরপ্রাচীরের পাশের নগরদ্বারের ছাদে উঠে চোখ তুলে দেখতে পেল, একজন লোক একা দৌড়ে আসছে। প্রহরী জোর গলায় রাজাকে কথাটা জানাল; রাজা বললেন, ‘সে যদি একা হয়, তবে শুভসংবাদ আনছে।’ লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে প্রহরী আর একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে জোর গলায় দ্বাররক্ষককে বলল, ‘দেখ, আর একজন একা দৌড়ে আসছে।’ তখন রাজা বললেন, ‘এও শুভসংবাদ আনছে।’ প্রহরী বলল, ‘প্রথমজন যেভাবে দৌড়োচ্ছে, তাতে সাদোকের সন্তান আহিমায়াজের দৌড় মনে হচ্ছে।’ রাজা বললেন, ‘সে ভাল লোক, শুভসংবাদই নিয়ে আসছে।’ তখন আহিমায়াজ জোর গলায় রাজাকে বলল, ‘শান্তি!’ এবং রাজার সামনে উপুড় হয়ে মাটিতে প্রণিপাত করে বলল, ‘আপনার পরমেশ্বর প্রভু ধন্য! আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যে লোকেরা হাত তুলেছিল, তাদের তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন।’ রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুবা আব্‌শালোম কি ভাল আছে?’ আহিমায়াজ উত্তর দিল, ‘যখন যোয়াব মহারাজের দাসকে, আপনার দাস এই আমাকে পাঠান, তখন লোকদের মধ্যে বড় কোলাহল লক্ষ করলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তা আমি জানি না।’ রাজা বললেন, ‘এক পাশে সর, ওইখানে দাঁড়াও।’ সে এক পাশে সরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল। আর দেখ, সেই কুশীয় আসল, সে বলল, ‘আমার প্রভু মহারাজের জন্য শুভসংবাদ নিয়ে আসছি; আপনার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই সকলের হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করে প্রভু আজ আপনার সুবিচার করেছেন।’ রাজা সেই কুশীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যুবা আব্‌শালোম কি ভাল

আছে?' সেই কুশীয় উত্তর দিল, 'আমার প্রভু মহারাজের শত্রুরা ও যারা আপনার অনিষ্ট করতে আপনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের সকলের দশা সেই যুবকের দশার মত হোক!'

তখন রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন, 'হায়! সন্তান আমার আব্‌শালোম! সন্তান আমার, সন্তান আমার আব্‌শালোম! তোমার বদলে কেন আমারই মৃত্যু হয়নি? হায় আব্‌শালোম! সন্তান আমার! সন্তান আমার!' তখন যোয়াবকে জানানো হল, 'দেখ, রাজা কাঁদছেন, আব্‌শালোমের জন্য শোক করছেন!' সমস্ত লোকের কাছে সেদিনের বিজয় শোকেই পরিণত হল, কারণ সেদিন লোকেরা একথা শুনতে পেল, 'রাজা নিজের ছেলের শোকে দুঃখ করছেন।' সেদিন লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে নগরীতে ফিরে এল, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার পর সৈন্যেরা যেমন লজ্জা-ভরে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি। রাজা নিজের মুখ ঢেকে জোর গলায় হাহাকার করে বলছিলেন, 'হায়! সন্তান আমার আব্‌শালোম! হায় আব্‌শালোম, সন্তান আমার! সন্তান আমার!'

শ্লোক - সাম ৫৫:১৩, ১৪, ১৫; ৪১:১০; ২ শামু ১৯:১ দ্রঃ

প্ কোন শত্রু যে আমাকে অপবাদ দেয়, তেমন নয়, তবে তা সহ্য করতাম। কিন্তু তুমিই তো তাই করছ, তুমি যে আমার বন্ধু, আমার পরমাত্মীয়, আমার সাথী।

উ আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম, অথচ তুমি আমার বিরুদ্ধে বাড়িয়েছ পা।

প্ রাজা শিহরে উঠলেন; নগরদ্বারের ছাদের ঘরটিতে উঠে গিয়ে কেঁদে ফেললেন; চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি শুধু বলতে থাকলেন,

উ আমরা মিলে কত না মধুর আলাপ করতাম, অথচ তুমি আমার বিরুদ্ধে বাড়িয়েছ পা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৩২, ২৯)

**যারা বাইরে রয়েছে, তারা চায় বা না চায়, কিন্তু আমাদের ভাই**

ভাইবোনেরা, এই ভালবাসার প্রতি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি—কেবল ধর্মভাইদের প্রতি নয়, কিন্তু যারা বাইরে রয়েছে, এখনও বিধর্মী হওয়ায় খ্রিষ্টে অবিশ্বাসী হোক কিংবা আমাদের সঙ্গে একই মাথা স্বীকার করলেও তবু দেহ থেকে পৃথক হওয়ায় আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক, তাদেরও প্রতি ভালবাসা দেখানো উচিত। এসো, ভাইবোনেরা, আপন ভাইবোনদের মতই তাদের জন্য দুঃখভোগ করি। *হে আমাদের পিতা* (মথি ৬:৯), যখন একথা আর বলবে না, তখনই তারা আর আমাদের ভাই হবে না।

নবী কয়েকজনকে বললেন, *যারা তোমাদের বলে, তোমরা আমাদের ভাই নও, তাদের তোমরা উত্তরে বল, তোমরা আমাদের ভাই* (ইশা ৬৬:৫ লাতিন পাঠ্য)। চিন্তা কর, তেমন কথায় তিনি কার্ দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন? বিধর্মীদের দিকে? না, কেননা শাস্ত্র ও মণ্ডলীর ভাষা অনুসারে আমরা তাদের ভাই বলি না। তবে কি, যারা খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করেনি, সেই ইহুদীদের দিকে? প্রেরিতদূতের কথা পড়, তবে লক্ষ করবে যে, তিনি যখন অন্য কোন শব্দ যোগ না করে 'ভাই' বলেন, তখন খ্রিষ্টিয়ানদের কথা ইঙ্গিত করেন: *তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর? কেনই বা তাকে অবজ্ঞা কর?* (রো ১৪:১০)। আবার অন্য স্থানে তিনি লেখেন, *তোমরাই অন্যায় কর, তোমরাই চুরি কর—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ* (১ করি ৬:৮)।

সুতরাং এরা যারা বলে, 'তোমরা আমাদের ভাই নও,' তারা আমাদের বিধর্মী বলে ডাকে। তাদের যা আছে, তা আমাদের নেই, একথা সমর্থন করেই তারা আমাদের পুনরায় বাপ্তিস্ম দিতে চায়। তাতে তাদের ভুল প্রকাশ পায়, অর্থাৎ কিনা, আমরা যে তাদের ভাই, একথা তারা অস্বীকার করে।

কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে তারা যা স্বীকার করে না, আমরা যেন তাদের মধ্যে তা স্বীকার করি, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া আর কোন্ উদ্দেশ্যেই নবী আমাদের বলেছেন, *তোমরা তাদের বল: তোমরা আমাদের ভাই?*

সুতরাং, আমাদের বাপ্তিস্ম অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা তাদের ভাই নই; অপরদিকে তাদের নতুন বাপ্তিস্ম দাবি না করে কিন্তু আমাদের বাপ্তিস্মও স্বীকার করে আমরা তাদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই।

তারা বলুক, তোমরা কেন আমাদের খোঁজ কর, কেন আমাদের চাও?

আমরা উত্তর দেব, তোমরা আমাদের ভাই। তারা বলুক, আমাদের কাছ থেকে চলে যাও, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, আমাদের কিন্তু তোমাদের সঙ্গে পুরো সম্পর্ক রয়েছে: আমরা একই খ্রিষ্টকে স্বীকার করি, এক মাথার অধীন হয়ে আমাদের একদেহে থাকতে হবে।

এজন্য ভাইবোনেরা, স্বয়ং ভালবাসার কৃপার খাতিরে, যাঁর দুধ গ্রহণ করে আমরা পরিপুষ্ট হয়ে উঠি, যাঁর রুটি গ্রহণে আমরা সবল হয়ে উঠি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের অনুরোধ করছি, তাঁর দয়ার খাতিরেই তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি।

তাদের প্রতি মহা ভালবাসা ও অসীম করুণা দেখানোর সময় হয়েছে, তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তিনি যেন অবশেষে তাদের কাছে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারণা ও মনোভাব দান করেন, তারা যেন মনপরিবর্তন করে উপলব্ধি করতে পারে যে, সত্যের বিরুদ্ধে উত্থাপন করার মত তাদের কোন যুক্তি নেই।

তাদের কাছে কেবল জেদের দুর্বলতাই রয়েছে, আর তেমন জেদ যত নিজেকে বলীয়ান মনে করে, আসলে তত দুর্বল।

আবার বলছি, দুর্বল ও মাংস অনুসারে জ্ঞানবানদের প্রতি, রুক্ষ ও সাংসারিক মানুষদের প্রতি, যদিও আমাদের সঙ্গে নয় তবু একই সাক্রামেন্ত উদ্‌যাপন করে, আমাদের সেই ভাইদের প্রতি, যদিও আমাদের সঙ্গে নয় তবু আমাদের মত সেই একই 'আমেন' বলে থাকে, আমাদের সেই ভাইদের প্রতি—এসো, ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রতি তোমাদের গভীর ভালবাসা ব্যক্ত কর।

**শ্লোক** - এফে ৪:১, ৩, ৪ দ্রঃ

*প্র* তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল:

*উ* তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

৭ দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

৮ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-২৫)

## যোবের উত্তর : সমস্ত সৃষ্টজীব ঈশ্বরেরই হাতে

যোব বন্ধুদের একথা বললেন :

অবশ্য, তোমরাই প্রকৃত মানুষ,
তোমাদের মৃত্যু হলে তখন প্রজ্ঞারও মৃত্যু হবে!
তবু তোমাদের মত আমারও কাণ্ডজ্ঞান আছে;
তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই;
বাস্তবিক সেইসব কথা কে না জানে?
ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলে যে কেউ তাঁর সাড়া পেতে চায়,
বন্ধুর কাছে সে হাসির পাত্র হয়েছে;
হ্যাঁ, যে ধার্মিক, যে সৎ, সে হাসির পাত্র হয়েছে!
সুখে আছে যারা, তারা ভাবে : 'দুর্ভাগ্যে অবজ্ঞাও যোগ দাও!
যার পা পিছলে যাচ্ছে, তাকে ধাক্কা দাও।'
অথচ দস্যুদের তাঁবু শান্তিভোগ করে,
যারা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের হাতে রাখতে চায়,
তারা নিরাপদেই থাকে।
তুমি শুধু পশুদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে;
আকাশের পাখিদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই জানিয়ে দেবে।
ভূমির সরিসৃপকেও জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাকে সুমন্ত্রণা দেবে;
সমুদ্রের মাছকেও জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই বলে দেবে।
এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোনটাই বা একথা না জানে যে,
প্রভুর হাত এই সবকিছু এইভাবে নিরূপণ করল?
তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত জীবের প্রাণ,
প্রতিটি মানবের শ্বাস।
জিহ্বা যেমন খাদ্যের স্বাদ নির্ণয় করতে পারে,

তেমনি কান কি কথার মধ্যে কথা নির্ণয় করতে পারে না?

প্রজ্ঞা প্রাচীনদের সম্পদ;
সদ্বিবেচনা দীর্ঘায়ুর অধিকার।
কিন্তু তাঁরই কাছে রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম;
সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।
দেখ, তিনি ভেঙে ফেললে আর পুনর্নির্মাণ করা যায় না;
তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
দেখ, তিনি জল অবরোধ করলে সবকিছু শুষ্ক হয়;
তিনি জল ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে।
বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁরই,
প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চকও তাঁরই।
তিনি মন্ত্রীদের প্রজ্ঞাহীন করে তোলেন,
বিচারকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান-বঞ্চিত করেন।
তিনি রাজাদের রাজবন্ধন খুলে দেন,
তাঁদের কোমরে বন্দির বাঁধনই বেঁধে দেন।

তিনি যাজকদের জুতো-বঞ্চিত করেন,
প্রতাপশালীদের পদচ্যুত করেন।
তিনি বাক্‌চতুরদের বাক্যহীন করে তোলেন,
প্রবীণদের সুবুদ্ধি-বঞ্চিত করেন।
তিনি অভিজাতদের উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করেন,
শক্তিশালীদের শক্তির বন্ধনী ছিন্ন করেন।
তিনি অন্ধকারের গভীরতম বিষয় অনাবৃত করেন,
ঘন ছায়াকে আলোয় আনেন।
তিনি জাতিগুলিকে মহান করে তোলেন, আবার বিনাশ করেন,
দেশগুলিকে প্রসারিত করেন, আবার ছেড়ে দেন।
তিনি জননায়কদের কাণ্ডজ্ঞান কেড়ে নেন,

পথহীন মরুভূমিতে তাদের ফেলে রাখেন,
তখন তারা আলোবিহীন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়,
মাতালের মত টলতে টলতে হেঁটে চলে।

**শ্লোক** - যোব ১২:১৩, ১৪; ২৩:১৩

*প্র* ঈশ্বরের কাছেই রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম ; সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।

*উ* তিনি ভেঙে ফেললে আর নির্মাণ করা যায় না ; তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।

*প্র* তিনি একমনা : কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

*উ* তিনি ভেঙে ফেললে আর নির্মাণ করা যায় না ; তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোব পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক, ৪৭-৪৮)

**অন্তরের সাক্ষ্যদান**

*আমার মত যে বন্ধুর পরিহাসের পাত্র, সে ঈশ্বরকে ডাকবে আর তিনি সাড়া দেবেন* (যোব ১২:৪ লাতিন পাঠ্য)। দুর্বল মন যখন সৎকর্মের জন্য মানব প্রশংসার পাত্র হয়, তখন প্রায়ই এমন বাহ্যিক আনন্দের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় যে, আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা অবহেলা করে, ও বাইরে থেকে যা শোনে শুধু তা নিয়েই সানন্দে দিন কাটায়, যার ফলে ধন্য হওয়ার চেয়ে ধন্য বলে পরিগণিত হওয়ায়ই তৃপ্তি পায়। নিজের প্রশংসার কণ্ঠ বাসনা করতে করতে সে যা হতে শুরু করেছিল, তা ছেড়ে দেয়, ফলত যে প্রশংসা গুণে সে নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত মনে করছিল, সেই প্রশংসা দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

অনেক সময় ধ্রুবতার সঙ্গে ন্যায়কর্ম সাধনে ব্যাপৃত হলেও তবু মন মানুষের অবজ্ঞা দ্বারা অস্থির ; আশ্চর্য কিছু সাধন করে, অথচ দুর্নাম গ্রহণ করে ; আর মানুষের প্রশংসা দ্বারা যে বাইরে আসতে পারত, অপমান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সে নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ; এবং বাইরে যতখানি বিশ্রাম করার মত স্থান পায় না, সে ততখানি নিজের

মধ্যে ঈশ্বরে নিজেকে বলবান করে। তখন সে নিজের সমস্ত প্রত্যাশা স্রষ্টার উপরে স্থাপন করে, এবং অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মাঝে সে কেবল আন্তর সাক্ষীকে আহ্বান করে; তখন লাঞ্ছিত মন মানুষের প্রশংসা ও সম্মতি থেকে যতখানি দূরবর্তী হয়, ততখানি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়: সে প্রার্থনায় রত থাকে, ও বাইরের চাপে অধিক সূক্ষ্ম-পবিত্র হয়ে ওঠে যার ফলে আন্তর বাস্তবতায় প্রবেশ করতে উপকৃত হয়।

তাহলে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই লেখা আছে, *আমার মত যে বন্ধুর পরিহাসের পাত্র, সে ঈশ্বরকে ডাকবে আর তিনি সাড়া দেবেন,* কারণ দুর্জনেরা ধার্মিকদের মন ভর্ৎসনা করতে করতে প্রমাণ করে, তারা আসলে নিজেদের কাজকর্মের কেমন সাক্ষীর অন্বেষণ করছে। ফলে ধার্মিকেরা নিজেদের মধ্যে প্রার্থনায় রত থাকতে বাধ্য হওয়ায় বাইরে থেকে মানব প্রশংসা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে নিজেদের মধ্যে দিব্য প্রসন্নতা অর্জন করে।

'আমার মত' বাক্যটা লক্ষণীয়, কেননা বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা মানব অবজ্ঞা দ্বারা নমিত হলেও তবু ঈশ্বরের কাছ থেকে সাড়া পায় না। বস্তুতপক্ষে অবজ্ঞা যখন কোন অপরাধ লক্ষ করে, তখন তেমন অবজ্ঞায় যে কোন পুণ্যফল লাভ করা যায় না, তা বলা বাহুল্য।

*ধার্মিকের সরলতা তাচ্ছিল্যের বস্তু* (যোব ১২:৪ দ্রঃ)। এ সংসারের প্রজ্ঞা এতে প্রকাশ পায়: হৃদয়ের ষড়যন্ত্রকে ঢেকে রাখা, কথার অর্থকে আবৃত করা, মিথ্যাকে সত্য বলে দেখানো, সত্যকে প্রবঞ্চনা বলে প্রমাণ দেওয়া।

অপর দিকে ধার্মিকদের প্রজ্ঞা হল যত প্রতারণা এড়ানো, কথার অর্থ ব্যক্ত করা, সত্য সত্য বলে ভালবাসা, মিথ্যা থেকে দূরে থাকা, নিজের সম্পদ বিনামূল্যে দান করা, অপকার করার চেয়ে অপকার সহ্য করা, অপমানিত হলেও প্রতিশোধ না নেওয়া, সত্যের খাতিরে দুর্নাম লাভ বলে গণ্য করা। তথাপি ধার্মিকদের এই সরলতা তাচ্ছিল্যের বস্তু, কারণ এ সংসারের জ্ঞানবানদের কাছে সদ্‌গুণের পবিত্রতা মায়া বলে পরিগণিত। কেননা যা কিছু সরলভাবে সাধন করা হয়, তাদের বিবেচনায় তা মূর্খতাই বলে গণ্য; আর কাজকর্মে সত্য যা কিছু সমর্থন করে, সংসারের প্রজ্ঞার কানে তা অসার বলে ধ্বনিত।

শ্লোক - সাম ১১৯:১০৪-১০৫; যোহন ৬:৬৯

প্র আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

প্র প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - শামুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-৪, ১০-১৮, ২৪খ-২৫)

**লোকগণনা ও যজ্ঞবেদি-নির্মাণ**

সেসময় প্রভুর ক্রোধ ইস্রায়েলের উপরে আবার জ্বলে উঠল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে দাউদকে উত্তেজিত করলেন; তিনি বললেন, 'যাও, ইস্রায়েল ও যুদার লোকগণনা কর।' রাজা যোয়াবকে ও তাঁর সঙ্গে যে অধিনায়কেরা ছিল, তাদের বললেন, 'তুমি দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর সব জায়গায় যাও; তোমরা লোকগণনা কর, যেন আমি আমার দেশের জনসংখ্যা জানতে পারি।' যোয়াব রাজাকে বললেন, 'এখন যত লোক আছে, আপনার পরমেশ্বর প্রভু তার সংখ্যা শতগুণ বৃদ্ধি করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ যেন নিজেরই চোখে তা দেখতে পান! কিন্তু আমার প্রভু মহারাজের তেমন বাসনা হল কেন?' কিন্তু তবুও রাজা যোয়াবের আর অধিনায়কদের উপরে নিজের হুকুম জারি করলেন, তাই যোয়াব আর অধিনায়কেরা ইস্রায়েলের লোকগণনা করার জন্য রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু দাউদ লোকগণনা করাবার পর তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে কাঁপতে লাগল। দাউদ প্রভুকে বললেন, 'তেমন কাজ করে আমি মহাপাপ করেছি। কিন্তু এখন, প্রভু, তোমার দাসের এই অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তো বড় নির্বোধের মতই ব্যবহার করেছি!'

কিন্তু পরদিন, দাউদ যখন সকালে উঠলেন, তখন প্রভুর বাণী দাউদের দৈবদ্রষ্টা গাদ নবীর কাছে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে বলেছিল: 'দাউদকে গিয়ে বল, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমার কাছে তিনটে প্রস্তাব রাখি, তার মধ্যে তুমি একটা বেছে নাও, আমি সেইমতই তোমার প্রতি ব্যবহার করব।' তাই গাদ দাউদের কাছে গিয়ে তাঁকে এই কথা জানালেন; বললেন, 'আপনি কী চান? আপনার দেশে তিন বছর দুর্ভিক্ষ হবে? না, আপনার শত্রু তিন মাস আপনার পিছনে ধাওয়া করবে আর আপনি সেই তিন মাস ধরে

তার আগে আগে পালাতে থাকবেন? না, আপনার দেশে তিন দিন মহামারী হবে? আপনি এখন বিবেচনা করে দেখুন, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে আমি কী উত্তর দেব।' দাউদ গাদকে বললেন, 'আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! মানুষের হাতে পড়ার চেয়ে, আসুন, আমি যেন প্রভুরই হাতে পড়ি, কারণ তাঁর করুণা মহান।' তাই সেই সকাল থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রভু ইস্রায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; দান থেকে বের্শেবা পর্যন্ত জনগণের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

কিন্তু যখন যেরুশালেম বিনাশ করার জন্য [প্রভুর] দূত তার উপর হাত বাড়ালেন, তখন তেমন অমঙ্গলের বিষয়ে প্রভুর মনে দুঃখ হল; যে দূত লোকদের বিনাশ করছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আর নয়! এবার হাত ফিরিয়ে নাও।' সেসময়ে প্রভুর দূত যেবুসীয় আরাউনার খামারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দূতকে লোকদের আঘাত করতে দেখে দাউদ প্রভুকে বললেন, 'দেখ, আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে আমার উপরে ও আমার পিতৃকুলের উপরেই তোমার হাত ভারী হোক।'

সেদিন গাদ দাউদের কাছে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'চলুন, যেবুসীয় আরাউনার খামারে প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গড়ে তুলুন।' দাউদ পঞ্চাশ রুপোর টাকায় সেই খামার ও বলদগুলো কিনে নিলেন; সেই জায়গায় দাউদ প্রভুর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গেঁথে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। তখন প্রভু দেশের প্রতি প্রশমিত হলেন, ফলে মড়ক ইস্রায়েলকে আর আঘাত করল না।

**শ্লোক** - যুদিথ ৯:১৮; ১ বংশ ২১:১৫; ২ শামু ২৪:১৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, তোমার সন্ধির কথা মনে রেখ; বিনাশী দূতকে বল: এবার হাত ফিরিয়ে নাও,

*উ* পৃথিবীকে ধ্বংস করো না, সমস্ত জীবকে বিনাশ করো না।

*প্র* দেখ, আমিই পাপ করেছি, আমিই অপরাধ করেছি; কিন্তু এই মেষগুলো কী করল? তবে সমস্ত জনগণের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ো না।

*উ* পৃথিবীকে ধ্বংস করো না, সমস্ত জীবকে বিনাশ করো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বারো প্রেরিতদূতের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (দিদাখে) (৯, ১০, ১৪)

## এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠান

এউখারিস্তিয়া সম্পর্কে তোমরা এভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর: আগে পানপাত্রের বেলায় বল: হে আমাদের পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি তোমার দাস দাউদের সেই পবিত্র আঙুরলতার জন্য, যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

তারপর সেই ছেঁড়া রুটির বেলায় বল: হে আমাদের পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সেই জীবন ও জ্ঞানের জন্য যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। এ ছেঁড়া রুটি যেমন পর্বত পর্বত জুড়ে বিক্ষিপ্ত ছিল ও একসাথে জড় হয়ে এখন একরুটি হয়ে উঠেছে, তেমনি তোমার মণ্ডলী যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তোমার রাজ্যে জড় হয়, কারণ যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা গৌরব ও পরাক্রম তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

প্রভুর নামে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তারা ছাড়া কেউই যেন তোমাদের এউখারিস্তিয়ার কিছুই না খায় বা পান না করে; কেননা এবিষয়েও প্রভু বলেছেন, *যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না* (মথি ৭:৬)।

খাদ্য গ্রহণে পরিতৃপ্ত হলে পর, তোমরা এভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর: হে পবিত্র পিতা, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি তোমার সেই পবিত্র নামের জন্য যা তুমি আমাদের হৃদয়ে বাস করিয়েছ; সেই জ্ঞান, বিশ্বাস ও অমরতার জন্যও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, যা তুমি তোমার দাস যিশু দ্বারা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছ। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন।

হে সর্বশক্তিমান মহাপ্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ; মানুষকে তুমি খাদ্য ও পানীয় ভোগ করতে দিয়েছ তারা যেন তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে; আমাদের কিন্তু তোমার দাস দ্বারা তুমি আত্মিক খাদ্য ও পানীয়, ও শাশ্বত আলো দানেই ধন্য করেছ। সর্বোপরি আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি কারণ তুমি পরাক্রমশালী। গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে।

প্রভু, তোমার মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, সমস্ত অনর্থ থেকে তাকে নিস্তার কর, তোমার ভালবাসায় তাকে সিদ্ধতামণ্ডিত কর, চারপ্রান্ত থেকে তাকে জড় ক'রে তোমার সেই রাজ্যে পবিত্রিত করে তোল যা তার জন্য প্রস্তুত করেছ। কারণ পরাক্রম ও গৌরব তোমারই চিরকাল ধরে। আমেন। অনুগ্রহের আগমন হোক ও এসংসার কেটে যাক। দাউদের ঈশ্বরের হোশান্না! যে কেউ পবিত্র, সে এগিয়ে আসুক! যে কেউ পবিত্র নয়, সে মনপরিবর্তন করুক: মারানাথা, আমেন।

প্রভুর দিনে তোমরা একত্র হও, ও রুটি ছিঁড়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—আগে কিন্তু তোমাদের অপরাধ স্বীকার কর, যাতে তোমাদের এ যজ্ঞ বিশুদ্ধ হয়।

প্রতিবেশীর সঙ্গে যাদের বিবাদ আছে, পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তোমাদের সঙ্গে না বসে, পাছে তোমাদের যজ্ঞ কলুষিত হয়। কেননা প্রভু একথা বললেন, *সর্বস্থানে ও সর্বক্ষণে আমার উদ্দেশে শুদ্ধ যজ্ঞ উৎসর্গ করা হোক, কারণ আমি মহান রাজা—প্রভুর উক্তি—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম অপরূপ* (মালা ১:১১ দ্রঃ)।

শ্লোক - ১ করি ১০:১৬-১৭

প্ সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্ যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১৩–১৪:৬)

## যোব ঈশ্বরের বিচার প্রার্থনা করেন

বন্ধুদের উত্তর দিয়ে যোব বললেন :

তোমরা এখন চুপ কর, আমাকেই কথা বলতে দাও,
আমার যা ঘটবার তা-ই ঘটুক।
আমি আমার নিজের মাংস নিজের দাঁতে কামড়িয়ে রাখছি,
আমার নিজের প্রাণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি।
আচ্ছা, তিনি আমাকে বধ করুন, আর কোন আশা নেই তো আমার,
আমি শুধু তাঁর সামনে আমার আচরণের পক্ষসমর্থন করতে চাই।
এমনকি, আমার জন্য এটিই হবে পরিত্রাণ,
কারণ কোন ভক্তিহীন তাঁর সামনে কখনও দাঁড়াতে সাহস করবে না।

তবে তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন,
আমার এই নিবেদন কান পেতে শোন।
দেখ, বিচারের জন্য আমি সবই বিন্যাস করলাম,
নিশ্চিত আছি, আমাকে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে।
এই বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক?
তবে আমি নীরব থাকব, মৃত্যুবরণ করতে রাজি হব।
একটা কথা মাত্র, আমাকে এই দু'টো বিষয় মঞ্জুর করা হোক,
তবে আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না :
তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে ;
তারপর তুমি আমাকে আহ্বান কর, আমি সাড়া দেব ;
কিংবা আমি জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি উত্তর দেবে।

তবে, আমার অপরাধ, আমার পাপ কত?

আমাকে দেখাও আমার অধর্ম, আমার পাপ।
তুমি কেন তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছ?
কেন আমাকে তোমার শত্রু বলে গণ্য করছ?
তুমি কি বাতাসে তাড়িত একটা পাতা সন্ত্রাসিত করবে?
তুমি কি শুষ্ক ঘাসের পিছনে ধাওয়া করবে?
তুমি তো আমার বিরুদ্ধে তিক্ত বিচারদণ্ড জারি করছ,
আমার যৌবনকালের দোষত্রুটি উপস্থিত করছ,
আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছ,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছ,
আমার প্রতিটি পদচিহ্ন মেপে নিচ্ছ!

এদিকে আমি পচা কাঠের মত,
পোকায়-কাটা কাপড়ের মত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি।
হায় রে, মানুষ—নারীজাত যে মানুষ,
স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ!
সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়,
ছায়ার মত চলে যায়—সে ক্ষণস্থায়ী!
অথচ তেমন প্রাণীর উপরেই কি তুমি চোখ নিবদ্ধ রাখ?
একেই তোমার বিচারমঞ্চে আহ্বান কর?
অশুচি থেকে শুচির উদ্ভব ঘটাতে পারে এমন সাধ্য কার্ আছে?
কারও নেই!
তার আয়ুর দিনগুলি যখন নিরূপিত,
তার মাসের সংখ্যা যখন তোমার উপরেই নির্ভরশীল,
তুমিই যখন তার জন্য এমন সীমানা স্থাপন করেছ যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়,
তখন তার কাছ থেকে দৃষ্টি ফেরাও, তাকে একাই ফেলে রাখ,
দিনমজুরের মত সেও যেন দিনের শেষে একটু সুখ ভোগ করতে পারে।

**শ্লোক** - যোব ১৩:২০, ২১; যেরে ১০:২৪ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না ; তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,

*উ* তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

*প্র* প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ক্রুদ্ধ হয়ে নয়, পাছে তুমি আমাকে টলমান কর ;

*উ* তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বেরোনার বিশপ সাধু জেনোর ধর্মতত্ত্ব থেকে পাঠ (১৫:২)

**যোব খ্রিষ্টের পূর্বদৃষ্টান্ত**

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, যতটুকু উপলব্ধি করা যায়, যোব ছিলেন খ্রিষ্টের একটা পূর্বদৃষ্টান্ত। তুলনাটা বিশ্লেষণ করলে একথা সত্যাশ্রয়ী বলে প্রমাণিত হবে। ঈশ্বর যোবকে ধর্মময় বলেন। খ্রিষ্টই সেই ধর্মময়তা, যার উৎস থেকে, যারা ধন্য, তারা জল পান করে ; দেখ, তাঁর বিষয়ে লেখা আছে, *তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সূর্য* (মালা ৩:২০)। যোব সত্যবাদী বলে অভিহিত হলেন। কিন্তু সেই স্বয়ং খ্রিষ্টই প্রকৃত সত্য, যিনি সুসমাচারে বলেন, *আমিই সেই পথ, সেই সত্য ও সেই জীবন* (যোহন ১৪:৬)। যোব ধনবান ছিলেন। তবে প্রভুর চেয়ে ধনবান কেই বা আছে? সকল ধনবান মানুষ তাঁরই দাস, সমস্ত বিশ্ব ও সমস্ত প্রকৃতি তাঁরই সম্পদ, যেভাবে পরমধন্য দাউদ বললেন, *প্রভুরই পৃথিবী ও তার যত বস্তু, জগৎ ও জগদ্বাসী সকল* (সাম ২৪:১)। যোব শয়তান দ্বারা তিনবার পরীক্ষিত হলেন। সুসমাচার-রচয়িতার সাক্ষ্যদান অনুসারে একইপ্রকারে শয়তান তিনবার প্রভুকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করল।

যোব তাঁর সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেললেন। আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে প্রভুও আপন স্বর্গীয় যত সম্পদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেন ও নিজেকে ধনহীন করলেন যাতে আমাদের ধনবান করতে পারেন। শয়তান সক্রোধে যোবের সন্তানদের হত্যা করলেন। সেই নির্বোধ ফরিশী জাতিও প্রভুর নবী-সন্তানদের নিহত করল। যোব

ক্ষতবিক্ষত ছিলেন। মাংসধারণ করে প্রভুও সমস্ত মানবজাতির পাপরাশির কলঙ্ক পরিধান করলেন।

স্ত্রী যোবকে ঈশ্বরনিন্দা করতে প্ররোচনা দিত। সমাজগৃহও প্রভুকে প্রবীণদের কলুষিত শিক্ষা পালন করতে উসকানি দিত। লেখা আছে, যোবের বন্ধুরা তাঁকে অপমান করত। প্রভুর যাজকেরাও, তাঁর আরাধনা করা যাদের কর্তব্য ছিল, তাঁকে অপমান করল।

যোব কীটে ভরা আবর্জনার মধ্যে বসে ছিলেন। প্রভুও প্রকৃত একটা আবর্জনার মধ্যে তথা এসংসারের কাদায়, কীটস্বরূপ মানুষদের নানা ফুটন্ত কলুষ ও কুকামনার মাঝে বিক্ষিপ্ত হলেন।

যোব স্বাস্থ্য ও সম্পদ ফিরে পেলেন। পুনরুত্থিত হয়ে প্রভু আপন বিশ্বাসীদের কাছে পরিত্রাণ শুধু নয়, অমরতাও দান করলেন, ও সমস্ত প্রকৃতির প্রভুত্ব ফিরে পেলেন, যেমন তিনি নিজে সাক্ষ্যদান করে বললেন, *সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে* (মথি ১১:২৭)।

যোব হারানো সন্তানদের স্থানে অন্য সন্তানদের জনক হলেন। নবীদের স্থানে প্রভুও ধন্য সন্তান সেই প্রেরিতদূতদের জনক হলেন।

যোব আশিসদানে ধন্য হয়ে শান্তিতে শয়ন করলেন। প্রভু কিন্তু ধন্য থাকেন যুগে যুগে চিরদিন চিরকাল ধরে।

**শ্লোক** - হিব্রু ১২:১-২; ২ করি ৬:৪-৫ দ্রঃ

*প্র* এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই।

*উ* এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

*প্র* এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি, সঙ্কট, প্রহার ও কারাবাস সহ্য করি।

*উ* এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২২:৫-১৯)

### প্রভুর গৃহ-নির্মাণ প্রস্তুতি

[মৃত্যু আসন্ন বিধায়] দাউদ ভাবছিলেন, 'আমার ছেলে শলোমনের এখনও বয়স হয়নি, অভিজ্ঞতাও হয়নি, অথচ প্রভুর জন্য যে গৃহ গাঁথবার কথা, তা এমন চমৎকার হতে হবে, যাতে সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও গরিমাপূর্ণ গৃহ হয়। এই উদ্দেশ্যে আমি নিজেই এখন থেকে তার পূর্বব্যবস্থা করব।' তাই দাউদ নিজ মৃত্যুর আগে বড় বড় ব্যবস্থা করলেন। পরে তিনি তাঁর ছেলে শলোমনকে ডেকে এনে তাঁকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর জন্য একটা গৃহ গেঁথে তুলতে আজ্ঞা দিলেন। দাউদ শলোমনকে বললেন, 'সন্তান আমার, আমার মনোবাসনা ছিল, আমি আমার পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলব; কিন্তু প্রভুর এই বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হল: তুমি বেশি রক্ত ঝরিয়েছ, বড় বড় যুদ্ধ করেছ; এজন্য তুমি আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে না, কারণ আমার দৃষ্টিতে তুমি বেশি রক্ত মাটিতে ঝরিয়েছ। দেখ, তোমার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হবে, সে শান্তিপ্রিয় মানুষ হবে; তার চারদিকের সকল শত্রু থেকে আমি তাকে স্বস্তি দেব; কেননা তার নাম হবে শলোমন, এবং তার দিনগুলিতে আমি ইস্রায়েলকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করব। সে আমার নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবে; আমার জন্য সে হবে পুত্র, আর তার জন্য আমি হব পিতা; এবং ইস্রায়েলের উপরে তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। এখন, সন্তান আমার, প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর জন্য গৃহ নির্মাণে সফল হতে পার, যেমনটি তিনি তোমার বিষয়ে কথা দিয়েছেন। শুধু একটি কথা, প্রভু তোমাকে বিচারবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা মঞ্জুর করুন, ইস্রায়েলের জন্য তোমাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দান করুন, যেন তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর বিধান পালন করতে পার।

প্রভু ইস্রায়েলের জন্য মোশিকে যে বিধি ও নিয়মনীতি দিয়েছেন, তা সযত্নে পালন করলেই তুমি সফল হবে। বলবান হও, সাহস ধর, ভয় করো না, নিরাশ হয়ো না!

দেখ, আমার দীনতায় আমি প্রভুর গৃহের জন্য এক লক্ষ মণ সোনা, দশ লক্ষ মণ রুপো, অসংখ্য পরিমাণ ব্রঞ্জ ও লোহা ব্যবস্থা করেছি; কাঠ ও পাথরও ব্যবস্থা করেছি; আর তুমি আরও আরও মাল যোগ দেবে। তাছাড়া বহু বহু কর্মী, পাথরকাটিয়ে, মিস্ত্রী ও কাঠ-শিল্পী, ও সব ধরনের কাজের জন্য সব রকম কর্মদক্ষ লোক তোমাকে সাহায্য করবে; সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ, লোহা অপরিমেয় হবে; তাই ওঠ, কাজে লাগ, এবং প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।'

পরে দাউদ ইস্রায়েলের সমস্ত জননেতাদের তাঁর সন্তান শলোমনকে সাহায্য দান করতে আজ্ঞা দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু কি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেননি? তিনি কি সবদিকে তোমাদের স্বস্তি দেননি? আসলে তিনি এর মধ্যে অঞ্চলের অধিবাসীদের আমার হাতে দিয়েছেন; হ্যাঁ, দেশ প্রভুর ও তাঁর আপন জনগণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করছে। সুতরাং তোমরা এখন তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর অন্বেষায় আপন আপন হৃদয় ও প্রাণ নিবিষ্ট রাখ। তবে ওঠ, প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল, যেন প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা ও পরমেশ্বরের পবিত্র পাত্রগুলো সেই গৃহে আনতে পার, যা প্রভুর নামের উদ্দেশে নির্মিত।'

শ্লোক - ১ বংশ ২২:১৯; সাম ১৩২:৭; ইশা ৫৬:৭ দ্রঃ

প্র সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্রধাম গেঁথে তোল।

উ এসো, তাঁর আবাসে যাই, তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

প্র আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

উ এসো, তাঁর আবাসে যাই, তাঁর পাদপীঠে প্রণিপাত করি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২:১৩-১৪)

**পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির**

*পিতা ও আমি তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)। অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রিষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন; যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তার সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রিষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রিষ্ট ঢোকেন। এজন্য পরম গীতে মণ্ডলীও বলেন, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে* (পরমগীত ৫:২)। যিনি করাঘাত করছেন, তাঁকে শোন; যিনি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে শোন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার; কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে, আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে* (পরমগীত ৫:২)।

সেই সময়ের কথা ভাব যখন ঐশবাণী উত্তরোত্তর তোমার দরজায় ঘা দেন: তাঁর মাথা তো রাত্রির শিশিরে ভিজা আছে, কেননা তিনি তাদের কাছে এসে দেখা দেন যারা নিপীড়নে ও প্রলোভনে রয়েছে, যাতে দুশ্চিন্তায় পরাভূত হয়ে কেউই পতিত না হয়। সুতরাং তাঁর মাথা তখনই শিশিরের জলবিন্দুতে পূর্ণ, যখন তাঁর দেহ কষ্টভোগ করে। তবে এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কেননা তুমি নিদ্রাগত হলে ও তোমার হৃদয় জাগ্রত না হলে তিনি করাঘাত না করেও চলে যান। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং এসো, আমাদের আত্মার দরজা খুলে দিই, সেই প্রবেশদ্বারও খুলে দিই, যা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলে, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৭ লাতিন পাঠ্য)। তুমি তোমার বিশ্বাসের এ তোরণদ্বার খুলতে রাজি হলে, তবেই গৌরবের রাজা তাঁর যন্ত্রণাভোগের জয়ধ্বজা বহন ক'রে তোমার ঘরে প্রবেশ করবেন। ধর্মময়তারও তোরণদ্বার আছে; এ দ্বার সম্বন্ধেও আমরা শাস্ত্রে এমন কথা পাই যা প্রভু যিশু নবীর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, *আমার জন্য খুলে দাও ধর্মময়তার তোরণদ্বার* (সাম ১১৮:১৯), এবং অন্যত্র লেখা আছে, *যেরুশালেম! প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; সিয়োন! তোমার পরমেশ্বরের প্রশংসা কর, তিনি যে সুদৃঢ় করলেন তোমার দ্বারের অর্গল* (সাম ১৪৭:১৩)।

সুতরাং আত্মার দরজা আছে, প্রবেশদ্বারও আছে; এ দরজায়, এ প্রবেশদ্বারেই এখন খ্রিষ্ট এসে করাঘাত করছেন। তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক - প্রকাশ ৩:২০; মথি ২৪:৪৬

*প্র* দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়,

*উ* আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।

*প্র* সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন:

ঌ আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১-২১)

## বিল্দাদের উপদেশ : দুর্জনের অপরিহার্য নিয়তি

শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ একথা বললেন :

আর কতকাল তোমরা কথা সংযত রাখবে?
চিন্তা কর, পরে কথা বলব।
পশু বলে পরিগণিত হওয়ায় আমাদের কী লাভ?
তোমাদের চোখে আমরা কেন পাষণ্ড বলে দাঁড়াব?
তুমি তো ক্রোধে নিজেকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে পার,
কিন্তু তোমার খাতিরে পৃথিবী পরিত্যক্ত হবে না,
গিরি-শৈলও নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না!
দুর্জনের আলো নিশ্চয়ই নিভে যাবে,
তার বাতির শিখাও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
তার তাঁবুতে আলো অন্ধকার হবে,
যে প্রদীপ তার উপর আলো ছড়ায়, তাও নির্বাপিত হবে।

তার চলার তেজ খর্ব হবে,
তার নিজের কল্পনা-ঝল্পনা তার পতন ঘটাবে,
কারণ তার পা জালে জড়িয়ে পড়বে,
সে ফাঁদের উপরে পা বাড়াবে।
তার পাদমূল ফাঁসে আবদ্ধ হবে,
ফাঁদ ছুটবে, আর সে ধরা পড়বে।
তার জন্য ফাঁস মাটিতে লুক্কায়িত রয়েছে,
তার চলার পথে জাল পাতা আছে।
বিভীষিকা সবদিক দিয়ে তাকে আতঙ্কিত করছে,
তার পিছু পিছু তাকে ধাওয়া করছে।

ক্ষুধা হবে তার সঙ্গী,
সর্বনাশ তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

অসুখ তার চামড়া গ্রাস করবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার সর্বাঙ্গ খেয়ে ফেলবে।
যার উপর তার ভরসা ছিল,
তার সেই তাঁবু থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হবে,
তখন বিভীষিকা-রাজের কাছে তাকে টেনে নেওয়া হবে।
তুমি তার তাঁবুতে বাস করতে পারবে
—তার উপর তার আর অধিকার নেই;
তার আবাসে গন্ধক ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
নিচে তার শিকড় শুষ্ক হবে,
উপরে তার শাখা কেটে ফেলা হবে।
তার স্মৃতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে,
রাস্তা-ঘাটে তার নামের উল্লেখ আর হবে না।
আলো থেকে অন্ধকারে বিতাড়িত হয়ে
সে সংসার থেকে বিচ্যুত হবে।

তার স্বজাতীয়দের মধ্যে তার আর থাকবে না সন্তানসন্ততি, থাকবে না বংশ,
তার আবাসের স্থানে একজনমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না।
তার পরিণামের জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ স্তম্ভিত হবে,
ভয়ে প্রাচ্যের মানুষ রোমাঞ্চিত হবে।
এই তো শঠতার দশা,
যে কেউ ঈশ্বরকে জানে না, এই তো তার আবাস।

শ্লোক - যোব ৯:১২-১৪; রো ৯:২০

প্র ঈশ্বর কেড়ে নিলে কে তাঁকে বাধা দেবে? কে তাঁকে বলবে: কী করছ তুমি?
পরমেশ্বর তাঁর ক্রোধ ফিরিয়ে নেন না; সমর্থকেরাও তাঁর পদতলে জড়সড়।

℣ তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?

℟ কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?

℣ তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১১শ পুস্তক ২:৩–৩:৫)

**দেখ, তোমার কণ্ঠ আমার আনন্দ**

*দিনও তোমার, রাতও তোমার* (সাম ৭৪:১৬) : তুমি সঙ্কেত দিলেই ক্ষণধারা কেটে যায়। তাই তুমি তোমার বিধানের গোপন তত্ত্বে আমাদের ধ্যানের জন্য সময় বিস্তারিত কর; যারা করাঘাত করে, তাদের বিরুদ্ধে দরজা রুদ্ধ করো না। কেননা তুমি এমনটি চাওনি, তত পৃষ্ঠার গুপ্ত তত্ত্ব বৃথাই লিখিত হবে; নাকি সেই বনরাশির এমন হরিণ নেই, যে হরিণগুলি সেই বনের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আরাম পায়, হেঁটে বেড়ায়, চারণ করে, শয়ন করে, জাবর কাটে?

প্রভু, আমার মধ্যে তোমার কাজ সম্পন্ন কর, সেই পৃষ্ঠাগুলোর অর্থ আমার কাছে প্রকাশ কর। দেখ, তোমার কণ্ঠ আমার আনন্দ, তোমার কণ্ঠ সমস্ত অভিলাষের ঊর্ধ্বে। আমি যা ভালবাসি, তা আমাকে দান কর; আমি সত্যিই ভালবাসি। আর এই সমস্ত কিছু তোমারই দান। তোমার নিজের দানগুলি এমনি ফেলে রেখো না, তৃষ্ণার্ত তোমার এ তৃণ হেয়জ্ঞান করো না। তোমার পবিত্র গ্রন্থে যা কিছু পাব, তার জন্য আমি যেন তোমার স্তুতি করি ও প্রশংসাগানের সুর যেন শুনতে পাই; জল যে তুমি, আমি যেন তোমাকেই পান করি, ও তোমার বিধানের অপরূপ কীর্তি যেন ধ্যান করি সেই আদি থেকেই যখন তুমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী গড়েছ সেই শাশ্বত রাজ্য পর্যন্ত যেখানে তোমার পবিত্র নগরীতে তোমার সঙ্গে বাস করব।

প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমার বাসনা পূর্ণ কর, কারণ আমি মনে করি তা পার্থিব নয়; আমি তো আমাদের জীবনযাত্রায় সোনা কি রুপো কি রত্না, বা সুসজ্জা কিংবা সম্মান কি ক্ষমতা বা জৈব কামনা, এমনকি দৈহিক প্রয়োজনেরও বাসনা করছি না—এ

সমস্ত কিছু এমন, যা তোমার রাজ্য ও ন্যায়ের অন্বেষণ করলে আমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে।

ঈশ্বর আমার, দেখ আমার কেমন বাসনা। প্রভু, দুর্জনেরা আনন্দজনক কথা আমার কাছে বর্ণনা করল, কিন্তু তোমার বিধান অনুসারে নয়। আর দেখ, এই তো আমার বাসনা। হে পিতা, দেখ, লক্ষ কর, চেয়ে দেখ, সম্মতি দাও; তোমার প্রসন্নতার খাতিরে আমি যেন তোমার দয়ার সামনে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি, আমি দরজায় করাঘাত করলে আমার কাছে যেন তোমার বচনগুলির রহস্য উন্মোচিত হয়। আমি তোমাকে মিনতি জানাই তোমার পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা যিনি তোমার ডান হাতের মানুষ, সেই মানবপুত্র যাঁকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছ, তোমার ও আমাদের সেই মধ্যস্থ যাঁর দ্বারা তুমি আমরা যারা তোমার অন্বেষণ করতাম না আমাদের অন্বেষণ করেছ—হ্যাঁ, তুমি আমাদের অন্বেষণ করেছ আমরা যেন তোমার অন্বেষণ করি। তিনি তোমার সেই বাণী, যাঁর দ্বারা তুমি সেই সমস্ত কিছু গড়েছ যার মধ্যে আমাকেও গড়েছ; তিনি তোমার একমাত্র পুত্র, যাঁর দ্বারা তুমি বিশ্বাসীদের সেই জনগণকে দত্তকপুত্রত্বে আহ্বান করেছ যাদের মধ্যে আমাকেও আহ্বান করেছ। তাঁরই দ্বারা আমি তোমাকে মিনতি জানাই যিনি তোমার ডান পাশে আসীন, যিনি আমাদের হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করেন, *যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (কল ২:৩)। তেমন ধন-ঐশ্বর্যই আমি তোমার গ্রন্থগুলিতে অন্বেষণ করি।

আমি যেন শুনতে ও উপলব্ধি করতে পারি কেমন করে তুমি আদিতে আকাশ ও পৃথিবী গড়েছ। মোশি একথা লিখলেন—তা লিখে তিনি চলে গেলেন, এখানকার মধ্য দিয়ে তিনি তোমা থেকে তোমারই কাছে পেরিয়ে গেলেন, তাই তিনি এখন আমার সামনে আর নন; তিনি থাকলে, আমি তাঁকে ধরে রাখতাম, তাঁকে মিনতি করতাম, তোমার নামে তাঁকে অনুরোধ করতাম তিনিই যেন এ সমস্ত কিছু আমার কাছে ব্যক্ত করেন; ও তাঁর ওষ্ঠের স্বরধ্বনি কান পেতে শুনতাম। কিন্তু তবু হিব্রু ভাষায় কথা বলাতে তিনি বৃথাই আমার কর্ণযুগোলে করাঘাত করতেন—কিছুই আমার উপলব্ধি স্পর্শ করতে পারত না! তিনি কিন্তু লাতিন ভাষায় কথা বললে, তবে তিনি যা বলতেন আমি তা বুঝতে পারতাম। ফলে, যেহেতু আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে পারি না, সেজন্য তিনি

যাঁতে পরিপূর্ণ হয়ে সত্যাশ্রয়ী কথা বললেন, আমি সেই তোমাকেই, হে সত্য, মিনতি করি, তোমাকেই, ঈশ্বর আমার, মিনতি করি: আমার পাপরাশি ক্ষমা কর; আর তুমি যখন তোমার সেই দাসকে এ সমস্ত কিছু বলতে দিয়েছ, তখন আমাকেও এ সমস্ত উপলব্ধি করতে দাও।

**শ্লোক** - সাধু আগস্তিনের স্বীকারোক্তি; লুক ১৯:১০

*প্র* হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি, হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি!

*উ* তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

*প্র* যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

*উ* তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১:১১-৩৫; ২:১০-১২)

**দাউদ রাজপদে উত্তরসূরী বলে শলোমনকে বেছে নেন**

সেসময়, নাথান শলোমনের মাতা বেথশেবাকে বললেন, 'আপনি কি একথা শোনেননি যে, হাগিতের সন্তান আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে আর আমাদের প্রভু দাউদ রাজা তা আদৌ জানেন না? আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, যেন আপনি নিজের প্রাণ ও শলোমনের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। চলুন, দাউদ রাজাকে গিয়ে বলুন, আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেননি: আমার পরে আমার ছেলে শলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? তবে কেন আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে? দেখুন, আপনি সেখানে রাজার সঙ্গে নিজের কথা বলতে বলতেই আমিও আপনার পিছু পিছু এসে আপনার কথা সপ্রমাণ করব।'

বেথশেবা রাজ-কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন; সেসময়ে রাজার বেশ বয়স হয়েছিল, এবং শুনেমের আবিশাগ রাজার সেবা করছিল। বেথশেবা মাথা নত করে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন; তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'প্রভু আমার, আপনি আপনার পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে শপথ করে আপনার এই দাসীকে বলেছিলেন: আমার পরে আমার ছেলে শলোমন আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। কিন্তু এখন এই যে সেই আদোনিয়া রাজ্যভার নিয়েছে, আর আপনি, প্রভু আমার, তাও জানেন না। সে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, যাজক আবিয়াথারকে ও সেনাপতি যোয়াবকে নিমন্ত্রণ করেছে, কিন্তু আপনার দাস শলোমনকে নিমন্ত্রণ করেনি। অথচ, হে আমার প্রভু মহারাজ, সমস্ত ইস্রায়েলের চোখ আপনার উপরেই নিবদ্ধ, আপনিই তো লোকদের জানিয়ে দেবেন আপনার পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে বসবে। নইলে আমার প্রভু মহারাজ

যখন পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাবেন, তখন আমি ও আমার ছেলে শলোমন অপরাধী বলে গণ্য হব।'

তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় নাথান নবী ভিতরে এলেন। রাজাকে বলা হল, 'নাথান নবী এখানে উপস্থিত।' তিনি রাজার সামনে এসে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করলেন। নাথান বললেন, 'আমার প্রভু মহারাজ, আপনি কি এই কথা জারি করেছিলেন: আমার পরে আদোনিয়া আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে? বাস্তবিকই সে আজ গিয়ে বহু বহু বলদ, নধর বাছুর ও মেষ বলিদান করে সকল রাজপুত্রকে, সেনাপতিকে ও যাজক আবিয়াথারকে নিমন্ত্রণ করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে তারা তার সাক্ষাতে খাওয়া-দাওয়া করছে, আর চিৎকার করে বলছে: রাজা আদোনিয়া দীর্ঘজীবী হোন! কিন্তু আপনার দাস যে আমি, এই আমাকে ও যাজক সাদোককে এবং যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে ও আপনার দাস শলোমনকে সে নিমন্ত্রণ করেনি। এমনটি কি হতে পারে যে, এসব কিছু আমার প্রভু মহারাজের সম্মতিতেই হচ্ছে, এবং আপনি আপনার পরিষদদের জানাননি, আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনার সিংহাসনে বসবে?'

দাউদ রাজা উত্তরে বললেন, 'বেথশেবাকে আমার কাছে ডেকে আন!' তিনি রাজার কাছে এলেন, এবং রাজার সামনে দাঁড়াতেই রাজা এই বলে শপথ করলেন, 'যিনি সমস্ত সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করেছেন, সেই জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি! ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর দিব্যি দিয়ে আমি তোমার কাছে যেমন শপথ করে বলছিলাম যে, আমার পরে তোমার ছেলে শলোমনই আমার পদে আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে, আমি আজ তেমন কাজই করব।' বেথশেবা মাথা নত করে মাটিতে উপুড় হয়ে রাজার সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'আমার প্রভু দাউদ রাজা চিরজীবী হোন!'

দাউদ রাজা বললেন, 'যাজক সাদোককে, নবী নাথানকে ও যেহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে আমার কাছে ডেকে আন।' তাঁরা রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর রক্ষীদলকে সঙ্গে নিয়ে আমার ছেলে শলোমনকে আমার নিজের খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নেমে যাও। সেখানে যাজক সাদোক ও নবী নাথান তাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করবেন; তারপর

তোমরা তুরি বাজিয়ে বলবে: রাজা শলোমন দীর্ঘজীবী হোন! পরে তার পিছু পিছু ফিরে এসো; সে এসে আমার সিংহাসনে বসবে ও আমার পদে রাজা হবে, কেননা আমি ইস্রায়েল ও যুদার উপরে তাকেই জননায়ক রূপে নিযুক্ত করলাম।'

দাউদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল। দাউদ ইস্রায়েলের উপরে মোট চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন: হেব্রোনে সাত বছর, তারপর যেরুশালেমে তেত্রিশ বছর। পরে শলোমন তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসনে বসলেন, এবং তাঁর রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

শ্লোক - পরমগীত ৩:১১; সাম ৭২:১, ২ দ্রঃ

প্র হে সিয়োন কন্যারা, বেরিয়ে এসো, শলোমন রাজাকে দেখতে এসো; তিনি সেই মুকুটে ভূষিত, যা তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন

উ তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

প্র পরমেশ্বর, রাজাকে তোমার সুবিচার প্রদান কর; তিনি তোমার নিঃস্বদের সততার সঙ্গে পালন করুন

উ তাঁর মনের আনন্দের দিনে।

দ্বিতীয় পাঠ - চতুর্থ শতব্দীর প্রাচীন উপদেশ থেকে পাঠ (১৭শ উপদেশ, ১-৪)

**তৈলাভিষেক লাভের ফলে**

**খ্রিষ্টভক্তরা খ্রিষ্টের ক্রুশের প্রতি নিত্য উৎসর্গীকৃত**

সেই সিদ্ধতা-প্রাপ্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা, যারা পরমসিদ্ধি লাভ করতে ও রাজার পরিজন হতে যোগ্য হল, তারা খ্রিষ্টের ক্রুশের প্রতি নিত্য উৎসর্গীকৃত। কেননা যেমন নবীদের সময়ে তৈলাভিষেক ছিল এমন অতিমূল্যবান ব্যাপার যা দিয়ে রাজারা ও নবীরাই অভিষিক্ত হতেন, তেমনি এখন যারা আত্মিক মানুষ, তারা স্বর্গীয় তৈলাভিষেকে অভিষিক্ত হয়ে অনুগ্রহ দ্বারা খ্রিষ্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে যাতে তারাই হন স্বর্গীয় রহস্যগুলির রাজা ও নবী। এমনকি এরাই পুত্র, প্রভু ও ঈশ্বর, যারা ক্রীতদাস, বন্দি, নিন্দার পাত্র, ক্রুশবিদ্ধ ও তৈলাভিষিক্ত।

যার তেল পার্থিব ও দৃশ্যময় গাছ থেকে বের করা, সেই তৈলাভিষেক যখন এমন মহাশক্তির অধিকারী ছিল যে, তা দ্বারা যারা অভিষিক্ত তারা অতুলনীয় মর্যাদা গ্রহণ করত —কেননা তখন এ নিয়ম ছিল যে, রাজারাই তৈলাভিষিক্ত হবেন—আর যখন স্বয়ং দাউদও তৈলাভিষিক্ত হওয়া মাত্র নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন ও কেবল সাত বছর পরেই রাজপদ গ্রহণ করলেন, তখন আন্তর-আত্মিক মানুষ অনুসারে যারা পবিত্রতা ও আনন্দ দানকারী এই স্বর্গীয় ও আত্মিক আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত, তারা কতই না মহত্তর কারণে সেই অক্ষয়শীল রাজ্যের চিহ্ন ও শাশ্বত শক্তির অগ্রিম দান তথা স্বয়ং সান্ত্বনাদানকারী পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করবেন!

জীবনবৃক্ষ সেই যিশু খ্রিষ্ট থেকে ও স্বর্গীয় গাছ থেকে বের করা তেলে অভিষিক্ত হয়ে তারাই পরমসিদ্ধি তথা রাজ্য ও দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে যোগ্য; কেননা যারা স্বর্গীয় রাজার ঘনিষ্ঠ, তারা সর্বশক্তিমানের আস্থায় ভূষিত হয়ে তাঁর সেই প্রাসাদে প্রবেশ করে যেখানে স্বর্গদূতেরা ও পুণ্যজনদের আত্মা বাস করেন। ভাবী যুগে তাদের জন্য প্রস্তুত সেই উত্তরাধিকারের পূর্ণতা এখনও লাভ করে না থাকলেও তবু গৃহীত অগ্রিম দান দ্বারা তারা সেই উত্তরাধিকার পাবে বলে সুনিশ্চিত—তারা যেন ইতিমধ্যেই মুকুটভূষিত ও রাজ্যের চাবিকাঠির অধিকারী। তাছাড়া, তাদের যে খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করার কথা, আত্মার প্রচুর আস্থার খাতিরে তারা তা অসাধারণ ও অভিনব ব্যাপার বলে গণ্য করে না, তাতে আশ্চর্যান্বিতও নয়। কেন? কারণ এখনও দেহে থেকেও তারা সেই আনন্দ, মাধুর্য ও শক্তির অধিকারী, যা পবিত্র আত্মারই সম্পদ।

ভাবী যুগে যাদের রাজত্ব করার কথা, সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে অভিনব ও অপ্রত্যাশিত বলতে কিছু নেই, কারণ তারা আগে থেকেই অনুগ্রহের রহস্যগুলি জ্ঞাত। কেননা মানুষ যখন প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল, শয়তান তখন সকল আত্মাকে অন্ধকারময় আবরণে আবৃত করেছিল; পরবর্তীতে কিন্তু অনুগ্রহ এসে সেই আবরণ ছিঁড়ে দিল, যাতে করে আত্মা আদিকালীন শুদ্ধতা ও স্বকীয় স্বরূপে তথা শুদ্ধ ও অনিন্দ্য প্রকৃতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শুদ্ধ চোখ দিয়ে চিরকালের মত ও শুদ্ধতা সহকারে সত্যকার আলোর গৌরব দর্শন করতে পারে—দর্শন করতে পারে ধর্মময়তার সেই প্রকৃত সূর্য যিনি তার নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্তিমান।

আর যেমন এই ক্ষয়শীল সংসারের সমাপ্তিতে ধার্মিকেরা ভাবী রাজ্যে আলো ও গৌরবে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতার ডান পাশে চিরগৌরবময় খ্রিষ্টেই মাত্র চোখ নিবদ্ধ রাখবে, তেমনি এসংসার থেকে যাদের কেড়ে নেওয়া হয় ও স্বর্গে গ্রহণ করা হয়, তারা সেখানে যা কিছু সুন্দর ও আকর্ষণীয় তা দর্শন করবে। কেননা আমরা যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছি, আন্তর-আত্মিক মানুষ অনুসারে ইতিমধ্যেই যেন ভাবী যুগে জীবনযাপন করায়, স্বর্গেই আমাদের সাহচর্য।

শ্লোক - ১ যোহন ২:২০, ২৭; ২ করি ১:২১-২২

প্ল তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে, যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ, —হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।

উ তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।

প্ল ঈশ্বর তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

উ তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-২৯)

## আশাভ্রষ্ট যোব আশা ফিরে পান

যোব উত্তরে একথা বললেন :

আর কতক্ষণ তোমরা আমার প্রাণে পীড়া দেবে?
আর কতক্ষণ তোমাদের বক্তৃতায় আমাকে চূর্ণ করবে?
এই দশ দশবার আমাকে অপমান করেছ,
লজ্জাবোধ না করে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ!
আর যদিও আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি,
তবুও আমার ভ্রান্তি আমার নিজেরই ব্যাপার।
আর যদি তোমরা আমার উপরে এত দর্প করতে চাও,
যদি আমার গ্লানি আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে চাও,
তবে জেনে রাখ, ঈশ্বরই আমার প্রতি অন্যায় করেছেন!
তিনিই তাঁর আপন জালে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছেন।
দেখ, আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিৎকার করি, কিন্তু সাড়া পাই না;
সহায়তা যাচনা করি, কিন্তু কোন বিচার হয় না।
আমার পথে তিনি এমন প্রাচীর দিয়েছেন,
যা আমি অতিক্রম করতে অক্ষম,
আমার রাস্তায় অন্ধকার পেতে দিয়েছেন।

তিনি খুলে নিয়েছেন আমার গৌরব-বসন,
আমার মাথা থেকে তুলে নিয়েছেন মুকুট।
আমাকে নিঃশেষ করার জন্য তিনি চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করছেন,
গাছের মত আমার প্রত্যাশা উপড়ে ফেলছেন।
তিনি আমার উপর তাঁর ক্রোধ জ্বালিয়েছেন,
আমাকে তাঁর বিরোধী বলে গণ্য করছেন।

তাঁর যত সৈন্যদল সবাই মিলে এগিয়ে আসছে,
আমাকে লক্ষ্যবস্তু করেই পথ চলছে,
শিবিরটা আমার তাঁবুর চারপাশেই বসানো।
তিনি আমার ভাইদের আমা থেকে দূরে রেখেছেন,
আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার নিজের অতিথিরা আমার কথা ভুলে গেছে।
আমার বাড়ির দাসীরা আমার প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছে,
তাদের চোখে আমি অচেনা মানুষ হয়ে গেছি।
আমার দাসকে ডাকি—কৈ, সে উত্তর দেয় না;
আমাকেই তার দয়ার পাত্র হতে হচ্ছে।
আমার শ্বাস আমার বধূর বিতৃষ্ণার ব্যাপার,
আমার সহোদরদের কাছে আমি বিতৃষ্ণার বস্তু।
ছেলেদের কাছেও আমি ঘৃণার বিষয়,
আমি উঠে দাঁড়ালে তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।
আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলে আমাকে বিভীষিকার মত দেখে,
আমার প্রিয়জনেরাও এখন আমার প্রতি বিমুখ।

হাড় চামড়ায় লেগে গেছে,
কেবল আমার দাঁতের চামড়াই রেহাই পেয়েছে!
বন্ধু আমার, তোমরাই আমাকে দয়া দেখাও, দয়া দেখাও!
কারণ ঈশ্বরের হাত এবার আমাকে আঘাত করেছে।
ঈশ্বরের মত কেন তোমরাও আমাকে পীড়ন করছ?
আমার মাংস গ্রাস করায় তোমরা কি কখনও ক্ষান্ত হবে না?

আহা, কেউ যদি আমার এই সমস্ত কথা লিখে রাখত,
সেই কথা যদি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হত,

তা যদি লোহার বাটালি ও সীসা দিয়ে
চিরকালের মত পাথরে খোদাই করা হত!

আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন!
আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!
আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর
আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।
আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব;
আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!
হৃদয় বুকের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে আসে।
যখন তোমরা বল, 'আমরা কেমন করে তাকে নির্যাতন করব?
বিচারে কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে পারি?'
তখন তোমরা নিজেরাই সেই খড়্গ ভয় কর,
কারণ ক্রোধ খড়্গের আঘাতে দণ্ড দেবে;
আর তখন তোমরা এ জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই বিচার আছে!

শ্লোক - যোব ১৯:২৫-২৭

প্ল আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন! আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

প্ল আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব; আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১৩শ পুস্তক ১:১–২:৩)

## তুমি আমাকে ডাকছিলে আমি যেন তোমাকে ডাকি

*আমি তোমাকেই ডাকছি, হে আমার ঈশ্বর, হে আমার কৃপাময়* (সাম ৫৯:১৮)। তুমিই তো আমাকে গড়েছ, ও তোমাকে যে ভুলে গেছে তুমি এই আমাকে ভুলে যাওনি। আমার আত্মায় তোমাকে ডাকছি, যে আত্মাকে তুমি এমন বাসনায়ই তোমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কর, যে-বাসনা তার মধ্যে তুমি নিজে জাগিয়ে তোল। আমি যে এখন তোমাকে ডাকছি, আমাকে ত্যাগ করো না—তুমি যে, আমি তোমাকে ডাকবার আগেও, নানা ভাবে উত্তরোত্তর আমাকে ডাকতে থাকলে আমি যেন দূর থেকে তোমার ডাক শুনে তোমার দিকে ফিরে চেয়ে সেই তোমাকেই ডাকি, যে তুমি আমাকে ডাকছিলে। কেননা তুমিই, প্রভু, আমার স্বকৃত যত অনিষ্ট মুছে দিলে, যাতে তোমা থেকে দূরে গিয়ে আমি যে অপরাধ করেছিলাম তার জন্য তুমি যেন আমার হাতের যোগ্য প্রতিদান না দাও; আবার তুমি আমার স্বকৃত যত মঙ্গলকর্মেও পূর্বপ্রেরণা দিয়েছিলে, যাতে যে হাতে তুমি আমাকে গড়েছিলে, তোমার সেই হাতের রচনাকে তুমি যোগ্য প্রতিদান দিতে পার। কেননা আমি আবির্ভূত হবার আগেও তুমি ছিলে, আমি কিন্তু এমন কিছু ছিলাম না যাকে তুমি অস্তিত্ব দিতে বাধ্য ছিলে; অথচ এই যে আমি আছি: তোমার পূর্বমঙ্গলময়তা গুণেই আমি এখন সেই সবকিছু হয়েছি যা তুমি আমার মধ্যে করেছ ও যা দ্বারা তুমি আমাকে গড়েছ। আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না; আবার আমিও মঙ্গলময় এমন কিছু নই যাতে তুমি, হে আমার প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, উপকৃত হতে পার। তোমার ইচ্ছা এ নয় যে, আমি তোমার সেবা করব তুমি যেন তোমার কর্মকাণ্ড সাধনে একপ্রকারে শ্রান্ত না হও কিংবা আমার আরাধনা না থাকলে তোমার কর্তৃত্ব হ্রাস পায়। আরও, আমি যেন মাটির মতই তোমার এমন সেবাযত্ন না করি, যার ফলে তোমাকে যত্ন না করলে তুমি যত্নহীন থাকবে! তোমার ইচ্ছাই বরং আমি তোমার সেবা করব ও যত্ন করব আমি যেন তোমারই কাছ থেকে মঙ্গল পাই—তুমি যে আমাকে অস্তিত্ব দিয়েছ যাতে মঙ্গলদানে আমাকে পরিপূর্ণ করতে পার।

তোমার মঙ্গলময়তার পূর্ণতা থেকেই সমস্ত জীব অস্তিত্ব পেয়ে থাকে, তারা যেন তোমার সেই মঙ্গলেরই অভাবী না হয়, সেই যে মঙ্গল যদিও তোমারই দ্বারা অস্তিত্ব পেতে পেরেছে তবু তোমার পক্ষে যার কোন উপকার হয় না ও তোমার সঙ্গে যার কোন তুলনাও করা যায় না। আদিতে তুমি যা গড়েছ, সেই আকাশ ও পৃথিবী নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? সেই সমস্ত আত্মিক কি পার্থিব বস্তু—যা তুমি তোমার প্রজ্ঞায় গড়েছ সেগুলি যেন পূর্ণবিকশিত ও পূর্ণগঠিত না হলেও ও নিজ নিজ আত্মিক ও পার্থিব প্রকৃতি অনুসারে তোমার তুলনায় বহু দূরবর্তী ও অসদৃশ হলেও তবু সেই প্রজ্ঞার উপর যেন নির্ভর করে—সেই সমস্ত বস্তুই বলুক, তারা নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত। আর পূর্ণগঠিত নয় এমন আত্মিক বস্তু যদিও পূর্ণগঠিত বস্তুর চেয়ে সুন্দর, ও পূর্ণগঠিত নয় এমন বস্তু যদিও শূন্যের চেয়ে সুন্দর, তবু পূর্ণগঠিত না হয়েও সমস্ত কিছুই তোমার বাণীর উপরে নির্ভরশীল ছিল। এমনকি, সমস্ত কিছু তোমার ঐক্যে যাঁর পুনর্মিলিত করার কথা, তাঁকে ছাড়া সেই সমস্ত বস্তু গঠিত হতে পারত না, সর্বোত্তম সেই তোমা থেকে অস্তিত্ব না পেয়ে সর্বোত্তমও হতে পারত না। পূর্ণগঠিত না হয়ে যা কিছু তোমা থেকে ছাড়া অস্তিত্বও পেতে পারত না, সেই সমস্ত বস্তু নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত?

পার্থিব পদার্থ যখন এত অগঠিত ও এলোমেলো, তখন নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? তুমি না গড়লে সেই পদার্থের অস্তিত্ব এই অবস্থায়ও হত না! সুতরাং তার অস্তিত্ব না থাকায়, পদার্থ তোমার কাছে অস্তিত্ব পাবারও প্রত্যাশা করতে পারত না। আর সেই আত্মিক সৃষ্টজীবগুলো যখন পূর্ণবিকশিত ছিল না, তখন নিজেদের কোন্ পুণ্যকর্মের ফল তোমাকে দেখাতে পারত? তোমা থেকে অসদৃশ হয়ে সেগুলো অতলদেশের মত অন্ধকারময় অবস্থায় থেকে যেত, যদি না যে আদিকারণ থেকে গঠিত হয়েছিল, তোমার বাণী দ্বারা সেই আদিকারণে রূপান্তরিত না হত, ও তাঁর দ্বারা যদি না আলোকিত হয়ে আলো না হয়ে উঠত—তেমন আলো যদিও তোমার মত নয়, কেবল তোমার সদৃশ! তোমাতে অবিরত আসক্ত হওয়াই তার মঙ্গল, পাছে তোমার দিকে ফিরে যে আলো পেয়েছিল, তোমা থেকে দূরে গিয়ে সেই আলো হারিয়ে ফে'লে আবার এমন জীবনাবস্থায় পতিত হয় যা অন্ধকারময় অতলদেশেরই মত।

কেননা আমরা যারা আত্মা অনুসারে আত্মিক জীব, একদিন আমরাও আমাদের আলো সেই তোমা থেকে দূরে গিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠেছিলাম; এখনও আমাদের অন্ধকারময় অবস্থার শেষাংশে পরিশ্রম করে থাকি, যতদিন না তোমার একমাত্র পুত্রের মধ্যে *তোমার সেই ধর্মময়তা* না হয়ে উঠি *যা ঈশ্বরের গিরিমালার মত* (সাম ৩৬:৭ দ্রঃ) —কারণ তোমার বিচারগুলি অনুসারে আমরা একসময় ছিলাম গভীর অতলদেশ।

**শ্লোক** - সাম ২৫:৪-৫; রো ৭:১৪, ১৫

*প্র* আমাকে চিনিয়ে দাও তোমার পথসকল, প্রভু; আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার পন্থাসকল।

*উ* তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।

*প্র* আমি মাংসময়, পাপের ক্রীতদাস। আমি আমার নিজের আচরণ পর্যন্তও বুঝতে পারছি না।

*উ* তোমার সত্যে আমাকে চালনা কর, আমাকে শিক্ষা দাও, তুমিই তো আমার ত্রাণেশ্বর।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৫-২৮)

**শলোমন রাজ্যভার গ্রহণ করেন**

গিবেয়োনে প্রভু রাতের বেলায় শলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন; পরমেশ্বর বললেন, ‘যাচনা কর, আমি তোমাকে কী দেব?’ শলোমন বললেন, ‘তোমার দাস আমার পিতা দাউদ তোমার সামনে বিশ্বস্ততায়, ধর্মময়তায় ও তোমার দিকে সরল হৃদয়ে চলেছিলেন বলে তুমি তাঁর প্রতি মহাকৃপা দেখিয়েছিলে। আর তাঁর প্রতি তোমার সেই মহাকৃপা দেখিয়ে চলেছ; হ্যাঁ, তাঁর নিজের একটি পুত্রসন্তানকে আজ তাঁর সিংহাসনে বসতে দিয়েছ। এখন, প্রভু, পরমেশ্বর আমার, তুমি আমার পিতা দাউদের পদে তোমার এই দাসকে রাজা করেছ। কিন্তু আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, গণপরিচালনায় আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আর তোমার এই দাস তোমার সেই জনগণের মধ্যে রয়েছে যাদের তুমি বেছে নিয়েছ; তারা এমন বহুসংখ্যক এক জাতি যে, তাদের গণনা করাও সম্ভব নয়, তাদের সংখ্যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তাই তোমার এই দাসকে এমনই এক বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর, যেন সে তোমার জনগণের সুবিচার করতে পারে ও মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে পারে; কারণ তোমার এই এত বহুসংখ্যক জাতিকে শাসন করতে পারে এমন সাধ্য কারই বা আছে?’ শলোমন যে তেমন যাচনা রেখেছেন, তাতে প্রভু প্রীত হলেন, তাই পরমেশ্বর তাঁকে বললেন, ‘তুমি যখন এই যাচনা রেখেছ, যখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, তখন দেখ, আমি তোমার যাচনা মঞ্জুর করলাম। দেখ, আমি তোমাকে এমন প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি যে, তোমার আগে তোমার মত কেউই কখনও হয়নি, পরেও তোমার মত কারও উদ্ভবও কখনও হবে না। আর শুধু তা নয়, তুমি যা যাচনা করনি, তাও তোমাকে মঞ্জুর করছি—এমন ধন-

ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন রাজার নেই। আর তোমার পিতা দাউদ যেমন চলত, তুমিও তেমনি যদি আমার আজ্ঞাগুলি ও আমার বিধিনিয়ম পালন করে আমার সমস্ত পথে চল, তবে আমি তোমাকে দীর্ঘায়ুও দান করব।' শলোমন জেগে উঠলেন, আর দেখ, তা স্বপ্নই। তিনি যেরুশালেমে গিয়ে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে দাঁড়িয়ে আহুতি দিলেন, মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করলেন, ও তাঁর সকল অনুচারীদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

একদিন দু'জন বেশ্যা রাজার কাছে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, 'প্রভু আমার, আমি ও এই স্ত্রীলোক দু'জনে এক ঘরে থাকি। আমি প্রসব করলাম, ঘরে তখন সে একাই। আমার প্রসবের তিন দিন পর এ স্ত্রীলোকটিও প্রসব করে; আমরা তখন একা, ঘরে আমাদের সঙ্গে অন্য কেউই নেই, কেবল আমরা দু'জনেই ঘরে আছি। তখন এমনটি ঘটল যে, এই স্ত্রীলোক ছেলের উপরে শুয়ে পড়ায় রাতে তার ছেলে মারা যায়; সে গভীর রাতে উঠে, যখন আপনার দাসী এই আমি ঘুমিয়ে আছি, তখন আমার পাশ থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে নিজের কোলে শুইয়ে রাখে, আর তার নিজের মরা ছেলেটিকে আমার কোলে শুইয়ে রাখে। সকালে আমি আমার ছেলেকে দুধ দিতে উঠলাম, আর দেখ, বাচ্চা মৃত; আমি ভাল করে তাকাই, আর দেখ, সে আমার প্রসব করা ছেলে নয়।' তখন অন্য স্ত্রীলোক বলল, 'তা নয়, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, মৃত যে ছেলে, সে তোমার।' প্রথমজন কিন্তু প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' এইভাবে তারা দু'জনে রাজার সামনে তর্কাতর্কি করে চলল। রাজা বললেন, 'এ বলছে, জীবিত যে ছেলে, সে আমার, তোমার ছেলে মৃত; ও বলছে, তা নয়, মৃত যে ছেলে, সে তোমার, জীবিত যে ছেলে, সে আমার।' তখন রাজা হুকুম দিলেন, 'আমার কাছে একটা খড়্গ আন!' রাজার কাছে একটা খড়্গ আনা হল। রাজা বলে চললেন, 'জীবিত ছেলেকে দু'ভাগ করে ফেল, আর একজনকে অর্ধেক, এবং আর একজনকে অর্ধেক দাও।' তখন জীবিত শিশুটি যার ছেলে, সেই স্ত্রীলোক রাজার কাছে আবেদন জানাল, কারণ ছেলের জন্য তার অন্তর স্নেহে উত্তপ্ত হয়েছিল, সে বলল, 'প্রভু আমার, আমার অনুরোধ, জীবিত বাচ্চাটি ওকে দিন, বাচ্চাটিকে কোন মতেই মেরে ফেলবেন না।' কিন্তু অপর একজন বলল, 'সে আমারও না

হোক, তোমারও না হোক! তোমরা তাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেল।' তখন রাজা এই বলে রায় দিলেন, 'জীবিত বাচ্চাটিকে ওকে দাও, তাকে মেরে ফেলো না! সে-ই তার মা।' বিচারে রাজার নিষ্পত্তির কথা শুনে সমস্ত ইস্রায়েলের অন্তরে রাজার প্রতি সম্ভ্রম জাগল, কেননা তারা দেখতে পেল, বিচার-সম্পাদনে তাঁর অন্তরে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা বিরাজিত।

**শ্লোক** - ১ রাজা ৩:১১, ১২, ১৩; লুক ১২:৩১

*প্র* পরমেশ্বর শলোমনকে বললেন, তুমি যখন নিজের জন্য দীর্ঘায়ু বা ধন-ঐশ্বর্য বা তোমার শত্রুদের প্রাণও যাচনা করনি, বরং বিচার-সম্পাদনে নিজের জন্য বিচারবুদ্ধি যাচনা করেছ, তখন

*উ* দেখ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি, ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরবও দান করছি।

*প্র* তোমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।

*উ* দেখ, আমি তোমাকে প্রজ্ঞাময় ও সদ্বিবেচক অন্তর দিচ্ছি, ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরবও দান করছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭)

**শান্তিরাজ ধর্মময়তার সঙ্গেই আপন জনগণকে পালন করেন**

শলোমন রাজা বহুদিক থেকেই প্রকৃত রাজার প্রতীক; আমি সেই বহু কথা ইঙ্গিত করছি যা পবিত্র শাস্ত্র তাঁর সম্বন্ধে, বিশেষভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণাবলি সম্বন্ধে বর্ণনা করে। কেননা লেখা আছে, তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও গভীর প্রজ্ঞায় ভূষিত; আরও লেখা আছে, তিনি মন্দির নির্মাণ করেন, ইস্রায়েলের উপর রাজত্ব করেন, জনগণের ন্যায়বিচার করেন; তাছাড়া তিনি দাউদ বংশীয়। একসময় ইথিওপিয়ার রানীও তাঁর কাছে যান। এ সমস্ত কিছু, এমনকি এধরনের অন্য কিছুও তাঁর বিষয়ে প্রতীকাকারেই বলা হয় বটে, কিন্তু তবুও সুসমাচারের পরাক্রম বর্ণনা করে।

কেননা কেইবা সেই অধিক শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি, যিনি আপন শত্রুদের ক্রুশে বিদ্ধ করে সমস্ত শত্রুতা বিনাশ করলেন, ও নিজের সঙ্গে আমাদের ও সমগ্র বিশ্বকে পুনর্মিলিত করলেন? যিনি *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুই জাতিকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন* (এফে ২:১৪, ১৫), তিনিই, যারা মঙ্গল প্রচার করে, তাদের মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী কি দূরবর্তী সকলেরই কাছে শান্তি ঘোষণা করেন।

আর কেইবা তিনি, যিনি সেই মন্দির নির্মাণ করেন *যার ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়* (সাম ৮৭:১), অর্থাৎ কিনা—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—যিনি *প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে* (এফে ২:১৪, ১৫) এমন প্রস্তর দিয়েই নির্মাণকর্ম সাধন করেন, যে প্রস্তরগুলো তাঁর মধ্যে জীবন্ত ও আত্মামণ্ডিত?

নবী যেমনটি বলেন, তাঁর মধ্যে সেই প্রস্তরগুলো গাঁথনির সুসংবদ্ধতার উদ্দেশ্যে (ইশা ২৮:১৬ দ্রঃ) সুবিন্যস্ত হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে (এফে ৪:১৬ দ্রঃ), যেন বিশ্বাসের শক্তিতে ও ভালবাসার বন্ধনে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে *প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে ওঠে, যাতে তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের আবাস হতে পারে* (এফে ২:২১, ২২)।

প্রভু যে ইস্রায়েলের রাজা, একথা তাঁর শত্রুরাও সপ্রমাণ করল, যখন তাঁর রাজ্যের স্বীকৃতি ক্রুশে লিপিবদ্ধ করেছিল: *এ যিশু, ইহুদীরাজ* (মথি ২৭:৩৭)। আমরা সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করি, যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এর দ্বারা তাঁর রাজ-অধিকার সীমিত হয়ে কেবল ইস্রায়েলীয়দের রাজ্য পর্যন্তই বিস্তারিত। কিন্তু তেমন নয়: ক্রুশের সেই লিপিটা এক অংশের উপর তাঁকে রাজ-অধিকার আরোপ ক'রে প্রকৃতপক্ষে সকলের উপরেই তাঁকে রাজ-অধিকার আরোপ করে, কারণ এমনটা লেখা ছিল না যে, যিশু শুধু ইস্রায়েলীয়দেরই রাজা, এমনকি ইহুদীদের উপর তাঁর সার্বিক রাজ-অধিকার সপ্রমাণ ক'রে একই কথার মধ্য দিয়ে নীরবেই তাঁকে বিশ্বরাজ-অধিকার আরোপ করে। কেননা সমগ্র পৃথিবীর রাজা পৃথিবীর একটা অংশের উপরও রাজত্ব করেন।

ন্যায়বিচার বিষয়ে শলোমনের সঙ্কল্প বিশ্বজগতের সেই প্রকৃত বিচারকর্তার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে, যিনি বলেন, *পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার*

*পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন* (যোহন ৫:২২)। আরও, *নিজে থেকে আমি কিছুই করতে পারি না: আমি যেমন শুনি তেমনি বিচারও করি, আর আমার বিচার ন্যায্য* (যোহন ৫:৩০)। এই তো ন্যায়বিচারের নিখুঁততম সংজ্ঞা: যারা বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের বিষয়ে রায় দেওয়া নিজে থেকে নয়, ব্যক্তিগত প্রবণতার ভিত্তিতেও নয়; বরং প্রকৃত বিচার হল আগে শোনা, তারপরেই রায় দেওয়া। এজন্যই ঈশ্বরের পরাক্রম সেই খ্রিষ্ট স্বীকার করেন, এমন কাজ আছে যা তিনি সাধন করতে পারেন না, কেননা সত্য ন্যায়বিচারের গতি পাল্টাতে পারে না।

এমন কেউ কি আছে যে একথা জানে না যে, ভিনধর্ম থেকে আগত জাতিগুলি নিয়ে গঠিত মণ্ডলী আদিতে তথা মণ্ডলী হবার আগে কালো ছিল, ও যখন অজ্ঞতার অধীনে ছিল সেই সুদীর্ঘ সময় ধরে সে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান থেকে দূরে ছিল? কিন্তু যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আবির্ভূত হল ও তাঁর প্রজ্ঞা উজ্জ্বল প্রকাশ পেল, ও সত্যকার আলো আপন রশ্মি তাদেরই উপর বিকিরণ করল যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বসে ছিল, তখন ইস্রায়েল আলোর দিকে চোখ বন্ধ করতে করতে ও তেমন মঙ্গলদানগুলির সহভাগিতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে করতে, দেখ, ইথিওপিয়া এগিয়ে আসছে, অর্থাৎ ভিনধর্ম থেকে আগত জাতিগুলি এগিয়ে আসছে (সাম ৬৮:৩২ দ্রঃ)। আত্মিক জলে নিজেদের অন্ধকার ধৌত ক'রে, দেখ, ইথিওপিয়া ঈশ্বরের প্রতি হাত পেতে রাজার কাছে উপহার অর্পণ করছে: ভক্তির সুগন্ধি দ্রব্য, ঈশ্বরজ্ঞানের সোনা, ও আদেশগুলো ও সদ্‌গুণাবলির মূল্যবান রত্ন।

**শ্লোক** - সাম ৪৫:৭-৮

*প্র* হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী;

*উ* তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।

*প্র* তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর, এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমাকে তৈলাভিষিক্ত করলেন।

*উ* তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-৩০)

## যোবের কাছে এলিফাজের সুমন্ত্রণা

তেমান-নিবাসী এলিফাজ একথা বললেন :

জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে,
তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?
তুমি ধার্মিক হলে তাতে সর্বশক্তিমানের কী উপকার?
তুমি সদাচরণ করলে তাতে তাঁর কী লাভ?
তিনি কি তোমার ধর্মভাবের জন্যই তোমাকে শাসন করছেন?
এজন্যই কি তোমাকে বিচারে আহ্বান করছেন?
না! বরং তোমার মহা অধর্মের জন্য,
তোমার সীমাহীন শঠতার জন্যই তোমার প্রতি তাঁর এই ব্যবহার।
কেননা তুমি অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছ,
তুমি বস্ত্রহীনের পোশাক কেড়ে নিয়েছ।
তুমি পিপাসিতকে পান করতে জল দাওনি,
ক্ষুধিতকে খাবার দিতে অস্বীকার করেছ,
পরাক্রমীর হাতে জমি তুলে দিয়েছ,
যেন তার উপরে তোমার প্রিয়পাত্রই বাস করে।
তুমি বিধবাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ,
এতিমের বাহু ভেঙে দিয়েছ।

এজন্যই এখন তোমার চারপাশে ফাঁদ!
এজন্যই আকস্মিক বিভীষিকা তোমাকে বিহ্বল করে তোলে।
এজন্যই তোমার আলো অন্ধকার হয়েছে, আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না,
এজন্যই জলোচ্ছ্বাস তোমাকে নিমজ্জিত করেছে।
ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না?

তারকারাজির মাথা দেখ : সেগুলো কেমন উচ্চ !

অথচ তুমি নাকি বলছ, 'ঈশ্বর কী জানেন?
তমসার মধ্যে তিনি কি বিচার করতে পারেন?
ঘন মেঘ তাঁর অন্তরাল, তাই তিনি দেখতে পান না ;
তিনি সেই গগনতলেই চলাচল করেন।'
তুমি কি সেকালের পথ ধরে চলবে,
যা ধরে চলেছিল যত শঠতাপূর্ণ মানুষ?
তাদের তো অকালেই কেড়ে নেওয়া হল,
তাদের ভিত বন্যায় ভেসে গেল।
তারা নাকি ঈশ্বরকে বলছিল, 'আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাও ;
সেই সর্বশক্তিমান আমাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারেন?'
অথচ তিনিই তাদের ঘর মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছিলেন,
যদিও দুর্জনদের মতলব তাঁর কাছ থেকে বেশ দূরে ছিল।
তা দেখে ধার্মিকেরা আনন্দিত হয়,
নিরপরাধী ওদের ঠাট্টা করে বলে,
'হ্যাঁ, আমাদের বিরোধীরা এবার ধ্বংসিত হয়েছে,
তাদের যা কিছু বাকি রইল, তা আগুন গ্রাস করেছে।'

তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে,
তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।
তাঁর মুখ থেকে নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নাও,
তাঁর বচনগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখ।
তুমি যদি নত হয়ে সর্বশক্তিমানের কাছে ফের,
তোমার তাঁবু থেকে যদি অন্যায় দূরে রাখ,
তোমার সোনা যদি ধুলার হাতে ছেড়ে দাও,
ওফিরের সোনা যদি জলস্রোতের পাথরকুচির মধ্যে ফেলে রাখ,
তাহলে সর্বশক্তিমান নিজেই হবেন তোমার সোনা,

স্বয়ং তিনিই তোমার রাশি রাশি রুপোর তাল।
হ্যাঁ, তুমি তখন সেই সর্বশক্তিমানে আনন্দ ভোগ করবে,
ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে চাইবে।
তুমি তাঁকে মিনতি জানাবে আর তিনি সাড়া দেবেন,
আর তুমি তোমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করতে পারবে।
তুমি যা কিছু করতে স্থির করবে, তা সফল হবে,
তোমার চলার পথে আলো উদ্ভাসিত হবে।
কারণ তিনি গর্বোদ্ধতের স্পর্ধা নত করেন,
কিন্তু যার চোখ অবনমিত, তিনি তার পরিত্রাণ সাধন করেন।
তিনি নিরপরাধীকে নিষ্কৃতি দেন,
তাই হাত শুদ্ধ রাখ, তবেই নিষ্কৃতি পাবে।

**শ্লোক** - যোব ২২:২, ১২, ২১

*প্র* জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে, তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?

*উ* ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না? তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!

*প্র* তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে, তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।

*উ* ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না? তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১৩শ পুস্তক ২১:৩১–২২:৩২)

**ঈশ্বরের বাণী অনন্ত জীবনের উৎস**

ঈশ্বর, তোমার বাণী অনন্ত জীবনের উৎস, সেই বাণী কখনও লোপ পাবে না। তোমার বাণীই তোমার কাছ থেকে আমাদের দূরে যাওয়াটা রোধ করে, কারণ সে বলে,

*তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না* (রো ১২:২), যেন জীবনের উৎসে জলসিক্ত ভূমি জীবন্ত আত্মাকে উৎপন্ন করতে পারে; অর্থাৎ কিনা, তোমার বাণী গুণে ও তোমার প্রেরিতদূতদের দ্বারা ভূমি তোমার খ্রিষ্টের অনুকারীদের অনুকরণে শুচি আত্মাকে উৎপন্ন করুক। দেখ, হে প্রভু আমাদের ঈশ্বর, হে আমাদের স্রষ্টা: সংসারের প্রতি যে আসক্তির দরুন অসৎ জীবনযাপন করে আমরা মরতাম, আমাদের সেই আসক্তি রোধ ক'রে, ও সৎজীবন যাপন ক'রে ও *'তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না'* প্রেরিতদূতের মুখ দিয়ে বলা তোমার সেই বাণী পালন ক'রে আমরা যখন জীবন্ত আত্মা হতে শুরু করব, তখন সেই বাণীও পূর্ণতা লাভ করবে যা তুমি বলে চলেছিলে, *তোমরা বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর।*

আর এসব কিছু জাত অনুযায়ী নয়, অর্থাৎ তাদেরই অনুকরণে নয় যারা আমাদের আগে জীবনযাপন করল, এমন মানুষেরই অনুকরণেও নয় যে মানুষ আদর্শবান হয়ে জীবনযাপন করল। কেননা তুমি এমন কথা বলনি, 'আমরা তার নিজের জাত অনুযায়ী মানুষকে গড়ব,' বরং বলেছিলে, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি* (আদি ১:২৬), যেন আমরা জানতে পারি তোমার ইচ্ছা কী।

এজন্য তোমার সেই দাস যিনি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে সন্তানদের জন্মদান করেছিলেন, তিনি তাদের সবসময়ই শিশুর মত দুধ দিয়ে পুষ্ট না করার জন্য ও ধাইমায়ের মত তাদের সবসময়ই কোলে বহন না করার জন্য বললেন, *মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (রো ১২:২)।

তাই তুমি তো বল না, 'মানুষ হোক,' কিন্তু বল *এসো, আমরা মানুষকে নির্মাণ করি;* আবার তুমি বল না, 'তার জাত অনুযায়ী,' কিন্তু বল, *আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে।* কেননা মনে নবীকৃত হয়ে ও সত্যকে উপলব্ধি ও বিচার করতে সক্ষম হয়ে মানুষের পক্ষে নিজ জাতের অনুকরণের জন্য কোন মানব আদর্শ দরকার হয় না, কিন্তু তার পক্ষে তোমার দিশারই প্রয়োজন যাতে জানতে পারে তোমার *ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।* তাছাড়া তুমি তাকে শিক্ষাদান কর, সে যেন ইতিমধ্যেই ঐক্যের ত্রিত্ব ও ত্রিত্বের ঐক্য দেখতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

এজন্য তুমি ‘এসো, আমরা মানুষকে নির্মাণ করব’ একথা বহুবচনে বললেও একবচনে অনুমান করা যায়, ‘ঈশ্বর মানুষকে নির্মাণ করলেন;’ আর তুমি *আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে* একথা বহুবচনে বললেও একবচনে অনুমান করা যায়, ‘ঈশ্বরের নিজের প্রতিমূর্তিতে।’ এভাবে *মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে* (কল ৩:১০), ও আত্মিক হয়ে উঠে সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার করে যা বিচার্য, কিন্তু সে নিজে *অন্য কারও বিচারাধীন নয়* (১ করি ২:১৫)।

**শ্লোক** - ২ করি ৫:৪, ৫, ২

*প্র* এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি।

*উ* যিনি এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।

*প্র* এজন্য আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি।

*উ* যিনি এই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-২১)

**প্রভুর গৃহ-উৎসর্গীকরণ**

শলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুশালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। শলোমন রাজা ও তাঁর কাছে সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মঞ্জুষার সামনে ছিলেন: তাঁরা এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত! যাজকেরা প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তার নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ গৃহের অন্তর্গৃহে, সেই পরম পবিত্রস্থানেই নিয়ে গিয়ে দুই খেরুবের পাখার নিচে বসিয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে সেই খেরুবমূর্তি দু'টো মঞ্জুষার জায়গার উপরে পাখা মেলে ছিল: তাই উপর থেকে সেই মূর্তি দু'টোর পাখা মঞ্জুষা ও তার দুই বহনদণ্ডের উপরে একটা আচ্ছাদনের মত ছিল। বহনদণ্ড দু'টো এমন লম্বা ছিল যে, তাদের অগ্রভাগ অন্তর্গৃহের সামনে পরম পবিত্রস্থান থেকেও দেখা যেতে পারত, তবু সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত না; এই সমস্ত কিছু আজও সেখানে আছে। মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই পাথরফলক দু'টোই ছিল, যা মোশি হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই পাথরফলক দু'টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। তখন এমনটি

ঘটল যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন শলোমন বললেন: 'প্রভু বলে দিচ্ছেন, তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন। আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি; এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

তখন রাজা মুখ ফিরিয়ে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে আশীর্বাদ করলেন, ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশ তখন দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বললেন: 'ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর! তিনি আমার পিতা দাউদের কাছে নিজের মুখে যে কথা বলেছিলেন, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি ঘটিয়েছেন: যেদিন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনেছি, সেদিন থেকে আমি, আমার নাম যেখানে একটি আবাস পেতে পারবে, এমন গৃহ নির্মাণের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোন শহর বেছে নিইনি; কিন্তু আমার জনগণ ইস্রায়েলের জননায়ক হবার জন্য দাউদকে বেছে নিয়েছি। আমার পিতা দাউদ মনস্থ করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে একটা গৃহ গেঁথে তুলবেন, কিন্তু প্রভু আমার পিতা দাউদকে বললেন: তুমি মনস্থ করেছ, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ গেঁথে তুলবে; তোমার তেমন মনস্কামনা ভালই বটে, অথচ তুমিই যে সেই গৃহ গেঁথে তুলবে এমন নয়, তোমার ঔরসজাত যে সন্তান হবে, সে-ই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ গেঁথে তুলবে। প্রভু এই যে কথা বলেছিলেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন: আমি আমার পিতা দাউদের পদ গ্রহণ করেছি, আমি ইস্রায়েলের সিংহাসনে আসন নিয়েছি, যেমনটি প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং আমি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ গেঁথে তুলেছি, আর তার মধ্যে একটা স্থান মঞ্জুষার জন্য নির্দিষ্ট করেছি, সেই যে মঞ্জুষার মধ্যে সেই সন্ধি রয়েছে, যা প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার সময়ে তাঁদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৯:৭, ৮, ৪; ২ বংশ ৬:১৮-১৯

*প্র* প্রভু, তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে ; আমাকে নির্দেশ দিয়েছ, যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি :

*উ* আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন, তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

*প্র* দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম ; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম ! তবু তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনার দিকে ফিরে তাকাও ; তোমার দাস তোমার কাছে যে প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন।

*উ* আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন, তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২২৯:২)

**এসো, আনন্দে মেতে উঠি,**
**কারণ ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি**

*পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির* (১ করি ৩:১৭)। কাঠ ও পাথর দিয়ে মন্দির এজন্যই নির্মাণ করা হয়, যাতে সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিরগুলি সম্মিলিত হলে ঈশ্বরের একমাত্র মন্দির গড়ে ওঠে। প্রতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসী হল ঈশ্বরের মন্দির, ও বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী হল ঈশ্বরের বহু মন্দির : তাই ভাইবোনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন মন্দির নিয়ে গঠিত মন্দির কতই না সুন্দর ; আবার, বহু অঙ্গ যেমন একদেহ হয়, তেমনি বহু মন্দির এক-মন্দির হয়।

তবু এ বহু খ্রিষ্টমন্দির তথা খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রাণগুলি সারা বিশ্বেই বিস্তৃত ; বিচারের দিন এলে এরা সকলেই একত্রিত হবে, ও অনন্ত জীবনে সকলে হবে এক-মন্দির। খ্রিষ্টের বহুবিধ অঙ্গ যেমন একদেহ, খ্রিষ্টই যার একমাত্র মাথা, তেমনি সেই মন্দিরগুলিতে স্বয়ং খ্রিষ্টই বাস করবেন, কারণ তিনি আমাদের মাথা। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা*

*তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন* (এফে ৩:১৬, ১৭)।

এসো, আনন্দে মেতে উঠি, কারণ ঈশ্বরের মন্দির হবার অনুগ্রহ লাভ করেছি; একই সময়ে কিন্তু এসো, সভয়েই জীবন যাপন করি, পাছে অধর্ম সাধনে ঈশ্বরের এ মন্দিরকে কলুষিত করি। এসো, প্রেরিতদূতের একথা ভয় করি, *কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন* (১ করি ৩:১৭)। যিনি পরিশ্রম না করেই আপন বাণীর পরাক্রম দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তোমার মধ্যে আপন আবাস গড়লেন; তাই তুমি এমন ভাবেই ব্যবহার করবে যেন তেমন অতিথি অপমানিত না হন। প্রভু যেন তোমার মধ্যে তথা আপন মন্দিরে কলুষিত, অন্ধকারময় বা নিষ্প্রয়োজন কিছু না পান, কারণ তোমার মধ্যে অপমানের সূত্র পাওয়া মাত্রই তিনি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবেন। আর মুক্তিসাধক তোমাকে ছাড়লেই সেই প্রবঞ্চনাকারীই তোমার কাছে আসবে।

সুতরাং ভাইবোনেরা, যখন ঈশ্বর আমাদের তাঁর আপন মন্দির করতে ইচ্ছা করলেন ও প্রসন্ন হয়ে আমাদের অন্তরে বাস করতে এলেন, তখন এসো, তাঁর সহায়তায় নিষ্প্রয়োজন যত চিন্তা যথাসাধ্য দূর করে দিই, ও যা উপকারী তাই গ্রহণ করি। ঈশ্বরের সহায়তায় এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ভাইবোনেরা, আমরা আমাদের হৃদয় ও দেহ-মন্দিরে প্রভুকে আমন্ত্রণ করতে পারব।

শ্লোক - ২ মাকা ১৪:৩৫-৩৬; ১ করি ৩:১৭

প্র যাঁর পক্ষে প্রয়োজন কিছুই নেই, তুমি এতেই প্রীত হলে যে, যে মন্দিরে তুমি বসবাস কর, তা আমাদের মাঝেই থাকবে।

উ এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।

প্র কেউ যদি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির।

উ এখন, হে পবিত্রজন, হে সমস্ত পবিত্রতার প্রভু, তোমার এই গৃহ চিরকালের মতই অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (২৩:১-২৪–২৪:১২)

**যোবের উত্তর : দুর্জনেরা অদণ্ডিতই থাকছে!**

যোব উত্তর দিয়ে একথা বললেন :

আজকের দিনেও আমার বিলাপ তিক্ত,
এখনও তাঁর হাত আমার হাহাকারের উপরে ভারী।
আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি তাঁর উদ্দেশ পাব ;
তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!
তাহলে তাঁর সম্মুখেই আমার এই ব্যাপার ব্যক্ত করতাম,
আমার ওষ্ঠ আমার সমস্ত দাবিতে পূর্ণ হত।
তিনি উত্তরে কি কি বলেন, তা আমি জানতে পারতাম,
তিনি আমাকে কী বলতে চান, তা আমি বুঝতে পারতাম।
তিনি কি পরাক্রম দেখিয়েই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন?
না! কিন্তু তবুও আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।
তবে তাঁর এই বিপক্ষকে ন্যায়বান বলে বিচার করতেন,
আর আমি আমার বিচারকের হাত থেকে চিরকালের মত রেহাই পেতাম।

কিন্তু দেখ, আমি পুবে যাই, কিন্তু সেখানে তিনি নেই,
পশ্চিমে যাই, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না।
উত্তরে তাঁর খোঁজ করি, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাই না,
দক্ষিণ দিকে ফিরি, কিন্তু তিনি অদৃশ্যই থাকেন।
অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন ;
তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মত উত্তীর্ণ হব।
আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে আছে,
সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি ;
তাঁর ওষ্ঠের আজ্ঞা ছেড়ে দূরে যাইনি,

তাঁর মুখের বচনগুলি হৃদয়ে গচ্ছিত রেখেছি।
কিন্তু তিনি একমনা ; কে তাঁকে ফেরাতে পারে?
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
কোন সন্দেহ নেই! আমার বিষয়ে যা স্থির করেছেন, তা তিনি করবেনই করবেন,
এবং তেমন সঙ্কল্প তাঁর কাছে বহুই রয়েছে।

এজন্যই আমি তাঁর সামনে আতঙ্কিত ;
তেমন কথা ভেবে আমি তাঁর ভয়ে কম্পিত হই।
ঈশ্বর আমার সাহসটুকু নিঃশেষিত করেছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে আতঙ্কিত করেছেন ;
অন্ধকারের আগমনের জন্যই যে আমি অবসন্ন, এমন নয়,
ঘন তমসার আগমনের জন্যই যে আমি পতিত, এজন্যও নয়।
কেন সর্বশক্তিমানের কাছে সেই নিরূপিত কাল গুপ্ত নয়,
কিন্তু তাঁকে জানে যারা তারা তাঁর সেই দিনগুলি দেখতে পায় না?
দুর্জনেরা জমির আল সরিয়ে দেয়,
তারা মেষপাল ছিনিয়ে নিয়ে তা চরিয়ে বেড়ায়।
তারা এতিমের গাধা কেড়ে নেয়,
বিধবার বলদ বন্ধক রাখে।
তারা নিঃস্বকে পথের বাইরে ঠেলে দেয়,
দেশের দীনহীনেরা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

দেখ, মরুপ্রান্তরের বন্য গাধার মত তারা কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
ভোর থেকেই খাবার খোঁজ করে বেড়ায়,
মরুভূমি তাদের সন্তানদের জন্য খাবার যুগিয়ে দেয়।
এমন মাঠে শস্য কাটে, যে মাঠ তাদের নয়,
দুর্জনের আঙুরখেতে পড়ে থাকা গুচ্ছ জড় করে ;
বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে রাত কাটায়,

শীত থেকে রক্ষা পাবার মত একটা কাপড়মাত্রও তাদের নেই।
পর্বতমালার বৃষ্টিতে তারা ভেজে,
আশ্রয় না থাকায় শৈলের গায়ে শরণ নেয়।
পিতৃহীনকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়,
দরিদ্রের অবলম্বন বন্ধকী দ্রব্য বলে রাখা হয়।
তাই এরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে বেড়ায়,
ক্ষুধার জ্বালায় শস্যের আঁটি বয়ে বেড়ায়;
ওদের বাগানে জলপাই পেষাই করে,
আঙুরফল মাড়াই করে, তেষ্টায় ভোগে।
শহর থেকে মুমূর্ষুদের হাহাকার শোনা যায়,
ক্ষতবিক্ষতদের প্রাণ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
অথচ ঈশ্বর তাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দেন না!

**শ্লোক** - যোব ২৩:৩, ১০, ১৩

*প্র* আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ পাব; তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!

*উ* অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন; তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।

*প্র* তিনি একমনা; কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

*উ* অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন; তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে আমি নিখাদ সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১৩শ পুস্তক ৩৫:৫০—৩৮:৫৩)

## প্রভু, তুমি আমাদের সবকিছু দিয়েছ:
## বিশ্রামের শান্তি, সন্ধ্যাহীন শান্তি

প্রভু ঈশ্বর, আমাদের শান্তি দান কর—তুমি তো আমাদের সবকিছুই দিয়েছ—বিশ্রামের শান্তি দান কর, শাব্বাতের শান্তি, সন্ধ্যাহীন শান্তিই দান কর। এ অতি মঙ্গলকর জিনিসের সুব্যবস্থা নিজ কর্ম সেরে বিলীন হবেই: এগুলির মধ্যে কেমন যেন সকাল ও সন্ধ্যা আছে।

সপ্তম দিনের সন্ধ্যাও নেই, সূর্যাস্তও নেই, কেননা তুমি সনাতন অস্তিত্বের জন্যই তা পবিত্রিত করেছ। তোমার বিশ্রাম না ছেড়ে তোমার সমস্ত সর্বোত্তম কাজ সৃষ্টি করে তুমি সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলে: একথা তোমার আপন গ্রন্থই আমাদের কাছে আগে থেকে বলেছে আমরা যেন জানতে পারি যে, আমাদের সমস্ত সর্বোত্তম কাজের পরে—সেই কাজ তোমার দান বলেই সর্বোত্তম!—আমরা অনন্ত জীবনের বিশ্রামবারে তোমাতেই বিশ্রাম করব।

যেমন তুমি এখন আমাদের মধ্যে কর্মরত, তেমনি তখনও তুমি আমাদের মধ্যে বিশ্রাম করবে; আর যেমন আমাদের এ কর্ম তোমারই, তেমনি আমাদেরই হবে তোমার সেই বিশ্রাম। তুমি কিন্তু, প্রভু, নিত্যই কর্মে রত আছ, নিত্যই বিশ্রামে আছ; তুমি তো কালের বাইরেই সবকিছু দেখ, তোমার গতিও কালের মধ্যে সীমিত নয়, কালের গণ্ডিতেও বিশ্রাম কর না; তবু কালের মধ্যে যা কিছু দৃষ্টিগোচর, তা তুমিই তো সৃষ্টি কর, কাল ও কালের মধ্যে বিশ্রামও তোমার সৃষ্টি।

তাই তুমি যা কিছু গড়েছ, তার অস্তিত্ব আছে বিধায়ই আমরা তা দেখতে পাই; তুমি কিন্তু তা দেখ বিধায়ই তা অস্তিত্ব পায়। আমরা বাইরে থেকে দেখি, সেই সবকিছু আছে; আবার ভিতর দিয়ে দেখি, সেগুলো ভাল। তুমি কিন্তু যে সময় দেখলে যে, সেগুলো সৃষ্টির যোগ্য, সেসময়ই তুমি সেগুলিকে সৃষ্ট দেখেছ। আবার, আমাদের হৃদয় তোমার আত্মার উদ্দীপনা পেলে আমরা পরবর্তীকালেই মঙ্গল সাধন করায় উদ্দীপিত; পূর্ববর্তীকালে কিন্তু আমরা তোমা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় অমঙ্গল সাধন করতেই

আকর্ষিত ছিলাম। তুমি কিন্তু, হে একমাত্র মঙ্গলময় ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গল সাধন করতে কখনও ক্ষান্ত হওনি। আমাদের কিছুটা কর্ম মঙ্গলময় বটে, তা কিন্তু তোমারই দানের ফলে, আর তা চিরস্থায়ী নয়: সেগুলোর পরে আমরা প্রত্যাশা করি, তোমার মহা পবিত্রতায় বিশ্রাম পাব। তুমি কিন্তু এমন মঙ্গল, যার অন্য মঙ্গলের প্রয়োজন নেই, ফলে তুমি নিত্যই শান্তিমণ্ডিত, কারণ তুমি নিজেই তোমার নিজের শান্তি। এবিষয়ে কোন্ মানুষ অন্য মানুষকে, কোন্ দূত অন্য দূতকে, কোন্ দূত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে? তোমার কাছেই যাচনা করা হোক, তোমাতেই অনুসন্ধান করা হোক, তোমার দরজায় করাঘাত করা হোক: এভাবে, হ্যাঁ, এভাবেই যাচনা পূর্ণ হবে, এভাবেই অনুসন্ধান সিদ্ধ হবে, এভাবেই দরজা খুলে দেওয়া হবে।

শ্লোক - সাম ১৭:১৫; ১ করি ১৩:১২

প্র আমি কিন্তু ধর্মময়তা গুণে পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন,

উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

প্র এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।

উ জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৮:২২-৩৪, ৫৪-৬১)

## মন্দির উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে শলোমনের প্রার্থনা

শলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এখন, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে

ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন —স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায় এই গৃহে এসে তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে আন, এবং নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।

তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে, তখন তারা যদি আবার তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করে, তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।'

প্রভুর কাছে এই সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন শেষ ক'রে শলোমন প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে আবার উঠে দাঁড়ালেন—তিনি তো এতক্ষণে নতজানু হয়ে ও স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ছিলেন—এবং পায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি তাঁর সকল প্রতিশ্রুতিমত তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন! তিনি তাঁর আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে যে উত্তম বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলোর একটাও নিষ্ফল হয়নি। আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন, আমাদের ফিরিয়ে না দেন, বরং আমাদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকর্ষণ করুন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত পথে চলি, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য তিনি যা কিছু জারি করেছিলেন,

আমরা যেন সেই সকল আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করি। এই যে সকল কথার মধ্য দিয়ে আমি প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করলাম, আমার এই সকল কথা দিনরাত আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত থাকুক, প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন অনুসারে তিনি যেন তাঁর আপন দাসের ও আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষসমর্থন করেন; যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে যে, প্রভুই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নেই। তোমাদের হৃদয় আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একাগ্র থাকুক, যেন তাঁর বিধিপথে চলতে পারে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

**শ্লোক** - ইশা ৫৬:৭; ১ রাজা ৮:২৯

*প্র* আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর; তাদের আনন্দিত করব;
*উ* কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
*প্র* তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে!
*উ* কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ ৭)

**যে প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানা হয়, সেই প্রজ্ঞা মূল্যবান**

প্রজ্ঞা মূল্যবান: তা দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানে ও সংসারকে ঘৃণা করে। যে তার সন্ধান পায়, সে তাকে রক্ষা করতে পারলে সুখী হবে। তাকে পাবার জন্য কী দেওয়া যেতে পারে? সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাধ্যতা আঁকড়ে ধর, তবেই দানস্বরূপ প্রজ্ঞা পাবে। কেননা লেখা রয়েছে, *যদি প্রজ্ঞা ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলি পালন কর: প্রভু তোমাকে প্রজ্ঞা মঞ্জুর করবেন* (সিরা ১:২৬)। প্রজ্ঞাবান হতে ইচ্ছা করলে বাধ্য হও। স্ব-ইচ্ছা, তেমন কথাকে বাধ্যতা চেনে না, বরং আদেশ পালনে পরের ইচ্ছা মেনে নেয়। তাই সমস্ত হৃদয়ের অনুরাগ ও সমস্ত দেহের প্রচেষ্টা দিয়ে বাধ্যতা আঁকড়ে ধর: আবার বলছি, বাধ্যতা যে মঙ্গল, তা আঁকড়ে ধর, তবেই তা দ্বারা প্রজ্ঞার আলোতে পৌঁছবে। কেননা একথা লেখা আছে, *তাঁর কাছে এগিয়ে এসো, উদ্ভাসিত হবে* (সাম ৩৪:৬ লাতিন

পাঠ্য)। বাধ্যতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসো, কারণ তার চেয়ে সরল ও নিশ্চিত উপায় নেই; তবেই প্রজ্ঞা দ্বারা উদ্ভাসিত হবে।

ঈশ্বরকে যে জানে না, সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কিন্তু অন্ধকারে চলে ও পথে হোঁচট খায়। সংসার অনুসারে প্রজ্ঞাবান নয়, বরং সংসারে থেকেও সংসারের লোক না হবার জন্য সংসারের বিরোধী, এমন সমস্ত মানুষের পক্ষে প্রজ্ঞাই সেই সত্যকার আলো, যা তাদের আলোকিত করে। তেমন মানুষই সেই নব মানুষ, যে পুরাতন মানুষের বিকৃত ও জঘন্য জীবনাবস্থা ছেড়ে জীবনের নবীনতায় চলতে চেষ্টা করে—তেমন মানুষ এবিষয়ে সচেতন যে, যারা মাংস অনুসারে নয়, আত্মা অনুসারেই চলে, তাদের জন্য কোন দণ্ড নেই।

যদিও সময় সময় তোমার মনে হয়, বাহ্যিক কোলাহল প্রশমিত হয়েছে, তবু যতদিন তোমার নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করতে চাইবে, ততদিন আন্তরিক কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। তোমার জৈব আসক্তি যতদিন না মনপরিবর্তন করে তুমি যেন ঈশ্বরকে আস্বাদ করতে পার, ততদিন ধরে তোমার অন্তরে তোমার স্ব-ইচ্ছার কোলাহল ক্ষান্ত হবে না। এজন্যই লেখা আছে, প্রজ্ঞার আলো দ্বারাই দুর্জনেরা কোলাহল থেকে দূরে যায়, কারণ ঈশ্বর যে কত মঙ্গলময় তা আস্বাদন করা মাত্রই তারা আর দুর্জন হতে ক্ষান্ত হয়ে সৃষ্টিকে আর নয় স্রষ্টাকেই কেবল আরাধনা করে। এমনকি, স্ব-ইচ্ছা ত্যাগ করা মাত্র তারা শান্তিতেই নিজেদের আন্তরিক কোলাহলের সমাপ্তির অভিজ্ঞতা করে। সুতরাং বাহ্যিক আসক্তির কোলাহল ও চিন্তা-ভাবনার চিৎকার ত্যাগ কর, শান্তিই তোমার হৃদয় দখল করুক, হৃদয়ে ঈশ্বরই বাস করতে শুরু করুন, কেননা *শান্তিতেই তাঁর তাঁবু* (সাম ৭৬:৩ লাতিন পাঠ্য)। যেখানে ঈশ্বর, সেখানে আনন্দ; যেখানে ঈশ্বর, সেখানে শান্তি; যেখানে ঈশ্বর, সেখানে পরম সুখ।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৯:১৩, ১৭, ১৮; ১ করি ২:১৪

*প্র* কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে? কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক?

*উ* তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল।

*প্র* প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না।

ঊ তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১-২৮)

## প্রজ্ঞা কেবল ঈশ্বরের কাছে বিরাজিত

যোব বললেন :

অবশ্য, রুপোর খনি আছে,
সোনারও নিখাদ হওয়ার স্থান আছে;
লোহা মাটি থেকে বের করা হয়,
পাথর গলিয়ে দিলে পিতল পাওয়া যায়।
মানুষ অন্ধকারের একটা সীমা রাখে,
অন্ধকারময় ঘন তমসার মধ্যে
সে চরম প্রান্ত পর্যন্তই কালো পাথর খনন করে।
মানুষ যেখানে পা বাড়াতেও ভুলে গেছে,
সেইখানে, লোকালয় থেকে দূরান্ত স্থানে তারা গর্ত খোঁড়ে,
লোকদের কাছ থেকে দূরেই ঝুলে তারা দুলতে থাকে।
যে মাটি থেকে শস্যের উৎপত্তি হয়,
নিচের সেই মাটি হল সর্বনাশা আগুনের স্থান।
সেই মাটির পাথর হল নীলকান্তমণির জন্মস্থান,
সেই মাটির ধুলায় রয়েছে সোনা।
তেমন পথ চিলের অজানা,
শকুনের চোখেরও অগোচর।
হিংস্র কোন পশু সেই পথ পায়ে মাড়ায় না,
কোন সিংহও সেখানে কখনও হেঁটে বেড়ায়নি।

মানুষ শৈলে আঘাত হানে,
পাহাড়পর্বতকে সমূলে উল্টিয়ে ফেলে,
শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,

বহুমূল্য সবকিছুর উপরে চোখ নিবদ্ধ রাখে,
নদনদীর উৎসের আবিষ্কারে ঘুরে বেড়ায়,
গুপ্ত যা কিছু আছে, সে তা আলোয় আনে।
কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে বের করা হয়?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?
মানুষ তো সেদিকের পথ জানেই না,
জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।
অতল গহ্বর স্পষ্টই বলে, তা আমাতে নেই;
সমুদ্রও স্পষ্ট বলে, আমার কাছেও তা নেই।
সবচেয়ে খাঁটি সোনার বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না,
কোন রুপোর তাল মেপেও তা কেনা যায় না।
ওফিরের সোনার সঙ্গেও তার মূল্য তুলনা করা হয় না,
বহুমূল্য সেই গোমেদক ও নীলকান্তমণির সঙ্গেও নয়।
সোনা ও স্বচ্ছ কাচ তার সমতুল্য হয় না,
খাঁটি সোনার পাত্রের সঙ্গেও তার বিনিময় হয় না।
প্রবাল ও স্ফটিকের নামও উল্লেখ করা বৃথা,
সমুদ্রের যত মুক্তার চেয়ে প্রজ্ঞারই আবিষ্কার করা শ্রেয়।
কুশের পোখরাজের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না,
সোনা খাঁটি হলেও মূল্যহীন।

কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?
সকল প্রাণীর চোখের কাছ থেকে তা গুপ্ত,
আকাশের পাখিদের কাছ থেকেও তা লুক্কায়িত।
বিনাশ ও মৃত্যু মিলে বলে,
‘আমরা নিজেদের কানেই তার খ্যাতির কথা শুনেছি।’
কেবল ঈশ্বরের কাছেই তার পথ জানা,

কেবল তিনিই জানেন, তা কোথায় পাওয়া যায়;
কারণ তিনি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন,
গগনতলের নিচে যা কিছু আছে, তিনি তা সবই দেখতে পান।
তিনি যখন বাতাসের ওজন নির্ধারণ করলেন,
যখন জলরাশিকে একটা সীমানার মধ্যে সঙ্কুচিত রাখলেন,
তিনি যখন বৃষ্টির নিয়ম নির্ধারণ করলেন,
যখন বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের পথ স্থির করলেন,
তখন তিনি প্রজ্ঞা দেখলেন, তার মূল্যায়ন করলেন,
তা ধারণ করলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তা তলিয়ে দেখলেন;
পরে মানুষকে বললেন, 'দেখ, প্রভুকে ভয় করা, এই তো প্রজ্ঞা,
অধর্ম থেকে সরে যাওয়া, এই তো সদ্বিবেচনা।'

**শ্লোক** - ১ করি ২:৭; ১:৩০

*প্র* আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল,
*উ* যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।
*প্র* তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত সেই প্রজ্ঞা,
*উ* যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ১–২:২, ৫:১)

**যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়**
**ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির**

*প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়; তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত, তাঁর প্রজ্ঞা সীমার* অতীত (সাম ৪৮:১ প্রভৃতি সামগুলি)। অথচ তোমার সৃষ্টির সামান্য অংশমাত্র যে মানুষ, সে তোমার প্রশংসা করতে চায়। মানুষ নিজ মরণশীলতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজ পাপের সাক্ষ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এই সাক্ষ্য নিয়েও ঘুরে বেড়ায় যে, তুমি গর্বিতদের

প্রতিরোধ কর, এসব কিছু সত্ত্বেও মানুষ তোমার প্রশংসা করতে চায়—যদিও সে তোমার সৃষ্টির সামান্য অংশমাত্র। তুমিই তো তাকে উদ্দীপনা দান কর সে যেন তোমার প্রশংসাগানে তৃপ্তি পায়, কেননা তোমার উদ্দেশ্যেই তুমি আমাদের গড়েছ, আর যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়, ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির।

প্রভু, আমাকে জানতে ও উপলব্ধি করতে দাও—আমি কি আগে তোমাকে ডাকব, না তোমার প্রশংসা করব? আগে তোমাকে জানব, না তোমাকে ডাকব? কিন্তু তোমাকে না জেনে কেইবা তোমাকে ডাকে? কেননা না জেনে মানুষ একজনকে ডেকে অন্যকেই ডাকতে পারে। তবু মানুষ যেন তোমাকে জানে, সেজন্য কি—হয় তো—আগে তোমাকে ডাকবে না? কিন্তু *যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে?* (রো ১০:১৪)।

*প্রভুর অন্বেষী সকল তাঁর প্রশংসা করবে* (সাম ২২:২৭)। কেননা অন্বেষণ করেই তারা তাঁর সন্ধান পাবে, ও তাঁর সন্ধান পেয়েই তাঁর প্রশংসা করবে। প্রভু, তোমায় ডেকেই তোমার অন্বেষণ করব; ও তোমাতে বিশ্বাস রেখেই তোমাকে ডাকব: কেননা তোমার কথা আমাদের কাছে প্রচারিত হল। প্রভু, যে বিশ্বাস তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার পুত্রের মানবতা দ্বারা, তোমার প্রচারকের সেবাকর্ম দ্বারা তুমি যে বিশ্বাস আমার অন্তরে জাগিয়েছ, আমার সেই বিশ্বাস তোমাকে ডাকছে।

আর কেমন করে আমি আমার ঈশ্বরকে, আমার ঈশ্বর ও প্রভুকে ডাকব? তাঁকে যখন ডাকব, তখন আমার নিজের মধ্যেই তাঁকে ডাকব। আর আমার অন্তরে এমন কোন্ স্থান আছে, যাতে আমার ঈশ্বর আমার অন্তরে আসতে পারেন? যিনি আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, কোন্ স্থানে সেই ঈশ্বর আমার মধ্যে আসবেন? তবে কি আমার মধ্যে এমন স্থান আছে, হে প্রভু ঈশ্বর আমার, যে স্থান তোমাকে ধারণ করতে সক্ষম? যা তুমি গড়লে ও যার মধ্যে আমাকে গড়লে, হয় তো বা কি সেই আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে ধারণ করতে সক্ষম? নাকি যা কিছু আছে, তোমাকে ছাড়া যখন তার অস্তিত্বও থাকত না, তখন কি এমনটি হতে পারে যে, যা কিছু আছে, তা তোমাকে ধারণ করতে পারে?

তবে আমি যখন আছি, তখন কেনই বা যাচনা করি তুমি যেন আমার মধ্যে আস—আমার এই অস্তিত্বও থাকত না তুমি যদি না আমার মধ্যে থাকতে? আমি তো পাতালে

এখনও যাইনি, তবু তুমি সেখানেও আছ, যেমনটি লেখা আছে, *যদিও আমি পাতালে নেমে যাই, সেখানে তুমি আছ* (সাম ১৩৯:৮ লাতিন পাঠ্য)। তাই ঈশ্বর আমার, তুমি আমার মধ্যে না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকত না, কোন মতেই থাকত না। নাকি, আমার অস্তিত্ব কি থাকতে পারত যদি-না আমি সেই তোমারই মধ্যে থাকতাম, যাঁর কাছ থেকে, যাঁর দ্বারা, যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু আছে? (১ করি ৮:৬ দ্রঃ)। ঠিক তাই, প্রভু; ঠিক তাই। আমি যখন তোমার মধ্যেই আছি, তখন কোথায় বা তোমাকে ডাকব? আর কোথা থেকেই বা তুমি আমার মধ্যে আসবে? আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোন্ স্থানেই বা যেতে পারব যে স্থান থেকে আমার সেই ঈশ্বর আমার কাছে আসবেন যিনি বলেছেন, *আকাশ ও পৃথিবী আমাতেই পরিপূর্ণ?* (যেরে ২৩:২৪ লাতিন পাঠ্য)।

কে আমাকে তোমাতে বিশ্রাম পেতে দেবে? কে আমাকে এমনটি দেবে তুমি যেন আমার হৃদয়ে এসে তা প্রমত্ত কর, আমি যেন আমার সমস্ত অমঙ্গল ভুলে যাই ও আমার একমাত্র মঙ্গল সেই তোমাকেই আলিঙ্গন করি? আমার কাছে তুমি কী? দয়া দেখাও, আমি যেন কথা বলতে পারি। তোমার কাছে আমি কী যে, তুমি তোমাকে ভালবাসতে আমাকে আদেশ দিচ্ছ, আর আমি তোমাকে ভাল না বাসলে তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও ও অশেষ দুর্দশার হুমকি দাও? তেমন দুর্দশা কি সত্যি সামান্য, আমি যদি তোমাকে ভাল না বাসি?

হায় হায়, প্রভু ঈশ্বর আমার, তোমার কৃপার খাতিরে আমাকে বল, আমার কাছে তুমি কী। *আমার প্রাণকে বল: আমিই তোমার পরিত্রাণ* (সাম ৩৫:৩)। এমনভাবেই বল আমি যেন শুনতে পাই। দেখ, আমার হৃদয়ের কান তোমার সামনেই, প্রভু। খুলে দাও আমার কান, আর *আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার পরিত্রাণ।* এ কণ্ঠের পিছনে দৌড় দিয়ে আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরব। আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো তোমার শ্রীমুখ: পাছে মরি, ওগো, আমি বরং তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার জন্যই যেন মরি।

**শ্লোক** - সাম ৭৩:২৫-২৬; ৩৫:৩

*প্র* স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই। আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে,

*উ* পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

৵ আমার প্রাণকে বল, ‘আমিই তোমার পরিত্রাণ।’

৶ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-১৩)

**শেবার রানীর সামনে শলোমনের গৌরব প্রকাশিত**

শেবার রানী শলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি যেরুশালেমে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। শলোমনের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি, তাঁর মনে যত প্রশ্ন ছিল, সেপ্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। শলোমন তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; রাজার পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন দূরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন না। শেবার রানী যখন শলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা, তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, তাঁর টেবিলে পরিবেশিত নানা খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্রবাহকদের ব্যবহার, এবং প্রভুর গৃহে তাঁর দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে যা কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আমাকে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে। আপনার পত্নীসকলের, আহা, কেমন সুখ! আপনার এই কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার প্রজ্ঞার যত উক্তি শুনতে পারে। ধন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি আপনার প্রতি এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর চিরকালীন কৃপায় প্রভু আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।' তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি

রাশি গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী শলোমন রাজাকে যত গন্ধদ্রব্য দিলেন, তত গন্ধদ্রব্য দেশে কখনও আসেনি।

তাছাড়া, হিরামের যে সকল জাহাজ ওফির থেকে সোনা নিয়ে আসত, সেই সকল জাহাজ ওফির থেকে বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। সেই চন্দনকাঠ দিয়ে রাজা প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য কড়া, এবং গায়কদলের জন্য বীণা ও সেতার তৈরি করালেন। তত পরিমাণ চন্দনকাঠ আজ পর্যন্ত আর আসেনি, দেখাও যায়নি। শলোমন রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছু দান করলেন; তাছাড়া শলোমন রাজা নিজ রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

**শ্লোক** - লুক ১১:৩১; ১ রাজা ১০:৪, ৫

*প্র* দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা শলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন।

*উ* আর দেখ, শলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

*প্র* শেবার রানী যখন শলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।

*উ* আর দেখ, শলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ৫৩)

**খ্রিষ্টই প্রজ্ঞা**

অনেকে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করল, কিন্তু তার সন্ধান পায়নি; অনেকে তার সন্ধান পেল, কিন্তু তা রক্ষা করেনি। সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞাকেই করে নিজের আবাস (সিরা ১৪:২০-২১ দ্রঃ)। শলোমন প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রজ্ঞাকে করেননি তাঁর নিজের আবাস, কারণ বিধর্মী স্ত্রীলোকদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে নির্বোধ হলেন। সেই তো সর্বোত্তম প্রজ্ঞা, যেটাকে এসংসার মূর্খতা বলে মনে করে, অর্থাৎ খ্রিষ্টের প্রজ্ঞা, এমনকি

সেই প্রজ্ঞা যা সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর দ্বারা কেবল প্রজ্ঞা নয়, *ধর্মময়তা, পবিত্রতা* ও মুক্তিও হলেন (১ করি ১:৩০)। প্রজ্ঞার এশিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে পল এজন্যই বললেন, *আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না* (১ করি ২:২)।

তেমন প্রজ্ঞার অনুসন্ধান ও রক্ষা করা মঙ্গল—সেই যে প্রজ্ঞা পবিত্রতা ও মুক্তি! যেহেতু অন্য সমস্ত প্রজ্ঞা হল গর্ব ও সর্বনাশ, সেজন্য তুমি এ শিক্ষার শিষ্য না হয়ে পার না, তথা: *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না* (লুক ১৪:৩৩)। আরও, *কেউ যদি নিজের পিতামাতাকে, এমনকি নিজের প্রাণকেই ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না* (লুক ১৪:২৬)। হে দয়াল যিশু, কেন আমাদের প্রতি এভাবে ব্যবহার করলে? মোশি আমাদের মাথায় এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরাও বহন করতে পারিনি। প্রত্যাশা রাখছিলাম, এসে তুমি আমাদের বোঝা লঘুভার করবে, অথচ তুমি এখন আমাদের উপর তোমার হাত আরও ভারী করলে। মোশির হাত কি যথেষ্ট ভারী ছিল না? তুমি কি কশা দিয়ে আমাদের হত্যা করতে এসেছ? এমন সূত্রের সন্ধান করছ কি, যাতে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হতে পার, যাতে আমাদের বিনাশ করতে পার? হে যিশু, তুমি কি ত্রাণকর্তা না বিনাশকর্তা? পিতা, মাতা ও আমার নিজের প্রাণকে ঘৃণা করা ও শত্রুকে ভালবাসা—আমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তুমি তেমন আদেশ দিচ্ছ কেন? *এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?* (যোহন ৬:৬০)। আমার ইচ্ছে হয়, আমি অন্য শিক্ষা গ্রহণ করব, অন্য গুরু বেছে নেব; কিন্তু সেই পিতরের কথা শুনছি যিনি নিজের ও অন্যদের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে বলছেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে* (যোহন ৬:৬৮)। তোমার আদেশ ভারী ও তোমার বাণী কঠিন মনে হলেও তবু আমি জানি যে, *কতই না মহান তোমার সেই মঙ্গলময়তা, প্রভু, যা তাদের জন্য তুমি সঞ্চিত রাখ যারা ভয় করে তোমায়* (সাম ৩১:২০)।

তাই আমি সেই তোমাতে ভরসা রাখব, যাঁর প্রজ্ঞা ভ্রান্তিকর হতে পারে না, যাঁর পরাক্রম পরাভূত হতে পারে না, যাঁর মঙ্গলময়তা শ্রান্ত হতে পারে না, যাঁর ভালবাসা

নিঃশেষ হতে পারে না। যদিও তুমি আমাকে কশাঘাত কর, যদিও আমাতে আগুন দাও, যদিও আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ কর, যদিও আমাকে হত্যা কর, তবু আমি তোমাতে ভরসা রাখব, প্রভু: তুমি আমাকে কেবল সহায়তা কর, তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও; তোমার মঙ্গলময়তার কেবল একটা চিহ্ন দেখাও, প্রভু, আমি যেন তোমার সন্ধান করি, তোমাতে ভরসা রাখি। কেননা যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তাদের প্রতি, তোমার অন্বেষী সেই আত্মারই প্রতি তুমি মঙ্গলময়। আমি জানি, যারা তোমার সেবা করে, তারা অত্যাচারিত নয়, বরং সম্মানিত, কারণ *হে ঈশ্বর, তোমার ঘনিষ্ঠজন সকল অধিক সম্মানিত* (সাম ১৩৯:১৭ লাতিন পাঠ্য)। আমি জানি, দাসত্বের সমস্ত জোয়াল তোমার মাধুর্য স্মরণে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

*প্র* তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

*প্র* এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে।

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১-১০; ৩০:১, ৯-২৩)

## নিজের দুরবস্থার বিষয়ে যোবের বিলাপ

যোব তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

আহা! যদি আমি সেইমত আবার হতে পারতাম,
আগেকার মাসগুলিতে যেমন ছিলাম!
সেই দিনগুলিতেই, যখন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করতেন!
হ্যাঁ, সেসময়ে আমার মাথার উপরে তাঁর প্রদীপ জ্বলতে থাকত,
তাঁর আলোতে আমি অন্ধকারেও চলতে পারতাম।
আমি যদি সেই শস্যকাটার সময় আবার দেখতে পেতাম,
যখন ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আমার তাঁবুর উপর বিরাজ করত!
সর্বশক্তিমান তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন,
আমার সন্তানেরাও আমার চারপাশে ছিল!
সেসময়ে আমি দুধেই পা ধুয়ে নিতাম,
শৈল থেকে তেল নদীর মতই বয়ে যেত।
সেসময়ে আমি নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে যেতাম,
সেই খোলা জায়গায় আমার আসন পেতে দিতাম;
আমাকে দেখে যুবকেরা পাশে সরে যেত,
প্রবীণেরা পায়ে উঠে দাঁড়াতেন;
গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও কথা বলা বন্ধ করতেন,
নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে থাকতেন।
সমাজনেতারা নীরব হয়ে পড়তেন,
তাঁদের জিহ্বা তালুতে লেগে থাকত।
এখন কিন্তু যারা আমার চেয়ে অল্পবয়সী,
তারা আমাকে নিয়ে উপহাস করে;
অথচ অবজ্ঞায় আমি তাদের পিতাদের

আমার মেষপালের কুকুরদের সঙ্গেও রাখতাম না!

অথচ আমি এখন তাদের গানের বিষয় হয়েছি,
হ্যাঁ, তাদের রূপকথার বিষয় হয়েছি!
বিতৃষ্ণা-ভরে তারা আমা থেকে দূরে থাকে,
আমার মুখে থুথু ফেলতেও ক্ষান্ত হয় না।
তিনি আমার ছিলা খুলে আমাকে নত করেছেন,
তাই তারা আমার সামনে বল্গা ছেড়ে দিয়েছে।
সাপের ওই বাচ্চারা আমার ডানে রুখে দাঁড়ায়,
চলার পথে আমাকে ঠেলা দেয়,
আমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র খাটাতে ব্যস্ত থাকে।
তারা আমার পথ ধ্বংস করেছে,
আমার সর্বনাশের জন্য মতলব আঁটে,
তাদের রোধ করবে এমন কেউ নেই!
যেন প্রাচীরের বিরাট ছিদ্রের মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে আসে,
আর আমি তেমন ধ্বংসস্তূপের নিচে টলে যাই।
যত বিভীষিকা সবদিক দিয়ে আমার সম্মুখীন,
আমার দৃঢ় আস্থা বাতাসের মত উবে গেল,
আমার ত্রাণের আশা মেঘের মত কেটে গেল।

এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে ক্ষয় হচ্ছে,
দুঃখের দিনগুলো আমাকে আঁকড়ে ধরছে।
রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়,
আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না।
তাঁর প্রবল শক্তির আঘাতে আমার পোশাক জীর্ণ হয়,
তিনি আমার জামার কলার ধরে আমার গলা এঁটে ধরেন।
তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন,
এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

আমি তোমার কাছে চিৎকার করি, কিন্তু তুমি সাড়া দাও না;
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু তুমি লক্ষও কর না।
আমার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ,
তোমার শক্ত হাতে আমাকে পীড়ন করছ;
তুমি আমাকে তুলে ঝড়ো বাতাসের পিঠে চড়াচ্ছ,
ঝড়ঝঞ্ঝায় আমায় বিক্ষিপ্ত করছ।
আমি তো জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছ,
সমস্ত জীবিতের মিলন-স্থানেই নিয়ে যাচ্ছ।

**শ্লোক** - যোব ৩০:১৭, ১৯; ৭:১৬

*প্র* রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়; আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না। তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন:

*উ* এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

*প্র* আমাকে ছাড়, প্রভু; আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র।

*উ* এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু দরোথেওসের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭)

**সমস্ত অস্থিরতার কারণ এ হল যে,**
**কেউই নিজেকে দোষী করে না**

এসো, ভ্রাতৃগণ, অনুসন্ধান করি, কেনই বা একটা ব্যক্তি বিরক্তিকর একটা কথা শুনে প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সেই কথা না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়; কিন্তু সময় সময় সেই কথা শোনামাত্রই অস্থির ও দুঃখিত হয়? জিজ্ঞাসা করি, তেমন বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের কারণ কী? তেমন ব্যাপারের একটামাত্র নাকি বিবিধ যুক্তি আছে? আমি তো সচেতন আছি যে, নানা কারণ ও যুক্তি রয়েছে, কিন্তু সর্বপ্রথমে একটাই রয়েছে যা বাকিগুলোকে জন্মায়—যেভাবে একজন বলেছিলেন, তেমন কিছু সেই বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে যে অবস্থায় কোন ব্যক্তি সময় সময় রয়েছে। প্রার্থনায় বা ধ্যানে রত হলে মানুষ

সহজেই বিরক্তিকর ভাইকে সহ্য করে ও অবিচল হয়ে থাকে। অন্য সময় এর কারণ হল এ যে, কোন ব্যক্তি একটি ভাইকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে; তেমন স্নেহের খাতিরে সেই ব্যক্তি ভাইয়ের সমস্ত কিছু অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গেই সহ্য করে।

অন্য সময় কিন্তু এর কারণ অবজ্ঞা থেকেও আগত হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি তাকে যে বিরক্ত করতে চাচ্ছিল, তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, এমনকি তাকে সকলের চেয়ে নিম্ন মনে ক'রে আর কোন মমতা না দেখিয়ে তার দিকে আর তাকায় না, তাকে আর কোন উত্তরও দেয় না, ও কারও সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার অপমান ও কটুবাক্যও উল্লেখ করে না।

যেমনটি বলেছি, এসব কিছুই সেই কারণ হতে পারে যার জন্য এক ব্যক্তি অস্থির হয় না, দুঃখও ভোগ করে না, ও কেউ তাকে কিছু বললেও ব্যাপারটা সে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করে। আবার কিন্তু এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি অমঙ্গলকর অবস্থায় থাকলে কিংবা ভাইকে ঘৃণা করলে ভাইয়ের কথায় অস্থির হয় ও দুঃখ করে। তথাপি এ প্রসঙ্গে আর কতগুলো কারণ থাকতে পারে, যেগুলো অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তবুও যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করলে অনুমান করা যায়, সমস্ত অস্থিরতার কারণ এ যে, কেউই নিজেকে দোষী করে না।

এ থেকেই সমস্ত বিরক্তি ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, এ থেকেই এমনটি ঘটে যে, আমরা সময় সময় শান্তি পাই না। আর এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি যে, শান্তি পাবার জন্য আমাদের পক্ষে এ পথ ছাড়া অন্য পথ দেওয়া হয় না। ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, তা আমরা বহুবার দেখেছি; অথচ সবকিছুতে অসহিষ্ণু হয়েও ও নিজেদের দোষী করতে কখনও সম্মত না হয়েও আমরা অলস হয়ে ও বিরক্তিকর সমস্ত কিছু এড়াবার চেষ্টা ক'রে আশা ও বিশ্বাস করি যে, আমরা সঠিক পথে চলছি।

ব্যাপার এভাবেই দাঁড়ায়। মানুষ কতগুলো গুণের অধিকারী হোক না কেন, আর সেই গুণ যতই অগণিত ও সীমাহীন হোক না কেন, কিন্তু তবু এ পথ ছাড়লে সে আর কখনও শান্তি পাবে না, বরং সবসময় অস্থির হবে, দুঃখ করবে, পরকেও দুঃখ দেবে, ও বৃথা পরিশ্রম করবে।

শ্লোক - ১ যোহন ১:৮, ৯; প্রবচন ২৮:১৩ দ্রঃ

প্র আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি।

উ আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

প্র নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না।

উ আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-৪, ২৬-৪৩)

**শলোমনের পাপ**

**যেরবোয়ামের বিপ্লব ও পলায়ন**

শলোমন রাজা ফারাওর কন্যাকে ছাড়া আরও অনেক বিদেশিনী নারীকেও— মোয়াবীয়া, আম্মোনীয়া, এদোমীয়া, সিদোনীয়া ও হিত্তীয়া নারীকে ভালবাসলেন। এরা সকলে সেই জাতিগুলোর নারী, যে জাতিগুলো সম্বন্ধে প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমরা তাদের কাছে যেয়ো না, তাদেরও তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না, কারণ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করবে।' কিন্তু শলোমন তাদের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। সাতশ'জন রাজকন্যাই ছিল তাঁর পত্নী, তিনশ'জন তাঁর উপপত্নী; তাঁর সেই নারীরা তাঁর হৃদয় পথভ্রষ্ট করল। তাই এমনটি ঘটল যে, যখন তাঁর বেশ বয়স হল, তখন তাঁর সেই সমস্ত নারী তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করল, ফলে তাঁর পিতা দাউদের হৃদয় যেমন তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনটি রইল না।

সেরেদা-নিবাসী এফ্রাইমীয় নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম, যাঁর বিধবা মাতার নাম সেরুয়া, তিনিও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ে রাজদ্রোহ করলেন। তাঁর রাজদ্রোহের কারণ এ: শলোমন মিল্লোটা নির্মাণ করছিলেন, ও তাঁর পিতা দাউদের নগরীর ভেঙে পড়া কয়েকটা প্রাচীর সংস্কার করছিলেন; যেরবোয়াম লোকটি বীরযোদ্ধা ছিলেন, এবং শলোমন এই যুবকটির কর্মদক্ষতা দেখে তাঁকে যোসেফকুলের সমস্ত কর্মীদের অধ্যক্ষ করেন। সেসময়ে যেরবোয়াম যেরুশালেমের বাইরে গিয়ে পথে চলাকালে শীলো-নিবাসী নবী আহিয়ার দেখা পান; নবী নতুন একটা জোব্বা পরে আছেন; তাঁরা দু'জনে তখন খোলা মাঠে একাই ছিলেন। হঠাৎ আহিয়া তাঁর সেই নতুন

জোব্বা দু'হাতে ধরে তা ছিঁড়ে বারো টুকরো করে ফেললেন। তারপর তিনি যেরবোয়ামকে বললেন, 'দশটা টুকরো নাও, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি শলোমনের হাত থেকে রাজ্য চিরে নেব, আর দশটা গোষ্ঠীকে তোমাকে দেব। তবে আমার দাস দাউদের খাতিরে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী সেই যেরুশালেমের খাতিরে একটা গোষ্ঠী তাঁর হাতে থাকবে। এমনটি ঘটবে, কারণ সে আমাকে ত্যাগ করে সিদোনীয়দের আস্তার্তীস দেবীর, মোয়াবের কামোশ দেবের ও আম্মোনীয়দের মিল্কম দেবের সামনে প্রণিপাত করল; এবং তার পিতা দাউদ আমার দৃষ্টিতে যা ভাল তেমন কাজই ক'রে, ও আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন ক'রে যেমন আমার সমস্ত পথে চলেছিল, সে তেমনটি করেনি। তবে আমি তারই হাত থেকে সমস্ত রাজ্য কেড়ে নেব এমন নয়, কারণ আমার আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম যে পালন করেছিল, আমার বেছে নেওয়া দাস সেই দাউদের খাতিরে আমি তাকে তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে জননায়ক পদে রেখেছি। তার ছেলের হাত থেকেই আমি রাজ্য কেড়ে নেব, এবং তার দশটা গোষ্ঠী তোমাকে দেব। কেবল একটা গোষ্ঠী তার ছেলের হাতে দেব—সেই যে নগরী আমি আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য বেছে নিয়েছি, আমার দাস দাউদের খাতিরে যেন সেই যেরুশালেম নগরীতে আমার সাক্ষাতে একটা প্রদীপ নিত্যই থাকে। তোমাকেই আমি নিযুক্ত করব, ফলে তুমি তোমার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষামতই সবকিছুর উপরে রাজত্ব করবে: হ্যাঁ, তুমি হবে ইস্রায়েলের রাজা! যদি আমার সমস্ত আদেশবাণী শোন, এবং আমার বিধিনিয়ম ও আজ্ঞা পালনে যদি আমার সমস্ত পথে চল ও আমার দাস দাউদের মত তুমিও যদি আমার দৃষ্টিতে যা ভাল তেমন কাজই কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এবং দাউদের জন্য যেমন করেছি, তেমনি তোমার জন্যও চিরস্থায়ী এক কুল প্রতিষ্ঠা করব। আমি ইস্রায়েলকে তোমার হাতে তুলে দেব; আমি দাউদের বংশকে অবনমিত করব—কিন্তু চিরকালের মত নয়!'

শলোমন যেরবোয়ামকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেরবোয়াম মিশরে সেখানকার রাজা শিশাকের কাছে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং শলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিশরে থাকলেন।

শলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কাজকর্ম ও প্রজ্ঞার বিবরণ কি শলোমনের কীর্তি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? শলোমন যেরুশালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। পরে শলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

**শ্লোক** - সিরা ৪৭:২০, ২২; ২ তি ২:১৩

*প্র* শলোমন, তুমি তোমার গৌরব বিকৃত করলে : কিন্তু প্রভু তাঁর দয়া কখনও ফিরিয়ে নেন না,

*উ* তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না।

*প্র* ঈশ্বর বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

*উ* তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৬৭)

**মনপরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে**

'মনপরিবর্তন কর,' তা না বলে বরং 'আনন্দ কর' বলা হয় না কেন? হ্যাঁ, আনন্দই কর, কারণ মানবীয় বিষয়ের স্থানে ঐশ্বরিক বিষয়ই উপস্থিত, পার্থিব বিষয়ের স্থানে স্বর্গীয়, সাংসারিক বিষয়ের স্থানে সনাতন, অমঙ্গলময় বিষয়ের স্থানে মঙ্গলময়, অনিশ্চিত বিষয়ের স্থানে নিশ্চিত, দুঃখজনক বিষয়ের স্থানে আনন্দদায়ী, অস্থায়ী বিষয়ের স্থানে চিরস্থায়ী বিষয়েই উপস্থিত। *মনপরিবর্তন কর* (প্রেরিত ২:৩৮)। হ্যাঁ, তারই সত্যি মনপরিবর্তন করা উচিত, ঐশ্বরিক বিষয়ের স্থানে যে সাংসারিক বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে, সংসারেরই যে সেবা করতে চেয়েছে, ও প্রভুর সঙ্গেই সংসারের উপর প্রভুত্ব করতে যে অস্বীকার করেছে। সে-ই মনপরিবর্তন করুক, খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করার চেয়ে যে শয়তানের সঙ্গেই বিনষ্ট হতে ইচ্ছা করেছে। সে-ই মনপরিবর্তন করুক, সদ্‌গুণের মুক্তি এড়িয়ে যে রিপুর বন্দি হতে চেয়েছে। সে-ই মনপরিবর্তন করুক, যথেষ্টই মনপরিবর্তন করুক, জীবন আঁকড়ে ধরতে না চেয়ে যে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

*স্বর্গরাজ্য সত্যিই কাছে এসে গেছে* (মথি ৪:১৭)। স্বর্গরাজ্য হল ধার্মিকদের পুরস্কার, পাপীদের বিচার, ভক্তিহীনদের দণ্ড। অতএব সেই যোহনই ধন্য, যিনি আপন বিচার অনুতাপেই অতিক্রম করতে চাইলেন, পাপীদের বিচার হবে এমনটি চাইলেন না, ভক্তিহীনেরা দণ্ড পাবে এমনটিও চাইলেন না, বরং চাইলেন, পুরস্কার স্বরূপ তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। যোহন তখনই প্রচার করলেন স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, যখন জগৎ শিশু অবস্থা থেকে বয়োবৃদ্ধি লাভ করছিল। বর্তমানে আমরা জানি, স্বর্গরাজ্য আরও সন্নিকট, কারণ পরম বার্ধক্যে শ্রান্ত হওয়ায় জগৎ এখন বলহীন, দুর্বল, মূর্ছিত-প্রায়, ও যন্ত্রণাভুক্ত হয়ে আর কোন শুশ্রূষা মেনে নিচ্ছে না, জীবনের উদ্দেশে মরছে, রোগের উদ্দেশেই জীবনযাপন করছে, নিজের দুর্বলতা দায়ী করায় নিজের সমাপ্তি সপ্রমাণ করছে।

অথচ ইহুদীদের চেয়েও কঠিনমনা এই আমরা পলাতক জগতের পিছনে যাই, ভাবী যুগের কথা ভুলে গিয়ে বর্তমান যুগেই বসে থাকি, বিচারমঞ্চে দাঁড়িয়েও ভয় করি না, আসন্ন প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়ি না; মৃত্যুই থাকুক, তা ইচ্ছা ক'রে মৃতদের পুনরুত্থান ইচ্ছা করি না, দাসত্ব ভোগ করতে ইচ্ছা ক'রে রাজত্ব করতে এমনভাবেই অস্বীকার করি যে, আমাদের প্রভুর রাজ্যও স্থগিত করি। কোথায় গেল এই বাণী, *তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল, তোমার রাজ্য আসুক* (লুক ১১:২)।

আমাদের রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে আমাদের মহত্তর মনপরিবর্তনের প্রয়োজন। ভ্রাতৃগণ, মনপরিবর্তন করে চলি, শীঘ্রই মনপরিবর্তন করতে শুরু করি, কারণ সময় আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, আমাদের ক্ষণ প্রায় এসে গেছে, উপস্থিত হয়ে প'ড়ে বিচার আমাদের ক্ষতিপূরণের সুযোগ বাতিল করছে। আমাদের মনপরিবর্তন দৌড় দিক, যেন বিচারের আগেই উপস্থিত হতে পারে; কেননা প্রভু যদিও এখনও আসছেন না, যদিও এখনও অপেক্ষা করছেন, যদিও এখনও দেরি করছেন, তবু তিনি ইচ্ছা করেন আমরা তাঁর কাছে ফিরব যাতে আমাদের মৃত্যু না হয়—যেমনটি তিনি আপন কৃপায় সবসময় আমাদের কাছে বলে থাকলেন, *আমি তো দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নই, বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত* (এজে ৩৩:১১)।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, অনুতপ্ত হয়ে মন ফেরাই, ও অল্প সময়মাত্র হাতে আছে বিধায় যেন নিরাশ না হই; কারণ সময়ের নির্মাতা সময় বিস্তারিত করতেও জানেন; এর প্রমাণ হল সুসমাচারের সেই দস্যু, যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুক্ষণেই ক্ষমা কেড়ে নিয়ে জীবন দখল করল, ও পরমদেশের দরজা উপড়ে ফেলে রাজ্যে গিয়ে পড়ল। আর আমরা, ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা সদিচ্ছার সঙ্গে সেই রাজ্যের অনুসন্ধান করিনি, যা অনিবার্য তা যেন সুযোগেই পরিণত করি; আর পাছে বিচারিত হই, এসো, নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করি আমাদের কী ধরনের মনপরিবর্তন প্রয়োজন, যেন আমাদের কাছ থেকে দণ্ডাদেশ দূর করতে পারি।

**শ্লোক** - সিরা ১৮:৩০; ১ পি ২:১১

*প্র* তোমার কামনা-বাসনা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়ো না,

*উ* তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।

*প্র* মাংসের সমস্ত কামনা-বাসনা প্রাণকে আক্রমণ করে:

*উ* তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৩১:১-৮, ১৩-২৩, ৩৫-৩৭)

## যোব সর্বদাই ধর্মময়তার পথে চললেন

যোব বললেন,

আমি আমার চোখের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম,
কোন কুমারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব না।
কিন্তু ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর আমার জন্য কী ভাগ্য নিরূপণ করছেন?
উপর থেকে তিনি আমার জন্য কী অধিকার স্থির করছেন?
সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়?
দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?
তিনি কি আমার পথ দেখেন না?
আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
আমি যদি মিথ্যার সহচর হয়ে থাকি,
আমার পদক্ষেপ যদি ছলনার পথে দৌড়ে থাকে,
তবে তিনি ধর্মময়তার তুলাদণ্ডেই আমাকে রাখুন,
তখন ঈশ্বর আমার সততা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন!
আমার পদক্ষেপ যদি বিপথে গিয়ে থাকে,
আমার হৃদয় যদি আমার চোখের অনুগামী হয়ে থাকে,
আমার হাতে যদি কোন কলঙ্ক লেগে থাকে,
তবে আমি বুনলে অপরেই ফল ভোগ করুক,
আমার যত চারাগাছও উপড়ে ফেলা হোক।

আমার কোন দাসদাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে
আমি বিচারে যদি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে থাকি,
তবে ঈশ্বর যখন উঠে দাঁড়াবেন, আমি তখন কী করব?
তিনি যখন ব্যাপার অনুসন্ধান করবেন, তখন আমি কী উত্তর দেব?

যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে গড়েছেন, তিনি কি তাদেরও গড়েননি?
একইজন কি মাতৃগর্ভে আমাদের গঠন করেননি?
আমি দরিদ্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে কখনও বঞ্চিত করিনি,
বিধবার চোখও ক্ষীণ হয়ে আসতে দিইনি;
এতিমকেও আমার খাবারের একটা অংশ না দিয়ে
আমি এক টুকরো রুটিও কখনও একা খাইনি,
কারণ ঈশ্বর ছেলেবেলা থেকে পিতারই মত আমাকে লালন-পালন করেছেন,
মাতৃগর্ভে থাকাকাল থেকে আমাকে চালনা করেছেন।
আমি কি বস্ত্রহীন এমন দুর্ভাগাকে কখনও দেখেছি,
কিংবা গায়ে দেওয়ার মত কিছু নেই এমন নিঃস্বকে আমি কি কখনও দেখেছি,
যারা অন্তর থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করেনি,
কিংবা আমার মেষশাবকদের লোমে নিজেদের দেহ গরম করেনি?
নগরদ্বারে আমার কোন পক্ষসমর্থককে দে'খে
আমি যদি কোন এতিমের উপর হাত বাড়িয়ে থাকি,
তবে আমার কাঁধের হাড় খসে পড়ুক,
আমার বাহুর কনুই ভেঙে যাক!

কেননা ঈশ্বরের শাস্তি আমার অন্তরে ভয় জাগাত,
তাঁর মহত্ত্বের সামনে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না।
হায় হায়! কেউই কি আমার কথা শুনবে না?
এই যে, আমার স্বাক্ষর! সর্বশক্তিমান নিজেই এখন উত্তর দিন!
আমার সেই প্রতিবাদী আমার বিরুদ্ধে যে দোষপত্র লিখেছেন,
অবশ্য আমি তা নিজের কাঁধে বয়ে নেব,
নিজের ভূষণ বলেই তা মাথায় বাঁধব।
আমি তাঁকে আমার সমস্ত পদক্ষেপের হিসাব দেব,
রাজপুরুষের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব!

**শ্লোক** - যোব ৩১:৩, ৪; প্রবচন ১৫:৩

*প্র* সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়? দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?

*উ* প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।

*প্র* তিনি কি আমার পথ দেখেন না? আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?

*উ* প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু দরোথেওসের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩)

## আত্মার মিথ্যা শান্তি

নিজেকে যে দোষী করবে, সে যতই অসুবিধা, ক্ষতি, নিন্দা, বা দুঃখজনক অন্য কিছুর সম্মুখীন হয়েও মনের আনন্দেই তা বহন করে, নিজেকে সেই সবকিছুর যোগ্য মনে করে, কোন মতেই অস্থির হতে পারে না। তেমন মানুষের চেয়ে শান্তিতে কে আছে?

হয় তো কেউ প্রতিবাদ করে বলবে: 'কোন ভাই যদি আমাকে দুঃখ দেয়, ও নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি যদি দেখি যে, তেমন দুঃখ দেওয়ার অবকাশ আমি তাকে দিইনি, তাহলে কেন আমাকে নিজেকেই দোষী মনে করতে হবে?'

প্রথম কথা: যে কেউ ঈশ্বরভীতির সঙ্গে নিজেকে ভাল করে পরীক্ষা করে, সে নিজেকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী পাবে না, এবং দেখবে যে, কাজে বা কথায় বা আচরণে সে কোন একটা অবকাশ অবশ্যই দিয়েছে। আর যদিও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সে নিজেকে নিরপরাধী পায়, সে অবশ্যই অন্য সময়ে সেই ভাইকে এক দুঃখ বা অন্য দুঃখ দিয়েছিল; আবার এ হতে পারে যে, সে অন্য ভাইকে দুঃখ দিয়েছিল। ফলে সে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এখন দুঃখ পাচ্ছে, কিংবা অতীতকালের অন্য কোন পাপের জন্যই দুঃখভোগ করছে।

আর একজন জিজ্ঞাসা করছে, সে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকলে যখন একটা ভাই এসে বিরক্তিকর বা অপমানজনক কথা ব'লে তাকে দুঃখ দেয়, ও তা সহ্য করতে না পেরে সে যখন রাগ করা ও প্রতিবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে, তখন সে কেন

নিজেকে দোষী মনে করবে? সেই ভাই না এলে, কথা না বললে ও তাকে বিরক্ত না করলে, সে কি কখনও পাপ করত?

তেমন ছুতা হাস্যকর ও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। কেননা ক্রোধ-রিপু যে তার মধ্যে জেগেছে, এর কারণ এ নয় যে, তাকে অপমানজনক কথা বলা হয়েছে, আসল কারণ বরং এ যে, সেই অপমানজনক কথা এমন প্রবণতা প্রকাশ করেছে যা আগে থেকেও তার অন্তরে ছিল। তাই ইচ্ছা করলে, প্রায়শ্চিত্ত করার মত তার যথেষ্ট কারণ থাকবে। সে সেই সুন্দর সুন্দর শস্যেরই মত, যা ভাঙানো হলে পরেই তার বিকৃত অংশ চোখে পড়ে।

তেমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে মনে করে, সে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে—অথচ নিজের অন্তরে যে রিপু রয়েছে তা দেখে না। ভাই এসে পড়ছে, কিছুটা বিরক্তিকর কথা বলছে, আর তখনই যে সমস্ত কলুষ ও ময়লা তার অন্তরে ছিল তা বেরিয়ে পড়ে। অতএব, সে যদি দয়া পেতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে প্রায়শ্চিত্ত করুক, নিজেকে পরিশুদ্ধ করুক, এগিয়ে যেতে চেষ্টা করুক, আর তখন দেখবে যে, অপমানের চেয়ে সেই ভাইকে ধন্যবাদই জানানো উচিত ছিল, কারণ সেই ভাই তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগই দান করেছিল। পরবর্তীকালে সে তেমন অস্থিরতার অধীন হবে না এমন নয়; কিন্তু সে যতখানি অগ্রসর হবে, ততখানি সেই সমস্ত অস্থিরতা তার কাছে লঘুভার মনে হবে। কেননা আত্মা যতখানি অগ্রসর হয়, ততখানি বলীয়ান হয়ে ওঠে, ও গুরুতর যা কিছু ঘটবে, তা বহন করায় ততখানি সাহসী হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - যোব ৯:২, ১৪; ১৫:১৫

*প্র* সত্যিই, ঈশ্বরের কাছে মর্তমানুষ কী করেই বা ধর্মময় হতে পারে?

*উ* আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব? আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?

*প্র* দেখ, তিনি তাঁর পবিত্রজনদেরও বিশ্বাস করেন না, তাঁর দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নয়।

*উ* আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব? আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৯)

**রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ—ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম**

রেহোবোয়াম শিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার জন্য শিখেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল। নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে ছিলেন, শলোমন রাজার কাছ থেকে সেইখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে ফিরে এলেন। লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনল, আর যেরবোয়াম ও ইস্রায়েলের সমস্ত জনসমাবেশ এসে রেহোবোয়ামকে বললেন, 'আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি এখন তা হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' তিনি প্রতিবাদ করে তাদের বললেন, 'এখন চলে যাও, তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।

রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা শলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও, ওই লোকদের আমি কী উত্তর দেব?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যদি আপনি আজ ওই লোকদের কাছে নিজেকে তাদের দাসরূপে দেখান, ওদের কাছে যদি নত হন, ওদের যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' কিন্তু প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন, তিনি তা অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা

ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ কী?' যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তারা তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন, তাদের আপনি এই বলে উত্তর দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের চেয়েও স্থূল! আচ্ছা, যদিও আমার পিতা তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও দুর্বহ করব; হ্যাঁ, আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।'

পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন রাজা প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!' রাজা লোকদের কথায় কান দিলেন না; এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।

যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই উত্তর দিল, 'দাউদে আমাদের কী অংশ? যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই! ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও! দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!'

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে বাস করত, তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে পাঠালেন—সে ছিল মেহনতি কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল, আর সে মারা গেল। তখন রেহোবোয়াম রাজা যেরুশালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে উঠলেন। এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।

**শ্লোক** - ২ রাজা ১৭:২১, ২২, ২৩; এজে ৩৭:২২, ২৫ দ্রঃ

*প্র* যেরবোয়াম প্রভুর অনুগমন থেকে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করেছিলেন, ও যেরবোয়াম যে সকল পাপ করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথে চলল; শেষে প্রভু ইস্রায়েলকে নিজের দৃষ্টি থেকে দূর করলেন,

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আপন নবীদের দ্বারা।

*প্র* তারা দুই জাতি আর হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না, তারা বরং নিজেদের দেশে বাস করবে চিরকাল ধরে,

*উ* যেমনটি প্রভু বলেছিলেন আপন নবীদের দ্বারা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ১ম বিভাগ)

**খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন**

লেখা আছে, ঈশ্বর জাতি দু'টোকে এক-নবমানুষ করে তুললেন; আর আমি মনে করি, পিতা ঈশ্বর এভাবে সেই ধর্মাত্মাকে ধর্মময় করতে ইচ্ছা করলেন যিনি সমস্ত জনগণের উত্তম সেবা করে নিজেই তাদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন। যে ধর্মাত্মা সকলকে উত্তমরূপে সেবা করেছিলেন, আমার মতে তিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য কেউ নন, কেননা তিনি সেবা আদায় করতে নয়, মাংসধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে সকলের সেবা করতেই এসেছিলেন। এজন্যই পল তাঁকে সেবক বলে অভিহিত করলেন, এবং বিধান ও নবসন্ধির বিষয়ে তিনি বললেন, *দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে* (২ করি ৩:৯)।

সুতরাং যিনি সকলকে উত্তমরূপে সেবা করলেন, তিনি হলেন সেই ধর্মাত্মা ও অনিন্দনীয় খ্রিষ্ট, কেননা ঈশ্বরের বাণী নিজের স্বরূপকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং আমাদেরই সাহায্য দানের জন্য দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন; অর্থাৎ কিনা তিনি তা গ্রহণ করলেন যেন আমাদের জন্য সেই সেবা-পদ প্রবর্তন করতে পারেন, যে সেবা-পদ দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। আর তাঁকে তখনই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হল, যখন তিনি যে দুর্জন ও মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য তেমন ভুলধারণা মুছে দেওয়া হল; বস্তুতপক্ষে

ইস্রায়েলীয়েরা নিজেদের অধর্মের দণ্ড তাঁরই মধ্যে শোধ করছিল, এমন সময় তিনি সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করলেন, সেই সকল জাতির উপরেও যারা তাঁর কাছে ছুটে আসছিল। মাংসধারণ-ব্যবস্থা যে এত কার্যকর সেবা-পদের অধিকারী, একথা শাস্ত্র নিজেই ব্যক্ত করে বলল, তিনি নিজেই তাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

বাস্তবিকই বিশ্বপাপ হরণের উদ্দেশ্যে তিনি সেই পাপ নিজেই তুলে নিলেন, এবং সকলের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ছিলেন, তিনি একাই সকলের জন্য মরলেন—এভাবেই তিনি সকলের সেবা করলেন। এখানে 'সকল' বলতে সর্বজাতি বোঝায়, কারণ ইস্রায়েল এক জাতি ছিল, এবং তিনি তাদের পাপ বহন করায় *উপঢৌকনরূপে সকল জাতিকে পাবেন ও শক্তিশালীদের মধ্যে লুঠের মাল সম্পদ ভাগ করে দেবেন* (ইশা ৫৩:১২ লাতিন পাঠ্য)। তাই তুমি সেই 'সকলের' মধ্যে সর্বজাতির মধ্য থেকে আগত সকল মানুষকে দেখ, কারণ ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে এরা সংখ্যায় বেশি ছিল; আবার, উপরোল্লিখিত শক্তিশালীরা বলতে ধন্য প্রেরিতদূতদের বোঝায়, আবার সেই সকলকেও বোঝায় যারা খ্রিষ্টে শক্তিশালী ও যারা আত্মিক শক্তির অধিকারী—এ শক্তিশালীরা শয়তানকে জয় করলেন বিধায় তিনি তাঁদের মধ্যে লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে দিলেন।

তিনি আত্মিক ধনভাণ্ডার খুলে যত ঐশ্বর্য আপন পুণ্যজনদের মধ্যে ভাগ করে দেন; এবিষয়ে লেখা আছে, পবিত্র আত্মা দ্বারা একজনকে প্রজ্ঞার ভাষা দেওয়া হয়, আর একজনকে জ্ঞানের ভাষা, আর একজনকে নবীয় বাণী উচ্চারণ করার ক্ষমতা, আর একজনকে আত্মাদের নির্ণয় করার শক্তি, আর একজনকে আরোগ্য সাধনের অনুগ্রহদান (১ করি ১২:৮-১০ দ্রঃ)। আমরা নানা ভাষায় কথা বলার শক্তি প্রেরিতদূতদের আরোপ করি, ও একথা সমর্থন করি যে, সকল জাতি শয়তানের একপ্রকার সম্পদ ছিল। কিন্তু যিনি সেই সমস্ত অনুগ্রহদান ও শক্তির অধিকারী, সেগুলিকে তিনি সেই ধন্য আচার্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ কেউ ধন্য পিতর দ্বারাই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের জ্ঞানলাভে আহূত হল; কেউ কেউ পলেরই, আবার কেই কেউ অন্য অন্য প্রেরিতদূতের আত্মিক শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সত্যের আলোতে চালিত হল। তাই যারা একসময় পথভ্রান্ত ছিল, ত্রাণকর্তা তাদের মনপরিবর্তন ও আহ্বান যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদরূপেই যেন প্রেরিতদূতদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

এ সত্যি প্রয়োজন ছিল যে, যিনি সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁকে সকলেই প্রভু রূপে স্বীকার করবে; এজন্যই ইশাইয়া একথা বলেছিলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং ভক্তিহীনদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন* (ইশা ৫৩:১২)।

শ্লোক - ইশা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

প্ তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন;

উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

প্ যিশু বলছিলেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৩২:১-৬; ৩৩:১-২২)

## এলিহুর বাণী : ঈশ্বরের রহস্য

যোব কথা বলা শেষ করলে তাঁর তিনজন মানুষ তাঁর সঙ্গে তর্ক বন্ধ করলেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তার পক্ষসমর্থন করতেন। তখন রাম-গোত্রের বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহুর ক্রোধ জ্বলে উঠল। যোবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ যোব দাবি করছিলেন, ঈশ্বর নন, তিনিই ঠিক! তাঁর তিনজন বন্ধুর বিরুদ্ধেও তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ তাঁরা যোবকে উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারায় ঈশ্বরকেই দোষী করেছিলেন। সেই তিনজন যোবের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এই এলিহু অন্যান্যদের চেয়ে কম বয়সী হওয়ায় অপেক্ষা করেছিলেন; কিন্তু যখন দেখলেন, সেই তিনজনের মুখে উত্তর দেওয়ার মত আর কিছু নেই, তখন এলিহু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহু তখন কথা বলতে লাগলেন; তিনি বললেন:

আমি তো যুবক, আপনারা প্রাচীন,
তাই আপনাদের প্রতি সম্মানের খাতিরে
আপনাদের কাছে আমার অভিমত প্রকাশ করতে ভয় করছিলাম।
তবে, যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন,
আমার সমস্ত কথায় কান দিন।
দেখুন, আমি মুখ খুলছি,
আমার তালুর মধ্যে আমার জিহ্বা কথা বলছে।
আমার হৃদয়ের সরলতাই কথা বলবে,
আমার ওষ্ঠে স্পষ্ট কথা ফুটবে।
ঈশ্বরের আত্মা আমাকে গড়েছে,
সর্বশক্তিমানের ফুৎকার আমাকে জীবন দিয়েছে।

আপনি পারলে আমাকে উত্তর দিন,
নিজের বক্তব্য প্রস্তুত করুন, তৈরি হোন।

দেখুন, ঈশ্বরের সামনে আমিও আপনার মত,
আমাকেও মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে।
তাই আমাকে ভয় করার আপনার কোন কারণ নেই,
আমার হাত আপনার উপর ভারী হবে না।
আপনি আমার কানে একথাই শুধু শুধু শুনিয়ে আসছেন যে,
—হ্যাঁ, আমি তো আপনার কথার সুর ভালই শুনতে পেয়েছি!—
‘আমি শুদ্ধ, আমি নিষ্পাপ,
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি নিরপরাধী;
অথচ তিনি আমার বিরুদ্ধে ছুতার পর ছুতা উত্থাপন করছেন,
আমাকে তাঁর শত্রু বলে গণ্য করছেন;
আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছেন,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছেন।’
দেখুন, এবিষয়ে—আমি আপনাকে বলছি—আপনি ঠিক নন;
কেননা মানুষের চেয়ে ঈশ্বর মহান।

তাই তাঁর প্রতি কেনই বা আপনার এই অসন্তোষ
তিনি যদি আপনার প্রতিটি কথার উত্তর না দেন?
যেই প্রকারে হোক ঈশ্বর কথা বলেন,
কিন্তু কেউ মন দেয় না!
স্বপ্নে ও রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মানুষের উপরে ঘোর নিদ্রা নেমে পড়ে,
মানুষ যখন শয্যায় শুয়ে পড়ে,
তখন তিনি মানুষের কান খুলে দেন,
দুঃস্বপ্নে তাকে আতঙ্কিত করেন,
যেন তিনি মানুষকে তার অপকর্ম থেকে ফেরাতে পারেন,
যেন অহঙ্কার থেকে তাকে দূরে রাখতে পারেন;
এইভাবে তিনি গহ্বর থেকে তার প্রাণ,

মৃত্যু-নদী থেকে তার জীবন রক্ষা করেন।
তিনি ব্যথার মধ্য দিয়ে রোগ-শয্যায় তাকে শাসন করেন,
হ্যাঁ, সেই সময়েই, যখন মানুষের হাড় নিরন্তর নিপীড়িত,
যখন খাবারের চিন্তাও তার বিতৃষ্ণা জন্মায়,
সুস্বাদু খাদ্যও তার রুচি জাগায় না,
যখন দেখতে না দেখতেই তার দেহ ক্ষয় হয়ে যায়,
তার চামড়ার নিচের হাড় চোখে পড়ে,
যখন তার প্রাণ গহ্বরের কাছাকাছি হয়,
তার জীবন মৃতদের আবাসের দিকে এগিয়ে চলে।

**শ্লোক** - রো ১১:৩৩, ৩৪

*প্র* আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!
*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।
*প্র* আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?
*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোব পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২৩শ পুস্তক ২৩-২৪)

**প্রকৃত জ্ঞান গর্ব এড়ায়**

*যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন, আমার সমস্ত কথায় কান দিন* (যোব ৩৩:১)। দাম্ভিকদের শিক্ষাদানের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তারা যা শেখায়, তা বিনম্রতা সহকারে ব্যক্ত করতে পারে না, আর সঠিক যা কিছু জানে, তাও সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। শিক্ষাদান করতে গিয়ে তারা এমন ভাব দেখায়, তারা যেন উচ্চতম স্থানেই বাস করছে, ও সেখান থেকে নিচে সেই শ্রোতাদের দিকে তাকাচ্ছে যাদের উপর পরামর্শ নয়, নিজেদের প্রভাব বর্ষণ করতে প্রসন্ন।

এদের কাছে প্রভু নবী দ্বারা সঠিকভাবে বলেছিলেন, *নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার করেই তাদের শাসন করেছ* (এজে ৩৪:৪)। তারাই নিষ্ঠুরতা দেখায় ও অত্যাচার

চালায়, যারা শান্তির সঙ্গে যুক্তি দেখিয়ে নয়, কিন্তু রুক্ষ প্রভুত্ব দেখিয়ে নিজেদের প্রজাদের দোষ সংস্কার করে।

অপরদিকে প্রকৃত শিক্ষাদান ততখানি তৎপরতার সঙ্গে গর্ব-রিপু এড়ায়, গর্বের ওস্তাদ যতখানি উত্তপ্ততার সঙ্গে নিজ কথার তীরগুলি নিক্ষেপ করে। কেননা প্রকৃত শিক্ষাদান সতর্ক থাকে, পাছে পুণ্য কথার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় থেকে যাকে দূর করে দিতে চায়, নিজের গর্বোদ্ধত ব্যবহারে সেই গর্বের ওস্তাদকে সম্মান দেখায়। বরং প্রকৃত শিক্ষাদান সমস্ত সদ্‌গুণাবলির শিক্ষাদাত্রী ও জননী সেই বিনম্রতাকেই নিজ বাণীর মধ্য দিয়ে প্রচার করতে ও নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করে, যেন কথার চেয়ে জীবনধারণের মধ্য দিয়েই সত্যের শিষ্যদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।

এজন্য থেসালোনিকীয়দের কাছে পল একথা বলেন, *তোমাদের মাঝে আমরা নিজেদের শিশুর মতই করেছিলাম* (১ থে ২:৭ দ্রঃ)। এজন্য প্রেরিতদূত পিতরও বলেছিলেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক*, ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে কয়েকটা নিয়মও পালনীয়, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে চলেছিলেন, *তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও* (১ পি ৩:১৫-১৬)।

আর যখন পল নিজ শিষ্যকে বলেন, *পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য* (তীত ২:১৫), তখন তিনি বাহ্যিক কর্তৃত্ব নয়, আচরণে সূচিত অধিকারের কথাই ইঙ্গিত করেন। কেননা কথা বলার আগে যা কিছু নিজের জীবনাচরণে সাধিত, তা আপনা আপনিই সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষায় প্রকাশ পায়, কারণ যখন বিবেক জিহ্বাকে বাধা দেয়, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাস্থা দেখা দেয়; আর এজন্যই পরের উপকারিতার উদ্দেশ্যে উচ্চ ভাষা নয়, সদাচরণই বরং প্রশংসিত। স্বয়ং প্রভুর বেলায়ও লেখা আছে, *তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—তাদের শাস্ত্রীদের মত নয়* (মথি ৭:২৯)। কেবল তিনিই বিশিষ্ট ও উত্তম রূপেই সম্পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে কথা বললেন, কারণ দুর্বলতাবশত কোন অনিষ্ট কখনও করেননি। আপন মানবতার নিরপরাধিতার মধ্য দিয়ে যা আমাদের দান করলেন, তা তিনি ঈশ্বরত্বের অধিকার থেকেই পেয়েছিলেন।

শ্লোক - ১ পি ৫:৫; মথি ১১:২৯

প্র তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও :

উ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

প্র তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয় ; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

উ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১২:২০-৩৩)

**রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ**

যখন সমস্ত ইস্রায়েল শুনতে পেল, যেরবোয়াম ফিরে এসেছেন, তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকল, যেন তিনি জনসমাবেশে যোগ দেন; এবং তাঁকে সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা করল; কেবল যুদা-গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন গোষ্ঠী দাউদকুলের অনুগামী থাকল না।

যেরুশালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম সমস্ত যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীকে—এক লক্ষ আশি হাজার সেরা যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং শলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য একত্রে সমবেত করলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ শেমাইয়ার কাছে পরমেশ্বরের এই বাণী এসে উপস্থিত হল, 'শলোমনের সন্তান যুদা-রাজ রেহোবোয়ামকে, গোটা যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিনকে এবং জনগণের সকলকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।' তারা প্রভুর বাণীর প্রতি বাধ্য হল ও প্রভুর বাণী অনুসারে ফিরে গেল। যেরবোয়াম এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে শিখেম প্রাচীরবেষ্টিত করে তা নিজের বাসস্থান করলেন, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেনুয়েল প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

যেরবোয়াম ভাবছিলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য যুদাকুলের হাতে নিশ্চয় ফিরে যাবে। এই লোকেরা যদি বলি উৎসর্গ করার জন্য যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে যায়, তাহলে এদের মন আবার এদের প্রভু সেই যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের প্রতিই ফিরবে; আর আমাকে মেরে ফেলে যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের কাছে ফিরবে।' তাই রাজা পরামর্শ

নেওয়ার পর দু'টো সোনার বাছুর তৈরি করালেন, তারপর লোকদের বললেন, 'তোমরা বহুদিন ধরেই যেরুশালেমে তীর্থযাত্রা করে আসছ; আর নয়! দেখ, ইস্রায়েল, এই যে তোমার দেবতারা, যাঁরা মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।' তিনি সেগুলোর একটা বেথেলে প্রতিষ্ঠা করলেন, আর একটা দানে রাখলেন। এতে পাপ করার অবকাশ সৃষ্টি হল; বস্তুত লোকেরা সেগুলোর একটার সামনে শোভাযাত্রা করে দান পর্যন্তই যাত্রা করত।

তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে তিনি এমন লোকদের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন, যারা লেবি-সন্তান ছিল না। যেরবোয়াম বছরের অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে এমন পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, যা যুদায় পালিত পর্বোৎসবের মত, আর তখন তিনি নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন; তেমন কাজ তিনি বেথেলেই করলেন: যে বাছুরমূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, তার কাছে বলি উৎসর্গ করলেন; এবং উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির যাজকদের জন্য তিনি বেথেলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সেই অষ্টম মাসের—সেই যে মাস নিজের ইচ্ছামতই তিনি বেছে নিয়েছিলেন—পঞ্চদশ দিনে বেথেলে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিলেন, সেই যজ্ঞবেদিতে উঠলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি একটা পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, এবং ধূপ জ্বালাবার জন্য নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন।

**শ্লোক** - তোবিত ১৪:৬, ৭; প্রকাশ ২১:২৪ দ্রঃ

*প্র* সকল জাতি প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে যেরুশালেমে এসে বাস করবে।

*উ* ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে।

*প্র* দেশ সকল তার আলোতে চলবে।

*উ* ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ২য় বিভাগ)

## আত্মা ও সত্যের শরণে সাধিত সেই উপাসনা
## যা সুসমাচারের দিব্যবাণীর মধ্য দিয়ে প্রবর্তিত

*মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে* (যোহন ১:১৭)। তিনি অনুগ্রহ ও সত্য বলে অভিহিত করেন আত্মা ও সত্যের শরণে সেই উপাসনা, যা মহা শক্তি ও পরাক্রমের সঙ্গে সুসমাচারের দিব্য বাণীর মধ্য দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ উপযুক্ত ছিল যে, দাস হওয়ায় মোশি অস্থায়ী প্রতীক হবেন, কিন্তু যিনি সনাতন তথা খ্রিষ্ট, তিনি প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উপাসনার প্রচারক হবেন। যারা তাঁর কাছে আসে, তাদের জন্য বিশ্বাসের মাধ্যমে যে চিরন্তন সন্ধি খ্রিষ্টের বাস্তবায়িত করার কথা, সেই সন্ধি যে কী, তা পরবর্তী কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়: দাউদের কাছে দেওয়া সমস্ত পুণ্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি। এখানে কোন্ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়? হয় আমাদের সকলের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের যে প্রতিশ্রুতি ধন্য দাউদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, তা বিশ্বাসে আগত বিধর্মীদের জন্যও বলবৎ; না হয় তিনি সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিই পুণ্য ও পবিত্র বলে অভিহিত করেন, যা সেই খ্রিষ্টকে লক্ষ করে যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশীয় হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পুণ্যই বলেন, কারণ সেগুলি তাদের পুণ্যবান করে তোলে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে: একই প্রকারে তিনি প্রভুভয়ও পবিত্র বলেছিলেন, কারণ প্রভুভয় মানুষকে পবিত্রিত করে; আবার সুসমাচারের বাণীকে জীবন বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ সেই বাণী জীবন দান করে। এবিষয়ে স্বয়ং খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন* (যোহন ৬:৬৩), অর্থাৎ কিনা আত্মিক ও জীবনদায়ী।

সুতরাং সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পুণ্য, কারণ মানুষকে পুণ্যবান করে ও তাদের ধর্মময় ও অনিন্দনীয় করে তোলে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে। তাছাড়া সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্যও, কারণ মানুষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায় ও তাদের মধ্যে বিশ্বাসের স্থৈর্য ও জীবন্ত ভক্তি সঞ্চার করে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে। তেমনই তো খ্রিষ্ট-সংক্রান্ত

প্রতিশ্রুতিগুলির শক্তি ও কার্যক্ষমতা। তিনি যখন দাউদের কথা, তথা মাংস অনুসারে দাউদ-বংশীয় খ্রিষ্টেরই কথা বলেন, তখন বলেন, *দেখ, আমি তাঁকে জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে, দেশগুলির উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি* (ইশা ৫৫:৪)। এভাবে তিনি দেখাতে চান, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সমগ্র জাতির কাছে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের আলো দান করেন—অবশ্যই, তাদের ধারণক্ষমতা অনুসারে, ও তারা যদি কোন বাধা না দিয়ে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। কেননা তিনি সামসঙ্গীতের রচয়িতার বীণার সুরে বলেন, *শোন, সকল জাতি, কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী—উঁচু-নিচু শ্রেণির যত মানুষ, ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে। আমার মুখ বলে প্রজ্ঞার বাণী, আমার অন্তর জপ করে সুবুদ্ধির কথা* (সাম ৪৯:২-৪)। যারা পথভ্রষ্ট ছিল, যারা অতুলনীয় নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টিকে পূজা করত, যারা কাঠ ও পাথরকে ঈশ্বর বলত, তাদের পক্ষে সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দরকার ছিল, হ্যাঁ খুবই দরকার ছিল।

পরিশেষে বাণী মাংসধারণ করলেন, এবং এ কারণে তাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে; বন্দিদের কাছে মুক্তি, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে* (লুক ৪:১৮; ইশা ৬১:১)। এগুলিই ছিল জাতিগুলির রোগ, কিন্তু তাঁর দ্বারা তারা নিরাময় হল; কেননা তাঁর দ্বারা তারা প্রজ্ঞায় ধনবান হয়ে বোধশক্তি লাভ করল; ফলে তাদের অন্তর এখন আর দুর্বল ও ভগ্ন নয়, বরং সুস্থ, ও সেই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে ও সাধন করতে সক্ষম যা মঙ্গলময় ও পরিত্রাণদায়ী।

শ্লোক - যোহন ৪:২৩-২৪

প্র সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,

উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

প্র ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,

উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৩৮:১-৩০)

**ঈশ্বর যোবের যুক্তি খণ্ডন করেন**

প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিয়ে বললেন,

এ কে, যে জ্ঞানশূন্য কথা দিয়ে
আমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করছে?
বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
যখন আমি পৃথিবীর ভিত স্থাপন করছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?
তোমার যখন এত বুদ্ধি, তখন বল দেখি!
তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাপ স্থির করল?
কিংবা, কে তার উপর দিয়ে ফিতা টানল?
তার স্তম্ভগুলো কিসের উপরে ভর করে আছে?
কিংবা, কে তার সংযোগপ্রস্তর বসাল?

সেসময়ে প্রভাতী তারানক্ষত্র মিলে আনন্দধ্বনি তুলছিল,
ঈশ্বরসন্তানেরা মিলে জয়ধ্বনি করছিলেন।
সমুদ্র যখন মাতৃগর্ভ ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল,
কে কবাটের পিছনে তাকে বন্দি করে রাখল?
সেসময়ে আমিই মেঘমালার কাপড় দিয়ে তাকে ঘিরে রাখলাম,
ঘন তমসার কাঁথা দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলাম।
তারপর আমি তার এলাকা স্থির করলাম,
অর্গল ও কবাট দিয়ে আটকে রাখলাম।
বললাম, তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়;
এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে।

তোমার জন্মকাল থেকে তুমি কি প্রভাতকে কখনও আজ্ঞা দিয়েছ?

উষার উদয়-স্থান কি কখনও নির্ধারণ করেছ,
তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্ত ধ'রে
মর্ত থেকে দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলে?
তখন পৃথিবী কাদামাটি-সীলমোহরের মত হয়ে ওঠে,
আর সবকিছু পর্বীয় পোশাকের মত প্রকাশ পায়।
তখন দুর্জনেরা আলো-বঞ্চিত হয়,
আঘাত করতে উদ্যত বাহু চূর্ণ হয়।
তুমি সমুদ্রের উৎসধারায় কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
অতল গহ্বরের নিচে কি কখনও চলাচল করেছ?
তোমার কাছে কি মৃত্যুলোকের দ্বার দেখানো হয়েছে?
মৃত্যু-ছায়ার দ্বারও কি কখনও দেখেছ?
তোমার কি কোন ধারণা আছে, কতখানি পৃথিবীর বিস্তার?
তুমি যখন এসব কিছু জান, তখন বল দেখি!
কোন্ পথ ধরে আলোর আবাসে যাওয়া যায়?
কোথায়ই বা অন্ধকারের বাসস্থান?

তবে তুমি তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে,
কিংবা কমপক্ষে তাদের বাড়ির পথ দেখাতে পারবে!
তুমি তা জান বৈ কি, সেসময়ে তো তোমার জন্ম হয়েছিল!
তুমি তো বহু বহু দিনের মানুষ!
তুমি কি হিম-ভাণ্ডারে কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
শিলাবৃষ্টির ভাণ্ডারও কি কখনও দেখেছ?
তা আমি সঙ্কটকালের জন্যই রাখছি,
যুদ্ধ-সংগ্রামের দিনের জন্যই তা রাখছি।
কোন্ দিক দিয়ে আলো বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ও পুববাতাস পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত হয়?
কে বৃষ্টিধারা পতনের জন্য খাত কেটেছে?

কে বজ্র-বিদ্যুতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে,
যেন জনবিহীন দেশেও বৃষ্টি পড়ে,
জনশূন্য প্রান্তরেও বর্ষা হয়?
তবে মরুভূমিও পিপাসা মেটায়,
তাতে মরুপ্রান্তরেও নতুন ঘাস গজিয়ে ওঠে।
বৃষ্টির কি কোন জনক আছে?
শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে?
বরফ কার্ গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে?
আকাশের নীহারকে কে জন্ম দিয়েছে?
জল পাথরের মত জমে যায়,
অতল গহ্বরের মুখ শক্ত হয়ে যায়।

**শ্লোক** - যোব ৩৮:৩; রো ৯:২০

*প্র* বীরের মত কোমর কষে বাঁধ; আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

*উ* হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ?

*প্র* কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?

*উ* হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ?

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোব পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২৯শ পুস্তক ২-৪)

## মণ্ডলী উদীয়মান উষার মতই এগিয়ে আসে

যেহেতু প্রভাত ও উষা অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তীর্ণ হয়, সেজন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মনোনীতদের সমগ্র মণ্ডলী প্রভাত ও উষা বলে অভিহিত। কেননা উষার মত মণ্ডলীও অবিশ্বস্ততার অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোতে উত্তীর্ণ হয় ও অন্ধকারের পর দিব্য জ্যোতির প্রভায় দিনের উদয়ে উন্মীলিত হয়। এজন্য পরম গীতে উপযুক্ত ভাষায় বলা হয়, *এ কে, যে উদীয়মান উষার মত অগ্রসর হচ্ছে?* (পরমগীত ৬:১০ লাতিন

পাঠ্য)। কেননা স্বর্গীয় জীবনের পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী এ পবিত্র মণ্ডলী উষা বলে অভিহিতা, কারণ পাপের অন্ধকার ত্যাগ করতে করতে ধর্মময়তার আলোতে উদ্ভাসিত হয়।

তথাপি প্রভাত ও উষার উদাহরণ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্মতর কিছু রয়েছে যা বিবেচনাযোগ্য। কেননা প্রভাত ও উষা যদিও সংবাদ দেয়, রাত ফুরিয়ে গেছে, তবু দিনের পূর্ণ বিভা প্রকাশ করে না: একটাকে দূর করতে করতে ও অপরটা গ্রহণ করতে করতে আলোকে অন্ধকারের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় রাখে। ফলে আমরা যারা এজীবনে সত্যের অনুসরণ করি, এই আমরা সকলে প্রভাত ও উষা ছাড়া কী? কেননা আলোর যা কর্ম, আমরা তাও সাধন করি, তথাপি অন্ধকারের বাকি কর্মও সাধন করায় ক্ষান্ত নই। এজন্য নবী ঈশ্বরকে বলেন, *তোমার সম্মুখে জীবিত কেউই যে ধর্মময় নয়* (সাম ১৪৩:২)। আরও লেখা আছে, *আমরা সকলে বহু কিছুতে অপরাধী* (যাকোব ৩:২ লাতিন পাঠ্য)।

এজন্য পল *রাত শেষ হয়ে এল*, একথা বলার পর বলেননি 'দিন এসে গেছে,' কিন্তু বললেন *দিন কাছে এসে গেছে* (রো ১৩:১২ লাতিন পাঠ্য)। বস্তুতপক্ষে, রাতের প্রস্থানের পর দিন আসেনি কিন্তু কাছে এসে গেছে, একথা যে সমর্থন করে, সে সন্দেহের অতীত এ প্রমাণ দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের আগে আবার অন্ধকারের পরেই রয়েছে— অর্থাৎ সে এখনও উষাতেই রয়েছে।

মনোনীতদের পবিত্র মণ্ডলী তখনই সম্পূর্ণরূপে দিন হয়ে উঠবে, যখন সে পাপের ছায়ায় আর আবদ্ধ হবে না। সে তখনই উজ্জ্বল দিন হবে, যখন আন্তরিক জ্যোতির সিদ্ধ ভক্তিতে উদ্ভাসিত হবে।

এজন্য উষা উপযুক্ত ভাবে মধ্যবর্তী অবস্থা বলেও উপস্থাপিত: লেখা রয়েছে, *তুমি উষার স্বকীয় স্থান নির্ধারণ করেছ* (যোব ৩৮:১২ লাতিন পাঠ্য)। কেননা তারই কাছে স্বকীয় স্থান দেখানো হয়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যে আহূত। আর আসলে উষার স্থান কী? আসলে তা কি সনাতন দর্শনের সেই নিখুঁত জ্যোতি নয়? সেই স্থানে চালিত হলে পর, তখনই উষা অতীত রাত্রির অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। উষা কোন্ স্বকীয় স্থানের দিকে যাচ্ছিল, তা সামসঙ্গীতের রচয়িতা দ্বারাই ব্যক্ত: *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য*

*আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* (সাম ৪২:২-৩)। তেমন পরিচিত স্থানের দিকেই উষা দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছিল: একথা পল তখনই প্রকাশ করেন, যখন বলেন, তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এরপর তিনি বলে চলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু* লাভ (ফিলি ১:২১)।

**শ্লোক** - ফিলি ১:৬, ৯

*প্র* তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি তা সম্পন্ন করে যাবেন

*উ* খ্রিষ্ট যিশুর দিন পর্যন্ত।

*প্র* আমি প্রার্থনা করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে

*উ* খ্রিষ্ট যিশুর দিন পর্যন্ত।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:২৯–১৭:১৬)

**ইস্রায়েল-রাজ আহাবের আমলে নবী এলিয়**

যুদা-রাজ আসার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে অম্রির সন্তান আহাব ইস্রায়েলে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; অম্রির সন্তান আহাব বাইশ বছর সামারিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আহাব তেমন কাজই করলেন, এমনকি তাঁর আগেকার সকল রাজার চেয়েও তিনি খারাপ ছিলেন। নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের পাপাচরণ অনুকরণ করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হল না; না, তিনি সিদোনীয়দের রাজা এৎ-বায়ালের কন্যা যেসাবেলকেই বিবাহ করলেন এবং বায়ালের সেবা করতে ও তার সামনে প্রণিপাত করতে লাগলেন। সামারিয়াতে তিনি বায়ালের উদ্দেশে যে গৃহ গেঁথেছিলেন, সেই গৃহে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুললেন। আর শুধু তা নয়, আহাব একটা পবিত্র দণ্ডও প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর আগেকার সকল ইস্রায়েল-রাজের চেয়েও তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে আরও আরও কুকাজ করলেন।

তাঁর আমলেই বেথেলীয় হিয়েল যেরিখো পুনর্নির্মাণ করল; এভাবে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়ার মধ্য দিয়ে যে বাণী দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে সে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবিরামের উপরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল, এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র সেগুবের উপরেই নগরদ্বার বসাল।

গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশ্‌বে শহরের মানুষ সেই তিশ্‌বীয় এলিয় আহাবকে বললেন, ‘আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা না বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।’ তখন প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘এখান থেকে চলে যাও, পুবদিকেরই পথ ধর; যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারেই লুকিয়ে

থাক। সেখানে তুমি খাদনদীর জল খাবে, আর আমার আদেশে দাঁড়কাকেরা তোমার খাবার যোগাড় করে দিয়ে যাবে।' প্রভুর আদেশমত কাজ করে তিনি রওনা দিয়ে, যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারে থাকতে লাগলেন। দাঁড়কাকেরা তাঁর জন্য সকালে রুটি ও মাংস, এবং সন্ধ্যায়ও রুটি ও মাংস নিয়ে আসত, আর তিনি নদীর জল খেতেন। কিন্তু দেশে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছু দিন পরে নদীটা শুকিয়ে গেল।

তখন প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, সিদোন অঞ্চলে সারেপ্তায় গিয়ে সেইখানে থাক; দেখ, তোমার খাবার যোগাড় করার জন্য আমি সেখানকার এক বিধবাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দিয়েছি।' তিনি উঠে সারেপ্তার দিকে রওনা হলেন। তিনি নগরদ্বারে প্রবেশ করছেন, এমন সময় দেখ, সেখানে এক বিধবা কাঠ কুড়োচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'একটা পাত্রে করে কিছুটা জল আন; আমি খাব।' স্ত্রীলোকটি তা আনতে যাচ্ছে, তখন তিনি তার পিছনে ডাক দিয়ে বললেন, 'হাতে করে এক টুকরো রুটিও আন।' সে উত্তরে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার ঘরে একখানা সেকা রুটিও নেই; আছে শুধু জালার মধ্যে একমুঠো ময়দা আর কুঁজোর মধ্যে খানিকটা তেল। দেখ, আমি দু' চার টুকরো কাঠ কুড়োচ্ছি; নিয়ে গিয়ে আমার জন্য ও আমার ছেলেটির জন্য রান্না করব; আমরা খাব, তারপর মরব!' কিন্তু এলিয় তাকে বললেন, 'ভয় করো না; এখন ঘরে যাও, তুমি যা বললে তাই কর; কিন্তু আগে আমার জন্য ছোট্ট একটা রুটি তৈরি কর আর তা এখানে নিয়ে এসো; তারপর তোমার নিজের জন্য ও তোমার ছেলেটির জন্য কিছু রান্না কর। কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: যেদিন পর্যন্ত প্রভু পৃথিবীতে বৃষ্টি না আনেন, সেদিন পর্যন্ত ময়দার জালা শূন্য হবে না, তেলের কুঁজো খালি হবে না।' সে গিয়ে এলিয়ের কথামত কাজ করল। আর বেশ কয়েক দিন ধরে সে, নবী নিজে আর সেই ছেলে খেতে পেল, ময়দার জালাও শূন্য হল না, তেলের কুঁজোও খালি হল না, ঠিক যেমনটি প্রভু এলিয়ের মধ্য দিয়ে বলে রেখেছিলেন।

শ্লোক - যাকোব ৫:১৭-১৮; সিরা ৪৮:১, ৩

প্র এলিয় মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর বৃষ্টি হল না।

উ পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ জল মঞ্জুর করল।

*প্র* একসময় এলিয় নবীর উদ্ভব হল : তিনি আগুনের মত, তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত। প্রভুর বাণীগুণে তিনি আকাশ রুদ্ধ করলেন ;

*উ* পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ জল মঞ্জুর করল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১-৭)

**বাপ্তিস্মের পূর্ববর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা**

কুলপতিদের কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আদেশগুলো পাঠ করতে করতে আমরা ধর্মনীতি সংক্রান্ত দৈনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছি, যেন তাঁদের দ্বারা গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তোমরা প্রবীণদের পথে প্রবেশ করতে, তাঁদের জীবনপথে চলতে ও ঐশবচনগুলির প্রতি বাধ্য হতে অভ্যস্ত হতে পার ; যাতে করে বাপ্তিস্ম দ্বারা নবীভূত হয়ে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের যোগ্য জীবনাচরণ দেখাতে পার।

এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্তগুলির আসল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে বাপ্তিস্মের আগেই ব্যক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে, আমরা মনে করি, ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং এ শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করতাম। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, হালকা কোন উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির স্বয়ং আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক উজ্জ্বলতর ভাবেই প্রবেশ করবে।

অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ ঘ্রাণ কর, যা সাক্রামেন্তগুলির প্রভাবে ফুৎকারের মাধ্যমে তোমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই প্রতীকাকারে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যখন কান-উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম, *এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও* (মার্ক ৭:৩৪), যাতে যারা অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে। আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রিষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই কালা ও বোবা লোককে নিরাময় করলেন।

এরপর তোমার কাছে পরম পবিত্রস্থান উন্মুক্ত হল, ও তুমি নবজন্মের পুণ্যালয়ে প্রবেশ করলে। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা জপ করতে থাক, তুমি যে উত্তর দিয়েছিলে, তা স্মরণে রাখ। তুমি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্ম, এবং সংসার ও তার সমস্ত ললুপতা ও অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তোমার কণ্ঠ মৃতদের সমাধিস্থানে নয়, জীবিতদের গ্রন্থেই রাখা আছে।

[জলকুণ্ডের ধারে] তুমি একটি লেবীয়কে দেখেছিলে, একটি যাজককে দেখেছিলে, মহাযাজককে দেখেছিলে। দৈহিক চেহারা নয়, সেবা-পদের অনুগ্রহই লক্ষ কর। স্বর্গদূতদের সাক্ষাতেই তো তুমি কথা বলেছিলে, যেমনটি লেখা আছে, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানেরই অন্বেষণ করে, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীদূত* (মালা ২:৭ লাতিন পাঠ্য)। এব্যাপারে ভুল করা চলবে না, অস্বীকার করাও চলবে না যে, যিনি খ্রিষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেন, তিনি বাণীদূত। চেহারার জন্য নয়, ভূমিকার জন্যই তাঁকে মূল্যায়ন কর: চিন্তা কর তিনি তোমার কাছে কী সম্প্রদান করলেন, তাঁর দেওয়া দায়িত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেনে নাও।

তারপর তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক'রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) তুমি পুব দিকে ফিরেছিলে, কারণ দিয়াবলকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে খ্রিষ্টের দিকেই ফেরে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই লক্ষ করে।

শ্লোক - তীত ৩:৩, ৫; এফে ২:৩ দ্রঃ

প্ একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস,

উ কিন্তু তাঁর দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে।

প্ একসময় আমরা সকলে মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম,

উ কিন্তু তাঁর দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১-১৪; ৪২:১-৬)

**যোব ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের বশ্যতা স্বীকার করেন**

প্রভু যোবকে বললেন,

প্রতিবাদী কি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করবে?
ঈশ্বরের অভিযোক্তা তবে উত্তর দিক!
তখন যোব প্রভুকে উদ্দেশ করে বললেন,
দেখ, আমি ছোট্ট; তোমাকে কী উত্তর দেব?
আমি নিজ মুখে হাত দিলাম!
আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না;
দু'বার কথা বলেছি, আর বলব না।

তখন প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিলেন। বললেন:
বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
তুমি কি সত্যিই আমার বিচার মুছে দেবে?
নিজেকে নির্দোষী করার জন্য কি আমাকে দোষী করবে?
তোমার বাহুতে কী ঈশ্বরের শক্তি আছে?
তুমিও কি তাঁর মত বজ্রনাদ তুলতে পার?
আচ্ছা, মহিমা ও মহত্ত্বে ভূষিত হও,
প্রভা ও গৌরবে পরিবৃত হও;
তোমার ক্রোধের হুঙ্কার ছড়িয়ে দাও,
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নামিয়ে দাও;
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নত কর,
দুর্জনেরা যেইখানে থাকুক না কেন তাদের মাড়িয়ে দাও;
তাদের মিলিত করে সকলকেই ধুলায় আচ্ছন্ন কর,

অন্ধকারে তাদের মুখ আটকে দাও ;
তখন আমিই প্রথম তোমাকে সম্মান দেখাব,
তুমি যে তোমার ডান হাতে বিজয়ী হলে !

তখন যোব প্রভুকে উত্তর দিয়ে বললেন :
আমি বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে সবই সাধ্য,
তোমার কোন সঙ্কল্প বৃথা যেতে পারে না।
সে-ই কে, যে জ্ঞানবিহীন হয়ে তোমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করতে পারে?
সত্যি, আমি যা বুঝি না, তেমন কথাই আমি বলেছি,
এমন কথা, যা আমার পক্ষে দুরূহ, আমার বোধের অতীত।
আমি নাকি বলছিলাম, 'দোহাই তোমার, শোন, আর আমি কথা বলব ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।'
আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম ;
এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে ;
এজন্য নিজেকে অবজ্ঞা ক'রে
আমি ধুলা ও ছাইতে বসে অনুতাপ করছি।

শ্লোক - যোব ৪২:৫-৬; ৪০:৫, ৪

প্ আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম ; এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে ;

উ এজন্য নিজেকে অবজ্ঞা ক'রে আমি ধুলা ও ছাইতে বসে অনুতাপ করছি।

প্ আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না ; দু'বার কথা বলেছি, আবার বলব না। আমি নিজ মুখে হাত দিলাম ;

উ এজন্য নিজেকে অবজ্ঞা ক'রে আমি ধুলা ও ছাইতে বসে অনুতাপ করছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ বিভাগ)

## প্রভু হৃদয়ের ভাবনা ও সঙ্কল্প নির্ণয় করেন

প্রভু আমাদের হৃদয়ের ভাবনা ও সঙ্কল্প সকল জানেন; কোন সন্দেহ নেই, তিনি সবগুলোকেই জানেন, আমরা কিন্তু কেবল সেগুলোকে জানি, যেগুলোকে তিনি বিচার-অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে দেন। আসলে আমাদের অন্তরে যে মানবাত্মা, সেই আত্মা মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা সব জানে না, এবং মানুষের যে চিন্তা-ভাবনা আত্মা সচেতন বা অচেতন হয়ে অনুভব করে, সেগুলোকে এমন ভাবে অনুভব করে যা সবসময় বাস্তব নয়। আর যেগুলোকে আত্মা মনশ্চক্ষু দ্বারা অনুভব করে, কালিমাভুক্ত দৃষ্টিশক্তির দরুন তাও সূক্ষ্ম ভাবে অনুভব করতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে প্রায়ই আমাদের নিজেদের বিচারশক্তি দ্বারা, বা অন্য মানুষ দ্বারা, কিংবা সেই প্রবঞ্চক দ্বারা আমাদের কাছে ভক্তিময় বলে এমন কিছুই উপস্থাপিত হয়, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন মতেই পুরস্কারের যোগ্য নয়। কেননা প্রকৃত সদ্‌গুণগুলির, এমনকি রিপুগুলিরও এমন জালবাজি রয়েছে যা মনশ্চক্ষু ভোলায়, ও এমন জাদুর মতই মনের দৃষ্টিকে প্রতারণা করে যে প্রায়ই মনে হয়, মঙ্গলের রূপ অমঙ্গলের মধ্যে রয়েছে, ও একই প্রকারে অমঙ্গলের রূপ মঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। এ সমস্ত কিছু হল আমাদের হীনাবস্থা ও অজ্ঞতার ভাগ্য, যা আমাদের পক্ষে বহু নিন্দার যোগ্য, বহু ভয়েরও যোগ্য।

কেননা লেখা আছে, *এমন কতগুলো পথ আছে, যা মানুষের চোখে সোজা-সরল, কিন্তু যার পরিণাম মৃত্যু-পথ* (প্রবচন ১৬:২৫)। তেমন বিপদ এড়াবার জন্য ধন্য যোহন আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেন, *তোমরা আত্মাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখ, সেগুলো ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা* (১ যোহন ৪:১)। সেগুলো ঈশ্বর থেকে উদ্গত কিনা, কেইবা তেমন বিচার করতে সক্ষম, যদি ঈশ্বর থেকে তাকে আত্মাগুলোর সেই নির্ণয়শক্তি দেওয়া না হয়, যাতে সে সূক্ষ্মরূপে ও প্রকৃত বিচারমানেই আত্মিক ভাবনা, আসক্তি ও সঙ্কল্প পরীক্ষা করতে পারে? বস্তুতপক্ষে নির্ণয়শক্তি হল সমস্ত সদ্‌গুণের জননী, ও নিজের জীবন কি পরের জীবন পরিচালনা ও সংস্কার করার জন্য তেমন নির্ণয়শক্তি সকলেরই প্রয়োজন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার সঙ্কল্প ন্যায্য সঙ্কল্প; যে ধারণা ঈশ্বরের দিকে সরলভাবেই ধাবিত, সে ধারণা ধর্মময়। ফলে চোখ যদি সরল হয়, তাহলে আমাদের

জীবনের ও আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের গোটা রূপটাও উজ্জ্বল হবে। কিন্তু সরল চোখ চোখও হয়, সরলও হয়, কারণ চোখ হওয়ায় ন্যায্য সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে দেখে কী করণীয়, ও সরল হওয়ায় ধর্মময় ধারণার মধ্য দিয়ে সরলভাবেই তাই সাধন করে যা দুমনা ভাবে করণীয় নয়। ন্যায্য সঙ্কল্প কোন ভুল মেনে নেয় না; ধর্মময় ধারণা যত প্রবঞ্চনা দূর করে দেয়। এই তো প্রকৃত নির্ণয়শক্তি, অর্থাৎ ন্যায্য সঙ্কল্প ও ধর্মময় ধারণার সমন্বয়।

সুতরাং সমস্ত কিছু নির্ণয়শক্তির আলোয় করণীয়—ঠিক যেন ঈশ্বরের মধ্যে ও ঈশ্বরের সামনে।

**শ্লোক** - মিখা ৬:৮; সাম ৩৭:৩

*প্র* হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;

*উ* শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

*প্র* প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, তবেই এ দেশে বসবাস করবে।

*উ* শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

# শনিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১৬খ-৪০)

### কার্মেলে যজ্ঞানুষ্ঠান

সেসময়, আহাব এলিয়ের দিকে গেলেন। এলিয়কে দেখামাত্র আহাব বলে উঠলেন, ‘এই যে তুমি আছ, তুমি যে ইস্রায়েলের সর্বনাশ!’ এলিয় উত্তরে বললেন, ‘আমি ইস্রায়েলের সর্বনাশ নই, বরং আপনি ও আপনার পিতৃকুল, আপনারা মিলেই তাই! কেননা আপনারা প্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করেছেন, আর আপনি বায়াল দেবের অনুগামী হয়েছেন। এখন আদেশ দিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলকে কার্মেল পর্বতে আমার কাছে সম্মিলিত করুন; আর সঙ্গে সম্মিলিত করুন বায়াল দেবের নবী সেই চারশ’ পঞ্চাশজনকে ও আশেরা দেবীর নবী সেই চারশ’জনকে, যারা যেসাবেলের খাবার টেবিলে পোষা।’

আহাব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেখানে আহ্বান করলেন, এবং কার্মেল পর্বতে সেই নবীদের সম্মিলিত করলেন। এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? প্রভুই যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর! বায়ালই যদি হয়, তবে তারই অনুসরণ কর।’ কিন্তু লোকেরা তাঁকে কোন উত্তর দিল না। লোকদের উদ্দেশ করে এলিয় বলে চললেন, ‘আমি, কেবল একা এই আমিই প্রভুর নবী বলে একা রয়েছি; কিন্তু বায়ালের নবীরা চারশ’ পঞ্চাশজন আছে। আমাদের জন্য দু’টো ষাঁড় আনা হোক। ওরা নিজেদের জন্য একটা বেছে নিক, ও টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখুক, কিন্তু তাতে যেন আগুন না ধরায়। আমিও অন্য ষাঁড়টা একইভাবে প্রস্তুত করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখব, কিন্তু তাতে আগুন ধরাব না। তারপর তোমরা তোমাদের দেবতার নাম করবে, আর আমি প্রভুর নাম করব। যে ঈশ্বর আগুন পাঠিয়ে সাড়া দেবেন, তিনিই পরমেশ্বর!’ সকল লোক উত্তর দিল: ‘ঠিক কথা!’

এলিয় বায়ালের নবীদের বললেন, 'ষাঁড়টা বেছে নিয়ে তোমরাই শুরু করে নাও, কারণ সংখ্যায় তোমরাই বেশি। তোমাদের দেবতার নাম কর, কিন্তু আগুন ধরাবে না।' ওরা ষাঁড়টা নিল, তা প্রস্তুত করল, এবং সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা পর্যন্ত বায়ালের নাম করতে থাকল; চিৎকার করে বলছিল: 'বায়াল, আমাদের সাড়া দাও!' কিন্তু কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, আর একই সময়ে ওরা, যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিল, তার চারদিকে লাফালাফি করে নাচতে থাকল। দুপুর এল: তখন এলিয় তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলেন; তিনি বলছিলেন, 'আরও জোরে ডাক, সে নিশ্চয়ই দেবতা! হয় তো সে অন্যমনস্ক আছে, হয় তো ব্যস্ত আছে, হয় তো বা কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিংবা কি জানি, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তাকে জাগানো চাই!' তাই ওরা আরও জোর গলায় চিৎকার করতে লাগল, এবং তাদের প্রথামত খড়্গ ও বর্শা দ্বারা নিজেদের দেহ কাটাকাটি করতে লাগল—শেষে তাদের গা সম্পূর্ণই রক্তাক্ত হল। দুপুর পার হয়ে গেছিল, আর ওরা তখনও ভাবোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে প্রলাপ বকছিল —এর মধ্যে বলি উৎসর্গের সময় এসে গেছিল, কিন্তু তবুও কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, ওদের প্রতি মনোযোগের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না।

তখন এলিয় সমস্ত লোককে বললেন: 'কাছে এগিয়ে এসো!' সকলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। প্রভুর যে যজ্ঞবেদি একসময় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন। প্রভু যে যাকোবকে একথা বলেছিলেন, 'তোমার নাম হবে ইস্রায়েল', সেই যাকোবের সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে এলিয় বারোটা পাথর নিয়ে সেগুলি দিয়ে প্রভুর নামের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; বেদির চারপাশে দুই সেয়া পরিমাণ বীজ ধরতে পারে, এমন একটা নালা কাটলেন। তারপর তিনি কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে রাখলেন। আর বললেন, 'চার জালা জল ভরে এই আহুতিবলির উপরে ও কাঠের উপরে ঢেলে দাও।' তারা তাই করল। তিনি বললেন, 'আবার তাই কর।' আর তারা আবার তাই করল। তিনি বললেন, 'তৃতীয়বারের মত কর।' আর তারা তৃতীয়বারের মত তাই করল। বেদির চারপাশে জল বয়ে যেতে লাগল; নালাও জলে ভরে গেল।

বলি উৎসর্গের সময়ে নবী এলিয় এগিয়ে এসে বললেন, 'হে প্রভু, আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আজ একথা জ্ঞাত হোক যে, ইস্রায়েলে তুমিই পরমেশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কিছু করেছি। প্রভু, আমাকে সাড়া দাও, আমাকে সাড়া দাও, যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে তুমিই, হে প্রভু, তুমিই পরমেশ্বর, এবং তুমি এদের মন পুনর্জয় করছ!'

তখন প্রভুর আগুন নেমে পড়ল, এবং আহুতিবলি, কাঠ, পাথর ও ধুলা সবই গ্রাস করল, এবং নালার মধ্যকার সেই জলও চেটে খেল। তা দেখে সমস্ত লোক উপুড় হয়ে পড়ল; তারা বলে উঠল: 'প্রভুই পরমেশ্বর, প্রভুই পরমেশ্বর!' এলিয় বললেন, 'বায়ালের নবীদের ধর, তাদের একজনকেও পালাতে দিয়ো না।' তারা তাদের ধরল, আর এলিয় কিশোন খাদনদীর ধারে তাদের নামিয়ে এনে সেখানে তাদের মেরে ফেললেন।

শ্লোক - ১ রাজা ১৮:২১; মথি ৬:২৪

প্র এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে?

উ প্রভু যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর।

প্র দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

উ প্রভু যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৮-১১)

**আমরা জল ও পবিত্র আত্মা থেকেই নবজন্ম গ্রহণ করি**

জলকুণ্ডের ধারে তুমি কী দেখেছিলে? জল দেখেছিলে বটে, কিন্তু কেবল জল নয়; অনুষ্ঠান চালাতে লেবীয়েরাও ছিলেন, প্রশ্ন করতে ও পবিত্রীকরণ সম্পাদন করতে মহাযাজকও ছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূত তোমাকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, *দৃশ্য বিষয়ের দিকে নয়, অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী* (২ করি ৪:১৮)। কেননা অন্যত্র তুমি একথাও

পড়তে পার যে, *ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে* (রো ১:২০)। এজন্য স্বয়ং প্রভুও বললেন, *তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কর্মেই বিশ্বাস রাখ* (যোহন ১০:৩৮)। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে সেখানেই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিতি। তুমি কি তাঁর কর্মে বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর উপস্থিতি বিশ্বাস কর না? কেমন করে কর্ম পরেই আসবে, যদি না আগে উপস্থিতি এসে থাকে?

তথাপি ভেবে দেখ কতই না প্রাচীন এই রহস্য যা জগতের উদ্ভব-লগ্নেও পূর্বপ্রদর্শিত। সেই আদিতে, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, তখন—লেখা আছে —*আত্মা জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন* (আদি ১:২ লাতিন পাঠ্য)। যিনি জলরাশির উপরে চলাচল করছিলেন, তিনি কি সেই জলরাশির উপরে ক্রিয়াশীল ছিলেন না? আমি কিন্তু কেন 'ক্রিয়াশীল' কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিতির দিক দিয়ে তিনি তো চলাচলই করছিলেন। চলাচল করছিলেন যিনি, তিনি কি ক্রিয়াশীল ছিলেন না? জগৎ-নির্মাণকর্ম হতে হতে তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, একথা তুমি তখনই স্বীকার কর, যখন নবী তোমাকে বলেন, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মা দ্বারাই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব* (সাম ৩৩:৬)। নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু'টোর ভিত্তি, তথা তিনি চলাচল করছিলেন, আবার তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে চলাচল করছিলেন, একথা মোশিই বললেন; আর তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, এবিষয়ে দাউদই সাক্ষ্য দিলেন।

অন্য একটা সাক্ষ্য ধর। নিজের সমস্ত শঠতার ফলে সমস্ত মাংস দূষিত ছিল। তিনি বলে চলেন, *আমার আত্মা মানুষদের মধ্যে থাকবেন না, কারণ তারা মাংসমাত্র* (আদি ৬:৩)। এতে ঈশ্বর দেখান, মাংসের কলুষ ও পাপের গুরুতর কালিমার দরুন ঐশআত্মার অনুগ্রহ দূরে চলে যায়। তাই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছিলেন, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে জলপ্লাবন ঘটালেন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়াকে জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন। জলপ্লাবন শেষে তিনি প্রথমে সেই কাকটা ছাড়লেন যা ফিরল না, পরে সেই কপোত ছাড়লেন যা—শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে—জলপাইগাছের শাখা মুখে করে ফিরে

এল। তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, কপোত দেখতে পাচ্ছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ কর?

জলের কথা: জলেই মাংস ডোবানো হয় যাতে মাংসের সমস্ত পাপ ধৌত হতে পারে। সেই জলেই লজ্জাকর সমস্ত কিছু সমাহিত। কাষ্ঠের কথা: কাষ্ঠেই প্রভু যিশুকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। হ্যাঁ, তুমি নবসন্ধিতে শিখেছ, কপোতের আকারেই সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন, যিনি তোমার প্রাণে শান্তি ও তোমার মনে স্থৈর্য সঞ্চার করেন।

শ্লোক - ইশা ৪৪:৩, ৪; যোহন ৪:১৪

প্র আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব। তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।

প্র আমি যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী;

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজিয়ে উঠবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যোব পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:৭-১৭)

## ঈশ্বর যোবের ধর্মময়তা স্বীকার করে
## তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন

যোবকে এই সমস্ত কথা বলার পর প্রভু তেমান-নিবাসী এলিফাজকে বললেন, 'তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর উপর আমার আক্রোশ জ্বলে উঠেছে, কারণ আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি। সুতরাং তোমরা সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়া নিয়ে আমার দাস যোবের কাছে গিয়ে তোমাদের কল্যাণে আহুতি দাও; আর আমার দাস যোব তোমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে, যেন তার খাতিরে আমি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি না দিই; কেননা আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি।'

তখন তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নাআমাথ-নিবাসী জোফার গিয়ে প্রভুর কথামত কাজ করলেন; এবং প্রভু যোবের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন।

যোব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করার পর প্রভু তাঁকে তাঁর আগের অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন; এমনকি প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন।

তাঁর সকল ভাই, বোন, আর আগেকার পরিচিতজনেরা সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল; তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তারা তাঁকে সহানুভূতি দেখাল, এবং প্রভু তাঁর উপর যত অমঙ্গল এনেছিলেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিল; তারা এক একজন তাঁকে একটা করে রুপোর মুদ্রা ও একটা করে সোনার আঙটি উপহার দিল।

প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন, ফলে যোব চৌদ্দ হাজার মেষ, ছ'হাজার উট, এক হাজার জোড়া বলদ ও এক হাজার গাধীর মালিক হলেন। তাঁর ঘরে আরও সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হল। তিনি বড় মেয়ের নাম ঘুঘু, দ্বিতীয়জনের নাম দারুচিনি, ও তৃতীয়জনের নাম কাজল রাখলেন। যোবের মেয়েদের মত সুন্দরী তরুণী সমস্ত দেশে মিলল না; তাদের পিতা তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকারিণী করলেন।

এই সমস্ত কিছুর পর যোব আরও একশ' চল্লিশ বছর বেঁচে থেকে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত তাঁর পুত্রপৌত্রদের দেখতে পান। শেষে, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে যোবের মৃত্যু হয়।

**শ্লোক** - যোব ৪২:১০, ১১, ১২; ১ করি ১০:১৩

*প্র* প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন, আর তাঁর ভাইয়েরা এসে তাঁকে সহানুভূতি দেখাল।

*উ* প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন।

*প্র* ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন।

*উ* প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত আকুইনোর সাধু টমাসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৪:২)

**সত্যকার জীবনে পৌঁছানোর পথ**

পথ স্বয়ং খ্রিষ্ট, এজন্য তিনি বলেন, *আমিই পথ* (যোহন ১৪:৬)। আর একথা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত, কারণ *তাঁর মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি* (এফে ২:১৮)।

আর যেহেতু এ পথ গন্তব্যস্থান থেকে দূরবর্তী নয়, বরং তার সঙ্গে সংযুক্ত, সেজন্য তিনি বলেন, *আমিই সত্য ও জীবন*, আর এভাবে তিনি নিজে একাধারে হন পথ ও গন্তব্যস্থান: মানবতা অনুসারে তিনি পথ, ঈশ্বরত্ব অনুসারে তিনি গন্তব্যস্থান। সুতরাং মানুষ হওয়ায় তিনি বলেন *আমিই পথ*; ও ঈশ্বর হওয়ায় তিনি বলে চলেন *আমিই সত্য ও জীবন*। এ কথা দু'টোর মধ্য দিয়ে এ পথের গন্তব্যস্থান উত্তমরূপেই প্রদর্শিত।

কেননা এ পথের গন্তব্যস্থান হল মানব আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য; মানুষ প্রকৃতপক্ষে দু'টো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করে: প্রথম, সেই সত্যজ্ঞান যা তার মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয়, তার সেই আপন অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা যা অন্য সমস্ত জিনিসেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। খ্রিষ্ট কিন্তু হলেন সত্যজ্ঞান লাভের জন্য পথ, কারণ তিনি নিজেই সত্য: প্রভু,

আমাকে সত্যে চালনা কর, আর আমি তোমার পথে চলব (সাম ৮৬:১১)। খ্রিষ্ট আবার হলেন জীবনলাভের জন্যও পথ, কারণ তিনি নিজেই জীবন: *তুমি আমাদের জানিয়েছ জীবনের পথ* (সাম ১৬:১১)।

আর এজন্য তিনি এ পথের গন্তব্যস্থান সত্য ও জীবন বলেই নির্ধারণ করলেন— শব্দ দু'টোর ব্যাখ্যা উপরেই দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তিনি হচ্ছেন জীবন, যেমনটি লেখা আছে, *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন*; তারপরে তিনি হচ্ছেন সত্য, কারণ *তিনি ছিলেন মানুষের আলো* (যোহন ১:৪), আর আলো হল সত্যের নামান্তর।

তাই তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোন্ দিকে তোমাকে যেতে হবে, খ্রিষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনি নিজেই পথ: *এটিই পথ, তোমরা এই পথেই চল* (ইশা ৩০:২১)। আর আগস্তিন বলেন, 'মানব-খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে চল, আর তুমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে।' পথের বাইরে থেকে দ্রুতপদে চলার চেয়ে পথের মধ্যে থেকে খোঁড়ানো ভাল; কেননা পথের মধ্যে থেকে যে খোঁড়ায়, যদিও আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় তবু সে গন্তব্যস্থানের দিকেই যেতে থাকে; কিন্তু পথের বাইরে থেকে যে চলে, সে যত দ্রুতপদেই দৌড়োয়, গন্তব্যস্থান থেকে তত দূরে চলে যায়।

তাই তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোন্ দিকে তোমাকে যেতে হবে, খ্রিষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনিই সেই সত্য যার কাছে পৌঁছতে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি: *আমার মুখ সত্য জপ করবে* (প্রবচন ৮:৭)। তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোথায় থামতে হবে, খ্রিষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনিই জীবন: *যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়*, ও *প্রভু থেকে পরিত্রাণের জল তুলে আনবে* (প্রবচন ৮:৩৫ দ্রঃ)।

অতএব তুমি নিশ্চিত হতে চাইলে খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরে থাক: তবে পথভ্রষ্ট হতে পারবে না, কারণ তিনি নিজেই পথ। ফলে যারা তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা অগম্য পথে নয়, ন্যায়পথেই চলে। একই প্রকারে প্রবঞ্চনা থাকতে পারে না, কারণ তিনি নিজেই সত্য, ও সকলকে সত্য শিক্ষাদান করেন; তিনি নিজে বলেন: *সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি* (যোহন ১৮:৩৭)। একই প্রকারে অস্থিরতা থাকতে পারে না, কারণ তিনি নিজেই জীবন ও

জীবনদাতা, যেমনটি নিজে বলেন: *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়* (যোহন ১০:১০)।

**শ্লোক** - সাম ৮৬:১১; যোহন ১৪:৬; সাম ১৬:১১

*প্র* তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু, যেন তোমার সত্যে চলতে পারি।

*উ* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

*প্র* তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ, তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা।

*উ* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ১৮শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-৯ক, ১১-২১)

**এলিয়ের কাছে প্রভুর আত্মপ্রকাশ**

সেসময়, এলিয় যা কিছু করেছেন এবং কেমন করে খড়্গের আঘাতে যত নবীকে মেরে ফেলেছেন, যখন আহাব যেসাবেলকে এই সমস্ত কথা জানালেন, তখন যেসাবেল দূত পাঠিয়ে এলিয়কে বলে দিলেন, 'আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আমি তোমার দশা তাদের একজনের দশার মত একই দশা না করি, তবে দেবতারা আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' ব্যাপারটা দেখে এলিয় উঠে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেলেন। যুদা-অঞ্চলের বের্শেবায় এসে পৌঁছে তিনি সেখানে তাঁর চাকরকে রাখলেন; তিনি নিজে কিন্তু এক দিনের পথ মরুপ্রান্তরে এগিয়ে এক রোতনগাছের তলায় গিয়ে বসলেন। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তিনি বললেন, 'আর নয়, প্রভু! এবার আমার প্রাণ নাও; না, আমার পিতৃপুরুষদের চেয়ে আমি ভাল নই।' আর সেই রোতনগাছের তলায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর হঠাৎ এক স্বর্গদূত তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও!' তিনি তাকিয়ে দেখলেন, গরম পাথরে সেকা একখানা রুটি আর এক কুঁজো জল ওখানে তাঁর মাথার কাছে রয়েছে; তিনি খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। প্রভুর দূত আর একবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও; নইলে যাত্রাপথ তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ হবে।' উঠে তিনি খেয়ে নিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে চলে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন।

সেখানে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঢুকে সেইখানে রাত কাটালেন; আর দেখ, তাঁর কাছে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হল; তিনি বললেন, 'বাইরে যাও, এবং পর্বতে প্রভুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও!' কেননা সেসময়ে প্রভু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পর্বতমালা ফাটিয়ে দিল ও বড় যত পাথর ভেঙে দিল; কিন্তু সেই ঝড়ো বাতাসের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ঝড়ো বাতাসের পরে ভূমিকম্প হল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে আগুন হল, কিন্তু সেই আগুনের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। আগুনের পরে মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল। তা শোনামাত্র এলিয় আলোয়ান দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন, এবং বাইরে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর প্রতি এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল যা তাঁকে বলল 'এলিয়, এখানে কী করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'এবার যাও, একই পথ ধরে দামাস্কের মরুপ্রান্তরের দিকে ফিরে যাও; সেখানে গিয়ে পৌঁছে হাজায়েলকে আরামের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত কর। পরে নিম্‌শির সন্তান যেহুকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করবে, এবং তোমার পদে নবী হবার জন্য আবেল-মেহোলা-নিবাসী শাফাতের সন্তান এলিশেয়কে তৈলাভিষিক্ত করবে। যে কেউ হাজায়েলের খড়্গ এড়াবে, যেহু তাকে মেরে ফেলবে; যে কেউ যেহুর খড়্গ এড়াবে, এলিশেয় তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি নিজের জন্য সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রাখব, এরা সকলে বায়ালের সামনে জানুপাত করেনি, এদের সকলের মুখ তাকে চুম্বন করেনি।'

সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি শাফাতের সন্তান এলিশেয়ের দেখা পেলেন; এলিশেয় তখন জমিতে লাঙল দিচ্ছেন; তাঁর আগে আগে বারো জোড়া বলদ চলছে, আর শেষ জোড়ার সঙ্গে তিনি নিজেই রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এলিয় নিজের আলোয়ানটা তাঁর গায়ের উপরে ফেলে দিয়ে গেলেন। তিনি বলদগুলো ফেলে রেখে এলিয়ের পিছু পিছু ছুটে তাঁকে বললেন, 'অনুমতি দিন, আমি আমার মাতাপিতাকে চুম্বন

করে আসি, তারপর আপনার অনুসরণ করব।' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'যাও, ফিরে যাও! তোমাকে আমি কী করলাম?' এলিশেয় তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেলেন; এক জোড়া বলদ নিয়ে বলি দিলেন, কাঠের জোয়াল জ্বেলে বলদগুলোর মাংস রান্না করলেন, এবং তা লোকদের খেতে দিলেন। তারপর উঠে এলিয়কে অনুসরণ করে তাঁর সেবায় রত থাকলেন।

**শ্লোক** - যাত্রা ৩৩:২২, ২০; যোহন ১:১৮

*প্র* প্রভু মোশিকে বললেন: আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব,

*উ* কারণ মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।

*প্র* ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন;

*উ* কারণ মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১২-১৬, ১৯)

**এ সমস্ত কিছু প্রতীকাকারেই ঘটল**

প্রেরিতদূত তোমাকে শিক্ষাদান করে বলেন, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিল* (১ করি ১০:১-২)। উপরন্তু মোশি নিজে তাঁর সেই গীতিকায় বলেন, *তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল* (যাত্রা ১৫:১০)। তুমি তো উপলব্ধি কর যে, হিব্রুদের সেই যে সমুদ্র-পারেও যেখানে মিশরীয়েরা মরল ও হিব্রুরা ত্রাণ পেল, পবিত্র বাপ্তিস্মের প্রতীক পূর্বপরিলক্ষিত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রামেন্তে দৈনন্দিন আমাদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়, একথা ছাড়া যে, দণ্ড নিমজ্জিত হয়, ভুলভ্রান্তি ধ্বংসিত হয়, কিন্তু ভক্তি ও নিরপরাধিতা অক্ষুণ্ণ হয়ে পার হয়! তুমি তো একথা শোন যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা একটি মেঘের নিচে, এমনকি মঙ্গলকারীই

একটি মেঘের নিচে ছিলেন। মেঘটি মঙ্গলকারী ছিল যেহেতু মানবীয় ভাবাবেগের অগ্নিদাহ শীতল করে দিল। আবার এজন্যও মেঘটি মঙ্গলকারী, যেহেতু তাদেরই উপর ছায়া ছড়িয়ে দেয়, পবিত্র আত্মা যাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অধিষ্ঠান করল ও পরাৎপরের শক্তি তাঁর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিল যখন সেই কুমারী মানবজাতির মুক্তির জন্ম দিলেন। আর সেই অলৌকিক কাজ মোশির মধ্য দিয়ে প্রতীকাকারে ঘটেছিল। ফলে ঐশআত্মা যখন প্রতীকে উপস্থিত ছিলেন, তখন কি তিনি বাস্তব সত্যে উপস্থিত হবেন না? শাস্ত্রও তো তোমাকে বলে: *মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে* (যোহন ১:১৭)।

মারায় উৎসারিত জল তিক্ত ছিল: মোশি তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্ট হয়ে উঠল। কেননা প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রিত হলেই জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশি, অর্থাৎ নবী যেমন সেই উৎসারিত জলে সেই কাঠ দিয়েছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহদানের উদ্দেশে মিষ্ট হয়ে ওঠে।

তাই তুমি কেবল দেহের চোখে বিশ্বাস করো না: যা অদৃশ্য তা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ দেহের চোখে যা দৃষ্টিগোচর তা অস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা কিন্তু চিরস্থায়ী। আর দৃষ্টিশক্তি যা ধারণ করতে সক্ষম নয়, তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ তা অন্তর ও মনের দ্বারাই বিচার্য।

অবশেষে, এইমাত্র শোনা রাজাবলির পাঠ তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলুক। সেই নামান সিরিয়ার মানুষ ছিলেন, তাঁর কুষ্ঠ ছিল, আর কেউই তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারত না। তখন বন্দিদের মধ্য থেকে একটি তরুণী একথা বলল যে, ইস্রায়েলে এমন এক নবী আছেন যিনি কুষ্ঠরোগের অশুচিতা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারবেন। শাস্ত্রে বলে, সোনা ও রুপো সঙ্গে করে তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ শুনে রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে একথা বললেন যে, তেমন যাচনা যখন রাজ-

অধিকারের বাইরে, তখন সেই যাচনা তাঁর পক্ষে অতিরিক্তই একটা পরীক্ষা। এলিশেয় কিন্তু রাজাকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর কাছেই সেই সিরিয়াবাসীকে পাঠান, তিনি যেন জানতে পারেন যে ইস্রায়েলে ঈশ্বর আছেন। তিনি এলে এলিশেয় তাঁকে যর্দন নদীতে সাতবার ডুব দিতে আদেশ করলেন।

তখন সেই লোক মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর মাতৃভূমির নদীগুলোর এমন শ্রেয় জল আছে যার মধ্যে তিনি বারবারই ডুব দিলেও কখনও কুষ্ঠ থেকে শুচীকৃত হননি; আর তখন একথা স্মরণে তিনি নবীর আদেশ মানছিলেন না। কিন্তু দাসদের অনুরোধ ও যুক্তির জোরে তিনি সম্মত হয়ে ডুব দিলেন। তৎক্ষণাৎ শুচীকৃত হয়ে উঠে তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ যে শুচীকৃত হয়, তা জলের নয়, অনুগ্রহেরই গুণে ঘটে।

রোগমুক্ত হবার আগেই তিনি সন্দেহ করেছিলেন; তুমি ইতিমধ্যে রোগমুক্ত হয়েই উঠেছ বিধায় তোমার পক্ষে সন্দেহ করা আদৌ উচিত নয়।

**শ্লোক** - সাম ৭৮:৫২, ৫৩; ১ করি ১০:২ দ্রঃ

*প্র* তিনি মেষপালের মতই তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন, তাদের তিনি নিরাপদে নিয়ে চললেন, ফলে তারা কিছুই ভয় করল না,

*উ* সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।

*প্র* মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হল;

*উ* সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ওবাদিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১-২১)

## এদোমের বিরুদ্ধে বাণী

ওবাদিয়ার দর্শন।

প্রভু পরমেশ্বর এদোমের বিষয়ে একথা বলছেন:
আমরা প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী পেয়েছি,
দেশগুলোর কাছে এক দূত প্রেরিত হয়েছে:
'ওঠ! এসো, আমরা এই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামি।'

দেখ, আমি তোমাকে দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতমই করেছি,
তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র।
হে তুমি, শৈলশিরার মধ্যে যার বাস,
তুমি যে উচ্চস্থানগুলিকে নিজের আবাস কর,
তোমার হৃদয়ের স্পর্ধা তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে;
তুমি মনে মনে বলছ,
'কে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?'
যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ,
যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ,
তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।

তোমার কাছে যদি চোরেরা আসত,
কিংবা রাত্রিকালে যদি দস্যুরা আসত,
—আহা, তোমার কেমন সর্বনাশ হত!—
তবে তারা কি কেবল তাদের প্রয়োজনমতই চুরি করত?
যারা আঙুর সংগ্রহ করে, যদি তারা তোমার কাছে আসত,
তারা কি কিছুটা ফল রেখে যেত না?
আহা, এসৌয়ের সম্পত্তি কেমন লুট করা হয়েছে!

তার গুপ্ত ধন কেমন উৎপাটন করা হয়েছে!
তোমার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ যারা,
তারা সকলে তোমার সীমানা পর্যন্তই তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছে;
তোমার মিত্র যারা,
তারাও প্রবঞ্চনা করে তোমার উপরে জয়ী হয়েছে;
তোমার সঙ্গে রুটি ভাগ করে খেত যারা,
তারা তোমার পায়ে ফাঁদ পেতেছে:
না, এদোমের বিচারবোধ নেই!
সেইদিন আমি কি এদোমের জ্ঞানবানদের উচ্ছেদ করব না?
—প্রভুর উক্তি—

আমি কি এসৌয়ের পর্বত থেকে সুবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন করব না?
হে তেমান, তোমার বীরযোদ্ধারা বিহ্বল হবে,
এসৌয়ের পর্বত থেকে সকল মানুষ উচ্ছিন্ন হবে।
সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য,
তোমার ভাই যাকোবের প্রতি সাধিত অত্যাচারের জন্য
লজ্জা তোমাকে আচ্ছন্ন করবে,
তুমি চিরকালের মত উচ্ছিন্ন হবে।
কারণ যেদিন ভিনদেশীরা তার সম্পত্তি লুট করে নিচ্ছিল,
যেদিন বিজাতীয়রা তার নগরদ্বারে প্রবেশ করছিল
ও যেরুশালেমের উপরে গুলিবাঁট করছিল,
সেদিন তুমিও সেখানে উপস্থিত ছিলে,
এমনকি তাদের একজনেরই মত ব্যবহার করলে!

তোমার ভাইয়ের দিনে, তার ভীষণ দুর্দশার দিনে
তার দিকে আনন্দের সঙ্গে চোখ নিবদ্ধ রেখো না;
যুদা-সন্তানদের সর্বনাশের দিনে
তাদের দশায় আনন্দ করো না;

তাদের সঙ্কটের দিনে বড়াই করে কথা বলো না!
আমার আপন জনগণের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের নগরদ্বারে প্রবেশ করো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের অমঙ্গলের দিকে আনন্দিত মনে তাকিয়ো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়িয়ো না।
তাদের পলাতকদের বধ করার জন্য
চৌরাস্তায় ওত পেতে থেকো না;
তাদের সঙ্কটের দিনে,
তাদের রেহাই পাওয়া লোকদের শত্রুহাতে তুলে দিয়ো না।

কারণ সকল দেশের বিরুদ্ধে প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে।
তুমি যেমন করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা হবে;
তোমার কুকর্ম তোমারই মাথায় নেমে পড়বে।
কেননা তোমরা যেমন আমার পবিত্র পর্বতে পান করেছ,
তেমনি সকল দেশ নিরন্তর পান করবে,
পান করতে করতে গিলে ফেলবে,
কিন্তু তারা অজাতের মত হবে।

যারা রেহাই পেয়েছে, তারাই সিয়োন পর্বতে আশ্রয় পায়,
তাতে সিয়োন পর্বত আবার পবিত্র হয়ে ওঠে,
এবং যাকোবকুল আপন অপহারকদের কাছ থেকে
নিজের অধিকার ফিরে পাবে।
তখন যাকোবকুল হবে আগুন,
যোসেফকুল হবে অগ্নিশিখা,
এসৌকুল হবে খড়কুটোর মত;
নিজেদের মধ্যে ওরা আগুন ধরিয়ে তা গ্রাস করবে;

ফলে এসৌকুলে কেউ রক্ষা পাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন।

নেগেবের লোকেরা এসৌয়ের পর্বত অধিকার করে নেবে,
শেফেলার লোকেরা ফিলিস্তিনিদের দেশ দখল করবে;
তারা এফ্রাইম ও সামারিয়ার ভূমি অধিকার করবে,
এবং বেঞ্জামিন গিলেয়াদ দখল করবে।
ইস্রায়েল সন্তানদের এই নির্বাসিত সৈন্যদল
সারেপ্তা পর্যন্ত কানানীয়দের তাড়িয়ে দেবে,
এবং যেরুশালেমের যে নির্বাসিত লোকেরা সেফারাদে আছে,
তারা নেগেবের শহরগুলি অধিকার করে নেবে।
এসৌয়ের পর্বতের উপরে শাসন করার জন্য
তারা বিজয়ী হয়ে সিয়োন পর্বতে উঠবে;
তখন রাজ্য প্রভুরই হবে।

শ্লোক - ওবাদিয়া ৩-৪, ১৫

প্ল হে তুমি, শৈলশিরার মধ্যে যার বাস, তুমি যে উচ্চস্থানগুলিকে নিজের আবাস কর, তোমার হৃদয়ের স্পর্ধা তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে; তুমি মনে মনে বলছ, কে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?

উ যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ, যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ, তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।

প্ল সকল দেশের বিরুদ্ধে প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে। তুমি যেমন করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা হবে; তোমার কুকর্ম তোমারই মাথায় নেমে পড়বে।

উ যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ, যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ, তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('বাপ্তিস্ম বিষয়ক উপদেশ', প্রস্তাবনা)

## তোমরা যারা রোগপীড়িত, নিরাময় হতে এসো

দেখ, সমস্ত মঙ্গলদানের যিনি বিতরণকারী, যিনি বছরগুলি গণনা করেন ও কালচক্রের হিসাব রাখেন, তিনি সেই পরিত্রাণের দিন বয়ে নিয়ে এসেছেন, যেদিনে প্রথামত আমরা অতিথিদের দত্তকপুত্রত্বে, দীনহীনদের অনুগ্রহের সহভাগিতায়, ও পাপে কলুষিতদের পাপ-শোধনে আহ্বান করে থাকি। এ হল সেই প্রাচীন ঘোষণা যা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কিছু দিন আগেই বাস্তব রূপ পেয়েছিল: *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর* (মথি ৩:৩; ইশা ৪০:৩০)। আমি তো যোহনও নই, দাউদও নই, আমার ক্ষুদ্রতা কিন্তু যেন মহাপ্রভুর বিধানের পরাক্রমে বাধা সৃষ্টি না করে। আমরা তো বিধান-প্রণেতাদের প্রতি সম্মানার্থে বাধ্যতা স্বীকার করি না, কিন্তু সভয়ে বিধানকর্তার অধিকার ও আদেশের প্রতি নত হই।

রাজার অনুগ্রহ এসেইছে: এ অনুগ্রহ দু'শ্রেণি পীড়িতদের আরাম দিয়ে অনুগ্রহধন্য করেছে: বন্দিদের মুক্তিদান করল ও ঋণীদের ঋণ মাপ করে দিল। তাই আমিও এ দু'শ্রেণি লোকদের কাছে উপযুক্ত ঔষধ দিতে পারি, ও মহা ভরসার সঙ্গে তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিই যে, তৎপরতা গুণে তারা সাহায্য পাবেই। আর যাতে কেউ মনে না করে যে এ চিকিৎসা দামী, আমি স্পষ্টই বলছি রোগীদের কোন্ ঔষধ ব্যবহার করার কথা: প্রথমজনদের কাছে আমি বাপ্তিস্মের জল দ্বারা সুস্থতা প্রতিশ্রুত হই; দ্বিতীয়জনদের রোগ আমি স্বল্প অশ্রুজলেই বিনাশ করি।

সাপের যে দংশনে আমরা দৈনন্দিন দংশিত, সেরে ওঠার জন্য কোন পোড়া বা কাটাকাটি না করে সেই দংশন থেকে মুক্ত হবার জন্য সেই চিকিৎসা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহদান যথেষ্ট। তাই তোমরা যারা পীড়িত, অবহেলা না করে চিকিৎসা পেতে এসো। কেননা রোগ অবিরত ও প্রাচীন হলে চিকিৎসকের দক্ষতাও অক্ষম, চিকিৎসাও অক্ষম হয়ে পড়ে। তোমরা যারা দীনহীন ও অভাবগ্রস্ত, রাজার দানগুলি গ্রহণ করতে এসো; এবং তোমরা, হে মেষগুলো, সেই ক্রুশের মুদ্রাঙ্কন ও চিহ্ন গ্রহণ কর, যা সমস্ত

অমঙ্গলের প্রতিকার ও সহায়তা স্বরূপ। নাম দাও: কালি দিয়ে আমি ক্ষয়শীল পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করব, ঈশ্বর কিন্তু অক্ষয়শীল ফলকগুলির উপরেই তা খোদাই করবেন, কারণ তিনি নিজ আঙুল দিয়ে সেইভাবে লেখেন, যেভাবে একসময় হিব্রুদের জন্য বিধান লিখেছিলেন।

*তাঁর কাছে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ* (সাম ৩৪:৬); *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও* (ইশা ১:১৬)। এবাণী বহুদিন আগে লেখা হয়েছিল, কিন্তু তার শক্তি নিঃশেষ হয়নি, এমনকি দিনের পর দিন অধিক তেজময় হয়ে ওঠে। তোমাদের অনুরোধ করি: কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসো; রিপুর যত অন্ধকারময় স্থান ঘৃণা কর; শৃঙ্খলিতদের নির্মম কারারক্ষক সেই শয়তান থেকে দূরে পলাও—সে তো পাপীদের বিপদে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, আর সেই সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ঈশ্বর যেমন আমাদের শুভকর্মে আনন্দ পান, পাপের প্রণেতা তেমনি অপকর্মেই আনন্দ করে।

পুরানো মানুষকে ত্যাগ কর—সেই মানুষ তো এমন একটা অপরিষ্কার, ময়লা ও অনুপযুক্ত পোশাকের মত, যা শত শত পাপে কলঙ্কিত ও অধর্ম-কাপড় দিয়েই বানানো। অমরতার সেই পোশাক গ্রহণ কর, যা স্বয়ং খ্রিষ্ট পরিধানের জন্য তৈরী অবস্থায় তোমাকে অর্পণ করছেন; তেমন উপহার ফিরিয়ে দিয়ো না, পাছে দাতাকে দুঃখ দাও। তুমি কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়েছ: যর্দনের দিকে শীঘ্রই দৌড় দাও: যোহন তোমাকে ডাকছেন বটে, কিন্তু খ্রিষ্টই তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছেন। অনুগ্রহের নদী সর্বস্থানেই বয়: তার উৎসও পালেস্তিনা অঞ্চলে নয়, তার মোহনাও পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে নয়; তেমন নদী বরং সারা বিশ্বকে জলসিক্ত করে, পরমদেশে প্রবেশ করে, ও পরমদেশ থেকে নির্গত সেই চারটে নদীর বিপরীত গতিতে বেয়ে পরমদেশে এমন ঐশ্বর্য বয়ে নিয়ে যায়, যা বেরিয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান। এ নদীর উৎকৃষ্ট উৎস হলেন খ্রিষ্ট: তাঁরই কাছ থেকে বেয়ে বেয়ে নদীটা সারা বিশ্বকে জলে পরিপূর্ণ করে তোলে। তার জল মিষ্ট ও সুস্বাদু, লবণাক্ত নয়। মারার জলাশয় যেমন কাঠের স্পর্শে মিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি এ নদীর জল আত্মার উপস্থিতির ফলেই মিষ্ট হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - এজে ৩৬:২৬, ২৭; রো ৯:১৫

*প্র* আমি তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়।

*উ* আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

*প্র* আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব।

*উ* আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২১:১-২১, ২৭-২৯)

### দীনদুঃখীদের পক্ষসমর্থক এলিয়

সেসময়, এই ঘটনা হল: যেস্রেয়েলীয় নাবোথের একটা আঙুরখেত ছিল; খেতটা সামারিয়ার রাজা আহাবের প্রাসাদের পাশে অবস্থিত। আহাব নাবোথকে বললেন, 'তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; খেতটা আমার বাড়ির সংলগ্ন বলে আমি একটা শাকসবজির বাগান করব; তার বদলে তোমাকে তার চেয়ে ভাল একটা আঙুরখেত দেব; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার দাম নগদ টাকায় দেব।' নাবোথ আহাবকে বলল, 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব, প্রভু করুন, এমনটি কখনও যেন না হয়।' যেস্রেয়েলীয় নাবোথ যে বলেছিল 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব না,' এই কথায় আহাব মনঃক্ষুণ্ন ও বিরক্ত হলেন; ঘরে ফিরে এসে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, মুখ ফিরিয়ে থাকলেন, কোন কিছু খেতেও অস্বীকার করলেন।

তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে গিয়ে বলল, 'তোমার মন এমন বিষণ্ন কেন যে, তুমি মুখে কিছুই দিচ্ছ না?' উত্তরে তিনি তাকে বললেন, 'আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথকে বলেছিলাম, টাকার বিনিময়ে তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার বদলে আর একটা আঙুরখেত তোমাকে দেব; কিন্তু সে বলল, আমি আমার আঙুরখেত আপনাকে দেব না।' তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে বলল, 'আর তুমিই কি ইস্রায়েলের রাজা? ওঠ, খেয়ে নাও; তোমার মন প্রফুল্ল হোক! আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথের সেই আঙুরখেত তোমাকে দেব!'

সে আহাবের নাম করে কয়েকটা চিঠি লিখে তাঁর সীলমোহরের ছাপ দিল, তারপর সেই চিঠিগুলো সেই সকল প্রবীণ ও গণ্যমান্য লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিল, যাঁরা নাবোথের একই শহরের বাসিন্দা। চিঠিতে সে এই কথা লিখেছিল: 'তোমরা উপবাস

ঘোষণা কর, এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দাও। তার মুখোমুখি করে দু'জন ধূর্ত লোককে বসাও; তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে এরা বলুক, "তুমি পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছ!" পরে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেল।'

নাবোথের শহরের বাসিন্দা—সেই প্রবীণেরা ও গণ্যমান্য লোকেরা যাঁরা তার একই শহরের মানুষ—যেসাবেল যে আজ্ঞা দিয়েছিল সেই আজ্ঞামত, অর্থাৎ সে যে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তার লেখামতই তাঁরা কাজ করলেন: তাঁরা উপবাস ঘোষণা করলেন এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দিলেন। তখন ধূর্ত দু'জন লোক এসে তার মুখোমুখি হয়ে আসন নিল; এরা সবার সামনে নাবোথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলল, 'নাবোথ পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে।' তাই লোকেরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল। পরে তারা যেসাবেলের কাছে এই খবর পাঠাল: 'নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে, কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল আহাবকে বলল, 'ওঠ, যেস্রেয়েলীয় নাবোথ টাকার বিনিময়ে যে আঙুরখেত তোমাকে দিতে রাজি ছিল না, তার সেই খেতের দখল নাও; কারণ নাবোথ আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে।' নাবোথ এবার মৃত, তা শুনে আহাব উঠে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের আঙুরখেতের দখল নিতে গেলেন।

তখন প্রভুর বাণী তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, সামারিয়াতে গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা কর; দেখ, সে নাবোথের আঙুরখেতে রয়েছে, তার দখল নিতে সে সেইখানে গিয়েছে। তুমি তাকে বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তুমি নরহত্যা করেছ, আর এখন পরের সম্পদেরও দখল নিচ্ছ! এজন্য —প্রভু একথা বলছেন—কুকুরে যেখানে নাবোথের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেখানে কুকুরে তোমার রক্তও চেটে খাবে।' আহাব এলিয়কে বললেন, 'ওরে শত্রু আমার, এবার তোমার কাছে ধরা পড়লাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঠিক তাই! কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করার জন্য তুমি নিজেকে বিক্রি করেছ! দেখ, আমি তোমার মাথায় একটা অমঙ্গল ডেকে আনব; তোমাকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারেই দূর করে দেব। আহাব-বংশের

প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করব।'

আহাব যখন তেমন কথা শুনলেন, তখন পোশাক ছিঁড়ে ফেলে গায়ে চটের কাপড় পরে উপবাস করলেন; তিনি চটের কাপড় পরে শুয়ে পড়তেন, মাথা নত করে বেড়াতেন। তখন প্রভুর বাণী তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আহাব আমার সামনে কেমন করে নিজেকে অবনমিত করেছে? সে আমার সামনে নিজেকে অবনমিত করেছে বলে আমি তার জীবনকালে সেই অমঙ্গল ঘটাব না, তার সন্তানের জীবনকালেই তার কুলের উপরে সেই অমঙ্গল ডেকে আনব।'

**শ্লোক** - যাকোব ৪:৮, ৯, ১০; ৫:৬

*প্র* হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর।

*উ* শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল, প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর।

*প্র* তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম;

*উ* শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল, প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১৯-২১, ২৪, ২৬-২৮)

**পবিত্র আত্মা ছাড়া জল শুচি করতে অক্ষম**

তোমাকে আগে বলা হয়েছে, তুমি যা দেখ তাই কেবল বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমি বলতে: 'এ কি সেই মহারহস্য, *কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি?* (১ করি ২:৯ দ্রঃ)। আমি সেই জল দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিদিনও দেখতে পেতাম; তবে এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব দিলেও আমি কখনও শুচীকৃত হইনি, এই জলই কি আমাকে শুচীকৃত করবে?' এতেই জেনে নাও যে, পবিত্র আত্মা ছাড়া জল শুচীকৃত করতে পারে না।

এজন্যই তুমি পড়েছ যে, বাপ্তিস্মে *তিন সাক্ষী একমত* (১ যোহন ৫:৮ লাতিন পাঠ্য): জল, রক্ত ও আত্মা, কারণ তিনটির একটিকে বাদ দিলে বাপ্তিস্ম-সাক্রামেন্ত আর

থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টের ক্রুশ ছাড়া জল-ই বা কী? তা সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই। অন্য দিকে জল ছাড়াও নবজন্ম-রহস্য থাকে না, কারণ *জল ও আত্মা থেকে নতুন করে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫)। কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যিশুর সেই ক্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত, তবু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ না করলে সে পাপক্ষমা পেতে পারে না, আত্মার অনুগ্রহদানও পান করতে পারে না।

তাই সেই সিরিয়াবাসী বিধানের ব্যবস্থাকালে অনুসারে সাতবারই জলে ডুব দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমার বাপ্তিস্ম ত্রিত্বের নামেই হয়েছে। তুমি যা করেছ তা স্মরণ কর: পিতাকে স্বীকার করেছ, পুত্রকে স্বীকার করেছ, আত্মাকে স্বীকার করেছ। অনুক্রমটা পালন করে থাক। এ বিশ্বাসে তুমি জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, ঈশ্বরের কাছে পুনরুত্থান করেছ, ও জগতের সেই পদার্থে একপ্রকারে সমসমাহিত হয়ে পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থিত হয়েছ। অতএব বিশ্বাস কর: জল অক্ষম নয়।

অবশেষে, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধারে] একটি মানুষের অপেক্ষায় ছিল। কুমারী-জাত প্রভু যিশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হতে পারে? তাঁরই আগমনে ছায়াটা কয়েক জনকেই মাত্র আর সারিয়ে তোলে না, প্রকৃত বাস্তবতাই বরং নিখিল মানবজাতিকে সারিয়ে তোলে। সুতরাং তিনিই সেই প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেমে আসার কথা ছিল, ও যাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর বাপ্তিস্মদাতা যোহনকে বলেছিলেন, *যাঁর উপরে আত্মাকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে ও তাঁর উপরে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই জন যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:৩৩)। এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন: *আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন* (যোহন ১:৩৪)। এবং পবিত্র আত্মা কোন্ কারণেই বা কপোতের মত নেমে এলেন, একারণ ছাড়া যে, তুমিও যেন দেখতে ও জানতে পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া জাহাজ থেকে যে কপোত ছেড়েছিলেন, সেই কপোতটা এই কপোতেরই এক সাদৃশ্য ছিল— অর্থাৎ কিনা, এতে তুমি যেন সাক্রামেন্তের পূর্বচ্ছবি চিনে নিতে পার!

এখনও সন্দেহ করার আর কীবা আছে? সুসমাচারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই পিতা নিজেই তোমার কাছে ঘোষণা করে বলছেন: ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। যাঁর উপর পবিত্র আত্মা কপোতের মত নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেই পুত্র নিজেই ঘোষণা করছেন। যিনি কপোতের মত নেমে এলেন, সেই পবিত্র আত্মা নিজেই ঘোষণা করছেন। সেই দাউদ নিজেই ঘোষণা করছেন, *প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, মহিমময় ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন, প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত।* শাস্ত্র নিজেই তোমার কাছে সাক্ষ্য দান করে বলে যে, যেরুব-বায়ালের প্রার্থনায় আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, ও এলিয়ের প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেরিত হয়েছিল যা যজ্ঞ পবিত্রীকৃত করল।

ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়, যাজকদের পদেরই কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখ। আর যদি গুণের কথা ধর, তবে এলিয়কে যেভাবে পরিগণিত কর, সেই পিতর ও পলের গুণও সেভাবে পরিগণিত করবে, যাঁরা প্রভু যিশুর কাছ থেকে এ রহস্য গ্রহণ করে আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন। প্রাচীনদের কাছে দৃশ্য আগুন প্রেরিত হত তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত; আমরা কিন্তু যারা বিশ্বাস করি, সেই আগুন আমাদের অন্তরে অদৃশ্যভাবেই ক্রিয়াশীল—তাদের বেলায় প্রতীকাকারে, আমাদের বেলায় স্মারকবাণী স্বরূপ। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, যাজকদের প্রার্থনায় আহূত হয়ে সেই প্রভু যিশুই উপস্থিত যিনি বলেছিলেন: *দু'জন বা তিনজন থাকে, সেখানে আমিও আছি।* ফলে মণ্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই যেখানে থাকে, মহত্তর কারণে সেইখানে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের উপস্থিতি মঞ্জুর করেন।

তাই তুমি জলকুণ্ডে নেমে গেছিলে। তুমি উত্তরে যা বলেছিলে, তা স্মরণ কর: অর্থাৎ, তুমি পিতায় বিশ্বাস কর, পুত্রে বিশ্বাস কর, পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর। তুমি তো বলনি, 'আমি জ্যেষ্ঠজন, মেঝজন ও কনিষ্ঠজনে বিশ্বাস করি;' বরং নিজের কণ্ঠ দ্বারা তুমি এতেই নিজেকে আবদ্ধ করেছ যে, তুমি যেরূপে পিতায় বিশ্বাস কর সেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর, ও যেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর সেরূপে আত্মায় বিশ্বাস কর—একটামাত্র ব্যতিক্রম বজায় রেখে যে, ক্রুশের কথা কেবল প্রভু যিশুর বেলায় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

শ্লোক - মথি ৩:১১; ইশা ১:১৬, ১৭

প্র আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী : আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই।

উ তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।

প্র অনাচার ত্যাগ কর ; সদাচরণ করতে শেখ।

উ তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১, ১৩–২:১১)

## প্রভুর দিন আসন্ন

প্রভুর বাণী, যা পেথুয়েলের সন্তান যোয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল।

যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর;
যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর;
এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা,
চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও,
কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ
শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত।
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
জনসভা আহ্বান কর,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে
প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর,
প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল:
হায় হায়, সেই দিন!
প্রভুর সেই দিন কাছেই এসে গেছে,
দিনটি যে বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে!

আমাদের চোখের সামনে থেকে কি খাদ্য মিলিয়ে যায়নি?
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ থেকে কি আনন্দ ও উল্লাস উচ্ছিন্ন হয়নি?
যত বীজ ঢেলার নিচে পচে গেছে,
গোলাঘর সবই শূন্য,
শস্যাগার বিধ্বস্ত,
কারণ ফসল ম্লান হয়ে পড়েছে।
গবাদি পশু কেমন ডাকছে!

বলদপাল সবই দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছে,
কারণ তাদের জন্য আর চারণমাঠ নেই;
মেষপালও একই দণ্ড বহন করছে।

প্রভু, তোমার কাছেই আমি চিৎকার করি,
কারণ আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে,
তার শিখা মাঠের যত গাছপালা পুড়িয়ে ফেলেছে।
বন্যজন্তুরাও হাঁপাতে হাঁপাতে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
কারণ জলস্রোত সবই শুষ্ক হয়েছে,
এবং আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে।

সিয়োনে তুরি বাজাও,
আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ তোল!
দেশনিবাসী সকলে কম্পিত হোক,
কারণ প্রভুর দিন আসছে,
হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে:
অন্ধকার ও কালিমার দিন,
মেঘ ও ঘোর তমসার দিন।
পাহাড়পর্বতের উপরে বলবান এক মহাজাতি
উষার মত ছড়িয়ে পড়ছে;
তার মত জাতি অনাদিকাল থেকে কখনও হয়নি,
তার পরে পুরুষানুক্রমের ভাবী বছরগুলিতেও হবে না।
সেই জাতির আগে আগে আগুন সবই গ্রাস করে,
তার পিছু পিছু অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে;
তার আগে দেশটি যেন এদেন বাগান,
তার পিছনে উৎসন্ন মরুপ্রান্তর,
কিছুই রেহাই পায় না।
তারা দেখতে ঘোড়ার মত,

দ্রুতগামী অশ্বের মত তারা ছুটে চলে,
বহু রথের আওয়াজের মত শব্দ ক'রে
তারা পর্বতচূড়ার উপরে লাফ দিতে দিতে ছোটে,
খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে এমন অগ্নিশিখার মতই তাদের শব্দ,
তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিবদ্ধ বলবান জাতির মত।
তাদের দেখে জাতিসকল সন্ত্রাসিত,
সকলের মুখ ফেকাশে হয়ে পড়ে।
বীরের মতই তারা দৌড়ে আসে,
এমন যোদ্ধাদের মত, যারা নগরপ্রাচীরে ওঠে ;
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে এগিয়ে চলে,
এপাশ ওপাশ কেউই করে না।
তারা একে অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে সোজা এগিয়ে চলে ;
তীর-বর্ষণের মধ্যেও তাদের শ্রেণিবিন্যাস ভাঙে না।
তারা নগরের উপরে লাফিয়ে পড়ে,
প্রাচীরের উপরে হঠাৎ দৌড়ে আসে,
ঘর-বাড়ির উপরে ওঠে,
জানালা দিয়ে প্রবেশ করে চোরের মত।
তাদের আগমনে পৃথিবী কম্পান্বিত,
আকাশমণ্ডল আলোড়িত,
সূর্য-চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ে
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ে।

সৈন্যশ্রেণির অগ্রভাগে প্রভু নিজ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত করছেন,
তাঁর সেনাদল যে সত্যিই মহান,
তাঁর বাণীর সাধকও যে অধিক শক্তিশালী,
হ্যাঁ, প্রভুর দিন যে সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর :

তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

**শ্লোক** - যোয়েল ২:১১, ১২, ১৩; প্রকাশ ৬:১৬, ১৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর দিন সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর : তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

*উ* তাই তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।

*প্র* সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ও মেষশাবকের মহাদিন এসে পড়ল : কে দাঁড়াতে সক্ষম?

*উ* তাই তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('বাপ্তিস্ম বিষয়ক উপদেশ')

**খাঁটি শিক্ষার প্রতি তোমার আত্মা উন্মীলিত কর**

নাভের সন্তান যিশুর অনুকরণ কর : তিনি যেমন মঞ্জুষা বহন করতেন, তুমি তেমনি সুসমাচার বহন কর; মরুপ্রান্তর তথা পাপ থেকে দূরে যাও, যর্দন পার হও, জীবনের উৎস সেই খ্রিষ্টের দিকে ছুটে যাও, ছুটে যাও সেই ভূমির দিকে যা আনন্দদায়ী ফল বহন করে ও প্রতিশ্রুতি মত যা দুধ ও মধু-প্রবাহী। যেরিখো তথা প্রাচীন জীবনাচরণ ধ্বংস কর, পাছে সেই জীবনাচরণ শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। সেই অতৃপ্তিকর কাক তোমা থেকে দূর করে দাও। কপোতটিকে তোমার কাছে উড়তে দাও : প্রথম যিশুই স্বর্গ থেকে তাকে প্রতীকাকারে নামিয়ে দিয়েছিলেন; সে কপোত প্রবঞ্চনা জানে না, বরং সে কোমল ও সন্তানোৎপাদী; সে যদি রুপোর মত শোধন করা ও যাচাই করা মানুষকে পায়, তবে স্বেচ্ছায়ই তার অন্তরে বাস করে, ও নিজের আগুনে তার আত্মাকে জ্বালিয়ে ঠিক যেন ডিমে তা দিয়ে বহু সন্তান প্রসব করে সেগুলি দান করে। তেমন সন্তান হল শুভকর্ম, সদালাপ, বিশ্বাস, ন্যায়, দেহসংযম, শুচিতা, পবিত্রতা। এগুলি পবিত্র আত্মার সন্তান, এগুলি আমাদেরও সম্পদ।

নিজের আত্মাকে পুস্তকের মত খোল, তার উপরে খাঁটি শিক্ষা লিপিবদ্ধ হতে দাও, যাতে তোমাকে সবসময়ের মত শিশুর ন্যায় কথা না বলতে হয় ও বালকের ন্যায় চিন্তা করতে না হয়। তোমার বিষয়ে আমার লজ্জা লাগে, কারণ তুমি পরিপক্ক মানুষ হয়ে উঠছ না; রহস্য গোপন রাখতে পারে না, এমন শিশুরই মত তোমাকে এখনও দীক্ষাপ্রার্থীদের সঙ্গে গির্জা থেকে বের হতে হয়; অথচ সময় হয়েছে, রহস্য বিষয়ে তোমাকে সচেতন হতেই হবে। আধ্যাত্মিক জনগণের সঙ্গে যোগ দাও, রহস্যময় কথা শেখ।

ছয় পাখা-বিশিষ্ট খেরুবদূত যে সঙ্গীত সিদ্ধতা-প্রাপ্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে গান করেন, তুমিও সেই সঙ্গীত আমাদের সঙ্গে গান কর। আত্মাকে বলবান করে তোলে তেমন খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা কর; হৃদয় আনন্দিত করে তোলে তেমন পানীয় আস্বাদন কর; প্রবীণবর্গ যুবকদের কাছে যে রহস্য গুপ্তভাবে সম্প্রদান করেন, সে রহস্য ভালবাস। সেই ইথিয়পীয় কঞ্চুকীর উদ্দীপ্ত বাসনার অনুকরণ কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত ফিলিপকে গ্রহণ করে ও রথে নিজেরই পাশে বসিয়ে তিনি পথে চলতে চলতে সচেতন হননি যে, পাঠ করা ছাড়া তিনি ইশাইয়ার প্রজ্ঞার কথাও উপলব্ধি করছিলেন। কুকুরশাবক যেমন মেষশাবকের রক্ত পছন্দ করে, তিনি তেমনি ব্যাখ্যা পছন্দ করে ফিলিপকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে বসলেন যতক্ষণ না হাতে থাকা সেই ভাববাণীর পূর্ণ জ্ঞানে চালিত হলেন। এমনকি ক্লান্তি না মেনে তিনি বাপ্তিস্ম চেয়ে কোন সরাইখানা বা শহর বা গ্রাম বা জলকুণ্ডের অপেক্ষা না করেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রভু সর্বত্রই আছেন, ও গ্রাহকের বিশ্বাস ও পবিত্রতাদানকারী যাজকের আশীর্বাদ থাকলে তবে বাপ্তিস্মের পক্ষে যে কোন জল উপযুক্ত।

অতএব খ্রিষ্টের দান গ্রহণ কর, কারণ এ উৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় উপকার যে গ্রহণ করে, সে সানন্দে তাদেরই মধ্যে পরিগণিত হয় যারা দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করে; এবং তেমন মঙ্গলকর পরিবর্তনের ফলে তার সকল বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন আনন্দ করে ও গভীর উল্লাসে মেতে ওঠে।

শ্লোক - প্রবচন ৩:১১-১২; ১:৮

*প্র* সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,

৳ তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না ; কেননা পিতা যাতে প্রীত সেই পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

৴ তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন, তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না ;

৳ তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না ; কেননা পিতা যাতে প্রীত সেই পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-৯, ১৫-২৩, ২৯, ৩৪-৩৮)

**ভক্তিহীন রাজা আহাবের উপরে ঈশ্বরের সঙ্কল্প প্রকাশিত**

সেসময়, এমন তিন বছর কেটে গেল যখন আরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে কোন যুদ্ধ হল না। তৃতীয় বছরে যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ইস্রায়েলের রাজা তাঁর কর্মচারীদের বলেছিলেন, 'রামোথ-গিলেয়াদ যে আমাদের, একথা তোমরা কি জান না? অথচ আমরা আরাম-রাজের হাত থেকে তা ফিরিয়ে না নিয়ে এমনি চুপ করে বসে আছি।' তিনি যেহোশাফাৎকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কি রামোথ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে আসবেন?' যেহোশাফাৎ উত্তরে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' তথাপি যেহোশাফাৎ ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আজই প্রভুর বাণীর অভিমত অনুসন্ধান করুন।' ইস্রায়েলের রাজা নবীদের—সংখ্যায় প্রায় চারশ'জনকে—একত্রে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কি রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাতে হবে, না পিছটান দিতে হবে?' তারা উত্তর দিল, 'রণ-অভিযান চালান; প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন!' কিন্তু যেহোশাফাৎ বললেন, 'যার দ্বারা অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, প্রভুর এমন আর কোন নবী কি এখানে নেই?' ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, 'যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এমন আর একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন বাণী কখনও মঙ্গলসূচক নয়, শুধু অমঙ্গলেরই ভাববাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখাইয়া।' যেহোশাফাৎ বললেন, 'মহারাজ এমন কথা যেন না বলেন!' তখন ইস্রায়েলের রাজা তাঁর একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন: 'ইম্লার ছেলে মিখাইয়াকে শীঘ্রই আন।'

তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মিখাইয়া, আমরা রামোথ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না পিছটান দেব?’ তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ‘এগিয়ে যান, জয়লাভ নিশ্চিত, কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছেন!’ রাজা তাঁকে বললেন, ‘তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে কতবার এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?’ তিনি উত্তরে বললেন,

‘আমি দেখতে পাচ্ছি: সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত
পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!’

ইস্রায়েলের রাজা যেহোশাফাৎকে বললেন, ‘আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে, লোকটা আমার পক্ষে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?’ মিখাইয়া বলে চললেন, ‘এজন্য আপনি এখন প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে আহাবের মন ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোথ-গিলেয়াদে মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? সে উত্তর দিল, আমি গিয়ে তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি অবশ্যই সফল হবে; যাও, সেইমত কর! সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন; কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।’ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যেহোশাফাৎ রামোথ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, ‘রথ ফেরাও, সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!’ সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল; রাজাকে আরামীয়দের সামনে তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে রাখা হল;

সন্ধ্যাবেলায় তিনি মারা গেলেন; তাঁর ক্ষতের রক্ত রথের নিম্নস্থান পর্যন্তই ঝরে পড়েছিল। সূর্যাস্তের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে সবদিকেই এক রব উঠে ছড়িয়ে পড়ল: 'প্রত্যেকে যে যার শহরে, প্রত্যেকে যে যার দেশে চলে যাক। রাজা মারা গেছেন!' তাঁকে সামারিয়াতে আনা হল, সেই সামারিয়াতেই রাজাকে সমাধি দেওয়া হল। রথটা সামারিয়ার দিঘিতে ধুয়ে দেওয়া হল: কুকুরে তাঁর রক্ত চেটে খেল, ও বেশ্যারা সেখানে স্নান করল, ঠিক যেমনটি প্রভু বাণী দিয়েছিলেন।

**শ্লোক** - যেরে ২৯:৮, ৯, ১১; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের নবীরা যেন তোমাদের না ভোলায়: তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়।

*উ* আমি তো জানি তোমাদের জন্য কেমন শান্তির পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি।

*প্র* আমি এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তাঁর মুখে আমার নিজের বাণী রেখে দেব।

*উ* আমি তো জানি তোমাদের জন্য কেমন শান্তির পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৯-৩০, ৩৪-৩৫, ৩৭, ৪২)

**বাপ্তিস্মের পরবর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা**

তুমি [জল থেকে বেরিয়ে এসে] যাজকের কাছে আরোহণ করেছিলে। এর পরে কী ঘটেছে তা বিবেচনা করে দেখ। তোমার কি তাই ঘটেনি, যা দাউদ বললেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে?* (সাম ১৩৩:২)। এ হল সেই তেল যে তেলের বিষয়ে শলোমনও বলেছিলেন, *সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসেছে ও তোমাকে আকর্ষণ করেছে* (পরমগীত ১:৩)। হে প্রভু যিশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবায়িত হয়ে তোমাকে ভালবেসে বলল: *তোমার পিছু পিছু আমাদের আকর্ষণ কর! তোমার পোশাকের সুবাসের পিছনে ছুটে যাব* (পরমগীত ১:৪ দ্রঃ)। তারা পুনরুত্থানেরই সুবাস পিপাসা করছে।

তেমনটি কেনই ঘটে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, কারণ *প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে* (উপ ২:১৪)। আর এজন্যই তেল দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, তথা যৌবনের

অনুগ্রহের উদ্দেশেই ঝরে পড়ে; আবার তেল আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জাতি হতে পার। কেননা আমরা সকলে ঈশ্বরের রাজ্য ও যাজকত্বের উদ্দশেই আত্মিক অনুগ্রহে তৈলাভিষিক্ত হই।

এরপর তুমি শুচিশুভ্র পোশাক গ্রহণ করেছিলে: এ এমন ইঙ্গিত যে তুমি পাপের খোসা থেকে বেরিয়ে এসে সেই নিরপরাধিতার শুচি কাপড় পরিধান করেছ যা বিষয়ে নবী বলেছিলেন: *তুমি হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দেবে, আর আমি শুচীকৃত হব; তুমি আমাকে ধৌত করবে, আর আমি তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব* (সাম ৫১:৯)। কেননা যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, সে বিধান অনুসারে ও সুসমাচার অনুসারেও শুচীকৃত বলে প্রতীয়মান: বিধান অনুসারে, কারণ মোশি এক গোছা হিসোপগাছ দিয়েই মেষশাবকের রক্ত ছিটিয়ে দিতেন; সুসমাচার অনুসারে, কারণ—সুসমাচারে যেভাবে খ্রিষ্ট আপন পুনরুত্থানের গৌরব দেখালেন—তাঁর পোশাক তুষারের মতই শুভ্র ছিল। যার দণ্ড মোচন করা হয়, সে-ই *তুষারের চেয়েও শুভ্র* হয়ে ওঠে যার দণ্ড মোচন করা হয়। এজন্য ইশাইয়া দ্বারাও প্রভু বলেন, *তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলেও আমি সেগুলিকে তুষারের মত শুভ্র করে তুলব* (ইশা ১:১৮)।

*নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) তেমন পোশাক ধারণ করে মণ্ডলী পরম গীতে বলে: *হে যেরুশালেমের কন্যারা, আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী ও সুন্দরী* (পরমগীত ১:৫ দ্রঃ)। মানবদশার দুর্বলতা হেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আমি সুন্দরী; পাপীদের নিয়ে গঠিত বিধায় আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, বিশ্বাসের সাক্রামেন্ত গুণে আমি সুন্দরী। তেমন পোশাক দেখে যেরুশালেমের কন্যারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে ওঠে: *এ কে, যে শুচিশুভ্র হয়ে আরোহণ করছে?* আগে সে ছিল কৃষ্ণাঙ্গিনী, হঠাৎ করে সে কীভাবে শুচিশুভ্র হয়ে উঠল?

নবী জাখারিয়ার পুস্তকেও এবিষয়ে পড়তে পার যে, যে মণ্ডলীর খাতিরে খ্রিষ্ট নোংরা পোশাক পরিধান করেছিলেন (জাখা ৩:৩ দ্রঃ), শুভ্র পোশাকে পরিবৃতা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীকে দেখে, অর্থাৎ *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনের গুণে* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) শুচীকৃত ও ধৌত প্রাণকে দেখে তিনি বলেন, ওই *দেখ, তুমি সুন্দরী, হে প্রতিবেশিনী*

*আমার! ওই দেখ, তুমি সুন্দরী! তোমার চোখ দু'টো কপোতের মত* (পরমগীত ১:১৫); তেমন কপোতের আকারেই পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন।

ফলে স্মরণে রাখ যে, তুমি আত্মার সীলমোহর গ্রহণ করেছিলে: *সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও ভক্তির আত্মা, ও পবিত্র ভীতির আত্মাকে* তুমি গ্রহণ করেছিলে, তবে যা গ্রহণ করেছিলে তা রক্ষা কর। পিতা ঈশ্বর তোমাকে সীলমোহরে চিহ্নিত করলেন, খ্রিষ্ট প্রভু তোমাকে দৃঢ়ীকৃত করলেন, ও —যেমন প্রেরিতদূতের পাঠ থেকে শিখতে পেরেছ—সেই প্রভু অগ্রিম হিসাবে তোমার হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

**শ্লোক** - এফে ১:১৩, ১৪; ২ করি ১:২১-২২ দ্রঃ

*প্র* তোমরা যারা বিশ্বাসী প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ,

*উ* তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে, ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন।

*প্র* স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষেক দ্বারা আমাদের চিহ্নিত করেছেন এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

*উ* তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে, ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২:১২-২৭)

**সমস্ত হৃদয় দিয়েই আমার কাছে ফিরে এসো**

‘তাই এখন—প্রভুর উক্তি—তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই
আমার কাছে ফিরে এসো।’
তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,
তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান;
অমঙ্গল সাধন করে তিনি দুঃখ পান।
কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে
পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ,
অর্থাৎ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
একটা শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য।

সিয়োনে তুরি বাজাও,
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
মহাসভা আহ্বান কর।
গোটা জনগণকে সমবেত কর,
জনসমাবেশ আহ্বান কর,
বৃদ্ধদের একত্রে ডাক,
বালক ও দুধের শিশু সকলকেই জড় কর,
বর বাসর থেকে, কনেও মিলন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসুক।

বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,
‘হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও।

তোমার উত্তরাধিকার বিজাতীয়দের টিটকারি ও উপহাসের পাত্র হবে,
তেমন লজ্জায় তাকে ফেলে দিয়ো না।'
জাতিসকলের মধ্যে কেনই বা বলা হবে :
'কোথায় ওদের পরমেশ্বর?'
তখন প্রভু নিজের দেশের বিষয়ে উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলে উঠে
তাঁর আপন জনগণের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন।

তাঁর আপন জনগণকে উত্তর দিয়ে প্রভু বললেন :
'দেখ, আমি তোমাদের কাছে গম, আঙুররস ও তেল প্রেরণ করছি,
যতক্ষণ না তোমরা পরিতৃপ্ত হও ;
না, তোমাদের আমি বিজাতীয়দের টিটকারির পাত্র আর কখনও করব না।
বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে
সেই উত্তর দেশীয় শত্রুকে দূর করে দেব,
তাকে শুষ্ক ও উৎসন্ন দেশে তাড়িয়ে দেব :
তার অগ্রভাগ পুব সমুদ্রের দিকে
ও তার পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেব।

তখন তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, তার পূতিগন্ধ উঠবে,
কারণ সে যথেষ্ট কুকর্ম সাধন করেছে।'
হে দেশভূমি, ভয় করো না,
উল্লাস কর, আনন্দিত হও,
কারণ প্রভু মহা মহা কাজ সাধন করেছেন।
হে বন্যজন্তু, ভয় করো না,
কারণ প্রান্তরের চারণভূমিতে ঘাস আবার গজিয়ে উঠল,
গাছপালা ফলবান হচ্ছে,
আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ তেজ দেখাচ্ছে।

হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও,

তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর,
কারণ তিনি ঠিক পরিমাণে তোমাদের বৃষ্টি দান করেন,
এবং আগের মত তোমাদের জন্য প্রথম ও শেষ বর্ষার জল নামিয়ে আনেন।
খামার শস্যে পরিপূর্ণ হবে,
মাড়াইকুণ্ড আঙুররস ও তেলে উথলে উঠবে।
আর পঙ্গপাল, পতঙ্গে, ঘুরঘুরে ও শুঁয়াপোকা—এই যে বিরাট বাহিনীকে
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম,
তারা যে যে বছরের ফসল গ্রাস করেছিল,
আমি তার ক্ষতিপূরণ করব।

তোমরা প্রচুর খাদ্য খাবে, তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে,
এবং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামের প্রশংসা করবে,
যিনি তোমাদের মাঝে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন;
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!
তখন তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝে আছি:
আমিই, প্রভু তোমাদের সেই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়।
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!

শ্লোক - লুক ২১:২৫, ৩১; মার্ক ১৩:৩৩

*প্র* সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো দুঃখক্লিষ্ট হবে।

*উ* তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।

*প্র* সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না।

*উ* তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('বাপ্তিস্ম বিষয়ক উপদেশ')

## তোমরা সেই পুরস্কার ও জয়মালা ভালবাস
## ঈশ্বর যা ন্যায়ের মহাবীরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন

ঈশ্বরে ভরসা ও বিশ্বাসের স্বাধীন স্বীকৃতির খাতিরে সকল পুণ্যজন বিপদ ভালবাসলেন, ও যারা তাঁদের দেহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে বা নানাভাবে হত্যা করতে চাচ্ছিল, তাদের কাছে তা নিবেদন করলেন; তাঁরা কিন্তু কোন প্রতিকূলতা দ্বারা পরাজিত বা নমিত হননি, কারণ নিজেদের রক্ত ও গৌরবময় কীর্তির পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গরাজ্যে আনন্দ প্রত্যাশা করছিলেন।

এজন্য আব্রাহাম পুত্রকে বলিদান করার আদেশ গ্রহণ করলেন, ও মোশি প্রান্তরে চরম প্রতিকূলতা ভোগ করলেন; এলিয় নির্জন অবস্থায়ই অভাবের মধ্যে দিন কাটালেন; ও সকল নবী মেষ ও ছাগের চামড়ায় আবৃত হয়ে নানা ক্লেশ ও পীড়নের মধ্যে জীবনযাপন করলেন। এর জন্য ও সুসমাচারের জন্য সুসমাচার-রচয়িতাগণ কষ্টভোগ করলেন, ও সাক্ষ্যমরেরা স্বৈরশাসকদের নির্যাতন সহ্য করলেন। আর যে কেউ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও স্বর্গীয় বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী, সে একদিনও পুনরুত্থিত মানুষদের সঙ্গে থাকতে সহ্য করবে না, যদি ঈশ্বরের প্রশংসার পাত্র হতে ও বিশ্বস্ত দাসরূপে সম্মানের বস্তু হতে যোগ্য না হয়। এ সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দাউদ হরিণের পিপাসা নিজেরই পিপাসা করেন, কারণ দেখাতে চান তাঁর ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা কতই না মহান; ঈশ্বরের আলিঙ্গন আধ্যাত্মিক ভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখতে বাসনা করেন। খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে পল নিজ দেহকে যেন ভারী ও অস্বস্তিকর পোশাকের মত ত্যাগ করতে চান: দু'জনেই ধন্য ও চিরস্থায়ী আনন্দের কথা ভাবেন। তেমন আনন্দের প্রতি আসক্তি না থাকলে, বাকি সমস্ত কিছু *অসারের অসার*(উপ ১:২)।

স্বর্গেরই আহ্বানের অংশীদার হে খ্রিষ্টবিশ্বাসী মানুষ, অপকর্মা ও দুর্জনদের যোগ্য চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে চল, এবং দণ্ডমুক্তি এড়ানো সৌভাগ্য বলে মনে করো না; বরং সেই পুরস্কার ও জয়মালা ভালবাস, ঈশ্বর যা ন্যায়ের মহাবীরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সরল মনে বাপ্তিস্ম যাচনা কর, সেই মোহরটি গ্রহণ করে তা ফলহীন অবস্থায় ফেলে রেখো না; বরং উপমার শিক্ষামত দশ নগরীর উপর কর্তৃত্ব নাও (লুক ১৯:১৭ দ্রঃ)। যে কেউ বাপ্তিস্ম অবহেলা করেছে ও মোহরটি মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছে, সে অবশ্যই সেই কথা শুনবে, যা সেই অলস ও অচিন্তাশীল দাসের উদ্দেশে বলা হয়েছিল। সম্প্রতিকালে আলোপ্রাপ্ত হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম যোগ না করে থাকে, সে যেন মহা অপরাধে অপরাধী।

সে বন্দি ছিল, অসংখ্য অপরাধে অপরাধী, বিচারের ভয়েই জীবনযাপন করছিল, সেই দিনের ভয়েও যেদিন তার জবাবদিহি করার কথা। হঠাৎ ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা এসে উপস্থিত হল, কারাবাস খুলে দিল ও বন্দিদের মুক্ত করে দিল।

তাঁরই প্রশংসাবাদ ধ্বনিত হোক, যিনি অনুগ্রহ দান করে আপন অসীম মঙ্গলময়তায় তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন, জীবনের আশায় যে আশাহীন ছিল। তেমন মানুষ নিজের বিষয়ে সচেতন হোক, নত হয়ে জীবনযাপন করুক: গর্বস্ফীত না হোক—শেকল থেকে মুক্ত হয়েছে বিধায় সে নিজেই যেন বিরাট একটা কিছু সাধন করেছে! অপকর্মের ক্ষমা ক্ষমার পাত্রের দাবি-করা-ধর্মময়তার সাক্ষ্য নয়, কিন্তু তাঁরই দয়ার সাক্ষ্য যিনি ক্ষমা মঞ্জুর করলেন।

**শ্লোক** - ২ পি ১:৪, ৩

*প্র* খ্রিষ্ট দ্বারা ঈশ্বর তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করেছেন,

*উ* উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

*প্র* তিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন,

*উ* উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-৯, ১৩-২৪)

**বিশ্বস্ত রাজা যেহোশাফাতের ঈশ্বরের মহা সাহায্যের পাত্র**

সেসময়, মোয়াবীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা এবং তাদের সঙ্গে মেউনীয়েরা যেহোশাফাতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। তখন যেহোশাফাতের কাছে এই খবর এল, 'সাগরের ওপার থেকে, এদোম থেকে বিপুল লোকসমারোহ আপনার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। দেখুন, তারা হাৎসাসন-তামারে, অর্থাৎ এন্-গেদিতে এসে পৌঁছেছে।' ভয়ে অভিভূত হয়ে যেহোশাফাৎ প্রভুর উপর নির্ভর করবেন বলে স্থির করলেন, এই মর্মে যুদার সর্বত্রই উপবাস ঘোষণা করিয়ে দিলেন। যুদার লোকেরা প্রভুর কাছে সাহায্য যাচনা করার জন্য একত্রে সমবেত হল; যুদার সমস্ত শহর থেকেই লোকেরা প্রভুর অন্বেষণ করতে এল।

প্রভুর গৃহে, নতুন প্রাঙ্গণের সামনাসামনি, যুদার ও যেরুশালেমের জনসমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেহোশাফাৎ বললেন, 'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি কি স্বর্গেশ্বর নও? তুমি কি জাতিগুলোর সমস্ত রাজ্যের শাসনকর্তা নও? শক্তি ও পরাক্রম তো তোমারই হাতে; তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তেমন সাধ্য কারও নেই! হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করনি? তুমি কি এই দেশ তোমার বন্ধু আব্রাহামের বংশকেই চিরকালের মত দাওনি? ইস্রায়েলীয়েরা এই দেশে বসবাস করেছে, এবং এই দেশে তোমার নামের উদ্দেশে এক পবিত্রধাম গেঁথে তুলে বলেছে: যদি খড়্গ বা শাস্তি বা মহামারী বা দুর্ভিক্ষের মত অমঙ্গল আমাদের মাথায় নেমে পড়ে, এবং আমরা এই গৃহের সামনে, তোমারই সামনে দাঁড়াই—কেননা এই গৃহে তোমার আপন নাম উপস্থিত,—এবং আমাদের সঙ্কটে তোমার কাছে হাহাকার করি, তাহলে তুমি শুনে ত্রাণকর্ম সাধন করবেই।' শিশু,

স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমস্ত যুদা এইভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে জনসমাবেশের মধ্যে যাহাজিয়েল নামে একজন লেবীয়ের উপর প্রভুর আত্মা নেমে পড়ল; তিনি আসাফ-গোত্রের মাত্তানিয়ার প্রপৌত্র যেইয়েলের পৌত্র বেনাইয়ার পুত্র জাখারিয়ার সন্তান। তিনি বললেন, 'হে সমগ্র যুদা, হে যেরুশালেম-বাসীরা, আর আপনিও, হে মহারাজ যেহোশাফাৎ, সকলে শোন: প্রভু তোমাদের এই কথা বলছেন, ওই বিপুল লোকসমারোহকে ভয় পেয়ো না, নিরাশও হয়ো না, কারণ এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, পরমেশ্বরেরই ব্যাপার! তোমরা আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে নাম; দেখ, ওরা সিস চড়াই পথ দিয়ে আসবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলবে গিরিখাতের শেষপ্রান্তে, যা যেরুয়েল মরুপ্রান্তরের সামনে। সেই মুহূর্তে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই, হে যুদা, হে যেরুশালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না; আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাও, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন!'

যেহোশাফাৎ মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণাম করলেন, এবং সমগ্র যুদা ও যেরুশালেম-বাসীরা প্রভুকে পূজা করতে প্রভুর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কেহাথ ও কোরাহ্ উভয় বংশের লেবীয়েরা জোর গলায় ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়াল।

পরদিন খুব সকালে তারা তেকোয়া মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা দিতে প্রস্তুতি নিল। তারা রওনা দিতে উদ্যত হচ্ছিল এমন সময় যেহোশাফাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে যুদা, হে যেরুশালেম-বাসীরা, আমার কথা শোন! তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে; তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।' পরে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পবিত্র বসনে ভূষিত প্রভুর গায়কদলকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের পুরোভাগে রাখলেন, তারা যেন প্রভুর প্রশংসাগান করতে করতে বলে, *প্রভুর স্তবগান কর, তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী* (সাম ১৩৬:১)।

তারা আনন্দগান ও প্রশংসাগান শুরু করামাত্র প্রভু, যুদার বিরুদ্ধে যারা আসছিল, সেই আম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে ফাঁদ ছুড়ে মারলেন,

ফলে ওরা পরাস্ত হল, কেননা আম্মোনীয়েরা ও মোয়াবীয়েরা সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে উঠল, বিনাশ-অভিশাপের হাতে তাদের তুলে দিল, এবং সেইরের লোকদের সংহার করার পর একে অন্যকে বিনাশ করার জন্য একে অন্যকে সহযোগিতা করল! যখন যুদার লোকেরা সেই উপপর্বতে এসে পৌঁছল যেখান থেকে মরুপ্রান্তর দেখা যায়, তখন সেই লোকসমারোহের দিকে তাকাল, আর দেখ, মাটিতে শুধু লাশ ছড়িয়ে রয়েছে, কেউই রেহাই পায়নি!

**শ্লোক** - এফে ৬:১২, ১৪; ২ বংশ ২০:১৭ দ্রঃ

*প্র* আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু দুষ্টতার পরাক্রম ও আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে।

*উ* তাই সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

*প্র* যুদ্ধের সময়ে তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন।

*উ* তাই সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৪৩, ৪৭-৪৯)

**নবদীক্ষিতদের কাছে এউখারিস্তিয়া দান**

তেমন সুসজ্জা গ্রহণে ধনবান হয়ে উঠে বিধৌত জনগণ খ্রিষ্টের বেদির দিকে অগ্রসর হতে হতে বলে: *আমি প্রবেশ করে ঈশ্বরের বেদির কাছে যাব, যাব সেই ঈশ্বরের কাছে যিনি আমার যৌবন পুলকিত করেন* (সাম ৪৩:৪)। কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ ক'রে *ঈগলের যৌবনে নবায়িত হয়ে* (সাম ১০৩:৫ দ্রঃ) তারা স্বর্গীয় ভোজে আসন নিতে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। এসে তারা পরমপবিত্র বেদি সুসজ্জিত অবস্থায় দেখে বলে ওঠে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট* (সাম ২৩:৫)। বিধৌত এই জনগণের মুখ দিয়েই যেন দাউদ বলেন: *প্রভু [মেষ] আমাকে খাওয়ান; অভাব হবে না আমার; আমায় তিনি স্থান দিলেন চারণমাঠে, আমায় চালনা করলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে।* পরে তিনি আরও বলেন: *মৃত্যু-ছায়ার মধ্যেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না,*

*তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি ও তোমার পাচনি, এটিই আমাকে সান্ত্বনা দিল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট তাদেরই বিরুদ্ধে যারা আমাকে কষ্ট দেয়; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার মত্ততাজনক পানপাত্রটি, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট* (সাম ২৩:১-২, ৪-৫)।

এ সত্যিকারে আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের উপর মান্না বর্ষণ করেছিলেন ও তাঁরা দৈনিক স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণে পুষ্টি লাভ করেছিলেন। এজন্যই লেখা আছে: *মানুষ স্বর্গদূতদের রুটি খেয়েছিল* (সাম ৭৮:২৫)। অথচ যাঁরা সেই রুটি খেয়েছিলেন, তাঁরা সকলে প্রান্তরে মারা গেছিলেন। কিন্তু এই যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ, এই যে *জীবনময় সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে* (যোহন ৬:৫১), তা অনন্ত জীবনের মূলশক্তি যুগিয়ে দেয়, আর যে কেউ তা খায়, অনন্তকালেও *তার মৃত্যু হবে না* (যোহন ১১:২৬), কারণ এটি হল খ্রিষ্টের দেহ।

এবার বিবেচনা করে দেখ, কোনটা অধিক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতদের রুটি না সেই খ্রিষ্টের মাংস যা জীবনদায়ী দেহ? সরই মান্না স্বর্গ থেকে আগত, এটি স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজিত; সেটা স্বর্গীয়, এটি স্বর্গের প্রভুর; পরদিনের জন্য রাখলে সেটা ক্ষয়ের অধীন, এটি সমস্ত ক্ষয় থেকে মুক্ত, ও যে কেউ তা ভক্তিভরে আস্বাদন করে, সে অবক্ষয় অনুভব করতে পারবে না। পিতৃপুরুষদের জন্য সেই জল শৈল থেকে নির্গত হয়েছিল, তোমার জন্য রক্ত খ্রিষ্ট থেকেই নির্গত হল; জল তাঁদের পিপাসা ক্ষণিকের মতই মিটিয়ে দিয়েছিল, রক্ত তোমাকে অনন্তকালের উদ্দেশেই প্রক্ষালিত করে। ইহুদী জল পান করে কিন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করলে তোমার আর তেষ্টা পেতে পারবে না —এক কথায়, সেই সমস্ত কিছু ছায়ায় ঘটেছিল, এ সমস্ত কিছু বাস্তবেই ঘটছে।

যা দেখে তুমি মুগ্ধ হও, তা যখন ছায়ামাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই বাস্তবতা যার ছায়া দেখে তুমি মুগ্ধ। পিতৃপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছিল, তা যে ছায়ামাত্র, সেবিষয়ে এবাণী শোন: *তাঁরা এমন এক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা ছিল সেই খ্রিষ্ট। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হননি, কেননা সেই প্রান্তরে তাঁদের এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল। এখন, এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল* (১ করি ১০:৪-৬)। যেটা

অধিক উৎকৃষ্ট, তা তুমি জানতে পেরেছ: কারণ ছায়ার চেয়ে আলোই শ্রেয়, দৃষ্টান্তের চেয়ে বাস্তব সত্যই শ্রেয়, স্বর্গ থেকে আগত মান্নার চেয়ে তার নির্মাতার দেহই শ্রেয়।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:১-২, ১১, ৩-৪

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে সকলের বাপ্তিস্ম হয়েছিলেন;

*উ* এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

*প্র* সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন; আবার সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন;

*উ* এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১–৪:৮)

## শেষ বিচার

আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব ;
তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে,
তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে ;
সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও আমার আত্মা বর্ষণ করব ;
আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব :
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।

প্রভুর দিনের আগমনের আগে,
সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে ;
কারণ প্রভুর বাণীমত
সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে ;
এবং যারা বেঁচেছে,
তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।

কেননা দেখ, সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে,
যখন আমি যুদা ও যেরুশালেমের দশা ফেরাব,
তখন সকল দেশ সংগ্রহ ক'রে
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় তাদের নামিয়ে আনব ;
সেখানে আমি আমার জনগণ ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েলের খাতিরে
তাদের বিচার সম্পাদন করব,

কারণ তারা জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
এবং আমার দেশ ভাগ ভাগ করে নিয়েছে।
তারা আমার আপন জনগণের জন্য গুলিবাঁট করেছে,
বেশ্যার বিনিময়ে বালক দিয়েছে,
পান করার জন্য আঙুররসের বিনিময়ে বালিকা বিক্রি করেছে।

হে তুরস ও সিদোন,
এবং তোমরাও, হে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত অঞ্চল,
আমার কাছে তোমরা বা কী?
তোমরা কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে?
তোমরা আমার উপর প্রতিশোধ নিলে
আমি দেরি না করে অকস্মাৎ সেই অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব;
কারণ তোমরা আমার রুপো ও আমার সোনা কেড়ে নিয়েছ,
আমার বহুমূল্য ধন তোমাদের মন্দিরগুলিতে তুলে নিয়ে গেছ;
তোমরা যুদা-সন্তানদের ও যেরুশালেম-সন্তানদের
তাদের দেশের সীমানা থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য
গ্রীসদেশের সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ।

তোমরা তাদের যেখানে বিক্রি করেছ,
দেখ, আমি সেখান থেকে তাদের জাগিয়ে তুলব;
তোমাদের অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব,
কারণ আমি তোমাদের ছেলেমেয়েদের
যুদা-সন্তানদের দ্বারা বিক্রি করব,
আর তারা শেবায়ীয়দের কাছে, দূরের এক জাতিরই কাছে
তাদের বিক্রি করবে।
স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন!

**শ্লোক** - যোয়েল ৩:২-৩, ৫

*প্র* সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও আমার আত্মা বর্ষণ করব; আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব।

*উ* যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে।

*প্র* সিয়োন পর্বতে ও যেরুশালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে; এবং যারা বেঁচেছে, তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।

*উ* যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('বাপ্তিস্ম বিষয়ক উপদেশ')

**আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,**

**জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,**

**তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর**

*নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) যে গ্রহণ করেছে, সে এমন নব-নিযুক্ত সৈন্যের মত, যে সৈন্য এইমাত্র সেনাদলে স্থান পেয়েছে, যে সৈন্য এখনও নিজের বীর্য দেখায়নি বা এমন কোনও কর্মকীর্তিও সাধন করেনি যা প্রকৃত সৈন্যের যোগ্য। তাই কোমর-বন্ধন ও চাদর পরিধান করায় একজন মানুষ যেমন নিজেকে বলীয়ান মনে করে না, রাজপরিবারের একজনেরই মত রাজার সামনে অযথা বন্ধুত্ব দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনও করে বসে না, এমন পুরস্কারও চায় না যা কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা যুদ্ধে পরিশ্রম করেছে ও বীরত্ব দেখিয়েছে, তেমনি তুমিও অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও আগে যদি বিশ্বাসের খাতিরে বহু বিপদের সম্মুখীন না হও, দেহ-লালসার বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ না কর, ও বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে যদি শয়তানকে ও অপদূতদের সমস্ত প্রবঞ্চনা রোধ না কর, তাহলে পুণ্যজনদের সঙ্গে বাস করার ও তাঁদের উত্তরাধিকার পাবার কল্পনা করো না।

এমনকি, ভাল মনে করলে, এসো, যে বাণী বিচারের দিনে উচ্চারিত হওয়ার কথা, প্রভুর সেই বাণী ধরি, কারণ সে বাণীতে যা ব্যক্ত হয়, আমাদের পক্ষে তা উত্তম শিক্ষা:

*এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)।

কোন্ ভিত্তিতেই বা তোমরা সেই রাজ্য পাবে? অক্ষয়শীলতায় পরিবৃত হয়েছ কিংবা তোমাদের পাপ ধৌত হয়েছে এর জন্য নয়, ভালবাসায় ন্যায়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছ বিধায়ই তোমাদের রাজ্য দেওয়া হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সকলের তালিকা দেওয়া হয় যাদের খাদ্য, জল ও পোশাক দেওয়া হয়েছে। যিনি প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, সেই বিচারকর্তা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তেমন বিচার সম্পাদন করেন। কেননা অনুগ্রহ হল প্রভুরই দান। জীবনাচরণ ক্ষেত্রে সম্মানলাভের কথা যুক্তিসঙ্গত কথা; কিন্তু পাওয়া অনুগ্রহ ক্ষেত্রে পুরস্কারের কথা ওঠেই না, এমনকি সে ক্ষেত্রে সকলেই ঋণী। সুতরাং, বাপ্তিস্ম দ্বারা আলোপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের উপকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার; আর ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসায় ও আমাদের নিজেদের পরিত্রাণ ও পবিত্রতার প্রতি যত্নেই প্রকাশ পাবার কথা।

অতএব, তোমরা যারা জীবনের শেষ ক্ষণেই বাপ্তিস্মের উপর নির্ভর কর, তেমন যুক্তিহীন ধারণা ত্যাগ কর, একথা জেনে যে, বিশ্বাস সেই আশাকেই বোন হিসাবে দাবি করে, যে আশা ভালবাসায় যাপিত জীবন থেকে জন্ম নেয়। তেমন ভালবাসাই আমাদের যোগ্য করে তোলে, সেই ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ও কর্ম গুণে যিনি পূজনীয় যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - মথি ১৬:২৭; ২ থে ১:১০

প্ল মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন,

উ তখন তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।

প্ল তিনি তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য আসবেন;

উ তখন তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১৫)

**এলিয়ের স্বর্গারোহণ**

যখন প্রভু এলিয়কে ঘূর্ণিবায়ুতে স্বর্গে তুলে নিলেন, তখনকার ঘটনা এরূপ: এলিয় ও এলিশেয় গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন, আর এলিয় এলিশেয়কে বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে বেথেল পর্যন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু এলিশেয় বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা বেথেলে গেলেন। বেথেল-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিশেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে তুলে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' এলিয় তাঁকে বললেন, 'এলিশেয়, তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যেরিখোতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা যেরিখোতে গেলেন। যেরিখো-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিশেয়ের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে তুলে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' এলিয় তাঁকে বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যর্দনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা দু'জনে এগিয়ে চললেন।

নবী-সঙ্ঘের পঞ্চাশজন সদস্যও তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল; এই দু'জন যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। এলিয় তাঁর নিজের আলোয়ান খুলে

তা গুটিয়ে নিয়ে জলে আঘাত হানলেন, আর জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু'ভাগ হল, আর তাঁরা দু'জনে শুকনো মাটির উপর দিয়ে পার হলেন। পার হওয়ার পর এলিয় এলিশেয়কে বললেন, 'যাচনা কর, আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে তুলে নেওয়ার আগে তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' এলিশেয় উত্তর দিলেন, 'আমি যেন আপনার আত্মার তিন ভাগের দু'ভাগ পেতে পারি।' তিনি বললেন, 'কঠিন ব্যাপার যাচনা করেছ! আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমাকে তুলে নেওয়ার সময়ে তুমি যদি আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার কাছে তা মঞ্জুর করা হবে; কিন্তু দেখতে না পেলে, তা মঞ্জুর করা হবে না।'

তখন এমনটি ঘটল, তাঁরা যেতে যেতে কথা বলছেন, এমন সময় একটা অগ্নিরথ ও কয়েকটা অগ্নিঘোড়া হঠাৎ দেখা দিয়ে দু'জনের মাঝখানে এসে দু'জনকে আলাদা করে দিল, এবং এলিয় ঘূর্ণিবায়ুতে স্বর্গে উঠে গেলেন। এলিশেয় চেয়ে দেখছিলেন ও চিৎকার করে বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' এবং তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তখন নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে দু' টুকরো করে ফেললেন। তারপর, এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়ে যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা দিয়ে তিনি এই বলে জলে আঘাত হানলেন, 'এলিয়ের পরমেশ্বর সেই প্রভু কোথায়?' তিনি জলে আঘাত হানলেই জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু'ভাগ হল, আর এলিশেয় পার হয়ে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দে'খে যেরিখোর নবী-সঙ্ঘ বলল, 'এলিয়ের আত্মা এলিশেয়ের উপরে অধিষ্ঠিত!' আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারা তাঁর সামনে মাটিতে প্রণিপাত করল।

**শ্লোক** - লুক ১:১৫, ১৭ দ্রঃ

*প্র* দেখ, প্রভুর মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে আমি নবী এলিয়কে প্রেরণ করব,

*উ* পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবার জন্য।

*প্র* যোহন প্রভুর সম্মুখে মহান হবে: তিনি তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে আসবেন,

*উ* পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবার জন্য।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৫২-৫৪, ৫৮)

## এই যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ কর
## তা খ্রিষ্টের বাণী দ্বারাই সাধিত

আমরা লক্ষ করি, প্রকৃতির চেয়ে অনুগ্রহই অধিক কার্যকর; অথচ আমরা এতক্ষণে কেবল একটামাত্র নবীয় আশীর্বাদেরই অনুগ্রহের কথা বলে এসেছি। আর যখন মানবীয় আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তখন যে আশীর্বাদে ত্রাণকর্তা প্রভুর নিজেরই কথাগুলো ক্রিয়াশীল, সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদের বেলায় কী বলব? কেননা এই যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ কর, তা খ্রিষ্টের উক্তি দ্বারাই সম্পন্ন। যখন এলিয়ের উক্তি এতই প্রভাবশালী ছিল যে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে দিল, তখন কি খ্রিষ্টের উক্তি পদার্থগুলোর স্বীয় স্বভাব পরিবর্তন করার প্রভাব রাখবে না? নিখিল সৃষ্টির কর্মগুলো সম্পর্কে তুমি একথা পড়েছ যে, *তিনি কথা বললেন আর সেই সব গড়ে উঠল, তিনি আজ্ঞা দিলেন আর সেই সব সৃষ্ট হল* (সাম ৩৩:৯)। সুতরাং খ্রিষ্টের উক্তি যখন যা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তা শূন্য অবস্থা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন সেই উক্তি কি অস্তিত্বমণ্ডিতই একটা পদার্থ এমন কিছুতে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না যা আগে অন্য রকম ছিল? কেননা একটা কিছুর প্রকৃতি পরিবর্তন করার চেয়ে কিছুকে অভিনব প্রকৃতি দেওয়াটা কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই দেওয়া উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং মাংসধারণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে রহস্যটি সত্য বলে প্রমাণ করি। প্রভু যিশু যখন মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, তখন কি প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম পালন করা হল? যদি প্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধান করি, তাহলে এ পাব যে, নরের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলেই নারী সন্তানের জন্ম দেয়। তবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কুমারী [মারীয়া] প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই যিশুকে জন্ম দিলেন। আর আমরা যা সম্পন্ন করি, তা হল কুমারী থেকে জাত সেই দেহ। তবে তুমি এখানেই কেন খ্রিষ্টের দেহে প্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু যিশুই প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন? যা

ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল খ্রিষ্টের সত্যকার মাংস, ফলে এ সত্যিকারেই তাঁর মাংসের সাক্রামেন্ত।

স্বয়ং প্রভু যিশুই ঘোষণা করেন, *এ আমার দেহ* (মথি ২৬:২৬)। স্বর্গীয় কথাগুলোর আশীর্বাদের আগে শব্দটা অন্য ধরনের কিছু বোঝায়; পবিত্রীকরণের পরে দেহই বোঝায়। তিনি নিজে আপন রক্তের কথা বলেন। পবিত্রীকরণের আগে সেটির জন্য আলাদা নাম ব্যবহৃত; পবিত্রীকরণের পরে তা রক্ত বলেই অভিহিত। আর তুমি বল, 'আমেন,' যার অর্থ দাঁড়ায়, একথা সত্য। ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করে, অন্তঃকরণ তা স্বীকার করুক। উক্তিতে যা ধ্বনিত হয়, হৃদয় তা অনুভব করুক।

ফলে মণ্ডলীও ততখানি অনুগ্রহ দেখে নিজ সন্তানদের ও প্রতিবেশীদের প্রেরণা দেয় তারা যেন একসাথে সাক্রামেন্তগুলির দিকে ছুটে চলে; সে বলে, *হে আমার প্রতিবেশী সকল! খাও, পান কর; প্রমত্ত হও, হে আমার ভাইসকল* (পরমগীত ৫:১)। আমরা যে কী খাই ও পান করি, একথা পবিত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমাকে অন্যত্র জানিয়ে দিয়েছিলেন: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন* (সাম ৩৪:৯)। সেই সাক্রামেন্তে খ্রিষ্ট উপস্থিত, কারণ তা হল খ্রিষ্টের দেহ। ফলে সেই খাদ্য লৌকিক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেরিতদূতও তার পূর্বচ্ছবি বিষয়ে বলেন: *আমাদের পিতৃপুরুষেরা আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন ও আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন* (১ করি ১০:৩-৪)। বাস্তবিকই ঈশ্বরের দেহ আত্মিক দেহ, খ্রিষ্টের দেহ ঐশ্বরিক আত্মার দেহ, কারণ খ্রিষ্ট হলেন ঐশআত্মা, যেমনটি আমরা পড়ি: *আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে, তিনি স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রভু* (বিলাপ ৪:২০ লাতিন পাঠ্য; ১ করি ১৫:৪৫)। এই খাদ্য *সবল করে আমাদের অন্তর* এবং এই পানীয় *আনন্দিত করে মানুষের অন্তর*, যেইভাবে নবী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (সাম ১০৪:১৫)।

**শ্লোক** - মথি ২৬:২৬; যোব ৩১:৩১

℣ তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যিশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন:

℟ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

℣ আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না: তাঁর দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?

উ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৯-২১)

## বিচারের পরে চিরন্তন সুখের আবির্ভাব

তোমরা জাতি-বিজাতির মাঝে একথা প্রচার কর :
যুদ্ধের জন্য নিজেদের পবিত্র কর !
যত বীরকে জাগিয়ে তোল !
সকল যোদ্ধা এগিয়ে আসুক, বেরিয়ে পড়ুক !
তোমাদের লাঙলের ফলা পিটিয়ে পিটিয়ে খড়্গ তৈরি কর,
তোমাদের কাস্তে ভেঙে বর্শা প্রস্তুত কর ;
দুর্বল মানুষও বলে উঠুক : আমি বীর !
চারদিকের দেশগুলো, সকলে শীঘ্রই এসো,
সাহায্য দিতে এসো, সেখানে জড় হও !
প্রভু, তুমিও তোমার বীরের দল নামিয়ে আন !
জাতি-বিজাতি জেগে উঠুক,
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় আসুক,
কারণ সেইখানে আমি চারদিকের সকল দেশের বিচার করতে আসন নেব।

তোমরা কাস্তে চালাও, কারণ ফসল পেকেছে ;
এসো, আঙুরফল মাড়াই কর, কারণ মাড়াইখানা পূর্ণ হয়েছে,
মাড়াইকুণ্ড রসে উথলে উঠছে,
—তাদের অধর্ম এতই বিশাল !
নিষ্পত্তির উপত্যকায় ভিড়ের উপর ভিড় উপস্থিত !
কারণ নিষ্পত্তির উপত্যকায় প্রভুর দিন সন্নিকট।
সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ছে,
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ছে।
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুশালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;

আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে।

কিন্তু তাঁর আপন জনগণের জন্য প্রভু আশ্রয়স্থল,
ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি দৃঢ়দুর্গ।
তাতে তোমরা জানবে যে, আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বসবাস করি।
তখন যেরুশালেম হয়ে উঠবে এক পবিত্রধাম,
কারণ ভিনদেশীরা তার মধ্য দিয়ে আর কখনও যাতায়াত করবে না।

সেইদিন এমনটি ঘটবে যে,
পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে দুধ প্রবাহিত হবে,
ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে।
প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে,
তা শিত্তিম-উপত্যকা জলসিক্ত করবে।
যুদা-সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে,
তাদের দেশে নির্দোষীর রক্তপাতের কারণে
মিশর উৎসন্নস্থান, ও এদোম মরুভূমি হবে;
কিন্তু যুদা বসতির স্থান হয়ে থাকবে চিরকালের মত,
যেরুশালেমও যুগ যুগ ধরে।
'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি,
হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!'
এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন।

শ্লোক - যোয়েল ৪:১৮; প্রকাশ ২২:১৭, ১ দ্রঃ

প্র পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে, ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে। প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে।

উ যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

℣ সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন : তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত।

℟ যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক ; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ৯০ নং সামসঙ্গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭:১, ৩, ৫, ৬, ১২)

**এসো, প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি**

এসো, ভ্রাতৃগণ, প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি ; বর্তমান পরীক্ষায় নিরাশ না হই, কারণ আমরা এমন আনন্দের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করছি যা কখনও ফুরিয়ে যাবে না। এই প্রতীক্ষা আমাদের পক্ষে অসার নয়, প্রত্যাশাও সন্দেহের অবকাশ দেয় না, কারণ এ প্রত্যাশা সনাতন সত্যের প্রতিশ্রুতির উপরেই স্থাপিত। তাছাড়া বর্তমান মঙ্গলদানগুলি থেকে ভাবী বিষয়ের নিশ্চয়তা অনুমান করা যায়, ও বর্তমান অনুগ্রহের পরাক্রম মহা বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুত গৌরবেরই আনন্দ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, যে গৌরব একদিন নিঃসন্দেহেই হবে আমাদের প্রাপ্য, কেননা *শক্তিমান পরাক্রমী প্রভুই গৌরবের রাজা* (সাম ২৪:৮)।

তাই আমাদের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস বীর্য দেখিয়েই এজীবনের সংগ্রাম বহন করে যাক, ও সবধরনের নির্যাতন সানন্দেই ভোগ করুক। বর্তমান জীবন ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি —এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন পেয়ে গেছি, তখন সবকিছু সহ্য করব না কেন? এসো, দৃঢ়তার সঙ্গে সেই আক্রমণকারীকে রোধ করি, কারণ যারা অবিচল হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের রক্ষাকর্তা তাদের অবিরতই সুস্থির করে রাখবেন, ও যারা বিজয়ী, তাদের তিনি প্রচুর মঙ্গল দানে পুরস্কৃত করবেন। লেখা আছে, *তাঁর বিশ্বস্ততা ঢাল ও রক্ষাফলক যেন* (সাম ৯১:৫)।

অতএব প্রিয়তমেরা, ইতিমধ্যে নিজেদের দেহে খ্রিষ্টকে গৌরবান্বিত কর, তাঁকে বহন করে চল : তিনি এমন প্রেমময় ও মধুর ভার, এমন মালপত্র, যা মাঝে মাঝে অধিক ভারী বলে প্রতীয়মান হলে তবু পরিত্রাণদায়ী, অবাধ্যদের মাঝে মাঝে আঘাত ও কশাঘাত করলেও ও বল্গা ও লাগাম দিয়ে সামলালেও তবু শেষ পর্যায়ে আনন্দেই

আমাদের চালিত করবেন। যা ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিষয় ও তোমাদের প্রত্যাশার বস্তু, তার দিকে মনের আনন্দেই মনোযোগ দাও। *যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকুক* (লুক ১২:৩৪ দ্রঃ)।

একথা সে-ই শুনুক, চিন্তা ও বাসনায় যে ত্রাণবন্দরে প্রায়ই এসে গেছে, নিজের প্রত্যাশার লাঙল প্রায়ই ফে'লে যে অভীষ্ট ভূমি নিরাপদে দখল করতে উদ্যত হচ্ছে; সেও শুনুক, যে আপন সৈনিক-বৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করে থাকছে যে পর্যন্ত তার দাগান্তর না হয় (যোব ১৪:১৪ দ্রঃ)। কেননা সত্যিই ও অবিরতই আমরা সেই বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি: এ বর্তমান জীবন এমন যাত্রারই প্রস্তুতি, যার লক্ষ্য হল ঈশ্বরের আহ্বান।

পরিশেষে, *ঈশ্বরের মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত রয়েছে* (প্রজ্ঞা ৩:৯), ও তাঁর দৃষ্টি আপন দাসদের উপর এমনভাবেই নিবদ্ধ যে, তাদের বাঁ হাতে কী ঘটছে তা কেমন যেন লক্ষ না করে তিনি প্রেমপূর্ণ রক্ষায় তাদের ডান হাত অনুক্ষণ ধরে রাখেন। একথা ইঙ্গিত করেই সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *আমি আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ দেখছিলাম, কারণ তিনি আমার ডান পাশে রয়েছেন আমি যেন বিচলিত না হই* (প্রেরিত ২:২৫; সাম ১৬:৮ দ্রঃ)। হে দয়াল যিশু, তুমি যেন আমার ডান পাশে অনুক্ষণ থাক! তুমি যেন আমার ডান হাত অনুক্ষণ ধরে রাখ! কেননা আমি নিশ্চিত জানি যে, কোন বিপদ আমাকে ক্ষতি করবে না, কোন শঠতা আমাকে জয় করবে না।

**শ্লোক** - সাম ৩৩:১৮, ১৯; সাম ৩৪:৮

*প্র* প্রভুর দৃষ্টি তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে,
*উ* তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন।
*প্র* প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান,
*উ* তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৫-২৭)

### যুদ্ধকালে যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের নবী এলিশেয়

আহাবের মৃত্যু হলে মোয়াব-রাজ ইস্রায়েল-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। যোরাম রাজা সঙ্গে সঙ্গে সামারিয়া ছেড়ে গোটা ইস্রায়েল পরিদর্শন করলেন। রওনা হয়ে তিনি দূত পাঠিয়ে যুদা-রাজ যেহোশাফাৎকে বললেন, 'মোয়াবের রাজা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে যাবেন?' ইনি উত্তর দিলেন, 'যাব! মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' যেহোশাফাৎ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোন্ পথ দিয়ে যাব?' ইনি উত্তর দিলেন, 'এদোম মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে।'

তাই ইস্রায়েলের রাজা, যুদার রাজা ও এদোমের রাজা রওনা হলেন। তাঁরা সাত দিন ধরে ঘুরে ঘুরে গেলেন; সৈন্যদলের জন্যও জল ছিল না, তাঁদের পিছু পিছু যে পশুরা যাচ্ছিল, সেগুলোর জন্যও নয়। ইস্রায়েলের রাজা বলে উঠলেন, 'হায় হায়! মোয়াবের রাজার হাতে তুলে দেবার জন্যই প্রভু তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন!' কিন্তু যেহোশাফাৎ বললেন, 'যাঁর দ্বারা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এখানে কি প্রভুর এমন কোন নবী নেই?' ইস্রায়েল-রাজের কর্মচারীদের একজন উত্তরে বলল, 'এখানে শাফাতের ছেলে সেই এলিশেয় আছেন, যিনি এলিয়ের হাতের উপরে জল ঢালতেন।' যেহোশাফাৎ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভুর বাণী তাঁর সঙ্গে আছে!' তাই ইস্রায়েলের রাজা, যেহোশাফাৎ ও এদোমের রাজা তাঁর কাছে গেলেন।

কিন্তু এলিশেয় ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্ক আবার কি? আপনি আপনার পিতারই নবীদের কাছে যান, আপনার মাতারই নবীদের কাছে যান!' ইস্রায়েলের রাজা বললেন, 'তা হবে না, কেননা মোয়াবের হাতে তুলে

দেবার জন্য প্রভুই তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন।' এলিশেয় বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেনাবাহিনীর জীবনময় সেই প্রভুর দিব্যি! যদি যুদা-রাজ যেহোশাফাৎকে সম্মান না করতাম, তবে আপনার দিকে তাকাতামও না, আপনাকে দেখতামও না! যাই হোক, এখন আমার কাছে একজন বীণাবাদককে আনা হোক।' আর সেই বাদক বীণা বাজিয়ে গান করতে করতে প্রভুর হাত এলিশেয়ের উপরে এসে পড়ল। তিনি বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা এই উপত্যকায় গর্তের পর গর্ত খোঁড়, কেননা প্রভু একথা বলছেন: তোমরা বাতাসও দেখতে পাবে না, বৃষ্টিও দেখতে পাবে না, কিন্তু তবুও এই উপত্যকা জলে ভরে উঠবে: তোমরা, তোমাদের সৈন্যদল, তোমাদের বাহন, সকলেই জল খেতে পাবে। প্রভুর দৃষ্টিতে এ অতি সামান্য ব্যাপার, কেননা তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। তোমরা প্রত্যেক প্রাচীর-ঘেরা নগর ও প্রধান প্রধান শহর দখল করবে, ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলবে, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দেবে, উর্বর যত খেত পাথরে ভরিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে।' পরদিন সকালে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময়ে দেখ, এদোমের দিক দিয়ে জল বয়ে এল, আর অঞ্চলটা জলে প্লাবিত হল।

সকল মোয়াব-অধিবাসী যখন শুনতে পেল যে, রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, তখন অস্ত্র চালাতে পারে, এমন বয়সের সব লোককে আহ্বান করা হল; তারা সীমানায় স্থান নিয়ে রইল। খুব সকালে উঠে—সূর্য যখন জলের উপরে চক্‌মক্‌ করছে, এমন সময়েই—মোয়াবীয়েরা দূর থেকে দেখতে পেল, জল রক্তের মত লাল! তখন তারা বলে উঠল, 'এ তো রক্ত! রাজারা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অন্যকে মেরে ফেলেছে। সুতরাং, হে মোয়াব, এখনই লুট করতে বেরিয়ে পড়!' কিন্তু তারা ইস্রায়েলের শিবিরে এসে পৌঁছলে ইস্রায়েলীয়েরা হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল, আর মোয়াবীয়েরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল; ইস্রায়েলীয়েরা এগিয়ে যেতে যেতে মোয়াবীয়দের টুকরো টুকরো করল। তারা তাদের শহরগুলো ভূমিসাৎ করল, প্রত্যেকজন প্রত্যেক উর্বর খেতে একটা করে পাথর ফেলে তা ভরে দিল, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দিল, ও ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলল। শেষে কেবল কির-হারেসেৎ বাকি রইল, কিন্তু ফিঙেধারী সৈন্যেরা তা চারদিকে ঘিরে তার উপর ঘন ঘন পাথর

ছুড়ল। মোয়াবের রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ অসহ্য হয়েছে, তখন এদোমের রাজার কাছে যাবার জন্য একটা পথ খোলার আশায় তিনি সাতশ' খড়্গধারী সৈন্যকে নিজের সঙ্গে নিলেন, কিন্তু সফল হলেন না। তখন তিনি, তাঁর পদে একদিন যার রাজা হওয়ার কথা, তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে নগরপ্রাচীরের উপরে আহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন। তখন ইস্রায়েলের উপরে নিদারুণ ক্রোধ জ্বলে উঠল; তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

**শ্লোক** - যোব ২২:২৭; সাম ৮১:৮ দ্রঃ

*প্র* প্রভু তোমার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে তোমার সহায় হবেন, ও তোমাকে শোধন করবেন যেভাবে রুপো আগুনে শোধন করা হয়; তখন তুমি প্রভুর সামনে ভরসা ও সাহস অর্জন করবে।

*উ* তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে সাড়া দেবেন।

*প্র* সঙ্কটে তুমি ডাকলে আর আমি তোমায় নিস্তার করলাম।

*উ* তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে সাড়া দেবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ

**ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বানের কথা ভেবে দেখ**

এসো, এ চার বিষয় একটু চিন্তা-ভাবনা করি, তথা খ্রিষ্টের জীবনধারণ, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, তাঁর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণ। তাঁর আপনজনদের আহ্বান করতে তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপন করলেন, তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে যন্ত্রণাভোগ করলেন, তাদের ধর্মময় করে তুলতে পুনরুত্থান করলেন, ও তাদের গৌরবান্বিত করতে স্বর্গে আরোহণ করলেন। তিনি তাঁর আপনজনদের তিন প্রকারেই আহ্বান করলেন: শিক্ষা, আদর্শ ও অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি বাণীতে যা শিক্ষা দিলেন, তা কর্মে বাস্তব রূপ দিলেন ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমে সপ্রমাণ করলেন। আর এভাবেই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের কাছে ফেরালেন।

কেননা প্রেরিতদূতেরা বেরিয়ে পড়ে সুসমাচার সর্বত্রই প্রচার করতে লাগলেন, আর *একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন* (মার্ক ১৬:২০)।

এরপর আছে যন্ত্রণাভোগ—কথাটাই যথেষ্ট, কেননা খ্রিষ্টের শিক্ষা এমনভাবেই ভালবাসতে হবে, খ্রিষ্টের আদেশগুলিকে এমনভাবেই আলিঙ্গন করতে হবে, খ্রিষ্টভক্তি এমনই গভীর হতে হবে যে, মৃত্যু কি জীবন কি পীড়ন কি ক্লেশ কোনও কিছুই খ্রিষ্টে প্রদর্শিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। অনেকেই আমাদের ত্রাণকর্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও যে বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়েছিল সেই বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করা-শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে রক্তদান পর্যন্তই সংগ্রাম করে চলল।

যন্ত্রণাভোগের পর পুনরুত্থান আছে; কেননা খ্রিষ্টের সঙ্গে যে মৃত্যুবরণ করেছে, খ্রিষ্টের সঙ্গে তাকে পুনরুত্থানও করতে হবে। প্রথম একটা পুনরুত্থান আছে, তা হল আত্মার ধর্মময়তা লাভ; তারপর দ্বিতীয় একটা পুনরুত্থান রয়েছে, আর তা হল দেহের গৌরব লাভ, যাতে উভয় পুনরুত্থানে ত্রাণ পেয়ে আমরা সেই মহা স্বর্গারোহণের অংশীদার হতে পারি, যে স্বর্গারোহণে গোটা খ্রিষ্ট—তথা দেহের সঙ্গে মাথা—সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমে গৃহীত হন।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমাদের আসল কথায় ফিরে, এসো, তোমাদের আহ্বানের কথা ভেবে দেখ, ও সেই আহ্বানের ফলও ভেবে দেখ। ভেবে দেখ তোমরা কেমন করে আহূত হয়েছ, কিসের দিকে আহূত হয়েছ, কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছ। তোমরা খ্রিষ্ট দ্বারাই আহূত হয়েছ, খ্রিষ্টের সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করতে, ও পরিশেষে খ্রিষ্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রাজত্ব করতেই আহূত হয়েছ।

তাছাড়া আমরা তিন প্রকারেই আহূত হয়েছি: বাহ্যিক ডাক, সৎমানুষদের অনুকরণ ও আন্তর উদ্দীপনা দ্বারাই আহূত হয়েছি। বাহ্যিক ডাক ধর্মশিক্ষার দিকে, সৎমানুষদের অনুকরণ আদর্শের দিকে, ও আন্তর উদ্দীপনা অলৌকিক কাজের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। আর কোন্ মহত্তর অলৌকিক কাজ থাকতে পারে, সেই রূপান্তর ছাড়া যার ফলে অশুচি মানুষ শুচি হয়, গর্বোদ্ধত মানুষ বিনম্র হয়, ক্রোধপ্রবণ মানুষ ধৈর্যশীল হয়, ধূর্ত মানুষ পুণ্যবান হয়? প্রচারের মাধ্যমে যে শিক্ষাদান করে, বা মানুষের চোখে যার

জীবনাচরণ প্রশংসনীয়, তারা কেউই যেন নিজেদের বেলায় তেমন অলৌকিক কাজ আরোপ না করে; তাঁরই প্রশংসা বরং কীর্তিত হোক যাঁর যে দিকে ইচ্ছে ও যখন ইচ্ছেই বয়ে যান, ও তাঁর নিরূপিত মাত্রা অনুসারেই মানুষের অন্তরে মঙ্গল সঞ্চার করেন। আমরা এতেই আহূত হয়েছি, যেন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করি, *যিনি অপমানিত হলে প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না* (১ পি ২:২৩)। তবে এসো, তাঁর যন্ত্রণাভোগের অনুকরণ করি, কারণ *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন* (১ যোহন ২:৬)।

**শ্লোক** - এফে ১:৪, ১১; রো ১:৪ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির আগেই খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন, আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

*উ* তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি, কারণ সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনামত আমরা আগে থেকে খ্রিষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম।

*প্র* খ্রিষ্ট পবিত্রতাদানকারী আত্মার কাজ অনুযায়ী সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

*উ* তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি, কারণ সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনামত আমরা আগে থেকে খ্রিষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মালাখির পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৪; ২:১৩-১৬)

## শিথিল ও ভক্তিহীন যাজকদের বিরুদ্ধে দৈববাণী

দৈববাণী। মালাখির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বাণী। আমি তোমাদের ভালবেসেছি—স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। কিন্তু তোমরা বলে থাক: 'তুমি কিসেতেই বা তোমার ভালবাসা দেখিয়েছ?' এসৌ কি যাকোবের ভাই ছিল না?—প্রভুর উক্তি—তবু আমি যাকোবকে ভালবেসেছিলাম কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছিলাম। আমি তার পর্বতগুলিকে ধ্বংসস্থান করেছি, ও তার উত্তরাধিকার প্রান্তরের শিয়ালদের বাসস্থান করেছি। এদোম যদিও বলে, 'আমরা চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করব,' তবু সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তারা পুনর্নির্মাণ করুক, কিন্তু আমি ভেঙে ফেলব; তারা 'অপকর্মের অঞ্চল' ও 'সেই দেশ, যার প্রতি প্রভু নিত্যই ক্রুদ্ধ' বলে পরিচিত হবে। তোমাদের চোখ তা দেখতে পাবে, তখন তোমরা বলবে, 'ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও প্রভু মহীয়ান!'

ছেলে নিজ পিতাকে ও দাস নিজ প্রভুকে গৌরব আরোপ করে; আচ্ছা, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? একথা সেনাবাহিনীর প্রভু বলছেন তোমাদেরই কাছে, হে যাজকেরা, যারা আমার নাম অবজ্ঞা কর। তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি?' আমার যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা তো অশুচি খাদ্য রাখ অথচ বল, 'কিসেতেই বা তোমাকে অবজ্ঞা করেছি?' তোমরা যখন বল, 'প্রভুর ভোজনপাট তাচ্ছিল্যের বস্তু,' একথা বলায়ই তোমরা তাই কর। আর যখন তোমরা যজ্ঞের জন্য অন্ধ পশু আন, তা কি অন্যায় নয়? যখন খোঁড়া ও পীড়িত পশু আন, তাও কি অন্যায় নয়? তোমাদের প্রদেশপালের উদ্দেশে তা নিবেদন কর দেখি; সে কি তাতে প্রসন্ন হবে? সে কি তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবে? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

তবে ঈশ্বরের শ্রীমুখ প্রশমিত কর তিনি যেন তোমাদের প্রতি দয়া দেখান (আসলে তোমরা ঠিক তাই করেছ!); তিনি তোমাদের দিকে কি মুখ তুলে চাইবেন? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। আহা, তোমাদের মধ্যে যদি একজন দরজা বন্ধ করত যেন

আমার যজ্ঞবেদির উপরে আগুন বৃথাই না জ্বলে! না, তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা তা অপবিত্র কর, কারণ তোমরা বল, 'প্রভুর ভোজনপাট কলুষিত, আর তার উপরে যা আছে, তাঁর সেই খাদ্য তাচ্ছিল্যের বস্তু।' আরও বল: 'হায়, যন্ত্রণা!' এবং আমার উপরে অবজ্ঞায় ফুৎকার দাও—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। তাছাড়া তোমরা লুট করা, খোঁড়া ও পীড়িত পশুকেই অর্ঘ্যরূপে আন; তোমাদের হাত থেকে আমি কি তেমন কিছু প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি? একথা বলছেন প্রভু। অভিশপ্ত হোক সেই প্রবঞ্চক, পালের মধ্যে মদ্দা পশু থাকলেও যে মানত ক'রে প্রভুর উদ্দেশে নিখুঁত নয় এমন পশু বলি দেয়; কারণ আমি মহান রাজা—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম ভয়ঙ্কর!

তাছাড়া তোমরা অন্য কিছুও সাধন করে থাক, যথা: তোমরা চোখের জলে, কান্নায় ও আর্তনাদে প্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছাদিত করে থাক, কারণ তিনি অর্ঘ্যের দিকে নজর দেন না ও তোমাদের হাত থেকে তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তখন তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'এর কারণ কী?' কারণটা এ, তোমার যৌবনকালের স্ত্রী ও তোমার মধ্যে প্রভু সাক্ষীরূপে দাঁড়াচ্ছেন—হ্যাঁ, তোমার সেই স্ত্রী, যে তোমার সখী ও চুক্তির জোরে তোমার স্ত্রী হলেও তার প্রতি তুমি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ কর। তিনি কি মাংস ও প্রাণবায়ু-বিশিষ্ট অনন্যই এক ব্যক্তিত্বকে গড়েননি? এই অনন্য ব্যক্তিত্ব পরমেশ্বরের কাছ থেকে একটা বংশ ছাড়া আর কিসের অন্বেষণ করে? সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, এবং কেউই যেন তার যৌবনকালের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ না করে। কারণ যে কেউ ঘৃণার ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সে নিজের বসন অত্যাচারে আচ্ছাদিত করে—একথা বলছেন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, হিংসাভরে ব্যবহার করো না।

**শ্লোক** - মালা ২:৫, ৬; সাম ১১০:৪ দ্রঃ

*প্র* আমার যাজকের সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা ছিল জীবন ও শান্তিরই সন্ধি, আর সে আমাকে ভয় করল।

*উ* আমার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, আমার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না।

*প্র* প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: 'মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।'

*উ* আমার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, আমার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'ঈশ্বরের নগর' থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ৬)

**সমস্ত স্থানে আমার নামের উদ্দেশে শুদ্ধ বলি বলীকৃত ও উৎসর্গীকৃত হয়**

প্রকৃত যজ্ঞ হল সেই সমস্ত কর্ম যা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুণ্য সংযোগে মিলিত হতে সচেষ্ট হই, ও যা সেই সর্বোত্তমকে লক্ষ করে, যাঁকে লাভ ক'রে আমরা সত্যিকারে ধন্য বলে গণ্য হতে পারি। সুতরাং, যা দ্বারা মানুষকে উপকার করা হয়, সেই দয়াধর্মও যদি ঈশ্বরের জন্য সাধিত না হয়, তা প্রকৃত যজ্ঞ নয়। কেননা মানুষ দ্বারা সম্পাদিত ও উৎসর্গীকৃত হয়েও তথাপি যজ্ঞ ঐশ্বরিক একটা বিষয়, এমনকি প্রাচীন লাতিন লেখকেরা যজ্ঞকে ঐশ্বরিক বিষয়ও বলতেন। ফলে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত ও ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিত এক ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হবার জন্য জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করায় সে নিজেই যজ্ঞ। তাছাড়া তা এমন একটা দয়াধর্ম যা নিজের প্রতি সাধন করা হয়, যেমনটি লেখা আছে: *ঈশ্বরের গ্রহণীয় হওয়ায়ই নিজের প্রাণের প্রতি দয়া দেখাও* (সিরা ৩০:২৪ লাতিন পাঠ্য)।

অতএব, নিজেদের কি প্রতিবেশীকে লক্ষ করে ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্পাদিত এমন দয়াধর্ম হল প্রকৃত যজ্ঞ; বস্তুতপক্ষে দয়াধর্ম আর কোন্ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া আমরা যেন দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই ও ফলত যেন ধন্য হতে পারি—আর তা এমন কিছু যা কেবল এ বাণী অনুসারেই প্রাপ্য, তথা *পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল?* (সাম ৭৩:২৮)। তবে এ সমস্ত কিছু থেকে একথা অনুমেয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত গোটা নগর তথা পুণ্যজনদের সমাবেশ ও সাহচর্য ঈশ্বরের কাছে বিশ্বজনীন বলিরূপে

সেই মহাযাজকই দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয় যিনি দাসের স্বরূপ অনুসারে আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগে নিজেকেও উৎসর্গ করলেন আমরা যেন তেমন মাথার দেহ হতে পারি। বাস্তবিকই তিনি সেই মানবস্বরূপকেই উৎসর্গ করলেন ও সেই মানবস্বরূপেই নিজেকে উৎসর্গ করলেন, কারণ সেই মানবস্বরূপ অনুসারেই তিনি মধ্যস্থ, সেই মানবস্বরূপে তিনি যাজক, সেই মানবস্বরূপে যজ্ঞ।

এজন্য প্রেরিতদূত আমাদের আবেদন জানান আমরা যেন আমাদের নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে*, চেতনাপূর্ণই উপাসনারূপে (রো ১২:১); আবার তিনি আবেদন জানান, আমরা যেন এই যুগধর্মের অনুরূপ না হই, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত করি, যেন বিচার করতে পারি ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত, ও উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা নিজেরাই সেই গোটা যজ্ঞ। এজন্য তিনি বলে চলেন, *বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী* (রো ১২:৩-৬)।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের যজ্ঞ এ: *অনেকে হয়েও আমরা খ্রিষ্টে একদেহ* (১ করি ১০:১৭)। মণ্ডলী তেমন যজ্ঞ ভক্তদের কাছে সুপরিচিত বেদির সাক্রামেন্ত দ্বারাও উদ্‌যাপন করে থাকে, সেই যে যজ্ঞে মণ্ডলীকে দেখানো হয় যে, সে যা উৎসর্গ করে তার মধ্যে সে নিজেই উৎসর্গীকৃত।

শ্লোক - মিখা ৬:৬, ৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪, ১২ দ্রঃ

*প্র* আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব? হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;

৳ শুধু এ : তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

প্ তোমার পরমেশ্বর প্রভুরই তো আকাশ ও পৃথিবী। সদাচরণ ছাড়া, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি করেন?

৳ শুধু এ : তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৮-৩৭)

**শুনেমের মহিলার ছেলের পুনর্জীবনলাভ**

একদিন এলিশেয় শুনেমের দিকে যাচ্ছিলেন; সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মহিলা থাকতেন। তিনি পীড়াপীড়ি করে এলিশেয়কে তাঁর কাছে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করলেন। পরেও তিনি যতবার সেই পথ দিয়ে যেতেন, ততবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেই বাড়িতে থাকতেন। সেই মহিলা স্বামীকে বললেন, 'দেখ, আমি নিশ্চিত আছি, ওই যে লোক আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন, উনি পরমেশ্বরের একজন পবিত্র মানুষ। এসো, তাঁর জন্য আমরা ছাদে দেওয়াল গেঁথে ছোট একটা থাকার ঘর তৈরি করি; সেই ঘরে একটা বিছানা, একটা টেবিল, একটা বসার আসন ও একটা বাতিও রাখি; তাহলে উনি যখন আমাদের এখানে আসবেন, তখন সেখানে থাকতে পারবেন।' একদিন এলিশেয় সেখানে এসে ছাদের সেই নিরিবিলি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিজের চাকর গেহজিকে বললেন, 'শুনামীয়া স্ত্রীলোকটিকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডেকে আনলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। এলিশেয় নিজের চাকরকে বললেন, 'তাঁকে বল: দেখুন, আমাদের জন্য আপনি যখন এত চিন্তা করেছেন, তখন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? রাজার বা সেনাপতির কাছে আপনার কি কোন সুপারিশ পেশ করা প্রয়োজন আছে?' সেই মহিলা উত্তর দিলেন, 'আমি তো আমার আপন জাতির লোকদের মধ্যে বাস করছি।' এলিশেয় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁর জন্য আমরা কী করতে পারি?' গেহজি উত্তর দিল, 'আচ্ছা, উনি নিঃসন্তান, আর স্বামীর বেশ বয়স হয়েছে।' এলিশেয় বললেন, 'তাঁকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকলে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এলিশেয় বললেন, 'আগামী বছর ঠিক এই সময়ে আপনি নিজের ছেলেকে কোলে করে থাকবেন।' কিন্তু মহিলাটি বললেন, 'না, প্রভু আমার; হে পরমেশ্বরের

মানুষ, আপনি আপনার এই দাসীকে ভোলাবেন না।' কিন্তু মহিলাটি গর্ভবতী হলেন, এবং এলিশেয়ের কথামত ঠিক সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

ছেলেটি বড় হল; একদিন সে ফসলকাটিয়েদের মধ্যে পিতার কাছে যাবার জন্য বাইরে গেল। পিতাকে উদ্দেশ করে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'উঃ আমার মাথা! আমার মাথা!' পিতা একজন চাকরকে বললেন, 'ওকে ওর মায়ের কাছে তুলে দিয়ে এসো।' চাকরটি ছেলেটিকে তুলে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। দুপুর পর্যন্ত ছেলেটি মায়ের কোলে রইল, তারপর মারা গেল। তখন স্ত্রীলোকটি উপরতলায় গিয়ে ছেলেটিকে পরমেশ্বরের মানুষের বিছানার উপরে শুইয়ে রাখলেন, এবং দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। স্বামীকে ডেকে তিনি বললেন, 'চাকরদের একজনকে ও একটা গাধী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি পরমেশ্বরের মানুষের কাছে শীঘ্রই গিয়ে ফিরে আসব।' স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজই কেন যেতে চাচ্ছ? আজ তো অমাবস্যাও নয়, শাব্বাৎও নয়।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী উত্তরে বললেন, 'দেখা হবে!' গাধীকে সাজিয়ে তিনি নিজের চাকরকে বললেন, 'গাধী চালাও, জোরে চালাও! আমার হুকুম না পেলে গতি কমাবে না!' রওনা হয়ে তিনি কার্মেল পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর চাকর গেহজিকে বললেন, 'ওই যে সেই শুনামীয়া স্ত্রীলোক! শীঘ্রই! দৌড় দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও; জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি ভাল আছেন? আপনার স্বামী কি ভাল আছেন? ছেলেটি কি ভাল আছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।' পরে পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে এসে পৌঁছে তিনি তাঁর পা ধরলেন। তাঁকে সরাবার জন্য গেহজি এগিয়ে এল, কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁর প্রাণ শোকে অবসন্ন, আর প্রভু ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে কিছুই জানাননি।' স্ত্রীলোকটি বললেন, 'আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্রসন্তান চেয়েছিলাম? আমাকে ভোলাবেন না, একথা আমি কি বলিনি?' এলিশেয় গেহজিকে বললেন, 'কোমর বেঁধে আমার এই লাঠি হাতে নিয়ে রওনা হও: কারও দেখা পেলে কুশল আলাপ করবে না; কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেবে না। তুমি ছেলেটির মুখের উপরে আমার এই লাঠি রাখবে।' ছেলেটির মা বললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি

আপনাকে ত্যাগ করব না।' তখন এলিশেয় উঠে তাঁর পিছু পিছু চললেন। আর গেহজি তাঁদের আগে আগে গিয়ে ছেলেটির মুখের উপরে ওই লাঠি রাখল, তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাই গেহজি এলিশেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফিরে গেল; তাঁকে বলল, 'ছেলেটি জাগেনি।'

এলিশেয় বাড়িতে ঢুকলেন, আর ওই যে, ছেলেটি মৃত, তাঁর বিছানায় শায়িত। তিনি ভিতরে গেলেন, এবং ওই দু'জনকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তারপর বিছানায় উঠে ছেলেটির উপরে নিজেকে শুইয়ে দিলেন; তার মুখের উপরে নিজের মুখ, তার চোখের উপরে নিজের চোখ, তার হাত দু'টোর উপরে নিজের হাত দু'টো রেখে তিনি তার উপরে নত হতে হতে ছেলেটির গায়ের তাপ ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। তারপর বিছানা ছেড়ে তিনি ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে লাগলেন; পরে ছেলেটির উপরে আবার নত হলেন—তিনি পর পর সাতবার তাই করলেন। তখন ছেলেটি হাঁচি দিল, তারপর চোখ মেলে তাকাল। এলিশেয় গেহজিকে ডেকে বললেন, 'ওই শুনামীয়াকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকতে গেল; স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছে এলে এলিশেয় বললেন, 'আপনার ছেলেকে তুলে নিন।' স্ত্রীলোকটি ভিতরে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে প্রণিপাত করলেন, এবং নিজের ছেলেকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

**শ্লোক** - ২ বংশ ২০:২০; ২ করি ১:৯ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে;

*উ* তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।

*প্র* এসো, নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন।

*উ* তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ

## এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে সে প্রভুর সামনে এগিয়ে চলবে

*প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে* (লুক ১:১৭)। এই জনগণ হল ইহুদীদের নিয়ে গঠিত আদিমণ্ডলী; তাকে আহ্বান ও প্রস্তুত করতে তার কাছে সেই নবী এলিয় প্রেরিত হয়েছিলেন যিনি এ উপদেশ দিতেন: *তপস্যা কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে* (মথি ৪:১৭ লাতিন পাঠ্য)। ঐশদয়ার দান গুণেই মানুষ আহূত, ও তপস্যা দ্বারাই মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করে। এজন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিশ্‌বীয় বলে অভিহিত, কারণ এ শব্দের অর্থ হল তপস্বী। তিনি হলেন সেই আলোময় ও উজ্জ্বল প্রদীপ যা ঈশ্বরের সেই নারী তথা প্রজ্ঞাই যখন মুদ্রা তথা মানবজাতিকে হারিয়েছিল তখন জ্বালিয়েছিল। প্রদীপটা জ্বালানো হয়েছিল যেন গৃহ তথা জগৎ তপস্যায় চালিত হয়ে সেই হারানো মুদ্রা খুঁজে পেতে পারে, সেই যে মুদ্রায় আমরা পূর্বনিরূপিতদের মণ্ডলীর আভাস পেতে পারি। তিনি বললেন, *আমি খ্রিষ্ট নই* (যোহন ১:২০), কিন্তু তাঁর আগে আগে প্রেরিত হয়েছি।

কোথায়? কেন? আমি যেন এক বিধবা নারীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি যাতে বিনা রেখা ও বিনা কালিমায় এমন উজ্জ্বল মণ্ডলীরূপে তাকে বরের কাছে উপনীত করতে পারি। সেসময় ইস্রায়েল জাতি বিধবারই মত ছিল, কারণ রাজদণ্ড যুদার হাত থেকে ও শাসনদণ্ড তাঁর দু'পায়ের মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল; সেকালে কোনও বিধানসম্মত রাজাও ছিলেন না, কোন পুণ্যবান যাজকও ছিলেন না। মানুষ তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল যাঁর আসবার কথা, অর্থাৎ সেই বিধানসম্মত বরের প্রতীক্ষায় ছিল, যাঁর জন্য এ কনে সংরক্ষিত হয়েছিল। এ কনের কিছুমাত্র ময়দা ও স্বল্প পরিমাণ তেল আছে; আর দেখ, তুষ থেকে পৃথক হয়ে ও কলে ভেঙে গম ময়দায় পরিণত হয়। তুষ বলতে তুমি বাহ্যিক অক্ষর বোঝ, গম বলতে আত্মিক জ্ঞান বোঝ।

যোহনের সময় থেকে শুরু করে গম তুষ থেকে ও অক্ষর আত্মা থেকে পৃথক করা হয়; তারপরে সুসমাচারের কলে ভেঙে তা ময়দা হয়ে ওঠে। তারপর অনুগ্রহের তেল তথা পবিত্র আত্মাকে যোগ করা হলে ময়দা সেই রুটিতে রূপান্তরিত হয় যা খেয়ে এলিয় বল পান। কিন্তু তবু সেকালে যখন ঈশ্বরের বাণীর প্রতি ক্ষুধা বাড়ছিল, তখন সেই

বিধবার ঘরে তথা ইহুদী জাতির কাছে ময়দা ও তেল খুবই অল্প ছিল। তথাপি এ স্বল্প উপাদান দিয়ে ছাইয়ের নিচে সেকিয়ে ছোট্ট একটা রুটি বানানো হয়, অর্থাৎ কিনা খ্রিষ্ট সম্বন্ধীয় এমন এক প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচারিত হয়, যা দ্বারা জনগণ পরিপুষ্ট হয় যতক্ষণ না বায়ালের সকল নবীকে হত্যা করলে পর অর্থাৎ নিজ অন্তর থেকে প্রাচীন যত ভুলভ্রান্তি বের করে দিলে পর দূর থেকে মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি মেঘ আবির্ভূত হয় যা সমুদ্রের গভীর থেকে উঠছিল (১ রাজা ১৮:৪৪ দ্রঃ)। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কি মনে আছে, কেমন করে মুষলধারায় বৃষ্টির পর পরেই ভূমি আগেকার উর্বরতা ফিরে পেয়েছিল?

এখন তোমরা আমাদের এ এলিয়কে যর্দনের ধারেই কল্পনা করে দেখ: বাণী প্রচার করতে করতে, ভর্ৎসনা করতে করতে, উপদেশ দিতে দিতে ও বাপ্তিস্ম দিতে দিতে তিনি সেই সমস্ত অপদূতদের প্রায়ই হত্যা করছিলেন যারা অবিশ্বাস-সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় ছিল; যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করত, তিনি বাপ্তিস্ম গুণেই সেই অপদূতদের তাদের অন্তর থেকে দূর করে দিতেন, এবং ঐশত্রাণকর্তার সন্নিকট আগমনের জন্য নিজের হৃদয়ে ও জনগণের হৃদয়ে পবিত্র ও আনন্দময় ভয় জাগিয়ে তুলতেন। *আর দেখ, মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি মেঘ সমুদ্র থেকে উঠছে* (১ রাজা ১৮:৪৪)।

সমুদ্র হল সেই পাপী ও কর-আদায়কারীর ভিড় যাদের কাছে যোহন বলেন, *হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?* (মথি ৩:৭)। এদেরই মধ্যে, ঠিক যেন সমুদ্রের গভীর থেকে সেই ছোট্ট মেঘ আবির্ভূত হল যে মেঘের বিষয়ে ইশাইয়া বলেন, *দেখ, প্রভু হালকা একখানি মেঘে চড়ে আসছেন* (ইশা ১৯:১ লাতিন পাঠ্য)।

আর এ মেঘ হল আমাদের মাংস যা দিব্য প্রজ্ঞা আমাদের কাছ থেকে ও আমাদের জন্য ধারণ করতে ইচ্ছা করলেন: হালকাই অর্থাৎ পাপমুক্তই সেই মাংস যার মধ্যে—মেঘের মধ্যে সূর্যই যেন—তিনি সেই পরমধন্য যোহনের কাছেই প্রথম নিজেকে বিনা সন্দেহেই পরিচিত হতে দিলেন; আর যোহন প্রচার করতে করতে জনগণের কাছে তাঁর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক* (যোহন ১:২৯); ইনিই ছাইয়ের নিচে সেকানো সেই রুটি যা খেয়ে এলিয় পরিপুষ্ট হলেন।

শ্লোক - লুক ১:১৩, ১৫, ৭৬; যোহন ১:৬ দ্রঃ

প্র জাখারিয়ার স্ত্রী এলিশাবেথ এক মহাব্যক্তিত্ব প্রসব করলেন : তিনি সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি প্রভুর পথ প্রদর্শক।

উ তিনি প্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করলেন।

প্র ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম যোহন :

উ তিনি প্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মালাখির পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২৪)

## প্রভুর দিন

দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন। তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন: তিনি লেবি-সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন, এবং সোনা ও রুপোর মত তাদের বিশুদ্ধ করবেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে ধর্মিষ্ঠতার সঙ্গেই অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে। তখন যুদার ও যেরুশালেমের অর্ঘ্য প্রভুর গ্রহণীয় হবে, যেমনটি পুরাকালে, প্রাচীনকালের বছরগুলিতে ছিল। আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছি, এবং মায়াবীদের, ব্যভিচারীদের ও মিথ্যা-শপথকারীদের বিরুদ্ধে, এবং যারা মজুরি বিষয়ে মজুরকে, এবং বিধবা ও এতিমকে অত্যাচার করে, প্রবাসীকে মানবাধিকার-বিচ্যুত করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি সদিচ্ছুক সাক্ষী হব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

আমি প্রভু, আমাতে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু যাকোবের সন্তান হওয়ায় তোমরা তো কখনও ক্ষান্ত হও না! তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে তোমরা আমার বিধিগুলো থেকে সরে পড়েছ, তা পালন করনি। আমার কাছে ফিরে এসো, আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিভাবে ফিরব?' আদম কি পরমেশ্বরকে ঠকাবে? অথচ তোমরা আমাকে ঠকিয়ে থাক; আবার বলছ, 'কিসেতেই বা তোমাকে ঠকিয়েছি?' দশমাংশ ও প্রথমাংশের বিষয়েই ঠকিয়েছ। তোমরা অভিশাপের পাত্র হয়েছ অথচ আমাকে এখনও ঠকাচ্ছ, হ্যাঁ, তোমরা, এই গোটা জাতি! তোমরা পুরা দশমাংশই ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, এরপর আমাকে পরীক্ষা কর—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আমি তোমাদের জন্য আকাশের সকল বাঁধের দ্বার খুলে দিয়ে তোমাদের উপর অপরিমেয়

আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। তোমাদের খাতিরে আমি সেই ধ্বংসনকারী পোকাকে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করতে ও খেতে তোমাদের আঙুরলতা ফলহীন করতে নিষেধ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। জাতি-বিজাতি সকলে তোমাদের সুখী বলবে, কারণ তোমরা প্রীতি-দেশ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কথা যথেষ্টই শক্ত—একথা বলছেন প্রভু—অথচ তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেছি?' তোমরা বলেছ, 'পরমেশ্বরের সেবা করা অনর্থক: তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলায় ও সেনাবাহিনীর প্রভুর সামনে শোকের সঙ্গে হেঁটে চলায় কী লাভ? বরং সেই দর্পীদেরই আমাদের সুখী বলা উচিত, যারা অপকর্ম সাধন করেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরমেশ্বরকে যাচাই করেও নিষ্কৃতি পায়।'

তখন যারা ঈশ্বরভীরু ছিল, তারা এপ্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল, এবং প্রভু কান পেতে শুনলেন; তাই যারা প্রভুকে ভয় করত ও তাঁর নাম স্মরণে রাখত, তাদের বিষয়ে তাঁর সাক্ষাতে একটা স্মৃতি-পুস্তক লেখা হল। যেদিন আমি আমার কাজ সাধন করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সেইদিন তারা হবে আমার নিজস্ব অধিকার, এবং আমি তাদের প্রতি মমতা দেখাব যেমনটি মানুষ সেই ছেলের প্রতি মমতা দেখায় যে তাকে সেবা করে। তখন তোমরা মন ফেরাবে, এবং ধার্মিক ও দুর্জনের মধ্যে, পরমেশ্বরের যে সেবা করে ও তাঁর সেবা যে করে না, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।

কেননা দেখ, সেই দিনটি আসছে, তা হাপরের মতই জ্বলন্ত। দর্পী ও অন্যায়কারী সকলে খড়কুটোর মত হবে; আর সেই দিনটি যখন আসবে, তা তখন তাদের পুড়িয়ে দেবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর তাদের মূল বা শাখা কিছুই বাকি রাখবে না। কিন্তু আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে, এবং সেই দুর্জনদের মাড়িয়ে দেবে, যারা আমার কাজ সাধনের দিনে তোমাদের পদতলে ছাইয়ের মত হবে!—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

তোমরা আমার দাস মোশির বিধান স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে গোটা ইস্রায়েলের জন্য বিধিগুলো ও নিয়মনীতি আজ্ঞা করেছিলাম। দেখ, প্রভুর সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে, আমি তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে প্রেরণ করব; সে পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, এবং ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবে—পাছে আমি এসে পৃথিবীকে বিনাশ-মানতে আঘাত করি।

**শ্লোক** - মালা ৩:১; লুক ১:৭৬

*প্র* দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন।
*উ* তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন।
*প্র* তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে, কারণ প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।
*উ* তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৪০, ৪৫)

**আমি আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ**

পার্থিব ও স্বর্গীয় নগরের পরস্পর পরিব্যাপ্তি কেবল বিশ্বাস দ্বারাই অনুভব করা যেতে পারে, এমনকি তা মানব-ইতিহাসের রহস্য হয়ে দাঁড়ায়—সেই যে মানব-ইতিহাস পাপের কারণে বিচলিত যে পর্যন্ত ঈশ্বরসন্তানদের জ্যোতি পূর্ণ প্রকাশ না পায়।

বাস্তবিকই নিজ পরিত্রাণদায়ী লক্ষ্য অনুধাবন করতে করতে মণ্ডলী মানুষকে কেবল ঐশজীবনের সহভাগিতা দান করে এমন নয়, বরং সমগ্র জগতের উপরে তার আলোও একপ্রকারে প্রত্যাঘাত করেই বিকিরণ করে, বিশেষভাবে একারণে যে, সে মানব-মর্যাদা নিরাময় করে উন্নীতও করে, মানবসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা দৃঢ়তর করে তোলে, ও মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে গভীরতর অর্থ ও তাৎপর্য সঞ্চার করে। এভাবে মণ্ডলী বিশ্বাস করে,

তার নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ ও তার গোটা সমাজের মধ্য দিয়ে সে মানব-পরিবার ও মানব-ইতিহাসকে অধিক মানবোপযোগী করার কাজে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

নিজেই জগৎকে সহায়তা দান করায় ও জগৎ থেকে বহু কিছু গ্রহণ করায় মণ্ডলী একটিমাত্র লক্ষ্য অনুধাবন করে তথা, যেন ঈশ্বরের রাজ্য আসে ও গোটা মানবজাতির পরিত্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পৃথিবীতে প্রবাসকালে ঈশ্বরের জনগণ ভাল যা কিছু মানবপরিবারকে অর্পণ করতে পারে, তা এ সত্য থেকে নির্গত হয় যে, মণ্ডলী হল সার্বজনীন পরিত্রাণের এমন সাক্রামেন্ত, যা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার রহস্য একাধারে প্রকাশ করে ও বাস্তব করে তোলে।

কেননা যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, ঈশ্বরের সেই বাণী এ উদ্দেশ্যেই নিজেই মাংস হলেন, সিদ্ধপুরুষ হওয়ায় তিনি যেন সকলকে ত্রাণ করতে পারেন ও নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু সম্মিলিত করতে পারেন। প্রভু হলেন মানব-ইতিহাসের লক্ষ্য, তিনি হলেন সেই উৎসবিন্দু যার মধ্যে ইতিহাস ও সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা অনুধাবিত, মানবজাতির কেন্দ্রবিন্দু, সকল হৃদয়ের আনন্দ ও তাদের সমস্ত অভিলাষের পূর্ণতা। তাঁকেই পিতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন, ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকরূপে নিযুক্ত করে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তাঁর আত্মায় সঞ্জীবিত ও একত্রিত হয়ে আমরা মানব-ইতিহাসের সেই পরমসিদ্ধির দিকে যাত্রা করছি যা তাঁর ভালবাসার সঙ্কল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত, তথা *স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করা* (এফে ১:১০)।

স্বয়ং প্রভুই একথা বলেন: *দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত* (প্রকাশ ২২:১২-১৩)।

শ্লোক - প্রেরিত ১০:৩৬; ৪:১২; ১০:৪২ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, শান্তির শুভসংবাদ ঘোষণা করেছেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে:

*উ* তিনিই সকলের প্রভু, আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।

*প্র* তিনি ঈশ্বর দ্বারা জীবিত ও মৃতদের বিচারকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন:

ঊ তিনিই সকলের প্রভু, আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৩৮-৪৪; ৬:১-৭)

## এলিশেয় দ্বারা সাধিত নানা আশ্চর্য কাজ

এলিশেয় গিল্গালে ফিরে গেলেন; সেই অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। নবী-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্য তখন তাঁর সামনে বসে ছিল; তিনি নিজ চাকরকে বললেন, ‘বড় হাঁড়ি চড়িয়ে নবী-সঙ্ঘের এই লোকদের জন্য শুরুয়া রান্না কর।’ তাদের একজন মাঠে শাকসবজি কুড়তে গেল, এবং একটা বুনো লতা পেয়ে তার বুনো লাউফলে চাদর ভরে আনল। ফিরে এসে তা কুটে রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি, তা তারা জানত না। লোকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য শুরুয়া ঢেলে দিলে তারা তা মুখে দেওয়ামাত্র চিৎকার করে বলল, ‘হে পরমেশ্বরের মানুষ, হাঁড়ির মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!’ আর তারা তা খেতে পারছিল না। এলিশেয় বললেন, ‘খানিকটা ময়দা আন।’ তা হাঁড়িতে ফেলে তিনি বললেন, ‘লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা খেয়ে নিক।’ হাঁড়িতে মন্দ কিছুই আর রইল না!

বায়াল-শালিশা থেকে একজন লোক এল, সে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফসলের প্রথমাংশ হিসাবে কুড়িখানা যবের রুটি নিয়ে এল; সেই সঙ্গে নিয়ে এল থলিতে করে নতুন গমের শস্য। এলিশেয় বললেন, ‘ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক।’ কিন্তু যে লোক খাবার পরিবেশন করছিল, সে বলল, ‘একশ’ লোকের সামনে আমি তা কী করে দেব?’ এলিশেয় আবার বললেন, ‘ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক; কারণ প্রভু একথা বলছেন: তারা খাবে আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।’ তাই

চাকরটি লোকদের পরিবেশন করতে লাগল। সকলে খেল আর কিছু খাবার পড়েও থাকল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলেছিলেন।

নবী-সঙ্ঘের সদস্যেরা এলিশেয়কে বলল, 'দেখুন, যে জায়গায় আমরা আপনার সামনে আসন গ্রহণ করি, তা আমাদের পক্ষে বেশি সঙ্কীর্ণ এক জায়গা। অনুমতি দিন, আমরা যর্দনে গিয়ে প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা কড়িকাঠ তুলে নিয়ে আমাদের জন্য একটা বাসস্থান তৈরি করি।' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাও।' আর একজন বলল, 'প্রসন্ন হয়ে আপনিও আপনার দাসদের সঙ্গে চলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যাব,' আর তাদের সঙ্গে গেলেন। যর্দনে এসে পৌঁছে তারা কাঠ কাটতে লাগল। তখন এমনটি ঘটল যে, একজন কাঠ কাটছিল, এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে পড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! কুড়ালটাকে ধার করেই নেওয়া হয়েছিল!' পরমেশ্বরের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুড়াল কোথায় পড়েছে?' সে তাঁকে জায়গা দেখাল। তখন এলিশেয় এক টুকরো কাঠ কেটে সেই জায়গায় ফেললেন আর লোহাটা ভেসে উঠল। তিনি বললেন, 'কুড়ালটা তুলে নাও।' সে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিল।

**শ্লোক** - সিরা ২:১৩, ১৫; যোহন ৪:৪৮

*প্র* ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন! এজন্যই সে রক্ষা পাবে না;
*উ* যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।
*প্র* চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ না দেখে তোমরা বিশ্বাস করবে না!
*উ* যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ১৭:৩-৪)

**যিনি আমাদের কাছে গুপ্ত ছিলেন**

**ক্রুশ-ব্যবস্থা আমাদের কাছে তাঁকে প্রকাশ করেছে**

*সুখী সেই মানুষ, যাকে প্রভু দোষ আরোপ করেন না* (সাম ৩২:২): এ বাণীতে সেই পাপক্ষমাই পূর্বপ্রদর্শিত, যা তাঁর আগমনে পূর্ণতা লাভ করবে—সেই যে পাপক্ষমা দ্বারা তিনি *আমাদের প্রতিকূল সেই লিখিত ঋণপত্র মুছে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে*

*তা বাতিল করেছেন* (কল ২:১৪), যার ফলে এক বৃক্ষের কারণে আমাদের যেমন ঈশ্বরের কাছে ঋণী করা হয়েছিল, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারাই আমরা যেন সেই ঋণের ক্ষমা পেতে পারি।

একথা আরও অনেকের মধ্য দিয়েও সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল, যেমন নবী এলিশেয়ের মধ্য দিয়ে, কেননা তাঁর সঙ্গে যে অন্যান্য নবীরা ছিল, তারা থাকার ঘর তৈরি করার জন্য কাঠ কাটতে কাটতে হাতল থেকে কুড়াল খুলে গেলে ও যর্দনে পড়লে তারা তা আর খুঁজে পেতে পারছিল না। এলিশেয় এসে ব্যাপারটা শুনে কাঠটা জলে ফেলে দিলেন; কাঠ ফেলা মাত্রই কুড়ালটা ভেসে উঠল, তাতে যারা তা হারিয়ে ফেলেছিল তারা তা আবার ফিরে পেল। এঘটনা দ্বারা নবী দেখাচ্ছিলেন, যে অবিচল ঐশবাণীকে আমরা শিথিলতাবশত এক বৃক্ষের কারণে হারিয়ে ফেলে আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই ঐশবাণীকে একদিন এক বৃক্ষ দ্বারাই আমাদের আবার ফিরে পাবার কথা।

ঈশ্বরের বাণী সত্যিই কুড়ালের মত; এবিষয়ে বাপ্তিস্মদাতা যোহন বলেন, *এখনই তো গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে* (মথি ৩:১০)। একইভাবে যেরেমিয়া বলেন, *ঈশ্বরের বাণী এমন এক হাতুড়ির মত, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে* (যেরে ২৩:২৯)।

সুতরাং আমরা যেমন বলেছি, যিনি আমাদের চোখে গুপ্ত ছিলেন, এক বৃক্ষই আমাদের কাছে সেই ঐশবাণীকে আবার প্রকাশ করল। কেননা আমরা যেমন এক বৃক্ষের কারণে তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তেমনি এক বৃক্ষ দ্বারা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে তিনি নিজের মধ্যে উচ্চতা, বিস্তার ও দৈর্ঘ্য দেখিয়ে দিলেন; এবং—একজন প্রেরিতদূত যেমন বলেছেন—তিনি হাত দু'টো বাড়িয়ে জাতি দু'টোকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন: হাত ছিল দু'টোই, আবার পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত জাতিও ছিল দু'টো; কিন্তু তাদের যা সম্মিলিত করে, সেই মাথা এক, কারণ *সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের উর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]* (এফে ৪:৬)।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ১৪:৫, ৭; ১ পি ২:২৪

℣ মানবকুল ক্ষুদ্র একটা কাষ্ঠের উপরে রাখে নিজের প্রাণের নির্ভর।

℣ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।

℟ তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন।

℣ ধন্য সেই কাষ্ঠ যা ধর্মময়তা উৎপন্ন করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোনার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:১, ১১)

## যোনাকে আহ্বান, তাঁর পলায়ন ও নৌকাডুবি

প্রভুর বাণী আমিত্তাইয়ের সন্তান যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনেভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।' কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালাবার চেষ্টায় তার্শিশে যাবার জন্য রওনা দিলেন; যাফা বন্দরে নেমে গিয়ে তিনি একটা জাহাজ পেলেন, যা তার্শিশে যাবে; প্রভুর কাছ থেকে দূরে যাবার চেষ্টায় তিনি যাত্রার ভাড়া দিয়ে নাবিকদের সঙ্গে তার্শিশের দিকে সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রভু সমুদ্রের উপরে প্রচণ্ড বাতাস নিক্ষেপ করলেন; ফলে সমুদ্র এমন সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে, জাহাজটা ভেঙে যাবার উপক্রম হল। নাবিকেরা অভিভূত হয়ে পড়ল, প্রত্যেকে নিজ নিজ দেবতার কাছে চিৎকার করতে লাগল, এবং জাহাজ হালকা করে দেবার জন্য যত মালমত্র জলে ফেলে দিতে লাগল। এদিকে যোনা জাহাজের খোলে নেমে গেছিলেন, আর সেখানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। তখন জাহাজের সারেঙ তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'ওহে, ব্যাপারটা কি যে, তুমি এতই ঘুমোচ্ছ? ওঠ, তোমার পরমেশ্বরকে ডাক; হয় তো পরমেশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।' পরে নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলল, 'এসো, কার্ দোষেই বা আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে, তা জানবার জন্য গুলিবাঁট করি।' তারা গুলিবাঁট করলে যোনার নামে গুলি উঠল; তাই তারা তাঁকে বলল, 'আমাদের একটু বুঝিয়ে দাও, কার্ দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটছে? তোমার যাত্রার উদ্দেশ্য কী? কোথা থেকে আসছ? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কোন্ জাতির মানুষ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি হিব্রু; আমি স্বর্গের পরমেশ্বর সেই প্রভুকে উপাসনা করি, যিনি সমুদ্র ও স্থলভূমির নির্মাণকর্তা।' তখন সেই লোকেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, তাঁকে বলল, 'তবে তুমি কেনই বা এমন কাজ করেছ?' কেননা তিনি যে প্রভুর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, একথা তারা জানতে পেরেছিল, যেহেতু তিনিই তাদের তা বলে দিয়েছিলেন। তারা তাঁকে বলল, 'তবে সমুদ্র যেন আমাদের প্রতি আবার ক্ষান্ত হয়, বল, তোমাকে নিয়ে আমাদের কী

করা উচিত?' কারণ সমুদ্র উত্তরোত্তর ক্ষুব্ধ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তিনি উত্তরে তাদের বললেন, 'আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র, যা এখন তোমাদের বিপক্ষে, আবার ক্ষান্ত হবে; আমি তো জানি, আমারই দোষে এই ভীষণ ঝঞ্ঝা তোমাদের উপর নেমে পড়েছে।' সেই নাবিকেরা জাহাজটা ফিরিয়ে কূলে নিয়ে যাবার জন্য ঢেউ কাটতে খুবই চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না, কারণ সমুদ্র তাদের বিরুদ্ধে আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠছিল। তাই তারা অবশেষে প্রভুকে ডাকতে লাগল; তারা বলল: 'দোহাই তোমার, প্রভু, মিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের কারণে আমাদের সর্বনাশ যেন না হয়; নির্দোষীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমাদের দায়ী করো না; কেননা, হে প্রভু, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারেই তুমি কাজ করেছ।' এবং যোনাকে ধরে তারা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল, তাতে সমুদ্র ক্ষান্ত হল, আর ক্ষুব্ধ হল না। তাই সেই লোকদের অন্তরে প্রভুর প্রতি ভীষণ ভয় জাগল: প্রভুর উদ্দেশে তারা বলি উৎসর্গ করল, নানা মানতও করল।

এদিকে প্রভু এব্যাপারে স্থির করেছিলেন যে, প্রকাণ্ড একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেলবে; তাই যোনা সেই মাছের পেটের মধ্যে তিন দিন তিন রাত ধরে রইলেন। পরে প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

শ্লোক - যোনা ১:১-৩; মথি ১২:৩৯

প্র প্রভুর বাণী যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ওঠ, মহানগরী নিনেভেতে যাও, ও তার মধ্যে একথা ঘোষণা কর যে,

উ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

প্র এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু নবী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না:

উ তাদের দুরাচার আমার চোখের সামনেও এসে উপস্থিত হয়েছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৩:৮৩-৮৫)

## যোনার চিহ্ন

লক্ষ কর, যোনার কাহিনীতে আমরা যা পড়ে থাকি, তা সুসমাচারের কথা থেকে ভিন্ন কিনা: যোনা জাহাজের গর্ভস্থলে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, এতে পবিত্র যন্ত্রণাভোগের পূর্বদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত। কেননা ধরা পড়ার ভয় না থাকায় যোনা যেমন জাহাজের গর্ভস্থলে ঘুমাচ্ছিলেন ও শান্ত মনে নাক ডাকছিলেন, তেমনি যিনি সেই পূর্বদৃষ্টান্ত নিজের মৃত্যু-রহস্যে পূর্ণ করলেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট সুসমাচার-প্রচারের সময়ে একটি নৌকায় ঘুমালেন। আর যেমন যোনা প্রকাণ্ড একটা মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত যাপন করেছিলেন, তেমনি যন্ত্রণাভোগের সময়ে মানবপুত্র পৃথিবীর মাটিগর্ভে তিন দিন তিন রাত যাপন করলেন (মথি ১২:৪০ দ্রঃ)। আর যখন তিনি সকলের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান করার জন্য নিদ্রা থেকে দেহ নিদ্রাভঙ্গ করে মৃত্যু থেকে জেগে উঠলেন, তখন শিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন। সুতরাং তিনিই সেই প্রকৃত যোনা, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আর তাঁকে এই উদ্দেশ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছিল ও সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সেই প্রকাণ্ড মাছ দ্বারা ধরা পড়লে ও কবলিত হলে তিনি তার ভিতরে থেকে নিজের অন্তর শোধন করতে পারেন। মাছটা যে কী, একথা জানবার জন্য যোবের এ বাণী শোন: *আমি কি কোন সমুদ্র-দানব যে তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?* (যোব ৭:১২)।

তিনি কে? তুমি একথা তখন জানবে, যখন এ বাণী পড়বে যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট *বন্দিদশাকে বন্দি করে স্বর্গে চালিত করলেন* (এফে ৪:৮ দ্রঃ); বাস্তবিকই খ্রিষ্ট সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুকে পরাজিত করলে আমরা যারা বন্দি ছিলাম তাঁর দ্বারা মুক্তি পেতে শুরু করলাম।

উপরন্তু, ধন্য যোনার প্রার্থনা আমাদের শেখায় যে, এখানে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে; কারণ যোনা বলেছিলেন, *আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম আর তিনি সাড়া দিলেন; পাতাল-গর্ভ থেকেই আমি ডাকছিলাম* (যোনা ২:৩)। তুমি কি লক্ষ করেছ, কেমন করে মাছের পেটের কথা নয়, পাতালের গর্ভই উল্লিখিত? আর আসলে

প্রভু একটা মাছের পেটে নয়, পাতালেই নেমে গেলেন, যারা পাতালে ছিল তারাও যেন চিরন্তন শেকল থেকে মুক্তি পায়। তাহলে যিনি প্রভুর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের কণ্ঠে আত্মোৎসর্গ করলেন, তিনি কেইবা হতে পারেন, সকল যাজকের সেই প্রধান ছাড়া যিনি সকলের জন্য ব্রতী হয়ে ব্রত উদ্‌যাপনও করলেন? বস্তুত কেবল তিনিই তেমন কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কারণ যোনা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলেই সমুদ্র প্রশমিত হল, তেমনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এ জগতে এলেন যেন জগতের মুক্তি সাধন করতে পারেন ও নিজের রক্ত দ্বারা স্বর্গীয় কি পার্থিব সমস্ত কিছুই শান্তি-সম্পর্কে স্থাপন করতে পারেন। অতএব, আপন আগমনে তিনি সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে, রোগপীড়িতদের নিরাময় করে ও মানুষের হৃদয়ে প্রভুভয় সঞ্চার করে নিজের কর্মকাণ্ডে সকল মানুষকে ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি আকর্ষণ করলেন। তিনিই আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণদায়ী যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন, ও আমাদের মনপরিবর্তনের জন্য যোগ্য বলি নিবেদন করলেন। তিনিই নিদ্রাগত হলেন ও সর্বকালের মতই জেগে উঠলেন।

শ্লোক - মথি ১২:৪০; ২০:১৯; যোনা ২:২, ১১

প্র যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন, তেমনি

উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।

প্র সেই মাছের পেটের ভিতর থেকে যোনা তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন; তাই প্রভু সেই মাছকে আজ্ঞা দিলেন, আর মাছ যোনাকে শুষ্ক চরের উপরে উদ্গিরণ করল।

উ মানবপুত্র তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করবেন।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৯)

**এলিশেয় দ্বারা নামানের সুস্থতা-লাভ**

আরাম-রাজার সেনাপতি নামান তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, কারণ তাঁরই দ্বারা প্রভু আরামীয়দের জয়ী করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। আরামীয়েরা দলে দলে লুট করার জন্য হানা দিয়ে একসময়ে ইস্রায়েল দেশ থেকে একটি ছোট মেয়েকে বন্দি করে এনেছিল, আর মেয়েটি ওই নামানের স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। সে তার কর্ত্রীকে বলল, 'আহা, আমার প্রভু সামারিয়ার নবীর সঙ্গে যদি একবার দেখা করতেন, তিনি নিশ্চয়ই চর্মরোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করতেন!' নামান তাঁর প্রভুকে গিয়ে বললেন, 'ইস্রায়েল দেশের সেই মেয়ে এই এই কথা বলছে।' আরাম-রাজা বললেন, 'তাহলে তুমি সেখানে যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে একটা পত্র পাঠাচ্ছি।' তখন নামান রওনা হলেন। সঙ্গে তিনি দশ তলন্ত রুপো, ছ'হাজার শেকেল সোনা আর দশটা পোশাক নিলেন। তিনি গিয়ে ইস্রায়েলের রাজার হাতে পত্রটা দিলেন; পত্রে লেখা ছিল: 'দেখুন, এই পত্রের সঙ্গে আমি আমার কর্মচারী নামানকে পাঠালাম, আপনি যেন তাকে চর্মরোগ থেকে মুক্ত করে দেন।' পত্রটা পড়ে ইস্রায়েলের রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, 'মৃত্যু দেওয়া ও জীবনে বাঁচিয়ে রাখার দেবতাই কি আমি যে, লোকটা একটা চর্মরোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে পাঠাবে! দেখ, তোমরা এবার স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ: লোকটা আমার সঙ্গে বিবাদ বাধাবার সুযোগ খুঁজছে।'

ইস্রায়েলের রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন, একথা শুনে পরমেশ্বরের মানুষ এলিশেয় রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'আপনি কেন পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন?

লোকটা আমার কাছেই আসুক; তবে সে জানতে পারবে যে, ইস্রায়েলে একজন নবী আছে।'

তাই নামান তাঁর যত ঘোড়া ও রথ নিয়ে এলিশেয়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। এলিশেয় দূতের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, 'আপনি গিয়ে যর্দনে সাতবার স্নান করুন। তাহলে আপনার গায়ের চামড়া নতুন হবে, আর আপনি শুচি হয়ে উঠবেন।' নামান ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন; যেতে যেতে মনের অসন্তোষে তিনি বলছিলেন, 'দেখ, আমি ভাবছিলাম, তিনি নিশ্চয় বেরিয়ে আসবেন, এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম করবেন; দূষিত জায়গার উপরে হাত বুলিয়ে তিনি আমার চর্মরোগ সারিয়ে তুলবেন। দামাস্কের আবানা ও পারপার নদীর জল কি ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয়ের চেয়ে ভাল নয়? শুচি হবার জন্য আমি কি সেগুলিতেই স্নান করতে পারি না?' আর মুখ ফিরিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর দাসেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 'পিতা আমার, ওই নবী যদি আপনাকে কঠিন কোন কাজ করতে বলতেন, আপনি কি তা করতেন না? তবে তিনি যখন শুধু বলেন, স্নান কর, তুমি শুচি হয়ে উঠবে, তখন তাঁর এই কথা মেনে নেওয়াই কি আরও উচিত নয়?' তাই তিনি পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত যর্দনের ধারে নেমে গিয়ে সাতবার ডুব দিলেন, আর তাঁর গায়ের চামড়া আবার একটি ক্ষুদ্র বালকের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!

তিনি তাঁর অনুগামীদের সমস্ত দল নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফিরে ঘরের ভিতরে গেলেন; তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আমি জানতে পেরেছি, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই! এখন, দয়া ক'রে, আপনি আপনার এই দাসের হাত থেকে কিছু উপহার গ্রহণ করে নিন।' কিন্তু এলিশেয় বলে উঠলেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি কিছুই গ্রহণ করে নেব না।' নামান তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করছিলেন, তবু এলিশেয় তা নিতে রাজি হলেন না। তখন নামান বললেন, 'যখন আপনি বলছেন "না," তখন অন্তত এমনটি দেওয়া হোক, যেন আপনার এই দাস এই দেশের কিছুটা মাটি নিয়ে যেতে পারে —দু'টো খচ্চর যতটা বইতে পারে, ততটা। কেননা আজ থেকে আপনার এই দাস প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন আহুতি বা যজ্ঞবলি আর কখনও উৎসর্গ

করবে না। তবে কেবল এই বিষয়েই প্রভু আপনার এই দাসকে ক্ষমা করুন: আমার প্রভু প্রণিপাত করার জন্য যখন রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও আমার হাতে ভর দেন, তখন আমাকেও রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রণিপাত করতে হবে; তবে রিম্মোন-দেবের মন্দিরে এই প্রণিপাত বিষয়ে প্রভু আপনার এই দাসকে যেন ক্ষমা করেন।' এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'শান্তিতে যান।'

**শ্লোক** - ২ রাজা ৫:১৪, ১৫; লুক ৪:২৭

*প্র* সেই চর্মরোগীর গায়ের চামড়া আবার একটি ক্ষুদ্র বালকের চামড়ার মত হয়ে উঠল —তিনি শুচি ছিলেন!

*উ* তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!

*প্র* নবী এলিশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেউই শুচীকৃত হয়নি, কেবল সিরিয়ার সেই নামান-ই হয়েছিল।

*উ* তখন নামান বললেন, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই!

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৩:১-৪)

**খ্রিষ্ট যা, তা হবার জন্য,**

**তিনি যে জলকুণ্ড থেকে জল তুললেন,**

**আমাদেরও সেই জলকুণ্ড থেকে জল তুলতে হবে**

যেহেতু যিশু খ্রিষ্ট নিজের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন, সেজন্য, হে দীক্ষাপ্রার্থী প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা তাঁর বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ তৎপরতার সঙ্গেই গ্রহণ করব, ও তিনি যা আশীর্বাদ করলেন, যর্দনের সেই জলকুণ্ড থেকে তাঁর তৈলাভিষেকের আশীর্বাদ তুলে আনব, যেন যে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিত হলেন, সেই জলে আমাদের পাপরাশিও নিমজ্জিত হয়; অর্থাৎ কিনা, যে

জল প্রভুকে ঘিরেছিল, সেই একই জল যেন তাঁর দাসদেরও ঘিরে ফেলে; খ্রিষ্টের পুণ্য জলপ্রক্ষালন থেকে যে পবিত্র জল প্রবাহিত হয়েছিল, সেই জল যেন আমাদের উপকার করে; যে উপস্থিতি দ্বারা ত্রাণকর্তা সেই জল অনুগ্রহপূর্ণ করেছিলেন, সেই পুণ্য উপস্থিতির ফলে সেই জল যেন ধন্য কার্যকারিতা গুণে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে, ও খ্রিষ্ট থেকে জল যে অনুগ্রহ পেয়েছিল, তা যেন খ্রিষ্টভক্তদের অন্তরে সঞ্চার করে।

এজন্য, ভাইবোনেরা, খ্রিষ্ট যা, তা হবার জন্য, তিনি যে জলকুণ্ড থেকে জল তুলে এনেছিলেন, সেই জলকুণ্ড থেকে আমাদেরও জল তুলতে হবে। কেননা—বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে—আমি একথা বলি যে, বাপ্তিস্ম দু'টো যদিও প্রভুরই, তবু আমি মনে করি যে, যে বাপ্তিস্মে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, তার চেয়ে যে বাপ্তিস্মে আমরা ধৌত, সেটাই অনুগ্রহ ক্ষেত্রে ধনশালী। কেননা এ বাপ্তিস্ম খ্রিষ্ট দ্বারা দেওয়া, সেটা যোহন দ্বারা; সেটায় সদ্‌গুরু নিজেকে দীক্ষিত করেন, এটায় ত্রাণকর্তা আমাদের পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করেন; সেটায় ধর্মময়তা অসমাপ্ত রয়েছিল, এটায় ত্রিত্ব সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত; সেটার কাছে পবিত্রতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে যান, এটার কাছে পাপী এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পবিত্রিত হয়ে বেরিয়ে যায়; সেটায় পরিত্রাণের রহস্যই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, এটায় সাক্রামেন্ত দ্বারা অপরাধের মার্জনা হয়।

অতএব, ভাইবোনেরা, যে জলে ত্রাণকর্তা স্নাত হয়েছিলেন, সেই একই জলে আমাদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু একই জলকুণ্ডে নিমজ্জিত হবার উদ্দেশ্যে আমরা সেই প্রাচ্য অঞ্চল বা যুদা দেশের সেই নদীর সন্ধানে যাব, এমন প্রয়োজন নেই; কেননা যেমন খ্রিষ্ট এখন সর্বস্থানে, তেমনি যর্দনও সর্বস্থানে। যে তৈলাভিষেক প্রাচ্য নদীকে আশীর্বাদপূত করেছিল, সেই একই তৈলাভিষেক পাশ্চাত্য নদনদীকে পবিত্রিত করে। ফলত বাহ্যিক দিক থেকে নদীগুলোর নাম ভিন্ন হলেও তবু যর্দন থেকে নির্গত রহস্য সবগুলোতে বর্তমান।

সুতরাং এসো, আমরা যা দেখেছি প্রভু আমাদের জন্য করলেন, তা আমরা নিজেদের জন্য করি! নিজের জন্য যোহন যা বাসনা করলেন, এসো, আমরাও তা বাসনা করি! তিনি নবী, গুরু ও পুণ্যবান হয়েও যখন ত্রাণকর্তার বাপ্তিস্ম বাসনা করলেন, তখন পাপী, দীনহীন ও অবোধ যে আমরা, এই আমাদের পক্ষে আর কতই না

বাসনার সঙ্গে তেমন অনুগ্রহ পাবার বাসনা করা উচিত! ত্রাণকর্তার দয়া লক্ষ কর: নবী প্রার্থনা ক'রে যা পাবার যোগ্য হননি, আমাদের কাছে স্বচ্ছন্দেই মঞ্জুর করা হচ্ছে! তবু আমাদের সেই কারণেরই অনুসন্ধান করা দরকার, যে কারণে যোহন প্রার্থনা করলেও খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম পাননি। তাঁর প্রার্থনায় প্রভু এ উত্তর দিয়েছিলেন: *এখনকার মত সম্মত হও, কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন* (মথি ৩:১৫)। আমরা তো জানি, বাপ্তিস্মদাতা যোহন বিধানের প্রতীক বহন করছিলেন; ফলে এ উপযুক্ত ছিল যে, তিনি প্রভুকে বাপ্তিস্ম দেবেন; কেননা ত্রাণকর্তা যেমন মাংস অনুসারে ইহুদী জাতির মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, তেমনি আত্মা অনুযায়ী সুসমাচারের পক্ষেও বিধানের মধ্য থেকে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল, তিনি যেন যেখান থেকে মানব-উদ্ভব গ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে তৈলাভিষেকও গ্রহণ করতে পারতেন। *এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন* উক্তিটার অর্থ ঠিক তাই। কেননা এ সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, বিধানের যে আদেশগুলো তিনি নিজে প্রবর্তন করেছিলেন, আবার তিনি নিজেই সেগুলোর সিদ্ধি সাধন করবেন—যেমনটি অন্যত্র তিনি বলেন, *আমি বিধান বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি* (মথি ৫:১৭)।

**শ্লোক** - গা ৩:২৬-২৭; ১ করি ৬:১৫

*প্র* তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান,

*উ* কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ।

*প্র* তোমাদের দেহ খ্রিষ্টের অঙ্গ,

*উ* কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যোনার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১–৪:১১)

## নিনেভের মনপরিবর্তন ও যোনার ক্ষোভ

প্রভুর বাণী দ্বিতীয়বারের মত যোনার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, ওই মহানগরী নিনেভেতে যাও, আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই নগরীর কাছে ঘোষণা কর।' যোনা উঠে প্রভুর বাণীমত নিনেভের দিকে রওনা হলেন। সেই নিনেভে তুলনার অতীত এক বিরাট নগরী ছিল, নগরীকে পায়ে হেঁটে পার হতে তিন দিন লাগত! যোনা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন; পরে একথা ঘোষণা করলেন, 'এখনও চল্লিশ দিন, তারপর নিনেভে উৎপাটিত হবে।' নিনেভের লোকেরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল; তারা উপবাস ঘোষণা করল, এবং মহামান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই চটের কাপড় পরল। খবরটা নিনেভে-রাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে ও রাজসজ্জা খুলে চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপরে বসলেন। পরে রাজার ও তাঁর পরিষদদের নির্দেশে নিনেভেতে একথা ঘোষণা করা হল: 'মানুষ ও পশু, গবাদি ও মেষ-ছাগ কেউই কিছু মুখে দেবে না, চরে বেড়াবে না, জল পান করবে না। মানুষ ও পশু চটের কাপড় পরে সমস্ত শক্তি দিয়ে পরমেশ্বরকে ডাকবে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করুক। কি জানি, পরমেশ্বর হয় তো মন ফেরাবেন, এবং দয়া দেখিয়ে তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত করবেন, যেন আমাদের বিনাশ না হয়।' পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল; তাই তিনি তাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে দয়াবোধ করে সেই অমঙ্গল ঘটালেন না।

এতে যোনা খুবই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'দোহাই তোমার, প্রভু; কিন্তু দেশে থাকতেই আমি কি ঠিক একথা বলছিলাম না? সেজন্যই শীঘ্র করে তার্শিশে পালাতে চেষ্টা করেছিলাম; কারণ আমি জানতাম, তুমি দয়াবান স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও কৃপায় ধনবান, এবং অমঙ্গল সাধন করে দুঃখই পাও। তাই এখন, প্রভু, দোহাই তোমার, আমার প্রাণ নাও, কারণ আমার পক্ষে

জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!' উত্তরে প্রভু তাঁকে বললেন, 'এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?'

তখন যোনা নগরীর বাইরে গিয়ে নগরীর পুবদিকে বসে রইলেন; সেখানে নিজের জন্য একটা কুটির বেঁধে তার নিচে ছায়াতে বসে বসে নগরীর কি দশা হয়, তা দেখবার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞামত যোনার উপরে একটা রেড়িগাছ বেড়ে উঠতে লাগল, যেন তাঁর মাথার উপরে ছায়া পড়ে, ফলে তিনি যেন তাঁর অসন্তোষ থেকে উদ্ধার পান। সেই রেড়িগাছের জন্য যোনা বড়ই আনন্দ পেলেন; কিন্তু পরদিন ভোরে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত একটা পোকা সেই রেড়িগাছে দাঁত বসালে গাছটা শুকিয়ে গেল। আর সূর্য উঠলে পরমেশ্বরের আজ্ঞামত পুব থেকে একটা উত্তপ্ত বাতাস বইতে লাগল; তখন যোনার মাথার উপরে রোদের এমন চাপ পড়ল যে, তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়ে এই বলে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন, 'আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল!'

পরমেশ্বর যোনাকে বললেন, 'সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তা ঠিক মনে করছি। আমি এতই ক্রুদ্ধ যে, মৃত্যু প্রার্থনা করি!' প্রভু বললেন, 'তুমি এই রেড়িগাছের জন্য শ্রমও করনি, গাছটা বাড়াওওনি; গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনেভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে, যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে।'

**শ্লোক** - মথি ১২:৪১; যোনা ৩:৫, ১০ দ্রঃ

*প্র* নিনেভের লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে,

*উ* কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।

*প্র* তারা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করল, চটের কাপড় পরল, ও কুপথ ত্যাগ করল;

*উ* কেননা যোনার প্রচারে তারা মনপরিবর্তন করেছিল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোনা পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩:২৩–৪:২৯)

**প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত,**

**যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন**

*পরমেশ্বর তাদের প্রচেষ্টা দেখলেন, হ্যাঁ, তিনি দেখলেন যে, তারা তাদের কুপথ ত্যাগ করছিল* (যোনা ৩:১০)। প্রভু দয়া দেখাতে প্রস্তুত, ও যে তপস্যা করে, তিনি তাকে ত্রাণ করেন, প্রাচীন যত পাপ সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করেন, ও মানুষ পাপ থেকে বিরত হলেই তিনিও ক্রোধ থেকে বিরত হন, আর শুধু তা নয়, শ্রেয় সমস্ত কিছুই প্রদান করেন। আর যেহেতু তিনি শুভ সঙ্কল্পে ব্যস্ত আত্মাকে দেখেন, সেজন্য তিনি কোমলতা দেখান, দণ্ড দূর করে দেন ও ক্ষমা মঞ্জুর করেন। স্বয়ং সত্য এবাণী বলেন: *হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই; বরং দুর্জন যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত* (এজে ১৮:৩১; ৩৩:১১ দ্রঃ)।

কিন্তু তিনি যখন সেই অমঙ্গলেরই কথা বলেন যা বিষয়ে হুমকি দিয়েছিলেন (যোনা ৩:১০ দ্রঃ), তখন অনিষ্ট নয় ক্রোধেরই কথা ভাবেন—এই ক্রোধ থেকেই তো প্রতিশ্রুত যন্ত্রণা উদ্গত হবে। কেননা পুণ্যকর্মের প্রেমিক হওয়ায় আমাদের ঈশ্বর কোন অনিষ্ট সাধন করেন না।

আহা, এ করুণা কতই না অপরূপ—যদিও মানুষ তা উপলব্ধি করে না! তেমন করুণার উপযুক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে ভাষা আছে কি? ঈশ্বরের দয়া ও মঙ্গলময়তার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোন্ গুণকীর্তন করব? *তিনি তো আমাদের কাছ থেকে দূরে ফেলে দেন আমাদের সমস্ত অপরাধ* (সাম ১০৩:১২), আর সেই অপরাধের সঙ্গে দণ্ডও দূরে ফেলে দেন। লক্ষ কর কেমন করে যোনা বিনা যুক্তিতে ও বিনা কারণে এমন সময়ই অবসন্নতা দেখান, যখন পুণ্যবান ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরের কাজে সম্মতি দেখানো ও তার প্রশংসাবাদ করাই উচিত ছিল! ঈশ্বর বললেন, *সেই রেড়িগাছের ব্যাপারে এত ক্রোধ দেখানো তুমি কি ঠিক মনে করছ? গাছটা একরাতে উৎপন্ন হল, একরাতে উচ্ছিন্ন হল, তথাপি তুমি তার প্রতি দয়াবোধ করেছ। তবে আমি কি নিনেভের প্রতি, ওই মহানগরীর প্রতি দয়াবোধ করব না? সেখানে এমন এক লক্ষ বিশ হাজারের অধিক মানুষ আছে,*

*যারা ডান হাত থেকে বাঁ হাতের প্রভেদ জানে না। তাছাড়া সেখানে পশুও আছে* (যোনা ৪:৯, ১০-১১)।

বস্তুতপক্ষে বালকেরা এ সমস্ত বিষয় নির্ণয় করতে অক্ষম, ফলে নিরপরাধী হওয়ায় তাদের প্রতি অধিক করুণা দেখানো ন্যায়সঙ্গত: যারা এখনও নিজেদের হাত দু'টো নির্ণয় করতে অক্ষম, তাদের কী পাপ আরোপ করা যেতে পারে?

আর যখন তিনি পশুদের কথা উত্থাপন করে এমনটি বলেন যে তাদেরও বাঁচানো উচিত, তখন এতেও তিনি মহাকরুণার পরিচয় দেন। ধার্মিক মানুষ যখন পশুদের প্রাণের জন্য চিন্তিত হওয়ায় প্রশংসার পাত্র, তখন বিশ্বপ্রভু যে ধার্মিকদের প্রতি করুণা ও মমতা দেখান, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? এভাবে খ্রিষ্ট মুক্তিমূল্য রূপে নিজেকে দান করে সকলকেই পরিত্রাণ করলেন: ছোট কি বড়, জ্ঞানবান কি নির্বোধ, ধনী কি নির্ধন, ইহুদী কি গ্রীক সকলেরই তিনি মুক্তিমূল্য। তাই আমরা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত ভাবে গান করি: *মানুষ কি পশু সকলকেই তুমি ত্রাণ কর, প্রভু। ওগো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা কত মূল্যবান! তোমার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পায় আদমসন্তান* (সাম ৩৬:৭, ৮)।

**শ্লোক** - এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, তোমার করুণার কথা যদি না জানতাম, তবে আমি মহা সঙ্কট বোধ করতাম; তুমি বলেছ: দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং এতেই আমি প্রীত, সে যদি আপন পথ থেকে ফিরে বাঁচে।

*উ* তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের দয়া কর।

*প্র* হে দয়াময় প্রভু, তুমি অশ্রুসিক্ত পিতরকে গ্রহণ করেছ!

*উ* তুমি যে সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করেছ, আমাদের দয়া কর।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৬:৮-২৩)

**এলিশেয় অলৌকিকভাবে শত্রুদের বন্দি করেন**

আরাম-রাজ সেসময়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে মন্ত্রণাসভায় বসে বললেন, 'আক্রমণের জন্য আমার শিবির অমুক অমুক জায়গায় স্থাপন করা হোক।' কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ ইস্রায়েলের রাজাকে বলে পাঠালেন, 'সাবধান, অমুক জায়গা রক্ষা করতে অবহেলা করবেন না, কারণ সেইখানে আরামীয়েরা আক্রমণ চালাবে।' এলিশেয় যে জায়গা উল্লেখ করলেন, রাজা সেই অনুসারে সেখানে লোক পাঠিয়ে জায়গাটা রক্ষা করলেন। তাই এলিশেয় খবর পাঠাতেন, এবং রাজা সাবধান থাকতেন; আর তেমনটি শুধু দু' একবার ঘটেনি!

এই ব্যাপারে আরাম-রাজ অন্তরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমাদের মধ্যে যে কেইবা ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে, তা তোমরা কি আমাকে বলতে পার না?' তাঁর সেনানায়কদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, তা নয়; কেননা আপনি আপনার শোয়ার ঘরে যা কিছু বলেন, ইস্রায়েলের নবী সেই এলিশেয় ইস্রায়েলের রাজাকে তা সবই বলে দেন।' রাজা বললেন, 'যাও; দেখ লোকটা কোথায়; আমি লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করব।' পরে তাঁকে বলা হল, 'দেখুন, তিনি দোথানে আছেন।' রাজা বহু বহু ঘোড়া, রথ ও বিপুল সৈন্যদল সেখানে পাঠালেন। তারা রাত্রিবেলায় সেখানে এসে পৌঁছে শহরটাকে ঘিরে ফেলল। পরদিন পরমেশ্বরের মানুষ খুব সকালে উঠে বাইরে গেলেন, তখন দেখ, বহু বহু ঘোড়া ও রথসহ এক সৈন্যদল শহরটাকে ঘিরে ফেলে আছে। তাঁর চাকর তাঁকে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! আমরা কী করব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না, কারণ ওদের পক্ষে যারা, তাদের চেয়ে আমাদের পক্ষে যারা, তারাই বেশি।' তখন এলিশেয় এই বলে প্রার্থনা

করলেন, ‘প্রভু, এর চোখ খুলে দাও, এ যেন দেখতে পায়।’ প্রভু দাসের চোখ খুলে দিলেন, এবং দাস দেখতে পেল: দেখ, এলিশেয়ের চারপাশে অগ্নিঘোড়ায় ও অগ্নিরথে পর্বত পরিপূর্ণ!

আরামীয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল বিধায় এলিশেয় এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, ‘বিনয় করি, এই লোকদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দাও!’ আর প্রভু এলিশেয়ের কথামত তাদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দিলেন। এলিশেয় তাদের বললেন, ‘এ তো সেই পথ নয়, এ সেই শহর নয়! আমার পিছু পিছু এসো, তোমরা যার খোঁজ করছ, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে যাব।’ আর তিনি তাদের সামারিয়ায় নিয়ে গেলেন। তারা সামারিয়ায় প্রবেশ করলেই এলিশেয় বললেন, ‘প্রভু, এদের চোখ খুলে দাও, এরা যেন দেখতে পায়।’ প্রভু তাদের চোখ খুলে দিলেন আর তারা দেখতে পেল; আর দেখ, তারা সামারিয়ার মধ্যেই রয়েছে! তাদের দেখতে পেয়ে ইস্রায়েলের রাজা এলিশেয়কে বললেন, ‘পিতা আমার, এদের কি প্রাণে মারব?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘না, এদের প্রাণে মারবেন না। আপনি কি খড়্গ ও ধনুক দ্বারা বন্দিদের প্রাণে মেরে থাকেন? এদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখুন; এরা খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর নিজেদের প্রভুর কাছে ফিরে যাক।’ তাই তাদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করা হল; তারা খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন আর তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল। লুট করার জন্য আরামীয়দের কোন দল ইস্রায়েলে আর কখনও আসল না।

**শ্লোক** - লুক ৬:৩৫, ৩৬; ২ রাজা ৬:২২ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, কিছু ফেরত পাবার কোন আশা না রেখেই তাদের উপকার কর;

*উ* তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

*প্র* তাদের প্রাণে মেরো না, তাদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখ, তারা যেন খেতে ও পান করতে পারে।

*উ* তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নোলার বিশপ সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩২:২৩, ২৪, ২৫)

**আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে**
**আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সানন্দেই আমাদের অন্তরে বাস করবেন**

এসো, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, আমরা তাঁর জন্য বাইরে দৃশ্য মন্দির নির্মাণ করতে করতে তিনি যেন আমাদের অন্তরে সেই অদৃশ্য আবাস নির্মাণ করেন *যা মানুষের হাতে তৈরী নয়* (২ করি ৫:১), ও যার মধ্যে, আমরা জানি, সেই শেষযুগেই প্রবেশ করব যখন প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাব যা এখন আয়নায়ই যেন দেখি ও অস্পষ্টভাবে জানি (১ করি ১৩:১২ দ্রঃ)।

এখন কিন্তু, এ দেহ-তাঁবুতে থাকাকালে,—প্রান্তরে ও তাঁবুর নিচে কেমন যেন সেই প্রাচীন তাঁবুর চামড়ার নিচেই তথা এসংসারের নির্জনতায় থাকাকালে, সংগ্রামের দিনে আমাদের মাথা লুকিয়ে রাখবার জন্য অগ্নিময় মেঘের প্রতীকাকারে পূর্বপ্রদর্শিত ঐশবাণী আমাদের আগে আগে চলতে থাকে, আমরা যেন এ পৃথিবীতে তাঁর সেই পথ জানতে পারি যা স্বর্গে আমাদের চালিত করবে (যাত্রা ১৩:২২; সাম ১৪০:৮ প্রভৃতি দ্রঃ)। তবে এসো, প্রার্থনা করি, যেন মণ্ডলীর এ তাঁবুগুলির মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সেই গৃহে পৌঁছতে পারি, যেখানে পর্বত থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু একাধারে পর্বতে গড়া সেই উচ্চ শৈলরূপে স্বয়ং প্রভু বিশ্রাম করেন: *এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ—আমাদের চোখে তা আশ্চর্যময়* (সাম ১১৮:২৩)।

আদি ও অন্ত হওয়ায় তিনি নিজেই যেন আমাদের নির্মাণকর্মের ভিত্তি ও শীর্ষস্থান হন। আর নির্মাণকাজ করতে করতে, এসো, লক্ষ করি, আমাদের ভঙ্গুর ও পার্থিব পদার্থের মধ্যে দিব্য ভিত্তির উপরে দেওয়ার মত যোগ্য কী কী আছে, যেন সংযোগপ্রস্তর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে আমরা স্বর্গীয় মন্দিরের নির্মাণকাজে উপযোগী প্রস্তর হতে পারি। এসো, আমাদের মনোভাবের সোনা ও আমাদের কথার রুপো খ্রিষ্টেই যাচাই করি। তাঁর গ্রহণীয় আত্মাকে তলিয়ে দেখেন যে তিনি, এসংসারের চুল্লিতে আমাদের শোধন করে তিনিই আমাদের অগ্নিময় সোনায় ও এমন মুদ্রায় রূপান্তরিত করুন যা তাঁর ছবি বহন

করতে যোগ্য। আমাদের পক্ষ থেকে, এসো, তাঁর কাছে এমন পাথরের মতই নিজেদের নিবেদন করি, যে পাথর আলোর কাজকর্ম দ্বারা মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

এসো, সতর্ক থাকি, পাছে কাঠের মত শক্ত হই, বা কাজকর্মে শুষ্ক খড়ের মত অনুর্বর হই, কিংবা বিশ্বাস ও ভালবাসায় টলমান, হ্যাঁ, তুষেরই মত দুর্বল ও অসার হই। বরং আমাদের ইচ্ছার সঙ্কল্প যেন সঙ্গে সঙ্গে নিভে না যায়, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিতে বাস্তবায়িত হয়, এজন্য এসো, আমাদের নির্মাণের জন্য সেই গভীর শান্তি প্রার্থনা করি যে শান্তিতে মন্দির নির্মিত হয়েছিল; সেই শান্তি এমন ছিল যে, *হাতুড়ি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না* (১ রাজা ৬:৭)। শত্রুর হস্তক্ষেপও যেন নতুন নির্মাণকর্মে বাধা সৃষ্টি করতে বা কাজ বন্ধ করতে না পারে, যেমন মন্দির-সংস্কারের সময়ে পারসীদের হিংসাজনিত শত্রুতার কারণে দেখা দিয়েছিল।

দৈহিক কোন চিন্তা আমাদের উপর এসে না পড়লে ও সংসারের কোন আলোড়ন আমাদের আন্তরিক শান্তি সংক্ষুব্ধ না করলে তবেই আমরা প্রার্থনা-গৃহ হয়ে উঠব। ফলে এ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় যে, আমরা একবার নির্মিত হলে প্রভু যেন বারবার আমাদের হৃদয়-মন্দিরে এসে উপস্থিত হন; তিনি তখন ভয়ের কশা সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন যেন আমাদের অন্তর থেকে পোদ্দারদের টেবিল আর বলদ ও ঘুঘু-বিক্রেতাদের বের করে দেন, যাতে করে আমাদের অন্তর কৃপণতা ব্যবসার অনুশীলন না করে, ও আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিতে বলদের মন্থরতা প্রবেশ না করে; আরও, আমরা যেন আমাদের পবিত্রতা বা ঈশ্বরের স্বয়ং অনুগ্রহই বিক্রি না করি, বা প্রার্থনা-গৃহকে যেন দস্যুর আস্তানায় পরিণত না করি। আমরা শঠতার সমস্ত খামির থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বিশুদ্ধ করলে, তবেই আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে সানন্দেই হেঁটে বেড়াবেন।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৪, ৫; প্রেরিত ৪:১১

*প্র* মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

*উ* তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

*প্র* এ প্রস্তরই সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

৳ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১–১০:২)

## সিয়োনের জন্য পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি

প্রভুর বাণী হাদ্রাকের বিরুদ্ধে ;
তা দামাস্কের উপরে অধিষ্ঠিত,
কারণ আরামের মণি প্রভুরই, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীও তাঁরই ;
তার পার্শ্ববর্তী হামাথ
ও তত বুদ্ধিমতী সেই সিদোনও তাঁরই।
তুরস নিজের জন্য একটা দৃঢ়দুর্গ গাঁথছে,
সেখানে ধূলিকণার মত রুপো
ও পথের কাদামাটির মত সোনা জমিয়ে রেখেছে।
দেখ, প্রভু সেই সবকিছু থেকে তাকে অধিকারচ্যুত করতে যাচ্ছেন,
সমুদ্রে তার শক্তিতে আঘাত হানবেন,
আর সে আগুনে কবলিত হবে।
তা দেখে আস্কেলোন ভীত হবে,
গাজাও তা দেখে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করবে,
এক্রোনও সেইমত হবে, কারণ তার আশা মিলিয়ে যাবে ;
গাজার রাজা নিশ্চিহ্ন হবে,
এবং আস্কেলোন জনহীন হয়ে পড়বে।
আসদোদ হবে জারজ বংশের বসতি,
এভাবে আমি ফিলিস্তিনিদের দর্প খর্ব করব।
আমি তার মুখ থেকে তার পানীয় রক্ত,
ও দাঁতের মধ্য থেকে তার যত ঘৃণ্য বস্তু ছিনিয়ে নেব ;
কিন্তু তার অবশিষ্ট অংশও আমাদের পরমেশ্বরেরই হবে,
যুদার মধ্যে সে গোত্র হয়ে উঠবে,
এবং এক্রোন হবে যেবুসীয়দের সদৃশ।

আমি নিজে আমার বাড়ির প্রহরীরূপে দাঁড়াব
যাতায়াত করে যারা, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য ;
কোন অত্যাচারী তার মধ্যে আর পা বাড়াবে না,
কারণ আমি নিজের চোখেই লক্ষ রাখছি।

সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ ;
সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা।
এই দেখ ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন।
তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত।
তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন,
একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।
তিনি এফ্রাইম থেকে যত রথ,
ও যেরুশালেম থেকে যত রণ-অশ্ব বাতিল করে দেবেন,
রণ-ধনুকও বাতিল করা হবে ;
তিনি সর্বদেশের কাছে বলবেন 'শান্তি !'
তাঁর কর্তৃত্ব এক সাগর থেকে অন্য সাগরে,
মহানদী থেকে পৃথিবীর প্রান্তসীমায় ব্যাপ্ত হবে।

আর তোমার বিষয়ে আমি বলছি :
তোমার সন্ধির রক্তের খাতিরে
আমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করব।
হে আশায় ভরা বন্দিসকল, দৃঢ়দুর্গে ফিরে এসো,
আজই আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি :
আমি তোমাদের দ্বিগুণ প্রতিদান দেব ;
কারণ আমি যুদাকে টেনে নিয়েছি আমার নিজের ধনুকরূপে,
এফ্রাইমকে ছিলায় লাগিয়েছি তীরেরই মত ;
আমি তোমার সন্তানদের, হে সিয়োন,
তোমার সন্তানদেরই বিরুদ্ধে, হে যাবান, উত্তেজিত করেছি,

তোমাকে করেছি বীরের খড়্গের মত!

তখন প্রভু তাদের উপরে দেখা দেবেন,
তাঁর তীর বিদ্যুতের মত চারদিকে ছুটাছুটি করবে;
স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর তুরি বাজাবেন,
দক্ষিণা ঝড়ো বাতাসের মধ্যে এগিয়ে আসবেন।
সেনাবাহিনীর প্রভু তাদের রক্ষা করবেন;
তারা সবই গ্রাস করবে,
ফিঙের পাথরগুলি পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেবে;
আঙুররসের মত রক্ত পান করবে,
ভরে উঠবে বড় পূর্ণ বাটির মত,
বেদির শিংগুলোর মত।

সেইদিন তাদের পরমেশ্বর প্রভু তাদের সকলকে
নিজের জনগণ রূপে মেষপালেরই মত বিজয়ভূষিত করবেন,
হ্যাঁ, তাঁর দেশের মাটির উপরে
মুকুটের রত্নামণির মতই হবে তাদের উজ্জ্বল উদ্ভাস!
আহা, কেমন মঙ্গল, কেমন শোভা!
গম যুবকদের, ও নতুন আঙুররস যুবতীদের সতেজ করে তুলবে।
তোমরা বসন্তকালেই প্রভুর কাছে বর্ষা যাচনা কর;
প্রভুই তো মেঘপুঞ্জ গড়ে তোলেন।
তিনি প্রচুর বৃষ্টি মঞ্জুর করেন,
প্রত্যেকজনের জমিতে ঘাস দান করেন।
যেহেতু গৃহদেবতারা অসার কথা বলে,
মন্ত্রপাঠকেরা মায়া-দর্শন পায়,
মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে,
অসার সান্ত্বনা দেয়,
সেজন্যই লোকেরা মেষপালের মত উদ্দেশবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়,

পালক না থাকায় তারা দুঃখার্ত।

**শ্লোক** - জাখা ৯:৯; যোহন ১২:১৪

*প্র* এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি বিজয়ভূষিত। তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন, একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন।

*উ* সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা।

*প্র* যিশু একটা গাধার বাচ্চা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে আসন নিলেন, যেমনটি লেখা আছে:

*উ* সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (তালপত্র, উপদেশ ৯)

**এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন: তিনি ধর্মময়, তিনি ত্রাণকর্তা**

এসো, আমরাও বারবার খ্রিষ্টকে বলি: *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য* (মথি ২১:৯), *তিনি ইস্রায়েলের রাজা* (মথি ২৭:৪২)। এসো, ক্রুশ থেকে ধ্বনিত সেই শেষ বাণী খেজুরপাতাই যেন তাঁর দিকে উত্তোলন করি। আনন্দের সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করে, এসো, খেজুরপাতা দ্বারা নয়, আমাদের পারস্পরিক দয়াধর্ম দ্বারাই তাঁর গৌরবগান করি।

এসো, তাঁর গমনের জন্য চাদরের মতই যেন আমাদের ইচ্ছা-অভিলাষ পেতে দিই, যেন আমাদের অন্তরে পদার্পণ করে তিনি আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত হন ও আমাদের নিজেতে সম্পূর্ণরূপেই রূপান্তরিত করে আমাদের অন্তরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। এসো, সিয়োনকে নবীর এই বাণী ঘোষণা করি: সিয়োন কন্যা, ভয় করো না। *এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি বিনম্র, একটা গাধার পিঠে আসীন* (জাখা ৯:৯)।

যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করেন, তিনি তোমার মধ্যে সকলের পরিত্রাণ সাধন করার জন্যই আসছেন। যিনি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান করতে এসেছেন (মথি ৯:১৩ দ্রঃ), তিনি কুপথ থেকে তাদের ডাকতে আসছেন। সুতরাং ভয় করো না। তোমার অন্তঃস্থলে ঈশ্বর আছেন, তুমি টলবে না

(দ্বিঃবিঃ ৭:২১; সাম ৪৬:৬ দ্রঃ)। যিনি স্বহস্তে তোমার প্রাচীর চিহ্নিত করলেন, হাত বাড়িয়ে তাঁকে বরণ কর।

যিনি স্বহস্তে তোমার ভিত স্থাপন করলেন, তাঁকে বরণ কর। যিনি পাপ ব্যতীত আমাদের স্বরূপের সমস্ত কিছুই নিজের মধ্যে আপন করে ধারণ করলেন, তাঁকে বরণ কর। হে মাতৃনগরী সিয়োন, আনন্দ কর, ভয় করো না: *তোমার সমস্ত পর্বোৎসব পালন কর* (নাহুম ২:১)। যিনি আমাদের কাছে আসছেন, তাঁর দয়ার জন্য তাঁকে গৌরবান্বিত কর। হে যেরুশালেম কন্যা, তুমিও মহা আনন্দ কর, গুণকীর্তন কর, মেতে ওঠ। এসো, ইশাইয়ার সঙ্গে আমরাও চিৎকার করে বলে উঠি, ওঠ, *আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো আসছে, তোমার উপর প্রভুর গৌরব উদিত হল* (ইশা ৬০:১)।

কোন্ আলো? সেই আলো, যে আলো সেই সমস্ত মানুষকে উদ্ভাসিত করে, যারা জগতে প্রবেশ করে। আমি বলছি, এমন আলো যা সনাতন, অনাদিকালীন সেই আলো যা কালের শেষ সীমায় আবির্ভূত হল, যে আলো মাংসে প্রকাশিত কিন্তু প্রকৃতির কাছে গুপ্ত, সেই আলো যা রাখালদের ঘিরে রাখল ও হল পণ্ডিতদের পথদিশারী। সেই আলো যা আদিতে জগতে ছিল, যা দ্বারা জগৎ গড়ে উঠল, জগৎ কিন্তু যাকে চিনল না; সেই আলো যা আপনজনদের মাঝে এল, তার আপনজনেরা কিন্তু যাকে গ্রহণ করল না।

'প্রভুর গৌরব,' কিন্তু কোন্ গৌরব? অবশ্যই সেই ক্রুশ যার উপরে যিনি পিতার গৌরবের প্রতিবিম্ব, সেই খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত হলেন, যেভাবে যন্ত্রণাভোগের প্রারম্ভে তিনি নিজে বলেছিলেন: *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন, ও ঈশ্বর তাঁর মধ্যে গৌরবান্বিত হলেন, তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন* (যোহন ১৩:৩১, ৩২)। এ পদে তিনি নিজের ক্রুশোত্তোলনকে গৌরব বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই ক্রুশ হল খ্রিষ্টের গৌরব, ও মহিমায় তাঁর চরম উত্তোলন। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩২)।

**শ্লোক** - সাম ১১৮:২৬, ২৭, ২৩

*প্র* যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;

*উ* প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।

*প্র* এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়।

ঊ প্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের আলো।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৬:২৪-২৫, ৩২–৭:১৬)

**অবরোধ থেকে সামারিয়ার অলৌকিক মুক্তিলাভ**

[ইস্রায়েল থেকে চলে যাওয়ার পর] আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ তাঁর সমস্ত সৈন্যদল জড় করে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে সামারিয়া অবরোধ করলেন। সামারিয়ায় অসাধারণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল; আর অবরোধ এত কঠোর ছিল যে, শেষে একটা গাধার মাথার দাম ছিল আশি রুপোর টাকা, এবং এক পোয়া বুনো পিঁয়াজের দাম ছিল পাঁচ রুপোর টাকা।

সেসময় এলিশেয় নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে প্রবীণেরাও বসে ছিলেন। রাজা আগে আগে একজন লোক পাঠালেন; দূত আসবার আগে এলিশেয় প্রবীণদের বললেন, 'দেখেছ? সেই খুনীর সন্তান আমার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছে! সাবধান, সেই দূত এলে দরজা বন্ধ কর; তার সামনে দরজা আটকে রাখ! তার পিছনে কি তার প্রভুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' তিনি তখন কথা বলছেন, এমন সময় রাজা নিজেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন; এলিশেয়কে তিনি বললেন, 'এই অমঙ্গল নিশ্চয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসছে। আমি প্রভুতে আর প্রত্যাশা রাখব কেন?'

এলিশেয় বললেন, 'তোমরা প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' কিন্তু রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, সে প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলল, 'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু সেটার কিছুই খেতে পারবে না!'

সেসময় নগরদ্বারের সামনে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত চারজন লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, 'আমরা এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকব কেন? যদি বলি, শহরের ভিতরে যাব, কৈ, শহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরব। যদি এখানে বসে থাকি, তবুও মরব। তাহলে, এসো, আমরা আরামীয়দের শিবিরে যাই; তারা আমাদের বাঁচায় তো বাঁচব, মেরে ফেলে তো মরব!' তাই তারা আরামীয়দের শিবিরে যাবার জন্য সন্ধ্যায় রওনা হল। যখন তারা আরামীয়দের শিবিরের সীমানায় এসে পৌঁছল, তখন দেখ, সেখানে কেউ নেই! কেননা প্রভু আরামীয়দের সৈন্যদলকে রথ ও ঘোড়ার শব্দ শুনিয়েছিলেন, বিপুল সৈন্যদলের শব্দও শুনিয়েছিলেন; তাই তারা একে অন্যকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আক্রমণ করার জন্য ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজাদের ও মিশরীয়দের রাজাদের ভাড়া করেছে।' তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ে গেছিল; তাদের তাঁবু, ঘোড়া, গাধা, সব শিবিরটাই যেমনটি ছিল, তা সেই অবস্থায় ছেড়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেছিল।

সেই চর্মরোগীরা শিবিরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে একটা তাঁবুর মধ্যে গেল, এবং খাওয়া-দাওয়া করার পর সেখান থেকে রুপো, সোনা ও যত পোশাক লুট করে নিয়ে তা লুকোতে গেল; পরে আবার সেখানে গিয়ে আর এক তাঁবুর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকেও সবকিছু লুট করে নিয়ে লুকোতে গেল।

তারা একে অন্যকে বলল, 'আমাদের এ ব্যবহার ভাল নয়; আজ তো শুভসংবাদের দিন, অথচ আমরা চুপ করে আছি। কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের উপরে শাস্তিও নেমে আসতে পারে। এসো, এখনই শহরের ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে খবরটা দিয়ে যাই।' তারা গিয়ে শহরের দ্বাররক্ষকদের ডেকে তাদের এই সংবাদ দিল, 'আমরা আরামীয়দের শিবিরে গিয়েছি; আর দেখ, সেখানে কেউ নেই, কোন মানুষের শব্দও নেই। শুধু ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলোই সেখানে বাঁধা, আর তাঁবুগুলো যেমনটি ছিল, সেই অবস্থায় পড়ে আছে।' তখন দ্বাররক্ষকেরা চিৎকার করল আর সংবাদটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেওয়া হল।

রাজা রাতে উঠে তাঁর সেনানায়কদের বললেন, 'আরামীয়েরা আমাদের প্রতি কী করেছে, আমি তা তোমাদের বলি: আমরা যে ক্ষুধার্ত, একথা জেনে তারা খোলা মাঠে

লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির থেকে বাইরে গেছে; তারা ভাবছে, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা ওদের জিয়ন্তই ধরব, তারপর শহরের মধ্যে প্রবেশ করব।'

তাঁর সেনানায়কদের একজন উত্তরে বলল, 'তবে শহরে যত ঘোড়া বেঁচে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটা নেওয়া হোক; যাই ঘটুক না কেন, ইস্রায়েলের এই বাকি লোকদের যে দশা হবে, ঘোড়াদের একই দশা হবে। তাই আসুন, ওদের পাঠিয়ে দেখি।' তখন তারা ঘোড়া সহ দু'টো রথ নিল; রাজা এই বলে তাদের আরামীয়দের সৈন্যদলের পিছু পিছু পাঠালেন, 'দেখে এসো।' তারা ওদের পিছু পিছু যর্দন পর্যন্ত গেল, আর দেখ, আরামীয়েরা ভয়ে যা কিছু ফেলে গেছিল, সেই সমস্ত কাপড়-চোপড়ে ও জিনিসপত্রে সমস্ত পথ ভরা। দূতেরা ফিরে এসে রাজাকে খবর দিল।

তখন সকলে বেরিয়ে পড়ে আরামীয়দের শিবির লুট করল; আর পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যবও দশ টাকায় বিক্রি হল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলে গেছিলেন।

**শ্লোক** - ২ রাজা ৭:২; মার্ক ১১:২৩

*প্র* রাজার অশ্বপাল এলিশেয়কে প্রতিবাদ করে বলল, এমন কিছু কি হতে পারবে? তিনি বললেন:

*উ* তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।

*প্র* যে কেউ মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সে যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে।

*উ* তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (গির্জা উৎসর্গীকরণ, উপদেশ ২:১, ২, ৩)

**সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত কর**

**কারণ প্রভু তোমাতে প্রসন্ন হলেন**

একসময়ে গৌরবময় রাজা ও প্রভুর নবী সেই ধন্য দাউদ ধর্মসম্মত একপ্রকার চিন্তায় ভাবাপন্ন হতে লাগলেন একথা ভেবে যে, নিজে যখন রাজার উপযুক্ত গৃহে বাস করছিলেন, প্রভুর তখনও পৃথিবীতে স্থায়ী একটা আবাস ছিল না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের

পক্ষেও এবিষয়ে উপযুক্ত চিন্তা-ভাবনা করা ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা নবীর সঙ্কল্প নিয়ে প্রভু প্রীত হলেও তবু তার বাস্তবায়নের দায়িত্ব শলোমনকে আরোপ করা হয়েছিল।

প্রাণ, তুমিও তো এমন উৎকৃষ্ট আবাসে বাস কর যা প্রভু নিজেই তোমার জন্য প্রস্তুত করলেন। আহা, ধন্য, পরমধন্যই সেই প্রাণ যে বলতে পারে, *আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত* (২ করি ৫:১)। অতএব, হে প্রাণ, ঘুম নামতে দিয়ো না তোমার চোখে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে দিয়ো না তোমার চোখের পাতা, যতক্ষণ না খুঁজে পাও প্রভুর জন্য একটি স্থান, যাকোবের শক্তিমানের জন্য একটি আবাস (সাম ১৩২:৪-৫ দ্রঃ)।

ভ্রাতৃগণ, এবিষয়ে আমাদের কী চিন্তা? তেমন আবাসের জন্য আমরা স্থান কোথায় পাব, ও তার নির্মাণকর্তা কে হবে? দৃশ্য মন্দির আমাদের গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই গাঁথা হল, পরাৎপর কিন্তু মানুষের হাতে তৈরী গৃহে বসবাস করেন না। যিনি বলেছেন, স্বর্গ ও *সর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?* (যেরে ২৩:২৪)। তাঁর জন্য আমরা কেমন মন্দির গাঁথতে পারব? আমি অত্যন্ত অবসন্ন হতাম ও আমার অন্তর নিঃশেষিত হত যদি প্রভুকে না শুনতাম যিনি বললেন, *আমি ও আমার পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)।

এবার আমি জানি কোথায় তাঁর জন্য বসবাসের মত একটা স্থান প্রস্তুত করতে পারি, কারণ কেবল তাঁর প্রতিমূর্তিই তাঁকে ধারণক্ষমতা রাখে। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় প্রাণেরই তেমন ধারণক্ষমতা আছে।

সুতরাং, সিয়োন, তোমার মিলনকক্ষ অলঙ্কৃত করতে তৎপর হও, *কারণ প্রভু তোমাতে প্রীত হবেন, ও তোমার দেশ এক বর পাবে* (ইশা ৬২:৪)। *মহোল্লাসে মেতে ওঠ, সিয়োন কন্যা* (জাখা ৯:৯): তোমার ঈশ্বর তোমাতেই বসবাস করতে আসবেন। এজন্য, ভ্রাতৃগণ, এসো, গভীর মনোবাঞ্ছা ও উপযুক্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের অন্তরে প্রভুর জন্য আবাস নির্মাণ করায় রত থাকি।

সর্বাপেক্ষা এবিষয়েই তৎপর হতে হবে, তিনি যেন প্রথম আমাদের নিজ নিজ অন্তরে, তারপরে আমাদের সকলেরও মাঝে বসবাস করেন, কারণ তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দেন না, ব্যক্তিগতভাবে যে তাঁর কাছে যায়, তাকেও নয়, লোকের ভিড়ও নয়। এ কথায়ও যথেষ্ট সচেতন হওয়া চাই, কেউই যেন নিজের অন্তরে বিভক্ত না হয়, কারণ *বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী* (লুক ১১:১৭)। খ্রিষ্টও এমন স্থানে প্রবেশ করবেন না, যে স্থানের দেওয়াল হেলে পড়া ও প্রাচীর পতিত প্রায়।

শ্লোক - লেবীয় ২৬:১১, ১২; ২ করি ৬:১৬

প্র আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না।

উ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

প্র আমরাই জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন :

উ আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১০:৩–১১:৩)

**ইস্রায়েলের মুক্তি ও প্রত্যাগমন**

আমার ক্রোধ পালকদের উপরেই প্রজ্বলিত,
আমি ছাগদের উপরেই বর্ষণ করব প্রতিফল,
কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু তাঁর আপন পাল সেই যুদাকুলকে দেখতে আসবেন,
তিনি তাকে যেন নিজের রণ-অশ্বের মত করবেন।
যুদা থেকেই উদ্ভূত হবে সংযোগপ্রস্তর ও তাঁবুর গোঁজ,
তা থেকেই রণ-ধনু,
তা থেকে সমস্ত জননায়ক;
তারা মিলে হবে এমন বীরের মত,
যারা যুদ্ধে পথের কাদা মাড়ায়;
তারা যুদ্ধ করবে, কারণ প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন,
আর তখন যত অশ্বারোহী লজ্জিত হয়ে পড়বে।

আমি যুদাকুলকে পরাক্রমী করব,
যোসেফকুলকে বিজয়ভূষিত করব;
তাদের আমি ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি;
তারা এমন হবে, যেন আমি তাদের কখনও ত্যাগ করিনি,
কারণ আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আর আমি তাদের সাড়া দেব।
এফ্রাইম হবে বীরযোদ্ধার মত,
তাদের হৃদয় যেন আঙুররসে মত্ত হয়ে আনন্দিত হবে,
তা দেখে তার সন্তানেরা আনন্দে মেতে উঠবে,
তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।
আমি শিস দিয়ে তাদের জড় করব,
কারণ তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলাম,

আর তারা যেমন বহুসংখ্যক ছিল, তেমনি বহুসংখ্যক হবে।
আমি জাতিসকলের মাঝে তাদের বিক্ষিপ্ত করব,
কিন্তু নানা দূর দেশে থাকলেও তারা আমাকে স্মরণ করবে,
তারা তাদের সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরে ফিরে আসবে।
আমি মিশর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব,
আশুর থেকে তাদের সংগ্রহ করব;
আমি গিলেয়াদ দেশে ও লেবাননে তাদের চালনা করব,
আর সেই স্থানও তাদের পক্ষে কুলোবে না।
তারা মিশরীয় সাগর পেরিয়ে যাবে,
তিনি সাগর-মাঝে আঘাত হানবেন,
তখন নীল নদের যত গভীর স্থান শুষ্ক হবে।
আশুরের গর্ব খর্ব হবে,
মিশরের রাজদণ্ড দূর করা হবে।
আমি তাদের সকলকে প্রভুতেই পরাক্রমী করব,
আর তারা তাঁর নামে এগিয়ে চলবে—প্রভুর উক্তি।

হে লেবানন, তোমার তোরণদ্বার খুলে দাও,
আগুন গ্রাস করুক তোমার যত এরসগাছ।
হে দেবদারুগাছ, হাহাকার কর, কারণ এরসগাছ ভূপাতিত,
তরুরাজ সকল এখন বিধ্বস্ত।
হে বাশানের ওক্ গাছ, তোমরা হাহাকার কর,
কারণ ভূমিসাৎ হল অগম্য বন।
মেষপালদের হাহাকারের সুর!
বিধ্বস্ত হল তাদের গৌরব!
যুবসিংহদের গর্জনধ্বনি,
বিধ্বস্ত হল যর্দনের শোভা!

**শ্লোক** - জাখা ১০:৬, ৭; ইশা ২৮:৫

*প্র* আমি তাদের পরাক্রমী করব, স্বদেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, কারণ তাদের স্নেহ করি: আমিই তাদের পরমেশ্বর প্রভু:

*উ* তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।

*প্র* সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;

*উ* তখন তাদের হৃদয় প্রভুতে উল্লাস করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২১:১-৪)

**ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে**

*ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে, প্রভুতে আশ্রয় নেবে; সরলহৃদয় সকল মানুষ* উৎফুল্ল *হবে* (সাম ৬৪:১১)। একথা আমরা কণ্ঠে শুধু নয়, হৃদয় দিয়েও গান করেছি। একথা খ্রিষ্টপন্থী বিবেক ও জিহ্বাও ঈশ্বরের প্রতি উচ্চারণ করেছে: *ধার্মিকজন* এসংসারে নয়, *প্রভুতেই আনন্দ করবে।* অন্যত্র তিনি বলেন, *এক আলো উদিত হল ধার্মিকের জন্য, আনন্দ সরলহৃদয়ের জন্য* (সাম ৯৭:১১)। হয় তো তুমি জিজ্ঞাসা করছ, তেমন আনন্দ কোথা থেকে আসে; তাহলে এবাণী শোন: *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করবে,* এবং অন্যত্র লেখা আছে, *প্রভুতে আনন্দ কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন* (সাম ৩৭:৪)।

আমাদের কী আদেশ দেওয়া হয়? আমাদের কী দান করা হয়? কী আজ্ঞা করা হয়? কী দেওয়া হয়? আমরা যেন প্রভুতে আনন্দ করি। কিন্তু কে তাতেই আনন্দ করবে, সে যা দেখতে পায় না? নাকি আমরা প্রভুকে দেখতে পাচ্ছি? তা তো কেবল প্রতিশ্রুতিরই বস্তু। এখন আমরা তো শুধু *বিশ্বাসে চলি, আর যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি। বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়* (২ করি ৫:৭, ৬)। তবে আমরা কবে প্রত্যক্ষ দর্শনেই চলব? তখনই দর্শনে চলব, যখন যোহনের এবাণী পূর্ণতা লাভ করবে: *প্রিয়তমেরা, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী যে হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে*

*দেখতে পাব যেরূপে তিনি আছেন* (১ যোহন ৩:২)। তবেই আমরা মহা ও নিখুঁত আনন্দ লাভ করব, তবেই পূর্ণ সুখ পাব, কারণ সেখানে আমরা শিশুর মত প্রত্যাশার দুধ আর চুষে খাব না, কিন্তু যা বাস্তব তা আমাদের পরিপুষ্ট করবে। তথাপি সেই বাস্তবতা আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত, আমরা নিজেরাই তেমন বাস্তবতার নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত, এসো, ততক্ষণ আমরা প্রভুতে আনন্দ করি। কেননা যে প্রত্যাশার পরে বাস্তবতা আসবে, সেই প্রত্যাশার আনন্দ তত সামান্য নয়।

তাহলে আমরা প্রত্যাশায় ভালবাসি; এজন্যই শাস্ত্র বলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে আনন্দ করুক।* আর যেহেতু ধার্মিকজন এখনও প্রত্যক্ষ দর্শন পায়নি, সেজন্য শাস্ত্র বলে চলে, *ধার্মিকজন প্রভুতে আশ্রয় নেবে।*

তাই আমরা আত্মার প্রথমফসল পেয়ে গেছি, এমনকি, হয় তো কিছু বেশিও পেয়ে গেছি, কারণ যাঁকে ভালবাসি, তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে চলছি, এবং একদিন আমাদের যা ব্যগ্রতার সঙ্গে খাওয়া ও পান করার কথা, ইতিমধ্যেই একপ্রকারে তার একটা পূর্বাভাস পাচ্ছি ও পূর্বাস্বাদন করছি।

তবু আমরা কেমন করে প্রভুতে আনন্দ করতে পারি, তিনি যখন আমাদের কাছ থেকে তত দূরে আছেন? কেমন কথা, তিনি তো দূরে নন! তুমিই তো এমনটি কর, তিনি যেন দূরে থাকেন। ভালবাস, তবেই তিনি কাছে আসবেন; ভালবাস, তবেই তিনি তোমার অন্তরে বাস করবেন। *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন; কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না* (ফিলি ৪:৫-৬)। তুমি কি দেখতে চাও, তাঁকে ভালবাসলে তিনি তোমার কত কাছে থাকবেন? *ঈশ্বর ভালবাসা* (১ যোহন ৪:৮)। তুমি কিন্তু সম্ভবত আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: ভালবাসা কী? ভালবাসা এমন কিছু যা দ্বারা আমরা প্রেম করি। কী প্রেম করি? আমরা এমন মঙ্গল প্রেম করি, যা অবর্ণনীয়, যা উপকারী মঙ্গল—যে মঙ্গল সমস্ত মঙ্গলের স্রষ্টা। তিনিই হোন তোমার প্রীতি, কারণ যা কিছু তোমার প্রীতির বস্তু, তা তাঁর কাছ থেকেই তুমি পেয়েছ। পাপের কথা আমি অবশ্য উল্লেখ করি না, কেননা পাপ সেই একমাত্র বস্তু যা তুমি তাঁর কাছ থেকে পাওনি। পাপ ছাড়া তোমার যা কিছু আছে, তা তুমি তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছ।

## শ্লোক

*প* যা দেখতে পার না, তা মনশ্চক্ষুতে দর্শন করার আগে, তুমি যা দেখতে পাও, তাই বিশ্বাস কর।

*উ* বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।

*প* সাধারণ পথে যদি বিশ্বাস তোমাকে প্রেরণা না দিয়ে থাকে, তাহলে মাতৃভূমিতেও তুমি প্রত্যক্ষ দর্শনলাভে ধন্য হবে না।

*উ* বিশ্বাসে চল, তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারবে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১৬, ২২-২৭)

**এলিশেয়ের এক শিষ্য দ্বারা রাজপদে তৈলাভিষিক্ত যেহু**

নবী এলিশেয় নবী-সঙ্ঘের একজনকে ডেকে বললেন, 'কোমর বেঁধে এই তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে রামোথ-গিলেয়াদে যাও। সেখানে গিয়ে পৌঁছেই নিম্‌শির পৌত্র যেহোশাফাতের সন্তান যেহুর খোঁজ কর। তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে উঠিয়ে ভিতরের এক ঘরে নিয়ে যাও। তখন তেলের শিশিটা নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে দিয়ে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম। তারপর দরজা খুলে তুমি দেরি না করেই পালিয়ে যাও।' যুবকটি রামোথ-গিলেয়াদের দিকে রওনা হল। সে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই, দেখ, সেনাপতিরা একত্রে বসে আছেন। সে বলল, 'হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার একটা বাণী আছে।' যেহু বললেন, 'আমাদের সকলের মধ্যে কার্ কাছে?' সে উত্তর দিল, 'হে সেনাপতি, আপনারই কাছে।' যেহু উঠে ভিতরের একটা ঘরে গেলেন; যুবকটি এই বলে তাঁর মাথায় তেল ঢালল, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরেই, তোমাকে রাজপদে তৈলাভিষিক্ত করলাম। তুমি তোমার প্রভু আহাবের কুলকে ধ্বংস করবে; আর আমি আমার দাস সেই নবীদের ও প্রভুর সকল দাসের রক্তেরই প্রতিশোধ নেব, যা যেসাবেল ঝরিয়েছে। হ্যাঁ, আহাবের সমস্ত কুলের বিনাশ হবে; আমি আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। আমি আহাবের কুলের দশা নেবাতের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের দশার মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের দশার মত করব। আর সেই যেসাবেল সম্বন্ধে, তাকে কুকুরে

যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে গ্রাস করবে; কেউই তাকে সমাধি দেবে না।' আর যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।

যখন যেহু ফিরে এসে তাঁর প্রভুর সেনানায়কদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে কি? ওই পাগলটা তোমার কাছে কিজন্য আসছিল?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তোমরা তো লোকটাকে চেন, ও কি কি বলে, তাও জান।' কিন্তু তারা বলল, 'বাজে কথা! আসল ব্যাপারটা খুলে বল।' তিনি বললেন, 'ও আমাকে এই এই কথা বলল। ও বলল, প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করলাম।' তখন সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, 'যেহুই রাজা!'

নিম্‌শির পৌত্র যেহোশাফাতের সন্তান যেহু যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। (সেসময়ে যোরাম ও সমস্ত ইস্রায়েল আরাম-রাজ হাজায়েলের সামনে রামোথ-গিলেয়াদ রক্ষা করেছিলেন; পরে, আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যোরাম রাজা যুদ্ধ করার সময়ে আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করেছিল, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেছিলেন)। যেহু বললেন, 'তোমাদের এ অভিমত হলে, তবে যেস্রেয়েলে খবর দেবার জন্য কেউই যেন এই শহর ছেড়ে না যায়।' যেহু রথে চড়ে যেস্রেয়েলের দিকে রওনা হলেন, কারণ সেইখানে যোরাম অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে ছিলেন, আর যোরামকে দেখতে যুদা-রাজ আহাজিয়া সেখানে গিয়েছিলেন।

যেহুকে দেখামাত্র যোরাম বললেন, 'যেহু, মঙ্গল কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই মঙ্গল, অন্তত ততদিন যতদিন না তোমার মা যেসাবেলের এত ব্যভিচার ও অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র থাকে!' তখন যোরাম পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন, আর সেইসঙ্গে আহাজিয়াকে বললেন, 'আহাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা!' কিন্তু যেহু ইতিমধ্যে ধনুক টেনেছিলেন; তিনি যোরামের কাঁধ দু'টোর মধ্যস্থানে আঘাত করলেন; তীর তাঁর হৃদয় ভেদ করল, আর তিনি নিজের রথে লুটিয়ে পড়লেন। তখন যেহু তাঁর আপন অশ্বপাল বিদ্‌কারকে বললেন, 'ওকে তুলে নিয়ে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে ফেলে দাও; আমার একথা মনে পড়ে যে, একদিন তুমি ও আমি দু'জনে একই রথে চড়ে ওর পিতা আহাবের পিছনে চলছিলাম, এমন সময় প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে এই বাণী দিয়েছিলেন: গতকাল আমি কি

নাবোথের রক্ত ও তার ছেলেদের রক্ত দেখিনি? প্রভুর উক্তি! এই একই মাঠেই আমি তোমাকে প্রতিফল দেব—প্রভুর উক্তি। তাই প্রভুর বাণীমত তুমি ওকে তুলে নিয়ে ওই মাঠে ফেলে দাও।' তা দে'খে যুদা-রাজ আহাজিয়া বেথ্-গানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যেহু তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন; তিনি হুকুম দিলেন, 'ওকেও নামাও!' তারা ইব্লেয়ামের কাছাকাছি সেই গুরের চড়াই পথে তাঁকে তাঁর নিজের রথের মধ্যে আঘাত করল। তিনি মেগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে মারা গেলেন।

শ্লোক - ২ রাজা ৯:১৩, ১২; লুক ১৯:৩৬, ৩৮

প্ সকলে যে যার পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, যেহুই রাজা!

উ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করলাম।

প্ তিনি রওনা হলে লোকেরা নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিতে লাগল; তারা বলছিল: যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি রাজা, তিনি ধন্য।

উ প্রভু এই কথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে তৈলাভিষিক্ত করলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:২০)

**যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক**

*প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক* (যেরে ৯:২২); তাহলে কী নিয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে গর্ব করবে? কিসেতেই মানুষ মহান? শাস্ত্রে বলে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে এবিষয়েই গর্ব করুক যে, সে বুঝতে ও জানতে পেরেছে যে, আমিই প্রভু।

সুতরাং যা মহৎ, তা জানা, তা আঁকড়ে ধরা, ও গৌরবের প্রভুর কাছে গৌরব যাচনা করা, এই তো মানুষের শ্রেষ্ঠতা, এই তো তার গৌরব ও মহত্ত্ব। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত একথা বলেন: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* (১ করি ১:৩১); আর একথা তিনি সেই একই অধ্যায়ে বলেন, যে অধ্যায়ে এ কথাও আছে: *খ্রিষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি, যেন*

*যেমনটি লেখা আছে, যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে।* মানুষ যখন নিজের ধর্মময়তা নিয়ে গর্ব করে না, বরং একথা জানে যে, প্রকৃত ধর্মময়তা থেকে সে বঞ্চিত, ও কেবল খ্রিষ্টবিশ্বাসেই সে ধর্মময়তা প্রাপ্ত, তখনই ঈশ্বরে খাঁটি ও প্রকৃত গর্ব করা উপস্থিত। আর ঠিক এতেই পল গর্ব করেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তা নিন্দা করেন, ও সেই ধর্মময়তারই অন্বেষণ করেন যা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে প্রাপ্য, ঈশ্বর থেকেই আগত, তথা বিশ্বাসমূলকই যে ধর্মময়তা, যাতে তিনি তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারেন, ফলে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারেন—কোন মতে যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের অংশী হতে পারেন।

হে মানুষ, এখানেই তো অহঙ্কার সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চভাবের পতন, কেননা গর্ব করার মত তোমার আর কিছুই নেই, কারণ তোমার গর্ব ও প্রত্যাশা তাঁরই মধ্যে অবস্থিত, যাতে যা কিছু তোমার, তা নত করে দিয়ে তুমি খ্রিষ্টে ভাবী জীবনেরই অন্বেষণ কর। আর যেহেতু তেমন জীবনের প্রথমফলগুলি আমরা ইতিমধ্যে পেয়েই গেছি, সেজন্য আমরা সেগুলিতে আছি, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মঙ্গলদানে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে জীবিত। *তিনি নিজেই আমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন* (ফিলি ২:১৩)। আর আমাদের গৌরবের জন্য সঞ্চিত যে প্রজ্ঞা, তাও ঈশ্বর নিজে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশ করেন।

পরিশ্রমের দিনে ঈশ্বরই আমাদের বল ও শক্তি যোগান; এবিষয়ে পল বলেন, তাদের *সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে* (১ করি ১৫:১০)।

ঈশ্বর সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে থাকেন, আর তাঁর যে রক্ষা পাই, তা আমাদের প্রত্যাশার অতীত! প্রেরিতদূত আরও বলেন, *আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের নিস্তার করবেন* (২ করি ১:৯-১০)।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

প্র তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

প্র এটিই অনন্ত জীবন : তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে।

উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১১:৪–১২:৮)

## দুই পালকের রূপক-কাহিনী

আমার পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি জবাইয়ের জন্য রাখা এই মেষপাল চরাও, ক্রেতারা অদণ্ডিত হয়ে যা বধ করে ও যার বিক্রেতারা প্রত্যেকে বলে, "ধন্য প্রভু, আমি ধনী হলাম;" এবং পালকেরা যার প্রতি দয়াটুকুও দেখায় না। আমিও দেশবাসীদের প্রতি দয়াটুকু দেখাব না—প্রভুর উক্তি। বরং দেখ, প্রতিটি মানুষকে যার যার প্রতিবেশীর কবলে ও তার রাজার কবলে তুলে দেব; তারা দেশকে চূর্ণ করবে, কিন্তু আমি তাদের কবল থেকে কাউকে উদ্ধার করব না।'

তাই আমি মেষের ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সেই বধ্য মেষপালকে চরাতে লাগলাম। আমি দু'টো পাচনি নিলাম: তার একটার নাম মাধুরী, অন্যটার নাম মিলন রাখলাম, আর আমি নিজেই সেই মেষপালকে চরালাম। এক মাসের মধ্যে আমি তিনজন পালককে বাদ দিলাম; কিন্তু মেষগুলির প্রতি আমি অধৈর্য হলাম, মেষগুলিও আমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তখন আমি বললাম, 'আমি তোমাদের আর চরাব না; যার মরার কথা সে মরুক, যার উচ্ছিন্ন হওয়ার, সে উচ্ছিন্ন হোক; আর বাকিগুলো একটা অপরটাকে গ্রাস করুক।' পরে আমি 'মাধুরী' পাচনি নিয়ে তা দু' টুকরো করলাম, এভাবে সর্বজাতির সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ভঙ্গ করলাম। যেদিন আমি তা ভেঙে ফেললাম, সেইদিন পালের ব্যবসায়ীরা—তারা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল— বুঝতে পারল যে, এ প্রভুরই বাণী।

পরে আমি তাদের বললাম: 'তোমরা যদি ঠিক মনে কর, আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্।' তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল। কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন, 'তা ঢালাইকরের কাছে ফেলে দাও; ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!' তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকরের জন্য, ফেলে দিলাম। পরে 'মিলন' সেই দ্বিতীয় পাচনি দু' টুকরো করলাম, এভাবে যুদা ও ইস্রায়েলের ভ্রাতৃসম্পর্ক ভেঙে দিলাম।

পরে প্রভু আমাকে বললেন, 'এবার তুমি নির্বোধ এক মেষপালকের জিনিসপত্র নাও; কেননা দেখ, আমি দেশে এমন এক মেষপালকের উদ্ভব ঘটাতে যাচ্ছি, যে পথভ্রষ্ট

মেষগুলির প্রতি চিন্তাটুকু করবে না, বিক্ষিপ্ত মেষগুলির খোঁজে বেড়াবে না, অসুস্থ মেষগুলিকে যত্ন করবে না, ক্ষুধার্ত মেষগুলিকে খেতে দেবে না; কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলির মাংস খাবে, এমনকি তাদের ক্ষুরও ছিঁড়বে।

ধিক্ সেই জ্ঞানহীন পালককে, যে পাল ত্যাগ করে!
তার বাহু ও ডান চোখের উপরে খড়্গ পড়ুক!
তার বাহু সম্পূর্ণই নুলো হয়ে যাক,
তার ডান চোখ সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাক!'

দৈববাণী। ইস্রায়েলের বিষয়ে প্রভুর বাণী। যিনি আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন ও পৃথিবীর ভিত স্থাপন করলেন, যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তুললেন, সেই প্রভু একথা বলছেন: 'দেখ, আমি চারপাশের সকল জাতির পক্ষে যেরুশালেমকে এমন পানপাত্র করব যা মাথার টলন ঘটায়, এবং যেরুশালেমের অবরোধকালে যুদারও সঙ্কট হবে। সেইদিন আমি যেরুশালেমকে এমন পাথর করব যা জাগানো সর্বজাতির পক্ষে অধিক ভারী হবে; যত লোক তা জাগাতে চেষ্টা করবে, তারা সকলে ক্ষতবিক্ষত হবে; তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বজাতিকে জড় করা হবে। সেইদিন—প্রভুর উক্তি—আমি সমস্ত রণ-অশ্বকে স্তব্ধতায় ও সমস্ত অশ্বারোহীকে উন্মাদনে আহত করব; কিন্তু যুদাকুলের প্রতি আমার চোখ উন্মীলিত রাখব, সর্বদেশের রণ-অশ্বকে অন্ধতায় আহত করব। তখন যুদার নেতারা মনে মনে বলবে: "তাদের পরমেশ্বর সেনাবাহিনীর প্রভুতেই রয়েছে যেরুশালেমের অধিবাসীদের শক্তি!" সেইদিন আমি যুদার নেতাদের করব কাঠরাশির মধ্যে আগুনের আঙড়ার মত, আঁটির মধ্যে জ্বলন্ত মশালের মত; তারা ডান দিকে ও বাঁ দিকে চারদিকেরই সকল জাতিকে গ্রাস করবে। কেবল যেরুশালেমই তার নিজের জায়গায়—সেই যেরুশালেমেই—অক্ষুণ্ণ থাকবে।

প্রভু সর্বপ্রথমে যুদার তাঁবুগুলি ত্রাণ করবেন, যেন দাউদকুলের কান্তি ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের কান্তি যুদার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি না পায়। সেইদিন প্রভু যেরুশালেম-অধিবাসীদের রক্ষা করবেন; আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, সে হবে দাউদেরই মত, এবং দাউদকুল হবে পরমেশ্বরেরই মত, প্রভুর যে দূত তাদের অগ্রগামী, তাঁরই মত!'

**শ্লোক** - জাখা ১১:১২, ১৩; মথি ২৬:১৫

*প্র* আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল:

*উ* ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!

*প্র* যুদা বললেন, আপনারা কত দিতে ইচ্ছুক? আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। তাঁরা তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ওজন করে দিলেন।

*উ* ওদের গণনায় আমার যে মূল্য, তা সত্যিই বিলক্ষণ!

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় অধ্যায়)

**উত্তম পালকের কাছে প্রার্থনা**

হে উত্তম পালক, তুমি যে নিজের কাঁধে সমস্ত মেষপাল বহন কর, কোথায় পাল চরাতে যাচ্ছ? কেননা সেই একমাত্র মেষ হল সেই সমস্ত মানবস্বরূপের প্রতীক যা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছ। তোমার বিশ্রামস্থান আমাকে দেখাও, পুষ্টিকর ও উত্তম তৃণভূমির কাছে আমাকে চালিত কর, আমাকে নাম ধরেই ডাক, যাতে তোমার মেষশাবক যে আমি তোমার কণ্ঠ শুনে অনন্ত জীবন পেতে পারি: *আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে যে তুমি, আমাকে বল* (পরমগীত ১:৭)। হ্যাঁ, আমি এভাবেই তোমাকে ডাকি, কারণ তোমার নাম সমস্ত নাম ও সমস্ত ধারণার ঊর্ধ্বে, ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের গোটা বিশ্বও তেমন নাম উচ্চারণ করতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, যে নামে তোমার মঙ্গলময়তা প্রকাশিত, তোমার সেই নাম হল তোমার প্রতি আমার প্রাণের ভালবাসার প্রতীক। বস্তুতই, আমি কেমন করে তোমাকে ভাল না বেসে পারব, যখন তুমি আমাকে এতই ভালবেসেছ? তুমি আমাকে এমনভাবেই ভালবেসেছ যে, তোমার চারণভূমির মেষপালের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছ। এ ভালবাসার চেয়ে বড় ভালবাসা সত্যিই কল্পনার অতীত। তুমি নিজের প্রাণের মূল্যেই আমার মুক্তি সাধন করেছ।

তাই আমাকে জানাও, তোমার আবাস কোথায়, আমি যেন এ পরিত্রাণদায়ী স্থানের খোঁজ পেয়ে স্বর্গীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত হতে পারি; কেননা সেই খাদ্য যে খায় না, সে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে না। এমনটি কর, আমি যেন ঠাণ্ডা জলের উৎসের ধারে ছুটে চলি, ও সেই ধারায় সেই স্বর্গীয় পানীয় পান করতে পারি যা তুমি পিপাসিতদের পান

করাও। আমাকে এমনটি দাও, আমি যেন—বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ তোমার বুকের উৎস থেকেই যেন—সেই জল পান করতে পারি। এই জল যে পান করে, তার পক্ষে এই জল এমন এক জলের উৎস হবে যা প্রবাহিত হবে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে।

তুমি আমাকে এই চারণভূমিতে যেতে দিলে, তবে মধ্যাহ্নে আমাকে অবশ্যই বিশ্রাম করতে দেবে—তখন শান্তিতে নিদ্রাগত হয়ে আমি ছায়াবিহীন আলোতে বিশ্রাম করব। হ্যাঁ, যখন সূর্য মাঝপথেই পেরিয়ে আসে, তখন কোথাও ছায়ার লেশমাত্র থাকে না। যাদের তুমি খাদ্য দান করেছ, সেই দিনেই তুমি মধ্যাহ্নে তাদের বিশ্রাম করাবে যখন তোমার সন্তানদের নিজের সঙ্গে নিজের কক্ষে গ্রহণ করবে। কিন্তু তেমন মধ্যাহ্ন বিশ্রামের কেউই যোগ্য বলে গণ্য নয়, যদি না সে আলোর সন্তান ও দিনেরও সন্তান।

সান্ধ্য ও প্রাতঃ অন্ধকার থেকে, তথা অনিষ্টের সূত্রপাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে নিজেকে দূরে রেখেছে, ধর্মময়তার সূর্য দ্বারা তাকেই আধ্যাত্মিক মধ্যাহ্নে রাখা হয়, যাতে সেই মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করতে পারে।

তাই তুমি আমাকে শেখাও আমি কেমন করে বিশ্রাম করব ও চারণ করব; সেই মধ্যাহ্নের পথও আমাকে শেখাও, যাতে এমনটি না ঘটে যে, সত্য না জানাতে আমি তোমার হাতের চালনা থেকে সরে গিয়ে অন্য পালে যোগ দিই।

ঈশ্বর থেকে পাওয়া সৌন্দর্য বিষয়ে তৎপর হয়ে ও কেমন করে তার আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে এমন বিষয় বুঝতে আকাঙ্ক্ষী হয়ে পরম গীতের সেই কনেই এ সমস্ত কথা উচ্চারণ করে।

**শ্লোক** - সাম ২৭:৪, ১৩; ফিলি ১:২১

*প্র* প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন।

*উ* আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।

*প্র* আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

*উ* আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখবই আমি জীবিতের দেশে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-২০)

## আথালিয়া ও যোয়াশ রাজা

আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজবংশকেই বধ করালেন। কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, আহাজিয়ার বোন যেহোশেবা, যাদের হত্যা করার কথা, তাদের মধ্য থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে তিনি তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে রাখলেন, আর রাজপুত্রকে হত্যা করা হল না। তিনি তাঁর সঙ্গে প্রভুর গৃহে ছ'বছর ধরে লুকিয়ে রইলেন; সেসময়ে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।

সপ্তম বর্ষে যেহোইয়াদা কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের ডেকে পাঠিয়ে নিজের কাছে প্রভুর গৃহে আনালেন; প্রভুর গৃহে তাদের শপথ করিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থির করলেন; তারপর রাজপুত্রকে তাদের দেখালেন। তিনি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা একাজ করবে: তোমাদের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের যে তিন ভাগের এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, তিন ভাগের এক ভাগ শুরদ্বারে, ও তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য-দ্বারে নিযুক্ত, সেই তোমরা সবাই মিলে প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে; এবং তোমাদের মধ্য থেকে বাকি দুই দল, অর্থাৎ যারা শাব্বাৎ দিনে পাহারা থেকে ছুটি পায়, তারা রাজার কাছে প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে। তোমরা প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ সৈন্যসারির ভিতরে আসবার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তোমরা সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'

যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, শতপতিরা সেইমত সবই করল। তাদের সৈন্যদের মধ্যে যারা শাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেহোইয়াদা যাজকের কাছে গেল। যাজক তখন দাউদ রাজার যে সমস্ত ঢাল ও বর্শা প্রভুর গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন; আর প্রহরীরা যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে সারি বেঁধে রাজাকে চারপাশে ঘিরে রাখল। পরে যেহোইয়াদা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল ও তৈলাভিষিক্ত করা হল, এবং উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

প্রহরীদের ও লোকদের কোলাহল শুনতে পেয়ে আথালিয়া প্রভুর গৃহের দিকে গেলেন। তিনি তাকালেন, আর দেখ, প্রথামত রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের দল রাজার দু'পাশে আছে; একই সময়ে দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে। তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!' কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের অধিনায়কদের হুকুম দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার।' কেননা যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, যেন ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করা না হয়। তাই তারা আথালিয়াকে ধরল, আর যখন তিনি অশ্ব-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন, তখন সেইখানে তাঁকে হত্যা করা হল।

যেহোইয়াদা তখন প্রভু, রাজা ও জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর জনগণ হয়ে থাকবে; রাজা ও জনগণের মধ্যেও সন্ধি সম্পাদন করা হল। পরে দেশের সমস্ত লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল। যেহোইয়াদা যাজক প্রভুর গৃহে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন রাখলেন। তিনি কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের এবং গোটা জনগণকে সঙ্গে নিলেন; তারা প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে নিয়ে সৈন্য-দ্বারের

পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল, সেখানে তিনি রাজাসনে আসন নিলেন; দেশের সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল; আর আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে রাজপ্রাসাদের মধ্যে হত্যা করা হল।

**শ্লোক** - ২ বংশ ২৩:৩; যেরে ২৩:৫

*প্র* গোটা জনসমাবেশ পরমেশ্বরের গৃহে রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। যেহোইয়াদা তাদের বললেন, 'দেখ, ইনি রাজার পুত্র। তাঁকেই রাজত্ব করতে হবে,

*উ* যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

*প্র* দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন,

*উ* যেমনটি প্রভু দাউদের সন্তানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

**আমি এজন্যই এসেছি, তোমরা যেন জীবন পেতে পার**

প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলি যদি আকাঙ্ক্ষিত সুখ এনে দিয়ে থাকে, তাহলে স্বয়ং সত্য ও বাস্তবতা অর্থহীন। খ্রিষ্টের মৃত্যুতে শত্রুতা যে উচ্ছিন্ন হয়েছে, বিচ্ছিন্নতার সেই মধ্যবর্তী প্রাচীর যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, শান্তি ও ধর্মময়তা যে ত্রাণকর্তার সময়ে উদিত হয়েছে, এক কথায় এ ধরনের সকল ঘটনার আর কী অর্থ থাকত, যদি সেই বলিদানের আগেও মানুষ ধর্মময় ও ঈশ্বরের বন্ধু হত?

এ প্রসঙ্গে অন্য যুক্তি রয়েছে। সেসময়ে বিধানই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে মিলিত করত, এখন কিন্তু বিশ্বাস, অনুগ্রহ ও এ গুণ দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিতই সেই সমস্ত বিষয়ই মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে। একথা স্পষ্ট যে, সেসময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সহভাগিতা একপ্রকার দাসের সম্পর্কই ছিল, এখন কিন্তু দত্তকপুত্রত্ব ও বন্ধুত্বেই সেই সহভাগিতা প্রকাশিত। বাস্তবিকই বিধান দাসের বেলায়ই প্রযোজ্য, কিন্তু অনুগ্রহ, বিশ্বাস ও ভরসা বন্ধুদের ও সন্তানদেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এ সমস্ত কিছু থেকে একথা স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে যে, ত্রাণকর্তাই *মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত* (প্রকাশ ১:৫), এবং খ্রিষ্ট পুনরুত্থিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে শুরু করার আগে মৃতদের মধ্যে এমন

কেউই ছিল না যে অমর জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান করতে পারত। একই প্রকারে পবিত্রতা ও ধর্মময়তা ক্ষেত্রেও কেবল তিনিই অন্যান্য সকলের আগে দাঁড়ান। একথা পল তখনই ঘোষণা করেন, যখন বলেন যে খ্রিষ্ট আমাদের অগ্রগামী হয়ে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন (হিব্রু ৬:২০ দ্রঃ)। বস্তুতপক্ষে তিনি পিতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার পরেই সেখানে প্রবেশ করেছেন, ও তাদেরও প্রবেশ করান যারা উৎসুক, অর্থাৎ যারা তাঁর সমাধির সহভাগী হয়েছে—তাদের তাঁর মত মরতে হবে এমন নয়, তাদের কিন্তু বাপ্তিস্মের জলপ্রক্ষালনেই তাঁর মৃত্যুর আত্মিক সহভাগিতা করতে হবে, এবং তৈলাভিষিক্ত হলে পর স্বর্গীয় খাদ্যরূপে তাঁকেই গ্রহণ ক'রে যিনি মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন, পবিত্র ভোজনপাটে সেই মৃত্যুর কথা ঘোষণা করবে। এভাবে তিনি এ সমস্ত দরজার মধ্য দিয়েই যেন ঐশরাজ্যে তাদের প্রবেশ করিয়ে মুকুটভূষিতও করেন।

পরমদেশের দরজাগুলোর তুলনায় এগুলো অধিক উপকারী ও পূজনীয়। কেননা সেগুলো কেবল তাদেরই জন্য খোলা ছিল যারা আগেই প্রবেশ করেছিল, আবার কেবল তাদেরই বেরিয়ে যেতে দিত যারা ইতিমধ্যে ভিতরে ছিল; কিন্তু সেই প্রথম দরজাগুলো বন্ধ হলেও তবু এ নতুনগুলো কেবল গ্রহণই করে, আর কাউকে বেরিয়ে যেতে দেয় না। একসময় সেই দরজাগুলোকে বন্ধ করা সম্ভব হল ও একবার বন্ধ হলে বন্ধ হয়ে থাকল; কিন্তু এগুলোর উপরের পরদা সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে ফেলা হল ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর নামিয়ে দেওয়া হল: ধ্বংসাবশেষ পুনর্নির্মাণ করা বা সেই দরজাগুলো পুনরায় বানানো আর সম্ভব নয়, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন জগৎ দু'টোকেও বিচ্ছেদের প্রাচীর দ্বারা বিভক্ত করা আর সম্ভব নয়। কেননা আকাশ যে এমনিই খুলে গেছে তা নয়, কিন্তু বিস্তীর্ণ, এমনকি বিদীর্ণই হয়েছে, যেভাবে মার্ক বর্ণনা দেন। তবে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কোন দরজা কি খুঁটি কি পরদা আর নেই।

বাস্তবিকই এবিষয়ে ধন্য পলও বলেন: যিনি স্বর্গীয় জগৎকে পার্থিব জগতের সঙ্গে পুনর্মিলিত ও একত্রিত করেছেন ও বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর ধ্বংস করায় শান্তি স্থাপন করেছেন, তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাহলে এ ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, যে দরজাগুলো খোলা হয়েছিল যাতে আদম ভিতরে থাকতে পারেন, আদমের অবিশ্বস্ততার ফলে সেই দরজাগুলো বন্ধ করা হবে। যিনি কোন পাপ করেননি, কোন পাপও করতে

পারতেন না, সেই খ্রিষ্ট নিজেই সেগুলো খুলে দিলেন। দাউদ বলেন: *তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী* (সাম ১১১:৩)।

এজন্য প্রয়োজন আছে এ দরজাগুলো সবসময় খোলা থাকবে, যাতে জীবন থেকে কাউকে বেরিয়ে যেতে না দিয়ে জীবনের কাছে সকলকে গ্রহণ করতে পারে। ত্রাণকর্তা বলেছেন: *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পেতে পারে* (যোহন ১০:১০)। যে জীবন প্রভু নিয়ে এসেছেন, সে জীবন হল এ, এ রহস্যগুলি আপন করে নিয়ে আমরা যেন তাঁর মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে উঠি, কারণ তাঁকে ছাড়া আমরা মৃত্যু এড়াতে অক্ষম। এবং যেমন জল ও পবিত্র আত্মায় সেই বাপ্তিস্ম ছাড়া জীবনে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, তেমনি যারা মানবপুত্রের মাংস খায় না ও তাঁর রক্ত পান করে না, তাদের অন্তরে সেই জীবন থাকতে পারে না।

**শ্লোক** - গা ২:১৯, ২০

*প্র* আমি বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি।

*উ* এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১২:৯-১২ক; ১৩:১-৯)

## যেরুশালেমের পরিত্রাণ

প্রভু একথা বলছেন, 'যেরুশালেমের বিরুদ্ধে যত দেশ আসবে, সেইদিন আমি তাদের সকলকে বিনাশ করতে সচেষ্ট থাকব। কিন্তু আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব: তাই তারা তাকিয়ে দেখবে এই আমারই দিকে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে। তাঁর জন্য তারা বিলাপ করবে যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা হয়; তাঁর জন্য তারা শোক করবে যেমন প্রথমজাত পুত্রসন্তানের জন্য শোক করা হয়। সেদিন যেরুশালেমে বিরাজ করবে মহা বিলাপ, যেমন মেগিদ্দো-সমতল ভূমিতে হাদাদ-রিম্মোনে মহাবিলাপ হয়েছিল। সমস্ত দেশ গোত্রে গোত্রে বিলাপ করবে।'

সেইদিন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলার জন্য দাউদকুলের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে।

সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি দেশ থেকে দেবমূর্তির যত নাম উচ্ছেদ করব, তাদের কথা আর কারও স্মরণে থাকবে না; নবীদের ও তাদের অশুচিতাজনক আত্মাকেও আমি দেশ থেকে দূর করে দেব। যদি কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে নবীয় বাণী দেয়, তবে তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বলবে: 'তুমি বাঁচবে না, কারণ তুমি প্রভুর নাম করে মিথ্যাই বলছ;' এবং সে নবীয় বাণী দিতে দিতেই তার জন্মদাতা পিতামাতা তাকে বিঁধিয়ে দেবে। সেইদিন এমনটি ঘটবে যে, নবীরা প্রত্যেকে ভাববাণী দেওয়ার সময়ে নিজ নিজ দর্শনের বর্ণনা দিতে লজ্জাবোধ করবে, প্রবঞ্চনা করার অভিপ্রায়ে তারা তাদের সেই লোমের আলোয়ানও আর পরবে না। কিন্তু তারা প্রত্যেকে বলবে: 'আমি নবী নই, আমি চাষী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল চাষবাদ করে আসছি।' আর যদি কেউ তাকে বলে, 'তবে তোমার দু'হাতে ওই সব কাটাকাটির দাগ কী?' তাহলে সে উত্তরে বলবে, 'আমার সেই প্রেমিকদের গৃহে থাকাকালে এই সমস্ত আঘাত পেয়েছি।'

হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে,
আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ;

—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
পালককে আঘাত কর, পালের মেষগুলো ছড়িয়ে পড়ুক,
তখন আমি ছোটদের বিরুদ্ধে হাত ফেরাব।
সমগ্র দেশ জুড়ে এমনটি ঘটবে—প্রভুর উক্তি—
তিন ভাগের দু'ভাগ লোক উচ্ছিন্ন হয়ে মারা পড়বে;
আর তৃতীয় ভাগ লোক অবশিষ্ট থাকবে।
আমি সেই তৃতীয় অংশকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাব,
যেমন রুপো শোধন করা হয়, তেমনি তাদের শোধন করব,
যেমন সোনা যাচাই করা হয়, তেমনি তাদের যাচাই করব।
সে আমার নাম করবে আর আমি তাকে সাড়া দেব;
আমি তাকে বলব: 'এ আমার আপন জনগণ;'
আর সে বলবে, 'প্রভুই আমার আপন পরমেশ্বর।'

**শ্লোক** - মথি ২৬:৩১; জাখা ১৩:৭

*প্র* এই রাত্রে আমার কারণে তোমাদের সকলের পতন হবে, কেননা লেখা আছে:
*উ* আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।
*প্র* হে খড়্গ, তুমি আমার পালকের বিরুদ্ধে, আমার সখার বিরুদ্ধে জেগে ওঠ—প্রভুর উক্তি।
*উ* আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহতি সাধু জন ইউডিস-লিখিত 'যিশুর রাজ্য' থেকে পাঠ (৩য় খণ্ড ৪)

**খ্রিষ্ট-রহস্য ও মণ্ডলীর জীবন**

যিশুর নানা অবস্থা ও রহস্যগুলিকে আমাদের নিজেদের অন্তরে বিস্তারিত করা ও পরিশেষে সেগুলির বাকি অংশ পূরণও করা আমাদের কর্তব্য। উপরন্তু আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, তিনিই যেন আমাদের অন্তরে ও গোটা মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলির সিদ্ধি ঘটান।

কেননা যিশুর রহস্যগুলি পূর্ণ সিদ্ধি ও সম্পূর্ণতা এখনও লাভ করেনি। যিশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে সেগুলি সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বটে; তথাপি তাঁর অঙ্গ এই আমাদের মধ্যে, ও তাঁর রহস্যময় দেহ তাঁর সেই মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলি এখনও সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ নয়। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের অন্তরে ও তাঁর গোটা মণ্ডলীর মধ্যে নিজের মাংসধারণ, জন্ম, বাল্যকাল ও গুপ্ত জীবন সংক্রান্ত রহস্যের একপ্রকার সহভাগিতা, এমনকি একপ্রকার পরিব্যাপ্তি ও ধারাবাহিকতা ইচ্ছা করেন। তিনি নানা ভাবেই তা সাধন করেন, তথা বাপ্তিস্ম ও দিব্য এউখারিস্তিয়ার পবিত্র সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে উপস্থিত হন; আবার, তিনি এমন আত্মিক ও আন্তর জীবন আমাদের যাপন করান যা তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত।

তিনি তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্য আমাদের অন্তরে সিদ্ধ করতে অভিপ্রায় করছেন। সেই সিদ্ধি ঘটানোর জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করি, মৃত্যুবরণ করি ও পুনরুত্থান করি। স্বর্গে তাঁর যে গৌরবময় ও অমর অবস্থা, তিনি আমাদের তাঁর সেই অবস্থার সহভাগী করতে ইচ্ছা করেন। তাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিনি এমনটি করেন, যাতে আমরা তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মধ্যে তেমন গৌরবময় ও অমর জীবন যাপন করি। তিনি এ সমস্ত সাধন করবেন, যখন আমরা স্বর্গে তাঁর কাছে পৌঁছব। একই প্রকারে তিনি তাঁর অন্য সকল অবস্থা ও রহস্য আমাদের অন্তরে ও মণ্ডলীর মধ্যে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

তা তিনি তারই মধ্য দিয়ে সাধন করেন, যার সঙ্গে আমাদের সহভাগী ও অংশীদার করেন। সাধু পল বলেন, খ্রিষ্ট মণ্ডলীতে বেড়ে ওঠেন ও নিজের পরিপক্কতা লাভ করেন; এও বলেন যে, বৃদ্ধিলাভের এ প্রক্রিয়ায় আমাদেরও সহযোগিতা রয়েছে। সিদ্ধপুরুষ গঠনে ও খ্রিষ্টকে পূর্ণ পরিপক্কতায় আনয়নে আমরা সত্যিকারে সহযোগী। তবে এই অর্থ অনুসারে আমরা প্রেরিতদূতের সেই বাণী উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তিনি যখন বলেন, যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, তিনি তাঁর নিজের দেহে তা পূরণ করতে ইচ্ছা করেন। আর যেমন পুণ্যজনদের সিদ্ধি ঈশ্বরের নিরূপিত কালের সমাপ্তিতে ছাড়া অন্য কালে শীর্ষস্থানে পৌঁছে না, তেমনি জগৎ শেষে ছাড়া যিশুর রহস্যগুলি প্রত্যেক ভক্তজনের মধ্যে ও মণ্ডলীর মধ্যে নিজ ত্রাণকর্মের চরম ও শীর্ষ

পর্যায়ে পৌঁছবে না। কেবল বিশ্ববিচারের দিনেই আধ্যাত্মিক দেহ নিজ সিদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে।

শ্লোক - কল ১:২৪, ২৯

প্ল আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,

উ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

প্ল আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম করে চলি।

উ যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও বাকি রয়েছে, আমি আমার নিজের মাংসে তা পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১০-২৫)

**ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ**

**এলিশেয়ের মৃত্যু**

যুদা-রাজ যোয়াশের সপ্তত্রিংশ বর্ষে যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ষোল বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে গেলেন না, সেই পাপের পথেই চললেন।

যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর যেরবোয়াম তাঁর পদে আসন নিলেন। যোয়াশকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল।

যখন এলিশেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'আপনি ধনুক ও তীর নিন।' রাজা ধনুক ও তীর নিলেন। তিনি ইস্রায়েল-রাজকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, 'ধনুকটা হাতে নিন।' রাজা ধনুকটা হাতে নিলে এলিশেয় রাজার হাতের উপরে নিজ হাত রাখলেন; তারপর বললেন, 'পুবদিকের জানালা খুলে দিন।' রাজা জানালা খুলে দিলে এলিশেয় বললেন, 'তীর ছুড়ুন!' রাজা তীর ছুড়লেন। তখন এলিশেয় বললেন, 'এ প্রভুর উদ্দেশে বিজয়-তীর, আরামের উপরে

বিজয়-তীর! হ্যাঁ, আপনি আফেকে আরামীয়দের পরাজিত করবেন, তাদের একেবারে নিঃশেষ করবেন।' এলিশেয় আরও বললেন, 'তীরগুলো নিন।' রাজা তীরগুলো নিলে এলিশেয় তাঁকে বললেন, 'তীরগুলো দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন।' রাজা তিনবার মাটিতে আঘাত করার পর ক্ষান্ত হলেন। তখন পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনাকে অন্তত পাঁচ ছ'বারই আঘাত করতে হত, তবেই আরামকে নিঃশেষে পরাজিত করতেন; কিন্তু এখন আরামকে কেবল তিনবারই পরাজিত করবেন।'

এলিশেয়ের মৃত্যু হল, ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তখন, নববর্ষের শুরুতে, মোয়াবীয়দের কয়েকটা দল এসে দেশে হানা দিল। কয়েকজন লোক তখন একটি লোককে সমাধি দিচ্ছিল; লুটেরার দল দেখে তারা লাশটা এলিশেয়ের সমাধির উপরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। লোকটা এলিশেয়ের হাড়ের সংস্পর্শে আসামাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

যেহোয়াহাজের সমস্ত জীবনকালে আরাম-রাজ হাজায়েল ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছিলেন। শেষে প্রভু, আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধির খাতিরে তাদের প্রতি সদয় হয়ে ও করুণা দেখিয়ে আবার তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন; এজন্যই তিনি তাদের ধ্বংস করতে চাইলেন না, আজ পর্যন্তও নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন না। পরে আরাম-রাজ হাজায়েলের মৃত্যু হল; এবং তাঁর সন্তান বেন্‌-হাদাদ তাঁর পদে রাজা হলেন। তখন যোয়াশের পিতা যেহোয়াহাজের হাত থেকে হাজায়েল যে সকল শহর অস্ত্রের বলে কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই সকল শহর যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ হাজায়েলের সন্তান বেন্‌-হাদাদের হাত থেকে আবার কেড়ে নিলেন। যোয়াশ তাঁকে তিনবার পরাজিত করলেন ও ইস্রায়েলের সেই সকল শহর আবার জয় করে নিলেন।

শ্লোক - ২ রাজা ১৩:১৪; মথি ২৩:৩৪

প্র যখন এলিশেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন,

উ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!

℣ দেখ, আমি তোমাদের কাছে নবী, প্রজ্ঞাবান, ও শাস্ত্রীদের প্রেরণ করছি; তাদের কাউকে তোমরা হত্যা করবে ও ক্রুশে দেবে।

℟ পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ আর তার অশ্ববাহিনী!

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ

**ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন**

প্রাক্তন সন্ধিতে প্রান্তরনিবাস-জীবনের আদর্শ ছিলেন এলিয়, নবসন্ধিতে তিনিই ছিলেন যিনি এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তথা বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহন। তাছাড়া আমি মনে করি যে, যোহন যেমন এলিয়ের পরাক্রমে ও আত্মায় এলেন, তেমনি আত্মায় ও পরাক্রমে এলিয় যোহনের এক পূর্বদৃষ্টান্ত ছিলেন। সুতরাং অক্ষর অনুসারে যা এলিয়কে লক্ষ করে, আত্মা অনুসারে তা যোহনকে লক্ষ করে।

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একথা ভালই জান যে, দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় উপস্থিত হলেই এলিয় আহাব রাজার কাছে কথা বলাতেই নিজ কর্ম শুরু করলেন, যেমনটি শাস্ত্রে বলে: *গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশ্‌বে শহরের অধিবাসী এলিয় আহাবের কাছে কথা বললেন* (১ রাজা ১৭:১)। তাঁর বংশতালিকা, জীবনধারণ বা ধর্ম বিষয়ে কিছু না বলে শাস্ত্র অপ্রত্যাশিত ও প্রেরণাপূর্ণ ভাবেই তাঁর কথা উপস্থাপন করে, তিনি ঠিক যেন কোন পুরুষ থেকে বা পুরুষের মধ্য দিয়ে আগত নন, কিন্তু আমাদের নতুন এলিয় সম্বন্ধেও যেভাবে লেখা আছে, সেভাবে, *ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম যোহন* (যোহন ১:৬)। তেমন কিছু কবে ঘটল? তা ঘটেছিল আহাব ও তাঁর স্ত্রী সেই ভক্তিহিনা যেসাবেলের রাজত্বকালে। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁদের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করল, বৃষ্টি থামল, শিশিরপাত হল না, ও সবকিছু শুষ্ক হয়ে গেল। আর এজন্যই এলিয় একথা বলতে পারলেন: *আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা না বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না* (১ রাজা ১৭:১)।

প্রিয়জনেরা, একথা তোমাদের তো অজানা নেই, ত্রাণকর্তার আগমন সন্নিকট হওয়ার সময়ে অহঙ্কার ও লালসা কেমন করে পৃথিবীময় রাজত্ব করছিল; অবস্থা এমন

ছিল যে, মনে হচ্ছিল কেউই অত্যাচার-রিপু থেকে মুক্ত নয়, দেহ-লালসা থেকেও প্রায় কেউই মুক্ত নয়। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই দুর্ভিক্ষ বিস্তার লাভ করল, রুটির অভাব হল, ও এক বিন্দু জলও আর পাওয়া গেল না। এসব কিছু কখন ঘটল? আমাদের এলিয়ের আবির্ভাবের সময়ে। বস্তুতপক্ষে বিধান ও নবীরা যোহন পর্যন্তই এসেছিলেন।

বিধান হল রুটির নামান্তর; নবীদের শিক্ষা হল জলের নামান্তর। কেননা যোহনের আগমন পর্যন্ত বিধান নিজ তেজ বজায় রেখেছিল, ও নবীদের শিক্ষার প্রতি লোকে কান দিত। কিন্তু হঠাৎ ক্ষুধা ও তেষ্টা দেখা দেয়: *তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা* (আমোস ৮:১১)। এলিয় আহাব থেকে দূরে পালিয়েছিলেন। যোহনও দূরে পালিয়ে প্রান্তরে থাকলেন, যেমন তাঁর বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, *ইস্রায়েলের কাছে তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরুপ্রান্তরে থাকলেন* (লুক ১:৮০)। আর তেমনটি প্রয়োজনই ছিল; কেননা উচ্ছেদ ও বিক্ষেপ করার জন্য, ধ্বংস ও রোপণ ও নির্মাণ করার জন্য, রাজাদের ভর্ৎসনা করার জন্য ও বায়ালের নবীদের বধ করার জন্য, পৃথিবীর জন্য পুনরায় জল ও শিশির জয় করার জন্য যাঁকে জাতি ও রাজ্যগুলির উপরে নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল, তিনি যে আগে সবচেয়ে গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থেকে আত্মা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা পাবেন, তা অধিক সঙ্গত ছিল।

**শ্লোক** - মথি ১৭:১১-১২; ১১:১৩-১৪

*প্র* এলিয় আসছেন বটে, এবং সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন।

*উ* কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।

*প্র* সমস্ত নবী ও বিধান যোহন পর্যন্তই ভাববাণী দিয়েছে; আর তোমরা যদি কথাটা গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে তিনিই সেই এলিয়, যাঁর আসার কথা ছিল।

*উ* কিন্তু লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জাখারিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-২১)

## যেরুশালেমের ক্লেশ ও তার চরমকালীন গৌরব

দেখ, প্রভুর দিন আসছে; তখন তোমারই মধ্যে, হে যেরুশালেম, তোমার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়ে ভাগ ভাগ করা হবে। কেননা আমি যুদ্ধের জন্য সকল দেশকে যেরুশালেমের বিরুদ্ধে জড় করব; তখন নগরীর পতন হবে, বাড়ি-ঘর লুণ্ঠিত হবে, স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার চালানো হবে, নগরীর অর্ধেক লোক নির্বাসনের দিকে রওনা হবে, কিন্তু জনগণের অবশিষ্ট অংশ নগরী থেকে বিচ্যুত হবে না। তখন স্বয়ং প্রভু বেরিয়ে পড়বেন ও সংগ্রামের সেই দিনে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি ওই দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। সেইদিন তাঁর পা দু'টো জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যেরুশালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে; আর জৈতুন পর্বত পুবদিকে ও পশ্চিমদিকে দু'ভাগে ফেটে গিয়ে গভীরতম এক উপত্যকা হয়ে যাবে; পর্বতের অর্ধেক উত্তরদিকে ও অর্ধেক দক্ষিণদিকে সরে যাবে। পর্বতগুলির মধ্যে যে উপত্যকা, তা ভরাট করা হবে; হ্যাঁ, পর্বতগুলির মধ্যে সেই উপত্যকা আৎসাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে যাবে; যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে ভূমিকম্পের ফলে তা যেভাবে অবরুদ্ধ হয়ে গেছিল, ঠিক সেইভাবে এবারও অবরুদ্ধ হবে। তখন আমার পরমেশ্বর প্রভু নিজেই আসবেন, আর তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর সকল পবিত্রজন। সেইদিন আলো হবে না, শীত ও বরফও হবে না: তা অখণ্ড একটা দিন হবে, প্রভুই তার কথা জানেন; তাতে দিনও থাকবে না, রাতও থাকবে না; সন্ধ্যাবেলায়ও আলোর উদ্ভাস থাকবে। সেইদিন এমনটি হবে যে, যেরুশালেম থেকে জীবনময় জল নির্গত হয়ে তার অর্ধেক পুব-সাগরের দিকে ও অর্ধেক পশ্চিম-সাগরের দিকে বইবে—গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, সবসময়েই বইবে। তখন প্রভু হবেন সমগ্র পৃথিবীর রাজা; সেইদিন প্রভু অনন্য হবেন এবং তাঁর নামও অনন্য হবে।

গেবা থেকে নেগেব-রিম্মোন পর্যন্ত সমস্ত দেশ সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত হবে, কিন্তু যেরুশালেম তার নিজের জায়গায় উচ্চ হয়ে দাঁড়াবে; এবং বেঞ্জামিন-দ্বার থেকে প্রথমদ্বারের জায়গা পর্যন্ত অর্থাৎ কোণ-দ্বার পর্যন্ত, এবং হানানেয়েল-মিনার থেকে রাজার

আঙুরপেষাইযন্ত্র পর্যন্ত তা মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ হবে। তারা সেখানে বসতি করবে: বিনাশ-মানত আর হবে না, কিন্তু যেরুশালেম হবে নিরাপদ বাসস্থান।

আর যে সকল দেশ যেরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, প্রভু এই মারাত্মক আঘাতে তাদের আহত করবেন: তারা পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেই পায়ের মাংস পচে যাবে, কোটরে চোখ দু'টো পচে যাবে, মুখে জিহ্বা পচে যাবে। সেইদিন তাদের মধ্যে প্রভু দ্বারা ঘটিত এক মহাকোলাহল বাধবে; তারা প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশীর হাত ধরবে ও নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মারা পড়বে। যুদাও যেরুশালেমে যুদ্ধ করবে, এবং চারপাশের সমস্ত দেশের ধন—প্রচুর সোনা, রুপো, বসন—সবই সেখানে রাশি রাশি করে সঞ্চিত হবে। এবং সেই সকল শিবিরের যত ঘোড়া, খচ্চর, উট, গাধা ইত্যাদি সকল পশুও তেমন মারাত্মক আঘাতে আহত হবে।

এই সমস্ত কিছুর পর, যে সকল দেশ যেরুশালেম আক্রমণ করল, সেগুলোর মধ্যে যারা রক্ষা পাবে, তারা বছরে বছরে সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করতে ও পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে। আর পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোন গোষ্ঠী যদি সেনাবাহিনীর প্রভু রাজার উদ্দেশে প্রণিপাত করতে যেরুশালেমে না আসে, তাদের জন্য বৃষ্টি হবে না। মিশরের গোষ্ঠী যদি না আসে বা হাজির হতে সম্মত না হয়, তবে তার উপরে সেই একই মারাত্মক আঘাত নেমে পড়বে যা প্রভু সেই সকল দেশের উপরে হানবেন, যেগুলো পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসেনি। মিশরের উপরে ও যে সকল দেশ পর্ণকুটির পর্ব পালন করতে আসবে না, সেগুলোর উপর তেমন শাস্তিই নেমে পড়বে।

সেইদিন ঘোড়াদের ঘণ্টীতেও একথা লেখা থাকবে: 'প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র'; এবং প্রভুর মন্দিরে সমস্ত হাঁড়ি হবে সেই পাত্রগুলির মত যা যজ্ঞবেদির সামনে রাখা। এমনকি, যেরুশালেম ও যুদার সমস্ত হাঁড়িই সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হবে; এবং যারা বলি উৎসর্গ করতে চাইবে, তারা সকলে এসে পশুর মাংস রান্না করতে সেই সমস্ত হাঁড়ি ব্যবহার করবে। সেইদিন সেনাবাহিনীর প্রভুর মন্দিরে কোন ব্যবসায়ী আর থাকবে না।

**শ্লোক** - জাখা ১৩:১; যোহন ১৯:৩৪

℣ দাউদকুলের ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের জন্য একটা ঝরনা উন্মুক্ত হবে,

℟ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।

℣ সৈন্যদের একজন যিশুর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, আর তখনই নির্গত হল রক্ত আর জল:

℟ যেন পাপ ও অশুচিতা মুছে ফেলা হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত আকুইনোর সাধু টমাস-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তি' থেকে পাঠ (২য় বক্তৃতা)

**তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব**

যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার শেষে তথা অনন্ত জীবনেই বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটবে, ঠিক যেমন বিশ্বাসোক্তির শেষ কথাও হল 'অনন্ত জীবন। আমেন।'

অনন্ত জীবনে যা প্রথম ঘটবে, তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন। কেননা স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের সমস্ত শ্রমের পুরস্কার ও উদ্দেশ্য: *আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে* (আদি ১৫:১)। আর তেমন মিলন নিখুঁত দর্শনেই সিদ্ধিলাভ করে: *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব* (১ করি ১৩:১২)।

উপরন্তু অনন্ত জীবন হবে সর্বোত্তম প্রশংসাগান, যেমনটি নবী বলেন, *তার মধ্যে থাকবে পুলক ও আনন্দ, থাকবে স্তুতিগান ও বাদ্যের ঝঙ্কার* (ইশা ৫১:৩)। আরও, অনন্ত জীবন হল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি, কেননা স্বর্গে প্রত্যেকটি পুণ্যজন এমন সবকিছু পাবেন যা তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার অতীত। এর কারণ হল এ যে, এজীবনে এমন কেউই নেই যে নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পেতে পারে, অন্য দিকে এমন কিছুও নেই যা মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি দিতে পারে; কেননা কেবল ঈশ্বরই তৃপ্তি দিতে পারেন, এমন কি তাঁর তৃপ্তি দানের মাত্রা সীমাহীন: এজন্যই মানুষ ঈশ্বরেই ছাড়া অন্যত্র বিশ্রাম পায় না, যেমনটি আগস্তিন বলেন, 'প্রভু, তুমি তোমার উদ্দেশেই আমাদের গড়েছ, আর যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়, ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির।'

আর যেহেতু মাতৃভূমিতে পুণ্যজনেরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপেই পাবেন, সেজন্য একথা স্পষ্ট যে, তাঁদের আকাঙ্ক্ষাও তৃপ্তি পাবে, তাঁদের গৌরবও প্রত্যাশার অতীত হবে।

এজন্য প্রভু বলেন, *তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১); আর আগস্তিন বলে চলেন, 'সমস্ত আনন্দ আনন্দিতদের মধ্যে প্রবেশ করবে না, কিন্তু সকল আনন্দিতেরা আনন্দে প্রবেশ করবে।' *তোমার গৌরব আবির্ভূত হলেই আমি পরিতৃপ্ত হব* (সাম ১৭:১৫ লাতিন পাঠ্য)। আরও লেখা আছে, *তিনি সমস্ত মঙ্গলদানে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন* (সাম ১০৩:৫ লাতিন পাঠ্য)।

যা কিছু প্রীতিকর, সেখানে তা অতিমাত্রার অতীতেই উপস্থিত। তবে সুখ ইচ্ছা করলে, সেখানে থাকবে সর্বোত্তম ও সিদ্ধ সুখ, কারণ তেমন সুখ সর্বোত্তম মঙ্গল তথা ঈশ্বর সংক্রান্ত সুখ: *তোমার ডান পাশে চিরন্তন সুখ* (সাম ১৬:১১)।

পরিশেষে, অনন্ত জীবন সকল পুণ্যজনের আনন্দময় সাহচর্যেই প্রকাশিত। তেমন সাহচর্য অতিশয় আনন্দময় হবে, কারণ প্রত্যেক পুণ্যজন সকল পুণ্যজনের সঙ্গে সকল মঙ্গলদানের অধিকারী হবেন। কেননা প্রত্যেক পুণ্যজন অপরজনকে নিজেরই মত ভালবাসবেন, ফলত নিজের মঙ্গল নিয়ে তিনি যেভাবে আনন্দিত, অপরের মঙ্গল নিয়েও সেভাবে আনন্দিত হবেন। এভাবে এমনটি হবে যে, সকলেরই আনন্দ যতখানি মহৎ, একজনের সুখ ও আনন্দ ততখানি বৃদ্ধি পাবে।

**শ্লোক** - সাম ১৭:১৫; ১ করি ১৩:১২

*প্র* প্রভু, ধর্মময়তা গুণে আমি পাব তোমার শ্রীমুখের দর্শন;

*উ* জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

*প্র* এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।

*উ* জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ২০শ সপ্তাহ —

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৪)

**ঈশ্বরের রহস্যাবৃত মুক্তি-পরিকল্পনা**

ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত আমি, পল, পবিত্রজন ও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বস্ত যারা, তাদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা,
যিনি স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে
খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই
তিনি খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
আমরা যেন ভালবাসায়
তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি;
তিনি আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন,
যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব;
এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে,
তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,
যে অনুগ্রহ দানে
তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন,

যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি,
অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা,
তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে,
যে অনুগ্রহ তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিতে
আমাদের উপরে অপর্যাপ্ত মাত্রায় বর্ষণ করেছেন।

তিনি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার রহস্য,
যা তাঁর প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই
তিনি খ্রিষ্টে স্থির করে রেখেছিলেন
কাল পূর্ণ হলেই তা রূপায়িত করবেন ব'লে:
স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে,
সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রিষ্টে, সম্মিলিত করবেন।
তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি,
কারণ যিনি নিজের ইচ্ছার সঙ্কল্প অনুসারেই
সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,
তাঁর পরিকল্পনামত
আমরা আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিলাম,
যেন, তাঁর গৌরবের প্রশংসায়,
খ্রিষ্টের আগমনের আগে আমরাই সেই জনগণ হয়ে উঠি
তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখি যারা।

তাঁর মধ্যে তোমরাও সত্যের সেই বাণী,
তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে,
এবং তাঁর উপর বিশ্বাসও রেখে
প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ
যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ, তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে
ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন,
নিজের গৌরবের প্রশংসায়।

**শ্লোক** - এফে ১:৫, ৬; রো ৫:২

*প্র* ঈশ্বর আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন, যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে উঠব ; এমনটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রসন্নতা ও মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়,

*উ* যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

*প্র* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এই অনুগ্রহেই প্রবেশাধিকার লাভ করেছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি,

*উ* যে অনুগ্রহ দানে তিনি তাঁর সেই প্রিয় পুত্রে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১ম উপদেশ ৩)

**অপরাধের ক্ষমা মহত্তর কথা বটে**

**কিন্তু সেই ক্ষমা যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর**

*ঈশ্বর আগে থেকে আমাদের বিষয়ে নিরূপণ করেছিলেন, আমরা তাঁর দত্তকপুত্র হয়ে* উঠব, কারণ এভাবে তিনি নিজ অনুগ্রহের গৌরব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন, *তাঁর প্রসন্নতা ও ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর সেই অনুগ্রহের গৌরবের প্রশংসায়, যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন* (এফে ১:৫-৬)। তাহলে তাঁর সেই অনুগ্রহ যেন প্রকাশিত হয়, তিনি যখন নিজ গৌরবময় অনুগ্রহের প্রশংসায় আমাদের এতই ধন্য করেছেন, তখন এসো, সেই অনুগ্রহে স্থির থাকি।

তিনি কেন আমাদের দ্বারা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হতে ইচ্ছা করেন? তার কারণ, যাতে এভাবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা তিনি আমাদের কাছে আমাদের পরিত্রাণ ছাড়া অন্য কিছু ইচ্ছা করেন না—সেবাও নয়, গৌরবও নয়, অন্য কিছুও নয় ; হ্যাঁ, পরিত্রাণের লক্ষ্যেই তিনি সমস্ত কিছু সাধন করেন। কেননা দেওয়া অনুগ্রহের যে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, সে অধিক তৎপর ও ইচ্ছুক হবে।

প্রভু নাকি তেমন একজনেরই মত ব্যবহার করেছেন, যে চুলকানি, মড়ক, সমস্ত ধরনের রোগ ও বার্ধক্য দ্বারা চিহ্নিত ও দরিদ্রতা ও ক্ষুধা দ্বারা প্রায় নিঃশেষিত এক ব্যক্তিকে তেজময় যৌবনে সহসা ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সকল মানুষের মধ্যে এতই সুন্দরতম করে তুলেছে যে, তার মুখখানি ঠিক যেন চোখের উজ্জ্বলতায় সূর্যের রশ্মিও আবৃত করে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, এবং যৌবনে ফিরিয়ে আনার পর তাকে রাজসজ্জায় সজ্জিত করে ও মুকুটভূষিত করে রাজকীয় যত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছে। তেমনিভাবে প্রভু আমাদের প্রাণ রূপান্তরিত করে এতই সুন্দর, আকাঙ্ক্ষণীয় ও প্রীতিকর করে তুলেছেন যে, স্বর্গদূতেরাও তার দর্শন পেতে ইচ্ছা করেন। এভাবে তিনি আমাদের এতই গ্রহণীয় করেছেন যে, আমরা তাঁর আসক্তির পাত্র হয়ে উঠলাম, বস্তুত লেখা আছে, *রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন* (সাম ৪৫:১২)।

একথা ভেবে দেখ: আগে আমরা কতই না খারাপ কথা বলতাম, আর এখন আমাদের মুখে কতই না মধুর বাণী ফুটে ওঠে। এখন আমাদের আর ধন নেই, আমরা পার্থিব বিষয়ের আর নয়, স্বর্গীয় বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষী। যে বালক দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রসাদে উচ্ছ্বসিত ওষ্ঠও দেখাতে পারে, আমরা কি তাকে সুসভ্য ও প্রীতিকর মনে করি না? ভক্তরা সেরূপ।

যারা দিব্য রহস্যগুলিতে দীক্ষিত, লক্ষ কর তারা কোন্ বিষয়ে কথা বলে! যে মুখ প্রশংসনীয় বাণী উচ্চারণ করে ও হৃদয় ও ওষ্ঠের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রেখে উজ্জ্বল আস্থার সঙ্গে দিব্য ভোজে অংশ নেয়, সেই মুখের চেয়ে গ্রহণীয় কী আছে? যে বাণী উচ্চারণ করে আমরা শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করেছি ও খ্রিষ্টের সৈন্য বলে পরিগণিত হয়েছি, সেই বাণীর চেয়ে উৎকৃষ্ট কী আছে? আর বাপ্তিস্মের আগে আমাদের যে স্বীকারোক্তি, ও বাপ্তিস্মের পরে যে স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছি, তার চেয়ে মহান কী আছে? অথচ আমরা অনেকে বাপ্তিস্মের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে এখন আর্তনাদ করে থাকি, যাতে সেই পবিত্রতা পুনরায় ফিরে পেতে পারি।

*সেই যে অনুগ্রহ দানে ঈশ্বর তাঁর সেই প্রিয়জনে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন, যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা* (এফে ১:৬-৭)। এ কীভাবে ঘটেছে? তিনি নিজ পুত্রকে আমাদের অর্পণ করেছেন, একথা অপরূপ বটে;

তিনি কিন্তু যে কেমন করে তাঁকে অর্পণ করেছেন, অর্থাৎ কিনা তিনি যে এমনটি হতে দিলেন যাতে সেই পুত্রকে আমাদের জন্য হত্যা করা হয়, একথা আরও অপরূপ। এ কেমন যেন অবিশ্বাস্য অত্যুক্তি: যারা তাঁকে ঘৃণা করছিল, তিনি তাদেরই হাতে পুত্রকে সঁপে দিলেন। তাই ভেবে দেখ, তিনি আমাদের কতই না মূল্যবান বলে গণ্য করেছেন। আমরা ঘৃণার গন্ডিতে আবদ্ধ ও তাঁর শত্রু হওয়ার সময়ে তিনি যখন নিজ প্রিয়তম পুত্রকে অর্পণ করেছেন, তখন তাঁর অনুগ্রহগুণে পুনর্মিলিত এই আমাদের প্রতি তিনি আর কীবা না সাধন করবেন?

সর্বোচ্চ বিষয় ছেড়ে তিনি এখন সর্বনিম্ন বিষয় উল্লেখ করেন; অর্থাৎ কিনা দত্তকপুত্রত্ব, পবিত্রীকরণ ও পুণ্যের প্রতি আহ্বান বিষয়ে কথা বলার পর, তিনি এখন পাপের কথা উল্লেখ করেন; বক্তব্য যে নিম্ন পর্যায়ের কথন হয়ে যায় এমন নয়, বরং নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। কেননা আমাদের জন্য যে ঈশ্বরেরই রক্ত পাত করা হয়েছে, একথার চেয়ে মহত্তর কথা নেই; তিনি যে মৃত্যু থেকে নিজ পুত্রকেও রেহাই দেননি, একথা দত্তকপুত্রত্ব ও অন্যান্য সমস্ত মঙ্গলদানের চেয়েও মহত্তর কথা। পাপক্ষমা মহত্তর কথা বটে, কিন্তু সেই পাপক্ষমা যে প্রভুর রক্ত গুণেই দেওয়া, তা আরও মহত্তর।

শ্লোক - কল ১:২১, ২২; রো ৩:২৫

প্র তোমরা একসময়ে দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৮)

**অসারের অসার! সবই অসার!**

দাউদের সন্তান যেরুশালেম-রাজ সেই উপদেশকের বাণী।

উপদেশক একথা বলছেন, অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার! সূর্যের নিচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কী লাভ? এক প্রজন্ম যায়, আর এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। সূর্যও ওঠে, আবার সূর্য অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের দিকে দৌড়োয়, যেখান থেকে আবার ওঠে। বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে আসে; তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। যত জলস্রোত সমুদ্রের দিকে যায়, অথচ সমুদ্র কখনও ভরে না; গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পরেও জলস্রোত সেদিকে বইতে থাকে। সবকিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার সাধ্য কারও নেই। চোখের পক্ষে দৃশ্য কখনও যথেষ্ট হয় না, কানের পক্ষেও শোনা কখনও যথেষ্ট হয় না।

যা একবার হয়েছে, তা আবার হবে;
মানুষ যা একবার করেছে, তা আবার করবে;
সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নেই।

এমন কিছু আছে কি, যা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে: দেখ, এ নূতন? ঠিক তা-ই আগে, আমাদের আগেকার যুগগুলির সেই সময়েও ছিল। প্রাচীন যুগগুলির কোন স্মৃতি আর থাকল না, আগামী যুগগুলিরও তেমনি হবে—এগুলিরও কোন স্মৃতি এগুলির যত ভাবী যুগের কাছে থাকবে না।

আমি, উপদেশক, যেরুশালেমে ইস্রায়েলের রাজা ছিলাম। আমি মনে স্থির করেছি, আকাশের নিচে যা কিছু ঘটে, সেই সমস্ত বিষয় প্রজ্ঞার সঙ্গে তলিয়ে দেখব, সবই অনুসন্ধান করব। আহা, মানুষকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঈশ্বর কেমন কষ্টকর কর্ম তার উপরে চাপিয়েছেন! সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, আমি তা সবই দেখেছি; দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

যা বাঁকা, তা সোজা করা যায় না ;
আর যা নেই, তা গোনা যায় না।

আমি ভাবলাম, পরে মনে মনে বললাম, দেখ, আমার আগে যাঁরা যেরুশালেমে রাজত্ব করেছেন, তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি প্রজ্ঞা অর্জন করেছি ; আমার হৃদয় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়েছে। তখন মনে স্থির করলাম, প্রজ্ঞা ও বিদ্যার গভীর পরিচয় অর্জন করব, মূর্খতা ও উন্মাদনারও পরিচয় অর্জন করব ; আর এখন আমি লক্ষ করলাম, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয় ;
যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

**শ্লোক** - উপ ৫:১৪; ১:১৪; ১ তি ৬:৭

*প্র* মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে ; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায় ; সঙ্গে করে কিছুই নিতে পারে না :

*উ* সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

*প্র* আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না।

*উ* সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু মাক্সিম-লিখিত 'ভালবাসা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১ম শতক ১:৪-৫, ১৬-১৭, ২৩-২৪, ২৬-২৮, ৩০-৪০)

## বিনা ভালবাসায় সবই অসারের অসার

ভালবাসা এমন উত্তম মনোভাব, যা ঈশ্বরজ্ঞানের আগে কিছু স্থান দেয় না। কিন্তু যার অন্তর পার্থিব কোন বিষয়ে আবদ্ধ, সে তেমন ভালবাসার অভ্যাস অর্জন করতে পারে না।

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে যে কোন সৃষ্টবস্তুর আগে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঐশপ্রজ্ঞাকে স্থান দেয়, ও অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত থাকে।

যা কিছু আছে, তা ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত ও ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই সৃষ্ট ; এবং স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করলেন, সেই সমস্ত কিছুর চেয়ে তিনি নিজেই সুন্দরতম। অতুলনীয় ঈশ্বরকে ত্যাগ করে যে নিম্নতর বস্তুর প্রতি আকর্ষিত, সে দেখায় যে, স্রষ্টারূপে ঈশ্বর যা নির্মাণ করেছেন, সেগুলোর তুলনায় সে ঈশ্বরকে নিম্নতর পর্যায়ে নমিত করে।

প্রভু একথা বলেন, যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে (যোহন ১৪:১৫ দ্রঃ)। এবং বলে চলেন, *আর আমার আজ্ঞা এ : তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৫:১৭)। সুতরাং, প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে না, সে আজ্ঞাটা পালন করে না। কিন্তু আজ্ঞা যে পালন করে না, সে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে পারে না।

ধন্য সেই মানুষ, যে সকল মানুষকে সমান ভালবাসায় ভালবাসতে পারে। ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে অবশ্যই প্রতিবেশীকেও ভালবাসে ; ও তেমন মনোভাব যার আছে, সে কেবল নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে না, বরং অভাবগ্রস্ত সকলের কাছে ঐশমনোভাব নিয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেয়।

ঈশ্বরের অনুকরণে সৎজন কি দুর্জনের কাছে কিংবা ধার্মিক কি অধার্মিকের কাছে যে অর্থদান করে, সে দৈহিক কোন পার্থক্য মানে না, কিন্তু ন্যায্য প্রয়োজন অনুসারে সকলের কাছে সমানভাবেই অর্থদান করে—যদিও সরল অন্তরে সে দুর্জনের আগে তাকেই প্রাধান্য দেয়, যে সৎকর্ম সাধনে উজ্জ্বল ও সচেষ্ট।

ভালবাসার মনোভাব কেবল অর্থদানেই প্রকাশ পায় এমন নয় ; তার চেয়ে ঐশশিক্ষা দানে ও দৈহিক দয়াধর্মেই ভালবাসা ব্যক্ত। সংসারের ডাকের প্রতি বধির হয়ে যে সরল অন্তরে ও অকপট ভালবাসায় দয়াধর্মে প্রবৃত্ত থাকে, সে সমস্ত কুচিন্তা ও রিপু থেকে মুক্ত হয়ে ঐশ্বরিক ভালবাসা ও জ্ঞানের অংশীদার হয়ে ওঠে।

যার অন্তরে ঐশভালবাসা স্বভাবতই উপস্থিত, প্রভু ঈশ্বরের অনুসরণে সে কখনও ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না ; এমনকি, মনে মনে কারও অমঙ্গল না ভেবে সে সমস্ত পরিশ্রম, দুর্নাম ও অপমান দৃঢ় মনেই সহ্য করে। ধন্য যেরেমিয়া একথা বলেন : তোমরা বলো না, *আমরা প্রভুর মন্দির* (যেরে ৭:৪ দ্রঃ) ; তোমরা এ কথাও বলো না : 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে আমাদের যে বিশ্বাস, কেবল ও শুধুমাত্র সেই বিশ্বাস-ই আমার পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম।' কেননা তা হতে পারে না, যদি না সৎকর্মের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টপ্রেমও

দেখাতে পার। বস্তুত বিশ্বাস যখন একক, তখন তার বিষয়ে এ কথাও লেখা আছে: *অপদূতেরাও তা বিশ্বাস করে, এমনকি ভয়ে কাঁপে* (যাকোব ২:১৯)।

বাস্তব ভালবাসা হল সরল অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখানো; এও বাস্তব ভালবাসা: সৃষ্টিকে সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার করা।

**শ্লোক** - যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:১০, ৩

*প্র* আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালবাস।

*উ* নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।

*প্র* এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।

*উ* নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৫-২৩)

**সাধু পলের প্রার্থনা যেন ভক্তজনেরা আলোকিত হয়**

ভ্রাতৃগণ, প্রভু যিশুতে তোমাদের বিশ্বাস ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা শুনে আমি তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন এবং তাঁকে সবকিছুর উর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

**শ্লোক** - এফে ১:১৭, ১৮; ১ করি ২:১২

*প্র* সেই গৌরবের পিতা তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন, যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী,

*উ* পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

℣ আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি,
℟ পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পরিপক্ক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ' থেকে পাঠ

**আমরা সেই খ্রিষ্টকে পেয়েছি**
**যিনি আমাদের শান্তি ও আমাদের আলো**

*তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন* (এফে ২:১৪)। খ্রিষ্ট যে শান্তি, একথা ভেবে আমরা তখনই দেখাব যে খ্রিষ্টপন্থী নাম যোগ্যরূপে বহন করি, যখন আমাদের অন্তরে যে শান্তি রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনাচরণে খ্রিষ্টকে প্রকাশ করব। কথা প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, তিনি শত্রুতা ধ্বংস করেছেন (এফে ২:১৬ দ্রঃ); তাই আমরা কোন মতেই সেই শত্রুতাকে আমাদের অন্তরে পুনরুজ্জীবিত হতে দেব না, বরং স্পষ্টভাবে দেখাব, সেই শত্রুতা সম্পূর্ণরূপে মৃত। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর দ্বারা যা বধ করা হয়েছে, আমরা যেন তা পুনরায় পুনরুজ্জীবিত না করি; পাছে আমাদের আত্মাদের সর্বনাশ ঘটে, আমরা যেন ক্রোধ না করি, বিগত অপমানের কথা যেন নিজেদের কাছে স্মরণ করিয়ে না দিই, যার মৃত্যুতে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে, সেই পাপময়তা পুনরুজ্জীবিত করব এমন ভুল যেন না করি। যিনি শান্তি, সেই খ্রিষ্টকে পেয়েছি বিধায় আমরা সেই শত্রুতা বধ করে, যেন আমাদের জীবনাচরণে খ্রিষ্টবিশ্বাসের চর্চা করি।

যে প্রাচীর সেই দুই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছিল, তিনি তা ধ্বংস করলেন: সেই দুইকে নিয়ে তিনি এক মানুষকে সৃষ্টি করলেন, আর এভাবে আমাদের বাইরে থেকে যারা আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কেবল তাদেরই সঙ্গে নয়, যারা আমাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে তাদেরও সঙ্গে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে মাংস আত্মা-বিরোধী ও আত্মা মাংস-বিরোধী অভিলাষ পোষণ করতে আর পারবে না, কিন্তু মাংসের সুবুদ্ধি ঐশবিধানের অধীন হবে। তবেই, এমন এক মানুষে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে

যে মানুষ নতুন ও শান্তিপ্রিয়, এবং দুই থেকে এক-ই মানুষ হয়ে উঠে আমরা শান্তির আবাস হব।

বিরোধী দু'জনের মধ্যে একাত্মতাই শান্তি। ফলত আমাদের স্বরূপের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বাতিল হওয়ায়, এসো, আমাদের অন্তরে শান্তি পালন করি; তবে আমরা নিজেরাই শান্তি হয়ে উঠব, ও একথা দেখাতে পারব যে, খ্রিষ্টের এ উপাধি আমাদের পক্ষেও সত্যাশ্রয়ী ও খাঁটি।

খ্রিষ্টই সেই সত্যকার আলো যা সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরবর্তী। এসো, একথা থেকে শিখি যে, আমাদের জীবনকেও সত্যকার আলোর রশ্মি দ্বারা আলোকিত হতে হবে: ধর্মময়তার সূর্যের রশ্মি হল সেই একই উজ্জ্বল সদ্‌গুণাবলি যা আমাদের আলোকিত করে আমরা যেন দিবালোকের মত আলোময় অবস্থায় সততার সঙ্গে চলি। এসো, যত গুপ্ত ও অন্ধকারময় আচরণ নিন্দা করি, দিনের আলোতেই সবকিছু সাধন করি, তবে আমরাও আলো হয়ে উঠব, ও আলোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের শুভকর্ম দ্বারা অপরকেও আলোকিত করব।

খ্রিষ্টই আমাদের পবিত্রীকরণ, সুতরাং এসো, অশুভ কর্ম ও কুচিন্তা থেকে দূরে থাকি; তবেই প্রমাণ করব, আমরা সত্যিই তাঁর নামের অংশীদার, ও শুধু কথায় নয়, কাজেও পবিত্রতার পরাক্রম দেখাতে পারব।

**শ্লোক** - লুক ১:৭৮, ৭৯ দ্রঃ

*প্র* উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন:

*উ* আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।

*প্র* সেই সূর্য তাদেরই আলো দেবেন যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়,

*উ* আমাদের চরণ চালিত করবেন শান্তির পথে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-৩, ১২-২৬)

## ভোগবিলাসিতা ও মানবপ্রজ্ঞাও অসার

আমি ভাবলাম, 'আচ্ছা, আমি আমোদ পরীক্ষা করব; দেখতে চাই তার সুখভোগের ফল কি।' কিন্তু দেখ, তাও অসার! হাসির বিষয়ে আমি বললাম, 'মূর্খতা!' এবং আমোদের বিষয়ে বললাম, 'এতে কী লাভ?' আমার মন তখনও প্রজ্ঞায় নিবিষ্ট থাকতেই আমি সঙ্কল্প নিলাম, উগ্র পানীয় পান করে শরীর খুশি করব, উন্মাদনা আলিঙ্গন করব, যতদিন না আবিষ্কার করতে পারি, আকাশের নিচে যত আদমসন্তান রয়েছে, তাদের নিরূপিত জীবনকালে তাদের পক্ষে কী কী করা ভাল।

পরে আমি প্রজ্ঞা, মূর্খতা ও উন্মাদনার কথা বিবেচনা করে বসলাম; ভাবলাম, এই রাজার পরে যিনি রাজাসনে বসবেন, তিনি কী করবেন? আগে যা ঘটেছিল, তা-ই মাত্র! তখন আমি লক্ষ করলাম যে, যেমন অন্ধকারের চেয়ে আলোর উপকার বেশি, তেমনি উন্মাদনার চেয়ে প্রজ্ঞারও উপকার বেশি; হ্যাঁ,

প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে,
কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়;

তবু একথাও জানি যে, দু'জনের শেষ দশা এক। তখন আমি ভাবলাম, 'যেহেতু নির্বোধের যে দশা, তা আমারও দশা হবে, সেজন্য আমি যে বেশি প্রজ্ঞাবান হয়েছি, তাতে লাভ কী?' এই সিদ্ধান্তে এলাম: এও অসার! কেননা নির্বোধই হোক, প্রজ্ঞাবানই হোক, কারও স্মৃতি চিরস্থায়ী নয়, ভাবীকালে কারও মনে কিছুই থাকবে না। নির্বোধ ও প্রজ্ঞাবান, দু'জনেরই মৃত্যু হবে। তাই আমার চোখে জীবন ঘৃণার বিষয় হল, কেননা সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, সবই আমার বিতৃষ্ণা জন্মায়, যেহেতু সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

আমি সূর্যের নিচে যা কিছুর জন্য পরিশ্রম করলাম, সবই আমার ঘৃণার বিষয় হল, কারণ আমার পরে যে আমার পদে বসবে, তারই হাতে তা রেখে যেতে হবে। আর সে যে প্রজ্ঞাবান হবে বা নির্বোধ হবে, একথা কে জানে? অথচ আমি সূর্যের নিচে যত

পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটিয়ে যা কিছু সাধন করলাম, তার ফল সে-ই ভোগ করবে—এও অসার!

তাই আমি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছলাম যে, সূর্যের নিচে যত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তার অন্তরে নিরাশ হলাম, কারণ যে মানুষ প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সাফল্যের সঙ্গে পরিশ্রম করেছে, তাকে তার সমস্ত বিষয়সম্পদ এমন অন্যজনের হাতে রেখে যেতে হবে, যে তার জন্য একটুও পরিশ্রম করেনি। এও অসার, এও আদৌ ঠিক নয়! তবে তার সমস্ত পরিশ্রমে ও তার হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগে মানুষ সূর্যের নিচে যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? কেননা তার সমস্ত দিন ব্যথা ও কষ্টকর দুশ্চিন্তা দ্বারা চিহ্নিত; রাতেও তার হৃদয় বিশ্রাম পায় না। এও অসার!

সুতরাং ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও নিজের পরিশ্রমের মধ্যে নিজেই সুখভোগ করা, মানুষের পক্ষে এর চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই; এবং আমি লক্ষ করলাম, এও পরমেশ্বরের হাত থেকে আসে। কেননা কেইবা ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগ করতে পারে, যদি না এসব কিছু তাঁর হাত থেকে আসে? যে মানুষ তাঁর প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দণ্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। কিন্তু এও অসার, এও বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

শ্লোক - উপ ২:২৬; ১:১৪; ১ তি ৬:১০

প্র যে মানুষ ঈশ্বরের প্রীতিভাজন, তাকে তিনি প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আনন্দ দান করেন, কিন্তু পাপীকে এমন দণ্ড দেন, সে যেন পরমেশ্বরের প্রীতিভাজনের জন্যই ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে।

উ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

প্র অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় অনেকে বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

উ সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র।

**দ্বিতীয় পাঠ** - উপদেশক পুস্তকে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫)

## প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে

পলের কথামত, আত্মা যদি নিজের মাথার প্রতি তথা খ্রিষ্টেরই প্রতি চোখ তোলে, তবে চোখের তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশক্তিলাভের ফলে সে নিজেকে ধন্য বলে গণ্য করতে পারবে, কেননা তার চোখ সেখানেই নিবদ্ধ থাকবে যেখানে অমঙ্গলের অন্ধকারের লেশমাত্র নেই। সেই মহাত্মা পলের চোখ, ও তাঁর মত আরও অনেক মহাত্মার চোখ মাথায়ই ছিল; আর তাদের সকলেরও চোখ মাথায় থাকে যারা খ্রিষ্টে জীবনযাপন ও আচরণ করে।

কেননা আলোতে যে আছে, সে অন্ধকার দেখবে, এমনটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি খ্রিষ্টে যার চোখ, অসার কিছু তাকে আঘাত করতে পারে এমনটিও হতে পারে না। সুতরাং মাথায়ই যার চোখ—মাথা বলতে আমরা সবকিছুর আদিকারণ বোঝাই—তার চোখ সমস্ত সদ্‌গুণাবলিতেই নিবদ্ধ (খ্রিষ্টই কিন্তু পরমসিদ্ধ সদ্‌গুণ ও সবদিক দিয়ে পরিপক্ক): হ্যাঁ, সত্য, ধর্মময়তা, অক্ষয়শীলতা, সমস্ত মঙ্গলেই নিবদ্ধ তার চোখ। *প্রজ্ঞাবানের চোখ তার মাথায় রয়েছে; কিন্তু নির্বোধ অন্ধকারে হেঁটে বেড়ায়* (উপ ২:১৪)। কেননা নিজ প্রদীপ দীপাধারে যে রাখে না, বরং খাটের নিচেই রাখে, সে এমনটি করে অন্ধকারেই থাকে।

যারা অন্ধকারের বিরোধী, যারা সর্বোচ্চ বিষয়ে তৃপ্তি পায়, যারা প্রকৃত ধ্যানের বস্তুতে রত থাকে, তারা অন্ধ ও অপদার্থ বলে গণ্য: ঠিক এই অর্থেই পল খ্রিষ্টের জন্য নিজেকে মূর্খ বলে গর্ব করতেন। কেননা আমরা যে সব বিষয়ে ব্যস্ত, তাঁর সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সেই সমস্ত কিছু অনুধাবন করত না। *খ্রিষ্টের জন্য আমরা তো মূর্খ* (১ করি ৪:১০), একথা বলে তিনি ঠিক যেন বলতে চাচ্ছিলেন, 'এ অস্থায়ী জীবন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আমরা অন্ধ, কারণ ঊর্ধ্বলোকের বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, ও আমাদের চোখ মাথায়ই রয়েছে।' ফলে গৃহ কি খাবার টেবিল তাঁর ছিল না, ছিলেন নিঃস্ব, প্রবাসী, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

আর আসলে, তাঁকে শেকলাবদ্ধ, আঘাতগ্রস্ত ও অপমানিত দেখে কেই বা তাঁকে দুর্দশাগ্রস্ত মনে করবে না? সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মত তিনি উত্তাল তরঙ্গে এস্থান ওস্থানে

বিক্ষিপ্ত ছিলেন—আর তেমন পরিবেশে তিনি শেকলাবদ্ধও ছিলেন। কিন্তু তবুও লোকদের ধারণায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েও তথাপি তিনি খ্রিষ্ট থেকে দৃষ্টি কখনও ফিরিয়ে নেননি, বরং তাঁর চোখ নিত্যই মাথায় রেখে তিনি বলছিলেন, *খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?* (রো ৮:৩৫)। তার মানে, 'আমার চোখ মাথা থেকে উৎখাত করে অসার বস্তুর দিকে আমাকে বাধ্য করবে, সে কে?' তিনি আমাদেরও সেভাবে করতে আদেশ দেন; তাঁর বাণী: *ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব* (কল ৩:১-২), অর্থাৎ কিনা, মাথার প্রতি তথা খ্রিষ্টেরই প্রতি চোখ রাখ।

**শ্লোক** - সাম ১২৩:২; যোহন ৮:১২

*প্র* দেখ, দাসদের চোখ যেমন গৃহকর্তার হাতের দিকে, তেমনি

*উ* আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

*প্র* আমিই জগতের আলো; যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

*উ* আমাদের চোখ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর দিকে, তিনি যেন আমাদের দয়া করেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১-১০)

**পাপীরা খ্রিষ্ট যিশুতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত**

তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:—বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে এখন সক্রিয় যে আত্মা, বায়ুলোকের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি, খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্ট যিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

**শ্লোক** - এফে ২:৫, ৬; যোহন ৩:১৬

*প্র* অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন,

℟ খ্রিষ্ট যিশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।

℣ ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন।

℟ খ্রিষ্ট যিশুতে তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে দৈৎজের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় পুস্তক)

**ক্ষমার অনুগ্রহ সকলের জন্য এক ও একই**

খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম হল রাজকীয় ও যাজকীয় তৈলাভিষেক, যার ফলে যিনি তৈলাভিষিক্ত, তাঁর সমকক্ষদের চেয়েও তিনি নিজেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত—খ্রিষ্ট এমন গ্রীক শব্দ যা হিব্রু ভাষায় মশীহ বলে, ও লাতিন ভাষায় যার অর্থ হল তৈলাভিষিক্ত। এক একজন করে অন্যান্যকে তৈলাভিষিক্ত করতে পারবেন, এমন পরিপূর্ণ তৈলাভিষেকের অধিকার কেবল তাঁরই রয়েছে। এবং শ্রেষ্ঠ তৈলাভিষিক্তজন হওয়ায় তিনি নিজ পরিপূর্ণতা থেকে সেই দত্তকপুত্রদের তৈলাভিষিক্ত করেন যারা তাঁর নিজের খ্রিষ্ট নাম গ্রহণ করেন, যেমন এ বাণীতে প্রকাশিত, *তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (যোহন ১:৩৩)। এ বাপ্তিস্মের অধিকার থেকে একটামাত্র ফল নয়, দু'টো ফলই নির্গত: প্রথমত, খ্রিষ্ট আত্মায় বাপ্তিস্ম দেওয়ায় পাপ ক্ষমা করেন; দ্বিতীয়ত, তিনি বাপ্তিস্ম দেওয়ায় নানা অনুগ্রহদানের অলঙ্কার বিতরণ করেন। পাপক্ষমা বিষয়ে স্বয়ং তিনিই নিজ পুনরুত্থানের সেই দিনে কথা বলেন, যখন যাঁদের তিনি নিজ রক্তে ধৌত করে আগেই পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন, সেই শিষ্যদের উপর ফুৎকার দিয়ে বলেন, *পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর* (যোহন ২০:২২)। আর পবিত্র আত্মাকে যে পাপক্ষমার উদ্দেশেই তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, একথা তখনই তিনি নিজে সপ্রমাণ করেন যখন বলে চলেন, *তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে* (যোহন ২০:২৩)।

দানগুলির যে বিতরণ দ্বারা তিনি মানুষকে অনুগ্রহের অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, সেই বিতরণ বিষয়টা লুক প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে উত্থাপন করে বলেন, *যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে* (প্রেরিত ১:৫)।

তিনি তখনই পবিত্র আত্মায় আমাদের বাপ্তিস্ম দেন, যখন আমরা জলকুণ্ডে নেমে গেলে আত্মার অদৃশ্য অনুগ্রহ বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের সকল পাপ ক্ষমা করে। পাপক্ষমা ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই, অর্থাৎ, সকলের কাছে একইভাবে ও সমরূপে এক ও একই ক্ষমার অনুগ্রহ দান করা হয়, যা আমাদের সমস্ত অপরাধ মুছে দেয় ও আমাদের সমস্ত পাপ সমুদ্র-গভীরে ফেলে দেয়।

কিন্তু অনুগ্রহদান ক্ষেত্রে সকলের কাছে একই পরিমাণ দেওয়া হয় না, তাই একজনকে বিশ্বাস, অন্যকে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার ভাষা, আবার অন্যকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, আবার অন্যকে ভাববাণী বুঝবার অধিকার ইত্যাদি দান দেওয়া হয়। এই *সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন* (১ করি ১২:১১)।

বাপ্তিস্ম দানকারীর এ অনুগ্রহদানগুলি ক্ষেত্রে আমরা নবসন্ধির পবিত্রজনদের মধ্যে এ গৌরবময় বাপ্তিস্মের উজ্জ্বল চিহ্ন চিনতে পারি—আমরা নিজেরাই তো পড়তে পারি, পাপক্ষমার উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে তাঁদের কেউই তেমন কিছু পেতে পারেননি; কেবল সেই কর্নেলিউস ও তাঁর বাড়ির সকলের উপরেই—পিতর কথা বলতে বলতেই—পবিত্র আত্মা নেমে এলেন ও তাঁরা নানা ভাষায় ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

প্রাক্তন সন্ধির পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অলৌকিক কাজ সাধন করার ক্ষমতা ও অনেকে ভাববাণী দেওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন; সেসময়ে তাঁরা পাপক্ষমার উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্ম তখনও পাননি, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তাঁরা সকলে তখনই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন যখন খ্রিষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করলে তাঁর বিদীর্ণ বুক থেকে সমগ্র মণ্ডলীর পাপক্ষমার উদ্দেশে রক্ত ও জলের নদী নির্গত হল, তথা সেই মণ্ডলীর জন্যও তাই ঘটেছে, যা জগতের আদিলগ্ন থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত জগতে উপস্থিত ছিল,

অর্থাৎ প্রথম ধার্মিক সেই আবেল থেকে শুরু করে সেই দস্যুই পর্যন্ত যে ক্রুশে ঝুলে খ্রিষ্টের বুক থেকে সেই প্রাচুর্যময় ও পরিত্রাণদায়ী বন্যার নদী নির্গত হওয়ার আগেও খ্রিষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করল, ও ভাবী রাজ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি গুণে মুক্তি পেল।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:২২, ২৩; মার্ক ১৬:১৬ দ্রঃ

*প্র* দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে ধৌত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে, এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি,

*উ* কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

*প্র* যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

*উ* কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২২)

## সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে

সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে:

জন্মের কাল, মরণের কাল;
বীজ-বোনার কাল,
গাছ-উৎপাটনের কাল;
বধ করার কাল,
নিরাময় করার কাল;
ভাঙবার কাল, গাঁথবার কাল;
কাঁদবার কাল, হাসবার কাল;
বিলাপ করার কাল, নাচবার কাল;
পাথর ফেলার কাল, পাথর জড় করার কাল;
আলিঙ্গনের কাল, আলিঙ্গন-বিরতির কাল;
সন্ধানের কাল, হারাবার কাল;
বাঁচিয়ে রাখার কাল, ফেলে দেওয়ার কাল;
ছিঁড়ে ফেলার কাল, সেলাই করার কাল;
নীরব থাকার কাল, কথা বলার কাল;
প্রেম করার কাল, ঘৃণা করার কাল;
যুদ্ধের কাল, শান্তির কাল।

মানুষ যে পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমে তার কী লাভ? আদমসন্তানেরা যেন তাতে ব্যস্ত থাকে, পরমেশ্বর যে কাজ তাদের দিয়েছেন, তা আমি বিবেচনা করলাম। তিনি যা কিছু করেন, সেই সমস্ত কিছু নিজ নিজ সময়ের জন্যই উপযোগী; কিন্তু আদমসন্তানদের হৃদয়ে তিনি কালপ্রবাহের ধারণা রাখা সত্ত্বেও মানুষ পরমেশ্বরের সাধিত কাজের আদি বা

অন্ত ধারণ করতে অক্ষম। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, সারা জীবন ধরে আনন্দভোগ করা ও সৎকর্ম পালন করা ছাড়া তাদের আর মঙ্গল নেই। আর যখন মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারে ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারে, তখন এ পরমেশ্বরের দান।

আমি ভালই জানি যে, পরমেশ্বর যা কিছু করেন, তা চিরস্থায়ী;

তাতে যোগ দেবারও কিছু নেই,
বিয়োগ করারও কিছু নেই।
পরমেশ্বর এভাবে ব্যবহার করেন,
যেন মানুষ তাঁকে ভয় করে।
যা ঘটছে, তা আগেই ঘটে গেছে;
যা ঘটবে, তা ইতিমধ্যেই ঘটছে।
যা অতীত হয়েছে, পরমেশ্বর তার জবাবদিহি দাবি করেন।
আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ করলাম যে,
ন্যায্যতার স্থানে অন্যায্যতা রয়েছে,
ধর্মময়তার স্থানে অধর্ম রয়েছে।

আমি ভাবলাম, ধার্মিক ও দুর্জন, দু'জনকেই পরমেশ্বর বিচার করবেন, কারণ সমস্ত ব্যাপারের জন্য ও সমস্ত কাজের জন্য বিশেষ এক কাল আছে। পরে আদমসন্তানদের বিষয়ে আমি মনে মনে বললাম, পরমেশ্বর তাদের যাচাই করে দেখাতে চান যে, তারা আসলে পশুমাত্র। বাস্তবিকই মানুষের দশা ও পশুর দশা এক; হ্যাঁ, এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; তাদের সকলের শ্বাস এক। পশুর চেয়ে মানুষ কোন প্রাধান্যের অধিকারী নয়, যেহেতু সবই অসার।

সকলেই একই স্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—সবকিছু ধুলা থেকে বের হয়, সবকিছু ধুলায় ফিরে যায়। আদমসন্তানদের আত্মা ঊর্ধ্বগামী এবং পশুদের আত্মা ভূতলের দিকে অধোগামী—একথা কে জানে? আমি লক্ষ করলাম, নিজের কর্মসাধনে আনন্দভোগ করা ছাড়া মানুষের আর মঙ্গল নেই, কারণ এটিই তার ভাগ্য। আসলে, তার মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্য কে তাকে চালিত করতে পারবে?

**শ্লোক** - ১ করি ৭:২৯, ৩১; উপ ৩:১

*প্র* সময় আর বেশি নেই; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, এখন থেকে তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,

*উ* কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

*প্র* সমস্ত বিষয়েরই জন্য এক সময় আছে, ও আকাশের নিচে সমস্ত ব্যাপারের জন্য এক কাল আছে;

*উ* কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - উপদেশক পুস্তকে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**জন্মের কাল ও মরণের কাল**

উপদেশক বলেন, *জন্মের কাল, মরণের কাল* (উপ ৩:২)। আহা, আমারও যদি এমনটি হয়, যেন শুভ সময়ে জন্ম নিই, শুভ সময়ে মৃত্যুবরণ করি! কেননা আমরা তখনই একপ্রকারে নিজেদেরই জনক, যখন শুভ মনোভাব ও স্বাধীন বিচারশক্তি দ্বারা নিজেদের গঠন করি, নিজেদের উদ্ভব ঘটাই, ও নিজেদের জন্মদান করি। তেমনটি আমরা তখনই সাধন করি, যখন ঈশ্বরকে নিজেদের অন্তরে গ্রহণ করে ঈশ্বরের সন্তান, সদ্‌গুণের সন্তান, ও পরাৎপরের সন্তান হয়ে উঠি। অপরদিকে আমরা তখনই অগঠিত ভ্রূণের মত জন্ম নিই ও ততক্ষণই অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় থাকি, যতক্ষণ প্রেরিতদূতের বাণী মত আমাদের অন্তরে *খ্রিষ্টের রূপ* গঠিত না হয় (গা ৪:১৯ দ্রঃ)। কেননা ঈশ্বরের মানুষের পক্ষে পূর্ণগঠিত ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই।

*মরণের কাল:* পলের পক্ষে মরণের জন্য সমস্ত কালই শুভ ছিল; বাস্তবিকই নিজ লেখায় তিনি চিৎকার করে বলেন, *আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন* (১ করি ১৫:৩১); আরও, *তোমার খাতিরেই আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন* (রো ৮:৩৬)। সত্যিই আমাদের নিজেদের মধ্যেই আমরা মৃত্যুদণ্ড বহন করি।

পল কীভাবে প্রতিদিন মরেন, একথা তত অস্পষ্ট নয়, কারণ তিনি পাপের জন্য জীবনযাপন করেন না, বরং সবসময় ইন্দ্রিয়দমন করেন, নিজের দেহে খ্রিষ্টের মৃত্যু

বহন করে চলেন, খ্রিষ্টের সঙ্গে নিত্যই ক্রুশবিদ্ধ হন। আবার তিনি নিজের জন্য কখনও জীবনযাপন করেন না, বরং নিজের অন্তরে জীবন্ত খ্রিষ্টকেই বহন করে চলেন। আমার মতে, এই সেই শুভ মৃত্যু, যা সত্যকার জীবন দান করল।

ঈশ্বর এজন্যই বলেন, *আমিই মৃত্যু ঘটাব ও জীবন দান করব* (দ্বিঃবিঃ ৩২:২৯ দ্রঃ), যাতে মানুষ এ সত্যের বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, পাপের কাছে মরা ও আত্মার কাছে জীবিত থাকা ঈশ্বরেরই দান। কেননা ঐশবাণী এ অঙ্গীকার দেয় যে, ঈশ্বর যার মৃত্যু ঘটান, তাকে জীবন দান করবেন।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ৩২:৩৯; প্রকাশ ১:১৮

প্ আমিই মৃত্যু ঘটাই, আবার জীবন দান করি, আমিই আঘাত হানি, আবার নিরাময় করি,

উ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

প্ আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও পাতালের চাবিকাঠি,

উ আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১১-২২)

**হিব্রুদের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত বিজাতীয়েরা**

মনে রেখ, একসময় তোমরা যারা জন্মসূত্রে বিজাতি—সেই তোমরা যারা অপরিচ্ছেদিত বলে অভিহিত তাদেরই দ্বারা যারা মানুষের হাতে মাংসে পরিচ্ছেদিত—সেই তোমরাও একসময় ছিলে খ্রিষ্ট-বিহীন, ইস্রায়েল-নাগরিকত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রতিশ্রুতি-বাহী সেই নানা সন্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিজাতি, আশাবিহীন এবং এই জগতে ঈশ্বরও-বিহীন। কিন্তু এখন, খ্রিষ্ট যিশুতে, তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রিষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ, কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন, যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন; এবং ক্রুশ দ্বারা নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস করায় তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে উভয়কে একদেহে পুনর্মিলিত করতে পারেন। তিনি এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন। তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

তাই তোমরা এখন বিজাতি বা অস্থায়ী বাসিন্দা আর নও, বরং পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু। তাঁর মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে; তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে।

**শ্লোক** - এফে ২:১৪, ১৬, ১৭-১৮, ১৩ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্টই আমাদের শান্তি ; তিনি নিজেতে সেই শত্রুতা ধ্বংস ক'রে সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন। তিনি এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন।

*উ* তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

*প্র* এখন খ্রিষ্ট যিশুতে আমরা খ্রিষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছি।

*উ* তাঁরই মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের মানুষ এই আমরা এক আত্মায় পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়ে আছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক)

**পবিত্র ভোজে অংশ নেওয়ায়**

**আমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট ও খ্রিষ্টে আমরা এক হয়ে উঠি**

আমরা সিদ্ধ ভালবাসার মনোভাবে, সঠিক ও অটল বিশ্বাসে, এবং সরল ও সদ্‌গুণ-আকাঙ্ক্ষী অন্তরে খ্রিষ্টের সঙ্গে আত্মিকভাবে মিলিত হব, এমন ধারণা আমাদের ধর্মতত্ত্ব কোন মতে অস্বীকার করে না ; এমনকি আমরা সমর্থন করি, আমাদের ধর্মতত্ত্ব ঠিক তাই বলে।

বাস্তবিকই, সেই ধর্মতত্ত্বের জোরে কেইবা সন্দেহ করতে পারবে যে, খ্রিষ্ট আঙুরলতা আর আমরা শাখা হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে ও তাঁর দ্বারা জীবন পাই, যখন প্রেরিতদূত নিজেই একথা বলেন যে, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী* (১ করি ১০:১৭)। তবে কেউ আমাদের বলুক রহস্যময় পবিত্র ভোজের মূলকারণ কী ; আমাদের বুঝিয়ে দিক তার শক্তি কেমন ! কেনই বা তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে? এর কারণ কি এই নয়, খ্রিষ্টের পবিত্রতম মাংসে আমাদের সহভাগিতা ও অংশগ্রহণ গুণে খ্রিষ্ট যেন দেহগতভাবেও আমাদের অন্তরে বাস করেন?

এ অত্যন্তই স্পষ্ট, কেননা পল একথা লেখেন যে, *সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছে* (এফে ৩:৬)।

তারা কেমন করে তাঁর একই দেহের অঙ্গ হল? সেই রহস্যময় পবিত্র ভোজে অংশগ্রহণ গুণেই তারা তাঁর সঙ্গে একদেহ হয়ে উঠল, যেমনটি প্রেরিতদূতদের প্রত্যেকজনের বেলায়ও ঘটেছিল; অন্যথা তিনি কেনই বা নিজের অঙ্গের মত সকলের অঙ্গও খ্রিষ্টের অঙ্গ বলবেন?

বস্তুতপক্ষে তিনি একথা লেখেন যে, *তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রিষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রিষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা* (১ করি ৬:১৫)।

স্বয়ং ত্রাণকর্তাই বলেন, *যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি* (যোহন ৬:৫৬)। এবিষয়ে নিতান্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে হবে যে, ভালবাসার একপ্রকার সম্পর্ক অনুসারেই খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে থাকবেন, এমন কথা তিনি বলেননি, কিন্তু একথা বললেন যে, স্বরূপগত সহভাগিতা গুণেই তিনি আমাদের অন্তরে থাকবেন। কেউ দু' টুকরো মোম আগুনে একসঙ্গে গলিয়ে দিলে যেমন দু' টুকরো থেকে একটামাত্র টুকরো হয়, তেমনি খ্রিষ্টের দেহ ও মূল্যবান রক্তে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা একসঙ্গে মিলিত হই: তিনি আমাদের অন্তরে আর আমরা তাঁর মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে, যা নিজের স্বরূপে ক্ষয়শীল, তা অন্যভাবে সঞ্জীবিত হতে পারে না, যদি তাঁরই দেহের সঙ্গে দেহগত ভাবেই মিলিত না হয় যিনি স্বরূপেই জীবন, তথা সেই একমাত্র জনিতজন। আর আমার কথা মেনে নিতে সম্মত না হলে, তবে বিশ্বাসেই সেই খ্রিষ্টের প্রতি আসক্ত হও, যিনি বললেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব* (যোহন ৬:৫৩-৫৪)।

শ্লোক - ১ করি ১০:১৬; সাম ২৩:৫

প্র সেই যে স্তুতিবাদের পানপাত্র, যা নিয়ে আমরা ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করি, তা কি খ্রিষ্টের রক্তে সহভাগিতা নয়?

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

প্র আমার সম্মুখে তুমি সাজাও ভোজনপাট, আমার পানপাত্র উচ্ছলিত।

উ আর সেই যে রুটি, যা আমরা ছিঁড়ে টুকরো করি, তা কি খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা নয়?

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (৫:৯–৬:৮)

## অর্থও অসার

অর্থ যে ভালবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;
বিলাসিতা যে ভালবাসে, তার অর্থলাভ হয় না।
এও অসার।
যেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পায়,
সেখানে পরজীবী বৃদ্ধি পায়;
তবে দৃষ্টিসুখ ছাড়া
সম্পদে মালিকের আর কী লাভ?
শ্রমিক বেশি বা কম আহার করুক,
তার নিদ্রা মধুর;
কিন্তু ধনীর অধিক প্রাচুর্য
তাকে নিদ্রা যেতে দেয় না।

আমি সূর্যের নিচে আর এক বিরাট অনিষ্ট লক্ষ করেছি: মালিকের নিজের লোকসানেই রক্ষিত ধন! একটা দুর্ঘটনা, আর সেই ধন গেল; ছেলে জন্ম নিল, আর তার হাতে কিছু নেই। মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। এও বিরাট অনিষ্ট যে, সে যেমন আসে, আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর তার হাতে কী লাভ থাকল? তাছাড়া সে সম্ভবত অনেক দুঃখ, পীড়া ও ক্ষোভের মধ্যেই অন্ধকারে ও বিলাপে তার জীবনের সকল দিন কাটিয়েছে।

দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত এ: পরমেশ্বর মানুষকে যে ক'দিন বাঁচতে দেন, সেই সমস্ত দিন সে সূর্যের নিচে তার সেই পরিশ্রমের ফল ঘটা করে খাওয়া-দাওয়ায় ও সুখভোগে ভোগ করুক; কারণ এ তার ভাগ্য। পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার

অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন।

আমি সূর্যের নিচে আর এক অনিষ্ট লক্ষ করেছি, তা মানুষের পক্ষে ভারী: পরমেশ্বর একজনকে এত ধনসম্পত্তি ও সম্মান দেন যে, আকাঙ্ক্ষিত যত বস্তুর মধ্যে তার জন্য কিছুই ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু পরমেশ্বর তা ভোগ করতে তাকে দেন না, আসলে অপর কেউ তা ভোগ করে; এ অসার ও অনিষ্টকর দুর্দশা। ধরা যাক: একজনের একশ'টি সন্তান আছে, বহু বছর বেঁচে দীর্ঘজীবীও হয়, কিন্তু সে যদি মঙ্গল ভোগ করতে না পারে, তার যদি সমাধিও না থাকে, তাহলে আমার কথা হল, তার চেয়ে বরং অকালজাত শিশুও আরামে আছে। হ্যাঁ,

সে বৃথাই আসে, অন্ধকারে চলে যায়,
আর তার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে;

সে সূর্যও দেখতে পায়নি, সূর্যের কথা পর্যন্তও জানতে পারেনি; অথচ সেই প্রথমজনের চেয়ে এরই বিশ্রাম আরামদায়ক। কেননা দু'হাজার বছর বাঁচলেও সে কখনও মঙ্গল ভোগ করবে না। পরিশেষে সকলকে কি একই জায়গায় যেতে হবে না?

মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তার মুখের জন্য,
অথচ তার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না।
নির্বোধের চেয়ে প্রজ্ঞাবানের লাভজনক কী আছে?
জীবিতদের সামনে সদাচরণ করতে জানে
এমন দীনহীনের কী লাভ?

শ্লোক - প্রবচন ৩০:৮; সাম ৩১:১৫, ১৬ দ্রঃ

প্র প্রভু, আমা থেকে ছলনা ও মিথ্যা দূরে রাখ;
উ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।
প্র তোমাতেই ভরসা রাখি, প্রভু; তোমার হাতেই আমার আয়ুষ্কাল।

℣ দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না; কিন্তু আমার যতটুকু খাদ্য দরকার, ততটুকু আমাকে দাও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - উপদেশক পুস্তকে পুরোহিত সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ

**তোমরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর**

*পরমেশ্বর যাকে ধনসম্পত্তি দেন, তা ভোগ করার, তার নিজের অংশ নেওয়ার, ও নিজের পরিশ্রমের ফল ভোগ করার অধিকারও তাকে দেন; এও পরমেশ্বরের দান; তখন মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না, কারণ পরমেশ্বর তার হৃদয়ের আনন্দেই তাকে ব্যস্ত রাখেন* (উপ ৫:১৮-১৯)। উপদেশক একথা বলেন যে, যে কেউ অন্ধকারময় দুশ্চিন্তায়ই নিজ সম্পদ ব্যবহার করে ও দুর্বহ জীবনযাপনেই নশ্বর ধন সঞ্চয় করে, তার তুলনায় সে-ই শ্রেয়, যে তাই ভোগ করে যা তার সামনে রয়েছে। কেননা সামান্য হলেও তবু এক্ষেত্রে সুখ আছেই; কিন্তু অপর ক্ষেত্রে কেবল দুশ্চিন্তার রাশিই রয়েছে। মানুষ ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে পারে; এ যে ঈশ্বরের দান, উপদেশক এর যুক্তিও দেন, *কারণ মানুষ নিজের পরমায়ুর চিন্তায় তত বসে থাকবে না।*

ঈশ্বর অবশ্যই তার হৃদয়ে আনন্দ মঞ্জুর করেন: বর্তমান আনন্দ ও সুখের প্রতি আকর্ষিত হওয়ায় সে দুঃখে ক্লিষ্ট হবে না, দুশ্চিন্তায়ও অস্থির হবে না। কিন্তু তবুও প্রেরিতদূতের মন অনুসারে, ঈশ্বর যে আত্মিক খাদ্য ও আত্মিক পানীয় দান করেন, তা উপলব্ধি করা আরও ভাল। নিজের পরিশ্রমে মঙ্গল দেখাও ভাল, কারণ আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকৃত মঙ্গল দর্শন করতে পারি। আর এই তো আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন আমাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে আনন্দ পাই। এটি মঙ্গল বটে, তবু *আমাদের জীবন সেই খ্রিষ্ট যতদিন আবির্ভূত না হন* (কল ৩:৪ দ্রঃ), ততদিন এ মঙ্গল অপূর্ণাঙ্গ।

তাই উপদেশকের ধারণায় তাকেই শ্রেয় বলে গণ্য করা যায়, যে মানুষ স্বর্গীয় শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে কেবল *নিজের ওষ্ঠের জন্যই পরিশ্রম করে, ও যার আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্তি পায় না* (উপ ৬:৭ দ্রঃ), যেহেতু সে সবসময়ই শিখতে আকাঙ্ক্ষিত। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাহীনের চেয়ে প্রজ্ঞাবান-ই ধনবান, কারণ নিজেকে দীনহীন মনে ক'রে (সেই অর্থেই দীনহীন, যা

অনুসারে সুসমাচারে তাকে সুখীই বলা হয়) অপকর্ম ক্ষেত্রেই সে দীনহীন, ও সেই সমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে তৎপর যা জীবন-সংক্রান্ত, সেই সরু ও সঙ্কীর্ণ পথে চলে যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, ও যিনি নিজেই জীবন, সেই খ্রিষ্ট কোথায়, তা জানে।

**শ্লোক** - সিরা ২৩:৪-৬, ১

*প্র* হে প্রভু, হে পিতা, হে আমার জীবনস্বামী, আমার চোখ যেন উদ্ধত না হয়, আমা থেকে হিংসা দূর করে দাও, লাম্পট্য ও কামাসক্তি যেন আমাকে না ধরে ফেলে ;

*উ* আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

*প্র* প্রভু, তাদের ইচ্ছার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ো না, তাদের কারণে আমাকে পড়তে দিয়ো না :

*উ* আমাকে নির্লজ্জ বাসনার হাতে ফেলে রেখো না।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৩)

**ঈশ্বরের রহস্যের ঘোষক পল**

আমি, পল, তোমাদের, অর্থাৎ বিজাতীয়দের জন্য খ্রিষ্ট যিশুর বন্দি ... । ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-ব্যবস্থা তোমাদের খাতিরে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; একথাও শুনেছ যে, ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য আমাকে জানানো হয়েছে, যা প্রসঙ্গে আমি একটু আগে সংক্ষেপে লিখেছি। তা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে খ্রিষ্ট-রহস্য সম্বন্ধে আমি কি বুঝি। সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে, যথা, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়রা একই উত্তরাধিকারের সহভাগী হতে, একই দেহের অঙ্গ হতে, ও প্রতিশ্রুতির অংশীদার হতে খ্রিষ্ট যিশুতে আহূত হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান তাঁর পরাক্রমের কর্মশক্তি গুণে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমাকে সেই সুসমাচারের সেবাকর্মী করে তোলা হয়েছে। আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি, এবং আদি থেকে নিখিলের স্রষ্টা ঈশ্বরে যা গুপ্ত ছিল, সেই রহস্য-ব্যবস্থা যে কি, তাও যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত করি, এর ফলে যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন স্বর্গীয় স্থানে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে কল্পনা করেছিলেন: সেই খ্রিষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি। এজন্য আমার

অনুরোধ: তোমাদের খাতিরে আমার যে সকল ক্লেশ ঘটছে, তার জন্য ভেঙে পড়ো না; সেই সব তোমাদেরই গৌরব।

**শ্লোক** - এফে ৩:৮, ১২; রো ১:৫

*প্র* আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।
*উ* সেই খ্রিষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।
*প্র* আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি।
*উ* সেই খ্রিষ্টেই আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সৎসাহস ও প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি, যেন পূর্ণ ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮)

**মণ্ডলী-রহস্য**

এ রহস্যগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য, এসো, প্রেরিতদূতের উপর নির্ভর করি। এফেসীয়দের কাছে পত্রে যখন ঈশ্বরের সেই মহা আবির্ভাব দেখালেন যা মাংসে সাধিত হয়েছিল, তখন তিনি বলেন যে, মানুষদের মাঝে খ্রিষ্টের আগমনে প্রকাশিত ঈশ্বরের বহুবিচিত্র ও সন্ধানের অতীত প্রজ্ঞা কেবল মানবস্বরূপের কাছে নয়, স্বর্গীয় সকল আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছেও ব্যক্ত হয়েছিল। তাঁর বাণী এরূপ: *… যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এখন স্বর্গীয় স্থানে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের কাছে ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, সেই অনাদিকালীন সঙ্কল্প অনুসারে যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে কল্পনা করেছিলেন* (এফে ৩:১০)।

*সেই খ্রিষ্টেই আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি* (এফে ৩:১২)। সুতরাং মণ্ডলী দ্বারাই স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের কাছে ঈশ্বরের সেই বহুবিচিত্র ও গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়, যা

বিপরীত বস্তুর মধ্য দিয়েই মহা ও আশ্চর্য কাজ সাধন করে। বাস্তবিকই কেমন করেই বা মৃত্যু থেকে জীবন, পাপ থেকে ধর্মময়তা, অভিশাপ থেকে আশীর্বাদ, অবমাননা থেকে গৌরব, দুর্বলতা থেকে পরাক্রম নির্গত হল? আদিতে সেই স্বর্গীয় কর্তৃত্ববৃন্দ ঈশ্বরের এমন নির্গুণ ও একরূপী প্রজ্ঞা জেনেছিলেন, যা তার স্বরূপ অনুসারেই অলৌকিক কাজ সাধন করছিল। যে বস্তুগুলি তাঁরা তখন দেখতে পেতেন, সেগুলির মধ্যে বিচিত্র বলতে কিছু ছিল না, কারণ ঐশস্বরূপ পরাক্রম ও শক্তি হওয়ায় কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই প্রত্যেকটা বস্তু গড়তেন, সৃষ্টবস্তুর স্বরূপের মধ্যে জন্ম-প্রেরণা সঞ্চার করতেন, ও সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় উৎস থেকে যত বস্তু নির্গত হত, সেগুলোকে অতিসুন্দর করে সৃষ্টি করতেন।

এখন কিন্তু, মণ্ডলী দ্বারা তাঁদের কাছে ঐশপ্রজ্ঞার বিচিত্র ও বহুবিধ স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, যেমনটি বিপরীত বস্তুর সম্পর্ক থেকে প্রতীয়মান হয়, যথা: বাণী মাংস হলেন, জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, তাঁর ক্ষত আমাদের ক্ষত নিরাময় করে। আরও: তিনি শত্রুর শক্তি ক্রুশের দুর্বলতা দ্বারাই ধ্বংস করেন, স্বরূপে অদৃশ্য হলেও মাংসে নিজেকে দৃশ্যমান করেন, নিজে মুক্তিসাধক ও মুক্তিমূল্য হওয়ায় তিনিই বন্দিদের মুক্তি দান করেন। কেননা জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেও তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন; ও রাজা হয়ে থেকেও দাস হলেন।

মণ্ডলী দ্বারা এ সমস্ত কথা ও অন্য বিচিত্র ও বহুবিধ কথা জেনে বরের বন্ধুরা উপলব্ধি ক্ষেত্রে এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন যাতে রহস্যের মধ্যে ঐশপ্রজ্ঞার নতুন দিক আবিষ্কার করতে পারেন: এমনকি সাহসের সঙ্গে আমি এ কথাও বলি যে, কনের মধ্য দিয়ে বরের সৌন্দর্য দর্শন করতে করতে তাঁরা এতই মুগ্ধ হয়ে উঠলেন যে, তাঁদের কেমন যেন মনে হল, তাঁরা অপ্রত্যাশিত ও বোধাতীত সত্যের সামনেই রয়েছেন।

কেননা যোহনের বাণী অনুসারে, *কোন মানুষ যাঁকে কখনও দেখেনি*, এবং পলের বাণী অনুসারে *মানুষ যাঁকে দেখতেও পারে না* (১ তি ১:১৬; যোহন ১:১৮ দ্রঃ), সেই ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর নিজের দেহ করেছেন, ও তেমন দেহে তাদেরই যোগ করে দিয়ে যারা পরিত্রাণে আহূত হয়েছে, তিনি মণ্ডলীকে ভালবাসায় গেঁথে তুলতে থাকেন, যতক্ষণ

*না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি* (এফে ৪:১৩)।

তবে, মণ্ডলী যখন খ্রিষ্টের দেহ, ও যখন দেহের মাথা হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি নিজ মুদ্রাঙ্কনেই মণ্ডলীর মুখমণ্ডল অঙ্কন করেন, তখন তেমন বাস্তবতায় চোখ নিবদ্ধ রেখে বরের বন্ধুরা অধিক উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, কেননা যিনি স্বরূপেই তাঁদের কাছে অদৃশ্য, তাঁরা মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সেই স্বয়ং বরকেই সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পান। যারা সূর্যের দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না, তারা যেমন জলেই কমপক্ষে তা প্রতিবিম্বিত অবস্থায় দেখতে পারে, তেমনি তাঁরাও নির্মল আয়নায় তথা মণ্ডলীর মুখমণ্ডলেই সেই ধর্মময়তার সূর্য দেখতে পান—সেই খ্রিষ্টকেই দেখতে পান, যিনি মনের কাছে ততখানিই উপলভ্য, যতখানি আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্লোক - এফে ৪:৪-৫; ১ করি ৮:৬

*প্র* দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ;

*উ* প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

*প্র* আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট;

*উ* প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-২৯)

**প্রয়োজনের চেয়ে অধিক জানা উচিত নয়**

উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তেলের চেয়ে সুনাম শ্রেয়,
জন্মদিনের চেয়ে মৃত্যুর দিন শ্রেয়।
উৎসবের বাড়িতে যাওয়ার চেয়ে
বিলাপের বাড়িতে যাওয়া শ্রেয়;
কারণ তা সমস্ত মানুষের শেষ পরিণাম;
জীবিত মানুষ একথা ধ্যান করুক।
হাসির চেয়ে শোক শ্রেয়,
বিষণ্ন মুখের অন্তরালে উৎফুল্ল হৃদয় থাকতে পারে।
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় থাকে বিলাপের ঘরে,
নির্বোধের হৃদয় উৎসবের ঘরে।
নির্বোধের গান শোনার চেয়ে
প্রজ্ঞাবানের ভর্ৎসনা শোনা শ্রেয়;
কেননা যেমন হাঁড়ির নিচে কাঁটা-পোড়ার শব্দ,
তেমনি নির্বোধের হাসি; কিন্তু এও অসার।
অত্যাচারিত হয়ে প্রজ্ঞাবান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে,
উপহার হৃদয়ের বিনাশ ঘটায়।
কাজের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি শ্রেয়;
দর্পের চেয়ে ধৈর্য শ্রেয়।

আত্মায় সহজে ক্ষুব্ধ হয়ো না, কারণ নির্বোধের বুক ক্ষোভের আশ্রয়। একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়।

পৈতৃক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;

যারা সূর্য দেখতে পায়
তাদের পক্ষে তা আরও উপযোগী।
কারণ প্রজ্ঞাও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্‌জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এ,
যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,
প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে।
পরমেশ্বরের সৃষ্টিকাজ বিবেচনা করে দেখ:
তিনি যা বাঁকা করেছেন,
তা সোজা করার সাধ্য কার্?

সুখের দিনে সুখী হও,
এবং দুঃখের দিনে এবিষয় ধ্যান কর:
এটা সেটা দু'টোই পরমেশ্বর নিরূপণ করেছেন,
পরবর্তীকালে যা ঘটবার কথা,
তার কিছুই যেন মানুষ আবিষ্কার করতে না পারে।

আমার নিজের অসারতার দিনে
আমি সবই দেখেছি—
ধার্মিকের ধর্মময়তা সত্ত্বেও তার বিনাশ,
দুর্জনের অধর্ম সত্ত্বেও তার দীর্ঘায়ু।
অতিধার্মিক হয়ো না,
অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়ো না।

কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও?
অতি দুর্জন হয়ো না,
উন্মাদও হয়ো না।
কেন তোমার নিজের অকাল মৃত্যু চাও?
তুমি এটা আঁকড়ে থাক,
সেটা থেকেও হাত ছেড়ে দিয়ো না, এ তো মঙ্গল,

কারণ পরমেশ্বরকে যে ভয় করে,
সে এইসব কিছুতে সফল হবে।

প্রজ্ঞাবানকে প্রজ্ঞা শক্তিশালী করে তোলে, শহরের দশজন শাসকের চেয়েও শক্তিশালী। পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না। আরও, যত জনশ্রুতি শোনা যেতে পারে, সবগুলোতে কান দিয়ো না, পাছে একথা শোন যে, তোমার দাস তোমার নিন্দা করেছে; হ্যাঁ, তোমার হৃদয় একথা ভালই জানে যে, তুমিও বারবার পরনিন্দা করেছ!

এসব কিছু প্রজ্ঞার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বললাম, 'প্রজ্ঞাবান হব!' কিন্তু প্রজ্ঞা আমার আয়ত্তের বাইরে!

যা ঘটেছে, তা আয়ত্তের বাইরে,
তা গভীর, গভীর;
কে তার নাগাল পেতে পারে?

আমি পুনরায় মনে স্থির করলাম, আমি প্রজ্ঞাকে ও সবকিছুর শেষ কারণকে জানতে, তলিয়ে দেখতে ও তার সন্ধান পেতে মনোনিবেশ করব; এও জানতে চেষ্টা করব যে, অপকর্ম নির্বুদ্ধিতামাত্র, ও উন্মাদনা মূর্খতামাত্র।

আমি দেখতে পাচ্ছি,
নারী মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত;
হ্যাঁ, নারী ফাঁদস্বরূপ,
তার হৃদয় জাল, তার বাহু বেড়ি।
যে মানুষ পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন,
সে তা এড়াতে পারে,
কিন্তু পাপী তাতে জড়িয়ে পড়ে।

উপদেশক একথা বলছেন:
দেখ, শেষ কারণ পাবার জন্য
একটার পর একটা বিষয় তলিয়ে দেখে

আমি এইসব কিছু আবিষ্কার করেছি।
সন্ধান করতে করতেও যা এখনও পাইনি, তা এ :
সহস্রজনের মধ্যে যথার্থ মানুষকে পেয়েছি,
কিন্তু সকল নারীর মধ্যে যথার্থ একটা নারীকেও পাইনি।

দেখ, আমার শেষ সিদ্ধান্ত কেবল এ,
পরমেশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন,
কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যানধারণা সন্ধান করে।

**শ্লোক** - প্রবচন ২০:৯; উপ ৭:২০; ১ যোহন ১:৮, ৯ দ্রঃ

*প্র* কে বলতে পারে : আমি হৃদয় শুদ্ধ করেছি, আমার পাপ থেকে আমি পরিশুদ্ধ?
*উ* পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।
*প্র* আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি। কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে সেই বিশ্বস্ত ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।
*উ* পৃথিবীতে এমন ধার্মিক মানুষ নেই যে কেবল সৎকর্ম করে, পাপ কখনও করে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' থেকে পাঠ (বিশ্বাস প্রসঙ্গ ১:৩-৫)

## ঈশ্বরের অতল গভীরতা

ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন : তিনি সম্পূর্ণরূপে অসীম ও সর্বত্রই নিকটবর্তী, যেমনটি তিনি নিজে নিজের বিষয়ে বললেন, *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর, দূরবর্তী ঈশ্বর নই* (যেরে ২৩:২৩ দ্রঃ)। সুতরাং আমরা যেন ঈশ্বরকে আমাদের কাছ থেকে দূরবর্তী বলে অনুসন্ধান না করি, কারণ যোগ্য হলে আমরা নিজেদের অন্তরেই তাঁকে উপস্থিত বলে পাই। কেননা আমরা তাঁর সুস্থ অঙ্গ হলে ও পাপের কাছে মৃত হলে, তবে আত্মা যেভাবে দেহের মধ্যে উপস্থিত, তেমনি তিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন। আর তখন তিনি সত্যিই আমাদের অন্তরে বাস করেন, কারণ তিনি বললেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস*

*স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব* (২ করি ৬:১৬)। আমরা যদি এমনই যোগ্য যাতে তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন, তাহলে আমাদের তিনি তাঁর নিজের অঙ্গেরই মত সত্যে সঞ্জীবিত করেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (প্রেরিত ১৭:২৮)।

তাই আমি বলছি, তাঁর এ অবর্ণনীয় ও বোধাতীত সত্তা অনুসারে কেইবা পরাৎপরের অনুসন্ধান করবে? কেইবা ঈশ্বরের অতলান্ত রহস্য তলিয়ে দেখবে? যিনি সমস্ত কিছুতেই পরিব্যাপ্ত ও সমস্ত কিছু ঘিরে থাকেন, সমস্ত কিছুতে বিদ্যমান ও সমস্ত কিছুর অতীত, সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে ধরে রাখেন ও সমস্ত কিছুর আয়ত্তের বাইরে, তেমন অসীম ঈশ্বরকে জানে বলে কেইবা গর্ব করতে পারবে? তাই তিনি কী, তিনি কীভাবে আছেন, তিনি কে, এমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুসন্ধান করার কারও দুঃসাহস যেন না থাকে। এ রহস্যগুলো অনির্বচনীয়, দুর্জ্ঞেয়, অনুসন্ধানের অতীত। তোমাকে এই বিশ্বাস করতে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গেই কিন্তু এ বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর যেভাবে ছিলেন, তিনি ঠিক সেইভাবে আছেন ও সেইভাবে থাকবেন, কারণ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়।

তবে ঈশ্বর কে? পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মাই একেশ্বর। ঈশ্বর বিষয়ে এর চেয়ে জানতে যেয়ো না, কারণ যারা তাঁর রহস্যময় গভীরতা জানতে চায়, তাদের পক্ষে সৃষ্টির স্বরূপ আগে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো ত্রিত্বজ্ঞান সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ উপদেশকের বাণী অনুসারে *কেইবা তেমন রহস্যময় গভীরতার নাগাল পাবে?* (উপ ৭:২৪)। কেননা সমুদ্রের গভীরতা যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে অদৃশ্য, তেমনি ত্রিত্বের ঈশ্বরত্ব মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির পক্ষে বোধাতীত বলে প্রতীয়মান। এজন্য আমি বলছি, যে কেউ জানতে চায় তার কী বিশ্বাস করা দরকার, সে যেন মনে না করে যে, বিশ্বাস করার চেয়ে কথা বললেই সে বেশি বুঝবে; কারণ মানুষ ঐশপ্রজ্ঞা যতখানি তলিয়ে দেখতে চায়, ঐশপ্রজ্ঞা তার কাছ থেকে ততখানি দূরে যাবে।

তাই তর্কযুক্তি দ্বারা নয়, সদাচরণ দ্বারাই সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অন্বেষণ কর; কথা দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই তার অন্বেষণ কর, এমন বিশ্বাস যা হৃদয়ের সরলতা থেকেই উদ্গত—সেই বিশ্বাস দ্বারা নয়, যা ভক্তিহীন দক্ষতার মতবাদে পূর্ণ। অতএব, যিনি

অবর্ণনীয়, তুমি তর্কযুক্তি দ্বারা তাঁর সন্ধান করলে তিনি আগের চেয়ে তোমা থেকে বহুদূরে সরে যাবেন (উপ ৭:২৩ দ্রঃ); কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই সন্ধান করলে তাহলে প্রজ্ঞা নগরদ্বারে থাকবে, সেইখানে তার আবাস: তুমি সেইখানে তাকে পাবে, যদিও আংশিকভাবেই মাত্র তাকে দেখতে পাবে; কারণ তাকে অদৃশ্য ও বোধাতীত বলে বিশ্বাস করলেও প্রজ্ঞা কিন্তু কেবল কিঞ্চিৎ মাত্রই উপলভ্য। শুদ্ধহৃদয়দের কাছে যদিও ঈশ্বর আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর, তবু তিনি যেভাবে আছেন, তাঁকে সেইভাবে, অর্থাৎ অদৃশ্য বলেই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

**শ্লোক** - সাম ৩৬:৬-৭; রো ১১:৩৩

*প্র* ওগো প্রভু, আকাশছোঁয়াই তোমার কৃপা, মেঘলোক-প্রসারী বিশ্বস্ততা তোমার,

*উ* উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

*প্র* আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল!

*উ* উঁচু পাহাড়পর্বতের মত তোমার ধর্মময়তা, মহা অতলের মত তোমার ন্যায়।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১৪-২১)

**পলের প্রার্থনা**

**যেন ভক্তজনেরা খ্রিষ্টের ভালবাসা জানতে পারে**

এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি, তাঁর ঐশ্বর্যময় গৌরব অনুসারে তিনি এমনটি হতে দিন, যেন তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রিষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করতে পারেন, যার ফলে ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে তোমরা যেন সকল পবিত্রজনের সঙ্গে সেই বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ওঠ; এবং খ্রিষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানতে পার, ফলে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।

যে পরাক্রম আমাদের অন্তরে নিত্য ক্রিয়াশীল, সেই পরাক্রম অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন, মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - এফে ৩:২০, ২১; গা ১:৪

*প্র* যিনি আমাদের সমস্ত যাচনা ও ধারণার চেয়েও অধিক বেশি কিছু আমাদের জন্য করতে পারেন,

*উ* মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।

*প্র* আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুসারে খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন।

*উ* মণ্ডলীতে ও খ্রিষ্ট যিশুতে তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরদিন চিরকাল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লিয়নের সন্ন্যাসী মার্টিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (অন্তিম ভোজ, উপদেশ ২১)

## শেষ উপদেশে খ্রিষ্ট কথায় ও আদর্শেই শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন

যদিও খ্রিষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, তবু খ্রিষ্টের দেহোৎসর্গ প্রতিদিন পুনঃসাধিত, কারণ আমরা প্রতিদিন পাপে পতিত হই—দুর্বলতাবশত আমরা তো পাপ না করে জীবনযাপন করতে পারি না।

*স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনময় রুটি* হওয়ায় (যোহন ৬:৫১) খ্রিষ্ট রুটির আকারে নিজের দেহ নির্দেশ করতে চাইলেন; আবার দেহের আকারে তিনি দেহের সঙ্গে মাথার সংযোগও দেখাতে চাইলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যখন একরুটি, তখন আমরা অনেক হয়েও একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী* (১ করি ১০:১৭)। কেননা গমের বহু দানা নিয়ে যেমন এক রুটি হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হয়েও আমরা বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার ঐক্য দ্বারা খ্রিষ্টের একদেহ হয়ে উঠি।

সুতরাং, যে কেউ খ্রিষ্টের দেহের সঙ্গে জীবন্ত অঙ্গ রূপে মিলিত হতে ইচ্ছা করে, সে অপরদের সঙ্গে সেই একমাত্র স্বর্গীয় রুটির সহভাগিতা করুক, যে রুটি প্রভু ছিঁড়ে টুকরো করে বিতরণ করলেন। কেননা তিনি চাইলেন, যা এক, সকলের মধ্যেই তার সহভাগিতা করা হবে: তোমরা এ নাও, যাতে একীভূত হতে পার, একই সাক্রামেন্ত সকলেই গ্রহণ কর; *আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর* (লুক ২২:১৯); তিনি একথা বললেন, তাঁর দেহ ও তাঁর রক্ত গ্রহণ করি এই আমরা যেন তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা এমনভাবেই স্মরণ করি, যাতে তিনি যেভাবে আমাদের জন্য মরলেন, সেভাবে আমরাও প্রয়োজন হলে তাঁর জন্য মরি।

একই কথা পানপাত্রের বেলায় ঘটল: তিনি সেই পাত্র নবসন্ধি বলে, অর্থাৎ নব প্রতিশ্রুতিই বলে অভিহিত করলেন, কারণ সেই রক্ত দ্বারা তিনি নশ্বর নয়, শাশ্বতই মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন; ফলে এ স্মৃতি ততদিন উদ্‌যাপন করতে হবে যতদিন না তিনি পুনরাগমন করেন, অর্থাৎ কিনা সেই শেষযুগ পর্যন্ত যখন তিনি বিচারের জন্য আসবেন।

এজন্য, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যেহেতু প্রভু চাইলেন আমরা তাঁর দেহ গ্রহণ করব ও ঐক্য রক্ষার জন্য সেই দেহের সহভাগিতা করব, সেহেতু যে কেউ ক্রোধ, হিংসা বা বিবাদ বশত তেমন সহভাগিতা থেকে ছিন্ন হয়, সে প্রভুর দেহ যোগ্যরূপে গ্রহণ করে না, তার অংশগ্রহণও তাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত করতে পারে না। কেননা ভালবাসার বন্ধন বহুজনকে মিলিত করে, কিন্তু বিবাদ ও হিংসা ঐক্য বিভক্ত করে।

তাই ভ্রাতৃগণ, সতর্ক থাক, পাছে বিবাদের বিষ তোমাদের মধ্যে হিংসা জন্মালে ভালবাসার মাধুর্যও বিকৃত ও নিঃশেষ হয়ে যায়।

তোমাদের মাথার দিকেই চোখ নিত্য নিবদ্ধ রাখ, তোমাদের মুক্তিলাভের মূল্য বিষয়ে সতত সচেতন থাক।

কেবল ভালবাসার খাতিরেই তো খ্রিষ্ট আমাদের ত্রাণ করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত* (এফে ২:৪-৫)

*তাই আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা পুনর্মিলিত হলাম* (রো ৫:১০); *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:৩)।

তথাপি খ্রিষ্টের ভালবাসা আরও বড় হল, কারণ তিনি বন্ধুদের জন্য নয়, শত্রুদেরই জন্য প্রাণ দিলেন, কারণ আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখনই তাঁর মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম: *যিনি ধর্মময়, তিনি অধার্মিকদের জন্য মরলেন* (১ পি ৩:১৮)।

কিন্তু ধার্মিকের জন্য কে প্রাণ দিতে রাজি? কেউই না। এজন্য ভালবাসা বিষয়ে কথায়ই শিক্ষা দেবার আগে খ্রিষ্ট সেই ভালবাসা বাস্তবেই দেখালেন; আর ভালবাসার কথা বারবার উত্থাপন করার পর, তিনি শেষ উপদেশে কথায় ও আদর্শেই শিষ্যদের হৃদয়ে ভালবাসা অধিক দৃঢ়তরভাবেই স্থিতমূল করলেন।

শ্লোক - যোহন ১৭:২০-২১; যেরে ৩২:৩৮, ৩৯

*প্র* আমি তাদেরই জন্য প্রার্থনা করছি, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে;

℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

℟ তারা হবে আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আমি একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব,

℣ সকলেই যেন এক হয়। পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (৮:৫–৯:১০)

**প্রজ্ঞাবানের সান্ত্বনা**

আজ্ঞা যে মেনে চলে, তার অনিষ্ট হবে না;
প্রজ্ঞাবানের হৃদয় কাল ও বিচার জানে।
আর আসলে সমস্ত ব্যাপারের জন্য
কাল ও বিচার আছে,
কিন্তু মানুষের মাথায় ভারী দুর্দশা রয়েছে।
কেননা কী ঘটবে, তা সে জানে না;
তা কেমন ঘটবে, একথাও কেউ তাকে বলতে পারে না।
বাতাসের উপরে কোন মানুষের এমন কর্তৃত্ব নেই যে,
সে বাতাস ধরে রাখতে পারবে;
নিজের মৃত্যু-দিনের উপরেও কারও কর্তৃত্ব নেই:
লড়াই এড়ানো সম্ভব নয়,
দুষ্কর্মও দুর্জনকে নিষ্কৃতি দেয় না।

সূর্যের নিচে যত কর্ম সাধিত হয়, আমি এবিষয় ধ্যান করতে করতে, একই সময়ে মানুষ নিজেরই সর্বনাশের জন্য অন্য মানুষের উপরে কর্তৃত্ব করতে করতে, আমি এসব কিছু লক্ষ করলাম।

আবার, আমি দেখলাম, দুর্জনদের সমাধি দেওয়ার পর লোকে সেই পবিত্র স্থান ছেড়ে শহরে ফিরে আসামাত্র দুর্জনদের দুর্ব্যবহার ভুলে যায়; এও অসার।

অপকর্মের দণ্ড সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না বিধায় আদমসন্তানদের হৃদয় অপকর্ম সাধনের ইচ্ছায় ভরা। কেননা শতবার অপকর্ম করলেও পাপী দীর্ঘজীবী। কিন্তু তবুও আমি একথা নিশ্চিত হয়ে জানি যে, যারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাদের মঙ্গল হবে, ঠিক এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরভীরু; কিন্তু দুর্জনের মঙ্গল হবে না, তার আয়ু ছায়ার মত প্রসারিত হবে না, কারণ সে ঈশ্বরভীরু নয়।

পৃথিবীতে এই মায়ার লীলাও প্রকাশ পায়: এমন ধার্মিকজনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে দুর্জনেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল; আবার এমন দুর্জনেরা আছে, যাদের ভাগ্যে রয়েছে ধার্মিকেরই কর্মের যোগ্য প্রতিফল। আমি বলছি, এও অসার। এজন্যই আমি আমোদপ্রমোদে সায় দিই, কারণ ঘটা করে খাওয়া-দাওয়া ও আমোদপ্রমোদ করা ছাড়া সূর্যের নিচে মানুষের আর সুখ নেই; পরমেশ্বর সূর্যের নিচে মানুষকে যে আয়ু মঞ্জুর করেন, সেই সমস্ত দিন ধরে তার পরিশ্রমে সেটিই হোক তার সঙ্গী।

যখন আমি প্রজ্ঞার পরিচয় জানতে এবং পৃথিবীতে যত উদ্বেগ ঘটে, তা লক্ষ করতে মনোনিবেশ করলাম—মানুষ তো দিবারাত্র কখনও বিশ্রাম দেখে না!—তখন পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে দেখলাম যে, সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না; তা আবিষ্কার করার জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন, সে পারবেই না। এমনকি, প্রজ্ঞাবানও যদি বলে, 'আমি তা জানতে পেরেছি,' তবু কেউই তার সন্ধান পেতে পারবে না।

আসলে, এসমস্ত বিষয় ধ্যানে মনোনিবেশ করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান এবং তাদের কাজকর্ম সবই পরমেশ্বরের হাতে।

মানুষ ভালবাসাকেও জানে না, ঘৃণাও জানে না:
তার সামনে সবই অসার!
সকলের দশা এক:
ধার্মিক কি দুর্জন, শুচি কি অশুচি,
যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে কি যজ্ঞবলি যে উৎসর্গ করে না,
ন্যায়বান কি পাপী, শপথ যে করে কি শপথ যে করে না,
—সকলের দশা এক।

সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তার মধ্যে অনিষ্ট ঠিক এ যে, সকলের একই দশা হয়; তাছাড়া আদমসন্তানদের হৃদয়ও অনিষ্টে ভরা, আর তারা জীবিত থাকতে থাকতে মূর্খতা তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসতি করে; শেষে তারা মৃতদের কাছে চলে যায়।

আসলে, কে মনোনীত হবে?

সকল জীবিতদের জন্য একথা নিশ্চিত যে,
মৃত সিংহের চেয়ে বরং জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয়।

জীবিতেরা তো জানে, তাদের মরতে হবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না; তাদের জন্য আর কোন মজুরি নেই, কারণ তাদের স্মৃতি উবে গেছে। তাদের ভালবাসা, তাদের ঘৃণা, তাদের হিংসা, সবই গেছে; সূর্যের নিচে যা কিছু ঘটে, তাতে তারা আর কখনও অংশ নিতে পারবে না।

তবে যাও, আনন্দের মধ্যে তোমার রুটি খাও,
হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর,
কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম
পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে।
তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক,
তোমার মাথায় যেন কখনও তেলের অভাব না হয়।

সূর্যের নিচে
পরমেশ্বর তোমার ক্ষণিকের জীবনের যত দিন তোমাকে দিয়েছেন,
সেই সমস্ত দিন ধরে
তোমার প্রিয়া বধূর সঙ্গে সুখে জীবনযাপন কর,
কারণ এজীবনের মধ্যে
ও সূর্যের নিচে যে কষ্ট ভোগ করছ, তার মধ্যে
এ-ই তোমার দশা।
তুমি যে কোন কাজ করতে পাও,
যথাশক্তিতে তা করে যাও;
কারণ তোমাকে যেখানে যেতে হচ্ছে,
সেই পাতালে কাজও নেই,
পরিকল্পনা, বিদ্যা ও প্রজ্ঞাও নেই।

**শ্লোক** - ১ করি ২:৯-১০; উপ ৮:১৭ দ্রঃ

*প্র* কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে এঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।

*উ* আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

*প্র* পরমেশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম লক্ষ করে মানুষ তার কারণটা আবিষ্কার করতে পারে না।

*উ* আমাদের কাছে ঈশ্বর ঐশআত্মা দ্বারা সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর বিশপ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৮ম পুস্তক ৬)

**আমার প্রাণ প্রভুতে মেতে উঠুক**

*তবে যাও, আনন্দের সঙ্গে তোমার রুটি খাও, হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর, কারণ ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত কাজকর্ম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হয়েছে* (উপ ৯:৭)।

সাধারণ অর্থে উপদেশকের এ বাণী যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বাণী বলে গ্রহণযোগ্য বটে, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে এমন শিক্ষা প্রদান করে, আমরা যেন রুটিতে স্বর্গীয় ও রহস্যময় সেই রুটিরই কথা উপলব্ধি করি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এল ও জগৎকে জীবন দান করল। একই ব্যাখ্যা অনুসারে, হৃষ্টচিত্তে আঙুররস পান করাটা সেই আঙুররসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, যা পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের সময়ে সত্যকার আঙুরলতার বুক থেকে নির্গত হয়েছিল। এবিষয়ে আমাদের পরিত্রাণের মঙ্গলবাণী বলে, *রুটি গ্রহণ করে নিয়ে যিশু 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন*, ও আপন ধন্য শিষ্যদের দিয়ে বললেন: *গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য পাপক্ষমার উদ্দেশে টুকরো টুকরো করা হবে; তেমনি পানপাত্রও গ্রহণ করে নিয়ে তিনি বললেন: তোমরা এ পানপাত্র থেকে পান কর, এ আমার রক্ত, নবসন্ধিরই রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে তোমাদের ও সকলের জন্য পাতিত* (মথি ২৬:২৬, ২৮)। তাই

যারা এ রুটি খায় ও এ রহস্যময় আঙুররস পান করে, তারা সত্যিই আনন্দ করে, উল্লাস করে, ও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে: *তুমি আমাদের হৃদয়ে আনন্দই এনেছ* (সাম ৪:৮ দ্রঃ)।

আমার মতে, সেই অনাদিকালীন ঐশপ্রজ্ঞা তথা আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু এ রুটি ও আঙুররসই ইঙ্গিত করছিলেন যখন ঐশবাণীর সহভাগিতা লাভ করতে আমাদের আমন্ত্রণ করে প্রবচনমালার এ বচনের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা এসো, আমার রুটি খাও; পান কর এ আঙুররস যা আমি নিজেই মিশিয়ে দিলাম* (প্রবচন ৯:৫)। এ আমন্ত্রণ যাদের প্রতি উচ্চারিত, তাদের পক্ষে প্রয়োজন রয়েছে, তাদের পোশাক তথা তাদের কর্ম যেন সবসময়ই আলোর উপযুক্ত এমন সৎকর্ম হয়, যাতে তারা নিজেরা স্বচ্ছ আলোর চেয়ে কম স্বচ্ছ না হয়, যেমনটি সুসমাচারে প্রভু বললেন, *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (মথি ৫:১৬)। এমনকি, তারা তখন নিজেদের মাথার উপরে তেলও নামতে দেখবে, অর্থাৎ কিনা তাদের উপর সেই সত্যের আত্মাই নেমে আসবেন, যিনি তাদের রক্ষা করবেন ও পাপের সমস্ত বাধা থেকে তাদের নিরাপদে রাখবেন।

**শ্লোক** - সাম ১৬:৮-৯, ৫

*প্র* প্রভু আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না:

*উ* তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।

*প্র* প্রভুই আমার স্বত্বাংশ, আমার পানপাত্র।

*উ* তাই আমার অন্তর আনন্দ করে, মেতে ওঠে আমার প্রাণ।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৬)

**খ্রিষ্টের দেহ একতায়ই গঠিত হয়**

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

*তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,*
*মানুষের হাতে দিলেন যত দান।*

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে

আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

**শ্লোক** - এফে ৪:৪, ৫; কল ১:১২

*প্র* দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

*উ* প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

*প্র* এসো, আমরা সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।

*উ* প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে মঠাধ্যক্ষ সাধু পাস্কাসিউস রাদ্‌বের্তুসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৬)

**দেখ, বিশ্বাসীকে কেমন নিশ্চিত পরিত্রাণের প্রত্যাশা দেওয়া হয়!**

তুমি খ্রিষ্টদেহের সঙ্গে সত্যিই মিলিত হলে, তবে অন্যান্য সকলেও মিলে তোমাকে নিজেদের প্রার্থনায় গ্রহণ করে, ও একই সময়ে তারা প্রার্থনা করে যেন তোমার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ফলে এ ঐক্য সামান্য মনোযোগ হওয়ার বিষয় নয়; খ্রিষ্টে তেমন সুদৃঢ় সহভাগিতাও সামান্য ব্যাপার নয়, কেননা সেই সহভাগিতায় সকলের কণ্ঠ এক, ও এক বিশ্বাসে সকলে মিলে হৃদয়ে ঈশ্বরকে বহন করে, এক ভালবাসায় তাঁকে ভক্তি করে, ও এক প্রত্যাশার ফলে তাঁকে আপন করেই ভোগ করে; তাছাড়া সকলে মিলে একই জিনিসের যাচনা ও আকাঙ্ক্ষা করে, মঙ্গলময়তার একই দরজায় করাঘাত করে।

সুতরাং এর চেয়ে সমীচীন, আশিসপূর্ণ ও সমুচিত এমন কিছু নেই যে, সকলে এক হবে, সকলে প্রত্যেকজনের প্রতি যত্নবান হবে, আর তেমনি প্রত্যেকজন সকলের প্রতি

যত্নশীল হবে, যাতে সকলে মিলে খ্রিষ্টে এক হতে পারে। ঠিক এ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার খাতিরেই তিনি এ শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, ভক্তদের কেউই যেন তেমন ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

অতএব, একমাত্র জনিত পুত্র যা যাচনা করতে শিখিয়েছেন, পিতা থেকে তা পাবার আশায় কেউ যেন নিরাশ না হয়; শিথিলতা বশত কেউ যেন সন্তানোচিত সেই সমস্ত কর্ম অবহেলা না করে যা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা মানুষকে তিনি এ অধিকার দিয়েছিলেন: ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার (যোহন ১:১৩ দ্রঃ)।

এ উদ্দেশ্যে তিনি তেমন অধিকারের ক্রিয়াকর্ম আগে দেখিয়েছেন, যাতে সেই অধিকার থেকেই আমাদের স্বাধীনতার দত্তকপুত্রত্ব উদ্গত হতে পারে। এজন্য তিনি আমাদের এমন সৎসাহস দান করেন আমরা যেন সেই প্রার্থনা দ্বারাই প্রার্থনা করি যা তিনি নিজে শিখিয়েছিলেন, যাতে অনুগ্রহ আমাদের ক্ষুদ্রতায় সহায়তা দান করে। ফলত যতবার আমাদের মধ্যে একজন—সে যতই দূরে থাকুক না কেন ও যতই নির্জন স্থানে লুকিয়ে থাকুক না কেন—ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকে, সে এবিষয়ে সচেতন হোক যে, তেমন মহা অনুগ্রহদান পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়, সমগ্র মানবসমাজের কাছেই দেওয়া অনুগ্রহদান।

তাই কেউই যেন দম্ভ করে না বলে, 'হে আমার স্বর্গস্থ পিতা', কিন্তু রীতিমত বলুক, *'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'* (মথি ৬:৯), কারণ প্রথমটা কেবল সেই খ্রিষ্টেরই অধিকার, ঈশ্বর অনন্য ভাবে যাঁর পিতা। এজন্য তিনি অন্যত্র স্পষ্টই বলেন, *আমি তাঁরই কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা, এর পরেই বলে চলেন ও তোমাদের পিতা* (যোহন ২০:১৭)। এ উক্তি দ্বারা তিনি যথেষ্ট পার্থক্যের সঙ্গে দেখান, স্বরূপে পুত্র হওয়ায় তাঁকে বিশেষ গৌরব আরোপণীয়, কিন্তু অন্যান্য সকলকে দত্তকপুত্রত্ব-অনুগ্রহই বিনামূল্যে আরোপিত। ফলে প্রথম উক্তিতে ঐশ্বরিক স্বরূপের সমসত্তা, ও দ্বিতীয় উক্তিতে প্রভুর মঙ্গলময়তা প্রকাশিত—আর একই সময়ে উভয়ই পিতৃত্ব নাম সমানভাবে ভোগ করে।

তাতে আমাদের শেখানো হয় যে, আমরা যারা বাপ্তিস্মের একই জলে ধৌত, তাঁর মধ্যে আমাদের সকলেরই ভাই হতে হবে, ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। এই যে, কেমন নিশ্চিত ও পুণ্য বলে পরিগণিত হওয়া উচিত সেই প্রার্থনা, যা

জীবনের স্বর্গীয় গুরু আমাদের শিখিয়েছেন; এই যে, আমরা কতই না ধন্য হতে পারি, যদি তা কেবল ওষ্ঠেই উচ্চারণ না করে বরং আমাদের জীবনযাপনে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা প্রতিফলিত করতে করতেই রক্ষা করি; আর এই যে, পরিত্রাণের কেমন নিশ্চিত আশা বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়, কতই না মহান আমাদের উপরে স্রষ্টার ভালবাসা, কেমন অসীম দয়া ও মঙ্গলময়তা আমাদের উপর বর্ষিত, কেমন প্রাচুর্যময় অনুগ্রহ ও কেমন আস্থাদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়: হ্যাঁ, আমরা যারা যোগ্য দাসও হতে পারিনি, এই আমরাই ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে পারি।

তাই এ একান্ত প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরসন্তান বলেই জীবনধারণ করব, যেন কাজে ও আচরণে দেখাতে পারি, আমরা আমাদের মহানামের যোগ্য।

**শ্লোক** - এফে ৪:১, ৩, ৪; রো ১৫:৫, ৬

*প্র* আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তার যোগ্যরূপে চল; শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও;

*উ* যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

*প্র* ঈশ্বর তোমাদের এই বর প্রদান করুন, তোমরা যেন পরস্পর একমন হতে পার, যেন একপ্রাণে এককণ্ঠে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে পার;

*উ* যেহেতু তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - উপদেশক পুস্তক থেকে পাঠ (১১:৭–১২:১৪)

## বার্ধক্য বিষয়ে নানা উক্তি

আলো মধুর,
চোখ সূর্য দেখতে প্রীত।
অনেক বছর জীবিত থাকলেও
মানুষ সেই সমস্ত বছরের সুখ ভোগ করুক;
কিন্তু সে একথা স্মরণে রাখুক যে, অন্ধকারময় দিন বহু হবে।
যা কিছু ঘটে, তা সবই অসার!

হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর,
তোমার যৌবনকালে তোমার হৃদয় উৎফুল্ল হোক;
তোমার হৃদয়ের যত পথ,
তোমার চোখের বাসনা,
সবই পালন কর;
কিন্তু স্মরণে রেখ,
পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে
তোমাকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করবেন।
তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও,
শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও,
কারণ তারুণ্য ও কৃষ্ণ কেশ,
দু'টোই অসার।
তোমার যৌবনকালে তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর,
কারণ একসময় দুঃখের দিন আসবে,
এমন বছরগুলিও আসবে,
যখন তোমাকে বলতে হবে, 'আমি আর তৃপ্তি পাচ্ছি না।'
সেসময়ে সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে,

বৃষ্টির পরে আবার মেঘ ফিরে আসবে ;
বাড়ির প্রহরীরা কম্পিত হবে,
তেজস্বী যত মানুষ কুব্জ হবে,
জাঁতা ঘোরায় এমন স্ত্রীলোকেরা

স্বল্পজন রয়েছে বলে কাজ ত্যাগ করবে,
যত নারী একসময় জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল,
তারা টের পাবে, তাদের চোখ অন্ধকারময় হচ্ছে ;
যত সদর দরজা বন্ধ হয়ে থাকবে ;
জাঁতার শব্দ কমে যাবে,
পাখির প্রথম ডাকে তুমি উঠে দাঁড়াবে,
যত আনন্দগান ক্ষীণ হয়ে যাবে ;
লোকে উচ্চস্থানে যেতে ভীত হবে,
প্রতিটি পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হবে,
বাদামগাছ পুষ্পিত হবে,
ফড়িং কষ্ট করেই চলবে,
টোপা কুল নিস্তেজ হয়ে যাবে,
কারণ মানুষ তখন তার নিত্য আবাসে চলে যাবে
আর বিলাপীর দল পথে পথে হেঁটে বেড়াবে।

হ্যাঁ, সেসময়ে রুপোর সুতো ছিঁড়ে যাবে,
সোনার প্রদীপ ফেটে যাবে,
উৎসের ধারে কলসি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
কুয়োর মাথায় কপিকল ভেঙে যাবে ;
সেসময়ে ধুলা তার আগেকার অবস্থায়, সেই মাটিগর্ভে, ফিরে যাবে,
এবং প্রাণবায়ু যাঁর দান,
সেই পরমেশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।
উপদেশক একথা বলছেন,

অসারের অসার, সবই অসার!

উপদেশক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাছাড়া তিনি লোকদের সদ্‌জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করলেন, কারণ তিনি যাচাই করে ও তলিয়ে দেখেই বহু বহু প্রবচন সম্পাদন করলেন। উপদেশক আকর্ষণীয় ভাষায় লিখতে সযত্নেই সচেষ্ট ছিলেন, যেন সত্যবাণী সূক্ষ্ম রচনায় প্রকাশ পায়। প্রজ্ঞাবানদের বাণী অঙ্কুশের মত, তাদের সঙ্কলিত বচনমালা শক্ত করে পোঁতা গোঁজের মত—তেমন বচনমালা অদ্বিতীয় এক পালকেরই দান! সন্তান, এর চেয়ে যা কিছু বেশি থাকতে পারে, সেবিষয়ে সাবধান; কারণ বহুপুস্তকের রচনা-কাজ কখনও শেষ হয় না, এবং অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

গোটা বক্তৃতার সারকথা এ: পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। কারণ পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম—ভাল হোক কি মন্দ হোক গুপ্ত সমস্ত বিষয়ই বিচারে ডেকে আনবেন।

**শ্লোক** - সাম ৭১:১৭, ৯; ১৬:১১

*প্র* যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়, আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা।

*উ* বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।

*প্র* তুমি তোমার সম্মুখেই আমাকে দেবে আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই আমাকে দেবে চিরন্তন সুখ।

*উ* বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - উপদেশক পুস্তকে আগ্রিজেন্তর বিশপ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ২)

**প্রভুর কাছে এগিয়ে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে**

উপদেশক বলেন, *এ আলো সত্যি মধুময়* (উপ ১১:৭ দ্রঃ), আর আমাদের চোখের পক্ষে এ দৃশ্য সূর্য দর্শন করা উত্তম! কেননা আলো বাতিল করলে জগৎ সৌন্দর্যবিহীন হবে, জীবনও জীবনবিহীন হবে। এজন্য প্রধান ঐশদ্রষ্টা সেই মোশি বললেন, তখন

*ঈশ্বর আলো দেখে বললেন, আলো* উত্তম (আদি ১:৩, ৪ দ্রঃ)। তথাপি আমাদের পক্ষে সেই মহা, সত্যকার ও শাশ্বত আলো সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যে আলো *সেই সকল মানুষকেই উদ্ভাসিত করে, জগতে যারা প্রবেশ করে* (যোহন ১:৯ দ্রঃ), অর্থাৎ কিনা জগতের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক সেই খ্রিষ্ট সম্বন্ধেই ভাবা উচিত, যিনি মানুষ হয়ে মানবদশার নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেলেন। তাঁর সম্বন্ধে নবী দাউদ বলেন, *পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান গাও তোমরা, কর তাঁর নামগান; যিনি পশ্চিমে ওঠেন, প্রস্তুত কর তাঁর পথ: প্রভুই তাঁর নাম, তাঁর সম্মুখে কর আনন্দোল্লাস* (সাম ৬৮:৫ দ্রঃ)।

উপদেশক আলো মধুময় বলেছিলেন, ও নিজেদের চোখে গৌরবের সূর্যকে দর্শন করা উত্তম বলে ভাববাণী দিয়েছিলেন—অবশ্য তাঁকেই দর্শন করা উত্তম, যিনি ঈশ্বরের মাংসধারণের সময়ে বললেন, *আমিই জগতের আলো: যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে* (যোহন ৮:১২)। আরও, *এই তো বিচার: আলো জগতে এসেছে* (যোহন ৩:১৯)। তাতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে সূর্য আমরা মানব-চোখে দেখতে পাই, তিনি সেই সূর্যের স্থানে ধর্মময়তার আধ্যাত্মিক সূর্যই স্থাপন করবেন—এ সূর্য এমন যা তাঁদেরই পক্ষে অধিক মধুময় হবে যাঁরা তা দ্বারা দীক্ষিত হতে যোগ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই তখন নিজেদের চোখে তাঁকে দেখতে পেলেন, যখন তিনি এজগতে জীবনযাপন করছিলেন ও মানুষদের মাঝে সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছিলেন যদিও তিনি সাধারণ মানুষদের একজন ছিলেন না। আসলে তিনি সত্যকার ঈশ্বরও ছিলেন, আর এজন্যই এমনটি করলেন যাতে অন্ধ দেখতে পায়, খোঁড়া হাঁটতে পারে, বধির শুনতে পায়; তাছাড়া তিনি কুষ্ঠপীড়িতদের শুচি করলেন, ও এক আদেশেই মৃতদের জীবনে ফিরিয়ে আনলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে আধ্যাত্মিক চোখ তোলা, তাঁর সরল ও ঐশ্বরিক সৌন্দর্য দর্শনে ও ধ্যানে রত থাকা, তেমন সহভাগিতা ও সাহচর্য গুণে উদ্ভাসিত ও অলঙ্কৃত হওয়া, আত্মিক মাধুর্যে পরিতৃপ্ত হওয়া, পবিত্রতা পরিধান করা, ঐশজ্ঞান লাভ করা, এবং পরিশেষে ঐশআনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে এজীবনের সমস্ত দিন ধরে তেমন আনন্দের অভিজ্ঞতা করা ইতিমধ্যেও অধিক মধুময়। একথা প্রজ্ঞাবান উপদেশকই নির্দেশ করলেন: *কেননা যদিও মানুষ বহুবছর বেঁচে দীর্ঘজীবী হয়, সে এ সমস্ত কিছুতে আনন্দ করতে থাকবে* (উপ ৬:৩

দ্রঃ)। কেননা যারা তাঁকে দেখতে পায়, তাদের পক্ষে একথা সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আনন্দের প্রণেতা হলেন সেই ধর্মময়তার সূর্য। এজন্য নবী দাউদও বলেছিলেন, *ধার্মিকেরা পরমেশ্বরের সম্মুখে উল্লাস করুক, আনন্দে মেতে উঠুক* (সাম ৬৮:৪); আর এক স্থানে বলেছিলেন, *প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন* (সাম ৩৩:১)।

**শ্লোক** - সাম ৩৪:৪, ৬; কল ১:১২-১৩ দ্রঃ

*প্র* আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি:

*উ* তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

*প্র* যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে আমাদের অংশীদার করেছেন, ও অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন:

*উ* তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১৭-২৪)

## নব-মানুষকে পরিধান কর

ভ্রাতৃগণ, আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যিশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

**শ্লোক** - এফে ৪:২৩-২৪; কল ৩:৯, ১০

*প্র* মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,

℣ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

℟ তোমরা পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; সেই নতুন মানুষকেই পরিধান কর,

℣ যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৯:২-৪)

**প্রভুর বাপ্তিস্ম আমাদের সমাধি**

শাস্ত্রে আমরা একথা পড়ি যে, সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই সাধিত হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমাদের তো রুপো বা সোনার মত ক্ষয়শীল কিছুর মূল্যে নয়; বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে* (১ পি ১:১৮, ১৯)। তাই আমাদের জীবনের মুক্তিমূল্য যখন প্রভুর রক্ত, তখন তুমি দেখ কেমন করে মাঠের পার্থিব ভঙ্গুরতার জন্য শুধু নয়, সমগ্র জগতেরই শাশ্বত নিরাপত্তার জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া হয়েছে; কেননা সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, খ্রিষ্ট জগতের বিচার করতে আসেননি, *কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে* (যোহন ৩:১৭)।

হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, মাঠ যখন জগৎ, তখন কেইবা সেই কুমোর যে জগতের উপর কর্তৃত্ব করে? যদি ভুল না করি, আমি মনে করি, তিনিই সেই কুমোর, যিনি ধুলামাটি দিয়ে আমাদের দেহ-পাত্র গড়লেন, ও যাঁর বিষয়ে শাস্ত্র বলে, *তখন ঈশ্বর ধুলামাটি দিয়ে মানুষকে গড়লেন* (আদি ২:৭)। তিনিই সেই কুমোর, যিনি নিজেরই হাতে জীবনের উদ্দেশে আমাদের নির্মাণ করলেন, ও তাঁর খ্রিষ্ট দ্বারা গৌরবের উদ্দেশে আমাদের রূপান্তরিত করলেন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি* (২ করি ৩:১৮)। অর্থাৎ কিনা, আমরা যারা প্রথম পতনের ফলে নিজেদের রিপু দ্বারা বিকৃত হয়ে গেছিলাম, দ্বিতীয় জন্মে এ কুমোরের দয়া গুণে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠি; আমরা যারা আদমের অপরাধের ফলে মৃত্যুতে পতিত হয়েছিলাম, ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ গুণে পুনরুত্থিত হয়ে

উঠি। এ কুমোরের মাঠ খ্রিষ্টের রক্তমূল্যে প্রবাসীদের জন্যই কেনা হয়; আমি বলছি, সেই লোকেরা যারা বিনা গৃহে ও বিনা দেশে প্রবাসী অবস্থায় সারা জগৎ জুড়ে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, তাদেরই জন্য খ্রিষ্টের রক্তমূল্যে বিশ্রামস্থান ব্যবস্থা করা হল, জগতে যাদের কোন সম্পদ নেই, তারা যেন খ্রিষ্টে সমাধি পেতে পারে। এ প্রবাসীরা কেইবা হতে পারে? তারা কি সেই উদ্দীপনাপূর্ণ খ্রিষ্টভক্ত নয়, যারা জগৎকে অস্বীকার ক'রে ও জগতে সম্পত্তিহীন হয়ে খ্রিষ্টের রক্তে বিশ্রাম পায়? কেননা যে খ্রিষ্টিয়ানের পক্ষে জগৎ তার নিজস্ব সম্পদ নয়, সে খ্রিষ্টকেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করেছে।

উপরন্তু, এ প্রবাসীদের কাছে খ্রিষ্টের সমাধি প্রতিশ্রুত, যাতে দৈহিক রিপু থেকে যে নিজেকে প্রবাসী ও দেশত্যাগীর মত দূরে রেখেছে, সে-ই যেন খ্রিষ্টের বিশ্রামের যোগ্য হতে পারে। কেননা খ্রিষ্টের সমাধি খ্রিষ্টিয়ানের বিশ্রাম ছাড়া আর কীবা হতে পারে? সুতরাং, আমরা জগতে প্রবাসী ও এ পৃথিবীর অস্থায়ী অতিথি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি* (২ করি ৫:৬)। আমি বলছি, আমরা প্রবাসী, ও আমাদের সমাধি ত্রাণকর্তার রক্তমূল্যেই কেনা হয়েছে, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* (রো ৬:৪)। সুতরাং, খ্রিষ্টের বাপ্তিস্ম হল আমাদের সমাধি: তাঁর বাপ্তিস্মে আমরা পাপের কাছে মরি, অপরাধের কাছে সমাহিত হই, ও আমাদের পুরাতন বিবেক নবজন্মে রূপান্তরিত হওয়ায় আমরা নববাল্যকালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হই। আমি বলছি, ত্রাণকর্তার বাপ্তিস্ম হল আমাদের সমাধি, কারণ সেই বাপ্তিস্মেই আমরা বিগত জীবন ত্যাগ করি ও সেই বাপ্তিস্মেই নতুন জীবন লাভ করি। অতএব তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহে আমাদের উপকারী মৃত্যু দেওয়া হয় ও অধিকতর উপকারী জীবন দান করা হয়; হ্যাঁ, তাঁর সমাধির অনুগ্রহ সত্যি মহান, কারণ সেই অনুগ্রহ পাপীকে পরিশুদ্ধ করে ও মরণাপন্নকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

**শ্লোক** - রো ৬:৪, ৩

*প্র* মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি,

*উ* মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

৵ আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি,

৶ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তীতের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৬)

## তীতের প্রেরণকর্ম

আমি পল, ঈশ্বরের দাস ও এই উদ্দেশ্যেই যিশু খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত, যেন, ঈশ্বর যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই সকল মানুষকে বিশ্বাসে আনতে পারি ও সেই সত্যের জ্ঞান তাদের দিতে পারি, যে সত্য মানুষকে ভক্তির কাছে চালিত করে, যে সত্য সেই অনন্ত জীবনেই স্থাপিত, যা ঈশ্বর বহু যুগ আগে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তিনি তো মিথ্যা বলেন না, এজন্য নির্ধারিত সময়ে তাঁর আপন বাণীকে এমন ঘোষণা-কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তীত ও আমার যে সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তীতের সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট যিশু থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা কিছু বাকি রয়েছে, তুমি তার সুব্যবস্থা করতে পার, এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর। এই বিষয়ে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলাম: তাঁদের হতে হবে চরিত্রে অনিন্দনীয়, ও মাত্র এক বধূর স্বামী; তাঁদের সন্তানদেরও বিশ্বাসী হতে হবে, আবার এই সন্তানদের এমন হতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার কোন অভিযোগ তোলা না যেতে পারে। আসলে, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা

চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে। তাদের একজন—আর তিনি তাদের একজন নবীই —আগে বলেছিলেন, 'ক্রীটের লোকেরা সবসময় মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক'। এ সাক্ষ্যবাণী সত্য! তাই তুমি কঠোরতার সঙ্গে তাদের তিরস্কার কর, তারা যেন যথার্থ ধর্মবিশ্বাসে থাকে এবং কোন ইহুদীয় রূপকথায় বা সেই সমস্ত লোকদের বিধিনিষেধেও মন না দেয়, যারা সত্য অগ্রাহ্য করে। যারা শুচি, তাদের পক্ষে সবই শুচি; কিন্তু যারা কলুষিত, তাদের পক্ষে ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; তাদের মন ও বিবেক দু'টোই কলুষিত।

তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণ্য ও বিদ্রোহী মানুষ, কোন সৎকর্মের জন্য উপযোগী নয়।

**শ্লোক** - এফে ৩:৮, ১২; রো ১:৫

*প্র* আমি সমস্ত পবিত্রজনদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়েও আমাকেই এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্টের সন্ধানাতীত ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করি।

*উ* আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।

*প্র* আমরা, তাঁর নামের উদ্দেশে, প্রেরিতদূত হবার অনুগ্রহ পেয়েছি, যেন সকল জাতিকে বিশ্বাসের বাধ্যতার কাছে চালিত করি।

*উ* আমরা সৎসাহস এবং, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে, পূর্ণ ভরসার সঙ্গে [ঈশ্বরের কাছে] প্রবেশাধিকার পেয়ে গেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'পালকীয় নিয়ম' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৪)

### পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন,
### কথনে তৎপর হোন

পালক নীরবতায় বোধপূর্ণ হোন, ও কথনে তৎপর হোন, পাছে যা বলা উচিত নয় তিনি তাই বলে ফেলেন, ও যা বলা উচিত তিনি সেই বিষয়ে নীরব থাকেন। কেননা

অসতর্ক কথা যেমন মানুষকে ভুলের মধ্যে টেনে আনে, তেমনি যাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারত, বোধশূন্য নীরবতা তাদের ভুলের মধ্যে ফেলে রাখে। বাস্তবিকই অচেতন পালকেরা মানুষের প্রশংসা হারাবেন বলে ভীত হয়ে বারবার উচিত কথা বলতে ভয় করেন; তাতে স্বয়ং সত্যের বাণী অনুসারে তাঁরা পালক-উচিত তৎপরতার সঙ্গে আর নয়, বেতনভোগীর নিম্ন মনোভাবেই মেষগুলিকে পালন করেন, কারণ নেকড়ে এলে কেমন যেন নীরবতার নিচে নিজেদের লুকিয়ে রেখে তাঁরা আসলে পালান।

প্রভু নবী দ্বারাও তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *তারা সকলে বোবা কুকুর, ঘেউ ঘেউ করতে অক্ষম* (ইশা ৫৬:১০)। এবং পুনরায় অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, *তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি* (এজে ১৩:৫)। ফাটলগুলির মধ্যে যাওয়ার অর্থ হল, পালের রক্ষার উদ্দেশ্যে এসংসারের ক্ষমতাশালীদের মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করা; ও প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়ানোর অর্থ হল, ন্যায়ের খাতিরে দুর্জনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা।

আর আসলে, পালক যখন উচিত কথা বলতে ভয় করেন, তখন নীরব থাকায় তিনি পিঠ ফেরানো ছাড়া কী করেন? কিন্তু তিনি যখন পালের জন্য নিজেই যুদ্ধে নামেন, তখন ইস্রায়েলকুলের জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাচীর স্থাপন করেন। এজন্য প্রতিমাপূজায় পুনরায় পতনোন্মুখ সেই জাতিকে বলা হল: *তোমার নবীরা তোমার জন্য এমন দর্শন পায়, যা সবই অলীক ও মূর্খতামাত্র; তোমার দশা পাল্টাবার জন্য তারা তোমার শঠতা অনাবৃত করে না* (বিলাপ ২:১৪)। পবিত্র শাস্ত্রে নবী নামে সময় সময় সেই গুরুদের বলা হয়, যারা বর্তমান বিষয় অস্থায়ী বলে দেখিয়ে ভাবী বিষয় প্রকাশ করে। পবিত্র শাস্ত্র ভর্ৎসনা করে বলে, তারা মিথ্যা দর্শন পেয়ে থাকে, কারণ দোষ নিন্দা করতে ভয় ক'রে তারা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোষীদের মুগ্ধ করে, ও তিরস্কারমূলক বাণী থেকে বিরত থাকায় পাপীদের অপকর্ম কখনও প্রকাশ করে না।

অথচ তিরস্কারমূলক বাণী চাবিস্বরূপ, কারণ তিরস্কারের মধ্য দিয়ে বিবেক খুলে গেলে তেমন দোষও প্রকাশ পায় যা বিষয়ে দোষী নিজেই প্রায় সচেতন নয়। এজন্য তীতের কাছে পত্রে পল বলেন, *যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের*

*যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন* (তীত ১:৯)। মালাখিও বলেন, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে, এবং নির্দেশবাণীর অন্বেষণ তার মুখেই মিলবে, কেননা সে সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত* (মালা ২:৭)। আরও, ইশাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু বলেন, *মুক্তকণ্ঠে চিৎকার কর, ক্ষান্ত হয়ো না কখনও; তুরির মত উচ্চধ্বনি তোল* (ইশা ৫৮:১)।

যিনি যাজক-পদ গ্রহণ করেন, তিনি প্রচারক ভূমিকাই গ্রহণ করেন, ও চিৎকার করতে করতে সেই বিচারকেরই আগে আগে চলেন যিনি ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁর পিছু পিছু অগ্রসর হচ্ছেন। ফলত যাজক প্রচারকর্মে অজ্ঞ হলে, বোবা প্রচারক হওয়ায় তিনি কেমন করে নিজ কণ্ঠ শোনাবেন? এজন্যই পবিত্র আত্মা প্রথম পালকদের উপরে জিহ্বার আকারে অধিষ্ঠান করলেন: যাঁদের তিনি নিজেতে পরিপূর্ণ করলেন, নিজের বিষয়ে বাণীপ্রচার করতে তাঁদের হঠাৎ সক্ষম করে তুললেন।

**শ্লোক** - সাম ৫১:১৫, ১৬-১৭

*প্র* আমি অপরাধীদের শেখাব তোমার পথ সকল, পাপীরা তখন ফিরবে তোমার কাছে।

*উ* আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।

*প্র* হে প্রভু, খুলে দাও আমার ওষ্ঠাধর, আর আমার মুখ প্রচার করবে তোমার প্রশংসাবাদ।

*উ* আমার জিহ্বা করবে তোমার ধর্মময়তার গুণকীর্তন।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:২৫–৫:৭)

**ঈশ্বরের অনুকারী হও**

প্রিয়জনেরা, যা মিথ্যা, তা ত্যাগ ক'রে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্যকথা বল, কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না; চুরি করা যার অভ্যাস, সে আর চুরি না করুক, বরং নিজের দু'হাত দিয়ে ভাল একটা কিছু করুক, যেন অভাবীদের সঙ্গে সহভাগিতা করার মত তার কিছু থাকে; তোমাদের মুখ থেকে যেন কোন খারাপ কথা না বের হয়, বরং প্রয়োজনমত যা কিছু গঠনমূলক হতে পারে, তোমরা তেমন কথাই বল, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। আর তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

অতএব, প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

যৌন অনাচার ও যে কোন ধরনের অশুচিতা বা লোলুপতার বিষয়ে, পবিত্রজনদের যেমন শোভা পায়, সেগুলোর নামও যেন তোমাদের মধ্যে উচ্চারিত না হয়। একই কথা প্রযোজ্য অশ্লীলতা, স্থূলতা বা অনুচিত রসিকতার বিষয়ে—এসব কিছু অনুচিত। তোমাদের ধন্যবাদ-স্তুতিই বরং বিরাজ করুক। কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত থাক যে, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র কিংবা অশুচি বা লোভী মানুষ—তেমন কিছু তো পৌত্তলিকতার

নামান্তর!—কেউই খ্রিষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। অসার যুক্তি দেখিয়ে কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা এই সকল দোষের কারণেই বিদ্রোহ-সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ে। সুতরাং তোমরা ওদের ভাগ্যের সহভাগী হতে যেয়ো না।

**শ্লোক** - কল ৪:২-৩; ফিলি ৪:৬

*প্র* তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি করে প্রার্থনায় জেগে থাক। আমাদের জন্যও প্রার্থনা কর,

*উ* যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

*প্র* সকল বিষয়ে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও;

*উ* যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই খ্রিষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫:৫)

**ভালবাসাই খ্রিষ্টের শিক্ষা**

ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা খ্রিষ্ট থেকেই খ্রিষ্টিয়ান নাম বহন করি আর আসলে তাই, অস্থায়ী ও অনিত্য যত মঙ্গল ও সেই মঙ্গলের অন্ধ পূজারীদেরও তুচ্ছ ক'রে ও কেবল খ্রিষ্টেরই প্রতি আসক্ত হতে আকাঙ্ক্ষা ক'রে, এসো, ভ্রাতৃপ্রেমে নিজেদের মিলিত করি, যেন তাঁরই শিষ্য বলে অভিহিত হতে, এমনকি তাঁরই শিষ্য হওয়ার যোগ্য হতে পারি, যিনি আপন প্রেরিতদূতদের কাছে, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে আমাদেরও কাছে এ আদেশ দিয়েছেন, *তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে* (যোহন ১৩:৩৫)।

এতেই অন্ধকারের সন্তান থেকে আলোর সন্তানদের পরিচয়, শয়তানের শিষ্য থেকে খ্রিষ্টের শিষ্যদের পরিচয় স্পষ্ট প্রকাশ পাবে, তারা যদি পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি ভালবাসা প্রসারিত করে। ভালবাসা কাউকে বাতিল করে না, বরং সবই আলিঙ্গন করে, ও সকলের কাছে নির্বিশেষেই আত্মদান করে সকলকে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

ভালবাসা হৃদয়ের এমন ভক্তি, যা প্রেমের আলিঙ্গনে খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে। ভালবাসা এমন প্রেম, যা স্বর্গ ও মর্ত একসাথে আবদ্ধ রাখে: এমন অপরাজেয় প্রেম, যা হুমকি ও মিনতির সামনেও নিজেকে নিঃশেষিত হতে দেয় না। ভালবাসা হল প্রেম ও শান্তির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; সদ্‌গুণের রানী এই ভালবাসা কোন রিপুর আক্রমণ ভয় করে না, কিন্তু অগ্রিম হিসাবে খ্রিষ্টের রক্ত পেয়েছে বলে ও তার কপালে ক্রুশচিহ্ন থাকে বলে সকল বিরোধীর পিঠ ফিরিয়ে দেয়; এবং তার শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কেউই নেই।

ভালবাসা হল শাশ্বত রাজার সখী, ফলে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে ভয় করে না। ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে যদি সদ্‌গুণের এ রানী রাজত্ব করে, তাহলে হঠাৎ ছোট বড় সকলেই জানতে পারবে, আমরা সত্যিই প্রভুর শিষ্য। যে ভালবাসে না, সে তাঁরই লোক নয় যিনি ভালবাসার আজ্ঞা দিয়েছেন। ভালবাসা হল ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম: প্রতিবেশীকে যে প্রেম করে না, ঈশ্বরকেও সে প্রেম করতে পারে না—আর যে প্রেম করে না, সে ঘৃণাই করে। সুতরাং নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে, ভালবাসার প্রণেতাকেই সে ঘৃণা করে। তাই এসো, খ্রিষ্টের ভালবাসা দ্বারা সম্মিলিত হয়ে আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে প্রভুকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও নিজেদের মত ভালবাসি; এবং তাঁর ভালবাসার খাতিরে কেবল বন্ধুদের নয়, শত্রুদেরও ভালবাসি—তাদের ঘৃণা করব না, তা যেন যথেষ্ট মনে না করি, তাদের বরং প্রকৃত ভালবাসায়ই ভালবাসব। এটিই খ্রিষ্টের সদুপদেশের মূলতত্ত্ব, এটিই পবিত্র আত্মার শিক্ষা। যে কেউ এ মূলতত্ত্ব ও এ শিক্ষা থেকে দূরে যায়, সে অনন্ত কাল ধরে বিনষ্ট হবে। কিন্তু যিশু খ্রিষ্টের শিষ্য ও ভালবাসার পন্থী যারা, তাদের কাছে দেওয়া হবে সেই অসীম মাধুর্য ও সেই শাশ্বত আনন্দের ঐশ্বর্য যা প্রসন্ন হয়ে তিনিই আমাদের উপর বর্ষণ করবেন, যিনি পরম ত্রিত্বের বুকে ঈশ্বর রূপে ধন্য বলে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - রো ১৩:৮, ১০; গা ৫:১৪

*প্র* পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না; কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে।

ঊ ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

প সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।’

ঊ ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তীতের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১–৩:২)

## ভক্তজনদের কাছে চেতনা-বাণী

তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

ক্রীতদাসেরা যেন সবকিছুতে তাদের মনিবদের অনুগত থাকে, প্রতিবাদ না করে তাদের সন্তুষ্ট করে, কিছুই আত্মসাৎ না করে; বরং সম্পূর্ণ সততা দেখায়; যেন তা-ই ক'রে তারা সবকিছুতেই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষা মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে।

কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি, যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন জনগণকে শুচিশুদ্ধ করে তুলতে পারেন, যারা তাঁরই নিজস্ব ও সৎকর্ম সাধনে আগ্রহী।

পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য। দেখ, কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা করতে সাহস না করে।

সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, যেন তারা শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের অনুগত থাকে, বাধ্য হয়, যে কোন সৎকর্ম সাধন করতে প্রস্তুত হয়, কারও নিন্দা না করে, ঝগড়া এড়িয়ে চলে, সহনশীলতা দেখায়, সকল মানুষের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে।

**শ্লোক** - তীত ২:১২, ১৩; এফে ৫:১৫-১৬

*প্র* ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,

*উ* আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।

*প্র* নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর,

*উ* আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'কাইন ও আবেল' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ৯, ৩৪, ৩৮-৩৯)

## গোটা মণ্ডলী-দেহের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত

*স্তুতিবাদই হোক পরমেশ্বরের কাছে তোমার যজ্ঞ, পরাৎপরের কাছে তোমার ব্রত সকল উদ্‌যাপন কর* (সাম ৫০:১৪)। যে ঈশ্বরের কাছে ব্রত নিয়ে তা পালনও করে, সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এজন্যই সকলের চেয়ে সেই সামারীয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, প্রভুর আদেশ অনুসারে অন্য ন'জনের সঙ্গে চর্মরোগ থেকে নিরাময় হয়ে উঠে যে একাই খ্রিষ্টের কাছে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করে ও তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। তার বিষয়ে যিশু বলেছিলেন, *এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে? তখন তিনি তাকে বললেন, ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে* (লুক ১৭:১৮-১৯)।

প্রভু যিশু ঐশ্বরিক ভাবে সেই পিতার মঙ্গলময়তা বিষয়েও শিক্ষা দিলেন, যিনি মঙ্গলদান দিতে জানেন, যাতে যা মঙ্গল, তাই তুমি যাচনা কর তাঁরই কাছে যিনি স্বয়ং মঙ্গল; উপরন্তু তিনি আবেদন জানালেন, আমরা যেন ব্যগ্রতার সঙ্গে ও বারে বারে প্রার্থনা করি—আমাদের প্রার্থনা এত দীর্ঘই হবে যে আমাদের অসহ্যই লাগবে এমন নয়, বরং যেন সময় মত বারে বারে প্রার্থনা করি। আসলে দীর্ঘকাল প্রার্থনায় রত থাকলে প্রার্থনার নিজেরই ক্ষতি হয়; অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনাকালের মধ্যে অতিদীর্ঘ সময় কাটলে সহজেই অবহেলা দেখা দেয়।

তাছাড়া তিনি সাবধান বাণী দেন, তুমি যখন নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তখন যেন জেনে রাখ যে, সেসময়ে তোমাকে অপরকেও ক্ষমা করতে হবে: এভাবে তোমার শুভকর্মের কণ্ঠেই তুমি তোমার প্রার্থনা গ্রহণীয় করবে। প্রেরিতদূতও এ শিক্ষা দেন, যেন বিনা ক্রোধে ও বিনা মনোমালিন্যে প্রার্থনা করা হয়, যাতে তোমার প্রার্থনা অস্থির না হয়, উল্ট ফলও না ফলায়! তিনি এ কথাও বলেন যে, সর্বত্রই প্রার্থনা করা উচিত (১ তি ২:৮ দ্রঃ); কিন্তু প্রভু বললেন, *তোমার নিজের কক্ষেই প্রবেশ কর* (মথি ৬:৬)। তুমি কিন্তু দেওয়ালে গণ্ডিবদ্ধ এমন কক্ষের কথা বুঝবে না, যে কক্ষে তোমার দেহ আবদ্ধ থাকবে, বরং তোমার অন্তরেই যে কক্ষ, তাই বুঝবে—যে কক্ষে তোমার সকল চিন্তা নিহিত ও তোমার সকল মনোভাব বিরাজিত। তোমার এ প্রার্থনাকক্ষ সর্বস্থানেও তোমার সঙ্গে আছে, সর্বস্থানেও গোপন, কারণ একা ঈশ্বর ছাড়া তেমন কক্ষের অন্য বিচারক নেই।

তোমাকে তিনি এ শিক্ষাও দেন যে, বিশেষভাবে জনগণের জন্যই প্রার্থনা করা উচিত, অর্থাৎ গোটা দেহের জন্য, তোমার মাথার সমস্ত অঙ্গগুলির জন্যই প্রার্থনা করা উচিত: এতেই পারস্পরিক ভালবাসার উজ্জ্বল চিহ্ন প্রতীয়মান। কেননা যদি নিজের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে তুমি কেবল নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করবে; আর যদি এক একজন নিজের জন্য প্রার্থনা করে, তবে একথা জানা উচিত যে, একজন পাপী নিজের জন্য প্রার্থনা ক'রে যতখানি অনুগ্রহ পায়, তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ তাকেই মঞ্জুর করা হয়, যে পরের জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন এক একজন সকলেরই জন্য প্রার্থনা করে, তখন সকলেই এক একজনের জন্য প্রার্থনা করে।

উপসংহার স্বরূপ একথা বলব : তুমি যদি কেবল নিজেরই জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে —যেমন বলেছি—তুমি নিজের জন্য প্রার্থনা করবে বটে, কিন্তু তুমি একা থাকবে। অন্যদিকে তুমি যদি সকলের জন্য প্রার্থনা কর, তাহলে সকলেই তোমার জন্য প্রার্থনা করবে, কারণ সেই সকলের মধ্যে তুমিও আছ। তাতে প্রার্থনার ফল মহত্তরই হবে, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রার্থনা সবগুলো মিলে একজনের উপরে গোটা সমাজের প্রার্থনার ফল বর্ষণ করবে। এতে দুঃসাহসের লেশমাত্র নেই, বরং বিনম্রতাই অধিক মহান, ফলও অধিক সমৃদ্ধ।

**শ্লোক** - সাম ৬১:২-৩, ৬

*প্র* আমার চিৎকার শোন গো পরমেশ্বর, আমার প্রার্থনায় মনোযোগ দাও।

*উ* পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

*প্র* তুমি, পরমেশ্বর, শুনেছ আমার ব্রত সকল, যারা ভয় করে তোমার নাম, তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার দিয়েছ আমায় :

*উ* পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই তোমায় ডাকছি।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:৮-২১)

**আলোর সন্তানদের মত চল**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল; বস্তুত আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়। প্রভুর কি কি প্রীতিজনক, তা-ই জানতে সচেষ্ট থাক। অন্ধকারের ফলশূন্য যত কর্মের সহভাগী হয়ো না, বরং সেগুলোর আসল পরিচয় প্রকাশ্যে তুলে ধর, কেননা ওরা গোপনে যা কিছু করে, তা উচ্চারণ করা পর্যন্তও লজ্জার বিষয়। কিন্তু যা কিছু প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়, তা আলো দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, কারণ যা কিছু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তা নিজে-ই আলো। এজন্য লেখা আছে: ঘুমিয়ে রয়েছ যে তুমি, জেগে ওঠ, মৃতদের মধ্য থেকে নিদ্রাভঙ্গ হও, আর খ্রিষ্ট তোমাকে উদ্ভাসিত করবেন।

সুতরাং, নিজেদের আচরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ; নির্বোধের মত নয়, সুবোধেরই মতই চল। বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, কারণ আজকের দিনগুলি অমঙ্গলকর। এই কারণেই অবোধ হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কী, তা বুঝতে চেষ্টা কর। আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও; সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনাগান গেয়ে চল, সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাদ্যের ঝঙ্কারে প্রভুর স্তুতিগান কর; সবসময় সবকিছুর জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। খ্রিষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।

**শ্লোক** - এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪, ১৬

*প্র* প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানের মত চল।

*উ* আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

℣ তোমরা জগতের আলো। তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।

℟ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রেম্‌সের বিশপ নিকেতাস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-পরিবেশনের উপকারিতা' থেকে পাঠ (১৩-১৪)

**সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে**

প্রিয়জনেরা, এসো, একচিত্ত হয়ে ও জাগ্রত মনেই সামসঙ্গীত গান করি, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা নির্দেশ দিয়ে বলেন: *পরমেশ্বরই সারা পৃথিবীর রাজা, তাই সুললিত কণ্ঠে স্তবগান কর* (সাম ৪৭:৮ লাতিন পাঠ্য), যাতে করে সামসঙ্গীতটা কেবল প্রাণ দিয়ে অর্থাৎ কেবল কণ্ঠ দিয়ে নয়, কিন্তু 'মন দিয়েও' আবৃত্তি করা হয় (১ করি ১৪:১৫ দ্রঃ), আর আমরা যা আবৃত্তি করি, তা যেন ধ্যান করি, পাছে মন অন্য চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে বৃথাই পরিশ্রম করে। সমস্ত কিছু কেমন যেন ঈশ্বরের সম্মুখেই উদ্‌যাপন করা উচিত, মানুষকে বা নিজেদের খুশি করার জন্য নয়। কণ্ঠের এই মিল বিষয়ে উত্তম একটা উদাহরণ সেই তিনজন যুবকই দেন, যাঁদের কথা দানিয়েল পুস্তক উল্লেখ করে বলে, *এই তিনজন এককণ্ঠে স্তুতিগান করছিলেন, ও সেই চুল্লিতে ঈশ্বরকে বন্দনা করে বলছিলেন, ধন্য তুমি প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর* (দা ৩:৫১-৫২)।

দেখ তো আমাদের কেমন আদর্শ দেওয়া হয়: সেই তিনজন এককণ্ঠেই প্রভুর প্রশংসাগান করছিলেন যাতে আমরা সকলেও কেমন যেন এককণ্ঠ হয়ে একই মনোভাব একসুরে সমানভাবে ব্যক্ত করি। সুতরাং যখন সামসঙ্গীত পরিবেশন কালে সকলেই গানে যোগ দেবে, প্রার্থনা কালে সকলেই প্রার্থনায় যোগ দেবে, পাঠ পরিবেশন কালে নীরবতা বজায় রেখে সকলেই শুনবে, তখন এমনটি যেন না ঘটে যে, পাঠক পাঠ করতে করতে অন্য কেউ চিৎকার করে প্রার্থনা করলে সকলের অসুবিধা ঘটায়; আর যদি তুমি পাঠ চলাকালেই গির্জায় এসে উপস্থিত হও, প্রভুকে প্রণাম জানিয়ে ও ক্রুশচিহ্ন করে তৎপরতার সঙ্গেই পাঠে মনোযোগ দাও।

যখন সকলে মিলে প্রার্থনা করি, তখনও তোমাকে প্রার্থনা করার সুযোগ দেওয়া হয়, আবার ততবারও সেই সুযোগ তোমাকে দেওয়া হয় যতবার তুমি একা হয়ে প্রার্থনা

করতে ইচ্ছা কর; কিন্তু প্রার্থনা করার জন্য তুমি যেন পাঠ অবহেলা না কর, কারণ পাঠ তুমি তোমার সুবিধা ও সময় মত সবসময় পাচ্ছ না, কিন্তু প্রার্থনা করার সুযোগ তোমার যখন তখনই আছে। এমনকি, তুমি যেন মনে না কর যে, পবিত্র পাঠ শ্রবণ কম উপকারিতার ব্যাপার: প্রকৃতপক্ষে শ্রোতার প্রার্থনা নিজেই অধিক মাত্রায় উপকৃত হয়, কেননা মন পাঠের ঐশ্বরিক বিষয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে সহজতর ভাবেই অগ্রসর হবে।

আসলে মার্থার বোন সেই মারীয়া, যিনি বোনকে একা ফেলে রেখে যিশুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী একচিত্ত হয়ে শুনছিলেন, তিনি উত্তম অংশ বেছে নিয়েছিলেন— কথাটা স্বয়ং প্রভুই সপ্রমাণ করলেন। এজন্য পরিসেবক ঘোষকের মত উচ্চকণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেন, যেন প্রার্থনায় কি প্রণতিতে কি সামসঙ্গীত গানে কি পবিত্র পাঠ শ্রবণে সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকে; কেননা যারা একাত্মা হয়, প্রভু তাদের ভালবাসেন ও নিজের গৃহে তাদের আসন দেন।

**শ্লোক** - সাম ১৩৮:১-২; ১১৮:২৮

*প্র* ঐশজীবদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান, তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

*উ* আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

*প্র* তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি তোমায় জানাই ধন্যবাদ, হে আমার পরমেশ্বর, আমি তোমার বন্দনা করি।

*উ* আমি করি তোমার নামের স্তুতি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তীতের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:৩-১৫)

**নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন**

ভ্রাতৃগণ, একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা করতাম। কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হল, তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। এই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। একথা বিশ্বাস্য; সুতরাং আমি চাই, তুমি এই সমস্ত বিষয়ের উপর জোর দেবে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, তারা যেন সৎকর্ম সাধনে নিত্যই সচেষ্ট থাকে। মানুষের পক্ষে এই সবকিছু উত্তম ও উপযোগী। কিন্তু তুমি যত নির্বোধ প্রশ্ন, সেই সব বংশতালিকা, ও বিধান-সম্বন্ধীয় যে কোন আলোচনা ও তর্কাতর্কি এড়িয়ে চল; কেননা তেমন কিছু অর্থশূন্য ও মূল্যহীন। ভ্রান্তমত যে অবলম্বন করে, তাকে একবার, দরকার হলে দু'বার সতর্ক করে দেওয়ার পর তার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রেখো না; তোমাকে বুঝতে হবে যে, তেমন লোক ধর্মভ্রষ্ট, এবং পাপ করতে করতে নিজেই নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।

আমি যখন তোমার কাছে আর্তেমাস বা তিখিকসকে পাঠাব, তখনই তুমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে নিকোপলিসে আসতে চেষ্টা কর; সেইখানে আমি শীতকাল কাটাতে স্থির করেছি। আইনজ্ঞ জেনাস ও আপল্লোসের যাত্রার জন্য সুব্যবস্থা কর; এমনটি কর, প্রয়োজনীয় কোন কিছুর যেন তাঁদের অভাব না হয়। এভাবে আমাদের লোকেরাও জরুরী প্রয়োজনের জন্য সৎকর্মে উদ্যোগী হতে শিখুক, যেন এমনি অর্থশূন্য জীবন যাপন না করে।

যাঁরা এখানে আমার সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরা সকলে তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসী হিসাবে যাঁরা আমাদের ভালবাসেন, তাঁদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও।

অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - সাম ১০৩:১৩-১৪; তীত ৩:৫

*প্র* পিতা যেমন সন্তানদের স্নেহ করেন, যারা তাঁকে ভয় করে, প্রভুও তাদের প্রতি তত স্নেহশীল,

*উ* কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।

*প্র* নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন,

*উ* কেননা আমরা যে কি দিয়ে গড়া, তা তিনি জানেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নবম শতাব্দীর উপদেশ থেকে পাঠ (৪:২-৭)

**নিজ মহাপাপ দেখে কেউই যেন নিরাশ না হয়**

ভাইবোনেরা, তোমরা প্রায়ই বলতে শুনেছ সে দুই ব্যক্তির কথা, তথা আদম ও খ্রিষ্ট। প্রথমজন প্রাচীন মানুষ, দ্বিতীয়জন নব মানুষ। তাই আজ যে দুর্জন, সে প্রাচীন মানুষ, কারণ তাঁরই অনুকরণ করে, যিনি পরমদেশে অহঙ্কারী ও অবাধ্য হলেন। যে ভাল, সে নবমানুষ, কারণ তাঁরই অনুসরণ করে, যিনি বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (মথি ১১:২৯), ও যাঁর বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন* (ফিলি ২:৮)।

কিন্তু যেহেতু আমাদের কাল নবকাল বলে পরিচিত, আমরা তাদেরই আবেদন জানাচ্ছি যারা অপকর্ম সাধনে প্রাচীন মানুষ, যেন তারা সৎকর্মের দিকে মন ফিরিয়ে নবমানুষ হয়ে ওঠে। যারা শুভকর্মের ফলে ইতিমধ্যেই নবমানুষ হয়ে উঠেছে, আমরা তাদের আহ্বান করি তারা যেন এ নবকালে অধিক শ্রেয়তর সৎকর্ম সাধনে নিজেদের নবায়ন করতে সচেষ্ট থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, অশুচিতা রিপু প্রত্যাখ্যান করায় যে শুচিতা ক্ষেত্রে নবমানুষ, সে অমঙ্গল অভিলাষও অস্বীকার করায় নিজেকে নবায়ন করুক। একই প্রকারে যে বিনম্র, বাধ্য, দয়াবান ও ধৈর্যশীল, সে প্রার্থনায় ও সেই সমস্ত

সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে দৈনন্দিন অগ্রগতি সাধনেই নিজেকে নবায়ন করবে, যেমনটি লেখা আছে, *তারা সদ্‌গুণ থেকে মহত্তর সদ্‌গুণে অগ্রসর হবে* (সাম ৮৪: ৮ লাতিন পাঠ্য)।

প্রিয়জনেরা, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ বিধায় তোমাদের মধ্যে কেউ নিরাপদ নও। কেননা যেমন যারা ক্রীড়াঙ্গনে দৌড় দেয়, তারা সকলেই জয়মালা পাবে এমন নয়, কিন্তু সে-ই মাত্র পাবে, প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হয়েছে, তেমনি যাদের বিশ্বাস আছে তারা সকলে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু তারাই মাত্র পাবে, যারা শুরু করা শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকে। আর যেমন *প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে* (১ করি ৯:২৫), তেমনি তোমাদের নির্যাতনকারী সেই শয়তানকে জয় করতে গেলে তোমাদেরও সমস্ত রিপু এড়াতে হবে। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা প্রভু দ্বারা তাঁর আঙুরখেতে তথা পবিত্র মণ্ডলীর ঐক্যে আহূত হয়েছ: এমনভাবে আচরণ কর, যাতে পুরস্কার অর্থাৎ রাজ্যের সেই আনন্দ পেতে পার যা ঈশ্বর নিজে প্রদান করেন।

নিজ মহাপাপ দেখে কেউ যেন নিরাশ হয়ে না বলে, 'আমার কতই না পাপ! বার্ধক্যকাল পর্যন্ত, এমন কি এ শেষ বয়স পর্যন্তই পাপ করে বসেছি; এখন ক্ষমা পাওয়া দূরের কথা, এ কারণেও যে, আমিই যে পাপ ত্যাগ করেছি এমন নয়, পাপগুলিই এবয়সে আমাকে ত্যাগ করেছে।' তেমন মানুষ যেন ঈশ্বরের দয়া বিষয়ে কখনও নিরাশ না হয়, কারণ প্রভুর আঙুরখেতে কেউ কেউ প্রথম ঘণ্টায়, অন্য কেউ তৃতীয় ঘণ্টায়, আবার অন্য কেউ ষষ্ঠ ঘণ্টায় আহূত হয়েছে; এমনকি অন্য কেউ নবম ঘণ্টায় ও অন্য কেউ একাদশ ঘণ্টায়ও আহূত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বরসেবায় কেউ শিশুকাল থেকে আকর্ষিত হয়েছে, অন্য কেউ বাল্যকালে, অন্য কেউ যৌবনকালে, অন্য কেউ বার্ধক্যকালে, অন্য কেউ একেবারে শেষ বয়সেই আকর্ষিত হয়েছে।

আর যেমন কারও পক্ষে—সে যেই কালে থাকুক না কেন—মনপরিবর্তন বিষয়ে নিরাশ করতে নেই, তেমনি তার বিশ্বাস থাকায় কেউ যেন কেবল সেই ভিত্তিতে নিজেকে নিরাপদ মনে না করে, সে বরং এ বাণী ভয় করুক: *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত* (মথি ২২:১৪)। আমরা ঠিকই জানি, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছি, কিন্তু তবুও জানি না, আমরা মনোনীত কিনা। সুতরাং, মনোনীত হয়েছে কিনা এসম্বন্ধে জানা না থাকায় প্রত্যেকে যেন নিজেকে অধিক বিনম্র করে।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এ বর প্রদান করুন, তোমরা যেন তাদেরই সংখ্যার লোক না হও, যারা শুষ্ক পায়ে লোহিত সাগর পার হয়েছিল, প্রান্তরে মান্না খেয়েছিল, আত্মিক পানীয় পান করেছিল, কিন্তু পরে গজ গজ করেছিল বিধায় প্রান্তরে মারা গেছিল, তোমরা বরং যেন তাঁদেরই মধ্যে পরিগণিত হতে পার, যাঁরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করেছিলেন, ও মণ্ডলীর আঙুরখেতে বিশ্বস্ত ভাবে পরিশ্রম করে শাশ্বত আনন্দের পুরস্কার পাবার যোগ্য হলেন, তোমরা যেন যাঁর অঙ্গ, তোমাদের মাথা সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করতে পার চিরকাল ধরে। আমেন।

**শ্লোক** - এস্থার ১৪:৩, ১৯; তোবিত ৩:১৩; যুদিথ ৬:১৫ দ্রঃ

*প্র* তুমি ছাড়া, হে প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমার অন্য ভরসা নেই।

*উ* তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।

*প্র* হে প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ।

*উ* তুমি তো ক্রোধেও দয়াবান, ও সঙ্কটের দিনে পাপ মার্জনা কর।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:২২-৩৩)

**দম্পতিদের কর্তব্য**

ভ্রাতৃগণ, বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রিষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। তবে তোমরাও প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে নিজেরই মত ভালবাস; এবং স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে।

**শ্লোক** - আদি ২:২৩, ২৪; এফে ৫:৩২

*প্র* এ-ই হল আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে:

*উ* সেই দু'জন একদেহ হবে।

℣ এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম;

℟ সেই দু'জন একদেহ হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩:৩)

**এ রহস্য মহান**

হবা যেমন আদমের বুকের পাশ থেকে, আমরা তেমনি খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে বেরিয়েছি। এ হচ্ছে *'আমার নিজের মাংসের মাংস ও আমার নিজের হাড়ের হাড়'* বচনের অর্থ (আদি ২:২৩)। আমরা সকলে জানি যে হবাকে আদমের সেই পাশ দিয়ে গড়া হয়েছিল, এবং শাস্ত্রে আমরা স্পষ্টই পড়ি যে, ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলেন, ও তাঁর একখানা পাঁজর নিয়ে তা দিয়ে নারীকে গড়লেন। আমরা কিন্তু কোথায় এমন বাণী পেতে পারব, যা অনুসারে জানতে পারি যে মণ্ডলী খ্রিষ্টের পাশ থেকে জন্ম নিল? এ বিষয়টিও শাস্ত্রে উল্লিখিত: ক্রুশে উত্তোলিত ও বিদ্ধ হয়ে খ্রিষ্ট প্রাণত্যাগ করলে *সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল* (যোহন ১৯:৩৪): সেই জল ও রক্ত থেকেই গোটা মণ্ডলীর জন্মলাভ। তিনি নিজেই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, *জল আর আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫); আর এখানে তিনি রক্তকে আত্মা বলে অভিহিত করেন। বাস্তবিকই আমরা বাপ্তিস্মের জল গুণেই জন্ম নিই, আর তাঁর রক্তই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাহলে আমরা যখন সেই জল ও রক্ত দ্বারা জন্ম নিই ও বেঁচে থাকি, তখন তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আমরা কেমন করে তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়?

যেমন আদম ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হতে হতে নারীকে গড়া হল, তেমনি মৃত্যুনিদ্রায় মগ্ন খ্রিষ্ট থেকে মণ্ডলী জন্ম নিল। নারী আমাদের দেহের অঙ্গ ও আমাদের কাছ থেকে উদ্ভূতা, কেবল এ ভিত্তিতেই নারী হবে আমাদের ভালবাসার পাত্রী এমন নয়, কিন্তু এর মহত্তর কারণ হল এ যে, ঈশ্বর নিজেই স্পষ্ট আদেশ দিয়ে বললেন, *এজন্য মানুষ তার*

*পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে* (আদি ২:২৪)। যে কোন উপায়েই তেমন ভালবাসায় আমাদের অনুপ্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে পলও এ আদেশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এখন তুমি আমার সঙ্গে প্রেরিতদূতের সুবুদ্ধির কথা ভাব: কেবল ঐশ্বরিক বা কেবল মানবীয় নিয়ম দানেই যে তিনি স্ত্রী-ভালবাসার দিকে আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এমন নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক নিয়ম ও মানবীয় নিয়মের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে তিনি প্রেরণা দেন, যাতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক পর্যায়ের মানুষ ঐশ্বরিক নিয়ম দ্বারা উদ্দীপিত হয়, আর দুর্বল ও সরল মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা প্রেরণা পায়। এজন্য তিনি আগে খ্রিষ্টের আদর্শ তুলে ধরে এ শিক্ষা দান করে বলেন, *তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন* (এফে ৫:২৫), এরপরে মানবীয় কারণগুলো উল্লেখ করে বলেন, *স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য*; এরপর তিনি আবার খ্রিষ্টের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে বলে চলেন, *কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ* (এফে ৫:২৮, ৩০), তাঁর নিজের মাংসের মাংস ও তাঁর নিজের হাড়ের হাড়; এরপর তিনি আবার মানবযুক্তি প্রয়োগ করে বলেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে* (এফে ৫:৩১); এবং অবশেষে নিয়মটা পুনরায় উল্লেখ করার পর তিনি বলে ওঠেন: *এ রহস্য মহান* (এফে ৫:৩২)।

আমাকে বল, রহস্যটি মহান কেন? তার কারণ, তা খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীকে লক্ষ করে। পিতাকে ত্যাগ করে বর যেমন কনের দিকে ছুটে যায়, তেমনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে খ্রিষ্ট নিজ কনের দিকে অগ্রসর হলেন: তিনি আমাদের স্বর্গের অপার সৌন্দর্যে আহ্বান করেননি, তিনি নিজেই আমাদের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত নেমে এলেন। আর যখন তুমি তাঁর আগমনের কথা শোন, তখন মনে করবে না তাঁর স্থানান্তর হল, তিনি বরং মানবীয় অবস্থা মেনে নিলেন, কেননা আমাদের সঙ্গে থেকেও তিনি পিতার সঙ্গেও থেকে গেলেন। এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন, *এ রহস্য মহান।* মানুষের ক্ষেত্রেও রহস্য মহান বটে; তবু আমি যখন খ্রিষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীকে লক্ষ করে রহস্যটির কথা ভাবি, তখনই রহস্যটির মহত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে উঠি। এজন্য *এ রহস্য মহান* বলার পরপরেই তিনি বলে চলেন, *কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।*

শ্লোক - প্রকাশ ২১:১০, ১২, ১৪, ২ দ্রঃ

প্ আমি নগরদ্বার দেখতে পেলাম, ও সেই দ্বারে মেষশাবকের প্রেরিতদূতদের নাম লেখা রয়েছে,

উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।

প্ আমি পবিত্র নগরী সেই নব যেরুশালেমকে দেখতে পেলাম : বরের জন্য সুসজ্জিত কনের মত সে স্বর্গ থেকে নেমে আসছে,

উ ও তার প্রাচীরের উপরে স্বর্গদূতেরা প্রহরা দিচ্ছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১-২০)

## তিমথির প্রেরণকর্ম

### সুসমাচারের সেবক সাধু পল

আমি পল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রত্যাশা সেই খ্রিষ্ট যিশুর আদেশ অনুসারে খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত, বিশ্বাসে আমার যথার্থ সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি এফেসসে থেকে সেখানকার কয়েকজন লোককে আদেশ দিয়ে বলবে, যেন তারা ভিন্ন ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে না দেয়, এবং রূপকথা ও সীমাহীন বংশতালিকায় মন দেওয়ায় ব্যস্ত না থাকে; কেননা বিশ্বাসে প্রকাশিত ঐশসঙ্কল্পের চেয়ে সেগুলো বরং অসার তর্কাতর্কিই পোষণ করে। তবু এই আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। ঠিক এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েই কয়েকজন লোক ফাঁপা ধ্যানধারণার দিকে ফিরেছে। নিজেদের বিষয়ে তাদের দাবি, তারা নাকি বিধানপণ্ডিত, অথচ যা বলে ও যা জোর দিয়ে সমর্থন করে, তা নিজেরাও বোঝে না।

আমরা তো ভালই জানি, বিধান উত্তম—অবশ্য কেউ যদি তা বিধিমতে ব্যবহার করে; এবিষয়ে নিশ্চিত আছি যে, বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি, কিন্তু যারা জঘন্য কর্মের সাধক ও বিদ্রোহী, ভক্তিহীন ও পাপী, অধার্মিক ও নাস্তিক, পিতৃঘাতক ও মাতৃঘাতক, খুনী, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, সমকামী, ছিনতাইকারী, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাসাক্ষী, তাদেরই জন্য স্থাপিত হয়েছে; বিধান সেসব কিছুর জন্যও স্থাপিত হয়েছে যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা-বিরুদ্ধ, সেই যে ধর্মশিক্ষা ধন্য ঈশ্বরের গৌরবের সেই সুসমাচার অনুযায়ী, যা আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাকে শক্তি দিয়েছেন যিনি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে তিনি তাঁর সেবাকর্মের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন। অথচ আগে আমি তাঁকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম! আমি

কিন্তু দয়া পেয়েছি, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম। কিন্তু খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য যে, খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে; আর তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড়! কিন্তু এজন্যই আমাকে দয়া করা হয়েছে, যেন খ্রিষ্ট যিশু প্রথমে আমারই মধ্য দিয়ে তাঁর চরম সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেন, এবং এর ফলে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি যারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। যিনি সর্বযুগের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য অনন্য ঈশ্বর, তাঁর সম্মান ও গৌরব হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

সন্তান তিমথি, তোমার বিষয়ে আগেকার সকল নবীয় বাণী অনুসারে আমি তোমার কাছে এই নির্দেশ তুলে দিচ্ছি, যেন তুমি সেই সমস্ত নবীয় বাণী গুণে বিশ্বাস ও সদ্বিবেক হাতিয়ার করে শুভ সংগ্রাম চালাতে পার; আসলে সদ্বিবেক বর্জন করার ফলে বিশ্বাস-ক্ষেত্রে কারও কারও নৌকাডুবি হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিমেনেওস ও আলেক্সান্দার; তাদের আমি শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছি, যেন তারা শিখতে পারে যে, ধর্মনিন্দা করতে নেই।

**শ্লোক** - ১ তি ১:১৪, ১৫; রো ৩:২৩

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে:

*উ* খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

*প্র* সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।

*উ* খ্রিষ্ট যিশু এই জগতে এলেন পাপীদের পরিত্রাণ করতে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ আম্ফিলকের কাছে বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের পত্র থেকে পাঠ (পত্র ১৬১:১-২)

**সুদক্ষ চালকের মত বীর্য দেখিয়েই চল**

ধন্য ঈশ্বর! তিনি প্রতিটি যুগে তাদেরই মনোনীত করেন যারা তাঁর অধিক গ্রহণীয়; ও মনোনীত পাত্রগুলির মধ্য থেকে বেছে নিয়ে পুণ্য সেবা-পদের জন্য তাদের ব্যবহার

করেন। অনুগ্রহের অপরিহার্য জালে তিনি এবার তোমাকেও ধরলেন, তুমি যে—আমার প্রতি তোমার নিজের কথা অনুসারেই—আমাদের নয়, সেই আহ্বানকেই এড়াতে চাচ্ছিলে, যা অনুভব করছিলে আমাদের দ্বারাই তোমার কাছে প্রকাশিত হবে। আর তিনি তোমাকে পিসিদিয়া অঞ্চলের বুকে চালিত করলেন, শয়তান নিজের কর্তৃত্বে বশীভূত করতে যাদের দখল করেছিল, তুমি যেন সেই সকল মানুষকে প্রভুর জন্য ধরতে ও অতলদেশ থেকে আলোয় বের করে আনতে পার। কিন্তু, যেহেতু যারা খ্রিষ্টে সমস্ত ভরসা রেখেছে তারা এক-জাতি, ও খ্রিষ্টেরই হওয়ায় তারা এক-মণ্ডলী—যদিও মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম বহন করে—সেজন্য তোমার মাতৃভূমিও ঐশ সঙ্কল্প নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে, এমনকি তোমাকে হারিয়েছে, সে তাও মনে করে না, যদি তোমার দ্বারা সে অন্য মণ্ডলীগুলোকেও জয় করে। প্রভু করুন, উপস্থিত হলে আমরা যেন দেখতে পাই, ও অনুপস্থিত হলে যেন শুনতে পাই বাণীপ্রচারে ও মণ্ডলীর সুপরিচালনায় তোমার কর্মকীর্তি।

সুতরাং, বীর্য দেখাও, বলবান হও, পরাৎপর যে জনগণকে তোমার হাতে ন্যস্ত করেছেন, সেই জনগণের আগে আগে অগ্রসর হও ; ও ধর্মবিচ্ছেদের বাতাস যে ঝড়ঝঞ্ঝা ঘটিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তুমি সুদক্ষ চালকের মত উদার মনোভাব দিয়ে ভ্রান্ত ধর্মমতের লবণাক্ত ও তিক্ত তরঙ্গমালা থেকে সেই জাহাজ রক্ষা করে চল যা কখনও ডুবে যাবে না—সেই শান্তির প্রতীক্ষায় যা প্রভু নিজে তখনই সাধন করবেন, যখন এমন কণ্ঠ শুনতে পাবেন যা বাতাস ও সমুদ্র প্রশমিত করার জন্য তাঁকে নিদ্রাভঙ্গ করতে যোগ্য।

আর তুমি যদি ইচ্ছা কর, এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে, তাহলে একথা জেনে যে, দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে আমরা শেষের দিকে পা বাড়িয়েছি, সময় স্থগিত করো না, আমাদের একটা চিহ্নের জন্যও অপেক্ষা করো না—একথা জেনে যে, প্রিয় সন্তানকে আলিঙ্গন করার জন্য পিতার হৃদয়ের কাছে কোন সময়ই অনুপযুক্ত নয়, এবং পিতৃস্নেহ সমস্ত কথার অতীত। বোঝা যে তোমার শক্তির ঊর্ধ্বে, এজন্য অসন্তোষ দেখিয়ো না। কেননা একা হয়েই যদি তোমাকে তা বহন করতে হত, তাহলে বোঝাটা শুধু ভারী নয়, সম্পূর্ণরূপে অসহ্যই হত। কিন্তু প্রভুই যখন তোমার সঙ্গে বোঝাটা বহন করেন, তখন *প্রভুর উপর ফেলে দাও তোমার বোঝা, তিনি তোমাকে ধরে রাখবেন* (সাম ৫৫:২৩)।

একটা কথা মাত্র আমাকে বলতে দাও: অন্যান্যদের প্রতি দুর্ব্যবহারে নিজেকে আকর্ষিত হতে দিয়ো না, বরং সেই অন্যান্যরা নিন্দাজনক যা কিছু আগে ফলিয়েছিল, ঈশ্বর তোমাকে যে প্রজ্ঞা দিয়েছেন, তার সহায়তায় সেই সমস্ত কিছু মঙ্গলেই রূপান্তরিত কর।

তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার জন্য প্রার্থনা কর, আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে আমি যেন তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখবার যোগ্য হতে পারি; কিন্তু বিদায় নেওয়ার আদেশ এলে আমি যেন ঊর্ধ্বে, সেই প্রভুর কাছেই, তোমাকে ও তোমার মণ্ডলীকে দেখতে পাই—মণ্ডলীকে এমন আঙুরলতারূপে দেখতে পাই যা শুভকর্মে ফলশালী, ও তোমাকে এমন জ্ঞানবান কৃষক ও উত্তম সেবক রূপে দেখতে পাই, যে আপন সঙ্গীদের কাছে তৎপরতার সঙ্গে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ করেছে বিধায় বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকের যোগ্য পুরস্কার গ্রহণ করে।

**শ্লোক** - এফে ৬:১০-১১; যোব ৭:১

*প্র* তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

*প্র* পৃথিবীতে মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন, তাই:

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৬:১-৯)

**গৃহ-জীবনে নতুন সম্পর্ক-মালা**

সন্তানেরা, প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা ধর্মসম্মত। তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান কর, এটিই সেই প্রথম আজ্ঞা যার সঙ্গে একটা প্রতিশ্রুতি যুক্ত আছে: যেন তোমার মঙ্গল হয়, ও তুমি দেশে দীর্ঘজীবী হও। আর তোমরা, পিতারা, তোমাদের সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের পথে তাদের মানুষ কর।

ক্রীতদাসেরা, তোমরা যেমন খ্রিষ্টের প্রতি বাধ্য, তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে সভয়ে ও কম্পিত অন্তরে তোমাদের পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্য হও; যখন তাদের চোখের সামনে আছ, তখন শুধু নয়, এমনি মানুষকে খুশি করার জন্যও নয়, বরং খ্রিষ্টেরই ক্রীতদাসের মত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য; আগ্রহের সঙ্গে কাজ কর, প্রভুরই খাতিরে, মানুষের খাতিরে নয়। জেনে রাখ, যে কেউ সৎকর্ম করে—ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—প্রভুর কাছ থেকে সে তার ফল পাবে। আর তোমরা, মনিব-প্রভু যারা, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনি ব্যবহার কর; শাসানি পরিহার কর, এবং জেনে রাখ, তাদের ও তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তাঁর কাছে পক্ষপাত নেই।

**শ্লোক** - ১ করি ৭:২২-২৩; গা ৩:২৮ দ্রঃ

প্ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ;

উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রিষ্টের ক্রীতদাস।

প্ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই।

উ প্রভুতে আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রিষ্টের ক্রীতদাস।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এজেকিয়েল পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (২য় পুস্তক, উপদেশ ১:৭)

## স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশা

স্বর্গীয় নগরীতে সে-ই মাত্র উপনীত হতে পারবে, পবিত্র মণ্ডলীতে যে ধার্মিকদের পথ ধ্যান করে অনুকরণ করে। উপনীত হওয়া বলতে পর্বতের উপরে স্থিত গৃহটির কথা ধ্যান করা বোঝায়, অর্থাৎ কিনা ধ্যান করতে হবে কেমন করে পবিত্র মণ্ডলীর মনোনীতজনেরা সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানে পৌঁছে ভালবাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

দাম্পত্য জীবন ধারণ করেন, তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: তাঁর যা আছে তাতে তিনি খুশি, পরের সম্পদ কেড়ে নেন না, অতিরিক্ত তাঁর যা কিছু আছে, তা অভাবগ্রস্তদের হাতে দান করেন, দৈনন্দিন জীবনে সাধারণত যে বিষয়ে পাপ করা হয় তার জন্য তিনি চোখের জল ফেলেন।

সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, এবার তেমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক: নিজের জন্য তিনি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, দিব্য দর্শনই তাঁর একমাত্র খাদ্য, স্বর্গীয় পুরস্কারের প্রত্যাশায় মনের আনন্দে চোখের জল ফেলেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য যা রাখা উচিত তাও বিলিয়ে দেন, নীরবে নির্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, এ অনিত্য সংসারের কোন দুশ্চিন্তায় তাঁর অন্তর অস্থির হয় না, এমনকি স্বর্গীয় আনন্দের প্রত্যাশায় তাঁর অন্তর দিনে দিনে বিকশিত হয়।

এবার এমন ব্যক্তির কথা ধরা যাক, যিনি নিজ হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই ধ্যানমগ্ন করে রাখার জন্য এ সংসারের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন, তথাপি নিজ ভাইবোনদের গঠনের জন্য শাসনপদ দখল করতে নিযুক্ত হয়েছেন। অনিত্য বিষয়ের আকর্ষণের হাতে নিজেকে সঁপে না দিলেও তবু প্রতিবেশীর প্রতি দয়া-মমতার খাতিরে তিনি সেই বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য, যাতে যারা দুর্দশায় রয়েছে তাদের সাহায্য দান করতে পারেন; আবার, যারা শোনে, তিনি তাদের কাছে জীবন-বাণী প্রচার করেন। ফলত তিনি ভাইবোনদের আত্মা ও দেহ দু'টোরই যত প্রয়োজন মেটান। তাতে দর্শনধ্যানে যিনি স্বর্গের আকাঙ্ক্ষার দিকে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ধাবিত, তবু প্রতিবেশীর মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য তিনি কষ্টের সঙ্গে পার্থিব বিষয়েও ব্যস্ত থাকতে সম্মত।

সুতরাং, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতায় হোক, সংসারত্যাগী ও ব্রতধারীদের সাধনায় হোক, বাণীপ্রচারকদের নৈপুণ্যে হোক—যে কেউ পবিত্র মণ্ডলীতে তৎপরতার সঙ্গে সাধনার পথে অগ্রসর হতে দৃঢ়চিত্ত, সে-ই ইতিমধ্যে পর্বতের উপরে স্থিত সেই গৃহে আসন পেয়ে গেছে। অপরদিকে, যে কেউ অগ্রসর হবার জন্য পুণ্যজনদের জীবনাচরণের দিকে তাকায় না, সে এখনও সেই গৃহের বাইরে রয়েছে। আর জগৎজুড়ে পবিত্র মণ্ডলী যে মর্যাদা পাচ্ছে, সে যদিও তেমন মর্যাদা দেখে মুগ্ধ, তবু সে তেমন ব্যক্তিরই মত যে কেবল বাইরে থেকেই গৃহের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু কেবল গৃহের বাইরের চেহারায়ই ব্যস্ত থাকায় এখনও ভিতরে প্রবেশ করেনি।

**শ্লোক** - রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

*প্র* আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,

*উ* আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

*প্র* আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী।

*উ* আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৫)

## উপাসনাকালে প্রার্থনা

প্রিয়জন, আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য, রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্য মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তি ও ধর্মীয় মর্যাদায় শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তেমন কিছু উত্তম ও গ্রহণীয়; তিনি চান, সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে। কেননা ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট যিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন। এই সাক্ষ্য তিনি নির্ধারিত সময়েই দান করলেন; আর এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত হয়েছি—সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না—বিশ্বাসে ও সত্যে আমি বিজাতীয়দের শিক্ষাদাতা।

তাই আমার ইচ্ছা, সব জায়গায় পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক।

নারী সম্পূর্ণরূপে অনুগতা হয়ে নীরব থেকেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করুক। উপদেশ দেবার বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি কোন নারীকে দিই না; তার নীরব থাকা উচিত। কেননা প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে গড়া হয়েছিল। আর আদম যে প্রবঞ্চিত হয়েছিল, তা নয়, নারীই প্রবঞ্চিতা হয়ে অপরাধে পতিতা হল। তবু যদি আত্মসংযমী হয়ে বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও পবিত্রতায় নিষ্ঠাবতী থাকে, তবে নারী সন্তান-প্রসবের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাবে।

**শ্লোক** - ১ তি ২:৫-৬; হিব্রু ২:১৭

*প্র* ঈশ্বর এক, এবং ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট:

℣ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।

℟ তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, তিনি যেন দয়াবান এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন:

℣ তিনি সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তিমথির কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:১-২)

**আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে**

যাজক সার্বজনীন এক পিতারই মত। তাই তাঁর পক্ষে উচিত, তিনি সেইভাবে সকলের প্রতি যত্নশীল হবেন, যেভাবে তিনি যাঁর যাজক সেই ঈশ্বর সকলের প্রতি যত্নশীল। এজন্য পল বলেন: *আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করা হয়* (১ তি ২:১)। এ থেকে মঙ্গলকর দু'টো জিনিস উদ্গত: পরের বিরুদ্ধে আমাদের যে ক্রোধ, তা নিঃশেষ হয়, কারণ যার কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়, তাকে ঘৃণা করা যায় না; দ্বিতীয়ত, তারা নিজেরাই আরও উত্তম হয়ে ওঠে, তাদের জন্য প্রার্থনা করা হল এজন্যই বটে, আবার এজন্যও যে, তেমন প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যে হিংসা, তারা যেন সেই হিংসা ত্যাগ করে। কেননা পরকে চেতনা দানের পক্ষে পরকে ভালবাসা ও পরের ভালবাসার পাত্র হওয়ার চেয়ে অধিক উপকারী বলতে আর কিছু নেই।

আমি মনে করি, কতই না ভাল হত, যারা ছলচাতুরি খাটাত, কশাঘাত করত, মারত, হত্যা করত, তারা যদি জানত যে তাদের হিংস্রতার পাত্র ইতিমধ্যে নির্যাতনকারীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল!

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, কেমন করে প্রেরিতদূত ইচ্ছা করেন, খ্রিষ্টভক্ত সকলের উর্ধ্বেই থাকবে? যেমন শিশুদের বেলায় এমনটি ঘটে যে, কোলে-করা শিশু বাবার মুখে আঘাত করলেও এজন্য পিতৃস্নেহ কমেই না, তেমনি পরের আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হয়েও তাদের প্রতি আমাদের কম মঙ্গলকারী হতে হবে না।

সেই ‘সর্বপ্রথম’এর অর্থ কী? তার অর্থ হল দৈনন্দিন উপাসনা। আর দীক্ষিতরা একথা জানে যে, প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা কালে আমরা সমগ্র জগতের জন্য, রাজার ও শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি করে থাকি।

দেখ তিনি কী বলেন, ও নিজের নিবেদন গ্রহণীয় করার জন্য কেমন করে শুভফলের কথাও উল্লেখ করেন: *যেন আমরা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করতে পারি* (১ তি ২:২)। অন্য কথায়, রাজা, প্রদেশপাল ইত্যাদি উচ্চপদস্থ লোকদের কল্যাণ থেকেই আমাদের শান্তি উদ্গত। একই প্রকারে রোমীয়দের কাছে পত্রে তিনি প্রশাসনের প্রতি বাধ্যতার কথা তুলে ভক্তদের বলেন, *কেবল শাস্তির ভয়ে শুধু নয়, কিন্তু সদ্বিবেকের খাতিরেই অনুগত থাকা আবশ্যক* (রো ১৩:৫)। তিনি আবেদন জানান, *যেন মিনতি, প্রার্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়।* হ্যাঁ, পরের প্রতি দেখানো ঈশ্বরের উপকারিতার জন্যও ধন্যবাদ জানানো আবশ্যক; উদাহরণ স্বরূপ: *তিনি মন্দ ও ভাল লোকদের উপরে নিজের সূর্য জাগান এবং ধার্মিক ও অধার্মিক লোকদের উপরে বৃষ্টি নামিয়ে আনেন* (মথি ৫:৪৫)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে তিনি কেবল প্রার্থনা দ্বারা নয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন দ্বারাও আমাদের মিলিত করেন ও একত্রে আবদ্ধ করেন? কেননা আমরা যখন প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর দেওয়া মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে অনুপ্রাণিত, তখন সেই প্রতিবেশীকে ভালবাসতে ও তার প্রতি মঙ্গলময়তা দেখাতেও অনুপ্রাণিত। এর কারণ, যারা আমাদের নিকটবর্তী, তাদের জন্য যখন আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়, তখন মহত্তর কারণে তাদেরও জন্য ধন্যবাদ জানাতে হবে যারা প্রকাশ্যে কি গোপনে, স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের কাছে আসে; এমনকি তাদেরও জন্য, যারা সম্ভবত আমাদের ক্ষতি করে; কেননা ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলেরই জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করেন!

সুতরাং, আমাদের প্রতিটি প্রার্থনায় যেন ধন্যবাদের কথা উপস্থিত থাকে। যখন বিশ্বাসীদের জন্য শুধু নয়, অবিশ্বাসীদেরও জন্য প্রার্থনা করতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন চিন্তা কর কতই না অদ্ভুত হবে, আমরা যদি ভাইদের বিরুদ্ধেই প্রার্থনা করি!

**শ্লোক** - সাম ৭১:৮-৯, ২৩

*প্র* আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ, পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।

*উ* বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

*প্র* তোমার স্তবগান গেয়ে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ, মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাণ যার মুক্তিকর্ম তুমি সাধন করলে।

*উ* বৃদ্ধ বয়সে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়ো না, আমি শক্তিহীন হলে, তখনও আমাকে পরিত্যাগ করো না।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৬:১০-২৪)

**অধ্যাত্ম সংগ্রাম—শেষ বাণী**

প্রিয়জনেরা, প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও। ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার। কেননা আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় স্থানে আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে। এজন্য ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সেই অধর্মের দিনে প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাও ও সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার। তাই সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে, এবং শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিতে পার; এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর। যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর, আর এর জন্য অবিরাম নিষ্ঠার সঙ্গে জেগে থাক ও সকল পবিত্রজনদের জন্য মিনতি কর, আমার জন্যও মিনতি কর, যেন আমার ওষ্ঠে উপযুক্ত কথা রাখা হয়, আমি যেন সৎসাহসের সঙ্গে সেই সুসমাচারের রহস্য জ্ঞাত করতে পারি, আমি যার শেকলাবদ্ধই এক বাণীদূত; ফলে আমি যেন মুক্তকণ্ঠেই তা ঘোষণা করতে পারি—ঠিক যেমনটি করা আমার কর্তব্য।

আমার প্রিয় ভাই ও প্রভুতে বিশ্বস্ত সহকর্মী তিখিকস আমার সব খবর তোমাদের দেবেন, এভাবে তোমরাও জানতে পারবে আমি কেমন আছি ও কি কি কাজ করছি। আমি তাঁকে ঠিক এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, ও তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন।

পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্টের শান্তি, আর সেইসঙ্গে ভালবাসা ও বিশ্বাস ভাইদের মাঝে বিরাজ করুক। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে যারা অক্ষয়শীল ভালবাসায় ভালবাসে, সেই সকলের সঙ্গে অনুগ্রহ থাকুক।

**শ্লোক** - এফে ৬:১০-১১; ১ করি ১০:১৩

*প্র* তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে বলবান হও।

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

*প্র* ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না।

*উ* ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন শয়তানের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' থেকে পাঠ (১১)

**এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি**

স্বয়ং সত্যই উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, *অন্ধকার থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক* (২ করি ৪:৬)। তাই মানুষের গুপ্ত স্থানে তথা মানুষের হৃদয়ে আলো উদ্ভাসিত হোক: আর সেখান থেকে জ্ঞানের সেই রশ্মি বিকীর্ণ হোক যা নিজ জ্যোতি দ্বারা আন্তরিক মানুষকে, আলোর শিষ্যকে ও খ্রিষ্টের পরিজন ও সহউত্তরাধিকারীকে প্রকাশ করবে; তখনই বিশেষভাবে, যখন উত্তম ও ধর্মপ্রাণ সন্তান রূপে মানুষ সেই উত্তম পিতার মহান ও পূজনীয় নাম জানতে পারবে, যিনি নিজ সন্তানের জন্য লঘুভার ও পরিত্রাণদায়ী আদেশ দান করেন। তাঁর প্রতি যে বাধ্য, সে সবকিছুতে জয়ী, ঈশ্বরের অনুসারী, পিতার প্রতি বাধ্য; পাপী হয়েও সে তাঁকে জেনেছে, ঈশ্বরকে ভালবেসেছে, প্রতিবেশীকে ভালবেসেছে, আদেশ পালন করেছে; তাই পুরস্কার অর্জন করে ও প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রত্যাশায় থাকে। ঈশ্বরের সবসময় এ সঙ্কল্প বর্তমান: তিনি মানব-পালের পরিত্রাণ সাধন করবেন: এজন্যই উত্তম পিতা উত্তম মেষপালককে প্রেরণ করলেন। তখন সত্য

প্রকাশ ক'রে সেই বাণী মানুষের কাছে পরিত্রাণের মাহাত্ম্য দেখালেন, তারা যেন হয় তপস্যায় উপনীত হয়ে পরিত্রাণ পায়, না হয় বাধ্যতা অস্বীকার করে দণ্ডের যোগ্য হয়।

এই তো সেই ধর্মময়তা প্রচার, যা বাধ্যদের পক্ষে শুভই একটি সমাচার, কিন্তু যারা বাধ্যতা দেখাতে অসম্মত, তাদের পক্ষে দণ্ডের কারণ।

রণতুরি যখন নিজ তীব্র সুরে সৈন্যদের একত্রিত করতে ও যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, তখন যিনি নিজ মধুর শান্তি-সঙ্গীত পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তই ধ্বনিত করেন, সেই খ্রিষ্টের পক্ষে নিজ শান্তিবাহিনীদের জড় করা উচিত হবে না? হ্যাঁ। হে মানুষ, নিজ রক্ত ও বাণী দ্বারা তিনি এমন অহিংসুক সেনাদল জড় করলেন যাদের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করলেন। খ্রিষ্টের তুরি হচ্ছে তাঁর সুসমাচার: তিনি নিজেই তা বাজালেন, আর আমরা তার সুর শুনেছি। সুতরাং এসো, শান্তিসজ্জায় নিজেদের সজ্জিত করি: ধর্মময়তার বুকবর্ম পরিধান করে ও বিশ্বাসের ঢাল হাতে করে পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ মাথায় দিই ও আত্মার খড়্গ তথা ঐশবাণী তীক্ষ্ণধার করি (এফে ৬:১৩-১৭ দ্রঃ)। তেমন শান্তিসজ্জায়ই প্রেরিতদূত আমাদের সজ্জিত করেন: এগুলিই আমাদের অপরাজেয় অস্ত্র। এগুলিতে সজ্জিত হয়ে, এসো, আমরা সেই দুর্জনের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াই, যাতে ঐশবাণীর দেওয়া জল দ্বারা *সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিয়ে* (এফে ৬:১৬) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসাগানে সমস্ত উপকারের প্রতিদান করতে পারি ও ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করতে পারি। *তখন তুমি চিৎকার করবে আর তিনি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলবেন, এই যে, আমি আছি* (ইশা ৫৮:৯)।

আহা, কতই না পুণ্য, কতই না ধন্য এ পরাক্রম, যা দ্বারা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে জীবনধারণ করেন। ফলে এ প্রয়োজন যে, মানুষ সেই সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট স্বরূপের অনুকারী ও পূজারী হয়ে উঠবে। অন্যভাবে ঈশ্বরকে অনুকরণ করা বিধেয় নয়; অন্যদিকে, অনুকরণ করায় ছাড়া তাঁকে পূজা ও আরাধনা করা সম্ভব নয়। এজন্যই সেই স্বর্গীয় প্রেম, যা সত্যিকারে ঈশ্বরেরই প্রেম, তখনই মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, যখন মানুষের নিজের প্রাণে ঐশবাণী-প্রণোদিত সৌন্দর্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা তখনই পূর্ণমাত্রায় ঘটে, যখন ঐশপরিত্রাণ মানুষের সদিচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে, এবং জীবন কেমন যেন স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই একই জোয়ালে আবদ্ধ হয়।

এই তো সত্যের সেই একমাত্র আহ্বান, যা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আমাদের সঙ্গে থাকবে; আর কেউ যদি স্বর্গের দিকে ধাবিত, তাহলে নিখুঁত ও সিদ্ধ আত্মা পাবার জন্য প্রাণের পক্ষে এ আহ্বানই উত্তম পথদিশারী। আমি কিন্তু কিসের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি? একথা সুস্পষ্টই যে তোমাকে আহ্বান করছি তুমি যেন পরিত্রাণ পেতে পার। খ্রিষ্ট তাই ইচ্ছা করেন; এক কথায়: তোমাকে জীবন দান করা হচ্ছে!

আর সেই খ্রিষ্ট কে? স্বল্প কথায়, তিনি সত্য বাণী, তিনি সেই বাণী যে বাণী বিনাশ থেকে নিরাপদ রেখে মানুষকে সত্যে ফিরিয়ে আনায় তাকে নবজন্ম দান করেন; তিনি সেই পরিত্রাণের সাধক যিনি বিনাশ দূরে রাখলেন, মৃত্যু বাতিল করে দিলেন, ও মানুষের অন্তরে একটা মন্দির নির্মাণ করলেন যেন তাদের অন্তরে ঈশ্বরকে আসন দিতে পারেন। এমনটি কর, যাতে এ মন্দির শুচি হয়; আরও, পার্থিব অভিলাষ ও আমোদ-প্রমোদ অনিত্য ফুলের মত বাতাসে ও আগুনে ছেড়ে দাও। তুমি বরং সুবুদ্ধির সঙ্গে আত্মসংযমের ফল পালন কর, ও নিজেকে প্রথমফলের মত ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ কর, যাতে কর্ম শুধু নয়, অনুগ্রহও তাঁরই হয়, কেননা মানুষ যেন খ্রিষ্টের সঙ্গী হয়, এজন্য দু'টোই প্রয়োজন: সে নিজেকে রাজ্যের যোগ্য বলে দেখাবে, ও রাজ্যের যোগ্য বলে পরিগণিত হবে।

**শ্লোক** - এফে ৬:১৪, ১৫, ১৮

*প্র* তোমরা সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম পর,

*উ* যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।

*প্র* তোমরা যত প্রার্থনা ও মিনতির সঙ্গে আত্মায় অবিরত প্রার্থনা কর,

*উ* যেন শান্তির সুসমাচার বিস্তার করতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৬)

## মণ্ডলীর সেবাকর্মীরা

প্রিয়জন, আমার একথা বিশ্বাস্য: যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে। কিন্তু ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ আবশ্যক যে, তিনি হবেন অনিন্দনীয় ব্যক্তি, মাত্র এক বধূর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী, ভদ্র, অতিথিপরায়ণ, উত্তম ধর্মশিক্ষাদাতা; তিনি পানাসক্ত হবেন না, উগ্রপ্রকৃতির মানুষ হবেন না, কিন্তু হবেন কোমলপ্রাণ, নির্বিরোধী ও অর্থলোভ-শূন্য। তিনি যেন নিজের ঘর উত্তমরূপে চালাতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধ ও বাধ্য সন্তানদের পালন করতে পারেন; কেননা কেউ যদি নিজের ঘর চালাতে না জানে, সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে প্রতিপালন করতে পারবে? তাছাড়া তিনি যেন নবদীক্ষিত কোন মানুষ না হন, পাছে দৈবাৎ গর্বোদ্ধত হয়ে দিয়াবলের একই দণ্ডে পতিত হন। এও আবশ্যক যে, বাইরের লোকদের কাছে তাঁর সুনাম থাকবে, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।

একই প্রকারে, পরিসেবকদের পক্ষেও ভদ্র ও এক কথার মানুষ হওয়া আবশ্যক; তাঁরা যেন অতিপান-প্রবণ বা অসৎ ধনের আকাঙ্ক্ষী না হন; তাঁরা যেন শুদ্ধ বিবেকে বিশ্বাসের রহস্য রক্ষা করেন। এজন্য আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। একই প্রকারে, নারীদেরও হতে হবে ভদ্র, পরচর্চায় প্রবণ নয়, মিতাচারিণী, ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্তা। পরিসেবকদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তাঁরা হবেন মাত্র এক বধূর স্বামী; উপরন্তু তাঁরা যেন নিজেদের সন্তানদের ও ঘরের সকলকে উত্তমরূপে চালনা করতে পারেন। যাঁরা ধর্মসেবার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবেন, তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উচ্চ আসন লাভ করবেন ও খ্রিষ্ট যিশুর বিশ্বাস-ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সৎসাহস লাভ করবেন।

আমি তোমার কাছে এইসব কিছু লিখছি, এই আশা রেখে যে, শীঘ্রই তোমার ওখানে যাব। তবু আমি দেরি করলে, তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী,

সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি। আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, ধর্মভক্তির রহস্য সত্যিই মহান:

তিনি মাংসে হলেন আবির্ভূত,
আত্মায় ধর্মময় বলে হলেন প্রতিপন্ন,
স্বর্গদূতদের দ্বারা হলেন দৃষ্ট,
বিজাতীয়দের মধ্যে হলেন ঘোষিত,
জগতে বিশ্বাস দ্বারা হলেন গৃহীত,
সগৌরবে হলেন ঊর্ধ্বে উপনীত।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২

*প্র* তোমরা সেই গোটা পালের বিষয়ে সাবধান হও যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন

*উ* তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

*প্র* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,

*উ* তোমরা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাকে তিনি তাঁর পুত্রের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১:১–৩:২; ৪:১-২; ৬:১; ৭:১–৮:১)

**আমি তোমাদের সাবধান করছি**

**কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।**

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত—যে মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্রী, যা ঈশ্বরের মনোনীতা ও ঈশ্বরের যোগ্যা, যা যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা দেহে ও আত্মায় শান্তি ভোগ করে—আমাদের আশা সেই যে যিশু খ্রিষ্ট যাঁর মধ্যে পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় আছি—এশিয়ার ত্রাল্লেসে স্থিত সেই পবিত্র মণ্ডলীর

সমীপে: আমি প্রৈরিতিক প্রথা অনুযায়ী আত্মার পূর্ণতায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, অশেষ শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মন—অভ্যাসমত নয়, স্বভাবগুণেই বরং!—অনিন্দনীয়, ও পরীক্ষায় দ্বিধাগ্রস্ত নয়। একথা তোমাদের বিশপ পলিবিওস তখন আমাকে দেখিয়েছেন, যখন ঈশ্বরের ও যিশু খ্রিষ্টের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যিশু খ্রিষ্টের জন্য বন্দি এই আমাকে স্মির্নায় দেখতে এসে আমার সঙ্গে অধিক আনন্দ করেছেন, আর এতে আমি তাঁর মধ্যে তোমাদের গোটা সমাবেশের দর্শন পেয়েছি। তাই ঈশ্বর-অনুযায়ী তোমাদের সদিচ্ছা তাঁর মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে আমি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করেছি, কারণ তোমাদের ঈশ্বরের অনুকারী বলে পেয়েছি, যেইভাবে শুনেছিলাম।

কেননা তোমরা যখন বিশপের প্রতি এমন বাধ্যতা দেখাও ঠিক যেন যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতি, তখন আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, তোমরা মানুষ অনুসারে নয়, সেই যিশু খ্রিষ্ট অনুসারেই জীবনযাপন কর, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে তোমরা মৃত্যু এড়াতে পার। অতএব প্রয়োজন রয়েছে, তোমরা যেভাবে করে আসছ, সেভাবে যেন বিশপকে ছাড়া কিছু না কর, কিন্তু প্রবীণবর্গের প্রতিও এমন বাধ্যতা দেখাও যা আমাদের আশা-যিশু খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতদের প্রতিই যোগ্য, যাতে করে আমরা তাঁর সহভাগিতায় আশ্রয় পেতে পারি।

এও প্রয়োজন, যাঁরা যিশু খ্রিষ্টের রহস্যগুলির পরিসেবক, তাঁরা যেন সর্ববিষয়ে সকল মানুষের গ্রহণীয় হন, কেননা তাঁরা খাদ্য ও পানীয়ের নয়, ঈশ্বরের মণ্ডলীরই পরিসেবক; যার ফলে তাঁদের পক্ষে সমস্ত দোষ থেকে আগুন থেকেই যেন দূরে থাকা একান্ত দরকার।

একই প্রকারে সকলে পরিসেবকদের প্রতি এমন সম্মান দেখাবে ঠিক যেন খ্রিষ্টকে দেখায়, বিশপকেও সম্মান দেখাবে যিনি পিতার দৃশ্য উপস্থিতি, প্রবীণদের প্রতিও সম্মান দেখাবে যাঁরা ঈশ্বরের সংসদ ও প্রেরিতদূতদের সভা স্বরূপ। এঁদের ছাড়া 'মণ্ডলী' এ কথাও উত্থাপন করা চলে না। তোমরা এ সমস্ত কিছু মেনে নাও, এবিষয়ে আমি নিশ্চিত; কারণ তোমাদের বিশপে আমি তোমাদের ভালবাসার প্রমাণ পেয়েছি, আর সেই প্রমাণ

আমার সঙ্গে রয়েছে—হ্যাঁ, তোমাদের বিশপের আচরণ সত্যি মহাশিক্ষা স্বরূপ, ও তাঁর কোমলতা শক্তি!

ঈশ্বর বহুরূপেই আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমি কিন্তু নিজেকে সংযত রাখি পাছে আত্মগর্বে পতিত হই; আসলে আপাতত আমার পক্ষে ভীত হওয়া ও যারা আমাকে স্ফীত করে তাদের কথায় কান না দেওয়া অনেক ভাল, কেননা যারা সেইভাবে আমার প্রশংসা করছে, তারা আমাকে কশাঘাতই করছে। হ্যাঁ, আমি যন্ত্রণাভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু জানি না, আমি যোগ্য কিনা। আমার আগ্রহ অনেকের কাছে তত প্রকাশ্য নয়, কিন্তু আমাকে অবিরতই পীড়ন করছে। অতএব আমার পক্ষে সেই বিনম্রতা দরকার, যা দ্বারা এসংসারের অধিপতিকে বিনাশ করা হয়।

আমি তোমাদের অনুরোধ করি—আসলে আমি নয়, যিশু খ্রিষ্টের ভালবাসাই তোমাদের অনুরোধ করে: তোমরা কেবল খ্রিষ্টীয় শিক্ষাই খাদ্যরূপে গ্রহণ কর, অদ্ভুত খাদ্য তথা ভ্রান্তমত এড়াও। আর তেমনটি ঘটবে তোমরা যদি গর্বে স্ফীত না হও ও ঈশ্বর-যিশু খ্রিষ্ট থেকে, বিশপ থেকে, ও প্রেরিতদূতদের আদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হও। যে মন্দিরে থাকে, সে শুচি, কিন্তু যে মন্দিরের বাইরে থাকে, সে অশুচি: অর্থাৎ কিনা, যে কেউ বিশপকে ছাড়া, ও প্রবীণবর্গ ও পরিসেবকদের ছাড়া কিছু করে, বিবেকে সে শুচি নয়।

আমি তেমন কিছু তোমাদের মধ্যে পেয়েছি, এমন নয়; আমি কিন্তু তোমাদের সাবধান করছি, কারণ তোমরা আমার কাছে প্রিয়।

**শ্লোক** - এফে ৪:৩-৬; ১ করি ৩:১১

℣ তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ:

℟ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

℣ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি:

℟ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - ফিলেমনের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১-২৫)

**অনেসিমের হয়ে সাধু পলের প্রার্থনা**

খ্রিষ্ট যিশুর এক বন্দি এই আমি পল, এবং ভাই তিমথি, আমাদের প্রিয় সহকর্মী ফিলেমনের সমীপে, আমাদের বোন আপ্পিয়া ও আমাদের সংগ্রামের সঙ্গী আর্খিপ্পসের সমীপে, এবং, হে ফিলেমন, তোমার বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়, তাদের সকলের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যিশু খ্রিষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমি যখন প্রার্থনা করি, তখন তোমার নাম স্মরণ করে আমার ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি শুনতে পাই প্রভু যিশুর প্রতি ও সকল পবিত্রজনের প্রতি তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসে তোমার সহভাগিতা কার্যকর হোক: তাই খ্রিষ্টের পক্ষে আমরা যে সমস্ত সৎকাজ সাধন করতে পারি, তা তুমি জ্ঞাত কর। তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি, কারণ, হে ভাই, তুমিই পবিত্রজনদের প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।

সুতরাং, তোমার যা করণীয়, সে বিষয়ে তোমাকে আদেশ দেওয়ার মত যদিও খ্রিষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, তবু আমি ভালবাসার খাতিরেই বরং তোমাকে মিনতি করছি —আমি যে অবস্থায় আছি, এই বৃদ্ধ পল, এখন আবার খ্রিষ্ট যিশুর বন্দি—আমি আমার নিজের সন্তানের বিষয়ে, এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় যাকে জন্ম দিয়েছি, সেই অনেসিমেরই বিষয়ে তোমাকে মিনতি করছি। সে আগে তোমার কোন উপকারে ছিল না, কিন্তু এখন তোমার ও আমার দু'জনেরই উপকারী। তাকে, অর্থাৎ আমার সেই প্রাণের প্রাণ, তোমার কাছে ফিরে পাঠালাম। আমি তাকে নিজের কাছে রাখতে চাচ্ছিলাম, যেন সুসমাচারের কারণে আমার এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় সে তোমার হয়ে আমার সেবা করে। কিন্তু

তোমার সম্মতি ছাড়া আমি কিছু করতে চাইলাম না, তুমি যে মঙ্গলকর কাজ করতে যাচ্ছ, তা যেন বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়ই কর। হয় তো তাকে এই কারণেই কিছু কালের মত তোমার কাছ থেকে পৃথক করে রাখা হল, যেন তুমি চিরকালের মত তাকে ফিরে পেতে পার, আর ক্রীতদাসের মত নয়, কিন্তু ক্রীতদাসের চেয়ে শ্রেয়তর পর্যায়ে, অর্থাৎ কিনা প্রিয় ভাইয়ের মত, বিশেষভাবে আমারই প্রিয়জন, কিন্তু মানুষ হিসাবে ও প্রভুতে ভাই হিসাবে উভয় ক্ষেত্রে তোমারই কাছে বেশি প্রিয়জন। তাই যদি আমাকে বিশেষ সম্পর্কের পাত্র মনে কর, তবে তাকে আমারই মত বলে গ্রহণ কর। আর সে যদি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকে, কিংবা তার যদি তোমার কাছে কোন ঋণ থাকে, তা আমার দেনা বলে ধরে নাও; আমি পল নিজেরই হাতে একথা লিখছি; আমিই তা শোধ করে দেব—অবশ্য আমি আমার কাছে তোমারই ঋণের কথা এখন উল্লেখ করছি না, আর সেই অনুসারে আমার কাছে তোমার সেই ঋণ তুমি নিজেই। সুতরাং, ভাই, প্রভুতে তোমার কাছ থেকে আমি যেন এই উপকার পেতে পারি; খ্রিষ্টে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও!

তোমার বাধ্যতায় পূর্ণ ভরসা রেখেই আমি তোমাকে লিখলাম; আমি জানি, আমি যা বললাম, তুমি তার চেয়েও বেশি করবে। আর একটা কথা, আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা কর, কারণ আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাকে তোমাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

খ্রিষ্ট যিশুতে আমার সহ-কারাবন্দি এপাফ্রাস তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছে; আমার সহকর্মীরা সেই মার্ক, আরিস্তার্খস, দেমাস ও লুকও জানাচ্ছেন।

প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক - গা ৩:২৮; ৪:৭; ফিলে ১৭, ১৬

প্ খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলেই এক।

উ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

প্ তাকে আর ক্রীতদাসের মত নয়, প্রিয় ভাইয়ের মতই গ্রহণ কর।

℣ সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র ; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বাপ্তিস্ম বিষয়ক বিশপ সাধু পাচানুসের উপদেশ থেকে পাঠ (৫-৬)

**এসো, আত্মা দ্বারা খ্রিষ্টে নবপথের অনুসরণ করি।**

আদমের পাপ গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল ; প্রেরিতদূত বলেন, *যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে* (রো ৫:১২), তাই এ প্রয়োজন রয়েছে, খ্রিষ্টের ধর্মময়তাও গোটা মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করবে ; এবং যেমন আদম নিজ পাপ দ্বারা নিজ বংশধরদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হলেন, তেমনি খ্রিষ্ট নিজ ধর্মময়তা দ্বারা পরিত্রাণের কারণ হবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত জোরদার করে বলেন, *যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে, আর যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ যেন রাজত্ব করতে পারে* (রো ৫:১৯, ২১)।

হয় তো কেউ আমাকে বলবে: 'আদমের পাপ যে তাঁর বংশধরদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ জন্মসূত্রে তারা তাঁর বংশীয়। কিন্তু, আমরা কি খ্রিষ্ট দ্বারা নবজন্ম নিয়েছি যাতে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ আমাদের কাছে আসতে পারে?' ব্যাপারটা আসলে ঠিক তাই, আর এর যুক্তি এখনই স্পষ্ট হবে।

কাল পূর্ণ হলে খ্রিষ্ট মারীয়া থেকে আত্মা ও মাংস গ্রহণ করলেন। এ হল সেই মাংস যা তিনি ত্রাণ করতে এলেন, যা পাতালে ফেলে রাখেননি, ও যা নিজের আত্মার সঙ্গে মিলিত করে আপন করলেন। এ হল প্রভুর বিবাহ, যে বিবাহ একদেহের সঙ্গে সাধিত যাতে সেই মহারহস্য অনুসারে খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী দুইয়ে একদেহ হতে পারেন।

ঊর্ধ্ব থেকে প্রভুর আত্মা নেমে আসতে আসতে এ বিবাহ থেকে খ্রিষ্টীয় জনগণের জন্ম হল। সঞ্চারিত হলে স্বর্গীয় বীজকে আমাদের আত্মার সত্তার সঙ্গে মিলিত করা হল ;

এভাবে আমরা মাতৃগর্ভে গঠিত হতে চলেছি, এবং গর্ভ ছেড়ে সেই জীবনে প্রবেশ করেছি যা খ্রিষ্ট দ্বারাই আমাদের দান করা হল।

এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *প্রথম মানুষ সেই আদম সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল; কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন* (১ করি ১৫:৪৫)।

এভাবে খ্রিষ্ট নিজ যাজকদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে আমাদের জন্ম দেন, যেমনটি প্রেরিতদূত নিজে বলেন, *আমিই খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি* (১ করি ৪:১৫)। তবে খ্রিষ্ট এভাবেই, ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা যাজকের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে ও বিশ্বাসের শক্তিগুণে, সেই নবমানুষকে জন্মদান করেন, যে মানুষ মাতৃগর্ভে গঠিত ও জলকুণ্ডের প্রসব দ্বারা মণ্ডলীতে সংগৃহীত।

সুতরাং, খ্রিষ্টকে গ্রহণ করা দরকার, তিনি যেন আমাদের নবজন্ম দিতে পারেন। একথা প্রেরিতদূত যোহন সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার* (যোহন ১:১২)।

তেমন জন্ম কেবল বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত, তৈলাভিষেক ও যাজক দ্বারাই সাধিত হতে পারে; কেননা বাপ্তিস্মে আমাদের পাপ ধৌত হয়ে যায়, তৈলাভিষেকে আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার করা হয়, আর আমরা যাজকের হাত ও ওষ্ঠ দ্বারাই উভয় বিষয় লাভ করি। এভাবে গোটা মানুষ খ্রিষ্টে নবজন্ম নেয়: *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে যেমন পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি* (রো ৬:৪), অর্থাৎ, অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তি ত্যাগ করে আমরা যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা খ্রিষ্টের আদর্শে পুণ্যজীবন যাপন করতে পারি।

**শ্লোক** - রো ৫:১৯, ২১; ১ যোহন ৪:১০ দ্রঃ

*প্র* একজনের অবাধ্যতার কারণে সকলে পাপী; একজনের বাধ্যতা গুণে সকলকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে।

*উ* মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

২১ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল ; এখন ঐশঅনুগ্রহই অনন্ত জীবনের উদ্দেশে রাজত্ব করুক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১–৫:২)

## নকল শিক্ষাগুরুদের কথা

প্রিয়জন, আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে: তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাগুলিতে ও শয়তানীয় নানা মতবাদে সায় দেবে যেহেতু তারা এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় প্রবঞ্চিত যাদের বিবেক ইতিমধ্যে জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত। এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে —অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করে। বাস্তবিক ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা ভাল; তাই ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয় নয়, কারণ ঈশ্বরের বাণী ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রিষ্ট যিশুর উত্তম সেবক হবে, এমন এক সেবকেরই পরিচয় দেবে, যে বিশ্বাসের বাণী ও উত্তম ধর্মশিক্ষার অনুসরণ করে তাতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পৌরাণিক যত রূপকথা অগ্রাহ্য কর—তা বুড়ীদের গল্পমাত্র; তুমি বরং ভক্তিতেই দক্ষ হবার জন্য চর্চা কর; কেননা শরীর-চর্চা কিছুটার জন্যই মাত্র উপকারী, কিন্তু ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ তা সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। একথা বিশ্বাস্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য; আসলে আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি এই কারণে যে, সেই জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সকল মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদেরই ত্রাণকর্তা। তেমন কথাই তোমার প্রচারের ও শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়া চাই।

তুমি যুবক মানুষ বলে কেউ যেন তোমাকে উপেক্ষা না করে; তুমিও কিন্তু কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে, এবং ভালবাসা, বিশ্বাস ও শুচিতায় সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও। আমি যতদিন না আসি, তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক। তোমার অন্তরে যে অনুগ্রহদান রয়েছে, তা অবহেলা করো না, কেননা তা নবীদের বাণী অনুসারে প্রবীণবর্গের হস্তার্পণে তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে

প্রকাশ্য হয়। নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

তোমার চেয়ে বৃদ্ধ কোন মানুষকে কখনও কঠোরভাবে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাঁকে চেতনা-বাণী দান কর তিনি ঠিক যেন তোমার নিজের পিতা; তোমার চেয়ে যুবক যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর তারা যেন তোমার নিজের ভাই, বৃদ্ধাদের সঙ্গে, তাঁরা যেন তোমার নিজের মাতা, যুবতীদের সঙ্গে, তারা যেন তোমার নিজের বোন—সম্পূর্ণ পবিত্রতার সঙ্গে।

**শ্লোক** - ১ তি ৪:৮, ১০; ২ করি ৪:৯ দ্রঃ

*প্র* ভক্তি সবকিছুতেই উপকারী, কারণ সঙ্গে করে বহন করে বর্তমান ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি। আমরা পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি

*উ* কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই প্রত্যাশা রেখেছি।

*প্র* আমরা নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না,

*উ* কারণ জীবনময় ঈশ্বরেই আমাদের প্রত্যাশা রেখেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ত্রাল্লীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৮:১–৯:২; ১১:১–১৩:৩)

**বিশ্বাসে নবীকৃত হও—যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস,**
**ভালবাসায় নবীকৃত হও—যে ভালবাসা তাঁর রক্ত**

তোমরা বিনম্রতা পরিধান কর ও বিশ্বাসে নবীকৃত হও, যে বিশ্বাস প্রভুর মাংস; ভালবাসায়ও নবীকৃত হও, যে ভালবাসা যিশু খ্রিষ্টের রক্ত। তোমাদের মধ্যে যেন পরের বিরুদ্ধে কারও কিছু না থাকে; মুষ্টিমেয় লোকদের কারণে ঈশ্বরের জনসমাবেশ নিন্দার পাত্র হবে, এমন সুযোগ বিধর্মীদের দিয়ো না; কেননা লেখা আছে, *তাকে ধিক্, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু* (ইশা ৫২:৫ দ্রঃ)।

তাই যখন কেউ তোমাদের কাছে যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে ছাড়া অন্য কথা বলে, তখন তোমরা বধির হও—কেননা খ্রিষ্টই তিনি, যিনি দাউদবংশধর ও মারীয়ার পুত্র, যিনি সত্যিই জন্ম নিলেন, খেলেন ও পান করলেন, পন্তিয় পিলাতের আমলে সত্যি নির্যাতিত হলেন, সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, ও স্বর্গ মর্ত ও পাতালের সমক্ষে মৃত্যুবরণ করলেন; ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানও করলেন। তাঁর পিতাই তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন, আর সেইভাবে তাঁর পিতা খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন, যারা তাঁকেই বিশ্বাস করি যাঁকে ছাড়া প্রকৃত জীবন আমাদের নেই।

অতএব, তোমরা এ সমস্ত আগাছা এড়াও, কারণ এগুলো মৃত্যুজনক ফল ফলায়, আর তা খেলেই মানুষ মরে; কেননা এগুলো পিতার রোপিত গাছ নয়; যদি হত, তবে ক্রুশেরই শাখার মত দেখাত ও তাদের ফল অক্ষয়শীল হত—সেই ক্রুশ দ্বারাই তো খ্রিষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে নিজ অঙ্গগুলো এ তোমাদেরই আহ্বান করেন। ফলে মাথা অঙ্গগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, কারণ ঐক্য যে ঈশ্বর, তিনি সেই ঐক্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি স্মির্না থেকে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীগুলোর সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যেগুলো আমাদের সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছে ও আমাকে দেহে ও আত্মায় আরাম দিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে যেন পৌঁছতে পারি, আমি এ প্রার্থনা করতে করতে, যিশু খ্রিষ্টের খাতিরে যে শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার এ শেকল তোমাদের অনুরোধ করে: তোমাদের এ একাত্মতায় ও পারস্পরিক প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হও। কেননা এ সমীচীন যে, তোমরা ও বিশেষভাবে প্রবীণবর্গ বিশপকে আরাম দেবে—পিতা, যিশু খ্রিষ্ট ও প্রেরিতদূতদের সম্মানার্থে। আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আমার এ পত্রের বাণী তোমরা ভালবাসায় শোন, যাতে আমার এ পত্র তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। আমার জন্যও প্রার্থনা কর, কারণ ঈশ্বরের দয়া ও তোমাদের ভালবাসা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন, আমি যেন লাভ করতে পারি সেই উত্তরাধিকার যা পেতে যাচ্ছি, ও তেমন উত্তরাধিকারের অযোগ্য বলে যেন পরিগণিত না হই। স্মির্নাবাসীদের ও এফেসীয়দের ভালবাসা তোমাদের শুভেচ্ছা জানায়: তোমাদের প্রার্থনায় সিরিয়ার সেই মণ্ডলীর কথা স্মরণে রাখ, যার নাম বহন করতে আমি যোগ্য নই—আমি যে তার সদস্যদের নিম্নতম! যিশু খ্রিষ্টে তোমাদের প্রতি

আমার শুভেচ্ছা রইল। বিশপের প্রতি এমন বাধ্য হও, ঠিক যেন ঐশবিধানের প্রতি; প্রবীণবর্গের প্রতিও বাধ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে অবিচ্ছেদ্য হৃদয়ে পরস্পরকে ভালবাস।

আমার প্রাণ তোমাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—এখন শুধু নয়, যখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হব, তখনও। কেননা আমি এখনও বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু যিনি যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বস্ত, সেই পিতা তোমাদের ও আমার প্রার্থনা পূরণ করবেন। অনিন্দ্য হয়ে তোমরা যেন তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পার।

শ্লোক - ২ থে ২:১৪-১৫; সিরা ১৫:১৩

প্র ঈশ্বর আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।

প্র প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন, তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।

উ সুতরাং স্থিতমূল থাক, এবং পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-২৭)

## যুদা-রাজ আমাজিয়া ও ইস্রায়েল-রাজ ২য় যেরবোয়াম

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের দ্বিতীয় বর্ষে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দাইন, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, আমাজিয়া তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত কাজ না করলেও তবু তিনি সব দিক দিয়ে তাঁর পিতা যোয়াশের মত কাজ করলেন। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত।

রাজ্য যখন তাঁর হাতে দৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; কিন্তু তিনি মোশির বিধান-পুস্তকে লেখা কথা অনুসারে সেই খুনীদের ছেলেদের হত্যা করলেন না; কেননা প্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'ছেলের জন্য পিতার, কিংবা পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ করবে।'

তিনিই লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের পরাজিত করে তাদের দশ হাজার লোক হত্যা করলেন; সেই যুদ্ধে তিনি শৈলটা হস্তগত করে তার নাম যক্‌থেল রাখলেন— আজও সেই নাম রয়েছে।

তখন আমাজিয়া দূত পাঠিয়ে যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশকে বললেন, 'এসো, আমরা একে অন্যের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে বলে পাঠালেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। এর মধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। আচ্ছা, তুমি এদোমকে পরাজিত করেছ, আর এখন তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। বড়াই কর, কিন্তু তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না। তাই ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অন্যের সম্মুখীন হলেন। যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। ইস্রায়েলের রাজা বেথ্-শেমেশে আহাজিয়ার পৌত্র যেহোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুশালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। তিনি প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা, রুপো ও পাত্র পেলেন, তা সবই লুট করে, আর সেই সঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।

যেহোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে যেহোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেরবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যেহোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন। আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? যেরুশালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে যেরুশালেমে আনা হল, আর দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যেরুশালেমে

সমাধি দেওয়া হল। তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী আজারিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাথ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়ার পঞ্চদশ বর্ষে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের সন্তান যেরবোয়াম সামারিয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাতের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর আপন দাস গাথ-হেফেরীয় আমিত্তাইয়ের সন্তান নবী যোনার মধ্য দিয়ে যে কথা বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনিই হামাথের প্রবেশস্থান থেকে আরাবার সাগর পর্যন্ত ইস্রায়েলের এলাকা পুনর্জয় করলেন, কেননা প্রভু ইস্রায়েলের চরম দুর্দশা দেখেছিলেন: হ্যাঁ, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষ হোক এমন কেউই আর ছিল না যে, ইস্রায়েলের সাহায্যে আসতে পারবে। কিন্তু প্রভু স্থির করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নিচ থেকে মুছে দেবেন না; তাই তিনি যোয়াশের সন্তান যেরবোয়ামের হাত দ্বারা তাদের ত্রাণ করলেন।

শ্লোক - আমোস ৯:৭, ৮; ৫:১৪

প্র আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনিনি? প্রভুর উক্তি: দেখ, পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ।

উ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।

প্র মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার; তবেই প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

উ কিন্তু তবুও আমি যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না।

দ্বিতীয় পাঠ - বাপ্তিস্ম বিষয়ক বিশপ সাধু পাচানুসের উপদেশ থেকে পাঠ (৬-৭)

**প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ**

*আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব; কারণ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত বলে মৃন্ময়, দ্বিতীয় মানুষ*

*স্বর্গ থেকে আগত* বলে স্বর্গীয় (১ করি ১৫:৪৯, ৪৭)। প্রিয়জনেরা, এভাবে চললে আমরা কখনও মরব না। আমাদের এ দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও আমরা খ্রিষ্টে জীবিত থাকব, যেমনটি তিনি নিজে বলেছেন, *আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে* (যোহন ১১:২৫)।

তাই ঈশ্বরের বাণী অনুসারে আমরা নিশ্চিত আছি যে, আব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব ও ঈশ্বরের সকল পুণ্যজন জীবিত আছেন। প্রভু স্পষ্টই বলেছেন তাঁরা জীবিত আছেন, কারণ যিনি তাঁদের ঈশ্বর, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর, মৃতদের নয় (মথি ২২:৩২ দ্রঃ)। নিজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ*; খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকবার জন্য আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছি (ফিলি ১:২১-২৩ দ্রঃ)। আরও, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়* (২ করি ৫:৬-৭)।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ তো আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া আমরা যদি কেবল এই সংসারেই প্রত্যাশা রাখি, তবে সকল মানুষের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা (১ করি ১৫:১৯ দ্রঃ), কেননা—যেমনটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ—আমাদের পার্থিব জীবনের আয়ু ততখানি দীর্ঘ, যতখানি দীর্ঘ পশু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের আয়ু, এমনকি ততখানি দীর্ঘও নয়!

কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য হল, তাই লাভ করা, নিজ আত্মা দ্বারা খ্রিষ্ট যা দান করেছেন, তথা অনন্ত জীবন—অবশ্যই, আমরা যদি আর কখনও পাপ না করি। কেননা মৃত্যু যেমন পাপের কারণে আগত, তেমনি পবিত্রতা দ্বারা আমরা মৃত্যু থেকে মুক্তি পাই: জীবন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু পবিত্রতা দ্বারা পরিত্রাণ পায়। *পাপের মজুরি মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে অনন্ত জীবন* (রো ৬:২৩)।

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, খ্রিষ্টই আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন; তাতে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করলেন ও আমাদের প্রতিকূল সেই ঋণপত্র ক্রুশে বিদ্ধ করায় মুছে দিলেন। নিজ মাংস ত্যাগ করে তিনি যত আধিপত্য ও কর্তৃত্ব শক্তিহীন করে দিয়ে সকলের চোখের সামনে নিজের বিজয়যাত্রার পশ্চাদ্ভাগে তাদের বন্দি অবস্থা প্রকাশ্য করলেন (কল ২:১৩-১৫ দ্রঃ)। যারা বেড়িতে আবদ্ধ ছিল, তিনি তাদের শৃঙ্খল ছিন্ন

করে তাদের মুক্ত করে দিলেন, যেমনটি দাউদ ভাববাণী দিয়েছিলেন, *প্রভু পতিতকে টেনে তোলেন, প্রভু শৃঙ্খলিতকে মুক্ত করেন, প্রভু অন্ধকে আলো দান করেন* (সাম ১৪৬:৭-৮ দ্রঃ); আরও, *তুমি খুলে দিয়েছ আমার শৃঙ্খল। তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব* (সাম ১১৬:১৬-১৭)।

আমরা তখনই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছি, যখন যাদের সেবা করে এসেছিলাম, সেই শয়তান ও তার সেই সকল সমর্থকদের প্রত্যাখ্যান করে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের জয়ধ্বজার কাছে এসে একত্র হয়েছি। আমরা যখন খ্রিষ্টের নাম ও রক্তে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখন যেন আর তাদের দাস না হই।

অতএব, প্রিয়জনেরা, এসো, একথা মনে রাখি যে, আমরা একবারই মাত্র ধৌত, একবারই মাত্র মুক্ত, একবারই মাত্র অনন্ত রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়েছি। যাদের পাপ ও অপরাধের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, তারা একবারই মাত্র ধন্য (সাম ৩২:১ দ্রঃ)। সুতরাং যা পেয়েছ, তা শক্ত করেই ধরে রাখ, মনের আনন্দেই তা রক্ষা কর: আর পাপ নয়। প্রভুর দিনের জন্য নিজেদের শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখ।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৪৭, ৪৯; কল ৩:৯, ১০

প্র প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত।

উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

প্র তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ করেছ; এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত হচ্ছে।

উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:৩-২৫)

## বিধবারা ; প্রবীণবর্গ

প্রিয়জন, যারা প্রকৃতভাবেই বিধবা, তাদের প্রতি চিন্তাশীল হও ; কিন্তু কোন বিধবার যদি সন্তান বা নাতিনাতনি থাকে, তবে এরা প্রথমে নিজ ঘরের লোকদের প্রতি দেয় ভক্তি দেখাতে ও পিতামাতার প্রতি স্নেহের প্রতিদান দিতে শিখুক, কেননা ঈশ্বরের তা-ই গ্রহণীয়। যে স্ত্রীলোক প্রকৃতভাবেই বিধবা ও নিঃসঙ্গা, সে ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখে, ও দিনরাত মিনতি ও প্রার্থনায় রতা থাকে। কিন্তু যে বিধবা ভোগবিলাসিতায় দিন কাটায়, সে জীবিত হয়েও আসলে মৃত। একথাই তুমি মনে করিয়ে দাও, যেন তারা নিন্দার পাত্র না হয়। আর যদি কেউ আত্মীয়স্বজন ও বিশেষভাবে তার নিজের ঘরের লোকদের প্রতি উপযুক্ত সেবাযত্ন না দেখায়, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে, এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও অধম।

বিধবাদের তালিকায় কেবল তেমন বিধবাকেই তালিকাভুক্ত করা হবে, যার বয়স ষাট বছরের নিচে নয়, যার একটামাত্র বিবাহ হয়েছে, যার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ আছে, যেমন : সে নিজ সন্তানদের মানুষ করেছে, অতিথিসেবা করেছে, পবিত্রজনদের পা ধুয়েছে, দুঃখার্তদের সহায়তা করেছে, সমস্ত সৎকর্মের অনুশীলন করেছে। কোন যুবতী বিধবাকে তুমি কিন্তু তালিকাভুক্ত করবে না, কারণ খ্রিষ্টের অযোগ্য বাসনায় আকর্ষিতা হওয়ামাত্র তারা আবার বিবাহ করতে চায়, আর এমনটি ক'রে তারা প্রথম বিশ্বাস অবহেলা করেছে বলে নিজেদের উপর বিচার ডেকে আনে। তাছাড়া, তাদের আর কোন কাজ না থাকায় তারা এঘর ওঘর করতে শেখে ; আর তারা অলস শুধু নয়, গল্পগুজব ও পরচর্চায় প্রবণ হয়ে অনুচিত কথাও বলে বেড়ায়। সুতরাং আমি চাই, যারা যুবতী, তারা আবার বিবাহ করুক, সন্তানোৎপাদন করুক, গৃহকর্ম পালন করুক, এবং সেই বিরোধীকে তাদের নিন্দা করার কোন সূত্র না দিক ; আসলে কেউ কেউ ইতিমধ্যে শয়তানের পিছনে চলে গেছে। বিশ্বাসী কোন নারীর ঘরে যদি কয়েকজন আত্মীয়-বিধবা থাকে, সে নিজেই তাদের দেখাশোনা করুক, সেই ভার যেন মণ্ডলীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া না হয়, যেন মণ্ডলী প্রকৃত বিধবাদেরই সাহায্য করতে পারে।

যে প্রবীণেরা নিজেদের অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; কারণ শাস্ত্র বলে, যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না, আরও, যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য। দু'জন বা তিনজন সাক্ষী না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না। যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। ঈশ্বরের, খ্রিষ্ট যিশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

তোমার যে বারবার অসুখ হয়, এবং হজমের দিক দিয়ে যে তোমার অসুবিধা আছে, এজন্য এখন থেকে শুধু জল আর না খেয়ে একটু আঙুররসও খাও।

কারও কারও পাপ বিচারের আগেও সুস্পষ্ট, আবার কারও কারও পাপ কেবল বিচারের পরেই প্রকাশ পায়; তেমনি সৎকর্মও সুস্পষ্ট, এবং যা কিছু অন্য প্রকার, তা গুপ্ত থাকতে পারে না।

**শ্লোক** - ফিলি ১:২৭; ২:৪, ৫ দ্রঃ

*প্র* তোমরা সুসমাচারের যোগ্য নাগরিকদের মত আচরণ কর, বিশ্বাসের পক্ষে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম কর,

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে,

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে শুধু নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১-৩)

## বিশপ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হও

আমি ইগ্নাসিউস, ঈশ্বরবাহক বলেও পরিচিত—যে মণ্ডলী পিতা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায় আশিসধন্যা, অনাদিকাল থেকেই নিত্য ও অপরিবর্তনীয় গৌরবের উদ্দেশে পূর্বমনোনীতা, প্রকৃত যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে পিতা ও আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টের ইচ্ছা অনুসারে একতাবদ্ধ ও মনোনীতা—এশিয়ায় স্থিত এফেসসের সেই আশিসযোগ্য মণ্ডলীর সমীপে: যিশু খ্রিষ্টে ও তাঁর পূর্ণ আনন্দে শুভেচ্ছা!

আমি তোমাদের মণ্ডলীর নামের অর্থ ভাবি; এমন নাম যা ঈশ্বরে আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যে নাম আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস ও ভালবাসা অনুসারেই তোমরা তোমাদের উত্তম স্বভাব দ্বারাই অর্জন করেছ। তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী, ও ঈশ্বরের রক্তে জ্বলন্ত হয়ে উঠে প্রশংসনীয় একটা ভ্রাতৃকর্ম সাধন করেছ। কেননা তোমরা যখন শুনেছ, খ্রিষ্টনামের ও খ্রিষ্ট-আশার খাতিরে বন্দি এ আমি সিরিয়া থেকে এ স্থান হয়েই যাত্রা করব, তখন তৎপরতার সঙ্গেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ। আর আমি পূর্ণ ভরসা রাখি যে, তোমাদের প্রার্থনা লাভে আমাকে রোমে হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াই করতে দেওয়া হবে, যেন প্রকৃত শিষ্য হতে সক্ষম হতে পারি।

সেজন্য আমি অবর্ণনীয় ভালবাসার মানুষ ও তোমাদের বিশপ সেই অনেসিমকে গ্রহণ করে ঈশ্বরে তোমাদের গোটা মণ্ডলীকেও গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা তোমাদের বিশপকে ভালবাস যেইভাবে যিশু খ্রিষ্ট চান, ও সকলে মিলে তাঁর সদৃশ হও। আহা, যিনি তেমন বিশপকে পাবার যোগ্যতা তোমাদের দিয়েছেন, তিনি ধন্য!

আমার সহভ্রাতা বুররো সম্বন্ধে, যিনি পরমধন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তোমাদের পরিসেবক, আমি ভিক্ষা করি, তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের বিশপের সম্মানার্থে আমার সঙ্গেই থাকতে পারেন। ঈশ্বরের যোগ্য ও তোমাদেরও যোগ্য সেই ক্রুকোসও, যাঁকে আমি তোমাদের ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছি, তিনিও *আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি* (২ তি ১:১৬)

—যিশু খ্রিষ্টের পিতা তাঁকে সেইমত সান্ত্বনা দেন—আর তাঁর সঙ্গে অনেসিম, বুররো, এউপ্লো ও ফ্রন্তোও আমার সহায় ছিলেন—তাঁদের মধ্যে আমি ভালবাসায় তোমাদের সকলকেই দেখতে পেয়েছি। যোগ্য হলে আমি তোমাদের নিয়ে সবসময় খুশি হব।

অতএব এ সমীচীন যে, যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, তোমরা সেই যিশু খ্রিষ্টকে সবদিক দিয়েই গৌরবান্বিত কর, যেন বিশপ ও প্রবীণবর্গের প্রতি বাধ্য হয়ে তোমরা এক-বাধ্যতায় সংযুক্ত হতে পার ও সবকিছুতে পবিত্রীকৃত হতে পার।

মহাব্যক্তির মত আমি তোমাদের কোন আদেশ দিচ্ছি এমন নয়; কেননা খ্রিষ্টনামের জন্য বন্দি হয়েও আমি যিশু খ্রিষ্টে এখনও সিদ্ধপুরুষ নই; এখনই মাত্র বরং আমি শিষ্য হতে শুরু করছি, আর আমার সহশিষ্য বলেই তোমাদের কাছে কথা বলছি। কেননা বিশ্বাস, চেতনাদান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা আমারই দীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা আমাকে নীরব থাকতে দেয় না, সেজন্য আমিই প্রথম তোমাদের কাছে উপদেশমূলক এ বাণী দেওয়ার ভার নিয়েছি, তোমরা যেন একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের মন অনুসারে জীবনযাপন কর। কেননা সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি আমাদের অবিচ্ছেদ্য জীবন, তিনিই হলেন পিতার মন, আর সেইভাবে সেই বিশপসকল, যাঁরা বিশ্বজুড়ে নিযুক্ত, তাঁরাও যিশু খ্রিষ্টের মনে বিরাজিত।

**শ্লোক** - এফে ৫:২; ১ করি ১:১০ দ্রঃ

*প্র* তোমরা ভালবাসায় চল, ভালবাসায় চল, যেইভাবে খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে

*উ* নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

*প্র* এক-বাক্য, একমন, একচিন্তা, এক-আত্মা হয়ে তোমরা সকলে সেই যিশু খ্রিষ্টকে গৌরবান্বিত কর যিনি তোমাদের গৌরবান্বিত করার জন্য

*উ* নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৩)

**জাতিসকলের উপরে ঈশ্বরের বিচার**

আমোসের বাণী, যিনি তেকোয়ার রাখালদের একজন। তিনি যুদা-রাজ উজ্জিয়ার সময়ে এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে, ভূমিকম্পের দু' বছর আগে, ইস্রায়েল সম্বন্ধে নানা দর্শন পান।

তিনি বললেন :

প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুশালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;
রাখালদের চারণভূমি উৎসন্ন হয়ে পড়েছে,
কার্মেল পর্বতচূড়া শুষ্ক হয়ে গেছে।
প্রভু একথা বলছেন :
দামাস্কের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা লোহার শস্যমাড়াইযন্ত্রে গিলেয়াদকে মাড়াই করেছে।
আমি হাজায়েল-কুলের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বেন্-হাদাদের সমস্ত প্রাসাদ !
আমি দামাস্কের অর্গল ভেঙে ফেলব,
বিকাথ-আবেনের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে বেথ্-এদেনের রাজদণ্ড,
এবং আরামের লোকদের কিরে দেশছাড়া করা হবে ;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

প্রভু একথা বলছেন :
গাজার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা এদোমের হাতে তুলে দেবার জন্য
বহু বহু জাতিকে দেশছাড়া করেছে ;
আমি গাজার নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ !
আমি আসদোদের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করব,
তাকেও উচ্ছেদ করব, যার হাতে রয়েছে আস্কেলোনের রাজদণ্ড ;
আমি এক্রোনের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব,
তখন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছে,
তারাও বিনষ্ট হবে ;—একথা বলছেন প্রভু পরমেশ্বর।

প্রভু একথা বলছেন :
তুরসের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ তারা ভ্রাতৃসন্ধি স্মরণ না করে
এদোমের হাতে বহু বহু বন্দিকে তুলে দিয়েছে ;
আমি তুরসের নগরপ্রাচীরের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ !

প্রভু একথা বলছেন :
এদোমের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ সে খড়্গ দ্বারা তার আপন ভাইয়ের পিছনে ধাওয়া করেছে,
তার প্রতি একটুও করুণা দেখাতে অস্বীকার করেছে ;
বরং ক্রোধ নিত্যই জাগিয়ে রেখেছে,
অন্তরে কোপ নিরন্তর পোষণ করেছে ;

আমি তেমানের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে বস্রার সমস্ত প্রাসাদ!

প্রভু একথা বলছেন:
আম্মোনীয়দের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তাদের চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ নিজেদের সীমানা বিস্তারিত করার জন্য
তারা গিলেয়াদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করেছে;
আমি রাব্বার নগরপ্রাচীরে আগুন ধরাব,
তা গ্রাস করবে তার সমস্ত প্রাসাদ—
এমন শব্দের মধ্যে, যা যুদ্ধের দিনে রণনিনাদের মত,
যা ঝড়ো বাতাসের দিনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মত;
তাদের রাজা নির্বাসন-দেশে চলে যাবে,
সে ও তার সঙ্গে তার নেতা সকলেও চলে যাবে;—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

প্রভু একথা বলছেন:
মোয়াবের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না,
কারণ এদোমের রাজার হাড় চুনে পুড়িয়ে দিয়েছে;
আমি মোয়াবের উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে কেরিয়োথের সমস্ত প্রাসাদ,
এবং রণনিনাদ ও তুরিধ্বনির মধ্যে
মোয়াব সেই কোলাহলে প্রাণ ত্যাগ করবে;
তার মধ্য থেকে আমি বিচারকর্তাকে উচ্ছেদ করব,
তার সকল জনপ্রধানকেও সংহার করব তার সঙ্গে;
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

**শ্লোক** - সাম ৯:৮, ৯; আমোস ১:২

*প্র* প্রভু বিচারের জন্যই স্থাপন করেছেন বিচারাসন : ধর্মময়তার সঙ্গে জগতের বিচার করবেন,

*উ* তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

*প্র* প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন, যেরুশালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন ;

*উ* তিনি সততার সঙ্গে জাতিসকলের বিচারগুলির নিষ্পত্তি করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র থেকে পাঠ (১:১–২:৫)

**জীবন-প্রত্যাশাই**

**আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি**

পুত্রকন্যারা, তোমাদের যিনি ভালবাসেন, আমি সেই প্রভুর নামে, শান্তিতে, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের বিধিনিয়মের মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যের কারণে আমি তোমাদের ধন্য ও গৌরবময় আত্মার বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও মুখরিত, কেননা যে আত্মিক দানের অনুগ্রহ তোমরা গ্রহণ করেছিলে তা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রোপিত রয়েছে। আর এজন্য আমি আমার পরিত্রাণের প্রত্যাশা বিষয়ে অধিকতর ভাবে আনন্দিত, কারণ তোমাদের মধ্যে সত্যিই দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপর প্রভুর উৎস কতই না প্রচুর মাত্রায় আত্মা বর্ষণ করল ; যার ফলে যাদের দেখতে বাসনা করছিলাম, সেই তোমাদের দর্শনে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

সুতরাং এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে, ও এ বিষয়েও সচেতন হয়ে যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি প্রভুর ধর্মপথে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি, আমি আমার প্রাণের চেয়ে তোমাদেরই ভালবাসতে সর্বোপরি বাধ্য, কারণ প্রভুর জীবনলাভের প্রত্যাশায় তোমাদের অন্তরে মহাবিশ্বাস ও ভালবাসা বিরাজ করছে। তাই একথা ভেবে যে, আমি যা যা পেয়েছি, যদি তোমাদের খাতিরে তোমাদের সঙ্গে তার সহভাগিতা করি, তাহলে তেমন প্রাণের সেবা করেছি বিধায় আমি নিজের জন্য মজুরি লাভ করব ; এজন্য আমি

তৎপরতার সঙ্গেই তোমাদের কাছে ছোট একটা পত্র প্রেরণ করছি, যাতে তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তোমরা সিদ্ধ জ্ঞানেরও অধিকারী হতে পার।

প্রভুর মহাতত্ত্ব তিনটে: জীবন-প্রত্যাশা হল আমাদের বিশ্বাসের সূচনা ও সমাপ্তি; ধর্মময়তা হল বিচারের সূচনা ও সমাপ্তি; আনন্দ ও স্ফূর্তির ভালবাসা হল ধর্মময় কর্মের সাক্ষ্য। কেননা নবীদের দ্বারা প্রভু আমাদের কাছে প্রাক্তন ও বর্তমান বিষয়বস্তু জ্ঞাত করেছেন, ও ভাবী বিষয়ের প্রথমফল আস্বাদন করতে আমাদের সক্ষম করেছেন; আর আমরা যখন দেখতে পাই, এ সমস্ত বিষয় একটার পর একটা তাঁর কথামতই বাস্তব রূপ লাভ করছে, তখন অধিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রভুভয়ের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমি কিন্তু তোমাদের এমন কিছু দেখাব, যা এ বর্তমান কালেও তোমাদের আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে—তবু আমি গুরুর মত নয়, তোমাদের একজনেরই মত কথা বলব।

যেহেতু এ যুগ অমঙ্গলময়, ও অমঙ্গলের সাধক নিজেই কর্তৃত্ব চালাচ্ছে, সেজন্য আমাদের উচিত, নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকা ও মনোযোগের সঙ্গে প্রভুর বিধিনিয়ম অন্বেষণ করা। এতে ভয় ও ধৈর্য হল আমাদের বিশ্বাসের সহায়, এবং সহিষ্ণুতা ও শুচিতা হল আমাদের মিত্র। যতক্ষণ এগুলো প্রভুর পবিত্রতায় টিকে থাকে, ততক্ষণ প্রজ্ঞা, সদ্বিবেচনা, উপলব্ধি ও জ্ঞান সেগুলির সঙ্গে আনন্দ করবে। কেননা সকল নবী দ্বারা তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর পক্ষে বলিদান কি আহুতি কি অর্ঘ্যের কোন প্রয়োজন নেই, যেভাবে প্রভু এক স্থানে বলেছেন, *তোমাদের অসংখ্য বলিদান নিয়ে আমার কী? তত আহুতি আর নয়; মেষশাবকের তেলে বা বৃষ ও ছাগের রক্তে আমি প্রীত নই। তোমরা আমার সম্মুখে এলেও আমি প্রীত নই। বস্তুতপক্ষে কেইবা তোমাদের হাত থেকে তেমন কিছু দাবি করেছে? তাই তোমরা আমার প্রাঙ্গণে আর পা বাড়াবে না। তোমরা সেরা গম নিবেদন করলে বৃথা; ধূপ আমার কাছে জঘন্যই লাগে; তোমাদের অমাবস্যা ও তোমাদের শাব্বাৎ আমি সহ্য করি না* (ইশা ১:১১-১৩ দ্রঃ)।

শ্লোক - গা ২:১৬; আদি ১৫:৬ দ্রঃ

প্র আমরা জানি যে, কেবল বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়:

উ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

৺ আব্রাহাম প্রভুতে বিশ্বাস রাখলেন, আর প্রভু তাঁর পক্ষে তা ধর্মময়তা বলে পরিগণিত করলেন।

৻ আমরা বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৬:১-১০)

**ক্রীতদাসেরা ; সত্যকার ও মিথ্যা শিক্ষাগুরুদের কথা**

প্রিয়জন, যারা দাসত্বের জোয়ালের অধীন, তারা তাদের মনিবদের প্রতি গভীর সম্মান দেখাবে, যেন ঈশ্বরের নাম ও আমাদের ধর্মশিক্ষা নিন্দার বস্তু না হয়। আর যাদের মনিব বিশ্বাসী, ধর্মভাই বলে সেই সকল মনিবের প্রতি তারা যেন কম সম্মান না দেখায় ; বরং আরও অধিক যত্নের সঙ্গে তাদের সেবা করুক, যেহেতু যারা তাদের সেবার ফলে উপকৃত হয়, তারাও বিশ্বাসী ও প্রিয় ধর্মভাই।

এই সব কিছু প্রসঙ্গেই তুমি শিক্ষা ও চেতনা দান কর। যদি কেউ ভিন্ন শিক্ষা দেয়, এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের যথার্থ বাণী ও আমাদের ধর্মসম্মত শিক্ষা মেনে না নেয়, তবে সে আত্মগর্বে অন্ধ হয়েছে, কিছুই জানে না, এবং কেমন যেন তর্কবিতর্ক ও অসার প্রশ্নের রোগে আক্রান্ত হয়েছে ; এসব কিছুর ফলে শুরু হয় ঈর্ষা, রেষারেষি, অপবাদ, হীন সন্দেহ, এবং সেই লোকদের মনকষাকষি, যাদের বিবেক বিকৃত, যারা সত্যবিহীন : এদের বিবেচনায় ধর্ম একটা লাভের উপায়। ধর্ম নিশ্চয়ই মহালাভের উপায়, কিন্তু একটা মাত্রা থাকা চাই ! আসলে আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, তা থেকে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না ; তাই অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই। কিন্তু যারা ধনী হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তারা প্রলোভনের হাতে পড়ে, তারা ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ে, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে। কেননা অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল ; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

**শ্লোক** - মথি ৬:২৫; ১ তি ৬:৮

*প্র* কী খাব, কী পান করব, কিংবা কী পরব, এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না :

*উ* খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয় ?

*প্র* অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই :

℣ খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়?

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৪-৬)

## তোমরা অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থির থাক
## যাতে ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার

তোমাদের বিশপের মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যবহার করা অত্যন্ত সমীচীন—আর তোমরা তো তাই করছ। বাস্তবিকই ঈশ্বরের যোগ্য তোমাদের সেই প্রশংসনীয় প্রবীণবর্গ বিশপের সঙ্গে একসুর, যেমনটি বীণার সঙ্গে তারগুলি। তাই তোমাদের একাত্মতা ও একসুরী ভালবাসার কণ্ঠে যিশু খ্রিষ্ট সঙ্কীর্তিত। কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই এ সমবেত কণ্ঠের গানে যোগ দাও, যাতে একাত্মতা গুণে নিজেদের মধ্যে একসুর হয়ে ও ঈশ্বরের সঙ্গে একসুর হয়ে তোমরা এককণ্ঠে যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে পিতার গুণগান করতে পার, ফলে তিনি যেন তোমাদের শুনতে পান ও তোমাদের শুভকর্মের মধ্য দিয়ে সপ্রমাণও করতে পারেন যে, তোমরা তাঁর পুত্রের অঙ্গ। তাই অনিন্দনীয় ঐক্যে স্থিতমূল থাকা তোমাদের পক্ষে সত্যি কল্যাণকর, যাতে সবকিছুতেই তোমরা ঈশ্বরের সহভাগী হতে পার।

কেননা আমি যখন এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদের বিশপের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছি যা মানবিক নয়, বরং আত্মিক, তখন কতই না মহত্তর কারণে তোমাদেরই ধন্য গণ্য করি যারা এত একসুরী ঐক্যের একাত্মতায় তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ যেভাবে মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে, ও যিশু খ্রিষ্ট পিতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়: মন্দিরের ভিতরে না থাকলে মানুষ ঈশ্বরের রুটি থেকে বঞ্চিত হবেই, কারণ একজন বা দু'জনের প্রার্থনা যখন এত প্রভাবশালী, তখন আর কতই প্রভাবশালী না হবে বিশপের ও গোটা মণ্ডলীর প্রার্থনা! অতএব যে কেউ সাধারণ জনসভায় যোগ দেয় না, সে অহঙ্কারী মানুষ, সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন* (১ পি ৫:৫): তাই এসো, সাবধান থাকি, বিশপকে প্রতিরোধ করব না, তবেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা স্পষ্ট হবে।

এমনকি, যখন দেখা যায় বিশপ নীরব থাকেন, তখন তাঁকে আরও ভয় করতে হবে; কেননা যাকে গৃহকর্তা গৃহ-ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণ করেন, আমাদের পক্ষে প্রেরণকর্তার মতই তাকে গ্রহণ করা উচিত; তাতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, আমাদের পক্ষে বিশপকে স্বয়ং প্রভুর মতই গণ্য করা দরকার। এবিষয়ে অনেসিম নিজেই ঈশ্বরে স্থাপিত তোমাদের উজ্জ্বল শৃঙ্খলার মহাপ্রশংসাবাদ করেন, কারণ তোমরা সকলে সত্য অনুসারেই জীবনযাপন করছ, ও তোমাদের মধ্যে কোন ভ্রান্তমত নেই; আর শুধু তা নয়, কেউ যদি যিশু খ্রিষ্ট বিষয়ে সত্য অনুযায়ী কথা না বলে, তোমরা তো তার কথা পর্যন্তও শোন না।

**শ্লোক** - এফে ৪:১, ৩-৪

*প্র* প্রভুতে আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল:

*উ* তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

*প্র* দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ।

*উ* তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (২:৪-১৬)

**যুদা ও ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বরের বিচার**

প্রভু একথা বলছেন :

যুদার তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না ;
কারণ তারা প্রভুর নির্দেশবাণী অবজ্ঞা করেছে,
তাঁর বিধিগুলো পালন করেনি,
বরং তাদের পিতৃপুরুষেরা যার অনুগামী হয়েছিল,
তারাও সেই মিথ্যা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়েছে ;
আমি যুদার উপরে আগুন প্রেরণ করব,
তা গ্রাস করবে যেরুশালেমের সমস্ত প্রাসাদ !

প্রভু একথা বলছেন :
ইস্রায়েলের তিনটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য,
তার চারটে বিদ্রোহ-কর্মের জন্য আমি আমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নেব না ;
কারণ তারা রুপোর বিনিময়ে ধার্মিককে,
ও এক জোড়া পাদুকার বিনিময়ে নিঃস্বকে বিক্রি করে দিয়েছে ;
তারা দুর্বলদের মাথা ধুলায় মাড়িয়ে দেয়,
ও বিনম্রদের পথ বাঁকায় ;
পিতা সন্তান দু'জনে একই যুবতীর কাছে যায়,
আর তাই করে আমার পবিত্র নাম কলুষিত করে।
বন্ধকী কাপড় পেতে তারা যত বেদির কাছে শুয়ে থাকে,

জরিমানা হিসাবে পাওয়া আঙুররস নিজেদের পরমেশ্বরের গৃহেই পান করে।
অথচ আমিই তাদের সামনে সেই আমোরীয়কে উচ্ছেদ করেছিলাম,
যে এরসগাছের মত উচ্চ ছিল, যার শক্তি ছিল ওক্ গাছের মত;
আমিই ঊর্ধ্বে তার ফল ও নিচে তার মূল উচ্ছেদ করেছিলাম।
সেই আমোরীয়ের দেশ তোমাদের আপন অধিকারে দেবার জন্য
আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম,
ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম।
আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম,
তোমাদের যুবকদের মধ্যে ঘটিয়েছিলাম নাজিরীয়দের উদ্ভব।

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এ কি সত্য নয়?—প্রভুর উক্তি।
কিন্তু তোমরা নাজিরীয়দের পান করিয়েছ আঙুররস,
নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: "নবীয় বাণী দিয়ো না।"
দেখ, গমের আঁটির ভারে গাড়ি যেমন চেপটে যায়,
আমি তেমনি তোমাদের জায়গায়ই তোমাদের চেপটিয়ে দেব।
তখন দ্রুতগামীর পালাবার উপায় ছিন্ন হবে,
শক্তিশালী নিজের শক্তি লাগাবার উপায় পাবে না,
বীরযোদ্ধা নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না,
তীরন্দাজ দাঁড়াতে পারবে না,
দ্রুতগামী রক্ষা পাবে না,
অশ্বারোহীও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না।
বীরযোদ্ধাদের মধ্যে যে সবচেয়ে সাহসী,
সেও সেইদিন উলঙ্গ হয়ে পালাবে!—প্রভুর উক্তি।

শ্লোক - আমোস ২:১০, ১১, ১২; সাম ৯৫:১০

*প্র* আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছিলাম, ও চল্লিশ বছর ধরে মরুপ্রান্তরে চালনা করেছিলাম। তখন আমি বললাম:

℟ তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।

℣ আমি তোমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে নবীর উদ্ভব ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু তোমরা নবীদের আজ্ঞা দিয়েছ: ভাববাণী দিয়ো না।

℟ তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, আমার কোন পথ জানে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র থেকে পাঠ (২:৬—৩:১-৩; ৪:১০-১৪)

**আমাদের প্রভুর নতুন বিধান**

ঈশ্বর প্রাক্তন বলিদান-ব্যবস্থা বাতিল করলেন যাতে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই নতুন বিধান, যা বাধ্যবাধকতার জোয়াল থেকে মুক্ত, এমন অর্ঘ্য পেতে পারে যা মানুষের কর্মফল নয়। তাই তিনি তাদের এ কথাও বলেন, *তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে আমি কি তাদের এমন আদেশ দিয়েছিলাম তারা যেন আমার উদ্দেশে আহুতি ও পূর্ণাহুতি উৎসর্গ করে? এ আজ্ঞাই বরং আমি তাদের দিয়েছিলাম, তোমরা কেউই হৃদয়-গভীরে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অমঙ্গলভাব রেখো না; মিথ্যাসাক্ষ্যও ভালবেসো না* (যেরে ৭:২২-২৩; জাখা ৭:১০ )।

তবে নির্বোধ না হলে, আমাদের পক্ষে আমাদের পিতার স্নেহময় অভিপ্রায় উপলব্ধি করা উচিত; কারণ তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের কাছে কথা বলেন, আমরা যেন তাদের মত ভুল না করি, বরং অনুসন্ধান করি কীভাবে তাঁর কাছে আমাদের অর্ঘ্য উৎসর্গ করা উচিত। তাই আমাদের কাছে তিনি এধরনের কথা বলেন: *ভগ্ন হৃদয়, এই তো প্রভুর গ্রহণযোগ্য বলি; আপন নির্মাতাকে গৌরবান্বিত করে, এমন হৃদয়ই প্রভুর গ্রহণীয় সুগন্ধ* (সাম ৫১:১৯ দ্রঃ)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমাদের সূক্ষ্মরূপেই অনুসন্ধান করা দরকার, যাতে সেই দুর্জন প্রতারণার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রবেশপথ পেতে না পারে ও আমাদের জীবন থেকে আমাদের কেড়ে নিতে না পারে।

এবিষয়ে তিনি তাদের এ কথাও বলেছিলেন, *প্রভু একথা বলছেন: তোমরা কেন আমার উদ্দেশে এমনভাবে উপবাস কর যে, তোমাদের কণ্ঠ আজ কোলাহলের মতই*

*ধ্বনিত হয়? আমার সন্তোষজনক উপবাস এই প্রকার নয়,—প্রভু একথা বলছেন—মানুষের দেহসংযমও এই প্রকার নয়! চক্রের মত ঘাড় বাঁকালেও এবং চটের কাপড় পরলেও ও ছাই বিছিয়ে দিলেও তোমরা একে আমার গ্রহণীয় উপবাস বলে অভিহিত করতে পারবে না!* কিন্তু আমাদের কাছে তিনি বলেন, *দেখ, এই প্রকার উপবাসই আমার গ্রহণীয়—একথা বলছেন প্রভু: অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, কড়া চুক্তির বন্ধন খুলে দাও, ক্ষতবিক্ষত মানুষকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও, যত অন্যায্য চুক্তি মুছে দাও, ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; বস্ত্রহীন মানুষকে দেখে তাকে পোশাক পরাও, নিরাশ্রয় মানুষকে নিজের ঘরে আসতে দাও; দীনহীনকে দেখে তাকে অবজ্ঞা করো না, তুমিও নয়, তোমার বাড়ির কোন লোকেও নয়* (ইশা ৫৮:৪-৭ দ্রঃ)।

এসো, যা কিছু অসার, তা এড়িয়ে চলি, অধর্ম পথের যত কর্ম নিতান্ত ঘৃণা করি, যাতে সেই কালো [শত্রু] প্রবেশের সুযোগ না পায়। ঠিক যেন ধর্মময়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে তোমরা পরকে প্রত্যাহার করে নিজেদের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ো না, বরং সকলের সঙ্গে মিলিত থাক ও সার্বিক মঙ্গলের অন্বেষণ কর। কেননা শাস্ত্র বলে, *ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে প্রজ্ঞাবান, নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান* (ইশা ৫:২১)। বরং এসো, আত্মিক হই; ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত মন্দির হই; যতখানি সম্ভব ঈশ্বরভীতির কথা মনের সামনে রাখি; তাঁর আদেশগুলি পালন করতে সচেষ্ট থাকি, যাতে তাঁর বিধিনিয়ম পালনে আনন্দ পেতে পারি।

ঈশ্বর কারও মন না রেখেই জগতের বিচার করবেন; প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যে কেউ মঙ্গলকারী, তার নিজের ধর্মময়তা তাকে চালিত করবে; যে কেউ দুর্জন, তার সামনে অনিষ্টের মজুরি উপস্থিত। ঠিক যেন আহূত ব্যক্তি হয়ে আমরা যেন কখনও বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের পাপকর্মে নিদ্রামগ্ন না থাকি, পাছে সেই ধূর্ত অধিপতি আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রভুর রাজ্য থেকে আমাদের বের করে দেয়। এসো, ভ্রাতৃগণ, এ কথাও বিচার-বিবেচনা করি: তোমরা যখন ভেবে দেখ যে, ইস্রায়েলে এত মহা চিহ্নকর্ম ও আশ্চর্য কাজ ঘটা সত্ত্বেও অবশেষে তারাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন সাবধান থাকি, পাছে শাস্ত্রের এ বচন আমাদের বেলায়ও সত্য হয়, *অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজন মনোনীত* (মথি ২২:১৪)।

শ্লোক - গা ৩:২৪, ২৫, ২৩

প্ বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি ;

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

প্ বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা ;

উ কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৬:১১-২১)

## শেষ বাণী

প্রিয়জন, তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর; নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়—তাঁর সম্মান ও চিরকালীন প্রতাপ হোক। আমেন!

যারা এই যুগে ধনবান, তাদের এই চেতনা দাও, যেন অহঙ্কারী না হয়, এবং ধনের অনিশ্চয়তার উপরে নয়, বরং যিনি বদান্যতার সঙ্গে আমাদের উপভোগের উদ্দেশ্যে সবই যুগিয়ে দেন, সেই ঈশ্বরের উপরেই ভরসা রাখে; অতএব তাদের বল, যেন তারা হয়ে ওঠে পরোপকারী, শুভকর্ম-ধনে ধনবান, দানশীলতায় উৎসুক ও সহভাগিতায় তৎপর; এভাবে তারা নিজ ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট পুঁজি সঞ্চয় করতে পারবে, যেন প্রকৃত জীবন লাভ করতে পারে।

হে তিমথি, তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর; লৌকিক সমস্ত প্রলাপ এড়াও; মিথ্যায় জ্ঞান বলে অভিহিত জ্ঞানের স্ববিরোধী যত যুক্তিও এড়াও; সেই জ্ঞানের পন্থী হয়ে কেউ কেউ বিশ্বাস ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে থাকুক।

**শ্লোক** - কল ২:৬, ৭; মথি ৬:১৯-২০ দ্রঃ

℣ প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল;
পাওয়া-ধর্মশিক্ষা অনুসারে বিশ্বাসে অটল হও,

℟ এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়।

℣ পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ,

℟ এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৭-৯)

## প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে সবকিছু কর

এমন কেউ কেউ রয়েছে যারা প্রতারণাপূর্ণ ভাবে খ্রিষ্টনাম বহন করে বেড়ায়, অথচ তাদের ব্যবহার এমন, যা ঈশ্বরের অযোগ্য: তেমন লোকদের তোমাদের হিংস্র পশুর মতই এড়াতে হবে, কারণ তারা রাগী কুকুরের মত যা অপ্রত্যাশিত ভাবে কামড়ায়; তাই তাদের বিষয়ে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে, কারণ তাদের নিরাময় করার উপায় প্রায় নেই। একজন চিকিৎসক আছেন যিনি একাধারে মাংস ও আত্মা, জনিত ও অজনিত; যিনি মানুষে ঈশ্বর, মৃত্যুতে সত্যকার জীবন, একাধারে মারীয়া ও ঈশ্বরের পুত্র, আগে যন্ত্রণাসাপেক্ষ পরে যন্ত্রণাসাপেক্ষ নন—তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি আমাদের প্রভু।

সুতরাং কেউই যেন তোমাদের প্রবঞ্চনা না করে, আর আসলে তোমরা প্রবঞ্চিত হওনি, বরং তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের। কেননা তোমাদের মধ্যে যেহেতু পীড়ন করার মত কোন বিচ্ছেদ স্থান পায়নি, সেজন্য তোমরা যথার্থই ঈশ্বর অনুসারে জীবনযাপন কর। এফেসীয় তোমাদের কাছে ও চিরবিখ্যাত তোমাদের মণ্ডলীর কাছে আমি নিবেদিত ও সম্পূর্ণ নিয়োজিত।

যারা দৈহিক, তারা আত্মিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, যারা আত্মিক, তারাও দৈহিক কোন কিছু করতে সক্ষম নয়, ঠিক যেভাবে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম

ও অবিশ্বাস বিশ্বাসের কর্মসাধনে অক্ষম। কিন্তু তোমরা দৈহিক যা কিছু কর, তাও আত্মিক, কারণ তোমরা যিশু খ্রিষ্টেই সবকিছু কর।

যাই হোক, আমি জানতে পেরেছি, বাইরে থেকে আগত এমন কেউ কেউ তোমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে, যারা অশুভ ধর্মশিক্ষা সমর্থন করে; তোমরা কিন্তু এমনটি দাওনি যাতে তারা তোমাদের মাঝে সেই আগাছার বীজ বোনে; বরং তাদের বীজ অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যে কান বন্ধ করে রেখেছ—হ্যাঁ, তোমরা পিতার মন্দিরের প্রস্তরের মত, এমন প্রস্তর যা আমাদের পিতা ঈশ্বরের নির্মাণকাজের জন্য তৈরী, ও যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্র দ্বারা তথা তাঁর ক্রুশ দ্বারা ও পবিত্র আত্মাকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উচ্চে ওঠানো হয়েছে। আর তোমাদের বিশ্বাস-ই তোমাদের উচ্চে ওঠার উপায়, ও ভালবাসাই সেই পথ যা ঈশ্বরের কাছে চালিত করে। তাই তোমরা সকলে সহপ্রবাসী, ও সঙ্গে করে তোমরা ঈশ্বর, মন্দির, খ্রিষ্ট ও পবিত্রতাকে বহন কর: সবদিক দিয়ে তোমরা যিশু খ্রিষ্টের আদেশগুলি দ্বারা অলঙ্কৃত। আর আমি এই আনন্দের সহভাগী, কারণ আমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি; তাছাড়া আমি এজন্যও আনন্দিত যে, পার্থিব জীবন অনুসারে তোমরা কিছুই ভালবাস না—কেবল ঈশ্বরকেই তোমরা ভালবাস।

শ্লোক - কল ৩:১৭; ১ করি ১০:৩১

প্র কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর,

উ সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

প্র তোমরা সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।

উ সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৫)

**বেথেল ও সামারিয়ার বিরুদ্ধে বাণী**

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন,
যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন,
—মিশর দেশ থেকে যাকে আমি বের করে এনেছি,
সেই গোটা গোত্রের বিরুদ্ধে যা উচ্চারণ করেছি— :
পৃথিবীর সমস্ত গোত্রগুলোর মধ্যে
কেবল তোমাদেরই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছি ;
এজন্য তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।
একমত না হলে দু'জন কি একসঙ্গে চলে?
শিকার না থাকলে বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জন করে?
কিছু না ধরলে আস্তানায় যুবসিংহ কি হুঙ্কার তোলে?
ফাঁদ না পাতলে পাখি কি ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে?
কিছু ধরা না পড়লে মাটি থেকে কি ফাঁদ ছোটে?
শহরের মধ্যে তুরি বাজলে লোকেরা কি কম্পিত হয় না?
প্রভু না ঘটালে শহরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে?

সত্যি, তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে
নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে
প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না।
সিংহ গর্জন করল : কে না ভয় পাবে?
প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

আসদোদের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে,
মিশর দেশের প্রাসাদগুলির ছাদ থেকে
তোমরা একথা স্পষ্ট করে শোনাও :
সামারিয়ার পাহাড়পর্বতের উপরে জড় হও,
আর লক্ষ কর, তার মধ্যে কেমন কোলাহল,
তার বুকে কেমন অত্যাচার !
ন্যায়াচরণ যে কি, ওদের তেমন বোধ নেই,
—প্রভুর উক্তি—
নিজেদের প্রাসাদগুলিতে তারা অত্যাচার ও শোষণ জমায়।

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
এক শত্রু উপস্থিত ! দেশ চারদিকে ঘেরা !
তোমা থেকে তোমার প্রতাপ নামিয়ে দেওয়া হবে,
লুণ্ঠিত হবে তোমার সমস্ত প্রাসাদ।

প্রভু একথা বলছেন :
সিংহের মুখ থেকে যেমন রাখাল দু'টো পা
বা কানের লতি উদ্ধার করে,
তেমনি উদ্ধার পাবে সেই ইস্রায়েল সন্তানেরা,
যারা সামারিয়ায় শয্যার এক কোণে বা খাটের কম্বলে বসে আছে।
তোমরা শোন, ও যাকোবকুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান কর,
—প্রভু ঈশ্বর, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি যেদিন ইস্রায়েলকে তার সমস্ত বিদ্রোহ-কর্মের প্রতিফল দেব,
সেইদিন বেথেলের যত যজ্ঞবেদিকেও প্রতিফল দেব :
বেদির শিংগুলি ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বে।
আমি শীতকালীন আবাস ও গ্রীষ্মকালীন আবাস একসঙ্গেই আঘাত করব,
গজদন্তময় যত আবাস বিনষ্ট হবে,
বহু বহু বাসগৃহও মিলিয়ে যাবে—প্রভুর উক্তি।

**শ্লোক** - আমোস ৩:৮, ১, ২

*প্র* সিংহ গর্জন করল : কে না ভয় পাবে?

*উ* প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

*প্র* হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, এই বাণী শোন, যা প্রভু তোমাদেরই বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন : আমি তোমাদের সমস্ত শঠতার জন্য তোমাদের যোগ্য শাস্তি দেব।

*উ* প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র থেকে পাঠ (৫:১-৩, ৫-৭; ৬:১১-১৬)

## নবসৃষ্টি

প্রভু নিজের মাংস ক্ষয়প্রাপ্তির হাতে সঁপে দিতে মেনে নিলেন যাতে পাপক্ষমায়, অর্থাৎ তাঁর ছিটিয়ে দেওয়া রক্তে আমরা পবিত্রীকৃত হতে পারি; কেননা তাঁর বিষয় সম্পর্কিত শাস্ত্র এক প্রকারে ইস্রায়েলের দিকে ও এক প্রকারে আমাদের দিকেও লক্ষ করে, আর সেই বাণী এ, *তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপরাধের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবকের মত নীরব থাকলেন* (ইশা ৫৩:৫, ৭ দ্রঃ)। তাই প্রভুকে মহাধন্যবাদ জানাতে হবে, কারণ তিনি অতীতকালের কথা আমাদের কাছে জ্ঞাত করেছেন, বর্তমানকালের জন্য প্রজ্ঞা দান করেছেন, ও ভাবী ঘটনা বিষয়েও জ্ঞান মঞ্জুর করেছেন।

আমার ভ্রাতৃগণ, যখন প্রভু আমাদের প্রাণের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন, আর তিনি হলেন নিখিল বিশ্বের সেই প্রভু যাঁকে জগৎ-পত্তনের পূর্বে ঈশ্বর বলেছেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* (আদি ১:২৬), তখন কেমন করে তিনি মানুষের হাতে যন্ত্রণাভোগ করতে ইচ্ছা করলেন? তবে একথা শেখো : তাঁর অনুগ্রহের অধিকারী সেই নবীরাই তাঁর বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিলেন, তথা, মৃত্যু বিনাশ করার জন্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দেখাবার জন্য তাঁর পক্ষে মাংসে আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে

যন্ত্রণাভোগ করায় তিনি পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারেন, নিজেই সেই নতুন জনগণকে নিজের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন, ও পৃথিবীতে থাকতে যেন দেখাতে পারেন যে তিনি নিজেই মৃতদের পুনরুত্থিত করবেন ও পুনরুত্থিতদের বিচার করবেন।

পাপক্ষমা দ্বারা আমাদের নবীকৃত করে তিনি নতুন এক রূপ অনুসারে আমাদের নির্মাণ করলেন আমরা যেন শিশুসুলভ আত্মার অধিকারী হতে পারি ; অর্থাৎ তিনি কেমন যেন একেবারে নতুন করেই আমাদের সৃষ্টি করলেন। কেননা আমাদের লক্ষ করেই শাস্ত্র বলে যে, তিনি পুত্রকে বললেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্যে মানুষকে নির্মাণ করি ; আর তারা পৃথিবীর পশুদের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে ও সমুদ্রের মাছের উপরে কর্তৃত্ব করবে* (আদি ১:২৬ দ্রঃ)। এবং তাঁর সাধিত দ্বিতীয় সৃষ্টিকাজ সম্পর্কে প্রভু বলেন, দেখ, আমি চরম সমস্ত কিছু আদিম সমস্ত কিছুর মত করে তুলছি। নবী একথা লক্ষ করছিলেন যখন ঘোষণা করলেন, *তোমরা দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশভূমিতে প্রবেশ করে তার উপর কর্তৃত্ব কর* (যাত্রা ৩৩:৩ দ্রঃ)। তবে দেখ, আমাদের একেবারে নতুন করেই সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ তিনি অন্য এক নবী দ্বারা এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি তাদের অন্তর থেকে* (অর্থাৎ পবিত্র আত্মা যাদের পূর্বমনোনীত করছিলেন, তাদেরই অন্তর থেকে) *সেই পাথরময় হৃদয় বের করব, ও তাদের অন্তরে মাংসময় হৃদয় রেখে দেব* (এজে ১১:১৯ দ্রঃ), কারণ তিনি নিজে মাংসধারণ করতে যাচ্ছিলেন ও আমাদের মাঝে বাস করতে যাচ্ছিলেন। হ্যাঁ, ভ্রাতৃগণ, আমাদের হৃদয়-নিকেতন সত্যিই ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র মন্দির হয়ে উঠেছে! আর এক স্থানে প্রভু একথা বলেন, *আমি আর কোথায় বা আমার ঈশ্বর প্রভুর সামনে দেখা দেব ও গৌরবান্বিত হব?* (সাম ৪২:৩ দ্রঃ)। উত্তরে তিনি বলেন, *আমি আমার ভাইদের জনমণ্ডলীতে তোমার স্তুতিবাদ করব, তোমার প্রশংসাগান করব পবিত্রজনদের জনসমাবেশে* (সাম ২২:২৩)।

তাহলে আমরাই তারা, যাদের তিনি শুভ দেশভূমিতে আনলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ৩:২৫; গা ৩:৮

প্র তোমরা নবীদের সন্তান, আর সেই সন্ধিরও সন্তান, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন, যখন আব্রাহামকে বলেছিলেন :

উ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।

প্র বিশ্বাস দ্বারাই যে ঈশ্বর বিজাতীয়দের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করবেন, শাস্ত্র তা আগে থেকে দেখে আব্রাহামের কাছে এই শুভসংবাদ পূর্বঘোষণা করেছিলেন :

উ তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশিসপ্রাপ্ত হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:১-১৮)

**সুসমাচারের জন্য সংগ্রাম করতে পলের আবেদন**

আমি পল, খ্রিষ্ট যিশুতে জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত, আমার প্রিয় সন্তান তিমথির সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশু থেকে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি তোমার উপর বর্ষিত হোক।

আমার পূর্বপুরুষদের মত আমি শুদ্ধ বিবেকে যাঁর সেবা করি, সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; দিনরাত আমার মিনতিতে তোমার কথা স্মরণ করি: তোমার চোখের জল স্মরণ করে আমি তোমাকে আবার দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তবেই আমার আনন্দ পূর্ণ হবে। তোমার আন্তরিক বিশ্বাসের কথাও স্মরণ করি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোইস ও তোমার মা এউনিকের অন্তরে বসবাস করত, এবং—এতে আমি সুনিশ্চিত—তোমার অন্তরেও এখন বসবাস করছে।

এজন্য আমি তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তোমার অন্তরে আছে, তা উদ্দীপ্ত করে তোল; কেননা ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের প্রভুর পক্ষে যে সাক্ষ্য তোমাকে দিতে হয়, তার বিষয়ে, বা তাঁর জন্য কারারুদ্ধ এই আমারও বিষয়ে কখনও লজ্জাবোধ করো না, বরং ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরে নির্ভর ক'রে আমার সঙ্গে তুমিও সুসমাচারের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ কর। তিনি আমাদের পরিত্রাণ করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বানও করেছেন—আমাদের কোন সৎকর্ম দেখে নয়, বরং তাঁর সঙ্কল্প ও তাঁর সেই অনুগ্রহ অনুসারে, যে অনুগ্রহ অনাদিকাল থেকেই খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কেবল এখনই প্রকাশ পেয়েছে আমাদের পরিত্রাতা খ্রিষ্ট যিশুর আবির্ভাবের ফলে: মৃত্যু বিনষ্ট ক'রে তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরতা উদ্ভাসিত করেছেন। আর সেই সুসমাচারের আমি ঘোষক, প্রেরিতদূত ও শিক্ষাদাতা বলে নিযুক্ত হয়েছি। এজন্যই আমি এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তবু আমি লজ্জা বোধ করি না, কেননা যাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছি, তাঁকে জানি, আর এতে আমি নিশ্চিত যে, তাঁর হাতে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিন পর্যন্ত

তা রক্ষা করতে সমর্থ। তুমি আমার কাছে যে সমস্ত যথার্থ বাণী শুনেছ, খ্রিষ্ট যিশুতে আশ্রিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে সেই সমস্ত বাণীকেই আদর্শ বলে ধারণ কর। মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।

তুমি তো জান, এশিয়ার সবাই আমার কাছ থেকে সরে পড়েছে—তাদের মধ্যে ফিগেলস ও হের্মগেনেসও সরে পড়েছে। প্রভু অনেসিফরসের বাড়ির সকলের প্রতি দয়া করুন, কারণ তিনি বারবার আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছেন, আমার শেকলের জন্যও কখনও লজ্জা বোধ করেননি; বরং রোমে এসে পৌঁছনোমাত্র তিনি তৎপরতার সঙ্গে আমার অনুসন্ধান করে চললেন, এবং শেষে আমাকে খুঁজে বের করলেন। প্রভু করুন, যেন সেই দিনটিতে তিনি প্রভুর কাছে দয়া পেতে পারেন। তাছাড়া তিনি এফেসসে যে কতই না সেবাকাজ সম্পাদন করেছিলেন, একথা আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।

**শ্লোক** - রো ৮:১৫-১৬; ২ তি ১:৭

*প্র* তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

*উ* স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

*প্র* কেননা ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মাকে দেননি, পরাক্রম, ভালবাসা ও সুবুদ্ধিরই আত্মাকে দিয়েছেন।

*উ* স্বয়ং [ঐশ] আত্মা আমাদের মানবাত্মার সঙ্গে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১০-১২)

**সকল মানুষের জন্য অবিরত প্রার্থনা কর**

তোমরা সকল মানুষের জন্য *অবিরত প্রার্থনা কর* (১ থে ৫:১৭), কারণ সকলের অন্তরে মনপরিবর্তনের এমন প্রত্যাশা রয়েছে তারা যেন ঈশ্বরের সন্ধান পায়। তাই

এমনটি কর, যাতে কমপক্ষে তোমাদের আচরণের মধ্য দিয়েই তারা তোমাদের শিষ্য হয়। তাদের ক্রোধের বিনিময়ে তোমরা কোমলতা দেখাও, তাদের দম্ভভরা কথনের বিনিময়ে নম্রভাব দেখাও; তাদের ঈশ্বরনিন্দার জন্য প্রার্থনা কর; তাদের ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে বিশ্বাসে স্থিতমূল থাক। এমনটি হোক যাতে আমাদের কোমলতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় যে আমরা তাদের ভাই; এসো, আমরা প্রভুর অনুকারী হই; তাদেরই খোঁজ করি, যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক দুর্ভাগা, অধিক অবজ্ঞাত; তোমাদের মধ্যে যেন শয়তানের কোন গাছ না থাকে, বরং সমস্ত শুচিতা ও শুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রেখে তোমরা দেহে ও আত্মায় যিশু খ্রিষ্টেই স্থির থাক।

অন্তিমকাল এসে গেছে। সুতরাং এসো, আত্মসংযমী হই, ঈশ্বরের ধৈর্য ভয় করি, পাছে তা আমাদের বিচার স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এসো, আমরা হয় ভাবী ক্রোধ ভয় করি, না হয় বর্তমান অনুগ্রহ ভালবাসি—দু'টোর একটা,—কিন্তু তবু আমরা যেন সত্যকার জীবনের উদ্দেশে খ্রিষ্ট যিশুতে থাকি। তিনি ছাড়া কোন কিছুই যেন তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় না হয়, কেননা তাঁরই মধ্যে আমি আমার এ শেকল বহন করে বেড়াচ্ছি—এ শেকল এমন আত্মিক রত্না যা দ্বারা আমি তোমাদের প্রার্থনা গুণে পুনরুত্থান করার প্রত্যাশায় আছি; আহা, আমি যেন সবসময়ের মতই এ শেকলের অংশী হতে পারি, যাতে এফেসসের খ্রিষ্টভক্তদের উত্তরাধিকারে স্থান পেতে পারি—তারা যে যিশু খ্রিষ্টের পরাক্রম গুণে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সর্বদাই একমন হয়ে থাকল!

আমি তো জানি, আমি কে ও কাকে লিখছি। আমি দণ্ডিত, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত; আমি বিপদাপন্ন, তোমরা বিপদমুক্ত; তোমরা সেই পথ যার মধ্য দিয়ে তারাই যায়, যারা ঈশ্বরের খাতিরে নিহত হতে যাচ্ছে; তোমরা সেই পবিত্রীকৃত ও ধন্য সাক্ষ্যমর পলের সহ-দীক্ষিত ব্যক্তি, যাদের কথা তিনি নিজের পত্রে খ্রিষ্ট যিশুতে উল্লেখ করলেন। যেদিন আমি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হব, সেদিন যেন ঈশ্বর আমাকে তাঁর পদচিহ্নে পেতে পারেন।

শ্লোক - ২ করি ৩:৪, ৬, ৫

℣ খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!

৬ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

৭ আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন;

৬ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-১৩)

**সামারিয়ার স্ত্রীলোকদের ও ইস্রায়েলের উপাসনা-কর্মের বিরুদ্ধে বাণী**

এই বাণী শোন, হে বাশানের যত গাভী,
যারা সামারিয়ার পর্বতে চড়ে বেড়াও,
দুর্বলকে অত্যাচার কর,
নিঃস্বকে চূর্ণ কর,
এবং তোমাদের স্বামীদের বল : 'আন, পান করি।'
প্রভু পরমেশ্বর তাঁর আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছেন :
দেখ, তোমাদের উপরে এমন দিনগুলি আসছে,
যে দিনগুলিতে আঁকড়া দিয়ে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে,
ও তোমাদের মধ্যে বাকি সকলকে জেলের বড়শি দিয়ে ধরে টানা হবে।
তোমরা সারি বেঁধে নগরপ্রাচীরের গর্তের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাবে,
এবং হার্মোনের দিকে তাড়িত হবে—প্রভুর উক্তি।

যাও তোমরা, বেথেলে গিয়ে পাপ কর!
গিল্গালে গিয়ে আরও পাপ কর!
প্রতি প্রভাতে তোমাদের বলি ও প্রতি তিন দিনান্তে
তোমাদের দশমাংশ আন।
খামিরযুক্ত খাদ্য দানে ধন্যবাদ-বলিও উৎসর্গ কর,
তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত অর্ঘ্যও জোর গলায়ই ঘোষণা কর,
কেননা, হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, তা-ই করতে তোমরা ভালবাস
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

অথচ আমি শহরে শহরে খালি মুখে,
ও গ্রামে গ্রামে বিনা রুটিতে তোমাদের ফেলে রেখেছি:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।
শস্যকাটার তিন মাস আগে তোমাদের বর্ষাও দিতে আমি অস্বীকার করলাম;
এক শহরে বৃষ্টি ও অন্য শহরে অনাবৃষ্টি ঘটালাম;
এক জমি জলসিক্ত হত, অন্য জমি জলের অভাবে শুষ্ক হত;
জল পান করার জন্য
দু' তিন শহর টলতে টলতে অন্য শহরে যেত,
কিন্তু পিপাসা মেটাতে পারত না:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

আমি শস্যের শোষ ও ম্লানি দ্বারা তোমাদের আঘাত করলাম;
তোমাদের বাগান ও আঙুরখেত শুকিয়ে দিলাম,
শুঁয়াপোকা তোমাদের ডুমুরগাছ ও জলপাইগাছ সবই গ্রাস করল:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

তোমাদের উপর এমন মহামারী প্রেরণ করলাম,
যা মিশরের সেই মহামারীর মত;
তোমাদের যুবকদের খড়্গের আঘাতে সংহার করলাম,
আর সেইসঙ্গে তোমাদের যত ঘোড়াকেও কেড়ে নেওয়া হল;
তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ তোমাদের নাকে পর্যন্তই প্রবেশ করালাম:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

পরমেশ্বর যেমন সদোম ও গমোরা উৎপাটন করেছিলেন,
তেমনি তোমাদেরও আমি উৎপাটন করলাম;
তোমরা ছিলে যেন দাহ থেকে উদ্ধার করা আধপোড়া কাঠের মত:
কিন্তু তবুও তোমরা আমার কাছে ফিরে এলে না—প্রভুর উক্তি।

এজন্য, হে ইস্রায়েল, আমি ঠিক এইভাবে তোমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছি;

আর যেহেতু তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি,
সেহেতু, হে ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত হও!
কেননা দেখ, যিনি পাহাড়পর্বতের নির্মাতা ও বায়ুর স্রষ্টা;
যিনি মানুষের কাছে তার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেন,
উষা অন্ধকার দু'টোই গড়ে তোলেন
ও পৃথিবীর উঁচুস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করেন:
প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, এ-ই তাঁর নাম।

**শ্লোক** - সাম ৫০:২২-২৩; মা ১:১০

*প্র* একথা বুঝে নাও তোমরা, যারা পরমেশ্বরকে ভুলে গেছ, পাছে তিনি তোমাদের ছিন্নভিন্ন করেন, তবে উদ্ধারকর্তা থাকবে না কেউ।

*উ* স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

*প্র* তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না।

*উ* স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান, যার আচরণ নিখুঁত, তাকে দেখাব পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বার্নাবাসের পত্র বলে পরিচিত পত্র থেকে পাঠ (১৯:১-৩, ৫-১২)

**আলোর পথ**

আলোর পথ এ: যে কেউ গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পথ চলতে ইচ্ছা করে, সে নিজের কাজকর্ম সাধনে সদাগ্রহী হোক। তবে আমরা যেন এ পথে চলতে পারি, আমাদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে: তুমি তোমার নির্মাতাকে ভালবাসবে, তোমার স্রষ্টাকে ভয় করবে, যিনি মৃত্যু থেকে তোমার মুক্তি সাধন করেছেন তাঁর গৌরবকীর্তন করবে, তুমি হৃদয়ে সরল ও আত্মায় ধনবান হবে, যারা মৃত্যু পথে চলে তুমি তাদের সাহচর্যে যোগ দেবে না, ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় নয় তা তুমি ঘৃণা করবে, তুমি সবধরনের মিথ্যা-প্রতারণা ঘৃণা করবে, প্রভুর আজ্ঞাবলি প্রত্যাখ্যান করবে না। তুমি নিজেকে বড় করবে না, কিন্তু

সবকিছুতে নম্রচিত্ত হবে; নিজেতে গৌরব আরোপ করবে না। তুমি তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কুমতলব আঁটবে না, তোমার প্রাণকে গর্বোদ্ধত হতে দেবে না। তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসবে; গর্ভপাত ঘটাবে না, নবজাত শিশুদের হত্যা করবে না। তুমি তোমার তোমার ছেলে ও তোমার মেয়েকে অবহেলা করবে না, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাদের প্রভুভয় শেখাবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীর সম্পদ লোভ করবে না, আবার কৃপণও হবে না। তুমি গর্বিতদের সঙ্গে সাহচর্য করবে না, কিন্তু নম্রদের ও ধার্মিকদের সঙ্গী হবে। তোমার যা কিছু ঘটবে, তা তুমি মঙ্গলময় বলেই গ্রহণ করবে, একথা জেনে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু ঘটে না। তুমি দ্বিমনা ও দ্বিজিহ্ব মানুষ হবে না, কারণ দ্বিজিহ্ব মরণফাঁদ স্বরূপ।

তুমি সবকিছুতে তোমার প্রতিবেশীর সঙ্গে সহভাগিতা করবে, এমন কথা বলবে না যে, তা তোমারই সম্পদ; কেননা তোমরা যখন অক্ষয়শীল বিষয়ের সহভাগী, তখন ক্ষয়শীল বিষয়ে আর কতই সহভাগী না হতে হবে? কথা বলায় তুমি অতিব্যস্ত হবে না, কারণ জিহ্বা মরণফাঁদ স্বরূপ।

তুমি যথাসাধ্য শুচি থাকবে, অন্তর পবিত্র করে রাখবে। গ্রহণের বেলায় হাত পাতবে না, দানের বেলায় হাত রুদ্ধ রাখবে না। যারা তোমার কাছে প্রভুর বাণী শোনায়, তুমি তোমার চোখের মণির মতই তাদের ভালবাসবে। দিবারাত্র বিচারের দিনের কথা স্মরণে রাখবে। হয় কথা বলতে ব্যস্ত থেকে, না হয় প্রচারের জন্য বেরিয়ে প'ড়ে, না হয় বাণী দ্বারা আত্মাদের ত্রাণ করতে চেষ্টা ক'রে, না হয় তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বহস্তে কাজ ক'রে—যাই কিছু কর না কেন তুমি প্রতিদিন পবিত্রজনদের সাহচর্যের অন্বেষণ করবে।

দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, অসন্তোষে গজ গজ করেও ভিক্ষা দেবে না; তবেই তুমি জানতে পারবে সেই উত্তম প্রতিদানদাতা কে। যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করেছ, তুমি তা পালন করবে—তাতে আর কিছু যোগ করবে না, এবং তা থেকে কিছু বিয়োগও করবে না।

তুমি অমঙ্গল নিতান্তই ঘৃণা করবে; ন্যায়বিচার সম্পাদন করবে; কোন বিবাদ ঘটাবে না, কিন্তু যারা বিচ্ছিন্ন, তুমি তাদের একত্র করে পুনর্মিলিত করবে।

তুমি নিজ পাপ স্বীকার করবে। কলুষিত বিবেকে প্রার্থনা করতে যাবে না।
এ আলোর পথ।

**শ্লোক** - সাম ১১৯:১০১-১০২ দ্রঃ

*প্র* আমি সকল অন্যায় পথ থেকে পা দূরে রাখি।

*উ* আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।

*প্র* আমি তোমার সুবিচারগুলি থেকে দূরে যাব না, কারণ তুমি নিজেই শিক্ষা দান কর আমায়।

*উ* আমি তোমার বাণী মান্য করব, প্রভু।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:১-২১)

## পরিশ্রমে ও নির্যাতনে দৃঢ়তা

হে আমার সন্তান, খ্রিষ্ট যিশুতে যে অনুগ্রহ আশ্রিত, সেই অনুগ্রহ থেকেই শক্তি যোগাও; আর অনেক সাক্ষীর মুখ দিয়ে যে সকল কথা আমার কাছ থেকে শুনেছ, তা এমন বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সম্প্রদান কর, যারা অন্যান্যদেরও শিক্ষা দিতে উপযুক্ত।

খ্রিষ্ট যিশুর উত্তম সৈন্যের মত তুমিও আমার সঙ্গে দুঃখকষ্ট স্বীকার কর। সৈনিক জীবনে কেউই সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করে না, কারণ তাকে তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে হয়, যিনি সৈন্য হিসাবে তাকে নিযুক্ত করেছেন। তেমনি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় ঘটে: সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে। আর যে কৃষক পরিশ্রম করে, প্রথমে তারই তো ফসলের ভাগী হওয়ার কথা। আমি যা বলছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর; সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু নিশ্চয় তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।

মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন —আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে। আর এই সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না। এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও চিরস্থায়ী গৌরবের সঙ্গে খ্রিষ্ট যিশুতে আশ্রিত পরিত্রাণও লাভ করে। একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে; যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে; যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন; যদি অবিশ্বস্ত হই, তবু তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

এই সমস্ত কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও, ঈশ্বরের সামনে তাদের এই কথাও বল, যেন তারা অনর্থক তর্কাতর্কি এড়ায়, কেননা এতে কারও লাভ হয় না, বরং শ্রোতার সর্বনাশ ঘটে। তুমি আপ্রাণ চেষ্টা কর, যেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এমন মানুষের মত দাঁড়াতে পার যার যোগ্যতা প্রমাণিত, যেন এমন কর্মীর মত দাঁড়াতে পার যার লজ্জা করার কিছু

নেই, বরং সত্যের বাণী যে যথার্থভাবেই প্রচার করেছে। যত লৌকিক প্রলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাক, কেননা সেগুলো আস্তে আস্তে মানুষকে ভক্তি থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়; এমনকি, যারা সেই ধরনের আলোচনায় প্রবণ, তাদের কথা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়তে থাকে: তেমন লোকদের মধ্যে আছে হিমেনেওস ও ফিলেতস; তারা সত্য ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, তারা নাকি বলে, পুনরুত্থান এর মধ্যে ঘটেছে! আর এভাবে কারও কারও বিশ্বাস আলোড়িত করে। তথাপি ঈশ্বর যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা স্থিতমূল থাকছে; তার উপরে খোদাই করে লেখা আছে: প্রভু জানেন, কে কে তাঁর আপনজন। আরও, যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে অধর্ম থেকে দূরে থাকুক। কিন্তু মস্ত বড় বাড়িতে শুধু সোনা ও রুপোর পাত্র নয়, কাঠ ও মাটির পাত্রও থাকে: কয়েকটা বিশেষ ব্যবহারের জন্য, আবার কয়েকটা সাধারণ ব্যবহারের জন্য। তাই যে কেউ তেমন সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সে বিশেষ ব্যবহারের পাত্র, পবিত্রীকৃতই একটা পাত্র, প্রভুর কাজে উপযোগী একটা পাত্র, সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত একটা পাত্র।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১০, ১২; ২ তি ২:১০

*প্র* আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়।

*উ* ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

*প্র* এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি যেন তারাও পরিত্রাণ লাভ করে।

*উ* ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১৩-১৫)

## শান্তির চেয়ে শ্রেয় কিছু নেই

‘ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য’ ও ঈশ্বরের গৌরবগান করার জন্য বারবার সমবেত হতে চেষ্টা কর; কেননা তোমরা বারবার সমবেত হলে শয়তানের শক্তি বিধ্বস্ত হয়, ও

তোমাদের বিশ্বাসের একাত্মতা দ্বারা তার চাতুরি নিঃশেষ হয়ে যায়। শান্তির চেয়ে শ্রেয় এমন কিছু নেই যা দ্বারা স্বর্গের কি মর্তের সমস্ত যুদ্ধ বাতিল হয়।

তোমাদের কাছে এ সমস্ত কথা নিশ্চয়ই জানা, যদি যিশু খ্রিষ্টের প্রতি তোমাদের সিদ্ধ বিশ্বাস থাকে, আর সেই ভালবাসাও থাকে যা জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। বস্তুত বিশ্বাস হল সূচনা, আর ভালবাসা হল সমাপ্তি, আর যখন বিশ্বাস ও ভালবাসা ঐক্যে সংযুক্ত থাকে, তখন ঈশ্বরই উপস্থিত, আর শ্রেয় অন্য সমস্ত কিছুও তখন উপস্থিত। যে কেউ বিশ্বাস স্বীকার করে, সে পাপ করে না; আর ভালবাসা যার আছে, সে ঘৃণা করে না। *নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়* (লুক ৬:৪৪), সুতরাং যারা নিজেদের খ্রিষ্টের লোক বলে স্বীকার করে, তাদের কর্মফল দ্বারা তাদের চেনা যাবে; কেননা কর্মফল বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে প্রকাশ পায় এমন নয়, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান হলে বিশ্বাস-পরাক্রম দ্বারাই কর্মফল প্রকাশ পায়।

কথায় ধন্য কাজে শূন্য হওয়ার চেয়ে কথায় শূন্য কাজে ধন্য হওয়া শ্রেয়। শিক্ষা তখনই ভাল, শিক্ষক যখন জানেন তিনি কী বলছেন। তবে এমন শিক্ষাগুরু আছেন, যিনি কথা বলতেই সবই অস্তিত্ব পেল; আর তিনি নীরবেও যা সাধন করলেন, তা পিতার সুযোগ্য কর্ম। যিশুর বাণী যার বাস্তব সম্পদ, সে তাঁর মৌনতাও শুনতে পায়, যার ফলে সে এমন সিদ্ধপুরুষ হতে পারবে যে, কথা বলতে বলতেও সে কার্যকর হতে পারবে, আর সে নীরব থাকতে থাকতেও লোকে তার কথা বুঝবে।

প্রভুর কাছে গোপন কিছু নেই, আমাদের সবচেয়ে গুপ্ত বিষয়ও তাঁর সামনে উপস্থিত। সুতরাং এসো, আমরা এমন ভাবে কাজ করি ঠিক যেন তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত, আমরা যেন তাঁর মন্দির হতে পারি ও তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের ঈশ্বর হতে পারেন—ব্যাপারটা ঠিক তাই, আর আমরা যদি সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসি, তাহলে সেই ভালবাসা দ্বারা আমাদের চোখের সামনে তা ঠিক এভাবেই প্রকাশ পাবে।

শ্লোক - ১ যোহন ৪:৭; সিরা ২৫:১

প্র প্রিয়জনেরা, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,

উ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

৵ ভাইদের মধ্যে মনের মিল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রভুর চোখে ও মানুষদের চোখেও প্রীতিকর ;

৶ কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৭)

## বিলাপ ও চেতনা-বাণী

এই বাণী শোন, যা আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করতে যাচ্ছি;
হে ইস্রায়েলকুল, তা একটা বিলাপগান:
ইস্রায়েল-কুমারী পড়েছে, সে আর কখনও উঠবে না,
সে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে ওঠাবার মত কেউ নেই।
কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
যে শহর যুদ্ধে হাজার লোক পাঠাত,
তার কেবল একশ'জন লোক থাকবে;
আর যে শহর শতজন লোক পাঠাত,
তার কেবল দশজন লোক থাকবে—ইস্রায়েলকুলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য।

কারণ প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েলকুলকে একথা বলছেন:
আমার অন্বেষণ কর, তবে তোমরা বাঁচবে।
কিন্তু বেথেল অন্বেষণ করো না,
গিল্গালে যেয়ো না,
বের্শেবাতে তীর্থযাত্রা করো না;
কেননা গিল্গাল নির্বাসিত হতে যাচ্ছে,
আর বেথেল তার নিজের শঠতায় পতিত হচ্ছে।

প্রভুর অন্বেষণ কর, তবে বাঁচবে,
নইলে তিনি যোসেফ-কুলে আগুনের মত নেমে পড়ে তা গ্রাস করবেন,
আর বেথেলে সেই অগ্নিশিখা নিভাবে এমন কেউই থাকবে না।

তারা সুবিচার সোমরাজে পরিণত করছে,
ধর্মিষ্ঠতা ভূমিসাৎ করছে।
যিনি কৃত্তিকা ও কালপুরুষের নির্মাতা,
যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে এবং দিন অন্ধকারময় রাত্রিতে পরিণত করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন:
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।
তিনি দৃঢ়দুর্গের উপরে সর্বনাশ নামিয়ে আনেন,
সুরক্ষিত নগরীর উপরে সর্বনাশ ডেকে আনেন।
নগরদ্বারে যে সদুপদেশ দেয়, তাকে তারা ঘৃণা করে;
সত্য অনুযায়ী যে কথা বলে, সে তাদের বিতৃষ্ণার পাত্র!
যেহেতু তোমরা অভাবীকে পায়ে মাড়িয়ে দাও,
ও তার গমের একটা অংশ জোর করে আদায় কর,
সেজন্য তোমরা খোদাই-করা পাথরে বাড়ি গেঁথে থাকলেও
সেই বাড়িতে বাস করতে পারবে না;
উৎকৃষ্ট আঙুরখেত চাষ করে থাকলেও
তার আঙুররস ভোগ করতে পারবে না,
কারণ আমি জানি—তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য, তোমাদের পাপ গুরুতম:
তোমরা ধার্মিককে উৎপীড়ন কর,
উৎকোচ আদায় কর,
বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও!

এজন্য এমন সময়ে সুবিবেচক মানুষ নীরব থাকবে,
কেননা এ অমঙ্গলের সময়।
মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়,
যেন নিজেদের বাঁচাতে পার;
তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন,
যেমনটি তোমরা বলে থাক।

অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস,
নগরদ্বারে ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর ;
কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যোসেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি দয়া করবেন।

এজন্য প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যিনি,
সেই প্রভু, একথা বলছেন :
রাস্তা-ঘাটে বিলাপ হবে,
পথে পথে শোনা যাবে : হায় হায় !
কৃষককে শোক করতে ডাকা হবে,
বিলাপগানে যারা দক্ষ, তাদের বিলাপ করতে বলা হবে।
সমস্ত আঙুরখেতে বিলাপ হবে,
কারণ আমি তোমার মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক - আমোস ৫:১, ১২, ১৫, ১৪ দ্রঃ

প্ প্রভুর বাণী শোন : আমি জানি, তোমাদের অধর্ম-কাজ অসংখ্য : তোমরা উৎকোচ আদায় কর, বিচারালয় থেকে নিঃস্বকে তাড়িয়ে দাও !

উ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস ; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।

প্ মঙ্গলেরই সবকিছুর অন্বেষণ কর, অমঙ্গলের নয়, যেন নিজেদের বাঁচাতে পার ; তবেই প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন ;

উ অমঙ্গল ঘৃণা কর, মঙ্গল সবকিছু ভালবাস ; কি জানি, প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর দয়া করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০:১৩-১৪)

## পিতা ঈশ্বর মণ্ডলীকে কশাঘাত করেন
## তা যেন অধিক বলবান ও উর্বর হয়ে বেড়ে ওঠে

বিশ্বমণ্ডলী হল প্রভুর আঙুরখেত, খ্রিষ্টের সেই বধূ ও কনে: এবিষয়েই পিতা ঈশ্বর পুত্রকে বলেন: *তোমার বধূ উর্বরা আঙুরলতার মত তোমার গৃহের অন্তঃপুরে* (সাম ১২৮:৩)। যে আঙুরলতা যথাসময় ফল দেয়, কৃষক তাকে ভালবাসে; এজন্য শাখা কাটার সময়ে সে কোন শুকনো কি অনুর্বর শাখা রাখে না; সেসময় সে সবচেয়ে গভীরতম শিকড় পর্যন্ত লতার চারদিকে কোপায়, তীক্ষ্ণ কুড়াল দিয়ে মাটি সরায়, ও কোন ছোট শিকড় গজিয়ে উঠলে সে ছুরি দিয়ে তা ছেঁটে দেয়; তাতে লতা নিষ্প্রয়োজন ও অসার যত অংশ হারিয়ে বৃদ্ধি পাবে ও তাতে সমৃদ্ধ ও প্রচুর ফল ধরবে।

ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন, তাদের ঠিক এভাবেই আঘাত করেন: বস্তুত যাকে তিনি নিজ সন্তান বলে জানেন, তাকে কশাঘাত করেন (হিব্রু ১২:৬ দ্রঃ)। এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করে নেওয়া তাদেরই লক্ষণ, যাদের অনন্ত জীবন ভোগ করার কথা; কিন্তু শাসন গ্রহণ ক'রে মনে মনে যে গজ গজ করে, স্বর্গনিবাসীর দিকে সে মোটেই এগতে পারে না। এমনকি ধৈর্য ও ভালবাসার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ না করলে সে স্বর্গীয় আনন্দের উত্তরাধিকার হারায়। আর যদি প্রভুর শাসনের জন্য গজ গজ করে থাকে, তাহলে নিশ্চিত হোক, যারা গজ গজ করে তাদের যে দণ্ড, তাকে সেই দণ্ড ভোগ করতে হবে।

সুতরাং, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভুর শাসন তোমাদের মাথায় এসে পড়লে তোমরা গজ গজ করো না, আর তিনি তোমাদের ভর্ৎসনা করলে তখন নিরাশ হয়ো না। *অবশ্য, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল* (হিব্রু ১২:১১)। প্রভুর কশা দ্বারা জৈব অভিলাষের উত্তাপ নিস্তেজ হয়, কিন্তু আত্মার শক্তি তেজময় হয়ে ওঠে; তার নিষ্প্রয়োজন যা কিছু ছিল দেহ তা হারায়, কিন্তু প্রাণের যা অভাব ছিল, সে সেই শক্তি লাভ করে। তাতে প্রভুর শাসন দ্বারা শক্তি

বাড়ে ও রিপু উচ্ছিন্ন হয়, পার্থিব বিষয় অবজ্ঞার বস্তু হয় ও স্বর্গীয় বিষয় আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

আমরা যারা অধৈর্যের সঙ্গে শাশ্বত মঙ্গলদানের প্রতীক্ষায় রয়েছি, যখন তীব্র রোগ কি কঠিন প্রলোভনে আক্রান্ত বা পার্থিব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হই, তখন এসব কিছু থেকে আমাদের শক্তি বের করা উচিত, যাতে লড়াই বৃদ্ধি পেলে আমরা দ্বিধা না করে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে থাকি যে, অধিক গৌরবময় বিজয় আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আর আসলে ঠিক তেমন সময়েই আমরা দেখাতে পারি আমাদের প্রভুভক্তি কত জ্বলন্ত, যখন অনুকূলতা ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শুধু নয়, প্রতিকূল ও কঠোর অবস্থার মধ্য দিয়েও তাঁর কাছে যাই। পার্থিব ঐশ্বর্য না হারালে আমরা কোন মতে শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারি না; সুতরাং নিত্য আনন্দের প্রত্যাশায় আমাদের পক্ষে প্রতিকূল যত কিছু যথেষ্ট মঙ্গলজনক বলে গণ্য করা উচিত।

আমাদের পাপ অদণ্ডিত থাকবে, ঈশ্বরের কঠোরতা এমনটি কখনও হতে দেবে না; কিন্তু তাঁর বিচারের ক্রোধ এ বর্তমান কালে আমাদের শাসন করায় শুরু হয়, যাতে দুর্জনদের দণ্ডাদেশের সময়ে প্রশমিত হতে পারে। বস্তুত চিকিৎসক আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, আর তিনি আমাদের পাপের কলুষ অবিরত ছাঁটতে থাকেন, কারণ তিনি চান না, কলুষ হাড়ের মজ্জায় পৌঁছবে: পীড়নের লোহা দ্বারাই তিনি পাপের বিষ অপসারণ করেন। সত্য ঠিক একথা বলেছিলেন: *আমার যত শাখায় ফল ধরে না* আমার পিতা *তা ছেঁটে ফেলেন, বেশি ফল যেন ধরতে পারে* (যোহন ১৫:২): বস্তুত প্রলোভনে আক্রান্ত আত্মা যখন ভাবে, সদ্‌গুণের পূর্ববর্তী স্থৈর্য-পর্যায় থেকে কী কী তাকে দূর করে দিচ্ছে, তখন সেই আত্মা খুবই উদ্বিগ্ন পাছে আগে যা হতে শুরু করেছিল, সেই সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপেই হারায়। আর সে তখন প্রার্থনার খড়্গ ও অনুতাপের অশ্রু হাতে ধরে, আর তাতে প্রলোভনটা দুর্বল করে দিয়ে তার উপর অধিক গৌরবময় বিজয় লাভ করে— আসলে আত্মা নিজে নয়, তার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের অনুগ্রহই তা সাধন করে।

তখন এমনটি হয় যে, যে আত্মা অনুকূল অবস্থায় নিস্তেজ ও অনুর্বর ছিল, সেই আত্মা ফলদানের উদ্দেশ্যে অধিক বলিষ্ঠ ও তেজময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক - ২ তি ৩:১১, ১২; যুদিথ ৮:২৬ দ্রঃ

প্র তুমি তো ভাল করেই জান আমি কেমন নির্যাতন সহ্য করে এসেছি। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন।

উ যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে।

প্র যারা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছে, তারা সকলে বহু যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর বিশ্বস্ত থাকল।

উ যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:২২–৩:১৭)

## শেষ দিনগুলির কঠিন সময়

প্রিয়জন, যৌবনের যত দুর্মতি এড়িয়ে চল; যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ধর্মময়তা, বিশ্বাস, ভালবাসা ও শান্তির অন্বেষণ কর। তাছাড়া অসার ও গঠনমূলক নয় এমন আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে থাক; তুমি তো জান, এসব কিছু বিবাদ সৃষ্টি করে; কিন্তু বিবাদে জড়িয়ে থাকা প্রভুর দাসের উচিত নয়; তাকে বরং হতে হবে সকলের প্রতি বিনয়ী, ধর্মশিক্ষাদানে নিপুণ, ও সহিষ্ণু; বিরোধীদের ভর্ৎসনা কালে কোমল—এই আশায় যে, হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে, এবং চেতনা ফিরে পেয়ে তারা যেন দিয়াবলের ফাঁদ থেকে মুক্তি পায়; কারণ আসলে দিয়াবলই নিজের ইচ্ছার দাস করার জন্য নিজের জালে তাদের ধরে ফেলেছে।

এই কথাও জেনে রাখ, শেষ দিনগুলিতে কঠিন সময় দেখা দেবে। মানুষ হবে স্বার্থপর, অর্থলোভী, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, পরনিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অধার্মিক, হৃদয়হীন, রুক্ষ, অপবাদী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রচণ্ড, মঙ্গলের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, আত্মগর্বে অন্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয়; তাদের ভক্তির চেহারা থাকবে বটে, কিন্তু তার আন্তর শক্তি অস্বীকার করবে; তেমন লোকদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। ঠিক এই দলের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে, যারা ঘরে ঘরে প্রবেশ ক'রে তেমন স্ত্রীলোকদের মন বশ করে ফেলে, যারা নিজ পাপে ভারাক্রান্ত ও নানা ধরনের কামনা-বাসনায় চালিতা, যারা সবসময় সবকিছু শিখতে আগ্রহী, কিন্তু সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে অক্ষমা। যান্নেস ও যাম্ব্রেস যেভাবে মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি এরা সত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে: এরা এমন মানুষ, যাদের বিবেক বিকৃত ও যাদের বিশ্বাস অসঙ্গত। কিন্তু এরা বেশি দূরে এগিয়ে যাবে না, কারণ ওদের যেমন ঘটেছিল, তেমনি এদেরও নির্বুদ্ধিতা সকলের কাছে ব্যক্ত হবে।

তুমি কিন্তু আমার শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা, নিষ্ঠায় আমার অনুসরণ করেছ; আন্তিওখিয়া, ইকোনিয়ম ও লিস্ত্রার মত যত জায়গায় নির্যাতন ও দুঃখকষ্ট আমার প্রতি ঘটেছিল, তখনও তুমি আমার অনুসরণ করেছিলে; কত নির্যাতন আমি সহ্য করেছি, তা তুমি ভালই জান। কিন্তু সেই সমস্ত নির্যাতন থেকে প্রভু আমাকে নিস্তার করলেন। আসলে যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে। কিন্তু যারা দুর্জন ও প্রবঞ্চক মানুষ, তারা পরের ভ্রান্তি ঘটাতে ঘটাতে আর একই সময়ে নিজেদেরও ভ্রান্তি ঘটিয়ে শোচনীয় দশা থেকে অধিকতর শোচনীয় দশার পথে এগিয়ে যাবে।

তুমি কিন্তু যা কিছু শিখেছ ও যা কিছু সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছ, তাতেই স্থিতমূল থাক; তুমি তো জান কাদের কাছে তা শিখেছ! আরও, ছেলেবেলা থেকেই তুমি পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত: শাস্ত্রই তোমাকে সেই পরিত্রাণে প্রবুদ্ধ করার পরাক্রমের অধিকারী, যা খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। কেননা গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এবং ধর্মশিক্ষার জন্য, ভুল দেখাবার জন্য, ত্রুটি সংশোধনের জন্য, ও ধর্মময়তায় দীক্ষাদানের জন্য তার উপযোগিতা আছে, যেন ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

শ্লোক - ২ তি ২:২৪, ২৫; এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

প্ প্রভুর দাসকে হতে হবে সকলের প্রতি বিনয়ী, বিরোধীদের ভর্ৎসনা কালে কোমল,

উ হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে।

প্ ঈশ্বর দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন, বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।

উ হয় তো ঈশ্বর তাদের মনপরিবর্তন করার সুযোগ দেবেন, তারা যেন সত্যকে চিনতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (১৬-১৯)

**ক্রুশ আমাদের জন্য হল পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন**

ভ্রাতৃগণ, নিজেদের প্রবঞ্চিত করো না: যারা পরিবার বিকৃত করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না। তাই দেহের বেলায় তা করে যখন তারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে, তখন যিশু খ্রিষ্ট যার খাতিরে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যে মানুষ মিথ্যাশিক্ষা দ্বারা সেই ঈশ্বরবিশ্বাস বিকৃত করে, সে আর কত মহত্তর দণ্ডেই না দণ্ডিত হবে! তেমন ধূর্ত মানুষ অনির্বাণ আগুনেই চলে যাবে, আর তার সঙ্গে তারাও যাবে যারা তার কথা শুনেছে।

প্রভু এ উদ্দেশ্যেই মাথায় তৈলাভিষিক্ত হলেন, তিনি যেন মণ্ডলীর উপরে অমরতা ফুৎকার দিতে পারেন। তোমরা এ সংসারের অধিপতির দুর্গন্ধময় তেলে নিজেদের অভিষিক্ত হতে দিয়ো না, পাছে সে তোমাদের বন্দি ক'রে তোমাদের সামনে রাখা জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরজ্ঞান তথা সেই যিশু খ্রিষ্টকে পেয়েছি, তখন কেনই বা সকলে সুবিবেচক নই? প্রভু যে দান সত্যি প্রেরণ করলেন, তা ভুলে গিয়ে আমরা কেনই বা আমাদের নির্বুদ্ধিতায় বিনষ্ট হচ্ছি?

আমার প্রাণ সেই ক্রুশের উদ্দেশে পবিত্র, যা অবিশ্বাসীদের কাছে পতন-স্বরূপ, কিন্তু আমাদের জন্য পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন স্বরূপ। *প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়?* (১ করি ১:২০)। যারা সুবিবেচক বলে গণ্য, তাদের বাগাড়ম্বর কোথায়? বস্তুত আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুসারে দাউদের বীজ থেকে ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়ায় গর্ভস্থ হলেন: তিনি জন্ম নিলেন, ও বাপ্তিস্মও গ্রহণ করলেন যাতে নিজেকে অবনমিত করায় জল পবিত্রিত করতে পারেন।

কিন্তু মারীয়ার কুমারীত্ব ও তাঁর জন্মদানের কথা এসংসারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকল, প্রভুর মৃত্যুর কথাও তাই। এ রহস্য তিনটে এমন জয়ধ্বনি যা ঈশ্বরের নিস্তব্ধতায় সাধিত হল। তবে তিনি কেমন করে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন? সকল জ্যোতিষ্করাজির ঊর্ধ্বে এমন একটা জ্যোতিষ্ক আকাশে উদ্ভাসিত হল, যার আলো অবর্ণনীয়, যার নবীনতা সকলকে আশ্চর্যান্বিত করল; তখন সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে অন্য সকল তারা মিলে এ জ্যোতিষ্কের চারপাশ ঘিরল, জ্যোতিষ্কটির আলো কিন্তু তাদের

সকলের চেয়ে উজ্জ্বলতর ছিল; তাতে সকলে অবাক হয়ে গেল—নিজেদের পক্ষে অসাধারণ তেমন নবীনতা কোথা থেকে এল? এর দ্বারা যত কুসংস্কার ঘুচল, অধর্মের যত গিঁট খুলে গেল, অজ্ঞতা অপসারিত হল, ও প্রাক্তন রাজ্য ধ্বংসিত হল, কারণ অনন্ত জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ঈশ্বর যা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, সেই অনন্ত জীবনের সূচনা হয়েছিল। তাতে সমস্ত কিছু অস্থির হয়ে উঠল, কারণ মৃত্যু-অপসারণ পরিকল্পিত হচ্ছিল।

**শ্লোক** - যোহন ১৩:১৬, ১৭, ১৫

*প্র* দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়।

*উ* এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

*প্র* আমি তোমাদের একটা আদর্শ দিলাম, আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, তোমরাও যেন তেমনটি কর।

*উ* এ সমস্ত জেনে যদি তোমরা তা পালন কর, তবে তোমরা সুখী।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১৮—৬:১৪)

**প্রভুর দিন ; উপাসনা-কর্ম ও মিথ্যা নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাণী**

তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর!
তোমাদের পক্ষে প্রভুর দিন কী হবে?
তা অন্ধকার হবে, আলো নয়।
ঠিক যেন একজন লোক সিংহ থেকে পালায় কিন্তু ভালুকীর সামনে পড়ে ;
কিংবা ঘরে ঢুকে দেওয়ালে হাত রাখলে সাপটা তাকে কামড়ায়।
তবে প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়?
তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?
আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি,
তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।
তোমরা আমার কাছে আহুতি ও অর্ঘ্য নিবেদন করলে
আমি তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করি না,
তোমাদের নধর পশুর মিলন-যজ্ঞের প্রতিও নজর দিই না।
তোমার গানের কোলাহল আমার কাছ থেকে দূর কর,
আমি তোমার সেতারের সুর শুনতে পারি না।

সুবিচারই বরং জলের মত প্রবাহিত হোক,
ধর্মিষ্ঠতাই চিরপ্রবাহী স্রোতের মত বয়ে চলুক।
হে ইস্রায়েলকুল, মরুপ্রান্তরে তোমরা কি চল্লিশ বছর ধরে
আমার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্য উৎসর্গ করেছিলে?
কিন্তু তোমরা তোমাদের রাজা সাক্কুথকে

ও কিউন নামে তোমাদের সেই দেবমূর্তিকে,
তোমাদের নিজেদের জন্য গড়া সেই দেব-দেবীর তারাকেই
তোমরা কাঁধে তুলে বহন করে বেড়াচ্ছ!

এখন আমি দামাস্কের ওপারে তোমাদের বন্দিদশায়ই তাড়িত করতে যাচ্ছি,
একথা বলছেন প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর যাঁর নাম।
ধিক্ তাদের, যারা সিয়োনে নিশ্চিন্তেই বসে থাকে,
তাদেরও ধিক্, যারা সামারিয়ার পর্বতে নিজেদের নিরাপদ মনে করে,
জাতিসকলের এই প্রধানার মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ,
ইস্রায়েলকুল যাদের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়!
তোমরা কাল্‌নেতে একবার গিয়ে দেখ,
সেখান থেকে মহতী হামাথে এগিয়ে যাও,
পরে ফিলিস্তিনিদের সেই গাথে নেমে যাও:
তারা কি তোমাদের দুই রাজ্যের চেয়ে শ্রেয়?
কিংবা তাদের অঞ্চল কি তোমাদের অঞ্চলের চেয়ে বড়?
তোমরা মনে করছ, অমঙ্গলের দিন দূরে রাখবে,
কিন্তু অত্যাচারের আসন ত্বরান্বিত করছ।
গজদন্তময় শয্যায় শুয়ে, নিজেদের খাটের উপরে গা ছড়িয়ে
ওরা মেষপালের শাবকদের ও গোশালায় পুষ্ট করা বাছুরগুলোকে এনে খায়।
সেতারের ঝঙ্কারে জোর গলায় গান করে থাকে,
বাদ্যযন্ত্রে দাউদের সমকক্ষ হয়ে নতুন নতুন সুর বানায়;
বড় বড় পাত্রে আঙুররস পান করে,
সেরা তেল দেহে মাখায়,
কিন্তু যোসেফের দুর্দশার জন্য চিন্তাটুকুও করে না।

এইজন্য এখন তারা নির্বাসিতদের অগ্রভাগে নির্বাসনে চলে যাবে।
হ্যাঁ, দেহলালসদের হর্ষধ্বনি মিলিয়ে গেল।
প্রভু পরমেশ্বর নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন: প্রভুর উক্তি!

সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর এই আমিই যাকোবের গর্ব,
কিন্তু তার যত প্রাসাদ ঘৃণা করি ;
আমি নগরীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে পরের হাতে তুলে দেব।
এক ঘরে যদি দশজন রেহাই পায়, তারা মরবে ;
মৃতদেহ পোড়াবার জন্য যে জ্ঞাতি তা ঘর থেকে বের করে আনবে,
যে কেউ ঘরের শেষ কোণে রয়েছে, তাকে সে জিজ্ঞাসা করবে :
'ওখানে তোমার সঙ্গে কি আর কেউ আছে?'
সে উত্তর দেবে 'না!'
তাতে শোনা যাবে, 'চুপ!'
প্রভুর নাম করার জন্য আর কেউ নেই।

কেননা দেখ, প্রভু আজ্ঞা করেন,
আর তাঁর আঘাতে বড় বাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে,
ছোট বাড়িও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
ঘোড়া কি শৈলের উপরে দৌড়োতে পারে?
কিংবা পাথুরে জায়গায় কেউ কি বলদ দিয়ে লাঙল চালাবে?
অথচ তোমরা সুবিচার বিষগাছে
ও ধর্মিষ্ঠতার ফল সোমরাজে পরিণত করেছ।
তোমরা তো লো-দেবারে আনন্দ করেছ,
বলেছ, 'আমরা কার্নাইমের উপরে কি নিজেদের বলেই জয়ী হইনি?'
এখন দেখ, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতির উদ্ভব ঘটাব,
—সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
তারা হামাথের প্রবেশপথ থেকে আরাবার খরস্রোত পর্যন্ত
তোমাদের উৎপীড়ন করবে।

**শ্লোক** - আমোস ৫:১৮, ২১, ৬, ৮, ২০

*প্র* তোমাদের ধিক্, যারা প্রভুর দিনের আকাঙ্ক্ষা কর! আমি তোমাদের সমস্ত পর্বোৎসব ঘৃণা করি, অগ্রাহ্যই করি, তোমাদের ধর্মসভাও আমার গ্রহণীয় নয়।

*উ* যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।

*প্র* প্রভুর দিন কি আলো, অন্ধকার নয়? তা কি এমন অন্ধকার নয়, যাতে দীপ্তির লেশমাত্র নেই?

*উ* যিনি মৃত্যু-ছায়া প্রভাতে পরিণত করেন, তোমরা সেই প্রভুর অন্বেষণ কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (১৭শ পুস্তক ৪-৬)

## আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়

হিব্রুদের কাছে ঈশ্বর বলিদান ও আহুতি দাবি করতেন না, তাঁর দাবি বরং ছিল বিশ্বাস, বাধ্যতা ও ধর্মময়তা—তাদের পরিত্রাণের জন্য! নবী হোশেয়া দ্বারা তিনি একথায় তাদের কাছে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন: *আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত* (হো ৬:৬)। কিন্তু আমাদের প্রভুও তাদের কাছে একই নির্দেশ দিলেন: 'আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, এ বচনটির অর্থ তোমরা যদি বুঝতে পারতে, তাহলে নিরপরাধী ব্যক্তিদের দণ্ডিত করতে না!' তাতে তিনি নিজের সেই নির্বোধ ও অপরাধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের অভিযুক্ত করতে করতে নবীদের প্রচারিত সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করলেন।

একই প্রকারে খ্রিষ্ট নিজ শিষ্যদের এ নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ঈশ্বরের কাছে তাঁর সৃষ্টির প্রথমফসল উৎসর্গ করে—তাঁর পক্ষে তা প্রয়োজন ছিল এমন নয়; তিনি বরং চাচ্ছিলেন, তারা নিজেরা যেন ফলহীন ও অকৃতজ্ঞ না হয়। এজন্য তিনি সৃষ্ট জগৎ থেকে আগত সেই রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে বললেন, *এ আমার দেহ।* তেমনিভাবে সৃষ্টবস্তু থেকে আগত আঙুররসের পানপাত্র হাতে নিয়ে—সে সৃষ্টবস্তু এমন, যা আমাদের নিজেদেরও পরিবেশ—তিনি তা নিজের রক্ত বলে অভিহিত করলেন, এবং এ কথাও বললেন যে, সেই রক্তই হবে নবসন্ধির নৈবেদ্য (মথি ২৬:২৮ দ্রঃ)।

প্রেরিতদূতদের হাত থেকে তেমন নৈবেদ্য গ্রহণ করে মণ্ডলী নবসন্ধির মঙ্গলদানের প্রথমফল স্বরূপে তা তাঁরই কাছে উৎসর্গ করে যিনি অন্নদাতা ঈশ্বর। এ নৈবেদ্য বারোজন নবীর মধ্যে অন্যতম সেই মালাখির ভাববাণীতে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু* (মালা ১:১০-১১)। এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন যে, প্রথম জাতি ঈশ্বরের কাছে আর কোন নৈবেদ্য অর্পণ করবে না; কিন্তু সর্বত্রই নতুন এমন এক বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত হবে যা সত্যিকারে শুদ্ধ, তাতে সর্বদেশের মাঝে তাঁর নাম গৌরবান্বিত হবে। আর সর্বদেশের মাঝে গৌরবান্বিত আর কোন্ নাম আছে আমাদের প্রভুরই নাম ছাড়া, যাঁর মধ্য দিয়ে পিতা গৌরবান্বিত হন ও মানুষ গৌরব লাভ করে? কিন্তু ঠিক যেহেতু এ নাম তাঁর নিজের পুত্রের নাম ও তাঁর নিজের কাছ থেকেই আসা নাম, সেজন্য তিনি নামটি বিষয়ে বলেন: 'আমার নাম'।

এক রাজা যদি নিজেই নিজ পুত্রের ছবি আঁকতেন, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারতেন সেই ছবি নিজেরই ছবি—এর কারণ দু'টো: প্রথমত, ছবিটা তাঁর নিজের পুত্রের; দ্বিতীয়ত, তা তিনি নিজেই এঁকেছেন। একই প্রকারে যিশু খ্রিষ্টের সেই নামের বেলায়ও ঘটে, যে নাম মণ্ডলীতে সারা বিশ্বে গৌরবান্বিত। পিতা নামটা নিজেরই বললেন, কারণ নামটি তাঁর নিজের পুত্রের নাম, ও মানবপরিত্রাণের জন্য নামটি দান করায় তিনি নিজেরই হাতে তা লিখলেন।

তাই পুত্রের নাম পিতারই নিজস্ব অধিকার, এবং মণ্ডলী যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজ নৈবেদ্য সর্বত্রই নিবেদন করে। এ দ্বিমুখী বিষয় মনের সামনে রেখে নবী যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলতে পারলেন, *সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়।* ধন্য যোহনের বাণী অনুসারে, এ ধূপ হল *পবিত্রজনদের প্রার্থনার* এক দৃষ্টান্ত (প্রকাশ ৫:৮)।

শ্লোক - লুক ২২:১৯, ২০; প্রবচন ৯:৬ দ্রঃ

প্ঃ এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত ; এ নবসন্ধির রক্ত, যা তোমাদের জন্য পাতিত—প্রভুর উক্তি।

উঃ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

প্ঃ এসো তোমরা, আমার রুটি খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি নিজে মিশিয়ে দিলাম।

উঃ আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২২)

## সাধু পলের শেষ বাণী

প্রিয়জন, ঈশ্বরের সামনে, এবং জীবিত ও মৃতদের যাঁর বিচার করার কথা, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সামনে, তাঁর আবির্ভাব ও তাঁর রাজ্যের দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর। কারণ এমন সময় আসবে, যখন লোকেরা যথার্থ ধর্মশিক্ষা আর সহ্য করবে না, কিন্তু নতুন নতুন কিছু শুনবার জন্য তাদের কান চুলকাবে, এবং তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে নিজেদের চারপাশে রাশি রাশি গুরু জমিয়ে রাখবে; এবং রূপকথার দিকে ফেরার জন্য সত্যের দিকে কান দিতে আর চাইবে না। তুমি কিন্তু সবকিছুতে পূর্ণ সচেতন থাক, দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

আর আমি, আমার রক্ত তো এর মধ্যে পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আমার বিদায়ের সময় এসে গেছে। আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন—আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা করছে।

তুমি যত শীঘ্রই আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর, কারণ দেমাস এই বর্তমান যুগের আসক্তিতে আমাকে ত্যাগ করে থেসালোনিকিতে চলে গেছে; ক্রেস্কেন্ত গালাতিয়ায় গিয়েছেন, আর তীত দাল্‌মাতিয়ায়। একমাত্র লুক আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করে এসো, কারণ ধর্মসেবা কাজের উদ্দেশ্যে সে আমার উপযোগী হবে। তিখিকসকে এফেসসে পাঠিয়েছি। ত্রোয়াসে কার্পসের কাছে যে আলোয়ানটা রেখে এসেছি, আসবার সময়ে তা এখানে নিয়ে এসো; সব পুঁথিপত্রও সঙ্গে করে নিয়ে এসো, বিশেষভাবে নোটখাতাগুলো। কাঁসারী আলেক্সান্দার আমার অনেক ক্ষতি করেছে; প্রভু

তাকে তার কাজের যোগ্য প্রতিফল দেবেন। লোকটার বিষয়ে তুমিও সাবধান থাক, কারণ সে আমাদের বাণীপ্রচারের উগ্র বিরোধী হয়েছে।

আমার প্রথম পক্ষসমর্থনের সময়ে আমাকে সহায়তা করতে কেউই এগিয়ে আসেনি; সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে; ওদের এই দোষ গণ্য করা না হোক। কিন্তু তবু প্রভুই আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং আমার অন্তরে পরাক্রম যোগালেন, যার ফলে সেদিন আমার মধ্য দিয়ে বাণী-ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হল এবং বিজাতীয়রা সকলে তা শুনতে পেল, আর আমি সিংহের মুখ থেকে নিস্তার পেলাম। প্রভু সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাকে নিস্তার করবেন এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যের জন্য আমাকে নিরাপদে রাখবেন। তাঁর গৌরব হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

প্রিস্কা ও আকুইলাকে এবং অনেসিফরসের বাড়ির সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। এরাস্তস করিন্থে রয়ে গেছেন, এবং ত্রফিমসকে অসুস্থ অবস্থায় মিলেতসে রেখে এসেছি। তুমি শীতকালের আগেই এখানে আসতে চেষ্টা কর। এউবুলস, পুদেন্স, লিনুস, ক্লাউদিয়া এবং এখানকার সকল ভাই তোমাকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

প্রভু তোমার আত্মার সঙ্গে থাকুন। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক - ২ তি ৪:২, ৫; ফিলি ১:১৮

℣ তুমি বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর।

℟ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

℣ কপটতায় বা সত্যের আশ্রয়ে যে কোন প্রকারেই হোক, আসল কথা হল: খ্রিষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন।

℟ দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও, তোমার সেবাদায়িত্ব সম্পন্ন কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (২০-২১)

## আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টবিশ্বাসে, ও তাঁর যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থানে স্থির থাক। যিনি মাংস অনুসারে দাউদবংশীয় (রো ১:৩ দ্রঃ), যিনি মানবপুত্র ও ঈশ্বরপুত্র, সেই খ্রিষ্টে ও এক বিশ্বাসে তোমরা তো তাঁরই অনুগ্রহে সাধারণ জনসভায় তাঁর নামে বারবার সম্মিলিত হও, যাতে বিশপ ও প্রবীণবর্গের প্রতি মনের স্থিরতায় বাধ্যতা দেখাতে পার ও সেই রুটি ছিঁড়তে পার যা অমরতা লাভের জন্য প্রতিকার, ও এমন ঔষধ যাতে আমরা না মরি বরং যিশু খ্রিষ্টে চিরজীবিত থাকতে পারি।

আমি আমার প্রাণোৎসর্গ তোমাদের জন্য পূর্ণ করব, তাদেরও জন্য যাদের তোমরা ঈশ্বরের সম্মানার্থে স্মির্নায় প্রেরণ করেছ; এ স্মির্না থেকেই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ, ও পলিকার্পের কাছে ও তোমাদেরও কাছে আমার ভালবাসা জানিয়ে তোমাদের কাছে লিখছি। তোমরা আমাকে সেভাবে স্মরণ কর, যিশু খ্রিষ্টও যেভাবে তোমাদের স্মরণ করেন। সেই সিরিয়ার মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা কর, যেখান থেকে আমি রোমে বন্দি অবস্থায় চালিত হচ্ছি—সেখানকার ভক্তদের মধ্যে নিম্নতম হয়েও তবু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছি। আমাদের পিতা ঈশ্বরে ও আমাদের সকলের সার্বজনীন প্রত্যাশা সেই যিশু খ্রিষ্টে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

**শ্লোক** - ২ করি ১২:১৪-১৫; ফিলি ২:১৭

*প্র* আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য, আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব,

*উ* এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

*প্র* যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি আনন্দিত,

*উ* এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

# রবিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-১৭)

### ইস্রায়েলের বিনাশ সংক্রান্ত নানা দর্শন

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দ্বিতীয় ঘাস গজিয়ে ওঠার আরম্ভে,
রাজার ঘাস কাটবার পরে যে ঘাস হয়, সেই ঘাস বেড়ে ওঠার সময়ে
এক ঝাঁক পঙ্গপাল দেখা দিচ্ছিল।
সেগুলো অঞ্চলের ঘাস নিঃশেষে গ্রাস করলে
আমি বললাম : 'প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষমা কর ;
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট !'
এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু বললেন, 'এমনটি ঘটবে না !'

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, দণ্ডাজ্ঞার জন্য আগুন ডাকছিলেন,
তা অতল গহ্বর গ্রাস করেছিল, এবার দেশ গ্রাস করছিল ;
তখন আমি বললাম : প্রভু, পরমেশ্বর আমার,
দোহাই তোমার, ক্ষান্ত হও,
যাকোব কেমন করে দাঁড়াতে পারবে? সে যে এত ছোট !'

এতে প্রভু দয়ায় বিগলিত হলেন ;
প্রভু, আমার পরমেশ্বর, বললেন, 'এমনটিও ঘটবে না।'

তিনি যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
ওলন হাতে নিয়ে প্রভু ওলনের টানা তৈরী এক দেওয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ;
প্রভু আমাকে বললেন, 'আমোস, কী দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'একটা ওলন দেখতে পাচ্ছি।'
প্রভু আমাকে বললেন,
'আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে একটা ওলন দিতে যাচ্ছি,
তাদের আর কখনও ক্ষমা করব না।
ইস্হাকের উচ্চস্থানগুলো ধ্বংস করা হবে,
ইস্রায়েলের যত দেবালয় ভূমিসাৎ করা হবে,
আর তখন আমি খড়্গ ধারণ করে যেরবোয়ামের কুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব!'

বেথেলের যাজক আমাজিয়া ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের কাছে এই কথা বলে পাঠালেন: 'আমোস ইস্রায়েলকুলের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে; দেশ তার বাণী আর সহ্য করতে পারে না, কারণ আমোস নাকি একথা বলছে: যেরবোয়াম খড়্গের আঘাতে মারা পড়বেন ও ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।' তখন আমাজিয়া আমোসকে বলল, 'হে দৈবদ্রষ্টা, চলে যাও, যুদা দেশে গিয়ে আশ্রয় নাও: সেইখানে তোমার রুটি খেতে পারবে, সেইখানে ভাববাণী দিতে পারবে; কিন্তু বেথেলে আর ভাববাণী দিয়ো না, কারণ এ রাজকীয় পবিত্রধাম ও রাজকীয় মন্দির।' তখন আমোস উত্তরে আমাজিয়াকে বললেন, 'আমি তো নবী ছিলাম না, কোন নবী-সঙ্ঘের সদস্যও ছিলাম না ; আমি শুধু এক রাখাল ছিলাম, ও ডুমুরগাছ চাষ করতাম। কিন্তু প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং প্রভু আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের কাছে ভাববাণী দাও।

তাই এখন তুমি প্রভুর বাণী শোন :

তুমি নাকি বলছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাববাণী দিয়ো না,
ইস্‌হাক-কুলের বিপক্ষে বাণীপ্রচার করো না।
এজন্য প্রভু একথা বলছেন,
তোমার স্ত্রী শহরের মধ্যে বেশ্যাচার করবে,
তোমার পুত্রকন্যারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তোমার জমিজমা দড়ি দিয়ে ভাগ ভাগ করা হবে,
তুমি নিজে অশুচি এক দেশভূমিতে মরবে,
এবং ইস্রায়েল স্বদেশ থেকে দূরেই নির্বাসিত হবে।'

**শ্লোক** - আমোস ৩:৭, ৮; ৭:১৫ দ্রঃ

*প্র* তাঁর আপন দাস সেই নবীদের কাছে নিজের রহস্যময় সুমন্ত্রণা প্রকাশ না করে প্রভু পরমেশ্বর কিছুই করেন না :

*উ* প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

*প্র* প্রভু আমাকে গবাদি পশুর পিছন থেকে নিলেন, এবং আমাকে বললেন, যাও, আমার আপন জনগণের কাছে নবীয় বাণী শোনাও।

*উ* প্রভু পরমেশ্বর বাণী উচ্চারণ করলেন : কে না নবীয় বাণী দেবে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ পুস্তক)

**পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা**

যে প্রবাসী প্রভুর দিকে ভালবাসায় যাত্রা করে, তার আবাস এ পৃথিবীতে ইতিমধ্যে দৃশ্য হলেও সে পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে অপসারণ করে না, কিন্তু বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে নিজের আত্মা ছিন্ন করে। সে জীবিত বটে, কিন্তু নিজ লালসা ক্রুশে দিয়েছে, ও দেহকে নিজস্ব সম্পদরূপে আর ব্যবহার করে না—দেহ যেন সর্বনাশ ঘটাবার কোন সুযোগ না পায়, এজন্য দেহের পক্ষে যা অতি প্রয়োজনীয়, তাছাড়া দেহকে সে অন্য কিছু মঞ্জুর করে না।

ঠিক যেন ইহলোকের মানুষ নয়, এমন মানুষ যখন অমঙ্গলে বাস করে না, কিন্তু আপন ভালবাসার পাত্র সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত, তার পক্ষে তখন দৃঢ়তার

আর কী প্রয়োজন হতে পারে? সে তখন কেমন করে আত্মসংযমের উপর নির্ভর করতে পারে, যখন তার পক্ষে সংযমের আর কোন প্রয়োজন নেই? নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য আত্মসংযম দরকার, তেমন লালসার অধীন হওয়া পবিত্রিত মানুষের লক্ষণ নয়, কিন্তু এমন মানুষের লক্ষণ, যে মানুষ এখনও মনের অস্থিরতায় আক্রান্ত। দৃঢ়তার কথা ধরলে দেখা যাচ্ছে, তা তখনই প্রয়োজন, যখন ভয় ও মনের অস্বস্তি উপস্থিত।

জগৎসৃষ্টির আগে যার বিষয়ে নিরূপিত, সে দত্তকপুত্রত্বের উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হবে, ঈশ্বরের তেমন বন্ধুকে নানা ভাবাবেগ ও ভয়-ভীতির অধীন হয়ে মনের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে অতিব্যস্ত থাকা মানায় না। এমনকি আমি এ কথাও বলব: যেমন এক ব্যক্তির বিষয়ে তার যে কর্ম করার কথা সেই ভিত্তিতে, ও সেই কর্মফলের ভিত্তিতেও সবকিছু পূর্বনিরূপিত, তেমনি ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা সে যাঁকে ভালবেসেছে, তাঁকে পাবার কথাও তার জন্য একপ্রকারে পূর্বনিরূপিত। অন্যান্য মানুষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করে থাকে, সে কিন্তু ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কোন অসার কল্পনার উপর নির্ভর করে না, বরং অন্যান্যদের কাছে যা অনিশ্চিত ও অন্ধকারময়, তার কাছে তা বিশ্বাসগুণে সুস্পষ্ট, এবং ভবিষ্যতে যা যা ঘটবার কথা, তার কাছে তা ভালবাসা গুণে ইতিমধ্যেই বাস্তব। যেহেতু ভাববাণী ও নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সে সত্যবাদী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছে, সেজন্য সে যাঁকে বিশ্বাস করেছে তাঁকে পেয়ে গেছে ও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিও লাভ করে গেছে। সুতরাং যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিজে সত্য হওয়ায় তিনি বিশ্বাসযোগ্য, সেহেতু ঈশ্বরজ্ঞানের মাধ্যমে সে অবশ্যই প্রতিশ্রুতির লক্ষ্যও অর্জন করে থাকে। যে কেউ একথা জানে যে, নিজের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে ভবিষ্যতের নিশ্চিত জ্ঞান দান করে, সে ভালবাসার সঙ্গেই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়; অন্যদিকে সে বর্তমান পরিস্থিতির বিষয়বস্তু তত ভালবাসার সঙ্গে বাসনা করবে না, এবং প্রকৃত মঙ্গলদান তথা স্বর্গীয় বিষয় পাবে বলে নিশ্চিত হওয়ায় সে ইহলোকের বিষয় পেতেও চেষ্টা করবে না; সে বরং সেই বিশ্বাস রক্ষা করতে বাসনা করবে যা তার বাসনা পরিপূর্ণরূপে মিটিয়ে দেবে।

উপরন্তু সে বাসনা করে, যত ভাইবোন যেন ঈশ্বরের গৌরবার্থে তার মত হতে পারে —তাও ঐশজ্ঞানলাভের মাধ্যমে সাধিত হবে। কেননা, কুপথ এড়িয়ে ত্রাণকর্তার আদেশ

পালনে তাঁর প্রতিমূর্তির প্রতি-অঙ্কন করা যখন মানবস্বরূপের উদ্দেশ্য, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপেই ত্রাণকর্তার সমরূপ, সে অন্যদের পক্ষে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ। হ্যাঁ, পুণ্যকর্ম ও ঐশজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরকে আরাধনা করা হয়।

শ্লোক - মিখা ৬:৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪, ১২

প্ল হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;

উ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

প্ল দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমার পরমেশ্বর প্রভুর। এখন তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি রাখছেন?

উ তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:১-১১)

## খ্রিষ্টীয় আহ্বান

যিশু খ্রিষ্টের দাস ও প্রেরিতদূত আমি, শিমোন পিতর, যারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে একই মহামূল্যবান বিশ্বাস পেয়েছে, তাদের সমীপে : ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যিশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার। এজন্যই তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। এই সমস্ত সদ্‌গুণ যদি তোমাদের অন্তরে থাকে ও উপচে পড়ে, তবে এগুলো আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের উদ্দেশে তোমাদের অলস ও নিষ্ফল রাখবে না। কিন্তু এই সমস্ত কিছু যার নেই, সে অন্ধ, ও তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ; সে ভুলেই গেছে যে, তার প্রাচীন সমস্ত পাপ থেকে তাকে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং ভাই, তোমাদের তেমন আহ্বান ও মনোনয়ন উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট থাক; তেমন চেষ্টা করলে তোমাদের কখনও হোঁচট খেতে হবে না, কেননা এভাবে চললেই তোমাদের দেওয়া হবে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের চিরন্তন রাজ্যে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার।

**শ্লোক** - ২ পি ১:৩, ৪; গা ৩:২৭ দ্রঃ

*প্র* যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন,

*উ* যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

*প্র* তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ,

*উ* যেন তোমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯২:১, ২, ৩)

**যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফলাফল**

প্রভু একথা বলেন: *শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না* (মথি ৫:২০)। কিন্তু *বিচারের উপর দয়া জয়ী না হলে* (যাকোব ২:১৩ দ্রঃ) কেমন করে ধর্মিষ্ঠতা গভীরতর হবে? আর এর চেয়ে ন্যায্য ও সমীচীন কী থাকতে পারে যে, যে সৃষ্টজীব ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, সেই সৃষ্টজীব তাঁর নির্মাতার অনুকরণ করবে, যিনি বিশ্বাসীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পবিত্রীকরণ পাপক্ষমায়ই প্রতিষ্ঠিত করলেন, যাতে প্রতিশোধের কঠোরতা বিদূরিত হলে ও যে কোন দণ্ড বাতিল হলে অপরাধী নিরপরাধিতা ফিরে পেতে পারে ও অপরাধের সমাপ্তি সদ্‌গুণের সূচনা হয়ে উঠতে পারে!

বিধান বাতিল করায় নয়, বিধানের মাংসময় উপলব্ধি অস্বীকার করায়ই তো খ্রিষ্টিয়ানদের ধর্মিষ্ঠতা শাস্ত্রী ও ফরিশীদের চেয়ে গভীরতর হবে! এজন্যই প্রভু নিজ শিষ্যদের কাছে উপবাস-রীতি শিখিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, *তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ণ ভাব দেখিয়ো না; কেননা তারা যে উপবাস করছে, তা লোকদের দেখাবার জন্যই নিজেদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে* (মথি ৬:১৬)। মানব প্রশংসা ছাড়া কোন্ মজুরি? তেমন প্রশংসার বাসনায় বহুবারই তো ধর্মিষ্ঠতার বাহ্যিক চেহারা দেখানো হয়, আর

যেখানে বিবেকের প্রতি কোন যত্ন নেই, সেখানে খ্যাতির ভণ্ডামিই অধিক প্রিয়; তাতে যে অধর্ম নিজেকে লুকিয়ে রাখছে বিধায় দণ্ডনীয়, দণ্ডনীয় হয়েও সেই অধর্ম মিথ্যা সম্মান পেয়ে তৃপ্তি পায়।

ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তার সেই ভালবাসার পাত্রের গ্রহণীয় হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট; কারণ ভালবাসা ছাড়া সে অন্য প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। বস্তুত ভালবাসা এ উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর থেকে উদ্গত, যাতে ঈশ্বর নিজেই ভালবাসার পাত্র হতে পারেন; আর এজন্যই ধার্মিক ও শুচি মন ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হতে এত খুশি যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তৃপ্তি পেতে বাসনা করে না।

তাই প্রভু যা বললেন, তা অতিশয় সত্যাশ্রয়ী: *যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে* (মথি ৬:২১)। কিন্তু তার নিজের কর্মফল ও শ্রমের ফসল ছাড়া মানুষের ধন আর কীবা হতে পারে? বস্তুত *মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে* (গা ৬:৭),—যার যেমন কর্ম, তার তেমন ফলাফল, ও যেখানে উপভোগের আনন্দ রয়েছে, সেখানে মনের চিন্তাই থাকতে বাধ্য। কিন্তু, যেহেতু ঐশ্বর্য বহুপ্রকার, ও আনন্দের বস্তু নানাবিধ, সেজন্য এক একজনের ধন হবে তার নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, আর সেই ধন যদি পার্থিব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তার উপভোগ মানুষকে খুশি নয়, দুর্ভাগাই করে।

কিন্তু যারা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী, ও পার্থিব কি ক্ষয়শীল বস্তুতে নয়, সনাতন বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তারা সেই ধনেই নিজেদের অক্ষয়শীল ঐশ্বর্য সঞ্চিত রেখেছে যার বিষয়ে নবী বলেন, *আমাদের ধন এসে গেছে, প্রভুর কাছ থেকে এসে গেছে ত্রাণকারী প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তো ধর্মময়তার ধনভাণ্ডার* (ইশা ৩৩:৬ দ্রঃ), যার মধ্য দিয়ে, ঈশ্বরের সহায়তায়, পার্থিব মঙ্গলদানও স্বর্গীয় মঙ্গলদানে রূপান্তরিত হয়, আর আসলে অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য উপায়ে লাভ করা ধনসম্পদ দয়াধর্মের উদ্দেশে ব্যবহার করে। আর তারা যখন গরিবদের সাহায্যদানে নিজেদের অতিরিক্ত অংশ বিলিয়ে দেয়, তখন এমন ঐশ্বর্য সংগ্রহ করে যা হারানো যায় না, কারণ অর্থদানের উদ্দেশ্যে যা বাকি রেখেছে, তার মূল্যহ্রাস হতে পারে না। তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই

তাদের হৃদয় সেখানে রয়েছে যেখানে তারা ধন রেখেছিল, কারণ ক্ষতির ভয় না করে তেমন ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করার জন্য তা উপভোগ করা-ই হবে তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ।

**শ্লোক** - গা ৬:৯-১০, ৭

*প্র* সৎকাজ করায় আমরা যেন কখনও ক্লান্তি না মানি! কেননা ক্ষান্ত না হলে আমরা যথাসময় ফসল পাব।

*উ* সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি।

*প্র* মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে।

*উ* সুতরাং যতক্ষণ সময়-সুযোগ আছে, এসো, সকলের মঙ্গল সাধন করি।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৪)

**অন্যান্য দর্শন**

প্রভু, আমার পরমেশ্বর, যা আমাকে দেখালেন, তা এ :
দেখ, শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।
তিনি আমাকে বললেন, 'আমোস, কি দেখতে পাচ্ছ?'
আমি উত্তরে বললাম, 'শেষ গ্রীষ্মের এক চুপড়ি ফল।'

প্রভু আমাকে বললেন,
'আমার জনগণ ইস্রায়েলের শেষ পরিণাম এসেছে;
তাকে আর কখনও ক্ষমা করব না।
সেইদিন প্রাসাদের গান হাহাকার হয়ে যাবে।
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
মৃতদেহ বহু; সেইসব সব জায়গায় ফেলে দেওয়া হবে। চুপ!'
এই কথা শোন তোমরা,
যারা নিঃস্বকে গ্রাস করছ ও দেশের দীনহীনকে নিশ্চিহ্ন করছ;
যারা বলে থাক :
'অমাবস্যা কখন পার হবে, যাতে শস্য বিক্রি করা যেতে পারে?
শাব্বাৎও কখন পার হবে, যাতে গমের ব্যবসা করা যেতে পারে?
তখন আমরা এফা লঘুভার করব ও শেকেল ভারী করব,
এবং চালাকির দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ঠকাতে পারব;
আমরা অর্থের বিনিময়ে অভাবীকে
ও এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিঃস্বকে কিনতে পারব।

গমের ছাঁটও বিক্রি করতে পারব!'
প্রভু যাকোবের গর্বের দিব্যি দিয়ে শপথ করেছেন:
আমি তাদের কাজকর্ম কখনও ভুলব না।
এর জন্যই কি পৃথিবী কম্পান্বিত নয়?
তার অধিবাসী সকলে কি শোকার্ত নয়?
সমগ্র পৃথিবী কি নীল নদের মত ফেঁপে উঠছে,
ও মিশরের নদীর মত সংক্ষুব্ধ হয়ে আবার বসে যাচ্ছে?

সেইদিন—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—
আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব,
আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব।
তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে,
তোমাদের সমস্ত গান বিলাপে পরিণত করব;
সকলের কোমরে চটের কাপড় জড়াব,
সকলের মাথার চুল খেউরি করাব;
একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব,
তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন!

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে,
—আমার পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব;
তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,
কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা।

তখন লোকে টলতে টলতে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে,
উত্তর থেকে পুবে ঘুরে বেড়াবে,
তারা তো প্রভুর বাণীর অন্বেষণ করবে,
কিন্তু তা পাবে না।

সেইদিন সুন্দরী যুবতীরা ও যুবকেরা
তেষ্টায় মূর্ছাতুর হবে।
যারা সামারিয়ার পাপের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা বলে, 'দান! তোমার জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি!
বের্শেবা! তোমার প্রতাপময়ের জীবনের দিব্যি!'
তাদের সকলের পতন হবে, আর কখনও উঠতে পারবে না।

**শ্লোক** - আমোস ৮:১১; মথি ৫:৬

*প্র* দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যে দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়,

*উ* আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।

*প্র* ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

*উ* আমি প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা প্রেরণ করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লাতিন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩০)

## বিশ্বাসীদের কাছে প্রভু তেমন চারণমাঠ দান করলেন

*প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার* (সাম ২৩:১)। দেখ কেমন করে মণ্ডলী নিজের সন্তানদের মুখ দিয়ে নিজের কথা বর্ণনা করে: ঈশ্বর তাকে সত্যিই চালিত করেন বিধায় মণ্ডলীর পতন হবে না, ভুলও হবে না। ইনিই আমাদের রাজা, যিনি আমাদের হৃদয় ও দেহ দৈনন্দিন চালিত করেন ও আমাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি রক্ষা করেন; তাতে আমাদের কোন অভাব নেই।

হয় তো এমন কেউ রয়েছে যারা বলবে, প্রভু যার পালক ও যার অভাব নেই, তবু সে পার্থিব বিষয়ে পরীক্ষিত। কিন্তু 'অভাব নেই তো আমার' বলতে এছাড়া আর কী বোঝাতে পারে যে, যারা যাচনা করে, প্রভু তাদের কথা কান পেতে শোনেন? তিনি চালিত করেন, তিনি কোন কিছু দিতে অস্বীকার করেন না; তাই 'অভাব নেই তো আমার' কথাটা অপরূপ একটা ব্যাপার। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ না করলে তিনি প্রজ্ঞা, সুবুদ্ধি, আত্মসংযম, শক্তি, ও ধর্মময়তা দান করেন—তেমন কিছুর অভাব না থাকলে

তবে কৃপণ ব্যক্তি আর কীসের খোঁজ করে? এ গুণাবলিতে ঈশ্বর নিজে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে দান করেন, ফলে যার মধ্যে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, সে কখনও দোষী হবে না।

*প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে* (সাম ২৩:১-২)। এ চারণমাঠও অপরূপ ব্যাপার! তেমন ভোজনপাট মানুষকে সবসময় পরিতৃপ্ত করে অথচ কখনও ফুরিয়ে যায় না। তুমি কি জানতে চাও, কেমন করে ঈশ্বর তাদের চারণ করেন, যারা তাঁর দিকে চেয়ে আছে, অর্থাৎ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে? নবী বলেন, *সেই দিনগুলিতে আমি দেশে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করব; তা রুটির ক্ষুধা বা জলের তেষ্টা নয়, কিন্তু প্রভুর বাণী শ্রবণেরই ক্ষুধা* (আমোস ৮:১১)। আমাদের প্রাণ যখন বিধানের এ মাঠ ও সন্ধির এ ফুলের কাছে উপস্থিত, তখন সঞ্জীবিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয়ের শুদ্ধতায় উল্লাস করে; এ স্থানে শুয়ে প্রাণ অগ্রসর হয়, বিশ্রাম পায়, উল্লাস করে, গৌরব বোধ করে।

এই উত্তম পালক, যিনি নিজ মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন, তিনি সেই বিশ্বাসীদের কাছে এ চারণমাঠ দান করলেন যারা তাঁর উপরে ভরসা রাখে ও সেই চারণমাঠে এসে পৌঁছে যে মাঠে তিনি প্রাণ নিরাপদে শুইয়ে রাখেন। *আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে* (সাম ২৩:২-৩)। এ জলও অপরূপ ব্যাপার, কেননা তেমন জল মলিনতা ধৌত করে, কালিমা মুছে দেয়, রুক্ষ যা কিছু নিখুঁত করে তোলে: *তোমরা পুরাতন মানুষকে আর তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ যে মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট* (কল ৩:৯-১০; এফে ৪:২৪)।

পদার্থের মধ্যে জল প্রথম স্থানের অধিকারী; কিন্তু এ জল যখন পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে, তখন একটা সাক্রামেন্ত হয়: তেমন জল আর পান করার মত জল নয়, বরং পবিত্রতা দানকারী জল হয়ে ওঠে—সাধারণ জল আর নয়, আত্মিক পানীয় হয়ে ওঠে। এ জলের মধ্য দিয়ে তিনি দীক্ষিতদের শুচীকৃত করে বের করে আনেন, ও অনুগ্রহের বিভায় তাদের আলোকিত ও পরিপূর্ণ করে সিদ্ধপুরুষ করে তোলেন, *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল* (রো ৫:২০), সেখানে যেন অনুগ্রহ উপচে পড়ে।

*আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত কর; আমার পানপাত্র উচ্ছলিত* (সাম ২৩:৫)। প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ তুমি আমাদের এ তেল দেখিয়েছ যা আমরা জানি, তৈলাভিষেকেরই তেল। বস্তুত খ্রিষ্ট তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত, ও তাঁর ভক্তরা সেই তৈলাভিষেক লাভেই খ্রিষ্টিয়ান অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত। এখন শোন পাত্রটা কী। এ হল সেই পাত্র যে পাত্রের বিষয়ে লেখা আছে, *প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, মসলা-মেশানো সফেন আঙুররসে পূর্ণ সেই পাত্র* (সাম ৭৫:৯); আবার সেই পাত্রও, যন্ত্রণাভোগের সময়ে তিনি যা ইঙ্গিত করে বলে উঠেছিলেন, *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এ পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক।* আর যেহেতু তিনি বাধ্যতার আদর্শ, সেজন্য তিনি বলে চলেছিলেন, *তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক* (মথি ২৬:৩৯)। এ পানপাত্রেই মণ্ডলী পান করে, ও এ পানপাত্রে পান করেই সাক্ষ্যমরেরা পূর্ণ তৃপ্তি পান। প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ থেকে সারা বিশ্বজুড়ে যে গৌরব বিকীর্ণ হয়েছে, তা দেখে তোমরা দেখতে পাও, এ পানপাত্র কতই না গৌরবময়।

**শ্লোক** - এজে ৩৪:১২, ১৩, ১৪; যোহন ১০:১০

*প্র* মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব; এবং তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব;

*উ* আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।

*প্র* আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।

*উ* আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (১:৫-৭, ১২-২১)

**প্রেরিতদূতদের ও নবীদের সাক্ষ্যদান**

তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সচ্চরিত্রতা, সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সদ্‌জ্ঞান, সদ্‌জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি, ভক্তির সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রেম, ও ভ্রাতৃপ্রেমের সঙ্গে ভালবাসা যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর। তোমরা যদিও এই সমস্ত কিছু জান এবং তোমাদের পাওয়া সত্যে সুস্থিরও আছ, আমি তোমাদের কাছে এই সমস্ত কথা সবসময় মনে করিয়ে দিয়ে যাব। আর আমি মনে করি, যতদিন এই তাঁবুতে থাকি, ততদিন ধরে এই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের সজাগ রাখা আমার কর্তব্য, একথা জেনে যে, আমাকে শীঘ্রই এই তাঁবু ত্যাগ করতে হবে—কথাটা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টই আমাকে জানিয়েছেন। আর আমি এমন চেষ্টা করব, যেন আমার চলে যাওয়ার পরেও তোমরা এই সমস্ত কথা সবসময় মনে রাখতে পার।

কারণ নিপুণভাবে কল্পিত রূপকথার অনুসারী হয়ে আমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম এমন নয়; আমরা বরং নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। বস্তুত তিনি পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, যখন সেই ঐশমহিমময় গৌরব দ্বারা তাঁর কাছে এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল: ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম।

তাছাড়া নবীদের বাণীও আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়। সর্বপ্রথমে একথা জেনে রাখ যে, শাস্ত্রের কোন নবীয় বাণী ব্যক্তিবিশেষের ব্যাখ্যার বিষয় নয়, কারণ নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি, বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

**শ্লোক** - যোহন ১:১৪; ২ পি ১:১৬, ১৮ দ্রঃ

*প্র* বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন ;

*উ* আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব।

*প্র* তাঁর সঙ্গে পর্বতে থাকাকালে আমরা নিজেদের চোখেই তাঁর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

*উ* আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩৫শ বিভাগ ৮-৯)

**উৎসের কাছে এসো, স্বয়ং আলো দেখতে পাবে**

অবিশ্বাসীদের তুলনায় খ্রিষ্টিয়ান আমরা ইতিমধ্যে আলো হয়ে উঠেছি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন : *তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো : আলোর সন্তানদের মত চল* (এফে ৫:৮)। তিনি অন্যত্র এ কথাও বললেন, *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি* (রো ১৩:১২-১৩)।

তবু যে আলোর কাছে প্রায়ই এসে পৌঁছেছি, যেহেতু তার তুলনায় এই বর্তমান জীবনকালের দিনটিও প্রায় রাত, সেজন্য প্রেরিতদূত পিতরের এ বাণী শোন : *ইনি আমার পুত্র, আমার প্রিয়তম, এঁতে আমি প্রসন্ন। স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই কণ্ঠ আমরাই শুনেছিলাম, যখন তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম* (২ পি ১:১৭-১৮)। কিন্তু যেহেতু আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না, স্বর্গ থেকে আগত সেই বাণীও শুনিনি, সেজন্য পিতর নিজে আমাদের বলেন : *নবীদের বাণী আমাদের আছে, আর সেই বাণী অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত; তোমরা ঠিকই করবে যদি সেই বাণীর প্রতি, যা অন্ধকার স্থানে*

*জ্বলন্ত প্রদীপেরই মত, মনোযোগী থাক—যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে ওঠে এবং তোমাদের অন্তরে প্রভাতী তারা উদিত না হয়* (২ পি ১:১৯)।

তাই যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আসবেন ও প্রেরিতদূত পলের বাণী অনুযায়ী *অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন, আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে* (১ করি ৪:৫), তখন বর্তমানকালের এ সমস্ত প্রদীপের আর প্রয়োজন হবে না, অর্থাৎ নবীদের বাণী আমাদের কাছে আর পাঠ করা হবে না, প্রেরিতদূতের পত্রাবলির গ্রন্থ আর খোলা হবে না, যোহনের সাক্ষ্যদান আমাদের আর প্রয়োজন হবে না, এমনকি সুসমাচারও আমাদের পক্ষে দরকার হবে না। সুতরাং যে সমস্ত শাস্ত্র এ যুগ-রাত্রিতে আমাদের জন্য প্রদীপের মত জ্বালানো হচ্ছিল আমরা যেন অন্ধকারে না থাকি, সেই সমস্ত শাস্ত্র সরিয়ে দেওয়া হবে।

আমাদের পক্ষে তাদের আলোর প্রয়োজন আর না থাকায় এ সমস্ত কিছু যখন সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং আমাদের সঙ্গে সেই গৌরবময় ও উজ্জ্বল আলোর দর্শন পাওয়ায় শাস্ত্রের সেবকেরাও যখন সরে যাবে, এক কথায়, সহকারী যত কিছু যখন দূর করা হবে, তখন আমরা কী দেখতে পাব? আমাদের মন খাদ্যরূপে কী পাবে? আমাদের দৃষ্টি কিসেতে তৃপ্তি পাবে? কোথা থেকেই বা সেই আনন্দ আসবে, *কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা কখনও ভেসে ওঠেনি?* (১ করি ২:৯)। আমরা কী দেখতে পাব? আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, আমার সঙ্গে ভালবাস, বিশ্বাসে অটল হয়ে আমার সঙ্গে দৌড় দাও; এসো, স্বর্গীয় মাতৃভূমি বাসনা করি, স্বর্গীয় মাতৃভূমির আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের এ বর্তমান অবস্থায় নিজেদের প্রবাসী মনে করি।

তখন কী দেখতে পাব? এবার সুসমাচারই উত্তর দিক: *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (যোহন ১:১)। তুমি সেই উৎসের ধারে আসবে যেখান থেকে শিশির তোমার উপর বর্ষিত হল; যে আলো থেকে একটা রশ্মি পরোক্ষ ও বাঁকা পথ ধরে তোমার অন্ধকারময় হৃদয়ে প্রেরিত হলে তুমি তা দর্শন ও গ্রহণ করে শুচীকৃত হয়েছিলে, সেই স্বয়ং আলোই প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। যোহন নিজে

বলেন, *প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন* (১ যোহন ৩:২)।

আমি অনুভব করছি, ভক্তপ্রাণ তোমরা আমার সঙ্গে ঊর্ধ্বে উন্নীত হচ্ছ; তবু *ক্ষয়শীল এ দেহ আত্মাকে ভারী করে, ও পার্থিব এ আবাস মনকে দুশ্চিন্তায় স্থূল করে* (প্রজ্ঞা ৯:১৫ লাতিন পাঠ্য)। আমি এ গ্রন্থ রেখে যাচ্ছি, তোমরাও প্রত্যেকে যার যার ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হচ্ছ। আমরা মিলে এ আলোতে যথেষ্ট স্বস্তি পেলাম, যথেষ্ট আনন্দ পেলাম, যথেষ্ট উল্লাস করলাম; কিন্তু তবু নিজেদের কাছ থেকে বিদায় নিলেও যেন তাঁর কাছ থেকে দূরে না যাই।

শ্লোক - প্রকাশ ২২:৫, ৪

*প্র* রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না;

*উ* কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

*প্র* তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম;

*উ* কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী আমোসের পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১৫)

**ধার্মিকদের পরিত্রাণ**

আমি প্রভুকে দেখলাম : তিনি যজ্ঞবেদির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন ;
তিনি বললেন,

‘স্তম্ভের মাথায় এমন আঘাত হান,
যেন দরজার চৌকাটের নিম্ন অংশ কাঁপে ;
সকলের মাথা ভেঙে ফেল,
আর আমি খড়্গের আঘাতে বাকি সকলকে বধ করব,
যে কেউ পালাবে, সে তত দূরে পালাবে না,
যে কেউ রেহাই পাবে, তাতে তার কোন উপকার হবে না।
তারা খুঁড়ে খুঁড়ে পাতালে গেলেও
সেখান থেকে আমার হাত তাদের ছিনিয়ে আনবে ;
তারা আকাশে উঠলেও
সেখান থেকে আমি তাদের টেনে আনব ;
তারা কার্মেল পর্বতচূড়ায় গিয়ে লুকোলেও
সেখান থেকে আমি খুঁজে বের করে তাদের ধরব ;
তারা আমার অগোচরে সমুদ্রতলেও গিয়ে লুকোলে
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই সাপ তাদের কামড়াবে।
তারা শত্রুদের সামনে বন্দিদশায় গেলেও
সেখানে আমি আজ্ঞা দিলেই খড়্গ তাদের বধ করবে।
আমি তাদের দিকে লক্ষ রাখব,

কিন্তু অমঙ্গলেরই জন্য, মঙ্গলের জন্য নয়!'

প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
তিনিই পৃথিবীকে স্পর্শ করলেই তা গলে যায়,
ও তার অধিবাসী সকলে শোক পালন করে;
সমগ্র পৃথিবী নীল নদের মত ফেপে উঠছে,
মিশরের নদীর মত বসে যাচ্ছে।
যিনি আকাশে আপন উঁচু কক্ষ গেঁথে তোলেন
ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে তার চাঁদোয়া স্থাপন করেন;
যিনি সাগরের জল ডেকে পৃথিবীর বুকের উপরে ঢেলে দেন;
প্রভু, এ-ই তাঁর নাম।

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা,
আমার কাছে তোমরা কি কুশীয়দের মত নও?—প্রভুর উক্তি।
আমি কি মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলকে,
কাপ্তোর থেকে ফিলিস্তিনিদের,
ও কির থেকে আরামীয়দের বের করে আনিনি?
দেখ, আমার পরমেশ্বর প্রভুর চোখ এই পাপিষ্ঠ রাজ্যের উপরে নিবদ্ধ:
আমি পৃথিবীর বুক থেকে তা উচ্ছেদ করব;
কিন্তু তবুও যাকোবকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করব না—প্রভুর উক্তি।

কারণ দেখ, আমি আজ্ঞা দেব,
আর যেমন চালনিতে গম চালা হয়,
আর একটা দানাও মাটিতে পড়ে না,
তেমনি আমি সকল দেশের মধ্যে ইস্রায়েলকুলকেই চালব।
আমার আপন জনগণের সেই সকল পাপীই খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে,
যারা বলছিল, 'অমঙ্গল আমাদের কাছে কাছে আসবে না,
না, তা আমাদের নাগাল পাবেই না।'

সেইদিন আমি দাউদের খসে পড়া কুটির পুনরুত্তোলন করব,
তার সমস্ত ফাটল সংস্কার করব, তার ধ্বংসস্তূপ পুনরুত্তোলন করব,
এবং আগে যেমনটি ছিল, সেইমত তা পুনর্নির্মাণ করব,
যেন তারা এদোমের অবশিষ্ট মানুষের,
এবং যত দেশ আমার আপন নাম বহন করত,
তাদের সকলের উপরে জয়ী হতে পারে ;
প্রভু, এসব কিছুর সাধক যিনি, তিনি একথা বলছেন।

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—
যে দিনগুলিতে হালবাহক শস্যকাটিয়ের সঙ্গে,
ও আঙুরপেষক বীজবুনিয়ের সঙ্গে মিলবে ;
পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝড়ে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে তা গড়িয়ে পড়বে।
আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের নির্বাসিতদের ফিরিয়ে আনব ;
তারা ধ্বংসিত যত শহর পুনর্নির্মাণ করে সেইখানে বাস করবে,
আঙুরখেত করে তার রস পান করবে,
বাগান চাষ করে তার ফল ভোগ করবে।
আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের রোপণ করব,
এবং আমি তাদের যে দেশভূমি মঞ্জুর করেছি,
তা থেকে তারা আর কখনও উৎপাটিত হবে না,
একথা বলছেন প্রভু, তোমার পরমেশ্বর।

শ্লোক - প্রেরিত ১৫:১৬, ১৭, ১৪-১৫ দ্রঃ

প্র আমি ফিরে আসব, দাউদের পড়ে থাকা তাঁবুটা পুনর্নির্মাণ করব—প্রভুর উক্তি।

উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।

প্র ঈশ্বর বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আপন নামের জন্য এক জাতিকে নেবেন বলে আগে থেকে স্থির করেছিলেন; যেহেতু লেখা আছে:

উ যে সকল জাতির উপরে আমার নাম আহ্বান করা হয়েছে, তারা প্রভুর অন্বেষণ করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১:১৬)

**আমরাই ঈশ্বরের জনগণ**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরাই ঈশ্বরের জনগণ, এই আমরা যারা বাপ্তিস্মের জল দ্বারা আমাদের অত্যাচারী পাপ থেকে মুক্ত হওয়ায় লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়ে মিশরীয়দের দাসত্ব পিছনে ফেলে রেখেছি। প্রান্তরের সেই মরু অবস্থার মত বর্তমান এই জীবনের নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতি মত স্বর্গীয় মাতৃভূমিতে প্রবেশ করার প্রতীক্ষায় রয়েছি; কিন্তু সেই দিকে যাত্রাপথে আমরা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও তেষ্টার কারণে মূর্ছা যেতে ঝুঁকি নিতাম, যদি আমাদের ত্রাণকর্তার দানগুলি আমাদের বলবান না করত ও তাঁর মাংসধারণের সাক্রামেন্তগুলি আমাদের নবীকৃত না করত।

তিনিই সেই মান্না, যা আমাদের স্বস্তি দেয় পাছে আমরা এজীবনের যাত্রাপথে মূর্ছা যাই; তিনিই সেই শৈল, যা আত্মিক দানগুলি দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করে: ক্রুশবৃক্ষের আঘাতে সেই শৈল তাঁর বুক থেকে আমাদের জন্য জীবন-পানীয় প্রবাহিত করল। এজন্য সুসমাচারে তিনি বলেন, *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না* (যোহন ৬:৩৫)। আর নানা দৃষ্টান্তের যথেষ্ট সমরূপ পরম্পরা অনুসারে, সেই জনগণ মান্না খাদ্য ও শৈলের জলে আধ্যাত্মিক ভাবে পৌঁছবার জন্য প্রথমে সাগরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছিল: বস্তুত নবজন্মের জল আগে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে ও পরে আমাদের সেই পবিত্র ভোজে চালিত করে, যে ভোজে আমরা আমাদের মুক্তিসাধকের মাংস ও রক্তের সহভাগিতা করি।

আত্মিক শৈল রহস্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা অত্যন্ত উপকারী: বস্তুত সেই শৈল থেকেই মণ্ডলীর সেই প্রথম পালক নাম নিয়েছিলেন যাঁর

উপরে মণ্ডলীর গোটা গৃহ অটল ও স্থিতমূল হয়ে থাকে; আবার সেই শৈল থেকেই পবিত্র মণ্ডলী জন্ম নেয় ও খাদ্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, কোন দৃষ্টান্ত না দিয়ে কিন্তু কেবল সাধারণ একটা বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা শ্রোতাদের কাছে বিশ্বাস্য ও করণীয় বস্তু বলে উপস্থাপিত হয়, তার চেয়ে শ্রোতাদের হৃদয় তারই দিকে অধিক আকৃষ্ট ও তাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে, যা প্রাচীনকালে ঘটিত বলে উপস্থাপিত হওয়ার পর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে স্পষ্টতর করা হয়। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, এসো, এমনটি করি, এ শৈলের রক্ষাফলকের কাছে সর্বদা সংযুক্ত হয়ে থেকে আমরা যেন অস্থায়ী বস্তুর প্রতিকূলতা ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণের কারণে দৃঢ় বিশ্বাস বিষয়ে কখনও টলমান না হই। পার্থিব যত পছন্দ তুচ্ছ করে আমরা যেন বর্তমান কালে কেবল আমাদের মুক্তিসাধকের স্বর্গীয় দানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই; এজীবনের সঙ্কটের মাঝে কেবল তাঁর দর্শনের প্রত্যাশাই যেন আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

এসো, আমরা রাজা ও নবী দাউদের মহান আদর্শ মনোযোগের সঙ্গে ভাবি: রাজ্যের যত ঐশ্বর্য ও যত সম্মানের মাঝেও কোন সান্ত্বনা পেতে পারলেন না, যতক্ষণ না ঊর্ধ্ব বাসনার দিকে মনশ্চক্ষু তুলে তিনি ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে আনন্দ পেলেন।

আমরা যেন তাঁর সেই একই দর্শন লাভ করতে যোগ্য হতে পারি, এসো, আমাদের মন ও দেহ থেকে সেই সমস্ত রিপু প্রত্যাহার করি যা সেই দর্শন পাবার পথে বাধা স্বরূপ। সেই দর্শনের নাগাল পেতেই পারব না, যদি না সততার পথে চলি, কেননা তাঁর উজ্জ্বল শ্রীমুখ কেবল তাদেরই কাছে দৃষ্টিগোচর যাদের হৃদয় শুদ্ধ: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)।

নিজ প্রসন্নতায় যিনি এ প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টই তা পূরণ করুন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১, ১৩

প্র আমিই উত্তম মেষপালক:

উ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

৭ দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব ;
জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের করে আনব, আমি নিজে তাদের চরাব।
৮ যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:১-৯)

**নকল শিক্ষাগুরুরা**

জনগণের মধ্যে নকল নবীরাও ছিল; তেমনি ভাবে তোমাদের মধ্যেও নকল শিক্ষাগুরু থাকবে, যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই অধিপতিকে অস্বীকার করে নিজেদের উপরে দ্রুত বিনাশ ডেকে আনবে। অনেকে তাদের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে, আর তাদের কারণে সত্যের পথ নিন্দার বিষয় হয়ে উঠবে। অর্থের লোভে তারা মিথ্যা গল্প শুনিয়ে তোমাদের শোষণ করবে; কিন্তু যে বিচারদণ্ড বহুদিন থেকে তাদের জন্য নিরূপিত হয়ে আছে, তা নিষ্ক্রিয় থাকছে না, তাদের বিনাশও ওত পেতে রয়েছে।

কেননা ঈশ্বর, যে স্বর্গদূতেরা পাপে পতিত হয়েছিল, তাদের রেহাই না দিয়ে বরং নরকেই ঠেলে দিয়ে বিচারের জন্য তাদের সংরক্ষিত হবার জন্য সেই অন্ধকারময় গহ্বরের মধ্যে ফেলে রাখলেন। প্রাচীন জগৎকেও তিনি রেহাই দেননি; কিন্তু ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনার সময়ে তিনি তবু অন্য সাতজনের সঙ্গে নোয়াকে রক্ষা করলেন। আর ভাবীকালের ভক্তিহীনদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সদোম ও গমোরা নগর দু'টোকে ধ্বংসদণ্ডে দণ্ডিত করে ছাই করে দিলেন; কিন্তু সেই ধার্মিক লোটকে নিস্তার করলেন, কেননা তিনি সেই ধর্মহীনদের নীতিহীন ব্যবহারে অবসন্ন হয়েছিলেন। বস্তুত সেই ধার্মিক মানুষ তাদের মধ্যে বাস করার সময়ে যত জঘন্য কর্ম দেখতেন ও শুনতেন, তার জন্য নিজের ধর্মশীল প্রাণে প্রতিদিন বড় কষ্ট পেতেন। হ্যাঁ, প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন।

**শ্লোক** - মথি ৭:১৫; ২৪:১১, ২৪

*প্র* নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে,

*উ* কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-লোলুপ নেকড়ে।

℣ বহু নকল নবী উঠে মহা মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখিয়ে অনেককে ভোলাবে;

℟ কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-লোলুপ নেকড়ে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৭:৫-৭)

**প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত**

আমরা যদি ঈশ্বর-অজ্ঞতায় বন্দি, কেমন করে তাঁর উপরে আশা রাখতে পারব যাঁর বিষয়ে নিজেরাই অজ্ঞ? আমরা যখন শূন্য, তখন যদি নিজেদের বড় কিছু মনে করি, কেমন করে বিনম্র হতে পারব? অথচ আমরা জানি, গর্বিত ও আশাভ্রষ্ট কোন মানুষ পুণ্যজনদের উত্তরাধিকারের সহভাগী বা অংশী হতে পারে না।

সুতরাং এসো, আমার সঙ্গে ভেবে দেখ কতই না প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সঙ্গে আমাদের এ অজ্ঞতা দু'টো দূর করতে হবে, কারণ প্রথম অজ্ঞতা সমস্ত পাপের সূচনা জন্মায়, ও দ্বিতীয়টা পাপের শেষ পর্যায় স্বরূপ—ঠিক যেভাবে ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান দু'টোই জ্ঞানের সূচনা ও তার সিদ্ধি ঘটায়, তথা ঈশ্বরভীতি ও ভালবাসা।

বস্তুতপক্ষে যেমন *প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত* (সাম ১১১:১০), তেমনি *গর্বই সমস্ত পাপের সূচনা* (সিরা ১০:১২ দ্রঃ); আর যখন ঈশ্বরভালবাসাই প্রজ্ঞার সিদ্ধি, তখন নিরাশাই সমস্ত অধর্মের শেষ পর্যায়। একই প্রকারে যখন আত্মজ্ঞান থেকেই ঈশ্বরভীতি, ও ঈশ্বরজ্ঞান থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা হৃদয়ে জন্ম নেয়, তখন আত্ম-অজ্ঞতা থেকেই গর্ব, ও ঈশ্বর-অজ্ঞতা থেকেই নিরাশা উৎপন্ন হয়।

আত্ম-অজ্ঞতা আমাদের মধ্যে গর্ব জন্মায় কারণ অন্ধ ও ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে আমরা শূন্য হয়েও নিজেদের বড় মনে করি; আর এই তো গর্ব, এই তো সকল পাপের মূল, তথা ঈশ্বরের চোখে ও বাস্তবে আমরা যা, তার চেয়ে নিজেদের বড় মনে করি। অতএব, আমরা যখন বিনম্র হই, অর্থাৎ যখন আমরা ঈশ্বরের চোখে ও বাস্তবে যা আছি তার চেয়ে নিজেদের ছোট মনে করি, তখন আমরা বিপদমুক্ত। কিন্তু নিজেদের ঊর্ধ্বে সামান্য কিছুও নিজেদের উন্নীত করা, কিংবা ঈশ্বর যা আমাদের সমান বা আমাদের চেয়ে ঊর্ধ্ব বলে গণ্য করেন তার চেয়ে নিজেদের বড় মনে করা মহা বিপদ।

এবিষয়ে বাস্তব একটা উদাহরণ দেব: দরজার চৌকাট নিচু হলে, তেমন দরজার ভিতর দিয়ে যাবার জন্য তুমি নিজেকে যতই নিচু কর না কেন তোমার অসুবিধা হবে না; কিন্তু চৌকাটের চেয়ে একটু মাত্রও মাথা উচ্চ করলে তবে তোমার মাথা বাধবে ও ভেঙে যাবে। একই প্রকারে, অবমাননা যতই কঠোর হোক না কেন, আমাদের কোন অবমাননা ভয় করতে নেই, বরং আত্মগর্ব কিঞ্চিৎ মাত্রও দেখা দিলে তখনই ভয় করা দরকার।

তাই হে মানুষ, বড়দের সঙ্গে কি ছোটদের সঙ্গে কি কয়েকজনের সঙ্গে কি কেবল একজনেরই সঙ্গেও নিজের তুলনা করতে যেয়ো না। তুমি কি জান! যাকে তুমি সকলের চেয়ে ঘৃণ্য মনে কর, সে হয় তো পরাৎপরের অলৌকিক কাজের ফলে তোমার ও সকলের চেয়েও উত্তম হয়ে উঠবে। তুমি কি জান! ঈশ্বরের চোখে সে হয় তো ইতিমধ্যে তোমার চেয়ে উত্তম। এজন্য প্রভু চাইলেন না, ভোজে আমরা মাঝামাঝি বা শেষ জায়গার দিকে বসব, কিন্তু বললেন, *তুমি শেষ স্থানে গিয়ে বস* (লুক ১৪:১০), যাতে তুমি সকলের পিছনেই থাক ও কোন ব্যক্তির চেয়েও নিজেকে বড় না মনে কর, এমনকি কারও সঙ্গে যেন নিজের তুলনাও না কর।

**শ্লোক** - সাম ১১১:১০; প্রজ্ঞা ৬:১৮; সিরা ১৯:১৮

*প্র* প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত। সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক;

*উ* প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

*প্র* তাঁর বিধিনিয়ম পালনেই ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, কারণ ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা।

*উ* প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-৯; ৩:১-৫)

**নবী আপন জনগণের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ**

যুদা-রাজ উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে, এবং যোয়াশের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সময়ে প্রভুর এই বাণী বেয়েরির সন্তান হোশেয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রভু যখন হোশেয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলতে শুরু করেন, তখন প্রভু হোশেয়াকে বললেন: 'যাও, স্ত্রীরূপে একটা বেশ্যা নাও ও বেশ্যাচারের সন্তানদের পিতা হও, কেননা এই দেশ প্রভুর কাছ থেকে সরে যাওয়ায় বেশ্যাচার ছাড়া কিছুই করে না!'

তাই তিনি গিয়ে দিব্লাইমের কন্যা গোমেরকে নিলেন, আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে তাঁর ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু তাঁকে বললেন, 'তুমি তার নাম যেস্রেয়েল রাখ, কারণ অল্প দিন পরে আমি যেহুর কুলকে যেস্রেয়েলের রক্তপাতের প্রতিফল দেব, এবং ইস্রায়েলকুলের রাজ্য শেষ করে দেব। সেইদিন আমি যেস্রেয়েল-উপত্যকায় ইস্রায়েলের ধনু ছিন্ন করব।'

স্ত্রীলোকটা আবার গর্ভধারণ করে এক কন্যা প্রসব করল। প্রভু হোশেয়াকে বললেন, 'তুমি তার নাম লো-রুহামা রাখ, কারণ আমি ইস্রায়েলকুলকে আর স্নেহ করব না; না, তাদের আর কখনও দয়া করব না। যুদাকুলকেই বরং আমি স্নেহ করব, তাদেরই পরিত্রাণ করব; ধনু বা খড়্গ বা যুদ্ধ বা রণ-অশ্ব বা অশ্বারোহী দ্বারা নয়, তাদের পরমেশ্বর প্রভু দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পাবে।'

লো-রুহামাকে দুধ-ছাড়ানোর পরে গোমের গর্ভবতী হল এবং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। প্রভু বললেন, 'তুমি তার নাম লো-আম্মি রাখ, কারণ তোমরা আমার জনগণ নও, আর তোমাদের পক্ষে আমি নেই।'

প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি আবার যাও, এবার এমন স্ত্রীলোককে ভালবাস, যে আর একজনকে ভালবাসে, যে ব্যভিচারিণী; ঠিক যেমনটি প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের ভালবাসেন, যদিও তারা অন্য দেবতাদের প্রতি ফেরে ও কিশমিশের পিঠা ভালবাসে।'

তাই আমি পনেরো রুপোর টাকা ও বারো মণ যবের বিনিময়ে তাকে কিনে নিলাম; তাকে বললাম, 'তুমি অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে শান্ত থাকবে; ব্যভিচার করবে না, কোন পুরুষের সঙ্গে যাবে না; আমিও তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব।' কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা অনেক দিন ধরে থাকবে রাজাহীন, নেতাহীন, যজ্ঞহীন, স্মৃতিস্তম্ভহীন, এফোদহীন ও তেরাফিমহীন। পরে ইস্রায়েল সন্তানেরা ফিরে আসবে ও তাদের পরমেশ্বর প্রভুর ও তাদের রাজা দাউদের অন্বেষণ করবে, এবং অন্তিমকালে সভয়ে প্রভুর ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে ফিরবে।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৯-১০; রো ৯:২৬

*প্র* তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ,

*উ* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

*প্র* যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', সেখানে তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

*উ* তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' থেকে পাঠ (১০ম বিভাগ)

**প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান**

সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা জীবন থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা শ্রেয়তর জীবনাচরণে আমাদের নতুন করে চালিত করতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যা এই দেহ-পোশাক আমাদের ত্যাগ করাতে সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের মৃতদেহ কেড়ে নিতে সক্ষম, আমাদের দেহ ফিরিয়ে দিতেও সক্ষম! সত্যিই বলবান সেই মৃত্যু, যার সামনে কোন মানুষ দাঁড়াতে সক্ষম নয়! সত্যিই বলবান সেই প্রেম, যা মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হতে, তার হুল ছিন্ন করতে, তার শক্তি নিঃশেষ করতে ও তার বিজয় শূন্য করতে সক্ষম!

এমন সময় আসবে যখন একথা বলে মৃত্যুকে অপমানও করা যেতে পারবে: *হে মৃত্যু, কোথায় তোমার হুল? কোথায় তোমার বল?* (হো ১৩:১৪; ১ করি ১৫:৫৫ দ্রঃ)।

*প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান* (পরমগীত ৮:৬)। তার কারণ, খ্রিষ্টপ্রেমই মৃত্যুর পরিণতি। এজন্য তিনি বলেন, *হে মৃত্যু, আমিই হব তোমার পরিণতি; হে পাতাল, আমিই হব তোমার কশা* (হো ১৩:১৪ দ্রঃ)। বস্তুত খ্রিষ্টের প্রতি আমাদের প্রেমও মৃত্যুর মত বলবান, কারণ অতীত জীবনের ধ্বংস, রিপু প্রত্যাহার ও মৃত্যুজনক কর্মকাণ্ডের পরিত্যাগ ঘটলে সেই প্রেম এক প্রকার মৃত্যু হতে হবে।

আমাদের এ প্রেম খ্রিষ্টের প্রেমের জন্য প্রতিদান স্বরূপ হোক, যদিও একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেমের তুলনা করা যায় না—আমাদের প্রেম তাঁর প্রেমের ঠিক যেন ফেকাশে ছবি। কেননা *তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১৯), ও তাঁর প্রেমের আদর্শদানে তিনি তাঁর সমরূপ হবার জন্য ও স্বর্গীয় মানুষ পরিধান করার জন্য আমাদের কেমন যেন আহ্বান করেন।

তিনি আমাদের যেভাবে ভালবেসেছেন, আমাদের তাঁকে সেইভাবে ভালবাসতে হবে, কেননা তিনি আমাদের কাছে একটা আদর্শ রেখে গেছেন আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি (১ পি ২:২১ দ্রঃ)।

এজন্য তিনি বলেন, *তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর* (পরমগীত ৮:৬); অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন বলেন, তুমি আমাকে সেভাবে ভালবাস আমি তোমাকে যেভাবে ভালবেসেছি। তোমার মনে, তোমার স্মৃতিতে, তোমার বাসনায়, তোমার আকাঙ্ক্ষায়, তোমার বিলাপে, তোমার আর্তনাদেই আমাকে রাখ।

হে মানুষ, একথা বিস্মৃত হয়ো না যে, তুমি যা আছ, সেই সমস্ত আমা থেকেই আগত। স্মরণে রাখ আমি কেমন করে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে তোমাকেই প্রাধান্য দিয়েছি, কেমন মর্যাদায় তোমাকে উন্নীত করেছি, কেমন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে তোমার মাথা ভূষিত করেছি, কেমন করে তোমাকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্যই ছোট করেছি, কেমন করে সবকিছুই রেখেছি তোমার পদতলে। তোমাকে যা দান করেছি, তা শুধু নয়, তোমার জন্য আমি অসহ্য ও অন্যায্য যা কিছু ভোগ করেছি, তাও মনে রেখ।

তবেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করায় আমার প্রতি তোমার ব্যবহার কেমন অন্যায্য। বস্তুত কেইবা তোমাকে সেভাবে ভালবাসে আমি তোমাকে যেভাবে ভালবাসি? আমি ব্যতীত কেইবা তোমাকে সৃষ্টি করেছে? আমি ব্যতীত কেইবা তোমার মুক্তিমূল্য দিয়েছে?

হে প্রভু, আমার অন্তর থেকে এ পাষাণ হৃদয় সরিয়ে দাও; এ শক্ত হৃদয় ফেলেই দাও; অপরিচ্ছেদিত এ হৃদয় ধ্বংস কর। আমাকে নতুন হৃদয় দান কর, এমন হৃদয় যা মাংসেরই হৃদয়, যা শুদ্ধ!

তুমি যে হৃদয় পরিশুদ্ধ কর, এসো, আমার হৃদয় দখল কর, এ হৃদয়কে আলিঙ্গন কর, তাকে সন্তুষ্ট কর।

আহা, আমার সমস্ত উচ্চতার চেয়েও উচ্চতর হও, আমার অন্তরের অন্তরতম স্থানের চেয়েও অন্তরতর হও। তুমি যে সমস্ত সৌন্দর্যের আদর্শ ও সমস্ত পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, তোমার প্রতিমূর্তি অনুসারেই আমার হৃদয় খোদাই কর; তোমার দয়ার হাতুড়ি দ্বারা তাকে খোদাই কর—হে আমার হৃদয়ের ও আমার উত্তরাধিকারের ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, তুমি যে আমার সনাতন সুখ। আমেন।

**শ্লোক** - পরমগীত ৮:৬-৭; যোহন ১৫:১৩

প্র প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান। তার শিখা আগুনের শিখা, তা ঐশাগ্নির ঝলক!

উ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

প্র আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই।

উ বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (২:৯-২২)

**জগতের পাপ**

প্রিয়জনেরা, প্রভু ভক্তপ্রাণকে পরীক্ষা থেকে নিস্তার করতে ও ধর্মহীনকে বিচারের দিনের দণ্ডের জন্য নিজ হাতে রাখতে জানেন—বিশেষ করে তাদেরই নিজ হাতে রাখবেন, যারা অশুচি দুর্মতিতে সায় দিয়ে দেহের পিছনে চলে ও তাঁর প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে।

দুঃসাহসী ও দাম্ভিক তেমন মানুষেরা, গৌরবের পাত্র ছিল যারা, তাদের নিন্দা করতে ভয় করে না, অথচ স্বর্গদূতেরা শক্তিতে ও পরাক্রমে মহত্তর হলেও তবু প্রভুর সাক্ষাতে তাঁরাও তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন না। কিন্তু এরা, এমন বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত যেগুলো ধরা পড়ে নিহত হবার জন্যই জন্মায়, এরা যা বোঝে না তা নিন্দা করতে করতে তাদের নিজেদের অবক্ষয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে; তাদের অন্যায়ের মজুরি ব'লে তাদের সেই অন্যায় ভোগ করতে হবে। তারা একদিনের আমোদপ্রমোদকে সুখ মনে করে; তারা সবই কলঙ্ক, সবই কলুষ; তোমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে করতে নিজেদের ফন্দি-ফিকিরে আনন্দ পায়। তাদের চোখ ব্যভিচারে ভরা, পাপ করায় কখনও তৃপ্ত হয় না; অস্থির মতিগতির মানুষকে ভোলায়; তাদের হৃদয় অর্থলালসায় অভ্যস্ত—তারা অভিশাপের সন্তান! সোজা পথ ত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, কেননা সেই বেয়োরের সন্তান বালায়ামের পথ ধরেছে, যে অন্যায়ের মজুরি ভালবাসল, কিন্তু তার নিজের শঠতার জন্য তিরস্কারও পেল: বোবা একটা গাধা মানুষের গলায় কথা ব'লে নবীর নির্বুদ্ধিতায় বাধা দিয়েছিল। এই লোকেরা জলহীন উৎসের মত, ঝড়ো বাতাসে চালিত কুয়াশার মত: তাদের জন্য ঘোরতম অন্ধকার সঞ্চিত রয়েছে। কারণ তারা অসার বড় বড় কথা শুনিয়ে দেহের যৌন-উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার মধ্য দিয়ে তাদেরই ভোলায়, যারা সম্প্রতিই মাত্র ভ্রান্তমতের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে আসছে। তারা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ নিজেরাই অবক্ষয়ের ক্রীতদাস; কেননা যে যা দ্বারা বশীভূত, সে তারই ক্রীতদাস।

আর আসলে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে জগতের অশুচিতা এড়াবার পর তারা যদি পুনরায় তার জালে জড়িয়ে প'ড়ে বশীভূত হয়, তবে তাদের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে। ধর্মময়তার পথ জানবার পর, তাদের কাছে সম্প্রদান-করা সেই পবিত্র আজ্ঞা থেকে সরে যাওয়ার চেয়ে সেই পথ অজানা থাকাই বরং তাদের পক্ষে আরও ভাল হত। তাদের ক্ষেত্রে এই প্রবাদের যথার্থতা একেবারে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে: কুকুর ফিরে গেল তার নিজের বমির দিকে; আর স্নান-করানো শূকর ফিরে গেল কাদায় গড়াগড়ি দিতে।

**শ্লোক** - ফিলি ৪:৮, ৯; ১ করি ১৬:১৩

*প্র* ভাই, যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

*প্র* জেগে থাক, বিশ্বাসে অটল হয়ে থাক, বীর্য দেখাও, বলবান হও:

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'গরিবদের ভালবাসা কর্তব্য' থেকে পাঠ (১ম উপদেশ)

**গরিবদের তুচ্ছ করো না, ঠিক যেন তাদের কোন মূল্য নেই**

গরিবদের তুচ্ছ করো না, ঠিক যেন তাদের কোন মূল্য নেই। তারা কে, একথা বিবেচনা করে তবেই তাদের মর্যাদা স্বীকার করবে, কেননা তারা আমাদের ত্রাণকর্তার ব্যক্তিত্ব পরিধান করেছে।

নিজের প্রসন্নতায় তিনি তেমন ব্যক্তিত্ব তাদের মঞ্জুর করেছেন যেন, সেই লোকদের মত যারা নিজেদের আক্রমণকারীদের উত্তেজনা রোধ ও ছিন্ন করার জন্য তাদের দিকে রাজার ছবি রক্ষাফলক রূপে ধরে রাখে, তেমনি গরিবেরাও যেন তাদের নমিত ও দয়ার্দ্র করে যারা দয়া চেনে না ও তাদের নির্যাতনও করে। গরিবেরাই সেই সমস্ত দান বিতরণ করে, আমরা যা পাবার প্রত্যাশায় রয়েছি। তারা স্বর্গরাজ্যের সেই দ্বাররক্ষক, যারা

মঙ্গলকর ও দয়াবান মানুষের জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেয়, কিন্তু ধূর্ত ও নির্মম মানুষের জন্য তা বন্ধ রাখে।

তাছাড়া তারা তীব্র অভিযোক্তা ও উত্তম উকিল। বস্তুত তারা তখনই অভিযোগ করে ও পক্ষসমর্থন করে—ভাষণ দিয়ে নয়, কিন্তু তাদের নিজেদের চেহারা দিয়ে—যখন বিচারকের দৃষ্টি তাদের পরীক্ষা করে। যিনি হৃদয় তলিয়ে দেখেন ও মানুষের চিন্তা ও আত্মার গোপন গতিও জানেন, তাঁর সম্মুখে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে খাটানো সমস্ত মতলবের কথা উচ্চকণ্ঠে তুলে ধরে; এমনকি যে কোন ঘোষকের চেয়েও তারা স্পষ্ট ও কার্যকর ভাবে তা ঘোষণা করে।

তাদের খাতিরে আমাদের কাছে সেই ভয়ঙ্কর বিচারের বর্ণনা করা হয়, যার কথা তোমরা বারবার শুনেছ।

হ্যাঁ, আমি মানবপুত্রকে আকাশ থেকে আসতে দেখতে পাচ্ছি, তিনি অগণিত স্বর্গদূতদের মাঝে বাতাসের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন ঠিক যেন পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে চলছেন। এও দেখতে পাচ্ছি, গৌরবাসন সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত, ও তার উপরে রাজা নিজেই আসীন। সেই সকল মানবগোষ্ঠী, জাতি ও দেশও দেখতে পাচ্ছি যারা এই মর্তলোকে জীবনযাপন করল, এই বাতাসেরই শ্বাস নিল, এই সূর্যের আলো দর্শন করল —দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা সকলে বিচারালয়ে উপস্থিত।

আমি শুনতে পাচ্ছি, যারা ডান পাশে রয়েছে তারা মেষ, ও যারা বাঁ পাশে রয়েছে, তারা ছাগ বলে অভিহিত, কারণ প্রত্যেকে যার যার জীবনাচরণ অনুযায়ী শ্রেণিভুক্ত। যিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ও তাদের জবাবদিহি সংগ্রহ করছেন, সেই বিচারকের কণ্ঠও শুনতে পাচ্ছি। রাজাকে তারা কী বলছে, তা শুনতে পাচ্ছি। শেষে এমন কয়েক ব্যক্তিকে দেখছি, যে নিজ কর্মফলের জন্য মাল্যভূষিত হয়। যারা ভাল ও মঙ্গলকারী ছিল ও উত্তম জীবন ধারণ করল, তাদের সর্বোৎকৃষ্ট একটা পুরস্কার ও স্বর্গরাজ্যে অনন্ত বিশ্রাম দেওয়া হয়; কিন্তু যারা ধূর্ত ও নির্মম, তারা অগ্নিদণ্ডে চিরদণ্ডিত হয়। তোমরা তো জান, এ সমস্ত কথা সুসমাচারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বর্ণিত।

আমি মনে করি, সেই বিচার আমাদের চোখের সামনে ঠিক যেন এক সুস্পষ্ট ছবির মত কেবল এই উদ্দেশ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন অর্থদান-চর্চা সম্পূর্ণরূপেই

শিখতে ও মঙ্গলময়তা আলিঙ্গন করতে অনুপ্রাণিত হতে পারি। কেননা মঙ্গলময়তায়ই জীবন নিহিত; মঙ্গলময়তাই গরিবদের মাতা, ধনীদের শিক্ষয়িত্রী, এতিমদের জননী, বৃদ্ধদের রক্ষাকারিণী, অভাবগ্রস্তদের অবলম্বন, সমস্ত নিঃস্বদের ত্রাণবন্দর: মঙ্গলময়তা সকল বয়সকালের যত্ন নেয়, ও সকল দুর্দশা ও সঙ্কটে সহায়তা দান করে।

**শ্লোক** - লুক ৬:৩৫, ৩৬; সাম ১৪৫:৮

*প্র* পরাৎপর অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাময়।

*উ* সুতরাং তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

*প্র* প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল; ক্রোধে ধীর, কৃপায় মহান।

*উ* সুতরাং তোমাদের পিতা যেমন দয়াবান, তোমরাও তেমনি দয়াবান হও।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২:৪, ৮-২৫)

**অবিশ্বস্ততার কারণে দণ্ডিত ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে ফিরবে**

প্রভু একথা বলছেন :

বিবাদ কর, তোমাদের মায়ের সঙ্গে বিবাদ কর,
কারণ সে আমার স্ত্রী আর নয়,
আমিও তার স্বামী আর নই।
নিজের মুখ থেকে সে তার বেশ্যাচারের যত চিহ্ন মুছে দিক,
নিজের বুক থেকে তার ব্যভিচার দূর করে দিক।
এজন্য দেখ, আমি কাঁটা দিয়ে তোমার পথ রোধ করব,
তার চারদিকে প্রাচীর দেব
যেন সে নিজের কোন পথের সন্ধান না পেতে পারে।
সে তার প্রেমিকদের পিছু পিছু দৌড়োবে,
কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না ;
সে তাদের খোঁজ করে বেড়াবে,
কিন্তু তাদের খোঁজ পাবে না।
সে তখন বলবে : 'আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরব,
কারণ এখনকার চেয়ে তখনই আমার মঙ্গল বেশি ছিল।'
সে তো বুঝতে পারেনি যে,
আমিই সেই গম, নতুন আঙুররস ও তেল তাকে দিচ্ছিলাম,
আমিই তার জন্য যুগিয়ে দিচ্ছিলাম সেই রুপো আর সোনা,
যা তারা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ব্যবহার করল।

এজন্য আমিও গমের সময়ে আমার গম,
ও আঙুরফলের ঋতুতে আমার আঙুররস ফিরিয়ে নেব ;
সেই পশম ও ক্ষোম-কাপড়ও নেব,
যা তার উলঙ্গতা আচ্ছাদিত করার জন্যই ছিল।
তখন তার প্রেমিকদের চোখের সামনে
আমি তার লজ্জা অনাবৃত করব—
কেউই তাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে না !
আমি তার সমস্ত আমোদপ্রমোদ,
তার পর্বোৎসব, অমাবস্যা, শাব্বাৎ
ও যত মহাপর্ব বাতিল করে দেব ;
তার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ সবই বিনষ্ট করব,
যা সম্বন্ধে সে বলছিল,
‘এ তো আমার প্রেমিকদের দেওয়া উপহার !’
আমি সেইসব কিছু জঙ্গল করব,
করব বন্যজন্তুদের চারণমাঠ।
তাকে আমি বায়াল-দেবদের সেই দিনগুলির প্রতিফল ভোগ করাব,
যখন তাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাত,
ও যত আঙটি ও অলঙ্কারে নিজেকে অলঙ্কৃতা করত,
তার প্রেমিকদের পিছু পিছু যেত,
কিন্তু এই আমাকে ভুলে থাকত !
—প্রভুর উক্তি।

সুতরাং দেখ, আমি তাকে ভুলিয়ে
প্রান্তরে আনব ও তার হৃদয়ের উপরেই কথা বলব।
সেখান থেকে আমি তার আঙুরখেত ফিরিয়ে দেব,
আখোর উপত্যকাকে আশাদ্বারে পরিণত করব।
সেখানে সে সাড়া দেবে,

যেমন সাড়া দিত তার তরুণ বয়সের দিনগুলিতে,
মিশর থেকে বেরিয়ে আসার দিনগুলিতে।

সেইদিন যখন আসবে—প্রভুর উক্তি—
তুমি আমাকে 'আমার স্বামী' বলে ডাকবে,
আমাকে 'আমার বায়াল-দেব' বলে আর ডাকবে না।
আমি তার মুখ থেকে বায়াল-দেবদের যত নাম বাতিল করে দেব,
তাদের নামগুলির আর স্মরণ থাকবে না।
সেইদিন আমি তাদের জন্য
বন্যজন্তু, আকাশের পাখি ও ভূমির সরিসৃপদের সঙ্গে এক সন্ধি করব;
ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা ভেঙে দিয়ে
তা দেশের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করব;
নিরাপদেই তাদের শুতে দেব।

আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই
তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব;
আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব,
তখন তুমি প্রভুকে জানবে।

সেইদিন যখন আসবে, আমি তখন সাড়া দেব,
—প্রভুর উক্তি—
আমি আকাশকে সাড়া দেব,
আকাশ ভূমিকে সাড়া দেবে;
আর ভূমি গম, নতুন আঙুররস ও তেলকে সাড়া দেবে,
আর এগুলো যেস্রেয়েলকে সাড়া দেবে।
আমি নিজেরই জন্য তাকে এ দেশে রোপণ করব,
লো-রুহামাকে স্নেহ করব,

লো-আম্মিকে বলব, 'তুমি আমার আপন জনগণ,'
এবং সে বলবে, 'তুমি আমার আপন পরমেশ্বর।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৯:৭, ৯; হো ২:২২

*প্র* মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে; তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
*উ* সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!
*প্র* আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, তখন তুমি প্রভুকে জানবে।
*উ* সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ক্রুশভক্ত সাধু জন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' থেকে পাঠ (৩৮)

**আমি তোমাকে আমার কনে করব চিরকালের মত**

যে আত্মা ঈশ্বরে মিলিত ও রূপান্তরিত, সেই আত্মা ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করে, ও তিনি যে জীবনীশক্তি তার মধ্যে সঞ্চার করেন, সেই আত্মা সেই জীবনীশক্তিকে তাঁর দিকে প্রতিবিম্বিত করে। আমার মতে, সাধু পল একথা ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, আব্বা, পিতা* (গা ৪:৬)। তেমন কিছু সিদ্ধপুরুষদের বেলায় নিম্নলিখিত বর্ণনা অনুসারেই ঘটে।

আত্মায় যে সর্বোৎকৃষ্ট তেমন কিছু ঘটবে, একথা অসম্ভব বলে মনে করতে নেই; কেননা যখন ঈশ্বর আত্মাকে এ অনুগ্রহ দান করেন আত্মা যেন ঈশ্বররূপী হয়ে উঠে পরমত্রিত্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তখন সহভাগিতা গুণে আত্মা ঈশ্বর হয়ে ওঠে। তখন আত্মায় উপলব্ধি, জ্ঞান ও ভক্তি সংক্রান্ত অন্য এমন এক জীবন উপস্থিত হয়, যা ত্রিত্বে ও ত্রিত্বের ঐক্যে সাধিত ও স্বয়ং ত্রিত্বের সদৃশ জীবন।

তেমন কিছু কিন্তু কেবল দান ভিত্তিতেই সাধিত, কারণ সবসময় ঈশ্বরই সেই সবকিছু সাধন করেন যা আত্মায় ঘটে থাকে। তা কেমন করে ঘটে, একথা জানা সম্ভব নয়, ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়। কেবল এটুকু দেখানো যেতে পারে যে, ঈশ্বরের পুত্রই তেমন সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা আমাদের জন্য অর্জন করেছেন ও তিনিই আমাদের ঈশ্বরসন্তান হবার যোগ্যতা দান করেছেন; তেমন কিছু পিতার কাছে যাচনা করে তিনি বলেছিলেন, *পিতা,*

*আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ* (যোহন ১৭:২৪); অর্থাৎ কিনা, স্বরূপে আমি যে কর্ম সাধন করি, তারা যেন সহভাগিতা গুণে সেই একই কর্ম সাধন করতে পারে, আর কর্মটি হল পবিত্র আত্মাকে দান করা।

তিনি আরও বললেন, *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ* (যোহন ১৭:২০-২৩)।

সুতরাং, পুত্রের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, ঈশ্বর তাদের কাছেও সেই ভালবাসা দান করেছেন; পুত্রের কাছে তিনি যেভাবে স্বরূপ অনুসারেই ভালবাসা দান করেছেন, সেভাবে নয়, কিন্তু ভালবাসার মিলন ও রূপান্তর গুণেই তাদের কাছে ভালবাসা দান করেছেন। পুত্র পিতার কাছে প্রার্থনা করেন, মনোনীতরা যেন এক হয়—পিতা ও পুত্র অনন্য সত্তা ও স্বরূপ অনুসারে এক, এই অর্থে নয়, কিন্তু পিতা ও পুত্র যেভাবে ভালবাসার ঐক্যে মিলিত, তারাও সেভাবে ভালবাসার ঐক্যে জীবনযাপন করতে পারে। ফলত স্বরূপে ঈশ্বর যা কিছুর অধিকারী, আত্মাগুলো সহভাগিতা গুণে সেই সমস্ত মঙ্গলদানের অধিকারী। এই ভিত্তিতে আত্মা সহভাগিতা গুণে ঈশ্বর, তাঁরই সমান ও তাঁর অংশীদার।

এজন্য সাধু পিতর বলেন, *ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যিশু সংক্রান্ত পূর্ণ জ্ঞানলাভে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। তাঁর ঐশপরাক্রম গুণে তিনি আমাদের জীবন ও ভক্তি সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই দান করেছেন; তা করেছেন তাঁরই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ দ্বারা, যিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন। এ দ্বারাই তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করা হয়েছে,*

*উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন তোমাদের পাওয়া সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারা ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার* (২ পি ১:২-৪)।

ঈশ্বরের সাহচর্যে পরমত্রিত্বের কর্ম সাধন করায় আত্মা সেইভাবে ঈশ্বরের সহভাগী হয় যেভাবে উপরে বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ সেই ঐক্য গুণে যা বর্তমানে আত্মাকে পরাৎপরের সঙ্গে অপূর্ণাঙ্গ ভাবে আবদ্ধ রাখে, কিন্তু পরজীবনে তাকে তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণরূপেই সংবদ্ধ করে রাখবে। তথাপি এই পর্যায়ে পৌঁছে আত্মা ইতিমধ্যেও অসীম ও অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে।

তেমন সর্বোচ্চ চূড়ার জন্য সৃষ্ট ও সেদিকে আহূত হে আত্মাগুলি, তোমরা কী করছ? কিসেতে আসক্ত হয়ে থাকছ? তেমন আলোর সামনে অন্ধ ও তেমন অধিকারসম্পন্ন আহ্বানের সামনে তোমরা কি বধির হয়েই থাকতে চাইবে?

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১, ২

*প্র* দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,

*উ* আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

*প্র* আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন:

*উ* আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১০)

## প্রতিশ্রুতি পূরণে ঈশ্বর বিশ্বস্ত

প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। এই দুই পত্রে আমি কিছু কিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সদ্বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে অভিপ্রেত, পবিত্র নবীরা আগে থেকে যা কিছু বলেছিলেন, তোমরা যেন তাঁদের সেই সকল কথা স্মরণে রাখ, এবং ত্রাণকর্তা প্রভুর সেই আজ্ঞাও স্মরণে রাখ, যা প্রেরিতদূতেরা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন। সর্বপ্রথমে তোমাদের একথা জানতে হবে যে, অন্তিমকালের সেই দিনগুলিতে এমন দাম্ভিক বিদ্রূপকারী মানুষেরা আসবে, যারা তাদের নিজেদের দুর্মতি অনুসারে চলবে; তারা বলবে, 'তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি কোথায়? যে দিন থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই দিন থেকে সৃষ্টির আরম্ভের দিনের মতই সমস্ত কিছু রয়েছে।' কিন্তু তেমন লোকেরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একথা ভুলে যায় যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী বহুদিন থেকেই ছিল, দু'টোই জলের মধ্য থেকে ও জলের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী গুণেই গঠিত হয়েছিল; এবং সেই একই মাধ্যম দ্বারা তখনকার জগৎ জলে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। সেই একই বাণী গুণেই এখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য রাখা হচ্ছে—ভক্তিহীন যত মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্তই রাখা হচ্ছে।

প্রিয়জনেরা, তোমরা কিন্তু এই এক কথা কখনও বিস্মৃত হয়ো না যে, প্রভুর কাছে একটি দিন হাজার বছরেরই সমান, এবং হাজার বছর একটি দিনেরই সমান। প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে প্রভু দেরি করেন না—যদিও কেউ কেউ মনে করে, তিনি দেরি করছেন। আসলে তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়। প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে, যত মৌল উপাদান পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে, এবং পৃথিবী ও তার যত কর্ম বিচারিত হবে।

**শ্লোক** - মথি ২৪:৪৩-৪৪; ২ পি ৩:১০

*প্র* চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না।

*উ* এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক!

*প্র* প্রভুর দিন চোরের মত আসবে; তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে মিলিয়ে যাবে।

*উ* এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক!

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' থেকে পাঠ (১)

**আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করি, ও আমাদের মহান ঈশ্বরের গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি**

প্রভু মানুষকে দয়া করেন, তিরস্কার করেন, চেতনা দান করেন, সাবধান করেন, রক্ষা করেন, পালন করেন, এবং তিনি যে ধর্মশিক্ষা আমাদের শিখিয়েছেন, তার প্রতিদানে তিনি নিজ দানশীলতার বদান্যতায় স্বর্গরাজ্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন— এতে আমাদেরই পরিত্রাণ ছাড়া তিনি অন্য ফল পান না। বস্তুতপক্ষে, রিপু মানুষের সর্বনাশে পুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই সত্য যা সৃষ্টির মধ্যে অনপকারী মৌমাছির মত নিহিত, কেবল মানুষের পরিত্রাণেই তৃপ্তি পায়। তুমি তো প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছ, ঈশ্বর যে ভালবাসায় মানবজাতিকে ভালবাসেন, তাও পেয়ে গেছ; সুতরাং এখন অনুগ্রহেরই সহভাগী হও। কিন্তু তবু আমার এই গীত সেভাবেই নতুন মনে করো না, যেভাবে একটা বস্তু বা একটা গৃহ নতুন বলে অভিহিত করে থাকি, কেননা তিনি *প্রভাতী তারার* আগেও বিদ্যমান ছিলেন (২ পি ১:১৯), এবং *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (যোহন ১:১)।

এদিক দিয়ে আমরা জগৎসৃষ্টির পূর্ববর্তী, কেননা ভাবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা একপ্রকারে স্বয়ং ঈশ্বরেই পূর্ববিদ্যমান আছি। তাই আমরা ঐশবাণীর, অর্থাৎ ঐশজ্ঞানের চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টি, ও তাঁর জন্যই আমরা 'আদিকালীন' বলে অভিহিত হতে পারি, কারণ আদিতে ছিলেন বাণী। আর যেহেতু তিনি জগৎপত্তনের আগেও বিদ্যমান ছিলেন, ঠিক এ কারণেই তিনি সবকিছুর ঐশ্বরিক আদিকারণ ছিলেন ও হয়ে থাকেন। কিন্তু যে অনুসারে

তিনি এই অন্তিমকালে এমন এক নাম ধারণ করতে চাইলেন, যে নাম প্রাচীনকালেও পবিত্র, তথা খ্রিষ্টেরই নাম, সেই অনুসারে আমি তাঁকে নতুন গীত বলে অভিহিত করি। সুতরাং এই বাণী যিনি খ্রিষ্ট, তিনি কেবল আমাদের পূর্ববিদ্যমানতার আদিকারণ হননি, বরং তিনি আমাদের সদাচরণ করতে প্রেরণা দান করে থাকেন, ও এই অন্তিমকালে অনন্য মানবেশ্বর রূপে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন। বস্তুত, সৎজীবন যাপন করতে তাঁরই দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা অনন্ত জীবনের দিকে ধাবিত। এজন্য সেই ধন্য প্রেরিতদূতও একথা বলেন, *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি* (তীত ২:১১-১৩)।

সুতরাং নতুন গীত হল সেই বাণীরই গীত যিনি *আদিতে ছিলেন* (যোহন ১:১)।

তবে যিনি অতীতকালেও বিদ্যমান ছিলেন, সেই ত্রাণকর্তা এখন আবির্ভূত হয়েছেন; অর্থাৎ যে বাণী ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে, তিনি সদ্‌গুরুর বেশে আবির্ভূত হয়েছেন; এবং বিশ্বনির্মাতা রূপে যিনি প্রথম সৃষ্টিকালে আমাদের জীবন দিয়েছিলেন, সদ্‌গুরুর বেশ ধারণ করে তিনি আমাদের সৎজীবনের নিয়ম শিখিয়েছেন যাতে ঈশ্বর রূপে একসময়ে অনন্ত জীবন অর্পণ করতে পারেন।

শ্লোক - ইশা ৩০:১৮; হিব্রু ৯:২৮

প্র প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন; তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন; কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।

উ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

প্র কেননা তিনি তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

উ সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-১০; ৫:১-৭)

**যাজকশ্রেণির মধ্যেও কলুষ!**

হে ইস্রায়েল সন্তানেরা, প্রভুর বাণী শোন,
কারণ দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন:
দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।
মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার চলছে,
হত্যাকাণ্ড ও একের পর এক রক্তপাত সাধিত হচ্ছে।
এজন্য দেশ শোকপালন করছে,
দেশবাসী সকলে ম্লান হচ্ছে,
তাদের সঙ্গে বন্যজন্তু ও আকাশের পাখিরাও তেমনি করছে,
সমুদ্রের মাছগুলিও মিলিয়ে যাবে।
কিন্তু কেউ অভিযোগ না করুক, কেউ অনুযোগ না করুক,
কারণ তোমার বিরুদ্ধেই, হে যাজক, আমার অভিযোগ।
দিনের বেলায়ই তুমি হোঁচট খাচ্ছ,
রাতের বেলায় নবীও তোমার সঙ্গে হোঁচট খাচ্ছে,
তবে আমি তোমার মাতাকে তার সদ্‌জ্ঞান-অভাবের কারণে স্তব্ধ করে দেব,
আমার আপন জনগণকেই স্তব্ধ করা হবে।

যেহেতু তুমি সদ্‌জ্ঞান অগ্রাহ্য করেছ,
সেজন্য আমি যাজকরূপে তোমাকেই অগ্রাহ্য করব;
যেহেতু তুমি তোমার পরমেশ্বরের নির্দেশবাণী ভুলে গেছ,
সেজন্য আমি তোমার সন্তানদের কথা ভুলে যাব।

তারা সংখ্যায় যত বেশি ছিল,
আমার বিরুদ্ধে তত বেশি পাপ করল;
তাদের গৌরব যিনি, তাঁকে তারা দুর্নামের সঙ্গে বিনিময় করল।
আমার জনগণের পাপ—এতেই তারা নিজেদের পুষ্ট করে,
আমার জনগণের শঠতা—এর প্রতিই তাদের লোভ।

কিন্তু জনগণের যেমন দশা, যাজকেরও তেমন দশা—
তাদের আচরণের জন্য আমি তাদের শাস্তি দেব,
তাদের অপকর্মের প্রতিফল দেব।
তারা খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
বেশ্যাগিরি করবে, কিন্তু তাদের বংশবৃদ্ধি হবে না,
কারণ তারা প্রভুকে মান্য করায় ক্ষান্ত হয়েছে।
হে যাজকেরা, একথা শোন,
ইস্রায়েলকুল, মনোযোগ দাও,
হে রাজকুল, কান পেতে শোন,
কারণ ন্যায্যতা-রক্ষা তোমাদেরই হাতে;
অথচ তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ হয়েছ,
ও তাবরে পাতা জালস্বরূপ হয়েছ;
তারা শিত্তিমে গভীর একটা গর্ত খুঁড়েছে,
কিন্তু আমি তাদের সকলেরই দণ্ড দিতে যাচ্ছি।

এফ্রাইমকে আমি জানি,
ইস্রায়েলও আমার কাছে গোপন নয়।
এফ্রাইম, তুমি তো বেশ্যাগিরি করেছ!
ইস্রায়েল নিজেকে কলুষিত করেছে।
তাদের কাজকর্ম তাদের পরমেশ্বরের কাছে ফিরতে বাধা দেয়,
কারণ তাদের মধ্যে বেশ্যাচারের এক আত্মা বিরাজ করছে,
আর তারা প্রভুকে আর জানে না।

ইস্রায়েলের দম্ভ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়,
ইস্রায়েল ও এফ্রাইম নিজেদের অপরাধে নিজেরাই হোঁচট খাবে,
যুদাও হোঁচট খাবে তাদের সঙ্গে।
তাদের মেষপাল ও গবাদি পশু নিয়ে
তারা প্রভুর অন্বেষায় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তাঁকে পায় না,
কারণ তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গেছেন।
প্রভুর প্রতি তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে,
তারা যে উৎপন্ন করেছে জারজ সন্তান ;
এখন অমাবস্যাই তাদের ও তাদের জমিজমা গ্রাস করবে।

**শ্লোক** - সাম ১৪:১, ২; হো ৪:১

*প্র* নির্বোধ মনে মনে বলে, 'পরমেশ্বর নেই।'

*উ* স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

*প্র* দেশবাসীদের বিরুদ্ধে প্রভু অভিযোগ আনছেন : দেশে তো সততা নেই, সহৃদয়তা নেই, ঈশ্বরজ্ঞান নেই।

*উ* স্বর্গ থেকে প্রভু আদমসন্তানদের উপর দৃষ্টিপাত করেন, দেখতে চান সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈশ্বর-অন্বেষী কেউ আছে কিনা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফেরান্দুস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে তাত্ত্বিক পত্র' থেকে পাঠ (১৪-১৫)

**যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল**

*খ্রিষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন। তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম ; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন* (হিব্রু ৭:২২-২৫)।

সুতরাং তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয় বিধায় তিনি চিরকালের মত যাজক হয়ে থাকেন: যে হিসাবে তিনি যাজক হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন; যে হিসাবে মানুষ হয়ে থাকেন, সেই হিসাবে তিনি হীনতর বলে প্রতীয়মান। ফলত, হয় যাজকত্ব একদিন শেষ হবে, না হয় তিনি সবসময়ের মত হীনতর হয়ে থাকবেন; কেননা যাজক যাঁর যাজক, সেই ঈশ্বরের চেয়ে যাজক সবসময়ই হীনতর।

তথাপি যাজক দু' ধরনের কাজ সম্পাদন করে: হয় সাড়া পাবার জন্য মিনতি জানায়, না হয় সাড়া পেয়ে ধন্যবাদ জানায়; সে যখন মিনতি জানায়, তখন মিনতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে; যখন মিনতি জানায়, তখন পাপীদের প্রয়োজন উত্থাপন করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন অনুতপ্তদের কাছে দয়ার খাতিরে মঞ্জুর করা উপকারগুলি উল্লেখ করে; যখন মিনতি করে, তখন দোষীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; যখন ধন্যবাদ জানায়, তখন যারা ক্ষমা পেয়েছে তাদের আনন্দের সহভাগিতা করতে ইচ্ছা করে। এভাবে খ্রিষ্টও, যেহেতু তিনি এমন চিরকালীন যাজকত্বের অধিকারী যা অন্যান্য যাজকদের যাজকত্বের মত অনিত্য নয়, বরং তাঁর যাজকত্বকে মৃত্যু কখনও শেষ করে দিতে পারবে না, সেজন্য ক্রুশে নিজ দেহ বলিরূপে উৎসর্গ করে আমাদের জন্য মিনতি জানালেন, ও এখনও সকলের হয়ে মিনতি জানিয়ে থাকেন কারণ তাঁর ইচ্ছাই, আমরাও যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে শুচিশুদ্ধ বলি হতে পারি।

কিন্তু যখন ঐশদয়া আমাদের মধ্যে পূর্ণরূপে সাধিত হবে, যখন মৃত্যু বিজয়ে কবলিত হবে (১ করি ১৫:৫৪ দ্রঃ), যখন আমাদের সমস্ত অমঙ্গল কেটে যাবে, যখন সমস্ত মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হয়ে আমরা আর পাপ করব না, কষ্টও করব না, শয়তানের চাতুরি আমাদের ভোগ করতে হবে না, বরং পরম শান্তিসুখে রাজত্ব করব, তখন আমাদের হয়ে প্রার্থনা করার মত আর কিছু না থাকায় তিনি আমাদের হয়ে আর মিনতি করবেন না; কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হবেন না।

কেননা আজ যেমন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে দয়া প্রার্থনা করি, তেমনি আমরা যখন সেই সুখে অধিষ্ঠিত হব, তখন আমাদের যাজকের মধ্য দিয়ে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করব। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে প্রেরিতদূত বলেন: *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ* (হিব্রু ১৩:১৫)।

কারণ তিনি যদি এমন সময় যাজক-ভূমিকা ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমরা তখন কার্ দ্বারাই বা স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারতাম? আমরা কি ঈশ্বরের স্তুতি ছাড়া চিরকাল থাকব? কিন্তু সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে* (সাম ৮৪:৫)। তাহলে আমরা যখন প্রশংসা নিত্যই করে থাকব, তখন অবশ্যই স্তুতি-যজ্ঞ নিত্য উৎসর্গ করব, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি স্তুতি-যজ্ঞ।*

সুতরাং খ্রিষ্ট সবসময়ের মত হবেন সেই যাজক যাঁর দ্বারা আমরা স্তুতি-যজ্ঞ নিত্যই উৎসর্গ করে থাকব।

যাজক হিসাবে তিনি সবসময় হীনতর হবেন; তথাপি যেহেতু খ্রিষ্ট নিত্যই এক, সেজন্য তিনি নিজেই যাজক ও তিনি নিজেই সেই ঈশ্বর যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে ভক্তদের দ্বারা নিত্যই পূজিত, বন্দিত ও গৌরবান্বিত। তিনি আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন, আবার তিনিই আমাদের উপর দয়া বর্ষণ করেন; তিনিই ধন্যবাদ জানান, আবার তিনিই অনুগ্রহ দান করেন; আর যেহেতু তিনি নিজ মণ্ডলীর কাছে দৈনিক যজ্ঞ উৎসর্গ করার নিয়ম শিখিয়েছেন যাতে সাক্ষ্যমরদের জন্য ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয় ও সেই সকল পাপীর হয়ে প্রার্থনা করা হয় যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছে ও যারা ইতিমধ্যে জগৎ ত্যাগ করেছে, সেজন্য যতদিন আমরা এ দুঃখী অবস্থায় রয়েছি, ততদিন তিনি নিজেই আমাদের হয়ে মিনতি জানান, আর তিনি যখন আমাদের স্বর্গীয় করবেন, তখন আমাদের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন; অতএব সেই শাশ্বতকালীন যাজক উভয় যাজকত্ব ক্ষেত্রে এমন যাজকত্বের অধিকারী যার কখনও শেষ হবে না। সুতরাং যে বাণী আমরা হিব্রুদের পত্রে পাঠ করে থাকি, সেই বাণী সত্যিই সত্য: *যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন— কাল, আজ ও চিরকাল* (হিব্রু ১৩:৮)।

শ্লোক - হিব্রু ৪:১৪, ১৬; রো ৩:২৫

প্ আমাদের এমন পরম মহাযাজ আছেন যিনি স্বর্গসকলেন মধ্য দিয়ে গমন করেছেন— সেই ঈশ্বরের পুত্র যিশু।

উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।

প্ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

উ সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৩:১১-১৮)

**ঈশ্বর বিশ্বস্ত : এসো, তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকি**

যখন এই সমস্ত কিছু এইভাবে বিলীন হওয়ার কথা, তখন তোমাদের পক্ষে পবিত্র আচার-ব্যবহারে ও ভক্তিতে কী ধরনের মানুষই না হওয়া উচিত! তোমরা ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের প্রতীক্ষা কর! সেই দিনের আগমন ত্বরান্বিত করতে চেষ্টা কর! সেই দিনটিতে আকাশমণ্ডল জ্বলে উঠে বিলীন হবে, এবং মৌল যত উপাদান পুড়ে গিয়ে গলে যাবে। তাছাড়া, তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এমন এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি, যেখানে ধর্মময়তা নিত্যই বসবাস করে।

এজন্য, প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন এসব কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছ, তখন তাঁর সম্মুখে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় হয়ে, শান্তিতে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট থাক। আমাদের প্রভুর সেই অসীম সহিষ্ণুতাকে তোমরা পরিত্রাণ বলে মনে কর, যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পলও তাঁর দেওয়া প্রজ্ঞা অনুসারে তোমাদের কাছে লিখেছেন : তাঁর সকল পত্রে এপ্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একথা বলে থাকেন ; তাঁর পত্রগুলিতে এমন কিছু কিছু কথা রয়েছে যা বোঝা কষ্টকর বটে ; এবং জ্ঞান নেই, স্থিরতাও নেই, এমন মানুষেরা যেমন অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কথার অর্থ বিকৃত করে, তেমনি তাঁর বক্তব্যের অর্থও বিকৃত করে—কিন্তু তাদের নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশে।

সুতরাং, প্রিয়জনেরা, তোমরা এই সবকিছু আগে থেকে জেনে সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভুলভ্রান্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে তোমরা নিজেদের স্থিরতা থেকে সরে পড় ; তোমরা বরং আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানলাভে বৃদ্ধিশীল হও। গৌরব তাঁরই—এখন ও অন্তিমকাল পর্যন্ত! আমেন।

**শ্লোক** - ইশা ৬৫:১৭, ১৮; প্রকাশ ২১:৫

*প্র* দেখ, আমি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তার জন্য তোমরা চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে।

*উ* দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

প্র আমি যেরুশালেমকে পুলক-ভূমি, ও তার জনগণকে উল্লাস-ভূমি হবার জন্যই সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

উ দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১:২৪)

**মানবপুত্র আপন পিতার গৌরবে আগমন করবেন**

আমাদের মুক্তিসাধক প্রভু স্থির করেছেন, তাঁর মনোনীতজনেরা বর্তমান জীবনের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ভাবী সুখের শ্রমশূন্য জীবনে এসে পৌঁছবে। এজন্য সুসমাচারে তিনি এক সময়ে এখনকার সংগ্রামের মহা পরিশ্রম, আর এক সময়ে শাশ্বত পুরস্কারের গৌরব বর্ণনা করেন, একদিকে যেন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ভক্তদের কাছে একথা স্মরণ করাতে পারে যে, এজীবনে বিশ্রাম কখনও চাইতে নেই; অন্য দিকে তারা বর্তমান কষ্টের শাশ্বত পুরস্কারের প্রত্যাশায় থাকলে যেন ভাবী প্রতিদানের মাধুর্য তাদের পার্থিব অমঙ্গলের বোঝা লঘুতর করে।

*মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, ও প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* (মথি ১৬:২৭)। এ বচনে প্রভু শেষ বিচারের সেই দিনের কথা প্রকাশ্যেই চিহ্নিত করেন, যে দিনে, জগৎ দ্বারা বিচারিত হবার জন্য একসময়ে বিনম্রতায় ও অবমাননায় এলে পর তিনি মহাপ্রতাপে ও মহাগৌরবে সেই জগৎকে বিচার করতে পুনরাগমন করবেন। অর্থাৎ সেই দিনটি, যে দিনটিতে কঠোর বিচারকর্তা রূপে তিনি তাদেরই কাছ থেকে সিদ্ধকর্মের হিসাব দাবি করবেন, যাদের কাছে উদার দয়ার সঙ্গে তিনি আগে নিজ দানগুলির অনুগ্রহ দান করেছিলেন; এবং প্রত্যেককে যার যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে তিনি মনোনীতদের আপন পিতার রাজ্যে চালিত করবেন ও দুর্জনদের শয়তানের সঙ্গে চিরন্তন আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

আর সঙ্গতভাবেই বলা হয়, মানবপুত্র নিজ পিতার গৌরবে আগমন করবেন। হ্যাঁ, মানবপুত্র নিজ পিতার গৌরবে আগমন করবেন, কারণ মানবস্বরূপে যিনি পিতার হীনতর, তিনি সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষ রূপে পিতার সঙ্গে অনন্য ও একই গৌরবের ঈশ্বরত্বে আবির্ভূত।

*তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন,* বচনটি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ধার্মিকদের আনন্দিত করে ও দুর্জনদের সন্ত্রাসিত করে, কারণ যারা এখন শুভকর্ম সাধন করে ও দুর্জনদের অধর্মময় অত্যাচার ভোগ করে, ন্যায়বিচারকের আগমনে তারা দুর্জনদের হিংসার হাত থেকে মুক্তি পাবে, আর শুধু তা নয়, তারা নিজেদের ধর্মময়তা ও ধৈর্যের পুরস্কারও গ্রহণ করবে। অপরদিকে, যারা এখন পাপে লিপ্ত হয়ে বিচারকের ধৈর্য দুর্বলতা বলে গণ্য করে, বেশি দেরি করে অনুতাপ করার ফলে তারা ন্যায়বিচার অনুসারে চিরকালীন দণ্ডে দণ্ডিত হবে। সুসমাচারের এ বচনের সঙ্গে সামসঙ্গীত-রচয়িতাও একই কথা বলেন: *আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা, তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার* (সাম ১০১:১): তিনি গান করতে চান আগে কৃপা ও তারপরে ন্যায়ের কথা, কারণ প্রভু তাঁর প্রথম আগমনে যে সঞ্চয় আমাদের হাতে মঙ্গলময়তার সঙ্গে দিয়েছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় আগমনে তিনি অধিক কঠোরতার সঙ্গেই সেই সঞ্চয় দাবি করবেন। কিন্তু সেই দুর্জন যে ঈশ্বরের দেওয়া দয়া তুচ্ছ করে, সে যে প্রতিফলদাতা বিচারকের ন্যায্যতা দ্বারা সন্ত্রাসিত হবে, তা ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু যে কেউ ঈশ্বরের দেওয়া দয়া-অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখে, সে ন্যায্যতার রায় আনন্দের সঙ্গে অপেক্ষা করে, ও সেজন্য বিচারকের উদ্দেশে কৃপা ও ন্যায়ের কথা স্বচ্ছন্দেই গান করে। বাস্তবিকই, যেহেতু সকলের কাছে শেষ বিচারের সময় অনিশ্চিত, মৃত্যুক্ষণও যেহেতু প্রত্যেকের কাছে অনিশ্চিত, এবং যারা প্রতিশ্রুত পুরস্কারের আগমনের সময় না জানায় যেহেতু বর্তমান দুর্দশার কাল তাদের কাছে অধিক দীর্ঘ বলে মনে হতে পারত, সেজন্য সদ্‌গুরু ইচ্ছা করলেন, তিনি এখনও-মর্তবাসী নিজ শিষ্যদের কয়েকজনের কাছে শাশ্বত প্রতিশ্রুতির আনন্দ আগে থেকেই প্রকাশ করবেন। তাঁর অভিপ্রায়, তারা নিজেরা, ও যারা পরবর্তীকালে তাদের বাণী গ্রহণ করবে তারাও ভাবী প্রতিদানের প্রতীক্ষিত অনুগ্রহের কথা নিজেদের কাছে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বর্তমান প্রতিকূলতা একটু সহজে সহ্য করবে। এজন্য তিনি বলে চলেন, *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যের প্রভাবে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না* (মথি ১৬:২৮)।

শ্লোক - প্রকাশ ২২:১২; যেরে ১৭:১০

প্ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি;

উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

প্ আমি যে প্রভু, আমি হৃদয় তলিয়ে দেখি, মন যাচাই করি।

উ দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১৫খ–৭:২)

**মনপরিবর্তন অকপট না হলে তা বৃথা**

প্রভু একথা বলছেন :

তাদের সঙ্কটে তারা সযত্নেই আমার অনুসন্ধান করবে ;
আর তখন বলবে,
'এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন,
কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন ;
আমাদের আঘাত করলেন,
কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান।
দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,
আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন ;
তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।
এসো, তাঁকে জানি, প্রভুকে জানবার জন্য ছুটে চলি,
ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন।
ঘন ঘন বৃষ্টির মতই তিনি আমাদের কাছে আসবেন,
আসবেন বসন্তের সেই জলবর্ষণের মত যা মাটিকে জলসিক্ত করে।'

এফ্রাইম, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
যুদা, তোমাকে নিয়ে আমি কীবা করব?
সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম,
তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।
এজন্যই নবীদের দ্বারা আমি তাদের আঘাত করলাম,

আমার মুখের বচন দ্বারা তাদের সংহার করলাম,
আলোকের মতই উদিত হয় আমার বিচার :
কারণ আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়,
আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।
কিন্তু তারা আদমের মত সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
এই যে কোথায় তারা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!
গিলেয়াদ তো অপকর্মাদের নগর,
তা রক্তে কলঙ্কিত।
ওত পেতে থাকা দস্যুদের মত
এক দল যাজক শিখেমের দিকের পথে নরহত্যা করে :
আহা, কেমন জঘন্য ব্যাপার!
বেথেলে আমি রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখেছি,
সেইখানে হয়েছে এফ্রাইমের বেশ্যাচার,
সেইখানে ঘটেছে ইস্রায়েলের কলুষ।

আমি যখন আমার আপন জনগণের দশা ফেরাব,
তখন তোমার জন্যও, হে যুদা, নিরূপিত থাকবে এক ফসল!
যখনই আমি ইস্রায়েলকে নিরাময় করতে চাই,
তখনই এফ্রাইমের শঠতা ও সামারিয়ার অপকর্ম প্রকাশ পায় ;
কারণ প্রতারণাই তাদের চর্চা :
ভিতরে চোরের প্রবেশ,
বাইরে দস্যুর লুটতরাজ!
আমি যে তাদের সমস্ত অধর্ম স্মরণে রাখি,
একথা তারা কি ভাবেই না?
তাদের সমস্ত কর্ম চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে,
সেইসব কিছু আমার মুখেরই সামনে উপস্থিত।

**শ্লোক** - মথি ৯:১৩; হো ৬:৪, ৬

*প্র* তোমরা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নাও,

*উ* আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

*প্র* সকালের মেঘের মতই তোমার প্রেম, তা শিশিরেরই মত, যা প্রত্যূষে উবে যায়।

*উ* আমি প্রেমেই প্রীত, বলিদানে নয়, আহুতির চেয়ে ঈশ্বরজ্ঞানেই বরং আমি প্রীত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - লিয়নের সন্ন্যাসী মার্টিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৬)

**এ সমস্ত কিছু খ্রিষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে**

*এসো, প্রভুর কাছে ফিরে যাই, তিনি আমাদের ছিঁড়ে ফেললেন, কিন্তু আমাদের নিরাময় করবেন; আমাদের আঘাত করলেন, কিন্তু বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান* (হো ৬:১)। যে ভক্তরা অধর্ম সাধনে প্রভুর কাছ থেকে দূরে গেছিল, এ বচন দ্বারা তারা শুভকর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পরস্পরকে উৎসাহদান করে। তাই এ হল ভক্তদের কণ্ঠস্বর, ঠিক যেন আমরাই বলতাম, পাপ করে যাঁকে ত্যাগ করেছি, *এসো, সেই প্রভুর কাছে ফিরে যাই*, কারণ মাংসধারণ করে তিনি নিজেই প্রথম আমাদের কাছে আসছেন, এবং নিজ যন্ত্রণাভোগ দ্বারা আমাদের বন্দিদশা স্বাধীনতায় পরিণত করে তিনি নিজেই *আমাদের নিরাময় করবেন।*

স্নেহময় পিতার মত আমাদের শাসন করে *তিনি আমাদের আঘাত করলেন*, কিন্তু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তিনি নিজেই *বেঁধে দেবেন আমাদের ক্ষতস্থান, এবং দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন* (হো ৬:১-২)। এ সমস্ত কিছু খ্রিষ্টেই মূর্ত হয়ে উঠেছে, কেননা বৃহস্পতিবারে সমর্পিত হয়ে ও শুক্রবারে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি রবিবার ভোরে পুনরুত্থান করে পাতাল থেকে ফিরে এলেন। আর *তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব* (হো ৬:২)। এ বাণী দ্বারা তিনি আমাদের দেখান যে, ইস্রায়েল ও যুদা যদি একই পুনরুত্থিত প্রভুতে বিশ্বাস রাখত, তাহলে তাদের একটিমাত্র পালক ও রাজা থাকতেন, সেই দাউদ তথা সেই খ্রিষ্ট যিনি মাংস অনুসারে দাউদকুলে জাত।

*দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন,* অর্থাৎ সেই দু' দিন যা তিনি সমাধিতে অতিবাহিত করলেন। *এবং তৃতীয় দিনে* মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তিনি নিজের সঙ্গে *আমাদের পুনরুত্থিত করবেন* এবং এখন ও ভাবী কালেও আমরা নিরাময় হয়ে উঠে ও সঞ্জীবিত ও পুনরুত্থিত হয়ে *তাঁর সাক্ষাতে জীবনযাপন করব*— হ্যাঁ, কারণ তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা মৃত অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। উপরন্তু, এখন তাঁর অনুকরণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর ঈশ্বরত্বের মহিমায় তাঁকে জানতে পারব, ও পরে স্বর্গারোহণের ফলে প্রভুকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারব। এজন্য লেখা আছে: *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* (যোহন ১৭:৩)। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে নবী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা ইতিমধ্যে খ্রিষ্টে বাস্তব রূপ পেয়ে গেছে।

আমাদের পক্ষে প্রথম দিন হল সেই দিন, যেদিনে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করি; দ্বিতীয় দিন আত্মাদের বিশ্রামে ঘটে; তৃতীয় দিন সার্বজনীন পুনরুত্থানেই সাধিত। আরও, নবী যখন বলেন, আমরা পুনরুত্থিত হব ও *তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব,* তখন এ বাণী তাদেরও লক্ষ করতে পারে যারা পাতালে বন্দি অবস্থায় ছিল ও তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থান করল। তারপর নবী বলে চলেন, *ভোরের মতই সুনিশ্চিত তাঁর আগমন* (হো ৬:৩)। ভোর হল সেই আলোর উদয় যা অন্ধকার দূর করে দেয়; আরও স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি: এসো, খ্রিষ্টের কাছে ফিরে যাই, যেন ভোরের আগমনে যেমন রাতের অন্ধকার দূর করা হয়, তেমনি কুমারীগর্ভ সেই বাসর থেকে খ্রিষ্টের আগমনে পাপের যত অন্ধকার ঘুচে যায় ও সত্যের আলো প্রতীয়মান হয়।

শ্লোক - হো ৬:২; ২ করি ৪:১৩-১৪

প্র দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর তৃতীয় দিনে আমাদের পুনরুত্থিত করবেন;

উ তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

*প্র* একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও বিশ্বাস করি যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন।

*উ* তখন তাঁরই সাক্ষাতে আমরা জীবনযাপন করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যুদার পত্র থেকে পাঠ (১-৮, ১২-১৩, ১৭-২৫)

## নকল শিক্ষাগুরুরা ইতিমধ্যেই বিচারাধীন ; বিবিধ বাণী

আমি যিশু খ্রিষ্টের দাস, যাকোবের ভাই যুদা। যারা পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র ও যিশু খ্রিষ্টের জন্য সংরক্ষিত, সেই আহূতজনদের সমীপে: দয়া, শান্তি ও ভালবাসা প্রচুর মাত্রায় তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

প্রিয়জনেরা, আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমাদের সকলের পরিত্রাণ প্রসঙ্গে তোমাদের কাছে কিছু লিখব; কিন্তু অনুভব করলাম, তোমাদের উৎসাহিত করার জন্য এই বিষয়ে কিছুটা লেখা আমার কর্তব্য, তথা, পবিত্রজনদের কাছে একবার চিরকালের মত সম্প্রদান-করা সেই বিশ্বাসের প্রসঙ্গে। কেননা তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন ভক্তিহীন মানুষ গোপনে গোপনে অনুপ্রবেশ করেছে,—এই বিষয়ে দণ্ডের পাত্র হবার জন্য তারা তো বহুদিন থেকেই চিহ্নিত—যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় বিকৃত করে, এবং আমাদের একমাত্র অধিপতি ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে।

এখন, যদিও তোমরা এই সবকিছু ভালই জান, তবু আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রভু মিশর দেশ থেকে জনগণকে ত্রাণ করে পরবর্তীতে কিন্তু, যারা বিশ্বাস করতে অসম্মত ছিল, তাদের ধ্বংস করেছিলেন। আর যে স্বর্গদূতেরা তাদের দেওয়া অধিকার রক্ষা না করে বরং তাদের নির্ধারিত এলাকা ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি মহাদিনের সেই বিচারের জন্য ঘোর অন্ধকারের গভীরে চিরশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সদোম, গমোরা আর আশেপাশের শহরগুলোও পথভ্রষ্ট হয়ে একই প্রকারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিকৃত যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছিল; এখন তারা চিরন্তন অগ্নিদণ্ড ভোগ করতে করতে আমাদের চোখের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তা সত্ত্বেও এই লোকেরা সেইসব কিছু করে চলছে: তাদের নিজেদের মরীচিকায় চালিত হয়ে তারা দেহকে কলুষিত করে, কর্তৃত্বকে অমান্য করে, এবং গৌরবের পাত্র যাঁরা, তাঁদের নিন্দা করে। তারা তোমাদের প্রীতিভোজের কলঙ্ক: সকলের মধ্যে বসে নির্লজ্জ হয়ে পেট ভরায়, কেবল নিজেদেরই লালন-পালন করে; তারা বাতাসে ভেসে

যাওয়া জলহীন মেঘের মত; ফসলের সময়ে ফলহীন গাছের মত—দু'বারই মৃত গাছের মত, শিকড় উপড়ে ফেলা গাছের মত! তারা সমুদ্রের এমন উৎক্ষিপ্ত ঢেউয়ের মত, যা নিজ নির্লজ্জতার ফেনা ছড়িয়ে ফেলে; তারা লক্ষ্যহীন ভাবে ভ্রাম্যমাণ জ্যোতিষ্কের মত, যেগুলোর জন্য ঘোরতম অন্ধকার চিরকালের মত সঞ্চিত আছে।

কিন্তু, প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের প্রেরিতদূতেরা যে সকল কথা আগে থেকে বলেছিলেন, তোমরা তা মনে রেখ; তাঁরা তোমাদের বলতেন, 'অন্তিমকালে এমন বিদ্রূপকারী মানুষের উদ্ভব হবে, যারা তাদের নিজেদের ভক্তিবিরুদ্ধ দুর্মতি অনুসারে চলবে।' তারাই তো বিভেদ ঘটায়—পার্থিব মনের মানুষ; আত্মাবিহীন মানুষ!

কিন্তু, প্রিয়জনেরা, তোমরা তোমাদের পবিত্রতম বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোল, পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ই প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের ভালবাসায় নিজেদের রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবনলাভের জন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দয়ার প্রতীক্ষায় থাক। এমন কয়েকজনের প্রতি—যারা টলমান—তোমরা মমতা দেখাও; অন্যজনকে তোমরা আগুন থেকে টেনে বের করে বাঁচাও; আবার অন্যজনদের প্রতি মমতা দেখাও, কিন্তু ভয়ের সঙ্গে!—তাদের দেহলালসায় কলঙ্কিত পোশাকও ঘৃণা কর।

যিনি হোঁচট খাওয়া থেকে তোমাদের রক্ষা করতে ও নিজের গৌরবের সাক্ষাতে অনিন্দনীয় অবস্থায় আনন্দের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম, অনন্য ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা যিনি, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা তাঁরই গৌরব, মহিমা, প্রতাপ ও কর্তৃত্ব হোক সর্বকালের আগে, এখন ও সর্বকাল ধরে। আমেন।

**শ্লোক** - তীত ২:১২-১৩; হিব্রু ১০:২৪ দ্রঃ

*প্র* এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি,

*উ* এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

*প্র* এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি,

*উ* এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৫৬:১, ২, ৩)

**যিনি মঙ্গলময়, যিনি সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের মুক্ত করেন**

**এসো, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে আল্লেলুইয়া গান করি**

এসো, এসংসারে বিপদাপন্ন হয়ে থাকতেই আল্লেলুইয়া গান করি, যেন স্বর্গে বিপদমুক্ত হয়েই তা গান করতে পারি। আমরা বিপদাপন্ন কেন? তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন একথা পড়ি: *পৃথিবীতে মানবজীবন প্রলোভন নয় কি?* (যোব ৭:১ দ্রঃ)। তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন আমাকে এ কথাও বলা হয়, *জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়?* (মথি ২৬:৪১)। তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন আমি এখানে এতগুলো প্রলোভনের সম্মুখীন যে, প্রভুর প্রার্থনাও আমাদের একথা বলতে নির্দেশ করে: *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২ লাতিন পাঠ্য)।

আমরা প্রতিদিন প্রার্থী, প্রতিদিন অপরাধী। তুমি কি চাও না, আমি নিজেকে বিপদাপন্ন বলে বিবেচনা করব, যখন প্রতিদিন পাপক্ষমা মিনতি করি, প্রতিদিন বিপদে সহায়তা প্রার্থনা করি? বস্তুত আমি যখন অতীত পাপের জন্য বলি, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি,* তখন ভাবী বিপদের জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলি: *আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না* (মথি ৬:১৩)। জনগণও কেমন করে মনে করতে পারে, তারা মঙ্গলে আছে, যখন আমার সঙ্গে বলে ওঠে, *কিন্তু অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর?* (মথি ৬:১৩)। কিন্তু তবুও, ভাইবোনেরা, এখনও অমঙ্গলের মধ্যে থাকতেও, এসো, আমরা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের উদ্দেশে আল্লেলুইয়া গান করি, যিনি অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করেন।

এখানকার যত বিপদ ও যত প্রলোভনের মাঝেও অন্যদের দ্বারা ও আমাদের দ্বারা গান করা হোক 'আল্লেলুইয়া।' *ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির পক্ষে অতিরিক্ত প্রলোভন ঘটতে দেবেন না* (১ করি ১০:১৩ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং এসো, এখানেও গান করি, আল্লেলুইয়া। মানুষ এখনও অপরাধী, ঈশ্বর কিন্তু বিশ্বস্ত।

তিনি তো বলেননি, 'তোমাদের প্রতি প্রলোভন ঘটতে দেবেন না,' কিন্তু বলেন, *তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির পক্ষে অতিরিক্ত প্রলোভন ঘটতে দেবেন না; বরং প্রলোভনের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, তোমরা যেন সহ্য করতে পার।* প্রলোভনে প্রবেশ করেছ; ঈশ্বর কিন্তু প্রস্থানের উপায়ও দেবেন, যেন সেই প্রলোভনে তোমার বিনাশ না হয়; ঠিক যেন কুমোরের পাত্রের মত তোমাকে উপদেশ দ্বারা গড়া হচ্ছে ও পীড়নের আগুন দ্বারা পোড়ানো হচ্ছে। কিন্তু যখন প্রবেশ কর, তখন একথা ভাব যে, তুমি প্রস্থান করবেই, কারণ ঈশ্বর বিশ্বস্ত: *তিনি প্রবেশে ও প্রস্থানে তোমাকে রক্ষা করবেন* (সাম ১২১:৭-৮ লাতিন পাঠ্য)।

কিন্তু এ দেহ যখন অমর ও অক্ষয়শীল হয়ে উঠবে, তখন সমস্ত প্রলোভনও মরবে, কারণ তখন *দেহ মৃত*; দেহ মৃত কেন? তার কারণ, *পাপের কারণেই দেহ মৃত*; কিন্তু আত্মা তো জীবন; কেন? তার কারণ, *আত্মা ধর্মময়তার কারণেই জীবন* (রো ৮:১০)। তবে আমরা কি দেহকে মৃত বলে ত্যাগ করব? না, কিন্তু কথাটা শোন, *যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি খ্রিষ্ট যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন* (রো ৮:১১)। আমাদের দেহ এখন পার্থিব, সেসময় কিন্তু আত্মিক হবে।

আহা, ঊর্ধ্বের সেই আল্লেলুইয়া কতই না ধন্য! কতই না বিপদমুক্ত! কতই না শত্রুবিহীন! সেখানে কোন শত্রু থাকবে না, সেখানে কোন বন্ধুও মরবে না। সেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনিত হবে, ঠিক যেমন এখানেও ঈশ্বরের প্রশংসা ধ্বনিত, কিন্তু এখানে বিপদাপন্নদের মুখে, সেখানে বিপদমুক্তদের মুখে ধ্বনিত; এখানে মৃত্যুদণ্ডিতদের মুখে, সেখানে নিত্য বিজয়ীদের মুখেই ধ্বনিত; এখানে প্রত্যাশায়, সেখানে বাস্তবেই ধ্বনিত; এখানে নির্বাসনের দেশে, সেখানে মাতৃভূমিতেই ধ্বনিত।

আমার ভাইবোনেরা, এসো, এখানেও গান করি—বিশ্রাম ভোগ করার জন্য নয়, কিন্তু শ্রম থেকে একটু আরাম পাবার জন্যই গান করি। পথযাত্রীরা যেভাবে গায়, সেভাবেই গাই: গাও বটে, কিন্তু পথে চল; গাইতে গাইতে শ্রম থেকে সান্ত্বনা পাও, কিন্তু অলসতায় আসক্ত হয়ো না; গাও, আবার কিন্তু পথে চল। চল, এর মানে কি? এগিয়ে

চল, শুভকর্ম সাধনেই এগিয়ে চল। কেননা প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে তারাও আছে যারা অধর্মেই এগিয়ে চলে। তুমি এগোলে তার মানে হল যে ঠিকই চল ; কিন্তু শুভকর্মেই এগিয়ে চল, যথার্থ বিশ্বাসে এগিয়ে চল, সদাচরণে এগিয়ে চল : গাইতে গাইতে চল।

**শ্লোক** - তোবিত ১৩:১৭, ১৮ দ্রঃ

*প্র* যেরুশালেম, তোমার রাস্তা-ঘাট খাঁটি সোনায় নির্মিত হবে, তোমার মধ্যে ধ্বনিত হবে আনন্দগান,

*উ* ও তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে : আল্লেলুইয়া !

*প্র* তুমি উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিতা হবে : দূর থেকে বহু দেশ আসবে তোমার কাছে,

*উ* ও তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে : আল্লেলুইয়া !

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-১৪)

### রাজাদের, মূর্তিপূজা ও মিথ্যা উপাসনা-কর্মের বিরুদ্ধে বাণী

মুখে তুরি দাও!
ঈগল পাখির মত সর্বনাশ প্রভুর গৃহের উপর নেমে আসছে!
কারণ তারা আমার সন্ধি লঙ্ঘন করেছে,
নির্দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে;
ইস্রায়েল নাকি আমার কাছে চিৎকার করে বলে:
'হে আমাদের পরমেশ্বর, আমরা তোমাকে স্বীকার করি!'
অথচ ইস্রায়েল যা মঙ্গল তা দূরে ফেলে দিয়েছে;
তাই শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করবে।
তারা রাজাদের বানিয়েছে—কিন্তু আমার সম্মতিতে নয়;
তারা নেতাদের নিযুক্ত করেছে—কিন্তু আমার অজান্তে;
তাদের সোনা-রুপো দিয়ে দেবমূর্তি তৈরি করেছে
—কিন্তু তাদের সর্বনাশ হবেই।
সামারিয়া, তোমার বাছুর আমি তুচ্ছই করি!
ওদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠল;
নিজেদের নিষ্কলঙ্ক করতে আর কতকাল ওরা দেরি করবে?

কেননা সেই বাছুর ইস্রায়েল দ্বারাই গড়া,

তা একটা কারুকর্মীর হাতের কাজ, তা ঈশ্বর নয়;
টুকরো টুকরো করা হবেই সামারিয়ার সেই বাছুর!
তারা বাতাস বুনেছে, তাই ঝঞ্ঝাই সংগ্রহ করবে।
তাদের গমে শিষ থাকবে না,
গজিয়ে উঠলেও তা কখনও ময়দা দেবে না,
দিলেও, তা ভিনদেশীরাই গ্রাস করবে।
ইস্রায়েলকেও গ্রাস করা হয়েছে;
এখন তারা জাতিসকলের মধ্যে হীন পাত্রেরই মত।
তারা তো আশুর পর্যন্তই গেল,
সেই আশুর, যা এমন বন্য গাধা যে একাকীই থাকে;
এফ্রাইম নিজের জন্য প্রেমিকদের কিনে নিয়েছে;
জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের কিনে নিয়েছে বিধায়
এখন আমি এদের সকলকে একত্রে ঘিরে ফেলব;
তারা শীঘ্রই টের পাবে সেই রাজাধিরাজের বোঝা!

এফ্রাইম নিজের পাপের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি উত্তরোত্তর গাঁথতে থাকে,
কিন্তু এই যজ্ঞবেদিগুলিই তাদের পক্ষে পাপের অবকাশ।
তার জন্য আমি হাজার বিধিনিয়ম লিখে গেছি,
কিন্তু সেইসব বিজাতীয় একজনের কাছ থেকে আগত বলেই গণ্য।
তারা আমার কাছে বলি উৎসর্গ করে থাকে,
সেই পশুর মাংসও খেয়ে থাকে,
কিন্তু প্রভু তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রাহ্য করবেন না;
তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন,
তাদের মিশরে ফিরে যেতে হবে।

সত্যিই, ইস্রায়েল তার নিজের নির্মাতাকে ভুলে গেছে,
নিজের জন্য নানা প্রাসাদ গেঁথেছে;

আর এদিকে যুদা সুরক্ষিত নগর উত্তরোত্তর নির্মাণ করে থাকে;
কিন্তু তাদের শহরে শহরে আমি আগুন প্রেরণ করব,
আর সেই আগুন গ্রাস করবে তাদের সেই দুর্গসকল।

**শ্লোক** - রো ১:১৮, ২১, ২৩

*প্র* যারা অধর্মের মধ্যে সত্যকে প্রতিরোধ করে, ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ থেকে সেই মানুষদের অভক্তি ও অধর্মের উপরে প্রকাশিত হচ্ছে;

*উ* ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।

*প্র* অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে;

*উ* ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে গৌরব আরোপ করেনি, ধন্যবাদও জানায়নি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির সাক্রামেন্ত' থেকে পাঠ (২য় বিভাগ ১)

**জগতের পরিত্রাণ কালশ্রেণি অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত**

খ্রিষ্টের খাদ্যই জগতের পরিত্রাণ; বস্তুত জগৎ সেই পরিত্রাণের জন্য ক্ষুধিত, তার জন্য আবার পিপাসিত, কারণ পরিত্রাণ তার পানীয়। তিনি জল না দিলে কেবা জল পেতে পারে? আর তিনি যাকে পরিত্রাণ করেন, সে ছাড়া কেইবা পরিত্রাণ পেতে পারে?

কিন্তু জগৎ যার জন্য পিপাসিত, সেই পরিত্রাণ তিনি এক দিকে সেই বিষয়েই সাধিত করেন যা প্রস্তুতি সংক্রান্ত, আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা মুক্তি সংক্রান্ত, ও আর এক দিকে সেই বিষয়ে যা চরম সিদ্ধি সংক্রান্ত।

প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সব কিছু যা তিনি ভাবী মুক্তি পূর্বদৃষ্টান্ত দেবার উদ্দেশ্যে জগতের শুরু থেকে তাঁর আগমনকাল পর্যন্ত নিজ পুণ্যজনের মধ্যে সাধন করলেন। মুক্তি সংক্রান্ত বিষয় হল সেই সমস্ত মঙ্গল কাজ যা খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান পর্যন্ত নিজ জীবনকালে সাধন করলেন ও ভোগ করলেন। আর পরম সিদ্ধি

সংক্রান্ত বিষয় হল পুনরুত্থানের গোটা গৌরব। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেন, *আজ ও কাল আমি রোগ-নিরাময় করি, এবং তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব* (লুক ১৩:৩২)।

জগতের পরিত্রাণ তিন কালশ্রেণিক্রমে, অর্থাৎ প্রস্তুতি, কর্ম-সাধন ও কর্মফল অনুসারে, তথা দৃষ্টান্ত, অনুগ্রহ ও গৌরব অনুসারে বিভক্ত ও বিন্যস্ত। সর্বপ্রথমে পিতা ঈশ্বর ত্রাণকর্তার প্রতিশ্রুতি সহ যাকোবের কাছে পরিত্রাণ প্রেরণ করলেন; তারপর, ত্রাণকর্তার আগমনের মধ্য দিয়ে তিনি রাজাদের তথা সকল পুণ্যজনদের কাছে পরিত্রাণ দান করলেন; শেষে নিজ রাজাকে মহাবিজয় প্রদান ক'রে, নিজ তৈলাভিষিক্তজনের প্রতি, সেই দাউদের প্রতি ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে তিনি ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান দ্বারা পরিত্রাণকর্মের সিদ্ধি ঘটালেন।

আমাদের এ পরিত্রাণকর্ম খ্রিষ্ট দ্বারা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করেই সাধিত হল। ঘটনা ও কালের গোটা ব্যবস্থা তাঁর দ্বারা এ লক্ষ্যেই চালিত ছিল, এবং যা কিছু এ উদ্দেশ্যে সহযোগিতা দান করত, সেই সব কিছুতে বিশ্বনির্মাতা নিজেও প্রীত হলেন, কারণ সবকিছু ছিল তাঁর গৌরবার্থে, যেমনটি লেখা আছে: *তুমি ধরণীর মুখ নবীন করে তোল। প্রভুর গৌরব হোক চিরকাল; আপন কর্মকীর্তি নিয়ে প্রভু আনন্দিত হোন* (সাম ১০৪:৩০-৩১)।

নিজের আগমনের আগে তিনি যা সাধন করেছিলেন, কেবল তা নিয়ে তিনি আনন্দিত হননি, আসল সৃষ্টিকে নিয়েই তিনি আনন্দিত হলেন; তবু জগতে এসে তিনি আমাদের অধর্মের কশাঘাত সানন্দে আপন করলেন। আমি কি বলব, তিনি আনন্দিত না দুঃখিত ছিলেন? আনন্দিত ও দুঃখিত, কথা দু'টোই ঠিক, কেননা তাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *তিনি আনন্দে মেতে ওঠেন তেমন বীরের মত যে পথে দৌড়োয়* (সাম ১৯:৬)। আবার তিনি নিজে এ কথাও বলেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন* (মথি ২৬:৩৮)। তিনি নিপীড়নের জ্বালায় ও আমাদের জন্য ধারণ করা সেই কঠোর জীবনেই শুধু দেহের যন্ত্রণা ভোগ করেননি, কিন্তু নিজের প্রাণেই আসল দুঃখ অনুভব করলেন—তথাপি স্বচ্ছন্দেই তা গ্রহণ করলেন।

সুখী হলেও তিনি সত্যি দুঃখার্ত হতে চাইলেন, তবু সেই দুঃখ সুখ বিহীন ছিল না, কারণ তাঁর পক্ষে সুখ দুঃখ থেকেই উদ্ভূত ছিল। এজন্য তিনি বলেন, *আমি একান্তই*

*বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব* (লুক ২২:১৫)।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাধিত আমাদের পরিত্রাণকর্ম হল পিতার ইচ্ছা, হল খ্রিষ্টের খাদ্য: তিনি এরই জন্য ক্ষুধিত, এ ইঙ্গিত করেই তিনি ক্রুশে বলেন, *আমার তেষ্টা পেয়েছে* (যোহন ১৯:২৮); এ-ই আরোগ্যদায়ী পানীয়, এ-ই আনন্দদায়ী আঙুররস, এ-ই সত্যকার আঙুরলতার সত্যকার ফল, অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টের ফল যিনি বলেন, *আমিই সত্যকার আঙুরলতা* (যোহন ১৫:১)।

**শ্লোক** - সাম ১০৫:৭, ৮, ৯, ১০; রো ১৫:৮

*প্র* তিনিই তো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর,

*উ* তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।

*প্র* আমার কথা এ: খ্রিষ্ট পরিচ্ছেদিতদের সেবক হলেন ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্যতার উদ্দেশেই, অর্থাৎ তিনি যেন পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি সার্থক করতে পারেন।

*উ* তিনি চিরকাল স্মরণে রাখেন তাঁর সন্ধি, সেই যে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন আব্রাহামের সঙ্গে; তিনি তা বিধিরূপেই স্থির করেছিলেন যাকোবের জন্য—চিরকালীন সন্ধিরূপেই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এস্থার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-৩, ৯-১৩, ১৫-১৬, ১৯; ২:৫-১০, ১৬-১৭)

## রাজ-প্রসন্নতা থেকে বিচ্যুতা ভাষ্তি রানী ;
## রানীপদে এস্থার

আহাসুয়েরোসের সময়ে, সেই যে আহাসুয়েরোস হিন্দুস্তান থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একশ' সাতাশটা প্রদেশের উপরে রাজত্ব করতেন, ঠিক সেসময়ে আহাসুয়েরোস রাজা শুশান রাজপুরীতে রাজাসনে আসীন হয়ে তাঁর রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে তাঁর প্রজাপ্রধানদের ও পরিষদদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন। পারস্য ও মেদিয়া দেশের সমস্ত সেনাপতি, গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রদেশপালকে তাঁর সাক্ষাতে সম্মিলিত হলেন। ভাষ্তি রানীও আহাসুয়েরোসের রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করলেন।

সপ্তম দিন, যখন রাজা আঙুররসে উৎফুল্ল ছিলেন, তখন মেহুমান, বিজ্থা, হার্বোনা, বিগ্থা, আবাগ্থা, জেথার ও কার্কাস—আহাসুয়েরোস রাজার ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত এই সাতজন কঞ্চুকীকে তিনি আজ্ঞা দিলেন, যেন তারা রাজমুকুটে পরিবৃতা ভাষ্তি রানীকে রাজার সামনে নিয়ে আসে, যাতে লোকদের ও প্রজাপ্রধানদের কাছে তাঁর সৌন্দর্য দেখানো হয়; কেননা তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু কঞ্চুকীরা রাজার আদেশ আনলে ভাষ্তি রানী সেই আদেশমতে আসতে রাজি হলেন না। রাজা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন, তাঁর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। তখন রাজা বিধানপণ্ডিতদের কাছে তাঁর জিজ্ঞাস্য উপস্থাপন করলেন, কেননা রাজ-সম্বন্ধীয় যে কোন ব্যাপার বিধান ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তেমন পণ্ডিতদের সামনেই আলোচনা করার প্রথা ছিল। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঞ্চুকীরা আহাসুয়েরোস রাজার আদেশ জানালে ভাষ্তি রানী সেই আদেশ মেনে নিল না, সুতরাং বিধান অনুসারে তার বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হবে?'

মেমুখান তখন রাজা ও প্রজাপ্রধানদের সামনে এই উত্তর দিলেন, 'ভাষ্তি রানী যে শুধু মহারাজের কাছে অপরাধ করেছেন, তা নয়, কিন্তু সেই সমস্ত প্রজাপ্রধান ও সমস্ত

জাতির কাছেও অপরাধ করেছেন, যারা আহাসুয়েরোস রাজার সকল প্রদেশের অধিবাসী। যদি রাজা ভাল মনে করেন, তবে "ভাশ্তি আহাসুয়েরোস রাজার সম্মুখে আর আসতে পারবেন না" তেমন রাজপত্র জারি করা হোক; এবং এর অন্যথা যেন না হয়, এজন্য এই রাজাজ্ঞা পারসিকদের ও মেদীয়দের বিধানে অন্তর্ভুক্ত হোক। তারপর মহারাজ ভাশ্তির চেয়ে যোগ্য একটি নারীকে রানী-মর্যাদায় উন্নীত করুন।'

সেসময় শুশান রাজপুরীতে বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর একজন ইহুদী বাস করতেন যাঁর নাম মোর্দেকাই; তিনি ছিলেন কীশের প্রপৌত্র, শিমেইয়ের পৌত্র, যায়িরের সন্তান। যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সঙ্গে যে সকল লোক বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার দ্বারা বন্দি অবস্থায় উপনীত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কীশকেও যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করা হয়েছিল। মোর্দেকাই নিজের জেঠার কন্যা হাদাসাকে অর্থাৎ এস্থারকে লালন-পালন করেছিলেন, কারণ এস্থারের পিতা কি মাতা আর ছিলেন না। মেয়েটি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পরে মোর্দেকাই তাঁকে আপন মেয়ের মতই গ্রহণ করেছিলেন।

সেই রাজাজ্ঞা ও রাজপত্র জারীকৃত হলে যখন শুশান রাজপুরীতে অনেক মেয়েকে হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল, তখন এস্থারকেও রাজপ্রাসাদে নেওয়া হল ও নারী-রক্ষক সেই হেগাইয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। হেগাই তরুণীতে প্রীত হল আর তাঁর প্রতি অনুগ্রহের চোখে তাকাল; সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরন ও খাদ্যের জন্য যত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যবস্থা করল, প্রাসাদের সাতজন বাছাই করা দাসীকে তাঁর জন্য নিযুক্ত করল, এমনকি তাঁর জন্য ও তাঁর দাসীদের জন্য অন্তঃপুরের সবচেয়ে ভাল স্থান ব্যবস্থা করল। এস্থার নিজের জাতির বা গোত্রের পরিচয় দিলেন না, কারণ মোর্দেকাই তা জানাতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

স্ত্রীলোকদের পক্ষে বারো মাসব্যাপী নিয়মিত প্রস্তুতির পর আহাসুয়েরোস রাজার সামনে যাবার জন্য এক একটি মেয়ের পালা আসত; কেননা তাদের প্রস্তুতির জন্য এত দিন লাগত, বস্তুত ছ'মাস গন্ধরসের তেলের জন্য, এবং বাকি ছ'মাস সেই সুগন্ধি ও প্রসাধনী-সামগ্রীর জন্য, যা নারী-সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সাধারণত ব্যবহৃত; রাজার কাছে যেতে হলে প্রত্যেকটি যুবতীর জন্য এ-ই ছিল নিয়ম; সে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময়ে অন্তঃপুর থেকে যা কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইত, তাকে তা নিতে দেওয়া হত। সে

সন্ধ্যাবেলায় যেত, ও পরদিন সকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজকঞ্চুকী শায়াশ্‌গাজের কাছে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরে আসত; রাজা তার প্রতি প্রীত হয়ে তার নাম ধরে না ডাকালে সে রাজার কাছে আর যেত না।

তাই রাজার রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষের দশম মাসে অর্থাৎ তেবেথ মাসে এস্থারকে রাজপ্রাসাদে আহাসুয়েরোস রাজার কাছে আনা হল; এবং রাজা অন্য সকল নারীর চেয়ে এস্থারেরই প্রতি বেশি আসক্ত হলেন, অন্য সকল যুবতীর চেয়ে তিনিই রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও কৃপার পাত্রী হলেন; তাই রাজা তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে ভাষ্তির পদে তাঁকেই রানী করলেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৩:৫-৮; লুক ১:৫১-৫২

*প্র* কেইবা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর মত, ঊর্ধ্বলোকে আসীন যিনি, আনত হয়ে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করেন?

*উ* তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে।

*প্র* তিনি গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে; ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

*উ* তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন তাকে আসন দিতে নেতৃবৃন্দের মাঝে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ৮:১৫, ১৭–৯:১৮)

## মনোবাঞ্ছাই প্রার্থনার প্রাণ

আমাদের কী যাচনা করা দরকার বা আমরা যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করছি কিনা, এধরনের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে নিজেদের অস্থির না করে আমরা বরং কেন সামসঙ্গীতের সঙ্গে একথা বলব না, *প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি —আমি প্রভুর গৃহে বাস করতে চাই আমার জীবনের সমস্ত দিন, প্রভুর কান্তির উপর যেন দৃষ্টি রাখতে পারি, তাঁর মন্দির দর্শনে মুগ্ধ হতে পারি* (সাম ২৭:৪)। একটা দিন যায় একটা দিন আসে, এতে তো সেপ্রকার দিনের পরম্পরা নেই, একটা দিনের অন্তও

আর একটা দিনের সূচনা নয়; কিন্তু সকল দিন অন্তহীন হয়ে একসঙ্গে মিলে রয়েছে, আর এ দিনগুলি যে জীবনের অধিকার, সেই জীবনও অন্তহীন।

এ ধন্য জীবন অর্জন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং প্রকৃত জীবন আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন—বেশি কথায় নয়, ঠিক যেন যত বেশি কথা আমরা বলব তত বড় সাড়া পাব। কেননা আমরা তাঁরই কাছে প্রার্থনা করি যিনি—স্বয়ং প্রভুর বাণী অনুসারে—আমরা যাচনা করার আগেও আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন (মথি ৬:৭-৮ দ্রঃ)।

আমরা যাচনা করার আগে যিনি আমাদের সকল প্রয়োজন জানেন, তিনি যে আমাদের প্রার্থনা করতে আদেশ করেন, একথা আমাদের কেমন যেন অদ্ভুত লাগতে পারে, আমরা যদি না উপলব্ধি করি যে, আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা জানবার জন্য তত তৎপর নন, কারণ তা তাঁর জানা কথা; তিনি বরং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের বাসনা সতেজ করতেই অভিপ্রায় করেন, তিনি যা দিতে প্রস্তুত, তা যেন আমরা পেতে পারি। বস্তুত তাঁর দান খুবই মহান, কিন্তু তা পেতে আমরা ছোট ও সঙ্কীর্ণ। এজন্য আমাদের বলা হয়, *তোমরাও হৃদয় খুলে দাও; অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না* (২ করি ৬:১৩-১৪)।

দান সত্যিই মহান: কোন চোখ তা কখনও দেখেনি কারণ তার কোন রঙ নেই, কোন কানও তা কখনও শোনেনি কারণ তার কোন শব্দ নেই, কোন মানুষের অন্তরেও তা কখনও প্রবেশ করেনি কারণ মানুষের হৃদয়েরই বরং সেখানে প্রবেশ করার কথা। আমাদের বিশ্বাস যত গভীরতর, আমাদের আশা যত দৃঢ়তর, ও আমাদের ভালবাসা যত উজ্জ্বলতর, তত মহত্তর পরিমাণে সেই দান ধারণ করতে পারব।

এজন্য আমরা এ বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে অবিরত বাসনায় প্রার্থনা করে থাকি; কিন্তু তবুও নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট কালে আমরা ঈশ্বরের কাছে কথায়ও প্রার্থনা করি, যাতে এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেদের উদ্দীপিত করি, ও সেইসঙ্গে নিজেদের সচেতন করি সেই বাসনায় কতটুকু অগ্রসর হয়েছি, ও তার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সচেষ্ট হতে নিজেদের অনুপ্রাণিত করি। কেননা বাসনা যত উজ্জ্বলতর হবে, বাসনার ফল তত মহত্তর হবে। সুতরাং প্রেরিতদূত যখন বলেন, *অবিরত প্রার্থনা কর* (১ থে ৫:১৭), তখন এ বাণীর অর্থ এছাড়া কী হতে পারে যে, যিনিই মাত্র তা দান করতে

পারেন, অবিরত আকাঙ্ক্ষায় তাঁর কাছে সেই ধন্য জীবন যাচনা কর—এমন জীবন যা অনন্ত না হলে শূন্য!

**শ্লোক** - যেরে ২৯:১৩, ১২, ১১

*প্র* তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

*উ* তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।

*প্র* আমার পরিকল্পনা শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা।

*উ* তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১৪)

### দুঃখ ও নির্বাসন সংক্রান্ত ভাববাণী

হে ইস্রায়েল, তত আনন্দ-ফুর্তি করো না,
জাতিসকলের মতও উল্লাসে মেতে উঠো না,
কারণ তুমি বেশ্যাচার করার জন্য
তোমার আপন পরমেশ্বরকে ছেড়ে দূরে গেছ;
শস্যের যত খামারে তোমার বেশ্যাগিরির মজুরি ভালবেসেছ।
খামার বা আঙুরমাড়াইকুণ্ড তাদের খাদ্য দেবে না,
নতুন আঙুররসও তাদের আশাভ্রষ্ট করবে।
তারা প্রভুর দেশে আর বাস করবে না,
এফ্রাইমকে মিশরে ফিরে যেতে হবে,
ও আশুরে অশুচি খাদ্য খেতে হবে।
তারা প্রভুর উদ্দেশে আঙুররস-নৈবেদ্য আর ঢালবে না,
তাদের সমস্ত বলিদান তাঁর প্রীতিকর হবে না।
শোকের রুটিই হবে তাদের রুটি,
যারা তা খাবে, তারা অশুচি হবে।
তাদের রুটি হবে কেবল তাদেরই জন্য,
যেহেতু প্রভুর গৃহে তা প্রবেশ করবে না।
মহাপর্বদিনে তোমরা তখন কী করবে?
কী করবে প্রভুর পর্বোৎসবে?

দেখ, তারা বিনাশ থেকে রেহাই পাবে,

কিন্তু মিশর তাদের ঘিরে ফেলবে,
মেম্ফিস হবে তাদের কবরস্থান।
তাদের যত রুপোর পাত্র হবে বিছুটিগাছের অধিকার,
তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে গজিয়ে উঠবে কাঁটাগাছ।
দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে,
প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত,
—একথা ইস্রায়েল জ্ঞাত হোক:
নবী উন্মাদ, অনুপ্রাণিত মানুষ নির্বোধ—

এসব কিছুর কারণ হল তোমার বহু অপরাধ, তোমার ভারী বিদ্বেষ।
আমার পরমেশ্বরের সঙ্গে যে নবী, সে-ই এফ্রাইমের প্রহরী,
কিন্তু তার সকল পথে রয়েছে ব্যাধের ফাঁদ,
তার আপন পরমেশ্বরের গৃহেও রয়েছে বিদ্বেষ।
গিবেয়ার সময়ের মতই তারা অত্যন্ত ভ্রষ্ট,
কিন্তু তিনি তাদের অপরাধ স্মরণ করবেন,
তাদের পাপের শাস্তি দেবেন।
আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম;
আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ক ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের
দেখেছিলাম;
কিন্তু তারা বায়াল-পেওরের কাছে এসে পৌঁছেই
সেই লজ্জাকর বস্তুর উদ্দেশে নিজেদের নিবেদন করল,
তাদের ভালবাসার বস্তুর মত ঘৃণ্য হয়ে পড়ল।
এফ্রাইমের গৌরব উড়ে যাবে পাখির মত,
আর প্রসব হবে না, গর্ভ ও গর্ভধারণও আর হবে না।
যদিও তারা সন্তানসন্ততি উৎপাদন করে,
তারা মানুষ হবার আগেই তাদের আমি উচ্ছেদ করব;
ধিক্ তাদের, যদি আমি তাদের ত্যাগ করি কোন দিন!

আমি তো দেখতে পাচ্ছি,
এফ্রাইমকে আমি দেখতাম নবীন ঘাসের মাঠে রোপিত তুরসের মত ;
তাই এফ্রাইম তার সন্তানদের নিয়ে যাবে জবাইখানায়!
প্রভু, তাদের দাও … ; তাদের তুমি কী দেবে?
তাদের অনুর্বর গর্ভ ও শুষ্ক বুক দাও!

**শ্লোক** - সাম ৬০:৩, ১৩; হো ৯:৭

*প্র* হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের ত্যাগ করেছ, করেছ ভগ্নচূর্ণ ; তুমি ক্রুদ্ধ ছিলে, এখন ফিরে এসো আমাদের কাছে।

*উ* শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।

*প্র* দণ্ডের দিনগুলি এসে গেছে, প্রতিফল-দানের দিনগুলি এবার উপস্থিত।

*উ* শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তায় এসো, বৃথাই যে মানুষের দেওয়া পরিত্রাণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৫)

**সুখী সেই মানুষ, যে প্রভুতে ভরসা রাখে**

ইহুদী জাতির মানুষেরা সত্যিই অসাধারণ নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে মনে করেছিল, তারা শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না, শত্রুরা তাদের কখনও আক্রমণ করবে না, এমনকি মনে করেছিল, চূড়ান্ত অপকর্ম সাধন করলেও ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও তারা শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করে যেতে পারবে। বস্তুত তারা প্রতিমার সামনে প্রণিপাত করল, ও বট ও বেল গাছের নিচে বেদি ও মন্দির নির্মাণ করে পরমপবিত্র ঈশ্বরের গৌরব অবজ্ঞা করে অসার দেব-দেবীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করল।

যেরুশালেম-বাসীদের কাছে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে এ বাণী দেওয়া হল: তোমরা আর বলো না, 'প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!' কারণ তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার না কর, তাহলে আমি এ স্থানের এমন দশা ঘটাব যেভাবে শীলোর বেলায় ঘটিয়েছি (যেরে ৭:৪ দ্রঃ)। নবী মিখার মধ্য দিয়েও তিনি তাদের আঘাত করেছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন, *তার নেতারা উপহারের আশাতেই*

*বিচার সম্পাদন করে, তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়, তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে। এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে: 'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই? কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!' এজন্য, তোমাদের কারণে, সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে, যেরুশালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে, এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান* (মিখা ৩:১১-১২)।

তিনি এখানে যেকোনিয়ার মন্দিরগুলোর ধ্বংসের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, ও সেই ইস্রায়েলীয়দের নিন্দা করেন, যারা তেমন অমঙ্গলের মধ্যে থাকলেও ও তীব্রতম ও প্রায়ই অপরিহার্য দুর্দশার মধ্যে থাকলেও অবস্থা বুঝেই এমন প্রতিকার নিতে অস্বীকার করল, যা দ্বারা স্বর্গীয় প্রসন্নতা তুষ্ট করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে তাদের কান্না ও মিনতি করা উচিত ছিল, ঈশ্বরের গৃহে আরোহণ করা, চল্লিশাকাল আহ্বান করাও উচিত ছিল, কেবল ঈশ্বরের কাছে ত্রাণশক্তি চেয়ে এ যাচনা করাও উচিত ছিল, তিনি যেন পথভ্রষ্টদের অপরাধ ভুলে যান।

অন্য নবীর মুখ দিয়ে তিনি তাদের কাছে এও শেখাচ্ছিলেন: *যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর; যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর; এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা, চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও, কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত। উপবাস-কাল ঘোষণা কর, জনসভা আহ্বান কর, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর, প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল, হায়, হায়, সেই দিন* (যোয়েল ১:১৩-১৫)। অতএব এ সমস্ত কিছু করেই অনন্য ত্রাণকর্তাকে প্রসন্ন করা উচিত ছিল। অথচ তারা আস্থা ও গর্বে স্ফীত হয়ে এ সমস্ত কিছু করতে চিন্তাটুকুও করল না, বরং পিতৃপুরুষদের ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সেই উচ্চস্থানে ফিরে গেল।

চারদিকে স্ত্রীলোকদের ও ছেলেদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, তারা তো ক্ষুধা ও তেষ্টায় পরিশ্রান্তই ছিল; বাস্তবিকই অবরুদ্ধ এক নগরীতে তেমন কিছু ঘটা স্বাভাবিক।

অথচ মনপরিবর্তন লাভের জন্যই চিৎকার করা ও ঈশ্বরের সামনে চোখের জল ফেলা দরকার ছিল! তিনি বলেছিলেন, তোমরা যুদ্ধ শুরু করার আগে, তোমরা খড়্গ হাতে তুলে নেওয়ার আগে, শত্রুদের প্রতিরোধ করার আগেই নগরী মরদেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং পরিত্রাণ লাভের জন্য এ উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় যে, এ সমস্ত কিছু

দিয়ে যে কেউ ত্রাণকর্তা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করতে সক্ষম, বিরাট বিপদের সম্মুখীন হলেও সে ধর্মরীতি অনুসারেই তা পালন করবে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে ধন্য দাউদ গান করেন, *হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, সুখী সেই মানুষ, যে তোমার উপর ভরসা রাখে* (সাম ৮৪:১৩)।

**শ্লোক** - সাম ১০৬:৪৭, ৪

*প্র* আমাদের ত্রাণ কর গো প্রভু, আমাদের পরমেশ্বর, বিজাতিদের মধ্য থেকে আমাদের সংগ্রহ কর,

*উ* আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

*প্র* তোমার জাতির প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে স্মরণে রেখ, প্রভু ; তোমার পরিত্রাণদানে আমাকে দেখতে এসো,

*উ* আমরা যেন তোমার পবিত্র নামের প্রতি ধন্যবাদ জানাতে পারি, গর্ব করতে পারি তোমার প্রশংসাগানে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এস্থার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৩, ১৪-১৫)

## ইহুদীরা মহাবিপদের সম্মুখীন

সেসময়, আহাসুয়েরোস রাজা উচ্চতর পদে উন্নীত করার জন্য আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান হামানকে বেছে নিলেন। তাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করে তিনি তার সকল সহপরিষদের চেয়ে তাকেই উচ্চতর আসন দিলেন। তাই রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা সকলে হামানের সামনে হাঁটুপাত ও প্রণিপাত করত, কারণ রাজা তার সম্বন্ধে ঠিক এই আজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু মোর্দেকাই হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না। এজন্য রাজার যে পরিষদেরা রাজদ্বারে থাকত, তারা মোর্দেকাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাজার আজ্ঞা কেন অমান্য করেন?' কিন্তু তবুও প্রত্যেক দিন তাঁকে একথা বললেও তিনি তাদের কথায় কান দিতেন না। শেষে তারা ব্যাপারটা হামানকে জানাল; আসলে তারা দেখতে চাচ্ছিল, মোর্দেকাই নিজের ব্যবহারে স্থির থাকবেন কিনা, কারণ তিনি তাদের কাছে নিজের ইহুদী পরিচয় দিয়েছিলেন। হামান নিজে যখন দেখল যে, আসলে মোর্দেকাই তার সামনে হাঁটুপাতও করতেন না, প্রণিপাতও করতেন না, তখন তার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। আর যেহেতু তাকে বলা হয়েছিল মোর্দেকাই কোন্ জাতের মানুষ, সেজন্য সে ভাবল যে, সে যে তাঁর উপর হাত তুলবে, কেবল তা-ই করা তাকে মানাবে না, বরং মোর্দেকাইয়ের জাতিকে, আহাসুয়েরোসের সমগ্র রাজ্যে যত ইহুদী ছিল, তাদের সকলকেই বিনাশ করবে বলে স্থির করল।

আহাসুয়েরোস রাজার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, অর্থাৎ নিসান মাসে, হামানের সাক্ষাতে দিন ও মাস নির্ধারণ করার জন্য 'পুর' অর্থাৎ গুলিবাঁট করা হল। গুলিবাঁট দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনেই পড়ল; তখন হামান আহাসুয়েরোস রাজাকে বলল, 'আপনার রাজ্যের সকল প্রদেশ জুড়ে জাতিগুলির মধ্যে ছড়িয়ে পড়া এমন জাতি আছে যা নিজেকে পৃথক রেখেছে; অন্য সকল জাতির বিধানের চেয়ে এ জাতির বিধান ভিন্ন, মহারাজের বিধানও তারা মানে না; সুতরাং তাদের থাকতে দেওয়া মহারাজের উচিত নয়। মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে তাদের বিনাশ-দণ্ড জারি করা হোক, আর আমি

রাজভাণ্ডারে রাখার জন্য রাজকর্মাধ্যক্ষদের হাতে দশ হাজার তলন্ত রুপো দেব।' তখন রাজা হাত থেকে আঙটি খুলে তা আগাগীয় হাম্মেদাথার সন্তান সেই ইহুদীদের নির্যাতক হামানকে দিলেন। রাজা হামানকে বললেন, 'টাকাটা রাখ; আর সেই জাতির বিষয়ে তুমি যা খুশি কর।' প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজসচিবদের আহ্বান করা হল; সেদিন সব দিক থেকে হামানের সমস্ত আজ্ঞা অনুসারে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপালদের ও প্রত্যেক প্রদেশের প্রদেশপালদের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানদের কাছে, প্রত্যেক প্রদেশের বর্ণমালা অনুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষা অনুসারে পত্র লেখা হল। তেমন রাজপত্র আহাসুয়েরোস রাজার নামে লেখা হল ও রাজার আঙটির সীল দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হল। পত্রগুলো রাজদূতদের দ্বারা রাজার অধীনস্থ সকল প্রদেশে পাঠানো হল, তাতে এই হুকুম লেখা ছিল যে, আদার মাসের, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে, একই দিনেই, যুবা-বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীলোক সমেত সমস্ত ইহুদী মানুষকে সংহার, হত্যা ও বিনাশ করা হবে, এবং তাদের সম্পদ লুট করা হবে।

এই রাজাজ্ঞা যেন প্রত্যেক প্রদেশে বিধান রূপেই জারি করা হয়, এজন্য তার নানা অনুলিপি সকল জাতির কাছে প্রকাশ করা হল, যেন সেই দিনটির জন্য সকলে প্রস্তুত থাকে। রাজার আদেশে রাজদূতেরা যত শীঘ্রই রওনা হল; এমনকি, শুশান রাজপুরীতে রাজাজ্ঞাটা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকারী করা হল। এবং রাজা ও হামান উৎসব ও পান করতে করতে শুশান নগরী হতভম্ব হয়ে পড়ল।

**শ্লোক** - এস্থার ৪:১৭খ; সাম ৪৪:২৭; এস্থার ৪:১৭জ

*প্র* প্রভু, প্রভু, সর্বশক্তিমান রাজা, সমস্ত কিছুই তোমার ক্ষমতার অধীন; তোমার দৃঢ় ইচ্ছায় কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে না:

*উ* তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

*প্র* আমার প্রার্থনা শোন: আমাদের শোক আনন্দে পরিণত কর;

*উ* তোমার কৃপার দোহাই সাধন কর আমাদের মুক্তিকর্ম!

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ৯:১৮–১০:২০)

## প্রার্থনার নির্দিষ্ট কাল

এসো, আমরা সবসময় সেই ধন্য জীবনের বাসনা পোষণ করি, যে জীবন প্রভু ঈশ্বর থেকে আগত; এসো, সবসময় প্রার্থনা করি। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন রয়েছে, যা যা কোন ভাবে আমাদের বাসনা শিথিল করতে পারে, সেই সমস্ত চিন্তা ও কাজ থেকে প্রার্থনা-কর্মের দিকেই নির্দিষ্ট সময়ে মন ফিরিয়ে নিতে হবে, এবং প্রার্থনার বাণীর দিকে মনোযোগ রেখে আমাদের বাসনার বিষয়বস্তুতে মন নিবদ্ধ রাখতে হবে, পাছে যে বাসনা শিথিল হতে যাচ্ছিল তা একেবারে শীতল হয় ও ঘন ঘন ইন্ধনের অভাবে নিভে যায়।

তোমাদের যাচনা ঈশ্বরের সামনে জ্ঞাত হোক (ফিলি ৪:৬ দ্রঃ), প্রেরিতদূতের এ বাণীর অর্থ এ নয় যে, ঈশ্বরের কাছে তাই জ্ঞাত করা দরকার যা উচ্চারিত হওয়ার আগেও তাঁর কাছে জানা ছিল; বরং অর্থ এরূপ: বাগাড়ম্বরের মধ্য দিয়ে মানুষের সমর্থনের জন্য নয়, কিন্তু গভীর ভরসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই সমর্থনের জন্য যাচনাটি আমাদের কাছে জ্ঞাত হোক।

ব্যাপারটা এপ্রকার হলে, অর্থাৎ শুভ ও প্রয়োজনীয় কর্মের অন্য চাপ না থাকলে— যদিও এ ক্ষেত্রেও, যেমন আগে বলেছি, অবিরত প্রার্থনার বাসনা থাকা উচিত—, তবে দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় রত থাকা অনুচিত ও বৃথা নয়। কেননা যদিও বেশ কয়েকজন মনে করে, বহু কথা ব্যয় করে প্রার্থনা করা ও দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় রত থাকা এক, তবু তা নয়। বহু কথা এক ব্যাপার, দীর্ঘস্থায়ী ভক্তি অন্য ব্যাপার। আর আসলে স্বয়ং প্রভুর বিষয়ে লেখা আছে, তিনি প্রার্থনায় রত হয়ে রাত কাটাতেন, ও গেথসেমানি বাগানে দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনায় রত ছিলেন। এতে তিনি আমাদের জন্য একটা আদর্শ ছাড়া আর কীবা দেখাতে অভিপ্রায় করছিলেন? তিনি তো বর্তমান কালে প্রসন্নতার খাতিরে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আবার তিনি সনাতন কালে পিতার সঙ্গে সাড়া দেন।

লোকে বলে, মিশরে সন্ন্যাসীরা ঘনঘন প্রার্থনা করেন, তবু এক একটা প্রার্থনা অতি সংক্ষিপ্ত ও শীঘ্রই উচ্চারিত, পাছে সকল প্রার্থীর প্রয়োজনীয় সেই একমন অতিরিক্ত কথার ফলে উবে যায় ও মনোযোগ নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে

এ কথাও দেখান যে, মনোযোগ বেশিক্ষণ অক্ষুণ্নভাবে রক্ষা করতে না পারলে যেমন প্রার্থনাকাল জোর করে দীর্ঘতর করা উচিত নয়, তেমনি মনোযোগ টিকে থাকলে প্রার্থনা ঘন ঘন বন্ধ করাও চলে না।

সুতরাং প্রার্থনা থেকে প্রলাপ দূরে থাকুক, কিন্তু মনোযোগ যতক্ষণ ভক্তিপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ মিনতি অব্যহত থাকুক। কেননা প্রার্থনাকালে বেশি কথা বলা ঠিক যেন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা ব্যয় করা। কিন্তু অনেক প্রার্থনা করা বলতে যাঁর কাছে প্রার্থনা করি তাঁর দরজায় অবিরত ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে ঘা দেওয়া বোঝায়।

প্রার্থনা-কর্তব্য তো কথার চেয়ে হৃদয়ের আর্তনাদে, ও প্রলাপের চেয়ে অশ্রুজলেই উত্তমরূপে পালিত। ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল নিজের সামনেই রাখেন; আমাদের আর্তনাদও তাঁরই কাছে গোপন নয়—তিনি তো বাণী দ্বারা সমস্ত কিছু নির্মাণ করলেন, ও মানবীয় কথার সন্ধান করেন না।

**শ্লোক** - সাম ৮৮:২-৩; ইশা ২৬:৮

*প্র* প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, দিনমানে চিৎকার করলাম, রাতে তোমার সামনে থাকি।

*উ* আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন।

*প্র* তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ।

*উ* আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যেতে পারে যেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-১৫)

## রাজা ও সেই বাছুর ধ্বংসিত হবেই

ইস্রায়েল উর্বরতম আঙুরলতা ছিল, তাতে প্রচুর ফল ধরত ;
কিন্তু তার ফল যত প্রচুর হত, সে তত যজ্ঞবেদি গাঁথত ;
তার মাটি যত উৎকৃষ্ট হত, সে তত সুন্দর করত নিজ স্মৃতিস্তম্ভ।
তাদের হৃদয় পিচ্ছিল ;
এখন তারা এর জন্য দণ্ড বহন করবে।
তিনি নিজে তাদের যত যজ্ঞবেদি ভেঙে ফেলবেন,
তাদের যত স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করবেন।
তখন তারা বলবে : 'আমাদের আর রাজা নেই,
কারণ আমরা প্রভুকে ভয় করিনি ;
কিন্তু রাজাও কিবা করতে পারতেন?'
তারা অসার কথা বলে, মিথ্যা শপথ করে, নানা সন্ধি স্থির করে :
তাই ন্যায়বিচার মাঠের রেখায় রেখায় বিষগাছের মত ছড়িয়ে পড়ে।
সামারিয়ার অধিবাসীরা বেথ্-আবেনের সেই বাছুরটার জন্য উদ্বিগ্ন,
সেখানকার লোকেরা তার জন্য শোকপালন করে, তার পূজারিরাও তাই করে ;
তার সেই যে গৌরব এখন আমাদের কাছ থেকে দূর করা হচ্ছে,
তার জন্য তারা মেতে উঠুক!
তাকেও মহান রাজার উপঢৌকন রূপে আশুরে নিয়ে যাওয়া হবে ;
তখন এফ্রাইম লজ্জাবোধ করবে,
ইস্রায়েল তার সেই মন্ত্রণার জন্য লজ্জায় লাল হয়ে যাবে।

জলের উপরে খড়টুকরোর মত
সামারিয়া ও তার রাজা ভেসে ভেসে মিলিয়ে যাবে।
শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—
সবই বিনষ্ট হবে,
তাদের সমস্ত যজ্ঞবেদির উপরে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গজিয়ে উঠবে;
তারা পাহাড়পর্বতকে বলবে: 'আমাদের ঢেকে ফেল,'
উপপর্বতগুলোকে বলবে: 'আমাদের উপরে পড়।'

হে ইস্রায়েল, গিবেয়ার দিনগুলি থেকেই তুমি পাপ করে আসছ;
সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছিল,
শঠতার বংশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম,
তা কি গিবেয়াতে তাদের ধরবে না?
আমি তাদের দণ্ড দিতে আসছি;
তাদের বিরুদ্ধে জাতিসকল একজোট হবে,
কারণ তারা তাদের দ্বিগুণ শঠতার সঙ্গে লেগে আছে।

এফ্রাইম এমন পোষ-মানা গাভী,
যা শস্য মাড়াই করতে ভালবাসে;
কিন্তু তার সেই সুন্দর ঘাড়ের উপরে
আমি জোয়ালটা ভারী করে দেব;
আমি এফ্রাইমকে লাঙলে লাগাব,
যাকোবকে হাল টানতে হবে।

নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন,
কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
তোমাদের ফেলানো জমি চাষ কর:
প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে,
যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।

তোমরা অপকর্ম চাষ করেছ,
অধর্ম-ফসল সংগ্রহ করেছ,
মিথ্যার ফল ভোগ করেছ।
তুমি তোমার রথে ও তোমার বহু বহু যোদ্ধায় ভরসা রেখেছ বলে
তোমার শহরগুলোর বিরুদ্ধে জেগে উঠবে যুদ্ধের কোলাহল,
ও তোমার যত দৃঢ়দুর্গের হবে সর্বনাশ।
যুদ্ধের দিনে শাল্মান যেমন বেথ্-আর্বেলের সর্বনাশ ঘটিয়েছিল,
এবং মাকে আছাড় মেরে ছেলেদের উপরেই টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,
হে বেথেল, তোমার মহা অপকর্মের জন্য তোমার প্রতি তেমনি করা হবে:
প্রভাতে ইস্রায়েলের রাজা মিলিয়ে যাবে!

**শ্লোক** - হো ১০:৮; মথি ২৪:২২

*প্র* শঠতার যত উচ্চস্থান—যা ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ—সবই বিনষ্ট হবে;

*উ* তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।

*প্র* সেই দিনগুলোর সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পেত না।

*উ* তারা পর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের ঢেকে ফেল; উপপর্বতগুলোকে বলবে: আমাদের উপরে পড়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১:২)

**নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল কর**

*সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ, প্রভুর বিধানে যারা চলে। সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে যারা তাঁর অন্বেষণ করে* (সাম ১১৯:১-২)। আহা, বাণী বিন্যাস কত সুন্দর, শিক্ষা ও অনুগ্রহে কতই না পরিপূর্ণ! তিনি তো আগে বলেন না 'সুখী তারা, যারা তাঁর নির্দেশমালা পালন করে', কিন্তু আগে বলেন, 'সুখী তারা, নিখুঁত যাদের পথ'; কারণ তত্ত্বের আগে জীবনেরই অন্বেষণ করা প্রয়োজন; বস্তুত

তত্ত্ব বিনাও উত্তম জীবন অনুগ্রহে পূর্ণ, কিন্তু জীবন বিনা তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়। তাছাড়া অমঙ্গলকর প্রাণে প্রজ্ঞার সঞ্চার হয় না, সেজন্য লেখা আছে, দুর্জন আমার অন্বেষণ করে, কিন্তু আমাকে পাবে না, কারণ অধর্মে মনশ্চক্ষু অন্ধ হয়, আর অপকর্মে অন্ধকারময় হলে মানুষ গভীর রহস্যগুলির সন্ধান পেতে পারে না। তাই প্রথম কাজ হল, জীবনের অশুভ কর্ম উচ্ছেদ করা ও জীবনাচরণ সংস্কার করা। এমন অনুক্রম অনুসারে এই সমস্ত কিছু নির্ধারণ ক'রে যাতে অপরাধের সংস্কার থাকে ও পবিত্রতার অনুগ্রহও থাকে, তবেই আমরা শিক্ষণীয় তত্ত্ব অধ্যয়নে মন দিতে পারব—তাও কিন্তু যথারীতি ও যথা নিয়ম অনুসারে, অর্থাৎ আগে নীতিবিদ্যা ও পরে রহস্যময় বিদ্যা। প্রথমগুলি জীবন সংক্রান্ত, দ্বিতীয়গুলি জ্ঞান সংক্রান্ত, ফলত তুমি যদি পরমসিদ্ধি লাভ করতে ইচ্ছা কর, তবে জেনে রেখ যে, জ্ঞান বিনা জীবন নেই, আবার জীবন বিনাও জ্ঞান নেই: বরং উভয় পরস্পর পরিপূরক। এজন্য শাস্ত্র বলে, *নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন* (হো ১০:১২), জীবনের ফল সংগ্রহ কর, নিজেদের জন্য জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল। তিনি তো আগে বলেন না, 'উজ্জ্বল করে তোল', আগে বলেন, 'বীজ বোন', আবার তিনি কেবল 'ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন' বলেন না, কিন্তু পরে এ কথাও বলেন, 'জীবনের ফল সংগ্রহ কর', আর এভাবে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল করে তোল, যাতে পরমসিদ্ধি চোখে দেখার ফলে শুধু নয়, সংগ্রহ করা ফলগুলিতেই প্রমাণিত হতে পারে। প্রথম সামসঙ্গীতও একই পদ্ধতি পালন করে: আগে পথ চলতে, পরে বিধান জপ করতে শেখায়। বস্তুত দুর্জনদের মন্ত্রণায় যে চলেনি, সে ভক্তি ও ধর্মময়তার পথও ছাড়েনি; তাই যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তাকে সুখী বলা হয়, কারণ সৎপথে চ'লে ও প্রভুর বিধান নিশিদিন জপ ক'রে সে সুখী হওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে।

**শ্লোক** - প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১

*প্র* সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক।

*উ* তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

*প্র* সন্তান আমার, আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।

*উ* তা উভয়ই হবে তোমার মাথার শোভাকর ভূষণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এস্থার পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-১৭)

## সকল ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য হামানের হুকুম

ব্যাপারটা জানতে পেরে মোর্দেকাই নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, চটের কাপড় পরলেন ও মাথায় ছাই মেখে নিলেন। পরে নগরীর মধ্যস্থলে গিয়ে জোর গলায় তিক্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি রাজদ্বার পর্যন্ত গেলেন, কিন্তু চটের কাপড়ে রাজদ্বারে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। আর প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন জায়গায় রাজার আদেশ ও তাঁর আজ্ঞাপত্র এসে পৌঁছলেই সেখানকার ইহুদীদের মধ্যে মহাশোক, উপবাস, কান্না ও বিলাপ হল, এবং অনেকের জন্য চট ও ছাই-ই বিছানা হল।

যখন এস্থার রানীর দাসীরা ও কঞ্চুকীরা এসে তাঁকে কথাটা জানাল, তখন তিনি মনোবেদনায় অভিভূত হলেন। মোর্দেকাই যেন চটের পরিবর্তে পোশাক পরেন, এই মর্মে তিনি তাঁকে পোশাক পাঠালেন, কিন্তু মোর্দেকাই তা নিতে চাইলেন না। তখন এস্থার নিজের সেবায় নিযুক্ত রাজকঞ্চুকী হাথাককে ডেকে তাকে আজ্ঞা দিলেন, যেন মোর্দেকাইয়ের কাছে গিয়ে অনুসন্ধান করে, ব্যাপারটা কী, ও কেন তিনি সেইভাবে ব্যবহার করছেন।

হাথাক রাজদ্বারের উল্টো দিকে নগরীর যে খোলা জায়গা রয়েছে সেখানে মোর্দেকাইয়ের কাছে গেল, এবং মোর্দেকাই তাঁর নিজের প্রতি যা যা ঘটেছিল, এবং ইহুদীদের বিনাশ করার জন্য হামান যে পরিমাণ রুপোর টাকা রাজভাণ্ডারে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই সমস্ত কথা তাকে জানালেন। এবং তাদের বিনাশ করার জন্য যে আজ্ঞাপত্র শুশানে জারি করা হয়েছিল, তার একটা অনুলিপি তাকে দিলেন, এস্থারের অবগতির জন্য তা যেন তাঁকে দেখানো হয়; আবার তার মাধ্যমে তিনি এস্থারকে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর দয়া প্রার্থনা করতে ও স্বজাতির হয়ে অনুরোধ রাখতে আজ্ঞা দিলেন।

তিনি তাঁকে বলে পাঠালেন: 'তোমার নিম্নাবস্থার সেই দিনগুলির কথা মনে রাখ, যখন আমার নিজের হাত তোমার মুখে খাবার দিত; কেননা, রাজার পরে পদমর্যাদায় যিনি দ্বিতীয় পদের অধিকারী, সেই হামান আমাদের প্রাণদণ্ড ঘটাবার জন্য আমাদের

বিরুদ্ধে কথা বলেছে। প্রভুকে ডাক, আমাদের সপক্ষে রাজার কাছে কথা বল, মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার কর!'

ফিরে এসে হাথাক মোর্দেকাইয়ের কথা এস্থারকে জানাল, আর এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজ-পরিষদেরা ও প্রদেশগুলির অধিবাসীরা সকলেই একথা জানে যে, পুরুষ কি মহিলা, যে কেউ আহূত না হয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে রাজার সামনে যায়, তার জন্য একটামাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হবে—প্রাণদণ্ড! সে-ই মাত্র রেহাই পাবে, যার দিকে রাজা সোনার রাজদণ্ড বাড়াবেন। এখন কথা এ, আজ ত্রিশ দিন চলে গেল, কিন্তু রাজার কাছে যাবার জন্য আমাকে এখনও আহ্বান করা হয়নি।' এস্থারের এই কথা মোর্দেকাইকে জানানো হল, আর তিনি এস্থারকে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'রাজপ্রাসাদে আছ বিধায়ই সমস্ত ইহুদীর মধ্যে কেবল তুমিই নিষ্কৃতি পাবে, তা মনে করো না। না! এই সময়ে তুমি যদি নীরব থাক, তবে অন্য জায়গা থেকেই ইহুদীদের সহায়তা ও উদ্ধার আসবে, কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের সঙ্গে বিনষ্ট হবে। আর কে জানে? হয় তো ঠিক এই সময়ের জন্যই তোমাকে রানীপদে উন্নীত করা হয়েছে!'

তখন এস্থার মোর্দেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'তুমি গিয়ে শুশানে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে জড় করে আমার জন্য উপবাস কর; তিন দিন ধরে দিনরাত কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না। আমার পক্ষ থেকে, আমি ও আমার দাসীরা একইভাবে উপবাস করে থাকব; তারপর আমি রাজার কাছে যাব, তা বিধানবিরুদ্ধ হলেও যাব; আর যদি আমাকে বিনষ্ট হতে হয়, হব।' মোর্দেকাই চলে গেলেন, এবং এস্থারের নির্দেশমত কাজ করলেন।

**শ্লোক** - এস্থার ৪:১৭ট; তোবিত ১৩:২; যুদিথ ৬:১৯ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই; তুমি যে শাস্তি দাও, আবার ক্ষমা কর,

*উ* যন্ত্রণাভুক্ত এ জনগণের পাপ ক্ষমা কর।

*প্র* স্বর্গেশ্বর প্রভু, আমাদের জাতির অবমাননার বিষয়ে দয়া কর:

*উ* যন্ত্রণাভুক্ত এ জনগণের পাপ ক্ষমা কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ১১:২১–১২:২২)

## প্রভুর প্রার্থনা

আমাদের পক্ষে কথা প্রয়োজন, যেন কথার মধ্য দিয়ে নিজেদের কাছে মনে করিয়ে দিতে পারি ও ভাবতেও পারি আমাদের যাচনার বস্তু; আমরা কিন্তু যেন মনে না করি যে, কথা দ্বারা প্রভুকে কিছু শেখাতে পারি বা তাঁকে আমাদের ইচ্ছায় নত করতে পারি।

সুতরাং যখন বলি, *তোমার নাম পবিত্রিত হোক* (মথি ৬:৯-১৩ লাতিন পাঠ্য), তখন এমন বাসনা করতে নিজেদের উদ্দীপিত করি, যেন তাঁর সেই নাম, যা সবসময়ই পবিত্র, মানুষদের কাছেও পবিত্র বলে গণ্য হয়, অর্থাৎ কিনা সেই নামের যেন নিন্দা না হয়। তাছাড়া তেমন কথা ঈশ্বরের পক্ষে নয়, মানুষের পক্ষেই কল্যাণকর।

তারপর আমরা বলি, *তোমার রাজ্য আসুক*;—আমরা চাইলে বা না চাইলেও সেই রাজ্য আসবেই; তবু সেই বাণী উচ্চারণ করে আমরা আমাদের বাসনা সেই রাজ্যের প্রতিই উদ্দীপ্ত করে তুলি, যেন সেই রাজ্য আমাদের জন্য আসে, আর আমরা যেন সেই রাজ্যে রাজত্ব করার যোগ্য হয়ে উঠি।

যখন বলি, *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক*, তখন তাঁর কাছে বাধ্যতাই প্রার্থনা করি, যেন তাঁর ইচ্ছা যেমন স্বর্গে দূতদের দ্বারা পালিত, তেমনি আমাদের দ্বারাও পালিত হয়।

যখন বলি, *আমাদের দৈনিক রুটি আজ আমাদের দাও*, তখন সেই 'আজ' বলতে এ বর্তমানকাল বোঝায়, যে কালে আমরা হয় উৎকৃষ্ট একটিমাত্র বস্তু উল্লেখ করায় প্রয়োজনীয় সব কিছুই যাচনা করি—অর্থাৎ কিনা 'রুটি' শব্দ দ্বারা আমরা সবকিছু বোঝাতে চাই—না হয় ভক্তদের সেই সাক্রামেন্ত যাচনা করি, যা এ বর্তমানকালে প্রয়োজনীয়—এ বর্তমানকালের জন্য তত নয়, বরং শাশ্বত আনন্দ পাবার জন্যই প্রয়োজনীয়।

যখন বলি, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি*, তখন নিজেদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই, আমরা কী যাচনা করি, ও ক্ষমা পাবার জন্য আমাদের পক্ষে কী করণীয়।

যখন বলি, *আমাদের প্রলোভনে চালিত করো না,* তখন এমন যাচনা করতে অনুপ্রাণিত হই, যাতে তাঁর সহায়তার অভাবে আমরা প্রবঞ্চিত হয়ে প্রলোভনে নিজেদের প্রশ্রয় না দিই, বা ভারাক্রান্ত হয়ে প্রলোভনে পতিত না হই।

যখন বলি, *অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার কর,* তখন নিজেদের কাছে একথা স্মরণ করিয়ে দিই যে, যে মঙ্গলে আমরা আর কোন অমঙ্গল ভোগ করব না, সেই মঙ্গলে আমরা এখনও থাকি না। এ যাচনা প্রভুর প্রার্থনার শেষাংশেই উচ্চারিত, তবু তার অর্থ খুবই ব্যাপক: যে কোন দুরবস্থায় থাকুক না কেন মানুষ এ বচন দ্বারাই নিজ আর্তনাদ ব্যক্ত করুক, এ বচন জপ করেই চোখের জল ফেলুক, এ বচন থেকেই প্রার্থনা করতে শুরু করুক, এ বচন ধ্যানেই প্রার্থনায় রত থাকুক, এ বচন উচ্চারণেই প্রার্থনা শেষ করুক।

এ সমস্ত বচনের মধ্য দিয়ে আসল ব্যাপার মনে করিয়ে দেওয়া সত্যিই প্রয়োজন ছিল, কেননা অন্য যত বচন প্রার্থীর ভক্তি জাগাবার জন্য বা উজ্জ্বল করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলোতে আমরা নতুন এমন কিছু বলি না, প্রভুর প্রার্থনায় যার উল্লেখ নেই —অবশ্য আমরা যদি প্রভুর প্রার্থনা উপযুক্ত ও যথোচিত ভাবেই বলি! প্রার্থনাকালে যে কেউ এমন কথা ব্যবহার করে যা প্রভুর প্রার্থনার সঙ্গে মিলতে পারে না, তার প্রার্থনা অনুচিত নাও হতে পারে, তবু দৈহিক বটে। আর যখন একথা ভাবি যে, যারা পবিত্র আত্মায় নবজন্ম নিয়েছে, তাদের পক্ষে কেবল আত্মিক ভাবেই প্রার্থনা করা উচিত, তখন আমি বুঝতে পারি না, দৈহিক প্রার্থনা কেমন করে অনুচিত নাও হতে পারে।

**শ্লোক** - ২ মাকা ১:৫, ৩

*প্র* প্রভু তোমাদের প্রার্থনা শুনুন, তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন;

*উ* প্রতিকূলতার সময়ে তিনি তোমাদের ত্যাগ না করুন।

*প্র* তিনি তোমাদের সকলকে এমন সদিচ্ছা মঞ্জুর করুন, যেন তোমরা তাঁকে আরাধনা কর এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর।

*উ* প্রতিকূলতার সময়ে তিনি তোমাদের ত্যাগ না করুন।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১-১১)

**ঈশ্বরের ভালবাসা প্রতিশোধের চেয়েও গভীর**

প্রভু একথা বলছেন :

ইস্রায়েল যখন তরুণ ছিল,
আমি তখন তাকে ভালবাসলাম,
মিশর থেকে আমার সন্তানকে ডেকে আনলাম।
কিন্তু আমি তাদের যত ডাকতাম,
তারা আমা থেকে তত দূরে চলে যেত ;
তারা বায়াল-দেবদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত,
দেবমূর্তির উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত।
এফ্রাইমকে আমিই হাঁটতে শিখিয়েছিলাম,
নিজেই তাদের হাত ধরে রাখতাম,
কিন্তু আমি যে তাদের যত্ন করছিলাম, তা তারা বুঝল না।
আমি মানবতা-বন্ধন দিয়ে,
প্রেম-বাঁধন দিয়েই তাদের আকর্ষণ করতাম ;
তাদের পক্ষে আমি এমন একজনেরই মত ছিলাম,
যে আপন শিশুকে মুখের কাছে তুলে নেয় ;
তার দিকে হাত বাড়িয়ে আমি তার খাদ্য দিতাম।
সে মিশর দেশে ফিরে যাবে না,
আশুরই বরং হবে তার রাজা,
তারা যে আমার কাছে ফিরে আসতে অসম্মত হয়েছে!

তাদের শহরগুলির উপরে খড়্গ নেমে পড়বে,
তাদের নগরদ্বারের অর্গল ধ্বংস করবে,
তাদের মতলবের কারণে তাদের গ্রাস করবে।
আমার আপন জনগণ আমাকে ছেড়ে বিপথে যেতে প্রবণ,
ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে আহূত হলেও
তারা কেউই ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলতে জানে না।

এফ্রাইম, কেমন করে আমি তোমাকে ত্যাগ করব?
ইস্রায়েল, কেমন করে পরের হাতে তোমাকে তুলে দেব?
কেমন করে তোমাকে আদ্মার মত করব?
কেমন করে তোমার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার করব
যেইভাবে ব্যবহার করেছিলাম জেবোইমের প্রতি?
আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে,
আমার অন্ত্ররাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে।
আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না,
এফ্রাইমের সর্বনাশ আর ঘটাব না,
কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই;
আমি তোমার মধ্যে সেই পবিত্রজন,
তোমার কাছে রোষভরে আসব না।

তারা প্রভুর অনুসরণ করবে,
তিনি সিংহের মত গর্জনধ্বনি তুলবেন:
আর তিনি যখন গর্জনধ্বনি তুলবেন,
তখন তাঁর সন্তানেরা পশ্চিম থেকে ছুটে আসবে,
তারা মিশর থেকে চড়ুই পাখির মত,
আশুর থেকে কপোতের মত ছুটে আসবে,
আর আমি তাদের আপন আবাসে তাদের বাস করাব।
প্রভুর উক্তি।

**শ্লোক** - হো ১১:৮, ৯; যেরে ৩১:৩

*প্র* আমার মধ্যে হৃদয় উৎপাটিত হচ্ছে, আমার অন্ত্ররাজি করুণায় দগ্ধ হচ্ছে—প্রভুর উক্তি।

*উ* আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।

*প্র* আমি চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।

*উ* আমি আমার উত্তপ্ত ক্রোধ জ্বলে উঠতে দেব না, কারণ আমি ঈশ্বর, মানুষ নই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'ঐশ দূরদৃষ্টির সংলাপ' থেকে পাঠ (১৩)

**ঈশ্বর দয়ার অতল সাগর**

হে আমার মধুময় প্রভু, তোমার জনগণের উপর ও পবিত্র মণ্ডলীর নিগূঢ়দেহের উপর সদয় দৃষ্টিপাত কর। আমি তোমাকে কতই না অপমান করেছি, ও কতগুলো অমঙ্গলের কারণ ও মাধ্যম হয়েছি—তেমন একটিমাত্র জঘন্য জীবের সম্মান গ্রহণ করার চেয়ে অনেককেই ক্ষমা ও জ্ঞানের আলো দান করেই তুমি অধিক গৌরবান্বিত হবে।

আমি নিজেকে জীবিত, ও তোমার জনগণকে মৃত দেখলে তবে আমার এমন কী হত? এমন কী হত যদি, যে মণ্ডলী আলো হবার জন্যই জন্ম নিয়েছে, আমার পাপের ফলে ও অন্য মানুষদের পাপের ফলে আমি যদি তোমার প্রিয় কনে সেই মণ্ডলীকে অন্ধকারেই নিমজ্জিত দেখতাম?

অতএব, প্রেম যখন মানুষকে তোমার প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্টি করতে তোমাকেই উদ্দীপ্ত করেছে, তখন আমি সেই অসৃষ্ট প্রেমের খাতিরে তোমার জনগণের জন্য দয়া প্রার্থনা করি।

কোন্ কারণেই বা তুমি মানুষকে এত মর্যাদায় ভূষিত করেছিলে? কারণটা অবশ্যই সেই অনির্বচনীয় প্রেম, যা দ্বারা তুমি নিজের মধ্যে তোমার সৃষ্টজীবকে দেখে তার প্রেমে পড়েছ।

কিন্তু যে উৎকৃষ্ট মর্যাদায় তুমি তাকে রেখেছিলে, পাপের ফলে সে সেই মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। যে প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছিলে, আবার সেই প্রেমাগ্নি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তুমি মানবজাতির কাছে তোমার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার উপায় দান করতে ইচ্ছা করেছ। এজন্য তুমি তোমার একমাত্র জনিত পুত্র সেই বাণীকে আমাদের দান করেছ।

তিনি আমাদের ও তোমার মধ্যে মধ্যস্থ হলেন। আমাদের অধর্ম নিজের দেহে দণ্ডিত করে তিনি নিজে আমাদের ধর্মময়তা হলেন। তিনি সেই আদেশের প্রতি বাধ্য হলেন, যে আদেশ তুমিই, হে সনাতন পিতা, তাঁকে দিয়েছিলে যখন তাঁকে আমাদের মানবতা পরিয়েছিলে। আহা, কেমন প্রেমের অতল সাগর! তেমন উৎকৃষ্টতাকে তেমন হীনাবস্থায় তথা আমাদের মানবদশায় অবতীর্ণ দে'খে কোন্ হৃদয় দয়ায় বিগলিত না হবে?

আমরা তোমার প্রতিমূর্তি, এবং মানুষের ও তোমার নিজের মধ্যে তুমি যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছ, সেই সংযোগ গুণে তুমিও আমাদের প্রতিমূর্তি—এতে তুমি আদমের বিকৃত মানবতার হীনতর মেঘে নিজের সনাতন ঈশ্বরত্বকে আবৃত করেছ!

এর কারণ কী? নিশ্চয়ই প্রেম!

এ অবর্ণনীয় প্রেমের খাতিরে আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, মিনতি জানাই: তোমার সৃষ্টজীবদের প্রতি করুণা দেখাও।

**শ্লোক** - সাম ১০১:১-৩

প্ আমি গান করব কৃপা ও ন্যায়ের কথা, তোমার উদ্দেশে, প্রভু, তুলব বাদ্যের ঝঙ্কার।

উ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

প্ নিখুঁত পথে প্রবুদ্ধ হয়ে চলব, তুমি কবে আমার কাছে আসবে?

উ ঘরে আমি অন্তরের সততায় আচরণ করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এস্থার পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১৭ঞ-১৭ভ)

## এস্থার রানীর প্রার্থনা

এস্থার রানী তেমন মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে প্রভুর কাছে আশ্রয় নিলেন। পর্বীয় পোশাক ছেড়ে দুর্দশা ও শোকের কাপড় পরলেন; দামী সুগন্ধি তেলের বদলে মাথায় ছাই ও গোবর মেখে নিলেন; কঠোরভাবে দেহসংযম করলেন, এবং তাঁর আগেকার আনন্দপূর্ণ অলঙ্কারের স্থান এখন তাঁর ছিঁড়ে ফেলা চুলে ভরে গেল। পরে তিনি এই বলে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই প্রভুকে মিনতি জানালেন: 'হে আমার প্রভু, হে আমাদের রাজা, তুমি অদ্বিতীয়! আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী, আর তুমি ছাড়া আমার অন্য সহায়তা নেই; আমার সামনে মহাবিপদ উপস্থিত! জন্ম থেকে, আমার মাতাপিতার কোলে থাকতেই আমি একথা শুনেছি যে, তুমি, প্রভু, সকল দেশের মধ্য থেকে ইস্রায়েলকে, ও তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদেরই তোমার চিরকালীন উত্তরাধিকার হবার জন্য বেছে নিয়েছ, এবং তাঁদের কাছে যা করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তাঁদের প্রতি সেইমত করেছ।

কিন্তু আমরা এখন তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আর তুমি আমাদের শত্রুদের হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ, কারণ আমরা তাদের দেবতাদের প্রতি গৌরব আরোপ করেছি। প্রভু, তুমি ধর্মময়!

কিন্তু এখন আমাদের দাসত্বের তিক্ততা তাদের কাছে আর যথেষ্ট হচ্ছে না; না, তাদের দেবতাদের কাছে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার আপন ওষ্ঠ যে বিধি উচ্চারণ করেছে, তারা তা বাতিল করে দেবে, তোমার উত্তরাধিকারকে নিঃশেষ করবে, যারা তোমার প্রশংসা করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করে দেবে, তোমার গৃহের গৌরব ও তোমার যজ্ঞবেদি নিভিয়ে দেবে, অপরদিকে তারা বিজাতীয়দের মুখ খুলে দেবে, তারা যেন অসার দেবতাদের প্রশংসা করে ও রক্তমাংসের একটা রাজার প্রতি দৈবমর্যাদা চিরকালের মত আরোপ করে।

প্রভু, তোমার রাজদণ্ড ছেড়ে দিয়ো না এমন দেবতাদের হাতে যাদের কোন অস্তিত্বও নেই। এমনটি হতে দিয়ো না যে, আমাদের পতন হবে তাদের হাসির কারণ। বরং

তাদের এই সঙ্কল্প তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে ফেরাও, এবং যে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে এই নির্যাতন চালাচ্ছে, দারুণ শাস্তিদানে তাকে দণ্ডিত কর।

প্রভু, স্মরণ কর! আমাদের সঙ্কটের দিনে দেখা দাও! আমাকে, এই আমাকে সাহস দান কর, হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু!

আমি যখন সিংহের সম্মুখীন হব, তখন আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ; তার হৃদয়কে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ফেরাও, সেই শত্রু ও তার মত যারা, তারা সকলেই যেন বিনষ্ট হয়!

আর এই আমাদের, তোমার হাত দ্বারা তুমি আমাদের নিস্তার কর, আমার সহায়তায় এসো, আমি তো একাকিনী, আর তুমি ছাড়া, প্রভু, আমার পক্ষে অন্য কেউ নেই!

তুমি সবকিছুই জান; এও জান যে, ভক্তিহীনদের গৌরব আমার বিতৃষ্ণার পাত্র, আমি অপরিচ্ছেদিতদের ও সমস্ত বিজাতীয়দের শয্যা ঘৃণা করি। তুমি আমার প্রয়োজন জান, এও জান যে, যেদিন আমাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়, সেদিন যে কাপড় আমার মাথা ভূষিত করে, আমি রাজমর্যাদার সেই প্রতীক-চিহ্নও ঘৃণা করি— দূষিত একটা কাপড়ের মতই তা ঘৃণা করি; এবং আমার বিরতির দিনে তা মাথায় জড়াই না। তোমার এই দাসী হামানের খাবার টেবিলে বসেনি, রাজার ভোজসভাকেও মর্যাদা দেয়নি, পানীয়-নৈবেদ্যের পানীয়ও মুখে দেয়নি। না, যেদিন তোমার দাসী এই নবীন অবস্থায় এসেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সে তোমাতে ছাড়া, হে প্রভু, আব্রাহামের ঈশ্বর, অন্য কিছুতেই আনন্দ পায়নি।

যাঁর শক্তি সকলকেই নত করে হে ঈশ্বর, হতভাগাদের কণ্ঠস্বর শোন! দুর্জনদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর, আমার নিজের ভয় থেকে আমাকে নিস্তার কর!'

**শ্লোক** - এস্থার ৪:১৭থ, দ, জ; প্রজ্ঞা ১২:১০ দ্রঃ

*প্র* আমাকে সাহস দান কর, হে দেবতাদের রাজা, হে সমস্ত কর্তৃত্বের প্রভু,

*উ* আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ।

*প্র* মনপরিবর্তন করার সুযোগ দাও। যারা তোমার স্তুতিগান করে, তাদের মুখ স্তব্ধ করা হবে, এমনটি হতে দিয়ো না;

*উ* আমার মুখে সুচিন্তিত বাণী রাখ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ১২:২২–১৩:২৪)

## এমন কিছু পাবে না, যা এ প্রার্থনায় নিহিত নয়

যে বলে, *তাদের চোখে যেমন আমাদের মাঝে নিজেকে দেখিয়েছ পবিত্র, আমাদের চোখে তেমনি তাদের মাঝে নিজেকে দেখাও মহান* (সিরা ৩৬:৩), ও *তোমার নবীরা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হোক* (সিরা ৩৬:১৫), সে 'তোমার নাম পবিত্রিত হোক' ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ* (সাম ৮০:৪), সে 'তোমার রাজ্য আসুক' ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *তোমার কথামত আমার চরণ সুস্থির কর, অপকর্ম যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে* (সাম ১১৯:১৩৩), সে 'তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক' ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *দীনতা বা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়ো না* (প্রবচন ৩০:৮), সে 'আমাদের দৈনিক রুটি অদ্য আমাদের দাও' ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *প্রভু, দাউদের কথা, তাঁর সেই দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর* (সাম ১৩২:১), ও *প্রভু, আমি যদি এমন কিছু করে থাকি, আমার হাতে যদি কোন অন্যায় থাকে, যারা আমার অমঙ্গল করেছে, তাদের কাছে যদি অমঙ্গল ফিরিয়ে দিয়ে থাকি* (সাম ৭:৪, ২ দ্রঃ), সে 'আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি' ছাড়া আর কী বলে?

যে বলে, *শত্রুদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর, পরমেশ্বর আমার, আক্রমণকারীদের হাত থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ* (সাম ৫৯:২), সে অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার কর ছাড়া আর কী বলে?

আর তুমি যদি পবিত্র শাস্ত্রে সকল পুণ্য বচনের মধ্য দিয়ে যাও, তবে আমি মনে করি, তুমি এমন কিছুই পাবে না যা প্রভুর প্রার্থনায় অন্তর্ভুক্ত ও নিহিত নয়। সুতরাং

প্রার্থনাকালে আমরা একই বিষয়বস্তু প্রার্থনা করলেও ভিন্ন ভিন্ন কথা ব্যবহার করতে পারি; কিন্তু ভিন্ন বিষয়বস্তু প্রার্থনা করা উচিত নয়।

এ সমস্ত কিছু আমাদের নিজেদের জন্য, আমাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য, অপরিচিতদের জন্য, এবং—কোন সন্দেহ নেই!—শত্রুদেরও জন্য যাচনা করা উচিত, যদিও প্রার্থীর হৃদয়ে উদিত হয় বা ভেসে ওঠে এমন মনোভাব, যা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব-সম্পর্কের দূরত্ব বা সান্নিধ্য অনুসারে এক ব্যক্তির প্রতি ও আর এক ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন।

আমি মনে করি, তুমি প্রার্থনার মনোভাব শুধু নয়, প্রার্থনার বিষয়বস্তুও পেয়েছ—আমার নির্দেশ অনুসারে নয় বটে, কিন্তু তাঁরই নির্দেশ অনুসারে যিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের সকলকে শিক্ষা দান করেছেন।

সুখময় জীবনের অন্বেষণ করা উচিত, তেমন জীবন লাভের জন্য প্রভু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা দরকার। সুখময় বলতে কী বোঝায়, এবিষয়ে বহু লোক বহুপ্রকার ব্যাখ্যা দেয়; আমরা কিন্তু তত লোক ও তত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করব কেন? ঈশ্বরের শাস্ত্রে সংক্ষিপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রূপে লেখা আছে, *সুখী সেই জাতি, প্রভুই যার আপন পরমেশ্বর* (সাম ১৪৪:১৫)। আমরা যেন এ জাতির মানুষ হতে পারি ও ঈশ্বরের দর্শন পেতে ও তাঁর সঙ্গে নিত্যজীবন যাপন করতে পারি, এসো, এ বচন মনে রাখি: *আদেশের শেষ লক্ষ্য হল এমন ভালবাসা, যা শুদ্ধহৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উদ্গত* (১ তি ১:৫)। এ তিন সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে সদ্বিবেকের স্থানে আশা রাখা হয়েছে। সুতরাং বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা প্রার্থীকে ঈশ্বরের কাছে চালিত করে; বা অন্য কথায়, প্রভুর প্রার্থনায় প্রভুর কাছে যা যা যাচনা করা হয়, যে তা বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা করে, বাসনা করে ও ধ্যান করে, ঈশ্বরের কাছে সে-ই চালিত হবে।

**শ্লোক** - সাম ১০২:২, ১৮; ১৩০:২

*প্র* ওগো প্রভু, আমার প্রার্থনা শোন, আমার এ চিৎকার তোমার কাছে যেতে পারে যেন:

*উ* তুমি তো অবহেলিত মানুষের প্রার্থনা অবজ্ঞা করো না।

*প্র* মনোযোগ দিয়ে কান পেতে শোন আমার এ মিনতির কণ্ঠ:

*উ* তুমি তো অবহেলিত মানুষের প্রার্থনা অবজ্ঞা করো না।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১–১৪:১)

**শেষ দণ্ডাজ্ঞা**

এফ্রাইম যখন কথা বলত,
তখন ইস্রায়েলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিত ;
কিন্তু বায়াল-দেবের ব্যাপারে দোষী হওয়ায় সে মরল।
তবু তারা পাপ করে চলছে,
তাদের রুপো দিয়ে তারা ছাঁচে ঢালাই করা এমন প্রতিমা তৈরি করল,
যা তাদের নিজেদেরই পরিকল্পিত দেবমূর্তি :
সবগুলোই কারুশিল্পীর কাজমাত্র।
সেগুলোর বিষয়ে লোকে বলে : 'কেমন বলির উৎসর্গকারী মানুষ!
বাছুরগুলিকেই তারা চুম্বন করে!'

তাই তারা হবে সকালের মেঘের মত,
শিশিরের মত যা প্রত্যূষে উবে যায়,
তুষের মত যা খামার থেকে দূরে ফেলা হয়,
ধূমের মত যা জানালা থেকে চলে যায়।
অথচ আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে
তোমার পরমেশ্বর প্রভু!

আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না,
আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।
আমিই মরুপ্রান্তরে, সেই ভয়ঙ্কর তৃষ্ণার দেশে, তোমাকে যত্ন করেছি।
তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল,

আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল,
এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।
তাই আমি তাদের পক্ষে সিংহের মত হব,
চিতাবাঘের মত পথের ধারে ওত পেতে থাকব,
শাবক-বঞ্চিতা ভালুকীর মত তাদের আক্রমণ করব,
তাদের হৃদয়ের পরদা ছিঁড়ে ফেলব,
আর সেখানে সিংহীর মত তাদের গ্রাস করব:
বন্যজন্তুই তাদের দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে।

ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ!
আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?
তোমার সেই রাজা কোথায়, সে যেন তোমাকে ত্রাণ করতে পারে?
তোমার সকল শহরে কোথায় তোমার নেতারা,
ও সেই গণশাসকেরা, যাদের বিষয়ে তুমি বলতে:
'আমাকে রাজা ও জনপ্রধান দাও?'
ক্রুদ্ধ হয়ে আমি তোমাকে এক রাজা দিলাম,
এবং কুপিত হয়ে এখন তাকে ফিরিয়ে নিলাম।
এফ্রাইমের অপরাধ ভাল করে আটকে আছে,
তার পাপ গচ্ছিত রাখা আছে।
প্রসবিনী নারীর যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা তাকে ধরবে,
কিন্তু সে অবোধ সন্তান,
আসল সময়ে গর্ভের নির্গম-স্থানে উপস্থিত হয় না।
আমি কি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব?
মৃত্যু থেকে কি তাদের আবার মুক্ত করব?
হে মৃত্যু, কোথায় তোমার মহামারী?
হে পাতাল, কোথায় তোমার হত্যাকাণ্ড?
দয়া আমার চোখ থেকে লুক্কায়িত হবে।

এফ্রাইম তার ভাইদের মধ্যে সমৃদ্ধ হোক:
আসবেই সেই পুববাতাস,
প্রান্তর থেকে উঠে আসবেই প্রভুর ফুৎকার,
তা তার যত জলের উৎস শুষ্ক করবে,
তার যত ঝরনা শুকিয়ে দেবে,
তার ধনকোষের সমস্ত বহুমূল্য পাত্র কেড়ে নেবে।
সামারিয়া তার নিজের দণ্ড বহন করবে,
কারণ সে তার আপন পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।
তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে,
তাদের শিশুদের আছড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হবে,
বিদীর্ণ করা হবে গর্ভবতী যত নারীর উদর।

**শ্লোক** - হো ১৩:৬, ৯, ৪

*প্র* তাদের সেই চারণমাঠে তারা পরিতৃপ্ত হল, আর পরিতৃপ্ত হলে তাদের হৃদয় গর্বিত হল, এজন্যই তারা আমাকে ভুলে গেল।

*উ* ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?

*প্র* আমিই মিশর দেশের সেই সময় থেকে তোমার পরমেশ্বর প্রভু! আমাকে ছাড়া তুমি আর কোন ঈশ্বরকে জানবে না, আমি ব্যতীত ত্রাণকর্তা বলে আর কেউ নেই।

*উ* ইস্রায়েল, এই যে তোমার সর্বনাশ! আমি ব্যতীত কেইবা তোমার পক্ষে সহায়করূপে দাঁড়াবে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১)

**আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রিষ্টে নিহিত**

ধন্য নবী যেরেমিয়া সুসমাচারের জীবনধারণ ও ধর্মময়তা খ্রিষ্টেই দেখাতে গিয়ে সত্যাকাঙ্ক্ষীদের কাছে একথা বলতেন, *তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ; অতীতকালের*

*মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল। তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে* (যেরে ৬:১৬)।

বস্তুতপক্ষে পুণ্যবান নবীদের বাণী হল প্রভুর পথ, ও মোশির বিধান হল খ্রিষ্ট সংক্রান্ত রহস্যগুলির এমন পূর্বপ্রচার যা কেমন যেন প্রতীক ও দৃষ্টান্তের আকারেই ব্যক্ত। তাই তেমন পথগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা সৎপথ তথা খ্রিষ্টীয় জীবনের আদেশ জানতে শিখি, ও সেই পথে অগ্রসর হতে হতে আমাদের প্রাণের প্রকৃত ও আত্মিক বিশ্রাম পাই। এজন্য একথা লেখা আছে যে, *ধার্মিকদের পথ সমতল* করা হয়েছে (ইশা ২৬:৭ দ্রঃ)।

আর আসলে, আমরা যখন বিশ্বাস-বাণী ঘোষণা করে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠি ও পুণ্য বাপ্তিস্ম দ্বারা অতিশয় ও পরিপূর্ণ রূপে শুচীকৃত হই, তখন কি সেই পথ সত্যিই সরল ও সমতল নয়? তবু ধার্মিকদের পথ অন্য প্রকারেও সমতল, কেননা শত্রুরা পরাজিত হলে, শয়তানের কর্তৃত্ব দূর করা হলে ও সমস্ত বাধা অতিক্রম করা হলে আর কীবা থাকতে পারে যা ভক্তদের রোধ করতে বা উদ্বিগ্ন করতে পারে?

তুমি কিন্তু এ কথাও বিবেচনা কর, ধার্মিকদের পথ একবার সমতল করা হলে কেমন করে প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো বাতিল করা দরকার। কেননা তিনি এমনি বলেন না যে, প্রভুর পথ হল বিচার-পথ (ইশা ২৬:৮ দ্রঃ) এবং এর ফলে বৃষের আহুতি, মেষের বলি বা আঙুররস ও ধূপের অর্ঘ্যেই সেই বিচার সিদ্ধ; তিনি বরং একথা বলেন যে, বিচার হল ধর্মময়তার নামান্তর। বিচার বলতে ধর্মময়তা বোঝানোই হল ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যেমনটি ধন্য দাউদও বলেন, *রাজার মর্যাদা বিচার ভালবাসে* (সাম ৯৯:৪ লাতিন পাঠ্য), অর্থাৎ কিনা রাজা ধর্মময়তা ভালবাসেন। যে রাজ্য ধর্মময়তা ভালবাসে, সেই সমস্ত রাজ্য ঈশ্বরের ও মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানের যোগ্য। সুতরাং প্রভুর পথ হল বিচার-পথ, আর যারা এ সরল পথে পা বাড়ায়, তিনি তাদের আনন্দের মধ্যেই চালিত করেন, আর তারা বলে ওঠে, *আমরা তোমার প্রত্যাশায় রয়েছি, প্রভু; তোমার নাম, তোমার স্মৃতিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ* (ইশা ২৬:৮)। হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা সেই খ্রিষ্টেই নিহিত: আমরা নিত্যই তাঁর স্মৃতি পালন করি, তিনি সত্যিই আমাদের প্রাণের অভিলাষ, কারণ তাঁর দ্বারাই আমরা পরিত্রাণ পাই।

শ্লোক - সাম ৩১:২, ৪

প্র প্রভু, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়, আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

উ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।

প্র তুমিই তো আমার শৈল, আমার গিরিদুর্গ, তোমার নামের দোহাই আমাকে চালনা কর, দেখাও পথ।

উ তোমার ধর্মময়তায় আমাকে রেহাই দিও।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - এস্থার পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-৫; ৭:২-১০)

## এস্থারের আয়োজিত ভোজ ;
## হামানের ফাঁসি

তৃতীয় দিনে, প্রার্থনা শেষে তিনি শোকের কাপড় ছেড়ে তাঁর পূর্ণ গৌরবে নিজেকে সজ্জিতা করলেন। সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তিনি সেই ঈশ্বরকে ডাকলেন, যিনি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ও সকলের পরিত্রাণ সাধন করেন; তিনি দু'জন দাসীকে সঙ্গে নিলেন; একজনের উপর মধুর কোমলতার সঙ্গে ভর করছিলেন, অপর একজন তাঁর পিছু পিছু এসে তাঁর উত্তরীয় উচ্চ করে রাখছিল। তাঁর সৌন্দর্যের জ্যোতিতে তাঁর চেহারা গোলাপী দেখাচ্ছিল, তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দ ও প্রেম বিকিরণ করছিল, অথচ তাঁর হৃদয় ছিল ভয়ে অবরুদ্ধ। সকল রাজদ্বার একটার পর একটা পার হয়ে তিনি হঠাৎ রাজার সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রাজাসনে আসীন ছিলেন, ছিলেন তাঁর সমস্ত রাজকীয় পোশাকে পরিবৃত, সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তায় উজ্জ্বল—একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য! তিনি মহিমাপূর্ণ মুখমণ্ডল উচ্চ করে রোষের আতিশয্যে তাঁর দিকে তাকালেন। রানী মূর্ছা গেলেন, তাঁর মুখের রঙ ফেকাশে হল, তাঁর মাথা তাঁর সঙ্গিনী দাসীর উপর পড়ল। কিন্তু ঈশ্বর রাজার মন কোমলতায় ফেরালেন, আর রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে রাজাসন থেকে লাফ দিয়ে তাঁকে নিজের বাহুতে বরণ করলেন। এস্থারের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে বরণ করে তিনি আশ্বাসজনক কথা বলতে থাকলেন; তিনি বললেন, 'এস্থার, ব্যাপারটা কী? আমি তোমার ভাই! সাহস ধর, তোমাকে মরতে হবে না; আমাদের আজ্ঞা শুধু জনসাধারণেরই জন্য। কাছে এসো!' সোনার রাজদণ্ড উচ্চ করে তা তাঁর গলায় রাখলেন, এবং তাঁকে চুম্বন করে বললেন, 'আমার সঙ্গে কথা বল!' এস্থার তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আমার চোখে আপনাকে ঈশ্বরের এক দূতের মত দেখাচ্ছিল, আপনার গৌরবের সামনে আমার হৃদয় আলোড়িত হল। কেননা, প্রভু, আপনি অপরূপ, আপনার মুখমণ্ডল প্রসাদে পরিপূর্ণ।' কিন্তু একথা বলতে বলতে তিনি আবার মূর্ছা গেলেন; তাতে রাজা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, আর তাঁর পরিষদেরা সকলে এস্থারকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করতে লাগল।

রাজা তখন বললেন, ‘এস্থার রানী, ব্যাপারটা কী? আমাকে বল, তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা তোমাকে দেওয়া হবে।’ এস্থার উত্তরে বললেন, ‘মহারাজ এতে প্রীত হলে, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজের আয়োজন করেছি, মহারাজ ও হামান সেই ভোজে আসুন।’ রাজা বললেন, ‘হামানকে সঙ্গে সঙ্গে আসতে বল, যেন এস্থারের বাসনা পূর্ণ হয়।’ তাই এস্থার যে ভোজের আয়োজন করেছিলেন, রাজা ও হামান সেই ভোজে গেলেন।

দ্বিতীয় দিনেও ভোজ শেষের দিকে রাজা এস্থারকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এস্থার রানী, আমাকে বল, তোমার কী অনুরোধ? আমি তা পূরণ করব। তোমার কী যাচনা? রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও, তুমি ইচ্ছা করলে তা তোমার হবে।’ এস্থার রানী উত্তরে বললেন, ‘মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, যদি মহারাজ ভাল মনে করেন, তবে আমার নিজের প্রাণ মঞ্জুর করা হোক—এ আমার অনুরোধ; এবং আমার আপন জাতির প্রাণকে রেহাই দেওয়া হোক—এ আমার যাচনা। কারণ আমি ও আমার স্বজাতি, সংহার, হত্যা ও বিনাশের উদ্দেশ্যেই এই আমাদের বিক্রি করা হয়েছে। কেবল দাসদাসী হবার জন্যই আমাদের যদি বিক্রি করা হত, তবে আমি নীরব থাকতাম; কিন্তু এই পরিস্থিতিতে, মহারাজের যে ক্ষতি করা হচ্ছে, আমাদের নির্যাতকের পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ করার সাধ্য হবে না।’ আহাসুয়েরোস রাজা সঙ্গে সঙ্গেই এস্থার রানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘যার অন্তর এমন মতলবে ভরা, সে কে? সে কোথায়?’ এস্থার উত্তরে বললেন, ‘সেই নির্যাতক? সেই শত্রু? সে তো এই দুর্জন হামান!’ তখন হামান রাজার ও রানীর সামনে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল। রোষ-ভরা অন্তরে রাজা ভোজ ছেড়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে চলে গেলেন; আর হামান এস্থার রানীর কাছে নিজের প্রাণ ভিক্ষার জন্য সেখানে দাঁড়াল, কেননা সে স্পষ্টই দেখল যে, রাজার পক্ষ থেকে তার বিনাশ অবধারিত।

রাজা প্রাসাদের উদ্যান থেকে ভোজ-কক্ষে ফিরে আসছেন, এমন সময় এস্থার যে আসনে বসে আছেন, হামান তার উপরে পড়ে রয়েছে; তখন রাজা বলে উঠলেন, ‘এ কি! লোকটা আমার নিজের বাড়ির মধ্যে, আমার চোখের সামনেই কি রানীকে মানভ্রষ্টাও করবে?’ রাজার মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে আসামাত্র হামানের মুখে একটা

পরদা দেওয়া হল। রাজার উপস্থিতিতে হার্বোনা নামে একজন কঞ্চুকী বলল, 'ওই যে! সেই পঞ্চাশ হাত উচ্চ ফাঁসিকাঠও আছে; যা হামান সেই মোর্দেকাইয়ের জন্যই তৈরি করেছিল, যিনি একসময় মহারাজের বড় সুবিধার জন্য কথা বলেছিলেন; তা তার নিজের বাড়িতেই প্রস্তুত আছে।' রাজা বললেন, 'একে তাতে ঝুলিয়ে দাও!' ফলে হামান মোর্দেকাইয়ের জন্য যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করেছিল, ঠিক তাতেই তাকে ঝুলানো হল; এবং রাজার ক্রোধ প্রশমিত হল।

**শ্লোক** - এস্থার ১০:৩চ; ই:৪৮:২০

*প্র* ইস্রায়েল ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, এবং প্রভু তাঁর আপন জনগণের পরিত্রাণ সাধন করলেন আর এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের নিস্তার করলেন,

*উ* ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।

*প্র* আনন্দোচ্ছ্বাসের কণ্ঠে একথা ঘোষণা কর: প্রভু তাঁর আপন দাস যাকোবের মুক্তি পুনঃসাধন করেছেন,

*উ* ঈশ্বর এমন চিহ্ন ও মহা অলৌকিক লক্ষণ দেখালেন, দেশগুলির মাঝে যার সমান কখনও দেখা দেয়নি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ১৪:২৫-২৬)

**উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না**

তুমি হয় তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা কর, কেনই বা প্রেরিতদূত বলেছেন, *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না* (রো ৮:২৬)। আমরা নিশ্চয়ই এমন কথা ধরে নিতে পারব না যে, তিনি নিজে বা যাঁদের কাছে তিনি সেই কথা বলছিলেন, তাঁরাও প্রভুর প্রার্থনা জানতেন না। অথচ যিনি সম্ভবত উপযুক্ত ভাবে প্রার্থনা করতে পারতেন, সেই প্রেরিতদূতও নিজেকে তেমন অজ্ঞতা থেকে মুক্ত বলে দেখাননি: বস্তুত তিনি মহা মহা দর্শন লাভের ফলে যেন গর্ববোধ না করেন, যখন তাঁর দেহে একটা কাঁটা ঢোকানো হল ও শয়তানের একটা অপদূত তাঁকে চপেটাঘাত করছিল, তখন তিনি

তেমন পরীক্ষা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রভুর কাছে তিন বার প্রার্থনা করায় একথা প্রমাণিত হয় যে, উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তিনিও তা জানতেন না। শেষে উত্তর দিয়ে ঈশ্বর বুঝিয়ে দিলেন, কেন তেমন পুণ্যবান মানুষ যা যাচনা করছিলেন তা পাচ্ছিলেন না, ও তা না পাওয়ার কারণ কী; ঈশ্বর বলেছিলেন, *আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে* (২ করি ১২:৯)।

সুতরাং এ সমস্ত যন্ত্রণা-জ্বালার মাঝে—এগুলো এমন যা উপকারী আবার অপকারী হতে পারে—উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তা আমরা জানি না; কিন্তু, যেহেতু এ সমস্ত কিছু কঠোর, বিরক্তিকর ও আমাদের দুর্বলতার বিরোধী, সেজন্য সাধারণ একটা মানবীয় বাসনা অনুসারে আমরা প্রার্থনা করে থাকি যাতে সেই সবকিছু আমাদের কাছ থেকে দূর করে দেওয়া হয়। তবু আমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি এমন ভক্তি দেখানো উচিত, তিনি আমাদের কাছ থেকে সেই সব দূর করে না দিলেও আমরা যেন মনে না করি, তিনি আমাদের ভুলে গেছেন, বরং ভক্তিপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে এমন মঙ্গলের প্রত্যাশা করব যা অমঙ্গলের চেয়ে মহান; কেননা এভাবেই *পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।* এ সকল কথা এ উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে, যাতে কেউ, যা যাচনা না করা ভাল, গভীর প্রত্যাশার সঙ্গে ঠিক তাই যাচনা ক'রে যখন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পায়, তখন যেন গর্বে স্ফীত না হয়; আবার যেন ঈশ্বরের দয়া বিষয়ে নিরাশ না হয় যখন গভীর প্রত্যাশার সঙ্গে যা যাচনা করেছিল তা পায়নি—কেননা এমনটি হতে পারে যে, যে মঙ্গলদান সে চাচ্ছিল, তাতে হয় তো তার মঙ্গল হত না বা তার সর্বনাশই ঘটত। তাই দেখা যাচ্ছে, এ সমস্ত বিষয়ে উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা জানি না।

অতএব, আমরা যা প্রার্থনা করেছি, তার বিপরীত ঘটলে আমরা তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে ও সবকিছুতে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের নিশ্চিত করব যে, আমাদের ইচ্ছা যা চাচ্ছিল, তার চেয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা যা চাচ্ছিল তা-ই অধিক উচিত। ঠিক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থ খ্রিষ্ট নিজেও আমাদের আদর্শ দিয়ে বলেছিলেন, *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক;* কিন্তু মানবস্বরূপ অনুসারে তাঁর যে মানব-ইচ্ছা ছিল, তা রূপান্তরিত করে তিনি বলে চলেছিলেন, *তথাপি আমার যেমন ইচ্ছা সেইমত নয়,*

*তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতই হোক* (মথি ২৬:৩৯)। *এজন্যই একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হল* (রো ৫:১৯)।

**শ্লোক** - মথি ৭:৭, ৮; সাম ১৪৫:১৮

*প্র* যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; যে যাচনা করে, সে পায়,

*উ* যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

*প্র* যারা অন্তর দিয়ে তাঁকে ডাকে, প্রভু তার কাছে কাছে থাকেন।

*উ* যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হোশেয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:২-১০)

**মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান ;**

**পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি**

প্রভু একথা বলছেন :

ইস্রায়েল, তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো ;
কারণ তুমি তোমার নিজের শঠতায় হোঁচট খেয়েছ।
তোমাদের বক্তব্য প্রস্তুত করে প্রভুর কাছে ফিরে এসো ;
তাঁকে বল : 'সমস্ত শঠতা দূর করে দাও ;
যা ভাল, তাই গ্রহণ কর,
তবেই আমরা বৃষের চেয়ে আমাদের ওষ্ঠই তোমার কাছে নিবেদন করব।
আশুর আমাদের ত্রাণ করবে না,
আমরা ঘোড়ায় আর চড়ব না,
আমাদের আপন হাতের রচনাকে আর কখনও 'আমাদের ঈশ্বর' বলব না,
কারণ তোমারই কাছে পিতৃহীন স্নেহ পায়।'
আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,
কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

আমি ইস্রায়েলের পক্ষে হব শিশিরের মত,
সে লিলিফুলের মত ফুটবে,
লেবাননের গাছের মত শিকড় গাড়বে,

তার পল্লব ছড়িয়ে পড়বে,
জলপাইগাছের মত হবে তার শোভা,
লেবাননের মত হবে তার সৌরভ।
তারা আমার ছায়ায় বাস করতে ফিরে আসবে,
শস্য সঞ্জীবিত করে তুলবে,
আঙুরখেত ফলপ্রসূ করবে,
তাদের আঙুররস লেবাননের আঙুররসের মত সুখ্যাত হবে।
দেবমূর্তির সঙ্গে এফ্রাইমের এখন আর কী সম্পর্ক?
আমিই তো সাড়া দিচ্ছি, আমিই তার উপর দৃষ্টি রাখছি;
আমি সতেজ দেবদারুগাছের মত,
আমার দোহাইতে যে তুমি ফলবান!
কে এমন প্রজ্ঞাবান যে এই সমস্ত কথা বুঝতে পারবে?
কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?
কেননা প্রভুর সমস্ত পথ সরল,
ধার্মিকেরাই সেই সকল পথে চলে,
কিন্তু দুর্জনেরা সেই সমস্ত পথে হোঁচট খায়।

শ্লোক - হো ১৪:৫; যোয়েল ৪:২১

প্র আমি তাদের অবিশ্বস্ততা থেকে তাদের নিরাময় করব, সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাদের ভালবাসব,

উ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

প্র 'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি, হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!' এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন,

উ কারণ আমার ক্রোধ তাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ থেওদরেতোস-লিখিত 'প্রভুর মাংসধারণ' থেকে পাঠ (২৬-২৭)

## আমি তাদের সঙ্কট থেকে তাদের মুক্ত করব

নিজের বিষয়ে যে যন্ত্রণা পূর্বকথিত হয়েছিল, যিশু স্বেচ্ছায় সেই যন্ত্রণার দিকে ধাবিত হন : তেমন যন্ত্রণার কথা তিনি শিষ্যদের কাছে বারবার পূর্ব ঘোষণা করেছিলেন, এমনকি পিতর যখন সেই কথা শুনে অসন্তোষ দেখিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছিলেন, এবং এ সত্য দেখিয়েছিলেন যে, সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জগতের পরিত্রাণ সাধিত হওয়ার কথা। এজন্য যারা তাঁকে ধরতে আসছিল, তিনি তাদের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন : *তোমরা যাকে খুঁজছ, আমিই সে* (যোহন ১৮:৫)।

অভিযুক্ত হয়ে তিনি উত্তর দেন না ; লুকিয়ে থাকতে পারলেও তিনি লুকিয়ে থাকলেন না যদিও অন্য সময়ে তারা তাঁকে ধরবার জন্য ওত পেতে থাকলে তিনি নিরাপদে চলে গেছিলেন। তাছাড়া তিনি যেরুশালেমের উপর কাঁদলেন—সেই যে যেরুশালেম নিজ অবিশ্বাস দ্বারা তাঁর মৃত্যু ঘটাচ্ছিল—, এবং যেরুশালেমের সেই বিখ্যাত মন্দিরকে সম্পূর্ণ বিনাশদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

নিতান্ত জঘন্য একটা লোক তাঁকে মাথায় আঘাত করবে, এও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করলেন। লোকে তাঁকে চপেটাঘাত করল, মুখে থুথু দিল, অপমান করল, নিপীড়ন করল, কশাঘাত করল এবং শেষে ক্রুশে দিল।

ক্রুশদণ্ডে তিনি সঙ্গী রূপে দস্যুদেরই গ্রহণ করলেন, একজন এক পাশে আর একজন অপর পাশে—তারা এমন দস্যু যারা খুনী ও ধূর্ত মানুষ বলে পরিগণিত ছিল। তিনি পিত্ত ও অমঙ্গলকর এক আঙুরলতা থেকে সির্কাও গ্রহণ করলেন, এবং আঙুরলতার শাখা বা আঙুরগুচ্ছের স্থানে কাঁটারই মুকুটে ভূষিত হলেন।

বেগুনি রঙের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে তিনি তাচ্ছিল্যের রাজা হলেন, আর তারা একটা নল দ্বারা তাঁকে মারধর করল। তাঁর বুক বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ হল। শেষে তাঁকে সমাধিমন্দিরে দেওয়া হল।

আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তিনি এ সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে চাইলেন। কেননা যারা পাপ দ্বারা নিজেদের বশীভূত হতে দিয়েছিল, তারা সকলে পাপের দণ্ডের অধীন হয়েছিল ; তিনি কিন্তু পাপমুক্ত হয়েও ন্যায্যতার গোটা পথ অতিবাহিত করার পর

পাপীদের দণ্ডের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন, ও নিজ ক্রুশ দ্বারা প্রাচীন অভিশাপের দলিলপত্র বিনষ্ট করলেন। এবিষয়ে পল বলেন, *খ্রিষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, যাকেই গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত* (গা ৩:১৩; দ্বিঃবিঃ ২১:২৩ দ্রঃ)। কাঁটার মুকুট গ্রহণ করায় তিনি আদমের দণ্ড শেষ করে দিলেন, সেই যে দণ্ড আদম পাপ করলে পর শুনেছিলেন: *তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত: তা তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে* (আদি ৩:১৭-১৮ দ্রঃ)। পিত্ত গ্রহণ করায় তিনি মরজীবনের যত তিক্ততা ও জ্বালা, ও সকল মানুষের দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন। সির্কা পান করে তিনি মানুষদের বিকৃতির জন্য নিজেকেই দোষী করলেন, তাতে তারা শ্রেয়তর অবস্থা লাভ করতে পারল।

বেগুনি রঙের কাপড় তাঁর রাজ্যের প্রতীক, সেই নল দ্বারা দেখানো হয় শয়তানের শক্তি কত না দুর্বল ও অস্থায়ী; চপেটাঘাত আমাদের মুক্তির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে— আমাদের যা প্রাপ্য, তিনি সেই দণ্ড, তিরস্কার ও আঘাত নিজের মাথায় তুলে নিলেন।

আদমের বুক থেকে সেই নারী উদ্ভূত হয়েছিলেন, যিনি নিজ পাপ দ্বারা মৃত্যু প্রসব করেছিলেন; কিন্তু নব আদম সেই খ্রিষ্টের বুক থেকে সেই জীবন-জল নির্গত হল যা দু'টো জলস্রোত দ্বারা জগৎকে সঞ্জীবিত করে থাকে: প্রথমটা জলকুণ্ডে আমাদের নবীকৃত করে ও অমর জীবন দান করে; দ্বিতীয়টা আমাদের নবজন্মের পর ঐশভোজে আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলে—ঠিক যেমন দুধ শিশুদের পরিপুষ্ট করে পূর্ণগঠিত করে।

শ্লোক - ইশা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪

*প্র* তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী বারুকের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১৪—২:৫; ৩:১-৮)

## অনুতপ্ত জনগণের মিনতি

আমরা এই যে পুস্তক তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তা তোমাদের পাঠ করতেই হবে —প্রভুর গৃহে, প্রকাশ্যেই, পর্বটি উপলক্ষে ও উপযুক্ত দিনগুলিতে। তোমরা এই কথা বলবে: ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজ ঘটছে ইহুদীদের ও যেরুশালেম-বাসীদের বেলায়, আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বেলায়, আমাদের যাজকদের, আমাদের নবীদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের বেলায়; কেননা আমরা প্রভুর সম্মুখে পাপ করেছি, তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি, এবং আমাদের সামনে প্রভু যে বিধিনিয়ম রেখেছিলেন, সেগুলির পথে চলার জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে কান দিইনি। যে দিন থেকে প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে অবিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত হইনি, বরং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে অসম্মত হয়েছি। তাই আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি, আমাদের উপরে কত অমঙ্গলই না নেমে পড়েছে; এবং প্রভু আমাদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ মঞ্জুর করার জন্য যখন মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর আপন দাস মোশির মধ্য দিয়ে যে অভিশাপের হুমকি দিয়েছিলেন, তাও আমাদের উপর এসে পড়েছে। আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে নবীদের আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের বাণীতে কান না দিয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠস্বরেই কান দিইনি; বরং আমরা প্রত্যেকেই যে যার ধূর্ত হৃদয়ের গতি অনুসরণ করে বিজাতীয় দেবতাদের সেবা করেছি ও তা-ই করেছি, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়।

এজন্য প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলকে যারা শাসন করে আমাদের সেই বিচারকদের বিরুদ্ধে, আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বিরুদ্ধে, এবং ইস্রায়েলের ও যুদার প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বাস্তবে ঘটালেন। তিনি যেরুশালেমে যা ঘটালেন, তা আকাশমণ্ডলের নিচে কোথাও কখনও ঘটেনি—ঠিক যেভাবে মোশির বিধানে লেখা আছে; পর্যায়টা এমন যে, একজন তার নিজের ছেলের

দেহমাংস, আর একজন তার নিজের মেয়ের দেহমাংস খেত। উপরন্তু, প্রভু আশেপাশের সকল রাজ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন; যে জাতিগুলির মাঝে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন, তাদের তিনি করলেন সেই সকল জাতির বিদ্রূপ ও বিতৃষ্ণার বস্তু। বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তারা বরং হল অধীন, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান না দেওয়ায় আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম।

হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সঙ্কটাপন্ন এক প্রাণ, বিপদগ্রস্ত এক আত্মা তোমার কাছে চিৎকার করছে! শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তুমি তো নিত্য সমাসীন, আর আমরা নিত্য মরণমুখী। হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইস্রায়েলের মৃতজনদের প্রার্থনা শোন, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, তাদের সন্তানদের এই প্রার্থনা শোন; সেসময় তারা তো তাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বরে কান দেয়নি, তাই এখন এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের আঁকড়ে ধরে আছে। আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে রেখো না, এখন বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; তুমিই তো আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আর আমরা, হে প্রভু, তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ তুমি এজন্যই আমাদের হৃদয়ে তোমার ভয় সঞ্চার করেছ, যেন আমরা তোমার নাম করতে প্রেরণা পাই। আমাদের এই নির্বাসনের দেশে আমরা তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতা দূর করেছি, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। দেখ, আজও আমরা নির্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত; যারা আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ছেড়ে দূরে গেছিল, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতার কারণে আমরা এখন বিদ্রূপ, অভিশাপ ও দণ্ডের বস্তু।

শ্লোক - এফে ২:৪-৫; বারুক ২:১২ দ্রঃ

প্র হে অপার করুণাময় পরমেশ্বর, তুমি এমনই মহাপ্রেমে আমাদের ভালবেসেছ যে,

উ অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তুমি খ্রিষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুলেছ।

প্র হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, আমরা পাপ করেছি; তোমার সকল আদেশ ভঙ্গ করেছি;

℣ অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তুমি খ্রিষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুলেছ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রবার কাছে বিশপ সাধু আগস্তিনের পত্র থেকে পাঠ (১৩০শ পত্র ১৪:২৭–১৫:২৮)

**পবিত্র আত্মা আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন**

যে কেউ প্রভুর কাছে একটা বিষয়ই মাত্র যাচনা করে ও সেটা মাত্র অন্বেষণ করে, তার সেই যাচনা নিশ্চিত ও নিরাপদ, আর তা পেয়ে সে এমন ভয় করে না যে, তাতে তার অমঙ্গল হবে; কিন্তু যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করে সে অন্য যা কিছু পাবে, সেটা ছাড়া তাতে তার উপকার হবে না। সেই বিষয় হল একমাত্র ও সত্যকার জীবন, তথা একমাত্র ধন্য জীবন, আমরা যেন অমর হয়ে ও দেহে ও আত্মায় অক্ষয়শীল হয়ে প্রভুর মঙ্গলময়তা চিরকালের মত দেখতে পাই। এই একমাত্র বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই বাকি সমস্ত কিছুর অন্বেষণ করা হয় ও যথোচিত ভাবে আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যে কেউ এ জীবন পাবে, বাকি যা কিছু চাইবে তাও পাবে, এবং তেমন জীবনে অবস্থান করে সে এমন কিছু বাসনা করতে পারবে না, যা অনুচিত।

এ জীবনেই রয়েছে জীবন-জলের উৎস, আর যতদিন আমরা প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি ও তাঁর পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে যা দেখতে প্রত্যাশা করি যতদিন তা দেখতে না পাই, ততদিন প্রার্থনাকালে তেমন জলের জন্যই আমাদের পিপাসিত হওয়া উচিত। আপাতত তাঁর সামনে আমাদের সমস্ত বাসনা উপস্থিত করে থাকি, যেন তাঁর গৃহের প্রাচুর্যে মত্ত হতে পারি ও তাঁর পুলক নদীর জলে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারি, কারণ তাঁরই কাছে রয়েছে জীবনের উৎস, ও তাঁর আলোতেই আমরা দেখি আলো। তাই যখন আমাদের বাসনা তাঁর মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হবে, তখন এমন কিছু বাকি থাকবে না, যা চোখের জল ফেলে যাচনা করতে হবে, বরং যা পেয়েছি তা আনন্দের সঙ্গেই ভোগ করব।

তথাপি, যেহেতু এ শান্তি এমন, যা আমাদের বোধের অতীত, সেজন্য প্রার্থনাকালেও তেমন শান্তি যাচনা করে আমরা উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত তা জানি না;

কেননা তার নিজের স্বরূপ অনুসারে যা ভাবতেও পারি না, তা অবশ্যই জানতেও পারি না। ভাবার সময়ে যা কিছু আমাদের মনের সামনে এসে উপস্থিত হয়, আমরা যখন জানি যে সেই সব আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়, তখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রকৃত চেহারা না জানলেও আমরা সেই সবই দূর করে দিই, প্রত্যাখ্যান করি, অবজ্ঞাও করি।

তাই আমাদের মধ্যে এমন গুণ রয়েছে যা আমি 'অভিজ্ঞ অজ্ঞতা' বলে অভিহিত করব, কিন্তু তেমন অজ্ঞতা সেই পবিত্র আত্মায় অভিজ্ঞ, যিনি আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সহায়তা দান করেন। কেননা প্রেরিতদূত যখন বলেন, *আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি,* তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৫-২৭)।

আমরা কিন্তু যেন ভুল বুঝে মনে না করি যে, পরমত্রিত্বে যিনি অপরিবর্তনশীল ঈশ্বর, ও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে একেশ্বর, তিনি ঠিক যেন এমন একজন যিনি ঈশ্বর যা, তিনি তা নন, সেইভাবে *পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন।* আসলে একথা লেখা আছে, তিনি পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন, কারণ তিনি পবিত্রজন সকলকে প্রার্থনায় উদ্দীপিত করেন, যেমনটি লেখা আছে, *তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস কিনা, তা জানবার জন্যই তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন* (দ্বিঃবিঃ ১৩:৪), অর্থাৎ তিনি এমনটি করেন তোমরাই যেন বুঝতে পার তাঁকে ভালবাস কিনা।

তাই পবিত্র আত্মা অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে পবিত্রজন সকলকে প্রার্থনায় উদ্দীপিত করেন, তাঁদের অন্তরে এমন মহাবিষয়ের বাসনা সঞ্চার করেন, যে মহাবিষয় এখনও অজানা হলেও তবু আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রত্যাশায় থাকি। বাস্তবিকই, বাসনার বস্তু যখন আমাদের কাছে অজানা, তখন কেমন করে তা বর্ণনা করতে পারি? কেননা তা যদি আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপেই অজানা থাকত, তবে তা বাসনাও করতে

পারতাম না; অন্য দিকে যদি তা দেখতে পেতাম, তবে আর্তনাদ করে তা যাচনা করতাম না।

**শ্লোক** - রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯, ১০

*প্র* উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;

*উ* স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

*প্র* প্রভুর উক্তি: সেদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব:

*উ* স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:১-৫, ৩২-৩৫; ১৬:১-৮)

**যুদা-রাজ আজারিয়া, যোথাম ও আহাজ**

ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সপ্তবিংশ বর্ষে যুদা-রাজ আমাজিয়ার সন্তান আজারিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন; তিনি ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুশালেম-নিবাসিনী। আজারিয়া প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। প্রভু রাজাকে আঘাত করলেন, আর রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে আক্রান্ত হলেন; তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন। রাজার সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকার দ্বিতীয় বর্ষে উজ্জিয়ার সন্তান যোথাম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেরুশা, তিনি সাদোকের কন্যা। যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত। তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন।

রেমালিয়ার সন্তান পেকার সপ্তদশ বর্ষে যুদা-রাজ যোথামের সন্তান আহাজ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন; তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে

যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন না। না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের ছেলেকেও আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন। তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।

সেসময়েই আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁরা যেরুশালেম অবরোধ করলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। কিন্তু এদোমের রাজা এদোমের জন্য এলাথ পুনর্জয় করলেন; তিনি সেখান থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দিলেন, আর এদোমীয়েরা তা দখল করে সেখানে বসতি করল—আজ পর্যন্ত। আহাজ আশুর-রাজ তিগ্লাথ-পিলেজারের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাস ও আপনার সন্তান। আপনি এসে আরাম-রাজের হাত থেকে ও ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করুন, তারা যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৬:১, ২১; প্রবচন ১:৭

*প্র* শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর; সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।

*উ* হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।

*প্র* প্রভুভয়ই সদ্‌জ্ঞানের সূত্রপাত।

*উ* হে জাতিগুলির রাজনেতারা, প্রজ্ঞাকে সম্মান কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ)

**সমগ্র পৃথিবী প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ**

*যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ* (ইশা ৬:১, ৩)। আহা, আকাঙ্ক্ষিত কাল; আহা, প্রসন্নতার কাল! এমন কাল, যা প্রত্যেক পুণ্যজন প্রতিদিন প্রার্থনাকালে বাসনা করে বলে, *তোমার রাজ্য আসুক; তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে*

*তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০)। সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। আমি এ পৃথিবী দেখতে পাচ্ছি, তার উপর তো পা বাড়িয়ে আছি; এ পৃথিবী অনুভব করছি—আমি তো এ পৃথিবী: পৃথিবী দুটোতে শ্রম রয়েছে, রয়েছে হাহাকার, ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে ক্রোধই রয়েছে। এসংসারের অধিপতি এখনও অবিশ্বাস-সন্তানদের মধ্যে রাজত্ব করছে; সে প্রতিদিন বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, আর পুণ্যজনদের মধ্যে প্রায়ই এমন কেউ নেই, যে তার উত্তেজনা অনুভব করে না। অথচ সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ। বস্তুত আমি জানি, এই যে পৃথিবীর উপর আমি পা বাড়িয়ে আছি, একদিন তা ক্ষয়শীলতার দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী হবে, ও যিনি একদিন সিংহাসনে বসবেন তিনি বলবেন, *দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি* (প্রকাশ ২১:৫)। কিন্তু এ পৃথিবী যা আমি বহন করছি, তাও হবে ঈশ্বরের গৌরবে পরিপূর্ণ। আদমে যে পৃথিবী অভিশপ্ত হয়েছিল, আজকের মত তা আমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে: পৃথিবী অসুস্থ ও পীড়িত, ধীর ও ভারী, বহু উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগে আক্রান্ত, বহু রোগে নিমজ্জিত। তবু *প্রাণ আমার, কেন অবসন্ন তুমি? তুমি কেন আমার মধ্যে গর্জন কর?* (সাম ৪২:৬)। সমগ্র পৃথিবীই তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে!

কিন্তু এ সমস্ত কিছু কবে ঘটবে? তিনি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসে *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২১), ও পর্বতের উপরে যে গৌরব রূপান্তরিত প্রভুর মুখে দেখা দিয়েছিল সেই গৌরব পুনরুত্থানের পরে সনাতন অমরতায় গৃহীত হয়ে এই পৃথিবীতে দেখা দেবে, তখন আমরা এক নতুন সঙ্গীত গান করব, ও *ধার্মিকদের তাঁবুতে তাঁবুতে আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি* (সাম ১১৮:১৫) ধ্বনিত হবে: *দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে, মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে* (পরমগীত ২:১১-১৩)।

তবেই আমরা জানতে পারব সেই রূপান্তর কেমন; এখন কিন্তু আমাদের দেহ মরণশীল, এমনকি মৃত, যেভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *পাপের কারণে আমাদের দেহ মৃত* (রো ৮:১০)। তাই আমাদের দেহ এখন মরা, অশুচি, অসুস্থ, জঘন্য, নশ্বর; কিন্তু একদিন এ দেহ সেই প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে, যিনি আমাদের মরা মাংস সঞ্জীবিত করবেন, আমাদের অশুচি মাংস শুচীকৃত করবেন, আমাদের অসুস্থ মাংস নিরাময়

করবেন, ও নশ্বর এ মাংস অবিনশ্বর করে তুলবেন। প্রশ্ন করি: দেহের ভাবী সুখ যখন তেমন মহান, তখন আত্মার আনন্দ কেমন হবে?

সৃষ্টজীবের মধ্যে স্রষ্টাকে দর্শন, স্রষ্টার মধ্যে স্রষ্টাকে ভালবাসা, স্রষ্টার মধ্যে ও সৃষ্টজীবেরও মধ্যে স্রষ্টার প্রশংসা—এ হবে আমাদের আনন্দের কারণ। *মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ ছিল* (ইশা ৬:১)। কোন্ মন্দির? প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে: *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির* (১ করি ৩:১৭)। যদিও আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের দেহও ঈশ্বরের মন্দির, তবু আত্মাই বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের মন্দির—এ তো সেই মন্দির, যেখানে বর্তমান জীবন অতিবাহিত হতে হতে আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই বলি উৎসর্গ করি যা তিনি অবজ্ঞা করেন না, তথা আমাদের ভগ্নচূর্ণ হৃদয়। এ তো সেই মন্দির, যেখানে এ দেহের ক্ষয়শীলতা শেষ হলে ও আমরা সনাতন জ্যোতির রাজ্যে স্থানান্তরিত হলে ও ঈশ্বর আমাদের সমস্ত অশ্রুজল মুছিয়ে দিলে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করব যে স্তুতি-যজ্ঞের বিষয়ে ইশাইয়ার মুখ দিয়ে তিনি নিজে বলেছিলেন, *স্তুতি-যজ্ঞ, সেই তো আমার প্রতি সম্মান* (সাম ৫০:২৩)। প্রভু, এ বর্তমানকালে আমাদের অনুতাপের বলি তোমাকে প্রসন্ন করুক, যাতে তুমি যখন উচ্চ সেই সিংহাসনে বসবে, তখন স্তুতি-যজ্ঞই তোমার প্রতি সম্মান।

**শ্লোক** - সাম ৭২:১৮, ১৯

*প্র* ধন্য প্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক।

*উ* ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!

*প্র* সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হোক। আমেন, আমেন।

*উ* ধন্য তাঁর গৌরবময় নাম চিরকাল!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী বারুকের পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৯-১৫, ২৪–৪:৪)

## ইস্রায়েলের পরিত্রাণ প্রজ্ঞাতেই বিরাজিত

শোন, ইস্রায়েল, জীবনের আজ্ঞাবলি,
কান পেতে শোন, যেন বুঝতে পার, সদ্বিবেচনা কী।
কেন, ইস্রায়েল, কেন তুমি শত্রুদেশে আছ,
কেন বৃদ্ধ হচ্ছ ভিনদেশের বুকে?
কেন মৃতদের সঙ্গে তোমার এই কলুষ,
কেনই বা তুমি তাদের মধ্যে পরিগণিত, যারা পাতালে নেমে যায়?
কারণ তুমি তা-ই পরিত্যাগ করেছ, যা প্রজ্ঞার উৎস!
তুমি যদি ঈশ্বরের পথে চলতে,
তবে চিরকালের মতই শান্তিতে জীবনযাপন করতে।

শিখে নাও সদ্বিবেচনা কোথায়,
কোথায় শক্তি, কোথায় সুবুদ্ধি,
যেন এও জানতে পার: কোথায় দীর্ঘায়ু ও জীবন,
কোথায় চোখের আলো ও শান্তি।
কিন্তু কেইবা আবিষ্কার করেছে কোথায় প্রজ্ঞার আবাস?
কে প্রবেশ করেছে তার গুপ্তধনাধারে?
কেইবা স্বর্গে আরোহণ করে প্রজ্ঞাকে কেড়ে নিল
ও মেঘলোক থেকে তাকে নামিয়ে আনল?
কে সাগর পার হয়ে তার সন্ধান পেল
ও খাঁটি সোনার বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিল?
না, কেউ জানতে পারে না তার কাছে যাওয়ার রাস্তা,
কেউই বুঝতে পারে না তার যাতায়াতের পথ।

কিন্তু সর্বজ্ঞ যিনি, তাকে জানেন যিনি,

নিজের সুবুদ্ধি দ্বারা তাকে তলিয়ে দেখলেন যিনি,
চিরকালের জন্য যিনি পৃথিবী প্রস্তুত করলেন,
ও চতুষ্পদ জীবজন্তুতে তা পরিপূর্ণ করলেন ;
যিনি আলো প্রেরণ করলেই আলো এগিয়ে যায়,
যিনি ডাকলেই আলো সকম্পে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়,
—নিজ নিজ প্রহরা-স্থান থেকে হয় তারানক্ষত্রের উদ্ভাস,
সবগুলিই আনন্দিত—
যিনি ডাকলে তারা উত্তর দেয় : 'এই যে আমরা !'
সেই যে নির্মাতার জন্য তারা সানন্দে উদ্ভাসিত,
তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না ;
তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন,
ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে,
তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।

এরপর [প্রজ্ঞা] পৃথিবীতে দৃশ্যমান হল,
ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল।
প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক,
প্রজ্ঞাই যুগযুগস্থায়ী বিধান ;
যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে,
যারা তাকে ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু হবে।
ফিরে এসো, যাকোব, তাকে গ্রহণ করে নাও,
তার আলোর প্রভায় পথ চল ;
যা তোমার আপন গৌরব, তা অন্যকে দিয়ো না,
যা তোমার আপন অধিকার, তাও পরজাতীয় মানুষকে নয়।
হে ইস্রায়েল, আমরাই সুখী,
কারণ ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

**শ্লোক** - রো ১১:৩৩; বারুক ৩:৩২, ৩৭

*প্র* আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!

*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

*প্র* সর্বজ্ঞ যিনি, প্রজ্ঞাকে জানেন যিনি, তিনি তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।

*উ* কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩:১৯-২১)

**আমরা ছায়াতেই ঈশ্বরের বাণী সংরক্ষণ করি**

এসংসারে আমরা ছায়াতে জীবনযাপন করি বিধায় ছায়াতেই ঈশ্বরের বাণী সংরক্ষণ করি। আমি একটা উদাহরণ দেব: আগে যেমন ভাবী বিষয়ের ছায়াস্বরূপ সেই অমাবস্যা ও শাব্বাৎ পালন করে বিধানের ছায়াতে ছিলাম, তেমনি এখন সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করে ঈশ্বরের বাণীর ছায়ার অনুসরণ করি। নাথানায়েলকে সেই শিষ্য একটা ডুমুরগাছের ছায়াতে পেয়েছিলেন; দাউদ বলেন, তিনি প্রভু যিশুর পক্ষ-ছায়াতে ভরসা রাখেন; ও জাখেয় খ্রিষ্টকে দেখবার জন্য সেই গাছে ওঠেন।

আমাদের বেলায়ও যিশু নিজের ছায়াতে সমগ্র জগৎকে আবৃত করার জন্য হাত দু'টো প্রসারিত করেন। এমনকি, আমরা যখন তাঁর ক্রুশের পরদায় সংরক্ষিত, তখন কেমন করে ভাবতে পারি, ছায়াতে থাকছি না? যখন সেই ক্রুশবিদ্ধ সংসারের অধর্ম থেকে ও দেহ-লালসা থেকে আমাদের রক্ষা করেন, তখন কেমন করে ভাবতে পারি, আমরা ছায়াতে থাকছি না?

আমরা একথা জানি যে, ঈশ্বরের বাণী যখন এ জগতে এসেছিলেন, তখন তিনি যেরূপে আদিতে ঈশ্বরের কাছে বাণী ছিলেন, সেরূপে আসেননি, কিন্তু নিজেকে অবনমিত করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি হালকা একটি মেঘে এসেছিলেন, ও তিনি নিজেই *পরাৎপরের পরাক্রম* হওয়ায় মারীয়ার উপরে নিজ ছায়া বিস্তার করেছিলেন যেন *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ*

*করেন* (ফিলি ৩:২১ দ্রঃ)। সুতরাং, কুমারী থেকে জন্ম নিয়ে ঐশবাণী যেমন অন্য স্বরূপ গ্রহণ করলেন, তেমনি আমরা যখন সেই বাণী সুসমাচারে পাঠ করি, তখন সেই বাণী আমাদের জন্য রূপান্তরিত বলে প্রতীয়মান। বস্তুতপক্ষে সেই বাণীগুলোর দৃশ্যটি শাস্ত্রে ঠিক যেন আয়নায়ই দেখা যায়, কারণ এ নিম্নলোকে আমাদের পক্ষে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

প্রেরিতদূত একথা বললেন, *তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে* (কল ১:১৫-১৬)। তাই যে বাণী প্রত্যেকের মধ্যে সক্রিয়, সেই বাণী এক, আর যেহেতু সে বাণী প্রত্যেকের মধ্যে সক্রিয় সেজন্য সকলের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে সক্রিয়। যে অনন্য বাণী পিতার কাছে ছিলেন, সেই বাণী সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হলেন, কারণ *আমরা সকলেই তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি* (যোহন ১:১৬)। অতএব, তুমি যদি সেই বাণীতে প্রত্যেকটা সৃষ্টবস্তুর কথা ধর, তাহলে দেখতে পাবে যে, আমাদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে আমরা যাঁর সহভাগী, সেই বাণী প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে একটামাত্র। আমার মধ্যে সেই বাণী মানবীয়, আর একজনের মধ্যে দিব্য, আবার বহুজনের মধ্যে স্বর্গদূতদের বাণীরই মত; তাছাড়া তারাও রয়েছে যাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ববৃন্দের বাণী আছে; উপরন্তু ধর্মময়তা, শুচিতা, সদ্বিবেচনা, ভক্তি ও পরাক্রমেরও বাণী রয়েছে। তাই একটামাত্র বাণীর মধ্যে বহু বাণী উপস্থিত, আর এ বহু বাণী এক। তেমন ধারণা তত কঠিন নয়, বিশেষভাবে আমরা যদি মনে রাখি যে, প্রজ্ঞার আত্মা সবকিছু সাধন করতে পারেন। অতএব, যে বাণী আমাদের ধারণ-ক্ষমতা ও তাঁর নিজের প্রসন্নতা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনের মধ্যে নিজেকে বিভক্ত করেন, সেই বাণী যখন এক, তখন একজনের কাছে প্রৈরিতিক বাণী, অন্যদের কাছে নবীয় বাণী, আবার অন্যদের কাছে স্বর্গদূতের বাণী ও অন্যদের কাছে অলৌকিক কাজ সাধনকারী বাণী দেওয়া হবে, তেমন ব্যাপারে যে কঠিন কিছু থাকতে পারে, তা আমি দেখি না। সুতরাং, যে বাণী সমস্ত বাণীর সূচনা, সেই বাণীকে আমি ঠিক যেন আয়নায়ই দেখতে পাই, ফলে আমি ঈশ্বরের সকল বাণী সংরক্ষণ করতে পারি না; কিন্তু যখন অনাবৃত মুখে তাঁর গৌরবের দর্শন পেতে

পারব, তখন আমি সত্যিই জীবিত হব, ও ঈশ্বরের জীবনে জীবিত হয়ে তাঁর বাণীগুলোও সংরক্ষণ করব।

**শ্লোক** - যেরে ১৫:১৬; সাম ১১৯:৯৯

*প্র* তোমার বাণীগুলো পেলেই আমি তা গিলে ফেলতাম,

*উ* তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ।

*প্র* আমার শিক্ষাগুরুদের চেয়েও আমি সুবিবেচক, তোমার নির্দেশমালাই যে আমার ধ্যান।

*উ* তোমার বাণীগুলো ছিল আমার পুলক, আমার মনের আনন্দ।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ২৫শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৩)

**নবী ইশাইয়াকে আহ্বান**

যে বছর উজ্জিয়া রাজার মৃত্যু হয়, সেই বছরে আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন। মন্দির তাঁর বসনের প্রান্তভাগে পরিপূর্ণ। তাঁর ঊর্ধ্বে রয়েছে এক দল সেরাফ, তাঁদের প্রত্যেকের ছ'টা করে পাখা; দু'টো পাখা দিয়ে তাঁরা নিজ মুখ ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে পা ঢেকে রাখছেন, দু'টো পাখা দিয়ে উড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন,

'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।
সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।'

তাঁদের উচ্চকণ্ঠের স্বরধ্বনিতে প্রবেশদ্বারের কবাট কাঁপছিল, একইসময়ে গৃহ ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি তখন বলে উঠলাম,

'হায়, এবার আমার বিনাশ উপস্থিত!
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-মানুষ,
আমি যে অশুচি ওষ্ঠ-জাতির মাঝে বাস করছি;
অথচ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবাহিনীর সেই প্রভুকে দেখল।'

তখন সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন। তা দিয়ে তিনি আমার মুখ স্পর্শ করে বললেন,

'দেখ, এ তোমার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে,
তোমার শঠতা ঘুচে গেল,
তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

পরে আমি প্রভুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, তিনি বলছিলেন, 'কাকে আমি প্রেরণ করব? আমাদের হয়ে কেইবা যাবে?' আমি উত্তর দিয়ে বললাম, 'এই যে আমি, আমাকে প্রেরণ কর।' তিনি বললেন,

'তবে যাও, এই জনগণকে বল:
তোমরা শুনতে থাক, কিন্তু কখনও বুঝো না!
তোমরা দেখতে থাক, কিন্তু কখনও উদ্বুদ্ধ হয়ো না!
তুমি এই জনগণের হৃদয় স্থূল কর,
এদের কান খাটো কর, এদের চোখ বন্ধ করে দাও,
পাছে এরা চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, হৃদয়ে বোঝে,
এবং পথ ফিরিয়ে নিরাময় হয়।'

আমি বললাম, 'প্রভু, কতদিন ধরে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'যতদিন না শহরগুলো বিধ্বস্ত ও নিবাস-বিহীন হয়, বাড়ি-ঘর জনশূন্য হয়, ভূমি ধ্বংসস্থান হয়ে একেবারে উৎসন্ন হয়, সেনাবাহিনীর প্রভু লোকদের দূর করেন, দেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়, ততদিন ধরে। তার দশ ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকলে তাও দাহনে আবার গ্রাস করা হবে, সেই ওক্ ও তার্পিন গাছের মত, যার পতন হলে তার শুধু গুঁড়ি থাকে; হ্যাঁ, এই জাতির মূলকাণ্ড হবে পবিত্র এক বংশ।'

**শ্লোক** - প্রকাশ ৪:৮; ইশা ৬:৩ দ্রঃ

*প্র* পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন!

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

*প্র* সেই সেরাফ দল উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোস-লিখিত 'সেরাফদল বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:৩)

**স্বর্গীয় বেদি মণ্ডলীর বেদির প্রতীক**

*তাঁরা উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র* (ইশা ৬:৩)। তোমরা কি এ কণ্ঠ চিনতে পার? এ কি আমাদের, না সেরাফদের কণ্ঠ?

এ আমাদের কণ্ঠ, আবার সেরাফদেরও কণ্ঠ, আর তেমনটি ঘটেছে সেই খ্রিষ্টের গুণেই, যিনি বিচ্ছেদের সেই প্রাচীর ধ্বংস করলেন, ও সেই দুইকে নিয়ে এক করায় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে পুনর্মিলিত করলেন (এফে ২:১৪ দ্রঃ)।

আগে এ সঙ্গীত কেবল স্বর্গেই গান করা হত; কিন্তু যখন প্রভু প্রসন্ন হয়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন, তখন সেই সঙ্গীত আমাদেরও মঞ্জুর করলেন। এজন্য এ মহাযাজক আধ্যাত্মিক উপাসনা উদ্‌যাপন করতে ও রক্তপাতহীন বলি উৎসর্গ করতে পুণ্যবেদির ধারে এসে উপস্থিত হয়ে কেবল এ হর্ষধ্বনি শুনতে আমাদের আহ্বান করেন না, কিন্তু খেরুব ও সেরাফদের কথা উল্লেখ করার পর তিনি আমাদের সকলকেই এ মহা হর্ষধ্বনি তুলতে আহ্বান করেন; আর যাঁরা আমাদের গানে যোগ দিচ্ছেন, সেই মহাদূতদের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের মন পৃথিবী থেকে উন্নীত করে একথা বলেই আমাদের আহ্বান করেন: 'সেরাফদের সঙ্গে গান কর, সেরাফদের সঙ্গে থাক, তাঁদের সঙ্গে পাখা মেলে রাজসিংহাসনের চারপাশে উড়ে বেড়াও।'

তুমি সেরাফদের সঙ্গে থাকতে থাকতে ঈশ্বর যে তোমাকে অবাধে তা-ই ব্যবহার করতে দেন যা সেই সেরাফ স্পর্শ করতেও সাহস করেন না, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা লেখা আছে, *সেরাফদের একজন আমার কাছে উড়ে এলেন, তাঁর হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার, তা তিনি চিমটে দিয়ে বেদির উপর থেকে নিয়েছিলেন* (ইশা ৬:৬): সেই যজ্ঞবেদি এ যজ্ঞবেদিরই প্রতীক ও দৃষ্টান্ত; সেই আগুন আত্মিক এ আগুনেরই প্রতীক ও দৃষ্টান্ত। সেই সেরাফ কিন্তু আগুনটা হাতে স্পর্শ করতে সাহস করেননি, চিমটে দিয়েই তা নিলেন: তুমি কিন্তু হাতেই তা গ্রহণ কর। কোন সন্দেহ নেই, তুমি যদি উপস্থাপিত বিষয়ের মর্যাদা লক্ষ কর, তাহলে সেরাফদের স্পর্শের চেয়েও এ বিষয়গুলি অধিক মহত্তর; কিন্তু তুমি যদি প্রভুর প্রসন্নতা লক্ষ কর, তাহলে তুমি এ উপলব্ধি করবে যে, তিনি যা আমাদের স্পর্শ করতে দিলেন, ঠিক সেই বিষয় গুণেই তিনি আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা পর্যন্ত নত হতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই, হে মানুষ, এ বিষয় ধ্যানধারণা কর, ও নিজের অন্তরে এ দানগুলির মাহাত্ম্য বিচার-বিবেচনা করে একবার উঠে দাঁড়াও, ও পৃথিবী থেকে নিজেকে উচ্ছিন্ন করে স্বর্গেই গিয়ে ওঠ।

দেহ কি আমাদের নিচে থাকতে বাধ্য করে? দেখ, সঙ্গে সঙ্গে উপবাস উপস্থিত: উপবাসই তো আত্মার পাখা লঘুভার করে ও দেহের বোঝা হালকা করে—যদিও আমাদের দেহ এমন, যা সীসার চেয়েও ভারী!

কিন্তু এসো, উপবাসের কথা এখনকার মত ফেলে রাখি, যাতে সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যগুলির কথা উত্থাপন করতে পারি যা লক্ষ ক'রে উপবাসও আদিষ্ট; কেননা যেমন ক্রীড়ার বেলায় লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হল জয়মালা, তেমনি উপবাসের লক্ষ্য হল শুদ্ধ হৃদয়ে গ্রহণ করা খ্রিষ্টের দেহ। অতএব, এ দিনগুলিতে যুক্তিহীন ভাবে ও বৃথাই দুঃখ করে আমরা যদি এবিষয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, তবে উপবাস-লড়াই থেকে বিনা মালায় ও বিনা পুরস্কারেই চলে যাব। এজন্য আমাদের পিতৃপুরুষেরা উপবাসের মাত্রা প্রসারিত করলেন ও তপস্যার জন্য বিশেষ কাল স্থির করলেন, যাতে সমস্ত কালিমা থেকে শুচীকৃত ও ধৌত হয়ে আমরা খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করতে পারি।

**শ্লোক** - ইশা ৬:২, ৩; ১ যোহন ৫:৭ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* সেই সেরাফ দল উচ্চকণ্ঠে একে অন্যকে বলছিলেন : পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু।

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

*প্র* যাঁরা স্বর্গে সাক্ষ্যদান করেন, তাঁরা তিনজন : পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা : আর এ তিনজন এক।

*উ* সমগ্র পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:১ক)

## ধর্মপ্রাণ তোবিত

নেফ্তালি গোষ্ঠীর আসিয়েল-বংশধর তোবিতের জীবনচরিত-পুস্তক: তোবিত তোবিয়েলের সন্তান, তোবিয়েল আনানিয়েলের সন্তান, আনানিয়েল আদুয়েলের সন্তান, আদুয়েল গাবায়েলের সন্তান। আশুর-রাজ শাল্মানেসেরের আমলে তোবিতকে থিস্‌বে থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল; এই থিস্‌বে রয়েছে উত্তর গালিলেয়া প্রদেশে নেফ্তালি-কাদেশের দক্ষিণে, পশ্চিম দিকে, সেফাথের উত্তরে। আমি, তোবিত, আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সত্য ও ধর্মময়তার পথে চলেছি। আশুরীয়দের অঞ্চলে অবস্থিত নিনেভেতে আমার সঙ্গে নির্বাসিত ভাইদের ও স্বজাতীয়দের আমি বহু অর্থদানে উপকৃত করেছি।

আমার পিতৃপুরুষ নেফ্তালির গোষ্ঠী যখন দাউদকুলকে ছেড়ে যেরুশালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনও আমি ইস্রায়েল দেশে আমার গ্রামে ছিলাম, তখনও আমি যুবা। অথচ ইস্রায়েলের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র যেরুশালেমই ছিল যজ্ঞবলি উৎসর্গের জন্য মনোনীত নগরী; এমনকি তার মধ্যে ঈশ্বরের আবাস সেই মন্দির নির্মিত হয়েছিল, যা ভাবী যুগের সকল মানুষের জন্য পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম দান শহরে যে বাছুর তৈরি করেছিলেন, আমার সকল ভাই ও আমার পিতৃপুরুষ নেফ্তালির গোষ্ঠীর সকলেই গালিলেয়ার পর্বতে পর্বতে সেই বাছুরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করত। নানা পর্ব উপলক্ষে কেবল আমিই প্রায় যেরুশালেমে যেতাম; এভাবে আমি সেই বিধানের প্রতি বাধ্যতা দেখাতাম, যা চিরকালের মত সমগ্র ইস্রায়েলের জন্য আদিষ্ট। আমি তখন ফল ও পশুদের প্রথমাংশ, গবাদি পশুদের দশমাংশ ও আমার মেষগুলোর ছাঁটা প্রথম লোম সঙ্গে নিয়ে যেরুশালেমে দৌড়ে আরোন-সন্তান যাজকদের হাতে যজ্ঞবেদির উদ্দেশে সবই তুলে দিতাম। যেরুশালেমে সেবায় নিযুক্ত লেবীয়দের কাছেও আমি গম, আঙুররস, তেল, ডালিম, ডুমুর ও অন্যান্য ফলের প্রথমাংশ দিয়ে দিতাম। পর পর ছ'বছর ধরে আমি দ্বিতীয় দশমাংশটিকে টাকায় পরিণত করে প্রতি বছর যেরুশালেমে গিয়ে সেইখানে তা রাখতাম। যে সকল এতিম, বিধবা ও প্রবাসী

মানুষ ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে বাস করে, তৃতীয় দশমাংশটি তাদেরই জন্য ছিল। তিন বছর অন্তর আমি তা উপহার রূপে সেখানে নিয়ে যেতাম, এবং মোশির বিধানের বিধি অনুসারে ও আমাদের পিতৃপুরুষ আনানিয়েলের মাতা দেবোরার নির্দেশবাণী অনুসারে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতাম; কেননা আমার পিতার মৃত্যুতে আমি এতিম হয়ে পড়েছিলাম। আমার বয়স হলে আমি আন্না নামে আমার কুলের একজন মহিলাকে বিবাহ করলাম; সে আমার ঘরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল, যার নাম তোবিয়াস রাখলাম।

আশুরীয়দের মধ্যে নির্বাসনকাল এসে উপস্থিত হলে আমাকে দেশছাড়া করা হল, এবং শেষে আমি নিনেভেতে এসে পৌঁছলাম। আমার সকল ভাই ও আমার স্বজাতীয় লোক সকলেই বিজাতীয়দের খাবার খেত; অন্যদিকে, বিজাতীয়দের তেমন খাবার না খেতে আমি খুবই সতর্ক ছিলাম; আর যেহেতু আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা রক্ষা করলাম, সেজন্য পরাৎপর আমাকে শাল্মানেসেরের অনুগ্রহের পাত্র করলেন, ফলে আমি তাঁর সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বে নিযুক্ত হলাম। আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মেদিয়া প্রদেশে যাত্রা করে তাঁর হয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করতাম; সেসময়েই আমি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ভাই গাবায়েলের কাছে গিয়ে বস্তায় করে দশ তলন্ত রুপো গচ্ছিত রাখলাম।

শাল্মানেসেরের মৃত্যুতে তাঁর সন্তান সেন্নাখেরিব তাঁর পদে রাজা হলেন; তখন মেদিয়ার সমস্ত রাস্তা অগম্য হওয়ায় আমি সেখানে আর ফিরে যেতে পারলাম না। শাল্মানেসেরের সময়ে আমি অর্থদানে আমার স্বজাতীয় লোকদের বহুবার উপকৃত করতাম; ক্ষুধিতদের দিতাম খাবার, বস্ত্রহীনদের কাপড়, এবং আমার স্বজাতীয় কোন মৃত মানুষকে নিনেভের নগরপ্রাচীরের পিছনে ফেলানো অবস্থায় দেখলে তাকে সমাধি দিতাম। সেন্নাখেরিবের ঈশ্বরনিন্দার জন্য স্বর্গের রাজা তাঁকে শাস্তি দিলে তিনি যুদেয়া থেকে পালাতে বাধ্য হয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন ফিরে এসে যাদের হত্যা করলেন, আমি তাদেরও সমাধি দিলাম—তাঁর ক্রোধে তিনি বহু বহু মানুষকেই হত্যা করেছিলেন। তাই আমি সমাধি দেবার জন্য তাদের মৃতদেহ চুরি করতাম, আর সেন্নাখেরিব বৃথাই তাদের খোঁজ করতেন। কিন্তু নিনেভে-নিবাসী একজন লোক গিয়ে রাজাকে জানালেন, আমিই গোপনে সেই মৃতদেহগুলোর সমাধি দিয়েছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম,

রাজা ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য আমার খোঁজ করছেন, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ে পালিয়ে গেলাম। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল, সবই রাজার ধনভাণ্ডারে চলে গেল। আমার কিছুই আর থাকল না; কেবল আমার স্ত্রী আন্না ও আমার ছেলে তোবিয়াস থাকল। তবু চল্লিশ দিন কাটতে না কাটতেই রাজার সন্তানদের দু'জনে রাজাকে হত্যা করল; তারপর তারা আরারাৎ দেশে আশ্রয় নিল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন। আমার ভাই আনায়েলের ছেলে আহিকারকে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল, তাকে সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্বও দেওয়া হল। তখন আহিকার আমার হয়ে প্রার্থনা করল, তাই আমি নিনেভেতে ফিরে আসতে পারলাম। আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের সময়ে আহিকার ছিল প্রধান পাত্রবাহক, ন্যায়-মন্ত্রী, সমস্ত বন্দোবস্তের প্রধান পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ; এসারহাদ্দোন তাকে এই সমস্ত পদে রেখেছিলেন। সে ছিল আমার জ্ঞাতি, ছিল আমার আপন ভাইপো।

সুতরাং, এসারহাদ্দোনের রাজত্বকালে আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম, এবং আমার স্ত্রী আন্না ও ছেলে তোবিয়াসের সাহচর্যও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

**শ্লোক** - তোবিত ১:১৯, ২০; ২:৯; ১:১৫ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* তোবিত সাধ্যমত সকলকে নিজের সম্পদের অংশী করতেন, ও ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করতেন;

*উ* রাজার চেয়ে ঈশ্বরকেই ভয় করে তিনি মৃত ও নিহতদের সমাধি দিতেন।

*প্র* তিনি কারারুদ্ধদের কারাগারে দেখতে যেতেন, ও তাদের কাছে কল্যাণকর উপদেশ দিতেন;

*উ* রাজার চেয়ে ঈশ্বরকেই ভয় করে তিনি মৃত ও নিহতদের সমাধি দিতেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৩:১-৪)

**সবই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য!**

উত্তম খ্রিষ্টিয়ানের পক্ষে নিজ পিতা ও প্রভুকে নিত্য ধন্যবাদ জানানো ও সবকিছু তাঁর গৌরবার্থে সাধন করা সমীচীন, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আহার কর,*

*পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য* (১ করি ১০:৩১)। প্রেরিতদূতের মন অনুসারে খ্রিষ্টিয়ানদের ভোজসভা এমন হওয়া উচিত, যাতে বাহ্যিক খাদ্যের চেয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসকেই বেশি আহার করা হয়, ও বহুপদ ও প্রাচুর্যপূর্ণ খাদ্যের চেয়ে প্রভুনামের পুনরোক্ত আহ্বানেই মানুষ অধিক পরিতৃপ্ত হয়, যেন খাদ্যের চেয়ে ভক্তিই ক্ষুধিতকে উত্তমরূপে পরিপুষ্ট করতে পারে। *সবই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য!* খ্রিষ্ট হয় অংশী, না হয় সাক্ষী রূপে আমাদের সমস্ত কাজকর্মে অংশ নিতে চান; তাঁর উদ্দেশ্য, আমরা যেন আমাদের সৎকর্ম তাঁরই দ্বারা সাধন করতে পারি ও তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগ গুণেই যেন অপকর্ম থেকে দূরে চলে যাই। যে সচেতন আছে, খ্রিষ্ট তাঁর সঙ্গী, সে অপকর্ম করতে লজ্জা করে; এজন্য প্রভু মঙ্গল সাধন করতে সহায়তা দান করেন ও অমঙ্গল সাধন করা থেকে আমাদের বিরত রাখেন।

তাই সকালে উঠে বাহ্যিক সমস্ত কাজের আগে গভীর ভক্তির সঙ্গে ত্রাণকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের কর্তব্য, কারণ আমরা শয্যায় শুয়ে নিদ্রাবস্থায় থাকাকালে তিনি আমাদের রক্ষা করলেন। উঠতে উঠতে আমরা খ্রিষ্টকে ধন্যবাদ জানাব, ও দিনের যত কাজ ত্রাণকর্তার চিহ্নে সম্পাদন করব। বস্তুত তুমি যখন বিধর্মী ছিলে, তখন খুবই তৎপর হয়ে নানা চিহ্ন ও লক্ষণের অনুসন্ধান করতে ও অধিক মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে, কোন্ প্রকার কাজের জন্য সেগুলো শুভ। আমি কিন্তু চাই না, তুমি চিহ্নগুলির সংখ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত হবে। জেনে রেখ, সবকিছুর সমৃদ্ধি খ্রিষ্টের একটিমাত্র চিহ্নের উপর নির্ভর করে। সেই চিহ্নে যে বীজ বুনতে শুরু করবে, সে অনন্ত জীবনের ফল পাবে: সেই চিহ্নে যে যাত্রাপথে রওনা হয়, সে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। অতএব, আমাদের সমস্ত কাজ সেই চিহ্নের দিকে ধাবিত হবে, আমাদের জীবনের সমস্ত গতিও সেই চিহ্ন লক্ষ করবে, কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (প্রেরিত ১৭:২৮)।

দিন শেষে সন্ধ্যাবেলায়ও সামসঙ্গীত গানে প্রভুর প্রশংসা করা ও নিপুণ কণ্ঠে তাঁর গৌরবের বন্দনা করা অধিক বাঞ্ছনীয়, যাতে কাজকর্মের সংগ্রাম সমাপ্ত করে আমরা বিজয়ী বীর রূপে আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত বিশ্রাম ও মজুরি গ্রহণ করি। ভাইবোনেরা, এ ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে বটে, তবু প্রকৃতির দৃষ্টান্তও আমাদের পক্ষে

যথেষ্ট উপকারিতা দান করে। আমরা কি এমনটি দেখি না যে, উষা নতুন দিন উদ্ভাসিত করতে না করতেই পাখি-শিশুরাও নিজ নিজ নীড়-কক্ষে বসে মিষ্ট কলরবে গান করতে শুরু করে ও নীড় ছাড়বার আগেই তৎপরতার সঙ্গে তাই করে, ঠিক যেন গানের মাধুর্যে সেই স্রষ্টাকে আলিঙ্গন করতে উৎসুক, যাঁর প্রশংসা কথায় প্রকাশ করতে অক্ষম? ঈশ্বরকে স্বীকার করতে না পারায় সেগুলি প্রত্যেকেই গান দ্বারা তাঁকে এমন ভাবে সম্মান আরোপ করে, যার ফলে মনে হচ্ছে যে, যে পাখি অধিক মিষ্ট গান গাইতে পারে, সে-ই অধিক ভক্তির সঙ্গে প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানায়। আর দিনের শেষেও পাখিরা কি তা পুনরায় করে না?

শ্লোক - কল ৩:১৭; ১ করি ১০:৩১

প্র কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর,

উ সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

প্র তোমরা সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য :

উ সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৫)

যেরুশালেমের প্রতি ভর্ৎসনা-বাণী

দেখ, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু যেরুশালেম ও যুদা থেকে
যত রকম সম্বল হরণ করতে যাচ্ছেন ;
হরণ করতে যাচ্ছেন সমস্ত অন্নভাণ্ডার, সমস্ত জলভাণ্ডার,
বীর ও যোদ্ধা,
বিচারকর্তা ও নবী, গণক ও প্রবীণ,
পঞ্চাশপতি ও সম্ভ্রান্ত মানুষ,
মন্ত্রী, বিজ্ঞ জাদুকর, নিপুণ মন্ত্রজালিক
—সকলকেই হরণ করতে যাচ্ছেন তিনি।
আমি তাদের নেতারূপে বালকদের নিযুক্ত করব,
রাস্তার ছেলেরাই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাবে।
লোকে একে অন্যের হাতে,
প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর হাতে হবে দুর্ব্যবহারের বস্তু :
তরুণ প্রবীণের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখাবে,
নিচু শ্রেণির মানুষ উচ্চ বংশের মানুষকে অসম্মান করবে।

হ্যাঁ, পিতৃগৃহে মানুষ এই বলে তার আপন ভাইকে ধরবে,
'তোমার আলোয়ান আছে, আমাদের নেতা হও,
এই ধ্বংসস্তূপের ভার তুমিই হাতে নাও।'
কিন্তু সেদিন সেই লোক প্রত্যুত্তরে বলে উঠবে,
'আমি তো চিকিৎসক নই ;

আমার ঘরে নেই রুটি, নেই বস্ত্র ;
আমাকে জননেতা করো না।’

বস্তুত যেরুশালেম এবার বিধ্বস্ত, যুদা পতিত,
কারণ তাদের জিহ্বা ও কর্ম, সবই প্রভুর প্রতিকূল,
তাঁর গৌরবময় দৃষ্টির প্রতি অপমান!
তাদের ব্যক্তি-পক্ষপাত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে,
সদোমের মত তারা নিজেদের পাপ প্রচার করে বেড়াচ্ছে,
তা গোপন রাখে না। ধিক্ তাদের!
নিজেরাই নিজেদের অমঙ্গল ঘটাতে যাচ্ছে।

বল : ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে,
সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।
ধিক্ দুর্জনকে! তার অমঙ্গল ঘটবে,
সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।
আমার জনগণ! একটি বালকই তাদের পীড়ন করছে,
মেয়েছেলেই তাদের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে!
হে আমার আপন জাতি, তোমার পথদিশারী যারা,
তারাই তোমাকে পথভ্রষ্ট করছে,
তোমার চলার পথ তারাই নষ্ট করছে।
প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন,
জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।

প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের বিচার করতে যাচ্ছেন :
‘তোমরাই আঙুরখেত গ্রাস করে ফেলেছ,
দীনহীনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস তোমাদেরই ঘরে রয়েছে।
কোন্ অধিকারেই বা তোমরা আমার জনগণকে চূর্ণবিচূর্ণ করছ?
কোন্ অধিকারেই বা দীনহীনের মুখ গুঁড়ো করে দিচ্ছ?’

সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর উক্তি!

**শ্লোক** - ইশা ৩:১০, ১১, ১৩

*প্র* ধার্মিক মানুষ সুখী! তার মঙ্গল হবে, সে তার নিজের কর্মফল ভোগ করবে।

*উ* ধিক্ দুর্জনকে! সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।

*প্র* প্রভু অভিযোগ তোলার জন্য উঠেছেন, জনগণের বিচার করতে দাঁড়িয়েছেন।

*উ* ধিক্ দুর্জনকে! সে নিজের হাতের অপকর্ম অনুযায়ী মজুরি পাবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'যোব পুস্তকের ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৩৯-৪৮)

**বাইরে সংগ্রাম, ভিতরে সঙ্কট**

পুণ্যবান মানুষ যারা, তারা পরীক্ষায় নিষ্পেষিত হয়েও নিজেদের নির্যাতনকারীকে সহ্য করতে পারে, ও একইসময়ে তাদেরও সামনে দাঁড়াতে পারে যারা ভুলভ্রান্তির পথে তাদের টেনে নিতে চায়। প্রথমজনদের বিরুদ্ধে তারা সহনশীলতার ঢাল উচ্চ করে, দ্বিতীয়জনদের বিরুদ্ধে সত্যের অস্ত্রশস্ত্র হাতে ধারণ করে। তাতে তারা দৃঢ়তার অপরাজেয় নৈপুণ্য হাতিয়ার ক'রে সংগ্রামের পদ্ধতি দু'টো একসঙ্গে প্রয়োগ করে।

আন্তর ক্ষেত্রে তারা যথার্থ তত্ত্বের বিকৃতি উদ্বুদ্ধ শিক্ষাদানে আবার সোজা করে, বাহ্যিক ক্ষেত্রে সমস্ত নির্যাতন বীরের মত সহ্য করতে পারে। তারা শিক্ষাদান দ্বারা প্রথমজনদের সংস্কার করে, সহনশীলতা দ্বারা দ্বিতীয়জনদের পরাজিত করে। ধৈর্য দ্বারা তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের আরও শক্তিশালী অনুভব করে, ভালবাসা দ্বারা সেই আত্মাদের নিরাময় করতে নিজেদের অধিক উপযুক্ত অনুভব করে, যে আত্মা অমঙ্গল দ্বারা বিক্ষত। তারা ওদের প্রতিরোধ করে, ওরা যেন অন্যদেরও পথভ্রষ্ট না করে; আবার এদের তারা ভয় ও ব্যাকুল তৎপরতার সঙ্গে পালন করে যাতে এরা সরল পথ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করে।

এসো, ঈশ্বরের সেনানিবাসের সেই সৈন্যের দিকে তাকাই যিনি উভয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত: *বাইরে সংগ্রাম, ভিতরে সঙ্কট* (২ করি ৭:৫ লাতিন পাঠ্য)। তারপর তিনি বাইরের সংগ্রামের একটা তালিকা দেন: *নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে,*

*স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে* (২ করি ১১:২৬)। এ সংগ্রামে অতিরিক্ত যে যে অস্ত্র ব্যবহার করেন, সেগুলি এ: *পরিশ্রম ও ক্লেশ, বহুবার নিদ্রার অভাব, ক্ষুধা ও পিপাসা, বহুবার অনাহার, শীত ও বস্ত্রাভাব* (২ করি ১১:২৭)।

এত বহুসংখ্যক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়েও তিনি কিন্তু সেনানিবাসের নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ হালকা করেন না। বস্তুত তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা* (২ করি ১১:২৮)। তিনি যুদ্ধের সমস্ত কঠোরতা নিজের মাথায় তুলে নেন, ও একইসময়ে তৎপর হয়ে ভাইদের রক্ষায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি সেই সমস্ত অমঙ্গল বর্ণনা করেন যা সহ্য করছেন, ও সেই মঙ্গলদানের কথাও উল্লেখ করেন যা বিতরণ করছেন।

এসো, আমরা এ কথাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি যে, বাইরের প্রতিকূলতা সহ্য করা ও একই সময়ে ভিতরে নিজের সমস্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে কতই না কষ্টকর। বাইরের দিক থেকে তিনি সংগ্রাম সহ্য করেন: বাস্তবিকই তিনি আঘাতগ্রস্ত ও বেড়িতে আবদ্ধ; ভিতরের দিক থেকে তিনি ভয় সহ্য করেন: বাস্তবিকই তাঁর ভয় আছে, পাছে তাঁর নিজের কষ্ট নিজের প্রতি তত নয়, শিষ্যদেরই প্রতি ক্ষতিকর হয়। এজন্য তিনি তাদের একথা লিখে পাঠান, *এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই যেন বিচলিত না হও। তোমরা তো জান, এই সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত* (১ থে ৩:৩)। দেখ, নিজের কষ্টের মধ্যে তিনি পরেরই পতন ভয় করছিলেন, অর্থাৎ কিনা তিনি এ ভয় করছিলেন যে, বিশ্বাসের কারণে তিনি আঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন জেনে শিষ্যেরা খ্রিষ্টবিশ্বাস ঘোষণা করতে অস্বীকার করবে।

আহা, কী অসীম ভালবাসা! তিনি নিজ যন্ত্রণা তুচ্ছ করেন ও ব্যস্ত থাকেন পাছে শিষ্যদের মধ্যে ভুল ধারণার উদয় হয়। নিজের দেহের ক্ষত অবজ্ঞা করেন ও পরের হৃদয়ের ক্ষত বেঁধে দেন। হ্যাঁ, যাঁরা মহাত্মা, তাঁদের এ বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান যে, নিজেদের সঙ্কটের যন্ত্রণায় থেকেও পরের উপকারিতা বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় ক্ষান্ত হন না; ও নিজেদের ক্লেশ সহ্য করে নিজেদের মধ্যে কষ্টভোগ করতে করতে তাঁরা উপযুক্ত উপদেশ দানে পরের সেবাযত্ন করে থাকেন। তাঁরা তেমন বীরপুরুষ চিকিৎসকের মত

যাঁরা নিজেরা রোগপীড়িত : নিজেদের রোগের ক্ষত সহ্য করেন ও পরের সুস্থতালাভের জন্য সেবাযত্ন ও ঔষধ ব্যবস্থা করেন।

শ্লোক - সাম ২৭:৯; যোব ১৩:২১; যেরে ১০:২৪

℣ আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না তোমার শ্রীমুখ, প্রভু ; তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,

℟ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

℣ প্রভু, আমাকে সংশোধন কর—কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ক্রুদ্ধ হয়ে নয়, পাছে আমি নিঃশেষিত হই,

℟ তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (২:১–৩:৬)

## সৎমানুষ তোবিতের ক্লেশ

আমাদের পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন উপলক্ষে, অর্থাৎ [সপ্ত] সপ্তাহ পর্বের দিন উপলক্ষে ভাল খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল, আর আমি ভোজে আসন নিলাম। আমার সামনে নানা রকম রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে, এমন সময় আমি আমার ছেলে তোবিয়াসকে বললাম, 'সন্তান, এবার যাও; নিনেভেতে নির্বাসিত আমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এমন কোন দরিদ্র মানুষকে খুঁজে বের কর যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কথা স্মরণ করে; তাকে এখানে নিয়ে এসো, সে আমার সঙ্গে এই ভোজে সহভাগিতা করুক। দেখ, সন্তান, তুমি না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।' তাই তোবিয়াস আমাদের ভাইদের মধ্যে এক দরিদ্র মানুষের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু ফিরে এসে বলল, 'পিতা!' আমি উত্তর দিলাম, 'তবে, সন্তান, কী হল?' সে বলে চলল, 'পিতা, আমাদের স্বজাতীয় মানুষদের একজনকে এইমাত্র গলা টিপে খুন করা হয়েছে; তার মৃতদেহ বাজারের খোলা জায়গায় ফেলা হয়েছে, সে এখনও সেখানে পড়ে আছে।' আমি আমার খাবার আর স্পর্শ না করে তখনই লাফিয়ে উঠে লোকটিকে সেই খোলা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আমাদের একটা কক্ষে রাখলাম, যেন সূর্যাস্তের পরে তার সমাধি দিতে পারি। আবার ভিতরে এসে আমি স্নান করে শোকার্ত মনে খাওয়া-দাওয়া করলাম; হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছিল বেথেল সম্বন্ধে নবী আমোসের এই উক্তি:

তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে;
ও তোমাদের সকল ভোজ বিলাপে পরিণত হবে।

তখন আমি কাঁদলাম। সূর্য অস্ত গেলেই আমি গিয়ে একটা কবর খুঁড়ে তাকে সমাধি দিলাম। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বিদ্রূপ করে বলছিল, 'দেখ, তার আর ভয় নেই! অথচ ঠিক একারণেই ওরা গতবার প্রাণদণ্ডের জন্য তাকে খোঁজ করেছিল। তখন তাকে পালাতে হয়েছিল, আর এখন, দেখ, সে আবার মৃতদের সমাধি দিচ্ছে!'

সেই রাতে স্নান করলাম; পরে উঠানে গিয়ে উঠানের প্রাচীরের ধারে শুয়ে পড়লাম। গরমের কারণে মুখ না ঢেকেই রেখেছিলাম; আমি তো জানতাম না যে, আমার উপরে, সেই প্রাচীরে, কয়েকটা চড়ুই পাখি ছিল; তাদের গরম মল আমার চোখের মধ্যে পড়ল; তা কেমন সাদা সাদা দাগ জন্মাল, আর আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হল। কিন্তু তারা যত মলম লাগাত, সেই সাদা দাগের কারণে আমার দৃষ্টিশক্তি তত ক্ষীণ হয়ে যেত; শেষে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলাম। চার বছর ধরেই আমি অন্ধ হয়ে রইলাম, আর এই ব্যাপারে আমার সকল ভাই যথেষ্ট দুঃখ পেল। আহিকার দু'বছর ধরে আমার ভরণপোষণের ভার নিল, পরে তাকে এলিমাইসে যেতে হল।

সেসময় আমার স্ত্রী আন্না মজুরির ভিত্তিতে কাজকর্ম করতে লাগল; সে নিজের কাজ মালিকদের দিত, আর তারা তার প্রাপ্য মজুরি দিত। একদিন—দিস্ত্র মাসের সপ্তম দিনে—সে একটা বোনা কাপড় শেষ করে মালিকদের কাছে পৌঁছে দিল, আর তারা তার পুরো প্রাপ্য ছাড়া উপহার হিসাবে রান্নার জন্য একটা ছাগলছানাও তাকে দিল। ছাগলছানা আমার বাড়িতে ঢুকেই ডাকতে লাগল; আমার স্ত্রীকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই প্রাণী কোথা থেকে আসে? এমনটি কি হতে পারে না যে, তা চুরি করা হয়েছে? তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দাও, কেননা চুরি করা জিনিস খাওয়ার অধিকার আমাদের নেই!' সে আমাকে বলল, 'ছাগটা মজুরির ওপরি উপহার হিসাবেই তো আমাকে দেওয়া হয়েছে।' আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না, আর তাকে তা তার মালিকদের ফিরিয়ে দিতে বললাম; এই ব্যাপারে আমি তার জন্য লজ্জাবোধ করছিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে বলে উঠল, 'তোমার সমস্ত অর্থদান এখন কোথায়? তোমার সমস্ত দয়াকর্ম কোথায়? এই যে, তোমার এ দুরবস্থা দেখেই তা স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে!'

প্রাণে দুঃখ পেয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে লাগলাম। পরে এই বিলাপ-প্রার্থনা উচ্চারণ করলাম:

প্রভু, তুমি ধর্মময়,
তোমার সকল কাজও ধর্মময়।
তোমার সমস্ত পথ দয়া ও সত্যমণ্ডিত।
তুমি বিশ্ববিচারক।

এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর, আমার দিকে চেয়ে দেখ।
আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না,
আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়।
তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি অবাধ্য হয়ে
তারা তোমার সম্মুখে পাপ করেছে।
তুমি আমাদের লুটপাট, বন্দিদশা ও মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছ;
যাদের মাঝে আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, তুমি এমনটি হতে দিয়েছ,
আমরা হব সেই সকল জাতির গল্প, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার বস্তু।

এখন, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের অপরাধ অনুসারে
যখন তুমি আমার প্রতি ব্যবহার করতে যাচ্ছ,
তখন তোমার সকল বিচার সত্যময়,
কারণ আমরা তোমার আজ্ঞাগুলিও পালন করিনি,
সত্যের শরণে তোমার সম্মুখেও চলিনি।
এখন তোমার যেমন ইচ্ছা,
আমার প্রতি সেইমত ব্যবহার কর,
দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে আত্মাকে কেড়ে নাও,
মাটি থেকে অপহৃত হয়ে আমি যেন আবার মাটি হই;
আমার পক্ষে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়,
কেননা আমাকে কতগুলো অন্যায্য টিটকারি শুনতে হয়েছে,
আর আমার অন্তর বড় দুঃখেই ভরা।

দোহাই প্রভু, এই পীড়ন থেকে আমাকে মুক্ত কর;
আমার চিরন্তন স্থানের দিকে আমাকে রওনা হতে দাও;
প্রভু, আমা থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না তোমার শ্রীমুখ।
কেননা এই মহা পীড়নের সম্মুখীন হয়ে জীবনযাপন করার চেয়ে
আমার পক্ষে বরং মৃত্যুই ভাল;
টিটকারি শোনা এবার আমার কাছে অসহ্য!

**শ্লোক** - তোবিত ৩:১৩, ৩, ২; সিরা ৫১:৮ দ্রঃ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* অনুনয় করি, প্রভু, হয় তুমি এ অবমাননার ফাঁদ থেকে আমাকে মুক্ত কর, না হয় আমাকে পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ কর। আমার পাপের জন্য আমাকে শাস্তি দিয়ো না, আমার ও আমার পিতৃপুরুষদের ভুলভ্রান্তির জন্যও নয়:

*উ* কারণ যারা তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর।

*প্র* হ্যাঁ, তোমার সমস্ত পথ, সবই দয়া, সবই সত্য: এখন, হে প্রভু, আমার কথা স্মরণ কর;

*উ* কারণ যারা তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (মৃত্যুর সান্ত্বনা, উপদেশ ১:৫-৭)

**যারা এজগৎ ত্যাগ করে, তাদেরও জন্য যিশু জীবন**

যিনি কোন মিথ্যা জানেন না, সেই প্রভু নিজে বলে ওঠেন, *আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। আর জীবিত যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে কখনও মরবে না* (যোহন ১১:২৫-২৬)। প্রিয়তম ভাইবোনেরা, ঐশকণ্ঠ সুস্পষ্ট, কারণ খ্রিষ্টে যে বিশ্বাস রাখে ও তাঁর আদেশগুলি পালন করে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। তেমন কণ্ঠ গ্রহণ করে ও বিশ্বাসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করে ধন্য প্রেরিতদূত পল একথা শেখাতেন: *ভ্রাতৃগণ, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না, ফলে তোমরা যেন শোকার্ত না হও* (১ থে ৪:১৩ লাতিন পাঠ্য)। আহা, কী অপরূপ বাণী! গোটা শিক্ষা ব্যক্ত করার আগেও তিনি এক বচনেই পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করেন; বস্তুত তিনি মৃতদের 'নিদ্রাগত' বলে অভিহিত করেন, ফলে তারা যে নিদ্রাগত, তিনি একথা বলতে বলতে, তারা যে পুনরুত্থান করবে এবিষয়টি তাদের সন্দেহমুক্ত করেন। আর তাঁর উদ্দেশ্য এই: *নিদ্রাগতদের বিষয়ে তোমরা যেন অন্যান্যদের মত শোকার্ত না হও।*

যাদের আশা নেই, তারা শোক করে, কিন্তু আশার সন্তান এই আমরা আনন্দই করি। প্রেরিতদূত নিজে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন এ আশা কী: *যিশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যিশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন* (১ থে ৪:১৪), কেননা আমরা যারা এখনও এসংসারে জীবনযাপন করি, আমাদের জন্য খ্রিষ্ট পরিত্রাণ, আর যারা এ জগৎকে ত্যাগ করে, তিনি তাদের জন্য জীবন। প্রেরিতদূত এ কথাও বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ* (ফিলি ১:২১)। মৃত্যু যে লাভ, তা স্পষ্ট, কারণ মৃত্যু দ্রুত এলে দীর্ঘতর জীবনের বহু বহু সঙ্কট ও ক্লেশ এড়ানোর ফলে আমরা সত্যিই লাভবান হয়ে উঠি।

হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে: 'যারা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবে, দেখতে তারা কেমন হবে?' তবে স্বয়ং প্রভুর এ বাণী শোন: *তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩)। কিন্তু আমি কেনই বা সূর্যের দীপ্তির কথা উত্থাপন করি? ভক্তদের তো স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রভুর গৌরবেই রূপান্তরিত হতে হবে, যেমনটি প্রেরিতদূত পল সপ্রমাণ করে বলেন, *আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২০-২১): কোন সন্দেহ নেই, আমাদের এ মরণশীল দেহ খ্রিষ্টের গৌরবের সমরূপ হয়ে রূপান্তরিত হবে, অর্থাৎ যা মরণশীল তা অমরতা পরিধান করবে, কারণ *যা কিছু দুর্বলতায় বোনা হয়*, আর সঙ্গে সঙ্গেই *পরাক্রমে [তার] পুনরুত্থান হয়* (১ করি ১৫:৪৩)। তখন দেহ অবক্ষয় আর ভয় করবে না, ক্ষুধা, পিপাসা, অসুস্থতা ও প্রতিকূলতাও আর ভোগ করবে না। বস্তুত বিপদমুক্ত শান্তি হল জীবনের দৃঢ়তর নিরাপত্তা স্বরূপ। কিন্তু তবুও স্বর্গীয় গৌরব সম্পূর্ণরূপে আলাদা ব্যাপার, কারণ স্বর্গে আমাদের এমন আনন্দ মঞ্জুর করা হবে যা অন্তহীন।

নিজের মন ও চোখের সামনে এ সমস্ত কিছু রেখে ধন্য পল বলছিলেন, *আমার বাসনা এ, বিদায় নিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়* (ফিলি ১:২৩)। তিনি আরও বলছিলেন, *যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী*

*আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়* (২ করি ৫:৬-৭)। আর অল্পবিশ্বাসী মানুষ আমরা, আমরা কী করি? এই আমরা যারা, প্রিয়জনদের মধ্যে একজন প্রভুর কাছে গেলে, শোক করে নিরাশ হয়ে পড়ি! আমরা কী করি? এই আমরা যারা খ্রিষ্টের সম্মুখে উপনীত হওয়ার চেয়ে এসংসারে প্রবাসী হয়ে থাকতেই ভালবাসি!

হ্যাঁ, আমাদের সমস্ত জীবন সত্যিই প্রবাস: বস্তুত এসংসারে প্রবাসী আমাদের পক্ষে স্থায়ী আবাস নেই; দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ চলে আমরা শ্রম করে শ্রান্ত হয়ে পড়ি। অথচ তত বিপদের সম্মুখীন হয়েও আমরা মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা করি না, আর শুধু তা নয়, যারা ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে আমরা তাদের জন্য শোকার্ত হয়ে চোখের জলও ফেলি—ঠিক যেন আমরা তাদের সম্পূর্ণ রূপে হারিয়েছি! আমরা যখন এখনও মৃত্যুকে ভয় পাই, তখন কিসের জন্যই বা ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র দ্বারা আমাদের মুক্তিপণ দিলেন? এসংসার থেকে বিদায় নেওয়াই যখন আমাদের শোকার্ত করে, তখন আমরা কেনই বা জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম নিয়েছি বলে গর্ববোধ করি? কেননা এই তো খ্রিষ্টবিশ্বাসের সারকথা: মৃত্যুর পরবর্তী সত্যকার জীবনের অপেক্ষায় থাকা, প্রবাসের পরবর্তী প্রত্যাগমনের প্রত্যাশা করা। সুতরাং প্রেরিতদূতের কণ্ঠ গ্রহণ করে, এসো, আমরা ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি মৃত্যুর উপরে আমাদের বিজয়ী করলেন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা যাঁর গৌরব ও পরাক্রম যুগযুগ ধরে সঙ্কীর্তিত। আমেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২০, ২২, ২১

*প্র* খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

*প্র* কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

*উ* আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫:৮-১৩, ১৭-২৪)

### অপকর্মাদের প্রতি অভিশাপ

ধিক্ তোমাদের, যারা ঘরের সঙ্গে ঘর যোগ কর,
জমির সঙ্গে জমি যুক্ত কর ;
শেষে আর জায়গা থাকবে না,
ফলে কেবল তোমরাই হবে দেশের বাসিন্দা।
আমি নিজের কানেই সেনাবাহিনীর প্রভুর এই উক্তি শুনেছি,
'একথা নিশ্চিত ! বহু বহু বাড়ি ধ্বংসস্তূপ হবে,
বড় বড় সুন্দর সুন্দর হলেও তা নিবাস-বিহীন হবে।'
কারণ ত্রিশ বিঘা আঙুরখেতে কেবল এক মণ আঙুররস উৎপন্ন হবে,
দশ মণ বীজে কেবল এক মণ শস্য উৎপন্ন হবে !

ধিক্ তাদের, যারা সকালে সকালে উঠে উগ্র পানীয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়,
যারা অনেক রাত করে যতক্ষণ না আঙুররস তাদের উত্তপ্ত করে তোলে !
তাদের ভোজসভার জন্য বীণা ও সেতার,
খঞ্জনি ও বাঁশি ও আঙুররস আছে বটে,
কিন্তু প্রভুর কাজের দিকে তাদের নজর নেই,
তাঁর হাতের কাজ তারা দেখেই না।
এজন্যই আমার জনগণকে তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে দেশছাড়া করা হবে ;
তাদের জননায়কেরা ক্ষুধায়,
তাদের লোকসমাজ তেষ্টার জ্বালায় নিঃশেষিত হবে।
তখন মেষশিশু যেন নিজ চারণমাঠে চরার মত চরে বেড়াবে,

ছাগশিশু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘাস পাবে।

ধিক্ তাদের, যারা ছলনার সুতো দিয়ে শঠতা টেনে বেড়ায়,
যারা গরুর গাড়ির দড়ি দিয়ে পাপ টেনে নেয়;
তারা বলে, 'তিনি দেরি না করে নিজ কাজ শীঘ্রই সেরে ফেলুন,
যেন আমরা তা দেখতে পাই;
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের যত পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হোক,
সিদ্ধিই লাভ করুক,
যেন আমরা তার অভিজ্ঞতা করতে পারি।'

ধিক্ তাদের, যারা মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলে,
অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে পরিণত করে,
তিক্ততা মিষ্টতায়, ও মিষ্টতা তিক্ততায় রূপান্তরিত করে।
ধিক্ তাদের, যারা নিজেদের মনে করে প্রজ্ঞাবান,
নিজেদের গণ্য করে বুদ্ধিমান!
ধিক্ তাদের, যারা আঙুররস পান করতে মহান,
উগ্র পানীয় মেশাতে বীর,
যারা উপহারের বিনিময়ে দোষীকে নির্দোষ করে,
ও নির্দোষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

এজন্যই অগ্নি-জিহ্বা যেমন খড়কুটো গ্রাস করে,
অগ্নিশিখা যেমন শুষ্ক ঘাস নিঃশেষ করে,
তেমনি তাদের শিকড় পচা কাঠের মত হবে,
তাদের ফুল ধুলার মত উড়ে যাবে;
কারণ তারা সেনাবাহিনীর প্রভুর নির্দেশবাণী প্রত্যাখ্যান করেছে,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বচন অবজ্ঞা করেছে।

শ্লোক - লুক ৬:২৫; যাকোব ৫:১

℣ এখন পরিতৃপ্ত যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ ক্ষুধার্ত হবে, প্রভুর উক্তি।

℣ এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।

℟ এখন তোমাদেরই পালা, যারা ধনী মানুষ: তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসছে, তার জন্য চোখের জল ফেল, হাহাকার কর।

℣ এখন হাসছ যারা, তোমাদের ধিক্, কারণ বিলাপ করবে ও কাঁদবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১)

## মর্তবাসীরা, ধর্মময়তা শেখ

*মর্তবাসীরা, ধর্মময়তা শেখ* (ইশা ২৬:৯ দ্রঃ)। নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বর একথা বলেন, *আর সকলেই প্রভুর কাছ থেকে শিক্ষা পাবে* (ইশা ৫৪:১৩)। তাই তুমি দেখ কেমন করে এ বচন দ্বারা বাণী আমাদের দেখায় যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বর-রহস্যের একপ্রকার বাপ্তিস্মদাতা। যারা একদিন তাঁর আদেশগুলি জেনেছিল, পৃথিবীতে তাদের জন্য যে একটা আলো উদ্ভাসিত হবে, তা ন্যায়সঙ্গত ছিল। আবার বলছি, এ ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, যা উপকারী, তেমন জ্ঞান তাঁরই দ্বারা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, *মর্তবাসী, ধর্মময়তা শেখ।* দাউদের বাণীও এ বাণীর সমান: *শোন, সকল জাতি, কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী* (সাম ৪৯:২)। বিধান প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় দ্বারা কেবল বাহ্যিক ইস্রায়েলকে শিক্ষা দিয়েছিল। অন্যদিকে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দয়ার জাল পেতে আকাশের নিচে বিস্তৃত প্রায় সমস্ত মর্তকে জড়িয়ে নিলেন; তাই সঙ্গতভাবেই তিনি মর্তবাসীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, তাদের পক্ষে তাঁর প্রচারিত ধর্মময়তা, তথা সুসমাচারের ধর্মময়তা শেখা উচিত। আর মানুষ পাছে তাঁর বাণীর প্রতি অবাধ্যতা-বিপদে পতিত হয়, সেজন্য তিনি এ কথাও বলেন, *দুর্জন বিলুপ্ত হবে* (সাম ৯:৬ লাতিন পাঠ্য)।

যে কেউ পৃথিবীতে ধর্মময়তা শেখে না, সে সত্যের সাধক হতে পারবে না। একই প্রকারে সেও বিনষ্ট, বিলুপ্ত ও উচ্ছিন্ন হবে, যে সুসমাচারের ধর্মময়তা সংক্রান্ত জ্ঞান গ্রহণ করবে না ও সত্যের সাধক হবে না। এখানেও তিনি খ্রিষ্টীয় জীবনধারণের শক্তি এবং আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা ও আরাধনাকে সত্য বলে অভিহিত করেন; কেননা

ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রকৃত প্রতিমূর্তি না হওয়ায়, কিন্তু কেবল সেগুলির পূর্বদৃষ্টান্তই হওয়ায় বিধান প্রকৃত সত্য ছিল না। অপরদিকে খ্রিষ্ট ও তাঁর ভাববাণী সঙ্গতভাবেই ধর্মময়তা ও সত্য বলে গণ্য হতে পারে; তেমন ধারণা আমি এ বাণী দ্বারাই ব্যক্ত মনে করি, তথা: *খ্রিষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন পিতা থেকে আগত ধর্মময়তা* (১ করি ১:৩০); তাছাড়া তিনি সত্যও। সুতরাং তিনি বলেন, ধর্মময়তা ও সত্য শেখ, অর্থাৎ যিনি সত্যিই পুত্র, বিশ্বনির্মাতা ও বিশ্বপ্রভু, তোমরা তাঁকে স্বীকার কর। প্রভুর গৌরব দেখে না বিধায় দুর্জনেরা সত্যিই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হবে!

ইহুদী জাতিকে উদ্দেশ করে খ্রিষ্ট একথা বলেন, *আমি তো তোমাদের বলেছি, তোমরা যদি না বিশ্বাস কর যে, আমিই আছি, তাহলে তোমরা নিজেদের পাপে থেকে মরবে* (যোহন ৮:২৪)। আরও: *তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি* (যোহন ৩:১৮)। তবে একবার যার বিচার হয়েছে ও নিজের পাপে থেকে মরল, সে কি প্রভুর গৌরব দেখতে পাবে? না, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকবে না, ও তাঁর গৌরবের অংশী না হওয়ায় পুণ্যজনদের উত্তরাধিকারও দেখতে পাবে না।

শ্লোক - রো ৩:২২-২৩, ৯

*প্র* ঈশ্বরের দেওয়া এই ধর্মময়তা যিশু খ্রিষ্টে স্থাপিত বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাদের সকলেরই জন্য, যারা বিশ্বাস করে।

*উ* আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।

*প্র* আমরা একটু আগে ইহুদী বা গ্রীক সকলেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছি যে, সকলেই পাপের অধীন।

*উ* আর কোন প্রভেদ নেই: যেহেতু সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৭-১৭)

## সারার দুঃখ ও তাঁর প্রার্থনা

সেই একই দিনে এমনটি ঘটল যে, মেদিয়া দেশে এক্‌বাতানা-নিবাসিনী রাগুয়েলের মেয়ে সারাকেও তার পিতার একটি দাসীর মুখে নানা টিটকারি শুনতে হল। ব্যাপারটা হল এই যে, তাকে সাতবারই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটবার আগেই দুষ্ট অপদূত আস্মদেয়স তার প্রত্যেকটি স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। এই সারাকেই সেই দাসী বলল, 'তুমি, তুমি নিজেই তোমার স্বামীদের মেরে ফেল! দেখ, এর মধ্যে সাতবারই তোমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের একজনকেও ভোগ করতে পারনি। তোমার স্বামীরা মারা গেছে বলে আমাদেরই মারছ কেন? তাদের সঙ্গে চলে যাও! আর আমাদের যেন তোমার গর্ভজাত কোন ছেলে বা মেয়েকে দেখতে না হয়!' সুতরাং সেদিনে সারা বড় দুঃখ পেল, চোখের জল ফেলল, এমনকি পিতার উপরতলার ঘরে গিয়ে গলায় ফাঁস দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আবার চিন্তা-ভাবনা করে সে মনে মনে বলল, 'পাছে লোকে আমার পিতাকে অপমান করে! লোকে নিশ্চয় তাঁকে বলবে: "তোমার একটিমাত্র মেয়ে ছিল, মেয়েটি তোমার খুবই প্রিয়া ছিল, এখন মনের দুঃখে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে।" তাতে আমি আমার পিতার এমন ব্যথাই ঘটাব, যা তার বৃদ্ধ বয়সকে পাতালে নামিয়ে দেবে। না, গলায় ফাঁস না দিয়ে আমি বরং মৃত্যুর জন্য প্রভুকে মিনতি করব, আমাকে যেন জীবনে আর কোন টিটকারি শুনতে না হয়।' ঠিক সেই ক্ষণে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এই প্রার্থনা নিবেদন করল:

'ধন্য তুমি, দয়াবান ঈশ্বর,
যুগে যুগে ধন্য তোমার নাম।
তোমার নিখিল সৃষ্টি তোমাকে ধন্য বলুক চিরকাল।
আমি এখন তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তোমারই দিকে চোখ তুলি।
এমনটি বল আমি যেন পৃথিবী থেকে মুক্তি পাই,
তবেই আমাকে আর কোন টিটকারি শুনতে হবে না।

তুমি তো জান, প্রভু,
পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক থেকে আমি নিজেকে শুদ্ধ রেখেছি,
আমার নিজের নামের অমর্যাদা করিনি,
আমার পিতার নামেরও অমর্যাদা করিনি এই নির্বাসনের দেশে।
আমি আমার পিতার একমাত্র মেয়ে;
তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এমন পুত্রসন্তান তাঁর নেই;
ঘনিষ্ঠ তাঁর এমন আর কোন জ্ঞাতি বা আত্মীয়ও নেই,
যার সঙ্গে বিয়ে করার জন্য আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখব।
সাত সাতজন স্বামীকেই তো এর মধ্যে হারিয়েছি:
এখনও বেঁচে থাকব তাতে কী লাভ?
আমার মৃত্যু ঘটাতে তুমি প্রীত না হলে,
তবে দয়ার চোখেই আমার দিকে তাকাও;
এমন টিটকারি শোনার ধৈর্য আমার আর নেই।'

সেসময়ে দু'জনেরই প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবের সাক্ষাতে গ্রাহ্য হল; তাই দু'জনকে নিরাময় করতে রাফায়েল প্রেরিত হলেন; তিনি তোবিতের চোখ থেকে সেই সাদা দাগ সরিয়ে দেবেন, যেন তোবিত তাঁর নিজের চোখেই ঈশ্বরের আলো দেখতে পান; আবার তিনি রাগুয়েলের মেয়ে সারাকে তোবিতের ছেলে তোবিয়াসের হাতে বধূরূপে দান করবেন ও সেই দুষ্ট অপদূত আস্মদেয়স থেকে তাকে মুক্ত করে দেবেন। কেননা অন্য সকল প্রার্থীর চেয়ে তোবিয়াসেরই সারাকে বিয়ে করার অধিকার ছিল। যেসময় তোবিত উঠান থেকে ঘরে ফিরে আসছিলেন, সেই একই সময় রাগুয়েলের মেয়ে সারা সেই উপরতলার ঘর থেকে নিচে নেমে আসছিল।

শ্লোক - তোবিত ৩:১৩, ২২ (লাতিন পাঠ্য)

প্র ধন্য তোমার নাম, প্রভু, তুমি যে ক্রোধেও দয়াবান,

উ এবং ক্লেশের দিনে যারা তোমাকে ডাকে তাদের পাপ ক্ষমা কর।

℣ তুমি আমাদের সর্বনাশে প্রীত নও; কেননা ঝড়ের পরে শান্তি দান কর, ক্রন্দনের পরে আনন্দ সঞ্চার কর;

℟ এবং ক্লেশের দিনে যারা তোমাকে ডাকে তাদের পাপ ক্ষমা কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জের্মানুস-লিখিত 'মণ্ডলী বিষয়ে ধ্যান' থেকে পাঠ

**আমরা সকলে গভীর শান্তিতে আমাদের ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করি**

*হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা* (মথি ৬:৯)। তিনি সত্যিই আমাদের সকলের পিতা ও আমাদের সকলকে প্রতিপালন করেন। তুমি কি তাঁকে পিতা বলে ডাক? তবে তাঁর পুত্রের মত জীবন প্রতিষ্ঠা কর যেন তুমিও তোমার স্বর্গস্থ পিতারই গ্রহণীয় ও প্রীতিকর হতে পার। কিন্তু কেউ যদি পাতালের প্রভাবশালী অধিপতির অধীনে সৈন্যগিরি করে ও তার দ্বারা সন্তান বলে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সে কেমন করে নিখিল মঙ্গলের নির্মাতা ও প্রভুকে পিতা বলে ডাকতে সাহস করবে? স্পষ্টই দাঁড়াচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর ঈশ্বর প্রভুকে নয়, কিন্তু যার কর্ম সাধন করে তাকেই সে পিতা বলে ডাকছে। হে মানুষ, তুমি কি ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাক? তা উত্তম, কারণ তিনি আমাদের সকলের পিতা ও নির্মাতা; কিন্তু তবুও তুমি দ্বিধা না করে সেই সমস্ত কর্মও সাধন কর যা তোমার পিতার গ্রহণীয়। অপরদিকে তুমি যদি অপকর্ম সাধন কর, তবে স্পষ্ট হবে যে তুমি শয়তানকেই পিতা বলে ডাক, কেননা সেই তো অপকর্মাদের নেতা। তাকে সঙ্গে সঙ্গে এড়াও, যাতে তুমি তোমার মঙ্গলময় পিতা ও স্রষ্টার প্রীতির পাত্র হতে পার।

*তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক* (মথি ৬:৯)। আমাদের রক্ষায় যাঁর নাম করা হয়েছে, তা ঈশ্বরের পুত্রেরই নাম। কেননা তিনি হলেন খ্রিষ্ট, আর আমরাও তাঁর নাম অনুসারে খ্রিষ্টপন্থী বলে অভিহিত। ঈশ্বর পবিত্রই বটে, আমরা কিন্তু তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মধ্যে নিজের নাম পবিত্র বলে প্রকাশ করেন, কারণ এ হল আমাদের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্য; আবার, তিনি যেন আমাদের দেহ পবিত্র ও সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক করে তোলেন, যাতে বিচারের দিনে এ দেহ অনিন্দনীয় হতে পারে। এমনটি হতে পারে কি যে, ঈশ্বর পবিত্র নন? অবশ্যই তিনি পবিত্র; কিন্তু তুমি তো প্রার্থনাকালে

বল: আমার মধ্যে *তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক,* যেন সকল মানুষ আমার শুভকর্ম দেখে ও তোমারই গৌরবকীর্তন করে, হে পিতা ও ত্রাণকর্তা আমার!

*তোমার রাজ্য আসুক* (মথি ৬:১০): ঈশ্বরের রাজ্য স্বয়ং পবিত্র আত্মা, যেমনটি প্রভু নিজে বলেন, *ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মাঝেই উপস্থিত* (লুক ১৭:২১)। তাই এ ন্যায়সঙ্গত যে, পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সেই পবিত্র আত্মাও রাজত্ব করবেন, যিনি আত্মিক ও দিব্য আধিপত্য সেই স্বর্গীয় সেনাবাহিনীকে পবিত্রিত ও আলোকিত করেন, সেই সকল মানুষকেও পবিত্রিত ও আলোকিত করেন, যে মানুষ এ জগতে এসে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাস রাখে। তিনিই পৃথিবী, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর প্রকৃত রাজা। কিন্তু শত্রু দ্বারা ঘেরা এক নগর যেমন রাজার কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়, তেমনি আমরা বিরোধী শক্তি ও পাপ দ্বারা ঘেরা বিধায় তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করি, তিনি যেন এসে আমাদের মুক্তি সাধন করেন। তুমি কি রাজাকে ডাক? তবে আধ্যাত্মিক সৈন্য হও, তুমি যেন রাজার গ্রহণীয় হলে তিনি নিজ সেনাদলে তোমাকে গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্য এখনও আসেনি বিধায় ঈশ্বর কি রাজা নন? তিনি সবকিছুর রাজা বটে, কিন্তু, উপরের উদাহরণ অনুসারে তিনি এমন এক নগরের রাজা, যে নগর শত্রুদের দ্বারা ঘেরা। তবু তিনি অন্য প্রকারেও রাজা, কেননা নবী বলেন, *ঈশ্বর জাতি-সকলের উপরে রাজত্ব করেন* (সাম ৪৭:৯); আর আমরা সমস্বরে বলে উঠব: *তোমার রাজ্য আসুক* এই আমাদের উপর, কেননা আমরাই সেই জাতিগুলি!

*তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০)। পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা হল তাঁর স্বয়ং পুত্রের রাজ্য। স্বর্গে দূতেরা একাত্ম ও একমন হয়ে জীবনযাপন করে থাকেন, যাতে আমরাও *অকপট ভালবাসায়* (২ করি ৬:৬) জীবনযাপন করতে যাচনা করি।

প্রভু, স্বর্গে তোমার যা ইচ্ছা তা পূর্ণ হয়; তা যেন পৃথিবীতে ঘটে, এজন্য প্রয়োজন রয়েছে, তুমি নিজেই তা সাধন করবে; অন্য কথায়: প্রভু, স্বর্গে যেমন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও দূতেরা সকলেই শান্তিতে আছেন, ও তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি আঘাত করেন বা আঘাতগ্রস্ত হন, এমন কেউ নেই যিনি অন্যকে দুঃখ দেন বা পরের দ্বারা দুঃখ পান, এমন কেউ নেই যিনি আক্রমণ করেন বা আক্রান্ত হন, বরং পরম শান্তি বজায়

রেখে সকলে তোমার গৌরবকীর্তন করে থাকেন, তেমনি মর্তবাসী এই আমাদের মধ্যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যেন সকল জাতি, হে বিশ্বনির্মাতা ও আমাদের সকলের পিতা, এককণ্ঠে ও একহৃদয়ে তোমারই গৌরবকীর্তন করে।

**শ্লোক** - রো ৮:১৫; গা ৪:৬

*প্র* তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং পেয়েছ

*উ* দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

*প্র* তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন

*উ* দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-১৭)

## ইম্মানুয়েলের চিহ্ন

যুদা-রাজ উজ্জিয়ার পৌত্র যোথামের সন্তান আহাজের সময়ে আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুশালেম আক্রমণ করার জন্য রণ-অভিযানে এগিয়ে এলেন, কিন্তু তা জয় করতে পারলেন না। দাউদকুলকে এই খবর দেওয়া হল, 'আরামীয়েরা এফ্রাইম অঞ্চলে শিবির বসিয়েছে।' তখন তাঁর হৃদয় ও তাঁর প্রজাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠল, ঠিক যেমন বনের গাছপালা বাতাসের আঘাতে আলোড়িত হয়। তখন প্রভু ইশাইয়াকে বললেন, 'তুমি ও তোমার ছেলে শেয়ার-যাশুব দু'জনে বেরিয়ে পড়; উপরের দিঘির নালার শেষ মাথায় গিয়ে ধোপার মাঠের রাস্তায় আহাজের সঙ্গে দেখা কর। তুমি তাকে একথা বলবে: সাবধান, অস্থির হয়ো না; ওই দুই ধূমময় কাঠের টুকরোর জন্য, আরামীয়দের সেই রেজিনের ও রেমালিয়ার সন্তানের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ভয় পেয়ো না, তোমার হৃদয় ভেঙে না পড়ুক। এই কারণেও ভয় পেয়ো না যে, আরাম, এফ্রাইম ও রেমালিয়ার সন্তান তোমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করছে; তারা নাকি বলছে, এসো, আমরা যুদার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাই, তাকে ধ্বংস করি, আমাদের পক্ষে যোগ দিতে তাকে বাধ্য করি; তারপর সেখানে রাজপদে তাবেয়েলের সন্তানকে বসাব। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তেমন কিছু ঘটবে না, তা কখনও হবে না!
কারণ আরামের মাথা দামাস্ক,
ও দামাস্কের মাথা রেজিন;
আরও পঁয়ষট্টি বছর কেটে যাবে,
পরে এফ্রাইম জাতিরূপে আর থাকবে না।

সামারিয়ার মাথা এফ্রাইম,
ও এফ্রাইমের মাথা রেমালিয়ার সন্তান।
কিন্তু তোমরা যদি আমার উপর আস্থা না রাখ,
সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচনা করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।

দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
বালকটি দধি ও মধু খাবে
যতদিন যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান না হয়।
যা অমঙ্গল তা অগ্রাহ্য করবার,
এবং যা মঙ্গল তা বেছে নেবার জ্ঞান বালকটির না হওয়ার আগেই
যে দেশের দুই রাজাকে তুমি ভয় পাচ্ছ,
সেই দেশ পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।
তোমার প্রতি, তোমার জনগণের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি
প্রভু এমন দিনগুলি প্রেরণ করবেন,
এফ্রাইম যেসময়ে যুদা থেকে পৃথক হল,
সেসময় থেকে যার মত দিন আর কখনও দেখা হয়নি:

তিনি আশুরের রাজাকে প্রেরণ করবেন।'

**শ্লোক** - ইশা ৭:১৪; মথি ১:২১; লুক ১:৩০, ৩১ দ্রঃ

*প্র* দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,

*উ* তাঁর নাম হবে, ইম্মানুয়েল—আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

*প্র* ভয় করো না, মারীয়া : গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে।

*উ* তাঁর নাম হবে, ইম্মানুয়েল—আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (কুমারী জননীর প্রশংসায় উপদেশ ২:১-২, ৪)

**তিনি পরাৎপর দ্বারা তৈরী,**

**পূর্বপুরুষদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা**

ঈশ্বর কুমারী গর্ভেই জন্ম নেবেন, কেবল এমন জন্মগ্রহণই ঈশ্বরের পক্ষে উপযুক্ত ছিল ; কুমারী ঈশ্বরকে প্রসব করবেন, কুমারীর পক্ষেও কেবল এমন প্রসবকরণই উপযুক্ত ছিল। এজন্য সেই মানবনির্মাতা যিনি মানুষ হবার জন্য মানবগর্ভে জন্ম নিতে উদ্যত হচ্ছিলেন, সমস্ত নারীকুলের মধ্যে নিজের জন্য একটি জননীকে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে, এমনকি এমন জননীকে সৃষ্টি করতে হয়েছে, যে জননী তিনি নিজের জন্য উপযুক্তা বলে মনে করতেন ও তাঁর গ্রহণীয় হবেন বলে জানতেন।

তাই তিনি এমন জননী চাইলেন যিনি কুমারী হবেন। সকলের কলঙ্ক তাঁর ধৌত করার কথা ছিল বিধায় নিষ্কলঙ্ক-তিনি নিষ্কলঙ্কিনী জননী থেকে জন্ম নিতে চাইলেন। পরিত্রাণের জন্য উপকারী, এমনকি প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ সেই কোমলতা ও বিনম্রতার আদর্শরূপে নিজেকে সকলের কাছে অর্পণ করার কথা ছিল বিধায় কোমল ও নম্রহৃদয়-তিনি কোমলতা ও বিনম্রতায় পূর্ণ এক জননীর গর্ভে জন্ম নিতে চাইলেন। যিনি সেই কুমারীকে কৌমার্য ব্রত নিতে অনুপ্রাণিতা করেছিলেন ও বিনম্রতা-সজ্জায় তাঁকে অলঙ্কৃতা করেছিলেন, তিনি সেই কুমারীকে মাতৃত্ব মর্যাদা মঞ্জুর করলেন।

তা না হলে, তাঁর অন্তরে ক্ষুদ্রতম এমন কিছুও যদি থাকত যা অনুগ্রহ থেকে নির্গত নয়, তবে কেমন করে স্বর্গদূত তাঁকে অনুগ্রহপূর্ণা বলে ঘোষণা করতে পারতেন? যিনি

পরমপবিত্রজনকে গর্ভধারণ করতে ও প্রসব করতে যাচ্ছিলেন, তিনি দেহে পবিত্র হবার জন্য কুমারীত্ব-অনুগ্রহদান পেলেন, ও অন্তরেও পবিত্র হবার জন্য বিনম্রতা-অনুগ্রহদান লাভ করলেন। পবিত্রতার রত্নমালায় ভূষিতা, দেহ ও অন্তরের দ্বিবিধ সৌন্দর্যে উজ্জ্বলতমা, নিজের লাবণ্য ও সৌন্দর্যের জন্য স্বর্গলোকে পরিচিতা সেই রাজবংশীয় কুমারী নিজের উপর স্বর্গবাসীদের দৃষ্টি এমনভাবে আকর্ষণ করলেন যে, রাজা অন্তরে তাঁর প্রতি আসক্ত হলেন ও স্বর্গ থেকে তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করলেন।

*এক দূত একজন কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন* (লুক ১:১৬, ২৭): তিনি দেহে কুমারী, আত্মায় কুমারী, ব্রতের জন্য কুমারী—প্রেরিতদূতের বর্ণনা অনুসারে এমন কুমারী যিনি আত্মা ও দেহে পবিত্রা; আরও, এমন কুমারী যিনি সম্প্রতিই মাত্র আবিষ্কৃতা নন, কিন্তু অনাদিকাল থেকেই মনোনীতা, পরাৎপরের কাছে আগে থেকেই পরিচিতা, তাঁর দ্বারাই নির্মিতা, স্বর্গদূতদের দ্বারা সংরক্ষিতা, পিতৃপুরুষদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা, নবীদের দ্বারা প্রতিশ্রুতা।

**শ্লোক** - লুক ১:৩৫; সাম ৪৫:১১, ১২ দ্রঃ

*প্র* মারীয়া, পবিত্র আত্মা তোমার উপর নেমে আসবেন, পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে।

*উ* যাঁর জন্ম হবে, তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র সেই পবিত্রজন।

*প্র* শোন, কন্যা, দেখ; তোমার সৌন্দর্যে রাজা আসক্ত হবেন।

*উ* যাঁর জন্ম হবে, তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র সেই পবিত্রজন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-৬, ১৯–৫:১৭)

## তোবিয়াসের যাত্রা-শুরু

সেইদিনে তোবিতের সেই রুপোর কথা মনে পড়ল, যা তিনি মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাবায়েলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন; তখন তিনি ভাবলেন, 'আমি যখন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন, মরবার আগে, আমার ছেলে তোবিয়াসকে ডেকে সেই রুপোর কথা তাকে জানাব না কেন?' তিনি তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে ডাকলেন, তাকে বললেন, 'আমার মৃত্যু হলে তুমি আমাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাধি দেবে; তোমার মাকে সম্মান করে চলবে, তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তাঁকে ত্যাগ করবে না; তিনি যাতে প্রীতা, তা-ই তুমি করবে; তিনি দুঃখ পান, এমন অবকাশ তুমি কখনও সৃষ্টি করবে না। সন্তান, মনে রেখ, তুমি তাঁর গর্ভে থাকতে তিনি তোমার জন্য কতগুলো বিপদের সম্মুখীন না হয়েছেন। যখন তাঁর মৃত্যু হবে, তখন আমার পাশে একই সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দেবে।

সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে; পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না। তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে সৎকর্ম করে চলবে; অন্যায্যতা-পথে পা বাড়াবে না। তুমি সত্যের সাধক হলে তোমার সমস্ত কর্ম সফল হবে, ঠিক যেমন তারই কর্ম সফল হয়, যে ধর্মময়তা পালন করে। সবকিছুতেই প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন, যেন তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল করেন; কেননা এমন কোন জাতি নেই যা প্রজ্ঞার অধিকারী, বরং প্রভুই সমস্ত মঙ্গল মঞ্জুর করেন। প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করেন কিংবা পাতালের গভীরে অবনমিত করেন। তাই এখন, সন্তান, এই সকল আজ্ঞা মনে রাখ; এগুলিকে তোমার হৃদয় থেকে মুছে যেতে দিয়ো না।

আর এখন, সন্তান, আমি তোমাকে এই কথা জানাচ্ছি যে, মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে গাব্রিয়াসের ছেলে গাবায়েলের কাছে আমার দশ তলন্ত রুপো গচ্ছিত রাখা আছে। আমরা গরিব হয়েছি, এর জন্য ভয় করো না। তোমার ঈশ্বরভীতি থাকলে, তুমি

সমস্ত পাপ এড়ালে, তোমার ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা মঙ্গলকর তা-ই করলে, তবেই তোমার মহত্তর ঐশ্বর্য হবে।'

তখন তোবিয়াস তাঁর পিতা তোবিতকে উত্তরে বলল, 'পিতা, আপনি আমাকে যা করতে আজ্ঞা করেছেন, আমি তা করব। কিন্তু আমি যখন তাঁকে চিনি না, উনিও আমাকে চেনেন না, তখন পুঁজিটা কেমন করে ফিরিয়ে নিতে পারব? উনি আমাকে চিনে যেন আমাকে বিশ্বাস করেন ও রুপোর তাল আমার হাতে তুলে দেন, এই উদ্দেশ্যে আমি তাঁকে কী চিহ্ন দিতে পারি? তাছাড়া মেদিয়ার মধ্যে এই যাত্রার জন্য যে কোন্ পথ আমাকে ধরতে হবে, তাও আমি জানি না।' উত্তরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসকে বললেন, 'আমরা দু'জনে এক দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, তা আমি দু'টুকরো করেছিলাম, যেন এক একজনের হাতে অর্ধেক দলিল থাকে। আমি সেই এক টুকরো নিয়েছিলাম, আর এক টুকরোটা রুপোর সঙ্গে রেখে এসেছিলাম। আজ কুড়ি বছর হল যখন আমি রুপোটা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন, সন্তান, এমন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর যে তোমার সহযাত্রী হতে পারে। যতদিন তুমি ফিরে না আস, তাকে ততদিনের জন্য উপযুক্ত মজুরি দেব। পরে যাও, রুপোটা ফিরিয়ে আনতে গাবায়েলের কাছে যাত্রা কর।'

মেদিয়ার মধ্যে তার সঙ্গে যাত্রা করবে, পথ-জানা এমন লোকের খোঁজে তোবিয়াস বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসেই সে রাফায়েল দূতকে সামনে পেল—সে তো আদৌ জানত না, তিনি ঈশ্বরের এক দূত। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু, তুমি কোথাকার মানুষ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার ইস্রায়েলীয় ভাইদের একজন, কাজের অনুসন্ধানে এসেছি।' তোবিয়াস বলে চলল, 'তুমি কি মেদিয়ার মধ্যে যাবার পথ জান?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়! আমি বারবার সেখানে গিয়েছি, তার সকল পথ আমার ভালই জানা আছে। আমি মেদিয়ায় প্রায়ই গিয়েছি, গিয়ে মেদিয়ায় অবস্থিত রাজেশে বাস করে গাবায়েল নামে আমাদের এমন ভাইয়ের বাড়িতে থাকতাম। এক্‌বাতানা থেকে রাজেশ পর্যন্ত দু'দিনের পথ; রাজেশ পার্বত্য অঞ্চলে, আর এই এক্‌বাতানা সমতল ভূমিতে অবস্থিত।' তোবিয়াস তাঁকে বলল, 'বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার পিতাকে কথাটা জানিয়ে দিয়ে আসি। আমার দরকার আছে, তুমি আমার সঙ্গে যাত্রা

করবে; আমি তোমাকে উপযুক্ত মজুরি দেব।' তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখ, আমি অপেক্ষা করছি; কিন্তু বেশি দেরি করবে না।'

তোবিয়াস গিয়ে তাঁর পিতাকে কথা জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে একজন লোককে পেয়েছি।' তিনি উত্তরে বললেন, 'তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসো, যেন আমি জানতে পারি, সে কোন্ কুলের ও গোষ্ঠীর মানুষ; আবার, সন্তান, আমি যেন বুঝতে পারি, সে তোমার সঙ্গে যাত্রা করার মত বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা।' তোবিয়াস বাইরে গিয়ে লোকটিকে ডাকল, 'বন্ধু, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন।'

তিনি তাঁর বাড়ির ভিতরে গেলেন। তোবিত সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে অপরজন উত্তরে বললেন, 'আপনার প্রচুর আনন্দ হোক!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার কী আনন্দ হতে পারে? আমি তো অন্ধ মানুষ; স্বর্গের আলো দেখতে পাই না; আমি সেই মৃতদেরই মত অন্ধকারে বসে আছি, যারা আলোর দর্শন আর পায় না। জীবিত হয়েও আমি মৃতদের সঙ্গেই বাস করছি; আমি মানুষদের কণ্ঠস্বর শুনি বটে, কিন্তু তাদের দেখতে পাই না।' তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সাহস ধরুন! ঈশ্বর বেশি দেরি না করে আপনাকে নিরাময় করবেন। সাহস ধরুন!' তোবিত বলে চললেন, 'আমার ছেলে তোবিয়াস মেদিয়ার মধ্যে যাত্রা করতে ইচ্ছুক। তুমি কি তার সঙ্গে যাত্রা করে তাকে পথ দেখাতে পারবে? ভাই, আমি নিশ্চয় তোমাকে তোমার পাওনা দেব!' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে যাত্রা করতে পারি; আমি সেই সকল পথ জানি। মেদিয়ার মধ্যে বারবার গিয়েছি; সেই অঞ্চলের সমস্ত সমতল ভূমি ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছি; তার সকল পথ জানি।' তোবিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, তুমি কোন্ কুল ও গোষ্ঠীর মানুষ? ভাই, একথা আমাকে জানাবে কি?' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার গোষ্ঠীর কথা জেনে আপনার কী লাভ?' তোবিত বললেন, 'তুমি যে কার্ ছেলে ও তোমার আসল নাম কী, এবিষয়ে আমি পুরা সত্য জানতে চাই।' দূত উত্তরে বললেন, 'আমি আজারিয়া, সেই মহান আনানিয়ার ছেলে, যিনি আপনার ভাইদের একজন।' তখন তোবিত বললেন, 'তোমায় স্বাগতম! তোমার মঙ্গল হোক, ভাই! ভাই, আমি যে তোমার কুল সম্বন্ধে পুরা সত্য জানতে চেয়েছি, এর জন্য কিছু মনে করো না। তাই তুমি আমার

জ্ঞাতি; উত্তম ও সুনামের বংশের মানুষ! মহান সেই সেমেইয়ার দু'ছেলে আনানিয়া ও নাথানকে আমি চিনতাম। তারা আমার সঙ্গে যেরুশালেমে যাত্রা করে সেখানে আমার সঙ্গে উপাসনা করত; তারা সৎপথ ছেড়ে সরে যায়নি। তোমার ভাইয়েরা ভাল লোক; তুমি উত্তম মূলের মানুষ: স্বাগতম!'

তিনি বলে চললেন, 'তুমি ও আমার ছেলে—দু'জনের যা প্রয়োজন, তা ছাড়া আমি তোমাকে দিনে এক দ্রাক্মাও দেব। তাই তুমি এখন আমার ছেলের সঙ্গে যাত্রা কর, পরে এর চেয়ে আরও বেশি দেব।' দূত বললেন, 'আমি তার সঙ্গে যাত্রা করব। আপনি ভয় করবেন না; আমরা সুস্থ হয়ে রওনা হব, সুস্থ হয়ে ফিরে আসব, কারণ পথ নিরাপদ।' তোবিত তাঁকে বললেন, 'ভাই, আশীর্বাদ তোমার উপর বিরাজ করুক!' পরে ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সন্তান, যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা প্রস্তুত করে তোমার এই ভাইয়ের সঙ্গে রওনা হও। স্বর্গে আছেন যিনি, সেই ঈশ্বর সেখান পর্যন্ত তোমাদের সুস্থ রাখুন, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদে তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনুন। সন্তান, তাঁর দূত তোমাদের সঙ্গে পথ চলুন, তোমাদের রক্ষা করুন!'

তোবিয়াস যাত্রার জন্য নিজেকে তৈরি করল, তারপর পথে রওনা হওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়ে পিতামাতাকে চুম্বন করল। তোবিত তাকে বললেন, 'তোমার যাত্রা শুভ হোক!'

**শ্লোক** - তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮ (লাতিন পাঠ্য)

℣ সবকিছুতেই প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

℟ তোমার যত চিন্তা তাঁর উপরেই স্থাপিত হোক।

℣ সত্যের শরণে ও যথাশক্তিতে তা-ই করতে সচেষ্ট থাক, যা তাঁর গ্রহণীয়;

℟ তোমার যত চিন্তা তাঁর উপরেই স্থাপিত হোক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১০ম পুস্তক ৩৪)

**হে অনন্য আলো! তোমাকে দেখে ভাল না বেসে পারা যায় না!**

হে আলো, যে আলো তোবিত দেখতে পাচ্ছিলেন যখন তাঁর মরচোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও তিনি নিজ সন্তানকে জীবনপথ দেখাচ্ছিলেন ও ভালবাসার পদক্ষেপে তাঁকে চালিত করছিলেন! হে আলো, যে আলো ইস্‌হাক দেখতে পাচ্ছিলেন যখন তাঁর দৈহিক চোখ বার্ধক্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ক্ষীণ হলেও তিনি নিজ সন্তানদের চিনে আশীর্বাদ করতে নয়, কিন্তু তাঁদের আশীর্বাদ করতে করতেই চিনতে যোগ্য হলেন। হে আলো, যে আলো যাকোব দেখতে পাচ্ছিলেন যখন বার্ধক্যের দরুন তিনিও চোখের আলো-বঞ্চিত হয়েও নিজ আলোময় হৃদয় দ্বারা নিজ সন্তানদের প্রতীকে উপস্থিত ভাবী জনগণের বংশধারাকে উদ্ভাসিত করলেন ও যোসেফ দ্বারা পাওয়া নাতিদের উপর হাত দু'টো রহস্যময়ভাবে আড়াআড়ি করে প্রসারিত করলেন: বাইরে থেকে তাঁদের পিতা যেভাবে ঠিক করতে চাচ্ছিলেন সেভাবে নয়, কিন্তু তিনি অন্তরে যেভাবে অনুভব করছিলেন সেইভাবে!

এ তো সেই আলো, যে আলো এক—যেভাবে তারাও এক, যারা তা দেখে ও ভালবাসে। কিন্তু যে পার্থিব আলোর কথা বলছিলাম, তা জগতের অন্ধ প্রেমিকদের জীবনে প্রবঞ্চনাপূর্ণ ও বিপজ্জনক মাধুর্য সঞ্চার করে। কিন্তু তবু, হে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর, তারা যখন জগতের মধ্য দিয়েও তোমার প্রশংসা করতে শেখে, তখন তা দ্বারা নিজেদের মগ্নতায় নিমজ্জিত হতে না দিয়ে বরং তোমার প্রশংসাগানে তা ধারণ করে: আর আমি তাই হতে আকাঙ্ক্ষা করি। আমি চক্ষু-লালসা রোধ করি, পাছে আমার পা জড়িয়ে পড়ে, যে পা দিয়ে আমি তোমার পথে এগিয়ে চলি; এবং তোমার দিকে অদৃশ্য চোখ তুলি, তুমি যেন *ফাঁদ থেকে আমার পা মুক্ত কর* (সাম ২৫:১৫)। আমার পা মুক্ত করায় তুমি তো সদাই ব্যস্ত থাক, আমি কিন্তু ছড়িয়ে পড়া যত ফাঁদে অবিরতই হোঁচট খেয়ে থাকি; কারণ *হে ইস্রায়েলের রক্ষক, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না, নিদ্রামগ্নও হবে না* (সাম ১২১:৪ দ্রঃ)।

পোশাক, পাদুকা, বিভিন্ন দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি, ছবি ও চীনামাটি দিয়ে তৈরী নানা শিল্প ক্ষেত্রে মানুষ শিল্পকলা দ্বারা আর কতই না অগণিত কিছু চক্ষু-লালসায় যোগ করেছে যা প্রয়োজন, সদ্বিবেচনা ও ধর্মীয় প্রতীকের অতীত, যার ফলে বাইরে নিজেদের নির্মিত

বস্তুর পিছনে যেতে যেতে, অন্তরে নিজেদের নির্মাতাকে ফেলে রেখে তাই ধ্বংস করে, যা দিয়ে তারা নির্মিত। আমি কিন্তু, হে আমার প্রভু, হে আমার গৌরব, আমি এ থেকেও তোমার উদ্দেশে একটা প্রশংসাগান জাগিয়ে তুলি, ও আমার পবিত্রতাদানকারীর কাছে স্তুতি-নৈবেদ্য নিবেদন করি। কেননা সেই সমস্ত সৌন্দর্য যা আত্মার মধ্য দিয়ে শিল্পীদের হাতে যায়, তা সেই সৌন্দর্য থেকেই আগত, যা আত্মার ঊর্ধ্বে, ও যার আকাঙ্ক্ষায় আমার আত্মা ব্যাকুল নিশিদিন।

কিন্তু যারা বাহ্যিক সৌন্দর্যের নির্মাতা ও তার অন্বেষী, তারা সৌন্দর্য থেকে তা অনুমোদন করার নিয়ম বের করে, তা সদ্ব্যবহার করার নিয়ম কিন্তু বের করে না। অথচ নিয়মটা সেইখানে উপস্থিত, তারা কিন্তু তা দেখে না, তারা যদি তা দেখত, তবে তত দূরে যেত না, বরং নিজেদের শক্তি ক্লান্তিকর আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ছড়িয়ে না দিয়ে তোমাতেই তা রক্ষা করত। আমি নিজে যে এসব কিছু বলছি ও বুঝতে পারছি, আমি নিজেও সেই সৌন্দর্য দ্বারা নিজেকে আসক্ত হতে দিই; কিন্তু তুমি তো আমাকে উদ্ধার কর, প্রভু; তুমি তো আমাকে উদ্ধার কর, কারণ *তোমার কৃপা আমার চোখের সামনে* (সাম ২৬:৩)। হ্যাঁ, এতে আমি হীনভাবেই ধরা পড়ি, আর তুমি দয়ার সঙ্গে আমাকে উদ্ধার কর—সময় সময় আমার অজান্তে, কারণ সামান্যই মাত্র পিছলে পড়েছিলাম; সময় সময় ব্যথারই সঙ্গে, কারণ তার মধ্যে সম্পূর্ণই নিমজ্জিত ছিলাম।

**শ্লোক** - ১ থে ৫:৫, ৬; সিরা ৩২:১৮ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।

*উ* তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই।

*প্র* যে প্রত্যূষেই প্রভুর অন্বেষণ করে, সে আশীর্বাদ পায়।

*উ* তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:৭–১০:৪)

**ইস্রায়েল-রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ**

প্রভু যাকোবের প্রতি এক বাণী ছুড়লেন,
তা ইস্রায়েলের উপরে পড়ল।
সমস্ত জনগণ, এফ্রাইম ও সামারিয়ার অধিবাসীরা,
তারা সকলেই তা জানতে পারবে;
ওরাই তো দর্পে ও হৃদয়ের গর্বে বলছিল,
'ইট পড়ে গেল, আচ্ছা, আমরা পাথর দিয়েই গাঁথব;
ডুমুরগাছ কাটা হল, আচ্ছা, আমরা সেগুলোর জায়গায় এরসগাছ দেব।'
প্রভু ওদের বিরুদ্ধে রেজিনের বিরোধীদের প্রেরণা দিলেন,
ওদের শত্রুদের উত্তেজিত করলেন—
পুব থেকে আরামীয়েরা, পশ্চিম থেকে ফিলিস্তিনিরা,
তারাই হা করে ইস্রায়েলকে গ্রাস করল।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।
আর যিনি তাদের প্রহার করছিলেন,
জনগণ তাঁর কাছে ফিরে আসেনি,
না, সেনাবাহিনীর প্রভুর অন্বেষণ তারা করেনি!

তাই প্রভু ইস্রায়েলের মাথা ও লেজ ছেঁটে দিলেন,
একদিনেই খেজুরগাছ ও নলখাগড়া কেটে দিলেন।
প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ মানুষই সেই মাথা;

মিথ্যার গুরু নবীই সেই লেজ।
এই জাতির পথদিশারী যারা, তারাই এদের পথভ্রষ্ট করল,
তাতে চালিত যারা, তারা পথহারা হল।
এজন্য প্রভু তাদের যুবকদের রেহাই দেবেন না,
এতিম ও বিধবাদের প্রতিও করুণাবিষ্ট হবেন না,
কারণ তারা সকলে ধর্মভ্রষ্ট, সকলে ভক্তিহীন;
প্রতিটি মুখ জ্ঞানহীন কথা উচ্চারণ করে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।
হ্যাঁ, অধর্ম আগুনের মত জ্বলছে,
তা শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ গ্রাস করছে;
বনের গভীরে জ্বলে উঠছে,
ঘন ঘন ধূম-স্তম্ভ ঊর্ধ্বের দিকে যাচ্ছে।

প্রভুর কোপে দেশে আগুন ধরেছে,
লোকেরা নিজেরাই যেন সেই আগুনের ইন্ধন;
আপন ভাইয়ের প্রতি কারও মমতা নেই!
তারা ডান দিকে সবকিছু ছিঁড়ে নেয়,
অথচ এখনও ক্ষুধায় ভুগছে,
বাঁ দিকে গ্রাস করে, কিন্তু তাদের তৃপ্তি হয় না,
প্রত্যেকে নিজ বাহুর মাংস খেয়ে ফেলে।
মানাশে এফ্রাইমের বিরুদ্ধে,
এফ্রাইম মানাশের বিরুদ্ধে,
আবার উভয়ে মিলে যুদাকে আক্রমণ করছে।
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

ধিক্ তাদের, যারা অন্যায়-বিধি জারি করে,

যারা অত্যাচারী বিধান রচনা করে,
ফলে যেন দুঃখীদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে,
আমার জনগণের দীনহীনদের অধিকার চালাকি করে কেড়ে নিতে পারে,
বিধবাদের তাদের আপন শিকার করতে পারে,
এতিমদের সম্পদ লুট করতে পারে।
সেই শাস্তির দিনে, যখন দূর থেকে বিনাশ এসে পড়বে,
তখন তোমরা কী করবে?
রক্ষা পেতে কার্ কাছে ছুটে যাবে?
কোথায় রাখবে তোমাদের যত ধন?
বন্দিদের মধ্যে নত হওয়া,
মৃতদের মধ্যে পতিত হওয়া—এছাড়া তোমাদের জন্য অন্য পথ থাকবে না!
তা সত্ত্বেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় না,
তাঁর হাত এখনও রয়েছে প্রসারিত।

**শ্লোক** - বিলাপ ২:১ দ্রঃ

*প্র* সিয়োন কন্যা, আপন ক্রোধে প্রভু কেমন অন্ধকারে তোমাকে আচ্ছন্ন করেছেন!
*উ* তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন ইস্রায়েলের কান্তি।
*প্র* তিনি নিজের ক্রোধের দিনে স্মরণ করেননি তাঁর আপন পাদপীঠ।
*উ* তিনি স্বর্গ থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলেন ইস্রায়েলের কান্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৯২)

**শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে**

যতবার আমরা সঙ্কট ও ক্লেশ সহ্য করি, ততবার এগুলো আমাদের পক্ষে সাবধান বাণী স্বরূপ, ও একইসঙ্গে আত্মসংস্কারের উপায় স্বরূপ; বস্তুতপক্ষে শাস্ত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি দানের প্রতিশ্রুতি দেয় না; এমনকি সুসমাচার ক্লেশ, সঙ্কট ও পতনের কথা স্পষ্টই বলে। তবু সুসমাচার আমাদের নিশ্চিত করে যে, *যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (মথি ১০:২২)। আদিপুরুষের কাছ থেকে আমরা কোন

মঙ্গল পাইনি, বরং উত্তরাধিকার রূপে সেই মৃত্যু ও অভিশাপ পেলাম যার হাত থেকে আমাদের মুক্ত করতে খ্রিষ্টের আসবার কথা ছিল।

সুতরাং, ভাইবোনেরা, আমরা যেন অসন্তোষ না দেখাই, গজ গজ না করি। এবিষয়ে প্রেরিতদূত আমাদের সতর্ক করে বলেন, *তাদের মধ্যে কেউ কেউ গজ গজ করেছিল, যার ফলে সেই সংহারকের হাতে তাদের বিনাশ হয়েছিল* (১ করি ১০:১০)।

ভাইবোনেরা, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে যে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, আজকালের মানবজাতি তার চেয়ে নতুন ও অসাধারণ কী ভোগ করছে? আর শুধু তা নয়; আমরা কি এমন কথা বলতে পারি যে, তাঁদের যত যন্ত্রণা ও যত অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল, আমাদেরও তত যন্ত্রণা ও তত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে? অথচ তুমি এমন মানুষকে পাবে, যারা নিজেদের কালের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে; তারা নিশ্চিত আছে যে কেবল অতীতকাল মঙ্গলকর কাল ছিল। তবু আমরাও নিশ্চিত আছি যে, তারা যদি পিতৃপুরুষদের সেই অতীতকালে ফিরে যেতে পারত, তাহলে একই অসন্তোষ প্রকাশ করত। মূল কথা হচ্ছে এ, তুমি যদি অতীতকাল মঙ্গলময় বলে বিবেচনা কর, তাহলে এর কারণ হল, সেই কাল তোমার নিজের কাল আর নয়।

কিন্তু যখন তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত, ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসী, পবিত্র শাস্ত্রে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ, তখন আমি বুঝতে পারি না কেমন করে তুমি ধারণা করতে পার যে, আদম এর চেয়ে মঙ্গলকর দিন দেখেছেন। তোমার পিতামাতাও আদমের উত্তরাধিকার বহন করেছেন।

আদমকেই বলা হয়েছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি খাবে ও মাটি চাষ করবে; তা থেকেই তুমি গৃহীত হয়েছিলে; আর মাটি তোমার জন্য কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করবে (আদি ৩:১৯, ১৮ দ্রঃ)। এই তো আদমের কর্মের প্রতিফল, এই তো তাঁর লাভ, এই তো ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারদণ্ড। তবে তুমি কেন মনে কর, অতীতকাল তোমার একালের চেয়ে মঙ্গলকর? একথা ভেবে দেখ: প্রথম আদম থেকে আজকালের মানুষ পর্যন্ত পরিশ্রম, ঘাম, ক্লেশ ও কাঁটা ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের উপরেই কি কখনও জলপ্লাবন পড়ল? সেকালের মত আমাদের এ কালেও কি এমন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের

দিন কখনও দেখা দিল, যার ফলে আমরা এদিনের বিষয়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করব ও তাঁর সমালোচনা করব?

তাই চিন্তা কর সেই কাল কী প্রকার কাল ছিল। সেদিনের ইতিহাস শুনে বা পাঠ করে আমরা কি হতভম্ব হইনি? অতএব, আমাদের বর্তমানকাল নিয়ে গজ গজ করার চেয়ে আমাদের আনন্দই করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

**শ্লোক** - সাম ৭৭:৬-৭, ৩; ৫১:৩ দ্রঃ

*প্র* চিন্তা করি বিগত দিনগুলির কথা, অতীতকালের বছরগুলির কথা স্মরণ করি। রাতে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে একটি গান:

*উ* আমাকে দয়া কর, পরমেশ্বর!

*প্র* সঙ্কটের দিনে প্রভুর অন্বেষণ করি, সারারাত আমার হাত অক্লান্তভাবে প্রসারিত থাকে; আমি চিৎকার করে বলি:

*উ* আমাকে দয়া কর, পরমেশ্বর!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৯)

## দূতের সঙ্গে তোবিয়াসের যাত্রা

যুবকটি দূতের সঙ্গে রওনা হল; কুকুরও পিছু পিছু চলে তাদের সঙ্গে রওনা হল। তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে চললেন; আর প্রথম সন্ধ্যা এলে তাঁরা রাত কাটাতে দজলা নদীর ধারে থামলেন। পা ধুয়ে নেবার জন্য যুবকটি নদীতে নেমে গেছিল, এমন সময়ে, দেখ, বিরাট একটা মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেটির পা গ্রাস করতে চেষ্টা করল; আর সে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু দূত তাকে বললেন, 'মাছটা ধর! তাকে পালাতে দিয়ো না!' ছেলেটি মাছটাকে ধরতে পেরে ডাঙায় টেনে আনল। দূত তাকে বললেন, 'মাছটা কেটে পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ বের কর; সেগুলিকে রেখে অন্ত্ররাজি ফেলে দাও; কেননা পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ চিকিৎসার জন্য উপকারী হতে পারে।' ছেলেটি মাছটা কেটে পিত্ত, হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ বের করল; পরে মাছের একটা অংশ রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করল; এবং লবণ দিয়ে বাকি অংশটুকু বাঁচিয়ে রাখল।

পরে তাঁরা আবার যাত্রা করলেন যেপর্যন্ত মেদিয়ার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। তখন ছেলেটি দূতকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই আজারিয়া, মাছের পিত্তে, হৃৎপিণ্ডে ও যকৃতে কেমন প্রতিকার থাকতে পারে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ তুমি পুড়িয়ে দিলে তার ধূমে এমন পুরুষ বা মহিলা উপকৃত হবে, যাকে অপদূতে বা মন্দাত্মায় পেয়েছে; তেমন অসুস্থতা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তার কোন চিহ্ন আর থাকবে না। অন্যদিকে পিত্ত তারই জন্য মলম হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যার চোখের উপরে সাদা সাদা দাগ পড়েছে; মলম দেওয়ার পর সেই দাগের উপরে ফুঁ দিলে চোখ সুস্থ হয়ে ওঠে।'

তাঁরা মেদিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এক্‌বাতানার বেশ কাছেই এগিয়ে আসছেন, এমন সময় রাফায়েল ছেলেটিকে বললেন, 'ভাই তোবিয়াস!' সে উত্তর দিল, 'এই যে আমি!' দূত বলে চললেন, 'আজ রাগুয়েলের বাড়িতে আমাদের রাত কাটাতে হবে; তিনি তোমার আপন জ্ঞাতি। তাঁর একটি মেয়ে আছে, তার নাম সারা; কিন্তু সারা ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি বলে তোমারই অন্য কোন লোকের

চেয়ে তাকে বিয়ে করার ও তার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকাররূপে পাবার অধিকার আছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সৎসাহসিনী, খুবই সুন্দরী; আর তার পিতা উত্তম মানুষ।' দূত বলে চললেন, 'তাকে বিয়ে করার অধিকার তোমার আছে। তবে, ভাই, শোন: আমি আজ সন্ধ্যায় মেয়েটির পিতার কাছে কথা বলব, যেন তিনি তাকে তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ রূপে রাখেন। আমরা রাজেশ থেকে ফিরে এলে বিয়ের অনুষ্ঠান করব। আমি তো জানি, তিনি মেয়েটিকে তোমাকে দিতে অস্বীকার করতে পারেন না, অন্য কাউকে দেবেন বলেও কথা দিতে পারেন না; তেমনটি করলে মোশির বিধান অনুসারে তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য হবেন, কেননা তিনি জানেন যে, অন্য সকলের আগে তোমারই তাঁর মেয়েকে পাওয়ার অধিকার আছে। তাই, ভাই, শোন। আজ সন্ধ্যায় আমরা মেয়েটির কথা উত্থাপন করে তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে যাচনা করব। রাজেশ থেকে ফিরে আসার পথে আমরা তাকে তুলে আমাদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব।'

তোবিয়াস রাফায়েলকে উত্তর দিলেন, 'ভাই আজারিয়া, আমি তো একথা শুনেছি যে, সাতবারই তার বিয়ে হয়েছে, আর তার প্রতিটি স্বামী যে রাতে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা, সেই রাতেই তার আপন মিলন-কক্ষেই মারা গেছে! তাছাড়া একথাও শুনেছি যে, একটা অপদূত তার সকল স্বামীকে খুন করে ফেলে। তাই আমার ভয় হয়: এই অপদূত ভালবাসায় কোন প্রতিযোগীকে সহ্য করে না; তার কোন অমঙ্গল ঘটায় না ঠিকই, কিন্তু যে কেউ তার কাছে যেতে চায়, এই অপদূত তাকে খুন করে ফেলে। আমি তো আমার পিতার একমাত্র সন্তান, আমার মরবার কোন ইচ্ছা নেই; আমার পিতামাতা সারা জীবন ধরে আমার উপরে শোক করবে, তা আমি চাই না; তাদের সমাধি দেওয়ার মত আমি ছাড়া তাদের আর অন্য সন্তান নেই।' দূত তাকে বললেন, 'তুমি কি তোমার পিতার নির্দেশবাণী ভুলে গেছ? তিনি তো তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন, যেন তুমি বধূরূপে তোমার কুলের একটি মেয়েকে নাও! তাই, ভাই, আমার কথা শোন: এই অপদূতের বিষয়ে তুমি তত ব্যস্ত হয়ো না; মেয়েটিকে নাও। আমি নিশ্চিত আছি, আজ সন্ধ্যায় মেয়েটিকে তোমাকে বধূরূপে দেওয়াই হবে! যখন তুমি মিলন-কক্ষের ভিতরে যাবে, তখন সেই মাছের হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ নিয়ে তার এক টুকরো ধূপের আগুনের উপরে দাও। তাতে তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, সেই অপদূত সেই দুর্গন্ধ ঘ্রাণ করতে বাধ্যই হবে,

তখন পালিয়ে গিয়ে মেয়েটির কাছে আর কখনও দেখা দেবে না। পরে, তুমি তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, তোমরা দু'জনে উঠে প্রার্থনা কর। স্বর্গের প্রভুকে মিনতি জানাও, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা তোমাদের উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করে। ভয় করো না: এই মেয়েটিকে অনাদিকাল থেকেই তোমার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে; তোমাকেই তাকে বাঁচাতে হবে; সে তোমার অনুসরণ করবে; আর আমি কথা দিচ্ছি, সে তোমাকে সন্তানাদি দেবে, যারা তোমার কাছে ভাইয়ের মত হবে। চিন্তা করো না!'

যখন তোবিয়াস রাফায়েলের কথা শুনে বুঝতে পারল যে, সারা তার বোন, অর্থাৎ তার নিজের পিতার কুলের জ্ঞাতিকন্যা, তখন তাকে এমনই ভালবেসে ফেলল যে, সারা থেকে নিজের হৃদয় আর ছিন্ন করতে পারল না।

**শ্লোক** - তোবিত ৪:৫; ১৩:১১

*প্র* সন্তান, প্রতিদিন তুমি প্রভুকে স্মরণ করবে;

*উ* পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না।

*প্র* যোগ্যরূপে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ, সর্বযুগের রাজাকে বল ধন্য।

*উ* পাপ কর্ম করবে না, তাঁর আজ্ঞাগুলো অমান্য করবে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (খ্রিষ্টের স্বর্গারোহণ, উপদেশ)

**এই তো ঈশ্বরের অনুসন্ধানী বংশের মানুষ**

আমাদের জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতে সেই নবী দাউদ আমাদের কেমন মধুর সঙ্গী! সমস্ত আধ্যাত্মিক কালের জন্য তিনি কেমন উপযুক্ত! যে প্রাণগুলো আত্মার পথে অগ্রসর, সেই প্রাণগুলোর সমস্ত অবস্থা ও পর্যায়ের প্রতি তিনি কেমন সমরূপ! ঈশ্বরের সামনে যারা এখনও শিশু ও বালক, তিনি তাদের সঙ্গে খেলা করেন; পরিপক্ক মানুষের কাছে তিনি যুদ্ধ ও সংগ্রামে মিত্র বলে নিজেকে অর্পণ করেন; যুবকদের সুশিক্ষা দান করেন, বৃদ্ধদের সুস্থির করেন, সকলের প্রতি নিজেকে সবই করেন, যথা: সৈন্যদের অস্ত্র, কুশতিগিরদের ওস্তাদ, প্রতিযোগীদের ক্রীড়াঙ্গন, বিজয়ীদের জয়মালা, ভোজনপাটে আনন্দ, আমাদের প্রিয়জনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে আমাদের কান্নায় সান্ত্বনা।

২৩ নং সামসঙ্গীতে তিনি তোমাকে আদেশ দেন, তুমি যেন এমন মেষের মত হও, যে মেষ ঈশ্বর দ্বারা চারণমাঠে চালিত, ও ঘাস, খড় ও মিষ্টি জল পেয়ে মঙ্গলদানের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত। সর্বোত্তম পালক তোমার কাছে খাদ্য, আশ্রয়, পথ ও দিশারী রূপে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করেন, ও সমস্ত প্রয়োজনে উপযুক্তভাবে নিজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে দাউদ মণ্ডলীকে এ শিক্ষা দান করেন যে, সর্বপ্রথমে তোমাকে উত্তম পালকের মেষ হতে হবে, এমন মেষ যা উত্তম ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষার মধ্য দিয়ে চারণমাঠে ও জলের উৎসধারায় চালিত, তুমি যেন বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতে সমাহিত হতে পার—যদিও তোমার পক্ষে তেমন মৃত্যু বরণ করতে ভয় করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নয়, কিন্তু তার প্রতীক বা ছায়া মাত্র। বস্তুত *মৃত্যু-ছায়াতেও যদি চলি, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না; তুমি যে আমার সঙ্গে আছ* (সাম ২৩:৪ সত্তরী পাঠ্য)।

তাছাড়া পবিত্র আত্মার পাচনি তোমাকে সান্ত্বনা দেয়, কারণ পবিত্র আত্মাই সান্ত্বনাদানকারী। তারপর তিনি আত্মিক ভোজনপাট সাজান, এমন ভোজনপাট যা অপদূতদের ভোজনপাটের প্রতিরোধে সাজানো। পবিত্র আত্মার ভোজনপাট যাদের প্রতিরোধ, সেই অপদূতেরা প্রতিমাপূজা দ্বারা মানুষের জীবন বিকৃত করেছে; এজন্য তিনি আমাদের মাথা আত্মার তেলে অভিষিক্ত করেন, ও মানুষের অন্তর আনন্দিত করে তোলে এমন আঙুররসও ব্যবস্থা ক'রে তিনি আমাদের অন্তরে এমন সংযমী মত্ততা সঞ্চার করেন, যা নশ্বর ও অনিত্য বিষয় থেকে অনন্ত বিষয়েই মনকে উন্নীত করে। এজন্য তেমন মত্ততায় আসক্ত হলে মানুষ এ নিম্নলোকের জীবন ত্যাগ করে অনন্ত জীবন ধারণ করে ও চিরদিন ধরে প্রভুর গৃহে বাস করে।

এ সামসঙ্গীতে তেমন শিক্ষা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করার পর, দাউদ পরবর্তী সামসঙ্গীতে আমাদের প্রাণে এমন মহত্তর ও নিখুঁত আনন্দ জাগান, যার অর্থ স্বল্প কথায় ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি।

*প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু* (সাম ২৪:১)। হে মানুষ, ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তিনি যে নিজ অধিকৃত স্থানে আসেন, এতে

বিস্ময়কর ও অযৌক্তিক কিছু নেই। আসলে তিনি আলাদা এক জগতে নয়, নিজের দ্বারা নির্মিত ও সংগঠিত জগতেই তাঁবু খাটালেন: তিনি তো পৃথিবী জলরাশির উপরে স্থাপন করেছিলেন ও এমনটি করেছিলেন যেন তা নদনদীর উপরে উপযুক্ত ভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তুমি যেন পাপের অতল থেকে মুক্ত হয়ে ও জয়যাত্রায় তথা সদ্‌গুণের শোভাযাত্রায় রাজ্যের রথে আসীন হয়ে তাঁর দ্বারা পর্বতে চালিত হতে পার, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া তিনি কেনই বা সেই সব কিছু করেছিলেন? বস্তুত সদ্‌গুণাবলি তোমার সঙ্গী না হলে, তোমার হাত নিষ্কলঙ্ক না হলে, তোমার হৃদয় শুদ্ধ না হলে, অলীকতা থেকে প্রাণের দৃষ্টি না ফেরালে, ছলনা বর্জন না করলে সেই পর্বতে আরোহণ করতে তোমাকে দেওয়া হবে না। তেমন আরোহণের পুরস্কার হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ; যারা আরোহণ করেছে, তারা ত্রাণেশ্বরের কাছ থেকে ধর্মময়তার ধন পাবে।

*এই তো তাঁর অনুসন্ধানী বংশের মানুষ,* যে মানুষ সদ্‌গুণাবলির মধ্য দিয়ে আরোহণ করে ও *তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করে, হে যাকোবের ঈশ্বর* (সাম ২৪:৩-৫)।

**শ্লোক** - সাম ১০৫:৩-৪; লুক ৯:৬২

*প্র* প্রভুর অন্বেষীদের অন্তর আনন্দিত হোক।

*উ* প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

*প্র* যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

*উ* প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১-৬, ১৪-২২)

**সামারিয়ার বিরুদ্ধে ও যুদা-নেতাদের বিরুদ্ধে বাণী**

এফ্রাইমের মাতালদের দর্পমুকুটকে ধিক্!
তার জ্যোতির্ময় শোভার যে ক্ষণস্থায়ী ফুল উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
আঙুররসে পরাভূত যত লোকদের সেই নগরকে ধিক্!
দেখ, প্রভু দ্বারা প্রেরিত হয়ে
প্রতাপশালী ও শক্তিমান এক পুরুষ
শিলা-ঝড়ের মত, প্রলয়ঙ্করী ঝঞ্ঝার মত,
প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সবকিছুই নিজের হাতে ভূমিসাৎ করে।
এফ্রাইমের মাতালদের সেই দর্পমুকুট
পদতলে মাড়িয়ে দেওয়া হবে;
এবং তার জ্যোতির্ময় ভূষণের সেই যে ক্ষণস্থায়ী ফল,
যা উর্বর উপত্যকার মাথায় রয়েছে,
তার দশা হবে এমন আশুপক্ক ডুমুরফলের মত,
যা উপযুক্ত কালের আগে দেখা দেয়:
তা দেখে লোকে পেড়ে নেয়; হাতে পাওয়ামাত্রই তা খায়।

সেদিন সেনাবাহিনীর প্রভুই তাঁর আপন জনগণের অবশিষ্টাংশের জন্য
হবেন মহিমময় মুকুট ও জ্যোতির্ময় শিরোভূষণ;
যারা বিচারাসনে বসে,
তাদের জন্য তিনি হবেন ন্যায়বিচারের প্রেরণা,
যারা নগরদ্বারে আক্রমণ রোধ করে,

তাদের জন্য হবেন পরাক্রম।
সুতরাং, হে বিদ্রূপকারী মানুষের দল,
যেরুশালেমের এই জাতির শাসনকর্তারা,
প্রভুর বাণী শোন;
তোমরা নাকি বলছ:
'আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি স্থির করেছি,
পাতালের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি;
তাই সংহারকের কশা এদিক দিয়ে এলে আমাদের নাগাল পাবে না,
কারণ আমরা মিথ্যাকে আমাদের আশ্রয় করেছি,
ছলনার আড়ালে লুকিয়েছি।'

অতএব পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন:
'দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য
যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি;
যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না।
আমি ন্যায়বিচারকে করব মানদণ্ড,
ধর্মময়তাকে করব ওলন।'
শিলাবৃষ্টি তোমাদের ওই মিথ্যার আশ্রয় দূরে ঝেড়ে ফেলবে,
জলরাশি তোমাদের ওই লুকোনোর স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।
মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের ওই সন্ধি মুছে ফেলা হবে,
পাতালের সঙ্গে তোমাদের ওই চুক্তি দাঁড়াতে পারবে না।
সংহারকের কশা যখন ওদিক দিয়ে যাবে,
তখন তার পায়ে তোমাদের মাড়িয়ে দেওয়া হবে।
তা যতবার আসবে, ততবার তোমাদের ধরবে,
আর আসলে তা প্রতি সকালেই আসবে—
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত!
কেবল বিভীষিকার জোরেই তোমরা একথা বুঝবে।

কারণ গা প্রসারিত করার পক্ষে বিছানা খাটো,
গায়ে জড়াবার পক্ষে কম্বল ছোট!

হ্যাঁ, প্রভু উত্থিত হবেন,
যেমন পেরাজিম পর্বতের উপরে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন;
তিনি ক্রুদ্ধ হবেন,
যেমন গিবেয়োন-উপত্যকায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন;
এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের, তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন,
তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন।
সুতরাং তোমরা তোমাদের বিদ্রূপ বন্ধ কর,
পাছে তোমাদের শেকল আরও শক্ত হয়;
কারণ সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর কাছ থেকে
আমি সারা পৃথিবী সম্বন্ধে উচ্ছেদ-বিধির কথা শুনেছি।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৬; সাম ১১৮:২২

*প্র* দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি;
*উ* যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।
*প্র* গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।
*উ* যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ২)

**আমরা ভাবী বিচারের অপেক্ষায় আছি**

*দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের জন্য যাচাই-করা মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ বিশ্বাস করে, সে টলবে না* (ইশা ২৮:১৬)। সুতরাং, তিনি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে মনোনীত, মহামূল্যবান ও ঈশ্বরত্বের লাবণ্য ও গৌরবের জন্য উৎকৃষ্ট সংযোগপ্রস্তর বলে অভিহিত করেন। তিনিই তো সিয়োনের, অর্থাৎ মণ্ডলীর

ভিত্তিমূল, প্রত্যাশা, কেন্দ্রবিন্দু ও অটল ভিত; আর একথা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এ ভিত স্বয়ং পিতা দ্বারাই স্থাপিত।

তিনি খ্রিষ্টকে সংযোগপ্রস্তরই বলে অভিহিত করেন, কারণ তিনি অনন্য বিশ্বাস দ্বারা ইস্রায়েল জাতি ও বিজাতিকে সংযোগ করেন; বাস্তবিকই গৃহের কোণে পাশাপাশি দেওয়াল দু'টো এক দেওয়ালে সংযুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, সে টলবে না। লক্ষ কর, তিনি কেমন করে বিশ্বাসীদের স্বস্তি দেন, ও দুঃখীদের কাছে সুসমাচারের আলোতে যাপিত জীবনের মুক্তি প্রকাশ করেন। বস্তুত তিনি বলেন, হে দুঃখী, সিয়োনের ভিত্তিমূলে আমি মনোনীত এক প্রস্তর স্থাপন করছি। তেমন প্রস্তরের উপযোগিতা কী? তাতে যে বিশ্বাস করবে, সে টলবে না। এ বচনে তিনি এমন উপদেশ দেন, মানুষ যেন নিষ্প্রয়োজন ও অকেজো প্রতীক থেকে দূরে গিয়ে বিধানের ভারী বোঝা থেকে মাথা সরিয়ে দেয়, এবং এর স্থানে সে যেন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহই আলিঙ্গন করে ও খ্রিষ্টে সেই ভারমুক্ত ধর্মময়তা লাভ করে। তিনি বলেন, আমি বিচারকে আশায়, ও আমার দয়াকে দাঁড়িপাল্লায় রাখব; আর আসলে ত্রাণকর্তা নিজেও এপ্রকার কথা বলেছেন, *পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি পুত্রকেও সম্মান করে* (যোহন ৫:২২-২৩)।

একথা উপলব্ধি করে পল বলেন, *আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়* (২ করি ৫:১০)। এজন্য আমরা ভাবী বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি, ও প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত মাত্রা অনুসারে ও নিজ নিজ সৎকর্ম অনুসারে দয়ারও প্রত্যাশায় রয়েছি। এর অর্থ এ, আমাদের পক্ষে সেই দয়া বিচারকের দাঁড়িপাল্লায় রয়েছে, অর্থাৎ ন্যায় ও মমতার মাত্রা অনুসারেই দয়া বর্ষিত।

শ্লোক - ১ পি ২:৪, ৫; প্রেরিত ৪:১১

*প্র* জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

প এই তো সেই প্রস্তর, যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে।

উ তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১, ৮-১৭; ৮:৪-১৬)

## সারার সঙ্গে তোবিয়াসের বিবাহ

এক্‌বাতানায় একবার প্রবেশ করে তোবিয়াস বলল, 'ভাই আজারিয়া, আমাকে সরাসরি আমাদের ভাই রাগুয়েলের কাছে নিয়ে যাও।' দূত তাকে রাগুয়েলের বাড়িতে নিয়ে গেলেন; তাঁরা তাঁকে পেলেন, তিনি উঠানের দরজার কাছে বসে ছিলেন। তাঁরা সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বাগত জানালে তিনি উত্তর দিলেন, 'স্বাগতম, ভাই; তোমাদের মঙ্গল হোক!' তাই বলে তিনি তাঁদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। পরে তিনি পালের একটা ভেড়া কাটলেন এবং তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা স্নান করলেন, আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সেরে নিলেন, এবং একবার ভোজে বসলে তোবিয়াস রাফায়েলকে বলল, 'ভাই আজারিয়া, রাগুয়েলকে বল, তিনি যেন আমার বোন সারাকে বধূরূপে আমাকে দেন।' রাগুয়েল কথাটা শুনে ফেললেন; তিনি যুবকটিকে বললেন, 'এখন তুমি খাও-দাও; আনন্দ করেই এই সন্ধ্যা কাটাও, কারণ আমার জ্ঞাতি এই তুমি ছাড়া আমার মেয়ে সারাকে নেবার অধিকার আর কারও নেই; আর আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তাকে দেব এমন অধিকার আমারও নেই, কারণ তুমি আমার ঘনিষ্ঠতম জ্ঞাতি। তথাপি, সন্তান, আমি মুক্তকণ্ঠেই তোমার কাছে সত্য প্রকাশ করতে চাই। আমি সাতবার তার বিয়ে দিয়েছি: সকল স্বামী আমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই বেছে নেওয়া; আর সকলে সেই প্রথম রাতেই তার কক্ষে যেতে না যেতেই মারা গেল। কিন্তু আপাতত, সন্তান, তুমি খাও-দাও; প্রভু আমাদের জন্য চিন্তা করবেন।' কিন্তু তোবিয়াস বলল, 'না, আপনি আমার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত আমি খাব না।' রাগুয়েল উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, সিদ্ধান্ত নিলাম! যখন মোশির পুস্তকের নির্দেশ অনুসারেই মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, তখন স্বর্গই নির্ধারণ করেছে, মেয়েটিকে তোমাকে দেওয়া হোক। সুতরাং তোমার বোনকে গ্রহণ করে নাও, এখন থেকে তুমি তার ভাই আর সে তোমার বোন। মেয়েটিকে আজ থেকে সবসময়ের জন্যই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। সন্তান, স্বর্গের প্রভু এই রাতে তাঁর অনুগ্রহ দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন, তাঁর দয়া ও শান্তি তোমাদের মঞ্জুর করুন!' রাগুয়েল মেয়ে সারাকে ডাকিয়ে আনলেন; সে এসে উপস্থিত হলে তিনি তার

হাত ধরে তাকে তোবিয়াসের হাতে এই বলে সম্প্রদান করলেন: 'আমি একে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি; বিধান এবং মোশির পুস্তকে লেখা বিধি অনুসারে একে তোমার বধূরূপে দেওয়া হচ্ছে। একে গ্রহণ করে নাও, এবং সুস্থ শরীরে ও নিরাপদেই একে তোমার পিতার বাড়িতে নিয়ে যাও। স্বর্গেশ্বর তাঁর শান্তি দানে তোমাদের আশীর্বাদ করুন।' তখন তিনি মেয়েটির মাকে ডেকে লেখার জন্য কিছু কাগজ চেয়ে বিবাহ-চুক্তি লিখে নিলেন, আর এইভাবে মোশির বিধানের নির্দেশমত তাঁর আপন মেয়েকে বধূরূপে তোবিয়াসের হাতে তুলে দিলেন। এরপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন।

পরে রাগুয়েল তাঁর স্ত্রী এদ্নাকে কাছে ডেকে বললেন, 'বোন আমার, অপর কক্ষটা প্রস্তুত করে মেয়েটিকে তার ভিতরে নিয়ে যাও।' তিনি গিয়ে আদেশমত কক্ষের বিছানা প্রস্তুত করলেন, পরে মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গেলেন। তিনি মেয়েটির জন্য চোখের জল ফেললেন, পরে চোখের জল মুছে তাকে বললেন, 'কন্যা আমার, সাহস ধর; স্বর্গের প্রভু তোমার দুঃখ আনন্দে পরিণত করুন। কন্যা আমার, সাহস ধর!' আর তাই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

এদিকে অন্যান্যরা বাইরে গিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তোবিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠে সারাকে বলল, 'বোন, ওঠ! এসো, প্রার্থনা করি, প্রভুর কাছে যাচনা করি, যেন তাঁর অনুগ্রহ ও রক্ষা পেতে পারি।' সারা উঠে দাঁড়াল, এবং দু'জনে প্রার্থনা করতে লাগল, যাচনা করল যেন তাদের উপরে রক্ষা নেমে এসে অধিষ্ঠান করে; তোবিয়াস বলল:

'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য,
যুগযুগ ধরে তোমার নামও ধন্য!
আকাশমণ্ডল ও নিখিল সৃষ্টি চিরকাল ধরে তোমাকে বলুক, ধন্য!
তুমিই আদমকে গড়েছ, তাঁর বধূ হবাকেও তুমিই গড়েছ,
তিনি যেন হন আদমের সাহায্য ও অবলম্বন স্বরূপ।
তাঁদের দু'জন থেকে গোটা মানবজাতির জন্ম হল।

তুমিই বলেছ:
মানুষের একা থাকা ভাল নয়;

তার জন্য আমরা তার মত এক সাহায্যকারিণী নির্মাণ করব।
তাই আমি এখন আমার এই বোনকে বরণ করে নিচ্ছি
দেহলালসার আকর্ষণে নয়, বরং সৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে।
প্রসন্ন হয়ে তার প্রতি ও আমার প্রতি তোমার দয়া দেখাও,
বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একসঙ্গেই আমাদের চালনা কর।'

এবং দু'জনে একসঙ্গে বলল, 'আমেন, আমেন!' তারপর সারারাত ধরে ঘুমাল।

কিন্তু রাগুয়েল বিছানা ছেড়ে উঠলেন; চাকরদের ডেকে তিনি তাদের সঙ্গে একটা কবর খুঁড়তে গেলেন; কেননা মনে মনে তিনি বলছিলেন, 'সে যেন না মরে! আমরা তো বিদ্রূপ ও ঘৃণার বস্তু হয়ে যাব!' তাঁরা কবরটা খোঁড়া শেষ করলে রাগুয়েল বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন; স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'চাকরানীদের একজনকে কক্ষে পাঠাও, সে দেখুক, তোবিয়াস বেঁচে আছে কিনা; কেননা সে যদি মরে গিয়ে থাকে আমরা তাকে সমাধি দেব, আর কেউই কিছু জানতে পারবে না।' তাঁরা চাকরানীকে আগে আগে পাঠিয়ে দিলেন, এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলেন; চাকরানী কক্ষের ভিতরে গেল, সে দেখল, দু'জনে একসঙ্গে ঘুমিয়ে আছে, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চাকরানী বেরিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে তাঁদের বলল, ছেলেটি বেঁচে আছে, অমঙ্গলকর কিছুই ঘটেনি। তাঁরা তখন স্বর্গেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে উঠলেন: 'হে ঈশ্বর, তুমি সমস্ত শুদ্ধ-পবিত্র ধন্যবাদে ধন্য! তুমি যেন অধিক ধন্যবাদের পাত্র হতে পার! তুমি ধন্য, কারণ আমাকে আনন্দিত করে তুলেছ। আমি যা ভয় করছিলাম, তা ঘটেনি, তুমি বরং মহাদয়াই আমাদের প্রতি দেখিয়েছ।'

শ্লোক - তোবিত ১২:৬ দ্রঃ

প্ধন্য ঈশ্বর! তোমরা সকল প্রাণীর সামনে তাঁর মহিমাকীর্তন কর,
উ কারণ তোমাদের প্রতি তিনি মঙ্গল সাধন করেছেন।
প্ধন্য কর তাঁর নাম, কর তাঁর নামগান! সর্বজাতির সামনে ঈশ্বরের কর্মকীর্তি যোগ্যরূপে ঘোষণা কর,
উ কারণ তোমাদের প্রতি তিনি মঙ্গল সাধন করেছেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪)

## সে-ই বিবাহোৎসবের ক্ষণ, যে ক্ষণে মাংসধারণ রহস্য গুণে প্রভু মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন

বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যে প্রসন্ন হয়ে উৎসবে যোগ দিলেন, এমনকি নিমন্ত্রিতদের আনন্দিত করার জন্য একটা অলৌকিক কর্মও সাধন করলেন, তেমন ব্যাপার স্বর্গীয় রহস্যগুলির প্রতীকমূলক অর্থ ছাড়া আক্ষরিক বর্ণনায়ও আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করে তোলে।

কেননা নির্মল বাসরে ও যথোচিত শুচিতা অনুযায়ী উদ্‌যাপিত বিবাহে যদি লেশমাত্র দোষ থাকত, তবে প্রভু বিবাহোৎসবে মোটেই যোগ দিতেন না, প্রথম চিহ্নকর্ম দ্বারা বিবাহ পবিত্র করতেও সম্মত হতেন না। কিন্তু দাম্পত্য-শুচিতা শ্রেয়, বিধবাদের যৌনসঙ্গম বিরতি শ্রেয়তর, ও সিদ্ধ কৌমার্য শ্রেষ্ঠ; এজন্য সমস্ত জীবনাশ্রমের প্রতি নিজ সম্মতি জানানোর অভিপ্রায়ে, কিন্তু একইসময়ে প্রতিটি জীবনাশ্রমের গুণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে তিনি কুমারী মারীয়ার অক্ষুণ্ন গর্ভে জন্ম নিতে প্রসন্ন হলেন, নবজাত অবস্থায় বিধবা আন্নার ভাববাণী দ্বারা আশীর্বাদপূত হলেন, এবং যৌবনকালে দম্পতি দ্বারা বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে নিজ সর্বশক্তিশালী উপস্থিতিতে তাদের মর্যাদা দেখালেন।

কিন্তু প্রতীকমূলক অর্থের আনন্দ এর চেয়ে গভীরতম, কেননা পৃথিবীতে যাঁর অলৌকিক কাজ করার কথা ছিল, সেই ঈশ্বরের পুত্র বিবাহোৎসবে যোগ দিলেন যাতে এ শিক্ষা দিতে পারেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, নবীয় অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা যাঁর কথা সূর্যের প্রতীকাকারে গান করেছিলেন: *বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে এসে সূর্য বীরের মত মেতে ওঠে পথে দৌড়োবার জন্য। আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে সে অপর প্রান্তে পরিক্রমা করে* (সাম ১৯:৬-৭)। অন্যত্র তিনি নিজেই নিজের বিষয়ে ও তাঁর আপনজনদের বিষয়ে একথা বলেন, *বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা বিলাপ করতে পারে? কিন্তু এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন তারা উপবাস করবে* (মথি ৯:১৫)। বাস্তবিকই, যেসময় আমাদের ত্রাণকর্তার মাংসধারণের কথা পিতৃপুরুষদের কাছে প্রথম প্রতিশ্রুত হয়েছিল,

সেসময় থেকে বরাবর সেই মাংসধারণ পুণ্যজনদের অশ্রু ও বিলাপের মধ্যে প্রতীক্ষিত হয়েছে—যতদিন না প্রতিশ্রুতি সিদ্ধি লাভ করল।

একই প্রকারে পুনরুত্থানের পর খ্রিষ্ট যখন স্বর্গে আরোহণ করলেন, তখন থেকে ভক্তদের প্রত্যাশা তাঁর পুনরাগমনের উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং, যেসময় তিনি মানুষদের মাঝে জীবনযাপন করছিলেন, কেবল সেই সময়েই শিষ্যেরা কাঁদতে ও বিলাপ করতে পারেননি, কারণ যাঁকে তাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবে ভালবাসছিলেন, তাঁর উপস্থিতি শারীরিক রূপেও ভোগ করছিলেন। অতএব, খ্রিষ্ট হলেন বর, ও মণ্ডলী তাঁর কনে: বরের সন্তানেরা, অর্থাৎ বর-কনের মিলনের সন্তানেরা হল সেই সকল মানুষ যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী; আর সে-ই হলো বিবাহোৎসবের ক্ষণ, যে ক্ষণে মাংসধারণ রহস্য গুণে তিনি পবিত্র মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করলেন।

তাই অনুমান করা যায়, দৈবাৎ নয় বরং প্রকৃত রহস্যের ভিত্তিতেই তিনি পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত পার্থিব বিবাহোৎসবে যোগ দিলেন—তিনি তো মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে আত্মিক ভালবাসায় মিলিত করতেই স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, আর তাঁর বাসর ছিল তাঁর পরমশুচি জননীর গর্ভ: তেমন গর্ভেই ঈশ্বর মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হলেন, এবং মণ্ডলীকে নিজের সঙ্গে মিলিত করার জন্য তিনি বর রূপে সেই গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। বিবাহোৎসব প্রথম উদ্‌যাপিত হল সেই যুদেয়ায়, যেখানে ঈশ্বরের পুত্র প্রসন্ন হয়ে মানুষ হলেন, নিজ দেহের সহযোগিতায় মণ্ডলীকে পবিত্রিত করলেন, ও পবিত্র আত্মাকে অগ্রিমদান রূপে দান করে মণ্ডলীকে বিশ্বাসে সুস্থির করলেন। কিন্তু সকল জাতি যখন বিশ্বাসে আহূত হল, তখন সেই বিবাহোৎসবের আনন্দ পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১; ২ পি ১:৪ দ্রঃ

*প্র* পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:

*উ* এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

*প্র* খ্রিষ্ট দ্বারা ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার অধিকার দান করলেন:

*উ* এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-৯; ২:১-১১)

**সামারিয়া ও যেরুশালেমের বিরুদ্ধে বাণী**

যুদা-রাজ যোথাম, আহাজ ও হেজেকিয়ার সময়ে প্রভুর এই বাণী মোরেশেথ-বাসী মিখার কাছে এসে উপস্থিত হল। তিনি সামারিয়া ও যেরুশালেম সম্বন্ধে এই দর্শন পান।

হে জাতিসকল, তোমরা সকলে শোন!
হে পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, মনোযোগ দাও!
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হোন,
তাঁর পবিত্র মন্দির থেকেই প্রভু সাক্ষী হোন!
কেননা দেখ, প্রভু তাঁর আবাস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন,
তিনি নেমে দেশের উচ্চস্থানগুলির পথে পথে চলাচল করছেন;
তাঁর নিচে পর্বতমালা গলে যায়,
যত উপত্যকা ফেটে যায় আগুনের সামনে মোমের মত,
ঢালু স্থানের উপরে ঢালা জলের মত।
তেমন কিছু ঘটছে যাকোবের বিদ্রোহ-কর্মের কারণে,
ঘটছে ইস্রায়েলকুলের পাপকর্মের কারণে।

যাকোবের বিদ্রোহ-কর্ম কী? সামারিয়া কি নয়?
যুদার পাপ কী? যেরুশালেম কি নয়?
তাই আমি সামারিয়াকে খোলা মাঠে ফেলানো ধ্বংসস্তূপ করব,
আঙুরলতা পোঁতবার স্থান করব।
তার পাথরগুলো উপত্যকায় গড়িয়ে ফেলে দেব,
তার ভিত্তিমূল অনাবৃত করব।

তার যত প্রতিমা টুকরো টুকরো করা হবে,
তার যত উপহার আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে,
আমি তার সেই সকল দেবমূর্তি একেবারে বিধ্বস্ত করব,
কেননা বেশ্যাচারের মূল্যেই তা সঞ্চিত হয়েছে,
তাই আবার বেশ্যাচারের মূল্য হয়ে যাবে।
এজন্য আমি গর্জন করব ও হাহাকার করব,
খালি পায়ে ও উলঙ্গ হয়েই আমি বেড়াব,
শিয়ালের মত গর্জন-তর্জন করব,
উটপাখির মত শোকার্ত স্বরধ্বনি তুলব ;
কারণ তার ক্ষতস্থান নিরাময়ের অতীত,
তা যুদা পর্যন্তই বিস্তৃত,
আমার আপন জাতির নগরদ্বার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত,
যেরুশালেমে পর্যন্তই বর্তমান !

ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে
অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে ;
ভোরের প্রথম আলোয় তারা তা সাধন করে,
কারণ ক্ষমতা তাদেরই হাতে।
তারা জমির প্রতি লোভ করে সবই জোর করে দখল করে,
বাড়ি-ঘরের প্রতিও লোভ করে সবই কেড়ে নেয় ;
তাতে তারা মানুষ ও তার ঘরের উপর,
মালিক ও তার উত্তরাধিকারের উপর অত্যাচার চালায়।

এজন্য প্রভু একথা বলছেন :
দেখ, এই বংশের মানুষদের বিরুদ্ধে আমি এমন অমঙ্গল কল্পনা করি,
যা থেকে তোমরা তোমাদের ঘাড়কেও রেহাই দিতে পারবে না,
মাথা উঁচু করেও হেঁটে বেড়াতে পারবে না,
কারণ সেই সময় অমঙ্গলের সময়।

সেইদিন তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ রচিত হবে,
এবং এই বিলাপগান গাওয়া হবে :
‘আমাদের নিতান্ত সর্বনাশ হয়েছে!
আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করা হচ্ছে;
আহা, তা আমার কাছ থেকে কেমন কেড়ে নেওয়া হয়েছে!—
আমাদের বিপক্ষদের মধ্যেই আমাদের জমি ভাগ ভাগ করা হচ্ছে।’

এজন্য প্রভুর জনসমাবেশে গুলিবাঁটের জন্য
দড়ি টানতে তোমার কেউ থাকবে না।
‘তোমরা প্রলাপ করো না!’—কিন্তু তারা প্রলাপ করে চলে;
‘এবিষয়ে প্রলাপ করো না, দুর্নাম তো ঘুচবেই না।
হে যাকোবকুল, এমন কিছু কি আগে কখনও বলা হয়েছে?
প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে?
তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
সরল পথে যে চলে,
তার পক্ষে কি আমার সকল বাণী মঙ্গলকর নয়?’
গতকাল আমার জনগণ একটা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল,
আজ তোমরা পোশাকের উপর থেকে তারই চাদর কেড়ে নিচ্ছ
যে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বেড়াচ্ছে।
তোমরা আমার জনগণের নারীদের তাদের প্রীতির ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ,
তাদের শিশুদের কাছ থেকে আমার দেওয়া সম্মান চিরকালের মত ছিনিয়ে
নিচ্ছ।

ওঠ, চলে যাও,
কারণ এই স্থান বিশ্রামস্থান আর নয়;
তোমার অশুচিতার কারণে বিনাশ ডেকে আনছ,
আর সেই বিনাশ হবে ভয়ঙ্কর!
বাতাসের অনুগামী কোন মানুষ যদি এই মিথ্যাকথা বলত যে,

‘আমি আঙুররস ও উগ্র পানীয় গুণে তোমার পক্ষে প্রলাপ করব,’
তবে এই জনগণের কাছে সে নবীই হত!

**শ্লোক** - মিখা ২:১, ৭; এজে ১৮:৩১

*প্র* ধিক্ তাদের, যারা শয্যায় শুয়ে শুয়ে অধর্মের কথা ভাবে ও দুরভিসন্ধি করে।
*উ* প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?
*প্র* তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।
*উ* প্রভুর ধৈর্য কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? তিনি এভাবেই কি কখনও ব্যবহার করেছেন?

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪:২১-২২)

**এসো, আমাদের সমস্ত ধনসম্পদ গরিবদের দিই**
**যেন স্বর্গীয় বিষয় লাভে ধনবান হই**

*যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক* (সাম ১০৭:৪৩)। অস্থায়ী বস্তু কেইবা অবহেলা করবে? পরিবর্তনশীল বস্তুর দিকে কেইবা নজর রাখবে? এমন কেউ কি আছে, যে বর্তমান বিষয়গুলো অস্তিত্বহীন, ও প্রত্যাশায় স্থাপিত বিষয়গুলো নিশ্চিত বলে গণ্য করবে? কেইবা বাহ্যিক চেহারা থেকে বাস্তব রূপ, স্বর্গীয় নগরী থেকে পার্থিব তাঁবু, স্থায়ী আবাস থেকে প্রবাস অবস্থা, আলো থেকে অন্ধকার, আত্মা থেকে দেহ নির্ণয় করতে পারবে? সত্যিই সুখী সেই ব্যক্তি, যে ঐশবাণীর খড়্গ দ্বারা অমঙ্গল থেকে মঙ্গল নির্ণয় ক’রে ও ভাগ ভাগ ক’রে ধন্য দাউদের কথামত *আরোহণ-যাত্রার জন্য নিজ অন্তরে প্রস্তুতি নেয়* (সাম ৮৪:৬ সত্তরী পাঠ্য), এবং এ অশ্রুময় সংসার যথাসাধ্য ত্যাগ করতে চেষ্টা ক’রে উর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে, ও খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করে ও এমন জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে যা অস্থায়ী ও অসার নয় তাঁর সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করে।

উদাত্ত কণ্ঠের ঘোষক সেই দাউদ কিন্তু উচ্চঃস্বরে ও প্রকাশ্য ঘোষণায় আমাদেরই উদ্দেশ করে কথা বলেন, যারা এখনও এ নিম্নলোকে জীবনযাপন করি: তিনি বলেন,

আমরা শক্তহৃদয় ও মিথ্যার প্রেমিক; আবার আমাদের আবেদন জানান, আমরা যেন দৃশ্য বিষয়ের প্রতি হৃদয় তত আসক্ত না করি, ও সহজে প্রাপ্য সেই আঙুররস ও তেলের প্রাচুর্যের ভিত্তিতেই যেন এজীবনের মঙ্গল গণনা না করি।

সেই ধন্য মিখা নিজেও ব্যাপারটা ভেবে দে'খে ও সাপজাতীয় সমস্ত জীব ও তাদের সকলকেও অবজ্ঞা ক'রে যারা কেবল দেখতেই ধার্মিক, বলে ওঠেন, *ওঠ, চলে যাও, কারণ এ স্থান আর বিশ্রামস্থান নয়* (মিখা ২:১০ সত্তরী পাঠ্য)। এবাণী মোটামুটি সেই বাণীরই মত, যা আমাদের উদ্দেশ্য করে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা উচ্চারণ করেন: *ওঠ, এখান থেকে চলে যাই* (যোহন ১৪:৩১)। একথা বলে তিনি সেকালের শিষ্যদের সেস্থান থেকে শুধু নয়, তিনি বরং সর্বকালের মত তাঁর সকল শিষ্যকে পৃথিবী থেকে ও পার্থিব মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন যেন স্বর্গের দিকে ও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই তাদের নিয়ে যেতে পারেন।

সুতরাং এসো, আমরা ঐশবাণীর অনুসরণ করি; এসো, সেই বিশ্রামস্থানের অন্বেষণ করি; এসো, এজীবনের ধনসম্পদ ও অভিলাষ অবজ্ঞা করি; এবং সেই সব কিছুতেই মাত্র ধনবান হই যা সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকর: অর্থাৎ কিনা, স্বর্গীয় মঙ্গল লাভে ধনবান হবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ গরিবদের দিয়ে, এসো, অর্থদানে নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ সাধন করি।

**শ্লোক** - তোবিত ৪:৮; সিরা ৩৫:৮-৯

*প্র* তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক:

*উ* তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

*প্র* অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও। পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও।

*উ* তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - তোবিত পুস্তক থেকে পাঠ (১০:৮–১১:১৭)

## পিতৃগৃহে তোবিয়াসের প্রত্যাগমন

বিবাহোৎসবের চৌদ্দ দিন কেটে গেলে পর—রাগুয়েল তো তাঁর মেয়ের জন্য তা-ই করবেন বলে শপথ করেছিলেন—তোবিয়াস তাঁকে গিয়ে বলল, 'এবার আমাকে বিদায় দিন। আমার পিতামাতা নিশ্চয়ই আমাকে দেখবার শেষ আশাও ছেড়ে দিয়েছেন! তাই, পিতা, মিনতি করি, আমাকে বিদায় দিন, যেন আমার পিতার কাছে ফিরে যেতে পারি। আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, কেমন অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে এসেছিলাম।' রাগুয়েল উত্তরে তোবিয়াসকে বললেন, 'এখানে থেকে যাও, সন্তান; আমার সঙ্গে থেকে যাও। আমি তোমার পিতা তোবিতের কাছে দূত পাঠাব, তারা তাঁকে তোমার খবর জানাবে।' কিন্তু সে বলল, 'না, আপনার কাছে ভিক্ষা রাখি, আমার পিতার কাছে আমাকে যেতে দিন।' তখন রাগুয়েল উঠে তোবিয়াসের হাতে বধূ সারাকে তুলে দিলেন; সেইসঙ্গে দিলেন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক অংশ, দাসদাসীকে, বলদ ও মেষ, গাধা ও উট, নানা পোশাক, টাকা ও কতগুলো জিনিসপত্র। এইভাবে তিনি তাদের বিদায় দিলেন যেন আনন্দের মধ্যে যেতে পারে। তোবিয়াসের কাছে তিনি এই বিশেষ শুভেচ্ছা জানালেন: 'সন্তান, সুস্থ থাক, তোমার শুভযাত্রা হোক! স্বর্গের প্রভু তোমাকে ও তোমার বধূ সারাকে প্রতিপালন করুন; মরার আগে আমি যেন তোমাদের সন্তানদের দেখতে পাই!' তাঁর মেয়ে সারাকে তিনি বললেন, 'তোমার শ্বশুর ও তোমার শাশুড়ীর প্রতি সম্মান দেখাও, কারণ যাঁরা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, ঠিক তাঁদের মত তাঁরাই এখন থেকে তোমার পিতামাতা। কন্যা, শান্তিতে যাও; যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমি যেন তোমার সম্বন্ধে কেবল শুভসংবাদই পেতে পারি।' তাদের শুভেচ্ছা জানাবার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে এদ্না তোবিয়াসকে বললেন, 'প্রিয় সন্তান ও ভাই, প্রভু তোমাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনুন! আর মরবার আগে আমি যেন তোমার ও আমার মেয়ে সারার সন্তানদের দেখতে পাই। প্রভুর সামনেই আমি তোমার রক্ষায় আমার মেয়েকে তুলে দিলাম; তার জীবনে তাকে কখনও দুঃখ দিয়ো না। সন্তান, শান্তিতে যাও। এখন থেকে আমি তোমার মা ও সারা তোমার বোন। আমরা যেন

একসঙ্গেই মঙ্গল ভোগ করতে পারি আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে।' তাদের দু'জনকে চুম্বন করে তিনি তাদের বিদায় দিলেন; তারা আনন্দের মধ্যেই ছিল। তোবিয়াস সুস্থ শরীরে ও আনন্দচিত্তে রাগুয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিল; সে স্বর্গমর্তের প্রভু সেই বিশ্বরাজকে ধন্য বলছিল, কারণ তিনি তার যাত্রা শুভ করেছিলেন। সে এই বলে রাগুয়েল ও এদ্নাকে আশীর্বাদ করল: 'আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে যেন আপনাদের সম্মান দেখাতে পারি, এ হোক আমার আনন্দ!'

তাঁরা প্রায় নিনেভের উল্টো দিকে অবস্থিত কাসেরিনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন, এমন সময় রাফায়েল বললেন, 'তুমি তো জান, আমরা তোমার পিতাকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে গেছিলাম। এসো, তোমার স্ত্রীর আগে আগে আমরাই এগিয়ে যাই; অন্যেরা আসতে আসতে আমরা বাড়ি সাজিয়ে দিই।' তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে রাফায়েল তাকে বললেন, 'পিত্তটা হাতে নাও।' কুকুর তখনও তাঁদের পিছু পিছু চলছিল। সেসময়ে আন্না বসে ছিলেন; ছেলে যে পথে ফেরার কথা, সেদিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত হলেন যে, সে-ই আসছে, তাই তার পিতাকে বললেন, 'দেখ, তোমার ছেলে আসছে, যে লোকটি তার সঙ্গে যাত্রা করছিল, সেও তার সঙ্গে আছে।' তোবিয়াস পিতার কাছে এগিয়ে যাবার আগে রাফায়েল তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার পিতার চোখ খুলেই যাবে। মাছটার পিত্ত তাঁর চোখের উপরে লেপে দাও; ঔষধটা সক্রিয় হয়ে তাঁর চোখ থেকে সেই সাদা চামড়াগুলো টেনে বের করবে। তবে তোমার পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে আলো দেখতে পাবেন।'

আন্না আগে আগে দৌড়ে ছেলেকে গলা ধরে বললেন, 'আমি তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি, এবার মরতে পারি!' আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তোবিত উঠে দাঁড়ালেন ও পায়ে হোঁচট খেতে খেতে উঠানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তোবিয়াস সেই মাছের পিত্ত হাতে করে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। তাঁর চোখের উপরে ফুঁ দিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'পিতা, সাহস ধরুন!' তাই বলে সে সেই ঔষধ লেপে দিল, আর ঔষধটা কামড়ের মত কাজ করল; তখন তোবিয়াস দু'হাত দিয়ে চোখের কোণ থেকে সেই সাদা চামড়া তুলে নিল। তোবিত তার গলা ধরে কাঁদতে লাগলেন; তিনি

বললেন, 'হে সন্তান, হে আমার চোখের আলো, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি!' এবং বলে চললেন:

'ধন্য ঈশ্বর!
ধন্য তাঁর মহানাম!
ধন্য তাঁর সকল পবিত্র দূত!
আমাদের উপরে ধন্য তাঁর মহানাম,
ধন্য তাঁর সকল দূত চিরকাল!
কারণ তিনি আমাকে আঘাত করেছেন,
আবার আমাকে দয়া করেছেন,
আর আমি এখন আমার ছেলে তোবিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি!'

তোবিয়াস আনন্দের সঙ্গে ও জোর গলায় ঈশ্বরকে ধন্য বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে গেল; পরে সে পিতাকে সবকিছু জানিয়ে দিল: তার যাত্রা কেমন সফল হয়েছে ও সে কেমন করে রুপোর তাল ফিরিয়ে এনেছে, কি করে সে রাগুয়েলের মেয়েকে বিবাহ করেছে, কেমন করে সারা এখন পিছু পিছু আসছিল, এমনকি, এর মধ্যে নিনেভের নগরদ্বারের কাছাকাছিই ছিল।

তোবিত আনন্দের সঙ্গে ও ঈশ্বরকে ধন্য বলতে বলতে পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করার জন্য নিনেভের নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। নিনেভের অধিবাসীরা যখন দেখল, তোবিত কারও সাহায্য ছাড়াই হেঁটে বেড়াচ্ছেন ও এককালের মত তেজের সঙ্গেই পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা আশ্চর্য হল; তোবিত বিস্তারিত ভাবে তাদের বলছিলেন, কেমন করে ঈশ্বর তাঁকে দয়া দেখিয়ে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিলেন। পরে তোবিত তাঁর ছেলে তোবিয়াসের বধূ সারার কাছে এসে তাকে আশীর্বাদ করলেন: 'স্বাগতম, কন্যা! ধন্য তোমার ঈশ্বর, যিনি, হে কন্যা, তোমাকে আমাদের কাছে চালনা করেছেন। তোমার পিতা আশিসধন্য হোন, আমার ছেলে তোবিয়াস আশিসধন্য হোক, তুমিও, কন্যা, আশিসধন্যা হও! আশিসপূর্ণ আনন্দে তোমার এই নিজের বাড়িতে প্রবেশ কর; স্বাগতম! কন্যা, প্রবেশ কর!'

**শ্লোক** - তোবিত ১২:৮, ৯; লুক ১১:৪১

℣ উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম—সোনা সঞ্চয় করার চেয়ে অর্থদান অনুশীলন করা শ্রেয়।

℟ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে; তা দ্বারা দয়া ও অনন্ত জীবন পাওয়া যায়।

℣ অভাবীদের দান কর, তবেই তোমাদের পক্ষে সবই শুচি হবে।

℟ অর্থদান মৃত্যু থেকে নিস্তার করে; তা দ্বারা দয়া ও অনন্ত জীবন পাওয়া যায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫:২-৩, ৬)

**যাঁরা আমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন,**

**এসো, শীঘ্রই তাঁদের কাছে এগিয়ে চলি**

অধিক সম্মাননীয় এমন বিশেষ প্রকার সাধুতা রয়েছে, যা তাঁদেরই অলঙ্কার *যাঁরা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছেন ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছেন* (প্রকাশ ৭:১৪), ও উপযুক্ত ভাবে লড়াই করেছেন বিধায় বহু সংগ্রামের পর এখন স্বর্গে জয়মালাতে ভূষিত রয়েছেন।

আর এক প্রকার সাধুসাধ্বী কি আছেন? হ্যাঁ, আছেন, কিন্তু তেমন সাধুতা গুপ্ত। কেননা এমন সাধুসাধ্বী রয়েছেন, যাঁরা এখনও সংগ্রাম করছেন; তাঁরা দৌড় দিচ্ছেন বটে, কিন্তু এখনও পুরস্কার লাভ করেননি।

হয় তো এঁদের সাধুসাধ্বী বলা কারও কাছে দুঃসাহস মনে হচ্ছে; অথচ আমি জানি, এঁদের একজন সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরকে বলতেন: *আমার জীবন রক্ষা কর, আমি যে সাধু* (সাম ৮৬:২ লাতিন পাঠ্য)। এবং যিনি ঐশরহস্যগুলির সহভাগী হয়ে উঠেছিলেন, সেই প্রেরিতদূত আরও স্পষ্টভাবে বলতেন, *আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা সাধু বলে অভিহিত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে* (রো ৮:২৮ লাতিন পাঠ্য)। এই যে কতগুলো অর্থ অনুসারে সাধুতা উল্লিখিত: কেউ পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন বিধায় সাধু বলে অভিহিত, আবার কেউ কেবল ঈশ্বরের পূর্বনিরূপণের ভিত্তিতেই সাধু। এপ্রকার সাধুতা ঈশ্বরে গুপ্ত; এবং গুপ্ত হওয়ায় গোপনেই উদ্‌যাপিত; কেননা *সে ভালবাসার কি ঘৃণার পাত্র, মানুষ তা জানে না*

(উপ ৯:১ লাতিন পাঠ্য), তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। তাই এ সাধুসাধ্বীর গুণকীর্তন ঈশ্বরের হৃদয়েই উদ্‌যাপিত, কারণ তিনি তাঁর আপনজনদের জানেন, তাদেরও জানেন, যাদের তিনি আদিকাল থেকে মনোনীত করেছেন। তাই তাঁদের সাধুতা সেই প্রাণীদেরও দ্বারা কীর্তিত হোক, যাঁরা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাদের কাছে প্রেরিত, যাদের পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু যারা এখনও জীবিত, তাদের গুণকীর্তন করা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; প্রকৃতপক্ষে জীবন যখন এখনও নিশ্চিত নয়, তখন গুণকীর্তন কেমন করে নিশ্চিত হতে পারবে? এবিষয়ে সেই স্বর্গীয় তুরি বলেন, *সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে* (২ তি ২:৫)।

আর লড়াইয়ের বিধি কী, কথাটা স্বয়ং বিধানকর্তার মুখ থেকেই শোন: *যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (মথি ১০:২২)। কে নিষ্ঠাবান থাকবে, কে বিধিমত লড়াই করবে, কে জয়মালা লাভ করবে—এসম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।

তাঁদেরই গুণকীর্তন কর, যাঁদের বিজয় এর মধ্যে নিশ্চিত; ভক্তিভরে তাঁদেরই গুণগান কর, যাঁদের জয়মালা বিষয়ে তুমি নিশ্চিতভাবে আনন্দ করতে পার। তাঁদের প্রত্যেকের স্মৃতি ঠিক যেন স্ফুলিঙ্গেরই মত, এমনকি উজ্জ্বল মশালেরই মত ভক্তদের প্রাণে তাঁদের দেখবার ও আলিঙ্গন করার উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

সেই প্রথমফসল-মণ্ডলী অধৈর্যের সঙ্গেই আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, আর আমরা শিথিল হয়ে থাকি! সাধুসাধ্বীরা আমাদের দেখতে বাসনা করেন, আর আমাদের কাছে তাঁদের বাসনা মূল্যহীন; ধার্মিকেরা আমাদের প্রতীক্ষায় আছেন, আর আমরা স্বেচ্ছায় তাঁদের কথা ভুলে থাকি!

এসো, ভ্রাতৃগণ, একবার জেগে উঠি; খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করি, ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করি, তার মাধুর্য আস্বাদন করি। যাঁরা আমাদের সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করেন, এসো, আমরাও তাঁদের সাহচর্য আকাঙ্ক্ষা করি; যাঁরা আমাদের গ্রহণ করতে তৈরী, এসো, তাঁদের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হই; যাঁরা আমাদের আগমনের দিকে চেয়ে আছেন, তাঁদের সামনে আমাদের মনোবাঞ্ছা তুলে ধরি।

শ্লোক - তোবিত ২:১৮; রো ৫:২ (লাতিন পাঠ্য)

℣ আমরা পবিত্রজনদের সন্তান;

৳ ও সেই জীবন লাভের প্রত্যাশায় রয়েছি, যে জীবন ঈশ্বর তাদেরই দেবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস কখনও হারায় না।

৴ আমরা ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি ;

৳ ও সেই জীবন লাভের প্রত্যাশায় রয়েছি, যে জীবন ঈশ্বর তাদেরই দেবেন, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস কখনও হারায় না।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১২)

**আপন জননেতাদের অপরাধের কারণে যেরুশালেম বিনষ্ট হবে**

‘হে যাকোবের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
দোহাই তোমাদের, একটু শোন :
ন্যায়বিচার জানা কি তোমাদেরই ব্যাপার নয়?
অথচ তোমরা সৎকর্ম ঘৃণা কর ও দুষ্কর্ম ভালবাস,
লোকদের দেহ থেকে চামড়া ও হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছ!’
এরা আমার জনগণের মাংস খাচ্ছে,
তাদের চামড়া খুলে হাড় ভেঙে ফেলছে;
যেমন হাঁড়ির জন্য খাদ্যদ্রব্য বা কড়াইয়ের জন্য মাংস,
তেমনি এরা তা কুচি কুচি করে কাটছে।
পরে তারা প্রভুর কাছে চিৎকার করবে,
কিন্তু তিনি সাড়া দেবেন না;
সেসময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ লুকাবেন,
কারণ তারা দুষ্কর্ম সাধন করেছে।

যে নবীরা আমার আপন জনগণকে ভ্রান্ত করে,
তাদের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন :
যতদিন তারা দাঁত দিয়ে কিছুতে কামড় দিতে পারে,

ততদিন তারা চিৎকার করে বলে, শান্তি!
কিন্তু তাদের মুখে কিছু দেওয়ার মত যার কিছু নেই,
তার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধই ঘোষণা করে।
এজন্য তোমাদের কাছে সবই রাত্রি হবে, কোন দর্শন থাকবে না;
তোমাদের কাছে সবই অন্ধকার হবে, কোন মন্ত্র থাকবে না।
তেমন নবীদের উপরে সূর্য অস্ত যাবে,
তাদের উপরে দিন তমসাপূর্ণ হবে।
তখন দৈবদ্রষ্টারা লজ্জায় আচ্ছন্ন হবে,
মন্ত্রপাঠকেরা লজ্জায় লাল হবে;
তারা সকলে নিজ নিজ ওষ্ঠ ঢাকবে,
কেননা পরমেশ্বর থেকে কোন সাড়া নেই।

কিন্তু আমার বেলায় তেমন নয়,
যাকোবকে তার অপরাধ ও ইস্রায়েলকে তার পাপ জানাবার জন্য
আমি শক্তিতে পরিপূর্ণ, প্রভুর আত্মায়ই পরিপূর্ণ,
হ্যাঁ, আমি ন্যায়বোধ ও সৎসাহসে পরিপূর্ণ।
হে যাকোবকুলের নেতারা ও ইস্রায়েলকুলের গণশাসকেরা,
তোমাদের দোহাই, একথা শোন,
তোমরাই, যারা ন্যায় ঘৃণা কর ও যা কিছু সরল তা বাঁকা কর,
যারা সিয়োনকে রক্তের উপরে,
ও যেরুশালেমকে অত্যাচারের উপরে গাঁথ!
তার নেতারা উপহারের আশাতেই বিচার সম্পাদন করে,
তার যাজকেরা অর্থলালসাতেই নির্দেশবাণী দেয়,
তার নবীরা টাকার লোভে দৈববাণী উচ্চারণ করে।
এমনকি প্রভুর উপর নির্ভর করে বলে:
'আমাদের মধ্যে কি প্রভু নেই?
কোন অমঙ্গল আমাদের নাগাল পাবে না!'

এজন্য, তোমাদের কারণে, সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে,
যেরুশালেম ধ্বংসস্তূপের ঢিবি হবে,
এবং গৃহের পর্বত হবে ঝোপে ভরা উচ্চস্থান।

**শ্লোক** - সাম ৭৯:১; দা ৩:৪২, ২৯

*প্র* পরমেশ্বর, ওরা অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির, ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুশালেম।

*উ* তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার কর।

*প্র* আমরা পাপ করেছি, তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি।

*উ* তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ থেওদরেতোস-লিখিত 'প্রভুর মাংসধারণ' থেকে পাঠ (২৮)

**আমাদের নিরাময় প্রভুর ক্ষতস্থান থেকেই আগত**

আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাই আমাদের ঔষধ; তেমন কথা আমাদের শিখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই নবী বললেন, *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট; আর আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, পরমেশ্বর দ্বারা আঘাতগ্রস্ত, জর্জরিত! তিনি কিন্তু আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম। আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন, ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খুললেন না* (ইশা ৫৩:৪-৬, ৭ সত্তরী পাঠ্য)।

মেষগুলিকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত দেখে পালক যেমন একটাকে হাতে করে নিজের গ্রহণযোগ্য চারণমাঠে চালিত করেন, ও এ মেষের আদর্শের মধ্য দিয়ে বাকিগুলোকেও নিজের কাছে আকর্ষণ করেন, তেমনি ঈশ্বরের বাণী মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট দেখে দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন ও সেই স্বরূপকে নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম ভাবে মিলিত করে তার

মধ্য দিয়ে গোটা মানবসমাজকে নিজের কাছে আকর্ষণ করে তাদের সকলকে ঐশচারণভূমিতে চালিত করলেন যারা ছিল ক্ষুধার্ত ও নেকড়ের মাঝে পরিত্যক্ত।

তাই এ উদ্দেশ্যেই আমাদের ত্রাণকর্তা আমাদের মাংস ধারণ করলেন, এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট প্রভু পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণা ভোগ করলেন, ও মৃত্যুর হাতে ও সমাধিতে সমর্পিত হয়ে সেই প্রাচীন স্বৈরাচার ধ্বংস করলেন ও ক্ষয়ের বন্দিদের কাছে অক্ষয়শীলতা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।

বিধ্বস্ত মন্দিরকে পুনর্নির্মিত করে ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করে তিনি মৃতদের কাছে, ও যারা তাঁর পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদেরও কাছে সত্যাশ্রয়ী ও অপরিবর্তনশীল প্রতিশ্রুতিগুলো প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কাছ থেকে আমি যে স্বরূপ ধারণ করেছি, ঈশ্বরত্ব তার মধ্যে বিদ্যমান ও তার সঙ্গে মিলিত ছিল বিধায়ই সেই স্বরূপ যেমন পুনরুত্থান পেল ও ঈশ্বরত্ব গুণে ক্ষয়শীলতা ও মরণশীলতা থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয়শীলতা ও অমরতা লাভ করল, তেমনি তোমরাও মৃত্যুর কঠোর দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে, ও ক্ষয়শীলতা ও তার যত বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ পরিত্যাগ করে অমরতায় পরিবৃত হবে। অতএব প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে তিনি সকল মানুষকে বাপ্তিস্ম অর্পণ করে বললেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (মথি ২৮:১৯)। বাপ্তিস্ম হল প্রভুর মৃত্যুর এক প্রতীক ও দৃষ্টান্ত; এবিষয়ে প্রেরিতদূত পল বলেন, *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে* (রো ৬:৫)।

**শ্লোক** - যোহন ১০:১৫, ১৮; এজে ৩৪:১৬ দ্রঃ

*প্র* আমি মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই—প্রভুর উক্তি; কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই:

*উ* তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।

*প্র* যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব: আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব:

*উ* তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-৬; ৩:৬ক; ৪:১-২, ৯-১৫)

## বিপদাপন্ন জনগণের প্রার্থনা

অষ্টাদশ বর্ষে, প্রথম মাসের দ্বাবিংশ দিনে, আশুর-রাজ নেবুখাদ্নেজারের প্রাসাদে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, তিনি সকল দেশের উপর প্রতিশোধ নেবেন, যেইভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর সকল পরিষদ ও সেনাপতিকে কাছে আহ্বান করে তিনি তাদের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাসভায় বসে নিজেরই মুখে তাদের কাছে সেই দেশগুলির সমস্ত শঠতা বিস্তারিত ভাবেই ব্যক্ত করলেন। তারা তখন এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যে কেউ রাজার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাকে শাস্তি দিয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করা হবে। মন্ত্রণাসভা শেষ হলে আশুর-রাজ নেবুখাদ্নেজার যাঁকে কেবল নিজেরই অধীনে রাখছিলেন, তাঁর সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি সেই হলোফের্নেসকে ডেকে বললেন, 'সারা পৃথিবীর প্রভু মহারাজ এই কথা বলছেন: দেখ, তুমি আমার অধিনায়ক রূপে বেরিয়ে পড়ে বীরযোদ্ধাদের সঙ্গে করে নাও: এক লক্ষ কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য, ও অশ্বারোহী সহ বারো হাজার ঘোড়ার দল; তারপর পাশ্চাত্য সকল দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাও, কারণ সেই সকল অঞ্চল আমার আহ্বান অমান্য করেছে।' তখন তিনি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে করে সমুদ্রতীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে যত দুর্গে তাঁর নিজের প্রহরী দল মোতায়েন রাখলেন।

যে সকল ইস্রায়েল সন্তান সমগ্র যুদেয়ায় বাস করছিল, তারা যখন শুনতে পেল, আশুর-রাজ নেবুখাদ্নেজারের প্রধান সেনাপতি সেই হলোফের্নেস অন্য জাতিগুলোর প্রতি কী না করেছিলেন, তাদের সকল মন্দির কীভাবেই না লুট করেছিলেন এবং তাদের কেমন বিনাশ-মানতের বস্তু করে ফেলেছিলেন, তখন হলোফের্নেস এগিয়ে আসছেন বিধায় তারা নিদারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল, এবং যেরুশালেমের জন্য ও তাদের ঈশ্বর প্রভুর মন্দিরের জন্য কম্পান্বিত হল।

তখন ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহাভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, মহা তৎপরতার সঙ্গে সকলেই নিজেদের নমিত করল। তারা, ও তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা, তাদের মেষ ও ছাগের পাল, ক্রীতদাস হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক প্রবাসী

যত মানুষ কোমরে চটের কাপড় বাঁধল। যেরুশালেমে বাস করছিল ইস্রায়েলীয় প্রতিটি পুরুষমানুষ বা স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে মন্দিরের সামনে প্রণিপাত করল, এবং মাথায় ছাই মেখে ও চটের কাপড় পরে প্রভুর উদ্দেশে দু'হাত তুলল। তারা যজ্ঞবেদিটাকেও চটের কাপড়ে ঢেকে দিল, এবং সকলে মিলে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে অবিরত চিৎকার করল; তাঁকে মিনতি জানাচ্ছিল, তিনি যেন এমনটি হতে না দেন যে, তাদের ছেলেমেয়েদের নিঃশেষ ধ্বংসের হাতে পড়তে দেওয়া হয়, তাদের বধূরা লুটের বস্তু হয়, তাদের অধিকৃত শহরগুলো বিলুপ্ত হয়, পবিত্রধাম কলুষিত হয় ও বিজাতীয়দের অবজ্ঞার বস্তু হয়ে যায়। প্রভু তাদের এই চিৎকার শুনলেন, তাদের ক্লেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, বাস্তবিকই জনগণ সমগ্র যুদেয়া জুড়ে ও যেরুশালেমে সর্বশক্তিমান প্রভুর পবিত্রধামের সামনে অনেক দিন থেকেই উপবাস করছিল। প্রধান যাজক যোয়াকিম আর সেই অন্য সকল যাজক যারা প্রভুর সামনে দাঁড়াত, এবং দিব্য উপাসনার সকল সেবক, সকলেই কোমরে চটের কাপড় বেঁধে চিরন্তন আহুতি, মানতের যজ্ঞবলি ও জনগণের স্বেচ্ছা-নৈবেদ্য উৎসর্গ করছিল। ছাই-মাটিতে মাখা কিরীট মাথায় পরে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভুকে ডাকত, যেন তিনি মঙ্গলের উদ্দেশে সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে দেখতে আসেন।

**শ্লোক** - যুদিথ ৭:২৮ দ্রঃ; সাম ১০৬:৬

*প্র* সেই নগরগুলির দশার কথা শুনে আমরা নিঃশেষিত হলাম; আশঙ্কা ও ভয় আমাদের ও আমাদের সন্তানদের দখল করল।

*উ* পাহাড়পর্বতও পলাতক এই আমাদের গ্রহণ করতে চায় না: প্রভু দয়া কর।

*প্র* আমাদের পিতৃগণের মত আমরাও করেছি পাপ, করেছি শঠতা, করেছি দুষ্কর্ম।

*উ* পাহাড়পর্বতও পলাতক এই আমাদের গ্রহণ করতে চায় না: প্রভু দয়া কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রার্থনা প্রসঙ্গ, উপদেশ ৬)

**প্রার্থনা হল আত্মার আলো ও প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান**

প্রার্থনা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ হল উত্তম মঙ্গল: কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে ঐক্যলাভ। দেহের চোখ যেমন আলোর দর্শনে আলোময় হয়ে ওঠে,

তেমনি ঈশ্বরে নিবিষ্ট প্রাণও তাঁর অবর্ণনীয় আলোতে আলোময় হয়ে ওঠে। আমি এমন প্রার্থনার কথা বলছি, যা অভ্যাসের ব্যাপার নয় বরং অন্তর থেকেই নির্গত, যা নির্দিষ্ট সময় বা ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দিবারাত্র অবিরতই নিবেদিত। কেননা যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন আছি, তখনই শুধু যে ইতস্তত না করে প্রাণকে ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখতে হবে এমন নয়, বরং যখন অন্য যে কোন ব্যাপারে ব্যস্ত আছি—গরিবদের সেবা, পরের যত্ন, উপকারী দয়াধর্ম যাই হোক না কেন—তখন তেমন কাজগুলির সঙ্গে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতিও মেশাতে হবে, যাতে ঈশ্বর-প্রেম দ্বারা কেমন যেন লবণ দ্বারাই স্বাদযুক্ত হয়ে সেই সমস্ত কর্ম বিশ্বপ্রভুর কাছে রুচিকর খাদ্য হতে পারে। এতে অনেক সময় দিলে তবে সারা জীবন ধরে অবিরতই আমরা তেমন উপকার ভোগ করতে পারব।

প্রার্থনা হল আত্মার আলো, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান, ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের জন্য ঔষধ, রোগের জ্বালায় প্রতিকার, প্রাণের আরাম, স্বর্গের পথে পথদিশারী: এমন পথদিশারী যা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট নয়, কিন্তু স্বর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার দিকেই ধাবিত। প্রার্থনা প্রাণীদের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, প্রাণ দিয়ে বাতাসকে ভেদ করে অতিক্রম করে, ও তারকা-বাহিনীর মধ্য থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে, ও দূতদের ঊর্ধ্বে আরোহণ করে স্বয়ং ত্রিত্বের চরণে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে এসে প্রার্থনা ঈশ্বরত্বকে প্রণাম করে, ও সেইখানে স্বর্গেশ্বরের সঙ্গে মিলন লাভের যোগ্য বলে গণ্য হয়। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উপনীত হয়ে প্রাণ অবর্ণনীয় আলিঙ্গনে প্রভুকে আলিঙ্গন করে, ও জননীর কাছে চিৎকার করে তেমন শিশুর মত আত্মিক দুধের আকাঙ্ক্ষা করে: নিজের মিনতি সজোরে উপস্থাপন করে ও এমন দানগুলো গ্রহণ করে যা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর চেয়ে শ্রেয়তর।

প্রার্থনা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্ভরযোগ্য দূত স্বরূপ, আত্মাকে আনন্দিত করে তোলে, আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। কিন্তু আমি যে প্রার্থনার কথা বলছি, তা কেবল কথা উচ্চারণে সীমাবদ্ধ নয়। প্রার্থনা ঈশ্বরের এমন আকাঙ্ক্ষা, অনির্বচনীয় এমন ভক্তি যা মানুষের কাছ থেকে আগত নয়, বরং ঐশঅনুগ্রহ দ্বারাই সৃষ্ট, যা সম্বন্ধে প্রেরিতদূতও বলেন, *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৬)।

প্রভু যদি কারও কাছে তেমন প্রার্থনার মনোভাব মঞ্জুর করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই প্রার্থনা এমন সম্পদ যা হস্তান্তরের অতীত, ও এমন খাদ্য যা প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে: যে কেউ তেমন প্রার্থনার স্বাদ পেয়েছে, সে প্রভুর প্রতি এমন আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনাপূর্ণ আগুনের মত প্রাণে জ্বলে ওঠে।

তেমন সাধনা অবলম্বন করে তোমার গৃহকে শালীনতা ও বিনম্রতায় সজ্জিত কর, ধর্মময়তা-সূচিত আলোতে উজ্জ্বল কর, খাঁটি সোনায় তথা শুভকর্মে অলঙ্কৃত কর, মূল্যবান রত্ন দিয়ে নয়, বিশ্বাস ও মনের উদারতায় ভূষিত কর; ও গৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এমন সর্বোচ্চ ভূষণ স্বরূপ সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রার্থনাই রাখ। তবেই তুমি প্রভুর জন্য উপযুক্ত আবাস নিখুঁতরূপে সাজাবে, ও তাঁকে তোমার গৃহে ঠিক যেন দীপ্তিময় রাজপ্রাসাদেই বরণ করবে—তুমি তাঁকে ও তাঁর অনুগ্রহ প্রাণ-মন্দিরে নির্মিত মূর্তির মতই লাভ করবে। তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৩৪:৪, ৬; কল ১:১৩, ১২

*প্র* আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর, এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।

*উ* তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

*প্র* তিনিই অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার ক'রে আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন।

*উ* তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী মিখার পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৬)

**আপন জনগণের বিরুদ্ধে প্রভুর বিবাদ**

তোমরা এখন শোন, প্রভু কি বলছেন :

‘তুমি ওঠ, পাহাড়পর্বতের সামনে বিবাদ কর,
উপপর্বতগুলো তোমার বক্তব্য শুনুক!
হে পাহাড়পর্বত, প্রভু যে বিবাদ উপস্থাপন করছেন, তা শোন;
হে পৃথিবীর সনাতন ভিত, কান দাও!
কারণ তাঁর আপন জনগণের সঙ্গে প্রভুর বিবাদ হচ্ছে,
তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে তর্ক করবেন।
হে আমার আপন জনগণ, আমি কী করেছি তোমার?
কিসেতেই বা তোমাকে ক্লান্ত করেছি? আমাকে সেই জবাব দাও।
আমি তো মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছি,
দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমার মুক্তিকর্ম সাধন করেছি,
এবং তোমাকে চালনা করতে
মোশি, আরোন ও মরিয়মকে প্রেরণ করেছি!
হে আমার আপন জনগণ,
একবার স্মরণ কর মোয়াবের রাজা বালাকের সেই ষড়যন্ত্র,
স্মরণ কর তাকে কি উত্তর দিয়েছিল বেয়োরের সন্তান বালায়াক।
স্মরণ কর শিত্তিম থেকে গিল্গাল পর্যন্ত কী ঘটেছিল,
যেন তোমরা প্রভুর ধর্মময়তার সকল কাজ জানতে পার।’

আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব

ও সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সামনে প্রণত হব?
আমি কি আহুতি নিয়ে,
একবছরের বাছুরদের নিয়েই কি তাঁর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব?
হাজার হাজার ভেড়া
ও লক্ষ লক্ষ তেলপ্রবাহেই কি প্রভু প্রসন্ন হবেন?
আমার অপরাধের জন্য আমি কি আমার প্রথমজাত সন্তানকে নিবেদন করব?
আমার নিজের পাপের জন্য কি আমার ঔরসের ফল দান করব?

হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন,
তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে,
দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে,
ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
এই যে প্রভুর কণ্ঠস্বর! তিনি নগরীর কাছে চিৎকার করছেন,
যারা তাঁর নাম ভয় করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ করবেন;
তোমরা, হে সকল গোষ্ঠী ও এখানে সমবেত নগরবাসী সকল, শোন:
দুর্জনের ঘরে কি এখনও আছে দুষ্কর্মের ভাণ্ডার?
এখনও আছে সেই ঘৃণ্য লঘুভার-করা এফা?
আমি কি সেই দুষ্কর্মের নিক্তি,
ও সেই ছলনার বাটখারা সহ্য করতে পারব?
নগরীর ধনীরা অত্যাচারে পরিপূর্ণ,
নগরবাসী সকলে শুধু মিথ্যা কথা বলে।

তাই আমি নিজেই তোমাকে প্রহার করতে শুরু করেছি,
তোমার পাপের জন্য তোমাকে সংহার করতে আরম্ভ করেছি।
তুমি খাবে, কিন্তু তৃপ্তি পাবে না,
তোমার ক্ষুধাও তোমার মধ্যে থাকবে;
তুমি জমিয়ে রাখবে, তবু কিছুই বাঁচাতে পারবে না;

যা বাঁচাবে, তা আমি খড়্গের হাতে তুলে দেব।
তুমি বীজ বুনবে, তবু কিছুই কাটবে না,
জলপাই পেষাই করবে, তবু গায়ে তেল মাখাবে না,
আঙুরফল মাড়াই করবে, তবু আঙুররস পান করবে না।

**শ্লোক** - মিখা ৬:৮; সাম ৩৭:৩

*প্র* হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, তা তোমাকে বলাই হয়েছে:

*উ* তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

*প্র* প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, এ দেশে বসবাস কর, বিশ্বস্ততা পালন কর।

*উ* তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৫)

**তপস্যার মধ্য দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো**

ভুলভ্রান্তি ও পাপের বার্ধক্য ছেড়ে আমার কাছে ফিরে এসো, ও তোমাদের অন্তর থেকে রিপু দূর করে দিয়ে তপস্যার মধ্য দিয়ে নিজেদের নবায়ন কর। মঙ্গল বিষয় ভাব, অনুগ্রহ গ্রহণ কর—সেই খ্রিষ্টেরই অনুগ্রহ যা জীবনের নবীনতার উদ্দেশে নবায়ন ঘটায়।

হে দ্বীপপুঞ্জ, আমার কাছে ফিরে এসো। সম্ভবত দ্বীপপুঞ্জ বলতে এখানে মণ্ডলীগুলো বোঝায়, সেই যে মণ্ডলীগুলো এসংসারের প্রতিকূলতা ও বিপদ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েও ও তাদের বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায় তাদের তরঙ্গমালায় আলোড়িত হয়েও তবু অটল ও স্থিতমূল হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সেই মণ্ডলীগুলো এমন প্রস্তরের উপরে স্থাপিত, যে প্রস্তর স্বয়ং খ্রিষ্ট।

এ কথা বলতে তাদেরও বোঝায়, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে: এক কালে পাপে লিপ্ত হয়ে, নিন্দার পাত্র ও অশুচি হয়ে, রিপুতে ভরা ও বলিরেখায় পূর্ণ হয়ে

তারা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনের নবীনতায় উত্তীর্ণ হল, ও এমন শুচি কুমারী হয়ে উঠল যে কালিমা ও বলিরেখা থেকে মুক্ত, এমনকি পবিত্র ও অক্ষুণ্ন। তাই তোমরা আমার কাছে ফিরে এসো (মালা ৩:৭ দ্রঃ)।

*পুব থেকে কে ধর্মময়তা জাগিয়ে তুললেন, নিজ পদতলে তা আহ্বান করলেন, আর তা তাঁর কাছে গেল?* (ইশা ৪১:২ সত্তরী পাঠ্য)। কেবল সৃষ্টির সৌন্দর্যের জন্যই বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রশংসা করা যথেষ্ট নয়; সেই সমস্ত মঙ্গলদানের জন্যও তাঁর প্রশংসা করা উচিত, যা মঞ্জুর করে তিনি আমাদের তাঁর নিজের শান্তি ও প্রসন্নতার চিহ্ন দান করেন। কেননা যে মানবজাতি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ছিল, মৃত্যু, ক্ষয় ও শয়তানের স্বৈরশাসন থেকে তাকে মুক্ত করে তিনি মরমানুষদের পরিত্রাণ সাধন করলেন: তিনি শয়তানকে ও তার যত সঙ্গীদের নিঃশেষ করে দিলেন, ও সেই পাপ যা আমাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার করছিল, সেই পাপ বিনষ্ট করে তিনি বিশ্বাস দ্বারা আমাদের ধর্মময় করে তুললেন। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে সেই খ্রিষ্টেরই মধ্য দিয়ে অপরূপভাবে দান করা হয়, *যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা —অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি* (১ করি ১:৩০)।

তাই দয়া ও ভালবাসায় সহভাগিতা ক'রে, তাতেও সহভাগিতা ক'রে যা পরিত্রাণের জন্য উপযোগী, আমরা গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠলাম। তেমন কথাও আমাদের কাছে নবী দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল: *আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর ডানায় থাকবে আরোগ্যদান* (মালা ৩:২০ সত্তরী পাঠ্য)। তবে কেই বা পুব থেকে সূর্যের মত ধর্মময়তা তথা খ্রিষ্টের উদয় ঘটালেন? কেই বা ধর্মময়তাকে আহ্বান করলেন, অর্থাৎ ধর্মময়তাকে নিয়ে এসে জগদ্বাসীদের কাছে তার আবির্ভাব ঘটালেন? এবং তার আবির্ভাব এমন ভাবেই ঘটালেন যাতে ধর্মময়তা কেবল ঈশ্বরের পদতলে না থেকে বরং যারা তাকে আহ্বান করে তা তাদের কাছে যায়?

প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এভাবেই জীবনযাপন করলেন: তিনি পিতার কর্ম সাধন করলেন ও আমাদের কাছে তাঁর স্বরূপ অনুসারেই তাঁকে দেখালেন; কেননা তিনি পরাক্রমে পিতার সমতুল্য ছিলেন, এখনও তাঁর সমতুল্য; আর এজন্য নিজ কর্ম দ্বারা মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করলেন যে, তিনি সবদিক দিয়েই পিতার অধিকারের

অধিকারী। পূর্ণ সচেতনতায় তিনি বললেন, *আমার পিতার কাজ আমি যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করো না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ* (যোহন ১০:৩৭-৩৮)।

শ্লোক - এজে ১৮:৩১, ৩২; ২ পি ৩:৯

*প্র* তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

*উ* আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

*প্র* তোমাদের প্রতি প্রভু অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।

*উ* আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-২১)

## হলোফের্নেসের মন্ত্রণা-সভা

ইতিমধ্যে আশুরীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসকে এই খবর জানানো হয়েছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে: তারা পার্বত্য যত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছে, যত পর্বতচূড়ায় গড় স্থাপন করেছে, ও সমতল ভূমিতে কতগুলো বাধা বসিয়েছে। তিনি মহাক্রোধে জ্বলে উঠলেন, এবং মোয়াবের সকল নেতাকে, আম্মোনের সমস্ত অধিনায়ক ও সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোর সকল সমাজনেতাকে কাছে আহ্বান করে তাদের বললেন, 'হে কানানের মানুষ, তোমরা আমাকে একটু অবগত কর, এই জাতি পর্বতমালায় যার বসতি, তা কেমন জাতি? তারা যে শহরগুলিতে বাস করে, সেগুলো কেমন? তাদের সৈন্যদের সংখ্যা কত? তাদের শক্তি ও তাদের তেজের উৎস কী? তাদের সৈন্যদলের রাজা ও নেতা হিসাবে কে দাঁড়িয়েছে? পাশ্চাত্য জাতিগুলো যেমন করেছে, তারা তেমনিভাবে আমার অপেক্ষায় থাকতে কেন রাজি হয়নি?'

সকল আম্মোনীয়দের নেতা আকিওর তাঁকে উত্তরে বললেন, 'আমার প্রভু তাঁর এই দাসের মুখের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনুন! আপনি এই যে জায়গায় আছেন, তার কাছাকাছি পর্বতমালার উপরে যে জাতি বাস করে, তার সম্বন্ধে আমি আপনাকে সত্যকথা বলব, আপনার এই দাসের মুখ থেকে কোন মিথ্যা বের হবে না। এই জাতি কাল্দীয়দের বংশধরদের নিয়েই গড়া। প্রথমে ওরা মেসোপতামিয়ায় গিয়ে বসতি করল, কারণ ওদের যে পিতৃপুরুষেরা কাল্দীয়দের দেশে বসবাস করছিল, ওরা তাদের দেব-দেবীর অনুগামী হতে চাচ্ছিল না। ওরা তাদের পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য ত্যাগ করে স্বর্গেশ্বরকে উপাসনা করেছিল, সেই যে ঈশ্বরকে ওরা জানতে পেরেছিল। এজন্য ওদের পিতৃপুরুষেরা নিজেদের দেব-দেবীর সামনে থেকে ওদের দূর করে দিল, আর ওরা মেসোপতামিয়ায় আশ্রয় নিয়ে সেখানে বহুদিন ধরে থাকল। কিন্তু যে দেশ ওদের আশ্রয় দিয়েছিল, ওদের ঈশ্বর সেই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে ও কানান দেশে আসতে ওদের আজ্ঞা দিলেন। আর আসলে ওরা এখানে বসতি করল, এবং প্রচুর পরিমাণ সোনা-রুপো ও গবাদি পশু অর্জন করে ধনবান হয়ে উঠল। তারপর, সমস্ত কানান দেশ দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত হওয়ায় ওরা

মিশরে গেল, এবং যতদিন ওদের বাঁচিয়ে রাখা হল, ওরা সেইখানে থাকল। এমনকি, সেখানে ওরা এমন বিপুল এক লোকসমাজ হয়ে উঠল যে, ওদের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা আর সম্ভব হল না। কিন্তু মিশর-রাজ ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন, তিনি ইট তৈরি করতে ওদের বাধ্য করলেন, ওদের নত করা হল, ক্রীতদাসেরই মত ওদের সঙ্গে ব্যবহার করা হল। ওরা ওদের ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করল, আর তিনি সমগ্র মিশর দেশ এমন শাস্তি দানে আঘাত করলেন, যার প্রতিকার ছিল না। সেজন্য মিশরীয়েরা নিজ দেশ থেকে ওদের দূর করে দিল। ঈশ্বর ওদের সামনে লোহিত সাগর শুষ্ক করে দিলেন এবং সিনাই ও কাদেশ-বার্নেয়ার পথ দিয়ে ওদের চালনা করলেন। মরুপ্রান্তরের যত অধিবাসীদের দূর করে দিয়ে ওরা আমোরীয়দের দেশে বসতি করল, এবং ওদের শক্তি হেশবোন-নিবাসীদের নিঃশেষ করে দিল; পরে যর্দন পার হয়ে ওরা এই সমস্ত পর্বত দখল করে নিল। নিজেদের সামনে থেকে ওরা কানানীয়, পেরিজীয়, যেবুসীয়, শিখেমীয় ও সকল গির্গাশীয়কে দেশছাড়া করে বহু বছর ধরে তাদের অঞ্চলে বসবাস করল। প্রকৃতপক্ষে, যতদিন ওরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করল না, ততদিন ওদের মধ্যে সমৃদ্ধি ছিল, কেননা ওদের সঙ্গে যে ঈশ্বর, তিনি তো দুষ্কর্ম ঘৃণাই করেন। কিন্তু, তিনি যে পথ ওদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, যখন ওরা তা ছেড়ে সরে গেল, তখন বহু যুদ্ধ-সংগ্রামে নিদারুণ ভাবেই পরাজিত হল, বন্দি অবস্থায় বিদেশেই ওদের নিয়ে যাওয়া হল, ওদের ঈশ্বরের মন্দির ধূলিসাৎ করা হল, আর ওদের শহরগুলো ওদের শত্রুদের হাতে পড়ল। আচ্ছা, এখন ওদের ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে, যে সমস্ত জায়গা থেকে ওদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওরা সেই সমস্ত জায়গায় ফিরে এসেছে; ওদের পবিত্রধাম যেখানে রয়েছে, সেই যেরুশালেমকে আবার দখল করেছে, এবং যে সমস্ত পর্বত আগে জনশূন্য ছিল, ওরা সেইখানে বসতি স্থাপন করেছে। এখন, হে মহারাজ, হে প্রভু আমার, এই জাতি তার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে যদি তাদের মধ্যে কোন অপরাধ থাকে, অর্থাৎ আমরা যদি বুঝি যে, ওদের মধ্যে এই বাধা রয়েছে, তবে আসুন, এগিয়ে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। অন্যদিকে ওদের লোকদের মধ্যে যদি কোন অপরাধ না থাকে, তবে আমার প্রভু পিছটান দিন, পাছে তাদের ঈশ্বর যিনি, সেই প্রভু তাদের ঢালস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান আর আমরা সারা পৃথিবীর সামনে তাচ্ছিল্যের বস্তু হই।'

**শ্লোক** - যুদিথ ১৬:১৩, ৫; ৬:১৭; সিরা ৩৬:১৫-১৬ দ্রঃ

*প্র* হে সর্বশক্তিমান প্রভু, হে মহান ও গৌরবময় ঈশ্বর, তুমি একটা নারীর হাত দ্বারা বিজয় মঞ্জুর করেছ,

*উ* তোমার দাসদের প্রার্থনা শোন।

*প্র* হে প্রভু, তুমি ধন্য ; যারা তোমাতে ভরসা রাখে তাদের তুমি তো ফেলে রাখ না, ও যারা নিজেদের পরাক্রমে গর্ব করে, তাদের তুমি তো নামিয়ে দাও।

*উ* তোমার দাসদের প্রার্থনা শোন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১-২)

## প্রার্থনার বিষয়বস্তু

এমন মহত্তম বিষয়গুলো রয়েছে যা মানুষের ঊর্ধ্বস্থিত হওয়ায় ও আমাদের নশ্বর প্রকৃতির চেয়ে বহুগুণে ঊর্ধ্বতম হওয়ায় বোধসীমিত ও মরণশীল মানবজাতির পক্ষে বোধ-অসাধ্য ; অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিষয়গুলো বোধসাধ্য হয়ে ওঠে সেই বহুবিধ ও অসীম অনুগ্রহ গুণে যা আমাদের সীমাহীন অনুগ্রহের সেবাকর্মী সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা ও সহযোগী সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বর থেকে মানুষের উপর বর্ষিত। তাই, সমস্ত কিছু যা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যেহেতু মানব প্রকৃতির পক্ষে সেই প্রজ্ঞাকে অর্জন করা অসাধ্য ছিল—বাস্তবিকই দাউদ অনুসারে *ঈশ্বর প্রজ্ঞায় সবকিছু গড়েছেন* (সাম ১০৪:২৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)—সেজন্য যা অসাধ্য ছিল, তা আমাদের পক্ষে সাধ্য হয়েছে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা *যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা* ও *মুক্তি* (১ করি ১:৩০)।

স্বর্গীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করা যে মানুষের পক্ষে অসাধ্য, তেমন কথা কেবা অস্বীকার করবে? অথচ যা অসাধ্য, তা *ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ গুণে* (২ করি ৯:১৪) সাধ্য হয়ে উঠেছে ; আর আসলে যাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তিনি সম্ভবত সেই তিনটে স্বর্গের বিষয়ের অনুসন্ধান করলেন, কারণ *অকথনীয় এমন কথা শুনেছিলেন, যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই* (২ করি ১২:৪)।

আর কেইবা বলতে পারবে যে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের মন জানা সাধ্য? যখন ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন মানুষের পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুটা জানা সাধ্য নয়। তবু ভালভাবে মনোযোগ দাও কীভাবে এও সাধ্য হয়ে ওঠে, কেননা তিনি বলেন, *আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি* (১ করি ২:১২-১৩)।

মানব দুর্বলতার কারণে যা কিছু অসাধ্য, তার মধ্যে প্রার্থনা প্রসঙ্গে সূক্ষ্মরূপে ও ঈশ্বরোপযোগী ভাষায় কথা বলা অন্যতম—কেমন ও কেন প্রার্থনা করা উচিত, প্রার্থনায় ঈশ্বরকে কী বলা উচিত, প্রার্থনার জন্য কোন সময় অন্য সময়ের চেয়ে অধিক উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় জানা ও শেখানো সম্ভব নয়; বস্তুত প্রেরিতদূত বলেন, *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না* (রো ৮:২৬)। কেননা প্রার্থনা করা যে উচিত তা শুধু নয়, উচিত মত প্রার্থনা করা ও যা উচিত সেবিষয়ে প্রার্থনা করাও প্রয়োজন; কারণ যদিও আমরা বুঝতে পারতাম কীবা প্রার্থনা করা উচিত, তবু তা যথেষ্ট হত না, যদি না সেই 'উচিত মত'ও যোগ না করতাম। একই প্রকারে, 'উচিত মত' প্রার্থনা করায় কী লাভ, যদি না জানি কিবা যাচনা করা উচিত?

'কীবা যাচনা করা উচিত', তা প্রার্থনার বস্তু সংক্রান্ত বিষয়; অন্যদিকে, 'উচিত মত' কথাটা প্রার্থীর মনোভাব সংক্রান্ত বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ এ হল কয়েকটা বিষয় যা 'কীবা প্রার্থনা করা উচিত' সংক্রান্ত: *তোমরা স্বর্গীয় বিষয়ের অন্বেষণ কর ও পার্থিব বিষয় তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে* (মথি ৬:৩৩ দ্রঃ); *যারা তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর* (লুক ৬:২৮); *তোমরা ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান* (মথি ৯:৩৮); *আর প্রার্থনাকালে তোমরা বেশি কথা ব্যবহার করো না* (মথি ৬:৭)।

শ্লোক - রো ৮:২৬; জাখা ১২:৯, ১০

*প্র* উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না;

৳ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

৴ প্রভুর উক্তি : সেদিন আমি দাউদকুলের উপর ও যেরুশালেমের অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ ও মিনতির আত্মা বর্ষণ করব :

৳ স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৮)

## ইস্রায়েল-রাজ্য-সমাপ্তি

যুদা-রাজ আহাজের দ্বাদশ বর্ষে এলাহ্‌র সন্তান হোশেয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে নয় বছর রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই

করলেন, তবু তাঁর আগে ইস্রায়েলে যে রাজারা ছিলেন, তাঁদের মত নয়। তাঁর বিরুদ্ধে আশুর-রাজ শাল্মানেসের রণ-অভিযানে বেরিয়ে এলেন; হোশেয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন ও তাঁর করদাতা হলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে আশুরের রাজা হোশেয়ার একটা চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, কেননা তিনি মিশরের সো রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, এবং বছরে বছরে যেমন করে আসছিলেন, আশুর-রাজের কাছে সেইমত কর আর পাঠাতেন না; এজন্য আশুরের রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে কারাবাসে আটকে দিলেন। আশুরের রাজা এসে সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন, এবং সামারিয়ায় এসে তিন বছর ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। হোশেয়ার নবম বর্ষে আশুরের রাজা সামারিয়া হস্তগত করে ইস্রায়েলীয়দের দেশছাড়া করে আশুরে নিয়ে গেলেন, এবং গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা শহরে বসিয়ে দিলেন।

এমনটি ঘটবার কারণ এই: মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে মুক্ত করে যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, তাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে তারা পাপ করেছিল যেহেতু অন্য দেবতাদেরই পূজা করেছিল; আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তারা তাদেরই আচার-আচরণ, ও ইস্রায়েল-রাজাদের প্রবর্তিত আচার-আচরণ মেনে চলেছিল। ইস্রায়েল

সন্তানেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরা কথা বলেছিল; সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই তারা উচ্চস্থানগুলিতে নানা দেবালয় নির্মাণ করেছিল। যত উঁচু পাহাড়ে বা সবুজ গাছের তলায় তারা স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র দণ্ডগুলো দাঁড় করিয়েছিল। প্রভু তাদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের মত তারা সেই সমস্ত উচ্চস্থানে ধূপ জ্বালিয়েছিল; এবং কুকর্ম করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তারা পুতুল-পূজা করেছিল, অথচ এই বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, 'তেমন কাজ তোমরা করবে না!'

অথচ প্রভু সমস্ত নবী ও দৈবদ্রষ্টার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে ও যুদাকে বারবার সাবধান করে বলেছিলেন, 'তোমাদের যত কুপথ ত্যাগ করে ফিরে এসো, এবং আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছি ও আমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে যা পাঠিয়েছি, সেই সমস্ত বিধান অনুসারে আমার সমস্ত আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন কর।' কিন্তু তারা কান দিল না; তাদের যে পিতৃপুরুষেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস করেনি, তাদের মনের মত নিজেদের মনও কঠিন করল। তারা তাঁর বিধিনিয়ম, তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করা সন্ধি, ও তাদের কাছে দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্যবাণী অগ্রাহ্য করল; তারা অসার বস্তুর অনুগামী হল, ফলে তারা নিজেরাও অসার হল—ঠিক সেই জাতিগুলির মত, যাদের আচার-আচরণ অনুকরণ করতে প্রভু তাদের নিষেধ করেছিলেন। তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করল, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দু'টো বাছুরের মূর্তি তৈরি করল, পবিত্র দণ্ডগুলো প্রস্তুত করল, আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করল, ও বায়াল-দেবতাদের সেবা করল। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাল, মন্ত্রতন্ত্র ও জাদুবিদ্যা ব্যবহার করল, এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজ করার জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিল, আর এইভাবে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। এজন্য প্রভু ইস্রায়েলের উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন; তখন কেবল যুদা গোষ্ঠী অবশিষ্ট রইল!

**শ্লোক** - সিরা ৪৮:১৫-১৬

*প্র* জনগণ মনপরিবর্তন করল না, নিজেদের পাপকর্মও তারা ত্যাগ করল না, যে পর্যন্ত তাদের নিজেদের দেশ থেকে পাল ধরে তাদের ঠেলে দেওয়া হল।

*উ* তাদের সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল; কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল।

*প্র* এদের কয়েকজন ঈশ্বরের যা গ্রহণীয় তা-ই করল, অন্যেরা পাপকর্মের বৃদ্ধি ঘটাল।

*উ* তাদের সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল; কেবল অল্প সংখ্যক এক জনগণই অবশিষ্ট থাকল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জের্মানুস-লিখিত 'মণ্ডলী বিষয়ে ধ্যান' থেকে পাঠ

**মণ্ডলী ও সাক্রামেন্তগুলি**

মণ্ডলী হল ঈশ্বরের মন্দির, পবিত্র মন্দির, প্রার্থনা-গৃহ, জনসমাবেশ, খ্রিষ্টের দেহ, খ্রিষ্টের নাম, খ্রিষ্টের কনে; মণ্ডলী সর্বজাতিকে তপস্যা ও প্রার্থনায় আহ্বান করে; মণ্ডলী বাপ্তিস্মের জলে শুচীকৃতা, মূল্যবান রক্তে ধৌতা, কনের অলঙ্কারে সজ্জিতা, পবিত্র আত্মার তেলে চিহ্নিতা—যেমনটি নবী বলেন, *ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; তোমার সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা ছুটে আসব* (পরমগীত ১:২, ৩ দ্রঃ)।

আরও, মণ্ডলী হল সেই পার্থিব আকাশমণ্ডল যেখানে পরাৎপর বসবাস করেন ও গমনাগমন করেন; মণ্ডলী ক্রুশে খ্রিষ্টের যন্ত্রণা, সমাধি ও পুনরুত্থানের প্রতীক বহন করে। মণ্ডলী কুলপতিদের তাঁবুতে ও মোশির সাক্ষাৎ-তাঁবুতে আনন্দের সঙ্গে পূর্বদর্শিতা, প্রেরিতদূতদের উপরে স্থাপিতা, প্রায়শ্চিত্তাসন ও পবিত্রস্থানের উত্তরাধিকারী, নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিতা, প্রেরিতদূতদের অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, সাক্ষ্যমরদের দ্বারা সিদ্ধতা-প্রাপ্তা, ও তাঁদের পবিত্র দেহাবশেষের গৌরবাসনে প্রতিষ্ঠিতা।

মণ্ডলী ঈশ্বরের গৃহ বলেও অভিহিতা হতে পারে, যে গৃহে পুষ্টি ও জীবন দানকারী ভোজনপাটে জীবনের রহস্যময় বলিদান উদ্‌যাপিত হয়; মণ্ডলীতে প্রতিটি ঐশতত্ত্ব হল

প্রভুর শিক্ষার মূল্যবান রত্নার মত—সেই যে শিক্ষা তিনি নিজ শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

*জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (যোহন ৩:৫)। এবং নিজ শিষ্যদের কাছে প্রভু ঘোষণা করেছিলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (মথি ২৮:১৯)। আর আমাদের খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে বাপ্তিস্ম হয়েছে, কারণ তিনি যেমন যর্দনে যোহনের হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন, আমরাও জলে ডুব দিলে পর জলের গভীর থেকে উঠে ও সেই ত্রিবিধ জলসিঞ্চন গ্রহণ করে স্বয়ং খ্রিষ্টের তিন দিনব্যাপী সমাধি ও পুনরুত্থানের মূর্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠি ও সেই কথা স্বীকারও করি।

বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের এজন্য তৈলাভিষিক্ত করা হয়, কারণ রাজাদের, যাজকদের ও নবীদেরও তৈলাভিষিক্ত করা হত; মাংসধারণের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত হওয়ায় খ্রিষ্টও রাজা ও যাজক রূপে তৈলাভিষিক্ত হলেন। তাছাড়া আমাদের এজন্যও তৈলাভিষিক্ত করা হয়, আদমের দোষের ফলে মৃত্যু আমাদের সাধারণ উত্তরাধিকার হওয়ায় শয়তান যেন মৃত্যুজনক পাপের শক্তিতে আমাদের পুনরায় পরাজিত না করে। জল-রহস্য আমাদের কাছে পবিত্র আত্মার জল ও আগুনের প্রক্ষালনের সেই রহস্যময় কথা প্রকাশ করে, যে প্রক্ষালন দ্বারা আমরা আমাদের পাপের কালিমা ছেড়ে শুচিতা, নবজন্ম ও অনন্ত জীবন পাবার যোগ্যতা লাভ করেছি। বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে শয়তানের দাসত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাই, ও ঈশ্বরের পুত্রের অনুগ্রহের স্বাধীনতা গ্রহণ করি: আমরা জল ও আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রে পবিত্রীকৃত ও ধৌত হলে পুত্র আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছে এই বলে চালিত করেন, হে পবিত্র পিতা, আমি উপস্থিত, আর আমার সঙ্গে তারাও উপস্থিত, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছিলে তারা যেন পবিত্রীকৃত হয়ে তোমাকে, সেই একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে, ও তুমি যাঁকে প্রেরণ করেছ সেই খ্রিষ্টকে জানতে পারে, ফলে তারাও যেন আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে।

শ্লোক - সাম ৩৬:৯, ১০; ৬৫:৫

*প্র* তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও।

ঊ তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

প্ তোমার গৃহের মঙ্গলদানে আমরা পরিতৃপ্ত হব।

ঊ তোমাতেই যে জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১০, ১৪-১৬; ৭:১, ৪-৫)

## ইস্রায়েলীয়দের হাতে সমর্পিত আকিওর

মন্ত্রণাসভায় যারা চারপাশে উপস্থিত ছিল, সেই লোকদের কোলাহল প্রশমিত হওয়ার পর আশুরীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেস সেই বিদেশীদের সমগ্র জনসমাবেশের সামনে ও সকল মোয়াবীয়দের সামনে আকিওরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'আকিওর, তুমি কে, আর এফ্রাইমের এই টাকায় কেনা-সৈন্যেরা কারা যে আমাদের মধ্যে তুমি আজ নবীর মত ব্যবহার করছ, আর এমন চেষ্টা করছ যেন আমরা ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে পিছটান দিই? তুমি বলছ, তাদের ঈশ্বর ঊর্ধ্ব থেকে তাদের রক্ষা করবেন। বেশ, নেবুখাদ্নেজার ছাড়া আর কোন্ ঈশ্বরই বা আছেন? তিনি তাঁর নিজের শক্তি পাঠিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করবেন, তখন তাদের ঈশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। বরং আমরা, তার দাস এই আমরাই তাদের যেন একটামাত্র মানুষের মতই ঝাঁটিয়ে দেব, কারণ আমাদের রণ-অশ্বের বলের সামনে তারা দাঁড়াতে পারবেই না। আমরা তাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে তাদের পুড়িয়ে দেব, তাদের পাহাড়পর্বত তাদের রক্ত খেয়ে মত্ত হয়ে উঠবে, তাদের যত মাঠ তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে, আমাদের সামনে তাদের পাদতলও দাঁড়াতে পারবে না; না, তারা সকলে বিনষ্ট হবে: এই কথা সারা পৃথিবীর প্রভু স্বয়ং নেবুখাদ্নেজারই বলছেন। কেননা তিনি কথা বলেছেন, আর তাঁর কথা বৃথা বলে প্রমাণিত হবেই না। আর তোমার বিষয়ে, আম্মোনের টাকায় কেনা-সৈন্য হে আকিওর, তুমি যে এই সমস্ত কিছু বলেছ তোমার দুর্বিপাকের দিনে, তুমি আজ থেকে আমার মুখ আর দেখবে না, যতদিন না আমি মিশর থেকে আসা এই জাতের মানুষদের উপর প্রতিশোধ নিই! তখন আমার সৈন্যদের অস্ত্র ও আমার বিপুল কর্মচারীদের বর্শা তোমার কোমর ভেদ করবে। হ্যাঁ, আমি যখন ইস্রায়েলের দিকে মুখ ফেরাব, তখন তাদের মৃতদেহের মধ্যে তোমারও মৃত্যু হবে। আমার দাসেরা এখন তোমাকে পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে আমার যাত্রাপথের নিকটবর্তী কোন একটা শহরে ছেড়ে দেবে; তাদের সর্বনাশের সহভাগী না হওয়া পর্যন্ত তুমি মরবে

না। কিন্তু তুমি যদি মনে মনে আশা রাখ, তারা ধরা পড়বে না, তবে তোমার চেহারা এত বিষণ্ন না হোক। আমি কথা বলেছি: আমার কোন কথা বৃথা যাবে না!'

তখন হলোফের্নেস, তাঁর তাঁবুতে যে দাসেরা সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের হুকুম দিলেন, যেন আকিওরকে ধরে তারা বেথুলিয়ার দিকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ইস্রায়েল সন্তানদের হাতে ছেড়ে দেয়। ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের শহর থেকে নেমে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, তাঁর বাঁধন খুলে দিল, ও তাঁকে বেথুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে শহরের জননেতাদের সামনে উপস্থিত করল। সেসময়ে জননেতারা ছিলেন শিমেয়োন গোষ্ঠীর মিখার সন্তান উজ্জিয়া, গথোনিয়েলের সন্তান খাব্রিস ও মেল্কিয়েলের সন্তান খার্মিস। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত প্রবীণবর্গকে ডেকে পাঠালেন, এবং সকল যুবক ও স্ত্রীলোক দৌড়ে সমাবেশের জায়গায় এসে উপস্থিত হল। সেই সমস্ত জনসমাবেশের মাঝখানে আকিওরকে দাঁড় করাবার পর উজ্জিয়া ঘটনার বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

পরদিন হলোফের্নেস সমস্ত সৈন্যদলকে ও সহকারী-সৈন্য হিসাবে যারা তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের সকলকে আদেশ করলেন, যেন বেথুলিয়ার দিকে রওনা হয়, এবং পর্বতের যত প্রবেশপথ দখল করে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুরু করে। তেমন বিপুল সংখ্যা দেখে ইস্রায়েল সন্তানেরা একেবারে সন্ত্রাসিত হয়ে পড়ল; একে অন্যকে বলছিল, 'এরা এবার সারা দেশকেই গ্রাস করবে। এদের ওজনে সর্বোচ্চ পর্বতও দাঁড়াতে পারবে না, সবচেয়ে গভীরতম উপত্যকাও নয়, যত পাহাড়ও নয়!' তারা এক একজন নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিল, এবং যত মিনারের উপরে আগুন জ্বালিয়ে সেদিন সারারাত ধরে প্রহরা দিল।

**শ্লোক** - সাম ৯:১০; ১০:১৪, ১৫

*প্র* হে প্রভু, তুমি যে বিচারাসনে চিরসমাসীন, তুমি যে ন্যায়বিচারক, সঙ্কটকালে অত্যাচারিতদের জন্য হও দুর্গ,

*উ* কারণ কেবল তুমিই দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ।

*প্র* তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়, তুমিই তো এতিমের সহায়;

*উ* কারণ কেবল তুমিই দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২)

## কেমন প্রার্থনা করা উচিত

'উচিত মত' প্রার্থনা সংক্রান্ত একটা উদাহরণ এরূপ, *আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত তুলে প্রার্থনা করুক। একই প্রকারে নারীরাও দৃষ্টি-শোভন পোশাক প'রে, শালীনতা ও সংযমে ভূষিতা হোক; চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়, কিন্তু—ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়—শুভকর্মেই সজ্জিতা হোক* (১ তি ২:৮-১০)।

এই বচনও 'উচিত মত' প্রার্থনা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করে: *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর* (মথি ৫:২৩-২৪)।

কেননা পাপকর্মের দুর্গন্ধ জানে না এমন মন থেকেই যখন প্রার্থনা নিবেদিত, তখন চেতনাসম্পন্ন সৃষ্টজীব তেমন প্রার্থনার সুগন্ধ ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আর কী মহত্তর উপহার উত্তোলন করতে পারে?

তাছাড়া, যিনি এ সমস্ত বচন জানতেন, এবং বিধান ও নবী-পুস্তকগুলো থেকে এবং সুসমাচারে প্রকাশিত সেগুলোর পূর্ণতা থেকে (মথি ৫:১৭ দ্রঃ) আর কতই নাকি বচন উল্লেখ করতে ও সেগুলোর এক একটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যা করতে পারতেন, সেই স্বয়ং পল নিজের স্বভাবের আত্মসংযম গুণে শুধু নয় বরং নিজের সত্যবাদিতা গুণেও এমনটা লক্ষ করেন যে, এসমস্ত জানা সত্ত্বেও তিনি "উচিত মত" প্রার্থনা বিষয়টা জানা থেকে বহুদূরে রয়েছেন, আর এজন্য তিনি *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না* (রো ৮:২৬) কথাটা নিজের বক্তব্যে যোগ করেন; এতে তিনি বলতে চান যে, এক্ষেত্রে যা কিছুর অভাব, তা এমন ব্যক্তিকে যুগিয়ে দেওয়া হবে যে ব্যক্তি না জানলেও তবু নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে তার অভাব পূরণ করা হয়। বস্তুত তিনি বলেন চলেন, কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। *আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন,*

*তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৬-২৭)।

পবিত্রজনদের হৃদয়ে *আব্বা, পিতা* (গা ৪:৬) ডাকতে থাকেন যিনি, সেই পবিত্র আত্মা যেহেতু জানেন যে, পতিত ও পথভ্রষ্ট যারা, এই তাঁবুতে তাদের সেই আর্তনাদ তাদের আরও ভারাক্রান্ত করা ছাড়া বেশি কিছু করতে পারে না, সেজন্য তিনি মানবজাতির প্রতি মহা মঙ্গলময়তা ও নিজের করুণার সঙ্গে আমাদের আর্তনাদ আপন করে 'ঈশ্বরের কাছে অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন'। এবং নিজেতে যে প্রজ্ঞা রয়েছে, সেই প্রজ্ঞা গুণে তিনি যখন দেখতে পান, আমাদের প্রাণ ধুলায় তলিয়ে রয়েছে ও হীনাবস্থার এই দেহে বন্দি, তখন ঈশ্বরের কাছে সাধারণ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে নয়, বরং *এমন অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়েই আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন, যে আর্তনাদ সেই অকথনীয় কথারই সমরূপ যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই* (২ করি ১২:৪)।

উপরন্তু, ঈশ্বরের কাছে আমাদের হয়ে অনুরোধ করায় তুষ্ট না হয়ে পবিত্র আত্মা বরং নিজের অনুরোধ আরও প্রবল করে 'অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে প্রবল অনুরোধ করেন'; আমার ধারণায় তিনি তাদেরই হয়ে প্রার্থনা করে থাকেন যারা বিশেষভাবে বিজয়ী, যেইভাবে পল বলেন, *এসব কিছুতে আমরা বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী* (রো ৮:৩৭)। এক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে যে, তিনি কেবল তাদেরই হয়ে প্রার্থনা করেন যারা অধিক বিজয়ী বলে গণিত না হলেও তবু বিজয়ী ও নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না। *উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন* (রো ৮:২৬) বচনটা *আমি আত্মা দিয়ে প্রার্থনা করব, বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করব; আত্মা দিয়ে সামগান গাইব, বুদ্ধি দিয়েও সামগান গাইব* (১ করি ১৪:১৫) বচনটার সঙ্গে সম্পর্কিত; কেননা আমাদের মন প্রার্থনা করতে পারে না, যদি না তার আগে প্রথমে সেই আত্মাই প্রার্থনা করেন যাঁকে মন কেমন যেন শোনার জন্য প্রবৃত্ত; ফলে মন তাল, সুর ও লয় বজায় রেখে ও মৃদুকণ্ঠে খ্রিষ্টে পিতার গুণকীর্তন ও প্রশংসাগানও করতে পারে না, যদি না *যিনি সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে*

দেখেন (১ করি ২:১০), সেই আত্মাই আগে তাঁর গুণকীর্তন ও স্তুতিগান করেন, যাঁর গভীরতম বিষয় তলিয়ে দেখেছেন ও সাধ্যমত তা উপলব্ধি করেছেন।

**শ্লোক** - যোহন ১৬:২৪; সাম ১৪৫:১৯

*প্র* এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচনা করনি;

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

*প্র* যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন, তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।

*উ* যাচনা কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:২৪-৪১)

**সামারীয়দের উৎপত্তি**

আশুরের রাজা তখন বাবিলন, কুথা, আব্বা, হামাথ ও সেফার্বাইম থেকে লোক আনিয়ে সামারিয়ার শহরগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের জায়গায় তাদেরই বসিয়ে দিলেন। তারা সামারিয়া দখল করে সেখানকার শহরগুলিতে বসতি করল। সেখানে তাদের বসবাসের শুরুতে তারা প্রভুকে ভয় করত না, এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠালেন, আর সিংহরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল। তখন তারা আশুরের রাজাকে বলল, 'আপনি যে জাতিগুলোকে স্থানান্তর করে সামারিয়ার শহরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছেন, তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠিয়েছেন; দেখুন, সিংহরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, কেননা তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না।' তাই আশুরের রাজা এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা সেখান থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে এনেছ, তাদের একজনকে সেখানে ফেরত পাঠাও; সে গিয়ে সেখানে বাস করুক ও লোকদের সেই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্মের কথা শিখিয়ে দিক।' তখন তারা সামারিয়া থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে নিয়ে গেছিল, তাদের একজন এসে বেথেলে বাস করে তাদের শেখালেন কেমন করে প্রভুকে উপাসনা করতে হয়।

কিন্তু তবুও এক একটা জাতি তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি তৈরি করল, এবং সামারীয়েরা উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় গেঁথেছিল, তারা সেগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি বসিয়ে দিল; এক এক জাতি যে যে শহরে বাস করত, সেই সেই শহরে তাই করল। এইভাবে বাবিলনের লোকেরা সুক্কোথ-বেনোথ তৈরি করল, কুথার লোকেরা নের্গাল তৈরি করল, হামাথের লোকেরা আশিমা তৈরি করল, আব্বীয়েরা নিব্‌হাজ ও তার্তাক তৈরি করল, এবং সেফার্বাইমেরা সেফার্বাইমের দেবতা আদ্রাম-মেলেখ ও আনাম-

মেলেখের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াত। তারা প্রভুকেও উপাসনা করল, এবং নিজেদের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলির জন্য যাজকদের নিযুক্ত করল; এরাই তাদের জন্য উচ্চস্থানগুলিতে উপাসনা চালাত। তারা প্রভুকেও উপাসনা করত, এবং যে সকল জাতির মধ্য থেকে তাদের আনা হয়েছিল, তাদের প্রথা অনুসারে তাদের আপন আপন দেবতারও সেবা করত। তেমন প্রাচীন প্রথাগুলো তারা আজও পালন করছে; তারা প্রভুকে উপাসনা করে না, তাঁর বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলে না, এবং প্রভু যাঁর নাম ইস্রায়েল রেখেছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানদের জন্য যে বিধান ও আজ্ঞা জারি করেছিলেন, সেই অনুসারেও তারা চলে না। আসলে প্রভু তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'তোমরা অন্য দেবতাদের উপাসনা করবে না, তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, তাদের সেবা করবে না, তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে না, তোমরা বরং কেবল সেই প্রভুকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই উদ্দেশে প্রণিপাত করবে, তাঁরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে, যিনি মহা পরাক্রম দেখিয়ে ও প্রসারিত বাহুতে মিশর দেশ থেকে তোমাদের এখানে এনেছেন। তিনি তোমাদের জন্য যে বিধি ও নিয়মনীতি এবং যে বিধান ও আজ্ঞা লিখিত আকারে দিয়েছেন, সেই সমস্তই সবসময় সযত্নে পালন করবে; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না, তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' কিন্তু তারা কান দিল না; সবসময়ই তাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে চলল। তাই সেই জাতিগুলো প্রভুকেও উপাসনা করত, তাদের দেবতাদেরও সেবা করত, আর তাদের সন্তানেরাও সেইমত করত। তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন করত, তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরাও আজও তেমনি করছে।

শ্লোক - ২ রাজা ১৭:৩৮-৩৯; দ্বিঃবিঃ ৬:৪

℣ আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না:

℟ তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।

℣ শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু।

℟ তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে, আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আভেলবের্গের বিশপ সাধু আনসেলমো-লিখিত 'সংলাপ' থেকে পাঠ (১:৬)

**নতুন ভক্তমণ্ডলী পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গুণেই সম্মিলিত হয়েছে**

পরমপবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস বিশ্বাসীদের ধারণ-ক্ষমতা অনুসারে প্রকাশিত হয়ে ও কেমন যেন আংশিকভাবেই বিতরণকৃত হয়ে, নিজের পূর্ণতালাভের দিকে বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষে সিদ্ধিলাভ করে।

এজন্য খ্রিষ্টের আগমন থেকে বিচারের সেই দিন পর্যন্ত—যে দিনটি ষষ্ঠ যুগ বলে চিহ্নিত ও যার মধ্যে ঈশ্বরের পুত্রের উপস্থিতি দ্বারা অদ্বিতীয় ও একই মণ্ডলী নবায়িত, —অদ্বিতীয় ও একরূপ পর্যায় শুধু নয়, কিন্তু বিবিধ ও বিচিত্র পর্যায়ও বিদ্যমান। খ্রিষ্টধর্মের একটি দিক আদিমণ্ডলী-কালে তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন যর্দন থেকে বেরিয়ে এসে, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হয়ে ও প্রলোভন শেষে শয়তান দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যিশু যুদেয়া ও গালিলেয়া পেরিয়ে যেতে যেতে সেই বারোজন প্রেরিতদূতকে মনোনীত করলেন: তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বিষয়ে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করলেন, তাঁদের শিক্ষা দিলেন তাঁরা যেন আত্মায় দীনহীন হন, সেই বাকি বাণীও তাঁদের শেখালেন যা পর্বতে উপদেশে অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের উপদেশ দিলেন তাঁরা যেন অনিত্য সংসারকে অবজ্ঞা করেন, এবং সুসমাচার সংক্রান্ত অগণিত ও পরিত্রাণদায়ী আদেশ বিষয় তাঁদের অবগত করলেন।

কিন্তু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর, ও পবিত্র আত্মা প্রেরিত হলে পর অনেক মানুষ প্রেরিতদূতদের সাধিত আশ্চর্য কর্ম ও চিহ্ন দেখে তাঁদের সঙ্গ নিলেন, এবং এমনটি ঘটল যে, লুকের বর্ণনা অনুসারে, *যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাসী*

*হয়ে উঠেছিল, তারা ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না, বরং সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল। তাদের মধ্যে কেউই অভাবে ভুগছিল না, কিন্তু প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু ভাগ করে দেওয়া হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত* (প্রেরিত ৪:৩২, ৩৪; ৫:১৩)।

তাতে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ গুণে নতুন ভক্তমণ্ডলী সম্মিলিত হল: তেমন মণ্ডলী প্রথমে ইহুদীদের মধ্যে, পরে বিজাতীয়দের মধ্যে নবায়িত হল। নবায়নটা এভাবে ঘটল: মণ্ডলী ইহুদী ও বিজাতীয় রীতিনীতি ধীরে ধীরে বর্জন করল, কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে প্রাকৃতিক ও ধর্মসম্মত এমন কিছুটা বাঁচাল যা প্রাকৃতিক নিয়ম ও লিপিবদ্ধ নিয়ম থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল ও খ্রিষ্টবিশ্বাসের তখনও বিরুদ্ধ ছিল না, এখনও বিরুদ্ধ নয়, বরং তাদের জন্য উপযোগী, যারা ভক্তিভরে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেগুলিকে পালন করে।

সেসময় থেকেও পুরাতন ও নূতন নিয়মের সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর ক'রে পরমপবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাস সূক্ষ্মরূপে ও প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে শুরু হয়—আগে এ বিশ্বাস প্রতীকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ও ধাপে ধাপেই মানুষের চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। আবার সেসময়ে নতুন নতুন সাক্রামেন্ত, নতুন ধর্মানুষ্ঠান, নতুন বিধি ও নতুন প্রতিষ্ঠানের উদয় হয়; প্রৈরিতিক ও প্রমাণসিদ্ধ পত্র লেখা হয়; উপদেশ ও লেখা দ্বারা খ্রিষ্টীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়; সমগ্র জগতের কাছে সেই বিশ্বাস প্রচারিত হয় যার নাম কাথলিক; এবং পবিত্র মণ্ডলী এমন নানা পর্যায়ের মধ্য থেকে যেতে যেতে, যে পর্যায়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের দিনগুলি পর্যন্ত পরম্পরাগত ভাবে উপস্থিত, ঈগলের যৌবনের মত নবায়িত হয় ও সর্বদাই নবায়িত হতে থাকবে; তবু তেমন নবায়নের মধ্যেও মণ্ডলী পরমপবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থিতমূল করে রাখবে, আর সেই ভিত্তি ছাড়া কেউই অন্য ভিত্তি কখনও স্থাপন করতে পারবে না—যদিও অধিকাংশ ধর্মগুলোর গঠন এমন নির্মাণকর্ম অনুসারে প্রভুর পবিত্র মন্দিরে নির্মিত হয় যা সমরূপ নয়।

শ্লোক - ইশা ৬৩:১১; এফে ৪:১১, ১২ দ্রঃ

*প্র* প্রভু নিজ জনগণের কথা স্মরণ করলেন: নিজ পালের পালকদের সঙ্গে তাদের বের করে আনলেন;

ঊ তিনি তাদের মধ্যে নিজ পবিত্র আত্মাকে রাখলেন।

প্ খ্রিষ্ট কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন।

ঊ তিনি তাদের মধ্যে নিজ পবিত্র আত্মাকে রাখলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১ক, ১০-১৪, ২৮-৩৩; ৯:১-৬, ১৪)

## স্বজাতির দশার জন্য চিন্তিতা যুদিথ

সেসময়ে যুদিথ অবস্থাটার কথা জানতে পারলেন; তিনি ছিলেন মেরারির কন্যা। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশেষ দাসীকে—যার উপর তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার ছিল—শহরের প্রবীণ সেই খাব্রিস ও খার্মিসকে ডাকতে পাঠালেন। তাঁরা এলে তিনি তাঁদের বললেন, 'বেথুলিয়ার জননেতারা, আমার কথা শুনুন। আপনারা আজ লোকদের কাছে যেভাবে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়; এমনকি, প্রভু যদি নির্দিষ্ট কয়েক দিনের মধ্যে আপনাদের সাহায্যে না আসেন, আপনারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আপনারা আমাদের শত্রুদের হাতে শহরটি তুলে দেবেন! আপনারা কে যে আজকের এই দিনে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছেন? এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনারা কে যে ঈশ্বরের মাথায় উঠেছেন? হায় রে, আপনারা সর্বশক্তিমান প্রভুকে যাচাই করছেন! অথচ আপনারা কিছুই বোঝেন না, এখনও নয়, কখনও নয়! আপনারা যখন মানুষের অন্তঃস্থল তলিয়ে দেখতে ও তার মনের চিন্তাও বুঝতে অক্ষম, তখন যিনি এইসব কিছুর নির্মাতা, আপনারা কেমন করে তাঁকে তলিয়ে দেখতে, তাঁর চিন্তা জানতে, বা তাঁর সঙ্কল্প বুঝতে পারবেন? না, ভাই, আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করবেন না!'

তখন উজ্জিয়া তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, তা সরল হৃদয় দিয়েই বলেছ; এমন কেউ নেই যে তোমার একটা কথায়ও বিমত হতে পারে। কেননা তোমার প্রজ্ঞা শুধু আজ থেকে প্রকাশ্য নয়, তোমার দিনগুলির শুরু থেকেই বরং গোটা জাতি তোমার সূক্ষ্ম জ্ঞান ও তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা জানতে পেরেছে।

কিন্তু তবুও লোকেরা তীব্র তেষ্টার জ্বালায় ভুগছিল বিধায় তেমন ব্যবহারে আমাদের বাধ্য করেছে, ফলে আমরা সেইভাবে ব্যবহার করলাম, সেইভাবে কথাও বললাম, এমন শপথও আপন করে নিলাম যা কখনও লঙ্ঘন করতে পারব না। কিন্তু তুমি আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তুমি তো ধর্মপ্রাণ মহিলা, তবে প্রভু আমাদের কুয়ো ভরিয়ে দিতে জল পাঠাবেন, ফলে আমরা আর নিঃশেষিত হব না।' যুদিথ তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা শুনুন, আমি এমন কর্মকীর্তি সাধন করতে অভিপ্রায় করছি, যার স্মৃতি

আমাদের জাতির সন্তানদের কাছে যুগের পর যুগ সম্প্রদান করা হবে। আজ রাতে আপনাদের নগরদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; আমি আমার দাসীর সঙ্গে বেরিয়ে যাব। আপনারা যে নির্দিষ্ট দিনের পরে শহরটা শত্রুহাতে তুলে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই দিনগুলির মধ্যে প্রভু আমার হাত দ্বারা ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন।'

তখন যুদিথ উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন; মাথায় ছাই ছড়ালেন, নিচে যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, অন্য কাপড় খুলে শুধু সেই চটের কাপড়ই পরে থাকলেন; সেসময়ে যেরুশালেমে ঈশ্বরের গৃহে সান্ধ্য ধূপ উৎসর্গ করা হচ্ছিল। যুদিথ তখন জোর গলায় প্রভুর কাছে চিৎকার করে বললেন, 'হে প্রভু, হে আমার পিতৃপুরুষ শিমেয়োনের ঈশ্বর, তুমি বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের খড়্গ তাঁর হাতে দিয়েছ, তাদেরই বিরুদ্ধে, যারা একটি কুমারীর বন্ধনী খুলে দিয়ে তাকে লজ্জায় অভিভূত করেছিল, তার কোমর অনাবৃত করে তাকে অসম্মানের মধ্যে ফেলেছিল ও তার গর্ভ কলুষিত করে তাকে দুর্নামের বস্তু করেছিল। তুমি বলেছিলে, তেমন কর্ম করতে নেই! কিন্তু তারা তাই করেছিল। এজন্য তুমি তাদের জননেতাদের মৃত্যুর হাতে, ও তাদের ছলনায় কলঙ্কিত তাদের সেই বিছানা রক্তের হাতে তুলে দিয়েছ; তুমি দাসদের তাদের কর্তাদের সঙ্গে, ও কর্তাদের তাদের অনুচারীদের সঙ্গে আঘাত করেছ। তুমি এমনটি হতে দিয়েছ, যেন তাদের বধূরা লুটের হাতে পড়ে, তাদের কন্যারা দাসত্বের অধীন হয়, ও তাদের সমস্ত সম্পদ তোমার প্রীতিভাজন সন্তানদের মধ্যে ভাগ করা হয়; কারণ এরা তোমার প্রতি ধর্মাগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে তাদের রক্তের কলুষে ঘৃণাবোধ করেছিল ও তোমার কাছে চিৎকার করে তোমার সহায়তা প্রার্থনা করেছিল। হে ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, এই বিধবার কথাও এখন শোন। কেননা অতীতে যা কিছু ঘটেছে, এখন যা কিছু ঘটছে, ও পরবর্তীকালে যা কিছু ঘটবে, তা তুমিই আগে থেকে নিরূপণ করেছ। যা ঘটবে ও যা ঘটছে, তা তুমিই নির্ধারণ করেছ; যা কিছু ঘটেছে, তা তুমিই পরিকল্পনা করেছিলে। তোমার দ্বারা যা কিছু নিরূপণ করা হয়, সেইসব কিছু এসে উপস্থিত হয়ে বলল, এই যে আমরা! কারণ তোমার সকল পথ আগে থেকে নিরূপিত, ও তোমার বিচারগুলি আগে থেকে নির্ধারিত। তোমার গোটা জনগণের কাছে ও সকল গোষ্ঠীর কাছে এমন প্রমাণ দাও

যে, তুমিই প্রভু, তুমিই সমস্ত পরাক্রম ও সমস্ত প্রতাপের ঈশ্বর; এবং ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করবে, তুমি ছাড়া আর এমন কেউই নেই।'

**শ্লোক** - যুদিথ ৮:২০, ১৪, ১৬ দ্রঃ

*প্র* প্রভুকে ছাড়া আমরা অন্য ঈশ্বরকে মানি না; তাঁর উপরেই আমাদের ভরসা।

*উ* তিনি আমাদের অবজ্ঞা করেন না, নিজ পরিত্রাণও আমাদের বংশ থেকে সরিয়ে দেন না।

*প্র* অঝোরে চোখের জল ফেলে আমরা তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করি, ও তোমার সম্মুখে আমাদের প্রাণ নত করি।

*উ* তিনি আমাদের অবজ্ঞা করেন না, নিজ পরিত্রাণও আমাদের বংশ থেকে সরিয়ে দেন না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২, ৫)

**কিছু ঘটবার আগেও ঈশ্বর সবই জানেন**

প্রভু প্রার্থনা শেষ করলে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যিনি তাঁকে বলেছিলেন, প্রভু, *আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান, যেমন যোহনও নিজ শিষ্যদের শেখালেন* (লুক ১১:১), আমার ধারণায় সেই শিষ্য নিজেতে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, কেমন করেই যে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, মানব দুর্বলতা তা থেকে বহু দূরে রয়েছে; এবং পিতার কাছে প্রার্থনাকালে ত্রাণকর্তা যে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মহান বাণী উচ্চারণ করছিলেন, তা শুনতে পেয়ে তিনি এবিষয়ে আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন।

তবে এমনটা কি মেনে নিতে হবে যে, বিধান-শাসন পালনে মানুষ হয়ে যে ব্যক্তি নবীদের বাণী অবিরতই শুনেছিলেন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাজগৃহে যোগ দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি কোন "এক জায়গায়" প্রার্থনায় রত প্রভুকে না দেখা পর্যন্ত প্রার্থনা করতে আদৌ জানতেন না? তেমনটা বলা অবশ্যই নির্বোধের কথা। কেননা তিনি ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী প্রার্থনা করতেন, কিন্তু এও দেখতে পেরেছিলেন যে, প্রার্থনা ক্ষেত্রে তাঁর আরও জ্ঞান লাভ করা দরকার ছিল। আরও, যে সমস্ত শিষ্য যেরুশালেম থেকে, সমস্ত যুদেয়া থেকে ও যর্দনের সমস্ত অঞ্চল থেকে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য যোহনের কাছে আসত (মথি

৩:৫-৬ দ্রঃ), প্রার্থনা সম্বন্ধে যোহন তাদের কীবা শেখাতেন যদি না নবীর চেয়েও মহাব্যক্তি হওয়ায় (মথি ১১:৯ দ্রঃ) তিনি প্রার্থনা বিষয়ে এমন ধারণা পেয়েছিলেন, যা সকল দীক্ষাপ্রার্থীর কাছে নয়, সম্ভবত কেবল তাদেরই কাছে গোপনে শিখিয়ে দিতেন, যারা বিশেষ শিক্ষা পাবার আগ্রহে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার আগে তাঁর কাছে আসত?

এমন প্রার্থনাগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষেই আত্মিক ছিল এবং ছিল অপরূপ ও রহস্যময় তত্ত্বে পরিপূর্ণ, কারণ পবিত্রজনদের হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মা নিজেই প্রার্থনা করেন। রাজাবলির প্রথম পুস্তকে আন্নার প্রার্থনা আংশিকভাবে রয়েছে, কেননা তিনি *প্রভুর সামনে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে করতে' যেহেতু 'নিজের হৃদয়েই প্রার্থনা করছিলেন* (১ শামু ১:১২-১৩ দ্রঃ), সেজন্য পুরা প্রার্থনা লিপিবদ্ধ হয়নি। ১৭ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'দাউদের প্রার্থনা', ৮৯ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা,' এবং ১০১ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হল, 'দুঃখীর প্রার্থনা: অবসন্ন হয়ে সে প্রভুর কাছে মনের কথা ভেঙে বলে।' তেমন প্রার্থনাগুলো যেহেতু পবিত্র আত্মা দ্বারাই সত্যিকারে গঠিত ও ব্যক্ত, সেজন্য ঈশ্বরের প্রজ্ঞার নির্দেশগুলিতেও পরিপূর্ণ, ফলে সেগুলির মধ্যে যা যা প্রতিশ্রুত, তার বিষয়ে বলা যেতে পারে: *কে এমন প্রজ্ঞাবান যে একথা উপলব্ধি করবে? কে এমন সুবিবেচক যে এই সমস্ত কিছুর অর্থ জানতে পারবে?* (হো ১৪:১০ সত্তরী পাঠ্য অনুযায়ী)।

সুতরাং, যেহেতু প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করা এমন কঠিন কাজ যে, আমাদের পক্ষে পিতা দ্বারা আলোকিত হওয়া, প্রথমজাত বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া, ও আত্মা দ্বারা উপকৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেজন্য যেন তেমন উৎকৃষ্ট বিষয় উপলব্ধি করা ও সেই বিষয়ে উপযোগী কিছু কথা বলা সম্ভব হতে পারে আমি মানুষ হিসাবে প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আত্মার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তেমন বিষয়ে আমাকে পূর্ণ ও আত্মিক জ্ঞান মঞ্জুর করা হয়, ও সুসমাচারে লিপিবদ্ধ প্রার্থনাগুলোও যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অতএব, আমরা প্রার্থনা করার আগে যিনি আমাদের সমস্ত প্রয়োজন জানেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করার অর্থ কি? *বস্তুতপক্ষে আমাদের কী কী প্রয়োজন, আমরা যাচনা করার আগেও স্বর্গস্থ পিতা তা জানেন* (মথি ৬:৮ দ্রঃ)। তবে, যিনি যা কিছু আছে

সেইসব ভালবাসেন ও *যা কিছু গড়েছেন সেগুলোর কিছুই ঘৃণা করেন না* (প্রজ্ঞা ১১:২৪), সেই পিতা ও বিশ্বনির্মাতা যে ত্রাণকর্তা হিসাবে মানুষের প্রার্থনা বাদেও এক একজনের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করবেন, এমনটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত। তিনি এতে এমন পিতার মত ব্যবহার করেন যিনি নিজের সন্তানদের রক্ষা করেন ও এমনটা অপেক্ষা করেন না যে, তারা তাঁর কাছে যাচনা করবে, যেহেতু হয় তারা যাচনা ব্যক্ত করতে একেবারে অসমর্থ, না হয় এই কারণে যে, অজ্ঞতাবশত তারা প্রায়ই এমনটা চায় যা তাদের সুবিধা ও উপকারের বিপরীত। সাধারণ সন্তানেরা নিজেদের পিতার মনোযোগ থেকে যতখানি দূরবর্তী, তার চেয়ে মাসুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বর থেকে আরও বেশি দূরবর্তী।

**শ্লোক** - রো ১১:৩৪, ৩৫; ইশা ৪০:১৪

*প্র* কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?

*উ* আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

*প্র* এমন কার কাছেই বা তিনি পরামর্শ চাইলেন, সে যেন তাঁকে বুদ্ধি দেয় ও শেখায় ন্যায়পথ?

*উ* আর কেইবা প্রথমে তাঁকে কিছু দান করেছে সে যেন পেতে পারে প্রতিদান?

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১-২; ৩০:১-১৬ক)

**হেজেকিয়ার আমলে পালিত পাস্কাপর্ব**

হেজেকিয়া পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আবিয়া, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করতে সকলকে যেরুশালেমে প্রভুর গৃহে সমবেত করার জন্য হেজেকিয়া ইস্রায়েলের ও যুদার সর্বত্রই দূত পাঠালেন, এবং এফ্রাইম ও মানাশেকেও পত্র লিখলেন। আসলে রাজা, তাঁর প্রধানেরা ও যেরুশালেমের গোটা জনসমাবেশ বছরের দ্বিতীয় মাসেই পাস্কা পালন করতে স্থির করেছিলেন, কারণ প্রয়োজনের চেয়ে অল্পসংখ্যক যাজক পবিত্রীকৃত হয়েছিল ব'লে এবং যেরুশালেমে লোকেরা সমাগত হয়নি ব'লে তা ঠিক সময়ে পালন করা তাঁদের পক্ষে অসাধ্য হয়েছিল। তেমন প্রস্তাবে রাজা ও সমস্ত জনসমাবেশ প্রীত হয়েছিলেন। সুতরাং, যেহেতু অনেকে আদিষ্ট বিধিনিয়ম পালন করেনি, সেজন্য তারা বের্শেবা থেকে দান পর্যন্ত ইস্রায়েলের সর্বত্রই ঘোষণা করবে বলে স্থির করেছিল, যেন লোকেরা যেরুশালেমে এসে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন করে। তাই রাজার আজ্ঞায় পত্রবাহকেরা রাজার ও তাঁর প্রধানদের পক্ষ থেকে পত্র নিয়ে ইস্রায়েল ও যুদার সব জায়গায় গিয়ে এই কথা বলল, 'ইস্রায়েল সন্তান, তোমরা আব্রাহাম, ইস্হাক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফের; তবে তোমাদের মধ্যে যারা আশুরের রাজাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, তিনি তাদের কাছে ফিরবেন। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের ও ভাইদের মত হয়ো না! তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ায় তিনি তাদের চরম দুর্দশায় তুলে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের

পিতৃপুরুষদের মত কঠিনমনা হয়ো না; প্রভুকে হাত দাও, তিনি চিরকালের জন্য যে স্থান পবিত্রীকৃত করেছেন, সেই পবিত্রধামে এসো; তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সেবা কর, তবেই তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের কাছ থেকে সরে যাবে। কেননা তোমরা যদি প্রভুর কাছে ফের, তবে যাদের দ্বারা তোমাদের ভাইদের ও ছেলেদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের কাছে তারা মমতার পাত্র হবে; হ্যাঁ, তারা এই দেশে ফিরবে, কারণ তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু দয়াবান ও স্নেহশীল; তোমরা তাঁর কাছে ফিরলে তিনি তোমাদের কাছ থেকে আপন শ্রীমুখ ফেরাবেন না।'

পত্রবাহকেরা এফ্রাইম ও মানাশে অঞ্চলের শহরে শহরে ও জাবুলোন পর্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাদের পরিহাস ও বিদ্রূপ করল! কেবল আশের, মানাশে ও জাবুলোনের কয়েকজন লোক নিজেদের নত করে যেরুশালেমে এল। কিন্তু যুদায় পরমেশ্বরের হাত প্রকাশিত হল: তিনি তাদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগালেন, যেন তারা একমন হয়ে প্রভুর বাণী অনুসারে রাজা ও প্রধানদের আজ্ঞা পালন করে।

বছরের দ্বিতীয় মাসে খামিরবিহীন রুটি উৎসব পালন করার জন্য বিপুল জনতা যেরুশালেমে সম্মিলিত হল; সত্যিই বিরাট একটা জনসমাবেশ। তারা কাজে নামল: যেরুশালেমে যত যজ্ঞবেদি ছিল, তারা সেগুলোকে দূর করে দিল; ধূপবেদিগুলোও দূর করে কিদ্রোন উপত্যকায় ফেলে দিল। তারা দ্বিতীয় মাসের চতুর্দশ দিনে পাস্কাবলিগুলো জবাই করল; যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হয়ে নিজেদের পবিত্রিত করল, এবং প্রভুর গৃহে আহুতিবলি আনল। তারা পরমেশ্বরের লোক মোশির বিধান অনুসারে তাদের আপন আপন নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াল।

শ্লোক - ২ বংশ ২৯:৪, ৫; ১ করি ৩:১৭

প্র হেজেকিয়া যাজকদের ও লেবীয়দের বললেন: পবিত্রধাম থেকে অশুচিতা দূর করে দাও।

উ তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত কর।

প্র পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির।

℣ তোমরা এখন নিজেদের পবিত্রিত কর, পরে তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহ পবিত্রিত কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পাস্কা বিষয়ক উপদেশ)

**আমাদের পাস্কায় খ্রিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে নয়, বাস্তবেই বলীকৃত**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, জেনে রেখ, এ মরজীবন কালে আমরা তিক্ত ঘাস না খেয়ে অর্থাৎ তিক্ততা সহ্য না করে পাস্কা উদ্‌যাপন করতে পারি না। তোমরা তো জান, পাস্কার অর্থ হল উত্তরণ বা সাগর-পার। যেমনটি আগেও আমাদের ঘটেছে, তেমনি এবিষয়ে আমরা শাস্ত্রে ত্রিবিধ উত্তরণ, ঠিক যেন ত্রিবিধ পাস্কা পাই। কেননা যখন ইস্রায়েল মিশর ছেড়ে চলে গেল, তখন একটা পাস্কা উদ্‌যাপিত হল ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের পার সাধিত হল, বস্তুত তারা দাসত্ব থেকে মুক্তির দিকে পার হল, মাংসের কড়াই ছেড়ে স্বর্গদূতদের মান্না পেল।

আর একটা পাস্কা তখনই উদ্‌যাপিত হল, যখন ইহুদীরা শুধু নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিই মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, শয়তানের জোয়াল থেকে খ্রিষ্টের জোয়ালের দিকে, অন্ধকারের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতার দিকে, রিপুর অশুচি খাদ্য থেকে প্রকৃত রুটির দিকে, এমনকি স্বর্গদূতদেরই সেই রুটির দিকে পার হল, যে রুটি নিজের বিষয়ে বলেন, *আমিই সেই প্রকৃত রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে* (যোহন ৬:৫১)।

তৃতীয় পাস্কা আমরা তখনই উদ্‌যাপন করব, যখন মরণশীলতা থেকে অমরতার দিকে, ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতার দিকে, দুর্দশা থেকে আনন্দের দিকে, পরিশ্রম থেকে বিশ্রামের দিকে, ভয় থেকে নিরাপত্তার দিকে পার হব।

প্রথম পাস্কা হল ইহুদীদের পাস্কা; দ্বিতীয়টা হল খ্রিষ্টিয়ানদের পাস্কা; তৃতীয়টা হল পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কা। ইহুদীদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলীকৃত, আমাদের পাস্কায় খ্রিষ্ট বলীকৃত, পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত। তাছাড়া তোমরা এ পর্বোৎসবগুলির ক্রমোন্নতি ও পার্থক্য লক্ষ কর; যিনি

*এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত, উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন* (প্রজ্ঞা ৮:১), লক্ষ কর তিনি কেমন করে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করেন।

কেননা ইহুদীদের পাস্কায় একটা মেষশাবক বলীকৃত হয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে খ্রিষ্টের আত্মবলিদানের পূর্বাভাস উপস্থিত। অপরদিকে আমাদের পাস্কায় খ্রিষ্ট দৃষ্টান্তরূপে নয়, বাস্তবেই বলীকৃত হন। পুণ্যজনদের ও সিদ্ধপুরুষদের পাস্কায় খ্রিষ্ট আর বলীকৃত হন না, বরং প্রকাশিতই হন।

সেই প্রথম পাস্কায় খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একটা পূর্বাভাস উপস্থিত; দ্বিতীয়টায় তাঁর যন্ত্রণাভোগ সাধিত; তৃতীয়টায় পুনরুত্থানের পরাক্রমে তাঁর যন্ত্রণাভোগের ফল প্রকাশিত। তাতে প্রজ্ঞা শঠতার উপর বিজয়ী! কেননা ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা যিনি, আমার সেই প্রভু যিশু প্রজ্ঞা, কোমলতা ও পরাক্রম দেখিয়ে সেই আদিম সাপের শঠতা জয় করেছেন। শঠতা এমন চিকন অমঙ্গল, যা নিজের গর্ভে অহঙ্কার ও হিংসা পোষণ করে তা প্রসবও করে। শয়তানের অহঙ্কার ও হিংসা দ্বারাই মৃত্যু পৃথিবীর গর্ভে সমস্ত পাপের বীজ প্রবেশ করিয়েছিল। তাই যার কারণে সমগ্র মানবজাতি বিনষ্ট হয়েছিল, আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট প্রজ্ঞা ও কোমলতা দেখিয়ে, কিন্তু যথেষ্ট পরাক্রমও দেখিয়ে সেই শঠতা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করলেন।

শ্লোক - যাত্রা ১২:৫, ৬, ১৩; ১ পি ১:১৮, ১৯

প্ শাবকটাকে খুঁতবিহীন হতে হবে; ইস্রায়েল জনমণ্ডলীর গোটা জনসমাবেশ সন্ধ্যাবেলায় সেই শাবক জবাই করবে।

উ যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

প্ তোমাদের তো নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্ত করা হয়েছে।

উ যে সব বাড়িতে তোমরা থাক, তাতে লাগানো রক্তই হবে তোমাদের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ: সংহারক আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-৫, ১১-১৭; ১১:১-৮, ২০-২৩)

## হলোফের্নেসের সাক্ষাতে যুদিথ

যুদিথ এইভাবে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানালেন। প্রার্থনা শেষ করে তিনি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই দাসীকে ডেকে বাড়ির সেই ঘরে নেমে গেলেন, যেখানে থেকে শাব্বাৎ ও পর্বোৎসব কাটাতেন। যে চটের কাপড় পরে ছিলেন, এখানে এসে তা খুলে দিলেন, বিধবার পোশাকও ছেড়ে দিলেন, তারপর স্নান করে সর্বাঙ্গে ঘন সুগন্ধি তেল মাখলেন, এবং মাথার চুল দু'ভাগ করে মাথায় ভূষণটি দিলেন। পরে, তাঁর স্বামী মানাশে জীবিত থাকতে তিনি যে পোশাক পরতেন, পর্বীয় সেই পোশাক পরে নিলেন; পায়ে জুতো দিলেন, গলায় হার দিলেন এবং চুড়ি, আঙটি, মাকড়ি ও ঘরে তাঁর যত অলঙ্কার ছিল, তা পরে নিয়ে নিজেকে এমন সুন্দরী করলেন যে, পথে দেখা পাওয়া যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শেষে তাঁর দাসীর হাতে এক ভিস্তি আঙুররস ও এক পাত্র তেল দিলেন, এবং ঝলসানো ময়দা, শুকনো ডুমুরফল ও শুদ্ধ রুটিতে একটা থলি ভরে এইসব পাত্র আঁটিতে বেঁধে দাসীর মাথায় দিলেন।

তাঁরা উপত্যকার পথ ধরে সোজা সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, এমন সময় আশুরীয়দের এক প্রহরী দল তাঁদের দিকে এগিয়ে এল। তারা তাঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ পক্ষের মানুষ? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হিব্রুদের মেয়ে, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, কারণ তোমাদেরই হাতে তাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমি তোমাদের সমস্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসের উপস্থিতিতে আসতে চাই; এবং বিশ্বাসযোগ্য খবর জানিয়ে তাঁর চোখের সামনে এমন প্রবেশপথ দেখাতে চাই, যা পার হয়ে তিনি এই সমস্ত পর্বত দখল করতে পারবেন, এমনকি তাঁর একটিমাত্র মানুষও বিনষ্ট হবে না।' এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতে ও তাঁর ভঙ্গি বিচার-বিবেচনা করতে করতে তারা আশ্চর্যান্বিতই হল, যেহেতু তাদের চোখে যুদিথকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'এত শীঘ্রই নেমে এসে ও আমাদের প্রভুর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তুমি আসলে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছ। তবে এবার তাঁর তাঁবুতে এসো; তাঁর হাতে তোমাকে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত

আমাদের কয়েকজন তোমার সঙ্গে থেকে পথ চলবে। একবার তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়ে মনে মনে ভয়ে কম্পিত হয়ো না; বরং আমাদের যা কিছু বলেছ তা সবই তাঁকে বল, তবে তিনি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবেন।' তাই নিজেদের মধ্য থেকে তারা একশ'জনকে বেছে নিল, যারা তাঁর ও তাঁর দাসীর পাশে পাশে থেকে হলোফের্নেসের তাঁবুতে তাঁদের নিয়ে গেল।

তখন হলোফের্নেস তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মেয়ে, শান্ত থাক, তোমার অন্তর ভীত না হোক, কারণ যে কেউ সারা পৃথিবীর রাজা নেবুখাদ্নেজারের সেবা করতে রাজি হয়েছে, আমি তার কোন অনিষ্ট করিনি। আর এই পর্বতমালায় বাস করে তোমার সেই জাতি, কৈ, তারা যদি আমাকে অবজ্ঞা না করত, আমি তাদের বিরুদ্ধে কখনও বর্শা তুলতাম না; তারা নিজেরাই এই সমস্ত কিছু নিজেদের মাথায় ডেকে এনেছে। যাই হোক, এখন তুমি আমাকে বল কোন্ কারণে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে এসেছ। নিশ্চয় তুমি রক্ষা পেতে এসেছ। আচ্ছা, সাহস ধর: এই রাতে ও পরবর্তীকালেও তুমি বেঁচে থাকবে। কেউই তোমাকে একটুকু ক্ষতিও করতে পারবে না, বরং সকলে তোমাকে সমস্ত মর্যাদা দেখাবে, ঠিক যেমন আমার প্রভু নেবুখাদ্নেজারের দাসদের প্রতি ব্যবহার করা হয়।'

যুদিথ উত্তরে তাঁকে বললেন, 'দোহাই আপনার, আপনার এই দাসীর কথা গ্রহণ করুন! আপনার এই দাসী যেন আপনার সামনে কথা বলতে পারেন। এই রাতে আমি আমার প্রভুর কাছে একটুও মিথ্যা বলব না। অবশ্য, আপনি আপনার এই দাসীর কথা মেনে নিতে প্রসন্ন হলে ঈশ্বর নিজে আপনার কাজ সাফল্যমণ্ডিত করবেন, তাতে আমার প্রভু তাঁর নিজের সঙ্কল্পে ব্যর্থ হবেন না। সারা পৃথিবীর রাজা নেবুখাদ্নেজার চিরজীবী হোন! সমস্ত প্রাণীকে সংস্কার করতে যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রতাপ চিরস্থায়ী হোক! কেননা আপনার মধ্য দিয়ে কেবল মানুষ যে তাঁর সেবা করে এমন নয়, বন্য পশু, মেষ ও বৃষের পাল, ও আকাশের পাখিও আপনার শক্তি গুণে নেবুখাদ্নেজারের ও তাঁর কুলের সম্মানার্থে বেঁচে থাকবে! হ্যাঁ, আমরা আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও আপনার সূক্ষ্ম মনের খ্যাতি শুনতে পেয়েছি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই কথা সুস্পষ্ট যে, আপনিই সমগ্র রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ, জ্ঞানে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, যুদ্ধ-সংগ্রামের ব্যাপারে অপরূপ!'

যুদিথের কথায় হলোফের্নেস ও তাঁর অধিনায়কেরা প্রীত হলেন; তারা সকলে তাঁর প্রজ্ঞায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, 'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এমন আর কোন নারী নেই যে এর মত চেহারায় সুন্দরী ও কথায় বুদ্ধিমতী।' হলোফের্নেস তাঁকে বললেন, 'তোমার জাতির আগে আগে তোমাকে পাঠিয়ে ঈশ্বর উত্তম ব্যবস্থা করেছেন, ফলে আমাদের হাতে থাকবে প্রতাপ, আর যারা আমার প্রভুকে অবজ্ঞা করেছে, তাদের হবে সর্বনাশ!' তুমি চেহারায় যেমন সুন্দরী, কথায় তেমনি বুদ্ধিমতী। তুমি যা বলেছ, যদি সেইমত কর, তবে তোমার ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর, তুমি নেবুখাদ্নেজার রাজার প্রাসাদে আসন পাবে, ও সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার সুনাম হবে।'

**শ্লোক** - যুদিথ ৯:৮ দ্রঃ

*প্র* হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি তো প্রাচীনকাল থেকেই যত সেনাদল চূর্ণবিচূর্ণ করে থাক!
যারা তোমার দাসদের প্রতি চাতুরি খাটাচ্ছে, সেই জাতিগুলির বিরুদ্ধে হাত বাড়াও:
*উ* তোমার ডান হাত যেন সেই গৌরব দেখায়, যে গৌরব আমাদের মাঝে বিরাজিত।
*প্র* তোমার পরাক্রমে তাদের শক্তি ধ্বংস কর, ও তোমার ক্রোধ দ্বারা তাদের অত্যাচার বিনাশ কর,
*উ* তোমার ডান হাত যেন সেই গৌরব দেখায়, যে গৌরব আমাদের মাঝে বিরাজিত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৬)

**ঈশ্বর আগে থেকেই সবকিছু নিরূপণ করেন**

আমরা যদি ধরে নিতাম যে, ঈশ্বর ভাবী সকল বিষয় জানেন ও সেই বিষয় অপরিহার্য, তাহলে প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যদিও ধরে নিতাম যে ঈশ্বর ভাবী সবকিছু বিষয়ে অজ্ঞ, তবু সেই ভিত্তিতেও আমরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সম্পাদন করার ও বিশেষ বিশেষ কিছু ইচ্ছা করার অধিকার হারাতাম না। কিন্তু বিশ্বশাসনের জন্য যখন ঈশ্বর নিজের পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করেন, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, জগৎ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে আমাদের স্বীয় স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা আরও বেশি উপযোগিতা রাখে।

সুতরাং, যদি প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে জানা ও এর ফলে এক একজনের জন্য যা উত্তম ও অধিক উপযোগী তা তাঁর দূরদৃষ্টিতে আগে থেকে দৃশ্যগত

ও সুবিন্যস্ত, তাহলে তেমনিভাবে এক একজন কেমন করে, কেমন মনোভাবে ও কেমন বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করবে ও কী আকাঙ্ক্ষা করবে, তাও তাঁর কাছে আগে থেকে জানা।

কথার কথা: ঠিক যেন ঈশ্বর বলতেন, "অমুক ব্যক্তি প্রজ্ঞাবানের মত প্রার্থনা করে বিধায় সে যখন প্রার্থনা করে আমি তাকে সাড়া দেব; কিন্তু তমুক ব্যক্তি সাড়া পাবার যোগ্য নয় বিধায় আমি তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না; বা এজন্যই তার প্রার্থনায় সাড়া দেব না, কারণ সে এমন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে যা প্রার্থী হিসাবে পাওয়া তার পক্ষে মঙ্গলকর নয়, বা তা মঞ্জুর করা আমার পক্ষে উচিত নয়। তাই (কথার কথা) আমি অমুকের প্রার্থনায় সাড়া দেব, কিন্তু তমুকের প্রার্থনায় সাড়া দেব না।" ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান নির্ভুল—একথা মেনে নেওয়ায় কোন ব্যক্তি যদি অস্থির হয়ে ওঠে কারণ তেমন কিছু মেনে নিলে তবে আবশ্যকীয় নিরূপণও মেনে নিতে হবে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে আমরা উত্তরে একথা বলব যে, হ্যাঁ, ঈশ্বর ঠিক তাই জানেন, অর্থাৎ তিনি জানেন, অমুকের বাসনার বিষয় যে অবশ্যই ও সর্বদাই মঙ্গলকর হবে এমন নয়; তাছাড়া তিনি এও জানেন যে, তমুক যা বাসনা করে, তার পক্ষে তা এমন ক্ষতিকর হবে যে, সে ভবিষ্যতে লাভজনক কর্মের দিকে পরিবর্তন করতে অক্ষম হবে।

কিন্তু—ঈশ্বর বলেন—"অযোগ্য ভাবে প্রার্থনা করেনি বরং প্রার্থনায় মনোযোগ দিয়েছে এমন ব্যক্তির প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া আমার পক্ষে সমীচীন। এই যে ব্যক্তি যথেষ্ট সময় ধরে প্রার্থনা করে আমি তাকে এমন সাড়া দেব যা তার যাচনা ও কল্পনার অতীত (এফে ৩:২০ দ্রঃ): সে যা যা যাচনা করতে সক্ষম, তার চেয়ে অধিক মঙ্গলদান মঞ্জুর করা ও দানশীলতায় তার উপর বিজয়ী হওয়া আমার শোভা পায়। আর যে ব্যক্তি তেমন স্বভাব দেখাবে, আমি তার কাছে এই রক্ষীদূত প্রেরণ করব যিনি এখন থেকে তার পরিত্রাণ সাধনে তাকে সহযোগিতা ও সময় মত সহায়তা দান করবেন; আর যে ব্যক্তি এ ব্যক্তির চেয়েও উত্তম, তার কাছে আমি আরও ঊর্ধ্বশ্রেণির রক্ষীদূত প্রেরণ করব। কিন্তু সেই আর এক ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট শুভকর্ম সম্পাদনে নিবিষ্ট হওয়ার পর শিথিল হয়ে যায় ও পুনরায় পার্থিব চিন্তাধারায় পতিত হয়, আমি তার কাছ থেকে সেই উপযোগী সাহায্য ফিরিয়ে নেব, অর্থাৎ তার অপকর্মের ফলে আমার রক্ষীদূত তার কাছ থেকে চলে গেলেই

অমঙ্গলকামী একটা প্রভাব হঠাৎ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত হবে, এবং তার শিথিলতা সুযোগ ক'রে ওত পেতে থাকবে ও তার দেখানো প্রবণতা অনুসারে তাকে পাপময় অবস্থায় আকর্ষণ করবে।"

**শ্লোক** - যোব ২৩:১৩; এফে ১:১১ দ্রঃ

প্ ঈশ্বর এক:

উ তিনি স্থির করলে, কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

প্ যিনি নিজের ইচ্ছার সঙ্কল্প অনুসারেই সমস্ত কিছু সক্রিয়ভাবে ঘটিয়ে থাকেন,

উ তিনি স্থির করলে, কে তাঁকে ফেরাতে পারে? তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-৬)

**মিশরীয় ও কুশীয়দের নির্বাসন-সংবাদ**

যে বছরে আশুর-রাজ সার্গোনের প্রেরিত প্রধান সেনাপতি আসদোদে এসে তা আক্রমণ করে হস্তগত করেন, সেসময়ে প্রভু আমোজের সন্তান ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বললেন, 'যাও, কোমর থেকে চটের কাপড় খুলে দাও, পা থেকেও জুতো খোল।' তিনি সেইমত করলেন, বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

পরে প্রভু বললেন, 'আমার দাস ইশাইয়া যেমন মিশর ও কুশের জন্য চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ রূপে তিন বছর বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, তেমনি আশুর-রাজ মিশরের বন্দিদের ও কুশের নির্বাসিতদের—যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই বিবস্ত্র অবস্থায়, খালি পায়ে ও অনাবৃত নিতম্বে চালাবে—মিশরের কেমন লজ্জা! তখন তারা তাদের আস্থা সেই কুশ ও তাদের গর্ব সেই মিশরের বিষয়ে অভিভূত ও লজ্জিত হবে। সেদিন এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বলবে, আশুর-রাজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে আমরা সাহায্যের আশায় যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, দেখ, এই আমাদের সেই আস্থা! তবে এখন কেমন করে নিষ্কৃতি পাব?'

**শ্লোক** - যেরে ১৭:৫, ৭; সিরা ২:১৩

*প্র* অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে, যে নিজের বাহুতে ভর করে, যে প্রভু থেকে নিজের হৃদয় সরিয়ে দেয়।

*উ* আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে, যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

*প্র* ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন! এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।

*উ* আহা, কেমন আশিসে ধন্য সেই মানুষ যে প্রভুতে ভরসা রাখে, যার ভরসা স্বয়ং প্রভু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১)

**আমরা খ্রিষ্টপন্থী বা ঈশ্বরের জনগণ বলে অভিহিত**

*আমি পুব থেকে তোমার বংশধরদের ফিরিয়ে আনব, ও পশ্চিম থেকে তাদের জড় করব* (আদি ২৮:১৪ দঃ)। ঈশ্বরের একমাত্র জনিত বাণী মানব বেশে পৃথিবীর মানুষের কাছে আবির্ভূত হলেন, অর্থাৎ মানুষ হলেন, তিনি যেন, যারা বহু ও নানা দোষের কারণে ভ্রান্তধর্মে পতিত হয়েছিল ও স্রষ্টার কাছ থেকে দূরে সরে গেছিল, সেই গ্রীক ও ইহুদী সকলকেই প্রকৃত ও খাঁটি ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত করেন; এবং বিশ্বাস ও সিদ্ধ পবিত্রতা গুণে আত্মিক ঐক্যে তাদের সম্মিলিত করে তিনি যেন তাদের নিজের সঙ্গে সংযোগের যোগ্য করে তুলে নিজের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করতে পারেন। খ্রিষ্ট যে এ কারণেই মানুষ হলেন, পবিত্র সুসমাচারের বাণী থেকে একথা অনুমান করা কঠিন ব্যাপার নয়, কেননা লাজার যখন মৃতদের মধ্য থেকে এমন অপরূপ ভাবেই পুনরুত্থান করেছিলেন যা সকলের প্রত্যাশার অতীত, তখন সেই ধূর্ত ইহুদী লোকের ভিড় ও ঈশ্বরের কাছে অগ্রাহ্য সেই ফরিশী সম্প্রদায় মন্ত্রণা করে বলছিল, *এখন আমরা কী করি? ওই লোকটা তো বহু চিহ্নকর্ম সাধন করছে। আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দিই, তবে রোমীয়েরা এসে আমাদের পুণ্যস্থান ও জাতি দু'টোই ধ্বংস করবে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন তাঁদের বললেন, আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না! আপনারা তো বিবেচনা করে বোঝেন না যে, গোটা জাতির বিনাশ ঘটবার চেয়ে জনগণের জন্য মাত্র একজন মানুষের মৃত্যু হওয়াই আপনাদের পক্ষে সুবিধাজনক* (যোহন ১১:৪৬-৫০)। একথার পর পরেই সুসমাচার-রচয়িতা সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তেমন কথা তিনি নিজে থেকে বললেন না; কিন্তু ওই বছরের মহাযাজক হওয়ায় তিনি একটা নবীয় বাণী দিলেন—যিশুর মৃত্যু হবে জাতির জন্য, আর কেবল জাতির জন্য নয়, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের সকল সন্তানকে একত্রে জড় করার জন্য* (যোহন ১১:৫১-৫২)।

প্রথম মানবসৃষ্টি অনুসারে, ও যিনি মানুষ গড়লেন তাঁর ভাব অনুসারেও সকলেই তাঁর সন্তান ছিল। কিন্তু শয়তান ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে যাদের কেড়ে নিয়েছিল,

ভুলভ্রান্তির মধ্যে তাদের টেনে নিয়ে সকলকেই চারদিকে বিক্ষিপ্ত করল ও অসংখ্য পাপে নিক্ষেপ করল। খ্রিষ্টই তাদের সকলকে ঐক্যে ফিরিয়ে আনলেন; বাস্তবিকই তিনি তারই অনুসন্ধান করতে এলেন, যা হারিয়ে গেছিল (মথি ১৮:১১ দ্রঃ)।

যখন তিনি সেই পুত্রকন্যাদের কথা উল্লেখ করেন যারা চারদিক থেকে ছুটে আসবে, তখন খ্রিষ্টের আগমনের সময়ের কথা ইঙ্গিত করেন—সে সময়ই তো জগদ্বাসীদের কাছে আত্মায় পবিত্রীকরণ দ্বারা দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। যখন তিনি বলেন, সকলেই আমার নাম অনুসারে অভিহিত হবে, তখন মাত্র এক জাতির জন্য নয়, বরং এমন আহ্বানের কথা নির্দেশ করেন যা সকলেরই জন্য সাধারণ ও অনন্য আহ্বান। বস্তুতপক্ষে আমরা খ্রিষ্টিয়ান, অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন জাতি বলে অভিহিত। এভাবে পিতরও, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত যারা, তাদের কাছে পত্র পাঠিয়ে বলেন, *তোমরা, যারা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ* (১ পি ২:৯-১০)।

শ্লোক - এজে ৩৭:২৭, ২৮; হিব্রু ৮:৮

*প্র* আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

*প্র* আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব।

*উ* তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১–১৩:৩)

## হলোফের্নেসের ভোজসভা

হলোফের্নেস আদেশ করলেন যেন যুদিথকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি যেখানে তাঁর সমস্ত রুপোর থালা-বাটির ব্যবস্থা করিয়েছিলেন; এই হুকুমও দিলেন, যেন যুদিথের জন্য তাঁর নিজের জন্য রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হয় ও তাঁর নিজের আঙুররস তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু যুদিথ বললেন, 'পাছে আমার কোন কলুষ হয়, আমি এই সমস্ত খাদ্য স্পর্শ করব না; সঙ্গে যা নিয়ে এসেছি, তা আমাকে পরিবেশন করা হোক।' হলোফের্নেস তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ধর, সঙ্গে তোমার যা আছে, তা ফুরিয়ে গেলে আমরা কেমন করে একই খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারব? আমাদের মধ্যে তো তোমার জাতির কোন মানুষ নেই।' কিন্তু যুদিথ উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, আপনার প্রাণের দিব্যি! আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, প্রভু যা নির্ধারণ করেছেন, তিনি আমার হাত দ্বারা তা সম্পন্ন করার আগে আপনার দাসী এই আমি, আমার সঙ্গে যে খাদ্য-ব্যবস্থা আছে, তা শেষ করব না।' তাই হলোফের্নেসের দাসেরা যুদিথকে তাঁবুতে নিয়ে গেল; তিনি মাঝরাত পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন, এবং ভোর-প্রহরের সময়ে উঠলেন। হলোফের্নেসকে তিনি এই কথা আগে থেকেই বলে পাঠিয়েছিলেন, 'আমার প্রভু আদেশ দিন, যেন আপনার দাসীকে প্রার্থনার জন্য বাইরে যেতে দেওয়া হয়।' হলোফের্নেস তাঁর রক্ষী প্রহরীকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন যুদিথকে বাধা না দেওয়া হয়। এইভাবে যুদিথ শিবিরে তিন দিন থাকলেন; বেথুলিয়ার নিচে যে উপত্যকা রয়েছে, তিনি রাতের বেলায় বেরিয়ে সেখানে যেতেন, এবং প্রহরী দলের এলাকায় জলের উৎসে স্নান করতেন। একবার স্নান করে তিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতেন, যেন তাঁর আপন জাতির উদ্ধারের পথে তিনি তাঁকে সুচালিত করেন। আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া সমাধা করে তিনি ফিরে আসতেন এবং ততক্ষণ তাঁর নিজের তাঁবুতে থাকতেন, যতক্ষণ না সন্ধ্যার দিকে তাঁর জন্য খাবার পরিবেশন করা হত।

তখন এমনটি ঘটল যে, চতুর্থ দিনে হলোফের্নেস তাঁর প্রধান অধিনায়কদের জন্য ভোজের আয়োজন করালেন, অন্য কোন অধিনায়ককে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন না। তাঁর

সমস্ত বিষয়ের ভার যার হাতে ছিল, তাঁর সেই কঞ্চুকী বাগোয়াসকে তিনি বললেন, ‘তোমার কাছে যে হিব্রু মেয়ে রয়েছে, তুমি গিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ কর; কেননা তার সাহচর্য ভোগ না করে তেমন মেয়েকে যেতে দেওয়া আমাদের কোন মতে মানায় না। আমরা তাকে ভোলাতে না পারলে সে আমাদের উপহাস করবে!’ হলোফের্নেসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগোয়াস যুদিথকে গিয়ে বলল, ‘আমার প্রভুর কাছে এসে তাঁর উপস্থিতিতে মর্যাদা পেতে, ও আমাদের সঙ্গে ফুর্তি করে আঙুররস খেতে, এমনকি নেবুখাদ্নেজারের প্রাসাদে যত আশুরীয় মেয়ে রয়েছে, আজ তাদেরই মত হতে যেন এই সুন্দরী মেয়ে কোন অসুবিধা বোধ না করে।’ যুদিথ তাকে উত্তর দিলেন, ‘আমি কে যে আমার প্রভুর কথায় বিমত প্রকাশ করার সাহস করব? তাঁর দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক, আমি তৎপর হয়েই তা পালন করব, এমনকি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তেমন কাজ আমার আনন্দের কারণ হয়ে উঠবে!’ তখনই উঠে তিনি তাঁর পোশাক ও নারীযোগ্য অন্য যত অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিতা করলেন; ইতিমধ্যে তাঁর দাসী তাঁর আগে আগে গিয়ে, বাগোয়াসের কাছ থেকে যুদিথের দৈনিক ব্যবহারের জন্য যে যে গালিচা পেয়েছিল, সেগুলোকে হলোফের্নেসের সামনে যুদিথের জন্য পেতে দিয়েছিল, তিনি যেন সেগুলোর উপরে বসে খেতে পারেন। যুদিথ প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। তেমন দৃশ্যে হলোফের্নেস অন্তরে আত্মহারা হয়ে পড়লেন, তাঁর প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাঁর প্রবল আকর্ষণ হল। আসলে তিনি যেদিন তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন, সেদিন থেকে তাঁকে ভোলাবার সুযোগ খোঁজ করছিলেন। হলোফের্নেস তাঁকে বললেন, ‘পান কর, আমাদের সঙ্গে ফুর্তি কর!’ যুদিথ উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, প্রভু, পান করব, কারণ আমার জন্মদিন থেকে আমি আজকের চেয়ে কখনও আমার জীবনকে এতই সুখময় অনুভব করিনি।’ তাঁর দাসী তাঁর জন্য যা রান্না করেছিল, তিনি তাঁর সামনে তা খেতে ও পান করতে লাগলেন। হলোফের্নেস তাঁর উপস্থিতিতে বিমুগ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং এমন পরিমাণ আঙুররস পান করলেন যে, যেদিন থেকে এই জগতে ছিলেন, ততদিনের মধ্যে তিনি তেমন পরিমাণ আঙুররস একটামাত্র দিনেও কখনও পান করেননি।

অন্ধকার নেমে এলে তাঁর অধিনায়কেরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। বাগোয়াস বাইরে থেকে তাঁবু বন্ধ করে তাঁর প্রভুর দৃষ্টি থেকে প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিল; এক একজন সকলে নিজ নিজ বিছানায় গেল, কেননা সকলে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, যেহেতু অতিরিক্ত আঙুররস পান করেছিল। তাঁবুতে রইলেন কেবল যুদিথ আর বিছানায় শুয়ে পড়া হলোফের্নেস—তাঁর গায়ে ও তাঁর চারপাশে ছড়িয়ে পড়া যত আঙুররস! তখন যুদিথ দাসীকে আদেশ করলেন, যেন সে তাঁর নিজের শোয়ার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, যেমনটি প্রত্যেক দিন করেছিল; তিনি এই কথা বলে দিয়েছিলেন, তিনি নাকি প্রার্থনার জন্যই বেরিয়ে যাবেন; বাগোয়াসকেও একই কথা বলে দিয়েছিলেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১:২৭, ২৯; ২ করি ১২:৯; ১ করি ১:২৮

*প্র* জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

*উ* আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

*প্র* জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,

*উ* আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৭-৮)

## প্রার্থনা-নিষ্ঠা

যাতে সূর্যের উদয় হয়, এমন প্রার্থনা সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে উত্তরটা এরূপ: আমরা যেমন বলেছিলাম, ঈশ্বর যখন পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকজনের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার ক'রে পৃথিবীতে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণের জন্য তা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করেন, তখন একই প্রকারে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজির সেই স্বাধীন ইচ্ছাও ব্যবহার করেন যা স্থিরীকৃত, স্থিতমূল, দৃঢ়স্থাপিত ও প্রজ্ঞাময়; এবং এও ধরে নিতে হবে যে, ঈশ্বর আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীকে ও জ্যোতিষ্করাজির কক্ষ ও গতিকে বিশ্বমণ্ডলের সঙ্গতি বজায় রেখে বিন্যস্ত করেছেন। তাই

যখন আমি স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট অন্য কারও একজনের বিষয়ে বৃথাই প্রার্থনা করি না, তখন কথাটা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত যখন আমি আকাশের স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট তারকারাজির একটার জন্য প্রার্থনা করি যেগুলো নিজ নিজ কক্ষপথ অনুসরণ করায় বিশ্বের কল্যাণার্থে নিজ নিজ অবদান রাখে।

তাছাড়া, প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মানুষকে উদ্দীপিত করার জন্য ও প্রার্থনা বিষয়ে শিথিলতা থেকে মানুষকে জাগিয়ে তোলার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ ব্যবহার করা অযৌক্তিক নয়। যেমন নারীকে ছাড়া ও সন্তান-জন্মাবার জন্য দরকারী শক্তি ছাড়া সন্তানদের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি উপযোগী ভাবে প্রার্থনা না করলে, উপযুক্তভাবে বিশ্বাস না করলে ও প্রার্থনার আগে উচিত মত জীবনযাপন করে না থাকলে কেউই প্রত্যাশিত ফল পেতে পারবে না। তাই *বেশি কথা ব্যবহার* করতে নেই (মথি ৬:৭), সামান্য বিষয়ও যাচনা করতে নেই, পার্থিব মঙ্গলও চাইতে নেই, '*ক্রুদ্ধ*' (১ তি ২:৮) ও অস্থির মনের অবস্থায়ও প্রার্থনায় রত থাকতে নেই। এমনকি, মনের পরিশুদ্ধি ছাড়াও প্রার্থনার জন্য সময় দেওয়া সম্ভব নয়; প্রার্থনায় পাপের ক্ষমা পাওয়াও সম্ভব নয় যদি না যে প্রার্থনা করে সে অন্তর থেকে অপরাধীকে ক্ষমা করে থাকে ও আপন ভাইকে ক্ষমা পাবার যোগ্য বলে মনে না করে।

যে ব্যক্তি উচিত মত প্রার্থনা করে বা তেমনটা করার জন্য সাধ্যমত সচেষ্ট থাকে, আমার মতে সেই ব্যক্তির জন্য লাভজনক বেশ কিছু রয়েছে। প্রথমত, প্রার্থনায় যে নিজের মন নিবিষ্ট করে, সে যে কোন না কোন ভাবে লাভজনক বেশ কিছু পাবে তা অবশ্যম্ভাবী, কেননা তেমন মনোভাবের মধ্য দিয়ে সে ঈশ্বরের কাছে হাজির হবার জন্য ও স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাতে, কেমন যেন এমন একজনেরই সাক্ষাতে বলার জন্য নিজেকে অলঙ্কৃত করে যিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন ও নিজেই উপস্থিত। কেননা যেমন তেমন বিষয়গুলোর কোন না কোন অনুভূতি বা স্মৃতি যা স্মৃতিচারণ জাগায়, তা সেই অনুভূতির সঙ্গে জড়িত চিন্তাধারা বিকৃত করতে পারে, তেমনিভাবে, যিনি *হৃদয় পরীক্ষা করেন* ও *অন্তর তলিয়ে দেখেন* (সাম ৭:১০ দ্রঃ), এমনকি যিনি উপস্থিত, যিনি লক্ষ রাখেন ও প্রতিটি সঙ্কল্প আগে থেকে জানেন, যখন আত্মা তেমন একজনেরই প্রীতির পাত্র হবার জন্য নিজেকে সজ্জিত করে, তখন আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, আমরা যাঁর উপরে

আস্থা রেখেছি, যিনি সেই আত্মার গুপ্ত কক্ষের যত গতি জানেন, সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করা লাভজনক।

আর যদিও আমরা এমনটা ধরে নিতাম যে, যে কেউ নিজের মন প্রার্থনায় নিবিষ্ট রেখেছে তার বাড়তি কোন লাভ হয় না, তবু আমাদের এবিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত যে, যে কেউ প্রার্থনাকালে এত ভক্তির সঙ্গে নিজেকে প্রস্তুত করে, সে এমন ফল পায় যা সাধারণ নয়। যখন এসমস্ত কিছু ঘনঘন হয়, তখন যারা প্রার্থনায় অধিক নিষ্ঠাবান, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানে যে, এই সাধনা কতগুলো পাপ থেকেই না আমাদের দূরে রাখে ও কতগুলো পুণ্যকর্মের প্রতিই না আকর্ষণ করে। কেননা যখন খ্যাতিমান বিশিষ্ট ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির স্মৃতি ও তার বিষয়ে চিন্তা তার অনুকরণের দিকে আমাদের উৎসাহিত করে ও আমাদের অমঙ্গলকর প্রবণতা প্রায়ই রোধ করে, তখন সকলের পিতা সেই ঈশ্বরের স্মৃতি আর সেইসঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনাও তাদের পক্ষে আরও কতই না লাভজনক হবে, যারা এবিষয়ে সচেতন যে, যিনি উপস্থিত ও তাদের কথা শোনেন, তারা তাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলে।

**শ্লোক** - যেরে ২৯:১২-১৩; লুক ১৮:১

℣ তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব।

℟ তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

℣ নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত।

℟ তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২০:১-১৯)

**হেজেকিয়ার নিরাময়-লাভ**

**ও বাবিলনে নির্বাসন সংক্রান্ত বাণী**

সেসময় হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার বাড়ির সবকিছুর সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি বাঁচবে না।' তখন তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন: 'মনে রেখ, প্রভু, আমি তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা ভাল, তেমন কাজই করেছি।' আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।

ইশাইয়া তখনও মধ্যপ্রাঙ্গণ পার হয়ে যাননি, এমন সময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ফিরে যাও, আমার জনগণের জননায়ক হেজেকিয়াকে বল: তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি তোমার চোখের জল দেখেছি; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলব: হ্যাঁ, তিন দিনের মধ্যে তুমি প্রভুর গৃহে যাবে। আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; আশুরের রাজার হাত থেকে তোমাকে ও এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমার নিজের খাতিরে ও আমার দাস দাউদের খাতিরে আমি এই নগরীকে রক্ষা করব।' তারপর ইশাইয়া বললেন, 'তোমরা ডুমুরফলের তৈরী একটা জাব আন।' তারা তা এনে নালী-ঘায়ের উপরে রাখলে তিনি প্রাণে বাঁচলেন।

হেজেকিয়া ইশাইয়াকে বললেন, 'প্রভু যে আমাকে সারিয়ে তুলবেন, এবং আমি যে তিন দিনের মধ্যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?' ইশাইয়া উত্তরে বললেন, 'প্রভু যা

বলেছেন, তিনি যে তা সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন এ: আপনি কী চান, ছায়াটা কি দশ ধাপ এগিয়ে আসবে, না দশ ধাপ পিছিয়ে যাবে?' হেজেকিয়া উত্তরে বললেন, 'ছায়াটা যে দশ ধাপ আগে সরে আসবে, এ সহজ ব্যাপার; সুতরাং আমি চাই, ছায়াটা বরং দশ ধাপ পিছিয়ে যাক।' নবী ইশাইয়া প্রভুকে ডাকলেন, তখন যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছিল, তা প্রভু সেই দশ ধাপ পিছিয়ে দিলেন।

সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এতে হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।

তখন ইশাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকেরা কী বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'ওরা দূরদেশ থেকে, সেই বাবিলন থেকেই এল।' ইশাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রাসাদে ওরা কী কী দেখেছে?' হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, 'আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই দেখেছে; আমার ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।' ইশাইয়া হেজেকিয়াকে বললেন, 'এবার প্রভুর বাণী শুনুন: দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে, তা সবই বাবিলনে কেড়ে নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! আর তোমা থেকে যাদের উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হবে, এবং তারা বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!' হেজেকিয়া ইশাইয়াকে বললেন, 'আপনি প্রভুর যে বাণী আমাকে জানিয়েছেন, তা উত্তম!' তিনি ভাবছিলেন, 'তা উত্তম হবে না কেন? অন্তত আমার জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!'

শ্লোক - ইশা ৩৮:১০, ১৭, ১২

প্র আমি বলেছিলাম, আমার জীবনের মধ্যাহ্নে আমাকে পাতালের দ্বারে চলে যেতেই হবে।

উ আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি।

প্র তাঁতীর মত আমি গুটিয়েছি আমার জীবন; তিনি সেই তাঁত থেকে আমাকে ছিন্ন করলেন।

উ আমি যেন সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকে উদ্ধার পাই তুমি আসক্ত হলে আমার প্রতি।

দ্বিতীয় পাঠ - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১)

**আমরা ঈশ্বরের দখল ও তাঁর উত্তরাধিকার হয়ে উঠব**

*হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, তুমি আমাদের শান্তি দান করবে, কারণ তুমি আমাদের সকল কর্ম সাফল্যমণ্ডিত কর; হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, আমাদের দখল কর! প্রভু, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানি না, কেবল তোমাকেই জানি; আমরা তোমার নাম করি* (ইশা ২৬:১২-১৩ দ্রঃ)। পুণ্যবান নবীরা ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা ব্যক্ত করে থাকতেন, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন, ও গভীর ভক্তির অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন। আব্রাহামের মূলকাণ্ড থেকে ও পুণ্যবান পিতৃপুরুষদের রক্ত থেকে উদ্গত হয়ে তাঁদের পক্ষে তাঁদের ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির জন্য যন্ত্রণাভোগ করা ন্যায়সঙ্গত ছিল, কারণ তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন, খ্রিষ্টের প্রতি তাদের শঠতার ফলে সেই লোকেরা বিনষ্ট হতে বাধ্য। একথা ভিত্তি করে ধন্য নবী ইশাইয়া বললেন, 'হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তো আমাদের সবকিছু দান করেছ, এবার আমাদের শান্তি দান কর। তুমি শান্তি দান করলে আমরা সমস্ত মঙ্গলাশিসে উপচে পড়ব ও তোমার মঙ্গলদানগুলির অংশীদার হয়ে উঠব।' কিন্তু তবু আমাদের দেখতে হবে, এখানে কোন্ শান্তির কথা বলা হচ্ছে। কেননা হয় সেই স্বয়ং খ্রিষ্টকে যাচনা করা হয় যিনি শাস্ত্র অনুসারে *আমাদের শান্তি* (এফে ২:১৪), ও যাঁর দ্বারা আমরা আত্মিক আত্মীয়তায় পিতার সঙ্গে মিলিত, না হয় উপরোক্ত বাণী অন্য কিছুর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে, তথা তাদেরই দিকে যারা এখনও বিশ্বাস গ্রহণ করেনি, পাপের

কালিমা এখনও অবজ্ঞা না করে তা দূর করে দেয়নি, ঈশ্বর থেকে দূরেই জীবনযাপন করে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর সেই শত্রুদের সংখ্যায় পরিগণিত, যারা শক্ত মনের মানুষ ও প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কিন্তু যারা ভক্তপ্রাণ, তাঁর বল্গায় বাধ্য ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে উৎসুক, তারা ভালবাসায় পরিপূর্ণ ও তাঁর সঙ্গে শান্তি ভোগ করে।

তাছাড়া শান্তি ঈশ্বরের এমন প্রকৃত দান, যা ঈশ্বরের দানশীলতা থেকেই আমাদের কাছে আসে। তাই প্রভু, তোমার সঙ্গে আমাদের শান্তি ভোগ করতে দাও, এবং সেই ভক্তিহীন ও নিন্দাজনক পাপ বাতিল করে দিয়ে এমনটি কর, আমরা যেন খ্রিষ্টের মধ্যস্থতায় তোমার সঙ্গে আত্মিক বন্ধনে মিলিত হই, যেমনটি ধন্য পল উত্তমরূপে বলেন, *বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি* (রো ৫:১)। যখন তেমনটি ঘটবে, তখন আমরা ঈশ্বরের দখল ও তাঁর উত্তরাধিকার হয়ে উঠব। এজন্য সুবুদ্ধির সঙ্গে বলা হয়েছে, *হে প্রভু আমাদের পরমেশ্বর, আমাদের দখল কর! প্রভু, তোমাকে ছাড়া কাউকে জানি না, কেবল তোমাকেই জানি; আমরা তোমার নাম করি!* বস্তুত এ প্রয়োজন রয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করে, তারা তাঁর সঙ্গে নিত্য সহভাগিতা বজায় রেখে কেবল তাঁরই সমরূপ হবে, যাতে কেবল তাঁকেই জানতে পারে ও অসার কোন দেবতার নাম উচ্চারণও না করতে পারে।

হ্যাঁ, কেবল তাঁকেই ডাকা উচিত, কারণ কেবল তিনিই আমাদের পরমেশ্বর— প্রকৃতি অনুসারে আমাদের পরমেশ্বর, সত্য অনুসারেও আমাদের পরমেশ্বর, যেমনটি মোশির মুখ দিয়ে আমরা শিখেছি: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে আরাধনা করবে, ও কেবল তাঁরই ও তাঁর নামেরই সেবা করবে* (যাত্রা ২০:৫; দ্বিঃবিঃ ৬:১৩ দ্রঃ)।

শ্লোক - কল ২:৬, ৯; মথি ২৩:১০

প্ল সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে চল,

উ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

প্ল তোমাদের গুরু একজনমাত্র: তিনি খ্রিষ্ট;

উ তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - যুদিথ পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:৪-২০)

## হলোফের্নেসের মৃত্যু ও জনগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

সকলেই তাঁদের সামনে থেকে দূরে সরে গেছিল; শোয়ার ঘরে ছোট-বড় কেউই থেকে যায়নি; তখন যুদিথ হলোফের্নেসের বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন, 'হে প্রভু, হে সমস্ত পরাক্রমের ঈশ্বর, আমার হাত যা করতে যাচ্ছে, যেরুশালেমের মহত্তর গৌরবের জন্য তুমি এখন তা সফল কর। এখন তো তোমার আপন উত্তরাধিকার উদ্ধারের চিন্তা করার সময়! যারা আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, এখন তো সেই শত্রুদের বিনাশের জন্য আমার পরিকল্পনা সফল করার সময়!' হলোফের্নেসের মাথার দিকে খাটের যে স্তম্ভ ছিল, তার কাছে এগিয়ে এসে যুদিথ সেখানে ঝোলা তাঁর তলোয়ার খুলে নিলেন, এবং খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথার চুল ধরে বলে উঠলেন, 'হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু, এদিনে আমাকে শক্তি দাও!' এবং যথাশক্তি তাঁর গলায় দু'বার আঘাত হেনে তাঁর মাথা ছিন্ন করলেন। তারপর তাঁর দেহ বিছানা থেকে নিচে ঠেলে দিলেন ও ছতরি থেকে চাঁদোয়া ছিঁড়ে ফেললেন। তাই করে তিনি বেরিয়ে গিয়ে তাঁর দাসীর হাতে হলোফের্নেসের মাথা তুলে দিলেন, আর দাসী মাথাটা খাদ্য-সামগ্রীর থলিতে রাখল। তাঁরা দু'জনে প্রথামত প্রার্থনার জন্য একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন; শিবিরের মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁরা গিরিখাত ঘেঁষে বেথুলিয়ার দিকে পর্বতে গিয়ে উঠে নগরদ্বারে এসে পৌঁছলেন।

দূর থেকে যুদিথ নগরদ্বারের প্রহরী দলকে উদ্দেশ করে জোর গলায় বললেন, 'খুলে দাও, নগরদ্বার খুলে দাও: ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন! তিনি এখনও ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁর শক্তি ও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতাপ দেখাবেন, যেমনটি আজ প্রমাণ করেছেন।' শহরবাসীরা তাঁর গলা শোনামাত্র নগরদ্বারের দিকে ছুটে গেল ও প্রবীণবর্গকে ডাকল। ছোট-বড় সকলেই ছুটে এল, কারণ তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিতই ছিল; নগরদ্বার খুলে দিয়ে তারা সেই দু'জনকে ভিতরে গ্রহণ করল, এবং আলো পাবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের চারপাশে জড় হল। যুদিথ জোর গলায় তাদের বললেন: 'ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তাঁর প্রশংসা কর! ঈশ্বরের প্রশংসা কর, কারণ তিনি ইস্রায়েলকুল

থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি, বরং এই রাতে আমার হাত দ্বারা আমাদের শত্রুদের আঘাত করলেন।' থলি থেকে মাথাটা বের করে তিনি তা সকলের দৃষ্টিগোচরে তুলে ধরলেন; বললেন, 'এই যে আশুরীয় সৈন্যসামন্তের প্রধান সেনাপতি হলোফের্নেসের মাথা! এই যে সেই চাঁদোয়া, যার নিচে মাতাল অবস্থায় সে শুয়ে পড়ছিল। ঈশ্বর একটি নারীর হাত দ্বারাই তাকে আঘাত করলেন। ঈশ্বরের জয়! তিনিই আমার এই কাজে আমাকে রক্ষা করেছেন; কেননা আমার মুখমণ্ডল তাকে ভোলালে সে নিজের সর্বনাশ ঘটাল, কিন্তু আমার সঙ্গে এমন কোন অন্যায় করতে পারেনি, যা আমার কলুষ ও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

আবেগের আতিশয্যে গোটা জনগণ ভূমিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করল; একমন হয়ে তারা বলে উঠল, 'হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি ধন্য! তুমিই আজ তোমার আপন জনগণের শত্রুদের পরাস্ত করেছ।' উজ্জিয়া তখন যুদিথকে বললেন, 'পৃথিবীর বুকে যত নারীর চেয়ে, পরাৎপর ঈশ্বরের সম্মুখে, হে কন্যা, তুমিই ধন্যা; আর আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা যিনি, সেই ঈশ্বর প্রভুও ধন্য! তিনিই তো আমাদের শত্রুদের নেতার মাথা কেটে দিতে আজ তোমাকে চালিত করেছেন। সত্যিই, যে সাহস তুমি দেখিয়েছ, তা মানব-হৃদয় থেকে কখনও অতীত হবে না; তারা চিরকালের মত ঈশ্বরের শক্তির কথা স্মরণ করবে। ঈশ্বর এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমার এই মহাকীর্তির জন্য তুমি যেন নিত্যই মহিমার পাত্রী হতে পার; প্রতিদানে তিনি তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করুন, কারণ আমাদের জাতির অবনতির দিনে তুমি তৎপরতার সঙ্গে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছ, এবং আমাদের ঈশ্বরের সামনে ন্যায় পথে চলে আমাদের অবমাননা থেকে আমাদের উত্তোলন করেছ।' গোটা জনগণ তখন বলে উঠল, 'আমেন, আমেন!'

শ্লোক - যুদিথ ১৩:২২, ২৫, ২৪ (লাতিন পাঠ্য)

প্র যিনি তোমার দ্বারা আমাদের শত্রুদের সংহার করেছেন, সেই প্রভু নিজ পরাক্রমে তোমাকে এমন আশিসমণ্ডিত করুন যেন

উ মানবের ওষ্ঠে তোমার প্রশংসাবাদ নিত্য ধ্বনিত থাকে।

প্র ধন্য প্রভু, যিনি স্বর্গমর্তের স্রষ্টা। তিনি আজ তোমার নাম এত মহিমান্বিত করেছেন যে,

℣ মানবের ওষ্ঠে তোমার প্রশংসাবাদ নিত্য ধ্বনিত থাকে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৯-১০)

**শুদ্ধ প্রার্থনা**

যে সমস্ত কথা আমরা বলে এসেছি, তা পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা এইভাবে প্রমাণসিদ্ধ করা দরকার। যে প্রার্থনা করে, যে কেউ তার প্রতি অন্যায় করে থাকে তাকে ক্ষমা করায়, নিজের আত্মা থেকে 'ক্রোধের' দুর্মতি বর্জন করায়, কারও প্রতি বিরোধিতার ভাব বহন না করায় তাকে *শুচি হাত উত্তোলন* করতে হবে (১ তি ২:৮)। তবে, যাতে অন্তর অযথা চিন্তা দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়, সেজন্য প্রার্থনাকালে সেই প্রার্থনা ছাড়া তাকে অন্য যত বিষয় বিস্মৃত হতে হবে। তেমন মানুষ যে অধিক সুখী, কেই বা তা সন্দেহ করতে পারে? বাস্তবিকই তিমথির কাছে প্রথম পত্রে স্বয়ং পল ঠিক এ উপদেশ দিয়ে বলেন, *আমার ইচ্ছা, যেকোন স্থানে পুরুষমানুষেরা ক্রোধ ও বিবাদের চিন্তা বর্জন ক'রে শুচি হাত উত্তোলন করে প্রার্থনা করুক* (১ তি ২:৮)।

কেননা মনশ্চক্ষু পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত চিন্তা থেকে ও জড় বস্তুর অনুভূতি সংক্রান্ত পরিতৃপ্তি থেকেই উত্তোলিত। এমনকি সেই মনশ্চক্ষু এত উচ্চতেই উত্তোলিত যে, সেই চক্ষু সৃষ্ট যা কিছু তা ভেদ ক'রে কেবল ঈশ্বর-দর্শনেই নিবদ্ধ থাকে, ও যিনি তাদের শোনেন, তাঁর সঙ্গে সে শ্রদ্ধা ও বিনম্রতার সঙ্গে কথা বলে। যারা অনাবৃত মুখে প্রভুর গৌরবে চোখ নিবদ্ধ রাখে ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয় (২ করি ৩:১৮ দ্রঃ), তারা কেমন করেই বা নিজেদের চোখ ক্ষেত্রে লাভবান হবে না? আর যখন প্রাণ উত্তোলিত হয় ও পবিত্র আত্মার অনুসরণে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এমনকি, যখন প্রাণ কেবল পবিত্র আত্মার অনুসরণ করে না, তাঁর মধ্যেই রয়েছে, তখন নিজের অস্তিত্ব ত্যাগ করায় কেমন করে প্রাণ আত্মিক হয়ে ওঠে না?

এদিকে, অন্যায় ভুলে যাওয়া এমন পরমসিদ্ধি যে নবী যেরেমিয়া অনুসারে সেটাই হলো সমস্ত বিধানের সংক্ষিপ্ত সারকথা; কেননা তিনি বলেন, *যখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেসময়ে আমি এসমস্ত কিছু তাদের আজ্ঞা করেছিলাম, এমন নয়। বরং তাদের জন্য যে আজ্ঞা জারি করেছিলাম, তা ছিল*

*এ: কেউই যেন আপন প্রতিবেশীর পাপ নিজের হৃদয়ে স্মরণে না রাখে* (যেরে ৭:২২-২৩; জাখা ৭:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। আর যখন আমরা তেমন অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে প্রার্থনা করতে সম্মিলিত হই, তখন প্রভুর আদেশ পালন করি, তথা, *যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, তখন যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর* (মার্ক ১১:২৫)। তাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, যখন আমরা তেমন মনের অবস্থায় প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়াই, তখন উত্তম যা কিছু রয়েছে আমরা তা পেয়ে গেছি।

তেমন ফল ছাড়া আমাদের প্রার্থনার আর কোন ফল না থাকলেও, তবু কেমন করে উচিত মত প্রার্থনা করা উচিত, তা বুঝে ও তা পালন করলে তবে আমরা অধিক লাভবান হয়েছি—এধারণা নিশ্চিত বলে মনে করেই আমি উপরোক্ত সমস্ত কথা বলে এসেছি।

তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, এভাবে যে প্রার্থনা করে, যিনি শোনেন সে তাঁর পরাক্রম দর্শন করছে বলে ও প্রার্থনা করার আগে ঐশদূরদৃষ্টি সম্পর্কে সমস্ত অসন্তোষ বর্জন করেছে বলে সে কথা বলতে বলতে শুনতে পাবে, 'এই যে আমি আছি' (ইশা ৫৮:৯)। একথা এ বচন দ্বারা ব্যক্ত, *তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও …* (ইশা ৫৮:৯)।বাস্তবিকই যে ব্যক্তি যা ঘটে তাতে খুশি, সে সমস্ত জোয়াল থেকে মুক্ত, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কখনও অঙুলিতর্জনও করে না, কারণ তিনি আমাদের যাচাই করার জন্য তাঁর যা ইচ্ছে তাই স্থির করেন; আর শুধু তাই নয়, তেমন ব্যক্তি নিজের গোপন চিন্তায়ও গজ গজ করে না যদিও কোন মানুষ তার সেই চিন্তা শুনতে পায় না। তেমন গজগজানি ঠিক সেই দুষ্ট দাসের গজগজানির মত যে নিজের মনিবের নির্দেশ প্রকাশ্যে সমালোচনা করে না। আর আসলে এমনটি দেখা যাচ্ছে যে, যারা তাদের যা যা অমঙ্গল ঘটে সেবিষয়ে প্রকাশ্যে ও সমস্ত অন্তর দিয়ে ঐশদূরদৃষ্টির নিন্দা করতে সাহস পায় না, তারা নিজেদের অসন্তোষ বিশ্বপ্রভুর কাছে কেমন যেন গোপন রাখতে আশা রাখছে।

শ্লোক - যোহন ৪:২৩-২৪

প্র সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,

উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

৵ ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়;

৶ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

## — পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ২৭শ সপ্তাহ —

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

## রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১-১৪)

**ঈশ্বরের জনগণের মিথ্যা নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাণী**

দর্শন-উপত্যকা সংক্রান্ত দৈববাণী।

এখন তোমার কি হয়েছে যে,
তোমার লোক সকলে ঘরের ছাদে উঠেছে,
হে কোলাহলপূর্ণ, হইচইপূর্ণ নগর,
উল্লাসিনী নগর?
তোমার নিহত লোক, তারা তো খড়্গের আঘাতে পতিত হয়নি,
যুদ্ধেও তারা মারা পড়েনি;
তোমার নেতারা সকলে মিলেই পালিয়ে গেছে;
ধনুকের একটা আঘাত না পড়লেও তারা বন্দি হয়েছে;
তোমার বীরযোদ্ধারা সকলে মিলে শত্রুহস্তে পড়েছে,
কিংবা দূরে পালিয়ে গেছে!
এজন্য আমি বলছি: 'আমার দিকে আর নয়, অন্য দিকে চোখ ফেরাও,
আমাকে তিক্ত চোখের জল ফেলতে দাও;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের জন্য
আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না।'

কারণ এদিন আশঙ্কা, বিনাশ ও ব্যাকুলতার দিন,
এমন দিন, যা সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর রচিত দিন!
দর্শন-উপত্যকায় নগরপ্রাচীর সবই ভগ্ন,
পর্বতমালার দিকে উচ্চারিত শুধু আর্তনাদ!
এলামীয়েরা তূণ ধরে নিল,
আরামীয়েরা ঘোড়ার পিঠে উঠছে,
কিরের যোদ্ধারা ঢাল অনাবৃত করল।
তোমার উত্তম উত্তম উপত্যকা রথে পরিপূর্ণ হল;
অশ্বারোহীরা নগরদ্বারের কাছে স্থান নিল।
এভাবেই যুদার রক্ষা খসে পড়ল।

সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে;
তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে;
যেরুশালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে;
পুরাতন দিঘির জলের জন্য
তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।

সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান
জানিয়েছিলেন;
কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব!'
তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন:

‘তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না;’
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

**শ্লোক** - যোয়েল ২:১২-১৩

*প্র* তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই আমার কাছে ফিরে এসো।

*উ* তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল।

*প্র* তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।

*উ* তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ‘পাস্কা-উপদেশাবলি’ থেকে পাঠ (উপদেশ ৯:৬)

**পিতা সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব করেন**

*প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]* (এফে ৪:৫-৬)। বস্তুত সমস্ত কিছুকে অবিরতই জীবন দান ক’রে ও সুস্থির ক’রে পিতাই পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করেন ও সমস্ত কিছু শাসন করেন; পিতা কিন্তু পুত্রকে এমন এক যন্ত্রের মত ব্যবহার করেন না যেভাবে একটা কাজের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়; কেননা যিনি তাঁর আপন জনিত ঈশ্বর, সেই বাণী তাঁর ডান পাশে আসীন ও একই সিংহাসনের অংশীদার, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মাও রাজত্ব করেন; কেননা পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা যিনি (১ করি ১:২৪ দ্রঃ), যেহেতু সেই পুত্র পবিত্র আত্মায় সমস্ত কিছু সম্পন্ন করেন, সেজন্য পিতা ঈশ্বর কেমন যেন তাঁরই নিজের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা দ্বারাই সেই সমস্ত কিছু সুস্থির করে রাখেন ও সবকিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন।

সুতরাং, সবকিছুর আগে অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত বিশ্বাস ভিত্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন ক’রে, ও তারপরে সেই অন্য বিষয়ও তথা সমস্ত প্রকার সদ্‌গুণও উপযুক্ত ভাবে

স্থাপন ক'রে যা দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠব, আমরা দিব্য প্রেমে জ্বলন্ত অন্তরের উপযোগী কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ে উঠব। কেননা যেমন *বিশ্বাসের যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে* মৃত (যাকোব ২:১৭), তেমনি আমাদের অন্তরে আগে বিশ্বাস না থাকলে কর্মও আমাদের আত্মার কোন উপকারে আসে না, যেমনটি লেখা আছে, *সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে* (২ তি ২:৫)।

বস্তুত এক ব্যক্তি কুশতিগিরিতে যতই দক্ষ হোক না কেন, ও বলের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে যতই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হোক না কেন, তথাপি কখনও এমনটি হয় না যে, তাকে জয়মালায় ভূষিত করা হয়, যদি না আগে গৌরবের কারণস্বরূপ সেই লড়াই বহন করে ও ক্রীড়াঙ্গনের পরিদর্শককে তার সাধিত কর্মকীর্তির দর্শক বলে না পায়।

সুতরাং এসো, তাঁর দিব্য বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় ঈশ্বরের সম্মুখে লড়াই করে চলি, ও তিনি যেদিকে ইচ্ছা করবেন, সর্বত্রই তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকে সেদিকে আমাদের জীবনের গতি চালিত করি, তবেই পিবত্রজনদের লড়াইয়ের পরিদর্শক সেই ঈশ্বরের সম্মুখে সুরভিত ধূপের মত নিজেদের উপস্থিত করে আমরা উত্তম যত বিষয়ের আগুনে জ্বলন্ত ও অনতিক্রমণীয় আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত বলে নিজেদের দেখাতে পারব।

এসো, সেই বাণীও ভাবি, যা ঈশ্বর নিজে উচ্চারণ করলেন: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৪); তাই এসো, আমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত বলে ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াই, যাতে যিনি শুচিশুদ্ধ, তিনি আমাদের শুচিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন; তবেই আমরা আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা লাভ করার ফলে আমাদের হৃদয় সমস্ত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১; ২ পি ১:৪ দ্রঃ

প্ পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:

উ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

প্ খ্রিষ্ট দ্বারা ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার অধিকার দান করলেন:

উ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২০)

**ঐশপ্রজ্ঞা সংক্রান্ত রহস্য**

সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত,
সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান।
সমুদ্রের বালুকণা, বৃষ্টির জলবিন্দু,
সবযুগের দিনগুলি,—এইসব কেইবা গুনতে পারবে?
আকাশের উচ্চতা, পৃথিবীর বিস্তার,
গহ্বরের গভীরতা,—কেইবা সেখানে গিয়ে এইসব আবিষ্কার করতে পারবে?
প্রজ্ঞা নিখিলের আগেই সৃষ্ট হল,
উদ্বুদ্ধ সদ্বিবেচনা অনাদিকাল থেকেই বিরাজিত।
কার্ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল?
কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে?

প্রজ্ঞাবান, মহাভয়ঙ্কর, সিংহাসনে আসীন একজনমাত্র আছেন;
সেই প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন,
তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন,
তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর,
যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

প্রভুভয় গৌরব ও গর্বের বিষয়, সুখ ও পুলকের মুকুট।
প্রভুভয় হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলে,
দান করে সুখ, আনন্দ, দীর্ঘায়ু।
প্রভুভীরুদের পক্ষে সবকিছুর পরিণাম হবে মঙ্গলকর,
মৃত্যুর দিনে তারা আশিসধন্য হবে।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার সূত্রপাত;

ভক্তদের সঙ্গে তাদের মাতৃগর্ভেই সে সৃষ্ট হয়েছিল ;
সে মানুষদের মাঝে চিরন্তন আবাসরূপে আপন নীড় বাঁধল,
বিশ্বস্তভাবে থাকবে তাদের বংশধরদের সঙ্গে।

প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার পূর্ণতা ;
আপন ভক্তদের সে আপন ফলদানে মত্ত করে তোলে ;
তাদের সমস্ত ঘর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে ভরে তুলবে,
আপন ফলদানে পরিপূর্ণ করবে তাদের সমস্ত গোলাঘর।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মুকুট ;
সে শান্তি ও সুস্থতা প্রস্ফুটিত করে।
ঈশ্বর প্রজ্ঞা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন ;
তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি বর্ষণ করলেন ;
প্রজ্ঞা যাদের অধিকার, তাদের গৌরব উন্নীত করলেন।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মূল ;
তার শাখা পরমায়ু !

শ্লোক - সিরা ১:৬, ৯, ১০, ১

প্ব কার্ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল? কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে?
প্রভু তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
উ যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।
প্ব সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত, সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান ;
উ যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১০-১১)

## আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক দূত রয়েছেন যিনি তার সঙ্গে প্রার্থনা করেন

উপরোক্ত পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েও সে ঈশ্বরের বাণীর সহভাগিতা লাভ করবে, যিনি তাদেরও মাঝে রয়েছেন যারা তাঁকে জানে না [যোহন ১:২৬ দ্রঃ], যিনি কারও প্রার্থনায় কখনও অনুপস্থিত নন ও যিনি পিতার কাছে তারই সঙ্গে প্রার্থনা করেন তিনি নিজেই যার মধ্যস্থ। কেননা ঈশ্বরের পুত্র হলেন আমাদের যজ্ঞ-বলিদানের মহাযাজক (হিব্রু ২:১৭ দ্রঃ) ও পিতার কাছে সহায়ক (যোহন ১৪:১৬ দ্রঃ) : যারা প্রার্থনা করে, তিনি তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও যারা অনুরোধ রাখে, তিনি তাদের সঙ্গে সহায়ক বলে অনুরোধ রাখেন। কিন্তু যারা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে নিষ্ঠাবান নয়, তিনি তেমন দাসদের জন্য প্রার্থনা করেন না ; এবং *নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত* (লুক ১৮:১) তাঁর এই নির্দেশের প্রতি যারা বাধ্য নয়, তাঁর সেই আপনজনদের পক্ষেও তিনি পিতার কাছে সহায়ক হবেন না।

যারা যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করে, তাদের সঙ্গে মহাযাজকই মাত্র যে প্রার্থনা করেন এমন নয়, সেই স্বর্গদূতেরাও প্রার্থনা করেন *যাঁরা, মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ করেন, তার চেয়ে বেশি আনন্দ করেন যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে* (লুক ১৫:৭)। উপরন্তু, যাঁরা ইতিমধ্যে নিদ্রাগত হয়েছেন, সেই পবিত্রজনদের আত্মাও তেমনটা করে। বাস্তবিকই রাফায়েল যে তোবিত ও সারার হয়ে ঈশ্বরের কাছে আধ্যাত্মিক উপাসনা নিবেদন করেন, তাতে এসবকিছু প্রমাণিত।

ঐশবাণী অনুসারে উচ্চতম সদ্‌গুণাবলির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ হল প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা ; এজন্য আমাদের ধরে নিতে হবে, নিদ্রাগত পবিত্রজনেরা তাদেরই পক্ষে সেটির অনুশীলন করেন যারা এখনও পৃথিবীতে সংগ্রাম করছে—যারা এখনও মানব দুর্বলতায় রয়েছে, তারা যেভাবে অধিক দুর্বলদের সংগ্রামে সহায়তা দান করে, তার চেয়ে সেই পবিত্রজনদের সহায়তা অধিক শক্তিশালী বটে। কেননা *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই*

*তার সঙ্গে আনন্দ করে* (১ করি ১২:২৬) কথাটা যে শুধু এখানে, এই নিম্নলোকেই, তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আপন ভাইদের ভালবাসে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে 'সকল মণ্ডলীর চিন্তা' এর কথা বলা তাদেরও ভালবাসাকে মানায় যারা বর্তমান জীবনের বাইরে রয়েছে। *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* (২ করি ১১:২৮-২৯)। তাছাড়া খ্রিষ্ট নিজেও স্বীকার করেন যে, পীড়িত পবিত্রজনদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনিই পীড়িত, ও সেইভাবে কারারুদ্ধ, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, ক্ষুধিত ও পিপাসিত (মথি ২৫:৩৫-৩৬ দ্রঃ)।

যারা সুসমাচারও মাত্র পাঠ করেছে, তাদের মধ্যে কেইবা না জানে যে, বিশ্বাসীদের যা যা ঘটে, খ্রিষ্ট সেই সবকিছু নিজেরই বলে গণ্য করেন ও তাদের কষ্ট নিজেরই কষ্ট বলে পরিগণিত করেন? আর যখন ঈশ্বরের দূতবৃন্দ যিশুর কাছে এসে তাঁর সেবা করছিলেন (মথি ৪:১১ দ্রঃ), তখন আমাদের পক্ষে এমনটা মনে করা সমীচীন নয় যে, যে সময়ে যিশু তাঁর বিশ্বাসীদের মধ্যে ভোজে সহনিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং সেবক হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন (লুক ২২:২৭ দ্রঃ), কেবল সেই সময়েই, অর্থাৎ মানুষদের মাঝে তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সেই স্বল্প সময়েই মাত্র দূতেরা তাঁর সেবা করেছিলেন। তবে তিনি যখন *ইস্রায়েল সন্তানদের একে একে করে জড় করতে' [ইশা ২৭:১২]* ও *'বিক্ষিপ্ত যারা তাদের সংগ্রহ করতে* (যেরে ৭:৩৫; ১০:১৬; ১১:৫২ দ্রঃ) বাসনা করছেন যাতে যারা তাঁকে ভয় করে ও তাঁকে ডাকে তিনি তাদের সকলকেই ত্রাণ করতে পারেন (প্রেরিত ২:২১; রো ১০:১২-১৩ দ্রঃ), তখন এমনটা কি সম্ভব নয় যে বহু বহু স্বর্গদূত যিশুর সেবা করবেন? কেননা মণ্ডলীর সমৃদ্ধি ও বিস্তার কাজে প্রেরিতদূতদের চেয়ে স্বর্গদূতেরাই অধিক সহযোগিতা দান করেন।

তাই, প্রার্থনাকালে, যে প্রার্থনা করছে, তাঁরা তার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজনের কথা অবগত হয়ে তাঁদের দেওয়া সার্বিক দায়িত্ব অনুসারে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা দান করেন। ঈশ্বরই তো প্রার্থনাকালে একই স্থানে প্রার্থীকে ও সেই একজনকেও নিয়ে এলেন যে পরকে নিজের ধনের ভাগী করতে সক্ষম ও নিজের স্বভাবের ন্যায়পরতার জন্য তাকে উপেক্ষা করতে অক্ষম।

অতএব যখন এধরনের কিছু ঘটে, তখন আমাদের মনে করতে নেই, তা দৈবাৎ ঘটে, কারণ যিনি পবিত্রজনদের *মাথার চুলের হিসাবও রাখেন* (মথি ১০:৩০; লুক ২২:২৭ দ্রঃ), তিনি প্রার্থনাকালে নিতান্ত উপযুক্তভাবে একত্র করেন সেই একজনকে যে শোনে ও অভাবগ্রস্তের জন্য তাঁর দয়ার সেবাকর্মী হয়ে দাঁড়াবে, ও সেই ব্যক্তিকে যে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করেছে। একই প্রকারে আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, যাঁরা ঈশ্বরের পরিদর্শক ও সেবক হিসাবে নিযুক্ত, সময় সময় তাঁদের উপস্থিতি কোন এক প্রার্থীর সঙ্গে একত্রে আনা হয় যাতে প্রার্থী যা যাচনা করছে সেই প্রার্থনার বস্তুতে দূতেরা ও প্রার্থী উভয়ই মিলিত হন। উপরন্তু, যিনি *অনুক্ষণ স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন* (মথি ১৮:১০) ও আমাদের নির্মাতার ঈশ্বরত্ব সন্দর্শনে নিত্য নিবদ্ধ আছেন, আমাদের প্রত্যেকের সেই দূত, মণ্ডলীতে যারা 'ক্ষুদ্রজন' তাদেরও দূত আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও আমরা যা বিষয়ে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর সাধ্যমত সেই প্রার্থনা পূরণে সহযোগিতা দান করেন।

**শ্লোক** - সাম ১৩৮:১-২

*প্র* স্বর্গদূতদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান,

*উ* তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

*প্র* যে স্বর্গদূত যাত্রাকালে যাকোবের রক্ষী ছিলেন, তিনি আমার পথের সঙ্গী হোন, ও ঈশ্বর আমার যাত্রাপথ আশীর্বাদ করুন।

*উ* তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩০:১-১৮)

**নানা দেশের সঙ্গে স্থাপন করা মৈত্রী-সন্ধি অসার**

ধিক্ সেই বিদ্রোহী সন্তানদের—প্রভুর উক্তি !—
যারা এমন পরিকল্পনা সাধন করে, যা আমা থেকে আসে না,
এবং এমন সন্ধি স্থির করে, যার প্রেরণা আমি দিইনি,
ফলে পাপের উপর পাপ জমায়।
আমার অভিমত যাচনা না করে তারা মিশরের দিকে রওনা হচ্ছে,
যেন ফারাওর রক্ষায় সাহায্য পেতে পারে,
যেন মিশরের ছায়াতে আশ্রয় নিতে পারে।
তাই ফারাওর সেই রক্ষা হবে তোমাদের লজ্জা,
মিশরের ছায়ায় সেই আশ্রয় হবে তোমাদের অপমান।
কারণ তার রাজপুরুষেরা ইতিমধ্যে জোয়ানে চলে গেছে,
তার দূতেরা হানেসে এসে পৌঁছেছে।
কোন উপকারের নয়, সাহায্য দিতে অসমর্থ, লাভজনক নয়,
বরং কেবল বিরক্তি ও দুর্নামই ঘটায়,
এমন জাতির জন্য সকলে বিরক্ত হবে।

নেগেবের পশুগুলো সংক্রান্ত দৈববাণী।
সঙ্কট ও সঙ্কোচের এমন এক দেশে,
যা গর্জনকারী সিংহী ও সিংহের,
চন্দ্রবোড়া ও উড়ন্ত নাগের উপযুক্ত দেশ,
এমন দেশেই গিয়ে তারা গাধার পিঠে করে তাদের ধন

ও উটের ঝুটে করে তাদের সম্পত্তি নিয়ে
এমন জাতির কাছে যাচ্ছে, যা কোন উপকার করতে অক্ষম।
হ্যাঁ, মিশরের সাহায্য অসার, বৃথা;
এজন্য আমি তার এই নাম রাখলাম: 'রাহাব, সেই অচল!'
এবার তুমি যাও, এদের জন্য ফলকের উপরে এই কথা লেখ,
এক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ কর,
যেন তা ভাবীকালের জন্য চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে থাকে।
কেননা এরা বিদ্রোহী জাতি, মিথ্যাবাদী সন্তান,
প্রভুর নির্দেশবাণী শুনতে অসম্মত সন্তান!
দর্শকদের তারা বলে, 'তোমরা কিছুই দর্শন করো না।'
লক্ষণবেত্তাদের বলে, 'আমাদের জন্য সত্য লক্ষণ দিয়ো না,
বরং আমাদের প্রীতিজনক বাণী শোনাও, মোহময় লক্ষণ বল;
সরল পথ থেকে সর, আসল রাস্তা ছাড়,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করে দাও।'

সুতরাং ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন,
'যেহেতু তোমরা এই সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করেছ,
অধর্ম ও দুষ্কর্মে ভরসা রেখে তার উপরেই অবলম্বন করেছ,
সেজন্য এই অপরাধ তোমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ফাটল হবে,
উচ্চ প্রাচীরের মাথায় এমন ফোলা দেখা দেবে,
যার পতন অকস্মাৎ এক নিমেষেই ঘটে,
এবং একবার পড়ে মাটির পাত্রের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়,
এমন নির্মমভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে,
চুল্লি থেকে আগুন তুলতে কিংবা কুয়ো থেকে জল তুলতে
তার সেই টুকরোগুলোর মধ্যে একটা কুচিও পাওয়া যায় না।'

কেননা প্রভু পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন:
'মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।

চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।

কিন্তু তোমরা রাজি হলে না।

এমনকি তোমরা নাকি বললে, “না!

আমরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাব।”

আচ্ছা, এবার পালাও!

“আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চলে যাব।”

আচ্ছা, তোমাদের তাড়কেরাও দ্রুতগামী হবে।

একজনের হুমকিতে সহস্রজনে ভয় পাবে,

পাঁচজনের হুমকিতে তোমরা সকলে পালাবে,

যতক্ষণ না তোমাদের অবশিষ্টাংশ হবে পর্বতের উপরে একটা লাঠির মত,

উপপর্বতের উপরে একটা পতাকাদণ্ডের মত।’

তবুও প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন;

তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন;

কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।

সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

**শ্লোক** - ইশা ৩০:১৫, ১৮

℣ মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।

℟ চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।

℣ প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন: সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

℟ চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৮:১৩-১৪)

## ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ এক :
## তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট

*ভাই মূল্য দিয়ে ভাইকে মুক্ত করতে পারে না, কিন্তু একটি মানুষ মূল্য দিয়ে সেই মুক্তিকর্ম সাধন করবেন; আর নিজের জন্য তাঁকে পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করা দরকার হবে না, নিজের প্রাণমুক্তির মূল্যও তাঁকে দিতে হবে না* (সাম ৪৯:৮-৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ); এর অর্থ হল, *কেন ভয় করব দুর্দশার দিনে?* (সাম ৪৯:৬)। বাস্তবিকই আমার পক্ষে যখন মুক্তিসাধকের প্রয়োজন নেই, আর শুধু তা নয়, আমি নিজেই যখন সকলের মুক্তিসাধক, তখন কী আমার ক্ষতি ঘটাতে পারে? আমি কি অন্যদের মুক্ত করব ও নিজের জন্য ভয় করব? দেখ, আমি এমন ভাবেই সমস্ত কিছু নতুন করব, যা সাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম বা ভক্তির অতীত। একই মাতৃগর্ভ থেকে উদ্গত হয়েও ভাই যার মুক্তিমূল্য দিতে পারে না কারণ একই মানবস্বরূপের দুর্বলতা দ্বারা বিঘ্নিত, তার মুক্তিমূল্য সেই মানুষই দেবেন যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, প্রভু *তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন* (ইশা ১৯:২০); আর এ মানুষটি নিজের বিষয়ে বললেন, *আমি তোমাদের কাছে সত্য বলেছি বিধায় তোমরা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ* (যোহন ৪:৪০ দ্রঃ)।

কিন্তু তবু তিনি মানুষ হলেও কে তাঁকে চিনতে পারবে? আর কেনই বা কেউই তাঁকে চিনতে পারবে না? তার কারণ, ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থও এক—তিনি সেই মানুষ যিশু খ্রিষ্ট (১ তি ২:৫ দ্রঃ)। তিনিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, ভ্রাতৃপ্রেমে সকলকে জয় ক'রে মানুষের জন্য যাঁর মুক্তিমূল্য দেওয়ার কথা ছিল, কারণ ভাই ভাইয়ের জন্য যে রক্ত দিতে পারে না, তিনি অপরিচিতদের জন্যই সেই রক্ত —তাঁর নিজেরই রক্ত—পাত করলেন। আর এভাবে তিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য নিজের দেহকে রেহাই দেননি ও *সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন* (১ তি ২:৬), যেমনটি সপ্রমাণ করলেন তাঁর সত্যাশ্রয়ী সাক্ষ্যদাতা সেই প্রেরিতদূত পল যিনি বললেন, *আমি সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না* (১ তি ২:৭)।

কিন্তু কেন কেবল তিনিই মুক্তি দেবেন? কারণ ভালবাসায় তাঁর তুল্য এমন কেউই নেই যে নিজ ক্রীতদাসদের জন্য নিজ প্রাণ দেবে; সততায়ও তাঁর তুল্য কেউই নেই, কারণ সকলে আদমের সেই পতনের অধীন হওয়ায় সকলেই পাপের অধীন। একজনমাত্র মুক্তিসাধককে বেছে নেওয়া হল, আর তিনি এমন, যাঁর পক্ষে প্রাচীন পাপের অধীনে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা মানুষ বলতে সেই প্রভু যিশুকে বোঝাই যিনি মানবদশা ধারণ করলেন যাতে নিজ মাংসে সকলের পাপ ক্রুশে দিতে পারেন ও সকলের ঋণপত্র নিজের রক্তে মুছে দিতে পারেন।

কিন্তু তুমি হয় তো বলবে, ভাই মূল্য দিয়ে ভাইকে মুক্ত করতে পারবে, একথা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে যখন তিনি নিজে বললেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব?* (সাম ২২:২৩)। উত্তর এ: তিনি আমাদের ভাই হিসাবে নয়, কিন্তু সেই মানুষ খ্রিষ্ট যিশু, যাঁর মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, সেই হিসাবেই তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করলেন; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বরই খ্রিষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন* (২ করি ৫:১৯), হ্যাঁ, সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪)। অতএব তিনি ভাই বলে নয়, প্রভু বলেই আমাদের মাঝে বাস করলেন।

শ্লোক - ইশা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন।

উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

প্র যিশু বলছিলেন: পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১৮)

## পরীক্ষার সময়ে ধৈর্য

সন্তান, প্রভুর সেবাই যদি তোমার গভীর আকাঙ্ক্ষা,
কঠোর পরীক্ষার জন্য তোমার প্রাণ তৈরি কর।
তোমার হৃদয় সরল হোক, নিষ্ঠাবান হও,
সঙ্কটের দিনে বিভ্রান্ত হয়ো না।
তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাঁকে ত্যাগ করো না,
তবে তোমার শেষ দিনগুলিতে তুমি উন্নীত হবে।
তোমার যা কিছু ঘটে, তা গ্রহণ করে নাও,
তোমার নিম্নাবস্থার অনিশ্চয়তায় ধৈর্যশীল হও;
কেননা সোনা আগুনে যাচাই করা হয়,
প্রভুর অনুগৃহীত মানুষও অবমাননার হাপরে পরীক্ষিত হয়।

তুমি তাঁর উপরে আস্থা রাখ, তিনি হবেন তোমার অবলম্বন;
ন্যায়পথ ধরে চল, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখ।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাক,
সরো না, পাছে তোমাদের পতন হয়।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর উপর আস্থা রাখ,
তোমাদের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর শুভদানে প্রত্যাশা রাখ,
চিরন্তন সুখ ও দয়ায় প্রত্যাশা রাখ।
অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ:
প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?
তাঁর ভয়ে নিষ্ঠাবান থেকে কেইবা পরিত্যক্ত হল?
তাঁকে ডেকে কেইবা তাঁর অবহেলার বস্তু হল?
কেননা প্রভু করুণাময় ও দয়াবান,

তিনি পাপ ক্ষমা করেন ও ক্লেশের দিনে ত্রাণ করেন।

ধিক্ তাদের, ভীরু যাদের হৃদয়, অলস যাদের হাত!
ধিক্ সেই পাপীকে, দুই পথে যে চলে!
ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন!
এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।
ধিক্ তোমাদের, যারা সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলেছ!
যখন প্রভু তোমাদের দেখতে আসবেন, তখন তোমরা কী করবে?
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে।
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে রাখে,
তাঁর সামনে নিজেদের প্রাণ নত করে রাখে।

তবে এসো, কোন মানুষের কবলে নয়, প্রভুর হাতেই পড়ি,
কারণ তাঁর মহত্ত্ব যেমন, তাঁর দয়াও তেমন।

শ্লোক - সিরা ২:১০, ১১; সাম ৩৪:৬ দ্রঃ

প্র তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস, তাতে তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হে সন্তানেরা, অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ:

উ প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

প্র তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

উ প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১২-১৩)

## অবিরত প্রার্থনা

আমার বিবেচনায়, প্রার্থনাকালে পবিত্রজনেরা যখন বিশেষভাবে আত্মা দিয়ে ও বুদ্ধি দিয়েও প্রার্থনা করে (১ করি ১৪:১৫ দ্রঃ), তখন তারা যে যে কথা উচ্চারণ করে, সেই কথাগুলো এমন পরাক্রমে পরিপূর্ণ, যে পরাক্রম ঠিক যেন অন্তরে উদিত ও প্রার্থীর মুখ থেকে নির্গত এক আলোর মত সেই আধ্যাত্মিক বিষ নিঃশেষ করে যা বিরোধী শক্তিবৃন্দ সেই ব্যক্তিদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যারা প্রার্থনা অবহেলা করে ও পলের সেই বাণী অমান্য করে, যা তিনি খ্রিষ্টের নির্দেশ অনুসারে উচ্চারণ করেছিলেন, *তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর* (১ থে ৫:১৭)।

কেননা জ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে যে প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা প্রার্থনারত পবিত্রজনের অন্তরের ভিতর থেকে ছোড়া তীরের মত বের হয়ে, যে অপদূতেরা পাপের বন্ধনে আমাদের জড়াতে বাসনা করে, সেই সকল ঈশ্বর-বিরোধী (সাম ৮:৩; প্রবচন ৫:২২ দ্রঃ) অপদূতকে আঘাত ক'রে তাদের ধ্বংস করে ও উল্টিয়ে ফেলে।

উপরন্তু, যেহেতু সদ্‌গুণমণ্ডিত কর্ম ও আজ্ঞাপালন প্রার্থনার একটি অঙ্গ, সেজন্য সে-ই 'অবিরত' প্রার্থনা করে, যে প্রার্থনা শুভকর্মের সঙ্গে ও শুভকর্ম প্রার্থনার সঙ্গে মিলিত করে। কেননা *তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর* (১ থে ৫:১৭) আদেশটা আমরা তবেই মাত্র বাস্তব রূপে মেনে নিতে পারি যদি এমনটা সমর্থন করি যে, সেই পবিত্রজনের গোটা জীবনই মহান ও অখণ্ড একটা প্রার্থনা। তেমন প্রার্থনার একটা অংশ সেটাই হলো যা সাধারণত 'প্রার্থনা' বলে অভিহিত, ও তেমন প্রার্থনা দিনে তিনবারের নিচে যেন সম্পাদন করা না হয়, যেমন সেই নবী দানিয়েলের দৃষ্টান্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যিনি তীব্রতম বিপদের হুমকির মধ্যেও দিনে তিনবার প্রার্থনা করতেন (দা ৬:১০)।

আর শেষ প্রার্থনা এ বাণী দ্বারা চিহ্নিত: *আমার উত্তোলিত দু'হাত সান্ধ্য অর্ঘ্যের মত* (সাম ১৪১:২ দ্রঃ)।

আর শুধু তা নয়, আমরা রাত্রিকাল উপযুক্তভাবে যাপন করতে পারব না, যদি না সেই প্রার্থনা বাতিল করি যা লক্ষ করে দাউদ বলেছিলেন, *তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য আমি মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি* (সাম ১১৯:৬২); এবং প্রেরিতদূতের

কার্যবিবরণীতে লেখা আছে যে, ফিলিপ্পিতে পল সিলাসের সঙ্গে মাঝরাতের দিকে প্রার্থনা করছিলেন ও ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, যার ফলে অন্যান্য বন্দিরাও তাঁদের শুনতে পেয়েছিল (প্রেরিত ১৬:২৫ দ্রঃ)।

যখন যিশু নিজেও প্রার্থনা করেন, ও তাঁর প্রার্থনা বৃথা নয় যেহেতু তিনি যা যাচনা করেন প্রার্থনা দ্বারাই তা পান ও প্রার্থনা করা ছাড়া তিনি তা নাও পেতে পারতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেইবা প্রার্থনা অবহেলা করবে? কেননা মার্ক একথা বলেন যে, *ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন* (মার্ক ১:৩৫)।

এবং প্রভুর এই যে বচন একই সুসমাচার-রচয়িতা দ্বারা উল্লিখিত তথা *আমি জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন* (যোহন ১১:৪২), সেই বচন দেখায় যে, যে 'সর্বদাই' প্রার্থনা করে, সে 'সর্বদাই' সাড়া পায়।

আমাদের যেকোন একজন যে সমস্ত উপকার গ্রহণ করেছে তার জন্য যদি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রশংসাবাদ নিবেদন করতে ইচ্ছা করত, তাহলে সে কত কিছু বর্ণনা করতে পারত? কেননা প্রতিটি পবিত্রজনের জন্য বারবার প্রভু উপড়ে *ফেললেন যত সিংহের দাঁত, আর সেগুলো সরে যাওয়া জলের মতই বিলীন হয়ে গেল* (সাম ৫৮:৭-৮ দ্রঃ)। আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরের আদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা মৃত্যু দ্বারা পরাজিত ও কবলিত হলে পর অনুতাপের মধ্য দিয়েই তেমন মহাবিপদ থেকে নিস্তার পেল, কারণ মৃত্যুর পেটে বন্দি অবস্থায় থাকাকালেও (যোনা ২:১-২ দ্রঃ) তারা নিস্তার পাওয়ায় নিরাশ হয়নি।

প্রার্থনা যাদের উপকার করেছে, তাদের একটা তালিকা দেওয়ার পর, আমার মতে এসব কিছু বলা প্রয়োজন ছিল, যাতে যে কেউ খ্রিষ্টে আত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনাকালে সে যেন অসার ও পার্থিব বস্তু যাচনা করা থেকে বিরত থাকে, এবং যারা এ লেখাটা পাঠ করছে, তাদের যেন সেই রহস্যগুলোর দিকেই ধাবিত করাতে পারি, পূর্বকথিত বিষয়গুলি যা দৃষ্টান্ত মাত্র।

শ্লোক - যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭

*প্র* তোমরা পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও।

৳ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

প তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর।

৳ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১৭-৩৬)

### যেরুশালেমের বিরুদ্ধে আশুর-রাজের দূতদের হুমকি

আশুরের রাজা লাখিশ থেকে প্রধান সেনাপতিকে, প্রহরীদের প্রধান অধিনায়ককে ও প্রধান পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তাঁরা রওনা হয়ে যেরুশালেমে এসে পৌঁছলেন; তাঁরা উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায় থামলেন। তাঁরা রাজাকে আহ্বান করলে হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন, 'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আশুর-রাজ একথা বলছেন, তোমার ভরসা কিসের উপরে নির্ভর করছে? তুমি কি মনে কর যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্ উপরে ভরসা রেখে তুমি আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? ওই দেখ, তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ; কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে, তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের পক্ষে তিনি ঠিক তাই। আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া যুদার ও যেরুশালেমের লোকদের আদেশ দিয়েছে: তোমরা কেবল যেরুশালেমে এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে? এবার তুমি আমার প্রভু আশুর-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের উপরেই ভরসা

রেখেছ! তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি ছাড়া এই জায়গা ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস কর।'

হিল্কিয়ার সন্তান এলিয়াকিম, শেব্না ও যোয়াহ্ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে আপনার এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; নগরপ্রাচীরের উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' কিন্তু প্রধান পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও তোমারই কাছে একথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে, তোমাদের সঙ্গে যারা তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই কাছে কি তিনি পাঠাননি?' প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে লাগলেন, 'তোমরা রাজাধিরাজ আশুর-রাজের কথা শোন! রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়! কেননা আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবেন, এই নগরী কখনও আশুরের রাজার অধীন হবে না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। তোমরা হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না, কারণ আশুরের রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর, আত্মসমর্পণ কর; তবেই তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল ভোগ করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার কুয়োর জল পান করতে পারবে; শেষে আমি এসে তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে— গম ও উত্তম আঙুররসের এক দেশে, রুটি ও আঙুরখেতের এক দেশে, জলপাই ও মধুর এক দেশে নিয়ে যাব। তবেই তোমরা বাঁচবে, মরবে না। কিন্তু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না; প্রভু আমাদের উদ্ধার করবেন, একথা বলে সে তোমাদের ভোলায়। জাতিগুলির দেবতারা কি কেউ আশুরের রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? হামাথ ও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইম, হেনা ও ইব্বার দেবতারা কোথায়? ওরা কি সামারিয়াকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করেছে? সেই সমস্ত দেশের সকল দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ

উদ্ধার করেছে? তাই প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুশালেম উদ্ধার করবেন, এ কি সম্ভব?' কিন্তু লোকেরা নীরব থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'

**শ্লোক** - ইশা ৩৭:২২, ২৯; ১০:২৪, ২৫, ৫ দ্রঃ

*প্র* আশুর-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ: আমার উপরে তোমার কোপ আছে, তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে, এজন্য প্রভু একথা বলছেন:

*উ* জাতি আমার, তোমরা আশুর-রাজকে ভয় পেয়ো না; কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে।

*প্র* ধিক্ আশুরকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড! তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!

*উ* জাতি আমার, তোমরা আশুর-রাজকে ভয় পেয়ো না; কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৪৭, ৭)

**এসো, প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি**

*যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি আমরা* (সাম ৪৮:৯)। আহা, ধন্য মণ্ডলী! তুমিই একসময়ে শুনেছ, একসময়ে দেখেছ। মণ্ডলী একসময়ে প্রতিশ্রুতির মধ্যে শুনেছে, এসময়ে প্রতিশ্রুতি পূরণে দেখতে পাচ্ছে: একসময়ে ভাববাণীগুলির মধ্যে শুনেছে, এসময়ে সুসমাচারে দেখতে পাচ্ছে। তাই যা কিছু একালে পূর্ণতা লাভ করছে, তা পূর্ববর্তীকালে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং চোখ উত্তোলন করে জগতের উপর দৃষ্টিপাত কর! দেখ তোমার উত্তরাধিকার: ইতিমধ্যে তা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হয়েছে; যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, দেখ কেমন করে তা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করছে: *সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন, তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ* (সাম ৭২:১১)। যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, দেখ কেমন করে তা সিদ্ধি লাভ করেছে: *স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর, সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব* (সাম ১০৮:৬)। তাঁরই দিকে চেয়ে দেখ, যাঁর পা ও হাত পেরেক দিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল, ক্রুশে

ঝুলানো যাঁর হাড় গণনা করা হল, যাঁর পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করা হল। যাঁকে ক্রুশে ঝুলানো দেখেছিলে, রাজত্বকারী বলেই তাঁর দিকে চেয়ে দেখ; যাঁকে পৃথিবীতে হাঁটতে দেখেছিলে, স্বর্গে সমাসীন বলে তাঁর দিকে চেয়ে দেখ। এ বাণীরও পূর্ণতা দেখ: *পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে, জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে* (সাম ২২:২৮)। এ সমস্ত কিছু দেখে সানন্দে চিৎকার করে বল: *যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি।*

মণ্ডলী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সর্বজাতি থেকে এভাবে আহূত: *শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও* (সাম ৪৫:১১)। শোন ও দেখ: যা দেখতে পাও না, আগে তা শোন, যা শুনেছ, পরেই তা দেখতে পাবে।

প্রভু একথা বললেন, *অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে, আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়* (সাম ১৮:৪৪-৪৫)। কেবল কান দিয়ে শোনার পরেই সেই জাতি বাধ্য হল, তার মানে, আগে সে দেখতে পায়নি। তাছাড়া এ কথাও কি তোমার মনে পড়ে না, *তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে; যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে?* (ইশা ৫২:১৫)। যাদের কাছে আগে নবীরা প্রেরিত হননি, তারাই প্রথম নবীদের বাণী শুনল ও উপলব্ধি করল; যারা আগে শোনেনি, তারা পরে তাঁদের কথা শুনে মুগ্ধ হল। তারাই কিন্তু বাকি পড়ে গেল, যাদের কাছে নবীরা প্রেরিত হয়েছিলেন: বিধান বহন করলেও তারা সত্য উপলব্ধি করছে না; তাদের হাতে সন্ধির পাথরফলক থাকলেও তারা উত্তরাধিকার হাতে পাচ্ছে না। আমরা কিন্তু *যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি।*

*সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরীতে, আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে* (সাম ৪৮:৯)। এইখানে আমরা শুনেছি, আবার এইখানে আমরা দেখেছি। *পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত।* যারা বলে 'দেখ, খ্রিষ্ট হয় এখানে, না হয় ওখানে,' তারা যেন গর্বোদ্ধত না হয়; আর যে কেউ বলে, 'দেখ, খ্রিষ্ট এখানে ও ওখানে,' সে বিচ্ছেদের কথা উত্থাপন করে। কিন্তু ঈশ্বর ঐক্যেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: *রাজারা একসঙ্গে সম্মিলিত হলেন* (সাম ৪৮:৫ দ্রঃ), ধর্মবিচ্ছেদের ফলে তাঁরা তো এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হননি। কিন্তু এই যে নগরী আজ জগতের উপর যার অধিকার, হয় তো একদিন বিলুপ্ত হবে।

দূরের কথা! *পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত।* সুতরাং, পরমেশ্বর যখন তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন চিরকালের মত, তখন তুমি কেন ভয় করছ, তার ভিত কি টলে যাবে?

**শ্লোক** - লেবীয় ২৬:১১-১২; ২ করি ৬:১৬

*প্র* আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না ; আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব,

*উ* আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

*প্র* আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন,

*উ* আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৬)

## মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা ;
এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
কেননা প্রভু সন্তানদের চেয়ে পিতাকেই গৌরবমণ্ডিত করেন ;
পুত্রসন্তানদের উপরে মাতার অধিকার সমর্থন করেন।
পিতাকে যে সম্মান করে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় ;
মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে।
পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে,
প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।
পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘায়ু হবে ;
প্রভুর প্রতি যে বাধ্য, সে মাতাকে সান্ত্বনা দেয় ;
মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।
কাজে-কথায় তোমার পিতাকে সম্মান কর,
যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে।
কেননা পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের গৃহ সুস্থির করে তোলে,
ও মাতার অভিশাপ তার ভিত উপড়ে ফেলে।
তোমার পিতার অসম্মানে গৌরববোধ করো না,
পিতার অসম্মান তো তোমার পক্ষে গৌরব নয় ;
কেননা একজনের গৌরব নির্ভর করে পিতার সম্মানের উপর,
অগৌরবে পতিতা মাতা সন্তানদের পক্ষে লজ্জাকর।

সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁর অবলম্বন হও,
তাঁর জীবনকালে তাঁকে দুঃখ দিয়ো না।
যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাঁকে সহানুভূতি দেখাও,
তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।

কেননা পিতার প্রতি দয়া-প্রদর্শন কখনও বিস্মৃত হবে না,
তা বরং তোমার পাপের ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে।
তোমার নিজের ক্লেশের দিনে ঈশ্বর তোমার কথা মনে রাখবেন,
জমাট শিশির যেমন সূর্যতাপে গলে, তেমনি তোমার সমস্ত পাপ গলে যাবে।
পিতাকে যে একা ফেলে রাখে, সে ঈশ্বরনিন্দুকের মত,
মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।

**শ্লোক** - সিরা ৩:৫, ৭; দ্বিঃবিঃ ৫:১৬ দ্রঃ

*প্র* পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে, ও প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।

*উ* যে প্রভুকে ভয় করে, সে পিতামাতাকে সম্মান করে, ও মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে।

*উ* যে প্রভুকে ভয় করে, সে পিতামাতাকে সম্মান করে, ও মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১৩, ১৪)

**তোমরা যারা আধ্যাত্মিক হতে চাও**

**প্রার্থনাকালে স্বর্গীয় মঙ্গলদান যাচনা কর**

আত্মিক ও রহস্যময় অনুগ্রহদানগুলোতে সম্পর্কযুক্ত যেকোন প্রার্থনা তারই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে যে *মাংসের বশে সংগ্রাম করে না* (২ করি ১০:৩), বরং তারই দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে যে *আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটায়* (রো ৮:১৩ দ্রঃ)। কেননা যারা আক্ষরিক ও প্রত্যক্ষ অর্থের ভিত্তিতে সেই উপকার ভাবে যা তারাই পাবে যারা প্রার্থনা করে, আমাদের পক্ষে এদের চেয়ে তাদেরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত যারা সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত কিছুর আধ্যাত্মিক অর্থের অন্বেষণ করে। কেননা আমাদের এমন চর্চা করতে হবে যাতে যখন আত্মিক কান দিয়ে আত্মিক বিধান শুনি

তখন যেন সেই বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতা আমাদের সামনে না দাঁড়ায়, যাতে করে আমাদের বন্ধ্যত্ব ও অনুর্বরতায় আক্রান্ত অবস্থা ছেড়ে দিয়ে আমরা সেইভাবে আমাদের প্রার্থনায় সাড়া পেতে পারি যেভাবে আন্না ও হেজেকিয়া সাড়া পেয়েছিলেন, এবং মোর্দেকাই, এস্থার ও যুদিথ যেভাবে নিস্তার পেয়েছিলেন, আমরাও যেন তাঁদের মত সেই আধ্যাত্মিক শত্রুদের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারি।

আর যে প্রকাণ্ড মাছ যোনাকে কবলিত করেছিল, সেই মাছ যে কোন্ পশুর প্রতীক, তা যে বুঝতে পেরেছে ও এটাও উপলব্ধি করেছে যে, পশুটা হল সেই একই পশু যা বিষয়ে যোব বলেন, *যে সেই প্রকাণ্ড মাছের উপর জয়ী হতে চলছে, সেই দিনকে যে অভিশাপ দেয়, সে সেটাকে অভিশাপ দিক* (যোব ৩:৮ দ্রঃ), তেমন ব্যক্তি যদি কোন সময় যেকোন প্রকার অবাধ্যতা বশত 'সেই প্রকাণ্ড মাছের পেটে' আছে বলে উপলব্ধি করে, তাহলে অনুতপ্ত মনে প্রার্থনা করুক ও সে সেখান থেকে বের হবেই। আর একবার বেরিয়ে এলে সে যদি ঈশ্বরের আদেশগুলির প্রতি বাধ্যতায় নিষ্ঠাবান থাকে, তবে পবিত্র আত্মার মঙ্গলময়তা গুণে সে নিনেভের সেই অধিবাসীদের কাছে ভাববাণী দিতে পারবে যারা বর্তমানকালে ধ্বংসের সম্মুখীন, ও তাদের জন্য পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠবে, কেননা সে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বিষয়ে নিরাশ হয়নি ও এমনটাও বাসনা করেনি যে, অনুতপ্ত যারা ঈশ্বর তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাতে থাকবেন।

সেই যে মহত্তম কাজ শামুয়েল প্রার্থনা দ্বারা সাধন করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়, যে কেউ সত্যিই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ও সাড়া পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে, সেও সেই মহত্তম কাজ এখনও আত্মিকভাবে সাধন করতে পারে। কেননা লেখা আছে, *এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন। আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন* (১ শামু ১২:১৬-১৭)। কেননা যারা পবিত্র ও সেই সকলে যারা যিশুর প্রকৃত শিষ্য, প্রভু তাদের বলেন, *চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সাদা হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; যে ফসল কাটে সে মজুরি পায় ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফল সংগ্রহ করে* (যোহন ৪:৩৫-৩৬ দ্রঃ)। যারা নবীদের বাণী শোনে, ফসল কাটার এই সময়ে প্রভু তাদের চোখের সামনে একটা মহাকাজ সাধন করেন;

কারণ যখন পবিত্র আত্মায় অলঙ্কৃত যেকোন ব্যক্তি প্রভুকে ডাকে, তখন ঈশ্বর আকাশ থেকে এমন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি দেন যা প্রাণকে জলসিক্ত করে, যাতে আগে যে কেউ পাপে লিপ্ত ছিল, সে যেন এখন প্রভুকে গভীরভাবে ভয় করে ও তাঁর অনুগ্রহের সেবাকর্মী হতে পারে, কারণ তার নিজের প্রার্থনার সাড়াতেই সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য বলে প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে।

আমরা এতক্ষণে সেই সমস্ত উপকারের কথা ব্যক্ত করে এসেছি যা পবিত্রজনেরা প্রার্থনা দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন; এখন এসো, এই বচনের দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরাই, *তোমরা মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ কর ও সামান্য বিষয়ও তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে; স্বর্গীয় বিষয়ের অন্বেষণ কর ও পার্থিব বিষয় তোমাদের বাড়তি হিসাবে দেওয়া হবে* (যোহন ৩:১২ দ্রঃ)। আচ্ছা, সত্যময় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর তুলনায় প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো হল 'সামান্য' ও 'পার্থিব' বিষয়। এমনটা মনে হতে পারে যে, যখন ঐশবাণী পবিত্রজনদের প্রার্থনা অনুকরণ করতে আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন বাস্তবরূপে তা পেতে পারি যা তাঁরা কেবল প্রতীকাকারেই পেয়েছিলেন, তখন তিনি সেই 'স্বর্গীয়' ও 'মহৎ' বিষয়গুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন যা পার্থিব ও সামান্য বিষয়গুলোতে প্রতীকাকারে নির্দেশিত। প্রকৃতপক্ষে বচনটা বলতে চায়, "তোমরা যারা আধ্যাত্মিক হতে ইচ্ছা কর, প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গীয় ও মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ কর, যাতে সেগুলোকে 'স্বর্গীয়' বলে গ্রহণ করায় তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পার, ও সেগুলোকে 'মহৎ' বলে গ্রহণ করায় তোমরা মহৎ মঙ্গলদান ভোগ করতে পার। আর যে 'পার্থিব' ও 'সামান্য' বিষয়গুলো তোমাদের দেহের প্রয়োজনের জন্য দরকার আছে, তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোকে পিতাই দান করবেন।"

শ্লোক - ২ করি ৫:৭, ৯; হিব্রু ১৩:১৪

প্র আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়;

উ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

প্র এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।

ঊ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:৩৭–১৯:১৯, ৩৫-৩৭)

**হেজেকিয়ার প্রার্থনা ; ইশাইয়ার সান্ত্বনা-বাণী ;**

**যেরুশালেমের পরিত্রাণ**

হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে প্রধান পাত্রবাহকের কথা জানিয়ে দিলেন। তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে প্রভুর গৃহে গেলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইশাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'হেজেকিয়া একথা বলছেন: আজকের দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব করার শক্তি নেই। জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য প্রধান পাত্রবাহকের প্রভু সেই আশুর-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো আপনার পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন, সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'

হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইশাইয়ার কাছে গেলে ইশাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের প্রভুকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আশুরের রাজার কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'

প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আশুরের রাজা লিব্না আক্রমণ করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে গেছিলেন, যেহেতু সেন্নাখেরিব কুশের তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন; 'তোমরা যুদা-রাজ হেজেকিয়াকে একথা বলবে: তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন বলবেন, যেরুশালেম আশুরের রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু ভুলো না। দেখ, আশুরের রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি তুমি উদ্ধার পাবে? আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান, রেজেফ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? হামাথের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?'

দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন, এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: 'খেরুবদের উপরে আসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পরমেশ্বর; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে পাঠিয়েছে, তা শোন। প্রভু, কথাটা সত্য বটে: আশুরের রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের দেশগুলোকে ঠিকই বিনাশ করেছে, এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে; কারণ সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু; এজন্যই ওরা সেগুলোকে বিনাশ করেছে। কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।'

দেখা গেল, সেই রাতে প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আশুরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্যকে প্রাণে মারলেন; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ,

সবই মৃতদেহ। তাই আশুর-রাজ সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনেভেতে, রয়ে গেলেন। একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সন্তান আদ্রাম-মেলেখ ও সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল; ও আরারাৎ এলাকায় পালিয়ে গেল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

**শ্লোক** - ২ রাজা ১৯:৬, ৭, ১৯

*প্র* ইশাইয়া রাজার পরিষদদের বললেন: প্রভু একথা বলছেন, যা শুনেছ, তাতে ভয় পেয়ো না:

*উ* দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।

*প্র* এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।

*উ* দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৭:৪, ৬-৭)

**আমি মঙ্গলময়তায় ও প্রেমে তোমাকে আমার কনে করব**

*আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত* (প্রকাশ ২১:২)। আর তিনি বলে চলেন, *তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন* (প্রকাশ ২১:৩)। কেনই বা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে সঙ্কল্প করলেন? আমি মনে করি তাঁর সঙ্কল্প এরূপ: তিনি মানবকুল থেকেই নিজের জন্য একটি কনে নিতে চাচ্ছিলেন। কনের অনুসন্ধানেই মর্তে এলেন, অথচ—আশ্চর্যের কথা! —তিনি কনেকে ছাড়া একা আসেননি। এর মানে কি কনে দু'টোই ছিল? মোটেই না।

পরম গীতে বর বলেন, *আমার কপোতী, সে তো অনন্যা* (পরমগীত ৬:৯)। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর আপন মেষগুলিকে এক পালে সংগ্রহ করবেন, যাতে একমাত্র পাল ও একমাত্র মেষপালক থাকে। অসংখ্য স্বর্গবাহিনী আদি থেকে কনেরূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত ছিল, একথা সত্য; কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় তিনি সকল মানুষকে সংগ্রহ করে এমন মণ্ডলীকে গড়ে তুলবেন, যে মণ্ডলীকে তিনি একদিন তাঁর আপন স্বর্গীয় কনের সঙ্গে একত্রিত করবেন যাতে একমাত্র কনে ও একমাত্র বর থাকেন। সুতরাং স্বর্গ থেকে আমরা পেলাম বর যিশুকে ও কনে যেরুশালেমকে। মর্তে দৃশ্যমান হবার জন্য যিশু নিজেকে নিঃস্ব ক'রে দাসের স্বরূপ ধারণ ক'রে মানবীয় আকারে পরিবৃত হয়ে মানুষের মত হয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সেই কনে যখন স্বর্গ থেকে নেমে এল, সে তখন কোন্ আকারে দেখা দিল? সে কি মানবপুত্রের উপর দিয়ে ওঠা-নামা স্বর্গবাহিনীর আকারেই ছিল?

আমার মতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর এরূপ: আমরা যখন একদেহে ছিলাম, বাণীকে দেখলাম এবং একথা বুঝলাম যে, কনে ও বর দু'জনে একদেহে ছিলেন, তখনই আমরা কনের দর্শন পেলাম। যখন পরমপবিত্রজন সেই ইম্মানুয়েল তাঁর আপন দিব্য শিক্ষা মর্তে নিয়ে এসে আমাদের মাতা সেই স্বর্গীয় যেরুশালেমের দৃশ্যমান সাদৃশ্য নিজেরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে তার সৌন্দর্য আমাদের দেখালেন, তখন আমরা কি বরের মধ্যে উপস্থিত কনের দর্শন পাইনি? *মুকুটভূষিত বর ও রত্ন-অলঙ্কৃতা কনে* (ইশা ৬১:১০), এক ও অনন্য গৌরবময় প্রভুর মধ্যে এ দু'জনেরই একতার দর্শন পেয়ে আমরা কি অবাক হইনি? যিনি আমাদের কাছে নেমে এলেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠলেন। কেউই স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে না সেই একজনই ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, অর্থাৎ কিনা সেই প্রভুই ছাড়া যিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়, যিনি মাথা হিসাবে বর আর দেহ হিসাবে কনে। মর্তে তাঁর আবির্ভাব যে হল ফলহীন কাজ, তেমন নয়, বরং সেই আবির্ভাবের ফলে মর্তমানুষ তাঁরই মত স্বর্গীয় হয়ে উঠল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এ বাণীও পূর্ণ হল, *স্বর্গীয় মানুষ যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত* (১ করি ১৫:৪৮)।

সেই সময় থেকে মানুষ এ মর্তে সেই ধরনেরই জীবন যাপন করতে লাগল, স্বর্গে দূতেরা যে জীবন যাপন করেন। সেই ধন্য স্বর্গীয় দূতদের মত, মণ্ডলী শলোমনের

জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসে তার আপন স্বর্গীয় বরের সঙ্গে পুণ্যপ্রেমের বন্ধনে মিলিতা হয়।

স্বর্গদূতদের মত এখনও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিতা না হয়েও সে কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধনে তাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা কনে। এবিষয়ে নবীর এ প্রতিশ্রুতি স্মরণযোগ্য, *আমি কৃপা ও স্নেহে তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব* (হো ২:২১, ২২)।

এজন্য মণ্ডলী, স্বর্গ থেকে যে নমুনা নেমে এল, তার সাদৃশ্যে নিজেকে অধিক সদৃশ করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই নমুনা থেকে সে বিনীত, সংযমী, পুণ্য, পবিত্র, ধৈর্যশীল, করুণাশীল, বিনম্র ও সরলহৃদয় হতে শেখে। প্রভুর কাছ থেকে যতদিন বিচ্ছিন্ন, ততদিন এ সদ্‌গুণাবলি চর্চা ক'রে সে স্বর্গদূতদের বাসনার বস্তু সেই প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করে, যেন স্বর্গদূতদের জ্বলন্ত বাসনার অংশী হয়ে প্রমাণ করতে পারে, সে সাধুসাধ্বীর সহনাগরিক, ঈশ্বরের গৃহের সেবিকা, তাঁর প্রিয়তমা কনে।

**শ্লোক** - পরমগীত ৫:১৬; গা ২:২০

*প্র* তাঁর মুখ সবই মাধুর্য;

*উ* আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা।

*প্র* আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১৭–৪:১০)

## বিনম্রতা ও গর্ব

সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে শালীনতা বজায় রাখ,
তবে ঈশ্বরের অনুগৃহীতদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।
তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে;
কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান,
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।
তোমার পক্ষে কঠিন বিষয় বুঝতে চেষ্টা করো না,
তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপারও অনুসন্ধান করো না।
তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাতেই মন দাও,
রহস্যময় বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তোমার প্রয়োজন নেই।
যা তোমার সাধ্যের অতীত, তাতে নিজেকে জড়িয়ো না,
তোমাকে যা দেখানো হয়েছে, তা তো এমনিই মানুষের ধারণ-ক্ষমতার অতীত।
অনেকেই তো নিজ ধ্যানধারণার ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছে;
তাদের কুটিল কল্পনা তাদের চিন্তা-ধারণা বিভ্রান্ত করেছে।
জেদি হৃদয়ের শেষ পরিণাম হবে অমঙ্গল,
বিপদ যে ভালবাসে, সেই বিপদেই হবে তার বিনাশ।
জেদি হৃদয়ের উপর পড়বে নানা সঙ্কটের চাপ;
পাপী মানুষ রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করবে।
দর্পী মানুষের দুর্বিপাকের জন্য কোন প্রতিকার নেই,
কারণ তার অন্তরে স্থান পেয়েছে অনিষ্টকর শিকড়।

সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;
মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।
জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়,

অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।
যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, সে তার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাশীল;
হ্যাঁ, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।
সন্তান, দীনহীনকে তার জীবিকা দিতে অস্বীকার করো না,
অভাবী মানুষের চোখ যখন তোমার দিকে নিবদ্ধ, তখন পাষণ্ড হয়ো না।
ক্ষুধার্তকে দুঃখ দিয়ো না,
সঙ্কটে পতিত মানুষকে ক্ষুব্ধ করো না।
ক্ষুব্ধ হৃদয়কে আলোড়িত করো না,
অভাবীকে তার প্রত্যাশিত দান থেকে বঞ্চিত করো না।
নিঃস্বের মিনতি ফিরিয়ে দিয়ো না,
দীনহীন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।
গরিব মানুষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না,
কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, এমন সুযোগ সৃষ্টি করো না,
কেননা তিক্ততা-ভরা অন্তরে কেউ তোমাকে অভিশাপ দিলে
তার নির্মাতা তার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।
জনমণ্ডলীর ভালবাসার পাত্র হতে চেষ্টা কর,
মহাব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত কর।
দীনহীনের প্রতি কান দাও,
তার শান্তি-কামনায় মমতার সঙ্গে উত্তর দাও।
অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
বিচার-দানে ছোটমনা হয়ো না।
পিতৃহীনদের কাছে পিতার মত হও,
তাদের মাতার প্রতি স্বামীসুলভ যত্ন দেখাও;
তবে তুমি পরাৎপরের সন্তানের মত হবে,
তিনি তোমার মাতার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসবেন।

**শ্লোক** - সিরা ৩:২৯, ৩১ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;

*উ* মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।

*প্র* প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান হৃদয় পাপ থেকে দূরে থাকবে ও ধর্মময়তা কর্ম সাধনে সফলতা পাবে।

*উ* মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৮)

**যার যা প্রাপ্য, তাকে সেই ঋণ শোধ কর**

আমরা ঋণী, আর দেনা ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কথনে শালীনতা ও নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনেও আমাদের নানা পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্যদের প্রতি বিশেষ এক প্রকার মনোভাব রাখা ক্ষেত্রেও আমরা ঋণী। তেমন ঋণগুলো বিষয়ে ঋণী হওয়ায়, হয় আমরা ঐশবিধানে যা আদিষ্ট তা পূরণ করায় সেই সমস্ত ঋণ শোধ করি, না হয় কল্যাণকর ঐশবাণীকে অবজ্ঞা করায় শোধ করি না, ও সেইভাবে ঋণী হয়ে থাকি। ঋণ ক্ষেত্রে একই ধরনের মনোভাবের অধিকারী হতে হবে আমাদের ভাইদের প্রতি, তারাই হোক যারা প্রকৃত ধর্মের বাণী অনুসারে আমাদের সঙ্গে খ্রিষ্টে নবজন্ম লাভ করেছে, অথবা তারাই হোক যারা আমাদের সঙ্গে একই পিতার বা মাতার অংশী।

সহনাগরিকদেরও প্রতি ও সকল মানুষেরও প্রতি সাধারণ ঋণ রয়েছে; বিদেশীদের প্রতিও বিশেষ এক ঋণ রয়েছে ও তাঁদেরও প্রতি বিশেষ অন্য ঋণ রয়েছে যাঁরা বয়সের ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের পিতা হতে পারেন, এবং তাঁদেরও প্রতি বিশেষ অন্য ঋণ রয়েছে, সন্তান ও ভাই রূপে যাঁদের সম্মান করা সমীচীন। সুতরাং ভাইবোনদের প্রতি দেয় ঋণ শোধ করার জন্য যা করা দরকার যে তা করে না, তেমন অবহেলার ভিত্তিতে সে ঋণী হয়ে থাকে। একই প্রকারে, অন্যান্যদের প্রতি প্রজ্ঞার মানব-মনোভাব ক্ষেত্রে যা দেওয়া কর্তব্য, তাতে আমরা অবহেলা-দোষে দোষী বলে গণ্য হলে তবে আমাদের ঋণ আরও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, নিজেদের কথা ধরতে গেলে, আমরা আমাদের দেহ ব্যবহার ক্ষেত্রে তখনই একপ্রকারে ঋণী যখন আমোদপ্রমোদ ভোগ করার লক্ষ্যে আমাদের দেহের

মাংস শক্তিহীন করি; আমাদের আত্মার প্রতিও যথেষ্ট যত্নবান হওয়া ক্ষেত্রে, মনের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে পূর্বদর্শিতা রাখা ক্ষেত্রে, আমাদের কথন যেন রুষ্ট না হয় বরং উপযোগী হয় ও কখনও অকেজো না হয়, এসমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকা ক্ষেত্রেও আমরা ঋণী। বাস্তবিকই, যতখানি আমরা আমাদের ঋণ, এমনকি আমাদের নিজেদেরও কাছে দেয় ঋণ শোধ করায় অবহেলা করি, আমাদের ঋণ ততখানি ভারী হয়ে ওঠে।

এসমস্ত ঋণ বাদে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের শিল্পকর্ম ও তাঁর এমন উৎকৃষ্ট গড়া পাত্র যা বাকি সমস্ত কিছু অতিক্রম করে (এফে ২:১০ দ্রঃ), সেজন্য আমরা তাঁরই প্রতি বিশেষ মনোভাব ও এমন ভালবাসা বজায় রাখতে বাধ্য যা *আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ও আমাদের সমস্ত মন দিয়ে* (মার্ক ১২:৩০) চিহ্নিত। তেমনটা সমুচিতভাবে করায় ব্যর্থ হলে তবে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করায় আমরা ঈশ্বরের প্রতি ঋণী থেকে যাই। আর তেমন অবস্থায় কে আমাদের জন্য প্রার্থনা করবে? বাস্তবিকই শামুয়েলের প্রথম পুস্তকে যেভাবে এলি বলেন, সেই অনুসারে *মানুষ পাপ করায় অন্য মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে তারা তার জন্য প্রার্থনা করবে; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?* (১ শামু ২:২৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)।

উপরন্তু, যিনি নিজ রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, আমরা সেই খ্রিষ্টের প্রতিও ঋণী ঠিক যেন প্রতিটি গৃহদাস তার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়েছে, সেই মূল্যে তার ক্রেতার প্রতি ঋণী। মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে আমরা যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত, সেই পবিত্র আত্মার প্রতিও আমরা ঋণী, তা এমন ঋণ যা তাঁকে দুঃখ না দেওয়ায় (এফে ৪:৩০ দ্রঃ) আমরা শোধ করি; আমরা তখনই তাঁকে দুঃখ দিই না যখন আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ফল বহন করি, যেহেতু তিনি আমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করেন (যোহন ১৫:৮ দ্রঃ)।

আর যদিও আমরা সঠিকভাবে জানি না কোন্ দূত আমাদের এক একজনের জন্য নিযুক্ত আছেন—তিনি অনুক্ষণ স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শনে রত—তবু বিচার-বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট যে, কোন না কোন বিষয়ে আমরা তাঁর প্রতি ঋণী। আর যখন আমরা দূত ও *মানুষের মঞ্চ* স্বরূপ এজগতে (১ করি ৪:৯ দ্রঃ) রয়েছি , সেজন্য আমাদের এমনটা জানা উচিত যে, মঞ্চে যেমন প্রতিটি ব্যক্তি দর্শকদের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কিছু না

কিছু বলতে বা করতে বাধ্য, ও তেমনটা করায় ব্যর্থ হলে সে সকল দর্শকদের অপমান করেছে বিধায় শাস্তি পায়, তেমনি আমরা ইচ্ছুক হলে প্রজ্ঞা থেকে যা কিছু শিখব, সেই ক্ষেত্রেও আমরা গোটা জগতের কাছে, সকল দূতদের কাছে ও মানবজাতির কাছেও ঋণী।

এসমস্ত সাধারণ দায়িত্ব বাদে, মণ্ডলী যে বিধবার দায়িত্ব-ভার নিয়ে থাকে, সেই বিধবার একটা ঋণ আছে, পরিসেবকের অন্য ঋণ, প্রবীণের অন্য ঋণ ও বিশপের অন্য ঋণ রয়েছে যা সব ঋণের চেয়ে অধিক ভারী, কেননা গোটা মণ্ডলীর স্বয়ং ত্রাণকর্তা তেমন ঋণের ব্যাপারে শোধ দাবি রাখেন।

শ্লোক - গা ৫:১৩, ১৪; রো ১৩:৮

প্র তোমরা ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।

উ কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'

প্র পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না।

উ কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৭:২১-৩৫)

**আশুর-রাজের বিরুদ্ধে দৈববাণী**

আমোজের সন্তান ইশাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন, তুমি আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ, তা আমি শুনেছি; তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুশালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!
তোমার পরিচারকদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: "আমার বহু বহু রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;
তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম জায়গায়, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।
আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।"

তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,
পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,
ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।
তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন:
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,

তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।
কেননা যেরুশালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে রেহাই পাওয়া এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!

সুতরাং আশুর-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।
সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

শ্লোক - ইশা ৫২:৯-১০

প্ প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন, যেরুশালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
উ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।
প্ প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন;
উ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৮:১৪-১৬)

**খ্রিষ্ট নিজ রক্ত দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন**

যেহেতু খ্রিষ্ট জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেজন্য একথা স্পষ্ট যে, তাঁর নিজের জন্য পুনর্মিলনের প্রয়োজন ছিল না। যিনি কোন পাপ জানেননি, তাঁর পক্ষে নিজের কোন্ পাপের জন্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা দরকার ছিল?

যখন ইহুদীরা সেই মুদ্রা আদায় করতে চাইল যা বিধান অনুসারে পাপের কারণেই দেওয়ার কথা, তখন যিশু পিতরকে বললেন: *শিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে? পিতর বললেন, অন্য লোকদের কাছ থেকে। যিশু তাঁকে বললেন, তবে ছেলেরা করমুক্ত। তবু আমরা যেন তাদের পতনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও* (মথি ১৭:২৫-২৭)। এতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পাপের জন্য তাঁর কোন মধ্যস্থ প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি পাপের ক্রীতদাস নন, কিন্তু সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত ঈশ্বরপুত্র। বস্তুতপক্ষে পুত্র স্বাধীন, দাসই তো দোষী। তিনি নিজেই বরং পরম স্বাধীনতা, নিজের প্রাণমুক্তির জন্য মূল্য দেন না; অন্যদিকে তাঁর রক্ত সারা বিশ্বের পাপরাশির মুক্তিমূল্য দানের জন্য অধিক যথেষ্ট। নিজের জন্য কিছুই দিতে বাধ্য নন বিধায়ই তিনি অন্যদের মুক্ত করতে সক্ষম।

আরও, নিজেরই মুক্তিমূল্য বা নিজেরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে খ্রিষ্টের পক্ষে কিছুই দেওয়া দরকার নেই, তা শুধু নয়; সাধারণ বিশ্বাসের মানুষকে ধর, সেও বুঝতে পারবে যে এখন কারও পক্ষেও নিজের জন্য সেই প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া আর দরকার হয় না, কারণ খ্রিষ্টই সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনিই সারা বিশ্বের মুক্তি।

সকলের মুক্তিকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে যখন খ্রিষ্ট মুক্তিমূল্য হিসাবে নিজ রক্ত দান করেছেন, তখন আর কেইবা নিজের মুক্তিকর্ম নিজের রক্তমূল্যেই সাধন করতে পারবে? খ্রিষ্টের রক্তের সঙ্গে কি তুলনার মত রক্ত থাকতে পারে? যিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন

ও একাই নিজের রক্ত দ্বারা সারা বিশ্বকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেই খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে কে নিজের জন্য মহত্তর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারবে?

সকলের পাপের জন্য যিনি প্রায়শ্চিত্তবলি হলেন ও আমাদের মুক্তিদানের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন, তাঁর চেয়ে কোন্ মহত্তর বলি, কোন্ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, কোন্ শ্রেষ্ঠ সহায়ক থাকতে পারে? সুতরাং যেহেতু যে রক্তমূল্যে খ্রিষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, খ্রিষ্টের সেই রক্ত সকলেরই মুক্তিমূল্য, সেজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবলি বা নিজস্ব কোন মুক্তিমূল্য প্রয়োজন হয় না: কেবল তিনিই পিতার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করলেন। যিনি নিজের মাথায় আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তুলে নিলেন, তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)।

**শ্লোক** - কল ১:২১, ২২; রো ৩:২৫

*প্র* তোমরা একসময়ে দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

*প্র* তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

*উ* যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১–৬:৪)

## ঐশ প্রতিদান

তোমার ধনসম্পদের উপরে নির্ভর করো না ;
এই কথাও বলো না, 'আমার যা প্রয়োজন, তা সবই আমার আছে!'
তোমার স্বভাব ও তোমার বলের অনুগামী হয়ো না,
হলে তোমার হৃদয়ের দুর্মতিকে প্রশ্রয় দেবে।
একথা বলো না, 'আমার উপর কে প্রভুত্ব করবে?'
কারণ প্রভু নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
একথা বলো না, 'পাপ করেছি, তবু আমার কী অমঙ্গল ঘটল?'
কারণ প্রভু ধৈর্য রাখতে পারেন!
ক্ষমালাভের বিষয়ে তত নিশ্চিত হয়ো না,
যার ফলে আরও রাশি রাশি পাপ জমাতে থাক।
একথা বলো না, 'তাঁর করুণা মহান ;
তিনি আমার বহু পাপ ক্ষমা করবেন',
কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে,
আর তাঁর রোষ পাপীদের উপর বর্ষিত হবে।
প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না,
দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
কারণ প্রভুর ক্রোধ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে,
তখন, সেই শাস্তির দিনে, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।
অন্যায়-ধনসম্পদের উপর আস্থা রেখো না,
তাতে দুর্বিপাকের দিনে তোমার উপকার হবে না।
গম যে কোন বাতাসে ঝেড়ো না,
যে কোন পথেও পা বাড়িয়ো না,
যেমনটি দু'কথার মানুষ সেই পাপী করে থাকে!

তোমার নিশ্চিত ধারণায় নিষ্ঠাবান হও,
এক কথার মানুষ হও।
শুনতে আগ্রহ দেখাও,
উত্তর দিতে ধীর হও।
কোন বিষয়ে তোমার জানা থাকলে তোমার প্রতিবেশীকে উত্তর দাও ;
জানা না থাকলে মুখে হাত দাও।
কথনে সম্মানও থাকতে পারে, অসম্মানও থাকতে পারে ;
মানুষের জিহ্বাই তার সর্বনাশ।
তুমি হয়ো না পরনিন্দুক নামের যোগ্য,
তোমার জিহ্বা দিয়ে ফাঁদ বসিয়ো না,
কারণ লজ্জা যেমন চোরের প্রাপ্য,
কঠোর দণ্ড তেমনি মিথ্যাবাদীর মজুরি।
তুমি ছোট কি বড় ব্যাপারে কারও অপমান করো না,
বন্ধুত্বের বিনিময়ে শত্রুতার পাত্র হয়ো না ;
কারণ দুর্নাম লজ্জা ও ঘৃণা আকর্ষণ করে ;
ঠিক তাই ঘটে দু'কথার মানুষ সেই পাপীর ক্ষেত্রে।
নিজের দুর্মতির হাতে নিজেকে তুলে দিয়ো না,
পাছে তা রোষভরা বৃষের মত তোমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ;
তুমি তোমার নিজের পল্লব গ্রাস করবে, নিজের যত ফল বিনষ্ট করবে,
শেষে নিজেকে শুষ্ক কাঠের অবস্থায় ফেলে রাখবে।
উগ্রমেজাজের অধীন যে মানুষ, সেই মেজাজই তার বিনাশ ঘটায়,
তাকে তার শত্রুদের উপহাসের বস্তু করে।

শ্লোক - সিরা ৫:৬, ৭; প্রকাশ ২২:১২

প্র প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না, দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
উ কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে।

*প্র* দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি—প্রভুর উক্তি ; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।

*উ* কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৮, ৩৩)

**আমাদের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অধিকার**

**আমাদের সকলেরই আছে**

আমরা যখন ততসংখ্যক মানুষের প্রতি ঋণী, তখন অন্যরাও যে আমাদের প্রতি ঋণী, তা তো অনিবার্য। আমরা মানুষ বলে সেই হিসাবে কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা নাগরিক বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা পিতা বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা সন্তান বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী ; তা বাদে, আমরা স্বামী হলে তবে বধূরা আমাদের প্রতি ঋণী, এবং আমরা বন্ধু হলে তবে বন্ধুরা আমাদের প্রতি ঋণী। সুতরাং, আমাদের প্রতি সেই বহুসংখ্যক ঋণীর মধ্যে কেউ না কেউ যখন আমাদের প্রতি নিজেদের দেনা শোধ করতে তত তৎপরতা দেখায় না, তখন, আমরা আমাদের নিজেদের ঋণ, ও নিজেরা যে বহুবার অন্য মানুষদের কাছে শুধু নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের কাছেও শোধ করতে তৎপরতা দেখাইনি একথা স্মরণ করে আমাদের পক্ষে তাদের প্রতি কোন ক্ষোভ না রেখে বরং আরও বেশি মানবতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। যে সমস্ত ঋণ আমরা শোধ করিনি, এমনকি যখন আমাদের প্রতিবেশীর জন্য কোন না কোন কিছু করার সময় এসেছিল তখন আমরা যে ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করেছি, তা যদি স্মরণ করি, তাহলে যারা আমাদের কাছে ঋণী হয়ে সেই ঋণ শোধ করেনি, আমরা তাদের প্রতি আরও কোমল ভাবে ব্যবহার করব। একথা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত আমরা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের যে অপরাধ, ও সত্য না জেনেই হোক কি আমাদের প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে হোক আমরা উঁচুস্থান *থেকেই যেন যে অধর্মের কথা উচ্চারণ করেছি* (সাম ৭৩:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ) তা ভুলে না যাই।

কিন্তু আমাদের প্রতি ঋণী যারা তাদের প্রতি আমরা যদি কোমলতা দেখাতে অস্বীকার করি, তাহলে আমাদের তা-ই ভোগ করতে হবে যা সেই লোক ভোগ করেছিল যে নিজের সহদাসের একশ' টাকা ঋণ ক্ষমা করে দিতে অস্বীকার করেছিল।

যদিও সুসমাচারের উপমা অনুসারে তাকে আগে ক্ষমা করা হয়েছিল তবুও আগে যা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তা আবার দাবি করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *হে ধূর্ত ও অলস দাস, আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি তোমারও কি দয়া দেখানো উচিত ছিল না? তাকে কারাগারে ফেলে দাও যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে* (মথি ১৮:৩২)। এবং প্রভু বলে চলেছিলেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর* (মথি ১৮:৩৫)। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অধিকার আমাদের সকলেরই রয়েছে, যেভাবে এ বাণীতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২); ; আর এ বাণীতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *কারণ আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করি* (লুক ১১:৪)।

আমি মনে করি, প্রার্থনার নানা পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করায় এই পুস্তিকা শেষ করতে পারব। আমি মনে করি, উল্লেখযোগ্য চারটে পর্যায় রয়েছে যা আমি শাস্ত্রে এদিক ওদিক নানা স্থানে পেয়েছি, আর এগুলো অনুসারেই প্রতিটি প্রার্থনা গঠিত হওয়া উচিত। পর্যায়গুলো এ: প্রার্থনার প্রারম্ভে, ভূমিকা স্বরূপ, এক একজনের সাধ্যমত ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করা উচিত সেই খ্রিষ্টের দ্বারা যিনি তাঁর সঙ্গে গৌরবান্বিত ও সেই পবিত্র আত্মায় যিনি তাঁর সঙ্গে স্তুতিবাদের পাত্র। এরপর, প্রত্যেকে সাধারণ ধন্যবাদ-জ্ঞাপনকে স্থান দেবে: এতে প্রত্যেকে ধন্যবাদের বিষয়বস্তু হিসাবে সেই সমস্ত উপকার উল্লেখ করবে যা ততসংখ্যক মানুষের কাছে মঞ্জুর করা হয়, ও সেই বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ উল্লেখ করা হবে যা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বর থেকে পেয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, আমি মনে করি, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সামনে নিজের পাপকর্ম তিক্ত ভাবে নিন্দা করবে, প্রথমত, সে যেন, যে সমস্ত কু-অভ্যাস তাকে পাপ করতে প্ররোচনা করে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্য নিরাময় যাচনা করতে পারে; এবং দ্বিতীয়ত, সে যেন অতীত অপকর্ম বিষয়ে

ক্ষমা অর্জন করতে পারে। পাপস্বীকারের পর আমি মনে করি যে, চতুর্থ পর্যায় হিসাবে, এমন যাচনা যোগ করা উচিত যা মহৎ ও স্বর্গীয় বিষয়গুলো সংক্রান্ত—নিজেদের জন্য ও সকলের জন্য, আবার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের জন্য। অবশেষে, প্রতিটি প্রার্থনা পবিত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবারোপণ দিয়ে সমাপ্ত করা হবে। কেননা এটা ন্যায়সঙ্গত যে, গৌরবারোপণে শুরু ক'রে আমরা আমাদের প্রার্থনা গৌরবারোপণে সমাপ্ত করব, পবিত্র আত্মায় খ্রিষ্টের দ্বারা নিখিল বিশ্বের সেই পিতার প্রশংসাগান ও গৌরবকীর্তন ক'রে যাঁর গৌরব হোক চিরকাল (রো ১৬:২৭ দ্রঃ)।

শ্লোক - মথি ৫:৪৪-৪৫; এফে ৪:৩২

প্র তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

প্র পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২১:১-১৮, ২৩–২২:১)

**যুদা-রাজ মানাশে ও আমোন;**

**যোশিয়ার রাজ্য-শুরু**

মানাশে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হেফ্‌জিবা। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করলেন: হ্যাঁ, তাঁর পিতা হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্নির্মাণ করলেন; ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি বায়াল-দেবের উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; একটা পবিত্র দণ্ড স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; প্রভু যে গৃহের বিষয়ে বলেছিলেন, 'আমি যেরুশালেমেই আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করব,' প্রভুর সেই গৃহে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; নিজের ছেলেকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা ও জাদুবিদ্যাও ব্যবহার করলেন; ভূতের ওঝাদের ও গণকদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন; প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি বহুরূপেই তেমন কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন; তিনি আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যে গৃহের বিষয়ে প্রভু দাউদকে ও তাঁর সন্তান শলোমনকে একথা বলেছিলেন, 'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুশালেমে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব; আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে ইস্রায়েলের পা আর চলতে

দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং আমার দাস মোশি তাদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই অনুসারে চলে।' কিন্তু তারা কান দিল না, এবং মানাশে তাদের এমন পথভ্রষ্ট করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।

তখন প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে একথা বললেন, 'যুদা-রাজ মানাশে এই সমস্ত জঘন্য কাজ করেছে ব'লে, তার আগে আমোরীয়েরা যত জঘন্য কাজ করত সেগুলির চেয়েও খারাপ কাজ করেছে ব'লে, এবং তার পুতুলগুলো দ্বারা যুদাকেও পাপ করিয়েছে ব'লে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেরুশালেমের ও যুদার উপরে এমন অমঙ্গল ডেকে আনব যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। আমি যেরুশালেমের উপরে সামারিয়ার সুতা ও আহাবকুলের ওলন ছড়িয়ে দেব; থালা যেমন মোছা হয়, ও মুছলে পর তা উল্টিয়ে উপুড় করে রাখা হয়, তেমনি আমি যেরুশালেমকে মুছে ফেলব। আমি আমার উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করব, তাদের শত্রুদের হাতে তাদের তুলে দেব, তারা তাদের শত্রুদের শিকার ও লুটতরাজের বস্তু হবে, কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন কাজই করেছে, এবং যেদিন তাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।'

প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে মানাশে যুদাকে যে পাপ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া তিনি আবার নির্দোষীর এমন পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছিলেন যে, সেই রক্তে যেরুশালেমকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভরিয়েছিলেন। মানাশের বাকি যত কর্মকীর্তি, সেই সমস্ত কথা, ও তিনি যে যে পাপ করেছিলেন, তাও কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে মানাশে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর প্রাসাদের উদ্যানে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমোনের অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তারা রাজাকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা করল। কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত

করেছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোশিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল। আমোনের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? তাঁকে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোশিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যোশিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেদিদা, তিনি বৎস্কাথ-নিবাসী আদাইয়ার কন্যা।

**শ্লোক** - ২ বংশ ৩৩:৯, ১০, ১১

*প্র* মানাশে যেরুশালেম-অধিবাসীদের পথভ্রষ্ট করলেন;

*উ* এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে আশুর-রাজের সেনাপতিদের আনলেন।

*প্র* প্রভু মানাশে ও তাঁর লোকদের কাছে কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা কান দিলেন না;

*উ* এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে আশুর-রাজের সেনাপতিদের আনলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'সহিষ্ণুতার নানা গুণ' থেকে পাঠ (৩-৪)

## আমার কাছে ফিরে এসো

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা যারা কথায় নয়, কাজেই দার্শনিক হয়েছি, যারা বাহ্যিক চেহারাকে নয়, প্রজ্ঞার সত্যকেই বেশি প্রাধান্য দিই, যারা সদ্‌গুণগুলোর দম্ভ নয়, সেগুলোর মর্মই জেনেছি, যারা বড় কথা বলি না বরং তা জীবন দ্বারাই ব্যক্ত করি, এসো, ঈশ্বরের সেবক ও উপাসক রূপে আত্মিক সেবাকর্ম দ্বারাই সেই সহিষ্ণুতা দেখাই যা স্বর্গীয় উপদেশের মধ্য দিয়ে শিখি; কেননা এ সদ্‌গুণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাধারণ সম্পদ। যেখানে সহিষ্ণুতার সূচনা, সেইখানে তার মর্যাদা ও তার প্রভাবের উৎস, তথা সহিষ্ণুতার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের সাধক স্বয়ং ঈশ্বর। সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের প্রিয় বিধায় মানুষ তা ভালবাসবে; ঈশ্বর নিজে যে মঙ্গল ভালবাসেন, তা ভালবাসতে আমাদেরও আহ্বান করেন। ঈশ্বর যখন আমাদের পক্ষে প্রভু ও পিতা, তখন এসো, প্রভুর ও পিতার সহিষ্ণুতার অন্বেষণ করি, কারণ দাসকে বাধ্য হওয়া ও সন্তানকে বিকৃত না হওয়া মানায়।

আসলে ঈশ্বরে কতই না সহিষ্ণুতা বিদ্যমান! তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মর্যাদার অবমাননায় মানুষ যত অসার দেবমন্দির, পার্থিব ছবি ও জঘন্য তীর্থস্থান স্থাপন করেছে, তিনি তা অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করে ভাল মন্দ সকলের উপরেই দিনের উদয় ঘটান ও সূর্যের আলো উদ্ভাসিত করেন, বৃষ্টি দানে ভূমি জলসিক্ত করেন, নিজ উপকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন না, বরং ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরে বৃষ্টির জল বর্ষণ করেন। আর আমরা তাঁকে প্রায়, এমনকি অবিরতই দুঃখ দিলে তবু ঈশ্বর নিজ ক্রোধ প্রশমিত করে থাকেন, এবং প্রতিদানের জন্য যে দিনটি একবার চিরকালের মত নিরূপিত, তিনি সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই দিনের অপেক্ষায় থাকেন; আর তাঁর হাতে প্রতিশোধের অধিকার থাকলেও তবু প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করে আরও দীর্ঘ কাল ধরে ধৈর্য ধরতে ও সময় স্থগিত করতে ইচ্ছুক, যাতে সম্ভব হলে একদিন সেই দীর্ঘকালীন শঠতার পরিবর্তন হয়, ও ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের কলুষ দ্বারা প্রবঞ্চিত মানুষ যদিও দেরি করে তবু যেন ঈশ্বরের প্রতি মন ফেরায়; কেননা তিনি আবেদন জানিয়ে বলেন, *আমি মরণাপন্নের মৃত্যু চাই না, বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে বাঁচে* (এজে ৩৩:১১ দ্রঃ); তিনি এও বলেন, *আমার কাছে ফিরে এসো; তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো* (মালা ৩:৭), *তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল, সহিষ্ণুতা ও করুণায় মহান, ও নিরূপিত শাস্তি ক্ষমা করেন* (যাত্রা ৩৪:৬, ৭)।

শ্লোক - হিব্রু ১০:৩৫-৩৬; ১২:৩

প্র তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে।

উ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

প্র তোমরা যেন নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়,

উ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৬:৫-৩৭)

**বন্ধুত্ব ; প্রজ্ঞা লাভের জন্য সাধনা**

মধুর কণ্ঠ বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শালীন কথন শান্তি-কামনা আকর্ষণ করে।
যারা তোমার শান্তি-কামনা করে, তারা অনেকে হোক,
তবু সহস্রজনের মধ্য থেকে একজনমাত্রই হোক তোমার পরামর্শদাতা।
যদি কাউকে তোমার বন্ধু করতে চাও, তাকে যাচাই কর ;
সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আস্থা রেখো না।
কেননা এমন কেউ আছে, যে নিজ সুবিধায়ই বন্ধু,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
এমন বন্ধুও আছে, যে শত্রুতে রূপান্তরিত হয়
ও তোমাদের মধ্যে যে ঝগড়া তার কথা প্রকাশ করবে—তোমার অসম্মানে!
এমন বন্ধু আছে, যে খাওয়া-দাওয়াতেই সঙ্গী,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
তোমার সমৃদ্ধির সময়ে সে হবে তোমার যেন দ্বিতীয় তুমি,
তোমার ঘরের সকলের সঙ্গেও সে অবাধে কথা বলবে ;
কিন্তু তোমার অবমাননা হলে সে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে,
তোমার সামনে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

তোমার শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাক,
তোমার বন্ধুদের বিষয়ে সাবধান থাক।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়,
তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো অমূল্য সম্পদ,
তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত।
বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনদায়ী অমৃতের মত,

যারা প্রভুকে ভয় করে, তারাই তেমন বন্ধুকে পাবে।
প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে,
কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমন হবে।

সন্তান, তরুণ বয়স থেকে শাসনবাণী ধ্যানে রত থাক,
তবে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রজ্ঞা লাভ করবে।
লাঙল দেয় ও বীজ বোনে, তেমন মানুষেরই মত প্রজ্ঞার কাছে এগিয়ে যাও,
গিয়ে তার উৎকৃষ্ট ফলের প্রতীক্ষায় থাক;
চাষের জন্য তোমার একটু পরিশ্রম হবে বটে,
তবু শীঘ্রই তুমি ভোগ করবে তার উৎপন্ন ফল।
প্রজ্ঞা তো সত্যিই বিশৃঙ্খলের পক্ষে কঠোর,
যার সুমতি নেই, সে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না;
তার পক্ষে বরং তা হবে মূল্যহীন একটা পাথরের মত,
তা ফেলে দিতে সে তত দেরি করবে না।

কেননা প্রজ্ঞা ঠিক নিজের নামেরই মত প্রচ্ছন্ন,
অনেকের কাছে সে স্পষ্ট নয়।
সন্তান, শোন; আমার অভিমত গ্রহণ কর;
আমার সুমন্ত্রণা অস্বীকার করো না।
তোমার পা তার বেড়িতে ঢোকাও,
ঘাড় তার শেকলে সঁপে দাও;
কাঁধ নত করে তা বহন করে চল,
তার বাঁধন অসহ্য বলে মনে করো না;
সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসো,
তোমার যথাসাধ্যই তার যত পথ ধরে চল;
তার পদচিহ্ন অনুসরণ কর, তার অন্বেষণ কর; তোমাকে দেখা দেবে;
একবার তার নাগাল পেয়ে তাকে আর ছেড়ো না।
কারণ পরিশেষে তার মধ্যে বিশ্রাম পাবে,

আর সে তোমার জন্য আনন্দে রূপান্তরিত হবে।
তখন তার বেড়ি হবে তোমার প্রবল আশ্রয়,
তার যত শেকল হবে গৌরব-বসন।
তার জোয়াল, তা তো সোনার ভূষণ,
তার যত শেকল, তা তো বেগুনি ফিতা।
তুমি তা গৌরব-বসন রূপেই পরিধান করবে,
তা আনন্দ-মুকুট রূপেই মাথায় পরে নেবে।

সন্তান, ইচ্ছা করলে তুমি সুশিক্ষিত হতে পারবে;
সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলে নিপুণ হতে পারবে।
শ্রবণে প্রীত হলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে,
কান দিলে হবে প্রজ্ঞাবান।
প্রবীণদের সভায় যোগ দাও;
প্রজ্ঞাবান কেউ আছে? তারই সঙ্গ নাও।
সমস্ত ঐশবাণী সদিচ্ছার সঙ্গে শোন,
সুচিন্তিত প্রবচন যেন তোমাকে না এড়ায়।
সুবিবেচক কাউকে দেখলে শীঘ্রই তার কাছে যাও;
তোমার পায়ে ক্ষয় হোক তার দরজার সোপান।
প্রভুর সমস্ত নির্দেশবাণী ধ্যান করে থাক,
তাঁর আজ্ঞাগুলি তোমার নিত্য চিন্তার বস্তু হোক;
তিনি তোমার হৃদয় সুস্থির করবেন,
তখন তোমার প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পাবে।

শ্লোক - যোহন ১৫:১৪, ১২; সিরা ৬:১৪

প্ল তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের যা করতে বলেছি তোমরা যদি তাই কর:
উ তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।
প্ল বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়; তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

ঊ তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেড-লিখিত 'আধ্যাত্মিক বন্ধুত্ব' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক)

**বিশ্বস্ত বন্ধু জীবন-মলম স্বরূপ**

এই মরজীবন কালে বন্ধুত্বের চেয়ে বাসনা করার মত অধিক পবিত্র কিছু নেই, অনুসন্ধান করার মত অধিক উপযোগী কিছু নেই, পাবার মত অধিক কঠিন কিছু নেই, ভোগ করার মত অধিক মধুর কিছু নেই, রক্ষা করার মত অধিক উপকারী কিছু নেই। বন্ধুত্ব বর্তমান জীবনে ফল দেয়, ভাবী জীবনেও ফল দেয়; তার কোমলতায় সকল সদ্‌গুণ রুচিকর করে, তার শক্তিতে রিপু পরাজিত করে; প্রতিকূলতা মিষ্ট করে ও অনুকূল ঘটনাগুলো সুবিন্যস্ত করে, যার ফলে বন্ধু না থাকলে মরণশীলদের মধ্যে মনোহর কিছু থাকতে পারে না। মানুষের যদি এমন বন্ধু না থাকে যার সঙ্গে আনন্দের দিনে সে আনন্দ করবে ও শোকের দিনে চোখের জল ফেলবে, যার উপরে হৃদয়ের বোঝা ফেলে দেবে ও মনে যত উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট চিন্তা উদিত হলে যার সঙ্গে সহভাগিতা করবে, তেমন মানুষ পশুর তুল্য। *ধিক্ তাকে, যে একা, কেননা সে পড়লে তাকে তুলতে পারবে এমন কেউ নেই* (উপ ৪:১০)। আর যার কোন বন্ধু নেই, সে-ই একা।

কিন্তু তুমি যখন এমন একজনকে পাও যার সঙ্গে ঠিক যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলতে পার, যার কাছে তোমার দোষের কথাও নির্ভয়ে স্বীকার করতে পার, যার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনে তোমার সম্ভাব্য অগ্রগতির কথা লজ্জাবোধ না করে প্রকাশ করতে পার, যার কাছে তোমার সমস্ত গোপন মনোবাঞ্ছা জানাতে পার ও যার হাতে তোমার যত সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা ন্যস্ত করতে পার, তখন কী আনন্দ, কী নিরাপত্তা, কী সুখ! গর্ব ও সন্দেহ ভয় না করে, অন্যের সংস্কারে কুণ্ঠিত না হয়ে ও অন্যের প্রশংসায় তোষামোদ বা নিন্দা আবিষ্কার করতে বাধ্য না হয়ে এইভাবে একহৃদয়ে মিলিত হওয়া ও দু'জনে এক হওয়া, এছাড়া মনোরম আর কীবা আছে? সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি বললেন, *বিশ্বস্ত বন্ধু জীবন-মলম স্বরূপ* (সিরা ৬:১৬ লাতিন পাঠ্য)। ঠিক কথা! কেননা এমন ব্যক্তি যে সমস্ত দুর্দশায় আমাদের সঙ্গে দুঃখভোগ করায় ও আমাদের সমস্ত সাফল্যে আমাদের

সঙ্গে আনন্দ করায় আমাদের পাশাপাশি থাকতে পারে, যাতে প্রেরিতদূতের বাণী মত হাতে হাত মিলিয়ে দু'জনে একে অন্যের ভার বহন করে (গা ৬:২ দ্রঃ), পার্থিব সকল অবস্থায় আমাদের ক্ষতস্থানের পক্ষে তেমন ব্যক্তিকে পাওয়ার চেয়ে অধিক উপযোগী, কার্যকর ও নিপুণ প্রতিকার নেই।

সুতরাং বন্ধুত্ব অনুকূল সব কিছু অধিকতর সুন্দর করে তোলে ও সহভাগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিকূল যত কিছু লঘুভার করে দেয়। সত্যি, বন্ধু উৎকৃষ্ট *জীবন-মলম স্বরূপ*, কেননা প্রাচীনকালের বিধর্মীদের এ ধারণা ছিল, আমরা জল ও আগুনের চেয়ে বন্ধুকেই বেশি ব্যবহার করি। কাজে কর্মে, আপদে বিপদে, যে কোন অবস্থা বা পরিস্থিতিতে, গোপনে প্রকাশ্যে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই বন্ধুত্ব মনোহর, বন্ধু প্রয়োজন, একাত্মতা উপযোগী।

সর্বাপেক্ষা বন্ধুত্ব ঠিক যেন এক ধাপের মত যা সেই পরমসিদ্ধির নাগালের কাছাকাছি আমাদের তুলে আনে, যে পরমসিদ্ধি ঈশ্বরপ্রেমে ও ঈশ্বরজ্ঞানে প্রকাশিত: তাতে যে মানুষ ছিল মানুষের বন্ধু, সে মানুষ এবার হল ঈশ্বরেরই বন্ধু—সুসমাচারে ত্রাণকর্তা একই কথা বলেছেন: *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, বন্ধুই বলছি* (যোহন ১৫:১৫)।

শ্লোক - ১ যোহন ৩:১১; গা ৫:১৪

প্র যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ:

উ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

প্র কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে:

উ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী জেফানিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:২-৭, ১৪–২:৩)

**প্রভুর বিচার**

আমি পৃথিবীর বুক থেকে সবকিছুই সংহার করব,
প্রভুর উক্তি।
আমি মানুষ ও পশু সবই সংহার করব,
আমি আকাশের পাখি ও সমুদ্রের মাছ সবই সংহার করব,
দুর্জনদের আমি ভূপাতিত করব।
হ্যাঁ, আমি পৃথিবীর বুক থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।
আমি যুদার বিরুদ্ধে
ও যেরুশালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
এই স্থান থেকে বায়াল-দেবের শেষাংশকে,
তার পূজারিদের নাম পর্যন্তই আমি উচ্ছেদ করব ;
তাদেরও উচ্ছেদ করব,
যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করে,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করে
কিন্তু মিল্কমের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা প্রভুর অনুগমন থেকে সরে যায়,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে না,
তাঁর অভিমতও অনুসন্ধান করে না।
প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে নীরব হও,
কারণ প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে!

প্রভু এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন,
তাঁর নিমন্ত্রিতদের নিজের উদ্দেশে পবিত্র করেছেন।
প্রভুর মহাদিন কাছে এসে গেছে,
তা কাছে এসে গেছে, অতি দ্রুতপদেই এগিয়ে আসছে।
একটা কণ্ঠস্বর : প্রভুর দিন তিক্ততার দিন!
একজন বীরপুরুষও চিৎকার করে একথা বলছে।

সেই দিন কোপেরই দিন,
সঙ্কট ও ক্লেশের দিন,
বিলোপ ও সর্বনাশের দিন,
অন্ধকার ও কালিমার দিন,
মেঘ ও ঘোর তমসার দিন,
সিংহনাদ ও রণধ্বনির দিন,
যা যত সুরক্ষিত নগর ও উচ্চ দুর্গের বিরুদ্ধ।
আমি মানুষকে এতই সঙ্কটাপন্ন করব যে,
তারা অন্ধের মতই হেঁটে বেড়াবে,
কারণ তারা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে :
তাদের রক্ত কাদার মত ও তাদের অন্ত্ররাজি গোবরের মত ঢালা পড়বে।

তাদের রুপো বা তাদের সোনাও তাদের বাঁচাতে পারবে না।
প্রভুর কোপের দিনে তাঁর উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে,
কারণ তিনি পৃথিবীর সকল অধিবাসীর আকস্মিক সর্বনাশ ঘটাবেন।

জড় হও, জড় হও,
হে নির্লজ্জ যত দেশ,
পাছে একদিনেই মিলিয়ে যাওয়া তুষের মত ছড়িয়ে পড়,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর জ্বলন্ত রোষ,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর ক্রোধের দিন।

প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ,
যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।
ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর,
তবেই প্রভুর ক্রোধের দিনে হয় তো আশ্রয় পেতে পারবে।

**শ্লোক** - জেফা ২:৩; লুক ৬:২০

*প্র* প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ, যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।

*উ* ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর।

*প্র* দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।

*উ* ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৩৯)

**নবযুগের পূর্বাভাস**

পৃথিবী ও মানবজাতির সমাপ্তি কবে দেখা দেবে, আমরা তা জানি না, বিশ্বের কেমন রূপান্তর হবে, তাও জানি না। পাপের দরুন বিকৃত এ জগতের চেহারা লোপ পাবে বটে, কিন্তু ঐশপ্রকাশ আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর এমন নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী নির্মাণ করছেন যেখানে ধর্মময়তা বসবাস করবে, ও যার সুখ, মানুষের হৃদয়ে শান্তির যে সকল আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তা পরিপূর্ণ করবে, অতিক্রমও করবে। তখন, মৃত্যু পরাভূত হলে ঈশ্বরের সন্তানদের খ্রিষ্টে পুনরুত্থিত করা হবে, আর যা কিছু দুর্বলতায় ও ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়েছিল, তা অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে; ভালবাসা ও তার ফল টিকে থাকবে ও ঈশ্বর মানুষের জন্য যা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই গোটা সৃষ্টি অমঙ্গলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র জগৎ লাভ করেও নিজ প্রাণ হারালে মানুষের কোন লাভ নেই। তথাপি নব পৃথিবীর প্রতীক্ষা এ পৃথিবীর উন্নতি সাধনের চিন্তা নিরুৎসাহী করার কথা নয়, বরং অধিকতর ভাবে

উদ্দীপিতই করার কথা, কেননা এ পৃথিবীতেই তো নব মানবসমাজের সেই দেহ বৃদ্ধিলাভ করছে যা নবযুগের একপ্রকার পূর্বাভাস দেখাতে ইতিমধ্যেও সক্ষম। অতএব, যদিও পার্থিব অগ্রগতি খ্রিষ্টরাজ্যের বৃদ্ধি থেকে সূক্ষ্মরূপে পৃথক করা আবশ্যক, তথাপি যে অনুপাতে মানবসমাজের শ্রেয়তর উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখতে সক্ষম, সেই অনুপাতে তেমন অগ্রগতি ঐশরাজ্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা সেই সমস্ত মঙ্গল যথা মানবমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা, অর্থাৎ কিনা প্রকৃতি ও আমাদের প্রচেষ্টার যত শুভফল প্রভুর আত্মাতে ও তাঁর আদেশ অনুসারে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিলে পর আমরা সেগুলিকে কলঙ্কমুক্ত, উজ্জ্বল ও রূপান্তরিত অবস্থায় পুনরায় তখনই পাব, যখন খ্রিষ্ট সেই শাশ্বত ও সার্বজনীন রাজ্য—জীবন ও সত্যের রাজ্য, পবিত্রতা ও অনুগ্রহের রাজ্য, ধর্মময়তা, ভালবাসা ও শান্তির রাজ্য পিতার হাতে ফিরিয়ে দেবেন। এ পৃথিবীতে তেমন রাজ্য ইতিমধ্যে উপস্থিত, রহস্যাবৃত ভাবেই উপস্থিত, কিন্তু প্রভুর আগমনে তা সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক - সাম ৯৬:১১; ইশা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

প্ব আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক; আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা:

উ প্রভু তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

প্ব তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।

উ প্রভু তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৭:২২-৩৬)

**ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বাণী**

তোমার কি গবাদি পশু আছে? তার যত্ন নাও;
তোমার লাভ হলে তা নিজের অধিকারে রাখ।
তোমার কি কোন ছেলে আছে? তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা কর,
তরুণ বয়স থেকেই তাদের তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে শেখাও।
তোমার কি কোন মেয়ে আছে? তাদের দেহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
কিন্তু অধিক মমতাপূর্ণ মুখ তাদের দেখিয়ো না।
মেয়ের বিবাহ ব্যবস্থা কর, এতে তোমার এক মহাকর্ম সমাধা হবে;
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-পূর্ণ পুরুষের সঙ্গেই তার বিয়ে দাও।
তোমার কি এমন বধূ আছে, যিনি তোমার মনের মত?
তাঁকে ত্যাগ করো না;
কিন্তু ঘৃণাস্পদ বধূকে কখনও বিশ্বাস করো না।
তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর,
তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না।
মনে রেখ, তাঁরাই তোমাকে জন্ম দিলেন;
তাঁরা তোমার জন্য যা করলেন, তার প্রতিদানে তুমি তাঁদের কী দেবে?

প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর,
তাঁর যাজকদের সম্মান কর।
তোমার নির্মাণকর্তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাস,
তাঁর সেবকদের প্রতি অবহেলা করো না।
প্রভুকে ভয় কর, যাজককে শ্রদ্ধা দেখাও,
যাজকের প্রাপ্য অংশ তার হাতে দাও, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে,
তথা,
প্রথমফসল, সংস্কার-বলি, অর্ঘ্যরূপে পশুটার কাঁধ,

পবিত্রতা-লাভের বলি, পবিত্র সমস্ত বিষয়ের প্রথমাংশ।
দীনহীনের প্রতিও হাত বাড়াও,
যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।
তোমার দানশীলতা সমস্ত প্রাণীর উপর পরিব্যাপ্ত হোক,
মৃতজনকেও তোমার অনুগ্রহ-বঞ্চিত করো না।
যারা কাঁদে, তাদের এড়িয়ো না,
যারা শোকার্ত, তাদের শোকের অংশী হও।
অসুস্থকে দেখতে যেতে ইতস্তত করো না,
এইভাবে তুমি ভালবাসার পাত্র হবে।
তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রেখ,
তবে তুমি কখনও পাপ করবে না।

**শ্লোক** - সিরা ৭:২৯, ৩২; রো ১২:১৫, ১৩

*প্র* তুমি প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর, তাঁর যাজকদের সম্মান কর।
*উ* দীনহীনের প্রতি হাত বাড়াও, যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।
*প্র* যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও।
*উ* দীনহীনের প্রতি হাত বাড়াও, যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলেরই বলে ধরে নেওয়া 'বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ১-২)

**তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থির থাক**
**তাহলে তোমরা সত্যিই আমার শিষ্য**

জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র আমাদের সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলে পর নবী দাউদের মুখ দিয়ে পিতা ঈশ্বরের এ প্রতিশ্রুতি পেলেন, *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ* (সাম ২:৭-৮)। তখন নিজ

শিষ্যদের সঙ্গে করে নিয়ে তিনি পিতার দেওয়া অধিকার প্রথমবারের মত তাঁদের কাছে একথা বলে প্রকাশ করলেন: *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে,* তারপর একথা বলে তাঁদের প্রেরণ করলেন: *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও* (মথি ২৮:১৮,১৯-২০)। এ নির্দেশ দিতে গিয়ে প্রভু আগে বললেন, 'সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর,' পরেই বললেন 'তাদের বাপ্তিস্ম দাও' ইত্যাদি বাণী। কিন্তু তোমরা প্রথম অংশ বাতিল করে দ্বিতীয় অংশটিকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেছ, আর আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের উত্তর না দিলে তবে মনে করি, আমরা প্রেরিতদূতের নির্দেশের বিরুদ্ধেই দাঁড়াই; তিনি তো বলেছিলেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক* (১ পি ৩:১৫)। এজন্য আমরা প্রভুর সুসমাচার অনুসারে বাপ্তিস্ম-তত্ত্ব ব্যক্ত করেছি—তাঁর বাপ্তিস্ম এমন যা যোহনের বাপ্তিস্মের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্ট। তবু সেই তত্ত্ব এমনভাবেই ব্যক্ত করেছি, যাতে পবিত্র শাস্ত্রে যত প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল কয়েকটাই আমরা উপস্থাপন করি।

তথাপি আমরা প্রভুর আদেশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছি, তোমরাও যেন আগে 'সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর' বাক্যটার শক্তি ও তাৎপর্য বিষয়েই উদ্বুদ্ধ হয়ে ও তারপরেই গৌরবময় বাপ্তিস্ম তত্ত্ব গ্রহণ ক'রে, প্রভু নিজ শিষ্যদের যা যা আদেশ করেছিলেন, তা যেভাবে লেখা আছে, তোমরা সেইভাবে তা পালন করায় পরমসিদ্ধির নাগালে নিরাপদে পৌঁছতে পার। তবে, এ বাণীতে আমরা শুনেছি 'সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর,' তবু এ আদেশ সম্বন্ধে যা যা অন্যত্রও বলা হয়, তা স্মরণ করানো উচিত, যাতে ঈশ্বরের গ্রহণীয় একটা বাণী আগে আবিষ্কার করে ও তারপরে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বাণী-বিন্যাস রক্ষা করে আমরা ঈশ্বরকে খুশি করার সঙ্কল্প নিয়ে এ আদেশের তাৎপর্য থেকে সরে না যাই।

প্রভু সাধারণত এ পদ্ধতি পালন করেন: যে আদেশ এক স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত, সেই বিষয় সংক্রান্ত যা অন্য স্থানে উপস্থিত, তারই সাহায্যে তার বিস্তারিত

ব্যাখ্যা দেন। উদাহরণ স্বরূপ এ নির্দেশ ধরা যাক: *স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ* (মথি ৬:২০)। বস্তুত তিনি যা করণীয়, এস্থানে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করে অন্য স্থানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, *তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ* (লুক ১২:৩৩)। আর তেমন পদ্ধতি বহুক্ষেত্রে প্রতীয়মান।

সুতরাং, স্বয়ং প্রভুর বাণী অনুসারে আমরা জানতে পেরেছি, সে-ই শিষ্য, যে এমন উদ্দেশ্যেই প্রভুর কাছে আসে, যেন তাঁর অনুসরণ করতে পারে, অর্থাৎ যেন তাঁর বাণী শুনতে পারে, তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে, ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় প্রভু, রাজা, চিকিৎসক ও সত্যের সদ্‌গুরু রূপেই তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাতে পারে। কিন্তু এসব কিছুতে নিষ্ঠা দেখানো দরকার, কেননা লেখা আছে, *যিশু নিজের প্রতি বিশ্বাসী এই ইহুদীদের বললেন, তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক, তবেই তোমরা সত্যি আমার শিষ্য; আর তোমরা সত্যকে জানতে পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে* (যোহন ৮:৩১-৩২)।

শ্লোক - সাম ১১৯:১০৪, ১০৫; যোহন ৬:৬৮

*প্র* তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই, তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

*উ* তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

*প্র* প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

*উ* তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ২৮শ সপ্তাহ —



রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নবী জেফানিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৮-২০)

**ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত**

আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর—প্রভুর উক্তি—
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম :
বিজাতিদের সংগ্রহ করব,
রাজ্যসকলকে জড় করব ;
তাদের উপর আমার রোষ,
আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।
তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ,
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।

ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে
আমার উপাসকেরা, আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ আমার কাছে আনবে উপহার।
সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।

কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।
তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।
তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা!
জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল!
আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুশালেম কন্যা!
প্রভু তোমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নিয়েছেন,
তোমার শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছেন।
প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!
ভয় করার মত আর কোন অমঙ্গল থাকবে না।

সেইদিন যেরুশালেমকে বলা হবে:
'সিয়োন, ভয় করো না,
তোমার হাত শিথিল না হোক!
তোমার পরমেশ্বর প্রভু রয়েছেন তোমার অন্তঃস্থলে,
ত্রাণকর্তাই সেই বীর!
তিনি তোমাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবেন,
তাঁর ভালবাসা দ্বারা তোমাকে নবীভূত করবেন,
তোমার জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বেন।'
যারা পর্বোৎসব-বঞ্চিত ছিল, তাদের আমি জড় করি,

তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করে দিলাম,
যেন তোমাকে দুর্নামের বোঝা আর বহন করতে না হয়।

দেখ, সেসময়ে আমি তোমার সকল অত্যাচারীকে উচ্ছেদ করব,
খোঁড়া মেষগুলোকে পরিত্রাণ করব,
বিক্ষিপ্ত মেষগুলোকে সংগ্রহ করব,
এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে তারা ছিল লজ্জার বস্তু,
সেখানে তাদের আমি প্রশংসা ও সুনামেরই পাত্র করব।
সেসময়ে আমি নিজেই তোমাদের চালনা করব,
সেসময়ে তোমাদের সংগ্রহ করব,
পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদের করব সুনাম ও প্রশংসাবাদের পাত্র,
কারণ তখন আমি তোমাদের চোখের সামনে
তোমাদের দশা ফেরাব—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

**শ্লোক** - জেফা ৩:১২, ৯

*প্র* তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব।
*উ* ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
*প্র* তখন আমি জাতিগুলিকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ, সকলে যেন করে প্রভুর নাম।
*উ* ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে পুরোহিত আকুইনোর সাধু টমাসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০:৩)

**ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ চরে বেড়াবে ও বিশ্রাম পাবে**

*আমিই উত্তম মেষপালক* (যোহন ১০:১১)। খ্রিষ্ট যে পালক নামের অধিকারী, একথা সুস্পষ্ট; কারণ মেষপাল যেমন পালক দ্বারা পালিত ও চালিত, তেমনি ভক্তরা খ্রিষ্ট দ্বারা আত্মিক খাদ্যে, এমনকি তাঁর নিজের দেহ ও রক্তেই পরিপুষ্ট। প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও*

*অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ* (১ পি ২:২৫)। এবং নবী বলেন, *পালকের মত তিনি চরিয়ে বেড়ান তাঁর আপন পাল* (ইশা ৪০:১১)।

কিন্তু, যেহেতু খ্রিষ্ট বলেছিলেন, পালক দরজার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন ও তিনি নিজেই সেই দরজা, কিন্তু এখানে বলছেন তিনিই পালক, সেজন্য এর অর্থ এ হবে যে, তিনি নিজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন। আর তিনি সত্যিই নিজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন, কারণ নিজেকে প্রকাশ করেন ও নিজে থেকেই পিতাকে জানেন। অপরদিকে আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করি, কারণ তাঁর দ্বারাই ধন্য হয়ে উঠি।

কিন্তু একথা লক্ষ কর যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউই দরজা নয়, কারণ অন্য কেউই সত্যকার আলো নয়, বরং সহভাগিতা গুণেই সে আলো পায়; বাপ্তিস্মদাতা যোহন সম্বন্ধে লেখা আছে: *তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন* (যোহন ১:৮); কিন্তু খ্রিষ্ট সম্বন্ধে লেখা আছে, *বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে* (যোহন ১:৯)। আর এজন্য কেউই নিজের বিষয়ে বলে না, সে নিজেই দরজা। দরজা-নাম খ্রিষ্ট কেবল নিজেরই জন্য স্বতন্ত্র রাখলেন, কিন্তু পালক ভূমিকায় তাঁর আপনজনদের অন্যান্যদেরও সহভাগী করলেন: বাস্তবিকই পিতর পালক ছিলেন, অন্য প্রেরিতদূতও পালক ছিলেন, উত্তম বিশপেরাও আজকালের পালক। শাস্ত্রে বলে, *আমি তোমাদের আমার মনের মত পালকদের দেব* (যেরে ৩:১৫)। যদিও মণ্ডলীর পরিচালকেরা মণ্ডলীর সন্তান হয়েও সকলেই পালক, কিন্তু তবুও তিনি একবচন ব্যবহার করে বলেন, *আমিই পালক*, যেন ভালবাসা-সদ্‌গুণ আমাদের মনে সঞ্চার করতে পারেন। কেননা কেউই উত্তম পালক হতে পারে না, যদি না ভালবাসার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে এক হয় ও প্রকৃত পালকের অঙ্গ হয়।

উত্তম পালকের কর্তব্য হল ভালবাসা, সেজন্য তিনি বলেন, উত্তম *পালক নিজ মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়* (যোহন ১০:১১)। আসলে আমাদের জানা উচিত যে, উত্তম ও মন্দ পালকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ উত্তম পালক মেষপালের স্বার্থের অন্বেষণ করে, কিন্তু মন্দ পালক নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে।

পার্থিব মেষপালকের পক্ষে উত্তম পালক বলে গণ্য হতে হলে এমন দাবি নেই যে, তারা মেষগুলির জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে দেবে। কিন্তু যেহেতু আধ্যাত্মিক মেষপালের পরিত্রাণ পালকের পার্থিব জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য মেষপাল বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন আধ্যাত্মিক পালকের পক্ষে আধ্যাত্মিক মেষপালের জন্য পার্থিব জীবনোৎসর্গ বহন করা আবশ্যক। আর প্রভু ঠিক তাই বলেন: *উত্তম পালক নিজ মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ* তথা পার্থিব জীবন *বিসর্জন দেয়*, অর্থাৎ অধিকার ও ভালবাসা দ্বারা নিজ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত অধিকার ও ভালবাসা দু'টোই দরকার: তারা তাঁর অধিকার মেনে নেবে, ও তিনি তাদের ভালবাসবেন; আর দ্বিতীয়টা ছাড়া প্রথমটা যথেষ্ট নয়।

খ্রিষ্ট আমাদের কাছে এ শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত দিলেন: *খ্রিষ্ট যখন আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, তখন আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে* (১ যোহন ৩:১৬)।

**শ্লোক** - এজে ৩৪:১২; যোহন ১০:২৮ দ্রঃ

*প্র* যে মেষগুলো মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল, আমি তাদের কাছে আসব,

*উ* আর আমি সেই সকল স্থান থেকে তাদের সংগ্রহ করব।

*প্র* আমার মেষগুলি কখনও বিনষ্ট হবে না, কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না আমার হাত থেকে;

*উ* আর আমি সেই সকল স্থান থেকে তাদের সংগ্রহ করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১০:৬-১৮)

## গর্বের বিরুদ্ধে

তোমার প্রতিবেশীর যে কোন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না ;
ক্রোধের বশে কিছুই করো না।
প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু,
অন্যায্যতা উভয়েরই দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাজ।
অন্যায্যতা, হিংসা ও অর্থলালসার কারণে
রাজক্ষমতা এক জাতি থেকে অন্য জাতির হাতে যায়।
যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?
সে জীবিত থাকতেও তার অন্ত্ররাজি বিতৃষ্ণার বস্তু।
দীর্ঘদিনের অসুস্থতা চিকিৎসককে হাসির পাত্র করে ;
আজ যিনি রাজা, কাল তিনি লাশমাত্র।
কেননা মানুষ যখন মরে,
তখন পোকা, হিংস্র পশু ও কীট, এ তো তার উত্তরাধিকার।
প্রভু থেকে সরে যাওয়া,
আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।

যেহেতু পাপ-ই তো গর্বের সূচনা,
পাপের হাতে যে নিজেকে সঁপে দেয়, চারপাশে সে জঘন্য কাজ ছড়ায়।
এজন্য প্রভু কল্পনার অতীত দুর্বিপাকে আঘাত করেন,
তাদের নিঃশেষে উল্টিয়ে দেন।
প্রভু নৃপতিদের আসন ভেঙে দিলেন,
তাদের পদে বিনম্রদেরই আসন দিলেন।
প্রভু জাতিসকলের মূল উপড়ে ফেললেন,
তাদের স্থানে নিম্নাবস্থার মানুষকে রোপণ করলেন।
প্রভু জাতিসকলের দেশ উল্টিয়ে দিলেন,

পৃথিবীর ভিত্তিমূল থেকেই তাদের ধ্বংস করলেন।
তিনি তাদের উৎপাটন করে নিশ্চিহ্ন করলেন,
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি মুছে দিলেন।
গর্ব মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়নি,
রোষপূর্ণ ক্রোধও নারীজাতদের জন্য নয়।

**শ্লোক** - সিরা ১০:৭, ৯, ১২; ১ পি ৫:৫

*প্র* প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু। যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?

*উ* প্রভু থেকে সরে যাওয়া, আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।

*প্র* ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

*উ* প্রভু থেকে সরে যাওয়া, আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলেরই বলে ধরে নেওয়া 'বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২-৩)

**এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়;**
**আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবিত আছেন**

প্রভুতে যে বিশ্বাস রাখে ও শিক্ষা পেতে হাজির হয়, সে আগে শিখবে যে, সমস্ত পাপ ত্যাগ করা প্রয়োজন, তারপর সে শিখবে যে সেই সমস্ত কিছুও ত্যাগ করা প্রয়োজন, যা আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান হয়েও তবু প্রভুর প্রতি উচিত বাধ্যতা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে। কেননা এমনটি হতে পারে না যে, সে-ই প্রভুর দাস হবে, যে পাপ করে বা এসংসারের ব্যাপারে জড়িত থাকে বা জীবনের প্রয়োজনের জন্য অতিরিক্ত চিন্তিত; আর শুধু তা নয়, সে তাঁরই শিষ্যও হতে পারে না, যিনি সেই ধনী যুবককে *'এসো, আমার অনুসরণ কর'* বলার আগে তাকে সব ধনসম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের কাছে বিলিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন। এমনকি *আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি* (মথি ১৯:২১, ২০), যুবকটা নিজে একথা না বলার আগে পর্যন্ত তিনি তাকে সেই আদেশ দেননি।

বস্তুতপক্ষে যে এখনও পাপক্ষমা পায়নি ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের রক্তে শুচীকৃত হয়নি, কিন্তু শয়তানের সেবা করে ও তার অন্তর্নিবাসী পাপ দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে, সে প্রভুর সেবা করতে পারে না, কারণ তিনি বললেন, *যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না* (যোহন ৮:৩৪-৩৫)। কিন্তু ঐশমঙ্গলময়তার সেই মহা উপকার, যা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মাংসধারণের মধ্য দিয়ে মঞ্জুর করা হয়, তা অন্যান্য বাণীতে ছাড়া প্রেরিতদূতের এ বিশেষ বাণীতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে* (রো ৫:১৯)। এবং খ্রিষ্টে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার কথা, ও সেই মঙ্গলময়তা যে কতই না অপরূপ, এ কথাও ভেবে তিনি বলেন, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি* (২ করি ৫:২১)। সুতরাং, এ সকল বচন থেকে ও সদৃশ বহু বচন থেকে একথা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, আমরা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথাই না পেয়ে থাকি, তবে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ যে মানুষ পাপের কেনা বস্তু, সে যে অমঙ্গল করতে চায় না, শয়তান তাকে তা করতে প্রভাবিত করে; তারপর এও প্রয়োজন যে, বর্তমান সকল বিষয় অস্বীকার ক'রে, এমনকি নিজেকেও অস্বীকার ক'রে ও জীবনের চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে প্রভুর শিষ্য হবে— তিনি নিজে যেভাবে বলেছিলেন, *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক* (মথি ১৬:২৪), অর্থাৎ সে আমার শিষ্য হোক।

সুতরাং, যখন পাপক্ষমা মঞ্জুর করা হবে, তখন যিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করলেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে মানুষ পাপের ক্ষমা পাবে, যেন সে বাণীর কাছে যেতে পারে। অথচ সে তখনও সেই প্রভুর অনুসরণ করতে যোগ্য হবে না, যিনি সেই যুবককে *'তোমার সব ধনসম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের দাও'* (মথি ১৯:২) একথা বলার পরেই শুধু তাকে বললেন, 'এসো, আমার অনুসরণ কর।' এমনকি তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাও আদেশ করেননি, যতক্ষণ না যুবকটা সমস্ত অপরাধ থেকে

শুচি বলে নিজেকে স্বীকার করল, ও ঘোষণা করল যে, প্রভু যা যা বলেছিলেন, সে সেই সবকিছু পালন করে এসেছিল।

তবে এ অনুক্রম পালন করা দরকার। আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা এ: আমরা যেন আমাদের বর্তমান ধনসম্পদ ও জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা শুধু নয়, কিন্তু প্রকৃতি ও বিধান যে অধিকার ও কর্তব্য আমাদের মধ্যে স্থির করেছে, তাও যেন হেয় জ্ঞান করি; কেননা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট বলেন, *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়* (মথি ১০:৩৭); আর একথা তাদেরও লক্ষ করে যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ, ও তাদেরও লক্ষ করে যারা আমাদের অপরিচিত ও যারা বিশ্বাস থেকে দূরে রয়েছে। এসব কিছু ছাড়া প্রভু এ কথাও বলেন, যে *কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়* (মথি ১০:৩৮), এবং যিনি এ সমস্ত কিছু পালন করেছিলেন, সেই প্রেরিতদূত আমাদের চেতনা দিয়ে বলেন, *আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ; আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ৬:১৪; ২:২০)।

শ্লোক - মথি ১১:২৭; যোহন ১৪:৬

*প্র* সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আর পিতা ছাড়া কেউই পুত্রকে জানে না;

*উ* পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

*প্র* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়;

*উ* পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৯)

### নবী যেরেমিয়াকে আহ্বান

হিল্কিয়ার সন্তান যেরেমিয়ার বাণী; যে যাজকেরা বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোথে বসবাস করতেন, তিনি তাঁদের একজন।

আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোশিয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বর্ষে, — সুতরাং যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমেরও সময়ে, যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যেরুশালেমকে দেশছাড়া-কাল পর্যন্ত—প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

‘মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।’
তখন আমি বললাম,
‘আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর!
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।’

কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
‘“আমি বালক” এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।

তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'
—প্রভুর উক্তি।

তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
'দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
দেখ, আমি আজ
উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি "জাগ্রত" গাছের একটা শাখা দেখতে পাচ্ছি।' প্রভু বলে চললেন, 'তুমি ঠিকই দেখেছ, কারণ আমি আমার আপন বাণী সফল করতে জাগ্রত আছি।'

পরে প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আগুনের উপরে বসানো একটা হাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, চুল্লির মুখ উত্তর দিকে খোলা।' প্রভু আমাকে বললেন,

'যে অমঙ্গল সকল দেশবাসীর উপরে নেমে পড়বে,
তা উত্তর দিক থেকেই নিজের আসবার পথ খোলা পাবে।
কারণ দেখ, আমি উত্তরের রাজ্যগুলির সকল গোত্রকে আহ্বান করতে যাচ্ছি।
—প্রভুর উক্তি।
তারা এসে যেরুশালেমের সমস্ত তোরণদ্বারের সামনে,
চারদিকের সমস্ত প্রাচীরের গায়ে,
ও যুদার সকল শহরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন করবে।

আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে আমার বিচারদণ্ড ঘোষণা করব,
কারণ অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য
ও তাদের আপন হাতের রচনার উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য
আমাকে ত্যাগ করায় তারা যথেষ্ট অপরাধ করেছে।
তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি,
সবই তাদের বল;
তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।

আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,
যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'
প্রভুর উক্তি।

শ্লোক - যেরে ১:৫, ৯; ইশা ৪২:৬

প্র মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।

উ আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।

প্র আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশে তোমাকে আহ্বান করেছি; জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি;

℣ আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সামসঙ্গীত-মালায় বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (সাম ৪৩:১০-১৪)

**ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, কর্ম দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই**
**মানুষ পরিত্রাণ অর্জন করবে**

*দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম। দেখ, আমি আজ উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য, বিনাশ ও নিপাত করার জন্য, গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম* (যেরে ১:৯, ১০)।

ঈশ্বর নবীদের মুখ দিয়ে যত বহুবারই কথা বলেছেন না কেন, তথাপি কার্ মধ্য দিয়েই বা স্পষ্টতর ভাবে কথা বলেছেন সেই পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া, যিনি পিতার পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে বলেছেন, *আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই?* (যোহন ৭:১৬)।

সুতরাং বন্দিদশার দিনে প্রবাসের কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যেরেমিয়া নয়, প্রভু যিশুই নিজ বাণী দ্বারা হৃদয়ের গভীরতা থেকে বিধর্মীদের রিপু উৎপাটন করলেন, বিজাতীয়দের অপকর্ম বিনাশ করলেন, দুর্জনদের জঘন্য মতলব ভেঙে ফেললেন ও অধর্মের সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করলেন। পরবর্তীকালে তিনি মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস ও আত্মসংযম সঞ্চার করলেন, যাতে সদ্‌গুণ ঠিক যেন বিকৃত এক পাত্রের মধ্যে রিপুর সঙ্গে না মিশে যায়। তাই প্রেরিতদূত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বললেন, *আদম থেকে মোশি পর্যন্ত মৃত্যুই রাজত্ব করল* (রো ৫:১৪)। বিধানের ব্যাখ্যাতা হওয়ায় মোশি বলতে বিধান ছাড়া কী বোঝাতে পারে? কিন্তু যিশু খ্রিষ্টই বিধানের শেষ পরিণতি। অতএব দেখা গেল, জগতে পাপ রাজত্ব করল, ও পাপে সেই নির্মম মৃত্যু রাজত্ব করল যা পাপের প্রায়ই অসহ্য দন্ড স্বরূপ।

মোশির গুণ অনস্বীকার্য বটে, তিনিই তো ধর্মোপাসনা প্রবর্তন করে প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের দিকে হাত উচ্চ করতে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তবুও বিধানের অবদান যথেষ্ট হত না, যদি না আমাদের দুর্বলতা আপন করতে স্বয়ং যিশু পৃথিবীতে না আসতেন—তিনিই

সেই অনন্য ব্যক্তি যিনি আমাদের পাপের বোঝা বহনে ক্লান্তি মানেন না ও যাঁর প্রসারিত বাহু অটল। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন, আর সেই ক্রুশ জুড়ে বাহু প্রসারিত করে মুমূর্ষু জগৎকে ও পতিত মানবকে উত্তোলন করলেন, এবং *আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে* (লুক ২৩:৪৩) একথা বলায় সকল জাতির মানুষের বিশ্বাস অর্জন করলেন।

অতএব, উপরোক্ত উৎপাটন ও রোপণের অর্থ এ: যা কিছু রিপু সংক্রান্ত তা উৎপাটন করা, ও যা কিছু মঙ্গলকর, তা প্রত্যেকের হৃদয়ে রোপণ করা। এবিষয়ে মোশি যাত্রাপুস্তকের গীতিকায় খুবই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন: *তাকে এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে—সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস* (যাত্রা ১৫:১৭); এর মধ্য দিয়ে মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তিনি যেন নিজ জনগণকে উৎকৃষ্ট এমন সদ্‌গুণ ও প্রজ্ঞা-বাগানে প্রবেশ করান, যাতে তাদের নিজ কর্মে রোপণ করে ও স্বর্গীয় বিষয়ে শিক্ষা দান করে তাদের হৃদয়ে নিজের পরমপবিত্রতার উপযুক্ত আবাস তৈরি করতে পারেন। এ সমস্ত কিছু প্রভু উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, আমাদের নিজেদের কর্মফলের ভিত্তিতেও নয়, বরং নিজ অনুগ্রহ গুণেই মঞ্জুর করতে প্রীত। কেননা সেই যে বাগানে থাকতে পারিনি, কেমন করেই বা আমরা সেখানে ফিরতে পারতাম, যদি চিরন্তন মুক্তির অনুগ্রহদান আমাদের নির্ভর না হত? সুতরাং, কুলপতিদের প্রত্যক্ষ বংশধর ও উত্তরাধিকারী হওয়ায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রতিশ্রুত দেশে রোপিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা নিজেদের কর্মফলে আরোপ করতেন না; আর মোশি যে সেই দেশে তাদের প্রবেশ করাননি, এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশটা যেন বিধানের নয় বরং অনুগ্রহেরই কর্ম বলে স্বীকৃত হয়; কেননা বিধান কর্মফল পরীক্ষা করে, অনুগ্রহ কিন্তু বিশ্বাসের দিকে লক্ষ করে; আর এজন্য প্রেরিতদূত পিতৃপুরুষদের বিশ্বাস অনুসরণ করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, *যে রোপণ করে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব* (১ করি ৩:৭)।

সুতরাং এ সময় থেকে তুমি তো ফল সংগ্রহ কর, কারণ যে রোপণ করে ও জল দেয়, সে বৃদ্ধি ঘটায় এমন নয়, বরং যিনি বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন, তিনি সেই স্বয়ং প্রভু যিনি—যেমন লেখা আছে—*জাতিগুলিকে রোপণ করলেন।* কেননা যিনি বাগানের বৃদ্ধি

ঘটান, তিনি নিজেই তা রোপণ করলেন, তথাপি তাদেরই মধ্যে তা রোপণ করলেন, যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস গুণে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হতে যোগ্য ছিলেন: বস্তুতপক্ষে কেবল সেই খ্রিষ্টকেই পিতা ঈশ্বর বলেন, *তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন* (মার্ক ১:১১)।

অতএব, যারা খ্রিষ্টের অংশীদার, তারা তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে; এবিষয়ে ঠিকই লেখা আছে, *তিনি তাদের মধ্যে তোমাতে প্রসন্ন হলেন* (ইশা ৪২:১ দ্রঃ), যাতে স্বরূপসূত্রে তাঁর অধিকার ও সত্তার ঐক্যের পার্থক্য প্রতীয়মান হতে পারে; তাছাড়া ঈশ্বর আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টে প্রসন্ন হলেন কারণ খ্রিষ্টই এমনটি করলেন আমরা যেন ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারি। কেননা এ উচিত যে, তিনি তাদেরই মধ্যে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হবেন, যাদের নিজ প্রতিমূর্তিতে গড়লেন ও স্বর্গীয় অনুগ্রহ পাবার অধিকার দান করায় যাদের নিজ সাদৃশ্যও দান করতে প্রসন্ন হলেন। সুতরাং ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে প্রসন্ন, ও সেই প্রতিমূর্তিতে তাঁর সেই সমস্ত দান বর্ষণ করেন: তেমন দানগুলো তখনই প্রকাশ পাবে যখন পরমসিদ্ধি ফুটে উঠবে, কারণ আমরা কী, *তা প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব* (১ যোহন ৩:২)।

অতএব পরিত্রাণ মানুষের কর্ম দ্বারা নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই মানুষকে দেওয়া হয়; কেননা ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, কর্ম দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ নিজ পরিত্রাণ অর্জন করবে, পাছে নিজ কর্মে গর্ব করার ফলে কারও পতন হয়। কিন্তু প্রভুতেই যে গর্ব করে, সে ভক্তির ফল লাভ করে ও অযথা স্বনির্ভরতা-পাপ এড়ায়।

**শ্লোক** - তীত ৩:৫, ৩

*প্র* আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে নয়,

*উ* বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন।

*প্র* একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস,

*উ* বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১২-২৮)

## কেবল ঈশ্বরেই ভরসা রাখ

এমন মানুষ আছে, যে দুর্বল, যার সাহায্য প্রয়োজন,
যে সম্পদে নির্ধন ও দরিদ্রতায় ধনবান;
অথচ প্রভু তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন,
হীনাবস্থা থেকে তাকে তুলে আনেন,
তার মাথা উচ্চ করে রাখেন,
তাতে অনেকে বিস্মিত হয়।

মঙ্গল-অমঙ্গল, জীবন-মৃত্যু,
নিঃস্বতা-ঐশ্বর্য—সবই প্রভু থেকেই আগত।
প্রভুর দান ভক্তদের জন্য নিশ্চিত,
চিরকাল ধরে তাদের চালিত করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ সর্বদাই উপস্থিত।
এমন মানুষ আছে, যে কৃপণতা ও কষ্টভোগের জোরেই ধনী হয়;
এই দেখ, তার প্রাপ্য মজুরি এ:
যদিও সে ভাবে, 'স্বস্তি পেলাম, এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব,'
তবু সে জানে না, আর কতদিন বাকি আছে!
অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!
তোমার কর্তব্য কাজে নিষ্ঠাবান হও, তাতে রত থাক,
তোমার কাজ করতে করতেই প্রাচীন হও।
পাপীর কর্মকীর্তির সামনে হা করে থেকো না,
প্রভুতে আস্থা রাখ, পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান হও,
কেননা দরিদ্রকে হঠাৎ, এক নিমেষেই, ধনবান করা,
এমন কাজ প্রভুর পক্ষে সহজ।

প্রভুর আশীর্বাদ, এ তো ভক্তের মজুরি,

ঈশ্বর এক নিমেষেই আপন আশীর্বাদ মুকুলিত করেন।
তুমি একথা বলো না, 'আমার কিসের প্রয়োজন?
এখন থেকে আমার হাতে কতটুকু সম্পদ থাকবে?'
একথা বলো না, 'আমার যা প্রয়োজন, তা সবই আমার আছে;
এখন আমার প্রতি আর কী অমঙ্গল ঘটতে পারে?'
প্রাচুর্যের দিনে মানুষ দুর্দশার কথা ভুলে যায়,
আর দুর্দশার দিনে প্রাচুর্যের কথা তার মনে থাকে না।

মৃত্যুর দিনে
মানুষকে তার আচরণের যোগ্য প্রতিফল দেওয়া প্রভুর পক্ষে সহজ।
এক ঘণ্টার দুঃখ সুখের কথা মুছে দেয়;
মানুষের মৃত্যুক্ষণে তার কর্ম প্রকাশ পাবে।
শেষ পরিণামের আগে কাউকে ভাগ্যবান বলো না;
শেষ পরিণামেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়।

শ্লোক - সিরা ১১:১৯; লুক ১২:১৭, ১৮

প্ধনী একথা বলে, স্বস্তি পেলাম; এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব।

উ তবু সে জানে না, আর কতদিন তার বাকি আছে: অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!

প্ধনী মনে মনে বলে: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব।

উ তবু সে জানে না, আর কতদিন তার বাকি আছে: অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

**এমন জীবন্ত জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে**

**ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো'**

আমরা খ্রিষ্টে যে জীবন যাপন করি, এযুগে তার উদ্ভব, ও ইহলোকে তার সূত্রপাত বটে, কিন্তু সেই ভাবী যুগেই তা পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করবে যখন আমরা সেই চরম দিনে এসে উপস্থিত হব। কিন্তু আমরা যে প্রকার জীবনের কথা বলছি, এই বর্তমান কালটা সে জীবনকে মানুষের অন্তরে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করাতে ও স্থাপন করতে পারে না, ভাবী কালও পারবে না, যদি না ইহলোকেই সেই প্রকার জীবনের সূচনা হয়ে থাকে; কেননা মাংস এখন অন্ধকার ছড়ায়, ও কুয়াশা ও ক্ষয়শীলতা হওয়ায় মাংস অক্ষয়শীলতা পাবে না। এজন্য পল মনে করছিলেন যে, এই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকা তাঁর মহালাভ হবে; তাঁর নিজের কথা এ: *আমার বাসনা এই যে, বিদায় নিয়ে খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়* (ফিলি ১:২৩)।

তথাপি ভাবী জীবনের জন্য যা আবশ্যক, সেই মূলশক্তি ও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলির যারা অভাবী, ভাবী জীবন তাদের কোন সুখ অর্পণ করবে না; কিন্তু সেই আনন্দপূর্ণ ও অমর জগতে মৃত ও দীনদুঃখী সকলেই উপস্থিত থাকবে। বস্তুত দিনের উদয় হয় ও সূর্য কিরণ ছড়ায় বটে, অথচ তোমার চোখ এখনও গঠিত নয়। তেমনি সেদিনে বন্ধুদের এমনটি দেওয়া হবে, তারা যেন ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে রহস্যগুলোর সহভাগিতা করে ও সেই সমস্ত বিষয় অবগত হতে পারে যা তিনি তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন। কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে, যারা তাঁর কাছে এগিয়ে যাবে, তাঁর সেই বন্ধুদের কান থাকবে!

যে আন্তরিক নবমানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, এই বর্তমান জীবনের গর্ভেই তার উদ্ভব, ও ইহলোকেই সে নির্মিত ও গঠিত, তবু পরিপূর্ণ ও বার্ধক্যের অতীত পরলোকেই সে পরিপূর্ণ আকারে জন্মলাভ করে।

দিনের আলোতে ভাবী জীবনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে যেমন অজাত শিশু প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুসারে মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গঠিত হয়, তেমনি পুণ্যজনদের বেলায়ও তা ঘটে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত পল গালাতীয়দের কাছে লিখেছিলেন, *তোমরা তো*

*আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (গা ৪:১৯)।

তবু এখনও-অজাত শিশু এজীবনের কথা জানে না, কিন্তু ইহলোকে থেকেই পুণ্যজনেরা পরলোক সম্বন্ধে আগে থেকে অনেক বিষয় জানে। এর কারণ হল এ, যদিও একসময় তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে, তবু গর্ভস্থিত শিশুদের পক্ষে এজীবন ভোগ করা এখনও সম্ভব নয়: বস্তুত শিশুরা যেখানে থাকে, সেই অন্ধকারময় গর্ভস্থলে সূর্যের কোন রশ্মি এখনও প্রবেশ করেনি, ও আমাদের জীবন যার উপর নির্ভর করে ও অবলম্বন করে, সেই বিষয়গুলোর একটাও সেখানে এখনও প্রবেশ করেনি। আমাদের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম: যে জীবনের প্রত্যাশায় রয়েছি, তা এ জীবনের সঙ্গে কেমন যেন জড়িত ও মিশ্রিত; ও তার সূর্য প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদেরও উদ্ভাসিত করল; এসংসারের দুর্গন্ধময় বাতাসে স্বর্গীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হল, ও স্বর্গদূতদের রুটি মানুষকেও দেওয়া হল।

ফলে এ জীবনকালে পুণ্যজনদের এমনটি দেওয়া হয়, তারা যেন সেই পরজীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ও তা সম্বন্ধে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে; আর শুধু তা নয়, সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে ও আচরণ করতেও তাদের দেওয়া হয়। তিমথির কাছে পত্রে পল বলেন, *অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক*(১ তি ৬:১২)। আর ধন্য ইগ্নাসিউস লিখেছেন, 'এমন জীবন্ত জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, পিতার কাছে এসো।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

*প্র* হে ঈশ্বর, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

*প্র* এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে।

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২:১-১৩, ২০-২৫)

**ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

‘যাও, যেরুশালেমের কানে একথা চিৎকার করে বল :
প্রভু একথা বলছেন :
তোমার কথা আমার স্মরণ হয়,
তোমার যৌবনের আসক্তি,
তোমার বিবাহকালের ভালবাসার কথাও আমার স্মরণ হয়,
যখন তুমি মরুপ্রান্তরে আমার পিছু পিছু আসতে,
—এমন দেশে যেখানে কিছুই বোনা ছিল না।
তখন ইস্রায়েল প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই ছিল,
ছিল তাঁর ফসলের প্রথমাংশ ;
যে কেউ তার ফল খেত,
তাদের সকলকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত,
হ্যাঁ, তাদের সকলের উপর অমঙ্গল নেমে পড়ত।’
প্রভুর উক্তি।

‘হে যাকোবকুল,
হে ইস্রায়েলকুলের সকল গোত্র, প্রভুর বাণী শোন!
প্রভু একথা বলছেন :
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাতে কী অন্যায় পেল যে,
আমাকে ত্যাগ করে দূরে গিয়ে,

যা অসার, তারই পিছনে গেল ও নিজেরাই অসার হল?
তারা তো কখনও বলল না, কোথায় সেই প্রভু,
যিনি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে আনলেন,
যিনি মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে,
মরুভূমি ও গর্তভরা এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
জলহীন ও অন্ধকারময় এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
পথিক ও নিবাসীশূন্যই এক ভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের চালনা করলেন?
আমি তোমাদের এক উর্বরতম দেশে আনলাম,
যেন তোমরা এখানকার ফল ও উৎকৃষ্ট সবকিছু ভোগ কর।
কিন্তু তোমরা প্রবেশ করামাত্র আমার এই দেশ কলুষিত করলে,
আমার এই উত্তরাধিকার জঘন্য বস্তু করলে।
যাজকেরাও কখনও বলল না, প্রভু কোথায়?
না! বিধানপণ্ডিতেরা আমাকে জানল না,
পালকেরাও আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
এবং নবীরা বায়াল-দেবের নাম নিয়ে বাণী দিল
এবং অনর্থক পদার্থের অনুগামী হল।
তাই আমি তোমাদের সঙ্গে আবার বিবাদ করব—প্রভুর উক্তি—

তোমাদের পৌত্রদেরও সঙ্গে বিবাদ করব।
যাও, হ্যাঁ, তোমরা কিত্তিম দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে চেয়ে দেখ,
কেদারেও লোক পাঠিয়ে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা কর,
দেখ সেখানে এমন কিছু কখনও ঘটেছে কিনা।
কোন জাতি কি কখনও তার আপন দেবতাদের বদলি করেছে?
—তাছাড়া সেগুলো ঈশ্বরও নয়!—
অথচ আমার আপন জনগণ অনর্থক একটা বস্তুর সঙ্গে
তাদের "গৌরবের" বদলি করেছে।
আকাশমণ্ডল, এতে স্তম্ভিত হও!

রোমাঞ্চিত হও, নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়!—প্রভুর উক্তি।

কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু'টো করেছে:
তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে,
এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে,
যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম।
আসলে দীর্ঘকাল পূর্বেই তুমি তোমার জোয়াল ভেঙে ফেলেছ,
তোমার বন্ধন ছিন্ন করেছ;
তুমি নাকি বলেছ, আমি তোমার অধীন হয়ে দাসকর্ম করব না!
বাস্তবিকই সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত সবুজ গাছের তলায়
তুমি শুয়ে ব্যভিচার করে এসেছ।
অথচ আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে
পুঁতেছিলাম;
তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?
যদিও সোডা দিয়ে তুমি নিজেকে ধুয়ে নাও ও অনেক পটাশ লাগাও,
তবু তোমার অপরাধের কলঙ্ক আমার দৃষ্টিগোচর থাকবেই।
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

তুমি কেমন করে বলতে পার, আমি কলুষিতা নই,
বায়াল-দেব-দেবীর পিছনে যাইনি?
উপত্যকায় তোমার আচরণ বিবেচনা করে দেখ;
যা করেছ, তা স্বীকার কর,
হে অসার ও যাযাবর যুবতী উটী,
মরুপ্রান্তরে অভ্যস্ত হে বন্য গাধী,
যা কামের উত্তাপে বাতাস হা করে খায়!
তার কামাবেশে কে তাকে সামলাতে পারে?
তার খোঁজ পাবার জন্য গাধার পক্ষে তত কষ্ট করার দরকার হয় না,
তার নিয়মিত মাসে তাকে পাবেই!

সাবধান, পাছে তোমার পা পাদুকা-ছাড়া হয়,
পাছে তোমার নিজের গলাই শুষ্ক হয়।
কিন্তু তুমি উত্তরে বল, না! এ বৃথা চেষ্টা!
আমি বিদেশীদের ভালবাসি,
তাদেরই পিছনে যাব!'

**শ্লোক** - যেরে ২:২১; মথি ২১:৪৩; ইশা ৫:৭

*প্র* আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম; তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?

*উ* এজন্য আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।

*প্র* আমি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু দেখ, অন্যায়! ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার।

*উ* এজন্য আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' থেকে পাঠ (জীবনের উৎস খ্রিষ্ট ১৩:১-২)

**যে তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে এসে পান করুক**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের কথা কান পেতে শোন, কারণ যা বলতে যাচ্ছি, তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এখন যা বলতে বাসনা করছি, তোমরা সেই দিব্য জলের উৎসধারায় পান করে তোমাদের অন্তরের তেষ্টা একটুখানি প্রশমিত কর, কিন্তু সেই তেষ্টা যেন না মেটাও; পান কর, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নয়, কেননা স্বয়ং জলের উৎস, স্বয়ং জীবনের উৎসই নিজের কাছে তোমাদের আহ্বান করে বলছেন: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক* (যোহন ৭:৩৭)।

তোমরা যা পান করবে, তা উপলব্ধি কর। সেই যেরেমিয়াই তোমাদের বলুন, এমনকি স্বয়ং জলের উৎসই তোমাদের বলুন, *তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস*

*এই আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি* (যেরে ২:১৩)। সুতরাং আমাদের ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্ট সেই স্বয়ং প্রভুই জীবনের উৎস, আর এজন্য উৎস যে তিনি নিজের কাছে আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন তাঁর জল পান করি। সে-ই পান করে, যে তাঁকে ভালবাসে; সে-ই পান করে, যে ঈশ্বরের বাণী পূর্ণমাত্রায় পান করে, তাঁকে যে অধিক ভালবাসে, তাঁকে যে অধিক বাসনা করে; সে-ই পান করে, যে প্রজ্ঞা-প্রেমে জ্বলন্ত।

লক্ষ কর এ জল কোথা থেকে উৎসারিত: সেখান থেকেই উৎসারিত যেখান থেকে রুটিও নেমে আসে; কারণ রুটি যিনি, তিনি আবার জলের উৎস, তথা সেই একমাত্র পুত্র, আমাদের ঈশ্বর প্রভু খ্রিষ্ট যাঁর জন্য আমাদের অনুক্ষণ ক্ষুধিত হতে হবে। যদিও তাঁকে প্রেম করায় আমরা তাঁকে খাই, ও তাঁকে বাসনা করায় তাঁকে গ্রহণ করি, কিন্তু তবুও ঠিক যেন নিত্য ক্ষুধিত হয়েই তাঁকে বাসনা করি। তেমনি জলের উৎস যে তিনি, আমরা যেন নিত্য প্রেমের আতিশয্যেই তাঁর কাছে গিয়ে পান করি, যেন নিত্য বাসনার পরিপূর্ণতায় তাঁর কাছে গিয়ে পান করি, ও তাঁর ভালবাসার মাধুর্যে তৃপ্তি পাই।

হ্যাঁ, প্রভু মধুর ও কোমল; যদিও তাঁকে খাই ও তাঁর জল পান করি, তবু আমরা যেন নিত্যই তাঁর জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত থাকি, কারণ তিনি এমন খাদ্য ও পানীয় যা কেউই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে ও পান করতে পারে না। যদিও খাদ্যরূপে তাঁকে গ্রহণ করা হয়, তিনি নিঃশেষিত হন না; যদিও তাঁর জল পান করি, সেই জলের শেষ হয় না, কারণ আমাদের রুটি শাশ্বত, ও আমাদের জলের উৎস অমর, আমাদের জলের উৎস মধুর। এজন্য নবী বলেছেন, ওহে, *তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো* (ইশা ৫৫:১); যারা তৃষিত, এ জলের উৎস তাদেরই জন্য; যারা পরিতৃপ্ত তাদের জন্য নয়। আর এজন্য সুখ-বাণীতে যাদের তিনি সুখী বলেছিলেন, সেই তৃষ্ণার্তদের নিজের কাছে আহ্বান করেন, কারণ তাদের তেষ্টা কখনও মেটে না, এমনকি তারা যত পান করে তাদের তত তেষ্টা পায়।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের একান্ত দরকার, আমরা *প্রজ্ঞার উৎস সেই পরাৎপর ঈশ্বরের বাণীকে* (সিরা ১:৫ লাতিন পাঠ্য) বাসনা করব, অন্বেষণ করব, নিত্যই ভালবাসব, কারণ প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *তাঁরই মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (কল ২:৩)।

তুমি তৃষিত হলে জীবন-জল পান কর; ক্ষুধিত হলে জীবন-রুটি খাও। সুখী যারা এ রুটির জন্য ক্ষুধিত ও এ জলের জন্য তৃষিত; কারণ অনুক্ষণ খেতে খেতে ও পান করতে করতে তারা আরও খেতে ও আরও পান করতে বাসনা করে। অনুক্ষণ খেলেও ও পান করলেও যার অনুক্ষণ ক্ষুধা ও তেষ্টা পায়, যা অনুক্ষণ রুচিকর ও অনুক্ষণ কাম্য, তা অবশ্যই মধুর হওয়ার কথা; আর এজন্য সেই রাজা নবী বলেন, *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯), দেখ তিনি কত মধুর।

**শ্লোক** - যোহন ৭:৩৭-৩৮

*প্র* যিশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন:

*উ* কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।

*প্র* যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।

*উ* কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:২০–১৫:১০)

## প্রজ্ঞাবানের সুখ

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।
সে শিকারীর মত তার পিছু পিছু ধাওয়া করে,
তার সমস্ত পথে ওত পেতে থাকে ;
তার জানালায় উঁকি মারে,
তার দরজায় আড়ি পেতে শোনে ;
তার বাড়ির পাশে বাসা বাঁধে,
তার দেওয়ালে খুঁটি মারে ;
তার কাছে তার আপন তাঁবু বসিয়ে
উৎকৃষ্ট আশ্রয় নেয় ;
তার আপন সন্তানদের তার ছায়ায় রাখে,
তার শাখার তলে দিন কাটায় ;
তার দ্বারা সে গরম থেকে রক্ষা পাবে,
তার গৌরবের ছায়ায় বসতি করবে।
যে প্রভুকে ভয় করে, সে এভাবে ব্যবহার করবে,
যে বিধানপণ্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে।

প্রজ্ঞা মাতার মত তার কাছে এগিয়ে আসবে,
কুমারী কনের মত তাকে গ্রহণ করবে ;
সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,

তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।
প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
জনসমাবেশের মাঝে তার মুখ খুলে দেবে ;
সে পাবে সুখ, পাবে আনন্দ-মুকুট,
লাভ করবে চিরন্তন নাম।
অবোধেরা প্রজ্ঞাকে কখনও পেতে পারবে না,
পাপীরাও কখনও পাবে না তার দর্শন।
প্রজ্ঞা তো গর্ব থেকে দূরে থাকে,
মিথ্যাবাদীরা তাকে স্মরণ করে না।
প্রশংসাবাদ পাপীর মুখে শোভা পায় না,
যেহেতু তা প্রভু দ্বারা সেখানে রাখা হয়নি।
কেননা প্রশংসাবাদ কেবল প্রজ্ঞার আশ্রয়েই উচ্চারিত হতে হবে ;
স্বয়ং প্রভুই প্রশংসাবাদের প্রেরণা দেন।

শ্লোক - সিরা ১৫:১, ১০ (লাতিন পাঠ্য) ; ১ করি ১:২৪

প্র যে প্রভুকে ভয় করে, সে সৎকর্ম সাধন করবে, যে বিধানপণ্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে,

উ কেননা প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত।

প্র আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

উ কেননা প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

## ধর্মময়তার সূর্য সাক্রামেন্তগুলোর মধ্য দিয়েই
## এ অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করেন

আমরা যা বলে এসেছি, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, খ্রিষ্টে সেই জীবন কেবল ভাবী যুগে প্রকাশ পাবে না, বরং এ বর্তমান যুগেও সেই পুণ্যজনদের অন্তরে ইতিমধ্যে উপস্থিত, যারা সেই অনুসারে জীবন যাপন করে ও আচরণ করে। কেমন করে আমাদের

এভাবে জীবন যাপন করতে দেওয়া হয়, কোন্ কারণে পল 'জীবনের নবীনতায় চলার' কথা বলেন, যারা এভাবে চলে খ্রিষ্ট কেমন করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হন, ও তেমন বিষয়কে কোন্ নাম দেওয়া উচিত, এ সমস্ত বিষয় আমরা পরবর্তীতে রীতিমত ব্যাখ্যা করব।

অতএব, যা যা করণীয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা খ্রিষ্টের উপরে নির্ভর করে, আবার এমন কিছু আছে যা আমাদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার উপরে নির্ভর করে: প্রথমটা কেবল তাঁরই কাজ, কিন্তু আমাদেরটা পরিশ্রমও দাবি করে, বা আরও সূক্ষ্ম কথায়, তা আমাদের দ্বারা ততখানি সাধিত যতখানি অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে: জীবনের পথে বাধা দেয় ও মৃত্যু ঘটায় এমন কিছু যদি আমরা না করি, তবে সেই জীবন চারদিকে ধন ছড়িয়ে দেয় না, জ্বলন্ত প্রদীপও নিভায় না। কেননা মানবীয় সমস্ত গুণ ও যা কিছু মঙ্গল, তার লক্ষ্য হল এ, মানুষ যেন নিজের বিরুদ্ধে খড়্গ উচ্চ না করে বা সুখ থেকে যেন না পালায় ও মাথা থেকে মুকুট না ফেলে দেয়। তেমন হতে পারে, কারণ খ্রিষ্ট নিজেই উপস্থিত হয়ে আমাদের আত্মাতে জীবন-সত্তা অনির্বচনীয় ভাবে রোপণ করেন, কেননা তিনি সত্যিই উপস্থিত, এবং নিজের আগমনে তিনি যা যা নিয়ে এসেছেন, সেই সমস্ত জীবন-নীতি শক্তিশালী করে তোলেন।

তিনি উপস্থিত বটে, তবু এমনভাবে নয় তিনি ঠিক যেন খাদ্য, সাহচর্য বা সম্পর্কের মধ্য দিয়েই আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করতেন, বরং শ্রেয়তর ও অধিক নিখুঁত এমন অন্য সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই তিনি উপস্থিত, যার ফলে তাঁর নিজের দেহের সহভাগী ও তাঁর নিজের জীবনের অংশীদার হয়ে আমরা তাঁর অঙ্গ ও তাঁর নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠি। যে মঙ্গলময়তার প্রেরণায় তিনি শত্রুদেরও ভালবাসলেন, তিনি কেমন করে এত বহুসংখ্যক উপকার দানে সেই মঙ্গলময়তা প্রাচুর্যময় করে তুললেন, একথা কোন ভাষা ব্যক্ত করতে পারবে না। আর আপন বন্ধুদের সঙ্গে যে মিলনে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করেছেন, সেই মিলন যে কতই না প্রাণের কল্পনা বা প্রকাশের অতীত, তাও কোন ভাষা ব্যক্ত করতে পারে না। একই প্রকারে তিনি কীভাবে উপস্থিত ও কীভাবে মঙ্গল সাধন করেন, তা বিস্ময়ের যোগ্য ও কেবল তাঁরই সমীচীন যিনি বিস্ময়কর কাজের সাধক। কেননা তিনি নিজে আমাদের জীবনের জন্য যে মৃত্যু বরণ করলেন, এমন প্রতীক ও চিহ্ন দ্বারাই তা

বাস্তবরূপে নবায়ন ও পুনঃস্থাপন করেন, যা ঠিক যেন এক ছবিতেই সেই মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ঘটায়; উপরন্তু তিনি আমাদের তাঁর নিজের জীবনেরও অংশীদার করে তোলেন।

সুতরাং, যে পবিত্রতম রহস্যগুলো তাঁর সমাধি প্রতীকাকারে উপস্থাপন করে ও তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করে, সেই রহস্যগুলোতে আমরা এ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করি, নবনির্মিত হই, ও ত্রাণকর্তার সঙ্গে উত্তমরূপে মিলিত হই। পলের কথা অনুসারে, সেগুলো দ্বারাই *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (প্রেরিত ১৭:২৮), কারণ বাপ্তিস্মই এমনটি হতে দেয় যেন আমরা খ্রিষ্টে থাকি ও পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করি। তাই প্রথমে বাপ্তিস্মের ফলে মৃত ও পতিত সকল মানুষ জীবনে প্রবেশ করে। তারপর পবিত্র তৈলাভিষেক তেমন জীবন-অনুরূপ কার্যকলাপে নবজন্মপ্রাপ্তকে স্থাপন করে এ জন্মের পূর্ণতা ও সিদ্ধি ঘটায়, এবং শেষে ঐশ্বরিক এউখারিস্তিয়া এ জীবন ও সুস্থতা বহন করে ও রক্ষা করে; কেননা নবজাতদের পালন করা ও জীবন রক্ষা করা জীবন-রুটিরই অবদান ও ভূমিকা। এজন্য আমাদের পক্ষে এ রুটি দ্বারা জীবন, কিন্তু তৈলাভিষেক দ্বারা গতি, আবার তা ঘটে বাপ্তিস্ম দ্বারা অস্তিত্ব পাবার পর। আর এই শর্তে আমরা এমন জীবন যাপন করি, যা এ দৃশ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য জগতে উত্তীর্ণ জীবন, কারণ স্থান নয়, বরং জীবন ও জীবনধারণেরই পরিবর্তন ঘটেছে।

তাই ধর্মময়তার সূর্য পবিত্র সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে যেন জানালারই মধ্য দিয়ে এ অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ ক'রে এজগতের অনুরূপ জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে স্বর্গীয় জীবন জাগিয়ে তোলেন; আর জগতের আলো জগৎকে জয় করেন—তিনি নিজে যেভাবে বলেছিলেন, *আমি জগৎকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩)। বাস্তবিকই তিনি ভঙ্গুর ও মরণশীল এক দেহে নিত্যস্থায়ী ও অনন্ত জীবন সঞ্চার করেছেন।

**শ্লোক** - যোহন ৮:১২; সিরা ২৪:২৫ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* আমিই জগতের আলো;

*উ* যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

*প্র* আমাতেই পথ ও সত্যের সমস্ত অনুগ্রহ, আমাতেই জীবন ও শক্তির সমস্ত প্রত্যাশা:

*উ* যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-৫, ১৯–৪:৪)

**অনুতাপ করার জন্য আহ্বান**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

‘কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর
সেই স্ত্রী তার সঙ্গ ছেড়ে যদি অন্য পুরুষের হয়,
তার স্বামীর কি আবার তার কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে?
তেমন দেশ কি সম্পূর্ণরূপেই কলুষিত হয়নি?
আচ্ছা, তুমি বহু প্রেমিকের সঙ্গে ব্যভিচার করেছ
আর এখন আমার কাছে ফিরতে সাহস করছ!—প্রভুর উক্তি।

চোখ তুলে গাছশূন্য যত পর্বতের দিকে তাকাও :
কোন্ স্থানেই বা তোমার সতীত্ব লঙ্ঘন হয়নি?
তুমি তো মরুপ্রান্তরে একজন আরবীয়ের মত
রাস্তা-ঘাটে ওদের অপেক্ষায় বসে ছিলে ;
তোমার ব্যভিচার ও তোমার দুষ্কর্মে
তুমি দেশ কলুষিত করেছ।
এজন্যই বৃষ্টিধারা বন্ধ করা হয়েছে,
এজন্যই শেষ বর্ষাও হয়নি।
কিন্তু তুমি তোমার বেশ্যাগিরির স্পর্ধা রক্ষা করেছ,
তোমার লজ্জাবোধের কোন ইঙ্গিতও হয়নি।
তুমি কি এইমাত্র আমাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলনি,
“পিতা আমার, তুমিই আমার তরুণ বয়সের সখা?

তিনি কি তাঁর ক্ষোভ রাখবেন চিরকাল ধরে?
শেষ পর্যন্তই কি তাঁর ক্রোধ বজায় রাখবেন?”
তুমি একথা বলই বটে,
অথচ জেদি হয়ে যথাসাধ্য অপকর্ম করে চল।

আমি ভাবছিলাম,
কেমন করে আমি তোমাকে আমার সন্তানদের মধ্যে স্থান দেব?
আমি মনোমোহন এক দেশ তোমাকে দেব,
দেব এমন এক উত্তরাধিকার, যা সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।
আমি ভাবছিলাম, তোমরা আমাকে বলবে “পিতা আমার!”
এবং আমার অনুসরণ করায় কখনও ক্ষান্ত হবে না।
কিন্তু এমন স্ত্রীলোকের মত যে প্রেমিকের প্রতি অবিশ্বস্তা হয়,
হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।’ প্রভুর উক্তি।

গাছশূন্য যত উপপর্বতে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে,
তা ইস্রায়েল সন্তানদের কান্না ও হাহাকারের সুর!
কারণ তারা তাদের যত পথ কুটিল করেছে,
তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেছে।
‘হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো,
আমি তোমাদের বিদ্রোহ-কর্ম নিরাময় করব।’
‘এই যে, আমরা তোমার কাছে আসছি,
তুমিই যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!
সত্যি, যত উপপর্বত মিথ্যামাত্র,
পর্বতের যত কোলাহলও মিথ্যামাত্র;
সত্যি, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুতেই রয়েছে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ!
সেই লজ্জাই আমাদের বাল্যকাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রমফলকে,
তাঁদের মেষের পাল ও গবাদি পশুকে,
তাঁদের পুত্রকন্যাদের গ্রাস করেছে।

এসো, আমাদের লজ্জায় শুয়ে পড়ি,
আমাদের দুর্নাম আমাদের আচ্ছন্ন করুক ;
কারণ আমাদের যৌবনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত
আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
এবং আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে কান দিইনি।'

প্রভু একথা বলছেন :
'ইস্রায়েল, তুমি যদি ফিরে আসতে চাও,
তবে তোমাকে আমারই দিকে ফিরতে হবে।
যদি আমার দৃষ্টি থেকে তোমার ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর কর,
যদি আর পথভ্রষ্টা না হও, এবং সত্য, সততা ও ধর্মময়তায় শপথ করে বল,
"জীবনময় প্রভুর দিব্যি!"
তবে দেশগুলো তাঁর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
ও তাঁরই মধ্যে গৌরব বোধ করবে।'

কারণ প্রভু যুদা ও যেরুশালেমের লোকদের কাছে একথা বলছেন :
'তোমরা অবহেলিত জমি কোদাল দিয়ে চাষ কর,
কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না।
হে যুদার মানুষ, হে যেরুশালেমের অধিবাসীরা,
প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও,
তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর,
পাছে তোমাদের কুকর্মের ফলে
আমার রোষ আগুনের মত জ্বলে ওঠে,
এবং তার দাহ নিভিয়ে দেবে এমন কেউ থাকবে না।'

**শ্লোক** - যেরে ১৪:৭; সাম ১৩০:৩

*প্র* যদিও আমাদের অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবু, প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর।

*উ* তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?

*প্র* আমাদের অবিশ্বস্ততা তো বড়ই অবিশ্বস্ততা।

*উ* তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' থেকে পাঠ (জীবনের উৎস খ্রিষ্ট ১৩:২-৩)

**আমাদের জন্য ঈশ্বর সবই**

এসো ভ্রাতৃগণ, সেই আহ্বান অনুসরণ করি যা দিয়ে সেই স্বয়ং জীবন, যিনি কেবল জীবনময় জলের উৎস নন, কিন্তু অনন্ত জীবনের ও আলোরও উৎস, জীবন-জলের উৎসধারায় আমাদের আহ্বান করেন: তাঁর কাছ থেকেই তো প্রজ্ঞা, জীবন ও অনন্ত আলো নির্গত। যিনি জীবনের প্রণেতা, তিনি জীবনের উৎস; যিনি আলোর স্রষ্টা, তিনি আলোর উৎস; সেজন্য এসো, দৃশ্য যত কিছু অবজ্ঞা করে ও এসংসার ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা চেতনাপূর্ণ ও উদ্বুদ্ধ মাছের মত আলোর উৎস, জীবনের উৎস ও জীবনময় জলের উৎসের অন্বেষণ করি, যাতে সেই জল পান করতে পারি, *যে জল অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহিত* (যোহন ৪:১৪ দ্রঃ)।

আহা, হে দয়াময় ঈশ্বর, হে কৃপাময় প্রভু, তুমি যদি প্রসন্ন হয়ে তেমন উৎসের ধারে আমাকে আহ্বান করতে, সেখানে তোমার তৃষিতদের সঙ্গে আমিও যেন জীবনময় জলের জীবন-উৎসের জীবনময় ঊর্মিমালার জল পান করতে পারতাম, ও তার পরম মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তার জন্য উত্তরোত্তর নিত্যতৃষিত হয়ে বলতে পারতাম: কতই না মধুর সেই জীবনময় জলের উৎস, অনন্ত জীবনের উদ্দেশে যার প্রবাহী জল অফুরন্ত।

হে প্রভু, তুমিই তো সেই নিত্য উৎস, তুমিই তো সেই নিত্য কাম্য, যার জল নিত্য পান করেও আমাদের নিত্যই তৃষিত হতে হয়! হে খ্রিষ্ট প্রভু, এ জল আমাদের নিত্যই দান কর, যাতে আমাদের অন্তরেও সেই জল থাকতে পারে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে

প্রবাহিত। আমি মহাদান যাচনা করছি বটে, কে তা জানে না? তুমি কিন্তু, হে গৌরবের রাজা, মহাদান দিতে পার ও মহাদান প্রতিশ্রুত হয়েছ—তোমার চেয়ে মহান কিছু নেই, ও আমাদের কাছে মহান সেই তোমাকেই দান করেছ, আমাদের জন্যই আত্মদান করেছ।

এজন্য তোমাকে অনুনয় করি, আমরা যা ভালবাসি তা যেন জানতে পারি, কারণ তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু পেতে যাচনা করি না: তুমিই তো আমাদের সবই—আমাদের জীবন, আমাদের আলো, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের খাদ্য, আমাদের পানীয়, আমাদের ঈশ্বর! হে আমাদের যিশু, ভিক্ষা করি, তোমার আত্মার প্রেরণায় আমাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত কর, ও তোমার ভালবাসা দ্বারা আমাদের প্রাণ ক্ষতবিক্ষত কর, যাতে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ সত্য অনুসারে বলতে পারে: *আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে* (পরমগীত ১:৭ দ্রঃ), তাকে আমাকে দেখাও, কারণ আমি তোমার ভালবাসায় বিক্ষত।

প্রভু, আকাঙ্ক্ষা করছি: সেই ক্ষত আমাদের অন্তরে থাকুক। ধন্য সেই প্রাণ, যা ভালবাসা দ্বারা সেভাবে বিক্ষত; তেমন প্রাণ জলের উৎসের অন্বেষণ করে, তেমন প্রাণ তোমার জল পান করে, তথাপি পান করতে করতে নিত্য তৃষিত ও বাসনা করতে করতে নিত্য আকাঙ্ক্ষিত—সেই যে প্রাণ নিত্য তৃষিত হয়ে তোমার জল নিত্য পান করে। এভাবে প্রেম করতে করতে যে প্রাণ নিত্যই অন্বেষণ করে, সে বিক্ষত হতে হতে সুস্থ হয়ে ওঠে—তেমন স্বাস্থ্যকর ক্ষত দ্বারা আমাদের অন্তর বিক্ষত করুন কৃপাময় চিকিৎসক আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে একেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

**শ্লোক** - যোহন ৪:১৩-১৫ দ্রঃ

*প্র* আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না: সেই জলই তার অন্তরে হয়ে উঠবে

*উ* এমন এক জলের উৎসের মত যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

*প্র* প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়:

*উ* এমন এক জলের উৎসের মত যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১৫:১১-২০)

## মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

তুমি একথা বলো না, 'আমার বিদ্রোহের জন্য প্রভুই দায়ী,'
কারণ তিনি যা ঘৃণা করেন, তা করেন না।
একথা বলো না, 'তিনিই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন,'
কারণ পাপী তাঁর কোন প্রয়োজনে আসে না।
প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন,
তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।
আদিতে তিনি মানুষকে গড়লেন,
পরে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।
ইচ্ছা করলে তুমি আজ্ঞাগুলি পালন করবে ;
বিশ্বস্ত হওয়াই তোমার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করবে।
তিনি তোমার সামনে রেখেছেন আগুন ও জল ;
তোমার যেদিকে ইচ্ছে, সেইদিকে হাত বাড়াও।
মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ ;
এক একজন যাতে প্রীত, তা-ই তাকে দেওয়া হবে।
কেননা প্রভুর প্রজ্ঞা মহান,
তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বদর্শী।
প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে ;
মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।
ভক্তিহীন হতে তিনি তো কাউকে বাধ্য করেননি,
পাপ করতেও কাউকে অনুমতি দেননি।

**শ্লোক** - সিরা ১৫:১৪, ১৭, ১৯ দ্রঃ

*প্র* আদিতে ঈশ্বর মানুষকে গড়ে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।

℣ মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ, মঙ্গল-অমঙ্গল।

℟ প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে; মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।

℣ মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ, মঙ্গল-অমঙ্গল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি থেকে পাঠ (খ্রিষ্টযজ্ঞ, উপদেশ ৫৪)

**খ্রিষ্ট আমাদের জন্য রুটি হলেন**

*মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে* (যোহন ১:১৭)। তাহলে, খ্রিষ্টই যখন সত্য, এমনকি তিনি সত্য হওয়ায়ই যখন আমরা খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, তখন খ্রিষ্টের বাণীও বিশ্বাস করি। কেননা তিনিই বলেছেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে* (যোহন ৬:৫১); তিনিই সঞ্জীবনী মান্না, তিনিই সেই মেষশাবক, যে মেষশাবককে প্রাচীন বিধানের সময়ে উৎসর্গ করা যেত ও খাওয়া যেত; তিনি নিজেই আমাদের খাদ্য ও পুরস্কার রূপে আমাদের কাছে আত্মদান করেছেন; যিনি মান্না দানে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঞ্জীবিত করেছিলেন, তিনি এখন রুটি দানে আমাদের সঞ্জীবিত করেন ও সেই দানে শাস্ত্রের এ বচন পূর্ণ করেন: *নতুনটার আগমনে তোমরা পুরাতনটা ফেলে দেবে ও অতিপুরাতনটা খাবে* (লেবীয় ২৬:১০ লাতিন পাঠ্য)।

পুরাতন বলতে পুরাতন নিয়মের সেই যজ্ঞ বোঝায়, যা আরোন ও তাঁর সন্তানেরা মেষশাবক কেটে ও বৃষ ও ছাগের রক্ত ছিটিয়ে উৎসর্গ করতেন। কিন্তু সেই অতিপুরাতন বলতে মেল্কিসেদেক দ্বারা নিবেদিত সেই রুটি ও আঙুররস বোঝায়, যে রুটি ও আঙুররস ছিল সেই খ্রিষ্টের সাক্রামেন্তের পূর্বচিহ্ন যাঁকে লক্ষ করে পিতা শপথ করে বললেন, *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক* (সাম ১১০:৪)। এজন্যই নতুনের আগমনে পুরাতন নিয়মের যজ্ঞ-ব্যবস্থা ফেলে দেওয়া ও সেই অতিপুরাতন ব্যবস্থার প্রসাদ খাওয়া প্রয়োজন হল, কারণ মানুষ স্বর্গদূতদের সেই রুটি

খেল, যা ঈশ্বর নিজ মঙ্গলময়তায় প্রাচীনকাল থেকে দীনদুঃখীর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

আমরা যে রুটি খাই, তা হল তাঁর স্বয়ং মানবস্বরূপ ধারণ; কেননা মাংসধারণ করে খ্রিষ্ট সেরা গমের ফসলে আমাদের পরিতৃপ্ত করার জন্য আমাদের খড়-স্বরূপ মাংস গমে রূপান্তরিত করলেন। তিনি আমাদের জন্য এমন রুটি হলেন, যা উত্তম হৃদয়-মাটিতে বোনা ও শতগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; তিনি আমাদের জন্য গমের দানা হলেন। তিনি এমন সঞ্জীবনী রুটি, যা এ দুর্দশাময় জীবনে আমাদের সান্ত্বনা ও যাত্রাপথের শ্রান্তিতে আমাদের বল দেওয়ার কথা। তিনি শিক্ষা-বাণীতে রুটি, জীবনাদর্শে রুটি, আত্মিক অনুগ্রহের রুটি, অনন্ত গৌরবের রুটি। তিনি বললেন, *এ আমার রক্তে সাধিত নবসন্ধি* (লুক ২২:২০; ১ করি ১১:২৫)।

এ নতুন সন্ধি আমাদের জন্য খ্রিষ্টের মৃত্যুতেই বহাল করা হয়, যাতে আমরা তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করতে পারি, ও আমাদের জীবন যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত থাকে। এ নতুন সন্ধি অনুসারেই তো যজ্ঞ ব্যবস্থা করা চাই, যাতে জীবন্ত ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে গোটা মানুষ সর্বপ্রথমে তপস্যার যজ্ঞ নিবেদন করতে পারে; কারণ লেখা আছে, *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর* (সাম ৫১:১৯)।

দ্বিতীয় যজ্ঞ হল সেই দয়াধর্ম, যা তার উৎকৃষ্টতার জন্য প্রভু যজ্ঞ নয়, ধর্মময়তা বলেই অভিহিত করেন: *আমি দয়াই চাই, যজ্ঞ নয়* (মথি ৯:১৩; ১২:৭)। কেননা যজ্ঞ বিষয়ে লেখা আছে, *ধর্মময়তা-যজ্ঞই উৎসর্গ কর* (সাম ৪:৬ লাতিন পাঠ্য)।

উপরন্তু তৃতীয় এমন এক যজ্ঞ রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক, কারণ কেবল প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে ও হৃদয়ের গভীরতা থেকেই নির্গত: তেমন যজ্ঞ হল স্তুতি-যজ্ঞ। সেই নবী হৃদয়ের আতিশয্যে ও প্রেমের পূর্ণতায় তেমন যজ্ঞ উৎসর্গ করার বাসনায় বললেন, *যেন সুস্বাদু ভোজে তৃপ্ত হয় আমার প্রাণ; আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করবে তোমার প্রশংসাবাদ* (সাম ৬৩:৬)।

অতএব, প্রথম যজ্ঞ আমাকে, দ্বিতীয়টা প্রতিবেশীকে, ও তৃতীয়টা ঈশ্বরকে লক্ষ করে; তবু আমি এ সবকিছু দিয়ে ঈশ্বরকে লক্ষ করে তাঁকে সবকিছু উৎসর্গ করি। আমরা কিন্তু যদি খ্রিষ্টের সন্ধি ভিত্তি করে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই, তবে উপায় এক, বাণীও এক, এবং রীতি এরূপ: আমাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয় আমরা যেন তাঁর উপরেই আমাদের যত চিন্তা ফেলে দিই, তেমনি আমরা যেন তাঁর বাণীতেই যজ্ঞ সংক্রান্ত বিশ্বাস ফেলে দিই; অর্থাৎ মানুষ নিজের চেয়ে খ্রিষ্টকেই যেন বেশি বিশ্বাস করে, যাতে তার অন্তর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, নিজেকে অস্বীকার করে ও আশা ও বিশ্বাসে খ্রিষ্টের অনুসরণ করে, কারণ তিনিই *পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬)।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৪৮-৫১

*প্র* আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।

*উ* এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

*প্র* আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

*উ* এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৫-৮, ১৩-২৮)

**বিনাশকের আগমন-সংবাদ**

প্রভু একথা বলছেন : তোমরা যুদায় একথা প্রচার কর,
যেরুশালেমে তা ঘোষণা কর ; বল :
'দেশজুড়ে তুরি বাজাও,
জোর গলায় চিৎকার করে বল :
জড় হও ; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করি।
সিয়োনের দিকে সঙ্কেত-চিহ্ন উত্তোলন কর ;
পালিয়ে যাও, দেরি করো না,
কারণ উত্তর থেকে আমি অমঙ্গল নিয়ে আসছি,
নিয়ে আসছি মহা সর্বনাশ।
সিংহ নিজের ঝোপ থেকে লাফিয়ে উঠেছে,
সর্বদেশের বিনাশক পথে আছে,
তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করার জন্য
সে নিজের আস্তানা থেকে রওনা হয়েছে :
তোমার শহরগুলো উচ্ছেদ করা হবে,
সেগুলোর মধ্যে নিবাসী কেউই আর থাকবে না।
তাই চটের কাপড় পর,
বিলাপ কর, হাহাকার কর,
কেননা প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি।
দেখ, সে এগিয়ে আসছে মেঘপুঞ্জের মত,

তার রথগুলি ঝড়ো বাতাসের মত,
তার অশ্বগুলি ঈগলের চেয়েও দ্রুতগামী।
হায়, আমরা হারিয়ে গেছি!

যেরুশালেম, হৃদয় ধৌত করে তোমার শঠতা ঘুচিয়ে ফেল,
তবেই পরিত্রাণ পাবে;
আর কতদিন তোমার হৃদয়ে কুচিন্তা বাস করবে?
এই যে, দান থেকে এক কণ্ঠ কথাটা নিয়ে আসছে,
এফ্রাইমের পর্বতমালা থেকে কে যেন এই অমঙ্গলের সংবাদ দিচ্ছে।
তোমরা দেশসকলকে সংবাদ দাও,
যেরুশালেমকে কথাটা জানাও।
আক্রমণকারীরা সুদূর এক দেশ থেকে আসছে,
যুদার শহরগুলির বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলছে।
খেত-রক্ষকের মত তারা যেরুশালেমকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে,
কারণ সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—প্রভুর উক্তি।

তোমার আচরণ ও তোমার কাজকর্মই এসব ঘটাচ্ছে;
এ তোমার দুষ্টতার ফল;
আহা, তা কেমন তিক্ত! আহা, তা বিঁধে ফেলেছে তোমার হৃদয়!
হায় আমার অন্ত্ররাজি! হায় আমার অন্ত্র! আমি বিদীর্ণ;
হায় আমার হৃদয়ের দেওয়াল;
আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে;
আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না,
আমি যে শুনতে পাচ্ছি তুরিনিনাদ, যুদ্ধের সিংহনাদ।
ধ্বংসের উপরে ধ্বংস—এটি সংবাদ!
সমগ্র দেশ ধ্বংসস্থান!

আমার যত তাঁবু হঠাৎ উচ্ছিন্ন হয়েছে,

এক নিমেষে আমার যত আশ্রয় ধ্বংসিত।
আমাকে কত দিন সেই পতাকা দেখতে হবে?
কত দিন সেই তুরিনিনাদ শুনতে হবে?
হায়, আমার জনগণ কেমন নির্বোধ!
তারা আমাকে জানে না,
তারা জ্ঞানশূন্য বালক,
বিচারবুদ্ধি তাদের নেই;
তারা কদাচারে নিপুণ, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞ।
আমি পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলাম,
আর দেখ, তা নিরাকার ও শূন্যময়;
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—তাতে আর নেই কোন আলো।
পর্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা সবই কাঁপছে,
উপপর্বতও টলটল করছে।

আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, কেউই ছিল না,
আকাশের সমস্ত পাখিও পালিয়ে গেছে।
আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, উর্বর মাটি এখন মরুপ্রান্তর,
প্রভুর সামনে ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে
তার সকল শহর ধ্বংসস্তূপ।
কেননা প্রভু একথা বলছেন,
'সমস্ত দেশ হবে ধ্বংসস্থান—যদিও আমি তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।
ফলে পৃথিবী শোকপালন করবে,
এবং ঊর্ধ্বের আকাশ অন্ধকারময় হবে,
কারণ আমি কথা বলেছি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি,
এই ব্যাপারে মন পাল্টাব না, একথা ফিরিয়ে নেব না।'

**শ্লোক** - যেরে ৪:২৪-২৬; সাম ৮৫:৫ দ্রঃ

*প্র* হে ঈশ্বর, তোমার ক্রোধের সামনে পৃথিবী কম্পিত হয়:

*উ* আমাদের দয়া কর, আমাদের নিঃশেষে ধ্বংস করো না।

*প্র* হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ বিরক্তি নিবৃত্ত কর:

*উ* আমাদের দয়া কর, আমাদের নিঃশেষে ধ্বংস করো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোয়েল পুস্তকে পুরোহিত সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২:১২-১৪)

**আমার কাছে ফিরে এসো**

*সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো* (যোয়েল ২:১২), ও উপবাস ক'রে, চোখের জল ফেলে ও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আত্মার তপস্যা দেখাও, যাতে এখন উপবাস করলে, পরে পরিতৃপ্ত হতে পার, এখন চোখের জল ফেললে, পরে হাসতে পার, এখন বুক চাপড়ালে, পরে সান্ত্বনা পেতে পার। শোকের দিনে ও প্রতিকূলতার সময়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলার প্রথা ছিল: সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে, আমাদের ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা গুরুতর করার উদ্দেশ্যে সেই মহাযাজক ঠিক তাই করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের নিন্দাজনক কথা শুনে পল ও বার্নাবাসও তাই করেছিলেন; এজন্য যোয়েলও বলেন, *তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান* (যোয়েল ২:১৩)।

অতএব, তোমাদের দুষ্কর্ম সাধনে যাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেছ, তোমাদের ঈশ্বর সেই প্রভুর কাছে ফিরে এসে, ও তোমাদের নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব দেখে তোমরা যেন কখনও ক্ষমা পাবার ব্যাপারে নিরাশ না হও, কারণ তোমাদের অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন সেই অসীম করুণা সবই মুছে দেবে, কেননা প্রভু দয়াবান ও ক্ষমাশীল। তিনি পাপীর মৃত্যুতে নয়, তার মনপরিবর্তনেই প্রীত; তিনি ধৈর্যশীল ও করুণাময়; মানুষের অধৈর্যও তিনি অনুকরণ করেন না, বরং আমাদের মনপরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকেন। *প্রভু দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায়*

*ধনবান; অমঙ্গলে তিনি দুঃখ পান। কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে …* (যোয়েল ২:১৩-১৪)। তিনি ক্ষমা দিতে সম্পূর্ণরূপে সম্মত; আমাদের পাপের জন্য তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রস্তুত করেছিলেন, তার জন্য দুঃখ করতেও তিনি সম্মত। আমরা যদি আমাদের অপকর্ম বিষয়ে দুঃখ দেখাই, তিনি তাঁর দণ্ড-সঙ্কল্প বিষয়ে দুঃখ করবেন, ও আমাদের উপর অমঙ্গল ডেকে আনবেন বলে যে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই হুমকি তিনি ফিরিয়ে নেবেন।

আমরা জীবন পরিবর্তন করলে তিনিও আমাদের দণ্ড পরিবর্তন করবেন। আমরা যখন বলি, তিনি অমঙ্গলের হুমকি দিয়েছেন, তখন সেই অমঙ্গল আত্মা সংক্রান্ত নয়, কিন্তু এমন দণ্ড লক্ষ করে, যা অপরাধীদের পক্ষে ন্যায্য।

অনুতপ্তদের প্রতি প্রভুর করুণা লক্ষ করে যোয়েল বলে চলেছিলেন, *কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে নিজের পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ* (যোয়েল ২:১৪) নবী বলতে চাচ্ছিলেন: আমি আমার কর্তব্য পালন করছি, মনপরিবর্তন করতে তোমাদের আহ্বান করছি, কারণ জানি, ঈশ্বর অতিশয় দয়াময়, যেভাবে দাউদের প্রার্থনা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে: *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে; তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ* (সাম ৫১:৩)। কিন্তু, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা জানতে পারি না (রো ১১:৩৩ দ্রঃ), সেজন্য নবী নিজের উক্তি কমিয়ে অত্যুক্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে কেবল এক বাসনাই ব্যক্ত করে বলেন, *কে জানে, হয় তো!* এতে তিনি দেখাতে চান যে, ব্যাপারটা অসম্ভব না হলেও তবু কঠিন।

*আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-অর্ঘ্য* (যোয়ের ২:১৪) বচনটির অর্থ এ: প্রভু আশীর্বাদ দান করলে ও আমাদের পাপ ক্ষমা করলে পর আমরা তাঁর কাছে আমাদের যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারি।

শ্লোক - সাম ২৪:৪; যোয়েল ২:১৩ দ্রঃ

প্র শুদ্ধ হৃদয়ে ও অকপট ভালবাসায় তোমরা সকলে প্রভুর কাছে ফিরে যাও,

উ যাতে তোমাদের পাপের ঋণ মুছে দেওয়া হয়।

প্র তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,

উ যাতে তোমাদের পাপের ঋণ মুছে দেওয়া হয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:২৪–১৭:১৪)

## সৃষ্টিকর্মে মানুষের শীর্ষস্থান

সন্তান, আমাকে শোন ; সদ্‌জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হও ;
হৃদয়-গভীরে আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও।
আমি আমার শিক্ষাবাণী সূক্ষ্মরূপেই ব্যক্ত করব,
সযত্নেই সদ্‌জ্ঞানের কথা প্রচার করব।
আদিতে যখন ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন,
তখন সেগুলো হতে হতেই তাদের যে যার নির্ধারিত স্থান দিলেন ;
তিনি আপন কর্মকাণ্ড চিরকালের মতই নিরূপণ করলেন,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য সেগুলোর স্বীয় স্বীয় কাজ স্থির করলেন।
সেগুলোর ক্ষুধাও পায় না, শ্রান্তিও হয় না,
অথচ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কখনও ক্ষান্ত হয় না।
সেগুলোর একটাও আর একটার পথ ঘেঁষে না,
তাঁর একটা আজ্ঞাও সেগুলো কখনও অমান্য করবে না।

তারপর প্রভু পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলেন,
তাঁর আপন পরমদানে তা পরিপূর্ণ করলেন ;
মাটির বুকে তিনি সবরকম প্রাণী বসিয়ে রাখলেন,
আর এই প্রাণীসকল পৃথিবীর গর্ভে ফিরে যাবে।
প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন,
আবার সেই মাটিতে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।
তিনি মানুষকে কতগুলো দিন ও কাল না দিলেন!
পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, তাদের উপর অধিকার তাকেই দিলেন।
তাকে শক্তিমণ্ডিত করলেন তিনি নিজেই যেমন শক্তিমণ্ডিত,
নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন।
প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভয় সঞ্চার করলেন,

যেন মানুষ পশু ও পাখিদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে।
তিনি বিচারবুদ্ধি, জিহ্বা, চোখ ও কান তাদের দিলেন,
একটি হৃদয়ও তাদের দিলেন, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।
তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন ;
তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ।
তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন,
যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন ;
আর তারা যেন তাঁর কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে
তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসাবাদ করে।

তাদের সামনে তিনি সদ্‌জ্ঞান রাখলেন,
উত্তরাধিকার রূপে তাদের দিলেন জীবন-বিধান।
তাদের সঙ্গে চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাদের কাছে তাঁর আপন বিচারমালা জ্ঞাত করলেন।
তাদের চোখ তাঁর গৌরবের মহত্ত্বের দর্শন পেল,
তাদের কান তাঁর মহিমময় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।
তিনি তাদের বললেন, 'সমস্ত অন্যায়-অধর্ম বিষয়ে সাবধান থাক!'
প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশও তিনি এক একজনকে দিলেন।

শ্লোক - ১ করি ১৫:৪৭, ৪৯; সিরা ১৭:১, ৩

প্ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময় ; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত :
উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।
প্ প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, ও নিজের প্রতিমূর্তিতে তাকে গড়লেন।
উ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

## ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অনির্বচনীয়

*প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে এক-আত্মা হয়* (১ করি ৬:১৭)। যেহেতু ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অনির্বচনীয়, ও তেমন ঐশমঙ্গলময়তারই অনুরূপ হওয়ায় মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসাও যেহেতু অবর্ণনীয়, সেজন্য একথা অনুমেয় যে, যাদের তিনি ভালবাসেন, তাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সব দিক দিয়েই কল্পনাযোগ্য সমস্ত সংযোগের অতীত, ও তার যোগ্যতা হেতু সমস্ত তুলনার অতীত।

এজন্য শাস্ত্র এ ঘনিষ্ঠতম সংযোগের কথা ব্যক্ত করার জন্য বহু উদাহরণের উপর নির্ভর করেছে—একটিমাত্র উদাহরণ অবশ্যই যথেষ্ট ছিল না। তাই শাস্ত্র একসময়ে আবাস ও বাসিন্দা, আর এক সময়ে আঙুরলতা ও শাখা, আর এক সময়ে দাম্পত্য-মিলন, আর এক সময়ে অঙ্গগুলো ও মাথা ইত্যাদি উদাহরণ উপস্থাপন করে; কিন্তু এ সকল উদাহরণের মধ্যে একটাও সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়, ও সেগুলোর একটাও দ্বারা সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সর্বাপেক্ষা সংযোগ ভালবাসা ও ভক্তির সমতুল্য হওয়া চাই। কিন্তু ঐশভালবাসার তুল্য কীবা থাকতে পারে? উপরে দেওয়া উপমাগুলোর মধ্যে যেটা এই ঘনিষ্ঠতম সংযোগ সবচেয়ে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে, তা হল দাম্পত্য-মিলন ও মাথা ও অঙ্গগুলোর মধ্যকার বন্ধন। কিন্তু তবুও এ উপমা দু'টোও ঐশসংযোগের কথা উপযুক্ত ভাবে ফুটিয়ে তোলা থেকে বহু দূরে রয়েছে; কেননা একজন অপরের মধ্যে থাকবে ও তার মধ্যে থেকে জীবনযাপন করবে, এমন পর্যায়ে দম্পতিদের মিলিত করতে দাম্পত্য কখনও পারবে না, অথচ তেমন মিলনই খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান! এজন্য প্রেরিতদূত বিবাহ বিষয়ে 'এ রহস্য মহান' বলার পরে সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম* (এফে ৫:৩২), কারণ তিনি দেখাতে চান, সেই মিলন নয়, এই মিলনেরই কথা তাঁর কাছে অপরূপ। উপরন্তু অঙ্গগুলি মাথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, ও সেগুলোর জীবন এ বন্ধন ও সুসংবদ্ধতার উপর এত নির্ভরশীল যে, তা ছিন্ন হলে মৃত্যু ঘটে। তবু মনে হয়, এ অঙ্গগুলো নিজেদের মাথার চেয়ে খ্রিষ্টেই বেশি সংযুক্ত, ও প্রাকৃতিক সংযোগের চেয়ে এই সংযোগের উপরেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে বাঁচে; প্রমাণস্বরূপ সেই পুণ্যবান

সাক্ষ্যমরদের কথা উল্লেখযোগ্য, যাঁরা প্রাকৃতিক বিচ্ছেদটা স্বচ্ছন্দেই সহ্য করলেন, কিন্তু খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছেদ, এমন কথা পর্যন্তও শুনতে রাজি ছিলেন না! বস্তুত তাঁরা নির্যাতকের হাতে মাথা ও অঙ্গ সবই আনন্দের সঙ্গে সঁপে দিলেন, কিন্তু খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন বা উচ্ছিন্ন হতে পারলেন না, কথায়ও নয়। আসলে, নিজের সঙ্গে মানুষ যতখানি সংযুক্ত, তার চেয়ে কেইবা অন্যের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত হতে পারে? অথচ এ প্রকার সংযোগ বা মিলনও খ্রিষ্টের সঙ্গে সংযোগের চেয়ে হীনতর ও কম নিখুঁত। পুণ্যাত্মারা এক একজনই এক ও নিজের মত সমান, তথাপি নিজের চেয়ে খ্রিষ্টেরই সঙ্গে অধিক মিলিত, কারণ নিজের চেয়ে তাঁকেই বেশি ভালবাসেন। একথা সপ্রমাণ করে পল বলেন, প্রভুর গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ইহুদীদের মঙ্গলের জন্য খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে পাপস্বরূপ হতে রাজি।

মানবপ্রেম যখন ততখানি মহান, তখন ঐশপ্রেম পরিমাপের অতীত। আর যখন দুর্জনেরাও ততখানি প্রেমের পরিচয় দিতে পারল, তখন ঐশপ্রেম সম্বন্ধে আর কী বলব? কিন্তু যখন প্রেম তত উৎকৃষ্ট ও অপরূপ, তখন প্রয়োজন রয়েছে, তেমন প্রেম যে মিলনের দিকে প্রেমিকদের আকর্ষণ করে, সেই মিলন যেন মানববুদ্ধি এতই নমিত করে, যাতে সেই বুদ্ধি কোন উপমা বা তুলনার খোঁজে নিজেকে উন্নীত না করে।

**শ্লোক** - সাম ১০৩:২, ৪; গা ২:২০

প্ প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য;

উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: যিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তিনি তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

প্ তিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

উ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: যিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তিনি তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-২০)

**প্রকৃত উপাসনা—অভিযোগ**

প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: 'প্রভুর গৃহ-দ্বারে দাঁড়াও, সেখানে এই কথা ঘোষণা কর; বল: প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব। যারা বলে, "প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!" তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, যদি একে অন্যের প্রতি ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর, যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর, যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর, যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও, তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই, এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত। দেখ, তোমরা তো মিথ্যায় ভরসা রাখ, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবে না। তোমরা কি চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ, বায়ালের উদ্দেশে ধূপদাহ, ও এমন দেবতাদের অনুসরণ করবে যাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না, পরে এখানে এসে, এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই গৃহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: এই সমস্ত জঘন্য কাজ করে যাবার জন্য আমরা এখন নিরাপদ! এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা? দেখ, আমিও এইসব কিছু দেখতে পাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।

তাই তোমরা সেইখানে যাও, শীলোতে যে স্থান একসময় আমার ছিল, যেখানে আমি প্রথমে আমার নামের আবাস স্থির করেছিলাম, সেইখানে যাও; এবং আমার জনগণ সেই ইস্রায়েলের অপকর্মের কারণে আমি সেই স্থানের প্রতি যা করেছি, তা বিবেচনা করে দেখ। যেহেতু তোমরা এই সমস্ত কর্ম করেছ—প্রভুর উক্তি—এবং আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বললেও তোমরা কান দাওনি, আমি তোমাদের ডাকলে তোমরা উত্তর দাওনি, সেজন্য এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই যে গৃহে তোমরা ভরসা রাখ, এবং এই যে স্থান তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি, এর প্রতিও আমি সেইভাবে করব, যেভাবে শীলোর প্রতি করেছিলাম। আমি যেমন তোমাদের ভাইদের, এফ্রাইমের সেই সমস্ত বংশকে বের করে দিয়েছি, তেমনি তোমাদেরও আমার চোখের সামনে থেকে বের করে দেব। তোমার ক্ষেত্রে, তুমি এই জনগণের হয়ে প্রার্থনা করো না, তাদের হয়ে আমার কাছে মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করো না, আমার কাছে সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়ো না, কারণ আমি তোমাকে শুনব না। যুদার শহরে শহরে ও যেরুশালেমের রাস্তা-ঘাটে তারা যা করছে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? ছেলেরা কাঠ কুড়োয়, পিতারা আগুন জ্বালায়, ও স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে—আকাশরানীর উদ্দেশে পিঠা বানানোর জন্যই তারা এসব কিছু করছে; তারপর আমাকে অপমান করার জন্য অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালে। তারা কি আমারই অপমান করে?—প্রভুর উক্তি—নাকি নিজেদেরই অপমান করে ও তাই করে নিজেদের লজ্জার বস্তু করে?' সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন, 'দেখ, এই স্থানের উপরে—মানুষ ও পশু, মাঠের গাছপালা ও ভূমির ফল—এসবের উপরে আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হবে; তা জ্বলতে থাকবে, নিভবে না।'

**শ্লোক** - যেরে ৭:১১; ইশা ৫৬:৭; যোহন ২:১৬

*প্র* এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা?

*উ* আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

*প্র* তোমরা আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।

*উ* আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫০:৩-৪)

**মন্দির অলঙ্কৃত কর, কিন্তু গরিবদের অবহেলা করো না**

তুমি কি খ্রিষ্টদেহ সম্মান করতে ইচ্ছা কর? তাহলে এমনটি হতে দিয়ো না যে, সেই দেহ তার নিজের অঙ্গগুলিতে তথা বস্ত্রহীন গরিবদের মধ্যে অবজ্ঞার পাত্র হয়। এখানে, এই গির্জায় তাকে রেশম দিয়ে সম্মান করো না, যখন বাইরে, শীত ও বস্ত্রাভাবের কারণে সে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে, তুমি তাকে অবহেলা করে থাক। যিনি বলেছেন, 'এ আমার দেহ', ও বাণী দ্বারা কর্ম সপ্রমাণ করেন, তিনি এ কথাও বললেন, তোমরা আমাকে ক্ষুধিত দেখেছ, কিন্তু আমাকে খেতে দাওনি (মথি ২৫:৪২ দ্রঃ), এবং এই ক্ষুদ্রতমদের কোন একজনের প্রতি যখন তা করনি, তখন আমারই প্রতি করনি (মথি ২৫:৪৫ দ্রঃ)। যে খ্রিষ্টদেহ বেদির উপরে থাকে, চাদরের নয়, পুণ্য আত্মাদেরই তার প্রয়োজন; কিন্তু যে খ্রিষ্টদেহ বাইরে থাকে, তার অনেক যত্নেরই প্রয়োজন।

সুতরাং এসো, আমরা খ্রিষ্টের কথা ভাবতে ও তাঁকে সম্মান করতে শিখি তিনিই যেভাবে চান; কেননা যাঁকে আমরা সম্মান করতে ইচ্ছা করি, আমরা যে সম্মান ভেবেছি তা নয়, তিনি নিজে যে সম্মানে প্রীত সেই সম্মানের চেয়ে তাঁর গ্রহণীয় সম্মান আবিষ্কার করতে পারব না। পিতরও মনে করছিলেন, নিজের পা ধৌত করতে খ্রিষ্টকে না দেওয়ায়ই তাঁকে সম্মান করবেন; এ সম্মান নয়, অপমানই ছিল। তাই তুমিও তাঁকে সেই সম্মান দেখাও যা তিনি আদেশ করলেন, অর্থাৎ এমনটি কর যাতে গরিবেরা তোমার সম্পদের অংশী হয়। সোনার পাত্র নয়, সোনার প্রাণেরই ঈশ্বরের প্রয়োজন।

একথা বলে আমি গির্জায় উপহার দিতে তোমাদের বাধা দিতে অভিপ্রেত এমন নয়। কিন্তু আমার অনুরোধ, সেই উপহারের সঙ্গে, এমনকি তা দেওয়ার আগে ভিক্ষা দান কর; কেননা ঈশ্বর নিজ পার্থিব গৃহের জন্য তোমাদের উপহারে প্রীত বটে, তবু এর চেয়ে গরিবদের সাহায্য দানেই তিনি বেশি প্রীত। উপহার দানে কেবল দাতাই উপকৃত, কিন্তু সাহায্য দানে গ্রহীতাও উপকৃত। উপহার দানে নিজেকে দেখানোর অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু সাহায্য দানে কেবল দয়াকর্ম ও ভালবাসাই উপস্থিত। যজ্ঞের [illegible] বদি সোনার পাত্রে পরিপূর্ণ হওয়াতেও খ্রিষ্টের কী উপকার, যখন তিনি গরিবের মধ্যে ক্ষুধায়

মরছেন? আগে ক্ষুধিতকে পরিতৃপ্ত কর, কেবল এরপরেই তোমার যা বাকি রয়েছে তা দিয়ে বেদি অলঙ্কৃত কর। তুমি কি তাঁকে একটা সোনার পাত্র দেবে ও এক গ্লাস জল তাঁকে দিতে পারবে না? তাঁর বেদি সোনার কাপড়ে সজ্জিত করার কী দরকার আছে, পরে যদি তাঁর প্রয়োজনীয় কাপড় অর্পণ না কর? তাতে তাঁর কী লাভ?

আমাকে বল: প্রয়োজনীয় খাদ্য যার নেই, তুমি এমন লোককে দেখে যদি চিন্তাটুকু না করে কেবল নিজেরই খাবার টেবিল সজ্জিত করতে, তুমি কি মনে কর, সেই লোকটা তোমাকে ধন্যবাদ দেবে? নাকি তোমার বিরুদ্ধে রাগ করবে? আর ছেঁড়া কাপড় পরা ও শীতে কাঁপছে এমন লোককে দেখে তুমি যদি তাকে কোন কাপড় না দিয়ে বরং তার সম্মানার্থে সোনার স্তম্ভ বসিয়ে তাকে বলতে, 'দেখ তোমার সম্মানার্থে কীবা করছি,' লোকটা কি মনে করবে না, তুমি তাকে নির্মমভাবে অবজ্ঞা ও অপমান করছ?

খ্রিষ্টের বেলায় এভাবে ভাব, তিনি যখন আশ্রয়ের প্রয়োজনে প্রবাসী হয়ে ঘুরে বেড়ান। তুমি তো সেই প্রবাসীকে আশ্রয় না দেওয়ায় তাঁকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হও, আর একই সময়ে পুণ্যালয়ের বেদি, দেওয়াল, স্তম্ভ ও প্রাচীর সজ্জিত কর। তুমি তো উচ্চ থেকে ঝোলা সেই বড় বড় বাতি রুপোর শেকলে সাজাও, কিন্তু তিনি কারাবাসে শেকলে আবদ্ধ থাকাকালে তুমি তাঁকে দেখতে যাও না। তেমন সজ্জা-সামগ্রী ব্যবস্থা করতে তোমাদের নিষেধ করতে চাই, এজন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি বরং তোমাদের চেতনা দিতে অভিপ্রায় করছি, যেন এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা গরিবদের প্রয়োজনও মেটাও, এমনকি আগে গরিবদের সাহায্য দান, পরেই গির্জার জন্য উপহার। মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা না দেওয়ায় দণ্ডিত হয়েছে এমন মানুষ নেই, কিন্তু গরিবকে যে অবহেলা করে, সে অপদূতদের সঙ্গে অনন্ত আগুনে দণ্ডিত হবে। অতএব, উপাসনা-গৃহ অলঙ্কৃত করতে করতে তুমি যেন যন্ত্রণাভুক্ত ভাইয়ের প্রতি হৃদয় রুদ্ধ না রাখ। সেটার চেয়ে এটাই মহামূল্যবান মন্দির!

শ্লোক - মথি ২৫:৩৫, ৪০; প্রবচন ১৯:১৭

℣ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ, তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

৺ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

৻ দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

৺ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১৫-৩২)

## মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই তাঁর সামনে,
তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
প্রতিটি জাতির উপরে তিনি এক একজন জননেতা নিযুক্ত করলেন,
কিন্তু ইস্রায়েল প্রভুরই আপন স্বত্বাংশ।
তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত,
তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
তাদের অন্যায়-অধর্ম তাঁর কাছে গোপন নয়,
তাদের সকল পাপ প্রভুর সামনে উপস্থিত।
অর্থদান তাঁর কাছে সীলমোহর স্বরূপ,
দানশীলতাকে তিনি চোখের মণির মত রক্ষা করবেন।
একদিন তিনি উঠে তাদের প্রতিদান দেবেন,
তাদের উপর তাদের যোগ্য প্রতিফল বর্ষণ করবেন।
কিন্তু যে অনুতাপ করে, তাকে তিনি ফিরে আসতে দেন,
আশাভ্রষ্ট যত মানুষের প্রাণে আশা সঞ্চার করেন।
প্রভুর কাছে ফের, আর পাপ নয়!
তাঁর শ্রীমুখের সামনে মিনতি জানাও,
আর এইভাবে নিজ অপরাধ লঘুভার কর।

পরাৎপরের কাছে ফিরে এসো, অধর্মের প্রতি পিঠ ফেরাও;
শঠতা নিঃশেষেই ঘৃণা কর।
কেননা সেই জীবিতেরা যারা তাঁকে স্তুতির অর্ঘ্য অর্পণ করে,
তাদের পরিবর্তে সেই পাতালে কেইবা পরাৎপরের প্রশংসাগান করবে?
যার কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্তুতিবাদের মত মৃতদের স্তুতিবাদও শূন্য,
যে জীবিত, যে সুস্থ, সে-ই প্রভুর প্রশংসাগান করে!

আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা!
যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
মানুষ তো সবকিছু পেতে পারে না,
কেননা মানবসন্তান অমর নয়।
সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কী আছে? অথচ তাও ম্লান হয়।
তেমনি অনিষ্টের প্রতিই রক্তমাংসের লালসা।
তিনি উচ্চতম আকাশমণ্ডলের বাহিনী পরিদর্শন করেন,
কিন্তু মানুষেরা, তারা সকলে মাটি ও ছাইমাত্র।

**শ্লোক** - সিরা ১৭:১৫, ২৯, ১৯

*প্র* মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই প্রভুর সামনে, তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
*উ* আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা! যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
*প্র* তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত, তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
*উ* আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা! যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' থেকে পাঠ (১০)

**অমর মানুষ ঈশ্বরের মহাবন্দনা**

*ঈশ্বরের সন্ধান কর, তবে তোমাদের প্রাণ বাঁচবে* (সাম ৬৯:৩৩ দ্রঃ)। ঈশ্বরের যে সন্ধান করে, সে নিজ পরিত্রাণ বিষয়ে তৎপর। ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছ? তবে জীবন পেয়েই গেছ। সুতরাং এসো, তাঁর সন্ধান করি, যাতে জীবন পেতে পারি। তাঁর সন্ধান পেলে যে পুরস্কার, তা হল তাঁর সান্নিধ্যে জীবনলাভ। *যারা তোমার সন্ধান করে, তারা মেতে উঠুক, তোমাতে আনন্দ করুক; তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, পরমেশ্বর মহান* (সাম ৭০:৫)

ঈশ্বরের মহাবন্দনাই সেই অমর মানুষ, যে মানুষ ধর্মময়তায় স্থাপিত, ও নিজ হৃদয়ে খোদাই করা সত্যের বচন বহন করে। আর আসলে, প্রজ্ঞাপূর্ণ একটা হৃদয়ে ছাড়া ধর্মময়তা কোথায় বা খোদাই করা যেতে পারে? আর ভালবাসা, শালীনতা ও কোমলতাও কোথায় বা খোদাই করা যেতে পারে? আমি মনে করি, যাদের আত্মা এই দিব্য সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, তারা প্রজ্ঞার এমন উৎকৃষ্ট চূড়ার নাগাল পেয়েছে, যাতে সেখান থেকে জীবনের সমস্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে। তাদের এ প্রজ্ঞা আবার নিরাপদ ত্রাণবন্দর বলেও পরিগণিত হতে পারে। যারা পরমপিতার কাছে করুণা পেয়েছে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা সন্তানদের প্রতি উত্তম পিতা হবে; যারা দিব্য বরের কথা স্মরণে রাখে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা স্ত্রীর প্রতি উত্তম স্বামী; এবং যারা চরম দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা দাসদের প্রতি উত্তম প্রভু।

আর তোমরা যখন অধর্মেই তত সময় অপব্যয় করে আসছ, তোমরা যে বুদ্ধিহীন পশুদের চেয়েও বুদ্ধিহীন হয়ে গেছ, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমরা একসময়ে শিশু ছিলে, তারপর বালক হয়েছ, তারপর যুবক হয়েছ, শেষে মানুষও হয়ে উঠেছ, কিন্তু কখনও উত্তম হয়ে উঠতে পারনি! তাই এখন যে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছ, কমপক্ষে বার্ধক্যেরই প্রতি একটু সম্মান দেখাও। তোমাদের জীবনের এ শেষ লগ্নে সচেতন হও ও ঈশ্বরকে স্বীকার কর, যাতে জীবনের সমাপ্তি তোমাদের পরিত্রাণের সূত্রপাত এনে দিতে পারে। বাস্তবিকই খাদ্য যত মিষ্ট তত রুচিকর, ও স্বাদে তৃপ্তি দেয় বিধায় আমরা সেগুলিরই সন্ধান করি; অথচ জিহ্বায় অরুচিকর হলেও তিতই যে খাদ্য, সেটাই আমাদের নিরাময় করে, সেটাই স্বাস্থ্যকর, এমনকি ঔষধ যতখানি তিত, রোগীর উদরে ততখানি উপকারী। একই প্রকারে অভ্যাস রুচিকর ও তৃপ্তিদায়ী, অথচ অভ্যাসই আমাদের পতন ঘটায়।

কিন্তু স্বর্গে আমাদের যা নিয়ে যায়, তা হল সত্য: শুরুতে সত্য তিক্ততর, কিন্তু পরে উত্তম উপদেষ্টা, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সম্মাননীয় এমন মন্ত্রণাসভা যা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। প্রজ্ঞা অগম্য নয়, এমনটিও নয় যা মানুষ তার নাগাল পেতে পারে না; প্রজ্ঞা বরং অধিক সন্নিকট, আমাদের গৃহেই তার আবাস; এবং সমস্ত প্রজ্ঞায় মণ্ডিত সেই মোশির বাণী অনুসারে, প্রজ্ঞা আমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিতেই বাস করে, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের

হাতে, মুখে ও হৃদয়েই বাস করে (দ্বিঃবিঃ ৩০:১৪ দ্রঃ)। তেমন বচন হল সত্যের প্রকৃত একটা প্রতীক, কেননা প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম সাধনে তিন জিনিস প্রয়োজন: চেতনা, কর্ম ও প্রার্থনা।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:৩০; ৮:১; প্রেরিত ১৫:১৮ দ্রঃ

প্ প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।

উ প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

প্ ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই নিজ কর্ম জানেন।

উ প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১১, ১৬-২১)

**যুদার নৈতিক দুরাচার**

হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!
তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,
কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।
বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।
তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন;
তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।

এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব;

অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব?
তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না?
—প্রভুর উক্তি—

আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?
আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।
'আমি যেরুশালেমকে ধ্বংসস্তূপ করব,
তাকে শিয়ালের আস্তানা করব;
যুদার শহরগুলিকে অধিবাসীবিহীন ধ্বংসস্থান করব।'
এসব কিছু বুঝতে পারে, এমন প্রজ্ঞাবান কে?
প্রভুর নিজের মুখ থেকে বাণী শুনে তা প্রচার করতে পারে, এমন মানুষ কে?
কেন দেশ বিধ্বস্ত?
কেন পথিকবিহীন প্রান্তরের মত উৎসন্ন?

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বিলাপকারিণীর দল ডাকতে তৈরী হও! আসুক তারা!
যারা সুদক্ষ, তাদেরই ডেকে আন! ছুটে আসুক তারা!
শীঘ্রই এসে আমাদের উপর বিলাপগান ধরুক।
আমাদের চোখ অশ্রুজলে ভেসে যাক,

আমাদের চোখের পাতা বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকুক।
কারণ সিয়োন থেকে এই বিলাপের সুর ধ্বনিত হচ্ছে:
'হায়, আমাদের কেমন বিনাশ,
হায়, আমাদের কেমন নিদারুণ লজ্জা,
আমরা যে দেশছাড়া হতে বাধ্য,
শত্রু যে আমাদের আবাসগুলো ভূমিসাৎ করল!'

তাই, হে স্ত্রীলোকসকল, প্রভুর বাণী শোন;
তোমাদের কান তাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করুক।
তোমাদের কন্যাদের শেখাও হাহাকার করতে,
একে অন্যকে শেখাও বিলাপগান:
'মৃত্যু আমাদের জানালায় উঠল,
আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করল,
হ্যাঁ, রাস্তা-ঘাটে বালকদের উচ্ছেদ,
শহরের খোলা জায়গায় যুবকদের নিপাত।
তুমি কথা বল! এই যে প্রভুর উক্তি:
মানুষদের শব মাঠে সারের মত ফেলানো রয়েছে,
তাদের লাশ শস্যকাটিয়ের পিছনে পড়ে থাকা আঁটির মত,
তাদের সংগ্রহ করবে এমন কেউ নেই।'

শ্লোক - যেরে ৯:২, ৮, ৭

প্ল তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়, তারা প্রভুকে জানে না।

উ তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না? আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?

প্ল প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়, কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।

উ তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না? আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির সাক্রামেন্ত' থেকে পাঠ (২য় বিভাগ ১)

**এ সমস্ত উপলব্ধি করতে পারে, এমন জ্ঞানবান কে?**

ঈশ্বর একটা আঙুরখেত নিজেই প্রস্তুত করলেন। কোন্ আঙুরখেত? ইশাইয়া বলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভুর সেই আঙুরখেত, সে তো ইস্রায়েলকুল* (ইশা ৫:৭)।

যেমন এক আঙুরখেত অন্য আঙুরখেত থেকে ভিন্ন, ও এক আঙুররস অন্য আঙুররস থেকে ভিন্ন, তেমনি প্রভুর আঙুরখেত অন্য সমস্ত আঙুরখেত থেকে ভিন্ন। অন্য আঙুরখেত হল সেই বিজাতীয়রা যারা ঈশ্বরের উপাসনা থেকে দূরে আছে ও প্রতিমাপূজা করে। কিন্তু যে সমাজগৃহ প্রভু দ্বারা পোঁতা ও চাষ করা আঙুরখেত হওয়ায় প্রভুর আঙুরখেতের অঙ্গ, সেই সমাজগৃহ ধার্মিকদের পক্ষে প্রভুর আঙুরখেত, কিন্তু দুর্জনদের ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে বন্য আঙুরখেতের তিক্ত স্বাদে পরিণত হয়েছে। বস্তুত *তারা ধূর্তই এক বংশের মানুষ, তারা অবিশ্বস্ত সন্তান* (দ্বিঃবিঃ ৩২:২০)। এ আঙুরখেত বিশ্বাসের স্থানে ভক্তিহীনতাই ফল দিয়েছে, আশার স্থানে সন্দেহ, ভালবাসার স্থানে হিংসা ও ঘৃণা।

যেমন আঙুরখেত তেমন আঙুররস। কিন্তু যে বিশ্বস্ত সমাজগৃহ বাধ্যতার জন্য ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয়েছে, সেই সমাজগৃহ রুচিকর ফল ও সেরা আঙুরখেতের মত হয়েছে; কেননা প্রাচীনকালের ধার্মিকেরা বিধানের প্রতিশ্রুতি, বিচার, আদেশ ও শপথের প্রতি যে বাধ্যতা দেখালেন, তাতে ঈশ্বর প্রীত হলেন। তেমন বাধ্যতা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত টিকে থাকল; তারপর এমন নতুন বাধ্যতা ও নতুন ধর্মময়তা দেখা দিল, যা অধিক নিখুঁত হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে অধিক গ্রহণীয় হওয়ার কথা।

এজন্য খ্রিষ্ট বলেন, *এখন থেকে আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না* (মথি ২৬:২৯); তিনি ঠিক যেন বলতেন: আজ পর্যন্ত যেভাবে বিধানের প্রতি বাধ্যতায় প্রীত ছিলাম, এখন থেকে আমি সেভাবে বিধানের প্রতি বাধ্যতায় আর প্রীত হব না। সেই দিনটি সন্নিকট, অনুগ্রহেরই সেই দিনটি সন্নিকট, যে দিনটি অন্ধকার দূরীকৃত করবে যাতে নতুন প্রতিশ্রুতি দ্বারা ও নতুন আদেশ ও সাক্রামেন্তগুলি দ্বারা ধর্মবোধ বৃদ্ধি পায়, ও আমার বিনম্রতার আদর্শ দ্বারা যেন সেই বাধ্যতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে বাধ্যতায় আমি তোমাদের সঙ্গে আমার পিতার রাজ্যে তথা মণ্ডলীতে অধিক প্রীত হব।

সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা, এভাবেই বিধান সার্থক করা উত্তম; তেমন বাধ্যতাই সিদ্ধ ভালবাসা, তেমন বাধ্যতাই ধর্মময়তা ও সমস্ত পবিত্রতার লক্ষ্য। তেমন বাধ্যতাই বিধানের মধ্যে গচ্ছিত ছিল, অর্থাৎ সেই প্রথম ও প্রধান আদেশেই গচ্ছিত ছিল, তথা *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে* (লুক ১০:২৭)। তাছাড়া বাধ্যতা সেকালের যজ্ঞ-বলিদানেও গচ্ছিত ছিল, ও তার আভাস বলির মৃত্যুতে বিদ্যমান ছিল। এখন কিন্তু বাধ্যতা খ্রিষ্টের মৃত্যুর আদর্শে পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, ও যারা খ্রিষ্টের অনুকরণে ও তাঁর প্রেমে জীবনযাপন করে, তাদের কাছে বাধ্যতা দাবিরূপে উপস্থাপিত।

এ বাধ্যতাই হল পরিত্রাণের পানপাত্র, খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সেই পানপাত্র! এ সেই নতুন আঙুররস যা বিষয়ে প্রভু বলেন, *যে দিনে আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না* (মথি ২৬:২৯)। তাহলে সেই নতুন আঙুররস পান করা বলতে বাধ্যতার খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কী বোঝায়? আরও, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এই রস পান করব' বলতে 'তোমরা আমার সঙ্গে বাধ্যতার খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করবে' ছাড়া কী বোঝায়? আর 'এই রস নতুন পান করব' বচনটি কোন্ অর্থ বহন করে, এ অর্থ ছাড়া যে, আঙুরফলের রসের স্থানে যন্ত্রণাভোগেরই পানপাত্র পান করা আসল নতুনত্ব? কেননা মেষশাবকের স্থানে মানুষকেই বলিদান করা নতুনত্ব ছিল বটে। অতএব আমি তোমাদের সঙ্গে এ নতুন আঙুররস পান করব, কারণ আমি এ পানপাত্রের নবীনতায় প্রীত হব, আর তোমরা আমার প্রাণের আনন্দের খাতিরে আমার সঙ্গে প্রীত হবে।

কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা যেন কেবল শারীরিক মৃত্যুকেই লক্ষ না করে, বরং যেন একপ্রকারে সমস্ত দেহদমন ও দেহসংযম, ও বিশেষভাবে নিজের ইচ্ছা-প্রত্যাখ্যান লক্ষ করে। যে ব্যক্তি প্রাণের আনন্দে ও ভ্রাতৃপ্রেমের মাধুর্যে নিজের ইচ্ছার স্থানে অন্য মতের ভাইয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, সেই ব্যক্তিই ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেয়। নির্যাতকের খড়্গের আঘাতে আমাদের মৃত্যু হোক কিবা প্রাণের খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণীর খাতিরেই আমাদের মৃত্যু হোক—সমস্ত প্রকার সাক্ষ্যমরণে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা উপস্থিত।

**শ্লোক** - যেরে ৬:১৬; মথি ১১:২৯

*প্র* তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

*উ* তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

*প্র* তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়,

*উ* তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-২৩)

## সৃষ্টিকর্মে ও ইস্রায়েলের ইতিহাসে প্রজ্ঞার ভূমিকা

প্রজ্ঞা নিজেই নিজের প্রশংসাবাদ করে,
তার আপন জনগণের মাঝে নিজের গুণকীর্তন করে।
পরাৎপরের জনমণ্ডলীর মধ্যে মুখ খোলে,
তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে নিজের গুণকীর্তন করে :
'আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত,
কুয়াশাই যেন পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হলাম।
আমি সেই ঊর্ধ্বেই আমার তাঁবু স্থাপন করলাম,
মেঘ-স্তম্ভেই স্থাপিত ছিল আমার সিংহাসন।
আমি একাকীই আকাশমণ্ডল পরিক্রমা করলাম,
গভীর গহ্বরের মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম ;
সাগরের ঊর্মিমালার উপরে, সারা পৃথিবীর উপরে,
সমস্ত জাতি ও দেশের উপরেই কর্তৃত্ব নিলাম।
এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম,
সন্ধান করছিলাম, কার্ অঞ্চলে বসতি করব।
তখন বিশ্বস্রষ্টা আমাকে এক আজ্ঞা দিলেন,
আমার স্রষ্টা নিজেই আমার জন্য তাঁবু স্থাপন করলেন,
আমাকে বললেন, "যাকোবেই তাঁবু বসাও,
ইস্রায়েলকে নিজ উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ কর।"

অনাদিকাল থেকে—সেই প্রারম্ভেই—তিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন,
অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।
পবিত্র তাঁবুতে আমি তাঁর সম্মুখে সেবাকর্ম পালন করলাম,
এভাবে সিয়োনে প্রতিষ্ঠিত হলাম।
ভালবাসার পাত্র সেই নগরীতেই তিনি আমার বিশ্রামস্থান দিলেন,

যেরুশালেমেই রয়েছে আমার অধিকার।
আমি গৌরবময় এক জাতির মাঝে শিকড় গাড়লাম,
হ্যাঁ, প্রভুর স্বত্বাংশে, তাঁর সেই উত্তরাধিকারে।
আমি বৃদ্ধি পেয়েছি যেন লেবাননের একটা এরসগাছের মত,
হার্মোন পর্বতের উপরে একটা দেবদারুগাছের মত;
বৃদ্ধি পেয়েছি যেন এন্-গেদির একটা খেজুরগাছের মত,
যেরিখোর একটা গোলাপ ঝোপের মত,
সমভূমিতে মহীয়ান জলপাইগাছের মত,
বৃদ্ধি পেয়েছি সরলগাছের মত।
দারুচিনি ও সুগন্ধি মলম যেন আমি ছড়িয়েছি সুগন্ধ,
সেরা গন্ধনির্যাস যেন বিস্তার করেছি আমার সুবাস;
হ্যাঁ, গাল্বানুম, ওনিক্স, স্তাক্ত যেন,
তাঁবুতে একটা ধূপ-মেঘই যেন।
যেন তার্পিনগাছের মত ডালপালা বাড়িয়ে দিয়েছি,
আমার ডালপালা মহিমা ও কান্তির ডাল।
আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর,
আর আমার ফুল, তা তো গৌরব ও ঐশ্বর্যের ফুল।

আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো,
আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও।
কারণ আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর,
উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।
যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে,
যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।
যে কেউ আমার প্রতি বাধ্য, তাকে লজ্জিত হতে হবে না,
আমাতেই যে কেউ কর্ম সাধন করে, সে কখনও পাপ করবে না।
এই সমস্ত কিছু হল পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান-পুস্তক,

সেই যে বিধান মোশি আমাদের জন্য আদিষ্ট করলেন,
যাকোবের জনসমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার।

**শ্লোক** - যোহন ১৪:৬; সিরা ২৪:৯

*প্র* আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন!

*উ* পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।

*প্র* আমি যে প্রজ্ঞা, আমি তো আদি থেকে বিদ্যমান; অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।

*উ* পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৬:৩, ৫, ৬, ৭)

**পিতার পরিচয় পুত্রের অভিব্যক্তির ফল**

ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে ছাড়া অর্থাৎ পুত্র নিজেই প্রকাশ না করলে কেউই পিতাকে জানতে পারে না; পিতার মঙ্গল ইচ্ছা গুণে ছাড়া পুত্রকেও কেউই জানতে পারে না। উপরন্তু পুত্র পিতার মঙ্গল ইচ্ছার সিদ্ধি সাধন করেন, কেননা পিতা প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু প্রেরিত হয়েই পুত্র আসেন। এবং আমাদের পক্ষে পিতা যতই অদৃশ্য ও অনির্বচনীয় হোন না কেন, তবু তাঁর আপন বাণী তাঁকে জানেন; আর পিতা অবর্ণনীয় হলেও তবু সেই বাণী আমাদের কাছে তাঁর কথা বর্ণনা করেন। অপর দিকে কেবল পিতাই তাঁর আপন বাণীকে জানেন: উভয়ের মধ্যে এই যে সম্পর্ক, তা প্রভুই অভিব্যক্ত করেছেন। আর এজন্যই নিজের এই অভিব্যক্তি দ্বারা পুত্র পিতার পরিচয় প্রকাশ করেন; পিতার পরিচয় পুত্রের অভিব্যক্তির ফল, কেননা বাণী দ্বারাই সমস্ত কিছু অভিব্যক্ত।

এখন, পিতা পুত্রকে এ উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করলেন, যাতে তাঁর দ্বারা তিনি সকলের কাছে অভিব্যক্ত হন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের তিনি যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে অক্ষয়শীলতায় ও অনন্ত আরামে গ্রহণ করতে পারেন—কেননা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করায় প্রকাশ পায়।

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাণী স্রষ্টা-ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, জগতের মধ্য দিয়ে জগৎনির্মাতা-প্রভুকে প্রকাশ করেন, গড়া-বস্তুর মধ্য দিয়ে সেই শিল্পীকে প্রকাশ করেন যিনি সবই গড়েছেন, পুত্রের মধ্য দিয়ে সেই পিতাকে প্রকাশ করেন যিনি পুত্রকে জন্ম দিলেন—এ সমস্ত বিষয় সকলে একইভাবে আলোচনা করলেও, তবু সকলে একইভাবে বিশ্বাস করে না। অথচ বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়ে বাণী নিজের কথা ও পিতার কথা একইভাবে প্রচার করেছিলেন, আর গোটা জাতি একইভাবে শুনলেও তবু সকলে একইভাবে বিশ্বাস করল না। বাণী নিজেকে দৃশ্য ও স্পর্শ দ্বারা বোধগম্য করলে পিতাও সেই স্বয়ং বাণীর মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন, যদিও সকলে একইভাবে তাঁকে বিশ্বাস করল না; কিন্তু তবু সকলেই পুত্রে পিতাকে দেখল, কেননা পিতা হলেন পুত্রের অদৃশ্য বাস্তবতা ও পুত্র হলেন পিতার দৃশ্য বাস্তবতা।

উপরন্তু, পিতার সেবায় রত থেকে পুত্র আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সিদ্ধি সাধন করেন, ও তাঁর মধ্য দিয়ে ছাড়া ঈশ্বরকে কেউই জানতে পারে না; কেননা পুত্রই পিতার পরিচয়, কিন্তু পুত্রের পরিচয় পিতায় প্রকাশ পায় ও পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত; এজন্য প্রভু বললেন, *পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন* (মথি ১১:২৭)। 'প্রকাশ করবেন' কথাটা ভবিষ্যৎ শুধু লক্ষ করে না, ঠিক যেন বাণী তখনই পিতাকে অভিব্যক্ত করতে শুরু করলেন যখন মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন; বরং কথাটা সর্বকাল নির্দেশ করে; কেননা আদি থেকেই পুত্র আপন সৃষ্টবস্তুর পাশে পাশে থেকে সকলের কাছে পিতাকে প্রকাশ করে আসছেন—পিতা যাকে ইচ্ছা করেন, যখন ইচ্ছা করেন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। আর এজন্য সবকিছুতে ও সবকিছুর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর এক, বাণী সেই পুত্র এক, আত্মা এক, আর যারা তেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তাদের সকলের জন্য পরিত্রাণ এক।

শ্লোক - যোহন ১:১৮; মথি ১১:২৭

*প্র* ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি:

*উ* সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

৶ পিতাকে কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

৷ সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২২:৮, ১০–২৩:৪, ২১-২৩)

**বিধান-পুস্তক আবিষ্কার ;**

**সন্ধি-নবায়ন ও পাস্কাপর্ব পালন**

মহাযাজক হিল্কিয়া শাফান কর্মসচিবকে বললেন, ‘আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!’ হিল্কিয়া শাফানের হাতে পুস্তকটা তুলে দিলেন, আর শাফান তা পড়লেন। তাছাড়া শাফান কর্মসচিব রাজাকে বললেন, ‘হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।’ আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ করে শোনালেন। বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। রাজা পরে হিল্কিয়া যাজক, শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখাইয়ার সন্তান আকবোর, শাফান কর্মসচিব ও আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন, ‘শীঘ্রই যাও ; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর ; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ জ্বলে উঠেছে, তা প্রচণ্ড, কারণ এই পুস্তকে আমাদের জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পুস্তকের বাণীর প্রতি বাধ্য হননি।’

হিল্কিয়া যাজক, আহিকাম, আকবোর, শাফান ও আসাইয়া, এঁরা মিলে নারী-নবী হুল্দার কাছে গেলেন ; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হার্হাসের পৌত্র তিক্‌বার সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী ; তিনি যেরুশালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। তাঁরা তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলে পর তিনি এই উত্তর দিলেন, ‘ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন : যে

তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাকে বল, প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজ যে পুস্তক পড়েছে, সেই পুস্তকে লেখা সকল বাণী বাস্তব রূপ লাভ করবেই। কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; তাই এই স্থানের উপরে আমার রোষ জ্বলে উঠবে, তা নিভে যাবে না! কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে তোমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে একথা বল: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে সকল কথা শুনেছ, ···। এই স্থানের বিরুদ্ধে ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছি, যথা, তারা যে আতঙ্ক ও অভিশাপের বস্তু হবে— তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার হৃদয় কোমল হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর উক্তি! সুতরাং দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব; তোমাকে শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে; এই স্থানের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি, তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।' তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

তখন রাজা যুদা ও যেরুশালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। রাজা প্রভুর গৃহে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুশালেমের সকল অধিবাসী, যাজকেরা, নবীরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণির মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের মধ্যে যা বলা হয়েছে, তিনি তা তাদের সামনে পাঠ করিয়ে শোনালেন। মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন; তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা সন্ধির কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। গোটা জনগণ সেই সন্ধি পালন করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করল।

রাজা মহাযাজক হিল্কিয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজকদের ও দ্বারপালদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন বায়াল ও আশেরা দেব-দেবীর উদ্দেশে এবং আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে তৈরী যত বস্তু প্রভুর গৃহ থেকে বের করে দেন; সেই সবকিছু তিনি

যেরুশালেমের বাইরে কিদ্রোনের মাঠে মাঠে পুড়িয়ে দিয়ে তার ছাই বেথেলে নিয়ে গেলেন।

রাজা গোটা জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'এই সন্ধি-পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তোমরা সেই অনুসারে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন কর।' আসলে, ইস্রায়েলে যারা বিচারকর্ম অনুশীলন করেছিলেন, সেই বিচারকদের আমল থেকে, অর্থাৎ সকল ইস্রায়েল-রাজের ও যুদা-রাজের আমলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কেবল যোশিয়া রাজার অষ্টাদশ বর্ষেই যেরুশালেমে প্রভুর উদ্দেশে তেমন পাস্কা পালন করা হল।

**শ্লোক** - যেরে ১১:৪; যোহন ১৫:১০

*প্র* তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যে সকল আজ্ঞা তোমাদের দিই, তা পালন কর,

*উ* তবেই তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

*প্র* তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই,

*উ* তবেই তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু এউসেবিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬:১, ৩, ৫)

**এই দিনটি তোমাদের কাছে সমস্ত অনুগ্রহের সূচনা এনে দিয়েছে**

সন্তান আমার, শোন; আমি তোমাকে বলব কোন্ কারণে প্রভুর দিন-পালন ও কর্ম-বিরতি নির্দেশ দু'টো সম্প্রদান করা হয়েছে। যখন প্রভু নিজ শিষ্যদের হাতে রহস্যগুলো ন্যস্ত করলেন, তখন রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, ও রুটি ছিঁড়ে তাঁদের দিয়ে বললেন, *গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে ছেঁড়া হচ্ছে। তেমনি পানপাত্র তাঁদের দিয়ে তিনি বললেন, তোমরা সকলে এ পানপাত্র থেকে পান কর: এ আমার রক্ত, নবসন্ধির রক্ত, যা তোমাদের জন্য ও*

*সকলের জন্য পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে পাতিত; আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর* (মথি ২৬:২৬; লুক ২২:২০ দ্রঃ)।

সুতরাং প্রভুর পবিত্র দিন হল প্রভুর স্মৃতিপালন; আর এজন্যই দিনটি প্রভুর দিন বলে অভিহিত, ঠিক যেন দিনগুলির মধ্যে প্রধান দিন। বস্তুতপক্ষে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে দিনটির নাম প্রভুর দিন নয়, নামটি ছিল প্রথম দিন। এই প্রথম দিনেই পুনরুত্থানের প্রথমফল হয়ে, অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির প্রথমফল হয়ে প্রভু উদিত হলেন; একই দিনে তিনি বিশ্বের কাছে পুনরুত্থানের প্রথমফল নিবেদন করলেন; আর এই দিনে—যেমন বলেছি—তিনি পবিত্রতম রহস্যগুলিও পালন করতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব এ দিনটি তোমাদের কাছে সমস্ত অনুগ্রহের সূচনা এনে দিল, যথা: বিশ্বসৃষ্টির সূচনা, পুনরুত্থানের সূচনা ও সপ্তাহের সূচনা। তিনটে সূচনায় মণ্ডিত বলে এই দিনটি পরমপবিত্র ত্রিত্বের প্রাধান্য ব্যক্ত করে।

সুতরাং, কাজ বন্ধ করে প্রার্থনায় সময় দেওয়াই হল আমাদের প্রভুর দিন-পালনের একমাত্র কারণ। কিন্তু কাজ বন্ধ করে তুমি গির্জায় যদি না যাও, তবে তোমার কোন লাভ হয়নি, এমনকি নিজেকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছ। অনেকেই প্রভুর দিন অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এক নয়। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা দিনটি এজন্য অপেক্ষা করে, যাতে তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে ও তাঁর অমূল্য দেহরক্ত গ্রহণে নিজেদের সঞ্জীবিত করতে পারে; কিন্তু যারা ধূর্ত ও অলস, তারা প্রভুর দিন এজন্যই অপেক্ষা করে, যাতে পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতে পারে ও অপকর্ম সাধনে সময় কাটাতে পারে।

যারা গির্জায় আসে, তারা কী দেখে? আমিই একথা তোমাকে বলব: তারা সেই খ্রিষ্ট প্রভুকে দেখে যিনি পবিত্র বেদির উপরে রাখা; আরও, তারা দেখে সেই সেরাফদূত বাহিনীকে যাঁরা গান করেন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র; তারা দেখে পবিত্র আত্মার আগমন ও তাঁর উপস্থিতি, সেই নবী ও রাজা দাউদকে যিনি গান করেন, সেই ধন্য প্রেরিতদূত পলকে যিনি সকলের অন্তরে চেতনা সঞ্চার করেন, স্বর্গদূতদের বন্দনাগান, চিরধ্বনিত আল্লেলুইয়া, স্বর্গপ্রাণীদের কণ্ঠস্বর, প্রভুর নির্দেশবাণী, বিশপ ও যাজকদের উপদেশ ও

শিক্ষাবাণী—এ সমস্ত এমন আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়, যা আমাদের পরিত্রাণ ও স্বর্গরাজ্য এনে দেয়।

অতএব যারা গির্জায় যায়, তারা উপরোক্ত বিষয়গুলোর অভিজ্ঞতা করে; কেননা এই সেই দিনটি, যা প্রার্থনা ও বিশ্রামের জন্য তোমাকে দেওয়া হয়, *এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি* (সাম ১১৮:২৪); আর যিনি এ দিনটিতে পুনরুত্থান করলেন, এসো, তাঁকে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে গৌরব আরোপ করি এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৮:২৪; ১ করি ১৫:৩-৪

*প্র* এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন,

*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি।

*প্র* খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।

*উ* এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (২৬:১-৪, ৯-১৮)

## গুণবতী নারী ও ধূর্ত নারী

যার বধূ গুণবতী, সেই মানুষ, আহা, কেমন সুখী!
দ্বিগুণ হবে তার আয়ুষ্কাল।
উত্তম বধূ তার নিজের স্বামীর সুখ,
তার স্বামী শান্তিতেই জীবনযাপন করবে।
গুণবতী বধূ উত্তম সম্পদ!
তাকে তাদেরই জন্য বণ্টন করা হয়, যারা প্রভুকে ভয় করে।
সেই স্বামী ধনী হোক কি নির্ধন হোক, তার হৃদয় আনন্দিত হবে,
যে কোন সময় উৎফুল্ল হবে তার মুখ।
স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা তার বড় বড় চোখেই প্রকাশিত,
তার চোখের পাতাই তা সত্য বলে প্রমাণ করে।
জেদি মেয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
প্রশ্রয় পেলে সে যেন কোন সুযোগ সৃষ্টি না করে।
তার নির্লজ্জ চোখের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
সে তোমার অসম্মান ঘটালে আশ্চর্য হয়ো না!
পিপাসিত যাত্রী যেমন মুখ খুলে
পাশাপাশির যে কোন জল পান করে,
তেমনি সে তাঁবুর প্রতিটি খুঁটির ধারে ধারে ব'সে
যত তীরের জন্য তূণ খুলে দেয়।
বধূর লাবণ্য স্বামীকে মুগ্ধ করবে,
তার সদ্‌জ্ঞান তার সমৃদ্ধি ঘটায়।

নীরব নারী, এ প্রভুরই দান,
মার্জিত চরিত্রের মূল্যে কোন দাম মেটে না।
শালীনা নারী অনুগ্রহধারা স্বরূপ,

বিনয়িনী প্রাণের মূল্য গণনার অতীত।
সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল,
গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।
পবিত্র দীপাধারের উপরে যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ,
তেমনি সুগঠিত দেহে মুখমণ্ডলের কান্তি।
রুপোর ভিত্তির উপরে যেমন সোনার স্তম্ভ,
তেমনি দৃঢ় পায়ের পাতার উপরে সুগঠিত পা।

**শ্লোক** - ১ করি ১১:১১, ১২; সিরা ২৬:১৬

*প্র* প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়।
*উ* যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।
*প্র* সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল, গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।
*উ* যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরবর্তী সোমবার, উপদেশ ১)

**ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন!**

এই তো পাপের মৃত্যুজনক বিষের বিরুদ্ধে ঔষধ: খ্রিষ্টে জীবন্ত ও প্রকৃত বিশ্বাস, যে *বিশ্বাস ভালবাসা দ্বারা কার্যকর* (গা ৫:৬), ভালবাসা দ্বারা ও বিশেষভাবে ঈশ্বর-প্রেম দ্বারাই সক্রিয় যে বিশ্বাস, কেননা ঈশ্বর-প্রেম যার নেই, তার আছে মৃত্যু! *যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে* (১ যোহন ৩:১৪)।

*এই তো সেই বিচার:* এই ভিত্তিতেই জগৎ বিচারিত ও দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, কারণ *আলো জগতের মধ্যে এলেন*, ঈশ্বর মানুষ হলেন, *কিন্তু মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে* (যোহন ৩:১৯), স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টিকে ভালবেসেছে, ও সত্য, সদ্‌গুণ, অনুগ্রহ ও অনন্ত জীবনের স্থানে ভুলভ্রান্তি, রিপু, পাপ ও মৃত্যুকেই ভালবেসেছে;

*মানুষ মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ বলেছে, এবং অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে পরিণত করেছে* (ইশা ৫:২০)।

সুতরাং ভাই, সাবধান থাক, যেন আলোর চেয়ে অন্ধকার ভাল না বাস। তুমি তো কিছু ভালইবাসতে বাধ্য বটে, কেননা যেভাবে আগুন ক্ষেত্রে উত্তাপ ও সূর্য ক্ষেত্রে আলো, সেইভাবে ভালবাসা হল হৃদয়ের প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখন, ভালবাসার বস্তু হিসাবে আলো ও অন্ধকার, ঈশ্বর ও জগৎ, সদ্‌গুণ ও রিপু, জীবন ও মৃত্যু, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার সামনে উপস্থাপিত। সাবধান হয়ে বেছে নাও, কেননা যদি আলোর চেয়ে অন্ধকার, মিষ্টতার চেয়ে তিক্ততা ভালবাস, তবে মৃত্যুতেই থাকবে। *ঈশ্বর আলো* (১ যোহন ১:৫), কিন্তু জগৎ অন্ধকার; ঈশ্বর সোনা, কিন্তু জগৎ কাদা।

আহা, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রতি যেন কৃতঘ্নতা না দেখাই! পিতা যেভাবে প্রিয়তম সন্তানদের ভালবাসেন, ঈশ্বর সেভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এমনকি অধিক মমতাময়ী মাতার মতই আমাদের ভালবাসেন। তিনি বলেন: *কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে? নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে? তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না* (ইশা ৪৯:১৫)। অতএব এসো, আমরাও ঈশ্বরকে ভালবাসি, উত্তম সন্তানেরা তাদের উত্তম পিতাকে যেভাবে ভালবাসে। হে মানুষ, একথা ভাব যে, ঈশ্বর তোমাকে এতই ভালবেসেছেন যে, তোমার জন্য, তোমার ব্যক্তিগত পরিত্রাণেরই জন্য নিজ পুত্রকে দান করেছেন: *এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন* (গা ২:২০)। *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)।

*বস্তুত ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন* (যোহন ৩:১৬)। যখন ইস্রায়েল জাতি মিশরে তীব্রতম স্বৈরাচারের অধীন হয়ে হিংস্র ফারাও দ্বারা অত্যাচারিত ছিল, তখন ঈশ্বর মমতায় বিগলিত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন ও আগুনে জ্বলন্ত কাঁটাঝোপের মধ্যে মোশির কাছে দেখা দিলেন। এ সমস্ত কিছুর অর্থ কী? বন্ধু যখন বন্ধুর প্রতি গভীর ভালবাসা দেখাতে চায়, তখন বলে, আমি তোমার জন্য আগুনেও ঝাঁপ দেব! সেইভাবে

ঈশ্বর আগুনের শিখা ও ঝোপের কাঁটার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন, যাতে আমাদের প্রতি নিজ জ্বলন্ত প্রেম দেখাতে পারেন; এও যেন দেখাতে পারেন যে, তিনি নিজেই একদিন আমাদের জন্য তীব্রতম যন্ত্রণা ভোগ করবেন—খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগই এর সাক্ষি! যখন বিধান দিতে ইহলোকে নেমে এলেন, তখনও তিনি আগুনের শিখা ও অন্ধকারের মধ্যে নামলেন: শিখা দণ্ডের যন্ত্রণা লক্ষ করে, আর অন্ধকার মৃত্যু ও মঙ্গল-অভাব লক্ষ করে। বাস্তবিকই ঈশ্বর একদিন বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে ও মৃত্যু বরণ করতে এলেন যাতে ঐশবিধান পালনের জন্য যে অলৌকিক শক্তি প্রয়োজন, তিনি তা মানুষকে দিতে পারেন, আর বিধান পালনের ফলে মানুষ যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। এতে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রজ্ঞাময়, যত্নশীল, ন্যায্য, শক্তিশালী, সহিষ্ণু, ধর্মময়, ধৈর্যশীল ও সমস্ত সদ্‌গুণ-মণ্ডিত।

শ্লোক - যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

প্ল ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,

উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

প্ল তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার খ্রিষ্ট দ্বারা তাকে পরিত্রাণ করতে:

উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী নাহুমের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-৮; ৩:১-৭, ১২-১৫ক)

**নিনেভের উপরে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা**

নিনেভে সম্বন্ধে দৈববাণী।

এল্কোশ-নিবাসী নাহুমের দর্শন-পুস্তক।

প্রভু এমন ঈশ্বর, যিনি ভালবাসায় প্রতিযোগী সহ্য করেন না;
তিনি প্রতিফলতাদা ঈশ্বর;
প্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি ক্রোধে মহান!
প্রভু তাঁর বিরোধীদের প্রতিফল দেন,
তাঁর শত্রুদের প্রতি আক্রোশ রাখেন।
প্রভু ক্রোধে ধীর, পরাক্রমে মহান,
তিনি অদণ্ডিত কিছুই রাখেন না।
ঝড়ো বাতাস ও ঝঞ্ঝাই প্রভুর পথ,
মেঘপুঞ্জ তাঁর পদধূলি।
তিনি সমুদ্রকে ধমক দেন, তা শুষ্ক হয়,
তিনি যত জলস্রোত শুকিয়ে দেন।
বাশান ও কার্মেল ম্লান হয়,
লেবাননের ফুলও নিস্তেজ হয়।
তাঁর সম্মুখে পাহাড়পর্বত কম্পিত হয়,
উপপর্বতগুলো টলমান হয়;
পৃথিবী, জগৎ ও তার অধিবাসী সকলেই তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ায়।
তাঁর কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?

কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?
তাঁর রোষ ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত,
তাঁর উপস্থিতিতে শৈল ফেটে পড়ে।

প্রভু মঙ্গলময়,
সঙ্কটকালে দৃঢ়দুর্গই তিনি;
যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন,
যখন বন্যা এগিয়ে আসে, তখনও তিনি তাদের জানেন।
যারা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তিনি তাদের সংহার করেন,
তাঁর শত্রুদের তিনি অন্ধকারে ধাওয়া করেন।
ওই রক্তপাতী নগরীকে ধিক্!
সে মিথ্যায় ভরা, অত্যাচারে পরিপূর্ণা,
লুট করতেও কখনও ক্ষান্ত নয়!
চাবুকের আওয়াজ, চাকার ঘর্ঘর,
ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ, চলন্ত রথের আওয়াজ,
অশ্বারোহীর দলবদ্ধ আগমন, খড়্গের বিদ্যুৎ-ঝলক,
বর্শার উজ্জ্বল ঝলসানি, রাশি রাশি ক্ষতবিক্ষত মানুষ,
মৃতদেহের ঢিবি, লাশের শেষ নেই,
শবের উপরে লোকে হোঁচট খায়!
তেমনটি হচ্ছে সেই বেশ্যার অসংখ্য বেশ্যাগিরির ফলে,
সেই পরমাসুন্দরী মায়াবিনী নিজের বেশ্যাগিরিতে জাতিসকলকে,
নিজের মায়াতে গোষ্ঠীসকলকে নিজের অধীন করত।

দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার সায়া তুলে তোমার মুখের উপরে টেনে দেব,
জাতিসকলের কাছে তোমার উলঙ্গতা,
ও রাজ্যসকলের কাছে তোমার লজ্জা দেখাব।

আমি তোমার গায়ে ময়লা ছুড়ে মারব,
তোমাকে লজ্জা দেব, তোমাকে করব ঘৃণ্য বস্তু।
তখন যে কেউ তোমাকে দেখবে,
সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে;
সে বলবে: 'নিনেভে এবার বিলুপ্ত!'
কে তার জন্য শোক করবে?
কোথায় গিয়ে আমি এমন কাউকে পাব, যে তোমাকে সান্ত্বনা দেবে?
তোমার সমস্ত দৃঢ়দুর্গ আশুপক্ক ফলে ভরা ডুমুরগাছমাত্র;
গাছে ঝাঁকুনি দিলেই যত ফল পড়ে তার মুখে, যে সেগুলো খেতে চায়।
দেখ, তোমার মধ্যে প্রজারা কেবল স্ত্রীলোক,
তোমার দেশের নগরদ্বার তারা শত্রুদের জন্য খুলে রাখে,
আগুন তোমার যত অর্গল গ্রাস করে!
অবরোধকালের জন্য জল তোল,
দৃঢ় কর তোমার যত দুর্গ,
কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।
কিন্তু তবুও আগুন তোমাকে গ্রাস করবে,
খড়্গ তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবেই।

**শ্লোক** - নাহুম ১:৬, ৭; রো ৫:৯ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে? কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?

*উ* প্রভু মঙ্গলময়; যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন।

*প্র* তাঁর রক্তে আমাদের যখন ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন আমরা তাঁরই দ্বারা ঐশক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব।

*উ* প্রভু মঙ্গলময়; যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস-লিখিত 'চরমকাল প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৬৪:৫৫)

## পুণ্যবান নবীরা আমাদের চোখের মত হয়েছেন

পুণ্যবান নবীরা যেন আমাদের চোখের মত ছিলেন, কারণ বিশ্বাসে ঐশবাণী-রহস্যের পূর্বদর্শন পেলেন। তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছে তাঁরা ভাবীকালীন বিষয়ই ঘোষণা করেছিলেন বটে, তবু আমাদের কাছে কেবল অতীত বিষয় ঘোষণা করেননি, ঠিক যেন তাঁরা শুধু এক নির্দিষ্ট যুগের পক্ষেই নবী ছিলেন; তাঁরা বরং আমাদেরও কাছে এমন বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছেন যা সর্বকালের মানুষেরই উপকার। বস্তুতপক্ষে তাঁরাই শুধু নবী বলে অভিহিত ছিলেন, যাঁরা সত্যিই নবী ছিলেন।

নবীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ও ঈশ্বরের স্বয়ং বাণী দ্বারা উপযুক্তভাবে সম্মানিত হয়ে এ সকল মানুষের মধ্যে কয়েকজন, আঙুল দ্বারা স্পর্শ করা এমন বীণারই তারগুলির মত সংযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রচার করছিলেন; কেননা নবীরা নিজেদের অধিকার বলে ভাববাণী দিতেন না, দিলে আমাদের প্রবঞ্চনাই করতেন; নিজেদের ইচ্ছামতও প্রচার করতেন না; বরং বাণী দ্বারা তাঁরা আগে ব্যাপারটা সঠিক ভাবে বুঝতেন, তারপরে দর্শন দ্বারা অধিক উত্তম হতে উদ্বুদ্ধ হতেন, যার ফলে যখন বিশেষ একটা দায়িত্ব পেতেন, তখন যা কিছু কেবল তাঁদেরই কাছে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঐশপ্রকাশ উত্তমরূপে ব্যক্ত করতে পারতেন। তা না হলে কোন্ কারণেই বা তাঁরা নবী হিসাবে ভাববাণী দিতেন? পবিত্র আত্মা দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বিষয়ের পূর্বদর্শন পেতেন, তা ঘোষণা করতেন; আর কেবল অতীতকালেরই ঘটনার কথা প্রচার করতেন না, করলে সবাই তা দেখতে পেত, বরং সত্যিই আমাদের কাছে ভাবী বিষয় ঘোষণা করলেন, আর এজন্যই তাঁরা আজও নবী বলে সম্মানিত।

সুতরাং, আদি থেকে তাঁরাই নবী বলে পরিগণিত, যাঁরা পূর্বদর্শন পান। তাঁদের উত্তম বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি: আমরা যখন নতুন কিছু বর্ণনা করতে শুরু করি, তখন তা আমাদের প্রজ্ঞাবলেই ঘটে না, কিন্তু আদি থেকে যে সমস্ত বাণী উচ্চারিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই বাণীগুলো সর্বকালের মাঝপথে পেয়ে আমরা তা তাদেরই কাছে প্রচার করি যারা সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে পেরেছে, যাতে সেই বাণীতে

আমাদের ও তাদেরও উপকার হয়। যারা মনোযোগ দেয়, তাদের কাছে আমরা সঠিক ভাবে ভাবী বিষয় অভিব্যক্ত করি, ও যারা একসময়ে শুনবে, তাদের কাছে নবীয় বাণীর প্রভাব দেখাব।

শ্লোক - ১ পি ১:১০, ১২; মথি ১৩:১৭

প্র তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভাববাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন ;

উ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

প্র তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি ; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

উ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (২৭:২২–২৮:৭ক)

## ক্রোধ ও প্রতিশোধের বিরুদ্ধে বাণী

যে চোখ পিটপিট করে, সে অনিষ্ট আঁটে,
কেউ তা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না।
তোমার সামনে তার কথা মিষ্ট,
তোমার আলাপে সে বিস্ময় প্রকাশ করে,
কিন্তু তোমার পিছনে উল্টো কথা বলবে,
ও তোমার নিজের কথা দ্বারা তোমার পতন ঘটাবে।
আমি বহু কিছু ঘৃণা করি, কিন্তু তার মত কিছুই ঘৃণা করি না ;
প্রভুও তাকে ঘৃণা করেন।
ঊর্ধ্বে যে পাথর ছোড়ে, সে নিজের মাথার উপরেই তা ছোড়ে,
পিঠে আঘাত তাকেই আঘাত করে, যে আঘাত হেনেছে।
যে গর্ত খোঁড়ে, সে নিজে তার মধ্যে পড়বে,
যে ফাঁস বসায়, সে তাতে জড়িয়ে পড়বে।
অপকর্ম অপকর্মার উপরেই আবার নেমে আসবে,
তা কোথা থেকে আসে, সে তাও বুঝতে পারবে না।
বিদ্রূপ ও অপমান অহঙ্কারীর চিহ্ন,
কিন্তু প্রতিশোধ সিংহের মত তার জন্য ওত পেতে থাকবে।
ভক্তপ্রাণদের পতনে যারা আনন্দিত, তারা ফাঁসে ধরা পড়বে,
মৃত্যুর আগে যন্ত্রণাই তাদের ক্ষয় করবে।
ক্ষোভ ও ক্রোধ : তাও জঘন্য বস্তু,
পাপী মানুষ দু'টোতেই নিপুণ।
যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে,
যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।
তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর,

আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।
যে কেউ অন্তরে অপরের প্রতি ক্রোধ পোষণ করে,
সে কেমন করে প্রভুর কাছে সুস্থতা দাবি করবে?
সে যখন তার নিজের সদৃশ মানুষেরই প্রতি দয়াবান নয়,
তখন কোন্ সাহসেই বা নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে?
রক্তমাংসের মানুষমাত্র হয়ে সে যখন অন্তরে ক্ষোভ রাখে,
তখন কেইবা তার পাপ ক্ষমা করবে?
তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রাখ, আর ঘৃণা নয়!
ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা মনে রেখে আজ্ঞাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাক।
আজ্ঞাগুলির কথা মনে রাখ,
অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি ক্ষোভ রেখো না।

শ্লোক - সিরা ২৮:১, ২; মথি ৬:১৪ দ্রঃ

℣ যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে, যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।

℟ তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর, আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।

℣ তুমি যদি লোকদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাকেও ক্ষমা করবেন।

℟ তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর, আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক)

**খ্রিষ্টের বিজয়**

পাপশূন্য হয়ে স্বয়ং প্রভু তীব্রতম বহুযন্ত্রণা সাহসের সঙ্গে সহ্য করে মৃত্যু বরণ করেন: মানুষ হিসাবে মানুষের পক্ষসমর্থন আপন করে মানবদশা ধারণ করেন; অপরাধ

থেকে মানববংশের মুক্তি সাধন করেন, ও বেড়িতে আবদ্ধ ক্রীতদাসকে সেই স্বাধীনতা দান করেন, যে স্বাধীনতা ঈশ্বর ও প্রভু হওয়ায় তাঁর প্রয়োজন ছিল না।

এ হল সেই সমস্ত বিষয় যা গুণে আমরা ত্রাণকর্তার মৃত্যু দ্বারা প্রকৃত জীবন অর্জন করেছি। যে উপায় দ্বারা আমরা আমাদের আত্মায় তেমন জীবন আকর্ষণ করি, সেই উপায় এ: রহস্যগুলিতে দীক্ষাগ্রহণ, যথা জলপ্রক্ষালন, তৈলাভিষেক ও পবিত্র ভোজনপাটে অংশগ্রহণ। তেমন সাধকদের অন্তরে খ্রিষ্ট এসে বাস করেন, নিজের সঙ্গে তাদের মিলিত করেন, পাপ বর্জন করেন, নিজের জীবন ও শক্তি দান করেন, নিজের বিজয়ের সহভাগী করেন, পরিশুদ্ধদের মালায় ভূষিত করেন, ও নিমন্ত্রিতদের প্রশংসাবাদ করেন। কিন্তু কেমন ও কোন্ কারণেই জলপ্রক্ষালন, তৈলাভিষেক ও ভোজনপাট সেই বিজয় ও সেই মালা দান করতে পারে, যা পরিশ্রম, শ্রান্তি ও ঝুঁকিরই পুরস্কার? এ রহস্যগুলিতে অংশ নিয়ে আমরা যদিও সংগ্রাম করি না, শ্রমও করি না, তথাপি আমরা তাঁর সংগ্রাম উদ্‌যাপন করি, তাঁর বিজয় গ্রহণ করি, তাঁর বিজয়চিহ্ন পূজা করি, এবং দেখাই যে, সেই পরমশক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও অতুল্য বীরযোদ্ধাকে ভালবাসি। তাঁর সেই ক্ষত, যন্ত্রণা ও মৃত্যু নিজেরাই ধারণ করে আমরা আমাদের পক্ষে যেভাবে সম্ভব তা নিজেরই বলে দাবি করি, এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও পুনরুত্থান করেছিলেন যিনি আমরা তাঁর সঙ্গে এক-মাংস হয়ে উঠি। ফলে আমরা যে সেই মৃত্যু ও সেই সংগ্রামের প্রচুর ফল উপভোগ করি, তা যে বিধেয় নয় এমন নয়। জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র ভোজই এ সমস্ত বিষয় এনে দিতে সক্ষম, অর্থাৎ, পরিমিত পবিত্র ভোজ ও শালীন তৈলাভিষেকের সুখ সেই সমস্ত বিষয় বাস্তব করতে পারে। বস্তুত আমরা যখন দীক্ষিত হই, তখন সেই জঘন্য স্বৈরশাসককে নিন্দা করি, তাকে অবজ্ঞা করি, আমাদের কাছ থেকে তাকে দূরেই ঠেলে দিই; অপর দিকে সেই পরমশক্তিশালী বীরযোদ্ধাকে সমাদর করি, পূজা করি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি ও ভালবাসার আতিশয্যে আমরা ঠিক যেন রুটিতে পরিতৃপ্ত, সুগন্ধিতে অভিষিক্ত ও জলে উচ্ছলিত হয়ে উঠি।

এ কথাও স্পষ্ট যে, তেমন সংগ্রাম তিনি আমাদের জন্যই আপন করে গ্রহণ করলেন, এবং আমরা যেন বাঁচি তিনি মৃত্যু অস্বীকার করেননি। ফলে এ রহস্যগুলি থেকে আমরা যে মালার নাগাল পেয়েছি, তা অযৌক্তিক ও অন্যায্য নয়; কেননা সাধ্যমত

আমরা ভক্তি ও সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছি, ও একথা শুনে যে, এ জলকুণ্ড খ্রিষ্টের মৃত্যু ও সমাধির কার্যশক্তির অধিকারী, আমরা বিশ্বাস করি, সেই জলকুণ্ডের ধারে এগিয়ে যাই ও স্বচ্ছন্দেই তাতে ডুব দিই, কারণ প্রভু সামান্য বিষয় দান করেন না, আর তাছাড়া তিনি শিথিলতা ঘৃণা করেন। কিন্তু মৃত্যু ও সমাধির পরে, যারা ভক্তিভরে তাঁর কাছে যায়, তাদের গ্রহণ করে তিনি যে তাদের একটা মালা দেন বা তাদের নিজ গৌরবের অংশীদার করেন এমন নয়, বরং বিজয়ী ও মাল্যভূষিত বলে নিজেকেই দান করেন। আমরা যখন পবিত্র জলকুণ্ড থেকে উঠে আসি, তখন আত্মায় ও দেহে, মাথায়, চোখে ও অন্য সমস্ত অঙ্গে আমরা পাপশূন্য ও অক্ষয়শীল স্বয়ং ত্রাণকর্তাকেই সেভাবে বরণ করি, তিনি যেভাবে পুনরুত্থিত অবস্থায় আছেন, যেভাবে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও যেভাবে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, যেভাবে তিনি এই ধন ফিরে চাইতে পুনরাগমন করবেন।

**শ্লোক** - কল ২:১২-১৩ দ্রঃ

*প্র* বাপ্তিস্মে তোমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ,

*উ* কেননা যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছ।

*প্র* তোমরা যারা অপরাধের কারণে মৃত অবস্থায় ছিলে, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে তোমাদেরও পুনরুজ্জীবিত করেছেন,

*উ* কেননা যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছ।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৩৫:২০–৩৬:১২)

## যুদা-রাজ্য কলুষিত;
## বাবিলনে নির্বাসন

এই সমস্ত কিছুর পর, যোশিয়া মন্দির-সংস্কার করার পর, মিশর-রাজ নেখো কার্কেমিশে যুদ্ধ করতে গেলেন; জায়গাটা ফোরাত নদীর কাছে; যোশিয়া তাঁর বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে নামলেন। কিন্তু নেখো দূত পাঠিয়ে যোশিয়াকে বলে দিলেন, 'যুদা-রাজ, আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমি তো আজ তোমাকে আক্রমণ করতে আসছি না, আমার বিবাদ অন্য কুলেরই সঙ্গে। পরমেশ্বর আমাকে ব্যস্ত হতে বলেছেন; তাই যখন পরমেশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, তখন তুমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না, পাছে তিনি তোমার সর্বনাশ ঘটান।' তবু যোশিয়া পিছটান দিলেন না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তিনি, নেখোর বাণী পরমেশ্বরের মুখ থেকে আগত হলেও তা শুনলেন না, এবং মেগিদ্দো সমতল ভূমিতে আক্রমণ চালালেন। তীরন্দাজেরা যোশিয়া রাজাকে লক্ষ করে তীর ছুড়ল; তখন রাজা তাঁর অধিনায়কদের বললেন, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমি দারুণ আঘাতে আহত হয়েছি।' তাঁর অধিনায়কেরা তাঁকে সেই রথ থেকে তুলে অন্য একটা রথে উঠিয়ে যেরুশালেমে নিয়ে গেল, আর সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। যুদার ও যেরুশালেমের সকলে যোশিয়ার জন্য শোকপালন করল। যেরেমিয়া যোশিয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিলাপ-গীতি রচনা করলেন; যোশিয়ার জন্য শোকপালনে সকল গায়ক ও গায়িকা আজও সেই বিলাপ-গীতি গায়; তা ইস্রায়েলে প্রথাই হয়ে উঠেছে। সেই গীতিকা বিলাপগাথায় সঙ্কলিত রয়েছে।

যোশিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, এবং প্রভুর বিধানের বিধিমতে তাঁর সাধিত সাধুকর্ম —প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তখন দেশের লোকেরা যোশিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে তাঁর পিতার পদে যেরুশালেমে রাজা বলে ঘোষণা করল। যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন। মিশর-রাজ যেরুশালেমে তাঁকে পদচ্যুত করে দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন। মিশর-রাজ তাঁর ভাই এলিয়াকিমকে যুদা ও যেরুশালেমের রাজা করলেন, এবং তাঁর নাম পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম রাখলেন। পরে নেখো তাঁর ভাই যেহোয়াহাজকে ধরে মিশরে নিয়ে গেলেন।

যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। তাঁরই বিরুদ্ধে বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার রণ-অভিযান চালালেন, এবং তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে বাবিলনে নিয়ে গেলেন। নেবুখাদ্নেজার প্রভুর গৃহের কতগুলো পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গিয়ে বাবিলনে তাঁর নিজের প্রাসাদে রাখলেন। যেহোইয়াকিমের বাকি যত কর্মকীর্তি, তিনি যে যে জঘন্য কাজ করলেন ও তার ফলে তাঁর কী ঘটল, দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন।

যেহোইয়াকিন আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। নববর্ষের শুরুতে নেবুখাদ্নেজার রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও প্রভুর গৃহের সবচেয়ে মূল্যবান পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর ভাই সেদেকিয়াকে যুদা ও যেরুশালেমের রাজা করলেন।

সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুশালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন;

নবী যেরেমিয়া প্রভুর নামে তাঁর কাছে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে নত হলেন না।

**শ্লোক** - নেহে ৯:৩০, ২৯ দ্রঃ

*প্র* তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিলে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞায় বাধ্যতা দেখাত না।

*উ* তাই তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে।

*প্র* তারা তোমার সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত ; কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, মন কঠিন করত, বাধ্য ছিল না।

*উ* তাই তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল-লিখিত 'ভক্তিমার্গের সূচনা' থেকে পাঠ (৩:৯)

**নিজেদের প্রতি কোমলতা**

কোমলতা উত্তমরূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে তা আমাদের নিজেদের বেলায় প্রয়োগ করা উচিত, অর্থাৎ কিনা নিজেদের বিরুদ্ধে ও আমাদের দোষত্রুটিরও বিরুদ্ধে কখনও অসন্তোষ বোধ করা উচিত নয়। কেননা যদিও যুক্তি দাবি করে আমরা পাপ করে তার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ দেখাই, তথাপি এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা যেন অনুর্বর, তিক্ত, তেজী ও ক্রোধপূর্ণ দুঃখে প্রবণ না হই। ফলে তারা সকলে বড়ই ভুল করে, যারা রাগ করার পর রাগ করেছে বিধায় আরও রাগ করে, নিজেদের অসন্তোষ নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্ট করে ও নিজেদের ক্রোধ নিয়ে নিজেরা ক্রুদ্ধ হয়। এভাবে তারা নিজেদের হৃদয় সবসময় ক্রোধে নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য করে, এবং এর ফলে দ্বিতীয় ক্রোধ প্রথমটা এতই উত্তেজিত করে যে নতুন অবকাশ দেখা দিলে তাদের আর এক নতুন ক্রোধে পতন ঘটে। তাছাড়া একথা বলা বাহুল্য যে, নিজেদের প্রতি আমরা যত আক্রোশ, ক্রোধ ও রোষ বোধ করি, সেগুলো গর্বের দিকেই ধাবিত, ও সেগুলোর উৎপত্তি কেবল সেই আত্মপ্রেম, যা নিজেদের দুর্বলতা নিয়ে আলোড়িত ও চিন্তিত।

সুতরাং, আমাদের দোষত্রুটির জন্য যে দুঃখ বোধ করি, তা শান্ত, স্থির ও দৃঢ় হওয়া চাই। আক্রোশপূর্ণ ও আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা তত নয়, শান্ত ও ধ্রুব অনুতাপ দ্বারাই বরং আমরা নিজেদের সংস্কার করতে পারি; তাছাড়া সেই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার কারণ অপরাধের আসল গুরুত্ব নয়, বরং আমাদের বিশৃঙ্খল প্রবণতা। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি শুচিতা ভালবাসে, শুচিতার বিরুদ্ধে যতই সামান্য ত্রুটি করেও সে অতি অসঙ্গত দুঃখ বোধ করে, কিন্তু সে নিজে জঘন্য পরনিন্দা করেও এমনি মুচকি হাসে। অপর দিকে যে ব্যক্তি পরনিন্দা ঘৃণা করে, পরের বিরুদ্ধে একটুমাত্র গজ গজ করেও সে তা বিরাট অপরাধ মনে করে, কিন্তু শুচিতার বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ করেও বা অন্য পাপ করেও তত চিন্তিত হয় না। এর কারণ হল যে, এ সকল ব্যক্তি নিজেদের বিবেক যুক্তি অনুসারে নয়, ভাবাবেগ অনুসারেই বিচার করে।

আমাকে বিশ্বাস কর, কোমলতা ও ভালবাসায় মণ্ডিত হয়ে পিতার তিরস্কার যেমন ছেলেকে সংস্কারের জন্য রাগ ও রোষের চেয়ে অধিক কার্যকর, তেমনি আমাদের হৃদয় কোন ত্রুটি করলে আমরা যদি কোমলতা ও মাধুর্যের সঙ্গেই তাকে ভর্ৎসনা করি ও তার প্রতি যদি উত্তেজনা নয় করুণাই দেখাই ও আত্মসংস্কারের দিকে তাকে উদ্দীপিত করি, তাহলে অনুবর্তী অনুতাপ ক্রোধপূর্ণ, তেজী ও আকস্মিক অনুতাপের চেয়ে হৃদয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করবে ও উত্তমরূপেই কার্যকর হবে।

সুতরাং, পতনের দিনে হৃদয়কে কোমলতার সঙ্গেই টেনে তোল: নিজেদের হীনতা দেখেছ বিধায় ঈশ্বরের সামনে গভীর ভাবে নত হও, কিন্তু তোমাদের পতনের জন্য আদৌ আশ্চর্য বোধ করো না, কেননা অসুস্থতাযুক্ত অসুস্থতা, দুর্বলতাযুক্ত দুর্বলতা ও হীনতাযুক্ত হীনতা দেখা আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না। অতএব, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছ, তা সমস্ত শক্তি দিয়ে নিন্দা কর, এবং যে সদ্‌গুণের পথ আপাতত পরিত্যাগ করেছ, সৎসাহসের সঙ্গে ও তাঁর দয়ায় আস্থা রেখে সেই পথে নতুন করে পদার্পণ কর।

শ্লোক - বিলাপ ৩:৪০-৪১; ২ করি ৬:২

*প্র* এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি; প্রভুর কাছে ফিরে যাই,

℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

℟ এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন।

℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১-১৩; ৩১:১-৪)

## ধার দেওয়া, অর্থদান ও ধনসম্পদ

দয়াকর্ম যে পালন করে, সে প্রতিবেশীকে ধার দেয়,
নিজের হাত দিয়েই যে তাকে সবল করে, সে আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।
অভাবের দিনে প্রতিবেশীকে ধার দাও,
তুমিও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেশীকে ধার ফিরিয়ে দাও।
নিজের দেওয়া কথা রক্ষা কর, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
তবে তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তা যে কোন মুহূর্তেই পাবে।
অনেকে ধার একটা অপ্রত্যাশিত লাভ বলে মনে করে,
যারা তাদের সাহায্য করেছে, তারা তাদের অসুবিধা ঘটায়।
যতক্ষণ না পায় মানুষ দাতার হাত চুম্বন করে,
বন্ধুর সাহায্য পাবার আশায় বিনীত কণ্ঠে কথা বলে,
কিন্তু পরিশোধের সময় এলে সে আরও সময় নিতে চায়,
শূন্য কথাই ফিরিয়ে দেয়, পরিস্থিতিকেই দায়ী করে।
তাকে ধার ফিরিয়ে দেওয়াতে পারলেও দাতা কেবল অর্ধেকাংশই ফিরে পাবে,
এমনকি, তাও অপ্রত্যাশিত লাভ বলে তাকে মনে করতে হবে;
অন্যথা, দাতা তার আপন সম্পদ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হবে,
অকারণে তার নতুন আর এক শত্রু হবে,
সেই শত্রু তাকে অভিশাপ ও অপমান ফিরিয়ে দেবে,
দেয় সম্মানের চেয়ে কটুবাক্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে।
অনেকে ধার দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু শঠতার কারণে নয়;
তারা তো উদ্বিগ্ন, পাছে অকারণেই প্রবঞ্চিত হয়।
তথাপি তুমি নিঃস্বের প্রতি ধৈর্যশীল হও,
ভিক্ষার জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ো না।
আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর,

তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।
ভাই ও বন্ধুর জন্য তোমার টাকা-কড়ি হারিয়ে যাক,
তা একটা পাথরের তলে পড়ে থেকে তাতে বৃথা মরচে না পড়ুক।
ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,
তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
তোমার ভিক্ষাদান তোমার গোলাঘরে জমিয়ে রাখ,
তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।
শক্ত ঢাল ও ভারী বর্শার চেয়েও
তা শত্রুর সামনে তোমার হয়ে লড়াই করবে।
ধনজনিত অনিদ্রা দেহ জীর্ণ করে,
তেমন দুশ্চিন্তা নিদ্রা দূর করে।
অনিদ্রাজনিত দুশ্চিন্তা তোমার নিদ্রায় বাধা দেয়,
কঠিন রোগের মত তা নিদ্রা বিচ্যুত করে।
ধন সংগ্রহণে ধনী শ্রম করে,
থামলে সে বিলাসিতা গাণ্ডেপিণ্ডে ভোগ করে।
তার হীনাবস্থায় দরিদ্র শ্রম করে,
থামলে সে নিঃস্বতায় পড়ে।

শ্লোক - সিরা ২৯:৯, ১১-১২ দ্রঃ

প্ল আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর, তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।

উ তোমার ভিক্ষাদান দরিদ্রের বুকে লুকিয়ে রাখ, তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।

প্ল ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর, তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।

উ তোমার ভিক্ষাদান দরিদ্রের বুকে লুকিয়ে রাখ, তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (নিখিল সাধুসাধ্বী পর্ব, উপদেশ ৫, ৬, ৭)

**আহা, দীনহীনদের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার!**

ভ্রাতৃগণ, আমরা যে খ্রিষ্টের খাতিরে দীনহীন, তা নিয়ে, এসো, গর্ববোধ করি; তবু খ্রিষ্টের সঙ্গে বিনম্র হতে চেষ্টা করি। গর্বিত দীনহীনের চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দাজনক আর কিছুই নেই, কেননা দীনতা তাকে এখনই কষ্ট দেয়, কিন্তু গর্ব তাকে সবসময়ের মতই আবদ্ধ রাখবে। অপর দিকে বিনম্রই যে দীনহীন, দীনহীনতার চুল্লির আগুন তাকে শোধন করলেও সে সদ্বিবেকের ঐশ্বর্যে আরামে মেতে ওঠে ও পুণ্য প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতিতে সান্ত্বনা পায়, কারণ সে জানে, তারই তো সেই স্বর্গরাজ্য, যা ঠিক যেন নবাঙ্কুর বা নবপল্লব রূপেই অর্থাৎ পবিত্র আত্মার প্রথমফসল ও চিরকালীন উত্তরাধিকারের অগ্রিম দান রূপেই সে নিজের অন্তরেই ইতিমধ্যেই বহন করে।

যদি ভুল না করে থাকি, ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইতিমধ্যে আস্বাদ করেছ ও দেখেছ তোমাদের ব্যবসা কতই না উত্তম—তোমরা যারা তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বিষয়ের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদান লাভ করেছ, কেননা *ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান* (রো ১৪:১৭)। অতএব যদি মনে মনে তাই অনুভব করি, তবে কেন আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করব না যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরেই রয়েছে? যা কিছু আমাদের অন্তরে রয়েছে, তা সত্যি আমাদের, প্রকৃতপক্ষে আমরা না চাইলে কেউই তা কেড়ে নিতে পারে না।

আহা, দীনহীনদের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার! আহা, নিঃস্বদের ধন্য সম্পদ! তুমি তো আমাদের প্রয়োজন ব্যবস্থা কর, তা শুধু নয়, সমস্ত গৌরবের প্রাচুর্যেও তুমি পরিপূর্ণ, সমস্ত সুখেও উচ্ছলিত, সেই উপচে পড়া পরিমাণই যেন, যা আমাদের কোলে ঢেলে দেওয়া হবে (লুক ৬:৩৮ দ্রঃ)। এজন্যই তোমার কাছে *রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান, স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল* (প্রবচন ৮:১৮)।

অতএব, তোমরাই, দীনহীনতা যাদের বন্ধু ও আত্মার বিনম্রতা যাদের প্রীতি, অপরিবর্তনীয় সত্য সেই তোমাদেরই নিশ্চিত করেছেন, তোমরাই স্বর্গরাজ্য লাভ করবে; সেই সত্য ঘোষণা করেন, স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই; ও তোমাদের জন্য সেই গচ্ছিত সম্পদ

বিশ্বস্ত ভাবে রক্ষা করেন, অবশ্যই, যদি তোমরা নিজেরাও এই প্রত্যাশা নিজেদের বুকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রক্ষা কর আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের সহযোগিতায়, যাঁর সম্মান ও গৌরব কীর্তিত হোক যুগে যুগান্তরে।

**শ্লোক** - ১ শামু ২:৭, ৮; লুক ১:৪৮ দ্রঃ

*প্র* প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান, অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন। তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন, আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,

*উ* সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন পেতে পারে ও গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

*প্র* তিনি তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,

*উ* সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন পেতে পারে ও গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হাবাকুকের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১–২:৪)

## ক্লেশের দিনে মিনতি

নবী হাবাকুকের দৈববাণী, যা তিনি দর্শনযোগে পান।

প্রভু, কতকাল আমি সাহায্যের জন্য ডাকব আর তুমি শুনবে না?
কতকাল তোমার কানে আমি চিৎকার করব, 'উৎপীড়ন!'
আর তুমি ত্রাণ করবে না?
কেন তুমি আমাকে দুষ্কর্ম দেখাচ্ছ,
কেন অত্যাচারের দিকে তাকিয়ে থাকছ?
আমার চোখের সামনে শুধু লুটপাট ও উৎপীড়ন;
বিচার হলে হুমকিই বিজয়ী।
বিধান এখন নিস্তেজ,
সুবিচার কখনও দেখা দেয় না;
কেননা দুর্জন ধার্মিককে যুক্তিতে ছাপিয়ে যায়,
তাতে বিচার বিকৃত হয়ে পড়ে।
তোমরা জাতিসকলের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ,
রোমাঞ্চিত হও, হতবুদ্ধি হও:
কারণ এমন কেউ আছেন
যিনি তোমাদের দিনগুলিতে এমন কিছু সাধন করবেন,
যা বর্ণনা করলে কেউই বিশ্বাস করবে না।

দেখ, আমি কাল্দীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা এমন নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসী এক জাতি,

যারা পরের ঘর কেড়ে নেবার জন্য
বিস্তীর্ণ যত অঞ্চলও পার হয়ে যায়;
তারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর,
নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য স্থাপন করে।
তাদের ঘোড়া চিতাবাঘের চেয়েও দ্রুতগামী,
সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের চেয়েও উগ্র;
তাদের অশ্বারোহীরা লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে,
তাদের অশ্বারোহীরা দূর থেকে এগিয়ে আসে;
তারা ওড়ে শিকারের উপরে নেমে পড়া ঈগল পাখির মত।
তারা সকলে লুটপাটের জন্য এগিয়ে আসছে;
অগ্রসর হতে তারা উন্মুখ,
বন্দিদের জড় করে বালুকণার মত।
রাজাদের বিষয়ে সেই জাতি হাসে,
নেতারা তাদের কাছে উপহাসের পাত্র,
যত দৃঢ়দুর্গ তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু,
মাটি রাশি রাশি ক'রে তারা সেই দুর্গ কেড়ে নেয়।
কিন্তু বাতাস হঠাৎ অন্য দিকে বয়,
তখন দোষী হয়ে তারা গত হয় …
এ তো তাদের দেবতার শক্তি!

হে প্রভু, পরমেশ্বর আমার, পবিত্রজন আমার,
তুমি কি অনাদিকাল থেকে নেই?
আমরা মরব না, প্রভু!
বিচার সম্পাদন করার জন্যই তুমি তাকে নিরূপণ করেছ,
হে শৈল, শাস্তি দেবার জন্যই তাকে শক্তিশালী করেছ।
তোমার চোখ এমন নির্মল যে,
তুমি মন্দ দেখতে পার না,

দুষ্কর্মের প্রতিও তাকাতে পার না,
তবে দুর্জন যখন ধার্মিককে গ্রাস করে ফেলে,
তুমি কেন অপকর্মাদের দেখে নীরব থাক?
মানুষকে তুমি কর সাগরের মাছের মত,
শাসকবিহীন সামুদ্রিক প্রাণীরই মত।
সেই দুর্জন তার বড়শি দিয়ে সকলকে তুলে আনে,
জালে ধ'রে তাদের খালুইতে জড় করে,
পরে আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠে!
এজন্য সে তার জালের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে,
তার খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
কারণ তা দিয়েই তার ভাল খোরাক জোটে ও তার খাদ্য শাঁসাল হয়।
তবে সে কি তার জালের মধ্য থেকে মাছ বের করতে থাকবে?
সে কি মমতা না দেখিয়ে জাতিসকলকে নিরন্তর বধ করে চলবে?
আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব,
দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব;
তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন,
তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব।

তখন প্রভু উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন,
'এই দর্শনের কথা লেখ,
ফলকে তা স্পষ্ট অক্ষরে খোদাই কর,
পাঠক যেন অনায়াসে তা পড়তে পারে।
কারণ এই দর্শন একটা নিরূপিত কাল লক্ষ করে,
তা সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কোন মিথ্যা বলবে না;
দেরি করলেও তুমি তার প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তার আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না।'
দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,

কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।

**শ্লোক** - হিব্রু ১০:৩৭-৩৮, ৩৯ দ্রঃ

*প্র* আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ : যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।

*উ* আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

*প্র* আমরা নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

*উ* আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিবিধ, উপদেশ ৫:১-৪)

**আমি আমার স্থানে থেকে প্রহরা দেব**

**প্রভু আমাকে যা বলবেন তা যেন শুনতে পাই**

আমরা সুসমাচারে পড়ে থাকি যে, প্রভু বাণীপ্রচার করতে করতে ও তাঁর দেহকে খাওয়া-রহস্যের মধ্য দিয়ে নিজ যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা করতে শিষ্যদের আমন্ত্রণ করতে করতে কেউ কেউ বলল, *এ কী কঠিন কথা*, ও সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করল। কিন্তু তিনি যখন শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরাও যেতে চান কিনা, তাঁরা উত্তর দিলেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে* (যোহন ৬:৬৮)।

তাই ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের বলছি, আজও পর্যন্ত এমন লোক আছে যাদের কাছে স্পষ্টই যে, যিশুর বাণী আত্মা ও জীবন, আর এজন্য তাঁর অনুসরণ করে; আবার অন্য কেউ আছে যাদের কাছে তাঁর বাণী কঠিন লাগে, ফলে অন্যত্রই হীনতর সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়। অথচ প্রজ্ঞা রাস্তা-ঘাটে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে চালিত করে এমন চওড়া ও উদার পথে ঘোষণা করে চলে, সেই পথে যারা চলে, সে যেন তাদের পিছনে ডেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রভু বললেন, *চল্লিশ বছর আমি সেই যুগের মানুষের কাছে থাকলাম, শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি* (সাম ৯৫:১০); আর এক সামসঙ্গীতে তুমি পড়তে পার: *প্রভু একবার মাত্রই কথা বলেছেন* (সাম ৬২:১২ লাতিন পাঠ্য)। তিনি একবার মাত্রই কথা বলেছেন কারণ নিত্যই কথা বলে থাকেন; বাস্তবিকই তাঁর বাণী এক, ভাগ ভাগ করা নয়, বরং ধারাবাহিক ও অন্তহীন।

তিনি পাপীদের উদ্বুদ্ধ করতে চান, তাদের হৃদয়ের মধ্যে থেকেই তাদের ভর্ৎসনা করেন, কারণ তিনি সেখানেই বাস করেন ও সেখানেই কথা বলেন, ঠিক সেই নবীর বাণী অনুসারে যিনি বলেছিলেন, *তোমরা যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল* (ইশা ৪০:২)।

ভ্রাতৃগণ, দেখ সেই নবী কেমন উপযোগী কথা আমাদের শোনান, আমরা যেন আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে হৃদয় কঠিন না করি; আসলে সুসমাচারের কথা ও নবীর কথা প্রায় এক; বাস্তবিকই সুসমাচারে প্রভু বলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়* (যোহন ১০:২৭); এবং পুণ্যবান দাউদ সামসঙ্গীতে বলেন, *তাঁর জনগণ* (নিঃসন্দেহে প্রভুরই জনগণ!) ও *তাঁর চারণভূমির মেষপাল, তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, হৃদয় কঠিন করো না* (সাম ৯৫:৭-৮)।

এবার নবী হাবাকুকের কথা শোন, তিনি কেমন করে প্রভুর ভর্ৎসনা না চেপে রেখে বরং বিশ্বস্ততা ও ব্যগ্রতার সঙ্গে তা ধ্বনিত করে বলেন, *আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব, দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব; তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন, তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব* (হাবা ২:১ দ্রঃ)। ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, আমরাও যেন আমাদের প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াই, কারণ একাল যুদ্ধেরই কাল।

খ্রিষ্ট যেখানে বাস করেন, এসো, আমাদের সেই হৃদয়ে সুবিবেচক হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আচরণ করি; তবু আমরা যেন নিজেদের উপর আস্থা না রাখি, পাছে আমাদের প্রহরা অধিক ভঙ্গুর হয়।

শ্লোক - সাম ১৯:৯; ১ যোহন ২:৫

*প্র* প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে;

℣ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

℟ যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে, ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।

℣ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩৫:১-১৮)

## অকপট উপাসনা

যে কেউ বিধান পালন করে, সে অর্ঘ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ;
যে কেউ আজ্ঞাগুলিকে মেনে চলে, সে মিলন-যজ্ঞ নিবেদন করে।
যে কেউ কৃতজ্ঞতা জানায়, সে সেরা ময়দাই নিবেদন করে,
যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করে।
অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম,
অন্যায্যতা থেকে দূরে থাকা, এ প্রায়শ্চিত্তবলি স্বরূপ।
প্রভুর সম্মুখে খালি হাতে এগিয়ে এসো না,
কেননা এই সমস্ত কিছু আজ্ঞাগুলিরই দাবি।
ধার্মিকের অর্ঘ্য যজ্ঞবেদির সমৃদ্ধি ঘটায়,
তার সুবাস পরাৎপরের সম্মুখে ঊর্ধ্বে যায়।
ধার্মিক মানুষের বলিদান গ্রহণযোগ্য,
তার বলির স্মৃতি-অংশ বিস্মৃত হবে না।
অন্তরের দানশীলতায় প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
তোমার শ্রমের ফল দানে কৃপণ হয়ো না।
অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও,
আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরের উদ্দেশে দশমাংশ নিবেদন কর।
পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন,
তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও,
তোমার সামর্থ্য অনুসারে অন্তরের দানশীলতায় দানশীল হও ;
কেননা প্রভু এমন, যিনি প্রতিফল দেন,
তিনি সাত সাতবারই ফিরিয়ে দেবেন।
উপহার দানে তাঁকে কিনবার চেষ্টা করো না,
তিনি তা গ্রহণ করবেন না,

অসৎ মনে উৎসর্গ-করা বলিদানের উপরে নির্ভর করো না ;

কেননা প্রভু এমন বিচারক,
কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।
দরিদ্রের বিরুদ্ধে তিনি কারও পক্ষপাতী নন,
এমনকি, অত্যাচারিতের প্রার্থনাই তিনি শোনেন।
তিনি এতিমের মিনতি অবহেলা করেন না,
বিধবার মিনতিও নয়, সে যখন তার মনের দুঃখ উজাড় করে দেয়।
বিধবার চোখের জল কি তার চোয়াল বেয়ে ঝরে না?
তার চিৎকারও কি তারই বিরুদ্ধে নয়, যে সেই চোখের জলের কারণ?
সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে,
তার প্রার্থনা মেঘলোকের নাগাল পাবে।
বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায়,
যতক্ষণ না এসে পৌঁছে, ততক্ষণ সেই প্রার্থনা কোন সান্ত্বনা মানে না ;
না, পরাৎপর লক্ষ না করা পর্যন্ত,
ধার্মিকদের যোগ্যতা প্রমাণিত ক'রে
তিনি ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত
সেই প্রার্থনা ক্ষান্ত হবে না।

শ্লোক - সিরা ৩৫:১১, ১৭, ১২; লুক ১৮:১৪ দ্রঃ

প্র উপহার দানে ঈশ্বরকে কিনবার চেষ্টা করো না ; বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায় ;

উ কেননা প্রভু এমন বিচারক, কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।

প্র কর-আদায়কারী ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই লোকটা নয় ; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে ; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

উ কেননা প্রভু এমন বিচারক, কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪)

## ভেবে দেখ, তুমি কেমন মহারহস্যের সহভাগী

বাণী শ্রবণে মনোযোগের সঙ্গে রত থাকা উত্তম কাজ বটে, তবু এ উত্তম কাজও বৃথা হবে যদি তার সঙ্গে সেই বিনম্রতা না থাকে যা বাধ্যতা থেকে উদ্গত। সুতরাং, এখানে তোমাদের এই সম্মিলিত হওয়া যেন নিরর্থক না হয়, সেজন্য যে সদাগ্রহ আমি প্রার্থনা দ্বারা তোমাদের জন্য বারবার যাচনা করেছি ও অবিরত যাচনা করে থাকব, সেই সদাগ্রহ দেখিয়ে তোমরা অন্য ভাইবোনদেরও এখানে নিয়ে আসতে, পথভ্রষ্টদের চেতনা দিতে ও কথায় শুধু নয়, কর্মেও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। কেননা যে শিক্ষা জীবনাচরণ দ্বারাই দেখাই, তা অধিক কার্যকর; আর এখানে তুমি যে উপকার পেয়েছ, কিছুই না বললেও উপাসনা-সভা ছেড়ে যখন তোমার চলাফেরায়, দৃষ্টান্তে, কণ্ঠে, চালচলনে ও দেহের সংযত আচরণেই তা ব্যক্ত কর, তখন যারা উপাসনা-সভায় যোগ দেয়নি, তাদের কাছে তোমার এই আচরণই উত্তম উপদেশ ও চেতনাদান স্বরূপ।

সুতরাং, আমরা যখন গির্জা থেকে প্রস্থান করি, তখন ঠিক যেন এমন পুণ্যস্থান থেকেই আমাদের প্রস্থান করা উচিত, যা শুধু বিশেষ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই পুণ্যস্থান— আমরা ঠিক যেন স্বর্গ থেকেই নেমে আসি, প্রজ্ঞার এমন প্রকৃত বন্ধুদের মত যারা মার্জিত ব্যবহারে সংযতভাবে ও সদ্বিবেচনার সঙ্গেই কথা বলে ও কাজ করে; যার ফলে পুণ্য সভা থেকে স্বামীকে ঘরে ফিরে আসতে দে'খে স্ত্রী, সন্তানকে দে'খে পিতা, পিতাকে দে'খে সন্তান, মনিবকে দে'খে দাস, বন্ধুকে দে'খে বন্ধু, এমনকি শত্রুকে দে'খে শত্রুও সেই সমস্ত উপকার পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারে, যা আমরা পুণ্য সভায় লাভ করেছি; আর তারা তা অনুভব করবে যদি আমাদের অধিক নত, ধৈর্যশীল ও ভক্তপ্রাণ দেখতে পায়।

তুমি যে দীক্ষাপ্রাপ্ত, ভেবে দেখ কেমন মহা রহস্যে তোমাকে সহভাগিতা করতে দেওয়া হয়েছে; ভেবে দেখ কার্ সঙ্গেই বা তুমি সেই দিব্য সঙ্গীত গান কর, কার্ সঙ্গেই বা 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' বচনটি উচ্চারণ কর! বাইরের লোকদের দেখাও যে তুমি সেরাফদূতদের সঙ্গেই পবিত্রতম উপাসনা করেছ, দেখাও যে তুমি স্বর্গীয় জনগণের মানুষ ও স্বর্গবাহিনীর সদস্য; দেখাও যে প্রভুর সঙ্গেই সময় অতিবাহিত করেছ ও খ্রিষ্টের সঙ্গে

দেখা-সাক্ষাৎ করেছ। আমাদের এ মনোভাব থাকলে, তবে যারা উপাসনায় যোগ দেয়নি তাদের সঙ্গে আর বেশি কথা প্রয়োজন হবে না; বরং আমাদের উন্নতি দেখে তারা নিজেদের ক্ষতি সম্বন্ধে নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠবে, ফলে একই সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেরাই তৎপর হয়ে উপাসনায় যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হবে।

তারা যখন স্বচক্ষেই আমাদের আত্মার দীপ্তি দেখতে পাবে, তখন সকলের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ হয়েও তারা আমাদের অসাধারণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। কেননা দেহের লাবণ্য যখন দর্শকের উপর প্রবল আকর্ষণ বিস্তার করে, তখন আত্মার সৌন্দর্য দর্শককে অধিকতর ভাবে আকর্ষণ করতে পারে ও তেমন সদাগ্রহের দিকে তাকে উদ্দীপিত করতে পারে।

সুতরাং এসো, আমাদের আন্তরিক মানুষটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করি, ও বাইরে গিয়ে এ সমস্ত কথা স্মরণে রাখি, কারণ ঠিক সেইখানে পরিবেশ তাই দাবি করবে। যোদ্ধা যেমন অভ্যাস-কক্ষে যা শিখেছে তা ক্রীড়াঙ্গনে দেখায়, তেমনি আমরা এখানে যা শুনেছি, তা বাহ্যিক সম্পর্কেই আমাদের দেখানো উচিত।

শ্লোক - মথি ১৩:১১, ১৬, ১৭

প্র স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি।

উ তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।

প্র তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

উ তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী হাবাকুকের পুস্তক থেকে পাঠ (২:৫-২০)

**অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিশাপ**

ধনসম্পদ ভ্রান্তিজনক;
সেই অভিমানী সংস্থিত হয়ে থাকবে না,
পাতালের মতই বিস্তীর্ণ তার মুখ,
মৃত্যুর মত তারও কখনও তৃপ্তি হয় না;
সে সকল দেশ নিজের কাছে আকর্ষণ করে,
নিজের জন্য সকল জাতিকে জড় করে।
সকলে কি তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে না?
তাকে নিয়ে কি হাস্যকর গল্প তৈরি করবে না?
লোকে বলবে:
ধিক্ তাকে, যে এমন ধন জমিয়ে রাখে যা তার নয়,
—কতদিনের জন্য?—
যে বন্ধকী দ্রব্যের ভারে নিজেই ভারী হয়।
তোমার পাওনাদারেরা কি হঠাৎ উঠবে না?
তোমার কর-আদায়কারীরা জেগে উঠলেই তুমি কি তাদের শিকার হবে না?
তুমি বহু বহু দেশের সম্পত্তি লুট করেছ,
তাই অন্য জাতিগুলি তোমার সম্পত্তি লুট করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।

ধিক্ তাকে, যে নিজের কুলের জন্য অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করে,

যেন নিজের নীড় উচ্চতে বাঁধতে পারে,
যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
তোমার নিজের কুলকে লজ্জা দিতে তুমি ষড়যন্ত্র করেছ,
বহু দেশের উচ্ছেদ ঘটিয়েছ,
তুমি তাতে নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করেছ।
কেননা দেওয়াল থেকে পাথর নিজেই চিৎকার করবে,
ও কাঠামো থেকে কড়িকাঠ তার সঙ্গে পাল্লা দেবে।

ধিক্ তাকে, যে রক্তপাতের উপরে নগর নির্মাণ করে,
যে অন্যায়ের উপরে শহর সংস্থাপন করে।
দেখ, এ কি সেনাবাহিনীর প্রভুর কাজ নয় যে,
আগুনের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
ও অসারের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে?
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুর গৌরবজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

ধিক্ তাকে, যে নিজের প্রতিবেশীকে পান করায়,
তাদের মাতাল করার জন্য যে বিষ ঢালে,
যেন উলঙ্গ অবস্থায় তাদের দেখতে পারে।
তুমি গৌরবে নয়, লজ্জায়ই পরিপূর্ণ;
এবার তোমারই পান করার পালা,
এবার তোমারই লিঙ্গের অগ্রচর্ম দেখাবার পালা।
প্রভুর ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকেই এবার ফিরছে,
হ্যাঁ, জঘন্য লজ্জা তোমার গৌরব আচ্ছাদিত করবে।
কারণ লেবাননের প্রতি সাধিত উৎপীড়ন তোমাকেই আচ্ছন্ন করবে,
ও পশুদের হত্যাকাণ্ড তোমাকে সন্ত্রাসিত করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।

দেবমূর্তিতে এমন উপকার কি যে,
তার নির্মাতা তা খোদাই করবে?
তা তো প্রতিমা ও মিথ্যা মন্ত্র মাত্র!
তার নির্মাতাও কেন সেগুলিতে ভরসা রাখে,
যখন সেগুলি বোবা পুতুলমাত্র?
ধিক্ তাকে, যে কাঠকে বলে, 'জাগ!'
যে বোবা পাথরকে বলে, 'পায়ে উঠে দাঁড়াও!'
(এ নবীয় বাণী!)
দেখ, তা সোনায় ও রুপোয় মোড়া,
কিন্তু তার মধ্যে প্রাণবায়ু নেই।
কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত;
তাঁর সম্মুখে সমগ্র পৃথিবী থাকুক নিশ্চুপ!

**শ্লোক** - রো ২:১২; ১১:৩২; ৩:২৩

*প্র* যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে।

*উ* ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

*প্র* সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।

*উ* ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিবিধ, উপদেশ ৫:৪-৫)

## ধ্যানের নানা ধাপ

এসো, সমস্ত শক্তি দিয়ে অটল শৈল স্বরূপ খ্রিষ্টের উপরেই নির্ভর করে দুর্গে পদার্পণ করি, তবে শাস্ত্রের এ বচন সত্য হবে যে : *তিনি আমার পা শৈলের উপর স্থাপন করলেন, সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ* (সাম ৪০:৩)। তাহলেই এভাবে সুস্থাপিত ও অবিচল হয়ে, এসো, ধ্যানে নিবিষ্ট থাকি, যাতে দেখতে পাই তিনি আমাদের কী বলেন ও তাঁর দাবিতে আমরা কেমন উত্তর দিই।

কেননা, হে প্রিয়জনেরা, ধ্যানের প্রথম ধাপ এই, আমরা যেন অবিরত ভাবি প্রভু কী চান, তাঁর কী গ্রহণীয়, তাঁর দৃষ্টিতে কী সন্তোষজনক। আর যেহেতু *আমরা সকলে বহু ক্ষেত্রে অপরাধী* (যাকোব ৩:২ লাতিন পাঠ্য) ও আমাদের প্রচেষ্টা তাঁর ধর্মময় ইচ্ছার বিরোধিতা করে থাকে ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত বা আসক্ত হতে পারে না, সেজন্য এসো, পরাৎপর ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত করি ও তাঁর দয়ার দৃষ্টিতে নিজেদের জঘন্য বলে দেখাতে সব দিক দিয়ে সচেষ্ট থেকে বলে উঠি, *আমাকে নিরাময় কর, প্রভু, তবেই আমি নিরাময় হব, আমাকে ত্রাণ কর, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ* (যেরে ১৭:১৪) ; আরও, *প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ* (সাম ৪১:৫)।

তেমন চিন্তায় আমাদের চোখ শুদ্ধ হলে পর, এসো, তিক্ততার সঙ্গে নিজেদের অন্তরে বসে নয়, বরং মহা আনন্দের সঙ্গে দিব্য আত্মায়ই আশ্রয় নিয়ে ধ্যানরত থাকি; এবং আমাদের উপরে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা না ভেবে বরং সেই শুদ্ধ ইচ্ছা ধ্যানে রত থাকি।

কেননা *ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবন রয়েছে* (সাম ৩০:৬ লাতিন পাঠ্য), ফলে যা কিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী, তা-ই সর্বক্ষেত্রে আমাদের অধিক উপকারিতা ও উপযোগিতা যোগায়—একথা আমরা যেন সন্দেহ না করি। আর এজন্য আত্মার জীবন রক্ষা করতে আমরা যতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে সরে না যেতে যেন ততখানি দৃঢ়তা দেখাই। ঈশ্বরের গভীরতম রহস্যও যিনি তলিয়ে দেখেন, সেই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা যখন অধ্যাত্ম সাধনায় কিছুটা অগ্রসর হব, তখন যেন ভাবি প্রভু

কতই না মধুর ও মঙ্গলময়; এবং নবীর সঙ্গে প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পাই; তখন আমরা যেন আমাদের নিজেদের হৃদয়-কক্ষে আর নয়, ঈশ্বরের মন্দিরেই বরং প্রবেশ করি ও ভক্তিভরে বলি: *আমার মধ্যে আমার প্রাণ বিষণ্ন, এজন্য তোমার কথা স্মরণ করি* (সাম ৪২:৭)।

কেননা এ দুই ধাপের মধ্যেই গোটা অধ্যাত্ম সাধনা সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যাতে পরিত্রাণলাভের বিষয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থা দেখে অবসন্ন হয়ে দুঃখিত হই; আবার ঈশ্বরে নিশ্বাস গ্রহণ করে আমরা যেন পবিত্র আত্মার আনন্দে সান্ত্বনা পাই—এক দিক থেকে উদ্গত হবে ভয় ও বিনম্রতা, অপর দিক থেকে প্রত্যাশা ও ভক্তি।

**শ্লোক** - সাম ১১১:১০; প্রজ্ঞা ৬:১৮; সিরা ১৯:১৮

℣ প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত; সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক।

℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

℣ তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ: ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা।

℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩৮:২৪–৩৯:১১)

**সাধারণ পেশা ও প্রজ্ঞা-অধ্যয়ন**

শাস্ত্রীর প্রজ্ঞালাভ তার অবসরের ফল,
যার কর্মকাণ্ড সীমিত, সে প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠবে।
যে লাঙল চালায়, সে যখন অঙ্কুশ চালাতেই গর্ব করে,
সে কেমন করে প্রজ্ঞাবান হতে পারবে?
সে তো বলদ চালায়, তাদের কাজেই ব্যস্ত,
বাছুরই তার একমাত্র কথাবার্তার বিষয়!
হালের রেখা দিতেই তার মন ব্যস্ত,
গাভীদের জাব দেবার জন্য সে অনিদ্র থাকে।

তেমনি সেই সমস্ত কারিগর বা কারুশিল্পী,
যারা যেমন দিন তেমনি রাতও কাটায়;
যারা সীলমোহর খোদাই করে,
যারা নতুন অঙ্কন আবিষ্কার করতে নিত্য ব্যাপৃত,
নমুনাটিকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে নিবিষ্ট;
কাজ শেষ করার জন্য তারা তো রাতে জেগে থাকে।

তেমনি কর্মকার; সে নেহাইয়ের সামনে বসে থাকে,
লোহার যত কাজে মন ব্যস্ত রাখে;
আগুনের নিশ্বাস তার দেহ দগ্ধ করে,
হাপরের তাপের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয়;
হাতুড়ির শব্দ তার কান কালা করে,
তার চোখ কাজের নমুনার উপরে নিবদ্ধ,
কাজ শেষ করাই তার একমাত্র চিন্তা,
কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যে রাতে জেগে থাকে।

তেমনি কুমোর ; কাজে বসে
সে পা দিয়ে চক্র ঘোরায়,
তার কাজের জন্য সর্বদাই চিন্তিত ;
তার কর্মকাণ্ডের হিসাব সূক্ষ্মতম।
সে মাটিতে হাতের চাপে গড়নের রূপ দেয়,
সেইসঙ্গে পা দিয়ে মাটির গতি রোধ করে ;
সূক্ষ্ম রঙ দেবার জন্য সে চিন্তান্বিত,
চুল্লি পরিষ্কার করার জন্য সে রাতে জেগে থাকে।

এরা সকলে নিজেদের হাতের উপরেই নির্ভরশীল ;
প্রত্যেকে যে যার শিল্পকর্মে নিপুণ।
এরা না থাকলে একটা নগর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না,
লোকেরাও শহরে বসতি করতে কি হাঁটাচলা করতে পারবে না।
তবু জন-মন্ত্রণাসভায় এদের খোঁজে কেউ বেরোয় না,
জনমণ্ডলীতে এদের বিশেষ কোন স্থান নেই,
এরা বিচারাসনেও বসে না,
বিচারের রীতিনীতিও এদের জানা নেই।
এরা তো শিক্ষাদান উজ্জ্বল করে না, ন্যায়নীতিও নয়,
প্রবচনমালার রচয়িতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় ;
না, এরা জড় পদার্থেরই অবলম্বন,
এদের প্রার্থনা পেশাগত কাজেই সীমিত।

কিন্তু পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে, সে তেমন নয়।
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,

প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে,
সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
খুব সকালে উঠে সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,

সে মরলে, তখন তা তার পক্ষে যথেষ্ট।

**শ্লোক** - সিরা ৩৯:৫, ৬; যাকোব ১:৫

*প্র* প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে।

*উ* মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।

*প্র* তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে দান করেন।

*উ* মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪:২)

## খ্রিষ্টে আমরা নবসৃষ্টি হয়ে উঠেছি

মণ্ডলী-শব্দ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জনসংখ্যা নির্দেশ করে, তথা: ধর্মসেবক ও জনগণ, পালক, আচার্য ও জনসাধারণ। এরা সকলে একসময়ে খ্রিষ্টে প্রকৃতভাবেই নবীকৃত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তখন, যখন প্রভু ঈশ্বর আমাদের মাঝে এসে আমাদের উদ্ভাসিত করলেন। কেননা সেসময়ে আমরা জীবন, আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের নবীনতায়, এমনকি উপাসনার নবীনতায়ও নবীকৃত হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা প্রাচীন পাপ ফেলে দিয়েছি, ও খ্রিষ্টের বিধান ও শিক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট ও প্রীতিকর জীবনাচরণে দীক্ষিত ও চালিত হয়ে খ্রিষ্টে নবসৃষ্টি হয়ে উঠেছি। এজন্য সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ পল, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে তাদের কাছে পত্র লিখে বলেন, *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট* (এফে ৪:২২, ২৪)। উপরন্তু তিনি অন্যত্র এ কথাও বলেন, *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (রো ১২:২)। এবং একই সময়ে তিনি এমনটি বলেন, আমরা যেন

পুরাতন মানুষকে ক্রুশে দিই যাতে খ্রিষ্টে আচরণ ও জীবনের মধ্য দিয়ে নতুন মানুষ পরিধান করি।

তাই এসো, উপাসনা ক্ষেত্রেও নিজেদের নবীকৃত করি: যারা ইহুদী প্রথা পালন করে, তারা প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো ত্যাগ করুক, তবেই বৃষের বলি বা ধূপ বা পার্থিব সুগন্ধি নয়, বরং আত্মিক সুরভিত সুগন্ধি ব্যবহার করবে; আর যারা অন্য ধর্মের মধ্য থেকে প্রেরিতদূতদের জালে ধরা পড়েছে, তারাও সেই উৎকৃষ্ট উপাসনা-রীতি ও শ্রেষ্ঠ অনুশীলনে পদার্পণ করবে যা তুলনার অতীত। কেননা মনের সেই প্রাচীন কালিমা তাদের আর থাকবে না, কিন্তু দিব্য ও বোধগম্য আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করলে তারা পুণ্যবান ও প্রকৃত উপাসক হয়ে উঠবে। তারা সৃষ্টবস্তুকে ও বোবা ও ইন্দ্রিয়শূন্য জড়তাকে আর পূজা করবে না, দৈববাণী ও যত মন্ত্র বাতিল করবে, ও জঘন্য প্রথা ও নিন্দাজনক যত কর্ম প্রত্যাখ্যান ক'রে সদ্‌গুণে ভূষিত হবে ও সত্য-তত্ত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠবে।

অতএব, এ হল আমাদের ক্ষেত্রে নবীকরণ; বাস্তবিকই সৃষ্টজীব খ্রিষ্টে নবীন হয়ে ওঠে। কেননা বিশ্বজগতের ঈশ্বর তাদেরই শাশ্বত পরিত্রাণ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা মাংস সূত্রে আব্রাহামের সন্তান ও যারা প্রতিশ্রুতি গুণে আব্রাহামের সন্তান বলে পরিগণিত, তারা যেন লজ্জাজনক যত কাজ থেকে ও অপকর্ম থেকে দূরে থাকে—আর এই সমস্ত কিছু সবসময়ের মত; কেননা খ্রিষ্টে ঘৃণ্য পাপ পরিত্যাগ করে ও শয়তানের দাসত্বের জোয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে, ও সেইসঙ্গে ক্ষয়শীলতা ত্যাগ করে ও অমরতা পরিধান করে আমরা এই অবস্থা নিত্যই ভোগ করব। হ্যাঁ, পাপ আমাদের আর অপমান করবে না, ও শয়তান তার দাসত্বে নতুন করে আমাদের বশীভূত করতে পারবে না; মৃত্যুর আধিপত্যও চিরকাল ধরে ধ্বংসিত ও বিনষ্ট হবে, কারণ সেই খ্রিষ্টই তাকে পদদলিত করবেন, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের ও পবিত্র আত্মার গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - রো ৭:৬; ৫:৫

প্র আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,

উ যেন আমরা অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

৵ ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,

৶ যেন আমরা অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২২:১০-৩০)

**শেষ যুদা-রাজের বিরুদ্ধে বাণী**

মৃতজনের জন্য তোমরা চোখের জল ফেলো না,
তার জন্য বিলাপগান ধরো না,
যে চলে যাচ্ছে, তারই জন্য বরং অঝোরে চোখের জল ফেল,
কারণ সে আর ফিরবে না,
নিজের জন্মদেশ আর দেখবে না।

কেননা যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যে শাল্লুম নিজ পিতা যোশিয়ার পদে রাজা হয়েছে কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তার বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: 'এই স্থানে সে আর ফিরবে না, কিন্তু তাকে যেখানে বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে সেখানে মরবে এবং এই দেশ আর দেখতে পাবে না।'

ধিক্ তাকে, যে অধর্ম অবলম্বন করে নিজের বাড়ি,
ও অন্যায়-বিচারে নির্ভর করে তার উপরতলা গেঁথে তোলে,
যে নিজের প্রতিবেশীকে বিনা বেতনে কাজ করায়,
তার পাওনা দিতে অস্বীকার করে,
যে বলে: 'আমি নিজের জন্য বিরাট এক বাড়ি গেঁথে তুলব,
প্রশস্ত উপরতলা সহ তা গেঁথে তুলব;'
এবং জানালা বসায়,
এরসগাছ দিয়ে দেওয়াল মুড়ে দেয়,
ও সিঁদুরে-লাল রঙ দিয়ে ঘরটা রঙ করে।
তুমি এরসগাছের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করছ বলেই কি রাজত্ব করবে?

তোমার পিতা কি খাওয়া-দাওয়া করত না?
কিন্তু সে ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন করত,
তাই তার মঙ্গল হল।
সে দুঃখী ও নিঃস্বের অধিকার রক্ষা করত,
এজন্যই তার মঙ্গল হল;
এ-ই আমাকে জানা!—প্রভুর উক্তি।

কিন্তু তোমার চোখ ও তোমার হৃদয় কেবল তোমার স্বার্থের দিকেই নিবদ্ধ,
নির্দোষীর রক্তপাত ও অত্যাচার-উৎপীড়নেই ব্যস্ত।
এজন্য যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
'তার বিষয়ে লোকেরা "হায়, ভাই আমার! হায়, বোন আমার!"
বলে বিলাপ করবে না;
"হায় প্রভু! হায় তাঁর মহিমা!" বলেও বিলাপ করবে না।
না! তার সমাধি হবে গাধার সমাধির মত;
লোকে তাকে টেনে যেরুশালেমের দ্বারের বাইরে ফেলে দেবে।'

তুমি লেবাননের পর্বতমালায় গিয়ে উঠে চিৎকার কর,
বাশান পর্বতে উচ্চকণ্ঠ শোনাও;
আবারিম থেকে চিৎকার কর,
কারণ তোমার সকল প্রেমিকের বিনাশ হল।
তোমার সমৃদ্ধির দিনে আমি তোমার কাছে কথা বলেছিলাম,
কিন্তু তুমি নাকি বলেছিলে: 'না, আমি শুনব না!'
তোমার তরুণ বয়স থেকে তেমনই হল তোমার আচরণ:
তুমি আমার প্রতি কখনও বাধ্য হওনি।
বাতাস তোমার সকল রাখালকে গ্রাস করবে,
তোমার প্রেমিকেরা সকলে বন্দিদশায় চলে যাবে।
তখন তোমার সমস্ত অপকর্মের কারণে
তোমাকে লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হতে হবে।

হে লেবানন-নিবাসিনী, এরসগাছের মধ্যেই যার নীড়!
প্রসবযন্ত্রণার দিনে, আহা, তোমার কেমন ব্যথা হবে,
—প্রসবিনীর যন্ত্রণারই মত!

'আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ কনিয়া যদিও আমার ডান হাতের সীল-আঙটি হত, তবুও আমি আমার হাত থেকে তা ফেলে দিতাম। যারা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, যাদের কারণে তুমি ভয়ে অভিভূত, আমি তোমাকে সেই বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের হাতে ও কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেব। তোমাকে ও তোমাকে যে প্রসব করেছে তোমার সেই মাকে তুলে অন্য দেশে ছুড়ে মারব; এবং সেই যে দেশে তোমাদের জন্ম হয়নি, সেই দেশেই তোমাদের মৃত্যু হবে। কিন্তু যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না।

এই কনিয়া কি তুচ্ছ ভগ্ন একটা পাত্র? এ কি এমন পাত্র যা কেউই পছন্দ করে না? তবে এ ও এর বংশ কেন বহিষ্কৃত হয়ে তাদের অজানা এক দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে?'

হে দেশ, দেশ, দেশ! প্রভুর বাণী শোন! প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোক সম্বন্ধে লেখ: নিঃসন্তান, জীবনকালে অকৃতকার্য পুরুষ; কারণ এর বংশধরদের কেউই দাউদের সিংহাসনে আসীন হতে ও যুদার উপরে কর্তৃত্ব করতে সফল হবে না।'

শ্লোক - যেরে ২২:২, ৩; মথি ২০:২৬

প্র হে রাজারা, ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর।

উ প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না।

প্র তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে।

উ প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫:২)

**কেইবা ঈশ্বরের মন জানতে পারে?**

যারা মনপরিবর্তন, মুক্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিকে আহূত, ঈশ্বর চান না তারা সেই অনুগ্রহ সন্দেহ করবে, যা খ্রিষ্ট দ্বারা নিবেদিত। ইস্রায়েলীয়েরাই তেমন ব্যবহার করেছিল! বাস্তবিকই ঈশ্বর মনপরিবর্তন ও অনুতাপের দিকে তাদের আহ্বান করতে করতে তারা বিবেকের অভিযোগ দ্বারা আক্রান্ত ও বিদীর্ণ হয়ে নিজেদের অপকর্মের মলিনতা ধৌত করতে পারবে না বলে মনে করে বলছিল: আমাদের ভ্রান্তি আমাদেরই অন্তরে রয়েছে, আমরা সেই ভ্রান্তিতেই জন্ম নিলাম। তবে কেমন করে বাঁচব? উত্তরে ঈশ্বর বলেছিলেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের পথ ত্যাগ কর, তবেই তোমাদের অধর্ম শাস্তিতে পরিণত হবে না। আমি সবই করতে পারি: তোমাদের সমস্ত কালিমা থেকে তোমাদের মুক্ত করব, ও তোমাদের প্রাচীন যত অপরাধ থেকে কলুষমুক্ত করে তোমাদের রক্ষা করব—আর আমি তেমন কথা স্পষ্টই বলতে বলতে তোমরা যখন সন্দেহ কর, তখন তোমাদের ভাবতে হবে আমি কে ও তোমরা কে, আরও ভাবতে হবে, আমার পথ তোমাদের পথ থেকে, ও আমার ভাবনা তোমাদের ভাবনা থেকে ততখানি ভিন্ন, আমার স্বরূপ ও তোমাদের স্বরূপ যতখানি ভিন্ন; কেননা তোমরা মানুষ, আমি ঈশ্বর!

তাই ব্যবধান অপরিসীম, আর ঈশ্বরের যা যা, তা অতুলনীয়: বাস্তবিকই তিনি শক্তিতে, গৌরবে ও দয়ায় বিজয়ী; আর প্রকৃতিতে এমন কিছুই নেই যা তাঁর শ্রেষ্ঠতার তুল্য বা সেই শ্রেষ্ঠতার কাছেও আসতে পারে। কেননা মানুষ ক্রোধ থেকে মুক্ত নয়; অপরদিকে ঐশস্বরূপের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই যে ক্রোধ তা স্পর্শ করতে পারে না। আরও, মানুষ হিংস্র ও অপকর্মে প্রবণ; অপরদিকে ঈশ্বর স্বরূপেই মঙ্গলময়, এমনকি তিনি নিজেই মঙ্গলময়তা!

তাই ঈশ্বর বলে তিনি ক্ষমা করবেন, ও অজ্ঞতাবশত পতনের কথা ভুলে গিয়ে ও ভ্রান্তিজনিত কালিমা মুছিয়ে দিয়ে ভক্তিহীনকে ধর্মময় করে তুলবেন। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, একসময়ে মানুষ নির্বোধ ছিল ও সহজেই সমস্ত অপকর্মের মধ্যে

আকর্ষিত ছিল, আর শুধু তা নয়, এমন কাজ করতে প্রবণ ছিল, যা উল্লেখ করা পর্যন্তও লজ্জা লাগে!

কিন্তু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা যখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে, তাঁকে ডাকতে ও প্রাচীন পথ ও মন্দ জীবনাচরণ ত্যাগ করতে শুরু করল, তখন তারা তাঁর কাছ থেকে দয়া পেল ও ঠিক যেন অন্য জীবনেই রূপান্তরিত হল; উপরন্তু প্রজ্ঞার অংশীদার হওয়ায় তারা প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠল ও মঙ্গলকর যত কিছুর জ্ঞান লাভ করল; প্রাচীন ভ্রান্তির জোয়াল ফেলে দিল, পাপ জয় করল, ভাসা ও অসার ভাবের দিকে আর প্রবণ না হয়ে তাদের অন্তর বরং দৃঢ়, শক্ত, ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় কাজ সাধনে তৈরী হয়ে উঠল। এজন্য তিনি বলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিলে, তোমরা তা সন্দেহ করো না; আমার মন স্থির নয়, তাও মনে করো না, *কারণ আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়* (ইশা ৫৫:৮)।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

*প্র* হে ঈশ্বর, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

*প্র* এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে।

*উ* তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:১৫-২৫; ৪৩:২৯-৩৩)

## প্রকৃতিতে ঈশ্বরের গৌরব

এখন আমি প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব,
যা কিছু দেখেছি, তা বর্ণনা করব।
প্রভুর বাণীগুণেই তাঁর সমস্ত কর্ম অস্তিত্ব পেয়েছে,
তাঁর শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর বিধি সাধিত হয়েছে।
জ্যোতির্ময় সূর্য সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত করে,
প্রভুর গৌরবে তাঁর কর্মকীর্তি পরিপূর্ণ।
প্রভুর পবিত্রজনেরাও তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ
বর্ণনা করতে সক্ষম নন;
নিখিল সৃষ্টি যেন তাঁর গৌরবের উদ্দেশে দৃঢ়স্থাপিত থাকে,
সর্বশক্তিমান প্রভু যা স্থির করেছেন, তাও জ্ঞাত করতে তাঁরা সক্ষম নন।
তিনি অতল গহ্বর তলিয়ে দেখেন, হৃদয়কেও তলিয়ে দেখেন,
তাদের সমস্ত গোপন তত্ত্ব ভেদ করেন।
যা কিছু জানবার আছে, পরাৎপরের কাছে সেই সবই জানা,
তিনি যত যুগলক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখেন,
তাতে তিনি অতীত কি ভাবী সব ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন,
গুপ্ত যত ঘটনার পদচিহ্ন প্রকাশ করেন।
কোন চিন্তাই তাঁকে এড়াতে পারে না,
একটা কথাও তাঁর কাছে গোপন নয়।
তিনি তাঁর প্রজ্ঞার মহত্ত্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করলেন,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরেই তিনি আছেন।
তাঁর সঙ্গে কিছুই যোগ করা বা বিয়োগ করাও সম্ভব নয়,
কোন মন্ত্রণাদাতা তাঁর প্রয়োজন নেই।
তাঁর সাধিত কর্মকীর্তি, আহা, কত মনোরম!

অথচ সেগুলির একটা স্ফুলিঙ্গই মাত্র চোখে পড়ে!
এসমস্ত কিছু জীবন্ত, তা চিরস্থায়ী,
যে কোন অবস্থায় সবই তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে চলে।
সমস্ত কিছু জোড় জোড় করে আছে, একটা অপর একটার সামনে,
তিনি অপূর্ণাঙ্গ কিছুই করেননি:
এক একটা অপরটার উৎকৃষ্টতার পরিপূরণ;
তাঁর গৌরব দর্শনে কেইবা তৃপ্তি পাবে?
প্রভু ভয়ঙ্কর, মহামহিম,
তাঁর পরাক্রম আশ্চর্যময়।

প্রভুর গৌরবকীর্তনে তোমরা তাঁর বন্দনা কর,
—যথাসাধ্যই কর, কারণ তিনি এর চেয়েও বন্দনীয়।
তাঁর বন্দনাগানে তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর,
ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—কারণ তোমাদের একাজ কখনও শেষ হবে না।
এমন কেইবা তাঁর দর্শন পেয়েছে যে, তাঁর বর্ণনা করবে?
তিনি যেমন আছেন, কেইবা সেই অনুসারে তাঁর মহিমাকীর্তন করতে পারে?
এর চেয়ে আরও মহা মহা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে;
তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমরা কেবল তার মুষ্টিমেয় কিছুরই দর্শন পাই।
কেননা প্রভু সমস্ত কিছুই নির্মাণ করলেন,
আর ভক্তপ্রাণ যারা, তাদের তিনি প্রজ্ঞা দান করলেন।

শ্লোক - সিরা ৪৩:২৭, ২৮ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর উপযুক্ত প্রশংসা করতে গেলে অসংখ্য কথাও যথেষ্ট হবে না।
*উ* এসো, আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলি: হে ঈশ্বর, তুমি সব!
*প্র* তাঁর গৌরবকীর্তন করার জন্য কোথায় শক্তি পাব, যেহেতু তিনি সেই মহান, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মের ঊর্ধ্বে!
*উ* এসো, আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলি: হে ঈশ্বর, তুমি সব!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'গ্রীকদের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (৪০-৪২)

## পিতার বাণী সবই শ্রীমণ্ডিত করেন,
## সবই ব্যবস্থা করেন, সবই ধারণ করেন

যিনি খ্রিষ্টের পরমপবিত্র ও সমস্ত সৃষ্টবস্তুর ঊর্ধ্বস্থিত পিতা, যিনি উত্তম কর্ণধার হওয়ায় আপন প্রজ্ঞা ও বাণী দ্বারা, অর্থাৎ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের পরিত্রাণের জন্য বিশ্বকে চালনা করেন ও সুবিন্যস্ত করেন, ও তিনি যেইভাবে উত্তম মনে করেন সেই অনুসারে ব্যবহার করেন? বিশ্বও উত্তম, যেহেতু ঠিক এইভাবে নির্মিত হয়েছিল ও আমরা ঠিক সেইভাবে তা দেখতে পাই যেহেতু এটাই তাঁর ইচ্ছা; এবং তেমনটা অবিশ্বাস করতে পারে এমন কেউই নেই। কেননা সৃষ্টির গতি যদি যুক্তিহীন হত ও বিশ্বকে কল্পনাহীন ভাবে গড়া হত, তাহলে একজন আমাদের বক্তব্য নাও বিশ্বাস করতে পারত। কিন্তু বিশ্ব যখন যুক্তি, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি ক্রমে নির্মিত ও সম্পূর্ণ বিন্যস্ততা অনুসারে সুবিন্যস্ত, তখন যিনি বিশ্বকে চালনা করেন ও এইভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি ঈশ্বরের বাণী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না।

বাণী বলতে আমি সেই জীবন্ত ও প্রতাপশালী ঈশ্বরকে (যোহন ১:১) বুঝাই, বিশ্বের সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রকৃত বাণী যিনি সৃষ্টবস্তুর চেয়ে ও গোটা সৃষ্টির চেয়েও অন্য; তিনি বরং সেই মঙ্গলময় পিতার একমাত্র ও স্বতন্ত্র বাণী যিনি এসমস্ত বিশ্বকে বিন্যস্ত করেছেন ও নিজের পূর্বজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করে থাকেন। তিনি হলেন সেই মঙ্গলময় পিতার মঙ্গলময় বাণী; এবং তিনিই যা যা বিপরীত তা পুনর্মিলিত ক'রে ও সেই সবকিছু নিয়ে একক একটা সুরসঙ্গতি গঠন করে সমস্ত কিছুর অনুক্রম স্থির করেছেন।

তাঁর আপন সনাতন বাণী দ্বারা সবকিছু নির্মাণ ক'রে ও সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনে তিনি পাছে সেই সৃষ্টি দূরে সরে যায় ও নিজের প্রকৃতি দ্বারা কষ্টভোগ করে, সেজন্য তা প্রত্যাখ্যান করেননি পাছে সেই সৃষ্টি শূন্যতায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। কিন্তু মঙ্গলময় হওয়ায় তিনি গোটা জগৎকে তাঁর সেই আপন বাণী দ্বারা চালনা ও সুস্থির করে রাখেন যিনি নিজে ঈশ্বর, যাতে বাণীর পরিচালনা, দূরদৃষ্টি ও বিন্যাস-শক্তি দ্বারা আলোকিত হয়ে সৃষ্টি দৃঢ় থাকতে পারে ঠিক একারণে যে, [এসমস্ত কিছুর ফলে] সৃষ্টিও

সেই বাণীর অংশী যিনি সত্যিই পিতা থেকে উদ্ভূত ও নিজের অস্তিত্বে সেই বাণী থেকে সাহায্য পায় পাছে বাণী থেকে রক্ষা না পেয়ে, যা হতে পারত সৃষ্টি তাতে কষ্টভোগ করে, অর্থাৎ পাছে সৃষ্টি অস্তিত্বহীনতায় ফিরে যায়। *কেননা তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই মধ্যে সুস্থির থাকে, ও তিনি হলেন মণ্ডলীর মাথা* (কল ১:১৫-১৮ দ্রঃ), যেইভাবে সত্যের দাস পবিত্র শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন।

সুতরাং, পিতার সর্বশক্তিমান ও সর্বতশ্রষ্ঠ পবিত্র বাণী নিজেই সবকিছুতে বিদ্যমান ও দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে তা আলোকিত ক'রে ও নিজেতে একতাবদ্ধ ক'রে সর্বস্থানে নিজের প্রতাপ বিস্তার করেন; তিনি কিছুই নিজের পরাক্রম বঞ্চিত রাখেন না, বরং সবকিছুকে, সর্বস্থানে, এক একজনকে ব্যক্তিগত ভাবে ও সকলকে সমষ্টিগত ভাবে জীবন ও রক্ষা প্রদান করেন।

**শ্লোক** - প্রবচন ৮:২৩-২৫, ২৭, ৩০ দ্রঃ

*প্র* আদি থেকে, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকে, অতল গহ্বরও তখনও হয়নি,

*উ* উপপর্বতের উদ্ভবের আগেও ঈশ্বর আমাকে জন্ম দিলেন।

*প্র* যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম, দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম।

*উ* উপপর্বতের উদ্ভবের আগেও ঈশ্বর আমাকে জন্ম দিলেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১৯:১-৫, ১০–২০:৬)

**ভাঙা মাটির ঘটের চিহ্ন**

প্রভু যেরেমিয়াকে একথা বললেন, 'তুমি গিয়ে কুমোরের একটা মাটির ঘট কিনে নাও। লোকদের কয়েকজন প্রবীণকে ও যাজকদের কয়েকজন প্রবীণকে সঙ্গে নিয়ে বেন্-হিন্নোম উপত্যকার দিকে, কুচি-দ্বারের প্রবেশস্থানের কাছে যাও। আমি তোমাকে যে কথা বলব, তা সেখানে প্রচার কর। তুমি বলবে, হে যুদা-রাজারা ও যেরুশালেম-অধিবাসী সকল, প্রভুর বাণী শোন। সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের উপর এমন অমঙ্গল ডেকে আনছি যে, যে কেউ তার কথা শুনবে, সেই শব্দে তার দুই কান বেজে উঠবে; কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং এই স্থানটিকে অন্য উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করেছে, হ্যাঁ, তারা এই স্থানে এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়েছে, তারা, তাদের পিতৃপুরুষেরা ও যুদার রাজারাও যাদের জানত না। তারা এই স্থান নির্দোষীদের রক্তপাতে পরিপূর্ণ করেছে; কেননা বায়াল-দেবের উদ্দেশে আহুতিবলি রূপে নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াবার জন্য বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে। তেমন আজ্ঞা আমি দিইনি, উচ্চারণও করিনি, আমার মনেও তা কখনও স্থান পায়নি।

তারপর তুমি তোমার সেই সঙ্গী পুরুষদের চোখের সামনে ঘটটা ভেঙে ফেলবে, এবং তাদের এই কথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেমন কুমোরের একটা ঘট ভেঙে ফেললে তা আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমি এই জাতিকে ও এই নগরী ভেঙে ফেলব। তখন তোফেথেও কবর দেওয়া হবে, কারণ কবর দেওয়ার মত আর জায়গা কুলোবে না। আমি এই স্থানের প্রতি ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি তেমনটি করব—প্রভুর উক্তি—এই নগরী আমি তোফেথের মত করব! হ্যাঁ,

যেরুশালেমের বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের প্রাসাদগুলো, অর্থাৎ যে সকল বাড়ির ছাদে তারা আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য যত দেব-দেবীর উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়ি তোফেথের মত অশুচি স্থান হবে।'

প্রভু যেরেমিয়াকে এই ভাববাণী দিতে যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই তোফেথ থেকে ফিরে এসে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে বললেন: 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, এই নগরীর জন্য যা স্থির করেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল তার উপরে ও তার সকল গ্রামের উপরে ডেকে আনব, কারণ তারা মন কঠিন করে আমার বাণী শুনতে অস্বীকার করেছে।'

যেরেমিয়া যখন এই সমস্ত বাণী দিচ্ছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পাশ্হুর—সে ছিল যাজক ও প্রভুর গৃহের প্রহরী-দলের অধিনায়ক—তা শুনতে পেল। পাশ্হুর নবী যেরেমিয়াকে বেত্রাঘাত করাল, এবং প্রভুর গৃহে, উপরের বেঞ্জামিন-দ্বারের কাছে, যে কারাবাস ছিল, সেখানে তাঁকে মাথা নিচে ও পা উঁচু অবস্থায় রুদ্ধ করল। পরদিন পাশ্হুর যেরেমিয়াকে পীড়নযন্ত্র থেকে মুক্ত করলে তিনি তাকে বললেন, 'প্রভু তোমার নাম পাশ্হুর আর রাখছেন না, কিন্তু "চারদিকে সন্ত্রাস" রাখছেন; কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে ও তোমার প্রিয়জন সকলকে সন্ত্রাসের হাতে তুলে দেব; তারা তাদের শত্রুদের খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, আর তোমার চোখ এইসব কিছু দেখবে! আমি সমস্ত যুদাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেব, আর সে তাদের বন্দি অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে গিয়ে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারবে। আমি এই নগরীর সমস্ত ঐশ্বর্য, তার যত ভাণ্ডার, সমস্ত বহুমূল্য বস্তু ও যুদার রাজাদের সমস্ত ধনকোষ তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব, আর তারা সেইসব কিছু লুটপাট করে তা বাবিলনে তুলে নিয়ে যাবে। তুমি, হে পাশ্হুর, তুমি ও তোমার বাড়ির সকলেই বন্দিদশায় পড়বে; তুমি বাবিলনে যাবে: সেখানে মরবে আর সেইখানে তোমার কবর দেওয়া হবে—তুমি ও তোমার সকল প্রিয়জন, যাদের কাছে মিথ্যার নামেই ভাববাণী দিয়েছ।'

শ্লোক - মথি ২৩:৩৭; যেরে ১৯:১৫

℣ হায় যেরুশালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার!

*উ* মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

*প্র* হে আমার জনগণ, তোমরা মন কঠিন করে আমার বাণী শুনতে অস্বীকার করেছ।

*উ* মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

**দ্বিতীয় পাঠ** - খ্রিষ্টানুকরণ থেকে পাঠ (৩:৩)

**ঈশ্বর নবীদের কাছে কথা বললেন,**

**তিনি সকলের কাছে কথা বলেন**

প্রভু একথা বলছেন: বৎস, আমার বাণী শোন—এমন মধুময় বাণী, যা এসংসারের দার্শনিকদের ও জ্ঞানীদের সমস্ত জ্ঞানের চেয়েও উত্তম। *আমার বাণী আত্মা ও জীবন* (যোহন ৬:৬৩ দ্রঃ)। আমার বাণী মানব বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়, অসার পছন্দ অনুসারেও বিচারযোগ্য নয়, বরং নীরবেই শ্রবণীয় ও সমস্ত বিনম্রতায় ও মহাভক্তি ভরেই গ্রহণীয়।

আমি উত্তরে বলছি: *সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি উদ্বুদ্ধ কর, প্রভু; যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা, যেন দুর্দশার দিনে তাকে আরাম দিতে পার* (সাম ৯৪:১২-১৩ লাতিন পাঠ্য)।

প্রভু আরও বলছেন: আমি আদি থেকে নবীদের উদ্বুদ্ধ করলাম, ও এখন পর্যন্তও সকলের কাছে কথা বলায় আমি ক্ষান্ত নই, অথচ অনেকে আমার বাণীর প্রতি বধির ও শক্ত। বহু লোক ঈশ্বরের চেয়ে সংসারকেই স্বচ্ছন্দে শোনে, ও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার চেয়ে নিজেদের দেহের কামনা-বাসনাই সহজে পালন করে। সংসার ক্ষণস্থায়ী ও সামান্য বিষয় দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, আর অনেকে মহা আগ্রহের সঙ্গেই তার সেবা করে; আমি সর্বোত্তম ও শাশ্বত বিষয় দানের প্রতিশ্রুতি দিই, অথচ মানুষের হৃদয় নিদ্রামগ্ন থাকে। কেই বা সবকিছুতে সেই যত্নের সঙ্গেই আমার সেবা করে ও বাধ্যতা দেখায়, যেভাবে অন্যরা সংসারের ও তার প্রভুদের সেবা করে? তাই হে শিথিল ও নালিশপ্রিয় দাস, লজ্জায় লাল হও, কারণ জীবনলাভের জন্য তোমার চেয়ে বিনষ্ট হবার জন্য তারাই

অধিক প্রস্তুত। সত্যের প্রতি তোমার চেয়ে অসারের প্রতি তারাই অধিক আনন্দিত। বাস্তবিকই তারা নিজেদের প্রত্যাশা পূরণে বারবার অকৃতকার্য, কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি কাউকে প্রবঞ্চনা করে না, আমার উপর যে নির্ভরশীল তাকেও শূন্যহস্তে ফিরিয়ে দেয় না। আমি যা যা প্রতিশ্রুত হয়েছি তা দেবই, যা যা বলেছি তা পূর্ণ করব—তথাপি সে-ই পাবে, যে শেষ পর্যন্ত আমার ভালবাসায় বিশ্বস্ত থাকবে। আমিই সকল ধার্মিককে পুরস্কার দান করি, আমিই সকল ভক্তকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করি।

আমার বাণী তোমার হৃদয়েই লিখে রাখ, ও নিষ্ঠাবান হয়ে তা জপ করে থাক, কেননা প্রলোভনের দিনে তোমার পক্ষে সেই বাণীর অধিক প্রয়োজন হবে। পাঠ করতে করতে যা তুমি এখন উপলব্ধি করতে অক্ষম, পরীক্ষার দিনে তা বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠবে। আমি দুই প্রকারেই আমার মনোনীতদের দেখতে আসি, প্রলোভন দ্বারা ও সান্ত্বনা দানে। আর প্রতিদিন তাদের আমি দুই পাঠ শোনাই: তাদের রিপু ভর্ৎসনা দ্বারা ও সদ্‌গুণ-বৃদ্ধির উদ্দেশে উৎসাহ দানে। *যে আমার বাণী পেয়ে অবজ্ঞাই করে, তার এমন বিচারক আছেন যিনি শেষ দিনে তার বিচার করবেন* (যোহন ১২:৪৮ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - প্রবচন ২৩:২৬; ৫:১; ৪:২০ দ্রঃ

*প্র* সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক:

*উ* তবে তুমি সিদ্ধপুরুষ হবে।

*প্র* আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।

*উ* তবে তুমি সিদ্ধপুরুষ হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৫১:১-১২)

## ধন্যবাদ-স্তুতি

হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব ;
কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।
যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
—তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে, যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে তুমি আমার মুক্তি সাধন করলে—
হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল ;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।

আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম,
আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না ;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না !
প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,

স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম ;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচনা করলাম।
আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,
সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।
আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
আমার মিনতি পূর্ণ হল ;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,
সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

শ্লোক - সিরা ৫১:৮, ১, ১০, ১১

প্ প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম, স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন।

উ হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব, হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব।

প্ আমি বলে উঠলাম : প্রভু, তুমিই আমার পিতা! আমার মিনতি পূর্ণ হল।

উ হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব, হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪:৪)

## এসো, সেই পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই
## যিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন

*প্রভু আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিলেন, যেন আমি বুঝতে পারি কবে আমার কথা বলা উচিত* (ইশা ৫০:৪ দ্রঃ)। এ বচনটি অত্যন্ত যুক্তির সঙ্গে ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অনুসারে পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অধিক অর্থপূর্ণ, যাঁরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসী ও আত্মায় এমন উদ্বুদ্ধ, যার ফলে তাঁদের অন্তর ও মন অতিশয় উদ্ভাসিত; বচনটি তাঁদেরও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা ঐশ অনুগ্রহদানগুলোর সহভাগী হয়ে উঠেছেন ও ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রের গভীরতায় মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ রাখবার যোগ্য হয়ে উঠেছেন; অবশেষে বচনটি সেই সকল পুণ্যজনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাঁরা সুসমাচার অনুযায়ী জীবনধারণ, সদ্বিবেচনা ও জ্ঞানের পথ ধরে চলছেন। এজন্যই এঁরা ধন্যবাদসূচক গীতিকা গান করতে করতে ঘোষণা করেন যে, দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা তাঁদেরই দেওয়া হল, অর্থাৎ এমন জিহ্বা দেওয়া হল যা ঐশরহস্যগুলো জেনেই বাণী উচ্চারণ করতে ও সেই প্রসঙ্গে যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম; আর শুধু তা নয়, তাঁরা এও জানতে পারলেন, কবে ও কেমন করে সান্ত্বনা বাণী প্রচার করা উচিত। তেমন কিছু ধন্য প্রেরিতদূতেরা তখনই করলেন, যখন শ্রোতাদের মন ও হৃদয় খ্রিষ্টবিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী ও নির্মল শিক্ষায় পরিপূর্ণ করলেন ও দিব্য বাণীপ্রচারের শ্রোতাদের কাছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা বা সুবিধা অনুসারে এ-বাণী বা সে-বাণী উপস্থাপন করলেন।

বস্তুতপক্ষে, যারা তখনও শিশু ছিল, তাঁরা তাদের কাছে সহজ শিক্ষা বা সরল উপদেশ দুধের মতই যেন উত্তমরূপে নিবেদন করলেন; কিন্তু যারা সিদ্ধপুরুষ-পর্যায়ে উঠেছিল ও খ্রিষ্টের পূর্ণ পরিপক্কতার মাত্রায় পৌঁছেছিল, তাদের কাছে তাঁরা গুরুপাক ও অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করলেন। সুতরাং এটি ছিল সেই দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা; তাছাড়া তাঁরা নিজেরা বলেন যে, সেই যে প্রজ্ঞা-দান দ্বারা তাঁরা জানতেন কবে বাণী বলা উচিত, তা উষাতেই তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কিনা তাঁদের অন্তরে ও হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল দিনের জ্যোতি, দিব্য ও বোধগম্য আলোর প্রভা, সেই প্রভাতী তারা!

একথা আমরা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারব যদি ধন্য পলের এ বাণী শুনি: *যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন* (কল ১:১২-১৩)।

আসলে এসংসারের দেবতা বিধর্মীদের মন এমনভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে যাতে খ্রিষ্টের সুসমাচারের জ্যোতি তাদের পক্ষে উজ্জ্বল না হয়। কিন্তু আমাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয়েছেন ও দিব্য আলো দ্বারা আমাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করেছেন যেন আমরা আলোর ও দিনের সন্তান হতে পারি ও তা-ই বলে অভিহিতও হতে পারি। তাছাড়া আমরা খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করা মাত্র ও তাঁর বিভায় উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই আমাদের বিশেষ কানও দেওয়া হল, অর্থাৎ আমরা বিশেষ এক নতুন শ্রবণশক্তি লাভ করেছি। বস্তুতপক্ষে আমরা যারা বিশ্বাস করি যে বিধান পরিচালক দাস স্বরূপ, যখন মোশির বিধান শুনি, তখন অন্য কান দ্বারাই তা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ, প্রতীকটা বাস্তবতায় পরিণত করি ও ছায়াটা আধ্যাত্মিক ধ্যানের সুযোগে রূপান্তরিত করি। কেননা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব—তথা সুসমাচারের বাণীপ্রচার ও তার রহস্যগুলোতে দীক্ষাগ্রহণ—বিধানকে আত্মিকভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়, ও যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখেছে তাদের কান খুলে দেয়।

শ্লোক - সাম ৮৬:১২-১৩

*প্র* প্রভু, পরমেশ্বর আমার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে করব তোমার স্তুতিবাদ, তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল;

*উ* কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান।

*প্র* পাতালের বুক থেকেই তুমি উদ্ধার করেছ আমার প্রাণ,

*উ* কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান।

রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৩:৯-১৭, ২১-২৯)

**নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী**

নবীদের বিষয়।

আমার বুকে হৃদয় ফেটে যাচ্ছে,
আমার সমস্ত হাড় কেঁপে উঠছে;
প্রভুর কারণে ও তাঁর পবিত্র বাণীর কারণে
আমি মত্ত মানুষের মত,
আঙুররসে পরাভূত মানুষের মত।
'কেননা দেশ ব্যভিচারী মানুষে ভরা;
হ্যাঁ, অভিশাপের কারণে সমগ্র দেশ শোক করছে;
প্রান্তরের চারণভূমি শুষ্ক হয়ে গেছে।
অপকর্মই তেমন লোকদের লক্ষ্য,
অন্যায়ই ওদের বল।
নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত,
আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি—প্রভুর উক্তি।

তাই ওদের পক্ষে ওদের চলার পথ হবে পিচ্ছিল পথের মত,
অন্ধকারে তাড়িত হয়ে সেই অন্ধকারেই হবে ওদের পতন,

কারণ ওদের প্রতিফল-বর্ষে আমি ওদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব।'
—প্রভুর উক্তি।

'আমি সামারিয়ার নবীদের মধ্যে অযৌক্তিক বেশ কিছু দেখেছি।
তারা বায়াল-দেবের নামে ভাববাণী দিচ্ছিল,
এবং আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে পথভ্রষ্ট করছিল।
কিন্তু আমি যেরুশালেমের নবীদের মধ্যে ভীষণ খারাপ কিছু দেখেছি:
তারা ব্যভিচার করে ও মিথ্যায় অবলম্বন করে,
অপকর্মাদের এমন সহায়তা দেয় যে,
কেউ নিজের কুপথ থেকে ফেরে না;
আমার কাছে তারা সকলে সদোমের মত,
এবং সেখানকার অধিবাসীরা গমোরার মত।'

তাই সেনাবাহিনীর প্রভু তেমন নবীদের বিষয়ে একথা বলছেন:
'দেখ, আমি তাদের সোমরাজ খাওয়াব,
তাদের বিষাক্ত জল পান করাব,
কারণ যেরুশালেমের নবীদের মধ্য থেকে
ধূর্ততা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।'

সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভাববাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না;
তারা তোমাদের ভোলায়,
তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে,
প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।
যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:

প্রভু একথা বলেছেন: তোমাদের শান্তি হবে!
এবং যারা নিজেদের জেদি হৃদয়ের অনুগামী,
তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:

তোমাদের উপর কোন অমঙ্গল এসে পড়বে না।
আমি তো এই নবীদের পাঠাইনি,
অথচ তারা দৌড়োচ্ছে।
আমি তো তাদের কাছে কথা বলিনি,
অথচ তারা ভাববাণী দিচ্ছে।
তারা যদি আমার মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে থাকে,
তবে আমার জনগণের কাছে আমারই বাণী শুনিয়ে দিক,
তাদের কুপথ থেকে ও তাদের দুর্ব্যবহার থেকে তাদের ফিরিয়ে নিক।'

'আমি কি শুধু কাছেই ঈশ্বর?—প্রভুর উক্তি—
আমি কি দূরেও ঈশ্বর নই?
কেউ কি এমন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে যে,
আমি তাকে দেখতে পাব না?—প্রভুর উক্তি।
স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?'—প্রভুর উক্তি।

'যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে; তারা বলে: স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি! মিথ্যা ভাববাণী দেয় ও নিজেদের মনের ছলনারই নবী, নবীদের মধ্যে এমন নবীরা আর কতকাল থাকবে? তাদের প্রচেষ্টা এ: তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন বায়াল-দেবের খাতিরে আমার নাম ভুলে গেছিল, তেমনি তারা একে অন্যের কাছে নিজেদের স্বপ্নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমার জনগণকে আমার নাম ভুলে যেতে বাধ্য করছে। যে নবী স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন বলেই তার বর্ণনা দিক; এবং যে আমার বাণী পেয়েছে, সে সত্য রক্ষা করে আমার সেই বাণী ব্যক্ত করুক।

গমের সঙ্গে খড়ের কি সম্পর্ক?—প্রভুর উক্তি—
আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?
—প্রভুর উক্তি—
তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

শ্লোক - যেরে ২৩:২৫, ২৯, ১১

প্র যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে।

উ আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?—প্রভুর উক্তি—তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

প্র নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত, আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি।

উ আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?—প্রভুর উক্তি—তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

দ্বিতীয় পাঠ - মঠবাসী ধন্য মার্টিন দ্য লেওনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (আগমনকাল, উপদেশ)

**ধর্মময়তার নবাঙ্কুর সেই বাণী**

**পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সনাতন**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাজক-বংশধর সেই নবী যেরেমিয়া মাতৃগর্ভে গঠিত হওয়ার আগে সেই ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত ছিলেন যিনি *যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন* (রো ৪:১৭); এবং জন্ম নেবার আগে পবিত্রীকৃত হলেন ও তাঁকে এমনটি বলে দেওয়া হল, তিনি যেন চিরকুমার থাকেন, যাতে কেবল ইহুদীদের কাছে নয়, সকল জাতির কাছেও ভাববাণী ঘোষণা করতে নিযুক্ত হন।

আর প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাববাণী দেওয়ায় ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, ইহুদীদের তপস্যার দিকে আহ্বান করায় কঠোর প্রচারক, জনগণের পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় ধর্মপ্রাণ, ভাবী অমঙ্গলের পূর্বদর্শন পাওয়ায় সুতীক্ষ্ণ দ্রষ্টা, প্রতিকূলতা সহ্য করায় সহনশীল ও ধৈর্যশীল, ও দুঃখীদের সঙ্গে কথা বলায় কোমল। সুতরাং, তেমন পবিত্রতার মানুষ মানব-পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল অনুভব ক'রে ও পবিত্র আত্মার পূর্বজ্ঞান লাভের ফলে ঈশ্বরের পুত্রের আগমনের কথা আগে থেকে দর্শন ক'রে ঈশ্বরের পূর্ববাণী অনুসারে মানবজাতির সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে এভাবে কথা বলেন: *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব*

*করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন। আর তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা* (যেরে ২৩:৫, ৬)।

ধর্মময় অঙ্কুর সেই বাণী পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যই সনাতন বটে, কিন্তু কালচক্রে তিনি দাউদবংশীয় সেই কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন। উপরন্তু তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেও ধর্মময় অঙ্কুর বলে অভিহিত: তাঁর ধর্মময়তা এমন, যা বিষয়ে নবী এ বাণী বলেছিলেন: *প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন* (সাম ১১:৭)।

এই রাজা, তাঁর নাম ও ধর্মময়তা বিষয়ে ঐশপ্রকাশ পুস্তকে সুসমাচার-রচয়িতা যোহনও কথা বলেন: *আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া; যিনি তার পিঠে আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত; এবং তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার ও যুদ্ধ করেন; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী! তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু* (প্রকাশ ১৯:১১, ১৩, ১৬)। অতএব, যারা বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, তারা সকলে অবিরত প্রশংসাবাদ ঘোষণা করে চলে যে, তিনিই রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু: *তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে তিনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন* (যেরে ২৩:৫), কারণ বিচারে তিনি দীনহীনকেও অবজ্ঞা করবেন না, প্রভাবশালীকেও সম্মানিত করবেন না। এই রাজা *চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না, জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না; বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন, সততায় দেশের অত্যাচারিতদের জন্য নিষ্পত্তি করবেন, কারণ ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস, বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী* (ইশা ১১:৩-৪, ৫)।

**শ্লোক** - যেরে ২৩:৫, ৬

*প্র* দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।

*উ* আর তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

*প্র* তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে।

৺ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন : প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-১৫)

## ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

তোমরা, পৃথিবীতে শাসনকর্তা যারা, ধর্মনীতি ভালবাস,
প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর,
সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর।
যারা তাঁকে যাচাই করে না,
তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন;
যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না,
তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।
কুটিল চিন্তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়;
তাকে যাচাই করলে সর্বশক্তি নির্বোধকে দূর করে দেয়।
প্রজ্ঞা অপকর্মার প্রাণে কখনও প্রবেশ করবে না,
পাপের অধীন দেহের মধ্যেও কখনও বসতি করবে না,
কারণ উদ্বোধক সেই পবিত্র আত্মা ছলনা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন,
অবোধ কথন থেকেও দূরে থাকেন,
অন্যায়-অধর্ম দেখা দিলেই তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।

প্রজ্ঞা এমন আত্মা, মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ যার ভাব,
কিন্তু নিজের ওষ্ঠে যে ঈশ্বরনিন্দা করে, প্রজ্ঞা তাকে রেহাই দেবে না,
কেননা ঈশ্বর মানুষের ভাবগতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী,
তার হৃদয়ের সূক্ষ্মদর্শী,
তার সমস্ত কথার শ্রোতা।
বস্তুত বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ,
সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।
এজন্য যে কেউ অন্যায় কথা বলে, সে তাঁর অগোচর হবে না,
প্রতিফলদাতা সেই ন্যায্যতা তাকে রেহাই দেবে না।

হ্যাঁ, ভক্তিহীনের সঙ্কল্প সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হবে,
তার সমস্ত কথা প্রভুর কান পর্যন্ত পৌঁছবে,
তখন তার সমস্ত অন্যায়ের দণ্ড হবে।
সূক্ষ্মতম এমন এক কান আছে, যা সবকিছুই শোনে,
বিড়বিড়ানির মর্মরধ্বনিও তার অশ্রুত থাকে না।

তাই তোমরা অসার বিড়বিড়ানি বিষয়ে সতর্ক থাক,
পরনিন্দা থেকে জিহ্বা বিরত রাখ,
কারণ গোপনে উচ্চারিত একটা কথাও নিষ্ফল হবে না,
এবং মিথ্যাবাদী মুখ প্রাণের মৃত্যু ঘটায়।
তোমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তিতে মৃত্যুকে উত্তেজিত করো না,
তোমাদের হাতের কর্মে নিজেদের উপরে বিনাশ ডেকে এনো না,
কেননা ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি,
জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন।
আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন।
পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ;
তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ,
পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই,
কেননা ধর্মময়তা অমর।

শ্লোক - প্রবচন ৩:১৩, ১৫, ১৭; যাকোব ৩:১৭

প্ সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে: প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে মহামূল্যবান।
উ প্রজ্ঞার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ, তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
প্ যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ।
উ প্রজ্ঞার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ, তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৯:৩৬-৪০)

## খ্রিষ্ট প্রাণে প্রবেশ ক'রে
## সনাতন আলোর উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দ্বারা তা আলোকিত করেন

*তুমি কিন্তু, প্রভু, কাছেই রয়েছ তুমি, তোমার সকল আজ্ঞা সত্য* (সাম ১১৯:১৫১)। সর্ববিদ্যমান হওয়ায় প্রভু সকলের কাছে রয়েছেন; আমরা অপরাধ করলে তাঁকে এড়াতে পারি না, পাপ করলেও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারি না, কিন্তু তাঁর আরাধনা করলে তাঁকে কখনও হারাব না। ঈশ্বর সবই লক্ষ করেন, সবই দেখেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকটবর্তী; তিনি নিজে বলেন, *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর* (যেরে ২৩:২৩ দ্রঃ)। আর কেমন করেই বা বলতে পারব তিনি কোন এক স্থানে উপস্থিত নন যখন তাঁর আত্মা বিষয়ে লেখা আছে: *বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ?* (প্রজ্ঞা ১:১)। আর যেখানে প্রভুর আত্মা উপস্থিত, সেখানে প্রভু ঈশ্বর উপস্থিত। *স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?*— প্রভুর উক্তি (যেরে ২৩:২৪)। যিনি সর্বব্যাপী, তিনি কোথায়ই বা অনুপস্থিত হবেন? আর কেমন করেই বা আমরা তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে কিছু পেতে পারতাম, তিনি যদি না প্রত্যেকের কাছে থাকতেন?

সুতরাং ঈশ্বর সর্ববিদ্যমান, ও তিনি স্বর্গ, মর্ত ও সমুদ্র ব্যাপী থাকেন, এবিষয়ে সচেতন হয়ে দাউদ বলে ওঠেন: *তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?* (সাম ১৩৯:৭)। বচনটির স্পষ্ট অর্থই যে ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, আর যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত, সেখানে তাঁর আত্মা বর্তমান, ও যেখানে তাঁর আত্মা বর্তমান, সেখানে ঈশ্বর উপস্থিত। ফলে এই বচনে একেশ্বর-ত্রিত্বের ঐক্য অভিব্যক্ত।

*স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি আছ* (সাম ১৩৯:৮)। এ সমস্ত কথা নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রই বললেন: তিনি সেই মানুষের হয়ে কথা বললেন, যে মানুষ মাংসধারণ দ্বারা পৃথিবীতে নেমে এলেন, পুনরুত্থান দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করলেন ও শারীরিক মৃত্যু দ্বারা পাতালের বন্দিদের মুক্ত করতে পাতালে প্রবেশ করলেন।

*সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে, সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে* (সাম ১৩৯:১০)। এখন, তুমি যদি এ বচনের কথা নবীকে কেন্দ্র করেই বিচার-বিবেচনা করতে চাও, তবে এ লক্ষ কর যে, যেখানে ঈশ্বরের হাত বা ডান হাত তথা খ্রিষ্ট উপস্থিত, সেখানে পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা উপস্থিত।

বায়ুমণ্ডলও যখন সূর্যের উপস্থিতি অনুভব করে, ও সূর্য দেখতে পারে না এমন প্রাণীদের বেলায়েও যখন তার উপস্থিতি কার্যকর, তখন আমরা কেমন করে সন্দেহ করব যে, দিনের অগ্রগতিতে সূর্য আলো বিকিরণ ক'রে সমস্ত কিছু আলোকিত করে? বাস্তবিকই তার উত্তাপ কোথায় অনুপস্থিত? রাত্রি ও মেঘের অন্ধকার দূর করে দেওয়ার পর সূর্য যখন পৃথিবী আলোকিত করে, তখন কি এমন স্থান আছে যেখানে তার রশ্মি অনুপস্থিত? না! সূর্য আকাশে উজ্জ্বল হয়ে সমুদ্র উদ্ভাসিত করে ও পৃথিবী উষ্ণ করে। তাই, সূর্যের আলো সর্বত্র উজ্জ্বল, একথা সন্দেহ না করে তুমি কি তাঁরই সর্বব্যাপী উজ্জ্বলতা সন্দেহ কর যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রতিবিম্ব ও তাঁর মূল-সত্তার সূক্ষ্ম ছাপ স্বরূপ?* (হিব্রু ১:৩)। সৃষ্ট-সূর্য প্রবেশ করতে অক্ষম, হৃদয়ের এমন গভীরতম স্থানেও যাঁর আলো উপস্থিত, সেই সনাতন দীপ্তি ঐশবাণী কোথায়ই বা প্রবেশ করেন না? বস্তুত ঐশবাণী এমন আত্মিক খড়্গ *যা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়* (হিব্রু ৪:১২)। এবিষয়ে ধার্মিক শিমেয়োন মারীয়াকে বললেন, *তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়* (লুক ২:৩৫)।

তাই তিনি মানবাত্মায় প্রবেশ করে নিজ সনাতন দীপ্তির প্রভায় তা উদ্ভাসিত করেন। কিন্তু তবু যদিও তিনি ভাল মন্দ সকলেরই জন্য কুমারী গর্ভে জন্ম নেওয়ায় সকলের মাঝে, সকলের অন্তরে ও সমস্ত আধিপত্যের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান ও উপস্থিত, কেবল তাদেরই নিজ উত্তাপের অংশী করেন, যারা তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকবার জন্য গৃহের জানালা বন্ধ ক'রে উপযুক্ত স্থান বেছে নেয়, সে যেমন তাই করায় সূর্যের আলো ফিরিয়ে দেয়, তেমনি ধর্মময়তার সূর্য থেকে যে দূরে থাকে, সে তাঁর বিভা দেখতে পায় না ও অন্ধকারে চলে; তাতে সকলে সেই আলো ভোগ করতে করতে, সে নিজের অন্ধকারময় অবস্থা নিজেই ঘটায়।

অতএব, ঈশ্বরের বাণীর জন্য তোমার জানালা খুলে দাও, যাতে তোমার সমস্ত গৃহ প্রকৃত সূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে পারে; চোখ উন্মোচিত কর, যাতে সেই ধর্মময়তার সূর্যকে দেখতে পাও যিনি তোমার জন্যই উদীয়মান। তিনি তোমার দরজায় ঘা দিয়ে বলেন, *কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব* (প্রকাশ ৩:২০)। হ্যাঁ, এমন কিছুই নেই যা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবেশের অতীত, এমন কিছুই নেই যা সনাতন দীপ্তির পক্ষে ছায়াময়; কিন্তু তবু তিনি অধর্মের দরজা খুলে দিতে রাজি নন, অপকর্মের আস্তানায়ও প্রবেশ করতে সম্মত নন।

**শ্লোক** - যোহন ১২:৩৫; যেরে ১৩:১৬

*প্র* আর অল্পকাল মাত্র আলো তোমাদের মাঝে আছে;

*উ* যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

*প্র* অন্ধকার আসবার আগে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর।

*উ* যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৫:১৫-১৭, ২৭-৩৮)

**বিধর্মীদের উপরে প্রভুর ক্রোধের পানপাত্র**

প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আমাকে একথা বললেন: 'তুমি আমার ক্রোধের এই আঙুররসের পানপাত্র নাও, এবং যে সকল দেশের কাছে আমি তোমাকে পাঠাই, তাদের তুমি তা পান করাও, তা পান করে তারা যেন মত্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাব, তার সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ে।' তাই আমি প্রভুর হাত থেকে সেই পানপাত্র নিলাম, এবং প্রভু যে সকল দেশের কাছে আমাকে পাঠালেন, তাদের তা পান করালাম।

'তুমি তাদের একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা পান কর, মত্ত হও, বমি কর; এবং তোমাদের মধ্যে যে খড়্গ পাঠিয়েছি, তার সামনে পতিত হও, আর উঠো না। তারা তোমার হাত থেকে পাত্রটা নিতে অস্বীকার করলে তুমি তাদের বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের অবশ্যই পান করতে হবে! দেখ, যে নগরী আমার আপন নাম বহন করে, আমি যখন প্রথম সেই নগরী দণ্ডিত করি, তখন তোমরা কি অদণ্ডিত থাকতে দাবি করবে? না, তোমরা অদণ্ডিত থাকবে না, কারণ আমি পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের উপরে খড়্গ ডেকে আনব। সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

তুমি এই সমস্ত কিছুর ভাববাণী দেবে; তাদের বলবে:

প্রভু ঊর্ধ্বলোক থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
তাঁর পবিত্র বাসস্থান থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
তিনি চারণভূমির বিরুদ্ধে তীব্র গর্জনধ্বনি তুলছেন,
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর মাড়াই করে যারা,
তাদের মত তিনি হর্ষধ্বনি তুলছেন দেশের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তেমন শব্দ ছড়িয়ে পড়বে,
কারণ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন;
তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন,
দুর্জনদের খড়্গের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রভুর উক্তি।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।

সেদিন প্রভুর আঘাতগ্রস্ত যত মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে; তাদের জন্য কোন বিলাপগান হবে না, তাদের কেউ জড় করবে না, তাদের কবরও কেউ দেবে না, কিন্তু তারা পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত।

মেষপালকেরা, হাহাকার কর, চিৎকার কর!
পালের মনিবেরা, ধুলায় গড়াগড়ি দাও!
কারণ তোমাদের জবাইয়ের দিনগুলি এসে গেছে,
আর তোমরা একটা সেরা পাত্রের মত ভেঙে যাবে।
পালকদের জন্য আশ্রয় থাকবে না,
পালের মনিবদের জন্যও রেহাই থাকবে না।
শোন পালকদের চিৎকার!
শোন পালের মনিবদের হাহাকার,
কারণ প্রভু তাদের চারণভূমি বিনষ্ট করছেন;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
শান্ত চারণমাঠ এখন নিস্তব্ধ।
যুবসিংহ নিজের আস্তানা ছেড়ে আসছে;
হ্যাঁ, উৎপীড়ক খড়্গের রোষের কারণে
ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তাদের দেশ এখন একটা ধ্বংসস্থান!'

শ্লোক - যেরে ২৫:৩২, ৩১; সাম ৭৫:৯ দ্রঃ

প্ দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।

উ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন; তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন।

প্ প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে। তিনি তা ঢেলে দিচ্ছেন, পৃথিবীর সকল দুর্জন তা থেকে পান করবে।

উ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন; তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২:৩-৬)

**প্রভু আমাদের নিরাশা দেখতে চান না**

বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া, এই তো তোমার ধন; সেই খ্রিষ্ট, এই তো তোমার ধন। তাঁকে পার্থিব অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু বলে মনে করো না, কারণ তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু। লেখা আছে, *অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে* (যেরে ১৭:৫)। তবু আমার পরিত্রাণ একটি মানুষের মধ্য দিয়ে আসে! প্রাক্তন সন্ধি তলিয়ে দেখ, লেখা আছে: *তিনি মানুষ বটে, কিন্তু কে তাঁকে জানতে পারে?* (যেরে ১৭:৯ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক প্রভাবেই প্রভু যিশুতে মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর যিনি, সেই মানুষ, যে জগৎ দণ্ড থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছিলেন, সেই জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত ক'রে আমার সকল পাপ ক্ষমা করলেন।

বোধশক্তিই আমাদের মূল্যবান ধন। বোধশক্তি পার্থিব বা ভঙ্গুর হলে, তবে ভ্রান্ততত্ত্বের পোকা বা ভক্তিহীনতার মরচে তা নষ্ট করবে। সুতরাং এসো, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ঊর্ধ্বে উন্নীত করি, এবং এমনটি যেন মনে না করি যে, মানবদেহের এ দুর্বলতার পক্ষে স্বর্গীয় রহস্যগুলো জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, কেননা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে নিহিত ছিল, সেই খ্রিষ্ট প্রভু দিব্য দয়ার খাতিরে আমাদের মাঝে

নেমে এলেন যাতে যা বন্ধ ছিল তা খুলতে পারেন, যা গুপ্ত ছিল তা অভিব্যক্ত করতে পারেন, যা আবৃত ছিল তা প্রকাশ করতে পারেন। তাই এসো, প্রভু যিশু, আমাদের জন্যও এ নবীয় বাণীর দরজা খুলে দাও; কেননা অনেকের কাছে তা বন্ধই আছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা খোলা বলে প্রতীয়মান।

*প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী, তা স্বর্গেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত* (সাম ১১৯:৮৯)। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, বাণী যখন স্বর্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী, তখন তোমার অন্তরেও তা থাকা উচিত। সুতরাং ঈশ্বরের বাণী পালন কর, নিজের হৃদয়েই তা রক্ষা কর; এমনভাবেই তা রক্ষা কর যেন সেই বাণী ভুলে না যাও। প্রভুর বিধান রক্ষা কর, তা জপও কর; প্রভুর বিচারগুলি যেন তোমার হৃদয় থেকে কখনও মুছে না যায়। বাণী-ব্যাখ্যা তোমাকে সহায়তা করে যেন তুমি তৎপরতার সঙ্গে তা পালন করতে পার। নবী নিজে পরবর্তী পদে এশিক্ষা দান করে বলেন, *তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ, তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম। তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না* (সাম ১১৯:৯২-৯৩)। তাই বিধান-জপ এমনটি করে, যাতে দুর্দশা, অবমাননা ও প্রতিকূলতার দিনে আমরা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে পারি, যেন তীব্রতম কোন দুঃখ বা কোন নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়ি। তাছাড়া ঈশ্বর এমনটি চান না যে, আমরা দুঃখের ফলে নিরাশা পর্যন্ত ভগ্ন-চূর্ণ হব, তিনি বরং চান, আত্মসংস্কারই পর্যন্ত ভগ্ন-চূর্ণ হব।

এজন্য নবী যেরেমিয়া বিলাপ গাথায় বলেন, *পরাৎপরের মুখ থেকে অমঙ্গল বের হয় না* (বিলাপ ৩:৩৮)। সুতরাং ঈশ্বর থেকে আগত অবমাননা ধর্মময়তায় পরিপূর্ণ, সততায়ও পরিপূর্ণ, কারণ প্রভুর মুখ থেকে অমঙ্গল বের হয় না। বাস্তবিকই যিনি প্রভু দ্বারা অবনমিত হচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন, *নিরুপায় ছিলাম, আর তিনি আমাকে পরিত্রাণ করলেন* (সাম ১১৬:৬)।

**শ্লোক** - সাম ১১৯:১০৪-১০৫; যোহন ৬:৬৮

*প্র* তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই, তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।

*উ* তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

*প্র* প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।

ঔ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১:১৬–২:১ক, ১০-২৪)

## ভক্তিহীনদের চিন্তাধারা

ভক্তিহীনেরা তাদের কথা-কর্মে নিজেদের উপরে মৃত্যুকে ডাকে,
তাকে বন্ধু মনে করে তারা তার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেয়,
তার সঙ্গে তারা চুক্তি করে,
তারা যে তারই অধিকার হবার যোগ্য!
অসার যুক্তি করে তারা নিজেদের মধ্যে বলে:
'এসো, যে ধার্মিক গরিব, তাকে অত্যাচার করি,
বিধবারা যেন আমাদের হাত থেকে রেহাই না পায়,
দীর্ঘায়ু ও পাকা চুলের প্রাচীন মানুষ, তার প্রতিও কিসের সম্মান!
আমাদের শক্তিই হোক ন্যায্যতার মানদণ্ড,
কারণ দুর্বলতা নিজেই নিজের নিষ্ফলতার সাক্ষী।
এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি,
কারণ সে আমাদের বিরক্ত করে,
সে আমাদের কাজের বিরোধী;
বিধানের বিরুদ্ধে আমাদের পাপের জন্য সে আমাদের ভর্ৎসনা করে,
আর আমাদের বাল্যকালের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পাপের বিষয়ে
আমাদের অভিযুক্ত করে।
তার দাবি, সে ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী,
নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।
আমাদের পক্ষে সে হয়ে উঠেছে আমাদের ভাবগতির নিন্দাস্বরূপ,
শুধু তাকে দেখলেও আমাদের অসহ্য লাগে;
কারণ তার জীবনাচরণ অন্যদের চেয়ে অন্যরকম,
তার সমস্ত পথও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।
তার ধারণায় আমরা জাল টাকার মত,

আমাদের যত পথ আবর্জনার মতই সে এড়িয়ে চলে ;
সে প্রচার করে বেড়ায়, ধার্মিকদের শেষ পরিণাম সুখ,
বড়াই করে বলে, ঈশ্বর নিজেই তার পিতা।
এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা,
তাকে যাচাই করে দেখি, শেষে তার কেমন দশা হবে ;
কেননা ধার্মিক মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান, তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন,
তার বিরোধীদের হাত থেকে তাকে নিস্তার করবেন।
এসো, লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন দ্বারা তাকে যাচাই করি,
যাতে তার কোমলতা জানতে পারি,
তার সহিষ্ণুতাও যেন পরীক্ষা করতে পারি।
এসো, অপমানজনক মৃত্যুতে তাকে দণ্ডিত করি,
সে নিজেই তো দাবি করছে, তার উদ্ধার হবেই।’

এ ওদের ধারণা, কিন্তু ওরা নিজেদের ভোলায় ;
যেহেতু ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করে ফেলেছে।
না, ওরা ঈশ্বরের রহস্যগুলি জানে না,
পুণ্যাচরণের মজুরিতে ওরা কোন প্রত্যাশা রাখে না,
ত্রুটিহীন প্রাণের যে পুরস্কার,
তাতেও ওদের কোন বিশ্বাস নেই।
বরং ঈশ্বর মানুষকে অক্ষয়শীলতার উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন,
তাকে তাঁর আপন অনন্ততার প্রতিমূর্তিই করে গড়েছেন।
কিন্তু শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে ;
যারা শয়তানের পক্ষের মানুষ,
তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ২:১, ১২, ১৩, ১৭; মথি ২৭:৪৩

*প্র* ভক্তিহীন লোকে বলে: এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি, কারণ সে আমাদের কাজের বিরোধী, ও নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।

*উ* এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা।

*প্র* ও ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে, এখন তিনিই ওকে নিস্তার করুন যদি ওতে প্রীত; কেননা ও নিজেই বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।

*উ* এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০:১০-১১)

**হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরের সুন্দরতম কাজ!**

হে মানুষ, নিজেকে জান। হে আত্মা, নিজেকে জান, কারণ তুমি মাটি দিয়ে তৈরী নও, কাদা দিয়েও নও: স্বয়ং ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তোমাকে ফুৎকার দিয়ে প্রবেশ করিয়েছেন, ও তোমাকে জীবন্ত আত্মা করে তুলেছেন। তুমি আশ্চর্য একটা কর্ম, ঈশ্বরের সৃজনী শক্তি দ্বারাই অনুপ্রাণিত একটা কর্ম। তবু শাস্ত্রের কথা অনুসারে, *নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক* (১ তি ৪:১৬), এবাণী তোমারই জন্য, অর্থাৎ তোমার আত্মার জন্যই বলা হয়েছে। সংসার তোমাকে আঁকড়ে ধরবে, পার্থিব বিষয় তোমাকে ধরে রাখবে, এমনটি হতে দিয়ো না। সমস্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁরই দিকে ধাবিত হও, তুমি যাঁর ফুৎকারের সৃষ্টি। মানুষ তো মহান, ও দয়াবান ব্যক্তি মূল্যবান বটে, *কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?* (প্রবচন ২০:৬)। হে মানুষ, শিখে নাও তুমি কিসেতে মহান, কিসেতে মূল্যবান। মাটি তোমার হীনতা দেখায়, কিন্তু সদ্‌গুণ তোমাকে গৌরবের পাত্র করে, বিশ্বাস তোমাকে বিশিষ্ট, ও প্রতিমূর্তি তোমাকে মূল্যবান করে—নাকি ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তির চেয়ে মূল্যবান কিছু আছে? সেই প্রতিমূর্তিই তো প্রথমে তোমার অন্তরে বিশ্বাস সঞ্চার করার কথা, যাতে তোমার হৃদয়ে তোমার নির্মাতার একপ্রকার ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাছে এমনটি ঘটে যে, যিনি তোমার মন জিজ্ঞাসা করেন তা তাঁকে চিনতে পারে না। আর বিনম্রতার চেয়ে মূল্যবান কী আছে? বিনম্রতা গুণেই তো তুমি দেহ ও আত্মার স্বরূপ

বিবেচনা করতে গিয়ে নিজেকে অন্যের অধীন কর ও স্বীকার কর যে অন্য কেউ আছেন যিনি তোমার শাসনকর্তা।

হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরের একটি মহাকর্ম; ঈশ্বর যা তোমাকে দিয়েছেন, তা মহান; সতর্ক থাক, ঈশ্বর যে মহাদান তোমাকে দিয়েছেন পাছে তুমি তা হারিয়ে ফেল, কেননা তুমি যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, তখন একারণে তোমার বেলায় শাস্তি গুরুতর হবে; কারণ ঈশ্বর নিজ সাদৃশ্যকে শাস্তি দেন না, তাকেই শাস্তি দেন, যে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও তার পাওয়া সেই ঐশসাদৃশ্যকে রক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং যা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে আর নয়, তারই তথা তোমার পাপেরই শাস্তি হবে, কেননা ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিকে শাস্তি দেন না, অনন্ত আগুনেও তা নিক্ষেপ করেন না; তিনি বরং নিজ প্রতিমূর্তির পক্ষে তার উপরেই প্রতিশোধ নেন, যে সেই প্রতিমূর্তির এমন ক্ষতি ঘটিয়েছে, যাতে শঠতার ফলে তুমি, হে মানুষ, যা ছিলে তা আর নও—তুমি আর মানুষ নও, অশ্বতর হয়ে গেছ! সুতরাং তিনি প্রতিমূর্তিকে শাস্তি দেন না, কিন্তু তার পক্ষে প্রতিশোধ নেন: তিনি পরিত্যক্ত বলে প্রতিমূর্তিরই পক্ষে প্রতিশোধ নেন, অপরাধী বলে তাকে দণ্ডিত করেন না। বস্তুতপক্ষে পাপ করার পর তুমি অন্য কিছু হতে শুরু করলে, আর যা ছিলে, তুমি তা আর নও। ফলে কেমন করে তোমার মধ্যে তা-ই দণ্ডিত হবে, যা তোমার মধ্যে আর পাওয়া যায় না? কেননা যদি তোমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা সাদৃশ্যই পাওয়া যায়, তাহলে তুমি দণ্ডের নয়, পুরস্কারেরই যোগ্য হতে শুরু কর, যার ফলে যা অনুসারে তুমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তার সাদৃশ্যে নির্মিত, সেই প্রতিমূর্তি দণ্ডিত হয় না, বরং জয়মালা লাভ করে। তোমারই কিন্তু দণ্ড হবে, কারণ নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করেছ যে আর মানুষ নও, সাপ, অশ্বতর, ঘোড়া ও শিয়াল হয়ে গেছ। আমরা ইতিমধ্যে শাস্ত্র দ্বারা তেমন নাম বহন করতে দণ্ডিত হয়ে গেছি, কারণ স্বর্গীয় প্রতিমূর্তির অলঙ্কার ত্যাগ করে মানুষের স্বীয় অনুগ্রহ রক্ষা না করায় মানুষ-নামটাও হারিয়েছি।

শ্লোক - সাম ১০০:৩; এফে ২:১০

*প্র* জেনে রেখ—প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,

*উ* তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই।

প্ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্ট যিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

উ তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৬:১-১০, ২১-৩২)

### রাজা যেরেমিয়ার ভাববাণীর পুস্তক পুড়িয়ে দেন

যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: 'একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা বলতে শুরু করেছি, সেই দিন থেকে, যোশিয়ারই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েল, যুদা ও সকল দেশের বিষয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি, সেই সকল বাণী সেই পুঁথিতে লেখ। কি জানি, আমি যুদাকুলের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প করেছি, তারা সেই কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, আর আমি তখন তাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা করব।'

যেরেমিয়া নেরিয়ার সন্তান বারুককে ডাকলেন, এবং যেরেমিয়ার মুখ থেকে শুনতে শুনতে বারুক পুঁথিতে সেই সমস্ত বাণী লিখে নিলেন, যা প্রভু যেরেমিয়াকে বলেছিলেন। পরে যেরেমিয়া বারুককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'প্রভুর গৃহে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি সেখানে ঢুকতে পারি না; তাই তুমিই যাও, এবং আমার মুখ থেকে শুনতে শুনতে তুমি এই পুঁথিতে যা কিছু লিখে নিয়েছ, প্রভুর সেই সকল বাণী উপবাস-দিনে প্রভুর গৃহে সকলের সামনে স্পষ্ট করে পড়ে শোনাও; এভাবে যুদার যে সকল মানুষ নিজ নিজ শহর থেকে এসেছে, তাদের সামনেও তা স্পষ্ট করে পড়ে শোনাবে। কি জানি, প্রভুর সামনে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে নিজেদের নত করে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, কারণ প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ ও রোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।' নেরিয়ার সন্তান বারুক নবী যেরেমিয়ার আজ্ঞামত সেইসবই পালন করলেন, তিনি সেই পুঁথিতে লেখা প্রভুর বাণী প্রভুর গৃহে পড়ে শোনালেন।

যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের পঞ্চম বর্ষের নবম মাসে যেরুশালেমের সমস্ত লোকের জন্য, এবং যুদার শহরগুলি থেকে যারা যেরুশালেমে এসেছিল, সেই সমস্ত লোকের জন্যও প্রভুর সামনে উপবাস ঘোষণা করা হল। তাই বারুক প্রভুর গৃহে, উপরের প্রাঙ্গণে, প্রভুর গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে, শাস্ত্রী শাফানের সন্তান গেমারিয়ার কক্ষে সেই পাকানো পুঁথি নিয়ে গোটা জনগণের কাছে যেরেমিয়ার কথা স্পষ্ট করে পড়ে শোনালেন।

তখন রাজা পুঁথিটা আনার জন্য ইহুদিকে পাঠালেন, আর ইহুদি শাস্ত্রী এলিশামার কক্ষ থেকে তা তুলে নিয়ে রাজার কাছে ও তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজনেতাদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। সেসময়ে রাজা প্রাসাদের শীতকালীন এলাকায় বসে ছিলেন —তখন তো নবম মাস চলছে—তাঁর সামনে জ্বলন্ত আগুনের আঙড়া ছিল। তাই ইহুদি তিন চার পাতা পড়া শেষ করলে রাজা শাস্ত্রীর ছুরিকা দিয়ে পুঁথিটা কেটে সেই আঙড়া আগুনে ফেলে দিতেন; এইভাবে শেষে পুঁথিটা সম্পূর্ণরূপেই আঙড়া আগুনে ছাই হল। পুঁথির সেই সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর পরিষদেরা কেউই উদ্বিগ্ন হলেন না, কেউই পোশাকও ছিঁড়ে ফেললেন না। অথচ এল্নাথান, দেলাইয়া ও গেমারিয়া রাজাকে মিনতি করেছিলেন, যেন পুঁথিটা পুড়িয়ে দেওয়া না হয়; তবু তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। এমনকি রাজা রাজপুত্র যেরাহ্মেল, আজ্রিয়েলের সন্তান সেরাইয়া ও আব্দেয়েলের সন্তান শেলেমিয়াকে শাস্ত্রী বারুক ও নবী যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার করতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

যেরেমিয়া বলতে বলতে বারুক যে পুঁথিতে সে সকল বাণী লিখেছিলেন, তা রাজা পুড়িয়ে দেবার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আর একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই প্রথম পুঁথির সমস্ত বাণী এই পুঁথিতে লেখ। যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের বিরুদ্ধে তুমি একথা ঘোষণা করবে: প্রভু একথা বলছেন: তুমি এই পুঁথি এই বলে পুড়িয়ে দিয়েছ: কেন এর মধ্যে একথা লিখেছ যে, বাবিলন-রাজ অবশ্যই আসবেন, এই দেশ বিনাশ করবেন, এবং দেশ থেকে মানুষ পশু সবই নিশ্চিহ্ন করবেন? এজন্য যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন: দাউদের সিংহাসনে থাকবার মত তার কোন বংশধর

থাকবে না; এবং তার মৃতদেহ দিনের বেলায় রোদে ও রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে। আর আমি তাকে, তার বংশকে ও তার পরিষদদের তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেব; এবং তাদের উপরে, যেরুশালেমের উপরে ও যুদার লোকদের উপরে সেই সমস্ত অমঙ্গল ডেকে আনব, যা তাদের জন্য স্থির করেছি, কিন্তু যে বিষয়ে তারা কান দিল না।'

তাই যেরেমিয়া আর একটা পাকানো পুঁথি নিয়ে নেরিয়ার সন্তান শাস্ত্রী বারুকের হাতে তা তুলে দিলেন; এবং যেরেমিয়া বলতে বলতে তিনি, যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সমস্ত কথা নতুন করে লিখলেন; তাছাড়া সেই ধরনের আরও আরও অনেক কথা এই পুঁথিতে লেখা হল।

**শ্লোক** - যেরে ২৫:৪-৫; যোহন ৮:৪৭

*প্র* প্রভু তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাঁর সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করতে থাকলেন, কিন্তু তোমরা শুনলে না;

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের।

*প্র* যে কেউ ঈশ্বর থেকে উদ্গত, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শোনে; তোমরা যে শোন না, এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।

*উ* তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৮)

## এমন সময় নেই,
## যে সময়ে ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন

আমাদের প্রভু এমন ভালবাসার খাতিরেই মানুষের পিছু পিছু ধাওয়া করে থাকেন যে, এমন সময় নেই যে সময়ে তিনি সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন। তবু, যারা নির্লজ্জভাবে পালিয়ে যায়, মাঝে মাঝে অধিক কঠোরতার সঙ্গে তাদের ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, *কৃষ্ণাঙ্গ কি নিজের চামড়া, কিংবা চিতাবাঘ নিজের চিত্রবিচিত্র রেখা*

*বদলি করতে পারে? তাহলে অপকর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা, তোমরা কি সৎকর্ম করতে পারবে?* (যেরে ১৩:২৩)। বাস্তবিকই সমস্ত পাপের জনক মানবজাতির উপরে এমনভাবে কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল, যার ফলে বিধানের দাতাকে স্মরণ করা উচিত এমন কথায় দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রকৃত ঈশ্বরপূজারী খুবই লঘুসংখ্যক ছিল। আর যেহেতু পাপ সকলের উপর স্বৈরশাসকের মত প্রভুত্ব চালাচ্ছিল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত ছিল, সেজন্য পবিত্রজনেরা প্রার্থনা করছিলেন যাতে ঈশ্বরের বাণী আমাদের মাঝে নেমে আসেন ও সকলের অন্তরে পরিত্রাণদায়ী আলোতে উদ্ভাসিত হন। তাঁরা চিৎকার করে বলছিলেন, *তোমার সত্য, তোমার আলো প্রেরণ কর* (সাম ৪৩:৩)।

তবে আমাদের কাছে সেই সত্যকার আলো প্রেরিত হল, যে আলো জগতে আসন্ন প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে—সেই আলো হলেন সেই ঈশ্বরের বাণী-ঈশ্বর, যিনি আমাদের সাদৃশ্য ধারণ করে পবিত্রা কুমারী দ্বারা সঞ্জাত হয়ে মানবজাতির কাছে পরিত্রাণ এনে দিলেন, এবং এভাবে মানবস্বরূপের প্রাচীন অক্ষয়শীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, ও—পলের কথা অনুসারে—*বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করে দিয়ে* স্বর্গ ও পৃথিবীকে মিলিত করে আমাদের জন্য এক নতুন পথ সৃষ্টি করলেন (এফে ২:১৪-১৫ দ্রঃ)।

তাই যখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট আমাদের প্রতি নিজের মঙ্গলময়তা প্রকাশ করলেন ও আমাদের খাতিরে ক্রুশ সহ্য করলেন, তখন সেই ঘন ঘন মৃত্যু-শৃঙ্খল খসে পড়ল ও সকলের অশ্রু মুছে দেওয়া হল, যেমন নবী বলেছিলেন, *শোক পুলকেই পরিণত হল* (যেরে ৩১:১৩)। ত্রাণকর্তা নিজেই একথা বলেছিলেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (মথি ১১:২৮)।

সুতরাং যত আত্মা পাতালে ছিল, তাদের কাছে বাণী প্রচার ক'রে ও *শেকলে আবদ্ধ ছিল যারা, তাদের কাছে একথা ব'লে, বেরিয়ে এসো; ও যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের একথা ব'লে, নিজেদের দেখাও* (ইশা ৪৯:৯ দ্রঃ), তিনি তিনদিনের মধ্যে নিজের পবিত্রধাম পুনরুত্থিত করে তুললেন ও মানবস্বরূপের জন্য নতুন স্বর্গারোহণও ব্যবস্থা করলেন। এতে, যারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের কাছে অনুগ্রহের অগ্রিমদানস্বরূপ পবিত্র

আত্মায় সহভাগিতা নিবেদন করে তিনি পিতার কাছে মানবজাতির প্রথমফসল স্বরূপ নিজেকে অর্পণ করলেন।

**শ্লোক** - লুক ১:৭৮, ৭৯; মথি ৪:১৪, ১৬

*প্র* আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,

*উ* উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন, তাদেরই আলো দিতে যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়।

*প্র* যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল, যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

*উ* উদীয়মান সূর্য ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন, তাদেরই আলো দিতে যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৯)

## ধার্মিকদের ভাগ্য ও ভক্তিহীনদের ভাগ্য

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;
আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।
সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে,
জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে,
তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,
তাদের যত কর্ম ফলহীন।
তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।

সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি ;
প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।
সুখী সেই নপুংসক, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি ;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।

কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল!
ব্যভিচারীদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে না,
অবৈধ মিলনের বংশ নিশ্চিহ্ন হবে।
দীর্ঘায়ু হলেও তারা শূন্যতা বলে গণ্য হবে,
শেষে তাদের বার্ধক্য হবে সম্মান-রহিত।
আর যদিও আগে আগে তাদের মৃত্যু হয়, তাদের কোন আশা থাকবে না,
বিচারের দিনে সান্ত্বনাও তাদের থাকবে না,
কারণ অপকর্মাদের বংশের শেষ পরিণাম ভয়ঙ্কর!

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৩:৬, ৭, ৯

*প্র* প্রভু হাপরে সোনার মতই তাদের যাচাই করলেন, যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন। ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে:

*উ* তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

*প্র* যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে; যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে:

*উ* তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরস-লিখিত 'ধর্মশিক্ষা' থেকে পাঠ (ধর্মশিক্ষা ৩৪)

**আমরা এমন দেশে প্রবেশ করব**

**যেখানে জীবনের ও অমরতার উৎস রয়েছে**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ ও আব্বা-মণ্ডলী, এই যে, আমরা এক বছর থেকে অন্য বছরে, এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে, এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে পদার্পণ করে থাকি, কিন্তু এজীবনে কোন স্থায়িত্ব পাচ্ছি না; এমনকি, অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য এ জীবনকেও আমাদের ত্যাগ করতে হবে। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে: *তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন* (হিব্রু ৪:১০)। আর তেমন বিশ্রাম কী? অবশ্যই সেই স্বর্গরাজ্য, যার দিকে প্রেরিতদূত আমাদের উদ্দীপিত করে বলেন, *সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়* (হিব্রু ৪:১১)। এবাণী দ্বারা প্রেরিতদূত কী বলতে চান? দেখুন, ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল ও বিরক্ত করেছিল তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি, তেমনি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন না করলে আমাদের জন্যও স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার খোলা থাকবে না।

*চল্লিশ বছর আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই যুগের মানুষকে নিয়ে, শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, তারা জানে না আমার কোন পথ। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না* (সাম ৯৫:১০-১১)। এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রান্তরে চল্লিশ বছর অপেক্ষা-কালের কথা বলা হয় না, বরং প্রত্যেকের জন্য পূর্বনিরূপিত জীবনের আয়ু ইঙ্গিত করা হয়; ফলে আমরা ঈশ্বরের সকল আদেশ পালন করতে সচেষ্ট না হলে, আমাদের বেলায়ও তিনি বলবেন: *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।*

উপরন্তু এ কথাও লেখা রয়েছে: *যে কেউ মোশির বিধান অমান্য করলে যখন দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে বিনা করুণায় তার প্রাণদণ্ড হয়, তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরের পুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, সন্ধির যে রক্ত দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে* (হিব্রু ১০:২৮-২৯)। কিন্তু কী কী অপরাধের ফলে হিব্রুরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল? অবিশ্বাস, সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদ, বিরোধিতা, শক্ত হৃদয়, গর্ব, ব্যভিচার: এ রিপুগুলো হল তাদের পতন।

সেজন্য প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরাও এ মৃত্যুজনক রিপুগুলো আগুনের মতই এড়িয়ে চলি, অর্থাৎ আসুন, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সন্দেহ না ক'রে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, তিনি যা প্রতিশ্রুত হলেন, তা সম্পন্ন করতেও সক্ষম। আমরা যেন সমালোচনা না করি, পরনিন্দা না করি, বিরোধী না হই, হৃদয় কঠিন না করি, গর্ব না করি, বরং আসুন, একে অন্যের প্রতি মঙ্গলকারী হই, পরস্পরকে ক্ষমা করে দয়াবান হই, ঈশ্বর খ্রিষ্টে আমাদের যেভাবে ক্ষমা করেছেন (এফে ৪:৩২ দ্রঃ)। প্রভু যিশুর মৃত্যু দেহে নিত্যই বহন করে, আসুন, খ্রিষ্টের জন্য মৃত্যু বরণ করতে অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকি, ও প্রার্থনা, মিনতি, অশ্রুজল ও স্বর্গীয় বিষয় ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তর নিরন্তর নবীকৃত করে থাকি।

তেমন জীবন যাপন করলে তবে নিঃসন্দেহে আমরা সেই হিব্রুদের মত *দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশে* (যাত্রা ৩৩:৩) প্রবেশ না করে কোমলপ্রাণদের সেই দেশেই বরং প্রবেশ করব যেখানে জীবনের ও অমরতার উৎস নির্গত, যেখানে স্বর্গীয় যেরুশালেমের প্রভা

উজ্জ্বল, যেখানে আনন্দ-সুখ বিরাজিত, যেখানে পরমধন্য ও সর্বশক্তিমান ত্রিত্বের দীপ্তি নিত্যই দীপ্তিমান—আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টেই প্রবেশ করব, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

শ্লোক - প্রেরিত ২৪:১৫; যোব ১৪:১৪

প্র ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে।

উ এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি।

প্র আমি আমার সৈনিক জীবনের সমস্ত দিন প্রতীক্ষায় থাকব, যতক্ষণ আমার পালার সময় না আসে।

উ এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-১০)

### বিচ্ছিন্ন রাজ্যের দর্শন

বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে, যুদার নেতাদের, শিল্পকার ও কর্মকারদের যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পর প্রভু আমাকে একটা দর্শন দেখালেন; আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের সামনে রয়েছে দুই ডালি ডুমুরফল। এক ডালিতে ছিল আশুপক্ক ডুমুরফলের মত খুবই ভাল ফল, আর এক ডালিতে ছিল মন্দ ফল, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।

প্রভু আমাকে বললেন, 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি ডুমুরফল দেখতে পাচ্ছি; ভাল ফল খুবই ভাল; এবং মন্দ ফল খুবই মন্দ, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।' তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই ভাল ফল যেমন সুদৃষ্টির পাত্র, তেমনি আমি যুদার যে নির্বাসিতদের এখান থেকে কাল্দীয়দের দেশে পাঠিয়েছি, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখব। হ্যাঁ, তাদের মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, তাদের গেঁথে তুলব, ভেঙে দেব না; তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না। আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, কারণ তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আর সেই যে মন্দ ফল এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না, তার প্রতি যেমন ব্যবহার—প্রভু একথা বলছেন—আমি যুদার রাজা সেদেকিয়ার প্রতি, তার নেতাদের ও যেরুশালেমের অবশিষ্টাংশের প্রতি, অর্থাৎ এই দেশে যারা রেহাই পেয়েছে ও মিশরে যারা বাস করছে, তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করব। অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমি তাদের করব পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের

বস্তু; যে সমস্ত জায়গায় তাদের তাড়িয়ে দেব, আমি সেখানে তাদের করব দুর্নাম, রূপকথা, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র। আর তাদের কাছে ও তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেখান থেকে একেবারে উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করব।'

**শ্লোক** - যেরে ২৪:৬; ৩১:১২

*প্র* তাদের মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব।

*উ* আমি তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না।

*প্র* তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

*উ* আমি তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরেমিয়া পুস্তকে পুরোহিত সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫:৮-৯, ১১-১২, ১৫)

**তিনি এমন হৃদয় তাদের দিলেন**
**যাতে তারা তাঁকে জানতে পারেন**

ডালা-ভরা ভাল ডুমুরফলের মধ্য দিয়ে নবী সেই যেহোইয়াকিমকে চিহ্নিত করেন যিনি স্বয়ং যেরেমিয়ার পরামর্শ ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করে বাবিলন-রাজের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন: তাতে প্রভু তাঁর মঙ্গল প্রতিশ্রুতি দেন। অপরদিকে ডালা-ভরা মন্দ ডুমুরফলের মধ্য দিয়ে সেই সেদেকিয়াকে ইঙ্গিত করা হয়, যিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করায় বন্দি হয়ে পড়লেন, তাঁকে অন্ধ করা হল ও বাবিলনে চালিত হয়ে সেখানে মরলেন।

যারা তাঁর আদেশ পালন করেছিল, ঈশ্বর তাদের উপর প্রসন্নতার চোখে দৃষ্টিপাত করলেন, স্বদেশে তাদের ফিরিয়ে আনলেন, তাদের ধ্বংস না করে বরং গাঁথলেন, তাদের উৎপাটন না করে বরং রোপণ করলেন, এবং তাদের এমন হৃদয় দিলেন যাতে তারা সেই তাঁকেই জানতে পারে যিনি স্বয়ং প্রভু, তাতে তারা হবে তাঁর আপন জনগণ

আর তিনি হবেন তাদের আপন পরমেশ্বর। আর শুধু তা নয়, তাদের বন্দিদশার সময়েও তিনি তাদের উপর দৃষ্টি রাখলেন, ফলে তারা মাটি চাষ করতে, ঘর বাঁধতে ও ফলবাগান করতে পারল। অলৌকিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে দানিয়েল বন্দি অবস্থা থেকে সহসা রাজমন্ত্রী হলেন; সেই তিন বালক জ্বলন্ত চুল্লির আগুন থেকে অলৌকিক ভাবে রেহাই পেলেন; ও সত্তর বছর অতিবাহিত হলে পর জেরুব্বাবেল ও মহাযাজক যোশুয়ার আমলে ও এজরা ও নেহেমিয়ার সময়ে তাদের বেশির ভাগ যেরুশালেমে ফিরে এল—তাদের সংখ্যা এজরা পুস্তকে উল্লিখিত (এজরা ২:১-৬৫)।

ভাল ডুমুরফল, এমনকি খুবই ভাল ডুমুরফল আশুপক্ব ডুমুরফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ আব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব, মোশি, আরোন, যোব ও অন্যান্য পুণ্যবান পুরুষদেরই সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তাঁদের বিষয়ে নবীদের একজন বলেন: *আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম; আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম* (হো ৯:১০)। এজন্য আমরাও আব্রাহামের সন্তান বলে অভিহিত, অন্য দিকে ইহুদীরা নিজেদের বিষয়ে একথা শুনল: *তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে* (যোহন ৮:৩৯ দ্রঃ)।

কিন্তু সেই যে ডালা দু'টো, যেগুলোর একটা খুব ভাল ডুমুরফলে ভরা ও অপর একটা অতি মন্দ ডুমুরফলে ভরা ছিল, সেই ডালা দু'টো মন্দিরের বাইরে অর্থাৎ মণ্ডলীর বাইরে রাখা ছিল না, কিন্তু *প্রভুর মন্দিরের সামনেই রাখা ছিল,* কারণ তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু প্রকাশ্য। এর অর্থ এ, মণ্ডলীর বাইরে যে ডুমুরফল রয়েছে সেগুলো যতখানি মন্দ, যারা বিশ্বাস স্বীকার করার পর মন পাল্টিয়ে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করল, তাদের তুলনায় এরাই অতি মন্দ। একই প্রকারে, ভাল হয়েও তবু প্রভুর মন্দিরের সামনে রাখা নয় এমন ডুমুরফল—সেই সকল বিধর্মী দার্শনিকের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছি যারা স্বতঃস্ফূর্ত মঙ্গলভাবের ভিত্তিতে ও স্রষ্টাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সদ্গুণ পালন করার চেয়ে সদ্গুণের প্রশংসাবাদেই ব্যস্ত ছিল—সেই ডুমুরফলগুলো ভাল হয়েও তবু খুব ভাল বলে গণ্য নয়; বরং তাঁরাই খুব ভাল, যাঁরা প্রভুর মন্দিরের ভিতরে ছিলেন, তথা নবীরা ও প্রেরিতদূতবৃন্দ। এঁদের একজন বলেছিলেন: *আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার*

*দিইনি* (১ করি ৩:২); তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন* (গা ৪:১৯)। এজন্য লেখা আছে যে, ঈশ্বরের মন্দিরের সামনে ভাল ডুমুরফল খুব ভাল, ও মন্দগুলো অতি মন্দ।

ভাল ডুমুরফল সম্বন্ধে তিনি যখন বলেন, *আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব,* তখন একথা প্রেরিতদূতের এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়: *তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন* (ফিলি ২:১৩), কেননা আমরা যা করি, তা শুধু নয়, করার ইচ্ছাও ঈশ্বরের সহায়তার উপরে স্থাপিত।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ২৮:১, ৫, ৯; যেরে ২৪:৭

*প্র* আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করি, তা সযত্নেই পালন করার জন্য যদি তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্বাদের পাত্র হবে;

*উ* প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন।

*প্র* আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, কারণ তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।

*উ* প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৪:১-২০)

## প্রকৃত ও অসার সুখ

নিঃসন্তান হয়েও সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া শ্রেয়,
কেননা সদ্‌গুণের স্মৃতি অমরতায় প্রসারিত,
যেহেতু ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারাও সদ্‌গুণ স্বীকৃত।
উপস্থিত হলে তা অনুকরণ করা হয়,
অনুপস্থিত হলে তা আকাঙ্ক্ষিত ;
মাল্যভূষিত হয়ে তা চিরকাল ধরে জয়যাত্রা করে,
কারণ কলঙ্কমুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল।

কিন্তু ভক্তিহীনদের বংশ বহুসংখ্যক হয়েও নিষ্ফল হবে,
জারজ মূল থেকে উৎপন্ন হয়ে তাদের শিকড় কখনও গভীর হবে না,
অটল ভিত্তির উপরেও স্থিতমূল হতে পারবে না।
যদিও কিছুকালের মত তার শাখা পুষ্পিত হয়,
তবু তেমন ক্ষণিকের অঙ্কুর বাতাসে আলোড়িত হবে,
ঝড়ঝঞ্ঝার তীব্র আঘাতে উৎপাটিত হবে।
তখনও-নরম সেই শাখা ছিন্ন হবে,
তাদের ফল বৃথা হবে, খাবারের মত পরিপক্ক নয় ;
কোন কাজেই লাগবে না।
কেননা অবৈধ শয্যায় সঞ্জাত সন্তানেরা
বিচারের দিনে তাদের পিতামাতার অপকর্মের সাক্ষী হবে।
অকালে মৃত্যুবরণ করলেও ধার্মিক বিশ্রাম পাবে।
সম্মানপূর্ণ বার্ধক্য, তা তো দীর্ঘায়ুর নামান্তর নয়,
বছরগুলির সংখ্যা দ্বারাও তা পরিমেয় নয় ;
সদ্বিবেচনা, আসলে এ পাকা চুল

নিষ্কলঙ্ক জীবন, এ তো প্রকৃত পরমায়ু।
ঈশ্বরের অনুগৃহীত হয়ে সে তাঁর ভালবাসার পাত্র হল,
পাপীদের মধ্যে জীবনযাপন করল বিধায় সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হল।
তাকে কেড়ে নেওয়া হল, পাছে শঠতার দরুন তার মতিগতির পরিবর্তন হয়,
পাছে ছলনার দরুন তার প্রাণের পথভ্রান্তি ঘটে ;
কেননা রিপুর আকর্ষণ মঙ্গলকে অন্ধকারময় করে,
কামনা-বাসনার ঘূর্ণিঝড় সরল মনকে বিকৃত করে।
অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠে সে দীর্ঘ জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে।
তার প্রাণ প্রভুর গ্রহণীয় হল,
তাই তিনি তার আশেপাশের ধূর্ততা থেকে তাকে শীঘ্রই তুলে নিলেন।
লোকে তা দেখে, অথচ বুঝতে অক্ষম,
তারা এবিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম যে,
অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য,
সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।
মৃত ধার্মিকজন এখনও-জীবিত ভক্তিহীনদের দোষী বলে সাব্যস্ত করে ;
অল্প কালের মধ্যে সিদ্ধতার নাগাল পেয়েছে, এমন যৌবনকাল
অধার্মিকের দীর্ঘ বার্ধক্যকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।
লোকে প্রজ্ঞাবানের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে,
তবু তার জন্য ঈশ্বর যা স্থির করেছেন, তারা তা বুঝতে পারবে না,
এও বুঝতে পারবে না, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভু তাকে নিরাপদে রেখেছেন।
তারা দেখতে পাবে, তারা অবজ্ঞাও করবে,
কিন্তু প্রভু তাদের উপহাস করবেন।
শেষে তারা এমন লাশে পরিণত হবে, যার সম্মানটুকুও নেই,
মৃতদের মধ্যে যা চির বিদ্রূপের বস্তু ;
কারণ ঈশ্বর নির্বাক্-ই তাদের সরাসরি নিক্ষেপ করবেন,
মূল থেকে তাদের কাঁপিয়ে তুলবেন ;

তখন তারা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হবে,
দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে স্থান পাবে,
তাদের স্মৃতিও লুপ্ত হবে।
তাদের পাপ-হিসাবের দিনে তারা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসবে;
তাদের নিজেদের শঠতাই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবে।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৪:১; যাকোব ১:২৭ দ্রঃ

*প্র* আহা, গৌরবময় শুচি বংশ কতই না সুন্দর!

*উ* তেমন বংশ ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারা স্বীকৃতি পায়।

*প্র* পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ : সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।

*উ* তেমন বংশ ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারা স্বীকৃতি পায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর দামিয়ান-লিখিত 'ক্ষুদ্র লেখা' থেকে পাঠ (১১:৫, ৬, ১০)

## বিশ্বাস-ঐক্যে পবিত্রজনদের সহভাগিতা

খ্রিষ্টমণ্ডলী নিজের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার এমন শক্ত বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত যে, রহস্যময়ভাবে অনেকের মধ্যে সে এক, ও প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ; আর শুধু তা নয়, সে এত সংযুক্ত যে, গোটা সার্বজনীন মণ্ডলী যুক্তিসঙ্গত ভাবে খ্রিষ্টের অনন্য কনে বলে উপস্থাপিত, ও সাক্রামেন্তের রহস্যের ভিত্তিতে প্রতিটি আত্মা গোটা মণ্ডলী বলে স্বীকৃত। এ সমস্ত কিছু থেকে স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় কেমন করে গোটা মণ্ডলী এক ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত ও ফলত এক কুমারী বলে অভিহিত হওয়ায় পবিত্র মণ্ডলী সকলের মধ্যে এক ও প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ: বিশ্বাস-ঐক্যের ভিত্তিতে অনেকের মধ্যে সে এক, ও ভালবাসার আঠা ও বিবিধ অনুগ্রহদানের ভিত্তিতে প্রত্যেকের মধ্যে বহুবিধ, কেননা এক থেকেই সকলে উদ্গত।

সুতরাং, বহু বহু ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত বিধায় মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্বারা চিহ্নিত হয়েও তবু পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা মণ্ডলী ঐক্যে একীভূত; আর এজন্য নিজ দেহে

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েও তবু তার আন্তরিক ঐক্য-রহস্য কোন মতে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, *কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে* (রো ৫:৫)। অতএব এক ও বহুবিধ এই আত্মা—তথা সত্তার মহিমায় এক ও বহুবিধ অনুগ্রহদানে বহুবিধ এই আত্মাই তাঁর নিজের পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে এমনটি দেন, যাতে মণ্ডলী নিজ সম্পূর্ণতায় এক ও নিজ অঙ্গগুলিতে সম্পূর্ণ হতে পারে।

সুতরাং খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যখন এক, তখন একটি অঙ্গ যেখানে দৃশ্যভাবে উপস্থিত, সেখানে রহস্যময়ভাবে গোটা দেহও উপস্থিত। যেখানে বিশ্বাস-ঐক্য সত্যিকারে বর্তমান, সেখানে তেমন ঐক্য একজনকে একা হতে দেয় না, আবার অনেকের মধ্যে ভিন্নতার বিশ্বাস-বিচ্ছেদও সহ্য করে না। বস্তুতপক্ষে এক মুখ থেকে নানা কণ্ঠ উদ্গত হবে, তেমন ঘটনায় কী বাধা দিতে পারে, যখন নানা জিহ্বা থাকলেও তবু এক বিশ্বাস পালা-ক্রমে সেগুলোকে গান করায়? কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গোটা মণ্ডলী একদেহ। ফলত গোটা মণ্ডলী যখন খ্রিষ্টের একদেহ, ও আমরা মণ্ডলীর অঙ্গ, তখন এমন কী বাধা দেবে যাতে আমাদের এক একজন আমাদের দেহের তথা মণ্ডলীর বাণী ব্যবহার করে? একথা স্পষ্ট যে, আমরা যখন খ্রিষ্টে এক, তখন আমাদের এক একজন তাঁর মধ্যে নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী; এমনকি, দেহগত দূরত্বের কারণে আমরা মণ্ডলী থেকে যতই দূরবর্তী বলে প্রতীয়মান হই না কেন, তবু অলঙ্ঘনীয় ঐক্য-রহস্য গুণে আমরা মণ্ডলীর মধ্যে অধিক বর্তমান। তাই এমনটি ঘটে যে, সকলের যা সম্পদ, তা এক একজনেরও সম্পদ; আর কয়েক জনের যা স্বীয় সম্পদ, বিশ্বাস ও ভালবাসার সম্পূর্ণতায় তা সকলেরই সাধারণ সম্পদ, তাতে জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ মিনতি উচ্চারণ করতে পারে: *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, আমাকে দয়া কর* (সাম ৫৭:১)।

আমাদের পুণ্যবান পিতৃগণ খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের এ মিলন ও সহভাগিতা এমন অত্যাবশ্যক বিষয় বলে নিশ্চয়তার সঙ্গে চিহ্নিত করলেন যে, কাথলিক বিশ্বাসোক্তিতে তাকে স্থান দিলেন ও নির্দেশ দিলেন আমরা যেন খ্রিষ্টবিশ্বাসের অন্যান্য মূলতত্ত্বের সঙ্গে তাও সবসময় ঘোষণা করি। বাস্তবিকই 'আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, পবিত্র মণ্ডলী'

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলে চলি ‘পবিত্রজনদের সহভাগিতা বিশ্বাস করি।’ আর যেখানে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি অর্পণ করি, এর ফলস্বরূপে সেখানে সেই মণ্ডলীর সহভাগিতাও গড়ে তুলি, যে মণ্ডলী তাঁর সঙ্গে এক। কেননা এই তো বিশ্বাস-ঐক্যে পবিত্রজনদের সহভাগিতা: যারা একেশ্বরে বিশ্বাস করে, তারা এক বাপ্তিস্মে নবজন্মপ্রাপ্ত, এক পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত ও দত্তকপুত্রত্ব-অনুগ্রহ গুণে এক অনন্ত জীবনে সংগৃহীত।

**শ্লোক** - রো ১২:৪-৬

*প্র* যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি

*উ* এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

*প্র* আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী।

*উ* এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

# বৃহস্পতিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৭:১-১৫)

### বাবিলন-রাজের বশ্যতা স্বীকার করতে হবেই

যোশিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রভু আমাকে একথা বলছেন: 'তুমি কয়েকটা চামড়ার ফিতা ও জোয়াল যুগিয়ে তা নিজের ঘাড়ে রাখ। পরে যে দূতেরা যেরুশালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে এসেছে, তাদের মধ্য দিয়ে এদোমের রাজার কাছে, মোয়াবের রাজার কাছে, আম্মোনীয়দের রাজার কাছে, তুরসের রাজার কাছে ও সিদোনের রাজার কাছে এই সব কিছু পাঠাও, এবং যার যার প্রভুর জন্য তাদের এই বাণী দাও: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, তোমরা নিজ নিজ প্রভুকে একথা বলবে: আমিই মহাপ্রতাপে ও প্রসারিত বাহুতে পৃথিবীকে ও পৃথিবী-বাসী মানুষ ও পশুদের গড়েছি, এবং যাকে খুশি তাকেই সেই সমস্ত দিয়ে থাকি! সম্প্রতি আমি এই সকল দেশ আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের হাতে তুলে দিয়েছি; এবং তার সেবা করতে বন্যজন্তুদেরও তার হাতে তুলে দিয়েছি। সকল দেশ তার বশ্যতা স্বীকার করবে, তার সন্তানের ও তার পৌত্রের বশ্যতা স্বীকার করবে, যতদিন না তার দেশের জন্যও সময় আসে। তখন বহু দেশ ও প্রতাপশালী রাজারা তাকে বশীভূত করবে। যে দেশ ও যে রাজ্য সেই বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের বশ্যতা স্বীকার করবে না ও বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে না, তাদের আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা দণ্ডিত করব—প্রভুর উক্তি—যতদিন না তার হাত দ্বারা সেই দেশ ধ্বংস করি। তাই তোমাদের যত নবী, মন্ত্রজালিক, স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবী তোমাদের বলে: তোমরা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেই না! তাদের কথায় তোমরা কান দিয়ো না; কারণ তারা তোমাদের মিথ্যা ভাববাণী শোনায়, যার ফলে স্বদেশ থেকে তোমাদের

দেশছাড়া করা হবে, আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব, আর তোমাদের সর্বনাশ ঘটবে। কিন্তু যে জাতি বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে ও তার বশীভূত হয়ে থাকবে—প্রভুর উক্তি—আমি সেই জাতিকে স্বদেশে শান্ত অবস্থায় থাকতে দেব; তারা সেখানে চাষ করবে, সেখানে বসবাস করবে।'

যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে আমি ঠিক এইভাবে কথা বললাম: 'আপনারা আপনাদের ঘাড় বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে পেতে তাঁর ও তাঁর প্রজাদের বশীভূত হোন, তবে প্রাণ বাঁচাবেন। যে দেশ বাবিলন-রাজের বশীভূত হয়ে থাকবে না, তার বিরুদ্ধে প্রভু যা কিছু বলেছেন, সেই অনুসারে আপনি ও আপনার প্রজারা কেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মরতে চান? যে নবীরা আপনাদের বলে: আপনারা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেন না, তাদের সেই বাণীতে কান দেবেন না, কারণ তারা আপনাদের মিথ্যা ভাববাণী শোনায়। কেননা আমি তো তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি—অথচ তারা আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়; তাই আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হব, আর এর ফলে তোমাদের ও যারা তোমাদের কাছে তেমন ভাববাণী শোনায়, তাদেরও বিনাশ হবে।'

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ২৮:১৫, ৪৮, ৬৪

℣ তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও, তবে প্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন, তুমি তাদেরই সেবা করবে।

℟ তারা তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবে।

℣ প্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করবেন।

℟ তারা তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪:২)

**ঈশ্বর সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের প্রভু**

প্রভু একথা বলেন, যেহেতু আমি চেয়েছি আমার আপনজনেরা মুক্তি পাবে, সেজন্য যারা আমার গৌরব চায়নি তাদের জন্যও আমি তাই করব, যাতে সকল মানুষ দেখতে পায় যে, আমি প্রভু, অন্য কেউ নয় (ইশা ৪৫:৬ দ্রঃ)। কেননা আমি সেনাবাহিনীর প্রভু ও সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের প্রভু; আর আমার যেখানে ইচ্ছে সেইখানে জগদ্বাসীদের হৃদয় চালিত করি, যাতে আমার আপনজন না হয়েও তথাপি তারাও আমার ইচ্ছা পালন করে।

*আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি* (ইশা ৪৫:৭), অর্থাৎ আমিই দিন ও রাত্রির স্রষ্টা: মুক্তদের জন্য দীপ্তি ও দণ্ডিতদের জন্য অন্ধকার। আর প্রকৃতপক্ষে ওরা যেন শেকল থেকে মুক্ত মানুষের মতই আনন্দ ভোগ করছিল, কিন্তু এরা অবর্ণনীয় দুর্দশায় ভুগছিল। আমিই শান্তি স্থাপন করি ও অমঙ্গল প্রেরণ করি।

আমি যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি, তুমি সেই অনুসারে বুঝবে: মুক্তদের জন্য শান্তি, কিন্তু যারা ইস্রায়েলকে দখল করেছিল, সেই হিংস্র ও ধূর্তদের জন্য অমঙ্গল, তথা ক্লেশ ও যত প্রকার নিপীড়ন।

এ সমস্ত ঘটনা যে ঈশ্বরের অপমান করেছিল, তা সেই বাণী দ্বারা প্রমাণিত, যে বাণী তিনি দূতের মুখ দিয়ে নবী জাখারিয়াকে বলেছিলেন: *যেরুশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি, কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি; আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম, কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল* (জাখা ১:১৪-১৫)।

এবং বাবিলনকে তিনি বললেন, *তাদের আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি* (ইশা ৪৭:৬)। এজন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে, সেই সাহসী ও পরাক্রমী কুরোশ বাবিলনের দম্ভ দমন করলেন ও এমন নির্মমতা দেখালেন যা সেই দণ্ডিতদের যোগ্য শাস্তিস্বরূপ। একথা আমরা এজন্যই ভাল মত উপলব্ধি করতে পারি, কারণ ঈশ্বর নিজে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে কুরোশকে বলেন, সেই

*দেশের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর; তাদের ধ্বংস কর, বিনাশ-মানতের বস্তু কর—প্রভুর উক্তি —আমি যা করতে আজ্ঞা করেছি, সেইমত কর* (যেরে ৫০:২১)। আরও: *প্রভু নিজ অস্ত্রাগার খুললেন, তাঁর ক্রোধের যত অস্ত্র বের করলেন, কেননা কাল্দীয়দের দেশে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর একটা কাজ আছে। হায়, তাদের দিন এসে গেছে, এসে গেছে তাদের শাস্তির ক্ষণ* (যেরে ৫০:২৫, ২৭)। ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে নবী ইশাইয়াও বাবিলনকে বললেন, *দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি, তারা তো রুপো তুচ্ছই করে, সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই। তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে, গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না, শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না* (ইশা ১৩:১৭-১৮)।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১৩:৩৮-৩৯; রো ৩:২১-২২

*প্র* পাপক্ষমার কথা আপনাদের কাছে খ্রিষ্টই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে:

*উ* মোশির বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।

*প্র* এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া সেই ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে:

*উ* মোশির বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-২৩)

## দুর্জনেরা ঈশ্বর দ্বারা দণ্ডিত

ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।
তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে:
'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করতাম;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,
অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?
এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,

হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে,
যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,
যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে;
কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচণ্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে,
যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।
তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস!'

হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।
কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।
এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,
কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,

তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।

অস্ত্রসজ্জা রূপে তিনি তাঁর আপন উদ্যোগ ধারণ করবেন,
শত্রুদের শাস্তি দিতে তিনি সৃষ্টিকে অস্ত্রসজ্জিত করবেন ;
বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার ;
ঢাল রূপে অপরাজেয় আপন পবিত্রতাই ধারণ করবেন ;
তাঁর নির্দয় ক্রোধ তাঁর হাতে ধারালো খড়্গস্বরূপ ;
নির্বোধদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জগৎও সংগ্রাম করবে।
তখন বিদ্যুৎ-ঝলকের অভ্রান্ত তীর ছুড়ে মারা হবে,
শক্ত ধনুকের মত সেই মেঘলোক থেকে তীরগুলো লক্ষ্যভেদ করবে ;
ফিঙে থেকে শিলাবৃষ্টির ক্ষোভপূর্ণ শিলাকুচি নিক্ষিপ্ত হবে।
তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হবে সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত জলরাশি,
নদনদী তাদের নির্মমভাবে নিমজ্জিত করবে।
প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
ঘূর্ণিবায়ুর মত তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
অন্যায় ও অবিচার সমগ্র পৃথিবীকে জনশূন্য করবে,
অধর্ম-অপকর্ম প্রতাপশালীদের সিংহাসন উল্টিয়ে দেবে।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৩:১, ২, ৩

প্ ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
উ কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
প্ নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন ; অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
উ কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রিষ্টে জীবন' থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ পুস্তক)

## খ্রিষ্টই আমাদের আদর্শ

যারা খ্রিষ্টের ও সদ্‌গুণের ভালবাসায় আসক্ত, তারা নির্যাতন বহন করতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হলে প্রবাস অস্বীকার করে না ও আনন্দের সঙ্গে যত জঘন্য দুর্নামও গ্রহণ করে, কারণ তাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত মহান ও মূল্যবান পুরস্কার বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

যিনি সংগ্রামের পুরস্কার-দানকারী, সেই প্রভুর প্রতি ভালবাসার আর একটা ফল এ: সেই ভালবাসা এখনও অদৃশ্য পুরস্কারে বিশ্বাস সঞ্চার করে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রত্যাশা দৃঢ়তর করে তোলে। যারা খ্রিষ্টকে ধ্যান করে ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই ভালবাসা তাদের প্রজ্ঞাবান করে, ও তাদের অন্তর মমতাপূর্ণ করে সেই মানব দুর্দশার প্রতি যা তারা ভাল করেই জানে। সেই ভালবাসা তাদের কোমলপ্রাণ, ন্যায়বান, বিনম্র, মমতাপূর্ণ করে; আবার, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমও করে তোলে; খ্রিষ্টের ও সদ্‌গুণের প্রতি তাদের এতই আসক্ত করে যে, তারা এর জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত শুধু নয়, তারা বরং শান্ত মনে অপমান সহ্য করে ও নির্যাতনে উল্লাস করে। এক কথায়, তেমন ধ্যান থেকে আমরাও অতি মহান উপকার লাভ করতে পারি ও আনন্দ পেতে পারি। এভাবে আমরা অধিক মঙ্গলময় সেই প্রভুতে নিজেদের মন পবিত্র, সদ্‌গুণের বিভা অক্ষুণ্ণ, প্রাণ উত্তরোত্তর উত্তম, সাক্রামেন্তগুলিতে পাওয়া ঐশ্বর্য সংরক্ষিত ও রাজকীয় পোশাক নির্মল ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি।

যেমন আত্মসংযম ও সুবুদ্ধি-প্রয়োগ হল মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে, খ্রিষ্টধ্যানই আমাদের মনের অবিরত কাজ হওয়ার কথা। আর একথা তখন আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে আমরা যখন ভাবি যে, মানুষের পক্ষে যে আদর্শের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা উচিত—ব্যাপারটা নিজের কি পরের উপকার হোক না কেন—সেই আদর্শ খ্রিষ্টই মাত্র। কেবল তিনিই মানুষের কাছে নিজের প্রতি ও পরের প্রতি প্রকৃত ধর্মময়তা দেখাতে পারেন; এমনকি, যারা সংগ্রাম করে, তিনি নিজেই তাদের পুরস্কার ও বিজয়মালা।

সুতরাং, তাঁর জীবনের কথা যত মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখা দরকার, যেন তাঁরই কাছে শিখতে পারি কীভাবে আমাদের কষ্টভোগ করা

উচিত। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীদের সামনে পুরস্কার তুলে ধরা আছে; সেই পুরস্কারের দিকে লক্ষ করে তারা লড়াইতে নামে; আর পুরস্কার যত সুন্দর, তাদের প্রচেষ্টা তত মহান। এসব কিছু ছাড়া কেইবা জানে না, কেবল তিনিই নিজের রক্তমূল্যেই আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন? ফলে এমন আর কেউই নেই যার সেবা করা উচিত ও যার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া উচিত: দেহ, আত্মা, ভালবাসা, স্মরণশক্তি ও মনের বাকি অন্য গতি এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক। এজন্য পল বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে* (১ করি ৬:১৯-২০)।

নবমানুষের লক্ষ্যে ঈশ্বর আদিতে মানবস্বরূপ সৃষ্টি করলেন: জ্ঞান ও বাসনা দু'টোই এ উদ্দেশ্যেই গড়া। আমরা জ্ঞান পেয়েছি যাতে খ্রিষ্টকে জানতে পারি, বাসনা পেয়েছি যাতে তাঁর দিকে ধাবিত হতে পারি, স্মরণশক্তি পেয়েছি যাতে নিজেদের অন্তরে তাঁকে বহন করতে পারি, কারণ আমরা গঠিত হতে হতে তিনিই ছিলেন নমুনা।

**শ্লোক** - এফে ১:৩-৪; ২:১০

*প্র* ঈশ্বর স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন।
জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রিষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,
*উ* আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।
*প্র* কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্ট যিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন,
*উ* আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১-১৭)

### যেরেমিয়া ও সেই মিথ্যাবাদী নবী

যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে, চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম মাসে, গিবেয়োন-নিবাসী আজ্জুরের সন্তান নবী হানানিয়া প্রভুর গৃহে যাজকদের ও গোটা জনগণের সামনে আমাকে একথা বলল: 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমি বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব! বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার এখান থেকে প্রভুর গৃহের যে সমস্ত পাত্র বাবিলনে নিয়ে গেছে, তা আমি দু'বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনব। আমি যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে ও যুদা থেকে নির্বাসিত হয়ে যারা বাবিলনে গিয়েছিল, তাদেরও এখানে ফিরিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি—কারণ বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব।'

নবী যেরেমিয়া যাজকদের সামনে, এবং প্রভুর গৃহে উপস্থিত লোকদের সামনে নবী হানানিয়াকে উত্তর দিলেন। নবী যেরেমিয়া বললেন, 'তাই হোক! প্রভু এমনটি করুন! প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি ও নির্বাসিত সকলকে বাবিলন থেকে এখানে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তুমি যে ভাববাণী দিলে, প্রভু তোমার সেই সকল বাণী সিদ্ধ করুন। কিন্তু আমি তোমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে যে স্পষ্ট বাণী বলতে যাচ্ছি, তুমি তা ভাল মত শোন। আমার ও তোমার আগে সেকালের যত নবীরা ছিল, তারা বহু দেশ ও মহা মহা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিল। কিন্তু যে নবী শান্তির ভাববাণী দেয়, তার বাণী সত্য হলেই সে সত্যিকারে প্রভু থেকে প্রেরিত নবী বলে স্বীকৃতি পাবে।'

তখন নবী হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে সেই জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। এবং হানানিয়া গোটা জনগণের সামনে বলল, 'প্রভু একথা বলছেন: এভাবেই

আমি দু'বছরের মধ্যে বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের জোয়াল ভেঙে সমগ্র জাতির ঘাড় থেকে তা দূর করে দেব।' তাতে নবী যেরেমিয়া চলে গেলেন।

হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হানানিয়াকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কাঠের জোয়াল ভেঙে ফেললে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি লোহারই একটা জোয়াল তৈরি করব। কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি এই সকল দেশের ঘাড়ে লোহার জোয়াল চেপে দিলাম, যেন তারা বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের অধীন হয়।' তখন নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন, 'হানানিয়া, শোন! প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ। তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে পৃথিবীর বুক থেকে দূর করে দেব; এই বছরেই তোমার মৃত্যু হবে, কারণ তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছ।' সেই বছরের সপ্তম মাসে নবী হানানিয়ার মৃত্যু হয়।

**শ্লোক** - যেরে ২৩:১৬; ২৮:১৫

℣ সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভাববাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না; তারা তোমাদের ভোলায়।

℟ তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।

℣ নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন: প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ।

℟ তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'গরিবদের ভালবাসা কর্তব্য' থেকে পাঠ (১ম উপদেশ)

## দুর্ভাগা ভাইদের প্রতি দয়াবান হও

অবহেলিত বিদেশী ও প্রবাসীদের অভাব নেই—ভিক্ষা পাবার আশায় পাতা হাত সর্বস্থানেই দেখা যায়। বাতাস ও খোলা আকাশই তাদের ছাদ; বারান্দা, চৌরাস্তা ও ময়দানের নির্জন স্থানই তাদের আশ্রয়; পেঁচা ও বাদুড়ের প্রথা মত তারা গুহায় লুকিয়ে

থাকে; পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড়ই তাদের একমাত্র সজ্জা; দয়াবান মানুষের মঙ্গলভাবই তাদের জমিজমার ফসল: তখনই তাদের খাদ্য জোটে, যখন কেউ তাদের কাছে এগিয়ে যায়; তাদের পানীয় পশুদের একই পানীয়, তথা উৎসের জল; তাদের নিজেদের করতলই তাদের গ্লাস; একেবারে ছেঁড়া না হলে কিন্তু কিছুটা গ্রহণের উপযোগী হলে তাদের থলিই তাদের খাদ্যভাণ্ডার; পাতা হাঁটুই তাদের খাবার টেবিল, মাটিই বিছানা; তাদের শৌচাগার সেটাই, যা ঈশ্বর সকলের জন্য সাধারণ সম্পদরূপে ব্যবস্থা করলেন, তথা নদী বা বিল।

তারা যাযাবরের মত ও কঠোর ভাবে জীবন যাপন করে—তারা তাই করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন নয়, দুর্দশা ও দুর্বিপাক তাদের সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে। তুমি যে উপবাস পালন কর, তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাও। দুর্ভাগা ভাইদের প্রতি দয়াবান হও: তোমার উদর থেকে যা বিয়োগ কর, তা ক্ষুধিতদের দান কর। ন্যায্য ঈশ্বরভীতিই সবকিছুর মীমাংসা করুক; তোমার পরিতৃপ্তি ও ভাইয়ের ক্ষুধা, তেমন দ্বন্দ্বকে তোমার ন্যায্য দেহসংযম দ্বারাই কমিয়ে দাও।

সুবুদ্ধি ধনীদের গৃহ গরিবদের জন্য খুলে দিক; গরিবদের চিন্তা তাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করুক। অভাবগ্রস্তদের ধনবান করা যেন মানবীয় পরিকল্পনার উপরে নির্ভর না করে, বরং ঈশ্বরের সনাতন বাণীই তাদের জন্য একটা গৃহ, একটা বিছানা, একটা টেবিল ব্যবস্থা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। মধুময় বাণী উচ্চারণ করে তুমি তোমার সম্পদ থেকে অংশ তুলে নিয়ে গরিবদের প্রয়োজন মেটাও; দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভিড় যেন তোমার কাছেই আশ্রয় পেতে পারে। প্রত্যেকে যেন প্রতিবেশীর জন্য চিন্তা করে। প্রতিবেশীকে সাহায্য দানে অন্য কেউই যেন তোমার আগে প্রশংসার স্থান না পায়; তোমার জন্য গচ্ছিত পুরস্কার অন্য কেউই যেন তোমার হাত থেকে কেড়ে না নেয়। দুঃখীকে সোনার মতই ভালবাস, অসুস্থকে এমন ভাবে যত্ন কর ঠিক যেন তার মধ্যে তোমার স্ত্রীর বা সন্তানদের বা দাসদের—এক কথায় তোমার বাড়ির সকলেরই স্বাস্থ্য দেখ। কেননা যখন গরিবদের যত্ন ও সাহায্য করা প্রয়োজন, তখন মহত্তর কারণে তাদেরই বিশেষ যত্নের পাত্র করতে হবে যারা অসুস্থ, কারণ যে অভাবগ্রস্ত ও অসুস্থ, সে নিজের দরিদ্রতার জ্বালা দ্বিগুণ ভোগ করে। স্বাস্থ্যবান যে গরিবেরা, তারা এঘর সেঘর

করতে করতে শেষ মুহূর্তে এমন একজনকে পায় যে তাদের একটা কিছু দেবে; নতুবা তারা রাস্তায় বসে সকল পথিকের কাছে ভিক্ষা চায়; কিন্তু যারা অসুস্থ, যারা ক্ষুদ্র এক বস্তির মধ্যে, এমনকি ক্ষুদ্র বস্তির ক্ষুদ্র কোণে রুদ্ধ, তারা দয়া, যত্ন ও ভালবাসায় পূর্ণ সেই তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেই গর্তের মধ্যে থেকে দানিয়েল হাবাকুকের যেভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই তুমি অর্থদানের মধ্য দিয়ে নবীর সঙ্গী হও; ইতস্তত না করে তৎপর হয়েই ক্ষুধিতকে খাদ্য দান করতে চল; ভয় নেই, প্রথম সহায়ক হওয়ায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ভয় করো না, অর্থদানের ফল বিচিত্র ও উপচে পড়া ফল। উপকার বোন, যাতে তার ফসল সংগ্রহ করতে পার ও গোলাঘর উত্তম শস্যে পরিপূর্ণ করতে পার।

শ্লোক - মথি ২৫:৩৫, ৪০; প্রবচন ১৯:১৭

প্ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ, তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

প্ দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-২৫)

**প্রজ্ঞা ভালবাসার যোগ্য**

শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর;
সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
কান পেতে শোন তোমরা সকলে,
যারা অগণিত মানুষের শাসক,
তোমাদের প্রজাদের বিপুল সংখ্যায় যারা তত গর্বিত!
কেননা তোমাদের শাসনক্ষমতা প্রভু থেকেই আগত,
তোমাদের প্রতাপও সেই পরাৎপর থেকে আগত,
যিনি তোমাদের সমস্ত কর্ম তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন,
তোমাদের যত অভিপ্রায় তলিয়ে দেখবেন;
অতএব, তাঁর রাজ্যের সেবক হয়ে
যদি তোমরা ন্যায্যভাবে শাসন করে না থাক,
বিধানও যদি পালন করে না থাক,
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেও যদি আচরণ করে না থাক,
তবে তিনি ভয়াবহভাবে তোমাদের সামনে অকস্মাৎ রুখে দাঁড়াবেন,
কারণ যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন;
নিম্ন পর্যায়ের মানুষ দয়ার যোগ্য,
কিন্তু প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে।

বিশ্বপ্রভু তো কারও সামনে পিছটান দেন না,
মহত্ত্বের সামনেও তিনি সঙ্কুচিত হন না,
কারণ তিনি ছোটকেও গড়েছেন, বড়কেও গড়েছেন,
তাই সকলের প্রতি সমান যত্ন দেখান।
কিন্তু তবুও প্রতাপশালীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।
সুতরাং, হে রাজনেতা সকল, আমার বাণী তোমাদেরই লক্ষ করে,

যেন প্রজ্ঞার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমাদের পতন না ঘটে।
যে কেউ পবিত্র বিষয় পবিত্রতার সঙ্গে পালন করে,
সে পবিত্র বলে গণ্য হবে,
যে কেউ সেগুলো শিখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে,
সেগুলোতেই সে আত্মপক্ষসমর্থন পাবে।
অতএব আমার বাণীর আকাঙ্ক্ষী হও,
সেই বাণী বাসনা কর, তবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

প্রজ্ঞা উজ্জ্বল, কখনও ম্লান হয় না।
প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে সহজেই পায় তার দর্শন,
তার সন্ধান যে করে, সে সহজেই পায় তার সন্ধান।
নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে।
তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে,
তার কোন কষ্ট হবে না,
সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন।
প্রজ্ঞা-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা, এ তো সিদ্ধ সদ্বিবেচনার প্রমাণ,
তার জন্য যে জাগ্রত থাকে, সে হঠাৎ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।
যারা তাকে পাবার যোগ্য, তাদের সন্ধানে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে,
মঙ্গলভাব দেখিয়ে সে রাস্তা-ঘাটে তাদের কাছে দেখা দেয়,
সমস্ত মঙ্গলময়তা দেখিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে আসে।
উদ্বুদ্ধ হওয়ার সরল আকাঙ্ক্ষা, এ প্রজ্ঞালাভের সূচনা ;
উদ্বুদ্ধ হতে যত্নশীল হওয়া, এ প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা ;
তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ,
বিধিনিয়মের প্রতি সম্মানেই অক্ষয়শীলতার নিশ্চিত অঙ্গীকার ;
এবং অক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য দান করে ;
ফলে প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের দিকে চালিত করে।

অতএব, হে জাতিগুলির রাজনেতারা,

যদি রাজাসনে ও রাজদণ্ডেই তোমরা প্রীত,
প্রজ্ঞাকে সম্মান কর ; তবে রাজত্ব করতে পারবে চিরকাল ধরে।
প্রজ্ঞা যে কী, তার উদ্ভব কেমন, আমি এখন একথা ব্যাখ্যা করব :
তার নিগূঢ় রহস্য তোমাদের কাছে গোপন রাখব না,
বরং তার উৎপত্তি থেকেই তার পাদচিহ্ন পালন করে আসব,
তার পরিচয় সুস্পষ্টই করে তুলব, সত্য থেকে সরব না।
গ্রাসকারী সেই হিংসা আমার সহচর হবে না,
প্রজ্ঞার সঙ্গে হিংসার তো কোন সম্বন্ধ নেই।
প্রজ্ঞাবানের বিপুল সংখ্যাই জগতের পরিত্রাণ,
সুবিবেচক রাজাই তাঁর আপন জাতির নিরাপত্তার সার।
তাই তোমরা আমার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ ;
তোমাদের লাভ নিশ্চিত।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:১৩, ১৪; ৩:১১; ৭:২৮

প্র সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি।
উ প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।
প্র হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে, কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।
উ প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - চের্তসা-মঠবাসী ধন্য গুইগো-লিখিত 'ঈশ্বরদর্শনে যাপিত জীবন' থেকে পাঠ (৩:৬-৭)

**প্রভু, আমি তোমার শ্রীমুখের অন্বেষণ করছিলাম**

পাঠ সুখময় জীবনের মাধুর্যের সন্ধান করে, ধ্যান তার সন্ধান পায়, প্রার্থনা তা দাবি করে, দর্শন তা ভোগ করে।

পাঠ এমন গুরুপাক খাদ্যের মত যা মুখের সামনে দেওয়া হয়, চিবাতে চিবাতে ধ্যান তা টুকরো টুকরো করে, প্রার্থনা তার স্বাদ ধারণ করে ও দর্শন হল সেই মাধুর্য নিজেই,

যা আনন্দ ও আরাম দেয়। পাঠ ফলের খোসা নিয়ে ব্যস্ত, ধ্যান তার শাঁস নিয়ে প্রবৃত্ত, প্রার্থনা অভিলাষের সন্ধানে সচেষ্ট, দর্শন প্রাপ্ত মাধুর্যের পরিতৃপ্তিতে সিদ্ধ।

আত্মা যখন দেখে যে, ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর-অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষিত মাধুর্যে সে নিজে নিজে পৌঁছতে অক্ষম, এবং তাও দেখে যে, নিজ হৃদয়কে সে যতখানি ঊর্ধ্বে উন্নীত করে, ঈশ্বর ততখানি ঊর্ধ্বে দূরবর্তী হন, তখন সে নিজেকে বিনীত করে প্রার্থনায় আশ্রয় নিয়ে বলে: হে প্রভু, তুমি যে কেবল শুদ্ধহৃদয়দেরই কাছে দৃষ্টিগোচর, আমি তো পাঠ ও ধ্যান করতে করতে অনুসন্ধান করছি হৃদয়ের সেই প্রকৃত শুদ্ধতা কী, ও কেমন করে তা অর্জন করা যায়, যাতে তার মধ্য দিয়ে আমি—যদিও ক্ষুদ্র ভাবে—তোমাকে জানতে পারি।

*আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছিলাম, প্রভু; তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছিলাম* (সাম ২৭:৮ লাতিন পাঠ্য); বহুদিন থেকে আমি নিজের হৃদয়ে ধ্যান করে আসছি, আর ধ্যান করতে করতে জ্বলে উঠল আগুন, জ্বলে উঠল তোমাকে আরও গভীরে জানবার অভিলাষ। তুমি যখন আমার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের রুটি ছিঁড়ে টুকরো কর, তখনই, সেই রুটি ছেঁড়াতেই, তুমি আমার কাছে নিজেকে জ্ঞাত কর, আর আমি যতখানি তোমাকে জানি, তোমাকে জানবার ততখানি বাসনা করি—অক্ষরের খোসায় আর নয়, গভীরতর অভিজ্ঞতায়ই জানতে বাসনা করি। প্রভু, আমার কর্মের পুণ্যফলের খাতিরে নয়, তোমার দয়ার খাতিরেই এ সমস্ত কিছু যাচনা করি। কেননা স্বীকার করি, আমি অযোগ্য পাপী; কিন্তু তবু *কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়* (মথি ১৫:২৭)। এজন্য, প্রভু, ভাবী উত্তরাধিকারের অগ্রিম দান প্রদান কর, স্বর্গীয় বৃষ্টির এক বিন্দুমাত্রও দান কর, যাতে আমার পিপাসায় আরাম পাই—কারণ আমি প্রেমে পুড়ি।

তেমন ধরনের ভক্তিপূর্ণ বচনেই প্রাণ নিজ বাসনা উদ্দীপ্ত করে তোলে, এভাবেই নিজ আসক্তি দেখায়, তেমন মন্ত্রবলেই নিজ বরকে ডাকে। তখন যিনি ধার্মিকদের উপর মুখ তুলে চান, যিনি তাদের মিনতি শোনেন শুধু নয়, কান পেতেই শোনেন, সেই প্রভু অপেক্ষা করেন না সেই যাচনা শেষ হোক, বরং প্রার্থনাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সহসা আকাঙ্ক্ষী প্রাণের কাছে তৎপর হয়ে এসে উপস্থিত হন, এবং স্বর্গীয় মাধুর্যের শিশিরে ও

অমূল্য সুগন্ধী তেলে স্নাত হয়ে তিনি শ্রান্ত প্রাণকে আরাম দেন, ক্ষুধিত প্রাণকে পরিতৃপ্ত করেন, পিপাসিত প্রাণকে পুলক নদীর জলে পরিপূর্ণ করে তার মন থেকে পার্থিব সমস্ত বিষয় মুছিয়ে দেন, এবং অপরূপভাবে তার আমিত্বের মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার পর তাকে মত্ত করে প্রজ্ঞাবান করে তোলেন।

শ্লোক - এজরা ৮:২২; বিলাপ ৩:২৫

℣ যারা প্রভুকে ত্যাগ করে, তাঁর পরাক্রম ও তাঁর ক্রোধ সেই সকলের বিরুদ্ধে।

℟ যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে।

℣ তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে, তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।

℟ যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (২৯:১-১৪)

## বাবিলনে নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়দের কাছে যেরেমিয়ার পত্র

এগুলো হল সেই পত্রের কথা, যা নবী যেরেমিয়া যেরুশালেম থেকে পাঠালেন নির্বাসিত বাকি প্রবীণদের কাছে, যাজকদের, নবীদের ও গোটা জনগণের কাছে, যাদের নেবুখাদ্নেজার যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন। যেকোনিয়া রাজা, মাতারানী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যুদা ও যেরুশালেমের সমাজনেতারা, শিল্পকার ও কর্মকারেরা যেরুশালেম থেকে চলে যাওয়ার পরেই তিনি পত্রটা পাঠালেন। পত্রটা শাফানের সন্তান এলেয়াসা ও হিল্কিয়ার সন্তান গেমারিয়ার হাতে পাঠানো হয়; এই দু'জনকে যুদা-রাজ সেদেকিয়া দ্বারা বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের কাছে বাবিলনে পাঠানো হয়েছিল। পত্রের কথা এই:

'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যেরুশালেম থেকে দেশছাড়া করে যাদের আমি বাবিলনে এনেছি, সেই সকল নির্বাসিত লোকের প্রতি আদেশ এ: তোমরা ঘর বেঁধে সেখানে বাস কর; খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর; বিবাহ করে সন্তানসন্ততির জন্ম দাও; ছেলেদের জন্য স্ত্রী বেছে নাও ও মেয়েদের বিবাহ দাও, যেন তারাও সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করে। সেখানে বংশবৃদ্ধি কর, তোমাদের জনসংখ্যা যেন হ্রাস না পায়। আমি যে শহরে তোমাদের নির্বাসিত অবস্থায় এনেছি, তার সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাক; তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেহেতু তার সমৃদ্ধির উপরেই তোমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের মধ্যে যত নবী ও মন্ত্রজালিক এখনও রয়েছে, তারা যেন তোমাদের না ভোলায়; তারা যে স্বপ্ন

দেখে, তাতে তোমরা কান দিয়ো না; কারণ তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়; আমি তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি।

তাই প্রভু একথা বলছেন: বাবিলনকে মঞ্জুর করা সেই সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমি তোমাদের দেখতে আসব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাণী সিদ্ধ করব, হ্যাঁ, তোমাদের আবার এইখানে ফিরিয়ে আনব। কারণ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে; আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, এবং যে সকল দেশের মধ্যে ও যে সকল জায়গায় তোমাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গা থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব—প্রভুর উক্তি—এবং যেখান থেকে তোমাদের নির্বাসিত করেছি, সেইখানে তোমাদের ফিরিয়ে আনব।'

**শ্লোক** - সাম ১০৫:১, ৪; সিরা ২:১০

*প্র* প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম।

*উ* প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

*প্র* ভেবে দেখ: প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

*উ* প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পঞ্চাশত্তমী, উপদেশ ২:১-২)

### আমার পরিকল্পনা শান্তিরই পরিকল্পনা

মহিমময় পুনরুত্থানের পর, গৌরবময় স্বর্গারোহণের পর, স্বর্গধামের কান্তির পর এবিষয় মাত্র বাকি ছিল, তথা ধার্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে ও স্বর্গীয় বাসিন্দা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হবেন।

আর দেখ ইশাইয়া বহুদিন আগে কেমন প্রভাবপূর্ণ ভাববাণীর মধ্য দিয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছিলেন: *সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ* (ইশা ৪:২)। প্রভুর এ বীজাঙ্কুর হলেন খ্রিষ্ট যিশু: কেবল তিনিই পাপশূন্য উদ্ভবের মধ্য দিয়ে জন্ম নিলেন, কেননা পাপের সদৃশ মাংসে জাত হয়েও তথাপি পাপময় মাংসে জন্ম নেননি, এবং মাংস অনুসারে আদমের সন্তান হয়েও অপরাধ অনুসারে আদমের সন্তান নন, কারণ অপরাধে জাত অন্য সকল মানুষের মত তিনি স্বরূপে ক্রোধের সন্তান ছিলেন না।

সুতরাং এ বীজাঙ্কুর, যিনি যেসের মূলকাণ্ড থেকে কুমারীর উর্বর গর্ভে পল্লবিত হলেন, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করায় মহিমায় বেড়ে উঠলেন, কারণ তখনই, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, প্রভা ও মহিমায় সুসজ্জিত হয়ে ও উত্তরীয়ের মত আলোতে বিভূষিত হয়ে তুমি সুমহান হলে। অতএব, হে প্রভু যিশু, ইস্রায়েলে যাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন, জগৎসৃষ্টির আগে যাঁরা তোমার দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের জন্য এবার আনন্দ আসুক; আসুন তোমার সেই মঙ্গলময় আত্মা, যাতে কালিমা ধৌত করেন ও সুবিচার ও ভক্তির প্রেরণায় আমাদের অন্তরে সদ্‌গুণ সঞ্চার করেন।

তবে এসো, ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে ও আমাদের ঊর্ধ্বে পরমত্রিত্ব জগৎসৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা সাধন করলেন, তা ধ্যান করি; এসো, দেখি বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন যাঁর উপর নির্ভরশীল, সেই মহিমা কেমন যত্নবান হলেন পাছে আমাদের হারান চিরকালের মত। সেই মহিমময় ত্রিত্ব সবকিছু প্রভাবের সঙ্গে সৃষ্টি করে প্রজ্ঞার সঙ্গে সবকিছু শাসন করছিলেন, এবং বিশ্বসৃষ্টিতে ও বিশ্বগতি-নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ও প্রজ্ঞা উভয়েরই চিহ্ন সুস্পষ্টই ছিল। তাছাড়া, ঈশ্বরে মঙ্গলময়তা বিদ্যমান ছিল, এমন মঙ্গলময়তা যা অপরিসীম হয়েও পিতার হৃদয়ে গুপ্ত অবস্থায় থাকত, যাতে সময় হলে আদমসন্তানদের উপরে অতিমাত্রায় বর্ষিত হয়। কেননা প্রভু বলছিলেন: *আমি শান্তিরই পরিকল্পনা জানি* (যেরে ২৯:১১ লাতিন পাঠ্য), যাতে আমাদের কাছে তাঁকেই প্রেরণ করেন যিনি আমাদের শান্তি, যিনি *সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন* (এফে ২:১৪

দ্রঃ) যেন আমাদের কাছে উত্তরোত্তর শান্তি দান করতে পারেন: যারা দূরে ছিল তাদের জন্য শান্তি, ও যারা কাছে ছিল তাদেরও জন্য শান্তি। তাই ঊর্ধ্বস্থিত সেই ঐশবাণী আমাদের কাছে নেমে এলেন—তাঁর আপন মঙ্গলময়তা তাঁকে আমন্ত্রণ করল, দয়া তাঁকে আকর্ষণ করল, যে সত্য অনুসারে তিনি আসবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন সেই সত্যই তাঁকে বাধ্য করল, কুমারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কুমারী-গর্ভের শুচিতা তাঁকে গ্রহণ করল, ঐশপ্রভাব তাঁর জন্ম ঘটাল, বাধ্যতা তাঁকে সবকিছুতে চালিত করল, সহিষ্ণুতা তাঁকে অস্ত্রসজ্জিত করল, ভালবাসা কথায় ও অলৌকিক কাজে তাঁকে প্রকাশ করল।

**শ্লোক** - এফে ২:১৪, ১৫; যোয়েল ২:২৩ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন,

*উ* যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

*প্র* হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর, কারণ তিনি ধর্মময়তার গুরুকে তোমাদের দান করলেন,

*উ* যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১৫-৩০)

## প্রজ্ঞা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, আমি যেন সুচিন্তিত কথা ব্যক্ত করতে পারি,
আমার অন্তরে এমন চিন্তারও যেন উদয় হয়,
যা সেই পাওয়া মঙ্গলদানের যোগ্য ;
কেননা তিনিই প্রজ্ঞা অভিমুখে পথপ্রদর্শক,
তিনিই আবার প্রজ্ঞাবানদের সৎদিশারী।
তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা,
হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি,
তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।
তিনি আমাকে সবকিছুর সূক্ষ্মতম জ্ঞান মঞ্জুর করলেন,
যেন আমি বুঝতে পারি জগতের গঠন ও সমস্ত পদার্থের গুণ,
যেন বুঝতে পারি কালের আদি, তার অন্ত ও তার মধ্যপথ,
অয়নান্ত-পালা ও ঋতুর পরম্পর লীলা,
বর্ষ-চক্র ও জ্যোতিষ্করাজির স্থান,
পশুদের স্বভাব ও বন্যজন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি,
আত্মাদের প্রভাব ও মানুষদের চিন্তা-যুক্তি,
গাছপালার বৈচিত্র্য ও শিকড়ের বিশেষ বিশেষ গুণ।
যা কিছু গুপ্ত, যা কিছু প্রকাশ্য, তা সমস্তই জানি,
নিখিলের নির্মাতা সেই প্রজ্ঞাই যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করল !

প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমণ্ডিত, পবিত্র,
অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম,
গতিশীল, প্রাঞ্জল, কলঙ্কমুক্ত,
স্বচ্ছ, নিরস্ত্র, মঙ্গলপ্রিয়, তীক্ষ্ণ,
বাধামুক্ত, শুভকামী, মানব-প্রেমী,

সুস্থির, সুনিশ্চিত, উদ্বেগহীন,
সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী,
এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতম সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।
প্রজ্ঞা সমস্ত গতির চেয়েও দ্রুতগামী ;
তার শুদ্ধতা গুণে সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, সবকিছুতে প্রবেশ করতে সক্ষম।

প্রজ্ঞা ঈশ্বরের স্বয়ং পরাক্রমের নিঃসৃত ফুৎকার,
সর্বশক্তিমানের গৌরবের শুদ্ধ নির্গমন ;
এজন্য কলুষিত কোন কিছু তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না।
প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব,
ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,
তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি।
যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম ;
নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে,
ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।
কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।
সত্যি, প্রজ্ঞা সূর্যের চেয়েও সুন্দরতম,
সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল ;
আলোর সঙ্গে তার তুলনা করলে, প্রজ্ঞাই আসে প্রথম।
বস্তুত আলোর পরে আসে রাত,
কিন্তু প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।

শ্লোক - কল ১:১৫-১৬; প্রজ্ঞা ৭:২৬

প্ খ্রিষ্টই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত ;
উ সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।
প্ তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব ও ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি ;

ঊ সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (২:৭৮, ৭৯)

**সৃষ্টবস্তু প্রজ্ঞার মুদ্রাঙ্কন ও তার প্রতিমূর্তি বহন করে**

যেহেতু এই প্রজ্ঞার সৃষ্ট প্রতিচ্ছবি আমাদের অন্তরে ও অন্য সকল বস্তুতে রয়েছে, সেজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেই সত্যকার ও সৃজনী শক্তিমণ্ডিত প্রজ্ঞা নিজের স্বরূপের যা যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তা নিজের জন্য আপন করে নিয়ে বলে, *প্রভু আমাকে আপন কার্যকলাপের উদ্দশ্যে সৃষ্টি করলেন* (প্রবচন ৮:২২ সত্তরী পাঠ্য)। এভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজমান এই প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে যা কিছু বলে, প্রভু নিজেরই বলে যেন তা দাবি করেন। এমনটি ঘটবার কারণ এই নয় যে স্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টবস্তুর পর্যায়ে পড়েন, বরং এজন্যই ঘটে যে, সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাঁর সৃষ্ট প্রতিমূর্তি বিরাজিত; তাই তিনি সেই সমস্ত কথা বলেন ঠিক যেন নিজেরই বিষয়ে কথা বলতেন। একই কথা দাঁড়ায় যখন প্রভু বলেন: *যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে* (মথি ১০:৪০), কারণ আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান; তাই যদিও তিনি সৃষ্টবস্তুর মধ্যে পরিগণিত নন, তথাপি যেহেতু সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি ও প্রতিচ্ছবি সৃষ্ট হয় ঠিক যেন তিনি নিজেই সেগুলোতে সৃষ্ট হন, সেজন্য তিনি বলেন: *প্রভু আপন [কর্ম]পথসকলের সূচনারূপে আমাকে আপন কার্যকলাপের উদ্দশ্যে সৃষ্টি করলেন* (প্রবচন ৮:২২ সত্তরী পাঠ্য)। এখন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যাতে জগৎ সেই প্রজ্ঞায় নিজের নির্মাতা সেই বাণীকে জানতে পারে ও বাণী দ্বারা পিতাকে জানে; আর পল ঠিক একথা সপ্রমাণ করে বলেন: *ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে* (রো ১:১৯-২০)। ফলত বাণী স্বরূপে আদৌ সৃষ্ট নন, কিন্তু প্রবচনমালার সেই পদ এই অর্থ অনুসারেই অনুধাবনযোগ্য যে, পদটা

সেই প্রজ্ঞাই সংক্রান্ত, যে প্রজ্ঞা আমাদের মধ্যে সত্যি বিদ্যমান, ও আমাদের মধ্যে তার বিদ্যমানতাও স্বীকার্য।

আর ভ্রান্তমতপন্থীরা যদি একথা বিশ্বাস না করে, তারাই আমাদের উত্তর দিক, সৃষ্টবস্তুতে কোন প্রকার প্রজ্ঞা আছে কিনা। যদি না থাকে, তবে কেনই বা প্রেরিতদূত দুঃখের কণ্ঠে বলেন, *ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না?* (১ করি ১:২১)। আবার, কোনও প্রকার প্রজ্ঞা যদি না থাকে, তাহলে শাস্ত্রে কেনই বা এত বহুসংখ্যক প্রজ্ঞাবানদের কথা উল্লিখিত? বাস্তবিকই, *প্রজ্ঞাবান ভয় ক'রে অন্যায় থেকে সরে যায়* (প্রবচন ১৪:১৬); *প্রজ্ঞা নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করল* (প্রবচন ২৪:৩); উপদেশকও বলেন, *মানুষের প্রজ্ঞা তার মুখ উজ্জ্বল করে* (উপ ৮:১)। এরপর তিনি সেই দুঃসাহসীদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়* (উপ ৭:১০)।

সৃষ্টবস্তুতে প্রজ্ঞা বিদ্যমান, এবিষয়ে সিরার ছেলে সাক্ষ্যদান করে বলেন: *প্রভু তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন, আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর, যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন* (সিরা ১:৯-১০)। তবু যা সঞ্চারিত হয়, তা ঐশপ্রজ্ঞার স্বরূপ নয়, কারণ ঐশপ্রজ্ঞা স্বরূপে অখণ্ড ও একমাত্র-জনিতা, কিন্তু তার প্রতিমূর্তিই সঞ্চারিত হয় যা জগতে অভিব্যক্ত। ফলত, জগতে সঞ্চারিত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান যার নমুনা ও প্রতিচ্ছবি, সেই সত্যকার ও সৃজনী শক্তিমণ্ডিত প্রজ্ঞা যখন একপ্রকারে নিজের বিষয়ে বলে, *প্রভু আপন কার্যকলাপের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করলেন*, তখন কেনই বা তার একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে? যে প্রজ্ঞা সৃষ্ট হয়েছে, তা হল সেই প্রজ্ঞা যা আমাদের বিশ্বমণ্ডলে বিদ্যমান, আর এ প্রজ্ঞা অনুসারেই *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব ও গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি* (সাম ১৯:১)। অন্য দিকে অপর প্রজ্ঞা সৃষ্ট নয়, বরং সে নিজেই স্রষ্টা।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:২২, ২৩; ১ করি ২:১০

প্র প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমণ্ডিত, পবিত্র, অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, মঙ্গলপ্রিয়, বাধামুক্ত,

উ সেই আত্মা সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।

প্র আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন।

উ সেই আত্মা সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:২০খ–২৫:১৩, ১৮-২১)

**যেরুশালেম অবরোধ ও দ্বিতীয় নির্বাসন**

**সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।**

তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিলনের রাজা নেবুখাদ্নেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল। চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত করা হল; সেই রাতে সমস্ত যোদ্ধা, রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে পালিয়ে গেল; কাল্দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে, সেসময়েই তারা আরাবা যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। কাল্দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে ধাওয়া করে যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। রাজাকে ধরে কাল্দীয়েরা রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে তাঁকে নিয়ে গেল; সেখানে তাঁর দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করা হল; নেবুখাদ্নেজারের হুকুমে তাঁর চোখ দু'টো উপড়ে ফেলা হল, এবং শেকলাবদ্ধ করে তিনি তাঁকে বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুখাদ্নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে —বাবিলনের রাজার বিশিষ্ট যোদ্ধা, রক্ষীদলের অধিনায়ক সেই নেবুজারাদান যেরুশালেমে প্রবেশ করল। সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুশালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও প্রধানদের বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত সৈন্য ছিল, তারা যেরুশালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। তখন জনগণের বাকি যত লোকেরা, যাদের নগরীতে রাখা হয়েছিল, যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান দেশছাড়া করে নিয়ে গেল। রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু এমন কয়েকজনকে রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে। প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই সবকিছু কাল্দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল।

রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজক জেফানিয়াকে ও তিনজন দ্বারপালকে ধরল; আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী, যাঁরা রাজার সাক্ষাতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে পাঁচজন, কর্মসচিব, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত কর্মচারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া আরও ষাটজন গণ্যমান্য লোক— এদের সকলকেও সে ধরল। এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। আর সেই রিব্লায়, হামাথ প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

শ্লোক - সাম ৭৯:১, ৪-৫

প্ল পরমেশ্বর, বিজাতিরা ঢুকেছে তোমার আপন উত্তরাধিকারে, অশুচি করেছে তোমার পবিত্র মন্দির, ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেছে যেরুশালেম।

উ প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র, আশেপাশের জাতিগুলির কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

℣ আর কতকাল, প্রভু? তুমি কি ক্রুদ্ধ থাকবে চিরদিন? তোমার ঈর্ষা কি জ্বলতে থাকবে আগুনের মত?

℟ প্রতিবেশীদের কাছে আমরা এখন অপবাদের পাত্র, আশেপাশের জাতিগুলির কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের বস্তু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ ধন্য মাননীয় পিতর-লিখিত 'পেত্রব্রুসিয়ান ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (১৬৫-১৬৭)

**সেই পথেই কৃপা ও সত্যের সম্মিলন হবে, যে পথ স্বয়ং খ্রিষ্ট**

খ্রিষ্টজগতের যজ্ঞ বহুবিধ নয়, কিন্তু একবিধ; বলিও বহু নয়, কিন্তু একটিমাত্র; কারণ যারা সারা জগতে তা উৎসর্গ করে, সেই খ্রিষ্টজনগণ যেমন এক, যাঁর কাছে তা উৎসর্গ করা হয় সেই ঈশ্বর এক, ও যে বিশ্বাস দ্বারা তা উৎসর্গ করা হয় সেই বিশ্বাস এক, তেমনি যে যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয় তাও এক। ইহুদীদের বহুবিধ বলির স্থানে একটিমাত্র খ্রিষ্টবলি উপস্থিত: বস্তুতপক্ষে যেহেতু ইহুদীদের যজ্ঞ বহুবিধ হওয়ায় দাসকে পবিত্র করতে অক্ষম ছিল, সেজন্য ঈশ্বর নিজে এমন বলি ব্যবস্থা করলেন যে বলি একবিধ হওয়ায় উৎসর্গকারীদের ধৌত, পবিত্র ও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত করবে। বলদ, বৃষ, মেষ, মেষশাবক ও ছাগের মাংস ও রক্তে ইহুদীদের যজ্ঞবেদি ভরা ছিল; কেবল *বিশ্বপাপহর সেই ঈশ্বরের মেষশাবকই* (যোহন ১:২৯) খ্রিষ্টভক্তদের যজ্ঞবেদির উপরে উপস্থিত। আমাকে নয়, ঈশ্বরের প্রেরিতদূতকে শোন: *আমাদের পাস্কা সেই খ্রিষ্ট বলীকৃত হয়েছেন* (১ করি ৫:৭)। অর্থাৎ: ইহুদীদের পাস্কা হল একটা বলীকৃত মেষশাবক, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ খ্রিষ্টভক্তদের পাস্কা হলেন সেই বলীকৃত খ্রিষ্ট। এজন্য খ্রিষ্টই খ্রিষ্টভক্তদের একমাত্র যজ্ঞ। তেমন যজ্ঞই খ্রিষ্টকালের জন্য সংরক্ষিত ছিল, অর্থাৎ সেই অনুগ্রহকালের জন্যই সংরক্ষিত ছিল, কারণ তেমন যজ্ঞ ক্রোধকালে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল না। ইহুদীদের ছিল একটা বলদ, খ্রিষ্টভক্ত পেয়েছে সেই খ্রিষ্টকে যাঁর যজ্ঞ ইহুদীদের বলিগুলোর তুলনায় ততখানি উৎকৃষ্ট, একটা বলদের তুলনায় খ্রিষ্ট যতখানি মহান।

যিনি স্বরূপে মঙ্গলময়, সেই ঈশ্বর পতিত মানুষের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে তাকে ত্রাণ করতে ইচ্ছা করছিলেন বটে, কিন্তু যেহেতু ন্যায় বাদ দিয়ে তাকে ত্রাণ করতে পারতেন

না, চাইতেনও না, সেজন্য দুর্দশাগ্রস্তের প্রতি কেমন করে ন্যায় বজায় রেখে কৃপা দেখাতে পারবেন একথা নিজ সনাতন সঙ্কল্পে ভাবতে ভাবতে তিনি অধিক উপযোগী এ উপায়ই অবলম্বন করলেন, যার মধ্য দিয়ে ন্যায় বজায় রাখা হবে, মানুষ মুক্তি লাভ করবে, অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাবে ও ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হবে। অতএব তিনি মানবপুত্রদের কাছে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যাতে মানবস্বরূপ ধারণ করে কিন্তু মানব-রিপু বিহীন হয়ে থেকে, পাপকে নয়, পাপের দণ্ড সেই দৈহিক মৃত্যুকেই আপন করে নেওয়ায়ই তিনি নিজ একবিধ মৃত্যু দ্বারা মানুষের দ্বিবিধ মৃত্যু বাতিল করতে পারেন, অর্থাৎ নিজ সাময়িক মৃত্যু দ্বারা চিরকালীন মৃত্যু বাতিল করতে পারেন।

এ ব্যবস্থা অনুসারেই কৃপা সাফল্যমণ্ডিত ও ন্যায় অক্ষুণ্ন হয়ে থাকে, আর একইসময়ে মানুষের চিরন্তন দণ্ডের স্থানে মানবেশ্বরের সাময়িক দণ্ড, ও মানুষের চিরন্তন মৃত্যুর স্থানে মানবেশ্বরের সাময়িক মৃত্যুকে অর্পণ করা হয়। মানবেশ্বরের এ মৃত্যু ঐশন্যায়ের দাঁড়িপাল্লায় এতখানি ভারের অধিকারী যে, বিশ্বপাপ বিষয়ে ন্যায্য বিচার করতে গিয়ে মানবপুত্রদের চিরন্তন মৃত্যুর চেয়ে ঈশ্বরের পুত্রের সাময়িক মৃত্যুই অধিক ভারী।

উপরন্তু একথা স্পষ্ট যে, মানুষের দণ্ডপ্রাপ্তি দ্বারা ন্যায়ের দাবি যতখানি মেটানো যেতে পারত, তার চেয়ে খ্রিষ্টের মৃত্যুই ন্যায়ের সেই দাবি উত্তমরূপে মিটিয়ে দিল; ফলে ঈশ্বরপুত্র মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করায় ন্যায় তার প্রাপ্য পেল, তাতে সেই যে ন্যায় বহুদিন থেকে মানবপরিত্রাণে বাধা দিয়েছিল, অবশেষে কৃপাকেই স্থান দিল, ও যারা হাজার হাজার বছর ধরে ভিন্ন পথে চলেছিল, সেই *কৃপা ও সত্য* সেই পথেই *সম্মিলিত হল* যে পথ স্বয়ং খ্রিষ্ট; আর মানবদণ্ডের সময়ে যারা কেমন যেন পরস্পর বিরোধী হয়েছিল, সেই *ন্যায় ও শান্তি করল পরস্পর চুম্বন* (সাম ৮৫:১১)। এ আমাদের যজ্ঞ! এ সুসমাচারের বিধানের, নবসন্ধির ও নব-জাতির আহুতি যা ঈশ্বরপুত্র-মানবপুত্র সেই খ্রিষ্ট দ্বারা ক্রুশে একবার চিরকালের মত উৎসর্গ করা হল, ও যা তাঁর জনগণ দ্বারা যজ্ঞবেদিতে সবসময় উৎসর্গ করতে হবে, তিনি নিজে যেভাবে আজ্ঞা ও নির্দেশ দিয়েছেন। সেসময়ে অন্য কিছু উৎসর্গ করা হয়নি, এখন অন্য কিছু উৎসর্গ করা হয় না, কিন্তু যেমন লেখা রয়েছে, *খ্রিষ্ট একবার চিরকালের মত নিজেকে উৎসর্গ ক'রে* (হিব্রু

৯:২৮) নিজ মণ্ডলীর হাতে সবসময়ের জন্য উৎসর্গীকৃত হবার উদ্দেশ্যে নিজেকেই রেখে গেলেন।

শ্লোক - হিব্রু ১০:১, ১৪; ৯:৯

প্ল বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম ;

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, খ্রিষ্ট একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

প্ল বিধান অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসককে সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম।

উ যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, খ্রিষ্ট একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-২১)

## ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা যাচনা করা দরকার

প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত ;
উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।
তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি ;
তাকেই নিজের কনে রূপে নিতে চেষ্টা করেছি,
হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি!
সে তার আপন বংশমর্যাদা প্রকাশ করে,
সে তো ঈশ্বরের জীবনেই সহভাগিতা ভোগ করে,
কেননা বিশ্বপ্রভু তাকে ভালবেসেছেন।
এমনকি, সে ঐশজ্ঞানে দীক্ষিত,
তিনি যা যা করবেন, প্রজ্ঞাই তা বেছে নেয়।
যখন ধনসম্পদ এজীবনে একটি আকাঙ্ক্ষণীয় মঙ্গল,
তখন সবকিছুতে যা ক্রিয়াশীল,
সেই প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর ধন কী থাকতে পারে?
যদি বুদ্ধিই সবকিছুতে ক্রিয়াশীল,
তবে সৃষ্টির মধ্যে কেইবা তার চেয়ে নিপুণ নির্মাতা?
আর কেউ যদি ধর্মময়তা ভালবাসে,
সদ্‌গুণ হল তার পরিশ্রমের ফল ;
কারণ প্রজ্ঞা সেই আত্মসংযম ও সদ্বিবেচনায়,
সেই ধর্মময়তা ও সুস্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষের পক্ষে এজীবনে যার চেয়ে উপযোগী আর কিছু নেই।

কেউ যদি বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা বাসনা করে,
তবে প্রজ্ঞাই অতীত ঘটনা জানে ও ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস পায়,
সে-ই জানে যত চিকন তর্কযুক্তি ও যত প্রহেলিকার উত্তর,

চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণও পূর্বঘোষণা করে,
আর সেই সঙ্গে কাল ও যুগের ঘটনাগুলিকেও পূর্বপ্রচার করে।
তাই স্থির করেছি, আমার জীবন-সঙ্গিনী রূপে আমি তাকেই নেব,
একথা জেনে যে, শুভদিনে সে আমার পরামর্শদাতা হবে,
দুঃখে-উদ্বেগে আমাকে সান্ত্বনা দেবে।
তার মধ্য দিয়ে আমি বিপুল জনসমাবেশে গৌরব লাভ করব,
যুবা হয়েও প্রবীণদের মাঝে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠব।

বিচারে সবাই আমাকে বিচক্ষণ দেখবে,
প্রতাপশালীরা আমার বিষয়ে আশ্চর্য হবে।
আমি নীরব থাকলে তারা আমার বাণীর প্রতীক্ষায় থাকবে,
আমি কথা বললে তারা মনোযোগ দেবে;
আমি দীর্ঘ বক্তব্য দিলে তারা মুখে হাত দেবে।
প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমি অমরতা লাভ করব,
আমার পরে যারা রাজপদে বসবে,
তাদের কাছে চিরন্তন স্মৃতি রাখব।
জাতিগুলিকে শাসন করব, দেশসকল আমার অধীন হবে;
আমার নাম শুনে ভয়ঙ্কর রাজনেতারা ভয়ে অভিভূত হবে,
লোকদের মধ্যে মঙ্গলময়, যুদ্ধে সাহসী নিজেকে দেখাব।
বাড়ি ফিরে এসে আমি তার কাছে বিশ্রাম করব,
কারণ তার সাহচর্যে তিক্ত বলতে কিছুই নেই,
তার সঙ্গও দুঃখজনক নয়,
বরং প্রাণে আনন্দ-সুখ সঞ্চার করে।

মনে মনে এসমস্ত বিষয় ধ্যান ক'রে,
একথাও ভেবে যে, প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনে রয়েছে অমরতা,
তার বন্ধুত্বলাভে পরম সন্তোষ,
তার কর্মফলে অফুরন্ত ঐশ্বর্য,

তার সঙ্গে অবিরত সম্পর্কে সদ্বিবেচনা,
তার সমস্ত কথার সহভাগিতায় খ্যাতি,
আমি চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিলাম,
কেমন করে তাকে আমার সঙ্গিনী রূপে নিতে পারব।

আমি ছিলাম সজ্জন প্রকৃতির এক তরুণ,
আমার সৌভাগ্যই যে আমি পেয়েছিলাম সৎ প্রাণ ;
বরং বলব, সৎ হওয়ায় আমি কলুষমুক্ত এক দেহে প্রবেশ করেছিলাম।
কিন্তু একথা জেনে যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে
অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,
—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে,
একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয় !—
আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তাঁকে মিনতি জানালাম।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৭:৭, ৮; যাকোব ১:৫

*প্র* আমি যাচনা করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল ; মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল :

*উ* সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম।

*প্র* তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে দান করেন :

*উ* সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্যান্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের ‘রচনাবলি’ থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ বিভাগ)

**ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর**

*ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর ; তা যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ* (হিব্রু ৪:১২)। যারা সেই খ্রিষ্টের অন্বেষণ করে, যিনি ঈশ্বরের বাণী, শক্তি ও প্রজ্ঞা, তাদের কাছে উপরোক্ত বচনে দেখানো হয় ঈশ্বরের বাণীতে কতই না শক্তি ও প্রজ্ঞা রয়েছে।

সনাতন পিতার সঙ্গে সনাতন এই যে বাণী আদিতে পিতার কাছে ছিলেন, যথাসময় প্রেরিতদূতদের কাছে প্রকাশিত হলেন, তাঁদের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হলেন, ও বিশ্বাসী জনগণ বিনম্রতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করল। সুতরাং পিতার মধ্যে বাণী বিদ্যমান, বাণীপ্রচারে বাণী বিদ্যমান, ভক্তদের হৃদয়ে বাণী বিদ্যমান।

ঈশ্বরের এ বাণী জীবন্ত, কারণ পিতা তাঁকে এমনটি দিয়েছেন যেন বাণী নিজে থেকেই জীবনের অধিকারী হন, পিতা নিজেও নিজে থেকেই যেমন জীবনের অধিকারী। ফলত বাণী জীবন্ত শুধু নন, বরং তিনি জীবনও, নিজের বিষয়ে তিনি নিজে যেভাবে বললেন: *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬)। আর যখন তিনি জীবন, তখন এ উদ্দেশ্যেই জীবন্ত যাতে জীবনদাতা হতে পারেন; কেননা *পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন* (যোহন ৫:২১)। তিনি জীবনদাতা, কারণ সমাধি থেকে মৃত মানুষকে ডেকে বলেন, *লাজার, বেরিয়ে এসো* (যোহন ১১:৪৩)।

যখন এ বাণী প্রচার করা হয়, তখন প্রচারকের যে কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে শোনা যায়, সেই কণ্ঠস্বরে খ্রিষ্ট এমন শক্তি সঞ্চার করেন যাতে বাণী অন্তরেই অনুভব করা যায়, তাতে মৃতেরা পুনরুজ্জীবিত হয় ও আব্রাহামের সন্তানেরা নিত্য প্রশংসাগানে পুনরুত্থিত হয়। এজন্য এ বাণী পিতার হৃদয়ে জীবন্ত, প্রচারকের মুখে জীবন্ত, বিশ্বাসী ও ভক্তের হৃদয়ে জীবন্ত। যখন এ বাণী এত জীবন্ত, তখন আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এ বাণী কার্যকরও।

বাণী সৃষ্টিকার্যে কার্যকর, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে কার্যকর, জগৎমুক্তিতে কার্যকর; বাস্তবিকই এর চেয়ে অধিক কার্যকর ও পরাক্রমী কী আছে? *কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?* (সাম ১০৬:২)। বাণী কর্মসাধনেই কার্যকর, প্রচারে কার্যকর; কেননা অকৃতকার্য হয়ে বাণী ফিরে আসেন না, বরং যাদের কাছে প্রেরিত, তাদের অন্তরে ফলদায়ী। বাণী কার্যকর, ও যখন মানুষ তাঁকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে, তখন বাণী *যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ।* বস্তুতপক্ষে বিশ্বাসীর পক্ষে অসাধ্য কী থাকতে পারে, বা প্রেমিকের পক্ষে কঠিন কী থাকতে পারে? এ বাণী যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কথাগুলো মর্মভেদী, ঠিক যেন মহাবীরের তীক্ষ্ণ

তীরের মত, বা জোরে মারা পেরেকের মত যা ভিতরে এতই প্রবেশ করে যে, অন্তঃস্থল পর্যন্তও ভেদ করে। হ্যাঁ, এ বাণী *যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ*, কারণ ভেদশক্তি ক্ষেত্রে এ বাণী যে কোন খড়্গের চেয়ে প্রভাবশালী, ও যে কোন মানবজ্ঞানের চেয়ে চিকন : মানবজ্ঞান বা সুচিন্তিত ভাষণের তুলনায় এ বাণী সূক্ষ্ম।

**শ্লোক** - সিরা ১:৫, ২০ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত ঐশবাণী প্রজ্ঞার উৎস,

*উ* ঐশবাণীর পথই শাশ্বত বিধান।

*প্র* প্রভুকে ভয়ই প্রজ্ঞার পূর্ণতা,

*উ* ঐশবাণীর পথই শাশ্বত বিধান।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩৭:২১; ৩৮:১৪-২৮)

**কারারুদ্ধ যেরেমিয়া সেদেকিয়া রাজাকে**

**শান্তি-চুক্তি করার জন্য আহ্বান করেন**

সেদেকিয়া রাজার আজ্ঞায় যেরেমিয়াকে কারাবাসের প্রাঙ্গণে রাখা হল, এবং নগরের সমস্ত রুটি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রুটিওয়ালাদের পাড়া থেকে একটা করে রুটি তাঁকে দেওয়া হল। এইভাবে যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন। সেদেকিয়া রাজা লোক পাঠিয়ে নবী যেরেমিয়াকে প্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশস্থানে নিজের কাছে আনালেন; রাজা তাঁকে বললেন: 'আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, আমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখবেন না।' যেরেমিয়া উত্তরে সেদেকিয়াকে বললেন, 'আমি তা বললে আপনি কি আমাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন না? আরও, আমি আপনাকে পরামর্শ দিলে আপনি আমার কথায় কান দেবেন না।' তখন সেদেকিয়া রাজা গোপনে যেরেমিয়ার কাছে এই বলে শপথ করলেন, 'আমাদের জীবনদাতা সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি আপনাকে বধ করব না; যারা আপনার প্রাণনাশে সচেষ্ট আছে, সেই লোকদেরও হাতে আপনাকে তুলে দেব না।'

তখন যেরেমিয়া সেদেকিয়াকে বললেন, 'প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তুমি যদি বাইরে গিয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ কর, তবে তোমার প্রাণ বাঁচবে, এই নগরীও আগুনে দেওয়া হবে না; তুমি বাঁচবে, তোমার পরিবারও বাঁচবে। কিন্তু যদি বের হয়ে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের হাতে আত্মসমর্পণ না কর, তবে এই নগরী কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।' সেদেকিয়া রাজা যেরেমিয়াকে বললেন, 'যে ইহুদীরা কাল্দীয়দের পক্ষে যোগ দিয়েছে, আমি তাদেরই

ভয় পাই; কি জানি, আমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে।' যেরেমিয়া বললেন, 'না, আপনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে না; বিনয় করি, আমি আপনাকে যা কিছু বলছি, সেই বিষয়ে আপনি প্রভুর বাণী মেনে নিন, তবে আপনার মঙ্গল হবে, আপনি প্রাণে বাঁচবেন। কিন্তু আপনি যদি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন, তবে প্রভু যা আমাকে দেখিয়েছেন, তা এ: এই যে, যুদার রাজপ্রাসাদে বাকি সমস্ত স্ত্রীলোককে বাবিলন-রাজের সেনাপতিদের কাছে আনা হবে, এবং বলবে, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তোমাকে ভুলিয়েছে, চালাকি করেছে; তোমার পা কাদামাটিতে ডুবে গেছে; কিন্তু ওরা সকলে পিছটান দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, সকল স্ত্রীলোককে ও তোমার সকল সন্তানকে কাল্দীয়দের হাতে আনা হবে, তুমিও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, বরং তোমাকে বাবিলন-রাজের হাতে বন্দি অবস্থায় রাখা হবে, এবং এই নগরী আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'

সেদেকিয়া যেরেমিয়াকে বললেন, 'কেউই যেন এই সমস্ত কথা না জানে, নইলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা করেছি, তা জানতে পেরে জননেতারা এসে যদি আপনাকে বলে, রাজাকে যা কিছু বলেছ, তা আমাদের বল; আমাদের কাছ থেকে কিছু গোপন রেখো না, নইলে আমরা তোমাকে বধ করব; রাজা তোমাকে কী কী বলেছেন, তা আমাদের জানাও; তবে আপনি তাদের একথা বলবেন: রাজার কাছে আমি এই মিনতি নিবেদন করেছি, যেন তিনি আমাকে যোনাথানের বাড়িতে মরতে ফিরিয়ে না পাঠান।' প্রকৃতপক্ষে সেই সকল জননেতা এসে যেরেমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; আর তিনি রাজার আজ্ঞামত তাঁদের সেই সকল কথা বললেন, ফলে তাঁরা ক্ষান্ত হয়ে চলে গেলেন; বস্তুত সেই আলাপ জানাজানি হয়নি।

যেরুশালেম হস্তগত হওয়ার দিন পর্যন্ত যেরেমিয়া কারাবাসের প্রাঙ্গণে থাকলেন।

**শ্লোক** - ২ করি ৬:৪-৫; যুদিথ ৮:২৩ (লাতিন পাঠ্য)

℣ আমরা সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই, মহা নিষ্ঠার সঙ্গে:

℟ ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে, প্রহার ও কারাবাসে।

℣ যারা প্রভুর গ্রহণীয়, তারা সকলে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে

℟ ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে, প্রহার ও কারাবাসে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আনসেলমো-লিখিত 'ধ্যান' থেকে পাঠ (৩:৮৮-৯০)

## ভয় করো না, আমি মূল্য দিয়ে তোমার মুক্তি সাধন করেছি, তোমার জন্য জীবন দিয়েছি

যেহেতু ক্রুশের উপরেই পরিত্রাণকর্ম সাধিত হল, সেজন্য ক্রুশ দ্বারাই খ্রিষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন। দেখ, হে খ্রিষ্টভক্ত, এ তোমার পরিত্রাণের শক্তি, এ তোমার স্বাধীনতার কারণ, এ তোমার মুক্তির মূল্য। তুমি ছিলে বন্দি, কিন্তু এইভাবে মুক্ত হয়েছ; ছিলে দাস, কিন্তু এইভাবে স্বাধীন হয়েছ; প্রবাসী যে তুমি, এভাবে স্বদেশে ফিরে এসেছ; হারানো যে তুমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছ; মৃত যে তুমি পুনরুত্থিত হয়েছ।

হে মানুষ, তোমার হৃদয় যেন একথাই খায়, একথাই চিবায়, একথাই চোষে, একথাই গিলে ফেলে, যখন তোমার মুখ তোমার মুক্তিসাধকের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে। এজীবনে এ হোক তোমার দৈনন্দিন খাদ্য, পানীয় ও পাথেয়, কারণ এ দ্বারা ও কেবল এ দ্বারাই তুমি খ্রিষ্টে থাকবে ও খ্রিষ্টও তোমার অন্তরে থাকবেন, ও ভাবী জীবনে তোমার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে।

কিন্তু, হে প্রভু, তুমি যে মৃত্যু বরণ করেছ আমি যেন বাঁচি, কেমন করে আমি আমার স্বাধীনতা বিষয়ে আনন্দ করব, তা যখন কেবল তোমার শেকল থেকেই আগত? কেমন করে আমার পরিত্রাণ বিষয়ে মেতে উঠব, তা যখন কেবল তোমার দুঃখেরই নামান্তর? কেমন করে আমার জীবন বিষয়ে উল্লাস করব, তা যখন কেবল তোমার মৃত্যু থেকেই নির্গত? যেহেতু তোমার নির্যাতকেরা তোমাকে নির্যাতন না করলে তোমার যন্ত্রণাভোগ হত না, আর তুমি যন্ত্রণাভোগ না করলে আমার এ সমস্ত মঙ্গল হত না, এজন্য আমি কি তোমার যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে ও তোমার নির্যাতকদের হিংস্রতা বিষয়ে পুলকিত হব? আবার, যখন আমার মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই তোমার যন্ত্রণাভোগ হল ও তোমার যন্ত্রণাভোগ না থাকলে আমার মঙ্গল হত না, তখন আমি তোমার যন্ত্রণাভোগ বিষয়ে দুঃখ করলে কেমন করে আমার মঙ্গল বিষয়ে আনন্দ করব? কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, তুমি স্বেচ্ছায় সেই সবকিছু হতে না দিলে তাদের শঠতা কিছুই করতে পারত না; আর তুমি কেবল এ কারণেই যন্ত্রণাভোগ করলে যে, তুমি স্নেহশীল হওয়ায় তাই ইচ্ছা করলে। অতএব তাদের হিংস্রতার নিন্দা করা, তোমার সহবেদনশীল হয়ে তোমার মৃত্যু ও দুঃখকষ্টের

অনুকরণ করা, ধন্যবাদ জানিয়ে তোমার স্নেহশীল ইচ্ছা ভালবাসা, আর এভাবে আমাকে মঞ্জুর করা মঙ্গলদানগুলোতে মেতে ওঠা আমার একান্ত কর্তব্য।

এজন্য হে হীনতম মানুষ, তাদের সেই হিংস্রতার কথা ঈশ্বরের বিচারের হাতে ছেড়ে দাও, ও তাতেই ব্যস্ত থাক, যা তোমার ত্রাণকর্তাকে তোমাকেই দিতে হবে। ভেবে দেখ তোমার জন্য কী না করা হয়েছে, ও চিন্তা কর কত ভালবাসারই না যোগ্য সেই তিনি, যিনি তোমার জন্য এসব কিছু করলেন। তোমার অভাব ও তাঁর মঙ্গলময়তার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখ, আর দেখ কত কৃতজ্ঞই না তোমার হওয়া উচিত ও তাঁর ভালবাসার প্রতি তুমি কতই না ঋণী।

হে মঙ্গলময়, হে প্রভু খ্রিষ্ট যিশু, আমি তোমার কথা ভাবছিলাম না, তোমার অন্বেষণও করছিলাম না, অথচ তুমি সূর্যের মত আমাকে উদ্ভাসিত করেছ, আর আমাকে দেখিয়েছ আমি কেমন অবস্থায় ছিলাম। যে সীসা আমাকে নিচের দিকে টেনে নিচ্ছিল, তা থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করেছ; যে বোঝা আমার মাথায় চাপ দিচ্ছিল, তা সরিয়ে দিয়েছ; যারা আমাকে অত্যাচার করছিল, তাদের দূর করে দিয়েছ, ও আমার রক্ষায় তাদের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছ। এমন নতুন নাম ধরেই আমাকে ডেকেছ, যে নাম তোমারই নিজের নাম থেকে উদ্গত; আর আমি যে ন্যুব্জই ছিলাম, আমাকে তোমার দর্শনলাভ পর্যন্ত উত্তোলন করে বলেছ: *ভরসা রাখ, কারণ আমি তোমার মুক্তি সাধন করলাম* (ইশা ৪৩:১); তোমার জন্য আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি। তুমি আমার প্রতি আসক্ত থাকলে তবে যে অমঙ্গল তোমাকে ঘিরে রাখছিল, তা এড়াতে পারবে; ও যে গহ্বরের দিকে ধাবিত ছিলে তাতে পতিত হবে না; আমি বরং তোমাকে আমার নিজের রাজ্যে চালিত করব ও তোমাকে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী করব, আমার সহউত্তরাধিকারীই করব।

সেসময় থেকে তুমি আমাকে তোমার রক্ষায় রেখেছ, যাতে তোমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোন কিছু আমার প্রাণের ক্ষতি না করে। আর দেখ, তুমি যেভাবে চেয়েছিলে, আমি এখনও তোমার প্রতি সেভাবে আসক্ত না হলেও, তবু তুমি এখনও আমাকে পাতালে পতিত হতে দাওনি, বরং এখনও অপেক্ষায় রয়েছ যাতে আমি তোমার প্রতি আসক্ত হলে তুমি যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে তা পূরণ করতে পার।

শ্লোক - ইশা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

প্ল তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন ;

উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

প্ল যিশু বললেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

উ অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-১৮)

**প্রজ্ঞা পাবার জন্য প্রার্থনা**

‘হে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, হে দয়ার প্রভু,
তুমি যে তোমার বাণী দ্বারা সমস্তই নির্মাণ করলে,
তুমি যে তোমার প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে গড়লে,
তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ, তার উপর সে যেন প্রভুত্ব করে,
যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎকে শাসন করে
ও ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে বিচার উচ্চারণ করে,
আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।
কারণ আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
আমি দুর্বল ও স্বল্পায়ুর মানুষ,
ধর্মময়তা ও বিধিনির্দেশ বুঝতে ধীর।
সত্যিই, মানবসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষও
তোমা থেকে আগত প্রজ্ঞার অভাবী হলে
শূন্যময় বলেই গণ্য হবে।
তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে,
তোমার পুত্রকন্যাদের বিচারকর্তা হবার জন্য বেছে নিলে;
আমাকে নির্দেশ দিয়েছ,
যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি,
যেন তোমার আবাসের নগরীতে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলি,
সেই পবিত্র তাঁবুরই একটা সাদৃশ্য গড়ে তুলি,
যা তুমি আদি থেকে প্রস্তুত করেছিলে।

তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার সাধিত কাজ জানে,
যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে;

সে তো জানে তোমার দৃষ্টিতে কি কি গ্রহণীয়
ও তোমার বিধিগুলির কী কী অনুরূপ।
পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি তাকে পাঠাও,
সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,
তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
কারণ সে সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে,
আমার কাজকর্মে সে সুবুদ্ধির সঙ্গে আমাকে চালনা করবে,
তার আপন গৌরবে আমাকে রক্ষা করবে।

তাহলে আমার কাজকর্ম তোমার গ্রহণীয় হবে;
আমি তোমার জনগণকে সততার সঙ্গে বিচার করব,
আমার পিতার রাজাসনেরও যোগ্য হয়ে উঠব।
কোন্ মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে পারে?
কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে?
মরমানুষের চিন্তাধারা তো দুর্বল,
আমাদের যত ধ্যানধারণাও তত সুস্থির নয়;
কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়,
মাটির এই তাঁবুও মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা।
পার্থিব বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা, আমাদের পক্ষে তা যখন যথেষ্টই কঠিন,
আমাদের নাগালে যা রয়েছে,
তাও যখন শুধু কষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি,
তখন স্বর্গীয় বিষয় কে আবিষ্কার করতে পারে?
কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে,
যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক,
ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?
এইভাবে মর্তবাসীদের পথ সোজা করা হল,
তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল;

হ্যাঁ, প্রজ্ঞা দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পেল।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৯:১০, ৪

*প্র* প্রভু, পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি সেই প্রজ্ঞা পাঠাও, সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে:

*উ* তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

*প্র* আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,

*উ* তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রাথমিক তত্ত্বমালা' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৬:১-১২)

## খ্রিষ্টের মাংসধারণ রহস্য

আমাদের ত্রাণকর্তা সম্বন্ধীয় যত মহা ও অপরূপ কথার মধ্যে যেটা মানবীয় বুদ্ধিকে অগাধ বিস্ময়ে বিস্মিত করে, যেটা মানুষের দুর্বল বিবেচনাশক্তি, ধারণা ও কল্পনার অতীত, সেটা হল এই বিশ্বাসের কথা যা অনুসারে ঐশমর্যাদার সেই সর্বশক্তিমান প্রতাপ, পিতার সেই প্রকৃত বাণী, পরমেশ্বরের সেই প্রজ্ঞা যাঁর দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, এমন এক মানুষেই সীমাবদ্ধ করা হল যিনি যুদেয়ায় আবির্ভূত হলেন। একথাও বিস্ময়কর যে, পরমেশ্বরের প্রজ্ঞা নারীগর্ভে প্রবেশ করলেন, শিশুরূপে জন্ম নিলেন, শিশুর মত চিৎকারও করলেন। আবার, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন, কেননা তিনি নিজেই তো বললেন, *আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন* (মথি ২৬:৩৮)। অবশেষে এ কথাও আশ্চর্যজনক যে, তাঁকে এমন মৃত্যু বরণ করতে হল যা সেকালে সবচেয়ে লজ্জাকর মৃত্যু বলে পরিগণিত ছিল—যদিও তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন।

তাই আমরা যখন তাঁর মধ্যে মানবীয় দুর্বলতার এমন কোন চিহ্ন দেখি যা তাঁকে অন্যান্য মরমানুষের চেয়ে ভিন্ন করে না, অথবা দিব্যই এমন কোন লক্ষণ পাই যা সর্বোত্তম আর অবর্ণনীয় ঈশ্বরত্বেরই লক্ষণ, তখন আমাদের এ ক্ষীণ মানবজ্ঞান দিশেহারা হয়ে পড়ে; আমরা তখন এতই বিস্মিত যে জানি না আর কীবা ভাবব, কোন্ দিকেই বা

তাকাব। আমাদের বিচারবুদ্ধি যদি ঈশ্বরের কথা ভাবে, তাহলে একটি মরমানুষকেই দেখে। সে যদি খ্রিষ্টকে মানুষ বলেই ধরে, তাহলে দেখে যে এই মানুষ মৃত্যুর আধিপত্য ধ্বংস করেন, এবং বিজয়ের সম্পদ হাতে করে মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে আসেন।

সুতরাং এ রহস্য গভীরতম সম্ভ্রম ও ভক্তির সঙ্গেই ধ্যান করা উচিত। মানবীয় ও ঐশ স্বরূপ, এ স্বরূপ দু'টো যে অনন্য খ্রিষ্টে সত্যি বিদ্যমান, একথা দেখাতেই হবে। অনুপযুক্ত কিছু থাকলে, তা সেই অগম্য ঐশসত্তার উপর আরোপ করতে নেই; অপরদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও মায়া বলে গণ্য করতে নেই। অন্যান্য লোকদের কাছে এসব কিছু জ্ঞাত করা বা কথায় বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের শ্রেণি, বিচারবুদ্ধি ও ভাষার ক্ষমতার অতীত। বোধ হয়, স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের নিখিল সৃষ্টিও এ রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম।

শ্লোক - ফিলি ২:৬, ৭; যোহন ১:২

প্র খ্রিষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না;

উ কিন্তু দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

প্র আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী,

উ কিন্তু দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন।

# মঙ্গলবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩২:৬-১০, ১৬, ২৪-৪০)

**কারারুদ্ধ যেরেমিয়া আশার চিহ্নস্বরূপ**

**আনাথোথের জমি কিনে নেন**

যেরেমিয়া বললেন, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: দেখ, তোমার জেঠা মশায় শাল্লুমের সন্তান হানামেল তোমার কাছে এসে একথা বলবে: আনাথোথে আমার যে জমি আছে, তা তুমি কিনে নাও, কারণ তা কিনবার জন্য মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার তোমারই।' পরে প্রভুর কথামত আমার জেঠার সন্তান হানামেল কারাবাসের প্রাঙ্গণে আমার কাছে এসে বলল, 'দোহাই আপনার, বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোথে আমার যে জমি আছে, তা আপনি কিনে নিন; কারণ উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার ও মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আপনার। তাই তা কিনে নিন।' তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ প্রভুর আদেশ; তাই জেঠা মশায়ের সন্তান আনাথোথ-নিবাসী হানামেলের কাছ থেকে জমিটা কিনলাম, ও তাকে তার মূল্য বুঝিয়ে দিলাম: সতের রুপোর শেকেল। আর ক্রয়পত্র লিখে তাতে সীল মারলাম, এবং সাক্ষীদের ডেকে সেই রুপো নিক্তিতে ওজন করে দিলাম।

নেরিয়ার সন্তান বারুককে সেই ক্রয়পত্র দেওয়ার পর আমি প্রভুর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলাম: 'দেখ, নগরী হস্তগত করার জন্য সেই সমস্ত অবরোধ-যন্ত্র ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে; এবং খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে এবার নগরী আক্রমণকারী কাল্দীয়দের হাতে পড়ে যাচ্ছে; তুমি যা বলেছিলে, তা সত্য হয়ে উঠেছে; এই যে, তুমি নিজেই তা দেখতে পাচ্ছ। অথচ তুমি, হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে নগরী কাল্দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!'

তখন প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে? তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি কাল্দীয়দের হাতে ও বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজারের হাতে এই নগরী তুলে দেব, আর সে তা হস্তগত করবে। নগরীকে আক্রমণকারী এই কাল্দীয়েরা প্রবেশ করে তাতে আগুন লাগাবে, এবং আমাকে ক্ষুব্ধ করার জন্য যে সকল বাড়ির ছাদে লোকেরা বায়াল-দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়িও তারা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে কেবল তা-ই করে আসছে; হ্যাঁ, তাদের কাজকর্ম দ্বারা ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে কেবল ক্ষুব্ধই করেছে—প্রভুর উক্তি। কারণ নির্মাণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই নগরী আমার এমন ক্রোধ ও রোষের কারণ হয়ে এসেছে যে, আমি এখন আমার সামনে থেকে তা দূর করে দেব; কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা ও যুদা সন্তানেরা—তারা, তাদের রাজারা, নেতারা, যাজকেরা, নবীরা, যুদার লোকেরা ও যেরুশালেমের অধিবাসীরা, এরা সকলেই আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য শুধু অপকর্মই করেছে। আমার প্রতি তারা তো পিঠ ফিরিয়েছে, মুখ নয়! আর আমি তৎপর ও যত্নশীল হয়ে উপদেশ দিলেও, তারা শুনতে চায়নি, সংশোধন গ্রহণ করে নেয়নি। বরং, যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কলুষিত করার জন্য তার মধ্যে তাদের সেই সব ঘৃণ্য বস্তু দাঁড় করিয়েছে; মোলখ-দেবের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাবার জন্য বেন্-হিন্নোম উপত্যকায় বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে—তা এমন কিছু, যা আমি আজ্ঞা করিনি, এমনকি তেমন জঘন্য কর্ম জারি করার কল্পনাও কখনও করিনি—এইসব কিছু তারা করেছে যেন যুদাকে পাপ করাতে পারে।'

তাই তোমরা যে নগরী সম্বন্ধে বলে থাক, তা খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মধ্য দিয়ে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এই নগরী সম্বন্ধে এখন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: 'দেখ, আমি আমার ক্রোধে, রোষে ও প্রচণ্ড আক্রোশে তাদের যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের ভরসাভরেই বাস করতে দেব। তারা হবে

আমার আপন জনগণ, আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আর আমি তাদের মঙ্গলের জন্য ও তাদের পরে তাদের সন্তানদেরও মঙ্গলের জন্য তাদের একনিষ্ঠ হৃদয় দেব, সদাচরণেও তাদের নিষ্ঠাবান করব, যেন তারা সবসময় আমাকে ভয় করতে পারে। আমি তাদের সঙ্গে এই চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করব যে, তাদের মঙ্গল করার জন্য আমি আমার প্রচেষ্টায় কখনও ক্ষান্ত হব না; এবং তারা যেন আমাকে আর কখনও ত্যাগ না করে সরে যায়, আমি তাদের হৃদয়ে আমার ভয় সঞ্চার করব।'

**শ্লোক** - যেরে ৩২:২৫, ২৭, ৩৬, ৩৭

*প্র* হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি নাকি আমাকে বলেছ: অর্থ দিয়ে সেই জমি কিনে নাও ও সাক্ষীদের ডাক; আর ইতিমধ্যে নগরী কাল্দীয়দের হাতে দেওয়া হচ্ছে!

*উ* দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে?

*প্র* এই নগরী সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন, দেখ, আমি সকল দেশ থেকে তাদের জড় করব, তাদের এখানে ফিরিয়ে আনব ও তাদের ভরসাভরেই বাস করতে দেব।

*উ* দেখ, আমিই প্রভু যত প্রাণীর পরমেশ্বর; আমার পক্ষে কি অসাধ্য কিছু আছে?

**দ্বিতীয় পাঠ** - নোলার বিশপ সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩৮:৩-৪, ৬)

**আমাদের পক্ষে খ্রিষ্ট গৌরব, সম্পদ ও রাজ্য**

আদি থেকে খ্রিষ্ট তাঁর আপনজনদের মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করে থাকেন, কেননা তিনি আদি ও অন্ত, তিনি বিধানে আবৃত ও সুসমাচারে প্রকাশিত, তিনি সেই প্রভু যিনি সবসময় অপরূপ, ধৈর্যশীল ও আপন পুণ্যজনদের মধ্যে গৌরবময়: আবেলে তিনি ভাই দ্বারা নিহত, নোয়াতে সন্তান দ্বারা অবজ্ঞাত, আব্রাহামে প্রবাসী, ইস্হাকে উৎসর্গীকৃত, যোসেফে বিক্রীত, মোশিতে নদীর জলে সমর্পিত ও বিচ্যুত, নবীদের মধ্যে পাথর ও করাত-দণ্ডে দণ্ডিত, প্রেরিতদূতদের মধ্যে পৃথিবী ও সমুদ্র জুড়ে বিক্ষিপ্ত, ও ধন্য সাক্ষ্যমরদের বহু ও বিবিধ নিপীড়নের মধ্যে বারবার নিহত।

সুতরাং তিনিই এখনও আমাদের দুর্বলতা ও অসুস্থতা বহন করে থাকেন, কারণ তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের জন্য অবিরতই যন্ত্রণায় উপনীত, ও সেই অসুস্থতা সহ্য করতে সক্ষম, যে অসুস্থতা আমরা তাঁর সহায়তায় ছাড়া সহ্য করতে অক্ষম। তিনিই

এখনও আমাদের জন্য ও আমাদের মধ্যে বিশ্ব বহন করে থাকেন, যাতে অমঙ্গল সহ্য করায় অমঙ্গল ধ্বংস করতে পারেন ও দুর্বলতায় শক্তির সিদ্ধি ঘটাতে পারেন। তিনি নিজেই তোমার মধ্যে দুর্নাম ভোগ করেন, ও তোমার মধ্যে তাঁকেই এজগৎ ঘৃণা করে।

আমরা কিন্তু এসো, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ প্রভু তখনই গৌরবান্বিত যখন বিচারিত, ও যেমন লেখা আছে, নিজেকে দাস করায়ই তিনি আমাদের মধ্যে বিজয়ী, ও নিজ দাসদের জন্য স্বাধীনতার অনুগ্রহ অর্জন করেন। তিনি তেমনটি করেছেন তাঁর সেই রহস্যময় ভালবাসার খাতিরে, যে জন্য তিনি নিজেকে দাস করলেন ও ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জন্য নমিত করতে কুণ্ঠিত হননি, যাতে দৃশ্য অবমাননার মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়ে সেই স্বর্গীয় উন্নয়ন সাধন করতে পারেন যা আমাদের পক্ষে অদৃশ্য। ভেবে দেখ আদি থেকে আমরা কোথা থেকেই বা পতিত হয়েছিলাম, তবেই উপলব্ধি করবে যে, দিব্য প্রজ্ঞার ইচ্ছা গুণে ও তাঁর ভালবাসা গুণেই আমরা জীবনের কাছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আদমে আমরা গর্বের কারণে পতিত হয়েছিলাম, ফলে খ্রিষ্টে অবনমিত হয়েছি যাতে বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রাচীন দণ্ড মুছিয়ে দিতে পারি; আরও, আমরা যখন গর্ব দ্বারা ঈশ্বরকে অপমান করেছিলাম, তখন যেন সেবা করায় তাঁকে প্রসন্ন করতে পারি।

সুতরাং এসো, তাঁকে নিয়ে উল্লাস করি ও গর্ব করি, কেননা *সাহস ধর: আমি জগৎকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩) এ বাণী বলে তিনি আমাদের তাঁর নিজের সংগ্রাম ও বিজয়ের অংশীদার করে তুলেছেন। নিত্য বিজয়ী হওয়ায় এবার তিনি আমাদের জন্য সংগ্রাম করবেন ও আমাদের মধ্যে জয়লাভ করবেন। আর তখন অন্ধকারের অধিপতি বহিষ্কৃত হবে—এজগৎ থেকে নয়, মানুষের অন্তর থেকেই বহিষ্কৃত হবে। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবেশ করলেই সে সেই খ্রিষ্টের জন্য স্থান দিতে বাধ্য হবে, যাঁর উপস্থিতি পাপ দূর করে দেয় ও পরাজিত সাপকে প্রবাসী করে।

তাই সুবক্তাদের থাকুক যত শিক্ষা, দার্শনিকদের থাকুক যত প্রজ্ঞা, ধনীদের থাকুক যত ধন, রাজাদের থাকুক যত রাজ্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে খ্রিষ্টই আমাদের গৌরব, আমাদের সম্পদ, আমাদের রাজ্য! আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা বাণীপ্রচারের মূর্খতায় স্থিত, শক্তি আমাদের দৈহিক দুর্বলতায় নিহিত, ক্রুশ যে বাধাস্বরূপ, আমাদের গৌরব সেই ক্রুশেই স্থাপিত, যে *ক্রুশ দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ* (গা

৬:১৪) *যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি; উপরন্তু, আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:১৯-২০)।

**শ্লোক** - ইশা ৪৯:২২, ২৬; যোহন ৮:২৮

*প্র* দেখ, হাত দিয়ে আমি দেশগুলিকে ইশারা করব, জাতিসকলের জন্য একটা নিশানা উত্তোলন করব।

*উ* তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

*প্র* তোমরা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমিই আছি।

*উ* তখন সমস্ত মানবকুল জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমার পরিত্রাতা, তোমার মুক্তিসাধক, যাকোবের বীর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১–১১:৪)

## প্রজ্ঞাই হয়েছিল কুলপতিদের পরিত্রাণ

জগতের পিতাকে যখন প্রথম গড়া হয়,
তখন তাকে প্রজ্ঞাই রক্ষা করল,
ও তার পতন থেকে প্রজ্ঞাই তাকে উদ্ধার করল,
আর সেইসঙ্গে তাকে সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার শক্তি দিল।
কিন্তু অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল,
তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল।
তার কারণে যখন পৃথিবী জলে ডুবে গেল,
তখন আবার প্রজ্ঞাই তা পরিত্রাণ করল,
সে সেই ধার্মিককে সামান্য একটা কাষ্ঠের মধ্য দিয়ে চালিত করল।
অপকর্মে পরস্পর-সহযোগিতার ফলে
সমস্ত জাতি যখন এলোমেলো অবস্থায়
নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
প্রজ্ঞাই তখন সেই ধার্মিককে চিনল,
ঈশ্বরের সামনে তাকে কলঙ্কমুক্ত করে রাখল,
ও সন্তানের প্রতি তার মমতা সত্ত্বেও তাকে দৃঢ়মনা করে তুলল।
সেই ভক্তিহীনদের বিনাশ ঘটতে ঘটতে
সে তখন সেই ধার্মিককে নিস্তার করল,
যখন সে সেই পাঁচ শহরের উপরে পড়া আগুন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।
সেই অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যরূপে
এখনও এমন দেশ রয়েছে, যা উৎসন্ন, ধূমায়মান দেশ,
সেই দেশের গাছ এমন ফল উৎপন্ন করে, যা কখনও পাকে না;
অবিশ্বাসী একটা প্রাণের স্মৃতিচিহ্ন রূপে সেখানে লবণের একটা স্তম্ভও দাঁড়ায়।

কেননা প্রজ্ঞার পথ ত্যাগ করার ফলে

তারা যে শুধু মঙ্গল না জানবার ক্ষতি ভোগ করল এমন নয়,
জীবিতদের কাছে নির্বুদ্ধিতার একটা স্মৃতিচিহ্নও রেখে গেল,
যেন তাদের অপরাধ গুপ্ত না থাকে।
কিন্তু প্রজ্ঞা তার আপন ভক্তদের যত সঙ্কট থেকে নিস্তার করল।
সেই ধার্মিক মানুষ আপন ভাইয়ের ক্রোধ থেকে পলাতক হওয়ার সময়ে
প্রজ্ঞা তাকে ন্যায় পথে চালনা করল,
তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য,
তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান,
তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল,
বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল ;
তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে সে তার পাশে দাঁড়াল,
তাকে ধনবান করে তুলল ;
শত্রুদের হাত থেকে তাকে রেহাই দিল,
সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করল,
কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করল,
যেন সে একথা জানতে পারে যে,
সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।
সে সেই বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না,
বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল ;
তার সঙ্গে সেও সেই গহ্বরে নেমে গেল,
তার শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাকে একা ফেলে রাখল না,
যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড
ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল ;
তাতে তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল
আর তাকে দিল চিরন্তন গৌরব।

প্রজ্ঞাই পুণ্য একটি জনগণকে, কলঙ্কমুক্তই এক বংশকে

অত্যাচারী এক দেশ থেকে নিস্তার করল ;
প্রভুর এক সেবকের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
সে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারা ভয়ঙ্কর রাজাদের প্রতিরোধ করল ;
পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;
বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।
তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একমন হয়ে তারা করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল,
শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

পবিত্র এক নবীর মধ্য দিয়ে সে তাদের কর্ম সাফল্যমণ্ডিত করল :
তারা জনশূন্য প্রান্তর পার হয়ে
অগম্য মরুভূমিতে তাঁবু বসাল।
বিরোধীদের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াল, শত্রুদের দূরে রাখল।
পিপাসিত হলে তারা তোমাকেই ডাকল,
তখন খাড়া শৈল থেকে তাদের জল দেওয়া হল,
হ্যাঁ, কঠিন এক পাথর থেকে নির্গত হল তাদের পিপাসার প্রতিকার।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১৭, ১৮, ১৯

*প্র* প্রভু পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিলেন, অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করলেন,

*উ* দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়, রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো।

*প্র* বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা করলেন, কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত করলেন।

*উ* দিনমানে তিনি হলেন তাদের আশ্রয়, রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিবিধ ২১:১-৩)

**এ তো সাধুতার পথ :**

**ইহলোকে ক্ষণিকের মত কষ্টভোগ করা**

**যাতে চিরকাল ধরে আনন্দ করা যেতে পারে**

প্রভু *ধার্মিককে ন্যায় পথে চালনা করলেন, তাকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য, তাকে দিলেন পবিত্রজনদের জ্ঞান, তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিলেন, বাড়িয়ে দিলেন তার শ্রমের ফল* (প্রজ্ঞা ১০:১০)। এখানে এমন ধার্মিকের কথা বলা হয়, যে ধার্মিক অধ্যায়ের শুরু থেকে নিজেকে অভিযুক্ত করে; তবু সেও ধার্মিক, যে বিশ্বাসে জীবনযাপন করে, আর সেও ধার্মিক, যে ইতিমধ্যে ভয় দূর করে দিয়েছে। প্রথমজন অবশ্যই ভাল, কেননা প্রকৃত পথে চলতে শুরু করেছে; দ্বিতীয়জন আরও ভাল, কেননা সেই পথে ছুটেই চলে; তৃতীয়জন উত্তম, কেননা পথের শেষপ্রান্তে এগিয়ে গেছে।

প্রভু *ধার্মিককে ন্যায় পথে চালনা করলেন :* প্রভুর পথ সরল, সুন্দর, সমতল পথ, ও সেই পথে বহু পথিক আছে। সেই পথ আঁকাবাঁকা নয়, কেননা জীবনই সেই পথের গন্তব্য স্থান; সেই পথ সুন্দর, সেই পথে ময়লা নেই, কেননা সেই পথ শুচিতা শেখায়; সেই পথে বহু পথিক আছে, কেননা ইতিমধ্যে সারা জগৎ খ্রিষ্টের জালে প্রবেশ করেছে; সেই পথ সমতল ও সেই পথে পতন ঘটাবার মত কিছুই নেই, কেননা সেই পথ কোমলতা এনে দেয়। বস্তুত খ্রিষ্টের জোয়াল সুবহ ও তাঁর বোঝা লঘুভার (মথি ১১:৩০ দ্রঃ)।

প্রভু তাকে *দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য:* ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যে প্রদত্ত, প্রতিশ্রুত, প্রদর্শিত ও গৃহীত। সেই রাজ্য পূর্বনিরূপণে প্রদত্ত, আহ্বানে প্রতিশ্রুত, ধর্মময়তা দানে প্রদর্শিত, গৌরবলাভে গৃহীত। এজন্য লেখা আছে, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর* (মথি ২৫:৩৪)। আর প্রেরিতদূত একথা বলেন, *ঈশ্বর আগে থেকে যাদের নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও প্রতিপন্ন করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন* (রো ৮:৩০)। পূর্বনিরূপণে অনুগ্রহই প্রকাশিত, আহ্বানে পরাক্রম, ধর্মময়তা দানে আনন্দ, গৌরবলাভে মহিমা।

প্রভু *তাকে দিলেন পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান:* পবিত্রজনদের সদ্‌জ্ঞান বলতে এ ধারণা বোঝায় যে, ইহলোকে আমাদের ক্ষণিকের মত কষ্টভোগ করতে হবে যেন চিরকাল ধরে আনন্দ করতে পারি। অপর দিকে দুর্জনদের জ্ঞান হল সংসারের সেই প্রজ্ঞা যা অসার শিক্ষা দেয়, মাংসের সেই প্রজ্ঞা যা দৈহিক কামনা-বাসনা শেখায়।

প্রভু *তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিলেন:* আমাদের পরিশ্রমে কি আমাদেরও সফলতা দেওয়া হয় না, যখন যা কিছু করি, তা ঐক্যেই সাধিত ও আমাদের মধ্যে প্রভুর ঘৃণার পাত্র সেই দু'টো বাটখারা ও সেই দু'টো মাপকাঠি নেই? আমাদের ধিক্, যদি এমন কিছুতে আনন্দ পেতাম যা খ্রিষ্টে ও খ্রিষ্টের উদ্দেশে সাধিত নয়!

প্রভু *বাড়িয়ে দিলেন তার শ্রমের ফল:* ইহলোকে সেই ফল অধ্যবসায়ে বৃদ্ধি পায়, যাতে আমরা শেষ পর্যন্ত ধর্মময়তায় স্থিতমূল থাকি; ঊর্ধ্বলোকে সেই ফল গৌরবে বৃদ্ধি পায়, যাতে আমরা চিরকাল ধরে আনন্দ করতে পারি। ইহলোক ঊর্ধ্বলোক উভয়ই উত্তম স্থান, কেননা ধার্মিক ইহলোকে দীর্ঘায়ু হয়ে মৃত্যু বরণ ক'রে ঊর্ধ্বলোকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে জন্মলাভ করে, সুতরাং এখানে ওখানে সে নিত্যই পরিপূর্ণ: এখানে অনুগ্রহে, ওখানে গৌরবেই পরিপূর্ণ, কেননা *প্রভু অনুগ্রহ দান করেন, দান করেন গৌরব* (সাম ৮৪:১২)। আমেন।

শ্লোক - সিরা ১৭:৭, ৮; লুক ৯:২ দ্রঃ

*প্র* প্রভু সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন;

৳ তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ, ও তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন, যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন।

প যিশু ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন ;

৳ তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ, ও তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন, যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩০:১৮–৩১:৯)

**ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি**

প্রভু একথা বলছেন :

‘দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব ;
তার আবাসের প্রতি করুণা দেখাব।
নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে,
রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।
সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর ;
আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব, তারা হ্রাস পাবে না ;
আমি তাদের সম্মানের পাত্র করব, তারা আর অবনমিত হবে না ;
তাদের সন্তানেরা আগের মতই হবে,
তাদের জনমণ্ডলী আমার সামনে হবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ;
কিন্তু তাদের বিরোধীদের আমি শাস্তি দেব।
তাদের নেতা তাদেরই মধ্যে একজন হবেন ;
তাদেরই মধ্য থেকে উৎপন্ন এক ব্যক্তি হবেন তাদের শাসনকর্তা।
আমি তাঁকে কাছে আনব, আর তিনি আমার কাছে আসবেন ;
কেননা সে কে যে আমার কাছে আসবার জন্য নিজের প্রাণের ঝুঁকি নেবে?
—প্রভুর উক্তি—
তোমরা হবে আমার আপন জনগণ
আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

দেখ, প্রভুর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড ক্রোধে বইবে!

—প্রচণ্ডই এক ঝঞ্ঝা, যা দুর্জনদের মাথায় নেমে পড়বে!
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রশমিত হবে না,
যতদিন না তিনি নিজের মনের সঙ্কল্প সিদ্ধ ও সফল করেন!
অন্তিম দিনগুলিতেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।'

প্রভু একথা বলছেন:
'সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর,
আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।'
প্রভু একথা বলছেন:
'যে জনগণ খড়্গ থেকে রেহাই পেয়েছে,
তারা প্রান্তরেই অনুগ্রহ পেয়েছে;
ইস্রায়েল এবার তার বিশ্রামস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'
দূর থেকে প্রভু আমাকে দেখা দিয়েছেন:
'চিরকালীন ভালবাসায় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই
আমি এখনও তোমার উপর কৃপা প্রসারিত করছি।
আমি তোমাকে পুনর্নির্মাণ করব আর তুমি, ইস্রায়েল-কুমারী, পুনর্নির্মিত হবে।
তুমি আবার হবে তোমার খঞ্জনিতে বিভূষিতা,
উৎসবমুখর জনতার মাঝে নেচে নেচে এগিয়ে চলবে।
সামারিয়ার পর্বতমালায় তুমি আবার আঙুরগাছ পুঁতবে,
যারা পুঁতবে, তারা পুঁতবার পর ফল ভোগ করবে।

এমন দিন আসবে,
যে দিন এফ্রাইমের পর্বতে পর্বতে প্রহরীরা চিৎকার করে বলবে:
ওঠ, চল, আমরা সিয়োনে যাই,
আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে যাই!'
কেননা প্রভু একথা বলছেন:
'যাকোবের জন্য তোমরা সানন্দে চিৎকার কর,
সর্বদেশের মধ্যে প্রধান যে দেশ তার উদ্দেশে উচ্চধ্বনি তোল,

ঘোষণা কর, প্রশংসাবাদ কর, চিৎকার করে বল :
প্রভু তাঁর আপন জনগণকে,
ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে ত্রাণ করেছেন।'

দেখ, আমি উত্তর দেশ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনছি,
পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে তাদের জড় করছি ;
তাদের মধ্যে রয়েছে অন্ধ ও খোঁড়া, গর্ভবতী ও প্রসবিনী,
—বিপুল জনতা হয়ে তারা একসঙ্গে এখানে ফিরে আসবে।
তারা ফিরে আসবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে,
তারা প্রার্থনা করতে করতেই আমি তাদের ফিরিয়ে আনব ;
আমি তাদের জলস্রোতের ধারে চালনা করব,
এমন সরল পথ দিয়ে তাদের চালনা করব,
যে পথে তারা হোঁচট খাবে না ;
কেননা ইস্রায়েলের পক্ষে আমি পিতা,
এফ্রাইম আমার প্রথমজাত পুত্র।

শ্লোক - যেরে ৩০:১৮, ১৯; ৩১:১

প্র প্রভু একথা বলছেন : দেখ, আমি যাকোবের তাঁবুগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবই করব ; নগরী নিজের ধ্বংসস্তূপের উপরে পুনর্নির্মিত হবে, রাজপুরীও পুনর্নির্মিত হবে তার প্রকৃত স্থানে।

উ সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর।

প্র প্রভু একথা বলছেন : সেসময়ে আমি হব ইস্রায়েলের সকল গোত্রের আপন পরমেশ্বর, আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

উ সেখান থেকে ধ্বনিত হবে স্তবগান ও উৎসবমুখর লোকদের সুর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১)

## আমাদের নবায়ন খ্রিষ্টেই সাধিত হয়েছে

সমস্ত কিছু খ্রিষ্টে নবায়িত হল। একথা সপ্রমাণ করে পরমধন্য পল লেখেন: *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে* (২ করি ৫:১৭)।

যারা নতুন জীবনে তথা আত্মায় জীবনে আহূত হয়েছে, তাদের কাছে তিনি এ কথাও লেখেন: *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত* (রো ১২:২)।

আমরা আসলে পবিত্রীকরণ দ্বারা খ্রিষ্টে নবায়িত হয়েছি; তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যে সেই স্বরূপেরই প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি যা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে যিনি আমাদের গড়লেন; তাছাড়া জীবনের নবীনতার উদ্দেশ্যে আমাদের কেমন যেন প্রাথমিক যত বিষয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে: পাপ ও দুষ্কর্মের যত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে আমরা ভুলভ্রান্তির কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত সেই পুরনো মানুষ ফেলে সেই নতুন মানুষ পরিধান করেছি, যে মানুষ তাঁরই প্রতিমূর্তিতে নবায়িত যিনি স্বয়ং তাকে গড়লেন। খ্রিষ্টেই তো সাধিত হল সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাকে নবসৃষ্টিও বলে। তেমন নবসৃষ্টি আমরা ক্ষয়শীল বীজ থেকে নয়, জীবনময় ও সনাতন ঈশ্বরের বাণী থেকেই পেয়েছি।

সুতরাং এই যে জনগণ জগতের চারদিক থেকে একত্রিত ও আমার নিজের নাম অনুসারে অভিহিত, অন্য কেউ নয়, আমি নিজে আমার নিজের গৌরবার্থেই তাদের সৃষ্টি, গঠন ও নির্মাণ করেছি। তবে পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে তা কেবল পুত্রেরই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা বিধেয়, যেহেতু তাঁর মধ্য দিয়ে ও তাঁর মধ্যেই পিতা মহিমান্বিত, যেমন তিনি নিজে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, *আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি* (যোহন ১৭:৪)। এতে তাঁর বিশ্বাসী আমরা অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে অবগত যে, মানুষ তাঁর দ্বারাই গড়া হয়েছে যেন তাঁর সমরূপ হয়ে উঠে অন্তরাত্মায় ঐশস্বরূপের জ্যোতিপ্রদ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। এধরনের কথা সামসঙ্গীতের রচয়িতাও বললেন, *ভাবী যুগের মানুষের জন্য একথা লেখাই থাকবে, তবে নবসৃষ্ট এক*

*জাতি প্রভুর প্রশংসা করবে* (সাম ১০২:১৯)। তাছাড়া যখন তিনি বলেন, *আমি অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলাম* (ইশা ৪৩:৮ দ্রঃ), তখন স্পষ্টভাবে তাঁর পরাক্রমের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, যা কোন কথা বোঝাতে পারে না, বরং যা সত্যিই চমৎকার। কেননা যাদের মন ও হৃদয় একসময় শয়তানের শঠতায় ও ভুলভ্রান্তির তমসায় চারদিকে আবিষ্ট ছিল, তাদের তিনি দীপ্তিময় করে তুললেন ও প্রভাতী তারা রূপেই যেন তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন; হ্যাঁ, তাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য বলে উদিত হয়ে তিনি তাদের রাত্রির ও অন্ধকারের সন্তান নয়, বরং—প্রজ্ঞাপূর্ণ পলের বর্ণনা অনুসারে—আলো ও দিনেরই সন্তান করলেন। তাতে তিনি যে অন্ধ এক জাতিকে বের করে আনলেন, একথা কোন মর্তবাসীর কাছে অজানা নয়।

ভুলভ্রান্তির সময়ে তারা যেমন ঘন ও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তেমনি তাদের স্বরূপ পুনরায় উদ্ভাসিত হল ও অলৌকিকভাবে শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, ধন্য পল যা লিখলেন, তা সত্য: *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল* (রো ৫:২০)।

**শ্লোক** - রো ৭:৬; ৫:৫

*প্র* এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

*প্র* ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,

*উ* যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১১:২০খ–১২:২, ১১খ-১৯)

## ঈশ্বরের দয়া ও ধৈর্য

প্রভু, তুমি পরিমাপ, সূক্ষ্ম হিসাব ও ওজন অনুসারে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করলে।
বল প্রয়োগে জয়ী হওয়া তোমার পক্ষে সততই সাধ্য ;
তোমার বাহুর প্রতাপ কেইবা প্রতিরোধ করতে পারবে?
তোমার সামনে সমগ্র জগৎ তো তুলাদণ্ডে ধুলারই মত,
মাটিতে পড়া প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুর মত।
অথচ তুমি সকলের প্রতি দয়াময়,
কারণ তোমার পক্ষে সবই সাধ্য ;
তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে।

কেননা যা কিছু আছে, তুমি সেইসব ভালবাস ;
যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না ;
যেহেতু কোন কিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত,
তা তুমি গড়তে না!
তুমি ইচ্ছা না করলে
কেমন করেই বা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে?
অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে
তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে?
তুমি বরং সব কিছু বাঁচাও,
কারণ, হে জীবনপ্রেমী প্রভু, সবই তোমার ;
কারণ তোমার অক্ষয়শীল আত্মা সবকিছুতে বিদ্যমান।
এজন্য তুমি ধাপে ধাপেই অপরাধীদের শাস্তি দাও,
তাদের পাপ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদের ভর্ৎসনা কর,
যেন অপকর্ম ত্যাগ করে তারা তোমাতেই, প্রভু, আস্থা রাখে।
তুমি কারও ভয়েই যে তাদের পাপ অদণ্ডিত রাখছিলে, এমন নয়!

বস্তুত কেইবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, ‘আপনি কী করলেন?’
আর কেইবা তোমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?
তোমারই গড়া জাতিগুলোর বিনাশের জন্য
কেইবা তোমাকে অভিযুক্ত করতে সাহস করবে?
অধার্মিক মানুষদের পক্ষসমর্থক রূপে
কেইবা তোমার বিরুদ্ধে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে পারবে?
কেননা তুমি ছাড়া এমন আর কোন দেবতা নেই যে সবকিছুর প্রতি যত্ন
দেখাবে,
যার কাছে তোমাকে দেখাতে হবে যে,
তোমার বিচার অন্যায়-বিচার নয়।
যাদের তুমি শাস্তি দিয়েছ, তাদের পক্ষ সমর্থনে
এমন রাজাও নেই, জননেতাও নেই, যে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
ন্যায্য হওয়ায় তুমি তো ন্যায়নীতিতেই সবকিছু শাসন কর,
এবং শাস্তির যোগ্য নয় এমন মানুষকে দণ্ডিত করা,
এমন ব্যবহার তুমি তো তোমার পরাক্রমের সম্পূর্ণ অসঙ্গত ব্যবহার বলে গণ্য
কর।

কারণ তোমার শক্তি ধর্মময়তার উৎস,
তোমার সার্বজনীন কর্তৃত্ব তোমাকে সকলের প্রতি মমতাপূর্ণ করে।
তুমি তো তোমার প্রতাপ তখনই দেখাও, যখন তোমার সার্বিক পরাক্রমে
বিশ্বাস রাখা হয় না;
যারা স্পর্ধা জানে, তাদেরই বেলায় তুমি সেই স্পর্ধা নমিত কর।
শক্তি সংযত রেখে তুমি তো বরং কোমলতার সঙ্গেই বিচার কর,
মহা মমতার সঙ্গেই আমাদের শাসন কর,
কারণ তুমি এমনি ইচ্ছা করলে, আর তখনই তোমার প্রতাপ উপস্থিত!
তেমন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জনগণকে একথায় উদ্বুদ্ধ করলে যে,
ধার্মিকজনকে মানবপ্রেমিক হতে হবে;

তোমার সন্তানদের তুমি এই মধুর আশায়ও পূর্ণ করলে যে,
পাপের পরে তুমি অনুতাপ মঞ্জুর কর।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১১:২৩, ২৪, ২৬; সিরা ৩৬:১ দ্রঃ

*প্র* হে প্রভু, তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, ও যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর কিছুই ঘৃণা কর না। তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে,

*উ* কারণ তুমি আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

*প্র* প্রভু, আমাদের দয়া কর, চেয়ে দেখ; আমাদের দেখাও তোমার কৃপার আলো,

*উ* কারণ তুমি আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'ঐশ দূরদৃষ্টির সংলাপ' থেকে পাঠ (১৩৫)

**মানুষের প্রতি ঐশদূরদৃষ্টির যত্নশীলতা**

সনাতন পিতা অনির্বচনীয় মঙ্গলময়তায় আপন প্রসন্নতার চোখ আমার প্রাণের দিকে তুলে বললেন: হে আমার প্রিয়তমা কন্যা, আমি সবকিছুতেই জগতের কাছে দয়া দেখাতে সঙ্কল্প নিয়েছি, ও সমস্ত প্রয়োজনে বুদ্ধিসম্পন্ন আমার সৃষ্টজীবদের যত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি জীবনের উদ্দেশে যা যা দান করি, অজ্ঞ মানুষ তা মৃত্যুতে পরিণত করে, আর এভাবে সে নিজের প্রতি নির্মমতা দেখায়; অথচ আমি সবসময় দূরদৃষ্টি দেখিয়ে থাকি। এজন্য আমার ইচ্ছাই যেন তুমি জানতে পার যে, আমি মানুষকে যা কিছু দান করি, তা সর্বোত্তম দূরদৃষ্টি থেকে উদ্গত।

যখন আমি দূরদৃষ্টির সঙ্গে তাকে সৃষ্টি করেছি, তখন আমার নিজের মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যে আসক্ত হলাম, কেননা আমি ইচ্ছা করেছিলাম, মহা দূরদৃষ্টির সঙ্গে তাকে আমার প্রতিমূর্তিতে, আমার সাদৃশ্যেই সৃষ্টি করব; এজন্য তাকে স্মরণশক্তি দিলাম যাতে সে আমার সমস্ত উপকার স্মরণে রাখতে পারে; আমার ইচ্ছা ছিল, সনাতন পিতা যে আমি, সে আমার প্রভাবের অংশীদার হবে।

উপরন্তু তাকে বুদ্ধি দিলাম, যাতে আমার পুত্রের প্রজ্ঞা দ্বারা সে আমার ইচ্ছা জানতে ও বুঝতে পারে, কারণ আমি উদ্দীপ্ত পিতৃস্নেহে সকল অনুগ্রহ বিতরণ করে থাকি। এবং

তাকে পবিত্র আত্মার প্রসন্নতার অংশী করে আমি তাকে ভালবাসার প্রেরণাও দান করলাম, বুদ্ধি যা কিছু জানে ও দেখে, সে যেন তা ভালবাসতে পারে।

এ সমস্ত কিছু করায় আমার মধুর দূরদৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন আমার চিরন্তন দর্শনলাভে সর্বোচ্চ আনন্দে আমাকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে পারে। আমি আগেও তোমাকে একথা বলেছিলাম যে, তোমাদের আদিপিতা আদমের অবাধ্যতার ফলে স্বর্গ তোমাদের জন্য বন্ধ ছিল, আর সেই অবাধ্যতা থেকে সমস্ত অমঙ্গল সারা বিশ্ব জুড়ে পরিব্যাপ্ত হল।

তাই তার অবাধ্যতা-জনিত মৃত্যু মানুষ থেকে দূর করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি মহাপ্রসন্নতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে তোমাদের কাছে আমার একমাত্র পুত্রকে মহা দূরদৃষ্টির সঙ্গে অর্পণ করলাম, যাতে তিনি তোমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। তাঁর উপর মহা বাধ্যতার ভার চেপে দিলাম, যেন মানবজাতি সেই বিষ থেকে মুক্তি পায়, যে বিষ তোমাদের আদিপিতার অবাধ্যতা থেকে সারা বিশ্বের উপর বর্ষিত হয়েছিল। তাই তিনি ভালবাসায় আকর্ষিত হয়ে ও প্রকৃতই বাধ্য হয়ে খুবই দ্রুত পদক্ষেপে জঘন্য ক্রুশমৃত্যুর দিকে ছুটলেন, এবং তাঁর পবিত্রতম মৃত্যু দ্বারা—তাঁর মানবতা গুণে নয়, তাঁর ঈশ্বরত্বেরই প্রভাবে তোমাদের কাছে জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

শ্লোক - সাম ১৭:৮, ৭

প্র চোখের মণির মতই আমাকে রক্ষা কর, প্রভু,

উ তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ।

প্র দেখাও তোমার কৃপা কত অপরূপ, তুমি যে তোমার ডান হাতের আশ্রয়ীর পরিত্রাতা ;

উ তোমার পক্ষ-ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখ।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৩১:১৫-২২, ২৭-৩৪)

**পরিত্রাণ ও নতুন সন্ধি-সংবাদ**

প্রভু একথা বলছেন :

‘রামায় শোনা গেল এক সুর—বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর।
রাখেল নিজ সন্তানদের জন্য কাঁদছে ;
কোন সান্ত্বনা মানছে না, কারণ তারা আর নেই !’
প্রভু একথা বলছেন :
‘তোমার বিলাপ, তোমার চোখের জল সংযত রাখ,
কারণ তোমার শ্রমের জন্য একটা মজুরি আছেই—প্রভুর উক্তি—
তারা শত্রুদেশ থেকে ফিরে আসবে।
তোমার ভবিষ্যতের একটা আশা আছেই—প্রভুর উক্তি—

তোমার সন্তানেরা তাদের আপন অঞ্চলে ফিরে আসবে।
আমি তো শুনেইছি এফ্রাইমের খেদের এই কথা :
তুমি আমাকে শাস্তি দিয়েছ, আর আমি সেই শাস্তি ভোগ করেছি,
—দমিত নয় এমন একটা বাছুরের মত !
আমাকে ফিরিয়ে আন, তবে আমি ফিরে আসব,
তুমিই যে আমার পরমেশ্বর প্রভু।
পথভ্রষ্ট হওয়ার পর আমি তো করেছি অনুতাপ,
আমার চেতনা হওয়ার পর আমি তো চাপড়িয়েছি বুক।
লজ্জা বোধ করেছি, আমি এখন নিতান্ত বিষণ্ন,
আমি যে আমার যৌবনকালের সেই দুর্নাম বহন করছি !

এফ্রাইম কি আমার প্রিয় সন্তান নয়?
সে কি আমার প্রীতিভাজন বালক নয়?
হ্যাঁ, তাকে যত ভর্ৎসনা করেছি,
আমার কাছে তত উজ্জ্বল হল তার স্মরণ!
এজন্য আমার অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে,
তার প্রতি আমার স্নেহ গভীর।' প্রভুর উক্তি।

তুমি জায়গায় জায়গায় পথের চিহ্ন রাখ,
নির্দেশ-স্তম্ভ স্থাপন কর,
যে পথে চলেছ, সেই রাস্তায় মন নিবদ্ধ রাখ।
হে ইস্রায়েল-কুমারী, ফিরে এসো,
তোমার এই সকল শহরে ফিরে এসো।
হে বিদ্রোহিণী কন্যা,
আর কতকাল অস্থির হয়ে চলবে?
কেননা প্রভু পৃথিবীতে নবীন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন:
নারীই নরকে ঘিরে রাখবে।

প্রভু একথা বলছেন, 'দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন আমি মানুষ ও গবাদি পশুর বীজ দ্বারা ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলকে উর্বর করব। আর যেমন আমি উৎপাটন ও ভাঙন, নিপাত ও বিনাশের জন্য তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখলাম, তেমনি গাঁথা ও রোপণের জন্যও তাদের উপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখব।' প্রভুর উক্তি। 'সেই দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না:

পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে
ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।

বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার কারণে মৃত্যু ভোগ করবে; যে কেউ অম্ল আঙুররস খাবে, তারই দাঁত টকবে।

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়; আমি তাদের প্রভু হলেও তারা আমার সেই সন্ধি লঙ্ঘন করল—প্রভুর উক্তি। এটি হবে সেই সন্ধি যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি: আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার নির্দেশগুলি রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব। তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। "তোমরা প্রভুকে জানতে শেখ!" একথা ব'লে আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না, কারণ তারা ছোট বড় সকলেই আমাকে জানবে—প্রভুর উক্তি—কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব, তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।'

**শ্লোক** - সাম ৫১:১২, ১১

*প্র* আমার মধ্যে এক শুদ্ধ হৃদয় সৃষ্টি কর গো পরমেশ্বর,
*উ* আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।
*প্র* আমার পাপ থেকে ঢেকে রাখ শ্রীমুখ, আমার সমস্ত অন্যায় মুছে ফেল,
*উ* আমার মধ্যে এক সুস্থির আত্মা নবীন করে তোল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ১)

**পুত্র ও প্রভু হওয়ায়**
**খ্রিষ্ট হলেন নবসন্ধির সাধনকর্তা**

শাস্ত্রে লেখা রয়েছে, আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আত্মপ্রকাশ করেছেন, ও তাঁর দ্বারা পথভ্রষ্টদের মেষপাল বিশ্বাসের হাতে ধরা পড়ে অনুগ্রহের দিকে চালিত হল। কেননা তিনি ছিলেন সর্বজাতির সেই অপেক্ষিত, যাঁর দ্বারা পিতা ঈশ্বর তাদেরই সত্য-জ্যোতিতে আকর্ষণ করলেন যাদের হৃদয় ও মন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ রহস্য তিনি স্বল্প কথায় আমাদের কাছে ব্যক্ত করে বললেন, *আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে তোমাকে*

*আহ্বান করেছি, আমি তোমার হাত শক্ত করে ধরেছি; তোমাকে গড়েছি, জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি অন্ধদের চোখ খুলে দেবার জন্য, এবং কারাবাস থেকে বন্দিদের, ও যারা অন্ধকারে বাস করে, কারাকুয়ো থেকে তাদের বের করে আনার জন্য* (ইশা ৪২:৬-৭)।

বস্তুতপক্ষে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট পিতা ঈশ্বর দ্বারা সেই ইস্রায়েলীয়দের সন্ধিস্বরূপ হতে নিযুক্ত হয়েছেন যারা দেহ অনুসারে তাঁর নিজের বংশধর; আবার, ঈশ্বর নবীর মধ্য দিয়ে নিজ প্রতিশ্রুতি সপ্রমাণ করে বলেছিলেন, *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম, তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম, এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়* (যেরে ৩১:৩১-৩২)।

মোশি আবেদনকারী হওয়ায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলোর সেবক ছিলেন, কিন্তু খ্রিষ্ট পুত্র ও প্রভু হওয়ায় নতুন সন্ধির সাধনকর্তা হলেন; সন্ধি এ অর্থেই নতুন, কেননা পুণ্যজীবনের নবীনতায় ফিরিয়ে আনে, মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, ও সুসমাচার অনুযায়ী জীবনধারণের মধ্য দিয়ে তাকে উত্তম ও সত্যকার উপাসক করে তোলে। *কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়* (যোহন ৪:২৪)। এজন্য খ্রিষ্টকে জনগণের সন্ধিস্বরূপ ও জাতিগুলোর আলোস্বরূপ করে নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে তিনি অন্ধদের চোখ খুলে দেন ও বন্দিদের শেকল থেকে মুক্ত করে বের করে আনেন; কেননা দুর্জনদের অধিপতি ও মাথা সেই শয়তান জাতিগুলোর হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল: *তাদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে* (রো ১:২১-২৩)।

কিন্তু যিনি সত্যকার আলো, সেই খ্রিষ্ট বোধগম্য প্রভাতী তারার মত ও ধর্মময়তার সূর্যের মত উদিত হলেন: শয়তানের ভুলভ্রান্তির যে অন্ধকার পৃথিবীর বাসিন্দাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন করছিল, সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞানের আলো বিকিরণ করে তিনি সেই অন্ধকার

ঘুচিয়ে দিলেন, ও যারা নিজেদের অপরাধের অপরিহার্য বেড়িতে আবদ্ধ ছিল, তিনি সেই শেকল থেকে তাদের মুক্ত করলেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ২:১-২; প্রেরিত ৪:১২

*প্র* পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন : সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।

*উ* তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

*প্র* আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।

*উ* তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-১০; ১৪:১৫-২১; ১৫:১-৬)

প্রজ্ঞাবান মূর্তিপূজা অভিযুক্ত করে

ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ;

তারাও নির্বোধ,

যারা দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন,

সৃষ্টিকর্ম অধ্যয়ন করেও সেগুলোর নির্মাতাকে জানতে পারল না।

বরং আগুন বা বাতাস বা সূক্ষ্ম হাওয়া,

বা তারামণ্ডল বা প্রবল জলরাশি বা আকাশের বাতিগুলো—

তা-ই তারা দেবতা ও বিশ্বনিয়ন্তা বলে বিবেচনা করল।

সেগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন সেগুলিকে দেবতা বলে মেনে নিল,

তখন চিন্তা করুক, এই সবকিছুর চেয়ে কতই না মহত্তর হবেন প্রভু,

কারণ সৌন্দর্যের স্বয়ং সাধকই তো সেগুলি সৃষ্টি করলেন!

সেগুলির প্রতাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে তারা যখন অবাক,

তখন এ থেকে অনুমান করুক তিনি কতই না প্রতাপশালী, যিনি সেগুলির নির্মাতা।

বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে

সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।

যাই হোক, এদের বিরুদ্ধে অনুযোগ লঘুতর,

কেননা ঈশ্বর-অন্বেষার ও তাঁর সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায়

সম্ভবত এদের ভুল ধারণা হয়।

তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে তারা তা তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে থাকে,

আর তত সৌন্দর্য দেখে সেগুলির চেহারার মায়ায় পতিত হয়;

কিন্তু তবুও এদের জন্য কোন ছুতা নেই,

কারণ বিশ্বকে তন্ন তন্ন করে তদন্ত করার মত যখন তাদের তত জ্ঞান ছিল,

তখন কেনই বা আরও শীঘ্রই বিশ্বপতির সন্ধান পেতে পারেনি?

দুর্ভাগাই তারা, মৃত বস্তুর উপরে যাদের প্রত্যাশা,
যারা দেবতা বলে ডাকে সেই সব কাজ, যা মানুষের হাতে তৈরী,
যা সোনা ও রুপোর কারুকাজমাত্র,
পশুদের প্রতিমূর্তিমাত্র,
প্রাচীনকালে কার্ যেন হাত দ্বারা খোদাই করা মূল্যহীন পাথরমাত্র!
একটি পিতা, অকাল মৃত্যুশোকে অতিদুঃখিত হয়ে পড়ে ব্যবস্থা করল,
যেন তার সেই অতিশীঘ্রই-কেড়ে নেওয়া সন্তানের একটা মূর্তি তৈরি করা হয়;
এর ফলে সে তাই দেবতা বলে সম্মান জানাল, কিছুক্ষণ আগে যা ছিল
লাশমাত্র,
লোকদের মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রচলন করল।
আর তেমন ভক্তি-বিরুদ্ধ প্রথা দিনের পর দিন সবল হয়ে উঠে
শেষে বিধিরূপেই পালন করা হল!
নৃপতিদের হুকুমেও একসময় মূর্তিপূজা করা হত:
দূরে থাকায় তাদের প্রতি ব্যক্তিময় সম্মান দেখাতে পারত না বিধায়
প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অনুসারে,
তাদের সম্মানের বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রতিমূর্তি তৈরি করল,
যাতে যে অনুপস্থিত, তাকে ঠিক যেন উপস্থিত বলেই উদ্যোগের সঙ্গে
তোষামোদ করতে পারে।
এমন জাতি যারা সেই উপাসনা-রীতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না,
শিল্পীর উৎসাহই সেই পথে তাদের চালিত করল।
কেননা প্রভাবশালীর প্রীতির পাত্র হওয়ার বাসনায়
সেই শিল্পী শিল্পকর্ম দ্বারা তার প্রতিমূর্তি আরও সুন্দর করতে চেষ্টা করল;
ফলে লোকেরা কিছুক্ষণ আগে যাকে মানুষ বলে সম্মান করত,
শিল্পকর্মের কান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে পূজার বস্তু বলে গণ্য করল।
তেমন প্রথা জীবিতদের পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল,
কারণ লোকেরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসনের বন্দি হয়ে প'ড়ে

পাথরকে ও কাঠকে সেই অনির্বচনীয় নামটি আরোপ করল!
কিন্তু তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত,
তুমি ধৈর্যশীল, তুমি দয়া অনুসারে সবকিছু শাসন কর।
যদিও পাপ করি, তবু আমরা তোমারই, যেহেতু তোমার প্রতাপ স্বীকার করি;
কিন্তু পাপ করব না একথা জেনে যে, আমরা তোমারই বলে গণ্য।
বস্তুত, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরতার মূল।
জঘন্য শিল্পের কোন মানব-আবিষ্কার আমাদের পথভ্রান্ত করেনি,
চিত্রকরের নিষ্ফল পরিশ্রমও নয়—তা তো নানা রঙে বিকৃত প্রতিকৃতিমাত্র,
যার দৃশ্য নির্বোধের অন্তরে বাসনা জাগায়,
মৃত প্রতিমূর্তির প্রাণহীন রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টি করে।
তারাই অনিষ্টপ্রেমী ও তেমন অসার প্রত্যাশার যোগ্য,
যারা দেবমূর্তি তৈরি করে, আকাঙ্ক্ষা করে ও পূজা করে।

**শ্লোক** - রো ১:২০; প্রজ্ঞা ১৩:৫, ১

*প্র* ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণ তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।
*উ* বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।
*প্র* ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ,
*উ* বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৮:১১)

**প্রভুর আত্মা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত**

পবিত্র শাস্ত্রে তিন প্রকার সৃষ্টির কথা উল্লিখিত: প্রথমটা হল, অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব বের করা; দ্বিতীয়টা হল, হীনাবস্থা থেকে শ্রেয়তর অবস্থায় রূপান্তর; তৃতীয়টা

হল, মৃতদের পুনরুত্থান। আর তুমি লক্ষ করবে কেমন করে এ তিনটে সৃষ্টিকর্মে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মা ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত।

আকাশমণ্ডলের সৃষ্টির কথা ধরি: এবিষয়ে দাউদ কী বলেন? *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মাতেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব* (সাম ৩৩:৬)।

নবমানুষ বাপ্তিস্ম দ্বারা সৃষ্ট, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি* (২ করি ৫:১৭)।

আর নিজ শিষ্যদের কাছে ত্রাণকর্তা কী বলেন? *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (মথি ২৮:১৯)। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, এখানেও পিতা ও পুত্রের সঙ্গে পবিত্র আত্মা উপস্থিত।

আর আমরা অদৃশ্য হলে ও ধুলায় ফিরে গেলে পর যে পুনরুত্থান ঘটবার কথা, মৃতদের মধ্য থেকে সেই পুনরুত্থান সম্বন্ধে তুমি কী বলতে পারবে? কেননা আমরা তো মাটি, ও মাটির কাছে ফিরে যাব বটে, কিন্তু তিনি সেই পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করবেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করবেন ও ধরণীর মুখের নবীকরণ ঘটাবেন। পল যা পুনরুত্থান বলে ডাকেন, দাউদ তা নবীকরণ বলে চিহ্নিত করেন।

এসো, যিনি তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হয়েছিলেন, এখন তাঁর কথা শুনি। তিনি কী বলেন? *তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন?* (১ করি ৩:১৬)। কিন্তু যে কোন মন্দির তো ঈশ্বরের মন্দির, তাহলে আমরা যখন পবিত্র আত্মার মন্দির, তখন পবিত্র আত্মাও ঈশ্বর। 'শলোমনের মন্দির', একথাও রয়েছে, কিন্তু কেবল এই অর্থ অনুসারে যে, শলোমন ছিলেন সেই মন্দিরের নির্মাতা। সুতরাং, আমরা যদি এই অর্থ অনুসারেই পবিত্র আত্মার মন্দির, তবে পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর, কারণ *যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর* (হিব্রু ৩:৪)। কিন্তু আমরা যদি পবিত্র আত্মার মন্দির এই অর্থ অনুসারেই যে, মন্দির তাঁরই যিনি আমাদের অন্তরে পূজিত ও আমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে এসো, স্বীকার করি পবিত্র আত্মাই ঈশ্বর, কারণ *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে* (মথি ৪:১০)।

এমন কেউ থাকলে, 'ঈশ্বর' নামটা যার ভাল লাগে না, সে নামটির অর্থ শিখুক, কারণ আমরা তাঁকেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করি, যিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা। ফলে আমাদের অন্তরাত্মা যেমন আমাদের সমস্ত বিষয় জানে, তেমনি পবিত্র আত্মা যখন ঈশ্বরের সমস্ত রহস্যময় বিষয় জানেন, তখন পবিত্র আত্মা সত্যি ঈশ্বর।

আরও, যখন আত্মার খড়্গ হল ঈশ্বরের বাণী (এফে ৬:১৭ দ্রঃ), তখন পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, কেননা খড়্গ তাঁরই বাণীও যাঁর বাণী বলে স্বীকৃত। আর যখন তিনি পিতার ডান হাত বলে অভিহিত—*প্রভুর ডান হাত প্রতাপময় কাজ সাধন করল* (সাম ১১৮:১৬ সত্তরী পাঠ্য)—, তখন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে, পবিত্র আত্মা পিতার ও পুত্রের একই স্বরূপের অধিকারী।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১:৭; ৭:২১, ২৩

*প্র* বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ :

*উ* সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।

*প্র* তিনি নিখিলের নির্মাতা, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী।

*উ* সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৪২:১-১৬; ৪৩:৪-৭)

**নগরী হস্তগত হওয়ার পর যেরেমিয়া ও জনগণের দশা**

সকল অধিনায়ক, বিশেষভাবে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান ও হোসাইয়ার সন্তান আজারিয়া, এবং জনগণের ছোট বড় সকলে এগিয়ে এসে নবী যেরেমিয়াকে বলল, 'আমাদের এই মিনতি আপনার গ্রাহ্য হোক! আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি নিজেরই চোখে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি। তাই আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জানিয়ে দিন, আমাদের কোন্ পথ ধরতে হবে, আমাদের কী করতে হবে।' নবী যেরেমিয়া উত্তরে তাদের বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। দেখ, তোমাদের কথামত আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, এবং প্রভু তোমাদের জন্য যে উত্তর দেন, তা আমি তোমাদের জানাব, কিছুই গোপন রাখব না।' তারা যেরেমিয়াকে বলল, 'আপনার পরমেশ্বর প্রভু আমাদের জন্য আপনাকে যা কিছু জানাবেন, আমরা যদি তা পালন না করি, তবে প্রভু নিজেই যেন আমাদের বিরুদ্ধে সত্যময় ও বিশ্বাস্য সাক্ষীরূপে দাঁড়ান; আমাদের গ্রহণীয় হোক বা নাই হোক, আমরা যাঁর কাছে আপনাকে প্রেরণ করছি, আমাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হব, যেন আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হলে আমাদের মঙ্গল হয়।'

দশ দিন পরে এমনটি হল যে, প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল; তখন তিনি কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানানকে ও তার সঙ্গে যত অধিনায়ক ছিল, তাদের ও জনগণের ছোট বড় সকলকে ডেকে আনলেন; তাদের বললেন, 'নিজেদের মিনতি পেশ করতে তোমরা যাঁর কাছে আমাকে প্রেরণ করেছিলে, সেই প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা যদি এই দেশে থাক, আমি তোমাদের গেঁথে তুলব, বিনাশ

করব না; তোমাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না; কেননা তোমাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটিয়েছি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়েছে। সেই বাবিলন-রাজ যে তোমাদের অন্তরে তত ভয় জন্মায়, তাকে তোমরা ভয় করো না; না, তাকে ভয় করো না—প্রভুর উক্তি—কারণ তোমাদের ত্রাণ করতে ও তার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করতে আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি! আমি তার অন্তরে তোমাদের প্রতি করুণা জাগাব, তাই সে তোমাদের প্রতি করুণা দেখাবে ও তোমাদের দেশভূমিতে তোমাদের যেতে দেবে। কিন্তু তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্যতা না দেখিয়ে তোমরা যদি বল, "না, আমরা এই দেশে থাকবই না," এবং বল, "না, আমরা মিশর দেশেই যাব, কারণ সেখানে যুদ্ধ-সংগ্রাম দেখব না, তুরিধ্বনি শুনব না, খাদ্যের অভাবে ক্ষুধায় ভুগব না, সুতরাং সেইখানে বসতি করতে চাই," তবে, হে যুদার অবশিষ্ট লোক, তোমরা প্রভুর বাণী শোন: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যদি সত্যিই মনে কর, তোমরা মিশরে যাবে ও সেখানে বসতি করতেই যাবে, তাহলে তোমাদের ভয়ের বস্তু সেই খড়্গ মিশর দেশেই তোমাদের নাগাল পাবে, এবং তোমাদের আশঙ্কার বস্তু সেই দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপরে এসে পড়বে, আর তোমরা সেখানে মরবে।

তাই কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সৈন্যদলের সকল অধিপতি ও সমস্ত লোক যুদা দেশে থাকবার ব্যাপারে প্রভুর প্রতি বাধ্য হল না। ফলে কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান এবং সেই অধিপতিরা যুদার সমস্ত অবশিষ্ট লোককে—অর্থাৎ সকল দেশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেখানকার থেকে যুদা দেশে বসবাস করার জন্য যারা ফিরে এসেছিল, সেই পুরুষ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলকে, এবং রাজকুমারীদের, ও যে সকল লোককে রক্ষীদলের অধিনায়ক নেবুজারাদান শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়ার সঙ্গে রেখে গেছিল, তাদের, এবং নবী যেরেমিয়াকে ও নেরিয়ার সন্তান বারুককে নিয়ে রওনা হল; প্রভুর প্রতি অবাধ্য হয়ে তারা মিশর দেশে প্রবেশ করে তাফানেসে গিয়ে পৌঁছল।

শ্লোক - যেরে ৪২:২; বিলাপ ৫:৩ দ্রঃ

*প্র* আপনি এই সমস্ত অবশিষ্ট লোকের হয়ে ও আমাদের হয়ে আপনার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন,

℣ আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি।

℟ আমরা এখন এতিম, পিতৃহীন, বিধবারই মত আমাদের মা;

℣ আমরা অনেকে ছিলাম, এখন অল্পজনই অবশিষ্ট রয়েছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠবাসী ধন্য মার্টিন দ্য লেওনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (আগমনকাল, উপদেশ ২)

**যিনি জাতিগুলোর আকাঙ্ক্ষিত, তিনি আসবেন!**

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছাই, তোমরা জানবে যে, ঈশ্বর যেমন স্বরূপে সর্বশক্তিমান, তেমনি স্বরূপে মঙ্গলময় ও করুণাশীল; তিনি আপন কর্মকীর্তিতে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান, ও করুণায় মহান। তিনি একাই সমস্ত কিছু শাসন করেন, সুস্থির করেন ও প্রতিপালন করেন, ও *তাঁর স্নেহ তাঁর সকল কাজে বিরাজিত* (সাম ১৪৫:৯)।

যে দাসত্ব দ্বারা প্রাচীন শত্রু মানবজাতিকে নির্মমভাবে অত্যাচার করছিল, মানবজাতির সেই দৈনন্দিন দাসত্ব দে'খে মঙ্গলময় ও করুণাশীল ঈশ্বর আপন দয়ায় তাকে মুক্ত করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে নবীর মধ্য দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: *সবল কর দুর্বল যত হাত, সুস্থির কর কম্পিত যত হাঁটু, ভীরুহৃদয়দের বল: সাহস ধর, ভয় করো না; এই যে তোমাদের পরমেশ্বর! ঐশ্বরিক প্রতিদান সেই প্রতিশোধ আসছে। তিনি তোমাদের ত্রাণ করতে আসছেন* (ইশা ৩৫:৩-৪ লাতিন পাঠ্য)।

আদিপুরুষের কারণে সেই প্রাচীন শত্রু দুর্দশা ও দুঃখকষ্টের যে জোয়াল মানবজাতির ঘাড়ে চেপে দিয়েছিল, তিনি সেই কঠোর দাসত্বের জোয়াল তুলে নেবেন। কেননা সমস্ত অমঙ্গলের সেই সাধক মানবজাতিকে এতই জর্জরিত করেছিল যে, কয়েকজন কুলপতি ও নবীর ধূপ কিবা যজ্ঞ কিবা আহুতি তাকে পাতাল থেকে মুক্ত করতে পারেনি। এজন্য ইশাইয়া বিলাপ করে বলেন, *আমাদের ধর্মময়তার যত কর্ম একটি স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবে মলিন হওয়া বস্ত্রের* মত (ইশা ৬৪:৫)।

কিন্তু তবু এ দুর্লভ জোয়াল থেকে মুক্তির কাল আগে থেকে দেখতে পেয়ে নবী এ কথাও আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন: *তেলের সামনে সেই জোয়াল পচে যাবে* (ইশা

১০:২৭ লাতিন পাঠ্য)। একদিন মানবজাতি প্রাচীন শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাবে ও প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন পূর্বদর্শন পেয়ে যেরেমিয়াও প্রভুর নির্দেশে বলেছিলেন, *সেইদিন—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—আমি তার ঘাড় থেকে জোয়ালটা খুলে ভেঙে দেব, তার যত বেড়ি ছিন্ন করব; তারা বিদেশীদের দাস আর হবে না। তারা বরং তাদের পরমেশ্বর প্রভুরই ও তাদের রাজা দাউদেরই দাস হবে* (যেরে ৩০:৮-৯): অর্থাৎ তারা খ্রিষ্টেরই সেবা করবে, কেননা সেসময়ে দাউদ মারা গেছিলেন, কিন্তু তাঁর বংশ থেকে খ্রিষ্টেরই উদ্ভবের কথা ছিল। দাউদ নিজে আকাঙ্ক্ষিত হয়েছিলেন, নিজ বংশধরদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়েছিলেন, আর তাঁরই পূর্বপ্রতীক হয়েছিলেন যাঁর কথা নবী এ বাণীতে ব্যক্ত করলেন: *সর্বজাতির সেই আকাঙ্ক্ষিত আসবেন* (হগয় ২:৮ লাতিন পাঠ্য), অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই পুত্র আসবেন, যিনি প্রাক্তন সন্ধির পিতৃপুরুষদের কাছে আত্মাতে পূর্বপ্রদর্শিত হয়েছিলেন।

শ্লোক - ইশা ৪০:২; জাখা ১:১৬, ১৭

*প্র* যেরুশালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল, তার কাছে একথা প্রচার কর:

*উ* তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল।

*প্র* আমি আবার স্নেহভরে যেরুশালেমের প্রতি মুখ তুলে চাইলাম; প্রভু সিয়োনকে আবার সান্ত্বনা দেবেন, এবং যেরুশালেমকে আবার মনোনীত করবেন:

*উ* তার কঠোর দাসত্বকাল পূর্ণ হল।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:২খ-১৩, ২০-২৬)

## আপন জনগণের প্রতি ঈশ্বরের অসংখ্য উপকার

তুমি তোমার জনগণের উপকারই করলে ;
তাদের ক্ষুধার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে
তুমি তাদের জন্য অতিরুচিকর খাদ্য—সেই ভারুই পাখি—ব্যবস্থা করলে।
কেননা খাদ্য বাসনা করলেও, সেই মিশরীয়েরা
তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো সেই পশুদের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ ক'রে
তাদের ক্ষুধার সাধারণ আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলল ;
কিন্তু তোমার জনগণ ক্ষণিকের অনাটনের পর অতিরুচিকর খাদ্য স্বাদ করল।
এ প্রয়োজন ছিল যে, সেই বিরোধীদের উপর অপরিহার্য দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে,
কিন্তু তোমার জনগণের কাছে এ-ই দেখানো যথেষ্ট ছিল যে,
তাদের শত্রুরা কেমন পীড়ায় ভুগছে।
কেননা পশুদের ভীষণ আক্রোশ যখন তাদের আক্রমণ করল,
তারা যখন সেই পেঁচাল সাপগুলির কামড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল,
তখন তোমার ক্রোধ শেষ মাত্রায় ব্যাপ্ত হয়নি।
সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তারা ক্ষণিকের মত আঘাতগ্রস্ত হল,
ও তোমার বিধানের আজ্ঞার স্মরণার্থেই একটা ত্রাণ-চিহ্ন পেল ;
কেননা যে কেউ সেই চিহ্নের দিকে চোখ ফেরাত,
সে যা দেখত তা দ্বারা নয়,
বিশ্বত্রাতা সেই তোমারই দ্বারা বরং ত্রাণ পেত।
এর দ্বারাও তুমি আমাদের শত্রুদের কাছে প্রমাণিত করলে যে,
তুমিই সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর।
বস্তুত মিশরীয়েরা পঙ্গপাল ও মাছির কামড়ে মারা পড়ল,
তাদের প্রাণের কোন প্রতিকারও পাওয়া গেল না,
যেহেতু তেমন প্রাণীদের মধ্য দিয়েই তিরস্কার পাবার যোগ্য হল।

কিন্তু তোমার সন্তানদের উপরে বিষাক্ত সাপের কামড়ও জয়ী হতে পারল না,
কারণ তাদের নিরাময় করতে তোমার দয়াই এসে দাঁড়াল।
তারা যেন তোমার বাণী মনে রাখে,
সেজন্য দংশিত হলে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাময় করা হত,
পাছে গভীর বিস্মরণ-গর্ভে পতিত হয়ে
তোমার মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।
কোন ঘাস যে তাদের সুস্থ করল এমন নয়; কোন মলম, তাও নয়,
বরং তোমার বাণীই, প্রভু, তাদের সুস্থ করল
—সেই যে বাণী সবই নিরাময় করে!

কেননা তোমারই তো জীবন ও মৃত্যুর উপর অধিকার আছে,
তুমিই পাতালদ্বারে নামিয়ে দাও, আবার সেখান থেকে তুলে আন।
কিন্তু তোমার জনগণের প্রতি তোমার কেমন ব্যবহার!
স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই মিটিয়েছ তাদের ক্ষুধা,
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি,
বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।
তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।
তুষার ও বরফ আগুনের সামনেও গলে যেত না,
তোমার জনগণ যেন স্বীকার করতে পারে যে,
আগুন শিলাবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত থেকে শত্রুদের যত ফল গ্রাস করছিল,
জলবর্ষণের মধ্যেও সেইসব বিনষ্ট করছিল।

কিন্তু ধার্মিকেরা যেন পুষ্ট হতে পারে,
আগুন তার নিজের গুণও ভুলে যাচ্ছিল!
তার নির্মাণকর্তা সেই তোমারই প্রতি বাধ্য হয়ে

সৃষ্টি অধার্মিকদের শাস্তি দিতে শক্ত হয়,
কিন্তু তোমার আশ্রিতজনদের উপকার করতে কোমল হয়।
এজন্য সৃষ্টি সেসময়েও সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে
তোমার সর্বপুষ্টিকর বদান্যতার সেবা করছিল—অভাবীর বাসনা অনুসারে;
যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু, তোমার সেই সন্তানেরা
একথা যেন বুঝতে পারে যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১৬:২০; যোহন ৬:৫৮

℣ স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই তুমি মিটিয়েছ তোমার জনগণের ক্ষুধা, স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
℟ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে।
℣ যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে; এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে,
℟ যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৭:৭-৮)

**অবমাননার সময়ে আশাই সান্ত্বনা দেয়**

অবমাননার সময়ে আমাদের সান্ত্বনা দেয় সেই আশা যা প্রবঞ্চনা করে না। আমার মতে পরীক্ষার সময় হল আমাদের আত্মার অবমাননার সময়, কেননা আত্মা তখনই অবনমিত যখন প্রলুব্ধকারী শয়তানের হাতে সমর্পিত ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে আত্মা লড়াই ও অপশক্তির আক্রমণের অভিজ্ঞতা করে। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষায় ঈশ্বরের বচন আত্মাকে সঞ্জীবিত করে।

ঈশ্বরের বচনই হল আমাদের আত্মার জীবন-শক্তি, এ বচনই আত্মার পুষ্টিসাধন করে, তার বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে চালিত করে। ঈশ্বরের বাণী ছাড়া আত্মাকে সঞ্জীবিত করতে পারে আর তেমন কিছুই নেই; কেননা আমরা যখন ঈশ্বরের বাণীকে গ্রহণ করি,

আপন করি ও হৃদয়ঙ্গম করি, তখন আত্মায় ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, আত্মার জীবনও ততখানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে আত্মায় যখন ঈশ্বরের বাণী হ্রাস পায়, তখন তার জীবনও হ্রাস পায়। ফলে, যেমন আমাদের দেহ ও আত্মার মিলন প্রাণবায়ু থেকে প্রেরণা, পুষ্টি ও শক্তি পায়, তেমনি আমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাণী ও তাঁর আত্মিক অনুগ্রহ দ্বারাই সঞ্জীবিত হয়।

সুতরাং এমন প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন, আমরা যেন জাগতিক সবকিছু সরিয়ে দিই, ঈশ্বরের সমস্ত বাণীকে অন্তরে গেঁথে রাখি, সেই বাণীকে আমাদের প্রাণে, অনুভূতিতে, সঙ্কল্পে, চিন্তায় ও কাজে সঞ্চার করি যেন আমাদের আচরণেই শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারি ও দিব্য আদেশগুলির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করি; যাতে করে আমরাও বলতে পারি: *তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে* (সাম ১১৯:৫০)।

*গর্বিত মানুষ আমাকে কতই না অবজ্ঞা করে, আমি কিন্তু সরে যাইনি তোমার বিধান থেকে* (সাম ১১৯:৫১)। মানুষের সেই সবচেয়ে বড় পাপ যা থেকে আমাদের দণ্ড উদ্গত, তা হল গর্ব: গর্বই সেই প্রথম তীর, যা দিয়ে শয়তান আমাদের আহত করে আমাদের পতন ঘটিয়েছে; কেননা সাপের মিষ্টি কথায় প্রবঞ্চিত হয়ে মানুষ যদি ঈশ্বরের মত হতে ইচ্ছা না করত, ও মানব-দুর্বলতার কারণে যে সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করতে অক্ষম, সে তাও যদি জানতে ইচ্ছা না করত, এবং এর ফলে যদি অবোধের মত ব্যবহার না করায় পরমদেশের সুখ থেকে দুঃসাহসপূর্ণ দম্ভে পতিত না হত—এক কথায়, নিজের সীমা বিষয়ে অসন্তুষ্ট না হয়ে মানুষ যদি ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন না করত, তবে তেমন মারাত্মক দণ্ডের উত্তরাধিকার আমাদের উপর কখনও এসে পড়ত না।

**শ্লোক** - সিরা ৩:১৮-২৯; প্রবচন ২৯:২৩

*প্র* তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর, তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে,

*উ* কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান, বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।

*প্র* মানুষের অহঙ্কার তার অবমাননা ঘটায়, নম্রহৃদয় মানুষ সম্মান অর্জন করে,

*উ* কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান, বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১:৩-১৪, ২২-২৮)

**নির্বাসন-দেশে ঈশ্বরের গৌরব-দর্শন**

প্রভুর বাণী বুজির সন্তান যাজক এজেকিয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল; আর তখন, সেই জায়গায়, প্রভুর হাত হঠাৎ তাঁর উপর নেমে এল।

আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক থেকে ঝড়ো বাতাস বয়ে আসছে— এমন বিশাল মেঘ এগিয়ে আসছে, যার চারদিকে ঝলসে উঠছে আগুন ও উজ্জ্বলতম আলো; আর তার মাঝখানে, একেবারে আগুনেরই অন্তঃস্থলে, পিতলের মত কোন কিছুর প্রভা জ্বলজ্বল করছে; তার মাঝখানে কেমন যেন চার প্রাণী বিরাজমান, যাদের আকৃতি মানুষেরই মত—প্রত্যেকেরই ছিল চারটে করে মুখ ও চারটে করে পাখা; তাদের পা সোজা, তাদের পদতল বাছুরের পদতলের মত; তা স্বচ্ছ ব্রঞ্জের মতই জ্যোতির্ময়। তাদের চারপাশে, পাখার নিচে, ছিল মানুষের হাতের মত হাত; চারটে প্রাণী প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুখমণ্ডল ও পাখা ছিল; তাদের পাখা পরস্পর-স্পর্শী। এগিয়ে যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না, প্রত্যেকে সোজা সামনের দিকেই যেত। দেখতে তাদের মুখ এরূপ: তাদের মানুষের মত একটা মুখ ছিল; তাছাড়া ডান দিকে সিংহের মুখ ও বাঁ দিকে বৃষের মুখ, এবং প্রত্যেকের ঈগলের মুখও ছিল। তাদের পাখা বিস্তৃত ছিল ঊর্ধ্বের দিকে; প্রত্যেকের দু'টো করে পাখা ছিল যা পার্শ্ববর্তী প্রাণীর পাখা স্পর্শ করত, আর দু'টো করে পাখা ছিল যা তাদের পা ঢেকে রাখত। তারা প্রত্যেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেত, সেই দিকেই যেত যে দিকে আত্মা তাদের চালিত করত; যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না। সেই প্রাণীদের মধ্যে ছিল কেমন যেন মশালের মত দেখতে জ্বলন্ত অঙ্গার, যা তাদের মধ্যে চলমান ছিল; আগুন উজ্জ্বলতম

ছিল, ও সেই আগুন থেকে নানা ঝলক নির্গত হচ্ছিল। সেই প্রাণীরা বিদ্যুতের মত চলাচল করছিল।

সেই প্রাণীদের মাথার উপরে এক প্রকার বিতান ছিল; তা উজ্জ্বলতম স্ফটিকের মত তাদের মাথার উপরে বিস্তৃত ছিল, আর সেই বিতানের নিচে ছিল তাদের বিস্তৃত পাখা, এক একটা পরস্পরমুখী; প্রত্যেক প্রাণীর দু'টো করে পাখা ছিল, যা তাদের দেহ ঢেকে রাখত। তারা যখন চলছিল, আমি তখন তাদের ডানার ধ্বনিও শুনতে পেলাম; এমন ধ্বনি যা মহাজলরাশির তর্জনের মত, সর্বশক্তিমানের বজ্রনাদের মত, ঝঞ্ঝার গর্জনের মত, সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত। আর যখন তারা দাঁড়াত, তখন পাখা নামিয়ে দিত। তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে একটা শব্দও হল।

তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে কোন একটা কিছু দেখা দিল, যা নীলকান্তমণির মত—সিংহাসনের আকারেই এক নীলকান্তমণির মত; আর সেই প্রকার সিংহাসনের উপরে, একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত। আমি লক্ষ করলাম যে, দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের উপর পর্যন্ত তা দীপ্তিময় পিতলের মত ছিল, কেমন যেন আগুনেই পরিপূর্ণ; এবং দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে নিচ পর্যন্ত আমি আগুনের মত কিছু দেখলাম, যা চারদিকে উজ্জ্বলতম আলো বিকিরণ করত। বৃষ্টির দিনে মেঘপুঞ্জের মধ্যে রঙধনুর যেমন বিভা, চারদিকের সেই জ্যোতির বিভা ঠিক সেইরূপ ছিল। এ ছিল প্রভুর গৌরবের সাদৃশ্যের রূপ। তা দেখামাত্র আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম ও কার্ যেন কণ্ঠস্বর কথা বলতে শুনতে পেলাম।

শ্লোক - এজে ১:২৬, ২৪; ৩:১২; প্রকাশ ৫:১৩

প্ আমি দেখতে পেলাম, এক প্রকার সিংহাসনের উপরে, একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত; এক ধ্বনিও শুনতে পেলাম যা সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত:

উ তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!

প্ সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।

℣ তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন, উপদেশ ১০-১১)

**যেরুশালেম, কেঁদো না, কারণ তোমার পরিত্রাণ আসন্ন**

হীনতম দুর্দশায় প্রবাসী সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেমকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নবী বলেন, *যেরুশালেম, কেঁদো না, কারণ তোমার পরিত্রাণ আসন্ন* (ইশা ৪০:১, ১০ দ্রঃ)। বাস্তবিকই *বাবিলনের নদনদীকূলে বসে আমরা কাঁদছিলাম* (সাম ১৩৭:১), আর বাবিলন হল বিভ্রান্তির নামান্তর। বাবিলনে বসে যেরুশালেম-অধিবাসীরা কাঁদে, কর্মে বিভ্রান্ত না হয়েও তবু তারা চিন্তায় বিভ্রান্ত, এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের দিকে মনশ্চক্ষু তুলতে অক্ষম, কারণ ইচ্ছা না করলেও অসার বস্তু দ্বারা অন্যমনস্ক। সুতরাং বাবিলনের নদনদী হল সেই সমস্ত কু-অভ্যাস যা আমাদের স্মৃতিতে মধুরূপে বারবার উপস্থিত; তথাপি সেগুলো বয়ে যায়, আর সঙ্গে করে সংসার-সাগরে তাদের সকলকেই বয়ে নিয়ে যায় যাদের প্রবঞ্চিত করতে পারে।

কিন্তু *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন* (১ করি ১৫:৫৭); কেননা কু-অভ্যাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ করলেও তবু আমরা সেগুলোতে বসে থাকি না, কিন্তু বাবিলনের নদনদীকূলেই বসি, কারণ আমাদের প্রাণ সংসার-জীবনের মিষ্টি কথা ও আকর্ষণের সামনে নীরব থাকল, ঘন ঘন আমন্ত্রণের প্রতি বধির থাকল, ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

সুতরাং, আমরা যখন তত অসার বস্তু দ্বারা বিঘ্নিত, তখন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আমরা সিয়োনের কথা স্মরণে কাঁদি, অর্থাৎ যারা স্বচক্ষে ঈশ্বরের গৌরব দর্শন করতে যোগ্য, তারা যে মাধুর্য ও আনন্দ ভোগ করে, তা স্মরণে আমরা কাঁদব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তথাপি *মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করি না*, তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, এমনকি *তুমি যে আমার সঙ্গে আছ* (সাম ২৩:৪)। কিন্তু আমি কেমন করে তেমন আশা রাখতে সাহস করতে পারি? তার কারণ, *তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দেয়* (সাম ২৩:৪)। কেননা যদিও

তুমি আমাকে শাসন কর ও মরণধুলায় আমাকে চূর্ণ করে আমার গর্ব দমন কর, তথাপি তুমি তো আমার প্রাণ এমনভাবে ধরে রাখ তা যেন মৃত্যু-গহ্বরে পতিত না হয়।

আমি প্রভুর বিধিগুলো অমান্য করব না, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলে তখনও আমি ক্রোধে উত্তপ্ত হব না। কেননা *আমি জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে* (রো ৮:২৮)। তবে কি অধৈর্য হব না? না, বরং সবকিছু ধৈর্যের সঙ্গেই বহন করব। কেন? কারণ সৃষ্টি নিজেই অমঙ্গলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে যাতে ঈশ্বরের সন্তানদের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। অতএব, *যেরুশালেম, কেঁদো না, কারণ তোমার পরিত্রাণ আসন্ন। তিনি দেরি করলেও তত দেরি করবেন না* (হাবা ২:৩), কেননা *তাঁর চোখে হাজার বছর সেই গতদিনেরই মত যা বয়ে গেল* (সাম ৯০:৪)।

**শ্লোক** - ইশা ৪০:১০

*প্র* যেরুশালেম, কেঁদো না, কারণ প্রভু তোমার প্রতি করুণা দেখান;

*উ* তিনি সমস্ত দুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।

*প্র* দেখ, প্রভু পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন, আপন বাহুবলেই তিনি আধিপত্য করেন;

*উ* তিনি সমস্ত দুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১-১৬; ১৯:৩-৯)

## পাস্কার রাত্রি

তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল ;
সেই মিশরীয়েরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু তাদের না দেখতে পেয়ে
ওদের ভাগ্যবান বলছিল,—ওরা যে তাদের মত পীড়া ভোগ করেনি ;
এমনকি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল,—ওরা প্রথম অত্যাচারিত হয়েও
তাদের কোন ক্ষতি করছিল না ;
তারা যে ওদের শত্রু হয়েছিল, এজন্য ওদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।
অন্ধকারের চেয়ে তুমি তোমার সন্তানদের দিলে একটি অগ্নিস্তম্ভ,
তা যেন অজানা যাত্রাপথে তাদের দিশারী হয়,
তাদের গৌরবময় প্রস্থানে যেন অনপকারী সূর্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।
যাদের দ্বারা বিধানের অক্ষয়শীল আলো জগতের কাছে মঞ্জুর করার কথা,
তোমার সেই সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল,
তারা আলো-বঞ্চিত হতে ও অন্ধকারে বন্দি হতে সত্যিই যোগ্য ছিল !
তারা তো পুণ্যজনদের নবজাত শিশুদের হত্যা করতে স্থির করেছিল,
—ফেলে রাখা হয়েছিল যাদের,
তাদের মধ্য থেকে কেবল একজন শিশুই ত্রাণ পেয়েছিল !—

তাই শাস্তি স্বরূপ তুমি তাদের সন্তানদের বিপুল সংখ্যা মুছে দিলে,
প্রবল জলরাশির মধ্যে তাদের সকলের বিনাশ ঘটালে।
সেই রাতটি আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পূর্বঘোষিত হয়েছিল,
কেমন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস রাখছিল,
তা জেনে তারা যেন নিরাপদে আনন্দ করতে পারে।
তাই তোমার জনগণের প্রত্যাশা এ ছিল,
ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও শত্রুদের সংহার।
আর আসলে তুমি বিরোধীদের উপর যেমন প্রতিশোধ নিলে,

তোমার কাছে আমাদের আহ্বান করায় আমাদের তেমনি গৌরবান্বিত করলে।
সৎলোকদের পুণ্যময় সন্তানেরা আড়ালে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল,
এবং একমত হয়ে এ দিব্য নিয়ম প্রচলন করল যে,
পুণ্যজনেরা মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুরই একইভাবে সহভাগী হবে ;
আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পিতৃপুরুষদের স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠল।
শত্রুদের এলোমেলো চিৎকারের স্বরধ্বনি আসছিল,
যারা আপন সন্তানদের উপর কাঁদছিল,
ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের বিলাপের সুর।
একই দণ্ড দাস মনিব দু'জনকেই আঘাত করেছিল,
রাজা প্রজা উভয়েই একই দুর্দশায় ভুগছিল।
একই মৃত্যুতে আঘাতগ্রস্ত অগণিত মৃতলোক ছিল সবারই ঘরে,
তাদের সমাধি দিতে জীবিতেরা আর যথেষ্ট ছিল না,
কারণ এক আঘাতেই বিনষ্ট হয়েছিল তাদের বংশের সবচেয়ে উত্তম ফল।
তাদের মন্ত্রতন্ত্রের কারণে যারা অবিশ্বাসী হয়ে থেকেছিল,
তাদের প্রথমজাতদের মৃত্যুর সামনে তারা তখন একথা স্বীকার করল যে,
এই জাতি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান।

সবকিছুর উপরে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে,
রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে
সেই বিনাশ-ভূমির মধ্যে নির্মম বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল,
শাণিত খড়্গারূপে সঙ্গে করে আনছিল তোমার আপন চূড়ান্ত আদেশ।
তখন উঠে দাঁড়িয়ে সবকিছুই মৃত্যুতে পরিপূর্ণ করল ;
সেই বাণী গগনস্পর্শী ছিল, আবার পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।
বস্তুত তারা তখনও মৃত্যুশোকে ব্যস্ত আছে,
তখনও নিজেদের মৃতজনদের কবরের উপর চোখের জল ফেলছে,
এমন সময় আর একটা নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিল,

হ্যাঁ, তারা যাদের চলে যেতে অনুরোধ করেছিল,
পলাতক রূপে তাদের পিছনে ধাওয়া করল।
তেমন চরম অবস্থায় তাদের যোগ্য ভাগ্যই তাদের চালিত করছিল,
ফলে তারা যা ঘটেছিল সবই ভুলে গেল,
যাতে তাদের পীড়ার যা কিছু তখনও বাকি ছিল,
তা যেন তারা পূর্ণ মাত্রায় ভরে তোলে,
আর তোমার জনগণ অসাধারণ সেই যাত্রায় পা দিতে দিতে,
তারা যেন এক বিশেষ ধরনের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।
কেননা সমগ্র সৃষ্টি তোমার আজ্ঞাগুলিতে বাধ্য হয়ে
তার নিজের স্বরূপটির নতুন এক রূপ আবার ধারণ করছিল,
যেন তোমার সন্তানেরা নিরাপদে রেহাই পায়।
শিবিরের উপরে ছায়া ছড়াতে মেঘটি ছিল,
আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে এখন শুষ্ক মাটি ভেসে উঠছিল,
লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল,
প্রচণ্ড তরঙ্গের স্থানে দেখা দিল সবুজ সমতল ভূমি ;
তেমন আশ্চর্যময় অলৌকিক লক্ষণ বিস্ময়ের চোখে দেখতে দেখতে
তোমার হাত দ্বারা আশ্রিত হয়ে গোটা জনগণ পার হল।
চরে বেড়ায় এমন ঘোড়ার দলের মত,
আনন্দে লাফায় এমন মেষশিশুদের মত
তারা তোমার প্রশংসাগান করছিল, প্রভু,—তুমি যে তাদের নিস্তারকর্তা।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ১৯:৫, ৭; সাম ৭৮:২০ দ্রঃ

প্র প্রভু, তোমার পুণ্যজনেরা তোমার আদেশমত অপরূপ যাত্রা শুরু করলেন ; প্রবল তরঙ্গমালা থেকে নিরাপদ হয়ে রক্ষা পেলেন।

উ শুষ্ক মাটি ভেসে উঠল, লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল।

প্র দেখ, তিনি শৈলশিলা বিদীর্ণ করলেন, আর শৈল থেকে জল নির্গত হল, জলস্রোত উপচে পড়ল।

℣ শুষ্ক মাটি ভেসে উঠল, লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'ঈশ্বর-ধ্যান' থেকে পাঠ (১০)

**সর্বশক্তিমান বাণী রাজাসন ছেড়ে নেমে এলেন**

প্রভু, তোমারই তো পরিত্রাণ ও তোমার জনগণের উপরেই বিরাজিত তোমার আশীর্বাদ। আমরা তোমাকে ভালবাসতে পারি ও তোমার ভালবাসার পাত্র হতে পারি, এছাড়া তোমার পরিত্রাণ বা কী? এজন্য, প্রভু, তুমি তোমার ডান পাশের পুত্রকে, যে মানুষকে তুমি নিজের জন্য শক্তিশালী করেছিলে, তাঁকে যিশু অর্থাৎ পরিত্রাতা বলেই অভিহিত করতে ইচ্ছা করেছিলে, কারণ *তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* (মথি ১:২১); আর অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই। ক্রুশ-মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রথমে ভালবেসেই তো তিনি তাঁকে ভালবাসতে আমাদের শেখালেন; আমাদের ভালবেসে ও আমাদের প্রেম করেই তিনি আমাদের উদ্দীপিত করলেন আমরা যেন তাঁকেই ভালবাসি যিনি চরম পর্যায়ে প্রথমে আমাদের ভালবাসলেন। মানবসন্তানদের মধ্যে ন্যায্যতা এরূপ: আমি তোমাকে ভালবাসি বিধায় তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু কাকে পাওয়া যায় যে বলবে: আমি তোমাকে ভালবাসি তুমি যেন আমাকে ভালবাস?

আর আসলে ঠিক তাই: তুমি প্রথমে আমাদের ভালবেসেছ আমরা যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি; আমাদের ভালবাসা যে তোমার পক্ষে প্রয়োজন ছিল, তা তো নয়; বরং যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের গড়েছ, তোমাকে না ভালবেসে আমরা তা হতে পারতাম না—এজন্যই তুমি আমাদের ভালবেসেছ।

প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্য দিয়ে কথা ব'লে শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তুমি কথা বলেছ পুত্রেরই মধ্য দিয়ে (হিব্রু ১:১-২ দ্রঃ), তোমার সেই বাণীর মধ্য দিয়ে *যাঁর দ্বারা গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, যাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনী আবির্ভূত হল* (সাম ৩৩:৬)। তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে তুমি কথা বলেছ: একথার একমাত্র অর্থ হল, তুমি সূর্যের আলোতে অর্থাৎ

প্রকাশ্যেই দেখিয়েছ তুমি আমাদের কতখানি আর কীভাবেই ভালবেসেছ—তুমি তোমার আপন পুত্রকে রেহাই দাওনি, বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিয়েছ; তিনিও আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

প্রভু, এ হল আমাদের প্রতি তোমার কথা, এ হল তোমার সর্বশক্তিমান বাণী যিনি *যখন সবকিছুর উপরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল,* অর্থাৎ যখন সবকিছু গভীর ভুলভ্রান্তির মধ্যে ছিল, তখন ভুলভ্রান্তির কঠোর ধ্বংসক রূপে, ভালবাসার কোমল প্রণেতার মত *রাজাসন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন* (প্রজ্ঞা ১৮:১৪, ১৫)।

আর তিনি যা কিছু করলেন, এমনকি অপমান পর্যন্ত, থুথু ও চপেটাঘাত পর্যন্ত, মৃত্যু ও সমাধি পর্যন্ত এ পৃথিবীতে যা কিছু বললেন, এসব কিছুর একমাত্র অর্থ হল এ, সেই পুত্রে তুমি আমাদের কাছে কথা বলছিলে: তুমি আমাদের অনুনয় করছিলে, তোমার নিজের প্রতি আমাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলছিলে।

হে মানবাত্মার স্রষ্টা, হে পরমেশ্বর, তুমি তো জানতে, তেমন ভালবাসাকে জোর প্রয়োগ ক'রে নয়, কেবল অনুনয় করেই মানবসন্তানদের আত্মায় জাগরিত করা যেতে পারত; এও জানতে যে, যেখানে জোর প্রয়োগ রয়েছে সেখানে স্বাধীনতা নেই, যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে ন্যায্যতাও নেই। কিন্তু তুমি, হে ন্যায়বান প্রভু, ন্যায্যতা অনুসারেই আমাদের পরিত্রাণ করতে অভিপ্রেত ছিলে, কেননা তুমি কেবল ন্যায্যতা অনুসারেই মানুষকে ত্রাণ কর বা বিচার কর; হ্যাঁ, তুমি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিপালন কর ও *ন্যায়বিচারক বলে বিচারাসনে আসীন হয়ে* (সাম ৯:৫) তোমার সৃষ্ট ন্যায্যতা অনুসারেই বিচার সম্পন্ন কর, যাতে সমস্ত মুখ নিশ্চুপ হয়ে থাকে ও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে, কারণ যাদের তুমি দয়া করতে ইচ্ছা কর তাদেরই দয়া কর, ও যাদের প্রতি করুণা দেখাতে ইচ্ছা কর, তাদেরই প্রতি করুণা দেখাও।

তুমি চেয়েছিলে, আমরা তোমাকে ভালবাসব—এই আমরা যারা তোমাকে ভাল না বাসলে ন্যায্যতা অনুসারে পরিত্রাণ পেতেও পারতাম না, তোমা থেকেই প্রেরণা না পেলে তোমাকে ভালওবাসতে পারতাম না। অতএব প্রভু, তোমার ভালবাসার প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—আর আমরাও যেমনটি বলে এলাম—প্রথমে তুমিই আমাদের ভালবেসেছ; আর যারা তোমাকে ভালবাসে, প্রথমে তুমিই তাদের সকলকে ভালবেসেছ।

**শ্লোক** - ইশা ৫২:৯-১০; যোহন ৩:১৭

*প* প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন, যেরুশালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন। প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন।

*উ* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

*প* ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।

*উ* পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২:৮—৩:১১, ১৫-২১)

## এজেকিয়েলকে আহ্বান

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তোমাকে আমি যা বলি, তা শোন, এবং এই বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মত বিদ্রোহী হয়ো না; তাই এখন মুখ খোল, আমি তোমাকে যা দিতে যাচ্ছি, তা খাও।' আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, আমার প্রতি বাড়ানো একটা হাত; আর দেখ, সেই হাতে রয়েছে একটা পাকানো পুঁথি। তিনি আমার সামনে তা খুলে ধরলেন; পুঁথিটা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা— হাহাকার, বিলাপ, শোকের উক্তিই সেই লেখা!

তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তোমার সামনে যা রয়েছে, তা খাও, পাকানো পুঁথিটা খাও, পরে গিয়ে ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল।' আমি মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই পুঁথি খেতে দিলেন; আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে এই যে পুঁথি দিচ্ছি, তা খেয়ে তোমার উদর পুষ্ট কর ও তোমার অন্ত্ররাজি ভরিয়ে তোল।' আমি তা খেলাম, আমার মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগল।

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এখন তুমি যাও, ইস্রায়েলকুলের কাছে গিয়ে আমার এই সব কথা জানাও, কারণ তুমি অদ্ভুত বা ভিন্ন ভাষার কোন জাতির কাছে নয়, ইস্রায়েলকুলের কাছেই প্রেরিত হচ্ছ; এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভাষার বহুজাতির কাছেও তুমি প্রেরিত নও, যাদের কথা তোমার পক্ষে বোঝার অতীত; তাদেরই কাছে আমি যদি তোমাকে পাঠাতাম, তবে তারা তোমার কথায় অবশ্য কান দিত; কিন্তু ইস্রায়েলকুল

তোমার কথা শুনতে চাইবে না, কারণ তারা আমার কথা শুনতে চায় না; হ্যাঁ, গোটা ইস্রায়েলকুল শক্তমনা ও কঠিন হৃদয়ের এক কুল। দেখ, আমি তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম; যে হীরক চকমকি পাথরের চেয়েও শক্ত, তারই মত আমি তোমাকে শক্তমনা করলাম। তাই তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের সামনে অভিভূত হয়ো না; তারা তো বিদ্রোহী বংশের মানুষ!'

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা কিছু বলি, সেই সমস্ত বাণী তুমি হৃদয়ে গ্রহণ কর, সেই সমস্ত বাণী কান পেতে শোন, পরে যাও, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, তোমার আপন জাতির মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল। তারা শুনুক বা না শুনুক, তুমি তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন।'

আমি তেল-আবিবে এসে গেলাম, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, যারা কেবার নদীর ধারে বসতি করেছিল; আর তারা যেখানে বাস করছিল, সেখানে আমি স্তব্ধ অবস্থায় তাদের মাঝে সাত দিন থাকলাম।

এই সাত দিন শেষে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে। যখন আমি দুর্জনকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি যদি এই বিষয়ে তাকে সতর্ক না কর; এবং সেই দুর্জন যেন তার কুপথ ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচায় তুমি যদি সাবধান বাণীর মত তাকে কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! তবু তুমি দুর্জনকে সতর্ক করলে সে যদি নিজের দুষ্কর্ম ও কুপথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

আবার, কোন ধার্মিক মানুষ যদি তার নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, আমি তার জন্য বিঘ্ন ঘটাব আর সে মরবে; তুমি তাকে সতর্ক না করার ফলে সে তার নিজের পাপের কারণে মরবে, ও তার সাধিত শুভকর্মের কিছুই স্মরণে থাকবে না; কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! তবু তুমি ধার্মিক মানুষকে পাপ না

করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে, তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে।'

**শ্লোক** - এজে ৩:১৭; ২:৬; ৩:৮

*প্র* আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম ; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে।

*উ* তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না।

*প্র* দেখ, আমি তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম।

*উ* তুমি তাদের ভয় পেয়ো না, তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১-২)

**আমরা পালক বটে, কিন্তু আগে খ্রিষ্টিয়ান**

আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা খ্রিষ্টেই স্থাপিত, ও তিনি নিজেই আমাদের প্রকৃত ও পরিত্রাণদায়ী গৌরব। প্রিয়জনেরা, তোমরা যে এই কথা প্রথমেই শুনছ তা নয়, কারণ তোমরা তাঁরই মেষপালে রয়েছ যিনি সুবিবেচনার সঙ্গে ইস্রায়েলকে চরান (সাম ৭৯ (৮০) :২)। কিন্তু তবু, যেহেতু এমন পালকেরা রয়েছেন, যাঁরা পালক নামটা শুনতে চান কিন্তু পালকের কর্তব্য পালন করতে চান না, সেজন্য নবী [এজেকিয়েল] দ্বারা তাঁদের কাছে কী বলা হয় (আর আমরা তা এইমাত্র পাঠে শুনেছি), তার পর্যালোচনা করি। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন, আমরা সকম্পেই শুনব।

*প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও, ও ইস্রায়েলের সেই পালকদের বল* ...(এজে ৩৪:১-২) ; এ পাঠ এইমাত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে, ও আমরা সবাই তা শুনেছি, তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি পবিত্রজন এই তোমাদের সঙ্গে এবিষয়ে সহভাগিতা করব। আমরা নিজেদের কথা না বললে, তবে ঈশ্বর নিজেই সহায়তা করবেন যাতে সত্য কথা বলি, কেননা যদি নিজেদের কথা বলতাম, তাহলে এমন পালক হতাম যারা মেষগুলোকে নয়,

নিজেদেরই চরায়; কিন্তু আমরা যা বলি তা যদি তাঁরই, তাহলে যেকোন একজনের মধ্য দিয়েও তিনি নিজে তোমাদের চরাবেন।

*প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা শুধু নিজেদেরই চরায়! এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলি চরাবে?* (এজে ৩৪:২)। অর্থাৎ কিনা, নিজেদের নয়, মেষগুলোই চরানো পালকদের কর্তব্য। এ হল সেই পালকদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, তারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়। যারা নিজেদের চরায়, তারা কারা? তারাই, যাদের বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ওরা সকলে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নিয়ে নয়* (ফিলি ২:২১)।

এখন, এই আমরা, প্রভু যাদের নিজেদের পুণ্যকর্মের ফলে নয়, তাঁর আপন প্রসন্নতায় এই এমন স্থানেই নিযুক্ত করেছেন যা বিষয়ে কড়া জবাবদিহি করতে হবে, এই আমাদের পক্ষে দু'টো বিষয় সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা উচিত: প্রথমত, আমরা খ্রিষ্টিয়ান; দ্বিতীয়ত, আমরা অধ্যক্ষ। আমরা যে খ্রিষ্টিয়ান, তা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়; আমরা যে অধ্যক্ষ, তা তোমাদের লক্ষ করে। খ্রিষ্টিয়ান হওয়ায় আমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণই লক্ষ্য; অধ্যক্ষ হওয়ায় কেবল তোমাদের কল্যাণই লক্ষ্য।

আর বহু খ্রিষ্টভক্ত রয়েছে বটে, যারা অধ্যক্ষ না হয়েও সম্ভবত সহজতর পথে চলে, ও তাদের দায়িত্ব যত লঘুভার তত দ্রুত পদক্ষেপে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছে। কিন্তু আমরা খ্রিষ্টিয়ান হওয়া ছাড়া (যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের জবাবদিহি করতে হবে), তাছাড়া আমরা অধ্যক্ষও হওয়ায় আমাদের সেবাকর্ম বিষয়েও জবাবদিহি করতে হবে।

**শ্লোক** - সাম ২৩:১-২, ৩

*প্র* প্রভু আমার পালক; অভাব নেই তো আমার;

*উ* আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।

*প্র* তাঁর নামের খাতিরে তিনি আমায় চালনা করেন ধর্মপথে;

*উ* আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২৪)

## মাকিদনীয় আলেক্সান্দার ও তাঁর বংশধরেরা

ফিলিপের সন্তান মাকিদনীয় আলেক্সান্দার কিত্তিম অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর ও পারসিকদের ও মেদীয়দের রাজা দারিউশকে পরাজিত করার পর গ্রীস থেকে শুরু করে তাঁর পদে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তিনি বহু যুদ্ধ-সংগ্রাম করলেন, বহু দুর্গ দখল করে নিলেন, এবং পৃথিবীর রাজাদের হত্যা করলেন; এইভাবে বহু জাতির সম্পদ লুট করতে করতে তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্তই এলেন। তাঁর সামনে পৃথিবী নিস্তব্ধতায় পড়ল, আর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হৃদয় গর্বে স্ফীত হল। তিনি বিপুল সৈন্যদল জড় করে বহু অঞ্চল, জাতি ও নৃপতিকে জয় করলেন, আর তারা তাঁর করদাতা প্রজা হয়ে পড়ল। এই সমস্ত কিছুর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তিনি বুঝতে পারলেন, মৃত্যু অবধারিত। তখন তিনি, তাঁর যৌবনকাল থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রধান অধিনায়কদের কাছে আহ্বান করলেন, আর তিনি জীবিত থাকতেই তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করলেন। বারো বছর রাজত্ব করার পর আলেক্সান্দার মারা গেলেন। তাঁর সেই সহকারীরা—এক একজন নিজ নিজ অঞ্চলে—কর্তৃত্ব নিলেন; তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা সকলে মাথায় রাজমুকুট নিলেন, আর তাঁদের পরে তাঁদের সন্তানেরাও—বহু বছর ধরে। তাতে পৃথিবীর উপরে অমঙ্গল বৃদ্ধি পেল।

তাঁদের মধ্য থেকে ধূর্ত একটা মূলের উদয় হল, অর্থাৎ রাজা আন্তিওখসের সন্তান আন্তিওখস এপিফানেস; তাঁকে একসময়ে রোমে জামিন হয়ে থাকতে হয়েছিল, পরে, গ্রীক সাম্রাজ্যের একশ' সপ্তত্রিংশ বছরে, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। সেসময়েই ইস্রায়েল থেকে ধর্মত্যাগী সন্তানদের উদয় হল, তারা বহু লোকের মন জয় করে বলছিল, 'চল, আমাদের আশেপাশের বিজাতীয়দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি, কারণ ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমাদের যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটেছে।' তাদের বিবেচনায় প্রস্তাবটি উত্তম মনে হল; আর জনগণের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক উৎসাহের সঙ্গে রাজার কাছে গেল, আর তিনি বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে চলার অনুমতি দিলেন। তাই বিজাতীয়দের প্রথামত তারা যেরুশালেমে ব্যায়াম-আগার তৈরি করল,

পরিচ্ছেদনের দাগ ঠিক করে নিল, পবিত্র সন্ধি পরিত্যাগ করল, বিজাতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করল, অনিষ্ট সাধনের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা করল।

আন্তিওখসের হাতে রাজ্য একবার সুদৃঢ় হলে তিনি দু'টো রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য মিশরকেও জয় করার অভিপ্রায় করলেন; তাই তিনি বিপুল সৈন্যদল, বহু বহু রথ, হাতি, অশ্বারোহী-দল ও বিরাট নৌবাহিনীর সঙ্গে মিশরে প্রবেশ করে মিশর-রাজ তলেমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তলেমি তাঁর সামনে দাঁড়াতে না পারায় পালিয়ে গেলেন, আর অনেকে মারা পড়ল। তারা মিশরের সুরক্ষিত নগরগুলোকে দখল করে নিল, এবং আন্তিওখস মিশর দেশ লুট করলেন। মিশরকে জয় করার পর—একশ' তেতাল্লিশ সালে—আন্তিওখস ফেরার পথে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে ইস্রায়েল ও যেরুশালেমের দিকেই এগিয়ে গেলেন।

স্পর্ধাভরে পবিত্রধামে প্রবেশ করে তিনি তার সোনার যজ্ঞবেদি, সমস্ত পাত্র সমেত আলোর জন্য দীপাধার তুলে নিয়ে গেলেন; সেইসঙ্গে ভোগ-রুটির নিত্য নৈবেদ্যের ভোজনপাট, পানীয় নৈবেদ্যের যত পাত্র, বাটিগুলি, সমস্ত সোনার ধূপদানি, পরদা, মুকুটগুলো ও মন্দিরের অগ্রভাগের সোনার ভূষণও তুলে নিয়ে গেলেন—মন্দিরের সবকিছুই কেড়ে নিলেন; যত সোনা, রুপো ও বহুমূল্য জিনিসপত্র জোর করে নিলেন, যত গুপ্ত ধন খুঁজে বের করতে পারলেন তাও তুলে নিলেন; শেষে এই সমস্ত কিছু জড় করে নিজ অঞ্চলে ফিরে গেলেন। তিনি অনেক হত্যাকাণ্ডও ঘটালেন, ও মহাস্পর্ধাভরেই কথা বললেন।

শ্লোক - ২ মাকা ৭:৩৩; হিব্রু ১২:১১

প্র আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ;

উ তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন।

প্র শাসনের সময়ে শাসন দুঃখেরই বিষয় মনে হয়, কিন্তু পরে এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল;

উ তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৭৮)

## শান্তি অগ্রসর করা

শান্তি কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, কেবল বিরোধী শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখায়ও গণ্ডিবদ্ধ নয়, স্বৈরশাসন থেকেও উদিত নয়, বরং *ন্যায়ের কর্মফল* বলেই (ইশা ৩২:১৭ লাতিন পাঠ্য) ন্যায়সঙ্গত ও সূক্ষ্ম ভাবে অভিহিত। শান্তি হল সেই সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার ফল, যা স্বয়ং ঐশপ্রতিষ্ঠাতা মানবসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন, ও যা সেই সকল মানুষ কাজে বাস্তবায়িত করবে যারা নিত্য বৃদ্ধিশীল ন্যায়ের জন্য পিপাসিত। মানবজাতির সাধারণ মঙ্গল তার নিজের মূলতত্ত্বে সনাতন বিধান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বটে, কিন্তু তার বাস্তব নানা প্রয়োজন ক্ষেত্রে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও নিরন্তর পরিবর্তনের অধীন, যার ফলে শান্তি এমন বস্তু কখনও হতে পারে না যা একবার চিরকালের মত অর্জিত হয়েছে, শান্তিকে বরং অবিরতই গড়ে তুলতে হবে। আর যেহেতু মানব-ইচ্ছা দুর্বল, এমনকি পাপ দ্বারা বিক্ষত, সেজন্য শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন রয়েছে, প্রত্যেকে নিষ্ঠাবান হয়ে নিজ কামনা-বাসনা সংযম করবে ও বৈধ কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকবে।

তথাপি এ যথেষ্ট নয়। তেমন শান্তি এ পৃথিবীতে লাভ করা যাবে না, যদি ব্যক্তির মঙ্গল নিয়ত সুরক্ষিত না হয় ও সকল মানুষ আস্থার সঙ্গে নিজ নিজ প্রাণের ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য একে অন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সহভাগিতা না করে। অপর ব্যক্তিকে ও অপর জাতিকে ও তাদের মর্যাদা শ্রদ্ধা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত, ও ভ্রাতৃত্বের অনুশীলনে অবিরাম প্রচেষ্টা শান্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্যাবশ্যক। এভাবে শান্তি সেই ভালবাসারও ফলস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, যে ভালবাসা ন্যায়ের অবদান অতিক্রম করে।

পার্থিব শান্তি ভ্রাতৃপ্রেম থেকে উদ্গত, আর তেমন শান্তি হল পিতা ঈশ্বর থেকে উদ্গত সেই খ্রিষ্টেরই শান্তির প্রতীক ও তার ফল। কেননা যিনি মানুষ হেলন ও নিজে শান্তিরাজ, ঈশ্বরের সেই পুত্র নিজেই নিজ ক্রুশ দ্বারা সকল মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, ও এক-জাতিতে ও একদেহে সকলের ঐক্য ফিরিয়ে দেওয়ায় নিজ

মাংসে হিংসা সংহার করলেন (এফে ২:১৬; কল ১:২০ দ্রঃ), ও পুনরুত্থানের গৌরবে মানুষের হৃদয়ে ভালবাসার আত্মাকে সঞ্চার করলেন।

এজন্য সকল খ্রিষ্টভক্ত গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান পেয়েছে, তারা যেন *ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ* হয়ে (এফে ৪:১৫) শান্তি যাচনা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য সত্যকার শান্তিকামী মানুষদের সঙ্গে মিলিত হয়। একই আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে আমরা তাদের প্রশংসা না করে পারি না, যারা নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য সহিংস পন্থা অস্বীকার ক'রে সেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করে যা অধিক দুর্বলদের পক্ষেও সম্ভব—অবশ্য তেমনটি যদি অপর ব্যক্তির বা সমাজের অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারে কোন ক্ষতি না ঘটিয়েই করা যেতে পারে।

**শ্লোক** - ১ বংশ ২৯:১১; ২ মাকা ১:২৪ দ্রঃ

*প্র* তোমারই তো প্রভু, রাজ-অধিকার ; সবকিছুর উপরে তুমি মাথারূপে উত্তোলিত ;

*উ* আমাদের দিনে শান্তি দান কর।

*প্র* প্রভু ঈশ্বর, তুমি বিশ্বস্রষ্টা, ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, ন্যায়বান ও দয়াময় ;

*উ* আমাদের দিনে শান্তি দান কর।

# সোমবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৭)

### যেরুশালেমের বিনাশ প্রতীক-চিহ্নের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুমি একটা ধারালো খড়্গ নিয়ে তা নাপিতের ক্ষুরের মত ব্যবহার করে তোমার মাথা ও দাড়ি খেউরি কর; পরে নিক্তি নিয়ে সেই কাটা চুল ভাগ ভাগ কর। তার তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নগরীর অবরোধের শেষ কালে নগরীর মাঝখানে আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর এক ভাগ নিয়ে নগরীর চারদিকে খড়্গ দ্বারা কুটিকুটি করবে, আর বাকি ভাগটা বাতাসে উড়িয়ে দেবে, তখন আমি তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব। আবার তুমি তার স্বল্পসংখ্যক চুল নিয়ে তোমার চাদরের অঞ্চলে তা বেঁধে রাখবে, এবং তার আর একটুকু নিয়ে আগুনে ফেলে পুড়িয়ে দেবে। তা থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা সমগ্র ইস্রায়েলকুলের উপরে নেমে পড়বে।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এ-ই সেই যেরুশালেম, যাকে আমি বিজাতীয়দের মাঝে স্থাপন করেছি, ও যার চারদিকে নানা দেশ রেখেছি; কিন্তু সেই বিজাতীয়দের চেয়ে সে আরও ধূর্ততার সঙ্গে আমার বিধিনিয়মের প্রতি, ও তার চারদিকের দেশগুলোর চেয়ে আমার নিয়মনীতির প্রতি আরও বিদ্রোহী হয়েছে; হ্যাঁ, তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছে ও আমার বিধিপথে চলেনি।

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা চারদিকের জাতিগুলির চেয়ে বেশি গোলযোগ করেছ, আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, এমনকি তোমাদের চারদিকের জাতিগুলির নিয়মনীতি অনুসারেও চলনি, সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমিও এখন তোমার বিপক্ষে! আমি জাতিসকলের চোখের সামনে তোমার উপর বিচার সাধন করব। তোমার জঘন্য কাজের জন্য আমি

তোমার মধ্যে এমন কিছু ঘটাব, যা কখনও ঘটাইনি আর কখনও ঘটাব না। ফলে তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানদের খেয়ে ফেলবে, ও সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাদের খেয়ে ফেলবে। আমি তোমার উপর বিচার সাধন করব, ও তোমার যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবই বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন তুমি তোমার ঘৃণ্য কর্ম ও সমস্ত জঘন্য বস্তু দ্বারা আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছ, তখন আমিও সবকিছু খেউরি করব, আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না। তোমার লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ মহামারীতে মরবে কিংবা তোমার মধ্যে ক্ষুধায় নিঃশেষিত হবে; আর এক ভাগ তোমার চারদিকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; এবং শেষ ভাগকে আমি চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব।

প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আমার ক্রোধ ঝেড়ে যাব, ও তাদের উপর আমার রোষ বহাল রাখব; আর যখন আমার রোষ পরিতৃপ্ত হবে, তখন তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভু উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায়ই কথা বলেছি।

আমি চারদিকের জাতিগুলির মধ্যে, সকল পথিকের চোখের সামনে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও বিতৃষ্ণার বস্তু করব। হ্যাঁ, তুমি তোমার চারদিকের জাতিগুলির কাছে বিতৃষ্ণা ও টিটকারি, দৃষ্টান্ত ও বিভীষিকার বিষয় হবে, কারণ আমি ক্রোধ, রোষ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে তোমার উপর বিচার সাধন করব—আমি, প্রভু, একথা বললাম! তাদের উপরে আমি দুর্ভিক্ষের মারাত্মক তীর ছুড়ব, সেগুলো তোমাদের বিনাশ করবে, কেননা আমি তোমাদের বিনাশের জন্যই সেগুলোকে প্রেরণ করব; তখন আমি তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের চাপ আরও ভারী করব, ও তোমাদের অন্নভাণ্ডার উচ্ছেদ করব। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও বন্যজন্তু পাঠাব; সেগুলো তোমাকে নিঃসন্তান করবে; মহামারী ও হত্যাকাণ্ড তোমার মধ্য দিয়ে যাবে, আর সেইসঙ্গে আমি তোমার উপরে খড়্গ ডেকে আনব। আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

শ্লোক - লুক ১৩:৩৪; এজে ৫:১৪

*প্* হায় যেরুশালেম, যেরুশালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল,

℣ আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

℟ আমি চারদিকের জাতিগুলোর মধ্যে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও বিতৃষ্ণার বস্তু করব।

℣ আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:৩-৪)

**নিজেদের পালন করে এমন পালকদের বিষয়**

সুতরাং এসো, দেখি, কারও তোষামোদ করে না যে বাণী, সেই ঐশবাণী সেই পালকদের কী বলে যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়: *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে জবাই কর, কিন্তু মেষগুলোকে চারণমাঠে নিয়ে যাও না। যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি, যেটা পীড়িত, তাকে যত্ন করনি, যেটা ক্ষতবিক্ষত, তার ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেটা পথভ্রষ্ট, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি, যেটা বলবান, তাকে শেষ করে দিয়েছ; তাই কোনও পালক না থাকায় আমার মেষগুলো এখন বিক্ষিপ্ত* (এজে ৩৪:৩-৫)।

যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তাদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের পছন্দ ও তাদের অবহেলার বিষয় উত্থাপিত। তবে তারা কী পছন্দ করে? *তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর।* এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল নেয় না? কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ পায় না?* (১ করি ৯:৭)। এতে আমরা উপলব্ধি করি যে, দুধ বলতে সেই সমস্ত কিছু বোঝায় যা ঈশ্বরের জনগণ পার্থিব খাদ্য যোগাবার লক্ষ্যে আপন অধ্যক্ষদের দান করে থাকে। উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রেরিতদূত ঠিক একথা ইঙ্গিত করছিলেন।

যদিও প্রেরিতদূত নিজের হাতের শ্রম দ্বারাই নিজেকে ভরণপোষণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ও নিজের জন্য মেষদের কাছ থেকে দুধ কখনও দাবি করেননি, তথাপি

তিনি বললেন দুধ পাবার তার অধিকার ছিল, কারণ প্রভু এমন ব্যবস্থা জারি করেছিলেন যাতে যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের জীবিকা সুসমাচার থেকে হয়। আর এবিষয়ে প্রেরিতদূত এও বললেন যে, অন্য প্রেরিতদূতেরা নিজেদের বেলায় এ অধিকার বলবৎ করেছিলেন, কেননা তেমন অধিকার অন্যায়-গৃহীত নয়, কিন্তু বৈধ। তবু নিজের বেলায় তিনি এতদূরে গিয়েছিলেন যে, নিজের প্রাপ্য পর্যন্তও গ্রহণ করেননি। সুতরাং তিনি নিজের প্রাপ্য [মণ্ডলীগুলোতে] দান করলেন, কিন্তু অপর প্রচাকরকেরা অপ্রাপ্য কিছু দাবি করেননি; তিনি এমনি বেশি দূরে গিয়েছিলেন। এমনটি কি হতে পারে যে, যে ব্যক্তি অসুস্থকে সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে বলেছিল, *ফেরার পথে আমি আপনার অতিরিক্ত যত খরচ মিটিয়ে দেব* (লুক ১০:৩৫), সে কি প্রেরিতদূতের এ প্রকার ব্যবহার ইঙ্গিত করছিল?

যারা মেষগুলোর কাছ থেকে দুধ দাবি করে না, তাদের বিষয়ে আর কী বলব? তারা অন্যদের চেয়ে দয়াবান, এমনকি তারা পালকীয় ভূমিকা অন্যদের চেয়ে উদারভাবে পালন করে। তারা পারে, আর যা পারে তা করে। এদের প্রশংসা হোক, কিন্তু অপর ব্যক্তিরা যেন দণ্ডিত না হয়। বস্তুতপক্ষে প্রেরিতদূতও নিজ প্রাপ্যের খোঁজে বেড়াতেন না, তবু ইচ্ছা করছিলেন, মেষগুলো দানশীল হবে, দুধের উর্বরতা না দেওয়ায় যেন অনুর্বর না হয়।

**শ্লোক** - এজে ৩৪:১৫-১৬

*প্র* আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

*উ* যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব।

*প্র* যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব।

*উ* যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১:৪১-৬৪)

## আন্তিওখসের নির্যাতন

সেসময়, রাজা আন্তিওখস তাঁর সমস্ত রাজ্যে এই আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠালেন যে, সকলকেই এক জাতি হয়ে উঠতে হবে, প্রত্যেককে নিজস্ব বিধিনিয়ম ত্যাগ করতে হবে। বিজাতীয়রা সকলে রাজার এই আজ্ঞা মেনে নিতে রাজি হল; বহু ইস্রায়েলীয়ও তাঁর উপাসনা-রীতি পালন করতে সম্মত হল, এবং দেব-দেবীর কাছে বলি উৎসর্গ করল ও শাব্বাৎ লঙ্ঘন করে তা কলুষিত করল। তাছাড়া রাজা রাজদূতদের মধ্য দিয়ে যেরুশালেমে ও যুদার শহরগুলিতে আরও আজ্ঞাপত্র পাঠিয়ে তাদের এই হুকুম দিলেন যে, তাদের দেশ-বিরোধী ভিনদেশীয় প্রথা মেনে নিতে হবে, পবিত্রধামে আহুতি, যজ্ঞবলি-উৎসর্গ ও পানীয় নৈবেদ্য সবই বন্ধ করতে হবে, শাব্বাৎ ও পর্বোৎসবগুলো লঙ্ঘন করতে হবে, পবিত্রধাম ও পবিত্র সবকিছু কলুষিত করতে হবে, দেব-দেবীর উদ্দেশে বেদি, মন্দির ও দেবালয় গড়ে তুলে সেখানে শূকরের ও অশুচি পশুর মাংস বলিরূপে উৎসর্গ করতে হবে, তাদের ছেলেদের অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় রেখে যত রকম অশুচিতা ও জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে দিতে হবে, যেন বিধানের কথা আর স্মরণে না থাকে ও যত প্রথার পরিবর্তন ঘটে; যে কেউ রাজার আজ্ঞা মেনে নেবে না, তার প্রাণদণ্ড হবে। তাঁর রাজ্যের সমস্ত জায়গায় এপ্রকার আজ্ঞাপত্র লিখে পাঠিয়ে তিনি সমগ্র জনগণের উপরে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন, ও যুদার শহরগুলোকে আদেশ দিলেন, যেন লোকে শহরে শহরে বলি উৎসর্গ করে। লোকদের মধ্যে অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল —অর্থাৎ তারাই, যারা বিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক—আর তারা দেশে অধর্ম সাধন করল, এবং তাই করে ইস্রায়েলকে যত সম্ভাব্য আশ্রয়স্থলে লুকোতে বাধ্য করল।

একশ' পঁয়তাল্লিশ সালের কিস্লেব মাসের পঞ্চদশ দিনে রাজা আহুতি-বেদির উপরে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু গড়ে তুললেন; যুদার নিকটবর্তী সমস্ত শহরেও বেদি স্থাপন করা হল, এবং বাড়ি-ঘরের দরজায় দরজায় ও রাস্তা-ঘাটে ধূপ জ্বালানো হল। যত বিধান-পুস্তক পাওয়া যেত, তা ছিঁড়ে ফেলে আগুনে দেওয়া হত। কারও হাতে যদি কোন সন্ধি-পুস্তক পাওয়া যেত, কিংবা কেউ যদি বিধান-পথে চলত, তাহলে রাজার আদেশে

তার প্রাণদণ্ড হত। মাসের পর মাস ধরে তারা ইস্রায়েলের শহরগুলোতে যত অপরাধীকে খুঁজে বের করে তাদের কঠোর শাস্তি দিত; আহুতি-বেদির উপরে যে বেদি গড়ে তোলা হয়েছিল, প্রত্যেক মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তার উপরে বলি উৎসর্গ করা হত। যারা নিজেদের ছেলে পরিচ্ছেদিত করিয়েছিল, রাজাজ্ঞা অনুসারে সেই সকল স্ত্রীলোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত; তাদের কোলে ঝোলা বাচ্চারা, তাদের পরিজনেরা, এবং যারা পরিচ্ছেদন-ব্যবস্থা পালন করেছিল, এদের সকলকেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। কিন্তু তবুও ইস্রায়েলে অনেকেই অশুচি পশুর মাংস না খাবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহ ও সাহস দিল; তেমন খাবার খেয়ে নিজেদের কলুষিত করার চেয়ে ও তাই করে পবিত্র সন্ধি অমর্যাদা করার চেয়ে তারা মৃত্যুভোগ করতে প্রীত হল, আর ঠিক এজন্যই তারা মরল। সত্যি! ইস্রায়েলের উপরে প্রচণ্ড ক্রোধের আঘাত নেমে পড়ল।

**শ্লোক** - দা ৯:১৮; প্রেরিত ৪:২৯ দ্রঃ

*প্র* চোখ উন্মীলিত করে আমাদের দুর্দশার দিকে চেয়ে দেখ: দেশগুলো আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছে।

*উ* হাত বাড়িয়ে দাও, আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

*প্র* ওদের হুমকির দিকে তাকাও, এবং এমনটি দাও, যেন তোমার এই সকল দাস সম্পূর্ণ সৎসাহসের সঙ্গে তোমার বাণী প্রচার করতে পারে।

*উ* হাত বাড়িয়ে দাও, আমাদের ত্রাণ করতে এসো।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৮২-৮৩)

**শান্তি-নবচেতনায় মন গঠন করা দরকার**

জাতিগুলোর শাসনে ভারপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁরা নিজ জাতির সাধারণ কল্যাণের সঙ্গে জড়িত ও একইসঙ্গে বিশ্বজগতের কল্যাণের অগ্রগতির জন্যও সচেষ্ট, তাঁরা জনসাধারণের মতামত ও তাদের মনোভাবের উপরে অধিক নির্ভরশীল। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের প্রবৃত্ত থাকা অর্থহীন হবে যে পর্যন্ত বিরোধিতা, অবজ্ঞা ও সন্দেহের ভাব, এবং বর্ণবাদী ঘৃণা ও একগুঁয়ে মতবাদ মানুষকে বিভক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী করে।

এজন্য মানুষের মনের নবায়িত শিক্ষা ও জনমতে নতুন প্রেরণার প্রয়োজনীয়তা একান্ত জরুরী।

যাঁরা শিক্ষাদানে ব্রতী, বিশেষভাবে যৌবনেরই শিক্ষাদানে ব্রতী, কিংবা যাঁরা জনমত গঠনে নিয়োজিত, তাঁরা সকলের মনের মধ্যে শান্তি-নবচেতনা সঞ্চার করা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে জ্ঞান করবেন। আমাদের সকলকেও কিন্তু নিজ নিজ হৃদয় এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যাতে সমগ্র জগতের দিকে লক্ষ রাখি ও সেই সমস্ত ভূমিকার দিকেও দৃষ্টি রাখি, যা আমরা সকলে একসাথেই গ্রহণ করতে পারি, যেন এ মানবজাতি শ্রেয়তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আর আমরা যেন কোন মিথ্যা প্রত্যাশায় প্রবঞ্চিত না হই! কেননা শত্রুতা ও হিংসা পরিত্যক্ত হলে যদি ভবিষ্যতে সার্বজনীন শান্তি সংক্রান্ত দৃঢ় ও সৎ সন্ধি স্থাপন করা না হয়, তবে যে মানবজাতি বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সাফল্য সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ভুগছে, সেই মানবজাতি হয় তো সেই ভয়াবহ ক্ষণের দিকে চালিত হবে যখন ভয়ঙ্কর মৃত্যুর শান্তি ছাড়া অন্য শান্তি ভোগ করবে না। তথাপি, এ সমস্ত কথা স্মরণ করতে করতেও এ যুগের দুশ্চিন্তার মাঝে অধিষ্ঠিত খ্রিষ্টমণ্ডলী সুদৃঢ় আশা পোষণ করে চলে, কখনও ক্ষান্ত হয় না। আমাদের যুগের মানুষের কাছে সে উত্তরোত্তর সময়ে অসময়ে প্রেরিতদূতের বাণী উপস্থাপন করতে অভিপ্রেত: হৃদয় পরিবর্তনের জন্য, দেখ, এখন তো গ্রহণযোগ্য সময়; দেখ, এখন তো পরিত্রাণের দিন (২ করি ৬:২ দ্রঃ)।

শান্তি গড়ে তোলার কাজে সর্বপ্রথমে এ প্রয়োজন রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে অশান্তির সমস্ত কারণ, বিশেষভাবে অন্যায্য সমস্ত কারণ উৎপাটন করতে হবে, কেননা এ কারণগুলোই যুদ্ধ পোষণ করে। এ কারণগুলোর বেশ কয়েকটা অতিরিক্ত অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে, আবার প্রয়োজনীয় প্রতিকারের বিলম্ব থেকেও উদ্গত। অন্য কারণগুলো প্রভুত্ব-মনোভাব ও মানুষের প্রতি ঘৃণা থেকে উদিত; আর যদি গভীরতর কারণের অনুসন্ধান করি, তবে তা হিংসা, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, গর্ব ও অহঙ্কার সংক্রান্ত যত ভাবাবেগ থেকেই নির্গত।

কিন্তু মানুষ তত বিশৃঙ্খলা সহ্য করতে পারে না, ফলে কোন যুদ্ধ না দেখা দিলেও জগৎ নানা তর্কাতর্কি ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অবিরতই জর্জরিত। আর যেহেতু উপরোক্ত

অমঙ্গলগুলো বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও বিদ্যমান, সেজন্য তেমন অমঙ্গল জয় করতে ও তা যাতে না ঘটে পূর্বব্যবস্থা অবলম্বন করতে, এবং উচ্ছৃঙ্খল হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড দমন করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পক্ষে শ্রেয়তর ও দৃঢ়তর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবলম্বন করা একান্ত দরকার; একই উদ্দেশ্যে অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালাতে হবে, যাতে এমন সংস্থাগুলো সৃষ্টি করা হয়, যা শান্তির অগ্রগতির জন্য উপযোগী।

শ্লোক - সিরা ২৩:২; ইশা ৪৯:৮; ৩৭:৩৫; সাম ৩৪:১৫ দ্রঃ

প্র প্রভুর উক্তি: আমি তোমার হৃদয়ে প্রজ্ঞা-মনোভাব রেখে দিয়েছি; আমি তোমাকে শুনেছি:

উ আমি তোমাকে রক্ষা করব, ও তোমার সমস্ত দিনে তোমাকে শান্তি দান করব।

প্র পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ।

উ আমি তোমাকে রক্ষা করব, ও তোমার সমস্ত দিনে তোমাকে শান্তি দান করব।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-৬, ১৬–৯:১১)

### পাপিষ্ঠা যেরুশালেমের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা

ষষ্ঠ বছরের ষষ্ঠ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি ঘরে বসে ছিলাম ও যুদার প্রবীণেরা আমার সামনে বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে প্রভু পরমেশ্বরের হাত হঠাৎ আমার উপর নেমে এল। তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেখানে মানুষের মত দেখতে কোন একটা কিছু ছিল; দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের নিচ পর্যন্ত আগুন ছিল; এবং কোমর থেকে উপর পর্যন্ত দীপ্তিময় পিতলের মত জ্যোতির্ময় ছিল। হাতের মত কোন একটা কিছু বাড়ানো হল, আর তা আমার মাথার চুল ধরল; এবং আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখান পথে তুলে ঐশ্বরিক দর্শনযোগে যেরুশালেমে, উত্তরমুখী ভিতর-প্রাঙ্গণের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেল, যেখানে সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, যা উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা উত্তেজিত করে। আর দেখ, সেখানে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব উপস্থিত; উপত্যকায় যা দেখেছিলাম, এ দেখতে তার মত ছিল। তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, চোখ তুলে উত্তরদিকে তাকাও।' আমি উত্তরদিকে চোখ তুললাম, আর দেখ, যজ্ঞবেদি-দ্বারের উত্তরে, ঠিক প্রবেশস্থানেই, সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি উপস্থিত। তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এরা কী করছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? আমার পবিত্রধাম থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য ইস্রায়েলকুল এখানে কেমন অধিক জঘন্য কর্ম করছে! অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের প্রবেশস্থানে, বারান্দা ও যজ্ঞবেদির মাঝখান জায়গায়, প্রায় পঁচিশজন পুরুষ রয়েছে; তারা প্রভুর মন্দিরের দিকে পিঠ ও পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে পুবদিকে সূর্যের

উদ্দেশে প্রণিপাত করছে। তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ কি দেখতে পেলে? এখানে যুদাকুল যে জঘন্য কর্ম সাধন করছে, তাদের পক্ষে কি তা এতই সামান্য ব্যাপার যে, আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য দেশকেও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ করছে? দেখ, তারা নিজ নিজ নাকে সেই পবিত্র পল্লব দিচ্ছে! তাই আমিও রোষভরে ব্যবহার করব। আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তারা আমার কানে তীব্র চিৎকার শোনাতে থাকুক, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।'

তখন এক উদাত্ত কণ্ঠ আমার কানে চিৎকার করে বলল: 'তোমরা যারা নগরীকে শাস্তি দিতে নিযুক্ত, এগিয়ে এসো, প্রত্যেকে নিজ নিজ সর্বনাশা অস্ত্র হাতে করে এসো।' আর দেখ, উত্তরমুখী উপরের তোরণদ্বার থেকে ছ'জন পুরুষ এগিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে সর্বনাশা অস্ত্র ছিল; তাদের মাঝখানে ক্ষোমের পোশাক পরা আর একজন পুরুষ ছিল, তার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। তারা ভিতরে এসে ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদির পাশে দাঁড়াল।

তখন ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব যে খেরুবদের উপরে ছিল, তা থেকে উঠে গৃহের প্রবেশদ্বারের দিকে গেল। তিনি ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষকে ডাকলেন, যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল। প্রভু তাকে বললেন: 'নগরীর মধ্য দিয়ে, এই যেরুশালেমের মধ্য দিয়ে যাও, এবং তার মধ্যে যত জঘন্য কর্ম সাধিত হয়, তার জন্য যে সকল মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও কাঁদে, তাদের প্রত্যেকের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত কর।' পরে আমি শুনলাম, তিনি অন্যান্যদের বলছিলেন, 'তোমরা নগরীর মধ্য দিয়ে এর পিছু পিছু যাও, আঘাত কর! তোমাদের চোখ যেন দয়া না দেখায়, করুণা দেখিয়ো না। বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী, শিশু, স্ত্রীলোক—সকলকেই নিঃশেষে বধ কর; কিন্তু যাদের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত, তাদের কাউকেই স্পর্শ করো না। আমার এই পবিত্রধাম থেকেই শুরু কর!' গৃহের সামনে যত প্রবীণেরা ছিল, তাদের নিয়েই তারা শুরু করল। তিনি তাদের আরও বললেন, 'গৃহ কলুষিত কর, সমস্ত প্রাঙ্গণ মৃতদেহগুলিতে ভরিয়ে তোল; এবার বেরিয়ে পড়!' তাই তারা বেরিয়ে পড়ে নগরীর মধ্যে আঘাত হানতে লাগল।

তারা আঘাত হানবার সময়ে আমি একা হয়ে রইলাম; তখন মাটিতে উপুড় হয়ে আমি কেঁদে কেঁদে বলে উঠলাম: 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর! যেরুশালেমের উপরে তোমার

রোষ বর্ষণ করে তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশটুকুও বিনাশ করবে?' তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'ইস্রায়েল ও যুদাকুলের শঠতা অপরিসীম; দেশ রক্তপাতে ভরা, ও নগরী উৎপীড়নে পরিপূর্ণ; কেননা তারা বলে: প্রভু দেশ পরিত্যাগ করেছেন, প্রভু দেখতে পাচ্ছেন না! সুতরাং আমার চোখও মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে পড়বে।' তখন ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষটি, যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল, সে ফিরে এসে এই সংবাদ জানাল: 'আমি আপনার আজ্ঞামত কাজ করেছি।'

**শ্লোক** - মথি ২৪:১৫, ২১, ২২; প্রকাশ ৭:৩ দ্রঃ

*প্র* তোমরা যখন পবিত্রস্থানের দুর্দশা দেখবে, তখন মহাক্লেশ দেখা দেবে।

*উ* কোন প্রাণী রক্ষা পাবে না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

*প্র* পৃথিবী বা সমুদ্র বা গাছপালা কিছুই আঘাত করো না, যতক্ষণ না আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপাল সীলমোহরে চিহ্নিত করা না হয়।

*উ* কোন প্রাণী রক্ষা পাবে না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:৪-৫)

**ধন্য পলের দৃষ্টান্ত**

একসময়ে পল সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ফলে বন্দি ও মহা অভাবের মধ্যে পড়লে ধর্মভাইয়েরা তাঁর অভাব ও প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য ব্যবস্থা করে পাঠাল। ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি উত্তরে তাদের লিখলেন: *তোমরা আমার প্রয়োজনের সহভাগী হওয়ায় ভালই করেছ। কেননা আমি যেই অবস্থায় থাকি না কেন, তাতে স্বনির্ভর হতে শিখেছি: অভাবও ভোগ করতে শিখেছি, প্রাচুর্যও ভোগ করতে শিখেছি; যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম। তবু তোমরা আমার প্রয়োজনীয় যা-কিছু পাঠানোতে ভালই করেছ* (ফিলি ৪:১১-১৬ দ্রঃ)।

কিন্তু তিনি দেখাতে চাইলেন, তারা যে উত্তম কাজ করেছিল তাতে তিনি কী খোঁজ করছিলেন, যাতে যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তাদের মধ্যে তিনি পরিগণিত না হন; আর এজন্য তারা যে তাঁর নিজের অভাবের সহভাগী হলেন তা নিয়ে শুধু নয়, বরং তাদের উর্বর দানশীলতা নিয়েই তিনি আনন্দ করেন। তবে তিনি কী খোঁজ করছিলেন? *তোমাদের দান যে আমি খোঁজ করছি তা নয়; ফলটাই আমি প্রত্যাশা করছি* (ফিলি ৪:১৭); তিনি ঠিক যেন বলেন, আমার প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ে তা নয়, তোমরা বরং যেন অনুর্বর না হয়ে থাক, [এ আমার লক্ষ্য]।

সুতরাং যে পালকেরা পলের মত হাতের কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারেন না, তাঁরা মেষগুলো থেকে দুধ গ্রহণ করুন, নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেও চেষ্টা করুন, কিন্তু তবু যেন মেষগুলোর দুর্বলতা অবহেলা না করেন। তাঁরা যেন নিজ নিজ স্বার্থের অন্বেষণ না করেন, পাছে মনে হতে পারে, আর্থিক অভাব মেটাবার জন্যই তারা সুসমাচার প্রচার করেন; বরং যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা সত্য বাণীর আলোতে মানুষকে আলোকিত করার জন্য চিন্তিত; বাস্তবিকই তাঁরা প্রদীপেরই মত, যেভাবে লেখা আছে: *তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক* (লুক ১২:৩৫)।

আরও, *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (মথি ৫:১৫-১৬)।

তাই তোমার বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হলে, তা যেন নিভে না যায় এজন্য তুমি কি তেল দেবে না? কিন্তু তেল পেয়ে প্রদীপ যদি আলো না দিত, তবে তুমি তেমন প্রদীপ দীপাধারের উপরে থাকতে যোগ্য মনে না করে দ্বিধা না করেই তা ভেঙে দিতে। ফলে জীবিকা ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজনের চিহ্ন, সাহায্য দান করা ভালবাসার প্রমাণ। সুসমাচার ঠিক যেন এমন ব্যবসার বস্তু নয়, যার ফলে প্রচারকেরা জীবিকার জন্য যা পান তা-ই সুসমাচারের মূল্য! তাঁরা এভাবে তা বিক্রি করলে তবে অমূল্য বস্তু অল্প দামেই বিক্রি করবেন। তাঁরা জনগণের কাছ থেকে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয়

সাহায্য গ্রহণ করুন, প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করুন বাণীপ্রচারের ন্যায্য মজুরি। কেননা যাঁরা সুসমাচারের খাতিরে জনগণের সেবা করেন, জনগণ তাঁদের উপযুক্ত মজুরি দিতে কখনও সক্ষম হবে না। তাঁরা কেবল তাঁরই কাছ থেকে নিজ মজুরি প্রত্যাশা করেন, জনগণ যাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে।

তবে পালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী? তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ কেন? তার কারণ, দুধ নিতে নিতে ও পশমের কাপড় পরতে পরতে তারা মেষগুলোকে অবহেলা করছিল। তারা কেবল নিজের স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নয়।

শ্লোক - ২ করি ১২:১৪-১৫; ফিলি ২:১৭

প্ল আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই কর্তব্য।

উ আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

প্ল যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দিত।

উ আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য নিজেকেই ব্যয় করব।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১২-৩১)

**এলেয়াজারের সাক্ষ্যমরণ**

যে কেউ এই পুস্তক পড়বেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করি, যেন তাঁরা এই সমস্ত দুর্বিপাকের জন্য নিরাশ হয়ে না পড়েন, বরং যেন একথা বিবেচনা করেন যে, শাস্তি আমাদের আপন জাতির বিনাশের জন্য নয়, তাদের সংশোধনের জন্যই আসে। আর আসলে, ভক্তিহীনেরা যে শুধু কিছুকালের মতই স্বাধীনতা পায় আর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তির পাত্র হয়, তা মহা প্রসন্নতার চিহ্ন। অন্য সকল জাতির বেলায় প্রভু তাদের শাস্তি দেবার আগে ধৈর্যের সঙ্গে তাদের পাপের পূর্ণ মাত্রার জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু আমাদের বিষয়ে তিনি অন্যভাবেই ব্যবহার করতে সঙ্কল্প করলেন, যেন তখনই আমাদের শাস্তি না দিতে হয়, যখন আমাদের পাপ পূর্ণ মাত্রায় এসে পৌঁছে। এজন্য তিনি আমাদের কাছ থেকে তাঁর দয়া কখনও সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে নেন না, কিন্তু দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যদিও আমাদের সংশোধন করেন, তবু তিনি তাঁর আপন জনগণকে পরিত্যাগ করেন না। স্মরণযোগ্য কথা হিসাবেই একথা বলা হয়েছে; কিন্তু এবার আসুন, আর দেরি না করে আমাদের বর্ণনায় ফিরে যাই।

এলেয়াজার ছিলেন সবচেয়ে গণ্যমান্য শাস্ত্রীদের মধ্যে অন্যতম; তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, ও তাঁর মুখের চেহারা খুবই সম্মাননীয় ছিল; এলেয়াজারের মুখ জোর করে খুলে তাঁকে শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি দূষিত জীবনের চেয়ে সম্মানপূর্ণ মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে পীড়নযন্ত্রের দিকে স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেলেন; তিনি মাংসটা থুথু দিয়ে ফেলে দিলেন, ঠিক যেমন তাদেরই মানায়, প্রাণের মূল্যেও যা কিছু খাওয়া বিধেয় নয়, তেমন খাদ্য থেকে সরে যাওয়া যাদের সাহস আছে। বিধানবিরুদ্ধ তেমন অনুষ্ঠানিক ভোজের ভার যাদের হাতে ছিল, এই লোকটির সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের খাতিরে তারা তাঁকে পাশে টেনে নিয়ে তাঁকে আবেদন জানাল, যেন এমন মাংস আনিয়ে দেন, যা তাঁর পক্ষে খাওয়া বিধেয়, এমনকি তাঁর নিজেরই রাঁধা মাংস, এবং রাজার আদিষ্ট সেই যজ্ঞবলির মাংস খেতে ভান করে আসলে নিজেরই প্রস্তুত করা সেই মাংস খান; তবেই, এভাবে ব্যবহার করলেই, প্রাচীন বন্ধুত্বের

খাতিরে এই মমতাকে সুযোগ করে তিনি মৃত্যু এড়াতে পারবেন। কিন্তু এমন প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে যা তাঁর বয়সের উপযোগী, যা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের মর্যাদা ও সেইসঙ্গে তাঁর পাকা চুলেরও সম্মানের উপযোগী, এমনকি ছেলেবেলা থেকে তাঁর অনিন্দ্য ব্যবহারের উপযোগী, এবং বিশেষভাবে ঈশ্বরেরই আদিষ্ট পবিত্র বিধিনিয়মের উপযোগী, সেই অনুসারে তিনি উত্তর দিলেন, যেন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাতালে পাঠায়; তিনি বললেন, 'ভান করা আমাদের বয়সকে আদৌ মানায় না; পাছে অনেক যুবক একথা ভাবে যে, এলেয়াজার নব্বই বছর বয়সে বিজাতীয়দের রীতিনীতি মেনে নিয়েছে, ফলে এই ক্ষণিকের জীবনায়ুর খাতিরে আমার এই ভানের দরুন পাছে তারাও আমার কারণে পথভ্রষ্ট হয় আর আমি আমার বৃদ্ধ বয়সের জন্য শুধু কলঙ্ক ও অসম্মান অর্জন করি। কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না। সুতরাং, এখন বীরপুরুষ হয়েই এজীবন ত্যাগ করে আমি নিজেকে আমার বয়সের যোগ্য বলে দেখাব; এতে যুবকদের কাছে সুযোগ্যই একটা আদর্শ রেখে যাব, যেন পবিত্র ও পূজনীয় বিধিনিয়মের জন্য তারাও তৎপরতা ও উৎসাহের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারে!'

একথা বলে তিনি তৎপরতার সঙ্গে পীড়নযন্ত্রের দিকে এগিয়ে চললেন। যারা সেদিকে তাঁকে টেনে নিচ্ছিল, তারা তাদের কিছুক্ষণ আগেকার ব্যবহার বিরোধিতায় পরিণত করল, কারণ তিনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের মতে সেই সব কথা উন্মাদনার নামান্তর। কিন্তু তিনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে একথা বললেন, 'পবিত্র জ্ঞান যাঁর অধিকার, সেই প্রভু ভালই জানেন যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি, তবু তাঁর ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।'

তিনি এভাবেই প্রাণত্যাগ করলেন; এতে যুবকদের কাছে শুধু নয়, বেশির ভাগ লোকের কাছেও আপন মৃত্যুকে তৎপরতার দৃষ্টান্ত ও দৃঢ়তার স্মৃতি রূপে রেখে গেলেন।

শ্লোক - ২ মাকা ৬:৩০, ২৬ দ্রঃ

প্র আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরার সময়ে নিশ্বাস ফেলে এলেয়াজার বললেন: প্রভু, তুমি ভালই জান যে, মৃত্যু এড়াতে পারলেও আমি কশাঘাতগ্রস্ত হয়ে দেহে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছি,

উ তবু তোমার ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।

প্র কেননা যদিও এখন মানুষের শাস্তি এড়াতে পারি, তবু জীবিত বা মৃত অবস্থায় কোন মতেই আমি সর্বশক্তিমানের হাত এড়াতে পারব না।

উ তবু তোমার ভয়ের খাতিরে আমি ইচ্ছুক হয়েই প্রাণে এইসব কিছু সহ্য করছি।

দ্বিতীয় পাঠ - বিজনাশ্রমী ধন্য আব্বা আম্মোনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৯:২-৫)

**ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে**

তোমাদের আব্বা যে আমি, প্রকাশ্য ও গোপন মহা মহা পরীক্ষা সহ্য করেছি, তবু প্রত্যাশায় ও প্রার্থনায় নিজেকে বলবান দেখিয়েছি; আর আমার প্রভু আমাকে মুক্ত করলেন। এখন তোমরাও, হে প্রিয়জনেরা, যখন ঈশ্বরের উপকার গ্রহণ করেছ, তখন পরীক্ষাও গ্রহণ কর যতক্ষণ উত্তীর্ণ না হও; তবেই তোমাদের সিদ্ধতার বাড়তি পুরস্কার লাভ করবে ও স্বর্গ থেকে তোমাদের সেই মহা আনন্দ দান করা হবে যা এখন অনুভব করছ না।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার অর্থ কী? আর পরীক্ষার সময়ে প্রতিকার কী? প্রথম কথা এ: নিরাশ হয়ো না, কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে আস্থার সঙ্গে ঈশ্বরকে সনির্বন্ধ মিনতি জানাও, ও সবকিছুতে ধৈর্যশীল হও: তবেই পরীক্ষা দূরে চলে যাবে। ঠিক এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে আব্রাহাম মহাবীরের মত বিজয়ী হলেন। এজন্য লেখা আছে: *ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে, কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন* (সাম ৩৪:২০)। নিজ পত্রে যাকোবও বলেন, *তোমাদের মধ্যে যে দুঃখভোগ করছে, সে প্রার্থনা করুক* (যাকোব ৫:১৩)। তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সকল ধার্মিকজন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলেন।

এ কথাও লেখা আছে: *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না* (১ করি ১০:১৩)। তোমাদের শোধন করার উদ্দেশ্যেই তিনি এখন তোমাদের প্রতি এভাবে ব্যবহার করছেন। তোমাদের ভাল না বাসলে তিনি তোমাদের পরীক্ষাও করতেন না; কেননা লেখা আছে: *প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে শাসন করেন, ও যাকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন* (হিব্রু ১২:৬)। সুতরাং ভক্তদের পক্ষে পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। যারা পরীক্ষার অভিজ্ঞতা করেনি, তারা সাধু নয়: চেহারায়ই সাধু হতে পারে, তবু সাধুর প্রকৃত গুণ তাদের নেই। এজন্য আব্বা আন্তনি আমাদের বলতেন, 'বিনা পরীক্ষায় মানুষ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।' আর নিজ পত্রে পিতর একই প্রকার কথা বলেন, *তোমরা তো আনন্দ কর, যদিও এখন কিছুকালের মত তোমাদের নানা পরীক্ষায় দুঃখকষ্ট পেতে হচ্ছে, কারণ তোমাদের বিশ্বাস আগুন দ্বারা পরীক্ষিত সোনার চেয়েও অনেক মূল্যবান* (১ পি ১:৬-৭ দ্রঃ)।

অতএব জেনে রেখ, পবিত্র আত্মা শুদ্ধহৃদয়দের অন্তরে নিজ আনন্দ সঞ্চার করায়ই কার্যকর হতে শুরু করেন। পরবর্তীতে, আনন্দ ও মাধুর্য দান করার পর তিনি তাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তাদের একা ফেলে রাখেন। আর এই তো তেমন অবস্থার চিহ্ন: যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে ও ঈশ্বরকে ভয় করে, তিনি কেবল তেমন প্রাণের সঙ্গেই এভাবে ব্যবহার করেন; অর্থাৎ তিনি মানুষকে একা ফেলে রেখে দূরে চলে যান যতক্ষণ মানুষ স্পষ্টই না দেখায় সে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে কিনা। কেননা এমন লোক আছে, যারা একা হয়ে পড়লে বা তাদের দিকে বেশি না তাকালে একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত হয়ে এমনি শুধু হাতে বসে থাকে; তারা তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি যেন সেই কষ্ট থেকে তাদের উদ্ধার করে আগের আনন্দ ও মাধুর্য ফিরিয়ে দেন; ফলে নিজেদের অবহেলার কারণে তারা ঈশ্বরের মাধুর্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে; এজন্য তারা দৈহিক হয়ে যায়, ও বাস্তব সদ্‌গুণের অধিকারী না হয়ে কেবল তার বাহ্যিক চেহারা দেখায়। তেমন লোকদের চোখ অন্ধ হওয়ায় তারা ঈশ্বরের কর্মকান্ড দেখতে ও বুঝতে পারে না।

কিন্তু তারা যদি সেই কষ্ট অসাধারণ ব'লে, এমনকি আগের আনন্দের তুলনায় বেশ আলাদা ব'লে অনুভব করে, তবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ও উপবাস করতে

করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, আর তখন তাদের সরলতা দে'খে ও তাও দে'খে যে, তারা নিজেদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে ডাকে, দয়াবান ঈশ্বর আগের চেয়ে গভীরতর আনন্দ তাদের প্রদান করেন ও আগের চেয়ে তাদের অধিক বলবান করে তোলেন। যে প্রাণ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তার প্রতি ঈশ্বর এভাবেই ব্যবহার করেন।

শ্লোক - আদি ৪৭:২৫ (লাতিন পাঠ্য) ; সাম ৮০:৪ দ্রঃ

প্র প্রভু, তোমার হাতেই আমাদের পরিত্রাণ ; তোমার করুণা আমাদের রক্ষা করুক,

উ তবেই আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে তোমার সেবা করব।

প্র হে পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।

উ তবেই আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে তোমার সেবা করব।

# বুধবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১৮-২২; ১১:১৪-২৫)

**প্রভুর গৌরব অপরাধী নগরীকে ত্যাগ করে**

প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গিয়ে খেরুবদের উপরে দাঁড়াল। তখন এরা পাখা বাড়াল ও আমার চোখের সামনে মাটি থেকে ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; খেরুবেরা প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াল, এবং সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব, ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে ছিল।

তারা ছিল সেই একই প্রাণী, যাদের আমি কেবার নদীর ধারে দেখেছিলাম; তখন জানতে পারলাম, এরা খেরুব। প্রতিটি প্রাণীর চার চারটে মুখ ও চার চারটে পাখা, এবং তাদের পাখার নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু ছিল। আমি কেবার নদীর ধারে যে যে চেহারা দেখেছিলাম, এদের চেহারা ঠিক সেই চেহারার মত। প্রত্যেক প্রাণী সোজা সামনের দিকেই যেত।

তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তোমার ভাইদের কাছে, তাদের সকলেরই কাছে, তোমার গোত্রের সকলের কাছে ও গোটা ইস্রায়েলকুলের কাছে যেরুশালেম-অধিবাসীরা নাকি বলে থাকে: প্রভু থেকে বেশ দূরেই থাক; এই দেশের অধিকার আমাদেরই হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে! তাই তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হ্যাঁ, আমিই জাতিসকলের মাঝে তাদের দূর করে দিয়েছি, আমিই দেশ-বিদেশে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, তবু তারা যে সকল দেশে গিয়েছে, সেখানে আমি নিজে কিছুকালের মত তাদের পবিত্রধাম হয়েছি! তাই তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমরা যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছ, সেখান থেকে তোমাদের জড় করব, এবং

ইস্রায়েল-দেশভূমি তোমাদেরই দেব। তারা ফিরে আসবে, ও সেখানকার যত ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য বস্তু সেখান থেকে দূর করে দেবে। আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা, তাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তাদের দেব, যেন তারা আমার বিধিপথে চলে ও আমার নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান থাকে; তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। কিন্তু যাদের হৃদয় তাদের ঘৃণ্য মূর্তিগুলির পিছনে ও তাদের জঘন্য বস্তুর পিছনে যায়, আমি তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে নামিয়ে দেব। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

তখন খেরুবেরা পাখা ওঠাতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও উঠতে লাগল; আর সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে, ছিল। পরে প্রভুর গৌরব নগরীর মধ্যস্থান থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে নগরীর পুবমুখী পর্বতের উপরে দাঁড়াল। তখন এক আত্মা আমাকে তুলে দর্শনযোগে, পরমেশ্বরের আত্মায়, কাল্দীয়দের দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে নিয়ে গেল; আর আমি যে দর্শন পেয়েছিলাম, তা আমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। তখন, প্রভু আমাকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন, আমি নির্বাসিত লোকদের কাছে তা বর্ণনা করলাম।

**শ্লোক** - এজে ১০:৪, ১৮; মথি ২৩:২৭, ৩৮ দ্রঃ

*প্র* গৃহ মেঘটিতে, ও প্রাঙ্গণ প্রভুর গৌরবের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হল।

*উ* প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গেল।

*প্র* যেরুশালেম, আমি কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না! দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে।

*উ* প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গেল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:৬-৭)

**প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের নয়,**

**যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থেরই অন্বেষণ করুক**

যেহেতু 'দুধ খাওয়া' বচনটি ব্যাখ্যা করেছি, সেজন্য এসো, এবার 'পশমের কাপড় পরার' অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। যে দুধ দান করে, সে খাদ্য দান করে, যে পশম দান করে, সে সম্মান দান করে: যে পালকেরা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়, তারা জনগণের কাছে এপ্রকার দুধ ও পশম দাবি করে, অর্থাৎ তারা এমন দাবি রাখে, যাতে জনগণ তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় ও তাদের সম্মান স্বীকার ক'রে তাদের প্রশংসাও করে।

আসলে সহজে বোঝা যায় কেমন করে পোশাক সম্মানের চিহ্ন, কেননা পোশাক উলঙ্গতা আবৃত করে। বস্তুতপক্ষে প্রতিটি মানুষ দুর্বল; যিনি তোমাদের অধ্যক্ষ, তোমরা যা তা ছাড়া তিনি কি? তিনিও মাংসধারী ও মরণশীল, তিনিও খান, ঘুমান ও জেগে ওঠেন; তাঁরও জন্ম হয়েছে ও মৃত্যু হবে। তাই তুমি যদি তাঁর প্রকৃতির দিক দিয়ে তাঁর কথা ধর, তবে তিনি মানুষমাত্র। তথাপি তুমি যখন তাঁকে সম্মান আরোপ কর, তখন তাঁর দুর্বলতার উপর একপ্রকার কাপড় টান।

দেখ ঈশ্বরভক্তদের কাছ থেকে তেমন কাপড় পেয়ে পল নিজে কেমন কথা বলেন: *তোমরা আমাকে ঈশ্বরের এক দূতের মতই যেন সাদরে গ্রহণ করেছিলে। আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি, সম্ভব হলে তোমরা নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে আমাকে দিতে* (গা ৪:১৪,১৫)। কিন্তু তিনি তাদের কাছ থেকে তেমন সম্মান পেলে তারা সেই সম্মান পাছে ফিরিয়ে নেয় ও তাঁর ভর্ৎসনার জন্য তাঁকে কম প্রশংসা করে, এ ভয়ে তিনি কি পথভ্রষ্টদের রেহাই দিলেন? করলে তিনিও তাদেরই একজন হতেন যারা মেষগুলোকে নয়, নিজেদেরই চরায়।

তাহলে তিনি মনে মনে বলতে পারতেন, আমার কী! যে কেউ যা ইচ্ছে তাই করুক। আমার খাদ্য বাঁচল, আমার সম্মান বাঁচল: আছে দুধ, আছে পশম, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট। যে কেউ যেখানেই খুশি সেখানে যাক! কিন্তু তুমি কি সত্যি মনে কর যে,

যে কেউ যেখানে ইচ্ছে গেলে তোমার পক্ষে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে? আমি তোমার পদমর্যাদার কথা না ধরে তোমাকে সাধারণ ভক্ত বলে গণ্য করে তোমাকে একথা শোনাই: *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়* (১ করি ১২:২৬)।

এজন্য যাতে মনে না হয় তিনি তাদের দেওয়া সম্মানের কথা ভুলে গেছেন, প্রেরিতদূত নিজে তাদের আচরণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়েও সাক্ষ্য দেন যে, তারা তাঁকে ঈশ্বরের এক দূতের মত গ্রহণ করেছিল ও সাধ্য থাকলে নিজ নিজ চোখ উপড়ে ফেলে তাঁকে দিত। কিন্তু তবুও তিনি অসুস্থ ও কলুষিত মেষের কাছে এগিয়ে যান ও কলুষের দিকে মায়া না দেখিয়ে ক্ষতস্থানে ছুরি ঢোকান। এজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *তবে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলায় আমি কি তোমাদের শত্রু হয়েছি?* (গা ৪:১৬)। দেখ, যেমন একটু আগে বলেছি, তিনি মেষগুলোর দুধও গ্রহণ করলেন, মেষগুলোর পশমের কাপড়ও পরলেন, তবু মেষগুলোকে অবহেলা করেননি। কেননা তিনি নিজের স্বার্থের নয়, যিশু খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিলেন।

**শ্লোক** - সিরা ৩২:১; মার্ক ৯:৩৫

*প্র* লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;

*উ* সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

*প্র* কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।

*উ* সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-১৯)

## সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ

সেসময় এমনটি ঘটল যে, সাত ভাই ও তাদের মাকে গ্রেপ্তার করা হল; বেত ও কশাঘাতের জোরে রাজা বিধানবিরুদ্ধ সেই শূকরের মাংস তাদের খেতে বাধ্য করতে চেষ্টা করলেন। সকলের মুখপাত্র হয়ে তাদের একজন বলল, 'আমাদের কাছ থেকে আপনি কোন্ কথা বের করতে বা জানতে চেষ্টা করছেন? আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করার চেয়ে আমরা বরং মৃত্যুবরণ করতেই প্রস্তুত!' রাজা রুষ্ট হয়ে উঠে চাটু ও কড়াইতে আগুন ধরাতে হুকুম দিলেন। পাত্রগুলো গরমে লাল হয়ে উঠলেই রাজা হুকুম দিলেন, যেন তাদের মুখপাত্র হয়ে যে কথা বলেছিল, তার অন্যান্য ভাই ও তার মায়ের চোখের সামনে তার জিহ্বা কেটে ফেলা হয়, তার মাথার চামড়া উঠিয়ে দেওয়া হয়, ও তার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। তেমন সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় সে তখনও শ্বাস নিচ্ছিল, এমন সময় রাজা তাকে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে তাতে জিয়ন্তই ঝলসে দিতে হুকুম দিলেন। চাটুর ধূম চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে অন্যান্য ভাইয়েরা ও তার মা বীরের মত মৃত্যুবরণ করতে পরস্পরকে উৎসাহ দিতে লাগল; তারা বলছিল, 'প্রভু ঈশ্বর লক্ষ করছেন, আর তিনি অবশ্যই আমাদের প্রতি সহবেদনশীল, যেমনটি মোশি তাঁর সেই গীতিকায় স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর আপন দাসদের প্রতি করুণা দেখাবেন।'

প্রথমজন এইভাবে ইহলোক ত্যাগ করলে পর তারা বিদ্রূপের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে পীড়ন করার জন্য টেনে নিল, এবং তার মাথার চামড়া-সমেত চুল ছিঁড়ে ফেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শরীর অঙ্গে অঙ্গে নিপীড়িত হওয়ার আগে তুমি কি সেই মাংস খেতে রাজি?' মাতৃভাষায় উত্তর দিয়ে সে বলল, 'না!' তাই সেও প্রথমজনের সেই একই পীড়ন ভোগ করল। শেষ নিশ্বাস টানতে টানতে সে বলে উঠল, 'পাষণ্ড! আপনি বর্তমান জীবন থেকেই আমাদের মুছে দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁর বিধিনিয়মের জন্য মৃত্যুবরণ করছি বলে, বিশ্বরাজ যিনি, তিনি নবীন ও অনন্ত জীবনেই আমাদের পুনরুত্থিত করে তুলবেন।'

দ্বিতীয়জনের পর তৃতীয়জনকে পীড়ন করা হল; তাদের হুকুমে সে সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা বের করে ও সাহসভরে হাত দু'টো বাড়িয়ে দিয়ে সসম্মানে বলল, 'স্বর্গ থেকেই এই অঙ্গগুলো পেয়েছি; তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে এগুলোর প্রতি আমার কোন চিন্তা নেই; আশা রাখি, তাঁর কাছ থেকে এগুলো আবার পাব!' পীড়ন এতই তুচ্ছ করতে পারে, যুবকটির এমন তেজ দেখে রাজা নিজে ও তাঁর পরিষদেরা সকলেই অবাক হলেন। একেও মেরে ফেলে তারা একই পীড়ন দ্বারা চতুর্থজনকেও নিপীড়ন করতে লাগল। মৃত্যুক্ষণ কাছে এলে সে বলল, 'মানুষের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম, যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন আশা পূরণের প্রতীক্ষা করতে পারি যে, তিনি আমাদের পুনরুত্থিত করবেন; কিন্তু আপনার পুনরুত্থান জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থান হবে না।' তারপর পঞ্চমজনকে আনা হল, তাকেও তারা পীড়ন করতে লাগল; কিন্তু রাজার দিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, 'মানুষদের উপরে আপনার অধিকার আছে, এবং নিজে মরণশীল হয়েও আপনি যাই খুশি করতে পারেন; কিন্তু মনে করবেন না যে, আমাদের জনগণ ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, তবে নিজেই দেখতে পাবেন তাঁর প্রতাপের মহত্ত্ব আপনাকে ও আপনার বংশধরদের কেমন পীড়ন করবে।' এর পরে তারা ষষ্ঠজনকে নিল; মৃত্যুবরণ করতে করতে সে বলল, 'নির্বোধের মত নিজেকে ভোলাবেন না; আমাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি বলে আমরা আমাদের দোষের ফলেই এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করছি; আর সেজন্য আমাদের উপর তেমন মারাত্মক দশা এসে পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার পর আপনি যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন, তা মনে করবেন না।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৩:৬, ৯ দ্রঃ

℣ প্রভু হাপরে সোনার মতই তাদের যাচাই করলেন, যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন। যথাসময় তারা সান্ত্বনা পাবে।

℟ কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

℣ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে; যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,

℟ কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ৭)

## সুখী তারা, যারা ঈশ্বরের জন্য রক্তদান করে

যারা যে কোন কর্মে ত্রাণকর্তার আদেশগুলি পালন করে, তারা তাঁর সাক্ষী, কেননা তিনি যা দাবি করেন তারা তা বাস্তবেই সাধন করে, এবং এর ফলে তাঁকে প্রভু বলে ডাকতে ডাকতে সাক্ষ্যদান করে যে, তাঁকে প্রভু বলে বিশ্বাস করে; *তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে। আমরা যখন আত্মা গুণে জীবিত আছি, তখন এসো, আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে চলি। নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে; তেমনি আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল* (গা ৫:২৪-২৫)।

কিন্তু তবু, যেহেতু আমাদের এমনটি হতে দেওয়া হয় যে, রক্তমূল্যেই প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্যদান করব, এজন্য দুর্বল মানুষদের কাছে এপ্রকার মৃত্যু অধিক তীব্র মনে হয়, কারণ তারা জানে না যে, তেমন মৃত্যুই প্রকৃত জীবনের উদ্দেশে প্রবেশদ্বার। তারা সেই সম্মানের কথা চিন্তা করতে চায় না, যা মৃত্যুর পরে তাঁরাই পান যাঁরা পুণ্যজীবন যাপন করলেন; সেই যন্ত্রণার কথাও চিন্তা করতে চায় না, যা তারাই ভোগ করে যারা কেবল দেহলালসা ও অধর্মের পিছনেই জীবন যাপন করল; এমনকি তারা শাস্ত্রের বাণী শুধু নয়, তাদের নিজেদের ধর্মের লেখকদের কথাও শুনতে অসম্মত। বাস্তবিকই পিতাগরাস থেয়ানোসকে একথা লিখেছিলেন, 'আত্মা অমর না হলে, তবে যে সকল দুর্জন সব ধরনের দুষ্কর্ম সাধন করার পর মরে, তাদের পক্ষে জীবন আনন্দপূর্ণ মহাভোজ হত, ও মৃত্যুও তাদের পক্ষে লাভ হত।'

*আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন* (রো ৮:২৮-৩০)। লক্ষ কর কেমন

করে সাক্ষ্যমরণ ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। অতএব, পুণ্যজনদের পুরস্কার লাভ করার জন্য যদি সাক্ষ্যমর হতে ইচ্ছা কর, এ কথাও শোন: *প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি* (রো ৮:২৪-২৫)।

আর পিতর একথা লেখেন: *যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী* (১ পি ৩:১৪)। প্রজ্ঞাবান মানুষ পার্থিব জীবনকে কখনও জীবনের পরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা করবে না, সে বরং এতেই লক্ষ রাখবে, যাতে ঈশ্বরের চিরধন্য ও সুখী রাজবন্ধু হতে পারে; আর যদিও কেউ তার দুর্নাম করে, তাকে প্রবাস-আঘাতে আঘাত করে, বাজেয়াপ্ত করে ও শেষে তার মৃত্যুও ঘটায়, তবু প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে ও বিশেষভাবে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে তাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: *ভালবাসা তো সবই ক্ষমার চোখে দেখে ও সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে* (১ করি ১৩:৭), কারণ এবিষয়ে নিশ্চিত যে, ঐশদূরদৃষ্টি ধর্মময়তা অনুসারেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

আমরা দেহে জীবনযাপন করি বটে, কিন্তু দেহ অনুসারে সংগ্রাম করি না; কেননা আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি দেহ থেকে নয়, সেই ঈশ্বরের পরাক্রম থেকে আগত, যিনি যত বাধা উল্টিয়ে দেন, ও তাঁকে জানবার জন্য বিঘ্ন ঘটায় এমন ধারণা ও দম্ভপূর্ণ মতলব ধ্বংস করেন। তেমন অস্ত্রে বলবান হয়ে উঠে প্রজ্ঞাবান মানুষ বলে: প্রভু, আমাকে সুযোগ দিয়ে আমার সাক্ষ্য গ্রহণ কর; কষ্টকর ও তীব্রতম যাই কিছু ঘটুক না কেন, আমি কিন্তু সমস্ত সঙ্কট তুচ্ছ করি, কারণ আমার সমস্ত ভালবাসা তোমাতেই রেখেছি।

*ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো* (কল ৩:১২, ১৪-১৫)। হ্যাঁ, কৃতজ্ঞ হয়ে

থেকো তোমরা সকলে, যারা এখনও এ দেহে রয়েছ, কেননা প্রাচীনকালের পবিত্রজনদের মত তোমরাও লাভ করতে যাচ্ছ আত্মার শান্তি ও বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে মুক্তি।

**শ্লোক** - দা ৩:৯৫ দ্রঃ

*প্র* এরাই ঈশ্বরের সেই বিজয়ী বন্ধু, যারা রাজাদের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে শাশ্বত পুরস্কার পাবার যোগ্য হয়ে উঠল :

*উ* এখন মুকুট ও জয়মালা গ্রহণ করছে।

*প্র* প্রভুর জন্য তারা নিজ দেহকে নিপীড়নের হাতে সঁপে দিল ;

*উ* এখন মুকুট ও জয়মালা গ্রহণ করছে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৬)

**জনগণের নির্বাসন প্রতীক-চিহ্নের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুমি বিদ্রোহী বংশের মানুষদের মধ্যে বাস করছ; দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না, শুনবার কান থাকলেও তারা শোনে না, কারণ তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। তাই, হে আদমসন্তান, তুমি তোমার নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, এবং দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে অন্য দেশে চলে যেতে প্রস্তুত হও; তুমি যেখানে থাক, সেখান থেকে তাদের চোখের সামনে অন্য জায়গায় চলে যাও; কি জানি, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। তুমি দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে তোমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নাও; কিন্তু সূর্যাস্তের সময়েই তাদের চোখের সামনে এমনভাবেই বাইরে যাবে, ঠিক যেন নির্বাসিত এক মানুষ চলে যায়। তুমি তাদের উপস্থিতিতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে তা দিয়ে বাইরে চলে যাও। তাদের উপস্থিতিতে তোমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে চলে যাও। নিজের মুখ ঢেকে রাখবে, যেন দেশ দেখতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের জন্য লক্ষণস্বরূপ করেছি।' আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম: দিনের বেলায় আমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নিলাম, এবং সূর্যাস্তের দিকে নিজেরই হাতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে গিয়ে তাদের চোখের সামনে আমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিলাম।

পরদিন সকালে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল—সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষেরা—কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, তুমি কী করছ? তাদের তুমি এই উত্তর দাও: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই বাণী

যেরুশালেমের জনপ্রধানকে ও নগরবাসী সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে লক্ষ করে। তুমি বল: আমি তোমাদের পক্ষে লক্ষণস্বরূপ; কেননা আমি যেমন তোমার প্রতি করলাম, সেইমত তাদের প্রতি করতে যাচ্ছি; হ্যাঁ, তাদের দেশছাড়া করে নির্বাসন-দেশে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মধ্যে যে জনপ্রধান আছে, সে অন্ধকার সময়ে নিজের বোঝা কাঁধে তুলে নেবে; এবং তার চলে যাওয়ার জন্য প্রাচীরে যে গর্ত করা হবে, সে সেই গর্তের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যাবে। সে মুখ ঢেকে রাখবে, যেন চোখে দেশ না দেখতে পায়। কিন্তু আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, তখন সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি কাল্দীয়দের দেশে, সেই বাবিলনে, তাকে নিয়ে যাব; তবু সে তা দেখতে পাবে না, আর সেখানে মরবে। তার পরিচর্যায় নিযুক্ত সকল লোক, তার প্রহরী দল, তার সমস্ত সৈন্যদল —তাদের সকলকেই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব, ও তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব। আর তারা জানবে যে, আমিই প্রভু—যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব। তবু তাদের একটা অংশ আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে অবশিষ্ট রাখব, তারা যে সকল জাতির মাঝে যাবে, তাদের কাছে যেন তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের কথা বর্ণনা করে; তারাও যেন জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।'

**শ্লোক** - এজে ১২:১৫; সাম ৮৯:৩১, ৩৩

℣ যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব,

℟ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

℣ তার সন্তানেরা যদি ত্যাগ করে আমার বিধান, যদি না চলে আমার নির্দেশমতে, তাহলে বেতের আঘাতে আমি তাদের অন্যায়ের যোগ্য শাস্তি দেব:

℟ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:৯)

**ভক্তজনদের আদর্শ হও**

এই পালকেরা যে কী কী ভালবাসে, একথা বলার পর নবী, তারা যা যা অবহেলা করে, তেমন কথাও বলে চলেন। বাস্তবিকই মেষগুলোর রিপু অত্যন্ত বিস্তৃত। সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট মেষ খুবই অল্প, অর্থাৎ কিনা যেগুলো সত্য খাদ্যে বলবান ও ঈশ্বরের দেওয়া চারণমাঠে উপযুক্ত উপকার লাভ করে, সেগুলো সংখ্যায় লঘু। অথচ সেই মন্দ পালকেরা এগুলোকেও রেহাই দেয় না। তারা যে অসুস্থ, দুর্বল, পথভ্রষ্ট ও হারানো মেষগুলোর সেবাযত্ন করে না, তাও যথেষ্ট নয়। পারলে তারা তো এই বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট গুলোকেও মারে ফেলত! কিন্তু তবুও এগুলো জীবিত; হ্যাঁ, এগুলো জীবিত বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায়ই জীবিত! তথাপি তাদের দায়িত্বের কথা ধরলে মন্দ পালকেরা সেগুলোকে মেরে ফেলে। তুমি জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেমন করে সেগুলোকে মেরে ফেলে? অসৎ জীবন যাপনে, কুদৃষ্টান্ত দানেই তারা সেগুলোকে মেরে ফেলে।

যিনি সর্বোত্তম পালকের অঙ্গগুলোর মধ্যে উত্তম, ঈশ্বরের সেই সেবকের কাছে একথা কি বৃথাই বলা হয়েছিল: *তুমি সর্ববিষয়ে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও* (তীত ২:৭)। তাঁর এ বাণীও স্মরণযোগ্য, *বিশ্বাসীদের সামনে আদর্শবান* হও (১ তি ৪:১২)। কেননা বলবান হয়েও মেষ তার অধ্যক্ষকে মন্দ জীবন যাপন করতে দে'খে যদি প্রভুর নিয়ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষের দিকেই তাকিয়ে থাকে, তাহলে মনে মনে একথা বলতে লাগবে, 'যখন আমার অধ্যক্ষ এভাবে জীবনযাপন করেন, তখন আমি কে যে, তিনি যা করেন আমি তা করব না? এতেই পালক বলবান মেষকে মেরে ফেলে। সুতরাং সে যখন বলবান মেষকে মেরে ফেলে, তখন বাকিগুলোর প্রতি কী-না করবে? কেননা যে মেষকে সে নিজে বলবান করেনি কিন্তু বলিষ্ঠ ও সুস্থ পেয়েছিল, মন্দ জীবন যাপন করায় সে তা মেরেই ফেলেছে! আমি তোমাদের বলছি, পুনরায়ই বলছি, এমন মেষগুলো রয়েছে যেগুলো জীবিত, প্রভুর বাণীতে বলবান ও প্রভুর কাছ থেকে যা শুনেছে সেই বাণী অনুসারে চলে, তথা *তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না* (মথি ২৩:৩)। তথাপি জনগণের সামনে যে মন্দ জীবন যাপন করে, নিজের

পক্ষ থেকে সে তাকেই মেরে ফেলে যে তার দিকে তাকায়। লোকটা যে আসলে মরেনি, একথা নিয়ে সে যেন নিজেকে প্রবঞ্চনা না করে। লোকটা জীবিত বটে, কিন্তু সেও নরঘাতক বটে!

একই প্রকারে লম্পট মানুষ যখন লালসার চোখে স্ত্রীলোকের দিকে তাকায়, তখন দেখ, স্ত্রীলোকটা শুচি হয়ে থাকে, সে কিন্তু ব্যভিচারী হয়ে গেছে। আসলে প্রভুর উক্তি একেবারে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য: *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে* (মথি ৫:২৮)। তার মিলনকক্ষের কাছে সে যায়নি বটে, কিন্তু মনে মনে সে সেই কক্ষে কামুকতা করল।

একই প্রকারে, যে কেউ যাদের উপর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত, তাদের সামনে মন্দ জীবন যাপন করে, সে নিজের পক্ষ থেকে বলবান সকলকেও মেরে ফেলেছে। যে তার অনুকরণ করে, সে মরে; যে তার অনুকরণ করে না, সে বাঁচে। তথাপি তার পক্ষ থেকে উভয়ই মরল। *যে মেষ হৃষ্টপুষ্ট, তাকে তোমরা বধ কর, এবং আমার মেষগুলোকে চরাও না* (এজে ৩৪:৩)।

**শ্লোক** - লুক ১২:৪৮; প্রজ্ঞা ৬:৫

*প্র* যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে;

*উ* যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

*প্র* যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন:

*উ* যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (৭:২০-৪১)

**সাত ভাইয়ের সাক্ষ্যমরণ :**

**মাতা ও কনিষ্ঠ ভাইয়ের মৃত্যু**

তবু মায়েরই আচরণ বিশেষ প্রশংসা ও সম্মানপূর্ণ স্মৃতির যোগ্য, কেননা সাত সন্তান সকলকেই একই দিনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও তিনি প্রভুর উপরে তাঁর সমস্ত আশার খাতিরে এই সমস্ত কিছু সাহসভরে সহ্য করে নিলেন। উদার অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণা হয়ে ও আপন নারীসুলভ কোমলতাকে পুরুষযোগ্য সাহস দিয়ে দৃঢ়তর করে তুলে তিনি মাতৃভাষায় সন্তানদের প্রত্যেকজনকে এই কথা বলে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, 'তোমরা কীভাবে আমার গর্ভে স্থান পেয়েছিলে, আমি তা জানি না; আত্মা ও জীবন, তা আমি তোমাদের দিইনি, তোমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গও আমি গড়িনি। সুতরাং আদিতে যিনি মানুষকে গড়লেন ও সবকিছুর উৎপত্তি নির্ধারণ করলেন, সেই বিশ্বস্রষ্টা তাঁর দয়াগুণে তোমাদের পুনরায় আত্মা ও জীবন ফিরিয়ে দেবেন, কেননা তাঁর বিধিনিয়মের খাতিরে তোমরা এখন নিজেদের কথা চিন্তা কর না।'

আন্তিওখস মনে করছিলেন, নারীটি নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করছেন, নারীর গলায় তিনি যেন ঠাট্টার সুর ধরতে পারছেন; আর যেহেতু কনিষ্ঠজন তখনও বেঁচে ছিল, সেজন্য রাজা তাকে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন, আর শুধু কথা দিয়ে নয়, দিব্যি দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিলেন যে, সে যদি তার পিতৃপুরুষদের প্রথা ত্যাগ করে, তাহলে তিনি তাকে ধনবান করবেন, বড় সুখীও করবেন, এমনকি তাকে তাঁর আপন বন্ধু-পদে উন্নীত করবেন ও তাকে কতগুলো সরকারী দায়িত্ব দেবেন। ছেলেটি তেমন কথায় আদৌ কান দিচ্ছিল না বিধায় রাজা তার মাকে ডেকে বারবার বললেন, তিনিই যেন ছেলেটিকে সদুপদেশ দেন সে যেন নিজেকে বাঁচাতে পারে। রাজা একথা বারবার বলার পর তিনি সন্তানকে সদুপদেশ দিতে রাজি হলেন; তখন তার দিকে ঝুঁকে তিনি নিষ্ঠুর সেই অত্যাচারীকে ভুলিয়ে মাতৃভাষায় ছেলেটিকে বললেন, 'সন্তান, আমাকে দয়া কর! আমি তোমাকে ন'মাস ধরে গর্ভে বহন করেছি, তিন বছর ধরে তোমাকে দুধ দিয়েছি, তোমাকে লালন-পালন করেছি, এই বয়স পর্যন্ত তোমাকে চালনা করেছি, তোমার জন্য সবই ব্যবস্থা

করেছি। সন্তান, দোহাই তোমার! আকাশ ও পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখ, সেখানে যা কিছু রয়েছে, তা লক্ষ কর, আর একথা জেনে নিও যে, ঈশ্বর এমন কোন কিছু থেকে সেইসব গড়েননি, যা আগে থেকেই ছিল; আর মানবজাতির উৎপত্তিও সেইরূপ। তুমি এই ঘাতকটাকে ভয় পেয়ো না; কিন্তু তোমার ভাইদের যোগ্য ভাই বলে নিজেকে দেখিয়ে মৃত্যু গ্রহণ করে নাও, যেন দয়ার দিনে আমি তোমার ভাইদের সঙ্গে তোমাকেও ফিরে পেতে পারি।'

তিনি কথা বলা শেষ করছেন, এমন সময় যুবকটি বলল, 'তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? আমি তো রাজার আদেশ মেনে নিতে যাচ্ছি না, সেই বিধানেরই আদেশের প্রতি বরং বশ্যতা স্বীকার করি, যা মোশির মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি, আপনি যিনি হিব্রুদের সমস্ত অমঙ্গলের সাধক, আপনি তো ঈশ্বরের হাত এড়াতে পারবেন না। আমরা আমাদের পাপের জন্য যন্ত্রণাভোগ করছি; আর আমাদের শাস্তি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদিও জীবনময় প্রভু ক্ষণিকের মত আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তবুও তিনি যথাসময় তাঁর এই দাসদের প্রতি আবার মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু আপনি, হে ধূর্ত, সকল মানুষের মধ্যে আপনিই, হে সবচেয়ে ভক্তিহীন, আপনি যে স্বর্গের সন্তানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছেন, গুপ্ত যত আশা পোষণ করে নিজেকে অযথা বড় করবেন না, কারণ সর্বদ্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিচার থেকে এখনও রেহাই পাননি। আমাদের ভাইয়েরা, ক্ষণিকের নিপীড়ন সহ্য করে অমর জীবনের উদ্দেশে ঈশ্বরের সন্ধির জন্য মারা পড়েছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে আপনি আপনার স্পর্ধার যোগ্য শাস্তি ভোগ করবেন। আমার ভাইয়েরা যেমন করেছে, তেমনি আমিও পিতৃপুরুষদের বিধিনিয়মের জন্য দেহ ও প্রাণ উৎসর্গ করছি; এতে ঈশ্বরকে মিনতি জানাই, যেন তিনি তাঁর আপন জনগণের প্রতি শীঘ্রই দয়া দেখান, আর তীব্র আঘাত ও দুর্বিপাকের মধ্যে যেন আপনাকে স্বীকার করতে হয় যে, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর, যাতে করে, আমাদের সমস্ত জাতির উপরে সর্বশক্তিমানের যে ক্রোধ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই নেমে পড়েছে, আমার ও আমার ভাইদের নিয়েই যেন সেই ক্রোধ ক্ষান্ত হয়ে পড়ে।'

রাজা, যিনি ইতিমধ্যে তেমন ঠাট্টা-তামাশার জন্য অধিক রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তিনি আরও রেগে উঠে অন্যান্য ভাইদের চেয়ে এই ছেলেটির প্রতি আরও নিষ্ঠুরতা

দেখালেন। তাই এও প্রভুতে সম্পূর্ণ ভরসা রেখে অকলুষিত অবস্থায় পরজীবনে পার হল। সন্তানদের পরে মাও অবশেষে মরলেন।

**শ্লোক** - সাম ১৩৩:১

*প্র* প্রভুর সন্ধি ও পিতৃপুরুষদের বিধানের খাতিরে ঈশ্বরের পবিত্রজনেরা ভালবাসায় স্থিতমূল থাকলেন,

*উ* কারণ তাঁদের এক আত্মা ছিল, ছিল এক বিশ্বাস।

*প্র* দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

*উ* কারণ তাঁদের এক আত্মা ছিল, ছিল এক বিশ্বাস।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (মৃত্যুর সান্ত্বনা, উপদেশ ২:৪-৫)

**খ্রিষ্টই ভাবী পুনরুত্থানের সাক্ষী,**
**ও তাঁর সঙ্গে সকল সাক্ষ্যমরও সাক্ষী**

তুমি কেবল এ জিজ্ঞাসা কর, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান ঘটাবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন কিনা; আর যখন বহু সাক্ষ্যদান দ্বারা তুমি এ প্রতিশ্রুতির কথা জানবে, তখন স্বয়ং খ্রিষ্ট প্রভুর সাক্ষ্যদানে নিশ্চিত হয়ে ও বিশ্বাসে স্থিতমূল হয়ে মৃত্যুকে আর ভয় করো না। কেননা সে-ই মাত্র ভয় করে, যে অবিশ্বাসী; আর যে অবিশ্বাসী, সে এমন পাপ করে যা ক্ষমার যোগ্য নয়, কারণ নিজ অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে দুঃসাহসের সঙ্গে ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর হয় অক্ষম, না হয় মিথ্যাবাদী। কিন্তু ধন্য প্রেরিতদূত ও পুণ্যবান সাক্ষ্যমরেরা তেমন কথা সমর্থন করেন না: প্রেরিতদূতেরা ঠিক এ পুনরুত্থানের কথা প্রচার করার জন্য মৃত্যু কিবা নির্যাতন কিবা ক্রুশমৃত্যুও বরণ করতে অস্বীকার না করে প্রচার করেন খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন, ও ঘোষণা করেন যে, তাঁর মধ্যে মৃতেরা পুনরুত্থান করবেন। সুতরাং যদি *দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়* (মথি ১৮:১৬), তাহলে যখন এত সংখ্যক ও মহান নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রয়েছেন যাঁরা রক্তদানের মধ্য দিয়েই সাক্ষ্য বহন করেন, তখন মৃতদের পুনরুত্থান কেমন করে সন্দেহের বিষয় হতে পারে?

আর সাক্ষ্যমরেরা কী বলেছিলেন? পুনরুত্থান বিষয়ে তাঁদের কি নিশ্চিত প্রত্যাশা ছিল, না ছিল না?

তাঁদের যদি নিশ্চয়তা না থাকত, তবে তেমন তীব্র নিপীড়ন ও যন্ত্রণায় পূর্ণ মৃত্যুকে লাভ বলে গ্রহণ করতেন না: তাঁরা বর্তমান নিপীড়ন নয়, ভাবী পুরস্কারেরই কথা ভাবছিলেন! কেননা তাঁরা জানতেন যে, *যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী* (২ করি ৪:১৮)।

ভাইবোনেরা, সদ্‌গুণের এ আদর্শের কথাও শোন। মাতা সাত সন্তানকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তিনি বিলাপ করছিলেন না, বরং আনন্দই বোধ করছিলেন; তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর সন্তানদের নখ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, খড়্গের আঘাতে তাদের বধ করা হচ্ছে, আগুনের উপরে তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—তবু তিনি চোখের জল ফেলছিলেন না, চিৎকারও করছিলেন না, বরং তৎপরতার সঙ্গে সন্তানদের সহিষ্ণু হতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন। সেই মাতা মোটেই নির্মম ছিলেন না, ছিলেন বিশ্বস্তা; তিনি সন্তানদের নরম ভালবাসায় নয়, শক্ত ভালবাসায়ই ভালবাসতেন। তিনি সেই যন্ত্রণাভোগের দিকে তাদের উৎসাহিত করছিলেন, আর কতই না আনন্দিতা হলেন যখন সেই যন্ত্রণা তিনি নিজেও ভোগ করলেন। বাস্তবিকই তিনি নিজের ও তাদেরও পুনরুত্থান বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

আর সেই অসংখ্য নর-নারী ও বালক-বালিকাদের বিষয়ে আর কী বলব? তারা অধিক দ্রুতপদে স্বর্গীয় সেনাদলে উত্তীর্ণ হল, ঠিক যেন এপ্রকার মৃত্যুর সঙ্গে খেলাই করছিল। ইচ্ছা করলে তারা তো জীবিতও থাকতে পারত, কারণ তাদের উপরেই নির্ভর করত তারা খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে বাঁচবে, না তাঁকে স্বীকার করে মরবে; কিন্তু তারা এতেই প্রীত হল যে, তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ত্যাগ করবে ও চিরস্থায়ী জীবন ধারণ করবে, পৃথিবী থেকে বঞ্চিত হবে ও স্বর্গের নাগরিক হবে।

ভাইবোনেরা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রয়েছে? মৃত্যুর ভয় আর কিসের উপর দাঁড়াতে পারে? আমরা যদি সাক্ষ্যমরদের সন্তান, আমরা যদি তাঁদের সঙ্গী বলে পরিগণিত হতে চাই, তবে মৃত্যুর কথা যেন আমাদের শোকাচ্ছন্ন না করে, ও যাঁরা আমাদের আগে প্রভুর কাছে এসে পৌঁছেছেন, আমাদের সেই প্রিয়জনদের জন্য যেন চোখের জল না ফেলি; কেননা আমরা যদি কাঁদতে চাই, তাহলে সাক্ষ্যমরেরা নিজেরাই

আমাদের পিছনে হেসে বলবেন, কী বিশ্বাস! ঐশরাজ্যের জন্য কী আকাঙ্ক্ষা! তোমরা যখন এত শোক প্রকাশ করে তোমাদের সেই প্রিয়জনদের জন্য কাঁদছ যারা সুন্দরভাবে নরম বিছানায় শুয়ে মরল, তখন কীবা করতে যদি দেখতে তারা প্রভুর নামের খাতিরে বিধর্মীদের হাতে নির্যাতিত ও নিহত হচ্ছে?

**শ্লোক** - ইশা ২৫:৮; ১ করি ১৫:২৪, ২৬

*প্র* ঈশ্বর মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;

*উ* প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।

*প্র* খ্রিষ্ট সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করবেন; সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

*উ* প্রভু সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল।

# শুক্রবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-১৬)

### নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের যে নবীরা ভাববাণী দেয়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; যারা নিজেদের মনোমত ভাববাণী দেয়, তাদের তুমি বল: তোমরা প্রভুর বাণী শোন! প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই নির্বোধ নবীদের, যারা কোন দর্শন না পেয়ে নিজ নিজ আত্মা অনুসারে ভাববাণী দেয়। হে ইস্রায়েল, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিয়ালদের মতই তোমার নবীরা! তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি। যারা বলে: "প্রভুর উক্তি!" অথচ যাদের প্রভু পাঠাননি, সেই নবীরা মায়া-দর্শন পেয়েছে, মিথ্যা মন্ত্রও পড়েছে। আর এখন নাকি তারা আশা রাখছে যে, তাদের ভাববাণী সিদ্ধিলাভ করবে! যখন তোমরা বল: "প্রভুর উক্তি!" অথচ আমি তোমাদের পাঠাইনি, তখন কি তোমরা যে দর্শন পেয়েছ, তা কি মায়া নয়? আর তোমরা যে মন্ত্র পড়েছ, তাও কি মিথ্যা নয়? এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা মিথ্যাকথা বলেছ ও মায়া-দর্শন পেয়েছ বিধায়, দেখ, আমি এখন তোমাদের বিপক্ষে!—প্রভুর উক্তি। সত্যিই আমার হাত সেই নবীদের বিরুদ্ধ হবে, যারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তারা আমার জনগণের সভায় স্থান পাবে না, তাদের নাম ইস্রায়েলের বংশাবলি-পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে না, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর; কেননা শান্তি না থাকলেও তারা "শান্তি" বলে আমার জনগণকে ভোলায়; এবং জনগণ প্রাচীর মেরামত করলে, দেখ, তারা তাতে কাদামাটির প্রলেপ দেয়। তাই এরা যারা কাদামাটির প্রলেপ দেয়, তাদের তুমি বল: প্রাচীরটা পড়ে

যাবেই! মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, তখন শিলাবৃষ্টির শিলাকুচি যে তোমরা, তোমরাই পড়বে; প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস বইবে, আর প্রাচীরটা হঠাৎ পড়ে গেল! তখন লোকে কি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না: তোমাদের দেওয়া কাদামাটির প্রলেপ কোথায়? সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমিই আমার রোষে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ডেকে আনব, আমার ক্রোধে মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, আমার বিনাশী আক্রোশে বিশাল পাথরের মত শিলাবৃষ্টি হবে; তোমরা যে প্রাচীরে কাদামাটির প্রলেপ দিয়েছ, তা আমি ভেঙে ফেলব, তা ভূমিসাৎ করব, তখন তার ভিত্তিমূল অনাবৃত হবে; সেই প্রাচীর পড়বেই, আর তার সঙ্গে তোমাদেরও বিনাশ হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু! আর সেই প্রাচীরের বিরুদ্ধে, ও যারা তাতে কাদামাটির প্রলেপ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার রোষ নিঃশেষে ঝেড়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদের বলব: প্রাচীরও গেল, আর প্রলেপ দিয়েছিল যারা, তারাও গেল, অর্থাৎ যারা যেরুশালেমের বিষয়ে ভাববাণী দেয় ও শান্তি না থাকলেও তার জন্য শান্তির দর্শন পায়, সেই নবীরাও গেল! প্রভুর উক্তি।

**শ্লোক** - মথি ৭:১৫; ২৪:১১

*প্র* নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে,

*উ* কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে।

*প্র* তখন বহু নকল নবী উঠে অনেককে ভোলাবে।

*উ* কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ নেকড়ে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১০-১১)

**প্রলোভনের জন্য প্রাণ প্রস্তুত কর**

তোমরা ইতিমধ্যে শুনেছ ওরা কী ভালবাসে। এবার দেখ ওরা কী অবহেলা করে। *যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি, যেটা পীড়িত, তাকে যত্ন করনি, যেটা ক্ষতবিক্ষত,* অর্থাৎ যার হাড় ভগ্ন, *তার ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেটা পথভ্রষ্ট, তাকে ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি, আর যেটা বলবান, তাকে তোমরা বধ করেছ* (এজে ৩৪:৪), হত্যা করেছ, জবাই করেছ। মেষ তো দুর্বল হয়, অর্থাৎ তার

হৃদয় এমন দুর্বল হয় যে, পরীক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে ও তার অজান্তে এসে পড়লে, পরীক্ষায় মেষের পতন হতে পারে।

অসতর্ক পালক একটি মেষ দুর্বল মনে করলেও তাকে বলে না, *বৎস, ঈশ্বরসেবায় এগিয়ে এসে ধর্মময়তা ও ভয়ে স্থিতমূল থাক, ও কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রাণ তৈরি কর* (সিরা ২:১ লাতিন পাঠ্য)। যে একথা বলে, সে দুর্বলকে উৎসাহ দেয় ও দুর্বলকে সবল করে, যাতে বিশ্বাস ক'রে সে এ যুগের অনুকূল বিষয়ের উপর প্রত্যাশা না রাখে। কেননা যদি তাকে এ যুগের অনুকূল বিষয়ে প্রত্যাশা রাখতে শেখানো হয়, সে সেই অনুকূলতা দ্বারাই বিকৃত হয়; প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিলেই সে আঘাতগ্রস্ত হয়, এমনকি হয়তো বিলুপ্ত হয়।

যে কেউ এভাবে নির্মাণ করে, সে তো শৈলের উপরে নির্মাণ করে না, বালুর উপরেই গাঁথে, *আর সেই শৈল স্বয়ং খ্রিষ্ট* (১ করি ১০:৪ দ্রঃ)। খ্রিষ্টভক্তদের উচিত খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণার অনুকরণ করা, আমোদ-প্রমোদের অন্বেষণ করা নয়। দুর্বলকে তখনই সবল করা হয়, যখন তাকে বলা হয়, তুমি এ যুগের পরীক্ষার অপেক্ষায় থাক, কিন্তু তোমার হৃদয় যদি প্রভুকে ছেড়ে পিছিয়ে না যায়, তবে প্রভু সেই সমস্ত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন। কেননা তিনি তোমার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে এলেন, নিজে মরতেই এলেন, থুথুতে নিমজ্জিত হতে এলেন, কাঁটার মুকুটে পরিবৃত হতে এলেন, দুর্নাম শুনতে এলেন, এবং অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ হতে এলেন। এ সমস্ত কিছু তিনিই বরণ করলেন তোমার জন্য, তুমি তাঁর জন্য, এমন নয়। নিজের জন্যও তিনি তা বরণ করলেন না, কিন্তু তোমারই জন্য।

কিন্তু কেমন পালকই বা তারা, যারা শ্রোতাদের দুঃখ দেওয়ার ভয়ে অবশ্যম্ভাবী পরীক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত করে না, এমনকি ঈশ্বর এ যুগের কাছে যে সুখ প্রতিশ্রুত হননি তারা এ যুগের সেই সুখও প্রতিশ্রুত হয়? তিনি এ যুগের উপরে শেষ দিন পর্যন্ত যন্ত্রণার পর যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, আর তুমি কি চাও খ্রিষ্টভক্তই এ সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে? খ্রিষ্টভক্ত বলেই সে এ যুগে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করবে।

প্রেরিতদূত নিজে একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *যারা খ্রিষ্টে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:১২)। এখন, হে

পালক, তুমি যে যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নয়, তোমার নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ কর, প্রসন্ন হয়ে তাঁকেই এবার একটু কথা বলতে দাও: *যারা খ্রিষ্টে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে,* অথচ তুমি বল: তুমি খ্রিষ্টে ধর্মময় জীবন যাপন করলে তোমার অশেষ মঙ্গল হবে: সন্তান না থাকলে তুমি বহু সন্তান পাবে, তাদের সকলকে লালন-পালন করবে আর তাদের কেউই মরবে না। এ কী তোমার নির্মাণকাজ? দেখ কী করছ, দেখ কোথায় গাঁথছ। তুমি তো বালুর উপরেই ভিত্তি স্থাপন করছ। বর্ষা আসবে, বন্যা হবে, বাতাস জোরে বইবে ও তোমার এ বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এতে বাড়িটা পড়ে যাবে ও তার বিনাশ বড়ই হবে।

সেই মানুষকে বালুর উপর থেকে সরিয়ে নাও, শৈলের উপরেই তাকে স্থাপন কর: যাকে তুমি চাও সে খ্রিষ্টপন্থী হোক, তার ভিত খ্রিষ্টের উপরেই স্থাপিত হোক। সে খ্রিষ্টের অযোগ্য যন্ত্রণার দিকে দৃষ্টি রাখুক; তাঁরই দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখুক যিনি নিষ্পাপ হয়ে এমন ঋণ শোধ করছেন যা তাঁর নয়; সে সেই শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখুক যে শাস্ত্র তাকে বলে: *ঈশ্বর সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে কশাঘাত করেন* (হিব্রু ১২:৬ লাতিন পাঠ্য)। হয় সে কশাঘাত পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুক, না হয় সন্তানরূপে গৃহীত হবার জন্য চেষ্টা না করুক।

**শ্লোক** - ১ থে ২:৪, ৩

*প্র* ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি।

*উ* মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

*প্র* আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়,

*উ* মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (২:১, ১৫-২৮, ৪২-৫০, ৬৫-৭০)

## মাত্তাথিয়াসের বিপ্লব ও তাঁর মৃত্যু

মাত্তাথিয়াস নামে যোয়ারিব বংশের একজন যাজক ছিলেন; মাত্তাথিয়াসের পিতা যোহন, যোহনের পিতা শিমেয়োন। সেসময় তিনি যেরুশালেম ছেড়ে মদীনে বাস করতে এলেন।

রাজার যে কর্মচারীরা লোকদের ধর্মত্যাগ করাতে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা বলি উৎসর্গ করাবার জন্য একদিন মদীনে এল। ইস্রায়েলীয়দের অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; কিন্তু মাত্তাথিয়াস ও তাঁর সন্তানেরা আলাদা দল হয়ে রইলেন। রাজকর্মচারীরা মাত্তাথিয়াসকে উদ্দেশ করে বলল, 'এই শহরে আপনি গণ্যমান্য জননেতা ও মহা ব্যক্তিত্ব; তাছাড়া আপনার ছেলেদের ও ভাইদের সমর্থনও আপনার আছে; তবে আসুন, অন্য সকল জাতি, যুদার সমাজনেতারা, ও যেরুশালেমে যারা রেহাই পেয়েছে, তারা সকলে যেমন করেছে, আপনিও প্রথম এগিয়ে এসে রাজার আদেশ মেনে চলুন; এইভাবে আপনি ও আপনার ছেলেরা রাজবন্ধুদের মধ্যে স্থান পাবেন; আপনি ও আপনার ছেলেরা সোনা, রুপো ও প্রচুর উপহার লাভে সম্মানিত হবেন।' কিন্তু মাত্তাথিয়াস উত্তরে জোর গলায় বলে উঠলেন, 'রাজার অধীনে যত জাতি আছে, তারা সকলেও যদি তাঁর কথায় বাধ্য হয়, প্রত্যেকেও যদি তার পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে, সকলেও যদি রাজার আদেশ-নির্দেশ মেনে নেয়, তবুও আমি, আমার ছেলেরা ও আমার ভাইয়েরা আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধি-পথে চলব! আমরা বিধান ও তার যত বিধিনিয়ম পরিত্যাগ করব, আমাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে স্বর্গ যেন তেমন কাজ থেকে আমাদের রক্ষা করে। না! রাজার এই সমস্ত আদেশ আমরা কখনও মানব না; আমাদের ধর্ম থেকে ডানে বা বামে কোথাও সরব না।'

তাঁর এই কথা শেষে একজন ইহুদী রাজাজ্ঞা অনুসারে মদীনের যজ্ঞবেদিতে বলি দেবার জন্য সকলের চোখের সামনে এগিয়ে এল। তা দেখে মাত্তাথিয়াস ধর্মাগ্রহে আগুন হয়ে গেলেন, তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল, ধর্মসম্মত ক্রোধে উত্তপ্ত হলেন, এবং দৌড়ে এসে

সেই যজ্ঞবেদির উপরেই তাকে মেরে ফেললেন; একই সময়ে তিনি সেই রাজকর্মচারীকেও মেরে ফেললেন যে লোকদের বলি দিতে বাধ্য করছিল, শেষে বেদিটাও ধ্বংস করে দিলেন। তিনি তো বিধানের প্রতি ধর্মাগ্রহে চালিত হয়েই তেমন কাজ করলেন, ঠিক যেমন সালুর সন্তান জিম্রির বিরুদ্ধে ফিনেয়াস করেছিলেন। তারপর মাত্তাথিয়াস শহরের ভিতর দিয়ে গেলেন, জোর গলায় চিৎকার করে বলছিলেন, 'বিধানের প্রতি যার ধর্মাগ্রহ আছে, যে কেউ সন্ধি রক্ষা করতে ইচ্ছুক, সে আমার অনুসরণ করুক!' আর তাঁদের যা কিছু ছিল তা শহরে ছেড়ে তিনি ও তাঁর সন্তানেরা পার্বত্য প্রান্তরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিলেন।

সেসময়ে হাসিদীয়দের এক দল তাদের সঙ্গে যোগ দিল—তারা ছিল ইস্রায়েলের বীরপুরুষ, তাদের এক একজন বিধানের পক্ষে দাঁড়াতে ইচ্ছুক; তাছাড়া নির্যাতনের হাত থেকে যারা রেহাই পেয়েছিল, তারা তাদের দলে যোগ দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তুলল। সামরিক বাহিনীরূপে নিজেদের গঠন করে তারা যত পাপীকে ও ধর্মত্যাগী মানুষকে রোষভরে আঘাত করল; তাদের হাত থেকে যারা রেহাই পেল, তারা রক্ষা পেতে বিজাতীয়দের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাছাড়া মাত্তাথিয়াস ও তাঁর বন্ধুরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যত বেদি ধ্বংস করছিলেন, ইস্রায়েল দেশে অপরিচ্ছেদিত যত ছেলেকে পাচ্ছিলেন, তাদের সকলকে জোর করে পরিচ্ছেদিত করাচ্ছিলেন; তাঁরা গর্বোদ্ধতদের রেহাই দিচ্ছিলেন না; হ্যাঁ, তাঁদের সেই অভিযান তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে চালালেন; বিজাতীয়দের ও রাজাদের অত্যাচার থেকে বিধান রক্ষা করলেন, পাপীদের মাথা উচ্চ করতে দিলেন না।

মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুকাল এগিয়ে এলে তিনি নিজের ছেলেদের বললেন, 'এখন গর্ব ও অধর্মের কর্তৃত্ব-কাল, এখন ধ্বংস ও তিক্ত ক্রোধের কাল। সন্তান আমার, এই তো বিধানের প্রতি তোমাদের ধর্মাগ্রহ দেখাবার ক্ষণ, এই তো আমাদের পিতৃপুরুষদের সন্ধির জন্য তোমাদের প্রাণ দেওয়ার ক্ষণ! এই যে তোমাদের ভাই শিমেয়োন; আমি জানি, সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ: তোমরা সবসময় তার কথা শোন; সে হবে তোমাদের পিতা। নিজের যৌবনকাল থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা এই মাকাবীয় যুদাই তোমাদের সৈন্যদলের নেতা হবে; সে বিজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবে। সুতরাং, যারা বিধান

পালন করে, তাদের তোমাদের সঙ্গে জড় করে তোমাদের আপন জাতির পূর্ণ প্রতিশোধ সাধন কর; বিজাতীয়দের তাদের যোগ্য শাস্তি দাও; বিধানের বিধিনিয়ম আঁকড়ে ধর।' এবং তাঁদের আশীর্বাদ করে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন। একশ' ছেচল্লিশ সালে তাঁর মৃত্যু হল; তাঁকে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য গোটা ইস্রায়েল মহাশোক পালন করল।

**শ্লোক** - ১ মাকা ২:৫১, ৬৪

*প্র* তাঁদের দিনগুলিতে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে কর্মকীর্তি সাধন করলেন, তা স্মরণ কর,

*উ* তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

*প্র* সন্তানেরা, বিধানের পক্ষে বীর্য ও সাহস দেখাও, কেননা বিধানই তোমাদের গৌরবে ভূষিত করবে!

*উ* তবে তোমরা মহাগৌরব ও চিরন্তন সুনাম অর্জন করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৮৮-৯০)

**শান্তি প্রতিষ্ঠাকাজে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের ভূমিকা**

বৈধ স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত বাধ্যতা ও সকলের প্রতি বন্ধুসুলভ ভ্রাতৃত্ব দেখিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা আন্তর্জাতিক সুব্যবস্থা গঠনের ব্যাপারে স্বচ্ছন্দে ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে সহযোগিতা দান করুন, বিশেষভাবে এই কারণে যে, বেশির ভাগ লোক এখনও এত নিদারুণ দীনাবস্থায় ভুগছে যে, গরিবদের হয়ে খ্রিষ্ট নিজেই যেন উচ্চকণ্ঠে আপন শিষ্যদের ভ্রাতৃপ্রেম দাবি করছেন। লোকদের কাছে এমন কলঙ্কপূর্ণ দৃষ্টান্ত যেন না দেওয়া হয় যে, কয়েকটি দেশ, প্রায়ই যেগুলোর অধিকাংশ লোক খ্রিষ্টনামে ভূষিত, অধিক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে ও একই সময়ে অন্য দেশগুলো জীবনের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত, ও ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি ও সবধরনের অভাবে আক্রান্ত। কেননা দরিদ্রতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের মনোভাবই হল খ্রিষ্টমণ্ডলীর গৌরব ও তার সাক্ষ্যদান।

এজন্য যে সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী, বিশেষ করে যে যুবক-যুবতীরা অন্য মানুষদের ও জাতিগুলোর কাছে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে নিজেদের নিবেদন করে, তারা প্রশংসা ও সহযোগিতার যোগ্য। এমনকি, বিশপদের বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করে প্রাচীনকালের মণ্ডলীর রীতি অনুযায়ী সম্পদের বাড়তি দানে শুধু নয়, কিন্তু আসল সম্পদ দানেও এ যুগের হীনাবস্থা সাধ্যমত নিবারণ করাই ঈশ্বরের গোটা জনগণেরই কর্তব্য।

কঠোর ও একরূপ নিয়ম অনুবর্তী না হয়েও তথাপি সাহায্যদান সংগ্রহ ও বণ্টন করার পদ্ধতি যেন ধর্মপ্রদেশ, দেশ ও সারা বিশ্বে এবং যেখানে এ উপযুক্ত মনে হয়, সেখানে কাথলিকদের ও অন্য খ্রিষ্টভ্রাতাদের যৌথ প্রচেষ্টায় যেন রীতিমত সুবিন্যস্ত হয়। কেননা ভ্রাতৃপ্রেমের প্রেরণা সামাজিক ও সাহায্যকারী কর্মকাণ্ডের তৎপর ও সুচিন্তিত অনুশীলনকে বাধা দেয় না, বরং তা দাবিই করে। এজন্য যারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সেবায় আত্মনিবেদন করবে বলে মনস্থ করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে তাদের দক্ষতার সঙ্গে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার জন্য মণ্ডলীর পক্ষে জাতিগুলোর ব্যাপক সমাজের মধ্যে উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক; মণ্ডলী তার নিজের নানা জনসংস্থার মধ্য দিয়ে ও সকল ভক্তজনের এমন পূর্ণ ও অকপট সহযোগিতার মধ্য দিয়েও নিজ উপস্থিতি বাস্তবায়িত করবে, যে সহযোগিতা সকলের সেবা করার একমাত্র বাসনা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তেমন লক্ষ্য অধিক কার্যকর ভাবে বাস্তবায়িত হবে যদি খ্রিষ্টভক্তরা নিজেরাই নিজেদের মানব ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজ নিজ জীবনাশ্রমেও আন্তর্জাতিক জনসমাজের সঙ্গে তৎপর সহযোগিতা দানের ইচ্ছা পোষণ করেন। ধর্ম ক্ষেত্রে ও পৌরনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে যুবক-যুবতীদের গঠনের ব্যাপারে এ বিষয়টা যেন বিশেষ অধিকার লাভ করে। অবশেষে এও বাঞ্ছনীয় যে, আন্তর্জাতিক সমাজে নিজেদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে কাথলিক ভক্তজন বিচ্ছিন্ন ভাইবোনদের সঙ্গে বাস্তব ও সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে সচেষ্ট থাকবেন, কারণ তাঁদের সঙ্গে তাঁরাও সুসমাচারের ভ্রাতৃপ্রেম স্বীকার করেন; তেমন সহযোগিতা সেই সকল ব্যক্তিরও সঙ্গে কাম্য, যাঁরা প্রকৃত শান্তির জন্য পিপাসিত।

শ্লোক - হাবা ৩:৩; লেবীয় ২৬:১, ৬, ৯ দ্রঃ

প্র দেখ, আমি আসছি—সর্বশক্তিমানের উক্তি!

উ আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভু শান্তি মঞ্জুর করব।

প্র আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব।

উ আমি তোমাদের ঈশ্বর প্রভু শান্তি মঞ্জুর করব।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১২-২৩)

**ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও পাপীদের বিনাশ**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, কোন দেশ আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাপ করলে আমি যখন তার বিরুদ্ধে হাত বাড়াই, তার অন্নভাণ্ডার বিধ্বস্ত করি ও তার মধ্যে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়ে সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, তখন তার মধ্যে যদিও নোয়া, দানেল ও যোব, এই তিনজনে থাকে, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ রক্ষা করবে—প্রভুর উক্তি।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশের সর্বস্থানেই এমন হিংস্র পশু পাঠাই, যেগুলো লোকদের নিঃসন্তান করে, এবং দেশকে এমন প্রান্তর করে তোলে যা দিয়ে হিংস্র পশুর ভয়ে কোন পথিক যেতে পারে না, সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমার জীবনেরই দিব্যি, তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে, কিন্তু সেই দেশ প্রান্তর হয়ে যাবে।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ এনে বলি: "দেশের সর্বস্থানেই খড়্গ এগিয়ে যাক!" এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে।

কিংবা, আমি যদি সেই দেশে মহামারী পাঠাই, এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য তার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করে হত্যাকাণ্ড ঘটাই, সেই দেশে নোয়া, দানেল ও যোব থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ উদ্ধার করবে।

কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য যখন যেরুশালেমের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও মহামারী—আমার এই চারটে মহাদণ্ড পাঠাব, তখন, দেখ, তার মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রেহাই পাবে; দেখ, তারা তোমাদের কাছে আসবে, যেন তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখতে পাও এবং আমি যেরুশালেমের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল এনে দিয়েছি, সেই সম্বন্ধে যেন তোমরা সান্ত্বনা পাও। তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখলে তারা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে; এবং তখন তোমরা জানবে যে, আমি তার মধ্যে যা কিছু ঘটিয়েছি, তার কিছুই অকারণে ঘটাইনি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

**শ্লোক** - গা ৬:৪-৫; এজে ১৮:২০

*প্র* প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের পরীক্ষা করুক, তাহলে সে কেবল নিজের কাছে গর্ব করার কারণ পাবে, অপরের কাছে নয়;

*উ* কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

*প্র* পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না।

*উ* কেননা প্রত্যেককে নিজ নিজ বোঝা বহন করতে হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১১-১২)

**সান্ত্বনা-বাঁধনে ক্ষত বেঁধে দাও**

শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বর সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন তাকে কশাঘাত করেন* (হিব্রু ১২:৬); আর তুমি নাকি বলছ, তুমি হয়তো রেহাই পাবে। যে কেউ কশাঘাতের কষ্ট থেকে রেহাই পায়, সে সন্তানদের সংখ্যা থেকে বঞ্চিত। তাই—তুমি বলবে—তিনি কি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন? নিশ্চয়, তিনি সকল সন্তানকে কশাঘাত করেন আপন একমাত্র পুত্রকেও যেভাবে কশাঘাত করেছিলেন। সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার স্বরূপ থেকে জাত, *অবস্থায় ঈশ্বর হয়ে* (ফিলি ২:৬) যিনি পিতার সমতুল্য, যিনি সেই বাণী যাঁর

দ্বারা সমস্ত কিছু হয়েছে, কশাঘাত পাবার মত তাঁর কিছুই ছিল না বলেই তিনি কশাঘাত-ছাড়া না থাকবার জন্য মাংস পরিধান করলেন। তাহলে যিনি আপন নিষ্পাপ একমাত্র পুত্রকে কশাঘাত করেন, তিনি কি পাপ-পূর্ণ দত্তকপুত্রকে রেহাই দেবেন? প্রেরিতদূত বলেন, আমরা দত্তকপুত্রত্বে আহূত হয়েছি। আমরা দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করেছি যাতে একমাত্র পুত্রের সহউত্তরাধিকারী হতে পারি ও তাঁর নিজের উত্তরাধিকারও যেন হতে পারি: *আমার কাছে যাচনা কর, জাতিসকলকে তোমাকে দেব উত্তরাধিকার রূপে* (সাম ২:৮)। তিনি নিজ দুঃখযন্ত্রণায় আমাদের একটা আদর্শ দিলেন।

কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, পাছে ভাবী পরীক্ষায় তার পতন হয়, দুর্বলকে মিথ্যা প্রত্যাশা দিয়ে প্রবঞ্চনাও করতে নেই, ভয়-আতঙ্ক দেখিয়ে তাকে ভাঙতেও নেই। তাকে বল, *কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রাণ তৈরি কর* (সিরা ২:১)। আর সে হয়তো টলমল ও কম্পান্বিত হতে লাগবে, আর এগিয়ে যেতে সম্মত হবে না। কিন্তু তুমি তাকে এ বাণীও শোনাও, *ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তোমরা যা সহ্য করতে পার, তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না* (১ করি ১০:১৩)। ভাবী দুঃখযন্ত্রণার কথা প্রতিশ্রুত হওয়া ও প্রচার করাই দুর্বলকে সবল করা! কিন্তু অধিক অভিভূত হওয়ায় সন্ত্রাসিত এমন ব্যক্তির কাছে তুমি যখন ঈশ্বরের করুণার কথা প্রতিশ্রুত হও—এই অর্থে নয় যে, যত পরীক্ষা ঘুচে যাবে, কিন্তু এ অর্থে যে, মানুষ যা সহ্য করতে পারে তিনি তার ঊর্ধ্বে তাকে পরীক্ষিত হতে দেন না—তখন তুমি ঠিক যেন মানুষের ভগ্ন হাড় বেঁধে দিয়েছ।

এমন মানুষ আছে, যারা অবশ্যম্ভাবী কষ্টের কথা শুনে আাও বেশি অস্ত্রে নিজেদের সজ্জিত করে ও কেমন যেন নিজেদের পানীয়ের জন্য অধিক পিপাসিত হয়। এরা তো ভক্তজনদের ঔষধ নিজেদের জন্য সামান্য বলে মনে করে, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের গৌরবের অন্বেষণ করে। আবার অন্য কেউ আছে, যারা আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী সেই পরীক্ষাগুলোরই কথা শুনে (যার আসাটা খ্রিষ্টিয়ানের কাছে একান্তই অবধারিত বিষয় ও যা কেউই অনুভব করে সেই-ই ছাড়া যে প্রকৃত খ্রিষ্টিয়ান হতে ইচ্ছা করে), সেই সমস্ত কিছুর আগমনে অস্থির হয়ে উঠে হোঁচট খায়।

তুমি সান্ত্বনা-বাঁধনে ক্ষত বেঁধে দাও, যা ভেঙেছে তা বেঁধে দাও। একথা বল: 'ভয় করো না, তুমি যাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছ, পরীক্ষার দিনে তিনি তোমাকে একা ফেলে

রাখবেন না। ঈশ্বর বিশ্বস্ত; তুমি যা সহ্য করতে পার, তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাকে *পরীক্ষিত হতে দেবেন না।* একথা তুমি আমার কাছ থেকে নয়, সেই প্রেরিতদূতেরই মুখ থেকে শুনছ যিনি এও বলছেন, *তোমরা কি একটা প্রমাণ চাও যে, খ্রিষ্ট আমার অন্তরে কথা বলেন?* (২ করি ১৩:৩ দ্রঃ)। তাই তুমি যখন এ বাণী শোন, তখন স্বয়ং খ্রিষ্টের কাছ থেকেই তা শোন, এবং যিনি ইস্রায়েলকে চরান, তাঁরও কাছ থেকে তা শোন। সেই ইস্রায়েলীয়দের বলা হয়েছিল, *তুমি আমাদের পান করাবে অশ্রুজল, কিন্তু সীমিত মাত্রায়* (সাম ৮০:৬ লাতিন পাঠ্য)। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত যা বলেন, তথা তোমরা যা সহ্য করতে পার, *তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না,* তা নবীও বলেছিলেন, তথা, *কিন্তু সীমিত মাত্রায়।* তুমি কেবল এতে সাবধান থাক: যিনি তোমাকে শাস্তি দেন ও উৎসাহ দান করেন, তোমাকে আতঙ্কিত করেন ও সান্ত্বনা দেন, তোমাকে আঘাত করেন ও নিরাময় করেন, তাঁকে তুমি ত্যাগ করো না।'

**শ্লোক** - সাম ৪৪:২৩; রো ৮:৩৭; সাম ৪৪:১১, ১২

*প্র* তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য।

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

*প্র* তুমি বিপক্ষদের সামনে পিছিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করলে, আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছ বিজাতিদের মাঝে।

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-২৬)

## মাকাবীয় যুদা

[মাত্তাথিয়াসের মৃত্যুর পরে, একশ' ছেচল্লিশ সালে,] তাঁর সন্তান যুদা—যিনি মাকাবীয় বলে অভিহিত—তাঁর পদ নিলেন। তাঁর সকল ভাই ও সেই সকলে যারা তাঁর পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাঁকে সহায়তা দিলেন; আর তাঁরা ইস্রায়েলের জন্য উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন।

তিনি তাঁর আপন জাতির গৌরব আরও বৃদ্ধিশীল করলেন,
মহাবীরের মতই বক্ষস্ত্রাণ ধারণ করলেন,
কোমরে অস্ত্রসজ্জা বেঁধে নিলেন,
খড়্গ দ্বারা সৈন্যশ্রেণি রক্ষা করে বহু যুদ্ধে নামলেন।
তাঁর কর্মকীর্তিতে তিনি হলেন সিংহের মত,
শিকারের উপরে গর্জনকারী যুবসিংহেরই মত।
ধর্মত্যাগীদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের ধরলেন;
যারা জনগণকে কষ্ট দিত, তাদের তিনি আগুনে বিনাশ করলেন।
তাঁর ভয়ে ধর্মত্যাগীরা আতঙ্কিত হল,
সকল দুষ্কর্মাদের লজ্জা ভোগ করতে হল;
তাঁর নেতৃত্বে পরিত্রাণ এগিয়ে গেল।
তিনি বহু রাজাকে তিক্ততা ভোগ করালেন,
আপন কর্মকীর্তিতে যাকোবকে আনন্দিত করে তুললেন;
তাঁর স্মৃতি ধন্য হবে চিরকাল ধরে।
তিনি যুদার শহরে শহরে গেলেন,
সেখান থেকে যত ধর্মত্যাগীকে বিক্ষিপ্ত করলেন,
এভাবে ইস্রায়েল থেকে প্রতিশোধ দূর করে দিলেন।
তাঁর নাম পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হল,
যারা মরণাপন্ন অবস্থায় পড়েছিল, তাদের তিনি সম্মিলিত করলেন।

পরে আপল্লোনিওস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিজাতীয়দের এবং সামারিয়া থেকে শক্তিশালী এক সৈন্যদল জড় করল। কথাটা জানতে পেরে যুদা তার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে তাকে পরাজিত করে হত্যাও করলেন; অনেকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ল, এবং যারা নিজেদের বাঁচাতে পারল, তারা পালিয়ে গেল। তারা তাদের সম্পদ লুট করল; যুদা নিজের জন্য আপল্লোনিওসের খড়্গ রাখলেন, এবং তাঁর জীবনের সমস্ত দিন ধরে যুদ্ধ-সংগ্রামে সেই খড়্গ ব্যবহার করলেন। সিরিয়ার সৈন্যদলের সেনাপতি সেরোন যখন খবর পেল যে, যুদা বহু বিশ্বস্ত লোক ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে নিয়ে একটা সৈন্যদল গড়েছেন, তখন বলল, 'এবার আমার সুনাম হবে! সেই যুদা ও তার লোকেরা যারা রাজার আদেশ অবজ্ঞা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমি রাজ্যের মধ্যে গৌরব অর্জন করব।' তাই সবকিছু প্রস্তুত করে সে রণ-অভিযান চালাল; ইস্রায়েলীয়দের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সহকারী বাহিনী হিসাবে ছিল ধর্মত্যাগীদের একটা বিপুল দল। সে বেথ্-হরোনের চড়াই পথে প্রায় এসে পৌঁছেছিল, এমন সময় যুদা সঙ্কীর্ণ একটা দলের সঙ্গে তার সম্মুখীন হলেন। কিন্তু নিজেদের বিরুদ্ধে সেই সৈন্যদল এগিয়ে আসতে দেখেই এরা যুদাকে বলল, 'এত স্বল্পসংখ্যক মানুষ হয়ে আমরা কেমন করে তেমন বিপুল দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারব? তাছাড়া, আমরা আজ না খেয়ে আছি!' যুদা উত্তর দিলেন, 'অনেকে স্বল্পজনের হাতে পড়বে, এমনটি অসাধ্য নয়; এমনকি, অনেকের দ্বারা বা অল্পজনের দ্বারাই ত্রাণকর্ম সাধন করা স্বর্গের পক্ষে কোন ব্যবধান নেই; কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে। ওরা আমাদের নিজেদের, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের ছেলেদের বিনাশ করার জন্য ও আমাদের সম্পদ লুট করার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই এগিয়ে আসছে; কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই সংগ্রাম করছি। তিনিই আমাদের চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন; তোমরা ওদের ভয় করো না।'

একথা বলা শেষ করে তিনি হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সেরোনকে ও তার সৈন্যদলকে তাঁর চোখের সামনে পরাস্ত করা হল, আর তারা তাকে বেথ্-হরোনের নিম্নগামী পথ দিয়ে সমতল ভূমি পর্যন্ত ধাওয়া করল। ওদের মধ্যে প্রায়

আটশ'জন মারা পড়ল, বাকি সকলে ফিলিস্তিনিদের দেশে পালিয়ে গেল। এইভাবে যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা ভয়ের কারণ হতে লাগলেন, এবং আশেপাশের জাতিগুলি সন্ত্রাসে আক্রান্ত হল। তাঁর সুনাম রাজার কানে পর্যন্তও গেল, এবং জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদার কর্মকীর্তি আলাপের বিষয় হল।

**শ্লোক** - ১ মাকা ৩:২০, ২২, ১৯, ২১ দ্রঃ

*প্র* ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা ও অভক্তিভরেই এগিয়ে আসছে, তোমরা কিন্তু ওদের ভয় করো না, কারণ যুদ্ধে জয়লাভ সৈন্যদলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না,

*উ* স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে।

*প্র* আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণের জন্য ও আমাদের বিধিবিধানের জন্যই সংগ্রাম করছি। তিনিই আমাদের চোখের সামনে ওদের চূর্ণবিচূর্ণ করবেন:

*উ* স্বর্গ থেকেই বরং শক্তি আসে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (৫ম ধর্মশিক্ষা ১০-১১)

**বিশ্বাসের প্রতাপ মানব-শক্তির ঊর্ধ্বেই কার্যকর**

শব্দ হিসাবে বিশ্বাস-নামটি এক, কিন্তু তার অর্থ দ্বিমুখী। একপ্রকার বিশ্বাস রয়েছে যা ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত: এ বিশ্বাস তত্ত্বের প্রতি আত্মার উপলব্ধি ও সম্মতিতে ব্যক্ত, ও আত্মার উপযোগিতা সাধনে ব্যস্ত, যেভাবে প্রভু বলেন: *যে আমার কথা শোনে, ও যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হয় না* (যোহন ৫:২৪); আরও, *পুত্রতে যে বিশ্বাস রাখে, সে বিচারাধীন হয় না,* মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয় (যোহন ৫:২৪ দ্রঃ)।

আহা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কী মহান মঙ্গলময়তা! ধার্মিকেরা সুদীর্ঘ বছরগুলির পরিশ্রমে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হলেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে ঈশ্বরের গ্রহণীয় সেবা করায় যা লাভ করেছিলেন, তা যিশু তোমাকে এক মুহূর্তেই মঞ্জুর করছেন। কেননা তুমি যদি বিশ্বাস কর যে যিশু খ্রিষ্ট হলেন প্রভু, ও ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবে পরিত্রাণ পাবে, ও তাঁরই দ্বারা পরমদেশে স্থানান্তরিত

হবে যিনি সেই অপকর্মাকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং তা সম্ভব হবে কিনা, এ বিষয়ে তোমার যেন সন্দেহের লেশমাত্র না থাকে, কেননা যিনি এই পবিত্র গলগথায় এক মুহূর্তেরই বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই অপরকর্মাকে পরিত্রাণ করলেন, তুমি বিশ্বাস করলে তিনি তোমাকেও পরিত্রাণ করবেন।

তবু আর একপ্রকার বিশ্বাস আছে, যা অনুগ্রহ হিসোবই খ্রিষ্ট দ্বারা দান করা হয়: *সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা* (১ করি ১২:৮-৯)। সুতরাং পবিত্র আত্মা দ্বারা দান হিসাবে মঞ্জুর করা এই বিশ্বাস কেবল ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত নয়, কিন্তু তার গুণ এমন কার্যকর যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে। কেননা তেমন বিশ্বাসের অধিকারী এই পর্বতকে বলে, *এখান থেকে ওখানে সরে যাও, আর তা সরে যাবেই* (মথি ১৭:২০)। কেননা যে কেউ একথা বলবে ও মনে সন্দেহমাত্র না করে বিশ্বাস করবে যে তা ঘটবেই, সে-ই সেই অনুগ্রহ লাভ করে।

ঠিক এপ্রকার বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: *যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে …* (মথি ১৭:২০); কেননা যেভোব দানা হিসাবে সর্ষে-দানা ছোট্ট, তবু অগ্নিময় প্রভাবের অধিকারী, ও সঙ্কুচিত স্থানে বোনা হয়ে দানাটা লম্বা লম্বা শাখা চারদিকে ছড়ায়, ও একবার পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে আকাশের পাখিদের জন্যও ছায়া দিতে পারে (মথি ১৩:২২), ঠিক সেইভাবেই বিশ্বাস এক নিমেষেই আত্মায় অসাধারণ কিছু সাধন করতে সক্ষম।

যখন মন ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবে, তখন বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তা তার সাধ্যমত ঈশ্বর-দর্শনে নিবদ্ধ, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে, ও এ বর্তমান যুগের শেষের আগেও ইতিমধ্যেই শেষবিচার দেখতে পায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারও ইতিমধ্যে ভোগ করে। তাই তুমি এমন বিশ্বাসের অধিকারী হও যা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে, যাতে তাঁর কাছ থেকে সেই বিশ্বাসও পেতে পার, যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে কার্যকর।

শ্লোক - গা ২:১৬; রো ৩:২৫

প্র বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারা নয়, কেবল যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই মানুষকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।

উ আমরাও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।

উ আমরাও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হই।

# রবিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১৬:৩, ৫খ-৭ক, ৮-১৫ক, ৩৭ক, ৪০-৪৩, ৫৯-৬৩)

## ঈশ্বরের অবিশ্বস্তা কনে যেরুশালেম

প্রভু পরমেশ্বর যেরুশালেমকে একথা বলছেন: 'উৎপত্তিতে ও জন্মসূত্রে তুমি কানানীয়দেরই দেশের; তোমার পিতা ছিল আমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। তোমার সেই জন্মদিনেই তোমাকে ঘৃণার বস্তুর মত খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আর আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি তোমার রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলে; আর তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" হ্যাঁ, তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" আমি মাঠের ঘাসের মতই তোমার বৃদ্ধি ঘটালাম, তখন তুমি বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে উঠলে, পরম কান্তিতে ভূষিতা হলে।

তখন আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম; আর দেখ, তোমার সময় ভালবাসার সময়, তাই আমি তোমার উপরে আমার আপন চাদরের প্রান্তভাগ বাড়িয়ে তোমার উলঙ্গতা ঢেকে দিলাম; এবং শপথ করে তোমার সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করলাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আর তুমি আমারই হলে। আমি তোমাকে জলে স্নান করালাম, তোমার দেহ থেকে সমস্ত রক্ত মুছে দিলাম, ও তেল মাখালাম; তোমাকে বিচিত্র বসন পরালাম, পায়ে তহশচর্মের জুতো, ও মাথায় ক্ষোমের ভূষণ দিলাম ও রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে দিলাম; তোমাকে নানা ভূষণে ভূষিতা করলাম, হাতে

দিলাম কঙ্কণ ও গলায় হার; নাকে দিলাম নথ, কানে দুল ও মাথায় উজ্জ্বল মুকুট। এভাবে তুমি সোনা ও রুপোতে বিভূষিতা হলে; তোমার পরিচ্ছদ ক্ষোম-সুতো ও রেশমীতে নির্মিত এবং শিল্পকর্মে বিচিত্র হল; সেরা ময়দা, মধু ও তেল ছিল তোমার খাদ্য; তুমি উত্তরোত্তর সুন্দরী হয়ে অবশেষে রানীপদে উন্নীতা হলে। তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার খ্যাতি জাতিসকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ আমি তোমার উপর যে মহিমা আরোপ করেছিলাম, তাতেই তোমার সৌন্দর্য সিদ্ধিলাভ করেছিল—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

কিন্তু তুমি নিজের সৌন্দর্যে নিজেই আসক্তা হলে, এবং নিজের খ্যাতি হাতিয়ার করে বেশ্যা হলে।

সুতরাং দেখ, আমি তোমার সেই সকল প্রেমিককে জড় করব যাদের কাছে তুমি তত তৃপ্তি দিয়েছ।

তারা তোমার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করবে, তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে ও খড়্গের আঘাতে বিঁধিয়ে দেবে। তারা তোমার বাড়ি-ঘরে আগুন দেবে, বহু নারীদের চোখের সামনে তোমাকে যোগ্য বিচারদণ্ড দেওয়া হবে; এইভাবে আমি তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করাব, আর তুমি আর কাউকে উপহার দেবে না। তোমার উপর আমার রোষ পরিতৃপ্ত হলে আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা তোমাকে ছেড়ে যাবে; আমি শান্ত হব, আর ক্ষুব্ধ হব না। আর যেহেতু তুমি তোমার তরুণ বয়সের কথা কখনও স্মরণ করনি, এবং আমার রোষ জাগানো ছাড়া কিছু করনি, সেজন্য দেখ, আমিও তোমার সমস্ত কর্মফল তোমার উপরে নামিয়ে দেব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। তোমার এইসব জঘন্য কর্মের পরে তুমি আর কুকর্ম জমাবে না।

কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি যেমন ব্যবহার করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করেছি; কারণ তুমি শপথ অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছ। কিন্তু তোমার তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরস্থায়ী। তখন তোমার আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তুমি লজ্জাবোধ করবে—যখন তুমি তোমার বড় বোনদের সঙ্গে তোমার ছোট বোনদেরও গ্রহণ করবে, আর আমি কন্যারূপেই তাদের তোমাকে দেব, কিন্তু

তোমার সঙ্গে আমার সন্ধির জোরে নয়! আমি তোমার সঙ্গে আমার সন্ধি নবায়ন করব; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু; ফলে আমি যখন তোমার সমস্ত কর্ম ক্ষমা করব, তখন তুমি যেন তা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করতে পার, ও নিজের অপমানের খাতিরে আর কখনও মুখ খুলতে না পার—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

**শ্লোক** - ইশা ৫৪:৬, ৮; এজে ১৬:৬০ দ্রঃ

*প্র* আমি তোমাকে পরিত্যক্তা পত্নীর মত ডেকেছি; ক্রোধের আবেশে তোমা থেকে শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম।

*উ* চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি—প্রভুর উক্তি।

*প্র* তোমার তরুণ বয়সে তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরস্থায়ী।

*উ* চিরকালীন কৃপায় তোমাকে স্নেহ করেছি—প্রভুর উক্তি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১৩)

**দুর্বল খ্রিষ্টভক্ত**

প্রভু একথা বলেন: *যে মেষ দুর্বল, তাকে তোমরা বলবান করনি* (এজে ৩৪:৪)।

তিনি তাদেরই উদ্দেশ করে একথা বলেন, যারা মন্দ পালক, নকল পালক, যারা যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থ নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে, ও দুধ ও পশম ভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে মেষগুলোকে সেবাযত্ন করে না, এবং পীড়িত মেষকে সবল করে না। এখানে দুর্বল অর্থাৎ বলহীন ও পীড়িত অর্থাৎ অসুস্থের কথা উল্লিখিত, আর যদিও দুর্বল অসুস্থও বলে অভিহিত হতে পারে, তবু আমার মতে দুর্বল ও পীড়িতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সতর্কতা দরকার, পাছে পরীক্ষা দুর্বলকে আক্রমণ করলে সে ভেঙে পড়ে। কিন্তু পীড়িতজন কোন এক দুর্মতিতে ইতিমধ্যেই ভুগছে, আর এ দুর্মতি ঈশ্বরের পথে পা দিতে ও খ্রিষ্টের জোয়াল তুলে নিতে তাকে বাধা দেয়। সেই লোকদেরই দিকে মন আকর্ষণ কর, যারা সৎজীবন যাপন করার ইচ্ছা করে; তারা তো সৎজীবন যাপন করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ সৎকর্ম করতে যতই প্রস্তুত, তার চেয়ে অমঙ্গল সহ্য করতে কম

উপযুক্ত। কিন্তু খ্রিষ্টভক্তের দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্য সৎকর্ম করা শুধু নয়, অমঙ্গলও সহ্য করা। ফলে যারা সৎকর্ম সাধনে উদ্দীপনা দেখায় কিন্তু আসন্ন দুর্গতি সহ্য করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, তারা দুর্বল। একই প্রকারে, যারা কোন দুর্মতির আবেগে সংসারকে ভালবেসে সৎকর্ম থেকেও বিরত থাকে, তারা পীড়িত বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, ও তাদের সেই পীড়নের ফলেই তারা কেমন যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ে কোন সৎকর্ম সাধন করতে অক্ষম।

আত্মায় তেমনই ছিল সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, যাকে প্রভুর কাছে ঘরের মধ্যে আনতে না পারায় যারা তাকে বহন করছিল তারা ছাদ খুলে দিয়ে তাকে নামিয়েছিল। তোমাকেও সেইভাবে করতে হবে, যদি আত্মার বেলায় এমনটি করতে চাও যাতে ছাদ খুলে দিয়ে সর্বাঙ্গে অসুস্থ, সৎকর্মে শূন্য, নিজ পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত ও নিজ দুর্মতির রোগে পীড়িত সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত আত্মাকে প্রভুর সামনে নামাতে পার। ফলে সেই আত্মা সর্বাঙ্গে অসুস্থ হলে ও তার পক্ষাঘাত যদি অন্তরেই লুক্কায়িত, তাহলে চিকিৎসকের সামনে তাকে আনবার জন্য—চিকিৎসক অবশ্যই আছেন, তিনি লুকিয়ে আছেন, অন্তরেই রয়েছেন, আর এই তো শাস্ত্রের সেই গুপ্ত অর্থ যা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন!—তাহলে, আবার বলছি, চিকিৎসকের সামনে তাকে আনবার জন্য ছাদ খুলে দাও ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নামিয়ে দাও, অর্থাৎ যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে, তা [প্রভুর সামনে] ব্যক্ত কর।

যারা তা করে না ও যারা তা করতে অবহেলা করে, তারা যে কি শুনবে তোমরা তা শুনেছে: *যে মেষ অসুস্থ ছিল, তাকে তোমরা বলবান করনি, আর যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষত বাঁধনি* (এজে ৩৪:৪): এর অর্থ আগেও বলেছি, এ ব্যক্তি পরীক্ষার আতঙ্কে ভেঙে পড়েছিল: যা ভেঙে পড়েছে, তা সঠিক করার উপায় হল এই সান্ত্বনা বাণী: *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তোমরা যা সহ্য করতে পার, তিনি তার ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন যাতে তোমরা তা বহন করতে পার* (১ করি ১০:১৩)।

শ্লোক - ১ করি ৯:২২-২৩ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের উদ্দেশে দুর্বলদের জয় করার জন্য আমি দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল।

ঊ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

প্ সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি।

ঊ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৪:৩৬-৫৯)

## পবিত্রধাম-শুচীকরণ ও পুনরুৎসর্গীকরণ

একদিন যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা বললেন, 'দেখ, আমাদের শত্রুরা চূর্ণ হয়েছে; চল, আমরা পবিত্রধাম আবার শুচি করে তুলি এবং তা পুনরায় [ঈশ্বরের উদ্দেশে] উৎসর্গ করি।' তাই গোটা সৈন্যদলকে জড় করে তাঁরা সিয়োন পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে এসে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, পবিত্রধাম শূন্য, যজ্ঞবেদি কলুষিত এবং যত মন্দিরদ্বার পোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে; বন্য বা পার্বত্য জায়গার মত সমস্ত প্রাঙ্গণ জুড়ে ঘাস বেড়ে উঠেছে; এবং পবিত্র লোকালয় সবই ধ্বংসস্তূপ! তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, জোর গলায় কাঁদতে লাগলেন, গায়ে ছাই মাখলেন, উপুড় হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, এবং তুরিধ্বনির সঙ্কেতে স্বর্গের দিকে চিৎকার করলেন।

যুদা তাঁর লোকদের আদেশ দিলেন, পবিত্রধাম আবার শুচি না করা পর্যন্ত তারা রাজপুরীর যোদ্ধাদের সংগ্রামে ব্যস্ত রাখবে। তারপর তিনি এমন অনিন্দ্য ও বিধানভক্ত যাজকদের বেছে নিলেন, যারা পবিত্রধাম শুচি করে তুলল এবং অপবিত্রীকৃত পাথরগুলো অশুচি একটা জায়গায় নিয়ে গেল। আহুতি-বেদি কলুষিত করা হয়েছিল বলে তারা তা নিয়ে যে কী করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রণা করল। শেষে তারা যথোপযুক্ত ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, বিজাতীয়দের হাতে অপবিত্রীকৃত হয়েছিল বলে সেই বেদি যেন তাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় না হয় সেজন্য তা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই তারা বেদিটা ভেঙে দিল, এবং তার পাথরগুলো গৃহের পর্বতে এমন উপযুক্ত জায়গায় রাখল, যতদিন না একজন নবীর উদয় হয় যিনি সেই পাথরগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর তারা বিধানমতে খোদাই-না-করা পাথরগুলো নিয়ে আগেকার বেদির মত নতুন একটা বেদি গাঁথল; পরম পবিত্রস্থান পুনঃসংস্কার করল, গৃহের ভিতরের অঙ্গ ও প্রাঙ্গণগুলো শুচীকৃত করল; পবিত্র পাত্রগুলো নতুন করে তৈরি করল, এবং দীপাধার, ধূপবেদি ও ভোজনপাটটা মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে দিল। পরে বেদির উপরে ধূপ পোড়াল এবং দীপাধারের উপরে প্রদীপ জ্বালাল, আর সেগুলোর আলোতে মন্দির উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। তারা রুটিগুলো ভোজনপাটের উপরে রাখল এবং পরদাগুলো টেনে নিল। এইভাবে তারা তাদের শুরু করা কাজ সমাধা করল।

একশ' আটচল্লিশ সালের নবম মাসের, অর্থাৎ কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিনে তারা ভোরে উঠে তাদের পুনঃসংস্কার করা আহুতি-বেদির উপরে বিধানমতে বলি উৎসর্গ করল। যে সময়ে ও যে দিনে বিজাতীয়রা তা কলুষিত করেছিল, সেই একই সময়ে ও একই দিনে স্তবগানের মধ্যে ও সেতার, বীণা ও করতালের ঝঙ্কারে বেদিটি পুনরায় পবিত্রীকৃত করা হল। গোটা জনসমাজ উপুড় হয়ে প্রণিপাত করল এবং সেই স্বর্গের প্রতি আরাধনা ও ধন্য-স্তুতিবাদ অর্পণ করল, যিনি তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। তারা আট দিন ধরেই বেদি উৎসর্গীকরণ পর্ব উদ্‌যাপন করল, আনন্দের মধ্যে আহুতি দিল এবং ধন্যবাদ ও স্তুতি-যজ্ঞ উৎসর্গ করল। পরে তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল; মন্দিরের সদর ফটকগুলো ও পবিত্র লোকালয় নতুন করে তৈরি করল; সেখানে আবার নতুন দরজা দিল। বিজাতীয়দের অপমান মুছে দেওয়া হয়েছিল বলে জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল। যুদা, তাঁর ভাইয়েরা ও গোটা ইস্রায়েল-সমাবেশ তখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন: কিস্লেব মাসের পঞ্চবিংশ দিন থেকে শুরু ক'রে আট দিন ধরে, আনন্দের মধ্যে প্রতিটি বছরে ঠিক সময়ে বেদি উৎসর্গীকরণ পর্বের দিনগুলি পালন করা হবে।

শ্লোক - ১ মাকা ৪:৫৭, ৫৬, ৫৮; ২ মাকা ১০:৩৮

প্র তারা নানা স্বর্ণ মালায় ও ছোট্ট ঢাল লাগিয়ে মন্দিরের অগ্রভাগ ভূষিত করল ও বেদি উৎসর্গীকরণ পর্ব উদ্‌যাপন করল;

উ জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল।

প্র তারা বন্দনাগান ও ধন্যবাদগীতি গেয়ে সেই প্রভুকে ধন্য বলল;

উ জনগণের অন্তরে মহা আনন্দ ছিল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (৫ম ধর্মশিক্ষা ১২-১৩)

## বিশ্বাস-সূত্র

বিশ্বাস গ্রহণ করতে ও ঘোষণা করতে গিয়ে তুমি কেবল সেই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধর ও রক্ষা কর যা এখন মণ্ডলী দ্বারা তোমার কাছে সম্প্রদান করা হচ্ছে ও যা সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণিত। কিন্তু যেহেতু দক্ষতার অভাবে কিংবা অন্য কারণে অনেকে শাস্ত্র পড়তে পারে না, সেজন্য আত্মা যেন অজ্ঞতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা বিশ্বাসের সমস্ত তত্ত্ব স্বল্প পদগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে রাখি। আমার নির্দেশ, তোমরা যেন এ বিশ্বাস তোমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে পাথেয়রূপে বহন কর ও এ বিশ্বাস ছাড়া যেন অন্য বিশ্বাস না গ্রহণ কর: আমরা যারা এখন তা শেখাচ্ছি, নিজেরাই মত পাল্টিয়ে বিপরীত কিছু বললে তখনও নয়, এমনকি কোন বিরোধী দূত আলোর দূতে রূপান্তরিত হয়ে তোমাকে ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ করতে চাইলে তখনও নয়। কেননা *আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক* (গা ১:৮)।

বিশ্বাস-সূত্রটি মুখস্থ কর, কেননা সূত্রগুলো মানুষের পছন্দমত রচিত হয়নি, কিন্তু বিশ্বাসের এই অনন্য ধর্মতত্ত্ব গোটা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বচনগুলো দ্বারাই গঠিত ও পরিপূর্ণ। আর যেমন সর্ষে-বীজের একটি ছোট্ট দানায় বহু ডালপালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি বিশ্বাস-সূত্রটি স্বল্প কথার মধ্যে ঠিক যেন বুকের মধ্যেই সেই ধর্মতত্ত্বগুলির গোটা সারকথা ঘিরে রাখে যা পুরাতন ও নূতন নিয়মে উপস্থিত।

এজন্য ভাইবোনেরা, তোমরা যা এখন গ্রহণ করতে যাচ্ছ, সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষা সযত্নে ধরে রাখ ও তোমাদের হৃদয়-গভীরেই তা লিপিবদ্ধ কর।

ভক্তি সহকারে সতর্ক থাক, পাছে সেই শত্রু দৈবাৎ তোমাদের শিথিল ও উদাসীন অবস্থায় পেয়ে এ মহাধন তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, কোন ভ্রান্তমপন্থীও পাছে যা তোমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে সেটার একটা একটামাত্র অংশও বিকৃত করে। কেননা বিশ্বাস বলতে টেবিলের উপরে ফেলানো সেই রুপোর টাকা বোঝায়, যা এইমাত্র

তোমাদের কাছে ধার দেওয়া হয়েছে; কারণ ঈশ্বর তোমাদের কাছ থেকে সঞ্চয়ের জবাবদিহি চাইবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি* (১ তি ৬:১৩) : যে বিশ্বাস তোমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত তা তোমরা কলঙ্কহীন রক্ষা কর।

জীবন-ধন তোমার কাছে এখন ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং প্রভু তাঁর আবির্ভাবের দিনে তাঁর আপন সঞ্চয় দাবি করবেন—হ্যাঁ, *নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়* (১ তি ৬:১৫-১৬)। তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - হিব্রু ১০:৩৮-৩৯

প্র আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে; কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না।

উ আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

প্র যে বিশ্বাস করে না, সে ন্যায় পথে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না।

উ আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:৩-১৫, ১৯-২৪)

**বিনাশ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বাণী**

তুমি বল : 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল,
তার ডানা বিশাল, তার পালক লম্বা লম্বা ও বিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ ;
পাখিটা লেবাননে এসে
এরসগাছের চূড়া ছিঁড়ে নিল ;
সে তার সর্বোচ্চ ডাল ছিন্ন ক'রে
বণিকদের দেশে নিয়ে গিয়ে দোকানদারদের এক নগরে রাখল।
সেই দেশের এক বীজাঙ্কুর বেছে নিয়ে
সে তা উর্বর এক খেতে লাগিয়ে দিল ;
মহাজলরাশির স্রোতের ধারেই তা রাখল,
ঝাউগাছের মতই তা রোপণ করল।
তা গজিয়ে উঠে তত উঁচু নয় এমন বিস্তীর্ণ আঙুরলতা হল ;
তার শাখা সেই ঈগলের দিকে ফিরল,
ও সেই পাখির নিচেই তার শিকড় গাড়ল।
তা এমন আঙুরলতা হল,
যাতে পল্লব গজাল ও শাখা বিস্তৃত করল।
কিন্তু বিশাল ডানা ও বহু লোমে পরিপূর্ণ
আর এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল।
আর দেখ, আঙুরলতা তারও দিকে শিকড় বাড়াল,

তারও দিকে শাখা বিস্তার করল,
সে যেখানে রোপিত ছিল,
সেই বাগিচা থেকে যেন তাকে জলসিক্ত করে।
সে জলরাশির ধারে
উর্বর মাটিতে রোপিতা হয়েছিল,
বহু শাখায় ভূষিতা ও ফলবতী হয়ে
যেন উৎকৃষ্ট আঙুরলতা হতে পারে।

আচ্ছা, তুমি তাদের একথা বল:
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সে কি সফল হতে পারবে?
বরং সেই পাখি কি তার শিকড় উৎপাটন করবে না?
তার যত ফল কি সংগ্রহ করবে না
যেন তার ডালের নবীন যত ডগা ম্লান হয়?
সমূলে তাকে তুলে নেবার জন্য
তত বলবান হাত বা বহু বহু লোক লাগবেই না!
সে রোপিত আছে বটে,
কিন্তু সফল হতে পারবে?
নাকি, পুব বাতাস তাকে স্পর্শ করামাত্র সে একেবারে শুকিয়ে যাবে?
সে যে বাগিচায় গজিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইখানে শুকিয়ে যাবে!'

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষকে তুমি একথা বল: তোমরা কি এর অর্থ জান না? তাদের বল: দেখ, বাবিলন-রাজ যেরুশালেমে এসে তার রাজাকে ও তার নেতাদের নিজেরই কাছে সেই বাবিলনে নিয়ে গেল। সে রাজবংশের একজনকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করল ও শপথে তাকে আবদ্ধ করল। পরে সে দেশের পরাক্রমী সকলকে দেশছাড়া করল, যেন রাজ্য দুর্বল হয়ে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেও যেন স্থিতিশীল হয়ে তার সঙ্গে সেই সন্ধি রক্ষা করে। কিন্তু সে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে রণ-অশ্ব ও বহু সৈন্য যোগাড় করার জন্য মিশরে দূত

পাঠাল। সে কি সফল হতে পারবে? এমন কাজ যে করে, সে কি কখনও নিষ্কৃতি পাবে? সন্ধি যে ভঙ্গ করে, সে কি কখনও অদণ্ডিত থাকবে?

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার জীবনেরই দিব্যি, আমার যে শপথ সে অবজ্ঞা করেছে, আমার যে সন্ধি সে ভঙ্গ করেছে, এই সমস্ত কিছুর ফল আমি তার মাথায় নামিয়ে আনব। আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি তাকে বাবিলনে নিয়ে যাব, এবং সেইখানে তার বিচার করব, কারণ সে আমার প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। তার সৈন্যদলের সেরা যোদ্ধারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, যারা রেহাই পাবে, তাদের চার বায়ুতে বিক্ষিপ্ত করা হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, একথা বললাম।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
আমিই উচ্চ এরসগাছের চূড়া থেকে,
তার সর্বোচ্চ ডালগুলো থেকে একটা কচি ডাল তুলে নিয়ে
উচ্চ ও সমুন্নত এক পর্বতে তা রোপণ করব;
ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব।
তা বহু শাখায় ভূষিত হবে ও ফলবান হবে,
হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।
তার তলে সবরকম উড়ন্ত প্রাণী বাসা বাঁধবে,
তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।

তাতে বনের সমস্ত গাছ জানবে যে,
আমিই প্রভু,
যিনি উচ্চ গাছ নত করি ও নিচু গাছ উচ্চ করি;
সতেজ গাছ শুষ্ক করি ও শুষ্ক গাছ সতেজ করি।
আমিই, প্রভু, একথা বললাম, আর তাই করব।'

**শ্লোক** - এজে ১৭:২৩; মথি ১৩:৩১, ৩২

*প্র* আমি ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব, তা হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।

*উ* তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।

*প্র* স্বর্গরাজ্য তেমন একটা সর্ষে-দানার মত, যা সকল বীজের চেয়ে ছোট, কিন্তু একবার বেড়ে উঠলে পর তা গাছ হয়ে ওঠে।

*উ* তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১৪-১৫)

**সময়ে অসময়ে কাজে অনুরক্ত হও**

*যে মেষ পথভ্রষ্ট, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি।* ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে চলাকালে এটিই বিপদ। *যে মেষ পথভ্রষ্ট, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি* (এজে ৩৪:৪)। এ মুহূর্তে আমরা ঠিক যেন দস্যুর হাতে ও ক্রোধোন্মত্ত নেকড়ের দাঁতে পড়ে আছি, আর আমাদের তেমন বিপদের কারণে তোমাদের অনুরোধ করছি যেন প্রার্থনা কর। তাছাড়া মেষগুলোও বাধ্য নয়। তারা হারিয়ে গেলে আমরা তাদের খোঁজে গেলে তারা নাকি নিজ ভ্রান্তি ও সর্বনাশ ঘটিয়ে বলে যে, তারা আমাদের নয়: 'তোমরা কেন আমাদের চাচ্ছ? কেন আমাদের খোঁজ করছ?' ঠিক যেন তাদের চাওয়া ও খোঁজ করার কারণ এ নয় যে, তারা পথভ্রষ্ট ও হারানো! তেমন মানুষ নাকি বলে, 'আমি ভ্রান্তি ও সর্বনাশের হাতে থাকলে তুমি আমাকে চাচ্ছ কেন? কেন আমার খোঁজ করছ?' তুমি ভ্রান্তিতে রয়েছ বলেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছি; তুমি হারানো বলেই আমি তোমাকে খুঁজতে চাচ্ছি। 'আমি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছি, এভাবেই নিজেকে হারাতে চাচ্ছি।'

তুমি কি এভাবেই পথভ্রষ্ট হতে চাচ্ছ? এভাবেই কি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ? কিন্তু আমি মহত্তর কারণেই তা চাচ্ছি না, এজন্য তোমাকে স্পষ্টই বলছি, সময়ে অসময়েই কথা বলতে থাকব। আমি তো প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনতে পাচ্ছি: *বাণী প্রচার কর,*

*সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল* (২ তি ৪:২)। কাদের কাছে সময়ে, ও কাদের কাছে অসময়ে? তাদেরই কাছে সময়মত, যারা সম্মত; তাদেরই কাছে অসময়ে, যারা অসম্মত। হ্যাঁ, আমি অসময়েও কথা বলতে প্রস্তুত, তাই সাহস করে তোমাকে বলছি: তুমি পথভ্রান্ত হতে চাচ্ছ, তুমি নিজেকে হারাতে চাচ্ছ, আচ্ছা, আমি তা চাচ্ছি না। পরিশেষে তিনিই তা চাচ্ছেন না, যিনি আমাকে আতঙ্কিত করেন। আমি তোমাদের সর্বনাশ চাইলে, শোন তিনি আমাকে কী বলবেন, শোন আমার বিরুদ্ধে তিনি কী অভিযোগ তুলবেন: *যে মেষ পথভ্রষ্ট ছিল, তাকে তোমরা ডেকে ফিরিয়ে আননি, যেটা পথহারা, তাকে খোঁজ করনি।* আমি কি তাঁর চেয়ে তোমাকেই ভয় করব? *আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে হবে* (২ করি ৫:১০)।

পথভ্রষ্ট তোমাকে আমি ডাকতে থাকব, হারানো তোমাকে আমি অনুসন্ধান করতে থাকব। তুমি চাইলে বা না চাইলেও আমি তাই করব। আর তোমার খোঁজে যদিও বনের কাঁটাগাছ আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, তবু আমি যত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে ঢুকব, যত ঝোপের মধ্যে অনুসন্ধান করব, আর প্রভু আমাকে যতখানি শক্তি দেবেন আমি সর্বস্থানেই ততখানি চলতে থাকব। আমি পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনব, হারানোর খোঁজে ব্যস্ত থাকব। যদি আমাকে সহ্য করে বিরক্ত হতে না চাও, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ো না, হারিয়ে যেয়ো না।

তুমি পথভ্রষ্ট ও হারানো হলে আমি যে দুঃখ করব, তা তো যথেষ্ট নয়; আমার ভয়, তোমাকে অবহেলা করায় আমি সবলকেও হত্যা করব। কেননা পরবর্তী বাণী শোন: *যে মেষ বলবান ছিল, তোমরা তাকে শেষ করে দিয়েছ* (এজে ৩৪:৪)। আমি পথভ্রষ্ট ও পথহারা মেষটিকে অবহেলা করলে তবে যেটা ছিল বলবান সেটাও ভ্রষ্ট হতে ও নিজেকে হারাতে আনন্দবোধ করবে।

**শ্লোক** - সিরা ৪:২৩, ২৪; ২ তি ৪:২

*প্র* উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না।

*উ* কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

*প্র* বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল।

*উ* কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের দ্বিতীয় পুস্তক থেকে পাঠ (১২:৩২-৪৬)

## মৃতদের কল্যাণে পাপার্থে বলিদান

পঞ্চাশত্তমী বলে অভিহিত এই পর্বের পর তারা ইদুমেয়ার সেনাপতি গর্গিয়াসের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। গর্গিয়াস তাঁর তিন হাজার পদাতিক সৈন্য ও চারশ'জন অশ্বারোহীর সামনে এগিয়ে এলেন, আর তখন যে যুদ্ধ বেধে গেল, সেই যুদ্ধে অল্প কয়েকজন ইহুদী মারা পড়ল। বাকেনোরের লোকদের মধ্যে দসিতেওস নামে একজন যোদ্ধা—সে নিপুণ অশ্বারোহী বীরপুরুষ ছিল—গর্গিয়াসকে আক্রমণ করল; তাঁর চাদর ধরে সে তাঁকে প্রবল শক্তির সঙ্গে টেনে নিচ্ছিল; চাচ্ছিল, সে সেই ধূর্তকে জীবিতই ধরবে; কিন্তু থ্রাকীয় একজন অশ্বারোহী দসিতেওসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাঁধ কেটে ফেলল; তাই গর্গিয়াস মারিসাতে পালিয়ে যেতে পারলেন। এদিকে, যেহেতু এসদ্রিয়া ও তার লোকেরা বেশ কিছু সময় ধরে লড়াই করার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্য যুদা প্রভুকে মিনতি জানালেন, যেন যুদ্ধে তিনি তাদের মিত্র ও নেতা রূপে নিজেকে দেখান। তারপর মাতৃভাষায় জোর গলায় রণধ্বনি তুলে ও বন্দনাগান করতে করতে তিনি গর্গিয়াসের সৈন্যদলকে আকস্মিক আঘাতে আক্রমণ করে তাদের হটিয়ে দিলেন।

পরে যুদা সৈন্যদলকে জড় করে আদুল্লাম শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সপ্তাহের সপ্তম দিন হওয়ায় তারা প্রথামত আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন করে সেখানে শাব্বাৎ কাটাল। ব্যাপারটা প্রয়োজনীয় বলে দাঁড়িয়েছে বিধায় যুদার লোকেরা পরদিন মৃতদের তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিমন্দিরে তাদের মৃত আত্মীয়দের সঙ্গে সমাধি দেবার জন্য রণক্ষেত্র থেকে মৃতদেহগুলো তুলতে গেল। কিন্তু তারা যখন দেখতে পেল যে, প্রত্যেক মৃতজনের জামার নিচে যাম্নিয়ার দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত একটা ছোট্ট মূর্তি আছে—এ ব্যবহার এমন, যা ইহুদীদের পক্ষে বিধানবিরুদ্ধ, তখন, এরা সকলে কোন্ কারণেই মারা পড়েছে, ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াল। তাই যে ন্যায়বিচারক গুপ্ত অপরাধ স্পষ্ট করে তোলেন, সেই ঈশ্বরের পথ ধন্য ক'রে তারা সকলে প্রার্থনায় মন দিল; তারা মিনতি জানাল, যেন সেই সাধিত পাপের জন্য পূর্ণ ক্ষমা দান করা হয়। মহাবীর যুদা

যোদ্ধাদের পাপমুক্ত থাকতে সদুপদেশ দিলেন,—তারা তো দেখেছিল সেই মারা পড়া লোকদের পাপের ফল কী! তারপর সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় চার হাজার রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তা যেরুশালেমে পাঠিয়ে দিলেন যেন একটা পাপার্থে বলিদান করা হয়; তাঁর এই কাজ সত্যিই ভাল ও প্রশংসনীয় কাজ, কারণ পুনরুত্থানের কথা চিন্তা করেই তিনি তা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কেননা তাঁর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকত যে পতিতেরা পুনরুত্থান করবে, তাহলে মৃতদের কল্যাণে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক ও অর্থহীন হত। কিন্তু ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়, তাদের জন্য সঞ্চিত অপরূপ পুরস্কারেরই কথা যদি ছিল যুদার লক্ষ্য, তাহলে তাঁর ধারণা সাধু ও পবিত্র ছিল। সুতরাং, মৃতেরা যেন পাপক্ষমা লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তিনি এমন ব্যবস্থা করলেন, যেন মৃতদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা হয়।

**শ্লোক** - ২ মাকা ১২:৪৫ দ্রঃ

*প্র* ভক্তিপূর্ণ অন্তরে যারা চিরনিদ্রা যায়,

*উ* তারা অপরূপ পুরস্কার লাভ করবে।

*প্র* মৃতেরা যেন পাপক্ষমা লাভ করে, এই উদ্দেশ্যে তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলি উৎসর্গ করা সত্যিই পুণ্য ও পরিত্রাণদায়ী সঙ্কল্প।

*উ* তারা অপরূপ পুরস্কার লাভ করবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭:২৩-২৪)

**মৃতদের কল্যাণ প্রার্থনা করা সত্যি পুণ্যকর্ম**

*মানুষ কী যে তুমি তার কথা স্মরণে রাখ?* (সাম ৮:৫)। এই যে নতুন রহস্য আমাকে ঘিরে রাখে, সেই রহস্য কী? আমি ছোট ও মহান, নগণ্য ও উৎকৃষ্ট, মরণশীল ও অমর, মর্ত ও স্বর্গীয়। প্রথম শব্দগুলিতে ইঙ্গিত করা বিষয় হল এই নিম্ন জগতে আমার সাধারণ সম্পদ; দ্বিতীয় শব্দগুলির বিষয় আমার কাছে ঈশ্বর থেকেই আগত; প্রথমগুলি দৈহিক, দ্বিতীয়গুলি আত্মিক। আমার পক্ষে খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হওয়া দরকার, যাতে

খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করতে, খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী হতে, ঈশ্বরের সন্তান হতে, এমনকি একপ্রকারে ঈশ্বর হতে পারি।

আমাদের কাছে মহারহস্যটির শিক্ষা এরূপ: যিনি আমাদের জন্য মানবদশা ধারণ করলেন, সেই ঈশ্বর নিজেকে নিঃস্ব করলেন যাতে আমাদের পতিত মানবতা উন্নীত করতে পারেন ও আমাদের মধ্যে তাঁর কলুষিত প্রতিমূর্তি নবায়ন করতে পারেন, আমরা সকলে যেন সেই খ্রিষ্টে এক হতে পারি যিনি আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর নিজের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করলেন, ফলত আমরা যেন *পুরুষ বা নারী, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ* আর না হই (কল ৩:১১ দ্রঃ), কেননা এসব কিছু হল মাংসের লক্ষণ এবং ভেদাভেদ, বরং যেন আমাদের মধ্যে কেবল সেই ঈশ্বরেরই চিহ্ন বহন করি যাঁর দ্বারা ও যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, এমনকি তাঁর দ্বারা আমরা এমনভাবে নির্মিত ও চিহ্নিত হয়েছি যে কেবল তাঁর কাছেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত।

আহা, আমরা যা প্রত্যাশা করি, উপকর্তা ঈশ্বরের মহামঙ্গলময়তা অনুসারে আমরা যদি তা হয়ে উঠতে পারতাম! তিনি অল্প কিছুই দাবি করেন; কিন্তু যারা সরল মনে তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছে এখন ও ভাবী যুগে অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন। তার মানে, আমরা যখন তাঁর প্রতি ভালবাসা ও প্রত্যাশার খাতিরে সবকিছু বহন করি, সবকিছু সহ্য করি, সুখে-দুঃখে সবকিছুর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, এবং আমাদের আত্মা ও আমাদের সহযাত্রীদেরই আত্মা তাঁর স্মরণে সঁপে দিই যারা আমাদের চেয়ে অধিক প্রস্তুত হয়ে তাঁর আবাসে আগেই পৌঁছেছে, তখন তিনি সেই অপরিসীম দান মঞ্জুর করেন।

হে স্রষ্টা, তুমিই নিখিল সৃষ্টির নির্মাতা, তুমিই সামান্য এই আমাকেও সৃষ্টি করেছ! হে ঈশ্বর, তুমিই তোমার সকল মানুষের পিতা ও শাসনকর্তা! হে জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্তা! হে আমাদের প্রাণের রক্ষক ও প্রতিপালক! তুমিই সমস্ত কিছু রচনা কর, সময়মতই সবকিছু রচনা কর। তুমি যে তোমার উচ্চতম প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি অনুসারে ঐশবাণীর মাধ্যমে সমস্ত কিছুর গতি পরিচালনা কর, যাচনা করি: আমাদের প্রথমজাতজনের বিদায় গ্রহণ কর।

যতদিন আমরা গন্তব্যস্থানে না পৌঁছি, দেহে প্রবাসী এই আমাদের ততদিন চালিত ক'রে সময় হলে আমাদেরও গ্রহণ কর। সেদিন আমরা যেন তোমার সামনে শান্ত মনেই দাঁড়াই, ভয়ে অভিভূত হয়ে নয়; সেই চরম দিনে আমরা যেন তোমার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে না থাকি, আমাদের অন্তরও যেন তোমার বিমুখ না হয়। সংসার ও দেহলালসার প্রতি আসক্ত তেমন মানুষদের মত আমরা যেন সেদিনে সংসার থেকে নিজেদের উচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ বোধ না করি, কিন্তু তৈরী ও তৎপর হয়েই আমরা যেন সেই পরমধন্য ও অন্তহীন জীবনের দিকে পদার্পণ করি—যে জীবন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ১০৩:১৫ দ্রঃ

*প্র* প্রভু যিশু, যাদের জন্য তুমি নিজের রক্ত দান করেছ, আমাদের সেই ভাইবোনদের তোমার কাছে গ্রহণ কর:

*উ* মনে রেখ, আমরা ধুলা, মাঠের ফুলের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল।

*প্র* হে দয়াবান, কৃপাময়, করুণাশীল প্রভু,

*উ* মনে রেখ, আমরা ধুলা, মাঠের ফুলের মতই তো মানুষের আয়ুষ্কাল।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১৮:১-১৩, ২০-৩২)

### প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী বিচারিত হবে

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তোমরা কেন ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে এই প্রবাদ বলে চল যে, পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদ তোমরা আর বলতে পারবে না। দেখ, সমস্ত প্রাণ আমারই: যেমন পিতার প্রাণ, তেমনি সন্তানের প্রাণও আমার; যে পাপ করেছে, সেই মৃত্যুভোগ করবে।

যে কেউ ধার্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, পর্বতের উপরে খায় না, ইস্রায়েলকুলের পুতুলগুলির প্রতি তাকায় না, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে না, ঋতুমতী স্ত্রীর কাছে যায় না, কাউকে অত্যাচার করে না, ঋণীকে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে নেয় না, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, সুদে ঋণ দেয় না, অর্থবৃদ্ধি দাবি করে না, অন্যায় থেকে হাত দূরে রাখে, মানুষদের মধ্যে ন্যায্যতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করে, আমার বিধিপথে চলে, ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদাচরণ ক'রে আমার নিয়মনীতি পালন করে, সে-ই ধার্মিক, সে-ই বাঁচবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

কিন্তু কোন মানুষের যদি এমন সন্তান থাকে যে হিংসাপন্থী ও রক্তলোভী এবং সেই প্রকার কুকর্ম সাধন করে, পিতা তেমন কিছু কখনও না করলেও তার যদি এমন সন্তান থাকে যে পর্বতের উপরে খায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে, দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে, পরের জিনিস জোর করে কেড়ে নেয়, বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয় না, পুতুলগুলির প্রতি তাকায়, জঘন্য কর্ম সাধন করে, সুদে ঋণ দেয়, ও অর্থবৃদ্ধি দাবি করে, তবে সেই সন্তান কি বাঁচবে? না, সে বাঁচবে না; তেমন জঘন্য কাজ করেছে বিধায় সে

মরবে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না; ধার্মিককে তার ধর্মিষ্ঠতা, ও দুর্জনকে তার দুষ্কর্ম আরোপ করা হবে।

কিন্তু দুর্জন যদি নিজের সাধিত সমস্ত পাপ থেকে ফেরে, ও আমার বিধিসকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। সেই ক্ষণ থেকে তার আগেকার কোন অধর্ম তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; বরং সে যে ধর্মাচরণ করেছে, তা গুণেই বাঁচবে। আমি কি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত?—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি —বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই কি আমি প্রীত নই?

কিন্তু ধার্মিক মানুষ যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, ও দুর্জনের সমস্ত জঘন্য কর্মের অনুকরণে অধর্ম সাধন করে, তবে সে কি বাঁচবে? তার আগের যত শুভকর্ম আর স্মরণে আনা হবে না; সে যে অপরাধ করেছে ও যে পাপ করেছে, তার কারণেই মরবে।

তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, একবার শোন! আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? ধার্মিক মানুষ যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে ও তার কারণে মরে, তখন ঠিক তার সাধিত অন্যায়ের কারণেই মরে। একই প্রকারে দুর্জন যখন নিজের সাধিত দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন সে নিজেকে বাঁচায়। সে বিবেচনা করে নিজের সাধিত সমস্ত অধর্ম থেকে ফিরল; তাই সে অবশ্যই বাঁচবে, মরবে না। অথচ ইস্রায়েলকুল নাকি বলছে, প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়! হে ইস্রায়েলকুল, আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? সুতরাং, হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব—প্রভুর উক্তি। মন ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের কারণ। তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।'

**শ্লোক** - যেরে ৩১:২৯; এজে ১৮:২০, ৩০

*প্র* সেই দিনগুলিতে কেউই আর বলবে না : পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে।

*উ* পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে।

*প্র* আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব : পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না।

*উ* পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:১৮-১৯)

**আঙুরলতার মত মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়ে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে**

*আমার মেষগুলি পর্বতে পর্বতে ও যত উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে* (এজে ৩৪:৬ দ্রঃ)। 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত' এর অর্থ কী? এর অর্থ হল : পার্থিব সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ ক'রে তারা পৃথিবীর বুকে যা কিছু উজ্জ্বল তা-ই ভালবাসে, তাতেই আসক্ত হয়। তাদের জীবন যেন খ্রিষ্টে নিহিত থাকে, এর জন্য যে মৃত্যুভোগ করা প্রয়োজন, তারা এতে সম্মত নয়। হ্যাঁ, তারা 'সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত,' কারণ পার্থিব বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত; আবার এ কারণে যে, পথভ্রষ্ট মেষগুলো পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। তারা তো বিভিন্ন স্থানে রয়েছে, গর্ব হল তাদের সকলের অনন্য মাতা, যেমন আমাদের কাথলিক মণ্ডলী হল সারা বিশ্বে বিস্তৃত সকল বিশ্বস্ত খ্রিষ্টিয়ানদের অনন্য মাতা। ফলত, গর্ব বিচ্ছেদ জন্মায় ও ভালবাসা ঐক্য জন্মায়—এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তথাপি কাথলিক মাতা মণ্ডলী, ও তার মধ্যে পালক নিজেই সর্বত্রই পথভ্রষ্টদের খোঁজ করেন, দুর্বলদের অন্তরে শক্তি যোগান, পীড়িতদের চিকিৎসা করেন, বিক্ষতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দেন—কাউকে এক স্থান থেকে, কাউকে অন্য স্থান থেকে গ্রহণ করেন, ও তারা নিজেদের কাছে অপরিচিত; কিন্তু তবুও মণ্ডলী তাদের সকলকে জানে, কারণ সে সকলের সঙ্গেই একীভূত।

কেননা এই মণ্ডলী এমন এক আঙুরলতার মত যা বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে; ওরা কিন্তু এমন অকেজো শাখার মত যা অনুর্বর হওয়ায় কৃষকের ছুরি আঙুরলতা ছাটাই করার লক্ষ্যেই কেটে দিয়েছে, আঙুরলতা উচ্ছিন্ন করার জন্য নয়। ফলে, সেই শাখাগুলো যেখানে ছাঁটাই করা হয়েছিল, সেইখানে রয়ে গেছে, কিন্তু আঙুরলতা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সেই শাখাগুলোকেও জানে যেগুলো তার সঙ্গে এখনও সংযুক্ত, আবার সেগুলোকেও জানে যেগুলো ছাঁটাই করা হলে পর তার কাছাকাছি পড়ে থাকছে।

অবস্থাটা তেমনটি হলে মণ্ডলী পথভ্রষ্টদের ডাকতে থাকে, কারণ এ কাটা ডালের বিষয়েও প্রেরিতদূত বলেন: *সেগুলোকে পুনরায় জোড়-কলম করে লাগানোর ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে* (রো ১১:২৩)। সুতরাং পাল থেকে পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কথা বলা হোক, বা আঙুরলতা থেকে ছাঁটাই করা শাখাগুলোর কথা বলা হোক, মেষগুলোকে ডেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বা কাটা ডালগুলোকে আবার লাগানোর ব্যাপারে ঈশ্বর কম উপযুক্ত নন, কারণ তিনিই সর্বোত্তম মেষপালক, তিনিই সত্যকার কৃষক। *আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে বা তাদের ডেকে ফিরিয়ে আনবে এমন কেউই ছিল না* (এজে ৩৪:৬ দ্রঃ); সেই মন্দ পালকদের মধ্যেই *কেউই ছিল না; তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে এমন কেউই*, অর্থাৎ কোন মানুষই, *ছিল না।*

*সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন: আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি* (এজে ৩৪:৭,৮)। লক্ষ কর তিনি কোথা থেকে শুরু করেন। এ যেন ঈশ্বরের শপথেরই মত, তিনি তাঁর নিজের জীবনকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করান: *আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি।* পালকেরা মারা গেল, কিন্তু মেষগুলো নিরাপদ; জীবনময় প্রভু আছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ পালক মারা গেল? যারা যিশু খ্রিষ্টের স্বার্থের নয়, নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষণ করছিল, তারা। তাহলে কি এমন পালক থাকবে, এমন পালক পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের স্বার্থের নয়, যিশু খ্রিষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করবে? হ্যাঁ, অবশ্যই থাকবে, অবশ্যই পাওয়া যাবে—এখনও তেমন পালকদের অভাব নেই, পরেও তেমন পালকদের অভাব থাকবে না।

শ্লোক - ২ করি ৩:৪, ৬, ৫

প্ ঈশ্বরের সামনে খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে!

উ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

প্ আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই উৎপন্ন:

উ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৬:১-১৭)

## আন্তিওখস এপিফানেসের মৃত্যু

আন্তিওখস রাজা উত্তর প্রদেশগুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে জানতে পারলেন যে, পারস্য দেশে এলিমাইস নামে একটা নগরী আছে, যা ধন-ঐশ্বর্য ও সোনা-রুপোর জন্য বিখ্যাত; এমনকি সেখানে ঐশ্বর্য-ভরা একটা মন্দিরও আছে, যার মধ্যে সেই সমস্ত স্বর্ণ রণসজ্জা, বক্ষস্ত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, যা ফিলিপের সন্তান সেই মাকিদনিয়ার রাজা আলেক্সান্দার সেখানে রেখেছিলেন, যিনি গ্রীকদের উপরে প্রথম রাজত্ব করেছিলেন। তাই তিনি সেখানে গিয়ে লুট করার জন্য শহরটাকে দখল করে নিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন, কারণ শহরবাসীরা তাঁর পরিকল্পনা জানতে পেরে অস্ত্রের বলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল; তাই তাঁকে হটে যেতে হল, এবং বড় দুঃখের সঙ্গে পিছটান দিতে দিতে তিনি বাবিলনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তিনি পারস্য দেশে তখনও রয়েছেন, এমন সময়ে এক দূত এসে তাঁকে এই খবর দিল যে, যুদার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল রণ-অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে; লিসিয়াসও অত্যন্ত শক্তিশালী এক সৈন্যদল নিয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়েছেন; তাছাড়া ইহুদীরা যে যে সৈন্যদলকে টুকরো টুকরো করে তাদের যে অস্ত্র, রণ-সরঞ্জাম ও বাকি সবকিছু লুট করেছিল, তা নিয়ে এখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; অবশেষে, তিনি যেরুশালেমে যজ্ঞবেদির উপরে যে জঘন্য বস্তুটা বসিয়েছিলেন, ইহুদীরা তা ভেঙে দিয়েছে, পবিত্রধামটিকে আগের মত উচ্চ প্রাচীর দিয়েই ঘিরে ফেলেছে, এবং তাঁর নিজের একটা শহর, সেই বেথ্-সুরেও, প্রাচীর দিয়েছে।

এই সমস্ত খবর শুনে রাজা একেবারে স্তম্ভিত হলেন, অন্তরে অত্যন্ত বিচলিত হলেন; তিনি শয্যা নিলেন ও দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন, সেইমত কিছুই ঘটেনি। তেমন অবস্থায় তিনি বহুদিন কাটালেন, দুঃখের তীব্র লাঞ্ছনায় বারবার আক্রান্ত হলেন, যতক্ষণ না তিনি বুঝলেন, মৃত্যু এবার সন্নিকট। তখন তাঁর সকল বন্ধুকে কাছে ডেকে তাদের বললেন, 'নিদ্রা আমার চোখ এড়াচ্ছে, আমার মন

দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হচ্ছে; আমি ভাবলাম: আমি যে এতই ভাগ্যবান হয়ে আমার রাজাসনে ভালবাসার পাত্র ছিলাম, এবার কী করে এমন তীব্র ক্লেশের ধারে এসে পৌঁছেছি? কী করে এমন মারাত্মক অস্থিরতার মধ্যে পড়েছি? কিন্তু এখন সেই সমস্ত অনিষ্টের কথা আমার মনে পড়ছে, যা আমি যেরুশালেমের বিরুদ্ধে ঘটিয়েছিলাম, হ্যাঁ, সেখানে যত সোনা-রুপোর দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তা কেড়ে নিয়েছিলাম, এবং অকারণে যুদা-বাসীদের বিনাশ করতে হুকুম দিয়েছিলাম। আমি স্বীকার করছি যে, তেমন কিছুর ফলেই এই সমস্ত অমঙ্গল এখন আমার উপর আঘাত হানছে: আর দেখ, নিদারুণ দুঃখের জ্বালায় আমি বিদেশী মাটির বুকে মরতে বসেছি।' তিনি তাঁর রাজবন্ধুদের একজন সেই ফিলিপকে আহ্বান করে তাঁকে সমস্ত রাজ্যের অস্থায়ী শাসনকর্তা করে নিযুক্ত করলেন; রাজমুকুট, রাজসজ্জা ও আঙটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁকে তাঁর ছেলে আন্তিওখসকে পরিচালনা করতে ও রাজ্যভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দিলেন। একশ' ঊনপঞ্চাশ সালে সেই জায়গায়ই আন্তিওখস রাজার মৃত্যু হয়। লিসিয়াস যখন জানতে পারলেন, রাজার মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর পদে তাঁর সন্তান আন্তিওখসকে বসালেন; তাঁকে তিনি নিজেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিলেন; তাঁর নাম এউপাতোর রাখলেন।

শ্লোক - লুক ১:৫১-৫২; ১৮:১৪

প্র তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে, গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে,

উ তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

প্র যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

উ তিনি ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে, বিনম্রদের করেছেন উন্নীত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ফেকাঁর মঠাধ্যক্ষ যোহন-লিখিত 'ঐশতাত্ত্বিক স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (২:৩-৪)

**উত্তম পালক খ্রিষ্ট দুঃখী এই আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন**

হে পবিত্র পিতা, তোমার পুত্রের মাংসধারণ ও তাঁর জন্মগ্রহণের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; আমার মাতা তাঁর সেই গৌরবময়ী জননীর জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাঁর উপরে আস্থা রাখি তিনি তোমার দয়ার কাছে আমাকে অধিক সহায়তা করবেন। আমি খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এজন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তিনি এখন সপরাক্রমে তোমার ডান পাশে আসীন। আমি তাঁর সকল শিক্ষা ও কর্মের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা এ দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়েই তিনি পুণ্য ও অনিন্দনীয় জীবন যাপন করতে আমাদের গঠন করেন ও উদ্বুদ্ধ করেন।

আমি তাঁর সেই অপরূপ ও অমূল্য রক্তক্ষরণের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা সেই রক্তক্ষরণেই আমরা মুক্তি পেয়েছি; তাঁর সেই দেহ-রক্তের পরিত্রাণদায়ী রহস্যের জন্যও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা তা গ্রহণ করে আমরা প্রতিদিন তোমার মণ্ডলীতে পরিপুষ্ট ও পবিত্রিত হয়ে উঠি ও অনন্য সর্বোচ্চ ঈশ্বরত্বের সহভাগী হয়ে উঠি।

আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমি তোমার অসীম দয়া ও তোমার সমস্ত করুণার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা সেই করুণা গুণেই তুমি প্রসন্ন হয়ে এতই অসাধারণ ভাবে আমাদের সহায়তায় এসেছ: আমরা তো পাপে বিনষ্টই ছিলাম, কিন্তু মুক্তি পেয়েছি তোমার স্বয়ং পুত্র আমাদের সেই মুক্তিসাধক দ্বারা *যাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে* (রো ৪:২৫)। তিনি এখন তোমার ডান পাশে চিরজীবনময় হয়ে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন —তিনি যে সেই উত্তম পালক ও প্রকৃত মহাযাজক যিনি নিজ রক্তমূল্যে কেনা আপন বিশ্বস্ত মেষপালের দুঃখযন্ত্রণার অংশীদার। তোমার সঙ্গে তিনিও আমাদের প্রতি করুণাবিষ্ট, কারণ তিনিও ঈশ্বর—তোমার দ্বারা জনিত, তোমার সঙ্গে সহ-সনাতন ও

তোমার সত্তার সম্পূর্ণরূপে অধিকারী: ঈশ্বর হওয়ায় সর্বশক্তিমানও বলে তিনি চিরকালের মত আমাদের মুক্তি সাধন করতে সক্ষম।

উপরন্তু তিনি তোমারই দ্বারা জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তারূপে নিযুক্ত হয়েছেন; কেননা তুমি তো কারও বিচার কর না, কিন্তু সমস্ত বিচার তোমার সেই পুত্রেরই হাতে তুলে দিয়েছ, যাঁর বুকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমস্ত ঐশ্বর্য-ধন নিহিত রয়েছে যাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বান ও সত্যাশ্রয়ী বিচারক ও সাক্ষী হতে পারেন যার ফলে কোন মানুষের অন্তর যেন তাঁর দৃষ্টি না এড়াতে পারে।

ভয়ঙ্কর পরীক্ষা থেকে ধার্মিক প্রায়ই রেহাই পাবে না: আর আমি, আমি যে এত হীন, আমি যে প্রায়ই তোমার সকল আদেশ লঙ্ঘন করেছি, তোমার বিচারমঞ্চে উপনীত হয়ে আমি কী বলব, কী করব? হে করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার কাছে আমার এই যাচনা: যিনি শাশ্বতকালীন বিচারক ও *আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি* (১ যোহন ২:২), তাঁর খাতিরে আমার হৃদয়ের অনুতাপ ও অশ্রুপূর্ণ দুঃখ মঞ্জুর কর, যেন আমার প্রাণের ক্ষতস্থান সম্বন্ধে আমি দিনরাত অঝোরে চোখের জল ফেলি, কেননা এই তো প্রসন্নতার সময়, এই তো পরিত্রাণের দিন। আমার বহু দুষ্কর্ম ও আমার অসংখ্য পাপ যা এখন গুপ্ত, তা যেন সেই ভয়ঙ্কর বিচারের দিনে দূত ও স্বর্গদূত, নবী ও প্রেরিতদূত, পুণ্যজন ও সকল ধার্মিকের সামনে অভিব্যক্ত না হয়। আমাকে দয়া কর, প্রভু, আমাকে দয়া কর; তুমি তো বল: *দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত* (এজে ৩৩:১১)।

**শ্লোক** - তোবিত ১৩:২; দা ৩:৪০, ২৬, ৪২ দ্রঃ

*প্র* ধন্য ঈশ্বর, তিনি নিত্য জীবনময়: কারণ তিনি শাস্তি দেন, আবার ক্ষমা করেন;
পৃথিবীর গভীরতম পাতালে নামিয়ে দেন, মহাধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনেন;
*উ* যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।

*প্র* ধন্য প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর: তিনি তাঁর বদান্যতা অনুসারেই ব্যবহার করেন আমাদের প্রতি।
*উ* যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২০:২৭-৪৪)

### ইস্রায়েলের ইতিহাসে অবিশ্বস্ততার বর্ণনা

এজন্য তুমি, হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল; তাদের বল: 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করে এতেও আমাকে অপমান করেছে যে, আমি তাদের যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, যখন সেই দেশে তাদের আনলাম, তখন তারা সবরকম উচ্চ পর্বত ও সব ধরনের সবুজ গাছ দেখতে পেল, আর সেইখানে বলি দিল ও তাদের সেই প্ররোচনাজনক অর্ঘ্য নিবেদন করল; সেইখানে তাদের সুরভিত গন্ধদ্রব্য রাখল ও তাদের পানীয়-নৈবেদ্য ঢালল। আমি তাদের বললাম, তোমরা এই যে উচ্চস্থানে যাও, এটা বা কী? আর তাই আজ পর্যন্ত তার নাম 'উচ্চস্থান' হয়ে রয়েছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যখন তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথামত নিজেদের অশুচি করছ, যখন তাদের ঘৃণ্য কর্ম অনুসারে ব্যভিচার করছ, তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য দ্বারা ও তোমাদের ছেলেদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়ে যখন তোমরা আজ পর্যন্ত তোমাদের সমস্ত পুতুল দ্বারা নিজেদের অশুচি করছ, তখন, হে ইস্রায়েলকুল, আমি কি এমনটি হতে দেব যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—না, আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে। আর তোমরা যা অন্তরে মনে করছ, তা কখনও হবে না; তোমরা তো বলছ, আমরা জাতিগুলির মতই হব, অন্যান্য দেশের সেই গোষ্ঠীদেরই মত হব, যারা কাঠ ও পাথর পূজা করে। আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে তোমাদের উপর রাজত্ব করব। এবং শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে

ও রোষ বর্ষণ করে জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব; যে সকল দেশে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছ, সেই সকল দেশ থেকে তোমাদের জড় করব, এবং সর্বজাতির প্রান্তরে তোমাদের এনে সেইখানে মুখোমুখি হয়ে তোমাদের বিচার করব। আমি মিশর দেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব। যে সকল বিদ্রোহী মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের সকলকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দেব; তারা যে দেশে বর্তমানে বাস করছে, সেখান থেকে তাদের বের করে আনব বটে, কিন্তু তারা ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

হে ইস্রায়েলকুল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ পুতুল পূজা কর, কিন্তু অবশেষে তোমরা আমার কথা শুনতে বাধ্য হবে; তখন তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য ও পুতুল দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করবে না, কারণ আমার পবিত্র পর্বতে, ইস্রায়েলের সেই উচ্চ পর্বতে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—গোটা ইস্রায়েলকুল, দেশে সকলেই, আমার সেবা করবে; সেইখানে আমি প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে নেব, সেইখানে আমি তোমাদের সমস্ত অর্ঘ্য, তোমাদের নৈবেদ্যের প্রথমাংশ ও তোমাদের যত পবিত্রীকৃত উপহার দাবি করব। যখন জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম, সেই ইস্রায়েল-দেশভূমিতে যখন তোমাদের আনব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—আমি যখন তোমাদের দুরাচার অনুসারে নয়, তোমাদের

কুকর্ম অনুসারেও নয়, কিন্তু আমার নিজের নামের খাতিরেই তোমাদের প্রতি ব্যবহার করব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

**শ্লোক** - এজে ২০:৩৬, ৩৭, ৪৩

*প্র* আমি প্রান্তরে যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

*উ* আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব।

*প্র* সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে।

*উ* আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:২০-২১)

**তারা যা বলে, তোমরা তা কর,**

**কিন্তু তারা যা করে, তোমরা তা করো না**

*সেজন্য, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন* (এজে ৩৪:৯)। তিনি কোন্ কোন্ পালকদের বলেন 'শোন'? *প্রভু ঈশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! তাদের হাত থেকে আমার মেষগুলো ফেরত চাইব* (এজে ৩৪:১০)।

শোন, হে ঈশ্বরের মেষগুলো, এবং শুনে শেখো! ঈশ্বর মন্দ পালকদের কাছে তাঁর নিজের মেষগুলোর বিষয়ে জবাবদিহি চাইবেন এবং মেষগুলো যে তাদের কারণে মারা গেল, তার বিষয়েও জবাবদিহি চাইবেন। কেননা একই নবীর আর এক পদে প্রভু এই কথা বলেন, *'হে আদমসন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক কর। যখন আমি পাপীকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই*

*অধার্মিককে সতর্ক করার জন্য যদি কিছু না বল, তবে সেই অপরাধী নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব। কিন্তু তুমি সেই অপরাধীকে তার পথ থেকে ফিরবার জন্য তার পথের বিষয়ে সাবধান বাণীর মত কিছু শোনালে যদি সে তার পথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে'* (এজে ৩৩:৭-৯)।

ভ্রাতৃগণ, এর অর্থ কী? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ চুপ করে থাকা যে কত বিপজ্জনক ব্যাপার? সেই ব্যক্তি মরে, এমনকি সে নিজেই নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী: নিজের অধার্মিকতা ও নিজের পাপকর্মের কারণেই মরে, তার অবহেলাই তাকে মেরে ফেলে, কেননা তার উচিত ছিল সেই জীবনময় পালককে খুঁজে বের করা যিনি বলেন, '*আমার জীবনেরই দিব্যি, প্রভুর উক্তি।*' কিন্তু যেহেতু সে অবহেলা করে বসে থাকল, আর যেহেতু ঠিক সতর্ক বাণী দেবার জন্য দায়ী প্রহরীরূপে নিযুক্ত হয়েছিল যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি তাকে কোন সতর্ক বাণী বলেনি, সেজন্য সে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে মরবে, এবং অপর একজন নিজের দণ্ডের জন্য দায়ী হয়ে দণ্ডিত হবে।

প্রভু বলে চলেন, কিন্তু যে অধার্মিককে আমি খড়্গের হুমকি দিয়েছি তাকে তুমি যদি বল, তুমি মরবেই মরবে, তাহলে সে যদি নিজের উপরে আসন্ন খড়্গ এড়াবার জন্য অবহেলা করে এবং খড়্গ এসে পৌঁছে তাকে সংহার করে, তাহলে সে নিজের পাপের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে (এজে ৩৩:২-৬ দ্রঃ)। অতএব, আমাদের পক্ষে চুপ করে না থাকাই কর্তব্য; কিন্তু যদিও আমরা চুপ করে থাকতাম তবু তোমাদের পক্ষে [ভাল] পালকের সেই বাণী শোনাই কর্তব্য যা পবিত্র শাস্ত্র ধ্বনিত করে।

সুতরাং, আমাদের উদ্দেশ্য অনুসারে, এসো, একটু দেখি যদি ঈশ্বর মেষগুলোকে মন্দ পালকদের হাত থেকে নিয়ে নেন ও ভাল পালকদের হাতে তাদের রাখেন কিনা। তিনি যে সেগুলোকে মন্দ পালকদের হাত থেকে নিয়ে নেন, তা আমি দেখতে পাচ্ছি; কেননা তিনি বলেন, *দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! আমি তাদের হাত থেকে আমার মেষগুলোকে ফেরত চাইব ও তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব যেন তারা আমার মেষগুলোকে আর না চরায়; তাতে তারা আর নিজেদের চরাবে না* (এজে ৩৪:১১)। কেননা আমি যদিও বলি, তারা আমার মেষগুলো চরাক, তবু তারা নিজেদেরই চরায়,

আমার মেষগুলোকে নয়। তাই *আমি মেষগুলোকে সরিয়ে নেব তারা যেন আমার মেষগুলোকে আর না চরায়।*

তিনি কিভাবে মেষগুলোকে সরিয়ে নেবেন তারা যেন তাঁর মেষগুলোকে আর না চরায়? *'তারা যা বলে তোমরা তা কর, কিন্তু নিজেরা যা করে তা করো না'* (মথি ২৩:৩)। অর্থাৎ তিনি কেমন যেন বলেন, 'তারা আমার বাণী বলে কিন্তু নিজেদেরই কর্ম সাধন করে।' কেননা মন্দ পালকেরা যা করে তোমরা তা না করায় তারা আসলে আর তোমাদের চরায় না; কিন্তু তারা যা বলে তোমরা যখন তা কর, তখন আমিই তোমাদের চরাই।

শ্লোক - লুক ১২:৪২, ৪৩; ১ করি ৪:২

*প্র* কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন?

*উ* সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন।

*প্র* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

*উ* সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - মাকাবীয় বংশচরিতের প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-২২)

## সংগ্রামে মাকাবীয় যুদার মৃত্যু

দেমেত্রিওস যখন শুনতে পেলেন, নিকানোরের মৃত্যু হয়েছে ও তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তখন দ্বিতীয়বারের মত বাক্কিদেস ও আল্কিমসকে যুদেয়ায় পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের সঙ্গে তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর ডান পক্ষভাগও পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা গালিলেয়ার পথ ধরে আর্বেলা অঞ্চলে মেসালোথের উপরে শিবির বসালেন; কিন্তু আগে তা দখল করে নিয়ে বহু লোকের মৃত্যু ঘটালেন। একশ' বাহান্ন সালের প্রথম মাসে তাঁরা যেরুশালেমের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। পরে সেখান থেকে শিবির তুলে কুড়ি হাজার পদাতিক সৈন্য ও দু'হাজার রণ-অশ্ব নিয়ে বেরেয়ায় গেলেন। যুদা এলাসায় শিবির বসিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিন হাজার বাছাই করা যোদ্ধা ছিল। তেমন বিপুল সৈন্যদল দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়ল, এমনকি অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মিলিয়ে গেল, তাই কেবল আটশ'জন লোক সেখানে রইল। যুদা যখন দেখলেন যে, তীব্র সংগ্রাম অবধারিত, অথচ, তাঁর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হচ্ছে, তখন তাঁর অন্তর নিঃশেষ হল, কারণ তাঁর সকল যোদ্ধাকে সমবেত করার মত আর সময় ছিল না; নিরাশ হয়েও তবু তিনি, যারা তখনও তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের বললেন, 'ওঠ, আমাদের বিপক্ষদের মুখোমুখি হই; কে জানে, হয় তো তাদের পরাজিত করার শক্তি আমাদের এখনও আছে।' তারা কিন্তু এই বলে তাঁকে পিছটান দেওয়াতে চেষ্টা করছিল, 'নিজেদের বাঁচাব, এ ছাড়া আপাতত আমাদের আর বেশি শক্তি নেই, কিন্তু পরে আমাদের ভাইদের সঙ্গে আবার এসে সংগ্রাম করব; আমাদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট নয়!' যুদা বলে উঠলেন, 'তাদের সামনে থেকে পালিয়ে যাব, এমন কাজ যেন কখনও না করি! যদি আমাদের ক্ষণ এসে থাকে, তবে এসো, আমাদের ভাইদের জন্য বীরপুরুষেরই মত মরি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারের ফলে যেন আমাদের গৌরবের কোন কলঙ্ক না হয়!'

শত্রুদল শিবির ছেড়ে ইহুদীদের সামনে দাঁড়াল: অশ্বারোহীরা দু'ভাগে বিভক্ত হল, এবং ফিঙেধারী ও তীরন্দাজেরা সৈন্যদলের পুরোভাগে এগতে লাগল; সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা প্রথম সারিতে ছিল, এবং বাক্কিদেস নিজে ডান পাশে ছিলেন।

তুরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সেই সুবিন্যস্ত দল দু'পাশ থেকে শুরু করে এগিয়ে আসতে লাগল; যুদার পক্ষের লোকেরাও তুরি বাজাল। সৈন্যদল দু'টোর কোলাহলে ভূমি কম্পান্বিত হল, এবং এমন প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল, যা সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে কেবল সন্ধ্যায় শেষ হল। যুদা লক্ষ করলেন যে, বাক্কিদেস ও সৈন্যদলের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ ডানে ছিলেন; তখন তাঁর সবচেয়ে বীরপুরুষ যোদ্ধা তাঁর সঙ্গে যোগ দিল; তাদের প্রবল আঘাতে শত্রুদলের ডান পাশ চূর্ণ হল, আর যুদা আসদোদ পর্বত পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু বাঁ পাশের যোদ্ধারা যখন দেখল, ডান পাশ চূর্ণ হয়েছে, তখন যুদার ও তাঁর যোদ্ধাদের একই পথ ধরে পিছন থেকে তাদের আক্রমণ করল। এইভাবে এমন তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল যে, দু'পক্ষের বহু বহু যোদ্ধা মারা পড়ল। যুদাও মারা পড়লেন, তখন অন্য সকলে পালিয়ে গেল। যোনাথান ও শিমোন তাঁদের ভাই যুদাকে তুলে নিয়ে মদীনে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দিলেন। সমগ্র ইস্রায়েল চোখের জল ফেলল; সকলে মহাশোক প্রকাশ করল, এবং অনেক দিন ধরে এই বলে বিলাপ করল, 'যিনি ইস্রায়েলকে ত্রাণ করতেন, সেই মহাবীরের কেমন পতন হল!' যুদার অন্য যত কর্মকীর্তি, তাঁর যুদ্ধ-সংগ্রাম, তাঁর দেখানো বীর্যবত্তা, তাঁর গৌরবের দাবি, এই সমস্ত কথা লেখা হয়নি; আসলে সেগুলোর সংখ্যা অগণন।

**শ্লোক** - ১ মাকা ৪:৮, ৯, ১০ দ্রঃ

*প্র* শত্রুদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ো না; তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কেমন ত্রাণ পেয়েছিলেন, এই কথা স্মরণ কর।

*উ* আমরা স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলি, যেন আমাদের ঈশ্বর আমাদের দয়া করেন।

*প্র* লোহিত সাগরে ফারাও ও তার সেনাদলের বিরুদ্ধে প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ কর।

*উ* আমরা স্বর্গের দিকে কণ্ঠস্বর তুলি, যেন আমাদের ঈশ্বর আমাদের দয়া করেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'শুভ মৃত্যু' থেকে পাঠ (৩:৯; ৪:১৫)

## এসো, সর্বদা সর্বস্থানে খ্রিষ্টের মৃত্যু বহন করে চলি

প্রেরিতদূত বলেন: *আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ* (গা ৬:১৪)। উপরন্তু, আমরা যেন জানতে পারি যে, এ জীবনেও মৃত্যু রয়েছে, আর তেমন মৃত্যু শুভ, সেজন্য তিনি চেতনা-বাণী দিয়ে আমাদের বলেন যেন *সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি*, কারণ যে ব্যক্তি নিজের দেহে খ্রিষ্টের মৃত্যু বহন করে থাকবে, তার দেহে যিশুর জীবনও থাকবে (২ করি ৪:১০ দ্রঃ)।

তবে আমাদের মধ্যে মৃত্যু নিজ কর্ম সাধন করুক, যাতে জীবনও নিজ কর্ম সাধন করতে পারে; মৃত্যুর পরে শুভ জীবন আসুক, অর্থাৎ বিজয়ের পরে শুভ জীবন আসুক, সংগ্রাম শেষে শুভ জীবন আসুক, যাতে দেহের বিধান আর আত্মার বিধানের বিরোধিতা না করতে পারে ও আমাদের মরণশীল দেহের সঙ্গে আর কোন সংগ্রাম না থাকে, কিন্তু মরণশীল দেহে বিজয়ই বিরাজ করে! আর আমি নিজেও জানি না, জীবনের চেয়েও এ মৃত্যু অধিক শক্তিশালী কিনা। অবশ্যই প্রেরিতদূতের প্রভাবশালী উক্তি দ্বারা আমি উদ্দীপিত; তিনি তো বলেন: *আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন* (২ করি ৪:১২)।

একজনের মৃত্যু কতগুলো জাতিরই না জীবন গড়েছে! এভাবে তিনি এ শিক্ষা দেন যে, এ জীবনে থাকাকালেও আমাদের এ মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকতে হবে, যাতে আমাদের দেহে খ্রিষ্টের সেই মৃত্যু উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, সেই যে পরমধন্য মৃত্যু যা দ্বারা আমাদের বাইরের মানুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে চলছে *যেন অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হতে পারে* (২ করি ৪:১৬), এবং আমাদের পার্থিব আবাস বিলীন হতে চলছে (২ করি ৫:১ দ্রঃ) যেন আমাদের জন্য স্বর্গীয় আবাস উন্মুক্ত হয়।

তাহলে মৃত্যুকে সে-ই অনুকরণ করে, যে এই দেহের সাহচর্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ও সেই সমস্ত শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করে, যা সম্বন্ধে ইশাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু বলেন, *অধর্মের সমস্ত বন্ধন খুলে দাও, নির্মম জোয়ালের বোঝা সরিয়ে দাও, বন্দিদের মুক্ত করে ছেড়ে দাও ও সমস্ত জোয়াল ভেঙে ফেল* (ইশা ৫৮:৬ দ্রঃ)।

প্রভু মৃত্যুকে অনুপ্রবেশ করতে দিলেন যাতে পাপের কর্তৃত্ব শেষ হতে পারে; আবার কিন্তু যেন মৃত্যুতে মানবস্বরূপের শেষ পরিণতি না হয়, সেজন্য মৃতদের পুনরুত্থান দেওয়া হয়েছে, যাতে মৃত্যু দ্বারা পাপ নিঃশেষিত হতে পারে, কিন্তু পুনরুত্থান দ্বারা মানবস্বরূপ চিরকালীন হতে পারে।

সুতরাং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলেই পার হতে বাধ্য। প্রয়োজন রয়েছে, তুমি অবিরতই পার হতে থাকবে: কিন্তু ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতায়ই পার, মরণশীলতা থেকে অমরতায়ই পার, অস্থিরতা থেকে শান্তিতেই পার। তাই মৃত্যুর কথা শুনে তুমি যেন ঘৃণাবোধ না কর, কিন্তু শুভ পারের উপকার যেন তোমাকে আনন্দিত করে তোলে। কেননা রিপুর সমাধি ও সদ্‌গুণের জাগরণ ছাড়া মৃত্যু আর কী হতে পারে? এজন্য তিনিও বললেন: *ধার্মিকের মৃত্যুর মতই হোক আমার প্রাণের মৃত্যু* (গণনা ২৩:১০), অর্থাৎ কিনা, আমার প্রাণের সমাধি হোক, যেন রিপু ত্যাগ ক'রে আমার প্রাণ সেই ধার্মিকদের অনুগ্রহ ধারণ করে, যারা দেহে ও প্রাণে খ্রিষ্টের মৃত্যু বহন করে চলে।

শ্লোক - ২ তি ২:১১-১২; সিরা ১:২৩

প্র একথা বিশ্বাস্য যে, আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরি, তবে জীবিতও থাকব তাঁর সঙ্গে;
উ যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে।
প্র ধৈর্যশীল মানুষ কিছুকালের মত সহ্য করে, শেষে কিন্তু তার আনন্দ বিস্ফুরিত হবে।
উ যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে।

# বৃহস্পতিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১৫-২৭)

**নবীর জীবন জনগণের পক্ষে চিহ্নস্বরূপ**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হে আদমসন্তান, দেখ, আমি আকস্মিক এক মারাত্মক আঘাতেই তোমার চোখের প্রীতি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি; কিন্তু তোমাকে শোক করতে, কাঁদতে বা চোখের জল ফেলতে নেই। নীরবেই দীর্ঘশ্বাস ফেল, মৃতজনের জন্য শোক করো না; মাথায় শিরোভূষণ বাঁধ, পায়ে জুতো দাও, দাড়ি ঢেকে রেখো না, শোকের রুটিও খেয়ো না।'

সকালবেলায় আমি লোকদের কাছে কথা বললাম, আর সন্ধ্যাবেলায় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল; পরদিন সকালে আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'তুমি যেভাবে ব্যবহার করছ, এর অর্থ কি আমাদের জানাবে না?' উত্তরে আমি বললাম, 'প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলেছে: তুমি ইস্রায়েলকুলকে একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমার যে পবিত্রধাম তোমাদের শক্তির গর্ব, তোমাদের চোখের প্রীতি ও তোমাদের প্রাণের অভিলাষ, তা আমি অপবিত্রীকৃত হতে দেব; তোমাদের যে পুত্রকন্যাকে সেখানে ফেলে রেখেছ, তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে। আমি যেমন করেছি, তোমরাও তখন সেইমত করবে: দাড়ি ঢেকে রাখবে না ও শোকের রুটি খাবে না। তোমরা মাথায় শিরোভূষণ ও পায়ে জুতো দেবে, শোক করবে না, কাঁদবেও না, কিন্তু তোমাদের অপরাধের জন্য ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও নিজেদের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক তারই মত ব্যবহার করবে, আর তখন জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর। আর তুমি, হে আদমসন্তান, যে দিন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের শক্তি, তাদের

কান্তির পুলক, তাদের চোখের প্রীতি, তাদের প্রাণের অভিলাষ, তাদের পুত্রকন্যাদের কেড়ে নেব, সেদিন এই সংবাদ দিতে রেহাই পাওয়া একজন লোক তোমার কাছে আসবে। সেদিন রেহাই পাওয়া সেই লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্য তোমার মুখ খুলে দেওয়া হবে, তখন তুমি কথা বলবে, আর বোবা থাকবে না; তাদের পক্ষে তুমি প্রতীক-চিহ্ন হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

**শ্লোক** - এজে ২৪:২৪; যোয়েল ২:১৩

*প্র* এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক তারই মত ব্যবহার করবে,

*উ* আর তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।

*প্র* তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,

*উ* আর তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:২৪-২৫, ২৭)

**আমি উর্বর চারণমাঠেই আমার মেঘগুলোকে পালন করব**

*আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের করে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব; আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব, এবং ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তাদের চরাব* (এজে ৩৪:১৩)। তিনি ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত তথা ঐশশাস্ত্রের রচয়িতাদের প্রতিষ্ঠিত করলেন: তোমরা যেন ভরসাভরে চরতে পার, সেখানেই চরে বেড়াও। সেখানে যা কিছু শুনতে পাবে, তা রুচিকর খাদ্য বলে উপভোগ কর; কিন্তু তার বাইরে যা কিছু আছে, তা উগরে দাও। কুয়াশার মধ্যে পথভ্রষ্ট হয়ো না, পালকেরই কণ্ঠ শোন। পবিত্র শাস্ত্রের পাহাড়পর্বতে সম্মিলিত হও; এইখানে তো তোমাদের হৃদয়ের সুখ, এইখানে তো বিষাক্ত কিছু নেই, বিপজ্জনক কিছু নেই; শাস্ত্রের বাণীই উর্বর চারণভূমি। শুধু একটা কথা, সুস্থ অবস্থায়ই এখানে এসো, যাতে সুস্থভাবে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতে চরে বেড়াতে পার।

*জলস্রোতের ধারে ও পৃথিবীর যত লোকালয়ে* ... (এজে ৩৪:১৩ লাতিন পাঠ্য)। উপরোক্ত পাহাড়পর্বত থেকেই তখন সুসমাচারের বাণীপ্রচারের জলস্রোত নির্গত হল, যখন *সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের কণ্ঠ পরিব্যাপ্ত হল* (সাম ১৯:৫ দ্রঃ), ও পৃথিবীর যত লোকালয় মেষগুলোকে চরাবার জন্য আনন্দময় ও উর্বর হয়ে উঠল।

*আমি সেরা চারণমাঠে ও ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর তাদের চরাব; সেইখানে হবে তাদের ঘেরি* (এজে ৩৪:১৩-১৪ লাতিন পাঠ্য); অর্থাৎ সেইখানে তারা বিশ্রাম করবে, সেইখানে বলবে, 'এখন ভালই আছি,' সেইখানে বলবে, 'সত্যি ও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আমরা প্রবঞ্চিত হইনি।' তারা তাদের নিজেদের ঘেরিতেই যেন ঈশ্বরের গৌরবে বিশ্রাম করবে। *তারা নিদ্রা যাবে*, অর্থাৎ তারা বিশ্রাম করবে, ও উত্তম ও *আনন্দময় স্থানে বিশ্রাম করবে* (এজে ৩৪:১৪ লাতিন পাঠ্য)।

*তারা ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে* (এজে ৩৪:১৪)। আমি ইস্রায়েলের পর্বতমালার কথা আগেও বলেছি, সেই যে ভাল পর্বতমালা যার দিকে আমরা চোখ তুলি যাতে সেখান থেকে আমাদের সাহায্য আসে (সাম ১২০ (১২১):১-২)। কিন্তু *আমাদের সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি* (সাম ১২০ (১২১):২)। এজন্য আমাদের প্রত্যাশা যেন কেবল ভাল পর্বতমালায় স্থাপিত না থাকে, তিনি 'আমি আমার মেষগুলোকে ইস্রায়েলের পর্বতমালার উপরে চরাব' একথার পর পরেই বলে চলেন, *আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে চরাব* (এজে ৩৪:১৫), যাতে তুমি সেই পর্বতমালায় থেকে না যাও। যে পর্বতমালা থেকে তোমার সাহায্য আসবে, সেই পর্বতমালার দিকে চোখ তোল, কিন্তু তাঁর এ কথাও ভাল মত শোন, *আমি নিজেই তাদের চরাব। হ্যাঁ, তোমার সাহায্য সেই প্রভু থেকেই আসে, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাতা যিনি।*

আর তাঁর শেষ কথা এ: *আমি ন্যায়বিচার-নীতিতে তাদের চরাব* (এজে ৩৪:১৬)।

লক্ষ কর কেমন করে কেবল তিনিই চরান যেহেতু ন্যায়বিচার-নীতিতেই চরান। বস্তুতপক্ষে কোন্ মানুষ মানুষের বিষয়ে বিচার করতে পারে? অপদার্থ বিচারে জগৎও পরিপূর্ণ! যার উপর আমাদের আর কোন আশা নেই, সে হঠাৎ মনপরিবর্তন করে উত্তম

হয়ে ওঠে; যার উপর অনেক প্রত্যাশা রাখছিলাম, সে সহসা সরে গিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের ভয়ও নিশ্চিত নয়, আমাদের ভালবাসাও নিশ্চিত নয়।

এক ব্যক্তি আজ যে কী, সে নিজে তা কোন রকমেই মাত্র জানে। তথাপি সে আজ যে কী, তা কোন প্রকারে জানলেও তবু কাল সে কী হবে, তা সে আদৌ জানে না। সুতরাং কেবল তিনিই প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রাপ্য বিতরণ ক'রে ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান: একজনকে এক জিনিস, অন্যকে অন্য জিনিস, এক একজনকে তার প্রাপ্য অনুসারে: এটা বা সেটা। কেননা তিনি জানেন কী করছেন। বিচারিত হয়ে তিনি যাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাদের ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান। অতএব কেবল তিনিই ন্যায়বিচার-নীতিতে চরান।

**শ্লোক** - যোহন ১০:১৪; এজে ৩৪:১১, ১৩

*প্র* আমিই উত্তম মেষপালক:

*উ* যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

*প্র* দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার উপর দৃষ্টি রাখব; সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও চারণভূমিতে তাদের চরাব।

*উ* যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১:১-২১)

## বাবিলনের রাজপ্রাসাদে যুবা ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বস্ততা

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে বাবিলন-রাজ নেবুখাদ্নেজার যেরুশালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে নগরী অবরোধ করলেন। প্রভু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমকে এবং পরমেশ্বরের গৃহের বেশ কয়েকটা পাত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন, আর তিনি সেইসব কিছু শিনারে নিয়ে গিয়ে পাত্রগুলি তাঁর নিজের দেবমন্দিরের ধনাগারে রাখলেন।

রাজা তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারী আস্পেনাজকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে রাজবংশের বা অভিজাত বংশের কয়েকজন যুবককে আনতে হুকুম দিলেন; তাদের হতে হবে দেহে নিখুঁত, চেহারায় সুদর্শন, প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণ, জ্ঞানবিদ্যার সমস্ত ক্ষেত্রে সুদক্ষ, সুবিবেচক, ও রাজপ্রাসাদে পরিচর্যার যোগ্য; আস্পেনাজ ব্যবস্থা করবেন, যেন তারা কাল্দিয়া-সাহিত্য ও ভাষা শেখে। রাজা এও স্থির করলেন যে, রাজ-টেবিলে পরিবেশিত খাবার ও আঙুররস থেকে প্রতিদিনের খোরাক তাদের দেওয়া হবে; তিন বছর ধরে তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন সেই তিন বছর শেষে তারা রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হতে পারে। সেই যুবকদের মধ্যে ছিলেন যুদা-সন্তান দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়া; কিন্তু সেই প্রধান রাজকর্মচারী তাঁদের অন্য নাম রাখলেন; তিনি দানিয়েলকে বেল্তেশাজার, হানানিয়াকে শাদ্রাখ, মিশায়েলকে মেশাখ, ও আজারিয়াকে আবেদ্নেগো নাম দিলেন।

কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করলেন যে, তিনি রাজ-টেবিলের সেই খাবার ও আঙুররস খেয়ে নিজেকে কোন মতে অশুচি করবেন না; তাই প্রধান রাজকর্মচারীকে অনুরোধ করলেন, যেন তেমন কলুষ থেকে তাঁকে রেহাই দেন। পরমেশ্বর প্রধান রাজকর্মচারীর কাছে দানিয়েলকে কৃপা ও মমতার পাত্র করলেন; তবু প্রধান রাজকর্মচারী দানিয়েলকে বললেন: 'আমার ভয় হয়, পাছে আমার প্রভু মহারাজ—যিনি নিজে স্থির করলেন তোমাদের কি কি খাওয়া ও পান করা উচিত—তোমাদের সমবয়সী যুবকদের মুখের চেয়ে তোমাদের মুখ রুগ্ন দেখেন; তখন তোমাদের কারণে রাজার কাছে আমারই মাথার

বিপদ হবে।' পরে প্রধান রাজকর্মচারী যে প্রহরীর হাতে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার ভার ন্যস্ত করেছিলেন, তাকে দানিয়েল বললেন: 'আপনার দোহাই, আপনার দাসদের দশ দিন পরীক্ষা করুন; আমাদের শুধু শাকসবজি ও জল খেতে দেওয়া হোক, পরে, রাজ-টেবিলের খাবার খায় যারা, তাদের চেহারার সঙ্গে আমাদের চেহারা আপনার সামনে তুলনা করা হোক; তখন আপনি যেমন দেখবেন, সেই অনুসারে আপনার এই দাসদের প্রতি ব্যবহার করবেন।' সে রাজি হল, তাই দশ দিন ধরে তাঁদের পরীক্ষা করল, এবং সেই দশ দিন শেষে দেখা গেল, যারা রাজ-টেবিলের খাবার খেত, তাদের চেয়ে এঁদেরই চেহারা সুন্দর ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট। ফলে তাঁদের জন্য যে খাবার ও আঙুররস বরাদ্দ ছিল, প্রহরী তা না দিয়ে তাঁদের শুধু শাকসবজি দিতে লাগল।

পরমেশ্বর এই চার যুবককে সাহিত্য ও প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী করে তুললেন; দানিয়েল সবরকম দর্শন ও স্বপ্নের অর্থ বুঝবার অধিকারও পেলেন। রাজা যে সময় শেষে সেই সকল যুবককে নিজের সাক্ষাতে আনতে বলে রেখেছিলেন, সেই সময় পার হলে প্রধান রাজকর্মচারী নেবুখাদ্নেজারের কাছে তাঁদের উপস্থিত করলেন। রাজা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন, কিন্তু সকলের মধ্যে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার সমকক্ষ কাউকেই পাওয়া গেল না, ফলে তাঁরাই রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকলেন। প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সমগ্র রাজ্যের সকল মন্ত্রজালিক ও গণকের চেয়ে তাঁরা দশগুণ বেশি বিজ্ঞ ছিলেন। দানিয়েল কুরোশ রাজার প্রথম বর্ষ পর্যন্ত সেখানে থাকলেন।

**শ্লোক** - দা ১:১৭, ২০ দ্রঃ

*প্র* প্রভু এ যুবকদের সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করলেন;

*উ* আপন আত্মা দানে ঈশ্বর তাঁদের হৃদয় সবল করলেন।

*প্র* প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বিষয়ে তাঁরা বিজ্ঞই ছিলেন।

*উ* আপন আত্মা দানে ঈশ্বর তাঁদের হৃদয় সবল করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (১:১–২:৭)

## যা কিছু বিনষ্ট হতে চলছিল,
## খ্রিষ্ট তা ত্রাণ করতে ইচ্ছা করলেন

এসো, ভাইবোনেরা, যিশু খ্রিষ্টকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা বলে ভক্তিভরে স্বীকার করি; আমাদের পরিত্রাণ নিয়েও গর্ব বোধ করি। কেননা এ সমস্ত বিষয় যদি তত মূল্যবান মনে না করি, তাহলে আমাদের ভাবী বিষয়ও তত প্রত্যাশা করতে পারব না, আর যারা আমাদের শিথিল কথা শোনে, তারাও পাপ করবে ও আমরাও পাপ করব, কারণ এতে দেখাব, আমরা জানি না কার দ্বারা ও কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছি ও আমাদের জন্য যিশু খ্রিষ্ট কত কিছুই না বহন করেছেন।

ফলত, তিনি আমাদের যা দান করেছেন, তার বিনিময়ে কেমন প্রতিদান ও কেমন ফল দিতে পারব যা তাঁর যোগ্য? আর তাঁর কাছে আমরা কতগুলো উপকারের জন্য না ঋণী? বাস্তবিকই তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, পিতার মত আমাদের সন্তান বলে অভিহিত করেছেন, ও বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের ত্রাণ করেছেন। তবে তাঁর সমস্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাঁকে কেমন প্রশংসা বা কেমন কৃতজ্ঞতা আরোপ করব? কেননা পাথর ও গাছপালা, আর মানুষের হাতে তৈরী রুপো, সোনা ও তামার বস্তু পূজা করে আমরা নির্বোধ ছিলাম; এবং আমাদের গোটা জীবন কেবল মৃত্যুই ছিল। কিন্তু আমরা যখন তেমন অন্ধকারে চারদিক থেকে আবিষ্ট ছিলাম ও আমাদের চোখ কুয়াশায় পূর্ণ ছিল, তখন আমরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম, এবং যে মেঘ আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখছিল, তাঁর ইচ্ছাক্রমে তা সরিয়ে দিলাম।

আসলে তিনি যখন আমাদের মধ্যে সেই ভারী ভুলভ্রান্তি ও অনিবার্য বিনাশ দেখলেন, এবং এও দেখলেন যে, তাঁর নিজের অনুগ্রহ ছাড়া আমাদের পরিত্রাণের কোন আশাই ছিল না, তখন আমাদের প্রতি করুণা দেখালেন ও মমতাপূর্ণ দয়ায় বিগলিত হয়ে আমাদের পরিত্রাণ করলেন: হ্যাঁ, আমরা যারা অস্তিত্বহীন ছিলাম, তিনি আমাদের আহ্বান করলেন, এবং চাইলেন, শূন্যময় অবস্থার মধ্য থেকে আমরা অস্তিত্ব পাব।

*সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি! সানন্দে চিৎকার কর, উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি! কারণ*

*বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি* (ইশা ৫৪:১ দ্রঃ)। যখন তিনি বলেন, *সানন্দে চিৎকার কর, বন্ধ্যা,—তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি,* তখন আমাদেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন, কেননা আমাদের জন্ম দেবার আগে মণ্ডলী বন্ধ্যাই ছিল। আর যখন তিনি বলেন, *উল্লাসে ফেটে পড়, তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি!* তখন আমাদের আহ্বান করেন যাতে ঈশ্বরের কাছে আনন্দের সঙ্গে প্রার্থনা নিবেদন করি। আবার তিনি যখন বলেন, *কারণ বিবাহিতার সন্তানদের চেয়ে পরিত্যক্তার সন্তানেরা বেশি,* তখন এ সত্য দেখাতে চান যে, আমাদের জনগণ একসময়ে ঈশ্বর-বিহীন ও ঈশ্বর-পরিত্যক্ত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল; এখন কিন্তু বিশ্বাস করেছি এই যে আমরা তাদেরও চেয়ে সংখ্যায় বেশি, যাদের ঈশ্বরের একমাত্র অধিকারী বলে মনে হচ্ছিল।

শাস্ত্রে অন্যত্র বলে: *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি* (মথি ৯:১৩)। এ বাণী দ্বারা তিনি বলতে চান, তাঁকে বিনাশ-যাত্রীদেরই ত্রাণ করতে হবে, কেননা যা সতেজ তা নয়, যা পতনোন্মুখ তা-ই বাঁচানো মহা আশ্চর্য কাজ! সুতরাং খ্রিষ্টও তা-ই ত্রাণ করতে চাইলেন যা বিনষ্ট হতে যাচ্ছিল, আর বাস্তবিকই বিনাশ-যাত্রী এই আমাদের আহ্বান করতে এসে অনেককেই ত্রাণ করলেন।

**শ্লোক** - ১ থে ৫:৯-১০; কল ১:১৩ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই আমাদের নিযুক্ত করেছেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা যিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন

*উ* আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

*প্র* তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয় পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন,

*উ* আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১-১৯)

### গর্বিতা নগরী তুরসের বিরুদ্ধে বাণী

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, তুরসের জনপ্রধানকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

যেহেতু তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে,
ও তুমি বলেছ: আমি ঈশ্বর!
আমি গভীর সমুদ্রে ঐশ্বরিক আসনে আসীন!
অথচ তুমি মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও,
তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ,
সেজন্য দেখ, তুমি দানেলের চেয়েও প্রজ্ঞাবান!
রহস্যময় কোন কথা তোমার কাছে আবৃত নয়;
তোমার প্রজ্ঞায় ও তোমার সুবুদ্ধিতে
তুমি তোমার নিজের প্রতাপ গড়েছ,
তোমার পেটিকায় সোনা ও রুপো জমিয়েছ;
তোমার মহাজ্ঞান ও বাণিজ্যের ফলে
তোমার ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে,
আর তোমার সেই ঐশ্বর্যে তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে;
সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
যেহেতু তুমি তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ;
সেজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জাতিকে আনব,

তারা তোমার পরম প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করবে,
তোমার বিভা কলুষিত করবে,
তোমাকে গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করবে,
আর তোমার মৃত্যু হবে সমুদ্রের মাঝে মৃতদের মৃত্যুর মত।
তোমার হত্যাকারীদের সামনে
তখন তুমি কি আবার বলবে : আমি ঈশ্বর?
কিন্তু যে তোমাকে বিঁধিয়ে দেবে,
তার হাতে তুমি তো মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও।
ভিনদেশের মানুষদের হাতে
তোমার মৃত্যু হবে অপরিচ্ছেদিতদের মৃত্যুর মত,
কারণ আমিই একথা বলেছি।'
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : 'আদমসন্তান, তুরসের রাজার জন্য বিলাপগান ধর ; তাকে বল : প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

তুমি ছিলে পরমসিদ্ধির আদর্শ,
ছিলে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যে সিদ্ধ ;
তুমি পরমেশ্বরের উদ্যানে, সেই এদেনেই থাকতে,
সবরকম বহুমূল্য প্রস্তর, রুধিরাখ্য, পোখরাজ, হীরক, হেমকান্তি, বৈদূর্য,
সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, ফিরোজা ও মরকত ছিল তোমার আচ্ছাদন ;
খঞ্জনি ও বাঁশির কারুকার্যের সোনায় তুমি ছিলে অলঙ্কৃত ;
এই সব কিছু তোমার সৃষ্টিদিনেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।

আমি তোমাকে রক্ষকরূপে
বিস্তৃত পাখা-খেরুব করেছিলাম ;
তুমি ছিলে পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের উপর,
হেঁটে বেড়াচ্ছিলে অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে।

তোমার সৃষ্টিদিন থেকে আচরণে তুমি আদর্শবান ছিলে,
যতক্ষণ না তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল।
তোমার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে তুমি অত্যাচারে ও পাপে পরিপূর্ণ হলে;
তাই আমি তোমাকে পরমেশ্বরের পর্বত থেকে বিচ্যুত করলাম,
এবং তোমাকে, হে রক্ষী খেরুব, অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে বিনষ্ট করলাম।
তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল,
তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল,
তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম,
রাজাদের সামনে রাখলাম, যেন তারা তোমাকে দেখতে পায়।
তোমার অপকর্মের ভারে, তোমার বাণিজ্যের অন্যায়ে,
তুমি তোমার পবিত্রধাম কলুষিত করলে,
তাই আমি তোমার মধ্য থেকে এমন আগুন জাগিয়ে তুলেছি,
যা তোমাকে গ্রাস করবে।
আমি তোমার সকল দর্শকের চোখের সামনে
তোমাকে মাটিতে ছাইয়ে পরিণত করলাম।
জাতিসকলের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে,
তারা সকলে তোমার দশায় বিহ্বল হল;
হ্যাঁ, তুমি আতঙ্কের বস্তু হলে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!'

**শ্লোক** - ইশা ১৪:১১, ১৯; এজে ২৮:১৭

*প্র* তোমার ঘটা, তোমার সেতারের ঝঙ্কার, সবই পাতালে নিক্ষেপ করা হল;

*উ* তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!

*প্র* তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল, তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল, তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম।

℣ তোমাকে তোমার সমাধি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হল কুৎসিত একটা অজাত ভ্রূণেরই মত!

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'পালকগণ বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৬:২৯-৩০)

**যাঁরা উত্তম পালক,**

**তাঁরা সকলে সেই অনন্য পালকের মধ্যে রয়েছেন**

*খ্রিষ্ট ন্যায়বিচার-নীতিতেই চরান* (এজে ৩৪:১৬), তিনি নির্ণয় করেন কোন্ মেষগুলো তাঁর আপন ও কোন্ গুলো তাঁর আপন নয়। তিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠ শোনে ও আমার অনুসরণ করে* (যোহন ১০:২৭)।

এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, যারা ভাল পালক, তারা সকলে সেই অনন্য পালকের মধ্যে রয়েছে। বাস্তবিকই ভাল পালকদের অভাব নেই, তারা কিন্তু অনন্য এক পালকের মধ্যে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অন্যেরা অনেকে; এখানে কেবল একজনেরই কথা প্রচার করা হয় কারণ ঐক্যের কথা সমর্থন করা হচ্ছে। আর কেবল এ কারণেই এখানে বহু পালকদের কথা উত্থাপিত নয়, কিন্তু একজনমাত্র পালকেরই কথা উপস্থাপিত,—প্রভু যার হাতে মেষগুলো ন্যস্ত করবেন এমন কাউকে পান না, এজন্য নয়! আসলে তিনি একসময়ে মেষগুলোকে ন্যস্ত করেছিলেন, এর কারণ, তিনি পিতরকে পেয়েছিলেন; এমনকি সেই পিতরে তিনি ঐক্যের গুরুত্ব স্পষ্টই করেছিলেন। প্রেরিতদূত অনেকে ছিলেন, কিন্তু কেবল একজনকেই বলা হল, *আমার মেষগুলো চরাও* (যোহন ২১:১৭ লাতিন পাঠ্য)। ঈশ্বর করুন, আজও যেন ভাল পালকের অভাব না হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদেরই যেন ভাল পালকদের অভাব না হয়। ঈশ্বর করুন, তাঁর দয়া গুণে তিনি যেন ভাল পালকদের নিত্যই জাগরণ ঘটান ও [মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে] তাঁদের নিযুক্ত করেন।

অবশ্য, যদি ভাল মেষ থাকে, তবে ভাল পালকও থাকবে, কেননা ভাল মেষগুলো থেকেই ভাল পালকদের উদ্ভব হয়। তবু সেই সকল ভাল পালক এক পালকের মধ্যেই রয়েছে, তারা এক। তারা চরায়, খ্রিষ্টই চরান। আসলে বরের বন্ধুরা নিজেদের কণ্ঠ ধ্বনিত করে না, কিন্তু বরের কণ্ঠের জন্য তারা আনন্দে মেতে ওঠে। সুতরাং তারা

চরালে তিনি নিজেই চরান; এবং তিনি একথা বলেন, আমিই চরাই, কেননা তাদের মধ্যেই তাঁর নিজের কণ্ঠ, তাদের মধ্যেই তাঁর নিজের ভালবাসা।

যখন তিনি মেষগুলোকে সেই পিতরের হাতে ন্যস্ত করছিলেন, তখন একজন যেরূপে মেষগুলোকে অন্য একজনের হাতে ন্যস্ত করে, সেরূপেই তিনি ব্যবহার করছিলেন; তথাপি তিনি পিতরকে নিজের সঙ্গে এক করতে চাচ্ছিলেন; এবং তিনি মেষগুলোকে তাঁর হাতে এমনভাবে ন্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন, যাতে তিনি নিজেই মাথা হন ও পিতর দেহের তথা মণ্ডলীর প্রতীক বহন করেন, এবং যেভাবে বর ও কনে, উভয়ও যেন সেইভাবে একমাংসে দু'জন হয়।

অবশেষে, যেন না মনে হয় যে তিনি নিজের মেষগুলোকে পিতরের হাতে কেমন যেন অপরিচিতই একজনের হাতে ন্যস্ত করছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁকে আগে কী বলেন? *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি। তৃতীয়বারের মত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ভালবাসি* (যোহন ২১:১৭ দ্রঃ)। তিনি ভালবাসা সুদৃঢ় করেন যাতে ঐক্যই মজবুত করতে পারেন। সুতরাং এই পালকদের মধ্যে অনন্য পালক রূপে তিনি চরান, আর এরা সকলে ঐক্যে রয়েছে। এভাবে [এই পদে] পালকেরা উল্লিখিত না হলেও তবু তাদের বিষয় উল্লিখিত। পালকেরা গর্ব করে বটে, কিন্তু *যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক* (২ করি ১০:১৭)। এই তো খ্রিষ্টকে চরানো, এই তো খ্রিষ্টের জন্য চরানো, এই তো খ্রিষ্টের মধ্যে চরানো, খ্রিষ্টের জন্য ছাড়া নিজের জন্য না চরানো। তাই যখন নবীর ভাববাণী দ্বারা ঈশ্বর বললেন, *আমি নিজেই আমার মেষগুলোকে চরাব* (এজে ৩৪:১৫) কারণ আমার এমন কেউ নেই যার হাতে মেষগুলোকে ন্যস্ত করব, তখন তিনি এমন প্রতিকূল কালের কথা ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন না, যে কালে পালকদের অভাব দেখা দেবে; কেননা স্বয়ং পিতরের সময়ে যখন অন্য প্রেরিতদূতেরাও এ জগতে জীবিত ছিলেন, তখনও সেই অনন্য তিনি, যাঁরই মধ্যে সবাই এক, বলেছিলেন, *আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও*

*আমাকে নিয়ে আসতে হবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক* (যোহন ১০:১৬)।

অতএব সকল পালক সেই একটিমাত্র পালকে স্থিত থাকুক, ও সেই পালকের একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুক; মেষগুলো সেই একটামাত্র কণ্ঠ শুনুক ও কেবল এক পালকেরই অনুসরণ করুক—অমুক তমুক পালকের নয়, সেই একটিমাত্র পালকেরই অনুসরণ করুক। আর সবাই তাঁর মধ্যে একটামাত্র কণ্ঠ ধ্বনিত করুক, তাদের যেন নানা কণ্ঠ না থাকে। ভাই, *আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে যেন এককণ্ঠ হও, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে* (১ করি ১:১০ দ্রঃ)। সমস্ত বিচ্ছেদ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সমস্ত ভ্রান্তমত থেকে বিশুদ্ধ এমন কণ্ঠই মেষগুলো শুনুক, ও তাদের সেই পালকের অনুসরণ করুক যিনি বলেন: *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠ শোনে ও আমার অনুসরণ করে* (যোহন ১০:১৭)।

## শ্লোক

*প্র* প্রভু, তোমার মেষপালকে একা ফেলে রেখো না,

*উ* হে উত্তম পালক, তুমি যে কখনও নিদ্রাগত হও না, কিন্তু নিত্যই জাগ্রত আছ!

*প্র* প্রভু, তোমার দয়া গুণে আমাদের রক্ষায় জেগে থাক, পাছে সেই কুটিল দুর্জন আমাদের প্রলোভন দেখাতে আসে।

*উ* হে উত্তম পালক, তুমি যে কখনও নিদ্রাগত হও না, কিন্তু নিত্যই জাগ্রত আছ!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (২:২৬-৪৭)

## মূর্তি বিষয়ক স্বপ্ন

## ঈশ্বরের চিরকালীন রাজ্য

সেসময়, রাজা দানিয়েলকে—যাঁর নাম বেল্তেশাজার দেওয়া হয়েছিল—জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তুমি কি সত্যি সেই স্বপ্ন ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার?' দানিয়েল রাজার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মহারাজ যে রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করছেন, কোন জ্ঞানীগুণী বা মন্ত্রজালিক বা জ্যোতির্বেত্তা তা জানাতে পারেনি; কিন্তু স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন; তিনিই মহারাজ নেবুখাদ্নেজারকে প্রকাশ করবেন অন্তিম দিনগুলোতে কী কী ঘটবে। সুতরাং আপনার স্বপ্ন, ও শয্যায় শুয়ে আপনার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা এ: হে মহারাজ, আপনি শয্যায় শুয়ে থাকাকালে আপনার যে যে চিন্তা উৎপন্ন হয়েছে, তা ভাবীকাল সংক্রান্ত; রহস্য-প্রকাশক যিনি, তিনি আপনাকে প্রকাশ করলেন ভবিষ্যতে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। অন্য কোন জীবিত লোকের চেয়ে আমার প্রজ্ঞা বেশি বলেই যে এই রহস্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্য নয়, বরং এইজন্য, যেন মহারাজকে রহস্যের অর্থ জানানো হয়, আর আপনি যেন নিজের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন।

মহারাজ, আপনি চেয়ে দেখছিলেন, আর হঠাৎ এক মূর্তি, অসাধারণ জ্যোতির্মণ্ডিত এক বিশাল মূর্তি আপনার সামনে দাঁড়াল, যা দেখতে ভয়ঙ্কর। তার মাথা ছিল খাঁটি সোনার, বুক ও বাহু রুপোর, পেট ও উরুত ব্রঞ্জের, পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার, পায়ের পাতা কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির। আপনি চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং মূর্তির সেই লোহা ও পোড়া মাটির পা দু'টোতে আঘাত করে তা চূর্ণবিচূর্ণ করল। তখন সেই লোহা, পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, রুপো ও সোনাও সেইসঙ্গে চূর্ণ হয়ে গ্রীষ্মকালে খামারের তুষের মত হল; বাতাস সেইসব উড়িয়ে নিয়ে গেল, সেগুলোর আর কোন চিহ্ন রইল না; আর সেই যে পাথর ওই মূর্তিকে আঘাত করেছিল, তা বেড়ে বেড়ে এমন বিশাল পর্বত হয়ে উঠল

যে, সমস্ত পৃথিবী তাতে পূর্ণ হল। এটি স্বপ্ন। এখন আমরা মহারাজকে তার অর্থ জানিয়ে দেব।

হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ! স্বর্গেশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়েছেন; তিনি মানবসন্তান, বন্যজন্তু ও আকাশের পাখি—সবই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন, এইসব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব আপনারই: আপনিই সেই সোনার মাথা। আপনার পরে আর এক রাজ্যের উদয় হবে, যা আপনারটার চেয়ে ক্ষুদ্র; তারপর তৃতীয় আর এক রাজ্যের উদয় হবে—ব্রঞ্জের এই রাজ্যই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। চতুর্থ আর এক রাজ্যও হবে, যা লোহার মত দৃঢ়, যা সেই লোহার মত যা সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে। লোহা যেমন সবকিছু টুকরো টুকরো করে, তেমনি সেই রাজ্য সবই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। আর আপনি তো দেখেছেন, সেই পায়ের পাতা দু'টো ও পায়ের আঙুল ছিল কিছুটা কুমোরের পোড়া মাটির ও কিছুটা লোহার: এর অর্থ হল এই যে, রাজ্য বিভক্ত হবে, তবু রাজ্যে লোহার কিছু দৃঢ়তা থাকবে, যেমন আপনি নিজেই দেখেছিলেন যে, এঁটেল মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো ছিল। পায়ের আঙুল যেমন কিছুটা লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির ছিল, তেমনি রাজ্যের একটা অংশ দৃঢ় ও একটা অংশ ভঙ্গুর হবে। আপনি যে দেখেছেন, লোহা এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, এর অর্থ হল এ: সেই অংশ দু'টো একদিন রক্ত-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মিশে যাবে, কিন্তু কখনও এক হতে পারবে না, যেমনটি লোহাও পোড়া মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হতে পারে না। সেই রাজাদের দিনগুলিতে স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না; বরং অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে আর নিজেই হবে চিরস্থায়ী। কেননা আপনি নিজেই তো দেখেছেন যে, পর্বত থেকে একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং সেই লোহা, ব্রঞ্জ, পোড়া মাটি, রুপো ও সোনা—সবই চূর্ণবিচূর্ণ করল। এখন থেকে যা ঘটতে যাচ্ছে, মহান ঈশ্বর তা মহারাজকে প্রকাশ করলেন। স্বপ্নটা সত্য ও তার ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য।'

তখন নেবুখাদ্নেজার রাজা মাটিতে উপুড় হয়ে দানিয়েলকে প্রণাম করলেন, এবং হুকুম দিলেন, যেন তাঁর উদ্দেশে অর্ঘ্য ও সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। পরে দানিয়েলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'সত্যি, তোমাদের ঈশ্বর দেবতাদের ঈশ্বর,

রাজাদের প্রভু ও রহস্যগুলির প্রকাশক, কারণ তুমি এই রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছ।'

**শ্লোক** - দা ২:৪৪; লুক ২০:১৭, ১৮ দ্রঃ

*প্র* স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন, যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না।

*উ* ঈশ্বরের রাজ্য হবে চিরস্থায়ী!

*প্র* গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর; আর এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।

*উ* ঈশ্বরের রাজ্য হবে চিরস্থায়ী!

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (৩:১–৪:৫; ৭:১-৬)

**এসো, কর্ম দ্বারাই ঈশ্বরকে স্বীকার করি**

প্রভু আমাদের প্রতি অসীম দয়া দেখিয়েছেন: প্রথমত, তিনি এমনটি দিলেন না যে, জীবিত এই আমরা মৃত দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ করব ও তাদের পূজা করব, কিন্তু এমনটি দিলেন যাতে আমরা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে সত্যের পিতাকে জানতে পারি; এখন, যাঁর দ্বারা আমরা তাঁকে জেনেছি, তাঁকে অস্বীকার করব না, এ ছাড়া আর কোন্ জ্ঞান আমাদের তাঁর কাছে চালিত করবে? তিনি নিজেই তো এবিষয়ে বলেন: *যে কেউ আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব* (মথি ১০:১২)। সুতরাং যাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি, আমরা যদি তাঁকে স্বীকার করি, তাহলে এ-ই আমাদের পুরস্কার হবে। কিন্তু কিসেতেই আমরা তাঁকে স্বীকার করব? তিনি যা যা বলেন আমরা তা করব, তাঁর আদেশগুলো অবজ্ঞা করব না, আর কেবল মুখে নয়, কিন্তু সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত মন দিয়েই তাঁকে সম্মান করব। কেননা ইশাইয়া বলেন: *এই জাতির মানুষেরা কেবল কথায়ই আমার কাছে এগিয়ে আসে, কেবল ওষ্ঠেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে* (ইশা ২৯:১৩)।

সুতরাং এসো, তাঁকে প্রভু বলে ডাকব এমনটি যেন যথেষ্ট মনে না করি; কারণ তাতে আমরা পরিত্রাণ পাব না; কেননা তিনি বলেন: যে কেউ বলে, প্রভু, প্রভু, সে পরিত্রাণ পাবে এমন নয়, কিন্তু ধর্মময়তা যে পালন করে সে-ই পরিত্রাণ পাবে (মথি ৭:২১ দ্রঃ)। এজন্য ভাইবোনেরা, এসো, কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি—পরস্পরকে ভালবেসে, ব্যভিচার না করে, পরনিন্দা ও হিংসা বাতিল করে, এবং শুচিতা, দয়া ও মঙ্গলময়তায় জীবন যাপন করেই তাঁকে স্বীকার করি। উপরন্তু, অর্থলাভের কামনা নয়, কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য দানই আমাদের জীবনাচরণ চালিত করার কথা। এসো, এপ্রকার কর্ম দ্বারাই তাঁকে স্বীকার করি, এর বিপরীত কর্ম দ্বারা নয়; তাছাড়া মানুষকে ভয় করব না, ঈশ্বরকেই ভয় করব। অন্যথা প্রভু আমাদের বলবেন: তোমরা আমার বুকে সম্মিলিত হয়েও যদি আমার আদেশগুলো পালন না কর, আমি তোমাদের পরিত্যাগ করে বলব: আমার কাছ থেকে দূর হও, অপকর্মা সকল! আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে আস (মথি ৭:২৩; লুক ১৩:২৭ দ্রঃ)।

এজন্য আমার ভাইবোনেরা, এসো, লড়াই করি, একথা জেনে যে, আমরা শুভ লড়াইতেই রত আছি, আর একই সময়ে অনেকে নশ্বর লড়াইয়ের প্রতি আকর্ষিত; কিন্তু আমরা জানি যে, সকলেই জয়মালায় ভূষিত হবে এমন নয়, তারাই মাত্র হবে, যারা অধিক পরিশ্রম করেছে ও গৌরবময় ভাবে লড়াই করেছে। তাই এসো, লড়াই করি, যাতে সকলেই জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। এসো, ন্যায় পথে দৌড় দিতে থাকি, কারণ এ পথ অনশ্বর; এবং অনেকে মিলেই তাঁর দিকে সমুদ্র-যাত্রা করি ও লড়াই করি যাতে জয়মালাও লাভ করতে পারি। আর যদি সকলেই মাল্যভূষিত না হতে পারি, কমপক্ষে যেন প্রথমদের মধ্যেই স্থান পাই। তবু একথা আমাদের জানা উচিত যে, নশ্বর লড়াইতে যারা লড়াই করে, তাদের মধ্যে কেউ যদি চালাকি করে থাকে, তাকে কশাঘাত করা হয়, লড়াইচ্যুত করা হয়, ও ক্রীড়াঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

তাই তোমরা কী মনে কর? অনশ্বর লড়াইতে যে চালাকি করে, তার কি দণ্ড হবে না? কেননা যারা খ্রিষ্টীয় সীলমোহর অক্ষুণ্ন রাখেনি, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন: *তাদের কীট কখনও মরবে না, তাদের আগুন কখনও নিভবে না, তারা হবে সকলের বিতৃষ্ণার পাত্র* (ইশা ৬৬:২৪)।

শ্লোক - ১ থে ১:৯, ১০; ১ যোহন ২:২৮

প্র তোমরা মনপরিবর্তন করেছ যেন সেই জীবনময় সত্যকার ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক,

উ কেননা তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

প্র এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি এবং তাঁর আগমনে আমাদের যেন লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।

উ কেননা তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৪:১-৬, ১১-১৬, ২৩-৩১)

## ইস্রায়েলই সেই মেষপাল

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; ভাববাণী দাও, সেই পালকদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা নিজেদেরই পালন করছে! এ কি বরং উচিত নয় যে, পালকেরা মেষগুলিকেই পালন করবে? তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড় পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে জবাই কর, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। যে মেষগুলি দুর্বল, তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের নিরাময় করনি, যেগুলি ক্ষতবিক্ষত, তাদের ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি, বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ। কোন পালক না থাকায় মেষগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে; তারা সমস্ত বন্যজন্তুর খাদ্য হয়েছে: হ্যাঁ, তারা এখন বিক্ষিপ্ত। আমার মেষপাল পর্বতে পর্বতে ও যত উচ্চ উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে; আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে; আর তাদের খোঁজ করবে বা তাদের উপর দৃষ্টি রাখবে এমন কেউ নেই!

এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার উপর দৃষ্টি রাখব। বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে পালক যেমন মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির উপর দৃষ্টি রাখব। মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি তাদের উদ্ধার করব। আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের বের করে আনব, সমস্ত দেশ থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব।

আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে তাদের চরাব। আমি সেরা চারণমাঠে তাদের চালনা করব, এবং তাদের ঘেরি হবে ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর; সেখানে তারা উত্তম ঘেরিতে শুয়ে বিশ্রাম করবে, এবং ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে চরে বেড়াবে। আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান তাকে প্রতিপালন করব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব।

তাদের জন্য আমি অনন্য এক পালকের উদ্ভব ঘটাব, যিনি তাদের প্রতিপালন করবেন—তিনি আমার দাস দাউদ; তিনিই তাদের চরাবেন, তিনিই তাদের পালক হবেন; আর আমি প্রভু হব তাদের আপন পরমেশ্বর, এবং আমার দাস দাউদ তাদের মধ্যে জনপ্রধান হবেন; আমি প্রভুই একথা বললাম। আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, হিংস্র যত জন্তুকে দেশ থেকে দূর করে দেব; তখন তারা নিরাপদে প্রান্তরে বাস করবে ও বনে বনে বিশ্রাম করবে।

আমি তাদের সকলকে ও আমার পর্বতের চারদিকের সমস্ত অঞ্চল আশীর্বাদের পাত্র করব: যথাসময় জলধারা বর্ষণ করব, আর সেই জলধারা হবে আশিসধারা! মাঠের গাছপালা ফলশালী হয়ে উঠবে, ভূমি তার আপন ফসল দেবে, আর তারা তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ভরসাভরে বাস করবে; আর তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের জোয়ালের ডাণ্ডা ছিন্ন করব, ও যারা তাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে, তাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব। তারা জাতিগুলির লুটতরাজের বস্তু আর হবে না, বন্যজন্তুও তাদের আর গ্রাস করবে না; তারা বরং নিরাপদে বাস করবে, তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

আমি তাদের জন্য উর্বরতম উদ্যান প্রস্ফুটিত করব, তখন দেশের মধ্যে তারা আর ক্ষুধায় ভুগবে না, এবং জাতিগুলির অপমানও তাদের আর ভোগ করতে হবে না। তাতে তারা জানবে যে, আমি—তাদের পরমেশ্বর প্রভু—তাদের সঙ্গে আছি, এবং তারা—ইস্রায়েলকুল—আমার আপন জনগণ। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

আর তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

**শ্লোক** - এজে ৩৪:৩১, ১৫; যোহন ১০:১৪

*প্র* তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

*উ* আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

*প্র* আমিই উত্তম মেষপালক; যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে।

*উ* আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এজেকিয়েল পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (২য় পুস্তক, ৪:১৯-২০)

## বাণী মাংস হলেন
## যাতে আমাদের আত্মিক করে তুলতে পারেন

আমরা একটু বিবেচনা করতে চাই—এই আমরা যারা এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করছি—আমরা কে। একথা নিশ্চিত যে, আমরা বিধর্মীদের মধ্য থেকে আগত; এ কথাও নিশ্চিত যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাঠ ও পাথর পূজা করতেন। তাহলে, নবী এজেকিয়েলের এই যে গভীরতম রহস্য হিব্রুরা নিজেরাও জানে না, তেমন রহস্যগুলো তলিয়ে দেখার আলো আমরা কোথা থেকেই বা পেলাম?

সুতরাং এসো, সেই একজনমাত্রকে ধন্যবাদ জানাই যিনি, পবিত্র শাস্ত্রে নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলেন, যাতে শোনা সত্ত্বেও মানুষের পক্ষে যা কিছু উপলব্ধির অতীত ছিল, তা দৃশ্য হওয়ায় স্পষ্ট হতে পারে। কেননা তাঁর মাংসধারণ, যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ সবই শাস্ত্রে উল্লিখিত। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেইবা তা শুনে বিশ্বাস করতে পারত, যদি না তা বাস্তবায়িত বলেই জানত?

যোহনের ঐশপ্রকাশে যেরূপে পাঠ করা যেতে পারে, সীলমোহর-যুক্ত এমন পুস্তক যা কেউই খুলে দিতে ও পাঠ করতে সক্ষম ছিল না, তা যুদার সিংহই খুলে দিলেন, যেহেতু তিনি আপন যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থান দ্বারাই সেই সমস্ত রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। আর আমাদের দুর্বলতার সমস্ত অমঙ্গল নিজেই বহন করায় তিনি আমাদের কাছে আপন পরাক্রম ও গৌরবের মঙ্গল দেখালেন।

বাস্তবিক পক্ষে তিনি মাংস হলেন যাতে আমাদের আত্মিক করে তুলতে পারেন; প্রসন্নতার সঙ্গে আমাদের প্রতি আনত হলেন যাতে আমাদের তুলে ধরতে পারেন, বাইরে গেলেন যাতে আমাদের প্রবেশ করাতে পারেন, দৃশ্যমান হলেন যাতে অদৃশ্য বিষয় আমাদের দেখাতে পারেন, কশাঘাত বরণ করলেন যাতে আমাদের সুস্থ করতে পারেন, দুর্নাম ও অবজ্ঞা সহ্য করলেন যাতে অনন্ত লজ্জা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন, মৃত্যুবরণ করলেন যাতে আমাদের সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন।

সুতরাং এসো, মৃত ও জীবনদাতা যিনি, এমনকি মৃত হওয়ায়ই অধিকতর জীবনদাতা যিনি, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এজন্য যিনি আমাদের পরিত্রাণ ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা উত্তমরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই ইশাইয়া বললেন, *প্রভু উত্থিত হবেন, এভাবে তিনি তাঁর আপন কর্মের, তাঁর সেই রহস্যময় কর্মের সিদ্ধি ঘটাবেন, তাঁর আপন কর্ম, তাঁর সেই অসাধারণ কর্ম সম্পন্ন করবেন* (ইশা ২৮:২১)। বাস্তবিকই তাঁর নিজের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত প্রাণ একত্র করা, ও সনাতন আলোর পরমানন্দে তাদের ফিরিয়ে আনাই ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু কশাঘাত ও থুথু গ্রহণ করা, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা ও সমাহিত হওয়া, এসমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কর্ম নয়, কিন্তু সেই পাপী মানুষেরই কর্ম, যে মানুষ পাপের ফলে এ সমস্ত কিছুর যোগ্য ছিল। *কিন্তু তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন* (১ পি ২:২৪)। আর যিনি নিজের স্বরূপে নিত্যই উপলব্ধির অতীত হয়ে থাকেন, তিনি আমাদের স্বরূপে কশাঘাত গ্রহণ করতে প্রসন্ন হলেন, কেননা আমাদের অসুস্থতার সমস্ত কিছু যদি নিজেই না ধারণ করতেন, তবে আমাদের তাঁর নিজের শক্তির পরাক্রম পর্যন্ত কখনও উন্নীত করতে পারতেন না। তাই যাতে আপন কর্ম সাধন করতে পারেন, তিনি আপন অসম্ভব কর্ম সিদ্ধ করলেন; এবং যাতে তাঁর সেই কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন, তিনি অসাধারণ

কর্ম সম্পন্ন করলেন, কেননা ঈশ্বর যিনি তিনি আপন ধর্মময়তার উদ্দেশে আমাদের একত্র করার উদ্দেশ্যে মাংস হলেন, ও প্রসন্ন হয়ে আমাদের জন্য নিজেকে প্রহৃত হতে দিলেন। আর আপন কাজ সাধন করার জন্য সত্যিই অসম্ভব কাজ সিদ্ধ করলেন, কেননা যন্ত্রণাভোগ করে আমাদের অমঙ্গল বহন করায়ই তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি এই আমাদের আপন পরাক্রমের গৌরব পর্যন্ত চালিত করলেন—যে গৌরবে তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - হিব্রু ২:১৬, ১৭; বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ

প্ খ্রিষ্ট তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন,

উ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হয়ে উঠতে পারেন।

প্ আমাদের ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

উ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দয়াবান হয়ে উঠতে পারেন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩:৮-১২, ১৯-২৪, ৯১-৯৭)

## রাজার সেই স্বর্ণ মূর্তি

## অগ্নিকুণ্ডে সেই তিনজন যুবক

একদিন কয়েকজন কাল্দীয় ইহুদীদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ আনবার জন্য এগিয়ে এল; তারা নেবুখাদ্নেজার রাজাকে বলল: 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! হে রাজন্, আপনি এমন রাজপত্র জারি করেছেন, যা অনুসারে যে কেউ শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনবে, সে উপুড় হয়ে ওই সোনার মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাবে; এবং যে কেউ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এমন কয়েকজন ইহুদী লোক আছে, যাদের হাতে আপনি বাবিলন প্রদেশের ব্যবস্থাপনার ভার দিয়েছেন, অর্থাৎ সেই শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো; তারা, হে রাজন্, আপনার আজ্ঞা মানে না; তারা আপনার দেব-দেবীর সেবাও করে না, এবং আপনি যে সোনার মূর্তি দাঁড় করিয়েছেন, তাকেও প্রণাম করে না।'

তখন নেবুখাদ্নেজার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ও শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোর বিরুদ্ধে মুখ আরও ভয়ঙ্কর করলেন; তিনি সাধারণ তাপের চেয়ে অগ্নিকুণ্ডের তাপ সাতগুণ বাড়াতে হুকুম দিলেন, এবং তাঁর সৈন্যদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ যোদ্ধার মধ্যে কয়েকজনকে আজ্ঞা করলেন, যেন তারা শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়। তখন ওই যুবকদের, জামা, চাদর, পোশাক, পাগড়ি ইত্যাদি বস্ত্র পরা অবস্থায় বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু যে লোকেরা শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য রাজার কড়া হুকুম অনুসারে তা অধিক উত্তপ্ত করে তুলেছিল, তারা নিজেরা সেই একই মুহূর্তে আগুনের শিখায় মারা পড়ল, যে মুহূর্তে শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোও বাঁধা অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ছিলেন; তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন ও প্রভুকে ধন্য বলছিলেন।

নেবুখাদ্নেজার রাজা স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ পায়ে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর মন্ত্রীদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কি তিনজন মানুষকে বাঁধা অবস্থায় আগুনের মধ্যে ফেলে দিইনি?' উত্তরে তারা বলল, 'হ্যাঁ, মহারাজ।' তখন তিনি বলে চললেন, 'দেখ, আমি চারজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি; তারা বাঁধন-মুক্ত হয়ে আগুনের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না; এমনকি চতুর্থজনের চেহারা দেবপুত্রেরই মত।' তখন নেবুখাদ্নেজার সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো, বেরিয়ে এসো, এখানে এসো।' তখন শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগো আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন। পরে ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক, ও রাজমন্ত্রীরা ওই তিনজনকে লক্ষ করতে সমবেত হলেন, আর দেখলেন, আগুন তাঁদের শরীরের উপর একটু প্রভাবও ফেলতে পারেনি: তাঁদের মাথার একটা চুল পর্যন্তও পোড়েনি, তাঁদের পোশাকেও আগুনের স্পর্শের কোন চিহ্ন নেই, তাদের দেহে আগুনের গন্ধও নেই।

নেবুখাদ্নেজার বলে উঠলেন, 'ধন্য শাদ্রাখের, মেশাখের ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বর! তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন, যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখে রাজার আজ্ঞা অমান্য করেছে ও নিজেদের দেহ সঁপে দিয়েছে, যেন তাদের ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার সেবা ও পূজা করতে না হয়। তাই আমি এই আজ্ঞা জারি করছি যে, যে কোন দেশ, জাতি ও ভাষার মানুষই হোক না কেন, যে কেউ শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক একটা কথাও উচ্চারণ করবে, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হোক ও তার বাড়ি সারের ঢিবি করা হোক; কারণ তেমন উদ্ধারকর্ম সাধন করার সামর্থ্য আর কোন দেবতার নেই।' তখন রাজা বাবিলন প্রদেশে শাদ্রাখ, মেশাখ ও আবেদ্নেগোকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করলেন।

শ্লোক - দা ৩:৪৯, ৫০, ৯৫

প্র প্রভুর দূত আগুনের শিখা আজারিয়া ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে বাইরের দিকে সরিয়ে দিলেন;

উ তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না।

℣ ধন্য ঈশ্বর! তিনি তাঁর দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন, যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখেছিল।

℟ তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (৮:১–৯:১১)

**অকপট মনপরিবর্তন**

এসো, যতদিন এই জগতে আছি, ততদিন মনপরিবর্তন করে চলি। আসলে আমরা কুমোরের হাতে মাটিমাত্র। আর কুমোর যেমন গড়া পাত্রটা কুশ্রী ও ভঙ্গুর দেখলে তা নতুন করে গড়ে, কিন্তু পাত্রটা চুল্লিতে দেওয়ার মত মনে করলে তা আর স্পর্শ করে না, তেমনি আমরাও যতদিন এই জগতে রয়েছি, যতদিন সময় আছে, এসো, দুর্বল মাংসের কারণে যে সকল পাপ করেছি, তার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করি যেন প্রভুর পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

কেননা এজগৎ ছেড়ে বিদায় নেবার পর আমরা পাপস্বীকার করতে বা মনপরিবর্তন করতে আর পারব না। এজন্য, ভাইবোনেরা, পিতার ইচ্ছা পালন করলে, দেহ শুচি রাখলে ও প্রভুর আদেশগুলি মেনে চললে তবেই আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব। প্রভু তো সুসমাচারে একথা বলেন: *যখন সামান্য ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওনি, তখন কে তোমাদের বড় ব্যাপারে দায়িত্ব দেবে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি: সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত* (লুক ১৬:১০, ১১ দ্রঃ)। তিনি আসলে বলতে চান: তোমরা দেহ শুচি ও খ্রিষ্টীয় সীলটা নিষ্কলঙ্ক রাখ, যেন জীবন ফিরে পেতে পার।

আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই যেন না বলে, এ দেহের বিচার হবে না, তার পুনরুত্থানও হবে না। বিবেচনা করে দেখ: এ দেহে জীবন যাপন করার সময়ে, এ দেহে ছাড়া তোমরা কিসেতেই পরিত্রাণ পেয়েছ, কিসেতেই বা প্রাণ গ্রহণ করেছ? অতএব এ দেহকে ঈশ্বরের মন্দিররূপে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা তোমরা যেমন দেহেই আহূত হয়েছ, তেমনি দেহেই বিচারমঞ্চে উপস্থিত হবে। যিনি আমাদের পরিত্রাণ

করলেন ও আগে আত্মিক ছিলেন, সেই খ্রিষ্ট প্রভু যখন মাংস হলেন ও সেই মাংসে আমাদের আহ্বান করলেন, তখন আমরাও এই মাংসেই পুরস্কার পাব।

সুতরাং এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, যাতে সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারি। সুস্থ হওয়ার জন্য যতক্ষণ সময় রয়েছে, এসো, ততক্ষণ ধরে চিকিৎসক সেই ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিই ও তাঁর হাতে আমাদের কর্মফল নিবেদন করি। কোন্ কর্মফল? অকপট হৃদয়ের মনপরিবর্তনই আমাদের কর্মফল। কেননা তিনি একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জানেন, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গতিও জানেন। তাই তাঁর প্রশংসাবাদ করি, কেবল মুখে নয়, হৃদয় দিয়েও তাঁর প্রশংসাবাদ করি, তিনি যেন আমাদের সন্তানরূপেই গ্রহণ করেন। কেননা প্রভু বললেন: *যারা আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই* (লুক ৮:২১ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - এজে ১৮:৩১, ৩২; ২ পি ৩:৯ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা।

*উ* আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

*প্র* তোমাদের প্রতি তিনি অসীম সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন: কেননা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা এই নয় যে, কেউ বিনষ্ট হবে, বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন করার একটা সুযোগ পায়।

*উ* আমি তো কারও মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।

# পাঠসংগ্রহ - বিশ্বরাজ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট

সাধারণকালের শেষ রবিবার

মহাপর্ব

## (বিজোড় বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১-২৭)

**মানবপুত্র রাজ্য গ্রহণ করেন, এর দর্শন**

বাবিলন-রাজ বেল্‌শাজারের প্রথম বর্ষে দানিয়েল শয্যায় শুয়ে থাকাকালে একটা স্বপ্ন দেখলেন, ও তাঁর মনে নানা দর্শনও দেখা দিল। তিনি সেই স্বপ্নের একটা বিবরণী লিখলেন; বিবরণীতে দানিয়েল বলেন:

আমি রাত্রিবেলায় একটা দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় আকাশের চারবায়ু প্রচণ্ড বেগে মহাসমুদ্রের উপরে বইতে লাগল, আর বিশাল চারটে পশু সমুদ্র থেকে বেরিয়ে উঠতে লাগল—সেগুলোর প্রত্যেকের চেহারা আলাদা ছিল: প্রথমটা ছিল সিংহের মত, তার ডানাও ছিল, ঈগল পাখির ডানার মত ডানা। আমি দেখতে দেখতে তার সেই দুই ডানা কেড়ে নেওয়া হল, এবং মাটি থেকে উচ্চতে তোলা হলে তাকে মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড় করানো হল ও মানব হৃদয় তাকে দেওয়া হল। পরে দেখ, ভালুকের মত দ্বিতীয় একটা পশু: তা এক পাশে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, এবং তার মুখে, তার দাঁতেই, তিনটে পাঁজরের হাড় ছিল; তাকে বলা হল: ওঠ, প্রচুর মাংস গ্রাস কর। এর পরে আমি তাকিয়ে আছি, এমন সময় চিতাবাঘের মত আর একটা পশু উপস্থিত: তার পিঠে পাখির ডানার মত চারটে ডানা ছিল; তার চারটে মাথাও ছিল; একে কর্তৃত্ব দেওয়া হল।

আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাসজনক ও খুবই শক্তিশালী চতুর্থ একটা পশু দেখা দিল: তার বিশাল বিশাল লোহার দাঁত ছিল; তা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল, আর বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল; আগের পশুদের চেয়ে এটা আলাদা ছিল—তার ছিল দশটা শিং! আমি তখনও সেই শিঙের দিকে তাকিয়ে আছি, আর দেখ, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র আর একটা শিং গজিয়ে উঠছে,

আর এটা যেন জায়গা পায়, আগের শিংগুলির তিনটে শিং উপড়ে ফেলা হল ; আর দেখ, ওই শিঙে ছিল মানুষের চোখের মত চোখ ও একটা মুখ, যা দম্ভ-ভরা কথা বলে।

আমি তখনও তাকিয়ে আছি,
এমন সময় কয়েকটা সিংহাসন এনে রাখা হল,
এবং বহুদিনের প্রাচীন একজন আসন নিলেন :
তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র,
ও তাঁর মাথার চুল পশমের মত শুভ্র ;
তাঁর সিংহাসন ছিল অগ্নিশিখার মত,
তার চাকাগুলো জ্বলন্ত আগুনের মত।
তাঁর সম্মুখ থেকে অগ্নি-স্রোত নির্গত হয়ে বয়ে চলছিল ;
লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল,
এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
তখন বিচারসভা আসন নিল,
ও পুস্তকগুলো খোলা হল।

আমি তাকিয়ে রইলাম। পরে, আমি তাকাতে তাকাতেই, ওই শিংটা যে দম্ভ-ভরা কথা উচ্চারণ করছিল, সেই কথাগুলোর তীব্র শব্দের কারণে পশুটাকে বধ করা হল, ও তার দেহ বিনষ্ট হলে পর আগুনের উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। অন্য পশুগুলো নিজ নিজ কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হল, এবং তাদের আয়ু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই স্থির করা হল।

আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম,
এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে
মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন :
তিনি বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে
তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল ;
তাঁকে আরোপ করা হল
কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার ;

সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ
তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।
তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব
যা কখনও লোপ পাবে না,
এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আমি, দানিয়েল, আমার দেহের মধ্যে আত্মায় বিষণ্ন হলাম, আমার মনের নানা দর্শন আমাকে এতই বিহ্বল করেছিল! যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে এই সমস্ত কিছুর প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনি আমাকে তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করলেন: 'ওই চারটে বিশাল পশু হল চার রাজা, পৃথিবী থেকেই যাদের উদ্ভব হবে; কিন্তু পরাৎপরের পবিত্রজনেরা রাজ্য গ্রহণ করবে এবং রাজত্ব করবে চিরকাল—যুগে যুগে চিরকাল।' আমি তখন সেই চতুর্থ পশুর আসল কথা জানতে চাইলাম, সেই যে পশু অন্য সকল পশুর চেয়ে আলাদা ও অধিক ভয়ঙ্কর, যার দাঁত লোহার ও নখ ব্রঞ্জের, যা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল ও বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল। আর তার মাথায় সেই দশটা শিঙের অর্থ, ও যে অন্য শিংটা গজিয়ে উঠেছিল, যার সামনে তিনটে শিং পড়ে গেল; আবার জানতে চাইলাম সেই শিঙের আসল কথা, যে শিঙের চোখ ছিল ও এমন মুখ ছিল, যা দম্ভ-ভরা কথা বলছিল, এবং অন্য শিংগুলোর চেয়ে যা বড় দেখাচ্ছিল। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময়ে সেই শিং পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিল, যতক্ষণ না বহুদিনের সেই প্রাচীনজন এলেন; তখন পরাৎপরের পবিত্রজনদের পক্ষে বিচার সম্পন্ন করা হল, এবং সেই সময় এল যখন পবিত্রজনদেরই রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা।

তাই তিনি আমাকে একথা বললেন:

'চতুর্থ পশুটা হল পৃথিবীর চতুর্থ এক রাজ্য,
যা সকল রাজ্যের চেয়ে আলাদা হবে
ও সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে,
মাড়িয়ে দেবে ও চূর্ণবিচূর্ণ করবে।
তার দশটা শিঙের অর্থ এ:

ওই রাজ্য থেকে দশ রাজার উদ্ভব হবে,
আর তাদের পরে আর এক রাজার উদ্ভব হবে,
যে আগেকার রাজাদের চেয়ে আলাদা হবে,
ও সেই তিন রাজাকে ভূপাতিত করবে ;
সে পরাৎপরকে টিটকারি দেবে,
পরাৎপরের পবিত্রজনদের উৎপীড়ন করবে,
এবং উপাসনা-কাল ও বিধান বদলাবার কথাও ভাববে ;
পবিত্রজনেরা এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কালের জন্য
তার হাতে সমর্পিত হবে।
পরে বিচার সম্পন্ন হবে,
আর তার কর্তৃত্ব তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে,
অবশেষে তাকে নিঃশেষে বিনাশ করা হবে,
সে নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে।
তখন রাজ-অধিকার, কর্তৃত্ব
ও সমস্ত আকাশের নিচের যত রাজ্যের মহিমা
সেই পরাৎপরেরই পবিত্র জনগণকে দেওয়া হবে,
যাঁর রাজ্য সনাতন রাজ্য,
বিশ্বের যত কর্তৃত্ব যাঁকে সেবা করবে
ও যাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।'

শ্লোক - মার্ক ১৩:২৬-২৭; সাম ৯৮:৯ দ্রঃ

℣ সেসময় লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ ক'রে

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

℣ তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, সততার সঙ্গে জাতিগুলিকে বিচার করবেন।

℟ পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

*অথবা*

**শ্লোক** - ১ বংশ ২৯:১১, ১২; ২ মাকা ১:২৪ দ্রঃ

*প্র* তোমারই তো প্রভু, পরাক্রম, তোমারই রাজ-অধিকার;

℟ সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা; হে প্রভু, শান্তি মঞ্জুর কর আমাদের দিনে।

*প্র* হে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর, তুমি ভয়ঙ্কর ও পরাক্রমী, তুমি ন্যায়বান ও দয়াময়।

℟ সবকিছুর উপরে তুমি তো শাসনকর্তা; হে প্রভু, শান্তি মঞ্জুর কর আমাদের দিনে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২য় পুস্তক)

**খ্রিষ্ট নিজেকে নমিত করলেন যাতে প্রথম হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে**

**আমাদের জন্য রাজ-গৌরবের সূত্রপাত ও পথ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারেন**

*পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর* (যোহন ১৭:৫)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এই পদে খ্রিষ্ট গৌরবের সূচনা নয়, কিন্তু সেই গৌরবেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাচনা করেন, যে গৌরব আগে তাঁরই ছিল? এবং কেমন করে তিনি মানুষ হিসাবেই এ সমস্ত কথা বলেন? মাংসধারণের খাতিরে পুত্রের কাছে সবকিছু দেওয়া হয়েছে, কেবল প্রকৃত ভক্তজনই শাস্ত্রের সর্বস্থানে একথা আবিষ্কার করতে ও উপলব্ধি করতে পারবে; সে বিশেষভাবে দানিয়েলের সেই ভয়ঙ্কর দর্শনেই এর প্রমাণ পাবে, যে দর্শন অনুসারে দানিয়েল বলেন, তিনি প্রাচীন এমন একজনকে দেখতে পেলেন যিনি সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, *লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল, এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।* এরপর তিনি বলে চলেন: *আর দেখ, আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল; তাঁকে আরোপ*

*করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার; সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল* (দা ৭:১০, ১৩-১৪)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, এ পদ কেমন করে এখানে মাংসধারণ-গোটা রহস্য সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করে? দেখতে পাচ্ছ, কেমন করে লেখা আছে, পুত্র পিতার কাছ থেকে রাজ্য গ্রহণ করলেন? এ তো একজন নবীর সামান্য বাণী নয়, কিন্তু তিনি বলেন, মানবপুত্রের মত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন। এবিষয়ে এ কথাও লেখা আছে: *তিনি নিজেকে অবনমিত করলেন, ও আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হলেন* (ফিলি ২:৭-৮), যাতে প্রথম হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে তিনি আমাদের জন্য রাজ-গৌরবের সূত্রপাত ও পথ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

আর আমাদের মানবস্বরূপ অনুযায়ী জীবন ধারণ করে তিনি যেমন আমাদের খাতিরে ও সকলের জন্য দৈহিক মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নমিত করলেন যাতে মৃত্যু ও ক্ষয়শীলতা থেকে আমাদের উদ্ধার করেন,—কেননা আমাদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য গুণে তিনি আমাদের সঙ্গে নিজেকে মিশ্রিত করলেন ও আমাদের তাঁর অনন্ত জীবনের সহভাগী করলেন, তেমনি ঈশ্বর হওয়ায় গৌরবের প্রভু হয়েও তবু তিনি আমাদের হীনাবস্থার অনুরূপ হলেন যাতে মানবস্বরূপ রাজ-মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে পারেন।

প্রেরিতদূত পল যেমন বলেন, *সবকিছুতে তিনিই শীর্ষপদের অধিকারী* (কল ১:১৮): হ্যাঁ, তিনিই পথ, দরজা, আমাদের মঙ্গলদানের প্রথমফসল—তিনিই মৃত্যু থেকে জীবনে, ক্ষয়শীলতা থেকে অক্ষয়শীলতায়, দুর্বলতা থেকে শক্তিতে, দাসত্ব থেকে ঐশপুত্রত্ব লাভে, অসম্মান ও হীনাবস্থা থেকে রাজ্যের সম্মানে ও তার গৌরবে চালিত করেন।

শ্লোক - দা ৭:১৩, ১৪

প্ব আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার।

উ সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।

*প্র* তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পাবে না, এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

*উ* সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১:৪-৬, ১০, ১২-১৮; ২:২৬-২৮; ৩:৫, ১২, ২০-২১)

**মানবসন্তান পরাক্রমে ভূষিত, এর দর্শন**

আমি, যোহন, এশিয়ার সপ্ত মণ্ডলীর সমীপে: যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সিংহাসনের সম্মুখীন সপ্ত আত্মার কাছ থেকে এবং বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদাতা যিনি, মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের অধিরাজ সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক! যিনি আমাদের ভালবাসেন, যিনি নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আমেন।

প্রভুর দিনে আমি আত্মায় আবিষ্ট হলাম; তখন আমার পিছনে তুরিধ্বনির মত উদাত্ত এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম; কার্ কণ্ঠ আমাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে, তা দেখবার জন্য আমি ফিরে দাঁড়ালাম; তখন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সাতটা সুবর্ণ দীপাধার, আর সেই দীপাধারগুলির মাঝখানে মানবপুত্রের সদৃশ কে যেন একজন রয়েছেন: তিনি দীর্ঘ পোশাক পরে আছেন, তাঁর বুকে সুবর্ণ একটা বন্ধনী বাঁধা; তাঁর মাথার চুল শুভ্র পশমের মত, তুষারেরই মত; তাঁর চোখ দু'টো জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত; তাঁর পা দু'টো যেন আগুনে যাচাই করা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত; তাঁর কণ্ঠস্বর জলরাশির ধ্বনির মত; তিনি ডান হাতে সাতটা তারা ধরে আছেন, তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা দুধারী খড়্গ নির্গত, ও তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের মত—পূর্ণ তেজেই দীপ্তিমান সূর্যের মত।

তাঁকে দেখামাত্র আমি কেমন যেন মৃত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি এই বলে আমার উপর ডান হাত রাখলেন, 'ভয় করো না, আমি প্রথম ও শেষ ও সেই জীবনময়। আমি ছিলাম মৃত, আর দেখ, সেই আমি আজ জীবিত চিরকালের মত, আর আমার হাতে রয়েছে মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যের চাবিকাঠি। যে বিজয়ী শেষ পর্যন্ত আমার আদিষ্ট কর্ম সাধনে নিষ্ঠাবান থাকে, তাকে আমি জাতিগুলির উপরে অধিকার দেব; সে লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের পালন করবে, কুমোরের পাত্রের মতই তাদের টুকরো টুকরো করবে—সেই একই অধিকার, যা আমি নিজে পিতা থেকে পেয়েছি। আর আমি তাকে প্রভাতী তারা দান করব। আমি তার নাম জীবন-পুস্তক থেকে আদৌ মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁর স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তার নাম স্বীকার করব।

যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি।'

**শ্লোক** - মার্ক ১৩:২৬-২৭; সাম ৯৮:৯ দ্রঃ

*প্র* সেসময় লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ ক'রে

*উ* পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

*প্র* তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎ, সততার সঙ্গে জাতিগুলিকে বিচার করবেন।

*উ* পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২৫)

## তোমার রাজ্য আসুক

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে, *ঈশ্বরের রাজ্য এমনভাবে আসে না যে চোখে পড়বে। আর এমন কেউই থাকবে না যে বলবে, দেখ, এখানে! কিংবা, ওখানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য* আমাদের *মাঝেই উপস্থিত* (লুক ১৭:২০-২১), কেননা *সেই বাণী অতি নিকটবর্তী*, সেই বাণী আমাদের ওষ্ঠে, আমাদের হৃদয়েই রয়েছে (রো ১০:৮ দ্রঃ)। এজন্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কেউ প্রার্থনা করে যাতে ঈশ্বরের রাজ্য আসে, সে নিজের অন্তরে যে ঐশরাজ্য বহন করছে, তারই বিষয়ে সঠিকভাবে প্রার্থনা করছে যাতে তেমন রাজ্যই উদিত হয়, ফলশালী হয়, ও সিদ্ধি লাভ করে। কেননা ঈশ্বর পবিত্রজনদের অন্তরে রাজত্ব করেন ও সকল পবিত্রজন সেই ঈশ্বরের আত্মিক বিধিনিয়ম মেনে চলে, যিনি তাদের অন্তরে যেন সুশাসিত নগরীর মধ্যেই বাস করেন। পবিত্রজনদের আত্মায় পিতা উপস্থিত, ও পিতার সঙ্গে খ্রিষ্টও রাজত্ব করেন, যেমন লেখা আছে: *আমরা তার কাছে আসব, ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)।

ফলত আমাদের অন্তরে এই যে ঐশরাজ্য, তা তো আমাদের নিত্য অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তখনই সিদ্ধিলাভ করবে, যখন প্রেরিতদূতের সেই বাণী পূর্ণতা লাভ করবে, যা অনুসারে খ্রিষ্ট সমস্ত শত্রুকে নিজের অধীনে বশীভূত করে *রাজ্যকে পিতা ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেবেন যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৪, ২৮)। এজন্য আমাদের অন্তরের ভক্তি ঐশবাণী দ্বারা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, যাতে নিরন্তর প্রার্থনা করে আমরা আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে বলতে পারি: *তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক* (মথি ৬:৯-১০)।

ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে এ কথাও স্মরণযোগ্য: *যেমন ধর্মে ও অধর্মে পরস্পর সহযোগিতা নেই, অন্ধকারের সঙ্গে আলোরও যেমন সহভাগিতা নেই, ও বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রিষ্টেরও যেমন আপস নেই* (২ করি ৬:১৪-১৫), তেমনি ঐশরাজ্য পাপরাজ্যের সঙ্গে থাকতে পারে না।

অতএব, আমরা যদি ইচ্ছা করি, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রাজত্ব করবেন, তবে যেন কোন মতে *পাপ আমাদের মরদেহে রাজত্ব না করে* (রো ৬:১২), আমরা বরং আমাদের এ পার্থিব অঙ্গগুলো মৃত্যুসাৎ করি (কল ৩:৫ দ্রঃ) ও পবিত্র আত্মার উদ্দেশেই ফল ফলাই; যাতে আমাদের অন্তরে—সেই পরমদেশেই যেন—ঈশ্বর গমনাগমন করেন ও খ্রিষ্টের সঙ্গে কেবল তিনিই রাজত্ব করেন। খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে সেই আত্মিক শক্তির ডান পাশে আসন গ্রহণ করুন, সেই যে শক্তি গ্রহণ করতে আমরা আকাঙ্ক্ষিত; তিনি আসীন থাকুন যে পর্যন্ত তাঁর সেই সকল শত্রু, যারা আমাদের অন্তরে রয়েছে, তাঁর পাদপীঠ না হয়, ও আমাদের অন্তর থেকে তাদের সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও শক্তি বহিষ্কৃত না হয়।

এ সমস্ত কিছু আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস্তব হতে পারে; তবেই *শেষ শত্রু* সেই মৃত্যুও বিনষ্ট হবে (১ করি ১৫:২৬); যাতে আমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট বলতে পারেন: *ওহে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কোথায়, পাতাল, তোমার বিজয়?* (১ করি ১৫:৫৫; হো ১৩:১৪ দ্রঃ)। তাই এখন থেকেই আমাদের ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করুক, ও আমাদের মরণশীল দেহ মৃত্যুকে বের করে দিয়ে পিতৃঅমরতা পরিধান করুক, যাতে আমাদের অন্তরে ঈশ্বর রাজত্ব করলে আমরা এখন থেকেই নবীকরণের ও পুনরুত্থানের মঙ্গলদানগুলি অন্তরে উপভোগ করতে পারি।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১১:১৫; সাম ২২:২৮-২৯

*প্র* জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রিষ্টেরই রাজ্য হল:

*উ* তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!

*প্র* জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে, কারণ প্রভুরই তো রাজ-অধিকার:

*উ* তিনি রাজত্ব করবেন যুগে যুগে চিরকাল!

— পাঠসংগ্রহ - সাধারণকাল - ৩৪শ সপ্তাহ —

মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি সূচী

# সোমবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৬:১৬-৩৬)

**ঈশ্বরের জনগণের নবায়ন :**

**নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মা**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল ; আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। তাই সেই দেশে তারা যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল ; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে : এরা প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে, সেখানে অপবিত্র করেছে। তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল : প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন : হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! আমি আমার সেই মহা নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা

জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি —যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব; কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব, তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের শোধন করব। তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা। তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তোমাদের দেব। তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম, তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর। আমি তোমাদের সমস্ত কলুষ থেকে তোমাদের পরিত্রাণ করব; আমি গম ডেকে এনে প্রচুর করে দেব, তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ আর ডেকে আনব না। আমি গাছের ফল ও মাঠের ফসল প্রচুর করে দেব, যেন দুর্ভিক্ষের কারণে জাতিসকলের মধ্যে তোমাদের আর অপমান ভোগ করতে না হয়। তখন তোমরা তোমাদের দুর্ব্যবহার ও অসৎ কর্মকাণ্ড স্মরণ করবে, এবং তোমাদের শঠতা ও জঘন্য কাজকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। জেনে রাখ—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তোমাদের খাতিরেই যে আমি এই কাজ করছি, এমন নয়। হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের আচরণের জন্য লজ্জিত ও বিষণ্ণ হও!

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেদিন আমি তোমাদের সমস্ত শঠতা থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করব, সেদিন তোমাদের শহরগুলিতে তোমাদের পুনরায় বাস করতে দেব, তখন তোমাদের যত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত হবে। আর সেই দেশ, যা পথিকদের চোখে ছিল ধ্বংসস্থান, সেই বিধ্বস্ত দেশে পুনরায় চাষের কাজ চলবে। তখন লোকে বলবে: এই যে দেশ ছিল বিধ্বস্ত এক দেশ, এখন হয়ে উঠেছে এদেন বাগানের মত; এই যে শহরগুলি ছিল উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত, উৎপাটিত, এখন হয়ে উঠেছে সুরক্ষিত নগর,

হয়ে উঠেছে বাসস্থান। তাতে তোমাদের চারদিকে যে জাতিগুলি অবশিষ্ট হয়ে রয়েছে, তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভুই বিলুপ্ত যত স্থান পুনর্নির্মাণ করেছি, ও বিধ্বস্ত যত স্থান পুনরায় চাষের ভূমি করেছি। আমিই, প্রভু, একথা বলেছি, আর তাই করব।'

**শ্লোক** - এজে ১১:১৯, ২০

*প্র* আমি তাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরময় হৃদয়, মাংসময়ই এক হৃদয় তাদের দেব, যেন তারা আমার বিধিপথে চলে;

*উ* তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।

*প্র* আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা:

*উ* তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৫:১-২)

**আমি আমার বিধিনিয়ম তাদের অন্তরে স্থাপন করব**

প্রিয়জনেরা, যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট ঐশরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করছিলেন, ও সমস্ত গালিলেয়া জুড়ে নানা রোগ নিরাময় করছিলেন, তখন তাঁর পরাক্রম-কর্মের কথা সমস্ত সিরিয়া জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, ও সমগ্র যুদেয়া থেকে বহু লোকের ভিড় স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে নদীর জলের মত ভেসে আসছিল। কেননা, যেহেতু মানুষের অজ্ঞতা যা দেখে না, তা বিশ্বাস করতে, ও যা জানে না তাতে আশা রাখতে অধিক ধীর, সেজন্য, দিব্য জ্ঞানদানে যাঁদের সুস্থির করার কথা ছিল, দৈহিক উপকার ও দৃশ্য অলৌকিক কাজ দ্বারা তাঁদের উদ্দীপিত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁরা তাঁর তত মঙ্গলময় পরাক্রমের অভিজ্ঞতা ক'রে তাঁর শিক্ষা পরিত্রাণদায়ী বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা না করেন। তাই বাহ্যিক আরোগ্যদান যেন আন্তরিক প্রতিকারে রূপান্তরিত হতে পারত, ও শারীরিক সুস্থতাদানের পরে যেন আত্মারই নিরাময় সাধিত হতে পারত, সেজন্য প্রভু চারপাশের ভিড় থেকে দূরে গিয়ে নিকটবর্তী পর্বতের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উঠলেন, ও সেখানে প্রেরিতদূতদের কাছে ডাকলেন, যাতে রহস্যময় শিক্ষাসনের উপর থেকে উচ্চতর শিক্ষাদানে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন; তেমন উচ্চ স্থান ও তেমন উচ্চতর

উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই একসময়ে মোশির কাছে কথা বলায় প্রসন্নতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অধিকতর ভয়ঙ্কর ন্যায্যতার সঙ্গে, এখানে বরং পবিত্রতম মমতার সঙ্গেই কথা বলেন, যাতে নবী যেরেমিয়া যা বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণতা লাভ করতে পারে, তথা : *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে —প্রভুর উক্তি—যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব। সেই দিনগুলির পরে—প্রভুর উক্তি—আমি তাদের অন্তঃস্থলে আমার বিধান রেখে দেব, তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব* (যেরে ৩১:৩১,৩৩; হিব্রু ৮:৮)।

অতএব, যিনি মোশির কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি প্রেরিতদূতদেরও কাছে কথা বললেন, এবং ঐশবাণীর ক্ষিপ্র হাত নবসন্ধির বিধিনিয়ম শিষ্যদের হৃদয়ে লিখল ও স্থাপন করল। এবার কিন্তু তিনি সেকালের মত কোন ঘন মেঘের অন্ধকারের মধ্যে থেকে নয়, পর্বত থেকে জনগণকে দূরে রাখছিল তেমন ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতের মধ্য দিয়েও নয়, কিন্তু প্রকাশ্যেই উপস্থিত সকলের কাছে শান্ত সংলাপে নিজেকে শ্রুতিগোচর করলেন, যাতে অনুগ্রহের কোমলতার মধ্য দিয়ে বিধানের কঠোরতা দূর করা হয়, ও দত্তকপুত্রত্বের প্রেরণা দাসত্বের আতঙ্ক অপসারণ করে। সুতরাং, খ্রিষ্টের শিক্ষা কেমন, তাঁর নিজের পবিত্র বচনগুলোই তা প্রমাণ করে, যাতে যারা শাশ্বত আনন্দে পৌঁছতে বাসনা করে, তারা আনন্দময় আরোহণের ধাপ জানতে পারে।

তিনি বললেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (মথি ৫:৩)। কেবল 'দীনহীন যারা, তারাই সুখী' ব'লে তিনি যদি আদৌ কিছুই যোগ না দিতেন যা দ্বারা দীনহীনদের প্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারত, তাহলে ঐশসত্য কোন্ প্রকার দীনহীনদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন, তা সম্ভবত অনিশ্চিত হত; এবং আমরা মনে করতে পারতাম, স্বর্গরাজ্য অর্জন করার লক্ষ্যে কেবল সেই দীনতাই যথেষ্ট, যে-দীনতায় অনেকে ভারী ও কঠোর বাধ্যবাধকতার অধীন হয়ে ভুগছে। কিন্তু তিনি যখন বলেন, *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী*, তখন দেখান যে, স্বর্গরাজ্য তাদেরই দেওয়া হবে, সম্পদের অভাবের চেয়ে অন্তরের বিনম্রতাই যাদের কথা সমর্থন করে।

শ্লোক - সাম ৭৮:১-২

*প্র* হে আমার আপন জাতি, আমার শিক্ষায় কান দাও,

উ আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

প এক উপমা-কাহিনীর জন্য আমি মুখ খুলব, অতীতের গূঢ় ইতিকথা উচ্চারণ করব :

উ আমার মুখের কথা কান পেতে শোন।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-২, ৫-৯, ১৩-১৭, ২৫-৩১)

## বেল্‌শাজারের ভোজসভার সময়ে ঈশ্বরের বিচার

একদিন বেল্‌শাজার রাজা তাঁর এক হাজার প্রজাপ্রধানের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং সেই এক হাজার লোকের চোখের সামনে আঙুররস পান করতে বসলেন। যথেষ্ট আঙুররস পান করার পর বেল্‌শাজার এই হুকুম দিলেন, যেরুশালেমে একসময় যে মন্দির ছিল, তা থেকে তাঁর পিতা নেবুখাদ্নেজার সোনার ও রুপোর যে সকল পাত্র নিয়ে এসেছিলেন, তা যেন আনা হয়, যাতে রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেই পাত্রগুলিতেই পান করতে পারেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মানুষের হাত দেখা দিল, যার আঙুল রাজকক্ষের দেওয়ালের লেপের উপরে, দীপাধারের উল্টো দিকেই, লিখতে লাগল; সেই আঙুলটাকে লিখতে দেখে রাজার মুখ বিবর্ণ হল, মনে তিনি বিহ্বল হলেন, তাঁর কোমরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল ও তাঁর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকতে লাগল। রাজা চিৎকার করে গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তাদের ডাকিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তারা এলে রাজা বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের বললেন, 'যে কেউ সেই লেখাটা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাতে পারবে, সে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, গলায় তাকে সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, সে তাদের একজন হবে।' তখন রাজার জ্ঞানীগুণীরা ভিতরে এল, কিন্তু সেই লেখা পড়তে বা তার অর্থ রাজাকে জানাতে পারল না। বেল্‌শাজার রাজা খুবই বিহ্বল হলেন ও তাঁর মুখ আরও বিবর্ণ হল; তাঁর প্রজাপ্রধানেরাও দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

তখন দানিয়েলকে রাজার সাক্ষাতে আনা হল; রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'আমার পিতা মহারাজ যুদা থেকে যাদের দেশছাড়া করে এনেছিলেন, সেই নির্বাসিত ইহুদী লোকদের একজন তুমিই কি সেই দানিয়েল? তোমার সম্বন্ধে আমি শুনতে পেয়েছি যে, তোমার অন্তরে দেবদের আত্মা বিরাজ করে, এবং তোমার মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও অসাধারণ প্রজ্ঞাই রয়েছে। এই লেখা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাবার জন্য একটু আগে

আমার সামনে জ্ঞানীগুণী ও গণকদের আনা হয়েছে, কিন্তু তারা পারল না। এখন, আমাকে বলা হয়েছে যে, অর্থ প্রকাশ করতে ও ধাঁধা ভাঙতে তুমি দক্ষ। সুতরাং, যদি তুমি এই লেখা পড়তে ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার, তাহলে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, তোমার গলায় সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, তুমি তাদের একজন হবে।'

দানিয়েল রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'আপনার উপহার আপনারই থাকুক, আপনার পুরস্কারও অন্যকে দিন; কিন্তু আমি মহারাজের কাছে লেখাটা পড়ব ও তার অর্থ তাঁকে জানাব। যা লেখা আছে, তা এ: *মেনে, মেনে, তেকেল,* এবং *পার্সিন*; এবং এর অর্থ এ: *মেনে*—ঈশ্বর আপনার রাজ্য পরিমাপ করেছেন ও তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন; *তেকেল*—দাঁড়িপাল্লায় আপনাকে ওজন করা হয়েছে ও দেখা গেল, ওজন কম; *পার্সিন*—আপনার রাজ্য বিভক্ত করা হল ও মেদীয় ও পারসিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।' তখন বেল্শাজারের আজ্ঞায় দানিয়েল বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হলেন, তাঁর গলায় সোনার হার দেওয়া হল, এবং যে তিনজনের হাতে রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, প্রকাশ্য প্রচারে তাঁকে তাদের একজন বলে ঘোষণা করা হল।

ঠিক সেই রাতে কাল্দিয়া-রাজ বেল্শাজারকে হত্যা করা হয়; মেদীয় দারিউশ রাজ্য নিলেন; তাঁর বয়স তখন প্রায় বাষট্টি বছর।

**শ্লোক** - সাম ৭৫:৬, ৮, ৯; প্রকাশ ১৪:৯, ১০

*প্র* মাথা উঁচু করো না ঊর্ধ্বলোকের দিকে, কারণ পরমেশ্বর থেকেই আসে বিচার, কাউকে তিনি অবনমিত করেন, কাউকে উন্নীত করেন।

*উ* প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, তা থেকে তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

*প্র* যে কেউ সেই পশু ও তার মূর্তি পূজা করে, তাকে ঈশ্বরের সেই রোষের আঙুররস পান করতে হবে।

*উ* প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে, তা থেকে তারা সকলেই পান করবে পৃথিবীর দুর্জন যারা।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (১০:১–১২:১; ১৩:১)

## এসো, প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি

আমার ভাইবোনেরা, এসো, সেই পিতার ইচ্ছা পালন করি, যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন যাতে এজীবনে আমরা সদ্‌গুণেরই অধিক অনুসরণ করি, কিন্তু আমাদের অপরাধের অগ্রদূত স্বরূপ সেই রিপু এড়িয়ে থাকি, ও অধর্ম থেকে দূরে যাই পাছে সমস্ত অমঙ্গল আমাদের গ্রাস করে। কেননা আমরা সৎকর্ম সাধনে সচেষ্ট হলে শান্তি আমাদের কাছে কাছে থাকবে। এ কারণেই যারা ভাবী অঙ্গীকারের আগে বর্তমান কামনা-বাসনাকে স্থান দিয়ে মানবীয় ভয়-ভীতি দ্বারা চালিত, তারা শান্তি খুঁজে পেতে পারে না। বাস্তবিকই তারা জানে না, এসংসারের কামনা-বাসনা কতগুলো না জ্বালাতনের ভাণ্ডার; এও জানে না, ভাবী প্রতিশ্রুতি কেমন আনন্দ-সুখের অধিকারী। আর শুধু তা নয়, কেবল তারাই এভাবে ব্যবহার করলে, তবে ব্যাপারটা সহনীয় হত; কিন্তু তারা অধিক নিষ্ঠাবান হয়েই আত্মাগুলোর মধ্যে জঘন্য মতবাদ প্রবেশ করাতে থাকে, একথা না জেনে যে, তারা দ্বিগুণ শাস্তির পাত্র হবে: নিজেদের জন্য একটা, ও যারা তাদের শোনে তাদের জন্যও একটা।

অতএব এসো, আমরা শুদ্ধ হৃদয়ে ঈশ্বরের সেবা করে চলি, তবেই ধর্মময় হব; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস করায় যদি তাঁর সেবা না করি, তাহলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কেননা নবী একথা বললেন: যারা দোমনা ও সন্দিগ্ধ হৃদয়ের মানুষ, তারা দুর্ভাগা (সিরা ২:১২-১৩ দ্রঃ); তারা তো বলে: এসব কিছু আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়েও শুনেছি, অথচ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতেও ভাববাণীর কিছুই দেখতে পাইনি। হায় হায় নির্বোধ, একটা গাছের সঙ্গে নিজেদের তুলনা কর: আঙুরলতার কথা ধর, প্রথমে তার কোন পাতাও থাকে না, তারপরে কিন্তু মুকুল দেখা দেয়, তারপর কাঁচা আঙুরফল হয়, আর শেষেই পরিপক্ক আঙুরফল হয়। তেমনি আমার জনগণ নানা দুর্দশা ও সঙ্কট বহন করে, শেষেই মঙ্গল লাভ করে।

তাই, হে আমার ভাইবোনেরা, আমরা যেন দোমনা মানুষ না হই, কিন্তু প্রত্যাশা রেখেই সবকিছু বহন করি, যাতে পুরস্কারও পেতে পারি। কেননা যিনি প্রত্যেককে নিজ

নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত। ফলে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে ন্যায়কর্ম পালন করলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করব ও সেই প্রতিশ্রুতি লাভ করব *কোন কান যা শোনেনি, কোন চোখও যা দেখেনি, কোন মানুষের মনেও যা কখনও ভেসে ওঠেনি* (১ করি ২:৯ দ্রঃ)।

সুতরাং এসো, ভালবাসা ও ন্যায্যতা পালন করে পলে পলে ঐশরাজ্যের অপেক্ষায় থাকি, কারণ আমরা ঈশ্বরের আগমনের দিন তো জানি না। ভাইবোনেরা, এসো, ইতিমধ্যেই মনপরিবর্তন করি, শুভকর্মে নিষ্ঠাবান থাকি, কারণ আমরা যত প্রকার নির্বুদ্ধিতা ও শঠতায় পূর্ণ। এসো, প্রাচীন পাপ থেকে নিজেদের ধৌত করি, ও অন্তর দিয়ে মনপরিবর্তন করি যাতে পরিত্রাণ লাভ করি। আমরা যেন কারও তোষামোদ না করি, ও কেবল ধর্মভাইদের নয়, যারা আমাদের বিশ্বাসের বাইরে, তাদেরও মঙ্গল করতে সচেষ্ট থাকি, ও তাদের সঙ্গে ন্যায়কর্ম পালন করি, পাছে আমাদের কারণে ঐশনামের নিন্দা হয়।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:৫৮; ২ থে ৩:১৩

*প্র* তোমরা সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক, সর্বদাই সক্রিয় হয়েই প্রভুর কাজ করে চল,

*উ* একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

*প্র* শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না,

*উ* একথা জেনে যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নয়।

# মঙ্গলবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৭:১-১৪)

**শুষ্ক হাড়ের দর্শন:**

**ঈশ্বরের জনগণের পুনরুত্থান**

প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এল: তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন উপত্যকার মাঝখানে নামিয়ে রাখলেন, যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সেই সব হাড়ের পাশ দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেই উপত্যকা জুড়ে সেই হাড়গুলো অসংখ্যই ছিল; আর সবগুলো ছিল শুষ্ক। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় কি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে?' আমি উত্তরে বললাম, 'প্রভু পরমেশ্বর, আপনিই জানেন!' তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এই সমস্ত হাড়ের উপর ভাববাণী দাও; এগুলোকে বল: হে শুষ্ক হাড়, প্রভুর বাণী শোন। প্রভু পরমেশ্বর এই সমস্ত হাড়কে একথা বলছেন: আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাতে যাচ্ছি, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। আমি তোমাদের উপরে শিরা দেব, তোমাদের উপরে মাংস বৃদ্ধি পেতে দেব, তোমাদের উপরে চামড়া বিস্তার করব, তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু দেব, ফলে তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু!'

আমি সেই আজ্ঞামত ভাববাণী দিলাম; আর আমি ভাববাণী দিতে দিতে একটা শব্দ হল, ঘরঘর শব্দই হল, আর দেখ, এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেগুলোর উপরে শিরা হল, মাংসও বৃদ্ধি পেল, চামড়াও বিস্তারলাভ করল, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ছিল না। তিনি আমাকে বললেন: 'প্রাণবায়ুর উদ্দেশে ভাববাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভাববাণী দাও, প্রাণবায়ুকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে প্রাণবায়ু, চারবায়ু থেকে এসো, এই মৃতদের উপরে ফুৎকার দাও, যেন তারা পুনরুজ্জীবিত হয়।' আমি তাঁর আজ্ঞামত

ভাববাণী দিলাম; আর প্রাণবায়ু তাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং তারা পুনরুজ্জীবিত হল ও নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াল—তারা ছিল অতিশয় বিশাল বাহিনী।

তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় হল সমগ্র ইস্রায়েলকুল; দেখ, তারা নাকি বলছে, "আমাদের হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে, আমাদের আশা ভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা একেবারে বিলুপ্ত!" তাই তুমি ভাববাণী দাও, তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব, ইস্রায়েল-দেশভূমির দিকে তোমাদের চালনা করব। তোমরা তখনই জানবে যে আমিই প্রভু, আমি যখন, হে আমার আপন জনগণ, তোমাদের কবর খুলে দেব ও তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব। আমি তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের পুনর্বাসন করাব; তখন তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, আমি একথা বলেছি, আর তাই করব।' প্রভুর উক্তি।

**শ্লোক** - এজে ৩৭:১২, ১৩; যোহন ১১:২৫

*প্র* হে আমার আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব,

*উ* তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

*প্র* আমিই পুনরুত্থান ও জীবন: আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।

*উ* তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৫:২-৩)

**আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী**

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধনীদের চেয়ে দীনহীনেরাই বিনম্রতার মঙ্গলদান সহজে অর্জন করে; কেননা তাদের অভাবে কোমলতাই দীনহীনদের সাথী, কিন্তু তাদের প্রাচুর্যে গর্বই ধনীদের সঙ্গী। তবু এ কথা স্বীকার্য যে, অনেক ধনীদের মধ্যে এমন মনোভাব

লক্ষণীয়, যাতে তারা নিজেদের প্রাচুর্য গর্বপূর্ণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু দয়াকর্মের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে, এবং অভাবগ্রস্তদের হীনাবস্থা ও দুর্দশা লঘুভার করার জন্য যা যা করে, তারা তা অধিক লাভজনক বিবেচনা করে।

সমস্ত প্রকার ও শ্রেণির মানুষই তেমন সদ্‌গুণের অধিকারী, কেননা অর্থনৈতিক দিক থেকে অসমান হয়েও অনেকেই সঙ্কল্পের দিক থেকে সমান; উপরন্তু, লোকে যখন আত্মিক মঙ্গলদানে সমান, তখন পার্থিব বিষয়ে তাদের বৈষম্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে সুখময় সেই দীনতা, যা পার্থিব বিষয়ের আসক্তির জালে ধরা দেয় না, সংসারের ঐশ্বর্যেও যা বৃদ্ধিশীল হতে আকাঙ্ক্ষী নয়, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়েরই বৃদ্ধি বাসনা করে।

তেমন উদারমনা দীনতার আদর্শ—প্রভুর পরে—প্রেরিতদূতেরাই প্রথম দিলেন, কেননা কোন পার্থক্য না রেখে সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁরা স্বর্গীয় গুরুর কণ্ঠের অনুসরণে ক্ষিপ্র পরিবর্তনে মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলেতেই পরিণত হলেন (মথি ৪:১৯ দ্রঃ), ও সেই অনেকে যারা তাঁদের বিশ্বাসের অনুকরণ করল, তাদের তাঁরা নিজেদের মত করলেন—সেসময়ে মণ্ডলীর আদিসন্তানেরা সকলে ছিল একহৃদয়, ও বিশ্বাসীরা ছিল একপ্রাণ (প্রেরিত ৪:৩২)। নিজেদের সমস্ত বিষয় ও ধনসম্পদ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তারা ভক্তিপূর্ণ দীনতার মধ্য দিয়ে শাশ্বত মঙ্গলদানে ধনবান হচ্ছিল ও প্রৈরিতিক প্রচারের ফলে এতেই আনন্দ পাচ্ছিল যে, সংসারের তাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে তারা সমস্ত কিছুর অধিকারী ছিল।

এজন্য ধন্য প্রেরিতদূত পিতর মন্দিরে যেতে যেতে একটা খোঁড়া লোক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে বললেন, *রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, ওঠো ও হেঁটে বেড়াও* (প্রেরিত ৩:৬)। তেমন বিনম্রতার চেয়ে উচ্চতর কী থাকতে পারে? তেমন দীনতার চেয়ে প্রাচুর্যময় কী থাকতে পারে? আর্থিক অধিকার তাঁর নেই, কিন্তু তিনি প্রকৃতির উপকারের অধিকারী। মাতা যাকে দুর্বল প্রসব করেছিলেন, পিতর বাণীগুণে তাকে সুস্থ করে তুললেন; এবং যিনি মুদ্রায় (অঙ্কিত) কায়েসারের প্রতিকৃতি দেননি, তিনি মানবে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

হেঁটে বেড়াবার শক্তি যে ফিরে পেয়েছিল, কেবল সেই লোকটা এই ধনের প্রাচুর্যে উপকৃত হয়েছিল এমন নয়, সেই পাঁচ হাজার লোকও উপকৃত হল, যারা সেদিন প্রেরিতদূতের উপদেশের পরে তাঁর সাধিত আরোগ্যদানের অলৌকিক কাজের ফলে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল (প্রেরিত ৪:৪ দ্রঃ)। আর ভিক্ষুকের কাছে দেওয়ার মত যাঁর কিছু ছিল না, সেই দীনহীন ঐশঅনুগ্রহের এমন প্রাচুর্য প্রদান করলেন যে, যেমন একটামাত্র মানুষের পা সারিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি তত হাজার হাজার বিশ্বাসীর হৃদয় সুস্থ করে তুললেন, ও যাদের তিনি ইহুদী অবিশ্বাসে খোঁড়া পেয়েছিলেন, খ্রিষ্টে তাদের দ্রুতগামী করলেন।

**শ্লোক** - মথি ৫:১-৩; ইশা ৬৬:২ দ্রঃ

*প্র* শিষ্যেরা কাছে এগিয়ে এলে যিশু তাদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন:

*উ* আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

*প্র* আমার চোখ কার্ দিকেই বা তাকায়, সেই বিনম্র ও চূর্ণ আত্মা মানুষের দিকেই ছাড়া, যে আমার বাণীতে কম্পিত হয়?

*উ* আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৬:৩-২৭)

## সিংহের গর্তে দানিয়েল

অন্যান্য গণপাল ও ক্ষিতিপালদের চেয়ে দানিয়েল শ্রেষ্ঠই ছিলেন, কারণ তাঁর অন্তরে এমন অসাধারণ আত্মা বিরাজ করছিল যে, রাজা ভাবছিলেন, তাঁকে সমগ্র রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করবেন। ফলে গণপাল ও ক্ষিতিপাল সকলেই রাজ-ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দানিয়েলের কোন একটা দোষ ধরতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর বেলায় অভিযোগ করার মত বা অবহেলা দেখাবার মত কিছুই পেতে পারলেন না; তিনি এমনই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে প্রবঞ্চনা বা অবহেলার লেশমাত্র ছিল না। তাই তাঁরা ভাবলেন, 'তার ঈশ্বরের বিধান বিষয়ে ছাড়া আমরা ওই দানিয়েলের বিরুদ্ধে অন্য কোন দোষ পাব না।' তাই সেই গণপালেরা ও ক্ষিতিপালেরা একজোট হয়ে রাজাকে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ দারিউশ, চিরজীবী হোন! রাজ্যের গণপালেরা, প্রদেশপালেরা, ক্ষিতিপালেরা, মন্ত্রীরা ও গণশাসকেরা সকলে মিলে এবিষয়ে একমত যে, এমন রাজাজ্ঞা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক, যা অনুসারে যে কেউ আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য কোন দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তবে হে রাজন্, তাকে সিংহের গর্তে ফেলা হবে। এখন, হে রাজন্, আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা স্থির করে বিধিপত্রে স্বাক্ষর দিন, যেন মেদীয়দের ও পারসিকদের অন্যান্য আইনেরই মত অপরিবর্তনীয় হয়, যা বাতিল হবার নয়।' তখন দারিউশ রাজা সেই পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

দানিয়েল যখন জানতে পারলেন, পত্রটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন ঘরের মধ্যে গেলেন; তাঁর কক্ষের জানালা যেরুশালেমমুখী ছিল; তিনি দিনে তিনবার জানুপাত করে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা ও স্তুতি নিবেদন করলেন—যেমন আগেও করতেন। সেই লোকেরা একজোট হয়ে এসে দেখতে পেলেন, দানিয়েল তাঁর ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও মিনতি নিবেদন করছেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা তাঁর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তাঁকে বললেন: 'হে রাজন্, আপনি কি এই নিষেধপত্রে স্বাক্ষর দেননি যে, যে কেউ আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য দেবতা বা মানুষের কাছে

আবেদন জানায়, তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে?' রাজা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ; ঠিক তাই স্থির করা হয়েছে, যেমন মেদীয়দের ও পারসিকদের সকল আইন, যা বাতিল হবার নয়।' তখন রাজার এই কথায় তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা, নির্বাসিত ইহুদীদের একজন, সেই দানিয়েল, আপনাকে, হে রাজন্, ও আপনার স্বাক্ষরিত নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে; বস্তুত সে দিনে তিনবার প্রার্থনা করে।' তেমন কথা শুনে রাজা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলেন, মনে মনে ভাবছিলেন কেমন করে দানিয়েলকে নিস্তার করতে পারবেন, এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার জন্য সবদিক দিয়ে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই লোকেরা রাজার উপরে চাপ দিয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'মহারাজ, মনে রাখবেন, মেদীয়দের ও পারসিকদের আইন অনুসারে রাজা যে নিষেধাজ্ঞা বা বিধিতে একবার স্বাক্ষর দিয়েছেন, তা আর বদলানো যায় না।' তখন রাজা হুকুম দিলেন যেন দানিয়েলকে গ্রেপ্তার করে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। দানিয়েলকে উদ্দেশ করে রাজা বললেন, 'যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, সেই ঈশ্বর তোমাকে নিস্তার করুন!' পরে একটা পাথর আনা হলে তা গর্তের মুখে বসানো হল, এবং কেউ যেন দানিয়েলের দশার পরিবর্তন ঘটাতে না পরে, সেজন্য রাজা তাঁর আঙটি দিয়ে ও প্রজাপ্রধানদের আঙটি দিয়ে পাথরটার উপরে সীলমোহর করে দিলেন। পরে রাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে উপবাস পালন করে রাত কাটালেন, তাঁর কাছে কোন উপপত্নীকে পাঠানো হল না, তাঁর ঘুমও হল না।

পরদিন রাজা খুব সকালে উঠে শীঘ্রই সিংহের গর্তের দিকে গেলেন; গর্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছে তিনি কাতর কণ্ঠে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন: 'হে জীবনময় ঈশ্বরের দাস দানিয়েল, যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের কবল থেকে তোমাকে নিস্তার করতে পেরেছেন?' দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! আমার ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন; তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, কারণ তাঁর সামনে আমি নিরপরাধী বলে গণ্য হয়েছি; আপনার সামনেও, হে রাজন্, আমি কোন অপরাধ করিনি।' এতে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন, এবং দানিয়েলকে গর্ত থেকে তুলে নিতে আজ্ঞা করলেন। গর্ত

থেকে তাঁকে তুলে নিলে তাঁর দেহে কোন রকম আঘাত দেখা গেল না, কারণ তিনি তাঁর ঈশ্বরে আস্থা রেখেছিলেন।

তখন রাজা হুকুম দিলেন, যারা দানিয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল, যেন তাদের এনে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদেরও যেন সেখানে ফেলে দেওয়া হয়। আর তারা গর্তের তলা স্পর্শ করতে না করতেই সিংহরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হাড় চূর্ণবিচূর্ণ করল।

তখন দারিউশ রাজা সমস্ত পৃথিবীর জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে এই পত্র লিখলেন: 'সকলের মহাশান্তি হোক! আমার এই রাজাজ্ঞা অনুসারে, আমার অধীনস্থ সমগ্র রাজ্য জুড়ে সকলে দানিয়েলের ঈশ্বরকে সম্মান করুক ও ভয় করুক, কারণ তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী; তাঁর রাজ্য অবিনাশ্য, তাঁর আধিপত্য অন্তহীন।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১২, ১১

*প্র* প্রভু তাকে শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দিলেন, কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করলেন,

*উ* যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।

*প্র* তিনি তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে তার পাশে দাঁড়ালেন,

*উ* যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (১৩:২–১৪:৫)

## জীবন্ত মণ্ডলীই খ্রিষ্টের দেহ

প্রভু একথা বলছেন, *আমার নাম সকল জাতির মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে* (ইশা ৫২:৫ দ্রঃ); তিনি আরও বলছেন: *ধিক্ তাকে, যার কারণে আমার নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে* (রো ২:২৪)। কেন তাঁর নাম নিন্দার বস্তু হচ্ছে? কারণ আমি যা ইচ্ছা করি তা তোমরা কর না। বাস্তবিকই জাতিগুলো আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে অবাক হয়—সেই বাণী এত উত্তম, এত মহান! তারপরে যখন দেখে আমাদের কর্ম আমাদের উচ্চারিত ঐশবাণীর যোগ্য নয়, তখন সেই বাণী একপ্রকার রূপকথা ও প্রবঞ্চনা বলে বিবেচনা ক'রে তারা সেই বাণীর নিন্দা করতে শুরু করে।

তারা তো আমাদের কাছ থেকে শোনে যে ঈশ্বর বলেন: *যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের কোন মজুরি নেই; কিন্তু যারা তোমাদের শত্রু ও যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরই ভালবাসলে তোমাদের মজুরি হবে* (মথি ৫:৪৬ দ্রঃ); এ বাণী শুনে তারা তেমন মঙ্গলভাবের উৎকৃষ্টতায় অবাক হয়; কিন্তু যখন দেখে, যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের শুধু নয়, যারা আমাদের ভালবাসে আমরা তাদেরও ঘৃণা করি, তখন আমাদের পিছনে হাসে ও পুণ্যনাম নিন্দার পাত্র করে।

এজন্য ভাইবোনেরা, আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমরা সেই আত্মিক আদিমণ্ডলীর অংশ হব, যা সূর্য ও চন্দ্রের আগেও স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না করলে শাস্ত্রের এ বাণীই আমাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে: *আমার গৃহ দস্যুর আস্তানায় পরিণত হয়েছে* (যেরে ৭:১১; মথি ২১:১৩)। ফলে দু'টোর মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে, এসো, জীবনদায়ী মণ্ডলীর অংশ হতে চেষ্টা করি, যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি।

আমি মনে করি তোমাদের কাছে একথা অজানা নয় যে, জীবনদায়ী মণ্ডলী হল *খ্রিষ্টের দেহ* (১ করি ১২:২৭)। কেননা শাস্ত্রে বলে: *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের নির্মাণ করলেন* (আদি ১:২৭; ৫:২): পুরুষ হলেন খ্রিষ্ট, নারী হল মণ্ডলী; এবং শাস্ত্র ও প্রেরিতদূতেরাও একথা সমর্থন করেন যে, মণ্ডলী এ সম্প্রতিকালের ফল নয়, কিন্তু আদি থেকেই বিদ্যমান; সেকালে মণ্ডলী আত্মিক ছিল, ঠিক যেমন আমাদের যিশুও আত্মিক ছিলেন; কিন্তু এ চরম দিনগুলিতে তেমন আত্মিক মণ্ডলী আবির্ভূত হয়েছে যাতে আমাদের ত্রাণ করতে পারে।

আত্মিক এই মণ্ডলী খ্রিষ্টের মাংসে আবির্ভূত হল, ও আমাদের দেখিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে যে কেউ তার ক্ষয়-ক্ষতি না করে মাংসে তা যত্নই করে, সে পবিত্র আত্মায়ই তা ফিরে পাবে; কেননা এ মাংস হল আত্মার প্রতিমূর্তি; ফলে প্রতিমূর্তিকে হারালে কেউই আদিমূর্তি পেতে পারবে না। তাই, ভ্রাতৃগণ, এই সমস্ত কথার অর্থ এ: মাংসের প্রতি যত্নশীল হও, যাতে আত্মার অংশী হতে পার। আমরা যদি বলি, মাংস হল মণ্ডলী ও আত্মা হলেন খ্রিষ্ট, তবে এ সিদ্ধান্ত অনুমেয় যে, মাংসকে যে কলুষিত করে, সে মণ্ডলীকে কলুষিত করে। তেমন ব্যক্তি কিন্তু আত্মার তথা খ্রিষ্টের অংশী নয়। পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলনের ফলে এই মাংস এমন জীবন ও অক্ষয়শীলতা গ্রহণ করতে সক্ষম,

যা এমন কেউই নেই যে বলতে বা ব্যক্ত করতে পারে, আপন মনোনীতদের জন্য ঈশ্বর কী না প্রস্তুত করেছেন!

শ্লোক - যেরে ৭:৩; যাকোব ৪:৮ দ্রঃ

প্র সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন : তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর,

উ তবেই আমি এই স্থানে তোমাদের মাঝে বসবাস করব।

প্র তোমরা ঈশ্বরের কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন। হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর ; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর।

উ তবেই আমি এই স্থানে তোমাদের মাঝে বসবাস করব।

# বুধবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৭:১৫-২৮)

**যুদা ও ইস্রায়েল হবে এক রাজ্য**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আদমসন্তান, এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে একথা লেখ: "যুদার জন্য, ও সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য যারা তার প্রতি বিশ্বস্ত।" পরে আর এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে লেখ: "এফ্রাইমের কাঠ সেই যোসেফের জন্য, ও তার প্রতি বিশ্বস্ত ইস্রায়েলকুলের জন্য।" তুমি সেই কাঠ দু'টো একে অন্যের সঙ্গে জোড়া দাও যেন এক কাঠ হয়; কাঠ দু'টো তোমার হাতে এক হোক। তোমার জাতির সন্তানেরা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার কাছে এর অর্থ কী, তা কি আমাদের জানাবে?" তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এফ্রাইমের হাতে যোসেফের যে কাঠ রয়েছে, আমি সেই কাঠ তুলে নিতে যাচ্ছি, সেইসঙ্গে তুলে নিতে যাচ্ছি ইস্রায়েলের সেই গোষ্ঠীগুলিকে যা তার প্রতি বিশ্বস্ত, এবং সেই কাঠ যুদার কাঠের সঙ্গে জোড়া দেব যেন এক কাঠ হয়; আমার হাতে তারা এক হবে।

তুমি সেই যে দু'টো কাঠে সেই কথা লিখেছ, তা তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার হাতে রেখে তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে, আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, চারদিক থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের নিয়ে আসব; আমি সেই দেশে, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতেই, তাদের একমাত্র জাতি করব, ও এক রাজাই তাদের সকলের উপরে রাজা হবে; তারা আর দুই জাতি হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না। তারা তাদের সেই পুতুলগুলো ও ঘৃণ্য কর্ম দ্বারা এবং তাদের কোন শঠতা দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না; যে সকল বিদ্রোহ কর্ম সাধনে তারা পাপ করেছে, তাদের

সেই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে আমি তাদের ত্রাণ করব; তাদের পরিশুদ্ধ করব: তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। আমার দাস দাউদ তাদের উপরে রাজত্ব করবেন, সকলের জন্য থাকবেন একমাত্র পালক; তারা আমার নিয়মনীতির পথে চলবে আর আমার বিধিগুলো পালনে নিষ্ঠাবান হবে। আমি আমার আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়েছি, সেই যে দেশে তাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করছিল, সেই দেশেই তারা বাস করবে; তারা, তাদের সন্তানেরা, ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা সেখানে বাস করবে চিরকালের মত; আর আমার আপন দাস দাউদ তাদের জনপ্রধান হবেন চিরকাল ধরে! আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, তাদের সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব, যা চিরন্তন। আমি তাদের পুনর্বাসন করাব, তাদের বৃদ্ধি ঘটাব, ও তাদের মাঝে আমার পবিত্রধাম স্থাপন করব চিরকালের মত। তাদের মাঝে থাকবে আমার আবাস: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।'

**শ্লোক** - এজে ৩৭:২১, ২২; যোহন ১০:১৬

*প্র* দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে, আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, তাদের একমাত্র জাতি করব:

*উ* তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।

*প্র* আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে;

*উ* তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৫:৪-৫)

**খ্রিষ্টরাজ্য সংক্রান্ত সুখ-বাণী**

সুখময় দীনতার কথা প্রচার করার পর প্রভু বলে চলেন: *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে* (মথি ৫:৪)। প্রিয়জনেরা, এই যে শোকের জন্য শাশ্বত

সান্ত্বনা প্রতিশ্রুত, এই জগতের দুঃখকষ্টের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই; যে চোখের জল গোটা মানবজাতির দুর্দশার দিনে ফেলা হয়, তেমন বিলাপও কাউকে সুখী করে না। পবিত্রজনদের হাহাকার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, তাদের সুখময় অশ্রুজলের কারণও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। ভক্তিময় শোক হয় নিজের না হয় পরের পাপের জন্যই চোখের জল ফেলে, ঐশন্যায্যতা যা যা নির্ধারণ করে তা নিয়েও দুঃখভোগ করে না, কিন্তু মানব শঠতা যা যা সাধন করে, তা নিয়েই শোকার্ত। কেননা অমঙ্গল ভোগ করে এমন লোকের জন্য তত নয়, অমঙ্গল সাধন করে এমন লোকের জন্যই বেশি শোক প্রকাশ করতে হয়, কারণ তার নিজের শঠতা অধার্মিককে দণ্ডে নিমজ্জিত করে, কিন্তু সহিষ্ণুতা ধার্মিককে গৌরবলাভে চালিত করে।

তারপর প্রভু বলেন: *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার* (মথি ৫:৫)। যারা কোমল ও শান্ত স্বভাবের মানুষ, যারা বিনম্র ও শালীনতা প্রিয়, ও যারা সব প্রকার দুর্নাম সহ্য করতে প্রস্তুত, তাদেরই কাছে দেশের উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত। আর তেমন উত্তরাধিকার—কেমন যেন স্বর্গীয় আবাসের চেয়ে বিচ্ছিন্নই আবাস বলে—তত সামান্য বা হীন বলে বিবেচনাযোগ্য নয়, বিশেষভাবে যখন বোঝা যায় যে, এরা ছাড়া অন্য কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে না। সুতরাং যে দেশ কোমলপ্রাণদের কাছে প্রতিশ্রুত, ও যার দখল শান্তভাবের মানুষের কাছে দেওয়া হবে, তা হল পবিত্রজনদের দেহ, যে দেহ বিনম্রতা গুণে আনন্দপূর্ণ পুনরুত্থানে রূপান্তরিত হবে ও অমরতার গৌরবে পরিবৃত হবে; তেমন দেহ আত্মার বিরোধী আর হবে না, ও অন্তরের ইচ্ছার সঙ্গে নিখুঁত ঐক্যের সম্মতি ভোগ করবে। কেননা সেসময়ে বাইরের মানুষের থাকবে অন্তরের মানুষের উপর শান্ত ও কলঙ্কহীন অধিকার; এবং ঈশ্বরের দর্শনে মগ্ন হয়ে মন দেহের এ বর্তমান দুর্বলতার মধ্যে আর কোন বাধা পাবে না, এবং *ক্ষয়শীল দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়, ও পার্থিব তাঁবু মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা* (প্রজ্ঞা ৯:১৫) একথাও আর কখনও বলা দরকার হবে না, কারণ দেশ বাসিন্দার প্রতি আর বিরোধী হবে না, মানুষের শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করবে না। কোমলপ্রাণ সেই সকল মানুষ চিরস্থায়ী শান্তিতেই দেশের উত্তরাধিকার ভোগ করবে, আর তখন তাদের অধিকার কোন দিকেই হ্রাস পাবে না, যখন এ *ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা*

*পরিধান করবে, এবং এ মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করবে* (১ করি ১৫:৫৩); যার ফলে যা ছিল বিপদ তা পুরস্কারেই পরিণত হবে, ও যা ছিল বোঝা তা হবে সম্মান।

**শ্লোক** - ১ পি ২:২০, ২১; ৩:১৩-১৪

*প্র* সদাচরণ ক'রে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যন্ত্রণা সহ্য করা, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ।

*উ* কেননা তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ।

*প্র* আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী!

*উ* কেননা তোমরা এই উদ্দেশ্যেই আহূত হয়েছ।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-২৬)

## ভেড়া ও ছাগের দর্শনলাভ

## গ্রীক রাজাদের জয় ও পরাজয়

বেল্শাজার রাজার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে আমি দানিয়েল সেই প্রথম দর্শন পাবার পর আর এক দর্শন পেলাম। আমি দর্শনটা লক্ষ করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম, আমি এলাম প্রদেশের শুশান রাজপুরীতে আছি; দর্শন লক্ষ করতে করতে এও দেখলাম যে, আমি উলাই নদীকূলে আছি। আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, এক ভেড়া নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তার দু'টো শিং, দু'টোই উচ্চ, কিন্তু একটা অন্যটার চেয়ে খুবই উচ্চ, যদিও এ উচ্চতরটা পরেই গজিয়ে উঠল। আমি দেখলাম, ভেড়াটা পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঢু মারছিল, আর তার সামনে কোন পশু দাঁড়াতে পারছিল না, তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন কেউও ছিল না: পশুটা যা খুশি তাই করছিল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

আমি ভালোমত লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক থেকে এক ছাগ মাটি স্পর্শ না করেই সমগ্র পৃথিবী পার হয়ে আসছিল; তার দুই চোখের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড এক শিং। নদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যে ভেড়াটা আমি দেখেছিলাম, সেই দুই শিংওয়ালা ভেড়াটার কাছে এগিয়ে এসে ছাগটা তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়োতে লাগল। আর আমি দেখলাম যে, তাকে আক্রমণ করার পর সে প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ভেড়ার গায়ে ঢু মেরে তার দুই শিং ভেঙে ফেলল—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ওই ভেড়ার আর রইল না; পরে সে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল; তার হাত থেকে ভেড়াটাকে উদ্ধার করবে এমন কেউ ছিল না। পরে ছাগটা আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কিন্তু অধিক শক্তিশালী হলেই তার সেই প্রকাণ্ড শিং ভেঙে গেল, আর সেটার জায়গায় আকাশের চারবায়ুমুখী অন্য চারটে প্রকাণ্ড শিং গজিয়ে উঠল।

সেই শিংগুলির মধ্য থেকে ক্ষুদ্রতম এক শিং গজিয়ে উঠল, যা দক্ষিণ ও পুবদিকে এবং শোভার দেশের দিকে অধিক বৃদ্ধি পেতে লাগল; এমনকি আকাশমণ্ডলের বাহিনী পর্যন্তও বেড়ে উঠে সেই বাহিনীর ও তারকারাজির একটা অংশ মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে

পায়ে মাড়াতে লাগল। তা বাহিনীপতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল; তাঁর নিত্য বলিদান বাতিল করে দিল ও তাঁর পবিত্রধামের ভিত উৎপাটন করল; সেনাবাহিনীকেও তা আলোড়িত করল, এবং নিত্য বলিদানের স্থানে অধর্মই প্রতিষ্ঠিত করল ও সত্যকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল; তা তেমন কাজই করল, ও কৃতকার্যও হল!

আমি শুনতে পেলাম, কে যেন এক পবিত্রজন কথা বলছেন, এবং যিনি কথা বলছিলেন, তাঁকে আর এক পবিত্রজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'নিত্য বলিদান যে বাতিল করা হল, অধর্ম যে সবকিছু ধ্বংস করছে, পবিত্রধাম ও বাহিনীকে যে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন দর্শন আর কতদিনের জন্য?' প্রথমজন উত্তরে তাঁকে বললেন: 'দু'হাজার তিনশ' সন্ধ্যা ও সকাল কেটে যাবে, পরে পবিত্রধামের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

আমি দানিয়েল তেমন দর্শন লক্ষ করছিলাম ও তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আর দেখ, পুরুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; এবং আমি কার্ যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যা উলাইয়ের মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল: 'গাব্রিয়েল, দর্শনের অর্থ একে বুঝিয়ে দাও।' আমি তখন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি সেখানকার দিকে এগিয়ে এলেন, আর তিনি একবার এসে উপস্থিত হলে আমি অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, ভাল করে বুঝে নাও, কারণ এই দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত।' তিনি আমার সঙ্গে তখনও কথা বলছিলেন, এমন সময় আমি ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করে আবার দাঁড় করালেন। তিনি বললেন: 'দেখ, ক্রোধের শেষকালে যা ঘটবে, তা আমি তোমাকে প্রকাশ করি, কারণ দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত। তুমি যে পশুটাকে দেখলে, যার দু'টো শিং ছিল, তা হল মেদীয় ও পারসিক রাজা। লোমশ ছাগটা হল গ্রীসদেশের রাজা, এবং তার দু'চোখের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড শিং, তা হচ্ছে প্রথম রাজা। তা যে ভেঙে গেল ও তার জায়গায় যে আর চারটে শিং গজিয়ে উঠল, তার মর্মার্থ এই: সেই জাতি থেকে চার রাজ্যের উদ্ভব হবে, কিন্তু ওটার মত তত পরাক্রমী হবে না।

তাদের রাজ্যের শেষকালে
অধর্ম শেষ মাত্রায় পূর্ণ হলে
দুঃসাহসী ও কুটিলমনা এক রাজার উদ্ভব হবে;

তার প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠবে,
কিন্তু নিজেরই প্রভাবে নয়;
সে অসম্ভব মতলব খাটাবে,
তার সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হবে,
এবং শক্তিশালী মানুষদের ও পবিত্রজনদের জনগণকে বিনাশ করবে।
তার কুটিলতার ফলে
তার হাতে ছলনার সমৃদ্ধি হবে,
সে নিজে গর্বিত-মনা হয়ে উঠবে,
এবং চাতুরি করে অনেকের বিনাশ ঘটাবে;
সে অধিপতিদের অধিপতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে,
কিন্তু কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাকে ভেঙে দেওয়া হবে।
সন্ধ্যা ও সকালের বিষয়ে যে দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য।
কিন্তু তুমি এই দর্শনের কথা গুপ্তই রাখ,
কারণ এ অনেক দিন পরের ব্যাপার।'

শ্লোক - দা ৩:৪৪-৪৫; সিরা ৩৬:২, ৭ দ্রঃ

প্ তারাই নতমুখ হোক, যারা তোমার দাসদের অনিষ্ট সাধন করে; অপমানিত হোক তারা, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক; তাদের শক্তি চূর্ণ হোক!

উ আমরা জানি, তুমিই একমাত্র প্রভু ঈশ্বর।

প্ যে সকল জাতি তোমার অন্বেষণ করেনি, তাদের উপর সঞ্চার কর তোমার ভয়; তারা যেন তোমার আশ্চর্য কীর্তিকথা বর্ণনা করতে পারে।

উ আমরা জানি, তুমিই একমাত্র প্রভু ঈশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (১৫:১–১৭:২)

## যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন,
## এসো, সেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই

সংযমী জীবনের জন্য যে পরামর্শ তোমাদের দিয়েছি, আমি তা তত নগণ্য মনে করি না; আর শুধু তা নয়, তেমন পরামর্শ যে পালন করবে তাকে দুঃখিত হতে হবে না, সে বরং নিজেকেও ত্রাণ করবে ও পরামর্শদাতা এই আমাকেও ত্রাণ করবে। কেননা পথভ্রষ্ট ও হারানো আত্মাকে পরিত্রাণের দিকে ফিরিয়ে আনা আদৌ সামান্য লাভ নয়; আর তেমন লাভ আমরা আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে পারব, যদি যে কেউ কথা বলে ও শোনে সে বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গেই কথা বলে ও শোনে।

সুতরাং এসো, আমরা যা যা বিশ্বাস করেছি, তাতে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার সঙ্গে স্থিতমূল থাকি, যাতে ভরসার সঙ্গে সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, যিনি বলেন, *তুমি কথা বলতে না বলতেই আমি তোমাকে উত্তর দিয়ে বলব: এই যে আমি আছি* (ইশা ৫৮:৯ সত্তরী পাঠ্য)। এ বচনটি মহা প্রতিশ্রুতির চিহ্ন, কেননা প্রভু বলেন, আদায় করার চেয়ে তিনি দান করতেই অধিক প্রস্তুত। এজন্য আমরা যখন তেমন মহা মঙ্গলময়তার অংশী, তখন যেন ঈশ্বরের দেওয়া তেমন দানগুলি বিষয়ে পরস্পরকে হিংসা না করি; কেননা সেই বাণী বাধ্যদের অন্তরে যতখানি আনন্দ সঞ্চার করে, অবাধ্যদের অন্তরে ততখানি দণ্ড এনে দেয়।

তাই ভাইবোনেরা, মনপরিবর্তন করার এ সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করে, এসো, সময় থাকতেই ঈশ্বরের কাছে মন ফেরাই যিনি আমাদের আহ্বান করেছেন, কারণ তিনি এখন আমাদের গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কেননা আমরা যদি এ সমস্ত দেহলালসা অস্বীকার করি ও তার অমঙ্গল অভিলাষ প্রশ্রয় না দিয়ে আমাদের আত্মা জয় করি, তবে যিশুর দয়ার অংশী হয়ে উঠব। তোমরা তো জান, জ্বলন্ত চুল্লির মত সেই বিচারের দিন আসছে (মালা ৩:১৯ দ্রঃ), এবং আকাশের এক অংশ ও গোটা পৃথিবী আগুনে গলে যাওয়া সীসার মত বিলীন হয়ে যাবে (২ পি ৩:১৬ দ্রঃ), আর তখন মানুষের আবৃত ও অনাবৃত যত কিছুই প্রকাশ পাবে। সুতরাং, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে অর্থদান উত্তম; প্রার্থনার চেয়ে উপবাস শ্রেয়, কিন্তু উভয়ের চেয়ে অর্থদান উত্তম: *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)।

সদ্বিবেক থেকে উদ্গত প্রার্থনা মৃত্যু থেকে মুক্ত করে, কিন্তু সুখী সেই মানুষ, যে এ সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধপুরুষ বলে প্রতিপন্ন হবে, কেননা অর্থদান পাপকে দূর করে দেয়।

অতএব এসো, সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন করি, যাতে আমাদের কেউই বিনষ্ট না হয়। প্রতিমা পূজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, এমন আদেশ আমরা যখন পেয়েছি, তখন কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে না, যে আত্মা ইতিমধ্যে ঈশ্বরকে জেনেছে সে যেন বিনষ্ট না হয়? এজন্য এসো, পরস্পরকে সাহায্য করি, যাতে দুর্বলকেও মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করতে পারি, এর ফলে যেন একে অন্যকে সংস্কার করে ও চেতনা দান করে সকলেই পরিত্রাণ পাই।

**শ্লোক** - যুদিথ ৮:১৭; তীত ২:১২ দ্রঃ

*প্র* তোমরা ঈশ্বরপ্রেমে নিজেদের অক্ষুণ্ন রাখ,

*উ* ভরসার সঙ্গে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাক।

*প্র* এসো, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি।

*উ* ভরসার সঙ্গে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় থাক।

# বৃহস্পতিবার

## জোড় বর্ষ

## বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৩৮:১৪–৩৯:১০)

**চরমকাল বিষয়ক দর্শন**

‘আদমসন্তান, ভাববাণী দাও; গোগকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সেইদিন যখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েল নিরুদ্বিগ্নে বাস করবে, তখন তুমি উঠবে, তুমি তোমার বাসস্থান থেকে, উত্তরদিকের সেই প্রান্ত থেকে আসবে; তুমি ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতিও আসবে—সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে, অসংখ্য এক জনতা, পরাক্রমী এক সৈন্যদল। তুমি মেঘের মত দেশ আচ্ছন্ন করতে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে। অন্তিম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে যে, আমি তোমাকে আমার নিজের দেশ আক্রমণ করতে আনব, যেন সর্বজাতি আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তোমার মধ্য দিয়েই, হে গোগ, তাদের চোখের সামনে আমার পবিত্রতা দেখাব।

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যার বিষয়ে আমি আমার দাসদের মধ্য দিয়ে, ইস্রায়েলের সেই নবীদেরই মধ্য দিয়ে পুরাকালে কথা বলেছিলাম? তারা তো সেসময়ে ও বহুবছর ধরে এই ভাববাণী দিল যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠাব। কিন্তু সেইদিন যখন গোগ ইস্রায়েল-দেশভূমি আক্রমণ করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তখন আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে। আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি: সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে। সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, বনের জন্তু, মাটির বুকে চরে সমস্ত সরিসৃপ ও পৃথিবীর বুকে বাস করে যত মানুষ আমার সামনে কম্পিত হবে, পাহাড়পর্বত পড়ে যাবে, শৈলগিরি চূর্ণ হবে ও যত নগরপ্রাচীর খসে পড়বে। আর আমি ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার বিরুদ্ধে খড়্গ ডেকে আনব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি! তাদের প্রত্যেকের খড়্গ নিজ

নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফিরবে; আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা তার যোগ্য শাস্তি দেব:
তার উপরে, তার সমস্ত সৈন্যদলের উপরে ও তার সঙ্গী সেই বহুজাতির উপরে
মুষলধারে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করব। আমি আমার মহত্ত্ব ও
পবিত্রতা দেখাব ও বহুদেশের সামনে নিজেকে প্রকাশ করব; তাতে তারা জানবে যে,
আমিই প্রভু!

আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি এখন গোগের বিরুদ্ধে ভাববাণী দাও; বল: প্রভু
পরমেশ্বর একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ, এই যে,
আমি তোমার বিপক্ষে! আমি এদিক ওদিক তোমাকে ঠেলা দেব, তোমাকে চালিয়ে
বেড়াব, ও উত্তরদিকের প্রান্ত থেকে তোমাকে এনে ইস্রায়েলের পর্বতমালায় তোমাকে
নিয়ে আসব। আমি তোমার হাতের ধনু ছিন্ন করব ও তোমার ডান হাত থেকে তোমার
যত তীর নিয়ে ছড়িয়ে দেব। তুমি, তোমার গোটা সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী সেই
বহুজাতি—তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে মারা পড়বে; আমি তোমাকে
সবরকম হিংস্র পাখি ও বন্যজন্তুর খাদ্য করব। খোলা মাঠে তোমাকে নিপাত করা হবে,
কারণ আমিই একথা বললাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি!

আমি মাগোগের উপরে ও যারা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দ্বীপপুঞ্জে বাস করে, তাদের উপরেও
আগুন প্রেরণ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু। আমি আমার আপন জনগণ
ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পবিত্র নাম জ্ঞাত করব; আর এমনটি হতে দেব না যে, আমার
পবিত্র নাম অপবিত্র করা হবে; তাতে জাতি-বিজাতি জানবে যে, আমিই প্রভু,
ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্র! দেখ, এসব কিছু ঘটছে ও সিদ্ধিলাভ করছে—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি—: এ-ই সেই দিন, যে দিনের কথা আমি বলেছি। ইস্রায়েলের
শহরগুলির অধিবাসীরা বেরিয়ে পড়বে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও তীর, লাঠি ও বর্শা,
এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবই পুড়িয়ে দেবে; সেইসব কিছু নিয়ে তারা সাত
বছর ধরে আগুন জ্বালাবে। তারা মাঠ থেকে কাঠ আনবে না, বনের গাছপালা কাটবে না,
কারণ সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা আগুন জ্বালাবে; যারা তাদের ধন লুট করেছিল, এবার
তারাই তাদের ধন লুট করবে; আর যারা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল, এবার তারাই
তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

**শ্লোক** - এজে ৩৮:১৯; মথি ২৪:২৭

*প্র* আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি:

*উ* সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে।

*প্র* বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে।

*উ* সেইদিন ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৫:৬-৭)

**সুখী সেই প্রাণ, যে এ খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী**

এরপর প্রভু বলে চলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে* (মথি ৫:৬)।

এ ক্ষুধা দৈহিক কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, এ তৃষ্ণাও পার্থিব কোন কিছুই অন্বেষণ করে না, কিন্তু ধর্মময়তা-মঙ্গলেই পরিতৃপ্ত হতে বাসনা করে, ও গুপ্ত সকল রহস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বয়ং প্রভুতেই পরিপূর্ণ হতে আকাঙ্ক্ষা করে। খুশি সেই প্রাণ, যা এই খাদ্যের আকাঙ্ক্ষী ও তেমন পানীয়ের জন্য তৃষিত, এমনকি তা অন্বেষণও করত না, যদি না ইতিমধ্যে তার মাধুর্য আস্বাদ না করে থাকত। কিন্তু *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯), নিজের প্রতি উচ্চারিত নবীয় প্রেরণার এবাণী শুনে সে-ই প্রাণ স্বর্গীয় মাধুর্যের কিছুটা বিন্দু গ্রহণ করল, ও পুণ্যতম পরিতৃপ্তির প্রতি এমন ভালবাসায় জ্বলে উঠল যে, পার্থিব সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে ধর্মময়তাকে আহার ও পান করার জন্য গভীরতম অনুরাগে উদ্দীপ্ত হল, ও সেই প্রথম আজ্ঞার সত্য উপলব্ধি করল যা অনুসারে, *তুমি প্রভু ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (লুক ১০:২৭), কেননা ঈশ্বরকে ভালবাসা ধর্মময়তায় প্রীত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশেষে, উল্লিখিত পদে যেমন ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে প্রতিবেশীর সেবাযত্ন সংযুক্ত, তেমনি ধর্মময়তার আকাঙ্ক্ষার সাথে সেই দয়া-সদ্‌গুণও জড়িত যা অনুসারে লেখা আছে, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)।

হে খ্রিষ্টভক্ত, তোমার প্রজ্ঞার মর্যাদা জেনে নাও; উপলব্ধি কর কেমন নিপুণ উপায় প্রয়োগে তুমি তেমন পুরস্কারের দিকে আহূত! দয়া চায় তুমি হবে দয়াবান; ধর্মময়তা চায় তুমি হবে ধর্মপ্রাণ, যাতে নিজের সৃষ্টজীবের মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টাই আত্মপ্রকাশ করেন, ও মানব হৃদয়ের আয়নার মধ্যে সূক্ষ্ম অনুকরণে অঙ্কিত হয়ে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দয়াকর্মের সাধকদের বিশ্বাস উদ্বেগ থেকে মুক্ত: হ্যাঁ, তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করবে, ও যা ভালবাস তুমি তা নিরন্তর ভোগ করবে।

আর যেহেতু দয়াকর্মের মধ্য দিয়ে তোমার কাছে *সবই শুচি হবে* (লুক ১১:৪১), সেজন্য তুমি সেই সুখ-বাণীর পর্যায়েও পৌঁছতে পারবে যা তার ফলস্বরূপে প্রতিশ্রুত— প্রভু যেমনটি বলেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)।

**শ্লোক** - মথি ৫:৬; সাম ৩৬:১০, ৯

*প্র* ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে;

*উ* কারণ তোমাতেই জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

*প্র* তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও;

*উ* কারণ তোমাতেই জীবনের উৎস! তোমার আলোতেই আমরা দেখি আলো।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৯:১-৪ক, ১৮-২৭)

## দানিয়েলের প্রার্থনা ও দর্শনলাভ

মেদীয় বংশজাত আহাসুয়েরোসের সন্তান যে দারিউশ কাল্দিয়া-রাজ্যের রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম বর্ষে, তাঁর রাজত্বকালেরই প্রথম বর্ষে, আমি দানিয়েল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে সেই বছর-গণনায় ব্যস্ত ছিলাম, যে বছরের বিষয়ে প্রভু নবী যেরেমিয়ার কাছে কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ সেই সত্তর বছর, যা যেরুশালেমের উৎসন্ন-দশা শেষ হবার আগে অতিবাহিত হওয়ার কথা। আমি উপবাস পালনে, চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফেরালাম, এবং আমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এই স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করলাম: 'হে আমার পরমেশ্বর, কান পেতে শোন, এবং চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে, সেই নগরীর দিকেই চেয়ে দেখ, যা তোমার আপন নাম বহন করে! আমরা তো আমাদের ধর্মিষ্ঠতার জোরে নয়, তোমার মহাস্নেহকেই হাতিয়ার করে তোমার সামনে আমাদের মিনতি রাখছি। শোন, প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার নগরী ও তোমার জনগণ তোমার আপন নাম বহন করে।'

আমি তখনও কথা বলছিলাম, তখনও প্রার্থনায় রত ছিলাম এবং আমার পাপ ও আমার জাতি ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার পরমেশ্বর প্রভুর সামনে মিনতি নিবেদন করছিলাম, যখন আমার প্রার্থনার কথা শেষ হতে না হতেই সেই গাব্রিয়েল—যাঁকে আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম—আমার কাছে দ্রুতবেগে উড়ে এলেন: তখন সান্ধ্য বলিদানের সময়। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাকে বললেন: 'দানিয়েল, আমি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করতে ও চেতনা দিতে এসেছি। তোমার মিনতির আরম্ভ থেকেই একটা বাণী উদ্গত হল, তাই আমি তোমাকে তার সংবাদ দিতে এসেছি, কারণ তুমি মহাপ্রীতির পাত্র। সুতরাং তুমি এখন সেই বাণীতে মনোযোগ দাও আর এই দর্শন বুঝে নাও:

তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে

অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য,
পাপ মুছে দেবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য,
চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য,
দর্শন ও ভাববাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য,
ও মহাপবিত্রজনকে তৈলাভিষিক্ত করার জন্য,
সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে।

তাই তুমি জেনে রাখ, বুঝে নাও: "যেরুশালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও" এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে তৈলাভিষিক্ত এক জনপ্রধানের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে যত খোলা জায়গা ও প্রাকার পুনর্নির্মিত হবে—তা সঙ্কটের সময়ই হবে। এই বাষট্টি সপ্তাহ পরে তৈলাভিষিক্ত একজনকে উচ্ছেদ করা হবে, কিন্তু তাঁর দোষে নয়; এবং ভাবীকালে আসন্ন জনপ্রধানের এক জনগণ নগরীকে ও পবিত্রধাম ধ্বংস করবে; তার শেষ পরিণাম প্লাবন দ্বারা চিহ্নিত হবে, এবং শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত নিরূপিত সর্বনাশের পর সর্বনাশ হবে। সে এক সপ্তাহ ধরে বহুজনের সঙ্গে দৃঢ় সন্ধি স্থাপন করবে, এবং এক সপ্তাহের অর্ধেক কালের মধ্যে বলিদান ও অর্ঘ্য বাতিল করে দেবে; জঘন্য বস্তুগুলোর পাশটির উপরে এক সর্বনাশক থাকবে, আর সেখানে শেষ পর্যন্তই থাকবে, অর্থাৎ ততক্ষণ যতক্ষণ না সেই সর্বনাশকের নিরূপিত উচ্ছেদ ঘটে।'

শ্লোক - বারুক ২:১৬; দা ৯:১৮; সাম ৮০:২০

*প্র* প্রভু, তোমার পবিত্র বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত কর, আমাদের কথা চিন্তা কর; প্রভু, কান পেতে শোন;
*উ* চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে চেয়ে দেখ।
*প্র* হে প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, তবেই আমরা পাব পরিত্রাণ।
*উ* চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে চেয়ে দেখ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - দ্বিতীয় শতাব্দীর অজানা লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ (১৮:১–২০:৫)

## এসো, পুণ্যকর্ম সাধন করি
## যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি

এসো, সচেষ্ট থাকি, যাতে আমরাও তাঁদেরই সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারি যাঁরা ঈশ্বরের সেবা করেছিলেন বিধায় এখন তাঁর প্রশংসা করেন, সেই দুর্জনদেরই সংখ্যায় পরিগণিত না হই যারা বিচারাধীন। সবদিক দিয়ে পাপী, প্রলোভনের অধীন, ও এখনও শয়তানের ফন্দি-ফিকিরের মধ্যে থাকলেও আমিও ধর্মময়তার পথে চলতে চেষ্টা করছি, যাতে ভাবী বিচার ভয় করে সেই ধর্মময়তার কাছে এগিয়ে যেতে পারি।

এজন্য, ভাইবোনেরা, তোমরা সত্যের ঈশ্বরের বাণী শোনার পর আমি তোমাদের কাছে এ উপদেশ পেশ করতে যাচ্ছি, যাতে আমার লেখা মনোযোগ দিয়ে শুনে তোমরাও পরিত্রাণ পেতে পার, ও তোমাদের মাঝে যিনি পাঠ করছেন তিনিও যেন পরিত্রাণ পান; কেননা তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিদান ভিক্ষা করছি তা এরূপ, যাতে তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে মনপরিবর্তন কর, এবং এর ফলে পরিত্রাণ ও জীবন অর্জন কর। তাই করে আমরা সকল যুবক-যুবতীর কাছে একটা আদর্শ রাখব, কারণ তারা বাস্তবরূপেই ঈশ্বরকে ভক্তি করতে ও ভালবাসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেউ আমাদের সংশোধন করলে ও অধর্ম থেকে ধর্মময়তার পথে আমাদের ফেরালে আমরা যেন নিজেদের অপমানিত মনে না করি, অস্থিরও যেন না হয়ে উঠি, তেমন ব্যবহার আমাদের নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ হবে; আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তর দোমনা ও অবিশ্বস্ত হওয়ায় ও আমাদের মন নানা দুর্মতিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা বহুবার দুষ্কর্ম করেও সেই বিষয়ে সচেতন নই।

সুতরাং এসো, ধর্মময়তা পালন করি যাতে শেষে পরিত্রাণ পাই। সুখী যারা এ নির্দেশগুলো মেনে নেয়; যদিও কিছুকালের মত এই জগতে অমঙ্গল ভোগ করে থাকে, তারা পুনরুত্থানের অক্ষয় ফসল সংগ্রহ করবেই। ফলত যদি ভক্তজন এ বর্তমানকালে দুর্দশায় ভুগছে, এর জন্য সে যেন দুঃখ না পায়, কেননা আনন্দময় কাল তার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আর তখন সে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত হয়ে আবার আনন্দ করবে, তার আর কখনও দুঃখ হবে না।

ভক্তিহীনেরা ধনবান ও ঈশ্বরের দাসেরা সঙ্কটাপন্ন—তা দেখেও আমরা যেন অস্থির না হই। ভাইবোনেরা, এসো, একথা বিশ্বাস করি: আমরা জীবনময় ঈশ্বর দ্বারা পরীক্ষিত, এবং এজীবনে লড়াইতে অভ্যাস করে থাকি যাতে ভাবী জীবনে জয়মালায় ভূষিত হতে পারি। ধার্মিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে শীঘ্রই ফল পেয়েছে, কিন্তু ফলের জন্য সে অপেক্ষা করে থাকল। কেননা ঈশ্বর যদি ধার্মিকদের প্রতিফল শীঘ্রই দিতেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে উপকৃত হতাম বটে, কিন্তু ভক্তি ক্ষেত্রে নয়, কারণ প্রকৃত ভক্তির অনুসরণ না করায়, কিন্তু নিজ উপকারই লোভ করায় আমরা কেবল বাইরে ধার্মিক হতাম। এজন্যই যে ধার্মিক নয়, তার অন্তর ঐশবিচারের চিন্তায় অস্থির ও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

যিনি আমাদের কাছে সেই ত্রাণকর্তা ও অক্ষয়শীলতার সাধনকর্তাকে প্রেরণ করেছেন যাঁর দ্বারা তিনি আমাদের কাছে সত্য ও স্বর্গীয় জীবনও প্রকাশ করেছেন, সত্যময় পিতা সেই অদৃশ্য ঈশ্বরের গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৩৭:২৭, ২৮, ১

প্ল কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর,

উ কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন, তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

প্ল দুষ্কর্মার বিষয়ে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না; অপকর্মার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ো না;

উ কারণ প্রভু ন্যায়ই ভালবাসেন, তিনি আপন ভক্তজনদের করবেন না পরিত্যাগ।

# শুক্রবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৪০:১-৪; ৪৩:১-১২; ৪৪:৬-৯)

**ইস্রায়েলের মন্দির-পুনরুৎসর্গ, এর দর্শন**

আমাদের নির্বাসনকালের পঞ্চবিংশ বর্ষে, বর্ষের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ নগরী-পতনের পরে চতুর্দশ বর্ষের সেই দিনে, প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল: তিনি আমাকে সেইখানে নিয়ে গেলেন। তিনি ঐশ্বরিক দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল দেশে নিয়ে গিয়ে উচ্চতম এক পর্বতে নামিয়ে রাখলেন, যার উপরে, দক্ষিণদিকে, মনে হচ্ছিল, এক নগরী নির্মিত ছিল। তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, এক পুরুষ, যাঁর চেহারা ব্রঞ্জের মত, যাঁর হাতে একটা ক্ষোমের ফিতা ও মাপবার জন্য একটা নল, নগরদ্বারের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই পুরুষ আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা যা দেখাব, তুমি সেইসব কিছু সযত্নে লক্ষ কর, কান পেতে শোন, সবকিছুতে মনোযোগ দাও, কারণ তোমাকে এজন্যই এখানে আনা হয়েছে, যেন আমি তোমাকে এইসব কিছু দেখাই। তুমি যা কিছু দেখ, তা ইস্রায়েলকুলকে জানাবে।'

তখন তিনি আমাকে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, পুবদিক থেকে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব এগিয়ে আসছে; সেই আগমনের শব্দ ছিল মহাজলরাশির শব্দের মত, ও তাঁর গৌরবে পৃথিবী আলোময় ছিল। আমি দর্শনে যা দেখতে পেলাম, তা ছিল সেই দর্শনেরই মত, যা আমি সেসময় পেয়েছিলাম, যখন নগরী বিনাশের জন্য এসেছিলাম; আবার, এ ঠিক সেই দর্শনেরই মত, যা আমি কেবার নদীর ধারে পেয়েছিলাম। তখন আমি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। আত্মা আমাকে তুলে ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল; আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। সেই পুরুষ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আমি শুনতে পেলাম, গৃহের মধ্য থেকে কে একজন যেন আমার কাছে কথা

বলছেন; তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এ আমার সিংহাসনের স্থান, এ আমার পদতল রাখার স্থান। এইখানে আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে; এবং ইস্রায়েলকুল—লোকেরা ও তাদের রাজারা—তারা তাদের ব্যভিচার কর্ম দ্বারা, তাদের রাজাদের লাশ দ্বারা, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর কলুষিত করবে না। তারা আমার চৌকাটের নিম্ন অংশের কাছে তাদের চৌকাটের নিম্ন অংশ, ও আমার চৌকাটের পাশে তাদের চৌকাট দিত, ফলে আমার ও তাদের মধ্যে কেবল দেওয়ালটা ছিল; তারা তাদের সাধিত যত জঘন্য কর্ম দ্বারা আমার পবিত্র নাম কলুষিত করত, আর এজন্য আমি জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের নিঃশেষ করলাম। কিন্তু এখন থেকে তারা তাদের সেই ব্যভিচার ও তাদের রাজাদের লাশ আমা থেকে দূর করে দেবে, আর আমি তাদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে।

হে আদমসন্তান, তুমি ইস্রায়েলকুলের কাছে এই গৃহের বর্ণনা দাও, যেন তারা তাদের শঠতার বিষয়ে লজ্জাবোধ করে; তারা এর সমস্ত স্থান মেপে নিক; আর যদি তারা তাদের সাধিত যত দুষ্কর্মের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, তবে তুমি তাদের কাছে গৃহের আকার, গঠন, নির্গম-স্থানগুলো ও প্রবেশস্থানগুলো, তার সমস্ত দিক ও সমস্ত বিধি, তার সমস্ত আকৃতি ও তার সমস্ত নিয়ম ব্যক্ত কর: সবকিছু তাদের চোখের সামনে লিখিত আকারে রাখ, যেন তারা এই সমস্ত নিয়ম ও বিধি পালন করে কাজ করে। গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এ: পর্বতশিখরে চারদিকেই তার সমস্ত পরিসীমা পরমপবিত্র। দেখ, এটিই গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।

তুমি সেই বিদ্রোহী দলকে, সেই ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের সকল জঘন্য কর্ম যথেষ্ট হয়েছে! যারা হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয়, সেই বিজাতীয়দেরই তোমরা আমার পবিত্রধামে থাকতে ও আমার গৃহকে অপবিত্র করতে প্রবেশ করিয়েছ, আর সেইসঙ্গে তোমরা আমার খাদ্য, চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করছিলে ও তোমাদের জঘন্য কর্ম সাধনে আমার সন্ধি ভঙ্গ করছিলে। আমার পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী নিজেরা যত্ন না করে তোমরা বরং অন্য কাউকেই আমার পবিত্রধামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছ। প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয় এমন বিজাতীয়

কোন মানুষই আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে না—ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় মানুষ আছে, তাদের কেউই প্রবেশ করবেই না!'

**শ্লোক** - এজে ৪৩:৪, ৫; লুক ২:২৭ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল:

*উ* আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

*প্র* তাঁর পিতামাতা বালক যিশুকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন:

*উ* আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিও-লিখিত 'সুখ-বাণী বিষয়ক উপদেশ' থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৫:৮, ৯)

**প্রভু, যারা তোমার বিধান ভালবাসে,**

**তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি,**

**তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই**

প্রিয়জনেরা, যার জন্য তেমন মহা পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, তার আনন্দ মহান। তবে, শুদ্ধহৃদয় হওয়া বলতে উপরোল্লিখিত সদ্‌গুণের অনুশীলনে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কীবা বোঝাতে পারে? আর ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যে কেমন সুখ, কোন্ মন একথা উপলব্ধি করতে ও কোন্ ভাষা একথা ব্যক্ত করতে পারে? তথাপি এ সুখ তখনই প্রাপ্য হবে, যখন মানবস্বরূপ রূপান্তরিত হবে, যার ফলে সে *আর আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই নয়, কিন্তু মুখোমুখি হয়েই* (১ করি ১৩:১২) সেই ঈশ্বরত্বেরই দর্শন পেতে পারবে *যেইরূপে তিনি আছেন* (১ যোহন ৩:২), যাঁর দর্শন কোন মানুষ কখনও পেতে পারেনি, এবং চিরন্তন ঐশদর্শনের অনির্বচনীয় আনন্দে তা-ই লাভ করবে *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা কখনও প্রবেশ করেনি* (১ করি ২:৯)।

ঈশ্বরের দর্শন পাবার আশীর্বাদ সঙ্গতভাবেই শুদ্ধহৃদয়দের কাছে প্রতিশ্রুত, কেননা মলিন চোখ সত্যকার আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে অক্ষম; আর নিষ্কলঙ্ক অন্তরের পক্ষে যা আনন্দের বিষয় হবে, কলঙ্কপূর্ণ অন্তরের পক্ষে তা হবে দণ্ডের কারণ। অতএব, পার্থিব

মোহ-মায়ার কালিমা ঘুচে যাক ও মনশ্চক্ষু থেকে অধর্মের সমস্ত কলুষ মুছে যাক, যাতে স্বচ্ছ চোখ ঈশ্বরের তেমন দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়। আর এসমস্ত পাবার জন্য যা দরকার—বুঝি—পরবর্তী বচনই তা ব্যক্ত করে।

*শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে* (মথি ৫:৯)। প্রিয়জনেরা, এই 'সুখ' যেকোন ধরনের সম্মতি বা যেকোন প্রকার একমতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু সেটারই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করা* (রো ৫:১ দ্রঃ), ও যা বিষয়ে নবী দাউদ বলেন: *যারা তোমার বিধান ভালবাসে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি, তাদের চলার পথে হোঁচট-শৈল নেই* (সাম ১১৯:১৬৫)।

বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতম বন্ধন ও নিখুঁততম মনের মিলও নিজেকে তেমন শান্তির অধিকারী হয়েছে বলে সত্যিকারে দাবি করতে পারে না, যদি না ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে তারা একমত। এ শান্তির মর্যাদার বাইরে কেবল কুকামনা-বাসনারই সামঞ্জস্য রয়েছে, রয়েছে শুধু অপকর্মের সন্ধি ও রিপুর চুক্তি। জগতের ভালবাসা ঈশ্বরের ভালবাসার সঙ্গে খাপ খায় না; এ যুগের প্রজন্ম থেকে যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না, সেও ঈশ্বরসন্তানদের সাহচর্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যারা ঈশ্বরের চিন্তায় নিত্যমগ্ন হয়ে শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান (এফে ৪:৩), তারা *তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০) বিশ্বাসের এ প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে সনাতন বিধান বিষয়ে কখনও বিমত নয়।

এরাই প্রকৃত শান্তির সাধক, এরাই পুণ্য সাহচর্যে একমন একপ্রাণ, ফলে এরাই এই সনাতন নামে অভিহিত হবে, তথা *ঈশ্বরের সন্তান ও খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী* (রো ৮:১৬,১৭); কারণ ঈশ্বরের ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসাই মানুষকে এমন যোগ্যতার অধিকারী করবে যে, সে বর্তমান কোন প্রতিকূলতা আর অনুভব করবে না, কোন বাধাবিঘ্নেও ভয় পাবে না; কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার লড়াই সমাপ্ত হওয়ার পর সে ঈশ্বরের পূর্ণ শান্তিতে বিশ্রাম পাবে, আমাদের সেই প্রভু দ্বারা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - প্রকাশ ১২:১০, ১২, ৫

প্ আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;

উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

প্ সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল।

উ তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১০:১-২১)

## সেই পুরুষের দর্শন ও স্বর্গদূতের আবির্ভাব

পারস্য-রাজ কুরোশের তৃতীয় বর্ষে বেল্তেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েলের কাছে এক বাণী প্রকাশিত হল—সত্য ও মহাসঙ্ঘাত সংক্রান্তই এবাণী! তিনি বাণীর অর্থ বুঝলেন, দর্শনের অর্থও তাঁকে বুঝতে দেওয়া হল।

সেসময় আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ ধরে তপস্যা করছিলাম; এই তিন সপ্তাহ-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি সুস্বাদু খাবার খাইনি, আমার মুখে মাংস বা আঙুররস প্রবেশ করেনি, গায়ে তেলও মাখাইনি। পরে, প্রথম মাসের চতুর্বিংশ দিনে যখন আমি মহানদীকূলে, সেই দজলা নদীকূলে ছিলাম, তখন চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, ক্ষোমের পোশাক পরা ও কোমরে উফাজের সোনার বন্ধনী বাঁধা কে যেন একজন! তাঁর দেহ বৈদূর্যমণির মত, তাঁর মুখ বিদ্যুতের মত দেখতে, তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত, তাঁর হাত-পা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, এবং তাঁর কথার সুর বিপুল জনতার কোলাহলের মত। আমি দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পেলাম; যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সেই দর্শন পায়নি, তবু এমন মহাবিভীষিকায় অভিভূত হয়ে পড়ল যে, নিজেদের লুকোতে পালিয়ে গেল। তাই সেই মহাদর্শনের দিকে তাকাতে আমি একা হয়ে রইলাম; আমার কেমন যেন আর বল ছিল না, আমার চেহারা অন্য রকম হল, সমস্ত বল হারিয়ে ফেললাম। আমি তাঁর বাণীর সুর শুনলাম, কিন্তু সেই বাণীর সুর শোনামাত্র ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। আর দেখ, কার্ যেন হাত আমাকে স্পর্শ করে কম্পমান এই আমাকে হাঁটুতে দাঁড় করিয়ে আমার দু'হাতের পাতার উপরে ভর করাল। তিনি আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলতে যাচ্ছি, তা তুমি বুঝে নাও: উঠে দাঁড়াও, কারণ এখন তোমারই কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আমাকে একথা বললে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দানিয়েল, ভয় করো না; কারণ সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেদিন থেকে তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি। পারস্য-রাজ্যের জনপ্রধান একুশ দিন

ধরে আমাকে প্রতিরোধ করল; তবু প্রথম শ্রেণির দূতপ্রধান মিখায়েল আমার সহায়তায় এলে তাঁকেই আমি সেখানে, পারস্য-রাজদের সেই জনপ্রধানের কাছে, রেখে এলাম। অন্তিম দিনগুলিতে তোমার জাতির প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাকে জানাতে এসেছি; কারণ সেই দিনগুলি সম্বন্ধে এখনও একটা দর্শন আছে।'

তিনি আমার কাছে এধরনের কথা বলতে বলতে আমি মাটিতে উপুড় হয়ে নির্বাক্ হয়ে রইলাম। আর দেখ, মানুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম; যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আমি বললাম: 'প্রভু আমার, এই দর্শনে আমার তীব্র যন্ত্রণা ধরেছে, সমস্ত বল হারিয়ে ফেলেছি; কারণ আমার প্রভুর এই দাস কেমন করে আমার এই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পারে, যখন আমার মধ্যে কিছুই বল আর থাকল না, আমার মধ্যে শ্বাসও আর নেই!' মানুষের মত দেখতে সেই একজন আমাকে আবার স্পর্শ করে আমাতে শক্তি যোগালেন; আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না, তোমার শান্তি হোক, শক্তি দেখাও, সাহস ধর।' তিনি আমাকে এই কথা বলতে বলতেই আমার শক্তি ফিরে এল; তখন বললাম: 'আমার প্রভু কথা বলুন, কেননা আপনি আমার শক্তি যুগিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি কিজন্য তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি জান? এখন আমি পারস্যের সেই জনপ্রধানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; পরে চলে যাব, আর তখন গ্রীসদেশের জনপ্রধান আসবে। আচ্ছা, সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের দূতপ্রধান মিখায়েল ছাড়া আর কেউ নেই।'

**শ্লোক** - দা ১০:১২, ১৯, ২১ দ্রঃ

*প্র* সেই যে প্রথম দিন তুমি পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেদিন থেকে

*উ* তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি।

*প্র* হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না: সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।

*উ* তোমার সমস্ত বাণী শোনা হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম পুস্তক ১)

## আমাদের শান্তি সেই খ্রিষ্ট আবির্ভূত হলেন

আমরা যারা তাঁর দ্বারা আহূত হয়েছি, তাঁর গৌরব জানতে পেরেছি: যিনি সকলের বিচারকর্তা ও পরিত্রাতা, আমরা সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছে ঠিক যেন সাধারণ মানুষেরই কাছে এগিয়ে যাই না; কিন্তু ঐশবাণী যদিও মাংস হলেন, তথাপি আমরা বিশ্বাস করি: তিনি স্বরূপে ঈশ্বর, রহস্যময় ভাবে জনিত হয়ে তিনি পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত, সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়ে উজ্জ্বল, সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব রাখেন, তাঁর ডান হাত এমন শক্তির অধিকারী যে, যাদের ইচ্ছা করে তাদের নিজের অধীনে রাখতে পারে, এবং এমন কিছুই নেই যা তাঁকে জয় করতে পারে ও—বলতে গেলে—তাঁর ক্ষমতার ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে। অথচ ইস্রায়েল তা বুঝল না। মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবে নয়, আমাদের সদৃশ একটা মানুষের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, সেইভাবেই তারা তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করল; এজন্য একদিন তাঁকে বলল: *আপনি কে? নিজের পরিচয় বলে কী দাবি করছেন?* (যোহন ৮:২৫, ৫৩)। তারা এ কথাও বলল, *ভাল কাজের জন্য আমরা আপনাকে পাথর মারছি না, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য, কারণ আপনি মানুষ হয়ে নিজেকে ঈশ্বর করে তুলছেন* (যোহন ১০:৩৩)।

তিনি কিন্তু একথা বললেন যে, যারা সত্য জানতে আহূত, তারা আমার গৌরব জানবে, কেননা আমিই নবীদের মধ্য দিয়ে বলেছিলাম, *এই যে, আমি আছি* (ইশা ৫২:৬ সত্তরী পাঠ্য)। বাস্তবিকই ঈশ্বর সেই প্রভু আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে লেখা রয়েছে: *ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন* (হিব্রু ১:১-২)। সুতরাং এ লক্ষ করার বিষয় যে, পিতা ঈশ্বর পুত্রের মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু গড়েছেন ও শেষযুগের এই দিনগুলিতে তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের কাছে কথা বলেছেন; কিন্তু তাঁর কাছে সেই পুত্রটি মাংস অনুসারে নারী থেকে জাত অন্য

পুত্রের মত ছিলেন না—একথা কেবল ভ্রান্তমতের মানুষই মাত্র সমর্থন করে। বরং অদ্বিতীয়ই সেই পুত্র, কেননা যিনি সর্বযুগের স্রষ্টাও, সেই বাণী আমাদের জন্য মানবস্বরূপ ধারণ করলেন। আমাদের শান্তি সেই খ্রিষ্ট আবির্ভূত হলেন: তিনি পাপের বাধা সরিয়ে দিলেন, পিতার সঙ্গে মানুষকে পুনর্মিলিত করলেন, ও নিজের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করলেন: বাস্তবিকই তাঁরই দ্বারা আমরা পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। যেভাবে এক ব্যক্তি দ্রুতপদে ও শীঘ্রই এসে শত্রুদের বন্দি করে নিয়ে আসে যাতে শান্তির বার্তা ও শুভসংবাদ দিতে পারে, সেভাবেই বিশ্বত্রাতা মাংসে জগতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, এবং শয়তানকে বিলীন করে ও তার সমস্ত সেনাদল নিশ্চিহ্ন করে পিতা ঈশ্বরের কাছে শান্তির মধ্যস্থ হলেন।

আর যেহেতু যারা ইচ্ছা করে তারা এ সময়েই সমস্ত মঙ্গলের অংশী হতে পারে, সেজন্য তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে যারা তাঁর ইচ্ছা জানে ও পালনও করে, তিনি তাদের পাশে পাশেই থাকেন, তারা যেন স্বর্গীয় মঙ্গলদানের পূর্ণ সহভাগিতায় উত্তীর্ণ হয় ও সমস্ত মঙ্গল প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ হয়—হ্যাঁ, আমাদের ত্রাণকর্তা সমস্ত প্রকার মঙ্গলদানেই ধনবান।

**শ্লোক** - এফে ২:১৩-১৪, ১৭

*প্র* তোমরা যারা আগে দূরবর্তী ছিলে, খ্রিষ্টের রক্তগুণে নিকটবর্তী হয়েছ।

*উ* কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন।

*প্র* খ্রিষ্ট এসে দূরবর্তী এই তোমাদের কাছে শান্তির, এবং নিকটবর্তীদেরও কাছে শান্তির শুভসংবাদ জানিয়েছেন,

*উ* কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন।

# শনিবার

জোড় বর্ষ

বিজোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী এজেকিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (৪৭:১-১২)

**মন্দিরের ঝরনার দর্শন**

একদিন স্বর্গদূত আমাকে আবার গৃহের প্রবেশস্থানে ফিরিয়ে আনলেন, আর দেখ, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে, কারণ গৃহের সামনের দিকটা পুবমুখী ছিল। সেই জল গৃহের ডান দিকের তলা থেকে নেমে এসে যজ্ঞবেদির ডান পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। তিনি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং বাইরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পুবদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; আর আমি দেখতে পেলাম, জল ডান দিক দিয়েই বেরিয়ে আসছে। সেই পুরুষ হাতে একটা ফিতা করে পুব দিকে গিয়ে এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার গোড়ালি পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল কোমর পর্যন্ত উচ্চ ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মাপলেন: সেখানে জলধারা এমন নদী ছিল, যা পার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ সেই জল বেড়ে উঠেছিল, গভীরতম জলাশয় হয়ে উঠেছিল—এমন নদী, যা পায়ে হেঁটে পার হওয়া অসাধ্য। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি দেখতে পেয়েছ কি?'

পরে তিনি আমাকে আবার সেই নদীর কূলে নিয়ে গেলেন; ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলাম, নদীর কূলে এপারে ওপারে বহু বহু গাছপালা। তিনি আমাকে বললেন, 'এই জলধারা পুবদিকে বয়ে আরাবা সমতল ভূমিতে নেমে সাগরের দিকে যায়, এবং সাগরে প্রবেশ করলে তার জল নিরাময় হয়। এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়,

সেখানকার যত জীবজন্তু বাঁচবে; মাছও সেখানে অধিক প্রচুর হবে, কারণ এই জলধারা যেইখানে বয়ে যায়, সেখানে নিরাময় করে, এবং জলস্রোতটা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে সবকিছু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। তার তীরে জেলেরা থাকবে, এন্-গেদি থেকে এন্-এগ্লাইম পর্যন্ত বহু বহু জাল নেড়ে দেওয়া থাকবে। মাছগুলো—নিজ নিজ জাত অনুযায়ী—মহাসমুদ্রের মাছের মতই প্রচুর হবে। কিন্তু তার বিল ও জলাভূমির নিরাময় হবে না: লবণাক্ত থাকা-ই সেগুলোর দশা। নদীর ধারে এপারে ওপারে সবরকম ফলদায়ী গাছ গজিয়ে উঠবে, যেগুলোর পাতা কখনও ম্লান হবে না; সেগুলো ফলদানেও কখনও ক্ষান্ত হবে না, মাসে মাসে তাদের ফল পাকবে, কারণ তাদের জল পবিত্রধাম থেকেই বেরিয়ে আসে; তাদের ফল খেতে রুচিকর হবে, ও তাদের পাতা হবে আরোগ্যদায়ী।'

**শ্লোক** - এজে ৪৭:১, ৯; যোহন ৪:১৪ দ্রঃ

*প্র* আমি দেখতে পেলাম, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে;

*উ* এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার সকল মানুষ বাঁচবে।

*প্র* আমি যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী;

*উ* এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার সকল মানুষ বাঁচবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'ত্রিত্ব প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ১৫-১৬)

**পিতার সমস্ত প্রশংসা পুত্র থেকেই নির্গত**

*তুমি আমাকে যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সম্পন্ন করায় আমি পৃথিবীতে তোমাকে গৌরবান্বিত করেছি* (যোহন ১৭:৪)। পিতার সমস্ত প্রশংসা পুত্র থেকেই নির্গত, কেননা যেখানে পুত্র গৌরবান্বিত, সেখানে পিতাই প্রশংসিত, কারণ পিতা যা ইচ্ছা করেন, পুত্র সেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে জন্ম নেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব কুমারীর প্রসবে উপস্থিত। ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হিসাবে দৃশ্যমান হন, কিন্তু সেই মানুষের কর্মে ঈশ্বর বিদ্যমান। ঈশ্বরের পুত্রকে ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সেই

ক্রুশে ঈশ্বর মানব মৃত্যুর উপর বিজয়ী। ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্ট মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু সেই খ্রিষ্টে সমস্ত মাংস সঞ্জীবিত হয়। ঈশ্বরের পুত্র পাতালে উপস্থিত, কিন্তু মানুষকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনা হয়। খ্রিষ্টে এ সমস্ত বিষয় যত সঙ্কীর্তিত হবে, খ্রিষ্ট যাঁর থেকে উদ্ভূত, সেই ঈশ্বরই তত বেশি প্রশংসিত হবেন।

তাই পিতা এভাবেই পুত্রকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করেন, অপরদিকে পুত্রও জাতিগুলোর অজ্ঞতা ও জগতের নির্বুদ্ধিতার সামনে নিজ প্রভাবশালী কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁকেই গৌরবান্বিত করেন যাঁর কাছ থেকে তিনি নিজে উদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে একে অপরের মধ্যে এই গৌরব-বিনিময় ঈশ্বরত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু সেই ঐশসম্মানকেই লক্ষ করে যা তাদেরই মধ্য থেকে নির্গত হয় যারা আগে ঈশ্বর-অজ্ঞতায় জীবনযাপন করত। আসলে, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু হয়, সেই সমস্ত কিছুতে এমন কী ছিল, পিতা নিজের প্রাচুর্যে যা বিষয়ে অধিকারী নন? অথবা, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা বাস করতে প্রসন্ন হয়েছিল, সেই পুত্র কিসেতে অভাবী ছিলেন? অতএব, পিতা পৃথিবীতে গৌরবান্বিত, কারণ তাঁর আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন।

এসো, এবার দেখি পুত্র পিতার কাছ থেকে কেমন গৌরব প্রত্যাশা করেন; তখন আমদের আলোচনা পূর্ণতা লাভ করবে। কেননা সুসমাচারের পরবর্তী পংক্তিতে লেখা আছে: *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর। আমি মানুষের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি* (যোহন ১৭:৫-৬)। সুতরাং পিতা পুত্রের কর্মে গৌরবান্বিত হন, কেননা তিনি ঈশ্বর বলেও স্বীকৃত ও একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পিতা বলেও প্রকাশিত যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এমনটা চেয়েছিলেন যেন তাঁর পুত্র কুমারী থেকেই মানবরূপে জন্ম নেবেন যাঁর যন্ত্রণাভোগে সেই সমস্ত কিছু সিদ্ধি লাভ করবে যা সেই কুমারীর প্রসবকাল থেকে শুরু হয়েছিল।

এভাবে যিনি সবদিক দিয়ে সিদ্ধতাবিশিষ্ট ও অনাদিকালের আগেও ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় সঞ্জাত, ঈশ্বরের সেই পুত্র এবার তাঁর মাংসধারণ দ্বারা মানুষ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্তই প্রস্তুত ছিলেন: এজন্যই তিনি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি নিজে যেভাবে পিতাকে পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করছিলেন, তিনিও যেন সেইভাবে পিতার কাছে

গৌরবান্বিত হন; কেননা সেসময়ে ঈশ্বরের সমস্ত প্রভাব অজ্ঞ জগতের কাছে মাংসেই গৌরবান্বিত হচ্ছিল।

কিন্তু, তিনি এখন পিতার কাছে যে গৌরব প্রত্যাশা করছেন, সেই গৌরব কী? জগৎ হবার আগে পিতার কাছে তাঁর যে গৌরব ছিল, ঠিক সেটাই। তাঁর ছিল ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা, এখনও তাঁর আছে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তিনি মানবপুত্রও হতে শুরু করেছিলেন যেহেতু তিনি মাংস-হওয়া-বাণী ছিলেন। তাঁর যা ছিল, তিনি তা হারাননি, কিন্তু তিনি আগে যা ছিলেন না, তা হতে শুরু করেছিলেন; তিনি নিজের ঐশস্বরূপ কখনও পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু আমাদের যা, তিনি তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন: তাতে নতুন কিছুই গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব যে পুত্র স্বয়ং বাণী ও মাংস-হওয়া-বাণী, ও এমন বাণী যিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, ও এমন বাণী যিনি জগৎসৃষ্টির আগেও পুত্র ছিলেন, এখন এই মাংস-হওয়া-পুত্র প্রার্থনা করছেন যাতে পিতার কাছে বাণী যা, মাংসও পিতার কাছে তা হতে শুরু করতে পারে। অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা করছিলেন, যা ছিল কালে সীমাবদ্ধ, তা যেন তাঁর সেই গৌরব পেতে পারে যা কালবিহীন, যাতে করে মাংসের ক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের প্রভাবে ও আত্মার অক্ষয়শীলতায় রূপান্তরিত ও গৃহীত হতে পারে।

সুতরাং এ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, এ পিতার কাছে পুত্রের স্বীকারোক্তি, এ মাংসের মিনতি, তথা, বিচারের দিনে এই মাংসেই তাঁকে বিদ্ধ ব'লে ও ক্রুশচিহ্ন দ্বারা পরিচিত ব'লে সকলে দেখবে; এই মাংসেই তিনি পর্বতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এই মাংসেই স্বর্গে আরোহণ করলেন, এই মাংসেই ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন।

শ্লোক - যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন,

উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

প্র প্রভু, তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার তৈলাভিষিক্তজনকে পরিত্রাণ করতে;

ঈ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

# জোড় বর্ষ

**প্রথম পাঠ** - নবী দানিয়েলের পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৩)

## চরমদিন ও পুনরুত্থান বিষয়ক বাণী

তাই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, 'যে মহা দূতপ্রধান তোমার জাতির সন্তানদের রক্ষাকর্তা, সেসময়ে সেই মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন। তখন এমন সঙ্কটের কাল দেখা দেবে, যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি; কিন্তু সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে—তারা সকলেই নিষ্কৃতি পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা রয়েছে। ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। জ্ঞানবানেরা গগনতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।

কিন্তু, হে দানিয়েল, তুমি চরমকাল পর্যন্ত এই বাণীগুলি বন্ধ করে রাখ, এই পুস্তকের উপর সীলমোহর দাও। অনেকেই স্তম্ভিত হবে, কিন্তু সদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।'

আমি দানিয়েল তখন চেয়ে তাকালাম, আর দেখ, অন্য কারা দু'জন দাঁড়িয়ে আছেন, একজন নদীকূলে এপারে, অন্যজন নদীকূলে ওপারে। তাঁদের একজন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই মানুষকে—যিনি জলের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকে—বললেন, 'আশ্চর্যময় এই সমস্ত কিছু কখন সিদ্ধিলাভ করবে?' তখন আমি শুনতে পেলাম, নদীর ঊর্ধ্বে থাকা সেই ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষ ডান ও বাঁ হাত স্বর্গের দিকে তুলে, চিরজীবী যিনি তাঁরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন, 'এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কাল! তারপর পবিত্র জাতির প্রতাপ-ভঙ্গকাল পূর্ণ হলে এই সমস্ত কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।' আমি একথা শুনলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তাই বললাম: 'প্রভু আমার, এই সমস্ত কিছুর শেষ পরিণাম কেমন হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'দানিয়েল, তুমি এবার যাও; শেষ পরিণাম পর্যন্ত এই সমস্ত বাণী বন্ধ রয়েছে, তাদের উপরে সীলমোহরও দেওয়া আছে। অনেককে পরিশুদ্ধ, নির্মল ও নিখুঁত করা হবে, কিন্তু দুর্জনেরা দুষ্কর্ম করে চলবে: দুর্জনেরা কেউই বুঝবে না; কেবল জ্ঞানবানেরাই বুঝবে। আর যে সময়ে নিত্য বলিদান

বাতিল করা হবে ও সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু বসানো হবে, সেই সময় থেকে এক হাজার দু'শো নব্বই দিন হবে। সুখী সেই মানুষ, যে নিষ্ঠাবান থাকবে ও সেই এক হাজার তিনশ' পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছবে। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাও ও বিশ্রাম কর; দিনগুলি শেষে তোমার নিজের মজুরির জন্য উঠে দাঁড়াবেই।'

**শ্লোক** - লুক ২০:৩৫, ৩৬, ৩৮ দ্রঃ

*প্র* যারা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের যোগ্য বলে গণ্য, তাদের মৃত্যু হতে পারে না:

*উ* পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা স্বর্গদূতদের মত, ঈশ্বরসন্তানদেরই মত!

*প্র* ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর, কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।

*উ* পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা স্বর্গদূতদের মত, ঈশ্বরসন্তানদেরই মত!

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে অরিগেনেসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১০:২০)

**খ্রিষ্ট নিজ দেহ-পবিত্রধামেরই কথা বলছিলেন**

*তোমরা এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব* (যোহন ২:১৯)। যারা দৈহিক মানুষ ও জড় বস্তুতে আসক্ত মানুষ, তারা আমার কাছে সেই ইহুদীদেরই মত প্রতীয়মান যারা, যিশু আপন পিতার গৃহ থেকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, ও তিনি যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করছিলেন ও ঈশ্বরের পুত্র রূপে ব্যবহার করছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ তাঁর কাছে একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করছিল; কেননা নিজেদের অবিশ্বাসে তারা তা মানতে রাজি ছিল না।

কিন্তু ত্রাণকর্তা প্রতীক ও বাস্তবতা, তথা পবিত্রধাম ও নিজ দেহকে একত্র ক'রে, যারা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করছিল, *এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?* তাদের তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।* সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুসারে আমি মনে করি যে, উভয় বস্তু তথা পবিত্রধাম ও যিশুর দেহ দু'টোই সেই মণ্ডলীর প্রতীক, যে মণ্ডলী *জীবন্ত পাথর দিয়ে নির্মিত, যে মণ্ডলী এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশেই নির্মিত এক আত্মিক গৃহ* (১ পি

২:৫), যে মণ্ডলী *প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা, আর যার সংযোগপ্রস্তর স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু* হওয়ায় (এফে ২:২০) যে মণ্ডলী মন্দির বলে অভিহিত। তবু এ কথাও সত্য যে, *তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো* (১ করি ১২:২৭); তাহলে মন্দিরের পাথরগুলোকে যা সংযুক্ত রাখে, তা অবশ্য ধ্বংস করা যায়, পাথরগুলোও ২১ নং সামসঙ্গীতের কথা অনুসারে গ্রন্থিচ্যুত হতে পারে, অর্থাৎ যারা মন্দিরের ঐক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের ফলে খ্রিষ্টের সকল হাড় বিক্ষিপ্ত হতেও পারে, তথাপি মন্দিরটা পুনর্নির্মিত হবেই, ও তৃতীয় দিনে অর্থাৎ তাঁর নিপীড়নের দিন ও সেই দিনের পরবর্তী দিনের পরে তথা সিদ্ধিলাভের দিনে দেহটি পুনরুত্থিত হবেই।

নতুন আকাশে ও নতুন পৃথিবীতে তৃতীয় দিনটি বাস্তবেই থাকবে, অর্থাৎ তখনই থাকবে যখন প্রভুর মহাদিনে ইস্রায়েলকুল-স্বরূপ এই হাড়গুলো মৃত্যুর উপরে তাঁর মহাবিজয়ের ফলে নতুন প্রাণে উদ্দীপিত হবে। অতএব ক্রুশযন্ত্রণার পরে যিশুর যে পুনরুত্থান ঘটেছে, খ্রিষ্টের গোটা দেহের পুনরুত্থান-রহস্য তাঁর সেই পুনরুত্থানে একীভূত। যিশুর বাহ্যিক দেহ যেমন ক্রুশবিদ্ধ, সমাহিত ও পুনরুত্থিত হয়েছে, তেমনি খ্রিষ্টের পুণ্যজনদের গোটা দেহ আগে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয় ও তার মধ্যে জীবন আর থাকে না, কেননা পলের মত আমাদের এক একজনকেও কেবল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশেই গর্ব করতে হয় যাঁর দ্বারা আমাদের কাছে জগৎ ও জগতের কাছে আমরা ক্রুশবিদ্ধ।

কিন্তু আমরা এক একজন খ্রিষ্টের সঙ্গে ও জগতের কাছে কেবল ক্রুশবিদ্ধ হইনি, খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিতও হয়েছি, কেননা পল বলেন, *আমরা বাস্তবিকই তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।* তবু ঠিক যেন পুনরুত্থানের একপ্রকার অগ্রিমদান পেয়ে গেছেন, তিনি বলে চলেন, *আর তাঁর সঙ্গে আমরাও পুনরুত্থান করেছি* (রো ৬:৪)।

শ্লোক - ১ করি ৬:১৯, ২০; লেবীয় ১১:৪৩, ৪৪ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই পেয়েছ; আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।

℣ তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

℟ তোমরা নিজেদের কলুষিত করো না: পবিত্রই হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র।

℣ তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

# সাধারণকালে প্রভুর মহাপর্বসমূহ

## পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম রবিবার

## পাঠসংগ্রহ - পরমপবিত্র ত্রিত্ব

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৬)

**ঈশ্বরের ইচ্ছা : এক মহা রহস্য**

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (ইশা ৬৪:৩ দ্রঃ)। আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও

তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* (প্রজ্ঞা ৯:১৩ দ্রঃ)। কিন্তু আমরাই তারা, খ্রিষ্টের মন যাদের আছে!

**শ্লোক** - এফে ১:১৭, ১৮; ১ করি ২:১২ দ্রঃ

*প্র* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন

*উ* যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

*প্র* তোমরা তো এজগতের আত্মাকে পাওনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছ,

*উ* যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু আথানাসিউসের পত্রাবলি থেকে পাঠ

(সেরাপিওনের কাছে ১ম পত্র, ২৮-৩০)

**ত্রিত্বের আলো, বিভা ও অনুগ্রহ**

স্বয়ং প্রভু যা সম্প্রদান করেছেন, প্রেরিতদূতেরা যা প্রচার করেছেন ও পিতৃগণ যা রক্ষা করেছেন, কাথলিক মণ্ডলীর সেই প্রাচীন পরম্পরা, সেই ধর্মশিক্ষা ও বিশ্বাসের

অনুসন্ধান করা মোটেই বৃথা কাজ নয়; কেননা সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষাতেই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, ও যে কেউ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, সে কোন মতেই খ্রিষ্টিয়ান হতে পারবে না, খ্রিষ্টিয়ান বলেও অভিহিত হতে পারবে না।

অতএব, সে-ই পবিত্র ও সিদ্ধ ত্রিত্ব, যাঁ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় স্বীকৃত, যাঁর মধ্যে ভিন্নপ্রকার ও বাইরে থেকে আগত কিছু নেই, যাঁ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সংযোগের ফলও নন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি ও নির্মাণশক্তিই যাঁর সার, ও স্বরূপে যাঁ নিজেরই সমান ও একক, ও যাঁর কর্মশক্তিও এক। বাস্তবিকই পিতা পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা সমস্ত কিছু সাধন করেন, আর এভাবে পবিত্র ত্রিত্বের ঐক্য সংরক্ষিত। এজন্য মণ্ডলীতে একেশ্বরই প্রচারিত, *যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সবকিছুর দ্বারা [সক্রিয়], ও সবকিছুর মধ্যে [বিদ্যমান]* (এফে ৪:৬ দ্রঃ)। পিতা যিনি, আদিকারণ ও উৎস হিসাবে তিনি 'সকলের ঊর্ধ্বে'; তিনি আবার 'সকলের কাছে', কেননা পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সকলের কাছে ক্রিয়াশীল; তিনি আবার 'সকলের অন্তরে'ও, কারণ পবিত্র আত্মায় তিনি সকলের অন্তরে উপস্থিত।

করিন্থীয়দের কাছে পত্রে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে কথা বলে পল সমস্ত কিছু অনন্য পিতা ঈশ্বরের কাছে পুনর্মিলিত করেন; তাঁর কথা এ, *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক; বহুবিধ সেবাকর্ম আছে, প্রভু কিন্তু এক; বহুবিধ কর্মক্রিয়া আছে, কিন্তু সকলের মধ্যে যিনি সেই সবকিছু সাধন করে থাকেন, সেই ঈশ্বর এক* (১ করি ১২:৪-৬)। কেননা আত্মা এক একজনকে যা যা বিতরণ করেন, তা পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়, কারণ যা কিছু পিতার, তা পুত্রেরও সম্পদ, ফলত আত্মায় পুত্রের মধ্য দিয়ে যা যা দেওয়া হয়, তা প্রকৃতপক্ষে পিতারই দান। একই প্রকারে, আত্মা যখন আমাদের অন্তরে রয়েছেন, তখন যাঁর কাছ থেকে আত্মাকে পেয়েছি, সেই বাণীও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, এবং বাণীর মধ্যে পিতাও রয়েছেন, তাতে এ বচনটি সিদ্ধিলাভ করে: *আমি এবং পিতা আসব, ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)। কেননা যেখানে আলো রয়েছে, সেখানে তার বিভাও রয়েছে; আর যেখানে আলোর বিভা রয়েছে, সেখানে তার কর্মশক্তি ও তার উজ্জ্বল অনুগ্রহও রয়েছে।

করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে পল এবিষয়ে চেতনা দিয়ে বলেন, *প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক* (২ করি ১৩:১৩)। কেননা অনুগ্রহ হল সেই দান যা ত্রিত্বেই দেওয়া হয়—পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মায় দেওয়া হয়। কেননা যেমন অনুগ্রহ পিতা দ্বারা পুত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি আমাদের অন্তরে দানের সহভাগিতা হতে পারে না, যদি তা পবিত্র আত্মাতেই সাধিত না হয়। তবে পবিত্র আত্মার অংশী হয়ে উঠে আমরা পিতার ভালবাসা, ও পুত্রের অনুগ্রহ ও স্বয়ং আত্মার সহভাগিতা লাভ করি।

**শ্লোক** - দা ৩:৫৬ দ্রঃ

*প্র* এসো, পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা পিতাকে পূজা করি :

*উ* তোমারই প্রশংসা, তোমারই গৌরব চিরকাল!

*প্র* ধন্য তুমি, ঈশ্বর, আকাশমণ্ডলের গগনতলে :

*উ* তোমারই প্রশংসা, তোমারই গৌরব চিরকাল!

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'ঐশতাত্ত্বিক পদ্য রচনা' থেকে পাঠ (১:২, ৩)

### ত্রিবিধ আলোর প্রশংসা

ঈশ্বর-অন্বেষীদের কাছে সেই ঈশ্বরের কথা যখন বলি
যাঁকে স্বর্গবাসীরাও উচিত সম্মানে সম্মান করতে অক্ষম,
আমরা তখন ক্ষুদ্র ভেলায় অন্তহীন জলযাত্রা করছি—তা জানি,
হ্যাঁ, তারকা-খচিত আকাশ ভেদ করার জন্য দুর্বল পাখায়ই ভর করে উড়ছি।

তুমি কিন্তু, হে ঈশ্বরের আত্মা, তুমি যে যথার্থ সত্যের তীব্র শিঙা,
আমার মনকে, আমার জিহ্বাকে প্রেরণা দাও,
সবাই যেন ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতায় নিমজ্জিত হৃদয় দিয়ে
আনন্দ ভোগ করতে পারে।

ঈশ্বর এক, আদিবিহীন, কারণও বিহীন,
আদিকালীন ভাবীকালীন কোন বস্তুতেই তিনি ধারণযোগ্য নন,
কাল-কালান্তর আলিঙ্গন করেন
এমন অসীম তিনি :

সেই মহান ও পবিত্র একমাত্র জনিত পুত্রের
যিনি মহান পিতা, যিনি চিত্ত স্বরূপ,
তিনি সেই পুত্রে এমন যন্ত্রণা ভোগ করলেন না,
মাংসে পুত্র যা বরণ করলেন।

ঈশ্বরের বাণীও একমাত্র ঈশ্বর,
ব্যক্তিতে বিশিষ্ট, ঈশ্বরত্বে নন ;
তিনি পিতার গতিশীল মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ,
আদিবিহীন সেই একমাত্রজনের অনন্য ও একমাত্র পুত্র,

যিনি উৎকৃষ্টতায় সর্বদিকে তাঁরই সমকক্ষ,
তাতে পিতা হয়ে থাকতেই পূর্ণরূপে জনক,
পিতার সুবুদ্ধি ও পরাক্রম যিনি,
সেই পুত্রও হলেন বিশ্বের নির্মাতা ও তার নিয়ন্তা।।

প্রথমে, এসো, পুত্রেরই করি গুণকীর্তন,
বিশ্বপাপের প্রায়শ্চিত্তবলিকে, এসো, করি প্রণাম।
চিকিৎসক রূপে আমার কলুষিত ক্ষতের উপর আনত হয়ে
ঈশ্বরত্ব অক্ষুণ্ন রেখেই তিনি করলেন আমার পরিত্রাণ।

তিনি হলেন মরণশীল—তবু ঈশ্বর,
দাউদের সন্তান বটে কিন্তু আদমের নির্মাতা ;
মানবদেহে ছিলেন পরিবৃত,
কিন্তু পাপী মাংসের কলুষ থেকে মুক্ত।

খ্রিষ্টের মাতা ছিল, কিন্তু চিরকুমারীই সেই মাতা
তিনি হলেন সেই গর্ভে সীমাবদ্ধ, তবুও ছিলেন সীমাহীন।
বলি ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরে-মানুষে সেতুবন্ধও ছিলেন,
যাজকও ছিলেন, অথচ নিজেই ঈশ্বর।

পিতার কাছে নিজ রক্ত ক'রে নিবেদন
তিনি নিখিল বিশ্বকে করলেন শুদ্ধ,
ক্রুশ তাঁকে উত্তোলিত করল বটে,
পেরেক কিন্তু বিদ্ধ করল পাপ।

মৃতদের মধ্যে গিয়েও তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করলেন,
ও নিদ্রাগতদের দিলেন নবীন জীবনের ডাক:
তাদের ছিল মানুষের দীনতা,
আত্মার ঐশ্বর্যই ছিল তাঁর অধিকার।

তাঁর মাংসধারণ কি ঈশ্বরের যোগ্য নয়?
অনেকে তাই বলে, এমনকি ঈশ্বরনিন্দাও তা বলে;
তুমি কিন্তু মর্ত আকারে তাঁরই ঈশ্বরত্বকে প্রণাম কর
অক্ষয়শীল হয়ে যিনি তোমার প্রেমেই হলেন মরণশীল।

প্রাণ আমার, আর দেরি কেন?
ঐশ আত্মা যিনি, তাঁরও কর স্তুতিগান!
প্রকৃতি যাঁদের করল না ভিন্ন,
তোমার বাক্য তাঁদের যেন না করে বিচ্ছিন্ন।

পরাক্রমী আত্মাকে, এসো, ঈশ্বররূপে সকম্পে আরাধনা করি,
তাঁরই দ্বারা আমি ঈশ্বরজ্ঞানে হলাম উন্নীত;
তিনি ঈশ্বর, একথা, এসো, করি স্বীকার:
করি স্বীকার, তিনি আমাদেরও করবেন ঈশ্বর!

তিনি সর্বশক্তিমান, নানা দানের বিতরণকারী,
পবিত্রজনদের হৃদয়ে জাগান বন্দনার প্রেরণা,
স্বর্গবাসী মর্তপ্রাণী সবার জীবনদাতা,
ঊর্ধ্বলোকেই তাঁর রাজাসন।

যিনি পিতার শক্তি, তিনি কার্ অধীন বা হতে পারেন?
তিনি তো পুত্র নন—অনন্যই সেই পবিত্রজন যিনি মঙ্গলময় পিতার পুত্র;
তিনি অবিচ্ছেদ্য ঈশ্বরত্বের বাইরে নন,
পিতা ও পুত্রের সঙ্গে তাঁরও সমমর্যাদার অধিকার।

হে অসৃষ্ট ত্রিত্ব, কালের গণ্ডির বাইরে হে ত্রিত্ব,
হে পবিত্র স্বাধীন সম্মাননীয় অনন্য ত্রিত্ব:
হে একমাত্র ঈশ্বরত্ব যিনি বিশ্বের ত্রিবিধ আলোর বিভা!
প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম!

বাপ্তিস্মে সেই তিন ব্যক্তি দ্বারাই আমি নবজন্ম লাভ করি:
মৃত্যুকে বিনাশ ক'রে নবজীবনে পুনরুত্থিত হয়ে আলোতে এগিয়ে চলি।
ঈশ্বর আমাকে সম্পূর্ণই বিশুদ্ধ করলেন যখন,
তাঁকে আমি তাঁর পূর্ণতার পরিপূর্ণতায় উপাসনা করব তখন।

## শ্লোক

*প* ঐক্যে ত্রিত্ব, ত্রিত্বে ঐক্যেরই সম্মান, পরাক্রম ও রাজ-অধিকার
*উ* যুগে যুগান্তরে।
*প* ঈশ্বর, আমাদেরই ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন
*উ* যুগে যুগান্তরে।

# পাঠসংগ্রহ - খ্রিষ্টের পরমপবিত্র দেহরক্ত

## [বাংলাদেশ] পরমপবিত্র ত্রিত্বের পরবর্তী রবিবার

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (২৪:১-১১)

**তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন,**

**তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন**

একদিন প্রভু মোশিকে বললেন, 'তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। কেবল মোশিই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে আরোহণ করবে না।'

মোশি গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক একসুরে উত্তরে বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।' তাই মোশি প্রভুর সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ করে। মোশি সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' তখন মোশি সেই রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

পরে মোশি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন আরোহণ করলেন। তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। তিনি কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৪৮-৫০, ৫১

*প্র* আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।

*উ* এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

*প্র* আমিই সেই জীবনময় রুটি : যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

*উ* এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - পুরোহিত আকুইনোর সাধু টমাসের রচনাবলি থেকে পাঠ (ক্ষুদ্র পুস্তক ৫৭:১-৪)

**আহা, অমূল্য ও অপরূপ মিলন-ভোজ!**

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের তাঁর আপন ঈশ্বরত্বের সহভাগী করতে ইচ্ছা ক'রে আমাদের স্বরূপ ধারণ করলেন যাতে নিজেই মানুষ হয়ে মানুষকে ঈশ্বর করতে পারেন।

মানবীয় যা কিছু তিনি ধারণ করলেন, তা সবই আমাদের পরিত্রাণের জন্য উপযোগী করলেন; বাস্তবিকই আমাদের পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে তিনি নিজ দেহ ক্রুশবেদিতে বলিরূপে পিতা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করলেন; তিনি মুক্তিমূল্য ও প্রক্ষালন স্বরূপে নিজ রক্তই পাত করলেন, যাতে হীনতম দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সকল পাপ থেকে ধৌত হই।

কিন্তু তেমন মহান উপকারের স্মৃতি যেন আমাদের মধ্যে থাকে, তিনি বিশ্বাসীদের কাছে নিজ দেহ খাদ্যরূপে ও নিজ রক্ত পানীয়রূপে রেখে গেলেন তারা যেন রুটি ও আঙুররসের আকারে তা গ্রহণ করে।

আহা, অমূল্য ও অপরূপ মিলন-ভোজ! আহা, পরিত্রাণদায়ী ও সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ মিলন-ভোজ! এ ভোজ ছাড়া অধিক মূল্যবান কী আছে? আগেকার বিধানের মত এ

ভোজে বৃষ ও ছাগের মাংস দেওয়া হয় না, কিন্তু সত্যকার ঈশ্বর যিনি, সেই খ্রিষ্টই খাদ্যরূপে আমাদের সামনে উপনীত। এ সাক্রামেন্তের তুলনায় উৎকৃষ্টতম কী আছে?

সত্যি, এ সাক্রামেন্তের চেয়ে পরিত্রাণদায়ী কোন সাক্রামেন্ত নেই, কেননা এ সাক্রামেন্ত দ্বারাই পাপ শোধন করা হয়, সদ্‌গুণ বৃদ্ধি পায়, ও অন্তর সকল আত্মিক অনুগ্রহদানের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

মণ্ডলীতে এউখারিস্তিয়া জীবিত ও মৃতদের কল্যাণার্থে অর্পিত হয়, যাতে সকলেরই উপকার হয়—যেহেতু সাক্রামেন্তটি সকলের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তাছাড়া এ সাক্রামেন্তের মাধুর্য কেউই বর্ণনা করতে পারে না: তার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত উৎস থেকেই আত্মিক মাধুর্য আস্বাদ করে; এবং খ্রিষ্ট নিজ যন্ত্রণাভোগে যে শ্রেষ্ঠতম ভালবাসা দেখিয়েছেন, এ সাক্রামেন্তেই তার স্মৃতি পালিত।

অন্তিম ভোজে শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কা উদ্‌যাপন ক'রে খ্রিষ্ট যখন এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে চলে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখনই এউখারিস্তিয়া প্রতিষ্ঠা করলেন: এউখারিস্তিয়া হল তাঁর যন্ত্রণাভোগের চিরন্তন স্মৃতি-চিহ্ন, প্রাচীন যত প্রতীকের পূর্ণতা, খ্রিষ্টের সাধিত অপরূপ কাজগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ।

## শ্লোক

℣ এ রুটিতে সেই দেহ স্বীকার কর যা ক্রুশে ঝুলেছে; এ পাত্রে সেই রক্ত স্বীকার কর যা তাঁর পাশ থেকে নির্গত হয়েছে। তাই খ্রিষ্টের দেহ নিয়ে খাও; খ্রিষ্টের রক্ত নিয়ে পান কর।

℟ এখন আমরা খ্রিষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

℣ পাছে বিক্ষিপ্ত হও, তোমাদের মিলন-বন্ধন খাও; পাছে নিরাশ হও, তোমাদের মুক্তিমূল্য পান কর।

℟ এখন আমরা খ্রিষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠেছি।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিবিধ, উপদেশ ১০)

**ঐশদানগুলি আমাদের সামনে উপনীত,**

**রহস্যময় ভোজনপাট আমাদের সামনে সাজানো**

ধর্মপ্রাণ ও প্রকৃত জীবনের আকাঙ্ক্ষী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে চিরকালের মত ভোগ করা ও তাঁর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আরাম পাওয়ার চেয়ে আনন্দময় ও মধুর কী থাকতে পারে? কেননা যারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণে নিজেদের পরিতৃপ্ত করে, তারা যখন নিজেদের ভাস্যমান ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়েই দেহ সতেজ ও সুস্থ রাখে, তখন যারা আত্মার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে ও দিব্য প্রচারের শান্ত জলের ধারে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, কতই না মহত্তর কারণে তারা—নবীর কথা অনুসারে—রত্নস্বর্ণ-খচিত বসনে পরিবৃত হয়ে উজ্জ্বল হবে (সাম ৪৫:১৪ দ্রঃ)।

সুতরাং, আধ্যাত্মিক অন্বেষায় আমরা যখন জীবনদায়ী রহস্যগুলির গভীরতায় এসে পৌঁছি, ও প্রভু দ্বারা আমাদের কাছে অমরতার পাথেয়রূপে প্রত্যাশার অতীত দানগুলি অর্পণ করা হয়, তখন এসো, তেমন রহস্যগুলির মাধুর্য ব্যগ্রতার সঙ্গে অনুসরণ করি, ও স্বর্গীয় আহ্বানের সহভাগী হয়ে বিবাহ-বস্ত্রেই যেন অকপট বিশ্বাসে পরিবৃত হয়ে ইতস্তত না করেই রহস্যময় ভোজনপাটের দিকে তৎপর হয়ে ছুটে চলি। স্বয়ং খ্রিষ্টই আজ এ ভোজনপাটে আমাদের গ্রহণ করছেন, স্বয়ং খ্রিষ্টই আজ আমাদের সেবা করছেন—যিনি মানুষকে ভালবাসেন, সেই খ্রিষ্টই পরিতৃপ্ত করে তোলেন।

যা বলা হয়, তা ভয়ঙ্কর; যা সাধিত হয়, তা ভয়ঙ্কর—তিনি পুষ্ট বৃষের মত নিহত হন; বিশ্বপাপহর ঈশ্বরের মেষশাবক বলীকৃত হন। পিতা প্রীত: পুত্র স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকৃত, আজ ঈশ্বরের শত্রুদের দ্বারা নয়, কিন্তু নিজেই নিজেকে উৎসর্গ করছেন, যাতে দেখাতে পারেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশমৃত্যু বরণ করছেন। তুমি কি চাও, আমি তোমাকে দেখাব কেমন করে এই মেষশাবকের চিহ্নে এ সমস্ত কিছু উত্তমরূপে ব্যক্ত?

তুমি সামান্য উপদেশের দিকে বা আমাদের ক্ষুদ্রতার দিকে তাকিয়ো না, যাঁরা পূর্বকালে এ সমস্ত কথা প্রচার করেছিলেন, তাঁদেরই কণ্ঠ ও তাঁদেরই অধিকারের দিকে

তাকাও। সেই সকল পূর্বপ্রচারকদের মর্যাদা লক্ষ করেছ? তবে দেখ, বিবেচনা করেই দেখ তাঁর ভাববাণীর কেমন শক্তি! তিনি বলেছিলেন: *প্রজ্ঞা তার নিজের গৃহ নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল; পশু মারল, আঙুররস মিশিয়ে দিল, এবং শেষে সাজাল ভোজনপাট* (প্রবচন ৯:১-২)। হে প্রিয়জন, একথা আমাদের উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতীক। এ ঐশ্বর্যপূর্ণ ভোজ ও এ নানা খাদ্য তোমারই জন্য। ঐশ্বর্যের প্রণেতা উপস্থিত, ঐশদানগুলো আয়োজিত, রহস্যময় ভোজনপাট সাজানো, জীবনদায়ী পানপাত্র মিশ্রিত। গৌরবের রাজাই আহ্বান জানাচ্ছেন, ঈশ্বরের পুত্রই নিমন্ত্রিতদের বরণ করছেন, মানুষ হওয়া বাণীই আমন্ত্রণ করছেন, যিনি নিজের জন্য এমন মন্দির নির্মাণ করলেন যা মানুষের হাতে তৈরী নয়, তিনি হলেন পিতা ঈশ্বরের সেই স্বয়ংঅস্তিত্বশীল প্রজ্ঞা যিনি নিজ দেহ রুটিরূপে বিতরণ করেন ও নিজ জীবনদায়ী রক্ত আঙুররসরূপে ঢেলে দেন।

আহা, কী ভয়ঙ্কর রহস্য! আহা, ঐশচিন্তার কী অনির্বচনীয় পরিকল্পনা! আহা, কী দুর্জ্ঞেয় মঙ্গলভাব! নির্মাতা নির্মিত বস্তুর কাছে নিজেকে পাথেয়রূপে অর্পণ করছেন, আর স্বয়ং জীবন মরণশীলদের কাছে নিজেকে খাদ্য ও পানীয় রূপে দান করছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন: *এসো, আমার দেহ খাও, পান কর সেই আঙুররস যা আমি মিশিয়ে দিলাম* (প্রবচন ৯:৫)। আমি তো নিজেকেই খাদ্যরূপে প্রস্তুত করলাম, আকাঙ্ক্ষীদের জন্য নিজেকেই পানীয়রূপে প্রস্তুত করলাম। আমি স্বেচ্ছায়ই মাংস হলাম, কারণ নিজেই জীবন; তাছাড়া আমি দেহ ও রক্তের সহভাগী হতে ইচ্ছা করলাম যাতে তোমার পরিত্রাণ সাধন করতে পারি, কারণ আমি বাণী, আমি পিতার সেই মুদ্রাঙ্কন যা মানুষ হয়েছে: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯)।

শ্লোক - যাত্রা ১৬:১২, ১৫; যোহন ৬:৩২

প্র তোমরা মাংস খাবে; তৃপ্তি সহকারে রুটি খাবে:

উ এ সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন।

প্র মোশিই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন:

উ এ সেই রুটি, যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন।

# পাঠসংগ্রহ - পরমারাধ্য যিশুহৃদয়

## পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী দ্বিতীয় রবিবারের পরবর্তী শুক্রবার

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৮:২৮-৩৯)

### ঈশ্বরের ভালবাসা খ্রিষ্টে প্রকাশিত হয়েছে

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিষ্ট যিশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে:

*তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;*
*আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য* (সাম ৪৪:২২)।

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন,

স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

**শ্লোক** - এফে ২:৫, ৪, ৭ দ্রঃ

*প্র* অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের ঈশ্বর খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন:

*উ* মহা ভালবাসায়ই তিনি আমাদের ভালবাসলেন!

*প্র* তিনি তেমনটি করলেন যেন আসন্ন যুগগুলোতে তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন:

*উ* মহা ভালবাসায়ই তিনি আমাদের ভালবাসলেন!

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫:১-২)

**ঈশ্বর আমাদের এতই ভালবেসেছেন যে,**
**আমাদের পরিত্রাণের জন্য পুত্রকেও রেহাই দেননি**

*আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন* (রো ৮:২৯)। তুমি কি গৌরবের শীর্ষস্থান দেখতে পাচ্ছ? সেই একমাত্র পুত্র স্বরূপে যা, তারা অনুগ্রহ দ্বারা তা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের 'পুত্রের অনুরূপ' বলে অভিহিত করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়নি, তিনি তাদের জন্য আরও বাসনা করলেন, আর তা এ কথায় প্রকাশিত: *তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন* (রো ৮:২৯): এ দ্বারা তিনি সব দিক দিয়েই প্রকাশ্য এক আত্মীয়তা দেখাতে চান। আমার দৃঢ় প্রত্যয়, এ সমস্ত কথা খ্রিষ্টের মাংসধারণ লক্ষ করে, কেননা ঐশস্বরূপ অনুসারে তিনিই একমাত্র পুত্র।

তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন অপরূপ দান তিনি আমাদের দিয়েছেন? ফলে ভবিষ্যতের জন্য আর চিন্তিত হয়ো না; আমাদের প্রতি তাঁর তৎপরতা অন্যত্রও ব্যক্ত, বিশেষভাবে যখন তিনি আমাদের প্রকাশ করেন যে, এ সমস্ত বিষয় আগে থেকেই স্থির

করা হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে মানুষ এক বিষয়ে পরিস্থিতি অনুসারে মত পাল্টায়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্কল্প যুগানুক্রমে অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, ও আমাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সর্বদাই মমতাপূর্ণ; এজন্য তিনি আমাদের বলেন: *যাদের তিনি আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন* (রো ৮:৩০): *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারাই* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) তিনি তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। *এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন* (রো ৮:৩০): অনুগ্রহ ও দত্তকপুত্রত্ব দানের মধ্য দিয়েই তিনি তাদের গৌরবান্বিত করেছেন। *তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব?* (রো ৮:৩১)। প্রেরিতদূত বলতে চান, যত বিপদ ও ফাঁদ আমাদের চারদিকে পাতা হয়, আমার কাছে সে কথা উল্লেখও করো না; কেননা এমন কেউও যদি থাকত যারা ভাবী মঙ্গলদানে বিশ্বাস রাখে না, তবু পাওয়া মঙ্গলদানগুলি তথা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, ধর্মময়তা-দান, গৌরবদান ইত্যাদি দানগুলির কথা তারা কোন মতে সন্দেহ করতে পারত না।

আর এসব কিছু তিনি তোমাকে দান করেছেন এমন চিহ্নেরই মধ্য দিয়ে যা মনে হচ্ছিল দুঃখেরই চিহ্ন; হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, কশাঘাত ও শেকল যা তুমি অপমানজনক মনে করছিলে, ঠিক তা-ই জগতের সুব্যবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বে মুক্তি ও পরিত্রাণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যেমন তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগ, অর্থাৎ সেই সবকিছু যা কষ্টকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল তাই ব্যবহার করলেন, তেমনি তোমার জন্যও তাই করছেন।

*ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৮:৩১)। যে ভক্তজন ঈশ্বরের বিধানের প্রতি মনোযোগ রাখে, তার বিপক্ষে মানুষ কি শয়তান কি অন্য সমস্ত আধিপত্যও কিছু করতে পারে না। তুমি তেমন ভক্তজনের কাছ থেকে টাকা বিয়োগ করলে, তাতে তার লাভ হয়; তার নিন্দা করলে, ঠিক তোমার নিন্দাজনক কথার ভিত্তিতেই সে ঈশ্বরের চোখে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তুমি তাকে ক্ষুধার্ত করলে, তার গৌরব ও পুরস্কার বৃদ্ধি পাবে; এমনকি তুমি তাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলে সে সাক্ষ্যমরণের জয়মালা বোনে! তাই যখন কোন কিছুই তাকে আঘাত করতে পারে না, যখন যারা বাহ্যিক দিক থেকে তার অপকার করে তারা তাদেরও চেয়ে কম উপযোগী

নয় যারা তার উপকার করে, তখন তেমন জীবনের তুল্য কী থাকতে পারে? এজন্য লেখা আছে, *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?*

তিনি যা কিছু বলে এলেন, তা যথেষ্ট মনে না করে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, সেই যে প্রমাণ তিনি প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, তথা পুত্রের মৃত্যু। তিনি বলেন, মানুষকে খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ করার জন্য ঈশ্বর তাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন; আর শুধু তাই নয়, তিনি তোমার জন্য আপন পুত্রকেও রেহাই দেননি! এজন্যই তিনি বলে চলেন, *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (রো ৮:৩২)। যিনি আমাদের জন্য তাঁর নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, তাঁকে বরং উৎসর্গ করলেন, তিনি কি করে আমাদের ত্যাগ করবেন? তিনি সকলেরই জন্য, নির্বোধ ও অকৃতজ্ঞদের জন্য, শত্রু ও নিন্দুকদের জন্যই তাঁকে উৎসর্গ করলেন। *তাই তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাদের দান করলেন, এমনকি দান করলেন শুধু নয়, আমাদের জন্য মৃত্যুর হাতেই তাঁকে সঁপে দিলেন, তখন প্রভুকে পাবার পর আকাঙ্ক্ষা করার মত তোমার বাকি কীবা থাকতে পারে? তবে তুমি যখন প্রভুকে পেয়েছ, তখন কেন অন্য কিছু নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?

শ্লোক - যোহন ৬:৫৭; সিরা ১৫:৩ দ্রঃ

প্ জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত,

উ তাই যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।

প্ প্রভু জীবন ও সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবেন:

উ তাই যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'প্রেরিতদূতের বাণীর ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫৭:২-৩)

## পিতা পুত্রকে রেহাই দেননি

ভাইবোনেরা, নম্র ও কোমলপ্রাণ হও, সেই সমস্ত সরল পথে চল যা প্রভু আমাদের শিখিয়েছেন ও যেগুলো বিষয়ে সামসঙ্গীত বলে, [প্রভু] *ন্যায়মার্গে বিনম্রদের চালনা করেন, বিনম্রদের শিখিয়ে দেন তাঁর আপন পথ* (সাম ২৫:৯)। যে ধৈর্য ছাড়া ভাবী জীবনের প্রত্যাশায় থাকা সম্ভব নয়, এজীবনের প্রতিকূলতার মাঝে প্রায় কেউই সেই ধৈর্য সবসময় রক্ষা করতে পারে না; সে-ই মাত্র পারে, যে নম্র ও কোমলপ্রাণ; সে-ই মাত্র পারে, যে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিরোধ করে না, কেননা ঈশ্বরের জোয়াল কোমল ও তাঁর বোঝা লঘুভার। যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখে ও তাঁকে ভালবাসে, কেবল তারাই পারে।

তাই তোমরা নম্র ও কোমলপ্রাণ হলে তাঁর সান্ত্বনা ভালবাসবে, আর তা শুধু নয়, তিনি যত দুঃখকষ্ট তোমাদের কাছে পাঠাবেন, উত্তম সন্তানদের মত তোমরা সেই দুঃখকষ্টও সহ্য করবে, যাতে না দেখেও যা প্রত্যাশা করছ, ধৈর্যের সঙ্গে তা অপেক্ষা করতে পার। এভাবেই জীবনযাপন কর, এভাবেই চল। সেই খ্রিষ্টেই চল, যিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন, *আমিই পথ* (যোহন ১৪:৬)। কেবল তাঁর বাণী থেকেই তোমরা শিক্ষা নিয়ো না, তাঁর আদর্শ থেকেই শিক্ষা নাও, যাতে জানতে পার তাঁর মধ্যে কেমনভাবে চলা উচিত। কেননা পিতা তাঁর পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন; আর পুত্র তাতে অসম্মতি দেখাননি, তা প্রতিরোধও করেননি, বরং এ ব্যাপারে পিতার ইচ্ছা যতখানি গভীর ছিল, তাঁর ইচ্ছাও ততখানি গভীর ছিল, কেননা পিতা ও পুত্র একই ঐশস্বরূপের অধিকারী হওয়ায় তাঁদের ইচ্ছা এক। তথাপি পুত্র ঐশস্বরূপের অধিকারী হয়েও *ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না* (ফিলি ২:৬); বরং অতুলনীয় বাধ্যতা দেখিয়ে নিজেকে শূন্য করে দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন। তিনি নিজেই তো *আমাদের ভালবেসেছেন এবং আমাদেরই জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন* (এফে ৫:২)। এভাবে পিতা

পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন যাতে স্বয়ং পুত্রও আমাদের সকলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন।

যাঁর দ্বারা সমস্তই সৃষ্ট হয়েছিল, সেই সর্বোত্তম তাঁর নিজের মানব আকৃতির জন্য মানুষের অপমানে এবং ভিড়ের অবজ্ঞা, অপবাদ, আঘাত, ও ক্রুশমৃত্যুর হাতে সমর্পিত হলেন: তাতে তিনি তাঁর নিজের যন্ত্রণাভোগের আদর্শ দ্বারা আমাদের শেখালেন, তাঁর পথে চলতে হলে আমাদের কেমন ধৈর্যে সজ্জিত হওয়া দরকার; এবং পুনরুত্থানের আদর্শ দ্বারা তিনি সেই বিষয়েই আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়ী করলেন যা আমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে থাকব।

*আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি* (রো ৮:২৫)। আমরা যা দেখতে পাই না, তার প্রত্যাশা করি; কেননা যিনি মাথা ও আমরা যাঁর দেহ, তাঁরই সেই সমস্ত প্রত্যাশিত বিষয়ের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাঁর সম্বন্ধে এ কথাও বলা হয়েছে: *তিনি তো দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা, তিনি তো আদি, তিনি তো প্রথমজাত* (কল ১:১৮)। আর আমাদের সম্বন্ধে লেখা আছে: *তোমরা নিজেরাই খ্রিষ্টের দেহ ও এক একজন নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে তাঁর অঙ্গগুলো* (১ করি ১২:২৭)। ফলত *আমরা যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।* আমাদের নিশ্চয়তাও থাকবে, কারণ যিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি আমাদের মাথা, এবং আমাদের প্রত্যাশা অবিচল রক্ষা করেন।

আর যেহেতু আমাদের মাথা যিনি, তিনি পুনরুত্থান করার আগে প্রহার মেনে নিয়েছেন, সেজন্যই আমাদের ধৈর্য দৃঢ়তর করে তুলেছেন; কেননা লেখা আছে: প্রভু *যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন* (হিব্রু ১২:৬)। এজন্যই আমরা পুনরুত্থানে আনন্দ ভোগ করার উদ্দেশ্যে এ বর্তমানকালের প্রহারের মধ্যে নিঃশেষ হই না। আর তিনি যে পুত্র বলে যাকে গ্রহণ করেন তাকে শাস্তি দেন, এ কথা এতই সত্য যে, আপন একমাত্র পুত্রকেও রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য সঁপে দিলেন। নিষ্পাপ হয়েও যিনি প্রহৃত হলেন, আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, ও আমাদের ধর্মময়তার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান

করলেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা নিশ্চিত আছি, আমরাও প্রহার-আঘাতে নিঃশেষিত হব না ; বরং আস্থা রাখি, তিনি আমাদের ধর্মময় করে তুলে গ্রহণ করবেন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৩:৫; ১ পি ২:২৪-২৫

*প্র* তিনি আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন ; আমাদের শঠতার জন্যই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছেন ; যে শাস্তি আমাদের শান্তি এনে দেবে, তা তাঁর উপরে নেমে পড়ল।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

*প্র* তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

*উ* তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম।

# পাঠসংগ্রহ - সাধুসাধ্বীর পর্বচক্র

## বিশেষ ব্যবস্থা

ফেব্রুয়ারী মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর সূচী

## পাঠসংগ্রহ - জানুয়ারী

১ (ঈশ্বরজননী) ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ (সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস) ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ (সাধু পল) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

২রা জানুয়ারী

### মহাপ্রাণ সাধু বাসিল ও নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি
### বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (স্মরণিকা ৪৩:১৫, ১৬-১৭, ১৯-২১)

### দু'টো দেহ, একমাত্র আত্মা

সেসময়ে আমরা এথেন্সে ছিলাম: শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় একই মাতৃভূমির জলের উৎস ছেড়ে আমরা জলস্রোতেরই মত নানা অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম; এখন আমরা পুনরায় একসঙ্গে ছিলাম, আমাদের পারস্পরিক সম্মতির ফলেই বটে, কিন্তু আসলে ঐশপ্রেরণা ক্রমে।

সেসময়ে আমি আমার মহাপ্রাণ বাসিলের চালচলনের গাম্ভীর্য ও তাঁর কথোপকথনের পরিপক্কতা ও সুবুদ্ধি দেখে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতাম, আর শুধু তা নয়, যারা তাঁকে চিনত না, তাঁকে সেইমত শ্রদ্ধা করতে তাদেরও অনুপ্রেরণা দিতাম। তবু

অনেকে আগে থেকেই তাঁকে ভালভাবে চিনতে ও শুনতে পেয়েছিল বিধায় ইতিমধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। এর ফলাফল কী? ফলাফল এটি ছিল যে, যারা শিক্ষালাভের জন্য এথেন্সে আসছিল, তাদের মধ্যে কেবল তিনিই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত ছিলেন, কেননা এমন সম্মান অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর স্থান সাধারণ শিষ্যদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বেই ছিল। এ আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত; এ আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আকর্ষণ; তাতে দু'জনেই একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে লাগলাম।

সময় অতিবাহিত হলে আমরা যখন একে অন্যের কাছে আমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা জানিয়ে বুঝতে পারলাম যে, প্রজ্ঞার ভালবাসাই ছিল দু'জনের অন্বেষা, তখন একজন অপরজনের জন্য সবই হয়ে উঠলাম: বন্ধু, সহযোগী, ভাই। একই সর্বোত্তমের প্রতি প্রয়াসী ছিলাম, দিনে দিনে বৃদ্ধিশীল আগ্রহ ও গভীরতার সঙ্গে আমাদের সেই একই লক্ষ্য পালন করতাম।

আমাদের চালিত করত একই জানার আগ্রহ, যা সাধারণত সবকিছুর চেয়ে হিংসাপরায়ণ বস্তু; তবুও আমাদের মধ্যে কোন হিংসা ছিল না, প্রতিযোগিতাই বরং ছিল সম্মানের বস্তু। আমাদের প্রতিযোগিতা এরূপ ছিল: কে প্রথম হতে পারবে, তা নয়; কিন্তু কে অপরকেই প্রথম হতে দেবে।

মনে হচ্ছিল দু'টো দেহে যেন একমাত্র আত্মা। যদিও তাদেরই কথা বিশ্বাস করতে নেই যারা বলে সবকিছু সকলের মধ্যে বিরাজিত, তবু আমাদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাসযোগ্য, কেননা সত্যিকারেই একজন অপরজনের মধ্যে ও সঙ্গে ছিলাম। দু'জনের কাজ ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল পুণ্যের অর্জন: ভাবী প্রত্যাশায় আকৃষ্ট হয়ে জীবনযাপন করা, এ বর্তমান জীবন থেকে চলে যাওয়ার আগেও এসংসারে প্রবাসীর মতই যেন আচার-আচরণ করা—এ ছিল আমাদের স্বপ্ন। এজন্যই তো আমরা আমাদের জীবনাচরণে ঐশপ্রজ্ঞা-পথ ধরে চলতাম ও পুণ্যের প্রেমের দিকে একে অন্যকে প্রেরণা দিতাম। আর যখন আমি একথা বলি যে, এক একজন অপরের জন্য ছিলাম ভাল-মন্দ নির্ণয় ও বিচারমান, তখন কেউই যেন আমাদের উপর অযথা গর্ব আরোপ না করে।

অনেকে বংশসূত্রেই উপাধি পায়, অথবা আপন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও মহাকীর্তির মধ্য দিয়ে তা লাভ করে; কিন্তু আমাদের বেলায় মহা বাস্তবতা ও মহাগর্ব এটি ছিল: খ্রিষ্টিয়ান হওয়া ও তা-ই বলে অভিহিত হওয়া।

**শ্লোক** - দা ২:২১-২২; ১ করি ১২:১১ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা দান করেন, জ্ঞানবানদের জ্ঞান মঞ্জুর করেন; তিনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন:

℟ তাঁর কাছ থেকেই আলো আগত।

℣ এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন:

℟ তাঁর কাছ থেকেই আলো আগত।

৩রা জানুয়ারী

# ‘যিশু’ পবিত্রতম নাম

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (যিশুনাম, উপদেশ ৪৯, ১)

## যিশু-নামই বিশ্বাসের মহৎ ভিত্তি

এটিই সেই পবিত্রতম নাম, যে নাম প্রাচীনকালে ছিল পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত, কতই না প্রবল বাসনায় প্রত্যাশিত, কতই না দীর্ঘ নিশ্বাসে ও অশ্রুজলে আহূত, কিন্তু এই অনুগ্রহকালে দয়ার সঙ্গে হল অর্পিত। প্রতাপ-নাম মুছে যাক, প্রতিশোধ-নামটাও আর শোনা না যাক, কেবল ধর্মময়তা-নামটি থেকে যাক। আমাদের প্রদান কর দয়াই-নাম, আমার কানে বাজতে থাকুক যিশু-নাম, কেননা তখনই তোমার কণ্ঠ হবে সত্যিই মধুর, তোমার শ্রীমুখ মনোহর।

তাই যিশু-নাম হল বিশ্বাসের মহৎ ভিত্তি, যেহেতু সেই নামটিই আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলে। আর আসলে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস যিশু খ্রিষ্ট-জ্ঞানে ও যীশুর আলোতে নিহিত, কেননা তিনি হলেন প্রাণের আলো, জীবনের দ্বার, শাশ্বত পরিত্রাণের ভিত। যে কেউ তেমন কিছুর অভাবী কিংবা যে কেউ তেমন কিছু হারিয়ে ফেলেছে, সে কেমন যেন আলো ছাড়াই অন্ধকারে চলে কিংবা চোখ বুজেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়; আর মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, তবু সে অন্ধ চালকেরই অনুসরণ করে যতদিন স্বর্গীয় রহস্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য নিজের বুদ্ধির পিছনে চলে, ঠিক এমন মানুষের মত যে ভিত্তি অবহেলা ক’রে ঘর নির্মাণ করতে চায় কিংবা দরজা তৈরি না করে ছাদের ভিতর দিয়ে ঢুকতে চায়।

অতএব, ভিত্তিটা হলেন স্বয়ং যিশু; তিনিই সেই আলো ও সেই দরজা, কেননা তিনিই ভ্রান্ত-পথগামীদের কাছে নিজেকে পথ বলে প্রকাশ করে সকলকে দেখালেন সেই বিশ্বাসের আলো যা দিয়ে অজ্ঞাত ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা যায়, অনুসন্ধান করে তাঁকে বিশ্বাস করা যায়, ও বিশ্বাস করে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। যে মণ্ডলী যিশু-নামেই গড়া, এই ভিত্তিই সেই মণ্ডলীকে সঞ্জীবিত রাখে।

যিশুনামই প্রচারকদের দীপ্তি, কারণ সেই দীপ্তিতে ঐশবাণী-প্রচার ও বাণী-শ্রবণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাকে বল, তেমন মহান, দ্রুত ও উদ্দীপ্ত বিশ্বাসের আলো কোথা থেকেই বা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করল, যদি না যিশুনাম প্রচারিত হয়েছে? ঈশ্বর এ নামের দীপ্তি ও সুস্বাদ দ্বারাই কি *তাঁর অপরূপ আলোতে* আমাদের *আহ্বান করেননি?* (১ পি ২:৯)। যারা আলোপ্রাপ্ত হয়েছে ও এ আলোতে আলো দেখে, তাদের কাছে প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: *যদিও তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল* (এফে ৫:৮)।

আহা, গৌরবময় নাম! অনুগ্রহদানকারী নাম! ভক্তিসঞ্চারী ও সদ্‌গুণমণ্ডিত নাম! তোমার দ্বারাই যত অপরাধের মার্জনা, তোমার দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়লাভ, তোমার দ্বারাই অসুস্থ মানুষ আরোগ্য পায়, তোমার দ্বারাই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বলবান হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে! তুমিই বিশ্বাসীদের সম্মান, তুমিই প্রচারকদের গুরু, তুমিই সাধকদের শক্তি, তুমিই শ্রান্তদের নির্ভর। তোমার অগ্নিময় উদ্দীপনা ও উত্তাপে কামনা-বাসনা প্রজ্বলিত হয়, যা যাচনা করা হয় তা মঞ্জুর করা হয়, ভক্তিপূর্ণ প্রাণ মেতে ওঠে এবং তোমার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় গৌরবে বিজয়ভূষিত সকলে গৌরবান্বিত হয়। হে মধুময় যিশু, তোমার এই পবিত্রতম নাম দ্বারা এই বর প্রদান কর, আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গে রাজত্ব করতে পারি।

**শ্লোক** - সাম ৫:১২; ৮৯:১৬খ-১৭ক দ্রঃ

*প্র* তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক, তারা নিত্যই করুক আনন্দগান। তুমি তাদের রক্ষা করবে আর তারা তোমাতে উল্লাস করবে

*উ* যারা তোমার নাম ভালবাসে।

*প্র* প্রভু, তারাই তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলবে, এবং তোমার নামে আনন্দে মেতে থাকবে সারাদিন ধরে

*উ* যারা তোমার নাম ভালবাসে।

৭ই জানুয়ারী

## সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্ট, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্টের পত্রাবলি থেকে পাঠ (৬:২)

### ভালবাসা ও শান্তির ঈশ্বর

### তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দান করুন

যখন সেই সত্যবাণীর প্রচারক মিথ্যা না বলে সত্যিই বলেছেন যে, যারা খ্রিষ্টে ধর্মসম্মত ভাবে জীবনযাপন করতে চায় তারা সকলেই নির্যাতন ভোগ করে, তখন আমি মনে করি যে, যে কেউ *এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন* করতে জানে না (তীত ২:১২), বা তেমন জীবন যাপনে অবহেলা করে, সেই ছাড়া অন্য কেউই এ সাধারণ নিয়ম থেকে বঞ্চিত নয়।

কিন্তু যেন এমনটি না ঘটে যে, তোমরা সেই তাদেরই সংখ্যার মানুষ, প্রভুর কশা তাদের উপর থাকতেই যাদের ঘর শান্তশিষ্ট ও নিরাপদ: তারা সমৃদ্ধিতেই জীবন কাটায়, তবু এক নিমেষেই পাতালে নেমে যাবে! অপরদিকে, যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ও প্রীতিভাজন, সেজন্য তোমাদের শুচিতা ও ভক্তি সম্পূর্ণ সততা পর্যন্তই ঘন ঘন আঘাত দ্বারা পরিশুদ্ধ হওয়ার যোগ্য, আর শুধু তা নয়, তেমন আঘাত আবশ্যক। খড়্গ যদি সময় সময় তোমাদের দু'বার এমনকি তিনবারও আঘাত করে, এ সমস্ত কিছুও আনন্দ ও ভালবাসার চিহ্ন বলেই গণ্য করতে হবে। দুধারী খড়্গ বাইরে সংগ্রামে ও অন্তরে শঙ্কা-ভয়ে প্রকাশ পায়: তেমন শঙ্কা-ভয় তখন দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হয় যখন মন্দাত্মা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বারা হৃদয়ের অন্তরতম স্থান অস্থির করে তোলে। তেমন সংগ্রাম তোমরা আজ পর্যন্ত যথেষ্টই জেনেছ, অন্যথা এমন প্রশংসনীয় আন্তরিক শান্তি ও স্থৈর্য অর্জন করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

বাইরে থেকে খড়্গের আঘাত তখনই দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হয়, যখন মণ্ডলীর মানুষদের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন নির্যাতন দেখা দেয়, যেখানে সবচেয়ে গভীরতম আঘাত বন্ধুদের কাছ থেকেই আগত।

এই তো খ্রিষ্টের সেই ধন্য ও আকাঙ্ক্ষণীয় ক্রুশ, যা সেই বলীয়ান আন্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করলেন; আর সেই মনোনীত পাত্র একথা বললেন যে, কেবল এ ক্রুশেই আমাদের গর্ব করতে হবে।

সুতরাং তোমরা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধকের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখ, সেই খ্রিষ্টের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ যিনি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী হয়েও আপনজনদের হাতেও যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন; প্রভু যিশুর তেমন গৌরবময় পানপাত্র থেকে পান করে তোমরা সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যিনি আমাদের সমস্ত মঙ্গলদান মঞ্জুর করে থাকেন।

ভালবাসা ও শান্তির স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দান করুন ও তোমাদের যাত্রাপথ দ্রুতই করুন, যাতে নিজ শ্রীমুখের আশ্রয়ে মানুষদের চাতুরি থেকে তোমাদের দূরে লুকিয়ে রাখেন, যে পর্যন্ত না সেই সম্পূর্ণতায় তোমাদের প্রবেশ করান ও স্থানান্তর করেন, যে সম্পূর্ণতায় তোমরা চিরকালের মত শান্তির সৌন্দর্যে, ভরসার তাঁবুতে, ও প্রাচুর্যের বিশ্রামে বসবাস করবে।

## শ্লোক

℣ যারা অন্ধকারে বসে ছিল, তিনি শিক্ষাদানে তাদের আলোকিত করলেন, নিজ ভালবাসার উদ্দীপনায়

℟ দুর্দশা ও শৃঙ্খল থেকে বন্দিদের মুক্ত করলেন।

℣ যারা পথভ্রষ্ট ছিল, তিনি কুপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনলেন, অত্যাচারীদের হাত থেকে দীনহীনদের রেহাই দিলেন,

℟ দুর্দশা ও শৃঙ্খল থেকে বন্দিদের মুক্ত করলেন।

১০ই জানুয়ারী

# নিসার সাধু গ্রেগরি, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'মোশির জীবনী' থেকে পাঠ

## ঈশ্বরের দর্শন পাবার আকাঙ্ক্ষা

মহান মোশি সেই সিঁড়ি একবার আরোহণ করতে গিয়ে যার শীর্ষস্থানে ঈশ্বর রয়েছেন, কখনও ক্ষান্ত হননি, ও সেই আরোহণে কোন সীমা কখনও নির্ধারণ করেননি; তিনি বরং ধাপের পর ধাপ কখনও না থেমে অবিরতই আরোহণ করতে থাকতেন, যাতে উচ্চতর একটা ধাপে পৌঁছতে পারেন। এমনকি, তত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবার পরে তিনি এমন অতৃপ্তিকর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত যে, যা সবসময় ভোগ করছিলেন তা যথেষ্ট মনে না করে ঈশ্বরের দর্শন পাবার জন্য প্রার্থনা করেন—নিজের ধারণক্ষমতা অনুসারে নয়, নিজ আকাঙ্ক্ষার বস্তু যেভাবে আছে, সেইভাবেই তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন। আমি মনে করি, দিব্য দর্শন পাবার সময়ে ঈশ্বরের এমন উদ্দীপ্ত ও মহা আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগেছিল যে, তিনি যা যা উপলব্ধি করছিলেন সেই পর্যায় থেকে সেই আকাঙ্ক্ষাটি তখনও-আবৃত বিষয়ের দিকেই তাঁকে আকর্ষণ না করে পারত না: সর্বোত্তম সৌন্দর্যের প্রেমিক হওয়ায় তিনি যখন ভাবছিলেন যে, যার দর্শন পেয়েছিলেন তা তখনও-অদৃশ্য সর্বোত্তমের প্রতিমূর্তিই মাত্র ছিল, তখন প্রকৃত বিষয়টি ভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন।

এটি হল সেই সাহসী জিজ্ঞাসা যা মোশি পর্বতে ব্যক্ত করলেন: তিনি আয়নায়ই যেন বা দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আর নয়, মুখোমুখিই হয়ে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে বাসনা করছিলেন। ঐশকণ্ঠ তাঁর যাচনা মঞ্জুর করে, একইসময়ে যাচনাটি ফিরিয়ে দেয়—বাস্তবিকই ঐশকণ্ঠ স্বল্প কথায় সত্যের এমন অসীম গভীরতা প্রকাশ করে যা সম্পূর্ণরূপে অতলান্ত। অর্থাৎ কিনা ঐশকণ্ঠ তাঁর যাচনা মঞ্জুর করে ঠিকই, কিন্তু তেমন আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না, কেননা ঈশ্বরকে দেখবার পর তাঁর দেখবার আকাঙ্ক্ষা মিটে যাবে, এমনভাবে ঈশ্বরকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, একবার ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে চোখ সেই দর্শনে অবিরতই রত থাকে!

এ সংক্ষিপ্ত উপদেশে তুমি উত্তম জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আমার মত জানতে পেরেছ; কেননা আমি তোমার কাছে মোশির জীবনকে এমন সিদ্ধ সাধনার আদর্শ বলে উপস্থাপন করেছি যা থেকে আমরা প্রত্যেকেই তাঁর নির্দেশবাণী অনুকরণের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত সৌন্দর্যের বিশেষ বিশেষ গুণ নিজের অন্তরে অঙ্কন করতে পারব। আর মোশি যে মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সিদ্ধ সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেন, একথার প্রমাণ হল স্বয়ং ঐশকণ্ঠ; কেননা ঐশকণ্ঠ সাক্ষ্য দিয়ে বলল, *আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানলাম।* স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলে ঘোষণা করলেন (যাত্রা ৩৩:১২, ১৭; গণনা ১২:৭-৮)।

উপরন্তু, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে পাপের কারণে সকল মানুষকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় করলে মোশি যখন বললেন যে, তিনি জনগণকে ছাড়া জীবিত থাকার চেয়ে জনগণের সঙ্গে মরতেই প্রীত, তখন ঈশ্বর বন্ধুর বাসনা পূরণ করার জন্যই প্রশমিত হলেন: এ সমস্ত বিষয় প্রমাণ দেয় যে, হ্যাঁ, মোশি মানব-সাধনার সর্বোচ্চ শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিলেন।

সুতরাং, যেহেতু আমরা মানবজীবনের সাধনার সিদ্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা রেখেছিলাম, ও যতখানি সম্ভব তার উত্তর পেয়েছি, সেজন্য আমাদের সামনে কেবল একটা কর্তব্যই রয়েছে, তথা তেমন আদর্শের অনুরূপ জীবন যাপন করা, ও কাহিনীর প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের জীবনে স্থানান্তর করে এমন বাসনা রাখা যাতে আমরাও ঈশ্বরের কাছে পরিচিত হতে পারি ও তাঁর বন্ধু হওয়ার যোগ্য হতে পারি।

এই তো পরমসিদ্ধি: আমরা সমস্ত রিপু বর্জন করব—কিন্তু এমন ক্রীতদাসের মত নয় যে দণ্ডের ভয়েই তা বর্জন করে; আরও, আমরা পুণ্যের আলিঙ্গন করব—কিন্তু এমন বণিক বা ব্যবসায়ীর মত নয় যে পুরস্কারের প্রত্যাশায়ই ধাবিত; বরং প্রত্যাশার গচ্ছিত সমস্ত প্রতিশ্রুতিও ত্যাগ করে আমরা এ বিবেচনা করব যে, অমঙ্গল একটামাত্র, আর তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকা; এও বিবেচনা করব যে, কাম্য বলতে কেবল একটা মঙ্গল রয়েছে, আর তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব; আমার মতে, কেবল এভাবেই মানবজীবন পরমসিদ্ধির নাগাল পেতে পারবে। তেমন সিদ্ধি লাভ করলে পর আত্মা উন্নীত হয়ে অধিক উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর বিষয়ের দিকে ধাবিত থাকবে—এ এমন

লাভ যা সত্যিই সার্বিক, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে, যাঁর সম্মান ও গৌরব কীর্তনীয় চিরকাল ধরে। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৪২:২-৩; ফিলি ১:২৩

*প্র* হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।

*উ* পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

*প্র* আমার বাসনা এ : দেহ থেকে বিদায় নিয়ে আমি খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি।

*উ* পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

১৩ই জানুয়ারী

# সাধু হিলারিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'ত্রিত্ব প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ৩৭-৩৮)

## তোমার কথা প্রচার করায় তোমার সেবা করব

আমি তো সচেতন আছি যে তুমিই, হে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, হবে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে আমার সমস্ত বাণী ও মনোভাব তোমারই কথা বলে।

কেননা কথা বলার যে দান তুমি আমাকে মঞ্জুর করেছ, তেমন দানের একমাত্র মহা পুরস্কারই আমি যেন তোমার কথা প্রচার করায়ই তোমার সেবা করি, আর তোমার বিষয়ে অজ্ঞ জগতের কাছে ও তোমাকে অস্বীকার করে সেই ভ্রান্তমতপন্থীর কাছে যেন দেখাই যে, তুমি পিতা, অর্থাৎ তুমি একমাত্র জনিত ঈশ্বরেরই পিতা।

এই তো আমার ইচ্ছার একমাত্র সঙ্কল্প! বাকি সমস্ত বিষয়ে তোমার সহায়তা ও দয়ার দান প্রার্থনা করা দরকার, যেন তুমি আমাদের বিশ্বাস ও স্তুতিবাদের পাল তোমার আত্মার ফুৎকারে পরিপূর্ণ করে আমাদের শুরু করা বাণীপ্রচারের পথে চালিত কর। কেননা যিনি বলেছেন, *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে* (লুক ১১:১৯), তিনি নিজ প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বস্ত নন।

তাই নিঃস্ব যে আমরা, আমাদের যা যা অভাব তা তোমার কাছে যাচনা করব, ও তোমার নবীদের ও প্রেরিতদূতদের বাণী তন্ন তন্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকব, ও সেই সমস্ত দরজায় ঘা দেব যা আমাদের উপলব্ধির কাছে রুদ্ধ। কিন্তু তবুও প্রার্থনা মঞ্জুর করা, সন্ধানে উপস্থিত হওয়া, ও দরজা খুলে দেওয়া তোমার উপরেই নির্ভর করে।

স্বভাবে আমরা কেমন যেন ঘোর অলসতায় মগ্ন, ও আমাদের বুদ্ধির দুর্বলতাবশত তোমার বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম বটে, কিন্তু তোমার শিক্ষাবাণী অধ্যয়নটা তোমার ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানলাভে আমাদের উপযুক্ত করে, ও বিশ্বাসের প্রতি বাধ্যতা মানবীয় অভিমতের ঊর্ধ্বে আমাদের উন্নীত করে। এজন্য আমাদের প্রত্যাশাই, তুমি যেন আমাদের কর্মের এ

টলমান সূত্রপাত উদ্দীপিত কর, সদা বৃদ্ধিশীল সাফল্য দানে তা স্থিতমূল কর, ও নবীয় ও প্রৈরিতিক প্রেরণার সহভাগিতায় আমাদের আহ্বান কর, যাতে তাঁরা যেভাবে কথা বলেছিলেন, আমরা ঠিক সেই অর্থেই তাঁদের বচনগুলি উপলব্ধি করি ও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারেই তাঁদের বাণী ব্যাখ্যা করি।

কেননা আমরা যা যা বলব, তাঁরা তা রহস্যের অনাবরণেই প্রচার করেছিলেন: তথা, তুমি সেই সনাতন ঈশ্বর, যিনি সনাতন একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পিতা; কেবল তুমিই জন্ম ছাড়া, ও কেবল প্রভু যিশু খ্রিষ্টই সনাতন জন্ম অনুসারে তোমা থেকে সঞ্জাত—সত্য লঙ্ঘন করে তাঁকে দেব-দেবীর সংখ্যায় তালিকাভুক্ত করতে নেই। একমাত্র ঈশ্বর যে তুমি, তিনি যে সেই তোমা থেকে জনিত নন, আমরা এমনটাও প্রচার করব না। তিনি যে সত্যকার ঈশ্বর যিনি সেই তোমা থেকেই সঞ্জাত যিনি সত্যকার ঈশ্বর ও পিতা, আমরা এর চেয়ে ভিন্ন এমন কথাও স্বীকার করব না।

তাই তুমি আমাদের কাছে বাণীগুলোর অর্থ অনাবৃত কর, আমাদের দান কর উপলব্ধির আলো, প্রচারের সূক্ষ্মতা, সত্যের বিশ্বাস; বর প্রদান কর, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা যেন ব্যক্ত করতে পারি, অর্থাৎ আমরা যেন নবীদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা অনুসারে সেই তোমাকেই যিনি অনন্য পিতা ঈশ্বর, ও সেই অনন্য প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে প্রচার করি; আর যারা একথা অস্বীকার করে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে আমরা যেন তোমাকে এমন ঈশ্বর বলে সম্মানিত করি যিনি কিন্তু একাকী ঈশ্বর নন, ও তাঁকেও এমন ঈশ্বর বলে ঘোষণা করি যিনি কিন্তু মিথ্যা ঈশ্বর নন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:২-৩, ৬, ১৫ দ্রঃ

*প্র* যে কেউ যিশু খ্রিষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত; যে কেউ যিশুকে অস্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়।

*উ* এতেই আমরা সত্যের আত্মা ও ভ্রান্তির আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

*প্র* যে কেউ স্বীকার করে, যিশুই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।

*উ* এতেই আমরা সত্যের আত্মা ও ভ্রান্তির আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

১৫ই জানুয়ারী

# সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস

## আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের শিষ্য

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১১-১২, ১৯-২২)

**দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি**

আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৯:১১৬; ৭৩:২৬

*প্র* তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,

*উ* আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

*প্র* আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে, পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল:

*উ* আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৩, ৭)

## বাধ্যতার শক্তি

প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের সদ্‌গুণ ও অলৌকিক কাজের বৃদ্ধির ফলে বহু লোক ঈশ্বরের সেবার জন্য তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগল। তাই তিনি সর্বশক্তিমান প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সহায়তায় সেখানে বারোটা মঠ নির্মাণ করলেন ও পিতৃগণের প্রথা অনুসারে এক একটি মঠে বারোজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত করলেন। তিনি কেবল কয়েক জনকেই কাছে রাখলেন, যাঁদের তিনি নিজেই উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলে মনে করলেন। তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আপন পুত্রসন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য রোম নগরী থেকেও বহু অভিজাত বংশীয় লোক ও সন্ন্যাসীও তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এই পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে একুইতিউস আপন ছেলে মাউরুসকে ও সম্ভ্রান্ত বংশের তের্তুল্লুস আপন ছেলে প্লাচিদুসকে তাঁরই হাতে সঁপে দিলেন। যুবক মাউরুস সদ্ব্যবহারে উত্তম হওয়ায় গুরুর সহকারী পদে নিযুক্ত হলেন; প্লাচিদুস তখনও বালক ছিলেন।

একদিন হল কি: পূজনীয় বেনেডিক্ট নিজ কক্ষে বসে আছেন, এমন সময়ে বালক প্লাচিদুস জল তুলে আনতে হ্রদে যান। অন্যমনস্ক হয়ে বালতি জলে নামাতেই তিনিও জলে পড়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোত তাঁকে কূল থেকে বেশ দূরেই টেনে নিয়ে যায়। প্রভুভক্ত নিজ কক্ষে বসে থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেন, তাই অবিলম্বে মাউরুসকে ডেকে বলেন: ভাই মাউরুস, দৌড় দাও, বালকটি যে জল তুলতে গিয়ে হ্রদে পড়ে গেছে! আর স্রোত তাকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার! এমন কিছু যা প্রেরিতদূত পিতরের পরে আর কখনও ঘটেনি: গুরুর কাছে আশীর্বাদ চাইলেন মাউরুস, তারপর আশীর্বাদ পেয়ে পুণ্যপিতার আদেশ মত অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড় দেন। জলের স্রোত যেখানে বালকটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তিনি সেইখানে দৌড় দেন—তিনি মনে করছেন মাটির উপর দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে জলের উপর দিয়েই দৌড় দিচ্ছেন। বালকটির চুল ধরে তিনি আবার দ্রুতবেগে ফিরে আসেন।

কূলে পৌঁছে তিনি পিছনের দিকে তাকিয়েই উপলব্ধি করেন যে, জলের উপর দিয়েই দৌড় দিয়েছেন। যা অসম্ভব মনে হয়, তা আসলে বাস্তব বলেই স্বীকার করেন।

পুণ্যপিতার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি ব্যাপারটা খুলে বলেন; আর পুণ্যবান বেনেডিক্ট নিজ পুণ্যের নয়, তাঁর বাধ্যতার ফলেই তা ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে মাউরুস এ কথাই সমর্থন করেন যে, তেমন কিছু কেবল তাঁর আদেশ গুণেই ঘটল: তাছাড়া তিনি তো কোনও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না: যা করেছিলেন, কোনও শক্তির কথা না জেনেই তা করেছিলেন।

তেমন বিনম্রতার সরল প্রতিযোগিতায় বালকটি নিজে বিচারকরূপে উঠে দাঁড়িয়ে রায় দেন; তিনি বললেন, যখন জল থেকে আমাকে টেনে নেওয়া হচ্ছিল, আমি তখন আমার মাথার উপরে আব্বার বস্ত্র দেখতে পেয়েছিলাম; মনে করছিলাম তিনি নিজেই আমাকে জল থেকে টেনে তুলছেন।

**শ্লোক** - প্রবচন ১:৮; ৪:১০; ৩:১

*প্র* সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন, তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না;

*উ* তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।

*প্র* সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না, তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক:

*উ* তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।

১৭ই জানুয়ারী

# সাধু আন্তনি, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'সাধু আন্তনির জীবনী' থেকে পাঠ (২-৪)

## সাধু আন্তনির আহ্বান

পিতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁর তখনও খুব ছোট বোনের সঙ্গে একা হয়ে পড়ে আঠারো বা কুড়ি বছর বয়সী আন্তনি বাড়ি ও বোনের যত্ন নিতে লাগলেন। পিতামাতার মৃত্যুর ছয় মাস তখনও কাটেনি এমন সময় একদিন রীতিমত প্রভুর গৃহে যেতে যেতে তিনি চিন্তা করছিলেন কোন্ কারণেই বা প্রেরিতদূতেরা সবকিছু ত্যাগ করে ত্রাণকর্তার অনুসরণ করেছিলেন (মথি ৪:২০); সেই লোকদেরও কথা ভাবছিলেন যাদের বিষয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বলে যে, সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে যা পেত, তারা তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে দিত যাতে তা গরিবদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে বিতরণ করা হয় (প্রেরিত ৪:৩৫)। তিনি এ কথাও ভাবছিলেন, সেই লোকেরা স্বর্গে কতই না মহৎ ও বড় মঙ্গলদান পাবে বলে প্রত্যাশা পোষণ করছিল। মনে মনে তেমন কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এমন সময়েই গির্জায় প্রবেশ করলেন যখন সুসমাচার পাঠ করা হচ্ছিল। তখন তিনি শুনলেন যে প্রভু সেই ধনীকে বলেছিলেন, *তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তবেই স্বর্গে ধন পাবে* (মথি ১৯:২১)।

পবিত্রজনদের স্মৃতিচারণ ঐশ্বরিক ভাবেই যেন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে, ও সেই সমস্ত বাণী তাঁর নিজেরই জন্যই যেন উচ্চারিত হয়েছিল, একথা মনে করে আন্তনি তখনই প্রভুর গৃহ থেকে বের হয়ে গ্রামের লোকদের কাছে তাঁর পিতৃসম্পত্তি দান করে দিলেন—তাঁর তিনশটা উর্বর ও খুবই সুন্দর বড় বড় খণ্ড জমি ছিল—যাতে সেই সমস্ত বিষয় তাঁর ও বোনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। বোনের জন্য অল্প কিছু রেখে তিনি বাকি যা কিছু বহন করা যেতে পারত তা সবই বিক্রি করে যে প্রচুর টাকা পেলেন, তা গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

আর এক দিন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করার সময়ে তিনি সেই বাণী শুনলেন যা প্রভু সুসমাচারে উচ্চারণ করেন: *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না* (মথি ৬:৩৪)। বেশিক্ষণ নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি আবার বের হয়ে তাঁর যা কিছু তখনও বাকি ছিল, তাও দান করে দিলেন। বোনকে সুযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য চিরকুমারীদের হাতে সঁপে দিয়ে ও মানুষ হবার জন্য তাকে মঠে তুলে দিয়ে তিনি তখন নিজ বাড়ির কাছাকাছি স্থানে কৃচ্ছ্র সাধনার জীবনে পদার্পণ করলেন; তিনি নিজের প্রতি মনোযোগ দিতেন ও ধৈর্যের সঙ্গে কঠোর জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজ হাতেই কাজ করতেন, কারণ এ বাণী শুনেছিলেন, *যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না* (২ থে ৩:১০)। যে টাকা সংগ্রহ করতেন, তিনি তার এক ভাগ দিয়ে নিজের জন্য রুটি কিনতেন, বাকি টাকাটা গরিবদেরই দান করে দিতেন।

প্রায়ই প্রার্থনায় রত থাকতেন, কেননা শিখেছিলেন যে, নির্জন স্থানে একা গিয়ে অবিরতই প্রার্থনা করা প্রয়োজন (১ থে ৫:১৭ দ্রঃ)। বাণীপাঠে এতই মনোযোগী ছিলেন যে, যা যা লেখা ছিল, তার কিছুই এমনিই মাটিতে পড়ে যেত না, বরং তিনি সবকিছুই গেঁথে রাখতেন; তাতে তাঁর স্মরণশক্তিই পুস্তকের স্থান নিল। তাঁর গ্রামবাসী যারা ও যে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে তিনি যোগ দিতেন, তারা সবাই তাঁর মধ্যে তেমন ধরনের মানুষ দেখতে পেয়ে তাঁকে ঈশ্বরের স্নেহভাজন বলত, এবং কেউ কেউ তাঁকে 'সন্তান', কেউ কেউ ভাই বলে আপন করে নিত।

শ্লোক - মথি ১৯:২১; লুক ১৪:৩৩

প্ল যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর,

উ তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তাতে স্বর্গে ধন পাবে।

প্ল প্রভুর উক্তি: যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না;

উ তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তাতে স্বর্গে ধন পাবে।

২০শে জানুয়ারী

## সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু ফাবিয়ানের সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের ও রোম-মণ্ডলীর পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৯:১; ৮:২-৩)

### ফাবিয়ান আমাদের জন্য বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আদর্শ

পোপ ফাবিয়ানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সাধু কিপ্রিয়ানুস রোম-মণ্ডলীর পুরোহিত ও পরিসেবক-বর্গের কাছে এ পত্র প্রেরণ করলেন: "প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, বিশপ-পদে আমার ভাই সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা আমাদের কাছে তখনও নিশ্চিত নয়, নানা খবরাখবরও তখনও যথেষ্ট অনিশ্চিত ছিল, এমন সময় আমি উপ-পরিসেবক ক্রেমেন্তিউসের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আপনাদের প্রেরিত পত্রগুলো পেয়েছি যার মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় প্রস্থানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হলাম। তখন আমি গভীর আনন্দ অনুভব করেছি, কারণ তাঁর পরিচালনার সততা তেমন সম্মানপূর্ণ মৃত্যু এনে দিল।

এবিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গেও অধিক আনন্দ ভোগ করি, কেননা আপনারা মর্যাদা ও সম্মানে পূর্ণ এমন সাক্ষ্যদানেই তাঁর স্মৃতি পালন করেন যে, আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কাছেও আপনাদের বিশপের সেই গৌরবময় স্মৃতি জ্ঞাত হয়েছে যা আপনারা নিজেরাই রক্ষা করছেন, এবং আমাদের কাছেও তেমন বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আদর্শ দান করা হয়েছে।

কেননা অনুসারীদের পক্ষে একটি অধ্যক্ষের পতন যতখানি ক্ষতিকর, অপরদিকে এ ততখানি উপযোগী ও কল্যাণকর যে, একটি বিশপ বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে ভাইবোনদের কাছে নিজেকে আদর্শরূপে অর্পণ করেন।"

কিপ্রিয়ানুস এ পত্রখানা পাবার আগেও সম্ভবত রোম-মণ্ডলী নির্যাতনে নিজ বিশ্বস্ততার বিষয়ে এ সাক্ষ্য কার্থাগো-মণ্ডলীর কাছে অর্পণ করেছিল:

"মণ্ডলী বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ সমাজে নাম-করা ব্যক্তিত্ব হওয়ায় কিংবা মানব-দুর্বলতার কারণে নির্যাতনের সন্ত্রাসে সন্ত্রাসিত হয়ে ভয়ে পড়েছে

একথা সত্য; তথাপি তারা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা তাদের ফেলে রাখিনি, বরং তাদের উৎসাহ দান করেছি ও এখনও করে থাকি তারা যেন এর প্রায়শ্চিত্ত করে, ক্ষমা যিনি দান করতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে তারা যেন ক্ষমা পেতে পারে, পাছে আমরা তাদের ফেলে রাখলে তারা অধিক শোচনীয় অবস্থায় পড়ে।

ভাইবোনেরা, তাই করতে তোমরাও চেষ্টা কর, যারা পতিত হয়েছে, তোমাদের উৎসাহদানে তারাও যেন নিজেদের সংস্কার ক'রে পুনরায় নির্যাতকদের হাতে পড়লে বিশ্বাস-স্বীকারে দৃঢ়মনা থেকে আগের ভুল শোধন করতে পারে। আর একটি সমস্যা বিষয়েই আমরা একটি কথা তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই: যারা এ পরীক্ষায় পতিত হয়েছে, রোগপীড়িত হলে তারা যদি অনুতাপ করে ও মণ্ডলীর সহভাগিতার বাসনা করে, তবে তাদের সহায়তা দান করা উচিত। যারা বিধবা ও যারা উপস্থিত হতে বাধাগ্রস্ত, কিংবা যারা কারাগারে বন্দি অবস্থায় রয়েছে বা নিজেদের বাড়ি থেকে চ্যুত হয়ে আছে, তাদের সকলের যত্ন করার মত কেউ যেন থাকে। রোগপীড়িত হয়ে পড়লে দীক্ষাপ্রার্থীরাও যেন সহায়তা পাবার আশায় প্রবঞ্চিত না হয়।

যে ভাইবোনেরা বন্দি, তারা ও পুরোহিতবর্গ সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানান; সেই গোটা মণ্ডলীও শুভেচ্ছা জানায়, যে মণ্ডলী তাদের সকলের উপর উত্তম তৎপরতায় দৃষ্টি রাখে যারা প্রভুর নাম করে। আমরাও কিন্তু যাচনা করি, তোমরাও যেন আমাদের কথা স্মরণ কর।"

**শ্লোক** - ফিলি ১:২৩; ৩:৮; ১:২১; ২:১৭

℣ আমার বাসনা এ: দেহ থেকে বিদায় নিয়ে আমি খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকি। আমি সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

℟ আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

℣ যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দিত।

℟ আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

একই দিন ২০শে জানুয়ারী

## সাধু সেবাস্তিন, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২০:৪৩-৪৫, ৪৮)

### খ্রিষ্ট বিষয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদান

*ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে* (প্রেরিত ১৪:২২)। যখন ক্লেশ বহু, তখন পুরস্কারও বহু; যেখানে বহু সংগ্রাম, সেখানে বহু জয়মালা। এজন্য বহু নির্যাতক থাকায় তোমার উপকার, যাতে বহু নির্যাতনের মধ্যে তুমি জয়মালা অধিক সহজেই পেতে পার।

এসো, আজ যাঁর স্বর্গীয় জন্মতিথি, সেই সাক্ষ্যমর সেবাস্তিনের দৃষ্টান্ত ধরি। তিনি এই মিলানের মানুষ ছিলেন, যেখানে সেসময়ে নির্যাতক সম্ভবত তখনও আসেনি, বা চলেই গেছিল, কিংবা তত নির্মম হয়নি। সেবাস্তিন এ অনুভব করলেন যে, এখানে কোন সংগ্রাম হবে না, থাকলেও তত তীব্র হবে না; তাই তিনি সেই রোম যাত্রা করলেন যেখানে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বহু তীব্র নির্যাতন দেখা দিচ্ছিল: সেখানে তিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন, অর্থাৎ সেখানে তিনি জয়মালায় ভূষিত হলেন; তাতে প্রবাসী হিসাবে যেখানে এসেছিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী অমরতার নাগরিকত্ব অর্জন করলেন। একজনমাত্রই নির্যাতক যদি থাকত, তাহলে তিনি সাক্ষ্যমরণের জয়মালায় ভূষিত হতে পারতেন না।

তবু আমরা যেন মনে রাখি যে, যারা দৃশ্যমান তারাই শুধু নয়, যারা অদৃশ্য তারাও নির্যাতক; এমনকি দৃশ্যমান যারা তাদের চেয়ে অদৃশ্য নির্যাতক অনেক বেশি। কেননা একটিমাত্র নির্যাতক রাজা যেমন বহুজনের কাছেই নির্যাতনের আদেশ প্রেরণ করতেন, ও প্রতিটি নগরে ও প্রতিটি প্রদেশে নানা নির্যাতক ছিল, তেমনি শয়তানও তার নিজের বহু বহু অধীনস্থদের পাঠায়, তারা প্রত্যেকজনের আত্মার বাইরে শুধু নয়, আত্মার মধ্যেও যেন নির্যাতন জাগায়।

তেমন নির্যাতনের বিষয়ে লেখা আছে: *যারা খ্রিষ্ট যিশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে নির্যাতন ভোগ করতেই হবে* (২ তি ৩:১২)। তিনি

বললেন, ‘সকলেরই বেলায়;’ বাদ পড়বে এমন কেউই নেই! কেননা স্বয়ং প্রভু যখন নির্যাতনের যন্ত্রণা বরণ করেছেন, তখন রেহাই পাবে এমন কেইবা থাকতে পারে?

কতজনই না আজ নিভৃতে খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা, ও প্রভু যিশুকে স্বীকার করে থাকে! খ্রিষ্ট বিষয়ে তেমন সাক্ষ্যদান ও বিশ্বস্ত স্বীকারোক্তির অভিজ্ঞতা প্রেরিতদূতেরই হয়েছে; তিনি তো বলেছেন: *আমাদের বিবেকের সাক্ষ্য, এ আমাদের গর্ব* (২ করি ১:১২ দ্রঃ)।

**শ্লোক**

℣ নিজের ঈশ্বরের জন্য সেবাস্তিন মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করলেন; তিনি ভক্তিহীনদের হুমকি ভয় করেননি:

℟ তিনি সেই শৈলেই স্থাপিত ছিলেন, যে শৈল স্বয়ং খ্রিষ্ট!

℣ তিনি সংসারের মূল্যবোধ তুচ্ছ করে স্বর্গরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন:

℟ তিনি সেই শৈলেই স্থাপিত ছিলেন, যে শৈল স্বয়ং খ্রিষ্ট!

২১শে জানুয়ারী

# সাধ্বী আগ্নেস, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'চিরকুমারীদের গৌরব' থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ২:৫, ৭-৯)

**কষ্টভোগ করতে যিনি এখনও অক্ষমা,**

**তিনি জয়লাভের জন্য ইতিমধ্যে পরিপক্কা**

আজ একজন চিরকুমারীর স্বর্গীয় জন্মতিথি: এসো, তাঁর পবিত্রতার অনুসরণ করি। আজ একজন সাক্ষ্যমরের স্বর্গীয় জন্মতিথি: এসো, আমরাও বলি উৎসর্গ করি। আজ সাধ্বী আগ্নেসেরই স্বর্গীয় জন্মতিথি!

কথিত আছে, তিনি বারো বছর বয়সে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন। কতই না ঘৃণ্য সেই নিষ্ঠুরতা যা কোমল বয়সকেও রেহাই দেয়নি; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই বিশ্বাসের শক্তি যা তেমন অল্প বয়সেও সাক্ষ্য পেয়েছে! এত ছোট্ট শরীরে ক্ষতস্থানের কোন স্থান কি থাকতে পারত? অথচ খড়্গের আঘাত পাবার স্থান যাঁর ছিল না, খড়্গকে জয় করার স্থান তাঁর ছিল! তাঁর সমবয়সী তরুণীরা পিতামাতার কঠোর চাহনি সহ্য করতে পারে না, ও সামান্য কাঁটার আঘাতে এমনভাবে কান্নাকাটি করে ঠিক যেন কতই না ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অপরদিকে আগ্নেস উৎপীড়কদের রক্তমাখা হাতে নির্ভীক হয়ে থাকেন, ভারী শেকলের চাপে অটল হয়ে দাঁড়ান, ও মৃত্যু যে কী তা না জেনেও কিন্তু মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে নির্মম সৈন্যের খড়্গের হাতে গোটা দেহ অর্পণ করেন; আর প্রতিমার বেদির সামনে বলপ্রয়োগেও উপনীতা হয়েও আগুনের মধ্যে খ্রিষ্টের প্রতি দু'হাত তোলেন ও সেই অলীক বেদির উপরে বিজয়ী প্রভুর বিজয়মালা তুলে ধরেন; কোনও শেকল তেমন চিকন অঙ্গগুলি আবদ্ধ করতে না পারলেও তিনি ঘাড় ও হাত দু'টো লোহার বেড়ির মধ্যে প্রবেশ করান।

এ কেমন নব প্রকার সাক্ষ্যমরণ! কষ্টভোগ করতে যিনি এখনও অক্ষমা, তিনি জয়লাভের জন্য ইতিমধ্যে পরিপক্কা; সংগ্রাম করা কঠিন হল, জয়মালা লাভ করা সহজ হল; কোমল বয়সী হয়েও তিনি দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিখুঁত শিক্ষা প্রদান করলেন। একটি

কনেও মিলনকক্ষের দিকে সেভাবে ছুটে যায় না, যেভাবে এ চিরকুমারী মৃত্যুস্থানের দিকে সানন্দে ও দ্রুতপদেই এগিয়ে গেলেন—তাঁর মাথা রত্নমালায় নয়, খ্রিষ্টেই ভূষিত; পুষ্পমালায়ও নয়, সদ্‌গুণেই মণ্ডিত।

সকলে অশ্রুসিক্ত, তাঁর চোখেই কিন্তু জলবিন্দু নেই; অনেকে বিস্মিত যে, জীবন এখনও উপভোগ না করেও তিনি তা অর্পণ করেন ঠিক যেন তা উপভোগই করেছেন। সবাই অবাক যে, বয়সে এখনও নাবালিকা হওয়ায় নিজের বিষয়েও যাঁর গ্রহণযোগ্য চেতনা নেই, ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য। এমনকি, মানুষের পক্ষে যাঁর সাক্ষ্য এখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তিনি ঈশ্বরের পক্ষে নিজ সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য করেছেন; এর কারণ এই যে, প্রকৃতির যা কিছু ঊর্ধ্বে, তা প্রকৃতির নির্মাতা দ্বারাই সাধিত!

তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য উৎপীড়ক কতই না ভয়ঙ্কর হুমকি দিল, তাঁর মন জয় করার জন্য কতই না মিষ্টি কথা শোনাল, কতই না যুবকদের কথা উত্থাপন করল যারা তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি বললেন: 'আমি অন্য প্রেমিকের পিছনে গেলে বরেরই দুর্নাম। আমাকে যিনি প্রথম বেছে নিলেন, তিনিই আমাকে পাবেন। ওহে ঘাতক, আর দ্বিধা কেন? এই যে দেহ কামনার পাত্র হতে পারে, তার বিলুপ্তি হোক, কারণ আমি তেমন কামনার বস্তু হতে চাই না।' তিনি অটল থাকলেন, প্রার্থনা করলেন, ও মাথা নত করলেন।

আহা, তুমি যদি দেখতে পেতে সেই ঘাতক কেমন কাঁপছিল ঠিক যেন সে নিজেই মৃত্যুদণ্ডিত! আহা, তুমি যদি দেখতে পেতে ঘাতকের ডান হাত কেমন কাঁপছিল! কিশরীটি নিজ বিপদ ভয় করছেন না, অথচ পরের বিপদ যে নিজে ভয় করছিল, তার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়েছিল! সুতরাং তোমাদের সামনে রয়েছে একটিমাত্র বলিতে দ্বিবিধ সাক্ষ্যমরণ—কৌমার্য ও ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্যমরণ। তিনি কুমারী হয়ে থাকলেন, সাক্ষ্যমরণ-মর্যাদাও লাভ করলেন।

## শ্লোক

*প্র* এসো, ধন্যা আগ্নেসের পর্ব উদ্‌যাপন করি; এসো, তাঁর নির্ভীক সাক্ষ্যমরণের কথা স্মরণ করি;

ঊ যৌবনে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবন লাভ করলেন।

প্ জীবনস্বামীই ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেমের পাত্র ;

ঊ যৌবনে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবন লাভ করলেন।

২২শে জানুয়ারী

## সাধু ভিনসেণ্ট, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৭৬:১-২)

### জগৎ যাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল,
### তাঁরই দ্বারা ভিনসেণ্ট বিজয়ী হলেন

*খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর* (ফিলি ১:২৯)।

পরিসেবক ভিনসেণ্ট এ দান দু'টো গ্রহণ করেছিলেন: সেগুলি গ্রহণ করে রক্ষাও করেছিলেন। বাস্তবিকই যদি তা গ্রহণ করে না থাকতেন, কেমন করে তা রক্ষা করতে পারতেন? উপদেশ দানে তাঁর সৎসাহস ছিল, দুঃখভোগে তাঁর সহিষ্ণুতা ছিল।

উপদেশ দেওয়ার সময়ে কেউই যেন নিজের উপর তত নির্ভর না করে! পরীক্ষা বরণ করার সময়ে কেউই যেন নিজের শক্তির উপর তত ভরসা না রাখে; কেননা উত্তম উপদেশ সুচিন্তিতভাবে দেবার জন্য ঈশ্বর থেকেই আমাদের প্রজ্ঞা আগত, ও প্রতিকূল অবস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে সহন করার জন্য তাঁর কাছ থেকেই আমাদের সহনশীলতা উদ্গত।

সেই খ্রিষ্ট প্রভুর কথা স্মরণ কর, যিনি নিজ শিষ্যদের চেতনা দেন; সাক্ষ্যমরদের সেই রাজার কথা স্মরণ কর, যিনি নিজ সৈন্যদের আধ্যাত্মিক অস্ত্রেই নিপুণ করে তোলেন, সংগ্রাম দেখান, সহায়তা দান করেন, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন; তিনি তো যখন নিজ শিষ্যদের বললেন, *এজগতে তোমাদের উপর চাপ আসবে*, তখন তাঁরা সন্ত্রাসিত হয়ে পড়লে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্য এ কথাও বললেন, *তোমরা কিন্তু সাহস ধর, কারণ আমি জগৎকে জয় করেছি* (যোহন ১৬:৩৩ দ্রঃ)।

তাহলে, হে প্রিয়জনেরা, আমরা তত বিস্মিত কেন, যখন জগৎ যাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল, তখন তাঁরই দ্বারা ভিনসেণ্ট জয়ী হলেন? তিনি ঠিকই বলেছিলেন, *এজগতে তোমাদের উপর চাপ আসবে*, কিন্তু জগৎ চাপ দিলেও বশীভূত করতে পারে না; আক্রমণ করলেও পরাভূত করতে পারে না। খ্রিষ্টের সৈন্যদের বিরুদ্ধে জগৎ দ্বিবিধ সংগ্রাম চালাচ্ছে: তাদের প্রবঞ্চিত করার জন্য মিষ্ট কথা শোনায়, তাদের ভাঙবার জন্য

সন্ত্রাস দেখায়। আমাদের অভিলাষ যেন আমাদের প্রতিরোধ না করে, পরের নিষ্ঠুরতা যেন আমাদের সন্ত্রাসিত না করে, তাতেই জগৎ পরাজিত হবে।

খ্রিষ্ট উভয় প্রবেশদ্বারেই এসে উপস্থিত হন বিধায় খ্রিষ্টপন্থী পরাজিত হয় না। এ সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে যদি যন্ত্রণায় মানব সহিষ্ণুতার কথা ধরি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু যদি ঐশ শক্তির কথা ধরি, তাহলে বিস্ময় করার মত আর কিছুই থাকে না।

সাক্ষ্যমরের দেহের উপর নিষ্ঠুরতা যতখানি নির্মম ছিল, তাঁর কণ্ঠে ততখানি শান্তি প্রকাশ পেত; তাঁর সর্বাঙ্গে কঠোরতা যতখানি হিংস্র ছিল, তাঁর কথায় ততখানি নিশ্চয়তা ধ্বনিত হত, ফলে আমরা মনে করতে পারতাম যে, ভিনসেণ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একজন উৎপীড়িত ছিলেন আর অপর একজন কথা বলছিলেন।

ভাইবোনেরা, প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাই ছিল! ঠিক তাই ঘটছিল: অপর একজনই কথা বলছিলেন। কেননা এ প্রকার সংগ্রামের জন্য নিজ সাক্ষীদের প্রস্তুত করতে গিয়ে সুসমাচারে খ্রিষ্ট তাঁদের কাছে ঠিক তাই প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তিনি একথা বলেছিলেন: *তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন* (মথি ১০:১৯-২০)।

এজন্য দেহ যন্ত্রণা ভোগ করছিল, কিন্তু ঐশআত্মাই কথা বলছিলেন; আর ঐশআত্মা কথা বলতে বলতে ভক্তিহীনতার যুক্তি খণ্ডন করা হচ্ছিল এমন শুধু নয়, সাক্ষ্যমরের দুর্বলতাও শক্তিলাভ করছিল।

শ্লোক - যোব ২৩:১০, ১১; ফিলি ৩:৮, ১০ দ্রঃ

*প্র* প্রভু আমাকে আগুনে সোনার মতই যাচাই করলেন। আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে ছিল,

*উ* সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি।

*প্র* আমি সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হতে পারি।

*উ* সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি।

২৪শে জানুয়ারী

# সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল-লিখিত 'ভক্তিমার্গের সূচনা' থেকে পাঠ (১:৩)

## ভক্তিমার্গ সমস্ত জীবনাশ্রমেই পালনীয়

সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর আদেশ করলেন, সব গাছ *নিজ নিজ জাত অনুযায়ী* নিজ নিজ ফল উৎপন্ন করবে (আদি ১:১১)। যারা তাঁর মণ্ডলীর জীবন্ত গাছ, সেই সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে তিনি একই আদেশ করেন, তারা যেন নিজ নিজ জীবনাশ্রমে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভক্তির ফল উৎপন্ন করে।

তাই কথা হল এই যে, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ বা কারিগর, দাস, রাজপুরুষ, বিধবা, অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভক্তি সাধনা করবে। আর শুধু তা নয়; প্রতিটি ব্যক্তির সামর্থ্য, ভূমিকা ও কর্তব্যের সঙ্গেই ভক্তি-সাধনা খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন। হে আমার ফিলতেয়া, আমাকে বল, বিশপ যে বিজনাশ্রমীর মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করবেন, তা কি উচিত হবে? আর বিবাহিত নারীরা যে দীনহীন সন্ন্যাসীদের মত কোন সম্পদেরই অধিকারী না হতে ইচ্ছা করবে, তাও কি উচিত হবে? তাও কি উচিত হবে যে, কারিগর ধর্মব্রতীর মতই সারা দিন গির্জায় কাটাবে, ও ধর্মব্রতী বিশপেরই কর্তব্য অনুযায়ী প্রতিবেশীর সেবার লক্ষ্যে যে কোন সামাজিক সাক্ষাতেই পদার্পণ করবে? তেমন ভক্তি-সাধনা কি হাস্যকর, বিশৃঙ্খল ও অসহ্য হবে না? অথচ এপ্রকার ভুল বারবারই দেখা দেয়। না, হে আমার ফিলতেয়া, ভক্তি-সাধনা সরল হলে তবে কিছুই কখনও ধ্বংস করে না, বরং সবকিছুই নিখুঁত করে তোলে; তবে ভক্তি-সাধনা যখন কোন একজনের কর্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না, তখন তেমন ভক্তি নিঃসন্দেহেই মিথ্যা।

ফুল থেকে মধু বের করে নিয়ে মৌমাছি ফুলকে নষ্ট করে না; সে ফুলকে যেভাবে পেয়েছে তা সেভাবে অক্ষুণ্ন ও তেজময় রাখে। প্রকৃত ভক্তি এর চেয়ে আরও ভাল কাজ সাধন করে, কেননা নানা প্রকার আহ্বান বা কর্মকর্তব্যের আপন আপন জাতীয়তা ধ্বংস করে না, পক্ষান্তরে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও অলঙ্কৃত করে তোলে।

মধুতে ফেলে দিলে সকল রত্ন যেমন নিজ নিজ রঙ অনুযায়ী অধিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন আহ্বান ভক্তি-সাধনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তা আরও নিখুঁত করে তোলে—পরিবারের সেবাযত্ন অধিক হালকা হয়, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আরও অকপট হয়, রাজপুরুষের সেবা আরও বিশ্বস্ত হয়, ও অন্য সকল কর্তব্য আরও কোমল ও গ্রহণীয় হয়।

সৈনিক-বৃত্তি থেকে, কারিগরদের কারখানা থেকে, রাজপুরুষদের রাজপ্রাসাদ থেকে বা দম্পতিদের গৃহ থেকে ভক্তি-সাধনা বাতিল করা ভুল, এমনকি ধর্মক্ষেত্রে ভ্রান্তমত। হ্যাঁ, প্রিয়তমা ফিলতেয়া, ধ্যানী, সন্ন্যাসীয় ও ধর্মব্রতীয় ভক্তি-সাধনা কেবল এ তিনটে জীবনাশ্রমেই পালিত হতে পারে; কিন্তু এ তিন প্রকার ভক্তি-সাধনা ছাড়া এমন অন্য বহু প্রকার রয়েছে যা তাদেরই সিদ্ধপুরুষ করতে পারে যারা সংসারে জীবন যাপন করে। অতএব যেই পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, আমরা শ্রেষ্ঠতম জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারি, এমনকি তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা কর্তব্য।

শ্লোক - এফে ৪:৩২—৫:১; মথি ১১:২৯

প্ল পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রিষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

উ প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।

প্ল আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।

উ প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।

২৫শে জানুয়ারী

# প্রেরিতদূত সাধু পলের অন্তরে খ্রিষ্টবিশ্বাস-জাগরণ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১১-২৪)

**তিনি আমাকে তাঁর পুত্রকে প্রকাশ করলেন**

**আমি যেন তাঁর কথা প্রচার করি**

ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়, কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু যিশু খ্রিষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নিতান্তই নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী লোকদের চেয়ে যথেষ্টই আগে ছিলাম। কিন্তু আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুশালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুশালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রিষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

**শ্লোক** - গা ১:১১-১২; ২ করি ১১:১০, ৭ দ্রঃ

*প* আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়,

*উ* আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

*প* খ্রিষ্টের সত্য আমার অন্তরে উপস্থিত, কেননা আমি ঈশ্বরের সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি:

*উ* আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, যিশু খ্রিষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (সাধু পলের গুণকীর্তন, উপদেশ ২)

**পল খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরেই সবই সহ্য করলেন**

মানুষ যে কী, আমাদের স্বরূপের যে কী মর্যাদা, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন এই সত্তা যে কী মহা ধীশক্তির অধিকারী, এ সমস্ত বিষয় পলেই উত্তমরূপে প্রকাশিত। তিনি দিনে দিনে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে উঠছিলেন, দিনে দিনে তাঁর অন্তরের আগুন অধিক মাত্রায় জ্বলছিল, ও তিনি সদা মহত্তর উৎসাহ নিয়েই সম্মুখীন বাধাবিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলছিলেন: *অতীতের কথা ভুলে গিয়ে আমি বরং ভবিষ্যতেরই দিকে পা বাড়াচ্ছি* (ফিলি ৩:১৩ দ্রঃ)। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলে জেনে তিনি সকলকে তাঁর সেই আনন্দের অংশী হতে আহ্বান করে বলেছিলেন: *তোমরাও আনন্দিত হও, ও আমার সঙ্গে আনন্দ কর* (ফিলি ২:১৮)। বিপদ, অপমান বা যে কোন কটুকথার সম্মুখীন হয়েও তিনি একইভাবে মেতে ওঠেন; করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখে তিনি বলেন: *আমার নিজের দুর্বলতা, অপমান ও নির্যাতনের মধ্যে আমি তৃপ্তিই পেয়ে থাকি* (২ করি ১২:১০ দ্রঃ)। এরপর তিনি একথা বলে চলেন যে, ঠিক সেগুলিই ধর্মময়তার অস্ত্র, ও তিনি দেখান কেমন করে এ থেকেই তিনি মহত্তর ফলে ফলপ্রসূ হন, শত্রুদের উপরেও বিজয়ী হন। সর্বস্থানে কশাঘাতগ্রস্ত হয়েও, অপমান ও কটুকথায় আক্রান্ত হয়েও তাঁর ব্যবহার এমন, ঠিক যেন তিনি গৌরবময় বিজয়-মিছিলেই যোগ দিচ্ছেন বা বিজয়মালা উত্তোলন করছেন। গর্ব করে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন: *ধন্য সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের মধ্য দিয়ে সদাই বিজয়ী* (২ করি ২:১৪ দ্রঃ)। একারণেই

তিনি তাঁর সেই প্রৈরিতিক আগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে সম্মানের চেয়ে তাচ্ছিল্য ও অপমান পেতে প্রীত; আমরা কিন্তু সম্মানের জন্য কতই না উদ্গ্রীব! জীবনের চেয়ে মৃত্যু, ঐশ্বর্যের চেয়ে দরিদ্রতাই ছিল তাঁর কাম্য, বিশ্রামের চেয়ে পরিশ্রমই তিনি বাসনা করতেন। কিন্তু একটা জিনিস ঘৃণা ও অস্বীকার করতেন: ঈশ্বরকে দুঃখ দেওয়া—তাঁর নিজের বেলায় তিনি সব কিছুতেই তাঁর গ্রহণযোগ্য হতে ইচ্ছা করছিলেন।

খ্রিষ্টের প্রেম উপভোগ করা ছিল তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষার শীর্ষস্থান। তেমন মহাসম্পদ উপভোগ করে তিনি সকলের চেয়ে নিজেকেই আনন্দপূর্ণ মনে করতেন। অপর দিকে সেই প্রেমের অভাবে ক্ষমতাশালীরা ও নেতৃজনদের সাহচর্যও তাঁর কাছে শূন্যই ছিল। সেই মহাসম্পদ ছাড়া জগতের মহাব্যক্তি ও প্রভাবশালীদের মধ্যে থাকার চেয়ে তিনি বরং খ্রিষ্টের প্রেম নিয়ে সকলের নিম্নতম, এমনকি একটি বন্দিও হতে প্রীত ছিলেন।

তিনি মনে করছিলেন, সবচেয়ে বড় ও একমাত্র নির্যাতন হবে সেই প্রেম হারিয়ে ফেলা—এটি হবে তাঁর পক্ষে নরক, একমাত্র দণ্ড, যত নির্যাতনের সবচেয়ে বড় ও অসহ্য নির্যাতন! খ্রিষ্টের প্রেম উপভোগ করা ছিল তাঁর সব: জীবন, জগৎ, স্বর্গীয় অবস্থা, বর্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল ও অন্য যত মঙ্গল। সেই প্রেম ছাড়া তিনি কোন কিছুই সুন্দর ও আনন্দদায়ক গণ্য করতেন না। সেজন্যই তিনি সংসারের সমস্ত বস্তু ম্লান ঘাসেরই মত দেখতেন। সমস্ত রাজা ও এদেশ ওদেশের বিপ্লবও তাঁর কাছে নিঃস্বাদ ছিল। অবশেষে তিনি মনে করছিলেন যে, খ্রিষ্টেরই জন্য বরণ করা মৃত্যু, যন্ত্রণা ও সমস্ত নির্যাতন ঠিক যেন শিশুরই খেলার মত।

**শ্লোক** - ১ তি ১:১৩-১৪; ১ করি ১৫:৯ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আমাকে দয়া করলেন, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে।

*প্র* আমি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (নাম-বিনিময়, উপদেশ ১)

**তিনি আমার মনোনীত পাত্র**

পল মণ্ডলীকে আলোড়িত করলেন এজন্য নয়, তা গেঁথে তুললেন বলেই তিনি প্রশংসিত; আবার, তিনি ঐশবাণীর বিরোধিতা করলেন এজন্য নয়, তা প্রচার করলেন বলেই সঙ্কীর্তিত; আরও, প্রেরিতদূতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে মেষপালকে বিক্ষিপ্ত করলেন এজন্য নয়, কিন্তু তিনি পালকে যেখানে বিক্ষিপ্ত করেছিলেন সেখানে আবার একত্র করলেন বলেই তিনি সম্মানিত।

এর চেয়ে চমৎকার কীবা হতে পারত? নেকড়ে মেষপালক হয়ে উঠলেন: যিনি মেষগুলোর রক্ত পান করতেন, তিনি মেষগুলোর পরিত্রাণের জন্য নিজ রক্ত পাত করতে দ্বিধা করেননি। তুমি কি জানতে চাও, তাঁর জিহ্বা কেমন রক্তমাখা ছিল? *ইতিমধ্যে শৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করছিলেন* (প্রেরিত ৯:১)। তথাপি একথাও শোন, যিনি নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে পুণ্যজনদের রক্ত পাত করতেন তিনি কেমন করে তাদের জন্য নিজ রক্ত পাত করলেন: *এফেসসে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করে থাকতাম, তবু আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন* (১ করি ১৫:৩২, ৩১)। অন্যত্র তিনি আরও বলেন, *আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য* (রো ৮:৩৬)। তেমন কথা তিনিই উচ্চারণ করছিলেন, যিনি স্তেফানের রক্তপাতের সময়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর হত্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, নেকড়ে কেমন করে মেষপালক হলেন?

তিনি যে আগে ছিলেন নির্যাতক, ঈশ্বরনিন্দুক ও তাঁর অপমানকারী, একথা শুনে তোমরা কি মনে বাধা পাচ্ছ? লক্ষ কর, তাঁর আগের আত্মনিন্দা তাঁর প্রশংসার কেমন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে! আগের সমাবেশে আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম যে, ক্রুশের পূর্ববর্তী অলৌকিক কাজগুলোর চেয়ে পরবর্তীগুলো অধিক মহান; কথাটা প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য আমি শিষ্যদের সাধিত অলৌকিক কাজ ও তাঁদের ভালবাসা দেখিয়েছিলাম।

আগে, খ্রিষ্টের আদেশে মৃতেরা নতুন জীবন লাভ করত; পরবর্তীকালে তাঁর দাসেরা তাঁর নামে মহত্তর অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। আমি সেই শত্রুদেরও কথা উল্লেখ করেছিলাম, যাদের মন তিনি সন্ত্রাসিত করতেন; পরবর্তীতে সমগ্র জগৎই তাঁর অধীন হল। সুতরাং ক্রুশের পরবর্তীকালে সাধিত অলৌকিক কাজগুলো আগেকার গুলোর চেয়ে মহত্তর।

এখন, পলে যে অলৌকিক কাজ দেখা দিয়েছে, তার চেয়ে মহত্তর কাজ কী থাকতে পারে? জীবিত থাকতে যিনি পিতর দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছিলেন, একবার তাঁর মৃত্যু হলে পল দ্বারা স্বীকৃত হলেন! অতএব, সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ হল সেই পলেরই কাজ যিনি খ্রিষ্টের মৃত্যু ও সমাধির পরেই তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। এজন্য খ্রিষ্ট এমনটি হতে দিলেন, পল আগে সমস্ত হিংসাই দেখাবেন, এবং তারপরেই তাঁকে আহ্বান করলেন, যাতে তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ ও তাঁর শিক্ষা প্রচার সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারে।

কেননা খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থান না করে থাকতেন, তাহলে শৌলের মত এত হিংসুক ও নির্মম মানুষকে কেইবা নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করত? কেইবা তেমন বিরোধী ও উত্তেজিত মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করত? আর খ্রিষ্ট তাঁকে নিজের সঙ্গে কেবল পুনর্মিলিত করেননি, তাঁকে এতই অন্তরঙ্গও করে তুললেন ও নিজের প্রতি এত আসক্তও করলেন যে, সমস্ত মণ্ডলীকে বিস্তার করার দায়িত্বও তাঁকে দিলেন: *জাতিগুলোর ও রাজাদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র* (প্রেরিত ৯:১৫)। তাতে যে মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তিনি আগে যুদ্ধ চালাতেন, সেই মণ্ডলীর জন্য অন্য প্রেরিতদূতদের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে তাঁকে সম্মত করলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ৯:১৫; গা ২:৯ দ্রঃ

প্র প্রেরিতদূত পল, তুমি আমার মনোনীত পাত্র, তুমি সমস্ত জগতে সত্য বাণীর প্রচারক:

উ তোমার দ্বারা সকল জাতির মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানতে পারবে।

প্র তুমি সত্যিই মহান, হে ধন্য পল, হে মনোনীত পাত্র; তুমি সত্যিই গৌরবের যোগ্য:

উ তোমার দ্বারা সকল জাতির মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানতে পারবে।

২৬শে জানুয়ারী

## সাধু রবার্ট, আলবারিক ও স্তেফান

### সিতোর মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ঈশ্বর-প্রেম, উপদেশ)

**ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি যে অন্তরে গ্রহণ করে**

**ও জীবনাচরণে পালন করে, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে**

হে প্রভু যিশু, তোমাকে ভালবাসা কতই না মধুর লাগে, আর সেই মাধুর্যের সঙ্গে কতই না শান্তি, ও শান্তির সঙ্গে কতই না নিরাপত্তাও অন্তরে সঞ্চারিত! তোমাকে ভালবাসতে যে সঙ্কল্প নেয়, সে আশাভ্রষ্ট হয় না, কেননা তোমার চেয়ে শ্রেয় ও ফলপ্রসূ এমন কিছু নেই যা ভালবাসার যোগ্য—আর এই আশা কখনও নিঃশেষ হয় না। তোমাকে ভালবাসায় মাত্রা অতিক্রম করব, তেমন ভয় নেই, কেননা সেই ভালবাসায় নির্দিষ্ট কোনও মাত্রা নেই। সেই মৃত্যুকেও ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু সংসারের বন্ধুত্ব কেড়ে নেয়, কেননা জীবনের মৃত্যু হতে পারে না। তোমাকে ভালবাসায় তোমাকে কোন প্রকারে অপমান করব, এমন ভয়ও করতে নেই, কেননা কেবল ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা করলে তবে কোনও অপমানের লেশমাত্রও থাকে না। ক্ষুদ্রতম ধরনের কোনও সন্দেহও গোপনে প্রবেশ করে না, কেননা প্রেমিকের বিবেকের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেই তুমি বিচার কর। এ সেই মাধুর্য যা ভয় দূর করে দেয়। এইখানে সেই শান্তি যা ক্রোধ প্রশমিত করে। এইখানে সেই নিরাপত্তা যা সংসারকে অবজ্ঞা করে।

প্রাণ আমার, এ সমস্ত বিষয় অনুভব করলে, তবে এমন চূর্ণ পাত্রেরই মত হও যে পর্যন্ত নিজেকে ত্যাগ করে ও ঈশ্বরেই সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি কেবল তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে ও মৃত্যুবরণ করতে পার যিনি তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন। কেইবা আমাকে এমনটি দেবে, আমি যেন এ পরিত্রাণদায়ী পানীয়ে প্রমত্ত হতে পারি, এ বিস্ময়েই আমার প্রাণ পরিপূর্ণ করতে পারি, এ মাধুর্যপূর্ণ নিদ্রায় নিদ্রাগত হতে পারি, যাতে করে যা যা আমার তার অন্বেষণ আর কখনও না করি, বরং

তারই অন্বেষণ করি যা যিশু খ্রিষ্টেরই, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবেসে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবেসে নিজের স্বার্থ আর নয়, পরের স্বার্থেরই অন্বেষণ করি?

আহা, সর্বগ্রাসী ঐশবাণী, ন্যায়ে জ্বলন্ত ঐশবাণী! আহা, প্রেমের ঐশবাণী, সমস্ত শ্রেষ্ঠতার ঐশবাণী, মাধুর্যেরই ঐশবাণী! আহা, সর্বগ্রাসী ঐশবাণী, যাঁকে কিছুই এড়াতে অক্ষম! আহা, ঐশবাণী, তুমি যে নিজের মধ্যে সমস্ত বিধান ও নবীদের একীভূত করে থাক!

তেমন ভালবাসার যে কেইবা অধিকারী, তা স্বয়ং ঐশবাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত: *আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে* (যোহন ১৪:২১)। সুতরাং যে কেউ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি অন্তরে গ্রহণ করে ও জীবনাচরণে পালন করে; যে কেউ সেগুলিকে ওষ্ঠে উচ্চারণ করে ও আচার-ব্যবহারে স্থানান্তর করে; যে কেউ বাণী-শ্রবণেই সেগুলিকে গ্রহণ করে ও কর্ম সাধনেই পালন করে, কিংবা যে কেউ কর্ম সাধনেই সেগুলিকে গ্রহণ করে ও নিষ্ঠাবান হয়ে তা পালন করে, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে। ভালবাসা কাজেই প্রকাশ করা চাই, অন্যথা তাঁর বাণী নিষ্ফল হয়ে থাকে।

তাছাড়া এ কথাও জানা দরকার যে, ঈশ্বর-প্রেম ক্ষণিকের মনোভাবের অনুপাতে নয়, বরং সদিচ্ছা-নিষ্ঠার অনুপাতেই পরিমাণ করা হয়। মানুষের পক্ষে নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গেই মিলিত করা দরকার, যাতে মানব-ইচ্ছা সেই সব বিষয়েরই অনুরূপ হয় যা ঐশইচ্ছা নির্দেশ করে—মানব ইচ্ছা এটা সেটা চাইতে পারবে না, তাই মাত্র ইচ্ছা করবে, যা সে জানে ঈশ্বরও তাই ইচ্ছা করেন। এই তো ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসার অর্থ। কেননা ইচ্ছা নিজেই তো ভালবাসার নামান্তর মাত্র। অতএব ভাল বা মন্দ ইচ্ছার কথা বলতে নেই, ভাল বা মন্দ ভালবাসারই কথা বরং বলতে হবে।

আর যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো তেমন ইচ্ছা দু'টো জিনিসে প্রকাশ পাবার কথা, তথা কাজে ও দুঃখকষ্ট ভোগে; অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বর যা কিছু প্রেরণ করেন বা ঘটতে দেন, মানব-ইচ্ছা সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তা বহন করবে, ও তিনি যা যা আজ্ঞা করেন, মানব-ইচ্ছা ভক্তিভরেই তা পালন করবে। যে কেউ নিজের ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ হয়,

ঈশ্বর যা যা প্রেরণ করেন যে কেউ সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সহ্য করে, ও তিনি যা আজ্ঞা করেন যে কেউ তা ভক্তিভরে পালন করে, তারই বেলায় বলা যেতে পারে, ঈশ্বরকে সে সমস্ত শক্তি দিয়েই ভালবাসে।

কিন্তু হে প্রভু যিশু, যেহেতু এমন কেউই নেই যে তোমার অনুগ্রহের সহায়তায় ছাড়া নিজ শক্তি দিয়ে ও নিজ পুণ্যকর্মের ফলেও তোমার ইচ্ছার অনুরূপ হতে ও তোমাকে ভালবাসতে সক্ষম, সেজন্য তোমার অনুগ্রহের সহায়তা নিষ্ঠার সঙ্গে অবিরতই যাচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

শ্লোক - ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯, ১০ দ্রঃ

প্ তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।

উ: এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন : যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

প্ প্রভু প্রজ্ঞাকে পবিত্র আত্মায়ই সৃষ্টি করে তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন ; যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

উ: এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন : যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

২৭শে জানুয়ারী

# সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (সাধু পলের গুণকীর্তন, উপদেশ ২)

## আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি

পল কারাবাসে ছিলেন ঠিক যেন স্বর্গেই ছিলেন, ও কশা ও খড়্গের আঘাত তাদেরও চেয়ে স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করছিলেন যারা ক্রীড়াঙ্গনে মালা পায়: তিনি পুরস্কারের তুলনায় কষ্ট কম ভালবাসতেন না, কেননা কষ্ট পুরস্কারই বলে গণ্য করতেন; এজন্য সমস্ত কষ্টকে ঐশঅনুগ্রহদান বলেও ডাকতেন। তবু ভাল করে লক্ষ কর, তিনি কোন্ অর্থেই একথা বলতেন: খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যে দেহ ত্যাগ করা পুরস্কারই বটে, দেহে থাকাও অবিরত সংগ্রাম বটে, তথাপি খ্রিষ্টের খাতিরে তিনি সংগ্রামের বাসনায় পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা স্থগিত করছিলেন, কেননা মনে করছিলেন, সংগ্রাম এখনও অধিক প্রয়োজন। খ্রিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে ছিল সংগ্রাম ও কষ্ট, এমনকি সংগ্রাম ও কষ্টের চেয়েও মহত্তরই কিছু ছিল; কিন্তু খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকা এমন প্রকৃত পুরস্কার ছিল যা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। খ্রিষ্টের খাতিরে পল তাঁর সঙ্গে থাকার চেয়ে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রীত ছিলেন।

পল যে খ্রিষ্টের খাতিরে এ সমস্ত কিছু মধুরই গণ্য করছিলেন, একথা কেউ অবশ্যই কেমন যেন সন্দেহও করতে পারে; আমি নিজেও স্বীকার করি যে আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়, কেননা সেই সমস্ত কিছু আমাদের জন্য দুঃখেরই কারণ, কিন্তু তাঁর কাছে ছিল মহা আনন্দেরই উৎস। কিন্তু আমি কেন বিপদ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি? কারণ তিনি সেসময়ে গভীরতম কষ্টের মধ্যে ছিলেন, আর এজন্যই বললেন: *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* (২ করি ১১:২৯)।

এখন আমার অনুরোধ, তেমন মনোবলের উচ্চতম আদর্শ যেন শুধু প্রশংসাই না করি, তার অনুকরণও করি; কেননা কেবল এ শর্তেই আমরা তাঁর জয়ের অংশীদার হতে পারব।

আর যদি এমন কেউ থাকে যে আমার এ কথায় বিস্মিত, অর্থাৎ আমি যে বলেছি, পলের গুণের যারা অংশীদার হবে তারা তাঁর একই পুরস্কারও পাবে তেমন কথা কারও বিস্ময়ের ব্যাপার হলে, তাহলে সে স্বয়ং প্রেরিতদূতের বাণীই শুনুক; তিনি তো বলেছিলেন: *আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন—আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা করছে* (২ তি ৪:৭-৮)। তাহলে তুমি কি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ কেমন করে তিনি সকলকেই নিজের গৌরবের সহভাগিতায় আহ্বান করেন? আর যেহেতু সকলের কাছে একই গৌরব-মালা দান করা হয়, সেজন্য এসো, সচেষ্ট থাকি, যেন প্রতিশ্রুত মঙ্গলদান লাভ করার যোগ্য হয়ে উঠি।

উপরন্তু, পলের বিষয়ে কেবল তাঁর গুণাবলির মহত্ত্ব ও উৎকৃষ্টতা বা তাঁর দৃঢ়তম মনোবলের কথাই ধরা উচিত নয়—এ সমস্তের জন্যই তিনি এত উচ্চতম গৌরবে পৌঁছবার যোগ্য হলেন বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর সমস্বরূপের কথাও ধরা উচিত, কেননা তিনি সব কিছুতেই আমাদের মত। তাহলে আমাদের পক্ষে অধিক কঠিন যত ব্যাপারও আমাদের সহজ ও লঘুভার মনে হবে, আর এ স্বল্প কালের মধ্যে তৎপরতা দেখিয়ে আমরা সেই অক্ষয় ও অম্লান জয়মালা লাভ করব আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁরই গৌরব ও পরাক্রম এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ তি ৬:১১-১২; তীত ২:১ দ্রঃ

*প্র* হে ঈশ্বরের মানুষ, ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য।

*উ* বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর, যেন অনন্ত জীবন জয় করতে পার।

*প্র* যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও।

*উ* বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর, যেন অনন্ত জীবন জয় করতে পার।

একই দিন ২৭শে জানুয়ারী

## সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, চিরকুমারী

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচির আধ্যাত্মিক উইল থেকে পাঠ

### এসো, ঈশ্বরের মত আমরাও মধুরভাবেই ব্যবহার করি

যিশু খ্রিষ্টে হে আমার প্রিয়তমা মাতৃগণ ও ভগিনীগণ, অনুগ্রহের সহায়তায় সচেষ্ট থাকুন যাতে নিজেদের অন্তরে এমন উত্তম সঙ্কল্প ও মনোভাব অর্জন ও রক্ষা করতে পারেন, যেন কেবল ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে ও আত্মাদের মঙ্গলের ব্যগ্রতায়ই সঙ্ঘের সেবা ও পরিচালনায় অনুধাবিত হন। আপনাদের সমস্ত কর্ম তেমন দ্বিবিধ ভালবাসায় রোপিত হলে তবে উত্তম ও কল্যাণকর ফল না বহন করে পারবে না। এজন্য আমাদের ত্রাণকর্তা বলেন: *ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না* (মথি ৭:১৮), তিনি ঠিক যেন বলেন, ভালবাসায় উদ্দীপিত হলে হৃদয় উত্তম ও পুণ্য কর্ম ছাড়া অন্য কিছু উৎপন্ন করতে পারে না। আর এজন্য সাধু আগস্তিনও বলছিলেন: 'তুমি ভালবাস, আর যা ইচ্ছে তাই কর,' অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন সুস্পষ্টই বলছিলেন, ভালবাসা পাপ করতে অক্ষম।

আমি আপনাদের আবার অনুরোধ করছি, আপনাদের সকল কন্যাকে এক একজনকেই স্মরণ করুন ও মনের মধ্যে ও হৃদয়ে তাদের কথা খোদাই করে রাখুন; তাদের নাম শুধু নয়, তাদের অবস্থা, স্বভাব, পরিস্থিতি ও তাদের সমস্ত বিষয়ও স্মরণে রাখুন। আপনারা জীবন্ত স্নেহে তাদের আলিঙ্গন করলে এ কাজ আপনাদের পক্ষে কঠিন হবেই না।

দেহের দিক থেকে যাঁরা মাতা, তাঁদের হাজার সন্তান যদি থাকত, তাঁরাও অন্তরে তাদের সকলকে এক একজনকেই সম্পূর্ণরূপে স্থিতমূল করে রাখতেন, কেননা এই তো প্রকৃত স্নেহের কর্ম-পদ্ধতি। আর শুধু তা নয়, কেমন যেন মনে হয় যে, সন্তানদের সংখ্যা যতখানি বাড়ে, এক একজনের প্রতি স্নেহ ও যত্ন ততখানি বৃদ্ধি পায়। তবে যাঁরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়েই মাতা, মহত্তর কারণেই তাঁরা তা করতে পারেন ও করতে বাধ্য, কেননা দৈহিক স্নেহের চেয়ে আত্মিক স্নেহই যে অতুলনীয়ভাবে গভীরতম তা সন্দেহের অতীত। সুতরাং, হে আমার প্রিয়তমা মাতৃগণ, আপনারা যদি আমাদের এ কন্যাদের

জীবন্ত ও গভীরতম স্নেহে স্নেহ করেন, তাহলে তাদের সকলেরই কথা, মনের মধ্যে ও হৃদয়ে ব্যক্তিগতভাবেই ধারণ না করা অসম্ভব হবেই।

নিত্য সচেষ্ট থাকুন যেন স্নেহভরে ও কোমল ও মধুর হাত দ্বারাই তাদের মানুষ করতে পারেন, কঠিন শাসন ও কঠোরতার সঙ্গে নয়; বরং সবকিছুতে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করুন। যিশু খ্রিষ্টের কণ্ঠ শুনুন, তিনি তো বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (মথি ১১:২৯); আর ঈশ্বর সম্বন্ধে একথা লেখা আছে যে, *তিনি উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন* (প্রজ্ঞা ৮:১)। যিশু খ্রিষ্ট এও বলেন: *আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)।

এজন্যই আপনারা সমস্ত বিষয়ে যথাসাধ্য কোমলতার সঙ্গেই ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকবেন। এ ব্যাপারেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন, যেন বলপ্রয়োগে কোন কিছু কখনও পেতে চেষ্টা না করেন, কেননা ঈশ্বর এক একজনকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন, আর তিনি কাউকেই জোর করে বাধ্য করতে চান না; তিনি কেবল প্রস্তাব উত্থাপনই করেন, আমন্ত্রণ করেন, পরামর্শই দেন। আমি কিন্তু এমন কথা বলছি না যে, ব্যক্তিদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ও ব্যাপারের গুরুত্ব অনুসারে সময় সময় কিছুটা ভর্ৎসনা ও কঠোরতা প্রয়োগ করা উচিত নয়; আমি কেবল এ কথাই বলতে চাই যে, তেমন ব্যবহার করায় স্নেহে ও আত্মাদের কল্যাণের আগ্রহেই আমাদের উদ্দীপিত হওয়া চাই।

**শ্লোক** - এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪, ১৬

*প্র* তোমরা প্রভুতে আলো: তাই আলোর সন্তানের মত চল।

*উ* আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

*প্র* তোমরা জগতের আলো: তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।

*উ* আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

২৮শে জানুয়ারী

# আকুইনোর সাধু টমাস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত আকুইনোর সাধু টমাস-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তি' থেকে পাঠ (৬ষ্ঠ বক্তৃতা)

## ক্রুশে সদ্‌গুণাবলির কোনও আদর্শ অনুপস্থিত নয়

ঈশ্বরের পুত্র আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করবেন, এ কি প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, খুবই প্রয়োজন ছিল, আর তেমন প্রয়োজনীয়তা দ্বিবিধই বলে সমর্থনযোগ্য: পাপের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয়তা, ও সদাচরণের আদর্শের উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয়তা। তাঁর যন্ত্রণাভোগ সর্বপ্রথমে হল প্রতিকার, কেননা পাপের কারণে আমরা যত অমঙ্গলে পতিত হতে পারি, তা থেকেই খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ প্রতিকারস্বরূপ। কিন্তু আদর্শ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা সেটার চেয়ে তত গৌণ নয়; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ আমাদের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণরূপেই গঠন করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট।

বাস্তবিকই যে কেউ সিদ্ধপুরুষের মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে কেবল এ যথেষ্ট যে, ক্রুশে খ্রিষ্ট যা যা ঘৃণা করেছেন সেও তা ঘৃণা করবে, ও খ্রিষ্ট যা যা বাসনা করেছেন সেও তা বাসনা করবে। কেননা ক্রুশে সদ্‌গুণাবলির কোনও আদর্শ অনুপস্থিত নয়।

তাহলে তুমি ভালবাসার আদর্শের সন্ধান করলে এবাণী স্মরণ কর: *আপন বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বেশি ভালবাসা কারও নেই* (যোহন ১৫:১৩)। ক্রুশে খ্রিষ্ট ঠিক তাই করলেন। সুতরাং তিনি যখন আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন, তখন তাঁর জন্য যে কোন অমঙ্গল সহ্য করা আমাদের পক্ষে তত কঠিন হওয়া উচিত নয়।

তুমি সহিষ্ণুতার সন্ধান করলে সেই ক্রুশেই শ্রেষ্ঠতম একটি আদর্শের সন্ধান পাবে। কেননা সহিষ্ণুতা দু'টো পরিস্থিতিতেই বিশেষভাবে প্রমাণিত: হয় যখন এক ব্যক্তি মহাপরীক্ষা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করে, না হয় যখন এমন প্রতিকূলতা সহ্য করা হয় যা এড়াতে পারলেও এড়ানো হয় না। কিন্তু ক্রুশে খ্রিষ্ট মহাপরীক্ষা বহন করলেন, আর

সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তা বহন করলেন, কেননা *যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না* (১ পি ২:২৩); *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, তবু খুললেন না মুখ* (ইশা ৫৩:৭; প্রেরিত ৮:৩২ দ্রঃ)। সুতরাং ক্রুশে খ্রিষ্টের সহিষ্ণুতা সত্যিই মহান: এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দৌড় দৌড়োই। *এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন* (হিব্রু ১২:২)।

তুমি বিনম্রতার আদর্শের সন্ধান করলে, ক্রুশে বিদ্ধ সেই ব্যক্তির দিকেই তাকাও: ঈশ্বর পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে চাইলেন। বাধ্যতার আদর্শের সন্ধান করলে, তাহলে যিনি মৃত্যু পর্যন্ত পিতার প্রতি বাধ্য হলেন তাঁরই অনুসরণ কর; *যেমন সেই একজনের, সেই আদমেরই অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে* (রো ৫:১৯)।

তুমি সাংসারিক বস্তুর প্রতি ঘৃণার আদর্শের সন্ধান করলে, তাহলে সেই রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, *যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (কল ২:৩), তাঁরই অনুসরণ কর—সেই ক্রুশে লোকে তাঁকে বিবস্ত্র করে, উপেক্ষা করে, তাঁর গায়ে থুথু ফেলে, তাঁকে আঘাত করে, কাঁটার মুকুট পরায়, আর অবশেষে পিত্ত ও সির্কা পান করায়। তাই তুমি পোশাক ও ধনের প্রতি আসক্ত হয়ো না, কেননা *তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক ভাগ করে নিল* (যোহন ১৯:২৪); সম্মানের প্রতিও আসক্ত হয়ো না, কেননা তিনি অপমান ও কশারই অভিজ্ঞতা করলেন (ইশা ৫৩:৪ দ্রঃ); পদমর্যাদার প্রতিও আসক্ত হয়ো না, কেননা তারা একটা কাঁটার মুকুট গেঁথে নিয়ে আমার মাথায় পরিয়ে দিল (মার্ক ১৫:১৭ দ্রঃ); অভিলাষের প্রতিও আসক্ত হয়ো না, কেননা *আমার তৃষ্ণায় পান করার মত ওরা আমাকে দিল সির্কা* (সাম ৬৯:২২)।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:৭-৮; ৯:১৭

*প্র* আমি যাচনা করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল; মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল।

ঊ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম ; তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম।

প্ কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক, ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?

ঊ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম ; তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম।

৩১শে জানুয়ারী

# সাধু জন বস্কো, পুরোহিত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু জন বস্কোর পত্রাবলি থেকে পাঠ

## এ প্রয়োজন : যিশুর অনুকরণ ও তাঁর ভালবাসার পরিচালনা

আমরা যদি আমাদের ছাত্রদের প্রকৃত মঙ্গলেরই বন্ধু বলে নিজেদের প্রতীয়মান হতে ইচ্ছা করি, ও তাদের কর্তব্য পালন করতে তাদের বাধ্য করতে চাই, তাহলে এ একান্ত প্রয়োজন যে, তোমরা কখনও ভুলবে না যে তোমরাই এ প্রিয় যৌবনের পিতামাতা স্বরূপ, এই যে যৌবন হল আমার কর্মকান্ড, আমার অধ্যয়ন, আমার পৌরোহিত্য ও আমাদের সালেসীয় সঙ্ঘের নিত্য কোমল বিষয়বস্তু। সুতরাং তোমরা তোমাদের ছাত্রদের প্রকৃত পিতা হতে হলে তোমাদের পিতৃহৃদয়েরও প্রয়োজন রয়েছে; এও প্রয়োজন রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য কারণে ছাড়া তোমরা কখনও তাদের প্রতিরোধ করবে না, শাস্তিও দেবে না; তাদেরও মত ব্যবহার করবে না, যারা বাধ্য হয়ে ও কেবল কর্তব্যের জোরেই কাজ করে।

প্রিয় সন্তানেরা, কতবারই না আমার সুদীর্ঘ কর্ম-সাধনায় এ মহাসত্য আমাকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করতে হল! ধৈর্য ধরার চেয়ে রাগ করা সহজই বটে; কিশরকে যুক্তি দেখানোর চেয়ে তাকে হুমকি দেওয়াও সহজ; এমনকি আমি এ কথাও বলতাম যে, যারা অবাধ্য, দৃঢ়তা ও মঙ্গলভাবের সঙ্গে তাদের সহ্য করে সংস্কার করার চেয়ে তাদের শাস্তি দেওয়াই আমাদের অধৈর্য ও গর্বের পক্ষে অতি আরামদায়ক। যে ভালবাসা বিষয়ে আমি তোমাদের চেতনা দিচ্ছি, তা হল সেই ভালবাসা যা সাধু পল তাদের প্রতি দেখাতেন যারা সম্প্রতিই মাত্র প্রভুর ধর্মবিশ্বাসে যোগ দিয়েছিল; তাঁর সদাগ্রহের প্রতি তাদের তত বাধ্য বা নিজের অনুরূপ না দেখে তিনি বারবার চোখের জল ফেলে তাদের মিনতি করতেন।

শাস্তি দেওয়ার সময়ে শান্তভাব বজায় রাখা প্রায়ই অসম্ভব; অথচ শান্ত ভাব অধিক প্রয়োজন যাতে এমন সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয় যে, আমাদের আচরণ নিজেদের কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য প্রণোদিত নয়, নিজেদের ভাবাবেগ মুক্ত করার জন্যও প্রণোদিত নয়।

সুতরাং এসো, যাদের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্বের অনুশীলন করা কর্তব্য, তাদের আপন সন্তানেরই মত গণ্য করি। এসো, কেমন যেন তাদের সেবায়ই নিজেদের নিয়োগ করি, ঠিক যেভাবে সেই যিশু করছিলেন যিনি আদেশ করতে নয় বাধ্য হতেই এসেছিলেন; এবং আমাদের অন্তরে যা কিছু শাসনকর্তারই ভাব ব্যক্ত করতে পারে, তার জন্য লজ্জাবোধ করি; আর যখন তাদের শাসন করি, তখন তা যেন অধিক সদিচ্ছার সঙ্গে তাদের সেবা করার জন্যই তা করি। যিশু নিজ শিষ্যদের প্রতি ঠিক তেমনিই ব্যবহার করতেন: তাঁদের অজ্ঞতা, রুষ্টতা ও নূনতম বিশ্বস্ততায় তাঁদের সহ্য করতেন; পাপীদের প্রতিও তিনি এমন হৃদ্যতা ও সহৃদয়তার মনোভাব দেখাতেন যে কারও কারও মন মুগ্ধ হয়ে যেত, কারও কারও মন আবার বাধাও পেত, আবার অনেকের মনে ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার পুণ্য আশা জাগত। আর এজন্য তিনি আমাদের বললেন, কোমল ও নম্র হৃদয় হবার জন্য আমরা যেন তাঁরই কাছে শিক্ষা নিই।

যেহেতু তারা আমাদের সন্তান, সেজন্য এসো, তাদের ভুলত্রুটি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্ত ক্রোধ দূর করে দিই, বা কমপক্ষে ক্রোধ এমন উপযুক্ত মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখি যাতে সম্পূর্ণরূপে দমিতই মনে হতে পারে। মনে যেন কোন অস্থিরতা না থাকে, চোখে অবজ্ঞা না থাকে, ওষ্ঠে কটুবাক্য না থাকে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যেন করুণাই অনুভব কর, ও ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যাশাই রাখ; তবেই তোমরা প্রকৃত পিতা হবে ও তোমাদের সংশোধন যথার্থই হবে।

এমন গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন কথার ঝড়ের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও তাঁর প্রতি বিনম্রতা বজায় রাখাই অধিক উপকারী; কেননা উত্তপ্ত কথা এক দিকে শ্রোতার অন্তরে অমঙ্গল ছাড়া কিছুই সাধন করে না, অপর দিকে দোষী ব্যক্তির অন্তরেও কোনও কল্যাণ সাধন করে না।

একথা স্মরণে রাখ যে, চরিত্রগঠন হল হৃদয়েরই ব্যাপার, ও তার আসল মালিক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর; আর আমরা কোন কাজে কৃতকার্য হতাম না যদি না ঈশ্বর তেমন শিল্পকর্মের শিক্ষা দিতেন ও আমাদের হাতে চাবিকাঠি না রাখতেন।

এসো, ছাত্রদের ভালবাসার পাত্র হতে, ছাত্রদের অন্তরে কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ঈশ্বরভীতির মনোভাব সঞ্চার করতে সচেষ্ট থাকি; তবেই আমরা দেখতে পাব, বহু হৃদয়দুয়ার অধিক

সহজেই উন্মীলিত হয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁরই প্রশংসা ও বন্দনাগান করতে যোগ দেবে, যিনি সবকিছুতে—কিন্তু বিশেষভাবে যৌবন-গঠন ক্ষেত্রে—আমাদের আদর্শ, আমাদের পথ ও আমাদের দৃষ্টান্ত হতে চাইলেন।

শ্লোক - মার্ক ১০:১৩, ১৪; মথি ১৮:৫ দ্রঃ

প্ল লোকে শিশুদের যিশুর কাছে আনত তিনি যেন তাদের স্পর্শ করেন ; কিন্তু শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন। তখন যিশু বললেন : শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না :

উ কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।

প্ল যে কেউ এর মত একটিমাত্র শিশুকেও আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে :

উ কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।

# পাঠসংগ্রহ - ফেব্রুয়ারী

১ ২ (প্রভুকে উপস্থাপন) ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ (সাধ্বী স্কলাস্তিকা) ১১ ১২ ১৩ ১৪
১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ (পিতরের ধর্মাসন) ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮

## ২রা ফেব্রুয়ারী

## মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১৩:১-৩ক, ১১-১৬)

**প্রথমজাত সন্তানকে পবিত্রীকরণ**

প্রভু মোশিকে বললেন, 'সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর: মানুষ হোক বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের প্রথমফল আমারই!'

মোশি জনগণকে বললেন, 'প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুংশাবক প্রভুর অধিকার। কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।

আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। যখন ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি।

এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন।'

**শ্লোক** - লুক ২:২৮ দ্রঃ

*প্র* ওগো সিয়োন, মিলনকক্ষ করে তোল অলঙ্কৃত; দেখ, আসছেন তব প্রভু, কর তাঁকে সমাদর।

*উ* কুমারী হয়ে থেকে মারীয়া গর্ভবতী হলেন, কুমারী হয়ে থেকে পুত্রকে প্রসব করলেন; পুত্রকে প্রসব করার পরেও কুমারী হয়ে থেকে তিনি তাঁকে পূজা করলেন।

*প্র* শিমেয়োন শিশুকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু।

*উ* কুমারী হয়ে থেকে মারীয়া গর্ভবতী হলেন, কুমারী হয়ে থেকে পুত্রকে প্রসব করলেন; পুত্রকে প্রসব করার পরেও কুমারী হয়ে থেকে তিনি তাঁকে পূজা করলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - মঠবাসী উদ্দীপ্ত রাফায়েলের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ)

**আমাদের খাতিরেই প্রভু নিবেদিত হতে ইচ্ছা করলেন**

*তখন তাঁরা যিশুকে যেরুশালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে* (লুক ২:২২-২৩)। যেহেতু প্রভু মিশরে সেই সংহারকের হাত থেকে হিব্রুদের প্রথমজাতদের ত্রাণ করেছিলেন, সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন, ভাবীকালে তাদের সকল প্রথমজাত পুরুষ-সন্তানকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্র বলে নিবেদন ও উৎসর্গ করা হবে। এ বিধি অনুযায়ী আমাদের প্রভু যিশু ইচ্ছা করলেন, তিনি নিজেও পিতা ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবেন, যাতে নিজ দেহোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করতে পারেন। কেননা অন্য কোন্ উপায়েই বা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারতাম? পাপী একজন যদি পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করত, তাহলে পুনর্মিলন অর্জনের চেয়ে সম্ভবত ঈশ্বরকে অপমানই করা হত; আর মেষশাবক বা ছাগ বা এপ্রকার বস্তুর বলিদানও নিম্নতর মূল্যের বলি

হওয়ায় আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারত না; আর যদি কোন স্বর্গদূত আমাদের হয়ে নিজেকে নিবেদন করতেন, তবে তেমন নিবেদন আর আমাদেরই নিজস্ব নিবেদন হত না। এজন্য বাণী মাংস হলেন, যেন আমাদের নিজেদের মানবজাতির একজন সভ্য—যিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণীয়—তাঁর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করার জন্য আমাদের হয়ে পবিত্রীকৃত হতে পারেন। পিতা নিজে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যখন বললেন, *তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমি পরম প্রীত* (মার্ক ১:১১)। অতএব আমরা যতবার পাপ করি বা ঈশ্বরকে অপমান করি, ততবার এসো, নিজেদের প্রচেষ্টা দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেরই দ্বারা পুনর্মিলনের অন্বেষণ করি, কেননা কেবল তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের প্রার্থনা, অর্ঘ্য ও বলিদান পিতা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। এ কারণেই আমাদের সমস্ত প্রার্থনা 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা' করা হয় ও এ বাণী দ্বারা সমাপ্ত হয়।

সুসমাচার তখনই বলে যে জগতের মুক্তিসাধককে মুক্তিমূল্য দিয়ে বিমুক্ত করা হল, যখন পরবর্তী পদে বলে চলে যে, *প্রভুর বিধানের নির্দেশমত তাঁরা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবেন* (লুক ২:২৪ দ্রঃ)। এ ছিল গরিবদেরই বলিদান, যারা একটা মেষশাবক কিনতে পারত না। প্রভু আমাদের খাতিরে গরিব হতে ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দ্বারাই বিমুক্ত হতে প্রসন্ন হলেন। বাস্তবিকই যে বলি তাদেরই জন্য উৎসর্গ করা হত যারা পাপে গর্ভস্থিত হয়ে পাপেই জন্ম নিয়েছিল, সেই একই বলিই তাঁরই জন্য উৎসর্গ করা হল যিনি পাপে গর্ভস্থিত হননি, পাপে জন্মও নেননি। তাঁর মুক্তিমূল্য বিধানের নির্দেশমত দেওয়া হল যা অনুসারে লেবি গোষ্ঠীর প্রথমজাত পুরুষ-সন্তানদের পাঁচ রুপোর টাকার বিনিময়ে আবার কিনে নেওয়া হত। তিনি জীবনাদর্শ ও বাণী দ্বারাও আমাদের কাছে বিনম্রতার মর্যাদা তুলে ধরতে ইচ্ছা করলেন; ফলত অতুলনীয় ধনের অধিকারী হয়েও তিনি গরিব ঘরেই জন্ম নিলেন ও আমাদের খাতিরে গরিব হতে চাইলেন। নিজে জগতের মুক্তিসাধক হয়েও তিনি এমনটি হতে দিলেন যাতে তাঁকে মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়; নিজে বিশ্বরাজ হয়েও তিনি বাসনা করলেন, তাঁর নিজের জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া হবে; সকলের প্রভু হয়েও তিনি সকলের অধীন হতে ইচ্ছা

করলেন। তিনি নিজে যেমনটি বললেন: *আমি সেবা পেতে নয়, সেবা করতেই এসেছি* (মথি ২০:২৮ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - এজে ৪৩:৪, ৫; লুক ২:২২ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল;

*উ* আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

*প্র* যিশুর পিতামাতা তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন;

*উ* আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ ধন্য রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৮)

### আমাদের মুক্তির জন্য খ্রিষ্টের আশ্চর্য কাজ

যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের বিধান দিয়েছিলেন, আমাদের সেই প্রভু ও ত্রাণকর্তা যখন মাংসে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরই ইচ্ছা হল, তিনি বিধানের অধীন হবেন *যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি* (গা ৪:৫)। বিধানের বিধি না এড়িয়ে তাঁর ধন্যা মাতাও তেমন বিনম্রতার আদর্শ দিলেন; কেননা শাস্ত্রে বলে: *প্রভুর বিধানের নির্দেশমত তাঁরা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবেন* (লুক ২:২৪ দ্রঃ)। এ ছিল দরিদ্রদেরই বলিদান: প্রভু বিধানে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যাদের সামর্থ্য থাকবে, তারা নিজেদের পুত্র বা কন্যাদের জন্য একটা ঘুঘু কিংবা পায়রার ছানার সঙ্গে একটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, আর যাদের সামর্থ্য থাকবে না, তারা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টি পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবে।

সমস্ত বিষয়েই আমাদের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত হয়ে আমাদের মুক্তির সাধক ঈশ্বর হয়েও কেবল মানুষ হতে চাইলেন না, কিন্তু ধনবান হয়েও আমাদের খাতিরে দরিদ্রও

হতে ইচ্ছা করলেন, যেন নিজের দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে আমাদের ধনবান করতে পারেন, ও আমাদের অবস্থা ধারণ করায় আমাদের ঈশ্বরসন্তান বলে গ্রহণ করতে পারেন।

আজ আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা ও তাঁর মাতার মন্দিরে-আগমন উদ্‌যাপন করছি: এসো, যাঁরা সেখানে তাঁদের বরণ করলেন আমরা তাঁদের অনুকরণ করি। সর্বপ্রথমে, সেখানে সেই পুণ্যবান শিমেয়োন ছিলেন যিনি আত্মা দ্বারা মন্দিরে চালিত হয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন ও প্রভুকে ধন্য বললেন। একই সময়ে সেই ভক্তা বিধবা আন্নাও উপস্থিত হলেন যিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, ও যারা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিল তাদের সকলের কাছে শিশুর কথা প্রচার করলেন। এসো, আমরাও যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই ও আমাদের শুভকর্মের হাতে তাঁকে বরণ করে উল্লাসে মেতে উঠি; এসো, আমরাও তাঁর মহা নাম ঘোষণা করি, ও তাঁর দয়া ও সেই সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা প্রচার করি যা তিনি এই আমাদেরই জন্য সাধন করেছেন যারা যেরুশালেমের মুক্তিদান ও ইস্রায়েলের সান্ত্বনা দানের প্রতীক্ষায় রয়েছি। সামসঙ্গীত-রচয়িতা আত্মার আলোতে সেই সান্ত্বনা দানের কথা পূর্বেও দেখতে পেয়েছিলেন যখন বললেন: *প্রভু, তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ* (সাম ১৬:১১)।

এসো, আমরা তাঁকে আমাদের একাগ্রতা অর্পণ করি সেই পায়রাই যার প্রতীক, শুচিতা অর্পণ করি ঘুঘুই যার চিহ্ন, এবং আত্মসংযমও অর্পণ করি উভয় পাখিতেই যা প্রদর্শিত। শাস্ত্রে বলে: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর* (সাম ৫১:১৯)। এপ্রকার দান ও উপহারেই তো খ্রিষ্ট প্রীত ও আনন্দিত! *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (২ করি ৫:১৭)। এভাবেই তো আমরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি হতে পারব যদি চোখের জলে ও দয়াধর্মেই আমাদের অতীতের পাপ মুছে দিই। স্বর্গের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে, সুতরাং এসো, সৎজীবন যাপন করি, ও প্রতিদিন প্রার্থনাকালে ঈশ্বরকে বলি: *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর; কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* (সাম ৪২:৩)।

আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্ট আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন, কেননা আমাদের জন্য তিনি মাংসধারণ করলেন ও নিজ রক্তে আমাদের মুক্তিমূল্য দেবার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন—তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - এজে ৪৩:৪, ৫; লুক ২:২২ দ্রঃ

*প্র* প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল ;

*উ* আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

*প্র* যিশুর পিতামাতা তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন ;

*উ* আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

৩রা ফেব্রুয়ারী

## সাধু ব্লেস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩২)

### আমার মেষগুলির জন্য কষ্টভোগ কর

*মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে* (মথি ২০:২৮)। এই যে প্রভু কেমন করে সেবা করলেন; এই যে আমাদের কাছে তিনি কেমন সেবক হওয়া প্রত্যাশা করেন! তিনি অনেকের জন্য নিজ প্রাণ মুক্তিমূল্যরূপে দিলেন: আমাদের ত্রাণ করলেন।

কারও মুক্তিমূল্য দিতে পারবে আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে? আমরা তো তাঁরই রক্ত দ্বারা মুক্তি পেয়েছি, ও তাঁর মৃত্যু দ্বারাই মৃত্যু থেকে আমাকে আবার কেনা হয়েছে; আর আমরা যারা ধুলায় শায়িত ছিলাম, তাঁরই বিনম্রতা দ্বারা উন্নীত হয়েছি; কিন্তু যেহেতু তাঁর অঙ্গ হয়ে উঠেছি, সেজন্য আমাদেরও আমাদের ক্ষুদ্র অংশ তাঁর অঙ্গগুলিকে দান করা দরকার। তিনি মাথা, আমরা দেহ। নিজ পত্রে প্রেরিতদূত যোহনও প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের চেতনা দেন। খ্রিষ্ট বলেছিলেন: *তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে* (মথি ২০:২৭-২৮)। এই তো সেই আদর্শ যা যোহন আমাদের অনুসরণ করতে চেতনা দেন যখন বলেন: *তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন; তাই আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে* (১ যোহন ৩:১৬)।

পুনরুত্থানের পরে প্রভু নিজেই এ প্রশ্ন করেছিলেন: *যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?* তখন পিতর উত্তরে বলেছিলেন, *অবশ্যই প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি* (যোহন ২১:১৬)। যিশু তিনবার করে এ প্রশ্ন করেছিলেন, আর তিনবার করেই প্রভু এ কথাও বলেছিলেন, *আমার মেষগুলি পালন কর।*

আমার মেষগুলি পালন করায় ছাড়া কেমন করে প্রমাণ করবে তুমি আমাকে ভালবাস? যখন তুমি আমারই কাছ থেকে সবকিছু প্রত্যাশা করছ, তখন আমাকে

ভালবেসে আমাকে কীবা দান করতে যাচ্ছ? সুতরাং আমার মেষগুলিকে পালন করায়ই তুমি তোমার ভালবাসা ব্যক্ত করবে।

একই কথা একবার, দু'বার, তিনবার: তুমি কি আমাকে ভালবাস? হ্যাঁ, আমি আপনাকে ভালবাসি,—*আমার মেষগুলিকে পালন কর।* পিতর ভয়ে তিনবার করে তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে তিনবার করে তাঁকে স্বীকার করলেন।

আর পিতরকে তৃতীয় বারের মত মেষগুলিকে পালন করার আদেশ ব্যক্ত করার পর প্রভু আবার তাঁকেই লক্ষ ক'রে যিনি উত্তরে নিজ ভালবাসা স্বীকার করছিলেন ও প্রাচীন ভয় নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করছিলেন, বলে চললেন: *তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে। পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন* (যোহন ২১:১৮-১৯)। তিনি তাঁর ক্রুশের কথা প্রকাশ করলেন, তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা আগে থেকেই ঘোষণা করলেন। বাস্তবিকই সংলাপের সময়ে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, *আমার মেষগুলিকে পালন কর,* অর্থাৎ কিনা, আমার মেষগুলির জন্য কষ্টভোগ কর।

শ্লোক - ফিলি ১:২০; ১ যোহন ৩:১৬

℣ আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না: জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক

℟ আমি পূর্ণ প্রত্যয়ী যে: আমার দেহে খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত হবেন।

℣ খ্রিষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন: সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে:

℟ আমি পূর্ণ প্রত্যয়ী যে: আমার দেহে খ্রিষ্ট গৌরবান্বিত হবেন।

একই দিন ৩রা ফেব্রুয়ারী

## সাধু আঁসগার, বিশপ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু বনিফাসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৫:৭)

### জীবনের সাক্ষ্যই বাণীপ্রচার বিশ্বাসযোগ্য করে

সূক্ষ্মরূপে বিচার-বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, পৌরোহিত্য-সেবা গ্রহণ করা সম্মানের চেয়ে একটি ভার, কেননা পুরোহিতের পক্ষে কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যথেষ্ট নয়, তাঁর কিন্তু অপরের কল্যাণের জন্যই সচেষ্ট থাকা উচিত। মেষপালকেরা পাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে দিবারাত্র রৌদ্র ও শীত স্বচ্ছন্দেই সহ্য করে, ও সদাই সতর্ক নয়নে চারদিকে তাকাতে থাকে যাতে কোনও মেষ হারিয়ে গেলে বিনষ্ট না হয় বা হিংস্র পশুর হাতে পড়লে তাদের দাঁতে দীর্ণ-বিদীর্ণ না হয়। তবে আমরা যারা আত্মাদের পালক বলে অভিহিত, কতই না মহত্তর প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সঙ্গেই আমাদের সজাগ থাকা উচিত! সুতরাং এসো, সতর্ক থাকি, ও প্রভুর মেষগুলির সেবা-যত্নের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা পালন করায় যেন ক্ষান্ত না হই, যাতে পদমর্যাদার খাতিরে যা কিছু বর্তমানে অন্যান্যদের চেয়ে আমাদেরই মহান বলে প্রতীয়মান করে, তা যেন আমাদের অলসতার কারণে সর্বোত্তম মেষপালকের সামনে আমাদের অবহেলা-অভিযোগে পরিণত না হয়। আমাদের এমন তৎপর হওয়া দরকার, যেন মানবজাতির সেই চতুর ও প্রাচীন শত্রুকে প্রবেশ করতে বারণ করি, ও তার অতৃপ্তিকর লোভের বিরুদ্ধে যেন সমস্ত শক্তি দিয়েই রুখে দাঁড়াই, পাছে—ঈশ্বর না করুন!—আমাদের অলসতা বশত সেই দুর্জন নিজ কবলে কোন মেষ গ্রাস করে; তবে সেই মেষের পতনের জন্য সঙ্গতভাবেই আমাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে, কেননা যা কিছু আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, আমরা তৎপর সতর্কতার সঙ্গে তা রক্ষা করতে অবহেলা করেছি।

সুতরাং আমাদের যখন তেমন নামে ডাকা হয়, তখন যেন তেমন পরিচয়ও দিতে পারি, ও যতখানি সম্ভব তাদেরই প্রতি উপযোগী হতে সচেষ্ট থাকি, ঐশসঙ্কল্প অনুসারে যাদের উপর আমরা পালক পদে নিযুক্ত হয়েছি, যাতে করে হিসাব নিতে এলেই মালিক

দেখতে পান আমরা লাভবান হয়েছি, ফলে তাঁর প্রতিশ্রুতিমত যেন তাঁর পুরস্কার দানে আমাদের আনন্দিত করেন। কেননা লেখা আছে: *তোমরা যারা প্রভুর পাত্রগুলো বহন কর, নিজেদের শুচীকৃত কর* (ইশা ৫২:১১ দ্রঃ)।

তাঁরাই প্রভুর পাত্র বহন করেন, যাঁরা নিজ জীবনাদর্শে ভাইবোনদের আত্মাকে শাশ্বত আবাসে চালিত করতে দায়িত্ব নিয়েছেন। অতএব, যিনি নিজ জীবন ক্ষেত্রে শাশ্বত মন্দিরের দিকে জীবন্ত পাত্রগুলি বহন করেন, তিনি লক্ষ করুন তাঁর নিজের অন্তরে কী কী শোধন করা প্রয়োজন। এজন্যই তো ঐশকণ্ঠ আদেশ করেন, আরোনের বুকে সেই চেতনা-বস্তু তথা সদ্বিবেচনার থলি শক্ত করে বাঁধা থাকবে, যাতে কোন ভাস্যমান চিন্তাধারা পুরোহিতের অন্তর কখনও দখল না করে, তাঁর অন্তর বরং যেন সবসময়ই কেবল চেতনা দ্বারাই সুসংবদ্ধ হয়ে থাকে: অপরের আদর্শ বলে নিযুক্ত হয়ে যাঁকে গাম্ভীর্যের সঙ্গেই দেখাতে হয় যে নিজের অন্তরে চেতনাপূর্ণ চিন্তা বিরাজ করে, তিনি অসার বা অনুচিত কিছুই যেন না ভাবেন।

প্রিয়তম ভাই, এ সমস্ত বিষয় যথাসাধ্য চিন্তা কর, এবং একথা জেনে রেখ যে, বিশ্রাম করার জন্য নয়, পরিশ্রম করার জন্যই তুমি এ পদ গ্রহণ করেছ। উপদেশ দানে ভক্তদের হৃদয় দৃঢ় করে তোল ও অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে মনপরিবর্তনের মনোভাব সঞ্চার কর। আর যাতে এ কাজ সহজতর হয়, নিজ জীবনাচরণেই তোমার প্রচারকর্ম অধিক বিশ্বাসযোগ্য কর।

এটিই হোক তাদের প্রতি শিক্ষা, এটিই হোক তাদের জন্য দিগনির্দেশ। তারা যেন তোমার শিক্ষা দ্বারা অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, ও তোমার আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করে যেন সেই জীবনে পৌঁছতে পারে; কেননা ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা তুমি এতই উচ্চ পদমর্যাদায় আহূত হয়েছ যাতে তোমার যে শিক্ষা একসময়ে অপরের কাছে গুপ্ত থাকায় কেবল তোমারই উপযোগী ছিল, সেই শিক্ষা যেন এখন উচ্চ স্থানে উত্তোলিত হয়ে অনেকেরই উপযোগী হতে পারে ও দিব্য প্রজ্ঞার কিরণ চারদিকে বিকশিত করে। এজন্য আমরা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি পিতৃ দূরদৃষ্টিতে পালকীয় সেবার তৎপরতায় তাঁদেরই অনুপ্রাণিত করেন যাঁদের পক্ষে বিশপ-দায়িত্ব সম্মান নয়, কিন্তু একটা ভার, যাতে তাঁদের স্থান যতখানি উচ্চ, তাঁরা ততখানি বিনম্রতার সঙ্গে

জীবনযাপন করেন, ও ইহলোকে পরিশ্রমের অনুশীলন করতে করতে পরলোকে শাশ্বত সম্মান লাভ করতে পারেন।

শ্লোক - ১ তি ৪:১২, ১৫, ১৬, ১৩

প্ল তুমি সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়:

উ তাহলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

প্ল তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক:

উ তাহলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

৫ই ফেব্রুয়ারী

# সাধ্বী আগাথা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু মেথোদিউস সিকুলুস-লিখিত 'সাধ্বী আগাথার বিষয়ে উপদেশ' থেকে পাঠ

## মঙ্গলময়তার স্বয়ং উৎস সেই ঈশ্বর দ্বারাই আগাথাকে আমাদের দান করা হয়েছে

সাধ্বী আগাথার বার্ষিক স্মৃতি-রক্ষা আমাদের এখানে সমবেত করেছে আমরা যেন এমন এক সাক্ষ্যমরকেই শ্রদ্ধা জানাই যিনি প্রাচীনকালের সাধ্বী বটে, কিন্তু একান্ত আধুনিকাও। আসলে মনে হচ্ছে তিনি তাঁর সেই সংগ্রামে ঠিক যেন আজও বিজয়িনী, কেননা প্রত্যেক দিনই যেন তিনি ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা মালায় ভূষিতা হচ্ছেন ও সুন্দরভাবে অলঙ্কৃতা হচ্ছেন।

সাধ্বী আগাথা অমর ঈশ্বরের সেই বাণী থেকে জাত; হ্যাঁ, যিনি আমাদের জন্য মানবরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন, ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র থেকেই তিনি জাত। এবিষয়ে ধন্য যোহন বলেন : *যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার* (যোহন ১:১২)।

আমাদের এ সাধ্বী আগাথা, যিনি আজ আমাদের ধর্মভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি খ্রিষ্টের কনে। তিনি সেই কুমারী যিনি মেষশাবকের রক্তেই নিজ ওষ্ঠ রক্তবর্ণ করেছেন, যিনি তাঁর ঐশপ্রেমিকের মৃত্যু ধ্যান করেই নিজ প্রাণ পরিপুষ্ট করেছেন।

এই সাধ্বীর বসন খ্রিষ্টের রক্তের বর্ণ ধারণ করে, আবার ধারণ করে কুমারীত্বেরও বর্ণ। তাই সাধ্বী আগাথার সাক্ষ্যদান এমন হয়ে দাঁড়ায়, যে সাক্ষ্যদান যুগযুগ ধরে অফুরানো আদর্শমণ্ডিত।

সাধ্বী আগাথা সত্যিই মঙ্গলময়ী, কেননা ঈশ্বরের আপনজন হওয়ায় তিনি তাঁর বরের পাশেও উপস্থিত : সেখান থেকে তিনি আমাদের সেই মঙ্গলেরই অংশী করতে ইচ্ছা

করেন তাঁর আপন নামে যার মূল্য ও অর্থ প্রদর্শিত: আগাথাকে [অর্থাৎ 'মঙ্গলময়ী'], মঙ্গলময়তার স্বয়ং উৎস সেই ঈশ্বর দ্বারা আমাদের দান করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সর্বাতীত মঙ্গলের চেয়ে কীবা মঙ্গলকর থাকতে পারে? কেবা এমন কিছু খুঁজে পেতে পারে যা মঙ্গলেরই স্তুতির চেয়ে মহত্তর স্তুতির যোগ্য? কেননা আগাথা নামের অর্থ হল 'মঙ্গলময়ী'। তাই তিনি যে মঙ্গলময়ী, তা তাঁর নাম ও তাঁর বাস্তব জীবনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। এই আগাথা, যিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির ফলে তেমন গৌরবময় নাম বহন করেন, তিনি তাঁর সেই নামের মধ্য দিয়ে তাঁর সাধিত গৌরবময় কর্মকীর্তি আমাদের দেখাচ্ছেন। আগাথা তাঁর সেই নাম দ্বারাও আমাদের আকর্ষণ করেন, আমরা যেন সানন্দে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই; তাঁর আদর্শের মাধ্যমে তিনি আমাদের সুশিক্ষাও দান করেন, সকল মানুষ যেন সর্বাতীত মঙ্গল সেই একমাত্র ঈশ্বরকে পাবার জন্য অবিরত প্রতিযোগিতা করে চলে।

## শ্লোক

প্ ঈশ্বরের সহায়তায় আমি বিশ্বাস স্বীকারে নিষ্ঠাবতী হব।

উ তিনি আমাকে ত্রাণ করলেন, তিনি আমাকে শক্তি দেন।

প্ পুণ্যময় ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করলেন, পুণ্যবতী কুমারীরূপে আমাকে অভিষিক্ত করলেন;

উ তিনি আমাকে ত্রাণ করলেন, তিনি আমাকে শক্তি দেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী

# সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - সমসাময়িক লেখক-লিখিত 'সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত' থেকে পাঠ (১৪:১০৯-১১০)

## তোমরা আমার সাক্ষী হবে

ক্রুশগুলো স্থাপিত হল; তখন ফাদার পাসিও ও ফাদার রোদ্রিগেজ সকলকে উৎসাহ দান করছিলেন, সকলের মধ্যে তেমন দৃঢ়তা দেখা সত্যিই আশ্চর্য দৃশ্য। পরিচালক ফাদার স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে প্রায়ই না নড়ে সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ব্রাদার মার্টিন ঐশমঙ্গলময়তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য কয়েকটা সামসঙ্গীত গান করতে করতে এই পদ যোগ করছিলেন: *তোমারই হাতে আমার আত্মা সঁপে দিই* (সাম ৩১:৬)। ব্রাদার ফ্রান্সিস ব্লাঙ্কও উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। ব্রাদার কঞ্জাল্ভ উদাত্ত কণ্ঠে প্রভুর প্রার্থনা ও দূতের বন্দনা আবৃত্তি করছিলেন।

আমাদের ব্রাদার পল মিকি নিজেকে এমন মর্যাদাপূর্ণ উচ্চপদে দে'খে যা আগে কখনও পাননি সর্বপ্রথমে উপস্থিত সকলের কাছে ঘোষণা করলেন তিনি জাপানী ও যিশু-সঙ্ঘের সদস্য; আরও বললেন, সুসমাচার প্রচার করেছেন বিধায়ই তিনি মরতে যাচ্ছিলেন ও তেমন অমূল্য উপকারের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। তারপর বলে চললেন: 'তেমন ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে আমি মনে করি, আপনাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যিনি মনে করেন আমি সত্য ঘোষণা করতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করি যে, খ্রিষ্টপন্থীদের পথ ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনও পথ নেই। যেহেতু এ পথটা আমাকে শত্রুদের ক্ষমা করতে ও যারা আমাকে অপমান করেছে তাদেরও ক্ষমা করতে শেখায়, সেজন্য আমি সম্রাটকে ও যারা আমার মৃত্যু ঘটাচ্ছে তাদের স্বচ্ছন্দেই ক্ষমা করি; আর শুধু তা নয়, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন খ্রিষ্টীয় বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে শিক্ষা-দীক্ষা নিতে আগ্রহ দেখান।'

তারপর সেই সঙ্গীদের দিকে ফিরে যাঁরা চরম সংগ্রামে এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের উৎসাহপূর্ণ বাণী দিতে আরম্ভ করলেন। সকলের মুখে, বিশেষভাবে লুদোভিকোরই মুখে এক প্রকার আনন্দই প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর কাছে অন্য একজন খ্রিষ্টিয়ান চিৎকার করে বলছিলেন, তিনি শীঘ্রই স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হবেন, আর তিনি হাত ও সমস্ত শরীরে আনন্দপূর্ণ ভঙ্গি দ্বারা সকল দ্রষ্টাদের চোখ নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন।

লুদোভিকোর পাশে দাঁড়িয়ে আন্তনি যিশু ও মারীয়ার মধুর নাম করে স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন; দীক্ষাকালে নাগাসাকিতে যে সামসঙ্গীত শিখেছিলেন, তিনি 'প্রভুর প্রশংসা কর, হে প্রভুর বালকেরা' সামসঙ্গীতটা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—এ উদ্দেশ্যেই তো দীক্ষাকালে বালকদের কয়েকটা সামসঙ্গীত শেখানো হয়।

আবার অন্য কেউ শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলে 'যিশু, মারীয়া' জপ করে চলছিলেন। অন্য কেউ উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য খ্রিষ্টীয় জীবনের উদ্দেশে আহ্বান করছিলেন; এভাবে ও অন্যভাবে তাঁরা দেখাচ্ছিলেন মৃত্যুবরণ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

তখন চারজন ঘাতক কোষ থেকে সেই খড়্গ বের করতে লাগল যা জাপানীদের ব্যবহৃত অস্ত্র। সেই দৃশ্যে সকল ভক্তজন চিৎকার করে বলে উঠলেন: যিশু, মারীয়া! এমনকি উপস্থিত বেশ কয়েকজন লোক এমন করুণাপূর্ণ বিলাপ ব্যক্ত করল যা স্বর্গ পর্যন্ত গেল। তাঁদের ঘাতকেরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঘাতে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের হত্যা করল।

শ্লোক - গা ৬:১৪; ফিলি ১:২৯ দ্রঃ

প্র আমাদের একমাত্র গর্ব সেই যিশু খ্রিষ্টেরই ক্রুশে যিনি আমাদের জীবন, পরিত্রাণ ও পুনরুত্থান:

উ তিনি আমাদের ত্রাণ করলেন, মুক্তও করলেন।

প্র খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর:

উ তিনি আমাদের ত্রাণ করলেন, মুক্তও করলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী

## সাধু যেরোম এমিলিয়ান

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু যেরোম এমিলিয়ান-লিখিত 'সহভ্রাতাদের কাছে পত্রাবলি' থেকে পাঠ

### আমাদের কেবল প্রভুতেই ভরসা রাখতে হবে

খ্রিষ্টের প্রিয়তম ভাই ও দরিদ্রদের সেবাসঙ্ঘের সন্তানেরা! তোমাদের অযোগ্য পিতা তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, ও অনুরোধ করছে তোমরা খ্রিষ্টপ্রেমে ও খ্রিষ্টীয় বিধান বিশ্বস্তভাবে পালন করায় নিষ্ঠাবান থাক, যেমনটি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালে কথা ও কাজে তোমাদের দেখিয়েছি; তবেই আমার মধ্য দিয়ে প্রভু তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবেন।

সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস সেই ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য, আর আমরা প্রার্থনায় যেমনটি বলে থাকি, আমাদের কেবল তাঁর উপরেই ভরসা রাখতে হবে, অন্য কারও উপরে নয়। আমাদের দয়াবান প্রভু তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে—কেননা যেমনটি সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, লোকদের বিশ্বাসের অভাবে খ্রিষ্ট বহু অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারলেন না—ও তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে ইচ্ছা করে সঙ্কল্প নিয়েছেন, তিনি তোমাদেরই দ্বারা কাজ করবেন, যারা দরিদ্র, অত্যাচারিত, দুঃখক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত, সকলের ঘৃণার পাত্র ও আমার নিজের উপস্থিতিতে বঞ্চিত কিন্তু তোমাদের অযোগ্য ও প্রেমের পাত্র এই কোমল পিতার আত্মা থেকে বঞ্চিত নয়।

তোমাদের সঙ্গে কেন এভাবে ব্যবহার করেছেন, তা কেবল তিনিই জানেন বটে, কিন্তু আমরা এর তিনটে কারণ অনুমান করতে পারি। প্রথমত, তোমাদের ধন্য প্রভু তোমাদের চেতনা দান করছেন যে, তোমরা তাঁর পথে নিষ্ঠাবান হলে তিনি নিজ প্রিয়তম সন্তানদের মধ্যে তোমাদের গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন : এভাবেই তো তিনি নিজ বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার করে তাদের পুণ্যবান করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ এ : তিনি একান্ত বাসনা করেন, তোমরা যেন উত্তরোত্তর তাঁরই উপরে ভরসা রাখ, অন্য কারও উপরে নয়, কেননা যেমনটি বলেছি, যারা কেবল তাঁরই উপরে নিজেদের সমস্ত বিশ্বাস ও আশা রাখতে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে ঈশ্বর নিজ কাজ সাধন করেন না; কিন্তু যারা মহা বিশ্বাস ও আশার অধিকারী ছিল, তাদের অন্তরে ভালবাসার পূর্ণতা সঞ্চার করে তিনি তাদেরই মধ্যে মহা মহা কাজ সাধন করেছেন। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস ও আশায় ধনবান হলে তবে যিনি বিনম্রদের উন্নীত করেন তিনি নিজেই তোমাদের মধ্যে মহা মহা কাজ সাধন করবেন।

অতএব তোমাদের কাছ থেকে আমাকে বা তোমাদের কোন প্রিয় ব্যক্তিকে তুলে নেওয়ায় তিনি এ জিনিস দু'টোর মধ্যে তোমাদের বেছে নিতে বাধ্য করবেন : হয় বিশ্বাস থেকে দূরে যাওয়ায় সংসারের বিষয়ে ফিরে যাওয়া, না হয় বিশ্বাসে অটল থাকায় তাঁর সম্মতি লাভ করা।

আর এই তো তৃতীয় কারণ : ঈশ্বর আগুনে যাচাই করা সোনার মতই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কেননা যেমন সোনার গাদ আগুন দ্বারা ধ্বংস হয়, কিন্তু খাঁটি সোনা থেকে যায় ও অধিক মূল্যবান হয়, তেমনি যে সৎ দাস আশা রাখে ও দুঃখকষ্টের দিনে তাঁর মধ্যে অটল থাকে, তার সঙ্গে ঈশ্বর সেইভাবে ব্যবহার করেন। ঈশ্বর তাকে আরাম দেন, ও তাঁর প্রেমের খাতিরে দাসটি যা যা ত্যাগ করেছে, তাকে তিনি ইহলোকে তার শতগুণ ও পরলোকে অনন্ত জীবন দান করবেন।

তিনি সকল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে এভাবেই তো ব্যবহার করেছেন। ইস্রায়েল জনগণ মিশরে যন্ত্রণাভোগ করলে পর তিনি তাদের সঙ্গে এভাবেই ব্যবহার করেছিলেন : তিনি যে সেখান থেকে বহু আশ্চর্য কাজ দ্বারা তাদের বের করে এনেছিলেন ও প্রান্তরে মান্না খাদ্য খেতে দিয়েছিলেন তা শুধু নয়, প্রতিশ্রুত দেশও তাদের দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রলোভনের বিরুদ্ধে তোমরা বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাকলে তবে প্রভু ইহলোকে যথাসময় তোমাদের এমন শান্তি ও বিশ্রাম দান করবেন, যা পরলোকে হবে চিরস্থায়ী।

শ্লোক - ১ পি ৩:৮, ৯; রো ১২:১০-১১

*প্র* তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত।

℣ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

℟ পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল।

℣ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

একই দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী

## সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৩:১-৬)

**শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী,**

**কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।**

পুরস্কার যখন আকাঙ্ক্ষিত, তখন লড়াইকে যেন অস্বীকার করা না হয়; এবং প্রশংসার কথা ভেবে মন যেন কাজকর্মের আগ্রহ প্রজ্বলিত করে। আমরা যা ইচ্ছা করি, যা বাসনা করি, যা যাচনা করি, সেই সমস্ত কিছু পরেই আসবে; কিন্তু যা আমাদের আদেশ করা হয় তা আমরা যেন—সম্ভব হলে—সেই সমস্ত কিছুর খাতিরেই সাধন করি যা পরে আসবে।

সুতরাং দিব্য উক্তিগুলো স্মরণ করেই শুরু কর: সুসমাচারের সমস্ত আজ্ঞা শুধু নয়, দানগুলোও স্মরণ কর। *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই* (মথি ৫:৩)। স্বর্গরাজ্যটি পরেই তোমার হবে, আপাতত তুমি আত্মায় দীনহীন হও। তুমি কি চাও স্বর্গরাজ্যটি পরে তোমার হবে? তাহলে একটু ভেবে দেখ তুমি নিজেই কার্! হও আত্মায় দীনহীন। হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ আত্মায় দীনহীন-এর অর্থ কী। যে কেউ গর্বোদ্ধত সে আত্মায় দীনহীন নয়; সুতরাং যে কেউ বিনম্র, সে-ই আত্মায় দীনহীন। স্বর্গরাজ্যটি ঊর্ধ্বস্থিত, কিন্তু যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে।

পরবর্তী উক্তি লক্ষ কর; তিনি বলেন, *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার* (মথি ৫:৫)। তুমি কি চাও এই ইহলোকেই তুমি পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার? তাহলে সাবধান থাক যেন তুমিই পৃথিবীর উত্তরাধিকার না হও। কোমলপ্রাণ হওয়ায়ই তুমি পাবে সেই উত্তরাধিকার, কোমলপ্রাণ না হওয়ায়ই তুমি হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার। আর 'তুমি পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার' এই প্রস্তাবিত পুরস্কারের কথা শুনতে শুনতে যেন এমনটি না হয় যে তুমি কৃপণতা-গর্ভ বৃদ্ধি কর; এমনটিও যেন না হয় যে তোমার প্রতিবেশী সকলকে বাদে তুমি একাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হতে

ইচ্ছা কর: তেমন ভুলধারণা যেন তোমার পতন না ঘটায়! কেননা তুমি তখনই পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার যখন তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাক যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। কেননা কোমলপ্রাণ হওয়ার অর্থ হল এ: তোমার ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করবে না; যেন তোমার সমস্ত কর্মে তুমি নিজেতে নয়, তিনিই তোমাতে প্রীত হন। কেননা এটিও তত লঘু ব্যাপার নয় যে তুমি নিজেকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর প্রীতির পাত্র হবে; কেননা নিজেকে সন্তুষ্ট করায় তাঁকে অসন্তুষ্ট করবে।

এগিয়ে আসুক কর্ম, এগিয়ে আসুক দায়িত্ব-ভার: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে* (মথি ৫:৬)। তুমি তো পরিতৃপ্ত হতে ইচ্ছা কর। কোথা থেকে? তুমি যখন দৈহিক তৃপ্তির কামনা কর, তখন তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে হজম করার পর আবার ক্ষুধার্ত হবে। আর পানীয় সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছিলেন, যে কেউ এই জল পান করে, সে আবার তৃষ্ণার্ত হবে। ঔষধ যখন সুস্থতা এনে দেয়, তখন সেটি ঘার উপরে রাখলেও ব্যথা অনুভূত হয় না; কিন্তু ক্ষুধা দূর করার জন্য যা প্রয়োগ করা হয়, সেই খাদ্য প্রকৃতপক্ষে কেবল কিঞ্চিৎ স্বস্তি এনে দেয়। তৃপ্তি চলে গেলেই ক্ষুধা ফিরে এসে উপস্থিত! আর আসলে, তৃপ্তির প্রতিকার প্রতিদিন এগিয়ে আসে, অথচ অসুখের ঘা নিরাময় হয় না। তাই এসো, ধর্মময়তার জন্যই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হই যাতে সেই ধর্মময়তায়ই পরিতৃপ্ত হই যার জন্য আমরা এখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। কেননা আমরা তাতেই পরিতৃপ্ত হব যার জন্য আমরা এখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। অতএব আমার অন্তরই যেন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়: তার সত্যকার খাদ্য থাকুক, তার সত্যকার পানীয় থাকুক। আমিই সেই রুটি—তিনি বলেছিলেন—যে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। ক্ষুধার্তের রুটি সংগ্রহ কর; তৃষ্ণার্তের পানীয়ও বাসনা কর, কেননা তোমার কাছেই রয়েছে জীবনের উৎস।

পরবর্তী উক্তি লক্ষ কর: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (মথি ৫:৮)। এটিই আমাদের ভক্তির শেষ লক্ষ্য: এমন শেষ লক্ষ্য যা আমাদের পূর্ণাঙ্গ করে তোলে, এমন শেষ লক্ষ্য নয় যা আমাদের নিঃশেষিত করে। খাদ্যের একটা শেষ আছে, পোশাকেরও একটা শেষ আছে: খাদ্য শেষ হয় খেতে খেতে, পোশাক শেষ হয় তা বুনতে বুনতে। প্রথমটাও শেষ হয়, দ্বিতীয়টাও শেষ হয়: খাদ্যের বেলায় সেই

‘শেষ’ অভাবের দিকে ধাবিত, কিন্তু পোশাকের বেলায় ‘শেষ’ তার পূর্ণতার দিকেই ছুটে চলে। যা কিছু করি, অর্থাৎ কিনা যা কিছু ভাল করেই করি, যা কিছুতে বিশ্রাম পাই, প্রশংসনীয় যা কিছুর জন্য শ্রম করি, মঙ্গলকর যা কিছু বাসনা করি, সেই সবকিছু যখন ঈশ্বরের দর্শনের নাগাল পাবে, তখন সেই সবকিছু আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। কেননা ঈশ্বর যার কাছে রয়েছেন, সে আর কীবা অনুসন্ধান করবে? কিংবা, ঈশ্বর যার কাছে যথেষ্ট নন, তার কীবা যথেষ্ট হবে? আমরা ঈশ্বরকে দেখতে চাই, প্রভুকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করি, ঈশ্বরকে দেখবার জন্য পুড়ে মরি। এমন কেউ আছে যার বেলায় এসব কিছু বাস্তব নয়? যা বলা হয়েছিল, তা-ই লক্ষ কর: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* তেমন প্রস্তুতি নাও, যাতে দেখতে পার। আমাকে সাধারণ ভাষায় কথা বলতে দেওয়া হোক: কেন সূর্যের উদয় দেখতে চাও যখন তোমার চোখ দু’টো ফোলা? চোখ দু’টো সুস্থ হোক, তবে সেই আলো হবে আনন্দ; চোখ দু’টো অসুস্থ হোক, তবে সেই আলো হবে জ্বালাতন। কেননা তোমার হৃদয় শুদ্ধ না হলে, তবে যা শুদ্ধহৃদয়ে ছাড়া দেখা সম্ভব নয়, তা তোমাকে দেখতে দেওয়া হবে না।

শ্লোক - মথি ১১:২৯, ৩ ৮৯:১৬খ-১৭ক দ্রঃ

প্র আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়;

উ কেননা আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।

প্র তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব;

উ কেননা আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।

১০ই ফেব্রুয়ারী

# সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (২:৮-১৪, ১৬)

**প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান**

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
'ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।

তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!

হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।'
আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই:
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

**শ্লোক** - পরমগীত ২:১১, ১৩, ১৪; মথি ২৫:৬

*প্র* দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে: ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!

*উ* হে কপোতী আমার, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ, আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!

*প্র* মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়।

*উ* হে কপোত আমার, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ, আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৩৩)

## যিনি অধিক ভালবেসেছিলেন তিনিই অধিক পেরেছিলেন

ধন্য বেনেডিক্টের বোন স্কলাস্তিকা বাল্যকাল থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি সাধারণত প্রতি বছর একবার ভাইয়ের কাছে যেতেন। তখন ঈশ্বরভক্ত পর্বতের পদতলে মঠের এমন এক স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন যা সদর ফটক থেকে বেশি দূরে নয়।

প্রথামত তিনি একদিন মঠে গেলে তাঁর পূজনীয় ভাই কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে করে তাঁকে বরণ করতে পর্বত থেকে নেমে গেলেন। তাঁরা দু'জনে ঈশ্বরের প্রশংসা ও পুণ্য আলাপ-আলোচনায় দিন কাটালেন, ও সন্ধ্যা এলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

তারপর সেখানে বসে তাঁরা পুণ্য বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত এত গভীর হয়ে পড়েছিল যে ধর্মপ্রাণ বোনটি ভাইকে অনুরোধ করে বললেন: 'অনুনয় করি, এই রাতে আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না, বরং সকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্য সংলাপে স্বর্গের কথা বলতে থাকি।' তিনি উত্তর দিলেন: 'বোন! তুমি কী কথা বলছ? আমি কোন মতেই মঠের বাইরে রাত কাটাতে পারি না।'

ভাইয়ের অসম্মতি শুনে স্কলাস্তিকা টেবিলের উপরে করজোড়ে হাত রেখে সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাতের উপরে মাথা নত করলেন। তিনি টেবিলের উপর থেকে মাথা তুলতে না তুলতেই বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে এমন মুষলধারায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় যে পূজনীয় বেনেডিক্ট ও তাঁর সঙ্গীরাও যেখানে ছিলেন, তাঁদের পক্ষে সেই ঘরের দরজার বাইরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তখন ঈশ্বরভক্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন: 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, বোন! তুমি কী করেছ?' তিনি কিন্তু তাঁকে উত্তরে বললেন: 'দেখ, আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে শুনতে চাওনি। আমার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলাম আর তিনি আমাকে শুনলেন। এখন তুমি যাও তো দেখি কি করে যাও। আমাকে ছেড়ে যাও, ফিরে যাও মঠে।'

তাই যিনি সেখানে স্বেচ্ছায় থাকতে চাননি, বাধ্য হয়েই তাঁকে থাকতে হল। ফলে তাঁরা সারা রাত জেগে কাটালেন: আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা একে অন্যকে বর্ণনা করতে করতে পুণ্য কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন।

স্কলাস্তিকা যে ভাইয়ের চেয়ে অধিক পেরেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই; যেহেতু যোহনের বাণী অনুসারে 'ঈশ্বর ভালবাসা,' সেজন্য তা সত্যি সঠিক হল যে, যিনি অধিক ভালবেসেছিলেন তিনিই অধিক পেরেছিলেন।

তিন দিন পরের ঘটনা: নিজ কক্ষে বসে ঈশ্বরভক্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখতে পান, বোনের আত্মা দেহ ছেড়ে কপোতের আকারে স্বর্গীয় গৌরবে প্রবেশ করছে।

বোনটিকে যে এত মহাগৌরব আরোপ করা হয়েছে, তার জন্য আনন্দের পূর্ণতায় তিনি স্তবস্তুতি ও প্রশংসাগানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন; তারপর ভ্রাতাদের পাঠালেন তাঁরা যেন তাঁর মৃতদেহ মঠে নিয়ে এসে সেই সমাধিমন্দিরে রাখেন যা তিনি নিজের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

ফলে যাঁরা ঈশ্বরে একপ্রাণ হয়েছিলেন, সমাধিও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না।

**শ্লোক** - সাম ১৩২:১

*প্র* চিরকুমারী স্কলাস্তিকা প্রভুকে অনুরোধ করছিলেন, ভাই যেন তাঁকে ছেড়ে চলে না যান।

*উ* তাঁর অন্তরে অধিক ভালবাসা ছিল বিধায় তিনি তাঁর জীবনস্বামী ঈশ্বরের কাছ থেকে অধিক পেলেন।

*প্র* দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!

*উ* তাঁর অন্তরে অধিক ভালবাসা ছিল বিধায় তিনি তাঁর জীবনস্বামী ঈশ্বরের কাছ থেকে অধিক পেলেন।

*অথবা* **(খ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রাচীন 'সন্ন্যাসিনীদের নিয়ম' থেকে পাঠ

**একথা বিশ্বাস কর যে,**

**হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও অশ্রুজলের প্রাচুর্যেই সাড়া পাবে**

*দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে* (প্রকাশ ৩:২০)। আমরা যখন ঐশদয়ার উপাসনায় যোগ দিই, তখন দেহ ও আত্মাকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হয় যাতে যিনি দরজায় ঘা দেন তাঁকে আমাদের হৃদয়-বেষ্টনীতে গ্রহণ করতে পারি। উপরন্তু, আমার অন্তর পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্দীপ্ত হোক, সেই বিষয়ই ভাবুক যা স্রষ্টার দয়াকে আমাদের অন্নভোজে আসতে জয় করতে পারে, তিনিও যেন স্বয়ং ঈশ্বরের দয়ার অন্নভোজে আমাদের চালিত করেন। কেননা

যারা সেই অন্নভোজে এসে উপস্থিত হয়, তারা তাঁর গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত হয় ও তাঁর পুলক নদীর জলে তৃষ্ণা মেটায়, কারণ খ্রিষ্টেই জীবনের উৎস, তাঁর আলোতেই আমরা দেখি আলো। যারা তাঁকে চেনে, তিনি তাদের কাছে নিজ কৃপা দান করেন, সরলহৃদয়দের কাছে নিজ ধর্মময়তা প্রদান করেন (সাম ৩৬:৯-১১ দ্রঃ)।

অতএব জিহ্বা তা-ই নিত্য ঘোষণা করুক যা নিজ দাসের মুখে স্রষ্টার গ্রহণযোগ্য হয়—সামসঙ্গীত-রচয়িতার এবাণী অনুসারে: *সভয়ে প্রভুর সেবা কর, সকম্পে মেতে ওঠ* (সাম ২:১১)। আমরা তখনই সভয়ে স্রষ্টার সেবা করি, যখন প্রশংসাগানের সুরের সঙ্গে সেই শুভকর্মও যোগ করা হয়, যা সামসঙ্গীত-রচয়িতা অন্যত্র 'নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান করা' বাক্যে ব্যক্ত করেন। অতএব সে-ই নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান করে, অশুভ কর্ম দ্বারা যে প্রশংসাগানের বিপরীত কাজ না করে, ও যথোচিত ভাবে, তৎপর ও মনোযোগী ভক্তির সঙ্গে যথাসাধ্য ঐশপরাক্রমের সেবা করতে চেষ্টা করে।

আমাদের অন্তর সামসঙ্গীত গানে এমনই সন্নিবিষ্ট থাকুক ও প্রার্থনায় এমনই প্রবৃত্ত থাকুক যাতে পার্থিব কোন বাসনা বাধা না দেয় ও অসার কোন চিন্তা তাকে অন্ধকারময় না করে; কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত ও উন্নীত হয়ে বিনম্রতা, পবিত্রতা ও উদ্দীপ্ত ভক্তিতে সজ্জিত হয়ে শাশ্বত পুরস্কারের দিকে ধাবিত থাকুক। এভাবে মর্মবিদ্ধ হয়ে অন্তর স্রষ্টার দয়াকে প্রসন্নতার দিকে জাগিয়ে তুলুক; অন্তর কিন্তু যেন মনে না করে, অধিক কথা বলায়ই সাড়া পাবে, কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও অশ্রুজলের প্রাচুর্যেই সাড়া পাবে, কেননা দীর্ঘ প্রার্থনার চেয়ে সরলহৃদয়ই বরং দয়াবান বিচারকের করুণা জাগিয়ে তোলে।

সুতরাং তাঁর কাছে নিত্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন, তিনি যেন পাপীদের ক্ষমা দান করেন। তাঁর কাছে এভাবে প্রার্থনা করা দরকার, কেননা যিনি মানব পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ক্রুশে তাঁর যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে রোগপীড়িত জগৎকে প্রতিকার দান করলেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - যোহন ৪:২৩-২৪

*প্র* সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

*প* ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,

*উ* কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১১)

**তুমি আমার বোন হতে পার,**

**যদি আমার প্রাণের ইচ্ছা গ্রহণ কর**

যা কিছু উপলব্ধি করা হয়েই গেছে ও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, তার চেয়ে যা কিছু খুঁজে পাওয়া যায় তা-ই অধিক উৎসাহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষ লক্ষ করে; এজন্য যে কেউ সেই ঐশ্বরিক ও অদৃশ্য সৌন্দর্যের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখে সে তার দর্শন পাবার নিত্যই আকাঙ্ক্ষা করে চলে, কেননা সে যা কিছু দেখে তার চেয়ে যা প্রত্যাশা করে তা-ই অধিক ঐশ্বরিক ও বিস্ময়কর। এজন্য কনেও যা কিছু জানে, তা মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ের চোখে প্রত্যক্ষ করলেও, এমনকি অনেক কিছু তার জানা বিষয় হলেও, তথাপি ঐশদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সে কখনও ক্ষান্ত হয় না। ফলত সে আগে সেই ঐশবাণীকে শুনতে পায় যিনি একপ্রকারে দরজায় ঘা দেন, আর সেই শব্দে সে ওঠে; তারপর, শুনবার জন্য কিছুক্ষণ নীরব হয়ে অপেক্ষা করে সে ঐশবাণীর কণ্ঠ শোনে: তিনি বলেন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার* (পরমগীত ৫:২)। তুমি তেমন বাণীর অর্থ কেবল দিব্যদর্শনের সহায়তায়ই উপলব্ধি করতে পার।

ঈশ্বর মহান মোশির কাছে আলোতেই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছেন, তারপর মেঘেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। পরিশেষে, মোশি অধিক উন্নত ও সিদ্ধপুরুষ হলে পর ঈশ্বরকে অন্ধকারেই দেখেন। এ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত মিথ্যা ও ভ্রান্তিকর মত থেকে দূরে যাওয়াটাই হল অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণ। প্রাণ

যেন ঐশরহস্যগুলির অধিক সন্নিকট দর্শন পেতে পারে, এজন্য যা দৃশ্য, তার মধ্য দিয়ে, দৃশ্য আকারে যার লোপ হবে না, তার দিকেই প্রাণ চালিত হয়: এ ধারণা এমন এক মেঘের মত যা দর্শনের বিষয়টাকে নিজ ছায়ায় আবৃত করে ও প্রাণকে গুপ্ত বিষয়ের দিকে চালিত ও অভ্যস্ত করে।

কেননা যে প্রাণ ইহলোকে ঊর্ধ্বের বিষয় লক্ষ করে, সেই প্রাণ মানবস্বরূপ দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা যায় সেই সমস্ত ত্যাগ ক'রে সবদিক দিয়ে ঐশ অন্ধকারে আবিষ্ট হয়ে ঈশ্বরজ্ঞানের গভীরতায় গমনাগমন করে। যা কিছু উপলভ্য ও দৃশ্য, তা বাইরে ফেলে রেখে প্রাণের পক্ষে এবার কেবল যা অদৃশ্য ও উপলব্ধির অতীত তারই দর্শন পাবার বাকি রয়েছে, আর সেখানেই ঈশ্বর আছেন, যেমনটি শাস্ত্র বিধানকর্তার বিষয়ে বলে: *মোশি সেই ঘোর তমসার দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন* (যাত্রা ২০:২১)।

এই যে রহস্যের মধ্য দিয়ে প্রাণকে এ রাত্রিতে প্রবেশ করানো হয়, এ রহস্যের প্রবেশপথ কোনটা? ঐশবাণী দরজায় ঘা দেন। দরজা বলতে আমরা রহস্য-ধ্যান বোঝাই, কেননা অনুসন্ধানের বস্তু ধ্যানের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করে। যেহেতু সত্য আমাদের স্বরূপের অতীত, এমনকি, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে কেবল আংশিকভাবেই জানা, সেজন্য ঐশবাণী আমাদের মনের দরজায় উপমা ও নিগূঢ়তত্ত্বের মধ্য দিয়েই ঘা দিতে দিতে বলেন, *আমার জন্য দরজা খুলে দাও।* এবং চেতনা দানে তিনি আমাদের দেখান কীভাবে দরজাটা খুলে দিতে হবে; তিনি কেমন যেন চাবি দান করেন, অর্থাৎ সেই মধুর বাক্যগুলি অর্পণ করেন যা দিয়ে তা-ই খোলা হয় যা বন্ধ। বস্তুতই সেই চাবি হল এ সমস্ত বাক্যের অর্থ যা রহস্যগুলিকে খুলে দেয়; অর্থাৎ 'বোন আমার, প্রিয়ে আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার।'

তিনি ঠিক যেন বলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, রাজা যেন প্রবেশ করতে পারেন দরজা খুলে দেওয়া হোক ও তোমার প্রাণের তোরণদ্বারের শির উত্তোলন করা হোক, তাহলে এ প্রয়োজন রয়েছে, আমার প্রাণের ইচ্ছা গ্রহণ করে তুমি আমার বোন হবে, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *যে কেউ আমার ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করে, সে-ই আমার ভাই ও আমার বোন* (মথি ১২:২০ দ্রঃ)। সুতরাং দরকার আছে, তুমি সত্যের কাছে

এগিয়ে যাবে, ও তার এতই সন্নিকট হবে যে কোন মধ্যস্থ দ্বারাও সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। দরকার আছে, তোমার স্বভাব কপোতের শুদ্ধতার অধিকারী হবে; অর্থাৎ কিনা, তুমি কোন কিছুতেই অবিশ্বস্ত হবে না, বরং সমস্ত শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়ই পরিপূর্ণ হবে।

**শ্লোক** - পরমগীত ৮:১, ২; ফিলে ৭

*প্র* আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে, তবে

*উ* আমি তোমাকে পথ দেখাতাম, আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম; আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে।

*প্র* ভাই, তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি।

*উ* আমি তোমাকে পথ দেখাতাম, আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম; আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে।

১১ই ফেব্রুয়ারী

## আনিয়ানের সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - আনিয়ানের মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্ট-লিখিত 'বিশ্বাসের সহায়তা' থেকে পাঠ

### প্রকৃত প্রজ্ঞা

অক্লান্তভাবেই প্রজ্ঞার যাচনা কর, তবেই দীর্ঘায়ু হবে। দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ করবে না, কেননা *প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও তোমার কাছে আসবে* (প্রজ্ঞা ৭:১১), অর্থাৎ তার ডান পাশে দীর্ঘায়ু, ও বাঁ পাশে ঐশ্বর্য ও গৌরব থাকবে। ঈশ্বরের বিধান নিশিদিন জপ করে শাস্ত্র পাঠে নিষ্ঠাবান হয়েই প্রজ্ঞার অন্বেষণ কর, আর যখন তার সন্ধান পাবে তখন সুখী হবে, যেমনটি লেখা আছে: *সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি উদ্বুদ্ধ কর, প্রভু; যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা* (সাম ৯৪:১২)। সতর্ক অধ্যবসায়ে দরজায় ঘা দিতে থাক, তবে স্বর্গদ্বার তোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে। যখন ঈশ্বরের বাণীই ঐশপ্রজ্ঞা, তখন তত নির্বোধ এমন কেইবা থাকবে যে জিজ্ঞাসা করবে, বিনা প্রজ্ঞায় সে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হবে কিনা? প্রজ্ঞার কথা শুনেই তো সেই বিশ্বাস অর্জন করা যায় যা হৃদয় শুদ্ধ করে। *যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বাস গুণে বাঁচবে* (হাবা ২:৪ লাতিন পাঠ্য), এবং *ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত, যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়* (প্রবচন ৪:১৮)। যারা তোমাকে তোষামোদ করে বলে যে, সন্ন্যাসী প্রজ্ঞা-অধ্যয়নে নিষ্ঠাবান নাও থাকতে পারে, তাদের কথায় প্রবঞ্চিত হয়ো না, কেননা আমরা পড়েছি যে, প্রেরিতদূত ও তাঁদের শিষ্যদের পরে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসীরাই মহত্তর প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল ছিলেন; এবং এ কথাও জানি যে, আজকালের সন্ন্যাসীরাও বিকৃত হননি। সাধু সন্ন্যাসী আম্মোন কি অরিগেনেসের অবিচল গুরু ছিলেন না? সন্ন্যাসী যেরোমও কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রজ্ঞার অন্বেষী ছিলেন না? আর অন্য বহু সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ না করলেও যাঁরা উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত তার অধ্যয়নে রত থাকলেন, তাঁদের মধ্যে পোপ গ্রেগরি কি প্রজ্ঞায় সর্বোত্তম সন্ন্যাসী ছিলেন না? তাঁর

নামের অর্থ অনুযায়ী তিনি কি তাঁর প্রস্থানের আগের দিন পর্যন্ত 'জাগ্রত' ছিলেন না? তাঁরা সকলে সত্যিই এমন শান্তিপূর্ণ জীবনের অন্বেষণ করতেন যাতে শান্তিতে প্রজ্ঞার কথা শিখতে পারেন; প্রজ্ঞার সন্ধান পাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখতেন, প্রজ্ঞা পাবার জন্য নিজেদের সমস্ত ধনসম্পত্তি অর্পণ করতেন, যেমনটি প্রজ্ঞার স্বয়ং আত্মা ঘোষণা করেন: *শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর* (সাম ৪৬:১১); কেননা যে কেউ সেই শান্তিতে দাঁড়ায়, সে নিত্য-জাগ্রত প্রজ্ঞার সঙ্গে বলে: *আমি নিদ্রাগত বটে, কিন্তু আমার প্রাণ জাগ্রত* (পরমগীত ৫:২ লাতিন পাঠ্য)।

সুতরাং, তুমি যদি ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র হতে ইচ্ছা কর, প্রজ্ঞাকে ভালবাস, কারণ প্রজ্ঞা নিজেই বলে: *যারা আমাকে ভালবাসে, আমি তাদের ভালবাসি, এবং যারা অবিরত আমার সন্ধান করে তারা আমার সন্ধান পাবে* (প্রবচন ৮:১৭)। ঈশ্বর যেন তোমার সন্ধান করেন তুমি ঈশ্বরের সন্ধান কর, *অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর* (সাম ১০৫:৪), তবে সান্ত্বনা পাবে, ও তাঁর পরিচয় পাবার পর তুমিও তাঁর কাছে পরিচিত হবে, কেননা, *যে কেউ তাঁর পরিচয় পায়নি, সেও পরিচিত হবে না* (১ করি ১৪:৩৮ লাতিন পাঠ্য), *কিন্তু যে তাঁর পরিচয় পেয়েছে, সে তাঁর দ্বারা পরিচিত হবে* (গা ৪:৯ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৭:১০, ১১; ৮:২

*প্র* স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও প্রজ্ঞাকে আমি ভালবাসলাম, আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম:

*উ* প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

*প্র* তরুণ বয়স থেকে আমি প্রজ্ঞাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি; আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি।

*উ* প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

একই দিন ১১ই ফেব্রুয়ারী

## লুর্দ তীর্থের ধন্যা মারীয়া

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সাধ্বী বের্নাডেট সুবিরুর পত্র থেকে পাঠ

### একজন মহিলা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন

একদিন কাঠ সংগ্রহ করতে দু'জন মেয়েদের সঙ্গে গাভে নদীর কূলে গিয়ে আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মাঠের দিকে ফিরে তাকালাম, কিন্তু কৈ, কোন গাছ নড়ছেই না ; তাই মাথা উচ্চ করে গুহার দিকে চেয়ে দেখলাম। আমি এমন এক মহিলাকে দেখতে পেলাম যিনি শুভ্র বস্ত্রে সজ্জিতা। তাঁর পরনে একটি সাদা পোশাক, ও তাঁর কোমরে নীল রঙের বন্ধনী। পা দু'টোর উপরে একটা করে সোনালী গোলাপফুল, রোজারী মালাও ফুলের মত সোনালী।

তেমন দৃশ্যে আমি আঙুল দিয়ে চোখ দু'টো আঁচড়ালাম—মনে করছিলাম মরীচিকাই দেখছি। তখন হাত দু'টো কোলে নিলাম, সেখানে আমার রোজারী মালা পেলাম। ক্রুশ চিহ্নও করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু হাত তুলতে পারলাম না, এমনকি হাত নেমে গেল। সেই মহিলা ক্রুশ চিহ্ন করায় আমিও, যদিও টলমল হাত দিয়ে, ক্রুশ চিহ্ন করতে চেষ্টা করলাম, শেষে তা করতে পারলাম। একই সময়ে রোজারী মালা আবৃত্তি করতে শুরু করলাম, সেই মহিলাও তাঁর নিজের রোজারী মালার দানাগুলো টিপছিলেন, তবু ওষ্ঠ নাড়াচ্ছিলেন না। রোজারী মালা শেষ হলে দর্শনটা মিলিয়ে গেল।

আমি সেই মেয়ে দু'টোকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কিছু দেখতে পেয়েছে কিনা, কিন্তু তারা বলল, না, তারা কিছুই দেখেনি ; আর শুধু তা নয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমিই তাদের কীবা প্রকাশ করব। তখন আমি বললাম, সাদা বস্ত্রে সজ্জিতা একটি মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি যে কে তা জানতাম না। তবু আমি তাদের বললাম তারা যেন এবিষয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলে। তবে তারাও আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন সেই স্থানে আর ফিরে না যাই, কিন্তু আমি তাতে সম্মত হলাম না।

এজন্য আমি রবিবারে সেখানে ফিরে গেলাম, কেননা কেমন যেন আত্মিক একটা আহ্বান অনুভব করছিলাম। সেই মহিলা আমাকে কেবল তৃতীয় বারেই আমার সঙ্গে কথা বললেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি পনেরো দিন ধরে তাঁর কাছে যেতে রাজি কিনা। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমি রাজি। তবে তিনি এ কথাও বললেন, আমাকে যাজকদের চেতনা দিতে হবে তাঁরা যেন সেখানে একটা গির্জা নির্মাণ করান; এরপর তিনি ঝরনায় জল পান করতে আমাকে আদেশ করলেন। যেহেতু কোন ঝরনা দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমি গাভে নদীর দিকে যাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করে দেখালেন যে, নদীর কথা বলছিলেন না, ও একটা ঝরনার দিকে অঙুলি নির্দেশ করলেন। সেখানে গিয়ে আমি কাদায় সামান্য জল ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। হাত বাড়ালাম, কিন্তু কিছু নিতে পারলাম না; তাই খুঁড়তে লাগলাম, আর শেষে একটু জল তুলতে পারলাম; তিনবার করে তা ফেলে দিলাম, চতুর্থ বারে তা খেতে পারলাম। তখনই দর্শনটা মিলিয়ে গেল আর আমি বাড়ির দিকে ফিরে গেলাম।

তবু পনেরো দিন ধরে আমি সেখানে গেলাম, ও সোমবার ও শুক্রবার ছাড়া অন্য সকল দিনে সেই মহিলা আমাকে দর্শন দিলেন, ও পুনরায় বললেন আমি যেন যাজকদের এ খবর দিই তাঁরা যেন সেখানে একটা গির্জা নির্মাণ করান; আমাকে বললেন আমি যেন সেই ঝরনার জলে হাত মুখ ধুই ও পাপীদের মনপরিবর্তনের জন্য যেন প্রার্থনা করি। আমি বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কে, কিন্তু তিনি কোমলভাবে হাসিমুখ দেখাচ্ছিলেন। পরিশেষে হাত দু'টো উচ্চ করে রেখে ও স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তিনি আমাকে বললেন, তিনি অমলোদ্ভব।

সেই পনেরো দিনের মধ্যে তিনি আমাকে তিনটে রহস্যও প্রকাশ করলেন; সেই বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে সম্পূর্ণরূপেই নিষেধ করলেন; আর আসলে আজ পর্যন্ত আমি সেই আদেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করে এলাম।

**শ্লোক** - লুক ১:৪৬, ৪৯, ৪৮

*প্র* প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ:

*উ* আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান: পবিত্রই তাঁর নাম।

*প্র* এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;

ঊ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান : পবিত্রই তাঁর নাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

# মঠাশ্রমী সাধু সিরিল ও বিশপ সাধু মেথোদিউস

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - স্লাভনিক ভাষায় কনস্তান্তিনুসের জীবনী থেকে পাঠ (১৮)

## তোমার মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটাও
## ও সকলকে ঐক্যে সম্মিলিত কর

সিরিল কনস্তান্তিনুস বহু পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও বহু দিন ধরে ভুগলেন। তখন ঈশ্বরের একটা দর্শন দ্বারাই আরাম পেলেন, ও এভাবে গান করতে লাগলেন : *ওরা যখন আমাকে বলল, আমরা প্রভুর গৃহে যাব, তখন আমার প্রাণ আনন্দ পেল ও আমার হৃদয় মেতে উঠল* (সাম ১২২:১ সত্তরী পাঠ্য)।

পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে তিনি সারা দিন ধরে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকলেন, ও একথা বলছিলেন, 'এ ক্ষণ থেকে আমি সম্রাটের দাসও নই, পৃথিবীর কোন মানুষেরও দাস নই, আমি কেবল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই দাস। আমি ছিলাম না, এখন কিন্তু আছি ও চিরকাল ধরে থাকব। আমেন।'

পরদিন তিনি সাদা সন্ন্যাস-বস্ত্র পরিধান করলেন, ও আলোয় আলো যোগ করে নিজের নাম রাখলেন সিরিল। এভাবে পরিবৃত হয়ে তিনি পঞ্চাশ দিন কাটালেন।

প্রস্থানের সময় ও চিরকালীন বিশ্রামের দিকে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হলে তিনি ঈশ্বরের দিকে হাত তুলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা করে বলছিলেন : 'হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি যে সমস্ত শ্রেণির স্বর্গদূত ও অশরীরী সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছ, আকাশমণ্ডল রচনা করেছ ও পৃথিবী অটল করে রেখেছ, এবং শূন্যতা থেকে অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছু গড়েছ, যারা তোমার ইচ্ছা পালন করে, তোমাকে ভয় করে ও তোমার আদেশগুলো মেনে চলে তাদের কথা তুমি যে সর্বদাই শোন, এবার আমার প্রার্থনা শোন : তোমার অযোগ্য ও অপদার্থ এ দাসকে যাদের পরিচালনায় নিযুক্ত করেছ, তোমার সেই মেষপালকে বিশ্বাসে রক্ষা কর।

যারা তোমার নাম নিন্দা করে, তাদের ভক্তিহীন ও বিধর্মী শঠতা থেকে তাদের মুক্ত কর; তোমার মণ্ডলী যেন সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে, সকলকে ঐক্যে সম্মিলিত কর।

তোমার জনগণকে পবিত্র কর, সত্যকার বিশ্বাসে ও যথার্থ ধর্মস্বীকারে তাদের একাত্মা করে তোল, ও সকলের হৃদয়ে তোমার পুণ্য ধর্মের কথা সঞ্চার কর। কেননা তোমার খ্রিষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য, শুভকর্মে ভাইবোনদের উৎসাহিত করার জন্য ও তোমার গ্রহণীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য তোমার মনোনীতজন হওয়া তোমারই দান।

যাদের তুমি আমার হাতে ন্যস্ত করেছ, তাদের আমি তোমারই বলে ফিরিয়ে দিই; তোমার পরাক্রমী ডান হাত দ্বারা তাদের চালিত কর, তোমার পক্ষ-ছায়ায় তাদের রক্ষা কর, যেন সকলে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামের—তোমার এই নামেরই প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করে। আমেন।'

তারপর পুণ্য চুম্বনে সকলকে চুম্বন করে তিনি বললেন: 'ধন্য ঈশ্বর! তিনি তো আমাদের অদৃশ্য শত্রুদের দাঁতের শিকার আমাদের হতে দিলেন না, বরং তাদের জাল ছিন্ন করলেন ও যারা আমাদের সর্বনাশ চাচ্ছিল তাদের ইচ্ছা থেকে আমাকে মুক্ত করলেন।'

আর এভাবে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রভুতে নিদ্রাগত হলেন। পোপ মহোদয় নির্দেশ দিলেন, রোমে যে সকল গ্রীক ছিলেন এবং রোমীয়েরাও মোমবাতি হাতে করে সম্মিলিত হয়ে গান করবেন, ও তাঁর উদ্দেশে এমন মর্যাদাপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করা হবে যা স্বয়ং পোপেরই যোগ্য; আর সেই নির্দেশ পালন করা হল।

শ্লোক - সাম ৮৯:২০, ২১-২২; যেরে ৩:১৫

প্র একককালে দর্শন দিয়ে কথা ব'লে তুমি একথা বলেছিলে তোমার ভক্তজনদের কাছে:
আমি জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম। আমার দাস দাউদের
পেয়েছি সন্ধান,
উ তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে; আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ়
থাকবে।

৵ আমি তোমাদের আমার মনের মত পালকদের দেব, তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে ;

৶ তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে ; আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

## মারীয়াসেবক সঙ্ঘের সপ্ত সাধু প্রতিষ্ঠাতা

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - মারীয়াসেবক সঙ্ঘের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনী থেকে পাঠ

### পুণ্যবানদের প্রশংসা হোক

ফ্লরেন্সে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য এমন সাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ও একই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয়া মারীয়া তাঁদেরই দ্বারা নিজ ও আপন সেবকদের ধর্মসঙ্ঘ শুরু করে দিলেন। যখন আমি আমাদের সঙ্ঘে যোগ দিয়েছি, তখন ব্রাদার আলেসিওকে ছাড়া তাঁদের মধ্যে জীবিত কাউকে আর পাইনি। আমি মনে করি, আমাদের শ্রদ্ধেয়া প্রসন্ন হয়ে আমাদের দিন পর্যন্তই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন যেন তাঁর নিজের কণ্ঠ থেকেই আমরা আমাদের সঙ্ঘের উৎপত্তির কথা জানতে পারি।

আমি যেভাবে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর জীবনাচরণ যে তাঁর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে মঙ্গলের দিকে উপস্থিত সকলকে আকর্ষণ করছিল তা শুধু নয়, কিন্তু তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের শুদ্ধাচরণ দ্বারা তাঁর জীবন তাঁদের প্রথম সাহচর্যের গভীর ধর্মভাব বিষয়ে সাক্ষ্য দিত। একসঙ্গে মিলিত হবার আগেও তাঁদের জীবন চারমুখী বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ছিল।

প্রথম বৈশিষ্ট্য মণ্ডলীমুখী ছিল। বাস্তবিক তাঁদের কয়েকজন কৌমার্য ও শুচিতা বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ; অন্য কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ; আবার অন্য কেউ স্ত্রীর মৃত্যু হেতু বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তবুও সকলেই খ্রিষ্টের কনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নাগরিকদের কল্যাণ লক্ষ করত। বস্তুত তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন, ও পার্থিব সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করতেন। কিন্তু যখন সেই অমূল্য রত্নের খোঁজ পেলেন, তখন তাঁদের যা যা ছিল কেবল তা-ই গরিবদের কাছে বিলিয়ে দিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর ও আমাদের শ্রদ্ধেয়ার হাতে সানন্দে নিজেদেরও নিবেদন করে উত্তম বিশ্বস্ততায় তাঁদের সেবা করে চললেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কুমারীর মর্যাদা ও সম্মানকেই লক্ষ করত। ফ্লরেন্সে কুমারী মারীয়ার সম্মানে প্রাচীনকাল থেকে স্থাপিত এমন সঙ্ঘ ছিল যা তার প্রাচীনতার জন্য ও নর-নারী সদস্য-বহুসংখ্যা ও পবিত্রতারও জন্য অন্য সঙ্ঘগুলির তুলনায় এমন সুনাম অর্জন করেছিল যার ফলে 'সাধ্বী মারীয়ার মহাসঙ্ঘ' বলে অভিহিত ছিল। একত্রে সম্মিলিত হওয়ার আগে আমাদের সাত ব্যক্তিত্ব তেমন সঙ্ঘেরই উত্তম সদস্য ছিলেন।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য আত্মার পবিত্রতা সংক্রান্ত ছিল। তাঁরা ঈশ্বরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসতেন, তাঁর দিকে তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম চালিত করতেন, ও তাঁদের সমস্ত চিন্তায়, কথায় ও কর্মে তাঁকে সম্মান করতেন।

দৃঢ় সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ জীবন পালন করতে সম্মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁরা ঐশ অনুপ্রেরণা ও মারীয়ার আহ্বানে ধাবিত হয়ে নিজ নিজ গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করলেন। যা কিছু প্রয়োজন তা পরিবারকে দিয়ে বাকি সমস্ত কিছু গরিবদের কাছে বিলি করে দিলেন।

পরিশেষে তাঁরা জীবনাচরণে আদর্শবান ব্যক্তিত্বদের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্কল্প বিষয় তাঁদের অবগত করলেন।

তাতে সেনারিও পর্বতে গিয়ে উঠে ও পর্বতচূড়ায় এমন কুটির নির্মাণ করে যা তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তাঁরা একসঙ্গে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে সেখানে চলে গেলেন।

সেখানে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠলেন যে, কেবল নিজেদেরই পবিত্রীকরণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয়া তাঁদের সম্মিলিত করেছিলেন এমন শুধু নয়; অন্যরাও যোগদান করায় তাঁদের দ্বারা তাঁর শুরু করা সঙ্ঘটি যেন বিস্তার লাভ করে এজন্যও তিনি তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। এজন্য তাঁরা অন্য অন্য ভাইকে গ্রহণ করতে নিজেদের প্রস্তুত করলেন, ও সেসময় থেকে কয়েকজনকে গ্রহণ করলেন, তাতে নতুন সঙ্ঘটিকে আরম্ভ করে দিলেন। ফলে আমাদের সঙ্ঘ মারীয়া দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত, আমাদের ভাইদের বিনম্রতায় স্থাপিত, তাঁদের একাত্মতায় গাঁথা ও দরিদ্রতায় সংরক্ষিত হল।

শ্লোক - প্রেরিত ৪:৩২; ২:৪৬-৪৭ দ্রঃ

প্ সঙ্ঘটি ছিল একমন একপ্রাণ ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না,

উ সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

প্ তাঁরা সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন ; ছিলেন জনগণের অনুগ্রহের পাত্র।

উ সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী

# সাধু পিতর দামিয়ান, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর দামিয়ানের পত্রাবলি থেকে পাঠ (৮ম পুস্তক, ৬)

## দুঃখের পরে শান্ত মনে আনন্দের প্রতীক্ষা কর

প্রিয়তম, আমাকে অনুরোধ করেছ আমি যেন সান্ত্বনাদায়ী লিখিত কিছু বাণী তোমার কাছে প্রেরণ করি ও সেই সমস্ত আঘাত—যা তুমি সহ্য করে আসছ—সেগুলোর কারণে জর্জরিত তোমার অন্তরকে যেন লঘুভার করে তুলি।

কিন্তু তোমার সদ্বিবেচনার ভাব যদি নিদ্রাগত হয়ে না থাকে, তবে সান্ত্বনাটি তোমারই আয়ত্তে রয়েছে, কেননা বাণীই নিঃসন্দেহে দেখায় যে, স্বর্গীয় উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য তোমাকে সন্তানেরই মত ঐশ্বরিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বাস্তবিকই, *সন্তান, ঈশ্বরের সেবায় এগিয়ে যেতে আকাঙ্ক্ষী হলে ধর্মময়তা ও সম্ভ্রমে নিষ্ঠাবান থাক, ও কঠোর পরীক্ষার জন্য নিজের প্রাণ প্রস্তুত কর* (সিরা ২:১ লাতিন পাঠ্য), এ বাণী ছাড়া স্পষ্টতর আর কী আছে?

যেখানে সম্ভ্রম ও ধর্মময়তা উপস্থিত, সেখানে যে কোন প্রতিকূল পরীক্ষা ক্রীতদাসের নির্যাতন নয়, বরং পিতৃসুলভ শাসন। এজন্য সেই ধন্য যোবও কশাঘাতের মধ্যে বলে ওঠেন: যিনি শুরু করেছেন, *তিনি আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করুন; হাত বাড়িয়ে আমাকে নিপাতিত করুন* (যোব ৬:৯ লাতিন পাঠ্য); আর তিনি এ কথাও বলেন: *তবু এখনও আমার সান্ত্বনা আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি যেন আমাকে রেহাই না দেন* (যোব ৬:১০)।

কেননা ঈশ্বরের মনোনীতদের পক্ষে ঐশ শাস্তি নিজেই তো মহা সান্ত্বনা, কারণ যে ক্ষণিকের কশাঘাত তারা বহন করছে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে তারা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, এই দৃঢ় প্রত্যাশায় যে, স্বর্গীয় আনন্দের গৌরব জয় করবেই। এজন্যই স্বর্ণকার সোনা গাদ থেকে শোধন করতে তা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে; এজন্যই ধাতুর উজ্জ্বল প্রকৃতি যেন অধিক স্পষ্ট প্রকাশ পায় ফাইল ধাতুকে ঘষাঘষি করে। *হাপর কুমোরের পাত্র যাচাই করে, নিপীড়ন ন্যায়বান মানুষকে যাচাই করে* (সিরা ২৭:৫ লাতিন পাঠ্য)।

এজন্য ধন্য যাকোবও একথা বলেন: *হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষায় পরিক্ষিত হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর* (যাকোব ১:২)।

অনিষ্ট করেছে বিধায় ইহলোকে যাদের ক্ষণস্থায়ী ক্লেশ দেওয়া হয়, কিন্তু শুভকর্মের প্রতিদানে স্বর্গে যাদের শাশ্বত পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, সঙ্গতভাবেই তাদের আনন্দ করা উচিত।

সুতরাং হে প্রিয়তম ও মধুর ভাই, যে পর্যন্ত আঘাত তোমায় ঘিরে রাখে, যে পর্যন্ত আঘাত ও ঈশ্বরের শাসন দ্বারা শাস্তি ভোগ কর, সেই পর্যন্ত মনে মনে নিরাশ হয়ো না, তোমার বুক থেকেও যেন অসন্তোষমূলক বিলাপ না বের হয়। দুঃখের তিক্ততা যেন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ছেঁকে না ধরে, মনের দুর্বলতা যেন তোমাকে অস্থির না করে; বরং তোমার মুখমণ্ডলে শান্তি ও অন্তরে আনন্দই যেন সর্বদা বিরাজ করে, ও তোমার ওষ্ঠে যেন ধন্যবাদসূচক বাণী ধ্বনিত থাকে।

কেননা সেই ঐশ পরিকল্পনারই প্রশংসা করা দরকার যা চিরকালীন কশাঘাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্ষণকালীন কশাঘাতেই তার আপনজনদের আঘাত করে, উন্নীত করার উদ্দেশ্যে নমিত করে, নিরাময় করার উদ্দেশ্যে ছেটে ফেলে, ও উর্ধ্বে তোলার উদ্দেশ্যে নিপাতিত করে। অতএব, হে প্রিয়তম, পবিত্র শাস্ত্রের এ বাণী ও অন্য বাণী দ্বারা নিজের মন বলীয়ান করে তোল, ও দুঃখের পরে শান্ত মনে আনন্দের প্রতীক্ষা কর।

প্রত্যাশাই তোমাকে আনন্দে উন্নীত করুক ও ভক্তি তোমার উদ্দীপনা উদ্দীপ্ত করুক, যাতে এবিষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার অন্তর বাহ্যিক দিক দিয়ে যা সহ্য করে তা ভুলে যায়, ও মনে মনে যা ধ্যান করে তা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার দিকেই ধাবিত হয়।

**শ্লোক** - সিরা ৩১:৮, ১১, ১০

*প্র* সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না:

*উ* তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

*প্র* অপরাধ করতে পারলেও সে অপরাধ করেনি, অনিষ্ট করতে পারলেও তা করেনি:

*উ* তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

# প্রেরিতদূত সাধু পিতরের ধর্মাসন

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (১১:১-১৮)

**পিতর বিজাতীয়দের মনপরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেন**

সেসময়, প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; আর যখন পিতর যেরুশালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, 'আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।'

তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন; তিনি বললেন: 'আমি যাফা শহরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল; তখন দর্শনযোগে আমি দেখতে পেলাম, বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা আমার কাছে পর্যন্ত এল; তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তখন দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু, বন্যজন্তু, সরিসৃপ ও আকাশের যত পাখি। তারপর শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও। কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমনটি না হোক! অপবিত্র বা অশুচি কোন কিছু কখনও আমার মুখের ভিতরে যায়নি। তখন, দ্বিতীয়বারের মত, আকাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর এই উত্তর দিল: ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না। এভাবে তিনবার ঘটল; তারপর সেই সবকিছু আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল। আর দেখ, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনজন পুরুষ সেখানে এসে দাঁড়াল; তাদের কায়েসারিয়া থেকে আমাকে খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল। আর আত্মা আমাকে দ্বিধা না করেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। এই ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গেলেন; আর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন পেয়েছিলেন, সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফায় লোক পাঠিয়ে শিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার

বাড়ির সকলে পরিত্রাণ পাবে। আমি কথা বলতে শুরু করলেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে শুরুতে আমাদের উপর নেমে এসেছিলেন, আর আমার প্রভুর কথা মনে পড়ল, যখন তিনি বলেছিলেন, যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে। তাই আমরা প্রভু যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হলে পর ঈশ্বর যেমন আমাদের, তেমনি যখন তাঁদেরও সমান অনুগ্রহ দান করলেন, তখন আমি কি এমন একজন যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে সক্ষম?'

এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

**শ্লোক** - লুক ২২:৩২; মথি ১৬:১৭খ দ্রঃ

*প্র* শিমোন পিতর, আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়;

*উ* আর তুমি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।

*প্র* রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন;

*উ* আর তুমি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (মনোনয়নের ৪র্থ বার্ষিকী, ২-৩)

**খ্রিষ্টমণ্ডলী পিতরের দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে উত্তোলিত**

সকল জাতির কাছে পরিত্রাণের প্রচারক হতে ও সকল প্রেরিতদূত ও মণ্ডলীর পিতৃগণের মাথা স্বরূপ হতে সকল মানুষের মধ্যে কেবল পিতরই মনোনীত হলেন। ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে যাজক ও বিশপ অনেকেই বটে, কিন্তু সকলের প্রকৃত নেতা হলেন পিতর—খ্রিষ্টের চূড়ান্ত তত্ত্বাবধানের অধীন হয়েই নেতা। প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর তাঁর প্রসন্নতায় এই মানুষটিকে বিস্ময়কর ও মহা পরিমাপে নিজ অধিকারের অংশী করে তুলতে ইচ্ছা করলেন। আর যদিও একথা সত্য যে, তিনি মণ্ডলীর অন্যান্য নেতাদেরও

কোন না কোন প্রকারে পিতরের অধিকারের অংশী করতে চাইলেন, তবু যা তিনি অন্যদের দিতে অস্বীকার করেননি, তা সবসময় তাঁরই দ্বারা দান করেন।

প্রভু প্রেরিতদূতদের জিজ্ঞাসা করেন, লোকে তাঁর বিষয়ে কী চিন্তা করে; মানবীয় বুদ্ধির অনিশ্চয়তা যতদূর ব্যাপ্ত হয়, ততদূর সকলের উত্তর প্রকৃতপক্ষে একই উত্তর হয়। কিন্তু যখন প্রেরিতদূতদের কাছে তাঁদের নিজস্ব ধারণা চাওয়া হয়, তখন যিনি প্রৈরিতিক মর্যাদায় প্রথম, তিনি প্রভুর স্বীকারোক্তিতেও প্রথম হন। তিনি বলেন: *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র,* এবং যিশু তাঁকে উত্তরে বলেন, *যোনার ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন* (মথি ১৬:১৬-১৭)। তার মানে: তুমি সুখী, কারণ আমার পিতাই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন; কোন মানবীয় ধারণা তোমাকে বিভ্রান্ত করেনি, দিব্য প্রেরণাই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; রক্তমাংসের মানুষ নয়, বরং আমি যাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, সেই তিনিই তো তোমার কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তারপরে যিশু বলে চলেন: *আর আমি তোমাকে বলছি,* অর্থাৎ: আমার পিতা যেমন তোমার কাছে আমার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেছেন, তেমনি আমিও তোমার কাছে তোমার মর্যাদা জ্ঞাত করছি। *তুমি তো পিতর,* অর্থাৎ, আমি যখন অলঙ্ঘ্য শৈল, আমি যখন সেই সংযোগপ্রস্তর যা সেই দুই জাতিকে এক-জাতি করে তোলে (এফে ২:২০, ১৪ দ্রঃ), আমি যখন সেই ভিত্তি যা কেউই পাল্টাতে পারে না, তখন তুমিও শৈল, কারণ আমার শক্তিতেই তুমি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যেন অধিকারসূত্রে যা কিছু আমার, আমার সঙ্গে তোমার সহভাগিতা গুণে তা তোমারও হতে পারে। *এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (মথি ১৬:১৮): আমি এই দৃঢ় ভিত্তির উপরেই সনাতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করব, আর আমার সেই মণ্ডলীর ভিত যা স্বর্গ পর্যন্তই উন্নীত হবার কথা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরেই গাঁথা থাকবে।

পাতালের দ্বার এই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, মৃত্যুর বাঁধনও তা জড়িয়ে ধরতে পারবে না, কেননা এই কণ্ঠস্বর জীবনেরই কণ্ঠস্বর। এমন কণ্ঠস্বর যা স্বর্গেই তার সাক্ষীদের তুলে আনে, ও পাতালেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিমজ্জিত করে। এজন্য তিনি ধন্য পিতরকে বলেন: *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব:*

*পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে* (মথি ১৬:১৯): এই অধিকারের গুণ যে অন্য প্রেরিতদূতদেরও দান করা হল তা বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠামূলক বিধান মণ্ডলীর সকল ধর্মনেতাদের হাতেও এসে পৌঁছেছে; কিন্তু সকলকে যা নির্দেশরূপে দেওয়া হয়েছে, তা যে কেবল একজনেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তা এমনিই ঘটেনি: প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে পিতরেরই হাতে তা দেওয়া হয়েছে, কেননা মণ্ডলীর অন্য ধর্মপালকদের মর্যাদার তুলনায় পিতরেরই মর্যাদা অগ্রগণ্য।

**শ্লোক** - মথি ১৬:১৯ দ্রঃ

*প্র* শিমোন পিতর, নৌকা থেকে তোমাকে ডাকবার আগেও আমি তোমাকে চিনতাম। তোমাকে করেছি আমার জনগণের জননেতা।

*উ* স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দিয়েছি।

*প্র* পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।

*উ* স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দিয়েছি।

## অথবা (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণীর সূচনায় বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৬)

**স্বীকারোক্তিতে সরল বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বিধায়**

**পিতর এ নাম অর্জন করলেন**

*তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে* (যোহন ১৩:১৫)। দেখ, আশ্চর্য কাজ দ্বারা নয়, জীবনাচরণ দ্বারাই শিষ্যদের পরিচয় প্রকাশিত। *যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর* (যোহন ২১:১৫, ১৬)।

এই যে আর একটি চিহ্ন, এ চিহ্নও জীবনাচরণ থেকে নেওয়া। তারপর তৃতীয় একটা চিহ্ন রয়েছে: *অপদূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (লুক ১০:২০)। এও সদাচরণের উপর নির্ভর করে।

তুমি কি চতুর্থ একটা প্রমাণ জানতে ইচ্ছা কর? তিনি বলেন: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (মথি ৫:১৬)। এই বেলায়ও কর্ম আবশ্যক। আর যখন তিনি এ কথাও বলেন: *যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে* (মথি ১৯:২৯), তখন জীবনধারণ ও নিখুঁত জীবনের প্রশংসা করেন।

তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, পারস্পরিক ভালবাসা থেকেই শিষ্যদের চেনা হত, আর যিনি অপর প্রেরিতদূতদের চেয়ে খ্রিষ্টকে বেশি ভালবাসতেন, তাঁর পরিচয় এতেই প্রকাশ পেত যে, তিনি ভাইবোনদের মেষপালক ছিলেন।

তুমি এও দেখতে পাচ্ছ যে, তাঁরা অপদূতদের তাড়িয়েছিলেন বিধায় আনন্দ করবেন এমন নয়, তাঁদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে এজন্যই তাঁদের আনন্দিত হবার কথা; আর যাঁরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাজকর্মের উজ্জ্বলতার জন্যই মনোনীত হয়েছিলেন; আর যাঁরা অনন্ত জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে ও শত গুণে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, বর্তমান সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করেছিলেন বিধায়ই তাঁরা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পুণ্য ও নিখুঁত জীবন যাপন করলে তুমিও এঁদের সকলের অনুকরণ করতে পারবে; ফলে শিষ্যদের ও ঈশ্বরের বন্ধুদের সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারবে ও কোন আশ্চর্য কাজ সাধন না করেও অনন্ত জীবন ও তার সমস্ত মঙ্গলদানের অধিকারী হতে পারবে।

স্বয়ং পিতরও আশ্চর্য কাজের জন্য নয়, কিন্তু সদাগ্রহ ও অকপট ভালবাসার জন্যই এ নাম পেয়েছিলেন। তিনি যে মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বা সেই খোঁড়া লোকটাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন বলেই নামটা পেয়েছিলেন এমন নয়, বরং সরল

স্বীকারোক্তিতে নিজ বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন বিধায়ই নামটা পেয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮)। কেন? আশ্চর্য কাজের জন্য নয়, কিন্তু তিনি '*আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র*' (মথি ১৬:১৬) এ সত্য স্বীকার করেছিলেন বিধায়ই তাঁর প্রতি সেই বাণী উচ্চারিত হল।

আমাদের নগরী এই আন্তিওখিয়া যে প্রথম থেকে ধর্মাচার্য রূপে প্রেরিতদূতদের প্রধানকে গ্রহণ করেছে, তা তার মর্যাদাপূর্ণ অধিকার। এ সমীচীন ছিল যে, যে নগরী সমগ্র জগতের সামনে প্রথমেই খ্রিষ্টিয়ান নামে অলঙ্কৃতা হয়েছিল সেই নগরী পালকরূপে প্রেরিতদূতদের প্রধানকে গ্রহণ করবে। কিন্তু তবুও তাঁকে ধর্মাচার্য রূপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সঙ্গে তাঁকে সবসময়ের মত রাখিনি, কিন্তু রাজকীয় নগরী সেই রোমের কাছেই তাঁকে সঁপে দিলাম। কেননা যদিও পিতরের দেহ আমাদের মধ্যে না থাকে, তবু পিতরের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসই রক্ষা করি: আমরা পিতরের বিশ্বাস রক্ষা করায় স্বয়ং পিতরই আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

অতএব আমরা যখন তাঁর উত্তরসূরীকে দেখি, আমরা কেমন যেন স্বয়ং পিতরকেই দেখি। ঠিক যেভাবে খ্রিষ্ট যোহনকে এলিয় নামে ডাকছিলেন: এলিয় যে যোহন ছিলেন এমন নয়, কিন্তু এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে এসেছিলেন বিধায়ই তাঁকে এলিয় বলছিলেন। সুতরাং যোহন যেমন এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে এসেছিলেন বিধায় এলিয় বলে অভিহিত হলেন, তেমনি যিনি পিতরের স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাস বহন করে আসবেন, তিনি তাঁর নামও বহন করবেন; কেননা সমরূপ জীবনধারণ সমরূপ নামের উৎপত্তি ঘটায়।

**শ্লোক** - মথি ১৬:১৩, ১৬, ১৭, ১৮

*প্র* যিশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন: মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে? শিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন: আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।

*উ* আর আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।

*প্র* যোনার ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন।

১৮ আর আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

# সাধু পলিকার্প, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ সম্বন্ধে স্মির্না মণ্ডলীর পত্র থেকে পাঠ (১৩:২–১৫:৩)

## উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলি সেই ধন্য পলিকার্প

চিতা প্রস্তুত হলে পলিকার্প সব কাপড় ফেলে ও বন্ধনী খুলে দিয়ে জুতাও খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তা এমন কাজ যা তিনি আগে কখনও করতেন না, কেননা প্রতিটি ভক্তজন সবসময় প্রতিযোগিতা করছিল কে কে সকলের চেয়ে শীঘ্রই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারে। আসলে তিনি তাঁর পুণ্যাচরণের জন্য সাক্ষ্যমরণের আগেও অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। ওরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ফেলল সেই সব যন্ত্র দিয়ে যা চিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করতে গেলেই তিনি বললেন : 'তোমরা আমাকে এমনি এভাবেই রাখ ; কেননা যিনি আমাকে আগুন সহ্য করার মত শক্তি দেন, তিনি আমাকে সেই শক্তিও দেবেন যাতে পেরেকের ব্যবস্থা ছাড়াও আমি চিতার উপরে অবিচল থাকি।' তাই ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করল না, কেবল দড়ি দিয়েই বাঁধল।

তাঁর দু'হাত পিঠের পিছনে বাঁধা হলে তিনি সেই বাঁধা অবস্থায়, বহুসংখ্যক পালের মধ্য থেকে ঠিক যেন সুন্দর মেষের মত, আহুতির জন্য প্রস্তুত ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এক বলি যেন, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার প্রিয় ও ধন্য দাস সেই যিশু খ্রিষ্টেরই পিতা যাঁর দ্বারা আমরা তোমাকে জানতে পেরেছি ; স্বর্গদূত ও শক্তিবৃন্দের, নিখিল সৃষ্টি ও তোমার সামনে জীবিত ধার্মিকদের সমগ্র জাতির হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্য বলছি, কারণ তুমি এদিনে ও এ ক্ষণে আমাকে সকল সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে তোমার খ্রিষ্টের পানপাত্রের অংশী হবার যোগ্য করে তুলেছ, আমি যেন পবিত্র আত্মার অক্ষয়শীলতার আশ্রয়ে আত্মা ও দেহের অনন্ত জীবনের পুনরুত্থান

লাভ করি। আমাকে যেন আজ তাঁদের সঙ্গে তোমার সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলিরূপেই গ্রহণ করা হয়, যেইভাবে তুমি, হে সত্যবাদী ও সত্যময় ঈশ্বর, তা নিরূপণ করেছ, তা আগেও আমাকে দেখিয়েছিলে, ও এখন তা পূরণ করছ।

এর জন্য ও সবকিছুর জন্য আমি তোমার স্তুতিবাদ করি, তোমাকে ধন্য বলি, তোমাকে গৌরবান্বিত করি তোমার প্রিয় দাস সেই সনাতন স্বর্গীয় যাজক যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে, যাঁর দ্বারা তোমার ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক এখন ও যুগযুগ ধরে। আমেন।'

তিনি 'আমেন' বলে প্রার্থনা শেষ করলেই চিতার জন্য নিযুক্ত লোকগুলো আগুন জ্বালাল। আগুনের একটা প্রচণ্ড শিখা উঠলে আমরা, যাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল, এই আমরাই তো বিস্ময়কর কিছু দেখলাম; আর আমরা এজন্যই তো রেহাই পেয়েছি, যাতে অপরের কাছে সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি।

এমনটি হল যে, আগুন যেন গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘরের মত, জাহাজের বাতাসে-ভরা এক পালের মতই উঠে সাক্ষ্যমরটির দেহ দেওয়ালেরই মত ঘিরে ফেলল। তিনি তার ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহ পোড়া দেহের মত নয়, বরং যেন ছেঁকা রুটি কিংবা মূষাতে শোধন করা সোনা বা রুপোর মত দেখাচ্ছিল। আর আমরা এমন সুবাস অনুভব করলাম, যা ধূপ বা অন্য কোন মহামূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসের মত।

শ্লোক - প্রকাশ ২:৮-৯, ১০

℣ তুমি স্মির্না মণ্ডলীর দূতের কাছে একথা লেখ: যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন: তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি; তথাপি তুমি ধনবান।

℟ তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

℣ তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত।

℟ তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

# পাঠসংগ্রহ - মার্চ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ (সাধু যোসেফ) ২০ ২১ (সাধু বেনেডিক্টের উত্তরণ) ২২ ২৩ ২৪ ২৫ (দূত সংবাদ) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ৪ঠা মার্চ

## সাধু কাসিমির

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রায়-সমসাময়িক লেখক-রচিত 'সাধু কাসিমিরের জীবনী' থেকে পাঠ (২-৩)

### পরাৎপরের আদেশ অনুসারে ধন ভোগ কর

ঐশআত্মা দ্বারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি যে প্রায়-অবিশ্বাস্য ভক্তি কাসিমিরকে উদ্দীপ্ত করছিল তা নিঃসন্দেহে মিথ্যা নয়, অকপটই ছিল ; এবং সেই ভক্তি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এতই বিস্তৃত ও উপচে পড়াও ছিল, এমনকি তাঁর হৃদয়-গভীর থেকে প্রতিবেশীর উপরে এতই উথলে পড়ছিল যে, খ্রিষ্টের দীনহীনদের, প্রবাসীদের, অসুস্থদের, বন্দিদের, নির্যাতিতদের কাছে কেবল নিজ সম্পত্তি নয় কিন্তু নিজেকেও সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য কিছুই তাঁর পক্ষে ছিল না।

বিধবা, অনাথ, অত্যাচারিতের পক্ষে তিনি প্রতিপালক শুধু নন, তাদের রক্ষাকর্তাও শুধু নন, বরং পিতা, সন্তান, ভাইও ছিলেন। এই পর্যায়ে আমরা যদি ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরে প্রস্ফুটিত ভালবাসা ও মহাপ্রেমের প্রতিটি কাজের বর্ণনা দিতে চাইতাম, তবে সুদীর্ঘই একটি জীবন-বৃত্তান্ত লেখা দরকার হত।

তিনি যে কেমন পরিমাপে ন্যায্যতা পালন করলেন ও আত্মসংযম আলিঙ্গন করলেন, সদ্বিবেচনার অধিকারী ছিলেন, ও দৃঢ়তা ও মনোবল দ্বারা উদ্দীপিত ছিলেন—বিশেষভাবে সেই অধিক স্বাধীন বয়সেই যে বয়সে মানুষ সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল ও স্বভাবে অমঙ্গলে প্রবণ—তাও বলা ও ভাবা কঠিন।

প্রতিদিন তিনি পিতাকে চেতনা দান করতেন তিনি যেন রাজ্য-শাসনে ও তাঁর অধীনস্থ জাতিগুলি পরিচালনায় ন্যায্যতা পালন করেন। আর রাজা দৈবাৎ অযত্ন বা মানব দুর্বলতা বশত শাসন ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবহেলা করলে তিনি বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর সমালোচনা করায় কখনও ক্ষান্ত হননি।

তিনি নিঃস্বদের ও হতভাগাদের পক্ষ নিজেরই বলে সমর্থন ও গ্রহণ করতেন, তাতে জনগণ তাঁকে নিঃস্বদের রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করত। আর রাজার সন্তান ও জন্মমর্যাদা সূত্রে সম্ভ্রান্ত বংশীয় হয়েও তিনি যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আচার-ব্যবহারে বা কথাবার্তায় কখনও নিজেকে বড় করতেন না—সেই ব্যক্তি যতই নীচুঁ ও নিম্ন শ্রেণির লোক হত না কেন। এসংসারের ক্ষমতাশালী ও মহাব্যক্তিদের মধ্যে একজন হওয়ার চেয়ে তিনি সবসময় চাইলেন, নম্র ও আত্মায় দীনহীনদেরই মধ্যে একজন বলে পরিগণিত হবেন, কেননা স্বর্গরাজ্য এদেরই। তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বেরও বাসনা করলেন না, পিতা তাঁর হাতে রাজ্যভার তুলে দিতে ইচ্ছা করলে তা গ্রাহ্য করতেও সম্মত হলেন না, কেননা ভয় করছিলেন, তাঁর অন্তর সেই ধনের উদ্দীপনায় আহত হবে যা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট কাঁটা বলে অভিহিত করলেন; এও চাচ্ছিলেন না যে, তাঁর অন্তর পার্থিব বিষয়ে কলুষিত হবে।

নাম-করা ও উত্তম ব্যক্তি তাঁর সেই সকল সেবক ও সহায়ক যাঁদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন ও তাঁকে সূক্ষ্মরূপে জানতেন, তাঁরা সকলেই একথা ঘোষণা করেন ও এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত চিরকৌমার্য ধারণ করলেন ও চিরকুমার হয়েই তাঁর শেষ দিন সমাপ্ত করলেন।

**শ্লোক** - সিরা ২৯:১১; ১ তি ৬:১১

℣ ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,

℟ তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।

℣ ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য :

℟ তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।

৭ই মার্চ

## সাধ্বী পের্পেতুয়া ও ফেলিচিতা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - কার্থাগো নগরের ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দের সাক্ষ্যমরণ-বৃত্তান্ত থেকে পাঠ (১৮, ২০-২১)

**হে মহাবীর,**

**তোমরা প্রভুর গৌরবে আহূত ও মনোনীত ব্যক্তি !**

সাক্ষ্যমরদের বিজয়ের দিন উদিত হল। তাঁরা কারাবাস থেকে রঙ্গভূমির দিকে যেন স্বর্গেরই দিকে এগিয়ে গেলেন—মুখ উজ্জ্বল ক'রে, আত্মসম্মানের সঙ্গে, ভয়ের চেয়ে আনন্দেরই জন্য আবেগপূর্ণ হয়ে !

সকলের আগে পের্পেতুয়া গরুর শিঙের আঘাতে ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে কাত হয়ে পড়লেন। আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি লুটিয়ে পড়া ফেলিচিতাকে দেখে তাঁর কাছে গেলেন, ও তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর দু'জনে একসঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন : এতে ভিড়ের হিংস্রতা স্তমিত হল, আর তাঁদের 'সানাভিভারিয়া' গেটে ফিরিয়ে নেওয়া হল।

এখানে রুস্তিকুস নামে একজন নিকটবর্তী দীক্ষাপ্রার্থী পের্পেতুয়াকে গ্রহণ করলে পের্পেতুয়া কেমন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেই (তিনি এতই আত্মহারা ও দিব্য দর্শনে মগ্ন অবস্থায়ই ছিলেন !) এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন ও সকলের বিস্ময়ের মধ্যে বললেন, 'কখন ওরা ওইখানে সেই গরুর সামনে আমাদের ফেলে দেবে ?' যখন শুনতে পেলেন যে তা হয়েই গেছে, তখন তিনি নিজের দেহে ও কাপড়ে অত্যাচারের চিহ্ন না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর তাঁর আপন ভাই ও সেই দীক্ষাপ্রার্থীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের উৎসাহিত করতে লাগলেন : 'দৃঢ়বিশ্বাসী হও, একে অন্যকে ভালবাস ! আমাদের দুঃখকষ্টের জন্য যেন তোমরা সরে না পড়।'

ইতিমধ্যে সাতুরোস অন্য এক গেটে দাঁড়িয়ে সৈন্য পুদেন্তিউসকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। নানা কথার মধ্যে তিনি এও বললেন: 'আসলে আমি ঠিক যেভাবে মনে করছিলাম, যেভাবে আগেও বলছিলাম, এখন পর্যন্ত কোন হিংস্র পশুর অভিজ্ঞতা করিনি। এবার কিন্তু সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস কর: দেখ, আমি ওইখানে গিয়ে চিতাবাঘের এক কামড়েই মরব।'

আর তখনই, সেই খেলার শেষে, তাঁকে একটা চিতাবাঘের সামনে ফেলা হল: একটামাত্র কামড়ের ফলে তাঁর দেহ এত পরিমাণ রক্তে ভিজে গেল যে দর্শকেরা সকলেই তাঁর দ্বিতীয় বাপ্তিস্মের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে চিৎকার করে বলে উঠল, 'সেই রক্তস্নাত ত্রাণ পেল, সেই রক্তস্নাত ত্রাণ পেল!' হ্যাঁ, যিনি সেইরূপে স্নাত হয়েছিলেন, তিনি সত্যিই ত্রাণ পেয়েছিলেন!

তিনি তখন সৈন্য পুদেন্তিউসকে বললেন, 'বিদায়! বিশ্বাস রক্ষা কর, আমার কথাও স্মরণে রাখ। এসব কিছু যেন তোমাকে বিচলিত না করে, বরং সুস্থির করে।' একইসঙ্গে তিনি তাঁর আঙুলের আংটি চাইলেন; তা নিজের ক্ষতস্থানে ডুবিয়ে তাঁর কাছে উত্তরাধিকার রূপে ফিরিয়ে দিলেন, তা যেন তাঁর আপন রক্তের পণ ও স্মৃতিচিহ্ন হয়। এরপর, প্রায় নিঃশেষিত অবস্থায় তাঁকেও অন্যান্যদের সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে শেষ আঘাতের জন্য শায়িত করা হল।

যেহেতু দর্শকদের ভিড় চাচ্ছিল, সকলেরই দৃষ্টিগোচরে রঙ্গভূমির মাঝখানেই তাঁদের আনা হোক যাতে করে খড়্গটা তাঁদের দেহ ভেদ করার সময়ে সকলে নিজেদের চোখ খুনের অংশী ক'রে তাঁদের অঙ্গের উপর নিবদ্ধ করতে পারে, সেজন্য গাম্ভীর্যপূর্ণ শান্তি-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাক্ষ্যমরণ সমাপ্ত করবার জন্য একে অন্যকে চুম্বন করে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় সেই স্থানেই গেলেন যেখানে দর্শকদের ভিড় তাঁদের দেখতে চাচ্ছিল।

সকলে অবিচল ও নীরব হয়ে খড়্গের আঘাতে পতিত হলেন: আর সেই সাতুরোস, যিনি পের্পেতুয়ার দর্শন অনুসারে প্রথম হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সত্যি সকলের মধ্যে প্রথম হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। তিনি আসলে পের্পেতুয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন; আর সেই পের্পেতুয়া একটু যন্ত্রণা আস্বাদ করার জন্য, হাড়ে বিদ্ধ হয়ে এক চিৎকার দিলেন, তারপর কাঁচা যোদ্ধার অনভিজ্ঞ হাত তিনি নিজেই নিজের গলায় চালিত করলেন। হয়

তো এমন মহানারী, যাঁকে অপদূতই পর্যন্ত ভয় করছিল, তিনি তো অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারতেন না, তাঁর নিজের ইচ্ছা না হলে!

হে ধন্য বীর সাক্ষ্যমরবৃন্দ! তোমরা সত্যি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের গৌরবে আহূত ও মনোনীত ব্যক্তি।

শ্লোক - রো ৮:৩৪-৩৫, ৩৭

প্র খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?

উ যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

প্র তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন।

উ যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

৮ই মার্চ

## দেবদাস সাধু জন, ধর্মব্রতী

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - ধর্মব্রতী দেবদাস সাধু জনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (২৩-২৪, ২৭)

### খ্রিষ্ট বিশ্বস্ত ; তিনি সবকিছুর সুব্যবস্থা করে থাকেন

আমরা যদি ঈশ্বরের দয়ার দিকে তাকাতাম, তবে যতবার আমাদের সুযোগ হয় ততবারই আমরা মঙ্গল সাধন করায় ক্ষান্ত হতাম না। কেননা তিনি আমাদের যা যা দান করেছেন, আমরা যখন ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তা গরিবদের হাতেই হস্তান্তর করি, তখন তিনি শাশ্বত আনন্দে তার শত গুণ দেবেন বলে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন।

আহা, কেমন মহা পুরস্কার! আহা, কেমন ধন্য লাভ! কেইবা তেমন উত্তম ব্যবসায়ীর কাছে তার সর্বস্ব না দেবে, যখন তিনি আমাদেরই স্বার্থ রক্ষা করেন ও বিস্তারিত বাহুতে আমাদের অনুরোধ করেন যাতে তাঁর দিকে মন ফেরাই, আমাদের পাপের জন্য চোখের জল ফেলি, ও আগে নিজেদের প্রতি ও পরে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার সেবায় নিজেদের নিবেদন করি? কেননা জল যেমন আগুন নিবায়, তেমনি ভালবাসা পাপ মুছে দেয়।

এখানে এত সংখ্যক গরিব এসে উপস্থিত হয় যে, আমি বারবার বিস্মিত হই কেমন করে তাদের জন্য সুব্যবস্থা করতে পারব। অথচ যিশু খ্রিষ্ট সবকিছুর জন্য সুব্যবস্থা করে থাকেন ও সকলের ক্ষুধা মিটিয়ে থাকেন। বহু গরিব লোক ঈশ্বরের গৃহে আসে, কারণ গ্রানাদা শহরটা বিরাট ও অতিশীতল শহর, বিশেষভাবে এই শীতকালে। বর্তমানে এই গৃহে একশ'জন লোক আশ্রয় নিয়েছে—তারা অসুস্থ, সুস্থ, গরিব, প্রবাসী।

আর যেহেতু এ হচ্ছে মাতৃগৃহ, সেজন্য সমস্ত প্রকার ও সমস্ত ধরনের অসুস্থদের গ্রহণ করে—খোঁড়া, পঙ্গু, কুষ্ঠরোগী, বোবা, পাগল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চর্মরোগী, বার্ধক্যে পরিশ্রান্ত, বহু ছেলেমেয়ে ও তাছাড়া অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও পথিক যারা এখানে এসে আগুন, জল, লবণ ও সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পায় যাতে রান্না করতে পারে। এদের সকলের জন্য কোন পুঁজি নেই—খ্রিষ্টই ব্যবস্থা করেন!

এজন্য আমি পরের অর্থ দ্বারা কাজ করি ও যিশু খ্রিষ্টের সম্মানার্থে বন্দি। আমি ঋণের দুশ্চিন্তায় এতই আক্রান্ত যে বারবার সেই পাওনাদারদের কারণে বাড়ি থেকেও বাইরে যেতে ভয় করি যাদের কৈফিয়ত দিতে হয়। অন্য দিকে আর কতই না অগণিত সেই গরিব ভাইয়েরা, যারা আত্মা ও দেহে মানবীয় সমস্ত সম্ভাবনার অতীতেই পরীক্ষিত: তারাও আমার প্রতিবেশী, অথচ আমি—অধিক দুঃখের কথা—তাদের সহায়তা করতে পারছি না!

তথাপি আমি খ্রিষ্টের উপর নির্ভর করি; তিনিই তো আমার হৃদয় জানেন। এজন্য আমি বলি: *অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষ মানুষের উপর নির্ভর করে* (যেরে ১৭:৫) ও খ্রিষ্টের উপরে নির্ভর করে না। কেননা তুমি ইচ্ছা করলে বা ইচ্ছা না করলে মানুষ তোমাকে ত্যাগই করবে। কিন্তু খ্রিষ্ট বিশ্বস্ত ও অপরিবর্তনশীল। হ্যাঁ, খ্রিষ্ট সত্যি সবকিছুর সুব্যবস্থা করে থাকেন। এসো, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমেন।

**শ্লোক** - ইশা ৫৮:৭, ৮ দ্রঃ

*প্র* ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;

*উ* তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

*প্র* উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;

*উ* তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

৯ই মার্চ

# সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানা, ধর্মব্রতিনী

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - সিষ্টার মারীয়া মাগ্দালেনা-লিখিত 'সাধ্বী ফ্রান্সিস্কা রোমানার জীবন-বৃত্তান্ত' থেকে পাঠ (৬-৭)

## সাধ্বী ফ্রান্সিস্কার ধৈর্য ও ভালবাসা

ঈশ্বর ফ্রান্সিস্কার ধৈর্য কেবল বাহ্যিক ধনসম্পদের দিক দিয়ে পরীক্ষা করেননি, তাঁর নিজের শরীরেও তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। তবু আমি তাঁর ব্যবহারে অধৈর্যের কোনও গতি বা বিরক্তিকর ও ভুল চিকিৎসার জন্য অসন্তোষের কোন লক্ষণও কখনও লক্ষ করতে পারিনি।

যে সন্তানদের তিনি গভীর স্নেহে ভালবাসতেন, তাঁর সেই নিজ সন্তানদের অসাময়িক মৃত্যুতে ফ্রান্সিস্কা অধ্যবসায়ের আদর্শ দান করলেন; শান্তমনে ঈশ্বরের সঙ্কল্প গ্রহণ করতেন ও তাঁর যা কিছু ঘটত তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেন। একই ধৈর্যের সঙ্গে তিনি নিন্দুকদের কটুবাক্য ও যারা গজ গজ করে তাঁর জীবনধারণের সমালোচনা করত, সেই সকলের প্রতি বিতৃষ্ণার কোন চিহ্নও দেখাননি, কিন্তু অমঙ্গলের প্রতিদানে তিনি সবসময় মঙ্গল সাধন করলেন। এমনকি অবিরতই ঈশ্বরের কাছে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

ঈশ্বর তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তিনি যেন সাধ্বী হন—কেবল নিজেরই জন্য নয়, কিন্তু অপরেও যেন আত্মা ও দেহের কল্যাণের জন্য তাঁর গৃহীত মঙ্গলদান ভোগ করতে পারে। এজন্য তিনি তাঁকে এমন কোমলতায় সজ্জিতা করেছিলেন যে, যে কেউ যে কোন ব্যাপারেই তাঁর সংস্পর্শে আসত, তারা সকলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করত, ও তাঁর যে কোন ইচ্ছায় বাধ্য হত।

তাঁর কথাবার্তায় এমনই ঐশ কর্মক্ষমতা বিরাজ করত যা দুঃখীকে আরাম দিত, অস্থিরকে শান্তি দিত, উত্তপ্তকে প্রশমিত করত, শত্রুদের পুনর্মিলিত করত, প্রাচীন হিংসা ও মনোমালিন্য মিটিয়ে দিত, ও দীর্ঘ দিন ধরে খাটানো ও তৈরী প্রতিশোধও প্রায়ই

নিঃশেষ করত। এক কথায়, মনে হচ্ছিল তিনি যেন যে কোন ব্যক্তির ভাবাবেগ দমন করতে পারতেন, ও তিনি যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তাদের চালিত করতে পারতেন। এজন্য সবদিক থেকে সকলে ফ্রান্সিস্কার কাছেই যেন নিরাপদ আশ্রয়ে আসত, ও কোন না কোন সান্ত্বনা না পেয়ে কেউই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিত না—অথচ তিনি মুক্তকণ্ঠেই পাপের নিন্দা করতেন ও যা কিছু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় ও অসন্তোষজনক, নির্ভয়েই তার বিপক্ষে কথা বলতেন।

সেসময় রোমে নানা অসুখ দেখা দিয়েছিল যা মৃত্যুজনক ও রোগ-সংক্রামক বলে গণ্য। কিন্তু সাধ্বী রোগ-সংক্রমণের ভয় তুচ্ছ করে দুঃখী ও দুর্ভাগাদের প্রতি দয়া দেখাতে দ্বিধা করলেন না। নিজ স্নেহের মধ্য দিয়ে তিনি আগে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চেতনা দিতেন, তারপর ভালবাসার সঙ্গে তাদের সাহায্য করতেন তারা যেন তাঁর হাত থেকে যে কোন দুর্দশা গ্রহণ করে ও তাঁর প্রেমের খাতিরেই তা সহ্য করে। তিনি তাদের কাছে সেই খ্রিষ্টেরই কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যিনি প্রথম তাদের জন্য তত যন্ত্রণা বহন করেছিলেন।

যত রোগী মানুষকে নিজ গৃহে সংগ্রহ করতে পারতেন, ফ্রান্সিস্কা কেবল তাদেরই সেবা করায় তুষ্ট ছিলেন না; বরং যারা বস্তিতে বা সদর হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ছিল, তাদেরও খোঁজ করে বেড়াতেন। তাদের খুঁজে পেয়ে পিপাসিতদের জল দিতেন, বিছানা ঠিক করতেন, তাদের ঘা চিকিৎসা করতেন। আর তাদের ঘা যতই দুর্গন্ধময় ও ঘৃণ্য ছিল, তিনি তত দয়া ও যত্নের সঙ্গেই তার চিকিৎসা করতেন।

যখন পুণ্য মাঠ বলে পরিচিত হাসপাতালে যেতেন, তখন সাধারণত তিনি রুচিকর খাদ্য সঙ্গে নিয়ে যেতেন যাতে অধিক অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তা বিতরণ করতে পারেন; ফিরে আসার সময়ে তাদের ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় ঘরে নিয়ে আসতেন; সেগুলিকে স্বয়ং প্রভুর জন্যই দরকারী বস্ত্র বলে ধুয়ে ও সেলাই করে যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে রাখতেন।

ত্রিশ বছর ধরেই ফ্রান্সিস্কা নানা হাসপাতালে রোগীদের তেমন সেবার অনুশীলন করলেন—সেসময় তিনি নিজ স্বামীর সঙ্গেই ঘর করছিলেন; সাধারণত তিনি ত্রাস্তেভেরে পাড়ায় সাধ্বী মারীয়া ও সাধ্বী চেচিলিয়া হাসপাতালে, সাসিয়া পাড়ায় পবিত্র

আত্মা হাসপাতালে, ও পুণ্য মাঠের হাসপাতালেও রীতিমত যেতেন। আর যেহেতু এ রোগ-সংক্রমণের সময়ে দেহের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাওয়া শুধু নয়, আত্মার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য পুরোহিতও পাওয়া কঠিন ছিল, সেজন্য তিনি তাঁদের অনুসন্ধানে গিয়ে তাদেরই কাছে তাঁদের নিয়ে যেতেন যাদের ইতিমধ্যে পুনর্মিলন ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

তেমন কাজ সুবিধামতই সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজ খরচে একজন পুরোহিতের সার্বিক ব্যবস্থা বহন করতেন, যাতে উপরোল্লিখিত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে তিনি ফ্রান্সিস্কার নির্দিষ্ট রোগীদের আধ্যাত্মিক সেবা করেন।

**শ্লোক** - রুথ ৩:১০, ১১; যুদিথ ১৩:১৯ দ্রঃ (লাতিন পাঠ্য)

*প্র* তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার!

*উ* তুমি যে সৎসাহসী ও সদ্‌গুণবতী, একথা সকলেই জানে।

*প্র* প্রভু তোমার নাম গৌরবময় করেছেন: তোমার প্রশংসাগান করায় মানুষ কখনও ক্ষান্ত হবে না।

*উ* তুমি যে সৎসাহসী ও সদ্‌গুণবতী, একথা সকলেই জানে।

১৭ই মার্চ

## সাধু পাট্রিক, বিশপ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পাট্রিকের 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (১৪-১৬)

### আমার বাণীপ্রচারের ফলে
### বহুজাতি প্রভুর উদ্দেশে নবজন্ম লাভ করল

আমি আমার ঈশ্বরকে অক্লান্তভাবেই ধন্যবাদ জানাব, কারণ পরীক্ষার দিনে তিনি আমাকে বিশ্বস্ত বলে রক্ষা করলেন, যার ফলে আমি আজ জীবন্ত বলিরূপে আমার জীবনকেই আমার প্রভু সেই খ্রিষ্টেরই কাছে আস্থার সঙ্গে উৎসর্গ করতে পারি যিনি আমার সমস্ত সঙ্কট থেকে আমাকে ত্রাণ করলেন। আমি তাঁকে বলব : প্রভু, আমি কে, বা আমার আহ্বান কী যে তুমি ততখানি ঐশদানগুলিতে আমাকে পরিপূর্ণ করেছ?

আজ আমি যেইখানে থাকি না কেন আনন্দ ভোগ করতে পারি, ও অনুকূলতার মধ্যে শুধু নয়, প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতিগুলির মাঝে তোমার নাম মহিমান্বিত করতে পারি; ভাল মন্দ যে কোন জিনিসকেই আমাকে শান্তমনে গ্রহণ করতে হবে ও সেই ঈশ্বরকে নিত্য ধন্যবাদ জানাতে হবে, কেননা তিনি আমাকে অটল বিশ্বাস দান করলেন ও আমাকে সাড়া দেবেন।

আমার জীবনের এ শেষ দিনগুলিতেও আমি ভাবছি সত্যকার পুণ্য ও আশ্চর্য কর্ম শুরু করব কিনা; অর্থাৎ সেই সাধুদেরই অনুকরণ করব কিনা যাঁদের বিষয়ে একদিন প্রভু আগে থেকে বলেছিলেন, তাঁরা সকল জাতির কাছে সাক্ষ্যরূপে তাঁর সুসমাচার প্রচার করবেন।

এমন প্রজ্ঞা যা আমার কাছে ছিল না, তা কোথা থেকে এসেছে? আমি তো দিনগুলি গুনতেও পারতাম না, ঈশ্বরকে আস্বাদ করতেও পারতাম না! তবে কেমন করে এত মহান ও কল্যাণকর দান তথা ঈশ্বরকে জানতে ও ভালবাসতে আমাকে দেওয়া হয়েছে? কে আমাকে মাতৃভূমি ও পিতামাতাকে ত্যাগ করার শক্তি দিয়েছেন যাতে প্রবাসের দুর্নাম বহন করে ও কারাবাস পর্যন্তই বহু নির্যাতন ভোগ করে আমি অবিশ্বাসীদের

অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করে আয়ারল্যাণ্ডের জাতির কাছে এসে সুসমাচার প্রচার করি ও অপরের কল্যাণের জন্য নিজ স্বাধীনতা অর্পণ করি?

যোগ্য বলে গণ্য হলে আমি তাঁর নামের জন্য নিজ প্রাণও নির্দ্বিধায় ও স্বচ্ছন্দেই দান করতে প্রস্তুত; প্রভু অনুগ্রহ করলে আমি এ উদ্দেশ্যে মৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করি; কেননা ঈশ্বরের প্রতি আমি বড় ঋণী: তিনিই তো আমাকে তত কৃপা দেখিয়েছেন যাতে আমার দ্বারা বহুজাতি ঈশ্বরের উদ্দেশে নবজন্ম গ্রহণ করে জীবনের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাঁরই কৃপায় আমি গ্রামে গ্রামে কয়েকজনকে যাজকপদে নিযুক্ত করতে পেরেছি যাঁদের হাতে এ সদ্যদীক্ষিত জাতিগুলোকে ন্যস্ত করতে পারি। হ্যাঁ, এই তো সেই জাতি যাকে প্রভু পৃথিবীর শেষপ্রান্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন যেমনটি একদিন নবীদের দ্বারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: *পৃথিবীর চারপ্রান্ত থেকে জাতিগুলি তোমার কাছে এসে বলবে: আমাদের পিতৃপুরুষেরা কেবল মিথ্যা ও অসারতাই উত্তরাধিকার রূপে পেল, যা কোন উপকারে আসে না* (যেরে ১৬:১৯)। আরও: আমি তোমাকে জাতিগুলির আলো রূপে নিযুক্ত করেছি, তুমি যেন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত হও তাদের পরিত্রাণ (ইশা ৪৯:৬ দ্রঃ)।

আমি তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতীক্ষায় আছি, কেননা যিনি কাউকে প্রবঞ্চনা কখনও করেন না, তিনি সুসমাচারে এ বাণী প্রতিশ্রুত হলেন: *অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে, এবং আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে একসাথে বসবে* (মথি ৮:১১)। সুতরাং আমরা সুনিশ্চিত যে, বিশ্বাসীরা সমগ্র জগৎ থেকে আগমন করবে।

**শ্লোক** - রো ১৫:১৫-১৬; ১:৯ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আমাকে এ অনুগ্রহ করেছেন, আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে খ্রিষ্ট যিশুর সেবাকর্মী হয়ে ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র ভূমিকা অনুশীলন করি,

*উ* যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

*প্র* তাঁর পুত্রের সুসমাচার প্রচার করে আমি নিজের আত্মায় ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি,

*উ* যেন বিজাতীয়দের নৈবেদ্য পবিত্র আত্মায় পবিত্রিত হয়ে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

১৮ই মার্চ

## যেরুশালেমের সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা থেকে পাঠ (৩য় ধর্মশিক্ষা ১-৩)

### পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে নিজেদের প্রাণ প্রস্তুত কর

*আকাশমণ্ডল আনন্দ কর ও পৃথিবী মেতে উঠুক* (সাম ৯৬:১১) তাদেরই জন্য যাদের হিসোপ দিয়ে জলসিক্ত করা হবে ও আধ্যাত্মিক হিসোপ দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হবে তাঁরই শক্তিগুণে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে একটা ডাঁটা দ্বারা যাঁকে পান করার মত হিসোপ দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দও আনন্দ করুন; আর যে সকল প্রাণ আধ্যাত্মিক বরের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে তারা নিজেদের প্রস্তুত করুক। কেননা *মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর* (মথি ৩:৩)।

তাই হে ধর্মময়তার সন্তানেরা, যোহনের আহ্বান-বাণী মেনে নাও; তিনি তো বলছেন: *প্রভুর রাস্তা সমতল কর* (মার্ক ১:৩); সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দাও যাতে সহজেই অনন্ত জীবনের কাছে পৌঁছতে পার। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের জন্য অকপট বিশ্বাস দ্বারা প্রাণের পাত্র প্রস্তুত কর। মনপরিবর্তন দ্বারা তোমাদের বস্ত্র ধৌত করতে শুরু কর, যেন বরের বাসরে আহূত হলেই তোমরা শুচিশুদ্ধ বলে গণ্য হতে পার।

কেননা বর সকলকে নির্বিশেষেই আহ্বান করছেন, কারণ অনুগ্রহ উদার ও মহান, এবং প্রচারকদের উদাত্ত কণ্ঠে সকলকেই একত্রিত করা হচ্ছে। তারপর তিনিই তাদের বেছে নেবেন যারা সেই আধ্যাত্মিক বিবাহভোজে স্থান পাবার জন্য উপযোগী।

এমনটি যেন না ঘটে যে, যারা নাম দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনবে, *বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ?* (মথি ২২:১২)। বরং ঈশ্বর করুন, যেন তোমরা সকলে এ বাণী শুনতে পাও, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১,২৩)।

কেননা এতক্ষণে তুমি দরজার বাইরে ছিলে, কিন্তু তোমাদের এমনটা দেওয়া হোক যেন তোমরা সবাই একথা বলতে পার: *রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়েছেন* (পরমগীত ১:৪)। *আমার ঈশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে উঠুক। কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত যাকে তিনি শিরোভূষণে ভূষিত করেছেন, তেমন এক কনের মত যাকে তিনি রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করেছেন* (ইশা ৬১:১০)।

তোমাদের সকলের প্রাণ যেন কালিমা বা রেখা বা সেই ধরনের কোন কিছু থেকেই মুক্ত হয়—অনুগ্রহ গ্রহণ করার আগে, একথা আমি তো বলছি না (কেননা কেমন করেই বা তা সম্ভব হবে যেহেতু তোমরা পাপক্ষমায়ই আহূত?), কিন্তু যখন অনুগ্রহ প্রদান করা হবে, তখন বিবেক যেন দণ্ডনীয় কোনও কিছুই সঙ্গে করে না নিয়ে অনুগ্রহের কার্যকারিতায় সহযোগিতা দান করে।

ভাইবোনেরা, এ সত্যিই মহাকাণ্ড! বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই তার দিকে এগিয়ে চল। তোমাদের প্রত্যেকজনকেই তো ঈশ্বরের সম্মুখে ও স্বর্গদূতদের অসংখ্য বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে হবে। পবিত্র আত্মা তোমাদের প্রাণ সীলমোহর-যুক্ত করতে যাচ্ছেন, তোমরা মহান রাজার সৈন্যসেবায় মনোনীত হতে যাচ্ছ।

অতএব নিজেদের প্রস্তুত কর, তৈরী হয়ে থাক; উজ্জ্বল কাপড়ের সজ্জার দিক দিয়ে শুধু নয়, বরং প্রাণের চেতনাপূর্ণ ভক্তিতেই নিজেদের প্রস্তুত কর।

শ্লোক - মালা ২:৬; সাম ৮৯:২২

প্র তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,

উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

প্র প্রভুর উক্তি: আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

উ সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

১৯শে মার্চ

# সাধু যোসেফ

## ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - হিব্রুদের কাছে পত্র থেকে পাঠ (১১:১-১৬)

### পুণ্য পিতৃগণের বিশ্বাস

ভ্রাতৃগণ, বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে।

বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।

বিশ্বাসে এনোখকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হল, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; তাঁর কোন সন্ধান আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন। আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন (আদি ৫:২৪)। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।

বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।

বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।

বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন; প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইস্‌হাক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; কারণ সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।

বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। এজন্যই একজনমাত্র মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত (আদি ১৫:৫; ২২:১৭; ৩২:১৩)।

তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী। আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

**শ্লোক** - রো ৪:২০, ২২; যাকোব ২:২২ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন।

*উ* তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* বিশ্বাস তাঁর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করছিল, এবং সেই কর্মের মধ্য দিয়েই সেই বিশ্বাস সিদ্ধিলাভ করল।

℣ তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (আল্লেলুইয়া)।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২)

## সেই বিশ্বস্ত প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা

বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর কাছে দেওয়া বিশিষ্ট অনুগ্রহদানের সাধারণ নিয়ম হল এটি যে, যখন ঐশপ্রসন্নতা একজন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট একটি অনুগ্রহ বা উৎকৃষ্ট একটি অবস্থার জন্য বেছে নেন, তখন সেই বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য যত প্রয়োজনীয় ঐশগুণও সেই ব্যক্তিকে দান করেন। অবশ্য, সেই ঐশগুণাবলি নির্বাচিত ব্যক্তিকে মর্যাদাও আরোপ করে। ঠিক তাই ঘটেছিল বিশেষভাবে সেই মহাপ্রাণ সাধু যোসেফের বেলায়, যিনি প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পালক-পিতা এবং পৃথিবী ও স্বর্গদূতদের রানীর প্রকৃত স্বামী। তিনি সনাতন পিতা দ্বারা তাঁর প্রধান সম্পদ দু'টি—তথা তাঁর আপন পুত্র ও তাঁর কনের বিশ্বস্ত প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে অবিরাম যত্নের সঙ্গে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য প্রভু তাঁকে বলেন, *হে উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১)।

তুমি যদি সাধু যোসেফকে সমগ্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর সামনে দাঁড় করাও, তাহলে তিনি হলেন সেই মনোনীত বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ও যাঁর তত্ত্বাবধানে খ্রিষ্টকে যথোপযুক্ত রূপে ও সৎভাবে এ পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট করা হল। সুতরাং যখন একথা সত্য যে, কুমারী মাতা মারীয়া দ্বারাই খ্রিষ্টকে পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হল বিধায় সমগ্র পবিত্র মণ্ডলী তাঁর কাছে ঋণী, তখন এ কথাও সত্য যে, মণ্ডলীর পক্ষে ধন্যা কুমারীর পরে যোসেফেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া উচিত।

প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাক্তন সন্ধির সমাপ্তি-লগ্ন নির্দেশ করেন ও তাঁর মধ্যে মহান কুলপতি ও নবী সকল প্রতিশ্রুত ফল লাভ করেন। এমনকি ঐশপ্রসন্নতা সেই কুলপতি ও নবীদের কাছে যাঁকে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কেবল তিনিই সেই মহান ব্যক্তির দৈহিক উপস্থিতি উপভোগ করলেন।

মানবকুলে থাকাকালে খ্রিষ্ট পিতার প্রতি সন্তানসুলভ যে ঘনিষ্ঠতা, সম্মান ও উৎকৃষ্ট মর্যাদা তাঁকে দেখিয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে অবশ্যই তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেননি, বরং পরিপূর্ণ মাত্রায় তা উন্নীত করেছিলেন।

এই বিশেষ কারণেই প্রভু বলে চলেন, *তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।* যদিও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় চির আনন্দই মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে, তবু প্রভু বলতে চাইলেন 'আনন্দে প্রবেশ কর;' এতে তিনি রহস্যময় অর্থে বোঝাতে চান যে, সেই আনন্দ কেবল তার মধ্যে নয়, সব দিক দিয়েই তাকে ঘিরে রাখে, তাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, সীমাহীন অতলের মতই তাকে নিমজ্জিত করে।

হে ধন্য যোসেফ, আমাদের কথা মনে রেখ, তোমার প্রভাবশালী প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমার পালিত পুত্রের কাছে আমাদের হয়ে যাচনা কর। তোমার কনে সেই পরম ধন্যা কুমারীকেও আমাদের প্রতি প্রসন্ন কর, তিনি যে তাঁরই মাতা, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

**শ্লোক** - আদি ৪৫:৮, ৭; সাম ১১৮:১৪ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বর আমাকে রাজার পিতারূপে, তাঁর সমস্ত বাড়ির প্রভু করেছেন।

*উ* তিনি আমাকে গৌরব দান করলেন আমি যেন বহু মানুষকে বাঁচাতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভুই আমার শক্তি, আমার স্তবগান, তিনি হলেন আমার পরিত্রাণ।

*উ* তিনি আমাকে গৌরব দান করলেন আমি যেন বহু মানুষকে বাঁচাতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

২১শে মার্চ

# আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (২৮:১০-২২)

## তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত

সেসময়, যাকোব বের্শেবা ছেড়ে হারানের দিকে রওনা হলেন। এক জায়গায় এসে তিনি, সূর্য অস্ত গেছে ব'লে সেখানে রাত কাটালেন; সেই জায়গার একটা পাথর নিয়ে মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখে তিনি সেখানে শুয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন। আর দেখ, প্রভু তাঁর সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বললেন, 'আমি প্রভু, তোমার পিতা আব্রাহামের পরমেশ্বর ও ইস্হাকের পরমেশ্বর; এই যে দেশের মাটিতে তুমি শুয়ে আছ, তা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দেব। তোমার বংশ হবে পৃথিবীর বালুকণার মত, এবং তুমি পশ্চিম ও পুবে, উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তার লাভ করবে; এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীর সকল গোত্র আশিসপ্রাপ্ত হবে। দেখ, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তুমি যেইখানে যাবে, সেইখানে তোমাকে রক্ষা করব; পরে আমি তোমাকে এই দেশে আবার ফিরিয়ে আনব, কেননা তোমাকে যা কিছু বললাম, তা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।'

তখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে যাকোব বললেন, 'নিশ্চয়ই প্রভু এখানে আছেন, আর আমি তা জানতাম না!' ভয়ে অভিভূত হয়ে তিনি বললেন, 'এই স্থান কেমন ভয়ঙ্কর! এ তো পরমেশ্বরের গৃহ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ তো স্বর্গের দ্বার!' খুব সকালে উঠে যাকোব, যে পাথর মাথার নিচে বালিশ হিসাবে রেখেছিলেন, তা একটা স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি জায়গাটার নাম বেথেল রাখলেন, কিন্তু আগে শহরটার নাম ছিল লুজ। যাকোব এই বলে মানত করলেন, 'পরমেশ্বর যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং এই যে যাত্রা করছি, তিনি যদি সেই যাত্রাপথে আমাকে রক্ষা করেন, তিনি যদি আমাকে আহারের জন্য খাদ্য ও পরনের জন্য বস্ত্র দান করেন,

আর আমি যদি সুষ্ঠুভাবে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারি, তবে প্রভু হবেন আমার আপন পরমেশ্বর। এই যে পাথর আমি স্মৃতিস্তম্ভরূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তা পরমেশ্বরের একটি গৃহ হবে; আর তুমি আমাকে যা কিছু দেবে, আমি বিশ্বস্তভাবে তার দশমাংশ তোমাকে অর্পণ করব।'

**শ্লোক** - আদি ২৮:১২

*প্র* আমাদের শুভকর্মে আমাদের এমন সিঁড়ি স্বর্গের দিকে খাড়া করা দরকার যা সেই সিঁড়ির মত যার দর্শন যাকোব স্বপ্নে পেয়েছিলেন।

*উ* সিঁড়িটা হল আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবন, যা হৃদয়ের বিনম্রতায় ধাপে ধাপে ঈশ্বর পর্যন্ত উন্নীত হয় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* যাকোব স্বপ্ন দেখলেন, একটা সিঁড়ি, যার এক মাথা পৃথিবীতে স্থাপিত আর এক মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে। আর দেখ, তা বেয়ে পরমেশ্বরের দূতেরা ওঠা-নামা করছেন।

*উ* সিঁড়িটা হল আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবন, যা হৃদয়ের বিনম্রতায় ধাপে ধাপে ঈশ্বর পর্যন্ত উন্নীত হয় (আল্লেলুইয়া)।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ৩৭)

**আপন সন্ন্যাসীদের কাছে নিজ প্রয়াণের পূর্বঘোষণা**

যে বছর এজীবন ছেড়ে তাঁর প্রস্থান করার কথা, সেই বছরে এমন কয়েকজন শিষ্যের কাছে যাঁরা তাঁর সঙ্গে মঠে বাস করছিলেন ও যাঁরা দূরবর্তী অন্য মঠে বাস করছিলেন তাঁদেরও কাছে ধন্য বেনেডিক্ট নিজ পুণ্য প্রয়াণের দিন প্রকাশ করলেন; যাঁরা উপস্থিত, তাঁদের তিনি এবিষয়ে নীরবতা বজায় রাখতে আদেশ করলেন, ও যাঁরা দূরে ছিলেন, তাঁদের এমন লক্ষণ ইঙ্গিত করলেন যা দ্বারা তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর প্রাণ দেহ ত্যাগ করে গেছে।

মৃত্যুর ছয় দিন আগে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁর সমাধিমন্দির যেন খোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এমন জ্বরে আক্রান্ত হলেন যার তীব্র উত্তাপে পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা গুরুতর হয়ে গেলে ষষ্ঠ দিনে শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে প্রার্থনাগৃহে আনা

হল; এখানে তিনি নিজ প্রস্থানের প্রস্তুতির জন্য প্রভুর দেহরক্ত গ্রহণ করলেন, এবং শিষ্যদের উপর দুর্বল শরীর ভর দিয়ে দু'হাত স্বর্গের দিকে উচ্চ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ও প্রার্থনা করতে করতে প্রাণত্যাগ করলেন। সেই একই দিনে সেই মঠের একজন সন্ন্যাসী ও দূরবর্তী আর এক সন্ন্যাসী একই দর্শন পেলেন।

তাঁরা বহু প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল এমন পথ দেখতে পেলেন যার উপর কতগুলো চাদর পাতা আছে; পথটা তাঁর কক্ষ থেকে শুরু ক'রে পুব থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই পথে তাঁরা মর্যাদাপূর্ণ এমন মানুষকে দেখতে পান যিনি দিব্য আলোতে দীপ্তিমান; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা যে পথ চেয়ে দেখছেন সেই পথ কার্। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা তা জানি না; তবে সেই মানুষ তাঁদের বললেন: এ সেই পথ যা দিয়ে প্রভুর প্রিয়জন সেই বেনেডিক্ট স্বর্গে আরোহণ করছেন।' তাতে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা যেমন সাধু ব্যক্তির প্রয়াণ দেখতে পেলেন, তেমনি দূরবর্তী সন্ন্যাসীরাও পূর্বকথিত সেই লক্ষণ দ্বারা তাঁর প্রয়াণের কথা জানতে পারলেন।

আপল্লোস-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে তিনি নিজে যে প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন, বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের সেই প্রার্থনাগৃহেই তিনি সমাহিত হলেন। প্রার্থীদের বিশ্বাস উপযুক্ত হলে, তবে যিনি প্রথমকালে সুবিয়াকোর গুহায় বসবাস করেছিলেন, তিনি এখনও অলৌকিক কাজ সাধন করে থাকেন।

শ্লোক - সিরা ৪৬:৯, ১০; ৪৪:২১ দ্রঃ

*প্* প্রভু তাঁকে এমন তেজ মঞ্জুর করলেন, যেন তিনি সেই দেশের উচ্চস্থানগুলিতে এসে পৌঁছেন যা তাঁর বংশধরেরা উত্তরাধিকার রূপে রক্ষা করতে পারলেন,

*উ* ফলে সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে, প্রভুর অনুসরণ করা ভাল (আল্লেলুইয়া)।

*প্* এজন্য ঈশ্বর শপথ করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি তাঁর বংশে জাতিসকলকে আশিসধন্য করবেন, তাঁর বংশের সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণার মত বৃদ্ধি করবেন,

*উ* ফলে সকলেই যেন একথা জানতে পারে যে, প্রভুর অনুসরণ করা ভাল (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

**খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর পথ**

আমরা আজ আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ উদ্‌যাপন করছি; যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা শুনতে খুবই আগ্রহী, সেজন্য তাঁর বিষয়ে দু'টি কথা বলা বাঞ্ছনীয় মনে করি। উত্তম সন্তানদের মত তোমরা তোমাদের সেই পিতারই কথা শুনতে একত্র হয়েছ *যিনি সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্ট যিশুতে তোমাদের জন্ম দিয়েছেন* (১ করি ৪:১৫)। আমরা তাঁর উত্তরণের কথা জানি বটে; এবার দেখতে পাব, তিনি কোথা থেকে ও কোথায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমরা বর্তমানে যেখানে আছি, তিনি এ স্থানের মধ্য দিয়েই পেরিয়ে গেলেন, আর সেইখানে গেলেন আমরা যেখানে এখনও পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু তবুও তিনি যেখানে উত্তীর্ণ হলেন, সেখানে সশরীরে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হলেও, তবু প্রত্যাশা ও ভক্তিতে আমরা সেইখানে রয়েছি। যেমনটি আমাদের মুক্তিসাধক বলেন: *যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে* (মথি ৬:২১)। বাস্তবিক বেনেডিক্ট নিজেও এখানে সশরীরে জীবন যাপনের সময়ে প্রকৃতপক্ষে চিন্তায় ও বাসনায় সেই স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই বাস করছিলেন। তাই আমাদের পিতা বেনেডিক্ট পৃথিবী থেকে স্বর্গেই উত্তীর্ণ হলেন। তিনি খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের কাছে উত্তীর্ণ হলেন: যিনি তাঁর মধ্যে ভালবাসায় ক্রিয়াশীল ছিলেন, সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস-গুণে তিনি এমন পরিপূর্ণ ঐশদর্শনে উত্তীর্ণ হলেন যেখানে সমস্ত মঙ্গলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। সুতরাং, সুসমাচারে যিনি নিজ বিষয়ে বলেছিলেন *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬), সেই খ্রিষ্টই হলেন তাঁর পথ। তাঁরই মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন, কারণ তিনিই জীবন, তিনিই পথ। খ্রিষ্টের শ্রেষ্ঠ পথ হল বেনেডিক্টেরও উত্তম পথ। জীবন-পথ হল বেনেডিক্টের সাধুতা।

এ পথ শুরুতে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরবর্তীকালে—যেমনটি ধন্য বেনেডিক্ট নিজেই আপন নিয়মে আমাদের শেখান—আমরা অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত ভালবাসায় ঈশ্বরের আদেশ পথে ছুটেই চলি। যারা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, পথ তাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ: দাউদের পক্ষেও পথ তেমনটি ছিল যখন তিনি বললেন: *তোমার ওষ্ঠের বাণী অনুসারে*

*আমি সঙ্কীর্ণ পথে চলেছি* (সাম ১৭:৪ লাতিন পাঠ্য)। নিজ মনপরিবর্তনের প্রারম্ভে ধন্য বেনেডিক্টের পক্ষেও পথটা সঙ্কীর্ণ ছিল, কিন্তু শেষে আনন্দপূর্ণই হল। আর যখন তিনি পথটা সঙ্কীর্ণ পেলেন, তখন কী করলেন? তিনি কি তা ছেড়ে সরে গেলেন? মোটেই না, বরং তাতে আসক্ত থাকলেন ও বীর্য দেখিয়ে তাতে দাঁড়ালেন। যা যা শেখালেন, তিনি নিজেই প্রথমে তা পালন করলেন, যাতে নিজে যে জীবন যাপন করেছিলেন, তাঁর অনুগামী এই আমাদের কাছে তা শেখাতে পারেন। তিনি কেমন বীর্যের সঙ্গেই সেই পথে দাঁড়ালেন, তা আমরা তাঁর নিজের বাণী থেকে উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর নিয়মে তিনি চেতনা দেন, আমরা যেন সাধনার প্রারম্ভে ভয়ে অভিভূত হয়ে পরিত্রাণের পথ ছেড়ে না পালিয়ে যাই—নিজ অভিজ্ঞতাই তো তাঁকে দেখিয়েছিল, প্রাথমিক পর্যায়ে পথ সঙ্কীর্ণ না হয়ে পারে না। তিনি তো জানতেন, *সঙ্কীর্ণ হয়েও সেই পথ জীবনেই যাওয়ার পথ, যেমনটি প্রভু বলেছিলেন: সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়; আর অল্প লোকেই তার সন্ধান পায়* (মথি ৭:১৪)।

এ পথ যে কোন্ জীবনের দিকে মানুষকে নিয়ে যায়, তা স্বয়ং প্রভু অন্য পদে দেখান: *এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানবে* (যোহন ১৭:৩)। যতদিন এক ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে ভীত, ততদিন পথটা তার পক্ষে কঠিন ও দুর্গম হবেই। কিন্তু সে যখন সেই ভালবাসায় পৌঁছে যা সিদ্ধ হওয়ায় ভয় দূর করে দেয়, তখন প্রেরিতদূতের সঙ্গে অসীম আনন্দে বলে ওঠে: *আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি* (২ তি ৪:৭)।

এ পথ দিয়েই ধন্য বেনেডিক্ট মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হলেন। আর তাঁর মহা-উত্তরণ অবশ্যই আনন্দপূর্ণ হল, কারণ তাঁর জীবন প্রশংসনীয় হয়েছিল। এসো, আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমাদের অধিক নিশ্চিত ও নিরাপদ পথ রয়েছে যা দিয়ে সেখান পর্যন্ত এসে উপস্থিত হতে পারি, তথা তাঁর লিখিত নিয়ম ও তাঁর জীবনাদর্শ। আমাদের কর্তব্য-মত আমরা এ পথে চললে ও এ পথে নিষ্ঠাবান থাকলে তবে কোন সন্দেহ নেই: তিনি যেখানে এসে পৌঁছেছেন, আমরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছব।

**শ্লোক** - ফিলি ৩:৭, ৮; উপ ২:১১

*প্র* আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম।

*উ* এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* সমস্ত কিছু বিবেচনা করলাম ; আর দেখ, সবই অসার, সবই বাতাসের পিছনে ধাওয়া করামাত্র !

*উ* এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* **(গ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠবাসী ডেনিসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১)

**পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের আদর্শ**

লাবান আব্রাহামের কর্মচারীকে বললেন : *প্রবেশ কর, হে প্রভুর আশিসধন্য ! কেন বাইরে দাঁড়িয়ে আছ?* (আদি ২৪:৩১)। এ বর্তমানকালের জীবনে আমাদের পুণ্যতম পিতা সেই বেনেডিক্ট যিনি নামে ও বাস্তবেও আশিসধন্য, তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে ও আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সংগ্রামী মণ্ডলীতে, নিজ হৃদয়-গভীরে, শিষ্যদের সাহচর্যে, প্রান্তরে ও গুহায়, ভ্রাতাদের সঙ্ঘে ও ঈশ্বরের পুণ্যস্থানে প্রবেশ করলেন। তারপর এ জীবনকাল ফুরিয়ে গেলে তিনি স্বর্গের গৌরবধামে প্রবেশ করলেন।

বেনেডিক্ট প্রথম সংগ্রামী মণ্ডলীতে প্রবেশ করলেন যখন বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করলেন। তিনি আবার নিজ হৃদয়-গভীরেও প্রবেশ করলেন যখন প্রতিদিন নিজ বিবেক পরীক্ষা করছিলেন ও নিজ অন্তরে ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সাড়া দিচ্ছিলেন—সামসঙ্গীত-রচয়িতার এ বাণী অনুসারে, *আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর আমাকে কী কথা বলছেন* (সাম ৮৫:৯)। তিনি এতেও নিজ হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করলেন, যখন যা ধর্মসম্মত ও সমীচীন তা পালন করছিলেন, ঈশ্বরের যা যা গ্রহণীয় তা জানবার চেষ্টা করছিলেন, এবং উত্তম

জীবন পালন করার জন্য ও প্রলোভন ও রিপুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যা যা করণীয়, তেমন উপায়ও জানবার চেষ্টা করছিলেন।

তবে আমাদের প্রত্যেককেও ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করা উচিত ও বিবেক পরীক্ষাও করা উচিত, যাতে দেখতে পাই আমরা ঈশ্বরের সামনে অকপটভাবেই চলাফেরা করি কিনা, সবকিছু পুণ্য সঙ্কল্প নিয়েই পালন করি কিনা, প্রতিবেশীকে ভালবাসি কিনা, সাধারণ নিয়মটা মেনে চলি কিনা, আমরা বাধ্য কিনা, ও পরিচালকের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাই কিনা। আমরা কি প্রতিদিন বিশ্বাসযোগ্য অগ্রগতিতে কৃতকার্য? আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, দেহ ত্যাগ করতে ও বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত?

তাছাড়া আমাদের ধ্যানী হওয়া উচিত; কল্পনার আলোড়ন, অসার চিন্তা ও পাপময় গতিধারা এড়ানো ও তা থেকে দূরে থাকা উচিত, যাতে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে যা যা বলছেন আমরা তা শুনতে পেয়ে পালনও করতে পারি: অর্থাৎ, তাঁর আত্মা আমাদের মানবাত্মার কাছে কি এ সাক্ষ্য দান করছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান? তবেই তাঁর যে প্রেরণা উত্তম বিষয়ের দিকে আমাদের অবিরতই উৎসাহিত করে, আমরা সেই প্রেরণার প্রতি বাধ্য হতে পারব। এ সমস্ত বিষয়ে সদ্বিবেচনার অনুগ্রহই আমাদের একান্ত প্রয়োজন, যাতে সমস্ত ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারি।

পরিশেষে ধন্য বেনেডিক্ট আপন প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করে চিরকালীন রাজ্যের পরমানন্দ লাভ করলেন। তাঁর জীবনের পবিত্রতা, তাঁর ভালবাসার উত্তাপ, ঈশ্বরের জন্য বহু আত্মাকে তাঁর জয়লাভ, ও তাঁর সেই মহা বিনম্রতা যা তাঁর সমস্ত কাজ চিহ্নিত করছিল, এই সমস্তের ফলে তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

সুতরাং এসো, তেমন উৎকৃষ্ট পিতার প্রতিপালনের উপর নির্ভর করি; তাঁর সদ্‌গুণাবলির বিষয় ভাবি, তাঁর পদক্ষেপ অনুসরণ করি, যাতে এ অস্থায়ী জীবনের শেষ পর্যায়ে আমরা তাঁর পুণ্যফলের ও প্রার্থনার সহায়তায় তাঁর সঙ্গে চিরন্তন জীবন পাবার যোগ্য হয়ে উঠি।

শ্লোক - সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম, প্রস্তাবনা ৪৯-৫০

℣ সন্ন্যাসজীবন ও বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে,

℣ প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলব (আল্লেলুইয়া)।

℟ তাঁর নির্দেশবাণী থেকে কখনও সরে না গিয়ে, বরং মৃত্যু পর্যন্ত মঠে থেকে তাঁর শিক্ষায় নিষ্ঠাবান হয়ে,

℣ প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্যে প্লাবিত অন্তরে আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞাবলির পথে দৌড়িয়েই চলব (আল্লেলুইয়া)।

২৩শে মার্চ

## সাধু তুরিবিয়াস দ্য মন্গ্রভেজো, বিশপ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'খ্রিস্তুত দমিনুস' নামক মণ্ডলীতে বিশপদের পালকীয় ভূমিকা বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (১২-১৩, ১৬)

### সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত

ধর্মশিক্ষাদানের প্রকৃত ভূমিকা অনুশীলনে বিশপদের উচিত মানুষের কাছে খ্রিষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করা, কেননা এটিই তাঁদের মুখ্য দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁদের উচিত, পবিত্র আত্মার দৃঢ়তায় বিশ্বাসের দিকে তাদের আহ্বান করা, কিংবা জীবন্ত বিশ্বাসেই তাদের উদ্দীপিত করা; তাদের কাছে খ্রিষ্টীয় গোটা রহস্য উপস্থাপন করা, তথা সেই সমস্ত সত্য উপস্থাপন করা যা সম্পর্কে অজ্ঞতা মানে খ্রিষ্ট সম্পর্কেই অজ্ঞতা; সেই পথেরই কথাও উপস্থাপন করা উচিত যা ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশ্যে এবং ফলত শাশ্বত আনন্দ অর্জনের উদ্দেশ্যেই ঐশ্বরিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বোপরি তাঁদের দেখান উচিত যে, পার্থিব বিষয় ও মানবীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্রষ্টা ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে মানুষের পরিত্রাণের উদ্দেশ্যেও নিরূপণ করা যেতে পারে, এর ফলে খ্রিষ্টদেহ গঠনের উদ্দেশ্যে সেগুলোর অবদান নগণ্য ব্যাপার নয়।

অতএব তাঁরা শিখিয়ে দেবেন, মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা অনুসারে ব্যক্তি-মানুষ কতই না মর্যাদার পাত্র হওয়া উচিত, মানব স্বাধীনতা ও দৈহিক জীবনও কতই না মর্যাদার বস্তু। আরও, পরিবার ও তার ঐক্য ও স্থৈর্য, সন্তানের জন্মদান ও তাদের গঠন, নিজ বিধিবিধান ও পেশা সহ মানবসমাজ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, শিল্পকলা ও কারিগরী সমস্ত আবিষ্কার, দরিদ্রতা ও অধিক প্রাচুর্য—এ সমস্ত প্রসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া তাঁদেরই দায়িত্ব। পরিশেষে, পার্থিব সম্পদের স্বত্বাধিকার, তার বৃদ্ধি ও ন্যায্য বিতরণ, যুদ্ধ ও শান্তি, এবং সকল জাতির ভ্রাতৃসুলভ সহাবস্থান—এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যা সমাধানের বিচারমান তাঁদের স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা উচিত।

তাঁরা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব যুগের প্রয়োজনোপযোগী করে উপস্থাপন করবেন, অর্থাৎ, তা যেন সেই সমস্ত অসুবিধা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে যা মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন করে তোলে। এ ধর্মতত্ত্ব রক্ষা করাও তাঁদের উচিত, ও তা রক্ষা করতে ও প্রচার করতে বিশ্বাসী-মণ্ডলীকেও তাঁরা উদ্বুদ্ধ করবেন। এ শিক্ষা দানকালে তাঁদের সচেষ্ট থাকা উচিত যেন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকল মানুষেরই প্রতি মণ্ডলীর মাতৃসুলভ যত্ন প্রকাশ পায়, এবং প্রভু যাদের কাছে শুভসংবাদ দিতে তাঁদের প্রেরণ করেছেন, সেই দীনহীন ও অবহেলিতদের প্রতি তাঁদের বিশেষ যত্ন দেখানো উচিত।

পিতা ও পালকের ভূমিকা অনুশীলনে বিশপদের উচিত, তাঁদের আপনজনদের মাঝে সেবকেরই মত উপস্থিত থাকা: এমন উত্তম মেষপালকেরই মত যিনি আপন মেষদের জানেন আর মেষরাও তাঁকে জানে, এমন প্রকৃত পিতারই মত যিনি ভালবাসা ও যত্নের মনোভাবে শ্রেষ্ঠ, তবে তাঁর ঈশ্বর-দেওয়া অধিকারের কাছে সকলে স্বচ্ছন্দেই বশ্যতা স্বীকার করবে। তাঁদের উচিত আপন মেষপালের গোটা পরিবারকে এমনভাবে একত্রিত ও সংগঠিত করা যাতে সকলে নিজ নিজ ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হয়ে ভালবাসার বন্ধনে বাস করে ও কাজ করে।

তেমন বিষয়গুলো কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বিশপদের উচিত, *সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ও মনোনীতদের জন্য সবকিছু সহ্য করে* (২ তি ২:২১, ১০) আপন জীবন এমনভাবে বিন্যাস করা যাতে যুগের প্রয়োজনোপযোগী হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - ১ পি ৫:২, ৩-৪; প্রেরিত ২০:২৮ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের মেষপাল পালন কর, স্ব-ইচ্ছায়, পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে।

*উ* প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

*প্র* যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক, ঈশ্বরের মণ্ডলীকে পালন কর।

*উ* প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

২৫শে মার্চ

# প্রভুর আগমন সংবাদ

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৫)

**দাউদের পুত্রসন্তান বিষয়ক পূর্বঘোষণা**

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, ‘দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।’ নাথান দাউদকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।’

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি

আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

**শ্লোক** - লুক ১:২৬-৩২ দ্রঃ

*প্র* গাব্রিয়েল দূত কুমারী মারীয়ার কাছে প্রেরিত হলেন। তিনি যোসেফের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। তেমন জ্যোতির্ময় রহস্যে মারীয়া স্তম্ভিতা হলে দূত এ সংবাদ দিলেন: ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।

*উ* যে পুত্রসন্তান তুমি প্রসব করবে, তিনি পরাৎপরের সন্তান বলে অভিহিত হবেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রণাম, মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা; প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

*উ* যে পুত্রসন্তান তুমি প্রসব করবে, তিনি পরাৎপরের সন্তান বলে অভিহিত হবেন (আল্লেলুইয়া)।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্মতিথি, উপদেশ ১১:১-২, ৫)

**মানব মুক্তির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা**

যখন শয়তানের শঠতা হিংসার বিষ দ্বারা আমাদের ধ্বংস করেছিল, তখন যাঁর স্বরূপ মঙ্গলময়, যাঁর ইচ্ছা কর্মশক্তিমণ্ডিত, যাঁর সমস্ত কাজ দয়া-বিশিষ্ট, সেই করুণাময় ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে জগতের উৎপত্তির সময়েই সেই প্রতিকারের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন যা তাঁর ভালবাসা মরণশীল এই আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছিল: সাপকে তিনি বলেছিলেন যে, নারীর বংশ একদিন আসবেন, আর সে তাঁকে দংশন করতে বিষাক্ত মাথা উচ্চ করলেই তিনি নিজ শক্তিতে তা পিষে মারবেন। তিনি সেই খ্রিষ্টকেই লক্ষ করছিলেন যিনি দেহে আসবেন ও মানবেশ্বর হবেন; আরও, কুমারী থেকে জাত বলে তিনি নিজ অকলুষিত জন্ম গুণে মানবজাতির সেই প্রবঞ্চককে দণ্ডিত করবেন।

আমাদের মানবজাতির মুক্তির নিরূপিত কাল এসে উপস্থিত হলে ঈশ্বরপুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট নিজ পিতার গৌরব না ছেড়ে আপন স্বর্গীয় রাজাসন থেকে এ নিম্নলোকে নেমে এলেন, ও নবীন ব্যবস্থা অনুসারে, অর্থাৎ নবীন প্রকার জন্ম অনুসারেই জন্ম নিলেন। যখন ঈশ্বর মাংসে জন্ম নিলেন, তখন স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর জনক হলেন, যেমনটি মহাদূতটি কুমারী মারীয়ার কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন: *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* (লুক ১:৩৫)। আমাদের জন্মের তুলনায় তাঁর জন্ম ভিন্ন প্রকার হলেও কিন্তু তাঁর স্বরূপ একই ছিল: কুমারীর পক্ষে গর্ভধারণ করে জন্ম দেওয়া ও একইসময়ে কুমারী হয়ে থাকা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার বটে, কিন্তু এ বেলায় ঈশ্বরের প্রভাবই উপস্থিত ছিল। তুমি জননীর অবস্থা তত লক্ষ করো না, বরং সেই শিশুটির ইচ্ছাই লক্ষ কর যিনি এপ্রকার জন্ম অনুসারেই জন্ম নিতে ইচ্ছা করলেন ও তা করতে সমর্থ ছিলেন। প্রভু যিশু আমাদের কলুষ দূর করে দিতেই এসেছেন, তাতে কলুষিত হতে আসেননি; আমাদের ভুল-ভ্রান্তির সংস্কার করতেই এসেছেন, তাতে বশীভূত হতে আসেননি। তিনি আমাদের বিকৃত

স্বরূপের দুর্বলতা ও আমাদের কলুষিত আত্মার ঘা নিরাময় করতে এসেছেন। সুতরাং, যিনি মানবদেহের কাছে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার নবীন দান এনে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে নবীন প্রকার জন্ম অনুসারে জন্ম নেওয়া আবশ্যকই ছিল।

অতএব, বিশ্বাস ও ধর্মভাবের সঙ্গে তুমি যদি খ্রিষ্টিয়ান পরিচয়লাভে গর্ববোধ কর, তাহলে এ পুনর্মিলনের অনুগ্রহের প্রকৃত মূল্য স্বীকার কর। একসময়ে তুমি ছিলে বিচ্যুত, পরমদেশ থেকে বিতাড়িত, কষ্টকর প্রবাসে মুমূর্ষু। ধুলায় ও ছাইতে পরিণত হয়ে জীবনের কোন আশা তোমার আর ছিল না; কিন্তু এবার ঐশবাণীর মাংসধারণ গুণে তোমাকে এমন শক্তি দেওয়া হয়েছে যাতে দূরদূরান্ত থেকে স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে পার, তোমার পিতাকে স্বীকার করতে পার, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পার, ও বিদেশী অবস্থা থেকে সন্তান-পর্যায়ে উন্নীত হতে পার। জন্মসূত্রে তোমার স্বরূপ ক্ষয়শীল ছিল, এখন কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার মধ্য দিয়েই তুমি নবজন্ম নিতে পার, ও স্বরূপে তোমার যা অভাব ছিল, তা অনুগ্রহ গুণেই লাভ করতে পার। এবিষয়ে যেন তোমার অন্তরে লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে যে, স্বর্গীয় সেনাদলে তোমার চুক্তিবদ্ধতা বজায় রাখলে তুমি সনাতন রাজার বিজয়ী শিবিরে জয়মালায় ভূষিত হবেই: হ্যাঁ, ধার্মিকদের সঙ্গে তুমিও স্বর্গরাজ্যের সহভাগিতায় প্রবেশ করতে পুনরুত্থান করবে।

**শ্লোক** - লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

*প্র* আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর আগমন-সংবাদ, উপদেশ ১:১-৩)

**যে সংবাদ কুমারীর কাছে পুত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়,**

**তা পাপীদের কাছে ক্ষমার সংবাদ দেয়**

চল্লিশাকালের এ দিনগুলির ধারাবাহিকতা প্রভুর দূত-সংবাদ মহাপর্ব দ্বারা খুবই সঙ্গতভাবে মাঝপথে বিভক্ত করা হচ্ছে, যাতে যারা দৈহিক তপস্যায় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে তারা প্রাণের আনন্দ দ্বারা আরাম পেতে পারে, ও প্রায়শ্চিত্তের দুঃখ যাদের নমিত করেছে তারা সেই সংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা পেতে পারে যা তাঁরই কথা ঘোষণা করে *যিনি জগতের পাপ হরণ করেন* (যোহন ১:২৯)। যেমনটি লেখা আছে: *দুশ্চিন্তা মানুষের হৃদয় বিষণ্ন করে, মঙ্গলকর কথা তাকে আনন্দিত করে তোলে* (প্রবচন ১২:২৫ লাতিন পাঠ্য)।

হ্যাঁ, সত্যি মঙ্গলকর এ কথা, *যে কথা নিঃসন্দেহে সত্য ও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য* (১ তি ১:১৫), কেননা তা হল আমাদের পরিত্রাণের সেই শুভসংবাদ যা ঈশ্বর-প্রেরিত সেই দূত আজ মারীয়ার কাছে বহন করলেন: যেমন দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে, তেমনি দূতটি কুমারীর কাছে ঐশবাণীর মাংসধারণের শুভসংবাদ এনে দিলেন। এ সংবাদ কুমারীর কাছে পুত্রের প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে অপরাধীদের কাছে ক্ষমা, দাসদের কাছে স্বাধীনতা, বন্দিদের কাছে মুক্তি, ও মৃতদের কাছে জীবনের সংবাদ দেয়। সংবাদটি পুত্রের রাজ্য ঘোষণা করে, ধার্মিকদের গৌরব প্রচার করে, পাতালকে সন্ত্রাসিত করে, স্বর্গকে আনন্দিত করে; এবং রহস্যগুলির জ্ঞানলাভ ঠিক যেন নবীন আনন্দেরই মত কেমন যেন স্বর্গদূতদেরও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। নিজ দুঃখে কেইবা তেমন শুভসংবাদে আনন্দ না ভোগ করে? নিজ অবমাননায় কেইবা তেমন বাণীতে সান্ত্বনা না পায়? *স্মরণে রেখ তোমার এ দাসের কাছে তোমার সেই কথা, যার উপর তুমি স্থাপন করেছ আমার আশা। আমার দুর্দশায় এই তো সান্ত্বনা আমার* (সাম ১১৯:৪৯-৫০)। দাউদ কেবল প্রতিশ্রুতিই পেয়েছিলেন, আর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন লক্ষণও তখনও পাওয়া যাচ্ছিল না; তিনি যা বাসনা করছিলেন, তার আসাটা স্থগিত হচ্ছিল বিধায় তিনি দুঃখভোগ করছিলেন, কিন্তু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততার উপর নিজ

আশার নিশ্চয়তা স্থাপন করছিলেন বলে তিনি সান্ত্বনা পেতেন। সুতরাং, আমাদের জন্য যে পরিত্রাণ গচ্ছিত ছিল, সেই পরিত্রাণের প্রত্যাশা যখন দাউদের অন্তর জুড়িয়ে দিত, তখন প্রতিশ্রুতি পূরণে আমাদের কতই না অধিক আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়ার কথা! *শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে* (মথি ৫:৪)। তারাও সুখী, পাপের দুঃখে যাদের হৃদয় বিদ্ধ, কারণ শুভসংবাদ পেয়ে তারা আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।

প্রভু, তোমার সর্বশক্তিমান বাণী সত্যি মঙ্গলকর ও সান্ত্বনাদায়ী—সেই যে বাণী আজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কুমারীর গর্ভে নেমে এসে সেখানে একটি সিংহাসনও নিজের জন্য স্থাপন করলেন যেখানে এখন থেকেই স্বর্গদূত-বাহিনীর আবেষ্টনে রাজারূপে আসীন হয়ে তিনি পৃথিবীর দুঃখীদের সান্ত্বনাদানকারী।

**শ্লোক** - লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

*প্র* আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর দূত-সংবাদ, উপদেশ ৫)

### যে রহস্য অনাদিকাল থেকে আবৃত ছিল
### তা আজ প্রকাশ পেয়েছে

আজ বিশ্বের সেই আনন্দ এসেছে যা আমাদের প্রাচীন অভিশাপ মুছে দেয়। আজ সেই সর্বশক্তিমান এসেছেন যাতে সবকিছু আনন্দে পরিপূর্ণ করতে পারেন। তিনি কেমন করে এসেছেন? রাজপুরুষদের মাঝে নয়, অসংখ্য স্বর্গদূতবাহিনীর মাঝেও নয়, নিজ

জয়যাত্রার আড়ম্বরেও নয়, বরং নীরবতায় ও বিনম্রতায় এসেছেন যাতে তাঁর আসাটা অন্ধকারের অধিপতির কাছে গুপ্ত থাকতে পারে। তিনি সাপের দাঁত থেকে শিকার কেড়ে নিতে এসেছেন—তাকে নিপুণভাবেই ফাঁদে ধরেছেন ও সেই একই বুদ্ধি ও চাতুরিতেই তাকে প্রবঞ্চনা করেছেন যা দিয়ে সাপটা একসময় গোটা মানবজাতিকে নিজের দাসত্বে বশীভূত করেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া আর সহ্য করতে পারছিল না যে, তাঁর সেই সেরা সৃষ্টজীব যার জন্য তিনি আকাশমণ্ডল রচনা করেছিলেন, পৃথিবী স্থাপন করেছিলেন, বাতাস বিস্তার করেছিলেন, সমুদ্র উদার করে দিয়েছিলেন ও যার ধ্যানের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই মানুষ বিলুপ্তির পথে যাবে। এজন্য ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছেন—তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর! যাঁকে ধারণ করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন স্থানের যথেষ্ট ধারণ ক্ষমতা ছিল না, সেই ঈশ্বরকে কুমারীর গর্ভে বরণ করা হচ্ছে।

এ ক্ষণ থেকে মানবস্বরূপ আনন্দের প্রথম সুর ধরতে পারছে ও ঈশ্বরত্বের সহভাগিতায় প্রবেশ করতে শুরু করছে। এ ক্ষণ থেকে সৃষ্টজীব নবজন্ম লাভ করছে, ও প্রাচীন জগৎ সেই বার্ধক্য ত্যাগ করে যার স্পর্শে পাপের ফলে কলুষিত হয়েছিল। *হে আকাশমণ্ডল, ঊর্ধ্ব থেকে শিশিরপাত কর, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক* (ইশা ৪৫:৮); *হে পাহাড়পর্বত, মাধুর্য পাত কর* (আমোস ৯:১৩ লাতিন পাঠ্য); *গিরিশ্রেণির গায়ে হোক আনন্দের সাজ* (সাম ৬৫:১৩), কারণ প্রভু আপন জাতির প্রতি করুণা দেখিয়েছেন।

*অনাদিকাল থেকে যে রহস্য আবৃত ছিল* (কল ১:২৬), তা আজ প্রকাশ পেয়েছে, ও সমস্ত কিছু নিজ মাথা সেই খ্রিষ্টে নবায়িত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বিশ্বের সৃজনশীল শক্তি রাজ-অধিকারে বিচার সম্পাদন ক'রে সেই পরিকল্পনার সিদ্ধি ঘটায় যা জগতের সৃষ্টির আগে থেকেই নিরূপিত ছিল: তাতে অমঙ্গলের প্রণেতা আমাদের বিরুদ্ধে আদি থেকে যে মতলব এঁটেছিল তা বিনষ্ট হয়।

এজন্যই দূতবৃন্দ মেতে ওঠেন, মানবসমাজ আনন্দ করে, ও সমগ্র বিশ্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ আদি মর্যাদা ফিরে পায়। অতএব, আমাদের জন্য আনন্দ-ফুর্তিতে পূর্ণ এ মহাপর্ব সঙ্গতভাবেই এদিনে স্থির করা হয়েছে, এবং মাংসধারী ঐশবাণী আজ নিজের

মধ্যে গোটা মানবজাতিকে ধারণ করেছেন বিধায় মণ্ডলী উৎসব-পালনে আজ সানন্দেই সম্মিলিত।

**শ্লোক** - লুক ১:৫৪-৫৫; যুদিথ ১৩:১৪

*প্র* আপন দয়া স্মরণ ক'রে আপন দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভু ইস্রায়েলকুল থেকে আপন দয়া ফিরিয়ে নেননি,

*উ* যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে, আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে চিরকাল (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - এপ্রিল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩
২৪ ২৫ (সাধু মার্ক) ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

২রা এপ্রিল

## পাওলার সাধু ফ্রান্সিস, বিজনাশ্রমী

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পাওলার বিজনাশ্রমী সাধু ফ্রান্সিসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (১৪৮৬ সালের পত্র)

### অকপট অন্তরে মনপরিবর্তন কর

যিনি সকলকে ন্যায্য প্রতিদান দান করে থাকেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট তোমাদের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি দান করুন।

তোমাদের যেখানেই যেতে বা বাস করতে হবে না কেন, সমস্ত অনিষ্ট থেকে দূরে থাক ও সমস্ত বিপদ এড়াও। আমাদের সকল ভ্রাতার সঙ্গে আমরা অযোগ্য হয়েও সনাতন পিতা ঈশ্বরের কাছে, তাঁর পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছে ও তাঁর গৌরবময়ী জননী সেই কুমারী মারীয়ার কাছে সর্বদাই প্রার্থনা করে থাকব, তাঁরা যেন তোমাদের অনুক্ষণ রক্ষা করেন, আত্মা ও দেহের পরিত্রাণে তোমাদের চালিত করেন, ও শেষ পর্যন্তই বৃদ্ধিশীল মঙ্গলের দিকে তোমাদের অগ্রগতি আশীর্বাদ করেন।

অপর দিকে, ভ্রাতৃগণ, আমি যথাসাধ্য তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, আত্মার পরিত্রাণের বিষয়ে সুবিবেচক ও তৎপর হও; একথা ভাব যে, মৃত্যু সকলেরই অনিবার্য, জীবন ক্ষণস্থায়ী, এমনকি তা এমন ধূমের মত যা শীঘ্রই মিলিয়ে যায়।

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগের কথা স্মরণ করে থাক; চিন্তা কর কতই না সীমাহীন সেই ভালবাসা যা আমাদের ত্রাণ করতে স্বর্গ থেকে এ পৃথিবীতে নেমে এল : তিনি তো আমাদের জন্য বহু নিপীড়ন সহ্য করলেন, ক্ষুধা, শীত, পিপাসা, উত্তাপ ও যত মানবীয় যন্ত্রণা ভোগ করলেন, আমাদের ভালবাসার খাতিরে কিছুই অস্বীকার করেননি,

বরং সবকিছুতে নিখুঁত সহিষ্ণুতা ও সিদ্ধ প্রেমের আদর্শ দান করলেন। তাই এসো, আমাদের প্রতিকূলতায় সকলেই সহিষ্ণু হই, তা প্রেমের খাতিরেই সহ্য করি, একথা ভেবে যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট অপরের জন্য তত সঙ্কট ও ক্লেশ ভোগ করলেন।

সুতরাং, সমস্ত হিংসা ও শত্রুভাব ত্যাগ কর, অধিক তিক্ত কথন বিষয়ে খুবই সতর্ক থাক; আর তোমাদের মুখ থেকে তেমন কথা বের হলে তবে যেখান থেকে সেই আঘাত বের হয়েছে সেই মুখ থেকে প্রতিকারও বের করতে দ্বিধা করো না: অর্থাৎ পরস্পরকে ক্ষমা কর, ও তোমাদের যে অপমান করা হয়েছে সে দিকে আর চিন্তা করো না। কেননা ক্ষতিকে স্মরণ করা মানে অপমান, তা আবার হল উন্মত্ততার শেষ সীমা, পাপের রক্ষা, ধর্মময়তার প্রতি ঘৃণা, কলুষিত তীর, আত্মার বিষ, সদ্‌গুণাবলির বিতাড়ন, অন্তরের মৃত্যুজনক কীট, প্রার্থনার বিভ্রান্তি, ঈশ্বরের কাছে যাচনার বিদারণ, ভ্রাতৃপ্রেমের বিসর্জন, আত্মায় পোঁতা পেরেক, অফুরন্ত পাপ ও দৈনিক মৃত্যু!

শান্তিই ভালবাস, কারণ তা এমন ধন যা সর্বজাতির যত ধনের চেয়েও শ্রেয়। এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, আমাদের পাপ ঈশ্বরকে ক্রোধের দিকে চালিত করে। এজন্য আত্মসংস্কার কর ও অতীতকালের পাপের জন্য অনুতপ্ত হও, কারণ ঈশ্বর তোমাদের অপেক্ষায় হাত বাড়িয়ে আছেন! জগতের কাছে যা লুকিয়ে রাখি, তা ঈশ্বরের কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তবে অকপট অন্তরেই মনপরিবর্তন কর। এমনভাবে জীবনযাপন কর, যাতে প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, আর আমাদের পিতা ঈশ্বরের শান্তি তোমাদের মাঝে নিত্য বিরাজ করুক।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১১, ১৬ দ্রঃ

*প্র* আমরা জীবিত হয়েও যিশুর জন্য সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

৪ঠা এপ্রিল

## সাধু ইসিদোর, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইসিদোর-লিখিত 'আধ্যাত্মিক বচনমালা' থেকে পাঠ (৩য় পুস্তক ৮-১০)

### ঐশরাজ্যে সেই দক্ষ শাস্ত্রবিৎ

প্রার্থনা আমাদের বিশুদ্ধ করে, শাস্ত্রপাঠ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে; এসো, সম্ভব হলে দু'টোকেই ব্যবহার করি কেননা উভয়ই মঙ্গলকর; সম্ভব না হলে তবে পাঠের চেয়ে প্রার্থনাই শ্রেয়।

যে কেউ ঈশ্বরের সঙ্গে অনুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে, তার উচিত প্রায়ই প্রার্থনা করা, প্রায়ই শাস্ত্রপাঠ করা। কেননা আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গেই কথা বলি; আর যখন পাঠ করি, তখন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন।

সমস্ত অগ্রগতি পাঠ ও ধ্যান থেকেই আগত। কেননা আমরা যা যা জানি না, তা পাঠের মধ্য দিয়েই শিখি, আর যা যা শিখে থাকি, তা ধ্যানের মধ্য দিয়েই গেঁথে রাখি।

পবিত্র শাস্ত্রপাঠে আমরা দ্বিবিধ ফল পাই: কেননা পাঠ আমাদের জ্ঞান আলোকিত করে, ও সংসারের অসার বস্তু থেকে মানুষকে কেড়ে নিয়ে তাকে ঈশ্বরপ্রেমে চালিত করে।

পাঠের উদ্দেশ্যও দ্বিবিধ: প্রথম, শাস্ত্রের অর্থ বোঝা; দ্বিতীয়, যথাসাধ্য উপকারিতা ও ভক্তির সঙ্গে তা ঘোষণা করা। কেননা পাঠক যা পাঠ করে, আগে তা বুঝতে চেষ্টা করে, তারপরেই, যা বুঝতে পেরেছে, তা ঘোষণা করতে উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

উত্তম পাঠক যা পাঠ করে তা শিখতে যতখানি আগ্রহ দেখায়, তার চেয়ে তাকে বেশি আগ্রহ দেখাতে হয় যাতে বিষয়টা বাস্তবায়িত করে। কেননা জিজ্ঞাসার বিষয় জেনে তা পালন না করা, তার চেয়ে বিষয়টা না জানাই কম দণ্ডনীয়। কারণ যেমন পাঠ করায় আমরা আমাদের জানবার আগ্রহ দেখাই, তেমনি জানায় আমরা যা শিখতে পেরেছি তা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছাও আমাদের অনুভব করা উচিত।

পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ কেউই উপলব্ধি করতে পারে না, যদি তা অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাঠ না করা হয়, যেমনটি লেখা আছে: *তাকে সম্মান দেখাও, তা তোমাকে উন্নীত করবে; তাকে আলিঙ্গন করলে তা হবে তোমার গৌরব* (প্রবচন ৪:৮)।

মানুষ শাস্ত্রপাঠে যতখানি অধ্যবসায় দেখাবে, তা থেকে ততখানি উর্বর উপলব্ধি সংগ্রহ করবে; যেমন মাটি যতখানি চাষ করা হয় ততখানি উর্বর ও ফলপ্রসূ হয়।

অনেকেই আছে, যাদের বোধশক্তি উত্তম, কিন্তু পাঠে অধ্যবসায়ী নয়; আর পাঠ করায় যা শিখতে পারছিল, পাঠ অবহেলা করায় তা তুচ্ছ জ্ঞান করে। আরও অনেকেই আছে, জানবার আগ্রহ যাদের আছে, কিন্তু জ্ঞানের অযোগ্যতা বশত তা থেকে বঞ্চিত। তথাপি এরা পাঠে অধ্যবসায়ী হলে তবে তাও জানতে পারবে, বুদ্ধিমান অবহেলা করায় যা জানতে পারেনি।

যেমন কম বুদ্ধিমান মানুষ নিজ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজ অধ্যবসায়ের মঙ্গলকর ফল সংগ্রহ করে, তেমনি ঈশ্বর-দেওয়া উপলব্ধি-দান যে অবহেলা করে, সে নিজেকে দণ্ডনীয় করে, কারণ পাওয়া দানটি অবজ্ঞা করে ও তা ফলহীন অবস্থায় ফেলে রাখে।

ধর্মতত্ত্ব ঐশঅনুগ্রহের সহায়তায় ছাড়া যদিও কান পর্যন্ত যায়, তবু হৃদয়গভীরে যেতে পারে না; বাইরে চিৎকার করে বটে, কিন্তু অন্তরে উপকারিতার লেশমাত্র নেই। তখনই মাত্র ঐশবাণী কানের মধ্য দিয়ে হৃদয় পর্যন্ত যায়, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্পর্শে অন্তর উপলব্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে।

শ্লোক - মথি ১৩:৫২; প্রবচন ১৪:৩৩

প্ল যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি

উ তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে (আল্লেলুইয়া)।

প্ল সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে; নির্বোধদের অন্তর সে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে

উ তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনে (আল্লেলুইয়া)।

৫ই এপ্রিল

## সাধু ভিনসেণ্ট ফেরের, পুরোহিত

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু ভিনসেণ্ট ফেরের-লিখিত 'আধ্যাত্মিক জীবন' থেকে পাঠ (১৩)

### বাণীপ্রচার কেমন হওয়া উচিত

উপদেশ বা ধর্মীয় বক্তৃতা দানকালে তোমার বিশেষ কর্তব্য এ: বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরল ভাষা ও সাধারণ কথা ব্যবহার কর। দৃষ্টান্তের উপর যথাসাধ্য নির্ভর কর, যেন যে কোন পাপী যে বিশেষ একটা পাপ করেছে, সে গভীরভাবে অনুভব করতে পারে যে তুমি কেবল তাকেই উদ্দেশ করে কথা বলছ। এমনভাবে কথা বল যেন এমনটি না মনে হয় যে উপদেশ গর্বোদ্ধত ও ক্রোধান্বিত অন্তর থেকে আসে, বরং ভালবাসা ও পিতৃস্নেহ থেকেই আসে। আরও, এমন পিতারই মত ব্যবহার কর যিনি পথভ্রান্ত বা গুরুতম অসুস্থতায় আক্রান্ত সন্তানদের জন্য দুঃখিত। তারই মত ব্যবহার কর, যে গভীর গর্ত থেকে পতিত মানুষকে বের করতে ও মুক্ত করতে ইচ্ছা করে ও মায়ের মত তাকে শুশ্রূষা করতে বাসনা করে। এক কথায়, এমন একজনেরই মত ব্যবহার কর, যে শ্রোতাদের অগ্রগতিতে প্রীত ও স্বর্গের আনন্দে তাদের চালিত করতে প্রত্যাশা রাখে।

তেমন ব্যবহার শ্রোতাদের পক্ষে সাধারণত খুবই উপকারী, অপরদিকে সদ্‌গুণ ও রিপু সংক্রান্ত ভাসা ভাসা একটা উপদেশ শ্রোতাদের স্পর্শ করে না।

একই প্রকারে পাপস্বীকারের সময়ে, তুমি ভীরু স্বভাবের মানুষকে সান্ত্বনা দাও বা পাপাসক্ত ব্যক্তির অন্তরে ভয় সঞ্চার কর বা যাই কিছু কর না কেন, তুমি সবসময়ই ভালবাসাসুলভ ভাব দেখাও, যাতে পাপী বুঝতে পারে যে তোমার কথা অকপট ভালবাসা থেকেই আগত।

যতখানি সম্ভব, তিক্ত কথার চেয়ে কোমল ও মধুর কথাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

তাই তুমি যে প্রতিবেশীর আত্মার মঙ্গল চাও, সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের উপর সমস্ত হৃদয় দিয়ে নির্ভর কর, ও তাঁর কাছে এ বর সরলভাবেই যাচনা কর, তিনি যেন তোমার অন্তরে

সদ্‌গুণাবলির সিদ্ধি সেই ভালবাসাই সঞ্চার করেন যাতে তুমি যা ইচ্ছা কর তা সাধন করতে পার।

শ্লোক - ২ তি ৪:২; প্রেরিত ২৬:২০ দ্রঃ

প্র বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর

উ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই (আল্লেলুইয়া)।

প্র আমি মনপরিবর্তন ও ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের বাণী প্রচার করে থাকলাম

উ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই (আল্লেলুইয়া)।

৭ই এপ্রিল

# সাধু জন বাপ্তিষ্ট দ্য লা সাল, পুরোহিত

স্মরণ

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু জন বাপ্তিষ্ট দ্য লা সাল-লিখিত 'ধ্যান প্রসঙ্গ' থেকে পাঠ (২০১ ধ্যান)

## খ্রিষ্টের ভালবাসাই যেন তোমাদের বশে রেখে চালায়

তোমরা পলের এ কথা অন্তরে ভাব যে, ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রেরিতদূত, নবী ও আচার্যদের রেখেছেন, তবেই নিশ্চিত হবে যে তিনি নিজেই তোমাদের এ দায়িত্ব দিয়েছেন। একই পল এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, সেবাকর্ম নানা প্রকার ও কাজও নানা প্রকার, কিন্তু একই আত্মা এ দানগুলির প্রত্যেকটার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন সকলেরই মঙ্গলার্থে, তথা মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে। সুতরাং তোমাদের এমন সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয় যে, তেমন অনুগ্রহ তোমাদের সত্যিই দেওয়া হয়েছে কিনা, কেননা বালকদের শিক্ষা দান করা, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা ও প্রকৃত ধর্মভাবে তাদের গঠন করা ঈশ্বরের মহাদান। তিনিই এ কাজে তোমাদের আহ্বান করেছেন।

শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে তোমাদের এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত, যেন তোমাদের হাতে ন্যস্ত বালকেরা অনুভব করতে পারে যে, তোমরা ঈশ্বরের সেবকরূপেই নিজ কর্তব্য অনুশীলন কর, এবং তোমাদের ভালবাসা ভণ্ড নয়, বরং ভ্রাতৃসুলভ ভাবনা। তোমরা ঈশ্বরের সেবক বটে, কিন্তু খ্রিষ্টের ও মণ্ডলীরও সেবক। এ থেকেই তোমাদের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ একটা দিশা নির্গত, যেমনটি সাধু পলের কথা থেকে অনুমান করা যায় যখন তিনি চেতনা দান করে বলেন যে, যারা সুসমাচার প্রচার করে তাদের সকলকেই খ্রিষ্টের সেবক বলে পরিগণিত করা উচিত। তারা ঠিক যেন সম্পাদকেরই মত, যারা খ্রিষ্টের হয়ে পত্র লেখে। তারা তো কালি দিয়ে নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই লেখে; আরও, পাথুরে ফলকে নয়, মাংসময় ফলক স্বরূপ বালকদের হৃদয়েই লেখে। খ্রিষ্টের ভালবাসাই যেন অনুক্ষণ তোমাদের বশে রেখে চালায়, কারণ যিশু খ্রিষ্ট *সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়,*

*বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন* (২ করি ৫:১৫)। সুতরাং তোমাদের দ্বারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে উদ্দীপিত হয়ে তোমাদের ছাত্ররা যেন অনুভব করে যে ঈশ্বর নিজেই তোমাদের মধ্য দিয়ে তাদের চেতনা দান করছেন, কারণ তোমরা খ্রিষ্টের প্রতিনিধি।

এও প্রয়োজন রয়েছে যে, তোমরা মণ্ডলীকেও দেখাবে, তার প্রতি কেমন ভালবাসায় তোমরা উদ্দীপ্ত; আবার, তার কাছে তোমাদের তৎপরতা প্রমাণসিদ্ধ করতে হবে; কেননা তোমরা সেই মণ্ডলীরই জন্য কাজ কর, যে মণ্ডলী হল খ্রিষ্টের দেহ। সুতরাং তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠায় দেখাতে হবে যে, ঈশ্বর তোমাদের হাতে যাদের দিয়েছেন, তোমরা তাদের সেইভাবে ভালবাস, খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবেসেছেন।

আপ্রাণ চেষ্টা কর, বালকেরা যেন এ ধরনের চিন্তাধারায় প্রবেশ করে ও এমন যোগ্যতা অর্জন করতে পারে যেন একদিন বিনা কালিমা ও বিনা রেখায় যিশু খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে গৌরবমণ্ডিত হয়েই দাঁড়াতে পারে। তাতে ভাবীকালে সেই অনুগ্রহের প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্য প্রকাশ পাবে যা ঈশ্বর তাদের মঞ্জুর করেছেন। কেননা ঈশ্বর তাদের এমন অনুগ্রহ দান করেছেন তারা যেন শিখতে পারে, ও তোমাদের এমন অনুগ্রহ দান করেছেন তোমরা যেন শিক্ষা দান করতে ও চরিত্র গঠন করতে পার, যাতে করে তারা ঈশ্বরের ও আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের রাজ্যে প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে।

**শ্লোক** - মার্ক ১০:১৩-১৪, ১৬ দ্রঃ

*প্র* লোকে শিশুদের যিশুর কাছে আনত তিনি যেন তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন; কিন্তু যিশু বললেন:

*উ* শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তিনি তাদের কোলে করলেন, ও তাদের উপর হাত রেখে তাদের আশীর্বাদ করে বললেন:

*উ* শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (আল্লেলুইয়া)।

১১ই এপ্রিল

## সাধু স্তানিস্লাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৫৮:৮-৯, ১১)

### বিশ্বাসের সংগ্রাম

আমরা বিশ্বাসের সংগ্রামে সংগ্রাম ও লড়াই করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, তাঁর দূতেরাও চেয়ে দেখেন, খ্রিষ্টও চেয়ে দেখেন। আহা, ঈশ্বরের সাক্ষাতে সংগ্রাম করা ও সংগ্রামের বিচারকর্তা খ্রিষ্টের দ্বারা মাল্যভূষিত হওয়া কেমন সম্মান, কেমন সুখ!

এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, অস্ত্র ধারণ করি, সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্ষুণ্ন অন্তরে ও পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তিময় সদ্‌গুণ দিয়ে সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। ঈশ্বরের সমস্ত সেনাদল সম্মুখীন যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাক!

ধন্য পল নিজেই অস্ত্র ধারণ করতে ও প্রস্তুতি নিতে আমাদের আহ্বান করে বলেন : *সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে, ধর্মময়তার বর্ম প'রে, এবং শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিতে পার; এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর* (এফে ৬:১৪-১৭)।

এসো, এ সমস্ত অস্ত্র ধারণ করি, এ আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয় রণসজ্জা পরিধান করি, যেন অশুভ দিনে শয়তানের হুমকি ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি।

এসো, ধর্মময়তার বুকপাটা পরি, যেন শত্রুর তীরের আঘাতে আমাদের বুক নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে। আমাদের পা সুসমাচারের শিক্ষার পাদুকায় সজ্জিত ও বিপদমুক্ত হোক, যেন আমরা সেই সাপকে মাড়িয়ে দিতে ও পদদলিত করতে লাগলেই সে কামড় দিয়ে আমাদের পরাজিত না করে।

এসো, দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাসের সেই ঢাল ধারণ করি, যার রক্ষায়, শত্রু যতই অগ্নিবাণ ছুড়ে মারুক না কেন আমরা তা নিবাতে পারব।

এসো, মাথার রক্ষায় সেই আধ্যাত্মিক শিরস্ত্রাণও ধারণ করি, যেন সুরক্ষিত হয়ে আমাদের কান মৃত্যুজনক বাণী না শোনে ও আমাদের চোখ নিন্দনীয় দৃশ্য না দেখে। কপাল সুরক্ষিত হোক, যেন ঈশ্বরের চিহ্নের ক্ষতি না হয়; মুখও সুরক্ষিত হোক, যেন আমাদের ওষ্ঠ বিজয়ী হয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কথা স্বীকার করতে পারে।

এসো, আমাদের ডান হাতও আধ্যাত্মিক খড়্গ দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত করি, সে যেন ঘৃণ্য বলিদান দৃঢ়তার সঙ্গে ত্যাগ করতে পারে, ও এউখারিস্তিয়ার কথা স্মরণ করে প্রভুর দেহ গ্রহণ করে তাকে আলিঙ্গন করতে পারে এই প্রত্যাশায় যে, একদিন সে প্রভু দ্বারা স্বর্গীয় মালা গ্রহণে পুরস্কৃত হবে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, এ সমস্ত বিষয় যেন তোমাদের হৃদয়ে টিকে থাকে। আমরা এবিষয় ভাবতে ভাবতে বা ধ্যান করতে করতে যদি নির্যাতনের দিন এসে উপস্থিত হয়, তবে খ্রিষ্টের সৈন্য তাঁর আদেশ ও নির্দেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ভয় করবে না, বরং জয়মালার জন্য প্রস্তুত হবে।

## শ্লোক

প্ ঈশ্বরের জন্য স্তানিস্লাস মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:

উ খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

প্ ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:

উ খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৩ই এপ্রিল

## পোপ সাধু প্রথম মার্টিন, সাক্ষ্যমর

**চল্লিশাকালে :** শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু প্রথম মার্টিনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৭)

### প্রভু কাছে আছেন, আমি কিসের চিন্তা করব?

আমরা সর্বদাই এই আশা নিয়েই তোমাদের কাছে লিখি, যেন তোমাদের ভালবাসাকে সান্ত্বনা দিতে পারি, ও আমাদের বিষয়ে তোমরা, ও তোমাদের সঙ্গে সকল পুণ্যজন ও আমাদের ভাইবোনেরাও ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে আমাদের প্রতি যত্ন দেখিয়ে যে অসংখ্য দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত আছ, তাতে যেন তোমাদের একটু আরাম দিতে পারি।

এ সকল অঞ্চলের বাসিন্দা সকলেই বিধর্মী। আর শুধু তা নয় : যারা এই দিকে এসে বসবাস করতে লাগল তারাও বিধর্মীদের চালচলন গ্রহণ করেছে, যার ফলে ভালবাসা ও করুণার যে মনোভাব বর্বরেরাও নিজেদের প্রতি দেখায় তাও হারিয়ে ফেলেছে।

যারা ছিল আমার দলের লোক, তাদের নির্মম ও শীতল ব্যবহারে আমি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়েছি, এখনও আছি। আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, যারা আমার বন্ধু ও আমার কুটুম্ব, তারা আমার প্রতি তত নিশ্চিন্ত হতে পারবে ও আমার দুর্দশা বিষয়ে এত অযত্নশীল হতে পারবে যে আমি কেমন আছি বা এখনও জীবিত আছি বা ইতিমধ্যে মরে গেছি তাও জানতে চাইবে না।

অথচ অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত আমরা সকলে কি একই কাদা ও একই মাটি দিয়ে গড়া নই? আমাদের সকলকে কি খ্রিষ্টের বিচারমঞ্চের সামনে দাঁড়াতে হবে না? তবে কেমন বিবেকে তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হব? হয় তো ভয় কিংবা আশঙ্কা সেই মানুষদের ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করতে প্ররোচনা করেছে। কিন্তু তবুও তেমন ভয়ের ভিত্তি কীবা থাকতে পারে? পাপাত্মা কতই না অবমাননার কারণ হল! তাতে আমি গোটা মণ্ডলীরই শত্রু ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীই বলে পরিগণিত হয়েছি!

কিন্তু যিনি চান, *সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় ও সত্যের পূর্ণ জ্ঞানে পৌঁছতে পারে* (১ তি ২:৪), সেই ঈশ্বর সাধু পিতরের প্রার্থনার পুণ্যফলে তাদের হৃদয় সত্য বিশ্বাসে

সুস্থির করুন, সমস্ত ভ্রান্তমতপন্থীর বিরুদ্ধে বা আমাদের মণ্ডলীর শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ় করে তুলুন। বর্তমানে যিনি তাদের শাসন করছেন, ঈশ্বর তাদের সেই পালককেই বিশেষভাবে শক্তি দান করুন, যেন মাত্রাটুকুও না ছেড়ে ও যতই গৌণ অংশও বিকৃত না করে তারা ঈশ্বরের ও স্বর্গদূতদের সামনে স্বাক্ষরিত ও স্বীকৃত বিশ্বাস অক্ষুণ্ন বলে রক্ষা করতে পারে, যার ফলে দুর্ভাগা এই আমার সঙ্গে তারাও আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের হাত থেকে ধর্মময়তা ও বিশ্বস্ততার মালা লাভ করতে পারে।

প্রভু নিজে নিশ্চয়ই আমার এ দুঃখী দেহের যত্ন নেবেন: হয় অবিরত যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে ফেলে রাখবেন, না হয় আমাকে কিছুটা আরাম ভোগ করতে দেবেন—তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেইমত করুন।

প্রভু কাছে আছেন, তাই আমি কিসের চিন্তা করব? আশা রাখি, তাঁর করুণায় তিনি আমার এই দুর্দশা শেষ করে দিতে আর দেরি করবেন না, যেভাবে তিনি ভাল জ্ঞান করবেন। তোমাদের সকল প্রিয়জনকে প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাও; তাদেরও শুভেচ্ছা জানাও যারা ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে আমার শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমার প্রতি মমতা দেখিয়েছে। পরাৎপর প্রভু তাঁর পরাক্রান্ত বাহু দ্বারা সমস্ত প্রলোভন থেকে তোমাদের রক্ষা করুন ও আপন রাজ্যে তোমাদের নিরাপদে একত্রিত করুন।

শ্লোক - ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮, ১০ দ্রঃ

℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

℣ খ্রিষ্ট যিশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

২১শে এপ্রিল

# সাধু আনসেলমো, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আনসেলমো-লিখিত 'প্রশ্লোগিয়োন' থেকে পাঠ (১৪ অধ্যায় ১৬, ২৬)

## তোমাকে নিয়ে আনন্দ করার জন্য
## আমি যেন তোমাকে জানতে ও ভালবাসতে পারি

প্রাণ আমার, যার অন্বেষণ করছিলে, তুমি কি তার সন্ধান পেয়েছ? তুমি ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে আবিষ্কার করেছ যে তিনি এমন, যিনি সকলের মধ্যে সর্বোত্তম, যাঁর সম্বন্ধে অধিকতর ভাল কিছুও অচিন্তনীয়: তিনি স্বয়ং জীবন, আলো, প্রজ্ঞা, মঙ্গলময়তা, শাশ্বতসুখ, সুখময় শাশ্বতকাল; তিনি সর্বস্থানে ও সর্বদাই বিরাজমান।

হে প্রভু আমার পরমেশ্বর, তুমি তো আমাকে গড়েছ, আমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতও করেছ। আমার আকাঙ্ক্ষী প্রাণ যেন তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, এখন তুমি তাকে বল, সে যা দেখতে পেয়েছে তার চেয়ে তোমার সম্বন্ধে দেখার মত আর কীবা আছে। অধিক কিছু দেখবার জন্য প্রাণ তো মুখ বাড়ায়, অথচ সে একবার যা দেখেছে, তাছাড়া অন্ধকার ব্যতীত আর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এমনকি, প্রাণ অন্ধকারও দেখে না, কেননা তোমাতে অন্ধকার নেই; বরং সে এ দেখে যে, নিজের অন্ধকারের দরুন সে অধিক কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

প্রভু, যে আলোতে তুমি বাস কর তা সত্যি অগম্য। এমন কিছু নেই, যা এই আলোকে ভেদ ক'রে সেই আলোয় তোমাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়! আমি সেই আলো দেখতে পাচ্ছি না, কারণ আমার জন্য তা অতি আলোময়; তথাপি যেমন অসুস্থ চোখ যা দেখে সূর্যের আলোর মাধ্যমেই তা দেখে অথচ স্বয়ং সূর্যের মধ্যে তাকাতে পারে না, তেমনি যা কিছু দেখতে পাই, আমি সেই আলোরই মাধ্যমে দেখতে সক্ষম। সেই আলোর বেলায় আমার জ্ঞান কিছু করতে পারে না; সেই আলো অতি উজ্জ্বল বিধায় জ্ঞান তা উপলব্ধি করতে অক্ষম, আমার মনশ্চক্ষুর পক্ষেও বেশিক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে

থাকা অসহ্য। চোখটা সেই বিভায় ঝলসিয়ে আসে, সেই অসীমত্বে পরাজিত হয়, সেই মহত্ত্বে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হে অপর অগম্য আলো, হে পরিপূর্ণ দিব্য সত্য, তুমি আমার কাছ থেকে কতই না দূরে আছ অথচ আমি তোমার কতই না কাছাকাছি! তুমি আমার দৃষ্টি থেকে কতই না দূরবর্তী অথচ আমি কতই না তোমার দৃষ্টিগোচরে রয়েছি। তুমি সর্বস্থানে সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত অথচ আমি তোমাকে দেখতে অক্ষম। তোমাতেই আমার গতি, তোমাতেই আমি বিরাজমান, অথচ তোমার কাছে যেতে অক্ষম। তুমি আমার অন্তরে, আমার চারদিকে বিদ্যমান, অথচ আমি তোমাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

হে পরমেশ্বর, যাচনা করি, আমি যেন তোমাকে জানতে পারি, যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি—তবেই তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পারব। আর যদি এ জীবনকালে তা সম্পূর্ণরূপে না করতে পারি, কমপক্ষে আমি দিনে দিনে যেন এগতে পারি যেপর্যন্ত পরিপূর্ণতার কাছেই না এসে পৌঁছি। এখানে তোমার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বাড়ুক, ও অপর জীবনে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বাড়ুক, ও একদিন সিদ্ধি লাভ করুক, যাতে এজগতে আমার আনন্দ প্রত্যাশায় বৃদ্ধি পায় ও ভাবী যুগে তোমাকে চিরকালের মত পেয়ে সেই আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রভু, তুমি তোমার পুত্রের মধ্য দিয়ে আজ্ঞা দিয়েছ, এমনকি এ সুমন্ত্রণা দিয়েছ আমরা যেন যাচনা করি; প্রতিশ্রুতিও দিয়েছ যে, যাতে আমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয় আমরা যা যাচনা করব তা পাবই। প্রভু, আমাদের সেই আশ্চর্য সুমন্ত্রণাদাতার মাধ্যমে তুমি যে সুমন্ত্রণা দান করেছ, আমি তা-ই যাচনা করি: তোমার সত্য সম্বন্ধে তুমি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমি যেন তা-ই পেতে পারি, যাতে আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হয়। হে সত্যবাদী ঈশ্বর, আবার যাচনা করি: আমি যেন তা পেতে পারি, যাতে আমার আনন্দ পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে আমার মন ধ্যানমগ্ন থাকুক, আমার জিহ্বা তার বিষয়ে কথা বলুক। তার জন্য আমার প্রাণ ক্ষুধার্ত হোক, আমার মাংস তৃষ্ণার্ত হোক, আকাঙ্ক্ষিত হোক আমার সমস্ত সত্তা যেপর্যন্ত আমি না প্রবেশ করি আমার সেই প্রভুর আনন্দে যিনি যুগযুগব্যাপী ধন্য একেশ্বর ত্রিত্ব। আমেন।

## শ্লোক

*প্র* বেনেডিক্ট-অনুসারী বিখ্যাত ঐশবিদ্ আনসেলমো আপন সন্ন্যাসীদের কাছে প্রেমময় পিতা বলেই গণ্য ছিলেন, ও বিশপ পদে উন্নীত হলেন।

*উ* তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলছিলেন : খ্রিষ্টের কনে ক্রীতদাসী নয়, স্বাধীন।

*উ* তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর স্বাধীনতার জন্য সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করলেন। আল্লেলুইয়া।

২৩শে এপ্রিল

## সাধু আদালবার্ট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩২৯:১-২)

### সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু
### যা খ্রিষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পবিত্র সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫ লাতিন পাঠ্য); হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র, যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)।

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন, তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: খ্রিষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে (১ যোহন ৩:১৬ দ্রঃ)।

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের*

*আয়োজন করতে হবে* (প্রবচন ২৩:১ দ্রঃ)। সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রিষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব* (সাম ১১৬:১২-১৩)।

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও* (মথি ২৬:৩৯ দ্রঃ)।

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম* (সাম ১১৬:১৩)। আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি

সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* (যোহন ১৬:৩৩ দ্রঃ)। স্বর্গরাজ তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু।*

শ্লোক - ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮, ১০ দ্রঃ

*প্র* আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি:

*উ* এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

*উ* এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

একই দিন ২৩শে এপ্রিল

## সাধু জর্জ, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩)

### তিনি ক্রুশের জয়ধ্বজায় আশ্রয় নিয়ে অপরাজেয়

প্রিয়জনেরা, আজকের পর্ব পাস্কার আনন্দ দ্বিগুণ করছে, ও মূল্যবান রত্নের মত নিজ প্রভার সৌন্দর্যে সেই সোনা আরও উজ্জ্বল করে তোলে যার মধ্যে রত্নটা বসানো।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সাক্ষ্যমর জর্জ এক সৈনিক-জীবন থেকে অন্য সৈনিক-জীবনে পদার্পণ করলেন: তিনি নিজ সেনাপতি ভূমিকা খ্রিষ্টীয় সেনাদলের সঙ্গে বিনিময় করলেন, ও নতুন সেনাদলে পার হয়ে বীরযোদ্ধার মত ব্যবহার করলেন। গরিবদের কাছে সবকিছু বিলি করে দিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে পার্থিব বিষয়ের বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন; তাতে মুক্ত হয়ে ও বিশ্বাসের বুকপাটা পরে তিনি খ্রিষ্টের সাহসী যোদ্ধার মত যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিলেন।

একথা দ্বারা আমরা এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি যে, যারা পার্থিব বিষয় ত্যাগ করতে এখনও ভীত, তারা শক্তির সঙ্গে ও উপযোগী রূপে সংগ্রাম করতে পারে না। কিন্তু সাধু জর্জ পবিত্র আত্মার আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে ও ক্রুশের জয়ধ্বজায় আশ্রয় নিয়ে অপরাজেয় হয়ে অনিষ্টের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তিনি সকল দুর্জনের অধিপতিকে ও তার চাকরদের জয় করেই পরাস্ত করলেন, ও খ্রিষ্টের সৈন্যদের হৃদয়ে সাহস ও বীর্য সঞ্চার করলেন। যদিও অদৃশ্য অবস্থায়, তবু প্রধান সেনাপতিও সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন; আসলে তিনিই নিজ বিশেষ পরিকল্পনা দ্বারা ভক্তিহীনের দলের উপর মানুষকে সাহসের সঙ্গে বিজয়ী যুদ্ধ চালাতে দেন! আর যদিও তিনি নিজ সাক্ষ্যমরকে ঘাতকের হাতে দিলেন, তথাপি তাঁর আত্মাকে নিরাপদ রেখে রক্ষা করলেন ও উপযুক্তভাবে অক্ষুণ্ণ রাখলেন, কেননা সেই আত্মা বিশ্বাসের অপরাজেয় শৈলের উপরেই অবলম্বন করছিল।

এসো, প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা যেন স্বর্গীয় সৈন্যদলের এ যোদ্ধাকে কেবল শ্রদ্ধা না করি, বরং তাঁর অনুকরণও করি। এসো, স্বর্গীয় গৌরবের পুরস্কারের দিকেই

প্রাণ উত্তোলন করি। সেই দর্শনে চোখ নিবদ্ধ রাখলে কিছুই আমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না: পার্থিব অভিলাষের আকর্ষণীয় হাসিমুখও নয়, নির্যাতনের কোলাহলপূর্ণ হুমকিও নয়।

এসো, পলের আদেশ মত আমরা দেহে ও আত্মায় নিজেদের পরিশুদ্ধ রাখি, তবেই একদিন সেই আনন্দধামে প্রবেশ করতে পারব যা এখন কেবল মনশ্চক্ষু দ্বারাই দর্শন করি।

উপরন্তু, যে কেউ খ্রিষ্টের তাঁবুতে সেই মণ্ডলীতে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেষ্টা করে, জলকুণ্ডে স্নাত হওয়ার পর তাকে সদ্‌গুণের পোশাক পরিধান করতে হবে, যেমনটি লেখা আছে: *তোমার যাজকেরা ধর্মময়তায় পরিবৃত হোক* (সাম ১৩২:৯)।

বাপ্তিস্মে যে কেউ খ্রিষ্টে নবমানুষ হয়ে জন্ম নেয়, সে যেন মরণশীলতার পোশাক আর না পরে, কিন্তু পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করে নবমানুষকে পরিধান করলে পর পুণ্য পবিত্র জীবনাচরণ করে সেই মানুষেই থাকুক; তবেই প্রাচীন পাপের কলুষ থেকে শুদ্ধ হয়ে ও নব অস্তিত্বের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে আমরা পাস্কা-রহস্য যোগ্যরূপে উদ্‌যাপন করতে পারব ও সাক্ষ্যমরদের আদর্শ সত্যিকারেই অনুকরণ করব।

## শ্লোক

*প্র* ঈশ্বরের জন্য জর্জ মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:

*উ* খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি। আল্লেলুইয়া।

*প্র* ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:

*উ* খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি। আল্লেলুইয়া।

২৪শে এপ্রিল

# সিগমারিঙ্গেনের সাধু ফিদেলিস, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু ফিদেলিসের গুণকীর্তন থেকে পাঠ

## নামে ও কথাকর্মেও তিনি বিশ্বস্ত

পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকর্তা সেই সাধু ফিদেলিসের স্মৃতি এ কথায় পালন করলেন:

তিনি আপন ভালবাসার পূর্ণতা প্রতিবেশীকে সান্ত্বনা দেওয়ায় ও সাহায্য করায় বিস্তার করতেন, সকল দুঃখীকে পিতৃস্নেহে আলিঙ্গন করতেন, এবং চারদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে গরিবের অগণিত দলকে পালন করতেন।

প্রভাবশালীদের ও রাজপুরুষদের সহায়তা অবলম্বন করে তিনি এতিম ও বিধবাদের একাকী অবস্থা লঘু করতেন। যত আধ্যাত্মিক ও দৈহিক আরাম দানে তিনি বন্দিদের অক্লান্তভাবে সাহায্য করতেন, যত্ন সহকারে অসুস্থদের কাছে গিয়ে দেখা করতেন, তাদের প্রাণ জুড়িয়ে দিতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের পুনর্মিলিত করতেন, ও চরম সংগ্রামের সম্মুখীন হতে তাদের অস্ত্রসজ্জিত করতেন। তেমন কর্মে তিনি তখনই সবচেয়ে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করলেন, যখন অষ্ট্রিয়ার সেনাদল রেতিয়ায় শিবির স্থাপন করে ভীষণ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুখের হাতে নির্মমভাবে বহুল পরিমাণে ধ্বংসিত হল।

যাঁর নামের অর্থ বিশ্বস্ত, সেই সাধু ফিদেলিস নামে ও কথাকর্মেও বিশ্বস্ত হয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে ছাড়া কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের রক্ষায়ও অতুলনীয় হলেন। তা তিনি অক্লান্তভাবে প্রচার করলেন, ও রক্তদানে তার সাক্ষ্য দেওয়ার অল্প দিন আগে তিনি শেষ উপদেশে উইল রূপে সেই বিশ্বাস আলোচ্য বিষয় করে বললেন: হে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস, যা দৃঢ়রূপে স্থাপিত, শক্তিশালী ও গভীরে রোপিত! তোমার ভিত একটি বিপদমুক্ত শৈল! আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, তুমি কিন্তু লোপ পাবে না। গোটা জগৎ আদি থেকে তোমাকে বাধা দিল, তুমি কিন্তু অপরাজেয় শক্তি দেখিয়ে সবকিছুর উপরে বিজয়ী হলে।

*যে বিজয় জগৎকে জয় করে, তা এ : আমাদের বিশ্বাস* (১ যোহন ৫:৪)। বিশ্বাস-ই খ্রিষ্টের প্রভুত্বে পরাক্রমী রাজাদের বশীভূত করেছে, ও জাতিগুলোকে খ্রিষ্টের বশ্যতা স্বীকারে এনেছে।

বিশ্বাস, বিশেষভাবে পুনরুত্থানেই বিশ্বাস ছাড়া কীইবা পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদের হিংস্র সংগ্রাম ও তীব্রতম দন্ড সহ্য করার শক্তি দিয়েছে?

জীবন্ত বিশ্বাস ছাড়া কীইবা সন্ন্যাসীদের এমন শক্তি দিয়েছে তাঁরা যেন অভিলাষ ও সম্মান অবজ্ঞা করেন, ঐশ্বর্য পদদলিত করেন, ও পুণ্য কৌমার্যে প্রান্তরে জীবনধারণ করেন?

এমন কীই বা আজ এমনটি ঘটায়, যেন প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমোদ-প্রমোদ অস্বীকার করে, সংসারের অভিলাষ ত্যাগ করে, দুঃখকষ্ট সহ্য করে, ও পরিশ্রম বহন করে? সেই জীবন্ত বিশ্বাস-ই তাই ঘটায়, যা ভালবাসার মধ্য দিয়ে কাজ করে, ভাবী মঙ্গলদানের প্রত্যাশায় বর্তমান মঙ্গল বিসর্জন দেওয়ায়, ও পার্থিব বিষয়ের স্থানে স্বর্গীয় বিষয় উপনীত করে।

**শ্লোক** - ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮, ১০ দ্রঃ

℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

℣ খ্রিষ্ট যিশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

℟ এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে। আল্লেলুইয়া।

২৫শে এপ্রিল

# সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৬)

**একদেহে বিবিধ অনুগ্রহদান-বিতরণ**

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

*তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,*
*মানুষের হাতে দিলেন যত দান* (সাম ৬৮:১৯ লাতিন পাঠ্য)।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে

এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

**শ্লোক** - ২ পি ১:২১; প্রবচন ২:৬

*প্র* নবীয় বাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি,

*উ* বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন, তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়;

*উ* বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**সুসমাচার-প্রচারকদের ভূমিকা**

*আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর, কারণ ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন; হে পৃথিবীর ভিত, তুরি বাজাও* (ইশা ৪৪:২৩ সত্তরী পাঠ্য)। ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দিব্য বাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রিষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রিষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রিষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬), তখন খ্রিষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮), যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই শৈল হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তাঁর ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণির চূড়ায়* (সাম ৮৭:১)। পর্বতশ্রেণির সঙ্গে প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের এ তুলনা সত্যি উপযুক্ত, কারণ তাঁদের খ্রিষ্টজ্ঞান উত্তরপুরুষদের জন্য ভিত্তির মতই দৃঢ়স্থাপিত হল, যারা তাঁদের জালে পড়ে ধর্মান্তরিত হবে, তাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, তারা বিশ্বাস-ভ্রান্তিতে পড়বে।

সুতরাং পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল, তাতে *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন* (সাম ১৯:৩ সত্তরী পাঠ্য)। সুসমাচারের দিব্য বাণীর প্রচারক ও খ্রিষ্টের অনুগ্রহদানগুলির সেবক রূপে তাঁরা এখনও জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করে চলেন; কেননা যেখানে পাপক্ষমা রয়েছে, ও রয়েছে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তালাভ, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, দত্তকপুত্রত্বের জ্যোতি, স্বর্গরাজ্য, ও অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মঙ্গলদানগুলির নিশ্চিত প্রত্যাশা, সেখানে অনির্বাণ আনন্দ ও উল্লাসও বিরাজিত।

শ্লোক - সাম ১৯:৪, ৫; প্রজ্ঞা ৫:১

প্র নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাঁদের কণ্ঠস্বর, তবু

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

প্র ধার্মিকেরা মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁদের অত্যাচার করেছিল।

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন। আল্লেলুইয়া।

২৮শে এপ্রিল

# সাধু পিতর শানেল, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতরের গুণকীর্তন থেকে পাঠ

## সাক্ষ্যমরদের রক্ত খ্রিষ্টিয়ানদের বীজ

মারীয়া-সঙ্ঘের ধর্মজীবন গ্রহণ করা মাত্রই পিতর নিজ আবেদন অনুসারে ওশেনিয়ার মিশনে প্রেরিত হলেন, ও প্রশান্ত মহাসাগরের ফুতুনা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন; সেখানে খ্রিষ্টনাম তখনও প্রচারিত হয়নি। গণশ্রেণিভুক্ত যে ধর্মব্রতী তাঁর সঙ্গে সবসময় ছিলেন, তিনি এ কথায় পিতরের মিশনারী জীবন বর্ণনা করেন: 'নানা পরিশ্রমে, রোদের উত্তাপে পুড়ে ও প্রায়ই ক্ষুধায় শ্রান্ত হয়ে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে একেবারে পরিশ্রান্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসতেন: তিনি কিন্তু সবসময় দৃঢ়মনা ছিলেন, তাঁর অন্তরও ছিল উদ্দীপনায় পূর্ণ; আবার, তিনি এমন আনন্দ প্রকাশ করতেন ঠিক যেন আমোদ-প্রমোদের স্থান থেকেই ফিরে আসছিলেন—এ কেবল একদিনের ব্যাপার নয়, প্রায় প্রতিদিনই তেমনটি ঘটত।

সাধারণত তিনি ফুতুনা-বাসিন্দাদের যাচনা কখনও অপূর্ণ রাখতেন না, তাদেরও নয়, যারা তাঁকে নির্যাতন করত; এদের তিনি ক্ষমার চোখে দেখতেন, কখনও ফিরিয়ে দিতেন না, যদিও তারা রুক্ষ ও বিরক্তিকর ভাবে ব্যবহার করত। কাউকে বাদ না দিয়ে সকলেরই প্রতি নির্বিশেষে তাঁর কোমলতা ছিল অতুলনীয়।'

তবে যিনি একদিন একটি সহভ্রাতাকে বলেছিলেন 'তেমন কঠিন মিশনে আমাদের উচিত পুণ্যবান ব্যক্তি হওয়া,' তিনি যে সেই দ্বীপের বাসিন্দাদের দ্বারা 'স্বর্ণহৃদয়' বলে অভিহিত হলেন এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই।

আস্তে আস্তে তিনি খ্রিষ্টকে ও তাঁর সুসমাচার প্রচার করলেন, তবু কোন ফল পাচ্ছিলেন না। তথাপি নিজ মানবীয় ও ধর্মীয় মিশনারী-কর্ম অপরাজেয় নিষ্ঠার সঙ্গেই চালিয়ে যেতে যেতে তিনি খ্রিষ্টের আদর্শ ও বাণীর উপর নির্ভর করছিলেন: একজন বীজ বোনে, অপর একজন ফসল সংগ্রহ করে (যোহন ৪:৩৭ দ্রঃ)। এজন্য যাঁর প্রতি

তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, সেই ঈশ্বরজননীর কাছে সহায়তা যাচনা করায় তিনি কখনও ক্ষান্ত ছিলেন না।

ফুতুনার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের প্রভুত্বের অধীনে বাসিন্দাদের রাখবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার সমর্থন করছিল, তিনি সেই অপদূত পূজাকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমেই বিনাশ করলেন।

এজন্য তারা তাঁর অতি কষ্টকর মৃত্যু ঘটাল: তাদের আশা, পিতরের মৃত্যুতে তাঁর বোনা সমস্ত খ্রিষ্টধর্মীয় বীজ বিনষ্ট হবে।

কিন্তু তাঁর সাক্ষ্যমরণের আগের দিন তিনি নিজেই বলেছিলেন: 'আমি মরলেও কোনও অসুবিধা নেই; কেননা খ্রিষ্টধর্ম এ দ্বীপে এতই সুন্দরভাবে রোপিত হয়েছে যে, আমার মৃত্যুতেও তার উৎপাটন হবে না।'

সাক্ষ্যমরটির রক্ত বিশেষভাবে ফুতুনা-বাসিন্দাদেরই উপকার করল; কেননা অল্প বছর পরে তারা সকলেই খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করল; কিন্তু ওশেনিয়ার অন্য সকল দ্বীপও উপকৃত হল: এখন সেখানে খ্রিষ্টমণ্ডলী অধিক ফলপ্রসূ; এমনকি তারা পিতরকে তাদেরই প্রথম সাক্ষ্যমর বলে গণ্য করে।

**শ্লোক** - লুক ১০:২; প্রেরিত ১:৮

*প্র* ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প;

*উ* ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

আল্লেলুইয়া।

*প্র* তোমরা সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম লাভ করবে, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

*উ* ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

আল্লেলুইয়া।

একই দিন ২৮শে এপ্রিল

## সাধু লুইস মারীয়া গ্রিনিওঁ দ্য মন্টফোর্ট, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু লুইস মারীয়া গ্রিনিওঁ দ্য মন্টফোর্ট-লিখিত 'ধন্যা কুমারীর প্রতি প্রকৃত ভক্তি' থেকে পাঠ (১২০-১২১, ১২৫-১২৬)

**শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।**

যেহেতু আমাদের আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ চূড়া এতেই নিহিত যে, যিশু খ্রিষ্টের অনুরূপ হয়ে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর কাছে আত্ম-উৎসর্গীকৃত হই, সেহেতু উৎকৃষ্ট ভক্তিমার্গ নিঃসন্দেহে সেটিই হবে যেটা আমাদেরকে সবচেয়ে যিশু খ্রিষ্টের অনুরূপ করবে ও তাঁর সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে তাঁর কাছে উৎসর্গ করবে। আর যেহেতু একথা সত্য যে সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে মারীয়াই তাঁর আপন পুত্রের সম্পূর্ণরূপে অনুরূপ ছিলেন, সেজন্য সকল ভক্তিমার্গের মধ্যে যেটা মানবাত্মাকে উত্তমরূপে আত্ম-উৎসর্গীকৃত করে ও তাকে আমাদের প্রভুর অনুরূপ করে, সেটা হল তাঁর পবিত্রতমা কুমারী মাতার প্রতি ভক্তি, যা অনুসারে একটি প্রাণ মারীয়ার কাছে যত বেশি আত্ম-উৎসর্গীকৃত, সে যিশু খ্রিষ্টের কাছে তত বেশি আত্ম-উৎসর্গীকৃত হবে।

সুতরাং যিশু খ্রিষ্টের প্রতি সর্বোচ্চ আত্ম-উৎসর্গ হল, পবিত্রতমা কুমারীর নিজেরই উৎকৃষ্ট ও পূর্ণ আত্ম-উৎসর্গ; আর এটিই সেই আত্ম-উৎসর্গ যা বিষয়ে আমি শিক্ষা দিই।

তেমন ভক্তিমার্গকে খুবই উপযুক্তভাবে পবিত্র বাপ্তিস্মের সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞাগুলোর উৎকৃষ্ট পুনরুচ্চারণ বলে ডাকা যেতে পারে, কেননা সেটার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টভক্ত ধন্যা কুমারীর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে যাতে করে মারীয়ার মধ্য দিয়ে সে সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টেরই হতে পারে।

তবে এমনটি হয় কেমন যেন একজন একসাথে ধন্যা কুমারীর কাছে ও যিশু খ্রিষ্টের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে: কুমারী মারীয়ার কাছে আত্ম-উৎসর্গটি হল সবচেয়ে উপযোগী পথ যা যিশু নিজেই আমাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগে প্রবেশ করার জন্য ও তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন; কেননা আমাদের চরম

লক্ষ্য প্রভু যিশুতে প্রতিষ্ঠিত, আর মানব হিসাবে আমরা যা, সেই সমস্ত তাঁরই অবদান, যিনি আমাদের মুক্তিদাতা ও আমাদের ঈশ্বর।

তাছাড়া আমাদের একথা ভাবতে হবে যে, যে কোন মানুষ যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তখন হয় নিজের মুখের মধ্য দিয়ে অথবা তার ধর্মপিতা বা ধর্মমাতার মুখের মধ্য দিয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে শয়তানকে ও তার যত প্রলোভন ও কাজকর্ম অস্বীকার করে এবং নিজের সদ্‌গুরু ও সর্বোত্তম প্রভু বলে যিশু খ্রিষ্টকে বেছে নিয়ে ভালবাসার খাতিরে সেবকই যেন তাঁর প্রতি বাধ্য থাকবে। এসব কিছু প্রকৃতপক্ষে এই ভক্তিমার্গেও ঘটে, তথা: খ্রিষ্টভক্তজন শয়তানকে, জগৎকে, পাপকর্ম ও নিজেকে অস্বীকার করে এবং মারীয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে যিশু খ্রিষ্টের কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে।

বাপ্তিস্মের সময়ে একজন—কমপক্ষে প্রকাশ্যেই—মারীয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে যিশু খ্রিষ্টের কাছে উৎসর্গ করে না, নিজের শুভকর্মের পুণ্যিও প্রভুকে আরোপ করে না। বাপ্তিস্মের পরেও খ্রিষ্টভক্তজন হয় আরেকজনের উপরে সেই ধরনের পুণ্যি আরোপ করতে বা নিজের কাছে তা রাখতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আছে। কিন্তু এই ভক্তিমার্গ অনুসারে খ্রিষ্টভক্তজন প্রকাশ্যে মারীয়ার মধ্য দিয়েই আমাদের প্রভুর কাছে নিজেকে অর্পণ করে এবং তার নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূলকারণ তাঁরই কাছে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে।

**শ্লোক** - সাম ১১৬:১৬খ, ১৭খ, ১৮ দ্রঃ

*প্র* দোহাই প্রভু! আমি তো তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র।

*উ* তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব।

*প্র* প্রভুর উদ্দেশে আমার ব্রতসকল উদ্‌যাপন করব তাঁর সমস্ত জনগণের সামনে।

*উ* তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদ-বলি উৎসর্গ করব।

২৯শে এপ্রিল

# সিয়েনার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - সিয়েনার চিরকুমারী সাধ্বী কাথারিনা-লিখিত 'ঐশ দূরদৃষ্টির সংলাপ' থেকে পাঠ (১৬৭)

## আমি আস্বাদন করেছি, আমি দেখেওছি

হে সনাতন ঈশ্বরত্ব, হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি তো মানবস্বরূপের সঙ্গে মিলন গুণে তোমার একমাত্র পুত্রের রক্ত এত মূল্যবান করে তুলেছ! হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি এমন এক গভীর সমুদ্র, যার মধ্যে আমি যতই অনুসন্ধান করি তত সন্ধান পাই, ও যতই পাই তত বৃদ্ধি পায় তোমায় সন্ধান করার আকাঙ্ক্ষা। তুমি তো অতৃপ্তিকর, আর প্রাণ তোমার অতলন্ত গভীরতায় তৃপ্তি পেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না, কেননা তোমার প্রতি তার ক্ষুধা থেকে যায়, তোমার আকাঙ্ক্ষায় সে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষিত হয়, কারণ, হে সনাতন ত্রিত্ব, প্রাণ তোমার আলোর আলোতেই তোমাকে দেখতে বাসনা করে।

হে সনাতন ত্রিত্ব, আমি উপলব্ধি-শক্তির আলোয় তোমার অতলান্ত গভীরতা আস্বাদন করেছি ও দেখতে পেয়েছি, তোমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যও আস্বাদন করেছি ও দেখতে পেয়েছি। এজন্য তোমার মধ্যে আমার আমিকে দে'খে আমি, হে সনাতন পিতা, তোমার পরাক্রম দ্বারা যে বুদ্ধি আমাকে দেওয়া হয় তা দ্বারা, ও তোমার একমাত্র পুত্রকে যে প্রজ্ঞা আরোপ করা হয় তারও দ্বারা আমি দেখতে পেয়েছি, আমি তোমারই প্রতিমূর্তি। উপরন্তু, যিনি তোমা থেকে ও তোমার পুত্র থেকে আগত, সেই পবিত্র আত্মা আমাকে এমন ইচ্ছা দান করেছেন যাতে তোমাকে ভালওবাসতে পারি।

কেননা, হে সনাতন ত্রিত্ব, তুমি স্রষ্টা, আর আমি সৃষ্টি; আর যখন তুমি তোমার পুত্রের রক্ত দ্বারা আমাকে পুনঃসৃষ্ট করেছ, তখন যেহেতু উপযোগী জ্ঞানও দান করেছ, সেজন্য আমি জানতে পেরেছি যে তুমি তোমার সৃষ্টজীবের সৌন্দর্যের প্রতি প্রেমেই পড়েছ।

হে অতলান্ত গভীরতা, হে সনাতন ত্রিত্ব, হে ঈশ্বরত্ব, হে গভীর সমুদ্র! নিজেকে দান করা ছাড়া আর কীবা তুমি দিতে পারতে? তুমি তো এমন আগুন যা নিত্যই জ্বলন্ত হয়েও

কখনও নিঃশেষিত হয় না। তুমিই বরং তোমার উত্তাপে প্রাণের যত অহঙ্কার নিঃশেষ করে ফেল।

তুমি এমন আগুন যা সমস্ত শীতল বাতিল করে দেয়, তুমি তো তোমার আলোয় অন্তর আলোকিত কর সেই আলোতে, যা দ্বারা আমার কাছে তোমার নিজের সত্য দেখিয়েছ।

এই আলোতে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করলে আমি তোমাকে পরম মঙ্গল বলে জানি, এমন মঙ্গল যা অন্য সমস্ত মঙ্গলের ঊর্ধ্বে—আনন্দপূর্ণ মঙ্গল, দুর্জ্ঞেয় মঙ্গল, অমূল্য মঙ্গল, সৌন্দর্যের অতীত সৌন্দর্য, প্রজ্ঞার অতীত প্রজ্ঞা। এমনকি তুমি নিজেই স্বয়ং প্রজ্ঞা। তুমিই স্বর্গদূতদের খাদ্য, তুমিই তো প্রেমাগ্নিতে মানুষের কাছে নিজেকে দান করেছ।

তুমি এমন বস্ত্র যা আমার সমস্ত বস্ত্রহীনতা পরিবৃত করে। তুমি এমন খাদ্য যা তোমার কোমলতায় ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করে। তুমি এমন মধুময় যার কোন তিক্ততা নেই—হে সনাতন ত্রিত্ব!

শ্লোক - পরমগীত ৫:২ দ্রঃ

প্ল বোন আমার, হৃদয়দুয়ার খুলে দাও, আমার সঙ্গে একই রাজ্যের অংশী হও ; সখী আমার, তুমি তো আমার গভীরতম রহস্যগুলির সহভাগী ;

উ তুমি আমার আত্মার দানে ধনবতী, তুমি আমার রক্তক্ষরণ গুণে কালিমা-মুক্তা। আল্লেলুইয়া।

প্ল ধ্যানের নিস্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার সত্যের অক্লান্তিকর সাক্ষী হও।

উ তুমি আমার আত্মার দানে ধনবতী, তুমি আমার রক্তক্ষরণ গুণে কালিমা-মুক্তা। আল্লেলুইয়া।

৩০শে এপ্রিল

## পোপ সাধু পঞ্চম পিউস

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ
(১২৪শ বিভাগ ৫)

### মণ্ডলী সেই শৈলেরই উপরে স্থাপিত হয়েছে
### যা পিতরের স্বীকারোক্তির বিষয় ছিল

মানবজাতি যে সমস্ত যন্ত্রণায় ভুগছে, তা জুড়িয়ে দেওয়ায় ঈশ্বর কখনও ক্ষান্ত হন না; তিনি যা করবেন বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, সেই কালের পূর্ণতা এসে উপস্থিত হলে তিনি যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তিনি যেন ঈশ্বর হয়ে থেকেও মানুষ হন ও *ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থও হন—সেই মানব খ্রিষ্ট যিশু* (১ তি ২:৫)।

তাঁর ইচ্ছা, খ্রিষ্টের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা* (তীত ৩:৫ দ্রঃ) সকল পাপের দণ্ড থেকে মোচন পেয়ে অনন্ত দণ্ডাজ্ঞা থেকে মুক্তি লাভ করবে ও বিশ্বাসে, আশায় ও ভালবাসায় জীবনযাপন করবে; এবং এসংসারে ও সংসারের শ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক প্রলোভনের মাঝে প্রবাসী রূপে চলতে চলতে তারা ঈশ্বরের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা লাভে তাঁর সামনে চলবে সেই পথ অবলম্বন ক'রে যা তাদের জন্য স্বয়ং খ্রিষ্টই হয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি একথা জেনে যে, যারা খ্রিষ্টে চলবে তারা তবু সেই পাপ থেকে মুক্ত নয় যা এজীবনের দুর্বলতার ফল, তিনি অর্থদানের কল্যাণকর প্রতিকারও দান করলেন: এর দ্বারা মানুষ তা-ই পেতে সহায়তা পাবে যা প্রভুর শেখানো প্রার্থনায় যাচনা করা হয়, তথা, *আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করেছি* (মথি ৬:১২ লাতিন পাঠ্য)।

এই সেই কাজ, যা মণ্ডলী এ সঙ্কটপূর্ণ জীবনকালে সুখময় প্রত্যাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধন করে থাকে,—সেই যে মণ্ডলীর প্রতীক স্বয়ং প্রেরিতদূত পিতর, যেহেতু তিনিই প্রেরিতদূতদের প্রধান।

কেননা স্বরূপের দিক থেকে পিতর ছিলেন সাধারণ একটি মানুষ, অনুগ্রহের দিক থেকে ছিলেন খ্রিষ্টভক্ত, ও অধিক প্রচুরতর অনুগ্রহের দিক থেকে ছিলেন একজন প্রেরিতদূত, এমনকি প্রেরিতদূতদের মধ্যে প্রধান; কিন্তু যখন তাঁকে বলা হল, *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে* (মথি ১৬:১৯), তখন তিনি সেই বিশ্বমণ্ডলীর প্রতীক হয়ে উঠলেন যা এসংসারে নানা পরীক্ষায় ঠিক যেন বৃষ্টিধারায়, বন্যায় ও ঝড়ে আলোড়িত হয়েও তবু পড়ে না, কারণ সেই শৈলের উপরেই স্থাপিত যা থেকে পিতর নাম নিয়েছিলেন।

আর প্রভু এজন্যই বলেছিলেন, *এই শৈলের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮), কারণ পিতর বলেছিলেন: *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬)। তাই প্রভু আসলে বলতে চাইলেন, এই যে শৈল হল তোমার স্বীকারোক্তির বিষয়, আমি তার উপরেই আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। *সেই শৈল ছিলেন খ্রিষ্ট* (১ করি ১০:৪), যাঁর ভিতের উপরে পিতরকেও গেঁথে তোলা হল। কেননা *কেবল যা স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না, তিনি খ্রিষ্ট যিশু* (১ করি ৩:১১)।

সুতরাং, খ্রিষ্টে স্থাপিত মণ্ডলী পিতরের ব্যক্তিত্বে স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তথা ধরে রাখার ও ক্ষমা করার অধিকার গ্রহণ করল; এ যে মণ্ডলী খ্রিষ্টকে ভালবাসে ও তাঁর অনুসরণ করে, তাকেই অমঙ্গল থেকে মুক্ত করা হয়। আর যারা মৃত্যু পর্যন্ত সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করে, বিশেষভাবে তাদেরই মধ্যে মণ্ডলী খ্রিষ্টের অনুসরণ করে।

শ্লোক - এজে ৩:২১; ১ তি ৪:১৬

*প্র* তুমি ধার্মিক মানুষকে পাপ না করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে, তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে,

*উ* আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে। আল্লেলুইয়া।

*প্র* নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক, তোমার ধর্মশিক্ষার বিষয়েও সতর্ক থাক। এসব কিছু তুমি পালন করে চল, কেননা তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে;

৺ আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে। আল্লেলুইয়া।

# পাঠসংগ্রহ - মে

১ ২ ৩ (সাধু ফিলিপ ও যাকোব) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ (সাধু মাথিয়াস) ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ (শুভ সাক্ষাৎ) মণ্ডলীর মাতা মারীয়া নির্মলহৃদয়া মারীয়া

১লা মে

## আদর্শ কর্মী সাধু যোসেফ

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৩৩-৩৪)

### বিশ্বজগতে মানব কর্মকাণ্ড

তার কাজ ও মনোবৃত্তি দ্বারা মানুষ সবসময়ই তার জীবনের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়াসী হয়েছে; তবু আজকালে, বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে, সে প্রায়ই সমস্ত প্রকৃতি ব্যাপীই নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে ও নিয়তই করে চলছে; এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘন ঘন আদান-প্রদানের ফলে যে মহত্তর উপায় বিদ্যমান, প্রধানত তার জোরেই মানবজাতি আস্তে আস্তে গোটা বিশ্বে একটামাত্র সমাজ রূপেই নিজেকে বোঝে ও সেইরূপে গঠনও করে। তাতে এমনটি হয় যে, অনেক কিছু যা মানুষ একসময় ঊর্ধ্বশক্তির কাছ থেকেই প্রত্যাশা করত, আজ তা নিজের সাধনায়ই উৎপাদন করছে।

তেমন বিরাট প্রচেষ্টার সামনে, যা আপাতত প্রায়ই গোটা মানবজাতিকে জড়িত করছে, মানুষের অন্তরে বহু প্রশ্নের উদয় হয়। সেই কর্মকাণ্ডের অর্থ ও মূল্য কী? তেমন কর্মকাণ্ডের সমস্ত ফল কেমন ব্যবহার করা উচিত? ব্যক্তি-বিশেষের ও গোটা সমাজের প্রচেষ্টা কোন্ লক্ষ্য লাভের দিকে অনুধাবিত?

মণ্ডলী সেই ঐশবাণীরই ধনভাণ্ডারের রক্ষক হওয়ায় যা থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক নিয়ম-নীতি নির্গত, যদিও সবসময় প্রতিটি প্রশ্নের প্রস্তুত উত্তর না থাকে, তবু সকলের দক্ষতার সঙ্গে ঐশপ্রকাশের আলো জড়িত করতে ইচ্ছা করে, যাতে মানবজাতি যে পথে সম্প্রতি পদার্পণ করেছে তা আলোকিত হতে পারে।

বিশ্বাসীদের কাছে একথা নিশ্চিত যে, সেই ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কর্ম-সাধনা বা বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা যা দ্বারা মানুষ যুগযুগ ধরে তার জীবনের অবস্থা উত্তরোত্তর শ্রেয়তর অবস্থায় পরিণত করতে সচেষ্ট থাকল, তা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী।

কেননা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হওয়ায় মানুষ এ আদেশ পেয়েছে, সে যেন পৃথিবীকে ও তার মধ্যে যা কিছু আছে নিজের অধীনে বশীভূত ক'রে জগৎকে ন্যায় ও পবিত্রতায় শাসন করে, ও ঈশ্বরকেই নিখিলের স্রষ্টা বলে স্বীকার ক'রে সে যেন তাঁকেই নিজের ও গোটা বিশ্বের লক্ষ্য বলে মেনে চলে, যাতে সবকিছু মানুষের অধীন হলে সারা পৃথিবী জুড়ে ঈশ্বরেরই নাম মহিমার পাত্র হয়।

আর একথা দৈনন্দিন কাজের বেলায়ও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। কেননা নর-নারী যখন নিজেদের ও পরিবারের জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে কাজ ক'রে নিজ নিজ কর্মকাণ্ড এমনভাবেই অনুশীলন করে যাতে সমাজের উপযুক্ত সেবা করতে পারে, তখন সঙ্গতভাবেই ধারণা করতে পারে যে, নিজেদের পরিশ্রম দ্বারা তারা স্রষ্টার কাজ নতুন নতুন পর্যায়ে বিস্তৃত করছে, ভাইবোনদের কল্যাণে অবদান রাখছে, ও নিজেদের ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা ইতিহাসে ঐশপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান করছে।

অতএব, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এমন বিবেচনা পোষণ করে না যে, মানুষ নিজ মনোবৃত্তি ও শক্তির ফলে যা যা উৎপাদন করেছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম প্রতিরোধ করে, এও সমর্থন করে না যে, বুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টজীব কেমন যেন স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই অস্তিত্ব পেয়েছে, তারা এতেই বরং নিশ্চিত আছে যে, মানবজাতির সাফল্য হল ঈশ্বরের মহত্ত্বের চিহ্ন ও তাঁর অনির্বচনীয় সঙ্কল্পেরই ফল।

মানুষের ক্ষমতা যতখানি বৃদ্ধি পায়, তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ততখানি বিস্তার লাভ করে। ফলে একথা স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্টীয় সংবাদ জগৎ-নির্মাণকাজ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয় না, অপরের মঙ্গল অবহেলা করা এমন প্রেরণাও দেয় না, বরং এই উদ্দেশ্যে অধিক নিয়োজিত হতেই তাকে বাধ্য করে।

শ্লোক - আদি ২:১৫

প্র প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে নিয়ে এদেন বাগানে রাখলেন,

উ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে (আল্লেলুইয়া)।

℣ ঈশ্বর এ উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করলেন,

℟ যেন সে মাটি চাষ করে ও বাগানের দেখাশোনা করে (আল্লেলুইয়া)।

২রা মে

# সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বাণীর মনুষ্যত্বধারণ' থেকে পাঠ (৮-৯)

## ঐশবাণীর মাংসধারণ

ঈশ্বরের সেই অশরীরী, অক্ষয়শীল, অজড় বাণী আমাদের বাসস্থানে এলেন—তিনি যে আগে দূরে ছিলেন তেমন নয় (প্রেরিত ১৭:২৭ দ্রঃ), কেননা সৃষ্টির কোন স্থানই বাণী-বঞ্চিত নয়, বরং নিজের পিতার সঙ্গে তাঁর ঐক্য গুণে তাঁর বিদ্যমানতায় সবকিছু পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে তিনি আমাদের কাছে আসতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। কেননা তিনি দেখলেন, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীবদের জাতি ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, অবক্ষয়ের মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপর রাজত্ব করছিল; এও দেখলেন, অপরাধ-লঙ্ঘনের সেই হুমকি আমাদের উপরে অবক্ষয় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল; দেখলেন যে, পূর্ণ হবার আগে ঐশবিধান বিলীন হওয়া যুক্তিহীন হবে। এও দেখলেন, যা ঘটেছিল তা কতই না অনুচিত ছিল, তথা, সেই সবকিছু তিনি নিজেই যার স্রষ্টা, তা বিলুপ্ত হবে; তিনি মানুষের মাত্রাছাড়া শঠতাও দেখলেন, এও দেখলেন, মানুষ আস্তে আস্তে নিজেরই বিরুদ্ধে সেই শঠতা এমন পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তা অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল; অবশেষে তিনি মৃত্যুর প্রতি সকল মানুষের বাধ্যবাধকতা দেখলেন। সেজন্য তিনি আমাদের এ মানবজাতির প্রতি দয়া করলেন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, আমাদের ক্ষয়শীলতায় নিজেকে বশীভূত করলেন ও আমাদের উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব সহ্য করলেন না। এবং পাছে সৃষ্টজীব বিলুপ্ত হয় ও মানুষের মাঝে পিতার কাজ বৃথা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি দেহ ধারণ করলেন, এমন দেহ যা আমাদের দেহের চেয়ে ভিন্ন নয়, কেননা তিনি যে এমনি একটি দেহে থাকবেন তা তিনি চাইলেন না, কেবল আত্মপ্রকাশই করবেন তাও তিনি চাইলেন না, কেননা কেবল আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে তবে তিনি অধিক উন্নত ধরনের উপায় অবলম্বন করেই নিজের ঐশ্বরিক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। তিনি বরং আমাদেরই দেহ ধারণ করলেন, আর শুধু তা নয়; তিনি অক্ষুণ্ন, নিষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-অজানা একটি

কুমারী থেকে এমন দেহ ধারণ করলেন যা নির্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

শক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি কুমারীতে নিজের জন্য মন্দিররূপে একটি দেহ নির্মাণ করলেন, আর তা এমন একটা মাধ্যম হিসাবেই আপন করে নিলেন যেখানে তিনি নিজেকে জ্ঞাত করবেন ও বসবাস করবেন। সেজন্য আমাদেরই দেহের সদৃশ প্রকৃতির একটা দেহ ধারণ ক'রে, যেহেতু সকলে মৃত্যুর অবক্ষয়ের অধীন ছিল, সকলেরই খাতিরে তিনি সেই দেহটিকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে পিতার কাছে তা নিবেদন করলেন। আর তা তিনি নিজের কৃপার খাতিরেই করলেন যাতে সকলেই যেমন তাঁর মধ্যে মৃত্যুভোগ করে, তেমনি মানুষের মধ্যে অবক্ষয়-সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা যেতে পারে—কারণ সেই বিধানের প্রভাব প্রভুর দেহে নিঃশেষিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর সদৃশ, বিধান তাদের আর কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। আর যাতে অবক্ষয়ে সরিয়ে পড়া মানুষকে তিনি আবার অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে এনে মৃত্যুর বদলে জীবন দান করতে পারেন, সেজন্য তিনি সেই দেহকে নিজেরই দেহ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে মৃত্যু থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যেইভাবে খড় আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

যেহেতু বাণী উপলব্ধি করলেন, মানুষের অবক্ষয় বিলুপ্ত করার জন্য সকলের মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় ছিল না,—কিন্তু, যেহেতু অমর ও পিতার পুত্র বলে তিনি মৃত্যুভোগ করতে সক্ষম ছিলেন না,—সেজন্য এমন দেহ ধারণ করলেন যার মৃত্যু হতে পারত, যাতে করে সবকিছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সকলের হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারত; আর যেহেতু সেই দেহে স্বয়ং বাণী বসবাস করছিলেন, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হয়ে থাকতে পারে, ফলে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সকল মানুষ অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে পারে। অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত বলি রূপে তাঁর সেই আপন-করা-দেহকে মৃত্যুর হাতে নিবেদন ক'রে তিনি মানবদেহের মত দেহকে অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মধ্য থেকে মৃত্যুকে বাতিল করে দিলেন। কেননা যেহেতু ঈশ্বরের বাণী সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও দেহগত মাধ্যমকে সকলের পক্ষে বদলিরূপে নিবেদন করায় তিনি আপন মৃত্যুতে সেই ঋণ শোধ করলেন;

এবং যেহেতু ঈশ্বরের অক্ষয়শীল পুত্র মানবদেহের মত দেহের মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত ছিলেন, সেজন্য পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি গুণে তিনি সকলকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন। কেননা নিজের একমাত্র দেহের মধ্য দিয়ে যিনি মানুষদের মাঝে বাস করেন, সেই বাণী গুণে মৃত্যুর ফল সেই অবক্ষয় তাদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

**শ্লোক** - যেরে ১৫:১৯, ২০; ২ পি ২:১

*প্র* তুমি নিজেই হবে আমার মুখের মত, আর এই জনগণের বেলায় আমি তোমাকে করব যেন ব্রঞ্জের দৃঢ়তম প্রাচীরের মত; তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,

*উ* কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমাদের মধ্যে নকল শিক্ষাগুরু থাকবে, যারা তোমাদের মধ্যে গোপনে গোপনে সর্বনাশী ভ্রান্তমত অনুপ্রবেশ করাবে, এবং তাদের মুক্তির জন্য যিনি মূল্য দিয়েছেন, সেই অধিপতিকে অস্বীকার করবে,

*উ* কিন্তু তোমার উপরে জয়ী হতে পারবে না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি (আল্লেলুইয়া)।

৩রা মে

# সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৫:১২-৩২)

## আদিমণ্ডলীতে প্রেরিতদূতগণ

সেসময়, প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে শলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। আর যেরুশালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।' তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; ইতিমধ্যে কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, 'দেখুন, আপনারা

যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।'

মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুশালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।' পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।'

**শ্লোক** - প্রেরিত ৪:৩৩, ৩১ দ্রঃ

*প্র* প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন:

*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন:

*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত 'ভ্রান্তমতপন্থীদের খারিজ-নির্দেশ' থেকে পাঠ (২০:১-৯; ২১:৩; ২২:৮-১০)

## প্রৈরিতিক বাণীপ্রচার

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যতদিন পৃথিবীতে জীবনযাপন করলেন, ততদিন তিনি যে কি, তিনি কি ছিলেন, পিতার যে ইচ্ছার তিনি সেবা করছিলেন সেই ইচ্ছা কী, মানুষের

সেই করণীয় যা তিনি স্থির করতে যাচ্ছিলেন সেই করণীয় কি—এ সমস্ত বিষয় তিনি জনগণের সামনে প্রকাশ্যে ও শিষ্যদের কাছে আলাদা ভাবেই প্রচার করে গেছিলেন। সেই শিষ্যদের মধ্য থেকে তিনি নিজের পাশে দাঁড়াবার জন্য প্রধান সেই বারোজনকে বেছে নিয়েছিলেন যাঁদের সর্বজাতির শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত হবার কথা।

এজন্য, এঁদের একজন বিচ্যুত হলে পর তিনি পুনরুত্থানের পরে পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সময়ে বাকি এগারোজনকে এ আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়ে যেন সকল জাতিকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিয়ে শিক্ষাদান করেন।

তাই, 'প্রেরিতদূত' নামে অভিহিত যাঁরা, তাঁরা, ইতস্তত না করে, দাউদের সামসঙ্গীতের ভাববাণীর অধিকার-সূত্রে যুদার জায়গায় গুলিবাঁট করে দ্বাদশতম হিসাবে মাথিয়াসকে গ্রহণ করে নিয়ে অলৌকিক কাজ ও বাণীপ্রচার সাধনের লক্ষ্যে পবিত্র আত্মার সেই প্রতিশ্রুত পরাক্রম পেলেন; এবং আগে, যুদেয়া জুড়ে যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করার পর ও নানা মণ্ডলীকে স্থাপন করার পর তাঁরা বিশ্বজুড়ে বেরিয়ে পড়ে একই বিশ্বাসের একই শিক্ষা জাতিগুলির কাছে প্রচার করলেন।

পরে, একই প্রকারে, তাঁরা প্রতিটি শহরে কতগুলো মণ্ডলীকে স্থাপন করলেন। এ মণ্ডলীগুলির কাছ থেকেই অন্যান্য যত মণ্ডলী, একটার পর একটাই, প্রকৃত মণ্ডলী হবার জন্য বিশ্বাস-পরম্পরা ও ধর্মতত্ত্বের বীজ গ্রহণ করে নিল ও আজও গ্রহণ করে থাকে। এজন্যই প্রৈরিতিক মণ্ডলীগুলির কন্যা-মণ্ডলী হওয়ায় এ সকল মণ্ডলীও প্রৈরিতিক বলে পরিগণিত হতে পারবে।

[নিজ নিজ শ্রেণি অনুসারে] শ্রেণিভুক্ত হবার জন্য প্রতিটি বস্তুকে নিজ নিজ মূল-উৎসে ফিরে যেতে হয়; তাই সেই অনুসারে এত সংখ্যক ও এত বিপুল মণ্ডলীর মধ্যে অনন্য মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী যা প্রথম হয়ে প্রেরিতদূতদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, ও যা থেকে অন্যগুলো নির্গত হয়। এভাবে সকল মণ্ডলী প্রথম মণ্ডলী ও সকল মণ্ডলী প্রৈরিতিক যেহেতু সবগুলো এক: তেমন ঐক্য শান্তি-সহভাগিতা, ভ্রাতৃত্ব-স্বীকৃতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা প্রমাণিত। আর এই সমস্ত বিশেষ অধিকারের মূলসূত্র হলো সেই একই সাক্রামেন্তের একমাত্র পরম্পরা।

তবে, প্রেরিতদূতেরা যে কী প্রচার করেছিলেন, অর্থাৎ খ্রিষ্টই যে কী তাঁদের প্রকাশ করেছিলেন, তা (আর আমি একথাও নির্দেশ করতে বাধ্য) কেবল সেই মণ্ডলীগুলোর মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে পারে যেগুলোকে প্রেরিতদূতেরা নিজেরা নিজেদের কণ্ঠে ও পরবর্তীকালে পত্রের মাধ্যমে বাণীপ্রচার করে স্থাপন করেছিলেন।

একদিন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না।* তথাপি তিনি একথা বলে চলেছিলেন: *কিন্তু তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন* (যোহন ১৬:১২-১৩)। এতে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সত্যের আত্মার মাধ্যমে পূর্ণ সত্য পাবার প্রতিশ্রুতি যাঁদের দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন না। আর আসলে নিজের সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছিলেন, যেইভাবে প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে এ প্রমাণিত যে, পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

**শ্লোক** - যোহন ১২:২১-২২; রো ৯:২৬ দ্রঃ

*প্র* কয়েকজন গ্রীক ফিলিপের কাছে এসে তাঁর কাছে এই অনুরোধ রাখল: মহাশয়, আমরা যিশুকে দেখতে ইচ্ছা করি।

*উ* ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যিশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* যাদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা আমার জাতি নও', তাদের 'জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান' বলে ডাকা হবে।

*উ* ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বললেন এবং আন্দ্রিয় ও ফিলিপ যিশুর কাছে এসে কথাটা জানালেন ।আল্লেলুইয়া।

১১ই মে

# সাধু অদো, মাইওলুস, অদিলো, হুগো ও পূজনীয় পিতর

## ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্লুনি-মঠের ইতিহাস থেকে পাঠ

### ক্লুনি : সন্ন্যাসজীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম

ক্লুনির মঠ ৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। দুই শতাব্দী ধরে যে যে পুণ্য আব্বা পরম্পরাক্রমে ভার বহন করলেন, তাঁদের দ্বারা মঠটি সন্ন্যাসজীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠল। অদো আগে তুর-মণ্ডলীর সভাসদ ছিলেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ৯২৭ সালে ক্লুনির আব্বা পদে নির্বাচিত হয়ে তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে নিয়ম-পালনে গুপ্ত ধন দেখিয়ে দেন; তাঁর উদ্যমের ফলে ফ্রান্স ও ইতালিতে বহু মঠ নবপ্রাণ অর্জন করে। তিনি ১৮ই নভেম্বর ৯৪২ সালে সাধু মার্টিন পর্বের অষ্টম দিনে তুরে মৃত্যুবরণ করেন।

মাইওলুস প্রভেন্স অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি প্রথমে মাকোন মণ্ডলীর সভাসদ হয়ে পরবর্তীতে তার আর্চডিকোন হন। ৯৪৮ সালে ক্লুনিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ও সঙ্গে সঙ্গে আব্বা পদে নির্বাচিত হন। তিনি সেকালের রাজপুরুষদের কাছে এমন সম্মানের পাত্র ছিলেন যে, সম্রাট দ্বিতীয় অত্তো তাঁকে পুণ্য পিতা পদে নির্বাচন করাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মাইওলুস এ পরিকল্পনা নির্দ্বিধায় রোধ করেন। তিনি বহু মঠ স্থাপন করেন, আবার পুনঃসংস্কারের উদ্দেশ্যে বহু মঠ গ্রহণ করেন। তিনি ১১ই মে ৯৯৪ সালে আলভের্নিয়া অঞ্চলে সুভিনিতে মারা যান।

অদিলো আলভের্নিয়া অঞ্চলে ৯৬২ সালে জন্ম নেন; আগে ব্রিউদ মণ্ডলীর সভাসদ হন, তারপরে ক্লুনির সন্ন্যাসী হন। ৯৯২ সালে মাইওলুস দ্বারা তাঁর নিজের সহকারী পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি মাইওলুসের পরে আব্বা পদে উন্নীত হন। তিনি ক্লুনির নিয়ম-পালন বিশেষভাবে স্পেনেই বিস্তৃত করেন। তিনিই প্রথম মণ্ডলীর উপাসনায় ‘পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণদিবস’ প্রবর্তন করেন। তিনি ১লা জানুয়ারী ১০৪৯ সালে সুভিনিতে মারা যান।

হুগো ১০২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি ছিলেন সেমুর উচ্চবংশীয় দালমাতিউসের সন্তান। পিতামাতার ইচ্ছা বিরোধেই তিনি ১০৩৯ সালে ক্লুনির মঠে আশ্রয় নেন; পরবর্তীতে মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, এবং অদিলোর মৃত্যুতে আব্বা পদে নির্বাচিত হন। মঠের বিখ্যাত মহাগির্জা তাঁরই উদ্যমের ফল; তাছাড়া তিনি সন্ন্যাসাচরণ-বিধিপত্র সঙ্কলন করান ও বহু নতুন মঠ স্থাপন করেন। ষাট বছর শাসন ভূমিকা পালনের পর তিনি ২৯শে এপ্রিল ১১০৯ সালে মারা যান।

মাননীয় বলে অভিহিত পিতর আলভের্নিয়া অঞ্চলে ১০৯২ সালে জন্ম নেন; তিনি সোসিলাঁ মঠে শিক্ষাগ্রহণ করেন; পরবর্তীতে সেই মঠের অধ্যক্ষ পদে ও দোমেন মঠের শিক্ষাগৃহের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন; শেষে ১১২২ সালে ক্লুনির আব্বা পদে নির্বাচিত হন। তিনি সমস্ত মঠগুলোতে নিয়ম-পালন ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রয়াসী হন। কলাবিদ্যায় তিনি নিজেই সুনাম গ্রহণ করে সন্ন্যাসীদের মধ্যে উদ্যম সঞ্চার করেন তাঁরা যেন কলা ও শাস্ত্র বিদ্যায় নিয়োজিত হন; তবু কর্মজীবন ও ধ্যানজীবনের মধ্যে সর্বদাই নিখুঁত সম্যতা বজায় রাখেন। তিনি ১১৫৬ সালে প্রভুর জন্মোৎসবের দিনেই মারা যান।

শ্লোক - তোবিত ৪:১২; রো ৫:২ দ্রঃ

প্র আমরা পুণ্যজনদের সন্তান,

উ আর সেই জীবনের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করি যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন যারা ভালবাসায় নিষ্ঠাবান থাকে (আল্লেলুইয়া)।

প্র আমরা ঈশ্বরের গৌরবলাভের প্রত্যাশায় গর্ববোধ করি,

উ আর সেই জীবনের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করি যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন যারা ভালবাসায় নিষ্ঠাবান থাকে (আল্লেলুইয়া)।

১২ই মে

## সাধু নেরেউস ও আখিলেউস, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (সাম ৬১, ৪)

### খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টে সীমাবদ্ধ নয়

যিশু খ্রিষ্ট এক-মানুষ, যার মাথা ও দেহ আছে। দেহের ত্রাণকর্তা ও দেহের অঙ্গগুলি একাঙ্গে দুই, এক-কণ্ঠে দুই ও এক-যন্ত্রণাভোগেও দুই; আর যখন শঠতা দূর হয়ে যাবে, তখন এক-শান্তিতেও দুই। অতএব, খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টেই সীমাবদ্ধ নয়, আবার, খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কেননা তুমি যদি খ্রিষ্টকে মাথা ও দেহ রূপে ধর, তবে খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই; কিন্তু যদি খ্রিষ্টকে কেবল মাথা রূপেই ধর, তবে খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল সেই খ্রিষ্টে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা যদি খ্রিষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রিষ্টেই সীমাবদ্ধ থাকত, এমনকি কেবল মাথায়ই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে পল একটা অঙ্গ সম্পর্কে কেমন করে একথা বলতে পারতেন যে, *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি?* (কল ১:২৪)।

তাই তুমি খ্রিষ্টের অঙ্গগুলির মধ্যে থাক, তাহলে তুমি যেই মানুষ হও না কেন যে একথা শুনছ, বা তুমি যেই হও না কেন যে একথা শুনছ না (কিন্তু তুমি খ্রিষ্টের অঙ্গ হলে তবে তা শুনতে বাধ্য), যারা খ্রিষ্টের অঙ্গ নয় তাদের হাতে তুমি যাই ভোগ কর না কেন, তা খ্রিষ্টেরই দুঃখযন্ত্রণার বাকি অংশ। অংশটি যোগ দেওয়া হচ্ছে এই কারণেই যে, তা বাকি ছিল। তুমি মাত্রা পূরণই করছ, তা উছলে পড়াচ্ছ না। তোমার দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তুমি ততখানিই ভোগ করছ যতখানি তোমার পক্ষে খ্রিষ্টের সার্বিক যন্ত্রণাভোগে আরোপ করা উচিত ছিল; কেননা তিনি একসময় আমাদের মাথা হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর এখন তাঁর অঙ্গগুলিতে তথা এই আমাদেরই মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করছেন।

নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে আমাদের এই সমাবেশের কাছে—যাকে 'সাধারণ অধিকার' বলে অভিহিত করা চলে—নিজ নিজ ঋণ শোধ করি, ও আমাদের

শক্তির সামর্থ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে দুঃখযন্ত্রণার নিজ নিজ অংশ আনি। কেবল এ যুগ শেষ হলেই সকলের দুঃখযন্ত্রণার সার্বিক ঋণমুক্তি ঘটবে।

তাই, ভাইবোনেরা, এমনটি বিবেচনা করো না যে, দুর্জনদের হাতে যে সকল ধার্মিকজন নির্যাতন ভোগ করলেন, এমনকি তাঁরাও যাঁরা প্রভুর আগমনের কথা প্রচার করতে প্রভুর আগে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁরা সকলে খ্রিষ্টের অঙ্গের ছিলেন না। খ্রিষ্টই যে নগরের মাথা, সেই নগরের একটি মানুষও যে খ্রিষ্টের অঙ্গ নয়, তা কোন মতে হতে পারে না।

সুতরাং গোটা নগরই কথা বলে—সেই ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে জাখারিয়ার রক্ত পর্যন্ত। এবং পরবর্তীকালেও, যোহনের রক্ত থেকে প্রেরিতদূতদের রক্তের মধ্য দিয়ে, সাক্ষ্যমরদের রক্তের মধ্য দিয়ে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের রক্তের মধ্য দিয়ে এক-নগরই কথা বলে।

শ্লোক - প্রকাশ ২১:৪; ৭:৬

℣ ঈশ্বর পবিত্রজনদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন ; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না :

℟ আগের সবকিছু গত হল (আল্লেলুইয়া)।

℣ তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না ; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না :

℟ আগের সবকিছু গত হল (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ১২ই মে

## সাধু পানক্রাস, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - ৯০ নং সামসঙ্গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৭)

### ক্লেশে আমি আছি তার সঙ্গে

ঈশ্বর বলেন, *ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে* (সাম ৯১:১৫ লাতিন পাঠ্য); আর আমি ইতিমধ্যে ক্লেশ ছাড়া কিসের সন্ধান করব? *ঈশ্বরের কাছে কাছে থাকাই আমার মঙ্গল*, আর শুধু তাই নয়, প্রভুতে আশ্রয় নেওয়াও আমার মঙ্গল (সাম ৭৩:২৮ দ্রঃ), কেননা তিনি বলেন, *আমি তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিতও করব* (সাম ৯১:১৫)।

*ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে।* তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকাই আমার আনন্দ* (প্রবচন ৮:৩১ লাতিন পাঠ্য)। তিনি ইম্মানুয়েল তথা আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। তিনি ক্লিষ্টহৃদয়দের কাছে কাছে থাকবার উদ্দেশ্যে, ক্লেশে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে নেমে এলেন; আর তখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, যখন *এই আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে, আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (১ থে ৪:১৭)— অবশ্য, আমরা যদি তাঁকে কাছে পাবার জন্য ইতিমধ্যে সচেষ্ট থাকি যাতে তিনি পথের সাথী হন; তবেই তিনি আমাদের মাতৃভূমি দান করবেন, এমনকি তিনি নিজেই হবেন আমাদের মাতৃভূমি যেভাবে এখন তিনি আমাদের পথ।

প্রভু, তোমাকে ছাড়া রাজত্ব করা, তোমাকে ছাড়া ভোজে বসা, তোমাকে ছাড়া গর্ববোধ করা—এই সমস্তের চেয়ে ক্লেশে থাকাই আমার মঙ্গল—তুমি নিজেও কিন্তু যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক! প্রভু, তোমাকে ছাড়া থাকা, স্বর্গেও তোমাকে ছাড়া থাকার চেয়ে ক্লেশেই বরং তোমাকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়, কেননা *স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই* (সাম ৭৩:২৫ দ্রঃ)। *চুল্লি সোনা যাচাই করে, ও ক্লেশ ধার্মিকদের যাচাই করে* (প্রবচন ১৭:৩

দ্রঃ)। সেখানে, প্রভু, তুমিই তাদের সঙ্গে আছ; সেখানে তুমি তাদেরই মাঝে থাক যারা তোমার নামে একত্রিত—যেমন একদিন তুমি সেই তিনজন যুবকের সঙ্গে ছিলে।

আমরা কেন কম্পিত? কেন দ্বিধাগ্রস্ত? কেন এ চুল্লি এড়াতে চাই? আগুন তীব্রই বটে, কিন্তু ক্লেশে প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* (রো ৬:৩১)। একই প্রকারে, যখন তিনি আমাদের নিস্তার করেন, তখন তাঁর হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেবে এমন কেইবা আছে? কেইবা তাঁর হাত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? পরিশেষে, যখন তিনি নিজেই আমাদের গৌরবান্বিত করবেন, তখন আমাদের সেই গৌরব বিনষ্ট করবে এমন কেইবা থাকতে পারে? তিনি যখন গৌরবান্বিত করেন, কেইবা অবনমিত করতে পারবে?

*দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে* (সাম ৯১:১৬)। ঠিক যেন তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলেন, সে যার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তা জানি, তার কিসের পিপাসা, তাও জানি, সে কিসেতে প্রীত, তাও জানি। সে তো সোনা বা রুপোতে প্রীত নয়, বাহ্যিক অভিলাষ, কৌতূহল বা সাংসারিক সম্মানেও সে প্রীত নয়; এ সমস্ত সে ক্ষতিই বলে গণ্য করে, সবকিছু তুচ্ছ করে ও আবর্জনা বলেই যেন বিবেচনা করে। সে নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করেছে, ও তেমন বিষয়ে চিন্তিত থাকতে সহ্য করে না, একথা জেনে যে, এসব কিছুতে তৃপ্তি পাবে না। কার প্রতিমূর্তিতে সে সৃষ্ট ও কেমন মহত্ত্বের সে অধিকারী, এ বিষয়ে সে অচেতন নয়; কিঞ্চিৎ মাত্রও উন্নীত হওয়ার ফলে তাকে যে সম্পূর্ণরূপেই নমিত করা হবে, তাও সে সহ্য করে না।

এজন্য, তাকে যখন সত্যকার আলো দ্বারা ছাড়া যাচাইকৃত করা যায় না, সনাতন আলো দ্বারা ছাড়াও যখন তাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, তখন আমি *দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে*, কারণ তেমন দীর্ঘায়ুর সমাপ্তি নেই, তেমন আলোরও শেষ নেই, তেমন তৃপ্তিও অস্বাস্থ্যকর নয়।

## শ্লোক

℣ ঈশ্বরের জন্য পানক্রাস মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন:

℟ খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

℣ ইহলোকের জীবনের চেয়ে তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রীত হলেন:

৺ খ্রিষ্টই ছিলেন তাঁর শক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৩ই মে

# ফাতিমা তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

দ্বিতীয় পাঠ - পরিসেবক সাধু এফ্রেমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৩য় উপদেশ)

**সমস্ত জগৎ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম,**

**মারীয়া একাই তাঁকে ঘিরে রাখেন**

মারীয়া আমাদের জন্য হলেন স্বর্গ, এমন স্বর্গ যা সেই ঈশ্বরত্বকে বরণ করে যা খ্রিষ্ট পিতার গৌরব থেকে দূরে যাবার সময়ে তাঁর গর্ভের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ করলেন যাতে মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেন। কেবল তাঁকেই তিনি কুমারীদের গোটা কূলের মধ্য থেকে মনোনীতা করলেন যেন তিনিই হন আমাদের পরিত্রাণের মাধ্যম।

মারীয়ায়ই সকল ধার্মিকদের ও নবীদের ভাববাণী শেষ পর্যায়ে এসে সিদ্ধিলাভ করল। তাঁরই কাছ থেকে উদ্গত হল সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক যার পরিচালনায়, যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল। মারীয়াকে কতগুলো নাম উপযুক্তভাবেই আরোপ করা যেতে পারে। কেননা তিনি হলেন ঈশ্বরের সেই পুত্রের মন্দির যিনি এক অবস্থায় তাঁর গর্ভে প্রবেশ করার পর একই গর্ভ থেকে ভিন্ন অবস্থায় বের হয়েছিলেন, কেননা তিনি তাঁর গর্ভে বিনা দেহে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু একটি দেহ পরিধান করেই বের হলেন।

তিনিই সেই রহস্যময় নব স্বর্গ যেখানে রাজার রাজা কেমন যেন নিজের রাজাসনেই আসীন হলেন ও যেখান থেকে বের হয়ে আমাদের পার্থিব স্বরূপ ও সাদৃশ্য বরণ ক'রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন।

তিনিই সেই ফলশালী আঙুরলতা যা মধুর সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়, যার ফল সম্পূর্ণরূপে ভিন্নই স্বরূপের হওয়ার কারণে এমনটি প্রয়োজন হল যে, ফলটি গাছ থেকে [মানব] সাদৃশ্য ধার করবে।

তিনিই সেই জলের উৎস যা প্রভুর গৃহ থেকে উৎসারিত হয়, ও যা থেকে তৃষ্ণার্তদের জন্য নির্গত হল সেই জীবন-জল যা যে কেউ আস্বাদ করে তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।

কিন্তু, প্রিয়জনেরা, যে কেউ মনে করে, সে মারীয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন সৃষ্টির দিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, সে ভুল করে। কেননা আদিতে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মারীয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবী নবায়িত হল। আদিতে আদমের অপরাধের কারণে পৃথিবী তার সমস্ত কর্মকান্ড নিয়ে অভিশাপের পাত্র হয়েছিল, কিন্তু মারীয়ার মধ্য দিয়ে তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়া হল। আদিতে আদি-পিতামাতার পাপকর্মের ফলে সকল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছিল মৃত্যু, এখন কিন্তু আমরা মৃত্যু থেকে জীবনেই স্থানান্তরিত হয়েছি। আদিতে সেই সাপ হবার কান দখল করেছিল আর সেখান থেকে বিষ সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এখন মারীয়া চির আনন্দ-বার্তার দূতকে নিজের কানে গ্রহণ করলেন। এভাবে যে কান হয়েছিল মৃত্যুর মাধ্যম, এখন সেই কান হয়ে উঠেছে জীবনেরই মাধ্যম।

যিনি খেরুবদের উপরে আসীন, এক প্রকারে জননীর বাহুই তাঁর নির্ভর; সমস্ত জগৎ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম, মারীয়া একাই তাঁকে ঘিরে রাখেন; যাঁর সামনে স্বর্গের শক্তিবৃন্দ ভীত, তাঁকে এক বালিকা লালন-পালন করেন; যাঁর আসন যুগ যুগান্তরব্যাপী, তিনি এক কুমারীর কোলে আসীন; পৃথিবী যাঁর পাদপীঠ, তিনি শিশু-পদক্ষেপে মারীয়ার অনুসরণ করেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৬:১৬খ, ১৭খ, ১৮ দ্রঃ

*প্র* কুমারীর অন্তর সুস্থির: দূতের বন্দনায় ঐশ্বরিক এক রহস্য ধারণ করে তিনি আপন কুমারী গর্ভে তাঁকেই বরণ করলেন যিনি মানবসন্তানদের মধ্যে সুন্দরতম।

*উ* এবং চিরকাল ধরে ধন্যা হয়ে মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরকে আমাদের দান করলেন।

*প্র* শুচি গর্ভাসন হঠাৎ হল ঈশ্বরের মন্দির: ঐশবাণীর প্রভাবে অক্ষুণ্ণা কুমারী এক পুত্র গর্ভধারণ করলেন।

*উ* এবং চিরকাল ধরে ধন্যা হয়ে মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরকে আমাদের দান করলেন।

# ১৪ই মে

# সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৫:১২-৩২)

## আদিমণ্ডলীতে প্রেরিতদূতগণ

সেসময়, প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত; তারা সকলে একমন হয়ে শলোমন-অলিন্দে মিলিত হত। তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস করত না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত। দিনে দিনে উত্তরোত্তর বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত; এমনকি লোকেরা রাস্তার ধারে ধারে অসুস্থদের এনে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখত, যেন পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে। আর যেরুশালেমের আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক জড় হতে লাগল, তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত, আর তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত।

তখন মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা, অর্থাৎ সাদ্দুকী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঠলেন; ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা প্রেরিতদূতদের গ্রেপ্তার করে হাজতখানায় আটকে রাখলেন। কিন্তু রাতের বেলায় প্রভুর দূত কারাগারের দরজাগুলো খুলে দিলেন, ও সকলকে বাইরে চালিত করে বললেন, 'যাও, মন্দিরে দাঁড়িয়ে জনগণের কাছে এই জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রচার কর।' তা শুনে তাঁরা সকালবেলায় মন্দিরে প্রবেশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মহাযাজক ও তাঁর সমর্থনকারীরা এসে মহাসভা, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের প্রবীণবর্গের সভা ডেকে সমবেত করলেন, এবং তাঁদের আনবার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন।

কিন্তু নিযুক্ত সেই লোকেরা কারাগারে গিয়ে সেখানে তাঁদের পেল না; তাই ফিরে এসে জানাল, 'আমরা দেখলাম, কারাগার একেবারে ভাল করে বন্ধ করা আছে, দরজায় দরজায় প্রহরীরাও পাহারা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে ভিতরে কাউকে পেলাম না।' তেমন কথা শুনে মন্দিরপাল ও প্রধান যাজকেরা দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সমস্ত কিছুর অর্থ কী; ইতিমধ্যে কে যেন একজন এসে তাঁদের জানাল, 'দেখুন, আপনারা

যাদের কারাগারে রেখেছিলেন, সেই লোকেরা মন্দিরে দাঁড়িয়ে সকলকে উপদেশ শোনাচ্ছে।'

মন্দিরপাল প্রহরীদের সঙ্গে করে সেখানে গিয়ে তাঁদের নিয়ে এলেন, কিন্তু বল প্রয়োগে নয়, কারণ তারা ভয় করছিল হয় তো জনগণ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে। তারা তাঁদের নিয়ে এসে মহাসভার সামনে দাঁড় করালে মহাযাজক তাঁদের জেরা করতে লাগলেন; তিনি বললেন, 'আমরা এই নামকে কেন্দ্র করে উপদেশ দিতে তোমাদের স্পষ্টভাবেই নিষেধ করেছিলাম; তবু দেখ, তোমরা নিজেদের উপদেশে যেরুশালেমকে পূর্ণ করেছ, এবং সেই লোকটার রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের উপরে চাপাতে চাচ্ছ।' পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'মানুষের প্রতি বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং ঈশ্বরেরই প্রতি বাধ্য হওয়া উচিত। একটা গাছে ঝুলিয়ে আপনারা যাঁকে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরই সেই যিশুকে পুনরুত্থিত করেছেন। তাঁকেই ঈশ্বর জননায়ক ও ত্রাণকর্তা ক'রে আপন ডান হাত দ্বারা উত্তোলিত করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মনপরিবর্তন ও পাপক্ষমা দান করতে পারেন। আমরা নিজেরাই এই সবকিছুর সাক্ষী; আর সাক্ষী আছেন সেই পবিত্র আত্মাও, যাঁকে ঈশ্বর তাদেরই কাছে দান করেছেন, যারা তাঁর প্রতি বাধ্য।'

**শ্লোক** - প্রেরিত ৪:৩৩, ৩১ দ্রঃ

*প্র* প্রেরিতদূতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকতেন:

*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

*প্র* পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁরা সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন:

*উ* তাঁদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ বিরাজ করত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩:১, ২, ৩)

**প্রভু, তুমি যাকে মনোনীত করেছ,**

**তাকে আমাদের দেখাও**

*একদিন পিতর ভাইদের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন* (প্রেরিত ১:১৫)। তিনি সকলের চেয়ে তৎপর, তাঁরই হাতে খ্রিষ্ট মেষপালের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন ও প্রেরিতদূত-সভায় তিনিই তো সর্বপ্রধান ছিলেন বলে সর্বপ্রথমে কথা বলতে লাগলেন: *শোন, ভাইয়েরা, আমাদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত হতে হবে* (প্রেরিত ১:২১-৩২ দ্রঃ)। যাদের মধ্যে একজন নির্বাচিত হবে, তাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মনে ক'রে তিনি উপস্থিত সকলেরই হাতে নির্বাচনের ভার রাখেন। তাছাড়া, যেহেতু তেমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অনেকবার কতগুলো মতভেদের উদ্ভব হয়, সেজন্য তিনি সম্ভাব্য কোন তিক্ততা থেকে আগে থেকেই নিজেকে মুক্ত করেন।

তথাপি পিতর কি নিজেই উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে পারতেন না? পারতেন বটে, তবু তিনি তা করতে সম্মত নন, পাছে কেউ মনে করতে পারে, তিনি বিশেষ একজনেরই পক্ষপাত করছেন। তাছাড়া তিনি তখনও পবিত্র আত্মাকে পাননি। *তখন এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করা হল: যুস্তুস নামে পরিচিত যোসেফ, যাঁকে বার্সাব্বাস বলে ডাকা হত, এবং মাথিয়াস* (প্রেরিত ১:২৩)। তিনি একা নন, সকলেই সেই দু'জনের নাম প্রস্তাব করেন। নির্বাচনটা যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নয় বরং একটি ভাববাণীর ফল, একথা প্রমাণিত করে তিনি প্রকৃতপক্ষে শুধু নির্বাচনের কারণটাই ব্যক্ত করেন। এমন একজন যিনি নিজের সিদ্ধান্ত জোরপ্রয়োগেই চাপিয়ে দেন, তেমন ব্যক্তির পরিচয় না দিয়ে তিনি বরং কেবল ব্যাখ্যাতাই হলেন।

তারপর তিনি একথা বলেন: *যারা এখানে সমবেত রয়েছেন, তাদেরই মধ্যে …* (প্রেরিত ১:২১ দ্রঃ)। দেখ, পবিত্র আত্মা তখনও না আসা সত্ত্বেও তিনি সাক্ষীদের বেলায় কত না সদ্বিবেচনা প্রত্যাশা করেন; তিনি বড় দায়িত্ববোধের সঙ্গেই নির্বাচনের ব্যাপার সমাধা করেন।

*যোহন যে সময় বাপ্তিস্ম দিতেন, তখন থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন প্রভু যিশু আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন, ততদিন যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে* ··· (প্রেরিত ১:২১)। তিনি সাধারণ শিষ্যদের কথা নয়, যিশুর সঙ্গে যাঁরা জীবন কাটিয়েছিলেন তাঁদেরই কথা বলেন। শুরুতে অনেকেই যিশুর অনুসরণ করত, সেজন্য তিনি বলেন, *যে দু'জন শিষ্য যোহনের বাণী শুনেই যিশুর অনুসরণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন* (যোহন ১:৪০)।

*যোহন যে সময় বাপ্তিস্ম দিতেন, তখন থেকে যতদিন প্রভু যিশু আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন ···।* তিনি একথা বলেন, কারণ সেই সময়ের আগে যা কিছু ঘটেছিল, কেউই সঠিকভাবে তা স্মরণ করত না, তাঁরা পবিত্র আত্মার কাছ থেকেই সেই সমস্ত বিষয় শিখেছিলেন। *যেদিন প্রভু যিশুকে আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হল সেদিন পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গে ছিল, তাদেরই একজনকে এখন আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে* (প্রেরিত ১:২২ দ্রঃ)। সবকিছুর সাক্ষী, একথা নয়, কিন্তু 'তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী', তিনি কেবল এ কথাই বলেন, কেননা তেমন ব্যক্তিই অধিক বিশ্বাসযোগ্য হবে যে বলতে পারবে, যিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন ও ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তিনিই আবার পুনরুত্থানও করেছেন। ফলে অতীতকাল বা ভবিষ্যৎকাল বা অলৌকিক কাজগুলোর সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে পুনরুত্থানেরই সাক্ষী হতে হবে। অন্য ঘটনাগুলো জানা কথা ও প্রকাশ্য ঘটনা ছিল; কিন্তু পুনরুত্থানটি গুপ্তভাবেই ঘটেছিল, ও কেবল অল্পজনেরই কাছে জ্ঞাত ছিল।

*তাঁরা তখন এই বলে প্রার্থনা করলেন: প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান ··· তুমি তাকে দেখাও* (প্রেরিত ১:২৪)। আমরা নয়, তুমিই! তাঁরা সঙ্গতভাবেই তাঁকে অন্তর্যামী বলে ডাকেন, কেননা তাই বলে অন্য কেউ নয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। যাঁরা এতখানি আশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করছিলেন কারণ এ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল যে, একজনকে নির্বাচিত হতে হবে, তাঁরা প্রার্থনায় বলেননি, 'তুমি নির্বাচন কর,' বরং 'সেই নির্বাচিত ব্যক্তিকে দেখিয়ে দাও' যাকে তুমিই নির্বাচন করেছ—তাঁরা তো ভালভাবেই জানতেন যে সবকিছু ঈশ্বর দ্বারাই নিরূপিত। *পরে তাঁরা এই দু'জনের নামে*

*গুলিবাঁট করলেন* (প্রেরিত ১:২৬)। নির্বাচন চালাবার মত নিজেদের যোগ্য মনে করতেন না বিধায় তাঁরা বরং চাইলেন, একটি চিহ্ন তাঁদের চালিত করবে।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১:২৪-২৫ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান, আমাদের দেখাও কাকে বেছে নিয়েছ

*উ* এ সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকায় স্থান পাবার জন্য। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁরা দু'জনের নামে গুলিবাঁট করলেন আর মাথিয়াসের নামে গুলি পড়ল বিধায় তিনিই এগারোজন প্রেরিতদূতের সঙ্গে যুক্ত হলেন

*উ* এ সেবাদায়িত্ব ও প্রৈরিতিক ভূমিকায় স্থান পাবার জন্য। আল্লেলুইয়া।

১৫ই মে

# সাধু পাখোমিওস, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পাল্লাদিউস-লিখিত 'লাউসিয়াকা ইতিহাস' থেকে পাঠ

## তুমি অন্য সন্ন্যাসীদের বিধানকর্তা হও

তাবেন্নেসি ছিল থেবেস অঞ্চলে সেই বিশেষ স্থান যেখানে পাখোমিওস নামে একজন ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন সেই সাধুব্যক্তিদের একজন, যাঁরা এমন ধর্মময়তার সঙ্গে জীবনাচরণ করতেন যে ভাববাণী দেবার ও স্বর্গদূতদের দর্শন পাবার যোগ্য ছিলেন। পাখোমিওস সকল মানুষ ও তাঁর আপন ধর্মভাইদের মহান প্রেমিক হয়ে উঠলেন।

একদিন তিনি গুহায় বসে আছেন, এমন সময় এক স্বর্গদূত তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'তুমি সিদ্ধপুরুষ হয়েছ বলে তোমার পক্ষে গুহায় বসে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। এসো, যত যুবা সন্ন্যাসীকে সমবেত করে তাদের সঙ্গেই বাস কর। আমি যে নিয়ম তোমাকে দিতে যাচ্ছি, তা অনুসারেই তাদের বিধানকর্তা হও।' একথা বলে স্বর্গদূত তাঁকে একটা ব্রঞ্জের ফলক দিয়ে দিলেন যার উপর লেখা ছিল: সকালবেলায় সন্ন্যাসীরা বারোটা প্রার্থনা, সন্ধ্যাবেলায় বারোটা প্রার্থনা, নিশিগাজরণীতে বারোটা প্রার্থনা ও ভোর তিনটায় তিনটে প্রার্থনা আবৃত্তি করবেন।

প্রার্থনার সংখ্যা অতিরিক্ত কম, পাখোমিওস এ আপত্তি জানালে স্বর্গদূত তাঁকে বললেন, 'আমি এ ব্যবস্থা করেছি যাতে দুর্বলেরাও মনে কষ্ট না পেয়ে নিয়ম সম্পূর্ণরূপেই পালন করতে পারে। যারা পরিপক্ক, তাদের পক্ষে বিধানের প্রয়োজন হয় না, কেননা তারা নিজেরাই নিজেদের কক্ষে বসে ঈশ্বর-দর্শনে নিবিষ্ট থাকবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছে। আমি এ নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছি তাদেরই জন্য, যারা এখনও পূর্ণ প্রজ্ঞা পায়নি, তারা যেন সেবকের মত সন্ন্যাসজীবনের বিভিন্ন কর্তব্য পালন ক'রে দৃঢ় আত্মনির্ভরশীলতায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

যে যে মঠ এ নিয়ম পালন করে, সেগুলি সংখ্যায় বহু, ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা সাত হাজার। প্রথম ও প্রধান মঠ সেটিই হল যেখানে পাখোমিওস নিজেই জীবন

কাটিয়েছিলেন। এ মঠ থেকেই অন্যান্য মঠের উৎপত্তি; সন্ন্যাসীদের মোট সংখ্যা ছিল তেরোশ'জন।

অন্যান্য মঠগুলোর জনসংখ্যা ছিল দু'শ বা তিনশ'জনেরও বেশি। যখন আমি পানোপলিস-এ গিয়েছিলাম, তখন একটি মঠ পাই যেখানে তিনশ'জন সন্ন্যাসী বাস করছিলেন। এ মঠে আমি পনেরোজন দরজী, সাতজন কর্মকার, চারজন কাঠমিস্ত্রি, বারোজন উঁট-চালক ও পনেরোজন ধোপা দেখতে পাই। তাঁরা যে কোন কাজ করছিলেন ও তাঁদের বাড়তি আয় সন্ন্যাসিনীদের মঠে ও কারাবাসে দান করতেন।

তাঁরা সকলেই সমস্ত বাইবেল মুখস্থ করেন।

**শ্লোক** - রো ৮:৩৬-৩৭; সাম ৪৪:১২, ১৪

*প্র* তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য;

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তুমি আমাদের সঁপে দিয়েছ জবাইখানার মেষের মত, প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের করেছ অপবাদের পাত্র;

*উ* কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই (আল্লেলুইয়া)।

১৮ই মে

## পোপ সাধু প্রথম জন, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত আভিলার ধন্য জনের পত্রাবলি থেকে পাঠ (আত্মীয়দের কাছে পত্র ৫৮)

### যিশুর জীবন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায়

*ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; কেননা খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে* (২ করি ১:৩-৫)।

এ সাধু পলেরই কথা। তাঁকে তিনবার বেত ও পাঁচবার কশা দ্বারা আঘাত করা হল, একবার তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর একবার তাঁকে মৃতই যেন ফেলে রাখা হল; তিনি সব প্রকার মানুষের হাতে নির্যাতন ভোগ করলেন, যত ধরনের কষ্ট ও পরিশ্রমে নিপীড়িত হলেন, একবার বা দু'বার নয় বহুবারই—যেমন তিনি নিজে এ স্থানে বলেন: *আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়* (২ করি ৪:১১)।

আর এ সমস্ত নিপীড়নের মাঝে তিনি দুর্বলদের মত গজ গজ করেন না ও ঈশ্বরের প্রতি অসন্তোষ দেখান না, শুধু এমন নয়; যারা গৌরব ও আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে, তাদের মত দুঃখ প্রকাশ করেন না, শুধু এমনও নয়; যারা কষ্ট থেকে দূরে পালায়, সেই নির্বোধদের মত ঈশ্বরের কাছে কষ্ট-মুক্তি প্রার্থনা করেন না, শুধু এমনও নয়, আর যারা কষ্টের মূল্য বোঝে না, তাদের মত কষ্ট অবজ্ঞা করেন না, শুধু এমনও নয়, বরং সমস্ত দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা সরিয়ে দিয়ে তিনি ক্লেশের মাঝেই ঈশ্বরকে ধন্য করেন, ঠিক যেন মহাদান পেয়েছেন বলেই তাঁকে ধন্যবাদ জানান, এবং যিনি আমাদের মুক্ত করতে তত কষ্ট ও অবিশ্বাস্য দুর্নাম ভোগ করেছিলেন, তাঁরই সম্মানার্থে কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন—হ্যাঁ, আমরা যারা পাপের দরুন তত দুর্ভোগের

মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম, সেই খ্রিষ্ট তা থেকে আমাদের মুক্ত ক'রে ও নিজের মধ্যে ও নিজের দ্বারা স্বর্গীয় আনন্দের একটি অগ্রিম দান ও চিহ্ন দিয়ে নিজ আত্মায় আমাদের শ্রীমন্ডিত করলেন ও ঐশপুত্রত্বে ভূষিত করলেন।

হে আমার প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভু তোমাদের চোখ উন্মীলিত করুন, যাতে সংসার যা ঘৃণা করে আমরা তার মধ্যে তাঁর দেওয়া মহা ঐশ্বর্য দেখতে পাই। আরও, আমরা যেন দেখতে পাই যে, যখন ঈশ্বরের গৌরবের অন্বেষণ করি, তখন অপমানে থেকেও আমরা তাঁর দৃষ্টিতে কতই না সম্মানের পাত্র; ও বর্তমান ক্লেশে আমাদের জন্য কতই না গৌরব গচ্ছিত রয়েছে! আহা, মঙ্গলময় ঈশ্বরের হাত কতই না প্রেমপূর্ণ ও আনন্দময়! সংগ্রামে যারা আহত, তাদের গ্রহণ করতে তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন। হ্যাঁ, সেই হাত মধুর চেয়ে এমন মধুময় আলিঙ্গনেই আমাদের জড়ায়, যা আমাদের পরিপূর্ণরূপেই পরিতৃপ্ত করে তোলে—সংসার যত তিক্ততাই আমাদের খাওয়ায় না কেন! আমরা এসব কিছু ভালবাসলে তবে তেমন আলিঙ্গন উদ্দীপ্ত অন্তরেই বাসনা করব। কেননা সমস্ত বাসনা বিষয়ে অচেতন যে ব্যক্তি, সে ছাড়া আর কেইবা তেমন ভালবাসা ও অভিলাষের পূর্ণতা বাসনা না করবে?

সুতরাং তেমন মহা বিষয় যদি তোমাদের আকর্ষণ করে, ও তোমরা তা দেখতে ও ভোগ করতে ইচ্ছা কর, তবে জেনে রেখ, কষ্টভোগ করার চেয়ে শ্রেয় পথ আর নেই। কেননা এই তো সেই পথ যে পথে খ্রিষ্ট ও তাঁর আপনজনেরা চললেন। এ পথকে তিনি সরু পথ বলেন ঠিকই, কিন্তু তা জীবনেই যাওয়ার পথ! তাছাড়া তিনি এ শিক্ষাও দেন যে, আমরা তাঁর কাছে পৌঁছতে চাইলে তবে তাঁর নিজের পথে আমাদেরও চলা দরকার।

কেননা ঈশ্বরপুত্র দুর্নামের পথে চলতে চলতে মানবসন্তানেরা সম্মানেরই পথের অন্বেষণ করবে তা উচিত নয়, কারণ *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়* (মথি ১০:২৪)।

ঈশ্বর করুন, খ্রিষ্টের ক্রুশের খাতিরে পরিশ্রমে ছাড়া আমাদের প্রাণ এ সংসারে যেন অন্য কোথাও শান্তি না পায়, অন্য পাথেয়ও যেন না খোঁজে।

শ্লোক - ২ করি ৪:১১, ১৬

℣ আমরা জীবিত হয়েও যিশুর জন্য সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

℣ যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

℟ যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে,

℣ যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

১৯শে মে

# সাধু পিতর চেলেস্তিনুস, পোপ ও বিজনাশ্রমী

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ জন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' থেকে পাঠ (১০ম উপদেশ ৬-৭)

## এই তো সমস্ত সিদ্ধির চূড়া :
## সমস্ত জীবন যেন এক ও অবিরত প্রার্থনায় পরিণত হয়

কেবল তারাই স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ মনশ্চক্ষুতে যিশুর ঈশ্বরত্বের দর্শন পায়, যারা সংসারের কাজ ও চিন্তার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সেই নির্জন উচ্চ পর্বতে একাকী থাকে। পার্থিব সমস্ত চিন্তা ও ভাবাবেগের কোলাহল থেকে মুক্ত ও সমস্ত রিপুর বিশৃঙ্খলা থেকে বিচ্ছিন্ন এ পর্বতটা শুদ্ধতম বিশ্বাস ও সূক্ষ্মতম সদ্‌গুণাবলির চূড়ায় খ্রিষ্টের শ্রীমুখের দীপ্তি ও তাঁর গৌরবের প্রতিমূর্তি তাদেরই কাছে প্রকাশ করে, যারা আত্মার নির্মলতা হেতু তাঁর দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

তথাপি যারা শহরে, গ্রামে বা পাড়ায় কর্মজীবন বা ধ্যানী জীবনে প্রবৃত্ত, তারাও প্রভুর দর্শন পায়; কিন্তু পিতর, যাকোব ও যোহনের মত যে যে প্রাণ সদ্‌গুণাবলির উপরোক্ত পর্বতে তাঁর সঙ্গে আরোহণ করার মত যথেষ্ট শক্তির অধিকারী, তাদের কাছে তিনি যে জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করেন, তথা যে জ্যোতিতে তিনি একদিন মোশির কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন ও এলিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই একই জ্যোতিতে এদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না।

এ শিক্ষা সপ্রমাণ করতে ও নিখুঁত শুচিতার আদর্শ রেখে যেতে ইচ্ছা করে প্রভুর পক্ষে তা পাবার জন্য যদিও নির্জন অবস্থা নিষ্প্রয়োজনই ছিল—যেহেতু তিনি নিজেই সমস্ত পবিত্রতার উৎস—তবু *তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন* (মথি ১৪:২৩)।

নিজের আদর্শ দানে তিনি আমাদের এ শিক্ষা দিতে অভিপ্রায় করলেন যে, হৃদয়ের অক্ষুণ্ন ও শুদ্ধ ভক্তিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আকাঙ্ক্ষা করলে আমাদের পক্ষেও তাঁর মত লোকদের ভিড় ও কোলাহল এড়ানো দরকার। তবেই এসংসারে থেকেও

আমরা কমপক্ষে আংশিকভাবেই সেই সুখ ভোগ করতে পারব যা পবিত্রজনদের কাছে অনন্ত জীবনেই প্রতিশ্রুত, যাতে করে আমাদের জন্যও একথা সত্য হতে পারে যে, *ঈশ্বরই সব সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৮)।

তবেই আমাদের মধ্যে সেই প্রার্থনা সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধি লাভ করবে যা আমাদের ত্রাণকর্তা আপন শিষ্যদের জন্য পিতার কাছে রেখেছিলেন: *যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি* (যোহন ১৭:২৬); আরও, *সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে* (যোহন ১৭:২১)। যখন প্রভুর এ প্রার্থনা সিদ্ধি লাভ করবে—তাঁর প্রার্থনা অসিদ্ধ থাকবে এমনটি হতে পারে না—তখন যে সিদ্ধ ভালবাসায় ঈশ্বরই *প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১৯), তা আমাদের হৃদয়ে বর্ষিত হবে।

এসব কিছু তখনই ঘটবে যখন আমাদের গোটা ভালবাসা, আমাদের গোটা আকাঙ্ক্ষা, ও আমাদের সমস্ত অন্বেষা ও চিন্তার বস্তু সেই ঈশ্বরই হবেন যিনি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের কথনের উৎস, আমাদের নিশ্বাস। তবেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে ও পুত্র ও পিতার মধ্যে যে ঐক্য বিরাজ করে, তা আমাদের মনোভাবে ও প্রাণে সঞ্চারিত হবে, অর্থাৎ তিনি যেমন অকপট, শুদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য ভালবাসায় আমাদের ভালবাসেন, তেমনি আমরাও চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হব, ও তাঁর সঙ্গে এমনভাবেই মিলিত হব যে, আমাদের সমস্ত নিশ্বাস, আমাদের মনের সমস্ত গতি ও আমাদের সমস্ত কথা তাঁকেই ব্যক্ত করবে। এতে আমরা সেই উদ্দেশ্যের নাগাল পাব যার কথা বলে এসেছি ও যা প্রভু আমাদের জন্য নিজ প্রার্থনায় ব্যক্ত করেন: *তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়* (যোহন ১৭:২২, ২৩)। আরও: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে* (যোহন ১৭:২৪)।

এ হওয়া উচিত সন্ন্যাসীর গোটা জীবনের লক্ষ্য; এরই দিকে তার সমস্ত প্রয়াস ধাবিত হওয়া উচিত: অর্থাৎ, এজীবন থেকেই সে যেন ভাবী সুখের প্রতিমূর্তি লাভ

করতে যোগ্য হয়ে ওঠে, এবং এ দেহে জীবনযাপন করতে করতেও সে যেন কোন প্রকারে স্বর্গীয় জীবন ও গৌরবের আস্বাদ পেতে শুরু করতে পারে। আবার বলছি, এ হচ্ছে সমস্ত সিদ্ধির লক্ষ্য: যেন প্রাণ দেহের সমস্ত বোঝা থেকে ভারমুক্ত হয়ে প্রতিদিন স্বর্গীয় বিষয়ের দিকে এমনভাবেই উন্নীত হয় যে, তার সমস্ত জীবন ও তার হৃদয়ের সমস্ত গতি এক ও অবিরত প্রার্থনায় পরিণত হয়।

**শ্লোক** - যেরে ২৯:১২, ১৩; লুক ১১:৯

*প্র* তোমরা আমাকে ডাকবে আর তখনই আমি সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে

*উ* যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে

*উ* যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে (আল্লেলুইয়া)।

২০শে মে

# সিয়েনার সাধু বার্নাডিন, পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (যিশুনাম, উপদেশ ৪৯)

## যিশুনাম, প্রচারকদের জ্যোতি

যিশুনামই প্রচারকদের জ্যোতি, কারণ সেই জ্যোতিতে ঐশবাণী-প্রচার ও বাণী-শ্রবণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাকে বল, তেমন মহান, দ্রুত ও উদ্দীপ্ত বিশ্বাসের আলো কোথা থেকেই বা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করল, যদি না যিশুনাম প্রচারিত হয়েছে? ঈশ্বর এ নামের জ্যোতি ও সুস্বাদ দ্বারাই কি *তাঁর অপরূপ আলোতে আমাদের আহ্বান করেননি?* (১ পি ২:৯)। যারা আলোপ্রাপ্ত হয়েছে ও এ আলোতে আলো দেখে, তাদের কাছে প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: যদিও *একসময় তোমরা অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানের মত চল* (এফে ৫:৮)।

অতএব, এ নামটি প্রচার করা দরকার যেন জ্যোতি ছড়ায়, নামটি গুপ্ত রাখা উচিত নয়। তথাপি প্রচারকাজে নামটি শিথিল হৃদয়ে ও কলুষিত ওষ্ঠে ঘোষণা করা উচিত নয়, বরং তা অক্ষুণ্ন করে রক্ষা করা দরকার ও কেমন যেন এক অমূল্য পাত্র থেকেই তা বিস্তার করা দরকার।

এজন্য প্রভু প্রেরিতদূত বিষয়ে বলেন: *জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নাম বহন করার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র* (প্রেরিত ৯:১৫)। তিনি বলেন 'মনোনীত পাত্র,' অর্থাৎ এমন পাত্র যেখানে বিক্রির জন্য মিষ্ট রস রাখা হয়, যাতে অমূল্য পাত্রগুলিতে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল রঙ দেখা দিলে তা পান করার ইচ্ছা বাড়ায়—যে পাত্র তাঁর নাম বহন করবে।

কেননা যেমন মাঠ পরিষ্কার করার জন্য যত কাঁটাঝোপ ও অকেজো ও শুকনা জঙ্গল আগুনে ধ্বংস করা হয়, ও যেমন সূর্যোদয়ের সময়ে যখন অন্ধকার দূর করা হচ্ছে তখন চোর ও দস্যুরা অন্তর্ধান হয়, তেমনি যখন পলের মুখ জাতিগুলির কাছে প্রচার করত, তখন কেমন যেন মহা বজ্রনাদের ফলে বা অকস্মাৎ দাহনের ফলে কিংবা সূর্যের

জ্যোতির্ময় উদয়ের ফলে অবিশ্বস্ততা ধ্বংসিত হচ্ছিল, মিথ্যা বিনষ্ট হচ্ছিল, ও সত্য ঠিক যেন জ্বলন্ত আগুনের শিখায় গলা মোমের মতই উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

তাই প্রেরিতদূত নিজ কথা, পত্রাবলি, অলৌকিক কর্ম ও আদর্শের মধ্য দিয়ে সর্বত্রই যিশুনাম বহন করতেন; বাস্তবিকই তিনি সর্বদাই যিশুনামের প্রশংসাবাদ করতেন ও কৃতজ্ঞতার মনোভাবে সেই নামকীর্তন করতেন (সিরা ৫১:১২; এফে ৫:১৯-২০ দ্রঃ)।

আরও, সাধু পল এ নামটিকে *রাজাদের, জাতিগুলির ও ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে* দীপ্তি রূপেই উপস্থাপন করতেন, ও তা দ্বারা সেই সমস্ত জাতিকে আলোকিত করতেন ও সর্বত্রই প্রচার করতেন: *রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি* (রো ১৩:১২)। এবং বাতিদানে রাখা সেই জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ দেখিয়ে সর্বস্থানে *যিশুকে, এমনকি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকেই* প্রচার করতেন (১ করি ২:২)।

এজন্য খ্রিষ্টের কনে সেই মণ্ডলী তাঁর সাক্ষ্যদানের উপর অবলম্বন করে নবীর সঙ্গে মেতে উঠে বলে: *যৌবনকাল থেকে তুমি, পরমেশ্বর, উদ্বুদ্ধ করেছ আমায়, আর আমি আজও প্রচার করে চলি তোমার আশ্চর্য কীর্তিগাথা* (সাম ৭১:১৭), অর্থাৎ সবসময়ই তা প্রচার করে চলি। নবীও এ উদ্দেশ্যে চেতনা দিয়ে বলেন: *প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, ধন্য কর তাঁর নাম, দিনের পর দিন প্রচার করে যাও তাঁর পরিত্রাণ* (সাম ৯৬:২), অর্থাৎ ত্রাণকর্তা যিশুর নাম প্রচার কর।

**শ্লোক** - সিরা ৫১:১০; সাম ৯:৩ দ্রঃ

℣ আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,

℟ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমি তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস; করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।

℟ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব (আল্লেলুইয়া)।

২১শে মে

## সাধু খ্রিষ্টফার মাগালানেস, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২২৫)

### যে কেউ সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, সে-ই খ্রিষ্টের সাক্ষী

আমার প্রিয়তম ভাইবোনেরা, যতবার আমরা সাক্ষ্যমরদের পর্বদিন পালন করি, ততবার আমাদের একথা ভাবা উচিত যে, আমরা সেই একই রাজার অধীনস্থ সৈন্য যাঁর অধীনস্থ হয়ে সাক্ষ্যমরেরাও সংগ্রাম করতে ও বিজয়মালা লাভ করতে যোগ্য হলেন। আমাদের একথা ভাবা উচিত যে, সেই একই বাপ্তিস্মে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, যে বাপ্তিস্মে তাঁরাও পরিত্রাণ পেয়েছিলেন; সেই একই সাক্রামেন্তগুলো দ্বারা আমরা বলবান হয়ে উঠি, যে সাক্রামেন্তগুলো তাঁরাও গ্রহণ করতে যোগ্য হয়েছিলেন; রাজাধিরাজের সেই একই চিহ্ন কপালে বহন করি, যে চিহ্ন তাঁরাও আনন্দের সঙ্গে বহন করেছিলেন।

তাই যতবার আমরা সাক্ষ্যমর সাধুসাধ্বীর স্বর্গীয় জন্মতিথি পালন করতে ইচ্ছা করি, ততবার এ উচিত যে, সেই ধন্য সাক্ষ্যমরেরা তাঁদের নিজেদের গুণাবলির কিছুটা আমাদের মধ্যে খুঁজে পাবেন, যেন তাঁরা আমাদের হয়ে ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করতে প্রীত হন। কেননা প্রতিটি আত্মা তার নিজের সমরূপ আত্মাকে ভালবাসে। ফলে যখন একজন তার সমরূপ একজনের সঙ্গে মেলে, তখন যে সমরূপ নয়, সে দূরে বিযুক্ত হয়। তবে যাঁর পর্বোৎসব আমরা সানন্দে পালন করতে বাসনা করি, আমাদের সেই বিশিষ্ট সাধু ব্যক্তি আত্মসংযমী ছিলেন; তাই কেমন করে পেটুক ও মাতাল তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারবে? গর্বোদ্ধতের সঙ্গে বিনম্রজনের, ঈর্ষাপরায়নের সঙ্গে মঙ্গলকারীর, কৃপণের সঙ্গে দানশীলের, হিংসাপরায়নের সঙ্গে শান্তিপ্রিয়জনের কী সাহচর্য থাকতে পারে? সাক্ষ্যমর সাধুজি নিঃসন্দেহেই ছিলেন শুচী-পবিত্র, তাই কি করে ব্যভিচারী তাঁর সাহচর্যে যোগ দেবে?

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, যখন গৌরবময় সাক্ষ্যমরেরা গরিবদের কাছে সবকিছু বিলিয়ে দিলেন, তখন যারা পরের জিনিস নষ্ট করে, তারা কি করে তাঁদের বন্ধু হবে? সাধু

সাক্ষ্যমরবৃন্দ শত্রুদেরও ভালবাসতে সচেষ্ট ছিলেন: যারা নিজেদের বন্ধুদের প্রতিও সহায়তা দেখাতে ইচ্ছুক নয়, তারা কি করে তাঁদের ভাগ্যের অংশী হবে? সুতরাং প্রিয়জনেরা, সাক্ষ্যমর সাধুসাধ্বীদের পুণ্যে ও তাঁদের প্রার্থনার ফলে আমরা যেন সমস্ত পাপ থেকে ক্ষমা পাবার যোগ্য হতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুকরণ করা-ই যেন আমাদের পক্ষে বিতৃষ্ণার ব্যাপার না হয়!

হয় তো একজন একথা বলবে: সে কে, যে সাক্ষ্যমর সাধুসাধ্বীর অনুকারী হতে পারে? আচ্ছা, যদিও সবকিছুতে নয়, তবু ঈশ্বরের সহায়তায় কোন না কোন ব্যাপারেই কমপক্ষে অনুকারী হতে পারি, এমনকি তাঁদের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য।

তুমি আগুনের সামনে দাঁড়াতে পার না? কিন্তু পার উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জন করতে। তোমার নখ ছিঁড়ে ফেলা হবে, তুমি তা সহ্য করতে পার না? তবে সেই কৃপণতা সংযত রাখ যা তোমাকে অনৈতিক ব্যবসা ও অবৈধ লাভের দিকে তোমাকে আকর্ষণ করে। কেননা সহজ যা কিছু, তা যদি তোমাকে জয় করে, তবে কি করে কঠিন পরীক্ষা তোমাকে ভেঙে ফেলবে না? শান্তিরও নিজের সাক্ষ্যমর আছে; কেননা ঈর্ষা জয় করা, হিংসা বা সাপের বিষ দূরে রাখা, গর্ব অস্বীকার করা, অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দেওয়া, নিষ্প্রয়োজন পেটুকতা সংযত রাখা, মাতলামিতে প্রবণ না হওয়া, এ সমস্ত কিছু সাক্ষ্যমরণের মহৎ একটি অংশ।

আর যতবার ও যতস্থানে তোমার মনে হয় ন্যায্য কোন ব্যাপার কষ্টভোগ করছে, যদি সেটির পক্ষে দাঁড়াও, তবে তুমি নিজে হবে সাক্ষ্যদাতা। আর যেহেতু স্বয়ং খ্রিষ্টই হলেন ন্যায় ও সত্য, সেজন্য যতস্থানে ন্যায় বা সত্য বা পবিত্রতা কষ্টভোগ করে, তুমি যদি তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার পক্ষে দাঁড়াও, তবে সাক্ষ্যমরদের মজুরি পাবে। এক কথায়, যে কেউ সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে সে সেই খ্রিষ্টেরই সাক্ষ্যদাতা যিনি নিজে সত্য।

শ্লোক - ফিলি ১:২১; গা ৬:১৪ দ্রঃ

প্ল আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

উ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

প্ল তাঁর দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

৺ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি।

২২শে মে

# কাশার সাধ্বী রীতা, ধর্মব্রতিনী

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৮১শ বিভাগ ৪)

## খ্রিষ্টের বাণী আমাদের অন্তরে থাকে

*তোমরা যদি আমাতে থাক ও আমার সমস্ত কথা তোমাদের অন্তরে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা যাচনা কর, তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে* (যোহন ১৫:৭)। যিশুর একথা অনুসারে, খ্রিষ্টে থাকলে মানুষ খ্রিষ্টের যা গ্রহণীয় তাছাড়া কি অন্য কিছু পছন্দ করতে পারে? ত্রাণকর্তায় থাকলে মানুষ নিজের পরিত্রাণের জন্য যা বিরোধী তাছাড়া কি অন্য কিছু ইচ্ছা করতে পারে? তাই আমরা কিছু কিছু চাই যেহেতু আমরা খ্রিষ্টে আছি, আবার কিছু কিছু চাই যেহেতু আমরা এখনও এই জগতে রয়েছি। কেননা জগতে আমাদের এই বর্তমান অবস্থার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে যে আমরা এমন কিছু যাচনা করি যা বিষয়ে আমরা জানি না তা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু তেমন কিছু আমাদের ঘটবেই না যদি আমরা সেই খ্রিষ্টে থাকি যিনি, আমরা যাচনা করলে, তা-ই মাত্র মঞ্জুর করেন যা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

সুতরাং আমরা খ্রিষ্টে থাকলে যখন তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে থাকে, তখন আমরা যা খুশি যাচনা করব, তা আমাদের জন্য মঞ্জুর করা হবে। কেননা আমরা যাচনা করলে যদি কিছুই না ঘটে, তার মানে হল যে, আমরা যা যাচনা করলাম তা তাঁর মধ্যে আমাদের থাকার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত নয়, আমাদের অন্তরে তাঁর বাণী থাকার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত নয়, বরং সেটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা মাংসের সেই লোলুপতা ও দুর্বলতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা তাঁর মধ্যেও নেই, যার মধ্যেও তাঁর বাণী থাকে না। কেননা তাঁর বাণীর সঙ্গে সেই প্রার্থনা সম্পর্কযুক্ত রয়েছে যা তিনি নিজে শিখিয়েছিলেন, সেই যে প্রার্থনায় আমরা বলি, 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিত'। আমাদের যাচনায় আমরা যেন সেই প্রার্থনার উক্তি ও অর্থ থেকে সরে না যাই; তবেই যা কিছু যাচনা করব তা আমাদের বেলায় ঘটবে।

কেননা তখনই মাত্র আমরা বলতে পারি যে তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে থাকে, যখন তিনি যা আজ্ঞা করেছেন আমরা তা-ই করি এবং তা-ই ভালবাসি যা বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু যখন তাঁর বাণী শুধু স্মরণেই থাকে এবং জীবনে স্থান পায় না, তখন শাখাগুলো আঙুরলতায় সংযুক্ত বলে গণ্য নয়, যেহেতু শিখড় থেকে জীবন গ্রহণ করে না। তেমন বৈসাদৃশ্যের দিকেই শাস্ত্রের একথা অঙুলি নির্দেশ করে, *তারা তাঁর আদেশগুলি মনে রেখে পালন করে* (সাম ১০৩:১৮)। কেননা তাঁর বাণীগুলো অবজ্ঞা করার জন্য, এমনকি সেগুলোকে বিদ্রূপ ও বিরোধিতা করারই জন্য অনেকে সেই বাণীগুলো মনে রাখে। যারা সেগুলোর সঙ্গে ভাসা সম্পর্ক রাখে কিন্তু প্রকৃত সংযোগ রাখে না, তেমন লোকদের অন্তরে খ্রিষ্টের বাণী থাকে না; ফলে খ্রিষ্টের বাণী তাদের জন্য একটা মঙ্গলদান নয়, বিচারই হবে। আর যেহেতু খ্রিষ্টের বাণী তাদের অন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু থাকে না, সেজন্য সেই বাণী সেই তাদেরই দ্বারা রাখা হয় যাতে তারা নিজেরা সেই বাণী দ্বারা বিচারিত হয়।

**শ্লোক** - সিরা ৪:১৭ক, গ দ্রঃ

*প্র* রক্ষা কর তোমার চরণ যখন ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ কর,

*উ* এবং শোনার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে যাও।

*প্র* নির্বোধদের বলিদানের চেয়ে বাধ্যতাই শ্রেয়,

*উ* এবং শোনার উদ্দেশ্যেই এগিয়ে যাও।

২৫শে মে

# মাননীয় সাধু বীড, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - কাথ্‌বার্থ-লিখিত 'মাননীয় সাধু বীডের মৃত্যু বিষয়ক পত্র' থেকে পাঠ (৪-৬)

## খ্রিষ্টের দর্শন পাবার আকাঙ্ক্ষা

প্রভুর স্বর্গারোহণ-পর্বের পূর্ববর্তী মঙ্গলবার এলে বীড আরও কষ্টের সঙ্গে শ্বাস নিতে লাগলেন, ও তাঁর পা কিছুটা ফুলে উঠল। তথাপি তিনি সারাদিন ধরে শিক্ষা দিতে, এমনকি আনন্দের সঙ্গেই শিক্ষা দিতে থাকলেন। বিভিন্ন কথার মধ্যে তিনি এও বললেন: 'তোমরা তৎপর হয়েই শেখ, কারণ আমি তো জানি না আর কত দিন এগতে পারব। হয় তো স্রষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে তুলে নেবেন।' আমাদের মনে হচ্ছিল, তিনি ভাল করেই জানতেন নিজের পরিণামের কথা; এভাবে তিনি সজাগ হয়ে ধন্যবাদ দিতে দিতে রাত কাটালেন।

বুধবার ভোর হতেই তিনি নির্দেশ দিলেন আমরা যেন আমাদের শুরু করা কাজ অধ্যবসায়ের সঙ্গে লিখতে থাকি, আর আমরা ন'টা পর্যন্ত তাই করে চললাম। সেই দিনটির প্রথামত আমরা ন'টা থেকে সাধুসাধ্বীর দেহাবশেষ বহন করে শোভাযাত্রা করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের একজন তাঁর পাশে থাকল। সে তাঁকে বলল, 'গুরু মহোদয়, আপনি যে পুস্তক লেখাচ্ছেন, তার একটা অধ্যায় এখনও বাকি রয়েছে। আমি প্রশ্ন রাখলে আপনার কি কষ্ট লাগবে?' আর তিনি বললেন, 'না না, আরাম লাগবে। কলমটা নিয়ে তার হুলটা তীক্ষ্ণ করে লেখ।' আর সে তাই করল। বিকাল তিনটায় তিনি আমাকে বললেন, 'আমার ছোট বাক্সের মধ্যে পেপারমিণ্ট, রুমাল ও ধূপের মত মূল্যবান কিছু জিনিস রয়েছে। শীঘ্রই দৌড় দিয়ে আমাদের মঠের পুরোহিতদের আমার কাছে ডেকে আন, কারণ ঈশ্বর এই যে ক্ষুদ্র উপহার আমাকে দিয়েছিলেন তা তাঁদেরই দিয়ে যেতে চাই।' তারপর তাঁদের সামনে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে কথা বললেন: তিনি প্রত্যেকজনকে সুপরামর্শ দিলেন, আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন যেন তাঁর জন্য

মিসা উৎসর্গ করা হয় ও অবিরত প্রার্থনাও করা হয়; তাঁরা এসব কিছু করবেন বলে সদিচ্ছার সঙ্গেই প্রতিজ্ঞা করলেন।

এজগতে কেউ সম্ভবত তাঁর মুখ আর বেশিক্ষণ দেখতে পাবে না, তাঁর একথার জন্য সকলে চোখের জল ফেলে কাঁদছিল।

তবুও সকলে আনন্দও পেল, কারণ তিনি বললেন, 'আমার স্রষ্টার ইচ্ছা হলে, এবার সময় এসে গেছে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যখন আমি ছিলাম না যিনি তখন শূন্য থেকে আমাকে গড়েছেন, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় এবার উপস্থিত। আমি দীর্ঘায়ু হলাম, ও সেই ধর্মময় বিচারকর্তা আমার জন্য আমার জীবন সুন্দরভাবেই নিরূপণ করলেন। এবার পাল নামাবার সময় এসেছে, কারণ আমি এখন মরতে চাই, খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই। আমার প্রাণ সত্যি তাঁর গৌরবের আলোতে আমার রাজা খ্রিষ্টকে দেখতে চায়।' তারপর আমাদের সুস্থির করার জন্য আরও অনেক কথা বলে তিনি সেই দিনটি সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দের মধ্যেই কাটালেন। সেই যুবা উইবের্থ তখন এ কথাও বলল, 'গুরু মহোদয়, এখনও একটা বাক্য লিখতে বাকি রয়েছে।' আর তিনি বললেন, 'তা এখনই লিখে ফেল।' কিছুক্ষণ পরে যুবকটি বলল, 'বাক্যটা লিখে ফেলেছি, এবার কাজ সমাপ্ত হল।' আর তিনি তখন বললেন: 'ভাল! ঠিক কথা বলেছ: সবই সমাপ্ত হল। এখন তোমার দু'হাতের মধ্যে আমার মাথা তুলে ধর, কারণ যে স্থানে আমি সাধারণত প্রার্থনা করতাম, সেই পবিত্র স্থানটির সামনে বসে থাকা আমার খুব ভাল লাগে। তাই বসে থেকে আমিও আমার পিতাকে ডাকতে পারব।'

আর এই অবস্থায়, নিজ কক্ষের মেঝের উপরে বসে ' পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক' গান করতে করতে তিনি 'গৌরব হোক' কথাটি উচ্চারণ করেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইহলোকে ঈশ্বরের প্রশংসা সবসময়ই অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে গান করেছিলেন বিধায় তিনি এবার স্বর্গীয় বাসনার সেই আনন্দলোকে ভ্রমণ করলেন।

## শ্লোক

*প্র* দিনরাত শাস্ত্র ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে, ও সেই সঙ্গে বিশ্বস্ত নিয়ম-পালনে ও সঙ্ঘে সঙ্গীত-পরিবেশনের দায়িত্ব পালনে আমি মঠে সারা জীবন কাটিয়েছি।

*উ* শেখা, শেখানো ও লেখা ছিল আমার নিত্য আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

প্র যে ঐশবাণী পালন করে ও শেখায়, স্বর্গরাজ্যে সে মহান হবে।

উ শেখা, শেখানো ও লেখা ছিল আমার নিত্য আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ২৫শে মে

## পোপ সাধু সপ্তম গ্রেগরি

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু সপ্তম গ্রেগরির পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৬৪)

### এমন মণ্ডলী যা স্বাধীন, শুচি ও কাথলিক

যিনি নিজের মৃত্যু দ্বারা আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, সেই প্রভু যিশুতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানাচ্ছি: সমস্ত উপায় অবলম্বন করে বুঝতে চেষ্টা করুন কেন ও কেমন করেই বা আমরা খ্রিষ্টধর্মের বিরোধীদের হাতে ক্লেশ ও সঙ্কট ভোগ করছি।

ঐশসঙ্কল্প অনুসারে মাতা মণ্ডলী যে সময়ে এই অত্যন্ত অযোগ্য মানুষকে, এমনকি —ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখেই বলছি—আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে প্রৈরিতিক আসনে রাখল, সে সময় থেকে আমি সর্বদাই চেষ্টা করে এসেছি যেন ঈশ্বরের কনে ও আমাদের জননী সেই পবিত্র মণ্ডলী প্রাচীন মর্যাদায় ফিরে গিয়ে স্বাধীন, শুচি ও কাথলিক বলেই থাকতে পারে। কিন্তু, যেহেতু সেই প্রাচীন শত্রু এসব কিছুতে কোন মতেই সন্তুষ্ট নয়, সেজন্য সবকিছু ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সে আমাদের বিরুদ্ধে তার পন্থীদের অস্ত্রসজ্জিত করল। এ কারণেই সে আমাদের বিরুদ্ধে, এমনকি প্রৈরিতিক আসনের বিরুদ্ধে যা কিছু করতে পারত, সম্রাট মহাত্মা কনস্তান্তাইনের সময় থেকে তা করে এল। এতে তত বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ কাল যতখানি সন্নিকট আসে, খ্রিষ্টধর্ম নিভিয়ে দেবার জন্য সে ততখানি সচেষ্ট।

তাছাড়া, হে আমার প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমি এখন আপনাদের যা বলতে যাচ্ছি, আপনারা তা মনোযোগের সঙ্গেই শুনুন। বিশ্বজগৎ জুড়ে যারা খ্রিষ্টীয় নামে গর্ব করে ও খ্রিষ্টধর্ম সত্যিকারেই জানে, তারা সকলেই জানে ও বিশ্বাস করে যে, সেই ধন্য পিতর যিনি প্রেরিতদূতদের প্রধান, খ্রিষ্টের পরে তিনিই সকল খ্রিষ্টিয়ানদের পিতা ও প্রধান পালক, এবং এ কথাও জানে ও বিশ্বাস করে যে, রোম মণ্ডলী হল সকল স্থানীয় মণ্ডলীর মাতা ও শিক্ষাদাত্রী।

অতএব, আপনারা একথা বিশ্বাস করলে ও দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলে আমি আপনাদের অযোগ্য ভাই ও গুরু হয়েও আপনাদের অনুরোধ করছি ও আদেশ করছি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভালবাসার খাতিরে আপনাদের এই পিতাকে ও আপনাদের মাতাকে সাহায্য ও সহায়তা দান করুন। যদি তাঁদের মধ্য দিয়ে সকল পাপের ক্ষমা, আশীর্বাদ ও ইহলোকে ও পরলোকে অনুগ্রহ পেতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই সহায়তা দান করুন।

যাঁর কাছ থেকে সর্বমঙ্গল আগত, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনাদের মন সর্বদাই উদ্বুদ্ধ করুন, ও নিজেদের ও প্রতিবেশীর ভালবাসায় তা উর্বর করে তুলুন, যেন বিশ্বস্ত আসক্তির পুরস্কার স্বরূপ আপনারা সেই সাধু পিতরকে আপনাদের ঋণী করতে যোগ্য হতে পারেন, যিনি বিশ্বাসে আপনাদের পিতা; সেই মণ্ডলীকেও যেন আপনাদের ঋণী করতে পারেন, যে মণ্ডলী আপনাদের মাতা, যাতে বিনা স্পর্ধায়ই তাঁদের সাহচর্যে এসে পৌঁছতে পারেন। আমেন।

**শ্লোক** - সিরা ৪৫:৩; সাম ৭৮:৭০, ৭১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু ক্ষমতাশালীদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, তাঁকে আপন জনগণের উপরে অধিকার দিলেন,

*উ* ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন তাঁর আপন জাতিকে চরাবার জন্য,

*উ* ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন (আল্লেলুইয়া)।

একই দিন ২৫শে মে

## সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা দ্য পাজ্জি, চিরকুমারী

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা দ্য পাজ্জি-লিখিত 'ঐশপ্রকাশ ও পরীক্ষার পুস্তক' থেকে পাঠ

### এসো, পবিত্র আত্মা!

হে বাণী, পবিত্র আত্মায় তুমি অপরূপ! কেননা এমনটি কর যাতে তিনি প্রাণে নিজেকে সঞ্চার করেন, ও সেই সঞ্চারণের ফলে প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে, ঈশ্বরকে আস্বাদ করে, ঈশ্বরে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রীত না হয়।

আর সেই পবিত্র আত্মা যখন প্রাণে আসেন, তখন তিনি সবসময়ই সেই বাণীর রক্তের মূল্যবান সীলমোহরেই চিহ্নিত যিনি নিপাতিত মেষশাবক; এমনকি পবিত্র আত্মা যদিও নিজে থেকে ক্রিয়াশীল ও আসতে ইচ্ছুক, তবু সেই রক্তই তাঁকে আসতে উদ্দীপনা দেয়।

চলন্ত ঐশআত্মা নিজ স্বরূপে হলেন পিতা ও বাণীর সত্তা; পিতার সত্তা ও বাণীর সদিচ্ছা থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি উৎস রূপেই আগমন করে প্রাণে নিজেকে ব্যাপ্ত করেন, ও প্রাণ তাঁর মধ্যে নিমজ্জিত হয়। আর যেমন দু'টো নদী মিলনের স্থানে এমনভাবেই মিলিত হয় যে, ছোটটা নিজ নাম ছেড়ে বড়টার নাম গ্রহণ করে, তেমনি প্রাণের সঙ্গে একীভূত হবার জন্য এই যে ঐশআত্মা প্রাণে আসেন তিনিও সেরূপ ব্যবহার করেন। তবু প্রয়োজন রয়েছে, ছোটটি হওয়ায় প্রাণ নিজ নাম ত্যাগ ক'রে পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দেবে; এ উদ্দেশ্যে প্রাণ ঐশআত্মায় নিজেকে এমনভাবেই রূপান্তরিত করবে যাতে তাঁর সঙ্গে এক হতে পারে।

পিতার বুকে নিহিত ধনের যিনি বিতরণকারী ও পিতা ও পুত্রের মধ্যে সমস্ত সুমন্ত্রণার যিনি রক্ষাকর্তা, সেই পবিত্র আত্মা এত মধুরভাবেই প্রাণে প্রবেশ করেন যে, প্রাণ তাঁর আগমন বিষয়ে সচেতন নয়, ও তাঁর নিজের মহত্ত্বে তিনি অল্পজন দ্বারাই মাত্র উপযুক্তরূপে পরিগণিত।

তিনি ভারী আবার লঘুভার, আর সেইভাবে সেই সকল স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন যা তাঁকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তিনি বাক্‌পটু আবার সম্পূর্ণ নীরব, আর সেইভাবে সকলের দ্বারা শ্রুত। তিনি অচল আবার অধিক চলন্ত, আর সেইভাবে ভালবাসার উদ্দীপনায় সকলের অন্তরে নিজেকে সঞ্চার করেন।

হে পবিত্র আত্মা, তুমি তো অচল পিতায় স্থির থাক না, বাণীতেও স্থির থাক না, অথচ তুমি অনুক্ষণ পিতা ও বাণীর মধ্যে, আবার নিজের মধ্যে ও ধন্য প্রাণী ও সমস্ত সৃষ্টজীবদের মধ্যে বিদ্যমান। তুমি সৃষ্টজীবের পক্ষে সেই একমাত্র বাণীর পাতিত রক্তের জন্য আবশ্যক, যিনি ভালবাসার খাতিরে তাঁর সৃষ্টজীবের পক্ষে নিজেকে আবশ্যক করেছেন। যারা তোমার দানগুলির সহভাগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে পবিত্রতা গুণে তোমার নিজের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে যোগ্য হয়ে ওঠে, তুমি সেই সৃষ্টজীবদের মধ্যেই বিশ্রাম কর। আবার সেই সৃষ্টজীবদের মধ্যেই বিশ্রাম কর, যারা নিজেদের মধ্যে বাণীর রক্তের ফল গ্রহণ করে ও তোমার যোগ্য আবাস হয়ে ওঠে। এসো, পবিত্র আত্মা! পিতার মিলন ও বাণীর সদিচ্ছা আসুক! হে সত্যের আত্মা, তুমি তো পুণ্যজনদের পুরস্কার, প্রাণের আরাম, অন্ধকারের আলো, গরিবদের ধন, তোমার ভক্তদের ঐশ্বর্য, ক্ষুধার্তদের তৃপ্তি, প্রবাসীদের সান্ত্বনা; এক কথায়, তোমারই মধ্যে সমস্ত ধন নিহিত।

তুমি যে মারীয়াতে অবতরণ করে বাণীর মাংসধারণ ঘটিয়েছ, এসো; এবং মারীয়ার অন্তরে অনুগ্রহ ও স্বরূপ গুণে যা সাধন করেছ, আমাদের অন্তরেও তাই সাধন কর।

এসো, তুমি যে শুচি চিন্তার খাদ্য, সমস্ত প্রসন্নতার উৎস ও সমস্ত শুদ্ধতার ভাণ্ডার!

এসো, আর আমরা যাতে তোমাতে গৃহীত হতে পারি, আমাদের অন্তরে যা কিছু বাধা দেয়, তা ধ্বংস কর।

**শ্লোক** - ১ করি ২:৯-১০ দ্রঃ

*প্র* কোন চোখ তা-ই দেখেনি, কোন কান তা-ই শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে তা-ই কখনও প্রবেশ করেনি

*উ* যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন

*উ* যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে (আল্লেলুইয়া)।

২৬শে মে

# সাধু ফিলিপ নেরি, পুরোহিত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৭১:১-৩, ৫)

## প্রভুতে নিত্যই আনন্দ কর

প্রেরিতদূত আমাদের আনন্দ করতে আদেশ দেন বটে, কিন্তু প্রভুতে, সংসারে নয়। কেননা শাস্ত্র যেমনটি বলে: *যে কেউ জগতের বন্ধু হতে চায়, সে নিজেকে ঈশ্বরের শত্রু করে তোলে* (যাকোব ৪:৪)। মানুষের পক্ষে যেমন দুই মনিবের সেবায় থাকা সম্ভব নয়, তেমনি কেউই সংসারে ও প্রভুতে আনন্দ করতে পারে না।

তাই প্রভুতে আনন্দই জয়ী হোক যতদিন সংসারে আনন্দের নিঃশেষ না হয়। প্রভুতে আনন্দ নিত্যই বেড়ে চলুক; সংসারে আনন্দ নিত্যই কমে যাক, যতদিন না নিঃশেষ হয়। এই যে সংসারে আমরা আছি তাতে যে আনন্দ করতে নেই, এজন্যই যে আমরা একথা বলছি এমন নয়; কিন্তু এজন্যই বলছি, যেন এসংসারে থেকেও আমরা ইতিমধ্যে প্রভুতেই আনন্দ করি।

একজন কিন্তু বলছে: আমরা তো সংসারে আছি, সুতরাং যদি আনন্দ করতে হয় আমি সেইখানে আনন্দ করি যেখানে আছি। কী বলছ? সংসারে আছ বলে তুমি কি প্রভুতে নও? এথেন্স-বাসীদের কাছে প্রেরিতদূতের কথা শোন, আবার তাঁকে শোন যখন প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে তিনি আমাদের স্রষ্টা ঈশ্বর প্রভুর বিষয়ে বলেন, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (প্রেরিত ১৭:২৮)।

যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান, এমন কোন্ স্থানে তিনি বিদ্যমান নন? তিনি কি ঠিক এই উদ্দেশ্যেই না আমাদের চেতনা দিচ্ছিলেন, যখন এ শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না?* (ফিলি ৪:৬)।

এ সত্যিই মহান ব্যাপার: তিনি সকল স্বর্গের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, অথচ তাদেরই কাছে অত্যন্ত নিকটবর্তী, যারা এখনও পৃথিবীতে রয়েছে। ইনি কে, যিনি একইসময়ে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী? ইনি কি সেই তিনি নন, যিনি আপন দয়ায় আমাদের নিকটবর্তী হলেন?

সমস্ত মানবজাতি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আধমরা অবস্থায় দস্যুদের দ্বারা পথে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে যাকে যাজক ও লেবীয় অবজ্ঞা করেছিল, ও যত্ন ও সহায়তা দেবার জন্য যার কাছে সামারীয় সেই পথিকই এগিয়ে গেছিল। আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকাকালে যিনি অমর ও ধর্মময় ছিলেন, তিনি মরণশীল ও পাপী এই আমাদের কাছে নেমে এলেন যেন দূরবর্তী ছিলেন যে তিনি, এবার আমাদের নিকটবর্তী হতে পারেন।

*আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ আমাদের পাপের অনুপাতে নয়* (সাম ১০৩:১০)। তবে আমরা সন্তান। তবু একথা কেমন করে প্রমাণ করতে পারি? যিনি একক, তিনি একাকী না হয়ে থাকবার জন্য আমাদের জন্য মরলেন। যিনি একাকী মরলেন, তিনি একাকী থাকতে চাইলেন না। বাস্তবিকই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বহুজনকে ঈশ্বরসন্তান করলেন। আপন রক্তের মধ্য দিয়ে নিজের জন্য ভাইদের কিনলেন, অধার্মিক বলে পরিগণিত হয়ে তাদের ধার্মিক করলেন, নিজে বিক্রীত হয়ে তাদের মুক্তিমূল্য দিলেন, নিজে অপমানিত হয়ে তাদের সম্মানের পাত্র করলেন, নিজে নিহত হয়ে তাদের সঞ্জীবিত করলেন।

এজন্য ভাইবোনেরা, প্রভুতে আনন্দ কর, সংসারে নয়: অর্থাৎ সত্যেই আনন্দ কর, অনিষ্টে নয়; শাশ্বতকালের প্রত্যাশায় আনন্দ কর, মোহ-মায়ার পুষ্পরাজিতে নয়। এভাবেই আনন্দ কর: আর এজগতে তোমরা যেইখানে থাক না কেন ও এজগতে তোমরা যতদিন থাক না কেন, *প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না।*

**শ্লোক** - ২ করি ১৩:১১; রো ১৫:১৩

*প্র* ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক;

*উ* তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রত্যাশা-দানকারী ঈশ্বর বিশ্বাস-যাত্রায় সমস্ত আনন্দ ও শান্তি দানে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন:

℣ তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

২৭শে মে

# ক্যান্টারবেরির সাধু আগস্তিন, বিশপ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক ৩৬)

## ইংরাজদের দেশ বিশ্বাসের আলো দ্বারা আলোকিত হয়েছে

*ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪) মাটিতে পড়ে গমের দানা মরেছে, যাতে যাঁর মৃত্যু গুণে আমরা জীবিত, যাঁর দুর্বলতা গুণে আমরা সবল ও যাঁর যন্ত্রণা গুণে আমরা যন্ত্রণামুক্ত, তিনি যেন স্বর্গলোকে একাকী হয়ে রাজত্ব না করেন। তাঁরই ভালবাসার খাতিরে আমরা ব্রিটেনে অচেনা ভাইদের সন্ধান করে বেড়াই, ও তাঁরই দান গুণে তাদেরই সন্ধান পেয়েছি যাদের না চিনে সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফলে ও তোমার ভ্রাতৃসুলভ পরিশ্রমের ফলেও, হে ভাই, ইংরাজদের দেশ যে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে দিয়েছে ও পবিত্র বিশ্বাসের আলো দ্বারা আলোকিত হয়েছে, এর জন্য কত আনন্দ সকল বিশ্বাসীর হৃদয়ে আগমন করেছে একথা কেবা বর্ণনা করতে পারবে?

আত্মায় নবায়িত হয়ে সেই দেশ এখন সেই সমস্ত প্রতিমা পদদলিত করে যার অধীনে আগে অস্বস্তিকর ভয়ে অধীনস্থ ছিল, এবং শুদ্ধ হৃদয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চরণে প্রণিপাত করে; পবিত্র বাণীপ্রচারের নিয়ম দ্বারা সেই দেশ এখন অমঙ্গলে পতন থেকে রক্ষা পায়, ঈশ্বরের আদেশের বশ্যতা অন্তরে স্বীকার করে ও ঈশ্বরজ্ঞানে উন্নীত হয়, এবং প্রার্থনায় ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে নমিত করে পাছে প্রাণে ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে থাকে। এ কারই কাজ, যদি না তাঁরই যিনি বলেন, *আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি?* (যোহন ৫:১৭)।

আর একথা দেখাবার জন্য যে, মানুষের প্রজ্ঞা দ্বারা নয়, তাঁর নিজের পরাক্রম দ্বারাই জগতের ধর্মান্তর ঘটে, সেজন্য তিনি আপন প্রচারক হিসাবে যাদের জগতে প্রেরণ করেছিলেন, নিরক্ষর মানুষদের মধ্য থেকেই তাদের বেছে নিয়েছিলেন; আর এবারও তিনি একইভাবে ব্যবহার করলেন, কেননা ইংরাজ জাতির মধ্যে দুর্বল মানুষদের দ্বারাই

পরাক্রম সাধন করতে প্রসন্ন হলেন। তবু, হে প্রিয়তম ভাই, ঠিক এই স্বর্গীয় দানের জন্যই মহা আনন্দের সঙ্গে ভীষণ ভয়েও অভিভূত হওয়া উচিত।

প্রিয়তম, আমি তো ভাল করেই জানি যে, এই যে জাতিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজের জন্য বেছে নিতে ইচ্ছা করলেন, তোমারই মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে মহা মহা অলৌকিক কাজ সাধন করেন। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে, স্বর্গের এ দানের জন্য তুমি ভয় করতে করতে আনন্দ করবে ও আনন্দ করতে করতে ভয় করবে। হ্যাঁ, তোমাকে আনন্দ করতে হয়, কারণ বাহ্যিক অলৌকিক কাজ দ্বারা ইংরাজদের আত্মা আন্তরিক অনুগ্রহের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে; আবার তোমাকে ভয় করতে হয়, যেন যে যে আশ্চর্য কাজ ঘটছে সেগুলোর মধ্যে দুর্বল প্রাণ আত্মগর্বে গর্বোদ্ধত না হয়; এবং বাইরে থেকে সম্মানে উত্তোলিত হতে হতে সে যেন অন্তরে অসার আত্মগর্বে পতিত না হয়।

কেননা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে, প্রচারকর্ম থেকে আনন্দের সঙ্গে ফিরে এসে শিষ্যেরা যখন স্বর্গীয় গুরুকে বলছিলেন, *প্রভু, আপনার নামে অপদূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়* (লুক ১০:১৭), তখন সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর পেলেন: *অপদূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (লুক ১০:২০)।

শ্লোক - ফিলি ৩:১৭; ৪:৯; ১ করি ১:১০

*প্র* তোমরা আমার অনুকারী হও: আমার কাছে যা কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর;

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল।

*উ* তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন (আল্লেলুইয়া)।

২৯শে মে

# পোপ সাধু ষষ্ঠ পল

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু ষষ্ঠ পলের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৫, ২য় ভাতিকান মহাসভার শেষ অধিবেশনে উচ্চারিত উপদেশ (৫৩, ৫৫-৫৬, ৫৮-৫৯))

## ঈশ্বরকে জানবার জন্য মানবকে জানা দরকার

মানব ও জগৎ সংক্রান্ত ঐশকেন্দ্রিক ও ঐশতাত্ত্বিক ধারণা এই মহাসভা দ্বারা মানবজাতির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে; তা করেছে কেমন যেন তাদেরই চ্যালেঞ্জ ক'রে যারা ধারণাটিকে একেবারে সেকেলে ও অপ্রাসঙ্গিক বলে চিহ্নিত করে থাকে। তাছাড়া ধারণাটি এমন কতগুলো দাবি রাখে যা জগৎ প্রথমে অযৌক্তিক গণ্য করবে, কিন্তু আশা রাখি জগৎ কালক্রমে মেনে নেবে যে, সেই দাবিসমূহ সত্যিকারে মানবীয়, প্রজ্ঞাময় ও কল্যাণকর, তথা, ঈশ্বর আছেন। হ্যাঁ, তিনি আছেন, বাস্তবিকই আছেন, তিনি জীবনময়, তিনি ব্যক্তিময়, তিনি মানব প্রয়োজন মেটাতে তৎপর, নিজ মঙ্গলময়তায় অসীম; আর কেবল নিজেতে নিজেই মঙ্গলময় শুধু নয়, তিনি বরং আমাদেরই প্রতি বিশেষভাবে মঙ্গলময়; তিনি আমাদের স্রষ্টা, আমাদের সত্য, আমাদের সুখ; যার ফলে মানুষ যখন নিজের মনশ্চক্ষু ও অন্তর ঈশ্বরে নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ মানুষ যখন ঐশদর্শন চর্চা করে, তখন চর্চাটি মনের সর্বোচ্চ ও সিদ্ধতর কর্ম হয়ে ওঠে, এমন কর্ম যা থেকে বর্তমানকালেও সমস্ত মানব কর্মক্রিয়া নিজ নিজ যোগ্যতা গ্রহণ করতে পারে ও গ্রহণ করতে বাধ্য।

একথা সত্যিই সত্য যে, মহাসভায় সম্মিলিত মণ্ডলী নিজের বিষয়ে ও ঈশ্বরের সঙ্গে যে সম্পর্ক তাকে আবদ্ধ করে সেই সম্পর্কের বিষয়েও ছাড়া অধিক আগ্রহের সঙ্গে মানব বিষয়েই ভাবনা করে এসেছে, এমন মানব যেভাবে মানব আজ বাস্তবে বিদ্যমান। অর্থাৎ সেই মানব যে মানব জীবন্ত, যে মানব নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত, যে মানব নিজেকে এমনই যোগ্য জ্ঞান করে যে, সে নিজেকে নিজের সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে শুধু নয়, বরং সে এ দাবিও রাখে যে, সে নিজেই সমস্ত কিছুর আদি ও আদিকারণ। নিজের অগণন রূপ-পোশাকে পরিবৃত হয়ে এ গোটা মানব কেমন যেন

মহাসভার পিতৃগণের সাক্ষাতে এসে উপস্থিত হয়ে নিজেকে দেখিয়েছে; পিতৃগণও মানব বটে তবু সকলে পালক ও ভাই হওয়ায় একাগ্রতা ও ভালবাসায় তৎপর। সেই মানব, যে মানব নিজের নাটকের নাটকীয় অভিনেতা, যে মানব নিজেকে গতকাল ও আজকালের মহাপুরুষ জ্ঞান করে আর এর ফলে সর্বদা ভঙ্গুর ও অসার, আত্মপর ও নিষ্ঠুর; যে মানব নিজের বিষয়ে অসুখী হয়ে হাসিমুখ দেখায় আবার চোখের জল ফেলে; যে মানব বহুমুখী অভিনেতা হয়ে যেকোন পাঠের জন্য প্রস্তুত; যে মানব কেবল বিজ্ঞানের অন্বেষায় চিন্তামগ্ন। সেই মানব, মানব ব'লে যে মানব ভাবে, ভালবাসে, শ্রম করে, সর্বদাই কোন একটা কিছুর দিকে মন ফেরায়; যে মানব নিজের শিশুকালের নিরপরাধিতার হেতু, নিজের দীনতা-রহস্যের হেতু, তার কষ্টজনিত মমতা হেতু পবিত্র; স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে যে মানব, সামাজিক প্রাণী হিসাবে যে মানব; যে মানব একইসময় পুরাকালের গৌরবের গায়ক ও ভাবীকালের গৌরবের স্বপ্নদ্রষ্টা; যে মানব একদিকে পাপকর্মে লিপ্ত, অন্যদিকে পুণ্যাচরণে অলঙ্কৃত; ইত্যাদি। বিশ্বাস ও ধর্মবিহীন মানববাদ নিজের অতিকায়ে আবির্ভূত হয়ে কেমন যেন মহাসভাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে। তাই মানব হতে ইচ্ছা করলেন যিনি, সেই ঈশ্বর-পূজা সেই মানব-পূজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল যে মানব নিজেকে ঈশ্বর করতে অভিপ্রায় করে; প্রথমটা ধর্ম, দ্বিতীয়টাও ধর্ম। তখন কী হল? কোন যুদ্ধ বা লড়াই বা অভিশাপ হল কি? তেমন কিছু হতে পারত বটে, কিন্তু তা আদৌ ঘটেনি। দয়ালু সামারীয়ের সেই প্রাচীন বর্ণনাই হল সেই নমুনা ও আদর্শ যার দিকে আমাদের মহাসভার আধ্যাত্মিকতা ধাবিত হল। বাস্তবিকই অসীম এক মানবপ্রেম সভাকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করেছে। মানব-প্রয়োজনের আবিষ্কার আমাদের এই মহাসভার মনোযোগ আঁকড়িয়ে ধরেছে, কেননা সেই প্রয়োজন এমন যা ততখানি বৃদ্ধি পায় যতখানি মর্তের সন্তান বৃদ্ধি পায়। তাই তোমরা যারা আজকালের মানববাদের মানুষ, যারা ঊর্ধ্বতম বিষয়গুলোর অলৌকিক গুণ পরিত্যাগ কর, সেই তোমরা মহাসভাকে অন্তত এটিই আরোপ কর অর্থাৎ আমাদের নবীন মানববাদের এ প্রচেষ্টা মেনে নাও, কেননা আমরাও, প্রকৃতপক্ষে সবার চেয়ে আমরাই মানবকে তার স্বীয় মর্যাদা দান করি।

এভাবে কাথলিক ধর্ম ও মানবজীবন নিজেদের মধ্যে শুভসন্ধি পুনঃস্থাপন করে, কাথলিক ধর্ম ও মানবজীবন উভয় একমাত্র মানবমঙ্গলের লক্ষ্যে একীভূত, তথা

কাথলিক ধর্ম মানবজাতির কল্যাণার্থেই বিদ্যমান। একপ্রকারে, কাথলিক ধর্ম হল মানবজাতির জীবন।

কেননা, আপনারা এখানে উপস্থিত আছেন যাঁরা এবং আমরা সবাই যখন প্রতিটি মানুষের মুখমণ্ডলে, বিশেষভাবে অশ্রুজলে ও কষ্টের ভারে স্বচ্ছ-করা মুখমণ্ডলে মানবসন্তান খ্রিষ্টের মুখমণ্ডল চিনে নিতে বাধ্য (মথি ২৫:৪০ দ্রঃ), এবং, *'যে আমাকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে'* বচনটি অনুসারে (যোহন ১৪:৯ দ্রঃ) আমরা যখন খ্রিষ্টের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় পিতার মুখমণ্ডল চিনে নিতে বাধ্য, তখন আমাদের মানবীয় বিচার-বিবেচনা খ্রিষ্টীয় মতবাদে রূপান্তরিত হয়, এবং আমাদের এ মতবাদ ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়; ফলত আমরা একথাও বলতে পারি যে, ঈশ্বরকে জানবার জন্য মানবকে জানা দরকার।

মানবকে ভালকাসা, আমরা বলছি: মাধ্যম হিসাবে নয়, কিন্তু সেই প্রথম লক্ষ্য হিসাবেই মানবকে ভালবাসা যা থেকে আমরা সেই পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি যা যেকোন ভালবাসার আদি ও আদিকারণ।

**শ্লোক** - ফিলি ৪:৮ দ্রঃ

*প্র* যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক,

*উ* তোমরা তারই অনুধ্যান কর (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* যা কিছু সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়,

*উ* তোমরা তারই অনুধ্যান কর (আল্লেলুইয়া)।

## ৩১শে মে

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার শুভসাক্ষাৎ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (২:৮-১৪; ৮:৬-৭)

**প্রেমিকের শুভাগমন**

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
'ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!

হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।

তুমি আমাকে সীলমোহরের মত রাখ তোমার হৃদয়ের উপর,
সীলমোহরের মত রাখ তোমার বাহুর উপর;
কেননা প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান;
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা পাতালের মতই নিষ্ঠুর,
তার শিখা আগুনের শিখা,
তা ঐশাগ্নির ঝলক!
বিপুল জলরাশি প্রেমকে নিবাতে পারে না,
নদনদীও পারে না প্রেমকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে;
প্রেমের বিনিময়ে কেউ যদিও নিজের বাড়ির সমস্ত ঐশ্বর্য দিত,
তবু অবজ্ঞা ছাড়া সে কিছুই পেত না।'

শ্লোক - লুক ১:৪১-৪৪

*প্র* এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*উ* আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

*উ* আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? (আল্লেলুইয়া)।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২:১২-১৫)

## সুখী সেই ব্যক্তি, যার দরজায় প্রভু করাঘাত করেন

*আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে* (ফিলি ৩:২০)। তারাই স্বর্গ, যাদের অন্তরে রয়েছে বিশ্বাস, গাম্ভীর্য, শুদ্ধতা, ধর্মশিক্ষা ও স্বর্গীয় আচরণ। কেননা সে-ই 'মাটি' বলে অভিহিত হয়েছিল, পাপের দরুন স্বর্গীয় অনুগ্রহ থেকে পতিত হয়ে ও পার্থিব রিপুতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে নিজের অবাধ্যতার জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এর বৈষম্যে যে কেউ পুণ্যাচরণ বজায় রেখে স্বর্গীয় জীবন ধারণ করে, সংযমী শুচিতা দ্বারা নিজ দেহ প্রশমিত করে, কোমল শান্তি দ্বারা নিজ অন্তর প্রশমিত করে, ও উদার করুণা দেখিয়ে গরিবদের কাছে নিজ অর্থ বিলি করে দেয়, সে-ই 'স্বর্গ' বলে অভিহিত। সুতরাং, পৃথিবীতেও এমন স্বর্গ রয়েছে যেখানে স্বর্গীয় গুণাবলি থাকতে পারে। *স্বর্গই আমার সিংহাসন* (ইশা ৬৬:১), এ বচনটিও আমার মতে কেবল একটি স্থান নয়, কিন্তু ধার্মিকের মনোভাবও লক্ষ করে। সে-ই স্বর্গ, যার প্রাণের কাছে খ্রিষ্ট এসে তার দরজায় ঘা দেন; তুমি দরজা খুলে দিলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন।

আর তিনি তো একাকী নন, পিতার সঙ্গেই প্রাণে প্রবেশ করেন, যেমনটি নিজে বলেছিলেন: *আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (যোহন ১৪:২৩)।

এতে তুমি দেখতে পার, ঐশবাণী শিথিল মানুষকে নাড়া দেন ও ঘুমন্তকে জাগিয়ে তোলেন। বস্তুতপক্ষে যে কেউ এসে দরজায় আঘাত করে, সে যে ঢুকতে চায়, একথা স্পষ্ট। সে কিন্তু যে সবসময় ঢুকবে না বা সবসময় থাকবে না, তা আমাদের উপরেই নির্ভর করে। যিনি আসছেন, তাঁর জন্য তোমার দরজা যেন সবসময় খোলা থাকে! অতএব তোমার দরজা খুলে দাও, তোমার আত্মার অন্তরতম স্থান সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত কর, তিনি যেন সরলতার ঐশ্বর্য, শান্তির সিন্দুক ও অনুগ্রহের মাধুর্য দেখতে পান। হৃদয় প্রসারিত কর, এগিয়ে যাও সেই সনাতন আলোর সূর্যের দিকে, যে আলো সকল মানুষকে আলোকিত করে। সেই আলোর উদ্ভাস সকলেরই জন্য বটে, কিন্তু যে কেউ জানালা বন্ধ রাখে, সে নিজে থেকেই সেই সনাতন জ্যোতি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে।

অতএব তুমি তোমার আত্মার দরজা বন্ধ রাখ আর খ্রিষ্ট বাইরে পড়ে থাকবেন! তাঁকে ঢুকতে দেবে না যদিও কারও তেমন সাধ্য নেই, তিনি তবু বিরক্ত করার জন্য ঢুকতে রাজি নন, যে কেউ তাঁকে চায় না, তিনি জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করতে পছন্দ করেন না। কুমারী থেকে জাত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করলেন সবাই যেন আলোকিত হতে পারে। যে আলোর প্রভাকে কোন রাত্রি নিবাতে পারে না, যারা সেই সনাতন প্রভার কিরণ দেখবার আকাঙ্ক্ষা করে, তারাই শুধু তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আসলে আমাদের দৈহিক অভিজ্ঞতার সূর্য রাতে অন্ধকারকে নিজ স্থান ছেড়ে দেয়, ধর্মময়তার সূর্যের কিন্তু অস্ত নেই, কারণ শঠতা কখনও প্রজ্ঞার স্থান দখল করতে পারবে না।

সুখী সেই মানুষ, যার দরজায় খ্রিষ্ট করাঘাত করেন! আমাদের দরজা হল বিশ্বাস; দরজা শক্ত হলে সমস্ত ঘর নিরাপদ। এ দরজা দিয়েই তো খ্রিষ্ট ঢোকেন। এজন্য পরম গীতে মণ্ডলীও বলে, *একটা শব্দ! আমার প্রেমিক দরজায় ঘা দিচ্ছে* (পরমগীত ৫:২)। যিনি করাঘাত করছেন, তাঁকে শোন; যিনি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে শোন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার; কারণ আমার মাথা ভিজে গেছে শিশিরে, আমার কেশরাশি রাত্রির জলবিন্দুতে।*

সেই সময়ের কথা ভাব যখন ঐশবাণী উত্তরোত্তর তোমার দরজায় ঘা দেন: তাঁর মাথা তো রাত্রির শিশিরে ভিজা আছে, কেননা তিনি তাদের কাছে এসে দেখা দেন যারা নিপীড়নে ও প্রলোভনে রয়েছে, যাতে দুশ্চিন্তায় পরাভূত হয়ে কেউই পতিত না হয়। তবে এসো, সতর্ক থাকি, নইলে বর এসে দরজা বন্ধ পেলে চলে যেতেও পারেন। কেননা তুমি নিদ্রাগত হলে ও তোমার হৃদয় জাগ্রত না হলে তিনি করাঘাত না করেও চলে যান। কিন্তু তোমার হৃদয় জাগ্রত হলে, করাঘাত ক'রে তিনি চান আমরা যেন দরজা খুলে দিই। সুতরাং তাঁর জন্য দরজা খুলে দাও; তিনি তো ঢুকতে চান, তাঁর কনেকে জাগ্রতই দেখতে চান।

শ্লোক - পরমগীত ৫:১৬; গা ২:২০ দ্রঃ

*প্র* আমার প্রিয়তম তিনি সব দিক দিয়েই মনোহর!

℣ আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা (আল্লেলুইয়া)।

℟ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

℣ আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা (আল্লেলুইয়া)।

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী প্রথম সোমবার

# মণ্ডলীর মাতা ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান মহাসভার ৩য় অধিবেশনের সমাপ্তিতে পোপ সাধু ৬ষ্ঠ পলের উপদেশ থেকে পাঠ (২১শে নভেম্বর ১৯৬৪)

## মণ্ডলীর মাতা মারীয়া

যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে মারীয়া ও মণ্ডলী নিজেদের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত, তা বিবেচনা করে আমরা ধন্যা কুমারীর গৌরবার্থে ও আমাদের নিজেদের সান্ত্বনা লাভার্থে সেই পবিত্রতমা কুমারীকে মণ্ডলীর মাতা, অর্থাৎ, যারা তাঁকে শ্নেহময়ী মাতা বলে ডাকে, সেই ভক্তবৃন্দ ও পালকদেরও তথা গোটা খ্রিষ্টীয় জনগণেরই মাতা বলে ঘোষণা করি; এবং এ নির্ধারণ করি যেন এখন থেকে গোটা খ্রিষ্টীয় জনগণ এ নামের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরজননীকে অধিকতর সম্মান অর্পণ করে ও তাঁর কাছে মিনতি নিবেদন করে।

মাননীয় ভ্রাতৃগণ, এই নাম এমন যা খ্রিষ্টীয় ভক্তির কাছে আদৌ অজানা নয়; এমনকি ভক্তগণ ও গোটা মণ্ডলী বিশেষভাবে এ 'মাতা' নাম দ্বারাই মারীয়াকে ডাকতে ভালবাসে।

নামটি নিঃসন্দেহে প্রকৃত মারীয়া-ভক্তির হলরেখায় অন্তর্ভুক্ত, কেননা নামটি সেই মর্যাদার উপরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত যে মর্যাদা ঈশ্বরের মাংস-হওয়া-বাণীর মাতা রূপেই মারীয়াকে আরোপ করা হয়েছে।

কেননা যেমন ঐশমাতৃত্ব হল সেই কারণ যা দ্বারা মারীয়া খ্রিষ্টের সঙ্গে একেবারে অনন্যই সম্পর্কের অধিকারিণী ও খ্রিষ্টের সাধিত মানব-পরিত্রাণকর্ম সম্পাদনে নিজেই বিদ্যমান, তেমনি বিশেষভাবে ঐশমাতৃত্ব থেকেই সেই সমস্ত সম্পর্ক প্রবাহিত যেগুলো মারীয়া ও মণ্ডলীর মধ্যে বর্তমান; কেননা মারীয়া হলেন খ্রিষ্টের মাতা, সেই যে খ্রিষ্ট তাঁর কুমারী মাতৃগর্ভে মানবস্বরূপকে ধারণ করা মাত্রই তাঁর রহস্যময় দেহকে তথা মণ্ডলীকে মাথা-নিজেরই সঙ্গে মিলিত করলেন। সুতরাং খ্রিষ্টের মাতা হিসাবে মারীয়াকে সকল ভক্তজন ও পালকদের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাতাও গণ্য করা চাই।

এটিই সেই কারণ যার জন্য আমরা অযোগ্য ও দুর্বল হয়েও তবু আস্থাপূর্ণ অন্তরে ও সন্তানসুলভ ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি চোখ তুলি। যিনি একদিন স্বর্গীয় অনুগ্রহধারার উৎস সেই যিশুকে আমাদের দান করেছেন, তিনি নিজের মাতৃভূমিকা মণ্ডলীর প্রতি না ফিরিয়ে পারেন না, বিশেষভাবে এসময়ই যখন খ্রিষ্টের কনে অতি তৎপর আগ্রহের সঙ্গে নিজের পরিত্রাণদায়ী প্রেরণকর্ম সম্পাদন করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

তাছাড়া, এই আস্থা অধিকতরভাবে উদ্দীপ্ত ও দৃঢ় করার জন্য সেই ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কসমূহও আমাদের প্রেরণা দেয় যেগুলো আমাদের এই স্বর্গীয় মাতা ও মানবজাতির মধ্যে বিদ্যমান। মাংসধারী বাণীর যোগ্য মাতা হবার লক্ষ্যে যদিও তাঁকে ঈশ্বর দ্বারা অতি উদার ও চমৎকার দানগুলো দানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, তথাপি মারীয়া আমাদের কাছে কাছে হয়ে থাকেন। আমাদের মত তিনিও আদমসন্তান, আর তাই বলে মানব স্বরূপের বুনিয়াদের জোরে তিনি আমাদের বোন; খ্রিষ্টের ভাবী পুণ্যের ভিত্তিতে তিনি আদিপাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু যে মঙ্গলদানগুলো তিনি ঐশ্বরিকভাবে পেয়েছিলেন, সেগুলোতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিখুঁত বিশ্বাসের এমন আদর্শ যোগ দিয়েছিলেন, যার ফলে সুসমাচারের সাধুবাদ পাবার যোগ্য হলেন, তথা, *'বিশ্বাস করেছ বলে তুমি সুখী!'* (লুক ১:৪৫ দ্রঃ)।

এই মরজীবনে তিনি খ্রিষ্টের শিষ্যের নিখুঁত রূপ মূর্তিমান করলেন, হলেন সমস্ত গুণাবলির দর্পণ, এবং খ্রিষ্ট যিশু যে সুখ-বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর নিজের মনোভাবে সেই বাণীগুলো পূর্ণতর ভাবে প্রতিফলিত করলেন। এর ফলে এমনটি দাঁড়ায়, যেন গোটা মণ্ডলী নিজের বহুমুখী জীবনধারণ ও অবিশ্রান্ত কর্মকাণ্ড ব্যক্ত করতে গিয়ে কুমারী ঈশ্বরজননী থেকেই সেই আদর্শ গ্রহণ করে যা অনুসারে খ্রিষ্টকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করা দরকার।

**শ্লোক** - লুক ১:৩৫ দ্রঃ

*প্র* পবিত্র আত্মা মারীয়ার উপরে নেমে এলেন:

*উ* পরাৎপরের পরাক্রম তাঁর উপর নিজের ছায়া বিস্তার করল।

৭ পবিত্র আত্মা তাঁকে তাঁর পুত্রের যন্ত্রণার অংশী করে তুললেন, তাঁকে করে তুললেন বিমুক্তদের মাতা।

৮ পরাৎপরের পরাক্রম তাঁর উপর নিজের ছায়া বিস্তার করল।

পঞ্চাশত্তমীর পরবর্তী দ্বিতীয় রবিবারের পরবর্তী শনিবার

# নির্মলহৃদয়া ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু লরেন্স জুস্তিনিয়নির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮, ধন্যা কুমারী মারীয়ার শুদ্ধীকরণ পর্ব উপলক্ষে)

**মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে**

**হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন**

মারীয়া পঠনে, দর্শনে ও শ্রবণে যা আপন করে নিতেন, হৃদয়গভীরে সেই সমস্ত কিছুর অর্থ বিবেচনা করতেন: তাতে তিনি বিশ্বাসে মহা বৃদ্ধি পেতেন, পুণ্যি অর্জন করতেন, মহা প্রজ্ঞায় দীপ্তিময়ী ও ভক্তি-দাহনে উত্তরোত্তর উদ্দীপ্তা হয়ে উঠতেন।

তিনি স্বর্গীয় রহস্যাদির দ্বার নিজের প্রতি অবারিত করে আনন্দে ভরপুর হতেন, ঈশ্বরমুখী হয়ে ঐশআত্মা-দান গ্রহণে অপরিমিত মাত্রায় ধনবতী হতেন, আর একই সময় নিজের গভীর বিনম্রতা অক্ষুণ্ন রাখতেন।

ঐশদানের কর্মক্রিয়া এমন বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত যার ফলে মানুষকে অতল থেকে সর্বোচ্চ চূড়ায় উন্নীত করে ও তাকে গৌরব থেকে মহত্তর গৌরবে আনয়ন করে।

ধন্য কুমারী মারীয়ার হৃদয়, কেননা সেই কুমারী অন্তরে ঐশআত্মাকে করণ করেও ও সেই আত্মার নির্দেশনা উপভোগ করেও ঈশ্বরের বাণীর ইচ্ছার প্রতি বাধ্য থাকতেন।

মারীয়া তাঁর নিজের কোন অনুভূতি বা নিজের কোন পছন্দের দ্বারা চালিত ছিলেন না, বরং প্রজ্ঞা তাঁর অভ্যন্তরে যা যা জপ করত, সেই অনুসারে তিনি বাহ্যত বিশ্বাসের পথের দাবি উপলব্ধি করতেন। তাই, যে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা মণ্ডলীর গৃহকে নিজের আবাসরূপে নির্মাণ করেন, সেই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার পক্ষে এটি সত্যিই সমীচীন ছিল যে, ঐশবিধান-পালন, একত্ব-রক্ষার নিয়ম ও আধ্যাত্মিক আত্মনিবেদনের দাবির বিষয়ে মানবকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি পবিত্রা মারীয়াকে ব্যবহার করবেন।

হে বিশ্বস্ত প্রাণ, কুমারী মারীয়ার অনুকরণ কর। আধ্যাত্মিক নবায়নে নবায়িত হবার জন্য ও তোমার পাপকর্মের ক্ষমা লাভ করার জন্য তোমার নিজের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর। একথা স্মরণে রেখ যে, আমরা যে কর্ম সম্পাদন করি, সেটির চেয়ে ঈশ্বর বরং সেই

মনোভাবেরই অনুসন্ধান করেন যে মনোভাবে আমরা কর্মটি সম্পাদন করি। সুতরাং, ধ্যান-অনুধ্যানের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণ ঈশ্বরের প্রতি উত্তোলিত ক'রে তাঁর কাছে আত্মনিয়োগ করি বা গুণাবলি অর্জন ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হতে প্রতিবেশীর সেবায় শুভকর্ম সাধনে তৎপর হয়ে নিবিষ্ট থাকি, এক কথায়, যাই হোক আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা, আমরা যেন সমস্ত কিছু এমনভাবে সম্পাদন করি যাতে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ভক্তি দ্বারাই চালিত। আবার বলি: যে আত্মিক অর্ঘ্য আমাদের পরিশুদ্ধ করে ও ঊর্ধ্বে, ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হয়ে আরোহণ করে, সেই অর্ঘ্য আমাদের হাতের কাজের ফল তত নয়, বরং প্রকৃত অর্ঘ্যটি হল সেই আত্মিক যজ্ঞ যা হৃদয়মন্দিরে বলীকৃত—এমন হৃদয়, যা আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের উপস্থিতি ও প্রসন্নতা দ্বারা উদ্দীপিত।

## শ্লোক

*প্র* হে অনুগ্রহীতা ও সমস্ত প্রশংসার যোগ্য পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা:

*উ* তোমা থেকেই ন্যায়ের সূর্য সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন।

*প্র* হে কুমারী মারীয়া, আমরা সানন্দে তোমার পর্বদিন উদ্‌যাপন করছি:

*উ* তোমা থেকেই ন্যায়ের সূর্য সেই ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন।

# পাঠসংগ্রহ - জুন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ (বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথি) ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ (সাধু পিতর ও পল) ৩০

## ১লা জুন

## সাধু যুস্তিনুস, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাক্ষ্যমর সাধু যুস্তিনুস ও তাঁর সঙ্গীদের 'সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত' থেকে পাঠ

### আমি সত্য ধর্মে যোগ দিয়েছি

তাঁদের গ্রেপ্তারের পর সাধু ব্যক্তিদের রোমের প্রদেশপাল রুস্তিকুসের কাছে আনা হয়। তাঁরা বিচারমঞ্চে উপস্থিত হলে প্রদেশপাল রুস্তিকুস যুস্তিনুসকে বলেন, 'আগে দেবতাদের প্রতি বাধ্যতা দেখাও ও সম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার কর।'

যুস্তিনুস বলেন, 'আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের আদেশগুলোর প্রতি বাধ্যতা দেখানো নিন্দনীয় নয়, দণ্ডনীয়ও নয়।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'তুমি কোন্ ধর্ম পালন কর?' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'আমি সব মতবাদের কথা শিখতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষে খ্রিষ্টিয়ানদের সত্য ধর্মেই যোগ দিয়েছি, যদিও এই ধর্ম তাদের কাছে অপ্রিয় যারা মিথ্যা ধর্ম পালন করে।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'আর অপদার্থ মানুষ যে তুমি, তবে তুমি কি তেমন ধর্মেই প্রীত?' যুস্তিনুস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রীত, কেননা সত্যবিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমি তা পালন করি।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'এ কেমন বিশ্বাস?' যুস্তিনুস উত্তরে বলেন, 'এ বিশ্বাস অনুসারে আমরা খ্রিষ্টিয়ানদের ঈশ্বরকে উপাসনা করি। আমরা তো মনে করি, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও আদি থেকে দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুর ও সমস্ত বিশ্বজগতের নির্মাতা। আরও, এ বিশ্বাস অনুসারে আমরা ঈশ্বরের পুত্র সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেও উপাসনা করি

যাঁর বিষয়ে ভাববাণী দিয়ে নবীরা বলেছিলেন, তিনি পরিত্রাণের অগ্রদূত ও সৎকর্মনীতির গুরু রূপে আসবেন। আর ক্ষুদ্র মানুষ যে আমি, আমি তো স্বীকার করি যে তাঁর অসীম ঈশ্বরত্বের সামনে আমি সামান্য কিছুই মাত্র বলতে পারি। স্বীকার করি, তেমন অধিকার নবীদেরই অধিকার, যাঁরা তাঁরই বিষয়ে ভাববাণী দিয়েছিলেন যাঁকে আমি কিছুক্ষণ আগে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করেছি। আমি তো ভাল করেই জানি যে নবীরা মানবের মাঝে তাঁর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন।'

রুস্তিকুস জিজ্ঞাসা করেন, 'তবে তুমি কি খ্রিষ্টিয়ান?' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

তখন প্রদেশপাল যুস্তিনুসকে বলেন, 'অনেকে তোমাকে জ্ঞানী বলে মনে করে, তুমি নিজেই মনে কর তুমি সত্য ধর্ম জান; তবে এখন শোন: কশাঘাতের পর যদি তোমার শিরশ্ছেদ হয়, তুমি কি মনে কর তুমি স্বর্গে যাবে?' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'আমার প্রত্যাশাই যে এসব কিছু যদি সহ্য করি আমি স্বর্গধামের অধিকারী হব। কেননা আমি জানি যে, যারা পুণ্যজীবন যাপন করে, তাদের জন্য সমগ্র জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত ঐশঅনুগ্রহ গচ্ছিত রাখা আছে।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস তখন বলেন, 'তবে তুমি কি মনে কর যে, উপযুক্ত পুরস্কার পাবার জন্য তুমি স্বর্গে যাবে?' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'আমি আসলে যে তা মনে করি এমন নয়, বরং তা ভালভাবেই জানি ও এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'যাই হোক; এসো, আমরা সেই নির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ কথায় ফিরে যাই। একসঙ্গে একমত হয়ে তোমরা এখন দেবতাদের কাছে বলি উৎসর্গ কর।' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'যার মাথা ঠিক আছে, এমন মানুষ কখনও ধর্ম ছেড়ে অধর্মের দিকে পা বাড়াবে না।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস বলেন, 'আদেশটা অমান্য করলে তোমাদের নির্মম দণ্ড ভোগ করতে হবে।' যুস্তিনুস উত্তর দেন, 'আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের খাতিরেই যদি আমাদের দণ্ড ভোগ করতে হয়, তাহলে আমাদের ভরসাই যে আমরা পরিত্রাণ পাব; কেননা এতেই আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তার সার্বজনীন ও ভয়ঙ্কর বিচারমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমরা পরিত্রাণ ও আশ্বাস পাব।'

অন্যান্য সাক্ষ্যমরও একই কথা বললেন: 'আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু আমরা খ্রিষ্টিয়ান, আমরা দেবতাদের প্রতি বলি উৎসর্গ করি না।'

প্রদেশপাল রুস্তিকুস তখন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করলেন: 'যারা দেবতাদের প্রতি বলি উৎসর্গ করতে ও সম্রাটের আদেশ মেনে নিতে সম্মত হয়নি, কশাঘাতের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হোক, ও বিধান অনুসারে তাদের শিরশ্ছেদ করা হোক।'

সাধু সাক্ষ্যমরবৃন্দ ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে নির্ধারিত স্থানে এসে পৌঁছলেন, ও নিজেদের শিরশ্ছেদে ত্রাণকর্তার প্রতি তাঁদের বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যদান পূর্ণ করলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২০, ২১, ২৪; রো ১:১৬

প্ল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের কথা প্রচার করার উদ্দেশ্যে আমি কোন কিছুতে কখনও পিছটান দিইনি।

উ ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া: এই দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

প্ল সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ প্রথমে ইহুদী এবং তারপরে গ্রীক —যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম।

উ ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া: এই দায়িত্বই আমাকে দেওয়া হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

২রা জুন

# সাধু মার্কেলিনুস ও পিতর, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত অরিগেনেস-লিখিত ‘সাক্ষ্যমরণের উদ্দেশে উৎসাহ বাণী’ থেকে পাঠ (৪২-৪৩)

## তাঁরা যখন খ্রিষ্টের যন্ত্রণার অংশীদার হলেন, তখন তাঁর পুনরুত্থানেরও অংশীদার হবেন

আমরা যখন *মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি* (১ যোহন ৩:১৪), তখন যগৎ যে আমাদের ঘৃণা করে তাতে আমরা যেন বিস্মিত না হই। কেননা যে কেউ মৃত্যু থেকে জীবনে পার হতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু মৃত্যুতে থেকে গেছে, যারা মৃত্যুর অন্ধকারময় বাসস্থান থেকে, বলতে গেলে, জীবন্ত প্রস্তরে নির্মিত ও জীবনের আলোতে পূর্ণ গৃহগুলোতে পার হয়েছে, সে তাদের ভালবাসতে পারে না। যিশু আমাদের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিয়েছেন, তাই এসো, আমরাও আমাদের প্রাণ সঁপে দিই, আমি তো “তাঁর জন্য” বলছি না, কিন্তু নিজেদেরই জন্য, এবং আমি মনে করি, তাদেরও জন্য যাদের আমাদের সাক্ষ্যমরণে গেঁথে তোলা হবে।

খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের জন্য গর্ববোধ করার সময় উপস্থিত; কেননা শাস্ত্রে বলে, *আমরা নানা রকম ক্লেশের মধ্যেও গর্ববোধ করে থাকি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে, ও যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে; আর এই প্রত্যাশা আশাভ্রষ্ট করে না। শুধু এমনটা দাও যাতে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় পবিত্র আত্মা দ্বারা* (রো ৫:৩-৫)। *যদি খ্রিষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রিষ্টের দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে* (২ করি ১:৫), তাহলে এসো, খ্রিষ্টের যন্ত্রণা জনিত উৎসাহ সাগ্রহে গ্রহণ করি ও সেই যন্ত্রণা উপচে পড়ুক। যারা যন্ত্রণায় সহভাগী, তারা খ্রিষ্টের সঙ্গে যে যন্ত্রণার সহভাগী হয়, সেই অনুপাতে সান্ত্বনারও সহভাগী হবে। আর আমরা তাঁরই কাছ থেকে এসব কিছু শিখি যিনি অটল নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেছিলেন, *আমরা জানি, তোমরা যেমন আমাদের যন্ত্রণার, তেমনি আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী হবে* (২ করি ১:৭ দ্রঃ)।

নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বলেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে* (২ করি ৬:২)। আমরা যখন খ্রিষ্টে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির খাতিরে জগতের সামনে রক্ষীবাহিনীর মাঝে পরাজিত হিসাবে নয়, বরং বিজয়ী হিসাবেই জয়যাত্রায় চালিত হচ্ছি, তখন এ সময়ের চেয়ে অধিক প্রসন্নতার কোন্ সময় থাকতে পারে? কেননা খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর যারা তারা তাঁর সঙ্গে যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে, ও যেমন তাঁর যন্ত্রণার অংশী হয়ে উঠেছিল তেমনি তাঁর যন্ত্রণায় সাধিত সাহসপূর্ণ কর্মকীর্তির অংশী হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বিজয়েরও অংশী হয়। তবে, যে দিন আমরা সেইসব কিছু থেকে তেমন নিস্তার পাই, সেই দিনের চেয়ে আর কোন্ দিন আরও বড় পরিত্রাণের দিন হতে পারে?

আমি কিন্তু তোমাদের অনুরোধ করছি: *তোমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন ঘটিয়ো না, যাতে আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; তোমরা বরং সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী* (২ করি ৬:৩ দ্রঃ)। মহা নিষ্ঠার সঙ্গে তোমরা বলে ওঠ, *আর এখন, আমার নিষ্ঠা কী? সেটা কি স্বয়ং প্রভু নয়?* (সাম ৩৯:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)।

**শ্লোক** - এফে ৬:১২, ১৪, ১৩ দ্রঃ

*প্র* আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যা স্বর্গীয় স্থানে বাস করে।

*উ* শক্ত হও, সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে থাক (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমরা ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার।

*উ* শক্ত হও, সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে থাক (আল্লেলুইয়া)।

৩রা জুন

# সাধু চার্লস লুয়াঙ্গা ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইউগান্ডার সাক্ষ্যমরবৃন্দের সাধু-ঘোষণা কালে পোপ সাধু ৬ষ্ঠ পলের উপদেশ থেকে পাঠ

## সাক্ষ্যমরদের গৌরব হল নবজন্মের লক্ষণ

আফ্রিকার এই সাক্ষ্যমরবৃন্দ বিজয়ীদের তালিকায় তথা সাক্ষ্যমর-তালিকায় নাটকীয় ও চমৎকার এক পৃষ্ঠা যোগ দেন, এমন পৃষ্ঠা যা সত্যিকারে প্রাচীন আফ্রিকার সেই চমৎকার পৃষ্ঠাগুলোতেই যুক্ত হওয়ার যোগ্য যা অল্পবিশ্বাসী এই আধুনিক মানুষ আমরা মনে করছিলাম, তার যোগ্য ধারাবাহিকতা আর কখনও ঘটতে পারবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, কেইবা কল্পনা করতে পারত যে, স্কিল্লিতানীয় সাক্ষ্যমরবৃন্দের, কার্থাগোর সাক্ষ্যমরবৃন্দের ও উতিকার 'নির্মল জনরাশির' সাক্ষ্যমরবৃন্দের সেই হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর সঙ্গে যা বিষয়ে সাধু আগস্তিন ও প্রুদেন্তিউস স্মৃতি রেখে গেলেন, এবং মিশরেরও সাক্ষ্যমরবৃন্দের কাহিনীর সঙ্গে যা বিষয়ে সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের গুণকীর্তন আমরা রক্ষা করি, এবং ভান্ডাল নির্যাতনের সময়ে সেই সাক্ষ্যমরবৃন্দেরও কাহিনীর সঙ্গে আজকালেও এমন কাহিনী যুক্ত হবে যা সেগুলোর চেয়ে কম বীর্যপূর্ণ নয়, কম উজ্জ্বলও নয়!

কেই বা অনুমান করতে পারত যে, কিপ্রিয়ানুস, ফেলিচিতা ও পের্পেতুয়া ও সেই সর্বোত্তম আগস্তিনের মত আফ্রিকার সাক্ষ্যমর ও সাক্ষ্যদাতাদের ঐতিহাসিক মহাব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা একদিন চার্লস লুয়াঙ্গা, মাথিয়াস মুলুম্বা কালেম্বা ও তাঁদের কুড়িজন সঙ্গীর প্রিয় নামও যুক্ত করব?

তাছাড়া আমরা তাঁদেরও কথা বিস্মৃত হতে চাই না, যাঁরা এ্যাংলিকান মণ্ডলীভুক্তদের হয়ে খ্রিষ্টনামের জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন।

আফ্রিকার এ সাক্ষ্যমরবৃন্দ নতুন এক যুগের প্রবর্তন করছেন। অবশ্য, আমরা তো নির্যাতন ও ধর্মীয় বিরোধিতার কথা ভাবতে চাচ্ছি না, কিন্তু খ্রিষ্টীয় ও নৈতিক নবজন্মেরই কথা ভাবছি। যাঁরা নবযুগের প্রথম সাক্ষ্যমর, এই সাক্ষ্যমরদের রক্তে মাখা হয়ে আফ্রিকা

স্বাধীন ও মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরুত্থান করছে—এঁদের প্রাণোৎসর্গ এতই মহান ও মূল্যবান যে, ঈশ্বর করুন, এঁরাই হোন শেষ সাক্ষ্যমর।

যে দুঃখজনক ঘটনা তাঁদের গ্রাস করল, তা এতই অবর্ণনীয় ও ভাবপূর্ণ যে, নতুন এক জাতির নৈতিক গঠনের জন্য ও নতুন এক আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য স্থাপনের জন্য যথেষ্ট আদর্শমূলক অবদান রাখতে পারে; তাতে এমন এক উত্তরণ চিহ্নিত ও উদ্দীপিত হবে, যা সেই আদিকালীন ঐতিহ্য থেকে, যা উত্তম মানব-মূল্যবোধের অধিকারী হয়েও তবু কলুষিত, দুর্বল ও প্রায়ই নিজেরই দাস, এমন ঐতিহ্যে উত্তীর্ণ হবে যা আত্মার ঊর্ধ্বতর প্রেরণার প্রতি ও সামাজিকতার ঊর্ধ্বতর অভিব্যক্তির প্রতি উন্মুক্ত।

## শ্লোক

℣ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রিষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

℣ এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ (আল্লেলুইয়া)।

৫ই জুন

# সাধু বনিফাস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু বনিফাসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৭৮)

## তিনি এমন তৎপর পালক

## যিনি খ্রিষ্টের পালের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখলেন

মণ্ডলী এমন এক মহা জাহাজের মত, যা জগৎ-সাগরে বয়ে যায়। বিভিন্ন বিরোধিতার তরঙ্গরাশির আঘাতে আঘাতে আলোড়িত হয়েও সে দিশেহারা হয় না, বরং পরিচালনাই করতে থাকে।

তার মহাচালক ছিলেন সেই প্রথম পিতৃগণ, যথা রোমে ক্লেমেণ্ট, কর্নেলিউস ও অন্যান্য অনেকে, কার্থাগোতে কিপ্রিয়ানুস, ও আলেক্সান্দ্রিয়াতে আথানাসিউস। বিধর্মী সম্রাটদের আমলে তাঁরাই খ্রিষ্টের জাহাজ, এমনকি তাঁর প্রিয়তমা কনেকে চালিত করেছিলেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সংগ্রাম ও পরিশ্রম করেছিলেন, এবং রক্তদান পর্যন্তই নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন।

একথা আর এধরনের অন্যান্য কথা চিন্তা করে আমি ভীষণ ভয়ে অভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম, ও আমার পাপকর্মের অন্ধকার আমাকে প্রায় গ্রাস করল (সাম ৫৫:৬ দ্রঃ)। একারণে আমার ইচ্ছা ছিল, আমি পিতৃগণের মধ্যে বা পবিত্র শাস্ত্রে তেমন উদাহরণ পেলে মণ্ডলীর হাল একেবারে ছেড়ে দেব। কিন্তু তেমন কিছু করতে না পেরে আমার শ্রান্ত প্রাণ তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয় যিনি শলোমনের মধ্য দিয়ে বলেন, *সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে ভরসা রাখ, তোমার নিজের বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রেখো না। তোমার সমস্ত পদক্ষেপে তাঁকে স্বীকার কর, তবে তিনি তোমার সমস্ত পথ সরল করবেন* (প্রবচন ৩:৫-৬); এবং অন্য স্থানে, *প্রভুর নাম সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্মিক তাতে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদে থাকে* (প্রবচন ১৮:১০)।

এসো, আমরা ধর্মময়তায় নিষ্ঠাবান থাকি; এসো, পরীক্ষার জন্য আমাদের আত্মা প্রস্তুত করে রাখি, যাতে ঈশ্বরের সহায়তা পেতে পারি। এসো, তাঁকে বলি, *ওগো প্রভু, যুগযুগ ধরে তুমি হলে আমাদের আশ্রয়দুর্গ* (সাম ৯০:১)।

যিনি আমাদের মাথায় এই বোঝা চাপিয়ে দিলেন, এসো, তাঁরই সাহায্যে তা বহন করে চলি। তিনি তো সর্বশক্তিমান; তিনি আরও বলেন, *আমার জোয়াল সুবহ, আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)।

এসো, প্রভুর সেই দিন পর্যন্ত সংগ্রামে অটল থাকি, কেননা ইতিমধ্যে দুর্দশা ও সঙ্কটের কতগুলো দিন দ্বারাই না আমরা আক্রান্ত হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, আমাদের পিতৃগণের পুণ্য বিধিনিয়মের জন্য আমাদের মৃত্যুও বরণ করতে হবে, যাতে তাঁদের সঙ্গে শাশ্বত সম্পদ পেতে পারি।

আমরা যেন না হই তেমন বোবা কুকুরের মত যা নির্বাক্ দর্শকের মত, যেন না হই সেই বেতনভোগীদের মত যারা নেকড়ে দেখে পালায়; বরং আমরা যেন খ্রিষ্টের পালের উপর সজাগ ও তৎপর পালকই হতে পারি। এসো, ঈশ্বরের পরিকল্পনা বড়-ছোট, ধনী-নির্ধন সকলেরই কাছে প্রচার করি, তা ঘোষণা করি সর্বশ্রেণি ও সর্ববয়সের সকল মানুষেরই কাছে—যতক্ষণ প্রভু আমাদের শক্তি দেন, ততক্ষণ। তা যেন সময়ে অসময়েই করে থাকি, ঠিক যেভাবে সাধু গ্রেগরি আপন লেখা 'পালকীয় নিয়ম'-এ লিখেছিলেন।

**শ্লোক** - ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

*প্র* তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে (আল্লেলুইয়া)।

৬ই জুন

# সাধু নরবার্ট, বিশপ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু নরবার্টের জীবনকাহিনী থেকে পাঠ

## বড়দের মধ্যে বড়, ছোটদের মধ্যে ছোট

যাঁরা গ্রেগরীয় পুনঃসংস্কারে অধিক কার্যকর হয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে নরবার্ট বিশেষ স্থানের অধিকারী হবার যোগ্য। তিনি চাইলেন, পুরোহিতবর্গ সঙ্গত প্রস্তুতি পাবে, সুসমাচারের আদর্শ অনুযায়ী জীবনে ও প্রৈরিতিক জীবনে নিয়োজিত থাকবে, শুচি ও দীনহীন হবে, 'নবমানুষের পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করবে: তথা ধর্মীয় পোশাক ও যাজকীয় মর্যাদার পোশাক,' এবং পরিশেষে 'পবিত্র শাস্ত্রের অনুসরণ করবে ও খ্রিষ্টকেই দিশারী রূপে গ্রহণ করতে' চিন্তিত থাকবে। পুরোহিতবর্গকে তিনি সাধারণত তিনটে বিষয়ে চেতনা দিতেন: 'যজ্ঞবেদি ও ঐশদায়িত্বের সম্মানার্থে শুচিতা, সাধারণ সভায় অপরাধ ও অবহেলার সংস্কার, ও গরিবদের প্রতি আতিথেয়তা।'

তিনি আরও চাইলেন, ধর্মগৃহে যাঁরা প্রেরিতদূতদের প্রতিনিধি ছিলেন, সেই পুরোহিতদের সঙ্গে—আদিমণ্ডলীর সাদৃশ্যে—ধর্মসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষী নর-নারী বিশ্বাসীবর্গের এমন বিরাট সংখ্যা যোগ দেওয়া হবে যা প্রৈরিতিক কাল থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে কেউই কখনও পারেনি।

আর্চবিশপ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজ ধর্মভাইদের ডেকে আনলেন, তাঁরা যেন ভেন্দি অঞ্চলকে বিশ্বাসের পথে আনেন। নিজ ধর্মপ্রদেশের পুরোহিতবর্গ ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের সংস্কারের দিকে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, যদিও জনগণের মধ্যে যথেষ্ট কোলাহল ও বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছিল।

তাঁর প্রথম চিন্তা এ ছিল, মাণ্ডলিক নির্বাচনের স্বাধীনতা বজায় রেখে যেন প্রৈরিতিক আসন ও সাম্রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্রৈরিতিক আসন ও সাম্রাজ্য উভয়ই তাঁর মধ্যস্থতায় এত খুশি হলেন যে পোপ দ্বিতীয় ইন্নসেণ্ট তাঁকে এ পত্র লিখলেন: 'প্রৈরিতিক আসন আপনাকে গভীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আপনি যে তত বিশ্বস্ত সন্তান!' এবং সম্রাট তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত করলেন।

তিনি সবকিছু নির্ভীক বিশ্বাসের সঙ্গেই করলেন। লোকে বলত, 'ক্লেরভোর বার্নার্ডে প্রেম যত উজ্জ্বল, নরবার্টে বিশ্বাস তত উজ্জ্বল।'

ব্যবহারে শালীনতারও অভাবী ছিলেন না; বাস্তবিকই তিনি সকলের প্রতি হৃদ্যতা দেখাতেন: 'বড়দের সঙ্গে বড়, ছোটদের সঙ্গে ছোট।'

অবশেষে, তাঁর কথা ছিল অধিক কার্যকর। মনশ্চক্ষু ঐশবিষয়ে নিত্যই নিবদ্ধ রেখে তিনি তা অবিরত ধ্যান করতেন; এবং চারদিকে নির্ভয়ে প্রচার করলেন 'ঈশ্বরের সেই বাণী যা রিপু উচ্ছেদ করে, সদ্‌গুণের দিকে মন উদ্দীপিত করে, ও আগ্রহী প্রাণকে প্রজ্ঞায় ধনবান করে।'

**শ্লোক** - ২ তি ৪:২, ৫; প্রেরিত ২০:২৮ দ্রঃ

*প্র* বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল, অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর;

*উ* দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক, ঈশ্বরের মণ্ডলীকে পালন কর।

*উ* দুঃখকষ্ট সহ্য কর, সুসমাচার প্রচারকাজ চালিয়ে যাও (আল্লেলুইয়া)।

৯ই জুন

# সাধু এফ্রেম, পরিসেবক ও মণ্ডলীর আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - পরিসেবক সাধু এফ্রেমের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (চরমদিন ২:৪-৫)

## ঐশসঙ্কল্প ও আধ্যাত্মিক জগৎ

প্রভু, তোমার প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দিন উদ্ভাসিত কর, ও আমাদের অন্তর থেকে অন্ধকারময় রাত্রি দূর করে দাও, আলোকিত হয়ে অন্তর যেন শুচিতার নবীনতায় তোমার সেবা করে। সূর্যোদয় মরণশীলদের দৈনিক কাজের সূচনা চিহ্নিত করে; তাই প্রভু, এমনটি দাও, যেন আমাদের অন্তরে অস্তহীন দিন নিত্যই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এমনটি দাও, যেন আমরা নিজেদের অন্তরে পুনরুত্থানের জীবন দেখতে পাই, কোন কিছুই যেন আমাদের প্রাণ তোমার আনন্দ থেকে হরণ না করে। প্রভু, সূর্যোদয়ের সঙ্গে যে দিনটির সূচনা হয় না, এমন দিনটির চিহ্ন আমাদের অন্তরে মুদ্রাঙ্কিত কর, তোমার অন্বেষণ করার অবিরত আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সঞ্চার কর।

প্রতিদিন সাক্রামেন্তের আকারে তোমাকে গ্রহণ করে আমরা আমাদের হৃদয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই। আমাদের যোগ্য করে তোল, আমরা যেন নিজেদের মধ্যে প্রত্যাশিত পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা করতে পারি। বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ দ্বারা আমরা আমাদের সত্তায় তোমার ধন লুকিয়ে রেখেছি, সেই যে ধন তোমার সাক্রামেন্তের ভোজনপাটে বৃদ্ধি পায়: বর প্রদান কর, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ নিয়ে আনন্দ করতে পারি। নিজেদের মধ্যে আমরা তোমার সেই পুণ্যস্মৃতি সংরক্ষিত রাখি যা তোমার আত্মিক ভোজনপাট থেকে তুলে আনি: তোমার প্রসন্নতায় আমরা যেন সেই স্মৃতি শাশ্বত নবজন্মেই সম্পূর্ণরূপে মূর্ত করতে পারি।

যে আত্মিক কান্তি তোমার অমর ইচ্ছা মানবদশাতেও জাগায়, তা যেন আমাদের উপলব্ধি করতে দেয় আমাদের মর্যাদা কতই না মহান। হে আমাদের ত্রাণকর্তা, তোমার ক্রুশারোপণ দৈহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল: অনুগ্রহ কর, আমরা যেন আমাদের আত্মা আত্মিকভাবে ক্রুশে দিই। হে যিশু, তোমার পুনরুত্থান আমাদের মধ্যে আত্মিক

মানুষের বৃদ্ধি ঘটায়: তোমার রহস্যগুলির দর্শন যেন এমন আয়নার মত হয় যাতে তার পরিচয় পেতে পারি।

হে আমাদের ত্রাণকর্তা, তোমার সুব্যবস্থায় আমাদের পরিত্রাণের গোটা জগৎ নিরূপিত: শক্তি দাও, আমরা যেন আত্মিক মানুষ রূপেই তার অনুসরণ করি। প্রভু, আমাদের অন্তর তোমার ঐশপ্রকাশ থেকে বঞ্চিত করো না, আমাদের অঙ্গগুলিকেও তোমার কোমলতার উত্তাপ থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না। আমাদের দেহে নিহিত মরণশীলতা আমাদের মধ্যে ক্ষয়শীলতা সঞ্চার করে: তোমার আত্মিক প্রেমের বর্ষণ যেন আমাদের হৃদয় থেকে মরণশীলতার সমস্ত ফল মুছে দেয়। প্রভু, আমাদের এমনটি দাও, যেন আমাদের স্বর্গীয় মাতৃভূমির দিকে দ্রুতপদে এগতে পারি, ও সিনাই পর্বতে মোশির মত আমরাও যেন তোমার আত্মপ্রকাশের ফলেই তা লাভ করতে পারি।

শ্লোক - সিরা ৪৭:৮, ৯, ১০ দ্রঃ

প্ল সমস্ত হৃদয় দিয়ে তিনি প্রভুর উদ্দেশে স্তবগান করলেন, এবং তাঁর আপন নির্মাতাকে ভালবাসলেন;

উ তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন, ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন (আল্লেলুইয়া)।

প্ল যাতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম হয় প্রশংসার পাত্র, ও পবিত্রধামে ভোর থেকেই ধ্বনিত হয় স্তুতিগান,

উ তিনি যজ্ঞবেদির সামনে গায়কদল রাখলেন, ও তাদের বাদ্য-ঝঙ্কারে সঙ্গীত মধুর করলেন (আল্লেলুইয়া)।

১১ই জুন

# সাধু বার্নাবাস, প্রেরিতদূত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে আকুইলেয়ার বিশপ সাধু ক্রমাতিউসের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৫ম বিভাগ ১:৩-৪)

## তোমরা জগতের আলো

*তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে* (মথি ৫:১৪-১৫)।

প্রভু আপন শিষ্যদের 'পৃথিবীর লবণ' বলেছিলেন, কেননা তাঁরা দিব্য প্রজ্ঞা দ্বারা সেই মানুষেরই অন্তরে স্বাদ দিয়েছিলেন যারা শয়তান দ্বারা নিঃস্বাদ হয়ে পড়েছিল। এখন তিনি তাঁদের 'জগতের আলো'ও বলছেন, কারণ সত্যকার ও দিব্য আলো দ্বারা, তথা আলোস্বরূপ তাঁর নিজেরই দ্বারা আলোকিত হয়ে তাঁরাও অন্ধকারে জাজ্বল্যমান আলো হয়ে উঠেছেন।

তিনি ধর্মময়তার সূর্য; এজন্য সঠিকভাবেই তাঁর আপন শিষ্যদেরও জগতের আলো বলছেন, কেননা দীপ্তিময় কিরণের মত তাঁদেরই দ্বারা তিনি তাঁর আপন সত্যের আলোয় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করেছেন। সত্যের আলো বিকশিত করে তাঁরা মানুষের হৃদয় থেকে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার দূর করে দিয়েছেন।

আমরাও তাঁদের দ্বারা আলোকিত হলাম, ফলে অন্ধকার থেকে আমরা আলোতেই রূপান্তরিত হয়েছি, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন: *তোমরা একসময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু প্রভুতে তোমরা এখন আলো: আলোর সন্তানদের মত চল* (এফে ৫:৮)। আবার: *তোমরা তো রাত বা অন্ধকারের সন্তান নও, কিন্তু আলো ও দিনেরই সন্তান* (১ থে ৫:৫ দ্রঃ)। এজন্য সাধু যোহনও নিজ পত্রে সঙ্গতভাবেই লিখে রেখে গেছেন, *ঈশ্বর আলো* (১ যোহন ১:৫), এবং যে কেউ ঈশ্বরে থাকে সে আলোতেই বিরাজ করে। সুতরাং, যেহেতু ভুলভ্রান্তির অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছি বিধায় আমরা আনন্দিত, সেজন্য এ যুক্তিসঙ্গত যে, আলোর সন্তান বলে আমাদের সবসময়ই সেই আলোতে চলতে হবে।

এজন্য প্রেরিতদূত এ কথাও বলেন, *বিশ্বস্তভাবে জীবনবাণী আঁকড়ে ধরে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল হও* (ফিলি ২:১৫-১৬ দ্রঃ)।

এভাবে ব্যবহার না করলে আমরা আমাদের নিজেদের ও সকলেরই ক্ষতি ঘটিয়ে, যে আলো সকলেরই উপকারের জন্য জ্বলে, তা আমাদের অবিশ্বস্ততার পরদা দিয়ে লুক্কায়িত ও আচ্ছন্ন করব। আমরা তো জানি, সেই উপমাটিও পড়েছি: সেই কর্মচারী যে টাকাটা স্বর্গলোক অর্জনের জন্য পেয়েছিল তা ব্যাংকে জমা না রেখে বরং লুক্কায়িত রেখেছিল, ফলে উপযুক্ত শাস্তিতে দন্ডিত হয়েছিল।

যে আধ্যাত্মিক প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে আমরা যেন তার সাহায্যে পরিত্রাণ পাই, তা আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান থাকার কথা। আমাদের হাতে রয়েছে ঐশআজ্ঞাগুলি ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের প্রদীপ যা সম্বন্ধে দাউদ বলেন, *তোমার আজ্ঞা আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো* (সাম ১১৯:১০৫ দ্রঃ)। এবিষয়ে শলোমনও বলেন, *বিধানের আজ্ঞা প্রদীপেরই মত* (প্রবচন ৬:২৩ দ্রঃ)। তাই আমাদের পক্ষে বিধান ও বিশ্বাসের এ প্রদীপ লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। আমাদের বরং মন্ডলীতে তা উচ্চস্থানে রাখতে হবে, দীপাধারের উপরেই যেন, যাতে করে তা দ্বারা অনেকের পরিত্রাণ হতে পারে; আমরা নিজেরাও যেন স্বয়ং সত্যের আলোতে সান্ত্বনা পাই, সকল বিশ্বাসীও যেন আলোকিত হয়।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১১:২৩-২৪ দ্রঃ

*প্র* বার্নাবাস আন্তিওখিয়ায় এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন।

*উ* তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তিনি সকলকে একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকতে উৎসাহিত করলেন।

*উ* তিনি ছিলেন পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি (আল্লেলুইয়া)।

১৩ই জুন

# পাদুয়ার সাধু আন্তনি, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত পাদুয়ার সাধু আন্তনির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১:২২৬)

## উপদেশ তখনই কার্যকর, যখন কাজকর্মই কথা বলে

পবিত্র আত্মায় যে পরিপূর্ণ, সে নানা ভাষায় কথা বলে। নানা ভাষা বলতে খ্রিষ্ট বিষয়ে বিবিধ সাক্ষ্যদান বোঝায়: তাই আমরা অপরের কাছে বিনম্রতা, দরিদ্রতা, ধৈর্য ও বাধ্যতার কথা তখনই বলি যখন দেখাতে পারি যে, এসব সদ্‌গুণ আমাদের জীবনাচরণে প্রকাশ পায়। তখনই একটি উপদেশ কার্যকর ও উজ্জ্বল, যখন কাজকর্মই কথা বলে। অনুরোধ করি: কথার স্রোত বন্ধ হোক, কাজকর্মই কথা বলুক। দুঃখের বিষয়, আমরা কথায় ধন্য, কাজে শূন্য; ফলে আমরা প্রভুর অভিশাপের পাত্র, কেননা তিনি সেই ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন পাতা ছাড়া যার কোনও ফল ছিল না। মহাপ্রাণ গ্রেগরি একথা বলেন, 'এটি হোক প্রচারকের নিয়ম: তিনি যা প্রচার করেন, তা নিজের জীবনে মূর্ত করুন।' কাজকর্ম দ্বারা যে আপন প্রচারিত তত্ত্ব ধ্বংস করে, ঐশবিধান সম্বন্ধে তার যত জ্ঞান থাকুক না কেন, তা নিয়ে গর্ব করা বৃথা।

*প্রেরিতদূতেরা পবিত্র আত্মার দেওয়া বাক্‌শক্তি অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন* (প্রেরিত ২:৪ দ্রঃ)। তাই, সুখী সেই মানুষ যে আপন খেয়াল খুশিমত নয়, বরং সেই আত্মার প্রেরণা অনুসারেই কথা বলে। বাস্তবিকই এমন কেউ কেউ আছে, যারা খেয়াল খুশিমতই কথা বলে, বা পরের কথা চুরি করে নিজেদেরই বলে তা প্রচার করে। এপ্রকার লোক সম্বন্ধে প্রভু যেরেমিয়াকে বলেন: *এজন্য দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা একে অন্যের কাছ থেকে আমার বাণী চুরি করে নেয়। দেখ, আমি সেই সকল নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা কেবল জিহ্বা নাড়ায়, অথচ বলে 'প্রভুর উক্তি!' দেখ, আমি সেই মিথ্যা স্বপ্নের নবীদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছি,—প্রভুর উক্তি—যারা নিজেদের সেই স্বপ্ন বর্ণনা করে ও মিথ্যাকথা ও দাম্ভিকতা দ্বারা আমার জনগণকে ভ্রান্ত করে। আমি তাদের পাঠাইনি,*

*তাদের কোন আজ্ঞাও দিইনি; তারা এই জনগণের কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। প্রভুর* উক্তি (যেরে ২৩:৩০-৩২)।

অতএব, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাদের যা দেওয়া হয়, এসো, সেই অনুসারেই কথা বলি; বিনম্রতার সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাদের হৃদয়ে তাঁর অনুগ্রহ সঞ্চার করেন যার ফলে আমরা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধতায় ও দশ আজ্ঞা পালনে পঞ্চাশত্তমী দিন পুনরায় ঘটাতে পারি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রাণ গভীর অনুতাপের প্রেরণায় পরিপূর্ণ করেন, বিশ্বাস-স্বীকারের উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নিময় জিহ্বাগুলো জ্বালান; তবেই আমরা নিখিল সাধুসাধ্বীর জ্যোতিতে জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ময় হয়ে একমাত্র ও ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের দর্শন পাবার যোগ্য হয়ে উঠব।

**শ্লোক** - হো ১৪:৬; সাম ৯২:১৩; সিরা ২৪:১-২ দ্রঃ

*প্র* ধার্মিক মানুষ লিলিফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে

*উ* ও প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

*প্র* সে পবিত্রজনদের জনমণ্ডলীতে প্রশংসার পাত্র হবে,

*উ* ও প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

১৯শে জুন

## সাধু রমুয়াল্দ, মঠাধ্যক্ষ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর দামিয়ান-লিখিত 'সাধু রমুয়াল্দের জীবনচরিত' থেকে পাঠ (৩১ ও ৬৯শ অধ্যায়)

### নিজেকে অস্বীকার করে তিনি খ্রিষ্টেরই অনুসরণ করলেন

পারেঞ্চো শহরে তিন বছর থাকাকালে রমুয়াল্দ প্রথম বছরে একটি মঠ স্থাপন করলেন ও সেখানে একজন আব্বা ও দু'জন ব্রাদার রাখলেন, কিন্তু বাকি দুই বছরে তিনি একাকী হয়ে নির্জনে থাকলেন। তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁকে এমন উচ্চতায় ও এমন সিদ্ধতার পর্যায়ে উন্নীত করল যে, পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এমন কতগুলো বিষয়ের ভাববাণী দিলেন যা পরবর্তীকালে সঠিকভাবেই মূর্ত হল, ও উপলব্ধি-শক্তি দ্বারা পুরাতন ও নূতন নিয়মের রহস্যগুলির অর্থ বুঝতে পারলেন।

বাস্তবিকই ঈশ্বরদর্শন তাঁকে এমন তীব্রভাবেই আঁকড়ে ধরত যে, তিনি কেমন যেন অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে ও ঈশ্বরের প্রতি অবর্ণনীয় অনুরাগে উদ্দীপ্ত হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতেন: 'হে প্রিয় যিশু, হে আমার প্রাণের শান্তি, হে অনির্বচনীয় বাসনা, হে স্বর্গদূত ও সাধুসাধ্বীর মাধুর্য ও পরিতৃপ্তি' ইত্যাদি ধরনের বচন বলে চলতেন। পবিত্র আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে তিনি যা যা বলতেন, আমরা মানবীয় ভাষায় তা ব্যক্ত করতে, তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও ব্যক্ত করতে অক্ষম।

সাধুজী যেখানে বাস করতে সঙ্কল্প নিতেন, সেখানে প্রথমে একটা কক্ষে একটা প্রার্থনা-গৃহ ও একটা যজ্ঞবেদি নির্মাণ করতেন, তারপর তার ভিতরে নিজেকে আবদ্ধ করতেন, ও সেখানে প্রবেশ করতে সকলকেই নিষেধ করতেন। তিনি নানা স্থানেই বাস করলেন। শেষে যখন তিনি অনুভব করলেন তাঁর আয়ুর দিন শেষ করার সময় প্রায় এসে গেছে, তখন কাস্ত্র উপত্যকায় যে মঠ নির্মাণ করেছিলেন সেই মঠে ফিরে গেলেন, ও সেখানে মৃত্যুকে নির্ভয়ে অপেক্ষা করতে করতে সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি প্রার্থনা-গৃহ সহ একটা কক্ষ নির্মাণ করবেন যেখানে সংসারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার দিন পর্যন্ত একাকী হয়ে নির্জনে থাকবেন।

অতএব, বিজনাশ্রমটি নির্মাণ করে তিনি তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময় তাঁর দেহ বার্ধক্যের চেয়ে অসুস্থতারই কারণে হঠাৎ বলহীন হতে লাগল। শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছিল ও অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এমন অবস্থায় তিনি একদিন সূর্যাস্তের সময়ে সেই দু'জন ভাইকে কক্ষ থেকে বিদায় দিলেন যাঁরা তাঁর শুশ্রূষা করছিলেন, ও তাঁদের এ আদেশ দিলেন যেন দরজা বন্ধ করে কেবল পরদিনেই উষাজাগরণীর জন্য ফিরে আসেন। তাঁরা কিন্তু তাঁর মারাত্মক অবস্থায় চিন্তিত হয়ে মনের অসন্তোষেই চলে যেতে সম্মত হলেন। তবু দূরে না গিয়ে তাঁরা বরং কাছাকাছি স্থানে কান পেতে থাকলেন। এক সময়ে যখন আর কিছুই শুনতে পেলেন না, তখন শীঘ্রই ভিতরে ফিরে এলেন, ও বাতি জ্বালিয়ে দেখলেন, সাধুজী ইতিমধ্যে মারা গেছেন। তাঁর ধন্য আত্মা স্বর্গের দিকে রওনা হয়েছে: সেই অমূল্য রত্না যার মূল্য সংসারের কাছে অজানা হয়ে থাকছিল, তা সর্বোত্তম রাজার ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত হচ্ছিল।

**শ্লোক** - দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫ দ্রঃ

*প্র* প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন ; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন।

*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

*প্র* পিতা যেমন সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনি প্রভু তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেন ও চালনা করেন।

*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভু সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

২১শে জুন

# সাধু আলুইস গঞ্জাগা, ধর্মব্রতী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মাতার কাছে সাধু আলুইস গঞ্জাগার পত্র থেকে পাঠ (সাধুসাধ্বীর কার্যবিবরণী, জুন ৫, ৮৭৮)

## আমি প্রভুর অনুগ্রহের নিরন্তর গুণকীর্তন করব

শ্রদ্ধেয়া, আমি আপনার উপর পবিত্র আত্মার দান ও অশেষ সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। তারা যখন আপনার পত্র আমাকে এনে দিল, তখনও আমি এ মৃত্যু-দেশে ছিলাম। কিন্তু আসুন, সাহস ধরি, ও আমাদের আকাঙ্ক্ষা স্বর্গের দিকে ধাবিত করি: সেখানে, সেই জীবিতদের দেশেই আমরা সনাতন ঈশ্বরের প্রশংসা করব। আর আমি, আমি তো বহুদিন থেকেই সেখানে থাকতে বাসনা করে আসছি, এবং সত্যকথা বলতে গিয়ে, এখনকার আগেও সেদিকে রওনা হতে আশা করে আসছি।

সাধু পলের বাণী অনুসারে, ভালবাসা মানে আনন্দিতদের সঙ্গে আনন্দ করা ও শোকার্তদের সঙ্গে চোখের জল ফেলা।

এজন্য, শ্রদ্ধেয়া, আপনার উচিত মহা আনন্দে মেতে ওঠা, কেননা আপনার পুণ্যেই ঈশ্বর আমাকে প্রকৃত সুখ দেখাচ্ছেন ও তাঁকে হারাবার ভয় থেকে আমাকে মুক্ত করছেন। শ্রদ্ধেয়া, আমি আপনাকে আমার এ অন্তরের কথা জানাচ্ছি যে, অতলন্ত ও সীমাহীন সাগর স্বরূপ সেই ঐশভালবাসা বিষয় ধ্যান করতে করতে আমার মন দিশেহারা হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারছি না, প্রভু কেমন করেই বা আমার সামান্য ও ক্ষণিকের পরিশ্রমের দিকে চেয়ে দেখছেন, পুরস্কারস্বরূপ আমাকে শাশ্বত বিশ্রাম দান করছেন, স্বর্গ থেকে সেই সুখ ভোগ করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যার অন্বেষণ আজ পর্যন্ত আমি শিথিলভাবেই করে এসেছি, এবং এই আমারই কাছে সেই ধন অর্পণ করছেন যা মহা পরিশ্রমের ও অশ্রুজলের পুরস্কার—অথচ সেই ধনের জন্য আমি খুবই কম অশ্রুজল ফেলেছি!

শ্রদ্ধেয়া, সতর্ক থাকুন, পাছে ঈশ্বরের সামনে যে জীবিত, তাকে মৃত বলে গণ্য করে আপনি তার জন্য শোক করায় ঈশ্বরের অসীম মঙ্গলময়তার অপমান করেন; কেননা

এজীবনে থাকার চেয়ে বরং নিজ প্রার্থনার পুণ্যফলেই সে আপনার প্রয়োজনে অধিক সহায়তা করতে পারে।

বিচ্ছেদ তত দীর্ঘ হবে না; আমরা স্বর্গে আবার দেখা করব, ও আমাদের পরিত্রাণের সাধকের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে অফুরন্ত আনন্দ ভোগ করব—প্রাণের সাধ্যমত তাঁর প্রশংসাগান করব ও তাঁর সমস্ত অনুগ্রহদানের নিরন্তর গুণকীর্তন করব। তিনি আমাদের কাছ থেকে তা-ই নিচ্ছেন, আগে যা দিয়েছিলেন; কিন্তু তাই করছেন যাতে পুনরায় তা এমন স্থানেই গড়তে পারেন যা অধিক নিরাপদ ও অগম্য; আরও, তিনি তাই করছেন যাতে আমাদের সেই সমস্ত মঙ্গলদানে ভূষিত করতে পারেন যা আমরা নিজেরাই বেছে নিতাম।

আমার উদ্দীপ্ত বাসনার প্রতি বাধ্যতার খাতিরেই তো আমি এ সমস্ত কথা বলেছি, আপনি যেন, শ্রদ্ধেয়া, ও আপনার সঙ্গে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও আমার বিদায় আনন্দজনক ঘটনা বলে বিবেচনা করেন।

আর আপনি আপনার মাতৃসুলভ আশীর্বাদে আমার সহায়তা করতে রত থাকুন, কেননা ইতিমধ্যে আমি আমার সকল প্রত্যাশার বন্দর অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করছি। আমি আপনাকে লিখতে প্রীত হয়েছি কারণ আমার আর এমন কিছুই নেই যা দ্বারা আপনার কাছে সেই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ করতে পারি যা সন্তান রূপে মাতার প্রতি আমি দেখাতে বাধ্য।

শ্লোক - সাম ৪১:১৩; ৮৩:১১ দ্রঃ

প্র প্রভু, আমার সরলতায়

উ তুমি আমাকে সুস্থির রাখ, তোমার সম্মুখে আমাকে সংস্থিত কর চিরকাল।

প্র দুর্জনদের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং ঈশ্বরের গৃহে নিম্ন স্থানে প্রীত হয়েছি।

উ তুমি আমাকে সুস্থির রাখ, তোমার সম্মুখে আমাকে সংস্থিত কর চিরকাল।

২২শে জুন

# নোলার সাধু পাউলিনুস, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - নোলার বিশপ সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পোপ আলিপিউসের কাছে ৩য় পত্র ১, ৫, ৬)

## পবিত্র আত্মা দ্বারা

## ঈশ্বর তাঁর সকল দাসের অন্তরে তাঁর ভালবাসা সঞ্চার করেন

এই তো সেই প্রকৃত ভালবাসা, এই তো সেই সিদ্ধ প্রেম যা আপনি, হে আমার সত্যকার মঙ্গলময়, কোমল ও প্রিয়তম প্রভু, আমাদের ক্ষুদ্রতার প্রতি পোষণ করতে দেখিয়েছেন। আমাদের যুলিয়ান কার্থাগো থেকে ফিরে আসছিল বিধায় আপনি তার হাতে যে পত্র ন্যস্ত করেছেন, তা আমরা পেয়েছি। পত্রটি আপনার সাধুতার এমন উজ্জ্বল জ্যোতি আমাদের এনে দেয় যাতে বলতে পারি যে, আমরা আপনার ভালবাসা জানি শুধু নয়, তার অতিরিক্ত প্রমাণও পেয়েছি। এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, তেমন ভালবাসা তাঁরই থেকে নির্গত যিনি জগৎসৃষ্টির সময় থেকে নিজের উদ্দেশে আমাদের নিরূপণ করেছেন। জন্ম নেবার আগেও আমরা তাঁর মধ্যে ছিলাম, কারণ আমরা নিজেদের নির্মাণ করিনি, তিনিই আমাদের নির্মাণ করলেন (সাম ১০০:৩ দ্রঃ)। তিনিই সেই সমস্ত কিছু গড়লেন যা ভবিষ্যতেই ঘটবার কথা।

তাঁর পূর্বজ্ঞান ও কর্ম দ্বারা আমরা এমনভাবেই গঠিত হয়েছি যাতে একই ইচ্ছা ও একই বিশ্বাসের অধিকারী হতে পারি, বা আরও সূক্ষ্মরূপে কথা বলতে গেলে, আমরা যেন সেই পরম ঐক্যেই বিশ্বাসী হই। আমরা ভালবাসা দ্বারাই সুসংবদ্ধ হয়েছি, যাতে পরস্পরকে দেখবার আগেও আত্মার ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজেদের জানতে পারি।

সুতরাং, আসুন, প্রভুতে আনন্দ করি ও সান্ত্বনা পাই, কারণ সর্বদা অভিন্ন হয়ে থেকেও তিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সর্বস্থানে আপন ভক্তদের উপর আপন ভালবাসা বর্ষণ করেন। তিনি সেই আত্মাকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সমস্ত সৃষ্টির উপরে বর্ষণ করেছেন, তাতে তাঁর জীবনদায়ী প্রেরণা দ্বারা ঈশ্বরের নগর আনন্দিত করে তুললেন। এ নগরের বাসিন্দাদের মাঝে তিনি সঙ্গতভাবেই আপনাকে এত উচ্চ পদে রাখতে ইচ্ছা করেছেন

যে, আপনি *তাঁর আপন জাতির নেতৃবৃন্দের মাঝে* প্রৈরিতিক আসনে আসন নিয়েছেন (সাম ১১৩:৮)। একই প্রকারে আমাদেরও আপনার একই নিয়তির অংশীদার করে তিনি মাটি থেকে আমাদের উন্নীত করেছেন ও আমাদের দীনতা থেকে আমাদের তুলে এনেছেন।

কিন্তু এর চেয়ে আমরা এতেই অধিক আনন্দিত যে, প্রভু আপনার হৃদয়ে আমাদের এতই ঘনিষ্ঠ এক স্থানের অধিকারী করেছেন যাতে আপনার বিশেষ স্নেহের পাত্র হতে পারি। ব্যাপারটা এমন যা বিনা প্রতিদানে থাকতে পারে না; এজন্য আমরা আপনার কাছে আমাদের অকপট ভালবাসা পুনরায় ঘোষণা করি।

এখন আমাদের এমনটি দিন, যেন আপনার কাছে আমাদের একটি বাসনা ব্যক্ত করতে পারি। এ পরিপ্রেক্ষিতে একথা জেনে রাখুন যে, এ পাপী মানুষ কেবল এ উদ্দেশ্যেই অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া থেকে বেরিয়েছে, জীবনদায়ী বাতাস শ্বাস নিয়েছে, লাঙলে হাত দিয়েছে ও কাঁধে খ্রিষ্টের ক্রুশ তুলে নিয়েছে, যাতে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারে। ঠিক এ কারণেই আপনার প্রার্থনা আমাদের একান্ত দরকার। আপনার অন্যান্য গুণের সঙ্গে এটিকেও যোগ করুন: আপনার প্রার্থনায় আমাদের বোঝা লঘুভার করুন। যে সাধু—ভাই বলবার এমন সাহস আমার তো নেই!—শ্রান্ত মানুষকে সাহায্য দান করেন, তিনি মহানগরীর মতই উৎকীর্তিত হবেন। আপনার পুণ্য ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা একখানা রুটি প্রেরণ করেছি: সেই রুটি হল আমাদের ঐক্যের প্রতীক, আবার অনন্য পরিপূর্ণ ত্রিত্বেরও প্রতীক। প্রসন্ন হয়ে সেই রুটি খান, যাতে তা প্রসাদ হয়ে ওঠে।

**শ্লোক** - সিরা ৩১:৮, ১১, ১০ দ্রঃ

℣ সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না:

℟ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

℣ অপরাধ করতে পারলেও সে অপরাধ করেনি, অনিষ্ট করতে পারলেও সে তা করেনি:

℟ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

একই দিন ২২শে জুন

## বিশপ সাধু জন ফিশার ও সাধু টমাস মোর, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - কন্যা মার্গারেটের কাছে কারারুদ্ধ বিশপ সাধু টমাস মোরের পত্র থেকে পাঠ (পৃঃ ৫৩০-৫৩২)

### ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশা রেখে
### আমি তাঁরই হাতে নিজেকে সঁপে দিই

স্নেহের মার্গারেট, আমি জানি: আমার নিজের শঠতার জন্যই ঈশ্বরের বিসর্জনের যোগ্য হয়েছি; তথাপি তাঁর অসীম করুণায় আস্থা রাখায় আমি কখনও ক্ষান্ত নই, কেননা তাঁর অনুগ্রহ আজ পর্যন্ত আমাকে দৃঢ় করে রেখেছে, ও আমার হৃদয়ে এত আনন্দ ও সুখ সঞ্চার করেছে যে, নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে শপথ নেওয়ার চেয়ে আমি বরং আমার যত সম্পদ, মাতৃভূমি ও জীবন পর্যন্তই বিসর্জন দিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছি। তিনি রাজাকে আমার প্রতি প্রসন্ন করেছেন, তাই রাজা আমাকে কেবল স্বাধীনতাই থেকে বঞ্চিত করায় তুষ্ট হয়েছেন। আরও বলব: ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার এত উপকার করেছে ও এমন আত্মিক শক্তি দিয়েছে যার জন্য আমি এ কারাদণ্ডকে আমার উপর বর্ষিত উপকারগুলোর মধ্যে প্রধান উপকার বলে বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

এজন্য আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারি না। তিনি ইচ্ছা করলে তবে রাজাকে আমার প্রতি প্রসন্ন রাখবেন যেন রাজা আমার কোন অনিষ্ট না ঘটান। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধান্ত নেন আমাকে আমার পাপরাশির জন্য কষ্টভোগ করতে হবে, তবে তাঁর অনুগ্রহ নিশ্চয়ই আমাকে এমন শক্তি দেবে যাতে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে, এমনকি হয় তো আনন্দের সঙ্গেও গ্রহণ করে নিতে পারি। তাঁর তিক্ততম যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে তাঁর অসীম করুণা এমনটি করবে, যাতে আমার দুঃখকষ্ট শৌচাগ্নি-স্থানের শাস্তি থেকে আমাকে মুক্ত করে, এমনকি স্বর্গে আমার আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কারের পাত্র করে তোলে।

স্নেহের মার্গারেট, নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব করলেও তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহ করতে আমি পারি না, চাইও না। আর যদিও ভয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে পড়তাম, তবু

তখনও সেই সাধু পিতরের কথা স্মরণ করতাম যিনি অল্পবিশ্বাসের কারণে বাতাসের প্রথম আঘাতে সাগরে ডুবে যাচ্ছিলেন, এবং আমিও তাঁরই মত করতাম, অর্থাৎ খ্রিষ্টকে ডেকে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করতাম। আমি এতে নিশ্চিত যে, তিনি নিজ পুণ্যতম হাত আমার দিকে বাড়াবেন পাছে আমি সমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে ডুবে যাই। আর যদি তিনি এও হতে দেন যে, আমি সাধু পিতরের অনুকরণে অধিক নিম্নতর পর্যায়ে পড়ব, অর্থাৎ তাঁকে ত্যাগ করব, অস্বীকার করব, বারবারও অস্বীকার করব (হায় হায়, তাঁর ভক্তিময় যন্ত্রণাভোগের পুণ্যে আমাদের প্রভু যেন এ শোচনীয় পরিণাম থেকে আমাকে রেহাই দেন; তেমন নিচতার মূল্যে আমার বিজয়ের চেয়ে আমার পরাজয়েরই ব্যবস্থা করুন!), তবু এক্ষেত্রেও তাঁর করুণায় আস্থা রাখায় ক্ষান্ত হব না, এ কথায় নিশ্চিত হয়ে যে, তিনি সাধু পিতরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন আমার উপরেও সেরূপ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করবেন ও পুনরায় আমাকে সোজা করে দাঁড় করাবেন যাতে আমি পুনরায় সত্য স্বীকার করি ও বিবেককে দোষমুক্ত করি—হ্যাঁ, আমার পূর্ব অস্বীকারোক্তির লজ্জা ও দণ্ড আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই ভোগ করতাম।

যাই হোক, স্নেহের মার্গারেট, আমি ভাল করেই জানি যে, আমার নিজের দোষেই ছাড়া তিনি আমাকে কখনও ত্যাগ করবেন না; এজন্য দৃঢ়তম আস্থায় পরিপূর্ণ হয়ে আমি তাঁরই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিই। কিন্তু তবুও আমার পাপের ফলে তিনি যদি আমার মৃত্যু ঘটতে দেন, তবে আমার মধ্যে তাঁর ন্যায্যতাই প্রশংসিত হবে। সুতরাং, হে মার্গারেট, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, ও এমন প্রত্যাশা পোষণ করি যে ঈশ্বরের স্নেহময় মমতা আমার দীনহীন প্রাণ ত্রাণ করবে ও আমাকে তাঁর করুণার গুণকীর্তন করতে দেবেন। এজন্য, হে স্নেহের কন্যা, ইহলোকে আমার যা কিছুই ঘটবে না কেন, তাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না, কেননা ঈশ্বর ইচ্ছা না করলে কিছুই ঘটে না; আর এবিষয়ে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, যা কিছু ঘটবে তা যতই অশুভ বলে মনে হবে না কেন, তবু প্রকৃতপক্ষে তা আমার মঙ্গলের জন্যই ঘটবে।

## শ্লোক

℣ নিপীড়নে খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমরেরা স্বর্গের দিকে ফিরে বলছিলেন:

℟ প্রভু, তোমার কাজ সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করতে আমাদের সহায়তা কর।

৵ তোমার দাসদের সাহায্য কর, তোমার হাতের রচনা সম্পন্ন কর।

৶ প্রভু, তোমার কাজ সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করতে আমাদের সহায়তা কর।

২৪শে জুন

# বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথি

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - নবী যেরেমিয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (১:৪-১০, ১৭-১৯)

**নবীকে আহ্বান**

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল :

‘মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম ;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।’
তখন আমি বললাম,
‘আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর !
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।’

কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
‘“আমি বালক” এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।
তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।’
—প্রভুর উক্তি।

তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
‘দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।

দেখ, আমি আজ উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'

তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও ;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি,
সবই তাদের বল ;
তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।
আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,
যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

শ্লোক - যেরে ১:৫, ৯, ১০

প্র মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানলাম ; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি ;

উ আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।

প্র দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম ; দেখ, আমি আজ সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।

উ আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ

(উপদেশ ২৬)

## যোহন ও খ্রিষ্টের মাহাত্ম্য

আমরা আজ বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের জন্মতিথি পালন করছি। আমাদের প্রভুর জন্মতিথি ও সাধু যোহনের জন্মতিথি দু'টোই সঙ্গতভাবেই সারা বিশ্বে পালিত, কারণ দু'টোতেই মহা রহস্য নিহিত: বন্ধ্যা এক নারী যোহনের জন্ম দেন, একটি কুমারী খ্রিষ্টকে গর্ভধারণ করেন; এলিশাবেথে বন্ধ্যতা পরাভূত হয়, ধন্যা মারীয়াতে মানব-উদ্ভবের সাধারণ নিয়ম অপূর্ব নিয়মে পরিণত হয়। নিজ স্বামীর সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলেই এলিশাবেথ একটি সন্তানের জন্ম দেন, মারীয়া দূতের সংবাদে বিশ্বাস রেখে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন। এলিশাবেথ এমন মানুষকে গর্ভধারণ করেন যিনি সাধারণ মানুষ, মারীয়া মানবেশ্বরকেই গর্ভধারণ করেন!

যোহন মহান বটে। স্বয়ং ত্রাণকর্তা তাঁর মাহাত্ম্য বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বললেন: *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি* (মথি ১১:১১)। তিনি সবার ঊর্ধ্বে, প্রতিটি মানুষের ঊর্ধ্বেই উৎকৃষ্ট; নবীদের চেয়ে মহান, কুলপতিদের চেয়েও মহত্তর মর্যাদার অধিকারী। নারীজাত যে কোন মানুষই তো যোহনের তুলনায় ছোট, কিন্তু কুমারীর সন্তান তাঁর চেয়ে মহান, যেমন স্বয়ং যোহনই স্বীকার করে বলেন: *যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, আর আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই* (যোহন ১:১৫)।

আমাদের প্রভুর অগ্রদূতের জন্মে ও আমাদের মুক্তিসাধকের জন্মে এ রহস্য নিহিত: নবীর জন্ম আমাদের দীনতার প্রতীক, কিন্তু প্রভুর জন্ম আমাদের উন্নয়নেরই প্রতীক। যোহন তখনই জন্ম নেন যখন দিন ছোট হতে যাচ্ছে, খ্রিষ্ট তখনই জন্ম নেন যখন দিন বড় হতে শুরু করছে, কেননা এ সঙ্গত ছিল যে, মানুষের সম্মানের ঘাটতি হোক ও ঈশ্বরের গৌরবের বৃদ্ধি হোক। যোহন একথা বুঝে ঘোষণা করেছিলেন: *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে* (যোহন ৩:৩০)। যোহন যেন বাণীর সামনে কণ্ঠের মত, সূর্যের সামনে প্রদীপের মত, বিচারকের সামনে অগ্রদূতের

মত, প্রভুর সামনে দাসের মত, বরের সামনে সাক্ষীর মতই আগে আগে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আমরা যখন প্রভুর ধন্য অগ্রদূতকে এমন প্রদীপ বলে গণ্য করেছি যা সত্যকার আলোর আগে আগে গিয়ে আলোর সপক্ষে সাক্ষ্যদান করল যাতে তার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতে পারে, তখন এসো, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁর জরুরী বার্তা শুনি। কেননা তিনিই সেই কণ্ঠস্বর যা বিষয়ে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, *এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে: মরুপ্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের পরমেশ্বরের জন্য রাস্তা সমতল কর। উঁচু করা হোক প্রতিটি উপত্যকা, নিচু করা হোক প্রতিটি পর্বত, প্রতিটি উপপর্বত, অসমতল ভূমি হোক সমতল, শৈলশিরা হয়ে উঠুক সমভূমি। তখনই প্রকাশ পাবে প্রভুর গৌরব, মানবকুল সবাই মিলে তার দর্শন পাবে* (ইশা ৪০:৩-৫)। এসো, আমরাও সেই প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করি যিনি আমাদের হৃদয়ে আসছেন, পাপস্বীকার ও অনুতাপ দ্বারা পাপের বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দিই, আমাদের জীবনের এত বাঁকা ও অসমতল পথ সোজা করি, শুভকর্ম সাধনে প্রকৃত বিশ্বাসের পথ সমতল করি, আমাদের যত সাংসারিক গর্ব নমিত করি, ও আমাদের ভীরুহৃদয় উত্তোলন করি। সবকিছু প্রস্তুত, সোজা, সমতল ও পুনর্মিলিত হলেই আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখতে পাব ঠিক যেরূপে তিনি আছেন, কারণ *শান্তিতেই তাঁর তাঁবু, সিয়োনেই তাঁর আবাসগৃহ* (সাম ৭৬:৩ লাতিন পাঠ্য)।

তাঁর অগ্রদূতের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন চিরকাল ধরে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দর্শন পেতে পারি যিনি একারণে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন ও মৃত্যুর উপরে বিজয়ী হয়ে সেই ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করলেন যেখানে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - লুক ১:৭৬-৭৭

প্র তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে:

উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

প্র তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে তাদের পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা

উ তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৯৩:১-৩)

**আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর**

**যিনি প্রান্তরে চিৎকার করে কথা বলেন**

খ্রিষ্টমণ্ডলী যোহনের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে তাতে বিশেষ একটা পবিত্র অর্থ আরোপ করে। বস্তুতপক্ষে আমরা যোহন ও খ্রিষ্টের জন্মতিথি ছাড়া আর কোন সাধুসাধ্বীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি না। তবু লক্ষ করার বিষয় এ যে, যোহন বৃদ্ধা, অম্লানই নারী থেকে, অপরদিকে খ্রিষ্ট কুমারী একটি তরুণী থেকেই জন্মগ্রহণ করেন। আবার, যোহনের ভাবী জন্মবার্তায় বিশ্বাস না রাখার ফলে পিতা বোবা হলেন; কিন্তু খ্রিষ্ট তাঁর আপন গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবেন বলে বিশ্বাস ক'রে ধন্যা কুমারী বিশ্বাস গুণে তাঁকে গর্ভধারণ করলেন।

মনে হচ্ছে, যোহন সেই দু'টো সন্ধি তথা প্রাক্তন ও নব সন্ধির মধ্যস্থানে যেন সীমারেখারই মত উপস্থিত। তিনি যে একপ্রকারে একটা সীমানা, স্বয়ং প্রভুই তা স্পষ্ট বলেছিলেন: *যোহন পর্যন্ত বিধান ও নবীদের সময় ছিল* (লুক ১৬:১৬)। তাই যোহন হলেন প্রাচীন সন্ধির অংশ ও নবসন্ধির সংবাদের প্রতীক: প্রাচীন সন্ধির দিক দিয়ে তিনি দু'জন প্রাচীন ব্যক্তি থেকে জন্ম নেন, ও নবসন্ধির দিক দিয়ে মাতৃগর্ভে থাকাকালেও নবী বলে অভিহিত হন। জন্মগ্রহণের আগেও যোহন মারীয়ার আগমনে মাতৃগর্ভে উল্লাস করেছিলেন: সেসময় থেকেই আলোতে আসবার আগেই তো তাঁকে সেই নবী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সেসময় থেকেই প্রদর্শিত হয়, তিনি কার পথপ্রদর্শক হবেন, যদিও তখনও যিশু তাঁকে দেখেননি। এসব ঘটনা দিব্য, এমন ঘটনা যা মানবীয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির অতীত। অবশেষে তিনি জন্ম নেন, তাঁর নামকরণ হয় ও পিতার জিহ্বার জড়তা খুলে যায়। বাস্তব ঘটনার অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য সেই ঘটনা বর্ণনা করাই যথেষ্ট।

জাখারিয়া প্রভুর অগ্রদূত সেই যোহনের জন্ম পর্যন্ত বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে নীরব হয়ে থাকেন। আবার সেই জন্মলগ্নেই তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পান। খ্রিষ্টের বাণীপ্রচারের আগে ভাববাণী যে অস্পষ্ট ও অন্ধকারময়, একথা ছাড়া জাখারিয়ার নীরবতার অর্থ কীবা হতে পারে? যিশুর আগমনেই ভাববাণীর অর্থ প্রকাশিত হয়; পূর্বঘোষিত সেই ব্যক্তি

যখন আসন্ন, তখনই ভাববাণী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যোহনের জন্মলগ্নে জাখারিয়ার মুখ যে আবার খোলে ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সময়ে সেই পরদা যে বিদীর্ণ হয়, তা তো একই কথা। যদি যোহন নিজেরই কথা প্রচার করতেন, তাহলে তিনি জাখারিয়ার মুখ খুলতে পারতেন না। কণ্ঠস্বর আবির্ভূত হয় বলেই জিহ্বার জড়তা ঘুচে যায়। বাস্তবিকই যখন যোহন প্রভুর কথা পূর্বঘোষণা করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: *আপনি কে?* আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *আমি এমন একজনের কণ্ঠস্বর যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে কথা বলেন* (যোহন ১:১৯, ২৩)। যোহন হলেন কণ্ঠস্বর, কিন্তু প্রভুর বিষয়ে বলা হয়: *আদিতে ছিলেন বাণী* (যোহন ১:১)। যোহন ক্ষণিকের জন্যই কণ্ঠস্বর, খ্রিষ্ট কিন্তু আদি থেকেই সনাতন বাণী।

**শ্লোক** - লুক ১:৭৬-৭৭

*প্র* তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে:

*উ* তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

*প্র* তাঁর জনগণকে জানিয়ে দিতে তাদের পাপক্ষমায় সাধিত পরিত্রাণের কথা

*উ* তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।

২৭শে জুন

# আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধু সিরিল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের পত্রাবলি থেকে পাঠ (১ম পত্র)

## কুমারী মারীয়ার দিব্য মাতৃত্ব

আমি অত্যন্ত বিস্মিত, কারণ এমন কেউ কেউ আছে যারা স্পষ্টই সন্দেহ করে পবিত্রা কুমারীকে ঈশ্বরজননী বলে অভিহিত করা উচিত কিনা। আর আসলে, যখন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, তখন যিনি তাঁকে প্রসব করেছেন, সেই পবিত্রা কুমারী কেনই বা ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা হবেন না? খ্রিষ্টের শিষ্যেরাই তো এ বিশ্বাস আমাদের কাছে হস্তান্তর করলেন, যদিও তেমন নাম কখনও ব্যবহার করেন না। আমরা পুণ্যবান পিতৃগণ দ্বারাও একই প্রকার শিক্ষা পেয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে সুবিখ্যাত আমাদের সেই পিতা আথানাসিউস পরমপবিত্র ও সমস্বরূপময় ত্রিত্ব বিষয়ক যে পুস্তক লিখেছেন, তার তৃতীয় অধ্যায়ে কুমারীকে বারবার 'ঈশ্বরজননী' বলে অভিহিত করেন। তাই এই পর্যায়ে আমি তাঁর নিজের বাণী প্রয়োগ করতে নিজেকে বাধ্য মনে করি; তাঁর বাণী এরূপ: 'আমরা এবিষয়ে যেভাবে বারবার চেতনা দিয়েছি, পবিত্র শাস্ত্রের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট সম্বন্ধে উভয় কথা ঘোষণা করা, তথা তিনি ঈশ্বর, এবং পিতার বাণী, তাঁর প্রভা ও তাঁর প্রজ্ঞা হওয়ায় তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু কখনও হননি; একইসঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করা দরকার যে, কাল পূর্ণ হলে সেই একই খ্রিষ্ট ঈশ্বরজননী কুমারী মারীয়া থেকে মাংসধারণ করে আমাদের জন্য মানুষ হলেন।'

আর কয়েকটা উক্তির পর তিনি বলে চলেন, 'অনেকেই রয়েছেন যাঁরা পুণ্যবান ছিলেন ও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত: বস্তুতই যেরেমিয়াকে মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্রিত করা হয়েছিল, ও যোহন জন্ম নেবার আগেও ঈশ্বরজননী মারীয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আনন্দে নড়ে উঠলেন।'

আর প্রকৃতপক্ষে আথানাসিউস সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, কারণ তিনি এমন কিছু কখনও বলেননি যা পবিত্র শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আর ঈশ্বরের

অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত পবিত্র শাস্ত্রও একথা ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরের বাণী মানুষ হলেন, অর্থাৎ চেতনাসম্পন্ন প্রাণ-বিশিষ্ট মাংসের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুতরাং, ঈশ্বরের বাণী আব্রাহামের বংশকে আপন করে নিলেন ও নিজের জন্য একজন নারী থেকে এক দেহ গঠন করে নিজেকে রক্ত ও মাংসের সহভাগী করলেন, যার ফলে তিনি এখন ঈশ্বর শুধু নন, বরং সেই সংযোজনের ফলে তিনি মানুষও হলেন, এমন মানুষ যে মানুষ আমাদের সদৃশ বলে জ্ঞাতব্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই ইম্মানুয়েল দু'টো উপাদান দিয়ে গঠিত, তথা ঈশ্বরত্ব ও মানবতা। তথাপি যিনি একইসময়ে ঈশ্বর ও মানুষ, স্বরূপে একমাত্র সত্যকার পুত্র সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এক; তিনি এমন ঈশ্বরীকৃত মানুষ নন, অর্থাৎ কিনা অনুগ্রহ গুণে যাদের ঐশস্বরূপের অংশীদার করা হয়েছে তিনি তাদের মত নন; তিনি বরং সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানবরূপে আবির্ভূত হলেন, যেভাবে পলও বলেন, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি* (গা ৪:৪)।

## শ্লোক

*প্র* সিরিল ঈশ্বরের সম্মুখে কর্মকীর্তি সাধন করলেন; পৃথিবী জুড়ে তাঁর ধর্মশিক্ষা ছড়িয়ে পড়ল:

*উ* তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বরের চরণে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

*প্র* ঈশ্বরের যাজক সিরিল প্রভুর বিধান নিশিদিন জপ করলেন:

*উ* তিনি আমাদের প্রভু ঈশ্বরের চরণে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করুন।

২৮শে জুন

# সাধু ইরেনেউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২০:৫-৭)

## জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব,
## ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন

যেহেতু ঈশ্বরের বিভা জীবনদায়ী, সেজন্য যারা ঈশ্বরকে দেখে, তারা জীবনপ্রাপ্ত হয়। আর এজন্য যিনি অনুপলভ্য, দুর্জ্ঞেয় ও অদৃশ্য, তিনি মানুষের কাছে দৃশ্য, জ্ঞেয় ও উপলভ্য বলে নিজেকে অর্পণ করেন, যারা তাঁকে বোঝে ও দেখে, তিনি যেন তাদের জীবনদান করতে পারেন। বিনা জীবনে জীবনযাপন করা অসম্ভব, কিন্তু জীবন ঈশ্বরত্বে সহভাগিতা থেকেই আগত, আর ঈশ্বরত্বে তেমন সহভাগিতা ঈশ্বরকে দেখা ও তাঁর মঙ্গলময়তা উপভোগ করায় প্রকাশ পায়।

সুতরাং জীবিত হবার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে দেখবে, আবার তেমন দর্শনের ফলে সে অমর ও ঐশ্বরিক হয়ে উঠবে। আমি আগেও বলেছিলাম যে, একথা নবীদের দ্বারা দৃষ্টান্তের আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁরা বলেছিলেন যে, যারা তাঁর আত্মাকে বহন করে ও তাঁর আগমনের নিত্য প্রতীক্ষায় থাকে, তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে, যেমনটি মোশি দ্বিতীয় বিবরণে বলেন: *আমরা আজ দেখেছি যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, যার ফলে মানুষ জীবন পেতে পারে* (দ্বিঃবিঃ ৫:২৪ দ্রঃ)।

যিনি নিজ মহত্ত্ব ও প্রভা অনুসারে সবকিছুর মধ্যে সবকিছু করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টজীবের কাছে অদৃশ্য ও অবর্ণনীয় হয়েও তবু তাদের কাছে অজ্ঞাত হয়ে থাকেন না; বস্তুতপক্ষে, তাঁর বাণী দ্বারা সকলে একথা শেখে যে, পিতা হলেন সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি নিজের মধ্যে সবকিছু ধারণ করেন ও সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করেন, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তাঁকে তিনিই প্রকাশ করেছেন* (যোহন ১:১৮)।

তাহলে, আদি থেকেই সেই পুত্র হলেন পিতার প্রকাশকারী, কেননা আদি থেকেই তিনি পিতার সঙ্গে আছেন: উপকারিতার উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত সময়ে একটি সুনিরূপিত ও সুসম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থা অনুসারে মানবজাতির কাছে নবীদের দর্শন, নানা প্রকার অনুগ্রহদান ও সেবাকর্ম, ও পিতার গৌরব দেখিয়ে দিয়েছেন। বাস্তবিকই যেখানে সুনিরূপিত ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে সুসম্পর্কও রয়েছে, আর যেখানে সুসম্পর্ক রয়েছে সেখানে নির্ধারিত সময়ও রয়েছে, আর যেখানে নির্ধারিত সময় রয়েছে সেখানে উপকারিতাও রয়েছে।

এজন্য বাণী হলেন মানুষের উপকারিতার উদ্দেশ্যে পিতার অনুগ্রহের বিতরণকারী। তাদের জন্য তিনি পরিত্রাণের বহু ব্যবস্থা নিরূপণ করলেন; যথা মানুষের কাছে ঈশ্বরকে দেখালেন ও ঈশ্বরের কাছে মানুষকে উপস্থাপন করলেন, তবু পিতার অদৃশ্যতা রক্ষা করলেন, যাতে মানুষ ঈশ্বরকে কখনও তুচ্ছ না ক'রে বরং তার যেন এমন একটা কিছু সবসময় থাকে যার দিকে সে ধাবিত থাকতে পারে। একইসঙ্গে তিনি বহু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে মানুষের কাছে দৃষ্টিগোচর করলেন, পাছে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বঞ্চিত হলে মানুষ অস্তিত্ব-বঞ্চিত হয়; কেননা জীবিত মানুষই তো ঈশ্বরের গৌরব, ও ঈশ্বরের দর্শনই তো মানুষের জীবন। বস্তুত যখন সেই ঈশ্বরের প্রকাশ যা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত, তা পৃথিবীর বুকে যত জীবকে জীবন দান করে, তখন সেই পিতার প্রকাশ যা বাণীর মাধ্যমেই অর্জিত, যারা ঈশ্বরকে দেখে, তাদের জন্য তা জীবনদানের কতই না মহত্তর কারণ।

**শ্লোক** - মালা ২:৬; সাম ৮৯:২২

*প্র* তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,

*উ* সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

*প্র* প্রভুর উক্তি: আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে তুলবে শক্তিশালী।

*উ* সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

২৯শে জুন

# প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৫–২:১০)

**যেরুশালেমে পিতর ও পলের সাক্ষাৎ**

ভ্রাতৃগণ, আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুশালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুশালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোব ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রিষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে, যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

কেবল চৌদ্দ বছর পরেই আমি বার্নাবাসের সঙ্গে আবার যেরুশালেমে গেলাম; তখন তীতকেও সঙ্গে নিলাম; আমি তো ঐশপ্রকাশ পাবার ফলেই সেখানে গিয়েছিলাম। তখন, যে সুসমাচার আমি বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচার করে থাকি, তা সেখানকার ভাইদের কাছে ব্যক্ত করলাম, কিন্তু ঘরোয়া এক বৈঠকে, যাঁরা গণ্যমান্য, তাঁদেরই কাছে, পাছে এমনটি ঘটে যে, আমি বৃথা দৌড়োচ্ছি বা দৌড়িয়েছি। এমনকি, সেই তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে পরিচ্ছেদিত করার কোন দাবি করা হল না, তাও ঘটল

সেই ভণ্ড ভাইদের কারণে, যারা আমাদের মধ্যে গোপনে ঢুকে পড়েছিল; তাদের অভিপ্রায় ছিল এ, খ্রিষ্ট যিশুতে আমরা যে স্বাধীনতা ভোগ করি, সেদিকে গোপন নজর রাখবে, যেন আমাদের দাস করে তুলতে পারে। কিন্তু আমরা এক মুহূর্ত মাত্রও তাদের কাছে নত হইনি, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের মধ্যে অটল থাকতে পারে। কিন্তু যাঁরা গণ্যমান্য বলে গণ্য ছিলেন—তাঁরা আসলে গণ্যমান্য ছিলেন বা ছিলেন না, এতে আমার কিছু আসে যায় না, ঈশ্বর তো মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না!—সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরাও আমাকে নতুন কোন বাণী যোগ করতে আদেশ করেননি; তাঁরা বরং যখন দেখলেন, অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, যেভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে প্রচারের ভার পিতরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল,—কারণ পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন—এবং তাঁরা যখন আমার কাছে দেওয়া অনুগ্রহ স্বীকার করলেন, তখন যাকোব, কেফাস ও যোহন—তাঁরা তো স্তম্ভ বলে স্বীকৃত—সহভাগিতার চিহ্নরূপে আমাকে ও বার্নাবাসকে ডান হাত দিলেন, যেন আমরা বিজাতীয়দের কাছে যাই, আর তাঁরা পরিচ্ছেদিতদের কাছে যান; শুধু চাইলেন, আমরা যেন গরিবদের কথা স্মরণ করি: আর আমি তা করতে খুবই যত্নবান ছিলাম।

শ্লোক - মথি ১৬:১৮-১৯

প্র তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না।

উ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।

প্র পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।

উ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮২:১, ৩-৬)

## এঁরাই পুণ্যবান পিতৃগণ ও প্রকৃত পালক

প্রিয়জনেরা, সমগ্র বিশ্বই তো মহোৎসবগুলোতে সমষ্টিগত ভাবে যোগ দেয়, কেননা বিশ্বাস থেকে নির্গত ভক্তির দাবিই যে, যা সকলের পরিত্রাণের জন্য ঘটিতই বলে উদ্‌যাপিত, তা সকলের আনন্দেই পালিত হবে। কিন্তু, সারা বিশ্ব জুড়ে পর্বটির স্বীকৃত মর্যাদার কথা ছাড়া, আজকের দিনের মহোৎসব আমাদের এ নগরীতেই বিশেষ আনন্দের সঙ্গে পালিত হওয়ার কথা, যাতে যেখানে প্রেরিতদূতদের প্রধানদের গৌরবময় মৃত্যু ঘটেছে, সেইখানে তাঁদের সাক্ষ্যমরণের দিনে আনন্দ সর্বোচ্চ মাত্রার নাগাল পেতে পারে।

হে রোম, এঁরাই সেই ব্যক্তিত্ব যাঁদের গুণে তোমার মধ্যে খ্রিষ্টের সুসমাচার উদ্ভাসিত হয়েছে; আর তুমি যে ছিলে ভুলভ্রান্তির গুরু এখন হয়ে উঠেছ সত্যের শিষ্যা। এঁরাই তোমার প্রকৃত পিতৃগণ ও তোমার প্রকৃত পালক, যাঁরা তোমার জন্য স্বর্গরাজ্যের পথ উন্মুক্ত করতে তোমাকে এমন উত্তমরূপেই ও মহত্তর সৌভাগ্যের সঙ্গেই স্থাপন করলেন যে যাঁরা তোমার প্রাচীরের ভিত স্থাপন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তুলনা করা যায় না। কেননা তাঁদের একজন, এমনকি যিনি তোমাকে নাম দিয়েছেন, সেই রোমুলুস নিজ ভাইয়ের রক্তপাতে তোমাকে কলঙ্কিতা করেছিলেন। কিন্তু এ দু'জন প্রেরিতদূতই প্রকৃতপক্ষে তোমাকে এমন গৌরবে উন্নীতা করেছেন যাতে পবিত্র দেশ, মনোনীত জাতি, যাজকীয় ও রাজকীয় নগরী, ও পিতরের আসনের জন্য বিশ্বের রাজধানী হয়ে উঠে তুমি তোমার পার্থিব সাম্রাজ্যের জন্য নয়, দিব্য ধর্মের কারণেই বরং অধিক বিস্তারিত কর্তৃত্ব লাভ করতে পার।

কেননা নানা ভাষায় কথা বলার শক্তি পেয়ে প্রেরিতদূতেরা যখন বিশ্ব জুড়ে সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন ও নিজেদের মধ্যে পৃথিবীর নানা দেশ বিভক্ত করলেন, তখন প্রেরিতদূতবর্গের প্রধান হওয়ায় সেই ধন্য পিতরের কাছেই রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী দেওয়া হয়েছে। এমনটি ঘটল যেন যে সত্যের আলো সকল জাতির পরিত্রাণের জন্য আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা মাথা থেকে দেহের বাকি অংশে অধিক কার্যকারিতার সঙ্গেই

বিস্তার লাভ করতে পারে। হে ধন্য পিতর, ঠিক এ নগরীতেই আসতে তুমি তো ভয় কর না, আর যিনি একদিন গৌরবেও তোমার সঙ্গী হবেন, প্রৈরিতিক কাজে তোমার সঙ্গী সেই পল যখন অন্য মণ্ডলীর কল্যাণে ব্যস্ত আছেন, তখন তুমি তো এই হিংস্র পশুর জঙ্গলে ও আলোড়িত ও গভীরতম মহাসাগরে পা বাড়াও ও সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে তুমি একসময়ে যেমন হেঁটেছিলে তার চেয়ে মহত্তর সাহস এইখানে এসে দেখাচ্ছ।

একথা সত্য যে, তোমার অন্তরে শক্তি ও আস্থা সঞ্চার করার জন্য যথেষ্ট অলৌকিক কাজ, বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদান ও তোমার স্বভাবের অলঙ্কার সেই বিশেষ বিশেষ গুণও অংশ নিয়েছিল: বাস্তবিকই তুমি ইতিমধ্যে ইহুদী ধর্ম থেকে আগত ভক্তদের উদ্বুদ্ধ করেছিলে ও সেই আন্তিওখিয়ায় মণ্ডলী স্থাপন করেছিলে যেখানে প্রথম বারের মত 'খ্রিষ্টিয়ান' গৌরবময় নাম ধ্বনিত হয়েছিল; তাছাড়া তুমি পন্তসে, গালাতিয়াতে, কাপ্পাদোকিয়াতে, এশিয়াতে ও বিথিনিয়াতে সুসমাচারের বিধান ছড়িয়ে দিয়েছিলে। আর এখন তুমি একই সৎসাহসের সঙ্গে পরিকল্পিত কাজের সাফল্য বিষয়ে কোন সন্দেহ না করে ও তোমার বয়সের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্রুশের গৌরবময় জয়ধ্বজা রোম সাম্রাজ্যের দৃঢ়দুর্গেই আনলে। তুমি এখানে প্রবেশ করার আগে ঐশসঙ্কল্পের জোরে অধিকারের মর্যাদা ও তোমার ভাবী যন্ত্রণাভোগের গৌরব এখানে ইতিমধ্যে এসে গেছিল।

এ নগরীতে তোমার আগমনকালে তোমাকে বরণ করতে সেই পল এগিয়ে এসেছিলেন, যিনি প্রৈরিতিক কাজে তোমার সঙ্গী, ঈশ্বরের মনোনীত পাত্র, ও বিধর্মীদেরই জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ধর্মাচার্য। আর তিনি তোমার সঙ্গে ঠিক সেই সময়েই যোগ দিলেন, যখন নেরোর স্বৈরাচারী শাসনকালে সততা, ব্যক্তি-মর্যাদা ও স্বাধীনতার শেষ লক্ষণও অদৃশ্য হতে যাচ্ছিল। সমস্ত রিপুর আগুনে দগ্ধ হয়ে এই নেরো রোষে এমন ক্ষিপ্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সে-ই প্রথম খ্রিষ্টনাম সর্বত্রই নির্যাতন করতে শুরু করল—তার নির্বুদ্ধিতায় সে মনে করছিল যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভক্তদের রক্ত দ্বারা নিভিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু এঁদের বিবেচনায় মৃত্যু ছিল সর্বোচ্চ লাভ, কারণ এ ক্ষয়শীল জীবনের প্রতি অবজ্ঞা তাঁদের জন্য শাশ্বত সুখ পাবার উপায়েই পরিণত হত।

অতএব, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫), আর যে ধর্ম খ্রিষ্টের ক্রুশ-রহস্যের উপরে স্থাপিত, তা হিংস্রতার কোন শক্তি দ্বারাও ধ্বংসিত

হতে পারে না! নির্যাতন দ্বারা মণ্ডলীর হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই পায়, এবং প্রভুর মাঠ উত্তরোত্তর বর্ধমান শস্যে পরিবৃত হয়, কেননা গমের দানাগুলো একটার পর একটা মাটিতে পড়তে পড়তে শতগুণেই পুনর্জীবন লাভ করে।

**শ্লোক** - মথি ৫:১২ দ্রঃ

*প্র* হে পিতর ও পল, তোমরা যে বিজয়ী ও ঈশ্বরের বন্ধু,

*উ* আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর!

*প্র* হে মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিত্ব, তার যুদ্ধ-সংগ্রামে গৌরবময় সেনাপতি, স্বর্গীয় রাজপ্রাসাদের সেরা সৈন্য, বিশ্বের প্রকৃত বাতি,

*উ* আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর!

*অথবা* **(খ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৬)

**আমাদের প্রভুই এ স্তম্ভগুলো সুস্থির করলেন**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো জান, আমাদের প্রভুর সকল প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের মধ্যে কেমন করে এই দু'জনই, যাঁদের মহোৎসব আমরা আজ পালন করছি, বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে প্রতীয়মান। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ এঁদেরই হাতে বিশেষভাবে প্রভু পবিত্র মণ্ডলীকে ন্যস্ত করেছেন।

বাস্তবিকই সাধু পিতর যখন ঘোষণা করলেন যে প্রভুই ঈশ্বরের পুত্র, তখন প্রভু তাঁকে উত্তরে বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব* (মথি ১৬:১৮)। আবার স্বয়ং প্রভুই পলকে একপ্রকারে তাঁর সমকক্ষ করলেন, যেমনটি পল নিজেই বলেন: *পিতরকে পরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয় হয়েছিলেন, আমাকে অপরিচ্ছেদিতদের কাছে প্রেরিতদূত করতে সেই তিনি আমার অন্তরেও সক্রিয় হয়েছিলেন* (গা ২:৮)। এঁদেরই তো প্রভু মণ্ডলীকে দেবেন বলে নবীর মুখ দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: *তোমার পুত্রেরা*

*থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে* (সাম ৪৫:১৭)। পবিত্র মণ্ডলীর পিতৃপুরুষেরা হলেন সেই পুণ্যবান কুলপতি ও নবীরা যাঁরা প্রথম ঈশ্বরের বিধান শিখিয়েছিলেন ও আমাদের প্রভুর আগমনের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন। প্রভুর আগমনের আগে নবীদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছিল বটে, কিন্তু এর কারণ ছিল জনগণের পাপ!

পরে আমাদের প্রভু এলেন, আর নবীদের স্থলে পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের মনোনীত করলেন। তাতে নবীর ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছে: *তোমার পুত্রেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে।* এখন তোমরা লক্ষ কর, কেমন করে তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রেরিতদূতদের মর্যাদা নবীদের মর্যাদার চেয়ে মহান। বাস্তবিকই নবীরা কেবল একটি জাতির জনপ্রধান বলে অভিহিত হয়েছিলেন, কেবল একটি দেশেই ও পৃথিবীর কেবল একটি অংশেই বাস করেছিলেন; কিন্তু প্রেরিতদূতদের বেলায় তিনি বলেন: *তুমি তাদের করে তুলবে জনপ্রধান সারা পৃথিবীর উপর* (সাম ৪৫:১৭)। ভ্রাতৃগণ, এ প্রেরিতদূতদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা কোন্ দেশেই স্বীকৃত নয়? তাঁরা হলেন সেই স্তম্ভ যাঁরা ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ দানে পবিত্র মণ্ডলীকে সুস্থির রাখেন; আর তেমন স্তম্ভগুলো স্বয়ং প্রভুই সুস্থির করলেন, কেননা এ স্তম্ভগুলো আগে যথেষ্ট দুর্বল ছিলেন: নিজেদেরও বহন করতে পারতেন না, পরকেও না। তবু এ ঈশ্বরের অপরূপ সঙ্কল্প অনুসারেই ছিল, যাতে তাঁরা যদি আগেও বলবান হতেন, তবে এমন কেউ মনে করতে পারত যে, তাঁরা নিজেদেরই মধ্যে বল পাচ্ছিলেন। এজন্য আমাদের প্রভু আগে দেখাতে চাইলেন তাঁরা নিজে থেকে কী ছিলেন, কেবল তারপরেই তাঁদের বলবান করলেন যাতে সকলের কাছে স্পষ্ট হয় যে তাঁদের বল ঈশ্বর থেকেই আগত।

উপরন্তু, যেহেতু উচিত ছিল, তাঁরা মণ্ডলীর পিতা ও দুর্বল আত্মাদের চিকিৎসক হবেন, সেজন্য যদি আগে নিজেদের মধ্যে তেমন অভিজ্ঞতা না লাভ করতেন, তাহলে পরের দুর্বলতার প্রতি তত করুণা দেখাতে পারতেন না। তাই তিনি পৃথিবীর স্তম্ভগুলো তথা পবিত্র মণ্ডলীরই স্তম্ভগুলো সুস্থির করলেন। বস্তুতপক্ষে এ স্তম্ভ তথা সাধু পিতর এতই দুর্বল ছিলেন যে সামান্য দাসীর কণ্ঠই তাঁর পতন ঘটাতে যথেষ্ট হয়েছিল! তবু পরবর্তীতে প্রভু তাঁকে সুস্থির করলেন, সেই সময়েই বিশেষভাবে, যখন তিনবার করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আর তিনি তিনবার করে

উত্তর দিয়েছিলেন, *আমি আপনাকে ভালবাসি* (যোহন ২১:১৫, ১৭)। কেননা যখন তিনি প্রভুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর ভালবাসা হ্রাস পাওয়ায় স্তম্ভটা দুর্বল হয়ে ভেঙেই গেছিল; কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর ভালবাসা তিনবার ঘোষণা করায় স্তম্ভটা সুস্থির হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া স্তম্ভটা তখনও আরও সুস্থির করা হয়েছিল যখন পবিত্র আত্মা প্রেরিত হয়েছিলেন। তখন স্তম্ভটা এতই বলবান হয়ে গেছিল যে কোনও কশাঘাত, নির্যাতন বা হুমকি, এমনকি শেষে মৃত্যু পর্যন্তও পিতরকে টলাতে পারেনি।

দ্বিতীয় স্তম্ভ সেই পলও প্রথমে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু একটু শোন কেমন সুস্থির হয়ে উঠলেন: *আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না* (রো ৮:৩৮-৩৯)।

**শ্লোক** - ১ পি ৫:১০; সাম ৩৭:৩৩

*প্র* যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন,

*উ* সকল অনুগ্রহ দানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন।

*প্র* প্রভু আপন ভক্তদের ফেলে রাখেন না।

*উ* সকল অনুগ্রহ দানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৮)

### পিতর ও পল একই মর্যাদায় মিলিত

*আমি মিলিত লোক দু'জনকে দেখতে পেলাম, এবং প্রভুর দূত বলে উঠলেন, এঁরা সেই পবিত্রজন, যাঁরা হয়ে উঠলেন ঈশ্বরের বন্ধু* (প্রাচীন লাতিন উপাসনা থেকে উদ্ধৃত শ্লোক)।

এই যে লোক দু'জন মিলিত, তারা কে কে? নিশ্চয়ই তাঁরা হলেন পৃথিবীর ও মণ্ডলীর মাননীয় প্রধান ব্যক্তিত্ব সেই পিতর ও পল! একই বিশ্বাস তাঁদের মিলিত করেছিল; আর একই নগরী, একই জীবনধারণ ও একই দিনটি একই স্বৈরশাসকের অধীনে সাক্ষ্যমরণেও তাঁদের সদৃশ করল। সেসময় থেকে তাঁরা নানা ভাবেই মিলিত হয়েছেন, যার জন্য এ অত্যন্ত সমীচীন যে, তাঁরা একই পর্বের সমান অধিকারী হবেন।

খ্রিষ্ট শৌলকে পলে, আর শিমোনকে পিতরে রূপান্তরিত করলেন, কারণ এ দু'জনেরই বিষয়ে নবী একদিন বলেছিলেন, *আর তিনি আপন দাসদের অন্য নামে অভিহিত করবেন* (ইশা ৫৫:১৫ লাতিন পাঠ্য)। খ্রিষ্ট বললেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮)। আর *সেই শৈল হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট* (১ করি ১০:৪), যিনি পিতরকে নতুন এক নাম দিলেন যাতে পিতর শৈল হতে পারেন। কেননা যেমন মরুপ্রান্তরে সেই পিপাসিত জাতির জন্য শৈল থেকেই জল প্রবাহিত হয়েছিল, তেমনি বিশ্বাস-পিপাসুদের জন্য যেন পিতর থেকেই পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি প্রবাহিত হয়।

যখন খ্রিষ্ট স্বর্গে আরোহণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন আপন মেষ ও শাবকদের পোষণ করার দায়িত্ব পিতরেরই হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। পিতর তো সামান্য একটি নৌকা চালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু খ্রিষ্ট এখন বিরাট এক জাহাজের হালে তাঁকে স্থান দিয়েছেন: বাস্তবিকই সমগ্র মণ্ডলীরই মাথায় তাঁকে রেখেছেন। আবার, উত্তম গৃহাধ্যক্ষ বলে পিতরেরই হাতে তিনি নিজ গৃহের চাবি ন্যস্ত করেছেন। পিতরের ধর্মময়তা তাঁকে এমন প্রভাবশালী বিচারক করেছে যে, স্বর্গের নিষ্পত্তি তাঁর রায়ের উপরেই নির্ভর করে; একটি স্বর্গদূত পর্যন্তও তাঁর রায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহস করবেন না!

যখন প্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলছিল, তখন সংক্ষিপ্ত একটা বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে পিতর খ্রিষ্টের ঐশমর্যাদার রহস্য ঘোষণা করেছিলেন। হে পিতর, রক্তমাংসই যে তেমন কথা তোমার কাছে প্রকাশ করেছিল এমন নয়: কেননা রক্তমাংস যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবে এমনও নয়; কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের আত্মাই তা তোমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। যিনি একসময় সাগরের অতলদেশ তলিয়ে দেখছিলেন, সেই সম্মাননীয় জেলে খ্রিষ্টের মধ্যে ঈশ্বরত্বের অতলান্ত

রহস্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে স্বীকার করলেন। *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস?* প্রভুর এ প্রশ্নের উত্তরে পিতর তিনবার বিশ্বাস-স্বীকার দ্বারা তাঁর আগেকার তিনবার অস্বীকৃতি মুছিয়ে দিলেন (যোহন ২১:১৫-১৭)।

পিতরের পতন হয়েছিল, পল ভূপাতিত হয়েছিলেন: উভয়কেই দুর্বল করা হয়েছিল যাতে বলবান সিদ্ধপুরুষ হয়েই পুনরায় উঠতে পারেন। যখন পিতর নিজ শক্তির উপর নির্ভর করলেন, তখন তাঁর সাহসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁর শোচনীয় পতনের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। অথচ তেমন নিন্দনীয় বিশ্বাসলঙ্ঘন-পাপের পর পিতর বিশ্বাসগুরুদের মধ্যে ও মণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হলেন। আর যিনি আঘাতগ্রস্ত হয়ে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন ও ভূপাতিত হয়েছিলেন, সেই পল তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হলেন, যাতে পরিশুদ্ধ মনশ্চক্ষু দ্বারা স্বর্গের সেনাদলকে অনির্বচনীয় গৌরবে দেখতে পান।

আমার বিশ্বাস, এ দু'জনের গৌরবময় মৃত্যু স্মরণ করায় আমরা সকল প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের শ্রদ্ধা করি, কেননা আমরা এঁদের সাক্ষ্যমর বলে ও প্রেরিতদূতদের প্রধান বলেই শ্রদ্ধা করি। আহা, কতই না ধন্য সেই সাক্ষ্যমরণ, কতই না গৌরবময় সেই মৃত্যু যা যাঁরা খ্রিষ্টের সঙ্গে মরেন তাঁদের অমর করে, যাতে তাঁর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে মিলিত হয়ে তাঁরা এখন তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করতে পারেন! *নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন, তাদের পরিণাম দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল* (প্রজ্ঞা ৩:২); কিন্তু *সুখী তারা, যারা প্রভুতে মৃত্যুভোগ করে* (প্রকাশ ১৪:১৩ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)। তারা খ্রিষ্টে নিদ্রাগত হয় যাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে স্বর্গের সহউত্তরাধিকারী হতে পারে।

## শ্লোক

প্র হে ধন্য প্রেরিতদূত পল, হে সত্যবাণীর প্রচারক ও বিধর্মীদের গুরু,

উ তুমি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!

প্র তোমার দ্বারাই সর্বজাতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা জানতে পারল:

উ তুমি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!

৩০শে জুন

# রোম মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরবৃন্দ

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (৫:১–৭:৪)

## হিংসার জন্যই কষ্টভোগ ক'রে
## তাঁরা সকলের জন্য আদর্শ হয়ে উঠলেন

এসো, প্রাচীনকালের দৃষ্টান্ত ছেড়ে আমাদের কাছাকাছি বীরপুরুষদের দৃষ্টান্তের কথায় আসি; এসো, আমাদের নিজ যুগের যোগ্যতম দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরি। শত্রুদের ঈর্ষা ও হিংসার জন্যই মণ্ডলীর সর্বোত্তম ও সর্বন্যায়বান স্তম্ভগুলি নির্যাতিত হলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করলেন। এসো, পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের কথা চোখের সামনে তুলে ধরি: অধর্মময় ঈর্ষার কারণে পিতর দু' একটা শুধু নয়, বহু পরীক্ষাই সহ্য করলেন, আর এভাবে সাক্ষ্যমরণ বরণ করে তাঁর যোগ্য গৌরবময় স্থানে পৌঁছলেন। পরের ঈর্ষা ও বিভেদের কারণে পল সহিষ্ণুতার আদর্শ দিলেন: তাঁকে সাত বার শেকলাবদ্ধ হতে হল, পলাতক হতে হল, তাঁকে পাথর ছুড়ে মারা হল, আর এভাবে পুব-পশ্চিমে প্রচারক হয়ে তিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য সুনাম অর্জন করলেন। তিনি সারা জগতে ধর্মময়তার কথা প্রচার করলেন, ও পাশ্চাত্য দেশের প্রান্তসীমায় গিয়ে শাসনকর্তাদের সামনে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন; এভাবে সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম আদর্শ হয়ে উঠে তিনি এজগৎ ছেড়ে পবিত্রধামে পৌঁছলেন।

এই যে সকল মানুষ পুণ্য জীবন যাপন করলেন, তাঁদের সঙ্গে মনোনীতদের এক বিরাট দল যোগ করা হয়েছে যারা ঈর্ষার কারণে বহু ও তীব্র নিপীড়ন ভোগ করে আমাদের কাছে সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রেখে গেলেন। ঈর্ষার জন্য আমাদের নারীরা সেই দানাইদীয় ও দির্সীয় নারীদের মত হিংস্র ও জঘন্য পীড়ন সহ্য করে নির্যাতিত হল; দেহে দুর্বল হয়েও তারা বিশ্বাসের দৌড় দৃঢ়তার সঙ্গে দৌড়োল ও উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করল। ঈর্ষা স্বামী থেকে স্ত্রীদের দূর করে দিল ও আমাদের পিতা আব্রাহামের সেই উক্তি

অর্থশূন্য করে দিল যা অনুসারে এ আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস। ঈর্ষা ও বিভেদ মহা মহা নগর ধ্বংস করে দিল ও মহা মহা জাতি উৎপাটন করল।

প্রিয়জনেরা, আমরা এসব কিছু লিখছি শুধু তোমাদেরই চেতনা দেবার জন্য নয়, বরং আমাদের নিজেদেরও জন্য, কেননা আমরা একই লড়াইক্ষেত্রে রয়েছি, ও একই লড়াই আমাদের সামনে উপস্থিত। সেজন্য এসো, যত অসার ও নিরর্থক চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরম্পরাগত শিক্ষার কাছে এগিয়ে আসি: এসো, ভেবে দেখি আমাদের নির্মাতার দৃষ্টিতে ভাল, গ্রহণীয় ও সন্তোষজনক বলে কী কী আছে। এসো, খ্রিষ্টের রক্তে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও জেনে নিই সেই রক্ত তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে কতই না মূল্যবান, কারণ আমাদের পরিত্রাণের জন্যই তা পতিত হয়েছে ও সমগ্র জগতের কাছে মনপরিবর্তনের অনুগ্রহ এনে দিয়েছে।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৭:১৪

*প্র* ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে তাঁরা নিজেদের দেহ নিপীড়নের হাতে সঁপে দিয়েছেন,

*উ* তাঁরা অনন্ত গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠলেন।

*প্র* তাঁরা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছেন ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছেন:

*উ* তাঁরা অনন্ত গৌরবের অধিকারী হয়ে উঠলেন।

# পাঠসংগ্রহ - জুলাই

১ ২ ৩ (সাধু থোমাস) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ (সাধু বেনেডিক্ট) ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ (সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা) ২৩ ২৪ ২৫ (সাধু যাকোব) ২৬
২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ৩রা জুলাই

## সাধু থোমাস, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১৮–২:৫)

**প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেন**

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি* (ইশা ২৯:১৪ দ্রঃ)। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

**শ্লোক** - মথি ১০:১৮, ১৯, ২০

℣ তোমাদের যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা চিন্তিত হয়ো না:

℟ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

℣ তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন:

℟ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৫:৬৭-৬৮)

## প্রেরিতদূতদের মহত্ত্ব

যখন প্রভু আপন প্রেরিতদূতদের কাছে সেই মহাসম্মান দেখাতে অভিপ্রেত হলেন যা তাঁদেরই অধিকার, ও যা অন্যান্য শিষ্যদের সম্মানের চেয়ে অধিক মহান, এমনকি প্রাচীনকালের ন্যায়নিষ্ঠদের ও নবীদের সম্মানের চেয়েও মহান, তখন তাঁদের বললেন: *তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি* (মথি ১৩:১৬-১৭)। অন্যত্র তিনি বললেন, *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি* (যোহন ১৫:১৫)।

এঁরাই জগতের আলো, কারণ এঁদেরই দ্বারা প্রথম প্রভু বিশ্বাসের আলো ও সত্য জ্ঞান জগৎকে দান করলেন ও ভুলভ্রান্তি ও পাপের অন্ধকার থেকে জাতি ও দেশ উদ্ধার করলেন। এঁরাই পৃথিবীর লবণ, কারণ এঁদেরই দ্বারা পৃথিবীর সকল অধিবাসী সেই পরিপক্কতা লাভ করল যা অনন্ত জীবনের আস্বাদ, তারা যেন দেহসংযম করতে পারে আর পাপ ও রিপুর কীট থেকে রেহাই পেতে পারে। যোহন-লিখিত ঐশপ্রকাশ অনুসারে, এঁরাই সেই বারোটা মূল্যবান রত্ন যা স্বর্গীয় নগরীর ভিত্তিতে বসানো, কেননা এঁদেরই বাণীপ্রচার মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করল। এজন্য পল বলেন: *তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরেই গাঁথা* (এফে ২:১৯-২০)। এঁরাই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই নব যেরুশালেমের বারোটা তোরণদ্বার, কেননা এঁদেরই কাজের ফলে আমরা বিশ্বাসের দরজা দিয়ে পার হয়ে ভক্তজনদের সহনাগরিকদের সংখ্যায় পরিগণিত হয়েছি।

এ সমস্ত কথার পরে, প্রিয়জনেরা, এসো, সেই শিক্ষা স্মরণ করি যা ঈশ্বরের জনগণের এ মহানেতৃবৃন্দ আমাদের দান করেছেন। তাঁরা আমাদের যা যা আদেশ

করলেন, এসো, তা পালন করতে তৎপর হই; এসো, তাঁদের আদর্শের দিকে তাকিয়ে পার্থিব ধন তুচ্ছ জ্ঞান করতে, এ বর্তমান যুগের আমোদ-প্রমোদ অবজ্ঞা করতে, স্বর্গরাজ্যেরই আকাঙ্ক্ষা করতে, খ্রিষ্টে ছাড়া অন্য কিছুতে প্রীত না হতে বরং সবকিছুতেই তাঁর আজ্ঞা মেনে নিতে শিখি।

আমাদের এ নেতৃবৃন্দ যাঁরা ঈশ্বরপ্রেমে ছিলেন সিদ্ধপুরুষ ও ভ্রাতৃপ্রেমে ছিলেন পরিপূর্ণ, সংসারের নিপীড়ন পরাভূত করলেন ও তার হিংস্রতা জয় করলেন, কারণ যাই কিছু ঘটত না কেন তাঁরা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাই ভালবাসতেন। তাই এসো, আমরাও সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ভালবাসি; তাঁর নিজেরই খাতিরে আমাদের স্রষ্টাকে ভালবাসি ও স্রষ্টার খাতিরেই সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসি; তবেই আমাদের ভালবাসা নিখুঁতরূপে সুবিন্যস্ত হবে, কেননা ঈশ্বর ভালবাসা, আর যে কেউ এ ভালবাসাকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসে। আমরা এভাবে ভালবাসলে তবে ঈশ্বর নিজেও আমাদের ভালবাসেন, আর যাঁদের আমাদের বিচারক হওয়ার কথা, সেই প্রেরিতদূতেরাও আমাদের ভালবাসেন ও প্রার্থনা করেন যাতে খ্রিষ্টের সার্বজনীন বিচারে আমরা তাঁদের সঙ্গে অম্লান জয়মালা পেতে পারি। প্রসন্ন হয়ে আমাদের সেই বিচারকর্তা ও প্রভুই তা-ই মঞ্জুর করুন, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - ১ পি ১:৮-৯; যোহন ২০:২৯

*প্র* তোমরা তো খ্রিষ্টকে দেখনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে ভালবাস, আর এখনও তাঁকে না দেখা সত্ত্বেও তাঁকে বিশ্বাস করে অনির্বচনীয় ও গৌরবময় আনন্দে মেতে উঠছ,

*উ* কারণ ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।

*প্র* না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী,

*উ* কারণ ইতিমধ্যে তোমাদের সেই বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ তোমাদের আত্মার পরিত্রাণ, তোমরা জয় করে নিচ্ছ।

৪ঠা জুলাই

# পোর্তুগালের সাধ্বী এলিশাবেথ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (শান্তি বিষয়ক উপদেশ ৫৩)

## শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী

সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে* (মথি ৫:৯)। যে ব্যক্তি খ্রিষ্টীয় শান্তির বন্ধনে অপরের সঙ্গে একাত্ম, তার জীবনে খ্রিষ্টীয় গুণাবলি সঙ্গতভাবেই প্রস্ফুটিত; আবার, শান্তি-স্থাপয়িতা বলে অভিহিত হওয়া ছাড়া ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়।

প্রিয়তমেরা, শান্তিই মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, সম্মানপূর্ণ নাম দান করে, ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ব্যক্তির পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটায়, তথা দাস থেকে তাকে সন্তানই করে, ক্রীতদাস থেকে তাকে স্বাধীন মানুষ করে। ভ্রাতৃসুলভ শান্তি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, খ্রিষ্টের আনন্দ, সাধনার সিদ্ধি, ন্যায়ের নিয়ম, ধর্মশিক্ষার গুরু, আচরণের রক্ষক, ও সকল বিষয়ে প্রশংসনীয় চর্চা। শান্তি হল প্রার্থনার সমর্থন, যাচনার সহজ ও কার্যকর পথ, সকল বাসনার পূর্ণতা। শান্তি হল ভালবাসার জননী, একাত্মতার বন্ধন ও এমন শুদ্ধ হৃদয়েরই প্রকাশ্য লক্ষণ যা নিজের জন্য ঈশ্বরের কাছে যা ইচ্ছাই তা দাবি করতে পারে: যা কিছু ইচ্ছা করে তা চায়, যা কিছু চায় তা পায়। শান্তিকে ঐশরাজের আদেশ ক্রমেই রক্ষা করা উচিত, কেননা খ্রিষ্ট প্রভু বললেন: *তোমাদের কাছে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি* (যোহন ১৪:২৭); যার অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের কাছ থেকে শান্তিতেই বিদায় নিলাম, ফিরে এসে যেন শান্তিতেই তোমাদের পেতে পারি। বিদায়ের সময়ে তিনি তাদের তা-ই দান করলেন, যা ফিরে এসে সকলেরই মধ্যে পেতে চান।

গোড়া থেকে শান্তি রোপণ করা ঈশ্বরেরই কাজ; গোড়া থেকে তা উৎপাটন করা সেই শত্রুরই কাজ; কেননা ভ্রাতৃপ্রেম যেমন ঈশ্বর থেকে আগত, তেমনি ঘৃণা শয়তান থেকে আগত; এজন্যই যত ঘৃণা নিন্দনীয়, যেমনটি শাস্ত্র বলে, *যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক* (১ যোহন ৩:১৫)।

তাই হে প্রিয়তম ভাইবোনেরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেনই বা শান্তিকে ভালবাসা উচিত ও একাত্মতাকে প্রেম করা উচিত; বাস্তবিকই এ দু'টোই তো ভালবাসাকে জন্ম দেয় ও পুষ্ট করে। তাছাড়া তোমরা তো জান যে, প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে *ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই উদ্গত* (১ যোহন ৪:৭); অতএব যার ভালবাসা নেই, সে ঈশ্বরবিহীন।

তাই হে ভাইবোনেরা, এসো, আদেশগুলো মেনে চলি: আদেশগুলোই তো জীবনদায়ী; ভ্রাতৃত্ব যেন গভীর শান্তির আলিঙ্গনে যুক্ত থাকে ও সেই পারস্পরিক ভালবাসার পরিত্রাণদায়ী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়। সুতরাং সমস্ত বাসনা দিয়ে সেই ভালবাসা আঁকড়ে ধরা উচিত যার এক একটা শুভ দিকের জন্য এক একটা পুরস্কার রয়েছে। সকল সদ্‌গুণের মধ্যে শান্তিকেই রক্ষা করা উচিত, কারণ ঈশ্বর সর্বদাই শান্তিতে বিরাজ করেন।

শান্তি ভালবাস, তবে সবকিছু শান্তিময় হবে; আবার তোমাদের শান্তি আমাদের জন্য পুরস্কারই হবে, ও তোমাদের জন্য হবে আনন্দ; এবং শান্তির ঐক্যে স্থাপিত সেই ঈশ্বরের মণ্ডলীও খ্রিষ্টে পূর্ণ সুসংবদ্ধতা ভোগ করবে।

**শ্লোক** - ইশা ৫৮:৭, ৮ দ্রঃ

*প্র* ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও;

*উ* তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

*প্র* উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না;

*উ* তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

৫ই জুলাই

# সাধু আন্তনি-মেরী জাখারিয়া, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সহভ্রাতাদের কাছে পুরোহিত সাধু আন্তনি-মেরির উপদেশ থেকে পাঠ (সঙ্ঘের ইতিহাস ১:৮)

## প্রেরিতদূত পলের শিষ্য

*আমরা খ্রিষ্টের কারণে মূর্খ* (১ করি ৪:১০ লাতিন পাঠ্য)—আমাদের ধন্য পথদিশারী ও পুণ্য রক্ষাকর্তা একথা নিজেরই বিষয়ে, প্রেরিতদূতদেরই বিষয়ে ও সেই সকলেরই বিষয়ে বলছিলেন যাঁরা প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকার করেন। কিন্তু, হে প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, ভয় করাও উচিত নয়, কারণ *শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়* (মথি ১০:২৪)। যারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উত্তেজিত করায় নিজেদের ক্ষতি করতে করতে আমাদের মঙ্গলই করে, যেহেতু আমাদের শাশ্বত গৌরবের মালা অধিক উজ্জ্বল করে তোলে। অতএব, তাদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা করার চেয়ে আমাদের উচিত তাদের জন্য দুঃখই করা ও তাদের প্রতি স্নেহ দেখানো। এমনকি, তাদের জন্য প্রার্থনাও করা উচিত; আবার, অনিষ্ট দ্বারা আমাদের পরাভূত হতে দিতে নেই, বরং মঙ্গল দ্বারা অনিষ্ট জয় করতে হবে ও তাদের মাথার উপরে—আমাদের প্রেরিতদূত যেমনটি চেতনা দেন—ভালবাসার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত (রো ১২:২০-২১ দ্রঃ) প্রেমপূর্ণ কর্মই যোগাতে হবে, যাতে তারা আমাদের ধৈর্য ও কোমলতা দেখে শ্রেয়তর জীবনাচরণে ফিরে আসে ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এসো, আমাদের কথার প্রসঙ্গে ফিরে আসি; আমরা অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আপন করুণায় সংসার থেকে আমাদের তুলে নিয়েছেন যাতে সদ্‌গুণের উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে তাঁর সেবা করে ধৈর্যের মধ্য দিয়ে ভালবাসার মহাফল ফলাতে পারি, ও ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবের প্রত্যাশায় শুধু নয়, ক্লেশেও যেন গর্ববোধ করি।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, *তোমাদের আহ্বান বিচার-বিবেচনা কর* (১ করি ১:২৬ লাতিন পাঠ্য)। তা উত্তমরূপে বিবেচনা করতে গিয়ে আমরা সহজেই সেই দাবি দেখতে পাব যা

আহ্বান আমাদের কাছে রাখে, আর আমরা যখন—যদিও দূর থেকেই—পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ও খ্রিষ্টের অন্যান্য শিষ্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করেছি, তখন তাঁদের দুঃখকষ্টের অংশীদার হতে অস্বীকার করা আমাদের উচিত নয়। *এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি* (হিব্রু ১২:১, ২)।

অতএব, আমরা যারা পিতা ও দিশারী রূপে তেমন মহান প্রেরিতদূতকে মনোনীত করেছি ও তাঁর অনুসরণ করব বলে কথা দিয়েছি, এসো, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হই। কেননা এমনটি উচিত হবে না যে, তেমন সেনাপতির অধীনে ভীরু বা পলাতক সৈন্য থাকবে; এও উচিত হবে না যে, তেমন মহান পিতার সন্তানেরা অযোগ্য হবে।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২৪, ২১; রো ১:১৬ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তার তুলনায় আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য নেই।

*উ* আমাদের প্রভু যিশুতে বিশ্বাস প্রচার করায় আমি কোন ভয় করি না।

*প্র* সুসমাচার নিয়ে আমি লজ্জা বোধ করি না, কারণ যে কেউ বিশ্বাস করে, তার পরিত্রাণের জন্য এ সুসমাচার হল স্বয়ং ঈশ্বরের পরাক্রম।

*উ* আমাদের প্রভু যিশুতে বিশ্বাস প্রচার করায় আমি কোন ভয় করি না।

৬ই জুলাই

## সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - মারীয়া গরেত্তিকে সাধ্বী ঘোষণা কালে পোপ দ্বাদশ পিউসের উপদেশ থেকে পাঠ

**আমি কোন অমঙ্গল ভয় করি না, তুমিই যে আমার সঙ্গে আছ!**

সকলেই এবিষয় অবগত আছেন যে, এ নিরুপায় কুমারীকে তীব্রতম এক সংগ্রাম বহন করতে হয়েছে: তাঁর বিরুদ্ধে হঠাৎ এমন কলুষপূর্ণ ও অন্ধ ঝড় ভেঙে পড়ল যা তাঁর স্বর্গদূতসুলভ নির্মলতা কলঙ্কিত ও লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করল। তেমন সংগ্রামে প্রবৃত্তা হয়ে তিনি ঐশ মুক্তিসাধকের কাছে 'খ্রিষ্টানুকরণ' নামক সেই স্বর্ণপুস্তকের একথা আবৃত্তি করতে পারতেন: 'যদিও বহু ক্লেশ দ্বারা পরীক্ষিত ও উৎপীড়িত হই আমি কিন্তু ভয় করব না—যেপর্যন্ত তোমার অনুগ্রহ আমার সহায় থাকে। সেই অনুগ্রহই আমার বল; সেই অনুগ্রহই আমাকে সুমন্ত্রণা ও সহায়তা দান করে; হ্যাঁ, সেই অনুগ্রহ সকল শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী।' এভাবে, যে ঐশঅনুগ্রহ তাঁকে সুস্থির করত তার প্রতি উদারমনা হয়ে সাড়া দিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন, কিন্তু কুমারীত্বের গৌরব হারালেন না! যাঁর কথা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে অঙ্কিত করেছি, সেই নম্র কিশরীর জীবনে আমরা এমন দৃশ্য পাই যা কেবল স্বর্গেরই যোগ্য নয়, আমাদের এ যুগেও বিবেচনা ও প্রশংসার যোগ্য। মাতাপিতারা যেন শিখতে পারেন, তাঁদের হাতে ঈশ্বর যে সন্তান ন্যস্ত করেছেন, ন্যায় পথে ও কেমন পবিত্রতা ও দৃঢ়তার পথেও তাদের মানুষ করা উচিত ও কাথলিক ধর্মের নির্দেশমালার প্রতি কেমন অনুরূপ করে তোলা উচিত, যাতে তাদের পবিত্রতা বিপদাপন্ন হলে তারা অনুগ্রহের সহায়তায় বিজয়ী, অক্ষুণ্ন ও অকলুষিত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সেই নিশ্চিন্ত বাল্যকাল ও সেই সৎসাহসী যৌবনকালও যেন কেবল অস্থায়ী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও রিপুর আকর্ষণীয় প্রলোভনের দিকেই শোচনীয়ভাবে ধাবিত না হতে শিখতে পারে, বরং অসুবিধার মধ্যেও যেন সেই খ্রিষ্টীয় পরিপক্কতার আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে যা আমরা সকলেই দিব্য অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল সুদৃঢ় ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রার্থনা দ্বারা লাভ করতে পারি।

আমরা সকলেই যে সাক্ষ্যমরণ বহন করতে আহূত এমন নয়, তবু খ্রিষ্টীয় পবিত্রতায় পৌঁছতে সকলেই আহূত। তেমন পবিত্রতা শক্তি চায়, কারণ তা যদিও এ কিশরীর বীর্যের মাত্রায় না পৌঁছে তবু দিবারাত্র মনোযোগ দাবি করে, এবং এমন তৎপরতাও দাবি করে যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও শিথিল হবার নয়। এজন্য এ পবিত্রতাকে কেমন যেন ধীর ও অবিরত সাক্ষ্যমরণই বলে অভিহিত করা যেতে পারে, যার সিদ্ধি ঘটাতে যিশু খ্রিষ্টের দিব্য বাণীই আমাদের চেতনা দেয়: *স্বর্গরাজ্য প্রবল চেষ্টার অধীন, আর যারা প্রবল চেষ্টা করছে তারাই তা দখল করছে* (মথি ১১:১২)।

সুতরাং এসো, স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা সুস্থির হয়ে সকলেই এদিকে ধাবিত থাকি: এ উদ্দেশ্যেই সাধ্বী কুমারী ও সাক্ষ্যমর মারীয়া গরেত্তি আমন্ত্রণ করুন। তিনি যেখানে সনাতন

সুখের অধিকারী, সেই স্বর্গ থেকে নিজ প্রার্থনার পুণ্যফলে আমাদের হয়ে ঐশমুক্তিসাধকের কাছে এ বর লাভ করুন, আমরা সকলে যেন আমাদের জীবনাশ্রম অনুযায়ী দৃঢ় ইচ্ছা ও বিশ্বস্ত আচরণে তাঁর উজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ করি।

## শ্লোক

*প্র* হে খ্রিষ্টের কুমারী, আমরা তোমার শোভা চেয়ে দেখি:

*উ* তুমি প্রভুর কাছ থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

*প্র* কুমারীত্বের মর্যাদা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না, ঈশ্বরের পুত্রের ভালবাসা থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।

*উ* তুমি প্রভুর কাছ থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

৯ই জুলাই

# সাধু আগস্তিন জাও রং, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিন দেশের সাক্ষ্যমরদের সাধু-শ্রেণিভুক্ত করা উপলক্ষে পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পলের উপদেশ থেকে পাঠ

## সাক্ষ্যমরদের রক্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে

*সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ* (যোহন ১৭:১৭)। অন্তিম ভোজের পরে খ্রিষ্ট পিতার কাছে যে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনিস্বরূপ উপরোল্লিখিত উক্তিটা কেমন যেন সেই সাধুসাধ্বী থেকেই উদ্গত হয় ঈশ্বরের আত্মা যুগের পর যুগ তাঁর আপন জনমণ্ডলীতে যাঁদের উদ্ভব ঘটান।

খ্রিষ্টের মুক্তিকর্মের শুরু থেকে দু'হাজার বছর পরে, আমরা আজ সেই উক্তিটি আপন করি: আমাদের সামনে পবিত্রতার আদর্শ সেই আগস্তিন জাও রং ও তাঁর ১১৯ সঙ্গী উপস্থিত, যাঁরা চিন দেশে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন।

যিনি ঈশ্বরের জন্য পবিত্র এক জনগণকে কেনার জন্য ক্রুশে বাহু প্রসারিত করলেন এবং মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুকে বিনাশ করলেন ও পুনরুত্থান ঘোষণা করলেন, পিতা ঈশ্বর তাঁর সেই পুত্রের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এই সাক্ষ্যমরদের নিজের প্রেমে পবিত্রীকৃত করলেন।

খ্রিষ্টমণ্ডলী আজ তাঁর প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানায় যিনি তাকে আশীর্বাদ করেন ও চিন দেশের এই পুত্রকন্যাদের পবিত্রতার দীপ্তিতে তাকে আলোয় প্লাবিত করেন। জুবিলী বর্ষ কি সেই সবচেয়ে উপযুক্ত কাল নয়, যে কালে সেই সাক্ষ্যমরদের বীর্যপূর্ণ সাক্ষ্য উদ্ভাসিত করতে পারি? চোদ্দ বছর বয়সী সেই বালিকা আন্না উয়াং সেই ঘাতকের হুমকি প্রতিরোধ করেন যে তাঁকে ধর্মত্যাগ করতে আহ্বান করে, এবং শীরশ্ছেদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে ঘোষণা করেন, 'স্বর্গের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত', এবং তিনবার করে জপ করেন 'যিশু!' আরও, আঠার বছর বয়সী সেই চি জুজি: যারা ইতিমধ্যে তাঁর ডান বাহু কেটে ফেলেছে ও তাঁর চামড়া খুলে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, নির্ভয়ে

তাদের উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলেন, 'আমার প্রতিটি টুকরো মাংস, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু আপনাদের বলতে থাকবে যে আমি খ্রিষ্টিয়ান।'

একই আন্তর নিশ্চয়তা ও আনন্দের বিষয়ে সেই বাকি পঁচাশিজন চিন দেশী সাক্ষ্য দিলেন: তাঁরা ছিলেন যে কোন বয়স ও অবস্থার নর-নারী, পুরোহিত, ধর্মব্রতিনী ও সাধারণ খ্রিষ্টভক্ত যাঁরা প্রাণোৎসর্গের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের প্রতি ও মণ্ডলীর প্রতি তাঁদের নিজেদের অপরাজেয় বিশ্বস্ততা বহাল করেছেন। তেমন কিছু চিন দেশের ইতিহাসের নানা শতাব্দী ধরে ও সেই ইতিহাসের নানা কঠিন ও জটিল সময়ে ঘটতে থাকল।

সাক্ষ্যমরদের এই তালিকার মধ্যে তেত্রিশজন নর-নারী মিশোনারীর কথাও উজ্জ্বল প্রকাশ পায়: তাঁরা নিজ নিজ দেশ ছেড়ে চিন পরিস্থিতিতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে ভালবাসার খাতিরে সেই ঐতিহ্যের নানা বৈশিষ্ট্য আপন করে নিলেন এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, তাঁরা খ্রিষ্টের কথা প্রচার করবেন ও সেই জনগণের সেবা করবেন। তাঁদের কবর সেইখানে রয়েছে, আর তাঁদের সেই কবর কেমন যেন দেখাতে চায় যে, তাঁরা সম্পূর্ণরূপেই চিন দেশের অঙ্গ হয়েছিলেন ও চিরকাল ধরে হয়ে থাকবেন; কেননা তাঁদের মানব স্বভাবের নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁরা চিনকে মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন এবং সেই দেশের জন্য তাঁদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন। যে প্রদেশপাল নিজ খড়্গ দিয়ে তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হচ্ছেন, বিশপ ফ্রান্সিস ফগল্লা তাঁকে বলেন, 'আমরা কখনও কারও অনিষ্ট করিনি, বরং বহুজনের উপকার করেছি।'

শ্লোক - মথি ৫:৪৪খ-৪৫ক, ৪৮ দ্রঃ

প্ল তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

প্ল ভালবাসা ক্ষেত্রে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হও, যেমন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সিদ্ধতা-প্রাপ্ত,

উ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

১১ই জুলাই

# আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৪৫:১-৫)

**তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসার পাত্র**

ঈশ্বর তাঁর বংশ থেকে এমন দয়াবান মানুষের উদ্ভব ঘটালেন,
যিনি সবার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন :
হ্যাঁ, তিনি হলেন ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র,
সেই মোশি, যাঁর স্মৃতি আশীর্বাদ !
গৌরবদানে তাঁকে তিনি পবিত্রজনদের সমান করলেন,
তাঁকে শক্তিমান করলেন—তাতে তাঁর শত্রুরা ভয়ে অভিভূত হল।
তাঁর কথার খাতিরে তিনি সেই নানা চিহ্নকর্ম বন্ধ করে দিলেন,
ও রাজাদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন ;
আপন জনগণের জন্য তাঁকে সেই আজ্ঞাগুলি দিলেন,
ও তাঁর আপন গৌরবের একটা অংশ তাঁকে দেখালেন।
তাঁর বিশ্বস্ততা ও কোমলতার জন্য তাঁকে পবিত্রিত করলেন,
সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নিলেন।
তাঁকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন,
ও সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন,
মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন,
এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান ;
তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি,
ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

**শ্লোক** - সিরা ৩:১-৩; সাম ৩৪:১২ দ্রঃ

*প্র* প্রজ্ঞার সন্তানেরাই ন্যায়মণ্ডলী, তাদের বংশই বাধ্যতা ও ভালবাসা।

*উ* সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা ; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

*প্র* এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন ; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।

*উ* সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা ; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২৪)

**খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার জন্য**

**প্রত্যেককে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে**

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক ; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

*তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,*
*মানুষের হাতে দিলেন যত দান* (সাম ৬৮:১৯)।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের

দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যিশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

**শ্লোক** - মথি ১৯:২৯, ২৭

*প্র* যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে,

*উ* সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

*প্র* আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?

*উ* সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম থেকে পাঠ (প্রস্তাবনা ৪-২২, ৭২শ অধ্যায়)

## খ্রিষ্টের আগে তাঁরা আদৌ কিছুই স্থান দেবেন না

সর্বপ্রথমে, যে কোন সৎকাজ শুরু করার সময়ে তুমি সনির্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁর কাছে মিনতি জানিও তিনিই যেন সেই কাজ সম্পন্ন করেন, আপন প্রসন্নতায় যিনি আমাদের তাঁর আপন সন্তানই বলে গণ্য করেছেন, আমাদের দুষ্কর্মের দরুন তাঁকে যেন দুঃখ না পেতে হয়। আসলে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত তাঁর শুভদানগুলির প্রতিদানে, তাঁর কথা সবসময় এমনভাবে পালন করতে হবে, তিনি যেন ক্রুদ্ধ পিতার মত আপন সন্তানদের কখনও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য না হন। আর শুধু তা নয়: আমাদের যত অন্যায়ের জন্য ক্রোধান্বিত ও ভয়ঙ্কর প্রভুর মত, যারা গৌরবের দিকে তাঁকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছে, তিনি যেন সেই দুষ্ট দাসদের অনন্ত শাস্তির দিকেও না নিয়ে যান।

সুতরাং এসো, এবার উঠি, কারণ শাস্ত্র আমাদের জাগিয়ে দিচ্ছে: *এখন আমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন* (রো ১৩:১১)। দিব্য আলোর দিকে চোখ খুলে, এসো, কান পেতে শুনি সেই ঐশকণ্ঠস্বর যা প্রতিদিন চিৎকার ক'রে আমাদের সতর্ক করে বলে, *তোমরা আজ যদি তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তাহলে হৃদয় কঠিন করো না* (সাম ৯৫:৮ লাতিন পাঠ্য)। আবার, *যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন* (প্রকাশ ২:৭)। আর তিনি কী বলছেন? *এসো সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়* (সাম ৩৪:১২)। যতক্ষণ জীবনের আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ দৌড়োতে থাক, যেন মৃত্যুর অন্ধকার তোমাদের না ধরে ফেলে (যোহন ১২:৩৫ দ্রঃ)।

সুবিপুল জনতার মধ্যে আপন মজুরকে খুঁজতে গিয়ে প্রভু তাকে ডেকে আজও একথা বলেন, *কে সেই মানুষ যে জীবন চায় ও সুখের দিন দেখতে আকাঙ্ক্ষা করে?* (সাম ৩৪:১৩ লাতিন পাঠ্য)। একথা শুনে তুমি যদি উত্তরে বল 'আমি,' তাহলে ঈশ্বর তোমাকে বলবেন, *তুমি যদি সত্যকার ও অনন্ত জীবন পেতে চাও, তাহলে পাপ থেকে তোমার জিহ্বা মুক্ত রাখ এবং তোমার ওষ্ঠ যেন না বলে ছলনার কথা; পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ ক'রে কর অনুসরণ* (সাম ৩৪:১৪-১৫)। তোমরা

এসব-কিছু করলে *আমার চোখ তোমাদের উপরে থাকবে এবং আমার কান তোমাদের যাচনার দিকে পেতে থাকবে; আর তোমরা আমাকে ডাকবার আগেই আমি তোমাদের বলব, এই যে আছি* (ইশা ৫৮:৯ দ্রঃ)। প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, প্রভুই তো আমাদের ডাকছেন। তাঁর এ কণ্ঠস্বরের চেয়ে আমাদের কাছে মধুর আর কীবা থাকতে পারে? দেখ, তাঁর কৃপায় প্রভু জীবনেরই পথ আমাদের দেখাচ্ছেন। তবে এসো, বিশ্বাসে ও সৎকর্ম পালনে কোমর বেঁধে, সুসমাচারের পরিচালনায় তাঁর পথ চলতে থাকি, তাঁর আপন রাজ্যে যিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, তাঁকেই আমরা যেন দেখবার যোগ্য হয়ে উঠি।

আমরা যদি তাঁর রাজ্যের তাঁবুতে বসবাস করতে ইচ্ছা করি, সৎকাজের মাধ্যমেই সেই দিকে ছুটে না গেলে, তবে সেখানে মোটেই পৌঁছতে পারব না।

ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে জাহান্নামে নিয়ে যায়, এমন তিক্ততারই একটা কটু আগ্রহ যেমন আছে, তেমনি এমন একটা সদাগ্রহ রয়েছে যা ঈশ্বরের ও অনন্ত জীবনেরই দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং ঠিক এ আগ্রহকেই উদ্দীপিত প্রেমের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের সাধনা করতে হবে, অর্থাৎ তাঁরা একে অন্যের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য তৎপর হবেন, তাঁদের পারস্পরিক শরীরের বা আচরণের দুর্বলতা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করবেন, একে অন্যের প্রতি বাধ্যতা দেখাবার জন্য প্রতিযোগিতাই করবেন; নিজের জন্য যা উপকারী মনে করেন, কেউই তা অনুধাবন করবেন না, বরং তাই অনুধাবন করবেন যা অপরের জন্যই শ্রেয়। তাঁরা পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করবেন; প্রেমের সঙ্গেই ঈশ্বরকে ভয় করবেন; অকপট ও বিনীত প্রেমেই নিজেদের আব্বাকে ভালবাসবেন; খ্রিষ্টের আগে তাঁরা আদৌ কিছুই স্থান দেবেন না, তাহলেই তিনি আমাদের সকলকেই অনন্ত জীবনে নিয়ে যাবেন।

শ্লোক - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' ২য় পুস্তক ৩৫

প্ মধ্যরাত্রিতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে

উ তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই সমগ্র জগৎকে দেখতে পেলেন।

প্ স্রষ্টাকে যিনি দেখেছেন, জগৎ তাঁর কাছে মূল্যহীন,

উ তিনি যেন সূর্যের একটিমাত্র কিরণের আলোতেই সমগ্র জগৎকে দেখতে পেলেন।

*অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৪)

## প্রভুই তাঁকে পুণ্যবান করলেন

*তাঁর বিশ্বাস ও কোমলতার মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁকে পুণ্যবান করলেন* (সিরা ৪৫:১ দ্রঃ)। এ বাণী মোশিকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছিল, তবু আমার মতে আজ ধন্য বেনেডিক্টের বেলায়ও তা সঙ্গতভাবে আরোপ করা যেতে পারে, কেননা তিনি সকল পুণ্যজনদের আত্মিক প্রেরণায় পরিপূর্ণ হওয়ায় আমরা যুক্তির সঙ্গে ধরে নিতে পারি যে তিনি মোশির আত্মিক প্রেরণারও যথেষ্ট অধিকারী ছিলেন। যখন প্রভু মোশির আত্মিক প্রেরণার একটি অংশ নিয়ে তা সেই সমস্ত প্রবীণবর্গের উপরে বর্ষণ করলেন যাঁরা তাঁর সহকারী ছিলেন ও তাঁর সেবাকর্মের সহভাগী হতে মনোনীত হয়েছিলেন, তখন তিনি সেই প্রেরণার আরও কত মহত্তর অংশ সেই ব্যক্তির উপরেই না বর্ষণ করলেন যিনি অতুল্য সততা ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেই সকল সেবাকর্ম সেগুলোর স্বীয় স্বীয় পূর্ণতায় বহন করলেন? মোশি তাদেরই চালিত করেছিলেন যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল; বেনেডিক্ট তাদেরই দিশারী ছিলেন যারা সংসার ত্যাগ করেছিলেন। মোশি বিধানকর্তা ছিলেন; বেনেডিক্টও তাই। মোশি কেবল সেই অক্ষরেরই সেবক ছিলেন যা হত্যা করে; বেনেডিক্ট সেই আত্মারই সেবক ছিলেন যিনি জীবনদান করেন। মোশি অনেক কিছু লিখলেন যা বোঝা কঠিন, আজ পালনযোগ্য নয়, বা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়; বেনেডিক্ট এমন বিবেচনাপূর্ণ নিয়মের প্রণেতা যা স্পষ্টই লেখা ও তার সদ্বিবেচনার জন্য উৎকৃষ্ট। পরিশেষে, ইস্রায়েল সন্তানদের সেই দিশারী যাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন তাদের প্রতিশ্রুত দেশে চালিত করতে পারেননি; আমাদের এ দিশারী সন্ন্যাসী-বাহিনীর জয়ধ্বজার বাহকরূপে এমন সোজা পথে আমাদের আগে আগে গেলেন, যে পথ পুবমুখী হয়ে স্বর্গরাজ্যেই প্রবেশ করে। সুতরাং, সেবাকর্ম ক্ষেত্রে যাঁকে অতিক্রম করলেন, পুণ্যের ক্ষেত্রে তিনি যে তাঁর সমকক্ষ হলেন, একথা সমর্থন করা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা নয়। এবং শাস্ত্র মোশির বেলায় যা বলে তথা, *তাঁর বিশ্বাস ও কোমলতার মধ্য দিয়ে প্রভু তাঁকে পুণ্যবান করলেন*, এ বাণী তাঁর বেলায় আরোপ করাও

যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়; বিশেষভাবে এ কারণেই যে, যিনি যা শিক্ষা দিলেন তা নিজ জীবনেই দেখালেন, সেই বেনেডিক্ট আমাদের কাছে উল্লিখিত সেই বিশেষ গুণ দু'টো প্রসঙ্গেই শিক্ষা দেন।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের কোমল ও শান্তি-স্থাপয়িতা গুরুর আদেশই তো আমরা যেন পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ভোগ করি। তবু একথার আগে তিনি বলেন, 'তোমাদের অন্তরে যেন লবণ থাকে!' তিনি তো ভাল করেই জানেন যে, শান্তিপূর্ণ কোমলতা রিপুকেই পোষণ করে যদি না সদাগ্রহের কঠোরতা রিপুকে আগে লবণের তীব্র স্বাদের সঙ্গে মিশিয়ে না দেয়, ঠিক যেমন গরম আবহাওয়া মাংসকে বিকৃত করে যদি লবণের উত্তাপ মাংসকে আগে না শুকিয়ে থাকে। অতএব, 'পরস্পরের মধ্যে শান্তি ভোগ কর,' কিন্তু সেই শান্তি যেন এমনটি হয় যা প্রজ্ঞার লবণে পরিপক্কতা অর্জন করেছে; কোমলতা লাভ করতে সচেষ্ট থাক, কিন্তু এমন কোমলতা যা বিশ্বাসের উত্তাপেই পরিপূর্ণ।

**শ্লোক** - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' ২য় পুস্তক ৩৫

*প্র* গভীর রাতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে

*উ* সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

*প্র* সৃষ্টিকর্তাকে যে দেখতে পায়, তার কাছে গোটা সৃষ্টি ছোট বলে প্রতীয়মান হবে।

*উ* সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠবাসী ডেনিসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১)

### প্রার্থনায় পরিতৃপ্তি

*যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য* (সাম ১১৮:২৬)। এ বাণী প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টকেই লক্ষ করে লেখা হয়েছিল, তবু আমাদের পরমধন্য পিতা বেনেডিক্টের বেলায়ও যথার্থ ভাবে প্রযোজ্য, কারণ তিনি এমন বহু অনুগ্রহ লাভে ধন্য ছিলেন, অর্থাৎ পবিত্র

আত্মার এমন বহু অনুগ্রহদানে অলঙ্কৃত ও পরিপূর্ণ ছিলেন যে, তিনি ছিলেন ও এখনও আছেন সন্ন্যাসীদের পিতা ও অনেকের গুরু ও বিধানকর্তা। তিনি ছিলেন প্রান্তরবাসী ও বিজনাশ্রমী; রুটি ছাড়া অন্য কিছু নেই প্রান্তরে এমন জীবন যাপনে তিনি প্রীত ছিলেন; তিনি কথায় ও কাজে পরাক্রমী ছিলেন, যথেষ্ট মহা মহা কাজও সাধন করলেন, এমনকি সেই মহত্তম কাজগুলোও সাধন করলেন, যা তখনই মাত্র সাধ্য যখন সর্বশক্তিমানের প্রভাব উপস্থিত। তিনি মানুষের হৃদয়ের কথা বুঝতে পারতেন, নবী-প্রেরণার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ও এজগতে অধিক ফলপ্রসূ জীবন যাপন করলেন। সন্ন্যাসীদের পক্ষে তাঁর সমস্ত জীবন চেতনাদায়ী, আর তাঁর কয়েকটা কর্ম বিশেষভাবেই আদর্শমণ্ডিত।

আমরা এ কাহিনী পড়েছি যে, সাধু বেনেডিক্ট একদিন দেখতে পান, সকলে প্রার্থনা করতে করতে এক সন্ন্যাসী প্রার্থনায় থাকতে না পেরে প্রার্থনা-গৃহ ছেড়ে গেলে কালো একটি ছোট্ট ছেলের আকারে শয়তান নিজেই তাঁর চাদরের অঞ্চল ধরে তাঁকে বাইরে টেনে নিচ্ছে। এতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় এরূপ: নিষ্প্রয়োজনে ঐশসেবা ত্যাগ করলে আমরা শয়তানের কাজ করি। তাই এসো, এ দোষ সম্বন্ধে সতর্ক থাকি ও সমস্ত কু-অভ্যাস এড়িয়ে প্রার্থনা-গৃহে নিষ্ঠাবান ও মনোযোগী থাকি। এ খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, এমনকি আমার চোখের জলের কারণ যে, এমন কেউ রয়েছে যারা প্রাহরিক উপাসনায় খুব শীঘ্রই ক্লান্তি অনুভব করে ও তা বিতৃষ্ণার বস্তু জ্ঞান করে, অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লান্তভাবেই বাহ্যিক আলাপে সময় কাটাতে পারে।

তাদের ভাবা উচিত, ঐশপ্রেমের চেয়ে তারা হয় তো মানবীয় ভালবাসা ও সাংসারিক আসক্তি দ্বারাই বেশি আকর্ষিত কিনা; কেননা লোকে যা অধিক ভালবাসে সে বিষয়েই অধিক স্বচ্ছন্দে কথা বলে ও সেই বিষয়েই অধিক আনন্দের সঙ্গে অক্লান্তভাবে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং আমাদের শেখা উচিত অসার সমস্ত কিছু অবজ্ঞা করা, আধ্যাত্মিক বিষয়েই প্রীত হওয়া, বিনা ক্লান্তিতে প্রার্থনায় ও সামসঙ্গীত ও স্তোত্র গানে নিষ্ঠাবান থাকা, ও তেমন পবিত্র কর্মেই আনন্দ ভোগ করা।

যারা সামসঙ্গীত ভক্তিভরে আবৃত্তি বা গান করে, তারা সাধারণত একপ্রকার মধুর আরাম অনুভব করে, ও ঈশ্বরজ্ঞান ও বাণী উপলব্ধির ফলে আত্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। এজন্য সামসঙ্গীত-রচয়িতা বললেন: *আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করে তোমার*

*প্রশংসাগান* (সাম ৬৩:৬)। যারা এভাবে সামসঙ্গীত আবৃত্তি বা গান করে, ঠিক তাদেরই মত যারা সারাদিন বসে আঙুররস পান করতে করতে গল্প করে, তারাও প্রায়ই ক্লান্তিতে আক্রান্ত হয় না, কারণ যে আনন্দ তারা অনুভব করে তা কর্মীকে ব্যস্ত রাখে, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাণ বলবান করে তোলে। সামসঙ্গীতের এক একটা পদ এমন মশালের মত, যা পবিত্র আত্মার আগুনেই জ্বলন্ত; উপরন্তু এক একটা পদ স্বর্গীয় তাৎপর্যেই পরিপূর্ণ। সুতরাং তেমন মনোযোগী প্রার্থনাই আমাদের অবিরত উদ্দীপ্ত ও আনন্দিত করুক, নতুন নতুন উপলব্ধি ও উদ্দীপনায় আমাদের তেজময়ী করুক, যাতে পদে পদে আমাদের হৃদয় থেকে এমন আন্তর আগুনের উত্তাপ বের হয় যা স্বর্গে ঈশ্বরের চরণে আরোহণ করে ও আমাদের প্রার্থনাকে তাঁর সম্মুখে যেন ধূপেরই মত উপনীত করে। যেরেমিয়া যেমনটি বলেছিলেন: *আমার হৃদয়ে প্রভুর বাণী কেমন যেন জ্বলন্ত আগুন হয়ে উঠেছে* (যেরে ২০:৯ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত ‘সংলাপ’ ২য় পুস্তক ৩৫

*প্র* গভীর রাতে প্রভুভক্ত জাগরণ পালনে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে

*উ* সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

*প্র* সৃষ্টিকর্তাকে যে দেখতে পায়, তার কাছে গোটা সৃষ্টি ছোট বলে প্রতীয়মান হবে।

*উ* সমগ্র জগৎ যেন সূর্যের একটিমাত্র রশ্মিতেই একীভূত হয়ে তাঁর চোখের সামনে উপনীত হল।

১২ই জুলাই

## সাধু জন গুয়ালবের্ট, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু জন গুয়ালবের্ট-লিখিত 'ভালবাসা বিষয়ক পত্রাবলি' থেকে পাঠ

### শুভকর্মের ডাল বহু,
### কিন্তু মূল একটামাত্র : ভালবাসা

আমি আব্বা জন, ভ্রাতৃপ্রেমে আমার সঙ্গে মিলিত সকল সহভ্রাতার কাছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করছি। বহুদিন ধরে অত্যন্ত রোগপীড়িত হওয়ায় আমি দিনে দিনে সেই প্রত্যাশায় আছি যখন ঈশ্বর আমার আত্মা গ্রহণ করবেন, ও আমার দেহের মাটি সেই ধুলায় ফিরে যাবে যা থেকে নেওয়া হয়েছিল। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ বয়সই তো তেমন গুরুতর অসুস্থতার ভার ছাড়াও আমাকে দিনে দিনে এই প্রত্যাশায় জীবনযাপন করতে স্মরণ করায়। সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমি ভাবছিলাম, এ জীবনের কাছ থেকে নীরবে, কেমন যেন গোপনেই বিদায় নেব; কিন্তু সেই নাম ও সেই পদের কথা চিন্তা করে যা অযোগ্য হয়েও আমাকে এ অস্থায়ী জীবন কালে বহন করতে হয়েছে, আমি তোমাদের কাছে ভালবাসার বন্ধন সম্বন্ধে কিছু বাণী দেওয়া উপযোগী বলে বিবেচনা করেছি—বিষয়টা যে কেবল আমাদেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার বা যে নতুন বিষয় তা নয়; আমার উদ্দেশ্যই বরং সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত ভাবেই সেই সমস্ত কথা পুনরাবৃত্তি করা যা তোমরা প্রতিদিন শুনে থাক। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভালবাসা হল সেই গুণ যার আকর্ষণে নিখিল বস্তুর স্রষ্টা সৃষ্টজীব হতে ইচ্ছা করলেন। এ সেই গুণ যা তিনি সমস্ত আজ্ঞাগুলোর সার বলে প্রেরিতদূতদের কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন: *আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৫:১২)।

প্রেরিতদূত যাকোব ভালবাসা বিষয়ে একথা বলেন: *যে কেউ সমস্ত বিধান পালন করে, কিন্তু কেবল একটা বিষয়েও হোঁচট খায়, সে সমস্তই বিধান লঙ্ঘন করার দায়ে দায়ী হয়* (যাকোব ২:১০)। আর প্রেরিতদূত পিতর একই বিষয়ে বলেন, *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়* (১ পি ৪:৮)।

এ সমস্ত বাণী থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আমাদের ভালবাসা থাকলে আমরা সমস্ত পাপ ঢাকতে পারি; অপরদিকে যারা মনে করে, তাদের বাকি সব গুণ আছে, এটা না থাকলে তাদের পক্ষে সবই বৃথা। যে কেউ গর্বিত ও অবাধ্য, সে আমার একথা শুনে মনে করে, দেহগত দিক দিয়ে সে ভাইদের সঙ্গে থাকে বিধায় তার নিশ্চয়ই ভালবাসা আছে। কিন্তু দেখ, ধন্য গ্রেগরি এ মিথ্যা ধারণা থেকে তাকে জাগিয়ে তোলেন, ও ভালবাসার লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই নির্দেশ করে বলেন, 'নিজের জন্য বাকি কিছুই যে রাখে না, সে-ই ঈশ্বরকে নিখুঁতভাবে ভালবাসে।'

কিন্তু, একথা জেনে যে, সকল আদেশ এ মূল থেকে উদ্গত, আমি ভালবাসা সম্বন্ধে বিশেষ কথা কেমন করে বলব জানি না; কেননা শুভকর্মের ডাল বহু বটে, কিন্তু মূল একটামাত্র: তা হল ভালবাসা। দুর্জনেরা ভালবাসার উত্তাপে বেশিক্ষণ নিষ্ঠাবান হতে পারে না, যেমনটি আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু আমাদের বলেন: *অনেকের ভালবাসা শীতল হয়ে যাবে* (মথি ২৪:১২)। যারা ভালবাসায় শীতল হয়েছে ও ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের উপর প্রেরিতদূত যোহন বিলাপ করে বলেন: *তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে, অথচ তারা আমাদেরই ছিল না; কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত* (১ যোহন ২:১৯)।

ব্যাপারটা এপ্রকার হলে, এমনকি ব্যাপারটা বাস্তবেই এপ্রকার হলে প্রতিটি ভক্তজনের সবসময় ভাবা উচিত তেমন মহা মঙ্গলে সে কেমন করে সংযুক্ত থাকবে, এবং তৎপর হয়ে তার চেষ্টা করা উচিত যাতে প্রভুর পথে তার সঙ্গীদেরও সেই দিকে আকর্ষণ করে। কেননা দুর্জনেরা যেমন ভালবাসা ত্যাগ করে খ্রিষ্টদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি মনোনীতরা ভালবাসাকে সততার সঙ্গেই আলিঙ্গন করে সেই একই খ্রিষ্টদেহের সঙ্গে মিলিত হয়।

উপরন্তু, এ গুণ অবিচ্ছেদ্যভাবে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, একটিমাত্র ব্যক্তির শাসনের অধীনে একত্রে সম্মিলিত ভাইদের একাত্মতা অত্যন্ত উপযোগী; কেননা নদী বহু খালে বিভক্ত হলে যেমন নিজেই শুষ্ক হয়, তেমনি ভ্রাতৃ ঐক্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে কমই উপযোগী।

এজন্য, এ ভালবাসা যেন তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে অবিচ্ছেদ্য থাকে, আমি ইচ্ছা করি, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের যত্ন ও পরিচালনার ভার ফাদার রোদুলফের হাতে ন্যস্ত থাকবে, কমপক্ষে সেই একই অনুপাতে যে অনুপাতে আমার জীবনকালে আমার উপর নির্ভর করত। বিদায়।

শ্লোক - ১ তি ১:৫; ফিলি ১:৯; এফে ৪:১৫ দ্রঃ

প্র আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন ;

উ তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে।

প্র ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট ;

উ তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে।

১৩ই জুলাই

# সাধু হেনরি

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু হেনরির 'প্রাচীন জীবনচরিত' থেকে পাঠ

## তিনি মণ্ডলীর শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন

ঈশ্বরের এ পুণ্যবান দাস রাজকীয় তৈলাভিষেক গ্রহণ করে পার্থিব এক রাজ্যের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেন না, কিন্তু অমর জীবনের মালা অর্জন করার জন্য সৈন্যরূপে সর্বোচ্চ রাজার সেবা করার সঙ্কল্প নিলেন; কেননা তাঁর সেবা করাই প্রকৃত রাজত্ব করা! এজন্য তিনি মহত্তম তৎপরতার সঙ্গেই ধর্মের প্রতি আসক্তি বিস্তার করলেন ও নানা গির্জার জন্য সম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবস্থা করলেন। নিজ রাজপ্রাসাদে, প্রেরিতদূতদের প্রধান পিতর ও পলের নামে ও গৌরবময় সাক্ষ্যমর জর্জের নামেও বার্বেঙ্গা ধর্মপ্রদেশের আসন স্থাপন করলেন। ধর্মপ্রদেশকে বিশেষ বিশেষ অধিকার সহ রোমের পবিত্র মণ্ডলীর কাছে উপহার দিলেন, যাতে প্রথম আসনের কাছে সেই সম্মান দেখাতে পারেন যা ঐশঅধিকার সূত্রেই তার প্রাপ্য। তেমন উচ্চ প্রতিপালন দ্বারা তিনি নিজ প্রতিষ্ঠাকে মজবুত ভিত্তি দিলেন।

আর যেন সকলের কাছে স্পষ্ট হতে পারে, এ পুণ্যবান ব্যক্তি কেমন তৎপরতার সঙ্গেই তাঁর নতুন মণ্ডলীকে লক্ষ ক'রে ভবিষ্যতের জন্যও শান্তি ও নিরাপত্তা মঙ্গলদানে সুব্যবস্থা করেছেন, সেজন্য প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে তাঁর একটি পত্র উল্লেখ করি:

'আমি হেনরি, ঐশবিধান সূত্রে রাজা, মণ্ডলীর বর্তমান ও ভাবী সকল সন্তানদের সমীপে! পবিত্র শাস্ত্র তার কল্যাণকর নির্দেশ দ্বারা আমাদের আমন্ত্রণ করে ও চেতনাও দান করে, যেন পার্থিব সম্পদ ও ইহলোকের সমস্ত আরাম ত্যাগ করে সমস্ত উপায়ে স্বর্গের চিরন্তন আবাসের অন্বেষণ করি। কেননা বর্তমান গৌরবের উপভোগ ক্ষণস্থায়ী ও অসার, যদি না সনাতন স্বর্গের দিকে লক্ষ করে। আর ঈশ্বরের করুণা যখন স্থির করল যে, পৃথিবীর মঙ্গলই হবে স্বর্গীয় মাতৃভূমির মূল্য, তখন মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এক প্রতিকার দান করল।

অতএব, তেমন প্রসন্নতা স্মরণ করে ও একথা জেনে যে, ঈশ্বরের দয়ার স্বাধীন ব্যবস্থা গুণেই আমরা রাজ-মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি, আমাদের বিবেচনায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের নির্মিত গির্জাগুলো বিস্তারিত করা শুধু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মহত্তর গৌরবে নতুনগুলোও নির্মাণ করা ও আমাদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপে সেগুলোকে সম্পদ ও নানা সুবিধায় সজ্জিত করা উত্তম কাজ বলে মনে হল। এজন্য প্রভুর আদেশের প্রতি সজাগ মনোযোগ দান করে ও ঐশসুপরামর্শ পালন করে আমরা, ঐশউদারতা থেকে যে সমস্ত ঐশ্বর্য আমাদের কাছে মঞ্জুর করা হয়েছে তা স্বর্গেই গচ্ছিত রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করি— হ্যাঁ, সেই স্বর্গেই, যেখানে কোন চোর বলপ্রয়োগে প্রবেশ করে চুরি করে না, কোন কীট বা পোকাও কিছুই ক্ষয় করে না; সেই স্বর্গেই, যেখানে আমাদের সমস্ত বিষয় এখন গচ্ছিত করতে তৎপরতা দেখাচ্ছি, আমাদের হৃদয়ও যেন বাসনা ও ভালবাসার সঙ্গে সেদিকে অনুক্ষণ লক্ষ করতে পারে।

অতএব আমাদের ইচ্ছা, সকল ভক্তজন যেন জানতে পারে যে, আমরা আমাদের পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করা বার্বেঙ্গা নামক একটি স্থান প্রধান ধর্মপ্রদেশীয় আসনের মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে সেখানে আমাদের ও আমাদের মাতাপিতার সম্মানপূর্ণ স্মৃতি পালিত হয় ও সকল ভক্তদের জন্য পরিত্রাণের যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়।'

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১২, ১৪, ১০ দ্রঃ

*প্র* প্রভু আপন পুণ্যজনকে শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দিলেন, সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করলেন,

*উ* তাকে দিলেন চিরন্তন গৌরব।

*প্র* প্রভু তাকে ন্যায় পথে চালনা করলেন,

*উ* তাকে দিলেন চিরন্তন গৌরব।

১৪ই জুলাই

# সাধু কামিলুস দ্য লেলিস, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু কামিলুসের এক সঙ্গী-লিখিত 'সাধু কামিলুসের জীবনী' থেকে পাঠ

## ভাইদের মধ্যে প্রভুসেবা

সমস্ত সদ্‌গুণের মূল ও তাঁর কাছে সবচেয়ে সাধারণ দান সেই পুণ্য ভালবাসা নিয়েই শুরু করে আমি একথা বলছি যে, সাধু কামিলুস এ পুণ্য সদ্‌গুণে সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপ্ত ছিলেন—ঈশ্বরের প্রতি শুধু নয়, প্রতিবেশীরও প্রতি, ও বিশেষভাবে অসুস্থদেরই প্রতি। তাদের দেখামাত্রই তাঁর অন্তর বিগলিত হয়ে যেত, তাঁর চোখে জল দেখা দিত, ও অন্য সমস্ত আকর্ষণ বা পার্থিব আনন্দ একেবারে বিস্মৃত হত। যখন তাদের একজনের সেবা করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি কেমন যেন ভালবাসা ও দয়ায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন ও তাদের কষ্ট সহনীয় করার জন্য ও তাদের অসুস্থতায় তাদের আরাম দেবার জন্য নিজের মাথায়ই সমস্ত রোগ বহন করতে ইচ্ছা করছিলেন। রোগপীড়িতদের মধ্যে খ্রিষ্টের ব্যক্তিত্বকে এত জীবন্তই ধারণ করছিলেন যে, যখন তাদের খাওয়াতেন, তখন তারাই যে স্বয়ং প্রভু তা মনে করে প্রায়ই তাদের কাছে অনুগ্রহ ও পাপক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। তাদের সম্মুখে এমন মর্যাদা দেখাচ্ছিলেন, তিনি ঠিক যেন প্রভুর উপস্থিতেই আছেন।

পুণ্য ভালবাসার কথার চেয়ে তিনি মহত্তর ভক্তিতে অন্য বিষয়ে তত কথা বলছিলেন না; তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি সকল মানুষের হৃদয় ভালবাসায় মুদ্রাঙ্কিত করবেন।

এ পুণ্য সদ্‌গুণের প্রতি আপন ধর্মভাইদের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি যিশু খ্রিষ্টের মাধুর্যপূর্ণ এই বাণী প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন: *আমি পীড়িত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে* (মথি ২৫:৩৬); তিনি এ বাণী এত ঘন ঘন আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, তা তাঁর হৃদয়ের মধ্যে খোদাই করে লেখা ছিল।

কামিলুস এমন মহা ভালবাসার মানুষ ছিলেন যে, কেবল রোগপীড়িত ও মরণাপন্নদের প্রতি নয়, কিন্তু সাধারণত অন্য সকল গরিব ও হতভাগার প্রতিও দয়া ও করুণা অনুভব করছিলেন।

অভাবগ্রস্তদের প্রতি তাঁর হৃদয় দয়ায় এতই পরিপূর্ণ ছিল যে, তিনি বারবার বলছিলেন : জগতে গরিবদের আর খোঁজ না থাকলে, মানুষের উচিত তাদের খোঁজ করে বেড়ানো, এমনকি মাটির নিচে থেকেও তাদের বের করা, যাতে তাদের উপকার করা হয় ও তাদের প্রতি করুণা দেখানো হয়।

**শ্লোক** - ১ থে ৫:১৪, ১৫, ১৮; রো ১৫:৭ দ্রঃ

*প্র* রোগপীড়িতদের গ্রহণ কর, নিজেদের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর :

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

*প্র* ঈশ্বরের গৌরবের খাতিরে তোমরা পরস্পরকে সাদরে গ্রহণ কর, স্বয়ং খ্রিষ্ট যেইভাবে তোমাদের গ্রহণ করেছেন ;

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা।

১৫ই জুলাই

# সাধু বনাভেন্তুরা, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু বনাভেন্তুরা-লিখিত 'ঈশ্বরের দিকে অন্তরের যাত্রাপথ' থেকে পাঠ (৭:১, ২, ৪, ৬)

## পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রকাশিত সেই রহস্যময় প্রজ্ঞা

খ্রিষ্ট হলেন পথ ও দরজা। খ্রিষ্ট হলেন সিঁড়ি ও যানবাহন। তিনি সেই প্রায়শ্চিত্তাসন যা ঈশ্বরের মঞ্জুষার উপরে স্থিত (যাত্রা ২৬:৩৪ দ্রঃ)। তিনি *সেই রহস্য যা অনাদিকাল থেকে গুপ্ত* (এফে ৩:৯ দ্রঃ)। তেমন প্রায়শ্চিত্তাসনের কাছে যে কেউ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মনোভাবে লক্ষ করে, ও বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা, ভক্তি, সম্মান, আনন্দ, মর্যাদা, প্রশংসা ও হৃদয়ের উল্লাসের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সে তাঁর সঙ্গে পাস্কা অর্থাৎ সেই উত্তরণ পালন করে: প্রান্তরে প্রবেশ করার জন্য মিশর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে ক্রুশ-দণ্ড দ্বারা লোহিত সাগর পার হয়। প্রান্তরে সে গুপ্ত মান্না খায়, বাহ্যিক দিক থেকে মৃতই যেন সে খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাধিতে বিশ্রাম করে, কিন্তু তবুও আমাদের পথিক অবস্থার পক্ষে যতখানি সাধ্য, সে সেই বাণী শোনে যা ক্রুশে সেই দস্যুকেই বলা হয়েছিল যে ভালবাসায় খ্রিষ্টের খুবই কাছাকাছি ছিল: *আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে* (লুক ২৩:৪৩)।

তবু এ উত্তরণ যেন সিদ্ধ হয়, এ প্রয়োজন রয়েছে যে, যেন মনের সমস্ত কর্ম বন্ধ করে দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ঈশ্বরেই সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত ও স্থানান্তরিত হয়।

তেমন কাজ এমন রহস্যময় ও অসাধারণ কাজ, যা যারা তা গ্রহণ করেছে কেবল তারাই জানে। আর তা কেবল তারাই গ্রহণ করে যারা তা বাসনা করে, আর তা কেবল তারাই বাসনা করে যারা পবিত্র আত্মার সেই আগুন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যা খ্রিষ্ট পৃথিবীতে এনেছিলেন। এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন যে, এ রহস্যময় প্রজ্ঞা পবিত্র আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত (১ করি ২:১৩ দ্রঃ)।

আর তুমি যদি জানতে চাও এ সমস্ত কিছু কেমন ভাবে ঘটে, তবে অনুগ্রহের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বিজ্ঞানের কাছে নয়; বাসনার কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বিচারবুদ্ধির কাছে নয়;

প্রার্থনার শ্বাসের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, জানার কামনার কাছে নয়; বরের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, আচার্যের কাছে নয়; ঈশ্বরের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, মানুষের কাছে নয়; অন্ধকারময় রহস্যের কাছেই প্রশ্নটি রাখ, বাহ্যিক উজ্জ্বলতার কাছে নয়; আলোর কাছে নয়, সেই আগুনেরই কাছে প্রশ্নটি রাখ যা আমাদের গোটা সত্তা উদ্দীপ্ত করে ও তার কোমল তৈলাভিষেক দ্বারা ও সবচেয়ে জ্বলন্ত ভক্তি দ্বারা তাকে ঈশ্বরে নিমজ্জিত করে।

তেমন আগুন হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, ও তেমন চুল্লি পবিত্র যেরুশালেমেই অবস্থিত; এবং খ্রিষ্টই নিজ জ্বলন্ত যন্ত্রণাভোগের উত্তাপ দ্বারা তা জ্বালিয়ে দেন। একথা কেবল সে-ই অনুভব করতে পারে, যে বলে: *আমার প্রাণ ক্রুশে আরোপিত হওয়ায় প্রীত হল, আমার হাড় মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছে* (যোব ৭:১৫ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)।

তেমন মৃত্যুকে যে ভালবাসে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখতে পায়, কেননা এ বাণী সত্য হয়ে থাকে যা অনুসারে *কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না* (যাত্রা ৩৩:২০)। সুতরাং এসো, মৃত্যু ভোগ করি আর এ অন্ধকারে প্রবেশ করি; সমস্ত চিন্তা, ভাবাবেগ ও অসার কল্পনা নিস্তব্ধ করে দিই। এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের সঙ্গে 'এজগৎ ছেড়ে পিতার কাছে উত্তীর্ণ হই', যেন তাঁকে দেখে ফিলিপের সঙ্গে বলতে পারি: *এতে আমরা তুষ্ট* (যোহন ১৪:৮)। এসো, পলের সঙ্গে এ বাণী শুনি: *আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট* (২ করি ১২:৯); দাউদের সঙ্গে আনন্দ ভোগ করে বলি: *আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিত হয়েছে, হে আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হে আমার চিরকালীন স্বত্বাংশ* (সাম ৭৩:২৬ দ্রঃ)। *ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, অনাদিকাল থেকে চিরকাল ধরে। সমগ্র জনগণ বলে উঠুক, আমেন* (সাম ১০৬:৪৮)।

শ্লোক - ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯, ১০ দ্রঃ

প্র তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।

উ তার প্রমাণ এ: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা।

প্র প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন; তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন; যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

উ তার প্রমাণ এ: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা।

১৬ই জুলাই

# কার্মেল রানী মারীয়া

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্মোৎসব, উপদেশ ১:২, ৩)

## মারীয়া খ্রিষ্টকে দেহের চেয়ে আগে অন্তরেই গর্ভধারণ করলেন

দাউদ-রাজবংশীয় এমন এক কুমারী নির্বাচিতা হন যিনি পবিত্র মাতৃত্বের জন্য নিযুক্তা হয়ে মানবেশ্বর শিশুকে দেহের চেয়ে আগে অন্তরেই গর্ভধারণ করবেন। আর ঐশসঙ্কল্প বিষয়ে অচেতন হওয়ায় তিনি যেন তেমন অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ভয়ে অভিভূতা না হন, সেজন্য দূতের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই রহস্য জানতে পারেন যা পবিত্র আত্মা তাঁর মধ্যে সাধন করতে যাচ্ছিলেন। আর যিনি ঈশ্বরজননী হতে চলছেন, তিনি তো মনে করেন না, তা তাঁর কুমারী মর্যাদা ক্ষতি করবে। বাস্তবিকই, যখন তাঁর কাছে পরাৎপরের প্রভাবের কার্যকারিতা প্রতিশ্রুত হয়, তখন কেনই বা তাঁকে গর্ভধারণের নবীনত্ব বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে? তাঁর বিশ্বাস যা ইতিমধ্যে সিদ্ধই বিশ্বাস, তাও পূর্ববর্তী এক অলৌকিক কাজ দ্বারা সুস্থির করা হয়, কেননা সমস্ত প্রত্যাশার অতীতে এলিশাবেথকে উর্বরতা অর্পণ করা হয়, যাতে বন্ধ্যাকে যিনি গর্ভধারণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন তিনি যে কুমারীকেও গর্ভধারণ ক্ষমতা দিতে পারেন তা যেন সন্দেহের বিষয় না হয়।

এজন্য যিনি নিজেই ঈশ্বর ও ঈশ্বরপুত্র, সেই ঈশ্বরের বাণী যিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, যাঁর দ্বারা সবই হয়েছিল আর যা কিছু হয়েছে তার কিছুই যাঁকে ব্যতীত হয়নি (যোহন ১:৩ দ্রঃ), তিনি মানুষকে চিরন্তন মৃত্যু থেকে মুক্ত করার জন্য মানুষ হলেন। কিন্তু আমাদের নিম্ন দশাকে ধারণ করা পর্যন্তই অবনত হয়েও তিনি নিজ ঐশমর্যাদা হ্রাস করেননি; বরং তিনি যা ছিলেন তা হয়ে থেকে, ও যা ছিলেন না তা ধারণ করে তিনি যে স্বরূপ অনুসারে পিতা ঈশ্বরের সমতুল্য তা দাসের প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করলেন ও উভয় স্বরূপ এমন অপরূপ বন্ধনে মিলিত করলেন যাতে ঐশগৌরব

নিম্ন স্বরূপটাকে নিঃশেষ না করে, আবার ধারণ-করা-নিম্নস্বরূপও যেন উচ্চ স্বরূপটাকে হ্রাস না করে।

সুতরাং এক একটি স্বরূপের মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকায় ও উভয় স্বরূপ একমাত্র ব্যক্তিতে একসঙ্গে প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐশমর্যাদা নিম্নতাকে ধারণ করল, শক্তি দুর্বলতাকে ধারণ করল, ও অনাদিকাল মরণশীলতাকে ধারণ করল। আর আমাদের দশার ঋণ শোধ করতে সেই যন্ত্রণাসাপেক্ষ-নয় স্বরূপ আমাদের যন্ত্রণাসাপেক্ষ স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল, এবং প্রভুর ঐক্যে সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষের সমন্বয় ঘটে, যাতে আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে ঠিক যেভাবে উপযোগী ছিল, *ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই* অনন্য ও একমাত্র মধ্যস্থ (১ তি ২:৫ দ্রঃ) এক স্বরূপের দিক দিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারেন ও অপর স্বরূপের দিক দিয়ে পুনরুত্থান করতে পারেন। অতএব ত্রাণকর্তার প্রসব কুমারীত্বের অক্ষুণ্নতা কোন প্রকারেই ক্ষয় করেনি, কারণ যিনি সত্য তাঁর জন্মই হল কুমারীত্বের রক্ষক।

এজন্যই, প্রিয়জনেরা, এ সমীচীন ছিল যে, যিনি *ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* (১ করি ১:২৪) তিনি এমন জন্ম গ্রহণ করবেন যাতে নিম্নতার দিক দিয়ে আমাদের অনুরূপ হন ও ঈশ্বরত্বের দিক দিয়ে অতুলনীয়ভাবে আমাদের ঊর্ধ্বে হন। বাস্তবিকই তিনি সত্যকার ঈশ্বর না হলে প্রতিকার আনতে পারতেন না; আবার, সত্যকার মানুষ না হলে তিনি আদর্শই রেখে যেতে পারতেন না।

এজন্য প্রভুর জন্মলগ্নে দূতবাহিনী উল্লসিত কণ্ঠে গান করেন, *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব*, এবং ঘোষণা করে চলেন, *ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪ লাতিন পাঠ্য)। তাঁরা তো দেখতে পাচ্ছেন, স্বর্গীয় যেরুশালেমকে বিশ্বের সকল জাতিকে নিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে: ঐশকরুণার এ অনির্বচনীয় কাজের জন্য যখন স্বয়ং স্বর্গদূতেরাও এত আনন্দিত, তখন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে কতই না উল্লসিত হওয়া উচিত!

## শ্লোক

*প্র* এসো, প্রভুর বিনম্র দাসী সেই গৌরবময়ী কুমারী মারীয়ার স্মৃতি রক্ষা করি;

*উ* দূতের সংবাদে মারীয়া বিশ্বত্রাতাকে গর্ভধারণ করলেন।

℣ ঈশ্বরজননীর প্রশংসাগানে, এসো, তাঁর সন্তান সেই খ্রিষ্টের গৌরবকীর্তন করি ;

℟ দূতের সংবাদে মারীয়া বিশ্বত্রাতাকে গর্ভধারণ করলেন।

২০শে জুলাই

# সাধু আপল্লিনারিস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসলোগের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১২৮:১-৩)

## এই দেখ, সাক্ষ্যমর বেঁচে আছেন ও রাজত্ব করেন

সাধু আপল্লিনারিস মণ্ডলীকে নিজের ভাষণে ও সাক্ষ্যমরণের বিশিষ্ট মর্যাদায় অলঙ্কৃত করেছেন। আপল্লিনারিসের গুণেই যে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞামত ইহলোকে নিজের প্রাণ হারালেন যাতে পরলোকে তা অনন্ত জীবনে পুনর্জয় করতে পারেন। ধন্য সেই ব্যক্তি যে এভাবে নিজের দৌড় শেষ করেছে, বিশ্বাস রক্ষা করে অটুট রেখেছে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যে সত্যিই নিজেকে প্রধান স্থানের অধিকারী করতে পারে। আর যেন এমন কেউ না মনে করে যে, যে সাক্ষ্যদাতা ঈশ্বরের সংকেত অনুসারে দৈনিক ও বহুমুখী লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়, সেই সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্যমরের চেয়ে নগণ্য। শোনো পলের এবাণী: 'আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন।' একবার মাত্র মৃত্যুবরণ করা নগণ্যই ব্যাপার, যখন একজন আপন রাজার কাছে বহুবার শত্রুদের উপরে গৌরবময় বিজয় অর্পণ করতে পারে। মৃত্যুতে তত নয়, বরং বিশ্বাসে ও অবিচল ভক্তিতেই সাক্ষ্যমরকে চেনা যায়; আর যেমন বীর্যবত্তা লড়াইতে, সংগ্রামে ও রাজার প্রতি ভালবাসার খাতিরে প্রাণত্যাগ করায় প্রকাশ পায়, তেমনি উৎকৃষ্ট বীর্যবত্তা দৈনিক নানা সংগ্রাম মেনে নেওয়ায় ও সম্পন্ন করায়ই প্রকাশ পায়। তাই মৃত্যুই যে তাঁকে সাক্ষ্যমর করল এমন নয়, বরং সাক্ষ্যমরের পরিচয় এতেই প্রকাশ পায় যে, তিনি বিশ্বাস ত্যাগ করলেন না; সেই চতুর শত্রু তার সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করল, ও তার যত ধরনের যন্ত্রপাতি কাজে লাগাল, কিন্তু তবুও সেই বলবান যোদ্ধাকে তার স্থান থেকে সরাতে পারল না, তার দৃঢ়তার উপরেও জয়ী হতে পারল না। ভাইবোনরো, দরকার হলে প্রভুর খাতিরে ইহলোকের জীবনকে তুচ্ছ করা উত্তম বটে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে এজগৎকে ও তার অধিপতিকেও তুচ্ছ করা ও পদদলিত করা গৌরবের বিষয়।

খ্রিষ্ট সাক্ষ্যমরের কাছে ছুটতেন, তাঁর সাক্ষ্যমর রাজার কাছে ছুটতেন। আমরা ঠিকই বলেছি 'ছুটতেন', কেননা নবী বলেছিলেন, *আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শীঘ্রই এসো, এবং দেখ* (সাম ৫৯:৬ লাতিন পাঠ্য)। যে যোদ্ধা মণ্ডলীর জন্য সংগ্রাম করে, তাকে নিজের কাছে রাখার জন্য পবিত্র মণ্ডলী খ্রিষ্টের কাছে যথাশক্তিতে দৌড়ে তিনি যেন বিজয়ীর জন্য ধর্মময়তার মালা আলাদা রাখেন ও যুদ্ধের সময়ে নিজের সৈন্যের কাছে নিজের উপস্থিতি অর্পণ করেন। সাক্ষ্যদাতা বহুবার নিজের রক্তকে পাত করতেন এবং মনের বিশ্বাসে নিজের ক্ষতগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকৃত সাধকের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন। স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে তিনি দেহ ও পৃথিবী অবজ্ঞা করে চলতেন। তথাপি তিনি জয়ী হলেন, সহিষ্ণুতা দেখালেন, এবং বয়সে তখনও নরম ও বাল্যকালীন সেই মণ্ডলী মিনতি নিবেদন করল যেন সাক্ষ্যমরের বাসনা-পূরণের ক্ষণ স্থগিত হয়। আমি সেই বাল্যকালের কথা বলছি, যে বাল্যকাল সবসময় সবকিছুই পেতে পারে ও গায়ের শক্তির চেয়ে চোখের জল দ্বারাই বেশি সংগ্রাম করে। কেননা শক্তিশালীদের মুখমণ্ডল ও ঘাম তত নয়, বরং শিশুদের অশ্রুজলই বেশি পারে, কেননা সেখানে দেহ কিন্তু এখানে হৃদয় ভেঙে যায়; সেখানে ধীশক্তি বলপ্রয়োগে সক্রিয়, এখানে গোটা করুণা নত হয়ে অবতীর্ণ হয়।

আর কি বলব? পবিত্র মাতা মণ্ডলী চেষ্টা করল যাতে নিজের মহাযাজক থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। সে সেইভাবে জীবনযাপন করে, যেভাবে উত্তম পালক আপন মেষপালের মধ্যে থাকেন এবং দেহগত দিক থেকে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন যদিও আত্মিক দিক থেকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। আমি বলতে চাই, তিনি বাহ্যিক দিক থেকে এগিয়ে গেছেন, কিন্তু অন্যান্য সকল দিক থেকে তাঁর বাসস্থান আমাদের অন্তরে রয়েছে। শয়তান এখন নিঃশেষিত, নির্যাতক মারা পড়ল; কিন্তু তিনিই জীবিত হয়ে রাজত্ব করেন যিনি তাঁর রাজার খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে বাসনা করলেন।

শ্লোক - ২ তি ৪:৭-৮খ; ফিলি ১:২১ দ্রঃ

℣ আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি।

৪ এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন।

৭ আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

৪ এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন।

২১শে জুলাই

# ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্স, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ব্রিন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৭)

## বাণীপ্রচার প্রৈরিতিক কর্তব্য

আমাদের মত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট স্বর্গদূতদের সঙ্গে আমাদের যা সাধারণ অধিকার, সেই আধ্যাত্মিক জীবন সুস্থির রাখার জন্য পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের ও ঈশ্বরের ভালবাসার রুটি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে অনুগ্রহ ও ভালবাসা থাকতে পারে না, কারণ বিনা বিশ্বাসে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। আবার, বিনা ঐশবাণী প্রচারে বিশ্বাসের বৃদ্ধিও সম্ভব নয়, বাস্তবিকই *বিশ্বাস সেই প্রচার-শোনা থেকে, ও প্রচার-শোনাটা খ্রিষ্টের বাণী দ্বারা হয়* (রো ১০:১৭)। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে ঐশবাণী প্রচার প্রয়োজন, দৈহিক জীবন সুস্থির করার জন্য বীজ-বপন যেভাবে প্রয়োজন।

এজন্য খ্রিষ্ট বলেন: *বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল* (লুক ৮:৫)। সেই বীজবুনিয়ে ধর্মময়তার প্রচারক রূপেই বেরিয়ে পড়ল, আর আমরা পড়েছি যে একসময় স্বয়ং ঈশ্বরই সেই ধর্মময়তার প্রচারক হলেন, যেমনটি প্রান্তরে তিনি নিজ কণ্ঠেই স্বর্গ থেকে সমস্ত জাতিকে ধর্মময়তার বিধান দিয়েছিলেন। অন্য সময়, সেই শোকার্তদের দেশে, প্রভুর এক দূত জনগণকে ঐশবিধানের প্রতি তাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। এজন্য দূতের বাণী শুনে ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেই অনুতপ্ত হৃদয়ে চিৎকার করতে করতে চোখের জল ফেলল। মোয়াব অঞ্চলে মোশিও সমস্ত জাতির কাছে প্রভুর বিধানের কথা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে সেই খ্রিষ্টই এলেন যিনি একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ, এবং একসময় যেমন নবীদের প্রেরণ করেছিলেন, তেমনি এবার তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করলেন।

সুতরাং, বাণীপ্রচার প্রৈরিতিক, দৌত্য, খ্রিষ্টীয় ও ঐশ এক কর্তব্য। ঈশ্বরের বাণী সমস্ত মঙ্গলে এমনই পরিপূর্ণ, যা সমস্ত মঙ্গলের ধনস্বরূপ, কেননা ঐশবাণী থেকেই

বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নির্গত; ঐশবাণী থেকেই সমস্ত সদ্‌গুণ, পবিত্র আত্মার সকল দান, সুসমাচারের সকল আশীর্বাণী, সমস্ত শুভকর্ম, জীবনের সকল পুণ্যফল, স্বর্গের গোটা গৌরব উদ্গত: *তোমাদের অন্তরে সেই রোপিত বাণীকে সাদরে গ্রহণ কর, যা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ সাধন করতে সক্ষম* (যাকোব ১:২১)।

কেননা মানুষ যেন ঈশ্বরকে জানতে ও ভালবাসতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রভুর বাণী উপলব্ধি-শক্তির পক্ষে আলো, ও ইচ্ছা-শক্তির পক্ষে আগুন। সেই আন্তরিক মানুষ যে অনুগ্রহ দ্বারা ঈশ্বরের আত্মার উপর নির্ভর করেই বাঁচে, তার জন্য প্রভুর বাণী হল রুটি ও জল, কিন্তু এমন রুটি যা মধুর চেয়েও মিষ্টি, ও এমন জল যা আঙুররস ও দুধের চেয়েও শ্রেয়। আত্মার পক্ষে প্রভুর বাণী হল পুণ্যফলের আত্মিক ধনভাণ্ডার, এজন্য সোনা ও মূল্যবান রত্না বলে অভিহিত। আবার, যে হৃদয় পাষাণ ও রিপুতে নিমজ্জিত, তার পক্ষে প্রভুর বাণী হল হাতুড়ির মত; তাছাড়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করার জন্য ঐশবাণী হল দেহলালসা, সংসার ও শয়তানের বিরুদ্ধে খড়্গাস্বরূপ।

**শ্লোক** - ইশা ৪০:৯; লুক ৯:৫৯, ৬০ দ্রঃ

*প্র* তুমি যে সুসমাচার বয়ে আন, উচ্চ এক পর্বতে গিয়ে ওঠ;

*উ* সকল শহরকে বল: এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!

*প্র* আমার অনুসরণ কর: গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর;

*উ* সকল শহরকে বল: এই যে তোমাদের পরমেশ্বর!

## ২২শে জুলাই

# সাধ্বী মারীয়া মাগ্দালেনা

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১২:১-২১)

**খ্রিষ্টীয় জীবন ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত আধ্যাত্মিক উপাসনা**

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের

অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না।

অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না। সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক। সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু। বরং তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে। অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

**শ্লোক** - রো ১২:২; এফে ৪:২৩-২৪

*প্র* মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

*উ* যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

*প্র* তোমাদের মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,

*উ* যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (২৫:১-২)

### তিনি খ্রিষ্টের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্তা ছিলেন

সমাধিস্থানে গিয়ে প্রভুর দেহ না দেখতে পেয়ে মাগ্দালার মারীয়া ভাবলেন, লোকে তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে, তাই তেমন কথা শিষ্যদের কাছে জানালেন। তাঁরা দেখতে এলেন, ও নারী যেভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন ব্যাপারটা ঠিক তাই বলে স্বীকার করলেন। তাঁদের বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখা আছে: *শিষ্যেরা আবার ঘরে ফিরে গেলেন;* এরপর

সুসমাচার বলে চলে: *মারীয়া কিন্তু সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন* (যোহন ১০:১০-১১)। এতে আমাদের চিন্তা করা উচিত, এমন গভীর ভালবাসা এ নারীর প্রাণ দখল করেছিল যে, শিষ্যেরা চলে যাওয়ার পরেও তিনি প্রভুর সমাধিগুহা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে পারছিলেন না। তিনি তাঁরই সন্ধান করছিলেন যাঁর সন্ধান পাননি, এ সন্ধানে কাঁদছিলেন, ও তাঁর প্রতি জীবন্ত ভালবাসায় উদ্দীপ্তা হয়ে বাসনায় জ্বলছিলেন, কেননা ভাবছিলেন, লোকে তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল।

তাতে এমনটি ঘটল যে, যিনি তাঁর সন্ধান করতে একাকী থেকেছিলেন, কেবল তিনিই তাঁর দর্শন পেতে পারলেন: বাস্তবিকই যে কোন শুভকর্মের শক্তি স্থিরতায়ই বিরাজিত, যেমনটি স্বয়ং সত্যের কণ্ঠ ঘোষণা করল: *শেষ পর্যন্ত যে নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে* (মথি ১০:২২)।

তাই মারীয়া একবারের মত তাঁর সন্ধান করলেন, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাননি; সন্ধানে স্থির হলেন ও তাঁর সন্ধান পেতে তাঁকে দেওয়া হল! তাই এমনটি ঘটল যে, বাসনা বিস্তারিত হয়ে বৃদ্ধি পেল, ও বৃদ্ধি পেতে পেতে সন্ধানের বস্তুতে পৌঁছল। হ্যাঁ, পুণ্য বাসনা বিস্তারিত হতে হতেই বৃদ্ধি পায়; কিন্তু প্রতীক্ষার সময়ে শিথিল হলে তবে এ এমন লক্ষণ যে তেমন বাসনা প্রকৃত বাসনা নয়। যে কেউ সত্যের নাগাল পেতে কৃতকার্য, সে-ই তেমন জ্বলন্ত বাসনার অভিজ্ঞতা করেছে; এজন্য দাউদ বলেন: *ঈশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর; কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* (সাম ৪২:৩)। এবং পরম গীতে মণ্ডলী বলে: *আমি প্রেমপীড়িতা* (পরমগীত ৫:৮); আবার এ কথাও বলে: *আমার প্রাণ মূর্ছা গেল* (পরমগীত ৫:৬ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)।

*নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?* (যোহন ২০:১৫)। তাঁকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, যাতে বাসনা বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি যাঁকে ভালবাসেন, তাঁকে নাম ধরে ডাকলে তিনি যেন তাঁর প্রতি ভালবাসায় অধিক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।

*যিশু তাঁকে বললেন: মারীয়া* (যোহন ২০:১৬)। তিনি আগে তাঁকে 'নারী' সাধারণ নামেই ডেকেছিলেন, কিন্তু মারীয়া তাঁকে চিনতে পারেননি, এবার তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন, ঠিক যেন তিনি বলতে চাচ্ছিলেন: যিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, তুমিও

তাঁকে চিনে ফেল। মানুষ অপরকে যেভাবে চেনে, আমি তোমাকে সেভাবে, তথা সাধারণভাবে চিনি না, ব্যক্তিগতভাবেই তোমাকে চিনি। সুতরাং মারীয়াকে যখন নাম ধরেই ডাকা হয়, তিনি স্রষ্টাকে চিনতে পারেন ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলেন: *রাব্বুনি, যার অর্থ 'গুরুজী'*: তিনিই ছিলেন, বাইরে মারীয়া যাঁর সন্ধান করছিলেন, আবার তিনিই ছিলেন যিনি আন্তরিক সন্ধানে তাঁকে চালিত করছিলেন।

**শ্লোক**

℣ সমাধিমন্দির থেকে ফিরে এসে মারীয়া মাগ্দালেনা শিষ্যদের সংবাদ দিলেন: আমি প্রভুকে দেখেছি!

℟ ধন্য সেই নারী, যিনি পুনরুত্থিত জীবনের প্রথম সংবাদ বহন করলেন!

℣ প্রেমিকের জন্য কাঁদতে কাঁদতে তিনি যাঁর সন্ধান করছিলেন তাঁর সন্ধান পেলেন; তাঁকে দেখে ভাইদের কাছে তাঁর সংবাদ দিলেন।

℟ ধন্য সেই নারী, যিনি পুনরুত্থিত জীবনের প্রথম সংবাদ বহন করলেন!

২৩শে জুলাই

# সাধ্বী ব্রিজিতা, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী ব্রিজিতারই বলে ধরে নেওয়া 'প্রার্থনামালা' থেকে পাঠ (২য় প্রার্থনা)

## ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের প্রতি মন উন্নীত করা

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে আগে থেকেই তোমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছ, তুমি যে অন্তিম ভোজের সময়ে পার্থিব রুটি তোমার গৌরবময় দেহে অপরূপভাবে পরিণত করেছ, তুমি যে তোমার যোগ্যতম যন্ত্রণাভোগের স্মৃতিচিহ্ন রূপে সেই রুটি প্রেরিতদূতদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে দিয়েছ, তুমি যে তোমার বিনম্রতার অসীম মহত্ত্ব দেখিয়ে তোমার পবিত্র ও মূল্যবান হাত দিয়ে তাঁদের পা ধৌত করেছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর ভয়ে নিজ নিরপরাধী দেহে রক্ত ঘামিয়েছ, তথাপি মানবজাতির প্রতি তোমার প্রেম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে আমাদের সেই মুক্তি সাধন করেছ যা সম্পন্ন করতে বাসনা করছিলে।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে তোমার বিনম্রতায় কাইয়াফার সামনে নিজেকে উপনীত হতে দিয়েছ, আর সকলের বিচারকর্তা হয়েও নিজেকে পিলাতের বিচারের অধীন হতে দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক! তুমি যে বেগুনি রঙের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে যখন তীক্ষ্ণতম কাঁটার মুকুটে ভূষিত হয়েছ তখন নিজেকে তামাশার বস্তু হতে দিয়েছ, ও সহ্য করেছ যে তোমার গৌরবময় শ্রীমুখ থুথুতে আবৃত হবে, তোমার চোখ ঢেকে দেওয়া হবে, তোমার মুখ ভক্তিহীন মানুষদের অপবিত্র হাত দ্বারা নির্মম ভাবে আঘাতগ্রস্ত হবে।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার প্রশংসা হোক! তুমি যে এমনটি হতে দিয়েছ তারা যেন তোমাকে স্তম্ভে বেঁধে দেয়, তোমাকে এত অমানবিক রূপে কশাঘাত করে, রক্তমাখা দেহে তোমাকে পিলাতের বিচারালয়ে চালিত করে, অথচ তুমি বলিদানে চালিত এক নিরপরাধী মেষশাবকের মতই নিজেকে দেখাচ্ছিলে!

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে রক্তসিক্ত তোমার পুণ্য দেহে নিজেকে ক্রুশমৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হতে দিয়েছ, তুমি যে কষ্ট করে সেই ক্রুশ কাঁধে বহন করেছ, তুমি যে যন্ত্রণাভোগের স্থানে নির্মমভাবে চালিত হবার পর ও বিবস্ত্র হবার পর সেই ক্রুশবৃক্ষে বিদ্ধ হতে ইচ্ছা করেছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার জয় হোক! তুমি যে এত পীড়নের মধ্যে ভালবাসা ও মঙ্গলময়তার সঙ্গে পাপশূন্যা ও কলঙ্কমুক্তা তোমার সেই যোগ্যতমা জননীর প্রতি বিনম্রভাবে দৃষ্টিপাত করেছ, ও তোমার শিষ্যের বিশ্বস্ত হাতে সঁপে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি চিরকাল ধরে ধন্য! তুমি যে তোমার উপর নির্ভরশীল সেই দস্যুকে স্বর্গের গৌরব দেবে বলে দয়ার সঙ্গে প্রতিশ্রুত হয়ে তোমার মুমূর্ষু অবস্থায় সকল পাপীকে ক্ষমার আশ্বাস দিয়েছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার চিরপ্রশংসা হোক, তুমি যে পাপী এই আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সবচেয়ে তীব্র তিক্ততা ও যন্ত্রণা ভোগ করেছ; হ্যাঁ, তোমার ক্ষতের তীব্রতম লাঞ্ছনা তোমার ধন্য প্রাণ ভয়ঙ্করভাবেই ভেদ করছিল ও তোমার পরমারাধ্য হৃদয় হিংস্রভাবেই বিঁধে দিচ্ছিল যতক্ষণ না তোমার হৃদয় নিঃশেষিত হলে তুমি পরমশান্তিতে প্রাণ দিলে, ও মাথা নত করে তোমার আত্মা পিতা ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গেই সঁপে দিলে—এরপর শীতল দেহ হয়ে তুমি মৃত অবস্থায় রইলে।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে তোমার অমূল্য রক্তের মূল্যেই ও তোমার পবিত্রতম মৃত্যু দ্বারা আমাদের আত্মা মুক্ত করেছ, তুমি যে প্রবাসী অবস্থা থেকে অনন্ত জীবনেই দয়ার সঙ্গে তাদের ফিরিয়ে এনেছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তুমি ধন্য! তুমি যে আমাদের পরিত্রাণের জন্য এমনটি দিয়েছ যাতে বর্শার আঘাতে তোমার বুক ও তোমার হৃদয় বিদ্ধ হয়, ও তোমার বিদ্ধ পাশ থেকে সেই অমূল্য রক্ত ও জল নিঃসৃত হয় যা আমাদের মুক্তি সাধন করল।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, তোমার গৌরব হোক! তুমি যে চেয়েছ, তোমার ধন্য দেহ তোমার দুঃখী জননীর হাতে সঁপে দেওয়া হবে ও তাঁর দ্বারা কাপড়ে জড়ানো হলে সমাধিমন্দিরে আবদ্ধ রাখা হবে ও সৈন্যদের দ্বারা সংরক্ষিত হবে।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, চিরকাল ধরে তোমার জয় হোক! তুমি যে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছ ও তোমার মনোনীতদের কাছে জীবিত অবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎ করেছ; তুমি যে চল্লিশ দিন পরে অনেকের দৃষ্টিগোচরে স্বর্গে আরোহণ করেছ, তুমি যে পাতাল থেকে যাদের মুক্ত করে দিয়েছিলে তোমার সেই বন্ধুদের সেই স্বর্গে সম্মানের মধ্যে আসন দিয়েছ।

হে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, চিরকাল ধরে তোমার উদ্দেশে বন্দনা ও প্রশংসাগান ধ্বনিত হোক! তুমি শিষ্যদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছ ও তাঁদের অন্তরে অসীম ও দিব্য প্রেম সঞ্চার করেছ।

হে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, যুগ যুগ ধরে তোমার উদ্দেশে প্রশংসা ও গৌরবগান ধ্বনিত হোক! তুমি যে, কুমারী থেকে যে দেহ ধারণ করেছিলে, তার পবিত্রতম অঙ্গে দৈহিকরূপে দৃশ্য হয়ে তোমার রাজমহিমায় তোমার স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে আসীন আছ। আর সেভাবেই তুমি জীবিত ও মৃত সকলেরই আত্মা বিচার করতে বিচারের দিনে আগমন করবে—তুমি যে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছ ও রাজত্ব কর যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১:৫, ৬; এফে ৫:২ দ্রঃ

℣ খ্রিষ্ট আমাদের ভালবাসেন, ও নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন,

℟ তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক।

℣ তোমরা ভালবাসায় চল: খ্রিষ্টও আমাদের ভালবেসেছেন ও আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন।

℟ তিনি আমাদের করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশে যাজক।

২৪শে জুলাই

## সাধু খার্বেল মাখলুফ, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু আম্মোনাসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১২)

### ঈশ্বরের নিকটবর্তী বলে তাঁরা আত্মার চিকিৎসক বলে প্রতিষ্ঠিত

প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা তো জান যে, সেই আদিম অপরাধের পর থেকে মানুষের আত্মা ঈশ্বরকে জানতে পারে না যদি না সেই আত্মা মানবসমাজ ও যত অসার চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে দূরে রাখে। কেননা কেবল তখনই সেই আত্মা সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পাবে যে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর যে প্রতিদ্বন্দ্বী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আত্মা যখন তাকে দেখে, এবং তার বিরুদ্ধে অনুক্ষণ সংগ্রামরত সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে যখন অনুক্ষণ পরাজিত করে, তখনই ঈশ্বর সেই আত্মায় বসবাস করেন, এবং যত কষ্ট আনন্দোল্লাসে পরিণত হয়। কিন্তু আত্মা যদি পরাজিত হয়, তখন সেই আত্মা দুঃখ, অলসতা ও নানা ধরনের বহু দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়।

ঠিক একারণেই পিতৃগণ মরুভূমিতে একাকী হয়ে জীবনযাপন করতেন, উদাহরণস্বরূপ সেই তিশ্‌বীয় এলিয় ও বাপ্তিস্মদাতা যোহন। এমনটি মনে কর না যে, ধার্মিকেরা মানবসমাজের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ই তাঁরা মানবসমাজের মাঝেই তাঁদের ধর্মময়তা অর্জন করেছিলেন; বরং সর্বপ্রথমে যথেষ্ট মৌনতা সাধনা করেছিলেন বিধায়ই তাঁরা নিজেদের অন্তরে বাস করা ঈশ্বরের শক্তিসমূহ লাভ করেছিলেন, এবং তারপরেই, অর্থাৎ তাঁরা যখন সব ধরনের গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, তখনই মাত্র ঈশ্বর তাঁদের মানবসমাজের মাঝে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা কেমন যেন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপক হতে পারেন ও মানুষের রোগ-ব্যাধি নিরাময় করতে পারেন। কেননা তাঁরা ছিলেন এমন আত্মার চিকিৎসক যাঁরা মানুষের যত দুর্বলতা নিরাময় করতেন। সুতরাং, কেবল একারণেই তাঁদের নির্জন স্থান থেকে বের করে আনা হয়েছিল ও মানবসমাজের মাঝে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু তবুও তাঁদের তখনই মাত্র পাঠানো হত যখন তাঁরা নিজেরা নিজেদের দুর্বলতা থেকে নিরাময় হয়েছিলেন। কেননা আত্মায় কোন খুঁত থাকলে, সেই আত্মাকে মানুষকে গড়ে তোলার জন্য মানবসমাজের মাঝে পাঠানো যায় না। আর যারা

নিখুঁত হওয়ার আগেই এগিয়ে যায়, তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে নয়, নিজেরই পছন্দমত যায়। এদের বিষয়ে ঈশ্বর এই ভর্ৎসনা-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন: *আমি তাদের পাঠাইনি, অথচ তারা দৌড়োচ্ছে* (যেরে ২৩:২১)। এজন্যই এই ধরনের মানুষ নিজেদেরও সামলাতে পারে না, পরের আত্মাকেও গঠন করতে পারে না।

কিন্তু যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই যে মৌনতা ছেড়ে যান এমন নয়; কেননা তাঁরা জানেন যে, তেমন মৌনতাগুণেই তাঁরা ঈশ্বরের শক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু যাতে তাঁরা যেন এমন মানুষের মত না হন যারা স্রষ্টার প্রতি বাধ্য নয়, সেজন্যই তাঁরই অনুকরণে তাঁরা পরের আত্মিক উন্নয়নের জন্য বেরিয়ে পড়েন। কেননা পিতা যেমন আপন পুত্রকে স্বর্গ থেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি যেন মানুষের সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে নিরাময় করেন (প্রকৃতপক্ষে লেখা আছে: *তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট* [ইশা ৫৩:৪]), তেমনি যে সকল সাধুসাধ্বী নিরাময়ের উদ্দেশ্যে মানবসমাজের মাঝে আসেন, তাঁরা সবকিছুতেই স্রষ্টার অনুসারী হন, তাঁরা যেন ঈশ্বরের দত্তকপুত্র হওয়ার যোগ্য পরিগণিত হতে পারেন, এবং পিতা ও পুত্র যেমন, তেমনি তাঁরাও সেইমত হতে পারেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

তাই, হে প্রিয়জনেরা, আমি তোমাদের দেখিয়েছি মৌনতার শক্তি এবং সেই মৌনতা কিভাবে সবদিক দিয়ে নিরাময় করে ও কিভাবে তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হয়। ঠিক এজন্যই আমি তোমাদের কাছে পত্র লিখেছি, যাতে তোমরা তোমাদের কাজকর্মে বলবান হতে পার এবং একথা জানতে পার যে, মৌনতা রক্ষা করেই সাধুসাধ্বীরা উন্নতিশীল হয়েছিলেন, যার ফলে ঈশ্বরের শক্তি তাঁদের অন্তরে বসবাস করল ও তাঁদের দেখাল স্বর্গীয় যত রহস্য; এবং তাঁর অনুগ্রহগুণে তাঁরা এই জগতের গোটা জীর্ণতা দূর করে দিলেন। আর তোমাদের কাছে যে এই সমস্ত কথা লিখছে, সে এই সাধনাগুণেই নিজের বর্তমান মাত্রায় এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু বর্তমানকালে অনেক বিজনাশ্রমী রয়েছে যারা মৌনতা রক্ষা করতে পারে না যেহেতু নিজেদের ইচ্ছার উপর জয়ী হতে পারল না। তাই তারা প্রায়ই মানবসমাজে বসবাস করে যেহেতু নিজেরা নিজেদের অবজ্ঞা করতে ও মানবসমাজের সাহচর্য ত্যাগ করতে, এমনকি সংগ্রামে লড়াই করতেও অক্ষম। তাই তারা মৌনতা ছেড়ে তাদের

প্রতিবেশী মানুষদের সঙ্গে থেকে সারা জীবন ধরে তাদেরই সান্ত্বনা ভোগ করে থাকে। ফলত তারা ঈশ্বরের মাধুর্য লাভের যোগ্য হয়নি, ঈশ্বরের শক্তি যে তাদের অন্তরে বসবাস করবে সেটিরও যোগ্য হয়নি। কেননা যখন সেই শক্তি তাদের উপর দৃষ্টিপাত করে, তখন সেই শক্তি এ দেখে যে, তারা ইহলোকেই সান্ত্বনা পাচ্ছে, আত্মার ও দেহের নানা ভাবাবেগেও সান্ত্বনা পাচ্ছে; ফলে সেই শক্তি তাদের উপর নামতে পারে না, কেননা অর্থলালসা, মানবীয় অসার মর্যাদা, আত্মার যত দুর্বলতা ও বাহ্যিক যত কর্মকাণ্ড এমনটি বাধা দেয় যাতে ঈশ্বরের শক্তি তাদের উপর নামতে পারে।

তোমরা কিন্তু তোমাদের যত কর্মকাণ্ডে নিজেদের বলবান দেখাও। যারা মৌনতা ছেড়ে পিছটান দেয়, তারা নিজেদের ভাবাবেগের উপর জয়ী হতে পারে না, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে পারে না, যেহেতু তারা নিজেদের যত ভাবাবেগের বশীভূত। তোমরা কিন্তু যত ভাবাবেগের উপর জয়ী হও, তবেই ঈশ্বরের শক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

**শ্লোক** - ফিলি ৩:৮খগ, ১০খ; রো ৬:৮

*প্র* আমি সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি,

*উ* যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

*প্র* খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব,

*উ* যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি।

## ২৫শে জুলাই

# সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১৮–২:৫)

### প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেন

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি* (ইশা ২৯:১৪ দ্রঃ)। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে

গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

শ্লোক - মথি ১০:১৮, ১৯, ২০

প্ তোমাদের যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা চিন্তিত হয়ো না:

উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

প্ তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন:

উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী পাফ্লাগনিয়ার নিকেতাসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৫)

**প্রেরিতদূত যাকোবের গুণকীর্তন**

মহামান্য পিতরের সঙ্গে যাকোব ও যোহনও খ্রিষ্টের চোখে মুখ্য ও সর্বোচ্চ সম্মান পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হলেন। তাঁরা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত শিষ্য হওয়ায় তিনি সেই পর্বতচূড়ায় তাঁদের কাছে নিজ দিব্য দেহের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন। উপরন্তু

তাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হওয়ায় তিনি তাঁদের কাছে সেই মৃত্যুজনক যন্ত্রণাও দেখালেন যা তাঁর মানবস্বরূপের খাতিরে তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল; এবং অন্তিম ভোজের পর পরেই তিনি তাঁদের সঙ্গে করে নিলেন তাঁরা যেন তাঁদের প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গী হন—যদিও দুঃখে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা নিদ্রা গেলেন। আমি মনে করি যে, প্রভুর সঙ্গে তাঁদের সংসর্গ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের এ দু'জন দাসের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, তাঁদের ভক্তিপূর্ণ সদাগ্রহ, তাঁদের প্রকৃত বিশ্বাস ও তাঁদের সিদ্ধ ভালবাসা, বা তাঁদের উপরে ঊর্ধ্ব থেকে পবিত্র আত্মার অবতরণ, সেই নানা ভাষা বণ্টন ও ঐশদানগুলো বিতরণ ক্ষেত্রেও নয়। এসব দিক দিয়ে উভয়কে একমাত্র ব্যক্তিত্ব বলেই প্রশংসা করা যেতে পারে, কারণ তাঁরা খ্রিষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপ ছিলেন ও একই পবিত্র আত্মাই তাঁদের একইভাবে সুস্থির ও মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের মৃত্যু ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল ও ভিন্ন প্রকার হল, সেজন্য তাঁদের প্রশংসাবাদও ভিন্ন হওয়া উচিত।

অতএব, হে যাকোব, আমরা তোমার গুণকীর্তন করি! তুমি যে সত্যময় সুসমাচারের ভক্তিময় প্রচারক, তুমি যে পিতর ও যোহনের সঙ্গে প্রেরিতদূতদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ ও মুখ্য মর্যাদার অধিকারী! আমরা তোমার গৌরবকীর্তন করি! তুমি যে অন্য শিষ্যদের চেয়ে আগেই খ্রিষ্টের পাত্রে পান করেছ, তুমি যে তাঁর প্রতিশ্রুতি মত আমাদের ত্রাণকর্তার বাপ্তিস্মে দীক্ষিত হয়েছ, তুমি যে প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমর হওয়ায় এখন দ্বিবিধ মালায় ভূষিত।

হে ঐশবাণীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী, আমরা তোমার মহিমাগান করি! তুমি যে ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত, কারণ মাছ-ধরা জেলে থেকে মানুষ-ধরা জেলে হতে চাইলে, এক বাসনা অন্য বাসনায় পরিণত করেছ, ও এক উত্তরাধিকারের বিনিময়ে অন্য উত্তরাধিকারে প্রীত হয়েছ—অস্থায়ী বিষয়ের স্থানে তুমি চিরস্থায়ী বিষয় অর্জন করেছ, এবং এ পার্থিব নশ্বর সংসারের পরিবর্তে সেই স্বর্গীয় অবিনশ্বর জগৎ লাভ করেছ।

আমরা তোমার স্তুতিবাদ করি! তুমি যে একসময় যেমন পৃথিবীতে মানবেশ্বরের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গের অধিকারী ছিলে, তেমনি এখন তাঁর সঙ্গে আত্মায় মিলিত হয়ে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি সদালাপের অধিকারী।

শ্লোক - সাম ১৯:৪, ৫; প্রজ্ঞা ৫:১

প্র এমন কথা নেই, এমন বাণীও নেই যেখানে শোনা না যায় তাঁদের কণ্ঠস্বর,

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

প্র ধার্মিকেরা মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁদের অত্যাচার করেছিল।

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

২৬শে জুলাই

## সাধু যোয়াকিম ও সাধ্বী আন্না

### ধন্যা কুমারী মারীয়ার জনক-জননী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত দামাস্কের সাধু জন উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৬)

### তাদের ফল থেকেই তোমরা তাদের পরিচয় পাবে

যেহেতু এ ঘটবারই কথা ছিল যে, ঈশ্বরজননী সেই কুমারী আন্নার গর্ভেই জন্ম নেবেন, সেজন্য প্রকৃতি অনুগ্রহের পল্লবের আগে উপস্থিত হতে সাহস করল না, কিন্তু ফলবিহীন থাকল যাতে অনুগ্রহই নিজ ফল উৎপন্ন করে। কেননা সেই প্রথমজাত নারীরই জন্মাবার কথা ছিল, যাঁর গর্ভে নিখিল সৃষ্টজীবদের সেই প্রথমজাত জন্ম নেবেন যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু অস্তিত্ব পায়। যোয়াকিম ও আন্না, তোমরা কেমন ধন্য দম্পতি! তোমাদেরই প্রতি সমস্ত সৃষ্টজীব ঋণী, কারণ তোমাদের মধ্য দিয়েই সৃষ্টজীব স্রষ্টার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপহার অর্পণ করেছে, তথা সেই শুচি জননীকে অর্পণ করেছে যিনিই মাত্র স্রষ্টার যোগ্যা!

আন্না, *তুমি যে বন্ধ্যা, তুমি যে কখনও সন্তান প্রসব করনি, সানন্দে চিৎকার কর; তুমি যে প্রসবযন্ত্রণা কখনও ভোগ করনি, উল্লাসে ফেটে পড়* (ইশা ৫৪:১)। যোয়াকিম, আনন্দে মেতে ওঠ, কারণ তোমার কন্যা থেকেই *এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের। তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিশ্বত্রাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর'* (ইশা ৯:৫)। এ শিশু স্বয়ং ঈশ্বর!

হে যোয়াকিম ও আন্না, হে ধন্য দম্পতি যা সত্যিই কলঙ্কমুক্ত! তোমাদের গর্ভের ফল থেকেই তোমাদের পরিচয় প্রকাশিত, যেমনটি প্রভু একসময় বলেছিলেন: *তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে* (মথি ৭:১৬)। তোমরা তোমাদের জীবনাচরণ এমনভাবে সাজিয়েছ যা ঈশ্বরের গ্রহণীয়, ও তাঁরও গ্রহণীয় যিনি তোমাদের ঘরে জন্ম নিলেন। কেননা তোমাদের শুচি ও পুণ্য দাম্পত্যজীবনে তোমরা কুমারীত্বের সেই মুক্তাকে জন্ম দিয়েছ যিনি প্রসবের আগেও কুমারী ছিলেন, প্রসবের পরেও কুমারী হয়ে থাকলেন। তাঁরই কথা বলছি, যিনি অন্তর, আত্মা ও দেহের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে উত্তীর্ণ হলেন।

হে যোয়াকিম ও আন্না, হে শুচিতম দম্পতি! প্রকৃতির নিয়ম যে শুচিতা নিরূপণ করে তা রক্ষা করে তোমরা দিব্য শক্তি গুণে তা-ই অর্জন করেছ যা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে: হ্যাঁ, তোমরা সেই ঈশ্বরজননীকে জগতের কাছে অর্পণ করেছ যিনি কোন পুরুষ কখনও জানেননি। মানব অবস্থায় ধর্মসম্মত ও পুণ্য জীবন ধারণ করে তোমরা এমন কন্যাকে জন্ম দিয়েছ যিনি স্বর্গদূতদের চেয়েও মহান, এমনকি এখন স্বয়ং স্বর্গদূতদের রানী!

হে সুন্দরতমা ও কোমলপূর্ণা কুমারী! হে আদমকন্যা ও ঈশ্বরজননী! যে গর্ভ তোমাকে জীবন দিয়েছে, সেই গর্ভ ধন্য! ধন্য সেই বাহু যা তোমাকে আলিঙ্গন করল, ধন্য সেই ওষ্ঠ যা তোমাকে শুচি চুম্বন খেল—কেবল তোমার মাতাপিতারই সেই ওষ্ঠ—যাতে তুমি সম্পূর্ণরূপেই কুমারীত্ব রক্ষা করতে পারতে! *সমগ্র পৃথিবী, প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি, আনন্দে ফেটে পড়, চিৎকার কর, কর গান* (সাম ৯৮:৪)। জয়ধ্বনি তোল, চিৎকার কর, ভয় করো না!

**শ্লোক** - লুক ২:৩৭, ৩৮; ১:৬৮ দ্রঃ

*প্র* তাঁরা দিবারাত্র উপবাস ও প্রার্থনা পালনে প্রভুর সেবা করছিলেন,

*উ* তাঁরা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন।

*প্র* তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তিনি যেন আপন জনগণকে দেখতে আসেন:

*উ* তাঁরা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন।

২৯শে জুলাই

# সাধ্বী মার্থা, মারীয়া ও সাধু লাজার

## প্রভুর অতিথিসেবক

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১০৩:১-২, ৬)

### যাঁরা আপন গৃহে প্রভুকে বরণ করতে যোগ্য হলেন, তাঁরা ধন্য

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের বাণী আমাদের স্মরণ করাতে চায় যে, আমরা এসংসারের নানা কর্মে ব্যস্ত থাকতেও একটিমাত্র গন্তব্যস্থানই রয়েছে যার দিকে সকলে ধাবিত। প্রবাসী ও অস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আমরা সেদিকেই ধাবিত; এমন যাত্রী যারা এখনও মাতৃভূমিতে নই, সেদিকেই আমরা ধাবিত; এমন বাসনারই আকাঙ্ক্ষী যা উপভোগ করতে এখনও অক্ষম, সেদিকেই আমরা ধাবিত। কিন্তু যাতে একদিন যাত্রার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা যেন শিথিল না হয়ে অবিরতই সেদিকে ধাবিত থাকি।

মার্থা ও মারীয়া ছিলেন বোন, প্রকৃতির দিক দিয়ে শুধু নয়, ধর্মের দিক দিয়েও বোন: দু'জনেই ঈশ্বরকে সম্মান করতেন, দু'জনেই মাংসে উপস্থিত প্রভুর সেবা করতেন —তাঁরা একাত্মই ছিলেন। মার্থা তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করলেন পাত্রীকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়—তথাপি তিনি দাসী হিসাবে প্রভুকে গ্রহণ করলেন, রোগপীড়িতা হিসাবে ত্রাণকর্তাকে বরণ করলেন, সৃষ্টজীব হিসাবে স্রষ্টাকে অভ্যর্থনা জানালেন: দৈহিক দিক দিয়ে তাঁকে খাদ্য দেবার জন্যই তাঁকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু এ উচিত ছিল যে, তিনিই তাঁর আত্মার খাদ্য গ্রহণ করবেন। কেননা প্রভু দাসের স্বরূপ ধারণ করতে ও এ দাসদের আকারে খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলেন বটে, তবু এ ছিল তাঁর প্রসন্নতারই ফল, অবস্থায় বাধ্যবাধকতার ফল নয়। বাস্তবিকই তিনি যে খাদ্য গ্রহণের জন্য নিজেকে অর্পণ করলেন, তাও তাঁর প্রসন্নতার অভিব্যক্তি, কারণ তাঁর দেহ ক্ষুধা ও পিপাসার আকর্ষণ পেত।

সুতরাং, প্রভুকে লাজারের ঘরে অতিথি রূপে বরণ করা হল, অথচ তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি *আপন অধিকারে এলেন কিন্তু তাঁর আপনজনেরা যাঁকে গ্রহণ করল না*;

*কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাদের তিনি দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার* (যোহন ১:১১-১২)। তিনি দাসদের দত্তকপুত্রত্ব দান করে তাদের আপন ভাই করলেন, বন্দিদের মুক্ত করে তাদের আপন সহউত্তরাধিকারী করলেন। তথাপি তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা বলতে সাহস না করে: 'আহা, যারা খ্রিষ্টকে নিজেদের ঘরে বরণ করতে যোগ্য হল, তারা কতই না ধন্য!' তুমি যে এমন সময়ে জন্মেছ যে সময়ে প্রভুকে দেহগতভাবে দেখা সম্ভব নয়, এজন্য দুঃখ করো না, অযথা অভিযোগও তুলো না। তিনি তো তোমাকে তেমন সম্মান থেকে বঞ্চিত করেননি, কারণ নিজেই ঘোষণা করেছেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি তোমরা যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০)।

অন্যদিকে তুমি, মার্থা, শান্ত হও! তুমি তো তোমার প্রশংসনীয় সেবার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ বিশ্রামই চাচ্ছ। এখন তুমি নানা কর্মে নিমজ্জিত, মরণশীল দেহকেই আরাম দিতে চাও—সেই দেহ যত পুণ্যবান ব্যক্তির দেহ হোক না কেন! কিন্তু তবু আমাকে বল: যখন তুমি সেই মাতৃভূমিতে এসে পৌঁছবে, তখন কি খাওয়ানোর মত কোন যাত্রীকে পাবে? যার জন্য রুটি ভাগ করবে এমন ক্ষুধার্তকে পাবে? যাকে জল দেবে এমন পিপাসিতকে পাবে? দেখা-সাক্ষাৎ করার মত রোগীকে পাবে? শান্তিতে ফিরিয়ে আনার মত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাবে? কবরে দেওয়ার মত কোন মৃতদেহ পাবে?

স্বর্গে এসব কিছুর জন্য আর স্থান থাকবেই না। তাহলে কী থাকবে? মারীয়া যা বেছে নিয়েছেন, তা-ই: সেখানে আমরাই খাদ্য পাব, কাউকে খাওয়াব না। এজন্য মারীয়া এখানে যা বেছে নিয়েছেন, তা সেখানে পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করবে: তিনি সেই প্রাচুর্যপূর্ণ ভোজনপাট থেকে প্রভুর বাণীই রুটির মত গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু তোমরা কি সত্যি জানতে চাও স্বর্গে কী থাকবে? প্রভু নিজেই তো আপন দাসদের কাছে কথাটা বলেছিলেন: *আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন* (লুক ১২:৩৭)।

শ্লোক - যোহন ১২:১, ৩ দ্রঃ

*প্র* যিশু যেখানে লাজারকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সেই বেথানিয়াতে তাঁর জন্য এক ভোজের আয়োজন করা হল,

৳ এবং মার্থা যিশুর পরিচর্যা করছিলেন।

৴ মারীয়া আধ কিলো বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসী তেল নিয়ে এসে যিশুর পায়ে তা মাখিয়ে দিলেন,

৳ এবং মার্থা যিশুর পরিচর্যা করছিলেন।

৩০শে জুলাই

# সাধু পিতর খ্রিসোলোগোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর খ্রিসোলোগোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৪৮)

## মাংসধারণ নিগূঢ়তত্ত্ব

যখন কুমারী গর্ভধারণ করেন, তখন কুমারী হয়ে প্রসব করেন ও কুমারী হয়ে থাকেন: এ প্রকৃতির অধীন ব্যাপার নয়, কিন্তু দিব্য চিহ্ন; বিচারবুদ্ধির ব্যাপার নয়, কিন্তু ঐশশক্তির ফল; সৃষ্টির ব্যাপার নয়, কিন্তু স্রষ্টার কাজ; সাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু অলৌকিক; মানবীয় ব্যাপারও নয়, কিন্তু ঐশ্বরিক। খ্রিষ্টের জন্ম প্রয়োজনের ফল নয়, কিন্তু ঐশঅধিকারের লক্ষণ, ধর্মগত সংস্কার, মানব পরিত্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যিনি জন্ম না নিয়ে অক্ষুণ্ন মাটি থেকে মানুষ গড়েছিলেন, তিনি নিজে জন্ম নিয়ে অক্ষুণ্ন দেহ থেকেই মানুষ গড়লেন। যে হাত আমাদের গড়তে প্রসন্নতার সঙ্গে মাটি ধারণ করলেন, সে হাত আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রসন্নতার সঙ্গে মাংসও ধারণ করেছিলেন। অতএব, স্রষ্টা যে আপন সৃষ্টজীবের মধ্যে থাকেন ও ঈশ্বর যে দেহমাংসে থাকেন, তা সৃষ্টজীবের সম্মান, ঈশ্বরের ক্ষতি নয়।

মানুষ, কেন নিজের বিষয়ে নিজেকে তত তুচ্ছ জ্ঞান কর, যখন ঈশ্বরের কাছে তুমি এত মূল্যবান? তুমি যখন ঈশ্বর দ্বারা তত সম্মানের পাত্র, তখন কেন নিজেকে তত অসম্মান কর? কেন জিজ্ঞাসা কর তুমি কোথা থেকে আগত, যখন জিজ্ঞাসা কর না কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছ? জগতের এ সমস্ত গৃহ যা তুমি চেয়ে দেখ, তা কি তোমার জন্য সৃষ্ট হয়নি? তোমার অন্তরে সঞ্চারিত আলো অন্ধকার দূর করে দেয়, তোমার জন্যই রাত সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হল, তোমার জন্যই দিন নিরূপণ করা হল: তোমার জন্যই আকাশমণ্ডল সূর্যের, চাঁদের ও তারার বিচিত্র প্রভায় উদ্ভাসিত করা হল; তোমার জন্যই ভূমি নানা ফুল, বন, অরণ্য ও ফলাদির রঙে রঞ্জিত করা হল; তোমার জন্যই সেই সুন্দর ও চমৎকার পশু-শ্রেণি সৃষ্ট হল যা আকাশে, স্থলে ও জলে চলাচল করে, যাতে শোকপূর্ণ নির্জনতা নবযুগের আনন্দ কলুষিত না করে।

তবু তোমার স্রষ্টা আর এমন কিছু ভাবলেন যাতে তোমার সম্মান অধিক বৃদ্ধি পায়: নিজের প্রতিমূর্তি তোমাতে বসালেন, যাতে দৃশ্য প্রতিমূর্তি অদৃশ্য স্রষ্টাকে উপস্থিত বলে উপস্থাপন করে; এবং পৃথিবীতে তোমাকে তাঁর প্রতিনিধি করলেন যাতে জগতের মত বিরাট একটা সম্পদ প্রভুর প্রতিনিধির অভাবী না হয়। ঈশ্বর যা কিছু তোমার মধ্যে নিজের জন্য করলেন, তিনি তাঁর মঙ্গলময়তায় তা নিজের মধ্যে ধারণ করলেন; যার মধ্যে তিনি আগে কল্পনাসূত্রে দৃশ্য হতে ইচ্ছা করলেন, সেই মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই দৃশ্য হতে ইচ্ছা করলেন; এবং এমনটি করলেন, যে মানুষ আগে তাঁর প্রতিমূর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, সেই মানুষ যেন তাঁর নিজের সম্পদ হতে পারে।

এজন্য খ্রিষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, যাতে জন্ম গ্রহণ করে তিনি বিকৃত মানবস্বরূপকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; তিনি শিশুকাল বরণ করেন, লালন-পালন গ্রহণ করেন, নানা বয়সকাল পার হন যাতে এমন নিখুঁত ও স্থায়ী কাল প্রবর্তন করতে পারেন যা তিনি নিজেই আগে সৃষ্টি করেছিলেন: নিজেই মানুষকে বহন করেন পাছে মানুষের পতন হয়; যাকে তিনি পার্থিব করে গড়েছিলেন, তাকে স্বর্গীয় করলেন; মানবীয় আত্মা-বিশিষ্ট যে মানুষ, তাকে ঐশআত্মায় সঞ্জীবিত করেন: তাতে গোটা মানুষকে ঈশ্বর পর্যন্তই উন্নীত করেন যেন তার মধ্যে পাপ, মৃত্যু, শ্রম, দুঃখ বা পার্থিব যা কিছু আছে তার লেশমাত্র কিছুও না থাকে—আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরই কাজ গুণে যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন, এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৪, ৫; সাম ১১৮:২২ দ্রঃ

*প্র* জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসো,

*উ* যেন তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হতে পার।

*প্র* তিনিই সেই প্রস্তর যা সংযোগপ্রস্তর হয়ে উঠেছে,

*উ* যাতে তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হতে পার।

৩১শে জুলাই

# সাধু ইগ্নাস লয়োলা, পুরোহিত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - লুদোভিকো কন্সালভো দ্বারা সাধু ইগ্নাসের মুখ থেকে গৃহীত বাণী থেকে পাঠ

## আত্মাগুলোকে পরীক্ষা কর তারা ঈশ্বর থেকে আগত কিনা

যেহেতু বিভিন্ন প্রকার গল্প ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ সংক্রান্ত কল্পনামূলক বই-পুস্তকের উত্তপ্ত পাঠক হয়েছিলেন, সেজন্য যখন অনুভব করলেন সুস্থতার পথে আছেন তখন ইগ্নাস জিজ্ঞাসা করলেন যেন সময় কাটাবার জন্য সেগুলোর কয়েকটা তাঁর জন্য আনা হয়। কিন্তু যে গৃহে তিনি চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন, সেখানে সেপ্রকার পুস্তকের একটাও পাওয়া গেল না, ফলে তাঁকে দু'টো পুস্তক দেওয়া হল যেগুলোর নাম 'খ্রিষ্টের জীবনী' ও 'সাধুসাধ্বীর পুষ্পরাজি'—দু'টোই তাঁর মাতৃভাষায় লেখা পুস্তক।

তিনি সেগুলোকে একবার পড়েও বারবার পড়তে থাকলেন, আর সেগুলোর সার কথা আপন করতে করতে নিজ অন্তরে সেগুলোর আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট কৌতূহল জাগছে বলে অনুভব করছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মন তাঁর সেই আগেকার পাঠে বর্ণিত কাল্পনিক জগতের দিকে প্রায়ই ফিরে যাচ্ছিল। তেমন জটিল উত্তেজনার মধ্যেই দয়াবান ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করলেন।

বস্তুতপক্ষে আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের ও সাধুসাধ্বীদের জীবনী পড়তে পড়তে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন ও এভাবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলেন: ফ্রান্সিস যা যা করলেন, আমিও যদি তাই করতাম? আর যদি দমিনিকের আদর্শ অনুকরণ করতাম? এপ্রকার চিন্তা-ভাবনা সাংসারিক ভাবনার সঙ্গে পালা করে তাঁর মন দীর্ঘকাল ধরে দখল করছিল, আর তেমন বিচিত্র মানসিক অবস্থা বেশ কিছু দিন ধরে তাঁকে ব্যস্ত করল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল: তিনি সংসারের বিষয় ভাবলে যথেষ্ট আনন্দ বোধ করছিলেন; আর ক্লান্ত হয়ে সেগুলোকে ত্যাগ করলেই নিজেকে শোকাচ্ছন্ন ও শুষ্ক অবস্থায় পাচ্ছিলেন। কিন্তু যা তিনি সাধুসাধ্বীদের পালন করতে দেখেছিলেন, নিজেকে

সেই সমস্ত তপস্যার অংশীদার করার কথা ভাবলে তিনি কেবল তা ভাবার সময়েই আনন্দ বোধ করছিলেন এমন নয়, পরেও সেই আনন্দ থেকে যাচ্ছিল।

তথাপি তেমন পার্থক্যের দিকে তিনি তত চিন্তা দেননি, যেপর্যন্ত তাঁর মনশ্চক্ষু খুলে গেলে তিনি সেই সমস্ত আন্তরিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনোযোগের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন যা তাঁর পক্ষে দুঃখজনক ছিল আর সেগুলোও বিষয়ে যা তাঁর পক্ষে আনন্দজনক।

এটিই হল আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম ধ্যান। আর পরবর্তীতে অধ্যাত্ম অনুশীলনের পথে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরবর্তীকালে আপনজনদের কাছে আত্মাদের পার্থক্য সম্বন্ধে যা শেখালেন, তা উপলব্ধি করতে ঠিক এই পর্যায় থেকে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক - ১ পি ৪:১১, ৮

প্র যার কথা বলার, সে এমনভাবেই বলুক যেন ঈশ্বরের বাণী ব্যক্ত করে; যার সেবা করার, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুসারেই সেবা করুক:

উ যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা!

প্র সর্বোপরি পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাস;

উ যেন সবকিছুতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা!

# পাঠসংগ্রহ - আগষ্ট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (প্রভুর রূপান্তর) ৭ ৮ ৯ ১০ (সাধু লরেন্স) ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ (স্বর্গোন্নয়ন) ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ (সাধু বার্থলমেয়) ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

## ১লা আগষ্ট

## সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগোরি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আল্ফন্সো-মারীয়া দ্য লিগোরি-লিখিত 'যিশু খ্রিষ্টকে প্রেম করা' থেকে পাঠ (১:১-৫)

### খ্রিষ্টের ভালবাসা

আত্মার সমস্ত সাধুতা ও তার সিদ্ধতা আমাদের ঈশ্বর সেই যিশু খ্রিষ্টকে ভালবাসায় কেন্দ্রীভূত যিনি আমাদের সর্বোত্তম ও আমাদের ত্রাণকর্তা। যে সকল সদ্‌গুণ মানুষকে সিদ্ধপুরুষ করে, ভালবাসাই সেগুলোকে মিলিত করে ও রক্ষা করে।

হয় তো কি ঈশ্বর আমাদের সমস্ত ভালবাসার যোগ্য নন? তিনিই তো অনাদিকাল থেকে আমাদের ভালবেসে আসছেন! প্রভু বলেন, 'মানুষ, একথা ভাব যে, আমিই প্রথম তোমাকে ভালবেসেছি। জগতে তোমার অস্তিত্ব তখনও ছিল না, এমনকি জগৎ পর্যন্তই তখনও ছিল না, অথচ ইতিমধ্যে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। যে সময় থেকে আমি ঈশ্বর, সে সময় থেকেই আমি তোমাকে ভালবাসি।' সুতরাং, মানুষ উপকার দ্বারাই আকর্ষিত, তা দেখে ঈশ্বর নানা দানগুলো দ্বারা মানুষকে নিজ ভালবাসার দিকে আকর্ষণ করবেন বলে অভিপ্রায় করলেন। তাই তিনি বললেন, 'মানুষ যে দড়ি দিয়ে নিজেকে টানতে দেয়, আমি সেই দড়ি দিয়েই মানুষকে আমাকে ভালবাসতে টানতে চাই, তথা ভালবাসার বন্ধন দিয়ে।' হ্যাঁ, এগুলোই তো হল সেই সমস্ত দান যা ঈশ্বর মানুষকে দান করেছেন। তিনি মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরাক্রম-বিশিষ্ট আত্মায় সজ্জিত করে, অর্থাৎ স্মরণশক্তি, উপলব্ধি ও ইচ্ছাশক্তি, এবং ইন্দ্রিয়সম্পন্ন দেহে তাকে সজ্জিত করে

তিনি তার জন্য আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও অন্য বহু বস্তু মানবপ্রেমের খাতিরেই সৃষ্টি করলেন, যাতে এসব কিছু মানুষের কাছে উপযোগী হয় ও মানুষ যেন তেমন বহু দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁকে ভালবাসে।

তবু এ সমস্ত সুন্দর সুন্দর জিনিস আমাদের দান করেও ঈশ্বর তুষ্ট হলেন না। আমাদের গোটা ভালবাসা জয় করার জন্য তিনি আমাদের কাছে নিজেকেই পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দান করলেন। সনাতন পিতা আমাদের কাছে তাঁর আপন একমাত্র পুত্রকে পর্যন্তও দান করলেন। পাপের কারণে আমরা সকলে মৃত ও অনুগ্রহ-বঞ্চিত ছিলাম দেখে তিনি কী করলেন? অসীম ভালবাসার খাতিরে, এমনকি প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, যে অতিরিক্ত ভালবাসায় আমাদের ভালবাসছিলেন তার খাতিরে তিনি আমাদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে আপন প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করলেন, এভাবে তিনি যেন আমাদের সেই জীবন ফিরিয়ে দেন, পাপ যা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

আর পুত্রকে দান করায়—আমাদের রেহাই দেবার জন্য কিন্তু পুত্রকে রেহাই না দিয়ে—তিনি পুত্রের সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমাদের দান করলেন, যথা তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর ভালবাসা ও সেই পরমদেশ; তবে যেহেতু এ সমস্ত দান পুত্রের তুলনায় নিশ্চয়ই গৌণ, সেজন্য যিনি *নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না?* (রো ৮:৩২)।

শ্লোক - সাম ১৪৫:১৯-২০; ১ যোহন ৩:৯

প্র যারা তাঁকে ভয় করে, তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন, তাদের চিৎকার শুনেই তাদের পরিত্রাণ করেন।

উ যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন।

প্র যে কেউ ঈশ্বর হতে জনিত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে।

উ যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদের সকলকে রক্ষা করেন।

২রা আগষ্ট

## ভের্চেলির সাধু এউসেবিউস, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - ভের্চেলির বিশপ সাধু এউসেবিউসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (২য় পত্র ১:৩–২:৩; ১০:১–১১:১)

### আমি আমার নির্দিষ্ট দৌড় শেষ করেছি,
### আমি বিশ্বাস রক্ষা করেছি

প্রিয় ভাইবোনেরা, আমি জানতে পেরেছি তোমরা সকলে ভাল আছ—আমি তো তা ইচ্ছা করছিলাম। নিজের কথা বলতে গিয়ে, তবে তোমাদের পত্রগুলো পেয়ে ও তোমাদের লেখায় আমার প্রতি তোমাদের সদ্ভাব ও ভালবাসার কথা পাঠ করে আমি মনে করেছি তোমাদের মাঝে আছি, কেমন যেন দূর দূরান্ত দেশ থেকে হঠাৎ তোমাদের মধ্যেই স্থানান্তরিত, ঠিক যেন সেই হাবাকুক যিনি দূত দ্বারা দানিয়েলের কাছে উপনীত হয়েছিলেন। আনন্দের সঙ্গে চোখের জল মিশে যাচ্ছিল: পাঠ করার গভীর বাসনায় চোখের জল বাধা দিচ্ছিল।

কিছু দিন ধরে তেমন পুণ্য মনোভাবের মধ্যে থেকে আমার মনে হচ্ছিল তোমাদের মাঝেই আছি, তাতে আমরা গত পরিশ্রমের কথা ভুলতে পারছিলাম। অনুভব করছিলাম, আমি কেমন যেন চারদিক থেকে এমন সান্ত্বনাদায়ী স্মৃতি দ্বারাই পরিপ্লুত, যা তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের আসক্তি ও তোমাদের ভালবাসার ফল আমাকে আবার আস্বাদ করাচ্ছিল। তেমন প্রাঞ্জল ও সান্ত্বনাদায়ী বহু স্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আমার হঠাৎ মনে হচ্ছিল—যেমন বলেছি—আমি প্রবাসে আর নই, বরং তোমাদের মাঝেই রয়েছি।

এজন্য, ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের বিশ্বাসে অত্যন্ত প্রীত, এবং বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে যে পরিত্রাণ সাধন করেছে তাতে আনন্দিত। নিকটবর্তী দূরবর্তী সকলেরই কাছে তোমরা যা বিতরণ কর, তোমাদের সাধিত সেই ফলগুলোতেও আমি উল্লসিত। হ্যাঁ, তোমরা সত্যি এমন গাছের মত যাতে সঠিকভাবেই কলম দেওয়া হয়েছে, এবং তার এই ফলশালীতার কারণেই গাছটা কুড়াল ও আগুন এড়ায়। আমরাও কোন প্রকারে তোমাদের সঙ্গে কলমের মত সংযুক্ত হতে ইচ্ছা করি—কেবল সাধারণ সেবার

মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের নিজ প্রাণ উৎসর্গ ক'রে। একথা জেনে নাও যে, এ পত্র কোন প্রকারেই লিখতে পেরেছি—ঈশ্বরের কাছে সবসময় প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন আমার রক্ষকদের কিছুকালের মত দূরে রাখেন; আবার তিনি যেন এমনটি দেন, যেন আমাদের পরিসেবক আমাদের ক্লেশের কথার চেয়ে, আমাদের শুভেচ্ছাই বরং তোমাদের কাছে নিয়ে যান।

অতএব আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যেন সমস্ত যত্নের সঙ্গেই তোমাদের বিশ্বাস রক্ষা কর, তোমাদের একাত্মতা তেজময় রাখ, প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান থাক, ও আমাদের কথা সর্বদাই স্মরণ কর, যাতে প্রভু প্রসন্ন হয়ে বর্তমানকালে সারা পৃথিবীতে অত্যাচারিত আপন মণ্ডলীকে স্বাধীনতা মঞ্জুর করেন, আর আমরা যারা নির্যাতিত যেন মুক্তি পেয়ে তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারি।

আমি পুনরায় তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করি যেন ঈশ্বরের দয়ার খাতিরে তোমরা সকলেই আমার এ পত্রের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর, কারণ এবার—বিশেষ প্রয়োজন বশত—আমার প্রথামত এক একজনেরই কাছে লিখতে আমাকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং, হে আমার ভাইয়েরা ও পুণ্যবতী বোনেরা, হে আমার পুত্রকন্যারা, উভয় লিঙ্গের ও সমস্ত বয়সের ভক্তজন সকল, আমার এ পত্রের মধ্য দিয়ে আমি তোমাদের সকলকেই উদ্দেশ করি, যেন এবারের মত এ সাধারণ শুভেচ্ছায় তুষ্ট হও, ও সেই সকলেরই কাছে আমাদের শুভেচ্ছা জানাও যারা মণ্ডলীর বাইরে হয়েও তবু আমাদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতে প্রসন্ন।

**শ্লোক** - লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

*প্র* তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক,

*উ* এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

*প্র* জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।

*উ* এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন।

একই দিন ২রা আগষ্ট

## সাধু পিতর জুলিয়ান এইমার্ড, পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - পিতর জুলিয়ান এইমার্ডের রচনাবলি থেকে পাঠ (এউখারিস্তিয়াতে প্রকৃত উপস্থিতি)

### জীবনদায়ী সাক্রামেন্ত সেই এউখারিস্তিয়া

এউখারিস্তিয়া হলো সকল জাতির জীবন। এউখারিস্তিয়া সকল মানুষকে জীবনের বিচারমান দান করে। জাতি-ভাষা নির্বিশেষে সকলেই মণ্ডলীর পবিত্র উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। এউখারিস্তিয়া মানুষকে সেই জীবনের বিধান অর্পণ করে যা সর্বোপরি সেই ভ্রাতৃপ্রেমে প্রকাশ পায় এই সাক্রামেন্তই যার উৎস। এই কারণে সকলের মধ্যে রয়েছে সাধারণ এক বন্ধন, কেমন যেন খ্রিষ্টীয় একটি আত্মীয়তা। সকলেই একই রুটি খায়, সকলেই যিশু খ্রিষ্টের ভোজে অতিথি যিনি অলৌকিকভাবে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃ আচরণের একটা একাত্মতা সৃষ্টি করেন। প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পাঠ করা হোক; সেখানে একথা রয়েছে যে, ধর্মান্তরিত ইহুদীদের ও বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বিধর্মীদের নিয়ে গঠিত সেই বহুসংখ্যক আদিমণ্ডলীর খ্রিষ্টভক্তগণ ছিলেন একমন একপ্রাণ। কেন? কারণ তাঁরা প্রেরিতদূতদের শিক্ষা শ্রবণে ও রুটি-ছেড়া অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত।

সত্যিই, এউখারিস্তিয়া হলো আত্মার ও মানবসমাজের জীবন, যেমনটি সূর্য হলো দেহের ও পৃথিবীর জীবন। সূর্য বিনা পৃথিবী অনুর্বর; সূর্যই পৃথিবীকে আনন্দিত, অলঙ্কৃত ও ফলবান করে; আবার সূর্যই দেহকে কার্যকারিতা, শক্তি ও সৌন্দর্য দান করে। তেমন ঘটনাগুলোর সামনে আমাদের বিস্মিত হওয়া দরকার হয় যখন দেখি যে, বিধর্মীরা সূর্যকে জগতের ঈশ্বর বলে পূজা করত। প্রকৃতপক্ষে দিনের জ্যোতিষ্কটা সেই উৎকৃষ্ট সূর্যের প্রতি, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী সেই যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতি বাধ্য যিনি জগতে আসা সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করেন এবং জীবনের সাক্রামেন্ত সেই এউখারিস্তিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেই মানুষের অন্তরে সক্রিয় যাতে পরিবার ও জাতি সকলেক সেই অনুসারে গঠন করেন। সত্যিই ধন্য, এমনকি অধিক ধন্য সেই আত্মা যা এই গুপ্ত ধন খুঁজে পেয়েছে, জীবনের উৎসের ধারে পিপাসা মেটায়, ও প্রায়ই এই জীবনের রুটি খায়।

খ্রিষ্টসমাজ সর্বোপরি এক পরিবার। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার বন্ধন হল এউখারিস্তিয়ার আকারে যিশু। তিনি নিজেই সেই পিতা যিনি পরিবার-পরিজনদের ভোজনপাট আয়োজন করেন। খ্রিষ্টীয় ভ্রাতৃত্ব অন্তিম ভোজে যিশু খ্রিষ্টের পিতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের 'সন্তান' বলে ডাকলেন এবং তাঁদের আজ্ঞা দিলেন তাঁরা যেন একে অন্যকে ভালবাসেন যেমনটি তিনি তাঁদের ভালবেসেছিলেন।

পবিত্র ভোজনপাটে সকলে হল 'ছেলেরা' যারা একই খাদ্য গ্রহণ করে, এবং এ থেকে সাধু পল অনুমান করেন যে, তারা এক পরিবার অর্থাৎ একদেহ, যেহেতু সকলে একরুটির অংশভাগী, যে রুটি যিশু খ্রিষ্ট। অবশেষে এউখারিস্তিয়া খ্রিষ্টসমাজকে প্রতিবেশীর প্রতি সম্মান ও ভালবাসার বিধান পালন করার শক্তি দান করে। যিশু খ্রিষ্ট আপন ভাইদের সম্মান জানাতে ও ভালবাসতে আজ্ঞা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজে তাদের ব্যক্তিত্ব আপন করলেন, তথা: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০)। পবিত্র কমুনিয়নের মধ্য দিয়ে তিনি এক একজনের কাছে নিজেকে নিবেদন করেন।

**শ্লোক** - ১ করি ১০:১৭; যোহন ৬:৫৮ক; সাম ৮০:১৭ক দ্রঃ

*প্র* যখন একরুটি, তখন অনেকে হয়েও আমরা একদেহ, কারণ আমরা সকলেই সেই একরুটির অংশভাগী।

*উ* এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

*প্র* প্রভু আমাদের সেরা গম খেতে দিলেন।

*উ* এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

৪ঠা আগষ্ট

# সাধু জন-মেরী ভিয়ানে, পুরোহিত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু জন-মেরী ভিয়ানে-লিখিত 'ধর্মশিক্ষা' থেকে পাঠ (৮৭-৮৯)

## প্রার্থনা ও ভালবাসা :
## এ তো মানুষের উত্তম কর্তব্য

হে আমার সন্তানেরা, মনোযোগ দাও: খ্রিষ্টভক্তের ধন পৃথিবীতে নয়, স্বর্গেই রয়েছে। সুতরাং আমাদের চিন্তা সেদিকে ফেরাতে হবে যেখানে আমাদের ধন রয়েছে। প্রার্থনা ও ভালবাসা: এ তো মানুষের উত্তম কর্তব্য। তোমরা প্রার্থনা করলে ও ভালবাসলে তবে এ তো পৃথিবীতে মানুষের সুখ।

ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ, এছাড়া প্রার্থনা আর কিছু নয়। যখন একজনের হৃদয় শুচিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত, তখন সে এমন এক প্রকার মাধুর্য ও কোমলতায় আসক্ত হয় যা তার মন প্রমত্ত করে তোলে, আর সে এমন আলোয় উচ্ছ্বসিত হয় যা তার চারদিকে রহস্যময় ভাবে বিস্তার লাভ করে। তেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগে ঈশ্বর ও প্রাণ কেমন যেন একসঙ্গে গলা দুই টুকরো মোমের মত যা কেউই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টজীবের সঙ্গে ঈশ্বরের এ সংযোগ কতই না সুন্দর! এ এমন সুখ যা বর্ণনা করা যায় না। আমরা তো প্রার্থনা করতে অযোগ্যই হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর আপন মঙ্গলময়তায় এমনটি হতে দিলেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য ধূপের মত।

হে আমার সন্তানেরা, তোমাদের হৃদয় ছোট বটে, কিন্তু প্রার্থনা তা বিস্তারিত করে ও ঈশ্বরকে ভালবাসতে তা সক্ষম করে তোলে। প্রার্থনা দ্বারা আমরা স্বর্গের এমন পূর্বাস্বাদ পাই—তা যেন এমন কিছু যা পরমদেশ থেকেই আমাদের কাছে নেমে আসে। প্রার্থনা আমাদের মাধুর্যবিহীন কখনও ফেলে রাখে না; কেননা প্রার্থনা এমন মধু যা প্রাণে ঝরে পড়ে সমস্ত কিছু মধুর করে।

উত্তম প্রার্থনায় সমস্ত দুঃখ সূর্যের সামনে হিমের মত গলে। তাছাড়া প্রার্থনা এও আমাদের দেয়, যাতে সময় এতই দ্রুতভাবে ও মানুষের জন্য এত আনন্দের সঙ্গেই বয় যে মানুষ তার দৈর্ঘ্য আর অনুভব করে না। শোন: আমি যখন ব্রেসের পালক পুরোহিত ছিলাম, তখন আমার সহভ্রাতারা প্রায় সকলেই অসুস্থ হওয়ায় তাঁদের স্থান কিছুকালের মত পূরণ করতে বাধ্য হলে আমাকে বেশ কয়েক দিনের মত লম্বা লম্বা পথ চলার দরকার ছিল; সেসময় আমি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম—বিশ্বাস কর: আমার কাছে সময় কখনও দীর্ঘ মনে হচ্ছিল না।

আবার অনেকেও আছেন যাঁরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োজিত হওয়ায় প্রার্থনায় নিজেদের পূর্ণাঙ্গভাবেই নিমজ্জিত করেন,—মাছ ঢেউয়ের মধ্যে নিজেকে যেভাবে নিমজ্জিত করে। এঁদের হৃদয়ে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। আহা, উদারমনা এ সকল প্রাণকে আমি কতই না ভালবাসি! আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ও সাধ্বী কোলেট আমাদের প্রভুকে দেখতে পেতেন ও তাঁর সঙ্গে সেভাবে কথা বলতেন আমরা একে অন্যের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি।

আর আমরা! আমরা তো কতবারই না গির্জায় এসে জানি না আমাদের কী করা উচিত বা কী যাচনা করা উচিত! অথচ যতবার আমরা কারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাই, ততবার ভালই জানি আমাদের যাওয়ার কারণ কী। এমনকি বেশ কয়েকজন আছে যারা—মনে হচ্ছে—ঈশ্বরকে একথা বলে, 'তোমার কাছে আমাকে কেবল দু'কথা বলার আছে, তাই তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সেরে তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।' আমি একথা সবসময়ই ভাবি যে, আমরা যখন প্রভুর আরাধনা করতে গির্জায় যাই, তখন যা যাচনা করি তা নিশ্চয়ই পেতাম যদি সত্যকার জীবন্ত বিশ্বাস ও সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হৃদয়ে প্রার্থনা করতাম।

শ্লোক - ২ করি ৪:১৭; ১ করি ২:৯ দ্রঃ

প্র আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য যা অর্জন করছে,

উ তা অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী গৌরব।

৵ কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য তা-ই প্রস্তুত করেছেন :

৷ তা অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী গৌরব।

৫ই আগষ্ট

# ‘পবিত্রা মারীয়া’ মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - এফেসস-মহাসভায় আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ৪)

**ঈশ্বরজননী মারীয়ার জয় হোক!**

আমি এখানে সমবেত পবিত্রজনদের এই আনন্দপূর্ণ ও সক্রিয় মণ্ডলীকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা ধন্য নিত্যকুমারী ঈশ্বরজননী দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তৎপর হয়ে এলেন। তাই আমি গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হলেও তবু এখানে উপস্থিত এই পুণ্য পিতৃগণের দর্শন আমার অন্তরে মহা আনন্দ সঞ্চার করছে। সামসঙ্গীত-রচয়িতা দাউদের সেই মধুর বাণী আজ এখানে আমাদেরই মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে: *দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর* (সাম ১৩৩:১)।

সুতরাং, হে পবিত্র রহস্যময় ত্রিত্ব, তুমি যে পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়ার এই মন্দিরে আমাদের সকলকে সমবেত করেছ, আমরা তোমাকে প্রণাম জানাই!

আমরা তোমাকেও, হে ঈশ্বরজননী মারীয়া, প্রণাম জানাই! তুমি যে সারা পৃথিবীর সম্মাননীয় ধন, অনির্বাণ প্রদীপ, কুমারীত্বের ভূষণ, সত্য ধর্মতত্ত্বের রাজদণ্ড, অবিনশ্বর মন্দির! তুমি যে তাঁরই সিন্দুক যাঁকে কোন স্থানে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তুমি যে সেই মাতা ও কুমারী যাঁর মধ্য দিয়ে পবিত্র সুসমাচারের কথা অনুসারে *যিনি প্রভুর নামে আসছেন তাঁকে ধন্য* বলা হয় (মথি ২১:৯ দ্রঃ)।

প্রণাম! যিনি অসীম ও সীমাবদ্ধতার অতীত, তুমি তাঁকে আপন কুমারী গর্ভে ধারণ করেছ। তোমার জন্য পবিত্র ত্রিত্ব গৌরবান্বিত ও পূজিত; তোমার জন্য মহামূল্যবান সেই ক্রুশ পৃথিবীর সর্বস্থানে প্রশংসিত ও সম্মানিত; তোমার জন্য স্বর্গলোক উল্লসিত; তোমার জন্য দূত-মহাদূতবৃন্দ পুলকিত; তোমার জন্য অপদূতেরা বিতাড়িত; তোমার জন্য সেই প্রলুব্ধকারী শয়তান স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত; তোমার জন্য পতিত সৃষ্টজীব স্বর্গে উন্নীত; তোমার জন্য প্রতিমার ক্রীতদাস এই মানবজাতি সত্যজ্ঞান-প্রাপ্ত; তোমার জন্য বিশ্বাসী

সকল পবিত্র বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ-লব্ধ; তোমার জন্য আনন্দ-তেল আগত; তোমার জন্য বিশ্বজুড়ে মণ্ডলীগুলো স্থাপিত; তোমার জন্য সকল জাতি মনপরিবর্তনের দিকে চালিত।

এর চেয়ে আর কী বলা যেতে পারে? তোমার জন্য ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র জ্যোতিরূপে উদ্ভাসিত হলেন *তাদেরই জন্য যারা অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায় বাস করে* (লুক ১:৭৯ দ্রঃ); তোমার জন্য নবীরা ভাববাণী দিলেন; তোমার জন্য প্রেরিতদূতেরা জগতের কাছে পরিত্রাণের কথা প্রচার করলেন; তোমার জন্য মৃতেরা পুনরুত্থান করল; তোমার জন্য রাজারা পবিত্র ত্রিত্বের নামে রাজত্ব করেন।

আর কোন্ মানুষই বা সেই মারীয়ার গুণকীর্তন উপযুক্তভাবেই করতে পারবে, যিনি সর্বস্তুতির যোগ্য? তিনি মাতা, কুমারীও তিনি! আহা, কী বিস্ময়কর ব্যাপার! এ অলৌকিক কাজ ধ্যান করতে বসে আমি তো স্তম্ভিতই হয়ে পড়ি! কেবা কখনও তেমন কথা শুনেছে যে, যে নির্মাতা মন্দির নির্মাণ করল, তাকে সেই মন্দিরে বাস করতে নিষেধ করা হল? তিনি আপন দাসীকে আপন জননী হতে আহ্বান করলেন, এর জন্য কেবা ভর্ৎসনার যোগ্য?

দেখ, সমস্ত কিছু আনন্দে বিরাজিত। আহা! ঈশ্বরের মন্দির সেই নিত্যকুমারী মারীয়া ও তাঁর সন্তান ও নিষ্কলঙ্ক বরের প্রশংসাগান গেয়ে আমরা যেন পরম একেশ্বরকে উপাসনা ও আরাধনা করতে, ও সেই অবিচ্ছিন্ন ত্রিত্বকে সম্ভ্রম ও সেবা করতে যোগ্য হয়ে উঠি—তাঁর গৌরব হোক যুগ যুগান্তরে। আমেন।

## শ্লোক

℣ তোমরা যারা প্রভুকে ভালবাস, আমার সঙ্গে তোমরা সকলে আনন্দ কর; কারণ আমি ক্ষুদ্র হলেও সেই পরাৎপর আমাতেই প্রীত হলেন:

℟ আর আমি মানবেশ্বরকে জন্ম দিলাম।

℣ যুগে যুগে সকলেই আমাকে ধন্যা বলবে, কারণ ঈশ্বর এ নম্র দাসীর দিকে মুখ তুলে চাইলেন,

℟ আর আমি মানবেশ্বরকে জন্ম দিলাম।

৬ই আগষ্ট

# প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৩:৭–৪:৬)

## নব সন্ধির গৌরব খ্রিষ্টে উদ্ভাসিত

ভ্রাতৃগণ, মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির মুখের গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না, তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! কেননা দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। এমনকি, সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময় আর নয়। কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই না গৌরবময় হওয়ার কথা।

সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; এবং মোশির মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল; বস্তুত আজও পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না, কেননা সেই আবরণ খ্রিষ্টেই লোপ পায়; আজও পর্যন্ত যখন মোশি-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে (যাত্রা ৩৪:৩৪ দ্রঃ)। প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন আয়নারই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।

এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই। আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রিষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়। বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্ট যিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। আর যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১-২

*প্র* দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন!

*উ* আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই।

*প্র* আমরা জানি: খ্রিষ্ট প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।

*উ* আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১৭:২৬-২৯)

**ঈশ্বর খ্রিষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের হৃদয়**

**সেই গৌরবেই আলোকিত করেছেন**

**যে গৌরবে খ্রিষ্টের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত**

*তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল, আমাকে শিখিয়ে দাও তোমার বিধিকলাপ* (সাম ১১৯:১৩৫)। প্রভু আপন পবিত্রজনদের আলোকিত করেন ও তিনি নিজেই ধার্মিকদের হৃদয়ে উজ্জ্বল। এজন্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে দে'খে জেনে রেখ, তার উপর ঈশ্বরের সেই গৌরব অবতীর্ণ হয়েছে; ঈশ্বর তার অন্তরকে ঐশপ্রজ্ঞা ও ঐশজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করেছেন।

সেই গৌরব মোশির মুখও শারীরিক ভাবে আলোকিত করেছিল, ও সেই মুখের গৌরব এতই রূপান্তরিত হয়েছিল যে, তা দেখে ইস্রায়েলীয়েরা ভয় পেত (যাত্রা ৩৪:২৯-৩০ দ্রঃ); তাই মোশি একটা আবরণ দিয়ে মুখ আবৃত রাখতেন যেন ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর মুখ দেখে ভয় না পায় (২ করি ৩:১৩-১৪ দ্রঃ)।

মোশির মুখ হল বিধানের দীপ্তি; কিন্তু বিধানের জ্যোতি অক্ষরে বিরাজ করে না, কিন্তু তার আধ্যাত্মিক অর্থ জ্ঞানেই নিহিত। সুতরাং যতদিন মোশি জীবিত ছিলেন ও ইহুদী জাতির কাছে কথা বলতেন, ততদিন তাঁর মুখ আবরণে আবৃত ছিল।

কিন্তু মোশির মৃত্যুর পরে নূনের সন্তান যোশুয়া প্রবীণদের কাছে ও জনগণের কাছে একটা আবরণের মধ্য দিয়ে আর কথা বলতেন না, কিন্তু *অনাবৃত* মুখেই কথা বলতেন (২ করি ৩:১৮), আর কেউই ভয়ে অভিভূত হত না; কেননা ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন যে, মোশির বেলায় যেভাবে হয়েছিল, তাঁর বেলায়ও সেভাবে হবে (যোশুয়া ১:৫ দ্রঃ), কিন্তু মুখের গৌরব দিয়ে নয়, কর্মকীর্তি দিয়েই তিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করবেন (যোশুয়া ১:৮ দ্রঃ)। এতে পবিত্র আত্মা আভাস দিচ্ছিলেন যে, প্রকৃত যোশুয়া সেই যিশুই আসবেন, আর যারা তাঁর প্রতি মন ফেরাবে ও তাঁর কথা শুনবে তিনি তাদের হৃদয়ের সেই আবরণ সরিয়ে দেবেন, যাতে তারা প্রকৃত ত্রাণকর্তাকে অনাবৃত মুখেই দেখতে পায় (২ করি ৩:১৬, ১৮ দ্রঃ)।

তাতে সর্বশক্তিমান পিতা খ্রিষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে বিধর্মীদের হৃদয় সেই গৌরবেই আলোকিত করেছেন যে গৌরবে খ্রিষ্ট যিশুর শ্রীমুখ উদ্ভাসিত (২ করি ৪:৬ দ্রঃ)। প্রেরিতদূত কথাটা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেন, *যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত* (২ করি ৪:৬)।

এজন্যই তো দাউদ প্রভু যিশুকে বলতেন, *তোমার দাসের উপর শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল* (সাম ১১৯:১৩৫); কারণ তিনি খ্রিষ্টের শ্রীমুখের দর্শন পেতে বাসনা করছিলেন যাতে তাঁর অন্তর আলোকিত হয়—একথা মাংসধারণ সংক্রান্ত কথা বলে বিবেচনাযোগ্য। বাস্তবিকই *অনেক নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি আমাকে দেখতে বাসনা করলেন* (মথি ১৩:১৭)—স্বয়ং প্রভুরই উক্তি! দাউদ যে তা-ই দেখতে চেষ্টা করছিলেন যা মোশিকেও দেখতে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ তিনি যে অশরীরী ঈশ্বরের মুভমণ্ডল শারীরিক রূপেই দেখতে (যাত্রা ৩৩:১৮, ২০ দ্রঃ) চাচ্ছিলেন এমন নয়; মোশির মত প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিও আধ্যাত্মিক অর্থে ছাড়া কি আক্ষরিক অর্থেই তেমন বাসনা ব্যক্ত করতে পারতেন? কিন্তু তবুও আমাদের বাসনা দ্বারা আমাদের নিজেদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁরই শ্রীমুখের দর্শন পেতে বাসনা করছিলেন যাঁর আগমন কুমারীর মধ্য দিয়ে ঘটবার কথা ছিল; তিনি তেমন বাসনা করছিলেন যাতে হৃদয়েই আলোকিত হতে পারেন, তাঁরাও যেভাবে আলোকিত হয়েছিলেন যাঁরা একে অন্যকে বলছিলেন: *যখন তিনি আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?* (লুক ২৪:৩২)।

শ্লোক - ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

প্র যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন

উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

*প্র* ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস : তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময় ;

*উ* সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

## *অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৫)

### এসো, শুভকর্ম দ্বারাই দিব্য জ্যোতির সহভাগী হই

*পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন : তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠল* (মথি ১৭:১, ২)।

*এই তো প্রসন্নতার সময়, এই তো পরিত্রাণের দিন* (১ করি ৬:২ দ্রঃ), এই তো ঈশ্বরের সেই নবীন ও সনাতন দিন যা ঘণ্টা দ্বারা পরিগণিত নয়, যা ছোট বড় হয় না, যাতে রাতও বাধা দেয় না, কেননা এ হল *ধর্মময়তার সেই সূর্যেরই দিন যার বেলায় পরিবর্তন নেই, বিকৃতির লেশমাত্রও নেই* (মালা ৩:২০ দ্রঃ)। পিতার সঙ্কল্পে ও পবিত্র আত্মার সহযোগিতায় খ্রিষ্ট প্রসন্ন হয়ে এ দিনের মধ্য দিয়ে আমাদের উপর নিজ জ্যোতি বিকিরণ করলেন ও *অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে* (১ পি ২:৯) আমাদের চালনা করলেন; আর যেহেতু তিনি হলেন সেই সূর্য যার কখনও অস্তগমন হয় না, সেজন্য তিনি আমাদের উপরে চিরকাল ধরেই উদ্ভাসিত হতে থাকবেন।

কিন্তু ধর্মময়তার ও সত্যের সূর্য হওয়ায় তিনি তাদের উপর উদ্ভাসিত হবেন না বা তাদের দ্বারা স্পষ্টরূপে পরিচিত হবেন না যারা মিথ্যার প্রশংসা করে, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিকভাবে ব্যবহার করে না, বা নিজেদের কাজকর্মে ধর্মময় নয়। কিন্তু যারা সদ্ব্যবহার করে, সত্য ভালবাসে ও তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ও নিজ জ্যোতি দানে তাদের আনন্দিত করেন—শাস্ত্র যেমনটি বলে : *ধার্মিকের জন্য এখন আলোর উদয়, সরলহৃদয়ের জন্য আনন্দের আবির্ভাব* (সাম ৯৭:১১ দ্রঃ)। আর

ভাববাণী দিয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা ঈশ্বরের উদ্দেশে এ কথাও গান করেন: *তাবর ও হার্মোন পর্বত তোমার নামে করে আনন্দগান* (সাম ৮৯:১৩): এতে সেই আনন্দেরই ভাববাণী চিহ্নিত ছিল, যে আনন্দ একদিন তাঁদেরই হৃদয় পরিপ্লুত করবে যাঁরা তাবর পর্বতে খ্রিষ্টের দিব্য রূপান্তরের সাক্ষী হবেন।

এখন, ইশাইয়া একথা বলেন: *অন্যায্যতার গিঁট খুলে দাও, জোয়ালের বন্ধন মুক্ত কর, অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দাও* (ইশা ৫৮:৬)। তা করলে কী ঘটবে? *তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে! তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে, প্রভুর গৌরব তোমাকে পরিবৃত করবে* (ইশা ৫৮:৮ সত্তরী পাঠ্য)। আর শুধু তা নয়: *তোমার মধ্য থেকে যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও, যদি না খেয়ে তোমার নিজের খাবার ক্ষুধিতকে দাও, যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও, তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে* (ইশা ৫৮:৯-১০)। কেননা যাদের উপর এ ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয়, এই সূর্য অন্য সূর্যেই তাদের রূপান্তরিত করে: হ্যাঁ, *ধার্মিকেরা আমার পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (মথি ১৩:৪৩)।

সুতরাং *এসো, অন্ধকারের কাজকর্ম ত্যাগ করে আলোর রণসজ্জা পরিধান করি* (রো ১৩:১২), যাতে তেমন দিনমানের আলোতে যেভাবে চলাফেরা কারা উচিত আমরা সেভাবে ব্যবহার করি, আর শুধু তা নয়, কিন্তু যেন *আলোর সন্তান*ও হতে পারি (এফে ৫:৮)। এসো, সেই পর্বতে যাই যেখানে খ্রিষ্ট উজ্জ্বল হয়েছিলেন, এবং গিয়ে দেখি সেখানে কী ঘটেছিল; এমনকি আমরা আলোর সন্তান হলে ও তেমন দিনেরও যোগ্য হলে স্বয়ং ঐশবাণীই উপযুক্ত সময়ে সেখানে আমাদের চালিত করবেন। এখন কিন্তু আমি তোমাদের অনুরোধ করি, মনশ্চক্ষু সুসমাচারের বাণীর আলোর দিকেই তোল, যাতে ইতিমধ্যেই তোমরা তোমাদের বিবেকের নবীকরণ গুণে রূপান্তরিত হতে পার, ও স্বর্গ থেকে নিজেদের উপর সেই দিব্য জ্যোতি আকর্ষণ করে সেই প্রভুর গৌরবের সহভাগী হতে পার যাঁর শ্রীমুখ আজ পর্বতচূড়ায় সূর্যের মত উজ্জ্বল হল।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

*প্র* যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন

*উ* সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

*প্র* ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস : তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময় ;

*উ* সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭৮:২, ৩-৬)

### খ্রিষ্টই ঈশ্বরের অনন্য বাণী

প্রভু যিশু সূর্যের মত উজ্জ্বল হলেন ; তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র হল ; আর মোশি ও এলিয় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। পিতর তা দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মত মানবীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে বললেন : *প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম* (মথি ১৭:৪)। তিনি তো লোকদের ভিড়ের মধ্যে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন ; পর্বতে গিয়ে নির্জনে কিছুটা শান্তি পেয়েছিলেন ; সেখানে তাঁর আত্মার খাদ্য রূপে খ্রিষ্টই ছিলেন। তাই কেনই বা তাঁকে আবার সেই পরিশ্রম ও দুঃখের মধ্যে নিচে ফিরে যেতে হবে, যখন এখানে তিনি পবিত্র ঈশ্বর-প্রেম অনুভব করছিলেন ও ফলত পুণ্যাচরণ পাচ্ছিলেন? তিনি তো নিজেরই জন্য সুখ চাচ্ছিলেন, এজন্যই বললেন, *আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।* তাঁর কথায় প্রভু কোন উত্তর দেননি, অথচ পিতর সাড়া পেলেন ; কেননা তিনি কথা বলতে বলতে উজ্জ্বল একটি মেঘ এসে তাঁদের আচ্ছাদিত করল। পিতর তিনটে কুটিরের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গের সাড়ায় প্রকাশ পেল যে,

মানবজ্ঞান যা বিভক্ত করতে চাচ্ছিল, তা এক। হ্যাঁ, ঈশ্বরের বাণী হলেন খ্রিষ্ট—ঈশ্বরের বাণী বিধানে নিহিত, ঈশ্বরের বাণী নবী-পুস্তকে নিহিত। তাই, হে পিতর, কেনই বা তুমি তা বিভক্ত করতে চেষ্টা করেছ? তোমার উচিত বরং তা একীভূতই করা। তুমি তিনটির জন্যই জিজ্ঞাসা করেছ: এবার বোঝ, সেই তিনটি এক!

মেঘটি তাঁদের আচ্ছাদিত করছিল ও তাঁদের জন্য যেন একটিমাত্র কুটির হচ্ছিল এমন সময়ে মেঘের ভিতর থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র* (মথি ১৭:৫)। সেখানে মোশি ছিলেন, সেখানে এলিয়ও ছিলেন, কিন্তু কণ্ঠটি বলেননি, এরাই আমার প্রিয়তম পুত্র; কেননা একমাত্র পুত্র একটা কথা, ও দত্তকপুত্র আলাদা কথা। বিধান ও নবীরা যাঁকে নিয়ে গর্ব করে এসেছিলেন, তাঁকে সকলের মধ্য থেকে অনন্য বলে পৃথক করা হচ্ছিল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন: তাঁর কথা শোন।* তোমরা বিধানে এঁকে শুনেছিলে, নবী-পুস্তকেও এঁকে শুনেছিলে; এমনকি কোথায়ই বা এঁকে শোননি? তেমন কথা শুনে তাঁরা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

আমাদের কাছে ইতিমধ্যে দেখানো হল যে, ঐশরাজ্য মণ্ডলীতেই উপস্থিত। এইখানে তো প্রভু উপস্থিত, বিধান ও নবীরাও এইখানে উপস্থিত; কিন্তু প্রভু এখানে প্রভুরূপেই উপস্থিত, অপরদিকে বিধান মোশির ব্যক্তিত্বেই উপস্থিত ও নবীরা এলিয়ের ব্যক্তিত্বেই উপস্থিত—আর এঁরা দু'জন এখানে দাসরূপে উপস্থিত, অধীনস্থ ব্যক্তিরূপেই উপস্থিত। এঁরা পাত্ররূপে উপস্থিত, তিনি কিন্তু জলের উৎসরূপেই উপস্থিত। মোশি ও সকল নবী কথা বললেন ও অনেক কিছু লিখলেন বটে, কিন্তু এঁরা যখন বাণী দিতেন, তখন তিনিই তাঁদের পরিপূর্ণ করছিলেন।

হাত বাড়িয়ে প্রভু উপুড় হয়ে পড়া শিষ্যদের উত্তোলন করলেন; আর *তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না* (মথি১৭:৮)। শিষ্যেরা যে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তার অর্থ হল যে আমরা মরণশীল, কেননা মানুষকে বলা হয়: *মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে, আর মাটিতেই আবার ফিরে যাবে* (আদি ৩:১৯ দ্রঃ)। অতএব যখন প্রভু তাঁদের উত্তোলন করলেন, তখন পুনরুত্থানের কথাই ইঙ্গিত করছিলেন। পুনরুত্থানের পর তোমার কি বিধানের আর কোন প্রয়োজন হবে? নবী-পুস্তকের কোন দরকার হবে? এজন্যই এলিয়কে আর দেখা যাচ্ছে না, মোশিকেও আর

দেখা যাচ্ছে না। তবে তোমার হাতে কী থেকে যাচ্ছে? *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (যোহন ১:১)। বাণীই তোমার হাতে থেকে গেছেন, যেন *ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে* (১ করি ১৫:২৮)।

হে পিতর, নিচে ফিরে যাও। তোমার বাসনা ছিল, তুমি পর্বতে বিশ্রাম করবে, কিন্তু প্রভু এখন তোমাকে বলছেন, যাও, জগতে কাজ করার জন্য নিচে যাও, জগতের সেবা করতে যাও, জগতে দণ্ডিত ও ক্রুশবিদ্ধ হতে যাও। কেননা নিহত হবার জন্যই জীবন নেমে এলেন; ক্ষুধিত হবার জন্যই রুটি নেমে এলেন; যাত্রাকালে পরিশ্রান্ত হবার জন্যই পথ নিজেই নেমে এলেন; পিপাসিত হবার জন্যই জলের উৎস নেমে এলেন। তুমি কি কাজ করতে ও কষ্টভোগ করতে অসম্মত? নিজের স্বার্থের অন্বেষণ করো না; ভালবাসাই চর্চা কর, সত্য প্রচার কর। তবেই অমরতা অর্জন করবে ও বিশ্রাম পাবে।

শ্লোক - ২ করি ৪:৬; সাম ১১২:৪

প্র যিনি বলেছেন, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো উদ্ভাসিত হোক, সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন

উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

প্র ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য তিনি যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস: তিনি দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়;

উ সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল করার জন্য, যে গৌরবে খ্রিষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত।

৭ই আগষ্ট

# পোপ দ্বিতীয় সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৮০)

## খ্রিষ্টের সৈন্যের জন্য মৃত্যু নেই,
## জয়মালাই রয়েছে

প্রিয় ভাই, আমি আপনার কাছে আমার কোন লেখা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাতে পারিনি, কারণ এ মণ্ডলীর যাজকবর্গের মধ্যে কেউই কোথাও যেতে পারছিলেন না, যেহেতু সকলেই নির্যাতনের ঝড়ের মধ্যেই ছিলেন—এমন নির্যাতন কিন্তু যা স্বর্গে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তীর্ণ হতে তাঁদের আন্তরিকভাবে অধিক প্রস্তুত পেয়েছে।

এখন আপনাকে জানাচ্ছি সেই সমস্ত খবরাখবর যা আমার হাতে রয়েছে। যে দূতদের আমি রোমে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেন আমার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত—সেই সিদ্ধান্ত যে প্রকারেরই হোক না কেন—ভালোমত জেনে তা আমাকে জানায়, (যাতে করে চারদিকে বিস্তারিত সেই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ধারণা ও কল্পনার সমাপ্তি ঘটে), সেই সকল দূত রোম থেকে ফিরে এসেছে। আর এবিষয়ে যথার্থভাবে প্রমাণিত সত্য এরূপ:

সম্রাট ভালেরিয়ানুস প্রবীণদের সভার কাছে নিজ জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন, যা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবকদের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। উপরন্তু, প্রবীণদের সভার খ্রিষ্টিয়ান সদস্য, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব, ও তাঁরা যাঁদের উপাধি 'রোমীয় অশ্বারোহী', তাঁদের পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হোক, বাজেয়াপ্তও করা হোক। বাজেয়াপ্তের পরেও তাঁরা খ্রিষ্টধর্ম স্বীকারে স্থির থাকলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। সম্ভ্রান্ত বংশের সকল খ্রিষ্টিয়ান মহিলাকে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হোক। সাম্রাজ্যের যে সকল কর্মচারী খ্রিষ্টধর্ম আগেই স্বীকার করেছেন বা এখন স্বীকার করছেন, তাঁদেরও একইপ্রকারে বাজেয়াপ্ত করা হোক; তারপরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর সাম্রাজ্যের নানা সম্পদে নিযুক্ত দাসের তালিকায় তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হোক।

তেমন বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ভালেরিয়ানুস একটা পত্রও যুক্ত করেছেন যা তিনি প্রদেশপালদের কাছে পাঠিয়েছেন—পত্রটির বিষয়বস্তু এই আমি। আমি দিনে দিনে এ পত্রের অপেক্ষায় আছি, এমনকি বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও বলীয়ান হয়ে আমি আমার প্রত্যাশায় পত্রটি কেমন যেন দ্রুতগামীই করতে ইচ্ছা করি। সাক্ষ্যমরণের সামনে আমার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট: আমি সাক্ষ্যমরণের প্রতীক্ষায় আছি এ আস্থায় পূর্ণ হয়ে যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও দানশীলতার কাছ থেকে আমি অনন্ত জীবনের জয়মালা গ্রহণ করব।

আপনাদের অবগত করছি যে, ৬ই আগষ্টে সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গে চারজন পরিসেবক কবরস্থানের এলাকায় থাকাকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন। রোম কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম পালন করছে যে, যাদের খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিযুক্ত করা হয়, তাদের বিচারদণ্ড ভোগ করতে হবে ও রাজ-তহবিলের উপকারিতায় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যাচনা করি, যা কিছু জানিয়েছি তা যেন অন্য বিশপ-সহভ্রাতাদের অবগতিতে আনা হয়, যেন তাঁদের চেতনা-বাণী দ্বারা আমাদের মণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশে অধিক উত্তমরূপে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ এমন উদ্দীপনা জাগাবে যাতে মানুষ মৃত্যুর চেয়ে অমরতারই মঙ্গল অধিক শ্রেয় গণ্য করে, উদ্দীপ্ত বিশ্বাসে ও বীরসুলভ দৃঢ়তায় প্রভুর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে, এবং নিজ বিশ্বাস-স্বীকারের চিন্তাকে ভয় করার চেয়ে বরং যেন ভালইবাসে। ঈশ্বরের ও খ্রিষ্টের সৈন্যেরা ভালোমতই জানে যে, তাদের আত্মোৎসর্গ মৃত্যুর চেয়ে বরং জয়মালা।

শ্লোক - ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩ দ্রঃ

প্ল আমরা যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

উ যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

প্ল প্রভুর খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,

উ যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়।

একই দিন ৭ই আগষ্ট

## সাধু কাজেতান, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু কাজেতানের পত্রাবলি থেকে পাঠ

### বিশ্বাস গুণে খ্রিষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করুন

কন্যা, আমি তো পাপী মানুষ, ও নিজেকে নগণ্য জ্ঞান করি, কিন্তু প্রভুর পুণ্য সেবকদের উপর নির্ভর করি তাঁরা যেন ধন্য খ্রিষ্টের কাছে ও তাঁর জননীর কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। একথা বিস্মৃত হয়ো না যে, সকল সাধুসাধ্বীও তোমাকে খ্রিষ্টের কাছে ততখানি প্রিয়া করতে পারেন না যতখানি তুমি নিজেই পার। ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করে, আর তুমি যদি ইচ্ছা কর, খ্রিষ্ট তোমাকে ভালবাসবেন ও তোমার সহায়তা করবেন, তবে তুমিই তাঁকে ভালবাস ও তোমার ইচ্ছাকে তাঁর গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য কর, এবং এবিষয়ে সন্দেহ করো না যে, সকল সাধুসাধ্বী ও সকল সৃষ্টজীব তোমাকে ত্যাগ করলেও তিনি তোমার প্রয়োজনে সর্বদাই তোমার সহায়তা করবেন।

এ বিষয়েও নিশ্চিত হও যে, পৃথিবীতে আমরা প্রবাসী ও যাত্রী: স্বর্গই আমাদের মাতৃভূমি। যে গর্বিত হয়, সে পথভ্রষ্ট হয় ও মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হয়। ইহলোকে জীবনযাপন করতে করতে আমাদের উচিত অনন্ত জীবন অর্জন করা; তথাপি একাকী হয়ে আমরা অক্ষম, কারণ আমাদের পাপের দরুন তা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট আমাদের জন্য তা পুনরায় অর্জন করেছেন। এজন্য আমাদের উচিত সমস্ত পরিস্থিতিতেই তাঁকে ধন্যবাদ জানানো, প্রেম করা, তাঁর প্রতি বাধ্য হওয়া, ও তাঁর সঙ্গে সর্বদাই থাকার জন্য যথাসাধ্য কাজ করা।

তিনি আমাদের খাদ্যরূপেই নিজেকে দান করেছেন। হায় হায়, কতই না হতভাগা সেই মানুষ যে তেমন মহাদান জানে না। আমাদের এমনটি দেওয়া হয়েছে যাতে কুমারী মারীয়ার সন্তান সেই খ্রিষ্টকে লাভ করি। আমরা কি তাঁকে ফিরিয়ে দেব? ধিক্ তাকেই, যে তাঁকে গ্রহণ করার চিন্তাও করে না। কন্যা, আমার জন্য যে মঙ্গল যাচনা করি, তোমার জন্যও তা উদ্দীপ্ত অন্তরে যাচনা করি, কিন্তু তবুও তা পাবার জন্য কুমারী

মারীয়ার কাছে বারবার প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য পথ নেই: তিনিই তাঁর আপন গৌরবময় পুত্রের সঙ্গে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হন। আর শুধু তা নয়, সাহস করে তাঁকে অনুনয় কর, তিনি যেন তাঁর পুত্রকে যজ্ঞবেদির পরমপবিত্র সাক্রামেন্তে আত্মার সত্যকার খাদ্যরূপে তোমাকে দান করেন। তিনি তাঁকে মনের আনন্দেই তোমাকে দান করবেন, আর তিনি তোমাকে সুস্থির করতে অধিক মনের আনন্দেই আসবেন, তুমি যেন ফাঁদে ও শত্রুতে পূর্ণ এ অন্ধকারময় বনের মধ্যে নিরাপদেই পা বাড়াতে পার। হ্যাঁ, কুমারীর সহায়তার হাতে নিজেদের সঁপে দিলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

কন্যা, নিজের সঙ্কল্প অনুসারে তাঁকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টকে গ্রহণ করো না, তুমিই বরং তোমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যে তিনি, তাঁরই হাতে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন কর, ও এমনটি কর তিনি যেন তোমাকে গ্রহণ করেন, যাতে তিনিই তোমাকে দিয়ে ও তোমার মধ্যে যা ইচ্ছা তাই করেন। আমি তা-ই বাসনা করি, তা-ই তোমার কাছে যাচনা করি; এবং আমার যথাসাধ্য অনুসারে তা-ই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি।

**শ্লোক** - ফিলি ১:২১ দ্রঃ

℣ ন্যায়বান ও পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রশংসার যোগ্য! তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম:

℟ সংসারের মহত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করলেন।

℣ তাঁর কাছে জীবন ছিলেন খ্রিষ্ট, ও মৃত্যু লাভ:

℟ সংসারের মহত্ত্ব অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করলেন।

৮ই আগষ্ট

# সাধু দমিনিক, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - প্রচারক-সমাজের ইতিকথা থেকে পাঠ

**তিনি হয় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন,**

**না হয় ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতেন**

দমিনিক মহাসাধুতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ও দিব্য ভক্তির উদ্দীপ্ত উদ্দীপনা দ্বারা সর্বদাই উদ্দীপিত ছিলেন। তাঁকে দেখলেই অনুভব করা যেতে পারত, বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত।

তাঁর স্বভাবের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যই অপরিবর্তনশীলতা, তিনি কেবল অপরের দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতির জন্যই অস্থির হতেন। আর যেহেতু আনন্দপূর্ণ হৃদয় মুখমণ্ডল স্বচ্ছ করে তোলে, সেজন্য তিনি আন্তরিক মানুষের শান্ত শালীনতা বাহ্যিক মঙ্গলভাব ও সুখী ব্যবহারের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতেন।

তিনি কথা ও কাজে সর্বস্থানেই নিজেকে সুসমাচার অনুযায়ী মানুষ বলে ব্যক্ত করতেন। দিনের বেলায় সহভ্রাতাদের ও অপরের সঙ্গে কেউই তাঁর চেয়ে অধিক মিশুক ছিল না, অধিক স্নেহময়ও ছিল না। রাতে জাগরণ ও প্রার্থনায় কেউই তাঁর চেয়ে অধিক অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান ছিল না।

তিনি ছিলেন স্বল্প কথার মানুষ, আর মুখ খুললে তবে হয় প্রার্থনায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতেন, না হয় ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতেন। এ ছিল সেই নিয়ম যা তিনি নিজে পালন করতেন ও যা পালন করতে ভাইদের চেতনা দিতেন।

তিনি বিশেষভাবে একটি অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছে যাচনা করতেন, তা ছিল এমন উদ্দীপ্ত ভালবাসা যা মানুষের পরিত্রাণের জন্য কার্যকর ভাবে কাজ করতে তাঁকে উদ্দীপনা দেবে। কেননা তাঁর এ ধারণা ছিল যে, কেবল তখনই তিনি খ্রিষ্টদেহের খাঁটি অঙ্গ হতে পারবেন যখন আত্মাদের জয় করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ও যথাশক্তিতে নিয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে তিনি সেই ত্রাণকর্তার অনুকারী হতে ইচ্ছা করছিলেন যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করলেন।

এ উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচারক ভ্রাতা সঙ্ঘ স্থাপন করলেন, এতে দীর্ঘ দিন ধরে অন্তরে লালিত এমন এক পরিকল্পনা মূর্ত করলেন যা ঐশদূরদর্শিতারই চিহ্ন।

তিনি কথায় ও পত্র দিয়ে ভাইদের বারবারই চেতনা দিতেন তাঁরা যেন পুরাতন ও নূতন নিয়ম অধ্যয়ন করেন। তিনি মথি-রচিত সুসমাচার ও সাধু পলের পত্রাবলি সবসময়ই সঙ্গে করে নিতেন, এমনকি এ পত্রগুলো ধ্যানে এত দীর্ঘকাল ব্যয় করতেন যে, তা অধিকাংশই মুখস্থ করেছিলেন।

তাঁকে দু' তিনবার বিশপ পদে নির্বাচন করা হল, তিনি কিন্তু সবসময় অসম্মত হলেন, বরং চাচ্ছিলেন আপন ভাইদের সঙ্গে দরিদ্রতায় জীবন যাপন করবেন। শেষ পর্যন্তই কৌমার্য অক্ষুণ্ন রক্ষা করলেন। খ্রিষ্টবিশ্বাসের জন্য তিনি কশাঘাতগ্রস্ত ও চূর্ণবিচূর্ণ হতে, এমনকি মৃত্যুই বরণ করতে বাসনা করছিলেন। পোপ নবম গ্রেগরি তাঁর বিষয়ে বললেন: 'আমি এমন মানুষকে চিনি, যিনি সবকিছুতে ও সবদিক দিয়েই প্রেরিতদূতদের আচরণ পালন করেছেন; এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বর্গে তিনি তাঁদের গৌরবেরও অংশীদার।'

**শ্লোক** - সিরা ৪৮:১; মালা ২:৬ দ্রঃ

প্র পরিত্রাণের এমন এক নতুন প্রচারক আবির্ভূত হয়েছেন যিনি আগুনের মত।

উ তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।

প্র তাঁর মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তাঁর ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না;

উ তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত।

৯ই আগষ্ট

# ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী ক্রুশভক্তা সাধ্বী তেরেজা বেনেডিক্টা-লিখিত 'ক্রুশ-জ্ঞান' থেকে পাঠ (১)

## ক্রুশে বিশ্বাসী যারা, তাদের জন্য জীবনের দ্বার উন্মুক্ত

স্পষ্টভাবে বিধান পালন ক'রে এবং বিধানের পক্ষে ও বিধানের জন্য মৃত্যুবরণ ক'রে খ্রিষ্ট বিধানের জোয়াল সরিয়ে দিলেন। তিনি তা থেকে তাদেরই মুক্ত করলেন যারা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পেতে ইচ্ছা করে। তারা কিন্তু তা পেতে পারে না, যদি না নিজেদের জীবন অর্পণ করে। কেননা *যে কেউ খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, তারা তাঁরই মৃত্যুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে* (রো ৬:৩ লাতিন পাঠ্য)। তারা তাঁর নিজের জীবনেই অবগাহিত হয় যাতে তাঁর দেহের অঙ্গ হয় ও কেমন যেন তাঁর নিজের অঙ্গ হয়ে তাঁর সঙ্গে কষ্টভোগ করে ও মরে।

তেমন জীবন গৌরবের সেই দিনেই আসবে, কিন্তু এই দেহে থাকাকালেও আমরা যদি বিশ্বাস করি, তবে ইতিমধ্যেও সেই জীবনের অংশী হই; অর্থাৎ, আমরা যদি বিশ্বাস করি যে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন যাতে আমাদের সেই জীবন দান করেন। তেমন বিশ্বাসে আমরা মাথার সঙ্গে অঙ্গগুলোই যেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হই; তেমন বিশ্বাসই তাঁর জীবনের উৎসের কাছে আমাদের উন্মুক্ত করে। সুতরাং সেই ক্রুশবিদ্ধজনেই স্থাপিত যে বিশ্বাস, অর্থাৎ এমন জীবন্ত বিশ্বাস যা আত্মনিবেদিত ভালবাসায় যুক্ত বিশ্বাস, তেমন বিশ্বাস আমাদের জন্য হয়ে ওঠে জীবনের দ্বার ও ভাবী গৌরবের সূত্রপাত; ফলত ক্রুশ হল আমাদের একমাত্র গর্বের বিষয়: *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি; তাঁরই দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ* (গা ৬:১৪)।

যে কেউ খ্রিষ্টকে বেছে নেয়, সে জগতের কাছে মৃত, জগৎও তার কাছে মৃত। সে নিজের দেহে খ্রিষ্টের যন্ত্রণার দাগ বহন করে, কষ্টভোগ করে, এবং মানুষের অবজ্ঞার পাত্র হয়, কিন্তু একই ভিত্তিতে সে বলবান হয়, কেননা ঈশ্বরের শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে। তেমন জ্ঞান অর্জন ক'রে যিশুর শিষ্য নিজের কাঁধে চাপানো ক্রুশ গ্রহণ করে শুধু

নয়, বরং সে নিজেও নিজেকে ক্রুশে দেয়: *যারা খ্রিষ্ট যিশুরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে* (গা ৫:২৪)। তারা তীব্র সংগ্রামে নিজেদের স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যাতে পাপের জীবন তাদের অন্তরে মরে আর এইভাবে আত্মার জীবনকেই স্থান দেওয়া হয়। তেমন সংগ্রামের জন্য বিশেষ শক্তিই দরকার। কিন্তু তবুও ক্রুশ যে আমাদের শেষ লক্ষ্য এমন নয়; ক্রুশটি ঊর্ধ্বেই ধাবিত যাতে মানুষকে স্বর্গ দেখাতে পারে। ক্রুশটি কেবল একটি চিহ্ন নয়, বরং খ্রিষ্টের অপরাজিত অস্ত্রও সেই ক্রুশ: ক্রুশ হল সেই রাখালীয় লাঠি যা দিয়ে দাউদ অলৌকিকভাবে সেই দুর্জন গলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন; যা দিয়ে খ্রিষ্ট স্বর্গের দ্বার জোরে আঘাত করে খুলে দেন। আর তেমন কিছু যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন ঈশ্বরের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং সেই ক্রুশবিদ্ধজনের অনুসারী সকলকে পরিপূর্ণ করবে।

**শ্লোক** - গা ২:১৯-২০

*প্র* আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

*প্র* এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,

*উ* যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

১০ই আগষ্ট

# সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৬:১-৬; ৮:১, ৪-৮)

**প্রেরিতদূতদের মনোনীত সেই সাত সেবক**

সেই দিনগুলিতে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন স্থানীয় নয় এমন গ্রীকভাষী ইহুদীরা স্থানীয় হিব্রুদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তুলল, কারণ দৈনিক সাহায্যদানে তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছিল। তখন সেই বারোজন সকল শিষ্যের একটা সভা ডেকে বললেন 'খাদ্য-পরিবেশনে সেবার জন্য ঈশ্বরের বাণী অবহেলা করা আমাদের উচিত নয়। ভাই, তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা এমন সাতজনকে দেখে নাও, যাদের সুনাম আছে, যারা ঐশআত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরই হাতে আমরা এই কাজের ভার তুলে দেব; আর আমরা প্রার্থনা-সভায় ও বাণী-সেবায় নিবিষ্ট থাকব।' এই প্রস্তাব সমবেত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হল, আর তারা এই কয়েকজনকে বেছে নিল: স্তেফান—ইনি ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি—এবং ফিলিপ, প্রখরস, নিকানোর, তিমন, পার্মেনাস ও আন্তিওখিয়ার নিকোলাস —ইনি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারা এঁদের প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করল ও প্রার্থনা করার পর তাঁদের উপরে হাত রাখল।

[স্তেফানকে হত্যার পরে] যেরুশালেমের মণ্ডলীর উপর তীব্র নির্যাতন শুরু হল; প্রেরিতদূতেরা ছাড়া অন্য সকলে যুদা ও সামারিয়ার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা তখন স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে শুভসংবাদের বাণী প্রচার করছিল। আর ফিলিপ সামারিয়ার এক শহরে গিয়ে লোকদের কাছে সেই খ্রিষ্টের কথা প্রচার করতে লাগলেন। লোকেরা ফিলিপের কথা শুনে ও তাঁর সাধিত চিহ্নকর্মগুলো দেখে একমন হয়ে তাঁর কথায় মনোযোগ দিত। কারণ অশুচি আত্মাগ্রস্ত অনেক লোক থেকে সেই সকল আত্মা জোর গলায় চিৎকার করে বের হচ্ছিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষ সুস্থ হচ্ছিল। তাতে সেই শহরে বড়ই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

**শ্লোক** - সাম ১১২:৯

℣ পরিসেবক লরেন্স শুভকর্ম সাধন করলেন : ক্রুশচিহ্ন দ্বারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন।

℟ তিনি মণ্ডলীর ধন গরিবদের হাতে বিলি করে দিলেন।

℣ নিঃস্বদের তিনি মুক্তহস্তে দান করলেন, তাঁর ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

℟ তিনি মণ্ডলীর ধন গরিবদের হাতে বিলি করে দিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮৫:১, ২, ৪)

**জীবনাদর্শ কথার চেয়ে অধিক কার্যকর**

কোনও মানুষ যেমন কেবল নিজেরই জন্য মঙ্গলকর নয় ও জ্ঞানীর জ্ঞানও কেবল তারই জন্য উপকারী নয়, তেমনি প্রকৃতই সমস্ত সদ্‌গুণের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যে কেউ তেমন গুণের উজ্জ্বল অধিকারী, সে ভুলভ্রান্তির অন্ধকার থেকে অনেককে বের করতে পারে; সুতরাং ঈশ্বরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যমরদের আদর্শের চেয়ে অধিক উপযোগী কোন আদর্শ নেই। কেননা বাক্‌পটুতা পক্ষসমর্থনের জন্য উপযোগী হতে পারে, যুক্তি অপরের মন জয় করার জন্য প্রভাবশালী হতে পারে, কিন্তু তবুও কথার চেয়ে আদর্শই সবসময় অধিক কার্যকর ও শক্তিশালী; ফলে উপদেশের চেয়ে কর্ম দ্বারাই চেতনা দেওয়া অধিক শ্রেয়।

তেমন শিক্ষাদান ক্ষেত্রে মর্যাদা ও গৌরবের জন্য সেই ধন্য লরেন্সই কতই না উজ্জ্বল, যাঁর যন্ত্রণাভোগ আজকের এ দিনটিকে উদ্ভাসিত করে! তাঁর নিজের নির্যাতকেরাও একথার প্রমাণ তখন পেতে পারল, যখন উৎসস্বরূপ খ্রিষ্টের প্রেম থেকেই তুলে আনা তাঁর সেই আশ্চর্য মনোবল কোন কিছুতেই ভাঙেনি, এমনকি তাঁর সহিষ্ণুতার আদর্শ দ্বারা অপরকেও সুস্থির করতে উপযোগী হল। বিধর্মী কর্তৃপক্ষের রোষ খ্রিষ্টদেহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অঙ্গগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র পীড়ন চালাচ্ছিল, ও যাঁরা যাজকীয় সম্প্রদায়ের সভ্য তাঁদেরই বিশেষভাবে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। তখনই ভক্তিহীন নির্যাতক সেই পরিসেবক লরেন্সের উপর ক্রোধে জ্বলে উঠল যিনি সাক্রামেন্ত-সম্পাদনেই শুধু নয়, রোম

মণ্ডলীর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণেও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা ধারণ করছিলেন। লরেন্সের মত মানুষকে গ্রেপ্তার করলে নির্যাতকের প্রত্যাশাই সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে: বাস্তবিকই তাঁর হাত থেকে মণ্ডলীর সম্পদ পেতে পারলে তবে সত্যধর্ম থেকেও সে তাঁকে সহজেই সরিয়ে নিতে পারবে।

এজন্য অর্থললুপ ও সত্যবিরোধী সেই নির্যাতক দ্বিবিধ রিপুতে সজ্জিত: তাঁর হাত থেকে অর্থ কেড়ে নেবার জন্য কৃপণতা, ও খ্রিষ্ট থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভক্তিহীনতা। পুণ্য সম্পদের বিশ্বস্ত রক্ষকের কাছে সে মণ্ডলীর সম্পদ চায়, কেননা সেগুলোর জন্য সে অতি উদ্গ্রীব। কিন্তু পুণ্যবান পরিসেবক তাকে সেই স্থান দেখাতে গিয়ে যেখানে তিনি মণ্ডলীর ধন রেখেছিলেন, তাকে সেই অসংখ্য গরিব খ্রিষ্টভক্তদের ভিড় দেখালেন যাদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র কেনার ব্যাপারে তিনি সেই অবিনশ্বর সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, যা অধিক অক্ষুণ্নরূপেই সংরক্ষিত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেহেতু অধিক পুণ্যভাবেই বিতরণ করা হয়েছিল।

নিজ কামনায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে এবং যে ধর্ম ধনের তেমন ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তার উপরে ক্রোধপূর্ণ হয়ে সেই দস্যু অধিক মূল্যবান আর একটা ধন আক্রমণ করতে চেষ্টা করে; অর্থাৎ, যাঁর হাত থেকে আর্থিক কোন সুবিধা কেড়ে নিতে পারেনি, তাঁর কাছ থেকে সে এখন সেই গচ্ছিত সম্পদ কেড়ে নিতে চায় যা তাঁকে অধিক পুণ্যবান করছিল।

এ উদ্দেশ্যে সে লরেন্সকে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করতে আদেশ দেয়: পরিসেবকের অবিচল মনোবলকে হিংস্রতম পীড়নের মধ্য দিয়েই জয় করবে—এ লক্ষ্যেই তার প্রস্তুতি।

প্রিয়জনেরা, এসো, সম্পূর্ণ আত্মিকই আনন্দের সঙ্গে আনন্দ করি, ও তেমন বিখ্যাত শহীদের মৃত্যুর কথা ভেবে, এসো, সেই প্রভুতে গর্ব করি যিনি *আপন পবিত্রজনদের মাঝে অধিক প্রশংসনীয়* (সাম ৬৮:৩৬ লাতিন পাঠ্য)—এঁদেরই তিনি আমাদের প্রতিপালক ও আদর্শ রূপে নিযুক্ত করলেন।

তিনি বিশ্বজুড়েই নিজ গৌরব ব্যক্ত করতে চাইলেন যাতে সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই তাঁর সেবকদের সুনাম উদ্ভাসিত হয়; ও যেরুশালেম যেমন স্তেফানের মৃত্যু

দ্বারাই গৌরব লাভ করেছিল, তেমনি রোমও যেন লরেন্সের পুণ্যকর্মের ফলে গৌরবলাভ করতে পারে।

**শ্লোক**

*প্র* ধন্য লরেন্স বললেন: আমি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছি,

*উ* সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

*প্র* আমি খ্রিষ্টের বলি হবার যোগ্যতা লাভ করেছি বলে অতিশয় আনন্দিত:

*উ* সুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৪৭)

### বিশ্বস্ত সেবার বিনিময়ে অনন্ত জীবনের পুরস্কার

ভ্রাতৃগণ, *মানুষ যেমন বীজ বুনবে, ঠিক তেমন ফসলই পাবে; আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল* (গা ৬:৮ দ্রঃ)। আজ আমরা সেই ধন্য লরেন্সের পর্ব উদ্‌যাপন করছি, যিনি সমস্ত বিষয়ে প্রভুর বিশ্বস্ত সেবকের পরিচয় দিলেন। তাঁর প্রভু তাঁর হাতে মণ্ডলীর যে সম্পদ ন্যস্ত করেছিলেন, তিনি তা বিশ্বস্তভাবেই সম্পাদন করলেন বিধায় স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর দ্বারাই মাল্যভূষিত হওয়ার আনন্দ পাবার যোগ্য হলেন; কেননা ইহলোকে থাকাকালে আমরা ঈশ্বরের খাতিরে পার্থিব ও নশ্বর যত বিষয় বিলি করে দিই, আমাদের মনোভাব শুদ্ধ ও মঙ্গলকর হলে তবে আমাদের ভাবী পুরস্কারও তত মহত্তর হবে।

শাস্ত্রে বলে: *নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করল, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী* (সাম ১১২:৯ লাতিন পাঠ্য)। ইহলোকে প্রভু মানুষের হাতে যা ন্যস্ত করেছেন, যারা তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করে, তারাও কর্মচারীর সেই প্রত্যাশিত প্রশংসা শুনতে পাবে যা সুসমাচারে উল্লিখিত: *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* (মথি ২৫:২১)। যা পার্থিব ও অস্থায়ী, তা বিলিয়ে

দেওয়ার ফলে স্বর্গরাজ্য কেনার চেয়ে অধিক চমৎকার কী থাকতে পারে? প্রভুর কাছে অবিচ্ছিন্ন অন্তরের গ্রহণীয় উপহার, ভক্তিময় প্রাণের আগ্রহ ও অবিচল মনের প্রশংসা নিবেদন ক'রে আসন্ন সেই বিচারকর্তা খ্রিষ্টের সঙ্গী হওয়া, তাঁর সঙ্গে সহউত্তরাধিকারী হওয়া, ও স্বর্গদূতদের মর্যাদার সমান অধিকার লাভ করার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় পুরস্কার কী থাকতে পারে?

এসো, ধন্য লরেন্সের গুণকীর্তন করি, কারণ তিনি নিজ বিশ্বাস দ্বারা তাঁর নির্যাতকের হাতে জ্বালানো আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে বিজয়ী হলেন, আর এতে আমাদের দেখালেন যে বিশ্বাসের আগুন নরকের আগুন জয় করতে পারে। এসো, ধন্য লরেন্সের আনন্দদায়ী মৃত্যুর জন্য আত্মিক আনন্দে আনন্দিত হই ও প্রভুতে গর্ব করি এ আশা রেখে যে, আমরা পুণ্যাচরণ ও শুভকর্ম দ্বারা তাঁর এ পর্ব উদ্‌যাপন করলে তবে তাঁর প্রার্থনা ও রক্ষা হবে আমাদের নিত্য সহায়। এসো, ভালবাসার প্রেরণায় একে অন্যকে বলীয়ান করে তুলি যেন সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি ও সমস্ত ফাঁদ এড়াতে পারি। এসো, অবিচল থাকি, সমস্ত শুভকর্মে একাগ্রতা দেখাই, পাপময় প্রলোভনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের ঢাল দিয়ে নিজেদের রক্ষিত করি—তাঁরই দ্বারা যিনি শয়তানকে পরাভূত করলেন ও তাকে পরাভূত করতে আমাদের সাহায্য করেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যাঁর প্রশংসা ও গৌরব কীর্তিত হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

## শ্লোক

প্ধন্য লরেন্স বললেন: আমি নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করেছি,

উসুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

প্আমি খ্রিষ্টের বলি হবার যোগ্যতা লাভ করেছি বলে অতিশয় আনন্দিত:

উসুরভিত নৈবেদ্য রূপে নিজেকে অর্পণ করেছি।

১১ই আগষ্ট

# সাধ্বী ক্লারা, চিরকুমারী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রাগার ধন্যা আগ্নেসের কাছে সাধ্বী ক্লারার পত্র থেকে পাঠ

## খ্রিষ্টের দরিদ্রতা, বিনম্রতা ও ভালবাসার কথা ভাব

সত্যিই সুখী সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র ভোজে অংশ নিতে পারে যাতে হৃদয়ের সমস্ত মনোভাব দিয়ে সেই খ্রিষ্টের প্রতি আসক্ত হতে পারে যাঁর কান্তির প্রশংসা স্বর্গের সকল বাহিনী গান করে, যাঁর কোমলতা হৃদয় বিগলিত করে, যাঁর কথা ধ্যান করলে সান্ত্বনা দেয়, যাঁর মঙ্গলময়তা পরিতৃপ্ত করে, যাঁর মাধুর্য পুনরুজ্জীবিত করে, যাঁর স্মৃতি মধুরভাবে আলোকিত করে, যাঁর সুবাসে মৃতেরা জীবন ফিরে পায় ও যাঁর ধন্য দর্শন একদিন স্বর্গীয় যেরুশালেমের সকল নাগরিককে আনন্দিত করবে।

যেহেতু তেমন দর্শন হল শাশ্বত গৌরবের দীপ্তি, *সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ* (প্রজ্ঞা ৭:২৬), সেজন্য, যিশু খ্রিষ্টের কনে হে রানী, তুমি প্রত্যেক দিন এ দর্পণে দৃষ্টিপাত কর। তার মধ্যে তোমার মুখ অবিরতই দর্শন কর, যাতে আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাবে নিজেকে অলঙ্কৃতা করতে, রঙ্গিন ও সুখচিত পোশাক পরিধান করতে, পুষ্পমালা ও সদ্‌গুণের বসনে নিজেকে ভূষিতা করতে পার ঠিক যেভাবে সর্বোচ্চ রাজার কন্যা ও শুচিতমা কনের শোভা পায়। এ দর্পণেই তো ধন্য দরিদ্রতা, পুণ্য বিনম্রতা ও অবর্ণনীয় ভালবাসার উদ্ভাস। দর্পণটি সব দিক দিয়ে লক্ষ কর, তবেই তুমি এ সমস্ত কিছু দেখতে পাবে।

সর্বপ্রথমে দর্পণের অগ্রাংশ লক্ষ কর: তাঁরই দরিদ্রতা দেখতে পাবে যিনি জাবপাত্রে শোয়ানো ও সাধারণ বস্ত্রে জড়ানো। আহা, কী চমৎকার বিনম্রতা, কী অপরূপ দরিদ্রতা! যিনি স্বর্গদূতদের রাজা ও স্বর্গমর্তের প্রভু, তিনি গোশালায় শোয়ানো!

দর্পণের কেন্দ্রস্থলে তুমি সেই বিনম্রতা, ধন্য দরিদ্রতা, অসংখ্য পরিশ্রম ও যন্ত্রণা লক্ষ করবে যা তিনি মানবজাতির মুক্তির জন্য বহন করলেন।

দর্পণের শেষাংশে তুমি সেই অবর্ণনীয় ভালবাসা লক্ষ করতে পারবে যার জন্য তিনি ক্রুশবৃক্ষের উপরে যন্ত্রণাভোগ করতে ও তার উপরে এমন প্রকার মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন যা সকল মৃত্যুর মধ্যে সবচেয়ে অপমানজনক।

এজন্য, ক্রুশবৃক্ষের উপরে রাখা সেই স্বয়ং দর্পণ পথিকদের এ সমস্ত বিষয় ভাবতে চেতনা দিয়ে বলছিলেন: *তোমরা সকলে, যারা এ পথ দিয়ে যাও, ভেবে দেখ, চেয়ে দেখতোমরা, আমার এই দুঃখের মত কারও দুঃখ আছে কিনা* (বিলাপ ১:১২)। এসো, যিনি চিৎকার ও বিলাপ করছেন, তাঁকে উত্তর দিয়ে এককণ্ঠে একপ্রাণে বলে উঠি: *আমার প্রাণ তা নিত্যই স্মরণ করছে, ও আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে* (বিলাপ ৩:২০)।

উপরন্তু তাঁর অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য, ধন ও শাশ্বত মর্যাদা লক্ষ কর, উদ্দীপ্ত বাসনায় ও ভক্তিপূর্ণ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা করে একথা বল: হে স্বর্গীয় বর, *তোমার পিছনে আমাকে আকর্ষণ কর, আমরা তোমার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে ছুটে চলি* (পরমগীত ১:৩ লাতিন পাঠ্য)। হ্যাঁ, আমি ছুটে চলব, আর যতক্ষণ তুমি তোমার আবাসে আমাকে প্রবেশ না করাও, যতক্ষণ তোমার বাঁ হাত আমার মাথার নিচে না থাকে ও তোমার ডান হাত প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে না রাখে, ততক্ষণ আমি কোন ক্ষান্তি মানব না।

এ সমস্ত বিষয় ধ্যান করে তুমি তোমার মাতা এই আমাকে স্মরণ কর, একথা জেনে যে, তোমার স্মৃতি আমি আমার হৃদয়-ফলকেই অনপনেয় কালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছি, কারণ সকলের মধ্যে তোমাকেই আমার প্রিয়তমা বলে গণ্য করি।

**শ্লোক** - সাম ৭৩:২৬; ফিলি ৩:৮-৯ দ্রঃ

*প্র* আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিত হচ্ছে,

*উ* পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

*প্র* খ্রিষ্টকে যেন লাভ করতে পারি ও তাঁর মধ্যে যেন আবাস পেতে পারি, বাকি সবকিছু আমি আবর্জনা বলেই গণ্য করেছি।

*উ* পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

১২ই আগষ্ট

## সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কা দ্য শাঁতাল, ধর্মব্রতিনী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী জেন-ফ্রান্সিস্কার সহকারী ধর্মব্রতিনী-লিখিত 'স্মৃতিকথা' থেকে পাঠ

### ভালবাসা মৃত্যুর মত শক্তিশালী

একদিন ধন্যা জেন এমন অগ্নিময় কথা বললেন যা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে গৃহীত হল: প্রিয়তম কন্যারা, আমাদের পুণ্য পিতৃগণের ও মণ্ডলীর স্তম্ভগুলির অনেকেই সাক্ষ্যমরণ বরণ করার সুযোগ পাননি। তোমাদের মতে তা কেন ঘটল? সকলে উত্তর দিলে পর ধন্যা মাতা বলে চললেন: আমি মনে করি, অন্য ধরনের সাক্ষ্যমরণ আছে বিধায়ই তা ঘটেছে; ভালবাসারই এমন সাক্ষ্যমরণ যাতে ঈশ্বর তাঁর আপন গৌরবার্থে নিজেদের বিলিয়ে দেবার জন্য আপন সেবক-সেবিকাদের জীবিত রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাক্ষ্যমর ও বিশ্বাসের সাক্ষ্যদাতা করে তোলেন। তিনি আবার বলে চললেন, আমি জানি, 'সাক্ষাতের কন্যারা' এ সাক্ষ্যমরণেই আহূত, আর ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে সেই অধিক ভাগ্যবতীরাই তা অর্পণ করবে যারা তার জন্য যাচনা করবে।

একটি ভগ্নী জিজ্ঞাসা করলে তেমন সাক্ষ্যমরণ কীভাবে ঘটতে পারে, তিনি উত্তরে বললেন: ঈশ্বরকে তোমাদের সম্পূর্ণ হ্যাঁ জানালেই তোমরা এর প্রমাণ পাবে। কেননা ঐশভালবাসার খড়্গ আত্মার সবচেয়ে গভীরতম ও গুপ্ত স্থান ভেদ ক'রে আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে। আমি এক প্রাণকে জেনেছি, যাকে ভালবাসা তার প্রীতিকর সবকিছু থেকে এমনই বিচ্ছিন্ন করেছিল যে, তার নির্যাতকেরাও খড়্গের আঘাতে তার দেহ থেকে তার আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

আর আমরা বুঝলাম, তিনি নিজেরই কথা বলছিলেন। আর একটি ভগ্নী জিজ্ঞাসা করলেন, এ সাক্ষ্যমরণ কতকাল ধরে চলতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন: যেক্ষণে আমরা ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করি, সেক্ষণ থেকে জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত— ততকাল। একথা কিন্তু উদারমনা মানুষের বেলায় খাটে, যারা নিজেদের জন্য কিছুই না রেখে ভালবাসার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে; কেননা আমাদের ঈশ্বর, যারা ভালবাসায় ও অধ্যবসায়ে নিঃস্ব, তেমন দুর্বলদের কাছে এ সাক্ষ্যমরণ মঞ্জুর করতে রাজি নন; তারা

যে মাঝামাঝি গতিতে জীবন অতিবাহিত করবে তা তিনি হতে দেন—অবশ্যই, তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে না গেলে! কেননা তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলপ্রয়োগে কখনও বাধ্য করেন না।

অবশেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ভালবাসার এ সাক্ষ্যমরণ দেহের সাক্ষ্যমরণের সমান হতে পারে কিনা। সম্যতা নিয়ে ব্যস্ত না থাকা ভাল: তথাপি আমার মতে একটা অপর একটার তুলনায় কম নয়, কেননা ভালবাসা মৃত্যুর মত শক্তিশালী; বিশ্বাস, ভক্তি ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যদানে সহস্র জীবন দান করার জন্য যত তীব্র যন্ত্রণা সহনীয়, তার চেয়ে ভালবাসার সাক্ষ্যমরবৃন্দ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য জীবন রক্ষা ক'রে সহস্রগুণ তীব্রতর যন্ত্রণা সহ্য করে।

**শ্লোক** - ফিলি ৪:৮, ৯

℣ যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর ও শুভদায়ক, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:

℟ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

℣ যা কিছু সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর:

℟ তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

১৩ই আগষ্ট

## পোপ সাধু পন্তিয়ানুস ও পুরোহিত সাধু হিপ্পলিতুস, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১০:২-৩, ৫)

### অপরাজেয় বিশ্বাস

হে আমার পরাক্রমী ভাই, তোমাদের উদ্দেশে কেমন গুণকীর্তন করব? কেমন প্রশংসাবাদের কণ্ঠে আমি যোগ্যরূপে তোমাদের আত্মার সৎসাহসের উৎকীর্তন করব? কেমন বর্ণনায় তোমাদের বিশ্বাসের দৃঢ় স্থিরতার বন্দনা করব? তোমরা তো গৌরব পর্যন্তই কঠোরতম পরীক্ষা সহ্য করেছ, আর পীড়নের সম্মুখীন হয়ে ভেঙে পড়নি, তোমাদেরই হাতে বরং নির্যাতন হার মানতে বাধ্য হয়েছে! যে পীড়ন কষ্টকে রেহাই দিত না, সেই পীড়নই তোমাদের জয়মালা যুগিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণা দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র থেকে তীব্রতর পর্যায়ে হতে চলল, কিন্তু তোমাদের স্থির বিশ্বাসকে পরাভূত করেনি, বরং প্রভুভক্তদের ঈশ্বরের কাছে দ্রুতভাবে প্রেরণ করাল।

উপস্থিত বহু লোকদের ভিড় মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের স্বর্গীয় লড়াই ও খ্রিষ্টের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম দর্শন করল; তারা তাঁর সেবকদের অবিচল স্থৈর্য, তাঁদের অকলুষিত অন্তর ও তাঁদের দিব্য পরাক্রমের সাক্ষী হল; এও দেখল যে, সংসারের তীরের বিরুদ্ধে কেমন যেন উলঙ্গ হয়েও তাঁরা বিশ্বাসের অস্ত্রেই সজ্জিত ছিলেন। নির্যাতিতরা নির্যাতকদের চেয়ে পরাক্রমী হয়ে দাঁড়ালেন, ও পশুদের যে নখ অঙ্গগুলোকে আঘাত ও দীর্ণ করছিল, আঘাতগ্রস্ত ও বিদীর্ণ অঙ্গগুলোই তাদের পরাভূত করল।

আঘাতের পর আঘাতে দীর্ঘ সময়ের পরেও অপরাজেয় বিশ্বাস পরাজিত হতে পারেনি, যদিও ঈশ্বরের সেবকদের দেহ চূর্ণ ও বিদীর্ণ হলে পর তাঁদের অঙ্গগুলো আর নয়, তাঁদের ক্ষতস্থানই হল পীড়নের বস্তু। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল যেন সেই ধারায় নির্যাতনের আগুন নিভে যায়, যেন সেই গৌরবময় বন্যায় নরকের অগ্নিশিখা নিঃশেষিত হয়। আহা, প্রভুর সেই দৃশ্য কেমন প্রকার! তাঁর সৈন্যের বিশ্বস্ততা ও তাঁর ভক্তির জন্য সেই দৃশ্য প্রভুর দৃষ্টিতে কেমন উৎকৃষ্ট, কেমন মহান, কেমন গ্রহণীয়! তা-ই পূর্ণতা পেয়েছে যা পবিত্র আত্মা সামসঙ্গীতে ঘোষণা করে বলেন: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর*

ভক্তদের মৃত্যু (সাম ১১৬:১৫)। হ্যাঁ, সত্যি মূল্যবান তাঁর মৃত্যু, যিনি নিজ রক্তমূল্যে অমরতা অর্জন করেন ও চরম আত্মোৎসর্গ দ্বারা ঈশ্বরের জয়মালা লাভ করেন।

ওখানে খ্রিষ্ট কেমন উৎফুল্ল ছিলেন! তেমন সেবকদের মধ্যে কেমন আনন্দের সঙ্গেই তিনি লড়াই করলেন ও জয়লাভ করলেন! তিনিই তো বিশ্বাসের রক্ষক; তিনিই বিশ্বাসীদের ধারণ ক্ষমতা অনুসারে তাঁদের কাছে নিজেকে দান করেন। সাক্ষ্যমরের অন্তরে তিনি নিজেই নিজ সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, ও যাঁরা তাঁর নামের জন্য লড়াই করছিলেন ও সেই নাম বহন করছিলেন তিনিই তাঁদের সাহস যোগালেন, দৃঢ় করলেন, উদ্দীপিত করলেন। আর যিনি একবারই চিরকালের মত আমাদের জন্য মৃত্যু জয় করেছেন, তিনি আমাদের অন্তরে নিত্যই তা জয় করতে থাকেন।

আহা, আমাদের এ মণ্ডলী ধন্য! ঈশ্বর তেমন মর্যাদায় তাকে উদ্ভাসিত ও ভূষিত করেন! আমাদের এ সময়েও সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় রক্ত তাকে দীপ্তিময় করে তোলে! আগে মণ্ডলী ভাইদের কর্মে শুভ্র ছিল, এখন সাক্ষ্যমরদের রক্তে গোলাপী হয়ে উঠল। তার নানা পুষ্পের মধ্যে লিলিফুলের অভাব নেই, গোলাপফুলেরও অভাব নেই। সকলে যেন সেই সর্বোচ্চ সম্মান দু'টোর জন্য লড়াই করে—এমন জয়মালা যেন গ্রহণ করে যা হয় শুভকর্মের জন্য শুভ্র, না হয় সাক্ষ্যমরণের জন্য গোলাপী।

## শ্লোক

℣ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রিষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূতবৃন্দ পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

℣ এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

১৪ই আগষ্ট

# সাধু মাক্সিমিলিয়ান মারীয়া কলবে, পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু মাক্সিমিলিয়ান কলবের পত্রাবলি থেকে পাঠ

## আত্মাদের পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের জন্য

## প্রৈরিতিক উদ্দীপনা

প্রিয়তম ভাই, ঈশ্বরের গৌরব বিস্তারের জন্য যে জ্বলন্ত উদ্দীপনা তোমাকে উদ্দীপিত করে, তার জন্য আমি অতিশয় আনন্দিত। আমরা যথেষ্ট দুঃখের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই বর্তমানকালে ধর্মীয় শিথিলতা বিস্তার লাভ করছে। এ এমন ব্যাপক রোগ, যা নানা আকারে সকল ভক্তদের মধ্যে শুধু নয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। ঈশ্বর অসীম গৌরবের যোগ্য। আমাদের প্রথম ও মুখ্য চিন্তা হওয়া উচিত আমাদের দুর্বল শক্তির পক্ষে যতখানি সম্ভব, ততখানি তাঁর প্রশংসা করা, এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে, তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তাঁকে গৌরবান্বিত করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য।

ঈশ্বরের গৌরব বিশেষভাবে সেই আত্মাদের পরিত্রাণেই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়, যাদের খ্রিষ্ট নিজ রক্তমূল্যে মুক্ত করেছেন। এর ফলে আমাদের প্রৈরিতিক কাজের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত যত আত্মার পরিত্রাণ ও পবিত্রীকরণের জন্য ব্যস্ত থাকা। আর আত্মাদের পবিত্রীকরণে ঈশ্বরের গৌরব ঘটাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী উপায়গুলো সংক্ষেপে এরূপ: জ্ঞান ও প্রজ্ঞাস্বরূপ ঈশ্বর। তিনি তো সূক্ষ্মভাবেই জানেন তাঁর গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমাদের কী করণীয়, ও পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়েই সাধারণত নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বাধ্যতা! কেবল বাধ্যতাই নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের কাছে ঐশইচ্ছা ব্যক্ত করে। পরিচালক ভুল করতে পারেন একথা সত্য বটে, কিন্তু যে বাধ্য সে ভুল করে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল তখনই দেখা দেয়, যখন পরিচালক এমন কিছু আদেশ করেন যা ক্ষুদ্রতম বিষয়েও স্পষ্টভাবেই ঐশবিধান-বিরুদ্ধ। এক্ষেত্রে পরিচালক ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যস্থ আর নন।

ঈশ্বরই সব: কেবল তিনিই অসীম, অধিক প্রজ্ঞাবান ও অধিক ক্ষমাশীল প্রভু, স্রষ্টা ও পিতা, আদি ও অন্ত, প্রজ্ঞা, পরাক্রম ও ভালবাসা। ঈশ্বরের বাইরে যা কিছু রয়েছে, তার ততখানি মূল্য আছে যতখানি তা ঈশ্বরকে লক্ষ করে, কেননা তিনি হলেন নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা, মানুষের মুক্তিসাধক, সকল সৃষ্টির চরম লক্ষ্য। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিদের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও নিজের কাছে আমাদের আকর্ষণ করেন, কেননা তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে নিজের কাছে আরও কতগুলো আত্মা আকর্ষণ করতে ও সিদ্ধ ভালবাসায় মিলিত করতে চান।

ভাই, একথা ভাব: ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের অবস্থার মর্যাদা কেমন মহৎ। বাধ্যতা পথের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতার সীমারেখা অতিক্রম করি, ও সেই ঐশইচ্ছার অনুরূপ হই যা নিজ অসীম প্রজ্ঞা ও সদ্বিবেচনা দ্বারা ন্যায্যরূপে কাজ করতে আমাদের চালিত করে। কেউই ঐশইচ্ছা প্রতিরোধ করতে পারে না, আর তেমন ইচ্ছার প্রতি আসক্ত হয়েই আমরা সকলের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠি।

এ হল প্রজ্ঞা ও সদ্বিবেচনার পথ; সেই একমাত্র পথ যা ধরে আমরা ঈশ্বরকে সর্বোত্তম গৌরব আরোপ করতে পারি। আলাদা বা অধিক সহজগম্য পথ যদি থাকত, তবে খ্রিষ্ট কথা ও আদর্শে তা আমাদের শেখাতেন। নাজারেথে গুপ্ত জীবনের সেই দীর্ঘকাল শাস্ত্রে একথা দ্বারাই সংক্ষিপ্তভাবে চিহ্নিত: *আর তিনি তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকতেন* (লুক ২:৫১)। তাঁর জীবনের বাকি সমস্ত কিছু বাধ্যতার চিহ্ন অনুসারে সাধিত; আমাদের বারবার দেখানো হয় যে, ঈশ্বরের পুত্র পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই পৃথিবীতে নেমে এলেন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, আমাদের প্রতি যিনি ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তাঁকে আমরা ভালবাসি; এবং আমাদের সিদ্ধ ভালবাসার প্রাণ যেন সেই বাধ্যতায়ই প্রকাশ পায় যা তখনই বিশেষভাবে পালনীয় যখন আমাদের নিজেদের ইচ্ছা উৎসর্গ করতে দাবি করে। বাস্তবিকই, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় অগ্রসর হতে হলে আমরা ক্রুশবিদ্ধ যিশু খ্রিষ্টের চেয়ে অধিক উৎকৃষ্ট পুস্তক জানি না।

আমরা অমলোদ্ভবা কুমারীর প্রার্থনার ফলেই এসব কিছু অধিক সহজে লাভ করব। কেননা তাঁকেই ঈশ্বর আপন মঙ্গলময়তায় নিজের দয়ার বিতরণকারিণী পদে নিযুক্ত

করেছেন। মারীয়ার ইচ্ছা যে ঈশ্বরেরই একই ইচ্ছা, এবিষয় সন্দেহের অতীত। মারীয়ার কাছে আত্মোৎসর্গ করে আমরা তাঁর হাতে ঐশদয়ার মাধ্যম হয়ে উঠব, ঈশ্বরের হাতে তিনি যেভাবে মাধ্যম হয়েছিলেন।

সুতরাং এসো, তাঁর দিশায় শান্ত ও নিরাপদ হয়ে আমরা তাঁর দ্বারা নিজেদের চালিত হতে দিই; তিনি আমাদের হাত ধরে চালিত করুন। মারীয়া আমাদের জন্য সবকিছু চিন্তা করবেন, সবকিছু ব্যবস্থা করবেন, ও সমস্ত সঙ্কট ও অসুবিধা দূর করে দিয়ে আমাদের সমস্ত দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে আমাদের সহায়তায় শীঘ্রই আসবেন।

**শ্লোক** - এফে ৫:১-২; ৬:৬

*প্র* তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও ও ভালবাসায় চল:

*উ* খ্রিষ্ট এভাবেই আমাদের ভালবেসেছেন।

*প্র* তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

*উ* খ্রিষ্ট এভাবেই আমাদের ভালবেসেছেন।

১৫ই আগষ্ট

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:১৬–২:১০)

**ঈশ্বর স্বর্গধামে আমাদের আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে**

ভাই, আমি তোমাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় ক্ষান্ত হই না, এবং আমার প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করি, যেন আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন। তিনি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা কী, পবিত্রজনদের মাঝে তাঁর উত্তরাধিকারের গৌরব-ঐশ্বর্য কী, এবং বিশ্বাসী এই আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের সীমাহীন মহত্ত্ব কী—এই সমস্ত কিছু তাঁর সেই শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তিনি তাঁকে সমস্ত আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের ঊর্ধ্বে—শুধু বর্তমানকালে নয়, ভাবীকালেও উল্লেখযোগ্য সমস্ত নামেরই ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সমস্ত কিছু তাঁর পদতলে রেখেছেন (সাম ৮:৭ দ্রঃ) এবং তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেই মণ্ডলীর মাথায়, প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতা যিনি সবকিছুতে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ।

তোমরাও নিজেদের অপরাধ ও পাপের ফলে মৃত ছিলে:—বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে এখন সক্রিয় যে আত্মা, বায়ুলোকের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চলে তোমরা তো এই জগতের যুগধর্ম পালনে একসময় সেই সব অপরাধ ও পাপের মধ্যে চলতে। সেই বিদ্রোহীদের মধ্যে আমরাও সকলে মাংস ও মনের যত কামনা-বাসনা পূরণ করে একসময় মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, এবং অন্যান্য সকলের মত আমরাও স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায়

ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবিত করে তুললেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণকৃত!—এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে। তিনি তেমনটি করলেন যেন আসন্ন যুগগুলোতে তিনি, খ্রিষ্ট যিশুতে আমাদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তার মাধ্যমে, তাঁর সেই অসীম অনুগ্রহের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন। কেননা এই অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং তা তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান; তা কর্মের ফলও নয়, কেউই যেন গর্ব না করতে পারে। কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রিষ্ট যিশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।

শ্লোক

℣ পরমকান্তিতে পূর্ণা ও গৌরবময়ী হয়ে কুমারী মারীয়া ইহলোক থেকে খ্রিষ্টের কাছে উত্তীর্ণ হন;

℟ জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে সূর্য যেমন উজ্জ্বল, তিনি সাধুসাধ্বীদের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল।

℣ মারীয়ার উন্নীতা হলেন বলে স্বর্গদূতেরা আনন্দিত, মহাদূতেরা উল্লসিত:

℟ জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে সূর্য যেমন উজ্জ্বল, তিনি সাধুসাধ্বীদের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - যেরুশালেমের বিশপ সাধু মদেস্তসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ)

**মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন**

**যাতে খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন**

মারীয়া জীবনযাত্রা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলে পর যে মানব-মঞ্জুষা আপন ঈশ্বরকে বহন করেছিল তা পূর্ণ শান্তির সেই বন্দরে পৌঁছল যেখানে জগৎ-মঞ্জুষার সেই পরিচালকও ছিলেন যিনি তাঁর সাহায্যে মানবজাতিকে অভক্তি ও পাপের বন্যা থেকে ত্রাণ করে জীবনদান করেছিলেন। যিনি সিনাইতে এক বিধান জারি করেছিলেন ও সিয়োন থেকে আর এক বিধান প্রবর্তন করেছিলেন, আমাদের সেই ঈশ্বর নিজেই বন্দরে লোক

পাঠিয়ে সেই মঞ্জুষা নিজের কাছে আনালেন যা নিজেই পবিত্রিত করেছিলেন—সেই যে মঞ্জুষা বিষয়ে মারীয়ার পূর্বপুরুষ দাউদ সামসঙ্গীতে বলেছিলেন: *ওঠ, প্রভু! তোমার সেই বিশ্রামস্থানে এসো, তুমি ও তোমার পবিত্রিত সেই মঞ্জুষা, এসো* (সাম ১৩২:৮)।

প্রাচীনকালের সেই মোশির মঞ্জুষার মত এটি বলদ দ্বারা টানা নয়, পুণ্যবান স্বর্গদূত বাহিনী দ্বারাই বরং চালিত ও সুরক্ষিত। এ এমন মঞ্জুষা ছিল না যা মানুষের হাতে গড়া ও সোনাতে মোড়া, ঈশ্বর দ্বারাই বরং এ জীবন্ত মঞ্জুষা সৃষ্ট, আর পরমপবিত্র ও জীবনদায়ী সেই আত্মারই জ্যোতিতে উজ্জ্বল, যিনি একসময়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। এ মঞ্জুষার মধ্যে মান্নার কোন পাত্র ছিল না, সন্ধির কোন পাথরফলকও ছিল না, কিন্তু তিনিই ছিলেন যিনি মান্না ও অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ দান করেন, অর্থাৎ প্রাক্তন ও নব সন্ধির সেই প্রভুই ছিলেন যিনি শিশুরূপে এ মঞ্জুষা থেকে জগতে এসে আপন বিশ্বাসীদের বিধানের অভিশাপ থেকে মুক্ত করলেন। আরও, এ মঞ্জুষার মধ্যে আরোনের দণ্ড ছিল না, তার উপরে সেই গৌরবময় খেরুবমূর্তিও ছিল না, কিন্তু মঞ্জুষা নিজেই যেসের দণ্ড হওয়ার অতুলনীয় গৌরবের অধিকারী ছিলেন ও সর্বোচ্চ পিতার দিব্য সর্বশক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া, আগেকার সেই মঞ্জুষার মত যা হিব্রুদের আগে আগে চলত, এ মঞ্জুষা অপরদিকে সেই ঈশ্বরেরই অনুসরণ করেছেন, যিনি তাঁর কাছ থেকে দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। স্বর্গমর্তের সকল প্রাণীর ঊর্ধ্বে যিনি তাঁকে উন্নীতা করেন, তাঁরই গৌরবার্থে স্বর্গমর্তের সকল প্রাণী দ্বারা ধন্যা বলে অভিহিতা হয়ে তিনি পুণ্য ওষ্ঠে বলে ওঠেন: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস* (লুক ১:৪৬)।

সমস্ত সৃষ্টিকে আলোকিত করার জন্য যিনি স্বশক্তিতে পুনরুত্থান করেছেন, তাঁর প্রতি বাধ্যতা গুণে উজ্জ্বল আলোর উদ্ভাস ছড়াবার জন্য এ আধ্যাত্মিক আলোদানকারী উষা ধর্মময়তার সূর্যের দীপ্তিতেই বাস করতে এসেছেন। যে জ্যোতি সূর্যের রশ্মির চেয়েও উজ্জ্বল, দয়া ও করুণার সঙ্গে সেই জ্যোতি তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের উপর আপন আলো বর্ষণ ক'রে বিশ্বাসীদের অন্তরে এমন বাসনা জাগান তারা যেন তাঁর দিব্য মঙ্গলময়তা ও কৃপা সাধ্যমত অনুকরণ করে। কেননা যিনি এ নিত্যকুমারীর মধ্য দিয়ে ও পবিত্র আত্মার

প্রভাবে আত্মা ও প্রাণ-বিশিষ্ট মানবদেহ পরিধান করেছিলেন, আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট তাঁকে নিজের কাছে ডেকে অমরতায় পরিবৃতা করেছেন, কারণ মারীয়া ছিলেন তাঁর নিজেরই রক্তমাংস। তাঁর পুণ্যতমা জননী হওয়ায় তিনি তাঁকে নিজ উত্তরাধিকারিণী করে তুলে তাঁর উপর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন; যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন: *ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী* (সাম ৪৫:১০)।

যে মানব-তাঁবু একসময়ে আশ্চর্যভাবে স্বর্গমর্তের প্রভু ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছিলেন, আজ সেই তাঁবু শারীরিকরূপে হরণ করা হল। খ্রিষ্টের নিজের রক্তমাংস যিনি, সেই মারীয়াকে খ্রিষ্ট অমর করেন, যাতে নিজের সঙ্গে তিনিও খ্রিষ্টভক্ত এ আমাদের সকলকে রক্ষা, পালন ও ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন।

**শ্লোক**

*প্র* আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*প্র* পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

## *অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জের্মানুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১)

### মারীয়া জগৎ থেকে দূরে যাননি

আমি একবারই বলব, দু'বারই বলব, এমনকি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রাণের সমস্ত উল্লাসের সঙ্গে তৃতীয়বারের মতও বলে উঠব: সত্যিই, মারীয়া, এ পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হয়েও তুমি কিন্তু খ্রিষ্টজনগণের কাছ থেকে দূরে যাওনি। বার্ধক্যের পথিক এ জগৎ থেকে

তুমি দূরে যাওনি, তুমি যে খ্রিষ্টের মত অক্ষয় জীবন; এমনকি যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তুমি তো আরও নিকটবর্তী, আর যারা বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার সন্ধান করে, তুমি তাদের কাছে দেখা দাও। এ সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে যে, তোমার জীবনপূর্ণ আত্মা এখনও বয়, ও তোমার দেহ নশ্বরতা ও ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত। দেহের ক্ষয় কেমন করে তোমাকে ধুলায় ও ছাইতে পরিণত করতে পারত? তুমি তো তোমার পুত্রের কাছে দেওয়া মাংসের মধ্য দিয়ে মানবজাতিকে মৃত্যুর অবক্ষয় থেকে মুক্ত করেছিলে! তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছ যাতে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত সেই মাংসধারণ-রহস্য মজবুত সত্যের উপরে সুপ্রমাণিত হয়ে প্রতীয়মান হতে পারে। তুমি বিদায় নিয়েছ যেন যে ঈশ্বর তোমা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন ও কালের পূর্ণতার আগমনে ঐশসঙ্কল্প অনুসারে জগতের পরিত্রাণের জন্য নিবেদিত হচ্ছিলেন, সেই ঈশ্বর যেন জগৎ ও পার্থিব বস্তু থেকে তোমার বিদায়ের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মরূপেই তোমার পুত্র বলে স্বীকৃতি পান, কারণ আমাদের মানবস্বরূপের বিধানের অধীন তেমন প্রকৃত মাতার গর্ভেই তিনি জন্ম নিয়েছিলেন।

অন্য সকল নারীর নিয়তি অনুসারে তোমার দেহ মৃত্যুর সঙ্গে সেই সাধারণ সাক্ষাৎ এড়াতে পারেনি: একই প্রকারে বিশ্বরাজ তোমার পুত্রও মৃত্যুদণ্ডিত জগতের পরিত্রাণের জন্য নিজ দেহে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করতে ইচ্ছা করেছিলেন (হিব্রু ২:৯ দ্রঃ)।

তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবনের উৎসস্বরূপ তাঁর নিজের সমাধিতেও আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন, ও জীবন-গ্রহণকারী তোমার নিদ্রা-সমাধিতেও আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন; ফলে এ সমাধি দু'টো সত্যিই উভয়েরই দেহ গ্রহণ করল, কিন্তু তাদের অবক্ষয় ঘটায়নি। কেননা এমনটি হতে পারত না যে, ঈশ্বরের যোগ্য পাত্র যে তুমি সেই মৃত্যুর ধুলায় নিঃশেষিত হবে যা অবক্ষয়েরই কারণ। যিনি তোমার মধ্যে নিজেকে নিঃস্ব করেছিলেন, তিনি তো আদি থেকে ঈশ্বর ছিলেন: *আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী, আর তাঁর মধ্যে ছিল জীবন* (যোহন ১:২, ৪)। অতএব এ সমীচীন ছিল যে, যিনি জীবনের জননী তিনি জীবনের সঙ্গিনীও হবেন, ও মৃত্যুকে নিদ্রার মত গ্রহণ করলে পর পৃথিবীর কাছ থেকে জীবনের জননীর বিদায় পুনর্জাগরণেরই মত হবে।

**শ্লোক**

*প্র* আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*প্র* পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ দ্বাদশ পিউসের 'মুনিফিচেন্তিসিমুস দেউস' নামক প্রৈরিতিক সংবিধান থেকে পাঠ (৭৬০-৭৬২, ৭৬৭, ৭৬৯)

### কুমারীর দেহ পবিত্রতা, প্রভা ও গৌরবে পরিপূর্ণ

পুণ্য পিতৃগণ ও আচার্যবৃন্দ আজকের পর্বোৎসব উপলক্ষে ভক্তমণ্ডলীর প্রতি উপদেশ দানকালে ঈশ্বরজননীর স্বর্গোন্নয়ন সম্বন্ধে এমন কথা উপস্থাপন করতেন, যা প্রকৃতপক্ষে ভক্তদের চেতনায় বহুদিন থেকেই জীবন্ত ও সর্বস্বীকৃত তত্ত্ব ছিল। উপদেশের সময়ে তাঁরা তত্ত্বটির অর্থের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতেন, তার মর্মার্থ গভীরভাবেই নিরূপণ করতেন, তার প্রধান ঐশতাত্ত্বিক কারণগুলো দেখিয়ে দিতেন। তাঁরা বিশেষভাবে এ কথাই তুলে ধরতেন যে, ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে ধন্যা কুমারী মারীয়ার মরদেহের মুক্তি শুধু নয়, মৃত্যুর উপর তাঁর বিজয় ও স্বর্গীয় গৌরবলাভও হল এই উৎসবের বিষয়বস্তু: তাতে মাতা নমুনার অনুরূপ হন, অর্থাৎ মাতা আপন একমাত্র পুত্র সেই খ্রিষ্ট যিশুকে অনুকরণ করতে পারেন।

সকলের মধ্যে যিনি এই ঐতিহ্যের বিখ্যাত সাক্ষী বলে দাঁড়ান, দামাস্কের সেই সাধু জন মহা ঈশ্বরজননীর শারীরিক স্বর্গোন্নয়ন তাঁর অন্যান্য বিশেষ অধিকার-গুণাবলির আলোতে তুলে ধরে মুক্তকণ্ঠে বলে ওঠেন: 'এ প্রয়োজন ছিল যে, যিনি প্রসবকালে কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন, তিনি মৃত্যুর পর দেহকেও ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে অক্ষুণ্ন

রাখবেন; যিনি শিশুরূপধারী স্রষ্টাকে গর্ভধারণ করেছিলেন, তিনি দিব্য কুটিরেই বসবাস করবেন; যিনি পিতা দ্বারা কনেরূপে নিরূপিতা হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গীয় আবাসেই স্থান পাবেন; যিনি আপন পুত্রকে ক্রুশের উপর দেখেছিলেন, যিনি পুত্রের জন্মলগ্নে প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েও তাঁকে মরতে দেখে দুঃখ-খড়্গের আঘাতে বিদ্ধাই হয়েছিলেন, তিনি পিতার ডান পাশে সগৌরবে আসীন আপন পুত্রকে দেখতে পাবেন। এ সমীচীন ছিল যে, পুত্রের যা অধিকার তা ঈশ্বরজননীরও অধিকার হবে; এও সমীচীন ছিল যে, তিনি যত সৃষ্টজীব দ্বারা ঈশ্বরের জননী ও দাসী বলে সম্মানিতা হবেন।'

কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু জের্মানুস কুমারী ঈশ্বরজননীর ক্ষয়মুক্তি ও তাঁর শারীরিক স্বর্গোন্নয়ন বিষয়ে একথা সমর্থন করেন যে, সেই সবকিছু তাঁর ঐশমাতৃত্বকে শুধু নয়, তাঁর কুমারী দেহের বিশেষ পবিত্রতাকেও অলঙ্কৃত করে: 'শাস্ত্রের কথা অনুসারে, আহা, *সর্বাঙ্গীণ তোমার গৌরব* (সাম ৪৫:১৪ সত্তরী পাঠ্য), এবং তোমার কুমারী দেহ সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, সম্পূর্ণরূপে শুচি, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মন্দির। এজন্যই এ সমীচীন ছিল যে, তেমন দেহ সমাধির ক্ষয় ভোগ করতে পারবে না, বরং প্রাকৃতিক চেহারা বজায় রেখেও অক্ষয়শীল আলোতে রূপান্তরিত হবে, নবীন গৌরবময় জীবন-অবস্থায় প্রবেশ করবে, পূর্ণমুক্তি ও সম্পূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।'

আর একজন প্রাচীন লেখক একথা বলেন: 'যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ও ঈশ্বর, যিনি জীবন ও অমরতা-দাতা, সেই স্বয়ং খ্রিষ্টই জননীকে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। তাঁকে যিনি প্রসব করেছিলেন, স্বয়ং খ্রিষ্টই তাঁকে চিরকালীন শারীরিক ক্ষয়মুক্তি দান করে নিজেরই মত করে তুললেন। স্বয়ং খ্রিষ্টই মৃত্যু থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করলেন ও কেবল তাঁরই কাছে জানা এক পথ ধরে তাঁকে নিজের কাছে গ্রহণ করলেন।'

পুণ্য পিতৃগণের এ সমস্ত ধারণা ও ব্যাখ্যা এবং একই প্রসঙ্গে ঐশতত্ত্ববিদদেরও ধারণা ও ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভিত্তি হল পবিত্র শাস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল পবিত্রা ঈশ্বরজননীকে আপন ঐশপুত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা, তাঁর সঙ্গে নিত্যদণ্ডায়মান ও তাঁর অবস্থার সহভাগিনী বলে উপস্থাপন করে।

তাছাড়া খ্রিষ্টীয় পরম্পরার কথা ধরে আমরা একথা ভুলে যেতে পারি না যে, দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেও পুণ্য পিতৃগণ কুমারী মারীয়াকে সেই নব-হবা রূপেই উপস্থাপন করেন

যিনি নব-আদমের অধীনস্থা হয়েও তবু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা। মাতা ও পুত্র দু'জনেই নরকের সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সবসময় একসঙ্গে সংগ্রামরত বলে প্রতীয়মান; পূর্ব-সুসমাচারের পূর্বঘোষণা অনুসারে (আদি ৩:১৫) সেই সংগ্রামের সমাপ্তি হবে পাপ ও মৃত্যুর উপর সম্পূর্ণ বিজয়; অর্থাৎ কিনা, সেই দু'টো শত্রুর উপরেই বিজয়, যেগুলো সাধু পল সর্বদা সংযুক্ত শত্রু বলে উপস্থাপন করেন (রো ৫-৬ অধ্যায়; ১ করি ১৫:২১-২৬, ৫৪-৫৭)। তাই যেমন খ্রিষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থান হয়েছিল সেই বিজয়ের মূল অংশ ও শেষ চিহ্ন, তেমনি মারীয়ার বেলায়ও এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর কুমারী দেহের গৌরবলাভেই সেই একই সংগ্রাম সমাপ্ত হবে। প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারেও *মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে* (১ করি ১৫:৫৪; হো ১৩:১৪ দ্রঃ)।

তাতে যিনি অনাদিকাল থেকে পূর্বনিরূপণের একই বিধি অনুসারে যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে রহস্যাবৃতভাবে মিলিতা, যিনি অমলোদ্ভবা, যিনি ঐশমাতৃত্বে অক্ষুণ্ন কুমারী, যিনি পাপ ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী ঐশমুক্তিসাধকের উদার সঙ্গিনী, সেই মহা ঈশ্বরজননী সমাধির ক্ষয়শক্তি জয় করেই আপন যত মহত্ত্বের শেষ মুকুটও লাভ করলেন। তাঁর আপন পুত্র যেমন করেছিলেন, তিনিও তেমনি মৃত্যু জয় করলেন ও আত্মায় ও শরীরে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা হলেন: সেখানে তিনি সর্বকালের অমর রাজা তাঁর সেই আপন পুত্রের ডান পাশে রানী রূপে উদ্ভাসিতা।

## শ্লোক

*প্র* আজ সেই উজ্জ্বল দিন, যে দিনে ঈশ্বরজননী স্বর্গে উন্নীতা হলেন। এসো, তাঁর গুণকীর্তন করে বলি:

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*প্র* পবিত্রা কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা, তুমি মহাপ্রশংসার যোগ্যা: তোমা থেকেই ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট পরিত্রাতা জন্ম নিলেন।

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

১৬ই আগষ্ট

# হাঙ্গেরীর সাধু স্তেফান

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুত্রের কাছে সাধু স্তেফানের চেতনা-বাণী থেকে পাঠ (১:২, ১০)

## বৎস, তোমার পিতার নির্দেশবাণী শোন

স্নেহের সন্তান, তোমার কাছে এ আমার প্রধান পরামর্শ, চেতনা-বাণী ও আদেশ: রাজমুকুটের মর্যাদা বজায় রাখ, কাথলিক ও প্রৈরিতিক বিশ্বাস তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চল, ঈশ্বর যাদের তোমার অধীন করেছেন, তাদের কাছে যেন আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পার, ফলে সকল সৎলোক যেন তোমাকে সুসমাচারের প্রকৃত অনুগামী বলে স্বীকার করে। এতে নিশ্চিত হও যে, এ ছাড়া তুমি খ্রিষ্টিয়ান হতে পারবে না, মণ্ডলীর সন্তানও হতে পারবে না। রাজপ্রাসাদে খ্রিষ্টে বিশ্বাসের পর পরেই মণ্ডলীতে বিশ্বাস স্থান পায়—সেই যে মণ্ডলী প্রথমে আমাদের মাথা সেই খ্রিষ্ট দ্বারা রোপিত হয়ে পরবর্তীকালে তাঁর অঙ্গগুলো দ্বারা তথা প্রেরিতদূত ও পুণ্যবান পিতৃগণ দ্বারাই পুনঃরোপিত হয়েছে ও মজবুতভাবেই নির্মিত ও সারা বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এ মণ্ডলী সর্বকালে ও সর্বস্থানে নতুন নতুন সন্তানকে জন্ম দেয়, যদিও বিভিন্ন দেশে তার প্রাচীন প্রবর্তন হেতু সে একপ্রকারে বৃদ্ধা বলেই গণ্য হতে পারে।

কিন্তু, স্নেহের সন্তান, আমাদের রাজ্যে মণ্ডলী এখনও যুবতী, কেননা অল্পদিন আগেই মাত্র তার কথা প্রচারিত হয়েছে; আর ঠিক এজন্যই এমন মানুষের দরকার আছে যারা তাকে পূর্ণ দায়িত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে, ঐশমঙ্গলময়তা যে মঙ্গল অযোগ্য এই আমাদের মঞ্জুর করেছে, সেই মঙ্গল যেন আমাদের শিথিলতা, অলসতা ও অবহেলার ফলে হারিয়ে না যায় ও নিঃশেষিত না হয়। হে স্নেহের সন্তান, হে আমার হৃদয়ের মাধুর্য, হে আমার উত্তরবংশের প্রত্যাশা, তোমাকে অনুরোধ করি, তোমাকে আদেশ দিই: সবকিছুতে ভালবাসা দ্বারাই নিজেকে চালিত হতে দাও, মমতাপূর্ণ হও—রাজপুরুষ, সেনাপতি, ধনী, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কেবল তেমন আত্মীয়স্বজনেরই প্রতি নয়, কিন্তু যারা অন্য কুটুম্বের মানুষ তাদেরও প্রতি, এমনকি তাদের সকলেরও প্রতি যারা তোমার কাছে আসে।

ভালবাসা সাধনা করলে তবেই সর্বোচ্চ আশীর্বাদের পাত্র হবে। অত্যাচারিতদের প্রতি দয়াবান হও। তোমার হৃদয়ে যেন প্রভুর দেওয়া আদর্শ নিত্যই উপস্থিত থাকে; তিনি তো বলেছেন, *আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়* (মথি ৯:১৩)। সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও—ক্ষমতাশালীদের প্রতি শুধু নয়, দুর্বলদের প্রতিও।

শেষ কথা: বলবান হও, অনুকূলতায় যেন গর্বোদ্ধত না হও, প্রতিকূলতায় যেন ভেঙে না পড়। বিনম্রও হও, যেন ঈশ্বর এখন ও ভাবীকালে তোমাকে উন্নীত করেন। সুবিবেচক হও, ও কাউকে অতিমাত্রা শাস্তি ও দণ্ড দিয়ো না। কোমলপ্রাণ হও, কখনও ন্যায্যতা-বিরোধী হয়ো না। সৎমানুষ হও, যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কারও অপমান না কর। শুচি হও, যেন মৃত্যুজনক কাঁটা সেই কুপ্রবৃত্তি এড়াতে পার। এখানে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় রাজমুকুটকে মর্যাদা দান করে; কিন্তু এগুলো না থাকলে কেউ ইহলোকে উপযুক্তভাবে রাজত্ব করতে পারে না, কেউ শাশ্বত রাজ্যেও পৌঁছতে পারে না।

**শ্লোক** - তোবিত ৪:৮; সিরা ৩৫:৮, ৯

℣ তোমার অর্থদান তোমার সম্পদের অনুপাতে হোক:

℟ তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

℣ অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও; পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও।

℟ তোমার বেশি থাকলে বেশি দাও, অল্প থাকলে, সেই অল্প অনুসারে দিতে দ্বিধা করো না।

১৯শে আগষ্ট

## সাধু বার্নার্ড দ্য তলমেই, মঠাধ্যক্ষ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ জন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' থেকে পাঠ (১ম উপদেশ ৫, ৬, ১০, ১১)

### ভালবাসাই সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য

প্রেরিতদূতের মন অনুসারে, সন্ন্যাস-গ্রহণের লক্ষ্য হল অনন্ত জীবন; তিনি তো বলেন, *তোমরা এখন পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর লক্ষ্য অনন্ত জীবন* (রো ৬:২২)। লক্ষ্যে যাওয়ার পথ হল শুদ্ধহৃদয়তা, যা প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই 'পবিত্রতা' বলে অভিহিত করেন; শুদ্ধহৃদয়তা ছাড়া লক্ষ্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কথায়, তিনি ঠিক যেন বলেন: তোমাদের প্রথম লক্ষ্য হল শুদ্ধহৃদয়তা, চরম লক্ষ্য হল অনন্ত জীবন। তেমন লক্ষ্য বা শেষ-সীমানার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি* (ফিলি ৩:১৩-১৪)। সুতরাং এসো, শুদ্ধহৃদয়তার তেমন লক্ষ্যে পৌঁছতে যা কিছু আমাদের চালিত করতে পারে, তা যথাসাধ্য পালন করতে সচেষ্ট থাকি। অন্য দিকে, যা কিছু আমাদের মন তেমন শুদ্ধহৃদয়তা থেকে সরিয়ে দেয়, এসো, অমঙ্গলকর, অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক বলে তা এড়িয়ে থাকি। এসো, এ উদ্দেশ্যে সবকিছু করি, সবকিছু সহ্য করি; কেননা এ উদ্দেশ্যেই আমরা আত্মীয়স্বজন, মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও এসংসারের যত আকর্ষণীয় আমোদ-প্রমোদ ত্যাগ করেছি। তেমন শুদ্ধহৃদয়তায় পৌঁছবার জন্য আমাদের উচিত নির্জনতা আলিঙ্গন করা, উপবাস ও নিশিজাগরণ পালন করা, শ্রম, বস্ত্রহীন অবস্থা সহ্য করা, ও শাস্ত্রপাঠে ও সদ্‌গুণ সাধনায় রত থাকা। এসব কিছুর কারণ এ যে, আমরা হৃদয় সমস্ত দুর্গতি থেকে মুক্ত রাখতে চাই ও কেমন যেন এক সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বেয়ে ভালবাসার সিদ্ধতায় গিয়ে উঠতে চাই।

আমাদের দৃঢ় ধারণাই যে এ সমস্ত সাধনা আবশ্যক, কারণ এ ছাড়া ভালবাসার চূড়ায় পৌঁছনো সম্ভব নয়। আর যা দয়াকর্ম বা দয়াধর্ম বলা হয়, এজীবনে তাও আবশ্যক যতক্ষণ সামাজিক অবস্থার বৈষম্য বিরাজ করে। ইহলোকেও তা আবশ্যক হত না, যদি

না থাকত গরিব, অভাবগ্রস্ত, রোগপীড়িতের এ অসংখ্য দল যারা মানুষের অন্যায্যতা দ্বারাই তেমন শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত; অর্থাৎ তাদেরই অন্যায্যতা, যারা স্রষ্টার সেই সমস্ত মঙ্গলদান—এমনকি তা ব্যবহার না করেও!—নিজেদেরই জন্য দখল করেছে যা তিনি সকলেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিরূপণ করেছিলেন। কিন্তু জগতে তেমন বৈষম্য বিরাজ করা পর্যন্ত দয়াকর্ম পালন আবশ্যক হবে; অন্য দিকে যারা তেমন দয়াকর্ম সঠিক ও মঙ্গলকর সঙ্কল্প নিয়ে পালন করে, তা তাদের নিজেদেরই উপকারে পরিণত হবে, কেননা তার প্রতিদান স্বরূপ তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

কিন্তু সেই যে ভাবী জীবনে নিখুঁত সম্যতা বিরাজ করবে, সেই ভাবী জীবনে দয়াকর্ম শেষ হবে, কেননা সেই বৈষম্যই আর থাকবে না যার জন্য দয়াকর্মকে আবশ্যক ছিল। তখন সকলেই ইহলোকের নানা ক্রিয়াকাণ্ড থেকে ঈশ্বরপ্রেমে উত্তীর্ণ হবে ও চিরস্থায়ী শুদ্ধহৃদয়তার অবস্থায় ঐশবিষয় সংদর্শনে উন্নীত হবে।

উপরে উল্লিখিত দয়াকর্ম যে শেষ হবে, তাতে বিস্মিত হব কেন, যখন ধন্য পল আমাদের বলেন যে, পবিত্র আত্মার সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহদানগুলো পর্যন্তও লোপ পাবে, কিন্তু কেবল ভালবাসাই চিরকাল থেকে যাবে! *নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে।* কিন্তু ভালবাসা সম্বন্ধে তিনি বলেন, *ভালবাসা কখনও শেষ হবে না* (১ করি ১৩:৮)।

কেননা সকল মঙ্গলদান আমাদের প্রয়োজন অনুসারেই ও সীমিত কালের জন্যই বিতরণ করা হয়েছে; বর্তমান ব্যবস্থা শেষ হলে মঙ্গলদানগুলোও লোপ পেতে বাধ্য; কিন্তু কোন কালের সীমা ভালবাসাকে কখনও ধ্বংস করবে না। ভালবাসা আমাদের মঙ্গলার্থেই ক্রিয়াশীল—কেবল ইহলোকে নয়, পরলোকেও ক্রিয়াশীল। সেই ভাবী যুগে দৈহিক প্রয়োজনের বোঝা ছেড়ে ও লোপ পাবার সমস্ত বিপদ দূর হলে ভালবাসা অধিক কার্যকর ও উৎকৃষ্ট ভাবেই ও অধিক জীবন্ত আগুনে ও গভীরতর ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সনাতন অক্ষয়শীলতায় ঈশ্বরের প্রতি আসক্ত হতে থাকবে।

শ্লোক - কল ৩:১২, ১৫, ১৪

*প্র* ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর।

℣ খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

℟ সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।

℣ খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

একই দিন ১৯শে আগষ্ট

## সাধু জন ইউডিস, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু জন ইউডিস-লিখিত 'সেই মহাপ্রশংসনীয় যিশুহৃদয়' থেকে পাঠ (১:৫)

### পরিত্রাণ ও জীবনের উৎস

অনুরোধ করি: একথা ভাব যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টই তোমার প্রকৃত মাথা ও তুমি তাঁর অঙ্গগুলির একটি অঙ্গ। মাথা যেমন দেহেরই, তেমনি তুমিও যিশুরই। তাঁর যা কিছু আছে তা তোমার: তাঁর প্রাণ, হৃদয়, আত্মা ও তাঁর সকল গুণ। আর তোমার কর্তব্যই তাঁর এ সমস্ত তোমারই বলে ব্যবহার করা—ঈশ্বরের সেবা, প্রশংসা, ভালবাসা ও গৌরবদানের উদ্দেশ্যে। তুমি তাঁরই সম্পদ, অঙ্গগুলো যেভাবে মাথারই সম্পদ। একই প্রকারে তিনি নিজ সম্পদ রূপে তোমাকেই ও তোমার যা কিছু আছে তাও ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, যাতে তাঁর পিতার সেবা ও গৌরবার্থে তা পরিণত হতে পারে। তিনি যে তোমারই সম্পদ তা শুধু নয়, তিনি তোমার অন্তরেও থাকতে ইচ্ছা করেন, তোমার মধ্যে জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করতে ইচ্ছা করেন মাথা নিজ অঙ্গগুলিতে যেভাবে জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করে। তাঁর ইচ্ছা, যা কিছু তাঁর মধ্যে রয়েছে, তা তোমার মধ্যেও জীবনযাপন ও প্রভুত্ব করুক: তাঁর প্রাণ তোমার প্রাণে, তাঁর হৃদয় তোমার হৃদয়ে, তাঁর আত্মার সকল গুণ তোমার আত্মার সকল গুণে, যেন তোমার বেলায়ও এ দিব্য বাণী পূর্ণতা লাভ করতে পারে: *তোমরা নিজেদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর* (১ করি ৬:২০); এবং যিশুর জীবন যেন তোমার মধ্যে প্রকাশ পায়।

তুমি যে ঈশ্বরপুত্রের অধিকার হবে তা যথেষ্ট হয় না, তোমাকে তাঁরই মধ্যে থাকতে হবে, অঙ্গগুলো নিজেদের মাথায় যেভাবে উপস্থিত। তোমার মধ্যে যা কিছু আছে, তা তাঁরই দেহের অঙ্গ হতে হবে ও তাঁরই কাছ থেকে জীবন ও দিশা পেতে হবে। তোমার পক্ষে তাঁর মধ্যেই ছাড়া আর কোন জীবন নেই, কেননা তিনিই প্রকৃত জীবনের অনন্য উৎস। তাঁর বাইরে তোমার জন্য কেবল মৃত্যু ও সর্বনাশ। তিনিই হবেন তোমার সকল গতি, কাজকর্ম, গুণাবলি ও জীবনের বিচারমান; তুমি কেবল তাঁকে দিয়েই ও তাঁর

জন্যই জীবনযাপন করবে: এ লক্ষ্যে এ দিব্য বাণী অনুসরণীয়: *আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি জীবিত থাকি, প্রভুর জন্যই জীবিত থাকি; আর যদি মরি, প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই! কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন* (রো ১৪:৭-৯)।

সুতরাং, এই যিশুর সঙ্গে তুমি এক, অঙ্গগুলো মাথার সঙ্গে যেভাবে এক। ফলত তোমার উচিত তাঁর সঙ্গে একপ্রাণ, এক আত্মা, এক জীবন, এক ইচ্ছা, একচিত্ত, এক হৃদয় হওয়া। এও উচিত, তিনি হবেন তোমার প্রাণ, হৃদয়, ভালবাসা, জীবন—তোমার সব!

এ সমস্ত রহস্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বেলায় বাপ্তিস্মে সূচিত হয়, দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত দ্বারা ও ঈশ্বরের দেওয়া অন্য অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার দ্বারা বৃদ্ধি ও শক্তি লাভ করে, ও পবিত্র এউখারিস্তিয়াতে সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করে।

শ্লোক - রো ১৪:৯, ৮, ৭

*প্র* এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন।

*উ* জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

*প্র* আমরা কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না।

*উ* জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই।

২০শে আগষ্ট

# সাধু বার্নার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পরম গীতে মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮৩:৪-৬)

## প্রেম করি বিধায়ই আমি প্রেম করি,
## প্রেম করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেম করি

প্রেম স্বনির্ভরশীল; ঠিক প্রেম বলেই প্রেম প্রীতির বস্তু; আবার, প্রেম নিজেই প্রেমের কারণ। নিজের কাছে প্রেম হল একইসঙ্গে যোগ্যতা ও পুরস্কার। প্রেম নানা কারণের সন্ধান করে না, নিজেকে ছাড়া অন্য স্বার্থের অন্বেষণ করে না: তার স্বার্থ হল প্রেমের নিজের অস্তিত্ব। প্রেম করি বিধায়ই আমি প্রেম করি, প্রেম করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেম করি। প্রেম যদি নিজ উৎপত্তি ও মূলকারণের দিকে লক্ষ করে ও তাকে যদি তার উৎসের দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে প্রেম সত্যিই মহা ব্যাপার; কেননা সেই উৎস থেকেই প্রেম সেই শক্তি সঞ্চয় করে যাতে অবিরত বয়ে যেতে পারে। আত্মার যত গতি, মনোভাব ও অনুরাগের মধ্যে কেবল প্রেম দিয়েই সৃষ্টজীব স্রষ্টাকে প্রতিদান দিতে পারে—যদিও এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদান সীমিত। আবার কেবল প্রেম দিয়েই প্রতিবেশীকে প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে, এক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিদান সমান। কেননা যখন ঈশ্বর প্রেম করেন, তখন প্রেমের পাত্র হওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না; তাঁর প্রেমের অন্য কারণ নেই, তিনি প্রেমের পাত্র হলে এতেই প্রীত, একথা জেনে যে, যারা তাঁকে প্রেম করবে তারা সেই প্রেমে তৃপ্তি পাবে। সুতরাং বরের প্রেম, এমনকি সেই বর-প্রেম প্রতিদানে কেবল প্রেম ও বিশ্বস্ততা দাবি করেন। তাই প্রেমিকাকে প্রেম করতে দেওয়া হোক—কনে, এমনকি সেই প্রেমেরই কনে প্রেম করবে না কেন? প্রেম প্রেমের পাত্র হতে পারবেন না কেন?

তাই তার সকল অনুরাগ ত্যাগ করে কনে সঙ্গতভাবেই কেবল প্রেমের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্না থাকে, কেননা প্রেমের প্রতিদান দিতে দিতে সে সেই প্রেমের সমান প্রেম দেখাতে চেষ্টা করে। তবু কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে: যদিও কনে

সম্পূর্ণরূপে প্রেমিকে রূপান্তরিতা হয়, তবুও প্রেমের সনাতন উৎসের মাত্রায় কখনও পৌঁছতে পারবে না। কথাটা নিশ্চিত যে, প্রেমিকা ও প্রেম, আত্মা ও বাণী, কনে ও বর, স্রষ্টা ও সৃষ্টজীব কখনও সমকক্ষ বলে পরিগণিত হতে পারবে না; কেননা পিপাসিতের পিপাসা মেটানোর চেয়ে উৎস বেশিই জল সরবরাহ করে।

কিন্তু এ সমস্ত কথায় লাভ কী? যখন কনে মহাবীরের সঙ্গে দৌড় দিতে পারে না, মাধুর্য ক্ষেত্রে মধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, কোমলতা ক্ষেত্রে মেষশাবকের সঙ্গেও নয়, শুভ্রতা ক্ষেত্রে লিলিফুলের সঙ্গেও নয়, যিনি স্বয়ং প্রেম সেই প্রেম ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গেও নয়, তখন কি এমনটি হতে পারে যে, বিবাহ-প্রত্যাশী কনের বাসনা সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাবে? আকাঙ্ক্ষীর কামনা ও প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তাপও কি লোপ পাবে? প্রেমের কথা যে কল্পনা করে তার আস্থারও কি শেষ হতে হবে? কখনও না। কেননা নিম্নশ্রেণির বস্তু হওয়ায় সৃষ্টজীব কম প্রেম করলেও, তথাপি সে যদি সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রেম করে, তবে তার পক্ষে যোগ দেওয়ার মত বাকি কিছু থাকবে না। অতএব, তার পক্ষে তেমন প্রেম হল বিবাহোৎসবের নামান্তর, কেননা তেমন প্রেম দেখাবার পর সে কম প্রেমের পাত্রী হতে পারে না, কারণ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ বিবাহ দু'জনেরই সম্মতিতে প্রকাশ পায়; আর প্রকৃতপক্ষে এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, আত্মা বাণীর প্রেমের পাত্রী—তিনিই প্রথম ও বেশিও তাকে প্রেম করেছেন।

শ্লোক - সাম ৩১:২০; ৩৬:৯ দ্রঃ

প্ল হে প্রভু, কেমন মহান তোমার সেই মাধুর্য,

উ যা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছ যারা তোমাকে ভয় করে।

প্ল তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যেই পরিতৃপ্ত; তুমি তো তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দাও তোমার সেই পুলক নদীর জলে

উ যা তাদের জন্য গচ্ছিত রেখেছ যারা তোমাকে ভয় করে।

২১শে আগষ্ট

# পোপ সাধু দশম পিউস

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু দশম পিউসের 'দিভিনো আফ্লাতু' নামক প্রৈরিতিক সংবিধান থেকে পাঠ

## ঈশ্বরের প্রশংসাগানে রত মণ্ডলী

সামসঙ্গীতমালা ঐশপ্রেরণা দ্বারা রচিত হয়েছে ও পবিত্র শাস্ত্রে সঙ্কলিত রয়েছে। প্রমাণ আছে যে, মণ্ডলীর আদি থেকেই সামসঙ্গীত ভক্তদের ভক্তির পুষ্টিসাধনের জন্য উত্তম উপায় ছিল। খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সামসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে স্তুতি-নৈবেদ্য অর্পণ করত, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠের ফল যা তাঁর নামকীর্তন করত। প্রাচীন বিধানেও গৃহীত প্রথা অনুসারে, পুণ্য উপাসনা ও ঐশকাজের যথেষ্ট ব্যাপক একটি অংশ সামসঙ্গীত দিয়েই গঠিত। সামসঙ্গীত থেকেই 'মণ্ডলীর সেই কণ্ঠের' উদ্ভব, যা বিষয়ে সাধু বাসিল কথা বলেন; এবং 'প্রশংসাগানের কন্যা' সেই সামসঙ্গীত-পরিবেশনেরও উদ্ভব হল যা বিষয়ে আমাদের পূর্ববর্তী পোপ উর্বানুস বলেন, সেই প্রশংসাগান 'ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে।' সাধু আথানাসিউসের শিক্ষা অনুসারে, সামসঙ্গীত-ই বিশেষভাবে দিব্য উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত মানুষকে শেখায় 'কেমন অনুপাতে ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত, ও কেমন ভাষায় তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানো উচিত।' এক্ষেত্রে সাধু আগস্তিন উত্তমরূপে বলেন, 'মানুষ দ্বারা উপযুক্ত প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ঈশ্বর নিজের প্রশংসা করেছেন; আর তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের প্রশংসা করেছেন বলেই মানুষ আবিষ্কার করেছে সে তাঁর কেমন প্রশংসা করতে পারবে।'

সামসঙ্গীতমালায় এমন আশ্চর্যময় কার্যকারিতা পাওয়া যায় যাতে সকলের অন্তরে সদ্‌গুণের বাসনা জাগে। কেননা যদিও প্রাচীন ও নবীন গোটা শাস্ত্রই ঐশপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও ধর্মশিক্ষার জন্য উপযোগী, তবু সাধু আথানাসিউসের মতে সামসঙ্গীত-মালাই সেই পরমদেশের উদ্যান, যেখানে ঐশঅনুপ্রাণিত বাকি সকল পুস্তকের ফল সংগ্রহ করা যায়। তাতে সামসঙ্গীত-মালা যে অন্য পুস্তকগুলোর স্তুতিগান জাগিয়ে তোলে তা শুধু নয়, তার নিজস্ব সেই স্তুতিগানগুলোও যোগ দেয় যা সেতারের সুরে পরিবেশিত।

সাধু আথানাসিউস বলে চলেন, 'সত্যি, আমি যখন সামসঙ্গীত ধ্বনিত করি, তখন আমার মনে হয় সামসঙ্গীতগুলো কেমন যেন নানা আয়নারই মত, যার মধ্যে একজন নিজের চেহারা ও তার অন্তরের অবস্থাও দর্শন করতে পারে, যার ফলে তা আবৃত্তি করার অধিক উদ্দীপনা অনুভব করে।' সাধু আগস্তিন নিজ লেখা 'স্বীকারোক্তিতে' বলে ওঠেন: 'তোমার সম্মানে ধ্বনিত সেই স্তুতিগান ও সঙ্গীত শুনে আমি কেমন কাঁদছিলাম! তোমার মণ্ডলীর নানা কণ্ঠস্বরে আমার অন্তর কেমন বিগলিত হচ্ছিল! তোমার মণ্ডলী, আহা, কেমন মধুর গান করছিল! সেই কণ্ঠ আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছিল, সত্য আমার হৃদয়ে নেমে আসছিল, আর সেই সবকিছু প্রেম-মনোভাবে রূপান্তরিত হয়ে এমন আনন্দ জাগাচ্ছিল যে, আমি অশ্রুজলে বিগলিত হয়ে যাচ্ছিলাম।'

এই অসংখ্য পদ যা এতই সুন্দর ও গভীর ভাবেই ঈশ্বরের অসীম মহত্ত্ব, তাঁর পরাক্রম, তাঁর সর্বোচ্চ পবিত্রতা, তাঁর মঙ্গলময়তা ও দয়া, ও সেইসঙ্গে তাঁর সমস্ত অসীম গুণ গান করে, তার আবৃত্তি করে কেইবা নিজেকে অত্যন্ত উদ্দীপিত মনে করবে না?

সামসঙ্গীতে নিহিত ধর্মীয় ভাব এতই গভীর ও আশ্চর্যময় ভাবে কার্যকর যে, হৃদয়ে ঐশউপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগে, মানুষ নতুন অনুগ্রহ লাভের জন্য বিনম্র যাচনা রাখতে উদ্দীপিত হয়, ও পাপ থেকে মনপরিবর্তনের কল্যাণকর সঙ্কল্প আবির্ভূত হয়।

সামসঙ্গীতমালা খ্রিষ্টভক্তি উদ্দীপ্ত করে, কারণ সামসঙ্গীত এমন এক ছবির মত যা মুক্তিসাধকের সূক্ষ্ম দৃশ্য উপস্থাপন করে। তবে সঙ্গতভাবেই আগস্তিন 'সকল সামসঙ্গীতে সেই কণ্ঠ শুনতেন যা জয়ধ্বনি তুলত বা বিলাপ করত, প্রত্যাশায় আনন্দ দিত বা গন্তব্যস্থানের আকাঙ্ক্ষা করত।'

শ্লোক - ১ থে ২:৪, ৩

℣ ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি।

℟ মানুষকে নয়, ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

℣ আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়;

℟ মানুষকে নয়, ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি।

২২শে আগষ্ট

# বিশ্বরানী ধন্যা কুমারী মারীয়া

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - লসানার বিশপ সাধু আমোদেউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৭)

## বিশ্বরানী ও শান্তিরানী

পবিত্রা কুমারী মারীয়া স্বর্গে উন্নীতা হলেন। কিন্তু এ অসাধারণ ঘটনা বাদেও তাঁর প্রশংসনীয় নাম বিশ্বজুড়ে উদ্ভাসিত হল, ও স্বর্গে ঝাঁপ দেওয়ার আগেও তাঁর অমর গৌরব সর্বস্থানে পরিব্যাপ্তি লাভ করল। কেননা তাঁর পুত্রের সম্মানের খাতিরেও এ সমীচীন ছিল যে, কুমারী জননী আগে পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন যাতে পরিশেষে স্বর্গেও গৌরব লাভ করেন। এও সমীচীন ছিল যে, তাঁর পবিত্রতা ও তাঁর মহত্ত্ব নিম্নলোকে বৃদ্ধি পাবে, ও পবিত্র আত্মা দ্বারা গুণের পর গুণ ও জ্যোতির পর জ্যোতি পার হয়ে শীর্ষ পর্যায়ে সেই ক্ষণেই পৌঁছবে যে ক্ষণে তিনি ঊর্ধ্ব আবাসে প্রবেশ করবেন।

অতএব, শরীরীরূপে এখানে থাকাকালেও তিনি ভাবী রাজ্যের সুখ ভোগ করছিলেন —ঈশ্বর পর্যন্ত গিয়ে উঠছিলেন, আবার প্রেম গুণে ভাইবোনদের কাছে নেমে আসছিলেন। তিনি স্বর্গদূতদের সম্মানের পাত্রী হলেন, মানুষেরও প্রণামের পাত্রী হলেন। স্বর্গদূতদের সঙ্গে গাব্রিয়েল পাশে পাশে থেকে তাঁর সেবা করছিলেন; প্রেরিতদূতদের সঙ্গে যোহন ছিলেন, আর কৌমার্য-ব্রতী যে তিনি, অত্যন্ত খুশি ছিলেন যে ক্রুশের তলায় কুমারী জননীকে তাঁর নিজের রক্ষায় দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গদূতেরা এজন্যই আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের রানীকে দেখতে পাচ্ছিলেন; প্রেরিতদূতেরা এজন্যই আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁরা প্রভুর জননীকে দেখতে পাচ্ছিলেন—উভয় দল ভক্তিপূর্ণ ভালবাসায় তাঁকে ঘিরে রাখছিলেন।

তিনি পবিত্রতার সর্বোৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদে বাস করছিলেন, ঐশউপকারের প্রাচুর্য ভোগ করছিলেন, ও পিপাসিত বিশ্বাসী সমাজের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করছিলেন—তিনি যে অনুগ্রহের ঐশ্বর্যেই সকল সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে!

তিনি শারীরিক স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক প্রতিকার মঞ্জুর করছিলেন, দেহ ও আত্মা দু'টোকেই পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই কেইবা কখনও

অসুস্থ বা শোকার্ত বা স্বর্গীয় রহস্য বিষয়ে তৃপ্ত না হয়ে বিদায় নিল? প্রভুর জননী সেই মারীয়ার কাছ থেকে যা কিছু প্রত্যাশা করছিল তা পেয়ে এমন কেইবা মনের আনন্দে ও খুশি মনে ঘরে যায়নি?

মারীয়া ছিলেন আধ্যাত্মিক রত্নায় ধনবতী কনে, অদ্বিতীয় বরের জননী, সমস্ত মাধুর্যের উৎস, আধ্যাত্মিক কাননের আনন্দ, সেই জীবন্ত ও জীবনদায়ী জলের উৎস যা দিব্য লেবানন থেকে, সিয়োন পর্বত থেকেই সর্বস্থানে বিস্তৃত বিধর্মী সকল জাতি পর্যন্তই বেয়ে চলে। হ্যাঁ, তিনি শান্তি ও অনুগ্রহের নদনদী প্রবাহিত করছিলেন। এজন্য সর্বোত্তম কুমারী স্বর্গদূতদের আনন্দের মধ্যে, মহাদূতদের উল্লাসের মধ্যে ও স্বর্গপ্রাণীদের জয়ধ্বনির মধ্যে ঈশ্বর দ্বারা ও রাজাধিরাজ তাঁর পুত্র দ্বারা স্বর্গে উন্নীতা হতে হতে সামসঙ্গীত-রচয়িতার ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করল যখন তিনি প্রভুকে বলেন: *ওফিরের সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী* (সাম ৪৫:১০, ১৪)।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১২:১; সাম ৪৫:১০, ১৪ দ্রঃ

*প্র* স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে,

*উ* যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

*প্র* সোনায় অলঙ্কৃতা হয়ে তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেই রানী,

*উ* যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

২৩শে আগষ্ট

# লিমার সাধ্বী রোজী, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - চিরকুমারী লিমার সাধ্বী রোজীর পত্রাবলি থেকে পাঠ (কাস্তিল্ল চিকিৎসকের কাছে পত্র)

## আমরা খ্রিষ্টের সেই প্রেম জানি
## যা সমস্ত জ্ঞানের অতীত

ত্রাণকর্তা উচ্চকণ্ঠে বললেন: সকলে একথা জানুক যে, অনুগ্রহ ক্লেশের পরেই আসে; সকলে উপলব্ধি করুক যে, ক্লেশের ভার ছাড়া অনুগ্রহের চূড়ার নাগাল পাওয়া যায় না; সকলে বুঝে নিক যে, যন্ত্রণার তাপ যতখানি বৃদ্ধি পায়, অনুগ্রহদানের মাত্রাও ততখানি বৃদ্ধি পায়। কারও যেন ভুল না হয়, কেউই যেন প্রবঞ্চিত না হয়: এ-ই পরমদেশের অনন্য প্রকৃত সিঁড়ি; আর ক্রুশ ছাড়া স্বর্গে যাওয়ার মত আর কোন পথ নেই।

তেমন বাণী শুনে আমি অন্তরের তীব্র উদ্দীপনায় উদ্দীপিতা হয়ে কেমন যেন চত্বরে গিয়ে যত বয়স, লিঙ্গ বা শ্রেণির মানুষের কাছে—সকলেরই কাছে চিৎকার করে বলতে চাচ্ছিলাম: শোন, জনগণ; কান দাও, সকল জাতি। খ্রিষ্টের পক্ষ থেকে ও তাঁর নিজেরই মুখের কথা দ্বারা আমি তোমাদের এ চেতনা দিচ্ছি যে, ক্লেশ ভোগ না করলে অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। এ আবশ্যক যে, যন্ত্রণা যন্ত্রণায় যোগ দিক, যাতে আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগিতা, ঈশ্বরসন্তানদের গৌরব ও আত্মার সিদ্ধ কান্তি লাভ করতে পারি।

একই উত্তেজনাই আমাকে তীব্রতার সঙ্গে ঠেলা দিচ্ছিল আমি যেন দিব্য অনুগ্রহের সৌন্দর্যের কথা প্রচার করি; সেই উত্তেজনা আমাদের পীড়ন করছিল, সেই উত্তেজনায় আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলাম, কেবল আকাঙ্ক্ষাই করছিলাম। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, আত্মা দেহ-কারাকক্ষে আর থাকতে পারছে না, কিন্তু দরকার ছিল, কারাকক্ষটি ভেঙে যাক, তবেই স্বাধীন ও নির্জন হয়ে আত্মা অধিক দ্রুতগামী হয়ে জগৎজুড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলবে: হায় হায়, মরণশীল মানুষ যদি জানত অনুগ্রহ যে কী! যদি জানত অনুগ্রহ কেমন সুন্দর, কেমন উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান! অনুগ্রহ কেমন ঐশ্বর্য, কতগুলো

ধন, কত সুখ, কত আনন্দ নিজের মধ্যে গুপ্ত রাখে! তারা তা জানলে তবে কোন সন্দেহ নেই যে তারা নিজেরাই অসুবিধা ও কষ্টের সন্ধানে যেত; ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে বরং বিরক্তি, রোগ ও পীড়নেরই ভিক্ষা করে বেড়াত, আর তা করত অনুগ্রহের অমূল্য ধন লাভ করার জন্য। কারণ এই তো সরল অন্তরে গৃহীত কষ্টের অর্জন ও চরম লাভ। লোকে যদি জানত মানুষদের মধ্যে বিতরণ ক্ষেত্রে কষ্ট কেমন দাঁড়িপাল্লায় মাপা হয়, তবে ভাগ্যে যত কষ্ট ও ক্রুশ পড়ত না কেন তার জন্য কেউই অসন্তোষ প্রকাশ করত না।

**শ্লোক** - ১ করি ১:২৭, ২৮-২৯; সাম ১৩৮:৬ দ্রঃ

*প্র* জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য ; যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,

*উ* যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

*প্র* সর্বোচ্চ হয়েও প্রভু অবনমিতকে দেখেন, কিন্তু গর্বিতের উপর দৃষ্টিপাত করেন না,

*উ* যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

২৪শে আগষ্ট

# সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৬)

## এসো, প্রেরিতদূতের অনুকারী হই
## তিনি নিজেই যেমন খ্রিষ্টের অনুকারী

ভ্রাতৃগণ, লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচারসভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার

শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। এই যে আমরা, খ্রিষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি —আজও পর্যন্ত!

তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। কেননা যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও!

**শ্লোক** - যোহন ১৫:১৫; মথি ১৩:১১, ১৬

*প্র* আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, বন্ধুই বলছি:

*উ* আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি।

*প্র* স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে: তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।

*উ* আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি।

**দ্বিতীয় পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪:৩, ৪)

**ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের শক্তির চেয়ে শক্তিশালী**

ক্রুশ সারা পৃথিবী জুড়েই তার স্বীয় আকর্ষণ-শক্তি কার্যকর করল; ক্রুশ তা করল মানবীয় বিশেষ প্রভাবশালী শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং স্বল্পগুণ-সম্পন্ন মানুষদের সাহায্যে। ক্রুশের ভাষণ শূন্য কথার ভাষণ নয়, তার ভাষণ বরং এমন, যা ঈশ্বর সংক্রান্ত,

সত্যকার ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত, খাঁটি সুসমাচারের আদেশ সংক্রান্ত, ভাবী বিচার সংক্রান্ত ভাষণ। এ ধর্মশিক্ষাই নিরক্ষর মানুষকে উদ্বুদ্ধ মানুষে পরিণত করল।

ঈশ্বরের ব্যবহৃত মাধ্যমগুলো লক্ষ করে দেখা যায়, ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান, তাঁর দুর্বলতা মানবীয় শক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সেই দুর্বলতা কোন্ অর্থেই অধিক শক্তিশালী? এই অর্থে যে, মানুষের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ক্রুশ সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে ও সকল মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছে। অনেকেই সেই ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির নাম বাতিল করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টার বিপরীত ফল হয়েছে: নামটি নিত্য নবীন ভাবে ফুটে উঠল ও ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিতে সুসংগঠিত হতে লাগল। অপর দিকে শত্রুদের ধ্বংস ও বিলুপ্তি হয়েছে। তারা ছিল এমন জীবিত মানুষ যারা একজন মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তবুও তারা তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি। সুতরাং, যখন একজন বিধর্মী একজন খ্রিষ্টিয়ানকে বলে 'তুমি জীবনের বাইরে রয়েছ,' সে তখন বাজে কথাই বলে। সে যখন আমাকে বলে যে আমার বিশ্বাসের জন্য আমি নির্বোধ, তখন সে আমাকে নিশ্চিত করে যে, সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করলেও আমি প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে সহস্রগুণে জ্ঞানবান। আর সে যখন আমাকে দুর্বল মনে করে, তখন সে বুঝতে পারে না যে, সে নিজেই আসলে দুর্বল। দার্শনিকেরা, রাজারা এবং—কথার কথা, সেই সমগ্র সংসার যা শত শত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে—তারা সকলে মোটেই কল্পনা করতে পারে না, সেই কর-আদায়কারীরা ও সেই জেলেরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে কত কী না সাধন করতে পারলেন। এবিষয় চিন্তা-ভাবনা করে পল বলে উঠলেন: *যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী* (১ করি ১:২৫)। এ বাণী যে দিব্য এক বাণী, তা তো সুস্পষ্ট। আসলে, যাঁরা হ্রদে ও নদীতে সারা জীবন কাটিয়েছিলেন, সেই বারোজন দুর্বল, এমনকি নিরক্ষর মানুষ কেমন করে কল্পনা করতে পারতেন, তাঁরা তেমন মহাকাজে হাত দেবেন? সম্ভবত তাঁরা একটি শহরে বা একটি নগর-দরবারেও কখনও পা বাড়াননি। তাই কেমন করে তাঁরা সারা জগতের সামনে দাঁড়াবার কল্পনা করতে পারতেন? যিনি কিছুই না লুকিয়ে ও তাঁদের দোষত্রুটিও গোপন না রেখে তাঁদের জীবনী লিখেছিলেন, তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করেন যে,

সেই বারোজন ছিলেন ভীরু ও অল্পসাহসের মানুষ: এ হল একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ যে তাঁর সেই লেখা সম্পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী।

তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, বহু অলৌকিক কাজ করার পর যখন খ্রিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সকল প্রেরিতদূত পালিয়ে যান ও তাঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি যিশুকে অস্বীকারও করেন। তবে এখানে একটা দ্বন্দ্ব দাঁড়ায়: খ্রিষ্ট জীবিত থাকাকালে এঁরা সবাই অল্পসংখ্যক ইহুদীদের সামনে দাঁড়াতে পারেন না, অথচ খ্রিষ্ট মৃত ও সমাহিত থাকাকালে, এমনকি অবিশ্বাসীদের কথা অনুসারে তিনি অ-পুনরুত্থিত অবস্থায় থাকার ফলে কথা বলা থেকেও বঞ্চিত হলেও এঁরা তাঁর কাছ থেকে এমন সাহস পান যে, সারা জগতেরই সামনে বিজয়ী হয়ে দাঁড়ান: কেমন করে এ দ্বন্দ্ব সমাধান করা যায়? তাঁদের মুখে বরং কি এ ধরনেরই কথা যুক্তিসঙ্গত হত না, যথা: আর এখন কী করব? তিনি তো নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, তাই কী করে আমাদের বাঁচাবেন? তিনি যখন নিজেকেও রক্ষা করতে পারেননি, তখন মৃত অবস্থায় কী করে আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের দিকে হাত বাড়াবেন? জীবিত থাকাকালে তিনি যখন একটিমাত্র দেশও জয় করতে পারেননি, তখন শুধু তাঁর নাম হাতিয়ার করে আমাদের পক্ষে জগৎকে জয় করা সম্ভব কি? তেমন কাজে হাত দেওয়া, এমনকি তেমন কাজ কেবল কল্পনাও করা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়?

সুতরাং এ কথাই স্পষ্ট যে, তাঁকে পুনরুত্থিত অবস্থায় যদি না দেখে থাকতেন ও তাঁর শক্তির একটা অনস্বীকার্য প্রমাণ যদি না পেয়ে থাকতেন, তাহলে তেমন ঝুঁকি তাঁরা কখনও নিতেনই না।

**শ্লোক** - ১ করি ১:২৩, ২৪; ২ করি ৪:৮; রো ৮:৩৭

℣ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূতদের কাছে

℟ তিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই প্রজ্ঞা।

℣ পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই।

℟ তিনি ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই প্রজ্ঞা।

২৫শে আগষ্ট

# ফ্রান্সের রাজা সাধু লুইস

দ্বিতীয় পাঠ - পুত্রের কাছে সাধু লুইসের আধ্যাত্মিক উইল থেকে পাঠ (সাধুসাধ্বীদের জীবনবৃত্তান্ত ৫)

## ন্যায়রাজ পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেন

স্নেহের সন্তান, আমি সর্বপ্রথমে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসতে তোমাকে অনুরোধ করি। এ ছাড়া পরিত্রাণ নেই।

সন্তান, যা কিছু ঈশ্বরের কাছে অসন্তোষজনক হতে পারে, তা থেকে তথা মৃত্যুজনক পাপ থেকেই তোমাকে দূরে থাকতে হবে।

মৃত্যুজনক পাপ করার চেয়ে সমস্ত প্রকার নিপীড়নের হাতে কষ্টভোগ করাই শ্রেয়।

উপরন্তু, প্রভু এমনটি হতে দিলে তুমি কোন ক্লেশে পীড়িত হবে, তবে তোমার উচিত তাঁকে ধন্যবাদ জানানো ও সেই ক্লেশ সদিচ্ছার সঙ্গে সহ্য করা, একথা ভেবে যে, তাতে তোমার উপকার হবে, এমনকি হয় তো তুমি তেমন ক্লেশের যোগ্যই ছিলে।

আর প্রভু যদি তোমাকে অনুকূলতার মত কিছু দেন, তাহলে তাঁকে বিনম্রতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানানো যথেষ্ট নয়, কিন্তু সতর্ক থাক পাছে আত্মগর্বের ফলে বা অন্য প্রকারেও তুমি আরও খারাপ হও; অর্থাৎ কিনা সতর্ক থাক যেন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না কর বা তাঁর নিজের উপহার দ্বারাই তাঁকে অপমান না কর।

মণ্ডলীর সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানে ভক্তি ও সদিচ্ছার সঙ্গে অংশ নাও। অন্যমনস্ক হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ো না, অনুচিত আলাপেও সময় ব্যয় করো না, কিন্তু ওষ্ঠ ও হৃদয় দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।

গরিব, হতভাগা ও দুঃখীর প্রতি সহৃদয় হও; সাধ্যমত তাদের সাহায্য কর ও তাদের সান্ত্বনা দাও।

ঈশ্বর তোমাকে যত উপকার মঞ্জুর করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাও, যাতে মহত্তর উপকার লাভের যোগ্য হতে পার। প্রজাদের প্রতি সততার সঙ্গে ব্যবহার কর, এমনভাবেই আচরণ কর যেন সবসময় ন্যায়পথে থাক—ডানে বা বামে সরে না

গিয়ে। তুমি বরং ধনীদের চেয়ে গরিবদের পক্ষেই সবসময় দাঁড়াও, যতক্ষণ সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হও।

অত্যন্ত যত্ন দেখাও যেন তোমার সকল প্রজা ন্যায় ও শান্তিতে থাকে—বিশেষভাবে যাজকবর্গ ও ধর্মব্রতী-ব্রতিনী। আমাদের মাতা সেই রোম মণ্ডলীর প্রতি ও আধ্যাত্মিক পিতারূপে পোপ মহোদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা দেখাও। সচেষ্ট থাক যেন তোমার দেশ থেকে সমস্ত পাপ, বিশেষভাবে ঈশ্বরনিন্দা ও ভ্রান্তমত দূরে থাকে।

স্নেহের সন্তান, পুত্রের কাছে উত্তম পিতা যত আশীর্বাদ দান করতে পারেন, আমি তা তোমাকে দান করছি। ত্রিত্ব ও সকল সাধুসাধ্বী সমস্ত অনর্থ থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। প্রভু অনুগ্রহ করুন তুমি যেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর, তিনি যেন তোমার দ্বারা সম্মান ও গৌরব গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর দয়ায় আমরা যেন এজীবনের পর সকলে মিলে তাঁকে দেখতে, ভালবাসতে ও চিরকাল ধরে তাঁর প্রশংসাগান করতে পারি। আমেন।

**শ্লোক** - ২ রাজা ১৮:৩, ৫, ৬, ৭ দ্রঃ

*প্র* সাধু লুইস প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। সকল রাজার মধ্যে কেউই তাঁর মত হননি।

*উ* তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে কখনও সরলেন না।

*প্র* তিনি প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা পালন করলেন। তাই প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

*উ* তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে কখনও সরলেন না।

একই দিন ২৫শে আগষ্ট

## সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জ, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু যোসেফ কালাসাঞ্জের রচনাবলি থেকে পাঠ

### এসো, খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে
### ও কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী থাকি

বালকেরা, বিশেষভাবে গরিব বালকেরা যেন অনন্ত জীবন লাভের জন্য সাহায্য পায়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের চরিত্রগঠনে আত্মনিয়োজিত হওয়াই উৎকৃষ্ট কাজ ও মহা আশীর্বাদের উৎস। যে কেউ তাদের গুরু হয়, ও চিত্তগঠনের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে—বিশেষভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে, বালকদের প্রতি সে কেমন যেন তাদের রক্ষীদূতের একই কাজ পালন করে, ও তাদের মানবিক ও খ্রিষ্টীয় অগ্রগতির জন্য মহা প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় এমন গঠনমূলক মাধ্যম যার প্রতিকল্প নেই, কুপথ থেকে বালকদের বাঁচাবার জন্য শুধু নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ন্যায়পথে তাদের কার্যকরভাবে অনুধাবন করার জন্যই বিদ্যালয় আবশ্যক—বালকদের পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশ যাই হোক না কেন। শিক্ষকের সঙ্গে ঘন ঘন সংসর্গ যুবকদের অন্তরে এমন গভীর রেখা পাত করতে পারে যার ফলে তাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারে।

নরম পল্লব হওয়ায় যুবকেরা সহজেই নিজেদের সেদিকে চালিত হতে দেয় যেদিকে শিক্ষক চান; কিন্তু তারা একবার বিপজ্জনক দিকে ঝুঁকে পড়লে, তবে তাদের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা বেশ কঠিন হবে।

বালকদের, বিশেষভাবে গরিব বালকদের নিখুঁত গঠন মানবিক ও খ্রিষ্টীয় দিক দিয়ে তাদের উন্নয়ন-ব্যাপারে অবদান রাখে বটে; কিন্তু শুধু তা নয়, সকলের দ্বারাও প্রশংসার বিষয়: মাতাপিতাই সন্তুষ্ট, কারণ দেখছেন, নিজেদের ছেলেমেয়েরা ন্যায়পথে পা বাড়াচ্ছে; সরকারী কর্তৃপক্ষও সন্তুষ্ট, কারণ সৎ নাগরিক ও বিশ্বস্ত প্রজার উপরে নির্ভর করতে পারেন; মণ্ডলীই বিশেষভাবে সন্তুষ্ট, কারণ তাদের মধ্যে সে তার প্রৈরিতিক কাজের নানা অভিব্যক্তির জন্য সক্রিয় ও কার্যকর সদস্য লাভ করে।

গঠন-কাজের জন্য অধিক ভালবাসা, যে কোন অবস্থায়ই ধৈর্য, গভীর বিনম্রতা থাকা চাই; কিন্তু যে কেউ এ লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে ও ঈশ্বরের কাছে তেমন গঠন-কাজে বিশ্বস্ততা যাচনা করে, সে সত্যের সহযোগী হিসাবে মনোনীত হয়েছে বলে আনন্দ ভোগ করা ছাড়া স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য ও সান্ত্বনা পাবে, ও তাঁরই হাত থেকে সেই পুরস্কার গ্রহণ করবে যা বিষয়ে সেই পবিত্র পুস্তক বলে: *যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে* (দা ১২:৩)।

এসব কিছু নিশ্চয়ই তারা পাবে, যারা উৎসর্গীকৃত জীবনের পূর্ণ আত্মদানে এ কাজে ব্রতী হয়ে সেই খ্রিষ্টেরই অনুসরণ করতে ও কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে প্রয়াসী হয় যিনি বলেছেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ* (মথি ২৫:৪০)।

**শ্লোক** - ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

*প্র* তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

*প্র* আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

২৭শে আগষ্ট

# সাধ্বী মণিকা

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (৯ম পুস্তক ১০-১১)

## এসো, সনাতন প্রজ্ঞায় পৌঁছতে সচেষ্ট থাকি

যেদিন আমার মাতার ইহজীবন থেকে বিদায় নেবার কথা—এমন দিন যা তুমি জানতে আমরা কিন্তু জানতাম না—সেদিন এবার কাছে এসে গেছিল। তোমার রহস্যময় ও দূরদৃষ্টিপূর্ণ সঙ্কল্পক্রমে একদিন এমনটি ঘটেছিল যে, ওস্তিয়ার কাছে যে বাড়িতে আমরা বাস করছিলাম, সে বাড়ির ভিতরকার বাগানমুখী একটি জানালায় হেলান দিয়ে আমি ও তিনি একাকী ছিলাম; অতিদীর্ঘ যাত্রার শ্রান্তির পরে লোকদের কোলাহল থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

অতীতের কথা ভুলে গিয়ে আমরা একাকী হয়ে মহা মাধুর্যের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ভবিষ্যতের দিকেই উন্মুখ ছিলাম—বর্তমান সত্য যে তুমি, সেই সত্যের আলোতে পবিত্রজনদের শাশ্বত অবস্থা জানতে চেষ্টা করছিলাম—সেই জীবনকেই জানতে চাচ্ছিলাম যা কোন চোখ কখনও দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়েও যা কখনও ভেসে ওঠেনি (১ করি ২:৯ দ্রঃ)। তোমার কাছে যে জীবনের উৎস রয়েছে, তোমার সেই উৎস থেকে নির্গত জলের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়েই আমরা থাকছিলাম। আমি এপ্রকার ভাব প্রকাশ করছিলাম, যদিও ঠিক এভাবে নয় ও একই কথায় নয়। তথাপি, হে প্রভু, তুমি তো জান যে, সেদিনে আমরা যখন সেভাবে কথা বলছিলাম, ও একথা ওকথা বলতে বলতে যখন এসংসার ও তার যত আমোদ-প্রমোদ আমাদের চোখে তার সমস্ত আকর্ষণ হারাচ্ছিল, তখন আমার মাতা আমাকে বললেন: 'সন্তান, আমার দিক থেকে, এজীবনের প্রতি আমি আর কোন আকর্ষণ পাচ্ছি না। এই নিম্নলোকে আমি আর কী করব ও কী জন্য এখানে আছি, তা জানি না। আমার কাছে এসংসার অভিলাষের বস্তু আর নয়। যে উদ্দেশ্যে আমি আর কিছুদিন এজীবনে থাকতে ইচ্ছা করছিলাম, তা এ ছিল: মরবার আগে আমি যেন তোমাকে কাথলিক খ্রিষ্টিয়ান

হিসাবে দেখতে পাই। ঈশ্বর আমার প্রত্যাশার অতীত সাড়া দিলেন; তিনি আমাকে দেখতে দিলেন, তুমি তাঁর সেবায় রত আছ, পার্থিব সুখ থেকেও মুক্ত আছ। তাই আমি এখানে আর কী করব?'

কথা প্রসঙ্গে উত্তরে আমি কী বলেছিলাম সেকথা আমার স্পষ্টভাবে মনে নেই; যাই হোক, প্রায় পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। অসুস্থতা কালে তিনি একদিন মূর্ছা গেলেন ও কিছুক্ষণের মত অজ্ঞান ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে ছুটে গেলাম, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল—আমার দিকে ও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন কিছু খুঁজছেন এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: 'আমি কোথায় ছিলাম?'

তারপর আমাদের দুঃখে আক্রান্ত দেখে তিনি বললেন: 'তোমাদের মাতাকে এইখানে কবর দাও।' আমি চুপ হয়ে পড়লাম, ও কান্না থামাতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমার ভাই কিছু কথা বলল, তার কামনাই মা যেন বিদেশী মাটির বুকে নয়, মাতৃভূমিতেই চোখ বন্ধ করবেন। তা শুনে মা তেমন কথার জন্য অসন্তোষের ভাব দেখালেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'ও কী বলছে, শুনছ?' আর কিছুক্ষণ পরে দু'জনকে বললেন: 'তোমাদের যেখানে ইচ্ছে সেইখানে এ দেহের সমাধি দেবে; এর জন্য তোমরা উদ্বিগ্ন হবে, তা আমি চাই না। তোমাদের কাছে শুধু এটুকু আমার ভিক্ষা: তোমরা যেইখানে থাক না কেন, প্রভুর বেদিপ্রান্তে আমাকে স্মরণ কর।'

কোন প্রকারে এ বাসনা প্রকাশ করে তিনি চুপ করলেন। ইতিমধ্যে অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর তিনি একভাবেই যন্ত্রণায় ভুগছিলেন।

তাঁর অসুখের নবম দিনে, তাঁর জীবনের ছাপ্পান্ন বছরে, ও আমার তেত্রিশ বছর বয়সে এ ধন্যা ও পুণ্যময়ী আত্মা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

শ্লোক - ১ করি ৭:২৯, ৩০, ৩১; ২:১২ দ্রঃ

প্ সময় আর বেশি নেই, এখন থেকে, যারা আনন্দিত, তারা এমনভাবে চলুক তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়:

উ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

প্ আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি:

ঊ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

২৮শে আগষ্ট

# সাধু আগস্তিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' থেকে পাঠ (৭ম পুস্তক ১০, ১৮; ১০ম পুস্তক ২৭)

**হে সনাতন সত্য, হে সত্যময় প্রেম, হে প্রেমময় সনাতন!**

নিজের কাছে ফিরে আসার জন্য চেতনা পেয়ে আমি তোমার নেতৃত্বে আমার হৃদয়-কক্ষে প্রবেশ করলাম, আর তুমি আমার সহায় হলে বলেই (সাম ৩০:১১ দ্রঃ) আমি তা করতে পেরেছিলাম। আমি প্রবেশ করলাম, আর আমার কোন একপ্রকার মনশ্চক্ষু দ্বারা আমি আমার নিজের মনশ্চক্ষুর উপরে, আমার মনের উপরেই অপরিবর্তনশীল এমন আলো দেখতে পেলাম যা পার্থিব ও দৃষ্টিগোচর সেই আলোর মত নয় যা সমস্ত মানুষের দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল। এমনকি, সেই আলো যে সাধারণ আলোর চেয়ে অধিক প্রবল, বা সেই আলোর বিস্তার এমন যা সবকিছু দখল করে, একথা বলেও বর্ণনা যথেষ্ট হত না। সেটি অন্য আলো ছিল, সৃষ্ট জগতের সকল আলোর চেয়ে একেবারে ভিন্নরূপ। আমার মনের ঊর্ধ্বে সেই আলো জলের উপরে তেলের মত বা পৃথিবীর উপর আকাশের মত ছিল না, কিন্তু ঊর্ধ্বতর প্রকার এক আলো, কারণ সেই আলোই আমাকে গড়েছিল, আর আমাকে গড়েছিল বিধায় আমি তার চেয়ে নিম্নতর। সত্য যে জানে, সে এ আলো জানে।

হে সনাতন সত্য, হে সত্যময় প্রেম, হে প্রেমময় সনাতন! তুমি আমার ঈশ্বর, তোমার জন্যই আমি দিবারাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আর আমি তোমাকে জানা মাত্রই তুমি আমাকে উন্নীত করলে, আমার যা দেখবার ছিল ও একাকী হয়ে আমি যা কখনও দেখতে পেতাম না তা যেন দেখতে পাই। আমার অন্তরের উপর সজোরে রশ্মি নিক্ষেপ করে তুমি আমার দৃষ্টির দুর্বলতা ঝলসিয়ে দিলে; প্রেমে-আতঙ্কে আমি কম্পিত হলাম; আর তোমা থেকে দূরে নিজেকে এমন বৈষম্যের দেশে পেলাম, যেখানে কেমন যেন ঊর্ধ্বলোক থেকেই তোমার এ কণ্ঠ শুনলাম, 'আমি পরিপক্বদের খাদ্য: বেড়ে ওঠ, তাহলেই আমাকে খাবে। তোমার দেহের খাদ্যের মত তুমি আমাকে নিজেতে রূপান্তরিত করবে এমন নয়, তুমি বরং আমাতেই রূপান্তরিত হবে।'

তোমাকে ভোগ করার জন্য কী উপযুক্ত, তেমন শক্তির পথ খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু তা পাচ্ছিলাম না, যতক্ষণ না তাঁকেই আলিঙ্গন করলাম *যিনি ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ, সেই খ্রিষ্ট যিশু* (১ তি ২:৫), *যিনি সমস্ত কিছুর উপরে, ধন্য ঈশ্বর, যুগে যুগান্তরে* (রো ৯:৫) : তিনি আমাকে আহ্বান করে বললেন, *আমিই পথ, সত্য ও জীবন* (যোহন ১৪:৬) ; এবং যে খাদ্য আমি গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলাম, তা তিনি নিজের মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন—বাস্তবিকই *বাণী মাংস হলেন* (যোহন ১:১৪)—তুমি যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছিলে, তোমার সেই প্রজ্ঞা যেন শিশু এই আমাদের উপযোগী খাদ্য দান করেন।

হে সৌন্দর্য, এত প্রাচীন ও এত নবীন, তোমাকে আমি বিলম্বে ভালবেসেছি! হায় হায়, তোমাকে বিলম্বেই ভালবেসেছি! আর দেখ, তুমি ছিলে আমার অভ্যন্তরে আর আমি ছিলাম বাইরে, আর বাইরেই তোমাকে খুঁজছিলাম ; আর তুমি যা গড়েছিলে, কুশ্রী যে আমি সুশ্রী সেই বস্তুর উপরে ঝাঁপ দিচ্ছিলাম। তুমি আমার সঙ্গে ছিলে আর আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম না। তোমা থেকে আমাকে সেই সমস্ত বিষয়ই দূরে রাখছিল, যা তোমার মধ্যে না থাকলে তাদের অস্তিত্বও হত না। তুমি ডাকলে, চিৎকার করেই ডাকলে—আমার বধিরতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করলে। তুমি উদ্ভাসিত হলে, দীপ্তিময় হলে—আমার অন্ধতা দূর করে দিলে। তুমি নিজ সুবাস ছড়িয়ে দিলে, আর নিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে আমি এখন তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষিত। তোমার স্বাদ গ্রহণ করলাম, আর এখন আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। তুমি আমাকে স্পর্শ করলে, আর এখন আমি তোমার শান্তির বাসনায় জ্বলে পুড়ে মরছি।

## শ্লোক

*প্র* আমার হৃদয়ের হে সত্য, আমার অন্ধকার আমার কাছে আর কোন কথা বলছে না ; পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তখন তোমার কথা মনে পড়ল।

*উ* দেখ, শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি তোমার জলের উৎসের কাছে ফিরে আসছি।

*প্র* আমি নিজেই যে আমার জীবন তা নয় ; নিজে থেকে আমার জীবন অসহ্যই ছিল, এখন তোমাতে জীবন নবীন হয়ে উঠল।

*উ* দেখ, শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি তোমার জলের উৎসের কাছে ফিরে আসছি।

২৯শে আগষ্ট

# বাপ্তিস্মদাতা সাধু যোহনের সাক্ষ্যমরণ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৩)

## খ্রিষ্টের জন্মের ও মৃত্যুর অগ্রদূত

প্রভুর জন্ম, তাঁর প্রচারকর্ম ও তাঁর মৃত্যুর সেই ধন্য অগ্রদূত সংগ্রামে এমন বীর্য দেখালেন, যা স্বর্গীয় প্রাণীদের দৃষ্টির যোগ্য। শাস্ত্র বলে: *যদিও লোকদের দৃষ্টিতে তাঁকে বহু পীড়ন সহ্য করতে হল, তবু তাঁর প্রত্যাশা অমরতায় পূর্ণ ছিল* (প্রজ্ঞা ৩:৪ লাতিন পাঠ্য)। সুতরাং স্বর্গে তাঁর জন্মতিথি গম্ভীর ধর্মানুষ্ঠানে পালন করা আমাদের পক্ষে সত্যি সমীচীন।

স্বর্গে তেমন জন্মতিথি তিনি নিজ যন্ত্রণাভোগে অবিস্মরণীয় করলেন ও নিজ রক্তক্ষরণে তা গৌরবান্বিত করলেন। তাঁর স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করা ও মনের আনন্দে পালন করা সত্যিই পুণ্যকাজ। প্রভুর বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দান করেছিলেন, তা সাক্ষ্যমরণেই সপ্রমাণ করলেন।

ধন্য যোহন আমাদের মুক্তিসাধকের বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ফলে কারাবাস ও বেড়ি বহন করলেন, বাস্তবিকই তাঁর পক্ষে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করার কথা ছিল। যদিও যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করবার কোন হুকুম তাঁকে দেওয়া হয়নি, কেবল সত্য অব্যক্ত রাখবারই হুকুম পেয়েছিলেন, তবু তাঁর জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, খ্রিষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।

খ্রিষ্ট বললেন, *আমিই সত্য* (যোহন ১৪:৬), তাই সত্যের জন্য রক্ত দান করলেন বিধায় যোহন প্রকৃতপক্ষে খ্রিষ্টেরই জন্য রক্তদান করলেন। আর যেহেতু তিনি তাঁর নিজের জন্ম, প্রচারকর্ম ও বাপ্তিস্ম-সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাঁরই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন যাঁর জন্মাবার কথা, প্রচার করার কথা ও বাপ্তিস্ম সম্পাদন করার কথা ছিল, সেজন্য যন্ত্রণাভোগ করায় তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে, খ্রিষ্টেরও যন্ত্রণাভোগ করার কথা ছিল।

তেমন মহাত্মা দীর্ঘ দিন বেড়িতে আবদ্ধ হওয়ার পর নিজ রক্তক্ষরণেই পার্থিব জীবন সমাপ্ত করলেন। তিনি সর্বোত্তম শান্তির স্বাধীনতার কথা প্রচার করছিলেন, অথচ সেই

দুর্জনেরা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কারাগারের অন্ধকারে তাঁকেই রুদ্ধ করা হল, যিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন ও যাঁর যোগ্যতা সপ্রমাণ ক'রে যাঁকে স্বয়ং আলো সেই খ্রিষ্ট জ্বলন্ত ও আলো-দানকারী প্রদীপ বলে অভিহিত করেছিলেন। যিনি বিশ্বত্রাতাকে বাপ্তিস্ম দেবার, তাঁর উপরে ধ্বনিত পিতার কণ্ঠস্বর শুনবার, ও তাঁর উপরে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ নেমে আসতে দেখবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন, নিজ রক্তে তাঁর বাপ্তিস্ম হল।

কিন্তু তাঁর মত মানুষের পক্ষে, চিরস্থায়ী সুখের প্রতিদান পাবার জন্য সত্যের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী পীড়ন সহ্য করা ভারী লাগছিল না, বরং সহজ ও আনন্দদায়ী লাগছিল। তাঁর মত মানুষের বিবেচনায় মৃত্যু অনিবার্য ঘটনা ছিল না, কঠোর আবশ্যকতাও ছিল না, তা বরং পুরস্কারই ছিল, খ্রিষ্টনাম-স্বীকারের ফলে অনন্ত জীবনের জয়মালাই ছিল।

এজন্য প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: *খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর* (ফিলি ১:২৯)। তিনি বলতে চান যে, মনোনীতেরা যে খ্রিষ্টের জন্য দুঃখভোগ করবে, তা খ্রিষ্টের অনুগ্রহদান, কেননা *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (রো ৮:১৮)।

শ্লোক - মার্ক ৬:১৭, ২৭; লুক ৭:২৬ দ্রঃ

প্ল নিজের ভাইয়ের স্ত্রী সেই হেরোদিয়ার কারণেই হেরোদ যোহনকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।

উ যোহন ছিলেন নবী, এমনকি নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক নবী।

প্ল হেরোদ-প্রেরিত একজন সৈন্য কারাবাসে যোহনের শিরশ্ছেদ করল।

উ যোহন ছিলেন নবী, এমনকি নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক নবী।

# পাঠসংগ্রহ - সেপ্টেম্বর

১ ২ ৩ (সাধু গ্রেগরি) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (ধন্যা মারীয়ার জন্মতিথি) ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ (পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন) ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ (সাধু মথি) ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ (মহাদূত মাইকেল) ৩০

## ৩রা সেপ্টেম্বর

## মহাপ্রাণ গ্রেগরি, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩৯:১-১৪)

**শাস্ত্রবিদ্ সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি**

পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে,
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে,
সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,

পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।

জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,
সে মরলে, তা তার পক্ষে যথেষ্ট।
আমি আমার ধ্যানের আরও কয়েকটা কথা ব্যক্ত করব,
অর্ধমাসের চন্দ্রের মতই আমি তাতে পরিপূর্ণ।
আমার কথা শোন তোমরা, হে পুণ্যবান সন্তানেরা,
জলস্রোতের কূলে গোলাপফুলের মতই ফুটে ওঠ।
সুবাস ছড়িয়ে দাও ধূপের মত,
লিলিফুলেরই মত ফুল বিকশিত কর।
ছড়িয়ে দাও সুবাস, গেয়ে ওঠ প্রশংসাগান,

তাঁর সকল কাজের জন্য প্রভুকে বল ধন্য।

**শ্লোক**

*প্র* যৌবনকাল থেকেই গ্রেগরি ঈশ্বরের কাছে জীবন উৎসর্গ করলেন;

*উ* তিনি সকল প্রত্যাশা স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই রেখেছিলেন।

*প্র* তিনি আপন ধন-ঐশ্বর্য নিঃস্বদের কাছে বিলি করে দিলেন, ও আদর্শ নিঃস্বতায় সেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করলেন যিনি আমাদের জন্য নিজেকে নিঃস্ব করেছিলেন।

*উ* তিনি সকল প্রত্যাশা স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেই রেখেছিলেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - এজেকিয়েল পুস্তকে পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১ম পুস্তক ১১:৪-৬)

**ঈশ্বরভক্তির খাতিরে**

**আমি অবিশ্রান্ত ভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলতে থাকি**

*আদমসন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম* (এজে ৩:১৬)। লক্ষ করার বিষয় যে, যখন প্রভু এক ব্যক্তিকে প্রচারকাজে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে 'প্রহরী' বলেন, কেননা যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে তা দূর থেকে দেখবার জন্য প্রহরী সবসময় উচ্চস্থানেই দাঁড়ায়। যে কেউ জনগণের প্রহরী পদে নিযুক্ত হয়, তার দূরদর্শিতা গুণে উপকার করতে গিয়ে তাঁর উচিত নিজ জীবনাচরণেই উচ্চতে থাকা।

আমি যা বলছি, এসব কথা আমার নিজেরই কাছে কত না কঠিন লাগে! এ ধরনের কথা বলে আমি নিজেকে আঘাত করছি, কেননা আমার জিহ্বা প্রচারকাজ উপযুক্তভাবে পালন করে না, ও আমার জীবনও জিহ্বার উচ্চারিত কথার অনুসরণ করে না— জিহ্বাটা যখন যথাসাধ্য কথা বলে তখনও নয়!

আমি যে অপরাধী, তা আমি তো অস্বীকার করছি না, আমার নিজের শিথিলতা ও অবহেলাও দেখতে পাচ্ছি। হয় তো আমার অপরাধের এ স্বীকারোক্তি দয়ালু বিচারকের কাছে আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

অবশ্য আমি যখন মঠে ছিলাম, তখন নিষ্প্রয়োজন কথা থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখতে ও মনকে গভীর ও প্রায়-অবিরত প্রার্থনায় রত রাখতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু যখন

আমি নিজেরই কাঁধ পালকীয় সেবাকর্মের ভারে সঁপে দিলাম, তখন থেকে অন্তরটা বিবিধ ব্যাপারের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয় বিধায় নিজের মধ্যে ঘন ঘন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকতে আর পারছে না।

বাধ্য আছি একসময় মণ্ডলীগুলোর সমস্যা, অন্য সময় মঠাশ্রমগুলোর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, বারবার ব্যক্তি-বিশেষের কাজ ও জীবনাচরণ পরীক্ষা করতে; একসময় জনগণের নিজস্ব ব্যাপারে মন দিতে, অন্য সময় বর্বর জাতিগুলোর অবশ্যম্ভাবী খড়্গের আঘাতে বিলাপ করতে, সেই নেকড়েগুলোকেও ভয় করতে যারা আমার হাতে ন্যস্ত পালকে আক্রমণ করছে।

একসময় আমাকে জাগতিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয়, শৃঙ্খলার বিধিনিয়ম যাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখে, সেই সকলের কাছে যেন উপযুক্ত সাহায্যের অভাব না হয়। অন্য সময় আমাকে কয়েকটা দস্যুকে অটল অন্তরে সহ্য করতে হয়, অন্য সময় ভ্রাতৃপ্রেম বজায় রাখতে চেষ্টা করেও তাদের সামনে রুখে দাঁড়াতে হয়।

আর আমার বিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ মন যখন এত বড় ও এত ব্যাপক সমস্যাগুলো বিচার করতে বসে, তখন প্রচারকাজে সম্পূর্ণরূপে রত থাকবার জন্য ও বাণী-সেবাকর্ম থেকে দূরে না যাবার জন্য সেই মনটা কেমন করে শান্তিলাভের জন্য নিজের দিকে ফিরে তাকাবে?

আরও, যেহেতু কাজের কারণে আমাকে সংসারের মানুষের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করতে হয়, সেজন্য আমি কয়েক বার জিহ্বাকে সংযত রাখায় তত সতর্ক নই। আসলে, আমি যদি অবিরত আত্মসংযম-চর্চায় রত থাকি, তাহলে জানি যে, যারা দুর্বল তারা আমার হাত থেকে পালিয়ে যাবে, আর আমি যেখানে চাই সেখানে তাদের কখনও নিয়ে যেতে পারব না। ফলে এমনটি ঘটে যে, বহুবার আমি ধৈর্য ধরে তাদের নিষ্প্রয়োজন কথা শুনতে বসে থাকি, ও যেহেতু আমি নিজেও দুর্বল, সেজন্য আস্তে আস্তে অসার কথোপকথন দ্বারা আকর্ষিত হয়ে শেষে আনন্দের সঙ্গেই সেই বিষয়ে কথা বলতে থাকি যা অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনতে শুরু করেছিলাম, এমনকি সেইখানে সানন্দে শুয়ে পড়ি যেখানে পড়তে ঘৃণা করছিলাম।

তবে আমি কী প্রকার প্রহরী, আমি যে পর্বতচূড়ায় কাজ না করে দুর্বলতা-উপত্যকায় এখনও শুয়ে আছি? তবু যেহেতু তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালবাসার খাতিরে আমি অবিশ্রান্ত ভাবেই তাঁর বিষয়ে কথা বলতে থাকি, সেজন্য মানবজাতির স্রষ্টা ও মুক্তিসাধকের এমন সাধ্য রয়েছে যার ফলে তিনি অযোগ্য এই আমাকে সদাচরণ ও বাক্‌শক্তি দান করেন।

## শ্লোক

প্ত তিনি পবিত্র শাস্ত্রের অতলান্ত গভীরতা থেকে কাজ ও ধ্যানের জন্য উপযোগী নিয়ম তুলে নিলেন, ও জনগণের জীবনে সুসমাচারের জীবনময় জল সঞ্চার করলেন।

উ মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও ধ্বনিত।

প্ত তিনি ঈগল পাখির মত ঊর্ধ্ব থেকে সবকিছুর অর্থ ধরতে পারলেন, ও ভ্রাতৃপ্রেম গুণে ছোট-বড় সকলেরই উপকার করলেন।

উ মণ্ডলীর মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর এখনও ধ্বনিত।

৮ই সেপ্টেম্বর

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (৩:৯-২০)

**ঈশ্বর পাপী মানুষকে শাস্তি দেন**

**ও তাকে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি দেন**

[সেই আদিকালে] প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন; তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় আছ?' সে উত্তরে বলল, 'বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি যে উলঙ্গ, একথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল খেয়েছ?' মানুষ উত্তরে বলল, 'আমার সঙ্গিনী করে যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।' প্রভু পরমেশ্বর নারীকে বললেন, 'তুমি এ কী করলে?' নারী উত্তরে বলল, 'সাপ-ই আমাকে ভুলিয়েছে, আর আমি খেয়েছি।'

তখন প্রভু পরমেশ্বর সাপকে বললেন, 'এই কাজ করেছ বিধায় অভিশপ্তই তুমি সমস্ত গবাদি পশু ও সমস্ত বন্যজন্তুর চেয়ে! তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে। আমি তোমার ও নারীর মধ্যে, তোমার বংশ ও তার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জাগিয়ে তুলব; তার বংশ তোমার মাথা পিষে মারবে, আর তুমি তার পায়ের গোড়ালিতে ছোবল মারবে।'

নারীকে তিনি বললেন, 'আমি তোমার প্রসবযন্ত্রণা তীব্র করে তুলব, যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে স্বামীর প্রতি, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব চালাবে।'

আদমকে তিনি বললেন, 'যে গাছের ফল সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তা খাবে না, তোমার স্ত্রীর কথা শুনে তুমি তার ফল খেয়েছ বিধায় তোমার কারণে ভূমি অভিশপ্ত হোক! তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে তুমি ক্লেশেই তা থেকে খাবার যোগাবে। এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে, মাঠের উদ্ভিদ হবে

তোমার খাদ্য। তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই আহার করবে—যতদিন না তুমি মাটিতে ফিরে যাও, যেহেতু মাটি থেকেই তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছে: কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে।'

সেই মানুষ নিজের স্ত্রীর নাম হবা রাখল, কেননা সে সকল জীবিতের জননী হল।

**শ্লোক**

℣ দাউদ-বংশের মধ্য থেকে সেই কুমারী মারীয়া জন্ম নিলেন, যিনি ত্রাণকর্তার জননী হতে যোগ্যা বলে গণ্য হলেন:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

℣ এসো, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে পবিত্রা কুমারীর জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪৫)

**স্বর্গরাজ্যের আবাস**

প্রিয় ভাইবোনেরা, ধন্যা কুমারী সেই ঈশ্বরজননীর জন্মতিথি সঙ্গতভাবেই মানুষের কাছে অসীম ও বিশেষ আনন্দ এনে দেয়, কারণ এতেই গোটা মানবজাতির পরিত্রাণের সূচনা নিহিত। কেননা যেমন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টির আগেও নিজ দূরদৃষ্টির অবর্ণনীয় জ্ঞান দ্বারা এমন পূর্বচিহ্ন দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ শয়তানের চাতুরির ফলে বিনষ্ট হবে, তেমনি নিজের অসীম দয়ায় অনাদিকালের আগে মানবজাতির মুক্তিকর্ম জারি করেছিলেন; এবং নিজের প্রজ্ঞায় তিনি সেই পরিত্রাণের উপায় ও বিন্যাসই শুধু নিরূপণ করেননি, কিন্তু কবেই তার মুক্তি সাধন করবেন তাও নির্ধারণ করেছিলেন।

সুতরাং, যেমন কুমারী থেকে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম না ঘটলে মানবজাতির মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব ছিল, তেমনি এ আবশ্যক ছিল যে, সেই কুমারীই জন্ম নেবেন যাঁর কাছ থেকে বাণী মানবদেহ ধারণ করার কথা ছিল। অর্থাৎ এ আবশ্যক ছিল যে, পৃথিবীতে নেমে এসে স্বর্গরাজ প্রসন্ন হয়ে যে গৃহ নিজ আবাসরূপে গ্রহণ করার কথা ছিল, আগে সেই গৃহ নির্মিত হোক। তেমন গৃহ বিষয়ে শলোমন বলেন: *প্রজ্ঞা নিজের গৃহ*

*নির্মাণ করল, তার সাতটা স্তম্ভ খোদাই করল* (প্রবচন ৯:১)। আর প্রকৃতপক্ষে এ কুমারী-গৃহ সাতটা স্তম্ভের উপরে স্থাপিত, কারণ পবিত্রা ঈশ্বরজননী পবিত্র আত্মার সপ্ত দান দ্বারা অলঙ্কৃতা হলেন।

এ আবশ্যক ছিল যে, আগে সেই বরের বাসর তৈরি হোক, যিনি মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাহ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছিলেন ও পবিত্র আত্মার আনন্দে উল্লসিত হয়ে দাউদ যাঁর বিবাহ-গীত গান করতে করতে বলেছিলেন: প্রভু *বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন* (সাম ১৯:৬)।

অতএব আজকের দিনে এ সমীচীন যে, সমগ্র জগৎ উল্লাসে মেতে উঠবে; আর সঙ্গতভাবেই আজ গোটা পবিত্র মণ্ডলী বরের জননীর জন্মলগ্ন উপলক্ষে আনন্দের আতিশয্যে গম্ভীর বন্দনাগানের সাথে সাথে আনন্দপূর্ণ গুণকীর্তনও মিশ্রিত করে।

প্রিয়জনেরা, এসো, এদিনে আনন্দ করি, কেননা ধন্যা কুমারীর জন্মতিথি শ্রদ্ধা করায় আমরা একইসময়ে নবসন্ধির সকল পর্বের সূচনাও উদ্‌যাপন করি।

এসো, এদিনে আনন্দ করি, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুতে উল্লাস করে আমাদের মুক্তিসাধকের সেই জননীর স্মৃতি রক্ষা করি যাঁর জন্মতিথিতে পরবর্তী যত ধর্মোৎসবের উৎপত্তি উদ্‌যাপন করি।

কেননা যখন শলোমন পার্থিব মন্দির উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে এমন চমৎকার বলিদান গাম্ভীর্য সহকারে উদ্‌যাপন করলেন, তখন খ্রিষ্টসমাজের অন্তরে সেই কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি কতই না আনন্দ সঞ্চার করবে! কেননা তাঁর কাছ থেকে মানবস্বরূপ গ্রহণ করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর তাঁরই গর্ভে পবিত্রতম মন্দিরেই যেন নেমে এলেন ও মানুষদের মাঝে দৃশ্যগতভাবে বসবাস করতে প্রসন্ন হলেন!

## শ্লোক

*প্র* হে কুমারী ঈশ্বরজননী, তোমার জন্ম সমগ্র বিশ্বের কাছে আনন্দবার্তা প্রচার করল।

*উ* তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℣ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

## *অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২৭)

### প্রত্যাশিত দিন এসে গেছে

প্রিয়জনেরা, যে দিনের প্রত্যাশায় ছিলাম, নিত্যকুমারী মারীয়ার সেই দিন, ধন্যা ও শ্রদ্ধেয়া মারীয়ার সেই দিন এসে গেছে। তেমন মহতী কুমারীর জন্মের জন্য উজ্জ্বল হয়ে আমাদের পৃথিবী মহা আনন্দে মেতে উঠুক। তাঁর মাতৃত্ব গুণে সৃষ্টজীবদের স্বরূপ রূপান্তরিত হল ও তাদের পাপ মুছে ফেলা হল; কেননা, *যন্ত্রণার মধ্যেই তুমি সন্তান প্রসব করবে* (আদি ৩:১৬), ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞা মারীয়াতেই বাতিল করা হল, যেহেতু তিনি আনন্দেরই মধ্যে প্রভুকে জন্ম দিলেন। হবা দুঃখ করেছিলেন, মারীয়া আনন্দই করলেন; হবা নিজের গর্ভে অশ্রু বরণ করেছিলেন, মারীয়া কিন্তু আনন্দ, কারণ হবা পাপীকে জন্ম দিয়েছিলেন, মারীয়া এমন একজনকে জন্ম দিলেন যিনি পাপশূন্য। উপরন্তু, মারীয়া কুমারী অবস্থায়ই জন্ম দিলেন, ও পুত্রের প্রসবের পরেও কুমারী হয়ে থাকলেন।

দূত তাঁকে বলেছিলেন: *প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন* (লুক ১:২৮ লাতিন পাঠ্য))। হ্যাঁ, প্রভু তোমার হৃদয়ে, তোমার গর্ভেই তোমার সঙ্গে আছেন; রক্ষা ও সহায়তা দানেই তিনি তোমার সঙ্গে আছেন। ধন্যা কুমারী, আনন্দ কর: দেখ, খ্রিষ্টরাজ স্বর্গ থেকে তোমার গর্ভে নেমে এসেছেন। *নারীকুলে তুমি ধন্যা* (লুক ১:৪২), কারণ নর-নারী সকলেরই জন্য তুমি জীবনকেই প্রসব করেছ। আমাদের মানবজাতির জননী জগতে এনে দিয়েছিলেন শাস্তি, আমাদের প্রভুর জননী জগতে এনে দিয়েছেন পরিত্রাণ। হবা মৃত্যু এনেছিলেন, মারীয়া জীবন দান করেছেন, কেননা তিনি অবাধ্যতার স্থানে বাধ্যতাই উপস্থিত করেছেন। এজন্যই মারীয়া আনন্দের মধ্যে পুত্রকে প্রসব করেন,

পুলকিত প্রাণে নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, তাঁকেই বরণ করেন যিনি তাঁকে বরণ করেন। শোন তিনি কেমন কথা বলেন: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস, কারণ তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি, এখন থেকে যুগে যুগে সকলেই আমাকে সুখী বলবে, কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান* (লুক ১:৪৬-৪৯)।

তারপর, দূতের আশিসপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর পর কুমারী নীরব হয়ে মনে মনে তেমন সম্ভাষণের অর্থ ভাবতে ভাবতে স্বর্গদূত বলে চললেন, *ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। মারীয়া দূতকে বললেন, এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না? উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* (লুক ১:৩০, ৩১, ৩৪-৩৫ দ্রঃ)। কথা শেষে দূত বিলম্ব না করে চলে গেলেন ও খ্রিষ্ট আপন বাসরে প্রবেশ করলেন।

এসো, এ মহতী কুমারীর দিবসে আনন্দ করি: নারীকুলের মধ্যে কেবল তিনিই তো নিজের পবিত্র ও শুচি দেহে—নিজের কুমারী-গর্ভে—সেই রাজাকে বরণ করতে যোগ্যা বলে গণ্য হলেন যাঁকে স্বর্গ, মর্ত বা সমুদ্রও নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে অক্ষম। তিনি যেন স্নেহভরে আমাদের হয়ে তাঁর সেই পুত্রেরই কাছে প্রার্থনা করেন যিনি আনন্দের মধ্যে তাঁকে সেই স্বর্গধামে নিয়ে গেলেন যেখানে তিনি এখন তাঁর সঙ্গে রাজত্ব ও বিরাজ করেন চিরকাল ধরে। আমেন।

## শ্লোক

℣ হে কুমারী ঈশ্বরজননী, তোমার জন্ম সমগ্র বিশ্বের কাছে আনন্দবার্তা প্রচার করল।

℟ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

℣ নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

℣ তোমার গর্ভেই ধর্মময়তার সূর্য আমাদের ঈশ্বর সেই খ্রিষ্ট জন্ম নিলেন: তিনি অভিশাপ হরণ করে অনুগ্রহ এনে দিলেন, ও মৃত্যু জয় করে অনন্ত জীবন দান করলেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১)

**প্রাচীন যত বিষয় অতীত হয়েছে,**

**দেখ, নতুন কিছুরই আবির্ভাব**

*খ্রিষ্টই বিধানের লক্ষ্য* (রো ১০:৪)। তাই বিধানের অক্ষর থেকে তিনি যতখানি আমাদের মুক্ত করেন, প্রসন্ন হয়ে তিনি যেন আত্মার দিকেই ততাধিক আমাদের উন্নীত করেন।

খ্রিষ্টেই বিধানের পূর্ণতা বিরাজিত, কেননা স্বয়ং বিধানকর্তা পূর্ণতার দিকে সবকিছু আনবার পর সবকিছু নিজেতেই পুনর্মিলিত করে অক্ষরকে আত্মায় পরিণত করলেন। বিধান অনুগ্রহ দ্বারা সঞ্জীবিত হল, এবং সুসম্পর্কযুক্ত ও উর্বর মিলনে অনুগ্রহের সেবায় রাখা হল। বিধান ও অনুগ্রহ, কোন মৌলিক পরিবর্তন বা এলোমেলো মিশ্রণের অধীন না হয়ে দু'টোই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখল। তবু আগে যা ভারী বোঝা ও স্বৈরশাসন ছিল, সেই বিধান ঈশ্বরের কাজের ফলে লঘু ভার ও স্বাধীনতার উৎস হয়ে উঠল।

তাতে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, আমরা *জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাস* আর নই (গা ৪:৩), বিধানের জোয়াল দ্বারাও আর বশীভূত নই, মৃত অক্ষরের বন্দিও আর নই।

খ্রিষ্ট আমাদের দিলেন ঈশ্বরের পরিকল্পনার ঐশপ্রকাশ, দিলেন যত মানবীয় গর্বোদ্ধত স্বনির্ভরশীলতার উপর বিজয়: তাঁর এ শুভ দানগুলোর সার হল মাংসধারী ঈশ্বর-রহস্য ও সেই মানুষের ঈশ্বরত্বলাভ যে মানুষকে বাণী ধারণ করেছেন। উজ্জ্বল আলো এবং স্বচ্ছ ও দৃশ্য ঐশবাস্তবতা রূপে মানবের মাঝে ঈশ্বরের আগমন হল পরিত্রাণের আসল মহা ও বিস্ময়কর শুভদান—তেমন শুভদানই আমাদের দেওয়া হল।

আজকের পর্বদিনে আমরা ঈশ্বরজননীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন করছি। কিন্তু ঘটনাটির প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্য হল বাণীর মাংসধারণ, কেননা সর্বযুগের রাজা সেই ঈশ্বরের জননী হবার জন্যই মারীয়া আজ জন্ম নেন, মায়ের বুকের দুধ খান, লালিত-পালিত হন।

ধন্যা কুমারী মারীয়ার পুণ্যে আমরা দ্বিগুণ উপকার উপভোগ করি: তিনি সত্য জ্ঞানে আমাদের উন্নীত করেন ও অক্ষরের সেবা থেকে ছুটি দিয়ে সেই অক্ষরের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করেন। কেমন করে ও কোন্ শর্তে তা ঘটল? দিনের আলোর আবির্ভাবে রাতের ছায়া দূরে চলে যায় ও বিধানের বন্দিদশার স্থানে অনুগ্রহ আমাদের স্বাধীনতা এনে দেয়। আজকের পর্ব হল নব ও প্রাক্তন সন্ধির মধ্যে সীমারেখা স্বরূপ। পর্বটি দেখায় কেমন করে সত্যটি প্রতীক ও দৃষ্টান্তের স্থান দখল করে, কেমন করে নবসন্ধি প্রাক্তন সন্ধির স্থানে উপস্থিত। তাই গোটা সৃষ্টি আনন্দগান করুক, উল্লাস করুক, আজকের দিনের ফুর্তিতে যোগদান করুক। স্বর্গদূত ও মানবকুল মিলে আজকের ধর্মানুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশ নিন। মর্তবাসী স্বর্গবাসী সকলেই এ পর্ব উদ্‌যাপন করুক; কারণ আজ হল সেদিন যেদিনে বিশ্বস্রষ্টা আপন মন্দির নির্মাণ করলেন, আজ হল সেদিন যেদিনে চমৎকার সঙ্কল্প অনুসারে সৃষ্টজীব স্রষ্টার মনোনীত আবাস হয়ে ওঠে।

## শ্লোক

℣ এসো, ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে পবিত্রা কুমারীর জন্মপর্ব উদ্‌যাপন করি:

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

℣ এসো, পবিত্রা ঈশ্বরজননী মারীয়ার পর্বদিনে গৌরবময় খ্রিষ্ট প্রভুর গুণকীর্তন করি।

℟ তাঁর পবিত্র জীবন মণ্ডলীকে আলোকিত করে।

৯ই সেপ্টেম্বর

## সাধু পিতর ক্লাভের, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত সাধু পিতর ক্লাভেরের পত্রাবলি থেকে পাঠ (৩১শে মে ১৬২৭-এর পত্র)

**দীনহীনের কাছে শুভসংবাদ,**

**ভগ্নহৃদয়ের কাছে নিরাময়, কারারুদ্ধের কাছে মুক্তি**

গতকাল, এই ১৬২৭ সালের ৩০শে মে, পরমপবিত্র ত্রিত্বের পর্বদিনে, মস্ত বড় একটা জাহাজ থেকে বহু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ নামল যাদের আফ্রিকার নদনদী থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কমলা ও সাধারণ লেবু, মিষ্টি বিস্কুট ও অন্য ধরনের অনেক কিছুতে ভরা দু'টো ঝুড়ি নিয়ে আমরা সাথে সাথে সেখানে গেলাম। তাদের কাঁচা ঘরে গেলাম: মনে হচ্ছিল আমরা আর এক গিনি-দেশে ঢুকছি। নানা ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকলাম যতক্ষণ না অসুস্থদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অসুস্থরা অনেকেই ছিল, তারা ভিজা মাটির উপর, এমনকি কাদার মধ্যেই শোয়া ছিল। আর্দ্রতা কমাবার জন্য টুকরো টুকরো টালি ও ইঁট নিয়ে একটা ঢিবি তৈরি করা হয়েছিল; সুতরাং এটিই ছিল তাদের বিছানা, যা একারণেই একেবারে অস্বস্তিকর শুধু নয়, কিন্তু বিশেষভাবে এই কারণে যে, তারা উলঙ্গ ছিল, দেহ রক্ষার জন্য তাদের কোন কাপড় ছিল না।

তাই আলোয়ান খুলে ফেলে আমরা গুদাম থেকে তক্তা ইত্যাদি মাল আনলাম যা দিয়ে কাঠের একটা মঞ্চ গড়া যেতে পারে; এভাবে কোন রকমে মেঝে বিশিষ্ট একটা স্থান প্রস্তুত করলাম যেখানে, লোকদের ভিড়ের মধ্যে যাওয়ার পথ খুলে, অবশেষে অসুস্থদের বয়ে আনতে পারলাম। তারপর আমরা তাদের দুই দলে ভাগ করলাম, আমার সহকারী একজন দুভাষীকে সঙ্গে নিয়ে এক দলের কাছে গেল, আর এক দলের কাছে আমি নিজে গেলাম। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ দু'জন ব্যক্তি আধা মরা অবস্থায় ছিল, ইতিমধ্যে তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল, তাদের নাড়ি প্রায় পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা টালি দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা জড় ক'রে মরণাপন্নদের মাঝামাঝিতে রাখলাম, এবং যে সুগন্ধি আমরা দু'টো থলিতে করে এনেছিলাম, তা সেই আগুনের উপরে ছুড়লাম, আর এভাবে, এই বিশেষ

অবস্থায়, আমাদের সমস্ত সুগন্ধি ফুরিয়ে গেল। তারপর আমাদের নিজেদের আলোয়ান দিয়ে (কৃষ্ণাঙ্গদের তো আলোয়ানের মত কিছুই ছিল না, এবং তাদের মালিকদের কাছ থেকে তেমন কিছু চেয়ে নেওয়া বৃথাই কাজ হত) তাদের জন্য উপধূপন ব্যবস্থা করলাম; এতে মনে হল তারা কিছুটা গরম পেতে লাগল ও কেমন যেন প্রাণ ফিরে পেল। কেমন চোখের আনন্দের সঙ্গে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল, তা সত্যি দেখার বিষয়!

এভাবে আমরা কথায় নয় বরং হাত ও কর্মের মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে কথা বললাম; আর আসলে, যেহেতু তারা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে, তাদের খাওয়ার জন্যই তাদের সেই স্থানে কেড়ে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেজন্য অন্য কোন উপদেশ দেওয়া একেবারে অনর্থকই হত। তাই তাদের পাশে পাশে বসলাম, কিংবা হাটুপাত করলাম, আঙুররস দিয়ে তাদের মুখ ও গা মুছে দিলাম; উষ্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের খুশি করতে চেষ্টা করলাম এবং তাদের কাছে সরলতাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করলাম যেইভাবে সাধারণত অসুস্থদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়।

তারপর আমরা বাপ্তিস্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলাম, অর্থাৎ আমরা বোঝালাম সেই সাক্রামেন্ত আত্মায় ও দেহে কেমন অপরূপ কল্যাণ এনে দেয়। আমাদের প্রশ্নে তাদের উত্তর পেয়ে আমরা যখন মনে করলাম তারা যথেষ্ট বুঝেছিল, তখন অধিক বিস্তারিত শিক্ষাদানে পদার্পণ করলাম, যথা: সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি প্রত্যেকজনের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি দান করেন; ইত্যাদি বিষয়। তখন আমরা তাদের আহ্বান করলাম তারা যেন অনুতাপ ক'রে তাদের পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। অবশেষে, যখন আমাদের মনে হল তারা মোটামুটি প্রস্তুত, তখন আমরা ত্রিত্ব, মাংসধারণ ও যন্ত্রণাভোগ নিগূঢ়তত্ত্বগুলো বুঝিয়ে দিলাম, এবং ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্ট-বিশিষ্ট ক্রুশটি দেখিয়ে (ক্রুশটি জলকুণ্ডের উপরে আঁকা সেই ক্রুশের ছবির মত, যে ছবিতে খ্রিষ্টের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত-নদী বয়) আমরা তাদের ভাষায় অনুতাপ নিবেদন আবৃত্তি করতে করতে তারা প্রতিটি কথা পুনরুচ্চারণ করত।

শ্লোক - মথি ২৫:৩৫, ৪০খ; যোহন ১৫:১২

প্ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে:

৺ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

৵ আমার আজ্ঞা এ : তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।

৺ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

১২ই সেপ্টেম্বর

# ‘মারীয়া’ পবিত্রতম নাম

দ্বিতীয় পাঠ - কুমারী মাতার প্রশংসায় মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নাডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২, ১৭:৩৩)

## সবকিছুতেই মারীয়ার কথা ভাব ও তাঁকে ডাক

সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া* (লুক ১:২৭)। এসো, এই নাম সম্পর্কেও কিছু বলি, ব্যাখ্যা অনুসারে যে নামের অর্থ দাঁড়ায় ‘সাগরের তারা’; এ এমন নাম যা কুমারী মাতার বেলায় খুব সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাঁকে খুবই উপযুক্তভাবে একটা জ্যোতিষ্কের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেহেতু একটা জ্যোতিষ্ক যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে রশ্মি ছড়ায়, তেমনি কুমারী মাতা নিজের কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে পুত্রকে প্রসব করলেন। তাছাড়া যেমন রশ্মি জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বলতা কমায় না, তেমনি পুত্রও মাতার অক্ষুণ্নতা কমান না। সুতরাং তিনি হলেন সেই যোগ্যতম তারা যা যাকোব থেকে উদ্গত হয়েছিল, যার রশ্মি-সকল গোটা জগৎকে আলোকিত করে এবং যার উজ্জ্বলতা স্বর্গেও উদ্ভাসিত হয়, পাতালেও প্রবেশ করে, এবং গোটা জগৎকে ঘিরে ও দেহের চেয়ে অন্তরকেই উষ্ণ করে সদ্‌গুণ পোষণ করে ও রিপুগুলো দূর করে দেয়। তিনি হলেন সেই উজ্জ্বলতম ও আশ্চর্য তারা যা প্রয়োজনমতোই এই বিরাট ও ব্যাপক সাগরের উপরে উন্নীতা: এমন তারা যা নিজের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দীপ্তিময় ও তার নিজের আদর্শের জন্য উজ্জ্বল।

তাই তুমি যে এই সংসারের তরঙ্গমালায় কেমন যেন অনুভব করছ তুমি পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছ তত নয় বরং উত্তাল তরঙ্গ ও ঝড়ো বাতাসের মধ্যে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছ, সেই তুমি যদি ঊর্মিমালা দ্বারা নিমজ্জিত হতে না চাও, তবে এই তারার দীপ্তি থেকে চোখ ফিরিয়ো না। যদি প্রলোভনের ঝড়ো বাতাস বয়, যদি নানা কষ্ট-বিপত্তির খাড়া পাথরে পা বাঁধা পড়ে, তাহলে তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক। যদি অহংকার, অভিমান, হিংসা বা ঈর্ষার তরঙ্গ তোমাকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেয়, তাহলে তারাটির দিকে তাকাও, মারীয়াকে ডাক। যদি মনে কর রাগ, কৃপণতা বা দেহের

লোলুপতা তোমার আত্মার ছোট নৌকা ভেঙে দিচ্ছে, তাহলে মারীয়ার দিকে তাকাও। যদি তোমার গুরুতম পাপকর্মের জন্য দুশ্চিতার মধ্যে আছ, যদি তোমার নোংগ্রামির কথা ভেবে তোমার বিবেক দিশেহারা হয়ে পড়ে, যদি শেষ বিচারের চিন্তায় তুমি আতঙ্কিত এবং অবসন্নতা-গর্ভে আকর্ষিত, তাহলে পরম দুশ্চিন্তার গভীরতম গহ্বর থেকে মারীয়ার কথা ভাব। বিপদের দিনে, মনের কষ্টের সময়ে, দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার দিনে মারীয়ার কথা ভাব, মারীয়াকে ডাক। মারীয়া নামটি সবসময় তোমার ওষ্ঠে থাকুক, সবসময় তোমার অন্তরে থাকুক; এবং তাঁর মিনতির সহায়তা পাবার জন্য তাঁর আদর্শ অনুকরণে কখনও ক্ষান্ত হয়ো না। তাঁকে অনুসরণ করে তুমি কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদন করে তোমার অন্তরে আশা কখনও নিভবে না, তাঁর কথা ভেবে কখনও ভুলভ্রান্তিতে পতিত হবে না। মারীয়া তোমাকে ধরে রাখলে তুমি পড়বে না; তাঁর সহায়তাগুণে ভীত হবে না, তিনি তোমাকে চালনা করলে ক্লান্তিভোগ করবে না; তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলে তুমি তোমার যাত্রাপথের নাগাল পাবে, আর তখন নিজেই অন্তরে অনুভব করবে কতই না উপযুক্তভাবে বলা হয়েছিল যে, *কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।*

শ্লোক - সিরা ২৪:২৭-২৮; লুক ১:২৭গ দ্রঃ

*প্র* আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর, উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।

*উ* কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।

*প্র* আমার স্মৃতি যুগযুগান্তরব্যাপী।

*উ* কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া।

১৩ই সেপ্টেম্বর

# সাধু জন খ্রিসোস্তমোস, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রবাসের পূর্বে উপদেশ ১-৩)

## আমার পক্ষে খ্রিষ্টই জীবন, মৃত্যু লাভ

বহু তরঙ্গ ও ভীষণ ঝড় আমাদের সম্মুখীন, আমরা কিন্তু নিমজ্জিত হওয়ার ভয় করি না, কারণ শৈলের উপরেই আমরা স্থাপিত। সমুদ্র গর্জে উঠুক, শৈলকে চূর্ণ করতে পারবে না। তরঙ্গমালা ফুলে উঠুক, যিশুর নৌকা ডোবাতে পারবে না। সুতরাং, আমাদের কী ভয় করা উচিত? মৃত্যুকে? আমার পক্ষে *জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ* (ফিলি ১:২১)। তবে কি নির্বাসন ভয় করব? প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু (সাম ২৪:১)। তাহলে কি বাজেয়াপ্তের ভয় পাব? *এ জগতে আমরা সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে আসিনি, কিছুও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না* (১ তি ৬:৭)। আমি এজগতের পরাক্রম অবজ্ঞা করি, ও তার যত ঐশ্বর্য আমার হাসির বস্তু। আমি দরিদ্রতা ভয় করি না, ঐশ্বর্যও কামনা করি না; মৃত্যুকে ভয় করি না, জীবনকেও বাসনা করি না—কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যই জীবন চাই। এজন্যই আমি বর্তমান পরিস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের বলছি: আশ্বাসভ্রষ্ট হয়ো না।

তুমি কি প্রভুকে একথা বলতে শুনতে পাও না, *যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি?* (মথি ১৮:২০)। তবে কি, ভালবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে যেখানে এত অগণিত জনগণ রয়েছে, সেখানে তিনি উপস্থিত হবেন না? আমি কি নিজের বলে ভর করছি? না, কারণ তাঁর নিশ্চিত অঙ্গীকার আমার আছে, আমার সঙ্গে তাঁর বাণীই রয়েছে: তাঁর বাণীই আমার যষ্টি, আমার নিরাপত্তা, আমার প্রশান্ত বন্দর। সারা জগৎ আলোড়িত হলেও আমার হাতে তাঁর শাস্ত্র আছে, আমি তাঁর বাণী পাঠ করি; সেই বাণীই আমার প্রাচীরবেষ্টনী ও আমার দুর্গ। তাঁর কোন্ বাণী? *আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২৮:২০)।

খ্রিষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, কাকে ভয় করব? সকল সাগরের তরঙ্গ বা রাজাদের রোষ আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও আমার পক্ষে এ সমস্ত কিছু মাকড়সার জালের চেয়েও নগণ্য। তোমার কথা যদি আমাকে আঁকড়ে না ধরত, আজই অন্য দিকে রওনা হতে মুহূর্ত মাত্র দেরি করতাম না। কেননা আমি নিত্য বলে চলি, প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি যা ইচ্ছা কর আমি তা-ই করব—অমুখ তমুক যা বলে তা নয়। এই তো আমার দুর্গ, আমার অটল শৈল, আমার অবিচল যষ্টি। এটাই যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা, তখন তাই হোক। তিনি যদি ইচ্ছা করেন আমি এখানে থাকব, তাহলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি যেইখানে আমাকে চান না কেন আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাব।

আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরাও আছ; তোমরা যেখানে আছ, সেখানে আমিও আছি: আমরা তো একদেহ, আর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, দেহও মাথা থেকে নয়। দূরে থাকলেও আমি কিন্তু ভালবাসায় সংযুক্ত; এমনকি, মৃত্যু পর্যন্তও আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। দেহের মৃত্যু হবে বটে, তথাপি আত্মা জীবিত থাকবে ও জনগণের কথা স্মরণে রাখবে। তোমরাই তো আমার সহনাগরিক, আমার পিতামাতা, আমার ভাইবোন, আমার ছেলেমেয়ে, আমার সর্বাঙ্গ, আমার দেহ, আমার আলো, এমন আলো যা দিবালোকের চেয়েও মনোরম। সূর্যের রশ্মি কি আমাকে তোমাদের ভালবাসার চেয়ে আনন্দদায়ী কিছু দিতে পারে? রশ্মি ইহজীবনেই আমার কাছে উপযোগী, কিন্তু তোমাদের ভালবাসা পরজীবনের জন্যই স্বর্গীয় মালা খচিত করে।

**শ্লোক** - ২ তি ২:৯-১০; সাম ২৭:১ দ্রঃ

*প্র* সুসমাচারের কারণেই আমি দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, এমনকি, একটা অপকর্মার মত এই শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শেকলে আবদ্ধ করা যায় না!

*উ* এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি।

*প্র* প্রভুই আমার আলো, আমার পরিত্রাণ: কাকে ভয় করব আমি?

*উ* এজন্য মনোনীতজনদের খাতিরে আমি সবকিছুই সহ্য করি।

১৪ই সেপ্টেম্বর

# পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (২:১৯–৩:৭, ১৩-১৪; ৬:১৪-১৬)

## ক্রুশের গৌরব

ভ্রাতৃগণ, আমি, পল, বিধান দ্বারা বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যর্থ করি না; বাস্তবিক বিধান দ্বারা যদি ধর্মময়তা হয়, তাহলে খ্রিষ্ট বৃথাই মরেছেন।

হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কেইবা তোমাদের জাদু করেছে? অথচ তোমাদেরই চোখের সামনে সেই যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হয়েছিল। আমি তোমাদের কাছ থেকে কেবল এই কথা জানতে চাই, তোমরা কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই আত্মাকে পেয়েছ? নাকি যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা? তোমরা কি সত্যিই এমন নির্বোধ যে, আত্মায় আরম্ভ করে এখন শেষ লক্ষ্যের দিকে মাংস দ্বারাই চালিত হতে চাচ্ছ? তাই তোমরা যা যা অভিজ্ঞতা করেছিলে, তা কি সব বৃথা গেল?—অন্তত তা যদি বৃথা যেত! তবে কি, যিনি আত্মাকে তোমাদের মঞ্জুর করেন ও তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কর্ম সাধন করেন, তিনি কি বিধানের আদিষ্ট কর্ম দ্বারাই তা করেন? নাকি তোমরা যা শুনেছিলে তাতে বিশ্বাস দ্বারা?

এভাবেই তো আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল (আদি ১৫:৬ দ্রঃ)। সুতরাং জেনে রাখ, যারা বিশ্বাস থেকে আগত, তারাই আব্রাহামের সন্তান। খ্রিষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন, কেননা লেখা আছে, যাকেই

গাছে ঝুলানো হয়, সে অভিশপ্ত (দ্বিঃবিঃ ২১:২৩ দ্রঃ), যেন আব্রাহামের সেই পাওয়া আশীর্বাদ খ্রিষ্ট যিশুতে বিজাতীয়দের কাছে যায়, আর আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা সেই প্রতিশ্রুত আত্মাকে পেতে পারি।

আমার বেলায়, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ। কারণ আসলে পরিচ্ছেদনও কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, কিন্তু এক নবসৃষ্টিই সব। আর যারা এই সূত্র অনুসারে চলবে, তাদের সকলের উপরে ও ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

শ্লোক - গা ৬:১৪; হিব্রু ২:৯ দ্রঃ

প্র আমাদের একমাত্র গৌরব হল সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই ক্রুশ, যিনি আমাদের জীবন, পরিত্রাণ ও পুনরুত্থান:

উ তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করেছেন ও মুক্ত করেছেন।

প্র যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও সম্মানের মুকুটে পরিবৃত:

উ তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করেছেন ও মুক্ত করেছেন।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - আকুইলেয়ার বিশপ সাধু ক্রমাতিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৯:৬-৭)

**খ্রিষ্টের ক্রুশ আমাদের বিজয়ী উত্তোলন**

খ্রিষ্টের ক্রুশই আমাদের বিজয়ী উত্তোলন, কারণ সেই ক্রুশ আমাদের জন্য জয়লাভ করেছে। নিজেদের অন্তরে খ্রিষ্টের ক্রুশ বহন করতে যোগ্য, আমাদের মধ্যে কারাই বা এমন ভাগ্যবান? তারাই নিজেদের অন্তরে খ্রিষ্টের ক্রুশ বহন করে যারা জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করে ও খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়। প্রেরিতদূতের এবাণী শোন: *আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, অথচ আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:১৯-২০)। সুতরাং, যারা দৈহিক রিপু থেকে ও জগতের অভিলাষ থেকে মুক্ত, তারাই—প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ। অপর দিকে, যারা দৈহিক রিপুর ও জগতের হাতে

পড়েছে, তারা তো বলতে পারে না, *আমাকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে*, কারণ খ্রিষ্ট যেভাবে জীবনযাপন করলেন তারা সেভাবে জীবনযাপন করে না, বরং জগতের মন ও শয়তানের ইচ্ছা অনুসারেই চলে।

খ্রিষ্টের ক্রুশ হল জগতের পরিত্রাণ ও স্বর্গীয় বিজয়ের গৌরবময় চিহ্ন। প্রাচীনকালে রাজারা যখন ধ্বংসিত জাতির উপরে উজ্জ্বল বিজয় লাভ করছিলেন, তখন তাঁদের বিজয়ের গৌরব-চিহ্ন হিসাবে একটা ক্রুশ উত্তোলন করে তাতে শত্রুদের কাছ থেকে লুটে নেওয়া সম্পদ স্থায়ী জয়-স্মরণিকাস্বরূপ ঝুলিয়ে রাখছিলেন। খ্রিষ্টের ক্রুশ যে বিজয় লাভ করল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার; কেননা সেই রাজাদের বিজয় জাতিগুলোর উচ্ছেদে, নগরগুলোর ধ্বংসে, ও দেশগুলোর লুণ্ঠনেই প্রকাশ পেত; কিন্তু ক্রুশের বিজয় জাতিগুলোর মুক্তিতে, নগরগুলোর পরিত্রাণে, দেশগুলোর নিষ্কৃতিতে, ও সমগ্র জগতের রক্ষায় ব্যক্ত। শয়তানের শক্তি ছাড়া কিছুই ধ্বংসিত নয়, ও অপদূতেরা ছাড়া কেউই বন্দি নয়, বাস্তবিকই খ্রিষ্টের ক্রুশ বিশ্বের মুক্তি সাধন করল ও অপদূতদের বন্দি করে নিল। অপদূতদের কাছ থেকে লুটে নেওয়া সম্পদই তো খ্রিষ্টের বিজয়ী ক্রুশে ঝুলানো। আজ অপদূতেরা খ্রিষ্টের সেই ক্রুশেই ঝুলে রয়েছে যা তাদের পীড়ন ও নির্যাতন স্বরূপ দাঁড়িয়েছে; ক্রুশে বিশ্বাস ও যন্ত্রণাভোগের সেই প্রতীক দ্বারাই তারা বন্দি অবস্থায় আবদ্ধ।

খ্রিষ্ট অমঙ্গল ভোগ করলেন, কিন্তু প্রতিদানে মঙ্গল এনে দিলেন; তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু জীবন দান করলেন। আদমের মৃতদেহ যেখানে সমাহিত হয়েছিল বলে কথিত আছে, খ্রিষ্ট যে সেই স্থানেই ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তার কারণ আছেই: আদম যেখানে সমাহিত হয়েছিলেন সেখানে খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন যাতে যেখানে একসময় মৃত্যু ক্রিয়াশীল হয়েছিল, সেখানে জীবন কার্যকর হতে পারে, ফলে জীবন যেন মৃত্যু থেকেই পুনরুত্থিত হতে পারে। মৃত্যু আদমের মধ্য দিয়ে এসেছে, জীবন সেই খ্রিষ্টেরই মধ্য দিয়ে যিনি প্রসন্ন হয়ে ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও মরলেন যেন ক্রুশবৃক্ষ দ্বারা সেই পাপ ধ্বংস করতে পারেন যা এক বৃক্ষ দ্বারা সাধিত হয়েছিল, এবং নিজের মৃত্যু-রহস্য দ্বারা তিনি যেন মৃত্যুর শাস্তি শেষ করে দিতে পারেন।

শ্লোক

প্র হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,

উ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

প্র প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,

উ যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

## অথবা (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১০)

### ক্রুশই খ্রিষ্টের গৌরব ও উত্তোলিত খ্রিষ্টের চিহ্ন

আমরা আজ সেই পবিত্র ক্রুশ পর্ব উদ্‌যাপন করছি, যা দ্বারা অন্ধকার দূর করা হল ও আলো ফিরে এল। পবিত্র ক্রুশ পর্ব উদ্‌যাপন করছি বিধায় সেই ক্রুশোত্তোলিতজনের সঙ্গে আমরাও উত্তোলিত ও উন্নীত হচ্ছি, কেননা পাপময় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরাও ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠছি। ক্রুশের মহা ঐশ্বর্য এমন যে, যে কেউ তা লাভ করেছে সে সত্যি একটি ধনসম্পদ লাভ করেছে। আর আমি যথার্থভাবেই ক্রুশকে ধনসম্পদ বলি, কারণ সবদিক দিয়ে যত ধনসম্পদের মধ্যে ক্রুশই বাস্তবিকই সবচেয়ে মহামূল্যবান। সেই ক্রুশেই রয়েছে আমাদের পূর্ণ পরিত্রাণ। হ্যাঁ, আদি অবস্থায় ফিরে যাবার জন্য ক্রুশই তো মাধ্যম, ক্রুশই তো পথ।

আসলে, ক্রুশ না থাকলে, সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টও থাকতেন না। ক্রুশ না থাকলে, সেই জীবনও কাষ্ঠে বিদ্ধ হতেন না। সেই জীবনকে যদি কাষ্ঠে বিদ্ধ করা না হত, তাহলে তাঁর পাশ থেকে রক্ত ও জল তথা জগৎকে পবিত্র করে অমরতার সেই উৎসধারাও নির্গত হত না। তাহলে আমাদের পাপের জন্য লেখা সেই দণ্ডাজ্ঞাও ছিঁড়ে ফেলা হত না, আমরা মুক্তি পেতাম না, জীবনবৃক্ষের ফল আস্বাদ করতাম না, স্বর্গধামও আমাদের জন্য খুলে দেওয়া হত না। ক্রুশ না থাকলে, মৃত্যুও পরাজিত হত না, পাতালও লুণ্ঠিত হত না।

তাই ক্রুশ সত্যি চমৎকার ও অতুলনীয় প্রতিকার, কেননা তার মধ্য দিয়ে বহু উপকার বর্ষিত হল; আর সেই উপকার ততই বহুসংখ্যক, খ্রিষ্টের অলৌকিক কাজগুলো ও যন্ত্রণাভোগেরই ফল যত বহুসংখ্যক। তাছাড়া ক্রুশটি মহামূল্যবান, কারণ একাধারে তা মৃত্যুযন্ত্র ও ঈশ্বরের বিজয়চিহ্ন। ক্রুশটি হল মৃত্যুযন্ত্র, কারণ খ্রিষ্ট স্বেচ্ছায় তার উপর মৃত্যুবরণ করলেন; ক্রুশটি আবার বিজয়চিহ্ন, কারণ তা দ্বারাই শয়তান পরাজিত হল ও শয়তানের সঙ্গে মৃত্যুও পরাজিত হল। অধিকন্তু পাতালের শক্তি নিঃশেষ হল, এর ফলে ক্রুশটি সারা বিশ্বের সার্বজনীন পরিত্রাণ হয়ে উঠল।

ক্রুশ হল খ্রিষ্টের গৌরব, খ্রিষ্টের উত্তোলন। ক্রুশ হল সেই মহামূল্যবান পানপাত্র যা খ্রিষ্টের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা গ্রহণ করে, ফলে ক্রুশেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের পূর্ণ পরিণতি সাধিত। ক্রুশটি যে খ্রিষ্টের গৌরব, এবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য শোন প্রেরিতদূত যোহন কেমন কথা বলেন: *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরও গৌরবান্বিত হয়েছেন, ও তিনি তাঁকে এখনই গৌরবান্বিত করবেন* (যোহন ১৩:৩১-৩২)।

আবার: *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর* (যোহন ১৭:৫)। আরও: *পিতা, তোমার আপন নাম গৌরবান্বিত কর। তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, তা গৌরবান্বিত করেছি, আবার তা গৌরবান্বিত করব* (যোহন ১২:২৮)। এর দ্বারা সেই গৌরবারোপণ চিহ্নিত হয় যা ক্রুশের উপরেই খ্রিষ্ট লাভ করলেন। ক্রুশ যে খ্রিষ্টের উত্তোলনও, এর জন্য সেই বাণী শোন যা তিনি নিজেই বলেন: *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩২)। তাই দেখতে পেয়েছ যে, ক্রুশ সত্যি খ্রিষ্টের গৌরব ও উত্তোলন।

## শ্লোক

*প্র* হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,

*উ* যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

*প্র* প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,

*উ* যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

*অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ক্রীটের বিশপ সাধু আন্দ্রিয়ের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১১)

**পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা,**

**তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ**

সেই ক্রুশ যা কিছুকাল পূর্বে হিংসার দরুন লুক্কায়িত রয়েছিল, এবার পৃথিবীর বুক থেকে বের করা হয়েছে ও উত্তোলন করা হয়েছে। ক্রুশ যে অতিরিক্ত গৌরব লাভের উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে এমন নয় (যখন খ্রিষ্ট তার উপরেই বিদ্ধ হয়েছেন, তখন এর চেয়ে মহা গৌরব কী থাকতে পারে?), কিন্তু এ উদ্দেশ্যেই উত্তোলন করা হচ্ছে, যাতে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যিনি পূজিত ও ক্রুশ দ্বারা যিনি প্রচারিত, সেই ঈশ্বরই যেন গৌরবে উত্তোলিত হন।

তাই সঙ্গতভাবেই কনে-মণ্ডলী প্রভুর ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে রাজসজ্জায় পরিবৃতা হয়ে আপন শ্রীমুখ সারা বিশ্বের উপর উজ্জ্বল করে তুলে এ জ্যোতির্ময় পর্বদিন আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপন করে। আবার সঙ্গতভাবেই আজ এ অপরিসীম লোকের ভিড় এখানে সমবেত হয়েছে প্রদর্শিত ক্রুশের দর্শন পাবার জন্য ও ক্রুশের উপরে উত্তোলিত খ্রিষ্টকে উপাসনা করার জন্য।

হ্যাঁ, [গৌরবে] উত্তোলিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ প্রদর্শিত হচ্ছে, ও প্রদর্শিত হবার জন্যই আজ ক্রুশ উত্তোলিত। কোন্ ক্রুশ? ঠিক সেই ক্রুশ যা কিছুকাল আগ পর্যন্ত গলগথার উপরে লুক্কায়িত ছিল ও এখন সর্বস্থানে পূজিত। আজ আমরা তার উদ্দেশে পর্বোৎসব পালন করছি; তার জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি: এ-ই আজকের উৎসবের ভিত, এ-ই ক্রুশ-রহস্যের ঘোষণা। কেননা এ সত্যিই আবশ্যক ছিল যে, লুক্কায়িত ও জীবনদায়ী সেই ক্রুশবৃক্ষ প্রকাশিত হবে (মথি ১০:২৬; মার্ক ৪:২৭; লুক ৮:১৭ দ্রঃ), ও *পর্বতের উপরে স্থিত এক নগরের মত* (মথি ৫:১৪) বা *দীপাধারে উত্তোলিত প্রদীপের মত* (মথি ৫:১৫) ক্রুশ সারা বিশ্বের কাছে প্রদর্শিত হবে।

এবার এসো, আমরা যারা খ্রিষ্টকে উপাসনা করি, ক্রুশের পরাক্রম কেমন মহান ও ঐশসঙ্কল্প ক্রমে তা দ্বারা কেমন অসংখ্য অলৌকিক কাজ সাধিত হয়েছে তা উপলব্ধি

করতে চেষ্টা করি, কেননা পুণ্যবান রাজা দাউদও বলেছেন: *পরমেশ্বর আদি থেকেই আমার রাজা, তিনি পৃথিবীর বুকে সাধন করলেন পরিত্রাণ* (সাম ৭৪:১২)।

কেননা ক্রুশ দ্বারা যেন এক জাল দ্বারাই সর্বজাতিকে ধরা হয়েছে (মথি ১৩:৪৭ দ্রঃ), ও ক্রুশ সর্বস্থানে বিস্তার লাভ করেছে। লাঙলের মত ক্রুশ ব্যবহার করে খ্রিষ্টের শিষ্যেরা অনুর্বর মানবজাতিকে চাষ করলেন, ও মণ্ডলীর মাঠ এতই উর্বর করলেন যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত এই বিরাট ফসল সংগ্রহ করলেন। ক্রুশ দ্বারা সুস্থির হয়ে সাক্ষ্যমরেরা নিহত অবস্থায় পতিত হয়েও নিজেদের নির্যাতনকারীদের আঘাতগ্রস্ত করলেন। ক্রুশ দ্বারাই খ্রিষ্ট পরিচিত হলেন, ও মণ্ডলী পবিত্র শাস্ত্র ধ্যানে সর্বদা রতা হয়ে স্বয়ং ঈশ্বর ও অনন্য প্রভু সেই ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট যিশুকে উপস্থাপন করে যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক* (মথি ১৬:২৪; মার্ক ৮:৩৪)। আমরা যারা ক্রুশের আলোতে চলি, তার সঙ্গে গৌরবান্বিত হব, ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করব, ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে নেচে নেচে সেই ত্রিত্বের গুণকীর্তন করব, যে ত্রিত্ব পিতাতে ও পুত্রে ও পবিত্র আত্মায় এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে পূজিত। আমেন।

## শ্লোক

*প্র* হে বন্দনীয় ক্রুশ, তোমাতেই বন্দিদের সেই মুক্তিপণ ঝুলেছেন,

*উ* যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

*প্র* প্রণাম, ক্রুশ! তুমি সেই খ্রিষ্টের দেহ দ্বারা পবিত্রীকৃত হলে যাঁর অঙ্গ ছিল তোমার ভূষণ,

*উ* যাঁর দ্বারা বিশ্ব মেষশাবকের রক্তে পেল পরিত্রাণ!

১৫ই সেপ্টেম্বর

# শোকার্ত জননী মারীয়া

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১৪-১৫)

## যিশুর মাতা ক্রুশের ধারে ছিলেন

ধন্যা কুমারীর সাক্ষ্যমরণ শিমেয়োনের ভাববাণীতে ও প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কাহিনীতে স্মরণ করা হয়। শিশু যিশুর বিষয়ে সেই প্রাচীন সাধু ব্যক্তি বলেন: *এই যে শিশু, এ হবে অস্বীকৃত এক চিহ্ন;* তারপর মারীয়াকে উদ্দেশ করে বলে চলেন: *এবং এক খড়্গ তোমার প্রাণ ভেদ করবে* (লুক ২:৩৪-৩৫)।

হে আমাদের ধন্যা মাতা, সত্যি এক খড়্গ তোমার প্রাণ ভেদ করল! আসলে, মায়ের প্রাণ ভেদ না করলে সেই খড়্গ পুত্রের মাংসের নাগাল পেতে পারত না। অবশ্য তোমার যিশু—তিনি তো সকলেরই বটে, কিন্তু বিশেষভাবে তিনি তোমারই—তোমার সেই যিশু প্রাণ ত্যাগ করলে পর সেই নির্মম বর্শা তাঁর প্রাণ পর্যন্ত যেতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে তাঁর মৃত্যুকে পর্যন্তও সম্মান না জানিয়ে সেই বর্শা যখন তাঁর বুক খুলে দিল, তখন সেই বর্শা তোমার পুত্রকে আর কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তোমার কিন্তু পারল ক্ষতি করতে! সেই বর্শা তোমারই প্রাণ ভেদ করল। তাঁর প্রাণ তখন তাঁর দেহে আর ছিল না, কিন্তু তোমার প্রাণ সেই মৃতদেহ থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন হতে পারছিল না। তাই দুঃখের শক্তি তোমারই প্রাণ ভেদ করল, ফলে যথার্থভাবেই আমরা তোমাকে সাক্ষ্যমর উপাধিতে ছাড়া অধিকতর সম্মানসূচক উপাধিতেও সম্মানিত করতে পারি, কেননা পুত্রের যন্ত্রণাভোগে তোমার এমন সহভাগিতাই হল, যা সাক্ষ্যমরণের শারীরিক যন্ত্রণার চেয়েও গভীরতর ও তীব্রতর।

যে বাণী সত্যি তোমার প্রাণ ভেদ ক'রে প্রাণ থেকে আত্মাকে ছিন্ন করল, সেই বাণী তোমার পক্ষে কি একটা খড়্গের চেয়েও অধিক তীক্ষ্ণ হল না? তোমাকে বলা হয়েছিল: *নারী, ওই দেখ, তোমার ছেলে* (যোহন ১৯:২৬)। আহা, কী বিনিময়! যিশুর স্থানে যোহনকে, প্রভুর স্থানে দাসকে, গুরুর স্থানে শিষ্যকে, ঈশ্বরপুত্রের স্থানে জেবেদের

পুত্রকে, সত্যকার ঈশ্বরের স্থানে সাধারণ একটা মানুষকে তোমাকে দেওয়া হল। সেই বাণীর স্মৃতি যখন আমাদের পাথর ও লোহার মত কঠিন হৃদয়ও ভাঙতে পারে, তখন সেই বাণী কেমন করে তোমার স্নিগ্ধ প্রাণ ভেদ না করে পারল না?

ভ্রাতৃগণ, যখন বলা হয় মারীয়া আত্মায় সাক্ষ্যমর হলেন, তখন তোমরা বিস্মিত হয়ো না। সে-ই বরং বিস্মিত হোক, যে পলের সেই বাণী ভুলে গেছে যা অনুসারে স্নেহের অভাবই হল বিধর্মীদের সবচেয়ে বড় অপরাধের মধ্যে অন্যতম। তেমন অপরাধ মারীয়ার হৃদয় থেকে বেশ দূরে থাকল, তাঁর বিনম্র ভক্তবৃন্দের হৃদয় থেকেও দূরে থাকুক।

হয় তো কেউ আপত্তি উত্থাপন করতে পারে: ধন্যা মারীয়া আগে থেকে কি জানতেন না যে, যিশুর মৃত্যু হবে? নিশ্চয়ই জানতেন। সেই ক্রুশবিদ্ধজন শীঘ্রই পুনরুত্থান করবেন, তাঁর কি এ প্রত্যাশা ছিল? হ্যাঁ, দৃঢ়ই প্রত্যাশা ছিল। তাহলে এ সমস্ত জানা সত্ত্বেও তিনি কি ক্রুশবিদ্ধ যিশুকে দেখে দুঃখ পেলেন? নিশ্চয়ই, আর তাঁর দুঃখ ছিল অপরিসীম। অপর দিকে, ভাই, তুমি কে? আর তোমার বুদ্ধি বা কি ধরনের যে, তুমি মারীয়ার পুত্রেরই দুঃখের চেয়ে পুত্রের সঙ্গে মাতারই দুঃখ-সহভাগিতায় এত বিস্মিত হও? পুত্র যখন দেহেও মরতে পারলেন, তখন মাতা কি হৃদয়ে তাঁর সঙ্গে মরতে পারেননি? প্রেম এ সমস্ত কিছু সাধন করল, আর মারীয়ার এ প্রেমের চেয়ে গভীরতর প্রেম কারও হৃদয়ে কখনও স্থান পায়নি। হ্যাঁ, এমন প্রেম এ সমস্ত কিছু সাধন করল, সেই মাতার পরে যার সঙ্গে অন্য কোন প্রেম তুলনা করা যায় না।

**শ্লোক** - লুক ২৩:৩৩; যোহন ১৯:২৫; লুক ২:৩৫ দ্রঃ

*প* খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌঁছে তারা সেখানে যিশুকে ক্রুশে দিল।

*উ* যিশুর ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যিশুর মা ছিলেন।

*প* দুঃখ-খড়্গের আঘাতে তাঁর প্রাণ বিদীর্ণ হল।

*উ* যিশুর ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে যিশুর মা ছিলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর

# পোপ সাধু কর্নেলিউস ও বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৬০:১-২, ৫)

## তৈরী ও অবিচল বিশ্বাস

প্রিয়তম ভাই, আমরা আপনার বিশ্বাস ও আপনার দৃঢ়তার গৌরবময় সাক্ষ্যদানের কথা অবগত হয়েছি; এবং আপনার সাক্ষ্যদানের মর্যাদা এমন আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছি যে, আমরা নিজেরাও আপনার পুণ্যফল ও প্রশংসার অংশী ও সহভাগী বলে নিজেদের পরিগণিত করছি। কেননা আমাদের মণ্ডলী যখন এক, আমাদের মনও এক ও আমাদের একাত্মতাও অবিচ্ছেদ্য, তখন অন্য যাজকের প্রশংসাবাদে কোন্ যাজক তাঁর গৌরব নিজেরই গৌরব বলে মনে করবেন না? কিংবা ভাইয়ের আনন্দে কোন্ ভাই একই আনন্দে আনন্দ করবেন না?

আপনাদের মহাকীর্তি ও দৃঢ়তার সংবাদ যখন এখানে এসে পৌঁছেছে, তখন যে কেমন আনন্দ, যে কেমন উল্লাস জেগে উঠল তা বর্ণনার অতীত: বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে আপনিই ভাইদের নেতা হলেন, আর নেতার বিশ্বাস-স্বীকৃতিতে ভাইদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি অধিক সুস্থির হল। তাতে গৌরবের দিকে অগ্রসর হতে হতে আপনি আরও অনেককেও গৌরবের সহভাগী করেছেন, ও প্রথম হয়ে ও সকলের হয়ে বিশ্বাস স্বীকার করতে তৈরী হওয়ায় জনগণকেও বিশ্বাস স্বীকার করতে উদ্দীপিত করেছেন। ফলে, আপনার তৎপর ও অবিচল বিশ্বাস কিবা ভাইদের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টাই আমাদের বেশি প্রশংসা করতে হবে তা বলা কঠিন। বাস্তবিকই নেতা হিসাবে বিশপের গোটা শক্তি প্রকাশ্যেই ব্যক্ত হয়েছে, একইসঙ্গে অনুগামী ভাইদের বিশ্বস্ততাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একপ্রাণ ও এককণ্ঠ হয়ে গোটা রোম মণ্ডলীর সাক্ষ্যদান আপনাদের সকলের মধ্যে মূর্ত হয়েছে।

প্রিয়তম ভাই, ধন্য প্রেরিতদূত আপনাদের মাঝে যে বিশ্বাস প্রচার করেছিলেন, তা গৌরবময় প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সেকাল থেকেও তিনি আত্মায় আপনাদের দৃঢ়তা ও

সাহসের প্রশংসার পূর্বদর্শন করছিলেন, ও আপনাদের ভাবী মহাকীর্তির কথা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করে তিনি পিতামাতাদের প্রশংসা করতে করতে সন্তানদের এই আপনাদের উদ্দীপিত করছিলেন। আপনাদের তেমন একাত্মতা ও মনোবল দ্বারা আপনারা সকল ভাইদের কাছে একাত্মতা ও মনোবলের মহা আদর্শ রেখে গেছেন।

প্রিয়তম ভাই, প্রভু নিজেই আমাদের চেতনা দিচ্ছেন যে, পরীক্ষার দিন সন্নিকট: তাই আপন মঙ্গলময়তায় ও আমাদের পরিত্রাণের চিন্তায় তিনি যখন প্রায়-সম্মুখীন সংগ্রামের লক্ষ্যে আমাদের উপযোগী সুমন্ত্রণা দিচ্ছেন, তখন যে ভালবাসার বন্ধনে আমরা পরস্পর আবদ্ধ সেই ভালবাসার খাতিরে, আসুন, সমস্ত জনগণের সঙ্গে উপবাস, নিশিজাগরণ ও প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান হয়ে একে অন্যকে সাহায্য করি। কেননা এগুলোই সেই স্বর্গীয় অস্ত্র যা আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে ও নিষ্ঠাবান হতে সক্ষম করে তোলে; এগুলোই সেই আধ্যাত্মিক রণসজ্জা ও দিব্য তীর যা আমাদের রক্ষা করে।

আসুন, একমন একপ্রাণ হয়ে পরস্পরকে স্মরণ করি, সর্বস্থানেই একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করি, ও পারস্পরিক ভালবাসার মাধ্যমে সমস্ত সঙ্কটের চাপ লঘুভার করি।

## শ্লোক

℣ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন, এবং খ্রিষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

℣ এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

℟ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু কিপ্রিয়ানুসের সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশীয় দলিলপত্র থেকে পাঠ (দলিলপত্র ৩-৬)

**তেমন ন্যায্য ব্যাপারে ভাবতেও নেই!**

১৪ই সেপ্টেম্বর সকালবেলায় বহুলোকের ভিড় প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুসের আদেশমত সেস্তিতে সমবেত হয়েছিল। ফলে গালেরিউস মাক্সিমুস নিজেই হুকুম দিলেন, সেই একই দিনে তিনি সাউচুলুস মণ্ডপে যে বিচারালয়ে আসন নেবেন সেখানে কিপ্রিয়ানুসকে আনা হোক। তাঁকে আনা হলে প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস বিশপ কিপ্রিয়ানুসকে বললেন: 'তুমি কি থাসিউস কিপ্রিয়ানুস?' বিশপ কিপ্রিয়ানুস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সে।'

প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমিই সেই ব্যক্তি যে ধর্মবিরুদ্ধ এক উপমণ্ডলীর প্রধান বলে আত্মসমর্পণ করেছ?' বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'আমি সে।'

গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'পুণ্যতম সম্রাটদ্বয় তোমাকে বলি উৎসর্গ করতে আদেশ করছেন।' বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন: 'তা আমি করব না।' প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুস বললেন: 'ব্যাপারটা ভালভাবেই ভাব।' বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন: 'আপনাকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা করুন। তেমন ন্যায্য ব্যাপারে ভাবতে নেই।'

ম্যাজিস্ট্রেট সভার সঙ্গে আলোচনা করলে পর গালেরিউস মাক্সিমুস যথেষ্ট অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ রায় জারি করলেন: 'তুমি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মবিরুদ্ধ জীবন যাপন করেছ, তোমার জঘন্য উপমণ্ডলীর অনেককেই নিজের সঙ্গে সংগ্রহ করেছ, ও রোমীয় দেব-দেবী ও তাদের পুণ্য উপাসনার বৈরী বলে আত্মসমর্পণ করেছ। ধর্মপ্রাণ ও পুণ্যতম সম্রাট মহোদয় ভালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস, ও উৎকৃষ্ট কায়েসার ভালেরিয়ানুস তাঁদের ধর্মীয় উপাসনা পালনে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। সুতরাং, যেহেতু তুমি জঘন্যতম অপরাধের সাধক ও প্রণেতা, সেজন্য তোমার দুর্দন্ত কুকর্মের সহযোগীদের কাছে তুমি নিজেই আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তোমার রক্তই বিধানের সমর্থন ঘোষণা

করবে।' এবং একথা বলে তিনি উচ্চকণ্ঠে ফলক থেকে বিধিটা পাঠ করলেন: 'আমার আদেশ ক্রমে থাসিউস কিপ্রিয়ানুস শিরশ্ছেদ-দণ্ডে দণ্ডিত হোক।' বিশপ কিপ্রিয়ানুস বললেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

এ দণ্ডাদেশের পর ভাইদের ভিড় বলতে লাগল: 'তাঁর সঙ্গে আমাদেরও শিরশ্ছেদ হোক!' ফলে ভাইদের মধ্যে মহা কোলাহল দেখা দিল, আর বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করল। তাতে কিপ্রিয়ানুসকে সেস্তি মাঠে নিয়ে যাওয়া হল; জায়গাটায় পৌঁছলেই তিনি চাদর ও টুপি খুলে দিলেন, ও মাটির উপর হাঁটুপাত করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর বিশপ-সজ্জা খুলে তা পরিসেবকদের হাতে দিলেন; তাতে কেবল সুতীর পোশাকে পরিবৃত হয়ে ঘাতকের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘাতক এলে বিশপ তাকে পঁচিশটা সোনার মুদ্রা দিতে আপনজনদের আদেশ করলেন; ইতিমধ্যে ভাইয়েরা তাঁর সামনে কাপড় ও রুমাল পেতে দিচ্ছিল। এসময়ে মহাত্মা কিপ্রিয়ানুস স্বহস্তেই নিজের চোখ কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে লাগলেন, কিন্তু কাপড়ের দু'মাথা বাঁধতে না পারায় পুরোহিত যুলিয়ান ও উপপরিসেবক যুলিয়ান তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

এভাবে বিশপ কিপ্রিয়ানুস সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন, ও বিধর্মীদের কৌতূহল বশত তাঁর মৃতদেহ নিকটবর্তী স্থানে রাখা হল, যেন তা বিধর্মীদের অসম্মানসূচক দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে। তারপর, রাত্রিবেলায় জ্বলন্ত মশাল ও বাতির সঙ্গে প্রদেশপাল মাক্রবিউস কান্দিদিয়ানুসের সেই কবরস্থানে আনা হল যা পুকুরের কাছাকাছি স্থানে তাঁবু সরণিতে অবস্থিত। অল্পদিন পর প্রদেশপাল গালেরিউস মাক্সিমুসের মৃত্যু হয়। পরমধন্য কিপ্রিয়ানুস ১৪ই সেপ্টেম্বর ভালেরিয়ানুস ও গাল্লিয়েনুস সম্রাটদ্বয়ের আমলে, কিন্তু আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরই রাজত্বকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করলেন যাঁর সম্মান ও গৌরব সঙ্কীর্তিত চিরকাল। আমেন।

## শ্লোক

℣ আমরা বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে করতে ঈশ্বর আমাদের দিকে চেয়ে দেখেন,
এবং খ্রিষ্ট ও তাঁর স্বর্গদূত পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন:

৳ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

*প্র* এসো, শক্তি সঞ্চয় করি, শুদ্ধ হৃদয়ে, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে, সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্গেই সংগ্রামের জন্য তৈরী হই।

৳ যখন ঈশ্বর নিজেই চেয়ে দেখছেন, যখন বিচারকর্তা খ্রিষ্টের হাত থেকেই পুরস্কার পাই, তখন, আহা, সংগ্রাম করা কেমন সম্মান, কেমন আনন্দ।

১৭ই সেপ্টেম্বর

# সাধ্বী ইল্ডেগার্ড, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - চিরকুমারী সাধ্বী মেখতিল্ডা-লিখিত 'আধ্যাত্মিক জীবন' থেকে পাঠ

## গুপ্ত আধ্যাত্মিক জীবন

আত্মার মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় এমন অতল রয়েছে যা অতলের উদাত্ত ও দুর্জ্ঞেয় কণ্ঠে ঐশ্বরিক *অতল* ডাকে (সাম ৪২:৮ দ্রঃ), ঠিক যেন এই ঐশ্বরিক অতল মনের কাছে এক নিমেষেই দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তার কাছ থেকে উপনীত হয় এমন দ্রুত দৌড়োয়, যা শিকারীর চেয়েও দ্রুত—কিন্তু মন কালের সীমায় সেই ঐশ্বরিক অতলের নাগাল পেতে অক্ষম।

তার নাগাল না পেলেও তবু, কমপক্ষে, এ উচ্চতম, অত্যন্ত উপযোগী ও উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় যথা, তার সকল কথা, চিন্তা, বাসনা, প্রেম, এমনকি গোটা আত্মাই সেই ঐশ্বরিক অতলের মধ্যে আকর্ষিত হয় যাতে চেতনা-শক্তি তার সাধ্যমতও সেই অতল থেকে তাকে আর বের করতে না পারে। এগুলোই তো প্রভুর টেবিল থেকে পড়া খাদ্যের টুকরোগুলো।

আর চেতনা-শক্তির কাছে এসব বিষয় যতই উচ্চতর পর্যায়ের ও দুর্জ্ঞেয় হোক না কেন, তবু সে যখন ঐশপ্রেমের কাছ থেকে নিজের জন্য তেমন উপহার পেয়েছে, তখন প্রেমের খাতিরে তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে তা রক্ষা করার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় নেই; তাতে উপহারটা সেই ঐশ্বরিক অতলের মধ্যে নিমজ্জিত হয় যেখানে সবকিছু চিরকালের মত নিরাপদেই সংরক্ষিত।

সেই যে দৈনিক খাদ্য আন্তরিক ও বাহ্যিক মানুষের পক্ষে ইহজীবনে আবশ্যক রক্ষণের বস্তু, তা হল ঈশ্বরের আদেশ জানা ও তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি—ঈশ্বরের, আমাদের, ও প্রতিবেশীর উদ্দেশে। অবস্থা-পরিস্থিতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে নানা উপায় বা আকর্ষণ রয়েছে: [এউখারিস্তিয়া] সাক্রামেন্ত গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ, নির্জন জীবনের প্রতি আকর্ষণ, আবৃত সত্য জানার জন্য আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যানের প্রতি আকর্ষণ; আবার, ঈশ্বরের সর্বোত্তম সত্য সংক্রান্ত প্রার্থনা, দিব্য শ্রবণ, দিব্য দর্শন, ঐশ মাধুর্য,

বাহ্যিক কর্ম, ঈশ্বরের বন্ধুদের মধ্যে প্রেমপূর্ণ ও অর্বণনীয় আধ্যাত্মিক সংলাপ— এসমস্তের প্রতি আকর্ষণ।

এ পর্যায় থেকে নতুন যা কিছুর উৎপত্তি ঘটে, অপরের সঙ্গেই তার সহভাগিতা করা উচিত, সবচেয়ে মূল্যবান যা আছে, তা যেন প্রতিদান স্বরূপ সেই অতলের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নিক্ষিপ্ত ও নিবেদিত হয়, যাতে করে আমরা ভাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই আদেশই খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, যা খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত সেই দিব্য প্রজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত ও মিলিত।

তেমন অবস্থা কিন্তু কেবল সেই ইচ্ছাকৃত ভাবে পালিত দরিদ্রতা ও সিদ্ধ জীবনেরই বৈশিষ্ট্য, যা ঈশ্বরের বন্ধুরাই সাধন করতে পারে; অপর দিকে, অন্যভাবেই যা কিছুর উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অসন্তোষজনক হওয়ায় তা বেশিক্ষণ বাঁচবে না, ও বিবিধ অপরাধের কারণে তার বিলোপ ঘটবেই, কিংবা মন ও আত্মার এমন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায় পতিত হবে যা সবচেয়ে বিপজ্জনক পতন, কিংবা পতিতদের পুনরায় সংসারের দিকে ফিরিয়ে দেবে।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৩:১৪, ১৫; মথি ৫:৮

প্র তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবেন, প্রভুর মন্দিরে তাঁর থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার;

উ কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়!

প্র শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে;

উ কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়!

একই দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর

## সাধু রবার্ট বেলার্মিন, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু রবার্ট বেলার্মিন-লিখিত 'ঈশ্বরের কাছে মন উন্নীত করা' থেকে পাঠ

### তোমার আদেশমালার দিকে নত কর আমার হৃদয়

*প্রভু, তুমি মঙ্গলময়, তুমি ক্ষমাশীল, যারা তোমাকে ডাকে, তাদের প্রতি তোমার কৃপা মহান* (সাম ৮৬:৫); তোমার পিতৃসুলভ প্রভুত্বের কোমলতার বিন্দুমাত্র স্বাদ পেয়েও কেইবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সেবা না করবে? প্রভু, তোমার দাসদের তুমি কি আদেশ কর? *আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও।* কিন্তু তোমার জোয়াল কেমন? *আমার জোয়াল কোমল ও আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:২৯, ৩০)। এমন জোয়াল যা আবদ্ধ করে না কিন্তু স্বস্তি দেয়, ও এমন বোঝা যা চাপ দেয় না কিন্তু আরাম দেয়, কেইবা স্বচ্ছন্দেই তা গ্রহণ করবে না? এজন্য তুমি সঙ্গতভাবেই বলে চলেছ, *তবেই তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে* (মথি ১১:২৯)। শ্রান্ত করে না কিন্তু বিশ্রামই দেয় এমন জোয়াল কোন্‌টা? এতে নিশ্চিত আছি: তা হল তোমার সেই প্রধান ও মহান আদেশ: *তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে* (মথি ২২:৩৭)। মঙ্গলময়তা, সৌন্দর্য ও প্রেমকে ভালবাসার চেয়ে সহজ, মধুর ও কোমল কী থাকতে পারে? আর তুমিই, প্রভু ঈশ্বর আমার, তুমি নিজেই এ সমস্ত কিছু।

আর তোমার বিধিনিয়ম সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান, ও মধুর চেয়ে, *মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও সুমধুর* হলেও (সাম ১৯:১১) যারা তা পালন করে, তাদের কাছে তুমি তো একটি পুরস্কার পর্যন্তও দেবে বলে প্রতিশ্রুত হও। হ্যাঁ, তুমি তো একটা পুরস্কার, এমনকি এক মহাপুরস্কারই দেবে বলে প্রতিশ্রুত হও, যেমন তোমার প্রেরিতদূত যাকোব বলেন: *সে সেই জীবনমুকুট লাভ করবে, যা ঈশ্বর তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে ভালবাসে* (যাকোব ১:১২)। আর সেই জীবনমুকুট কী? এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, জীবনমুকুট হল সেই সবচেয়ে মহামঙ্গল যা আমরা কল্পনা বা বাসনাও করতে পারি না, যেমনটি ইশাইয়ার কথামত সাধু পল বলেন: *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের*

*হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, প্রভু তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (১ করি ২:৯; ইশা ৬৪:৩; ৬৫:১৭ দ্রঃ)। হ্যাঁ, তোমার আদেশ পালনের পুরস্কার সত্যিই মহান। যে মানুষ বাধ্যতা দেখায়, সেই প্রথম ও প্রধান আদেশ তার জন্য যতখানি উপকারে আসে, তার তুলনায়, আদেশ যিনি দিয়েছেন, সেই ঈশ্বরের জন্য তা ততখানি উপকারে আসে না; কিন্তু ঈশ্বরের বাকি সকল আদেশ পালনের ফলে বাধ্য মানুষ শুদ্ধ, উন্নীত, উদ্বুদ্ধ, আলোকিত হয়, আর শেষে উত্তম ও ধন্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং, তোমার চেতনা থাকলে, একথা বুঝে নাও যে, তুমি ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে ও তোমার নিজের শাশ্বত পরিত্রাণের উদ্দেশেই সৃষ্ট হয়েছ। এ তোমার লক্ষ্য, এ তোমার আত্মার কেন্দ্র, এ তোমার হৃদয়ের সম্পদ। তেমন লক্ষ্যে পৌঁছলে তুমি সুখী হবে, তা থেকে দূরে গেলে দুঃখী হবে।

অতএব, যা কিছু তোমার লক্ষ্যের দিকে তোমাকে চালিত করে, তা প্রকৃত মঙ্গল বলে বিবেচনা কর; আর যা কিছু তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, তা অমঙ্গল বলে জ্ঞান কর। অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র, সুস্থতা ও অসুস্থতা, সম্মান ও অপমান, জীবন ও মৃত্যু—প্রজ্ঞাবান মানুষ এ সমস্তের অন্বেষণও করবে না, তা এড়াবেও না; কিন্তু এ সমস্ত কেবল তখনই উত্তম ও বাঞ্ছনীয়, যখন ঈশ্বরের গৌরবের ও তোমার শাশ্বত সুখের উপযোগী। কিন্তু যখন বাধা দেয়, তখন তা এড়ানো দরকার।

শ্লোক - মালা ২:৭; তীত ১:৭, ৯ দ্রঃ

প্ যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করবে; তাঁর মুখ থেকে সকলেই ধর্মশিক্ষার প্রত্যাশায় আছে,

উ কেননা তিনি সর্বশক্তিমানের বাণীদূত।

প্ ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের উচিত উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দেওয়া;

উ কেননা তিনি সর্বশক্তিমানের বাণীদূত।

১৯শে সেপ্টেম্বর

## সাধু যানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৪০:১)

### তোমাদের জন্য আমি বিশপ,
### তোমাদের সঙ্গে আমি খ্রিষ্টভক্ত

যেসময়ে এ বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—যা বিষয়ে ঈশ্বরের কাছে এমন কৈফিয়ত দিতে হবে যা তত সহজ নয়!—সেসময় থেকে আমি আমার পদমর্যাদার চিন্তায় অধিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এ ভূমিকা পালনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, পরের পরিত্রাণের চেয়ে নিজেরই সম্মানে প্রীত হওয়া—এ বড় বিপদ বটে। তথাপি, তোমাদের জন্য আমি কী, এক দিকে যদি এ চিন্তা আমাকে সন্ত্রাসিত করে, অন্য দিকে, তোমাদের সঙ্গে আমি কী, এ চিন্তা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। কেননা তোমাদের জন্য আমি বিশপ, তোমাদের সঙ্গে আমি খ্রিষ্টভক্ত। প্রথম নাম আমার গ্রহণ করা ভূমিকা নির্দেশ করে, দ্বিতীয় নাম অনুগ্রহের কথা ইঙ্গিত করে। প্রথম নাম বিপদের, দ্বিতীয় নাম পরিত্রাণের ব্যাপার।

সত্যিই মনে হচ্ছে, আমরা কেমন যেন ঝড়তুফানে আলোড়িত হয়ে বিপুল সাগরেই রয়েছি, আর এর কারণ হচ্ছে সেই পালকীয় দায়িত্ব যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবু আমরা যে কেমন রক্তমূল্যে মুক্তি পেয়েছি তা স্মরণ করে সান্ত্বনা পাই ও যেন নিরাপদ বন্দরেই প্রবেশ করি। প্রৈরিতিক কাজে পরিশ্রম করতে করতে এ নিশ্চয়তায়ই সান্ত্বনা পাই যে, তেমন পরিশ্রম সার্বিক কল্যাণ সাধন করে।

আমি যে তোমাদের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হয়েছি, তা নয়, বরং এর চেয়ে আমি যে তোমাদের সঙ্গেই মুক্তিলাভ করেছি, এ চিন্তায়ই আমি অধিক সান্ত্বনা পাই। সুতরাং প্রভুর আদেশ পালন করে আমি তোমাদের সেবায় অধিকতর ব্যস্ত থাকতে সচেষ্ট থাকব, যে মুক্তিমূল্য আমাকে তোমাদের ভাই করেছে, তার প্রতি যেন অকৃতজ্ঞতা না দেখাই। হ্যাঁ, আমার উচিত মুক্তিসাধককে ভালবাসা, আর আমি তো জানি পিতরকে তিনি কী বলেছিলেন: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলোকে পালন কর*

(যোহন ২১:১৭)। তিনি তিন তিনবারই একথা বলেছিলেন। আগে ভালবাসা দাবি করা হয়েছিল, পরেই দায়িত্ব এসেছিল, কেননা যেখানে অধিক ভালবাসা রয়েছে, সেখানে শ্রমের ভার লঘুতর। *প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব?* (সাম ১১৬:১২)। আমি যদি বলি, তাঁর মেষগুলোকে চরানোর সেবাকর্ম প্রভুকে নিবেদন করি, সত্যকথা বলি; আমি তো বাস্তবিকই তা করি—*আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে* (১ করি ১৫:১০)।

তবে সবদিক দিয়ে তিনি যখন আমার আগে আগে উপস্থিত, তখন কেমন করে বিশ্বাস করব আমি প্রতিদানে তাঁকে কিছু দান করছি? আমরা যখন পালকে নিঃস্বার্থে ভালবাসি ও বিনামূল্যে পালন করি, তখন কেমন করে পুরস্কার দাবি করতে পারব? নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও বিনামূল্যে সেবা, মজুরির সঙ্গে এ দু'টো কি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিহীন নয়? অথচ সম্পর্কযুক্ত। কেননা যাঁকে নিঃস্বার্থভাবে প্রেম করা হয়, তাঁর কাছে পুরস্কার দাবি করা সম্ভব হবে না, যদি না যাঁকে প্রেম করা হয় তিনি নিজেই প্রেমের পুরস্কার না হন। বস্তুতপক্ষে, তিনি যে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, তাঁর এ উপহারের বিনিময়ে আমরা যদি তাঁর মেষগুলো-পালনের সেবাকর্ম তাঁকে নিবেদন করি, তবে তিনি যে আমাদের পালক করে নিযুক্ত করেছেন এর প্রতিদানে আমরা তাঁকে আর কী দিতে পারব? কেননা—ঈশ্বর না করুন—আমরা নিজেদের দোষ বশতই খারাপ পালক হতে পারি, কিন্তু—ঈশ্বর করুন—আমরা কেবল তাঁর অনুগ্রহ গুণেই উত্তম পালক হতে পারি।

সুতরাং, আমার ভাইবোনেরা, *আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ যেন বৃথাই না গ্রহণ কর* (২ করি ৬:১)। আমাদের সেবাকর্ম ফলপ্রসূ কর। *তোমরাই ঈশ্বরের খেত* (১ করি ৩:৯)। বাইরে থেকে তোমরা তো তাদেরই গ্রহণ কর যারা পোঁতে ও জল দেয়, কিন্তু অভ্যন্তরে তাঁকেই গ্রহণ কর যিনি বৃদ্ধিশক্তি দান করেন। তোমাদের প্রার্থনা ও বাধ্যতা দানে আমাদের সাহায্য কর, আমরা যে তোমাদের অধ্যক্ষ তা নয়, আমরা বরং যে তোমাদের উপযোগী সেবক, এতেই যেন আনন্দ পাই।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ১০:১০ দ্রঃ

প্ খাঁটি সাক্ষ্যমর যানুয়ারিউস নিজ রক্তদানেই খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করলেন ;
হুমকি ও তোষামোদের সামনে অবিচল হয়ে

উ তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

প্ প্রভু ধার্মিককে ন্যায়পথে চালনা করলেন, তাঁকে দেখালেন ঈশ্বরের রাজ্য ;

উ তিনি গৌরবমুকুট লাভ করলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর

# সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং, পুরোহিত, পল চং হাসাং ও তাঁদের সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর সাধু আন্দ্রিয় কিম তায়েগং-এর শেষ উৎসাহ-বাণী থেকে পাঠ

## প্রেম ও স্থিরতায় স্থাপিত বিশ্বাস

প্রিয়তম ভাই ও বন্ধু সকল, একথা বারবার চিন্তা কর: আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও সবকিছু সৃষ্টি করেছেন (আদি ১:১ দ্রঃ)। নিজেদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর; আবার জিজ্ঞাসা কর কেমন পরিকল্পনা অনুসারেই বা তিনি নিজের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষকে এত বিশিষ্টভাবে গড়েছেন।

সুতরাং, বিপদ ও দুর্দশায় পূর্ণ এজগতে আমরা যদি প্রভুকে স্রষ্টা বলে স্বীকার না করি, তবে আমাদের পক্ষে জন্ম নেওয়া ও জীবিত থাকায় কোন উপকার নেই। যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমরা এজগতে এসেছি, তখন আবার তাঁর অনুগ্রহেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করেছি; তাতে প্রভুর শিষ্য হয়ে উঠে আমরা গৌরবময় নাম বহন করি। কিন্তু যথোচিত জীবনাচরণ না করলে আমাদের পক্ষে তেমন মহান নামের কী উপকার হবে? জন্ম নেওয়া ও মণ্ডলীতে প্রবেশ করা বৃথাই হবে; এমনকি প্রভুর প্রতি ও তাঁর অনুগ্রহের প্রতি তা বিশ্বাসঘাতকতাই হবে। প্রভুর অনুগ্রহ গ্রহণ করে তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করার চেয়ে আমাদের পক্ষে জন্ম না নেওয়াই ভাল।

দেখ সেই কৃষক যে মাঠে বীজ বোনে (যাকোব ৫:৭-৮ দ্রঃ): ঠিক সময়ে মাটিতে লাঙল চালায়, তারপর সার দেয়, ও রোদের নিচে তত পরিশ্রম তুচ্ছই জ্ঞান করে সে মূল্যবান বীজ যত্ন করে থাকে। শিষ পাকলে ও ফসল সংগ্রহের সময় এলে তার হৃদয় সমস্ত পরিশ্রমের কথা ভুলে গিয়ে আনন্দ করে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। কিন্তু শিষ শুষ্ক হলে ও খড় ও তুষ ছাড়া অন্য কিছু না থাকলে, কঠোর পরিশ্রমের কথা স্মরণে সেই কৃষক যতখানি মাঠ চাষ করেছিল ততখানি মাঠ ফেলে রাখবে। প্রভু আমাদের সঙ্গে ঠিক তেমনিই ব্যবহার করেছেন: পৃথিবী হল তাঁর মাঠ, মানুষ আমরা হলাম অঙ্কুর, অনুগ্রহ

হল সার। তাঁর মাংসধারণ ও মুক্তিকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের রক্তে আমাদের সিঞ্চন করলেন যাতে বেড়ে উঠতে ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারি। সেই বিচারের দিনে যখন ফসল সংগ্রহের সময় এসে উপস্থিত হবে, তখন যে কেউ অনুগ্রহে পরিপক্ক হবে সে স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের দত্তকপুত্র বলে আনন্দ করবে; কিন্তু যে কেউ ফলহীন হবে, সে যদিও একসময়ে দত্তকপুত্র ছিল, এবার শত্রু হবে ও তার যোগ্য দণ্ড চিরকালের মত ভোগ করবে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, নিশ্চিত হয়েই জেনে রাখ যে, আমাদের প্রভু যিশু জগতে এসে নিজের উপরে অসংখ্য দুঃখ তুলে নিয়েছেন, নিজের যন্ত্রণাভোগ দ্বারা পবিত্র মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, ও ভক্তদের নানা পরীক্ষা ও সাক্ষ্যমরণের মধ্য দিয়েই মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটান। সংসারের শক্তিবৃন্দ তাকে অত্যাচার ও যুদ্ধ করা সত্ত্বেও তথাপি তাকে কখনও পরাভূত করতে পারবে না। যিশুর স্বর্গারোহণের পরে, প্রেরিতদূতদের সময় থেকে আমাদের এ দিনগুলি পর্যন্ত, পৃথিবীর সর্বস্থানে পবিত্র মণ্ডলী ক্লেশের মধ্যেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তেমনি পবিত্র মণ্ডলী যখন আমাদের এ কোরিয়ায় প্রথম প্রবেশ করেছে, সেসময় থেকে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বা ষাট বছর ধরে ভক্তদের বহুবার নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হল, আর আজ নির্যাতন একেবারে তীব্রতম পর্যায়ে উঠেছে। এজন্য একই বিশ্বাসের বহু বন্ধু —তাদের মধ্যে আমিও—কারারুদ্ধ হয়েছে, আর তোমরাও ক্লেশের মধ্যে রয়েছ। আমরা একদেহ, একথা যদি সত্য, তবে হৃদয়-গভীরে কেমন করে দুঃখ পাব না? কেমন করেই বা মানবীয় অনুভূতি ক্রমে বিচ্ছেদের শোক অনুভব করব না?

তথাপি, শাস্ত্র যেমনটি বলে, ঈশ্বর আমাদের মাথার কনিষ্ঠতম চুলের যত্ন নেন (মথি ১০:৩০ দ্রঃ), ও নিজের অসীম জ্ঞানে তার হিসাব রাখেন; তাই তেমন তীব্র নির্যাতন ঐশসঙ্কল্প ছাড়া, অর্থাৎ পুরস্কার বা দণ্ড ছাড়া আর কী বলে গণ্য করা যেতে পারবে?

অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা আঁকড়িয়ে থাক, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্বর্গরাজ যিশুর পক্ষে সংগ্রামে অবিচল থাক; খ্রিষ্ট যাকে একসময় পরাজিত করেছেন, তোমরাও এসংসারের অধিপতি সেই শয়তানকে পরাজিত করবে।

তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাই: ভ্রাতৃপ্রেম অবহেলা করো না, কিন্তু একে অন্যকে সাহায্য কর; আর নির্যাতন দূর করে দিয়ে প্রভু যখন তোমাদের প্রতি দয়া দেখালেন, তখন তোমরা নিষ্ঠাবান থাক।

আমরা এখানে কুড়িজন আছি, ও ঈশ্বরের কৃপায় সকলেই এখনও ভাল আছি। অনুরোধ রাখি, আমাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করা হলে, তোমরা তাদের পরিবারের জন্য চিন্তা কর।

তোমাদের বলার মত আমার আরও অনেক কথা আছে; কিন্তু কাগজ-কলমে তা কেমন করে ব্যক্ত করতে পারি? এখানে আমার পত্র শেষ করছি। সংগ্রামের কাছাকাছি এসে গেছি বিধায় আমি বিশ্বস্ততায় চলতে তোমাদের অনুরোধ করি; তবেই, পরিশেষে, স্বর্গে প্রবেশ করে সবাই মিলে আনন্দ করব।

আমার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আমি শেষবারের মত তোমাদের চুম্বন করি।

**শ্লোক** - ২ করি ৬:৯-১০ দ্রঃ

*প্র* এই যে, এঁরাই খ্রিষ্টের সেই সাক্ষ্যমরবৃন্দ, যাঁরা হুমকি ভয় না করে প্রভুর প্রশংসা করলেন।

*উ* সাক্ষ্যমরদের রক্তই নতুন খ্রিষ্টিয়ানদের বীজ!

*প্র* আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।

*উ* সাক্ষ্যমরদের রক্তই নতুন খ্রিষ্টিয়ানদের বীজ!

২১শে সেপ্টেম্বর

# সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-১৬)

## একদেহে বিতরণ করা বিবিধ অনুগ্রহদান

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

> তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
> মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে

এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

**শ্লোক** - ২ পি ১:২১; প্রবচন ২:৬

*প্র* ঐশবাণী মানুষের ইচ্ছাক্রমে কখনও উপনীত হয়নি,

*উ* পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

*প্র* প্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন, তাঁরই মুখ থেকে সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি নিঃসৃত হয়:

*উ* পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই সেই সকল মানুষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কথা বললেন।

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৪র্থ পুস্তক ২)

**সুসমাচারের প্রচারকবৃন্দ**

**জগতের কাছে আনন্দের কথা ঘোষণা করেন**

*ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (লুক ২:১৪)। ত্রাণকর্তার বাণী অনুসারে, একথা যদি সত্য যে, *একজনমাত্র পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়* (লুক ১৫:১০), তাহলে যখন খ্রিষ্ট সমগ্র পৃথিবীকেই সত্য জ্ঞানে ফিরিয়ে আনেন, যখন তিনি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে তাকে আহ্বান করেন, বিশ্বাস দ্বারা তাকে ধর্মময় করে তোলেন ও পবিত্রীকরণ দ্বারা তাকে উজ্জ্বল করে তোলেন, তখন সেই স্বর্গপ্রাণীবৃন্দ যে এজন্য অধিক আনন্দিত ও উল্লসিত, একথা কি সন্দেহের বিষয় হতে পারে?

ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দিব্য বাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের

কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রিষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে (কল ১:১৭ দ্রঃ); কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম *সেই আত্মিক গৃহ* (১ পি ২:৫) যা *সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা* একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে (এফে ২:২১, ২২ দ্রঃ), কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন (এফে ৩:১৭ দ্রঃ)।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রিষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রিষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র*, তখন খ্রিষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব* (মথি ১৬:১৮), যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই শৈল হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সুতরাং 'পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল' (ইশা ৪৪:২৩ সত্তরী পাঠ্য), এপ্রসঙ্গে আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; কেননা মোশি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু কথা বলতে ধীর ছিলেন; বিধানের কণ্ঠও তত দূরে শোনা যেত না, কেবল যুদেয়ার মধ্যেই শোনা যেত। অতএব, তোমরা যাঁরা খ্রিষ্টের দূত হিসাবে নিযুক্ত, তুরি বাজাও! হ্যাঁ, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন* (সাম ১৯:৫)।

শ্লোক - সাম ১৯:৪, ৫; প্রজ্ঞা ৫:১

প্ নেই কোন কথা, নেই কোন বাণী, শোনা যায় না কো তাঁদের কণ্ঠস্বর, তবু

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

প্ ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবেন, যারা তাঁকে অত্যাচার করল।

উ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।

২৩শে সেপ্টেম্বর

# পিয়েত্রেল্চিনার সাধু পিউস, পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত পিয়েত্রেল্চিনার সাধু পিউসের পত্রাবলি থেকে পাঠ

## শাশ্বত আবাসের প্রস্তর

মুক্তিদায়ী ছেনির অনবরত আঘাত ও যত্নপূর্ণ পরিশোধন দ্বারা স্রষ্টা ঈশ্বর শাশ্বত এক গৃহ নির্মাণ করার জন্য প্রস্তরগুলো প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেন—ঠিক যেভাবে আমাদের কোমল মাতা সেই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী গির্জা-উৎসর্গীকরণ সংক্রান্ত উপাসনায় স্তোত্রে গান করে। আর আসলে সেকথা সত্য।

শাশ্বত গৌরবের জন্য নিরূপিত এক একটি আত্মাকে উপযুক্তভাবে একটা পাথরের সঙ্গে তুলনা করা যায় যা শাশ্বত আবাস নির্মাণের জন্য স্থিরীকৃত। যে নির্মাণকর্তা একটা গৃহ নির্মাণ করতে উদ্যত হয়, তার পক্ষে সর্বপ্রথমে সেই পাথরগুলোকে মসৃণ করা দরকার যেগুলো নির্মাণকাজে লাগাবে। তেমন কাজ সে ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে সম্পন্ন করে। একই প্রকারে স্বর্গীয় পিতা সেই মনোনীত আত্মাদের অন্তরে সেইভাবে ব্যবহার করেন যেগুলোকে আদিকাল থেকে তাঁর সর্বোত্তম প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি শাশ্বত আবাস নির্মাণের জন্য স্থির করেছিল।

কেননা যে আত্মা খ্রিষ্টের সঙ্গে চিরকালীন গৌরবে রাজত্ব করার জন্য স্থিরীকৃত, তাকে ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে মসৃণ করা দরকার; তেমন যন্ত্রপাতি দিয়ে স্রষ্টা ঈশ্বর সেই পাথরগুলো অর্থাৎ সেই মনোনীত আত্মাদের প্রস্তুত করেন। কিন্তু সেই ছেনি ও হাতুড়ির আঘাত বলতে কী বোঝায়? হে বন্ধু আমার, তা বলতে অন্ধকার, ভয়-ভীতি, প্রলোভন, কষ্ট, এমন মনের আতঙ্ক যা কোন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে, আবার দৈহিক যন্ত্রণা বোঝায়।

সুতরাং সেই অসীম দয়ার সনাতন পিতার কাছে ধন্যবাদ জানাও যিনি এইভাবে পরিত্রাণের দিকে তোমাদের আত্মাকে চালনা করেন। সকল পিতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম এই পিতার মঙ্গলময় ব্যবস্থার জন্য কেন গর্ববোধ করব না? আত্মাদের এই স্বর্গীয় চিকিৎসকের কাছে অন্তর খুলে দাও, এবং পূর্ণ ভরসার সঙ্গে তাঁর পবিত্রতম হাতে

নিজেদের সঁপে দাও, কেননা তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন যাতে কালভারীর উচ্চগামী পথ বেয়ে যিশুর অনুসরণ কর। আমি আনন্দের সঙ্গে ও মনের একাগ্রতার সঙ্গে লক্ষ করছি তিনি কিভাবে অনুগ্রহ তোমাদের অন্তরে ব্যবহার করেন।

আর যেন এবিষয়ে কখনও সন্দেহ পোষণ না কর যে, যা কিছু তোমাদের আত্মায় ঘটে তা প্রভু নিজেই নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এমন ভয় করতে নেই যে, তোমরা ঈশ্বরের কোন অমঙ্গল বা অনিষ্টে পতিত হবে। যিনি প্রকৃতপক্ষে উত্তরোত্তর প্রশংসারই যোগ্য, তোমরা সারা জীবন ধরে সেই প্রভুকে দুঃখ দাওনি, যখন একথা জান, তখন এটিই যথেষ্ট হোক।

আর তোমাদের আত্মার মঙ্গলময় বর যদি লুকিয়ে থাকেন, তবে মনে কর না তিনি এমনটি করেন তোমাদের শঠতার বিষয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, বরং তিনি আরও গভীরভাবে তোমাদের বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে চান, এবং তেমন রোগ-ব্যাধি থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন যেগুলোকে দৈহিক চোখ দেখতে পারে না; সেই রোগ ও অপরাধের কথা বলছি যেগুলো থেকে ধার্মিক মানুষও মুক্ত নয়, যেমনটি শাস্ত্রেও বলে, *ধার্মিকের সাতবারই পতন হয়* (প্রবচন ২৪:১৬ লাতিন পাঠ্য)।

আর আমাকে এবিষয়ে বিশ্বাস কর যে, আমি যদি তোমাদের কম কষ্টের মধ্যে দেখতাম, তবে তত আনন্দ করতাম না, যেহেতু আমি বুঝতাম যে প্রভু তোমাদের কম মুক্তা দিয়েছিলেন। প্রলোভনের মত প্রতিকূল সন্দেহগুলোও দূর করে দাও। সেই সন্দেহগুলোকেও দূর করে দাও যেগুলো তোমাদের জীবনধারণ-সংক্রান্ত, অর্থাৎ সেই ধরনের সন্দেহ যা দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের ডাক শোন না ও বরের মধুর আহ্বান প্রতিরোধ কর। কেননা সেই সবকিছু মঙ্গলময় আত্মা থেকে নয়, অমঙ্গলকর আত্মা থেকেই আসে। সেই সবকিছু প্রকৃতপক্ষে দিয়াবলের ফন্দি-ফিকির যেগুলোর লক্ষ্য হল যাতে তোমরা পবিত্রতা থেকে দূরে যাও কিংবা পবিত্রতার পথে শিথিল হয়ে বসে থাক। ভেঙে পড়ো না!

যখন যিশু দেখা দেন, তখন তাঁকে ধন্যবাদ জানাও; যখন লুকিয়ে থাকেন, তখনও ধন্যবাদ জানাও, কেননা সবকিছুই তাঁর ভালবাসার যত্নপূর্ণ লীলা। আমার বাসনা,

তোমরা যিশুর সঙ্গে আত্মাকে ক্রুশের উপরে উপনীত করবে এবং যিশুর সঙ্গে তোমরাও বলে উঠবে, ‘সিদ্ধি হয়েছে’।

**শ্লোক** - এফে ২:২১-২২ দ্রঃ

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুতে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছে

*উ* প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য।

*প্র* তাঁর মধ্যে আত্মা দ্বারা তোমাদেরও ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গেঁথে তোলা হচ্ছে

*উ* প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য।

২৫শে সেপ্টেম্বর

## ধন্য যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমে, বিশপ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ ধন্য যোসেফ বেনেডিক্ট দুসমের পালকীয় পত্রাবলি থেকে পাঠ

### যতক্ষণ আমাদের একটুকু রুটি থাকে,
### আমরা গরিবদের সঙ্গে তা ভাগ করে খাব

আট বছরের ঊর্ধ্বেও শান্তির ঐক্যে যাঁদের সঙ্গে বাস করা ভাল ও সুন্দর হয়েছিল, আমাদের সেই প্রিয়তম সহভ্রাতাদের বিচ্ছুরণজনিত তীব্র আঘাত তখনও জ্বালা দিচ্ছিল। আমরা আতিথেয়তাপূর্ণ এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে প্রায় উদ্যত হচ্ছিলাম এমন সময় সর্বোচ্চ পালকের আহ্বান আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হল—তিনি এ ধর্মপ্রদেশের ভার আমাদের হাতেই তুলে দিচ্ছিলেন। সে মুহূর্তে আমরা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ও আশ্বাসহীন হয়ে পড়লাম, কেননা সেমুহূর্তে কেবল আমাদের ক্ষুদ্রতা, পদের ভার ও ঈশ্বরের ও মানুষের সামনে আমাদের সম্মুখীন দায়িত্বই অনুভব করছিলাম। হ্যাঁ, আমরা এসব কিছু অনুভব করে কম্পিতই ছিলাম। অন্য দিকে আমরা ভেবে দেখলাম যে, তেমন কঠিন পরিস্থিতিতে পুণ্য পিতার আহ্বান ফিরিয়ে দিলে আমরা বড়ই অপরাধে অপরাধী হতাম, কেননা তিক্ততার পানপাত্র নিজ ওষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিলে তা ভক্তদের পিতাকেই একাকী পান করতে ফেলে রাখতাম।

পিতরের সমাধিমন্দিরের উপর প্রণত হয়ে আমরা ভক্তিভরে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন বর্তমান পরিস্থিতি-উপযোগী বাণী আমাদের অন্তরে সঞ্চার করেন, এমন বাণী যা আমাদের পুরোহিতবর্গের কাছে পালনীয় দিগনির্দেশ অনাবৃত ও সুস্পষ্ট ভাবেই ইঙ্গিত করবে, ও আমাদের এ জনগণকেও সুস্থির করবে—যে জনগণ আমাদের সমস্ত ভালবাসার শীর্ষস্থানে একাই বিরাজ করেন।

শ্রদ্ধেয় পুরোহিতবর্গ, আমাদের পতাকা হচ্ছে একাত্মতা, আর আমরা নিশ্চিত আছি, তা আপনাদেরও পতাকা হবে। কেননা একাত্মতায়ই রয়েছে সত্য, একাত্মতায়ই রয়েছে শক্তি, একাত্মতায়ই রয়েছে সুখ। আমাদের দিক দিয়ে, আমাদের শূন্যতা বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা বিধাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই—তিনি তো আমাদের এমন

বিরাট বুক দান করেছেন যা আপনাদের সকলকে ধারণ করতে পারে! আমাদের এ বুকে ব্যক্তি-বিশেষের কোন পার্থক্য নেই, আর তেমন পার্থক্য কখনও থাকবে না। এ বুকে সন্তান, ভাইবোন, নির্যাতিত, বন্ধু শুধু নয়, বরং দৈবক্রমে শত্রু, নিন্দুক ও অমঙ্গলকামী কেউ থাকলে তারাও এ বুকে একটা স্থান পাবেন। এমনটি করব, যেন আদেশ কখনও অত্যাচার না হয়, বাধ্যতাও যেন কখনও দাসত্ব না হয়। আমরা নিজেদের দোষ স্বীকার করা অপমান বলে মনে করি না; নিজেদের অস্বীকার করা ও নিজেদের পদক্ষেপে ফিরিয়ে যাওয়াই প্রকৃত সৎসাহস। হ্যাঁ, প্রিয়জনেরা, আমাদের ও আপনাদের, সকলেরই ক্ষমা করার ও ক্ষমা পাবার কিছু আছে। আসুন, হাত মেলাই, একে অন্যকে আলিঙ্গন করি, এমন বন্ধুত্বের শপথ নিই যা কেবল মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়। আসুন, আমাদের পারস্পরিক একাত্মতার আদর্শ দানে এ শহরের পরিবারগুলোর সুসম্পর্ক গঠনে সহযোগিতা দান করি—এ শহর যা শহরগুলোর মধ্যে সুন্দরতম! যত ক্রোধ, যত হিংসা, যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করা হোক: শান্তি, শান্তি, শান্তি!

আমাদের উত্তম জনগণ যাঁরা আমাদের কাছে খাদ্য ও বিশ্বাস দাবি করেন, তাঁরা আমাদের পিতৃস্নেহের হাতে সম্পূর্ণরূপেই নিজেদের সঁপে দেন। যতক্ষণ আমাদের একটুকু রুটি থাকবে, ততক্ষণ আমরা গরিবদের সঙ্গেই তা ভাগ করে খাব। দুঃখার্ত সমস্ত হতভাগার জন্য আমাদের দরজা সর্বদাই খোলা থাকবে। বিশপ-ভবনের প্রবেশদ্বারে যে সময়সূচী টাঙাতে আদেশ করব, তা এমনটি হবে যাতে বিশেষভাবে অভাবগ্রস্তই যে কোন সময়ে প্রবেশ করতে পারে। সকলে ও সবসময়ই সাহায্য, বা উপায় না থাকলে, সান্ত্বনা ও স্নেহের কথা পেতে পারবে।

কিন্তু বিশ্বাস ⋯ ! এই তো, আমাদের জনগণ বিশ্বাস সুরক্ষিতই চান, ও আমাদের কাছে এ দাবি রাখেন আমরা যেন সে বিশ্বাস রক্ষা করি। ঈশ্বর আমাদের কেবল এ বস্তুরই অগ্রবর্তী প্রহরী করে নিযুক্ত করেছেন, অন্য বস্তুর নয়। অতএব আমরা এবিষয়ে অবিরতই চেতনা দেব যে, যা কায়েসারের তা কায়েসারকে দিয়ে মানুষ যেন যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দেয়।

প্রিয়তম ভাই ও সন্তানেরা, ভক্তিভরে প্রার্থনা করুন, যেন আপনাদের পালকের উপরে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সহায়তা বর্ষিত হয়। একটা বিশপ যে এমনি উত্তম বা খারাপ

হতে পারেন আর একই সময়ে তাঁর ব্যবহারের ফল যে তাঁর জনগণের মাঝে দেখা দেবে না, এমনটি হতে পারে না।

একদিন—শীঘ্রই বা দেরিতে তা ঈশ্বর জানেন—আপনারা এসে আমাদের মৃত্যু-শয্যা ঘিরে থাকবেন। কতই না মহান হবে আমাদের আনন্দ, যদি সেদিন আপনাদের কাছ থেকে আমাদের এমনভাবে বিদায় নিতে দেওয়া হয় যেন আনন্দের সঙ্গেই আপনাদের সকলকে শান্তি, ভালবাসা ও বিশ্বাসের সেই রাজ্যে রেখে যেতে পারি যেখানে অনেকে এক-ই হয়, যেখানে সবকিছু সকলেরই অধিকার: আত্মা, চিন্তা, সংগ্রাম, বিজয় ও ঈশ্বর—সবই সকলেরই সাধারণ অধিকার! তবেই আপনাদের এ পালকের প্রায়-শক্ত অঙ্গগুলি স্বস্তি পাবে, তাঁর আচ্ছাদিত চোখ দু'টো আলোকিত হবে, তাঁর ফেকাশে মুখে জীবনের উজ্জ্বলতা ফিরবে, স্নেহভরা অনুভূতিধারাই তাঁর বিগলিত হৃদয় পুনরায় দখল করবে।

অস্পষ্ট কথায়, দীর্ঘশ্বাস করতে করতে তিনি তাঁর প্রাণের গভীরতম স্থল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবেন, কারণ ঊর্ধ্বলোকের সহায়তার পরে আপনাদের বাধ্যতা ও সদাগ্রহই দায়ী হবে সেই সমস্ত কল্যাণকর কাজের জন্য, যা তিনি করতে পেরেছেন; ও সুখে শান্তিতে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে সানন্দে বলতে পারবেন: আমি সুখী হয়ে মরছি: আমার সন্তানেরা বিশ্বাসের ঐক্যে সত্যি একপ্রাণ এক-আত্মা!

**শ্লোক** - কল ৩:১২, ১৪, ১৫

*প্র* ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর।

*উ* খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

*প্র* সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন।

*উ* খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

২৬শে সেপ্টেম্বর

## সাধু কোস্মাস ও দামিয়ান, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩২৯:১-২)

### সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু
### যা খ্রিষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫); হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র, যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)।

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন, তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: *খ্রিষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে* (১ যোহন ৩:১৬ দ্রঃ)।

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের*

*আয়োজন করতে হবে* (প্রবচন ২৩:১-২ লাতিন পাঠ্য)। সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রিষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব* (সাম ১১৬:১২-১৩)।

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও* (মথি ২৬:৩৯)।

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম* (সাম ১১৬:১৩)। আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি

সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* (যোহন ১৬:৩৩)। স্বর্গরাজ তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু।

**শ্লোক**

℣ হে ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ, তোমরা গৌরবময় রক্ত দান করেছ; জীবনে খ্রিষ্টের বন্ধু হয়ে তোমরা মৃত্যুতে তাঁর অনুসরণ করেছ:

℟ এজন্য তোমরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

℣ এক আত্মা তোমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এক বিশ্বাস তোমাদের সুস্থির করেছে:

℟ এজন্য তোমরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

২৭শে সেপ্টেম্বর

# সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল, পুরোহিত

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু ভিনসেণ্ট দ্য পল-লিখিত 'আধ্যাত্মিক পত্র ও উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (পত্র ২৫৪৬)

## গরিবদের মধ্যে খ্রিষ্টের সেবা করা

গরিবদের মধ্যে যা বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রকাশ পায়, সেই ভিত্তিতেই তাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, তাদের আন্তরিক গুণের ভিত্তিতেও নয়। আমাদের বরং উচিত বিশ্বাসের আলোতেই তাদের কথা বিবেচনা করা। ঈশ্বরের পুত্র গরিব হতে চাইলেন, আবার চাইলেন, গরিবেরাই হবে তাঁর প্রতিনিধি। যন্ত্রণাভোগের সময়ে তাঁর চেহারা প্রায় মানুষের চেহারার মত ছিল না; বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ছিলেন উন্মাদ, ইহুদীদের পক্ষে ছিলেন এমন প্রস্তর যা তাদের পতন ঘটাত; অথচ নিজেকে গরিবদের কাছে সুসমাচার-প্রচারক বলে অভিহিত করেন: *তিনি আমাকে গরিবদের কাছে সুসমাচার দেবার জন্য প্রেরণ করেছেন* (লুক ৪:১৮)।

আমাদের তেমন অনুভূতি-মনোভাব আপন করা দরকার, যিশু যা করলেন তাও করা দরকার: গরিবদের প্রতি যত্ন, সান্ত্বনা, সাহায্য, উৎসাহ দান করা।

তিনি নিজে চাইলেন গরিব অবস্থায় জন্ম নিতে, নিজ সাহচর্যে গরিবদের গ্রহণ করতে, গরিবদের সেবা করতে, গরিবদের স্থানে দাঁড়াতে; এমনকি তিনি একথা পর্যন্ত বললেন যে, গরিবদের প্রতি আমরা মঙ্গলকর বা অমঙ্গলকর যা কিছু সাধন করব, তা তিনি নিজের ঐশব্যক্তিত্বের প্রতিই সাধিত বলে বিবেচনা করবেন। ঈশ্বর গরিবদের ভালবাসেন, ফলে তাদেরও ভালবাসেন যারা গরিবদের ভালবাসে। বাস্তবিকই, একজনকে ভালবাসলে তার বন্ধু ও দাসদের প্রতিও আন্তরিকতা প্রকাশ করা হয়। তাই আমরাও যুক্তির সঙ্গে এ ভরসা রাখতে পারি যে, তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার খাতিরে তিনি আমাদেরও ভালবাসবেন।

যখন তাদের দেখতে যাই, তখন আমাদের উচিত, তাদের দুঃখকষ্টের সহভাগী হবার জন্য তাদের অবস্থা উপলব্ধি করা ও সেই মনোভাবেই ব্যবহার করা যা সম্বন্ধে

প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *আমি সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি* (১ করি ৯:২২)। সুতরাং এসো, পরের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে সচেষ্ট হই। আর এ উদ্দেশ্যে, এসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দয়া ও ভালবাসার আত্মা দান করে সেই আত্মায় আমাদের পরিপূর্ণ করেন ও সেই আত্মা আমাদের অন্তরে অক্ষুণ্ন রাখেন।

সবকিছুর চেয়ে গরিবদের সেবায়ই প্রীত হওয়া উচিত। একাজে কোন বিলম্ব না থাকা চাই। প্রার্থনার নির্ধারিত সময়ে যদি কোন গরিবের কাছে একটা ঔষধ বা উপকারী যাই কিছু নিয়ে যেতে হয়, শান্তমনেই তার কাছে যাও। প্রার্থনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হয়ে ঈশ্বরের কাছে তোমাদের সেই কর্ম উৎসর্গ কর। গরিবদের সেবার কারণে যদি প্রার্থনার নির্দিষ্ট কাল খণ্ড বা বাতিল করে থাক, এর জন্য চিন্তা করো না, মনে করো না তোমাদের ত্রুটি হয়েছে। ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, অর্থাৎ কিনা ঈশ্বরের একটা কাজ করার জন্য ঈশ্বরের অন্য কাজ বাতিল করা, তা তো ঈশ্বরকে ছেড়ে দেওয়া নয়। একটি গরিবের সহায়তা করার জন্য যদি প্রার্থনা ছাড়, জেনে রেখ, তেমন কাজ হল ঈশ্বরেরই সেবা। ভালবাসা সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে, আর ভালবাসাই সবকিছুর বিচারমান হওয়া উচিত। ভালবাসা মহা গৃহিণী: তিনি যা আদেশ করেন তা করতে হবে।

জীবনকালে যারা গরিবদের ভালবাসবে, তারা মৃত্যুকে ভয় করবে না। সুতরাং এসো, নবীকৃত প্রেমের সঙ্গেই গরিবদের সেবা করি ও সকলের চেয়ে অবহেলিতদেরই সন্ধান করে বেড়াই। তারাই আমাদের প্রভু ও মনিব।

**শ্লোক** - ১ করি ৯:১৯, ২২; যোব ২৯:১৫-১৬

*প্র* কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি; দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল;

*উ* সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

*প্র* আমি ছিলাম অন্ধের চোখ, ছিলাম খোঁড়ার পা; আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা।

*উ* সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

২৮শে সেপ্টেম্বর

## সাধু ভেন্সেস্লাস, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - আদিস্লাভীয় প্রথম 'বৃত্তান্ত' থেকে পাঠ

### যিনি দীনহীনদের ন্যায়বিচারে বিচার করেন
### সেই রাজার সিংহাসন চির অবিচল থাকবে

ভ্রাতিস্লাসের মৃত্যুতে বোহেমীয়েরা তাঁর পুত্র ভেন্সেস্লাসকে রাজপদে মনোনীত করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি বিশ্বাসে পরিপক্ক ছিলেন। গরিবদের উপকার করতেন, বস্ত্রহীনদের কাপড় পরাতেন, ক্ষুধার্তদের খাদ্য দান করতেন, প্রবাসীদের আশ্রয় দিতেন —ঠিক যেভাবে সুসমাচার দাবি করে। বিধবাদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে তা তিনি সহ্য করতেন না, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকেই ভালবাসতেন, ঈশ্বরের সেবকদের সহায়তা দিতেন, বহু গির্জা অলঙ্কৃত করতেন। তা সত্ত্বেও, বোহেমীয়দের মধ্যে কয়েকজন লোক অভিমানের জোরে তাঁর ছোট ভাই বোলেস্লাসকে উসকানি দিয়ে বলল: 'তাঁর মাতা ও তাঁর রাজপুরুষদের সঙ্গে ভেন্সেস্লাস তোমাকেও হত্যা করতে মতলব করেছে।'

এমনটি ঘটল যে, সাধু কোস্মাস ও দামিয়ানের পর্বদিনে, রবিবারে, ভেন্সেস্লাস আল্ট-বুঞ্জলাউ শহরে যাচ্ছেন; কেননা প্রথা আছে, যে শহরে বিশেষ পর্ব পালিত হয় তিনি সেখানে যান; এমনকি গির্জা উৎসর্গীকরণ দিবস পালিত হলে তিনি কখনও অনুপস্থিত নন। সুতরাং, সেদিন খ্রিষ্টযাগে যোগদানের পর তিনি প্রাগাতে ফিরে যাবেন বলে সঙ্কল্প নেন, কিন্তু বোলেস্লাস জঘন্য পরিকল্পনা ক্রমে তাঁকে থাকতে বলেন: 'ভাই, এত শীঘ্রই যেতে চাচ্ছ কেন?'

পরদিন, ভোরবেলায়, প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য ঘণ্টা বাজতে লাগল। সেই শব্দে ভেন্সেস্লাস বলে উঠলেন, 'তোমার জয় হোক, প্রভু, তুমি যে আজ পর্যন্ত আমাকে জীবনযাপন করতে দিয়েছ।' এবং উঠে প্রাতঃকালীন উপাসনায় যোগ দিতে যান।

বোলেস্লাস ইতিমধ্যে তাঁর জন্য ওত পেতে আছেন; তিনিও তাঁর পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত যান; সেখানে ভেন্সেস্লাস তাঁকে দেখে বলেন, 'ভাই, কাল পর্যন্ত তুমি আমার বিনম্র

দাসের পরিচয় দিয়েছ।' কিন্তু শয়তান বোলেস্লাসের হৃদয় বিকৃত করেছিল বিধায় সেই উসকানিতে প্ররোচিত হয়ে বোলেস্লাস খড়্গ কোষমুক্ত করে তাঁকে উত্তরে বলেন: 'এবার তোমার উত্তম দাস হতে চাই।' তাই বলে খড়্গ দ্বারা তাঁকে গলায় আঘাত করেন।

তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ভেন্সেস্লাস তাঁকে বলেন, 'ভাই, কী করছ?' ও তাঁকে ধরে মাটিতে লুটিয়ে দেন। কিন্তু বোলেস্লাসের এক মন্ত্রী শীঘ্রই এসে ভেন্সেস্লাসকে হাতে আঘাত করেন। হাতে আহত হয়ে ভেন্সেস্লাস ভাইকে ছেড়ে গির্জার দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু আরও দু'জন ধূর্ত লোক তাঁর পিছনে দৌড় দিয়ে গির্জার প্রবেশদ্বারে তাঁকে হত্যা করে। আর শুধু তা নয়, চতুর্থ একজন খড়্গের আঘাতে তাঁর পাশ বিঁধিয়ে দেয়। ভেন্সেস্লাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বলেন, *প্রভু, তোমারই হাতে আমার আত্মা সঁপে দিই* (লুক ২৩:৪৬ দ্রঃ)।

**শ্লোক** - হো ১৪:৬; সাম ৯২:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* ধার্মিক মানুষ লিলিফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে,

*উ* প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

*প্র* প্রভুর গৃহে রোপিত হয়ে সে নিত্যই বিকশিত হবে:

*উ* প্রভুর সামনে নিত্যই পল্লবিত হবে।

একই দিন ২৮শে সেপ্টেম্বর

## সাধু লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাক্ষ্যমর লরেন্স রুইজ ও তাঁর সঙ্গীদের ধন্য-ঘোষণা উপলক্ষে মানিলাতে পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পলের উপদেশ থেকে পাঠ

### নিজেদের রক্তক্ষরণে তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি উপাসনা ও ভক্তির সর্বোচ্চ ধর্মক্রিয়া সম্পাদন করলেন

সুসমাচারের কথা অনুসারে, খ্রিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন, যারা মানুষের সামনে তাকে স্বীকার করবে তিনি স্বর্গস্থ পিতার সামনে সেই বিশ্বস্ত সাক্ষীদের স্বীকার করবেন।

যে ঈশ্বরের বন্দনাগান এখন অসংখ্য ভক্তদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তা সেই 'তুমি ঈশ্বর' স্তুতিগানেরই প্রতিধ্বনি যা সাধু দমিনিক গির্জায় ২৭শে ডিসেম্বর ১৬৩৭ সালে সন্ধ্যাকালে গান করা হয়েছে যখন ছ'জন খ্রিষ্টভক্তের সাক্ষ্যমরণের সংবাদ নাগাসাকিতে এসে পৌঁছল। সেই সাক্ষ্যমরদের মধ্যে ছিলেন মিশনের পরিচালক লেওন অঞ্চলের স্পেন-নাগরিক ডমিনিকান ফাদার আন্তনি গোঞ্জালেজ ও গৃহস্বামী সেই লরেন্স রুইজ, মানিলার বিনন্দ পাড়ায় যাঁর জন্ম। সর্বশক্তিমান ও দয়াবান ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীতের গান ছিল তাঁদের গৌরবময় সাক্ষ্যদানের নিত্য সঙ্গী—তাঁরা যখন কারাবাসে ছিলেন তখন, তাঁরা যখন তিন দিনব্যাপী যন্ত্রণাভোগের সম্মুখীন হলেন তখনও।

বিশ্বাস জগৎকে জয় করে। যারা সত্য জ্ঞানলাভে আসতে চায়, বিশ্বাস-প্রচার সূর্যের মত তাদের আলোকিত করে। ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তবু খ্রিষ্টীয় একই ও একমাত্র পরম্পরাই ধ্বনিত।

প্রভু যিশু আপন রক্তমূল্যে নিজের দাসদের মুক্ত করলেন, ও সমস্ত গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশ থেকে তাদের একত্রিত করলেন যাতে তাদের তিনি আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজকীয় এক যাজকত্ব করে তুলতে পারেন।

ক্রুশবেদির উপরে খ্রিষ্টের যজ্ঞের সহভাগিতায় নিজেদের রক্ত ক্ষরণ ক'রে এ ষোলজন ধন্য সাক্ষ্যমর যাজকত্বের অনুশীলনে বাপ্তিস্ম বা পবিত্র যাজকীয় তৈলাভিষেকের জোরে ঈশ্বরের কাছে উপাসনা ও ভক্তির সর্বোচ্চ ধর্মক্রিয়া সম্পাদন

করলেন। তাতে তাঁরা এমন নিখুঁততম পর্যায়েই সেই যাজক ও যজ্ঞ স্বরূপ খ্রিষ্টের অনুকরণ করেছেন, যে পর্যায় অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একইসময়ে তাঁদের সাক্ষ্যমরণে ভাইবোনদের প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার প্রমাণও সাধিত, কেননা আমাদের জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, সেই ঈশ্বরের পুত্রের আদর্শে আমরাও ভাইবোনদের জন্য আত্মদান করতে আহূত।

লরেন্স রুইজ এসব কিছু সাধন করলেন। বিপদপূর্ণ যাত্রার পরে পবিত্র আত্মা দ্বারা অপ্রত্যাশিত গন্তব্যস্থানে চালিত হয়ে তিনি বিচারকদের সামনে ঘোষণা করলেন, তিনি খ্রিষ্টিয়ান, তিনি আপন প্রভুর জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত: 'আহা, আমি যদি তাঁর জন্য সহস্রবার প্রাণ দিতে পারতাম! কখনও বিশ্বাসঘাতক হব না। আপনারা ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। ঈশ্বরের জন্য মৃত্যুবরণ করা—এ আমার ইচ্ছা।'

এ বাক্যেই তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তাঁর বিশ্বাস-স্বীকার ও তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য ব্যক্ত।

সাক্ষ্যমরণ-ক্ষণে সেই যুব পিতা সেই খ্রিষ্টীয় ধর্মশিক্ষা ঘোষণা করলেন ও সম্পন্ন করলেন যা বিনন্দ পাড়ায় দমিনিকান ফাদারদের স্কুলে গ্রহণ করেছিলেন: এমন ধর্মশিক্ষা যা খ্রিষ্ট-রহস্যেই সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত—তাঁর দূতের মুখ দিয়ে খ্রিষ্টই ঘোষিত, খ্রিষ্টই কথা বলেন।

চীনদেশী পিতার ও তাগালাদেশী মাতার সন্তান এ লরেন্স রুইজের সাক্ষ্যদান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উচিত খ্রিষ্টকেই লক্ষ করা।

যিনি জগতে এসেছেন সকলে যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়, সেই খ্রিষ্টের আত্মোৎসর্গের সাড়ায় প্রতিদিন নিজেদের দান করাই খ্রিষ্টীয় জীবনের অর্থ।

শ্লোক - এফে ৪:৪, ৫ দ্রঃ

℣ ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ প্রভুর জন্য রক্তদান করলেন, জীবনে খ্রিষ্টকে ভালবাসলেন, মৃত্যুতে তাঁর অনুকরণ করলেন:

℟ এজন্য তাঁরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

℣ তাঁরা ছিলেন এক বিশ্বাস ও এক আত্মায় একত্রিত:

ঊ এজন্য তাঁরা এখন গৌরবমালায় ভূষিত।

২৯শে সেপ্টেম্বর

# মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-১৭)

**নাগদানবের সঙ্গে মিখায়েলের সংগ্রাম**

স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল: দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিং ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা (সাম ২:৯ দ্রঃ); আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

'আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;

কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।'

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের পাখা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে 'এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল' ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যিশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

শ্লোক - প্রকাশ ১২:৭, ১০; ১৯:১ দ্রঃ

প্ স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল; মিখায়েল নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। তখন এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল:

উ পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই!

℣ আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে, তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;

℟ পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই!

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৪:৮-৯)

**'দূত' শব্দটি স্বরূপ নয়, ভূমিকাই ব্যক্ত করে**

একথা জানা উচিত যে, 'দূত' শব্দটি স্বরূপ নয়, একটা ভূমিকাই ব্যক্ত করে। বস্তুতপক্ষে স্বর্গীয় মাতৃভূমির সেই ধন্য জীবাত্মাবৃন্দ সবসময়ের মতই জীবাত্মা হয়ে থাকেন; অথচ তাঁদের সবসময় 'দূত' বলে অভিহিত করা চলে না, কেননা যখন তাঁদের মধ্য দিয়ে একটি সংবাদ দেওয়া হয়, শুধু তখনই তাঁদের দূত বলা উচিত। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সাধারণ সংবাদ দেন, তাঁদের বলা হয় দূত, কিন্তু যাঁরা মহাঘটনারই সংবাদ দেন, তাঁদের মহাদূত-ই বলা হয়।

এজন্যই তো কুমারী মারীয়ার কাছে সাধারণ এক দূত নয়, কিন্তু গাব্রিয়েল মহাদূত-ই প্রেরিত হন। প্রকৃতপক্ষে যত সংবাদের মধ্যে সবচেয়ে মহাসংবাদ দেবার জন্য, তেমন দায়িত্ব নিয়েই যে দূতদের মধ্যে প্রধান একটা দূত প্রেরিত হলেন, তা সত্যি সমীচীন ছিল।

মহাদূতবৃন্দ এমন বিশেষ বিশেষ নামের অধিকারী যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় তাঁরা কোন্ বিশেষ কাজে নিযুক্ত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দর্শন থেকে নির্গত সেই পূর্ণজ্ঞান যা নগরীকে পূর্ণতা দান করে, সেই স্বর্গীয় পবিত্র নগরীতে এক এক দূতের এমন ভিন্ন ভিন্ন নাম নেই যা তাঁদের ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করে। কিন্তু, তাঁরা বিশেষ কাজের জন্য যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন সেই বিশেষ কাজ অনুসারেই একটা বিশেষ নাম ধারণ করেন।

তাই মিখায়েলের অর্থ হল: কেবা ঈশ্বরের মত? গাব্রিয়েলের অর্থ ঈশ্বরের শক্তি, ও রাফায়েলের অর্থ ঈশ্বরের ঔষধ।

যখন এমন কিছু করা প্রয়োজন যা সাধনের জন্য মহা সাহস ও শক্তি দরকার, তখন বলা হয় যে মিখায়েলই প্রেরিত, যাতে কাজ ও নামের মধ্য দিয়ে বোঝা যেতে পারে যে,

ঈশ্বরের মত কাজ করার সাধ্য কারও নেই। গর্ব ক'রে যে ঈশ্বরের মত হতে কামনা করে বলেছিল, *আমি স্বর্গ পর্যন্তই আরোহণ করব, ঈশ্বরের তারানক্ষত্রের উর্ধ্বেও আমার সিংহাসন স্থাপন করব, আমি পরাৎপরের সমকক্ষ হব* (ইশা ১৪:১৩, ১৪), সেই আদিম শত্রু জগৎশেষে একাকী হয়ে চরম দণ্ডাদেশে দণ্ডিত হবে। আচ্ছা, যোহনের বাণী অনুসারে, সেই শত্রু মহাদূত মিখায়েলের সঙ্গে সংগ্রামরত বলে উপস্থাপিত : *মিখায়েলের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বেধে গেল* (প্রকাশ ১২:৭)।

মারীয়ার কাছে সেই গাব্রিয়েল প্রেরিত, যাঁর নামের অর্থ ঈশ্বরের শক্তি। তিনি তাঁরই সংবাদ দিতে এসেছিলেন, যিনি অন্তরীক্ষের অপশক্তিবৃন্দকে পরাস্ত করার জন্য নিজের প্রসন্নতায় বিনম্র অবস্থায় আবির্ভূত হলেন। তাই, যিনি স্বর্গবাহিনীর প্রভু ও শক্তিশালী যোদ্ধা বলে আসছিলেন, সঙ্গতভাবেই তাঁর আগমনের সংবাদ 'ঈশ্বরের শক্তি' দ্বারাই দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

উপরে বলেছি, রাফায়েলের অর্থ ঈশ্বরের ঔষধ। বস্তুতপক্ষে তিনি চিকিৎসকের মতই তোবিতের চোখ স্পর্শ করে তাঁর অন্ধতার অন্ধকার ঘুচিয়ে দিলেন। তাই যিনি আরোগ্যদান করতে প্রেরিত হলেন, তাঁকে যে 'ঈশ্বরের ঔষধ' বলা হয়, তাও যুক্তিসঙ্গত।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৮:৩, ৪; দা ৭:১০ দ্রঃ

*প্র* এক স্বর্গদূত মন্দিরের বেদির পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটা সোনার ধূপদানি ছিল ; এবং তাঁকে প্রচুর ধূপধুনো দেওয়া হল,

*উ* আর সেই ধূপধুনোর ধোঁয়া স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

*প্র* লক্ষ লক্ষ দূত তাঁর সেবা করছিলেন, কোটি কোটি দূত তাঁর পরিচর্যা করছিলেন,

*উ* আর সেই ধূপধুনোর ধোঁয়া স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে যেতে লাগল।

৩০শে সেপ্টেম্বর

# সাধু যেরোম, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইশাইয়া পুস্তকে পুরোহিত সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (মুখবন্ধ ১, ২)

## শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা মানে খ্রিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা

*তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর* (যোহন ৫:৩৯), এবং *খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে* (মথি ৭:৭), খ্রিষ্টের এ আজ্ঞা দু'টোর প্রতি বাধ্য হওয়ায় আমি আমার কর্তব্য পালন করি। তবেই ইহুদীদের মত আমাকেও একথা শুনতে হবে না, *তোমরা শাস্ত্রও জান না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছ* (মথি ২২:২৯)। আসলে, প্রেরিতদূত পলের কথা অনুসারে, যখন খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, তখন যে কেউ শাস্ত্র জানে না, সে ঈশ্বরের পরাক্রমও জানে না, তাঁর প্রজ্ঞাও জানে না: শাস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞতা মানে খ্রিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা।

তাই আমি সেই গৃহকর্তার মত হতে চাই, যে আপন ধনসম্পদ থেকে নতুন ও পুরাতন জিনিস সবই বের করে আনতে পারে; আবার সেই কনেরই মত হতে চাই যে পরম গীতে বলে, *হে আমার প্রিয়তম, তোমার জন্য নতুন ও পুরাতন দু'টোই গচ্ছিত রেখেছি* (পরমগীত ৭:১৪ দ্রঃ)। তবু নবী ইশাইয়ার বাণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি তাঁকে নবী শুধু নয়, সুসমাচার-প্রচারক ও প্রেরিতদূত বলেও উপস্থাপন করতে অভিপ্রায় করি; কেননা তিনি অপর সুসমাচার-প্রচারকদের বেলায় যা বলেছিলেন, তা নিজের বেলায়ও বলেছিলেন: *আহা, কত না সুন্দর পাহাড়পর্বতের উপরে তারই চরণ, যে শুভসংবাদ প্রচার করে, শান্তি ঘোষণা করে, মঙ্গলের শুভসংবাদ প্রচার করে* (ইশা ৫২:৭)। আর ঈশ্বর তাঁকে যেন একজন প্রেরিতদূতেরই মত প্রশ্ন রাখেন, *কাকে আমি প্রেরণ করব? কে যাবে এ জনগণের কাছে?* আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, *এই যে আমি! আমাকে প্রেরণ কর* (ইশা ৬:৮)।

তথাপি কেউ যেন মনে না করে যে আমি শাস্ত্রবাণীর এ পুস্তকের বিষয়বস্তু স্বল্প কথায় শেষ করতে চাই! বাস্তবিকই এ গ্রন্থ এমন যা নিজের মধ্যে প্রভুর সমস্ত রহস্য ধারণ

করে। সত্যিই ইশাইয়ার পুস্তকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু কুমারী-গর্ভে জাত ইম্মানুয়েল বলে পূর্বপ্রচারিত হলেন; আর শুধু তা নয়, মহাচিহ্ন ও অলৌকিক কাজের সাধক বলে, মৃত ও সমাহিত, পাতাল থেকে পুনরুত্থিত ও সর্বজাতির ত্রাণকর্তা বলেও তিনি পূর্বপ্রচারিত হলেন। আর পদার্থবিদ্যা, নীতি ও যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আমি কীবা বলতে পারব? শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, জিহ্বা যা কিছু উচ্চারণ করতে পারে, মর্তবাসীদের জ্ঞান যা কিছু উপলব্ধি করতে পারে—সেই সমস্তই এ পুস্তকে নিহিত। তেমন রহস্যগুলোর গভীরতা বিষয়ে স্বয়ং লেখক সাক্ষ্যদান করেন; তিনি বলেন, *সমস্ত দর্শন তোমাদের পক্ষে সীলমোহর-যুক্ত পুস্তকের কথার মত হবে; যে লেখাপড়া জানে, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি পারি না, কারণ পুস্তকটা সীলমোহর-যুক্ত।' কিংবা যে লেখাপড়া জানে না, পুস্তকটা তাকে দিয়ে তুমি যদি বল, 'দয়া করে, এ পড়,' তবে সে উত্তরে বলবে, 'আমি লেখাপড়া জানি না'* (ইশা ২৯:১১-১২)।

সুতরাং, রহস্যগুলো এমন, যা ঠিক রহস্য বলেই অনভিজ্ঞদের কাছে বন্ধ ও তাদের উপলব্ধির অতীত হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু নবীদের কাছে খোলা ও স্পষ্ট। তাই তুমি ইশাইয়ার পুস্তক বিধর্মীদের হাতে দিলে তারা ঐশঅনুপ্রাণিত পুস্তকগুলো সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে তোমাকে বলবে, শাস্ত্রবাণীর পুস্তক পাঠ করতে শিখিনি বিধায় আমি তা পাঠ করতে পারি না। নবীরা কিন্তু যা বলতেন, তা জানতেন ও তার অর্থ উপলব্ধি করতেন। আসলে সাধু পলের পত্রে আমরা এবাণী পড়তে পারি: *নবীদের আত্মিক প্রেরণা নবীদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে* (১ করি ১৪:৩২), যেন প্রয়োজন অনুসারে নীরব থাকা বা কথা বলা তাঁদের উপরেই নির্ভর করে।

তাই নবীরা যা বলতেন, তার অর্থ উপলব্ধি করতেন, এজন্য তাঁদের সকল বাণী প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধিতে পূর্ণ। যে ঈশ্বর তাঁদের অন্তরে কথা বলছিলেন, তাঁদের কানে তাঁর কণ্ঠস্বরের স্পন্দন শুধু নয়, তাঁর স্বয়ং বাণীই পৌঁছত। এবিষয়ে নবীদের মধ্যে কয়েকজন এপ্রকার সাক্ষ্য দেন, *দূত আমার মধ্যে কথা বলছিলেন* (জাখা ১:৯ লাতিন পাঠ্য); এবং, *আত্মা আমাদের হৃদয়ে চিৎকার করে বলেন, আব্বা, পিতা* (গা ৪:৬); আবার: *আমি শুনব প্রভু ঈশ্বর কী কথা বলবেন* (সাম ৮৫:৯)।

শ্লোক - ২ তি ৩:১৬, ১৭; প্রবচন ২৮:৭

প্ গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ; ধর্মশিক্ষার জন্য ও ধর্মময়তায় দীক্ষাদানের জন্য তার উপযোগিতা আছে।

উ এতে ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

প্ সে-ই সদ্বিবেচক সন্তান, যে বিধান মেনে চলে।

উ এতে ঈশ্বরের মানুষ পূর্ণগঠিত ও সমস্ত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

# পাঠসংগ্রহ - অক্টোবর

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ (সাধু লুক) ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ (সাধু শিমোন ও যুদা) ২৯ ৩০ ৩১

১লা অক্টোবর

## বালক যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী বালক যিশু-ভক্তা সাধ্বী তেরেজা-লিখিত 'জীবনস্মৃতি' থেকে পাঠ

### মণ্ডলীর হৃদয়ে আমি হব ভালবাসা

আমার অপরিসীম কামনা-বাসনা আমাকে খুবই জ্বালাতন করছিল, তাই তার একটা উত্তর পাবার জন্য আমি সাধু পলের পত্রগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ল করিন্থীয়দের কাছে প্রথম পত্রের বারো ও তেরো অধ্যায়ের উপর। সেই বারো অধ্যায়ে আমি পড়লাম যে, সকলে একইসময়ে প্রেরিতদূত, নবী ও আচার্য হতে পারে না; আরও পড়লাম যে, মণ্ডলী নানা অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত ও একটা চোখ একইসময়ে হাত হতে পারে না। এ উত্তর যত স্পষ্ট হোক না কেন, তবু আমার কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি, আমাকে শান্তিও দিতে পারেনি।

নিরাশ না হয়ে আমি পড়তে থাকলাম। তাই এমন এক উক্তি পেলাম যা আমাকে স্বস্তি দিল: *তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ* (১ করি ১২:৩১)। বস্তুত প্রেরিতদূত পল ঘোষণা করেন যে, ভালবাসা না থাকলে শ্রেষ্ঠ দিব্য দানগুলোও শূন্য; এমনকি এই ভালবাসাই তো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ যা নিশ্চয়তার সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে মানুষকে নিয়ে যায়। অবশেষে আমি শান্তি পেলাম।

আমি মণ্ডলীর রহস্যময় দেহের কথা ভাবতে লাগলাম, কিন্তু সাধু পল যে যে অঙ্গগুলোর কথা বর্ণনা করেছিলেন, আমি সেগুলোর একটারও মধ্যে নিজেকে খুঁজে

পাচ্ছিলাম না, এমনকি আমি সেই সবগুলোরই মধ্যে নিজেকে দেখতে চাচ্ছিলাম। ভালবাসার কথাই আমাকে দিল আমার আহ্বানের চাবিকাঠি। তখন বুঝতে পেলাম যে মণ্ডলীর দেহ এমন, যা নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত, কিন্তু তেমন দেহের প্রয়োজনীয় ও অধিক সম্মানসূচক অঙ্গের অভাব হলে চলবে না। আমি বুঝলাম যে, মণ্ডলীর একটা হৃদয় আছে, এমন হৃদয় যা প্রেমে জ্বলন্ত। বুঝলাম যে, কেবল ভালবাসাই মণ্ডলীর অঙ্গগুলোকে কাজের দিকে প্রেরণা দেয়; এ ভালবাসা নিভে গেলে তবে প্রেরিতদূতেরাও সুসমাচারের কথা প্রচার করতেন না, সাক্ষ্যমরেরাও রক্তদান করতেন না। আমি বুঝলাম ও উপলব্ধি করলাম যে, ভালবাসা নিজের মধ্যে অপর সব আহ্বান ঘিরে রাখে, উপলব্ধি করলাম যে, ভালবাসাই তো সব, ভালবাসা সর্বকাল ও সর্বস্থান ব্যাপী বিরাজমান—এক কথায়: ভালবাসা অনন্তকালস্থায়ী।

তখন মহা আনন্দে ও উদ্দীপিত অন্তরে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম: আহা, আমার ভালবাসা যিশু, আমি অবশেষে আমার আহ্বানের সন্ধান পেয়েছি। ভালবাসাই আমার আহ্বান। হ্যাঁ, আমি মণ্ডলীতে আমার স্বীয় স্থান পেয়েছি, আর তুমি নিজে, ওগো ঈশ্বর আমার, এই স্থান আমাকে দিয়েছ।

আমার মাতা মণ্ডলীর হৃদয়ে আমি হব ভালবাসা। তাতে আমি সবকিছুই হব ও আমার বাসনা বাস্তব রূপ লাভ করবে।

**শ্লোক** - যোব ৩১:১৮; এফে ৩:১৮; সাম ৩১:২০ দ্রঃ

*প্র* হে ঈশ্বর, তোমার ভালবাসা আমার বাল্যকাল থেকে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকল।

*উ* সেই ভালবাসা যে কত গভীর, কত উদার, এখন তো আমি তা মাপতে পারি না।

*প্র* কতই না মহান তোমার সেই ভালবাসা, প্রভু, যা তুমি তাদেরই জন্য সঞ্চিত রাখ যারা তোমাকে ভয় করে।

*উ* সেই ভালবাসা যে কত গভীর, কত উদার, এখন তো আমি তা মাপতে পারি না।

২রা অক্টোবর

# পবিত্র রক্ষীদূতবৃন্দ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১২)

## তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন

*আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন* (সাম ৯১:১১ লাতিন পাঠ্য)। সকলে প্রভুকে ধন্যবাদ দিক তাঁর কৃপার জন্য, আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য। তারা ধন্যবাদ দিক, জাতিগুলোর মাঝে একথা বলুক: প্রভু তাদের জন্য মহা মহা কাজ সাধন করলেন। প্রভু, মানুষ কী যে তুমি তার যত্ন নাও, যে তুমি তার জন্য চিন্তা কর? তুমি তো তার জন্য চিন্তাই কর, তার জন্য তুমি চিন্তিত, তার যত্ন নাও। পরিশেষে তুমি তো তার কাছে তোমার একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ কর, তার উপর তোমার আত্মাকে বর্ষণ কর, তোমার আপন শ্রীমুখ দর্শনের প্রতিশ্রুতি দাও। স্বর্গ যে আমাদের উপকারের জন্য কিছুই অবহেলা করে না, তা দেখাবার জন্য তুমি তো আমাদের পাশে এই স্বর্গীয় প্রাণীদের রাখ তাঁরা যেন আমাদের রক্ষা করেন, সদুপদেশ দেন, চালিতও করেন।

*আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন।* এ বাণী তোমার অন্তরে কতই না সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার কথা, কতই না ভক্তি তোমার হৃদয়ে সৃষ্টি করার কথা, কতই না আস্থা তোমার প্রাণে সঞ্চার করার কথা! তাঁদের উপস্থিতির জন্য সম্ভ্রম, তাঁদের মঙ্গলময়তার জন্য ভক্তি, তাঁদের রক্ষার জন্য আস্থা। তাঁরা তো তোমার পাশে উপস্থিত; তোমার সঙ্গে শুধু নয়, তোমার জন্যও তাঁরা উপস্থিত। তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতেই উপস্থিত, তোমার উপকারের জন্যই উপস্থিত।

যদিও দূতবৃন্দ কেবল ঐশআজ্ঞার সাধারণ সাধক, তবুও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে, কারণ তাঁরা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য।

তাই এসো, তেমন মহারক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই; তাঁদের ভালবাসি! যথাসাধ্য যথোচিত সম্মান দেখাই তাঁদের!

দূতবৃন্দের যা আছে ও আমাদের যা আছে, যাঁর কাছ থেকে এ সবকিছু সম্পূর্ণরূপে আসে, সেই ঈশ্বরকে সমস্ত প্রেম ও সম্মান নিবেদিত হোক। তাঁরই কাছ থেকে তো আগত সেই সবকিছু যা গুণে আমরা প্রেম ও সম্মানের যোগ্য হয়ে উঠি। পিতা দ্বারা আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিযুক্ত হয়ে যাঁরা ইতিমধ্যে আমাদের চালক ও প্রতিপালক, এসো, আমরা সেই স্বর্গদূতদের আমাদের ভাবী সহউত্তরাধিকারী রূপে ভালবাসি। আমরা তো এখন ঈশ্বরের সন্তান। সন্তান আছি বটে, যদিও একথা বর্তমানে তত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি না, কেননা আমরা এখনও চালক ও প্রতিপালকদের অধীনে শিশুই যেন, ফলে দাসের অবস্থার চেয়ে এখনও তত আলাদা নই। যাই হোক, আমরা যদিও এখনও শিশু, যদিও এখনও আমাদের সামনে অধিক দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথ রয়েছে, তবু এত মহান রক্ষীদের অধীনে আমরা কীবা ভয় করব?

যাঁরা পদে পদে আমাদের রক্ষা করেন, তাঁরা তো পরাজিত বা প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, বলা বাহুল্য তাঁরা প্রবঞ্চনাও করতে পারেন না। তাঁরা বিশ্বস্ত, দূরদর্শী, প্রতাপশালী। তবে ভয় কেন? সুতরাং এসো, আমরা তাঁদের এমনি অনুসরণ করি, তাঁদের কাছে কাছে থাকি, স্বর্গেশ্বরের রক্ষায় থাকি।

**শ্লোক** - সাম ৯১:১১-১২, ১০

℣ আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দেবেন, তাঁরা যেন পদে পদে তোমায় রক্ষা করেন:

℟ তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।

℣ তোমার উপর কোন অনিষ্ট এসে পড়বে না, আসবে না কো তোমার তাঁবুপ্রান্তে কোন দুর্বিপাক;

℟ তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।

৪ঠা অক্টোবর

# আসিসির সাধু ফ্রান্সিস

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - আসিসির সাধু ফ্রান্সিস-লিখিত ‘সকল ভক্তবৃন্দের কাছে পত্র’ থেকে পাঠ (পুস্তিকা ৮৭-৯৪)

## আমাদের হওয়া উচিত সরল, বিনম্র, শুচি

পরাৎপর পিতা তাঁর আপন মহাদূত গাব্রিয়েলকে পবিত্রা ও গৌরবময়ী কুমারী মারীয়ার কাছে এ সংবাদ জানাতে বললেন যে, পিতার পরমযোগ্য, পরমপবিত্র ও পরমগৌরবময় বাণী স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর গর্ভ থেকে আমাদের মানবতা ও দুর্বলতার প্রকৃত মাংস গ্রহণ করবেন। অত্যন্ত ধনবান হয়েও তবু তিনি নিজের জন্য ও তাঁর আপন পুণ্যবতী জননীর জন্য দরিদ্রতাই বেছে নিলেন। যন্ত্রণাভোগের সময় উপস্থিত হলে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করলেন। তারপর পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন: *হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক* (মথি ২৬:৩৯)।

তবু তিনি আপন ইচ্ছা পিতার হাতে সঁপে দিলেন। আর এ হল পিতার ইচ্ছা: যাঁকে আমাদের কাছে দান করা হয়েছিল, যিনি আমাদের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, ধন্য ও গৌরবময় তাঁর সেই পুত্র ক্রুশবেদির উপরে যজ্ঞ ও বলি রূপে আপন রক্তদানে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। তিনি তো নিজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেননি, কেননা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পক্ষে তেমন কিছু প্রয়োজন ছিল না। তিনি বরং আমাদের পাপের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করে আমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেলেন, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি (১ পি ২:২১ দ্রঃ)। এখন পিতা চান, আমরা সকলে যেন তাঁরই দ্বারা পরিত্রাণ পাই ও শুচিশুভ্র হৃদয়ে ও পবিত্র দেহে তাঁকে গ্রহণ করি।

আহা, কতই না ধন্য, কতই না আশিসধন্য যারা প্রভুকে ভালবাসে ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য! লেখা আছে: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে; তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মত ভালবাসবে* (লুক ১০:২৭)। তাই এসো, প্রভুকে ভালবাসি, শুদ্ধ হৃদয় দিয়ে ও শুদ্ধ

অন্তর দিয়ে তাঁকে উপাসনা করি, কেননা তিনি নিজেই তো অপর সবকিছুর চেয়ে তা-ই প্রত্যাশা করেন যখন বলেন: *যারা সত্যকার উপাসক, তারা পিতাকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করে* (যোহন ৪:২৪ দ্রঃ)। সুতরাং যারা তাঁকে উপাসনা করে, তারা সকলে যেন আত্মা ও সত্যের শরণে তাঁকে উপাসনা করে। এসো, দিনরাত তাঁর উদ্দেশে স্তুতি ও মিনতি নিবেদন করে চলি, কেননা আমাদের অবিরত প্রার্থনা করতে হয়, ক্লান্তি মানতে নেই; এসো, তাঁকে বলি, *হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা* (মথি ৬:৯)।

উপরন্তু, এসো, আমরা *মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল* দেখিয়ে সাধনা করে চলি (মথি ৩:৮), প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসি। এসো, দয়াবান ও বিনম্র হই, অর্থদান করি, কেননা এসব কিছুই তো আমাদের প্রাণ থেকে পাপের যত কালিমা ধৌত করে।

মৃত্যুকালে লোকে এজগতে যা রেখে যায়, সেই সবকিছু হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে করে তারা কেবল ভ্রাতৃপ্রেম ও অর্থদানের পুরস্কার নিয়ে যায়। প্রভুই তো তাদের মজুরি ও প্রতিদান দেবেন।

দেহ অনুসারে জ্ঞানী বা দূরদর্শী হতে নেই, আমাদের বরং হতে হবে সরল, বিনম্র ও শুচি। আমরা সকলের উপরে থাকব, তা নয়, বরং প্রভুপ্রেমের খাতিরে সমস্ত মানুষের অধীনে ও সকলের দাস হতে ইচ্ছা করতে হবে। আর যারা এসব কিছু করবে ও শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, তাদের সকলের উপরেই প্রভুর আত্মা অধিষ্ঠান করবেন। তিনি তাদের অন্তরে আপন গৃহ ও আবাস স্থাপন করবেন। স্বর্গস্থ পিতার কাজ সাধন করে বিধায় তারা তাঁর সন্তান হয়ে উঠবে। তারা প্রভুর কনে বা ভাই কিংবা মাতা বলে পরিগণিত হবে।

**শ্লোক** - মথি ৫:৩, ৫-৬

*প্র* আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

*উ* কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

*প্র* ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

*উ* কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

৫ই অক্টোবর

# সাধ্বী ফাউস্তিনা কভাল্স্কা, চিরকুমারী

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু ২য় জন-পলের উপদেশ থেকে পাঠ (A.A.S. ৯২ [২০০০] ৬৭১-৬৭৩)

## খ্রিষ্টের কৃপা সংবাদ

গোটা মণ্ডলীর কাছে সিস্টার ফাউস্তিনা কভাল্স্কার জীবনী ও সাক্ষ্যদানকে আমাদের সময়ের জন্য ঈশ্বরের উপহারই যেন উপস্থাপন করায় আজ আমার আনন্দ সত্যিই মহৎ। ঐশতত্ত্বাবধান দ্বারা, পোল্যাণ্ডের এ বিনম্র কন্যার জীবন বিংশ শতাব্দীর, তথা সম্প্রতিই মাত্র বিদায়ী শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জড়িত হয়ে রইল। কেননা ঠিক প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকার সময়েই খ্রিষ্ট তাঁর কাছে নিজের কৃপা সংবাদ ন্যস্ত করেছেন। যারা সেই সময়কার কথা এখনও স্মরণ করে, যারা সেই বছরগুলোর ঘটনাসমূহের প্রত্যক্ষসাক্ষী হয়েছিল, ও সেই ভয়াবহ কষ্টেরও অংশী হয়েছিল যা কোটি কোটি মানুষকে আক্রান্ত করেছিল, তারা ভালই জানে কৃপা-সংবাদ সেসময় কেমন দরকারী ছিল।

যিশু সিস্টার ফাউস্তিনাকে বললেন, "যতদিন না মানবজাতি আস্থার সঙ্গে ঐশকৃপার দিকে ফিরে চাইবে না, ততদিন সেই মানবজাতি শান্তি পাবে না" (ডায়েরি, পৃঃ ১৩২)। পোল্যাণ্ডের এ ধর্মব্রতিনীর কর্মের মধ্য দিয়ে এসংবাদ এই বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে চিরকালের মত আবদ্ধ হয়ে গেছে, সেই যে শতাব্দী দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর শেষ শতাব্দী ও তৃতীয় সহস্রাব্দীর দিকে সেতুস্বরূপ। সংবাদটি যে নতুন তা নয়, কিন্তু তা এমন সংবাদ যা বিশেষ আলোদানের একটি উপহার বলে গণ্য করা যেতে পারে যা আরও উদ্দীপ্তভাবে পাস্কা-সুসমাচার অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য সাহায্য করে আমরা যেন সেই সংবাদ আলোর রশ্মিরই মত আজকালের ভাইবোনদের কাছে অর্পণ করতে পারি।

যে যে বৎসর আমাদের সম্মুখে রয়েছে, সেই বৎসরগুলো আমাদের জন্য কী এনে দেবে? পৃথিবীতে মানবের ভবিষ্যৎ কেমন হবে? এসমস্ত কিছু জানতে আমাদের দেওয়া হয় না। তথাপি একথা নিশ্চিত যে, নব নব অগ্রগতির সাথে সাথে —দুঃখের বিষয়েই

— কষ্টদায়ী পরীক্ষার অভাব হবে না। তবু প্রভু সিস্টার ফাউস্তিনার অনুগ্রহদানের মাধ্যমে যে ঐশকৃপার আলো কেমন যেন আমাদের ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন, সেই আলো তৃতীয় সহস্রাব্দীর মানবের যাত্রাপথ আলোকিত করবেই।

তবু এটি প্রয়োজন রয়েছে যে, প্রেরিতদূতেরা সেকালে যেমন, তেমনি আজকালের মানবজাতিও ইতিহাসের "উপরতলার সেই ঘরে" সেই পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে গ্রহণ করে নেয় যিনি নিজের ক্রুশারোপণের ক্ষত দেখিয়ে বলেন, তোমাদের শান্তি হোক! এটি দরকার যে, পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট যে পবিত্র আত্মাকে মানবজাতিকে প্রদান করেন, মানবজাতি সেই আত্মাকে নিজের কাছে আসতে ও সেই আত্মা দ্বারা নিজেকে পরিব্যাপ্ত হতে দেয়। কেননা সেই আত্মাই মনের যত ক্ষত নিরাময় করেন, সেই সমস্ত বাধাও সরিয়ে দেন যা ঈশ্বর থেকে আমাদের দূরে রাখে ও নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং পিতার ভালবাসার আনন্দের সাথে সাথে ভ্রাতৃসুলভ একাত্মতারও আনন্দ ফিরিয়ে দেন।

খ্রিষ্ট আমাদের এশিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, "মানব ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করে ও সেটির অভিজ্ঞতা করে শুধু নয়, মানুষ বরং পরের প্রতি দয়া দেখাবার জন্যও আহূত: *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে* (মথি ৫:৭)" (Dives in misericordia, ১৪)। তাছাড়া তিনি কৃপার বিবিধ পথও আমাদের দেখালেন, যে কৃপা পাপকর্ম ক্ষমা করে শুধু নয়, কিন্তু মানবের সমস্ত প্রয়োজনীয়তাও মেটাতে তৎপর। যিশু সমস্ত মানব-দুর্বলতা, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সমস্তই দুর্বলতার উপর নত হলেন।

কষ্টভোগী মানবের প্রতি তাঁর প্রসারিত হাত দু'টোর মধ্য দিয়েই যিশুর কৃপা-সংবাদ এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে থাকে। ঠিক সেই অঙ্গভঙ্গি অনুসারেই সিস্টার ফাউস্তিনা সেই সংবাদের দর্শন পেয়েছেন ও সেইভাবে জগতের সব মহাদেশের মানবের কাছে তা ঘোষণা করেছেন। তিনি তো ক্র্যাকো শহরে লাগিয়েভনিকি মঠাশ্রমে গুপ্ত জীবন যাপন করে নিজের জীবনকে কৃপা-গীৎ করে তুললেন, *আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল* (সাম ৮৯:২)।

শ্লোক - সাম ৮৯:২; ১০৩:৮

প্র আমি প্রভুর কৃপাধারার কথা গাইব চিরকাল,

উ নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে।

৵ প্রভু স্নেহশীল, দয়াবান, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান।

৶ নিজ মুখেই তোমার বিশ্বস্ততার কথা প্রচার করব যুগে যুগান্তরে।

৬ই অক্টোবর

# সাধু ব্রুনো, নির্জনবাসী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ -** পুরোহিত সাধু ব্রুনো-লিখিত 'আপন কার্তুসীয় সন্তানদের কাছে পত্র' থেকে পাঠ (১-৩)

## আমার আত্মা প্রভুতে উল্লাস করুক

আমাদের প্রিয় ভাই লান্দভিনোর ঘন ঘন ও স্নেহপূর্ণ প্রতিবেদন দ্বারা আমি নিয়মের প্রতি তোমাদের নিখুঁত বিশ্বস্ততা বিষয় অবগত হতে পেরেছি; এবং একথা বলি যে, তা সত্যিই তোমাদের সম্মান স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা যে পবিত্রতা ও সিদ্ধতার আদর্শ অনুধাবনে অত্যন্ত নিবিষ্ট আছ, একথা জেনে আমার প্রাণ প্রভুতে আনন্দ করে। হ্যাঁ, আমি সত্যিই আনন্দিত, ও প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে ও তাঁর প্রশংসা করতে উৎসুক; তথাপি তিক্ততার সঙ্গেও দীর্ঘশ্বাস ফেলি! তোমাদের সকল সদ্‌গুণের প্রচুর শস্যের জন্য আমি উল্লসিত—তা সমীচীন বটে; কিন্তু আমি যে আমার পাপকর্মের মলিনতার মধ্যে শিথিল ও অলস হয়ে থাকি এর জন্য আমি যথেষ্ট দুঃখ ও লজ্জা বোধ করি।

তোমরা কিন্তু, হে আমার প্রিয়তম ভাই, তোমাদের ধন্য সৌভাগ্যের জন্য ও তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহাপ্রাচুর্যের জন্য আনন্দ কর! ঝড়ে আলোড়িত এসংসারের সর্বপ্রকার বিপদ ও নৌকাডুবির মধ্যে তোমরা নিরাপদ হয়ে বেঁচেছ বলে আনন্দ কর! সবচেয়ে সুরক্ষিত আশ্রয়ের নিরাপদ শান্তিতে পৌঁছেছ বলে আনন্দ কর, কেননা তাদের ইচ্ছা ও তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেকেই তো সেখানে পৌঁছতে অক্ষম! অপর কেউ সেখানে পৌঁছেছে বটে, কিন্তু উর্ধ্বলোক থেকে তাদের তেমনটি দেওয়া হয়নি বিধায় তারা পরবর্তীতে সেখান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এজন্য, হে আমার প্রিয়তম ভাই, একথা নিশ্চিত হয়ে জেনে রেখ যে, যে কেউ এ মূল্যবান মঙ্গলদান ভোগ করেছে, সে যে কোন কারণেই হোক না কেন তা হারিয়ে ফেললে এর জন্য অশেষ দুঃখ করবে—অবশ্য, সে যদি নিজের আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা বা যত্ন রাখে!

আর তোমরা যারা অশিক্ষিত, হে আমার প্রিয়তম ভাই, তোমাদের জন্যও আমি বলি: *প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ* (লুক ১:৪৬), কারণ যিনি তোমাদের অধিক ভালবাসেন ও তোমাদের বিষয়ে খুবই গর্ব ও আনন্দ করেন, তোমাদের সেই পিতা ও পরিচালকের প্রতিবেদন অনুসারে আমি তোমাদের উপরে প্রভুর দয়ার মাহাত্ম্য দেখতে পাচ্ছি।

এসো, আমরাও আনন্দ করি, কেননা তোমরা অশিক্ষিত হলেও স্বয়ং ঈশ্বর তোমাদের উদ্বুদ্ধ করতে এসে উপস্থিত হন। সেই সর্বশক্তিমান তাঁর আপন আঙুল দিয়ে তোমাদের হৃদয়ে তাঁর পবিত্র বিধানের প্রতি ভালবাসা শুধু নয়, তার জ্ঞানও লেখেন। যা ভালবাস ও জান, তোমরা তা কাজকর্মেই দেখাচ্ছ। কেননা যখন তোমরা সমস্ত অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠার সঙ্গে প্রকৃত বাধ্যতা পালন কর, তখন একথা স্পষ্ট যে, তোমরা ঐশশাস্ত্রের মাধুর্যপূর্ণ ও জীবনদায়ী ফল প্রজ্ঞার সঙ্গেই গ্রহণ করতে পার।

**শ্লোক** - সাম ৫৫:৭-৮; ১ যোহন ২:১৭

*প্র* কে আমাকে দিতে পারবে কপোতের মত ডানা, আমি যেন উড়ে চলে গিয়ে বিশ্রাম পেতে পারি?

*উ* দেখ, আমি দূরে পালিয়ে প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম।

*প্র* জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।

*উ* দেখ, আমি দূরে পালিয়ে প্রান্তরে রাত্রিযাপন করতাম।

৭ই অক্টোবর

## জপমালা রানী মারীয়া

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ ('জলপ্রবাহ' উপদেশ ১১-১২)

### পরিত্রাণের রহস্যগুলো ধ্যান করা প্রয়োজন

তোমার কোলে যে পবিত্রজনের জন্ম হবে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রজ্ঞার উৎস ও ঊর্ধ্বলোকে পিতার বাণী বলে অভিহিত হবেন।

হে পবিত্রা কুমারী, বাণী তোমার মধ্য দিয়ে মাংস হবেন, আর যিনি বলেন, *আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন* (যোহন ১০:৩৮), তিনি এ কথাও বলবেন, *আমি পিতা থেকে বেরিয়েছি ও এজগতে এসেছি* (যোহন ১৬:২৮)।

তাই *আদিতে ছিলেন বাণী*, অর্থাৎ আদি থেকেও সেই উৎস জলপ্রবাহী ছিলেন; তবুও, যেহেতু আদিতে *বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে* (যোহন ১:১ লাতিন পাঠ্য) ও যেহেতু বাণী ঈশ্বরের অগম্য আলোতে বাস করছিলেন, সেজন্য সেই উৎস জলপ্রবাহী হয়েও তবু নিজেরই মধ্যে জল প্রবাহিত করছিলেন। তারপর ঈশ্বর একটি পরিকল্পনার কথা ভাবতে লাগলেন: *আমার মনের পরিকল্পনা সকল অমঙ্গলের নয়, শান্তিরই পরিকল্পনা* (যেরে ২৯:১১)। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাঁরই কাছে বসে ছিল, তা জানবার উপায় আমাদের ছিল না, কেননা *কে জানে প্রভুর চিন্তা, কেইবা হতে পারে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?* (রো ১১:১৪ দ্রঃ)। তাই একদিন সেই শান্তির চিন্তা শান্তির কাজে নেমে গেলেন: *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন* (যোহন ১:১৪ লাতিন পাঠ্য)। তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়েই বিশেষভাবে বাস করতে এলেন। তিনি আমাদের স্মৃতি, আমাদের চিন্তা, আমাদের পরিকল্পনারও বিষয়বস্তু হলেন।

তিনি যদি আমাদের মাঝে না আসতেন, তাহলে কল্পনার ফলস্বরূপ একটা প্রতিমা ছাড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষ আর কীবা ধারণা করতে পারত? তবে তেমন ঈশ্বরত্ব রক্ষা করার জন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, ঈশ্বর উপলব্ধির অতীত, অগম্য, অদৃশ্য, সম্পূর্ণরূপে কল্পনার বাইরে হবেন। তিনি বরং চাইলেন, মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে, দেখতে ও

কল্পনা করতে পারবে! হয় তো তুমি এখন বলবে: কোথায় ও কবেই বা ঈশ্বর আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর? উত্তর: সেই গোশালায়, কুমারীর গর্ভে, পর্বতে উপদেশ দানকালে, রাতে প্রার্থনারত থাকাকালে, ক্রুশে ঝোলা অবস্থায়, মৃত্যুলগ্নে তাঁর দেহ শক্ত হতে হতে, তখনই তিনি দৃষ্টিগোচর। আবার: যখন মৃতদের মধ্যে স্বাধীন হয়ে পাতালকে বশীভূত করেন, যখন তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে বিজয়ের চিহ্ন সেই পেরেকের দাগ শিষ্যদের দেখান, যখন তাঁদের চোখের সামনে স্বর্গারোহণ করেন, তখনও তিনি দৃষ্টিগোচর।

এ সকল নিগূঢ়তত্ত্ব ধ্যান করা কি ন্যায়সঙ্গত, ধর্মসম্মত ও পবিত্র কাজ নয়? আমার মন যখন সেবিষয়গুলি চিন্তা করে, তখন সেগুলোর মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পায়, সেগুলোর মধ্যে তাঁকেই অনুভব করে যিনি সবকিছুতে ও সম্পূর্ণরূপে আমার ঈশ্বর। সুতরাং সেগুলোতে ধ্যানমগ্ন থাকা, তা-ই প্রকৃত প্রজ্ঞা। খ্রিষ্টের মধুময় স্মৃতিতে আপন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করা, তা সত্যিকারে উদ্বুদ্ধ মানুষের চর্চা।

**শ্লোক** - লুক ১:৪২, ২৮ দ্রঃ

*প্র* হে কুমারী মারীয়া, যেরুশালেম-কন্যাদের মধ্যে তোমার মত কেউ নেই; তুমিই তো পরাৎপর রাজার জননী, তুমিই স্বর্গবাসীদের রানী।

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*প্র* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

*উ* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

৯ই অক্টোবর

# বিশপ সাধু ডেনিস ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২০:৪৭-৫০)

## বিশ্বস্ত ও দৃঢ় সাক্ষ্যদাতা হও

নির্যাতন যেমন বহুপ্রকার, সাক্ষ্যমরণও তেমনি বহুপ্রকার। তুমি তো প্রতিদিন খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা। ব্যভিচারের পাপাত্মা তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু খ্রিষ্টের ভাবী বিচারের ভয়ে তুমি আত্মা ও দেহের শুচিতা রক্ষা করেছ: সুতরাং তুমি খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা। কৃপণতার পাপাত্মা তোমাকে গরিবের সম্পদ দখল করতে বা বিধবার দাবি লঙ্ঘন করতে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ স্মরণ করে তুমি বুঝতে পেরেছ যে, অপকার করার চেয়ে উপকার করাই শ্রেয়: সুতরাং তুমি খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা। তাঁর আপনজনেরা তেমন সাক্ষ্যদাতা হবে, এ হল খ্রিষ্টের ইচ্ছা, যেমনটি লেখা আছে: *এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। এসো, একসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করি— একথা বলছেন প্রভু* (ইশা ১:১৭-১৮)।

গর্বের পাপাত্মা তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু নিঃস্ব ও দীনহীনকে দেখে তুমি মর্মপীড়িত হয়েছ আর দম্ভের চেয়ে বিনম্রতাই ভালবেসেছ: সুতরাং তুমি খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা। এমনকি, কথায় শুধু নয়, কাজেও সাক্ষ্যদান করেছ। কেননা যে ব্যক্তি সুসমাচারের নিয়ম-বিধি পালন করায় স্বীকার করে যে, *যিশু খ্রিষ্ট মাংসে এসেছেন* (১ যোহন ৪:২), তার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও অধিকারসম্পন্ন সাক্ষ্যদাতা কেইবা থাকতে পারে? কিন্তু যে কেউ শোনে অথচ কোন কাজ করে না, সে খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে। কথায় তাঁকে স্বীকার করলেও সে কাজে তাঁকে অস্বীকারই করে। যারা বলবে, *প্রভু, প্রভু, আপনার নামে আমরা কি ভাববাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?* তাদের তিনি উত্তরে বলবেন: *হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে দূর হও* (মথি ৭:২২, ২৩)। অতএব, সে-ই সাক্ষ্যদাতা, যে বিশেষভাবে কাজের প্রমাণ দিয়েই প্রভু যিশুর আদেশ ঘোষণা করে।

কতজনই না আজ নিভৃতে খ্রিষ্টের সাক্ষ্যদাতা, ও প্রভু যিশুকে স্বীকার করে থাকে! খ্রিষ্ট বিষয়ে তেমন সাক্ষ্যদান ও বিশ্বস্ত স্বীকারোক্তির অভিজ্ঞতা প্রেরিতদূতেরই হয়েছে; তিনি তো বলেছেন: *আমাদের গর্ব এ, আমাদের বিবেকের সাক্ষ্য* (২ করি ১:১২)।

এর বিপরীতও ঘটে। কত লোক-ই না বাইরে স্বীকার করেছে কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করেছে! এজন্যই আমাদের এ চেতনা দেওয়া হল: *তোমরা যে কোন আত্মাকে বিশ্বাস করো না* (১ যোহন ৪:১), এবং এ কথাও বলা হল: *তাদের ফল দ্বারাই* তোমরা বুঝতে পারবে কাকে বিশ্বাস করতে হবে (মথি ৭:১৬)।

অতএব, আন্তরিক নির্যাতনে তুমি বিশ্বস্ত ও শক্ত হও যাতে প্রকাশ্য নির্যাতনেও বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হতে পার। কেননা আন্তরিক নির্যাতনেও এমন রাজা, শাসক ও বিচারক রয়েছে যারা তাদের প্রভাবের জন্য ভয়ঙ্কর। প্রভু যে পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়েছেন, সে পরীক্ষায়ই তুমি একটা দৃষ্টান্ত পেতে পার।

লেখা আছে: *পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে* (রো ৬:১২)। হে মানুষ, দেখতে পাচ্ছ কি তুমি কেমন রাজার সম্মুখীন? তোমার অন্তরে যদি অপরাধকে রাজত্ব করতে দাও, তবে তুমি পাপরাজের অধীন।

যত পাপ ও যত রিপু রয়েছে, তত রাজা রয়েছে। আমরা ঠিক এদেরই সম্মুখীন। এ রাজারাও অনেকের অন্তরে বিচারাসন বসিয়েছে। কিন্তু যে কেউ খ্রিষ্টকে স্বীকার করে, সে সঙ্গে সঙ্গেই সেই রাজাকে বন্দি করে ও নিজের আত্মার আসন থেকে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দেয়। কেননা যার অন্তরে খ্রিষ্টের বিচারাসন রয়েছে, তার অন্তরে শয়তানের বিচারাসন কেমন থাকতে পারে?

**শ্লোক** - সাম ৬৬:১২ দ্রঃ

*প্র* ধন্য সাক্ষ্যমরবৃন্দ মহাসংগ্রাম বহন করেছেন:

*উ* আগুন ও জল পেরিয়ে তাঁরা পরিত্রাণ ও গৌরব পেয়েছেন।

*প্র* ঈশ্বরের সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁরা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন:

*উ* আগুন ও জল পেরিয়ে তাঁরা পরিত্রাণ ও গৌরব পেয়েছেন।

একই দিন ৯ই অক্টোবর

## সাধু জন লেওনার্দি, পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ পঞ্চম পিউসের কাছে সাধু জন লেওনার্দির পত্র থেকে পাঠ

### প্রকৃত নবায়নের বিচারমান

যাঁরা মানুষের আচার-আচরণের পুনঃসংস্কার সাধন কর্মে নিয়োজিত হতে অভিপ্রায় করেন, তাঁদের উচিত সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের গৌরবই বিশেষভাবে অন্বেষণ করা; ও যাঁর থেকে সমস্ত মঙ্গল আগত, তেমন উপযোগী ও কঠিন কাজের জন্য তাঁরই কাছ থেকে সাহায্য প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা করা।

যাদের তাঁরা পুনঃসংস্কার করতে প্রয়াসী, তাঁদের উচিত তাদের দৃষ্টিতে সমস্ত সদ্‌গুণের দর্পণ ও দীপাধারে রাখা প্রদীপের মত নিজেদের উপস্থাপন করা। এও উচিত যে, ঈশ্বরের গৃহের বাসিন্দাদের সামনে তাঁদের অনিন্দ্য জীবন ও উৎকৃষ্ট আচরণ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দান করবে। তবে জোর প্রয়োগের চেয়ে তাঁরা কোমলতার মাধ্যমেই মানুষকে পুনঃসংস্কারের দিকে আকর্ষণ করবেন, কেননা, ট্রেণ্ট মহাসভার শিক্ষা অনুসারে, মাথায় যা ইতিমধ্যে পাওয়া যায় না, তা দেহের কাছে দাবি করা চলে না। অন্যথা করলে তবে প্রভুর সমস্ত পরিবারের ন্যায্য অগ্রগতি ও সুবিন্যাস উল্ট-পাল্ট হয়ে যায়। যে কেউ কার্যকর একটা ধর্মীয় ও নৈতিক পুনঃসংস্কার সাধন করতে চান, তাঁর পক্ষে সর্বপ্রথমে এ করা দরকার: উত্তম চিকিৎসকের মত তিনি, মণ্ডলী যত রোগে আক্রান্ত হয়, তার সুচিন্তিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন, যেন এক একটা রোগের জন্য উপযোগী প্রতিকার উপস্থাপন করতে সক্ষম হতে পারেন।

মণ্ডলীর নবায়ন সকলেরই মধ্যে সাধিত হওয়া চাই: প্রধান ও কনিষ্ঠ, নেতা ও অধীনস্থ, উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ—সকলেরই মধ্যে। যারা অধিকারপ্রাপ্ত এদের নিয়ে শুরু করে নবায়নটা প্রজাদের পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

এ অত্যন্ত কাম্য হবে যে, যে যে কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ ও পালক পুরোহিতের হাতে আত্মাদের প্রত্যক্ষ সেবাযত্ন ন্যস্ত রয়েছে, তাঁরা এমনই হবেন যাতে প্রভুর মেষপালের শাসনের লক্ষ্যে উত্তম নির্ভরশীলতা দেখাতে পারেন।

কিন্তু আসুন, প্রধানদের ছেড়ে কনিষ্ঠদের কাছে নেমে আসি, অর্থাৎ বড়দের কথা ছেড়ে ছোটদের কথায় আসি, কেননা যে কেউ খ্রিষ্টীয় জীবনের মাত্রা উন্নীত করতে মনস্থ, তাঁর পক্ষে এশ্রেণির মানুষের অবহেলা করা উচিত নয়। বালক-বালিকা যেন প্রথম বয়স থেকেই খাঁটি খ্রিষ্টবিশ্বাস ও পুণ্যাচরণ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে, এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার উপায় প্রয়োগ করা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত; কেননা খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব-শিক্ষাদানের চেয়ে আর জরুরী ও আবশ্যক কাজ নেই। বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান কেবল তেমন ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত যারা উত্তম ও ঈশ্বরভীরু।

হে পুণ্যতম পিতা, তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিষয়ে প্রভু আপাতত এ চেতনা আমাকে দিয়েছেন। এ সমস্ত ব্যাপার যে সহজ এমন নয়, তবু সম্মুখীন ঝুঁকির সঙ্গে এর তুলনা করলে তবে কোনও প্রচেষ্টাই অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে না। তাছাড়া, মহান লক্ষ্য মহান উপায় দ্বারাই অর্জনীয়, আর অপর দিকে, মহাকীর্তিতে মহাপ্রাণদেরই শোভা পায়।

## শ্লোক

℣ এ ব্যক্তি প্রভুর ইচ্ছা নিষ্ঠার সঙ্গেই পূর্ণ করেছেন; এজন্য এ কথাও শুনেছেন: আমার জনগণের মধ্যে ন্যায়বান হয়েছ,

℟ এখন আমার বিশ্রামে প্রবেশ কর।

℣ সংসারের ঐশ্বর্য অস্বীকার করে তিনি স্বর্গরাজ্যের যোগ্য হয়ে উঠলেন:

℟ এখন আমার বিশ্রামে প্রবেশ কর।

১১ই অক্টোবর

# পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জন

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ জনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার মহা উদ্বোধনী উপলক্ষে উপদেশ, ১১ই অক্টোবর ১৯৬২ ১৫৯:১, ৩-৬)

## মণ্ডলী সকলের স্নেহময়ী মাতা

মাতা মণ্ডলী একারণে উল্লসিত যে, ঐশদূরদৃষ্টির বিশেষ অবদান হেতু সেই অধিক আকাঙ্ক্ষিত দিন ইতিমধ্যে উদিত হয়েছে যেদিন এখানে, সাধু পিতরের সমাধিমন্দিরের ধারে, আজ যাঁর মাতৃমর্যাদা সানন্দে উদ্‌যাপিত, সেই কুমারী ঈশ্বরজননীর সহায়তায় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা উদ্বোধন করা হচ্ছে।

প্রায় কুড়ি শতাব্দীর পরে, যে পরিস্থিতি ও গুরুতম সমস্যাদি মানবজাতিকে মুকাবেলা করতে হচ্ছে, সেগুলোর পরিবর্তন হয়নি; বাস্তবিকই খ্রিষ্ট সর্বদাই ইতিহাস ও জীবনের কেন্দ্রস্থলের অধিকারী: মানুষ হয় খ্রিষ্টে ও তাঁর মণ্ডলীতে লীন থাকায় আলো, মঙ্গল, ন্যায়পরতা ও শান্তি উপভোগ করে, না হয় তাঁকে ছাড়া জীবনযাপন করায় বা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মণ্ডলীর বাইরে থেকে যায়, আর এজন্যই মানুষে মানুষে অমিল বিরাজ করে, পারস্পরিক সম্পর্ক কঠিন হয়ে ওঠে, রক্তাক্ত যুদ্ধ-লড়াইয়ের বিপদও অবশ্যম্ভাবী হয়।

দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার উদ্বোধনী লগ্নে এ সুস্পষ্ট যে, প্রভুর সত্য আগেকার চেয়েও সত্যিই চিরকালীন। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যুগের আবর্তনক্রমে মানবের অনিশ্চিত মত পরস্পর বিরোধী হয়, এবং বহুবার এমনটি ঘটে যে, ভুলভ্রান্তি গজিয়ে ওঠা মাত্রই বিলীন হয়ে যায় যেভাবে ঘন কুয়াশা সূর্যের উদয়ে উবে যায়।

এমন কোন কাল নেই, যে কালে মণ্ডলী তেমন ভুলভ্রান্তির বিপক্ষে উঠে দাঁড়ায়নি; বহুবার তেমন ভুল সে নিন্দাও করেছে, এমনকি অধিকতর কঠোরতার সঙ্গেও নিন্দা করেছে। আজকালের কথা বলতে গিয়ে, খ্রিষ্টের কনে কাঠিন্যের অস্ত্র হাতে না নিয়ে

বরং দয়ার ঔষধ ব্যবহার করতে পছন্দ করে; নিন্দা না করে সে বরং ভাবে, তার নিজের ধর্মতত্ত্বের মূল্য স্পষ্টতরভাবে ব্যাখ্যা করায়ই আজকালের প্রয়োজনীয়তার সন্নিকটে যেতে হয়। এর কারণ এ নয় যে, এমন কোনও মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব, অভিমত বা বিপদ নেই যা থেকে নিজেদের রক্ষা করা দরকার বা যার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার; বরং কারণটি এ যে, সেগুলো এতই প্রকাশ্যে সততার ন্যায়নীতির বিপরীত, ও এমন মরাত্মক ফল উৎপন্ন করেছে যে, মনে হচ্ছে আজ মানুষ নিজে থেকেই সেগুলো অনুযোগ করে, সেই ধরনের জীবনধারাই বিশেষভাবে মানুষ অনুযোগ করে যা প্রযুক্তির প্রগতিতে অতিরিক্ত আস্থা রাখায় ও মানব-কল্যাণ কেবলমাত্র জীবনের বিলাসিতায় দাঁড় করানোতে ঈশ্বরকে ও তাঁর বিধিনিয়ম উপেক্ষা করে। আজকালের মানুষ এবিষয়ে অধিকতর সচেতন যে, মানব-মর্যাদা ও তার স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা গুরুত্বপূর্ণই ব্যাপার, ও সেটির বাস্তবায়ন অধিক কঠিন বিষয়। যা সর্বোপরি গুরুত্বের বিষয় তা হল এ যে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ শিখেছে যে, যে সমস্ত গুরু সমস্যা মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, সেই সমস্ত কিছু সমাধান করার জন্য পরের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হিংস্রতা, মারণাস্ত্রের প্রতাপ ও রাজনৈতিক প্রাধান্যতা আদৌ আর যথেষ্ট নয়।

এমতাবস্থায় কাথলিক মণ্ডলী এ বিশ্বজনীন মহাসভা দ্বারা কাথলিক সত্যের মশাল উত্তোলন করতে করতে সকলের স্নেহময়ী মাতা রূপে নিজেকে দেখাতে ইচ্ছা করে, এমন মাতা যে নিজ থেকে বিচ্ছিন্ন সন্তানদের প্রতি কৃপাময়ী, ধৈর্যশীল, দয়া ও মঙ্গলময়তায় চালিতা মাতা। সেই যে গরিব পিতরের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল, তার কাছে পিতর সেদিন যেভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ততখানি অসুবিধায় জর্জরিত মানবজাতির কাছে মণ্ডলীও সেভাবে উত্তরে বলে: *'রুপো বা সোনা আমার নেই, কিন্তু আমার যা আছে তা তোমাকে দিচ্ছি: নাজারেথীয় সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে, হেঁটে বেড়াও'* (প্রেরিত ৩:৬)। অন্য কথায়, আজকালের মানুষের কাছে মণ্ডলী অনিত্য ঐশ্বর্য দানে প্রতিশ্রুত হয় না, এমন সুখ যা শুধু পার্থিব তাও প্রতিশ্রুত হয় না, বরং সেই অলৌকিক অনুগ্রহের মঙ্গলদানগুলো বিতরণ করে যেগুলো মানুষকে ঈশ্বরসন্তান-সুলভ মর্যাদায় অবিরতই উন্নীত করতে থাকে; বাস্তবিকই সেই মঙ্গলদানগুলো মানবজীবন আরও মানবতাপূর্ণ করে তোলার জন্য বাস্তব রক্ষা ও সাহায্যে মণ্ডিত মঙ্গলদান; আবার, মণ্ডলী নিজের উর্বরতম ধর্মতত্ত্বের

উৎসধারা উন্মুক্ত করে, যে ধর্মতত্ত্ব লাভে মানুষ খ্রিষ্টের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সফল হয় মানবের সত্তা প্রকৃতপক্ষে কী, কেমন মর্যাদায় তারা ভূষিত, ও কোন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হওয়া দরকার। অবশেষে, আপন সন্তানদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী সর্বত্রই খ্রিষ্টীয় ভালবাসার মহত্ত্ব প্রকাশ করে, কেননা বিবাদ-বিচ্ছেদের বীজ নির্মূল করার জন্য এবং মিলন, ন্যায্য শান্তি ও সার্বিক ভ্রাতৃসুলভ একতা পোষণ করার জন্য সেই ভালবাসা ছাড়া সার্থক আর কিছু নেই।

**শ্লোক** - মথি ১৬:১৮; সাম ৪৮:৯ দ্রঃ

*প্র* যিশু পিতরকে বললেন, তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব,

*উ* আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না।

*প্র* পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত;

*উ* আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না।

১৪ই অক্টোবর

## পোপ সাধু প্রথম কালিস্তুস, সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'ফর্তুনাতুসের কাছে' থেকে পাঠ (১৩শ অধ্যায়)

### নির্যাতনকালে ও শান্তিকালে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আচরণ

*আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (রো ৮:১৮)। তাহলে কেইবা ঈশ্বরের বন্ধু হবার জন্য ও খ্রিষ্টের আনন্দে প্রবেশ করার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তেমন গৌরব লাভ করতে চেষ্টা করবে না যাতে পৃথিবীর পীড়ন ও নির্যাতনের পরে স্বর্গের পুরস্কার পেতে পারে? শত্রুকে পরাভূত করে মাতৃভূমিতে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসা যখন পৃথিবীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবেরই চিহ্ন, তখন শয়তানকে পরাভূত করে পরমদেশে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসাই কি মহত্তর গৌরবের চিহ্ন হবে না? পাপী হিসাবেই আদমকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা, সেই দুর্জনকে ভূপাতিত করে যে আদিতে আমাদের প্রবঞ্চিত করেছিল, সেইখানে বিজয়ের চিহ্ন ফিরিয়ে আনব: অধিক গ্রহণীয় উপহার স্বরূপ আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অকলুষিত বিশ্বাস, অন্তরের অক্ষুণ্ণ সদ্‌গুণ, ও ভক্তির উজ্জ্বল প্রশংসাবাদ নিবেদন করব; শত্রুদের উপরে তিনি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে পাশে উপস্থিত হব; তিনি যখন বিচারাসন গ্রহণ করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াব; খ্রিষ্টের সহউত্তরাধিকারী ও দূতদের সমরূপ হয়ে উঠব; কুলপতি, প্রেরিতদূত ও নবীদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার আনন্দ ভোগ করব। কোন্ নির্যাতনই বা এ সমস্ত ভাবনা জয় করতে পারে? কোন্ পীড়নই বা তা অতিক্রম করতে পারে?

তেমন ধর্মীয় ভাবে পূর্ণ হলে মন সুস্থির ও অটল হয়ে ওঠে, ও শয়তানের সকল সন্ত্রাস ও সংসারের সকল হুমকির বিরুদ্ধে অন্তর অবিচল ও নিষ্ঠাবান হয়ে দাঁড়ায়— সেই যে অন্তর যা ভাবী বিষয়গুলোর নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই স্থিতমূল। সংসারের নির্যাতনে খ্রিষ্টিয়ান ভূপাতিত হোক, তার কাছে স্বর্গই প্রকাশ্য; খ্রিষ্টবৈরী হুমকি দিক, খ্রিষ্টই তার রক্ষা; সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোক, অমরতাই পুরস্কার! এসংসারের কাছ

থেকে আনন্দের মধ্যেই বিদায় নেওয়া, অত্যাচার ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অবস্থায়ই বিদায় নেওয়া, যে চোখ একসময়ে মানুষ ও সংসারকে দেখত তা এক নিমেষেই বন্ধ ক'রে ঈশ্বরকে ও খ্রিষ্টকে দেখবার জন্য হঠাৎ খুলে দেওয়া—আহা, এতে কেমন সম্মান, কেমন নিশ্চয়তা! আর স্থানান্তরটাও কেমন দ্রুতভাবে সাধিত! তোমাকে হঠাৎ পৃথিবীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হতে পার।

এ সমস্ত বিষয় আমাদের মন ও অন্তরকে ঘিরে রাখুক; দিনরাত এ বিষয়েই ধ্যানমগ্ন হওয়া চাই। নির্যাতন ঈশ্বরের তেমন সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও সংগ্রামে প্রস্তুত তার শক্তি পরাভূত করতে পারবে না। আর চরম আহ্বান নির্যাতনের আগে ধ্বনিত হলে, তবুও সাক্ষ্যমরণের জন্য তৈরী বিশ্বাস পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না, কেননা আগে বা পরে, কালের তেমন পার্থক্যের উপরই যে বিচারকর্তা ঈশ্বরের পুরস্কার নির্ভর করে এমন নয়: নির্যাতনকালে সৈন্যসুলভ বীর্য পুরস্কৃত, শান্তিকালে সদ্বিবেক।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২ দ্রঃ

প্র সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাক যার মধ্যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন

উ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করার জন্য, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

প্র গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়

উ ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করার জন্য, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

১৫ই অক্টোবর

# আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও মণ্ডলীর আচার্যা

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী আভিলার সাধ্বী তেরেজা-লিখিত 'জীবন-পুস্তক' থেকে পাঠ (২২:৬-৭, ১৪)

## এসো, খ্রিষ্টের প্রেমের কথা নিত্যই স্মরণে রাখি

খ্রিষ্ট যিশুই যার বন্ধু, তাঁর মত তেমন উদারমনা নেতারই যে অনুসরণ করে, সে নিশ্চয়ই সবকিছু সহ্য করতে পারে; কেননা যিশু সাহায্য ও শক্তি দান করেন, সহায়তা দানে তিনি কখনও ক্ষান্ত হন না; তাছাড়া তাঁর প্রেম অকপট। বাস্তবিকই আমি সবসময় স্বীকার করেছি ও এখনও স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমরা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারি না ও তাঁর কাছ থেকে মহা অনুগ্রহও পেতে পারি না যদি না খ্রিষ্টের সেই পবিত্রতম মানবতারই মধ্য দিয়ে—যে মানবতায় ঈশ্বর বলেছেন তিনি প্রীত।

আমি বহুবার এর অভিজ্ঞতা করেছি, ও প্রভু নিজেই একথা আমাকে জানিয়েছেন। আমি স্পষ্ট দেখেছি যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি, সেই সর্বোচ্চ ঐশমহিমা তাঁর মহারহস্যগুলো আমাদের দেখাবেন, তবে এ দরজা দিয়েই আমাদের প্রবেশ করা দরকার। আমরা ঐশদর্শনের চূড়ায় পৌঁছে গেলেও অন্য পথ খোঁজ করা উচিত নয়, কেননা এ পথ দিয়েই আমরা নিরাপদ। আমাদের প্রভুর হাত থেকেই সমস্ত মঙ্গল আমাদের কাছে আসে। তিনিই আমাদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

তাঁর জীবন বিষয় ধ্যান করলে অত্যাধিক নিখুঁত আদর্শ পাওয়া যাবে। আমাদের পাশে পাশে যখন তেমন উত্তম বন্ধু রয়েছেন যিনি ক্লেশ ও সঙ্কটের দিনে আমাদের কখনও ফেলে রাখবেন না—সংসারের বন্ধুরা যেমনটি করে—তখন এর চেয়ে আমরা আর কিসের বাসনা করব? সে-ই ধন্য, যে তাঁকে সত্যি ভালবাসে ও খ্রিষ্টই যার নিত্য সঙ্গী! এসো, প্রেরিতদূত পলের দিকে তাকাই: তাঁর হৃদয়ে যিশুনাম দৃঢ়স্থাপিত ছিল বিধায় তিনি মুখেও সেই নাম সর্বদাই না রেখে পারতেন না। এ সত্য উপলব্ধি করে আমি ভাবতে লাগলাম, ও জানতে পারলাম যে, কোন কোন সাধুসাধ্বী যাঁরা অধিক ধ্যানী ছিলেন যেমন ফ্রান্সিস, পাদুয়ার আন্তনি, বার্নার্ড, সিয়েনার কাথারিনা, তাঁরাও অন্য পথে

চলেননি। ঈশ্বরের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে মহা উদারতার সঙ্গেই এ পথে চলা প্রয়োজন। তিনি যদি আপন রাজ্যের প্রধানদের মধ্যে আমাদের পরিগণিত ও উন্নীত করতে ইচ্ছা করেন, তবে এসো, তেমন অনুগ্রহ স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করি।

সুতরাং এসো, যতবার খ্রিষ্টের কথা ভাবি, ততবার সেই প্রেমেরই কথা স্মরণ করি যা ততগুলো অনুগ্রহ বিতরণ করতে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে; সেই উদ্দীপ্ত ভালবাসারই কথাও স্মরণ করি যা খ্রিষ্টে আপন স্নেহের নিশ্চিত অঙ্গীকার দান করায় ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন: হ্যাঁ, প্রেম প্রেমকেই দাবি করে। সুতরাং এসো, এ সত্য বিষয় ধ্যান করতে ও প্রেমে নিজেদের উদ্দীপিত করতে সচেষ্ট থাকি। আহা, প্রভু একবারই অনুগ্রহ করে যদি আমাদের হৃদয়ে সেই প্রেম সঞ্চার করতেন! তবে আমাদের পক্ষে সবকিছু সহজ হয়ে যেত, আর আমরা অল্প সময়ের মধ্যে ও বিনা শ্রমে অনেক কিছু সাধন করতে পারতাম।

**শ্লোক** - সাম ৭৩:২৭, ২৮; ১ করি ৬:১৭

*প্র* ওই দেখ, তোমা থেকে যারা দূরে সরে যায়, তারা লুপ্ত হবে,

*উ* পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল, আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

*প্র* প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে এক-আত্মা হয়।

*উ* পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল, আমি প্রভু পরমেশ্বরেই নিয়েছি আশ্রয়।

১৬ই অক্টোবর

# সাধ্বী হেডুইগ, ধর্মব্রতিনী

**দ্বিতীয় পাঠ** - সমসাময়িক লেখক-লিখিত 'সাধ্বী হেডুইগের জীবনী' থেকে পাঠ (৮:২০১-২০২)

## তাঁর অন্তর ঈশ্বরের দিকে নিত্যই ধাবিত ছিল

স্বর্গীয় যেরুশালেমের নির্মাণকাজে যে জীবন্ত প্রস্তরগুলো বসাবার কথা, সেগুলো যে এজীবনকালে প্রতিকূলতা ও সঙ্কটের আঘাতে আঘাতে সূক্ষ্ম করা দরকার, এবং চিরন্তন সুখে ও গৌরবময় মাতৃভূমিতে আরোহণ করার জন্য যে বহু ক্লেশের মধ্য দিয়ে যাওয়া দরকার, এ কথা জেনে ঈশ্বরের দাসী দুঃখকষ্টের হাতে সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে ছেড়ে দিলেন, ও বিনা মমতায় নিজের দেহকে বহুপ্রকার কশায় আঘাত করলেন। হ্যাঁ, তিনি দিনরাত উপবাস ও খাদ্যাহার দিয়ে নিজেকে এমনভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ করলেন যে, অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করছিল তেমন দুর্বল ও নরম প্রকৃতির নারী কেমন করে তত পীড়ন সহ্য করতে পারবেন।

দেহদমন তিনি সুবুদ্ধির সঙ্গেই অবলম্বন করতেন বটে, তবু এক্ষেত্রে তিনি যতখানি রতা থাকতেন, আত্মার তেজ ও অনুগ্রহের বৃদ্ধি ক্ষেত্রে ততখানি দ্রুতগামী হতেন, কেননা তাঁর অন্তরে দিব্য প্রেম ও ভক্তির আগুন নিত্যই জ্বলন্ত ছিল। বাস্তবিকই বহুবার ঊর্ধ্বে উন্নীতা হয়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এমন উদ্দীপ্ত বাসনার সঙ্গেই কথোপকথন করতেন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে এসংসারের উপস্থিতি পর্যন্তও অনুভব করতেন না।

আত্মার ভক্তি দ্বারা তিনি যেমন ঈশ্বরের প্রতি নিত্যই ধাবিতা ছিলেন, তেমনি তাঁর মঙ্গলকর ভালবাসা দিয়ে প্রতিবেশীর দিকে নত হতেন। মুক্তহস্তে অভাবগ্রস্তদের অর্থদান করতেন, নানা ধর্মীয় সঙ্ঘের উপকার করতেন, মঠের ভিতরে কি বাইরে নিবাসী যত ধর্মব্রতী-ব্রতিনীকেও যথেষ্ট সাহায্য করতেন; বিধবা, এতিম, অসুস্থ, দুর্বল, কুষ্ঠরোগী, কারারুদ্ধ, প্রবাসী ও অভাবগ্রস্ত স্তন্যদাত্রীদের কল্যাণ সাধন করতেন। এক কথায়, তিনি সমস্ত প্রকার সহায়তা দানে তৈরী ছিলেন, ও গরিব তাঁর সাহায্য না পেয়ে চলে যাবে এমনটি ঘটতে কখনও দেননি।

আর যেহেতু ঈশ্বরের এ দাসী মঙ্গল সাধনে কখনও অবহেলা করেননি, সেজন্য ঈশ্বর বিশেষ এক অনুগ্রহ তাঁকে মঞ্জুর করলেন।

মাঝে মাঝে একেবারে নিঃশেষিতা ও বলহীন হলেও তিনি খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের দিব্য পরাক্রম দ্বারা তখনও প্রতিবেশীর প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। তাই যারা আত্মা ও দেহের মঙ্গলের জন্য তাঁর কাছে যেত, তিনি ঐশমঙ্গলময়তার সদিচ্ছা অনুসারে সকলেরই সহায়তা করতেন।

**শ্লোক** - প্রবচন ৩১:১৭, ১৮ দ্রঃ

*প্র* তিনি তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধেন, কাজে ব্যস্ত থেকে দেখান তাঁর বাহুর কেমন শক্তি।

*উ* ঐশপ্রজ্ঞা বিস্তার-কাজে তিনি ফলশালী হলেন।

*প্র* তাঁর প্রদীপ কখনও নিববে না।

*উ* ঐশপ্রজ্ঞা বিস্তার-কাজে তিনি ফলশালী হলেন।

একই দিন ১৬ই অক্টোবর

## সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকক, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - চিরকুমারী সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাককের পত্রাবলি থেকে পাঠ

### খ্রিষ্টের সেই অসীম ভালবাসা যা সমস্ত বোধের অতীত

আমি মনে করি যে, আমাদের প্রভু যখন একান্তই বাসনা করেন তাঁর পবিত্র হৃদয় বিশেষ সম্মানের পাত্র হোক, তখন তাঁর অভিপ্রায় এ হল যে, আত্মাদের মধ্যে তাঁর মুক্তিকর্মের ফল যেন নবায়িত হয়। কেননা তাঁর পবিত্র হৃদয় এমন অফুরন্ত উৎস, যা সেই সকল হৃদয় পরিপূর্ণ করতে চায় যা বিনম্র, শূন্য, সমস্ত পার্থিব বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে নিত্য তৈরী। হ্যাঁ, এ দিব্য হৃদয় এমন অফুরানো উৎস যা থেকে তিনটে খাল অবিরতই নির্গত: প্রথমটা হল পাপীদের প্রতি সেই দয়ার খাল যা পাপীদের অন্তরে অনুতাপ ও তপস্যা সঞ্চার করে। দ্বিতীয়টা হল সেই ভালবাসার খাল যা অভাবগ্রস্ত সকল হতভাগার কাছে, যারা সিদ্ধজীবনের দিকে অনুধাবিত, বিশেষভাবে তাদেরই কাছে সহায়তা বইয়ে আনে: এতে তারা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার জন্য শক্তি পাবে। তৃতীয়টা হল তাঁর সিদ্ধতা-প্রাপ্ত বন্ধুদের জন্য প্রেম ও আলোর খাল, কেননা তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও আকাঙ্ক্ষার সহভাগী করার জন্য তাদের নিজের সঙ্গে মিলিত করতে ইচ্ছা করেন, তারা যেন যে কোন এক পথ ধরে তাঁর গৌরবের উদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করে।

এ দিব্য হৃদয় হল মঙ্গলময়তার অতল ভাণ্ডার, যার মধ্যে গরিবেরা নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা ফেলে দিতে আহূত। এ দিব্য হৃদয় হল গৌরবের অতল ভাণ্ডার, যার মধ্যে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখ নিক্ষেপ করতে আহূত। এ দিব্য হৃদয় হল আমাদের অভিমানের জন্য বিনম্রতারই অতল ভাণ্ডার, দুঃখীদের জন্য দয়ারই অতল ভাণ্ডার, ও এমন ভালবাসার অতল ভাণ্ডার যার মধ্যে আমরা আমাদের সমস্ত দুর্দশা সমাহিত করতে আহূত।

তাহলে তোমাদের পক্ষে কেবল এ করা দরকার: যে কোন কর্মে হাত দাও না কেন তোমরা আমাদের প্রভুর পবিত্র হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হও—কাজের শুরুতে মন প্রস্তুত

করার জন্য, কাজ শেষে ক্ষতিপূরণ করার জন্য। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: তোমরা কি প্রার্থনা করতে নিজেদের অক্ষম জ্ঞান করছ? তবে বেদির সাক্রামেন্তে দিব্য মুক্তিসাধক আমাদের জন্য যে প্রার্থনা করেন, সেই প্রার্থনাই অর্পণ করে খুশি হও। তোমাদের সমস্ত দোষত্রুটির ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রেমপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অর্পণ কর। তোমাদের যে কোন কাজে তোমরা এ মন্ত্র জপ করে চল: ঈশ্বর আমার, আমি তোমার ঐশপুত্রের পবিত্র হৃদয়েই একাজ সাধন বা সহ্য করি, এবং তা সাধন বা সহ্য করি তাঁর সেই পুণ্য মন অনুসারে যা তোমার কাছে নিবেদন করি, আমার কাজে যা কিছু অপবিত্র ও ত্রুটিপূর্ণ থাকে যেন তার ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়। জীবনের সমস্ত অবস্থায় তেমনটি করা উচিত। কোন কষ্ট, দুঃখ বা অসন্তোষজনক কিছু তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরা নিজেদের কাছে একথা বল: তাঁর নিজের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করার জন্য যিশুর পবিত্র হৃদয় তোমার কাছে যা প্রেরণ করে, তা গ্রহণ কর।

সর্বোপরি হৃদয়ের শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট থাক, কেননা এ শান্তি সমস্ত ধনের ঊর্ধ্বে। তা পাবার উপায় এরূপ: তোমাদের যেন আর স্ব-ইচ্ছা না থাকে, কিন্তু তোমাদেরটার স্থানে দিব্য হৃদয়ের ইচ্ছাই যেন থাকে; এবং সম্মতি দিতে হবে, যা কিছু তাঁর গৌরবের বৃদ্ধি আনতে পারে তিনি যেন আমাদের জন্য তা অভিপ্রায় করতে পারেন —এই চিন্তায় সন্তুষ্ট হয়ে যে, সবকিছুতে আমরা তাঁর ইচ্ছার অধীন ও তাঁর হাতে সমর্পিত।

শ্লোক - মথি ১১:২৫-২৬; সাম ৭৩:২৬

প্র হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ।

উ হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে।

প্র পরমেশ্বরই আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

উ হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে।

১৭ই অক্টোবর

# আন্তিওখিয়ার সাধু ইগ্নাসিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউসের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২; ৬:১–৮:৩)

## আমি তো ঈশ্বরের গম :
## হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার

আমি সকল মণ্ডলীর কাছে লিখছি সকলে যেন জানতে পারে যে, আমি ঈশ্বরের খাতিরেই মৃত্যু বরণ করতে উদ্যত হচ্ছি—তোমরা যদি আমাকে বাধা না দাও। তোমাদের অনুরোধ করছি, আমার প্রতি অযথা মমতা দেখিয়ো না। এমন হতে দাও আমি যেন পশুদের খাদ্য হতে পারি, সেই পশুদের দ্বারাই তো আমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারব! আমি তো ঈশ্বরের গম, হিংস্র পশুদের দাঁতে আমাকে চূর্ণ হওয়াই দরকার যেন খ্রিষ্টের বিশুদ্ধ রুটি হতে পারি। আমার হয়ে তোমরা খ্রিষ্টের কাছে যাচনা কর, সেই পশুদের মধ্য দিয়ে আমি যেন বলি হয়ে উঠতে পারি।

পৃথিবীর প্রান্তসীমা বা এজগতের রাজ্য সকল আমার কোন উপকারের নয়! পৃথিবীর সকল প্রান্তের রাজা হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে খ্রিষ্ট যিশুতে মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয়। আমি তাঁরই অন্বেষণ করছি যিনি আমাদের খাতিরে মৃত্যু বরণ করলেন। আমি তাঁরই আকাঙ্ক্ষা করছি যিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান করলেন। আমার প্রসবযন্ত্রণা এবার উপস্থিত।

ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর! আমার জীবনে বাধা দিয়ো না, আমার মৃত্যু ইচ্ছা করো না। যে ঈশ্বরের হতে আকাঙ্ক্ষা করে, তোমরা তাকে সংসারের হাতে সঁপে দিয়ো না, বাহ্যিক বিষয়বস্তু দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা করো না। আমাকে সেই বিশুদ্ধ আলো পেতে দাও, সেখানে পৌঁছেই তো আমি মানুষ হয়ে উঠব। আমাকে আমার ঈশ্বরের যন্ত্রণাভোগ অনুকরণ করতে দাও। যার অন্তরে তিনি আছেন, সে বুঝুক আমি কী ইচ্ছা করছি; আমার মনোবেদনা জেনে সে আমার সহবেদনশীল হোক।

এসংসারের অধিপতি আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট আমার মন বিকৃত করতে চায়। তোমাদের কেউই যেন তাকে সাহায্য না করে; তোমরা বরং আমার পক্ষে, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই পক্ষে দাঁড়াও। ওষ্ঠে যিশু খ্রিষ্ট ও অন্তরে সংসার, তেমন কিছু সহ্য করো না। তোমাদের মধ্যে হিংসা যেন স্থান না পায়। আমি এসে তোমাদের মিনতি করলেও তোমরা আমার কথায় মন দিয়ো না; এখন যা লিখছি, তোমরা বরং তাই মেনে নাও; কারণ জীবিত হয়েও আমি মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হয়েই তোমাদের লিখছি। আমার লালসা ক্রুশে দেওয়া হয়েছে; পার্থিব প্রেমের আগুন আমার মধ্যে নেই, আছে বরং এমন জীবন্ত জল যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো।' ক্ষয়শীল খাদ্যে বা এজীবনের লালসায় আমি আর স্বাদ পাচ্ছি না। আমি বরং চাই সেই ঈশ্বরের রুটি যা দাউদ-বংশীয় যিশু খ্রিষ্টের মাংস; পানীয়রূপে চাই তাঁর সেই রক্ত, যা অক্ষয় ভালবাসা।

মানব জীবন অনুসারে জীবনযাপন করা আমার আর ইচ্ছে নেই; তোমরা ইচ্ছা করলে আমার তাই ঘটবে; তোমরা তাই ইচ্ছা কর, তবে তোমরাও হয়ে উঠবে তাঁর ইচ্ছার পাত্র। স্বল্প কথায় তোমাদের কাছে যাচনা করছি, আমাকে বিশ্বাস কর। স্বয়ং যিশু খ্রিষ্টই তোমাদের কাছে স্পষ্ট দেখাবেন যে আমি সত্যকথা বলছি: তিনি সেই ছলনাহীন মুখ, যা দিয়ে পিতা সত্যিকারে কথা বললেন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, আমি যেন তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি। আমি মাংস অনুসারে নয়, ঈশ্বরের মন অনুসারেই তোমাদের কাছে লিখেছি। আমি মৃত্যুবরণ করলে তা হবে তোমাদের শুভেচ্ছার চিহ্ন; আমি পরিত্যক্ত হলে তা হবে তোমাদের ঘৃণার চিহ্ন।

## শ্লোক

℣ খ্রিষ্টের বিশ্বাস ও ভালবাসা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমাদের আত্মার কাছে গোপন কিছু থাকবে না।

℟ বিশ্বাস-ই আদি, ভালবাসাই সমাপ্তি।

℣ সুসমাচারের বিনম্রতা ও কোমলতা পরিধান করে তোমরা সেই বিশ্বাসেই নবায়িত হও যা প্রভুর মাংস, সেই ভালবাসায়ও নবায়িত হও যা যিশু খ্রিষ্টের রক্ত।

℟ বিশ্বাস-ই আদি, ভালবাসাই সমাপ্তি।

১৮ই অক্টোবর

# সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৯:২৭-৩১; ১১:১৯-২৬)

**মণ্ডলী পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ**

বার্নাবাস পলকে সঙ্গে করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের সামনে হাজির করলেন; এবং তাঁর সেই যাত্রাকালে তিনি কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, এবং কীভাবে তিনি দামাস্কে যিশুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এই সমস্ত কথা তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। তাই শৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে যেরুশালেমের এখানে ওখানে যেতে লাগলেন; তিনি প্রভুর নামে সৎসাহসের সঙ্গে প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি গ্রীকভাষী ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা ও তর্ক করার পর তারা তাঁকে হত্যা করবে বলে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হল। কথাটা জানতে পেরে ভাইয়েরা তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং সেখান থেকে তার্সসের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেসময় যুদেয়া, গালিলেয়া ও সামারিয়ায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ করছিল, নিজেকে গেঁথে তুলছিল, এবং প্রভুভয়ে ও পবিত্র আত্মার সহায়তায় চলতে চলতে বৃদ্ধি লাভ করছিল।

ইতিমধ্যে স্তেফানকে কেন্দ্র করে যে উৎপীড়ন ঘটেছিল, তার ফলে যারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা ফৈনিকিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিওখিয়া পর্যন্তই গিয়েছিল, কিন্তু কেবল ইহুদীদেরই কাছে সেই বাণী প্রচার করছিল। তবু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও কিরেনের কয়েকজন লোক ছিল, যারা আন্তিওখিয়ায় গিয়ে গ্রীকদের কাছেও কথা বলতে গিয়ে প্রভু যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করল। প্রভুর হাত তাদের সঙ্গে ছিল, তাই বহু বহু লোক বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর দিকে ফিরল। তেমন কথা যেরুশালেমের মণ্ডলীর কাছে গিয়ে পৌঁছল; আর তাঁরা বার্নাবাসকে আন্তিওখিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে এসে পৌঁছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হলেন, এবং সকলকে আশ্বাসজনক কথা বলতে লাগলেন, যেন তারা একাগ্র অন্তরে প্রভুতে স্থিতমূল থাকে; কেননা তিনি ছিলেন সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি। তখন বহু বহু লোক প্রভুতে

যুক্ত হল। পরে তিনি শৌলকে খোঁজ করতে তার্সসে গেলেন, এবং তাঁকে পেয়ে আন্তিওখিয়ায় নিয়ে এলেন। তাঁরা পুরো এক বছর ধরে সেই মণ্ডলীতে একসঙ্গে থাকলেন, এবং অনেক লোককে ধর্মশিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রিষ্টিয়ান' নামে অভিহিত করা হল।

**শ্লোক** - প্রেরিত ১২:২৪; ১৩:৪৮, ৫২

*প্র* ঈশ্বরের বাণী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল।

*উ* অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

*প্র* শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

*উ* অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

**দ্বিতীয় পাঠ** - একাদশ শতাব্দীর অপরিচিত লেখকের উপদেশ থেকে পাঠ

## লুকের নানাবিধ গুণ

যখন পল ভুলভ্রান্তির অন্ধকার ত্যাগ করে সত্যকার বিশ্বাস গ্রহণ করলেন ও শিষ্যদের দলে যোগ দিলেন, তখন লুক বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর সমস্ত যাত্রার সঙ্গী হলেন ও পল যেখানে গেলেন তিনিও সেখানে তাঁর পাশে পাশে ছিলেন। খ্রিষ্টের তেমন সৈন্যের সঙ্গী হওয়ায় লুক তাঁর সঙ্গে দস্যুর মত কারাবাস ভোগ করলেন, ও পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দিব্য জ্ঞানের আলো বিস্তার করতে তাঁর সহায় হলেন। তিনি পলের এতই ঘনিষ্ঠ ও সব দিক দিয়েই তাঁর এত গ্রহণযোগ্য ছিলেন যে, বিশ্বাসীদের কাছে আপন পত্রগুলোতে পল একাধিকবার তাঁর 'প্রিয় লুকের' কথা উল্লেখ করেন (কল ৪:১৪; ২ তি ৪:১১)। লুক পলের সঙ্গে যেরুশালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত সুসমাচার প্রচার করলেন, আর যুদেয়া থেকে রোম অভিমুখে যাত্রাকালে পলের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল, পলের সঙ্গে তিনিও পরিশ্রম করলেন, তাঁর সঙ্গে পীড়নও ভোগ করলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর নৌকোডুবিও হল। সবকিছুতে পলের সঙ্গী হওয়া, আর শুধু তা নয়, তাঁর জয়মালারও সহভাগী হওয়াই ছিল লুকের একান্ত বাসনা।

পলের সঙ্গে বাণীপ্রচার কাজে ব্যস্ত হওয়ার পর ও তাঁর গুরুর নির্দেশমত বহু দেশ জয় করে সত্যকার বিশ্বাসে তাদের আনার পর এ প্রিয় শিষ্য পুণ্য লেখক ও সুসমাচার-

রচয়িতার পরিচয় দিলেন: প্রথম শিষ্যদের কাছ থেকে জ্ঞান পেয়ে ও দিব্য অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসের আদিকালের ঘটনাগুলো সঙ্কলন করলেন। তিনিই সেই রচয়িতা যিনি সেই রহস্য লিপিবদ্ধ করলেন যা অনুসারে গাব্রিয়েল কুমারীর কাছে জগতে আসন্ন আনন্দের বার্তা জানিয়েছিলেন। তিনিই খ্রিষ্টের জন্মের উজ্জ্বল বিবরণী দিয়ে জাবপাত্রে শোয়ানো নবজাত শিশুকে আমাদের দেখালেন ও রাখালদের কথা ও সেই দূতদের কথা জানালেন যাঁরা শুভসংবাদ গান করছিলেন। তিনি সেই অবর্ণনীয় ঘটনাগুলো সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি এমন আসক্তির সঙ্গেই রচনা করলেন যে, সেই অপরূপ ঘটনাগুলোতে নিহিত রহস্য রচনার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়—হ্যাঁ, তাঁর সূক্ষ্ম ধারণার ঐশ্বর্য তাঁর ভাষায় যোগ্য শোভা পায়। অপর রচয়িতাদের চেয়ে তিনিই বেশি উপমা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন; আর তিনি যেমন পৃথিবীতে বাণীর অবতরণের কথা বলেছিলেন, তেমনি তাঁর স্বর্গারোহণ ও পিতার কাছে তাঁর প্রত্যাগমনের কথাও বর্ণনা করলেন।

কিন্তু লুকের বেলায় পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ এতে ক্ষান্ত হয়নি; বাস্তবিকই লুক কেবল সুসমাচার লেখায়ই তুষ্ট হননি, কিন্তু খ্রিষ্ট-সাধিত আশ্চর্য কাজ বর্ণনা করার পর শিষ্যদের কার্যকলাপও বর্ণনা করতে বসলেন: প্রথম, ত্রাণকর্তার স্বর্গারোহণ; এরপর, প্রেরিতদূতদের উপরে অগ্নিজিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মার অবতরণ; এরপর, স্তেফানের শহীদমৃত্যু, পলের মনপরিবর্তন—কেমন করে খ্রিষ্ট স্বর্গ থেকে পলকে ডাকলেন ও কেমন করে পল 'অক্ষর' থেকে 'আত্মায়' উত্তীর্ণ হলেন ইত্যাদি কথা—, পলের নানা পীড়ন যথা, অবিশ্বাসীদের হাতে তাঁর কারাবাস, নির্যাতন, কশাঘাত, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কথা; যেরুশালেম থেকে তাঁর রোম যাত্রা; জলযাত্রায় তাঁর দুর্দশা, কষ্ট, বিপদ, নৌকাডুবি ইত্যাদি কথা। লুক এসব কিছুর সাধারণ সাক্ষী ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিজেই তার বাস্তব সহভাগী; আর ঠিক এ কারণেই তিনি তত সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলেন।

শ্লোক - লুক ১:৩, ৪; প্রেরিত ১:১ দ্রঃ

℣ প্রথম থেকে সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর লুক একটি সুসমাচার রচনা করলেন,

℟ আমরা যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছি, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারি।

প্র যা যিশু শুরু থেকে সেদিন পর্যন্তই সাধন করেছিলেন ও শিখিয়েছিলেন, লুক তা লিপিবদ্ধ করলেন,

উ আমরা যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছি, তা যে নিশ্চিত, একথা যেন অবগত হতে পারি।

১৯শে অক্টোবর

## সাধু জন দ্য ব্রেবাফ, ইস্‌হাক যোগ, পুরোহিত ও তাঁদের সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত ও সাক্ষ্যমর সাধু জন দ্য ব্রেবাফের আধ্যাত্মিক লেখা থেকে পাঠ

### যিশু, তুমি যখন প্রসন্ন হয়ে আমার জন্য মরেছ, আমিও যেন কেবল তোমারই জন্য মরতে পারি

আমি দু'দিন ধরেই সাক্ষ্যমরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সেই সকল নিপীড়ন সহ্য করার জ্বলন্ত বাসনা অনুভব করেছি যা সাক্ষ্যমরেরা ভোগ করেছিলেন। হে আমার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা যিশু, যে সকল মঙ্গলদান তুমি আমার উপর বর্ষণ করেছ, তার প্রতিদানে আমি তোমাকে কী দিতে পারব? তোমার হাত থেকে তোমার যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র তুলে ধরে তোমার নাম করব (সাম ১১৬:১৩ দ্রঃ)।

তোমার সনাতন পিতা ও পবিত্র আত্মার সামনে, তোমার পরমপবিত্রা জননী ও তাঁর শুচিতম বরের সামনে, স্বর্গদূত, প্রেরিতদূত ও সাক্ষ্যমরদের সামনে, আমার মাননীয় পিতৃগণ সাধু ইগ্নাস ও সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সামনে আমি ব্রত নিচ্ছি—হ্যাঁ, ত্রাণকর্তা যিশু আমার, আমি এ ব্রত নিচ্ছি যে, তোমার অসীম করুণায় তুমি যদি একদিন তোমার এ অযোগ্য দাসকে সাক্ষ্যমরণ-অনুগ্রহ নিবেদন কর, আমি সাধ্যমত তা কখনও এড়াব না।

এমন পর্যায়েই নিজেকে বাধ্য করছি যে, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি এমনটি চাই যেন—তোমার গৌরবের জন্য আমি অন্যথা ব্যবহার করা উচিত বলে শ্রেয় বিবেচনা করব এমন ব্যতিক্রম ছাড়া—আমাকে তোমার জন্য মরবার ও রক্ত দেবার সুযোগ এড়াতে দেওয়া না হয়। আর মারণাঘাত গ্রহণ করলে পর, আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা ও আনন্দের সঙ্গেই তা তোমার হাত থেকে গ্রহণ করতে নিজেকে বাধ্য করি। এজন্যই, প্রিয় যিশু আমার, আমি এ মুহূর্ত থেকেই আনন্দের আতিশয্যে আমার রক্ত, আমার দেহ ও আমার প্রাণ তোমার কাছে উৎসর্গ করি, তুমি অনুগ্রহ করলে আমি যেন কেবল তোমারই জন্য মরতে পারি—তুমি যে প্রসন্ন হয়ে আমার জন্য মরেছ।

এমনটি দাও, আমি যেন এমনভাবেই জীবনযাপন করি, যাতে তোমার দৃষ্টিতে এ আনন্দপূর্ণ মৃত্যু বরণ করার যোগ্য হতে পারি।

তবে, হে ত্রাণকর্তা ঈশ্বর আমার, আমি তোমার হাত থেকে তোমার যন্ত্রণাভোগের পানপাত্র তুলে নিয়ে তোমার নাম করব: যিশু, যিশু, যিশু!

ঈশ্বর আমার, তুমি যে এখানে এমনভাবেই অপরিচিত ও এ বর্বর জাতির মধ্যে যে কেবল অল্পজনই তোমার বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, একথা আমাকে কেমন দুঃখ দেয়! পাপ এখনও নিঃশেষ হয়নি ও তুমি এখনও এদের প্রেমের পাত্র নও! হ্যাঁ, ঈশ্বর আমার, এ দেশগুলোতে কারারুদ্ধরা যত যন্ত্রণা ও নির্মম পীড়ন সহ্য করতে পারে তা যদি আমার উপরেই এসে পড়ে, আমি একাকী হয়েও সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা বহন করতে ও সহ্য করতে সম্মত।

**শ্লোক** - হিব্রু ১১:৩৩, ৩৪, ৩৯; প্রজ্ঞা ৩:৫ দ্রঃ

*প্র* পবিত্রজনেরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন।

*উ* তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পেলেন।

*প্র* ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তাঁরা যোগ্য।

*উ* তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পেলেন।

একই দিন ১৯শে অক্টোবর

## ক্রুশভক্ত সাধু পল, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত ক্রুশভক্ত সাধু পলের পত্রাবলি থেকে পাঠ

### আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কথা প্রচার করি

খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ বিষয় ধ্যান করা উৎকৃষ্ট ও পুণ্য কাজ; এভাবেই ঈশ্বরের সঙ্গে পুণ্য সংযোগ লাভ করা হয়। এ পুণ্যতম বিদ্যালয়ে প্রকৃত প্রজ্ঞা শেখা যায়: হ্যাঁ, পুণ্যজনেরা এইখানে তা শিখেছেন।

আর যখন আমাদের কোমল যিশুর ক্রুশ তোমাদের হৃদয়ে গভীর শিকড় নামাবে, তখন তোমরা গান করবে: যন্ত্রণা চাই, মৃত্যু নয়; অথবা, হয় যন্ত্রণা না হয় মৃত্যু; কিংবা আরও ভাল, যন্ত্রণা নয়, মৃত্যুও নয়, কিন্তু এটুকুই শুধু: ঐশইচ্ছা অনুসারে সম্পূর্ণ রূপান্তর!

প্রেম এমন সদ্‌গুণ যা মিলন ঘটায় ও মঙ্গলময় প্রেমের পাত্রের যন্ত্রণা আপন করে। এই যে আগুন যা হাড়ের গ্রন্থিমজ্জা পর্যন্তই ভেদ করে, তা প্রেমিককে প্রেমের পাত্রে রূপান্তরিত করে, ও যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমকে ও প্রেমের সঙ্গে যন্ত্রণাকে এমন উৎকৃষ্ট ভাবেই মিলিত করে যে, প্রেমকে ও যন্ত্রণাকে এমন ঐক্যে পরিণত করে যার ফলে যন্ত্রণা থেকে প্রেমকে আর চেনা যায় না, প্রেম থেকে যন্ত্রণাকেও আর চেনা যায় না।

প্রেমপূর্ণ আত্মা নিজের যন্ত্রণায় আনন্দ করে ও নিজের দুঃখপূর্ণ প্রেমে উৎফুল্ল হয়। সুতরাং সদ্‌গুণ অনুশীলনে ও বিশেষভাবে সেই কোমল ও দয়ালু যিশুর অনুকরণেই তোমরা নিষ্ঠাবান হও, কেননা এ তো শুদ্ধ প্রেমের সর্বোচ্চ চূড়া।

এমনটি কর যেন অন্তরে শুধু নয়, বাইরেও সকলের কাছে প্রকাশ পেতে পারে যে তোমরা সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতিমূর্তি বহন কর যিনি সম্পূর্ণরূপে কোমল, নম্র ও ধৈর্যশীল। কেননা অন্তরে যে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখে, সে বাইরেও তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করে—সে বীরসুলভ শক্তির অবিরত অনুশীলন দ্বারা ও বিশেষভাবে সদ্‌গুণমণ্ডিত যন্ত্রণাভোগ দ্বারা অন্তরে বা বাইরে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না।

তোমরা ঠিক এভাবেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুতে লুক্কায়িত থাক। তিনি যা ইচ্ছা করেন, প্রেমের খাতিরে সব দিক দিয়েই তাতে রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বাসনা করো না।

ফলে ক্রুশবিদ্ধজনের প্রকৃত প্রেমিক হয়ে উঠে, কোন সৃষ্টজীবের উপর নির্ভর না করে ও নীরব কষ্টভোগে তোমরা নিজেদের আন্তরিক মন্দিরে ক্রুশোৎসব অবিরত পালন করে যাবে। আর যেহেতু একটা উৎসব আনন্দের মধ্যেই পালিত, সেজন্য আমরা শান্ত ও আনন্দপূর্ণ মুখমণ্ডলে কষ্টভোগ ক'রে, আবার নীরব থেকেই ক্রুশভক্তদের ক্রুশোৎসব পালন করব, যেন তেমন উৎসব মানুষের কাছে গুপ্ত থাকে ও কেবল সর্বোচ্চ মঙ্গলের কাছেই প্রকাশ্য হয়। এ উৎসবে ভোজ সবসময়ই গাম্ভীর্যপূর্ণ, কেননা আমাদের ক্রুশবিদ্ধ প্রেমের আদর্শে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাই খাদ্যরূপে গ্রহণ করি।

**শ্লোক** - গা ৬:১৪; হাবা ৩:১৮

*প্র* আমার একমাত্র গর্ব হল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ।

*উ* আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

*প্র* আমি প্রভুতে আনন্দ করব, আমার ত্রাণেশ্বরে উল্লাস করব।

*উ* আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ।

২২শে অক্টোবর

# পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পল

দ্বিতীয় পাঠ - পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পলের পোপীয় অধিকার-প্রাপ্তি লগ্নে উচ্চারিত উপদেশ থেকে পাঠ (আংশিক, ২২শে অক্টোবর ১৯৭৮)

**ভয় করো না! খ্রিষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও।**

পিতর রোমে এলেন! প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্যতা ছাড়া আর কীইবা রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এই শহরেই তাঁকে পরিচালিত করে নিয়ে এল? হয় তো গালিলেয়ার এ জেলে এখানে পর্যন্ত আসতে ইচ্ছুক নাও ছিলেন। হয় তো তিনি নিজ নৌকা ও নিজ জাল নিয়ে সেইখানে, সেই গেন্নেসারেৎ হ্রদের তীরেই থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ও তাঁর অনুপ্রেরণার প্রতি বাধ্য হয়ে তিনি এখানে এলেন।

প্রাচীন একটি ঐতিহ্য অনুসারে, নেরোর নির্যাতনের সময়ে পিতর রোম ত্যাগ করবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। তথাপি প্রভু তাঁর সঙ্কল্পে বাধা সৃষ্টির জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। পিতর তাঁকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কুও ভাদিস, দমিনে?' তথা, প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয়বারের মত ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য রোমে যাচ্ছি।' পিতর রোমে ফিরে গিয়েছিলেন এবং নিজের ক্রুশারোপণের ক্ষণ পর্যন্ত এখানে থেকে গেছিলেন।

আমাদের যুগ প্রভুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখবার জন্য ও স্বয়ং খ্রিষ্টের সর্বোচ্চ অধিকার-রহস্যের বিষয়ে বিনম্র ও ভক্তিপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন থাকার জন্য আমাদের আহ্বান করে, সজোরে আমাদের প্রেরণা দেয়, আমাদের বাধ্যই করে।

কুমারী মারীয়ার গর্ভে সঞ্জাত যিনি, যাঁকে লোকে ছুতোরের ছেলে মনে করত, পিতরের স্বীকারোক্তি অনুসারে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র যিনি, তিনি এলেন আমাদের করে তুলতে 'যাজক-রাজ্য'।

দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা এ অধিকার-রহস্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল, এবং এ বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দিল যে, যাজক, নবী-গুরু ও রাজা রূপে খ্রিষ্টের এ

ভূমিকা মণ্ডলীতে চলমান রয়েছে। গোটা ঈশ্বরের জনগণ সকলেই এ ত্রিবিধ ভূমিকার অংশী। হয় তো এককালে পোপের মাথায় সেই ত্রিরাজ্য অর্থাৎ সেই ত্রিমুকুট দেওয়া হত যাতে তেমন প্রতীকের মধ্য দিয়ে এ ধারণা ব্যক্ত হয় যে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর গোটা ক্রমোচ্চ শ্রেণি অর্থাৎ মণ্ডলীর যে 'পবিত্র অধিকার' মণ্ডলীতে অনুশীলন করা হয় তা সেবা ছাড়া আর কিছুই নয়, এমন সেবা যার লক্ষ্য একটিমাত্র তথা, যাতে গোটা ঈশ্বরের জনগণ খ্রিষ্টের এ ত্রিবিধ ভূমিকার সহভাগী হয় ও সর্বদাই প্রভুর অধিকারাধীন থাকে, কেননা এ অধিকারের উৎস এ জগতের প্রভাব-ক্ষমতায় নয়, বরং স্বর্গীয় পিতাতে ও ক্রুশ-পুনরুত্থান রহস্যে প্রতিষ্ঠিত।

প্রভুর পরম অধিকার আর সেইসঙ্গে মধুর ও নম্র অধিকার মানবের গোটা গভীরতম চাহিদায়, তার বুদ্ধি, ইচ্ছা ও হৃদয়ের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দেয়। সেই অধিকার বলের ভাষায় কথা বলে না, বরং ভ্রাতৃপ্রেমে ও সত্যে নিজেকে ব্যক্ত করে।

রোমের আসনে পিতরের নতুন উত্তরসূরী আজ ভক্তিপূর্ণ, বিনীত ও ভরসাপূর্ণ একটি প্রার্থনা নিবেদন করে: 'ওগো খ্রিষ্ট, এমনটি দাও আমি যেন তোমার অনন্য অধিকারের সেবক হয়ে উঠি ও সেবক হয়ে থাকতে পারি! আমি যেন তোমার মধুর অধিকারের সেবক হই! যেন সেই অধিকারের সেবক হই যা অন্ত জানে না! এমনটি দাও, আমি যেন তোমার দাস হতে পারি! এমনকি, আমি যেন হই দাসানুদাস।'

ভাই-বোন সকলে! খ্রিষ্টকে গ্রহণ করে নিতে ও তাঁর অধিকার মেনে নিতে ভয় করো না! পোপকে সাহায্য কর, সেই সকলকেও সাহায্য কর যারা খ্রিষ্টের সেবা করতে ইচ্ছা করে এবং খ্রিষ্টের অধিকার অনুশীলনে মানবের ও গোটা মানবজাতির সেবা করতে ইচ্ছা করে।

ভয় করো না! খ্রিষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও! তাঁর পরিত্রাণদায়ী অধিকারের জন্য খুলে দাও রাষ্ট্রসকলের স্বীমানা, খুলে দাও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কৃষ্টি, সভ্যতা ও উন্নয়নের উদার যত ক্ষেত্র। ভয় করো না! খ্রিষ্ট জানেন 'মানবের অভ্যন্তরে কি কি আছে'। কেবল তিনিই তা জানেন!

আজ মানুষ প্রায়ই জানে না তার নিজের অভ্যন্তরে, তার নিজের মন ও হৃদয়ের গভীরতম স্থলে সে কি কি বহন করছে। এ পৃথিবীতে তার জীবনের অর্থ যে কি,

এবিষয়েও সে প্রায়ই অনিশ্চিত। সে এমন সন্দেহে আক্রান্ত যা হতাশায় পরিণত হয়। তাই, আমার অনুরোধ, বিনম্রতা ও ভরসার সঙ্গে তোমাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ আবেদন: খ্রিষ্টকে মানুষের কাছে কথা বলতে দাও। কেবল তাঁরই কাছে জীবনের কথা, অনন্ত জীবনেরই কথা রয়েছে।

## শ্লোক

℣ ভয় করো না: মানুষের মুক্তিসাধক ক্রুশের প্রভাব প্রকাশ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

℟ খ্রিষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও।

℣ আমরা মণ্ডলীতে তাঁর অধিকারের সহভাগী হতে আহূত।

℟ খ্রিষ্টের জন্য দরজা খুলে দাও, সম্পূর্ণরূপেই খুলে দাও।

২৩শে অক্টোবর

# কাপেস্ত্রানোর সাধু জন, পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত কাপেস্ত্রানোর সাধু জন-লিখিত 'পুরোহিতদের দর্পণ' থেকে পাঠ (১ম খণ্ড ২)

## উত্তম পুরোহিতদের জীবন আলো ও শান্তি ছড়ায়

যাঁরা প্রভুর ভোজনপাটে আহূত, তাঁদের উচিত নীতিগতভাবে প্রশংসনীয় ও আদর্শ জীবনাচরণের শুচিতায় উজ্জ্বল হওয়া ও রিপুর সমস্ত কলুষ বা মলিনতা দূর করে দেওয়া।

তাঁদের উচিত পৃথিবীর লবণের মত নিজেদের ও পরের জন্য যথাযোগ্য জীবন যাপন করা, মহা প্রজ্ঞার আত্মায় উদ্ভাসিত হওয়া, ও তেমন আত্মা দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করা।

সর্বোচ্চ গুরু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের সেই বাণী উপলব্ধি করতে হবে যা তিনি কেবল প্রেরিতদূতদের ও শিষ্যদের কাছে নয়, কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরী সেই সকল পুরোহিত ও যাজকীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছেও গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন: *তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়* (মথি ৫:১৩)।

যাঁরা পুরোহিতবর্গের অংশ হয়ে তাঁদের জঘন্য আচরণ, রিপু ও পাপের কারণে কুদৃষ্টান্ত দেন, তাঁরা অবজ্ঞার পাত্র ও তুচ্ছ কাদা বলে গণ্য হবারই যোগ্য। তাঁরা নিজেদের জন্যও নয়, পরের জন্যও উপযোগী নন। কেননা সাধু গ্রেগরি বলেন: 'একজনের জীবন যখন ঘৃণার বস্তু, তখন এর ফলে তাঁর বাণীপ্রচারও গ্রহণযোগ্য নয়।'

*যে প্রবীণেরা নিজেদের অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো* উচিত (১ তি ৫:১৭)।

হ্যাঁ, যোগ্য পুরোহিতেরা সত্যিই দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য: একটা বাস্তব, অপরটা ব্যক্তিগত; একটা পার্থিব, অপরটা আধ্যাত্মিক; একটা অস্থায়ী, অপরটা চিরস্থায়ী।

তাঁরা পৃথিবীতে বাস করেন বটে, মরণশীল সৃষ্টজীবদের সঙ্গে অনিবার্য মানব-দুর্দশার অধীনও বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্গদূতদের সহনাগরিক, কেননা বিবেচনাপূর্ণ মন্ত্রীরূপে তাঁরা রাজার গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং, যেমন ঈশ্বরের ঊর্ধ্বতম আকাশমণ্ডলে সূর্য জগতের উপর উদিত হয়, তেমনি পুরোহিতবর্গের আলো মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হোক, তারা যেন তাঁদের শুভকর্ম দেখে ও স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে (মথি ৫:১৬ দ্রঃ)।

*তোমরা জগতের আলো* (মথি ৫:১৪)। আলো যেমন নিজেকেই আলোকিত করতে সৃষ্ট নয়, কিন্তু চারদিকে নিজের প্রভা ছড়ায় ও দৃশ্য বস্তু উজ্জ্বল করে, তেমনি ন্যায়বান ও সৎ পুরোহিতদের পুণ্যজীবন তাদেরই আলোকিত ও আনন্দিত করে তোলে যারা দেখে যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পবিত্রতার আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। এজন্য যাঁকে অন্যদের পরিচালনায় উন্নীত করা হয়, তিনি নিজেরই মধ্যে দেখাবেন, প্রভুর গৃহে অন্যদেরও কেমন ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

**শ্লোক** - সিরা ৪:২৩, ২৪; ২ তি ৪:২

*প্র* উপযুক্ত সময়ে কথা বলতে অস্বীকার করো না।

*উ* কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

*প্র* বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর, কিন্তু সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য করেই এসব কিছু কর।

*উ* কথন থেকেই প্রজ্ঞার পরিচয়লাভ, এবং জিহ্বার বচন থেকেই সুশিক্ষার প্রকাশ।

২৪শে অক্টোবর

# সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেৎ, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আন্তনি-মেরী ক্লারেতের রচনাবলি থেকে পাঠ

## খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে

পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে প্রেরিতদূতেরা সারা পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়লেন। একই আগুনে উদ্দীপ্ত হয়ে প্রৈরিতিক মিশনারীরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জগতের প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছলেন, এখনও পৌঁছেন, ভবিষ্যতেও পৌঁছবেন, যাতে নিজেদের বেলায় সাধু পলের এ বাণী আরোপ করতে পারেন : *খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে* (২ করি ৫:১৪)।

খ্রিষ্টের প্রেম আমাদের উদ্দীপিত করে, ও দৌড় দিতে ও পুণ্য আগ্রহের পাখায় ভর করে উড়তেই আমাদের প্রেরণা দেয়। যে কেউ সত্যিই প্রেম করে, সে ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশীকে প্রেম করে। যে কেউ সত্যিই সদাগ্রহী, সে প্রেমপূর্ণও হয়, কিন্তু ঊর্ধ্বতর পর্যায় প্রেমপূর্ণ হয়, অর্থাৎ প্রেমের পর্যায় অনুযায়ী ; তাতে একজন প্রেমে যতখানি জ্বলন্ত, সদাগ্রহ দ্বারা ততখানি উদ্দীপিত। যার সদাগ্রহ নেই, এতে প্রমাণিত হয় যে তার হৃদয়ে প্রেম ও ভালবাসা নিভে গেছে।

যে কেউ সদাগ্রহী, সে বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উৎকৃষ্ট কাজ সাধন করে ও পরিশ্রম করে যেন লোকে এজীবনে ও পরজীবনে ঈশ্বরকে অধিক জানে, ভালবাসে ও সেবা করে। কেননা এ পুণ্য প্রেমের অন্ত নেই। আর তেমন ব্যক্তি প্রতিবেশীর বেলায় সেরূপ ব্যবহার করে। তার ইচ্ছা ও তৎপর প্রচেষ্টায়ই যেন সকলে এ পৃথিবীতে সুখী হয় ও স্বর্গীয় মাতৃভূমিতেও আনন্দপূর্ণ ও ধন্য হয়। আরও, সকলে যেন পরিত্রাণ পায়, কেউই যেন চিরকালের মত বিনষ্ট না হয়, কেউই যেন ঈশ্বরকে অপমান করে একমুহূর্তেও পাপে না থাকে। এ ছিল পুণ্য প্রেরিতদূতদের আচরণ ও তাদেরও আচরণ, যারা প্রৈরিতিক আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত ছিল।

আমি নিজেকে বলি: মারীয়ার শুদ্ধহৃদয়ের সন্তান এমন ব্যক্তি যে ভালবাসায় জ্বলন্ত, ও যেখানে যায় সেখানে সব পুড়িয়ে ফেলে। তার সত্যকার বাসনা ও যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই যেন দিব্য প্রেমের আগুনে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

কিছুই তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে না, সে বরং অভাবে আনন্দিত, উৎসাহের সঙ্গে পরিশ্রমের সম্মুখীন হয়, যত ক্লেশ আলিঙ্গন করে, দুর্নামের পাত্র হলে আনন্দ করে, পীড়নে সুখ পায়। তার একমাত্র চিন্তাই, সে যিশু খ্রিষ্টের কেমন অনুসরণ করবে ও প্রার্থনায়, পরিশ্রমে ও সহিষ্ণুতায় তাঁর কেমন অনুকরণ করবে; এমনকি, সে কেবল ও সবসময়ই ঈশ্বরের গৌরব ও আত্মাদের পরিত্রাণের অন্বেষায়ই খ্রিষ্টের অনুকারী হতে আকাঙ্ক্ষা করে।

শ্লোক - ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯

প্র তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:

উ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

প্র আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন:

উ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে।

২৮শে অক্টোবর

# সাধু শিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১৮–২:৫)

**প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেন**

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি* (ইশা ২৯:১৪ দ্রঃ)। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে

গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

শ্লোক - মথি ১০:১৮, ১৯, ২০

℣ তোমাদের যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা চিন্তিত হয়ো না:

℟ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

℣ তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন:

℟ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (৭৬শ বিভাগ ১-২)

**যুদা জিজ্ঞাসা করলেন, যিশু কেন আপন শিষ্যদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, কিন্তু জগতের কাছে নয়?**

পবিত্র সুসমাচার পাঠ করে বা শুনে, শিষ্যদের প্রশ্ন ও গুরুর উত্তর থেকে আমরাও তাঁদের সঙ্গে সেই সমস্ত বিষয় শিখতে পারি গুরু যা শেখাতেন। এপ্রসঙ্গে, প্রভু যখন

বললেন: *আর অল্পকাল পরে জগৎ আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে* (যোহন ১৪:১৯), তখন যুদা—এই যুদা সেই বিশ্বাসঘাতক ইস্কারিয়োৎ নন—জিজ্ঞাসা করলেন: *প্রভু, এ কেমনটি হয় যে, আপনি শুধু আমাদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, জগতের কাছে নয়?* (যোহন ১৪:২২)। এসো, আমরাও সেই শিষ্যদের মত হই যাঁরা তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখেন, ও তাঁদের সঙ্গে সকলের গুরুর উত্তর শুনি। পুণ্যবান প্রেরিতদূত যুদা—সেই পাপী ও নির্যাতক যুদা নন, কিন্তু প্রভুর অনুগামী যে যুদা—এর কারণ জানতে চান যে, কেনই বা অল্পকাল পরে জগৎ তাঁকে আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখতে পাবেন। *যিশু তাঁকে উত্তর দিলেন, যদি কেউ আমাকে ভালবাসে, তবে সে আমার বাণী মেনে চলবে, আর আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান। যে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার বাণী মেনে চলে না* (যোহন ১৪:২৩-২৪)। দেখ, এখানে আমরা সেই কারণ জানতে পেরেছি যা অনুসারে তিনি আপনজনদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন কিন্তু সেই অপরদের কাছে নয় যাদের তিনি জগৎ বলে অভিহিত করেন: কারণটা হল এ যে, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ভালবাসেন, কিন্তু অন্যরা নয়। এ সেই একই কারণ যা সামসঙ্গীতেও ব্যক্ত হয়: *পরমেশ্বর, সুবিচার কর; সেই অসৎ মানুষের পক্ষ নয়, আমারই পক্ষ বেছে নাও* (সাম ৪৩:১ লাতিন পাঠ্য)। যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের বেছে নেওয়া হয় ঠিক এ কারণেই যে, তারা তাকে ভালবাসে; কিন্তু যারা তাঁকে ভালবাসে না, তারা যদিও মানুষদের বা স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলে কিন্তু তবুও তারা ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালের মত; তারা যদিও ভাববাণী দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যদিও সকল নিগূঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত জ্ঞানের কথা জানে ও এমন পূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী হয় যাতে পাহাড়পর্বতও সরিয়ে দিতে পারে, তারা যদিও তাদের সমস্ত সম্পদ বিলি করে দেয় ও নিজেদের দেহ আগুনে সঁপে দেয়, তবু তাতেও তাদের কোন লাভ নেই (১ করি ১৩:১-৩ দ্রঃ)।

প্রেম দ্বারাই জগৎ থেকে পুণ্যজনদের চেনা হয়; আর এ প্রেমই সেই আবাসে তাদের একাত্ম করে বাস করায়, যে আবাসে পিতা ও পুত্র এসে বাস করেন: পিতা ও পুত্রই

যাদের কাছে একদিন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তাদের প্রেমের সহভাগী করে তোলেন।

তেমন আত্মপ্রকাশ বিষয়েই শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন রেখেছিলেন, তাই এমনটি ঘটছে যে, যাঁরা প্রভুর বাণী প্রত্যক্ষভাবে শুনছিলেন তাঁরা শুধু নয়, কিন্তু সুসমাচারের মধ্য দিয়ে আমরাও প্রভুর উত্তর জানতে পারি।

যুদা খ্রিষ্টের আত্মপ্রকাশেরই বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন, কিন্তু এমন উত্তর পেলেন যা ভালবাসা ও আমাদের অন্তরে তাঁর আবাস লক্ষ করে।

সুতরাং ঈশ্বরের এমন আন্তরিক আত্মপ্রকাশ রয়েছে যা দুর্জনেরা জানে না: পিতা ও পুত্র তাদের কাছে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না।

পুত্রের কথা যদি ধরি, তাহলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু কেবল দেহে। তেমন আত্মপ্রকাশ আন্তরিক আত্মপ্রকাশের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাছাড়া তাদের পক্ষে চিরস্থায়ীও নয়, কিন্তু অল্পকালেরই ব্যাপার: তেমন আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য হবে বিচার, আনন্দ নয়; হবে দণ্ড, পুরস্কার নয়।

**শ্লোক** - যোহন ৬:৪৫, ৪৪

*প্র* নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে:

*উ* যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।

*প্র* পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।

*উ* যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে।

# পাঠসংগ্রহ - নভেম্বর

১ (নিখিল সাধুসাধ্বী) ২ (পরলোকগত ভক্তবৃন্দ) ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ (লাতেরান মহাগির্জা) ১০ ১১ (সাধু মার্টিন) ১২ ১৩ (নিখিল সাধু সন্ন্যাসী) ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ (সাধু আন্দ্রিয়)

## ১লা নভেম্বর

# নিখিল সাধুসাধ্বী

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৪)

**খ্রিষ্ট প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে মুক্ত করেছেন**

আমি, যোহন, তখন দেখতে পেলাম, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাতে একটা পাকানো পুঁথি রয়েছে, তা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই লেখা, ও সাতটা সীল দিয়ে মোহরযুক্ত। পরে আমি দেখতে পেলাম, শক্তিশালী এক স্বর্গদূত উদাত্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছেন: 'ওই পুঁথি খুলে দেবার ও তার সীলমোহরগুলি খুলে ফেলার যোগ্য কে?' কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর নিচে, পুঁথিটিকে খুলতে বা পড়তে সক্ষম এমন কেউই ছিল না। তখন আমি তিক্ত কান্নায় কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকেও পাওয়া গেল না যে সেই পুঁথি খুলতে ও পড়তে যোগ্য। সেই প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, 'কেঁদো না! দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই তিনি পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।'

পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই চার প্রাণী ও সেই প্রবীণদের মাঝখানে যেখানে সিংহাসনটি রয়েছে, সেখানে এক মেষশাবক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে যেন বধ করা হয়েছে। তাঁর সাতটা শিং ও সাতটা চোখ, অর্থাৎ কিনা সারা পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর মেষশাবকটি এগিয়ে এলেন, এবং, সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ডান হাত থেকে পুঁথিটিকে নিলেন। আর তিনি পুঁথিটিকে গ্রহণ করলে ওই চার প্রাণী ও চব্বিশজন প্রবীণ মেষশাবকের সামনে প্রণিপাত করলেন; তাঁদের প্রত্যেকের হাতে

একটা বীণা ও সুগন্ধি ধূপধুনোয় পূর্ণ একটা সোনার পাত্র; ধূপধুনো হল পবিত্রজনদের প্রার্থনা। তাঁরা এক নতুন বন্দনাগান গাইতেন:

'তুমি পুঁথিটি গ্রহণের,
ও তার সমস্ত সীলমোহর খুলবার যোগ্য,
কারণ তোমাকে বধ করা হয়েছিল,
এবং তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের জন্য
প্রতিটি গোষ্ঠী, ভাষা, জাতি ও দেশের মানুষকে কিনেছ,
এবং তাদের করে তুলেছ আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজ্য ও যাজক,
আর তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে।'

তেমন দর্শনের সময়ে আমি সিংহাসন ও প্রাণীদের ও প্রবীণদের চারপাশে বহু স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি; তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে বলছিলেন,

'যাঁকে বধ করা হয়েছিল,
সেই মেষশাবক পরাক্রম ও ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও শক্তি,
সম্মান, গৌরব ও "ধন্য" স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য!'

পরে আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে ও পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিচে ও সমুদ্র-গর্ভে জগৎসৃষ্টির সবকিছু ও যেখানে যা কিছু আছে, সবই বলে উঠল:

'সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর উদ্দেশে ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রশংসা, সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল।'

আর সেই চার প্রাণী বললেন, 'আমেন।' আর সেই প্রবীণেরা লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানালেন।

শ্লোক - প্রকাশ ১১:১৭, ১৮; সাম ১৪৫:১০

*প্র* প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যে তুমি আছ, যে তুমি ছিলে, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম ধারণ করে রাজ্যভার গ্রহণ করলে।

℣ তোমার দাস ও পবিত্রজন যারা, তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময় এসে গেছে।

℟ প্রভু, তোমার সকল কাজ করবে তোমার স্তুতি ; তোমার ভক্তরা তোমাকে বলবে ধন্য।

℣ তোমার দাস ও পবিত্রজন যারা, তাদের সকলকে মজুরি দেওয়ার সময় এসে গেছে।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সিনাইবাসী সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ)

**স্বর্গের পবিত্রজনেরাই এ উৎসবে আমাদের আহ্বান করছেন**

প্রিয়জনেরা, আজকের উৎসবমুখর এ জনসমাগম সত্যিই আমাদের আগ্রহের উজ্জ্বল প্রকাশ ; কিন্তু আমাদের এত আগ্রহ, এত আনন্দ কেন? তার কারণ, আমাদের যে ভাইবোন আমাদের কাছ থেকে খ্রিষ্টের কাছে আহূত হয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই আমাদের এখানে আহ্বান করেছেন! সুতরাং এসো, স্তুতিগান গেয়ে সানন্দে খ্রিষ্টের কাছে এগিয়ে আসি, কেননা আমাদের পরলোকগত ভাইবোনেরা এমন উদ্দীপনা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়েছেন, তাঁরা স্বর্গে দূতদের প্রশংসাগানে যোগ দিতে দিতে ও আমাদের জন্য আত্মিক এমন ভোজনপাটের আয়োজন করতে করতে আমরা যেন এ পৃথিবীতে তাঁদের হয়েই ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করি। পরমদেশের আমোদপ্রমোদে প্রমত্ত হয়ে তাঁরা আমাদের হাতে অনুতাপের আঙুররস তুলে দিচ্ছেন ; তাঁরা এখন স্বর্গের সান্ত্বনা ভোগ করছেন ও এমন প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন যাতে অগম্য আলোর দিকে অগ্রসর হতে হতে নিজেদের হৃদয় আলোময় করে তুলতে পারেন।

যে পবিত্রজনেরা আগে থেকে খ্রিষ্টের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা আমাদের মধ্য থেকেই পবিত্রজনদের স্বর্গে আকর্ষণ করলেন। যাঁরা একসময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রকৃত মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে আমাদের অনাথ করে ফেলে রেখেছেন। তাঁরা অবক্ষয়ের পর্যায় থেকে অক্ষয়ের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন ; তাঁরা এজগৎ ছেড়ে খ্রিষ্টে পুনরুত্থান করেছেন, এ অস্থায়ী তাঁবু ত্যাগ করে স্বর্গীয় যেরুশালেমে আবাস নিয়েছেন। এজীবনের শূন্যতায় আমাদের ফেলে রেখে তাঁরা স্বর্গের সুখ লাভ করেছেন ; এ পার্থিব চিন্তার মধ্যে আমাদের ছেড়ে নিশ্চিন্তার দেশে উত্তরণ করেছেন। তাঁরা এসংসারের ঝড় ও তরঙ্গ পেরিয়ে গিয়ে প্রশান্ত বন্দরে নঙ্গর ফেলেছেন।

অথচ আমাদের মাঝে থাকাকালে তাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ব'লে প্রতীয়মান হয়েও প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, কেননা তাঁদের মন ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত ছিল। হ্যাঁ, তাঁরা স্বর্গের নাগরিকের মতই পৃথিবীতে বাস করছিলেন। এখানে স্থায়ী কোন নগর স্থাপন না করে তাঁরা স্বর্গীয় নগরীর সন্ধান করছিলেন; পার্থিব কোন ধন গচ্ছিত না করে তাঁরা স্বর্গের ধনের অন্বেষণ করছিলেন। ঠিক তাঁদের পূর্বপুরুষদের মত তাঁরাও এখানে বিদেশী ও প্রবাসী ছিলেন। সংসারের প্রতি, সংসারের যত বিষয়ের প্রতি ও সংসারের যত পথের প্রতি বিদেশী হয়ে তাঁদের গোটা হৃদয় স্বর্গীয় বিষয়েই মগ্ন ছিল: হ্যাঁ, স্বর্গীয় বিষয়ই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা, তাঁদের একমাত্র বাসনা। তাঁরা স্বর্গের কান্তির জন্য, তার আবাস ও গৃহের জন্য, তার দূতবাহিনী ও প্রশংসাগানের জন্য, তার উৎসব ও চিরন্তন সুখের জন্যই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

পবিত্রজনেরা তেমন স্বর্গীয় বিষয়গুলো দর্শন করে, ধ্যান করে ও অন্বেষণ করে সেগুলোর দিকেই দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন, আর শেষে তা লাভও করলেন, ও তাঁদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে দিব্য বাসরে প্রবেশাধিকার পেলেন। একসময়ে পরিশ্রম করেছিলেন বিধায় এবার তাঁরা উল্লাসে মেতে ওঠেন। শিথিল ছিলেন না বিধায় তাঁরা এখন আনন্দ ভোগ করেন। হ্যাঁ, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫)।

শ্লোক - প্রকাশ ১৯:৫, ৬; সাম ৩৩:১

*প্র* আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,

*উ* কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

*প্র* প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,

*উ* কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

*অথবা* **(খ বর্ষ)**

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত মাননীয় সাধু বীডেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৭০)

**ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণার প্রতিদানে**

**পবিত্রজনেরা লাভ করলেন চিরস্থায়ী পুরস্কার**

প্রিয়জনেরা, আমরা আজ মহোৎসব পালন করে সেই সকল স্বর্গীয় পবিত্রজনদের স্মৃতি রক্ষা করি যাঁদের উপস্থিতিতে স্বর্গ উল্লসিত, যাঁদের প্রতিপালনে পৃথিবী আনন্দিত, ও যাঁদের গৌরব স্বয়ং পবিত্র মণ্ডলীর ভূষণ। তাঁরা একসময়ে খ্রিষ্টবিশ্বাস যত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন, আজ তত সম্মানের সঙ্গে সম্মানিত, কেননা সংগ্রামীর গৌরব সংগ্রামের কঠোরতার অনুপাত। সাক্ষ্যমরদের গৌরব হল বহুপ্রকার কষ্টের ফল, আর তাঁদের যন্ত্রণা যতখানি তীব্র ছিল, তাঁদের পুরস্কার ততখানি উজ্জ্বল হল।

আমাদের মাতা সেই কাথলিক মণ্ডলী যা জগৎজুড়ে পরিব্যাপ্ত, তার মাথা সেই যিশু খ্রিষ্টের কাছ থেকে দুর্নাম, যন্ত্রণা বা মৃত্যুও ভয় না করতে শিখেছে। প্রতিরোধ না করে বরং সহিষ্ণুতা দেখিয়েই নিজেই উত্তরোত্তর শক্তির অধিকারী হয়ে সে সেই উৎকৃষ্ট দলকে উৎসাহ দান করল যাঁরা গৌরবমালা লাভ করার জন্য তারই মত আগ্রহের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশ নিতে অগ্রসর হলেন।

আহা, সত্যিই ধন্য এ মাতা মণ্ডলী, যা ঐশঅনুগ্রহের মর্যাদায় উজ্জ্বল, বিজয়ী সাক্ষ্যমরদের মূল্যবান রক্তে ভূষিতা, অক্ষুণ্ণ খ্রিষ্টবিশ্বাস-স্বীকৃতির স্বচ্ছ পবিত্রতায় পরিবৃতা! তার মালায় সাক্ষ্যমরণের রক্তলাল গোলাপফুলও রয়েছে, চিরকুমারীদের শুচিশুভ্র লিলিফুলও রয়েছে।

প্রিয়জনেরা, এসো, সচেষ্ট থাকি, আমরাও যেন তেমন দ্বিবিধ মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠতে পারি—তা কুমারীত্বের শুভ্র মালা হোক বা সাক্ষ্যমরদের রক্তলাল মালা হোক। স্বর্গের বিচারালয়ে খ্রিষ্টের সকল সৈন্যের জন্যই উপযুক্ত মালা রয়েছে—যুদ্ধকালের জন্য একটা মালা, শান্তিকালের জন্য একটা মালা।

উপরন্তু, আপন অনির্বচনীয় ও অপরিসীম মঙ্গলময়তায় ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে পরিশ্রম ও যন্ত্রণার কাল অন্তহীন না হয়, এমনকি অতিরিক্ত দীর্ঘও না হয়, সেই

কাল বরং ক্ষণিকের মত। এ স্বল্পদিনের জীবনে আমাদের লড়াই ও পরিশ্রম করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই অনন্ত পরজীবনে আমরা আমাদের কর্ম অনুযায়ী মালা ও পুরস্কার পাব। তাই পরিশ্রম অল্পদিনের, কিন্তু পুরস্কার চিরস্থায়ী। এসংসারের অন্ধকার মিলিয়ে গেলে পবিত্রজনেরা এমন আলোর দর্শন পাবেন অতুলনীয়ই যার উদ্ভাস, ও এমন আশীর্বাদের অধিকারী হবেন যা আগের যন্ত্রণার যোগ্য প্রতিদান। এবিষয়ে প্রেরিতদূত সাক্ষ্য দিয়ে বলেন: *আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (রো ৮:১৮)।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৯:৫, ৬; সাম ৩৩:১

*প্র* আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,

*উ* কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

*প্র* প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,

*উ* কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২)

### যাঁরা আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন,
### এসো, তাঁদের দিকে ছুটে চলি

সাধুসাধ্বীদের প্রশংসাবাদ আমরা করছি কেন? তাঁদের উদ্দেশে আমাদের এ গৌরবকীর্তনে ও পর্বোৎসব-পালনে কী লাভ? পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে যখন স্বর্গীয় পিতাই তাঁদের উপর সম্মান আরোপ করেন, তখন কেনই বা তাঁদের প্রতি এ পৃথিবীর সম্মান? তাঁদের উদ্দেশে আমাদের যত স্তুতিবাদ কিসের জন্য? সাধুসাধ্বীদের পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের উপাসনায় তাঁদের কোন

উপকারও হয় না। একথা স্পষ্ট যে, আমরা যখন তাঁদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করি, তখন তাঁদের নয়, আমাদেরই লাভের জন্য তা করি।

আর আমি, আমি তো একথা স্বীকার করতে বাধ্যই যে, যখন সাধুসাধ্বীদের কথা ভাবি, তখন আমার হৃদয়ে মহৎ বাসনার আগুন জ্বলে ওঠে।

সাধুসাধ্বীর স্মৃতি যে প্রথম বাসনা আমাদের হৃদয়ে বিশেষভাবে জাগায় বা সৃষ্টি করে তা হল: তাঁদের মধুময় সাহচর্য উপভোগ করা ও পুণ্যাত্মাদের যোগ্য পরিজন ও সহনাগরিক হওয়ার বাসনা: কুলপতিদের মণ্ডলীতে, নবীদের দলে, প্রেরিতদূতদের সভায়, অসংখ্য সাক্ষ্যমরদের সেনায়, বিশ্বাস-সাক্ষীদের সমাবেশে, চিরকুমারীদের গায়কদলে, এক কথায় নিখিল সাধুসাধ্বীর সহভাগিতায় সম্মিলিত ও আনন্দিত হবার বাসনা।

আদি খ্রিষ্টমণ্ডলী আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, এতে কি আমাদের কিছুই আসে যায় না? সাধুসাধ্বীদের ইচ্ছাই আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে থাকি: আমরা কি উদাসীন হয়ে থাকব? সেই সকল ধার্মিকজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, অথচ এর জন্য আমাদের কি কোন চিন্তা নেই?

না, ভাই! বরং এসো, আমাদের এ নিন্দনীয় ঔদাসিন্য থেকে জেগে উঠি; এসো, খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করি, ঊর্ধ্বলোকের বিষয়গুলোর অন্বেষণ করি, সেগুলো উপভোগ করি। যাঁরা আমাদের দেখবার বাসনা পোষণ করছেন, এসো, তাঁদের সেই বাসনা অনুভব করি; যাঁরা আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের দিকে ছুটে চলি; যাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, উদ্দীপিত হৃদয়ে তাঁদের অবস্থা পূর্বাস্বাদন করি। সাধুসাধ্বীর সাহচর্য শুধু নয়, তাঁদের আনন্দও লাভ করার বাসনা আমাদের পোষণ করা উচিত। তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে করতে, এসো, তাঁদের গৌরবের অংশী হবার জন্যও আমাদের হৃদয় তীব্র উদ্দীপনায় উদ্দীপিত করি। তেমন আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয় নয়, গৌরবলাভের তেমন ক্ষুধাও আদৌ ক্ষতিকর নয়।

সাধুসাধ্বীদের স্মৃতিরক্ষার ফলে আমাদের হৃদয়ে দ্বিতীয় এক বাসনা জাগে তথা, আমাদের জীবনস্বামী খ্রিষ্ট তাঁদের কাছে যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে যেন দেখা দেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও যেন সেই গৌরবে আবির্ভূত হতে পারি। যিনি আমাদের মাথা,

তিনি এখন স্বর্গে যেভাবে আছেন, সেভাবে নয়, বরং এ পৃথিবীতে যে রূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি ইতিমধ্যে সেই রূপেই আমাদের কাছে দেখা দিচ্ছেন। তাই আমরা তাঁকে গৌরবমুকুটে ভূষিত নয়, কিন্তু আমাদের পাপের কাঁটার মুকুটেই পরিবৃত দেখছি।

সুতরাং, কাঁটার মুকুটে পরিবৃত তেমন মাথারই নিচে যত অঙ্গ নিজেকে বিলাসিতায় সুসজ্জিত করে, সেই অঙ্গের লজ্জাবোধ করা উচিত; সেই অঙ্গ বুঝুক যে, তেমন সজ্জা তাকে মানায় না, তাকে সকলের হাসির পাত্রই করে।

একদিন খ্রিষ্টের আগমনের ক্ষণ এসে উপস্থিত হবে, তখন তাঁর মৃত্যুর কথা আর প্রচারিত হবে না। সেসময় আমরা দেখতে পাব যে আমরাও মৃত, ও আমাদের জীবন তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত।

সেসময়ে খ্রিষ্ট গৌরবময় মাথা হিসাবেই দেখা দেবেন, সেসময়ে গৌরবান্বিত অঙ্গগুলোও তাঁর সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তিনি তখন আমাদের এ অবনমিত দেহকে রূপান্তরিত করে মাথার তথা নিজেরই গৌরবের সমরূপ করে তুলবেন।

সুতরাং এসো, গৌরবের আকাঙ্ক্ষা স্বচ্ছন্দে পোষণ করি—এ আমাদের অধিকার বটে। কিন্তু তেমন অতুলনীয় আনন্দের প্রত্যাশা যেন বাস্তবায়িত হতে পারে, সাধুসাধ্বীদের সহায়তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এসো, তৎপর হয়ে সেই সহায়তা যাচনা করি। তাই আমরা একাকী হয়ে যেখানে যাওয়া পর্যন্তও কল্পনা করতে পারি না, তাঁদের প্রার্থনার পুণ্যফলেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব।

শ্লোক - প্রকাশ ১৯:৫, ৬; সাম ৩৩:১

প্র আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা,

উ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

প্র প্রভুতে আনন্দধ্বনি তোল, ধার্মিকজন সকল, ন্যায়নিষ্ঠদের মুখেই প্রশংসাগান সমীচীন,

উ কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।

## ২রা নভেম্বর

# পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ

**প্রথম পাঠ** - মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থার একটা পাঠ বেছে নেওয়া হবে।

**শ্লোক** - সাম ৫১:৪

*প্র* প্রভু, আমার কাজকর্ম অনুযায়ী আমাকে বিচার করো না ; তোমার দৃষ্টিতে আমার যত কর্মই যে মূল্যহীন।

*উ* তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

*প্র* আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায়।

*উ* তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৭২:১-৩)

### মৃত ভক্তবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা

আমাদের প্রিয়জনেরা মৃত্যুবরণ করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলে আমরা যে শোক করব তা তো অনিবার্যই বটে। যদিও আমরা জানি, তাঁরা সবসময়ের মত আমাদের ত্যাগ করেছেন এমন নয়, কিন্তু অল্পকালের মত আমাদের আগে আগে অগ্রসর হয়েছেন আর আমরা যারা এখানে রয়েছি কিছুদিন পরে তাঁদের পিছনে যাব, এ সমস্ত কথা জানা সত্ত্বেও আমাদের প্রকৃতি মৃত্যুকে এড়াতে চায়, আর মৃত্যু আমাদের প্রিয়জনদের একজনকে কেড়ে নিয়ে গেলে আমরা সেই পরলোকগত ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার খাতিরে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এজন্যই প্রেরিতদূত এমনটি বলেন না যে, আমাদের শোক করা উচিত নয়, কিন্তু একথা বলেন যে, তাদেরই মত শোকার্ত হতে নেই, কোন প্রত্যাশা যাদের নেই। আমাদের আপনজনদের মৃত্যুতে আমরা শোক অনুভব করি কারণ তাঁদের ছাড়তে বাধ্য ; আবার প্রত্যাশাও অনুভব করি কারণ একদিন তাঁদের

ফিরে পাব। শোক দ্বারা আমরা দুঃখে জর্জরিত, প্রত্যাশা দ্বারা সান্ত্বনাই পাই; শোকে আমরা আমাদের নিজেদের দুর্বলতার অভিজ্ঞতা করি, প্রত্যাশায় আমরা বিশ্বাস দ্বারা নবীকৃত হয়ে উঠি। মৃতদের নিদ্রাগমনে মানবদশা শোক করে, কিন্তু প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে ঐশপ্রতিশ্রুতি হৃদয়কে নিরাময় করে।

একই প্রকারে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ সজ্জা, কবরস্থানে বহুলোকের শোভাযাত্রা, দামী দামী সমাধিমন্দির নির্মাণ—এ সমস্ত কিছু জীবিতদেরই কাছে একপ্রকার আরাম দিতেও পারে, কিন্তু মৃতদের পক্ষে এতে কোন উপকার নেই। তথাপি একথা সুনিশ্চিত যে, পবিত্র মণ্ডলীর প্রার্থনা দ্বারা, খ্রিষ্টযাগ দ্বারা, ও তাঁদের আত্মার কল্যাণার্থে অর্থদান দ্বারা মৃতেরা যথেষ্টই উপকৃত; এ সমস্ত কিছু করার অর্থই যেন তাঁদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করে প্রভু তাঁদের রেহাই দেন। পিতৃগণ যে প্রথা হস্তান্তর করেছেন, গোটা মণ্ডলী তা পালন করে থাকে, তথা: যাঁরা খ্রিষ্টের দেহরক্তের সঙ্গে সহভাগিতা বজায় রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁদের কথা যখন মিসার উপযুক্ত সময়ে স্মরণ করা হয় তখন তাঁদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত; আর শুধু তা নয়, আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে তেমন মিসা তাঁদেরও জন্য উৎসর্গীকৃত। তেমন দয়াকর্ম যখন যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁদের কল্যাণার্থে সম্পাদন করা হয়, তখন আমরা যে সত্যিই তাঁদের সহায়তা দান করি, একথা কেউ কি সন্দেহ করতে পারে? তাঁদের কল্যাণার্থে যে প্রার্থনা আমরা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করি, তা অকৃতকার্য নয়। আমাদের প্রার্থনা দ্বারা তাঁরা উপকৃত হবেন কিনা এমন সন্দেহ যেন আমাদের অন্তরে স্থান না পায়—বলা বাহুল্য আমরা তেমন মৃত ব্যক্তিদেরই কথা বলছি যাঁরা মৃত্যুর আগে এমন পবিত্র জীবন যাপন করেছেন যার ফলে আমাদের প্রার্থনা তাঁদের পক্ষে উপযোগী হতে পারে।

সুতরাং বিশ্বাসী ভক্তজনদের পক্ষে তাঁদের নিজেদের পরলোকগতদের জন্য শোক করা বিধেয় বলে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু তবু তাঁদের শোক যেন এমনটি হয় যা নিরাময় করা যেতে পারে। আমাদের মরণশীল দশার উপর চোখের জল পড়ুক, কিন্তু এমন চোখের জল যা বিশ্বাসজনিত আনন্দেই শীঘ্রই শুকিয়ে যায়; কেননা বিশ্বাস এবিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে যে, মৃত্যুর পরে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা আমাদের কাছ থেকে সামান্যই দূরে যান যাতে শ্রেয়তর অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। সুতরাং মৃত আপনজনদের প্রতি

আমাদের আধ্যাত্মিক ভালবাসা এ তিনটে বিষয়েই উত্তম প্রকাশ পায়, তথা: খ্রিষ্টযাগ, প্রার্থনা ও অর্থদান। এগুলিই তাঁদের সহায়তা করবে যাঁরা দেহে মৃত হয়েও আত্মায় জীবিত।

**শ্লোক** - ২ মাকা ১২:৪৫; মথি ১৩:৪৩ দ্রঃ

*প্র* যারা পিতৃগণের বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চিরনিদ্রা যায়,

*উ* তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

*প্র* তখন সেই ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

*উ* তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে বিশপ সাধু আম্ব্রোজের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:৪০, ৪১, ৪৬, ১৩২, ১৩৩)

**আমরা খ্রিষ্টের সঙ্গে মরি যেন তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করতে পারি**

মৃত্যুও যে লাভ ও জীবন যে শান্তি হতে পারে, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এজন্য ধন্য পল বলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রিষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ* (ফিলি ২:২১)। আমাদের পক্ষে জীবনদায়ী আত্মা সেই খ্রিষ্টে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হওয়া কেমন সম্ভব হতে পারে, তেমন রূপান্তর যদি না আমাদের দৈহিক মৃত্যুর পরেই সাধিত হয়?

সুতরাং এসো, প্রত্যেকদিন মৃত্যু-চর্চা করি, মৃত্যুর জন্য অকপট আত্মনিবেদন আমাদের অন্তরে পোষণ করি। ইন্দ্রিয়জনিত যত কামনা-বাসনা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তেমন চর্চা প্রাণের পক্ষে খুবই উপকারী হবে। নিম্ন প্রকার যত পশুতুল্য কামনা আমাদের আত্মাকে নিজেদের ফাঁদে আটকাতে প্রয়াসী, সেই সবকিছুর পক্ষে অগম্য এমন সুউচ্চ স্থানে উড়ে যাবার জন্যও সেই চর্চা উপকারী। তাই, আমাদের জীবনে এখন থেকেই মৃত্যুর প্রতীক ব্যক্ত করতে সম্মত হলে শেষদিনে আমরা মৃত্যুকে শাস্তি বলে ভোগ করব না। আসলে দেহের বিধান আত্মার বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেই দেহের বিধান

পাপের বিধানের হাতেই আত্মাকে ধরিয়ে দিতে চায়। এর প্রতিকার কী হবে? ধন্য পল নিজেও একই প্রশ্ন রেখেছিলেন, উত্তরও দিয়েছিলেন: *মৃত্যু-পরিণামী এই দেহ থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে? আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহই* মুক্তি দেবে (রো ৭:২৪-২৫)।

আমাদের চিকিৎসক আছেন, সুতরাং এসো, ঔষধ গ্রহণ করি। আমাদের ঔষধ হল খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ও মরণশীল দেহ হল আমাদের এ দেহ। অতএব এসো, এদেহ থেকে প্রবাসী হয়ে চলে যাই, যাতে খ্রিষ্ট থেকে প্রবাসী না হই। দেহে থেকেও আমরা যেন দেহের কামনা-বাসনা অনুসরণ না করি। প্রকৃতির ন্যায্য দাবি অস্বীকার করতে নেই, একথা সত্য। তবু আমাদের অগ্রাধিকার যেন সবসময় অনুগ্রহের দানগুলির দিকেই ধাবিত থাকে।

একজনেরই মৃত্যুতে জগৎ মুক্তি পেল। ইচ্ছা করলে খ্রিষ্ট নাও মরতে পারতেন; তিনি কিন্তু মৃত্যুকে এমন নিকৃষ্ট বস্তু যা এড়ানো উচিত গণ্য করলেন না, এমনকি মৃত্যুবরণ করার চেয়ে তিনি মহত্তম উপায়ে আমাদের ত্রাণ করতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যু হল সকলের জীবন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে চিহ্নিত: প্রার্থনায় তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করি, অর্ঘ্য নিবেদনের সময়ে তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার করি। তাঁর মৃত্যু হল বিজয়, তাঁর মৃত্যু হল সাক্রামেন্ত, তাঁর মৃত্যু হল জগতের একটা বাৎসরিক মহোৎসব। খ্রিষ্টের মৃত্যু বিষয়ে আর কীবা বলব, যখন দিব্য প্রমাণ দ্বারা আমরা জানি যে কেবল এ মৃত্যুই আমাদের জন্য অমরতা লাভ করল আর মৃত্যু নিজে নিজের মুক্তিমূল্য দিয়ে নিজের মুক্তি সাধন করল? অতএব, সেই মৃত্যুকে ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু বিশ্বপরিত্রাণের কারণ; সেই মৃত্যু থেকে দূরে পালাতে নেই, যে মৃত্যুকে ঈশ্বরের পুত্র তুচ্ছ করলেন না, এড়াতেও চাইলেন না।

সত্য কথা বলতে গেলে, আদিতে মৃত্যু প্রকৃতির একটা অঙ্গ ছিল না, শুধু পরবর্তীতেই মৃত্যু প্রকৃতির সাধারণ অঙ্গ হল। কেননা ঈশ্বর আদি থেকে মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি তা প্রতিকাররূপেই আমাদের দিলেন। অবিরত পরিশ্রমে এবং দুঃখযন্ত্রণা ও যত প্রতিকূলতার মাঝে মানবজাতির করুণ দশাটা সেই প্রথম পাপের দণ্ডের ফলেই তো শুরু হল। কিন্তু এসব অশুভ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটানো দরকারই ছিল, জীবন যা

হারিয়ে ফেলেছিল, মৃত্যুই যেন তা ফিরিয়ে আনতে পারে; অন্যথা, অনুগ্রহের অভাবে, সেই অমরতা সুবিধার চেয়ে বরং একটা বোঝাই হয়ে দাঁড়াত।

আমাদের আত্মাকে এ জীবনের বন্দিদশা থেকে বের হতে হয়, নশ্বর বস্তুর বোঝা থেকে মুক্তি পেতে হয়, শাশ্বত স্বর্গীয় সভার দিকে এগতে হয়।

সেখানে পৌঁছানো সাধুসাধ্বীদের বৈশিষ্ট্য। আমরা সেখানে ঈশ্বরের একই প্রশংসাগান করব যা শাস্ত্রের বাণী অনুযায়ী বীণা বাজিয়ে স্বর্গীয় গায়কদল গান করে থাকেন: *মহান, আশ্চর্য তোমার যত কাজ, হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! ন্যায্য, সত্যময় তোমার যত পথ, হে সর্বজাতির রাজা! কেইবা ভীত হবে না, প্রভু? কেইবা করবে না তোমার নামের গৌরবগান? কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র! সর্বজাতি এসে তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করবে* (প্রকাশ ১৫:৩-৪)।

যিশু, তোমার বিবাহোৎসব দেখবার জন্যও আমাদের আত্মাকে বের হতে হবে; সেই উৎসবে, সকলের গানের মধ্যে সংসারের অধীনস্থ না হয়ে বরং পবিত্র আত্মার সঙ্গে মিলিতা হয়ে কনে মর্ত থেকে স্বর্গে উপনীতা হবে: *তোমার কাছে ফিরে যাবে যত নশ্বর জীব* (সাম ৬৫:৩ লাতিন পাঠ্য)।

সকলের চেয়ে ধন্য দাউদ-ই এ দিনটির দর্শন পাবার অধিক ইচ্ছা করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, *প্রভুর কাছে আমার শুধু এই যাচনা—এইটুকু মাত্র অন্বেষণ করি—আমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে প্রভুর গৃহে বাস করাই বাসনা আমার, যেন প্রভুর মাধুর্য আস্বাদ করতে পারি* (সাম ২৭:৪)।

শ্লোক - ২ মাকা ১২:৪৫; মথি ১৩:৪৩ দ্রঃ

*প্র* যারা পিতৃগণের বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চিরনিদ্রা যায়,

*উ* তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

*প্র* তখন সেই ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।

*উ* তারা পাবে অপরূপ পুরস্কার।

৩রা নভেম্বর

# সাধু মার্টিন দ্য পরেস, ধর্মব্রতী

**দ্বিতীয় পাঠ** - মার্টিন দ্য পরেসকে সাধু-ঘোষণা কালে পোপ সাধু ২৩শ জনের উপদেশ থেকে পাঠ

## ভালবাসার মানুষ সেই মার্টিন

যিশু যে পথ শিখিয়েছেন তা এ: সর্বপ্রথমে: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, ও তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসবে।* এরপর, *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে* (মথি ২২:৩৭)। সাধু মার্টিন তাঁর জীবনাদর্শে আমাদের দেখান যে আমরা এ পথ দিয়ে পরিত্রাণ ও পবিত্রতায় পৌঁছতে পারি।

খ্রিষ্ট যিশু আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন ও ক্রুশবৃক্ষ পর্যন্ত আপন দেহে আমাদের পাপ বহন করেছেন (১ পি ২:২৪ দ্রঃ), একথা জেনে মার্টিন বিশেষ ভালবাসার সঙ্গেই সেই ক্রুশবিদ্ধজনের পথে চললেন। আর যখন যিশুর জঘন্য যন্ত্রণার দিকে তাকাতেন তখন অঝোরে অশ্রুপাত না করে পারতেন না। তিনি এউখারিস্তিয়া মহাসাক্রামেন্তও বিশেষ ভালবাসায় ভক্তি করতেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি গির্জার নিভৃত স্থানে থেকে সিন্দুকের সামনে বহুঘণ্টা ধরেই আরাধনায় রত থাকতেন। তাঁর একান্ত বাসনাই, যথাসাধ্য ভালবাসার সঙ্গেই এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করা।

ঐশগুরুর দেওয়া ভালবাসার যে আদেশ, তা সাধু মার্টিন অধিক তৎপরতা ও সদাগ্রহের সঙ্গেই পালন করতেন; এজন্য ভাইদের সঙ্গে সেই জীবন্ত ভালবাসার সঙ্গেই ব্যবহার করতেন যা অবিচল বিশ্বাস ও গভীর বিনম্রতা থেকেই উদ্গত। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন, কেননা তাদের সত্যিকারেই ঈশ্বরের সন্তান ও আপন ভাই বলে গণ্য করতেন; এমনকি নিজের চেয়েও তাদের বেশি ভালবাসতেন, কেননা তাঁর বিনম্রতা গুণে তিনি সকলকেই নিজের চেয়ে সৎ ও শ্রেয় জ্ঞান করতেন।

তিনি পরের ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখতেন, তীব্রতম অপমানও মার্জনা করতেন, কেননা এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, নিজের পাপের জন্য তিনি নিজেই অধিক গুরুতর

দণ্ডের যোগ্য। সমস্ত সদাগ্রহের সঙ্গে তিনি অপরাধীদের সৎপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতেন। অসুস্থদের স্নেহভরেই সেবাযত্ন করতেন।

গরিবদের জন্য খাদ্য, কাপড় ও ঔষধের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর সাধ্যমত কৃষকদের ও কৃষ্ণাঙ্গদের সহায়তা দান করতেন; তাদেরও সহায়তা করতেন যারা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীপুরুষের মিলনজাত—সেকালে সকলে এদের ঘৃণার চোখেই দেখত।

তাদের তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য দিতেন, ও এমন তৎপরতার সঙ্গে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন যে, জনগণ তাঁকে 'ভালবাসার মানুষ সেই মার্টিন' বলে ডাকত।

এ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যিনি চেতনা দানে, জীবনাদর্শে ও সদ্‌গুণাবলি দ্বারা অপরকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে পারলেন, তিনি আজও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকে আমাদের মন অপরূপভাবে উন্নীত করার ক্ষমতা রাখেন। দুঃখের বিষয়, সকলেই যে এ সর্বোচ্চ দানগুলো যথাযোগ্য ভাবে উপলব্ধি করে ও সেগুলোকে মর্যাদা দেয়, তা নয়, এমনকি অনেকেই তারা, যারা অনিষ্টের আকর্ষণের দিকে ধাবিত হয়ে, হয় সেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, না হয় তাদের কাছে এসব হল বিতৃষ্ণার বস্তু, না হয় এবিষয়ে আদৌ মন দেয় না। ঈশ্বর করুন, মার্টিনের আদর্শ যেন কল্যাণকর ভাবে অনেককেই শেখাতে পারে কতই না মধুর ও আনন্দদায়ক যিশু খ্রিষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও তাঁর দিব্য আজ্ঞাগুলি অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

**শ্লোক** - সিরা ৩১:৮, ১১, ৯

*প্র* সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না।

*উ* তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

*প্র* কে সেই মানুষ? আমরা তো তাকে সুখী ঘোষণা করব; কারণ আপন জাতির মধ্যে সে সাধন করল আশ্চর্য কাজ।

*উ* তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

৪ঠা নভেম্বর

# সাধু চার্লস বরমেয়ো, বিশপ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - শেষ সভায় বিশপ সাধু চার্লসের ভাষণ থেকে পাঠ

## নিজের আহ্বান অনুসারে চলা

আমরা সকলেই দুর্বল, আমি একথা মানি, কিন্তু প্রভু আমাদের সামনে এমন কতগুলো উপায় রাখেন যে, ইচ্ছা করলে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। সেগুলো ছাড়া আমাদের পক্ষে নিজেদের আহ্বানের ব্রতের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখানো সম্ভব হবে না।

এমন পুরোহিতের কথা ধরি যিনি আত্মসংযমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও এবং গম্ভীর ও পুণ্য আচরণের আদর্শ দেবার আবশ্যকতা স্বীকার করলেও তবু দেহসংযম পালন করতে অস্বীকার করেন, উপবাস করেন না, প্রার্থনা করেন না, ও এমন আলাপ ও সংসর্গ ভালবাসেন যা তত গঠনমূলক নয়: তেমন পুরোহিত কেমন করে নিজের দায়িত্ব যোগ্যরূপে পালন করতে পারবেন? এমন কেউ থাকতে পারেন যিনি এবিষয়ে উদ্বিগ্ন যে, সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতে গিয়ে বা মিসা উৎসর্গ করতে গিয়ে তাঁর মন শত শত চিন্তায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, সামসঙ্গীত আবৃত্তি-কালের আগে বা মিসা উৎসর্গ করার আগে তিনি সাক্রেষ্টি-ঘরে কেমন ব্যবহার করলেন, কেমন প্রস্তুতি নিলেন, আত্মার ধ্যানমগ্ন পরিবেশ রক্ষার জন্য কেমন উপায় অবলম্বন করলেন?

আপনি কি চান, আমি আপনাকে শেখাব কেমন করে সামসঙ্গীত আবৃত্তির উদ্দেশ্যে আপনার আন্তরিক মনোযোগ বৃদ্ধি করা যায়, বা কেমন করে আপনার প্রশংসাবাদ ঈশ্বরের অধিক গ্রহণযোগ্য করা যায়, বা কেমন করে পবিত্রতা-পথে অধিক অগ্রসর হওয়া যায়? তবে আমার কথা শুনুন। আপনার অন্তরে দিব্য প্রেমের কোন শিখা যদি ইতিমধ্যে জ্বলন্ত থাকে, তা অন্তর থেকে দূর করে দেবেন না, বাতাসের মুখেও তা দেবেন না। আপনার হৃদয়ের চুল্লি আটকিয়ে রাখুন যেন শীতল না হয় ও উত্তাপ না হারায়; অর্থাৎ কিনা বাজে চিন্তা যথাসাধ্য এড়ানো দরকার। আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকুন, নিষ্প্রয়োজন আলাপ এড়ান।

আপনার কর্তব্য কি বাণীপ্রচার ও শিক্ষাদান? তবে আপনার উচিত অধ্যয়নে রত থাকা ও সেই বিষয়েই মন দেওয়া যা তেমন দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করার জন্য আবশ্যক।

সর্বদাই সু-আদর্শ দান করুন, সবকিছুতে প্রথম হতে চেষ্টা করুন। সর্বাপেক্ষা জীবনাচরণ ও পবিত্রতার মধ্য দিয়েই প্রচার করা উচিত, যেন এমনটি না ঘটে যে, আপনার ব্যবহার আপনার উপদেশ-বিরুদ্ধ হওয়ায় আপনার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা লোপ পায়।

আপনি কি আত্মাদের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত? আপনি যেন এর জন্য নিজের কল্যাণ অবহেলা না করেন; তাছাড়া অপরের কাছে এমন মাত্রায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে নেই যার ফলে আপনার জন্য আর কিছু থাকবে না। আপনি যাদের পালক, সেই আত্মাদের কথা অবশ্যই আপনার মনের সামনে থাকবে, কিন্তু তবুও নিজের কথা ভুলবেন না!

ভ্রাতৃগণ, একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, আমাদের সকল ধর্মক্রিয়ার আগে, সেগুলো সম্পাদন কালে ও সেগুলোর শেষে উপস্থিত যে ধ্যান, যাজকশ্রেণির সকল সভ্যদের পক্ষে সেই ধ্যানের চেয়ে আবশ্যক বস্তু নেই। নবী বলেন, *আমি গান করব, আমি ধ্যান করব* (সাম ১০১:১ লাতিন পাঠ্য)। ভাই, আপনি যদি সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদন করেন, যা করেন সেবিষয় ধ্যান করুন। যদি মিসা উৎসর্গ করেন, যা উৎসর্গ করছেন সেবিষয় ধ্যান করুন। যদি সামসঙ্গীত আবৃত্তি করেন, কার সঙ্গে ও কোন্ বিষয়ে কথা বলেন সেসম্বন্ধে ধ্যান করুন। যদি আত্মা পরিচালনা করেন, তারা যে কার রক্তে ধৌত হয়েছে সেবিষয় ধ্যান করুন; এবং *তোমাদের সকল কাজ ভালবাসায় সাধিত হোক* (১ করি ১৬:১৪)। তাতে আমরা সম্মুখীন বাধাবিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করতে পারব— আর এ বাধাবিঘ্ন প্রতিদিন অসংখ্য! অন্য দিকে এসব কিছু আমাদের হাতে ন্যস্ত কর্তব্যের দাবি। আমরা এভাবে ব্যবহার করলে সেই শক্তি লাভ করব যাতে নিজেদের অন্তরে ও পরের অন্তরেও খ্রিষ্টকে জন্ম দিতে পারি।

শ্লোক - ১ তি ৬:১১; ৪:১১, ১২, ৬ দ্রঃ

*প্র* ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য।

উ এ কথাই প্রচার কর ও শেখাও ; এবং ভক্তদের সামনে আদর্শবান হও।

প ভাইদের কাছে এই সমস্ত কথা উপস্থাপন করলে তুমি খ্রিষ্ট যিশুর উত্তম সেবক হবে।

উ এ কথাই প্রচার কর ও শেখাও ; এবং ভক্তদের সামনে আদর্শবান হও।

৯ই নভেম্বর

# লাতেরান মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৭)

## জীবন্ত প্রস্তরে গাঁথা সেই আত্মিক গৃহ

ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, অবশ্য তোমরা যদি ইতিমধ্যে আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময় (সাম ৩৪:৯ দ্রঃ)।

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না* (ইশা ২৮:১৬)।

তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর, এমন প্রস্তর যাতে লোকে হোঁচট খাবে, ও এমন শৈল যা মানুষের পতন ঘটাবে* (সাম ১১৮:২২; ইশা ৮:১৪)। সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

কিন্তু তোমরা, যারা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন (যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৪৩:২০, ২১), তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ (হো ১:৬, ৯)।

প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

**শ্লোক** - তোবিত ১৩:১৭; প্রকাশ ২১:১৯-২১ দ্রঃ

*প্র* হে যেরুশালেম, তোমার নগরপ্রাচীর হবে মূল্যবান রত্নার তৈরী,
*উ* তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। আল্লেলুইয়া।
*প্র* তোমার বারোটা তোরণদ্বার হবে পন্না ও নীলকান্ত মণিতে নির্মিত।
*উ* তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - মঠাধ্যক্ষ সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (গির্জা উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে উপদেশ ৫)

**আজ প্রভুর গৃহের পর্বদিন,**
**ঈশ্বরের মন্দিরের পর্বদিন**

ভ্রাতৃগণ, আজও আমরা একটি মহোৎসব পালন করছি—চমৎকার এ মহোৎসব! আর তোমরা যদি তা জানতে ইচ্ছা কর, তবে এ হল প্রভুর গৃহের, ঈশ্বরের মন্দিরের, শাশ্বতকালীন রাজার নগরীর, খ্রিষ্টের কনেরই মহোৎসব। আর কে সন্দেহ করবে যে ঈশ্বরের গৃহ পবিত্র? তার বিষয়ে লেখা আছে: *তোমার গৃহে পবিত্রতাই শোভা পায়* (সাম

৯৩:৫)। একই প্রকারে ঈশ্বরের মন্দিরও পবিত্র, ও ধর্মময়তার জন্য চমৎকার। কিন্তু যোহনও বলেন যে, তিনি পবিত্র নগরীর দর্শন পেলেন: *আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুশালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত* (প্রকাশ ২১:২)।

তাই আমরা ঈশ্বরের গৃহের সন্ধান করছি; সেই মন্দির, সেই নগরী, সেই কনের অন্বেষণ করছি। আমি কিন্তু আসল কথাটা ভুলে যাইনি, কিন্তু ভয় ও সম্ভ্রমের সঙ্গেই ঘোষণা করি যে, আমরাই এসব কিছু! আবার বলছি, আমরাই এসবকিছু—কিন্তু ঈশ্বরের হৃদয়ে; আমরাই এসবকিছু—কিন্তু তাঁর প্রসন্নতায়, আমরা যে যোগ্য এর জন্য নয়। ঈশ্বরের যা, মানুষ যেন তা না দখল করে, নিজেকে গৌরবান্বিত করার যেন দুঃসাহস না করে, অন্যথা ঈশ্বর সেই মানুষকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সেই গর্বিতকে অবনমিত করবেন।

আর এ কথাও স্মরণে রাখ: তিনি আপন গৃহকে প্রার্থনার গৃহ বলে অভিহিত করেন।

এ কথাও নবীর সাক্ষ্যদানের সঙ্গে খুবই সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, কেননা তিনি বলেন, ঈশ্বর প্রার্থনাতেই আমাদের গ্রহণ করবেন যাতে *খাদ্যরূপে অশ্রুজলই* আমাদের খেতে দিতে পারেন ও *পূর্ণমাত্রায় অশ্রুজল* আমাদের পান করাতে পারেন (সাম ৮০:৬)। সুতরাং, নবীর বাণী অনুসারে, এ *গৃহে পবিত্রতা শোভা পায়*, কেননা তপস্যার অশ্রুর সঙ্গে শুচিতার শুভ্রতা সর্বদাই জড়িত, ফলে আগে যা গৃহ ছিল, পরে ঈশ্বরের মন্দিরও হয়ে ওঠে।

শাস্ত্রে বলে: *পবিত্র হও, কেননা আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৪)। আর প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান?* (১ করি ৬:১৯)। *কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন* (১ করি ৩:১৭)।

তবে কি, কেবল এ পবিত্রতাই যথেষ্ট? না, শান্তিও আবশ্যক, যেমনটি প্রেরিতদূত সাক্ষ্যদান করে বলেন: *সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই প্রভুকে দেখতে পাবে না* (হিব্রু ১২:১৪)। কেননা তারই দ্বারা ভাইয়েরা একদেহ হয়ে একত্রে জীবন যাপন করে, ও আমাদের রাজার জন্য—সেই

সত্যকার শান্তিরাজেরই জন্য এমন নতুন নগরী নির্মাণ করে যার নামও যেরুশালেম অর্থাৎ শান্তিদর্শন।

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, মহান গৃহস্বামীর গৃহকে যখন তার খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্যই চেনা হয়, ঈশ্বরের মন্দিরকে পবিত্রতার জন্য, সর্বোচ্চ রাজার নগরীকে জীবনের পারস্পরিক সহভাগিতার জন্য, অমর বরের কনেকে প্রেমেরই জন্য চেনা হয়, তখন আমি মনে করি যে যথেষ্ট সৎসাহসের সঙ্গে আমরা বলতে পারি: এ মহোৎসব আমাদেরই।

এ মহোৎসব যে এ পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হচ্ছে তাতে তোমরা বিস্মিত হয়ো না, কারণ স্বর্গেও পালিত হচ্ছে। কেননা স্বয়ং ঐশসত্য যা বলেন, তা সত্য না হয়ে পরে না; তিনি তো বলেন: *একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়* (লুক ১৫:১০)। তাহলে সেসময়ে সেই আনন্দ কতগুণেই না বৃদ্ধি পাবে যখন ততসংখ্যক পাপী মনপরিবর্তন করবে? সুতরাং এসো, ঈশ্বরের দূতদের আনন্দে আমরাও যোগ দিই, ঈশ্বরের আনন্দেই যোগ দিই, ও ধন্যবাদসূচক মনোভাবে এ মহোৎসব উদ্‌যাপন করি, কেননা মহোৎসব যতখানি আমাদের, ততখানি আমাদের প্রিয়ও হওয়া উচিত।

**শ্লোক** - ইশা ২:২, ৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

*প্র* পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের উর্ধ্বে উত্তোলিত। সকল জাতি এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

*প্র* প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

*অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২২৯:১-৩)

**বাপ্তিস্ম গুণে আমরা ঈশ্বরের মন্দির হয়ে উঠেছি**

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা আজ আনন্দোল্লাসের সঙ্গে এ গির্জার জন্মতিথি পালন করছি: তবু ঈশ্বরের জীবন্ত ও সত্যকার মন্দির আমাদেরই হতে হবে। একথা নিঃসন্দেহে সত্যাশ্রয়ী বটে, অথচ খ্রিষ্টিয়ান দেশগুলো মাতৃগির্জার পর্বোৎসব পালন করার প্রথা মানে, কেননা তারা জানে যে ঠিক সেইখানে তারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে নবজন্ম লাভ করেছে।

প্রথম জন্মকালে আমরা তো ছিলাম ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র; দ্বিতীয় জন্মের ফলে আমরা করুণারই পাত্র হবার যোগ্য হয়ে উঠলাম। প্রিয়জনেরা, বাপ্তিস্মের প্রাক্কালে আমরা সকলে ছিলাম শয়তানের মন্দির; বাপ্তিস্মের ফলে খ্রিষ্টেরই মন্দির হবার যোগ্যতা লাভ করেছি। আমরা যদি আমাদের আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করি, তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারব যে, আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত ও জীবন্ত মন্দির। ঈশ্বর মানুষের হাতে নির্মাণ করা ঘরে বাস করেন না (প্রেরিত ১৭:২৪ দ্রঃ), কাঠ বা পাথরের ঘরেও নয়। তিনি বরং স্বয়ং সর্বস্রষ্টার হাতে নিজ সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানবাত্মার মধ্যেই বিশেষভাবে বাস করেন।

মহান প্রেরিতদূত পল বলেন: *পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির* (১ করি ৩:১৭)। যেহেতু খ্রিষ্ট আপন আগমনে আমাদের অন্তরে নিজের জন্য একটা মন্দির প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয় থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন, সেজন্য আসুন, তাঁর সহায়তায় যথাসাধ্য চেষ্টা করি যাতে আমাদের দুরাচারের দরুন এ মন্দিরের কোন ক্ষতি না হয়। যে কেউ দুর্ব্যবহার করে, সে খ্রিষ্টকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেমনটি আগে বলেছি, খ্রিষ্ট আমাদের মুক্তি দেবার আগে আমরা তো শয়তানের আবাস ছিলাম। পরবর্তীতে তিনি আপন প্রসন্নতায় আমাদের তাঁর আপন আবাসরূপে গড়ে তুললেন বিধায়ই আমরা ঈশ্বরের আবাস হবার যোগ্য হয়ে উঠলাম।

তাই, প্রিয় ভাইবোনেরা, আমরা যদি আনন্দের সঙ্গে আমাদের গির্জার জন্মতিথি পালন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে যেন ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিরকে আমাদের দুরাচারের দরুন ধ্বংস না করি। এখন আমি এমনভাবে কথা বলব সকলে যেন আমার কথা বুঝতে পারে: যতবার আমরা গির্জায় আসি, ততবার আমাদের মানবাত্মা এমন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করতে হবে ঠিক যেভাবে ঈশ্বরের মন্দির অলঙ্কৃতই দেখতে চাই। তুমি কি মহামন্দিরটা উজ্জ্বল দেখতে চাও? তাহলে নিজের আত্মাকে পাপের কালিমায় কলঙ্কিত করবে না। তুমি যদি চাও মহামন্দির আলোতে উদ্ভাসিত হবে, তাহলে মনে রেখ যে ঈশ্বরও চান তোমার আত্মায় অন্ধকার থাকবে না। প্রভুর বাণী অনুসারে তুমি বরং এমনটি কর, যেন তোমার আত্মায় সৎকর্মেরই আলোর উদ্ভাস হয়, স্বর্গে যিনি থাকেন তাঁর যেন গৌরব হয়। তুমি যেমন এ গির্জায় প্রবেশ কর, ঈশ্বরও তেমনি তোমার আত্মায় প্রবেশ করতে চান। তিনি নিজেই একথা ইঙ্গিত করেছিলেন যখন একদিন বলেছিলেন: *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব* (২ করি ৬:১৬; লেবীয় ২৬:১১, ১২)।

শ্লোক - ইশা ২:২, ৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

*প* পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের ঊর্ধ্বে উন্নীত হোক। সকল জাতি এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

*প* প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক!

১০ই নভেম্বর

# মহাপ্রাণ লিও, পোপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৪)

## আমাদের সেবাকর্মের বিশেষ সেবা

ঈশ্বরের গোটা মণ্ডলী বিশেষ বিশেষ শ্রেণি অনুসারেই সুবিন্যস্ত, যাতে গোটা পুণ্য দেহ বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। তথাপি—প্রেরিতদূত যেমনটি বলেন—*খ্রিষ্টে আমরা সকলে এক* (গা ৩:২৮ দ্রঃ)। নানা ভূমিকা যে বিভক্ত, তা এমন বাধা সৃষ্টি করার কথা নয় যার ফলে এক একটা অঙ্গ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন মাথার সঙ্গে সংযুক্ত হতে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং, বিশ্বাসের ও বাপ্তিস্মের ঐক্য গুণে আমাদের সকলের মধ্যে, হে প্রিয়জনেরা, অবিচ্ছেদ্য সাহচর্য ও সাধারণ মর্যাদা বিরাজ করে, ঠিক যেভাবে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরের পুণ্য কণ্ঠ ঘোষণা করে: *তোমরাও জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার*; এরপর তিনি বলে চলেন, *তোমরা কিন্তু এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজকসমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন এক জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন* (১ পি ২:৫, ৯)।

কেননা যারা খ্রিষ্টে নবজন্ম নিয়েছে, ক্রুশচিহ্ন তাদের সকলকে রাজা করে তোলে ও পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেক তাদের সকলকে যাজক করে প্রতিষ্ঠিত করে; যাতে আমাদের সেবাকর্মের বিশেষ সেবার কথা ছাড়া সকল আধ্যাত্মিক ও চেতনাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টভক্ত জেনে নিতে পারে যে, তারা রাজবংশের ও যাজকীয় ভূমিকার সহভাগী। কেননা ঈশ্বরের অধীন যে আত্মা, সেই আত্মাই যে নিজের দেহের শাসক, এর মত রাজকীয় কীবা আছে? আর প্রভুর কাছে শুচি অন্তরকে নিবেদন করা ও হৃদয়-বেদির উপরে ভক্তির নিষ্কলঙ্ক বলি উৎসর্গ করা, এর মত যাজকীয় কীবা আছে? ঈশ্বরের অনুগ্রহে এসব কিছুর উপর সকলেরই সমান অধিকার; তথাপি আমাদের পোপ-নিয়োগ বার্ষিকী উপলক্ষে ঠিক যেন তোমাদের নিজেদেরই সম্মানের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা তোমাদের পক্ষে সত্যিই ধর্মসম্মত ও প্রশংসনীয়, যাতে মণ্ডলীর গোটা দেহে পোপ-পদের সেই অনন্য মর্যাদা

উদ্‌যাপিত হয় যা আশীর্বাদের তৈলাভিষেক গুণে উচ্চতর শ্রেণির উপরেই নিশ্চয় অধিক প্রচুরভাবে ঝরে পড়ল, কিন্তু নিম্নতর শ্রেণির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে।

এজন্য, প্রিয়জনেরা, যদিও আমাদের এ পুণ্যাসন-ভূমিকার সঙ্গে সহভাগিতা হচ্ছে আমাদের মহা আনন্দের কারণ, তথাপি আনন্দের অধিক সত্যকার ও মহত্তর কারণ এ হবে, যদি তোমরা আমাদের ক্ষুদ্রতার বিষয় নিয়ে কাল বিলম্ব না কর, কেননা পরমধন্য প্রেরিতদূত পিতরের গৌরব দর্শনে মন উত্তোলন করাই এর চেয়ে উপযোগী ও যোগ্যতর ব্যাপার। অতএব এ গৌরবময় দিন সেই ধন্য পিতরেরই কথা স্মরণে উদ্‌যাপিত হোক, যিনি সকল অনুগ্রহদানের আসল উৎস দ্বারা এমন অপর্যাপ্ত জলসিঞ্চনে প্লাবিত হলেন, যার ফলে তিনিই বহু অধিকারের একমাত্র পাত্র হলেও তবু তাঁর সহভাগিতায় ছাড়া সেগুলোর একটাও কারও কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। মানুষ-হওয়া-বাণী ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে বাস করে গেছিলেন, খ্রিষ্টও ইতিমধ্যে মানবজাতির মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করে গেছিলেন।

শ্লোক - মথি ১৬:১৮; সাম ৪৮:৯

প্র যিশু শিমোনকে বললেন : তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব,

উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না।

প্র ঈশ্বর নিজেই তা স্থাপন করলেন চিরকালের মত।

উ আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না।

১১ই নভেম্বর

# তুরের সাধু মার্টিন, বিশপ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৫৮:৬-১১)

**তুমি ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নিলে**

**তবে তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে**

অন্যায্যতার গিঁট খুলে দেওয়া,
জোয়ালের বন্ধন মুক্ত করা,
অত্যাচারিতকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া,
যত জোয়াল ছিন্ন করা—এ কি আমার সন্তোষজনক উপবাস নয়?
ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নেওয়া,
গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দেওয়া,
উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া,
তোমার আপন জাতির মানুষের প্রতি বিমুখ না হওয়া—এও কি নয়?

তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,
তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে!
তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে,
আর প্রভুর গৌরব তোমার পিছু পিছু চলবে।
তখন তুমি ডাকবে আর প্রভু সাড়া দেবেন;
তুমি চিৎকার করবে আর তিনি বলবেন: 'এই যে আমি!'

তোমার মধ্য থেকে
যদি জোয়াল, অঙুলিতর্জন ও শঠতাপূর্ণ কথন দূর করে দাও,
যদি ক্ষুধিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও,
যদি দুঃখীর অভাব মিটিয়ে দাও,
তবে অন্ধকারের মধ্যে তোমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,

তোমার তমসা মধ্যাহ্নের মত হবে।
প্রভু তোমাকে নিত্যই চালনা করবেন,
দগ্ধ ভূমিতে তোমার প্রাণ পরিতৃপ্ত করবেন,
তোমার হাড় পুনরুজ্জীবিত করে তুলবেন,
আর তুমি জলসিক্ত উদ্যানের মত হবে,
এমন উৎসধারার মত হবে,
যার জল কখনও শুষ্ক হয় না।

**শ্লোক** - সাম ১১২:৫, ৬, ৯, ৪

*প্র* যে দয়া করে, যে করে ঋণদান, তার মঙ্গল হয়, সে ন্যায়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদন করে। সে কখনও টলবে না,

*উ* নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

*প্র* ন্যায়নিষ্ঠদের জন্য সে যেন অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস, সে দয়াবান, স্নেহশীল, ধর্মময়।

*উ* নিঃস্বকে সে মুক্তহস্তে দান করে, তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - সুল্পিতিউস সেভেরুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩)

**মার্টিন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন**

মার্টিন পান্নোনিয়ায় সাবারিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইতালিতে পাভিয়া শহরে মানুষ হন। তাঁর পিতামাতা সংসারের চোখে ছিলেন যথেষ্ট উচ্চশ্রেণির মানুষ, তবু বিধর্মী। তাঁর পিতা সাধারণ সৈন্য-পর্যায় থেকে সামরিক সেনাপতি পদে উত্তীর্ণ হন। যৌবনকালে মার্টিন নিজেও সৈন্য ছিলেন, এবং আগে রাজা কনস্তান্তাইন ও তারপরে কায়েসার যুলিয়ানের অধীনে রাজকীয় সেরা সেনাদলে নিযুক্ত হন। কিন্তু সৈন্যরূপে রাজাদের তেমন সেবা করা তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল না, কেননা এ অসাধারণ যুবক প্রায় বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরেরই সেবা করতে বাসনা করছিলেন। দশ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি গির্জায় গিয়ে দীক্ষাপ্রার্থী হতে আবেদন জানান। তাছাড়া তিনি প্রায়ই মঠ ও গির্জার কথাই ভাবছিলেন; এমনকি বাল্যকালে তিনি এমন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যা একদিন তাঁর প্রকৃত জীবন হওয়ার কথা ছিল। বাপ্তিস্মের

পূর্ববর্তী যে তিন বছর সৈনিক-জীবন কাটান, মার্টিন সেই সমস্ত রিপু থেকে নিজেকে অক্ষুণ্ন রাখেন যে রিপুতে সেই পেশার মানুষ নিজেদের সাধারণত কলুষিত করে। আপন সহ-সৈন্যদের প্রতি তিনি মহাদয়া ও প্রাঞ্জল ভালবাসা দেখান, একইসময়ে তাঁর সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতা মানব-স্বভাবের সাধারণ সীমাও অতিক্রম করে। তিনি যে কত আত্মসংযমী, একথার প্রশংসা না করলেও চলে, কেননা সেসময়ও তিনি সৈন্যের চেয়ে সন্ন্যাসী বলে পরিগণিত ছিলেন।

এক বছর শীতকালের আবহাওয়া এমন কঠোর হয় যে, বহু লোক শীতে মারা যায়; সে শীতকালে একদিন এমনটি ঘটল যে, আমিয়েঁ নগরদ্বারে মার্টিন পথ চলতে চলতে এমন হতভাগা এক ব্যক্তিকে দেখেন যাকে বস্ত্রহীন বলা চলে। লোকটা পথিকদের কাছে বহুক্ষণ ধরেই একটু দয়ার জন্য যাচনা করে যাচ্ছিল, কিন্তু সকলেই তার করুণ অবস্থার প্রতি মমতাটুকুও দেখাচ্ছিল না। মার্টিনের ছিল কেবল অস্ত্র ও সৈন্য-পোশাক। কিন্তু ঈশ্বরে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ায় তিনি অনুভব করেন যে, অপরে যে দয়া দেখায় না, সেই দয়া দেখানো তাঁর নিজেরই কর্তব্য। কিন্তু কী করব? নিজের পোশাক ছাড়া কাছে আর কোন বস্ত্র নেই, কেননা ইতিমধ্যে অন্যদের সাহায্য করার জন্য বাকি সবকিছু বিলি করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি খড়্গ কোষমুক্ত করে নিজের আলোয়ান দু'ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ হতভাগাকে দেন আর অপর ভাগটা নিজে পরিধান করেন। তাতে উপস্থিত লোকদের বেশ কয়েকজন হাসাহাসি করতে শুরু করে, কেননা সেই আধ আলোয়ানে তাঁকে যথেষ্ট অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তবু বুদ্ধিসম্পন্ন অনেকে এতেই দুঃখ করল যে, তারা নিজেরাই তা করেনি, আর বিশেষভাবে এ কারণেই যে, মার্টিনের চেয়ে তাদের বহু কাপড় থাকায় নিজেদের বিবস্ত্র না করেও সেই হতভাগাকে কাপড় পরাতে পারত।

পরদিন রাত্রিবেলায় মার্টিন ঘুমাচ্ছেন, এমন সময় তিনি দেখেন, হতভাগাকে যে আধ আলোয়ান তিনি দিয়েছিলেন, সেই আধ আলোয়ানে পরিবৃত খ্রিষ্ট তাঁর সামনে উপস্থিত। কে যেন তাঁকে বলছেন, তিনি যেন প্রভুর উপর চোখ নিবদ্ধ রাখেন ও সেই দান করা আলোয়ান চিনে নেন। তারপর তিনি যিশুকে দূতবাহিনীর কাছে উদাত্ত কণ্ঠে একথা বলতে শোনেন: 'মার্টিন দীক্ষাপ্রার্থী-মাত্র হয়েও, আপন আলোয়ানের একটি অংশ ছিঁড়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিল।' তিনি নিজে একসময় এই যে কথা বলেছিলেন,

*আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও জন্য যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ* (মথি ২৫:৪০), সেই কথা স্মরণ করে প্রভু ঘোষণা করলেন যে, সেই হতভাগার মধ্য দিয়ে তাঁকেই কাপড় পরানো হয়েছে, ও নিজের কথার অতিরিক্ত প্রমাণস্বরূপ তিনি নিজে সেই আধ আলোয়ানে পরিবৃত হয়ে দেখা দিলেন যা সেই হতভাগা গ্রহণ করেছিল। তেমন ঐশদর্শন লাভের ফলে মার্টিন গর্বে স্ফীত হননি, বরং যা করেছিলেন তাতে প্রতিবিম্বের মত ঈশ্বরের মঙ্গলময়তাই দেখলেন, আর তাঁর বয়স আঠারো বছর হওয়ায় তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে শীঘ্রই অগ্রসর হলেন।

শ্লোক

*প্র* আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি : তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।

*উ* তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

*প্র* আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয় : মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।

*উ* তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

*অথবা* (খ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সুল্পিতিউস সেভেরুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩)

**বিশপ পদে নিযুক্ত মার্টিন**

তুরের মণ্ডলী মার্টিনকে নিজের বিশপ বলে চাচ্ছিল, কিন্তু মঠ থেকে তাঁকে কেড়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই নাগরিকদের মধ্যে রুরিচুস নামক একজন লোক নিজ স্ত্রী রোগপীড়িতা এই ভান করে মার্টিনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে মঠ ছেড়ে নিজের ঘরে আসতে সম্মত করেন। ইতিমধ্যে এক দল নাগরিক পথের ধারে স্থান নিয়েছিল যার ফলে মার্টিনকে কেমন যেন প্রায় বন্দির মতই নগরীতে আনা হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভোট দেবার উদ্দেশ্যে কেবল তুর থেকে নয়, পার্শ্ববর্তী নগরগুলো থেকেও এমন অসংখ্য

লোকের ভিড় সমবেত হয়েছিল যা বিশ্বাস করা যায় না। তাদের সকলের এক ইচ্ছা, এক বাসনা, এক মত: মার্টিন-ই বিশপ-পদে নিযুক্ত হওয়ার সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি, ও তেমন যাজক পেলে মণ্ডলী ধন্য হবে।

বিশপ ভূমিকা পালনে মার্টিন কেমন আদর্শ দেখান, তেমন উপযুক্ত বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। তিনি আগে যেমন ছিলেন এখনও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ঠিক তেমনি হয়ে থাকলেন। হ্যাঁ, আগের মত তাঁর হৃদয় অধিক বিনম্র, ও আগের মত তাঁর কাপড় অতিসাধারণ হয়ে রইল। বিশপ ভূমিকা তিনি মহা অধিকার ও শালীনতার সঙ্গে পালন করেন, একইসময়ে সন্ন্যাসসুলভ জীবনধারণ ত্যাগ করেননি, সদ্‌গুণ চর্চাও বর্জন করেননি। কয়েক বছর ধরে তিনি গির্জায় সংলগ্ন ছোট্ট একটা কক্ষে বাস করেন; পরবর্তীতে কিন্তু অতিরিক্ত লোকদের অবিরত আসা-যাওয়া-জনিত বিরক্তিকর অবস্থার ফলে তিনি তুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নিজের জন্য একটা মঠ স্থাপন করেন: জায়গাটা এমন নিরিবিলিতে অবস্থিত যা নির্জন প্রান্তরের মত।

সেখানে মার্টিন একটা ছোট্ট কাঠের ঘরে বাস করতেন, আর ভাইদের কয়েকজনও তাই করেন, কিন্তু বেশির ভাগ সন্ন্যাসী মঠ-সংলগ্ন পাহাড়ের মধ্যে নিজেদের জন্য গুহা খনন করে সেইখানে থাকতেন। তেমন ধন্য গুরুর আদর্শের অনুসারী প্রায় আশিজন শিষ্যই তখন সেখানে উপস্থিত। নিজস্ব বলতে কারও কিছুই ছিল না, কিন্তু সবকিছুই সাধারণ ভাণ্ডারে রাখা হত; উপরন্তু, তাঁদের কিছুই কেনার বা বিক্রি করার অনুমতি ছিল না। কোন শিল্প চর্চা করা হত না, কেবল পুস্তক-কোপি, এমনকি যুবক সন্ন্যাসীদেরই শুধু একাজে নিয়োগ করা হত; বাকি সকলে প্রার্থনায় রত হয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। প্রার্থনা-গৃহে সকলেই সমবেত হওয়ার সময় ছাড়া কেউই নিজ কক্ষ কখনও ছাড়তেন না।

মার্টিনের আসার আগে সেই অঞ্চলে স্বল্পসংখ্যক লোক, এমনকি প্রায় কেউই নয়, খ্রিষ্টনাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মার্টিনের সদ্‌গুণাবলি ও জীবনাদর্শ গুণে খ্রিষ্টনাম সে অঞ্চলে এমন পরিমাণে রাষ্ট্র হয়েছিল যে, সর্বস্থানেই সকল গির্জায় ও মঠে লোকের ভিড় জমেছিল। কেননা মার্টিন যখন বিধর্মী মন্দির ধ্বংস করতেন, তখন সেই স্থানে সঙ্গে সঙ্গে গির্জা বা মঠ নির্মাণ করতেন।

মার্টিন এমন নিরাময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যে, রোগপীড়িত কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে গেলেই সাধারণত সুস্থতা ফিরে পেত। তিনি যে ক্রোধান্বিত বা উত্তেজিত, কিংবা যে বিলাপ করেন বা হাসেন, তেমন দৃশ্য কেউই কখনও দেখতে পায়নি। তিনি সবসময় একই রকম ছিলেন, আর যে স্বর্গীয় সুখ তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করত, তা তাঁকে মানবশ্রেণির ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের প্রাণী করে তুলত। খ্রিষ্ট, এ শব্দ ছাড়া তাঁর মুখে অন্য শব্দ ছিল না ; আর তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

শ্লোক

℣ আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি : তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।

℟ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

℣ আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয় : মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।

℟ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

অথবা (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সুল্পিতিউস সেভেরুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৩)

**মার্টিনের শেষ দিন**

মার্টিন আপন মৃত্যুর দিন অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভাইদের বললেন শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হবে। ইতিমধ্যে একটা জরুরী ব্যাপারের জন্য তাঁর কান্দেস ধর্মপ্রদেশে যাবার প্রয়োজন হল। সেখানকার যাজকবর্গের মধ্যে অমিল দেখা দিয়েছিল ও মার্টিন তাঁর বাঁচবার অল্পদিন মাত্র বাকি রয়েছে জেনেও তবু শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্য ভ্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি মনে করছিলেন, সেই মণ্ডলীতে মিল পুনরায় স্থাপন করতে পারলে তবে মঙ্গলের জন্য নিবেদিত তাঁর নিজের জীবনকে উপযুক্তভাবেই শেষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করতে পারবেন।

তাই তিনি কিছুকালের মত সেই স্থানীয় মণ্ডলীতে থাকলেন যতক্ষণ না শান্তি ফিরে এল। এবার মঠে ফিরবেন, তিনি এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন এমন সময় সহসা টের পেলেন শারীরিক শক্তি তাঁকে ত্যাগ করছে। তাই ভাইদের কাছে ডেকে সংবাদ দিলেন যে মৃত্যু এবার আসন্ন। কথাটা শুনে সকলের গভীর দুঃখ হল, ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে সকলে একসুরেই যেন বলছিলেন, 'হায় হায় পিতা, কেন তুমি আমাদের ত্যাগ করছ? দেখ আমরা কতই না অবসন্ন; কার্ হাতেই বা তুমি আমাদের একা রেখে চলে যাচ্ছ? শিকারললুপ নেকড়ে তোমার এ পালকে আক্রমণ করবে! একবার পালক আঘাতগ্রস্ত হলে তখন তাদের কামড় থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? আমরা তো ভাল করেই জানি যে তুমি খ্রিষ্টের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা কর, কিন্তু তোমার পুরস্কার গচ্ছিতই রয়েছে; সময় কাটলেও তা হ্রাস পাবে না। তাই তুমি বরং এই আমাদেরই প্রতি সহানুভূতি দেখাও, এই আমাদের, যাদের এজগতে একা ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ।'

ঐশপ্রেরণায় ধনবান এই মহাপুরুষের অন্তর সবসময় খুবই সহজে আর্দ্রসিক্ত হত; এবারও উপস্থিত সকলের অশ্রুজল দেখে তাঁর অন্তর এমন বিগলিত হয়ে গেল যে, তিনিও সকলের সঙ্গে চোখের জল ফেলতে লাগলেন ও প্রভুকে উদ্দেশ করে অশ্রুপূর্ণ সকলের সামনে একথা বললেন: 'প্রভু, যদি এখনও তোমার জনগণের জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি এ পরিশ্রমও অস্বীকার করব না: তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: কোন মতেই নিজের ইচ্ছার কথা না মেনে তিনি মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি। তাঁর চোখ ও হাত দু'টো স্বর্গের দিকে নিত্যই উত্তোলিত ছিল, তাঁর অপরাজিত প্রাণ প্রার্থনা থেকে কখনও বিরত হয়নি। যে যে যাজক এসে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁকে তাঁরা অনুরোধ করছিলেন তিনি যেন পাশ ফিরে দুর্বল দেহকে একটু আরাম দেন। তিনি কিন্তু উত্তর দিলেন: 'ভাই, তোমরা আমাকে মর্তের চেয়ে স্বর্গেরই দিকে তাকাতে দাও, যাতে আমার এ আত্মা যা প্রভুর কাছে আরোহণ করতে যাচ্ছে, তা যেন আগে থেকেই সঠিক পথে থাকতে পারে।' একথা বলে তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন, শয়তান কাছে কাছে উপস্থিত। তাই তিনি বলে

উঠলেন: 'ওহে রক্তলোভী পশু, এখানে কী করছ? সর্বনাশের সাধক! আমার মধ্যে কিছুই খুঁজে পেতে পারবে না! আব্রাহামেরই বুক আমাকে গ্রহণ করে নিচ্ছে।' একথা বলতে বলতেই তিনি ঈশ্বরের হাতে প্রাণ সঁপে দিলেন। মার্টিন আনন্দের মধ্যে আব্রাহামের দিকে আরোহণ করছেন। দরিদ্র ও বিনম্র মার্টিন ধনবান হয়ে স্বর্গধামে প্রবেশ করছেন।

## শ্লোক

প্ আহা, হে সত্যিই ধন্য পুরুষ, যাঁর মুখ থেকে পাপ কথা কখনও বের হয়নি: তুমি কারও বিচার করনি, কাউকে দণ্ডিতও করনি।

উ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

প্ আহা, কেমন পুরুষ, যাঁর মাহাত্ম্য সত্যিই বলার অতীত! তিনি তো পরিশ্রমে অপরাজিত, মৃত্যুতে অপরাজেয়: মৃত্যুকেও ভয় করেননি, জীবনকেও অস্বীকার করেননি।

উ তাঁর হৃদয়ে কেবল ভক্তি, শান্তি ও করুণা বিরাজ করত।

১২ই নভেম্বর

## স্তুদিওর সাধু থেওদরস, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - সন্ন্যাসী মাইকেল-লিখিত 'স্তুদিওর সাধু থেওদরসের জীবনী' থেকে পাঠ (১২৮শ অধ্যায়)

### আপন সন্ন্যাসীদের কাছে থেওদরসের বিদায়-বাণী

ফাদার ও ব্রাদার সকল, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, আমি আমার জীবনের সেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, হ্যাঁ, সবসময়ই যার প্রত্যাশায় ছিলাম। তেমন পানপাত্র সকলেরই নিয়তি, যদিও কেউ কেউ আগে আর কেউ কেউ পরেই তা থেকে পান করে।

কেননা আমরা যখন এজীবনে পদার্পণ করেছি, তখন তার সমাপ্তিও আমাদের গ্রহণ করে নিতে হয়, যেমনটি আমাদের উত্তম প্রভু নির্দেশ করেছেন: যারা জীবন ভোগ করে, মৃত্যুকেও তাদের ভোগ করতে হবে।

আমারও অন্যান্য সকলের সেই একই পথ ধরে সেইখানে যাওয়া আবশ্যক, যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা ইতিমধ্যে গেছেন, যেখানে অনন্ত জীবনকে এমনকি আমার স্বয়ং ঈশ্বর প্রভুকেই ভোগ করব যাঁকে আমার প্রাণ সর্বদাই ভালবেসেছে, আমার হৃদয় যাঁকে সর্বদাই বাসনা করেছে, ত্রুটিপূর্ণ হয়েও আমি যাঁর দাস বলে অভিহিত হয়েছি, যাঁর চরণে আমার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছি।

তোমরা কিন্তু, সন্তান আমার, গৃহীত নিয়ম-কানুন পালন করে ও তোমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের জীবনকেও অকলঙ্কিত রেখে আমাদের প্রচারিত ধর্মশিক্ষায় স্থিতমূল থাক। অকলঙ্কিত জীবন ও বিশ্বাস—দু'টোই দরকার, তোমরা যদি ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য প্রীতির পাত্র হতে ইচ্ছা কর।

তোমরা তো জান, তোমাদের কাছে সত্য প্রচার করায় আমি কোন বিষয়ে নিজেকে রেহাই দিইনি, বরং প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে মঙ্গল পথ সকলকেই দেখিয়েছি। ঈশ্বর করুন, এ সমস্ত সত্য যেন তোমাদের অন্তরে সর্বদাই স্থিতমূল থাকে!

আমার পক্ষ থেকে আমি তোমাদের প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার ক্ষুদ্রতায় আমি যদি প্রভুর সেই দিনে প্রত্যাশিত পুরস্কার পাই, তাহলে তোমাদের জন্য প্রার্থনা ও মিনতি

অবিরতই নিবেদন করব, তোমরাও যেন সদ্‌গুণ পথে নিত্যই অগ্রসর হতে পার, ও এ মঠ যেন অধিকতর বৃদ্ধি পেতে পারে।

আমি তোমাদের এক একজনকে, একজনের পর অপরজনকেই আমার সঙ্গে তুলে নিয়ে জীবনময় ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করব।

যারা এখন অনুপস্থিত, সেই সকল ফাদারের কাছে আমার নিজের কথা দ্বারাই আমার শ্রদ্ধা জানাও।

সকল বিশপ ও পুরোহিতবর্গের কাছেও আমার শ্রদ্ধা জানাও—এক একজনের পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার ক'রে।

সর্বত্রই বিস্তৃত সকল ব্রাদারের কাছে, ও যারা বিশ্বাস ও জীবনের একই সাক্ষ্যদানে নিষ্ঠাবান থাকবে, তাদের সকলের কাছে আমার এ বিদায়-বাণী প্রেরণ কর।

শ্লোক - ১ পি ১:২২; ৩:৮

প্র সত্যের প্রতি বাধ্যতা গুণে অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ নির্মল করেছ বলে

উ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

প্র তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত।

উ তোমরা শুদ্ধ হৃদয়ে পরস্পরকে মনে প্রাণে ভালবাস।

একই দিন ১২ই নভেম্বর

## সাধু যোশাফাৎ, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ একাদশ পিউসের 'ঈশ্বরের মণ্ডলী' নামক সার্বজনীন পত্র থেকে পাঠ

### তিনি মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য রক্তদান করলেন

ঈশ্বরের অধিক প্রশংসনীয় দূরদৃষ্টিক্রমে ঈশ্বরের মণ্ডলী এমনভাবেই সংগঠিত হয়েছে যাতে কালের পূর্ণতায় সে অসীম পরিবারের মতই হয়ে দাঁড়ায়। তা এমন উদ্দেশ্যেই নিরূপিত, যাতে গোটা মানবজাতি আলিঙ্গন করে, ও সেজন্য—যেমনটি আমরা জানি—মণ্ডলী সেই সার্বজনীন ঐক্যের মধ্য দিয়েই দিব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে যা তার জানা বৈশিষ্ট্যগুলোর একটা। যখন আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট বললেন, *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর* (মথি ২৮:১৮-১৯), তখন পিতার কাছ থেকে যে বিশেষ কর্মভার পেয়েছিলেন, তা কেবল প্রেরিতদূতদেরই হাতে ন্যস্ত করায় ক্ষান্ত হননি, কিন্তু এও চাইলেন, সেই প্রৈরিতিক সভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই এক হবে—দ্বিবিধ ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। প্রথম বন্ধন হল বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধন, যে ভালবাসা ভক্তদের হৃদয়ে *পবিত্র আত্মা দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে* (রো ৫:৫)। অপর বন্ধন বাহ্যিক, আর তা হল সকলের ঊর্ধ্বে কেবল একজনেরই শাসনভার। কেননা পিতরের কাছে অন্য প্রেরিতদূতদের উপরে এমন প্রাধান্য ন্যস্ত করা হয়েছে তা যেন ঐক্যের চিরস্থায়ী মূলসূত্র ও দৃশ্য ভিত্তিভূমি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তেমন ঐক্য ও একাত্মতা যেন যুগ যুগ ধরে বলবৎ থাকে, সেজন্য আপন উত্তম দূরদৃষ্টিতে ঈশ্বর কেমন যেন পবিত্রতার সীলমোহরে ও একইসঙ্গে সাক্ষ্যমরণের সীলমোহরেই সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। আর তেমন মহাসম্মান স্লাভ-রীতি অনুসারী পোলকের আর্চবিশপ সাধু যোশাফাতের উপরেই বর্ষিত হয়েছে, যিনি প্রাচ্য স্লাভ খ্রিষ্টভক্তদের গৌরব ও অবলম্বন বলে অধিক ন্যায়সঙ্গতভাবেই পরিগণিত। তাদের এ পালক ও প্রেরিতদূতের মত কেউই তাদের জন্য মহত্তর সুনাম অর্জন করেনি, তাদের পরিত্রাণের জন্যও তাঁর মত কেউই তত সুন্দর ব্যবস্থা করেনি, কেননা তিনি পবিত্র

মণ্ডলীর ঐক্যের জন্য নিজের রক্ত দান করেছেন। আর শুধু তা নয়; সর্বস্থানেই পুণ্য ঐক্য পুনঃস্থাপন করতে ঐশপ্রেরণা অনুভব করে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গে সেই ঐক্যে স্লাভ-উপাসনা রীতি ও বাসিল-সন্ন্যাসসঙ্ঘ রাখলে তবে প্রচেষ্টাটি যথেষ্ট উপকৃত হবে। একই প্রকারে, যেহেতু পিতরের আসনের সঙ্গে আপন সহনাগরিকদের ঐক্য ছিল তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সেজন্য তিনি সব দিক দিয়ে এমন কার্যকর উপায়ের সন্ধান করছিলেন যাতে সেই প্রচেষ্টা অগ্রসর ও সুস্থির হয়; বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যেই তিনি সেই সমস্ত উপাসনা সংক্রান্ত পুস্তক অধ্যয়ন করলেন যা প্রাচ্য মণ্ডলী ও বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীও পুণ্যপিতৃগণের বিধিমত ব্যবহার করে থাকে।

তেমন তৎপর পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে তিনি দৃঢ়তা ও একইসময়ে কোমলতার সঙ্গে ঐক্য-পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করলেন, ও এমন ফলের প্রাচুর্য লাভ করলেন যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেরাই তাঁকে 'আত্মাদের চোর' বলে আখ্যায়িত করল।

**শ্লোক** - যোহন ১৭:১১, ২৩, ২২

*প্র* পবিত্র পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর,

*উ* তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।

*প্র* তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি,

*উ* তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ।

১৩ই নভেম্বর

# নিখিল সাধু সন্ন্যাসী

পর্ব

সবকিছু সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে।

১৪ই নভেম্বর

## পরলোকগত সন্ন্যাসীদের স্মরণ

সবকিছু সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে।

১৫ই নভেম্বর

## মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

**দ্বিতীয় পাঠ** - লুক-রচিত সুসমাচারে বিশপ মহাপ্রাণ সাধু আলবার্টের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (২২, ১৯)

### খ্রিষ্টদেহ নির্মাণের জন্য পালক ও ধর্মগুরু

*তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর* (লুক ২২:১৯)। এক্ষেত্রে লক্ষ করার বিষয় দু'টো। প্রথমটা হল এ সাক্রামেন্ত ব্যবহার করার আদেশ, যেভাবে তিনি বলেন, 'তেমনটি কর।' দ্বিতীয়টা হল, যাতে প্রভুরই তেমন স্মৃতি পালিত হয় যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হন।

তাই তিনি বলেন, 'তেমনটি কর।' বাস্তবিকই এর চেয়ে উপযোগী, মধুর, পরিত্রাণদায়ী, প্রীতিকর, ও অনন্ত জীবনের অধিক সদৃশতর কিছুই আদেশ করা যাচ্ছিল না।

এসো, উল্লিখিত গুণাবলি একটার পর একটা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। সর্বপ্রথমে, যারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মৃত, তাদের পক্ষে এউখারিস্তিয়া পাপক্ষমার জন্য উপযোগী; যারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে জীবিত, তাদের পক্ষে এউখারিস্তিয়া অনুগ্রহ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে

অত্যন্তই উপযোগী। তাঁর পবিত্রীকরণ লাভ করার জন্য যা উপযোগী, আমাদের আত্মাদের ত্রাণকর্তা সেসম্বন্ধেই আমাদের শিক্ষা দেন।

কিন্তু তাঁর পবিত্রীকরণ তাঁর যজ্ঞেই সাধিত, কেননা সেই সাক্রামেন্তগত উৎসর্গে তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে নিজেকে নিবেদন করেন ও আমাদের কাছে প্রসাদরূপে নিজেকে নিবেদন করেন। *তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি* (যোহন ১৭:১৯)। সেই খ্রিষ্ট, যিনি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে *নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন, তাঁর রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি* (হিব্রু ৯:১৪)।

উপরন্তু, এর চেয়ে মধুর আমরা কিছুই করতে পারি না। কেননা যে সাক্রামেন্তে সকল ঐশমাধুর্য নিহিত, তার চেয়ে মধুর কী থাকতে পারবে? বাস্তবিকই *স্বর্গ থেকে তুমি তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি, বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি, যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি। তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য; যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী, যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত* (প্রজ্ঞা ১৬:২০-২১)।

আরও, এর চেয়ে পরিত্রাণদায়ী কিছুই আদেশ করা যেতে পারত না। কেননা এ সাক্রামেন্ত হল জীবন-বৃক্ষের ফল। যে কেউ অকপট ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তা গ্রহণ করে, সে কখনও মৃত্যু ভোগ করবে না। *যে কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তা তার পক্ষে জীবনবৃক্ষ; যে কেউ তাকে আলিঙ্গন করে, সে সুখে জীবন যাপন করে* (প্রবচন ৩:১৮)। *যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে* (যোহন ৬:৫৭)।

আরও, এর চেয়ে প্রীতিকর আদেশ আমরা পেতে পারতাম না। কেননা এ সাক্রামেন্তই তো প্রেম ও ঐক্য সৃষ্টি করে। খাদ্যরূপে নিজেকে নিবেদন করাই তো প্রেমের সর্বোচ্চ প্রমাণ। *আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না: তাঁর দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?* (যোব ৩১:৩১)। অর্থাৎ, আমি তাদের এতই ভালবেসেছি ও তারাও আমাকে এতই ভালবেসেছে যে, ইচ্ছা ছিল, আমি তাদের অন্তরে থাকব, তারাও

ইচ্ছা করছিল, নিজেদের অন্তরে আমাকে গ্রহণ করবে, যাতে আমার দেহে একীভূত হয়ে তারা আমার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কেননা তারা আমার সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ও স্বভাবতভাবে মিলিত হতে পারত না, আমিও তাদের সঙ্গে নয়।

পরিশেষে, অনন্ত জীবনের অধিক সদৃশতর কিছু করতেও আমাদের আদেশ করা যেতে পারত না। কেননা অনন্ত জীবন এজন্যই নিত্য বিদ্যমান, কারণ যারা পবিত্র জীবন যাপন করে, ঈশ্বর আপন মাধুর্যে তাদের জীবনে নিজেকে সঞ্চার করেন।

**শ্লোক** - লুক ২২:২৯; যোহন ১৫:১৬

*প্র* আমার পিতা যেমন আমার জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা করছি,

*উ* যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার।

*প্র* আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ,

*উ* যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে পার।

১৬ই নভেম্বর

# সাধ্বী গারট্রুড, চিরকুমারী

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সাধ্বী গারট্রুড-লিখিত 'দিব্য প্রেমের বাণী' থেকে পাঠ (২য় পুস্তক ২৩:১, ৩, ৫, ৮-১০)

## আমার প্রতি তোমার চিন্তা ছিল শান্তিরই চিন্তা

আমার প্রাণ তোমাকে ধন্যবাদ দিক, হে আমার প্রভু, হে আমার স্রষ্টা! আমার প্রাণ তোমাকে ধন্যবাদ দিক; আমার হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে তোমার নিজের করুণা তোমাকে ধন্যবাদ দিক—আমি অযোগ্য হলেও তোমার অসীম ভালবাসা তোমার সেই করুণায় আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি যথাসাধ্য তোমার অসীম মঙ্গলময়তাকে ধন্যবাদ জানাই, আমি তোমার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দয়ার স্তুতিবাদ করি।

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি আমার শিশুকাল, ছেলেবেলা, বাল্যকাল ও যৌবনকালের যত বছর অন্ধ ও উন্মাদের মতই কাটিয়েছিলাম। আমি খেয়াল খুশি মতই কথা বলতাম ও ব্যবহার করতাম; তেমন দুরাচারের জন্য আমার কোন দুঃখই ছিল না। শুধুমাত্র এখন তো আমি সচেতন হয়ে উঠেছি।

অন্যায়ের প্রতি একপ্রকার সাধারণ বিতৃষ্ণার মাধ্যমে কিংবা মঙ্গলের প্রতি প্রেরণাদায়ী আকর্ষণের মাধ্যমে, অথবা আত্মীয়স্বজনদের ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের মাধ্যমে যখন তুমি আমার ব্যবহারজনিত বিপদের জন্য আমাকে সতর্ক করছিলে, তখন আমি তোমার প্রতি কোন মনোযোগ দিচ্ছিলাম না। আমি জীবনযাপন করছিলাম তেমন এক ব্যক্তির মত, যে কখনও শোনেনি যে তুমি, হে আমার ঈশ্বর, তুমিই ন্যায়ের যোগ্য মজুরি ও অন্যায়ের উপযুক্ত শাস্তি দাও।

শিশুকাল থেকে, ঠিক সময় বলতে গেলে পাঁচ বছর বয়স থেকেই তুমি যে আমাকে বেছে নিয়েছ আমি যেন সন্ন্যাসজীবনে তোমার পুণ্যবান বন্ধুদের মধ্যে জীবনযাপন করি, এজন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।

তাই, হে প্রিয়তম পিতা, আমার মনপরিবর্তনের জন্য আমি তোমাকে অর্পণ করি তোমার আপন প্রীতিভাজন পুত্রের সমস্ত যন্ত্রণাভোগ: সেসময় থেকে শুরু ক'রে যখন গোশালার খড়ের উপরে শুয়ে তিনি প্রথম চিৎকার দিলেন, সেসময় পর্যন্ত যখন শিশুকালের প্রতিকূলতা, বাল্যকালের যত অভাব ও যৌবনকালের দুঃখকষ্ট সহ্য করলেন, যখন মাথা নত করে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ক্রুশের উপরে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

একইভাবে আমার সমস্ত অবহেলার ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে, হে প্রিয়তম পিতা, আমি তোমাকে অর্পণ করি সেই পুণ্যতম জীবন যা তোমার সেই একমাত্র জনিতজন চিন্তা, কথা ও কাজে অধিক নিখুঁতভাবে যাপন করলেন: সেসময় থেকে শুরু ক'রে যখন তোমার উচ্চতম সিংহাসন থেকে তিনি আমাদের এ পৃথিবীতে প্রেরিত হলেন, সেসময় পর্যন্ত যখন তোমার পিতৃসুলভ দৃষ্টিতে আপন বিজয়ী মাংসের গৌরব নিবেদন করলেন।

ধন্যবাদ স্বরূপ আমি বিনম্রতার গভীরতম অতলে নিজেকে নিমজ্জিত করি, ও তোমার অপরিশোধনীয় দয়ার সঙ্গে তোমার মধুময় মঙ্গলময়তারও স্তুতিবাদ ও উপাসনা করি। আমি যখন এভাবে আমার নিজের জীবন ব্যয় করছিলাম, তখন তুমি, হে দয়ার পিতা, আমার বিষয়ে শাস্তির নয়, শান্তিরই চিন্তা পোষণ করছিলে। তোমার অসংখ্য উপকারের মাহাত্ম্য গুণে আমাকে টেনে তোলারও সঙ্কল্প নিয়েছিলে। তাছাড়া তুমি তোমার নিজের বন্ধুত্বের অতুল্য সাহচর্যও আমাকে দিতে প্রীত হয়েছ: তুমি ঈশ্বরত্বের মহামূল্যবান রত্নপেটিকা তথা তোমার সেই দিব্য হৃদয়কে আমার সামনে নানাভাবে খুলে দিয়েছ; সেই হৃদয়ে তুমি প্রচুর পরিমাণেই আমাকে দান করেছ আনন্দের যত ধন।

মৃত্যুক্ষণে ও মৃত্যুর পরে যত উপকার আমাকে দেবে বলে তুমি যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তার মধ্য দিয়ে তুমি আমার প্রাণ আকর্ষণ করেছ। সুতরাং, আর অন্য কোন দান না থাকলেও তবু শুধু সেটির জন্যও জীবন্ত প্রত্যাশা নিয়ে আমার হৃদয়ে তোমাকে বাসনা করার যে দাবি রয়েছে, তা যুক্তিসঙ্গত।

শ্লোক - যেরে ৩১:৩; হো ২:১৬, ২১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু চিরকালীন ভালবাসায় গারট্রুডকে ভালবাসলেন। এজন্য তিনি বাল্যকাল থেকেই তাঁকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন ও প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে

উ তাঁর হৃদয়ের উপরেই কথা বললেন।

প্র প্রভু চিরস্থায়ী কৃপা ও স্নেহে তাঁকে আপন কনে ক'রে

উ তাঁর হৃদয়ের উপরেই কথা বললেন।

১৭ই নভেম্বর

# স্কটল্যান্ডের সাধ্বী মার্গারেট

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'গাউদিউম এৎ স্পেস' নামক বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান থেকে পাঠ (৪৮)

## বিবাহ ও পরিবারের পবিত্রতা

নর ও নারী, যাঁরা দাম্পত্যজীবনের সন্ধির ফলে *আর দু'জন নয়, বরং একদেহ* (মথি ১৯:৬), তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়াকর্মের ঘনিষ্ঠ সংযোগে একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক সহায়তা ও সেবা দান করেন, আপন ঐক্যের অর্থের অভিজ্ঞতা করেন ও দিনে দিনে তা পূর্ণতর ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। দু'জন ব্যক্তির পারস্পরিক আত্মদান ব'লে এ ঘনিষ্ঠ ঐক্য, এমনকি সন্তানদের মঙ্গলও দম্পতির পূর্ণ বিশ্বস্ততা দাবি করে ও তাঁদের অবিচ্ছেদ্য একতা আবশ্যক বলে ঘোষণা করে। প্রকৃত দাম্পত্য-ভালবাসা ঐশভালবাসার মধ্যে গৃহীত হয়, ও খ্রিষ্টের মুক্তিদায়ী শক্তি ও মণ্ডলীর পরিত্রাণদায়ী কর্ম দ্বারা সুস্থির ও প্রসারিত হয়ে ওঠে, যাতে করে দম্পতি সফলভাবে ঈশ্বরের কাছে চালিত হতে পারেন ও মাতাপিতার উৎকৃষ্ট দায়িত্ব-পালনে সহায়তা ও শক্তি লাভ করতে পারেন। এজন্য খ্রিষ্টিয়ান দম্পতিকে আপন জীবনাশ্রমের ভূমিকা ও মর্যাদার উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি সাক্রামেন্ত দ্বারা শক্তিমণ্ডিত ও কেমন যেন পবিত্রীকৃতই করা হয়; ও তেমন সাক্রামেন্ত গুণে আপন দাম্পত্য ও পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে করতে তাঁরা সেই খ্রিষ্টেরই আত্মায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যাঁর দ্বারা তাঁদের গোটা জীবন বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায় পরিব্যাপ্ত, আপন জীবন-সিদ্ধি ও পারস্পরিক পবিত্রীকরণের নিত্য উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌঁছেন, আর এভাবে তাঁরা একসঙ্গে ঈশ্বরকেও গৌরবান্বিত করেন।

মাতাপিতার আদর্শ ও পারিবারিক প্রার্থনা দ্বারা পূর্বশিক্ষা লাভ ক'রে সন্তানেরা, এমনকি পরিবারে যারা একসঙ্গে বাস করে, তারা সকলেই সহজে মানবতা, পরিত্রাণ ও পবিত্রতার পথের সন্ধান পাবে। তবু দম্পতি, পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা ও ভূমিকায় ভূষিত হয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা—বিশেষভাবে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষারই কর্তব্য পূরণ করবেন যা প্রথমে তাঁদেরই দায়িত্ব।

পরিবারের জীবন্ত অঙ্গ বিধায় সন্তানেরা তাদের বিশেষ ভূমিকা অনুসারে মাতাপিতার পবিত্রীকরণের উদ্দেশ্যে সহায়তা দান করে। বিশেষত মাতাপিতার কাছ থেকে যে উপকার পেয়ে থাকে তার প্রতিদানে তারা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও আস্থা দেখাবে, এবং কষ্টের দিনে ও বৃদ্ধ বয়সের নিঃসঙ্গতার সময়ে সন্তানসুলভ আচরণে তাঁদের কাছে কাছে থাকবে।

বিবাহিত জীবনের আহ্বানের অব্যাহত ধারা হিসাবে বৈধব্য সৎসাহসী মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত, ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্রও হওয়া উচিত। পরিবারের উচিত নিজের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দানশীলতার মনোভাব নিয়ে অন্য পরিবারগুলোর সঙ্গেও সহভাগিতা করা। খ্রিষ্টীয় পরিবার যেহেতু সেই বিবাহ থেকেই উদ্ভূত, যা খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যকার প্রেমের বন্ধনের প্রতিমূর্তি ও তার সহভাগিতা, সেজন্য দম্পতিদের প্রেম দ্বারা, উদারমনা উর্বরতা দ্বারা, ঐক্য ও বিশ্বস্ততা দ্বারা, ও পরিশেষে সকল সদস্যের প্রেমপূর্ণ সহযোগিতা দ্বারা সকলের কাছে জগতে ত্রাণকর্তার জীবন্ত উপস্থিতি ও মণ্ডলীর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবে।

শ্লোক - প্রবচন ৩১:৩০, ২৫, ৩১ দ্রঃ

প্ যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।

উ শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন।

প্ তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক, পবিত্রজনদের মণ্ডলী তার কর্মের প্রশংসাবাদ করুক।

উ শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন।

একই দিন ১৭ই নভেম্বর

# হাঙ্গেরীর সাধ্বী এলিশাবেথ, ধর্মব্রতিনী

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধ্বী এলিশাবেথের আধ্যাত্মিক পরিচালক কনরাদ দ্য মার্বুর্গ-লিখিত পত্র থেকে পাঠ

## এলিশাবেথ গরিবদের মধ্যে খ্রিষ্টকে চিনলেন ও ভালবাসলেন

বহু আগেই এলিশাবেথের সদ্‌গুণ ও পুণ্যাচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। তিনি সর্বদাই গরিবদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর একটা দুর্গের কাছাকাছি স্থানে একটা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়ে সর্বপ্রকার অসুস্থদের সংগ্রহ করলেন, সেসময় থেকে অভাবগ্রস্তদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই নিয়োগ করলেন।

যারা তাঁর হাসপাতালের কাছে সাহায্য যাচনা করত, তাদের উপর শুধু নয়, তাঁর স্বামীর অধীনস্থ সকল স্থানে যারা যাচনা করছিল, তাদের উপরেও তিনি আপন অর্থদানের উপকার দানশীলতার সঙ্গে বর্ষণ করতেন। এমনকি, তাঁর স্বামীর চার প্রদেশের আয় অর্থদানে বিলি করে দিলেন ও দামী দামী বস্তু ও মূল্যবান কাপড়ও বিক্রি করে দিলেন যাতে সেই অর্থ গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন।

তাঁর এ নিয়ম ছিল: তাঁর সকল রোগীকে তিনি দিনে দু'বার, সকাল ও সন্ধ্যায়, ব্যক্তিগতভাবেই পরিদর্শন করবেন। যাদের রোগ অধিক ঘৃণাজনক, তিনি নিজেই তাদের প্রত্যক্ষ সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে খাদ্য দিতেন, কারও জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতেন, কাউকে নিজের কাঁধে তুলে বহন করতেন—সবসময় সর্বপ্রকার মঙ্গলকর কাজে নিয়োজিতা ছিলেন; তথাপি নিজের স্বামীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র সূত্রও কখনও দেখা দেয়নি।

স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি উচ্চতর সাধনার আকাঙ্ক্ষিণী হয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার অনুমতি চাইলেন যাতে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করতে পারেন।

এক বছর তিনি নিজ দুর্গে ফ্রান্সিস্কান ব্রাদারদের আশ্রয় দিলেন; সে বছরে, পুণ্য শুক্রবার দিনে, যজ্ঞবেদি বিবস্ত্র থাকাকালে, তাঁর দুর্গের একটি উপাসনালয়ের বেদির উপরে হাত বাড়িয়ে স্বল্প পরিজনদের সাক্ষাতে তিনি নিজের ইচ্ছা, সংসারের লালসা, ও

সুসমাচারে ত্রাণকর্তা যা ত্যাগ করতে সুমন্ত্রণা দিয়েছিলেন সেসব কিছু অস্বীকার করলেন। তা করে তিনি ভাবলেন যে, স্বামীর সঙ্গে যেখানে ঘর করেছিলেন ও সকলে যেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করছিল, সেখানে থাকলে সম্ভবত সংসারের কোলাহল ও মানব গৌরব তাঁকে পুনরায় আকর্ষণ করবে; এ ভয়ে তিনি মার্গবুর্গ পর্যন্ত আমার অনুসরণ করতে চাইলেন—যদিও এতে আমার অমত ছিল। মার্গবুর্গে গিয়ে তিনি একটা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়ে অসুস্থদের ও পঙ্গুদের সংগ্রহ করলেন, ও নিজের খাবার টেবিলে সবচেয়ে হতভাগা ও বাস্তুহারাদের সেবা করতে লাগলেন।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি ঘোষণা করি যে, এলিশাবেথ বহু কর্মকাণ্ডে অধিক নিয়োজিতা হলেও তাঁর মত ধ্যানী মহিলা আমি প্রায়ই দেখিনি। ধর্মব্রতী ও ধর্মব্রতিনীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বারবার স্বচক্ষে দেখলেন যে, এলিশাবেথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা থেকে বের হলে তাঁর মুখমণ্ডল আশ্চর্যময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ছিল, ও তাঁর চোখ থেকে কেমন যেন সূর্যের কিরণ বিকিরণ করত।

তাঁর মৃত্যুর আগে আমি তাঁর পাপস্বীকার শুনলাম, ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সমস্ত সম্পদ ও নানা বস্তু নিয়ে কী ব্যবস্থা করা উচিত। উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, যা কিছু তাঁর নিজের সম্পদ বলে মনে হচ্ছিল, তা আসলে গরিবদেরই সম্পদ, সুতরাং আমাকে অনুনয় করলেন আমি নিজেই যেন গরিবদের কাছে তা বিলি করে দিই—কেবল সেই অতিসাধারণ পোশাক বাদ থাকবে যা তিনি পরছিলেন ও যা পরে সমাহিতা হতে ইচ্ছা করছিলেন। এরপর তিনি প্রভুর দেহ গ্রহণ করলেন; ও সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই সমস্ত বিষয় স্মরণ করে গেলেন যা উপদেশে শুনেছিলেন। অবশেষে, আমরা যারা তাঁর পাশে ছিলাম, তিনি অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আমাদের সকলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেমন যেন কোমল নিদ্রা গিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

**শ্লোক** - যুদিথ ১৫:১১ (লাতিন পাঠ্য); প্রেরিত ১০:৪ দ্রঃ

*প্র* তুমি বল ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছ; তোমার হৃদয় শুচি প্রেমে স্থিতমূল ছিল;

*উ* এজন্য যুগে যুগে সকলে তোমাকে সুখী বলবে।

*প্র* তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই প্রভুর সাক্ষাতেই ছিল:

*উ* এজন্য যুগে যুগে সকলে তোমাকে সুখী বলবে।

১৮ই নভেম্বর

# সাধু পিতর ও পল মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৮২:১, ৬-৭)

## দিব্য বীজের অঙ্কুর সেই পিতর ও পল

অতএব, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫), আর যে ধর্ম খ্রিষ্টের ক্রুশ-রহস্যের উপরে স্থাপিত, তা হিংস্রতার কোন শক্তি দ্বারাও ধ্বংসিত হতে পারে না! নির্যাতন দ্বারা মণ্ডলীর হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধিই পায়, এবং প্রভুর মাঠ উত্তরোত্তর বর্ধমান শস্যে পরিবৃত হয়, কেননা গমের দানাগুলো একটার পর একটা মাটিতে পড়তে পড়তে শতগুণেই পুনর্জীবন লাভ করে।

দিব্য বীজ থেকে আমাদের এ আশ্চর্য অঙ্কুর দু'টো তথা পিতর ও পল অঙ্কুরিত হয়েছেন, এক অসংখ্য বংশ উৎপন্ন হয়েছে যা হাজার হাজার পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দেই প্রমাণিত, যাঁরা প্রেরিতদূতদের গৌরবের অনুকারী হয়ে আমাদের নগরীর চারপাশে মর্যাদাপূর্ণ পোশাকে পরিহিত ও জ্যোতির্ময় বিভায় উজ্জ্বল অসংখ্য জাতির জাগরণ ঘটিয়েছেন ও রোম মণ্ডলীকে এমন অনন্য মালায় ভূষিত করেছেন যা বহু ও চমৎকার রত্নায় অলঙ্কৃত।

প্রিয়জনেরা, নিখিল সাধুসাধ্বীর পর্বোৎসব আনন্দের সঙ্গেই পালনীয়, কেননা তাঁরা আমাদের কাছে ঈশ্বরের উপহার, আমাদের দুর্বলতায় সহায়তা, সদ্‌গুণাবলির দৃষ্টান্ত ও আমাদের বিশ্বাসের জন্য অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু তবু আমরা যদিও নিখিল সাধুসাধ্বীর কথা সঙ্গতভাবেই আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করি, তথাপি প্রেরিতদূত দু'জন সেই পিতর ও পলের স্মৃতি রক্ষায়ই আমাদের বিশেষ স্ফূর্তির সঙ্গে গর্ববোধ করা উচিত, কেননা মণ্ডলীর সকল অঙ্গের মধ্যে তাঁরাই ঈশ্বরের সর্বোচ্চ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হলেন: হ্যাঁ, তাঁরা হলেন সেই দেহের চোখই যেন, খ্রিষ্টই যার মাথা।

বর্ণনার অতীত তাঁদের যোগ্যতায় ও তাঁদের গুণাবলিতে আমাদের কোন পার্থক্য বা কোন বিচ্ছেদ দেখতে নেই, কেননা ঈশ্বরের মনোনয়ন তাঁদের সমকক্ষ করেছে, প্রৈরিতিক পরিশ্রম তাঁদের সদৃশ করেছে, ও মৃত্যু তাঁদের সমান করেছে।

অন্য দিকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সাক্ষ্যদানে প্রমাণসিদ্ধ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার জোরেই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের দয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে আমরা এজীবনের সকল সঙ্কটে এ দু'জন মহাপ্রতিপালকের প্রার্থনার ফলে সহায়তা পাব; যার ফলে এমনটি হয় যে, আমরা আমাদের পাপের দরুন যতখানি নিচে পতিত হয়েছি, প্রেরিতদূতদের পুণ্যফলে ততখানি ঊর্ধ্বে উন্নীত হব।

## শ্লোক

℣ খ্রিষ্টের দাস এ দু'জন প্রেরিতদূত পবিত্র আত্মার পরিচালনায় নিজেদের রক্তদানে নানা মণ্ডলী স্থাপন করলেন।

℟ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

℣ জীবনকালে তাঁরা ভাইয়ের মত মিলিত ছিলেন, মৃত্যুও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম হল।

℟ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

১৯শে নভেম্বর

# সাধ্বী মেখতিল্ডা, চিরকুমারী

**দ্বিতীয় পাঠ** - চিরকুমারী সাধ্বী মেখতিল্ডার 'দিব্যপ্রকাশ' থেকে পাঠ

## ঈশ্বর বাধ্যতায় প্রীত

এক ধর্মব্রতিনী বিশেষ এক পরিবেশে আপন পরিচালিকার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মেলাতে পারছিলেন না, তাঁর এ অবস্থার জন্য মমতায় বিগলিত হয়ে মেখতিল্ডা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন তিনিই যেন আপন অনুগ্রহে সেই ব্যক্তিকে আলোকিত করেন ও বাধ্যতা স্বীকার করতে সম্মত করেন—এমন সময় তিনি দেখলেন, প্রভু আপন ডান বাহুতে সেই ধর্মব্রতিনীকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'পরিচালিকাদের হাতে নিজের ইচ্ছা সঁপে দিয়ে সে আমারই হাতে নিজের ইচ্ছা সঁপে দিলেই আমি আমার হাতে তাকে গ্রহণ করেছি, আমার ডান হাত তাকে কখনও ফেলে রাখবে না—সে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনে ফিরে গিয়ে যেন আমা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তা করলে, তবে নতুন করে নিজেকে নমিতা না করা পর্যন্ত আমার কাছে সে আপন স্থান আর পেতে পারবে না।' এ বাণী থেকে সাধ্বী উপলব্ধি করলেন যে, ব্রতের দিনে ঈশ্বর নিজের পিতৃবক্ষে সমস্ত ধর্মব্রতিনীকে গ্রহণ করেন ও তাঁদের কখনও ফিরিয়ে দেন না, যদি না ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্পেই —ঈশ্বর না করুন—সেই ধর্মব্রতিনী বাধ্যতা অস্বীকার করেন। ধর্মব্রতিনী যখন ঈশ্বরের হাত ত্যাগ করেন, তখন সেই হাত ধরতে তিনি ততক্ষণ অক্ষম হন, যতক্ষণ ঈশ্বরের সামনে অকপট তপস্যা ও বিনম্রতার সঙ্গে নিজেকে নমিতা না করেন, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ সাধন না করেন, ও সত্যাশ্রয়ী সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিজ্ঞা না করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি স্বচ্ছন্দেই বাধ্যতা পালন করবেন।

মেখতিল্ডা দেখতে পেলেন, প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর বাহু প্রসারিত। তিনি বলছিলেন: 'ক্রুশের উপরে আমি মৃত্যু পর্যন্তই হাত প্রসারিত করে থাকলাম; এখনও আমি আমার পিতার সামনে হাত প্রসারিত রেখে দাঁড়াই—এতে দেখাতে চাই যে, যে কেউ আমার কাছে আসে আমি তাকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। এমন কেউ আছে কি, যে আমার এ কৃপার আকাঙ্ক্ষা করে? সে যদি আমার প্রেমের খাতিরে সকল প্রতিকূলতা সহ্য

করতে সম্মত, এতে স্পষ্ট হবে যে, সে ইতিমধ্যে আমার আলিঙ্গনে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন কেউ আছে কি, যে আমার চুম্বন বাসনা করে? সে যদি নিজের কাছে সাক্ষ্য দিতে পারে যে, সব দিক দিয়েই আমার ইচ্ছায় প্রীত ও আমার ইচ্ছায় অপরিসীম আনন্দ পায়, এতে স্পষ্ট হবে যে, সে ইতিমধ্যে আমার চুম্বন গ্রহণ করেছে।

যে কেউ ইচ্ছা করে, আমি তার প্রার্থনা শুনে সাড়া দেব, তাকে সর্বপ্রকার বাধ্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত হতে হবে, কেননা আমার পিতা যে বাধ্যদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন না, তা সম্ভব হতে পারে না।'

ধর্মব্রতিনীরা 'আশীর্বাদ কর' শ্লোকটা গান করছিলেন, এমন সময় মেখতিল্ডা দেখলেন, শ্লোকে উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলি নানা ধর্মব্রতিনীর আকারে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মব্রতিনীদের মধ্যে একজন, এমনকি সকলের মধ্যে যিনি সুন্দরতমা, হাতে করে সোনার একটা পাত্র তুলে ধরছিলেন, আর অন্য ধর্মব্রতিনীরা সেই পাত্রে সুরভিত সুরা ঢেলে দিলে তিনি তা প্রভুর কাছে অর্পণ করছিলেন। তেমন দৃশ্যে বিস্মিতা হয়ে মেখতিল্ডা তার অর্থ বুঝতে ইচ্ছা করছিলেন। তখন প্রভু তাঁকে বললেন: 'এ ধর্মব্রতিনী হল বাধ্যতা। কেবল সে-ই আমাকে পান করার জন্য সুরা অর্পণ করতে পারে, কেননা বাধ্যতায়ই অপর সকল সদ্‌গুণের ঐশ্বর্য গচ্ছিত; আর যে ধর্মব্রতিনী প্রকৃতপক্ষেই বাধ্য, তার অন্তরে সেই সমস্ত সদ্‌গুণও থাকার কথা, যথা: সর্বপ্রথমে আত্মার সুস্বাস্থ্য, অর্থাৎ কিনা সেই আত্মায় মৃত্যুজনক পাপ থাকতে নেই; তারপর সেই বিনম্রতা যা পরিচালিকাদের প্রতি দেখানো বাধ্যতায় প্রকাশিত। তাছাড়া প্রকৃত বাধ্য ধর্মব্রতিনী হল পবিত্রতা ও শুচিতার অধিকারিণী, কেননা শুচিতা দেহের ও হৃদয়ের শুদ্ধতা রক্ষা করে। এ সমস্ত সদ্‌গুণ তার খুবই দরকার, যাতে শুভকর্ম সাধনে সে বলবতী হতে পারে ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়িনী হতে পারে।

বাধ্য ধর্মব্রতিনীর অন্য কতগুলো সদ্‌গুণও শোভা পায়, যথা: বিশ্বাস, কেননা বিশ্বাস না থাকলে কেউই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; আশা, যার মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়; ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা; মঙ্গলময়তা, যা সকলের প্রতি কোমল ও মমতাপূর্ণ; আত্মসংযম, যা নিষ্প্রয়োজন সব কিছু বর্জন করে; ধৈর্য, যা প্রতিকূলতার উপর বিজয়ী, এমনকি প্রতিকূলতাকে উপযোগী ও ফলপ্রসূ করে

তোলে ; পরিশেষে ধর্মশৃঙ্খলা, যা দ্বারা এক একজন নিজ নিজ সঙ্ঘের নিয়ম সূক্ষ্মরূপে পালন করে।’

**শ্লোক** - ইশা ৬৫:১৭, ১৮; প্রকাশ ২১:৪

*প্র* অতীতে যা কিছু ছিল, তা স্মরণে থাকবে না, আর মনে পড়বে না ;

*উ* কেননা সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে।

*প্র* মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।

*উ* কেননা সকলে চিরকাল উল্লাস করবে, পুলকে মেতে উঠবে।

২১শে নভেম্বর

# মন্দিরে বালিকা মারীয়াকে উপস্থাপন

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২৫:৭-৮)

## বিশ্বাস গুণে যিনি বিশ্বাস করলেন,
## তিনি বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন

তোমাদের অনুরোধ করছি, আপন শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যা বললেন, তোমরা মনোযোগ দিয়ে সেই কথা শুনে নাও: *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা* (মথি ১২:৪৯-৫০)। যিনি বিশ্বাস গুণে বিশ্বাস করলেন ও বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন, যিনি মনোনীতা হলেন যাতে তাঁরই কোলে মানবজাতির মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ জন্ম নেয়, তাঁর এই বিশ্বাস গুণে যিনি আপন গর্ভে খ্রিষ্ট সৃষ্ট হবার আগে খ্রিষ্ট দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই কুমারী মারীয়া কি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেননি? নিশ্চয়ই তিনি করলেন। পবিত্রতমা মারীয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন বিধায় খ্রিষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে মারীয়ার পক্ষে খ্রিষ্টের শিষ্যা হওয়াই অধিক সম্মানজনক হল। আবার বলছি: খ্রিষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে তাঁর পক্ষে খ্রিষ্টের শিষ্যা হওয়াই হল অধিক সম্মানজনক, অধিক আনন্দদায়ী। মারীয়া এজন্যই ধন্যা ছিলেন, কেননা গুরুকে জন্ম দেওয়ার আগেও তিনি তাঁকে গর্ভে বরণ করেছিলেন।

আমি যা বলছি, তুমি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তা আসল সত্য কিনা। একদিন প্রভু হেঁটে যেতে যেতে দিব্য অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন, বহু লোকের ভিড়ও তাঁর অনুসরণ করছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, *ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে* (লুক ১১:২৭ দ্রঃ)। হ্যাঁ, যে গর্ভ আপনাকে বরণ করল, ধন্য সেই গর্ভ! কিন্তু লোকে যাতে দেহমাংস অনুসারেই ধন্য হতে চেষ্টা না করে, সেজন্য প্রভু কী উত্তর দিয়েছিলেন? *এর চেয়ে তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে* (লুক ১১:২৮ দ্রঃ)। মারীয়াও ঠিক এ কারণেই ধন্যা, কেননা তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনে পালনও করলেন। আপন গর্ভে সেই মাংসের চেয়ে তিনি আসলে আপন অন্তরে সত্যকেই গেঁথে

রাখলেন। খ্রিষ্ট তো সত্য, খ্রিষ্ট আবার মাংস; খ্রিষ্ট হলেন মারীয়ার অন্তরে সত্য, খ্রিষ্ট হলেন মারীয়ার গর্ভে মাংস। গর্ভে যা বরণ করা হয়, তার চেয়ে অন্তরেই যা রয়েছে, তা তো মূল্যবান।

মারীয়া পবিত্রা, মারীয়া ধন্যা বটে, অথচ কুমারী মারীয়ার চেয়ে মণ্ডলীই তো শ্রেয়তর। কেন? কারণ মারীয়া মণ্ডলীর একটি অঙ্গ: তিনি পবিত্র একটি অঙ্গ, শ্রেষ্ঠতম একটি অঙ্গ, তিনি এমন অঙ্গ যা সবগুলোর চেয়েও অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, তথাপি গোটা দেহের পক্ষে তিনি একটি অঙ্গ মাত্র। যখন তিনি গোটা দেহের একটি অঙ্গ, তখন একটি অঙ্গের চেয়ে দেহটি তো অধিক মূল্যবান। প্রভু হলেন মাথা ও গোটা খ্রিষ্ট হলেন মাথা ও দেহ। তাই আমি কী বলব? হ্যাঁ, আমাদের দিব্য মাথা রয়েছে, মাথা হিসাবে আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর আছেন।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, সুবিবেচক হও: তোমরাও খ্রিষ্টের অঙ্গ, তোমরাও খ্রিষ্টের দেহ। তোমরা কীভাবে তা-ই হও, তা ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, কেননা তিনি বললেন, *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা।* তোমরা কেমন করে খ্রিষ্টের মা হবে? যে কেউ শোনে, যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে-ই তো আমার পক্ষে ভাই, বোন, ও মা। আচ্ছা, তিনি যে 'ভাই' ও 'বোনের' কথা বলেন, তা আমি বুঝি; বাস্তবিকই উত্তরাধিকার একটিমাত্র, আর সেইজন্যে অদ্বিতীয় হয়েও যিনি একা হতে চাইলেন না, সেই খ্রিষ্টের মঙ্গলময়তা এমন ব্যবস্থা করল, যাতে আমরা পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, তাঁর আপন একই উত্তরাধিকারের সহউত্তরাধিকারীই হয়ে উঠি।

অতএব আমি বুঝতে পারছি, আমরা খ্রিষ্টের ভাই, এবং পুণ্যবতী ও ভক্ত মহিলারা খ্রিষ্টের বোন; কিন্তু আমরা যে মাতাও, একথা কেমন করে বোঝা সম্ভব? আচ্ছা, কেমন করে মারীয়া খ্রিষ্টের মাতা, এই কারণেই ছাড়া যে, তিনি খ্রিষ্টের অঙ্গগুলিকে প্রসব করলেন? তবে আমাদের কে জন্ম দিয়েছে? আমি তোমাদের হৃদয়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি: মাতা মণ্ডলীই আমাদের জন্ম দিয়েছে! সুতরাং খ্রিষ্টের অঙ্গগুলো অন্তরে উর্বর হোক, যেভাবে মারীয়া আপন গর্ভে খ্রিষ্টকে ধারণ করে প্রসব করলেন: এইভাবেই তোমরা খ্রিষ্টের মাতা হবে। তোমরা হলে সন্তান, এবার মাতাও হও। তোমরা তখনই সেই

মাতার সন্তান হয়েছিলে যখন তোমাদের বাপ্তিস্ম হয়েছিল ; হ্যাঁ, সেসময় তোমরা খ্রিষ্টের অঙ্গগুলিরূপে জন্ম নিয়েছিলে। তাই বাপ্তিস্মের জলকুণ্ডের ধারে যত মানুষকে চালিত কর, তবেই জন্মকালে যেমন সন্তান হয়ে উঠেছিলে, তেমনি জন্মলাভের দিকে অপরকে চালিত করায় খ্রিষ্টের মাতাও হতে পারবে।

শ্লোক - ইশা ৬১:১০; লুক ১:৪৬-৪৭ দ্রঃ

প্ প্রভুতে আমি মহাপুলকে পুলকিত, আমার পরমেশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে,

উ কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, রত্ন-অলঙ্কৃতা কনেই যেন।

প্ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,

উ কারণ তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, রত্ন-অলঙ্কৃতা কনেই যেন।

২২শে নভেম্বর

# সাধ্বী চেচিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - ৩২ নং সামসঙ্গীতে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১:৭-৮)

**প্রভুর উদ্দেশে গাও নবগান,**

**গান গাও হর্ষধ্বনির সঙ্গে**

*সেতারের সুরে প্রভুকে জানাও ধন্যবাদ, দশতন্ত্রী বীণা বাজিয়ে তাঁর উদ্দেশে কর স্তবগান। প্রভুর উদ্দেশে গাও নবগান* (সাম ৩৩:২, ৩)। প্রাচীন সমস্ত বিষয় ত্যাগ কর: নবগানেরই কথা জেনেছ! হ্যাঁ, নবগান, নবসন্ধি, নবমানুষ! নবগান প্রাচীন মানুষের শোভা পায় না। কেবল সেই নব-মানুষেরাই নবগান শেখে, যারা অনুগ্রহ গুণে প্রাচীনতা থেকে নবীকৃত হয়েছে ও সেই নবসন্ধির অধিকারী হয়েছে যা স্বর্গরাজ্য। তারই জন্য আমার সমস্ত প্রেম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও নবগান গায়। জিহ্বা নয়, জীবন-ই নবগান ধ্বনিত করুক!

*তাঁর উদ্দেশে গাও নতুন গান, তাঁর উদ্দেশে উত্তমরূপে গান গাও* (সাম ৩৩:৩ লাতিন পাঠ্য)। প্রত্যেকজন জিজ্ঞাসা করছে, ঈশ্বরের উদ্দেশে সে কেমন করে নবগান গাইবে। তাঁর উদ্দেশে গাও, কিন্তু বেসুরে নয়! তোমার গান তাঁর কানে খারাপ লাগবে, তিনি তা চান না। ভাইবোনেরা, উত্তমরূপেই গান গাও। উত্তম শিল্পীর সামনে যখন তোমাকে বলা হয়, এমনভাবে গান গাও যেন তাঁর তৃপ্তি লাগে, তখন তুমি নিপুণ গায়ক না হলে অস্থির হয়ে ওঠ পাছে শিল্পী অসন্তোষ দেখান: বাস্তবিকই সাধারণ শ্রোতা যা ধরতে পারে না, সুদক্ষ শিল্পী সেই ভুল সহজেই ধরতে পারেন। তবে, কেই বা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তমরূপে গান করতে এগিয়ে যাবে, যিনি গায়ককে ভাল করেই বিচার করতে পারেন, সবকিছু সূক্ষ্মরূপেই পরীক্ষা করেন, ও দক্ষতার সঙ্গেই সবকিছু শোনেন? কবেই বা তুমি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে গান করতে পারবে যাতে তাঁর সুদক্ষ কানে খারাপ না লাগে?

এই যে, তিনি কেমন যেন গানের সুর তোমাকে দিচ্ছেন: গানের বাণীর সন্ধানে যেয়ো না, ঠিক যেন তুমি নিজের কথায়ই ঈশ্বরের প্রিয় গান ব্যক্ত করতে পার! হর্ষধ্বনির সঙ্গেই গান কর। কেননা ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তমরূপে গান করার অর্থ এ: হর্ষধ্বনির সঙ্গে গান করা। কিন্তু হর্ষধ্বনির সঙ্গে গান করা মানে কি? তার মানে হল: উপলব্ধি করা, এবং হৃদয়ে যা গান করা হয়, তা কথায় ব্যক্ত করতে অক্ষম হওয়া। দেখ, যারা ফসল কাটার সময়ে বা আঙুরফল সংগ্রহের সময়ে কিংবা কঠিন একটা কাজের সময়ে গান করে, তারা আগে গানের কথাজনিত আনন্দ উপলব্ধি করে, পরে কিন্তু, যখন তাদের অন্তর উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ও তারা অনুভব করে যে, নিজেদের সেই উল্লাস কথায় আর ব্যক্ত করতে পারে না, তখন গানটির সমস্ত কথা বাদ দিয়ে হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তুলেই তৃপ্তি পায়।

অতএব, হর্ষধ্বনি এমন সুর, যা দিয়ে হৃদয় তা-ই ফুটিয়ে তোলে যা কথায় ব্যক্ত করতে অক্ষম। আর সেই অনির্বচনীয় ঈশ্বরের উদ্দেশে ছাড়া কার্ উদ্দেশেই বা তেমন হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তোলা অধিক সমীচীন? কেননা তিনিই অনির্বচনীয়, যাঁর কথা তুমি ব্যক্ত করতে পার না। আর যখন তুমি তাঁর কথা ব্যক্ত করতে পার না, অপর দিকে তাঁর বিষয়ে নীরব থাকতেও পার না, তখন হর্ষধ্বনি জাগিয়ে তোলা ছাড়া তোমার করার আর কী থাকে? তবেই বিনা কথায় হৃদয় আনন্দ প্রকাশ করবে, ও তেমন আনন্দের গভীরতা কথার কোন সীমা মানবে না। *তাঁর উদ্দেশে উত্তমরূপে গান গাও হর্ষধ্বনির সঙ্গে* (সাম ৩৩:৩ লাতিন পাঠ্য))।

**শ্লোক** - সাম ৭১:৮, ২৩; ৯:৩

*প্র* আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পূর্ণ, পূর্ণই তোমার কান্তিতে সারাদিন ধরে।
*উ* তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা ক'রে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।
*প্র* তোমাতে আনন্দ করব, করব উল্লাস; করব তোমার নামগান, হে পরাৎপর।
*উ* তোমার কর্মকীর্তি বর্ণনা ক'রে আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে আমার ওষ্ঠ।

২৩শে নভেম্বর

## পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্ট, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ সাধু প্রথম ক্লেমেণ্টের পত্র থেকে পাঠ (৩৫:১-৫; ৩৬:১-২; ৩৭:১, ৪-৫; ৩৮:১-২, ৪)

### ঈশ্বরের দানগুলি চমৎকার ও অপরূপ

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বরের দানগুলি কতই না চমৎকার ও অপরূপ! অমর জীবন, ধর্মময়তা জনিত জ্যোতি, স্বাধীনতার আশ্রয়ে সত্য, আস্থাপূর্ণ বিশ্বাস, পবিত্র শুচিতা: এমনকি এসব কিছু আমাদের চেতনার আয়ত্তে! তবে যে দানগুলি ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেগুলি কী কী? সর্বযুগের সেই নির্মাতা ও মহাপ্রভু, সেই পরমপবিত্রজন, তিনিই তো সেগুলির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য জানেন। সুতরাং এসো, সংগ্রাম করি যেন তাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারি যারা তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, যেন অঙ্গীকৃত দানগুলির সহভাগী হতে পারি।

কিন্তু প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু কেমন করে হতে পারবে? যত অন্যায়, অধর্ম, কৃপণতা, বিভেদ, শঠতা, চালাকি, পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈশ্বরঘৃণা, গর্ব, দর্প, দম্ভ ও আতিথেয়তা-শূন্যতা আমাদের কাছ থেকে দূর করে দিয়ে আমাদের মন যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঈশ্বরে স্থির থাকে, আমরা যদি সেই সবকিছুর অন্বেষণ করি যা তাঁর কাছে সন্তোষজনক ও গ্রহণীয়, আমরা যদি সেই সবকিছু পূরণ করি যা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা অনুযায়ী, ও তাঁর সত্যপথ পালন করি, তবেই সেগুলি লাভ করব।

প্রিয়জনেরা, এই তো সেই পথ যেখানে আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই, যেখানে পাই সেই যিশু খ্রিষ্টকে যিনি আমাদের অর্ঘ্য-নিবেদনের মহাযাজক, আমাদের দুর্বলতায় রক্ষাকর্তা ও সহায়ক।

তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঊর্ধ্বলোকে দৃষ্টি রাখি, তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ও সর্বোচ্চ শ্রীমুখ দেখি, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত হল, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের নির্বোধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মন আলোর দিকে প্রস্ফুটিত হয়, তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলেন আমরা অমর প্রজ্ঞা আস্বাদন করব; কারণ যিনি ঈশ্বরের

*গৌরবের প্রতিবিম্ব, তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় ততই মহান, যত শ্রেষ্ঠ হল সেই নাম যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে* (হিব্রু ১:৩-৪)।

অতএব ভ্রাতৃগণ, এসো, তাঁর নির্ভুল আদেশগুলো পালন করে যথাশক্তি সংগ্রাম করি। ছোটদের ছাড়া বড়রা থাকতে পারে না, বড়দের ছাড়া ছোটরাও নয়; সকলের মধ্যে একপ্রকার সংমিশ্রণ রয়েছে; আর এতেই তো রয়েছে উপকার! এসো, আমাদের নিজেদের দেহের কথা ধরি: পা বিনা, মাথা কিছু নয়, একইপ্রকারে মাথা বিনা, পা কিছু নয়; আমাদের দেহের কনিষ্ঠ অঙ্গগুলি সমগ্র দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী; এমনকি যাতে গোটা দেহ রক্ষা পায়, সবগুলো একসঙ্গে কাজ করে ও একই অধীনতায় একতাবদ্ধ হয়।

অতএব আমাদের গোটা দেহ যেন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা পায়; এক একজনকে দেওয়া ভূমিকা অনুসারে এক একজন যেন আপন প্রতিবেশীর অধীনে থাকে। যে শক্তিশালী, সে দুর্বলের প্রতি যত্নশীল হোক; যে দুর্বল, সে শক্তিশালীর মর্যাদা মেনে নিক। যে ধনী, সে গরিবকে সাহায্য করুক; যে গরিব, সে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুক, কারণ ঈশ্বর তার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কেউ তার নিঃস্বতায় তাকে সাহায্য করে। যে জ্ঞানী, সে কথায় নয়, কল্যাণকর কাজেই যেন নিজ জ্ঞান প্রকাশ করে। যে বিনম্র, সে যেন নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য না দেয়, অন্যরাই বরং যেন তার বিনম্রতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে। তাই, যেহেতু আমরা তাঁরই কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছি, সেজন্য সবকিছুতে তাঁকেই কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, যাঁর গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

**শ্লোক** - মথি ৭:২৪; ১ পি ২:২২; ১ শামু ২:২৮; সিরা ৪৪:১৬, ১৭ দ্রঃ

*প্র* এই যে, সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথলেন ও যাঁর মুখে কোন ছলনা ছিল না।

*উ* ঈশ্বর তাঁকে আপন যাজক করে বেছে নিয়েছেন।

*প্র* এই যে, সেই মহাযাজক, যিনি জীবনকালে প্রভুর গ্রহণযোগ্য হলেন ও ধার্মিক বলে পরিগণিত হলেন।

*উ* ঈশ্বর তাঁকে আপন যাজক করে বেছে নিয়েছেন।

২৪শে নভেম্বর

# সাধু কলম্বান, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' থেকে পাঠ (১১:১-২)

## ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষের মহত্ত্ব

মোশি বিধান-পুস্তকে লিখেছেন: *ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে, তাঁর নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন* (আদি ১:২৭, ২৬ দ্রঃ)। তোমাদের অনুরোধ করি: এ উক্তির মাহাত্ম্য লক্ষ কর। সর্বশক্তিমান, অদৃশ্য, দুর্জ্ঞেয়, অবর্ণনীয়, অপরিমেয় ঈশ্বর মাটি থেকে মানুষকে গড়ে আপন প্রতিমূর্তির মর্যাদায় ভূষিত করলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে? আত্মার সঙ্গে মাটির কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বাস্তবিকই ঈশ্বর *আত্মাস্বরূপ* (যোহন ৪:২৪)। আহা, কেমন মহা প্রসন্নতার ব্যাপার যে, ঈশ্বর আপন সনাতন বৈশিষ্ট্যের প্রতিমূর্তি ও আপন গুণাবলির সাদৃশ্য মানুষকে দিলেন! ঈশ্বরের সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য মানুষের মহামর্যাদার বিষয় বটে, মানুষ কিন্তু যেন তা রক্ষা করে। কেননা ঈশ্বর যে গুণাবলি মানুষের আত্মায় সঞ্চার করেছেন, মানুষ যদি তা যথোচিতভাবে ব্যবহার করে, তবে সে ঈশ্বরের সদৃশ হয়ে উঠবে। সুতরাং, ঈশ্বর এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমাদের আদি অবস্থায় তিনি আমাদের অন্তরে যত সদ্‌গুণ বপন করেছিলেন, তাঁর আদেশ পালনের মধ্য দিয়েই তা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রথম আদেশ এ: *আমাদের প্রভুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসব* (মথি ২২:৩৭), *কেননা তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন* (১ যোহন ৪:১৯) সেই শুরু থেকেই যখন আমরা অস্তিত্বহীন ছিলাম। কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা হল তাঁর প্রতিমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সে-ই ঈশ্বরকে ভালবাসে, যে তাঁর আজ্ঞাগুলো পালন করে, কেননা তিনি বললেন: *তোমরা যদি আমাকে ভালবাস আমার আজ্ঞাগুলো পালন করবে* (যোহন ১৪:১৫)। আর তাঁর আজ্ঞা হল পারস্পরিক ভালবাসা, যেমনটি লেখা আছে: *আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি* (যোহন ১৫:১২)।

তবু প্রকৃত ভালবাসা কেবল কথায় প্রকাশ পায় না, কিন্তু *কাজে ও সত্যকার ভালবাসায়* প্রকাশ পায় (১ যোহন ৩:১৮ দ্রঃ)। অতএব এসো, যিনি আমাদের ঈশ্বর, আমাদের সেই পিতার কাছে তাঁর অবিকৃত ও পবিত্রতায় সংরক্ষিত প্রতিমূর্তি ফিরিয়ে দিই, কেননা তিনি পবিত্র, যেমনটি লেখা আছে: *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র* (লেবীয় ১১:৪৪)। এসো, তাঁর কাছে তাঁর প্রতিমূর্তিকে ভালবাসার মধ্য দিয়েই ফিরিয়ে দিই, কারণ তিনি নিজেই ভালবাসা, যেমনটি যোহন বলেছেন: *ঈশ্বর ভালবাসা* (১ যোহন ৪:১৬)। এসো, তাঁর কাছে সেই প্রতিমূর্তিকে মঙ্গলময়তায় ও সত্যেই ফিরিয়ে দিই, কারণ তিনি নিজেই মঙ্গলময় ও সত্যময়। আমরা যেন তেমন শিল্পীর মত না হই, যে ভিন্ন প্রকার প্রতিমূর্তি তৈরি করে; কেননা যে কেউ হিংস্র, ক্রোধ-প্রবণ বা গর্বিত, সে নিজের অন্তরে এক স্বৈরাচারীরই প্রতিমূর্তি তৈরি করে।

সুতরাং, যেন এমনটি না হয় যে আমরা নিজেদের অন্তরে স্বৈরাচারীর মত প্রতিমূর্তি প্রবেশ করাই, সেজন্য খ্রিষ্টই যেন আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করেন; এ কাজ তিনি শান্তি দানেই সম্পাদন করবেন, যেমনটি বললেন: *আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি* (যোহন ১৪:২৭)। কিন্তু তবুও আমরা শান্তিকে উত্তম বিষয় বলে জানলেও তা যদি উত্তমরূপে রক্ষা না করি, তবে তাতে কী লাভ? আসলে সর্বোত্তম বস্তু সাধারণত সবচেয়ে ভঙ্গুরও বস্তু; আর মূল্যবান বস্তু অধিকতর সতর্কতা ও তৎপরতা দাবি করে। যা একটামাত্র কথার ফলেও ভাঙে, বা ভাইয়ের প্রতি সামান্যতম অপমানের ফলেও নষ্ট হয়, তা-ই ভঙ্গুর; কেননা পরচর্চা, পরনিন্দা, নিষ্প্রয়োজন আলাপ ও অনুপস্থিতদের দোষত্রুটি তুলে ধরা—এ সমস্তের চেয়ে প্রীতিকর কাজ মানুষের আর কিছু নেই। অতএব, *প্রভু আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিয়েছেন, যেন আমি বুঝতে পারি, ক্লান্ত মানুষকে কেমন সান্ত্বনার বাণী দিতে হয়* (ইশা ৫০:৪), একথা যারা বলতে পারে না, তাদের নীরব থাকা উচিত; আর কিছু বললে, তা যেন শান্তির কথাই হয়।

শ্লোক - লুক ৬:৪৭-৪৯; সিরা ২৫:১০, ১১ দ্রঃ

*প্র* সুখী সেই মানুষ, যে আমার কাছে এসে আমার বাণীগুলো শুনে তা পালন করে!

ঊ সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল।

প যে প্রভুকে ভয় করে, তার চেয়ে মহান কেউ নেই ; যে কেউ তা জয় করেছে, তার সঙ্গে কার্ তুলনা করা যাবে?

ঊ সে তেমন এক লোকের মত, যে ঘর গাঁথতে গিয়ে গভীরেই মাটি খুঁড়ে নিল ও শৈলের উপরে ভিত স্থাপন করল।

২৫শে নভেম্বর

# সাধু আন্দ্রিয় দুং লাক, পুরোহিত ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - সেমিনারীর ছাত্রদের কাছে পুরোহিত সাধু পল লে-বাও-তিং এর পত্র থেকে পাঠ

## মাথা-খ্রিষ্টের জয়লাভে সাক্ষ্যমরদের সহভাগিতা

খ্রিষ্টনামের জন্য বন্দি পল এই আমি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত ক্লেশের কথা জানাতে চাই যার মধ্যে আমি প্রত্যেকদিন আমন্ত্রিত, যেন দিব্য প্রেম দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে তোমরা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে বল, *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী* (সাম ১১৮:১)।

হ্যাঁ, এই যে কারাগারে আমি আছি, তা সত্যিই চিরন্তন নরকেরই ছবি: নানা প্রকার পীড়ন ছাড়া যথা বেড়ি, লোহার শেকল, দড়ি ছাড়া আর কতগুলো যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয় যেমন, ক্রোধ, প্রতিশোধ, দুর্নাম, অশ্লীল ভাষা, মিথ্যা অভিযোগ, কুকাজ, অন্যায়-শপথ, অভিশাপ ও পরিশেষে দুঃখ ও শোক।

যিনি জ্বলন্ত চুল্লি থেকে সেই তিনজন যুবককে মুক্ত করেছিলেন, সেই ঈশ্বর সবসময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকেও তিনি এ সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত করে তা মাধুর্যেই পরিণত করেছেন: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

এই যে সমস্ত পীড়ন যা সাধারণত অপরকে নত করে ছিন্নই করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ গুণে আমি তেমন পীড়নের মধ্যেও সুখে ও আনন্দে পরিপূর্ণ, কেননা আমি একা নই, খ্রিষ্টই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমাদের গুরু বলে তিনি ক্রুশের সমস্ত ভার নিজে বহন করে কেবল তার ক্ষুদ্র ও সামান্য একটা অংশই আমার মাথায় চাপিয়ে দেন: তিনি নিজেই যোদ্ধা, আমার যুদ্ধের কেবল দর্শক নন; তিনিই বিজয়ী ও সকল সংগ্রামের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর মাথায় চমৎকার এমন এক জয়মুকুট রয়েছে, অঙ্গগুলো আমরাও যার অংশী।

হায় হায়, হে খেরুব ও সেরাফদূতদের ঊর্ধ্বে আসীন প্রভু, আমি যখন প্রতিদিন সেই সকল সম্রাট, মাণ্ডারিন ও তাঁদের রাজপুরুষদের দেখি যারা তোমার পবিত্র নামের নিন্দা করে, তখন তেমন জঘন্য দৃশ্য কেমন করে সহ্য করব?

দেখ, বিধর্মীরা তোমার ক্রুশ পদদলিত করে! তোমার গৌরব কোথায়? এসব কিছু দেখে আমি তোমার প্রেমে উদ্দীপিত হয়ে এতেই বরং প্রীত যে, আমারই অঙ্গগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হোক, আমি যেন তোমার প্রেমের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যমরণ বরণ করি।

প্রভু, আমাকে দেখাও তোমার পরাক্রম; আমার সহায়তায় এসে আমাকে ত্রাণ কর, যেন সকল জাতির সামনে আমার দুর্বলতায় তোমার শক্তি প্রকাশিত ও গৌরবান্বিত হয়, ও পথে টলমান আমাকে দে'খে আমার শত্রুরা যেন জয়োল্লাস না করে।

প্রিয় ভাই, একথা শুনে তোমরা আনন্দের সঙ্গে সর্বমঙ্গলের উৎস সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদগীতি জাগাও ও আমার সঙ্গে তাঁকে ধন্য বল: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।* প্রভুর মহিমাকীর্তন করুক আমার প্রাণ, আমার পরমেশ্বরে আমার আত্মা করুক উল্লাস, কারণ তাঁর এ দাসের বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি: এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে (লুক ১:৪৬-৪৮ দ্রঃ): *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

*প্রভুর প্রশংসা কর, সকল দেশ; তাঁর মহিমাকীর্তন কর সকল জাতি* (সাম ১১৭:১), কেননা সংসারের চোখে যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন শক্তিশালীদের লজ্জা দেবার জন্য; যা অবজ্ঞাত, তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রভাবশালীদের লজ্জা দেবার জন্য। যারা এসংসারের জ্ঞানীদের শিষ্য, সেই সকল দার্শনিকদের তিনি আমার জিহ্বা ও বুদ্ধি দ্বারাই লজ্জাচ্ছন্ন করেছেন: *তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।*

আমি তোমাদের কাছে এসমস্ত কিছু লিখছি, যেন তোমাদের বিশ্বাস ও আমার বিশ্বাস এক-বিশ্বাস হয়। এ ঝড়ের মাঝে আমি আমার নঙ্গর ঈশ্বরের সিংহাসন পর্যন্তই ছুড়ে দিই —তিনিই আমার হৃদয়ে বিরাজিত জীবন্ত প্রত্যাশা।

আর তোমরা, হে প্রিয়তম ভাই, এমনভাবেই দৌড় দাও যাতে জয়মালা পেতে পার; বিশ্বাসের রণসজ্জা পরিধান কর, খ্রিষ্টের অস্ত্র ডানে বামে গ্রহণ কর, আমার প্রতিপালক পল যেভাবে শিক্ষা দেন। সর্বাঙ্গীণ হয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া বা এক চোখে অন্ধ হয়ে ঐশজীবনে প্রবেশ করাই তোমাদের পক্ষে শ্রেয়।

তোমাদের প্রার্থনা দ্বারা আমার সাহায্যে এসো, আমি যেন বিধিমত লড়াই করতে পারি, আর শুধু তা নয়, আমি যেন সংগ্রামে শেষ পর্যন্তই সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি, যাতে করে আমার নির্ধারিত দৌড় আনন্দের মধ্যে শেষ করতে পারি।

এ যুগে আমাদের মধ্যে যদি আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, তবে ভাবী যুগে এ হবে আমাদের সুখ: নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে চিরকালের মত বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠে আমরা একাত্ম হয়ে তাঁর প্রশংসাগান করব। আমেন।

**শ্লোক** - হিব্রু ১২:১-৩

*প্র* এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড় দৌড়োই।

*উ* এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

*প্র* ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড় বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।

*উ* এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি।

একই দিন ২৫শে নভেম্বর

## আলেক্সান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

**দ্বিতীয় পাঠ** - আর্লের বিশপ সাধু কায়েসারিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫৯:১, ৩-৬)

### কিভাবে খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে হবে?

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভু সুসমাচারে যা আদেশ করে বলেছেন, *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক* (মথি ১৬:২৪ দ্রঃ), তা কঠিন মনে হয়, আর আমরা তা দুর্বহ বলে গণ্য করি; কিন্তু তিনি যা আদেশ করেন, তা দুর্বহ নয়, কারণ তিনি যা আদেশ করেন তা পালনের জন্য সহায়তাও দান করেন।

*সে নিজেকে অস্বীকার করুক, এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে খ্রিষ্টের অনুসরণ করুক।* তিনি ইতিমধ্যে যেখানে গিয়েছেন, সেখানে ছাড়া কোথায় খ্রিষ্টকে অনুসরণ করতে হবে? আমরা তো জানি: পুনরুত্থান করে তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন: তবে সেইখানে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এ কথাও স্পষ্ট যে, এবিষয়ে আমাদের নিরাশ হতে নেই—মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব, এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের মাথা স্বর্গে আরোহণ করার আগে স্বর্গ আমাদের কাছ থেকে দূরেই ছিল; কিন্তু আমরা যখন সেই মাথার অঙ্গ, তখন সেখানে যাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হব কেন? কোন্ কারণেই বা নিরাশ হব? যেহেতু পৃথিবীতে বহু সঙ্কট ও যন্ত্রণার মধ্যে শ্রম করে থাকি, সেজন্য এসো, সেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করি, যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ সুখ, পরম শান্তি ও সনাতন নিরাপত্তা মূর্ত।

তবু যে কেউ খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে চায়, সে প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনুক: *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চলেছেন* (১ যোহন ২:৬)। তুমি কি খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর? তিনি যেভাবে বিনম্র ছিলেন, তুমিও সেভাবে বিনম্র হও: তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন, তুমিও সেই উচ্চস্থানে পৌঁছতে ইচ্ছা করলে তবে তাঁর বিনম্রতা তুচ্ছ করো না।

মানুষ পাপ করার পর সেই পথ অবশ্যই দুর্গম হতে লাগল, তবু পুনরুত্থান করায় খ্রিষ্ট পথ সমতল করার পর পথটি আবার সহজগম্য হয়ে গেছে, আর আগে যেটা ছিল

অতি সঙ্কীর্ণ পথ, তা এখন পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। বিনম্রতা ও ভালবাসার পা দু'টো দ্বারাই আমরা এ পথ দিয়ে দৌড়িয়ে চলব। ভালবাসার উচ্চতম পর্যায় সকলকেই আকর্ষণ করে, অথচ বিনম্রতাই প্রথম ধাপ। তুমি কেন তোমার ক্ষমতার অতীতে পা বাড়াও? তুমি তো পড়তেই চাও, উড়তে চাও না! বরং বিনম্রতা দিয়ে অর্থাৎ প্রথম ধাপ দিয়ে শুরু কর, এর মধ্যে কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠেই গেছ!

এজন্য আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু *নিজেকে অস্বীকার করুক* শুধু বলেননি, কিন্তু এও যোগ করে বললেন, *নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।* নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া বলতে কি বোঝায়? অর্থ এরূপ: সমস্ত জ্বালা সহ্য করায়ই সে আমার অনুসরণ করুক। আমার বিধান ও আদেশগুলো পালন করতে শুরু করলেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেবে: অনেকে বাধা দেবে, অনেকে তাকে অবজ্ঞা করবে, এমনকি নির্যাতনকারী অনেকেই থাকবে। আর তা শুধু বিধর্মীদের মাঝে নয়, তাদেরও মাঝে যাদের মনে হচ্ছিল দেহে মণ্ডলীর মধ্যে, কিন্তু অপকর্মের ফলে তার বাইরে, ও খ্রিষ্টিয়ান নাম নিয়ে গর্ব ক'রে প্রকৃত ভক্তদের অবিরত নির্যাতন করে। তাই তুমি যদি সত্যিই খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর ক্রুশ তুলে নেওয়াতে আর দ্বিধা করো না: দুর্জনদের সহ্য কর, হার মেনো না।

*কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক:* প্রভুর এ বাণী যদি পূরণ করতে ইচ্ছা করি, তাহলে এসো, ঈশ্বরের সহায়তায় প্রেরিতদূতের একথা পালন করতে সচেষ্ট থাকি, তিনি বলেছিলেন, *অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো, তাতেই তুষ্ট হই* (১ তি ৬:৮); পাছে এমনটি হয় যে, পার্থিব বিষয় অযথাই খোঁজ করে ধনী হতে বাসনা করব, ফলে শয়তানের *প্রলোভনে ও ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ব, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে* (১ তি ৬:৯)। প্রসন্ন হয়ে প্রভু এ প্রলোভন থেকে রেহাই দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক - সাম ৪৫:১৫খ-১৬ক, ৫ক দ্রঃ

প্র তাঁর পিছনে তাঁর কুমারী সখীদেরও আনা হচ্ছে রাজার সামনে।

উ তারা আনন্দোল্লাসের মাঝে আনীতা হচ্ছে।

৵ প্রভা ও মহিমা তোমারই! সফল হও, এগিয়ে চল, রাজত্ব কর!

৶ তারা আনন্দোল্লাসের মাঝে আনীতা হচ্ছে।

২৬শে নভেম্বর

## সাধু সিলভেস্তার, মঠাধ্যক্ষ

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ জন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' থেকে পাঠ (১৪শ উপদেশ ৫; ১৯শ উপদেশ ৬, ৮, ৯)

### খাঁটি বিজনাশ্রমী

### অন্তরকে পার্থিব সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত রাখেন

এ উপযোগী ও সমীচীন যে, শুরু-করা জীবনাশ্রম অনুসারে ও গৃহীত অনুগ্রহ অনুসারে প্রত্যেকজন সমস্ত আগ্রহ ও তৎপরতার সঙ্গে শুরু করা কাজ সম্পন্ন করায় নিবিষ্ট থাকবে। একজন পরের গুণাবলি দে'খে সঙ্গতভাবেই বিস্মিত হয়ে সেগুলির প্রশংসা করতে পারবে বটে, কিন্তু এজন্যই যে নিজের মনোনীত জীবনাশ্রম থেকে সরে যাবে তা সঙ্গত নয়। বরং তার স্মরণ করা উচিত যে, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে মণ্ডলীর দেহ এক কিন্তু তার অঙ্গ বহু, এবং *আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী* (রো ১২:৬)।

ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ বহু: প্রত্যেকে যেন শেষ পর্যন্তই শুরু করা পথ ধরে চলে, ও বেছে নেওয়া দিকের দিকে ধাবিত হয়ে অবিচল থাকে। তার মনোনীত জীবনাশ্রম যাই হোক না কেন, সে সেই জীবনাশ্রমে থেকে নিজের সিদ্ধতায় পৌঁছতে পারবেই।

সত্য কথা বলতে গেলে, প্রান্তর-জীবনের অনস্বীকার্য মূল্যবোধ স্বীকার করেও আমি ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসীদের সেই সমস্ত মূল্যবোধ হ্রাসীকৃত করতে সম্মত নই যথা: আগামীকালের চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া, শেষ পর্যন্তই আব্বার অধিকারের অধীন থাকা তাঁরই অনুকরণে যাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন* (ফিলি ২:৮)।

উপরন্তু আমি বিনম্রতার সঙ্গে প্রভুর নিজেরই বাণী বলতে পারি: *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি* (যোহন ৬:৩৮)।

কেননা ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসীর প্রধান লক্ষ্যই নিজের ইচ্ছা অস্বীকার ও ক্রুশবিদ্ধ করা এবং আগামীকালের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা—সুসমাচারে প্রস্তাবিত সিদ্ধতার আদেশ অনুসারে। আর ঐক্যবদ্ধ জীবন-বাসী যে তেমন সিদ্ধতা বাস্তবায়িত করার জন্য উত্তম জীবনাবস্থায়ই জীবনযাপন করে, তা সন্দেহের অতীত।

তারই বিষয়ে নবী ইশাইয়া একথা বলেন: *যদি তুমি শাব্বাৎ-লঙ্ঘন থেকে তোমার পা ফেরাও, যদি আমার উদ্দেশে পবিত্র সেই দিনে ইচ্ছামত ব্যবহার না কর, যদি শাব্বাৎকে 'পুলক' ও প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র দিনকে 'গৌরবমণ্ডিত' বল, যদি তোমার নিজের পথে না চলে, ইচ্ছামত ব্যবহার না করে, ও অসার কথা না বলে দিনটিকে গৌরবমণ্ডিত কর, তবে তুমি প্রভুতেই পুলক পাবে; এবং আমি এমনটি করব, যেন তুমি দেশের উচ্চস্থানগুলিতে চড় ও তোমার পিতা যাকোবের উত্তরাধিকার ভোগ কর, কারণ প্রভুর মুখ একথা উচ্চারণ করেছে* (ইশা ৫৮:১৩-১৪)।

অন্য দিকে, বিজনাশ্রমীর সিদ্ধতা এতেই সাধিত যে, সে পার্থিব সমস্ত বিষয় থেকে অন্তর মুক্ত রাখবে, ও মানব-দুর্বলতার পক্ষে যতখানি সম্ভব, সে খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হতে ততখানি চেষ্টা করবে। বিজনাশ্রমীর বিষয়ে নবী যেরেমিয়া একথা বলেন: *তরুণ বয়স থেকে জোয়াল বহন করা মানুষের পক্ষে মঙ্গল। সে একাকী বসুক, নীরব থাকুক, তিনিই তার ঘাড়ে তা চেপে রাখছেন* (বিলাপ ৩:২৭-২৮)। আর সামসঙ্গীত-রচয়িতা এ কথাও বলেন: *আমি যেন প্রান্তরে একটা গগনভেলা, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পেঁচক যেন, ছাদের উপরে বসা সঙ্গীহীন পাখির মত আমি রোদন করতে করতে জেগে থাকি* (সাম ১০২:৭-৮)। যে কেউ বিজনাশ্রমে প্রান্তরের নির্জনাবস্থা ও মঠে সহভাইদের দুর্বলতা সহ্য করতে পারে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধপুরুষ।

শ্লোক - দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫

*প্র* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন;
এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন;
*উ* তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।
*প্র* যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শাসন করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শাসন করেন।

ঔ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

## ৩০শে নভেম্বর

# সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১৮–২:৫)

### প্রেরিতদূতগণ ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেন

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি (ইশা ২৯:১৪)। প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? (ইশা ৩৩:১৮ সত্তরী পাঠ্য)। এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রিষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে

গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রিষ্ট যিশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক (যেরে ৯:২২-২৩ দ্রঃ)।

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

**শ্লোক** - মথি ৪:১৮, ১৯ দ্রঃ

*প্র* প্রভু গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, পিতর ও আন্দ্রিয় সাগরে জাল ফেলছেন; তাঁদের আহ্বান করে বললেন:

*উ* আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।

*প্র* পেশায় তাঁরা ছিলেন জেলে, আর প্রভু তাঁদের বললেন:

*উ* আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।

**দ্বিতীয় পাঠ** - মঠাধ্যক্ষ জন যুস্তুস লাণ্ড্সবের্গের উপদেশ থেকে পাঠ

**ক্রুশের আকাঙ্ক্ষী আন্দ্রিয়**

আন্দ্রিয় মনে মনে ভাবলেন, কতই না লজ্জাকর ও অচিন্তনীয় ব্যাপার যদি তিনিও আপন গুরুর জন্য, এমনকি তাঁর সেই আপন ঈশ্বরেরই জন্য প্রাণ না দিতে পারেন যিনি সকলের জন্য প্রাণ দিলেন! তাছাড়া তিনি এ কথাও জানতেন যে, প্রভুর চেয়ে দাস বড় নয়, গুরুর চেয়েও শিষ্য বড় নয়। তিনি তো সেই কোমল ও নম্র যিশুকেই শুনেছিলেন যখন তাঁর নিজের কাছে ও অন্য সকল প্রেরিতদূতের কাছে বলেছিলেন: *পিতা যেমন*

*আমাকে প্রেরণ করেছেন*—তথা যন্ত্রণাভোগ করতেই প্রেরণ করেছেন—, *তেমনি আমিও তোমাদের প্রেরণ করছি* (যোহন ২০:২১), আমি যা সহ্য করেছি তোমরাও যেন তা সহ্য কর। সংসার যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে, তোমরা প্রত্যাশা করো না সংসার তোমাদের তার চেয়ে অন্যভাবেই গ্রহণ করবে, কেননা আমি দেহের আমোদের মধ্যে নয়, আত্মারই আমোদের মধ্যে তোমাদের প্রেরণ করছি; আরও, বাহ্যিক শান্তির দিকে নয়, আন্তরিক শান্তির দিকে; আরামের দিকে নয়, পরিশ্রমের দিকে, এমনকি ক্রুশ, মৃত্যু, সঙ্কট ও প্রতিকূলতারই দিকে প্রেরণ করছি। সুতরাং, যিশুর ইচ্ছা জেনে নিয়ে সেসময় থেকে ধন্য আন্দ্রিয় এভাবেই খ্রিষ্টের সেবা করতে ও এভাবেই তাঁর প্রতি বাধ্য হতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন, কেননা তিনি জানতেন এতেই প্রভু প্রীত হবেন। দিব্য প্রেমের আগুনে জ্বলন্ত হয়ে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে ও ক্রুশের উপরেই মরতে আগ্রহের সঙ্গে বাসনা করলেন: তিনি ব্যগ্রতার সঙ্গে সাক্ষ্যমরণের অন্বেষণ করলেন।

ক্রুশ দেখে তিনি বলে উঠলেন: 'হে উৎকৃষ্ট ক্রুশ, যা প্রভুর দেহে অলঙ্কৃত ও সম্মানিত হয়েছ! হে ক্রুশ, যা আমি দীর্ঘ দিন ধরে বাসনা করেছি, আসক্তির সঙ্গেই ভালবেসেছি, অবিরতই অন্বেষণ করেছি! যে প্রাণ তোমার জন্যই আকাঙ্ক্ষী, এবার তুমি আমার সেই প্রাণের জন্য তৈরী! সংসারের হাত থেকে আমাকে গ্রহণ করে আমার প্রভুর কাছে আমাকে ফিরিয়ে দাও, যিনি তোমার দ্বারা আমার মুক্তি সাধন করেছেন, তিনি যেন তোমার দ্বারা আমাকে ফিরে পেতে পারেন।'

প্রিয়জনেরা, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, এ প্রভুভক্ত কেমন সম্পূর্ণরূপেই সংসার ও দেহকে জয় করেছেন; দেখতে পাচ্ছ, সংসারের বন্ধুদের চিন্তার তুলনায় তাঁর চিন্তা কেমন ভিন্ন! এসংসারের কোন্ বন্ধু, এজীবনের অভিলাষের কোন্ প্রেমিক আন্দ্রিয়ের মত ক্রুশ ও মৃত্যুর জন্য ততখানি আকাঙ্ক্ষা দেখাতে পারবে? হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সংসারের প্রেম ও আধ্যাত্মিক প্রেম সম্পূর্ণরূপে বিরোধী বিষয়; ফলে তাদের ফলও যে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হবে এতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। সংসারের প্রেম নয়, ঈশ্বরের পুণ্য প্রেমই তো ক্লেশের মাঝে আমাদের আনন্দিত করে, পীড়নের মাঝে আমাদের উল্লসিত করে, ও আমাদের অন্তরে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে। যারা সংসারের প্রেম দ্বারা আকর্ষিত, তারা নিজের স্বার্থ, আরাম, বিশ্রাম ও মর্যাদার অন্বেষণ করে; কিন্তু যারা

ঐশপ্রেম দ্বারাই উদ্দীপিত, তারা নিজেদের নয়, সবকিছুতে কেবল ঈশ্বরের অন্বেষণ করে।

## শ্লোক

℣ এঁরাই সেই মানুষ, যাঁরা দেহে থাকাকালে নিজেদের রক্তে মণ্ডলী রোপণ করলেন।

℟ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

℣ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বাণী।

℟ তাঁরা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠলেন।

# পাঠসংগ্রহ - ডিসেম্বর

১ ২ ৩ (সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার) ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (অমলোদ্ভবা মারীয়া) ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ (সাধু স্তেফান) ২৭ (সুসমাচার-রচয়িতা যোহন) ২৮ (নিরপরাধী শিশুগণ) ২৯ ৩০ ৩১

## ৩রা ডিসেম্বর

## সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার, পুরোহিত

[বাংলাদেশে, মিশন দেশসমূহের প্রতিপালক - ভারতীয় উপমহাদেশে পর্ব]

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১৭-২২; ৬:১০-১৪)

**পুরোহিত ও ঈশ্বরের মানুষের শুভ সংগ্রাম**

প্রিয়তম, যে প্রবীণেরা নিজেদের অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; কারণ শাস্ত্র বলে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না* (দ্বিঃবিঃ ২৫:৪ দ্রঃ), আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য* (দ্বিঃবিঃ ২৪:১৫)। *দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না (দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫)। যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। ঈশ্বরের, খ্রিষ্ট যিশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

কিন্তু তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর।

**শ্লোক** - ১ করি ৪:১-২; প্রবচন ২০:৬ দ্রঃ

*প্র* লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে।

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

*প্র* অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু ইগ্নাসের কাছে পুরোহিত সাধু ফ্রান্সিসের পত্র থেকে পাঠ (পত্র ৪ (১৫৪২), ৫ (১৫৪৪))

**ধীক আমাকে, যদি বাণীপ্রচার না করি**

আমরা [ভারতবর্ষে] নবদীক্ষিতদের গ্রামে গ্রামে সফরে গেলাম; এ নবদীক্ষিতরা অল্প কয়েক বছর আগেই খ্রিষ্টীয় সাক্রামেন্তগুলি গ্রহণ করেছিল। এই অঞ্চল অনুর্বর ও গরিব বিধায় এখানে পর্তুগিজেরা বাস করে না; পুরোহিতদের অভাবে স্থানীয় খ্রিষ্টিয়ানরাও, তারা যে খ্রিষ্টিয়ান, একথা ছাড়া কিছুই জানে না। এমন কেউ নেই যে ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করবে, এমন কেউ নেই যে বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও ঐশবিধানের দশ আজ্ঞা তাদের শিখিয়ে দেবে। এজন্য যখন এখানে এসে পৌঁছেছি, সেদিন থেকে কিছুক্ষণের মতও আমি কখনও থামিনি; অধ্যবসায়ের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে, যারা এখনও দীক্ষা পায়নি, সেই সকল ছেলেমেয়েকে বাপ্তিস্ম দিই। এইভাবে

আমি বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়েদের ত্রাণ করলাম—তারা এমন অবস্থায় ছিল যে, বলতে গেলে, কোনটা ডান হাত, কোনটা বাঁ হাত, তাও জানত না। এমনকি, আমি কয়েকটি প্রার্থনা না শেখানো পর্যন্ত সেই ছেলেমেয়েরা আমাকে ছাড়ে না: ঐশকর্ম পালন করতে দেয় না, খেতে ও বিশ্রাম নিতেও দেয় না: তখন আমি একথা বুঝতে লাগলাম, স্বর্গরাজ্য সত্যি তাদেরই!

সুতরাং, যেহেতু তাদের তেমন যথার্থ চাহিদা পূরণ না করলে আমার গুরু অন্যায় হয়, সেজন্য পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার স্বীকারোক্তি নিয়ে শুরু করে আমি প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা ও দূতের বন্দনা তাদের শেখাতে লাগলাম। তখন অনুভব করলাম, তারা কতই না মেধাবী, এমনকি খ্রিষ্ট-বিধানে শিক্ষা দেওয়ার মত কেউ থাকলে আমার কোন সন্দেহ নেই, তারা উত্তম খ্রিষ্টিয়ান হবে।

এখানে অনেক লোকে যে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদের খ্রিষ্টিয়ান করবে তেমন লোকের অভাব। মাঝে মাঝে আমার খুব ইচ্ছে হয়, আমি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ঘুরে আসি, বিশেষ করে প্যারিশে; আর সেখানে দাঁড়িয়ে যাদের পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে ভালবাসা অনেক কম, তাদের কাছে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি, দেখ, তোমাদের অবহেলার জন্য কত লোক স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে নরকেই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে!

আহা, তারা যেইভাবে কলাবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত, সেইভাবে যদি এবিষয়েও মন দিত! ঈশ্বর তাদের যে জ্ঞান ও মেধা দিয়েছেন, তাঁর কাছে যে একদিন তার জন্য কৈফিয়ত দিতেই হবে, একথাটা যদি তারা চিন্তা করত, তাহলে তাদের মধ্যে অনেকেই এচিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে ঐশবিষয় ধ্যান করতে করতে অনুভব করতে পারত তাদের অন্তরকে ঈশ্বর কী বলেন। এবং যত কামনা-বাসনা ও জাগতিক ব্যাপার ফেলে রেখে ঈশ্বরের ইচ্ছার হাতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিত। তারা অন্তর থেকে নিশ্চয় চিৎকার করে বলত: প্রভু, এই যে আমি আছি। আমাকে দিয়ে তুমি কী করতে চাও? তোমার যেখানে ইচ্ছে আমাকে পাঠাও, প্রয়োজন হলে ভারতবর্ষেও।

শ্লোক - লুক ১০:২; প্রেরিত ১:৮

℣ ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প;

℣ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

℟ তোমরা সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম লাভ করবে, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।

℣ ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।

৪ঠা ডিসেম্বর

## দামাস্কের সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - পুরোহিত দামাস্কের সাধু জন-লিখিত 'বিশ্বাস স্বীকার' থেকে পাঠ (১ম অধ্যায়)

### প্রভু, তোমার শিষ্যদের সেবা করতেই তুমি আমাকে আহ্বান করেছ

তুমি, প্রভু, আমার পিতার পাঁজর থেকে আমাকে বের করে এনেছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে গঠন করেছ; তুমি উলঙ্গ শিশু আমাকেই আলোতে টেনে এনেছ, কেননা আমাদের প্রকৃতির নিয়ম সততই তোমার আদেশ মেনে চলে। তুমি পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ দ্বারা আমার সৃষ্টি ও আমার অস্তিত্বের ব্যবস্থা করেছ, মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়, রক্তমাংসের কামনা অনুসারেও নয়, বরং তোমার অবর্ণনীয় অনুগ্রহ অনুসারে। তুমি আমার জন্মের এমন ব্যবস্থা করেছ যা আমাদের প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে, কেননা তুমি তোমার আপন সন্তান বলেই আমাকে আলোতে টেনে এনেছ ও তোমার পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মণ্ডলীর শিষ্যদের মধ্যে আমাকে তালিকাভুক্ত করেছ। তুমি আত্মিক দুধে আমার পুষ্টিসাধন করেছ, এমন দুধ যা তোমার ঐশবচনগুলিরই দুধ। তুমি আমাকে তোমার পরমপবিত্র একমাত্র পুত্র আমাদের ঈশ্বর যিশু খ্রিষ্টের দেহের শক্ত খাদ্যে পরিপুষ্ট করেছ, ও তাঁর জীবনদায়ী রক্তের দিব্য পানপাত্রে আমাকে উল্লসিত করেছ—সেই যে রক্ত তিনি সারাবিশ্বের পরিত্রাণের জন্য পাত করলেন।

কেননা তুমি, প্রভু, আমাদের ভালবেসেছ, এবং আমাদের মুক্তির জন্য আমাদের নয়, তোমার একমাত্র পুত্রকেই বলিরূপে বেছে নিয়েছ, আর তিনি মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে বরং স্বেচ্ছায়ই সেই ভার বহন করলেন, এমনকি বলিদানের জন্য পূর্বনিরূপিত ব্যক্তির মত তিনি নিরপরাধী মেষশাবকরূপে নিজে থেকেই নিজেকে সঁপে দিলেন, কেননা ঈশ্বর হয়ে তিনি মানুষ হলেন ও স্বেচ্ছায় নিজেকে নমিত করে তাঁর আপন পিতা ঈশ্বর সেই তোমারই কাছে নিজেকে বাধ্য করলেন *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত* (ফিলি ২:৮)।

তাই ক'রে, হে আমার ঈশ্বর খ্রিষ্ট, নিজেকে অবনমিত করেছ হারানো মেষ এই আমাকে কাঁধে তুলে নেবার জন্য, আমাকে নবীন ঘাসের চারণমাঠে চরিয়েছ, ন্যায় ধর্মশিক্ষার জলে আমার পুষ্টিসাধন করেছ তোমার পালকদের দ্বারা, যাঁরা তোমারই দ্বারা পালিত হয়ে পরবর্তীকালে তোমার মনোনীত ও উৎকৃষ্ট পালকে পালন করেছেন।

এখন, প্রভু, তোমার পৌরোহিত্যের মধ্য দিয়ে তুমি আমাকে তোমার শিষ্যদের সেবা করতে আহ্বান করেছ। কোন্ সঙ্কল্প অনুসারে তুমি তাই করেছ, আমি তা জানি না, তুমি মাত্র জান। তবু, হে প্রভু, আমার পাপরাশির ভারী বোঝা লঘুভার কর—ভারী অপরাধে অপরাধী তো আমি!—আমার মন ও আমার অন্তর পরিশুদ্ধ কর; আলোময় প্রদীপের মত তুমিই আমাকে সরল পথে চালিত কর; আমি মুখ খুললে আমাকে উপযুক্ত বাণী বলতে দাও, তোমার পবিত্র আত্মার অগ্নিময় জিহ্বা দ্বারা আমাকে সুস্পষ্ট ও বাক্‌পটু জিহ্বা দান কর যেন তোমার উপস্থিতি আমাকে নিত্যসহায়তা করে।

আমাকে পালন কর, প্রভু, আমার সঙ্গে তুমিও অন্যান্যদের পালন কর, যাতে আমার হৃদয় ডান দিকে বা বাঁ দিকে আমাকে আনত না করে, তোমার আত্মাই বরং যেন সরল পথে আমাকে চালিত করেন, যাতে আমার কাজকর্ম তোমার ইচ্ছা অনুসারে হয়, শেষ পর্যন্ত তাই হয়।

আর তুমি, হে সিদ্ধ পবিত্রতার উৎকৃষ্ট শিখর, হে সুন্দরতম মণ্ডলীর জনসমাজ, তুমি যে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাচনা কর, তুমি যে ঈশ্বরের বিশ্রামস্থান, আমাদের হাত থেকে যথার্থ বিশ্বাসতত্ত্ব গ্রহণ কর; সেই বিশ্বাসেই মণ্ডলী দৃঢ়তর হয়ে উঠুক যেইভাবে আমাদের পিতৃগণ তা সম্প্রদান করলেন।

**শ্লোক** - মালা ২:৬; সাম ৮৯:২২

*প্র* তার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, তার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না,

*উ* সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

*প্র* প্রভুর উক্তি: আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে, আমার বাহু তাকে করে শক্তিশালী।

*উ* সে শান্তি ও সততায় আমার সামনে পথ চলল।

৫ই ডিসেম্বর

# সাধু সাবা, মঠাধ্যক্ষ

**দ্বিতীয় পাঠ** - শিতোপলির বিশপ সিরিল-লিখিত 'সাধু সাবার জীবনচরিত' থেকে পাঠ (২৮ অধ্যায়)

## আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতার মানুষ

আমাদের আব্বা সাবা সমদর্শী মানুষ ছিলেন, তাঁর ব্যবহার মধুর ও অতি সরল ছিল, আবার তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও আধ্যাত্মিক সদ্বিবেচনায় পূর্ণ। তিনি কৃত্রিম ভালবাসায় নয়, সত্যকার ও গভীর ভালবাসায়ই আমাদের আব্বা থেওদসকে ভালবাসতেন, আর তিনিও তেমন ভালবাসার বিনিময়ে সত্যকার ভালবাসায় তাঁকে ভালবাসতেন। দু'জনেই ছিলেন আলোর সন্তান, দিবালোকেরই সন্তান, ঈশ্বরের মানুষ, বিশ্বস্ত সেবক, সত্যের স্তম্ভ ও অবলম্বন, উদার বাসনার মানুষ—এবিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

দু'জনে ক'রে তাঁরা গোটা সন্ন্যাস সঙ্ঘকে স্বর্গরাজ্যের দিকে চালিত করতেন। থেওদসই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ জীবনবাসীদের সমস্ত পুণ্য দলের মাথা, দিশারী ও মহাধ্যক্ষ; সাবা ছিলেন সকল এককবাসীদের প্রথম ব্যক্তি, মাথা ও বিধানকর্তা, অর্থাৎ সেই সকলেরই বিধানকর্তা যাঁরা নির্জন কুটিরে বাস করা বেছে নিয়েছিলেন। এ কুটিরগুলির এক একটি সমষ্টিকে 'লাউরা' বলত। আর্চবিশপ সাল্লুস্তিউস সকল সন্ন্যাসীর ব্যক্ত বাসনায় ঈশ্বরের এ দু'জন দাসকে মহাধ্যক্ষ পদে মনোনীত করেছিলেন, কেননা তাঁরা ছিলেন প্রান্তরনিবাসী, সম্পূর্ণরূপে গরিব, ঐশবিষয়ে উত্তমরূপে দক্ষ, সন্ন্যাসজীবনের নিয়ম ও সদাগ্রহের যোগ্যতম পন্থী; এমনকি তাঁরা অনেককেই ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত করেছিলেন। তাঁরা মাঝে মাঝে একে অন্যকে দেখা করতে যেতেন, তখন নিজেদের মধ্যে তাঁদের কথোপকথন ছিল নিতান্ত আত্মিক প্রেরণায় পূর্ণ, আবার পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার স্বাধীনতায়ও পূর্ণ। সাধু সাবা পূজনীয় থেওদসকে বলতেন, হে আমার প্রভু আব্বা, তুমি তো বহু শিষ্যদের একটি দলের মহন্ত বটে, আমি কিন্তু বহু মহন্তদের মহন্ত,

কেননা আমার অধীনস্থদের এক একজন নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী, এক একজন তাঁর নিজের কুটিরের মহন্ত।

তিনি ঐক্যবদ্ধ জীবনবাসীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং যত্ন করে এমন মানুষদের গ্রহণ করলেন যারা বয়সে পরিপক্ক ও সন্ন্যাসজীবনের সদাগ্রহে উৎকৃষ্ট। যখন এমন সাধারণ লোক গ্রহণ করতেন যারা সংসার ত্যাগ করতে চাইত, তখন তিনি সেই মঠে তাদের বাস করতে দিতেন না, লাউরার কুটিরগুলিতেও নয়, তিনি বরং লাউরার উত্তর দিকে ছোট্ট একটা মঠ তৈরি করে সেখানে ত্যাগী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে পাঠাতেন; নবাগতরা সেইখানে থাকবে, সামসঙ্গীত-মালা ও সামসঙ্গীত-পরিবেশনের নিয়মগুলি শিখবে এবং প্রবীণদের দ্বারা সন্ন্যাস আচরণ ক্ষেত্রে পুরা গঠন গ্রহণ করবে। সাবা সবসময় বলতেন, বিজনাশ্রমী সন্ন্যাসীকে হতে হবে সদ্বিবেচনায় পূর্ণ, অধ্যবসায়ী, সাহসী, মিতাচারী, জাগ্রত, সমদর্শী, শিক্ষাদানে উপযুক্ত, ধর্মশিক্ষায় ধনহীন নয়, দেহের সকল অঙ্গ সংযত রাখতে ও মনকে দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন করতে সক্ষম। শাস্ত্র অনুসারে তেমন মানুষ তারই মত পরিগণিত, যে মানুষ একমন একহৃদয় হয়ে একস্থানে বাস করতে পারে: *যারা একহৃদয়, প্রভু তাদের এক-ঘর দিলেন* (সাম ৬৮:৮ লাতিন পাঠ্য)।

নির্জন জীবনের এ সকল প্রার্থী সামসঙ্গীত-পরিবেশনের নিয়মগুলি ভাল করে শিখেছে কিনা, মনকে শাসন করতে, জাগতিক সবকিছু থেকে স্মৃতি পরিশুদ্ধ করতে ও ঈশ্বর-বিরুদ্ধ যত চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারত কিনা, এসব কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সাবা লাউরায় তাদের একটা কুটির দিতেন; এমনকি তারা পারলে, তিনি আদেশ দিতেন তারা নিজেরাই তা নির্মাণ করবে, এবং বলতেন, যে কেউ এখানে তার নিজের কুটির নির্মাণ করে, বা আর একটাকে নির্মাণ করে, তাকে গণ্য করা হবে সে যেন ঈশ্বরের মণ্ডলীকেই নির্মাণ করেছে।

শ্লোক - সিরা ৩:১; সাম ৩৪:১২ দ্রঃ

℣ প্রজ্ঞার সন্তানেরাই ন্যায়মণ্ডলী, তাদের বংশই বাধ্যতা ও ভালবাসা।

℟ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

℣ এসো, সন্তানেরা, আমাকে শোন; তোমাদের শেখাব প্রভুভয়।

ঊ সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা ; এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার। ঈশ্বরের ইচ্ছাই, পিতা সন্তানদের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

৬ই ডিসেম্বর

# সাধু নিকোলাস, বিশপ

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোহন-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা থেকে পাঠ (১২৩শ বিভাগ ৫)

## ভালবাসার শক্তি মৃত্যুর আশঙ্কা জয় করুক

প্রভু যা ভাল করে জানতেন, আগে তিনি একবার নয়, দু'বার ও তিন তিনবারই তা জিজ্ঞাসা করেন, তথা পিতর তাঁকে ভালবাসেন কিনা ; আর তিনবার করে তিনি পিতরের মুখ থেকে শোনেন, তিনি তাঁকে ভালবাসেন ; আবার তিনবার করে তিনি পিতরের কাছে তাঁর আপন মেষদের পালন করতে আদেশ দেন।

পিতর যেমন তাঁকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, তিনি তেমনি এবার তাঁর ভালবাসা তিনবার করেই স্বীকার করেন, যে জিহ্বা ভয়ের সেবা করেছিল, সেই জিহ্বা যেন ভালবাসার কমই সেবা না করে, এবং যেন মনে না হয় যে, বর্তমান জীবনের চেয়ে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুই তাকে বেশি কথা বলিয়েছে। যেমন মেষপালককে অস্বীকার করা ভয়ের লক্ষণ হয়েছিল, তেমনি এখন ভালবাসার দায়িত্ব হোক প্রভুর মেষপালকে পালন করা।

মেষগুলি খ্রিষ্টের নয়, আমার—যারা এ মনোভাব নিয়ে খ্রিষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা প্রমাণ করে, তারা খ্রিষ্টকে নয় নিজেদেরই ভালবাসে, কেননা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা দেখানো, সহযোগিতা দেওয়া ও তাঁর মনোমত কাজ করা, এধরন ভালবাসা দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত নয়, তারা বরং গৌরব, শাসন ও অর্থলাভের অন্বেষা দ্বারাই চালিত। যাদের উদ্দেশ করে প্রেরিতদূত খ্রিষ্টের নয় নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষী বলে ভর্ৎসনা করেন, খ্রিষ্টের বারবার উচ্চারিত সেই বাণীর ফলে তাদেরই সতর্ক হওয়া উচিত। *তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর* (যোহন ২১:১৭ দ্রঃ), একথার অর্থ হল, যদি আমাকে ভালবাস, নিজেকে লালন-পালন করার চিন্তা করো না, মেষগুলিকেই পালন কর, আর সেগুলিকে তোমার নিজের ব'লে নয়, আমারই মেষ বলে পালন কর ; তাদের পালন করায় তোমার গৌরব নয়, আমারই গৌরব, তোমার

শাসন নয়, আমারই শাসন ও তোমার লাভ নয়, আমারই লাভের অন্বেষণ কর—যদি না তাদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হতে চাও যারা বিপদ-কালের মানুষ, অর্থাৎ কিনা যারা নিজেদেরই ভালবাসে ও সেই সমস্তও ভালবাসে যা অনিষ্টের মূল এ আত্মভালবাসা থেকে উদ্গত।

সুতরাং যারা খ্রিষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা যেন নিজেদের ভাল না বাসে, ফলে তারা যেন নিজেদের মেষ বলে নয়, খ্রিষ্টেরই বলে তাদের পালন করে। যারা খ্রিষ্টের মেষগুলিকে পালন করে, তারা খ্রিষ্টের নয়, নিজেদেরই স্বার্থের অন্বেষণ করবে, আর এর ফলে খ্রিষ্টের রক্ত যাদের জন্য পাতিত হয়েছে, সেই মেষগুলিকে তারা নিজেদেরই কামনা-বাসনায় বশীভূত করবে, এ হল সেই অনিষ্ট যা তাদের পক্ষে যথাসাধ্য এড়াতে হবে।

খ্রিষ্টের মেষগুলিকে যে পালন করে, তাঁর প্রতি তার ভালবাসা এমন আত্মিক মহা উদ্দীপনায় বৃদ্ধিলাভ করার কথা যা মৃত্যুর সেই স্বাভাবিক ভয়কেও জয় করবে, যে ভয়ের ফলে খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবনযাপন করতে চাইলেও আমরা মরতে চাই না। কিন্তু যতই বড় হোক মৃত্যুর আশঙ্কা, সেই ভালবাসারই শক্তি দিয়ে তা জয় করতে হবে, যে ভালবাসায় আমরা তাঁকে ভালবাসি যিনি আমাদের জীবন হওয়ায় আমাদের খাতিরে মৃত্যুকেও বরণ করতে চাইলেন।

বাস্তবিকই মৃত্যুর যদি কোন আশঙ্কা বা কিঞ্চিৎ আশঙ্কা মাত্র না থাকত, তাহলে সাক্ষ্যমরদের গৌরব তত মহান হত না। কিন্তু যিনি আপন মেষগুলির জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই উত্তম মেষপালক যখন আপন মেষগুলির মধ্য থেকে এতই বহু সাক্ষ্যমরের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তখন যাদের তিনি আপন মেষগুলিকে পালন করার, অর্থাৎ শিক্ষাদান ও পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের পক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত ও রক্তদান পর্যন্তও সত্যের সপক্ষে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আরও কতই না প্রয়োজন! এজন্য তাঁর যন্ত্রণাভোগের আদর্শের সামনে কেইবা দেখবে না যে, যখন বহু মেষগুলিও তাঁর অনুকরণ করেছে, তখন মহত্তর কারণেই মেষপালকদেরও মেষপালকের অনুকরণ ক'রে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে! কেননা একমাত্র মেষপালের মধ্যে সেই একমাত্র মেষপালকের অধীনে মেষপালকেরা নিজেরাও মেষ। বস্তুতপক্ষে যিনি সকলের

খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করেছেন, তিনি তো সকলকেই আপন মেষ করেছেন, কেননা সকলের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করার জন্য তিনি নিজেও নিজেকে মেষ করেছিলেন।

**শ্লোক** - সিরা ৪৫:৩; সাম ৭৮:৭০, ৭১ দ্রঃ

*প্র* প্রভু ক্ষমতাশালীদের সামনে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, তাঁকে আপন জনগণের উপরে অধিকার দিলেন,

*উ* ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

*প্র* তিনি তাঁর দাসকে বেছে নিলেন তাঁর আপন জাতিকে চরাবার জন্য,

*উ* ও তাঁকে আপন গৌরব প্রকাশ করলেন।

৭ই ডিসেম্বর

# সাধু আম্ব্রোজ, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ২:১-২, ৪-৫)

## তোমার বাণীর অনুগ্রহ শ্রোতাদের মন জয় করুক

তুমি প্রবীণত্ব গ্রহণ করেছ, এবং জাহাজ-মণ্ডলীর পশ্চাদ্ভাগে বসে জাহাজটি তরঙ্গমালার মধ্য দিয়ে চালনা করছ। শক্ত করে ধর বিশ্বাসের হাল, যাতে এ সংসারের তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা তোমাকে আলোড়িত না করতে পারে। সাগর তো সত্যি বিপুল, সত্যি অসীম; তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না, কেননা *তিনিই সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন, নদনদীর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন* (সাম ২৪:২)।

এজন্য, ঠিক একারণেই, জগতের যত গতিধারার মধ্যে থেকেও প্রভুর মণ্ডলী প্রৈরিতিক শৈলের উপরে নির্মিত হয়ে অচলা থাকে ও সাগরের ঝড়তুফানের প্রকোপের বিরুদ্ধে তার অটল ভিত্তিতে টিকেই থাকে। তরঙ্গরাশি দ্বারা সে আঘাতগ্রস্ত বটে, কিন্তু টলে না; আর যদিও জগতের শক্তিগুলো বারে বারে তার গায়ে আঘাত হেনে তর্জন-গর্জন করে, তবু তার এমন সুনিশ্চিত ত্রাণবন্দর রয়েছে যেখানে সে পরিশ্রান্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। তথাপি সাগরের মাঝে তরঙ্গরাশি দ্বারা আলোড়িত হয়েও সে নদীপথেও দ্রুতবেগে বেয়ে চলে, বিশেষভাবে সেই নদনদীর উপর দিয়ে যে নদীর বিষয়ে লেখা আছে, *নদনদী তোলে কণ্ঠস্বর* (সাম ৯৩:৩)। কেননা এমন নদনদী রয়েছে যেগুলি তারই অন্তর থেকে নির্গত, খ্রিষ্টের কাছেই যে পান করেছে ও ঈশ্বরের আত্মাকে যে লাভ করেছে। এই নদনদীই আত্মিক অনুগ্রহে উপচে পড়েই কণ্ঠস্বর তোলে।

এমন এক নদীও রয়েছে, যা খরস্রোতের মতই তার আপন পুণ্যজনদের মাঝে বয়ে যায়। এমন এক নদীর প্রবাহও রয়েছে, যা শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মানবাত্মাকে আনন্দিত করে তোলে। যে কেউ এ নদীর পরিপূর্ণতার একটি অংশ নিয়েছে, সুসমাচার-রচয়িতা যোহন এবং পিতর ও পলের মত সে-ই তোলে কণ্ঠস্বর; এবং প্রেরিতদূতেরা যেমন আনন্দপূর্ণ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুভসংবাদের কণ্ঠস্বর পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন,

তেমনি এ নদীও প্রভু যিশুর কথা প্রচার করতে শুরু করে। সুতরাং তুমিও খ্রিষ্টের কাছ থেকে এ নদী গ্রহণ কর, যেন তোমারও কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে পারে।

খ্রিষ্টের জল সংগ্রহ কর, সেই যে জল প্রভুর প্রশংসা করে; বিভিন্ন স্থান থেকে জল সংগ্রহ কর, সেই যে জল নবীদের মেঘমালাই বর্ষণ করে। যে কেউ পর্বতমালা থেকে জল সংগ্রহ ক'রে নিজের কাছে চালিত করে, কিংবা উৎসধারা থেকেই জল তুলে আনে, সেও মেঘমালার মত পরের উপর তা বর্ষণ করে। অতএব তোমার মনের তলদেশ পরিপূর্ণ করে তোল, যাতে তোমার ভূমি জলময় হয়ে নিজস্ব উৎসধারায় জলসিক্ত হতে পারে। সুতরাং যে অধিক পাঠ করে ও উপলব্ধি করে, সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সে পরকে জলসিক্ত করে; এজন্যই শাস্ত্র বলে, *মেঘপুঞ্জ যখন বর্ষার জলে ভরে যায়, তখন সেই জল মর্তের উপরে বর্ষণ করে* (উপ ১১:৩)।

তাই তোমার উপদেশ বাক্‌পটু, প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ হোক, যাতে নৈতিক শিক্ষাদানে তুমি জনগণের কানে মাধুর্য সঞ্চার করতে পার ও তোমার বাণীর অনুগ্রহ শ্রোতামণ্ডলীর মন জয় করতে পারে, তুমি যেখানে তাদের চালিত কর, তারা যেন সেখানে তোমার অনুসরণ করে। তোমার সমস্ত কথা সুবুদ্ধিতে পূর্ণ হোক। শলোমনও বললেন, *প্রজ্ঞাবানের ওষ্ঠই প্রজ্ঞার অস্ত্র* (প্রবচন ১৪:৩ লাতিন পাঠ্য), এবং অন্যত্র, *তোমার ওষ্ঠ ধারণাটির সঙ্গে সংযুক্ত হোক* (প্রবচন ১৫:৫ লাতিন পাঠ্য), তার মানে, তোমার উপদেশের পরিবেশন উজ্জ্বল হোক, অর্থ ফুটে উঠুক, নিষ্প্রয়োজন কোন গৌণ ব্যাখ্যার সাহায্য বাদ দিয়েই তোমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হোক; তোমার উপদেশ নিজেই বরং, যেন স্ব-অস্ত্রেই, নিজেকে রক্ষা করুক, কোন বাণী যেন বৃথা না বের হয়, যুক্তিহীন না হয়।

**শ্লোক** - ২ তি ৪:২; সিরা ৪৮:৪, ৮ দ্রঃ

℣ বাণী প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারকাজ জোর দিয়ে করে চল। অনুযোগ কর, তিরস্কার কর, আশ্বাস দান কর

℟ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

℣ কে বড়াই করবে, সে তোমার সমকক্ষ? তুমি যে রাজাদের মনে প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মতি জাগিয়েছ

℟ সবসময় সহিষ্ণু হয়ে ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

৮ই ডিসেম্বর

# ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব

মহাপর্ব

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:১২-২১)

**যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল**

**সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল**

ভ্রাতৃগণ, যেমন একজনের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের মধ্য দিয়ে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করল, তেমনি মৃত্যু সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে। বাস্তবিকই বিধানের আগেও পাপ জগতে উপস্থিত ছিল; এবং বিধান না থাকলে যদিও পাপ গণ্য করা না যায়, কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশি পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল, এমনকি তাদের উপরেও রাজত্ব করল যারা আদমের আজ্ঞা-লঙ্ঘনের মত কোন পাপ করেনি; আদম তাঁরই পূর্বচ্ছবি, যাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু অপরাধ যেমন, অনুগ্রহদানও তেমন—এমন তুলনা চলেই না! কেননা সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন বহুজন মৃত্যু ভোগ করল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং সেই একজনমাত্র মানুষের —যিশু খ্রিষ্টেরই—অনুগ্রহে দেওয়া দান বহুজনেরই প্রতি আরও বেশি উপচে পড়ল। আরও, সেই একজনের পাপ ও সেই দানের মধ্যেও তুলনা নেই; কেননা একটামাত্র পাপের ফলে বিচার দণ্ডাজ্ঞা এনে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বহু অপরাধের ফলে অনুগ্রহদান ধর্মময়তা-লাভ এনে দিয়েছে। কারণ সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজন দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করল, তখন সেই আর একজন দ্বারা—যিশু খ্রিষ্টই দ্বারা—যারা অনুগ্রহের ও ধর্মময়তা-দানের প্রাচুর্য পায়, তারা যে জীবনে রাজত্ব করবে, তা আরও কতই না নিশ্চিত। এক কথায়, যেমন একজনের অপরাধ সকল মানুষের উপরে দণ্ডাজ্ঞা বর্ষণ করেছিল, তেমনি একজনের ধর্মময়তা-কর্ম সকল মানুষের উপর জীবনদায়ী ধর্মময়তা বর্ষণ করেছে। কেননা যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে। আর যখন বিধান এসে উপস্থিত হল, তখন

পাপ বৃদ্ধি পেল; কিন্তু যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল, যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে—আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা।

**শ্লোক** - রো ৫:১২; লুক ১:৩০; সাম ১১৬:৮; ১৮:১৯ দ্রঃ

*প্র* একজনের মধ্য দিয়ে পাপ এজগতে প্রবেশ করল, যেহেতু সকলেই পাপ করেছে।

*উ* ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।

*প্র* প্রভু মৃত্যু থেকে তোমার প্রাণ নিস্তার করলেন, শত্রুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করলেন।

*উ* ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ।

**(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আনসেলমোর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫২)

### হে কুমারী, তোমার আশিসে নিখিল প্রকৃতি আশিসধন্য

আকাশমণ্ডল, তারকারাজি, পৃথিবী, নদনদী, দিবস, রাত্রি ও যা কিছু মানুষের প্রভুত্বের অধীনে বা তার উপকারিতার জন্য নিরূপিত হয়েছে, হে মহারানী, তোমার মধ্য দিয়ে হারানো মর্যাদায় একপ্রকারে পুনরুত্থিত হয়েছে ও অবর্ণনীয় নবীন অনুগ্রহ লাভ করেছে বিধায় এসব কিছু আনন্দিত। বাস্তবিকই সবকিছু যেন মৃতই ছিল, কেননা যে আদি মর্যাদার উদ্দেশ্যে তারা নিরূপিত হয়েছিল, তা হারিয়ে ফেলেছিল; তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের প্রভুত্ব বা তার যত প্রয়োজনের সেবায় থাকা যাতে মানুষ নিজ কর্তব্য—ঈশ্বরের প্রশংসাই—পালন করতে পারে। প্রতিমার উদ্দেশ্যেও তারা নিরূপিত হয়নি, তবু যে মানুষ প্রতিমার দাস হয়েছিল, তার অত্যাচারে তারা নিষ্পেষিত হয়েছিল ও তার দুর্ব্যবহারে নিস্তেজ হয়ে গেছিল। এখন কিন্তু যেন পুনরুত্থিত হয়েই তারা আনন্দিত, কেননা এবার সেই মানুষের প্রভুত্বে অধিষ্ঠিত ও তারই সদ্ব্যবহারে অলঙ্কৃত, যে মানুষ ঈশ্বরের স্তুতিগান করে।

নবীন ও অমূল্য অনুগ্রহ লাভেই যেন তারা উল্লাস করেছে, তারা তো অনুভব করেছে যে ঈশ্বর নিজেই, তাদের স্বয়ং স্রষ্টাই ঊর্ধ্ব থেকে অদৃশ্য ভাবে তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ

করছেন, আর শুধু তাই নয়, তাদের মাঝে দৃশ্যগত ভাবে উপস্থিত হয়ে তিনি তাদের ব্যবহার করেই তাদের পবিত্রিত করে তুলছেন। তেমন মহা মঙ্গলদান ধন্যা মারীয়ার ধন্য গর্ভের ধন্য ফলের মধ্য দিয়েই এসেছে।

তোমার অনুগ্রহের পরিপূর্ণতায়, যত সৃষ্টজীব পাতালে ছিল তারাও মুক্তিলাভের আনন্দে আনন্দিত; আর যারা রয়েছে পৃথিবীর উপরে, তারাও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লসিত। এমনকি, তোমার গৌরবময় কুমারীত্বের গৌরবমণ্ডিত পুত্রের জন্য, যে সকল পুণ্যাত্মা তাঁর জীবনদায়ী মৃত্যুর আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের দাসত্বের সমাপ্তি ঘটেছে বিধায় আনন্দে মেতে ওঠেন, স্বর্গদূতেরাও তাঁদের ধ্বংসিত নগর পুনর্নির্মিত হয়েছে বিধায় মুখরিত।

হে অনুগ্রহে পূর্ণা ও অতিপূর্ণা নারী, তোমার পরিপূর্ণতার আতিশয্যে প্লাবিত হয়ে নিখিল সৃষ্টজীব সতেজ হয়ে ওঠে। হে ধন্যা ও অতিধন্যা কুমারী, তোমার আশিসের মধ্য দিয়ে নিখিল প্রকৃতি আশিসধন্য: সৃষ্টজীব স্রষ্টার আশিসে ধন্য, স্রষ্টাও সৃষ্টজীবের প্রশংসায় ধন্য!

ঈশ্বর যাঁকে নিজ হৃদয় থেকে নিজেরই মত জন্ম দিয়েছিলেন, যাঁকে নিজেরই মত ভালবাসতেন, তাঁর সেই পুত্রকে ঈশ্বর মারীয়ার কাছে দান করলেন, এবং মারীয়ার গর্ভে তিনি সেই পুত্রকে, অন্য একজনকে নয়, সেই একই পুত্রকেই গঠন করলেন, যাতে করে স্বরূপের দিক দিয়ে তিনি একইসময় ঈশ্বর ও মারীয়ার একই একমাত্র পুত্র হতে পারতেন। সমস্ত জীব ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হল, এবং ঈশ্বর মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করলেন, এবং মারীয়া ঈশ্বরকে প্রসব করলেন। যিনি সবকিছু গড়লেন, সেই স্বয়ং ঈশ্বর মারীয়ার গর্ভে নিজেকে গড়লেন; আর এইভাবে তিনি যা কিছু গড়েছিলেন, তা পুনরায় গড়লেন। যিনি শূন্যতা থেকে সবকিছু গড়তে পেরেছিলেন, সেইসব কিছু বিনষ্ট হলে তিনি মারীয়াকে ছাড়া তা পুনরায় গড়তে চাইলেন না।

সুতরাং ঈশ্বর হলেন সৃষ্টজীবদের জনক আর মারীয়া হলেন নবসৃষ্টজীবদের জননী। ঈশ্বর হলেন প্রতিষ্ঠিত সবকিছুর জনক আর মারীয়া হলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সবকিছুর জননী। কেননা ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দিলেন যাঁর দ্বারা সবকিছু অস্তিত্ব পেল, আর মারীয়া তাঁকে প্রসব করলেন যাঁর দ্বারা সবকিছু পরিত্রাণ পেল। ঈশ্বর তাঁকে জন্ম দিলেন যাঁকে

ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব আদৌ থাকে না, আর মারীয়া তাঁকে প্রসব করলেন যাঁকে ছাড়া কোন কিছুতে মঙ্গল থাকতে পারে না।

সত্যি তোমারই সঙ্গে সেই প্রভু, যিনি চাইলেন সমস্ত সৃষ্টি—এমনকি সেগুলোর সঙ্গে তিনি নিজেও—তোমার কাছে ততখানি ঋণী হবেন।

**শ্লোক** - সাম ৩৪:৪; ৮৬:১৩; লুক ১:৪৮

*প্র* আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর:

*উ* কেননা আমার প্রতি প্রভুর কৃপা মহান।

*প্র* এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে,

*উ* কেননা আমার প্রতি প্রভুর কৃপা মহান।

## *অথবা* (খ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু হেউতিমিওস-লিখিত 'সাধ্বী আন্নার গর্ভধারণের প্রশংসা' থেকে পাঠ (২, ৫-৬)

### আজ শক্তিশালী ঈশ্বর সেই আবাস প্রস্তুত করেন যা থেকে তিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন

আজ, যিনি *আশ্চর্য মন্ত্রী, শক্তিশালী ঈশ্বর, শান্তিরাজ, সনাতন পিতা* (ইশা ৯:৫), পিতার নিখুঁত প্রতিমূর্তি (২ করি ৪:৪; কল ১:১৫ দ্রঃ), যাঁর বিচার দুর্জ্ঞেয় (রো ১১:৩৩) ও আপন করতলেই সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন (ইশা ৪০:১২ দ্রঃ), তিনি নিজেই প্রস্তুত করেন সেই আবাস, সেই সিংহাসন, সেই বাসর, সেই শুচি ও নিষ্কলঙ্ক মাংস যা থেকে তিনি সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মানুষ বলে আত্মপ্রকাশ করেছেন। *কেইবা প্রভুর শত পরাক্রমের কাহিনী বলতে পারে? কেইবা শোনাতে পারে তাঁর সমস্ত প্রশংসাবাদ?* (সাম ১০৬:২)।

আজ, যিনি *ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখেন* (১ করি ২:১০), যাঁর দ্বারা আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগিতাপ্রাপ্ত, পরিত্রাণকৃত ও আলোকিত হয়ে উঠি, যাঁর দ্বারা অমরতা ও অন্তহীন গৌরব লাভ করি, সেই পূজনীয় সান্ত্বনাদানকারী আত্মা অদৃশ্যভাবে

আমাদের কাছে এলেন, এবং আমাদের ঘৃণ্য দশা থেকে মুক্ত ক'রে ও তাঁর পরম আনন্দের সুবাসে পরিপূর্ণ ক'রে তাঁর আপন জ্যোতিতে আমাদের কাছে জীবন ফিরিয়ে দিলেন। তিনি মর্তে নেমে এসে তাঁর আপন সৃষ্টজীবকে পুনরায় ডাকতে চেষ্টা করেন: আহা, কী দুর্জ্ঞেয় মহাদান!

তবু তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর আপন চমৎকার আবাস নির্মাণ করেন, তাঁর আপন রাজপ্রাসাদ গেঁথে তোলেন, সকলের রক্তের চেয়ে অধিকতর নির্মল, নিষ্কলঙ্ক ও উৎকৃষ্ট রক্ত দিয়ে তাঁর আপন অতি পরিষ্কার ও পবিত্রতম তাঁবু প্রস্তুত করেন। আর এসব কিছু তিনি আজই সাধন করেন—হে ঈশ্বর, কী রহস্য!—আজই তো তিনি সেইসব গ'ড়ে, গঠন ক'রে, উত্তমরূপে পবিত্রিত ক'রে, তুলে দেন দাউদ ও যেসের বংশধর, সকলের মধ্যে মনোনীত বংশ সেই উৎকৃষ্টতম ও পরম ধর্মময় নরনারীর হাতে যাঁদের নাম—এক কথায় ও মহা আনন্দেই বলছি!—যোয়াকিম ও আন্না।

কেননা তাঁরাই এক মহা ও উচ্চতম পর্বতকে, এমন সমৃদ্ধ পর্বতকে যা বেয়ে মাধুর্য ও পরমানন্দ ঝরে পড়ে (সাম ৬৮:১৬; যোয়েল ৪:১৮; আমোস ৯:১৩ সত্তরী পাঠ্য), একটি সিংহাসনকে, একটি রহস্যময় মঞ্জুষাকে, এবং এক মহান ও নিহিত রহস্য প্রকাশ করার জন্য ও *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলে* (এফে ২:১৪) দূরবর্তী সবকিছু একতায় সম্মিলিত করার জন্য পূর্বকাল থেকে নিযুক্তা একজন নারীকে গ্রহণ করতে মনোনীত হয়েছেন। সেই কুমারীর উপরে ন্যস্ত যে ভার তা হল, তিনি পাতাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের ও সকল ধর্মাত্মাকে ডেকে আনবেন, ফলে অশুচি আমাদের শুচি করবেন, দত্তকপুত্রত্বকে মঞ্জুর করবেন, আর এমনটি করবেন আমরা যেন আলোর সন্তান হয়ে উঠি; আরো, তাঁর উপরে ন্যস্ত ভার হল, তিনি সমগ্র জগৎকে পবিত্রিত করবেন, তাঁর আপন নিষ্কলঙ্ক পুত্র আমাদের সেই ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের উদারমনা প্রতিযোগীদের সাহস দেবেন, এবং যারা পুণ্যভাবে সভয়ে ও সকম্পে তাঁর সেবা করে, তিনি কথা বলার সময়ে তাদের কথা ফোটাবেন ও তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সরল অন্তর দান করবেন; আরও, তাঁর উপররে ন্যস্ত ভার হল, অসৎ প্রচারক ও ভণ্ডগুরুদের লজ্জায় অভিভূত ক'রে তিনিই সমস্ত ভ্রান্তমত ধ্বংস করবেন।

হে প্রিয়তমেরা, যাঁকে আজ যোয়াকিম ও আন্না গ্রহণ করতে ও গর্ভধারণ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত হলেন, আমি বলছি, তিনি আশিসধন্যা ও গৌরবমণ্ডিতা, স্বর্গমর্তের সকল সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বস্থিতা; তিনি মাতৃস্নেহে তাদের রক্ষা ও সহায়তা করেন যারা পুণ্য ও পবিত্র জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে; তিনি দুঃখীদের অন্তরে সাহস যোগান; অসংখ্য পাপের জন্য যারা আশাভ্রষ্ট, তিনি তাদের আকর্ষণ করে সান্ত্বনা দান করেন; মর্মপীড়িত, শোকার্ত ও দুর্দশাগ্রস্তদের তুলে এনে দাঁড় করান ও অত্যাচারীদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করেন; যারা দুরারোগ্য রোগে ভুগছে ও যারা মরণাপন্ন, তিনি তাদের কাছে এসে নবপ্রাণ দান করেন। অতএব, যিনি আমাদের সবচেয়ে মহান সহায়, হে ভাইবোনেরা, আজ আন্না তাঁকেই আপন অনুর্বর গর্ভে গ্রহণ করলেন।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৭:২৫, ২৬, ২৭ দ্রঃ

*প্র* মারীয়াতে কলুষিত কোন কিছুই নেই:

*উ* তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ।

*প্র* তিনি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল, আলোর তুলনায়ও স্বচ্ছ:

*উ* তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব, কলঙ্কমুক্ত দর্পণ।

## *অথবা* (গ বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'প্রকৃতি ও অনুগ্রহ' থেকে পাঠ (৩৬:৪২)

### মারীয়ার বেলায় পাপের কথা বলতে নেই

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবলভাবে পরিব্যাপ্ত, সেই প্রজ্ঞা সবকিছু পরিপূর্ণ করে, সবকিছু সুস্থির করে রাখে; যখন ঐশপুত্রের যোগ্যতমা জননী সেই কুমারী মারীয়ার উদ্ভব হয়েছে, তখন এ প্রজ্ঞা যে স্বর্গ, মর্ত ও তাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে অবর্ণনীয় নবীন আনন্দে ভরিয়ে তুলেছে, কেইবা একথা সমর্থন করবে না? দিব্য ও রহস্যময় অনুপ্রেরণা যার পূর্বাভাস দিয়েছিল, সেই সম্পূর্ণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা যখন সাধিত

হয়েছে, তখন যে অবর্ণনীয় একটি আনন্দ বিশ্বজগৎকে আলোকিত করেছে, একথাও কেইবা সমর্থন করবে না?

এ উদ্ভবটি তাঁরই জীবনের প্রথম উষা চিহ্নিত করল, সর্বোত্তমকে যাঁর নিজের মধ্যে গ্রহণ করার কথা ছিল: আমরা কেমন করে বলতে পারব, তিনি প্রথম পাপ থেকে উদ্গত আদিকলঙ্কে কলুষিত হলেন? একটি দিব্য বাণী যেরেমিয়াকে বললেন, *মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি। আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি* (যেরে ১:৫)।

যে স্বর্গদূত যোহনের জন্মের পূর্বসংবাদ দিলেন, তিনিও বললেন, তিনি মাতৃগর্ভ থেকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন। এখন, সর্বজাতির নবী হবার জন্য যখন যেরেমিয়া জন্মের আগেই পবিত্রিত হলেন, আর যিনি এলিয়ের আত্মিক প্রেরণা ও শক্তিতে প্রভুর অগ্রদূত হবার কথা, সেই যোহন যখন আলোতে বেরিয়ে আসার আগেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, তখন কেইবা এত সাহস করে বলতে পারবে, যিনি সমগ্র জগতের প্রায়শ্চিত্তবলির অনন্য আবাস, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের অনন্য ও মাধুর্যপূর্ণ কক্ষ, তিনি তাঁর উদ্ভবের আদিলগ্নে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আলোয় বঞ্চিত ছিলেন! শাস্ত্র সপ্রমাণ করে বলে: *যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা* (২ করি ৩:১৭)।

পবিত্র আত্মার উপস্থিতি মারীয়াকে করে তুলল সকল পাপীর মুক্তিসাধকের মন্দির, এমন রাজপ্রাসাদ যেখানে সেই মুক্তিসাধক মানুষ হবেন: এজন্য মারীয়া যে কোন পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু কেউ যদি বলে, পিতামাতার আইনত বিবাহ থেকে জন্ম নিলেন বলে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে বিধায় মারীয়া আদিপাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তা নন, কিন্তু তবুও, এটিই কাথলিক ধর্মশিক্ষা, আর আমি সার্বজনীন কাথলিক মণ্ডলীর সমর্থিত সত্য থেকে কোন মতেই ভিন্নমত পোষণ করতে রাজি নই।

তবু আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভব আমি ঐশ সর্বশক্তির পক্ষে সাধ্য সেই কর্মকাণ্ডের মাহাত্ম্যের কথা ধ্যান করি, আর মনে হয় আমি অনুমান করি যে, যদি আদিপাপের ছায়া আমার প্রভু ঈশ্বরের জননীর উদ্ভবে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তা কন্যার উপরে নয়, মাতাপিতার উপরেই অধিষ্ঠান করল। ঈশ্বর গোলাপফুলকে কাঁটার

মধ্যে অথচ কাঁটার অস্পর্শেই উদ্ভব, বৃদ্ধি ও পূর্ণগঠন গ্রহণ করতে দেন; যে মানবদেহ তিনি আপন মন্দির হবার জন্য প্রস্তুত করছিলেন, যার মধ্যে ঐশপুত্রের শরীরীরূপে বাস করার কথা ও যা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐক্যে তাঁর খাঁটি মানুষ হবার কথা, ঈশ্বর কি পাপের কাঁটার মধ্যে উদ্ভূত সেই দেহকে কাঁটার খোঁচা থেকে পূর্ণ রেহাই দিতে পারলেন না? অবশ্যই তিনি পারলেন। সুতরাং যদি তিনি তা ইচ্ছা করলেন, তা সাধনও করলেন।

শ্লোক - প্রজ্ঞা ৭:২৫; সাম ১৮:৩৬ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর মারীয়াকে মনোনীত করলেন, আদি থেকেই তাঁকে বেছে নিলেন, পবিত্র আত্মায় তাঁকে সৃষ্টি করলেন:

উ এজন্য কলুষিত কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

প্র প্রভু আপন পরিত্রাণদায়ী ঢাল মারীয়াকে দিলেন, তাঁকে ধরে রাখল তাঁর ডান হাত।

উ এজন্য কলুষিত কোন কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৯ই ডিসেম্বর

# সাধু জন ডিয়েগো কুয়াউহ্‌ৎলাতোয়াৎজিন

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ সাধু দ্বিতীয় জন-পলের উপদেশ থেকে পাঠ (মেক্সিকো, ৩১শে জুলাই ২০০২)

## জন ডিয়েগোর প্রতি কুমারী মারীয়ার সান্ত্বনা-বাণী

*তিনি বিনম্রদের উন্নীত করেছেন* (লুক ১:৫২ দ্রঃ) : পিতা ঈশ্বর জন ডিয়েগো নামক মেক্সিকোর সেই বিনম্র আদিবাসী যুবকের উপর দৃষ্টিপাত করে তাঁকে এমন কৃপা মঞ্জুর করলেন তিনি যেন খ্রিষ্টে নবজন্ম লাভ করেন, কুমারী মারীয়ার মুখমণ্ডল দর্শন করেন এবং গোটা মার্কিন মহাদেশের খ্রিষ্টাদর্শ প্রচারকর্মে সহযোগিতা করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় কতই না সত্য সেই বাণী, যা দিয়ে প্রেরিতদূত পল পরিত্রাণ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।

*জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে* (১ করি ১:২৮-২৯)। এই ধন্য যুবক, যাঁর নাম কুয়াউহ্‌ৎলাতোয়াৎজিন (যার অর্থ দাঁড়ায় বাকশক্তিবিশিষ্ট ঈগল) ১৪৭৪ সালে তেক্সকোকো রাজ্যে অবস্থিত কুয়াউহতিত্লান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ও বিবাহ করে তিনি সুসমাচার আলিঙ্গন করে স্ত্রীর সঙ্গে বাপ্তিস্মের জলে পরিশুদ্ধ হলেন; তাঁর বাসনা ছিল, তিনি বিশ্বাসের আলোতে এবং ঈশ্বর ও মণ্ডলীর সাক্ষাতে গ্রহণ করা আদেশ অনুসারে জীবনযাপন করবেন।

১৫৩২ সালে, ডিসেম্বর মাসে, তিনি তেপেইয়াক পর্বতে অবস্থিত ত্লাতেলোল্কো নামক এক স্থানে যাত্রা করছেন, এমন সময়ে তিনি ঈশ্বরের সত্যকার জননীর দর্শন পেলেন যিনি তাঁকে এই আদেশ দিলেন, তিনি মেক্সিকোর বিশপের কাছে আবেদন জানাবেন যেন দর্শনের স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। আদিবাসীর আবেদনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বিশপ তাঁর কাছে সেই আশ্চর্য ঘটনার একটা প্রমাণ চাইলেন। ১২ই ডিসেম্বর ধন্যা কুমারী মারীয়া জন ডিয়েগোকে আবার দর্শন দেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং তাঁকে বললেন যেন তেপেইয়াক পর্বতচূড়ায় গিয়ে সেখানকার ফুল সংগ্রহ

করে সেগুলোকে বিশপের কাছে নিয়ে যান। শীতকালীন আবহাওয়া ও স্থানের অনুর্বরতা সত্ত্বেও জন ডিয়েগো অতি সুন্দর ফুল সংগ্রহ করে আলোয়ানে রেখে ধন্যা কুমারীর কাছে নিয়ে গেলেন। আর ধন্যা কুমারী তাঁকে আজ্ঞা করলেন যেন তিনি সেই ফুলগুলো প্রমাণ হিসাবে বিশপের কাছে নিয়ে যান। বিশপের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে জন ডিয়েগো আলোয়ান খুলে ফুলগুলো মেঝেতে পড়তে দিলেন; আর তখনই তাঁর আলোয়ানের সুতিতে আশ্চর্যভাবেই ছাপা হয়ে সেই গুয়াদালুপের কুমারীর প্রতিকৃতি দেখা দিল: সেসময় থেকেই গুয়াদালুপে স্থানটি দেশীয় প্রধান তীর্থস্থান হয়ে উঠল।

'স্বর্গের রানী'-র সম্মানার্থে মন্দির নির্মাণ ক'রে জন ডিয়েগো গভীরতম ভক্তির প্রেরণায় সবকিছু ত্যাগ করলেন এবং সেই ক্ষুদ্র গির্জাঘর রক্ষাণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ও তীর্থযাত্রীদের সেবাযত্ন করার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। তিনি ভালবাসায় ও প্রার্থনায় পবিত্রতার পথ চললেন, শক্তি সঞ্চয় করতেন আমাদের মুক্তিদাতার সাক্রামেন্তীয় ভোজ থেকে, মুক্তিদাতার মাতার প্রতি ভক্তি থেকে, পবিত্র মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্মতা থেকে এবং পুণ্যবান পালকদের প্রতি বাধ্যতা থেকে। যারা তাঁকে চিনতে পারল, তারা সকলে তাঁর গুণাবলির উজ্জ্বলতা, বিশেষভাবে তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি, বিনম্রতা ও পার্থিব বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞার বিষয়ে বিস্মিত হল।

জন ডিয়েগো দৈনিক জীবনের সরলতায় বিশ্বস্তভাবে সেই সুসমাচার পালন করলেন যা তাঁর নিজের আদিবাসী অবস্থা অবজ্ঞা করে না, এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে যে, ঈশ্বর জাতি বা কৃষ্টির ব্যাপারে পক্ষপাত করেন না, বরং তাঁর নিজের সন্তান হবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। এভাবে ধন্য জন ডিয়েগো মেক্সিকো ও নব জগতের সকল আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার পথ প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে চললেন, আর ঈশ্বর ১৫৪৮ সালে তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন। তাঁর স্মৃতি, যা সবসময়ের মত গুয়াদালুপে তীর্থের আমাদের রানীর দর্শনদানের সঙ্গে সংযুক্ত, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হল এবং বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলেও গিয়ে পৌঁছল।

শ্লোক - ২ করি ১:২৭-২৯; লুক ১:৫১, ৫২ দ্রঃ

প্ জগতের যা হীন, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য,

উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

প্ তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে এবং বিনম্রদের উন্নীত করেছেন,

উ যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে।

১০ই ডিসেম্বর

# লরেতো তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

**দ্বিতীয় পাঠ** - লরেতো পুণ্যগৃহের ৭ম বার্ষিকী উপলক্ষে পোপ সাধু ২য় জন-পলের পত্র থেকে পাঠ (পঃ মাক্কির প্রতি পত্র, ১৫ আগষ্ট ১৯৯৩; ২য় জন-পলের শিক্ষাবাণী ১৬/২, ৫২৬-৫৩৭)

**মাংসধারণের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্থান রূপে মারীয়া।**

লরেতো পুণ্যগৃহ 'পুণ্য ধ্বংসাবশেষ' শুধু নয়, বরং অধিক মূল্যবান ও প্রকৃত একটি 'ছবি'। এ 'ছবি' ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবলির 'ছবি' নয়, বরং একক ঘটনা ও রহস্যেরই 'ছবি' তথা বাণীর মাংসধারণেরই 'ছবি'।

যে মাংসধারণ এ পবিত্র দেওয়ালের মধ্যে স্মরণ করা হয়, তা সরাসরিই নিজের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম বাইবেলীয় অর্থ অর্জন করে, কেননা মাংসধারণটি শুধু এমন ধর্মতত্ত্বের ব্যাপার নয় যা ঐশ্বরিক ও মানবীয় বাস্তবতাদ্বয়ের মধ্যকার সংযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত; মাংসধারণটি বরং এমন ঘটনা যা কালের সুনির্দিষ্ট এক ক্ষণে ও নির্দিষ্ট এক স্থানে ঘটল, যেমনটি প্রেরিতদূতের এবাণীতে উত্তমরূপে ব্যক্ত, *যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন* (গা ৪:৪)।

মারীয়াই সেই নারী; বলতে গিয়ে তিনি হলেন একইসময়ে সেই দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্থান যেখানে মাংসধারণ ঘটেছিল, আবার তিনি হলেন সেই গৃহ যেখানে তিনি জীবনযাপন করলেন, যার বাস্তব স্মৃতি প্রকাশ্য।

নাজারেথে গুপ্ত জীবনের স্মৃতি এমন ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় যা নিশ্চিত, ও সকল মানবের জীবন চিহ্নিত করে। অর্থাৎ, সেই স্মৃতি পরিবারের পবিত্রতার মনোভাব পুনরুপস্থাপন করে, এক নিমেষে সেই সমস্ত গুণাবলি প্রদর্শন করে যেগুলো আজকালে তত বিপদাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন, তথা, বিশ্বস্ততা, জীবনের মর্যাদা, সন্তানদের চরিত্রগঠন, প্রার্থনার প্রতি যত্নশীলতা, আর সেই সমস্ত গুণাবলি যা খ্রিষ্টিয়ান পরিবারসমূহ পুনরায় খুঁজে পেতে পারে সেই পুণ্য গৃহের দেওয়ালের অভ্যন্তরে যা গৃহ-মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম ও সর্বপ্রধান [গৃহ]।

একই সময়ে, সেই পুণ্যগৃহ স্মরণ করিয়ে দেয় পবিত্রীকৃত জীবনধারণ ও ঈশ্বরের রাজ্যের খাতিরে চিরকুমারিত্ব-ধারণ সংক্রান্ত আহ্বানের মাহাত্ম্য যা কুমারী ও মাতা স্বয়ং মারীয়ার ব্যক্তিত্বেই উজ্জ্বলতম সূত্রপাত অর্জন করল।

তাই, যে অসংখ্য যুবক-যুবতীরা মায়ের গৃহতীর্থে যাত্রী, আমরা তাদের কাছে পুনরায় সেই কথা বলতে ইচ্ছা করি যা একসময় তাদের বলেছিলাম: "মারীয়ার কাছে চল, মারীয়ার সঙ্গে চল ··· তোমাদের অন্তরে তাঁর উচ্চারিত '*তা-ই হোক*' বাক্যটি ধ্বনিত হোক।" আহা, নাজারেথের গৃহের নির্দেশনা অনুসারে যুবক-যুবতীরা যদি পদপ্রাপ্ত নয় এমন কাথলিক জীবনাশ্রমে নিজ নিজ যত্নশীলতা পুনরুদ্দীপ্ত করতে পারত যাতে হৃদয়ে, পরিবারে, শিক্ষা-বিদ্যায় ও সমাজে খ্রিষ্টকে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সেই যে ভূমিকা মণ্ডলীতে ও সমাজে নারীর প্রাপ্য, তেমন ভূমিকা স্বীকার করার জন্য আমাদের আজকালের যে ন্যায্য প্রবাহ, সেটিও এতে গবেষণার জন্য অধিক উপযোগিতা খুঁজে পাবে। যেহেতু ঈশ্বর নারী থেকে সঞ্জাত তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করেছেন, সেজন্য মারীয়াতে সকল নারী এমন মর্যাদায় এতই উন্নীত হল যার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদার কথা ভাবাও সম্ভব নয়।

তাছাড়া, ঈশ্বরের স্বয়ং পুত্র যে নাজারেথে শ্রম করলেন ও এমনটি হতে দিলেন যাতে লোকে তাঁকে *ছুতোরের ছেলে* বলে, একথা জানার চেয়ে কোনও তাত্ত্বিক ধারণা মানব শ্রমের মর্যাদাকে বেশি উন্নীত করতে পারে না।

অবশেষে, কেমন করে সেই 'গরিবদের অগ্রাধিকার' উল্লেখ না করে পারি যা মণ্ডলী মহাসভায় আপন করে নিয়েছে ও পরবর্তীকালে স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর ভাবে সমর্থন করেছে?

পুণ্যগৃহের সেই নিরলঙ্কার ও অতিসাধারণ চার দেওয়াল আমাদের স্মরণ করায় যে স্বয়ং ঈশ্বর সেই অগ্রাধিকার প্রবর্তন করেছিলেন সেই মারীয়াতে যিনি মহাসভার বাণী অনুসারে "প্রভুর সেই বিনম্রদের ও দীনহীনদের মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী যারা আস্থার সঙ্গে প্রভু থেকে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করে ও গ্রহণও করে।"

প্রকৃতপক্ষে, দরিদ্রতা ও কষ্টের কথা ধরে নিলে তবে পীড়িত যারা তারাই এ পুণ্যালয়ের ইতিহাসে সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে; সকলের মধ্যে সর্বপ্রথম তারাই

তীর্থযাত্রী হয়ে এ পুণ্যগৃহে ছুটে এল ও জনগণের মধ্যে সেটির খ্যাতি ছড়িয়ে দিল। লরেতো আবেদনমালায় যাঁকে আমরা "রোগীদের স্বাস্থ্য" ও "দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী" বলে ডাকি, তাঁরই নিজের ঘরে ছাড়া আর কোথায়ই বা তারা সুগৃহীত হতে পারে?

পোপ ২৩শ জন মহোদয়ের কথা অনুসারে, "এই লরেতো পুণ্যালয় হোক সারা পৃথিবীর উপর সর্বদা উন্মুক্ত জানালা স্বরূপ, পুনঃপুনঃ ধ্বনিত করুক সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর যা আত্মাদের, পরিবারদের ও জাতিসকলের পবিত্রীকরণের সংবাদ জানাচ্ছে।"

## শ্লোক

℣ ঈশ্বর তোমাতে নিজের গৃহ স্থাপন করলেন বিধায় নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা।

℟ তুমি বহুজাতির মানুষকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে।

℣ স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে।

℟ তুমি বহুজাতির মানুষকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করবে।

১১ই ডিসেম্বর

## পোপ সাধু প্রথম দামাসুস

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিন-লিখিত 'ফাউস্তুসের বিপক্ষে' থেকে পাঠ (পুস্তক ২০:২১)

### এসো, ভালবাসা ও সাহচর্যের শ্রদ্ধায়
### সাক্ষ্যমরদের শ্রদ্ধা করি

খ্রিষ্টিয়ান জনসমাজ ধর্মীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সাক্ষ্যমরদের স্মৃতি পালন করে তাঁদের অনুকরণ করতে মানুষকে উদ্দীপিত করার জন্য, তাঁদের পুণ্যকর্মে অংশীদার হবার জন্য ও তাঁদের প্রার্থনায় সহায়তা পাবার জন্য; তবু আমরা কোন সাক্ষ্যমরের উদ্দেশে নয়, বরং সাক্ষ্যমরদের স্মরণে ঈশ্বরের উদ্দেশেই বেদি উৎসর্গ করি। পুণ্যদেহের সমাধিস্থানে বেদিতে অনুষ্ঠান চালাতে গিয়ে কেবা কখনও বলেছে, হে পিতর, বা পল, বা কিপ্রিয়ানুস, তোমার কাছেই আমি বলি উৎসর্গ করি! বরং যা উৎসর্গ করা হয়, তা সেই ঈশ্বরেরই কাছে উৎসর্গ করা হয় যিনি সাক্ষ্যমরদের গৌরবমালায় ভূষিত করলেন, তাঁদেরই স্মৃতিস্থানে যাঁদের তিনি গৌরবমালায় ভূষিত করলেন, যাতে ঠিক সেই স্থান থেকেই এমন মহত্তর অনুরাগের উদ্দীপনা জাগে, যার ফলে ভক্তি বৃদ্ধিলাভ করবে তাঁদেরই প্রতি আমরা যাঁদের অনুকরণ করতে পারি এবং তাঁরই প্রতি যাঁর সহায়তায় আমরা অনুকরণ করতে পারি।

সুতরাং আমরা সাক্ষ্যমরদের সেই একই ভালবাসা ও সাহচর্যের শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধা করি, যে শ্রদ্ধায় এজীবনকালেও ঈশ্বরের সেই সকল পুণ্যবান মানুষকেই শ্রদ্ধা করি, যাঁদের অন্তর আমরা অনুভব করি সুসমাচারের সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে প্রস্তুত। তবু যাঁরা এখনও সংগ্রাম করছেন, তাঁদের তুলনায় সাক্ষ্যমরদের প্রতি আমাদের প্রশংসাবাদ অধিক প্রত্যয়পূর্ণ, কেননা সাক্ষ্যমরবৃন্দ সব সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দলোকের নিশ্চিততর বিজয়ী হয়ে উঠেছেন।

‘লাত্রিয়া’, এ গ্রীক শব্দের অর্থ হল এমন সেবা যা কেবল ঈশ্বরকেই দেয়: এ বিশেষ ধর্মক্রিয়ায় আমরা ঈশ্বরকে ছাড়া কাউকেই সম্মান করি না, কাউকেই সম্মান করতে শেখাইও না।

বলি উৎসর্গ এধরনের ধর্মক্রিয়া হওয়ায়—এজন্যও প্রতিমার প্রতি এ ধর্মক্রিয়া ‘প্রতিমালাত্রিয়া’ বলে—আমরা কোন সাক্ষ্যমর বা কোন পুণ্যাত্মা বা কোন স্বর্গদূতের প্রতি তেমন কিছু মোটেই উৎসর্গ করি না, করতে আদেশও করি না; আর কেউ তেমন ভুল করলে, তাকে সত্যশিক্ষা অনুসারে ভর্ৎসনা করা হয়, সে যেন আত্মসংশোধন করতে পারে ও তেমন ভুল থেকে দূরে থাকতে পারে।

মানুষই হোক বা স্বর্গদূতই হোন সাধুরা নিজেরাই চান না, যে সম্মান কেবল ঈশ্বরকেই দেয়, তা তাঁদের প্রতি আরোপিত হোক। একথা পল ও বার্নাবাসের বেলায় প্রকাশ পেয়েছিল: যখন লিকাওনীয়েরা তাঁদের সাধিত অলৌকিক কাজে জাগরিত হয়ে তাঁদের প্রতি যেন দেবতাদেরই প্রতি বলি উৎসর্গ করতে চেয়েছিল, তখন নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তাঁরা যে দেবতা নয় একথা স্বীকার ক’রে ও এবিষয়ে তাদের নিশ্চিত ক’রে তেমন কাজ করতে তাদের বারণ করেছিলেন। কিন্তু যা শেখাই তা একটা কথা, আর যা সহ্য করতে হয়, তা আলাদা কথা; যা আমাদের শেখাতে হয় তা একটা কথা, আর যা সংস্কার করতে আদেশ করি বা সংস্কার না করা পর্যন্ত যা সহ্য করতে বাধ্য, তা আলাদা কথা।

শ্লোক - সাম ১১৬:১৫; ৩৪:২১; ৮:৬ দ্রঃ

প্ প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর ভক্তদের মৃত্যু:

উ তিনি তাদের প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন, সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

প্ প্রভু তাদের পরিয়েছেন সম্মানের মুকুট:

উ তিনি তাদের প্রতিটি হাড়ের যত্ন নেন, সেগুলির একটাও ভগ্ন হবে না।

১২ই ডিসেম্বর

# গুয়াদালুপে তীর্থের ধন্যা কুমারী মারীয়া

**দ্বিতীয় পাঠ** - 'নিকান মোপোহুয়া' বলে পরিচিত পরম্পরাগত বৃত্তান্ত থেকে পাঠ

**এই যে আমি এইখানে আসছি,**

**সেই আমি কি তোমার মা নই?**

১৫৩১ সালে, ডিসেম্বর মাস শুরু হওয়ার কিছু দিন পর, এমনটি ঘটল যে, জন ডিয়েগো নামক গরিব ও কোমলপ্রাণ একজন আদিবাসী এক শনিবারে খুব সকালে ত্লাতিলোল্কো নামক স্থানে অলৌকিক একটি ঘটনার সাক্ষী হলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল কুয়াউহতিত্লান, যা ত্লাতিলোল্কো-নিবাসী ধর্মব্রতীদের পালকীয় দায়িত্বের অধীন। যখন তিনি তেপেইয়াক পর্বতে এসে পৌঁছলেন, তখন ভোর মাত্র। এমন সময় তিনি শুনলেন একটি সঙ্গীত, আর যখন সঙ্গীত শেষ হয় এবং কোনো শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না, তখন শুনলেন কে যেন একজন পর্বতচূড়া থেকে এই বলে তাঁকে ডাকছে: 'হে প্রিয়তম ডিয়েগো।' আর সাথে সাথে সাহস করে তিনি সেই দিকে আরোহণ করতে লাগলেন যেখান থেকে তাঁকে ডাকা হচ্ছিল।

পর্বতচূড়ায় গিয়ে পৌঁছে তিনি দেখলেন, একজন ভদ্রমহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি তাঁকে কাছে আসতে আহ্বান করলেন। যখন তিনি তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যে অধিক আশ্চর্যান্বিত হলেন: তাঁর পোশাক সূর্যের মত জ্বাজ্জ্বল্যমান ছিল। আর সেই কুমারী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, 'হে প্রিয়তম সন্তান, একথা জেনে নাও যে, আমি সেই নিত্যকুমারী পবিত্রা মারীয়া। সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সেই সবকিছু ধরে রাখেন যিনি, যিনি স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি জীবনের প্রণেতা সেই সত্যকার ঈশ্বরের জননী। আমার একান্ত বাসনা যাতে এই স্থানে আমার পবিত্র গৃহ নির্মিত হয় যেখানে আমি সেই প্রভুকে দেখাব, তাঁকে প্রকাশ ক'রে প্রশংসার পাত্র করব, এবং আমার স্নেহ, ভালবাসা, সহায়তা ও রক্ষা মঞ্জুর করব; কেননা আমি সত্যিই তোমাদের করুণাময়ী মাতা: তোমারই মাতা, ও তাদের সকলেরই মাতা যারা এখানে সম্মিলিত হবে, যারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে খোঁজে, ভক্তিভরে ও

আশ্বাস নিয়ে আমাকে ডাকবে। এখানে আমি তাদের চোখের জল ও যন্ত্রণায় সাড়া দেব, সঙ্কটে তাদের মঙ্গল করব, এবং সমস্ত প্রতিকূলতায় প্রতিকার এনে দেব। যাতে আমার এই বাসনা পূর্ণ হয়, তুমি মেক্সিকো সিটিতে বিশপ-ভবনে যাও। তাঁকে তুমি বলবে যে তুমি আমা দ্বারা প্রেরিত হয়েছ যাতে তাঁকে জানাতে পার যে, আমি চাই এই স্থানে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মিত হোক, ঠিক এই উপত্যকায়ই আমার জন্য একটা মন্দির স্থাপিত হোক।'

শহরে গিয়ে জন ডিয়েগো সাথে সাথে বিশপের বাড়িতে গেলেন; বিশপের নাম জন দ্য জুমারাগা; তিনি সাধু ফ্রান্সিসের সঙ্ঘের মানুষ। কিন্তু তিনি যখন জন ডিয়েগোর কথা শুনলেন, তখন তাঁকে তত বিশ্বাস না করে উত্তরে বললেন, 'ছেলে, আর এক সময় এসো; তখন তোমার কথা শুনব। ইতিমধ্যে আমি চিন্তা-ভাবনা করব তোমার ইচ্ছা ও বাসনার ব্যাপারে কি করণীয়।'

আর এক দিনের ঘটনা: জন ডিয়েগো যে পর্বতের দিকে তাকাচ্ছিলেন, সেই পর্বত থেকে রানীকে নামতে দেখলেন। রানী পর্বতের কাছাকাছি তাঁর সামনে এসে তাঁকে দাঁড়াতে বললেন, এবং বললেন, 'শোন, হে প্রিয় সন্তান। কোন মতেই ভয় করো না, অন্তরেও যেন কষ্ট না হয়। তোমার মামার অসুস্থতা বা অন্য যে কোন অসুবিধার ব্যাপারে কিছু করো না। এই যে আমি এখানে আসছি, সেই আমি কি তোমার মা নই? তুমি কি আমার ছায়ায় ও সহায়তায় নও? আমি কি তোমার জীবনদায়ী ও আনন্দদায়ী জলের উৎস নই? তুমি কি আমার কোলে, আমার বাহুতে নও? তোমার কি অন্য কিছু দরকার আছে? দুঃখ করো না, আতঙ্কিত হয়ো না। প্রিয় সন্তান, পর্বতে গিয়ে ওঠ, এবং যেখানে তুমি আমাকে দেখেছিলে ও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, সেখানে নানা ধরনের ফুল দেখতে পাবে। সেগুলোকে সংগ্রহ কর, এবং সেখান থেকে নেমে সেগুলো আমার সামনে আন।'

তাই জন ডিয়েগো নামলেন এবং যে যে ফুল সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলো স্বর্গের রানীকে অর্পণ করলেন। আর তিনি ফুলগুলো দেখেই নিজের পূজনীয় হাতে সেগুলো গ্রহণ করে আবার জন ডিয়েগোর আলোয়ানে রাখলেন, এবং বললেন, 'প্রিয়তম সন্তান, এই ফুলগুলো হল সেই চিহ্ন যা তুমি বিশপের কাছে নিয়ে যাবে। তুমি আমার নিজের

দূত, এই সবকিছুর জন্য আমি তোমার বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করি। তোমাকে কড়া আদেশ দিচ্ছি: তোমার আলোয়ান খুলবে না, কেবল বিশপের সামনেই তা খুলবে, ও যা বহন করছ তা তাঁকে দেখাবে। তাঁকে তুমি বর্ণনা করবে কেমন করে আমার আজ্ঞামত তুমি পর্বতে গিয়ে উঠেছিলে ও সেখান থেকে ফুলগুলো সংগ্রহ করেছিলে; আবার বর্ণনা করবে তুমি কী কী দেখেছিলে ও তা দেখে তুমি কেমন আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলে। তেমনটি কর যেন তিনি বিশ্বাস করেন, আর আমি যে মন্দির বাসনা করছি সেই মন্দির-নির্মাণের ব্যাপারে তিনি যেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেন।'

স্বর্গের রানীর আজ্ঞামত জন ডিয়েগো মেক্সিকো সিটির দিকে রওনা হলেন। তিনি মনের আনন্দে পথ চলছিলেন, কেননা জানতেন সবকিছু ঠিক হবে। একবার প্রবেশ করে জন ডিয়েগো বিশপের সামনে নত হলেন এবং যা কিছু দেখেছিলেন ও কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন সেই সবই বললেন। তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা পূরণ করলাম। আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা, স্বর্গের রানী ও ঈশ্বরজননী পবিত্রা মারীয়ার কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম যে আপনি একটা চিহ্ন চাচ্ছিলেন যাতে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন এবং যে স্থানে ধন্যা কুমারী ইচ্ছা করেন, সেই স্থানে যেন একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তাই আমি তাঁকে বললাম যে, আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাঁর নিজের পছন্দমত একটা চিহ্ন আপনাকে এনে দেখাব। আপনি যা দাবি করেছিলেন, তা তিনি শুনলেন; তিনি প্রসন্নতার সঙ্গে মেনে নিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনি একটা চিহ্ন চাচ্ছিলেন, আর আজ, খুব সকালে, আমাকে আজ্ঞা করলেন যেন আবার আপনার কাছে আসি।'

গোটা শহর এসে সমবেত হল: সকলে সেই পূজনীয় প্রতিকৃতি দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল, প্রতিকৃতিটা অলৌকিক কাজ বলে মেনে নিয়ে ভক্তি ভরে প্রার্থনা করছিল। আর সেই দিন জন ডিয়েগোর মামা ঘোষণা করলেন সেই কুমারীকে কোন্ নামে ডাকা হবে, আর সেই অনুসারে তাঁর সেই প্রতিকৃতি গুয়াদালুপে তীর্থের নিত্যকুমারী পবিত্রা মারীয়া বলে ডাকা হয়।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১২:১ দ্রঃ

*প্র* স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে,

℣ যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

℟ কুমারী মারীয়াতে স্বর্গদূত ও মহাদূত সকল আনন্দিত হোন,

℣ যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

১৩ই ডিসেম্বর

## সাধ্বী লুসী, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'চিরকুমারীত্ব' থেকে পাঠ (১২:৬৮, ৭৪-৭৫; ১৩:৭৭-৭৮)

### মনের জ্যোতিতে তুমি দেহের লাবণ্য উজ্জ্বল কর

আমি তোমাকেই উদ্দেশ করে কথা বলছি, তুমি যে সমাজের একজন, জনসাধারণের একজন হয়েও চিরকুমারীদেরই একজন, যে মনের জ্যোতিতে দেহের লাবণ্য উজ্জ্বল কর —এজন্যই মণ্ডলীর সঙ্গে তুমি যথার্থই তুলনীয়! আমি বলছি, নিজ কক্ষে থেকে, রাত্রিবেলায়ও, খ্রিষ্টের কথা ধ্যান করে চল, অনুক্ষণ তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় থাক।

খ্রিষ্ট এভাবেই তোমাকে বাসনা করলেন, এভাবেই তোমাকে মনোনীতা করলেন। তোমার দরজা খোলা পেলে তবেই তিনি প্রবেশ করবেন; তিনি অন্যথা করতে পারেন না, যেহেতু প্রবেশ করার অঙ্গীকার করলেন। সুতরাং যাঁকে খোঁজ করেছ, তুমি তাঁকে আলিঙ্গন কর; তাঁর সামনে এগিয়ে যাও, আর তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; তাঁকে আঁকড়ে ধর, তাঁকে অনুনয় কর তিনি যেন শীঘ্রই না চলে যান, অনুরোধ জানাও তিনি যেন দূরে না সরে যান। কেননা ঈশ্বরের বাণী ছুটেই চলেন, ক্লান্তি ভোগ করেন না, অবহেলার হাতেও ধরা পড়েন না। তাঁর কথামত তোমার প্রাণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ুক, আর তাঁর দিব্য কথনের পদচিহ্নে ধ্যানরত থাকুক; কেননা তিনি শীঘ্রই এগিয়ে চলে যান।

তখন কুমারী কী বলবে? *আমি তাঁর অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না; আমি তাঁকে ডাকলাম, কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না* (পরমগীত ৫:৬)। তিনি শীঘ্রই চলে গেছেন বিধায় তুমি মনে করো না, তিনি তোমার উপর অসন্তুষ্ট, তুমি যে তাঁকে ডেকেছ, অনুনয় করেছ, দরজাও খুলে দিয়েছ: তিনি তো বারবার আমাদের পরীক্ষিত হতে দেন। সুসমাচারে তিনি কী বলেন সেই সকলের কাছে যারা অনুরোধ করত তিনি যেন না চলে যান? *অন্যান্য শহরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের শুভসংবাদ জানাতে হবে; কেননা*

*এজন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি* (লুক ৪:৪৩)। তবু যদিও তোমার মনে হয় তিনি চলেই গেছেন, তাহলে তুমি বেরিয়ে পড়, আবার তাঁকে খুঁজে বেড়াও।

বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী ছাড়া কেইবা তোমাকে শেখাবে কীভাবে খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরতে হয়? এমনকি, তুমি যা পড় তা যদি বোঝ, তাহলে সে সেই শিক্ষা তোমাকে দিয়েই দিয়েছে: *প্রহরীদের স্থান পার হওয়া মাত্রই আমি তাঁকেই পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়বই না* (পরমগীত ৩:৪ দ্রঃ)।

তবে কীভাবে খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরা যায়? শেকলের জোরে নয়, দড়ির বাঁধনেও নয়, বরং ভালবাসার শেকলে, মনের বন্ধনে আবদ্ধ করেই প্রাণের অনুরাগে তাঁকে আঁকড়ে ধরা যায়। তুমিও যদি খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা কর, তাঁকে অবিরতই খোঁজ কর, কোন কষ্ট ভয় করো না, কেননা অনেকবার শারীরিক নিপীড়নের মধ্যে, এমনকি নির্যাতকদের হাতেরই মধ্যে খ্রিষ্টকে সহজে পাওয়া যায়। সেই প্রেমিকা বলেছিল, *প্রহরীদের স্থান পার হওয়া মাত্রই আমি তাঁকে পেলাম।* হ্যাঁ, তুমি নির্যাতকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া মাত্রই খ্রিষ্ট তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবেন তুমি যেন সংসারের অধিকারে বশীভূত না হও; তোমার যন্ত্রণাও তিনি আর দীর্ঘ হতে দেবেন না। যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রিষ্টকে খোঁজ করে, যে চিরকুমারী খ্রিষ্টকে খুঁজে পেয়েছে, সে-ই বলতে পারে, *আমি তাঁকে আঁকড়ে ধরলাম, তাঁকে আর ছাড়ব না, যতক্ষণ না তাঁকে আমার মাতার ঘরে না আনি, আমার জননীর কক্ষে না আনি।* তোমার প্রাণের গুপ্ত অন্তঃস্থল ছাড়া তোমার মাতার গৃহ ও তাঁর কক্ষ কীবা হতে পারে?

এ গৃহটিকে রক্ষা কর, তার ভিতরটাও শুচিশুভ্র করে রেখ; নিষ্কলঙ্ক হয়ে তা গড়ে উঠুক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশ্যে এমন আত্মিক গৃহরূপে যা সংযোগপ্রস্তরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ; আর তার মধ্যে পবিত্র আত্মাই বাস করুন। যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রিষ্টকে খোঁজ করে, যে চিরকুমারী এভাবেই খ্রিষ্টকে অনুনয় করে, খ্রিষ্ট তাঁকে কখনও একা ফেলে রাখেন না, এমনকি তিনি বারবার তাঁকে দেখতে আসেন; কেননা তিনি জগতের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

## শ্লোক

℣ সংগ্রামে ঈশ্বর তাঁকে গ্রহণযোগ্য করেছেন, মানুষের সামনে তাঁকে গৌরবমণ্ডিতা করেছেন ; ক্ষমতাশালীদের সম্মুখে লুসী প্রজ্ঞার সঙ্গেই কথা বলতেন :

℟ আর বিশ্বের প্রভু তাঁকে ভালবাসলেন।

℣ লুসী আপন হৃদয়ে তাঁর আপন ঈশ্বরের জন্য আনন্দময় কুটির প্রস্তুত করলেন ;

℟ আর বিশ্বের প্রভু তাঁকে ভালবাসলেন।

১৪ই ডিসেম্বর

# ক্রুশভক্ত সাধু জন, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত ক্রুশভক্ত সাধু জন-লিখিত 'অধ্যাত্ম গীতি' থেকে পাঠ (৩৬)

## খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত রহস্যকে জানা

এ বর্তমান জীবনকালে রহস্য ও আশ্চর্য সত্য সম্বন্ধে পুণ্য আচার্যরা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন ও পুণ্য প্রাণেরা যা কিছু উপলব্ধি করেছেন তা অনেকই বটে, অথচ সেই সবকিছু সম্পর্কে বলার ও বুঝবার এখনও অনেক বাকি রয়েছে, ফলে খ্রিষ্ট প্রসঙ্গে গবেষণা করার মত এখনও আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। কেননা তিনি যেন ঐশ্বর্যের ফাটলপূর্ণ এমন একটা খনির মত, যে যতই গভীরে যাওয়া যাক না কেন তার ধনগুলির সমাপ্তি পাওয়া যায় না; এমনকি এক একটা গর্তে নতুন নতুন ঐশ্বর্যের ফাটল আবিষ্কার করা হয়।

এজন্য সাধু পল তাঁর সম্বন্ধে বলেন, তাঁর মধ্যে *প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত* (কল ২:৩); সেখানে আত্মা ঢুকতে পারে না, যদি না আগে আন্তর ও বাহ্যিক কষ্টভোগের সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়ে না যায়। বস্তুতপক্ষে খ্রিষ্টের রহস্যগুলি সম্বন্ধে যা কিছু এ জীবনকালে জানা সম্ভব, বহু কষ্ট ভোগ না ক'রে, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাত্ত্বিক ও ইন্দ্রিয়গোচর বহু অনুগ্রহ না পেয়ে ও দীর্ঘ আধ্যাত্মিক অনুশীলন আগে পালন না ক'রে সেইসব কিছুতে গিয়ে পৌঁছানো যায় না। কেননা খ্রিষ্টের রহস্যগুলির প্রজ্ঞার চেয়ে এ সকল অনুগ্রহ গৌণ, এমনকি এ অনুগ্রহগুলি কেবল সাধারণ প্রস্তুতির জন্যই উপকারী।

আহা, আত্মা যদি বুঝতে পারত, যেখানে সবধরনের বহু কষ্ট রয়েছে সেখানে ঢুকে নিজ সান্ত্বনা ও আকাঙ্ক্ষা না রেখে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের ও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো যায় না।

একই প্রকারে যে কেউ সত্যিকারে ঐশপ্রজ্ঞার বাসনা করে, সে প্রথমে ক্রুশের অভ্যন্তরে সত্যিকারে প্রবেশ করতে আকাঙ্ক্ষা করে।

এজন্য সাধু পল এফেসসের শিষ্যদের পরামর্শ দিতেন, দুঃখকষ্টের মধ্যে সাহস না হারিয়ে তারা বরং যেন ভালবাসায় দৃঢ়, স্থিতমূল ও সুস্থির থাকে যাতে করে নিখিল

পুণ্যজনদের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে খ্রিষ্টের সেই ভালবাসার বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা যা জানার অতীত, ফলে তারা যেন ঈশ্বরের সমস্ত পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ হতে পারে (এফে ৩:১৭-১৯ দ্রঃ)। ঐশপ্রজ্ঞার ঐশ্বর্যে প্রবেশ করার জন্য ক্রুশই তো দরজা। দরজাটা সরু, আর তার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় অনেকেই তা কামনা করে বটে, অথচ তার মধ্য দিয়ে যেতে অল্পজনই ইচ্ছা করে।

**শ্লোক** - ১ করি ২:৯-১০ দ্রঃ

*প্র* কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে কখনও প্রবেশ করেনি

*উ* সেই সবকিছু যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

*প্র* আমাদের কাছে ঐশআত্মা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে

*উ* সেই সবকিছু যা প্রভু তাদেরই জন্য প্রস্তুত করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে।

২১শে ডিসেম্বর

## সাধু পিতর কানিসিউস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পুরোহিত সাধু পিতর কানিসিউস-লিখিত 'লেখা' থেকে পাঠ

### খ্রিষ্টের হৃদয়েই প্রৈরিতিক দায়িত্বের উৎস

যাঁকে যথার্থই জার্মানির প্রেরিতদূত বলা হয়, সেই দেশের দিকে রওনা হবার আগে সেই সাধু পিতর কানিসিউস প্রৈরিতিক আশীর্বাদ পেয়ে এমন উচ্চতম আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন যেগুলি তিনি নিজে একথায় বর্ণনা করলেন :

হে শাশ্বতকালীন মহাযাজক, তোমার অসীম মঙ্গলময়তায় তুমি ইচ্ছা করেছ, আমি সেই প্রৈরিতিক আশীর্বাদের কার্যকারিতা ও সপ্রমাণ তোমার প্রেরিতদূতদেরই হাতে সঁপে দেব যাঁরা ভাতিকানে দৃষ্টিগোচর ও তোমার ইচ্ছায় আশ্চর্য কাজের সাধক ; সেখানে আমি অনুভব করেছি, তেমন আবেদনকারীদের মাধ্যমেই আমাকে মহা সান্ত্বনা ও তোমার অনুগ্রহের উপস্থিতি মঞ্জুর করা হচ্ছিল।

কেননা তাঁরাও আমাকে আশীর্বাদ করছিলেন, জার্মানিতে আমার বিশেষ কাজ সপ্রমাণ করছিলেন, এমনকি জার্মানিতে প্রেরিতদূতের মত এই আমাকে তাঁরা যেন তাঁদের মঙ্গলকামনা সম্প্রদান করছিলেন। প্রভু, তুমি তো জান কত প্রকারেই ও কত বারই সেই একই দিনে তুমি আমার দায়িত্বে জার্মানিকে সঁপে দিয়েছ, সেই যে দেশের জন্য আমি পরবর্তীকালে তৎপর হয়ে থাকলাম, যার জন্য আমি জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা করতে থাকলাম।

তখন আমার মনে হচ্ছিল তোমার পবিত্রতম দেহের হৃদয় আমার সামনে খুলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি সেই হৃদয় দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি অবশেষে সেই উৎসের ধারে পান করতে আমাকে আদেশ করলে ; একপ্রকারে আমাকে আমন্ত্রণ করলে আমি যেন তোমারই উৎসধারা থেকে, হে পরিত্রাতা, আমার পরিত্রাণের জল তুলে আনি। আর আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, বিশ্বাস, আশা ও ভক্তির নদনদী সেখান থেকে আমার অন্তরকে প্লাবিত করবে। আমার পিপাসা ছিল দরিদ্রতা, চিরকৌমার্য, বাধ্যতারই

পিপাসা; আমার যাচনা ছিল তুমিই আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ধৌত, পরিবৃত ও অলঙ্কৃত করবে।

তারপরে আমি তোমার মধুময় হৃদয়ের নাগাল পেয়ে সেইখানে আমার পিপাসা মেটাতে সাহস করার পর, তুমি তিন ভাগ বিশিষ্ট এমন একটা বোনা বসন দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলে, যে বসন আমার আত্মার উলঙ্গতা রক্ষা করতে পারবে আর এ বিশেষ কাজের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হতে পারবে; বসনের সেই তিন ভাগ ছিল, শান্তি, ভালবাসা ও অধ্যবসায়। এ ত্রাণবসনে পরিবৃত হয়ে আমার আস্থা ছিল, আমার কোন কিছুর অভাব হবে না, বরং সবকিছু তোমার গৌরবার্থে সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

শ্লোক - মথি ১৩:৫২; প্রবচন ১৪:৩৩ দ্রঃ

প্র যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি একজন গৃহস্বামীর মত:

উ নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

প্র সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে; নির্বোধদের অন্তরে তা কি দেখা দেবে?

উ নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

২৩শে ডিসেম্বর

## কেন্তির সাধু জন, পুরোহিত

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ ১৩শ ক্লেমেন্টের পত্র থেকে পাঠ (২রা ফেব্রুয়ারী ১৭৬৭)

### তিনি হৃদয়ে সর্বদাই গেঁথে রাখতেন কেবল ঈশ্বরের কথা, মুখেও সর্বদাই কেবল ঈশ্বরের কথা

যে অল্পসংখ্যক বিখ্যাত মানুষ ধর্মশিক্ষা ও পবিত্রতার জন্য সমুন্নত, যাঁরা শিক্ষা দান করেছেন শুধু নয়, যা শিখিয়ে দিয়েছেন তা সার্থকও করে তুলেছেন, যাঁরা বিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের যথার্থ তত্ত্ব রক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যে কেন্তির ধন্য জনও তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছেন, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কেননা ক্রাকভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি নির্মলতম উৎস থেকেই শেখা প্রজ্ঞা শিখিয়ে দিলেন, অথচ সেইসময় অনতিদূরবর্তী কতগুলো দেশে বিশ্বাস ক্ষেত্রে ভ্রান্তমত ও বিচ্ছেদ দেখা দিচ্ছিল। তাছাড়া ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি জনগণের কাছে পবিত্রতর জীবনাচরণের কথা উত্থাপন করলেন, এমন জীবনাচরণ যা তিনি নিজের বিনম্রতা, চিরকৌমার্য, দয়া-মমতা, দৈহিক সংযম ও পরিপক্ক পুরোহিত ও অক্লান্ত মজুরের অন্যান্য গুণাবলিতে সপ্রমাণ করতেন।

এভাবে তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলীকে সম্মান ও খ্যাতি আরোপ করলেন, আর শুধু তা নয়, যাঁরা ভবিষ্যতে তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদের জন্য উপকারী আদর্শও রেখে গেলেন যেন তাঁরা অধ্যাপক-দায়িত্ব তৎপরতার সঙ্গে পালন করতে চেষ্টা করেন এবং যত যত্নের সঙ্গে ও যত উপায়ের মধ্য দিয়ে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে কেবল ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসার উদ্দেশ্যে পবিত্রতার বিষয়ও শেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট যত বিষয়ের প্রতি তাঁর সম্মানপূর্ণ সঠিকতা বিনম্রতার সঙ্গে যুক্ত ছিল, ফলে জ্ঞানের দিক দিয়ে সহজেই সকলের ঊর্ধ্বে হয়েও তিনি নিজেকে ছোট মনে করতেন আর অন্যান্যদের চেয়ে নিজেকে কখনও প্রাধান্য দিতেন না ; এমনকি তাঁর ইচ্ছা

ছিল, সকলে তাঁকে হেয় মনে করবে ও অবনমিত করবে; আর যারা তাঁকে হেয় মনে করত ও অবনমিত করত তিনি আনন্দের সঙ্গে তাদের সহ্য করতেন।

বিনম্রতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলত শিশুসুলভ অসাধারণ সরলতা; এজন্য তাঁর যত কাজ ও কথা ছিল স্বচ্ছ ও ছলনাশূন্য; তাঁর অন্তরে যা নিহিত ছিল তা কথায়ও প্রকাশ পেত। তিনি যদি সত্যের খাতিরে আপন কথায় হয় তো কাউকে দুঃখ দিয়েছেন বলে সন্দেহ করতেন, তাহলে বেদিতে যাবার আগে নিজের ভুলের জন্যই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যদেরই ভুলের জন্য অনুনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। দিনের বেলায় নিজ কর্তব্য সেরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরাসরি গির্জায় যেতেন, আর সেখানে এউখারিস্তিয়াতে নিহিত যিশুর সামনে ধ্যানরত ও প্রার্থনারত হয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি হৃদয়ে সর্বদাই গেঁথে রাখতেন কেবল ঈশ্বরের কথা, মুখেও সর্বদাই কেবল ঈশ্বরের কথা।

**শ্লোক** - ইশা ৫৮:৭, ৮

প্ল ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও; তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে,

উ তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

প্ল উলঙ্গকে দেখলে তাকে বস্ত্র পরিয়ে দাও, মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না,

উ তোমার আগে আগে ধর্মময়তা চলবে।

২৬শে ডিসেম্বর

# সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (৬:৮—৭:২ক, ৪৪-৬০)

**স্তেফানের সাক্ষ্যমরণ**

স্তেফান অনুগ্রহ ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন। পরে, যাকে বিমুক্তদের সমাজগৃহ বলে, তার কয়েকজন সদস্য এবং কিরেনে ও আলেক্সান্দ্রিয়ার কয়েকজন লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অন্য কয়েকজন লোক স্তেফানের সঙ্গে তর্ক করার জন্য উঠে দাঁড়াল; কিন্তু তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না; তাই তারা কয়েকজন লোককে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল, 'আমরা একে মোশি ও ঈশ্বরের নিন্দা করতে শুনেছি।' জনগণকে এবং প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের উত্তেজিত করে তুলে তারা স্তেফানের উপর এসে পড়ল, এবং গ্রেপ্তার করে তাঁকে মহাসভায় নিয়ে গেল। পরে এমন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করিয়ে দিল যারা বলল, 'এই লোক অবিরতই এই পবিত্র স্থানের বিরুদ্ধে ও বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে। আমরা নিজেরা একে একথা বলতে শুনেছি যে, নাজারেথীয় এই যিশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে, এবং মোশি যে সকল নিয়ম-প্রথা আমাদের কাছে সম্প্রদান করেছেন, সে তার পরিবর্তন ঘটাবে।'

যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তাঁরা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত।

মহাযাজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই সমস্ত কথা কি সত্য?' উত্তরে তিনি বললেন: 'ভাই ও পিতা সকল, শুনুন! মোশি যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে প্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সেই সাক্ষ্য-তাঁবু ছিল; মোশি তাঁবুর যে নমুনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি সেই নমুনা অনুসারেই তাঁবুটা তৈরি করতে বলেছিলেন (যাত্রা ২৫:৪০ দ্রঃ)। আর সেই তাঁবু গ্রহণ করে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যোশুয়ার সঙ্গে তা সঙ্গে করে বহন ক'রে সেই জাতিগুলির অধিকার-ভূমিতে প্রবেশ করলেন যাদের ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন (যোশুয়া ৩:১৪-১৭ দ্রঃ)।

তাঁবুটা দাউদের সময় পর্যন্ত রইল। ইনি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেলেন, এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি তাঁবু প্রস্তুত করার অনুমতি যাচনা করলেন (সাম ১৩২:৫; ১ রাজা ৮:১৭ দ্রঃ); শলোমনই কিন্তু তাঁর জন্য একটি গৃহ গেঁথে তুললেন (২ শামু ৭:১৩; ১ রাজা ৬:২ দ্রঃ)। তবু পরাৎপর যিনি, তিনি তো হাতে গড়া এক গৃহে বাস করেন না, যেমনটি নবী বলেন:

*যখন স্বর্গ আমার সিংহাসন*
*ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ,*
*তখন—প্রভু বলছেন—*
*আমার জন্য তোমরা কেমন গৃহ গেঁথে তুলবে?*
*কিংবা কোথায় হবে আমার বিশ্রামস্থান?*
*আমারই হাত কি এই সবকিছু গড়েনি?* (ইশা ৬৬:১-২)।

হে জেদি মানুষ! আপনাদের কান ও হৃদয়ই অপরিচ্ছেদিত! আপনারা সবসময় পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকেন: আপনাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন, আপনারাও তেমন। আপনাদের পিতৃপুরুষেরা নবীদের মধ্যে কাকেই বা নির্যাতন করেননি? যাঁরা সেই ধর্মাত্মারই আগমন-সংবাদ দিতেন যাঁর প্রতি আপনারা কিছু দিন আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ও হত্যা করেছেন, তাঁদেরই তাঁরা হত্যা করতেন; হ্যাঁ, সেই আপনারাই, যাঁরা দূতদের হাত দিয়ে বিধান পাওয়া সত্ত্বেও তা পালন করেননি!'

এই কথা শুনে তাঁরা অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, তাঁর দিকে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বলে উঠলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বর্গ উন্মুক্ত, এবং মানবপুত্র ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।' তাঁরা কানে আঙুল দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করতে লাগলেন আর সবাই মিলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং তাঁকে শহর থেকে বের করে এনে পাথর ছুড়ে মারতে লাগলেন; সাক্ষীরা নিজেদের জামাকাপড় শৌল নামে একটি যুবকের পায়ের কাছে রাখল। তারা স্তেফানকে পাথর মারতে মারতেই তিনি এই মিনতি নিবেদন করলেন, 'প্রভু যিশু, আমার আত্মা গ্রহণ কর।' পরে নতজানু হয়ে জোর

গলায় বলে উঠলেন, ‘প্রভু, এই পাপের জন্য এদের দায়ী করো না।’ এবং এ বলে নিদ্রা গেলেন।

**শ্লোক**

℣ ইহুদীরা ঈশ্বরের দাস স্তেফানকে পাথর ছুড়ে মারলে তিনি স্বর্গ উন্মুক্ত দেখে সেখানে প্রবেশ করলেন।

℟ সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়।

℣ তিনি পাথরের ঝড়ে নিমজ্জিত, কিন্তু স্বর্গে তাঁর জন্য ঈশ্বরের গৌরব বিকিরণ করছিল।

℟ সুখী সেই মানুষ, যার সামনে স্বর্গ উন্মুক্ত হয়।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩:১-৩, ৫-৬)

**ভালবাসার অস্ত্র**

গতকাল আমরা আমাদের সনাতন রাজার কালসাপেক্ষ জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেছি; আজ সৈন্যের গৌরবময় যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করি। গতকাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে প্রসন্নতার সঙ্গে জগৎকে দেখতে এলেন; আজ সৈন্য দেহ-তাঁবু ছেড়ে বিজয়ী হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

আমাদের রাজা, সেই উচ্চতম, আমাদের খাতিরে বিনম্র হয়েই এলেন, তবু শূন্য হাতে আসতে পারেননি। আপন সৈন্যদের কাছে তিনি এমন মহাদান এনে দিলেন, যে দানে তিনি তাদের অতি ধনবান করলেন শুধু নয়, সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অপরাজেয় হবার জন্য তাদের সঞ্জীবিতও করলেন। যে দান তিনি এনে দিলেন, তা হল সেই ভালবাসা যা মানুষকে ঈশ্বরের সাহচর্যে চালিত করে।

তিনি যা এনে দিলেন, তা বিতরণ করলেন; এতে তাঁর কোন কমতি পড়েনি, তিনি বরং আপন বিশ্বাসীদের দরিদ্রতাকে ধনবান করে তুললেন আর তিনি নিজেও অফুরানো ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে থাকলেন। এইভাবে যে ভালবাসা খ্রিষ্টকে স্বর্গ থেকে মর্তে উপনীত করেছিল, সেই একই ভালবাসা স্তেফানকে মর্ত থেকে স্বর্গে উন্নীত করল। যে

ভালবাসা আগে রাজাতে দেখা দিয়েছিল, সেই একই ভালবাসা পরবর্তীতে সৈন্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেল।

সুতরাং, আপন নামে প্রদর্শিত সেই মুকুট পাবার যোগ্য হবার জন্য স্তেফানের অস্ত্র ছিল ভালবাসা, আর তা দ্বারাই তিনি সর্বত্রই জয়ী ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি নির্যাতনকারী ইহুদীদের সামনে অবিচলিত হয়ে থাকলেন, প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা হাতিয়ার করে তাদের হয়ে প্রার্থনা করলেন যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল। ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি ভ্রান্তপথগামীদের ভর্ৎসনা করতেন তারা যেন নিজেদের সংস্কার করে; ভালবাসা হাতিয়ার করে তিনি, যারা পাথর ছুড়ে মারছিল, তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন তারা যেন দণ্ড থেকে রেহাই পায়।

ভালবাসার শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে তিনি তীব্র নিপীড়ক শৌলকে জয় করলেন, আর মর্তে যিনি তাঁর নির্যাতনকারী হয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে সঙ্গী বলেই তাঁকে পাবার যোগ্য হয়ে উঠলেন। সেই পুণ্য ও অক্লান্তিকর ভালবাসা ভর্ৎসনা দ্বারা যাদের মন ফেরাতে পারেনি, প্রার্থনা দ্বারা তাদের জয় করতে আকাঙ্ক্ষা করত।

আর দেখ! এখন পল স্তেফানের সঙ্গে আনন্দ করেন, স্তেফানের সঙ্গে খ্রিষ্টের জ্যোতি ভোগ করেন, স্তেফানের সঙ্গে উল্লাস করেন, স্তেফানের সঙ্গে রাজত্ব করেন। কেননা পলের পাথরে নিপাতিত স্তেফান যেখানে আগে গেলেন, স্তেফানের প্রার্থনার সহায়তায় পল সেখানে তাঁর অনুসরণ করলেন।

আমার ভাইবোনেরা, কতই না সত্যময় সেই জীবন, যেখানে স্তেফানের হত্যার জন্য পল যে লজ্জায় দণ্ডিত এমন নয়, বরং পলের সাহচর্যে স্তেফান আনন্দিত, কেননা ভালবাসাই উভয়ের মধ্যে আনন্দে মেতে ওঠে। হ্যাঁ, স্তেফানের বেলায় ভালবাসা ইহুদীদের হিংস্রতা জয় করল, পলের বেলায় ভালবাসা পাপরাশি ঢেকে দিল, উভয়ের বেলায় ভালবাসা তাঁদের একসঙ্গেই স্বর্গরাজ্য লাভ করার যোগ্য করে তুলল।

সুতরাং ভালবাসা হল সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস, সমস্ত মঙ্গলদানের উৎপত্তি; ভালবাসা হল উত্তম আশ্রয়দুর্গ, এমন পথ যা স্বর্গে চালিত করে। যে কেউ ভালবাসায় চলে, সে কখনও ভুল করতে পারবে না, ভয়ও পেতে পারবে না। ভালবাসা নিজেই দিশারী হয়ে চালিত করে, নিজেই রক্ষা করে, নিজেই পৌঁছিয়ে দেয়।

অতএব, ভাইবোনেরা, যেহেতু খ্রিষ্ট ভালবাসার সিঁড়ি দিয়ে গেলেন, যা বেয়ে সকল খ্রিষ্টিয়ান স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে, সেজন্য সেই নির্মল ভালবাসাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর, পরস্পরের কাছে সেই ভালবাসা দেখাও, আর সেই ভালবাসায় নিত্য উন্নতিশীল হও।

শ্লোক

প্র কাল প্রভু মর্তে জন্ম নিলেন, যাতে স্তেফান স্বর্গে জন্ম নিতে পারেন; তিনি জগতে প্রবেশ করলেন,

উ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

প্র কাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অনুগ্রহপূর্বক এজগতে এসে দেখা দিলেন,

উ যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

## অথবা (জোড় বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - বিশপ সাধু আগস্তিনেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ থেকে পাঠ (উপদেশ ২১৫)

**স্তেফান যদি শত্রুদের জন্য প্রার্থনা না করতেন,**

**আজ মণ্ডলীর কোন পলই থাকতেন না**

গতকাল আমরা খ্রিষ্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেছি, যেদিন সাক্ষ্যমরদের রাজা এজগতে জন্ম নিলেন; আজ আমরা স্তেফানের স্বর্গীয় জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি, যেদিন সকল সাক্ষ্যমরদের প্রথমজন এজগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। যিনি অমর, তাঁর পক্ষে আগে আমাদের মাংস ধারণ করা প্রয়োজন ছিল, মরণশীল মানুষ যেন তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করতে পারে; প্রভু আপন দাসের খাতিরে মরবার জন্যই জন্ম নিলেন, যেন তাঁর দাস তাঁর খাতিরে মরতে ভয় না করে। যিনি উর্ধ্বতম, তিনি আমাদের নিচুতায় নেমে এলেন যেন নমিত মানুষ উর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে। ঈশ্বরের পুত্র মানবপুত্র হলেন যেন মানবসন্তানেরা ঈশ্বরসন্তান হতে পারে। খ্রিষ্ট আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন; স্তেফানও

তাই করলেন। কিন্তু খ্রিষ্ট স্তেফানের সহযোগিতা বিনাই সাধন করলেন; খ্রিষ্টের সহযোগিতা বিনা স্তেফান কি আশ্চর্য কাজ সাধন করতে পারতেন? স্তেফান খ্রিষ্টের উপর নির্ভরশীল ছিলেন যেইভাবে শাখা আঙুরগাছের উপর নির্ভরশীল। ফল শাখায় ঝোলে, এতে কি বিস্মিত হবার কিছু আছে? দেখ, শাখা গাছের সঙ্গে সংযুক্ত।

যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করছিল, খ্রিষ্ট তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন; যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মারছিল, স্তেফানও তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন। ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই খ্রিষ্ট প্রার্থনা করলেন; হাঁটু পেতেই স্তেফান প্রার্থনা করলেন। প্রভুর হাতে আত্মা সঁপে দেবার জন্য তিনি দাঁড়ালেন, আক্রমণকারীদের পাপের জন্য প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে তিনি হাঁটুপাত করলেন। শত্রুদের হয়ে প্রার্থনা ক'রে তিনি বন্ধুর মতই যেন প্রভুর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন, 'তুমি তো দেখছ, আমি যন্ত্রণা ভোগ করছি, আমাকে পাথর ছুড়ে মারা হচ্ছে; তারা আমার উপর ক্রুদ্ধ, তবু তুমি *এই পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না* (প্রেরিত ৭:৬০)। তুমিই তো তোমার আপন আদর্শেই একথা বলতে আমাকে শিখিয়েছ। আমি তোমার দাসরূপেই যন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু তোমার ও আমার মধ্যে অসীম পার্থক্য রয়েছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি বাণী, আমি বাণীর শ্রোতা; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি স্রষ্টা, আমি সৃষ্টজীব; তুমি ঈশ্বর, আমি মানুষ। যারা আমাকে পাথর ছুড়ে মারছে আর যারা তোমাকে ক্রুশে দিয়েছিল, তাদের দোষের মধ্যে অপরিসীম ব্যবধান রয়েছে। যখন তুমি প্রার্থনা করে বললে, *পিতা, তাদের ক্ষমা কর, কেননা তারা কি করছে তা জানে না* (লুক ২৩:৩৪), তখন তুমি ঘৃণ্যতম অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলে, আর তুমি সেটার চেয়ে ছোটই একটা অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা চাইতে শিখিয়েছ।' তিনি প্রার্থনা করে বললেন, *প্রভু, এই পাপের জন্য তাদের দায়ী করো না*; তিনি যেন বললেন, 'আমার দেহ যন্ত্রণা ভোগ করছে; তাদের আত্মা বিনষ্ট হতে দিয়ো না।' তারা ছুড়ে মারছিল পাথর, আর সাধু স্তেফান প্রার্থনাই যেন ছুড়ে মারছিলেন।

এসো, এবার দৃষ্টিপাত করি যুবক শৌলেরই দিকে; এসো, লক্ষ করে দেখি ধন্য সাক্ষ্যমর স্তেফানের প্রার্থনা কত শক্তিশালী হয়েছে। সেদিন স্তেফান যদি শত্রুদের জন্য প্রার্থনা না করতেন, আজ মণ্ডলীর কোন পলই থাকতেন না। সুতরাং এসো, স্তেফানের কাছে নিজেদের সঁপে দিই; যারা তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, তাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা

যখন মঞ্জুর করা হল, যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা মহত্তর কারণে আজ মঞ্জুর করাই হবে।

**শ্লোক**

*প্র* কাল প্রভু মর্তে জন্ম নিলেন, যাতে স্তেফান স্বর্গে জন্ম নিতে পারেন ; তিনি জগতে প্রবেশ করলেন,

*উ* যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

*প্র* কাল আমাদের রাজা মাংসবসনে পরিবৃত হয়ে কুমারীর গর্ভ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে অনুগ্রহপূর্বক এজগতে এসে দেখা দিলেন,

*উ* যাতে স্তেফান স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন।

২৭শে ডিসেম্বর

# সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১:১–২:৩)

**জীবন-বাণীই ঈশ্বরের আলো**

যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,
আমরা তারই কথা বলছি।

কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল ;
আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—
যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।

আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।
আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,

অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত
সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।
আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।

বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন:
সেই যিশু খ্রিষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!
এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রিষ্টকে জেনেছি,

আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।

**শ্লোক** - ১ যোহন ১:২, ৪; যোহন ২০:৩১ দ্রঃ

*প্র* আমরা তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি, যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে: আমরা একথা লিখছি যেন তোমরা আনন্দ করতে পার,

*উ* আর তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হতে পারে।

*প্র* এসব কিছু লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

*উ* আর তোমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হতে পারে।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - যোহনের প্রথম পত্রে বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (১ম বিভাগ ১:৩)

**জীবন মাংসে আত্মপ্রকাশ করল**

*যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, যা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে…* (১ যোহন ১:১ দ্রঃ)। বাণীকে কে নিজের হাতে স্পর্শ করতে পারে, যদি-না একারণে যে, *বাণী হলেন মাংস আর আমাদের মাঝে বাস করলেন?* (যোহন ১:১৪ লাতিন পাঠ্য)। এই যে বাণী মাংস হলেন আমরা যেন নিজেদের হাতে তাঁকে স্পর্শ করতে পারি, তিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভেই মাংস হতে লাগলেন; তিনি যে তখন বাণীই হতে লাগলেন কিন্তু তেমন নয়, কেননা লেখা আছে, *যা আদি থেকে ছিল।* দেখ তাঁর পত্র তাঁর সুসমাচারের কথায় স্বীকৃতি দেয় কিনা; সুসমাচারে তোমরা তো এইমাত্র শুনেছ, *আদিতে ছিলেন বাণী, আর বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে* (যোহন ১:১)। হয় তো কেউ আছে যে মনে করে, জীবনবাণী এমন বচন যা খ্রিষ্টকেই নির্দেশ করে, কিন্তু হাতে স্পর্শ করা তাঁর প্রকৃত দেহকে নির্দেশ করে না। তবে দেখ পরবর্তীতে কী লেখা আছে, *সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল* (১ যোহন ১:২)। সুতরাং স্বয়ং খ্রিষ্টই সেই জীবনবাণী।

আর কী করে সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল? তা আদি থেকেই ছিল বটে, কিন্তু সেসময় মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি; সেই স্বর্গদূতদেরই কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল যাঁরা তাকে দেখতেন ও খাদ্যরূপেই যেন গ্রহণ করতেন। কিন্তু শাস্ত্র কী বলে? *মানুষ খেল স্বর্গদূতদের রুটি* (সাম ৭৮:২৫ লাতিন পাঠ্য)।

সুতরাং জীবন নিজেই আত্মপ্রকাশ করল, কেননা আত্মপ্রকাশের অর্থই যে, কেবল হৃদয়েই যা দৃষ্টিগোচর, তা চোখেও দৃষ্টিগোচর হবে যেন হৃদয়কে নিরাময় করতে পারে। বস্তুত কেবল হৃদয়েই বাণী দৃষ্টিগোচর, মাংস কিন্তু দৈহিক চোখেও দৃষ্টিগোচর। এমনটি ঘটল যাতে আমরা বাণী দেখতে পাই: বাণী হলেন মাংস আমরা যেন সেই মাংস দেখতে পাই ও আমাদের মধ্যে নিরাময় হতে পারে সেই অন্তর যা দ্বারা আমরা বাণীকে দেখতে পাই।

সাধু যোহন বলে চলেন, *তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি যা পিতার কাছে ছিল এবং আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে* (১ যোহন ১:২), যার অর্থ হল, আমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে, বা আরও সহজে, আমাদের কাছেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

*যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি* (১ যোহন ১:৩): প্রিয়জনেরা, একথা ভালোমতই উপলব্ধি কর: *যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি, তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,* তাঁরা মাংসে উপস্থিত স্বয়ং প্রভুকে দেখেছেন, প্রভুর মুখ থেকেই সেই কথা শুনেছেন ও আমাদের কাছে সেই সংবাদ দিয়েছেন। তাই আমরাও শুনেছি, কিন্তু দেখিনি।

তবে কি, যাঁরা শুনেছেন ও দেখেছেন, তাঁদের চেয়ে আমরা কি কম ভাগ্যবান? তাহলে কেন তিনি বলে চলেন, *তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার* (১ যোহন ১:৩)। তাঁরা দেখেছেন, আমরা কিন্তু দেখিনি, তবুও আমরা সহভাগী, কেননা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

*পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গেই আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা। আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি, আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়* (১ যোহন ১:৩-৪)। অর্থাৎ, একই সহভাগিতায়, একই ভালবাসায়, একই একতায় আনন্দের পূর্ণতা।

**শ্লোক**

*প্র* ইনি সেই ধন্য যোহন, যিনি শেষ ভোজের সময়ে প্রভুর কোলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

*উ* ধন্য সেই প্রেরিতদূত, যাঁর কাছে প্রকাশিত হল স্বর্গীয় রহস্য।

*প্র* তিনি স্বয়ং প্রভুর পুণ্য বুক থেকেই সুসমাচারের জল পান করলেন।

*উ* ধন্য সেই প্রেরিতদূত, যাঁর কাছে প্রকাশিত হল স্বর্গীয় রহস্য।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - আকুইলেয়ার বিশপ সাধু ক্রমাতিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:১-৫)

### খ্রিষ্ট তাঁকে ভালবাসলেন

প্রভুর সকল শিষ্যের মধ্যে যোহন সবচেয়ে যুবক; বয়সে সবচেয়ে যুবক, কিন্তু বিশ্বাসে ইতিমধ্যেই প্রাচীন; আর সুসমাচার প্রধানদের মধ্যেই তাঁকে স্থান দেয়: প্রভু যতবার প্রেরিতদূতদের মধ্য থেকে একটি ছোট দল সঙ্গে নিতেন, ততবার তাঁদের মধ্যে যোহন উপস্থিত থাকতেন। মৃত যুবতীকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি যখন সমাজগৃহের অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন পিতর ও যাকোবের সঙ্গে তিনি যোহনকেও বেছে নিয়েছিলেন: তিনি চেয়েছিলেন, এই তিনজন হবেন সেই পুনরুত্থানের সাক্ষী। তাঁর দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল: প্রথমত, *সবকিছু দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথায় নিষ্পন্ন হোক* (দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫; মথি ১৮:১৬), ঐশবিধানের এই নির্দেশ যেন পালিত হয়; দ্বিতীয়ত, পরমত্রিত্বের বিশ্বাস ও অনুগ্রহ গুণে ছাড়া কেউই পাপ-মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করতে পারে না। ত্রিত্ব-রহস্য জানাবার জন্যই তো যুবতীর পুনরুত্থানের সময়ে প্রভু তিন সাক্ষীর উপস্থিতি চেয়েছিলেন।

যখন তিনি সেই পর্বতে শিষ্যদের কাছে আপন গৌরব প্রকাশ করতে চাইলেন, তখন পিতর ও যাকোবের সঙ্গে তিনি যোহনকেও সঙ্গে নিলেন। তিনি এ তিনজনকে সঙ্গে করে *একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত*

*হলেন; আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন।* আর স্বর্গ থেকে পিতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। তাঁর কথা শোন* (মথি ১৭:১-৩, ৫)।

এখানেও রহস্যটি লক্ষ কর, কেমন করে ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের ঈশ্বর বলে আত্মপ্রকাশ করেন। স্বর্গ থেকে পিতাই পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; মর্ত থেকে তিন শিষ্যকে বেছে নেওয়া হয়; মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করেছেন বিধায় পাতালের সাক্ষীরূপে মোশিকেই আহ্বান করা হয়; আর যেন খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করা থেকে কোন স্থান অনুপস্থিত না থাকে, সেজন্য যাঁর মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয়নি, পরমদেশ থেকে সেই এলিয়কেই আহ্বান করা হল, যাতে করে ঈশ্বরের এমন সাক্ষী থাকতে পারতেন যাঁরা সবদিক ও সব স্থান থেকেই আগত: স্বর্গ থেকে, মর্ত থেকে, পরমদেশ থেকে ও পাতাল থেকে। এখানেও, প্রেরিতদূতদের প্রধানদের মধ্যে যোহন উপস্থিত।

যন্ত্রণাভোগের সময়, যখন বিশ্বপরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পুত্র ক্রুশে ঝুলছিলেন, প্রভু তখন যোহনের হাতে ছাড়া অন্য কারও হাতে আপন মাতাকে সঁপে দেননি; তিনি যোহনকে বলেছিলেন, ওই *দেখ, তোমার মা!* আর মাকে বলেছিলেন, ওই *দেখ, তোমার ছেলে* (যোহন ১৯:২৭, ২৬)। তিনি আপন মাতাকে ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন এমন নয়, —তিনি তো দিব্য প্রসন্নতার সঙ্গে সকলকে পালন করেন, তিনি তো সকলের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক—, বরং মায়ের প্রতি আপন ভালবাসা দেখানোর জন্যই তিনি তাঁকে যোহনের হাতে সঁপে দিলেন। প্রভু মারীয়ার প্রতি আপন সন্তানসুলভ ভক্তি দেখাতে চাইলেন, কেননা তিনি নিজেই সমস্ত ভালবাসার উৎস। সুতরাং, এখানেও প্রেরিতদূতদের মধ্যে যোহনই মনোনীত। তাঁর বিশেষ সদ্‌গুণাবলির জন্যই তিনি ছিলেন খ্রিষ্টের বিশেষ ভালবাসার পাত্র।

যন্ত্রণাভোগের পর, প্রভুর পুনরুত্থানের সংবাদে, পিতর ও যোহন সমাধিগুহা দেখতে ছুটে গেলেন। যদিও পিতরের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তিনি সমাধিগুহার মধ্যে ঢোকেননি, যোহনই সেখানে প্রথম পৌঁছলেন। খ্রিষ্টপ্রেম তাঁকে যেন ঠেলাই দিচ্ছিল বিধায় তিনি পিতরের আগে আগে ছুটে পৌঁছলেন, কিন্তু বিনম্রতার খাতিরে থামলেন: ভালবাসার উদ্দীপনায় আগে আগে ছুটলেন, কিন্তু প্রেরিতদের প্রধানের সম্মানের খাতিরে

ঢুকলেন না: তাতে তিনি পিতরের প্রতি বিনম্রতা ও খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস দু'টোই বজায় রাখলেন। সাধু যোহন একটি সুসমাচারও লিখলেন, যার বিশেষ গুণ ও স্বীয় বৈশিষ্ট্য সকলের কাছে জানা। যোহন-রচিত সুসমাচার ভ্রান্তমতের বিপক্ষে সত্য রক্ষার জন্যই বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, কেননা স্পষ্টই ঘোষণা করে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও প্রমাণ করে তিনি ঈশ্বর।

আজ তেমন মহা প্রেরিতদূতের পর্ব: এসো, আমরা যথোচিত সম্মান দেখিয়ে এ পর্বটি উদ্‌যাপন করি, তাঁর প্রার্থনার সহায়তায় আমরা যেন সেই শাশ্বত গৌরবে পৌঁছতে পারি, ঈশ্বর যে গৌরব আপন পুণ্যজনদের জন্য প্রস্তুত করেন।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:১৬; রো ৫:৮

*প্র* এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:

*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

*প্র* ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রমাণ করছেন, কেননা আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মরলেন।

*উ* সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

২৮শে ডিসেম্বর

# নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ

পর্ব

**প্রথম পাঠ** - যাত্রাপুস্তক থেকে পাঠ (১:৮-১৬, ২২)

## মিশরে শিশুদের হত্যাকাণ্ড

একসময় মিশরে এমন এক নতুন রাজা আসন গ্রহণ করলেন, যিনি যোসেফের কথা কখনও শোনেননি। তিনি তাঁর জনগণকে বললেন, 'দেখ, আমাদের চেয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের জাতির সংখ্যা ও শক্তি বেশি। এসো, আমরা ওদের বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে এমন ব্যবস্থা নিই, যেন ওদের লোকসংখ্যা আর বাড়তে না পারে; নইলে যুদ্ধ বাধলে ওরা শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর অবশেষে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবে।' সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সরদারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফারাওর জন্য পিথোন ও রাম্‌সেস এই দু'টো ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করল। কিন্তু তাদের উপর যত বেশি অত্যাচার চালানো হল, তারা সংখ্যায় তত বেশি বেড়ে চলতে ও ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ফলে মিশরীয়েরা ইস্রায়েল সন্তানদের ব্যাপারে ভয় পেতে লাগল। তাই মিশরীয়েরা নির্মম ভাবে ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্ব-কাজে বশীভূত করল; কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল: তাদের দ্বারা গাঁথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, মাঠে-খামারে নানা রকম কাজ করাল: এ ধরনেরই সমস্ত দাসত্বের কাজ তাদের উপরে নির্মম ভাবে চাপিয়ে দিল।

পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পুয়া নামে দুই হিব্রু ধাত্রীকে বলে দিলেন, 'তোমরা যখন হিব্রু স্ত্রীলোকদের ধাত্রীকাজ কর, তখন প্রসবাধারের পাথর দু'টোর দিকে লক্ষ রাখ, ছেলে হলে তাকে মেরে ফেল, মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দাও।' তখন ফারাও তাঁর সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'

**শ্লোক** - ইশা ৬৫:১৯; প্রকাশ ২১:৪, ৫ দ্রঃ

*প্র* আমার জনগণের জন্য আনন্দের কথা :

*উ* তাদের মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।

*প্র* মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না। দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।

*উ* তাদের মধ্যে আর শোনা যাবে না কান্নার সুর বা হাহাকার।

**দ্বিতীয় পাঠ** (বিজোড় বর্ষ) - বিশপ সাধু কুওদ্ভুল্তদেউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (বিশ্বাসোক্তি, ২য় উপদেশ)

**তাদের এখনও কথা ফোটেনি,**

**অথচ খ্রিষ্টকে স্বীকার করছে**

ছোট শিশু রূপেই মহান রাজা জন্ম নেন। পণ্ডিতগণ দূর থেকে তাঁর কাছে চালিত হন; তাঁরা এমন একজনকে পূজা করতে আসেন, যিনি এখন জাবপাত্রে শোয়ানো থেকেও তবু স্বর্গে রাজত্ব করেন। পণ্ডিতগণ রাজার কাছে নবজাতের সংবাদ দিলে হেরোদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এবং রাজ্য না হারাবার জন্য তাঁকেই হত্যা করতে চায়, যাঁর উপর বিশ্বাস রাখলে সে এজীবনে নিরাপদ হয়ে থাকত ও পরজীবনে অনন্তকাল ধরেই রাজত্ব করত।

কিসের ভয় করছ, হেরোদ, নবজাত রাজার কথা শুনে? তোমাকে পদচ্যুত করতে নয়, শয়তানকেই জয় করতে তিনি এলেন। কিন্তু তুমি একথা না বুঝে উদ্বিগ্ন ও রাগান্বিত; আর যাঁকে খোঁজ করছ, সেই একজনকে বিনাশ করার জন্য তুমি এতগুলো শিশুর মৃত্যু ঘটিয়ে হিংস্রতা দেখাচ্ছ।

মাতাদের দুঃখে মায়া, সন্তানদের মৃত্যুতে পিতাদের শোক, শিশুদের চিৎকার ও কান্না, কিছুই তোমার মন ফেরাতে পারে না। অন্তরে আতঙ্ক তোমাকে হত্যা করে বিধায়ই তুমি শিশুদের প্রাণে মার; আর স্বয়ং জীবনকে হত্যা করার চেষ্টা করতে করতে তুমি মনে করছ, যা কামনা কর তা পূরণ করতে পারলে তুমি দীর্ঘজীবী হতে পারবে।

অথচ যিনি অনুগ্রহের উৎস, যিনি একাধারে ছোট ও মহান, তিনি জাবপাত্রে শুয়ে থেকেও তোমার সিংহাসন টলিয়ে দিচ্ছেন; অজান্তে তোমারই মাধ্যমে তিনি তাঁর আপন লক্ষ্য পূরণ করছেন, এবং শয়তানের বন্দিদশা থেকে মানবাত্মাকে মুক্ত করছেন। তিনি শত্রুদের সন্তানদের দত্তকপুত্র বলে গ্রহণ করলেন।

অজান্তে শিশুরা খ্রিষ্টের জন্যই মরছে, মাতাপিতারা সাক্ষ্যমরদেরই মৃত্যুতে সন্তাপ করছেন। তাদের বাক্‌শক্তি এখনও না থাকলেও খ্রিষ্ট তাদের নিজের উপযুক্ত সাক্ষী করে তোলেন। যিনি রাজত্ব করতে এসেছিলেন, এই যে কীভাবে তিনি রাজত্ব করেন। এই যে, মুক্তিসাধক এখন থেকেই মুক্তি এনে দিচ্ছেন, আর পরিত্রাতা পরিত্রাণ অর্পণ করছেন।

তুমি কিন্তু, হেরোদ, একথা না জেনে উদ্বিগ্ন ও রাগান্বিত: এমনকি শিশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে করতে তুমি অজান্তে তাঁকে সম্মান আরোপ করছ। আহা, অনুগ্রহের মহাদান! কোন্ গুণ দেখিয়ে এ শিশুরা এত মহা বিজয় লাভ করল? তাদের এখনও কথা ফোটেনি, অথচ তারা খ্রিষ্টকে স্বীকার করছে। অঙ্গগুলি অচলা বলে তারা এখনও সংগ্রামে নামতে অযোগ্য, অথচ তারা বিজয়মালা বহন করছে।

**শ্লোক** - প্রকাশ ৫:১৪; ৪:১০; ৭:১১ দ্রঃ

*প্র* চিরদিন চিরকাল জীবিত থাকেন যিনি, তাঁরা তাঁকে আরাধনা ক'রে

*উ* প্রভুর সিংহাসনের সামনে নিজ নিজ মুকুট নামিয়ে রাখলেন।

*প্র* তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত ক'রে

*উ* প্রভুর সিংহাসনের সামনে নিজ নিজ মুকুট নামিয়ে রাখলেন।

## *অথবা* (জোড় বর্ষ)

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৫৮:৬-৭)

### যে বয়স সংগ্রামের জন্য অক্ষম ছিল,
### সেই বয়স বিজয়মালা লাভ করতে প্রস্তুত হল

খ্রিষ্টের জন্মের পর পরেই ঘটল সেই শিশুদের সাক্ষ্যমরণ, যাদের তাঁর কারণে দু'বছর বয়সে হত্যা করা হল। যে বয়স সংগ্রামের জন্য অক্ষম ছিল, সেই বয়স

বিজয়মালা লাভ করতে প্রস্তুত হল। নিরপরাধী বাল্যকালকে হত্যা করা হল যাতে তাদেরই নিরপরাধিতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে পারে যারা খ্রিষ্টের কারণে মৃত্যু ভোগ করে। যখন সেই শিশুরাও সাক্ষ্যমরণ ভোগ করে, তখন প্রমাণিত হয় যে, কেউই নির্যাতনের বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

যখন খ্রিষ্ট প্রথম কষ্টভোগ করলেন, তখন খ্রিষ্টের দাস সেই খ্রিষ্টিয়ানের পক্ষে কষ্টভোগ অস্বীকার করা কতই না গুরু অপরাধ; যিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ, তিনি যখন আমাদের জন্য দুঃখক্লেশ ভোগ করলেন, তখন আমাদের পক্ষে আমাদের নিজেদের পাপের জন্য দুঃখক্লেশ ভোগ অস্বীকার করাও কতই না গুরু অপরাধ। ঈশ্বরের পুত্র যন্ত্রণাভোগ মেনে নিলেন যাতে আমাদেরও ঈশ্বরের সন্তান করতে পারেন, আর মানবসন্তান যন্ত্রণাভোগ অস্বীকার করে, ফলে ঈশ্বরসন্তান হতে অসম্মতি জানায়! জগৎ আমাদের ঘৃণা করে, এজন্য যদি আমাদের কষ্টভোগ করতে হয়, তবে খ্রিষ্টই তো প্রথম জগতের ঘৃণা ভোগ করলেন; আমাদের যদি তামাশা, পলায়ন বা নিপীড়ন ভোগ করতে হয়, তবে বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু গুরুতর পর্যায়ে সেইসব ভোগ করলেন; তিনি সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, *জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে* (যোহন ১৫:১৮-২০)।

আমাদের ঈশ্বর প্রভু যা শিখিয়ে দিলেন, তা বাস্তবায়িতও করলেন, যে শিষ্য শেখে অথচ কিছুই বাস্তবায়িত করে না, সেই শিষ্যের যেন কোন ছুতা না থাকে।

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, তোমাদের কেউই যেন ভাবী নির্যাতনের ভয়ে, বা আগমনকারী সেই খ্রিষ্টবৈরীর আবির্ভাবে অভিভূত না হয়ে পড়ে; সে যেন এমন ভয়ে অভিভূত না হয় যে, সুসমাচারের সুমন্ত্রণা ও ঊর্ধ্ব থেকে আগত যত আদেশ ও সতর্কবাণী দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত ও অধিক প্রস্তুত বলে তাকে না পাওয়া যায়!

খ্রিষ্টবৈরী আসছে বটে, তবু খ্রিষ্ট সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হন। শত্রু যত হিংস্রতার সঙ্গে আমাদের পীড়ন করছে, তবু প্রভু সঙ্গে সঙ্গেই এসে আমাদের যন্ত্রণা ও ক্ষতের প্রতিশোধ নেন। বিরোধী ক্রোধ দেখায় ও হুমকি দেয়, তবু একজন আছেন যিনি তার হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। আমাদের তাঁকেই ভয় করতে হবে, যাঁর ক্রোধ থেকে কেউই রেহাই পেতে পারে না; তিনি নিজেই তো আগে থেকে আমাদের সতর্ক করেন: *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না* (মথি ১০:২৮)।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ৪:১৪, ১৫; রো ৮:২৮ দ্রঃ

*প্র* তিনি ধূর্ততা থেকে তাদের শীঘ্রই তুলে নিলেন,

*উ* কেননা অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য, সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।

*প্র* তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে,

*উ* কেননা অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য, সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।

২৯শে ডিসেম্বর

## সাধু টমাস বেকেট, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু টমাস বেকেটের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৭৪)

### সে-ই মাত্র জয়মুকুট লাভ করবে,
### নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে সংগ্রাম করবে

আমাদের বিষয়ে লোকে যা বলে, তা নিয়ে যদি আমাদের কোন চিন্তা থাকে, আর আমরা, যাদের বিশপ ও মহাযাজক বলে, যদি আমাদের সেই নাম দু'টোর অর্থ জানতে চাই, তাহলে অবিরত তৎপরতার সঙ্গে আমাদের তাঁরই আদর্শ ধ্যান ও অনুকরণ করতে হবে, যিনি, ঈশ্বর দ্বারা চিরকালীন মহাযাজক পদে নিযুক্ত হয়ে, ক্রুশ-বেদির উপরে পিতার কাছে আমাদের হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও প্রত্যেককে তার কাজের যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্য স্বর্গের উচ্চতম মানমন্দির থেকে সকল মানুষের কাজকর্ম ও সঙ্কল্প অবিরতই লক্ষ করে থাকেন।

বস্তুত আমরা, মণ্ডলীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রেরিতদূতদের ও প্রৈরিতিক ব্যক্তিদের উত্তরসূরী রূপে পৃথিবীতে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেছি, তাঁর নামের গৌরব ও তাঁর পদমর্যাদা লাভ করেছি, এ জীবনকালে তাঁর আধ্যাত্মিক পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত হয়েছি, যাতে আমাদের সেবাকর্মের মধ্য দিয়ে পাপ ও মৃত্যুর আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং খ্রিষ্টের গৃহ বিশ্বাসে ও সদ্‌গুণ বৃদ্ধিলাভে সুসংবদ্ধ হয়ে মন্দিররূপে প্রভুতে গড়ে ওঠে।

আর বিশপের সংখ্যা সত্যিই বিপুল। অভিষেকের দিনে আমরা তৎপরতা বিষয়ে আর শিক্ষাদানে ও শাসনকর্মে পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়েছি, এমনকি প্রতিদিন কথায় তা স্বীকার করি, কিন্তু—ঈশ্বর করুন—প্রতিশ্রুতির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা যদি আমাদের কাজকর্মের সাক্ষ্যদানে সপ্রমাণ করা হত! ফসল প্রচুরই বটে, আর প্রভুর গোলাঘরে তা সংগ্রহ ও একত্রিত করার জন্য একজন তো যথেষ্ট হতই না, অল্প কয়েক জনও নয়।

তথাপি কেইবা সন্দেহ করে, রোম মণ্ডলীই সমস্ত মণ্ডলীগুলোর মাথা ও কাথলিক ধর্মবিশ্বাসের উৎস? কেইবা না জানে, স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি পিতরকেই দেওয়া হয়েছে? যতদিন না আমরা সকলে বিশ্বাসের একতায় ও ঈশ্বরের পুত্র-জ্ঞানে পূর্ণ পরিপক্ক মানবরূপে সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই, ততদিন সমগ্র মণ্ডলীর গঠন কি পিতরের বিশ্বাস ও শিক্ষার উপরে স্থাপিত নয়?

প্রয়োজন রয়েছে, অনেকেই পুঁতবে, অনেকেই জল দেবে: বাণী-বিস্তার ও জাতিগুলির সংখ্যা-বৃদ্ধি তাই চায়; প্রাক্তন সেই যে জাতি, যার একটামাত্র বেদি যথেষ্ট ছিল, তার পক্ষেও বহু শিক্ষাগুরু দরকার ছিল; তবে মহত্তর কারণেই এখন, যখন এতগুলো জাতি আগমন করছে ও ভেসে আসছে—তাদের পক্ষে বলিদানের ইন্ধনের জন্য লেবানন যথেষ্ট হবে না, আর আহুতির জন্য লেবাননেরই শুধু নয়, সমস্ত যুদেয়ার যত পশুও যথেষ্ট হবে না।

যে জল দেয় ও পোঁতে সে যেই হোক, ঈশ্বর কিন্তু কেবল তারই বৃদ্ধি ঘটান, পিতরের বিশ্বাসে যে পুঁতেছে ও পিতরের ধর্মশিক্ষায় যুক্ত।

আর সত্যি, যখন জনগণের সেই গুরুতর ব্যাপার উত্থাপিত হয় যেগুলো পুণ্যপিতা দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার কথা, তখন তাঁকেই লক্ষ করা হয়; মণ্ডলীর বিচারকদেরও তাঁরই অধীনে অধিষ্ঠান করা হয়, কেননা তাদের দেওয়া ক্ষমতা অনুশীলন করার জন্য তারা তাঁরই তৎপরতার অংশীদার হতে আহূত।

অবশেষে স্মরণে রাখ কীভাবে আমাদের পিতৃগণ পরিত্রাণ পেয়েছেন; কীভাবে ও কতগুলো প্রতিকূলতার মধ্যেই না মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়েছে ও বিস্তার লাভ করেছে; কতগুলো আর কী ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা পিতরের সেই জাহাজ, খ্রিষ্টই যার প্রধান চালক, অতিক্রম করেছে; কেমন করে মালা জয় করেছে সেই সকলে যাদের বিশ্বাস ক্লেশের মধ্যেই উজ্জ্বলতর ভাবে উদ্ভাসিত। নিখিল সাধুসাধ্বীর দল এভাবেই অগ্রসর হল, যাতে সবসময়ের মত একথা সত্য হয়ে ওঠে যে, সে-ই মাত্র জয়মুকুট লাভ করবে, নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে সংগ্রাম করবে।

শ্লোক - ২ তি ৪:৭-৮ দ্রঃ

℣ প্রভুর কাছ থেকে তুমি ধর্মময়তার মুকুট পেয়েছ;

ঊ তুমি গৌরব-বসনে পরিবৃত ; তোমার মধ্যে বাস করেন ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

প্ তুমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছ, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছ ; এখন তোমাকে দেওয়া হয়েছে ধর্মময়তার মুকুট ;

ঊ তুমি গৌরব-বসনে পরিবৃত ; তোমার মধ্যে বাস করেন ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন।

৩১শে ডিসেম্বর

# পোপ সাধু প্রথম সিলভেস্তার

ধুয়ো-সহ দ্বিতীয় পাঠের পরে নিম্নলিখিত পাঠও যোগ দেওয়া যেতে পারে :

**দ্বিতীয় পাঠ** - কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'মণ্ডলীর ইতিহাস' থেকে পাঠ (পুস্তক ১০:১-৩)

## কনস্তান্তিনুসের দেওয়া শান্তি

সবকিছুর জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও বিশ্বরাজার গৌরব হোক; আমাদের আত্মার ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক সেই যিশু খ্রিষ্টকেও ধন্যবাদ দেওয়া হোক, যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি যেন আমাদের শান্তি দৃঢ় ও স্থিতমূল হয়ে সুরক্ষিত হতে পারে, বাহ্যিক ব্যাপার ও আত্মার যত অসুবিধা ও অস্থিরতা থেকেও চিরমুক্ত হয়ে সুরক্ষিত হতে পারে।

উজ্জ্বল ও সুন্দর এক দিন, কোন মেঘেও আর আচ্ছাদিত নয় তেমন এক দিন বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলিকে দিব্য জ্যোতির প্রভায় উদ্ভাসিত করছিল। যারা আমাদের ধর্মীয় সাহচর্যের অংশী নয়, তাদের পক্ষেও, যদিও অসম্পূর্ণ ভাবে, অবশ্যই সেই সমস্ত মঙ্গলদানেরই একপ্রকার অংশ বা প্রবাহ পাওয়া সম্ভব ছিল, যা আমাদের জন্য ঈশ্বর দ্বারাই দেওয়া হচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আমরাই, যারা খ্রিষ্টেই আশা সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করেছিলাম, অবিশ্বাস্য আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলাম; কেমন যেন দিব্যই ফুর্তি সকলের মুখ উৎফুল্ল করছিল; কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিছুকাল আগে স্বৈরশাসকদের ধর্মবিরোধিতা যে সকল জায়গা উল্টাপাল্টা করেছিল, এখন তা যেন দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা মড়ক থেকেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে; সকল মন্দির পুনরায় মর্ত থেকে অপরিসীম উচ্চতায় উন্নতশির হয়ে উঠছিল, এবং এমন গৌরবময় সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ছিল, যা সেগুলোর ধ্বংসের আগেকার সৌন্দর্যের চেয়েও উজ্জ্বল।

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে এমন দৃশ্য প্রতীয়মান ছিল, যা সকলেরই প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত, যেমন: প্রতিটি নগরে গির্জা উৎসর্গীকরণ উৎসব ও নবনির্মিত উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা; তাছাড়া বিশপদের সম্মেলনী, দূর থেকে ও বিদেশ থেকে

তীর্থযাত্রীদের আগমন, জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহৃদয়তা, খ্রিষ্টদেহের অঙ্গগুলি গভীর একতায় সুসংবদ্ধ।

নবীর যে বাণী দ্বারা ভাবী ঘটনা কেমন যেন রহস্যময় ছবিতেই পূর্বঘোষিত হয়েছিল, সেই অনুসারে *এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে ও গ্রন্থির কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল* (এজে ৩৭:৭ সত্তরী পাঠ্য)।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐশআত্মার যে শক্তি ছড়িয়ে যেত, তা এক ছিল; সকলের আত্মা এক; বিশ্বাসের একই উদ্দীপনা; যারা স্তুতি-বন্দনায় ঈশ্বরের উপাসনা করত, সেই সকলের গান এক। তাছাড়া বিশপদের অনুষ্ঠানাদি একেবারে সঠিক, পুরোহিতদের যজ্ঞানুষ্ঠান নিখুঁত, মণ্ডলীর যত অনুষ্ঠান মহিমময় ও একপ্রকারে দিব্য—একদিকে সামসঙ্গীত গান ও আমাদের কাছে দিব্যভাবে সম্প্রদান করা শাস্ত্রের অন্যান্য বাণী শ্রবণ, অপরদিকে ঐশ ও রহস্যময় সেবাকর্মে যোগদান। উপরন্তু পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগের রহস্যময় প্রতীক-চিহ্নটি সম্প্রদান করা হত। অবশেষে সকল বয়স ও উভয় লিঙ্গের বহু মানুষ প্রার্থনা ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে ভক্তিভরে যোগ দিয়ে মনের পরম আনন্দে মঙ্গলদানের নির্মাতা সেই ঈশ্বরকে আরাধনা করত।

**শ্লোক** - কল ৩:১৫; গা ৩:২৮; সাম ১৪৯:১

*প্র* খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলে এক।

*প্র* প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান।

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলে এক।

# পাঠসংগ্রহ - সাধারণ ব্যবস্থা

ধন্যা কুমারী মারীয়া প্রেরিত সাক্ষ্যমর পালক আচার্য সন্ন্যাসী চিরকুমারী সাধু সাধ্বী সূচী

# পাঠসংগ্রহ - গির্জা উৎসর্গীকরণ

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৭)

**জীবন্ত প্রস্তরে গাঁথা সেই আত্মিক গৃহ**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমস্ত শঠতা ও সমস্ত ছলনা এবং কপটতা, যত ঈর্ষা ও যত পরনিন্দা ত্যাগ করে নবজাত শিশুর মত সেই অমিশ্রিত দুধের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হও যা বাণীরই দুধ, যেন তা গুণে পরিত্রাণের উদ্দেশে বৃদ্ধি পেতে পার, অবশ্য তোমরা যদি ইতিমধ্যে *আস্বাদন করে থাক, প্রভু কত মঙ্গলময়* (সাম ৩৪:৯ দ্রঃ)।

মানুষের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্যবান জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার। কেননা শাস্ত্রে আমরা একথা পড়তে পারি যে, *দেখ, আমি সিয়োনে মনোনীত মহামূল্যবান একটা সংযোগপ্রস্তর স্থাপন করছি; যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে, সে আশাভ্রষ্ট হবে না* (ইশা ২৮:১৬)।

তাই বিশ্বাসী যে তোমরা, সেই প্রস্তর তোমাদের মূল্যবান করে তোলে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের পক্ষে *যে প্রস্তরটি গৃহনির্মাতারা প্রত্যাখ্যান করল, তা হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর, এমন প্রস্তর যাতে লোকে হোঁচট খাবে, ও এমন শৈল যা মানুষের পতন ঘটাবে* (সাম ১১৮:২২; ইশা ৮:১৪)। সেই বাণীতে বিশ্বাস না রাখায় তারা হোঁচট খায়; এ ছিল তাদের জন্য পূর্বনিরূপিত দশা!

কিন্তু তোমরা, যারা *এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক-সমাজ, এক পবিত্র জনগণ, এমন জাতি যাকে ঈশ্বর নিজস্ব সম্পদ করেছেন যেন তাঁরই গুণকীর্তন করে* যিনি অন্ধকার থেকে তাঁর অপরূপ আলোতে তোমাদের আহ্বান করেছেন (যাত্রা ১৯:৬; ইশা ৪৩:২০, ২১), তোমরা তো এককালে ছিলে 'জনগণ-নয়', এখন কিন্তু ঈশ্বরের আপন জনগণ; তোমরা ছিলে দয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, এখন কিন্তু দয়া পেয়েই গেছ (হো ১:৬, ৯)।

প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে। বিধর্মীদের মধ্যে তোমাদের আচার-ব্যবহার উত্তম হোক, যারা এখন অপকর্মা বলে তোমাদের নিন্দা করছে, তোমাদের সৎকর্ম দে'খে তারা যেন প্রতিদানের দিনে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে।

প্রভুর খাতিরে তোমরা সমস্ত মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুগত থাক: প্রধান বলে রাজারই অনুগত হও, অপকর্মাদের শাস্তি দিতে ও সৎমানুষদের প্রশংসা করতে তাঁর প্রেরিতজন ব'লে প্রদেশপালদেরও অনুগত হও। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ: সদাচরণ করতে করতে তোমরা নির্বোধ মানুষদের অজ্ঞতা স্তব্ধ করে দেবে। স্বাধীন মানুষের মতই ব্যবহার কর; কিন্তু শঠতা ঢেকে রাখার জন্য সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করো না, বরং ঈশ্বরের দাস বলে আচরণ কর। সকলকে সম্মান দেখাও, ভ্রাতৃমণ্ডলীকে ভালবাস, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।

**শ্লোক** - তোবিত ১৩:১৭; প্রকাশ ২১:১৯-২১ দ্রঃ

*প্র* হে যেরুশালেম, তোমার নগরপ্রাচীর হবে মূল্যবান রত্নার তৈরী,

*উ* তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমার বারোটা তোরণদ্বার হবে পন্না ও নীলকান্ত মণিতে নির্মিত।

*উ* তোমার মিনারগুলো হবে চমৎকার মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* (চল্লিশাকাল)

**প্রথম পাঠ** - রাজাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (৮:১-৪, ১০-১৩, ২২-৩০)

**মন্দিরে শলোমনের প্রার্থনা নিবেদন**

সেসময়, শলোমন দাউদ-নগরী থেকে, অর্থাৎ সিয়োন থেকে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা তুলে নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের প্রবীণদের ও সকল গোষ্ঠীপতিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের পিতৃকুলগুলোর প্রধান প্রধান সকলকে যেরুশালেমে রাজার সামনে একত্রে সমবেত করলেন। তাই এথানিম মাসে, অর্থাৎ সপ্তম মাসে, পর্বোৎসবের সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শলোমন রাজার কাছে একত্রে সমবেত হল। ইস্রায়েলের সমস্ত প্রবীণেরা একবার এসে উপস্থিত হলে যাজকেরা মঞ্জুষাটিকে তুলে নিল; তারা প্রভুর মঞ্জুষা, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও তাঁবুর মধ্যে যত পবিত্র জিনিসপত্র, তা সবই তুলে নিয়ে গেল। যাজকেরা ও লেবীয়েরাই এই সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। তখন এমনটি ঘটল যে, যাজকেরা পরম পবিত্রস্থানের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসামাত্র প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, এবং মেঘের কারণে যাজকেরা তাদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তখন শলোমন বললেন: 'প্রভু বলে দিচ্ছেন, তিনি অন্ধকারময় মেঘের মধ্যেই বাস করবেন। আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি; এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!'

তারপর শলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না—অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি

আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এখন, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন —স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

**শ্লোক** - মথি ১৮:১৯-২০; ২ বংশ ৭:১৫

*প্র* পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন।

*উ* যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

*প্র* এই স্থানে যে প্রার্থনা নিবেদিত হয়, তার প্রতি এখন আমার চোখ উন্মীলিত ও আমার কান মনোযোগী।

*উ* যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।

*অথবা* **(পাস্কাকাল)**

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (২১:৯-২৭)

**স্বর্গীয় যেরুশালেম**

যে সপ্ত স্বর্গদূতের হাতে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি

তোমাকে সেই কনেকে দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুশালেম। তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে কয়েকটা নাম লেখা আছে—ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম। পুব দিকে তিন দ্বার, উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার। নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার জন্য সোনার একটা নল ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। তার প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানুষের, অর্থাৎ স্বর্গদূতের মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত উচ্চ। প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার। নগরীর প্রাচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, পঞ্চমটা বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা গোমেদ মণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী; এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে

থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। নগরদ্বারগুলি দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হবে না, কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। আর জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

**শ্লোক** - প্রকাশ ২১:২১; তোবিত ১৩:১৮, ১৩ দ্রঃ

*প্র* হে যেরুশালেম, তোমার সদর রাস্তা হবে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী, তোমার মধ্যে আনন্দগান ধ্বনিত হবে,

*উ* তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া।

*প্র* তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা হবে; পৃথিবীর সকল প্রান্তের অধিবাসী এসে প্রণিপাত করবে;

*উ* তোমার বাড়ি-ঘরে সকলে গেয়ে উঠবে, আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যোশুয়া পুস্তকে পুরোহিত অরিগেনেসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯:১-২)

**জীবন্ত প্রস্তরের মত আমরা**

**ঈশ্বরের মন্দিরে ও যজ্ঞবেদিতে নির্মিত হচ্ছি**

আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাসী, সকলেই 'জীবন্ত প্রস্তর' বলে অভিহিত, যেমনটি শাস্ত্র বলে: *তোমরা, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক পবিত্র যাজকত্বের উদ্দেশে এক আত্মিক গৃহরূপে নির্মিত হচ্ছ, যেন যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পার* (১ পি ২:৫)।

কিন্তু পার্থিব প্রস্তরের বেলায় আমরা যেমন দেখি যে, ভিত্তি হিসাবে সবচেয়ে শক্ত ও প্রভাবশালী প্রস্তর বসানো হয় যাতে যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে সেগুলোর উপরে গোটা নির্মাণকর্মের ভার রাখা যেতে পারে, তেমনি জীবন্ত প্রস্তরের বেলায়ও ঘটে যখন বিশেষ বিশেষ প্রস্তর আত্মিক নির্মাণকর্মের ভিত্তিতে বসানো হয়। ভিত্তিতে বসানো প্রস্তর কী কী?

প্রেরিতদূতেরা ও নবীরা; কেননা পল ঠিক তাই শেখান: *তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরেই গাঁথা; আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিশু* (এফে ২:২০)।

হে শ্রোতা, তুমি যেন এ নির্মাণকর্মে অধিক উপযোগী হতে পার ও প্রস্তর হিসাবে তুমি যেন ভিত্তির যত কাছাকাছি স্থান পেতে পার, জেনে নাও যে, যে নির্মাণকর্মের কথা আমরা বলছি স্বয়ং খ্রিষ্টই তার ভিত্তি। এবিষয়ে পল একথা বলেন: *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—যিশু খ্রিষ্টই সেই ভিত্তি* (১ করি ৩:১১)। সুতরাং সুখী তারা, যারা তেমন উৎকৃষ্ট ভিত্তির উপরে ধর্মীয় ও পুণ্য গৃহ নির্মাণ করে।

কিন্তু মণ্ডলীর গৃহে যজ্ঞবেদিরও থাকবার কথা। তাই আমি মনে করি যে, জীবন্ত প্রস্তর যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রার্থনায় উপযুক্ত, ও দিনরাত ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করতে প্রস্তুত, সে-ই তাদেরই একজন যাদের দিয়ে যিশু যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেন।

এখন কিন্তু লক্ষ কর যজ্ঞবেদির প্রস্তরের কেমন প্রশংসাবাদ করা হয়: সেই বিধানকর্তা মোশি আদেশ করেছিলেন যেন বেদি 'অক্ষুণ্ন' প্রস্তর দিয়ে, অর্থাৎ খোদাই না করাই প্রস্তর দিয়ে নির্মিত হয়। কারাই বা তেমন অক্ষুণ্ন প্রস্তর? এ অক্ষুণ্ন ও অকলুষিত প্রস্তরগুলো সম্ভবত হলেন সেই পুণ্যবান প্রেরিতদূতেরা, যাঁরা তাঁদের একাত্মতা ও মিলন গুণে সকলে মিলে এক-বেদি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। কেননা কথিত আছে যে, সকলে একত্র হয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে করতে বলছিলেন, *প্রভু, তুমি সকলের অন্তরই জান* (প্রেরিত ১:২৪)।

অতএব, যাঁরা এককণ্ঠে ও একাত্মায় একমন হয়ে প্রার্থনা করতে পারলেন, তাঁরাই সকলে মিলে সেই একমাত্র বেদি হবার যোগ্য যার উপরে খ্রিষ্ট পিতার কাছে যজ্ঞ উৎসর্গ করেন।

তথাপি এসো, আমরাও সচেষ্ট থাকি যেন সকলে মিলে এক-কথা বলি ও একমন হই; প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আত্মগর্বের মনোভাবে যেন কিছু না করি, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে একমন হই ও এক-কথা বলি, যেন আমরাও যজ্ঞবেদির প্রস্তর হতে পারি।

**শ্লোক** - ইশা ২:২, ৩; সাম ১২৬:৬ দ্রঃ

*প* পর্বতচূড়ায় নির্মিত হয়ে প্রভুর গৃহ যত উচ্চস্থানের ঊর্ধ্বে উত্তোলিত। সকল জাতি এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক! (আল্লেলুইয়া)।

*প* প্রথমফসল বইতে বইতে তারা আনন্দের সঙ্গে এসে বলবে:

*উ* প্রভু, তোমার গৌরব হোক! (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩৩৬:১, ৬)

**আমাদের অন্তরেই ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ ও উৎসর্গীকরণ**

প্রার্থনা-গৃহ উৎসর্গীকরণ দিবস হল আমাদের এ স্থানীয় মণ্ডলীর পর্বোৎসব। সুতরাং এ হল আমাদের প্রার্থনা-গৃহ, আর আমরা নিজেরাই হলাম ঈশ্বরের গৃহ। আমরা নিজেরাই যখন ঈশ্বরের গৃহ, তখন এ যুগেই আমরা নির্মিত হচ্ছি যেন যুগান্তে আমাদের উৎসর্গ করা হয়। গৃহনির্মাণ কালে পরিশ্রমই প্রকাশিত, উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে আনন্দই ধ্বনিত।

এ গৃহ নির্মাণকালে যা ঘটছিল, তা এখনও ঘটে থাকে যখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এখানে সমবেত হয়; কেননা তারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নির্মাণকর্মের উপযোগী দ্রব্যে পরিণত হয় ঠিক যেমনটি তখন ঘটে যখন বন থেকে গাছ, ও পাহাড় থেকে পাথর কাটা হয়। আর আসলে তারা যখন ধর্মশিক্ষা পায়, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ও গঠিত হয়, তখন ঠিক যেন শিল্পী ও মিস্ত্রির হাতে তাদের ঘষা ও সমতল করা হয়।

তথাপি তারা তখনই মাত্র ঈশ্বরের গৃহ হয়ে ওঠে, যখন ভালবাসা দ্বারা তাদের সুসংবদ্ধ করা হয়। এ সমস্ত পাথর ও কাঠ যদি নিজেদের মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে ও সঠিকভাবে সংবদ্ধ না হত ও পরস্পরকে যদি ভাল না বাসত, তবে এ গৃহে কেউই প্রবেশ করত না। বাস্তবিকই তুমি যখন একটা নির্মাণকাজে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ প্রস্তর ও খুঁটি দেখতে পাও, তখন নিরাপত্তার সঙ্গে প্রবেশ কর, গৃহ হঠাৎ তোমার মাথায় খসে পড়বে,

তখন এমন ভয় তোমার নেই। তাই খ্রিষ্ট আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে ও বাসও করতে ইচ্ছা ক'রে নির্মাণকালে বলছিলেন, *আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস* (যোহন ১৩:৩৪)। তিনি বললেন, 'নতুন আজ্ঞা।' তার মানে: তোমরা সকলেই বৃদ্ধ হয়ে গেছিলে, আমার জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করছিলে না, তোমরা তোমাদের ধ্বংসস্তূপে শায়িত ছিলে। অতএব, তোমাদের ধ্বংসস্তূপের অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরস্পরকে ভালবাস।

সুতরাং তোমাদের এ ধরে নিতে হবে যে, এ গৃহ এখনও পৃথিবী জুড়ে নির্মিত হতে চলছে, যেভাবে ভাববাণী ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কেননা প্রবাসের পরে যখন মন্দির পুনর্নির্মিত হচ্ছিল, তখন, যেমনটি একটা সামসঙ্গীতে লেখা রয়েছে, লোকে একথা বলত, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, প্রভুর উদ্দেশে গান গাও, সমগ্র পৃথিবী* (সাম ১৪৯:১)। এ সামসঙ্গীতে যা 'নতুন গান' বলা হয়, প্রভু তা 'নতুন আজ্ঞা' বললেন; বাস্তবিকই নতুন আজ্ঞা ছাড়া নতুন গানের বৈশিষ্ট্য আর কী হতে পারে? যে ভালবাসে, গান করাই তার পরিচয়। তেমন গায়কের সুর হল পুণ্য ভালবাসার সদাগ্রহ।

সুতরাং, আমরা যা বাহ্যিক দিক দিয়ে এখানে দেওয়াল দেওয়া ঘর বলে দেখি, তা আত্মাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে করা হোক; আর যা প্রস্তরে ও কাষ্ঠে গঠিত বলে দেখি, তা তোমাদের দেহে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নির্মিত হোক।

অতএব এসো, সর্বপ্রথমে আমাদের সেই ঈশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যাঁর কাছ থেকে সমস্ত শুভ উপহার ও সমস্ত সূক্ষ্ম দান আগত; এসো, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি দিয়ে তাঁর মঙ্গলময়তার প্রশংসাবাদ করি, কেননা তিনি আপন ভক্তদের অন্তরকে এ প্রার্থনা-গৃহ নির্মাণের জন্য উদ্দীপিত করেছেন, তাদের ভালবাসা উদ্দীপ্ত করেছেন, ও সহায়তা দান করেছেন; যাদের তখনও ইচ্ছা ছিল না, তিনি তাদের ইচ্ছা করতে অনুপ্রাণিত করে তাদের সদিচ্ছার সমস্ত প্রচেষ্টায় সাহায্য দান করেছেন যাতে তারা কৃতকার্য হয়। সুতরাং, সেই ঈশ্বর যিনি *তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন* (ফিলি ২:১৩), তিনি নিজেই এ সমস্ত কিছু শুরু করেছেন, তিনি নিজেই তা সম্পন্নও করেছেন।

**শ্লোক** - সাম ৮৪:২-৩, ৫

*প* তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম, হে সেনাবাহিনীর প্রভু;

*উ* প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর (আল্লেলুইয়া)।

*প* সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।

*উ* প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - ধন্যা কুমারী মারীয়া

**প্রথম পাঠ** - নবী ইশাইয়ার পুস্তক থেকে পাঠ (৭:১০-১৪; ৮:১০; ১১:১-৯)

**শান্তিরাজ সেই ইম্মানুয়েল**

সেসময়, প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন; তাঁকে বললেন, 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক।' কিন্তু আহাজ উত্তরে বললেন, 'আমি যাচনা করব না; আমি প্রভুকে যাচাই করব না।' তখন তিনি বললেন,

'হে দাউদকুল, তোমরা একবার শোন:
মানুষের ধৈর্য যাচাই করতে তোমরা কি এখনও ক্ষান্ত নও যে,
এবার আমার পরমেশ্বরেরও ধৈর্য যাচাই করবে?
তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটা চিহ্ন দেবেন।
দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।
মতলব আঁট, তবু তা ব্যর্থ হবে;
ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর, তবু তা নিষ্ফল হবে,
কারণ ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।'

যেসের মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবেন;
তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন।
প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা,
সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,
সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবে।
তিনি প্রভুভয়ে প্রীত হবেন।
তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না,

জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না ;
বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন,
সততায় দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন ;
তিনি নিজ মুখের লাঠি দ্বারা দেশ আঘাত করবেন,
নিজ ওষ্ঠের ফুৎকারে দুর্জনকে বধ করবেন ;
ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস,
বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী।
নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ ছাগশিশুর পাশে শুয়ে থাকবে,
বাছুর, যুবসিংহ ও নধর পশু একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
একটি ছোট্ট বালকই তাদের চালনা করবে।
গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে,
তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে।
বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে।
দুধের শিশু কেউটে সাপের গর্তের উপরে খেলা করবে,
দুধ-ছাড়ানো বালক চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢোকাবে।
তারা আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানেই
অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছুই আর ঘটাবে না,
কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ।

**শ্লোক** - ইশা ৭:১৪; ৯:৬; লুক ১:৩২, ৩৩ দ্রঃ

প্র দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবেন :
উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর' (আল্লেলুইয়া)।
প্র তিনি দাউদের সিংহাসনে চিরসমাসীন থাকবেন :
উ তাঁর নাম হবে 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর' (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - গালাতীয়দের কাছে রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:২২–৪:৭)

**বিশ্বাসগুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও তাঁর উত্তরাধিকারী**

ভ্রাতৃগণ, শাস্ত্র সবকিছুই পাপের অধীনে রুদ্ধ করেছে, যেন সেই প্রতিশ্রুতি যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম, সেই বিশ্বাসেরই অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম, যা পরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। তাই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস আসামাত্রই আমরা সেই পরিচালক দাসের অধীন আর নই; বাস্তবিকই তোমরা সকলেই খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান, কারণ তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রিষ্ট যিশুতে এখন তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যখন খ্রিষ্টেরই, তখন তোমরাই আব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে উত্তরাধিকারী!

শোন, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: উত্তরাধিকারী যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন সবকিছুর মালিক হলেও তবু দাসের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না; কিন্তু পিতার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও গৃহাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও যখন নাবালক ছিলাম, তখন জগতের আদিম শক্তির অধীনস্থ দাসের মত ছিলাম। কিন্তু যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন, যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি। আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' সুতরাং তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় উত্তরাধিকারীও।

**শ্লোক** - গা ৪:৪-৫; এফে ২:৪; রো ৮:৩ দ্রঃ

*প্র* যখন সময়ের পূর্ণতা এল, তখন ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্ম নিলেন,

*উ* যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন: তিনি পাপী এই আমাদের সদৃশ হয়ে মানুষ হলেন,

*উ* যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* **(চল্লিশাকাল)**

**প্রথম পাঠ** - বংশাবলির প্রথম পুস্তক থেকে পাঠ (১৭:১-১৫)

**দাউদের পুত্রসন্তান বিষয়ক পূর্বঘোষণা**

যখন দাউদ নিজের গৃহে বাস করতে লাগলেন, তখন তিনি নাথান নবীকে বললেন, ‘দেখুন, আমি এরসকাঠের তৈরী একটা গৃহে বাস করছি, কিন্তু প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা একটা পর্দাঘরের আড়ালে পড়ে রয়েছে।’ নাথান দাউদকে বললেন, ‘আচ্ছা, আপনার মন যা করতে চায়, তাই করুন, কারণ পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন।’

কিন্তু সেই রাতে পরমেশ্বরের বাণী নাথানের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ‘আমার দাস দাউদকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, আমার আবাসের জন্য একটা গৃহ তুমিই আমার জন্য গাঁথবে এমন নয়। ইস্রায়েলকে বের করে আনার দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তো কোন গৃহে কখনও বাস করিনি, কিন্তু একটা তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ও একটা আচ্ছাদন থেকে অন্য আচ্ছাদনেই আমি ঘুরে ঘুরে চলেছি। সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যখন সব জায়গায় ঘুরে চলছিলাম, তখন যাদের আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে চরাবার ভার দিয়েছিলাম, ইস্রায়েলের সেই বিচারকদের একজনকেও কি কখনও একথা বলেছি যে, তোমরা কেন আমার জন্য এরসকাঠের একটা গৃহ গাঁথ না? সুতরাং এখন

তুমি আমার দাস দাউদকে একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যখন মেষপালের পিছনে পিছনে যেতে, তখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে জননায়ক করবার জন্য আমিই সেই চারণভূমি থেকে তোমাকে নিয়েছি। তুমি যেইখানে গিয়েছ, আমি সেখানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি; তোমার সামনে থেকে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছেদ করেছি; আর আমি তোমার নাম পৃথিবীর মহাপুরুষদের সুনামের মত মহান করব। আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য একটা স্থান স্থির করে দেব, সেখানে তাদের রোপণ করব, যেন নিজেদের সেই বাসস্থানে তারা বাস করে, যেন আর বিচলিত না হয়, যেন দুর্জনেরা তাকে আর গ্রাস না করে যেমনটি আগে করত যখন আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের উপরে বিচারকদের নিযুক্ত করেছিলাম; আমি তোমার সকল শত্রুকে নত করব। তাছাড়া আমি তোমাকে এ কথাও বলেছি যে, তোমার জন্য প্রভুই এক কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। আর তোমার দিনগুলো ফুরিয়ে গেলে যখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে যাবে, তখন আমি তোমার স্থানে তোমার একজন বংশধরের, তোমার সন্তানদেরই মধ্যে একজনের উদ্ভব ঘটাব ও তার রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব। আমার নামের উদ্দেশে সে-ই একটা গৃহ গেঁথে তুলবে, এবং আমি তার রাজাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করব চিরকালের মত। তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র; কিন্তু তোমার আগে যে ছিল, তার কাছ থেকে আমি যেমন আমার কৃপা ফিরিয়ে নিয়েছি, না, এর কাছ থেকে আমার কৃপা আমি তেমনি ফিরিয়ে নেব না; বরং তাকে আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে স্থাপন করব চিরকাল ধরে, ও তার সিংহাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে চিরকাল ধরে।' নাথান এই সমস্ত বাণী এবং এই দিব্য দর্শনের কথা দাউদকে জানালেন।

**শ্লোক** - লুক ১:২৮, ৪৫ দ্রঃ

*প্র* কুমারী মারীয়া, তুমি ধন্যা! তুমি যে বিশ্বস্রষ্টাকে গর্ভে ধারণ করলে।

*উ* যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন তাঁকে তুমি জীবন দিলে: তুমি কুমারী হয়ে থাকবে চিরকাল ধরে।

*প্র* আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।

℣ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন তাঁকে তুমি জীবন দিলে : তুমি কুমারী হয়ে থাকবে চিরকাল ধরে।

*অথবা* **(পাস্কাকাল)**

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১১:১৯–১২:১৭)

**স্বর্গে নারীর সেই মহাচিহ্ন**

ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্রধাম উন্মুক্ত হল, আর তাঁর মন্দিরের মধ্যে তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষা দেখা গেল ; এবং বিদ্যুৎ-ঝলক, নানা স্বরধ্বনি, বজ্রনাদ, ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি দেখা দিতে লাগল।

এবার স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল : এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারোটা তারার মুকুট। সে গর্ভবতী, ব্যথায় ও প্রসবযন্ত্রণায় জোর গলায় চিৎকার করছে। তখন স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল : দেখ, আগুনে-লাল রঙের বিরাট একটা নাগদানব—তার সাতটা মাথা, দশটা শিং ও সাতটা মাথায় একটা করে কিরীট ; তার লেজ আকাশের তিন ভাগের এক ভাগ তারানক্ষত্র টেনে নিয়ে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দিল। নাগদানবটা আসন্ন-প্রসবা সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল ; অভিপ্রায় ছিল, নারী প্রসব করামাত্র সে তার সন্তানকে গ্রাস করবে। নারী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল, লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে যাঁর শাসন করার কথা ; আর তার সেই পুত্রসন্তানকে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হল ; কিন্তু নারী মরুপ্রান্তরে পালিয়ে গেল, যেখানে ঈশ্বর তার জন্য একটা আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন এক হাজার দু'শো ষাট দিন ধরে তাকে যত্ন করা হয়।

তখন স্বর্গলোকে একটা যুদ্ধ বেধে গেল ; মিখায়েল ও তাঁর দূতবাহিনী নাগদানবকে আক্রমণ করলেন। নাগদানবটাও তার নিজের দূতবাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু জিততে পারল না ; এমনকি স্বর্গে তাদের জন্য কোন স্থান আর রইল না। সেই বিরাট নাগদানব—সেই যে আদিম সাপ, যাকে দিয়াবল ও শয়তান বলা হয়, গোটা জগৎকে যে ভোলায়—তাকে পৃথিবীর উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, এবং তার সঙ্গে তার

দূতবাহিনীকেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। তখন আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গে এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলল :

‘আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে,
তাঁর খ্রিষ্টের প্রাপ্য অধিকারও এসে গেছে;
কারণ ঈশ্বরের সামনে যে দিনরাত আমাদের ভাইদের অভিযুক্ত করত,
সেই অভিযোক্তাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।
তারা তার উপরে জয়ী হয়েছে মেষশাবকের রক্ত দ্বারা
ও তাদের আপন সাক্ষ্যদানের বাণী দ্বারা,
কারণ মৃত্যুভোগ পর্যন্তই নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করেছে তারা!
তাই স্বর্গলোক, মেতে ওঠ! তোমরাও মেতে ওঠ, সেখানে যাদের তাঁবু!
কিন্তু তোমরা, হে পৃথিবী ও সমুদ্র, তোমাদের সর্বনাশ আসন্ন,
কারণ দিয়াবল তোমাদের ওখানেই নেমে গেছে;
সে মহা রোষে রুষ্ট,
কেননা সে জানে, তার সময় আর বেশি নেই।’

নাগদানবটা যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল, তখন, পুত্রসন্তানকে প্রসব করেছিল যে নারী, সে তার পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু সেই নারীকে বিরাট সেই ঈগলের পাখা দেওয়া হল, যেন সে মরুপ্রান্তরে সেই আশ্রয়স্থলেই উড়ে যায়, যেখানে সাপের দৃষ্টির আড়ালে তাকে ‘এক কাল ও দুই কাল ও অর্ধেক কাল’ ধরে যত্ন করা হবে। তখন সাপটা মুখ থেকে নারীর পিছনে নদীর মত জলধারা উগরে দিল, যেন তাকে সেই জলস্রোতে ভাসিয়ে নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী নারীর সাহায্যে এল; নিজের মুখ খুলে নাগদানবের মুখ থেকে উগরে দেওয়া নদী গিলে ফেলল। তখন নাগদানব নারীটির উপরে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, ও তার বংশের সেই বাকি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে ও যিশুর সাক্ষ্য যাদের অধিকৃত সম্পদ।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:৫৪, ৫৭; প্রকাশ ১২:১

*প্র* এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে।

*উ* ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! আল্লেলুইয়া।

*প্র* স্বর্গে এক মহাচিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যাঁর বসন, চন্দ্র যাঁর পদতলে, যাঁর মাথায় বারোটা তারার মুকুট।

*উ* ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন! আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - যেরুশালেমের বিশপ সাধু সফ্রনিওসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২:২১-২২, ২৬)

**পিতার আশীর্বাদ মারীয়ার মধ্য দিয়েই**
**মানবজাতির উপর প্লাবিত হল**

*প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন* (লুক ১:২৮ দ্রঃ)। হে কুমারী জননী, এ আনন্দের চেয়ে উৎকৃষ্ট কী থাকতে পারে? অথবা, এই যে অনুগ্রহ তুমি ঈশ্বর থেকে পেয়েছ, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কীবা থাকতে পারে? আবার, তেমন অনুগ্রহের চেয়ে মহত্তর ও চমৎকার কীবা কল্পনা করা যেতে পারে? তোমার মধ্যে যে আশ্চর্য কাজ দৃশ্য, তা থেকে সবকিছু দূরেই রয়েছে, সবকিছু তোমার অনুগ্রহের নিম্নেই রয়েছে; যা কিছু পরমপবিত্র, তাও দ্বিতীয় স্থানেরই যোগ্য, আর সমস্ত কিছুর প্রভা তোমার প্রভার চেয়ে সম্পূর্ণরূপে গৌণ।

*প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।* আর কেই বা তোমার প্রতিযোগী হতে সাহস করবে? ঈশ্বর তোমা থেকেই আগত; তবে কেইবা তোমার অগ্রাধিকার মেনে নেবে না, এমনকি সানন্দেই তোমার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করবে না? তাই তোমার এ উৎকৃষ্ট গুণাবলির দিকে তাকিয়ে, যা সকল সৃষ্টজীবের গুণাবলির চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট, আমিও মহাস্তুতিবাদের কণ্ঠে চিৎকার করে বলি: *প্রণাম, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে*

*আছেন।* কেননা আনন্দ তোমা থেকে কেবল মানুষের উপরে নয়, ঊর্ধ্বলোকের স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দের উপরেও বর্ষিত হয়েছে।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ, এবং যিনি ঐশঅভিশাপের পাত্র ছিলেন, তোমার মধ্য দিয়েই সেই আদম পুনরায় আশিসপ্রাপ্ত হলেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার জন্য পিতার সেই আশীর্বাদ মানবজাতির উপরে বর্ষিত হল ও প্রাচীন দণ্ডাজ্ঞা থেকে তাকে মুক্ত করল। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার দ্বারাই তোমার পিতৃপুরুষেরা পরিত্রাণ পেলেন: তুমি সেই ত্রাণকর্তার জননী হবে যিনি তাঁদের কাছে ঐশপরিত্রাণ এনে দেবেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার কুমারীত্ব এমন ফল দান করল যা জগৎকে আশীর্বাদ দান করে ও তাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে যে অভিশাপ কাঁটাই শুধু উৎপন্ন করত। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা সাধারণ নারী হয়েও তুমি সত্যিই ঈশ্বরজননী হবে। বস্তুত, যিনি তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন তিনি যদি বাস্তবেই মাংসধারী ঈশ্বর, তাহলে পূর্ণ ন্যায্যতা অনুসারেই ও সত্যিকারে তুমি ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা, কেননা তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে জন্মদান কর।

হ্যাঁ, তোমার গর্ভের নিভৃতে স্বয়ং ঈশ্বর উপস্থিত, যিনি মাংস অনুসারে তোমার মধ্যে বাস করেন ও তোমা থেকে বরের মত উদ্গত হয়ে সকলের জন্য আনন্দ অর্জন করেন ও সকলের উপর দিব্য আলো বিকিরণ করেন।

কেননা, হে কুমারী, তোমার মধ্যে যেন নির্মলতম ও পবিত্রতম আকাশেই ঈশ্বর *আপন তাঁবু গাড়লেন* ও তোমা থেকে *বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে আসেন* (সাম ১৯:৭); ও আপন জীবনে সেই বীরের দৌড় অনুকরণ করে তিনি সেই পথে দৌড়োন যা সকল জীবিতের পরিত্রাণ হওয়ার কথা; এবং স্বর্গের চূড়া থেকে সর্বোচ্চ স্বর্গ পর্যন্ত নিজেকে প্রসারিত ক'রে সবকিছুই দিব্য উত্তাপে ও একইসময়ে জীবনদায়ী জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করবেন।

## শ্লোক

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা: হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ,

*উ* তোমার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পিতার আশীর্বাদে প্লাবিত হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

*প* তোমার মধ্য দিয়েই আমাদের আদি পিতামাতা পরিত্রাণ পেয়েছেন:

*উ* তোমার মধ্য দিয়েই মানবজাতি পিতার আশীর্বাদে প্লাবিত হয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এলরেডের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ধন্যা মারীয়ার জন্মতিথি, উপদেশ ২০)

**মারীয়া আমাদের মাতা**

এসো, তাঁর কনের কাছে এগিয়ে যাই, তাঁর জননীর কাছে এগিয়ে যাই, তাঁর উত্তম দাসীর কাছে এগিয়ে যাই। এ সমস্তই তো ধন্যা মারীয়া!

কিন্তু আমরা তাঁর জন্য কী করব? কেমন উপহার তাঁকে অর্পণ করব? আহা, ঋণ হিসাবে যা আমাদের, কমপক্ষে তা-ই যদি তাঁকে দিতে পারতাম! আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের সেবা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের ভালবাসা তাঁর প্রাপ্য, আমাদের প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। আমাদের শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য, কেননা তিনি আমাদের প্রভুর জননী। বাস্তবিকই জননীকে যে শ্রদ্ধা করে না, সে পুত্রকে অশ্রদ্ধা করে। শাস্ত্রও বলে, *তুমি তোমার পিতা তোমার মাতাকে শ্রদ্ধা করবে* (দ্বিঃবিঃ ৫:১৬)।

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, আমরা কী বলব? তিনি কি আমাদের মাতা নন? নিশ্চয়ই, তিনি সত্যিই আমাদের মাতা; কেননা তাঁর মধ্য দিয়েই আমরা সংসারের উদ্দেশে নয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে জন্ম নিয়েছি। তোমরা তো ভাল করেই জান ও বিশ্বাসও কর যে, আমরা সকলে একসময়ে মৃত্যুতে, বার্ধক্যে, অন্ধকারে, চরম দুর্দশায় ছিলাম। মৃত্যুতে ছিলাম, কারণ আমরা প্রভুকে হারিয়েছিলাম; বার্ধক্যে ছিলাম, কারণ ক্ষয়শীলতার হাতে ছিলাম; অন্ধকারে ছিলাম, কারণ প্রজ্ঞার আলো হারিয়েছিলাম ও তার ফলে একেবারে হারানো অবস্থায়ই ছিলাম।

কিন্তু হবার চেয়ে আমরা ধন্যা কুমারী মারীয়ার মধ্য দিয়েই শ্রেয়তর জন্ম গ্রহণ করেছি, কেননা তাঁর গর্ভেই খ্রিষ্ট জন্ম নিয়েছেন। বার্ধক্যের স্থানে আমরা বরং ফিরে পেয়েছি নবীনতাই; ক্ষয়শীলতার স্থানে অক্ষয়শীলতাই, ও অন্ধকারের স্থানে আলো।

তিনি আমাদের মাতা, আমাদের জীবনের মাতা, আমাদের অক্ষয়শীলতার মাতা, আমাদের আলোর মাতা। আমাদের প্রভুর বিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন: *তিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন প্রজ্ঞা, ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি* (১ করি ১:৩০)।

অতএব, যিনি খ্রিষ্টের মাতা, তিনি আমাদের প্রজ্ঞার মাতা, আমাদের ধর্মময়তার মাতা, আমাদের পবিত্রতার মাতা, আমাদের মুক্তির মাতা; এজন্য আমাদের দৈহিক মাতার চেয়ে তিনিই আমাদের পক্ষে অধিকতরভাবে মাতা। তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা শ্রেয়তর জন্ম লাভ করেছি, কারণ তাঁর কাছ থেকেই উদ্গত হয়েছে আমাদের পবিত্রতা, আমাদের প্রজ্ঞা, আমাদের ধর্মময়তা, আমাদের পবিত্রীকরণ, আমাদের মুক্তি।

শাস্ত্রে বলে: *প্রভুর প্রশংসা কর তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে* (সাম ১৫০:১ লাতিন পাঠ্য)। আমাদের প্রভু যখন সেই পবিত্রজনদের জন্যই প্রশংসনীয় যাঁদের মধ্য দিয়ে তিনি অপরূপ কাজ ও আশ্চর্য কীর্তিকলাপ সাধন করেন, তখন মহত্তর কারণে তিনি তাঁরই মধ্যে প্রশংসনীয়, যাঁর মধ্যে নিজেকে গড়লেন—তিনি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট!

**শ্লোক**

*প্র* তুমি ধন্যা, হে পবিত্রা কুমারী মারীয়া; তুমি প্রশংসার যোগ্যা:

*উ* তোমা থেকেই উদিত হলেন ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট পরিত্রাতা (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* হে কুমারী মারীয়া, আমরা তোমার পর্বোৎসব সানন্দে উদ্‌যাপন করি:

*উ* তোমা থেকেই উদিত হলেন ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রিষ্ট পরিত্রাতা (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৬১-৬২)

**অনুগ্রহ-ব্যবস্থায় মারীয়ার মাতৃত্ব**

ঐশবাণীর মাংসধারণের অনাদিকালীন পূর্বনিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে কুমারী মারীয়া ঈশ্বরজননী বলে পূর্বনিরূপিতা হলেন: ঐশবিধানের সঙ্কল্প অনুসারে তিনি এ পৃথিবীতে

ঐশমুক্তিসাধকের মহাজননী, তাঁর সবচেয়ে উদার সহায় ও প্রভুর বিনম্র দাসী ছিলেন। খ্রিষ্টকে গর্ভধারণ করে, প্রসব করে, লালন-পালন করে, মন্দিরে পিতার কাছে তাঁকে উৎসর্গ করে ও ক্রুশে মুমূর্ষু আপন পুত্রের সঙ্গে সহদুঃখিনী হয়ে তিনি আত্মাদের ঐশ্বরিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আপন বাধ্যতা, বিশ্বাস, আশা ও জ্বলন্ত ভালবাসায় ত্রাণকর্তার কর্মে বিশেষ সহযোগিতা দান করলেন।

অনুগ্রহ-ব্যবস্থায় মারীয়ার এ মাতৃত্ব সেই সম্মতি থেকে—যা দূত-সংবাদকালে তিনি বিশ্বস্তভাবে দিয়েছিলেন ও ক্রুশের তলায়ও অবিচলভাবে রক্ষা করেছিলেন—সকল মনোনীতদের চিরকালীন গৌরবলাভ পর্যন্তই অবিরামভাবে উপস্থিত। বাস্তবিকই, স্বর্গে উন্নীতা হয়ে তিনি তাঁর এ পরিত্রাণদায়ী ভূমিকা ত্যাগ করেননি, কিন্তু তাঁর বহুবিধ পক্ষসমর্থন দ্বারা আমাদের জন্য শাশ্বত পরিত্রাণের অনুগ্রহধারা এখনও নিশ্চিত করে যাচ্ছেন।

তাঁর মাতৃস্নেহে তিনি আপন পুত্রের এখনও প্রবাসী ও নানা বিপদ ও সঙ্কটের সম্মুখীন ভাইবোনদের প্রতি যত্ন দেখান, যতদিন না তারা ধন্য মাতৃভূমিতে চালিত হয়।

এজন্য মণ্ডলীতে প্রার্থনাকালে কুমারীকে সহায়িকা, সাহায্যকারিণী, সহায়তাদানকারিণী ও মধ্যস্থকারিণী নামে আহ্বান করা হয়। তথাপি বিষয়টা এমনভাবেই বুঝতে হবে যাতে অনন্য মধ্যস্থ সেই খ্রিষ্টের মর্যাদা ও কার্যকারিতায় কোন যোগ-বিয়োগ না ঘটায়।

কেননা মাংস-হওয়া-বাণী ও মুক্তিসাধক যিনি, তাঁর সঙ্গে কোন সৃষ্টজীবের তুলনা করা যায় না; কিন্তু খ্রিষ্টের যাজকত্বে যেমন পুরোহিতদের মধ্যে ও ভক্তবৃন্দেরও মধ্যে নানাভাবে সহভাগিতা রয়েছে, ও ঈশ্বরের অনন্য মঙ্গলময়তা যেমন সৃষ্টজীবদের মধ্যে বাস্তবরূপেই নানাভাবে সঞ্চারিত হয়ে থাকে, তেমনি মুক্তিসাধকের অনন্য মধ্যস্থতাও সকল সহযোগিতা বাতিল না করে বরং সৃষ্টজীবদের মধ্যে এমন নানাবিধ সহযোগিতা জাগিয়ে তোলে, যা সেই অনন্য উৎস থেকেই দান করা।

মণ্ডলী মারীয়ার তেমন সহকারী ভূমিকা ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না, তারই নিত্য অভিজ্ঞতা করে ও বিশ্বাসীদের প্রশংসনীয় ভক্তি বলে তা চিহ্নিত করে, তারা যেন এ মাতৃসহায়তায় সুস্থির হয়ে সেই মধ্যস্থ ও ত্রাণকর্তাকে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে।

**শ্লোক** - লুক ১:৪২

*প্র* হে পবিত্রা কুমারী মারীয়া, আমরা তোমার কেমন প্রশংসা গান করব?

*উ* স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল।

*উ* স্বর্গ যাঁকে ধারণ করতে অক্ষম ছিল, তাঁকে তুমি আপন গর্ভে বরণ করলে (আল্লেলুইয়া)।

# ধন্যা কুমারী মারীয়া

# শনিবারে স্মরণ

**প্রথম পাঠ** - চলতি শনিবারের ব্যবস্থা

**দ্বিতীয় পাঠ** - কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ সাধু প্রক্লের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (প্রভুর জন্ম, উপদেশ ১-২)

**কুমারী-গর্ভে জন্ম নিয়ে**

**মানুষের বন্ধু মানুষ হলেন**

*ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক, কারণ প্রভু আপন জনগণের প্রতি করুণা দেখালেন* (ইশা ৪৫:৮ দ্রঃ)। হ্যাঁ, *ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক*, কারণ আকাশমণ্ডল আদিতে সৃষ্ট হতে হতে আদমও নিষ্কলঙ্ক মাটি থেকে গঠিত হয়ে ঈশ্বরের বন্ধু ও তাঁর আপনজন বলে আবির্ভূত হলেন। *ঊর্ধ্বলোকে আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক*, কারণ আমাদের প্রভুর মাংসধারণ গুণে পৃথিবী এখন পবিত্রীকৃত হয়েছে ও মানবজাতি অলীক প্রতিমা-পূজা থেকে মুক্তি পেয়েছে। *মেঘমালা ধর্মময়তা বর্ষণ করুক*, কারণ মারীয়ার কুমারী পবিত্রতা গুণে ও তাঁর গর্ভে

জাত মানবেশ্বর গুণে হবার ভুল মুছিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্ষমাও করা হয়েছে। প্রাচীন সেই অভিশাপের পরে আদম আজ সেই জঘন্য ও অন্ধকারময় দণ্ড থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

তবে খ্রিষ্ট সেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন যাঁর কাছ থেকে তিনি আপন সঙ্কল্প অনুসারে মাংস ধারণ করলেন: *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন* (যোহন ১:১৪), আর এর ফলে কুমারী হলেন ঈশ্বরজননী। তবু তিনি এমন জননী যিনি প্রকৃত কুমারী, কারণ মানুষের সংসর্গ ছাড়াই তিনি মাংসধারী বাণীকে প্রসব করলেন, ও আপন কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রাখলেন যাতে তাঁরই অলৌকিক জন্ম প্রকাশ পায় যিনি তাই ইচ্ছা করলেন। তিনি মানবস্বরূপ অনুসারে ঐশবাণীর জননী, কারণ ঐশবাণী তাঁর গর্ভেই মানুষ হলেন, তাঁর গর্ভেই মানব ও ঐশ স্বরূপের মিলন ঘটালেন, ও তাঁর গর্ভ থেকে বের হয়ে জগতের কাছে আবির্ভূত হলেন—এ সমস্ত কিছু তাঁরই প্রজ্ঞা ও ইচ্ছা অনুসারে ঘটল যিনি আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক। পলও এপ্রসঙ্গে বলেন, *পিতৃপুরুষদের কাছ থেকেই মাংস অনুসারে সেই খ্রিষ্ট উদ্গত হলেন* (রো ১:৩ দ্রঃ)।

আর তিনি যেরূপে এখন আছেন, সেইরূপে আগেও ছিলেন, আর সেরূপে হবেন ও সেরূপে হয়ে থাকবেন। তথাপি আমাদের জন্য তিনি মানুষ হলেন। আর মানুষের বন্ধু যে তিনি, মানুষ হলেন—এমন কিছু যা তিনি আগে ছিলেন না। তবু ঈশ্বর হয়ে থেকেও, বিনা পরিবর্তনেই তিনি মানুষ হলেন। অতএব তিনি আমার প্রতি প্রেমের খাতিরেই আমার সদৃশ হলেন, ও তা-ই হলেন যা আগে ছিলেন না—যা ছিলেন, তা কিন্তু তিনি রাখলেন। তিনি মানুষ হলেন ও আমাদের বর্তমান দুর্বলতা ধারণ করলেন যেন আমাদের দত্তকপুত্রত্বের যোগ্য করতে পারেন ও সেই স্বর্গরাজ্য দান করতে পারেন যা পাবার যোগ্যতা কৃপাময় ও করুণাশীল সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টই আমাদের দান করুন, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব, সম্মান ও কর্তৃত্ব কীর্তিত হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - সাম ৭২:৬, ১৯; প্রকাশ ২১:৩

*প্র* তিনি নেমে আসবেন তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত,

*উ* আর সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে।

*প্র* দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি হবেন 'তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর',

ঊ আর সমস্ত পৃথিবী তাঁর গৌরবে পরিপূর্ণ হবে।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, উপদেশ ১)

**খ্রিষ্টের মাতা ও খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মাতা মারীয়া**

মারীয়া একটিমাত্র সন্তানকে প্রসব করলেন যিনি স্বর্গস্থ পিতার পক্ষে যেমন অদ্বিতীয়, মর্তবাসী মাতার পক্ষেও তেমনি অদ্বিতীয়। আর সেই যে অদ্বিতীয়া কুমারী মাতা, যিনি পিতার একমাত্র জনিত পুত্রকে প্রসব করার গৌরবের অধিকারিণী, তিনি তাঁর সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে তাঁর সকল অঙ্গের মধ্যে আলিঙ্গন করেন, ও যাদের মধ্যে তাঁর আপন খ্রিষ্টকে ইতিমধ্যে গঠিত ব'লে বা ভাবীকালে গঠিত ব'লে চিনে নেন, তাদেরই মাতা ব'লে অভিহিতা হতে কুণ্ঠিতা নন।

সেই প্রাচীন হবা, যিনি সন্তানদের জন্ম দেবার আগেও তাদের মধ্যে মৃত্যু সঞ্চার করেছিলেন বিধায় মাতার চেয়ে ছিলেন স্নেহহীনা সৎমাতা, তিনি *সকল জীবিতের জননী* বলে অভিহিতা হয়েছিলেন বটে (আদি ৩:২০), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জীবিতদের ঘাতকাই বলে বা মৃতদেরই জননী বলে অভিহিত করা উচিত, কারণ তাঁর জন্মদান কেবল মৃত্যুদানই ছিল। সুতরাং, 'হবা' নাম যে অর্থ বহন করে, যেহেতু হবা তা বিশ্বস্তভাবে পূর্ণ করতে পারেননি, সেজন্য মারীয়াই সেই রহস্য পূর্ণ করলেন, কারণ যারা জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম গ্রহণ করে, তিনিই তাদের মাতা—ঠিক সেই মণ্ডলীর মত, মারীয়াই যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যে জীবনে সকলে জীবিত, তিনি সেই জীবনের মাতা, কেননা জীবনকে জন্মদান করে তিনি একপ্রকারে তাদেরও জন্মদান করলেন, এ জীবন থেকেই যাদের জীবিত হওয়ার কথা।

রহস্য-ক্ষেত্রে খ্রিষ্টের ধন্যা মাতা নিজেকে খ্রিষ্টিয়ানদের মাতা বলে স্বীকার করেন বিধায় তাদের প্রতি মাতৃসুলভ যত্ন ও স্নেহ দেখান। তাদের সৎসন্তান বলে গণ্য করে তিনি তাদের প্রতি উদাসীনতা দেখান এমন নয়, কেননা একবারই মাত্র প্রসব করেও তবু

তিনি সবসময়ই জননী ছিলেন, এমনকি আপন মাতৃস্নেহের ফলগুলো প্রসব করায় কখনও ক্ষান্ত হননি।

খ্রিষ্টের এক দাস যখন একথা বলতে পারেন যে, *তাদের মধ্যে খ্রিষ্ট সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হওয়া পর্যন্ত* (গা ৪:১৯) তিনি নিজ যত্ন ও স্নেহের ভিত্তিতে আপন সন্তানদের জন্মদান করে থাকেন, তখন কতই না মহত্তর কারণে খ্রিষ্টের স্বয়ং মাতাই তা বলতে পারবেন! আর শুধু তা নয়: পল তাদের জন্মদান করেছিলেন সেই সত্যবাণী প্রচারের মাধ্যমে যে বাণী দ্বারা তারা নবজন্ম নিয়েছিল, কিন্তু মারীয়া স্বয়ং বাণীকে জন্মদান করায়ই তাদের দিব্যতর ও পুণ্যতর ভাবে জন্মদান করলেন। পলে আমি প্রচারকর্মের প্রশংসা করি বটে, তবু মারীয়াতে আমি অধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে জন্মদান-রহস্যেরই প্রশংসা করি।

খ্রিষ্টভক্তরাও মারীয়াকে মাতা বলে স্বীকার করেন, ও প্রকৃত সন্তানসুলভ স্নেহে উদ্দীপিত হয়ে মাতার কোলে শিশুর মত আশ্বাসভরে তাঁর নাম ক'রে সমস্ত প্রয়োজনে ও বিপদে তাঁর আশ্রয় নেয়। এজন্য আমি মনে করি, নবী দ্বারা যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল তা তাদেরই লক্ষ করে, তথা: *তোমার সন্তানেরা বাস করবে তোমার অন্তঃস্থলে* (সাম ১০২:২৯ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)—যদিও এক্ষেত্রে একথা মেনে নিতে হয় যে, বাণীটা প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীকেই লক্ষ করে।

আর এখন আমরা যদি সত্যিকারে পরাৎপরের মাতার আশ্রয়ে বসবাস করি, তবে তাঁর সহায়তায় ঠিক যেন তাঁর পক্ষ-ছায়ায়ই বিশ্রাম করি, ও একদিন তাঁর গৌরবের সহভাগী হয়ে তাঁর কোলে লালিত-পালিত হব। তখন সকলেই মাতার উদ্দেশে হর্ষধ্বনি তুলে একসুরে বলে উঠবে: হে পবিত্রা ঈশ্বরজননী, *আনন্দপ্লুত এই আমাদের আবাস তোমারই অন্তঃস্থলে* (সাম ৮৭:৭ লাতিন পাঠ্য দ্রঃ)।

**শ্লোক** - মথি ১:২০, ২১; মিখা ৫:৩-৪ দ্রঃ

*প্র* যাঁকে মারীয়া গর্ভধারণ করলেন, তিনি পবিত্র আত্মা থেকে আগত:

*উ* তিনি তাঁর আপন জনগণকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

*প্র* তিনি পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্তই মহান হবেন: তাঁর নাম হবে শান্তি!

*উ* তিনি তাঁর আপন জনগণকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (সমাধিস্থান ও ক্রুশ, উপদেশ ২)

**আদম ও খ্রিষ্ট, হবা ও মারীয়া**

তুমি কি সেই চমৎকার বিজয় দেখতে পেয়েছ? তুমি কি ক্রুশের উজ্জ্বল কর্মকীর্তি দেখতে পেয়েছ? আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অপরূপ কথা বলতে পারব? লক্ষ কর তিনি কেমন করে জয়লাভ করলেন, তবে আরও বিস্মিত হবে। কেননা শয়তান যে উপায় দ্বারা জয়লাভ করেছিল, খ্রিষ্ট সেই একই উপায় দ্বারা তাকে পরাজিত করলেন; আর শয়তান যে অস্ত্র হাতিয়ার করেছিল, তিনি সেই একই অস্ত্র হাতিয়ার করেই তাকে পরাভূত করলেন। তা কেমন ঘটেছে, তা একটু শোন।

একটি কুমারী, একটি কাষ্ঠ ও মৃত্যুই ছিল আমাদের পরাজয়ের প্রতীক। কুমারীটি ছিলেন সেই হবা যিনি তখনও স্বামীর সঙ্গে ঘর করেননি; কাষ্ঠটা ছিল মঙ্গল-অমঙ্গলের সেই জ্ঞানবৃক্ষ; মৃত্যু ছিল আদমের দণ্ড। আর হঠাৎ দেখ, সেই কুমারী, সেই কাষ্ঠ ও সেই মৃত্যু যা ছিল পরাজয়ের প্রতীক, এখন তাঁরই বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠল। বাস্তবিকই হবার স্থানে মারীয়াই রয়েছেন, মঙ্গল-অমঙ্গলের জ্ঞানবৃক্ষের স্থানে ক্রুশবৃক্ষই রয়েছে, আদমের মৃত্যুর স্থানে খ্রিষ্টেরই মৃত্যু রয়েছে।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আগে যে বিজয়ী হয়েছিল, সে কেমন করে তার নিজেরই উপায় দ্বারা এখন পরাজিত হচ্ছে? সেই বৃক্ষের কাছে শয়তান আদমকে ভূপাতিত করেছিল, ক্রুশবৃক্ষের কাছে খ্রিষ্ট শয়তানকে পরাজিত করলেন। আর সেই বৃক্ষ পাতালেই মানুষকে নিক্ষেপ করত, কিন্তু এ বৃক্ষ পাতাল থেকে সেই সকলকে ডেকে ফিরিয়ে আনে যারা সেখানে নেমে গেছিল। উপরন্তু, আর একটা বৃক্ষ পরাজিত ও বস্ত্রহীন মানুষকে লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু এ বৃক্ষ সকলের চোখের সামনে বস্ত্রহীন বিজয়ীকে প্রকাশ করে। আরও, সেই মৃত্যু তাদের সকলকেই আঘাত করেছিল যারা মৃত্যুর আবির্ভাবের পরে জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু এ মৃত্যু তাদেরও পুনরুত্থিত করে, যারা এ মৃত্যুর আবির্ভাবের আগেও জন্ম নিয়েছিল। *কেইবা প্রভুর কর্মকীর্তি বর্ণনা করতে পারে?* (সাম

১০৬:২)। আমরা মৃত্যু দ্বারাই অমর হয়ে উঠেছি! এ তো ক্রুশের গৌরবময় কীর্তিকলাপ।

তবে তুমি কি বিজয়ের কথা উপলব্ধি করেছ? বিজয় যে কি প্রকার, তা উপলব্ধি করেছ? এখন একথা শিখে নাও, তথা, কেমন করে এ বিজয় আমাদের বিনা পরিশ্রমে ও বিনা শ্রান্তিতে আবির্ভূত হয়েছে। আমরা তো অস্ত্র রক্তসিক্ত করিনি, সংগ্রামেও পা দিইনি, আহতও হইনি; এমনকি সংগ্রাম দেখতে পর্যন্ত পাইনি, অথচ জয়লাভ করেছি। সংগ্রাম হল প্রভুরই, জয়মালা আমাদের। সুতরাং যেহেতু বিজয় আমাদেরও, সেজন্য এসো, সৈন্যরূপে আমরাও আজ হর্ষধ্বনি তুলে বিজয়ের প্রশংসা ও স্তুতিগান করি। এসো, প্রভুর প্রশংসা করতে করতে বলে উঠি: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, *তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (১ করি ১৫:৫৪-৫৫; ইশা ২৫:৮; হো ১৩:১৪ দ্রঃ)।

এ সমস্ত কিছু হল ক্রুশেরই উজ্জ্বল অবদান: হ্যাঁ, সেই ক্রুশ, যে ক্রুশ হল শয়তানের বিরুদ্ধে উত্তোলিত লুট, পাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র, ও এমন খড়্গ যার আঘাতে খ্রিষ্ট সাপকে বিঁধিয়ে দিলেন; সেই ক্রুশ, যে ক্রুশ হল পিতার ইচ্ছা, একমাত্র জনিত পুত্রের গৌরব, পবিত্র আত্মার আনন্দ, স্বর্গদূতদের মর্যাদা, মণ্ডলীর সহায়তা, পলের গর্ব, পুণ্যজনদের রক্ষা, সমগ্র বিশ্বের আলো।

## শ্লোক

প্র যিনি মানুষকে আদি মর্যাদায় নবীকৃত করেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুসারে

উ কুমারী মারীয়া হবা থেকে যেন কাঁটা থেকে গোলাপফুলের মতই জন্ম নিলেন।

প্র ঈশ্বরের শক্তি যেন পাপ মুছিয়ে দেয় ও তাঁর অনুগ্রহ যেন আমাদের দণ্ড ধৌত করে, সেজন্য

উ কুমারী মারীয়া হবা থেকে যেন কাঁটা থেকে গোলাপফুলের মতই জন্ম নিলেন।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'লুমেন জেন্তিউম' নামক মণ্ডলী বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৬৩, ৬৫)

**মারীয়া মণ্ডলীর প্রতীক**

যা দ্বারা তিনি মুক্তিসাধক পুত্রের সঙ্গে মিলিতা, সেই ঐশমাতৃত্বের দান ও বিশেষ অধিকার গুণে ও তাঁর বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ ও ভূমিকা গুণেও কুমারী মারীয়া মণ্ডলীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা। সাধু আম্ব্রোজ আগে থেকেও যেভাবে ঘোষণা করতেন, ঈশ্বরজননী হলেন মণ্ডলীর প্রতীক—বিশ্বাস ক্ষেত্রে, ভালবাসা ক্ষেত্রে, ও খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলন ক্ষেত্রে। কেননা কুমারী ও মাতার উজ্জ্বল ও বিশেষ আদর্শ দান ক'রে ধন্যা কুমারী মারীয়া সেই মণ্ডলী-রহস্যে যথেষ্ট অবদান রাখেন, যে মণ্ডলীও মাতা ও কুমারী বলে সঙ্গতভাবেই অভিহিতা। বিশ্বাস ও বাধ্যতা গুণে তিনি নবীনা হবার মত আদিম সাপের উপরে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের দূতের উপরেই সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রেখে কোন পুরুষ না জেনেই বরং পবিত্র আত্মার ছায়ায় আশ্রিতা হয়ে পৃথিবীতে পিতার আপন পুত্রকে জন্ম দিলেন। তিনি সেই পুত্রকে প্রসব করলেন যাঁকে পিতা *বহুভ্রাতার মধ্যে* তথা সেই ভক্তদেরই মধ্যে *প্রথমজাত পুত্র রূপে* রাখলেন (রো ৮:২৯ দ্রঃ), যাদের জন্ম ও গঠন ব্যাপারে মারীয়া মাতৃস্নেহে সহযোগিতা দান করেন।

এখন, মারীয়ার রহস্যময় পবিত্রতা লক্ষ ক'রে, তাঁর ভালবাসার অনুকরণ ক'রে, ও পিতার ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে পূর্ণ ক'রে মণ্ডলীও ঈশ্বরের বাণী বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ ক'রে তাঁর মধ্য দিয়ে মাতা হয়; কেননা বাণীপ্রচার ও বাপ্তিস্ম দ্বারা মণ্ডলী পবিত্র আত্মার প্রভাবে উদ্ভূত ও ঈশ্বর থেকে জাত তার সকল সন্তানকে নব ও অমর জীবনের উদ্দেশে জন্মদান করে। মণ্ডলীও এমন কুমারী, যে বরের প্রতি প্রতিশ্রুত বিশ্বস্ততাকে অক্ষুণ্ন ও বিশুদ্ধ বলে রক্ষা করে, ও তার আপন ঈশ্বরজননীর অনুকরণ ক'রে পবিত্র আত্মার প্রভাবে সেও নিষ্কলঙ্করূপে বিশ্বাস অক্ষুণ্ন, আশা দৃঢ় ও ভালবাসা অকপট বলে গেঁথে রাখে।

পরমধন্যা কুমারীর মধ্যে মণ্ডলী যদিও সেই সিদ্ধতা ইতিমধ্যে লাভ করেছে যা গুণে সে *বিনা কলঙ্ক ও বিনা বলিরেখায়* বিদ্যমান (এফে ৫:২৭ দ্রঃ), তথাপি খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা এখনও প্রচেষ্টার পর্যায়েই রয়েছে যাতে পাপ জয় করে পবিত্রতায় বেড়ে ওঠে। এজন্য

তারা সেই মারীয়ার দিকে চোখ তোলে যিনি মনোনীতদের গোটা সমাজের সামনে সদ্‌গুণাবলির আদর্শ রূপে উদ্ভাসিতা। তাঁর কথা ভক্তিভরে ধ্যান ক'রে ও মাংস-হওয়া-বাণীর আলোয় তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মণ্ডলী মাংসধারণ-মহারহস্যের অধিক গভীরেই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রবেশ করে, ও অধিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই আপন বরের অনুরূপ হয়ে ওঠে।

কেননা পরিত্রাণের ইতিহাসে গভীরভাবে উপস্থিত হওয়ায় মারীয়া বিশ্বাসের মহা মহা তত্ত্ব নিজের মধ্যে কেমন যেন সংযুক্ত করে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশও করেন, এবং সেগুলোকে প্রচার ক'রে ও উদ্‌যাপন ক'রে তিনি সকল ভক্তকে আপন পুত্রের দিকে, তাঁর আত্মবলিদানের দিকে ও পিতার প্রেমের দিকে আহ্বান করেন। তাই মণ্ডলী খ্রিষ্টের গৌরবের জন্য কর্মরত হয়ে তার আপন উৎকৃষ্ট প্রতীকের অধিক গভীরতরভাবে সদৃশ হয়ে ওঠে, বিশ্বাস আশা ও ভালবাসায় উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে অগ্রসর হয়, ও সবকিছুতেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্বেষণ ও পালন করে।

আপন প্রৈরিতিক কর্মেও মণ্ডলী তাঁরই দিকে সঙ্গতভাবে লক্ষ করে যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থা হয়ে কুমারী অবস্থায় খ্রিষ্টকে জন্ম দিলেন যেন মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ভক্তদের হৃদয়েও তিনি জন্ম নিতে পারেন ও বেড়ে উঠতে পারেন। ধন্যা কুমারীই আপন জীবনে সেই মাতৃস্নেহেরই আদর্শ স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান, যে মাতৃস্নেহে তাদের সকলেরই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত যারা মানুষকে নবজন্ম দেবার জন্য মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কাজে সহযোগিতা দান করে।

**শ্লোক**

℣ হে কুমারী মারীয়া, তোমার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসীদের কাছে আবির্ভূত হল জগতের পরিত্রাণ ;

℟ তোমার পুণ্য জীবন মণ্ডলীর গৌরব।

℣ আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার নাম স্মরণ করি :

℟ তোমার পুণ্য জীবন মণ্ডলীর গৌরব।

# পাঠসংগ্রহ - প্রেরিতদূত

সকল প্রেরিতদূতের জন্য যথাস্থানে উপযুক্ত পাঠগুলো দেওয়া আছে।

# পাঠসংগ্রহ - সাক্ষ্যমর

## একাধিক সাক্ষ্যমর

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৮:১৮-৩৯)

**খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে**

**কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না**

ভ্রাতৃগণ, আমি মনে করি যে, আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টি নিজেই তো ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে ঈশ্বরসন্তানদের [গৌরব] প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে; কারণ বিশ্বসৃষ্টিকে অসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে—তার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং যিনি তা তুলে দিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছায়। আর বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যাশা এই, সেও অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠবে ঈশ্বরসন্তানদের গৌরবময় স্বাধীনতায় অংশ নেবার জন্য। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি আজ পর্যন্তও আর্তনাদ করে আসছে, প্রসব-বেদনা ভোগ করছে; শুধু বিশ্বসৃষ্টি নয়, আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি, আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি। কারণ প্রত্যাশায় আমরা ইতিমধ্যে পরিত্রাণ পেয়েই গেছি, কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আর প্রত্যাশা নয়; কেননা একজন যা দেখতে পায়, সে তার প্রত্যাশা করবে কেন? আমরা কিন্তু যা দেখতে পাই না, তারই প্রত্যাশা যখন করি, তখন নিষ্ঠার সঙ্গেই তার প্রতীক্ষায় থাকি।

একই প্রকারে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন। আর যিনি সকলের হৃদয় তলিয়ে দেখেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী, যেহেতু আত্মা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই পবিত্রজনদের হয়ে অনুরোধ করেন।

আর আমরা তো জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে যারা আহূত, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে, কেননা আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে থেকে নিরূপণও করেছিলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হতে পারেন। আর আগে থেকে যাদের তিনি নিরূপণ করেছিলেন, তাদের আহ্বানও করেছেন; এবং যাদের আহ্বান করেছেন, তাদের ধর্মময় বলেও সাব্যস্ত করেছেন; এবং যাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করেছেন, তাদের গৌরবান্বিতও করেছেন।

তবে এই সমস্ত কিছুর বিষয়ে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে? যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সমস্ত কিছুও আমাদের প্রদান করবেন না? ঈশ্বরের মনোনীতজনদের বিপক্ষে কে অভিযোগ আনবে? ঈশ্বর যখন তাদের ধর্মময় করে তোলেন, তখন কেইবা অভিযোগ উত্থাপন করবে? খ্রিষ্ট যিশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন। তাই খ্রিষ্টের তেমন ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে? যেমনটি লেখা আছে:

> তোমার খাতিরেই আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে;
> আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য (সাম ৪৪:২২)।

কিন্তু যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা ওইসব কিছুতে বিজয়ীর চেয়েও অধিক বিজয়ী হই, কেননা আমি নিশ্চিত ভাবেই জানি যে, মৃত্যু বা জীবন, স্বর্গদূত, আধিপত্য বা শক্তিবৃন্দ, বর্তমান বা ভাবীকালের কোন-কিছু, ঊর্ধ্বের বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা কোন সৃষ্টবস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে নিহিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে না।

**শ্লোক** - লুক ৬:২৭; মথি ৫:৪৪-৪৫, ৪৮

*প* তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস ; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর, যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

*উ* যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার (আল্লেলুইয়া)।

*প* সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হও, যেমন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সিদ্ধতা-প্রাপ্ত,

*উ* যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার (আল্লেলুইয়া)।

## *অথবা* (চল্লিশাকাল)

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১-১৫)

### ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল ;
আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরতায়ই পরিপূর্ণ।

সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।

ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।

তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,
তাদের যত কর্ম ফলহীন।
তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।
সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি ;
প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।

সুখী সেই নপুংসক, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি ;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।
কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল !

শ্লোক - এফে ৪:৫ দ্রঃ

*প্র* হে পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দ, তোমরা গৌরবময় রক্ত দান করেছ ; জীবনে খ্রিষ্টের অনুগামী হয়ে, মৃত্যুতেও তাঁর অনুসরণ করেছ :

℟ এজন্যই তোমাদের জয়মালা দেওয়া হয়েছে।

℣ এক-আত্মা তোমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, এক-বিশ্বাস তোমাদের সুস্থির করে রেখেছে:

℟ এজন্যই তোমাদের জয়মালা দেওয়া হয়েছে।

*অথবা* (পাস্কাকাল)

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৭:৯-১৭)

**মনোনীতদের সেই বিরাট জনতা**

আমি, যোহন, লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না* (সাম ১২১:৬; ইশা ৪৯:১০), কেননা

যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই হবেন *তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে* (সাম ২৩:২; এজে ৩৪:২৩)। আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল'* (ইশা ২৫:৮)।

**শ্লোক** - প্রজ্ঞা ১০:১৭-২০ দ্রঃ

*প্র* প্রভু, তোমার পুণ্যজনেরা অপরূপ এক পথে চলেছেন ; তোমার বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে গেছেন :

*উ* লালরক্ত সাগরে তাঁরা প্রতিশ্রুত দেশের দিকে নিরাপদ পথ পেয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

*প্র* তাঁরা এখন তোমার বিজয়ী পরাক্রমের স্তুতিগান করেন, ও তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করেন :

*উ* লালরক্ত সাগরে তাঁরা প্রতিশ্রুত দেশের দিকে নিরাপদ পথ পেয়েছেন। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ৮০)

**খ্রিষ্টের সৈন্যের জন্য মৃত্যু নেই,**

**জয়মালাই রয়েছে**

প্রিয় ভাই, আমি আপনার কাছে আমার কোন লেখা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাতে পারিনি, কারণ এ মণ্ডলীর যাজকবর্গের মধ্যে কেউই কোথাও যেতে পারছিলেন না, যেহেতু সকলেই নির্যাতনের ঝড়ের মধ্যেই ছিলেন—এমন নির্যাতন কিন্তু যা স্বর্গে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তীর্ণ হতে তাঁদের আন্তরিকভাবে অধিক প্রস্তুত পেয়েছে।

এখন আপনাকে জানাচ্ছি সেই সমস্ত খবরাখবর যা আমার হাতে রয়েছে। যে দূতদের আমি রোমে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেন আমার সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত—সেই সিদ্ধান্ত যে প্রকারেরই হোক না কেন—ভালোমত জেনে তা আমাকে জানায়, (যাতে করে চারদিকে বিস্তারিত সেই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ধারণা ও কল্পনার সমাপ্তি ঘটে), সেই সকল দূত রোম থেকে ফিরে এসেছে। আর এবিষয়ে যথার্থভাবে প্রমাণিত সত্য এরূপ :

সম্রাট ভালেরিয়ানুস প্রবীণদের সভার কাছে নিজ জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন, যা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিশপ, পুরোহিত ও পরিসেবকদের সঙ্গে সঙ্গেই

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। উপরন্তু, প্রবীণদের সভার খ্রিষ্টিয়ান সদস্য, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব, ও তাঁরা যাঁদের উপাধি 'রোমীয় অশ্বারোহী', তাঁদের পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হোক, বাজেয়াপ্তও করা হোক। বাজেয়াপ্তের পরেও তাঁরা খ্রিষ্টধর্ম স্বীকারে স্থির থাকলে তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক। সম্ভ্রান্ত বংশের সকল খ্রিষ্টিয়ান মহিলাকে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া হোক। সাম্রাজ্যের যে সকল কর্মচারী খ্রিষ্টধর্ম আগেই স্বীকার করেছেন বা এখন স্বীকার করছেন, তাঁদেরও একইপ্রকারে বাজেয়াপ্ত করা হোক; তারপরে তাঁদের গ্রেপ্তার করার পর সাম্রাজ্যের নানা সম্পদে নিযুক্ত দাসের তালিকায় তাঁদের তালিকাভুক্ত করা হোক।

তেমন বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে ভালেরিয়ানুস একটা পত্রও যুক্ত করেছেন যা তিনি প্রদেশপালদের কাছে পাঠিয়েছেন—পত্রটির বিষয়বস্তু এই আমি। আমি দিনে দিনে এ পত্রের অপেক্ষায় আছি, এমনকি বিশ্বাসে দৃঢ়স্থাপিত ও বলীয়ান হয়ে আমি আমার প্রত্যাশায় পত্রটি কেমন যেন দ্রুতগামীই করতে ইচ্ছা করি। সাক্ষ্যমরণের সামনে আমার সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট: আমি সাক্ষ্যমরণের প্রতীক্ষায় আছি এ আস্থায় পূর্ণ হয়ে যে, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও দানশীলতার কাছ থেকে আমি অনন্ত জীবনের জয়মালা গ্রহণ করব।

আপনাদের অবগত করছি যে, ৬ই আগষ্টে সিক্সতুস ও তাঁর সঙ্গে চারজন পরিসেবক কবরস্থানের এলাকায় থাকাকালে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছেন। রোম কর্তৃপক্ষ এ নিয়ম পালন করছে যে, যাদের খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিযুক্ত করা হয়, তাদের বিচারদণ্ড ভোগ করতে হবে ও রাজ-তহবিলের উপকারিতায় তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যাচনা করি, যা কিছু জানিয়েছি তা যেন অন্য বিশপ-সহভ্রাতাদের অবগতিতে আনা হয়, যেন তাঁদের চেতনা-বাণী দ্বারা আমাদের মণ্ডলীকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উদ্দেশে অধিক উত্তমরূপে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করা যেতে পারে। এ এমন উদ্দীপনা জাগাবে যাতে মানুষ মৃত্যুর চেয়ে অমরতারই মঙ্গল অধিক শ্রেয় গণ্য করে, উদ্দীপ্ত বিশ্বাসে ও বীরসুলভ দৃঢ়তায় প্রভুর প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করে, এবং নিজ বিশ্বাস-স্বীকারের চিন্তাকে ভয় করার চেয়ে বরং যেন ভালইবাসে। ঈশ্বরের ও খ্রিষ্টের সৈন্যেরা ভালোমতই জানে যে, তাদের আত্মোৎসর্গ মৃত্যুর চেয়ে বরং জয়মালা।

**শ্লোক** - ২ করি ৪:১১; সাম ৪৪:২৩ দ্রঃ

*প্র* আমরা যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* প্রভুর খাতিরেই তো আমরা সারাদিন মৃত্যুর সম্মুখীন, বধ্য মেষেরই মত গণ্য,

*উ* যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয় (আল্লেলুইয়া)।

## একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৪:৭–৫:৮)

### সাক্ষ্যমরদের মধ্যে ঈশ্বরের পরাক্রম প্রকাশিত

এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। পদে পদে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা চূর্ণ হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু নিরাশ হই না; নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। কেননা আমরা জীবিত হয়েও যিশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যিশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।

তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি* (সাম ১১৬:১০ লাতিন পাঠ্য), আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, সচেতন হয়ে যে, প্রভু যিশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন। হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না ; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার অর্জন করছে, যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি ; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা ইতিমধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবন দ্বারা কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন ; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

**শ্লোক** - মথি ৫:১১, ১২, ১০

*প্র* তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে।

*উ* আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

*উ* আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* (চল্লিশাকালে)

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৫১:১-১২)

**ঈশ্বরের গুণকীর্তন, যিনি তাঁর আপনজনদের**

**ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেছেন**

হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব;
কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।

যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
—তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে, যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে তুমি আমার মুক্তি সাধন করলে—
হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।
আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম, আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না!

প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,
স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম ;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচনা করলাম।

আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,
সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।
আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
আমার মিনতি পূর্ণ হল ;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,
সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

শ্লোক - সিরা ৫১:১-২; সাম ৩১:৮ দ্রঃ

*প* হে প্রভু, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব :
*উ* তুমিই তো হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়।
*প* আমি তোমার অনুগ্রহের জন্য অনুক্ষণ আনন্দ করব :
*উ* তুমিই তো হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়।

*অথবা* **(পাস্কাকালে)**

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৭:৯-১৭)

**মনোনীতদের সেই বিরাট জনতা**

আমি, যোহন, লক্ষ করলাম, আর দেখ, প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভাষার বিরাট এক জনতা যা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে তারা সকলে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছে: 'সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ।'

তখন যে সকল স্বর্গদূত সিংহাসন ঘিরে প্রবীণদের ও চার প্রাণীর চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে প্রণিপাত করে এই বলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লাগলেন: 'আমেন! প্রশংসা, গৌরব, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ-স্তুতি, সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন!'

তখন প্রবীণদের একজন আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শুভ্র পোশাক-পরা এই মানুষেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকে এল?' আমি তাঁকে বললাম: 'প্রভু আমার, আপনিই তা জানেন।' তখন তিনি আমাকে বললেন: 'এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে। এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে; আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি নিজের তাঁবু তাদের উপরে বিছিয়ে দেবেন। *তারা আর কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, তৃষ্ণার্তও হবে না; রোদ বা কোন কিছুর উত্তাপ তাদের আর কখনও আঘাত করবে না* (সাম ১২১:৬; ইশা ৪৯:১০), কেননা যিনি সিংহাসনের মাঝখানে রয়েছেন, সেই মেষশাবক নিজেই *হবেন তাদের পালক, তিনি নিজেই তাদের চালনা করবেন জীবন-জলের উৎসভূমিতে* (সাম ২৩:২; এজে ৩৪:২৩)। আর স্বয়ং ঈশ্বর *তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল'* (ইশা ২৫:৮)।

**শ্লোক** - প্রকাশ ২:১০, ১১; সিরা ৪:২৮

*প্র* তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

*উ* যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

*প্র* সত্যের পক্ষে মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম কর, তবে প্রভু ঈশ্বর তোমার পক্ষে যুদ্ধ করবেন:

*উ* যে বিজয়ী, দ্বিতীয় মৃত্যুর হাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩২৯:১-২)

**সত্যিই মূল্যবান সেই সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু**

**যা খ্রিষ্টের মৃত্যুমূল্যে কেনা হয়েছে!**

যাঁদের জন্য মণ্ডলী সর্বত্রই প্রস্ফুটিত, সেই পবিত্র সাক্ষ্যমরবৃন্দের এতই গৌরবময় কর্মকীর্তির জন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি কতই না সত্যাশ্রয়ী সেই বাণী যা আমরা এইমাত্র গান করেছি: *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু* (সাম ১১৬:১৫ লাতিন পাঠ্য); হ্যাঁ, সেই মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে মূল্যবান, তাঁরও দৃষ্টিতে মূল্যবান যাঁর নামের খাতিরে সেই মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু এ সমস্ত মৃত্যুর মূল্য হচ্ছে কেবল একজনেরই মৃত্যু। কতগুলো মৃত্যুই না কিনেছেন সেই একজনমাত্র, যিনি নিজে না মরলে গমের সেই দানার বহুবৃদ্ধি হত না! তোমরা তাঁর সেই বাণী শুনেছ যা তিনি যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে যেতে, অর্থাৎ আমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করেছিলেন: *গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে* (যোহন ১২:২৪)।

বাস্তবিকই তিনি ক্রুশের উপরে এক মহা ক্রয়কর্ম সাধন করলেন; সেই ক্রুশের উপরেই আমাদের পক্ষে মুক্তিমূল্য ব্যয় করলেন, কেননা তাঁর পাশ সৈন্যের বর্শার আঘাতে খুলে গেলে তা থেকে সারা বিশ্বের মুক্তিমূল্য নির্গত হল।

তখন ভক্ত ও সাক্ষ্যমর উভয়কেই কেনা হল, কিন্তু সাক্ষ্যমরদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হল: রক্তই তার সাক্ষী। তাঁদের জন্য যা ব্যয় করা হয়েছিল, তাঁরা তা মিটিয়ে দিলেন,

তাতে ধন্য যোহনের এ বাণী পূর্ণ করলেন: খ্রিষ্ট যেমন আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, আমাদেরও তেমনি ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে (১ যোহন ৩:১৬ দ্রঃ)।

অন্যত্র লেখা রয়েছে: *তুমি মহাভোজে আসন নিয়েছ; তোমার সামনে যা যা পরিবেশন করা হল, তা ভাল মত বিবেচনা কর, কেননা তোমাকেও সেরূপ ভোজের আয়োজন করতে হবে* (প্রবচন ২৩:১ দ্রঃ)। সেটিই হচ্ছে মহাভোজটি, যে ভোজে ভোজকর্তা নিজেই খাদ্য। এমন কেউই নেই যে নিজেকে দিয়েই নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান: খ্রিষ্ট প্রভু ঠিক তাই করেন, তিনিই নিমন্ত্রণকারী, আবার তিনিই খাদ্য ও পানীয়। সাক্ষ্যমরেরা জানতেন তাঁদের কী খেতে ও পান করতে হবে, যেন সেরূপ প্রতিদান দিতে পারেন।

কিন্তু প্রথমে যিনি মূল্য দিয়েছেন, তিনি যদি প্রতিদান দেওয়ার মত বস্তুটা না দিতেন, তবে কেমন করে তাঁরা সেরূপ প্রতিদান দিতে পারতেন? এজন্য আমরা যা গান করেছি *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু*, এই সামসঙ্গীতও দেওয়া বিষয়ে কী চেতনা দেয়?

প্রাচীনকালের মানুষ তা-ই বিচার-বিবেচনা করেছিল যা প্রভুর কাছ থেকে পেয়েছিল; অর্থাৎ সেই মানুষ সেই সর্বশক্তিমানের অসংখ্য অনুগ্রহদানগুলির দিকে চেয়ে দেখল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছিলেন, সে পথভ্রষ্ট হলে যিনি তার সন্ধানে বেরিয়েছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে যিনি তাকে ক্ষমা মঞ্জুর করেছিলেন, সে নিজ দুর্বল শক্তিতে সংগ্রাম করতে করতে যিনি তাকে সহায়তা করেছিলেন, সে বিপদে পতিত হলে যিনি নিজেকে ফিরিয়ে নেননি, তাকে জয়মালায় ভূষিত করেছিলেন ও পুরস্কার স্বরূপ নিজেকেই দান করেছিলেন। প্রাচীনকালের মানুষ এ সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বলে উঠেছিল: *আমার প্রতি প্রভুর সমস্ত উপকারের জন্য প্রতিদানে আমি তাঁকে কী দিতে পারব? পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরব* (সাম ১১৬:১২-১৩)।

কোন্ পাত্রের কথা বলা হচ্ছে? যন্ত্রণাভোগের সেই তিক্ত ও পরিত্রাণদায়ী পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে; সেই পাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে যা চিকিৎসক প্রথম পান না করলে রোগপীড়িত মানুষ কখনও স্পর্শ করতে সাহস করত না! হ্যাঁ, সেই পানপাত্র ঠিকই তাঁর যন্ত্রণাভোগ; আর একথা আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টের বাণীতেই প্রমাণিত দেখতে পাই, কেননা

তিনি বললেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরিয়ে দাও* (মথি ২৬:৩৯ দ্রঃ)।

এ পাত্র বিষয়ে সাক্ষ্যমরেরা বললেন, *পরিত্রাণের পানপাত্র তুলে ধরে আমি করব প্রভুর নাম* (সাম ১১৬:১৩)। আচ্ছা, তোমার কি ভয় হচ্ছে তুমি পারবে না? না, আমি সে ভয় করি না। কেন? কারণ আমি প্রভুর নাম করব। সাক্ষ্যমরেরা কেমন করে জয়ী হতে পারবেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই যদি না জয়ী হতেন যিনি বলেছেন, *আনন্দে মেতে ওঠ, আমি জগৎকে জয় করেছি?* (যোহন ১৬:৩৩ দ্রঃ)। স্বর্গরাজ তাঁদের অন্তর ও তাঁদের জিহ্বা চালিত করছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শয়তানকে জয় করছিলেন ও স্বর্গে সাক্ষ্যমরদের মাল্যভূষিত করছিলেন। আহা, যাঁরা এভাবেই এ পাত্রে পান করেছেন, তাঁরা ধন্য! তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্টের সমাপ্তি দেখেছেন ও স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণ করেছেন।

প্রিয়জনেরা, উদ্বুদ্ধ হও! চোখে যা দেখতে পাও না তা অন্তরে ও প্রাণে বিচার-বিবেচনা করে থাক, তবেই দেখতে পাবে যে, *প্রভুর দৃষ্টিতে মূল্যবান তাঁর পবিত্রজনদের মৃত্যু।*

শ্লোক - ২ তি ৪:৭-৮; ফিলি ৩:৮, ১০ দ্রঃ

*প্র* আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি:

*উ* এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* খ্রিষ্ট যিশুকে জানা, তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানা, আর এভাবে তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হওয়া আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি:

*উ* এখন আমার জন্য ধর্মময়তার মুকুট প্রস্তুত রয়েছে (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - পালক

## পোপ বা বিশপ

**প্রথম পাঠ** - তীতের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:৭-১১; ২:১-৮)

**বিশপের গুণাবলি ও কর্তব্য বিষয়ে**

**সাধু পলের বাণী**

প্রিয়তম, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক; আর এও আবশ্যক, তিনি যেন উদ্ধত স্বভাবের মানুষ না হন, উগ্র প্রকৃতির মানুষও নন, পানাসক্তও নন, হিংসাপরায়ণও নন, অর্থলোভীও নন; তাঁকে বরং হতে হবে অতিথিপরায়ণ, যা কিছু মঙ্গলকর তার সমর্থক, আত্মসংযমী, ধর্মপরায়ণ, পুণ্যবান, জীতেন্দ্রিয়; তাঁকে এমন ব্যক্তি হতে হবে, যিনি সেই বিশ্বাসযোগ্য বাণী আঁকড়ে ধরে থাকেন যা পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষার অনুরূপ, যেন তিনি উপদেশে যথার্থ শিক্ষা দিতে ও প্রতিবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম হন।

কেননা অনেকে আছে, বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদের মধ্যে, যারা অদম্য ও বাচাল স্বভাবের মানুষ, এবং লোকদের মনও ভোলাতে সচেষ্ট। তেমন লোকদের মুখ বন্ধ করা চাই! কারণ হীন লাভের খাতিরে তারা অনুচিত শিক্ষা দিতে দিতে কতগুলো ঘর না একেবারে দিশেহারা করে তোলে।

তুমি কিন্তু যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও। বৃদ্ধদের মিতাচারী, শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য, আত্মসংযমী, ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় স্থিতমূল হওয়া উচিত। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-ব্যবহার যেন ভক্তজনের যোগ্য হয়; তাঁরা যেন পরচর্চা না করেন, পানাসক্তির দাসী না হন, বরং সদাচরণ শেখাতে যোগ্য, যুবতী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসায় গড়ে তুলতে পারেন; আরও, বধূদের আত্মসংযতা, সচ্চরিত্রা, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী, সহৃদয়া ও স্বামীর অনুগতা হতে শেখান, এভাবে যেন ঈশ্বরের বাণী নিন্দার বস্তু না হয়।

তেমনি যুবকদেরও আত্মসংযত হতে চেতনা দাও; সবকিছুতে নিজেকেই সৎকর্মে আদর্শবান দেখাও; ধর্মশিক্ষা দানে সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধার যোগ্য হও; তোমার ভাষাও যেন যথার্থ ও অনিন্দনীয় হয়, যেন যারা আমাদের বিপক্ষে, তারা সকলেই আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

**শ্লোক** - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২

*প্র* আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,

*উ* আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,

*উ* আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

## পোপ বা বিশপ (চল্লিশাকালে)

**প্রথম পাঠ** - থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৩, ১৯-২০)

### আমাদের শ্রমের কথা তোমাদের মনে আছে

ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি; বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার পর—কথাটা তোমরা জান—আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি। তোমরা তো জান, আমরা তোষামোদের কোন

কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রিষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করেন, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!

ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। তোমরা তো জান, পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর, যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

আর এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়।

আসলে, আমাদের প্রভু যিশুর আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে? হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২

℣ আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,

℣ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

℟ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,

℣ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।

## পোপ বা বিশপ (পাস্কাকালে)

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে পাঠ (২০:১৭:৩৬)

### এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের চেতনা-বাণী

সেসময়, মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। আপনারা জানেন, যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি; ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুশালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যিশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; এজন্য আমি আজ ঘোষণা

করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না, কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই দেবে না। আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। আমি কারও রুপো বা সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে —সেই প্রভু যিশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন।

শ্লোক - প্রেরিত ২০:২৮; ১ করি ৪:২

℣ আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,

℟ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

℣ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়,

℣ আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন (আল্লেলুইয়া)।

## পুরোহিত

**প্রথম পাঠ** - তিমথির কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১৭-২২; ৬:১০-১৪)

### পুরোহিত ও ঈশ্বরের মানুষের শুভ সংগ্রাম

প্রিয়তম, যে প্রবীণেরা নিজেদের অনুষ্ঠাতা-ভূমিকা উত্তমরূপে অনুশীলন করেন, বিশেষভাবে যাঁরা বাণীপ্রচারে ও ধর্মশিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতি দ্বিগুণ সম্মান দেখানো উচিত; কারণ শাস্ত্র বলে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না* (দ্বিঃবিঃ ২৫:৪ দ্রঃ), আরও, *যে কর্মী, সে নিজের মজুরির যোগ্য* (দ্বিঃবিঃ ২৪:১৫)। *দু'জন বা তিনজন সাক্ষী* না থাকলে তুমি কোন প্রবীণের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না (দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫)। যাঁরা অপরাধী বলে প্রমাণিত, সকলের সামনে তাঁদের ভর্ৎসনা কর, যেন অন্য সকলেও ভয় পান। ঈশ্বরের, খ্রিষ্ট যিশুর ও তাঁর মনোনীত দূতদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, তুমি এই সকল নিয়ম-বিধি নিরপেক্ষ ভাবেই পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না।

কারও উপরে হাত রাখতে বেশি ব্যস্ত হয়ো না, যেন পরের পাপের অংশী না হও। নিজের পুণ্যময়তা রক্ষা কর।

অর্থলালসাই সমস্ত অনিষ্টের মূল; তাতে আসক্ত হওয়ায় কেউ কেউ বিশ্বাস ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, এবং নিজেরাই বহু যন্ত্রণায় নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করেছে।

কিন্তু তুমি ঈশ্বরের মানুষ বলে এই সবকিছু থেকে দূরে পালাও। ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য। বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর; সেই অনন্ত জীবন জয় করতে সচেষ্ট থাক, যা পেতে তুমি আহূত হয়েছ ও যার খাতিরে অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলে। সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সাক্ষাতে

আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি: প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাবের দিন পর্যন্ত তুমি আজ্ঞাটি কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর।

**শ্লোক** - ১ করি ৪:১-২; প্রবচন ২০:৬ দ্রঃ

*প্র* লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে।

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৫:১-১১)

**পালকদের ও ভক্তদের স্বীয় স্বীয় কর্তব্য**

তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণবর্গ, তাদের আমি অনুরোধ করছি—যেহেতু আমি নিজে একজন প্রবীণ, ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের একজন সাক্ষী এবং সেই গৌরবের সহভাগী যা প্রকাশিত হওয়ার কথা: ঈশ্বরের যে মেষপাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালন কর; তাদের উপরে লক্ষ রাখ, বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়, ঈশ্বরের মন অনুসারে; হীন লাভের জন্যও নয়, বরং আগ্রহের সঙ্গে, তোমাদের দায়িত্বে ন্যস্ত লোকদের উপর প্রভুত্ব চালিয়েও নয়, কিন্তু পালের আদর্শবান হয়ে দাঁড়িয়ে। তাহলে প্রধান মেষপালক আবির্ভূত হলে তোমরা অম্লান গৌরবমুকুট পাবে।

তেমনি ভাবে, হে যুবকেরা, তোমরা প্রবীণদের অনুগত হও। তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও, কারণ *ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন* (প্রবচন ৩:৩৪ দ্রঃ)।

তাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত রাখ, যেন যথাসময় তিনি তোমাদের উন্নীত করেন। *তোমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দাও* (সাম ৫৫:২৩ দ্রঃ), কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর, একথা জেনে যে, জগৎসংসার জুড়ে তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও একই রকম দুঃখযন্ত্রণা বহন করছে।

আর সকল অনুগ্রহ দানকারী ঈশ্বর, যিনি খ্রিষ্টে আপন চিরন্তন গৌরবলাভের উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি নিজেই এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। প্রতাপ তাঁরই, চিরদিন চিরকাল। আমেন।

**শ্লোক** - ১ করি ৪:১-২; প্রবচন ২০:৬

*প্র* লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে।

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* অনেকেই নিজ নিজ সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?

*উ* গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় (আল্লেলুইয়া)।

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৩)

**খ্রিষ্ট পিতরে যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তা এখনও বলবৎ রয়েছে**

প্রিয়জনেরা, আমরা অনুভব করছি যে, আমাদের সেবাকর্মের সম্পাদনে আমরা দুর্বল ও অপ্রতুল, কেননা যখন তৎপরতা ও সদাগ্রহের সঙ্গে কিছু করতে ইচ্ছা করি, তখন আমাদের নিজেদের স্বভাবের ভঙ্গুরতা দ্বারাই মন্থর হয়ে পড়ি। তথাপি যেহেতু আমাদের আছে সেই সর্বশক্তিমান ও সনাতন মহাযাজকেরই অবিরাম প্রসন্নতা, যিনি আমাদের

সদৃশ ও পিতার সমতুল্য হওয়ায় ঈশ্বরত্বকে মানবতা পর্যন্তই নমিত করলেন ও মানবতা ঈশ্বরত্ব পর্যন্ত উন্নীত করলেন, সেজন্য তিনি যে ব্যবস্থা স্থির করেছেন, তাতে আমরা যোগ্যরূপে ও ধর্মসম্মতভাবে আনন্দ বোধ করি; কেননা যদিও তিনি আপন মেষগুলোর সেবাযত্ন বহু পালকের হাতে ন্যস্ত করেছেন, তবু প্রিয় পালের রক্ষার দায়িত্ব আদৌ ছেড়ে দেননি।

তাঁর সনাতন ও কার্যকর সহায়তা থেকে আমরা সেই প্রৈরিতিক অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়েছি, যা তাঁর সহায়তা থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি; আর সেই ভিত্তির দৃঢ়তা যার উপরে গোটা মণ্ডলী গেঁথে রয়েছে, তাও মন্দিরের ভারের দরুন কখনও অটল হয় না।

কেননা প্রেরিতদূতদের প্রধানের মধ্যে যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা প্রশংসিত হয়েছে, তা চিরস্থায়ী; আর খ্রিষ্ট বিষয়ে পিতর যা বিশ্বাস করেছেন তা যেমন বলবৎ থাকে, খ্রিষ্ট পিতরে যা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাও তেমনি বলবৎ থাকে। সুতরাং, সত্যের সুব্যবস্থা বলবৎ থাকে, ও ধন্য পিতর প্রস্তরের গৃহীত দৃঢ়তায় নিষ্ঠাবান হয়ে মণ্ডলীর যে হাল তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে তা ছাড়েন না।

বাস্তবিকই তিনি সকলের উপরে অধিষ্ঠিত হলেন যেন প্রস্তর বলে অভিহিত হওয়ায়, ভিত্তি বলে ঘোষিত হওয়ায়, স্বর্গরাজ্যের দ্বাররক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়ায়, ও এমন রায়ের সঙ্গেই বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার বিচারক হওয়ায় যা স্বর্গেও সর্বদাই স্বীকৃত, আমরা যেন স্বীকার করি যে, তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত।

তিনি এখন ন্যস্ত কাজ অধিক তৎপরতা ও কার্যকারিতার সঙ্গেই চালিয়ে যান, এবং যে ভূমিকায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই ভূমিকার বিবিধ দিক তাঁরই মধ্যে ও তাঁরই সঙ্গে সম্পাদন করে থাকেন যিনি তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন।

অতএব, আমরা যদি কোন কিছু উত্তমরূপে সাধন করি ও সঠিকভাবে নির্ণয় করি, ও আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় যদি ঈশ্বরের দয়া থেকে কিছু পাই, এসব কিছু তাঁরই কাজে ও তাঁরই পুণ্যে আরোপণীয়, তাঁর এ আসনে যাঁর ক্ষমতা জীবন্তই আছে ও যাঁর অধিকার সম্পূর্ণরূপে বলবৎ রয়েছে।

কেননা, হে প্রিয়জনেরা, এ হল সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির ফল যা পিতা ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিতদূতের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মানবীয় মত-অভিমতের সমস্ত দ্বিধা অতিক্রম করেছে ও সেই প্রস্তরেরই দৃঢ়তা পেয়েছে যা কোন আঘাত দ্বারাও কখনও আলোড়িত হতে পারবে না।

সমগ্র মণ্ডলীতে পিতর প্রতিদিন বলেন: *আপনি সেই খ্রিষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (মথি ১৬:১৬), আর যে কোন জিহ্বা প্রভুকে স্বীকার করে, তা এ কণ্ঠ দ্বারাই উদ্দীপিত।

**শ্লোক** - মথি ১৬:১৮; সাম ৪৭:৯

*প্র* যিশু পিতরকে বললেন: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব,

*উ* আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* ঈশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখেন চিরকাল:

*উ* আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না (আল্লেলুইয়া)।

## স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু হিলারিউস-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' থেকে পাঠ (সাম ১২৬:৭-১০)

### প্রভু আপন নগরীকে নির্মাণ ও রক্ষা করেন

*প্রভু নিজেই গৃহটি গেঁথে না তুললে বৃথাই গাঁথকেরা পরিশ্রম করে* (সাম ১২৭:১)। *তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন* (১ করি ৩:১৬ দ্রঃ)। এ ঈশ্বরের সেই গৃহ ও এ ঈশ্বরের সেই মন্দির যা ঈশ্বরের ধর্মশিক্ষায় ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ; এমন আবাস, যা ঈশ্বরের হৃদয়কে ধারণ করতে সক্ষম, ও যার বিষয়ে সেই একই নবী বলেছেন: *তোমার মন্দির পবিত্র, ও ধর্মময়তার জন্য অপরূপ* (সাম ৬৫:৫-৬)। পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও মানব শুদ্ধতাই হল ঈশ্বরের মন্দির।

অতএব, এ গৃহ ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিত হওয়ার কথা। কেননা মানুষের হাতে নির্মিত হলে অটল থাকে না, সংসারের শিক্ষার উপরেও নির্ভর করতে পারে না, আমাদের বৃথা পরিশ্রম ও তৎপরতার প্রচেষ্টা দ্বারাও সুরক্ষিত হতে পারবে না।

তেমন গৃহ অন্যভাবেই নির্মিত হওয়া চাই, অন্যভাবেই সুরক্ষিত হওয়া চাই: কাঁচা মাটির উপরে বা অস্থায়ী ও পিচ্ছিল বালুর উপরেও তার নির্মাণকর্ম শুরু করতে নেই, কিন্তু তার ভিত নবী ও প্রেরিতদূতদের উপরেই স্থাপিত হওয়া চাই।

গৃহটির উচিত জীবন্ত প্রস্তরের উপরেই উত্তোলিত হওয়া, সংযোগপ্রস্তর দ্বারা সুসংবদ্ধ হওয়া, খ্রিষ্টের দেহের পূর্ণমাত্রায় পরিপক্ব মানুষের উদ্দেশেই পারস্পরিক সাহচর্য দ্বারা বৃদ্ধিশীল হওয়া, এবং আত্মিক অনুগ্রহদানগুলোর সৌন্দর্য ও বিভায়ও অলঙ্কৃত হওয়া।

তাতে ঈশ্বর দ্বারা তথা তাঁর শিক্ষা দ্বারা নির্মিত হওয়ায় গৃহটি খসে পড়বে না। এ গৃহ এমনভাবেই বৃদ্ধিলাভ করবে, যে পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন আবাসের জন্য নানা গৃহগুলো গঠিত না হয়—তাতে সেই ধন্য নগরীর সৌন্দর্য ও অলঙ্কারও বৃদ্ধি পাবে।

প্রভু নিজেই প্রাচীনকাল থেকে এ নগরীর রক্ষক হলেন: বাস্তবিকই তিনি আব্রাহামকে যাত্রাকালে রক্ষা করলেন, ইস্‌হাককে বলিদানের জন্য মনোনীত করলেন, আপন দাস যাকোবকে ধনবান করলেন, ভাইদের দ্বারা বিক্রীত সেই যোসেফকে উন্নীত করলেন, ফারাওর বিরুদ্ধে মোশিকে বলবান করলেন, সংগ্রামে যোশুয়াকে নেতারূপে বেছে নিলেন, দাউদকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করলেন, শলোমনকে প্রজ্ঞা দান করলেন, নবীদের সহায়তা করলেন, এলিয়কে স্বর্গে উপনীত করলেন, এলিশেয়কে মনোনীত করলেন, দানিয়েলের ক্ষুধা মিটিয়ে দিলেন, চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত বালকদের মাঝে তিনজনের মধ্যে নিজেকেই চতুর্থ বলে উপস্থিত ক'রে তাঁদের শিশিরপাতে ঘিরলেন, দূত দ্বারা যোসেফকে জানিয়ে দিলেন যে কুমারী মারীয়া পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভধারণ করবেন ও মারীয়াকেও সুনিশ্চিত করলেন, যোহনকে পথদিশারী বলে প্রেরণ করলেন, প্রেরিতদূতদের বেছে নিলেন এবং পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, *হে পবিত্র পিতা, তাদের রক্ষা কর: আমি যখন তাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমিই তোমার নামে তাদের*

*রক্ষা করতাম* (যোহন ১৭:১১-১২)। পরিশেষে স্বয়ং খ্রিষ্ট যন্ত্রণাভোগের পরে আমাদের চিরকালীন সহায়তা দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়ে বললেন: *দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত* (মথি ২০:২০)।

ঈশ্বরের যে নগরী সম্মিলিত বহু লোক নিয়ে ও আমাদের প্রত্যেককে নিয়ে গঠিত, সেই ধন্য ও পবিত্র নগরী এভাবেই চিরকালীন রক্ষায় সংরক্ষিতা। অতএব, পূর্ণতা লাভ করার জন্য এ নগরীর ঈশ্বর দ্বারাই নির্মিতা হওয়া উচিত; কেননা নির্মাণকর্মের সূচনাই যে আবার তার সমাপ্তি এমন নয়; বরং নির্মাণ করতে করতেই পরমপূর্ণতা সাধিত।

**শ্লোক** - ১ পি ২:৪-৫; সাম ১১৮:২১ দ্রঃ

*প্র* জীবন্ত প্রস্তর সেই প্রভুর কাছে এগিয়ে এসে তোমরাও, জীবন্ত প্রস্তরেরই মত, এক আত্মিক গৃহ নির্মাণ কর:

*উ* তিনিই সেই প্রস্তর যার উপরে গৃহ স্থাপিত (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* এক পবিত্র যাজক-সমাজ হয়ে যিশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য আত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ কর:

*উ* তিনিই সেই প্রস্তর যার উপরে গৃহ স্থাপিত (আল্লেলুইয়া)।

## স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা (বিশেষভাবে বিশপ প্রতিষ্ঠাতা)

**দ্বিতীয় পাঠ** - রুপ্পের বিশপ সাধু ফুল্জেন্তিউসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১)

### সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ

প্রভু আপন জনগণের পরিচালনায় যাদের নিয়োগ করেছিলেন, সেই সেবকদের বিশেষ ভূমিকা দেখাবার উদ্দেশ্যে বললেন: *কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন* (লুক ১২:৪২-৪৩)।

ভাইবোনেরা, এ প্রভু কে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি সেই খ্রিষ্ট যিনি আপন শিষ্যদের বললেন: *তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে ডাক, আর ঠিকই বল, কারণ আমি তা-ই* (যোহন ১৩:১৩)।

আর এ প্রভুর পরিবার কারা? তারাই তাঁর পরিজন, প্রভু শত্রুর কর্তৃত্ব থেকে যাদের মুক্ত করেছেন ও আপন সম্পদ রূপে কিনেছেন। এ পরিবার হল সেই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী যা চমৎকার উর্বরতার সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করে ও আপন প্রভুর মূল্যবান রক্তমূল্যে মুক্তি পেয়েছে বলে গর্ব করে। কেননা তিনি নিজে এপ্রসঙ্গে বলেন, *মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে* (মথি ২০:২৮)।

তিনি সেই উত্তম পালকও হলেন, যিনি আপন মেষগুলোর জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। তবে উত্তম পালকের মেষপালই হল মুক্তিসাধকের আপন পরিবার।

আর কেইবা হল সেই গৃহাধ্যক্ষ যার বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া উচিত, একথা প্রেরিতদূত পল দেখান: নিজের বিষয়ে ও আপন সঙ্গীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন: *লোকে আমাদের যেন খ্রিষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়* (১ করি ৪:১-২)।

আর যেন কেউ মনে না করে যে, কেবল প্রেরিতদূতেরাই গৃহাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন ও একটা অলস দাস আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দায়িত্ব ত্যাগ ক'রে অবিশ্বস্তভাবে ও নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে ঘুমোতে পারে, সেজন্য একথা দেখাতে গিয়ে যে, বিশপেরাও হলেন গৃহাধ্যক্ষ, ধন্য পল একথা বলেন: *ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ ব'লে ধর্মাধ্যক্ষের পক্ষে অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক* (তীত ১:৭)।

সুতরাং, আমরা হলাম গৃহস্বামীর দাস ও প্রভুর গৃহাধ্যক্ষ, এবং আমাদের হাতে খাদ্যের সেই নিরূপিত অংশ দেওয়া হয়েছে যা তোমাদের মধ্যে বিতরণ করা আমাদের কর্তব্য।

আর যদি আমরা খাদ্যের এ অংশ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই, তবে আবার সেই ধন্য পলও তা আমাদের দেখিয়ে বলেন: *ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, সেই অনুসারে* প্রত্যেকে পায় (রো ১২:৩)।

খ্রিষ্ট যা খাদ্যের অংশ বলে চিহ্নিত করেন, পল তা 'বিশ্বাসের পরিমাণ' বলে অভিহিত করেন, যেন আমরা উপলব্ধি করি যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসের শ্রদ্ধাপূর্ণ সাক্রামেন্তই হল আমাদের আত্মিক খাদ্য। আমরা ঈশ্বরের নামে তোমাদের মধ্যে খাদ্যের এই অংশ ততবারই বিতরণ করি, যতবার আত্মিক অনুগ্রহদানে আলোকিত হয়ে সত্যবিশ্বাসের নিয়ম-কানুন অনুসারে তোমাদের কাছে কথা বলি; তোমরাও প্রভুর গৃহাধ্যক্ষদের হাত থেকে খাদ্যের সমান অংশ তখনই গ্রহণ কর, যখন প্রতিদিন ঈশ্বরের সেবকদের মুখ থেকে সত্যবাণী শ্রবণ কর।

**শ্লোক** - মথি ২৫:২১, ২০

*প্র* বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব:

*উ* তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি:

*উ* তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর (আল্লেলুইয়া)।

## পুরোহিত

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'প্রেসবিতেররুম অর্দিনিস' নামক পুরোহিতদের সেবাকর্ম ও জীবন বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (৩:১২)

### সিদ্ধতার প্রতি পুরোহিতদের আহ্বান

অভিষেক সাক্রামেন্তের মাধ্যমে পুরোহিতেরা মাথার সেবকরূপেই যাজক-খ্রিষ্টের অনুরূপ হয়ে ওঠেন যেন বিশপ-শ্রেণির সহকর্মী হিসাবে খ্রিষ্টের সেই গোটা দেহকে তথা মণ্ডলীকে বৃদ্ধি ও নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মত বাপ্তিস্মের

তৈলাভিষেকে এমন মহান আহ্বান ও অনুগ্রহের চিহ্ন ও দান গ্রহণ করেছেন যে, মানব দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁরা সিদ্ধতা লাভ করতে পারেন ও তা লাভ করতে আহূত—প্রভু যেভাবে বলেছিলেন: *তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধতামণ্ডিত, তোমরাও তেমনি সিদ্ধতামণ্ডিত* হও (মথি ৫:৪৮ দ্রঃ)।

কিন্তু তেমন সিদ্ধতা লাভের লক্ষ্যে বিশেষভাবে পুরোহিতেরাই বাধ্য, কেননা অভিষেকের মাধ্যমে ঈশ্বর দ্বারা অভিনব রূপে তৈলাভিষিক্ত হয়ে তাঁরা সনাতন যাজক সেই খ্রিষ্টের জীবন্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছেন, যেন যুগ যুগ ধরে তাঁর সেই আশ্চর্য কাজ চালিয়ে যেতে পারেন যা গোটা মানবজাতিকে দিব্য কার্যকারিতার সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

অতএব, যেহেতু প্রত্যেক যাজক নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে স্বয়ং খ্রিষ্টের প্রতিনিধিত্ব বরণ করেন, সেজন্য বিশেষ একটা অনুগ্রহ দানেও তাঁকে ধনবান করা হয়, যেন তাঁর হাতে ন্যস্ত জনগণের সেবায় ও ঈশ্বরের গোটা জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তিনি অধিক উপযুক্তভাবে তাঁরই সিদ্ধতার নাগাল পেতে পারেন তিনি যাঁর প্রতিনিধি; এবং মানব দেহের দুর্বলতাকে যেন তাঁরই পবিত্রতা সুস্থির করে যিনি আমাদের জন্য *পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক* মহাযাজক হলেন (হিব্রু ৭:২৬)।

খ্রিষ্ট, পিতা যাঁকে পবিত্রিত করেছেন, বা অন্য কথায় পবিত্রীকৃত করেছেন ও জগতে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, যেন সমস্ত পাপ থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, এবং নিজের জন্য এমন নিজস্ব জনগণকে শুচিশুদ্ধ করতে পারেন, যারা সৎকর্মে আগ্রহী (তীত ২:১৪ দ্রঃ), এবং এইভাবে তিনি যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে আপন গৌরবে প্রবেশ করেছেন; একই প্রকারে পুরোহিতেরা পবিত্র আত্মার তৈলাভিষেকে পবিত্রীকৃত হয়ে ও খ্রিষ্ট দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজেদের দেহে দৈহিক গতি দমন করেন ও মানব সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন: তাতে তাঁরা খ্রিষ্টে যে পবিত্রতায় ধনবান হয়েছেন, সেই পবিত্রতায় সিদ্ধপুরুষের মাত্রার দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

সুতরাং পবিত্র আত্মার ও ধর্মময়তার সেবাকর্ম অনুশীলন ক'রে তাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সুস্থির হন, অবশ্য যদি তাঁরা সেই খ্রিষ্টেরই আত্মার প্রতি বাধ্য থাকেন যিনি

তাঁদের সঞ্জীবিত ও চালিত করেন। কেননা তাঁদের দৈনন্দিন পবিত্র কর্ম দ্বারাই ও বিশপের সঙ্গে ও পুরোহিতবর্গের সঙ্গে যে গোটা সেবাকর্ম অনুশীলন করেন তারও দ্বারা তাঁরা সিদ্ধ জীবনের দিকে পরিচালিত হন।

উপরন্তু, নিজ সেবাকর্ম সফলভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পুরোহিতদের নিজেদের পবিত্রতাই যথেষ্ট অবদান রাখে: কেননা যদিও ঈশ্বরের অনুগ্রহ অযোগ্য সেবকদের মধ্য দিয়েও পরিত্রাণকর্ম সাধন করতে সক্ষম, তথাপি ঈশ্বর আপন আশ্চর্য কাজ তাঁদেরই মধ্য দিয়ে সাধারণত দেখাতে প্রীত, যাঁরা পবিত্র আত্মার উদ্দীপনা ও পরিচালনায় বাধ্য হয়ে উঠে খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্য দিয়ে ও পুণ্যাচরণের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলতে পারেন: *আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন* (গা ২:২০)।

**শ্লোক** - ১ থে ২:৮; গা ৪:১৯ দ্রঃ

*প্র* তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমি ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছ (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রিষ্ট গঠিত না হন:

*উ* তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছ (আল্লেলুইয়া)।

## বাণীপ্রচারক

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'আদ জেন্তেস' নামক মণ্ডলীর প্রেরণকার্য বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (৪-৫)

### তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর

জগতের জন্য স্বেচ্ছায় আপন প্রাণ সঁপে দেবার আগে প্রভু যিশু এমনভাবে প্রৈরিতিক সেবাকর্মের ব্যবস্থা করলেন ও পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করতে প্রতিশ্রুত হলেন যাতে

পরিত্রাণকর্মের সফলতা-সাধনে প্রৈরিতিক সেবাকর্ম ও পবিত্র আত্মা উভয়ই সর্বত্র ও সর্বক্ষণ পরস্পর সহযোগিতা করেন।

প্রাণরূপেই যেন পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঞ্জীবিত ক'রে ও ভক্তদের হৃদয়ে যার যার প্রেরণকর্মের জন্য সেই প্রেরণা সঞ্চার ক'রে যা দ্বারা যিশু নিজেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সর্বযুগ ধরে গোটা মণ্ডলীকে সহভাগিতা ও সেবাকর্মে একীভূত করে থাকেন এবং নানা প্রকার পদশ্রেণিবদ্ধগত ও অনুগ্রহগত দানে তাকে ভূষিত করে থাকেন। সময় সময় তিনি প্রৈরিতিক কর্মের পূর্বক্ষণেও প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীলভাবে উপস্থিত; আবার তিনি নানাভাবে সেই কাজের পাশে পাশে যাত্রা করেন, কাজটা চালিতও করে থাকেন।

প্রভু যিশু শুরু থেকেই যাদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন, আর বারোজনকে নিযুক্ত করলেন তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; তাঁদের তিনি প্রচার করতে প্রেরণ করলেন (মার্ক ৩:১৩-১৫ দ্রঃ)। এভাবে প্রেরিতদূতেরা একাধারে হলেন নব ইস্রায়েলের বীজ ও পুণ্য পদশ্রেণিবদ্ধতার সূচনা। পরবর্তীতে, নিজ মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা নিজেরই মধ্যে পরিত্রাণের ও সার্বজনীন পুনঃপ্রতিষ্ঠার রহস্যগুলি পূর্ণ করে প্রভু—স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত অধিকার যাঁর প্রাপ্য—স্বর্গে আরোহণ করার আগে নিজ মণ্ডলীকে পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন ও নিজে যেমন একসময় পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন তেমনি নিজ প্রেরিতদূতদের সমগ্র জগতে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও* (মথি ২৮:১৯-২০)।

এ থেকেই উদ্ভূত মণ্ডলীর কর্তব্য, তথা খ্রিষ্টবিশ্বাস ও খ্রিষ্টপরিত্রাণ বিস্তার করা—একদিকে সেই সুস্পষ্ট আদেশ গুণে যা বিশপ-সম্প্রদায় পুরোহিতদের সহযোগিতায় ও মণ্ডলীর প্রধান পালক সেই পিতরের উত্তরসূরীর ঐক্যে প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে পেয়েছে; অপরদিকে সেই জীবন গুণে, যে জীবন খ্রিষ্ট নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চার করে থাকেন।

অতএব মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম এমন কাজেই সিদ্ধি লাভ করে, যা অনুসারে খ্রিষ্টের আদেশের প্রতি বাধ্যতা গুণে ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও ভালবাসায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী বাস্তবরূপে সকল মানুষ ও জাতির কাছে নিজেকে উপস্থিত করে, যেন জীবনাদর্শ, বাণীপ্রচার, সাক্রামেন্তগুলো ও অনুগ্রহের অন্যান্য উপায়ের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টবিশ্বাস, তাঁর মুক্তি ও শান্তির কাছে তাদের চালিত করতে পারে; ফলত সে যেন খ্রিষ্ট-রহস্যে পূর্ণমাত্রায় অংশ নেবার জন্য তাদের পথ বাধামুক্ত ও নিরাপদ করতে পারে।

**শ্লোক** - মার্ক ১৬:১৫-১৬; যোহন ৩:৫

*প্র* তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।

*উ* যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

*উ* যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - মণ্ডলীর আচার্য

**প্রথম পাঠ** - বেন-সিরা পুস্তক থেকে পাঠ (৩৯:১গ-১০)

**প্রজ্ঞাবান মানুষ শাস্ত্রে বিজ্ঞ**

প্রজ্ঞাবান মানুষ সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে, সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

খুব সকালে উঠে
সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,

ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।

**শ্লোক** - সিরা ১৫:৫-৬; ৩৯:৬ দ্রঃ

*প্র* প্রভু জনমণ্ডলীর মধ্যে তাঁকে কথা বলার অধিকার দিলেন,
*উ* তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন।
*প্র* প্রভু তাঁকে মহা সুখ ও আনন্দ-মুকুট দান করলেন,
*উ* তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন।

## *অথবা* (পাস্কাকালে)

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (২:১-১৬)

### আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যিশু খ্রিষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার

উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* (ইশা ৬৪:১৩ দ্রঃ)। আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বর থেকে নির্গত আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। কেননা *কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* (প্রজ্ঞা ৯:১৩; ইশা ৪০:১৩ দ্রঃ)। কিন্তু আমরাই তারা, খ্রিষ্টের মন যাদের আছে!

শ্লোক - ১ করি ১:২১, ২৩, ২৫

*প্র* ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন:

℣ আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

℟ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী :

℣ আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি। আল্লেলুইয়া।

**দ্বিতীয় পাঠ** - সাধু থেওদরসের মঠাধ্যক্ষ উইলিয়াম-লিখিত 'বিশ্বাসের দর্পণ' থেকে পাঠ

**পবিত্র আত্মাই বিশ্বাস বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন**

হে খ্রিষ্টভক্ত, বিশ্বাসের গভীরতম মর্মসত্যের সামনে তুমি যদি একপ্রকারে দ্বিধাবোধ কর, সাহস ধর! তখন স্পর্ধার সঙ্গে নয়, বরং ভক্তিপূর্ণ বিনম্রতার সঙ্গে বল, এসব কিছু কী করেই বা হতে পারে? তোমার জিজ্ঞাসা একটা প্রার্থনাই হোক, হোক ভালবাসা, ভক্তি ও বিনম্র আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। ঈশ্বরত্বের শীর্ষস্থান ভেদ করতে চেষ্টা করো না, বরং আমাদের ত্রাতা ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী কর্মকীর্তিতেই পরিত্রাণের সন্ধান পাও।

তবেই ঈশ্বরের মহা-সুমন্ত্রণার দূত উত্তরে বলবেন, পিতার কাছ থেকে যাঁকে আমি পাঠাব, সেই সহায়ক যখন আসবেন, তখন তিনি সবকিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন ও পূর্ণ সত্য তোমাদের শিখিয়ে দেবেন (যোহন ১৪:২৬; ১৬:১৩ দ্রঃ)। মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া যেমন কেউই মানুষের অন্তরের কথা জানে না, *তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (১ করি ২:১১)।

সুতরাং পবিত্র আত্মার অংশভাগী হতে তৎপর হও! তুমি যখন তাঁকে ডাক, তখন তিনি তোমার সঙ্গে থাকেন; তিনি আগে থেকেই উপস্থিত বলেই তুমি তাঁকে ডাকতে পার। তোমার প্রার্থনা শুনে তিনি যখন আসেন, তখন সঙ্গে ক'রে প্রচুর আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। তিনি হলেন এমন নদীর স্রোত যা আনন্দিত করে তোলে ঈশ্বরের নগর।

তিনি এসে যদি তোমাকে বিনম্র ও নীরব আর বাণীভীরু দেখতে পান, তবে তোমার উপর অধিষ্ঠান করে তোমার কাছে সেই সবকিছু প্রকাশ করবেন, পিতা ঈশ্বর যা এজগতের জ্ঞানবান ও সুবিবেচক মানুষের কাছ থেকে লুক্কায়িত রেখেছেন। তবেই তুমি সেই সমস্ত কথা বুঝতে শুরু করবে যা ঐশপ্রজ্ঞা পৃথিবীতে থাকতেও শিষ্যদের বলতে

পারতেন, অথচ শিষ্যেরা তা সহ্য করতে অক্ষম হলেন যতক্ষণ না সেই সত্যের আত্মা এলেন যিনি পূর্ণ সত্য তাঁদের শিখিয়ে দেবার কথা। স্বয়ং সত্য যিনি, তিনি যা বলে দিতে পারেননি, সেই সত্য বাণী মানুষেরই কাছ থেকে শিখব, তেমন আশা রাখতে পারি না, কারণ তিনি নিজে বললেন, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* (যোহন ৪:২৪)।

যেমন যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়, তেমনিভাবে যারা তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে কেবল পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু বুঝতে ও তার সূক্ষ্ম সত্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করা দরকার।

এজীবনের অন্ধকারময় অজ্ঞতার মধ্যে পবিত্র আত্মা হলেন সেই আলো যা যারা আত্মায় দীনহীন তাদের আলোকিত করে, তিনি হলেন সেই ভালবাসা যা তাদের প্রেরণা দেয়, সেই মাধুর্য যা তাদের আকর্ষণ করে, তিনি হলেন ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রবেশপথ, তিনি হলেন প্রেমিকের প্রেম। পবিত্র আত্মা হলেন ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা। বিশ্বাসের ধাপ বেয়ে আত্মা বিশ্বাসীদের কাছে ঐশধর্মময়তা প্রকাশ করেন; এর ফলে উত্তরোত্তর অনুগ্রহধারা আসে, এবং উপলব্ধি-আলোকিত বিশ্বাস শ্রবণজনিত বিশ্বাসের স্থান দখল করে।

**শ্লোক** - মথি ১৩:৫২; প্রবচন ১৪:৩৩ দ্রঃ

*প্র* যে শাস্ত্রী স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি একজন গৃহস্বামীর মত:

*উ* তিনি নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

*প্র* সদ্বিবেচক হৃদয়ে প্রজ্ঞা বসবাস করে, তাতে তিনি জ্ঞানহীনদের শিক্ষা দিতে পারবেন:

*উ* তিনি নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু' রকমেরই জিনিস বের করে আনেন।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'দেই ভেরবুম' নামক ঐশপ্রকাশ বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান থেকে পাঠ (৭-৮)

**ঐশপ্রকাশ-হস্তান্তর**

খ্রিষ্ট প্রভু, যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ ঈশ্বরের গোটা আত্মপ্রকাশ সিদ্ধিলাভ করে, তিনি প্রেরিতদূতদের আজ্ঞা দিলেন তাঁরা যেন সকলের কাছে সেই সুসমাচার প্রচার করেন যা আগে নবীদের মধ্য দিয়ে প্রতিশ্রুত হলে তিনি নিজে যার পূর্ণতা সাধন করলেন ও নিজের ওষ্ঠেই যা গোটা ও পরিত্রাণদায়ী সত্যের ও নৈতিক নিয়মের উৎস বলে জারি করলেন: এতে তাঁরা সকলকে ঐশদানগুলোতে সহভাগী করবেন।

আর তেমন কিছু বিশ্বস্তভাবে পালিত হল সেই প্রেরিতদূতদের দ্বারা যাঁরা খ্রিষ্টের মুখ থেকে, তাঁর সঙ্গে তাঁদের সাহচর্য থেকে ও তাঁর কর্মকাণ্ড থেকে যা পেয়েছিলেন, আবার পবিত্র আত্মার উদ্দীপনা দ্বারাও যা জানতে পেরেছিলেন, তা মৌখিক প্রচারে, জীবনাদর্শে ও নানা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রদান করলেন; এবং সেই প্রেরিতদূতদের ও প্রৈরিতিক ব্যক্তিদের দ্বারাও বিশ্বস্তভাবে পালিত হল, যাঁরা একই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় পরিত্রাণের সংবাদ লিখিত আকারে সম্প্রদান করলেন।

মণ্ডলীতে সুসমাচার যেন সর্বদাই অক্ষুণ্ন ও জীবন্ত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে থাকে, এ উদ্দেশ্যে প্রেরিতদূতেরা নিজেদের উত্তরসূরী হিসাবে বিশপদের রেখে গেলেন, ও তাঁদের হাতে তাঁদের নিজেদের শিক্ষাদান-অধিকার হস্তান্তর করলেন। আর প্রেরিতদূতদের দ্বারা যা সম্প্রদান করা হয়েছে, তাতে সেসব কিছুই উপস্থিত যা ঈশ্বরের জনগণকে পুণ্যজীবন যাপন করাতে ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটাতে উপযোগী। এতে মণ্ডলী, নিজে যা আছে ও যা বিশ্বাস করে, সেই সব বিষয় আপন ধর্মশিক্ষা, জীবন ও উপাসনার মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী অবস্থায় রক্ষা করে ও সকল যুগের মানুষের কাছে তা সম্প্রদান করে।

প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে আগত এ পরম্পরা পবিত্র আত্মার সহায়তা গুণেই মণ্ডলীতে অগ্রসর হয়ে থাকে: কেননা পরম্পরাগত বিষয়েরও উপলব্ধি ক্রমবৃদ্ধি পায়, পরম্পরাগত বাণীরও উপলব্ধি ক্রমবৃদ্ধি পায়—হয় সেই বিশ্বাসীদের ধ্যান ও অধ্যয়নের ফলে যারা নিজেদের হৃদয়ে তা ধ্যান করে, হয় অভিজ্ঞতা-জনিত আধ্যাত্মিক

বিষয়গুলোর গভীরতর উপলব্ধির ফলে, হয় তাঁদেরই প্রচারের ফলে যাঁরা বিশপ পদে উত্তরসূরী হবার অধিকারের সঙ্গে সত্য সংক্রান্ত নিশ্চিত অনুগ্রহদানও পেয়েছেন। অর্থাৎ কিনা, শতাব্দীর পর শতাব্দী মণ্ডলী ঐশসত্যের পূর্ণতার দিকে অবিরতই ধাবিত হতে থাকে যতদিন না ঈশ্বরের বাণী তার মধ্যে সিদ্ধি লাভ করে।

পুণ্য পিতৃগণের উক্তিগুলো এ পরম্পরার জীবন্ত উপস্থিতি বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, যে পরম্পরার ধন-ঐশ্বর্য বিশ্বাসী ও প্রার্থনারত মণ্ডলীর কর্মকাণ্ডে ও তার জীবনে হস্তান্তরিত হয়।

এই একই পরম্পরার মধ্য দিয়ে পবিত্র পুস্তকগুলোর তালিকা পূর্ণসংখ্যায় মণ্ডলীর কাছে প্রকাশিত হয়, এমনকি পবিত্র শাস্ত্র নিজেই তার মধ্যে গভীরতর উপলব্ধি ও অবিরত কার্যকারিতা লাভ করে। তাতে ঈশ্বর, যিনি অতীতে কথা বলেছিলেন, তিনি আপন প্রিয় পুত্রের কনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবেই কথা বলে থাকেন, এবং সেই পবিত্র আত্মা, যাঁর দ্বারা সুসমাচারের জীবন্ত কণ্ঠ মণ্ডলীতে ধ্বনিত হয় ও মণ্ডলী দ্বারা জগতেও ধ্বনিত হয়, তিনি পূর্ণ সত্যের দিকে বিশ্বাসীদের চালিত করেন ও খ্রিষ্টের বাণীকে তার অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তাদের অন্তরে বসবাস করান।

শ্লোক - ১ পি ১:২৫; লুক ১:২ দ্রঃ

প্ প্রভুর বাণী চিরস্থায়ী;

উ তা হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

প্ যাঁরা প্রথম থেকে ছিলেন বাণীর সেবক, তাঁরা আমাদের কাছে যে বাণী সম্প্রদান করেছেন,

উ তা হল সেই শুভসংবাদ, যা তোমাদের জানানো হয়েছে।

# পাঠসংগ্রহ - মঠবাসী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী

**প্রথম পাঠ** - আদিপুস্তক থেকে পাঠ (১২:১-৪ক, ৬-৮)

**তোমার দেশ ও পিতৃগৃহ ছেড়ে আমার কাছেই এসো**

প্রভু আব্রামকে বললেন, 'তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদ স্বরূপ! যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব; যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাকে অভিশাপ দেব; এবং পৃথিবীর সকল গোত্র তোমাতে আশিসপ্রাপ্ত হবে।'

তখন আব্রাম প্রভুর সেই বাণী অনুসারে রওনা হলেন। আব্রাম সেই দেশের মধ্য দিয়ে শিখেম স্থান পর্যন্ত, মোরের ওক্ গাছের কাছে গেলেন। সেসময়ে সেই দেশে কানানীয়েরাই ছিল।

আব্রামকে দেখা দিয়ে প্রভু তাঁকে বললেন, 'আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।' তখন আব্রাম সেই জায়গায় প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বেথেলের পুব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু খাটালেন—এর পশ্চিমে ছিল বেথেল, ও পুবে ছিল আই। তিনি সেখানে প্রভুর উদ্দেশে একটা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন, ও প্রভুর নাম করলেন। পরে আব্রাম নানা জায়গা হয়ে নেগেবের দিকে এগিয়ে চললেন।

**শ্লোক** - আদি ১৫:১, ৭

*প্র* প্রভুর বাণী আব্রামের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: আব্রাম, ভয় করো না।

*উ* আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!

*প্র* আমিই সেই প্রভু, যিনি কাল্দীয়দের উর্ থেকে তোমাকে বের করে এনেছি।

*উ* আমিই তোমার ঢাল; তোমার পুরস্কার অত্যন্ত মহান হবে!

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - পরম গীত থেকে পাঠ (২:৮-১৪, ১৬)

**প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান**

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণির উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:
'ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে, আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।

তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,

আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।'
আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই:
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

**শ্লোক** - পরমগীত ৫:১৬; গা ২:২০ দ্রঃ

*প্র* সব দিক দিয়ে মনোহর, তেমনই আমার প্রেমিক!

*উ* আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার সখা!

*প্র* আমি এখনও জীবিত আছি, কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবনযাপন করেন।

*উ* আহা, যেরুশালেমের কন্যারা, তেমনই আমার সখা!

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:৮-১৪)

**খ্রিষ্টকে লাভ করার জন্য আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি**

ভ্রাতৃগণ, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়োতে আপ্রাণ চেষ্টা করি,

কারণ আমাকেও খ্রিষ্ট যিশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি।

**শ্লোক** - ফিলি ৩:৭, ৯, ১০; সাম ৮৪:১১ দ্রঃ

*প্র* আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম,

*উ* যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হয়ে আমি বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পারি।

*প্র* দুর্জনের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং দাঁড়াব আমার পরমেশ্বরের গৃহের দুয়ারপ্রান্তে,

*উ* যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হয়ে আমি বিশ্বাসজনিত ধর্মময়তা গুণে তাঁর মধ্যে স্থান পেতে পারি।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (৩:১১-১২, ১৯-২২)

**দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি**

আমি শীঘ্রই আসছি! তোমার যা আছে, তা তুমি আঁকড়ে ধরে থাক, কেউ যেন তোমার বিজয়মুকুট কেড়ে না নেয়। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের পবিত্রধামে একটা স্তম্ভেরই মত করব, এবং সে আর কখনও সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে না। তার উপরে আমি আমার ঈশ্বরের নাম লিখে দেব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী সেই যে নতুন যেরুশালেম স্বর্গ থেকে, আমার ঈশ্বরেরই কাছ থেকে নেমে আসছে, তার নাম ও আমার নতুন নাম লিখে দেব।

যাদের স্নেহ করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই তুমি আগ্রহ দেখাও, মনপরিবর্তন কর। দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে

কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। যে বিজয়ী, তাকে আমি আমার পাশে আমার সিংহাসনে বসতে দেব, যেমন আমি নিজেই বিজয়ী হয়েছি ও আমার পিতার পাশে তাঁর সিংহাসনে আসন নিয়েছি। যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কী বলছেন।

**শ্লোক** - সাম ১১৯:১১৬; ৭৩:২৬

*প্র* তোমার কথামত আমায় ধারণ করে রাখ, তবে জীবন পাব,

*উ* আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

*প্র* আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে, পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল:

*উ* আমার আশায় আমাকে নিরাশ হতে দিয়ো না।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ মহাপ্রাণ সাধু বাসিলের নিয়মাবলি থেকে পাঠ (৪৩:১, ২)

**সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও**

এ আবশ্যক যে, *সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান* হও (১ তি ৪:১২) প্রেরিতদূতের এ বাণী স্মরণ করে মঠের পরিচালক আপন জীবনকে প্রভুর আজ্ঞাগুলো-পালনের এমন উজ্জ্বল আদর্শ করেন, যেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউই এমন সূত্র না ধরে যাতে বলতে পারে যে, প্রভুর আদেশগুলোর মধ্যে এমন কয়েকটা রয়েছে যা পালন করা সম্ভব নয় বা তত গুরুত্বপূর্ণও নয়। সর্বপ্রথমে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সদ্‌গুণ তাঁর পালন করা উচিত, তা হল খ্রিষ্টপ্রেমে বিনম্রতা, যাতে তিনি কথা না বললেও তাঁর আচরণের আদর্শই যে কোন ভাষণের চেয়ে কার্যকর উপদেশ হয়। কেননা খ্রিষ্টধর্মের মূলনিয়ম হল খ্রিষ্টানুকরণ; সুতরাং মানবস্বরূপের পক্ষে যতখানি সম্ভব হয় ও প্রত্যেকের আহ্বানের পক্ষে যতখানি কল্যাণকর হয়, যাঁদের হাতে অপরের পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে, তাঁদের কর্তব্যই খ্রিষ্টানুকরণে দুর্বলদের অগ্রসর করা, যেমনটি ধন্য পল বলেন: *তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিষ্টের* (১ করি ১১:১)। এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মত অনুসারে বিনম্রতার অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিচালকদের প্রথমই হওয়া উচিত, যাতে তাঁরা নিজেরাই এ সদ্‌গুণের নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তিনি বললেন:

*তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (মথি ১১:২৯)। অতএব, কোমলতা ও হৃদয়ের বিনম্রতা পরিচালকের বৈশিষ্ট্য হওয়া চাই। প্রভু তো কনিষ্ঠদের সেবা করতে কুণ্ঠিত হননি, এমনকি তিনি এ মাটি ও কাদার দাস হতে চাইলেন—যে মাটি ও কাদা তিনি নিজে গঠন করে মানব আকারে পরিবৃত করেছিলেন: *আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজনেরই মত উপস্থিত, যে সেবাই করে* (লুক ২২:২৭)। তবে যারা আমাদেরই সমান, তাদের জন্য আমাদের কী না করতে হবে যাতে মনে করতে পারি, আমরা তাঁর অনুকরণ করছি?

সুতরাং বিনম্রতাই সেই গুণ যা সর্বোচ্চ মাত্রায় পরিচালকের থাকা আবশ্যক। উপরন্তু তাঁকে তাদের প্রতি দয়া দেখাতে হবে ও ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সহ্য করতে হবে যারা অজ্ঞতাবশত দোষত্রুটি করে: নীরব থেকেই দোষত্রুটি সহ্য না ক'রে বরং সমস্ত মঙ্গলভাব ও সদ্বিবেচনা দেখিয়েই তিনি শিষ্যদের আত্মসংস্কারের দিকে চালিত করবেন। তাঁর এমন নৈপুণ্য থাকা চাই, যেন প্রত্যেকটা অনিষ্টের জন্য উপযোগী প্রতিকার বের করতে পারেন, ফলে তিনি কঠোরভাবে কাউকে তিরস্কার করবেন না, বরং যেমনটি লেখা আছে, তিনি কোমলভাবেই চেতনা ও শিক্ষা দেবেন।

তাঁকে হতে হবে পার্থিব বিষয়ে সতর্ক, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদর্শী, শক্তিশালীদের রোধ করতে সক্ষম, শক্তিহীনদের দুর্বলতা সহ্য করতে ধৈর্যশীল; এবং সেই সবকিছু বলবেন ও করবেন যা আপন সঙ্গীদের নিখুঁত জীবনের দিকে চালিত করার জন্য প্রয়োজন। তিনি ভাইদের শাসনভার নিজে থেকে নিজেতে আরোপ করবেন না, কিন্তু যে যে পরিচালকগণ অন্য সঙ্ঘগুলো পরিচালনা করেন, তাঁদেরই কর্তব্য এমন সন্ন্যাসীকে মনোনীত করা যিনি আগেকার জীবনধারণে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন যে, তিনি তেমন সেবাদায়িত্বের জন্য উপযুক্ত। লেখা আছে, *আগে তাঁদের পরীক্ষাধীন করা হোক: অনিন্দনীয় বলে প্রতিপন্ন হলে তবে তাঁদের হাতে সেবাদায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক* (১ তি ৩:১০)।

যিনি তেমন আবশ্যক গুণের অধিকারী, তিনি মঠের শাসনভার নিতে পারেন; তবে ভ্রাতৃজীবনের শৃঙ্খলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন, ও প্রতিটি ভাইয়ের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা অনুসারে সমস্ত কাজের নানা দায়িত্ব বিতরণ করবেন।

শ্লোক - কল ৩:১২, ১৪, ১৫

প্ঃ ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর ;

উঃ খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

প্ঃ সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন ;

উঃ খ্রিষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক।

# পাঠসংগ্রহ - চিরকুমারী

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৭:২৫-৪০)

**খ্রিষ্টীয় চিরকৌমার্য পালন**

ভ্রাতৃগণ, কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। তোমাদের ভালোর

জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। এক কথায়, যে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

**শ্লোক** - সাম ৪৫:১২ দ্রঃ

প্ল রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হলেন—যে সৌন্দর্যের তিনি নিজেই স্রষ্টা।
উ তিনিই তোমার বর ও তোমার ঈশ্বর।
প্ল তাঁরই কাছ থেকে কান্তি, পবিত্রতা ও মুক্তি পেয়েছ তুমি!
উ তিনিই তোমার বর ও তোমার ঈশ্বর।

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু কিপ্রিয়ানুস-লিখিত 'চিরকুমারীদের আচরণ' থেকে পাঠ (৩-৪, ২২, ২৩)

**চিরকুমারীদের সংখ্যা যতখানি বৃদ্ধি পায়**
**মাতা মণ্ডলীর আনন্দও ততখানি বৃদ্ধি পায়**

আমরা এখন চিরকুমারীদের উদ্দেশ করেই কথা বলব: তাঁদের গৌরব যত উৎকৃষ্ট, আমাদের তৎপরতাও তত মহত্তর হওয়া চাই। তাঁরা হলেন মণ্ডলী-বৃক্ষে প্রস্ফুটিত ফুল,

অনুগ্রহের রত্ন ও মণিমুক্তা, সঞ্জীবনী সুখ, প্রশংসা ও শ্রদ্ধার পাত্র, ঈশ্বরের অক্ষুণ্ন ও অকলুষিত দান, প্রভুর পবিত্রতার প্রতিবিম্ব, খ্রিষ্টের পালের সেরা অংশ। মাতা মণ্ডলী তাঁদের নিয়ে অতিশয় আনন্দিতা, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে আপন আত্মিক উর্বরতা প্রকাশ করে। চিরকুমারীত্ব যতখানি বৃদ্ধি পায়, মাতার আনন্দও ততখানি বৃদ্ধি পায়।

আমাদের বিশপ পদের দায়িত্বের চেয়ে তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধারই দ্বারা ধাবিত হয়ে আমরা তাঁদের উদ্দেশ করে চেতনা দান করতে ইচ্ছা করি। আমরা কনিষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ায় ও আমাদের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হওয়ায় তাঁদের আচরণের বিচারক রূপে দাঁড়াতে ইচ্ছা করি না, বরং পালক হিসাবে আমাদের যত্নপূর্ণ মনোভাব দেখাতে, ও শয়তান যে কতগুলো চাতুরি খাটাতে পারে এর জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করতে বাসনা করি।

নিজেদের পরিত্রাণ সাধন করার ব্যাপারে ও স্বয়ং প্রভুর দেওয়া জীবনদিশা রক্ষা করার ব্যাপারে সমস্ত দূরদর্শিতা দেখানো বৃথা নয়, সমস্ত ভয় বোধ করাও অসার চিন্তা নয়, যাতে যাঁরা দাম্পত্যের আমোদ ত্যাগ করে খ্রিষ্টের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন ও দেহ-মনে ঈশ্বরের কাছে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যেন তত মহা পুরস্কারের যোগ্য কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারেন ও কেবল তাঁদের সেই প্রভুরই জন্য নিজেদের অলঙ্কৃতা ও প্রীতিকর করেন যাঁর হাত থেকে চিরকুমারীত্বের প্রতিদান প্রত্যাশা করছেন।

হে চিরকুমারী সকল, আপনারা যা হতে শুরু করেছেন, তা রক্ষা করুন! আপনারা যা হবেন, তাও রক্ষা করুন। আপনাদের প্রতিদান মহৎ, আপনাদের কুমারীত্বের পুরস্কারও মহৎ, ও শুচিতার প্রতিদানে অমূল্যই আপনাদের উপহার। আমরা যা একদিন হব, আপনারা এখন তা হতে শুরু করেছেন। পুনরুত্থানের গৌরব ইতিমধ্যে আপনাদের হাতে রয়েছে, আপনারা সংসারের মধ্য দিয়ে অকলুষিতা হয়ে থেকেই যাত্রা করেন: কুমারীত্বে নিষ্ঠাবান হয়ে থেকে আপনারা ঈশ্বরের দূতদের সমতুল্য। আপনাদের কুমারীত্ব দৃঢ়, বলবান ও অক্ষুণ্ন থাকুক, আর শুরুতে যেমন শক্ত ছিল, আগামীতেও উত্তরোত্তর শক্ত থাকুক—মণিমুক্তা বা পোশাক নয়, আপনাদের পুণ্যাচরণই হোক তার ভূষণ।

প্রভু যাঁকে *মনোনীত পাত্র* (প্রেরিত ৯:১৫) বলে অভিহিত করে তাঁর স্বর্গীয় আদেশ প্রচার করতে প্রেরণ করেছিলেন, সেই প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনুন: *প্রথম মানুষ মাটি*

*থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়জনের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব* (১ করি ১৫: ৪৭-৪৯)। তেমন প্রতিমূর্তিকেই কুমারীত্ব ধারণ করে; অক্ষুণ্নতা, পবিত্রতা ও সত্যও ধারণ করে।

শ্লোক - ১ করি ৭:৩৪; সাম ৭৩:২৬, ২৫

*প্র* পরমেশ্বরই আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল:

*উ* তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

*প্র* চিরকুমারী চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

*উ* তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

*অথবা*

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, 'পের্ফেক্তে কারিতাতিস' নামক ধর্মীয় জীবনের নবায়ন বিষয়ক নির্দেশনামা থেকে পাঠ (১, ৫, ৬, ১২, ২৫)

**মণ্ডলী তার অনন্য বর সেই খ্রিষ্টের অনুসরণ করে**

মণ্ডলীর শুরু থেকে এমন নর-নারী ছিলেন যাঁরা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনার মধ্য দিয়ে মহত্তর স্বাধীনতার সঙ্গে খ্রিষ্টের অনুসরণ করতে ও গভীরতর ভাবে তাঁর অনুকরণ করতে প্রয়াসী হলেন, আর প্রত্যেকে নিজ নিজ পন্থা অনুসারে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র বলে নিবেদিত জীবন ধারণ করলেন। তাঁদের অনেকে, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, হয় বিজনাশ্রমী জীবন যাপন করলেন, না হয় এমন ধর্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন যা মণ্ডলী আপন অধিকার সূত্রে সানন্দে গ্রহণ করল ও অনুমোদন করল। তাতে ঐশসঙ্কল্প অনুসারে এমন প্রশংসনীয় ও বিচিত্র ধর্মসঙ্ঘগুলোর উদ্ভব ঘটেছে, যা যথেষ্ট অবদান রেখেছে, যাতে মণ্ডলী *সমস্ত শুভকর্মের জন্য* (২ তি ৩:১৭) সুসজ্জিতা হতে পারে এর জন্য শুধু নয়, খ্রিষ্টের *দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে*

(এফে ৪:১২) আবশ্যক সেবাকর্মগুলোতে প্রস্তুত হতে পারে এর জন্যও শুধু নয়, কিন্তু আপন সন্তানদের নানা দানের মাধ্যমেও অলঙ্কৃতা হয়ে মণ্ডলী যেন *নিজের বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত* (প্রকাশ ২১:২ দ্রঃ) প্রতীয়মান হয় ও তার মধ্য দিয়ে যেন *ঈশ্বরের বহুবিচিত্র প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়* (এফে ৩:১০)।

তেমন বহুবিচিত্র দানগুলির মধ্যে, যাঁরা ঈশ্বর দ্বারা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনায় আহূত ও তা বিশ্বস্তভাবে পালন করে থাকেন, তাঁরা প্রভুর কাছে বিশেষ ব্রতের বন্ধনে ব্রতী হন, সেই খ্রিষ্টের অনুসরণে যিনি চিরকুমার ও দরিদ্র হয়ে *ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই* (ফিলি ২:৮ দ্রঃ) বাধ্যতা স্বীকার করে মানুষকে মুক্ত করলেন ও পবিত্রিত করলেন। এইভাবে, তাঁদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা যে ভালবাসা সঞ্চার করেন (রো ৫:৫ দ্রঃ), সেই ভালবাসা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে তাঁরা খ্রিষ্টের জন্য ও *তাঁর দেহ সেই মণ্ডলীর জন্য* (কল ১:২৪ দ্রঃ) অধিকতর আত্মনিবেদনে জীবন যাপন করেন। অতএব, তেমন আজীবন আত্মোৎসর্গে তাঁরা যতখানি ভক্তির সঙ্গে খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিত হন, মণ্ডলীর জীবন ততখানি সমৃদ্ধি লাভ করে ও তার প্রৈরিতিক কাজ ততখানি প্রাণবন্ত উর্বরতা দেখায়।

যে কোন সঙ্ঘের সদস্য সর্বপ্রথমে স্মরণে রাখুন যে, সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী ব্রত গ্রহণ করে তাঁরা ঐশআহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, যেন পাপের কাছে ম'রে শুধু নয় (রো ৬:১১ দ্রঃ), কিন্তু সংসারকেও ত্যাগ ক'রে তাঁরা কেবল ঈশ্বরেরই জন্য জীবনযাপন করেন। কেননা তাঁরা তাঁদের গোটা জীবনকে তাঁরই সেবায় নিবেদন করেছেন, আর এ হচ্ছে বিশেষ এক পবিত্রীকরণ যা বাপ্তিস্মের পবিত্রীকরণে গভীরভাবে রোপিত ও সেই পবিত্রীকরণেরও পূর্ণতর প্রকাশ।

যাঁরা সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী ব্রত নেন, তাঁরা সবকিছুর আগে সেই ঈশ্বরকে অন্বেষণ করবেন ও ভালবাসবেন যিনি প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন, এবং যে কোন পরিস্থিতিতে খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত জীবন ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবেন, কেননা এ জীবন-ই হল জগতের পরিত্রাণের জন্য ও মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার উৎস ও উদ্দীপনা স্বরূপ। তেমন ভালবাসাই সুসমাচারের সুমন্ত্রণা অনুযায়ী সাধনারও অনুপ্রেরণা ও তার অবলম্বন।

ধর্মব্রতী-ব্রতিনী *স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে* (মথি ১৯:১২ দ্রঃ) যে শুচিতাব্রত গ্রহণ করেন, তা অনুগ্রহের উৎকৃষ্ট দান বলে গণ্য হওয়া উচিত, কেননা মানুষের হৃদয়কে এমন অনন্যরূপে মুক্ত করে (১ করি ৭:৩২-৩৫ দ্রঃ), যেন হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে; আর এজন্য তেমন শুচিতা হল স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলোর একটা বিশেষ চিহ্ন আর সেইসঙ্গে অত্যন্ত উপযোগী একটা উপায় যা দ্বারা ধর্মব্রতী-ব্রতিনী ঈশ্বরের সেবায় ও প্রৈরিতিক কাজে সদাগ্রহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। তাতে তাঁরা সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর কাছে সেই অপরূপ মিলনের কথা তুলে ধরেন, ঈশ্বর নিজেই যা স্থাপন করেছেন ও যা ভাবী যুগে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবার কথা—সেই যে মিলন দ্বারা মণ্ডলী আপন অনন্য বর সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলিতা।

## শ্লোক

*প্র* হে খ্রিষ্টের চিরকুমারী, আমরা তোমার কান্তিতে মুগ্ধ:

*উ* তুমি প্রভুর হাত থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

*প্র* তোমার কুমারীত্বের মর্যাদা থেকে তুমি বঞ্চিতা হবে না, ঈশ্বরের পুত্রের ভালবাসা থেকেও তোমাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না।

*উ* তুমি প্রভুর হাত থেকে উজ্জ্বল মালা গ্রহণ করেছ।

# পাঠসংগ্রহ - সাধু

**প্রথম পাঠ** - প্রজ্ঞা পুস্তক থেকে পাঠ (৫:১-১৬)

**ধার্মিকেরাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান**

ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।
তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে:
'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করতাম;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,
অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?

এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,
হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে,
যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,
যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে ;
কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয় ;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচণ্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে, যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।

তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না ;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস !’
হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত ;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।
কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।
এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,

কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,
তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৩:৭, ৯, ১০

*প্র* কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে: যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।

*উ* যে কেউ ঈশ্বর হতে জনিত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তান নির্ণিত হয়:

*উ* যে কেউ ঈশ্বর হতে জনিত, সে পাপ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১:২৯–২:১৬)

**খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল**
**তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; কেননা তোমরা সেই একই সংগ্রাম বহন করছ যা আমাকে বহন করতে দেখেছ, ও যা বিষয়ে এখনও শুনছ, আমি তা বহন করছি।

সুতরাং, খ্রিষ্টে যদি কোন প্রেরণা, যদি ভালবাসার কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অসার অহঙ্কারের বশে কিছুই করো না; বরং বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ

রাখ। খ্রিষ্ট যিশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং দাসের অবস্থা ধারণ করে ও মানুষদের সদৃশ হয়ে তিনি নিজেকে শূন্য করলেন; আকারে প্রকারে মানুষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করায় নিজেকে অবনমিত করলেন। আর এইজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন, ও তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের ঊর্ধ্বে যে নাম, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে *প্রতিটি জানু আনত হয়,* ও পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে *প্রতিটি জিহ্বা স্বীকার করে,* 'যিশু খ্রিষ্টই প্রভু' (ইশা ৪৫:২৩ দ্রঃ)।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে আসছ, তেমনি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালেই তোমরা যেভাবে ছিলে শুধু সেভাবে নয়, বরং এখন আমি যে দূরে আছি আরও বেশিই ক'রে তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন। গজগজ না ক'রে, কোন তর্ক না করেই সবকিছু কর যেন নিখুঁত ও সরল মানুষ হতে পার; কুটিল ও ভ্রষ্ট এক প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে যেন হতে পার ঈশ্বরের অনিন্দনীয় সন্তান; ওদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হও, ওদের সামনে জীবনের বাণী উচ্চ করে ধরে রাখ। তবেই খ্রিষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে পারব যে, বৃথা দৌড়োইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি।

শ্লোক - ফিলি ২:১২-১৩; যোহন ১৫:৫

প্ তোমরা সভয়ে ও সকম্পে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনা করে চল।

উ প্রভু একথা বলছেন: আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না (আল্লেলুইয়া)।

প্ ঈশ্বর নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন।

উ প্রভু একথা বলছেন: আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:১-১৭)

**আমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত**

ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রিষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; এসব কিছু এমন, যা অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। একসময় তোমরা যখন তেমন লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। কিন্তু এখন তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। এখানে আর গ্রীক বা ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই, কিন্তু খ্রিষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অন্যকে ক্ষমা কর। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনি সেইমত কর। আর সমস্ত কিছুর উপরে ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। এবং খ্রিষ্টের

শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

খ্রিষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায় পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই যেন প্রভু যিশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

**শ্লোক** - গা ৩:২৭-২৮; এফে ৪:২৪

*প্র* তোমরা, যাদের খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম হয়েছে, সেই তোমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ। এখন আর ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই:

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলেই এক (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমাদের সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট:

*উ* খ্রিষ্ট যিশুতে তোমরা সকলেই এক (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (১২:১-২১)

**খ্রিষ্টীয় জীবন ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত আধ্যাত্মিক উপাসনা**

ভাই, ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে—এই তো তোমাদের আধ্যাত্মিক উপাসনা। তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন নির্ণয় করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।

বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো

না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রিষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি নবীয় অনুগ্রহদান হয়, তবে এসো, বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারে নবী-ভূমিকা অনুশীলন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহদান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি; তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ-দান হয়, তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

ভালবাসা অকপট হোক: যা মন্দ তোমরা তা ঘৃণা কর, যা মঙ্গলকর তা আঁকড়ে ধরে থাক; পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল। আশায় আনন্দিত হও, দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান থাক, পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও, অতিথিসেবায় রত থাক। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর, অভিশাপ দিয়ো না; যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হও; অতি উঁচু বিষয়ে মন দিয়ো না, বরং সরল বিষয়ে মন নমিত কর; নিজেদের তত জ্ঞানী মনে করো না। অন্যায়ের প্রতিদানে কারও অন্যায় করো না (মথি ৫:৩৯-৪২ দ্রঃ)।

সকল মানুষের চোখে যা উত্তম, তোমরা তাই করতে সচেষ্ট থাক। সম্ভব হলে, যতটা পার, সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাক। প্রিয়জনেরা, কখনও প্রতিশোধ নিয়ো না, বরং সেবিষয়ে [ঐশ] ক্রোধকেই স্থান দাও, কারণ লেখা আছে, *প্রতিশোধ আমারই হাতে, আমিই প্রতিফল দেব—একথা বলছেন প্রভু* (দ্বিঃবিঃ ১২:২৫ দ্রঃ)। বরং *তোমার শত্রুর যদি ক্ষুধা পায়, তাকে কিছু খেতে দাও, যদি তার পিপাসা পায়, তাকে জল দাও। কেননা তাই করলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে* (প্রবচন ২৫:২১, ২২ দ্রঃ)। অন্যায়ের কাছে পরাজয় মেনো না, কিন্তু সদাচরণ দ্বারা অন্যায় জয় কর।

**শ্লোক** - রো ১২:২; এফে ৪:২৩-২৪

*প্র* মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর,

*উ* যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমাদের মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে,

*উ* যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা* **(পাস্কাকাল)**

**প্রথম পাঠ** - ঐশপ্রকাশ পুস্তক থেকে পাঠ (১৪:১-৫; ১৯:৫-৯)

**সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত**

আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ, যাদের কপালে লেখা রয়েছে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম। আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। যে স্বর আমি শুনলাম, তা যেন এক দল বীণকার যারা নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে। তারা সিংহাসনের সাক্ষাতে ও সেই চার প্রাণী ও প্রবীণদের সাক্ষাতে এক নতুন বন্দনাগান গাইছিল; আর সেই বন্দনাগান শেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ পারে, পৃথিবী থেকে যাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। এরা নারীদের সংসর্গে কলুষিত হয়নি—বস্তুত এরা চিরকৌমার্য বজায় রেখেছে, আর মেষশাবক যেইখানে যান, সেখানে তারা তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। মানবজাতির মধ্য থেকে, ঈশ্বর ও মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথমফসল রূপে তাদের মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের মুখে কোন মিথ্যা কখনও শোনা যায়নি—তারা কলঙ্কহীন।

সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

‘আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।’

আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রকাণ্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

‘আল্লেলুইয়া!
আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,
তাঁর নববধূ নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।’

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।

তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: ‘লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!’ তিনি এও বললেন, ‘এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই সত্যকার বাণী।’ তখন আমি তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, ‘সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যিশুর সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।’ যিশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

**শ্লোক** - প্রকাশ ১৪:২; ১২:১০; ১৯:৫, ৬ দ্রঃ

*প্র* আমি শুনতে পেলাম, আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি: আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন:
*উ* তাঁর খ্রিষ্টের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া!
*প্র* সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা!
*উ* তাঁর খ্রিষ্টের পরিত্রাণ, পরাক্রম ও রাজ্য এবার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া!

## ধর্মব্রতী

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৪:১-২৪)

### খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার জন্য
### প্রত্যেককে নিজ নিজ অনুগ্রহদান বিতরণ করা হয়েছে

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় একে অন্যের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রিষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

*তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,*
*মানুষের হাতে দিলেন যত দান* (সাম ৬৮:১৯ সত্তরী পাঠ্য)।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রিষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে

তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রিষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যিশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক - মথি ১৯:২৯, ২৭

প্র যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে,

উ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।

প্র দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?

উ সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে (আল্লেলুইয়া)।

## ধর্মব্রতিনী

শ্লোক - লুক ১০:৪২, ৩৯ দ্রঃ

প্র আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে:

*উ* সাধ্বী … সেই উত্তম অংশ বেছে নিয়েছেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না (আল্লেলুইয়া)।

*প* যিশুর পায়ের কাছে বসে তিনি তাঁর বাণী শুনতেন:

*উ* সাধ্বী … সেই উত্তম অংশ বেছে নিয়েছেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - ফিলিপ্পীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৩:৭–৪:১, ৪-৯)

**প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক**

ভ্রাতৃগণ, আমার কাছে যা কিছু ছিল লাভের বিষয়, খ্রিষ্টের খাতিরে আমি তা লোকসান বলে গণ্য করলাম। এমনকি, আমার প্রভু খ্রিষ্ট যিশুকে জানা আমার কাছে এমনই উৎকৃষ্ট বিষয় যে, আমি অন্য সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি। তাঁরই খাতিরে আমি ওই সবকিছু ছেড়ে দিতে সহ্য করেছি, আবর্জনা বলেই তা গণ্য করছি, খ্রিষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি, ও শেষে তাঁরই মধ্যে একটা স্থান পেতে পারি—কিন্তু আমার নিজের ধর্মময়তার ফলে যা বিধান থেকে আগত, তা নয়, বরং এমন ধর্মময়তার ফলে, যা খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা পাওয়া, বিশ্বাসমূলক সেই ধর্মময়তা যা ঈশ্বরেরই দেওয়া। ফলে আমি যেন তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি, এই প্রত্যাশায় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের নাগাল পেতে পারব। আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছেছি, তা নয়; কিন্তু তা জয় করার জন্য দৌড়োতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, কারণ আমাকেও খ্রিষ্ট যিশু দ্বারা জয় করা হয়েছে। ভাই, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি; কিন্তু এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ সীমানার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি যেন খ্রিষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি। সুতরাং এসো, আমাদের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ যারা, তাদের

সকলের যেন এই ধারণা থাকে; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্য ধারণা থাকে, তবে তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাও স্পষ্ট করবেন। আপাতত এসো, আমরা যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে একই ধারায় চলতে থাকি।

ভাই, সকলে মিলে তোমরা আমার অনুকারী হও, এবং আমাতে তোমাদের যে আদর্শ আছে, যারা সেইমত চলে, তাদেরই দিকে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রাখ; কেননা অনেকে আছে—তাদের বিষয়ে তোমাদের বারবার বলেছি, এখনও চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছি—যারা খ্রিষ্টের ক্রুশের শত্রুর মত চলছে: তাদের শেষ পরিণাম কিন্তু বিনাশ, কেননা পেটকেই নিজেদের ঈশ্বর ব'লে মেনে তারা যা তাদের লজ্জা পাবার বিষয় তা-ই নিয়ে গর্ব করে; তারা পার্থিব চিন্তায়ই ব্যস্ত। কিন্তু আমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে, এবং সেই স্বর্গ থেকেই পরিত্রাতারূপে প্রভু যিশু খ্রিষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি আমরা। যে পরাক্রম গুণে তিনি সমস্ত কিছুই নিজের অধীনে বশীভূত করতে পারেন, তিনি সেই পরাক্রম দ্বারাই আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।

তাই, হে আমার প্রিয় ভাই যাদের দেখতে আমি একান্ত বাসনা করছি, তোমরাই যে আমার আনন্দ ও আমার মুকুট, তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থিতমূল থাক।

এবোদিয়াকে আবেদন জানাচ্ছি, সিন্তিখেকেও আবেদন জানাচ্ছি, যেন প্রভুতে একমন হয়। তোমাকেও, হে আমার যথার্থ সহকর্মী, অনুরোধ করছি, এঁদের সাহায্য কর, কারণ এঁরা সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, যেমনটি ক্লেমেণ্টও এবং আমার আরও আরও সহকর্মীও করেছিলেন, যাঁদের নাম জীবনগ্রন্থে লেখা আছে।

তোমরা প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক। তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক। প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন। কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি করে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও। তবে ঈশ্বরের সেই শান্তি, যা সমস্ত ধারণার অতীত, তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রিষ্ট যিশুতে রক্ষা করবে।

শেষ কথা, ভাই: যা কিছু সত্য, শ্রদ্ধার যোগ্য, ধর্মসম্মত ও পুণ্যময়, প্রীতিকর, শুভদায়ক, সদ্‌গুণমণ্ডিত ও প্রশংসনীয়, তোমরা তারই অনুধ্যান কর। আমার কাছে যা

কিছু শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সবই কর ; তাহলে শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

**শ্লোক** - লুক ১২:৩৫-৩৬; মথি ২৪:৪২

*প্র* তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক,

*উ* এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না :

*উ* এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন (আল্লেলুইয়া)।

## ধর্মব্রতিনী

**শ্লোক** - সাম ৪৫:২

*প্র* রাজ্য বা পার্থিব বিষয়ের চেয়ে আমার পক্ষে আমার প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ভালবাসাই মূল্যবান :

*উ* তাঁরই দিকে আমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছি, তাঁকেই ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, আকাঙ্ক্ষা করেছি (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* মধুর বাণী ফুটে ওঠে আমার হৃদয়ে, রাজাকে শোনাব আমার কাব্য :

*উ* তাঁরই দিকে আমি চোখ নিবদ্ধ রেখেছি, তাঁকেই ভালবেসেছি, বিশ্বাস করেছি, আকাঙ্ক্ষা করেছি (আল্লেলুইয়া)।

## বিবাহজীবন যাপন করেছেন এমন সাধু

**প্রথম পাঠ** - এফেসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের পত্র থেকে পাঠ (৫:২১-৩২)

**খ্রিষ্টীয় দাম্পত্য-জীবনের পবিত্রতা**

**ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্টভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুগত হও।**

বধূরা প্রভুর প্রতি যেমন, তেমনি তাদের স্বামীর প্রতি যেন অনুগত হয়; কারণ স্বামী স্ত্রীর মাথা, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর মাথা—তিনিই তার দেহের পরিত্রাতা। এবং মণ্ডলী যেমন খ্রিষ্টের অনুগত, বধূরাও তেমনি সব ক্ষেত্রে যেন তাদের স্বামীর অনুগত হয়। স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী। তেমনিভাবে স্বামীদেরও তাদের স্ত্রীকে নিজেদের দেহ বলে ভালবাসা কর্তব্য, কেননা স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউই তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সকলে তার পুষ্টিসাধন করে, তার প্রতি যত্নবান থাকে—খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীর প্রতি করে থাকেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ। *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে* (আদি ২:২৪)। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।

**শ্লোক** - ১ পি ১:১৫; লেবীয় ১১:৪৪

*প্র* যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে

*উ* তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র;

*উ* তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:৭-১৭)

**হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর**

হে স্বামীরা, নারীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব'লে তাদের সঙ্গে সদ্বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর; তাদের সম্মান কর, যেহেতু তারাও তোমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারিণী। তবেই তোমাদের প্রার্থনার পথে কোন বাধা দেখা দিতে পারবে না।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের মিনতির প্রতি তাঁর কান; কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল* (সাম ৩৪:১৩-১৭ সত্তরী পাঠ্য)।

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না* (মথি ৫:১০; ইশা ৮:১২-১৩ দ্রঃ), বরং হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রিষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

**শ্লোক** - ১ পি ১:১৫; লেবীয় ১১:৪৪

*প্র* যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, সেই পবিত্রজনের আদর্শ অনুসারে

℣ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

℟ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; সুতরাং তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি নিজে পবিত্র;

℣ তোমরাও তোমাদের জীবনাচরণে পবিত্র হও (আল্লেলুইয়া)।

## দুঃখীজনদের সেবাব্রতী-ব্রতিনী

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১২:৩১–১৩:১৩)

### সবকিছুর চেয়ে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ

ভ্রাতৃগণ, তোমরা সবচেয়ে মহত্তর দানগুলির জন্যই আগ্রহী হও! আর আমি তোমাদের এমন পথ দেখাব, যা সবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই। আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।

ভালবাসা সহিষ্ণু, মধুর তো ভালবাসা; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালবাসা সবই ক্ষমার চোখে দেখে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। ভালবাসার কখনও শেষ হবে না। নবীয় বাণীর কথা ধরি, তা লোপ পাবে; নানা ভাষার কথা ধরি, তা শেষ হয়ে যাবে; জ্ঞানের কথা ধরি, তা লোপ পাবে। কারণ আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ; কিন্তু যা পূর্ণ তা এলে, যা অসম্পূর্ণ

তা লোপ পাবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন যে মানুষ হয়েছি, শিশুর সেই সবকিছু বাদ দিয়েছি। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব। এখন আমার জানাটা অসম্পূর্ণ, কিন্তু তখন সম্পূর্ণ হবে—আমি নিজেও যেভাবে এখন পরিচিত।

তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৪:১৬, ৭

*প্র* আমরা সেই ভালবাসা বিশ্বাস করেছি—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

*উ* ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত।

*উ* ভালবাসায় যার আবাস, সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু যোহনের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৪:৭-২১)

**এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি**

**কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত**

প্রিয়জনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি,
কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত,
এবং যে কেউ ভালবাসে,
সে ঈশ্বর হতে জনিত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে।
যে ভালবাসে না,
সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।

এতেই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে :
ঈশ্বর তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন
তাঁর দ্বারাই আমরা যেন জীবন পাই।
আর এতেই ভালবাসার অর্থ :
আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম এমন নয়,
কিন্তু তিনি আমাদের ভালবাসলেন
এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।

প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন,
তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি ;
আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি,
তাহলে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে রয়েছেন
এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে সিদ্ধি লাভ করে।

এতেই আমরা জানি যে,
আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন,
কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।
আর আমরা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছিলেন।

যে কেউ স্বীকার করে, 'যিশু ঈশ্বরের পুত্র',
ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
আর আমরাই সেই ভালবাসা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি,
—আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা।

ঈশ্বর ভালবাসা ; ভালবাসায় যার আবাস,
সে ঈশ্বরে বসবাস করে ও ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন।
এতেই আমাদের অন্তরে ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে :

বিচারের দিনে আমরা সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারব,
কারণ তিনি যেভাবে আছেন, আমরাও সেইভাবে আছি, এই জগতে।
ভালবাসায় কোন ভয় নেই,
বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়,
কারণ ভয় বলতে শাস্তি বোঝায়,
আর যে ভয় করে, ভালবাসায় সে এখনও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হয়নি।
আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।

যদি কেউ বলে,
আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, আর তবু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
তবে সে মিথ্যাবাদী।
বাস্তবিক, নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না,
সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।
আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়েছি:
ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে।

**শ্লোক** - ১ যোহন ৫:৩; সিরা ২৩:২৭ দ্রঃ

*প্র* ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এ: আমরা তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি;
*উ* আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয় (আল্লেলুইয়া)।
*প্র* ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালনের চেয়ে মধুর কিছু নেই:
*উ* আর তাঁর আজ্ঞাগুলি দুর্বহ নয় (আল্লেলুইয়া)।

**দ্বিতীয় পাঠ** - প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ২০:৪)

**খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আলো গোপন থাকতে পারে না**

যে খ্রিষ্টভক্ত পরের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত নয়, তার চেয়ে পাষণ্ড আর কেউ নেই।

এক্ষেত্রে তুমি তো দরিদ্রতার কথা উত্থাপন করতে পার না; কেননা যে বৃদ্ধা নারী দু'পয়সা দান করেছিল, সে-ই তোমাকে অভিযুক্ত করবে। পিতরও বলতেন: *রুপো বা সোনা আমার নেই* (প্রেরিত ৩:৬)। একই প্রকারে পল এতই দরিদ্র ছিলেন যে, প্রায়ই ক্ষুধায় ভুগছিলেন ও প্রয়োজন মত খাদ্যও তাঁর ছিল না।

তোমার নিজের হীনাবস্থার কথাও উত্থাপন করতে পার না, কেননা তাঁরা ছিলেন নিম্নশ্রেণির মানুষ ও দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। তোমার অজ্ঞতার কথাও তুলতে পার না, কেননা তাঁরাও নিরক্ষর ছিলেন। তুমি যে দুর্বল, এ ছুতাও খাটে না, কেননা সেই তিমথিও এমন দুর্বল ছিলেন যে, প্রায়ই তাঁর অসুখ হত।

যে কেউ নিজের অংশ পূরণ করতে ইচ্ছা করে, সে পরের উপকার করতে নিশ্চয়ই সক্ষম।

তোমরা কি দেখতে পাও না নিষ্প্রয়োজন গাছগুলো কতই না সতেজ, কতই না সুন্দর, সমৃদ্ধ, উচ্চ? অথচ আমাদের যদি একটা বাগান থাকত, তবে সেগুলোর চেয়ে আমরা জলপাইগাছ বা আমগাছের মত ফলদায়ী গাছই লাগাতাম; আর বাস্তবিকই সেগুলো হচ্ছে সৌন্দর্যের জন্য, উপযোগিতার জন্য নয়, বা যদি কোন উপযোগিতা থাকে তা তো মুষ্টিমেয়।

যারা কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, তারা ঠিক তাই; এমনকি, ঠিক তাই-ও নয়, বরং কেবল দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য; কেননা সেই গাছগুলো কমপক্ষে গৃহের পক্ষেই উপযোগী, ছায়াও দেয়। আর সেই কুমারীরাও ঠিক তাই ছিল: শুচি, শালীন, বিনম্রই ছিল বটে, কিন্তু কারও পক্ষে উপযোগী না হওয়ায় তাদের আগুনে ফেলে দেওয়া হল। হ্যাঁ, যারা খ্রিষ্টকে খাদ্য দেয় না, তারা ঠিক তাই।

উপরন্তু এ কথাও লক্ষ কর: তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে পাপের কারণেই অভিযুক্ত: তারা যে ব্যভিচার করেছে, শপথ লঙ্ঘন করেছে বা এপ্রকার কোন পাপ করেছে এমন নয়, পরের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলেই তারা অভিযুক্ত। সেই যে লোকটা টাকাটা গর্তে পুরে রেখেছিল, সে ঠিক তাই ছিল: ত্রুটিহীন জীবন দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু পরের পক্ষে সেই জীবন উপযোগী ছিল না।

জিজ্ঞাসা করি: তেমন মানুষ কেমন করে খ্রিষ্টিয়ান হতে পারে? ময়দার সঙ্গে মেশানো খামির যদি গোটা পিণ্ডটা না গাঁজিয়ে তোলে, তা কি প্রকৃত খামির? আর কী বলব সেই সুগন্ধির বিষয়ে যা সুগন্ধ ছড়ায় না? তা কি সুগন্ধি নামের যোগ্য?

তুমি এ কথাও বলো না: 'আমি অপরকে উদ্দীপিত করতে পারি না,' কেননা তুমি খ্রিষ্টিয়ান হলে তা না ঘটে পারবে না; বস্তুতই একই স্বরূপের বস্তু যেমন নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী নয়, তেমনি আমরা যা যা বলছি তা খ্রিষ্টীয় স্বরূপের স্বাভাবিক অংশ।

ঈশ্বরকে অপমান করো না। তুমি যদি বল, সূর্য উজ্জ্বল হতে পারে না, তুমি তাঁর নিন্দাই কর; আর যদি একথা সমর্থন কর যে, খ্রিষ্টিয়ান উপকার করতে অক্ষম, তবে ঈশ্বরকে অপমান কর ও তাঁকে মিথ্যাবাদীও কর। কেননা একজন খ্রিষ্টিয়ান যে উজ্জ্বল হবে না, এর চেয়ে এ সম্ভব যে, সূর্যই উত্তাপ ও আলো ছড়াবে না; একজন খ্রিষ্টিয়ান নিস্তেজ হওয়ার চেয়ে আলো অন্ধকার হবে, এ অধিক সম্ভব।

তুমি এ কথাও বলো না যে, তা অসম্ভব, কেননা তার বিপরীত-ই আসলে অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরকে অপমান করো না। আমরা আমাদের অংশ উত্তমরূপে সম্পাদন করলে এসব কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে, এমনকি, স্বাভাবিক ব্যাপারের মতই ঘটবে। না! খ্রিষ্টভক্তের আলো গোপন থাকতে পারে না; তেমন উজ্জ্বল মশাল গোপন থাকতে পারে না।

**শ্লোক** - এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪, ১৬ দ্রঃ

*প্র* প্রভুতে তোমরা আলো: আলোর সন্তানের মত চল।

*উ* আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায় (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* তোমরা জগতের আলো: তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।

*উ* আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায় (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - বিশপ সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৯৬:১, ৪, ৯)

**পবিত্রতার দিকে সার্বজনীন আহ্বান**

*কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক* (মথি ১৬:২৪)। প্রভুর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী মনে হয়: যে তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাকে আত্মত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যিনি আদেশ পালন করতে সাহায্য করেন, তাঁর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী হতে পারে না।

আর আসলে সামসঙ্গীতে যা লেখা আছে তা সত্য: *তোমার শ্রীমুখের বাণীর জন্য আমি কঠিন জীবন যাপন করেছি* (সাম ১৭:৪ দ্রঃ), তবু তাঁর এ কথাও সত্য: *আমার জোয়াল কোমল ও আমার বোঝা লঘুভার* (মথি ১১:৩০)। বাস্তবিকই আজ্ঞাগুলিতে যা কিছু ভারী, ভালবাসা তা লঘুভার করে তোলে।

নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া (মথি ১৬:২৪ দ্রঃ), এর অর্থ কী? সে সেই সবকিছু সহ্য করুক যা বিরক্তিকর—এভাবেই সে আমার অনুসরণ করবে! আমার আদর্শ ও আজ্ঞাগুলি পালন করতে করতে সে যখন আমার অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখন সে দেখবে, বহু মানুষ—এমনকি খ্রিষ্টের অনুগামীদের মধ্যেও বহু মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাকে বাধা দেয়, তার মন পাল্টাতে চেষ্টা করে। যারা অন্ধদের চিৎকার করতে বারণ দিত, তারা তো খ্রিষ্টের সঙ্গেই পথ চলত! সুতরাং, তুমি যদি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে হুমকি কি তোষামোদ কি যত বাধা ক্রুশ বলে বিবেচনা কর: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না।

মনে রেখ যে এই পবিত্র, মুক্ত, মঙ্গলময়, পুনর্মিলিত, পরিত্রাণকৃত জগতে, এমনকি পরিত্রাণের প্রত্যাশায় ব্যাকুল এ জগতে—যা এখন আসলে প্রত্যাশায়ই পরিত্রাণকৃত কেননা *আমরা প্রত্যাশায় পরিত্রাণ পেয়েছি* (রো ৮:২৪);—এই জগতে তথা খ্রিষ্টের অনুগামী এই মণ্ডলীতে তিনি কোন পার্থক্য না রেখে সকলকেই বলেছেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে আমার অনুসরণ করুক।*

তাঁর এ বাণী যে চিরকুমারীদেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু বিবাহিত নারীদের পক্ষে নয়; কিংবা বিধবাদেরই পক্ষে পালনীয় কিন্তু দম্পতিদের পক্ষে নয়; কিংবা সন্ন্যাসীদের

পক্ষেই পালনীয়, কিন্তু বিবাহিতদের পক্ষে নয়; কিংবা যাজকবর্গেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু অন্য সকল ভক্তদের পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং গোটা মণ্ডলীই, গোটা দেহই, নিজ নিজ ভূমিকায় বিস্তৃত প্রতিটি অঙ্গই খ্রিষ্টের অনুসরণে বাধ্য।

সেই অনন্য গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কপোতটি তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কনেই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, বরের রক্ত যার মুক্তিমূল্য ও বিবাহ-সম্পদ, সেই গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা। কেননা এইখানে তো চিরকুমারীদের শুচিতার স্থান, এইখানে বিধবাদের পুণ্যাচরণের স্থান, এইখানে দম্পতিদের শুচিতার স্থান।

মণ্ডলীর এ অঙ্গগুলো নিজ নিজ অবস্থা, পরিস্থিতি ও সাধ্য অনুসারে খ্রিষ্টের অনুসরণ করুন, আত্মত্যাগ করুন, অর্থাৎ নিজেদের উপর অযথা নির্ভর করবেন না, নিজ নিজ ক্রুশ তুলে নিন, অর্থাৎ খ্রিষ্টপ্রেমের খাতিরে এসংসারে সেই সবকিছু সহ্য করুন যা সংসার তাঁদের বিরুদ্ধে ঘটায়। কেবল তাঁকেই প্রেম করুন, কেননা কেবল তিনিই প্রবঞ্চনা করেন না, কেবল তিনিই ভুল করেন না, কেবল তিনিই ভোলান না; তাঁরা তাঁকে প্রেম করুন, কেননা তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন, তা সত্য। কিন্তু, যেহেতু তিনি তেমন প্রতিশ্রুতি এখনই পূরণ করছেন না, সেজন্য বিশ্বাস টলমান হয়। তুমি কিন্তু নিষ্ঠাবান হও, একনিষ্ঠ হও, ধৈর্যশীল হও, বিলম্বটা সহ্য কর—এতেই নিজ ক্রুশ তুলে নেবে।

## শ্লোক

℣ হে সাধু/সাধ্বী … , ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুমি অপরূপ কর্ম সাধন করেছ; সমস্ত মন দিয়ে তাঁকে সম্মান আরোপ করেছ:

℟ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

℣ তুমি যে ছিলে অনিন্দনীয়, ঈশ্বরের সত্যকার উপাসক, সমস্ত অন্যায়-অপরাধের শত্রু, মঙ্গল সাধনে নিষ্ঠাবান,

℟ আমাদের হয়ে প্রার্থনা কর (আল্লেলুইয়া)।

## ধর্মব্রতী

**দ্বিতীয় পাঠ** - পোপ মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' থেকে পাঠ (২:৩৬, ১১-১৩)

### জগতে, কিন্তু জগতের নয়

সবকিছু পরিত্যাগ কর—তেমন চেতনাই তোমাদের দিতে চাই, কিন্তু সাহস করি না। সুতরাং তোমরা যখন জগতের সব বিষয় পরিত্যাগ করতে পার না, কমপক্ষে তা এমনভাবেই ব্যবহার কর যাতে জগৎ তোমাদের না ধরে রাখে, যাতে তোমরাই পার্থিব বিষয়ের মালিক হও, জগৎ তোমাদের মালিক এমনটি যেন না হয়; আরও, তোমাদের যা যা আছে তা যেন তোমাদের আত্মার কর্তৃত্বাধীন থাকে, তোমাদের আত্মা পদার্থের দাস হবে এমনটি যেন না হয়, পাছে তোমাদের আত্মা পার্থিব বিষয়ের আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে।

অতএব, পার্থিব বিষয় আমাদের ব্যবহারেই থাকুক, চিরস্থায়ী বিষয় আমাদের বাসনায়ই থাকুক; পার্থিব বিষয় যাত্রার জন্য উপযোগী হোক, চিরস্থায়ী বিষয় যাত্রা-শেষের দিনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হোক। এজগতে যা কিছু করি তা গৌণ বলে পরিগণিত হোক। আমাদের মনশ্চক্ষু যেন সামনের দিকেই নিবদ্ধ থাকে, একদিন যা পাবার কথা, যেন তারই দিকে একনিষ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। আমাদের উচিত, আমাদের কাজকর্ম থেকে শুধু নয়, হৃদয়ের চিন্তা থেকেও যত রিপু নির্মূল করা। দেহের কামনা বা অর্থলালসা বা অভিমানের আগুন যেন প্রভুর ভোজ থেকে আমাদের দূরে না রাখে; আর এজগতে সৎ যা কিছু করি, তাও যেন হাত হালকা রেখেই স্পর্শ করি, পার্থিব যা কিছু আমাদের আকর্ষণ করে, তা যেন আমাদের দেহের জন্য এমনভাবেই উপযোগী হয় যাতে আমাদের হৃদয়কে কোন প্রকারে বিঘ্নিত না করতে পারে।

এজন্য, ভাইবোনেরা, 'সবকিছু পরিত্যাগ কর' তেমন কথা তোমাদের বলতে সাহস করি না; কিন্তু তোমাদের সদিচ্ছা থাকলে তোমরা পার্থিব বিষয় রেখেও পরিত্যাগ করবে যদি তা এমনভাবেই ব্যবহার কর যাতে সমস্ত অন্তর দিয়ে চিরস্থায়ী বিষয়ের দিকেই লক্ষ কর। কেননা সেই ব্যক্তিই জগৎকে এমনভাবেই ভোগ করছে ঠিক যেন করছে না, যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যবহার করেও তথাপি তা

তার নিজের আত্মার উপরে কর্তৃত্ব চালাতে দেয় না, যাতে পার্থিব বিষয় তার অধীন হয়ে থেকে স্বর্গমুখী আত্মার উদ্দীপনা ভাঙতে না পারে। যারা এভাবে আচরণ করে, পার্থিব সবকিছু তাদের সামনে উপস্থিত—লালসার জন্য নয়, ব্যবহারেরই জন্য। তাই, এমন কিছু যেন না থাকে যা তোমাদের অন্তরের বাসনা রোধ করে, এমন কিছুর অভিলাষ যেন না থাকে যা এজগতের সঙ্গে তোমাদের আবদ্ধ রাখে।

যা মঙ্গল, তা-ই যখন আমাদের প্রেমের বস্তু, তখন অন্তর যেন সেই সর্বোচ্চ ও স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই তৃপ্তি পায়। যা অনিষ্ট, তা যখন ভয় করি, তখন আমাদের মনের সামনে যেন অনন্ত শাস্তির দৃশ্য থাকে, যাতে আমাদের হৃদয় এ দে'খে যে, সেইখানে আমাদের ভালবাসা বা ভয়ের বস্তু রয়েছে, ইহলোকের বস্তুর দিকে যেন কোন প্রকারেই আসক্ত না হয়।

তেমন সঙ্কল্প বাস্তবায়নের জন্য, সহায় রূপে আমাদের আছেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেই মধ্যস্থ, যিনি তৎপরতার সঙ্গে আমাদের সবকিছুই প্রদান করবেন—অবশ্য, আমরা প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে যদি তাঁকে ভালবাসি, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক - ১ করি ৭:২৯, ৩০, ৩১; ২:১২ দ্রঃ

প্র সময় আর বেশি নেই, এখন থেকে, যারা আনন্দিত, তারা এমনভাবে চলুক তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা সংসারের বিষয়ে জড়িত, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়:

উ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (আল্লেলুইয়া)।

প্র আমরা তো সংসারের আত্মা পাইনি:

উ এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে (আল্লেলুইয়া)।

## দুঃখীজনদের সেবাব্রতী-ব্রতিনী

**দ্বিতীয় পাঠ** - রোমীয়দের কাছে পত্রে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ১৫:৬)

### খ্রিষ্টের দয়া-মমতার বাণী

ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে দান করেছেন, আর তুমি একটা রুটিও তাঁকে দাও না যাঁকে তোমার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ও হত্যা করা হয়েছে!

খ্রিষ্ট তাঁর নিজেরই পুত্র হলেও পিতা তোমার খাতিরে পুত্রকে রেহাই দেননি; আর তুমি যখন যা তাঁরই তা গ্রহণ করে কেবল নিজেই ভোগ কর, তখন তাঁর ক্ষুধায় তাঁকে অবজ্ঞাই কর।

তেমন নির্মমতার চেয়ে জঘন্য কী থাকতে পারে? তাঁকে তোমারই জন্য ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমারই জন্য হত্যা করা হয়েছে, তোমারই জন্য তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; আর তুমি যা তাঁরই, অর্থলাভের জন্য তা দান কর—তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দান করা' বলা চলে না।

এরা, যারা তত বিষয় দ্বারা আকর্ষিত হয়ে শয়তানসুলভই নির্মমতায় অমানুষ, এরা কি পাথরের চেয়েও অনুভূতিবিহীন নয়? তাঁর পক্ষে ক্রুশ ও মৃত্যু ভোগ করা যথেষ্ট হয়নি, বরং গরিব, প্রবাসী, যাযাবর, উলঙ্গ, কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও রোগপীড়িতও হতে চাইলেন যেন তেমন উপায়ে তোমাকে নিজের কাছে আকর্ষণ করতে পারেন।

তোমার জন্য যন্ত্রণাভোগ করেছেন এমন ব্যক্তির মতও আমাকে যদি প্রতিদান না দিতে চাও, কমপক্ষে আমার দরিদ্রতার জন্যই মমতা দেখাও। দরিদ্রতার জন্য যদি আমার প্রতি মমতা দেখাতে না চাও, কমপক্ষে কারাগার ও পীড়ার জন্যই নত হও। আর এসব কিছুও যদি তোমার অন্তরে মানবতা সৃষ্টি না করে, তবে যাচনার ক্ষুদ্রতার প্রতিই কমপক্ষে সম্মতি দাও: তোমার কাছে দামী দামী কিছু চাচ্ছি না—কেবল একটা রুটি, একটু আশ্রয়, সান্ত্বনাদায়ী একটা কথা।

আর এখনও তুমি উদাসীন হলে, তবে স্বর্গরাজ্যের চিন্তায় বা আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের প্রত্যাশায়ই কমপক্ষে সদ্ব্যবহার কর। হয় তো তোমার কাছে এসব কিছুও কি মূল্যহীন?

বস্ত্রহীনকে দে'খে মানবতার খাতিরেই কমপক্ষে আনত হও, আর এ কথা স্মরণ কর যে, তোমার জন্য আমি ক্রুশের উপরে বস্ত্রহীন ছিলাম।

এ কথাও যদি তোমার মমতা না জাগায়, তবে আমার এ বর্তমান বস্ত্রহীন অবস্থার জন্যই মমতাপূর্ণ হও, কেননা তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে আমিই তো গরিব ও বস্ত্রহীন।

সেসময়ে আমি তোমারই জন্য কারাগারে ছিলাম, আর এখনও তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে আমি কারাগারে আছি যাতে তুমি, আমার প্রথম অবস্থার জন্য হোক বা আমার এ বর্তমান অবস্থার জন্য হোক আমাকে একটু করুণা দেখাতে পার।

তোমার জন্য আমি না খেয়ে ছিলাম, তোমার জন্য আমি এখনও ক্ষুধায় ভুগছি। ক্রুশে ঝুলে আমার পিপাসা পেয়েছিল, গরিবদের মধ্যে এখনও আমি পিপাসিত। হায় হায়, এ বুদ্ধি বা সে বুদ্ধি দ্বারাই আমি যদি তোমাকে আকর্ষণ করতে পারতাম যাতে তোমার নিজের পরিত্রাণের জন্যই তোমাকে মমতাপূর্ণ করতে পারতাম!

এজন্য, আমি তোমাকে ততগুলো উপকারে ঘিরে রাখার পর, তুমি আমাকে দাও আমি যেন প্রতিদানের কথা উত্থাপন করতে পারি। তোমাকে ঋণী জ্ঞান করি বিধায়ই যে তা চাই এমন নয়; বরং তোমাকে দাতা বলেই পরিগণিত করে তোমাকে পুরস্কার দিতে চাই। আর যে মুষ্টিমেয় বিষয় তুমি আমাকে দেবে, তার প্রতিদানে আমি তোমাকে রাজ্যই পুরস্কার স্বরূপ দান করব।

যদিও আমি তোমার প্রেমের খাতিরে দরিদ্র, তবু তোমাকে বলছি না: 'আমার দরিদ্রতার চরম ব্যবস্থা কর,' এ কথাও বলছি না, 'তোমার ধন আমাকেই দাও;' না, আমি একটা রুটি, একটা কাপড়, ও আমার ক্ষুধায় একটু সান্ত্বনাই মাত্র চাচ্ছি।

আমি যদি কারাগারে নিক্ষিপ্ত থাকি, তবে এমন দাবি রাখি না যে, তুমি আমার বেড়ি খুলে দিয়ে আমাকে পালাতে সাহায্য করবে; না, একটা মাত্র জিনিস চাচ্ছি: তুমি যেন জান যে তোমার জন্যই আমি কারারুদ্ধ রয়েছি; এ প্রকার দয়া আমাকে দেখালে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে, আর প্রতিদানে আমি তোমাকে স্বর্গই দান করব। যদিও আমি ভারী বেড়ি থেকেই তোমাকে মুক্ত করেছি, তবু তুমি কারারুদ্ধ এই আমাকে দেখতে এলে তা আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এ ছাড়াও আমি তোমাকে মাল্যভূষিত করতে পারব বটে, আমি কিন্তু তোমার প্রতি ঋণী হতে চাই, যাতে তুমি মহত্তর ভরসার সঙ্গেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করতে পার।

**শ্লোক** - মথি ২৫:৩৫, ৪০; প্রবচন ১৯:১৭

*প্র* আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে:

*উ* আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ (আল্লেলুইয়া)।

*প্র* দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

*উ* আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ (আল্লেলুইয়া)।

## শিক্ষাব্রতী

**দ্বিতীয় পাঠ** - মথি-রচিত সুসমাচারে বিশপ সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫৯)

### আমাদের উচিত বালকদের সেবাযত্ন করা

যখন প্রভু বলেন, *এদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন* (মথি ১৮:১০); এবং, 'এইজন্য আমি এসেছি, ও আমার পিতা এ চান', তখন তিনি তাঁদেরই তৎপরতা উদ্দীপিত করতে অভিপ্রেত, যাঁদের ভূমিকা হবে বালকদের সেবাযত্ন করা।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তিনি কেমন রক্ষাবেষ্টনীতে তাদের ঘিরে রেখেছেন, এবং যারা তাদের পতন ঘটাবে তাদের কেমন অসহ্য অমঙ্গলের হুমকি দিয়েছেন ও যাঁরা তাদের সেবাযত্ন করবেন তাঁদের কেমন মহাপুরস্কার প্রতিশ্রুত হয়েছেন? এ সমস্ত বিষয় তিনি নিজের ও পিতার দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করেন। সুতরাং এসো, আমাদের ভাইদের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে ও তাদের জন্য সমস্ত প্রকার নিম্ন ও ভারী পরিশ্রম বহন করতে অস্বীকার না ক'রে আমরাও তাঁর অনুকরণ করি। তারা যে ছোট বা নিম্নশ্রেণির বালক,

একথা যেন তাদের প্রতি আমাদের যত্ন কখনও শিথিল না করে। যদিও আমাদের পক্ষে তেমন সেবা অত্যন্ত কষ্টকর, এমনকি—কথার কথা—যদিও তাদের জন্য পাহাড়পর্বত অতিক্রম করা বা অথৈই জল পার হওয়া দরকার, তবু ভাইদের পরিত্রাণের জন্য আমাদের সবকিছুর আগেই দাঁড়ানো উচিত। বাস্তবিকই ঈশ্বর একটিমাত্র আত্মার জন্যও এত চিন্তিত যে, তার জন্য তিনি নিজের পুত্রকেও রেহাই দেননি।

এজন্য আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, সকালে আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি, তখন আমাদের যেন একটামাত্র লক্ষ্য ও চিন্তা থাকে, তথা যারা বিপদাপন্ন তাদের ত্রাণ করা।

কেননা একটা আত্মার চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছু নেই, বস্তুত *মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলে, তাতে তার কী লাভ হবে?* (মার্ক ৮:৩৬)। সত্যি, অর্থলালসা সবকিছু বিকৃত ও কলুষিত করে, ও স্বৈরশাসক যেমন নিজ দুর্গ দখলে রাখে, অর্থলালসাও তেমনি আত্মাকে দখল করে ঈশ্বরভীতিকে তলিয়ে দেয়। তাই আমরা একবার ধনী হলে কেমন করে অপরের হাতে আমাদের সম্পদ ছেড়ে দেব ও এরা কাকেই বা সেই সম্পদ হস্তান্তর করবে, আবার এরাও যে উত্তরপুরুষদের হাতে তা হস্তান্তর করবে ইত্যাদি প্রকার চিন্তায় বসে থেকে আমরা আমাদের নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের পরিত্রাণ অবহেলা করি ও সম্পদের অধিকারী নয়, অর্থবিতরণকারীর পর্যায়েই পড়ি। এই তো আমাদের বিরাট নির্বুদ্ধিতা! আর এর ফলে দাসদের চেয়েও সন্তানেরা মূল্যহীন হয়। কেননা আমরা দাসদের সংশোধন করি, যদিও তাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য নয় বরং আমাদের স্বার্থেরই জন্য; অপর দিকে সন্তানেরা তেমন চিন্তার পাত্রও নয়, আর এজন্যই দাসদের চেয়েও তারা মূল্যহীন।

দাসদের কথা বলছি কেন! আমরা তো পশুদের চেয়েও সন্তানদের কম যত্ন করি। সন্তানদের চেয়ে গাধা ও ঘোড়ার জন্যই আমরা উৎকণ্ঠিত। মানুষ ধনবান হওয়া মাত্রই পশুপালনের জন্য সবচেয়ে উত্তম কর্মী পাবার চিন্তায় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; অপদার্থ, মদখোর, চোর এমন কর্মী লাগাতে সে তো রাজি নয়; কিন্তু সন্তানের জন্য যখন অবধায়ক-ব্যবস্থা করা দরকার, তখন আমরা যেই প্রথম এসে উপস্থিত হয় তাকে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই গ্রহণ করি—অথচ অবধায়ক-ভূমিকার মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই।

যে নিপুণ কাজের উদ্দেশ্য হল আত্মাদের পরিচালনা ও যুবকদের মন ও চরিত্র গঠন, সেই কাজের সঙ্গে আর কোন্ কাজ তুলনার যোগ্য? তেমন কাজে যারা নিয়োজিত, অন্য শিল্পীদের চেয়েও তাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে কাজে মন দিতে হবে। অথচ আমরা চিন্তাটুকু করি না; আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ছেলেটির কথা ফুটুক! এমনকি এতেও আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অধিক অর্থ সঞ্চয় করা। কেননা ছেলেটি সুবক্তা হবার উদ্দেশ্যেই যে শিখবে এমন নয়, কিন্তু একদিন সে যেন টাকা করতে পারে, এই তো চিন্তা; ফলে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ছেলেটি বোবা হলেও যদি টাকা করা যেতে পারত, তবে অবধায়ককেও লাগাতাম না!

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, অর্থের স্বৈরাচার কেমন করে সবকিছুতেই প্রবেশ করে ও তার যেখানে ইচ্ছে সেখানে মানুষকে শেকলে বাঁধা দাসের মতই চালায়?

কিন্তু আমার নিজের কাছে এ প্রশ্ন রাখছি: আমার এ সমস্ত অনুযোগ প্রকাশে কী লাভ হবে? আমি হয় তো স্বৈরাচার কথায় আক্রমণ করি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার কথা নয়, আবার স্বৈরাচার-ই জয়ী হবে। যাই হোক, আমি এ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হব না, কেননা ভাবি যে, আমার এ উপদেশের মধ্য দিয়ে যদি কোন ফল পাই, তাতে আমারও লাভ হবে, তোমাদেরও লাভ হবে। আর আমার প্রচেষ্টার পরেও তোমরা যদি নিজেদের ধারণায় বসে থাকতে চাও, তবে আমি কমপক্ষে এ জানব যে, আমার কর্তব্য আমি সম্পন্ন করেছি। ঈশ্বর কিন্তু যেন এ দুর্দশা থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দেন, আর আমাদের এমনটি দেন যেন তোমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারি, যাতে তিনিই গৌরবান্বিত হন, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম যুগে যুগে চিরস্থায়ী। আমেন।

শ্লোক - প্রবচন ২৩:২৬; ১:৯; ৫:১ দ্রঃ

℣ সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক:

℟ তবেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)।

℣ আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও:

- তবেই সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - সাধ্বী

‘সাধু’ সাধারণ ব্যবস্থার উপযোগী পাঠগুলো ব্যবহারযোগ্য :

*অথবা*

**বিবাহজীবন যাপন করেছেন এমন সাধ্বী**

**প্রথম পাঠ** - প্রবচন-মালা থেকে পাঠ (৩১:১০-৩১)

**প্রভুভীরু নারীর প্রশংসা**

গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?
মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।
তার স্বামীর হৃদয় তার উপরে ভরসা রাখে,
সেই স্বামীর লাভের অভাব হবে না।
তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে
সে স্বামীর মঙ্গল করে, তার অমঙ্গল নয়।
সে পশম ও ক্ষোম যোগাড় করে,
তার দু’হাত উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করে।
সে এমন বাণিজ্য-তরণির মত,
যা দূর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী তার ঘরে আনে।
সে রাত থাকতেই উঠে তার ঘরের সকলের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে,
এবং দাসীদের উপযুক্ত নির্দেশ দেয়।
সে একখণ্ড জমির কথা বিচার-বিবেচনা করে তা কিনে নেয়,
কাজ করে অর্থ যোগাড় করেই সে সেই জমিতে আঙুরগাছ পোঁতে।

সে তৎপর হয়ে কোমর কষে বাঁধে,
কাজে ব্যস্ত থেকে দেখায় তার বাহুর কেমন শক্তি।

সে দেখতে পায়, তার কাজকর্ম সফলতা পাচ্ছে,
রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না।
সুতাকাটার যন্ত্র হাতে নিয়ে
সে আঙুল দিয়ে টাকু চালায়।
দরিদ্রের প্রতি সে হাত বাড়ায়,
নিঃস্বের প্রতি বাহু প্রসারিত করে।

তুষারপাত হলেও তার ঘরের কারও জন্য সে ভয় পায় না,
কারণ সকলে গরম কাপড় পরে আছে।
সে নিজে নিজের বিছানার কম্বল বুনে তৈরি করে,
তার পরন সূক্ষ্ম ক্ষোম ও বেগুনি দামী কাপড়।

তার স্বামী নগরদ্বারে সম্মানের পাত্র,
সেখানে সে দেশের প্রবীণদের সঙ্গেই আসন গ্রহণ করে।
সে নিজে ক্ষোমের কাপড় তৈরি করে তা বিক্রি করে,
বণিকের জন্য কোমর-বন্ধনী সরবরাহ করে।
শক্তি ও মর্যাদা, এই তো তার পরন,
সে হাসিমুখেই আগামী দিনের অপেক্ষায় থাকতে পারে।

সে প্রজ্ঞার সঙ্গে মুখ খোলে,
তার জিহ্বায় সহৃদয় নির্দেশবাণী উপস্থিত।
বাড়ির সকলের আচরণের দিকে সে লক্ষ রাখে,
তার অন্ন অলসতার ফল নয়।
তার সন্তানেরা উঠে তাকে সুখী ঘোষণা করে,
তার স্বামীও উঠে তার প্রশংসাবাদ করে বলে,
‘অনেক নারী আপন কর্মে নিজেদের গুণবতী দেখিয়েছে,
কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।’

কমনীয়তা প্রবঞ্চক, সৌন্দর্য অসার,

কিন্তু যে নারী প্রভুকে ভয় করে, সে-ই প্রশংসনীয়া।
তার কর্মের ফল তাকে দেওয়া হোক,
নগরদ্বারে তার নিজের কর্মই তার প্রশংসাবাদ করুক।

**শ্লোক** - প্রবচন ৩১:১০, ১৭, ১৮; সাম ৪৬:৬ দ্রঃ

*প্র* ইনিই গুণবতী নারী, যিনি ঈশ্বরের শক্তিতে পরিবৃতা;
*উ* রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না (আল্লেলুইয়া)।
*প্র* ঈশ্বর আপন শ্রীমুখের আলোতে তাঁকে সুস্থির রাখেন: তিনি টলবেন না,
*উ* রাতেও তার প্রদীপ নিভে যায় না (আল্লেলুইয়া)।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - প্রেরিতদূত সাধু পিতরের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (৩:১-৬, ৮-১৭)

**হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর**

হে বধূরা, তোমরাও তোমাদের স্বামীর অনুগত হও; তাদের কেউ কেউ যদিও বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হতে অসম্মত হয়, তবু যখন বধূর নির্মল ও সম্ভ্রমশীল আচার-ব্যবহার দেখবে, তখন ঠিক সেই আচার-ব্যবহার, বিনা কথায়, তার মন জয় করবে। তোমাদের ভূষণ যেন চুল বাঁধার কায়দা, সোনার গয়না বা সাজসজ্জার মত বাহ্যিক ব্যাপার না হয়, কিন্তু কোমলতা ও শান্তিতে পূর্ণ আত্মার অক্ষয় শোভায় হৃদয়ের গুপ্ত স্থান ভূষিত কর: ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এ-ই মহামূল্যবান। কেননা আগেকার যে পবিত্রা নারীরা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখতেন, তাঁরাও সেইভাবে নিজেদের ভূষিতা করতেন; তাঁরা স্বামীদের অনুগত ছিলেন; যেমন সেই সারা, যিনি আব্রাহামকে প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি বাধ্য ছিলেন। তোমরা তো সেই সারার সন্তান হয়ে উঠেছ—অবশ্য যদি সদাচরণ কর ও কোন ভয়ে ভীত না হও।

শেষ কথা: তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত; অমঙ্গলের প্রতিদানে অমঙ্গল করো না, কটুবাক্যের প্রতিদানে কটুবাক্য ব্যবহার করো না; বরং আশীর্বাদ কর, কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন

উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ। কারণ: *জীবনই যার অভিলাষ, মঙ্গল দেখতে চায় ব'লে দীর্ঘায়ু যার আকাঙ্ক্ষা, সে কুকর্ম থেকে নিজের জিহ্বা ও ছলনার কথা থেকে নিজের ওষ্ঠ মুক্ত রাখুক, পাপ থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম করুক, শান্তির অন্বেষণ ক'রে করুক অনুসরণ। কেননা ধার্মিকদের উপর নিবদ্ধ প্রভুর চোখ, তাদের মিনতির প্রতি তাঁর কান; কিন্তু প্রভুর মুখ অপকর্মাদের প্রতিকূল* (সাম ৩৪:১৩-১৭)।

আর যদি তোমরা সদাচরণে তৎপর হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের অমঙ্গল করতে পারবে? কিন্তু যদিও ধর্মময়তার খাতিরে তোমাদের দুঃখকষ্ট পেতে হয়, তোমরা সুখী! *ওদের ভয়ে ভীত হয়ো না, উদ্বিগ্ন হয়ো না* (মথি ৫:১০; ইশা ৮:১২-১৩ দ্রঃ), বরং হৃদয়ে খ্রিষ্ট প্রভুকে পবিত্র বলে ঘোষণা কর; এবং যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক। তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও, যেন যারা তোমাদের খ্রিষ্টীয় সদাচরণের নিন্দা করে, তোমাদের নিন্দা করতে করতে তারা নিজেরাই লজ্জায় পড়ে। কেননা, ঈশ্বর যদি এমনটি ইচ্ছা করেন, তবে অসদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে সদাচরণের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করাই শ্রেয়।

শ্লোক - ফিলি ২:৫, ৩, ৪; ১ থে ৫:১৪, ১৫

℣ তোমাদের অন্তরে যেন খ্রিষ্টের ভালবাসা বিরাজ করে: বিনম্রভাবে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে কর,

℟ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ (আল্লেলুইয়া)।

℣ দুর্বলদের সুস্থির কর, সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও, সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর;

℟ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ (আল্লেলুইয়া)।

# পাঠসংগ্রহ - মৃতভক্তদের প্রাহরিক উপাসনার ব্যবস্থা

**পাস্কাকালে,** শ্লোক শেষে 'আল্লেলুইয়া' যোগ করা যেতে পারে।

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৫:১২-৩৪)

**বিশ্বাসীদের প্রত্যাশা সেই পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট**

ভ্রাতৃগণ, খ্রিষ্ট বিষয়ে যখন একথা প্রচার করা হয় যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলতে পারে, মৃতদের পুনরুত্থান বলে কিছু নেই? মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। আবার, আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি—অবশ্য, যদি একথা সত্য যে, মৃতদের পুনরুত্থান হয় না। কেননা মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, খ্রিষ্টও পুনরুত্থিত হননি। আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস অসার, এখনও তোমরা তোমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছ। আর যারা খ্রিষ্টে নিদ্রা গেছে, তারাও একেবারে বিলুপ্ত। আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রিষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা।

আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে: সকলের আগে সেই খ্রিষ্ট, প্রথমফসল যিনি, তারপর, খ্রিষ্টের আগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি

আসবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য ও সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্য সঁপে দেবেন। কেননা যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে। সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে, কারণ *তিনি সবকিছুই বশীভূত করে রেখেছেন তাঁর পদতলে* (সাম ৮:৭)। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু। আর সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন ঈশ্বর সবই হন সবকিছুর মধ্যে।

অন্যথা, মৃতদের হয়ে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা কী করবে? মৃতেরা যদি আদৌ পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে ওদের হয়ে তারা আবার কেন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে? আর আমরাই বা কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদের সামনে দাঁড়াব? ভাই, আমাদের প্রভু খ্রিষ্ট যিশুতে তোমাদের নিয়ে আমার যে গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে বলছি: আমি প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন! এফেসসে যদি মানব উদ্দেশ্য নিয়েই হিংস্র জন্তুগুলোর সঙ্গে লড়াই করে থাকতাম, তবে তাতে আমার কী লাভ হত? মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তাহলে *এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ আগামীকাল মরব* (ইশা ২২:১৩)। নিজেদের ভোলাতে দিয়ো না, 'কুসংসর্গ সৎচরিত্রকে নষ্ট করে।' সজ্ঞান হও, যেমন উচিত! আর পাপ নয়। আসলে তোমাদের কেউ কেউ ঈশ্বর বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকতে চায়; তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি কথাটা বললাম।

**শ্লোক** - ১ করি ১৫:২৫-২৬; প্রকাশ ২০:১৩, ১৪ দ্রঃ

*প্র* যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রিষ্টকে রাজত্ব করতে হবে;

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

*প্র* মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দেবার পর আগুনের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হবে:

*উ* সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের প্রথম পত্র থেকে পাঠ (১৫:৩৫-৩৭)

**মৃতদের পুনরুত্থান ও প্রভুর আগমন**

ভ্রাতৃগণ, য় তো কেউ বলবে: মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে? নির্বোধ! তুমি নিজে যা বোন, তা না মরলে তাতে জীবন আসে না। আর যা বোন, যে গাছ উৎপন্ন হবে তা তো তুমি বোন না; বরং গমেরই হোক বা অন্য কোন কিছুরই হোক, তুমি নিতান্ত একটা দানাই মাত্র বুনেছ; আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দেবেন বলে স্থির করলেন, তা-ই দেন; প্রতিটি জীবকে তিনি তার নিজ নিজ দেহ দেন। সব মাংস একই মাংস নয়; মানুষের এক রকম, পশুর মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম, ও মাছের মাংস অন্য রকম। আছে স্বর্গীয় দেহ, আবার আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলোর দীপ্তি এক রকম, ও পার্থিব দেহগুলোর দীপ্তি অন্য রকম। সূর্যের দীপ্তি এক রকম, চাঁদের দীপ্তি আর এক রকম, ও তারাগুলোর দীপ্তি আর এক রকম, কারণ দীপ্তির দিক দিয়ে একটা তারার চেয়ে অন্য তারা ভিন্ন। তেমনি মৃতদের পুনরুত্থান: ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়, অক্ষয়শীলতায় পুনরুত্থান হয়; হীনতায় বোনা হয়, গৌরবে পুনরুত্থান হয়; দুর্বলতায় বোনা হয়, পরাক্রমে পুনরুত্থান হয়; প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়।

যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে, কেননা লেখা আছে, প্রথম মানুষ সেই আদম *সজীব এক প্রাণী হয়ে উঠল* (আদি ২:৭); কিন্তু শেষ আদম জীবনদায়ী আত্মা হয়ে উঠলেন। যা আত্মিক, তা প্রথম নয়, বরং যা প্রাণিক, তা-ই প্রথম; যা আত্মিক, তা পরেই এল। প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত। মৃন্ময় যারা, তারা সেই মৃন্ময়জনের মত, এবং স্বর্গীয় যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত। আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

ভাই, আমি তোমাদের যা বলছি, তা এ: রক্তমাংস ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম নয়; ক্ষয়শীলতা যে অক্ষয়শীলতার উত্তরাধিকারী হবে, তাও সম্ভব নয়।

দেখ, আমি তোমাদের এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা সকলে নিদ্রাগত হব এমন নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরিত হব এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে। হ্যাঁ, তুরি বাজবেই, আর তখন মৃতেরা অক্ষয়শীল হয়ে পুনরুত্থিত হবে, এবং আমরা রূপান্তরিত হব; কারণ এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতাকে পরিধান করার পর, এবং এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে:

*মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে।*
*ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়?*
*কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (ইশা ২৫:৮; হো ১৩:১৪)।

পাপই তো মৃত্যুর হুল, এবং বিধান পাপের শক্তি। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের বিজয় দান করেন!

শ্লোক - যোব ১৯:২৫, ২৬, ২৭ দ্রঃ

প্ আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন; জানি, সেই চরমদিনে ধুলা থেকে পুনরুত্থান করে

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

প্ আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব; আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে:

উ আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।

*অথবা*

**প্রথম পাঠ** - করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিতদূত সাধু পলের দ্বিতীয় পত্র থেকে পাঠ (৪:১৬–৫:১০)

**আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে চিরস্থায়ী একটা আবাস পাব**
**যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত**

ভ্রাতৃগণ, আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে, তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও চিরস্থায়ী অতি গুরুতর ভার অর্জন করছে, যেহেতু আমরা দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।

আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা স্বর্গলোকেই অবস্থিত। বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি, যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—অবশ্য যদি দেখা যায় যে, আমরা ইতিমধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। আর আসলে এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা জীবন দ্বারা কবলিত হয়। এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে

প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

**শ্লোক** - সাম ৫১ দ্রঃ

*প্র* হে ঈশ্বর, আমার কর্ম অনুসারে আমার বিচার করো না : তোমার সামনে আমি ভাল কিছুই করিনি। তোমার ঐশমর্যাদা অনুনয় করি :

*উ* তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

*প্র* আমার অন্যায় থেকে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ থেকে শোধন কর আমায় :

*উ* তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।

**দ্বিতীয় পাঠ** - আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি থেকে পাঠ (উপদেশ ৫)

**খ্রিষ্ট আমাদের হীনাবস্থার এই দেহকে রূপান্তরিত করবেন**

*এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু হতে পারেন* (রো ১৪:৯)। কিন্তু *ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর* (মথি ২২:৩২)। এজন্য যে মৃতদের উপরে সেই পুনরুত্থিতজন প্রভুত্ব করেন, তারা আর মৃত নয়, জীবিতই আছেন; আর তারা যেন মৃত্যুকে আর কখনও ভয় না ক'রে জীবিত থাকে এজন্যই তাদের উপর স্বয়ং জীবন প্রভুত্ব করেন, ঠিক যেমনটি *মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন বলে খ্রিষ্টের আর মৃত্যু নেই* (রো ৬:৯)।

তাই পুনরুত্থিত হয়ে ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত হয়ে তারা মৃত্যুকে আর দেখবে না, কিন্তু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানে সহভাগী হবে খ্রিষ্ট যেভাবে তাদের মৃত্যুতে সহভাগী হয়েছিলেন।

কেননা তিনি কেবল এ উদ্দেশ্যেই প্রাচীন বেড়িতে আবদ্ধ পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, *যেন মৃত্যুর ব্রঞ্জের অর্গল ভাঙতে পারেন ও লোহার বেড়ি ছিন্ন করতে পারেন* (ইশা ৪৫:২; সাম ১০৭:১৬ দ্রঃ), এবং অবক্ষয়ের হাত থেকে নিজের দিকে আমাদের জীবন বের করে এনে দাসত্বের স্থানে স্বাধীনতাই দান করতে পারেন।

আর এই দিব্য সঙ্কল্পের কাজ যদি এখনও সম্পন্ন বলে প্রতীয়মান না হয়—বাস্তবিকই মানুষ এখনও মরতে থাকে ও দেহ মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয়—এর জন্য ব্যাপারটা যেন সন্দেহের বিষয় না হয়! কেননা আমরা ভাবী মঙ্গলদানের একটা অগ্রিম দান আগে থেকেই আমাদের সেই প্রথমফসলেরই মধ্য দিয়ে পেয়ে গেছি, যা দ্বারা স্বর্গে উপনীত হয়েছি ও তাঁরই সঙ্গে আসন নিয়েছি যিনি নিজের সঙ্গে আমাদেরও ঊর্ধ্বলোকে তুলে নিয়েছেন, যেমনটি পল বলেন: *তিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধামে আসন দিলেন—খ্রিষ্ট যিশুতে* (এফে ২:৬)।

আমরা সিদ্ধির নাগাল তখনই পাব, যখন পিতার নিরূপিত সময় আসবে, যখন আমরা শিশুকাল ছেড়ে সিদ্ধপুরুষেরই পর্যায়ে উন্নীত হব। কেননা সর্বযুগের পিতা এ সমীচীন জ্ঞান করলেন, যাতে প্রতিশ্রুত দান স্থায়ী হয় ও আমাদের অন্তরের শিশুসুলভ আচরণের ফলে পুনরায় অস্থায়ী না হয়।

প্রভুর দেহ যে আত্মিক দেহরূপে পুনরুত্থিত হল, এবিষয়ে আমরা আর কী বলব, যখন পল পুনরুত্থিত দেহের সম্বন্ধে একথা বলেন যে, *প্রাণিক এক দেহকে বোনা হয়, আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হয়* (১ করি ১৫:৪৪), অর্থাৎ এমন দেহ যা পথদিশারী রূপে অগ্রগামী সেই খ্রিষ্টের গৌরবময় রূপান্তরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত দেহ।

উপরন্তু প্রেরিতদূত বলেন যে এ ঘটনা—যার সম্বন্ধে তাঁর সঠিক জানা ছিল—গোটা মানবজাতির জন্য সেই খ্রিষ্ট দ্বারাই ঘটবে, *যিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন* (ফিলি ৩:২১)।

সুতরাং, যখন রূপান্তরটি হল আত্মিক দেহে এক পরিবর্তন আর এ আত্মিক দেহ খ্রিষ্টের গৌরবময় দেহের সমরূপ হয়, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্ট নিশ্চয়ই আত্মিক দেহে পুনরুত্থান করেছেন; তেমন দেহ হচ্ছে সেই একই দেহ যা অনাদরে বপন করা হওয়ার পর পরবর্তীতে গৌরবময় দেহে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর তিনি পিতার কাছে আমাদের মানবস্বরূপের প্রথমফসল এনে দেওয়ার পর গোটা বিশ্বকেও এনে দেবেন, যেমনটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন: *আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (যোহন ১২:৩২)।

**শ্লোক** - যোহন ৫:২৮-২৯; ১ করি ১৫:৫২

*প্র* যারা সমাধিতে নিদ্রিত রয়েছে, তারা সকলে ঈশ্বরের পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে; যারা অসৎ কর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে বিচারের উদ্দেশে;

*উ* যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে।

*প্র* এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের নিমেষে, সেই শেষ তুরির ডাকে মৃতেরা পুনরুত্থান করবে:

*উ* যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের পুনরুত্থান হবে জীবনের উদ্দেশে।

*অথবা*

**দ্বিতীয় পাঠ** - সারাগোজার বিশপ সাধু ব্রাউলিউসের পত্রাবলি থেকে পাঠ (পত্র ১৯)

**পুনরুত্থিত খ্রিষ্টই সকল বিশ্বাসীর প্রত্যাশা**

সকল বিশ্বাসীর প্রত্যাশা যিনি, সেই খ্রিষ্ট পরলোকগত মানুষকে মৃত নয়, নিদ্রাগতই বলে অভিহিত করেন; বাস্তবিকই তিনি বলেন, *আমাদের বন্ধু লাজার নিদ্রা গেছে* (যোহন ১১:১১ দ্রঃ)।

কিন্তু ধন্য প্রেরিতদূতও চান না, নিদ্রাগত হয়েছে যারা তাদের জন্য আমরা শোক করব; ফলে আমরা যখন এতে বিশ্বাসী যে, সুসমাচারের বাণী অনুসারে সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মৃত্যু চিরকালীন নয়, তখন এতেও আমরা বিশ্বাসী যে, তাঁর মৃত্যুও চিরকালীন হয়নি, আমাদের মৃত্যুও চিরকালীন হবে না। কেননা এক আদেশে, মহাদূতের কণ্ঠে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে স্বয়ং প্রভু স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, আ যারা তাঁর মধ্যে মরেছে, তারা পুনরুত্থান করবে (১ করি ১৫:৫২ দ্রঃ)।

সুতরাং, পুনরুত্থানের প্রত্যাশা আমাদের অনুপ্রাণিত করুক, কেননা যাদের এখন এখানে হারাই, তাদের আমরা আবার সেখানে দেখতে পাব; কেবল এ প্রয়োজন যে, তাঁর আজ্ঞাগুলো মেনে চলে আমরা তাঁরই উপরে বিশ্বাস রাখব যিনি এমন সর্বশক্তির অধিকারী যে, আমাদের পক্ষে নিদ্রিতদের জাগাবার চেয়ে তাঁর পক্ষে মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলা অধিক সহজ। তথাপি এই যে, আমরা এক দিকে এ সমস্ত কথা বলি, আর

অপর দিকে —কি জানি কোন্ মনের গতির জোরে—আমরা কান্নায় ভেঙে পড়ি, এবং আমাদের মৃত প্রিয়জনদের স্মৃতি আমাদের অন্তরে যে মায়া সৃষ্টি করে, তা আমাদের বিশ্বাস চূর্ণ করে। হায়! মানব অবস্থা সত্যি হীনতম, এবং এ জীবনকালে যা যা ভোগ করি, খ্রিষ্টকে ছাড়া তা সম্পূর্ণরূপে অসার।

ওহে মৃত্যু, তুমি যে সংযুক্ত যারা তাদের বিযুক্ত কর, ও নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে তাদেরও বিচ্ছিন্ন কর যারা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ইতিমধ্যে তোমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করা হয়েছে, তোমার ভক্তিহীন জোয়ালও তাঁরই দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে যিনি হোশেয়ার মুখ দিয়ে তোমার উদ্দেশে এই হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন, *ওহে মৃত্যু, আমি হব তোমার মৃত্যু* (হো ১৩:১৪ লাতিন পাঠ্য)। ফলে প্রেরিতদূতের বাণী দ্বারা আমরা তোমাকে অবজ্ঞা করে বলি, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (১ করি ১৫:৫৫)।

যিনি তোমাকে পরাস্ত করলেন, তিনি আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, কেননা তিনি নিজের প্রিয় প্রাণ ভক্তিহীনদের হাতে সঁপে দিলেন যেন ভক্তিহীন এই আমাদের তাঁর নিজের প্রিয় বন্ধু করে তুলতে পারেন। পবিত্র শাস্ত্রের বহু বাণী রয়েছে যা এবিষয়ে সকলের কাছে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিতে পারবে, কিন্তু থাক্; আমাদের পক্ষে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা, এবং যাঁর মধ্যে বিশ্বাস গুণে আমরা ইতিমধ্যেই নিজেদের পুনরুত্থিত বলে গণ্য করি, আমাদের সেই মুক্তিসাধকের গৌরবের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখাই যথেষ্ট হোক; এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *খ্রিষ্টের সঙ্গে যখন আমাদের মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব* (রো ৬:৮)।

বস্তুত আমরা নিজেদের নই, বরং তাঁরই যিনি আমাদের মক্তিকর্ম সাধন করেছেন, যাঁর ইচ্ছার উপরে আমাদের ইচ্ছা সর্বদাই নির্ভর করা উচিত; এজন্যই প্রার্থনাকালে আমরা বলি, *তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক* (মথি ৬:১০)। তাই এ আবশ্যক যে, মৃত্যুর সাক্ষাতে আমরাও যোবের সঙ্গে বলি, *প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন, প্রভুর নাম ধন্য হোক* (যোব ১:২১)। এসো, ইহলোকে যোবের সঙ্গে সেই কথা বলি, যেন এই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর অসদৃশ না হয়ে পরলোকেও তাঁর অসদৃশ না হই।

শ্লোক - ১ থে ৪:১৩-১৪; যেরে ২২:১০ দ্রঃ

প্র আশাবিহীন মানুষ যারা, তাদের মত তোমরা মৃতদের জন্য শোকার্ত হয়ে পড়ো না :

উ যিনি মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, সেই যিশু নিদ্রাগত সকলকে নিজের সঙ্গে কাছে আনবেন।

প্র মৃতজনের জন্য তোমরা চোখের জল ফেলো না ; তার জন্য আযথা বিলাপও করো না :

উ যিনি মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন, সেই যিশু নিদ্রাগত সকলকে নিজের সঙ্গে কাছে আনবেন।

# পরিশিষ্ট

'তুমি ঈশ্বর' স্তোত্র
জাগরণীর ৩য় পর্বে ব্যবহার্য সুসমাচার
অনুষ্ঠানের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র
স্মরণ উপলক্ষে জাগরণীতে ব্যবহার্য দ্বিতীয় পদ

## ঐশকাজ সম্পাদন বিষয়ক নির্দেশনামা

**প্রথম অংশ**

### ঐশকাজ সংক্রান্ত ঐশতত্ত্ব

#### ১। বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্যে ঐশকাজের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা

সমস্ত বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্যে ঐশকাজ সম্পাদনকেই সবসময় প্রাধান্য দেওয়া হয়, কেননা ঐশকাজই সন্ন্যাসজীবনের ঘনিষ্ঠতম আধ্যাত্মিকতার উৎস ও সেই জীবন বিন্যাসের জন্য উত্তম উপায়। 'ঐশকাজের আগে কিছুই যেন স্থান না পায়' [১] নিয়মের এই বিধি বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষা ও পালন করায় সন্ন্যাসী মণ্ডলীর ধ্রুব ধারণা ব্যক্ত করে যা অনুসারে 'ঈশ্বরের জনগণের প্রকাশ্য ও সমষ্টিগত প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গতভাবেই মণ্ডলীর প্রধান কর্তব্য বলে পরিগণিত',[২] কেননা 'খ্রিষ্টবিশ্বাসী সমষ্টিগত পরিবেশেই প্রার্থনা করতে আহূত।'[৩]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের উপরোল্লিখিত বাণী শাসনমূলক আদেশ বলে নয়, বরং সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া উচিত যা অনুসারে সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা ও উপাসনা-অনুষ্ঠানকে উচ্চ মর্যাদা দিতেন। কেননা সন্ন্যাসী 'যদি সত্যি ঈশ্বরের অন্বেষণ করেন, যদি ঐশকাজের জন্য আগ্রহ দেখান',[৪] তবেই তিনি প্রকাশ করেন যে, তাঁর আহ্বান প্রকৃতই আহ্বান। তিনি সেই 'প্রভুসেবার শিক্ষালয়ে'[৫] প্রবেশ করতে বাসনা করেন যেখানে 'ঐশকাজে রত থাকা'[৬] নিঃসন্দেহেই বিশেষ একটা অধিকার; এভাবে তিনি 'তেমন বিশেষ কর্তব্য পালন করেই নিজের ভক্তি দেখান।'[৭]

## ২। ঐশকাজের মাণ্ডলিক দিক

যতবার যে কোন সন্ন্যাস-সঙ্ঘ ঐশকাজ পালনের জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়, ততবার তারা 'বিশিষ্ট ভাবেই প্রার্থনারত মণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে দাঁড়ায়: বাস্তবিকই তারা অধিক পূর্ণতর ভাবে মণ্ডলীর আদর্শ ব্যক্ত করে, যে মণ্ডলী এককণ্ঠে প্রভুর অবিরত প্রশংসা করে।'[৮]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজের এই মাণ্ডলিক দিক প্রথমত এমনভাবে বিবেচনা করা উচিত নয় তা কেমন যেন এথেকেই উদ্গত হয় যে, সন্ন্যাস সঙ্ঘ মণ্ডলী থেকে পাওয়া 'দায়িত্ব' অনুসারে বা মণ্ডলীর 'নামে' অনুষ্ঠানটি পালন করে; কেননা প্রাহরিক উপাসনা সম্পাদন করার জন্য সম্মিলিত হয়ে—যদিও স্থান ও কাল দিক দিয়ে সীমিত অবস্থায়—সঙ্ঘটা নিজেই প্রকৃত অর্থে 'প্রার্থনারত মণ্ডলী', এবং তার মধ্যে খ্রিষ্টের যাজকীয় অধিকার সত্যিকারে অনুশীলন করা হয় যা মানবমুক্তির ও ঈশ্বরের নিখুঁত গৌরবারোপণের কাজ।'[৯] এভাবে প্রার্থনারত একটা বাস্তব সঙ্ঘ ও সার্বজনীন মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্কটা আরও স্পষ্টরূপে বোঝা যায়। মণ্ডলী থেকে আমরা কেবল উপাসনা-কর্মে পালনীয় সেই নানা বিধিনির্দেশ নয়, প্রার্থনার আসল বাস্তবাতাও পাই যা হল মণ্ডলীর বিশ্বাসের অভিব্যক্তি ('প্রার্থনার নিয়মই বিশ্বাসের নিয়মকে স্থির করে')। আমরা যদি ঐশকাজ এভাবেই দেখতে চেষ্টা করি, তবে সেই নিন্দনীয় ভুল এড়াতে পারব যা অনুসারে এই উপাসনা-অনুষ্ঠান আড়ম্বর দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও তবু সঙ্ঘের কতিপয় সদস্যদের প্রার্থনাগুলোর মোট সংখ্যা মাত্র বলেই বিবেচিত। সন্ন্যাস-সঙ্ঘ দ্বারা উদ্‌যাপিত প্রাহরিক উপাসনা ব্যক্তিগত প্রার্থনাগুলোর মোট সংখ্যা মাত্র শুধু নয়, কিন্তু তার মাধ্যমে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা প্রকৃত 'প্রার্থনারত মণ্ডলী' রূপেই দাঁড়ান।

## ৩। 'সহভাগিতার' চিহ্ন

মাণ্ডলিক দিকটা, যা সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ পালনের জন্য একত্রে সম্মিলিত হয়ে আপন করে নেয়, তা তথাকথিত 'ঊর্ধ্বগামী' সহভাগিতা বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ এমন সহভাগিতা যা প্রাহরিক উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ঈশ্বরের মধ্যে ঘটিত; না, ঈশ্বরের সঙ্গে এই সহভাগিতা কেবল তখনই প্রকৃত ও সত্য যখন তা পার্শ্ববর্তী দিকের অধিকারী, অর্থাৎ ভাইদের মধ্যেই বাস্তবায়িত, এবং সেই অনুসারে, মিসাও যেমন, তাও তেমনি সন্ন্যাস-সহভাগিতার চিহ্ন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যাঁরা ঐশকাজে দেরি করেই যোগ দেন, তাঁদের বেলায় সাধু বেনেডিক্ট এই আদেশ দেন যেন 'তাঁরা প্রার্থনামঞ্চে পদানুক্রমে তাঁদের নির্ধারিত স্থানে না দাঁড়ান',[১০]

'সামসঙ্গীত-গানে রত ভাইদের কণ্ঠেও যেন যোগ দিতে সাহস না করেন।' দেখা যাচ্ছে যে এ ব্যবস্থা দু'টোর কারণ হল এই যে, ঐশকাজ পালনের জন্য সঙ্ঘের সকল সদস্যদেরই উপস্থিতি একান্ত দরকার, কেননা উপাসনায় সম্মিলিত মণ্ডলী এক স্থানে জড় হওয়া বহুলোক বোঝায় না, তা বরং সত্যিকারেই হল খ্রিষ্টে সকলের জীবন্তই সহভাগিতা ও তেমন সহভাগিতার চিহ্ন। তাতে অনুমান করা যেতে পারে সন্ন্যাস সঙ্ঘচ্যুতি কেমনতর গুরু দণ্ড বলে গণ্য হয়, কেননা ঐশকাজ 'গোটা মণ্ডলী-দেহেরই ব্যাপার, সেই দেহকে ব্যক্ত করে ও গড়েও তোলে।'[১১] বস্তুতপক্ষে সন্ন্যাস সঙ্ঘচ্যুতিতে, নানা অপরাধ অনুযায়ী, হয় ব্যক্তি ঐশকাজের কোন না কোন দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়,[১২] না হয়, প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত সে ঐশকাজে অংশ নেওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্যুত হয়।[১৩]

## ৪। ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ

প্রাহরিক উপাসনার অত্যাবশ্যক কাঠামো হল 'ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ',[১৪] আর যেহেতু আমরা হলাম খ্রিষ্টের অঙ্গ ও ঈশ্বরকে পিতা নামে ডাকতে সাহস করি, সেজন্য—প্রার্থনার প্রাচীন সন্ন্যাসীয় উক্তি অনুসারে—কাঠামোটা হল 'সন্তান ও পিতার মধ্যে সংলাপ।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজ যাতে সত্যিকারে আত্মিক মূল্য অর্জন করতে পারে এজন্য প্রথমত এ প্রয়োজন যে, সম্পাদনকারীরা প্রত্যেকেই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে সচেষ্ট থাকবে, প্রতিদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রার্থনা-গভীরেই এগিয়ে চলবে যতক্ষণ না তার প্রকৃত অভিজ্ঞতায় এসে পৌঁছে; অভিজ্ঞতাকে 'ঈশ্বরের নাম স্বীকার করে এমন ওষ্ঠের ফল' বলে (হিব্রু ১৩:১৫) ব্যক্ত করার জন্য এগিয়ে যাবার আগে ব্যক্তি যেন নিজের অন্তরেই তা সার্থক করে তোলে। তারপর এমনটি লক্ষ রাখা উচিত যেন অনুষ্ঠানিক উপাদানগুলো নিজ নিজ মূল্য বজায় রাখে ও সম্পাদন ক্ষেত্রে যেন সংলাপের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলো তথা সামসঙ্গীত পরিবেশনে হোক কিংবা সমষ্টিগত ও নীরব মিনতি নিবেদনে হোক বাণীকে শোনা ও বাণীকে সাড়া দেওয়াটা সবসময় অধিক গভীরতর উদ্দীপনায়ই রক্ষিত হয়। ঐশপ্রশংসার ধর্মানুষ্ঠানকে গঠন করে এই অনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক উপাদানগুলো যেন কখনও গৌণ ব্যাপার বলে বিবেচনা করা না হয়, কেননা সম্পাদনকারীর মন-মানসিকতা অনুসারে, ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ক্ষেত্রে (আর ঐশকাজ প্রকৃতপক্ষে তা-ই!), এই উপাদানগুলো হয় সহায়তা করে, না হয় সংলাপে বাধাবিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

## ৫। পবিত্র নীরবতা পালন

ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপটা যাতে ফলপ্রসূ হয় সতর্কতা রাখা দরকার যেন 'পবিত্র নীরবতার জন্যও উপযুক্ত সময় দেওয়া হয়।'[১৫] প্রার্থনারত সঙ্ঘের নীরবতার উদ্দেশ্যই যেন 'পবিত্র আত্মার কণ্ঠের পূর্ণ প্রতিধ্বনি হৃদয়ে গ্রহণ করা হয় ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা যেন ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে ও মণ্ডলীর অনুষ্ঠানিক কণ্ঠের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতর ভাবে সংযুক্ত হয়।'[১৬] এ নীরবতার সময়ে পবিত্র আত্মা, যাঁকে ব্যতীত কোন খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা হতে পারেই না,[১৭] 'অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন' ও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে' প্রার্থনাটা উদ্দীপিত করেন' (রো ৮:২৬-২৭)।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: সন্ন্যাস জীবন স্বভাবতই নীরবতা দাবি করে; মঠে-আশ্রমে বাহ্যিক নীরবতা বিরাজ করবে বলা বাহুল্য, এবং সন্ন্যাসীরা আন্তরিক নীরবতা পালন করতে সচেষ্ট; একারণে ঐশকাজে পবিত্র নীরবতা প্রবিষ্ট করানো কম প্রয়োজনই মনে হতে পারে। অথচ বহু মঠ যথেষ্ট উপকারের অভিজ্ঞতা করেছে, এমন উপকার যা বাণী-উপাসনার মধ্যে অর্থাৎ ঐশকাজের মধ্যে নীরবতা-উপাসনা ঢোকানোর ফলেই দেখা দিল;[১৮] তেমন নীরবতাকে হয় প্রাচীনতম সন্ন্যাসীয় প্রথা অনুসারে এক একটা সামসঙ্গীত শেষে, না হয় পাঠের পরে, আবার শ্লোকের আগে বা পরে স্থান দেওয়া হল। তেমন নীরবতা পালন করার প্রথা সহায়তা দান করে যেন শোনা বাণীকে আপন করা হয়, তার স্বাদ রুচিকর লাগে, সেই বাণী অধিক গভীরেই অন্তরে প্রবেশ করে, এবং শ্রোতার সাড়া-বাণী যেন আত্মায় অধিকতর উদ্দীপনায় পুষ্পিত হয় (দ্রঃ ইশা ৫৫:১০-১১)। 'তথাপি সতর্কতা রাখা দরকার যেন এমন নীরবতা প্রবেশ করানো হয় যা ঐশকাজের কাঠামো বিকৃত, কিংবা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একঘেয়েমি বা বিরক্তির ভাব সৃষ্টি না করে।'[১৯] এব্যাপারেও সবকিছুতে যেন এমন মাত্রা বজায় রাখা হয় 'যেন সবলের জন্য ইচ্ছা করার কিছু থাকে এবং দুর্বলদের পক্ষে পলায়ন করার মত কিছু না থাকে।'[২০]

## ৬। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ শ্রেয়তর করার ব্যাপারে সন্ন্যাস ঐতিহ্য সেই শিল্পকলায়ই প্রথম স্থান আরোপ করেছে যা গানবাজনা সংক্রান্ত। এই প্রার্থনার সমস্ত মাধ্যম ও চিহ্নের মধ্যে গানবাজনার শিল্পকলা এমন উপাদান বিবেচনাযোগ্য হওয়া উচিত নয় যা কেমন যেন বাহির থেকেই প্রার্থনা-পরিবেশে যোগ করা হয়, বরং ঐশপ্রশংসার পুরা ও অধিক ক্রিয়াশীল অংশ বলেই গণ্য হওয়া চাই; তাছাড়া 'সেবিষয়ে একান্ত

সমর্থিত',[২১] প্রথমত একারণে যে, তা হল 'ধর্মানুষ্ঠানের পূর্ণতর আড়ম্বরের চিহ্ন ও ঈশ্বরের প্রশংসা উদ্‌যাপনে সকলের হৃদয়ের গভীরতর একতারও চিহ্ন;'[২২] উপরন্তু গানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণীর পূর্ণতর অর্থ অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ পায়; অবশেষে, ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত যে সাড়া, তাও 'প্রার্থনায় রত ও ঈশ্বরের প্রশংসায় রত ব্যক্তির হৃদয়-গভীর থেকেই অধিক উদ্দীপনার সঙ্গে নির্গত হয়।'[২৩]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উপাসনাকর্মে সঙ্গীত পরিবেশন বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত নয়, কেমন যেন সঙ্গীত নিজে নিজে থেকেই এগিয়ে আসে; সঙ্গীত বরং সবসময়ই বাণী-সেবাকর্মের অধীনে থাকে; এক্ষেত্রে গানবাজনার ভূমিকা হল এ যে, তা প্রার্থনার অভিব্যক্তির দিক নবীনতর করে তোলে। প্রাচীনকালের ঐতিহ্যগত শিল্পকলার ফল সেই যে সকল সঙ্গীত, তা রক্ষা করার জন্যই যে সন্ন্যাসীরা আহূত এমন নয়, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত গানবাজনা যেই ধরনের হোক না কেন, উপাসনার বাণী মার্জিতভাবে পরিবেশন করার জন্য ও প্রার্থনারত সঙ্ঘকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করার জন্যই তাঁরা তা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।[২৪]

## ৭। বাহ্যিক চিহ্নের ভূমিকা

সন্ন্যাস সঙ্ঘে সমবেত মানুষেরা সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ আত্মা ও দেহেই ঐশকাজে যোগদান করে। দেহের নানা অঙ্গভঙ্গি, এমনকি কণ্ঠও সেই আন্তর ভক্তির চিহ্ন হতে হবে যার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘটি পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে খ্রিষ্ট-রহস্যের উপস্থিতি জীবন্ত, ক্রিয়াশীল ও সচেতনতাপূর্ণ অংশগ্রহণে ব্যক্ত করে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বাহ্যিক উপাদান যেন কার্যকর চিহ্ন হতে পারে এজন্য এ প্রয়োজন রয়েছে যে, সেগুলো এমন মাধ্যম হতে হবে যেগুলো সেই আধ্যাত্মিক বাস্তবতা স্পর্শ করে যার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, নির্ধারিত সময়ে প্রার্থনালয়ে একত্রে আসা, তা তো দেওয়া আদেশের প্রতি বাধ্যতার ব্যাপার শুধু নয়, বরং সর্বাপেক্ষা তা হল 'মণ্ডলী হওয়ারই' বাসনার অভিব্যক্তি; উপাসনার বাণী বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই ঘোষণা ও উপস্থাপন করা হয় তথা সেই বাণী যেন শ্রোতাদের হৃদয়-গভীরে প্রবেশ করে; সামসঙ্গীত এই মর্মেই গান দ্বারা বা আবৃত্তি দ্বারা পরিবেশন করা হয় তথা যেন খ্রিষ্ট দ্বারা উদ্দীপ্ত একটি কণ্ঠের মাধ্যমে সকল মানুষের মিনতি ও প্রশংসা 'আমাদের অন্তরে এসে পৌঁছে; জয়ধ্বনি এমন আন্তরিক উদ্দীপনার প্রতিধ্বনি হতে হবে যা 'সচেতনতাপূর্ণ'; নীরবতা-পালন হল ঐশআত্মায় 'শোনা বাণীকে গভীরতরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাসনা', যেন প্রাণে প্রার্থনা উৎসারিত হয় ও প্রাণ নিজেও যেন শোনা বাণীতে সাড়া দেয়।

ধর্মানুষ্ঠানটি যেন সত্যিকারে এলক্ষ্যে এসে পৌঁছতে পারে, এর জন্য প্রথমত এ দরকার হয় যে, অনুষ্ঠানটি যেন নিজের দিকে নয় বরং ঐশরহস্যেরই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা অন্ধকারময় হবে; দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানটি যেন অবোধগম্য না হয়, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা অনর্থক হবে; তৃতীয়ত, অনুষ্ঠানটি যেন আপনা আপনিই পালিত না হয়, অন্যথা চিহ্ন হিসাবে তা যুক্তি-বিরুদ্ধ হবে, এমনকি আত্মা ও জীবন দান করার যে লক্ষ্যে ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত, সেদিকেও অনুষ্ঠানটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

তেমন ভুলত্রুটি এড়িয়ে, ঐশকাজ আদিষ্ট বিধিনিয়ম অনুসারেই পালন করা উচিত বটে, কিন্তু এই বিধি সংক্রান্ত দিক যা অনুষ্ঠানকে সিদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করে, তা ধর্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলে না; এমনটি হতে পারে যে, ন্যূনতম বিধিনিয়ম অমান্য না করেও ধর্মানুষ্ঠানটি শীতল, বাহ্যিক ও বাইরেই শুধু ভক্তিপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত অনুষ্ঠানের মানব ভঙ্গির উদ্দীপনা বিকৃতই করে। ধর্মানুষ্ঠানটিকে যে বিষয়ের চিহ্ন হতে হয়—এমনকি যে বিষয় তা উৎপন্ন করার কথা—তা শুধু বাণী নির্ভুল উচ্চারণ বা শুধু বিধিনিয়ম পালন দ্বারা নয়, বরং অনুষ্ঠান যেভাবে পালিত তা দ্বারাও অর্জনীয়: অতএব, চালচলনে মহা শালীনতা (তা অবশ্যই বাহ্যিক আড়ম্বর বোঝায় না), মন্থর, শান্ত ও নীরবতাপূর্ণ পরিবেশ, এবং কমপক্ষে প্রধান প্রহরগুলোতেই, সঙ্গীতের সহায়তায় গাম্ভীর্য—এগুলোই প্রকৃত অনুষ্ঠানের লক্ষণ। এবিষয়েও সতর্কতা রাখা দরকার, যেন আমাদের ভক্তির অতিরিক্ত ধারণাময় প্রবণতা ধর্মানুষ্ঠানকে প্রলাপেই পরিণত না করে; উপাসনায় কথাই যে সর্বোত্তম গুরুত্বের চিহ্ন তা সন্দেহের অতীত; কিন্তু তবু যদি কথা অন্য সকল চিহ্ন থেকে, যথা গানবাজনা, আলো, অঙ্গভঙ্গি, অলঙ্কার ইত্যাদি চিহ্ন থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে ধর্মানুষ্ঠানকে নিম্ন পর্যায়েও নামাতে পারে।

এই সমস্ত চিহ্নের মাধ্যমে উপাসক সঙ্ঘ বিশ্বাসে রোপিত হয়ে এমনটি প্রকাশ করে যে, সে খ্রিষ্ট-রহস্যে যোগদান করছে। সঙ্গীত পরিবেশন, অঙ্গভঙ্গি, কথা উচ্চারণ বা বাণী ঘোষণা করার ভাব—এই সমস্ত কিছু যেন অন্তর থেকেই উদ্গত সত্য ও উষ্ণতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়, আর তা ঘটে সচেতনতাপূর্ণ অংশগ্রহণের ফলে। এমনটি যেন ঘটে যে, আমরা অপরকেও 'খ্রিষ্টের সেই জীবন্ত উপস্থিতির' সহভাগী করতে পারি যা নিজেরা অনুভব করি তাঁর নিজের বাণীতে ও আমাদের সেই সাড়ায় যা তাঁর কাছে অর্পণ করি! 'তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না? আমাদের সঙ্গে থাক, প্রভু!' (লুক ২৪:৩২,২৯)।

## ৮। সন্ন্যাসীর প্রার্থনা-জীবনে ঐশকাজই প্রভাবপূর্ণ সময়

প্রার্থনার পুরো প্রভাব ঐশকাজে ফুরিয়ে যায় না: 'বাস্তবিকই খ্রিষ্টবিশ্বাসী সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে আহূত বটে, কিন্তু তবু পিতার কাছে নিভৃতে প্রার্থনা করার জন্য তার

পক্ষে নিজ কক্ষে প্রবেশ করা দরকার,'[২৫] এবং সন্ন্যাসীই বিশেষভাবে 'উপুড় হয়ে প্রার্থনা করতে'[২৬] বাধ্য। তথাপি মঠে ঐশকাজের উপরেই প্রাধান্য আরোপ করা হয়, এবং—সকলের বিবেচনা অনুসারে—সন্ন্যাসীর প্রার্থনা-জীবনে ঐশকাজ হল প্রভাবপূর্ণই এক সময় যেহেতু তা হল খ্রিষ্ট-রহস্যই সংক্রান্ত ধর্মানুষ্ঠান যা গোটা সঙ্ঘ দ্বারা পালিত ও ঐশবাণী শ্রবণে ও মিনতি-নিবেদনের মাধ্যমে ঐশবাণীকে সাড়া দেওয়ায় সাধিত।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যেহেতু ঐশকাজ হল প্রার্থনার প্রভাবপূর্ণ সময়, সেজন্য তা প্রথমত ঈশ্বরের সঙ্গে সদা জীবনপূর্ণতর সংযোগ সৃষ্টি করে যিনি ইতিমধ্যেই সঙ্ঘে উপস্থিত,[২৭] কিন্তু সর্বাপেক্ষা পরিত্রাণ-রহস্যের সঙ্গে এক বিশেষ পন্থা অনুসারে সংযোগ সৃষ্টি করে যা ঈশ্বর সেই সঙ্ঘের জন্য স্থির করেছেন। তাছাড়া ঐশকাজ সর্বোচ্চ পর্যায়ে সঙ্ঘের সদস্যদের পারস্পরিক সহভাগিতা ব্যক্ত করে যেহেতু কণ্ঠ ও মনের সেই 'একমন' (মথি ১৮:১৯) গড়ে তোলে যা দ্বারা ঐশকাজ ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রার্থনার মঙ্গলময় সাড়া অর্জন করে; তা করে সেই খ্রিষ্টেরই গুণে যিনি সঙ্ঘের মাঝে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করেন (মথি ১৮:২০)। অবশেষে ঐশকাজ প্রত্যেকজন সন্ন্যাসীকে 'ঐশঅনুগ্রহের প্রেরণার'[২৮] প্রতি মন উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত করে, সে যেন 'অশ্রু ফেলে ও হৃদয়-ভরা ভক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে প্রার্থনা'[২৯] করতে পারে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যে সংলাপ সে সঙ্ঘে শুরু করেছিল, তা যেন বিলম্বিত করতে পারে।

## ৯। ঐশকাজের প্রহরগুলোর অর্থ

ঐশকাজের প্রহরগুলো নানা নানা ভিন্ন ভিন্ন কাল বলে বিবেচনাযোগ্য নয়; প্রহরগুলো বরং এমন নানা কাল যা উপাসনার মধ্য দিয়ে উপযুক্তভাবে পরিত্রাণ-ইতিহাসের ক্ষণেই পরিণত হয় যেন আমরা ঈশ্বরের দিকে ছুটে যাবার সুযোগ পাই।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজের প্রহরগুলো হল এমন সময় যা ঈশ্বর আমাদের মঞ্জুর করেন (লুক ১৯:৪৪) আমরা যেন তাঁর দিকে ছুটে চলি এবং তিনি নিজে যেন আমাদের অন্তরে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারেন (মার্ক ১:১৫)। প্রহরগুলো হল খ্রিষ্টের সময় (মথি ২৬:১৮; যোহন ৭:৬,৮) যা যে কোন ধর্মানুষ্ঠানে আমাদের সেই 'ক্ষণে' (যোহন ২:৪; ৭:৩০ ও অন্যত্র) স্থাপন করে, যে ক্ষণে প্রভু সেই পাস্কা-উত্তরণ সাধন করলেন (যোহন ১৩:১), যে উত্তরণে তিনি প্রতিশ্রুত পরিত্রাণকর্ম সিদ্ধ করলেন ও সবসময়ের মত সিদ্ধ করে যাবেন। ঐশকাজের গোটা প্রহর হল খ্রিষ্টের সেই ক্ষণ যা সঙ্ঘ দিনের মধ্যে নানা সময়ে নিজের মানব-কালে অনুপ্রবিষ্ট করায় যেন পিতার কাছে 'আত্মা ও সত্যের শরণে' (যোহন ৪:২৩) সেই উপাসনা অর্পণ করতে পারে খ্রিষ্টের সেই ক্ষণই যার মূল-উৎস।

একথা যেন স্পষ্ট হয় যে, ঐশকাজ নানা প্রহরে ভাগ ভাগ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিনকে এমন নানা কালে বিভক্ত করা যাতে সেগুলো সব মিলে উপাসনার পরিমাণ কাল মেটায়, বরং উদ্দেশ্যটা হল, সেই নানা কাল যেন প্রার্থনার উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই করা হয়। প্রার্থনার উদ্দেশে নির্ধারিত কাল পবিত্রীকৃত করা দরকার সন্দেহের অতীত, কেননা যেমনটি উচিত সেই অনুসারে 'সর্বদা প্রার্থনা করা' (লুক ১৮:১), তা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; এজন্যই আমরা নির্ধারিত নানা সময়েই প্রার্থনা করি।

## ১০। খ্রিষ্ট-রহস্যের স্মারক অনুষ্ঠান

ঐশকাজ এমন প্রার্থনা যা অন্য সকল প্রার্থনার ঊর্ধ্বে, আর সেই অনুসারে অন্য সকল ধরনের প্রার্থনা থেকে ভিন্ন, কেননা তার প্রকৃত স্বরূপ হল খ্রিষ্টরহস্য-উদ্‌যাপন করা। এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ ঐশকাজও মিসার মত 'স্মারক অনুষ্ঠান'; সেই অনুসারে ঐশকাজ কিছু না কিছু স্মরণ করায় শুধু নয়, বরং সেই পরিত্রাণ-ইতিহাসকে বর্তমান করে যার আদি, মাধ্যম ও সমাপ্তি স্বয়ং খ্রিষ্ট। ঈশ্বরের অন্বেষা, যা সন্ন্যাসীর ও তার প্রার্থনার প্রকৃত চিহ্ন, তা এভাবে সর্বোচ্চ কাজ বলে ঘোষিত।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ক) অনন্য সাক্রামেন্ত সেই খ্রিষ্টে, যাঁর মধ্যে মানব পরিত্রাণ সাধিত, প্রার্থনা সবসময়ই ছিল 'পরিত্রাণদায়ী মহাঘটনা', একারণে যে, 'গোটা খ্রিষ্ট সেই মানুষই' সমগ্র মানবের জন্য পিতার কাছে প্রবেশপথ উন্মুক্ত করেছেন যাতে মানব পিতার সঙ্গে সন্তানসুলভ সংলাপ করতে পারে।

'খ্রিষ্টের নামে' প্রার্থনায় সমবেত মণ্ডলী হিসাবে সন্ন্যাস-সঙ্ঘ আপন প্রভুর উপস্থিতি ভোগ করে (মথি ১৮:২০); এজন্য সন্ন্যাস-সঙ্ঘে 'গোটা-খ্রিষ্ট সেই মানুষ' পুনরায় উপস্থিত, আর এর ফলে সঙ্ঘের উপাসনাধর্মী প্রার্থনা নিজ স্বরূপ অনুসারেই হবে 'পরিত্রাণদায়ী মহাঘটনা'।[৩০]

খ) যখন খ্রিষ্ট-রহস্য ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনে বাস্তবেই বর্তমান হচ্ছে, তখন তা এজন্যই ঘটে, যেন সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ভক্তির মাধ্যমে সেই রহস্যের সঙ্গে সংযোগ লাভ করতে ও সেই রহস্যের অনুগ্রহে জীবনযাপন করতে পারে।[৩১]

গ) এক্ষেত্রে মিসার সঙ্গে এক ধরনের সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে: মিসায় 'স্মারক' দিকটা দ্বিবিধ ভাবে অনুধাবিত: প্রথমত, তা কর্ম-সংক্রান্ত ভাবে অনুধাবিত, অর্থাৎ তা হল সেই ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসামূলক ধর্মক্রিয়া যা খ্রিষ্টের আত্মবলিদানে বাস্তবেই বর্তমান—যে আত্মবলিদান বেদির উপরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও যার পরিত্রাণদায়ী মূল্য সার্বজনীন; দ্বিতীয়ত,

'স্মারক' দিকটা কর্তা-সংক্রান্ত ভাবে অনুধাবিত, অন্য কথায়: তা হল ত্রাণকর্তার দেহরক্ত গ্রহণে সাধিত অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিময় সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ জ্ঞানলাভ।

যে ব্যক্তিময় সংযোগ গুণে আমরা রহস্যের স্মারক 'পরিবেশে' প্রবিষ্ট হই, সেই সংযোগই হল আসল মাধ্যম যা দ্বারা ঐশকাজ ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসামূলক ধর্মক্রিয়াটা 'দিনের সেই নানা প্রহরে পবিব্যাপ্ত করে'[৩২] যেগুলো মানবজীবনের কাঠামো স্বরূপ। তাতে এমনটি ঘটে যে, ঐশকাজ ও মিসার মধ্যে কেমন যেন জোয়ার-ভাটার মত গতি প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ, ঐশকাজ মিসার প্রস্তুতি ও একাধারে তার পরিব্যাপ্তিও হয়ে ওঠে।

যেহেতু ঐশকাজ সত্যিকারেই হল পরিত্রাণ-ইতিহাসের 'স্মারক প্রার্থনা' ও মিসার সঙ্গে তার আছে উপরোল্লিখিত সেই সাদৃশ্য, সেজন্য খ্রিষ্টযাগের মত ঐশকাজও 'আত্মিক যজ্ঞ' বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

## ১১। তিনটে কাল-চক্র

যেহেতু ঐশকাজ হল খ্রিষ্টরহস্য-উদ্‌যাপনকরণ, সেজন্য তা পরিত্রাণ-রহস্যকে তার সমস্ত দিক দিয়েই ঘিরে রাখে: তেমন রহস্যে রয়েছে পরিত্রাণ সংবাদ, খ্রিষ্টে তার সিদ্ধি, ও চরমকালীন পূর্ণতালাভ পর্যন্ত মণ্ডলীতেই সেই সিদ্ধির পরিব্যাপ্তি।

সময়-চক্রে এই পরিপূর্ণতা-উদ্‌যাপনটা দিন, সপ্তাহ, বর্ষ এই ত্রিবিধ চক্র অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়; তাই সেই অনন্য 'পাস্কা মহাঘটনা' অর্থাৎ সেই উত্তরণ যা দ্বারা ঈশ্বর খ্রিষ্টে মানুষের মুক্তি সাধন করেছেন, তা সদা নতুনভাবে আবর্তনশীলরূপেই অর্পিত হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উপাসনা-দিবস: ঐশকাজের প্রহরগুলো দিনে দিনে খ্রিষ্ট-রহস্যকে আমাদের সামনে নতুনভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরে। ধর্মীয় রহস্য বা পর্ব যাই হোক না কেন যা কোন এক দিনে পালিত হয়, তার মূলভিত্তি অবশেষে সবসময় 'পাস্কা মহাঘটনায়ই' অবস্থিত। প্রৈরিতিক পরম্পরা নামক লেখায় (৪১ ধারা) প্রহরগুলোর প্রতীক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে হিপ্পলিতুস তা-ই সমর্থন করেন যখন ঘোষণা করেন যে এই সমস্ত প্রহর হল 'সেই সমস্ত কাজের স্মরণ যা খ্রিষ্ট সাধন করেছিলেন।'

উপাসনা-সপ্তাহ: এথেকেই সেই অনন্য খ্রিষ্টরহস্য, অর্থাৎ পাস্কা-রহস্য, সেই নানা ক্ষণে ব্যাপ্ত হয় যা পরবর্তীকালে রহস্যটি আপন করে নিল (আগমনকাল-রহস্যের, খ্রিষ্টজন্ম-রহস্যের ইত্যাদি সপ্তাহ); এথেকেই রহস্যটি সেই বিশেষ দিনে স্থাপিত যে দিনটি, পাস্কা-রহস্যের সেই একতা ও সম্পূর্ণতার কারণে যার অভিজ্ঞতা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ঘটে, 'প্রভুর দিন' উৎকৃষ্ট নামে অভিহিত।

উপাসনা-বর্ষ: যেহেতু উপাসনা-বর্ষ হল সেই মহা 'মুক্তি-বর্ষের' সমন্বয়ন যা খ্রিষ্টে সকল মানব-কাল ঘিরে রাখে (লুক ৪:১৬-২১), সেজন্য বর্ষটি পাস্কা মহাঘটনার উদ্‌যাপন ছাড়া

অন্য কিছু হতে পারে না। এই অনুষ্ঠান সম্পাদনে, যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মারক দিবস হিসাবে রবিবারকেই কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে ব্যাপ্ত হয়, সেই উপাসনা-পর্বগুলো আবির্ভূত হয় যেগুলোতে বিশেষভাবেই পরিত্রাণ-রহস্যের নানা দিক স্মরণ করা হয়, তথা: প্রথমত, প্রভুর পাস্কা; তারপর, খ্রিষ্টের জন্ম; উভয় পর্বের আগে এমন কাল যাপিত যা পর্বের প্রস্তুতিকাল, এবং উভয় পর্বের পরে এমন কাল যাপিত যাতে পর্বটি প্রসারিত। খ্রিষ্ট-রহস্যের সঙ্গে সাক্ষ্যমর ও অন্যান্য সাধুসাধ্বীর সেই সমস্ত স্মরণদিবস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়, যেগুলো হল ইহলোকে ও স্বর্গলোকে ঈশ্বরের গোটা জনগণের একতার চিহ্ন, ঠিক 'গোটা-খ্রিষ্টেরই' মত যিনি পিতাকে গৌরবান্বিত করেন।

## ১২। সন্ন্যাস-দিনের চূড়া ও উৎস

'ঐশকাজের আগে কিছুই যেন স্থান না পায়' এই নির্দেশ মেনে নিয়ে মঠে তার অনুষ্ঠান পালন অন্য কোন কাজে বশীভূত হতে হবে না; বরং প্রাহরিক উপাসনাই সন্ন্যাস সঙ্ঘের দিন তার নিজের গতি অনুসারে নিরূপণ করবে, যে গতিতে, ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনের মাধ্যমে, সেই সকল কালের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় যেগুলিতে সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের কাছে ছুটে যেতে পারেন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: কাজ ও ঐশপাঠ দু'টোই যে সন্ন্যাস-জীবনের অত্যাবশ্যক দিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের অন্বেষণ ক'রে ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার অন্বেষণ ক'রে সন্ন্যাসী তাঁর নিজের জীবনের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি (যা বেনেডিক্টীয় জীবনেরও নিজস্ব উৎকৃষ্ট দিক) ঐশকাজেই খুঁজে পান। ঐশকাজে প্রহরগুলো প্রার্থনার গতি দ্বারা সেই দীনতা স্মরণ করায় ও মেটায় যা আমরা অনুভব করি।

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের এ বিধি থেকে একথা ভেসে ওঠে, এমনকি কথাটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে, ঐশকাজ প্রধান গুরুত্বের অধিকার রাখে ও রক্ষা করে, আর তেমন গুরুত্ব পালনেই মঠে দৈনিক যত কাজের বিন্যাস নিরূপিত। যখন সন্ন্যাস জীবন নিরূপিত উপাসনা-পরিবেশে ঈশ্বরান্বেষায়ই অবস্থিত যা নানা জীবন-পরিবেশ পূর্বশর্ত হিসাবে দাবি করে, তখন একথা বলতে হবে যে, যদি মঠের জীবন-বিন্যাসে ঐশকাজেই সবসময় প্রাধান্য দিই ও তার সেই প্রাধান্য রক্ষা করি, তাহলেই আমরা অকপট অন্তরে বেনেডিক্টীয় নিয়মের প্রেরণা-মত চলি।

## ১৩। ধ্যানধর্মী প্রশংসা

খ্রিষ্টরহস্য-স্মরণ, অর্থাৎ ঐশকাজ অনুষ্ঠান সম্পাদনের বিষয়টা প্রার্থনারত সঙ্ঘে ধ্যানধর্মী প্রশংসা জাগিয়ে তোলার কথা; আর তেমন ধ্যানধর্মী প্রশংসা মনের প্রধান ও মৌলিক অভ্যাস হওয়া চাই।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উষালগ্নে সঙ্ঘে সম্মিলিত সন্ন্যাসীদের হৃদয় থেকে প্রার্থনার যে প্রথম গতি জেগে ওঠে, তা হল প্রভুর প্রতি একটা মিনতি তিনি যেন 'তাঁর প্রশংসা প্রচারের জন্য আমাদের ওষ্ঠ খুলে দেন।' মিসার মত ঐশকাজও 'ধন্যবাদ-স্তুতি' হতে চায়, অর্থাৎ প্রভুর কাছে নিবেদিত ধন্যবাদজ্ঞাপন ও প্রশংসা সেই সকল আশ্চর্য কাজের জন্য যা তিনি আমাদের প্রতি দয়াগুণে সাধন করেন ও যা আমরা তাঁর রহস্যে দর্শন করি। ঐশকাজে আমরা সেই প্রশংসাগানের 'প্রভাবপূর্ণ সময়ে' প্রবেশ করার অভিজ্ঞতা লাভ করি যার দিকে পিতা খ্রিষ্টে আমাদের আহ্বান করেন: 'তাঁর মধ্যে (অর্থাৎ খ্রিষ্টের মধ্যে) আমরাও আহূত হয়েছি ও পূর্বনিরূপিত হয়েছি যেন তাঁর গৌরবের প্রশংসায় দাঁড়াই' (এফে ১:১১-১২, লাতিন পাঠ্য)।

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে ঐশকাজের সেই গঠনমূলক ভূমিকা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত যা পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা সাধিত (সাম ১১৯:১৬৪), এবং এবিধি জারীকৃত হয়, আমরা যেন 'সেই বিশেষ বিশেষ সময়ে আমাদের স্রষ্টাকে তাঁর ন্যায্য বিচারগুলির জন্য প্রশংসা করি।'[৩৩] তাছাড়া নিয়মে এবিধিও জারীকৃত যাতে 'প্রশংসা' সামসঙ্গীতমালা অর্থাৎ সামসঙ্গীতমালার শেষ তিন সামসঙ্গীত প্রভুর দিনে ও সাধারণ দিনগুলিতে—ফলত প্রতিদিন—প্রভাতী বন্দনা ধর্মানুষ্ঠানে বলা হয়;[৩৪] সন্ন্যাস-সমাবেশে সেই স্বর্গদূতদের উপস্থিতিও স্মরণ করানো হয় যাঁরা ঐশপ্রশংসার প্রধান গায়ক[৩৫] ও স্বরূপে ঈশ্বরের উপাসক;[৩৬] 'তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে প্রশংসার সুরে চিৎকার করে আমরা তো উপাসনায় মহোল্লাসে তাঁদেরই সঙ্গে মিলিত হই';[৩৭] এই সমস্ত কিছু সুস্পষ্টভাবেই দেখায় যে, সন্ন্যাসীদের পক্ষে ঐশকাজের প্রশংসা-সংক্রান্ত ভূমিকা সর্বোচ্চ গুরুত্বেরই ব্যাপার। সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসাগান করেন শুধু নয়, তাঁরা এবিষয়েও সচেতন যে, তাঁদের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে 'আকাশের নিচে যত সৃষ্টজীবও'[৩৮] প্রভুর নাম স্বীকার করে, এবং সেই স্বর্গদূতদের সঙ্গে যাঁরা প্রশংসার গায়ক শুধু নন কিন্তু 'তাঁর বাণীর স্বর শোনামাত্র তাঁর আদেশের সাধকও',[৩৯] তাঁদের সঙ্গে তাঁরাও সচেষ্ট হন যেন যে কণ্ঠ জাগান সেই কণ্ঠের সঙ্গে মনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক হয়। কেননা কেবল তখনই প্রশংসাটি সূক্ষ্ম হবে যখন 'আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।'[৪০]

## ১৪। সেবাকর্ম হিসাবে প্রার্থনা

ঐশকাজের মিনতি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বিশেষ এক অনুগ্রহদান বলে গণ্য হতে পারে, যা দ্বারা পবিত্র আত্মা সন্ন্যাস সঙ্ঘকে তার স্বকীয় সেবাকর্ম মঞ্জুর করেন যা 'খ্রিষ্টের দেহকে গেঁথে তোলার' (এফে ৪:১২) সেবাকর্ম, ও যা 'প্রার্থনা সংক্রান্ত সেবাকর্ম' বলে অভিহিত হতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: 'স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি অসীম ভালবাসার খাতিরে … ও বিশ্বমানবগোষ্ঠীর খাতিরে সন্ন্যাসীরা কেবল ঐশউপাসনায়ই নিবিষ্ট থেকে সকলের সর্বোচ্চ ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হয়ে … নিজেদের জন্য ও অন্য সকলের জন্যও তাঁদের নিজেদের যাজকত্ব অনুশীলন করে থাকেন।'[৪১] তাঁদের প্রার্থনার মাধ্যমে, আর সেই সঙ্গে প্রার্থনা দ্বারা গঠিত তাঁদের জীবনের মাধ্যমেও সেই ভূমিকা প্রকাশ পায় যা তাঁরা মানবজাতির মনপরিবর্তনের জন্য পূরণ করতে পারেন।[৪২]

ঐশকাজের মাধ্যমে সাধিত 'খ্রিষ্টের দেহকে গেঁথে তোলার' এই সেবাকর্ম প্রথমত সঙ্ঘের অভ্যন্তরেই অনুশীলন করা হয়, কেননা যতবার সন্ন্যাস সঙ্ঘ 'প্রার্থনারত মণ্ডলী' বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, ততবার 'খ্রিষ্ট নিজের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা কনে সেই মণ্ডলীকেও সম্মিলিত করেন যে মণ্ডলী তার আপন প্রভুকে ডাকে ও যাঁর মাধ্যমে সনাতন পিতাকে উপাসনার অর্ঘ্য অর্পণ করে;'[৪৩] মণ্ডলীতে 'গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য … আত্মায় ঈশ্বরের আবাস হবার জন্য গড়ে ওঠে' (এফে ২:২১, লাতিন পাঠ্য; ১ পি ২:৫)। তাছাড়া সঙ্ঘের সীমা অতিক্রম করে এই সেবাকর্ম জগতের কল্যাণেও অনুশীলন করা হয়, যে জগৎ মুক্তির প্রত্যাশায় রয়েছে। 'বাস্তবিকই তারা অধিক পূর্ণতর ভাবে মণ্ডলীর আদর্শ ব্যক্ত করে, যে মণ্ডলী এককণ্ঠে প্রভুর অবিরত প্রশংসা করে; আরও, তারা, প্রধানত প্রার্থনার মধ্য দিয়েই, গোটা খ্রিষ্টের রহস্যময় দেহকে গেঁথে তোলার ও বৃদ্ধিশীল করার ব্যাপারে তাদের "সহযোগী" ভূমিকা পূরণ করে।'[৪৪] সুতরাং শুধু ভ্রাতৃপ্রেমে, আদর্শদানে ও দয়াধর্মে নয়, কিন্তু প্রার্থনায়ও মণ্ডলী-সঙ্ঘটা খ্রিষ্টের কাছে মানবাত্মাকে উপনীত করার মাতৃভূমিকা সত্যিকারে অনুশীলন করে।'[৪৫]

## ১৫। সন্ন্যাস-আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্বীয় উপাদান হিসাবে ঐশকাজ

ঐশকাজ সন্ন্যাস সঙ্ঘের বিশিষ্ট একটা ধর্মক্রিয়া শুধু নয়, তা বরং সন্ন্যাস আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্বীয় উপাদানও। কেননা ঐশকাজ প্রকৃতপক্ষে এ গুণ দ্বারা চিহ্নিত: (১) বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা, যা উপাসনা-ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিত্রাণ-ইতিহাসের চক্রবর্তী বিন্যাস দ্বারা নিরূপিত; (২) ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও ধ্যানধর্মী

আধ্যাত্মিকতা, যা প্রার্থনায় সর্বোচ্চ মাত্রায়ই সাধিত; (৩) সহভাগিতা-আধ্যাত্মিকতা, যা জগতে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে ধাবমান।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: বাস্তবমুখী আধ্যাত্মিকতা: সন্ন্যাস আহ্বান মূলতই মনপরিবর্তনের শামিল, তথা, 'মনপরিবর্তন কর, সুসমাচারে বিশ্বাস কর' (মার্ক ১:১৫); এ মনপরিবর্তন এমন যা সন্ন্যাসী খ্রিষ্টে ও তাঁর পরিত্রাণদায়ী উপস্থিতিতে বিশ্বাস রেখে জীবনযাপন করেই আন্তরিকভাবে বাস্তবায়িত করতে চান।

উপরন্তু, আন্তরিক কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ বিশ্বাসে আপন করা খ্রিষ্ট-রহস্য রহস্যের সেই সকল দিক ঘিরে রাখে যে অনুসারে সেগুলো পরবর্তী ধর্মানুষ্ঠানে স্মরণ করা হয়। এপথ অনুসরণ করে প্রার্থনারত সঙ্ঘ গোটা খ্রিষ্ট-রহস্যের দিকে তার বাস্তবমুখী বাস্তবতায়—'খ্রিষ্টের পূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী' (এফে ৪:১৩)—দিনে দিনে উত্তরোত্তর ধাবিত হয়, এবং একইসময়ে ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে সঙ্ঘটি তার নিজের বৃদ্ধিশীলতার গতি খুঁজে পায় যা সেই একই রহস্যের অনুরূপে সঙ্ঘকে অনুরূপ করতে চায়—সেই নানা দিক অনুসারে যা নানা উপাসনা-কাল ও দিন উদ্‌যাপনে যথাক্রম অনুযায়ী পালিত।

ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও ধ্যানধর্মী আধ্যাত্মিকতা: ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে যে মিলন ঐশকাজে শুরু হয় এবং গুপ্ত ও নীরব প্রার্থনায় প্রসারিত হয়, সেই মিলন দ্বারা সন্ন্যাসী প্রভুর সেই গৌরবের দিকে ধাবিত হয় যা মুখোমুখি ভাবে সদা গভীরতরভাবেই দর্শনলাভের যোগ্য, যেপর্যন্ত সে নিজেই দর্শনের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়।[৪৬]

সহভাগিতা-আধ্যাত্মিকতা: ঐশকাজের দৈনিক পুনরাবৃত্তি সহভাগিতার প্রকৃত চিহ্ন হবেই না যদি তেমন পুনরাবৃত্তি কেবল ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সময়ে সীমাবদ্ধ ও মঠের অভ্যন্তরে সেই সহভাগিতার সু-অভ্যাস সৃষ্টি করতে অক্ষম যা বেনেডিক্টীয় আধ্যাত্মিকতার অত্যাবশ্যক দিক। কেননা ঐক্যবদ্ধ জীবনের আধ্যাত্মিকতা কিছু নয়, কেবল 'জীবন-সহভাগিতা।' তাই বারবার একথা নিজেদের স্মরণ করাতে হবে যে, ঐশকাজ খ্রিষ্ট-রহস্য উদ্‌যাপনেরই নামান্তর, যা দ্বারা প্রতিদিন নতুন ভাবে আমাদের সামনে 'আমাদের প্রতি সেই ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত যিনি তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেছেন' (১ যোহন ৪:৯)। শুধু এশর্তেই আমরা ঐশকাজে সত্যিকারে ঈশ্বরকে দেখতে পাব অর্থাৎ তাঁর 'ভালবাসার' অভিব্যক্তির পাত্র হতে পারব, যদি ভালবাসার বন্ধনে আমাদের ভাইদের সঙ্গে প্রকৃত সহভাগিতায় সংযুক্ত হই। কেননা কেবল এশর্তেই 'ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন' (১ যোহন ৪:১২)। সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম এই আধ্যাত্মিকতার প্রেরণায় উপচে পড়ে (দ্রঃ উপরে, ৩ নং: সহভাগিতার চিহ্ন)।

## ১৬। ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক দিকের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া

যদিও ঐশকাজ (অর্থাৎ খ্রিষ্ট-রহস্যের উপস্থিতি) তেমন উচ্চ মর্যাদায় অলঙ্কৃত হয়ে থাকে, তবু তার উদ্‌যাপনটা যদি জীবন্ত ও দৈহিক বাসনার বস্তু না হয় এবং সেই সময়টা যদি সমস্ত দিনের চূড়া বলে গণ্য না হয়, তাহলে মহত্তর কারণে এই সমস্ত কিছু এমন প্রলাপের পর্যায়ে পড়বে যা ততখানি অসার যতখানি ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক দিক ও কাঠামো আড়ম্বরপূর্ণ।[৪৭]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: উপরোল্লিখিত বিপদ কাল্পনিক নয়, অভিজ্ঞতাই এবিষয়ের সাক্ষী! আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধ্যানধর্মী প্রার্থনা সম্প্রসারণের ধাপগুলো ভক্তিকে বলবান করার বাসনা থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল যেহেতু উপাসনা-ধর্মানুষ্ঠান তেমন ভক্তির অভাবীই ছিল। প্রার্থনার 'তাল' যে সবসময় একই ও প্রার্থনায় পুনরাবৃত্ত কথা যে অবিচল, এসব কিছু একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে যদি আন্তরিক উদ্দীপনা নবীনতা না আনে। বিধির প্রতি অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা থেকে উৎপন্ন সেই উদ্বেগ যা প্রার্থনার যোগ্যতা (আমার প্রার্থনা কেমন উত্তম) এর চেয়ে প্রার্থনার পরিমাণ (কতগুলো প্রার্থনা উচ্চারণ করেছি) এর দিকে অধিক লক্ষ রাখে ও বাহ্যিক আকারের নিভৃতে যা গুপ্ত তাতে যতখানি মূল্য আরোপ করে তার চেয়ে অধিক মূল্য বাহ্যিক আকারের উপরেই আরোপ করে, তেমন উদ্বেগও ফাঁপা ভক্তির প্রবণতা সাহায্য করতে পারে, আর এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও মিলিয়ে যায়। ঐশকাজ (ও গোটা উপাসনাও) যেন পূর্ণ কর্মফলতা অর্জন করে, এজন্য 'এ প্রয়োজন যে, ভক্তরা—ফলত সন্ন্যাসীরাও—পুণ্য উপাসনার দিকে সরল অন্তরেই এগিয়ে যাবে, মনকে কণ্ঠের সঙ্গে এক করবে, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের সঙ্গে নিজেদের প্রচেষ্টাও অর্পণ করবে, পাছে তারা তেমন অনুগ্রহ বৃথাই গ্রহণ করে।'[৪৮]

খ্রিষ্টের সঙ্গে অবিরত আন্তর সংলাপের সু-অভ্যাস যা সন্ন্যাস সাধনার স্বাভাবিক সু-অভ্যাস হওয়া উচিত, তা-ই সন্ন্যাসীকে প্রকৃতপক্ষে ঐশকাজের নিষ্প্রাণ উদ্‌যাপন থেকে মুক্ত করতে পারবে। তেমন সু-অভ্যাস 'ঐশপাঠের' সঙ্গে ঘনঘন চর্চা থেকেই পুষ্টিলাভ করে: পবিত্র শাস্ত্রে আমাদের কাছে সম্প্রসারিত যে ঈশ্বরের বাণী, তা ধ্যান করা, তার বিষয়ে তথাকথিত 'জাবর কাটা' সাধনা প্রয়োগ করা ও সেই বাণীর স্বাদ ভোগ করাই 'ঐশপাঠের' উদ্দেশ্য ও তার ফল।

## দ্বিতীয় অংশ

## ঐশকাজ সম্পাদন

### ১৭। উপাসনার চিহ্নগুলো ও সেই চিহ্নের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা

সন্ন্যাস সঙ্ঘের সেবাকর্ম দ্বারা সম্পাদিত ঐশকাজ হল নানা ক্রিয়াকর্মের সমন্বয় (এখানে দর্শনবিদ্যার ভাষা ব্যবহৃত, যা অনুসারে ক্রিয়াকর্ম বলতে মানুষের ইচ্ছা দ্বারা স্থির করা কর্ম বোঝায়)। তেমন ক্রিয়াকর্মের গুরুত্ব এই যে, তা একটা চিহ্ন যা দ্বারা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্ট-রহস্যের সঙ্গে একটা সংযোগ সৃষ্ট হয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: নানা ক্রিয়াকর্মের সমন্বয় হিসাবে যখন ধর্মানুষ্ঠানের গঠন এমন কর্মফলতা নয় যা সত্যিকারে মানবীয় নয়, তখন এ কেমন হতে পারে যে, তা নিজের মধ্যে ঐশ্বরিকই একটা বাস্তবতা ঘিরে রাখে বা পবিত্রতাদানকারী কোন কিছুর চিহ্ন হয়? বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান-সম্পাদন ও তাতে অবস্থানকারী বাস্তবতার মধ্যে সেই সম্বন্ধ বিরাজিত যা অর্থদানকারী চিহ্ন (অর্থাৎ সাক্রামেন্ত) ও সেই বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে যার দিকে চিহ্নটা অঙুলি নির্দেশ করে। ফলত ধর্মানুষ্ঠান-সম্পাদন যদি 'চিহ্ন' না হয়, তাহলে তার মূল্য একেবারে শূন্য। কিন্তু চিহ্ন ও চিহ্ন যার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে এ দু'টোর মধ্যে বাস্তবমুখী সম্বন্ধ ছাড়া মানবীয় অবদানও অর্থাৎ বিবেকও থাকা চাই যার ভূমিকা হল সেই সম্বন্ধের দিকে ছুটে যাওয়া ও চিহ্নের অর্থ উপলব্ধি করা।

এই সমস্ত কিছু উপাসনার বেলায় ঘটে: 'সেটাই সত্যকার উপাসনা যেটা অন্তরের ব্যাপার হতে, ভক্তদের অন্তরে তার নিজের বাস্তবতা সৃষ্টি করতে, মানুষের বিবেকে গ্রাহ্য হতে ও তার আপন অংশ হতে সক্ষম, … অর্থাৎ এমন উপাসনা যা বাস্তবেই মানুষের হৃদয়ে সিদ্ধ হতে পারে।'[৪৯]

যদি সমবেত সন্ন্যাস সঙ্ঘ নিজের জন্য এমন আত্মিক মনমানসিকতা ধারণ করতে না পারে যা দ্বারা সঙ্ঘটা এবিষয়ে সচেতন যে তারা মণ্ডলী, তাহলে তারা যদি মনে করে যে, তাদের প্রার্থনার কোন মূল্য আছে (ঠিক যেন তাদের প্রার্থনা 'কর্মসম্পাদনকারী মণ্ডলীর কর্ম থেকেই' উদ্গত), তবে তাদের এধারণা ভুলধারণা; কেননা যেখানে মণ্ডলী নেই সেখানে 'প্রার্থনাকারী মণ্ডলী'ও নেই। একই কথা প্রযোজ্য সেই সমস্ত অঙ্গভঙ্গি ক্ষেত্রে যেগুলোর অর্থ স্বভাবত প্রার্থনার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে (উদাহরণ স্বরূপ, ক্রুশের আকারে বাহু উত্তোলন বা প্রসারিত করা)। এই সমস্ত উপাসনা-চিহ্নের কোন মূল্যই থাকে না যদি না সেই চিহ্ন আন্তর প্রেরণা দ্বারা সঞ্জীবিত হয়।

এসমস্ত কথা থেকে দু'টো নিয়ম অপরিহার্য বলে উৎপন্ন: (১) আমাদের ধর্মানুষ্ঠানাদিতে সেই সকল বাহ্যিক চিহ্নের সংখ্যা যেন কমানো না হয় যা প্রাহরিক উপাসনার প্রকৃতি দ্বারা

ইতিমধ্যে যথেষ্টই সংখ্যালঘু;[৫০] (২) সেই সকল চিহ্নের মূল্য আন্তর প্রেরণা দ্বারা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেই যে প্রেরণা প্রতীকমূলক অর্থদানে চিহ্নগুলোকে সঞ্জীবিত করে ও আপন করে; কেবল এপর্যায়েই সেগুলো 'মানবীয় চিহ্ন' ও ফলত কার্যশক্তিমণ্ডিত চিহ্ন হয়ে উঠবে।

## ১৮। 'পবিত্র' জনসমাবেশ

ঐশকাজের কর্তব্যই এমন উপাসক জনসমাবেশকে স্থাপন করা যা প্রকৃতিগতভাবে সঙ্ঘের অন্য যে কোন সমাবেশ থেকে ভিন্ন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যখন সঙ্ঘের সকল সভ্য ঐশকাজে অনন্য খ্রিষ্ট-রহস্য উদ্‌যাপন করতে সম্মিলিত হয়, তখন তেমন সম্মিলিত হওয়া থেকে উৎপন্ন সম্মেলন নিজস্ব এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই চিহ্নিত যে, তা সবসময় সম্মিলিত প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে উচ্চতর আত্মিক একতায় উপনীত করবে; একারণেই তেমন সম্মেলন মঠের অন্য যে কোন সাধারণ সম্মেলনের চেয়ে উচ্চতর ধরনের। নানাকাজ ও দায়িত্ব এবং ফলত ভিন্ন আন্তর অভ্যাসজনিত নিশ্চিত বিচ্ছিন্নতা থেকে সেই একতার দিকে উত্তীর্ণ হওয়া (এমন একতা যা ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য শর্তস্বরূপ ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনের সময়ে গঠিত) তখনই মাত্র সম্ভব হবে যদি আমাদের মন সচেতনতা ও দৃঢ় সদিচ্ছার সঙ্গে সেই বিচ্ছিন্নতা বর্জন করে যাতে সর্বাপেক্ষা আন্তরিকই সেই একতার জন্য পথ প্রস্তুত করা হয়। অতএব মনের পরিশুদ্ধির (ও শান্তিকরণেরও) ক্ষিপ্র ও দৃঢ় প্রক্রিয়া দরকার, অর্থাৎ নীরবতা সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যে নীরবতা পরবর্তীতে সেই কণ্ঠেই ভাঙবে যে কণ্ঠে আমরা একক যিশুকেই (লুক ৯:৩৬) চিনব ও খুঁজে পাব।

এই মর্মে উপাসক সঙ্ঘকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন, আর তেমন প্রস্তুতি প্রার্থনা ও জীবনের বাকি সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে মধ্যবর্তী এক স্থান সৃষ্টি করায়ই ঘটে। তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য—উদাহরণ স্বরূপ—সম্মেলনের একটা সঙ্কেত সহায়তা দান করতে পারে যা অন্যান্য সময়ের মত ঐশকাজ শুরু হওয়ার আগেও দেওয়া যেতে পারে; কিংবা, সেই প্রাচীন প্রথার উপর অবলম্বন করা যেতে পারে যা অনুসারে ধর্মানুষ্ঠানের সময়ের কিছুক্ষণ আগে সকলে নিকটবর্তী এক স্থানে একত্রে সম্মিলিত হয় যাতে সেখানে অপেক্ষা করতে করতে প্রহরটা উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে; অথবা, অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত যেন সঙ্ঘের সদস্যেরা যদিও একা একা করে সম্মিলিত হয় তবুও ধর্মানুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে নিজেদের মন একাগ্র করে তুলতে পারে।

তথাপি একথা লক্ষণীয় যে, এই 'মধ্যবর্তী স্থান' এমন অর্থে বোঝা উচিত নয় তা যেন আমাদের জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, বরং তা হচ্ছে যেন একটা

ছাঁকনির মত যা, সন্ন্যাস জীবনের প্রভাবপূর্ণ সময়ের দিকে অগ্রসর হবার আগে, আমাদের মন পরিশুদ্ধ করবে।

ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দীপনা যেন রক্ষিত হয় সেজন্য এ বিষয়াদি পরামর্শ হিসাবে অর্পণ করা হচ্ছে: (১) সঙ্ঘের মন এবিষয়ে সচেতন রাখা উচিত যেন চিহ্নগুলোর সংখ্যা কমানো না হয় ও সেগুলোকে অর্থশূন্য করা না হয়; (২) যত্ন রাখা উচিত যেন সন্ন্যাসীরা পবিত্র শাস্ত্র ও পিতৃগণ সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী হন, যাতে সহজতর ভাবে উপস্থাপিত পাঠগুলো বুঝতে পারেন ও দিব্য বীজের জন্য উত্তম মাটি অর্পণ করতে পারেন; (৩) সঙ্গীত ও ধর্মানুষ্ঠান-রীতি বিষয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়; অবশ্য, এমনটি এড়াতে হবে পাছে ধর্মানুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নমিত হয়।

## ১৯। প্রাচীন ঐতিহ্য ও নবীন সৃজনশীলতা

সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের ৮ম–২০শ অধ্যায়ে যেভাবে লেখা আছে, সেই অনুসারে ঐশকাজের বিন্যাস সুস্পষ্ট একটা সাক্ষী যে, বেনেডিক্টীয় মঠগুলো নিজস্বই এক উপাসনা-ঐতিহ্যের অধিকারী। কথাটা দ্বিবিধ এক বিধির উপর নির্ভর করে, তথা: (১) মঠ স্থানীয় মণ্ডলী বলে গণ্য, যেহেতু মঠ তার নিজস্ব দৈনিক প্রাহরিক উপাসনার উপরে গেঁথে তোলা; (২) এই প্রাহরিক উপাসনা বর্তমান কোন উপাসনার প্রতিচ্ছবি শুধু নয়, বরং তার নিজের কাঠামোতে এমন কতগুলো উপাদান প্রতীয়মান যা প্রাচীন (বিশেষভাবে সন্ন্যাসীয়) প্রতিষ্ঠানের পরম্পরাগত ঐতিহ্য থেকে স্বাধীনভাবে তুলে নেওয়া, এবং একইসময় সুযোগ দেওয়া হয় যাতে প্রয়োজনবোধে নবীনতর ব্যবস্থা থেকেও কিছু তুলে নেওয়া যেতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে কাথিড্রাল-বিন্যাসকে যথেষ্ট স্বাধীনতার সঙ্গে নেওয়া হয়; নতুন উপাদান বলে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ঘণ্টা অনুপ্রবিষ্ট,[৫১] যা প্রাচীনতম খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। নিশিজাগরণীও প্রতিদিন পালিত হয়,[৫২] অপরদিকে মঠের বাইরে কেবল প্রভুর দিনে, বা সাক্ষ্যমরদের স্মরণদিনে ও কালচতুষ্টয়ী শনিবারেই নিশিজাগরণী পালিত ছিল।

একই বিচক্ষণ স্বাধীনতা এতেই প্রকাশ পায় যে, কতগুলো প্রাচীনতম সন্ন্যাস-প্রথাও আপন করা হয়: উদাহরণ স্বরূপ, জাগরণীতে সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যা,[৫৩] প্রথম ঘণ্টা ও সমাপনী অনুষ্ঠান পালন,[৫৪] প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতিতে আব্বা দ্বারা উচ্চারিত প্রভুর প্রার্থনা।[৫৫] আরও গুরুত্বপূর্ণ নতুনত্ব হল দিনমানের ও নৈশকালীন প্রহরগুলোতে নতুন সামসঙ্গীত-বিন্যাস;[৫৬] অবশেষে ঐশকাজের নানা ঘণ্টায় স্তোত্রের অনুপ্রবেশও উল্লেখযোগ্য।[৫৭]

বাস্তব জীবনের কতিপয় পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য আরও কতগুলো ব্যতিক্রমও মঞ্জুর করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ, সঙ্ঘের কম-বেশি সদস্য-সংখ্যা,[৫৮] শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের পার্থক্য,[৫৯] কাজের প্রয়োজনীয়তা,[৬০] ভুলজনিত কালের অভাব।[৬১] অবশেষে সামসঙ্গীত-বিন্যাস অন্যভাবে নিরূপণ করার স্বাধীনতাও উল্লেখযোগ্য, তা ঘটে যখন উপস্থাপিত বিন্যাসটা পছন্দমত নয়।[৬২]

আজকালে, তেমন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ও একই প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়ে বেনেডিক্টীয় সন্ন্যাসিকতা ঐশকাজের গঠন ক্ষেত্রে এক প্রকার বহুমুখিকতা গ্রহণ করে নেয়, কেননা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দ্বারা অধিক নিশ্চিত যে, তেমন বহুমুখিকতা বেনেডিক্টীয় নিয়ম ও তার ঐতিহ্যের উপরে স্থাপিত প্রার্থনার প্রেরণা ও ধ্যানের ঐক্যের কোন ক্ষতি ঘটায় না।

তাছাড়া সকল মঠে প্রকাশিত হচ্ছে এই বাসনা যেন ঐশকাজকে দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার নির্দেশাবলি অনুসারে সঞ্জীবিত করা হয়; শেষকালে এই বাসনা বিশেষভাবে দুই দিকের দিকেই ধাবিত। একটা দিক সেই সকল মঠ লক্ষ করে যেগুলো সাধু বেনেডিক্টের নিয়মে স্থিরীকৃত বিন্যাস মূলত রক্ষা করতে অভিপ্রেত, আর সেই অনুসারে মহাসভার উপাসনা-নবীকরণ দ্বারা জারীকৃত নানা অগ্রাধিকার ও উপাসনা-ইতিহাস দ্বারা প্রস্তাবিত নানা সংস্কার গ্রহণ করে তা ঐশকাজের কাঠামোতে অনুপ্রবিষ্ট করায়। অপরদিকে কতগুলো মঠ রয়েছে যেগুলো, নানা পরিমাপে, পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান অনুশীলনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জন্য মূলবিধিতে ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে মঞ্জুর করা 'সুবিধা-মালা' অবলম্বন করে, এবং ঐশউপাসনা সংক্রান্ত পবিত্র সম্প্রদায়ের মন অনুসারে ঐশকাজের সংস্কারকাজ চালিয়ে যায়; সেই পবিত্র সম্প্রদায় ৮ই জুলাই ১৯৭২ সালের চিঠিতে প্রধান আব্বার কাছে নিম্নলিখিত প্রস্তাব তুলে ধরেছে: 'ঐশকাজ সম্পাদন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো গ্রহণীয়, যাতে করে নিজ নিজ আত্মপরিচয় ও নিজ নিজ বাহ্যিক কর্মকান্ড অনুসারে সকল সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের সেই সাধারণ ভিত্তিতেই নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রাখতে পারে।' এ মঠগুলো সামসঙ্গীত ও পাঠ ক্ষেত্রে এমন বিন্যাস অবলম্বন করেছে যা সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম থেকে ভিন্ন হলেও তবু দৈনিক প্রাহরিক উপাসনা-সম্পাদনকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করে। সকলে একত্রে সম্মিলিত হয়, এবং সেই সমস্ত কিছু রক্ষা করতে অভিপ্রেত যা সন্ন্যাসীয় উপাসনার স্বকীয় উপাদান ও যা ঐশউপাসনা সংক্রান্ত পবিত্র সম্প্রদায় (উপরোল্লিখিত স্থানে) নিরূপণ করেছে, তথা: 'প্রার্থনা নানা প্রহরে ভাগ ভাগ করেই সম্পাদিত হবে, হবে সঙ্ঘবদ্ধ, হবে যথেষ্ট কালপ্রসারী।' তারা সেই আধ্যাত্মিক দাবিতে সাড়া দিতে চায় যা এ যুগের মনমানসিকতা থেকে উদ্গত, আর সেইসঙ্গে প্রত্যেকজনের ও সঙ্ঘের বাস্তব চাহিদা-পরিস্থিতিও ভিত্তিহীন বলে বিবেচনা করতে চায় না।

## ২০। সৃজনশীলতার বাস্তব সীমারেখা

যখন সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের জন্য উপাসক সমাবেশ বলে নিজেকে গঠন করে, তখন বাহ্যিক কাঠামোর দিক দিয়ে ও সেই কাঠামোর নেপথ্যে যা কিছু রয়েছে সেই দিক দিয়েও সে শুরু থেকে বাস্তবে নিরূপিত তার সেই প্রার্থনা গ্রহণ করে নেয়।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ১৯ নং ধারায় যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে যখন সন্ন্যাস সঙ্ঘ ঐশকাজ সম্পাদনের ব্যাপারে কাঠামো বেছে নেয়, তখন বেছে নেওয়ার পরেই তা বাস্তবায়িত করবে, ঐশকাজ সম্পাদনের সময় নয়। তেমন স্বাধীনতা সন্ন্যাসীরা ব্যক্তিগতভাবে আরও কম পরিমাণে ভোগ করেন যদি না, যে ভূমিকা পালনের জন্য তাঁরা দৈবাৎ ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে দাঁড়ান, সেই ভূমিকা অনুশীলন করেন যথা, উদাহরণ স্বরূপ, উদ্বোধনী অংশে উপযুক্ত বাণী দেন, সার্বজনীন প্রার্থনা চালান ও তার শেষ প্রার্থনা বেছে নেন।

ধর্মানুষ্ঠান একবার শুরু হলে সঙ্ঘটি এই নানা বিধি মেনে নিতে বাধ্য, তথা: (১) সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত নানা উপাদান পালন করবে, অর্থাৎ উপাসনা-কাল অনুযায়ী ধর্মানুষ্ঠানের স্থিরীকৃত ও সেই বিশেষ প্রহরের জন্য জারীকৃত সকল উপাদান পালন করবে; (২) সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত কাঠামো পালন করবে, 'যেন সবসময়ই থাকে শুরুতে স্তোত্র এবং পরপরে সামসঙ্গীতমালা, দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রপাঠ ... আর অবশেষে মিনতি-নিবেদন।'[৬৩] প্রার্থনাকারী সঙ্ঘ আগে থেকে যেভাবে প্রার্থনা করবে বলে স্থির করেছে, সেই অনুসারে নিজের চাহিদা পূরণেও সঙ্ঘটি বাস্তবে নিরূপিত কাঠামো পালন করবে: উদাহরণ স্বরূপ, সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যা ও সেগুলোর বিন্যাস, পছন্দমত গান বা আবৃত্তি, একজনমাত্র গায়ক বা গায়কদল, শ্লোক পরিবেশনের ধরন, নানা অঙ্গভঙ্গি যেমন পায়ে দাঁড়ানো, বসা, নতজানু হওয়া, হাত উত্তোলন করা ইত্যাদি।

## ২১। ধর্মানুষ্ঠানের ত্রিবিধ দিক

নিজের প্রকৃত মূল্য রক্ষার জন্য ঐশকাজ-সম্পাদন এ দাবি রাখে যে, উপাসক সঙ্ঘে যেন সবসময় তিনটে দিক বর্তমান থাকে যেগুলো প্রকৃত যে কোন ধর্মানুষ্ঠানের জন্যও প্রয়োজনীয়, তথা, মাণ্ডলিক দিক: যে সঙ্ঘে মণ্ডলী-রহস্য ঘটে, কাল ও স্থানের জন্য সীমিত সেই সঙ্ঘে এই দিক উপস্থিত; সঙ্ঘ-দিক: সকলে এক, তবু এক একজন নিজ নিজ স্থান দখল করে ও নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে; ব্যক্তি-দিক: ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কাল্পনিক ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে না, বরং এমন মানুষের ক্ষেত্রে যারা তাঁর ভালবাসার পাত্র ও যারা পূর্ণ সচেতন।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তি-দিকটা হল বাকি দু'টো দিকের ভিত্তি ও সেগুলোর অস্তিত্বের শর্ত, যার ফলে এই দিকটা না থাকলে বাকি দু'টোও মিলিয়ে যায়।

(১) ঐশকাজ-সম্পাদন ব্যক্তি-দিক থেকে তার নিজের অস্তিত্বের কারণেই কার্যশক্তিমণ্ডিত; অন্য কথায়, প্রার্থনারত সঙ্ঘের একজনমাত্র সদস্যের উপস্থিতিও এমন চিহ্ন হওয়া চাই যে, সকলে একে অন্যকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধনে একমন ও একহৃদয়;[৬৪] শুধু একটা প্রার্থনাই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে, আর সেটা হল সেই প্রার্থনা যা কণ্ঠের ঐক্যে প্রাণের ঘনিষ্ঠ মিলন ব্যক্ত করে।[৬৫]

(২) ঐশকাজ-সম্পাদন ব্যক্তি-দিক থেকে তার বাস্তব স্বরূপেই কার্যশক্তিমণ্ডিত; এ ঘটে যতবার একজন সন্ন্যাসী পূর্ণ সচেতনতার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনায় যোগ দেন ও তাতে এমন ক্রিয়াশীল ভূমিকা নেন যাতে 'আমাদের মন আমাদের কণ্ঠের সঙ্গে এক হয়।'[৬৬]

## ২২। সকলের কাছে উন্মুক্ত ঐশকাজ-অনুষ্ঠান

যদিও উপাসক সঙ্ঘ বলতে সন্ন্যাসীদেরই নিয়ে গঠিত সঙ্ঘ বোঝায়, তবু তা গণ্ডিবদ্ধ সমাজ হতে পারে না; বরং যারা তাতে অংশগ্রহণ করতে ও 'সর্বাপেক্ষা উপাসনা-কর্মে পিতা ঈশ্বরকে আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা করতে শিখতে ইচ্ছুক'[৬৭] তাদের সকলের কাছে উপাসক সঙ্ঘকে নিজেকে উন্মুক্ত করতে হবে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : যখন এই ধারা উন্মুক্ততার কথা বলে, তখন এমন উন্মুক্ততা বোঝায় না যা দ্বারা সঙ্ঘটি বাইরের দিক দিয়েই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, বরং এমন উন্মুক্ততার কথা বোঝায় যা দ্বারা বাইরেরই মানুষকে শালীনতার সঙ্গে সঙ্ঘের অভ্যন্তরে গ্রহণ করা হয়।

১। সেটাই সন্ন্যাসীয় উপাসনা-প্রার্থনা, যেটা নিজের গতিশীলতা এমনকি নিজের পরিভাষাও রক্ষা করেও তবু পালকীয় দিক থেকে সুবিধাজনক নতুনত্ব গ্রহণ করতে যত্নবান, যেমনটি এমন মঠের বেলায় সমীচীন যে মঠ নিজের পরিবেশে খামির হতে চায়। তথাপি একথা দ্বারা আমরা যেন না বুঝি যে, সন্ন্যাসীয় প্রার্থনার স্থান সকলের জন্য অবশ্যই ও সবসময় কোন বিচারমান না রেখেই উন্মুক্ত হতে হবে; এব্যাপারে এক একবার বাস্তব অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; এবং কতটুকু উন্মুক্ততা মঞ্জুর করা উচিত তাও এক একবার বিবেচনা-সাপেক্ষ। যাই হোক, সঙ্ঘটি যেন সবসময় এবিষয়ে সচেতন হয় যে, ঐশকাজ এমনভাবে বিন্যাস করা দরকার যেন যে কেউ ইচ্ছুক সন্ন্যাসীদের সমাবেশে সক্রিয় সহভাগিতায় অংশ নিতে পারে, কেননা ঐশকাজ সত্যকার অর্থেই 'মণ্ডলীর সকলেরই প্রার্থনা।'

২। তাছাড়া সন্ন্যাসীয় উপাসক সঙ্ঘের উন্মুক্ততা এ শর্তও রাখে সঙ্ঘটি যেন সবসময় 'যুগলক্ষণ' মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে, যাতে করে তার নিজের উপাসনা-কর্মে—যা হল বিশ্বপরিত্রাণ-রহস্য উদ্‌যাপন—সঙ্ঘটি যত মানব প্রয়োজনীয়তা ও যত ব্যাপার আপন

করতে সক্ষম হয়; বিশেষভাবে সঙ্ঘের পক্ষে সেই সমস্ত ব্যাপারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত যেগুলো স্থান ও কালকেই অধিক স্পর্শ করে, সেই সমস্ত ধারণা ও মনোভাবের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের পন্থী বা তার পরিপন্থী। সন্ন্যাস সঙ্ঘের পক্ষে 'প্রকাশ্য উপাসনা-কর্ম ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সকল মানুষের কাছে পৌঁছানো ও সমগ্র জগতের পরিত্রাণের ব্যাপারে অবদান রাখা'[৬৮] কখনও যথেষ্ট হবে না; কিন্তু এতেও সচেষ্ট থাকুক যেন ঐশকাজ এমন সুযোগ হয়ে ওঠে যা দ্বারা যে কেউই যোগ দিতে ও সন্ন্যাসীদের প্রার্থনায় মিলিত হতে পারে। অবশেষে সঙ্ঘের পক্ষে উদ্দীপনার সঙ্গে এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করা দরকার যে, ঈশ্বরের বাণী থেকে উৎপন্ন প্রার্থনা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক সংযোগ সৃষ্টির জন্য একান্ত মূল্যবান, কেননা তা সদা নতুনভাবেই খ্রিষ্টের অভিজ্ঞতা করার সুযোগ দান করে।

## ২৩। ঐশকাজের নানা উপাদানের গুরুত্ব

ঐশকাজের লক্ষ্যই 'ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপ' প্রস্তুত করা, আর তেমন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ঐশকাজের কাঠামোতে নানা অংশ নিজ নিজ অবদান রাখে: কতগুলো অংশ এতই প্রয়োজনীয় হয় যে সেগুলো কখনও অনুপস্থিত হলে চলবে না, এমনকি সেগুলো অবিচল বিন্যাসক্রমেই প্রতিষ্ঠিত, যেমন স্তোত্র, সামসঙ্গীতগুলো, মিনতি-নিবেদন;[৬৯] আবার কতগুলো অংশ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্ঘবদ্ধ দিকের কারণেই রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে ঐশকাজের গভীর তাৎপর্যে প্রবেশ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: গৌণ গুরুত্বের উপাদানগুলোর অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসাবে রয়েছে উদ্বোধনী উক্তি (হে প্রভু, খুলে দাও …, ওগো ঈশ্বর, আমার সাহায্যে এসো) ও বিদায় উক্তি (এসো, প্রভুকে বলি ধন্য); তারপর পদ, শ্লোক, সম্বোধন বাণী (প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন) যা সবগুলোই এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলেও যেতে পারে; অবশেষে রয়েছে ধুয়ো, যেগুলো সামসঙ্গীতের ব্যাখ্যা নির্দেশ করে ও যেগুলোর রাগ-রাগিণী অনুসারে সামসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

তাই একথা সুস্পষ্ট যে, এ উপাদানগুলো হল ঐশকাজের সঙ্ঘবদ্ধ দিকের চিহ্ন ও মাধ্যম, এবং এজন্য এগুলোর গুরুত্ব সেই ভূমিকার উপর নির্ভর করে যা অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদনে এগুলো ব্যবহৃত। (উদাহরণ স্বরূপ দ্রঃ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৭:৬ যেখানে এনির্দেশ দেওয়া হয় যে, গৌণ প্রহরগুলোতে তখনই মাত্র ধুয়ো যোগ দেওয়া হবে যখন সঙ্ঘটা বড়, কিন্তু সঙ্ঘটা ছোট হলে ধুয়ো বাতিল করা হবে; আবার, ১১:১২তে লেখা আছে, যখন কোন ভুলের কারণে সন্ন্যাসীরা দেরিতেই জাগরণীতে আসেন, তখন 'পাঠগুলি বা শ্লোকগুলি থেকে কিছু কমানো দরকার হবে')।

এউখারিস্তিয়া ও অন্যান্য সাক্রামেন্ত সম্পাদনে যেমন ঐতিহ্যগত প্রথা, তেমনি ঐশকাজ এমন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দ্বারা শুরু হতে পারে যাতে পরিচালক সঙ্ঘকে স্বাগত-সম্প্রীতি বাণী জানান এবং এরপরে সকল অংশগ্রহণকারীর কাছে সেই বিশেষ কাল বা পর্বে পালিত ঐশরহস্য ও প্রহরটার বিশেষত্ব স্বল্প কথায় তুলে ধরেন।

অবশেষে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নানা গৌণ উপাদান আসলে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানকে কাল, পর্ব ও প্রহরে পালিত ঐশরহস্যের উপযুক্ত পরিবেশে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখে। তাই সুচিন্তিতভাবে সতর্কতা প্রয়োগ করতে হবে পাছে অধিক সরল ও সূক্ষ্মতর গঠনে ফিরে যাওয়ার অবিবেচিত বাসনার ফলে ধর্মানুষ্ঠানটি এই নানা উপাদান থেকে বঞ্চিত হয় আর ফলত নিম্নতর পর্যায়েই পড়ে।

## ২৪। ঐশকাজ সম্পাদনে সন্ন্যাসীয় ভাবধারা রক্ষা করা

উপরোক্ত কথা (২০ ধারা) অনস্বীকার্য যে, ঐশকাজ বাস্তবে স্থিরীকৃত বাণী ও গঠন অনুসরণ করেই পালিত হওয়া চাই। তাছাড়া এমনটি করতে হবে যেন ঐশকাজ সম্পাদন ও সম্পাদনকারী সঙ্ঘটা একে অন্যকে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। তাতে এমনটি ঘটে যে দু'টোই পরস্পর পরস্পরকে এমনই ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে পাল্লা দেবে যেন একথা বলা যেতে পারে যে, যে কোন সঙ্ঘ তার নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতিই পালন করে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা : উপাসনা-কর্ম ও উপাসনা-কর্মের সম্পাদনকারী সঙ্ঘের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এব্যাপারে মনোযোগ দিলে তবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সন্ন্যাস সঙ্ঘ সার্বজনীন মণ্ডলীর একটা স্থানীয় অঙ্গ; তাছাড়া উপাসনা-কর্মের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘটিকে প্রার্থনাকারী মণ্ডলীকে গঠন করতে হবে। উপরন্তু মাণ্ডলিক সঙ্ঘও সন্ন্যাসীয় ভাবধারার অধিকারী। এজন্য বেনেডিক্টীয় সঙ্ঘ এই দ্বিবিধ ভাব দ্বারা চিহ্নিত, আর এই দু'টো ভাবের একটাও সে এড়াতে পারে না। তাই কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেনই বা শুরু থেকেই (যেমনটি উপরেও বলেছিলাম) বেনেডিক্টীয় সঙ্ঘ নিজের সন্ন্যাসীয় প্রেরণা অনুসরণ করে এমন উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করল যা কাথিড্রাল মণ্ডলীগুলোর প্রণালী থেকে ভিন্ন যেহেতু সঙ্ঘটি কতগুলো প্রহর পালন করে যেগুলো কাথিড্রাল মণ্ডলীর প্রণালীতে অনুপস্থিত। একই প্রকারে, যদি আজকের দিনে কোন মঠ এমন প্রাহরিক উপাসনা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে যা রোমীয় প্রণালী অনুযায়ী, তাহলে সেই মঠকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন তা সন্ন্যাসীয় ভাবধারার অনুরূপ হয়।

একই প্রকারে, উপাসনা ক্ষেত্রে নিজের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা দাবি করে সন্ন্যাস সঙ্ঘ যেন একথা কখনও ভুলে না যায় যে, যে ঐশকাজ সে সম্পাদন করে, তাকে স্থানীয় ভাবধারা প্রতিবিম্বিত করতে হবে বটে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা সন্ন্যাসীয় ভাবধারাই প্রতিবিম্বিত করতে হবে। বাস্তবিকই ঐশকাজ-সম্পাদনকে হতে হবে সঙ্ঘের বহিঃপ্রকাশ, যেখানে ঐশকাজ

সন্ন্যাস-দিবসের অন্য সকল আধ্যাত্মিক মূল্যবান জিনিসের উপরেই প্রধান বলে গণ্য, যেহেতু সঙ্ঘের প্রার্থনার ভাবধারা ধ্যানধর্মী ও প্রশংসামূলক।

এব্যাপারে সতর্কতা রাখা দরকার পাছে এভাবে ক্ষতিকর সেই সম্প্রদায়িকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়, কেননা সঙ্ঘ ও তার উপাসনা-কর্মের মধ্যে যে সুচিন্তিত পরিমাপকাঠি রয়েছে, সেই পরিমাপকাঠি এমনটি দাবি করে; এব্যাপারেও সতর্কতা রাখা দরকার পাছে 'একাত্মতা রক্ষার' অন্বেষা বলতে (আর উক্ত একাত্মতা যে সবসময়ই প্রকৃত একাত্মতা এমন নয়!) সবকিছু আইনের মনোভাব অনুসারেই বিচার করা বোঝায়, ঠিক যেন বলা হত: 'এই যে একটা সঙ্ঘ, সুতরাং একটা ঐশকাজ দেওয়া হোক,' বরং উভয় বিষয়ের জীবন্ত সম্বন্ধেরই কথা বিবেচনা করা হোক যাতে উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন না হয়। এর চেয়ে আরও সুচিন্তিতভাবে বলা উচিত, 'এই যে এই বিশেষ সঙ্ঘ, সুতরাং এই বিশেষ ঐশকাজ দেওয়া হোক।'

## ২৫। প্রহরের সংখ্যা

দিনমানে সাত প্রহরে ও নৈশ জাগরণীতে সন্ন্যাস-ঐশকাজের বিন্যাসটার উদ্দেশ্য ছিল সেই অক্লান্তিকর, অধ্যবসায়ী ও অবিরত [৭০] প্রার্থনারই আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখানো, যার উদ্দেশে সন্ন্যাসী তার নিজের ব্রতগ্রহণ গুণে বিশেষভাবে নিবেদিত।[৭১]

যখন অধ্যাত্ম জীবনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আজকালের ধারণা দৈনিক ঐশকাজ-সম্পাদন ক্ষেত্রে প্রহরের সংখ্যার বিষয়ে ভিন্ন মতের প্রস্তাব করে, তখন এ যেন উপরোক্ত ঐশআজ্ঞা ক্ষতিগ্রস্ত না করে, সন্ন্যাসীদের আগ্রহেরও যেন হ্রাস না ঘটায়। বরং উদ্দেশ্য হল, এপথ দ্বারা, বিধেয় চাহিদার কারণে, উচ্চতর পর্যায়েরই প্রার্থনার জন্য সুযোগ দান করা।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভা প্রজ্ঞার সঙ্গে এবিষয়ে (কমপক্ষে পরোক্ষভাবে) স্বীকৃতি দিল যে, আজকালের জীবনাবস্থার দিকে লক্ষ করেই উপাসনা-কর্মের বিন্যাস ব্যবস্থা করতে হবে। মহাসভা 'সেবার পরিমাণ'[৭২] অর্থাৎ প্রাহরিক উপাসনা-সম্পাদন লঘুভার করায় সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিক ধরনের নতুন ভার আরোপ করায় অর্থাৎ তার যোগ্যতা বৃদ্ধি করায়ই তাই করল। সকলের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, যে যে সমস্যা আজকালে বেশি আলোচনার বিষয়, সেগুলোর মধ্যে পরিমাণ ও যোগ্যতার মধ্যকার সম্পর্কই সকলের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। সাধু বেনেডিক্টের নিয়মটাও (১৮:২২-২৪) সেসময়ই এবিষয় বিচার-বিবেচনা করে যোগ্যতার পক্ষে রায় দিয়ে গেছিল (৯ম অধ্যায়ে, রোমীয় বিন্যাস অনুযায়ী জাগরণীর তুলনায় নিয়ম অনুযায়ী জাগরণী যে কত কম দীর্ঘ তাও লক্ষণীয়: প্রভুর দিনে রোমীয় ব্যবস্থা অনুসারে জাগরণীতে

২৪টা সামসঙ্গীত, অপরদিকে বেনেডিক্টীয় ব্যবস্থা অনুসারে জাগরণীতে ১২টা সামসঙ্গীত ও ৩টে গীতিকা থাকবার কথা)।

প্রার্থনার যোগ্যতা আবৃত্ত সামসঙ্গীতের মোট সংখ্যার উপরেও নির্ভর করে না, কতগুলো প্রহর পালিত হয় তার উপরেও নির্ভর করে না এ বলা বাহুল্য, বরং মন ও হৃদয়ের মনোভাবই সেই যোগ্যতা চিহ্নিত করে। আর যাতে এই মনোভাবের দাবি পূরণ করা হয় সেজন্য এ দরকার যে, (১) সকলেই যেন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনাকে সঙ্ঘ-জীবনের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট করাতে আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা প্রার্থনা এমন প্রভাবপূর্ণ সময় যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে গিয়ে সমস্ত পরিশ্রম ও সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁকে গৌরবান্বিত করার জন্যই ছুটে চলে; (২) সকলেই যেন একই দৃঢ়তার সঙ্গে এতে সচেষ্ট থাকে যাতে প্রার্থনা এমন মাধ্যম হয়ে ওঠে যা দ্বারা সঙ্ঘ, যে ঐক্যের প্রতি আহূত, সেই ঐক্যে সুসংবদ্ধ হয়।

তাছাড়া প্রার্থনার যোগ্যতা লক্ষ করাটা এই দাবিও রাখে, যেন ঐশকাজের সঙ্ঘবদ্ধ সম্পাদন এমনভাবেই বিন্যস্ত হয় যাতে সকলেই তার প্রতি নিজেদের তীক্ষ্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে ও তাতে অংশ নিতে পারে। তা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের কারণেই ঘটে, কেননা প্রৈরিতিক বা বস্তুগত কাজের প্রয়োজনীয়তা বহুবার চাপ দেয়, অর তা ঘটতে পারে 'যদি পরিস্থিতি ও সঙ্ঘের দরিদ্রতা তেমন দাবি রাখে;'[৭৩] সুতরাং দরিদ্র পরিস্থিতি সাক্ষীরূপে আনা হয়, কেননা তেমন পরিশ্রম হল জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। যদি মনে করা হয় যে ঐশকাজের দৈনিক বিন্যাস নানা কাজের প্রয়োজনীয়তার চাপের কারণে অতিরিক্ত হয় (যার ফলে মঠে যাপিত জীবন সংসারে যাপিত জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন), তাহলে দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, সন্ন্যাস জীবন বিশ্বপরিত্রাণ-রহস্যে প্রবেশ করতে অক্ষম, অর্থাৎ সন্ন্যাস-জীবন হিসাবে তা উচ্চতম মূল্যেরই জীবন বটে, তথাপি একেবারে 'জগতের বাইরে' যাপনেরই যোগ্য জীবন বলে বিবেচনাযোগ্য।

ঐশকাজের সম্পাদনীয় প্রহরগুলো সংখ্যায় কমানো দরকার হলে ও অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন হলে দু'টো কথা যত্নের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার: (১) সম্পাদনীয় প্রহরগুলোর সংখ্যা কমাতে গিয়ে যে প্রার্থনার জন্য দাতব্য সময়কেও কমাতেই হবে, তা যুক্তিসঙ্গত নয়, প্রার্থনার যোগ্যতাও যে হ্রাস পেতেই হবে, তা আরও যুক্তিহীন। বরং এব্যাপারেই চিন্তা দেওয়া উচিত যে, ঐশকাজের যে কোন অনুষ্ঠান বাহ্যিক সম্পাদন ক্ষেত্রেও হল প্রভাবপূর্ণ সময়, আর তেমন ধর্মানুষ্ঠানে এ এ উপাদান থাকা দরকার: মনোযোগ, শান্তি ও আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ-শ্রবণ, নীরব প্রার্থনায় দীর্ঘ অবস্থান, সঙ্গীত পরিবেশন বৃদ্ধি, অনুষ্ঠানে শ্রেয়তর বিকল্প রূপ আনয়ন ইত্যাদি; (২) প্রহরগুলোর সংক্ষিপ্ত সংখ্যা ক্ষেত্রে যখন যা রক্ষা করা হয়েছে তা বিস্তারিত করার বাসনা হয়, তখন তেমন সঙ্কল্প অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এমনটি যেন কখনও না ঘটে যে দু'টো বা তার বেশিও প্রহর একসঙ্গে যোগ করা হয়, কেননা বিবেক প্রশমিত করার জন্য এও মাঝে মাঝে দেখা

দেয়, কারণ এভাবে করলে পুরো ঐশকাজ আবৃত্তি করার বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হয়। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, যখন এক অনুষ্ঠানে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম ঘণ্টা একসঙ্গে যোগ করা হয়, তখন মনে হতে পারে তিনটে প্রহর উদ্‌যাপিত হয়েছে যেগুলো কিন্তু শুধু নামেই আলাদা। তেমন কাজ 'প্রহরগুলোর সত্যতা' রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া মূলনিয়মের অবশ্যই বিরুদ্ধ কাজ; তাছাড়া ঐশকাজ সম্পাদনটা আইনের মনোভাব অনুসারেই বিবেচিত হয়, সম্পাদনটা ঠিক যেন এমন বিধি দ্বারা চেপে দেওয়া কাজ যা পূরণ করা দরকার। এতে যে প্রকৃত লক্ষ্যকে ঐশকাজ তার ভিন্ন ভিন্ন প্রহরগুলো সহ মেনে চলে, সেই লক্ষ্য তথা 'দিনের ও সমগ্র মানব কর্মকাণ্ডের পবিত্রীকরণ'[৭৪] ব্যর্থ হয়।

## ২৬। প্রধান প্রধান প্রহর

ঐশকাজের প্রহরগুলোর হস্তান্তরিত সংখ্যা রক্ষা করা হোক কিংবা কমানো হোক উভয় ক্ষেত্রেই সেই নির্দেশের দিকে লক্ষ রাখা দরকার যা দ্বিতীয় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভায় জারীকৃত হয়েছিল ও 'প্রাহরিক উপাসনার সাধারণ ভূমিকায়'[৭৫] পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, তথা: 'প্রাতঃকালীন প্রার্থনা হিসাবে প্রভাতী বন্দনা ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা হিসাবে সন্ধ্যারতি, যা বিশ্বমণ্ডলীর মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্য অনুসারে দৈনিক ঐশকাজের দ্বিবিধ কবজা, প্রধান প্রহর বলে বিবেচনা করা দরকার আর সেই অনুসারেই সেগুলোকে সম্পাদন করা দরকার।'

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: এ দু'টো প্রহরের প্রাধান্য এতেই স্থাপিত যে, প্রহর দু'টো 'স্মারক' ভূমিকার অধিকারী, প্রথমটা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের, দ্বিতীয়টা তাঁর মৃত্যুর 'স্মরণ'। এজন্য প্রহর দু'টো মিসার নিকটবর্তী ও মিসার সঙ্গে এমন ত্রিত্বই বলে দাঁড়ায় যা সন্ন্যাসীর দিনের আধ্যাত্মিক বিন্যাসে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অধিকারী। মিসার প্রতি যে প্রাধান্য স্বীকৃত, প্রহর দু'টো সেই প্রাধান্যের সহভাগী হবে তা একান্ত সমীচীন, অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আড়ম্বরের দিক দিয়েও তা করা সমীচীন; সেই অনুসারে প্রহর দু'টোও সঙ্গীত পরিবেশনে এবং বিশেষভাবে গোটা সঙ্ঘের সক্রিয় উপস্থিতিতেই চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রভাতী বন্দনা অনুষ্ঠানে 'আলো-উপাসনা' ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠানে 'ধূপ-উপাসনা' যোগ দেওয়া যথেষ্টই মানাবে।

উপরোক্ত প্রহর দু'টো যে প্রাধান্যের অধিকারী তা ন্যায়সঙ্গত বটে, তথাপি সন্ন্যাস ঐতিহ্যে জাগরণী উজ্জ্বলতম প্রহর বলে বিবেচিত সেই চরমকালীন দিকের জন্য যা এই প্রহরের উপরে আরোপিত। জাগরণী অনুষ্ঠানটি বাহ্যিক আড়ম্বরের জন্য নয়, তার অন্তর্নিহিত ভাবের জন্যই উৎকৃষ্ট, কেননা এ হল ধ্যানধর্মী, শান্তিপূর্ণ ও যথেষ্ট কালপ্রসারী প্রার্থনা।

## ২৭। ধর্মানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন

সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সন্ন্যাস সঙ্ঘ, যা স্থায়ী মাণ্ডলিক সঙ্ঘ, নানা ভাবে নিম্নলিখিত বিষয় চিহ্নিত করতে পারে, তথা: (১) মহাপর্ব, পর্ব, স্মরণ ও সাধারণ দিনের অনুষ্ঠানের শ্রেণি; (২) সেই দিনের নানা প্রহর; (৩) কোন না কোন অংশ।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: ঐশকাজের যে কোন অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের মূল্যবান ভূমিকা মেনে নিয়ে সন্ন্যাসীরা সঙ্গীতকে বিশেষ যত্নেই পালন করেন, কেননা তা কেমন যেন প্রশংসামূলক-ধ্যানধর্মী অভিব্যক্তির উচ্চতম মাধ্যম যা সর্বাপেক্ষা সন্ন্যাসীয় ধর্মানুষ্ঠানের বিশেষ চিহ্ন। এক একটা উপাসক সঙ্ঘের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে রবিবারে ও পর্বে অনুষ্ঠানের অধিকাংশই গান করা কিংবা উন্নতমানের সঙ্গীত ব্যবহার করা, যেইভাবে মানায়, তা বাঞ্চনীয়। একই প্রকারে, প্রধান প্রহর দু'টো অর্থাৎ প্রভাতী বন্দনা ও সন্ধ্যারতি যদি গাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সকলে অনুভব করবে যে সেগুলোই সত্যিকারে সেদিনের ঐশকাজের সর্বোচ্চ গুরুত্বেরই প্রহর।

কতগুলো অংশ রয়েছে যেগুলো স্বভাবতই সঙ্গীত দাবি করে, যথা স্তোত্র, গীতিকা, সামসঙ্গীত। সঙ্গীত পরিবেশনে জয়ধ্বনি, ধুয়ো ও শ্লোকের ভাবও সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

## ২৮। ধর্মানুষ্ঠানের সেবাকর্মী

ঐশকাজ হল প্রার্থনা যাতে ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরে সঞ্জাত সংলাপ কণ্ঠের মাধ্যমে সঙ্ঘে প্রকাশ পায়। সঙ্ঘের সদস্যেরাই উপাসনা-অনুষ্ঠানের সেবাকর্মী।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা: যে কোন ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশ হল সঙ্ঘ নিজে; সঙ্ঘটিই উপাসক জনসমাবেশকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাতে নানা সেবাকর্মী অনুষ্ঠানের প্রেরণাদায়ী ভূমিকা অনুশীলন করে। ঐশকাজ-অনুষ্ঠানের সেবাকর্মীদের একটা তালিকা দেওয়া হোক: জনসমাবেশের পরিচালক: অনুষ্ঠান শুরু করা ও (সমাপনী প্রার্থনা দ্বারা) তা শেষ করা তাঁরই ভূমিকা; বেনেডিক্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে, যা অধিকাংশ মঠে রক্ষিত হয়ে থাকে, পরিচালনার ভূমিকা আব্বাই অনুশীলন করেন, কিংবা তা অনুশীলন করার জন্য তিনি সাপ্তাহিক পরিচালককে নিযুক্ত করতে পারেন; পাঠক (কিংবা পাঠকগণ): এঁরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে বা অন্যত্র থেকে নেওয়া বাণী পাঠ করে শোনান; গায়ক: এঁরই ভূমিকা গানের মাধ্যমে স্তোত্র, ধুয়ো, পদ, শ্লোক ধরা; সামসঙ্গীত-গায়কেরা (এক একটা দলের জন্য একজন): যখন দুই দল সামসঙ্গীত পরিবেশন করে, তখন এঁরা সামসঙ্গীতটা ধরেন; কিংবা এঁদের একজন সামসঙ্গীতের একটা অংশ আবৃত্তি করেন এবং অপর একজন কিংবা সঙ্ঘটি পরবর্তী অংশ আবৃত্তি করেন; ঘোষক: ইনি উপযুক্ত নির্দেশবাণী ঘোষণা করেন, উদাহরণ স্বরূপ সামসঙ্গীত বা পাঠের আগে যে কোন নির্দেশ; গায়কদল: গায়কদের

পরিচালনায় কোন গানের একটা অংশ পরিবেশন করা এঁদেরই ভূমিকা, সমগ্র সঙ্ঘ অপর অংশটা পরিবেশন করবে; অবশেষে, যে জনসমাবেশ একত্র হয় কিংবা সামসঙ্গীত ও গীতিকা দু'ভাগে পরিবেশনের জন্য দুই দলে বিভক্ত হয়, সেই জনসমাবেশই হল উপরোক্ত সেবাকর্মীদের পরিবেশ; তারা ঘোষিত বাণী শুনে তাতে সাড়া দেয়।

ধর্মানুষ্ঠানের সকল সেবাকর্মীদের পক্ষে সাধু বেনেডিক্টের নিয়মের এ বিধি ধ্যান করা দরকার, তথা: 'কেউই গান ও পাঠ করতে সাহস করবেন না, তাঁরা ছাড়া যাঁরা একাজ এমনভাবেই সম্পাদন করতে পারেন যার ফলে শ্রোতাদের উপকার হয়।'[৭৬] আর আসলে শ্রোতাদের তখনই উপকার হয় যখন সেবাকর্মী 'বিনম্রতা, গাম্ভীর্য ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই'[৭৭] নিজ ভূমিকা পালন করেন। পরম্পরাগত ও মঠগুলিতে খুবই প্রচলিত সেই প্রথা যা অনুসারে সকলেই পালাক্রমে নানা ভূমিকা অনুশীলন করে, তা যেন বাতিল হয় যখন ঐশকাজ সম্পাদনে পালনীয় নানা দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সেবাকর্মীরা যেন অংশগ্রহণকারীদের উপকার করতে পারেন, এজন্য এ দরকার যে, তাঁরা সেবিষয়ে উত্তম দক্ষতার অধিকারী হবেন।

---

১ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৩:৩।
২ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১।
৩ 'Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ১২।
৪ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৫৮:৭।
৫ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম, প্রস্তাবনা ৪৫।
৬ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৯:২৬।
৭ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৮:২৪।
৮ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৪।
৯ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১৩; দ্রঃ Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ৫।
১০ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৩:৪;১১।
১১ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২০; দ্রঃ Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ২৬।
১২ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ২৪:৪।
১৩ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৪:১।
১৪ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ৩৩।
১৫ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২০১; দ্রঃ Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ৩০।
১৬ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২০২।

১৭ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ৮।
১৮ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২০২; দ্রঃ ‘প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত ও শুদ্ধ হতে হবে’, সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ২০:৪; ‘প্রার্থনা সবসময়ই সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত’, সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ২০:৫।
১৯ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২০২।
২০ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৬৪:১৯।
২১ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৬৮।
২২ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৬৮
২৩ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৭০
২৪ দ্রঃ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৭৩।
২৫ Sacrosanctum Concilium’ নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ১২; দ্রঃ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনামা ৯।
২৬ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪:৫৬।
২৭ Sacrosanctum Concilium’ নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ১৯:১-২।
২৮ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ২০:৪।
২৯ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৫২:৩-৪।
৩০ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১৩।
৩১ ঈশ্বরের মধ্যস্থ ৩২:৩৬।
৩২ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১২; দ্রঃ প্রবীণত্ব শ্রেণি ৫।
৩৩ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৬:৫।
৩৪ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১২:৪।
৩৫ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৯:৬; দ্রঃ সাম ১০৩:২০; ১৪৯:২।
৩৬ সাম ৯৭:৭; দ্রঃ হিব্রু ১:৬; প্রকাশ ৪:৮-১১; ইশা ৬:২।
৩৭ রোমীয় মিসাগ্রন্থ : স্বর্গদূতদের স্মরণে বন্দনা।
৩৮ রোমীয় মিসাগ্রন্থ : ৪র্থ এউখারিস্তীয় প্রার্থনা, নং ১১৭।
৩৯ সাম ১০৩:২০ (লাতিন পাঠের নতুন অনুবাদ অনুসারে)।
৪০ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৯:৭।
৪১ কায়েসারিয়ার বিশপ এউসেবিউস : সুসমাচারের ব্যাখ্যা ১:৮।
৪২ মণ্ডলীর প্রেরণকর্ম বিষয়ক নির্দেশনামা ৪০; দ্রঃ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১৭।
৪৩ Sacrosanctum Concilium’ নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ৭; দ্রঃ ৮৩।
৪৪ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৪।
৪৫ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১৭।
৪৬ দ্রঃ ২ করি ৩:১৮।

৪৭ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ২০:৩।
৪৮ Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ১১।
৪৯ ওয়াই, কংগার : পুরোহিত-শ্রেণি ও খ্রিষ্টভক্ত শ্রেণি, পৃঃ ১৬৬।
৫০ দ্রঃ ৭ নং ধারা।
৫১ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৬–১৮।
৫২ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৮–১১।
৫৩ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৯।
৫৪ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৬–১৭।
৫৫ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৩:১২।
৫৬ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৮।
৫৭ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৯:৪ ও অন্যত্র।
৫৮ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৭:৬।
৫৯ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৮–১০।
৬০ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৮:৭।
৬১ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১১:১২
৬২ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৮:২২।
৬৩ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ৩৩।
৬৪ মথি ১৮:১৯; প্রেরিত ১:১৪; ২:৪৬।
৬৫ রো ১৫:১-৭।
৬৬ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৯:৭।
৬৭ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৭।
৬৮ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ২৭।
৬৯ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ৩৩।
৭০ লুক ১৮:১; রো ১২:১২; কল ৪:২; ১ থে ৫:১৭।
৭১ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ১৬।
৭২ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৫০:৪।
৭৩ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৮:৭।
৭৪ প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ১১।
৭৫ Sacrosanctum Concilium' নামক পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান, ৮৯; প্রাহরিক উপাসনা বিষয়ক সাধারণ নির্দেশাবলি ৩৭।
৭৬ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৭:৩।
৭৭ সাধু বেনেডিক্টের নিয়ম ৪৭:৪।

# ‘তুমি ঈশ্বর’ স্তোত্র

তুমি ঈশ্বর, তোমারই করি প্রশংসাগান,
তুমি প্রভু, তা-ই আমরা করি স্বীকার,
তুমি সনাতন পিতা,
তোমাকে নিখিল বিশ্ব করে পূজা।

স্বর্গীয় দূতবৃন্দ, ঊর্ধ্বলোকের শক্তিবাহিনী,
খেরুব ও সেরাফদূত নিত্য করেন প্রচার :
‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর,
স্বর্গমর্ত তোমার গৌরব ও মহিমায় পরিপূর্ণ।’

প্রেরিতদূতেরা গৌরবের কণ্ঠে,
নবীরা সমস্বরে,
সাদা কাপড় পরা সেই সাক্ষ্যমর সেনাদল
তোমারই স্তুতি করেন গান।

পবিত্র তোমার মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী করে প্রচার :
‘হে পিতা, অসীম রাজমহিমা তোমার,
তোমার সত্যময় ও একমাত্র পুত্র সবারই পূজনীয়,
সহায়কই পবিত্র আত্মা।’

হে খ্রিষ্ট, তুমি গৌরবের রাজা,
পিতার সনাতন পুত্র তুমি,
তুমি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য
করনি উপেক্ষা কুমারীর গর্ভ।

তুমি মৃত্যুর অঙ্কুশ ক’রে জয়
বিশ্বাসীদের জন্য স্বর্গরাজ্য দিলে খুলে।

স্বর্গীয় গৌরবে পিতার ডান পাশেই সমাসীন তুমি,
তুমি আসবে—বিশ্বাস করি—বিচারকরূপে।

এসো, প্রভু, তোমার অমূল্য রক্তে যাদের করেছ মুক্ত,
এসো, তোমার এই জনগণের সহায় থেকো তুমি,
তোমার কৃপায় যেন নিখিল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে
আমরাও শাশ্বত গৌরবের যোগ্য হয়ে উঠি। (৪র্থ শতাব্দী)

নিম্নলিখিত অংশ বাতিল করা যেতে পারে

তোমার আপন জাতিকে ত্রাণ কর, প্রভু, †
তোমার উত্তরাধিকার আশিসধন্য কর,
তাদের চারণ কর, বহন কর চিরকাল।
প্রতিদিন আমরা তোমাকে ধন্য বলব,
প্রশংসা করব তোমার নাম চিরদিন চিরকাল।
প্রসন্ন হয়ে, প্রভু,
এদিনে পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর।
আমাদের দয়া কর, প্রভু,
আমাদের দয়া কর।
আমাদের উপর বিরাজ করুক তোমার কৃপা, প্রভু,
আমরা যে তোমার প্রত্যাশায় আছি।
প্রভু, আমি তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়,
আমাকে যেন কখনও লজ্জা না পেতে হয়।

# জাগরণীর ৩য় পর্বে ব্যবহার্য সুসমাচার

## মথি ১:১-২৫

### মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ

যিশু খ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

আব্রাহাম ইস্‌হাকের পিতা, ইস্‌হাক যাকোবের পিতা, যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা, যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার, পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন আরামের পিতা, আরাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহ্‌শোনের পিতা, নাহ্‌শোন সাল্‌মোনের পিতা, সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব, বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ, ওবেদ যেসের পিতা, যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ শলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী, শলোমন রেহোবোয়ামের পিতা, রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা, আবিয়া আসার পিতা, আসা যেহোশাফাতের পিতা, যেহোশাফাৎ যোরামের পিতা, যোরাম উজ্জিয়ার পিতা,

উজ্জিয়া যোথামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ হেজেকিয়ার পিতা, হেজেকিয়া মানাশের পিতা, মানাশে আমোনের পিতা, আমোন যোশিয়ার পিতা, যোশিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা। সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

বাবিলনে নির্বাসনের পরে: যেকোনিয়া শেয়াল্তিয়েলের পিতা, শেয়াল্তিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা, জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা, আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা, এলিয়াকিম আজোরের পিতা, আজোর সাদোকের পিতা, সাদোক আখিমের পিতা, আখিম এলিয়ুদের পিতা, এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা, এলেয়াজার মাথানের পিতা, মাথান যাকোবের পিতা, যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

সুতরাং আব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত সবসমেত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ, এবং বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রিষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী

যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ১:১৬, ১৮-২১, ২৪

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়া থেকেই খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুর জন্ম হয়।

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।'

যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ১:১৮-২৩

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ১:১৮-২৪

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন।

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— মথি ১:১৮-২৫

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু খ্রিষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যিশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়: দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে, নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না; তিনি তাঁর নাম যিশু রাখলেন।

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— মথি ৫:১-১২

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ৫:১৩-১৬

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না।

আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ৫:২৩-২৪

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে যিশু বললেন, ‘তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, [২৪] তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।’

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— মথি ১০:১৭-২২

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু একদিন নিজ শিষ্যদের বললেন: 'মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে— বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।

আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয় নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ১০:২৮-৩৩

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন। এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।

তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করবে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।’

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ১১:২৫-৩০

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু বলে উঠলেন, ‘হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায় তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।’

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— মথি ১৭:১-৯

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যিশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যিশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। পর্বত থেকে নামবার সময়ে যিশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ১৯:৩-১২

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে কয়েকজন ফরিশী কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মানুষের পক্ষে কি যে কোন কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘আপনারা কি একথা পড়েননি যে, স্রষ্টা আদিতে *পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন*; এবং তিনি বলেছিলেন, *এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু’জন একদেহ হবে?*সুতরাং তারা আর দু’জন নয়, কিন্তু একদেহ। অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।’ তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তবে মোশি কেন আদেশ দিলেন, *তাকে ত্যাগ করার সময়ে যেন তাকে ত্যাগপত্র দেওয়া হয়?*’ তিনি তাঁদের বললেন, ‘আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বিধায়ই মোশি আপনাদের নিজ নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আদি থেকে এমনটি ছিল না। আর আমি আপনাদের বলছি, অবৈধ সম্পর্কের কারণে ছাড়া যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।’

শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, ‘স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবস্থা তেমন হলে, তবে বিবাহ না করাই ভাল।’ তিনি তাঁদের বললেন, ‘একথা সকলে মেনে নিতে পারে এমন নয়, কেবল তারাই পারে মেনে নেবার ক্ষমতা যাদের দেওয়া হয়েছে। কারণ এমন নপুংসক আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকেই সেভাবে জন্মেছে; আর এমন নপুংসক আছে, মানুষই যাদের নপুংসক করেছে; আবার এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যই নিজেদের নপুংসক করেছে। কথাটা যে মেনে নিতে পারে, সে মেনে নিক!’

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— মথি ১৯:২৭-২৯

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন পিতর যিশুকে বললেন, ‘দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?’ যিশু তাঁদের বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা সকলে যারা আমার অনুগামী হয়েছ, নবসৃষ্টি-কালে যখন মানবপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। আর যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ২১:৩৩-৪৬

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গকে বললেন, 'আর একটা উপমা-কাহিনী শুনুন: একজন গৃহস্বামী ছিলেন, তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ফসল-সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। কিন্তু কৃষকেরা তাঁর কর্মচারীদের ধরে একজনকে মারধর করল, আর একজনকে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর মারল। আবার তিনি আগের চেয়ে আরও বহু কর্মচারী প্রেরণ করলেন; কিন্তু তাদের প্রতিও তারা সেইমত ব্যবহার করল। পরিশেষে তিনি নিজের পুত্রকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। কিন্তু সেই কৃষকেরা পুত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই। তাই তারা তাঁকে ধরে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল ও হত্যা করল। আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি শাস্ত্রে একথা কখনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর; এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ, আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়!

এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।'

তাঁর এই সমস্ত উপমা-কাহিনী শুনে প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদেরই কথা বলছেন; তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইতেন বটে, কিন্তু লোকদের ভয় পেতেন, কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ২৩:৮-২২

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা নিজেদের "রাব্বি" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তোমরা সকলে ভাই; আর পৃথিবীতে কাউকে "পিতা" বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন; তোমরা নিজেদের "পথদিশারী" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের পথদিশারী একজনমাত্র, তিনি খ্রিষ্ট। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে; আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে মানুষের সামনে স্বর্গরাজ্য বন্ধ করে থাকেন; আপনারাও সেখানে প্রবেশ করেন না, এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরও প্রবেশ করতে দেন না।

হে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্! আপনারা যে মাত্র একজনকেও ইহুদীধর্মাবলম্বী করার জন্য জলে স্থলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; আর কেউ তা হলে তাকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ জাহান্নাম-সন্তান করে তোলেন।

হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, আপনাদের ধিক্! আপনারা নাকি বলে থাকেন, কেউ মন্দিরের দিব্যি দিলে সেই দিব্যির কোন জোর নেই, কিন্তু কেউ মন্দিরের সোনার দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। নির্বোধ ও অন্ধ! বলুন দেখি, কোন্‌টা বড়? সোনা, না সেই মন্দির যা সোনাকে পবিত্র করে? আপনারা আরও বলে থাকেন, কেউ যজ্ঞবেদির দিব্যি দিলে সেই দিব্যির জোর নেই, কিন্তু কেউ যজ্ঞবেদির উপরে রাখা নৈবেদ্যের দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। হে অন্ধরা, বলুন দেখি, কোন্‌টা বড়? নৈবেদ্য, না সেই যজ্ঞবেদি যা নৈবেদ্যটাকে পবিত্র করে? যে যজ্ঞবেদির দিব্যি দেয়, সে তো বেদির ও তার উপরে রাখা সমস্ত কিছুরই দিব্যি দেয়; আর যে মন্দিরের দিব্যি দেয়, সে মন্দিরের ও যিনি সেখানে বাস করেন তাঁরও দিব্যি দেয়। আর যে স্বর্গের দিব্যি দেয়, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের ও যিনি তাতে আসীন তাঁরও দিব্যি দেয়।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ২৫:১-১৩

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ২৫:৩১-৪৬

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম? উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি

বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।’

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— মথি ২৭:১-২, ১১-৫৬

## মথি-রচিত আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী

সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ সকলে যিশুর মৃত্যু ঘটাবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় বসলেন। তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রদেশপাল পিলাতের হাতে তুলে দিলেন।

পরে যিশুকে প্রদেশপালের সামনে এনে দাঁড় করানো হল। প্রদেশপাল তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যিশু তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' কিন্তু যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, তখন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তাই পিলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি শুনছ না, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন?' তাঁকে তিনি উত্তরে এক কথাও বললেন না; এতে প্রদেশপাল খুবই আশ্চর্য হলেন।

প্রদেশপালের এই প্রথা ছিল, পর্বের সময়ে তিনি জনগণের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। সেসময়ে তাদের একজন নাম-করা বন্দি ছিল, তার নাম (যিশু-)বারাব্বাস। তাই তারা সমবেত হলে পিলাত তাদের বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করে দেব? (যিশু-)বারাব্বাসকে, না খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুকে?' তিনি তো জানতেন যে, তাঁরা হিংসার জোরেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।

তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, 'সেই ধার্মিকের ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়িয়ো না, কারণ আমি আজ তাঁর বিষয়ে এক স্বপ্নে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছি।' কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বারাব্বাসকে চেয়ে নেয় ও যিশুর মৃত্যু দাবি করে। তাই যখন প্রদেশপাল তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দু'জনের মধ্যে কাকে মুক্ত করে দেব?' তখন তারা বলল, 'বারাব্বাসকে।' পিলাত তাদের বললেন, 'তবে খ্রিষ্ট বলে অভিহিত যিশুকে নিয়ে কী করব?' তারা সকলে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।' তিনি বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।'

পিলাত যখন দেখলেন, তাঁর প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এমনকি আরও গোলমাল হচ্ছে, তখন কিছু জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, 'এই ধার্মিক মানুষের রক্তপাতের বিষয়ে আমি দায়ী নই; এ চিন্তা তোমাদেরই।' প্রতিবাদ করে সমস্ত জনগণ বলল, 'ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরেই পড়ুক।' তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যিশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।

তখন প্রদেশপালের সৈন্যেরা যিশুকে শাসক-ভবনে নিয়ে গিয়ে তাঁর চারপাশে গোটা সেনাদলকে জড় করল। আর তাঁর জামাকাপড় খুলে নিয়ে তারা তাঁর গায়ে সিঁদুরে-লাল একটা আলোয়ান দিল; এবং কাঁটা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল ও তাঁর ডান হাতে একটা নলডাঁটা রাখল; পরে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, 'মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!' আর তারা তাঁর গায়ে থুথু দিল ও সেই নলডাঁটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল। তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর আলোয়ানটা খুলে ফেলে তারা আবার তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য সেখান থেকে নিয়ে চলল।

বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তারা শিমোন নামে কিরেনের একজন লোকের দেখা পেল; তাকে তাঁর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। পরে গলগথা নামে স্থানে—যার অর্থ হল খুলিতলা—এসে পৌঁছে তারা তাঁকে পান করার মত পিত্ত-মেশানো আঙুররস দিল; তিনি তা আস্বাদ করে পান করতে চাইলেন না। তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার পর তারা গুলিবাঁট করে তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল; পরে সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। তাঁর মাথার উপরে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের লিপিফলকটা লাগিয়ে দিল: এ যিশু - ইহুদীরাজ।

তখন তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হল, একজনকে ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলছিল,'তুমি যে পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, নিজেকে ত্রাণ কর যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ও ক্রুশ থেকে নেমে এসো।' শাস্ত্রীদের ও প্রবীণদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ

করছিলেন; তাঁরা বলছিলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়। ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, আর আমরা ওকে বিশ্বাস করব। ও *ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে*, এখন তিনিই ওকে নিস্তার করুন *যদি ওতে প্রীত*; কেননা ও নিজেই বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।' এবং যে দু'জন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও সেইভাবে তাঁকে অপমান করছিল।

বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; আর বেলা তিনটের দিকে যিশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, *'এলি, এলি, লেমা শাবাখ্থানি?'* অর্থাৎ *'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?'* যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, 'সে এলিয়কে ডাকছে।' আর তাদের একজন শীঘ্রই ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে তা সির্কায় ভিজিয়ে দিল ও একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল। কিন্তু অন্য সকলে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে ত্রাণ করতে আসেন কিনা।' কিন্তু যিশু আর একবার জোর গলায় চিৎকার করে আত্মা ত্যাগ করলেন।

আর হঠাৎ পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হল, পৃথিবী কাঁপতে লাগল, পাহাড়ের শৈলরাজি ফেটে গেল, কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ পুনরুত্থিত হল; ও তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন ও বহু লোককে দেখা দিলেন। শতপতি ও যারা তাঁর সঙ্গে যিশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও যা যা ঘটছিল তা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!'

আর সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর থেকেই দেখছিলেন: তাঁরা যিশুর সেবা করতে করতে গালিলেয়া থেকে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, যাকোব ও যোসেফের মা মারীয়া, ও জেবেদের ছেলেদের মা।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মথি ২৭:৫৭-৬৬

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সন্ধ্যা হলে, আরিমাথেয়া-বাসী যোসেফ নামে একজন ধনবান লোক এলেন; তিনি নিজেও যিশুর শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহ চাইলেন। তখন পিলাত তা দিয়ে দিতে আদেশ করলেন; আর যোসেফ দেহটি নিয়ে নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, ও নিজের নতুন সমাধিগুহার মধ্যে রাখলেন, যা তিনি পাথরের গায়ে কাটিয়ে রেখেছিলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে একটা বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সেখানে ছিলেন, তাঁরা সমাধিগুহার সামনে বসে রইলেন।

পরদিন, অর্থাৎ প্রস্তুতি-দিবস অবসান হলে, প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা সকলে মিলে পিলাতকে গিয়ে বললেন, 'মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থিত হব। সুতরাং তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার সমাধিগুহাটা পাহারা দিতে আদেশ করুন, পাছে তার শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর জনগণকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; তাহলে প্রথম প্রতারণার চেয়ে শেষ প্রতারণা আরও খারাপ হবে।' পিলাত তাদের বললেন, 'আপনাদের নিজেদের প্রহরী দল আছে: আপনারা গিয়ে যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে সমস্ত কিছু সুরক্ষিত করুন।' তখন তাঁরা গিয়ে সেই পাথরের উপরে সীলমোহর করে ও একদল প্রহরী মোতায়েন রেখে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ২৮:১-১০, ১৬-২০

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোর আবির্ভাবে মাগ্দালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধিগুহা দেখতে এলেন। আর হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল, কেননা প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা গড়িয়ে সরালেন ও তার উপরে বসলেন। দেখতে তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত, ও তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত শুভ্র। তাঁর ভয়ে প্রহরীরা এতই কম্পিত হল যে, জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই দূত নারীদের বললেন, 'তোমরা ভয় করো না; আমি জানি, তোমরা সেই যিশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এখানে নেই, কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন। এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান দেখে যাও। পরে শীঘ্রই গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; আর এখন তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম।' তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে শীঘ্রই সমাধিস্থান ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংবাদটি দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন।

আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যিশু এসে উপস্থিত; তিনি বললেন, 'মঙ্গল হোক!' আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। তখন যিশু তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না; তোমরা যাও, আমার ভাইদের এই সংবাদ জানাও, যেন গালিলেয়ায় যায়; সেইখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'

এদিকে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যিশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মথি ২৮:১৬-২০

**মথি-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যিশু তাঁদের জন্য স্থির করেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন। যিশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

মার্ক ৩:১৩-১৯

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় তিনি পর্বতে গিয়ে উঠে, নিজেই যাঁদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন; তাই তাঁরা তাঁর কাছে এলেন; আর তিনি বারোজনকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করলেন: তাঁরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তিনি তাঁদের প্রচার করতে প্রেরণ করবেন, এবং তাঁরা অপদূত তাড়াবার অধিকার পাবেন। তাই তিনি সেই বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, তথা: শিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নাম দিলেন, এবং জেবেদের ছেলে যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন—এই দু'জনকে বোয়ানের্গেস অর্থাৎ বজ্র-সন্তান এই নাম দিলেন,—আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি, থোমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, থাদেয়, উগ্রধর্মা শিমোন ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি পরে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ৮:২৭-৩৮

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা ফিলিপ-কায়েসারিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলোর দিকে রওনা হলেন। পথে চলতে চলতে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তারা বলে: বাপ্তিস্মদাতা যোহন; অন্য কেউ বলে: এলিয়; আবার অন্য কেউ বলে: নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই খ্রিষ্ট।' তখন তিনি আজ্ঞা করলেন তাঁরা যেন তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছুই না বলেন।

তখন তিনি তাঁদের একথা শেখাতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন, বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলে, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে আমার ও আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে নিজের পিতার গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মার্ক ৯:২-১০

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। আর এলিয় ও মোশি তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যিশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যিশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' কারণ কী বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র; তাঁর কথা শোন।' পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যিশুকেই দেখলেন।

পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ৯:৩০-৪৮

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা গালিলেয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের বলছিলেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।' তাঁরা কিন্তু সেকথা বুঝলেন না, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

তাঁরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথে তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?' তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, 'কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।' তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের বললেন, 'যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

যোহন তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুগামী নয়।' কিন্তু যিশু বললেন, 'তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে একটা পরাক্রম-কর্ম সাধন করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রিষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

আর এই যে ক্ষুদ্রজনেরা বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের একজনেরও পতনের কারণ হয়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। তোমার হাত যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো হাত নিয়ে জাহান্নামে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ

করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার পা যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো পা নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; দু'টো চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল: সেই জাহান্নামে তাদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নেভে না।'

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— মার্ক ৯:৩৩-৩৭

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথে তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?' তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, 'কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।' তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের বললেন, 'যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ১০:১৩-১৬

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে কয়েকটি শিশুকে যিশুর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, কিন্তু যিশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁদের বললেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' আর তিনি তাদের কোলে তুললেন, তাদের উপর হাত রাখলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ১০:১৭-৩০

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু পথে চলতে উদ্যত হচ্ছেন, সেসময় একজন লোক ছুটে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' যিশু তাকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।' লোকটি বলল, 'গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' যিশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, 'তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

তখন যিশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!' তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' তাঁদের দিকে তাকিয়ে যিশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'

তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।' যিশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে এখন, ইহকালেই, তার একশ' গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর পরকালে অনন্ত জীবন পাবে।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মার্ক ১০:৩২-৪৫

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় সেই বারোজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে যিশু নিজের প্রতি যা কিছু শীঘ্রই ঘটবে, তা তাঁদের বলতে লাগলেন: 'দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি, আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

তখন জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই যে, আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কী করব?' তাঁরা বললেন, 'এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি।' যিশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার? আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' যিশু তাঁদের বললেন, 'আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা অবশ্যই পান করবে; আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরাও বাপ্তিস্ম নেবে; কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।'

একথা শুনে অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু যিশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা শাসক বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং তাদের মধ্যে যারা বড়, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়,

তাকে হতে হবে সকলের দাস; কারণ মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— মার্ক ১৪:১১-১৬, ২২-২৬

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়া হত, সেদিন শিষ্যেরা যিশুকে বললেন, 'আমরা কোথায় গিয়ে আপনার পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' তাই তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা শহরে গেলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে আসছে; তোমরা তার অনুসরণ কর; আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব, আমার সেই ঘর কোথায়? তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের দেখিয়ে দেবে—ঘরটা প্রস্তুত; তোমরা সেইখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর।' শিষ্যেরা রওনা হলেন, ও শহরে গিয়ে, তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন, এবং বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।' পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা তাঁদের দিলেন, আর তাঁরা সকলেই তা থেকে পান করলেন; আর তিনি তাঁদের বললেন, 'এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।' এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— মার্ক ১৫:১-৪১

## মার্ক-রচিত আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী

সকাল হতে না হতেই প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করে যিশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পিলাতের হাতে তুলে দিলেন। পিলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' তখন প্রধান যাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনতে লাগলেন। পিলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি অভিযোগ আনছেন!' কিন্তু যিশু আর কোন উত্তর দিলেন না; এতে পিলাত খুবই আশ্চর্য হলেন।

পর্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। সেসময়ে বারাব্বাস নামে একজন লোক বিদ্রোহীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ ছিল, তারা বিদ্রোহের সময়ে নরহত্যাও করেছিল। লোকদের জন্য পিলাতের যা করার প্রথা ছিল, জনতা এসে তা দাবি করতে লাগল। পিলাত তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য ইহুদীদের রাজাকে মুক্ত করে দেব?' তিনি তো জানতেন যে, প্রধান যাজকেরা হিংসার জোরেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বরং বারাব্বাসেরই মুক্তি চেয়ে নেয়। তখন পিলাত আবার এই বলে তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তবে তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বলে ডাক, তাকে কী করব?' উত্তরে তারা চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' তিনি তাদের বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' তখন পিলাত জনতাকে খুশি করার জন্য তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যিশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।

আর সৈন্যেরা তাঁকে প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ শাসক-ভবনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে গোটা সেনাদলকে ডেকে জড় করল; আর তাঁকে বেগুনি রঙের পোশাক পরিয়ে দিল, এবং একটা কাঁটার মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল ও তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল, 'প্রণাম, ইহুদীরাজ!' আর তারা একটা নলডাঁটা দিয়ে তাঁর

মাথায় মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুথু দিল, ও হাঁটু পেতে তাঁর সামনে প্রণিপাত করল। তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর বেগুনি রঙের পোশাকটা খুলে ফেলে তারা তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

তখন শিমোন নামে কিরেনের একজন লোক খোলা মাঠ থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল—সে আলেক্সান্দার ও রূফুসের পিতা,—তাকেই তারা যিশুর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। পরে তারা তাঁকে গলগথা নামে স্থানে নিয়ে গেল; এই নামের অর্থ খুলিতলা; তারা তাঁকে গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস দিতে চাইল, তিনি কিন্তু তা নিলেন না। পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল ও তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল: কে কি পাবে, তা গুলিবাঁট করেই স্থির করল। তারা যখন তাঁকে ক্রুশে দিল, সময় তখন সকাল ন'টা। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিটা এ ছিল: ইহুদীদের রাজা। তারা তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে, আর একজনকে তাঁর বাঁ পাশে।

আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলছিল, 'তুমি যে পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, ক্রুশ থেকে নেমে এসে নিজেকে ত্রাণ কর।' শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও নিজেদের মধ্যে তাঁকে এভাবে বিদ্রূপ করছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'সে অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়! খ্রিষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসো, যেন তা দেখে আমরা বিশ্বাস করি।' এবং তাঁর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও তাঁকে অপমান করছিল।

বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; আর বেলা তিনটের সময়ে যিশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, 'এলোই, এলোই, লেমা শাবাখ্থানি?' তার অর্থ, 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?' যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, 'দেখ, সে এলিয়কে ডাকছে।' তখন একজন ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ সির্কায় ভিজিয়ে দিয়ে তা একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে নামাতে আসেন কিনা।' কিন্তু যিশু তীব্র চিৎকার দিয়ে আত্মা বিসর্জন দিলেন। তখন পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হল। আর যে

শতপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যিশু কেমন করে প্রাণত্যাগ করলেন, তখন বললেন, 'ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!'

কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে দেখছিলেন: তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, ছোট যাকোবের ও যোসেসের মা মারীয়া, এবং সালোমে; যখন তিনি গালিলেয়ায় ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সেবা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেরুশালেমে এসেছিলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ১৫:৪২-৪৭

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সন্ধ্যা হলে, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস অর্থাৎ শাব্বাৎ দিনের আগের দিন হওয়ায় আরিমাথেয়ার সেই যোসেফ এলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য; তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সাহসের সঙ্গে পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহ চাইলেন। যিশু যে এত শীঘ্রই মারা গেছেন, এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন, এবং সেই শতপতিকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এর মধ্যে মারা গেছেন কিনা। শতপতির কাছ থেকে কথাটা নিশ্চিত বলে জেনে তিনি যোসেফকে দেহটি দিলেন; আর তিনি একটা চাদর কিনে তাঁকে নামিয়ে ওই চাদরে জড়ালেন ও পাথরের গায়ে কাটা একটা সমাধিগুহার মধ্যে রাখলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। তাঁকে যে স্থানে রাখা হচ্ছিল, তা মাগ্দালার মারীয়া ও যোসেসের মা মারীয়া লক্ষ করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ১৬:১-৮

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শাব্বাৎ অতিবাহিত হলে মাগ্দালার মারীয়া, যাকোবের মা মারীয়া ও সালোমে যিশুকে লেপন করার জন্য গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী কিনলেন। এবং সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব সকালে, সূর্য উঠতেই, সমাধিগুহায় এলেন। তাঁরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, 'কে আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেবে?' এমন সময়ে তাঁরা তাকিয়ে দেখলেন, পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল। সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, শুভ্র পোশাক-পরা একটি যুবক ডান পাশে বসে আছেন; এতে তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'বিহ্বল হয়ো না। তোমরা নাজারেথীয় সেই যিশুকে খুঁজছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তিনি এখানে নেই; দেখ, তাঁকে এইখানে রাখা হয়েছিল; কিন্তু তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন, যেমনটি তিনি তোমাদের বলেছিলেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে।' তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়ে সমাধিস্থান থেকে পালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা ভয়ে কাঁপছিলেন ও আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আর তাঁরা কাউকেই কিছু বললেন না, কেননা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— মার্ক ১৬:৯-২০

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালে পুনরুত্থান করে যিশু প্রথমে সেই মাগ্দালার মারীয়াকে দেখা দিলেন, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইনিই যিশুর সঙ্গীদের গিয়ে সংবাদ দিলেন; তখন তাঁরা শোকাচ্ছন্ন ছিলেন ও কাঁদছিলেন। যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন, ও তাঁকে দেখা দিয়েছেন, তখন তাঁদের বিশ্বাস হল না। তারপরে তাঁদের দু'জন যখন গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্য রূপ ধরে তাঁদের দেখা দিলেন। তাঁরা ফিরে গিয়ে অন্য সকলকে কথাটা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কথায়ও তাঁদের বিশ্বাস হল না।

শেষে, সেই এগারোজন যখন ভোজে বসে ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, ও তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থান করলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেননি। আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।'

আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— মার্ক ১৬:১৫-২০

**মার্ক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

[সেসময় সেই এগারোজনকে পুনরুত্থিত অবস্থায় দেখা দিয়ে] যিশু বললেন, ‘তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।’

আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যিশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

লুক ১:৫-১৭

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যুদেয়ার রাজা হেরোদের আমলে আবিয়ার যাজক-শ্রেণির একজন যাজক ছিলেন যাঁর নাম জাখারিয়া; তাঁর স্ত্রী ছিলেন আরোন-বংশীয়া, তাঁর নাম এলিশাবেথ। তাঁরা দু'জনে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিলেন, ও প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও নিয়ম-বিধি নিখুঁতভাবে মেনে চলতেন। কিন্তু তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন, কারণ এলিশাবেথ বন্ধ্যা ছিলেন, তাছাড়া দু'জনেরই বেশ বয়স হয়েছিল।

একদিন এমনটি ঘটল যে, তিনি নিজ পালা অনুক্রমে ঈশ্বরের সামনে যজনকর্ম পালন করছিলেন, তখন যজনকর্মের প্রথা অনুসারে গুলিবাঁটক্রমে তাঁকেই প্রভুর পবিত্রধামে প্রবেশ করে ধূপ-আহুতি দিতে হল। ধূপ-আহুতির সময়ে সমস্ত জনগণ বাইরে থেকে প্রার্থনা করছিল।

তখন প্রভুর দূত ধূপবেদির ডান পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। দেখে জাখারিয়া বিচলিত হলেন, ভয়ে অভিভূত হলেন; কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'জাখারিয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার মিনতি গ্রাহ্য হয়েছে: তোমার স্ত্রী এলিশাবেথ তোমার ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে। তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে, ও তার জন্মে আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে। সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে, ও অনেক ইস্রায়েল সন্তানকে তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবে। পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও বিদ্রোহীদের ধার্মিকদের সদ্বিবেচনায় ফেরাবার জন্য, প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে।'

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— লুক ১:২৬-৩৮

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি দাউদকুলের যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া।

প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিশাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যেমন বলেছেন, আমার প্রতি সেইমত হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ১:৩৯-৪৭

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিশাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিশাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' তখন মারীয়া বললেন: 'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ২:১-১৪

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় আউগুস্তুস কায়েসারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রিষ্ট প্রভু। তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল,

'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,

ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ২:১৬-২১

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় রাখালেরা ইতস্তত না করেই গিয়ে মারীয়া ও যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে খুঁজে পেল। দে'খে, বালকটির বিষয়ে তাদের যা বলা হয়েছিল তা তারা প্রকাশ করল; এবং রাখালেরা যাদের কাছে কথাটা বলত, তারা সকলে তা শুনে আশ্চর্য হত। কিন্তু মারীয়া এই সকল ঘটনা গেঁথে রেখে হৃদয়গভীরে তার অর্থ বিবেচনা করতেন। আর রাখালদের যেভাবে বলা হয়েছিল, তারা সেভাবে সবই দেখতে ও শুনতে পেল বিধায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসাবাদ করতে করতে ফিরে গেল।

যখন বালকটির পরিচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হল, তখন তাঁর নাম যিশু রাখা হল, ঠিক যেভাবে তাঁর গর্ভাগমনের আগে দূত দ্বারা রাখা হয়েছিল।

পাঠ শেষে, উ আমেন।

— লুক ২:৪১-৫১ক

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশুর পিতামাতা প্রতি বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে যেরুশালেমে যেতেন। তাঁর বারো বছর বয়স হলে তাঁরা প্রথা অনুসারে পর্বে যোগ দিতে গেলেন। পর্বকাল শেষে যখন ফিরে আসার জন্য রওনা হলেন, তখন বালক যিশু যেরুশালেমে রয়ে গেলেন, আর তাঁর পিতামাতা তা জানতেন না। তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ এগিয়ে গেলেন, পরে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁকে খোঁজ করতে লাগলেন; তাঁকে না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

তিন দিন পর তাঁরা মন্দিরেই তাঁর খোঁজ পেলেন: তিনি শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন করছিলেন। আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তারা সকলে তাঁর বুদ্ধিতে ও তাঁর উত্তরগুলিতে খুবই স্তম্ভিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে তাঁরা বিস্ময়বিহ্বল হলেন: তাঁর মা তাঁকে বললেন, 'বৎস, আমাদের প্রতি এ তোমার কেমন ব্যবহার? দেখ, তোমার পিতা ও আমি ব্যাকুল হয়েই তোমাকে খুঁজছিলাম।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কেন আমাকে খুঁজছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?' কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

তিনি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে নাজারেথে চলে গেলেন, ও তাঁদের প্রতি বাধ্য হয়ে থাকলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ৫:১-১১

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন বহু লোকের ভিড় ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য যিশুর উপর চাপাচাপি করছিল ও তিনি নিজে গেন্নেসারেৎ হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন, তীরের কাছাকাছি দু'টো নৌকা রয়েছে; জেলেরা নৌকা থেকে নেমে গিয়ে জাল ধুচ্ছিল। তখন তিনি ওই দু'টোর মধ্যে একটায়, শিমোনের নৌকায়ই, উঠে ডাঙা থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, এবং সেখানে আসন নিয়ে নৌকা থেকে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, 'গভীর জলে নৌকা নিয়ে যাও ও মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।' শিমোন উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, আমরা সারারাত ধরে পরিশ্রম করে কিছুই পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।' তাঁরা তেমনটি করলে মাছের এত বড় ঝাঁক ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল; তাই তাঁদের যে ভাগীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদের তাঁরা সঙ্কেত করলেন তাঁরা যেন তাঁদের সাহায্য করতে আসেন। ওঁরা এলে তাঁরা দু'টো নৌকা এমনভাবে ভরে দিলেন যে, নৌকা দু'টো প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তা দেখে শিমোন পিতর যিশুর হাঁটুতে পড়ে বললেন, 'প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, আমি যে পাপী!' কেননা জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বিধায় তিনি ও তাঁর সকল সঙ্গী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন; আর শিমোনের ভাগীদারেরা, জেবেদের ছেলে সেই যাকোব ও যোহনও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যিশু শিমোনকে বললেন, 'ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষই ধরবে।' পরে, নৌকা কিনারায় এনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ৯:১১খ-১৭

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

লোকেরা একদিন যিশুর পিছু পিছু চলল, আর তিনি খুশি মনে তাদের গ্রহণ করে তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা বলতে লাগলেন, এবং যাদের সুস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের সুস্থ করলেন।

পরে, যখন বেলা প্রায় পড়ে আসছে, তখন সেই বারোজন কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে ও পল্লিতে পল্লিতে গিয়ে রাত কাটাবার জন্য স্থান পেতে পারে ও কিছু খাবারও পেতে পারে, কেননা এখানে আমরা নির্জন জায়গায় রয়েছি।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা বললেন, 'পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছের বেশি কিছু আমাদের কাছে নেই; তবে কি আমরা নিজেরাই এই সমস্ত লোকের জন্য খাবার কিনতে যাব?' বাস্তবিকই তারা আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। কিন্তু তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, 'পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে এদের সারি সারি বসিয়ে দাও।' তাঁরা সেইমত করলেন, সকলকে বসিয়ে দিলেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে সেগুলোর উপর 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, সেগুলো ছিঁড়লেন, এবং লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন। সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ডালা হল।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ৯:২৮-৩৬

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যিশু প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশি ও এলিয়। গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুশালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর যিশুকে বললেন, 'গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশির জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার পুত্র, সেই মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।' এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যিশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ৯:৫৭-৬২

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

তাঁরা তাঁদের সেই পথে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় একজন লোক তাঁকে বলল, ‘আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।’ যিশু তাঁকে বললেন, ‘শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই।’

অন্য একজনকে তিনি বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’ কিন্তু সে বলল, ‘প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।’ তিনি তাকে বললেন, ‘মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সংবাদ ঘোষণা কর।’ আর একজন বলল, ‘প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু অনুমতি দিন, আমি আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।’ যিশু তাকে বললেন, ‘যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।’

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ১০:৩৮-৪২

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন : কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।'

কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না ; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে ; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ১১:২৭-২৮

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে যিশু কথা বলছিলেন, এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক জোর গলায় বলে উঠল : 'সুখী সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে ; সুখী সেই বুক, যা আপনাকে লালন-পালন করেছে।' কিন্তু তিনি বললেন, 'এর চেয়ে তারাই সুখী, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।'

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— লুক ১৩:২২-৩৩

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতে দিতে যেরুশালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, যারা পরিত্রাণ পায়, তারা কি অল্পজন?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, কেননা আমি তোমাদের বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অক্ষম হবে। গৃহস্বামী উঠে একবার দরজা বন্ধ করলে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে শুরু করবে, বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন; কিন্তু তিনি উত্তরে তোমাদের বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। তখন তোমরা একথা বলতে শুরু করবে, আমরা আপনার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেছি, আপনিও আমাদের রাস্তা-ঘাটে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আবার বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। হে অপকর্মা সকল, আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি, যখন তোমরা দেখতে পাবে: আব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব এবং নবীরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং পুব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আসন পাবে। দেখ, যারা সবার শেষে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার আগে দাঁড়াবে; এবং যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার শেষে পড়বে।'

সেই ক্ষণে কয়েকজন ফরিশী কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'বেরিয়ে যান, এখান থেকে চলে যান; কারণ হেরোদ আপনাকে হত্যা করতে চাচ্ছেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা গিয়ে সেই শিয়ালকে বলুন: দেখুন, আজ ও কাল আমি অপদূত তাড়াই ও রোগ-নিরাময় করি, এবং তৃতীয় দিনে আমার লক্ষ্যে পৌঁছব। যাই হোক, আজ, কাল ও পরশু আমাকে পথে এগিয়ে যেতেই হবে, কারণ এমনটি হতে পারে না যে, কোন নবী যেরুশালেমের বাইরে মরে।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— লুক ১৫:৩-৭

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু ফিরিসি ও শাস্ত্রীদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ১৯:১-১০

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন, যেরিখোতে প্রবেশ করে যিশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যিশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল।

যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, ‘জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।’ সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, ‘ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!’ কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, ‘প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।’ তখন যিশু তার বিষয়ে বললেন, ‘আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।’

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ২৩:১-৪৯

## লুক-রচিত আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ-কাহিনী

তখন তাঁরা সকলে উঠে তাঁকে পিলাতের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলতে লাগলেন, 'আমরা দেখতে পেলাম, এ লোকটা আমাদের জনগণকে বিপ্লব করতে উসকানি দেয়, কায়েসারের রাজস্ব দিতে বাধা দেয়, আর বলে যে, আমিই খ্রিষ্টরাজ।' পিলাত তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' তখন পিলাত প্রধান যাজকদের ও সমবেত লোকদের বললেন, 'আমি এর বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।' তাঁরা কিন্তু আরও জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই লোকটা সমগ্র যুদেয়ায় এবং গালিলেয়া থেকে শুরু করে এখান পর্যন্ত তার শিক্ষা দিয়ে জনগণকে উত্তেজিত করে।' একথা শুনে পিলাত জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি গালিলেয় কিনা; আর যখন জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের মানুষ, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কেননা সেসময়ে তিনিও যেরুশালেমে ছিলেন।

যিশুকে দেখে হেরোদ খুবই আনন্দিত হলেন; তিনি তাঁর সম্বন্ধে বেশ কিছু শুনেছিলেন বিধায় অনেক দিন থেকে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করছিলেন, এবং আশা রাখছিলেন, তাঁর সাধিত কোন একটা চিহ্নকর্ম দেখতে পাবেন। তিনি তাঁকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু যিশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জোর অভিযোগ আনছিলেন। তখন হেরোদ ও তাঁর সঙ্গে তাঁর সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করলেন ও বিদ্রূপ করলেন, এবং জমকালো পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পিলাতের কাছে ফেরত পাঠালেন। সেদিন হেরোদ ও পিলাত বন্ধু হয়ে উঠলেন; বস্তুত তাঁদের মধ্যে আগে শত্রুতাই ছিল।

পরে পিলাত প্রধান যাজকদের, সমাজনেতাদের ও জনসাধারণকে একত্রে ডাকিয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমরা এই লোকটাকে আমার কাছে এই বলে এনেছ যে, এ লোকদের বিদ্রোহের উসকানি দেয়; আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে তদন্ত করলেও তোমরা এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছ, তার মধ্যে এই মানুষের বিরুদ্ধে দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পেলাম না। হেরোদও পাননি, যেহেতু একে আমাদের কাছে

ফেরত পাঠিয়েছেন। দেখ, এ লোকটা প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করেনি। সুতরাং আমি একে শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।' কিন্তু তারা সকলে এককণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'একে দূর কর! আমাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দাও।' একসময় শহরে একটা বিদ্রোহ ঘটেছিল; তেমন ঘটনার জন্য ও নরহত্যার জন্যই লোকটা কারারুদ্ধ হয়েছিল।

পিলাত যিশুকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় আবার তাদের উদ্দেশ করে কথা বললেন; কিন্তু তারা চিৎকার করে বলল, 'ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।' তিনি তৃতীয়বারের মত তাদের বললেন, 'কেন? এ কী অপরাধ করেছে? এর মধ্যে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়ার মত কোন দোষই পাইনি; তাই একে কঠোর শাস্তি দিয়ে মুক্ত করে দেব।' কিন্তু তারা জোর গলায় চিৎকার করতে করতে দাবি জানাতে থাকল, যেন তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাদের সেই চিৎকারই জয়ী হল! তখন পিলাত রায় দিলেন: তাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে। বিদ্রোহ ও নরহত্যার জন্য কারারুদ্ধ সেই যে লোকটাকে তারা চাইল, তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন, এবং যিশুকে তাদের ইচ্ছার হাতে তুলে দিলেন।

তারা যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শিমোন নামে কিরেনের একজন লোক খোলা মাঠ থেকে আসছিল; তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ক্রুশটা চাপিয়ে দিল, যেন সে যিশুর পিছু পিছু তা বয়ে নিয়ে যায়। বহু লোক তাঁর পিছনে চলছিল, এবং বহু স্ত্রীলোকও ছিল যারা তাঁর জন্য হাহাকার ও বিলাপ করছিল। কিন্তু যিশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'যেরুশালেমের কন্যারা, আমার জন্য কেঁদো না, নিজেদের ও নিজ নিজ ছেলেদের জন্যই বরং কাঁদ। কেননা দেখ, এমন দিনগুলো আসছে, যখন লোকে বলবে, সুখী সেই নারীরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের গর্ভ কখনও প্রসব করেনি, যাদের বুক কখনও দুধ দেয়নি। তখন লোকে পর্বতগুলোকে বলতে শুরু করবে, *আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগুলোকে বলবে, আমাদের ঢেকে ফেল!* কারণ সজীব গাছের যদি অমন দশা হয়, তাহলে শুকনা গাছের কি না দশা হবে!' একই সময়ে, নিহত হবার জন্য, আরও দু'জন অপকর্মাকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

খুলিতলা বলে অভিহিত স্থানে এসে পৌঁছে তারা সেখানে তাঁকে ও সেই দু'জন অপকর্মাকেও ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। যিশু

বললেন, 'পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।' পরে *তারা তাঁর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করার জন্য গুলিবাঁট করল।*

জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ করুক।' সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে বলছিল, 'তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল: এ ইহুদীদের রাজা।

যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি কি সেই খ্রিষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; কিন্তু আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।' পরে সে বলল, 'যিশু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ।' তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে।'

তখন প্রায় বেলা বারোটা, আর সূর্যের আলো মিলিয়ে যাওয়ায় বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল। পবিত্রধামের পরদাটা মাঝামাঝি ছিঁড়ে গেল। যিশু জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই।' আর এই বলে তিনি আত্মা বিসর্জন দিলেন।

যা ঘটল, তা দেখে শতপতি ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করে বললেন, 'ইনি সত্যিই ধার্মিক ছিলেন।' এবং যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখবার জন্য সেখানে এসে জড় হয়েছিল, তারা যা কিছু ঘটল, তা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরে গেল। তাঁর বন্ধুরা সকলে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ও এই সমস্ত ঘটনা দেখছিলেন।

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

— লুক ২৩:৩৫-৪৩

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও যিশুকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রিষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ করুক।' সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে বলছিল, 'তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল: এ ইহুদীদের রাজা।

যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি কি সেই খ্রিষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; কিন্তু আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।' পরে সে বলল, 'যিশু, তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ।' তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ২৩:৫০-৫৬

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যোসেফ নামে একজন লোক ছিলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য ও সৎ ধার্মিক মানুষ; তিনি তাঁদের সেই সিদ্ধান্তে ও কর্মকাণ্ডে সম্মতি দেননি। তিনি ইহুদীদের শহর আরিমাথেয়ার মানুষ, ও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর দেহ চাইলেন; পরে তা নামিয়ে একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, এবং পাথরের গায়ে কাটা এমন সমাধিগুহার মধ্যে তাঁকে রাখলেন, যার মধ্যে কখনও কাউকে রাখা হয়নি। সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস, এবং শাব্বাৎ দিনের প্রদীপগুলো এর মধ্যে জ্বলতে শুরু করছিল। যে স্ত্রীলোকেরা গালিলেয়া থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা তাঁর পিছু পিছু গিয়ে সেই সমাধিগুহা, ও কেমন করে তাঁর দেহ রাখা হয়েছে, তা সবই লক্ষ করলেন; পরে ফিরে গিয়ে গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী ও সুগন্ধি তেল প্রস্তুত করতে লাগলেন। শাব্বাৎ দিনে তাঁরা আজ্ঞামত কর্ম-বিরতি পালন করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— লুক ২৪:১-১২

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সপ্তাহের প্রথম দিনে, বেশ ভোরেই, তাঁরা তাঁদের প্রস্তুত করা গন্ধদ্রব্যগুলো সঙ্গে নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভিতরে গিয়ে প্রভু যিশুর দেহ পেলেন না। তাঁরা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে উজ্জ্বল পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ হঠাৎ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মাটির দিকে মুখ নত করলেন; কিন্তু সেই দু'জন তাঁদের বললেন, 'যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ? তিনি এখানে নেই, পুনরুত্থানই করেছেন। গালিলেয়ায় থাকতে তিনি তোমাদের যা বলেছিলেন, তা মনে করে দেখ; তিনি তো বলেছিলেন, মানবপুত্রকে পাপী মানুষদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে, এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে।' তখন তাঁর সেই কথা তাঁদের মনে পড়ল, এবং সমাধিস্থান থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজনকে ও অন্য সকলকে এই সমস্ত কথা জানালেন। তাঁরা ছিলেন মাগ্দালার মারীয়া, যোহানা ও যাকোবের মা মারীয়া; তাঁদের সঙ্গে অন্য যে সকল স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরাও প্রেরিতদূতদের কাছে একই কথা বললেন। কিন্তু এঁদের কাছে এই সমস্ত কথা প্রলাপ বলেই মনে হল, আর তাঁদের বিশ্বাস করলেন না। তবু পিতর উঠে সমাধিগুহায় ছুটে গেলেন, এবং নিচু হয়ে তাকিয়ে কেবল ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো দেখতে পেলেন। তখন তেমন ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— লুক ২৪:১৩-৩৫

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেই একই দিনে [সপ্তাহের প্রথম দিনে] শিষ্যদের মধ্যে মধ্যে দু'জন এম্মাউস নামে একটা গ্রামের দিকে পথে চলছিলেন—গ্রামটা যেরুশালেম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে। যা কিছু ঘটেছিল, তাঁরা তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সেসময়ে যিশু নিজেই এগিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন; কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁদের চোখ বাধা পাচ্ছিল। তিনি তাঁদের বললেন, 'চলতে চলতে তোমরা নিজেদের মধ্যে যা যা বলাবলি করছ, সেই সমস্ত কথার বিষয়টা কী?' তাঁরা বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন; পরে ক্লেওপাস নামে তাঁদের একজন উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি যেরুশালেমে একাই প্রবাসী যে, এই কয়েক দিনে যা যা ঘটেছে তা জানেন না?' নাজারেথের সেই যিশুকে নিয়ে ঘটেছে, ঈশ্বরের ও সমস্ত জনগণের সামনে যিনি কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন! আর কীভাবেই না প্রধান যাজকেরা ও আমাদের সমাজনেতারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তুলে দিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ করালেন! আমরা আশা করছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি ইস্রায়েলের মুক্তিকর্ম সাধন করবেন। সর্বোপরি, আজ তিন দিন হল এসব ঘটনা ঘটেছে। আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আবার আমাদের স্তম্ভিত করল: সকালবেলায় তারা তাঁর সমাধিগুহায় গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর দেহ না পেয়ে ফিরে এসে বলল, এমন স্বর্গদূতদেরও তারা দর্শন পেয়েছে যাঁরা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীও সমাধিগুহায় গিয়ে, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিল, তেমনি দেখতে পেল, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি।'

তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'কেমন নির্বোধ! নবীরা যা কিছু বলেছিলেন, সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস করায় তোমরা অন্তরে কেমন ধীর! এ কি অবধারিত ছিল না যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রিষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?' তখন মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেই গ্রামের কাছে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি আরও অধিক এগিয়ে যাবার ভান করলেন।

কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, ‘আমাদের সঙ্গে থাকুন; সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেলা প্রায় গেছে।’ তাই তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবার জন্য ভিতরে গেলেন। পরে, যখন তিনি তাঁদের সঙ্গে ভোজে বসে ছিলেন, তখন রুটি নিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন। তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল আর তাঁরা তাঁকে চিনলেন, তিনি কিন্তু তাঁদের সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। তাঁরা একে অন্যকে বললেন, ‘পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?’ সেই ক্ষণেই উঠে তাঁরা যেরুশালেমে ফিরে গেলেন; সেখানে দেখতে পেলেন, সেই এগারোজন ও তাঁদের সঙ্গীরা সমবেত আছেন। তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও শিমোনকে দেখা দিয়েছেন।’ পরে সেই দু’জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— লুক ২৪:৩৫-৫৩

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়, সেই দু'জন, পথে যা ঘটেছিল ও কেমন করে রুটি-ছেঁড়ায়ই তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সমস্ত কথা শোনাতে লাগলেন।

তাঁরা তখনও এবিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে স্বয়ং তিনিই তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন; তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক।' এতে তাঁরা আতঙ্কিত ও সন্ত্রাসিত হয়ে মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত কম্পিত কেন? তোমাদের হৃদয়ে সন্দেহ জাগছে কেন? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজেই; আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ। ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমার আছে।' একথা বলে তিনি তাঁর নিজের হাত-পা তাঁদের দেখালেন। কিন্তু তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে?' তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ দিলেন। তা নিয়ে তিনি তাঁদের সামনে খেলেন।

পরে তাঁদের বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে থাকাকালে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার সেই বাণীর অর্থ এ: মোশির বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন।' তখন তিনি তাঁদের মনের দ্বার খুলে দিলেন, তাঁরা যেন শাস্ত্র বুঝতে পারেন; তাঁদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক।'

পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু'হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে

চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন, এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন।

পাঠ শেষে, ঔ আমেন।

— লুক ২৪:৪৬-৫৩

**লুক-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

একদিন যিশু তাঁদের আপন শিষ্যদের বললেন, 'এ কথাই তো লেখা আছে: খ্রিষ্টকে যন্ত্রণাভোগ করতে হবে ও তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করতে হবে; এবং যেরুশালেম থেকেই শুরু ক'রে তাঁর নামে পাপক্ষমার উদ্দেশে মনপরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে। তোমরাই এসব কিছুর সাক্ষী। আর দেখ, আমার পিতার প্রতিশ্রুত দান তোমাদের উপর প্রেরণ করছি; তাই তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক।'

পরে তিনি তাঁদের বেথানিয়ার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন, এবং দু'হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন, এবং ঊর্ধ্বে, স্বর্গেই তাঁকে বহন করা হল। তাঁরা তাঁকে আরাধনা করে মহা আনন্দে যেরুশালেমে ফিরে গেলেন, এবং সবসময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

যোহন ১:১-১৮

## যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ

আদিতে ছিলেন বাণী : বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর।
আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরমুখী।
সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে,
তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি।
তাঁর মধ্যে ছিল জীবন, আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো ;
অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস, অথচ অন্ধকার তা ধারণ করেনি!
ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মানুষ আবির্ভূত হলেন ; তাঁর নাম যোহন ;
তিনি এলেন সাক্ষ্য দিতে, আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে। তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন।

বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না।

কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন : তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত।

এবং বাণী হলেন মাংস, ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন। আর আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম : এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ। তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে যোহন উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর সম্বন্ধে বলেছিলাম : যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ ইনি আমার আগেও ছিলেন।'

সত্যিই আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি : লাভ করেছি অনুগ্রহের পরে আরও অনুগ্রহ। মোশি দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যিশু খ্রিষ্ট দ্বারা

অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিনি পিতার বুকে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ১:৩৫-৪২

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

পরদিন যোহন ও তাঁর দু'জন শিষ্য আবার সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যিশু সেখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন; তাঁর দিকে তাকিয়ে যোহন বললেন, 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক!' তিনি এই যে কথা বললেন, সেই দু'জন শিষ্য তা শুনে তাঁর অনুসরণ করলেন। যিশু ফিরে দাঁড়ালেন, এবং সেই দু'জনকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখে বললেন, 'তোমরা কী অনুসন্ধান করছ?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'রাব্বি (অর্থাৎ, গুরু), আপনি কোথায় বাস করেন?' তিনি তাঁদের বললেন, 'এসো, দেখে যাবে।' তাই তাঁরা গেলেন, ও দেখলেন, তিনি কোথায় বাস করেন, এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন। তখন প্রায় বিকাল চারটে।

যে দু'জন শিষ্য যোহনের সেই কথা শুনে যিশুর অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনকে খুঁজে পেলেন; তাঁকে বললেন, 'আমরা মশীহের সন্ধান পেয়েছি!' মশীহ কথাটার অর্থ হল খ্রিষ্ট। তিনি তাঁকে যিশুর কাছে নিয়ে গেলেন। যিশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো যোহনের ছেলে শিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে।' কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ২:১-১২

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

গালিলেয়ার কানা গ্রামে এক বিবাহোৎসব হল। যিশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যিশু ও তাঁর শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আঙুররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যিশুর মা তাঁকে বললেন, 'ওদের আঙুররস নেই।' যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, তুমি আমার কাছে কী চাও? আমার ক্ষণ এখনও আসেনি।' তাঁর মা চাকরদের বললেন, 'উনি তোমাদের যা কিছু বলেন, তোমরা তা-ই কর।' ইহুদীদের প্রথা অনুসারে শুচীকরণের জন্য সেখানে পাথরের ছ'টা জালা রাখা ছিল, প্রত্যেকটিতে দু' তিন মণ জল ধরত। যিশু চাকরদের বললেন, 'জালাগুলো জলে ভর্তি কর।' তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। পরে তিনি তাদের বললেন, 'এখন তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও।' তারা তাই করল। কিন্তু যখন ভোজকর্তা আঙুররসে পরিণত সেই জল আস্বাদ করল—সে তো জানত না, তা কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারাই জানত—তখন বরকে ডেকে বলল, 'সবাই প্রথমে ভাল আঙুররস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু খাওয়ার পরে কম ভালটা দেয়; আপনি কিন্তু ভাল আঙুররস এখন পর্যন্তই রেখেছেন।'

এ হল যিশুর চিহ্নকর্মগুলির প্রথম চিহ্নকর্ম: তা তিনি গালিলেয়ার কানা গ্রামে সাধন করলেন: এতে নিজের গৌরব প্রকাশ করলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখলেন। তারপর তিনি, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কাফার্নাউমে নেমে গেলেন; কিন্তু সেখানে শুধু কিছু দিন থাকলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ২:১৩-২২

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যিশু যেরুশালেমে গেলেন। মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না।' তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।' ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' যিশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যিশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ৩:১৬-১৮

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু নিকোদেমকে বললেন: 'স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ৩:১৬-২১

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু নিকোদেমকে বললেন: 'স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।

কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে। তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না; কিন্তু যে অবিশ্বাসী, তার বিচার হয়েই গেছে, যেহেতু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি। আর এই তো সেই বিচার: জগতের মধ্যে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে, কেননা তাদের কর্ম অসৎ ছিল। বাস্তবিক, যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে, ও আলোর দিকে সে আসে-ই না, পাছে তার কর্ম ব্যক্ত হয়; কিন্তু যে সত্যের সাধক, সে আলোর দিকে এগিয়ে আসে, তার সমস্ত কর্ম যে ঈশ্বরে সাধিত তা যেন প্রকাশিত হয়।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ৬:৫১-৫৮

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

কাফার্নাউমের সমাজগৃহে একদিন যিশু বললেন, 'আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!'

এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, 'লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?' যিশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস সত্যকার খাদ্য ও আমার রক্ত সত্যকার পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ৭:৩৭-৩৯

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

পর্ণকুটির পর্বের শেষ দিনে, অর্থাৎ উৎসবের প্রধান দিনে, যিশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক; যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।' তিনি আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মা তখনও ছিলেন না, যেহেতু যিশু তখনও গৌরবান্বিত হননি।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ৮:২১-৩০

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় যিশু ফরিশীদের বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, আর আপনারা আমাকে খুঁজবেন ও আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন। আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।' তখন ইহুদীরা বললেন: 'ও কি আত্মহত্যা করবে? ও যে বলছে, আমি যেখানে যাচ্ছি, আপনারা সেখানে আসতে পারেন না।' তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনারা নিম্নলোকের, আমি ঊর্ধ্বলোকের; আপনারা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। আমি তো আপনাদের বলেছি, আপনাদের নিজেদের পাপে থেকেই মরবেন, কারণ আপনারা যদি না বিশ্বাস করেন যে, আমিই আছি, তবে আপনাদের নিজেদের পাপে থেকে মরবেন।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আপনি কে?' যিশু তাঁদের উত্তর দিলেন, 'আপনাদের যা বলে আসছি, তা-ই। আপনাদের বিষয়ে আমার অনেক কিছু বলার ও বিচার করার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়, ও তাঁরই কাছে আমি যা কিছু শুনেছি, জগতের সামনে তা-ই বলে থাকি।' তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পিতারই সম্বন্ধে তাঁদের কাছে কথা বলছিলেন। তাই যিশু বললেন, 'আপনারা যখন মানবপুত্রকে উত্তোলন করবেন, তখন জানতে পারবেন যে, আমিই আছি, আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা যা আমাকে শিখিয়েছেন, আমি ঠিক তা-ই বলি। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; আমাকে একা রেখে যাননি, কেননা আমি সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকি।' তিনি এই সমস্ত কথা বলায় অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ১২:২৪-২৬

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ১২:৩১-৩৬ক

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময়ে যিশু বলেলন, ‘এখন এই জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এই জগতের অধিপতিকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর আমাকে যখন ভূলোক থেকে উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব।’ তিনি যে কী ধরনের মৃত্যুতে মারা যাবেন, এই কথায় তার ইঙ্গিত দিলেন। লোকেরা তাঁকে উদ্দেশ করে বলল, ‘বিধান থেকে আমরা শিখেছি যে, যিনি খ্রিষ্ট, তিনি চিরকালস্থায়ী। তবে আপনি কেমন করে বলতে পারেন যে, মানবপুত্রকে উত্তোলিত হতে হবে? এই মানবপুত্র কে?’ যিশু এই বলে উত্তর দিলেন, ‘আর অল্পকাল মাত্র আলো তোমাদের মাঝে আছে; যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়। যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে জানে না। আলো যতক্ষণ তোমাদের থাকে, ততক্ষণ তোমরা আলোতে বিশ্বাস রাখ, যেন আলোর সন্তান হতে পার।’

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ১৫:১৮-২১

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শেষভোজের সময়ে যিশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি জগতের মধ্য থেকে তোমাদের বেছে নিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে; যখন আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে। কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ১৬:১২-১৫

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শেষ ভোজের সময়ে যিশু আপন শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ১৭:২০-২৬

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

শেষভোজের সময়ে যিশু স্বর্গের দিকে চোখ তুলে বললেন: 'আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ। পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ১৮:৩৩খ-৩৭

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেসময় পিলাত যিশুকে বললেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?' পিলাত উত্তর দিলেন, 'আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী করেছ?'

যিশু উত্তর দিলেন, 'আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।' পিলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি একজন রাজা?' যিশু উত্তর দিলেন, 'আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।'

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ১৯:৩১-৩৭

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যেদিন যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস ছিল বিধায়, যেন দেহগুলি শাব্বাৎ দিনে ক্রুশে না থেকে যায়,—সেই শাব্বাৎ তো মহা একটা দিবস ছিল, —ইহুদীরা পিলাতের কাছে আবেদন জানাল, তিনজনের পা ভেঙে দিয়ে তাদের যেন তুলে নেওয়া হয়। তাই সৈন্যেরা এল, এবং যিশুর সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আর দ্বিতীয়জনের পা ভেঙে দিল। কিন্তু যিশুর কাছে এসে যখন দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন তারা তাঁর পা আর ভাঙল না। কিন্তু সৈন্যদের একজন তাঁর বুকের পাশটিতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল আর তখনই নিঃসৃত হল রক্ত আর জল।

এবিষয়ে, স্বচক্ষে যিনি দেখেছেন, তিনিই সাক্ষ্য দিয়েছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য যথার্থ, এবং তিনি জানেন, তাঁর কথা সত্য, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। কেননা এ সমস্ত ঘটেছিল যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণতা লাভ করে: তাঁর একটা হাড়ও ভগ্ন হবে না। আর একটি শাস্ত্রবচন আছে, যাঁকে তারা বিঁধিয়ে দিয়েছে, তাঁরই দিকে তারা চেয়ে থাকবে!

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ২০:১-১০

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই মাগ্দালার মারীয়া যিশুর সমাধিগুহায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সমাধিগুহা থেকে পাথরখানা সরানো হয়েছে। তাই তিনি দৌড়ে গেলেন শিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যিশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।' তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু'জনে একসঙ্গে দৌড়াতে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। তাঁর পিছু পিছু শিমোন পিতরও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ২০:১১-১৮

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সপ্তাহের প্রথম দিন সকালের দিকে, অন্ধকার থাকতেই, মাগ্দালার মারীয়া সমাধিগুহার কাছে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিচু হয়ে সমাধিগুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখলেন; দেখতে পেলেন, যিশুর দেহ যেখানে শুইয়ে রাখা ছিল, সেখানে সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত বসে আছেন, একজন মাথার দিকে, আর একজন পায়ের দিকে। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ?' তিনি তাঁদের বললেন, 'কারণ ওরা আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।' একথা বলতে বলতে তিনি পিছনের দিকে ফিরলেন, আর দেখতে পেলেন, যিশু দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু মারীয়া জানতেন না যে, উনিই যিশু। যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, কেন কাঁদছ? কাকে খুঁজছ?' তাঁকে বাগানের মালী মনে করে মারীয়া বললেন, 'মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে আমাকে বলুন তাঁকে কোথায় রেখেছেন, আর আমি তাঁকে নিয়ে যাব।' যিশু তাঁকে বললেন, 'মারীয়া!' ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় বললেন, 'রাব্বুনি', যার অর্থ 'গুরুজী'। যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে আঁকড়ে ধরো না, কেননা আমি পিতার কাছে এখনও আরোহণ করিনি, বরং আমার ভাইদের গিয়ে বল, আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।' মাগ্দালার মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন: 'আমি প্রভুকে দেখেছি!' এবং তাঁদের বললেন যে, তিনি তাঁকে এই সমস্ত কথা বলেছিলেন।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ২০:১৯-২৩

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদীদের ভয়ে সেখানকার সমস্ত দরজা বন্ধ থাকতেই যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' এবং এই কথা বলে তিনি নিজের দু'হাত আর নিজের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হলেন। যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের পাঠাচ্ছি।' এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, 'পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে।'

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ২০:২৪-৩১

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যাবেলায়, যিশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম থোমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না।'

আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, থোমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যিশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক!' পরে থোমাসকে বললেন, 'তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু'টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।' থোমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, 'প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।'

যিশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও বহু চিহ্নকর্ম সাধন করেছিলেন এই পুস্তকে যেগুলোর উল্লেখ নেই। তবে এগুলো লেখা হয়েছে যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পার যে, যিশুই খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, এবং বিশ্বাস করে যেন তোমরা তাঁর নামে জীবন পেতে পার।

পাঠ শেষে, ℣ আমেন।

— যোহন ২১:১-১৪

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

যিশু শিষ্যদের কাছে আর একবার আত্মপ্রকাশ করলেন, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে। তিনি এভাবেই আত্মপ্রকাশ করলেন: শিমোন পিতর, যমজ বলে পরিচিত থোমাস, গালিলেয়ার কানা গ্রামের নাথানায়েল, জেবেদের ছেলেরা ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্য দু'জন একসঙ্গে ছিলেন। শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, 'আমি মাছ ধরতে যাব।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।' তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও নৌকায় উঠলেন। কিন্তু সেই রাতে কিছুই ধরতে পারলেন না।

তখন সবে ভোর হয়েছে, এমন সময়ে সাগর-তীরে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তবু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি যিশু। যিশু তাঁদের বললেন, 'বৎস, তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। যে শিষ্যকে যিশু ভালবাসতেন, তিনি পিতরকে বললেন, 'উনি প্রভু!' শিমোন পিতর যখন শুনলেন যে, উনি প্রভু, তখন গায়ে কাপড় জড়ালেন—তিনি তো খালি গায়ে ছিলেন—আর সাগরে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিষ্যেরা নৌকায় করে এলেন মাছে ভরা জালটা টানতে টানতে; ডাঙা থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন না, আনুমানিক দু'শো হাত।

ডাঙায় উঠলে তাঁরা দেখলেন, সেখানে কাঠকয়লার আগুন, তার উপর চাপানো কয়েকটা মাছ, পাশে কিছু রুটি। যিশু তাঁদের বললেন, 'যে মাছ তোমরা এইমাত্র ধরেছ, তার কয়েকটা নিয়ে এসো।' তাই শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটা ডাঙায় টেনে তুললেন: জাল একশ' তিপ্পান্নটা বড় বড় মাছে ভরা ছিল, অথচ এত মাছেও জালটা ছিঁড়ল না। যিশু তাঁদের বললেন: 'এসো, খেতে বস।' শিষ্যদের মধ্যে কেউই তাঁকে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলেন না, 'আপনি কে?' কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি প্রভু।

যিশু কাছে এগিয়ে এলেন, এবং রুটি নিয়ে তাদের দিলেন, মাছও সেইভাবে দিলেন। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর এ-ই হয়েছিল যিশুর তৃতীয় আত্মপ্রকাশ।

পাঠ শেষে, ঊ আমেন।

— যোহন ২১:১৫-১৯

**যোহন-রচিত পবিত্র সুসমাচার থেকে পাঠ**

পুনরুত্থিত হওয়ার পর, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে, যিশু শিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।'

দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে শিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যিশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যিশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।' পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যিশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।'

পাঠ শেষে, উঃ আমেন।

# অনুষ্ঠানের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র


**অদো**, মাইওলুস, অদিলো, হুগো ও পিতর, ১১ই মে

**অদিলো**, অদো, মাইওলুস, হুগো ও পিতর, ১১ই মে

**আঁসগার**, ৩রা ফেব্রুয়ারী

**আখিলেউস** ও নেরেউস, ১২ই মে

**আগস্তিন**, ২৮শে আগষ্ট

ক্যান্টারবেরির **আগস্তিন**, ২৭শে মে

**আগস্তিন জাও রং**, ৯ই জুলাই

**আগাথা**, ৫ই ফেব্রুয়ারী

**আগ্নেস**, ২১শে জানুয়ারী

**আঞ্জেলা** মেরিচি, ২৭শে জানুয়ারী

**আথানাসিউস**, ২রা মে

**আদালবার্ট**, ২৩শে এপ্রিল

**আন্তনি**, ১৭ই জানুয়ারী

পাদুয়ার **আন্তনি**, ১৩ই জুন

**আন্তনি-মেরী** ক্লারেৎ, ২৪শে অক্টোবর

**আন্তনি-মেরী** জাখারিয়া, ৫ই জুন

**আন্দ্রিয়**, ৩০শে নভেম্বর

**আন্দ্রিয় কিম** তায়েগং ও পল চং হাসাং, ২০শে সেপ্টেম্বর

**আন্দ্রিয় দুং** লাক, ২৪শে নভেম্বর

**আন্না** ও যোয়াকিম, ২৬শে জুলাই

**আনসেলমো**, ২১শে এপ্রিল

**আপল্লিনারিস**, ২০শে জুলাই

**আম্ব্রোজ**, ৭ই ডিসেম্বর

**আলুইস** গঞ্জাগা, ২১শে জুন

**আল্ফন্সো-মারীয়া** দ্য লিগোরি, ১লা আগষ্ট

**আলবারিক**, রবার্ট ও স্তেফান, ২৬শে জানুয়ারী

**আলবার্ট**, ১৫ই নভেম্বর

**যুস্তিনুস**, ১লা জুন

**ইগ্নাস** লয়োলা, ৩১শে জুলাই

আন্তিওখিয়ার **ইগ্নাসিউস**, ১৭ই অক্টোবর

**ইরেনেউস**, ২৮শে জুন

**ইল্ডেগার্ড**, ১৭ই সেপ্টেম্বর

**ইস্হাক** যোগ ও জন দ্য ব্রেবাফ, ১৯শে অক্টোবর

**ইসিদোর**, ৪ই এপ্রিল

ভের্চেলির **এউসেবিউস**, ২রা আগষ্ট

**এফ্রেম**, ৯ই জুন

পোর্তুগালের **এলিশাবেথ**, ৪ঠা জুলাই

হাঙ্গেরীর **এলিশাবেথ**, ১৭ই নভেম্বর

**কর্নেলিউস** ও কিপ্রিয়ানুস, ১৬ই সেপ্টেম্বর

**কলম্বান**, ২৩শে নভেম্বর

**কাজেতান**, ৭ই আগষ্ট

আলেক্সান্দ্রিয়ার **কাথারিনা**, ২৫শে নভেম্বর

সিয়েনার **কাথারিনা**, ২৯শে এপ্রিল

**কামিলুস** দ্য লেলিস, ১৪ই জুলাই

**কালিস্তুস**, ১৪ই অক্টোবর

**কাসিমির**, ৪ঠা মার্চ

**ক্লারা**,১১ই আগষ্ট

**ক্লেমেণ্ট**, ২৩শে নভেম্বর

**কোস্মাস** ও দামিয়ান, ২৬শে সেপ্টেম্বর

**খার্বেল** মাখলুফ, ২৪শে জুলাই

**খ্রিষ্টফার** মাগালানেস, ২১শে মে

**গাব্রিয়েল**, মিখায়েল ও রাফায়েল,২৯শে সেপ্টেম্বর

**গারট্রুড**, ১৬শে নভেম্বর

মহাপ্রাণ **গ্রেগরি**, ৩রা সেপ্টেম্বর

নাজিয়াঞ্জুসের **গ্রেগরি** ও মহাপ্রাণ বাসিল, ২রা জানুয়ারী

নিসার **গ্রেগরি**, ১০ই জানুয়ারী

সপ্তম **গ্রেগরি**, ২৫শে মে

**চার্লস** বরমেয়ো, ৪ঠা নভেম্বর

**চার্লস** লুয়াঙ্গা, ৩রা জুন

**কিপ্রিয়ানুস** ও কর্নেলিউস, ১৬ই সেপ্টেম্বর

**চেচিলিয়া**, ২২শে নভেম্বর

**জন** ইউডিস, ১৯শে আগষ্ট

কাপেস্ত্রানোর **জন**, ২৩শে আগষ্ট

কেন্তির **জন**, ২৩শে ডিসেম্বর

ক্রুশভক্ত **জন**, ১৪ই ডিসেম্বর

**জন** খ্রিসোস্তমোস, ১৩ই সেপ্টেম্বর

**জন** গুয়ালবের্ট, ১২ই জুলাই

দামাস্কের **জন**, ৪ঠা ডিসেম্বর

দেবদাস **জন**, ৮ই মার্চ

**জন** দ্য ব্রেবাফ ও ইস্‌হাক যোগ, ১৯শে অক্টোবর

ত্রয়োবিংশ **জন**, ১১ই অক্টোবর

প্রথম **জন**, ১৮ই মে

**জন** লেওনার্দি, ৯ই অক্টোবর

**জন দিয়েগো** কুয়াউহ্‌ৎলাতোয়াৎজিন, ৯ই ডিসেম্বর

দ্বিতীয় **জন-পল**, ২২শে অক্টোবর

**জন** ফিশার ও টমার মোর, ২২শে জুন

**জন** বস্কো, ৩১শে জানুয়ারী

**জন বাপ্তিষ্ট** দ্য লা সাল, ৭ই এপ্রিল

**জন-মেরী** ভিয়ানে, ৪ঠা আগষ্ট

**জর্জ**, ২৩শে এপ্রিল

**জেন-ফ্রান্সিস্কা** দ্য শাঁতাল, ১২ই আগষ্ট

আকুইনোর **টমাস**, ২৮শে জানুয়ারী

**টমাস** বেকেট, ২৯শে ডিসেম্বর

**টমাস** মোর ও জন ফিসার, ২২শে জুন

**ডেনিস**, ৯ই অক্টোবর

**তিমথি** ও তীত, ২৭শে জানুয়ারী

**তীত** ও তিমথি, ২৭শে জানুয়ারী

**তুরিবিয়াস** দ্য মন্গ্রভেজো, ২৩শে মার্চ

আভিলার **তেরেজা**, ১৫ই অক্টোবর

বালক যিশু-ভক্তা **তেরেজা**, ১লা অক্টোবর

ক্রুশভক্তা **তেরেজা বেনেডিক্টা**, ৯ই আগষ্ট

স্তুদিওর **থেওদরস**, ১২ই নভেম্বর

**থোমাস**, ৩রা জুলাই

**দমিনিক**, ৮ই আগষ্ট

**দামাসুস**, ১১ই ডিসেম্বর

**দামিয়ান** ও কোস্মাস, ২৬শে সেপ্টেম্বর

**নরবার্ট**, ৬ই জুন

**নিকোলাস**, ৬ই ডিসেম্বর

নিরপরাধী পবিত্র **শিশুগণ**, ২৮শে ডিসেম্বর

**নেরেউস** ও আখিলেউস, ১২ই মে

**পন্তিয়ানুস** ও হিপ্পলিতুস, ১৩ই আগষ্ট

**পরলোকগত** ভক্তবৃন্দ, ২রা নভেম্বর

**পল**

খ্রিষ্টবিশ্বাস-জাগরণ, ২৫ই জানুয়ারী

মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ, ১৮ই নভেম্বর

মহাপর্ব, ২৯শে জুন

**পল চং** হাসাং ও আন্দ্রিয় কিম তায়েগং, ২০শে সেপ্টেম্বর

ক্রুশভক্ত **পল**, ১৯শে অক্টোবর

**পল** মিকি, ৬ই ফেব্রুয়ারী

**পলিকার্প**, ২৩শে ফেব্রুয়ারী

নোলার **পাউলিনুস**, ২২শে জুন

**পাখোমিওস**, ১৫ই মে

**পাট্রিক**, ১৭ই মার্চ

**পানক্রাস**, ১২ই মে

পিয়েত্রেল্চিনার **পিউস**, ২৩শে সেপ্টেম্বর

দশম **পিউস**, ২১শে আগষ্ট

পঞ্চম **পিউস**, ৩০শে এপ্রিল

**পিতর**

ধর্মাসন, ২২শে ফেব্রুয়ারী

মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ, ১৮ই নভেম্বর

মহাপর্ব, ২৯শে জুন

**পিতর** ও মার্কেলিনুস, ২রা জুন

**পিতর**, অদো, মাইওলুস, অদিলো ও হুগো, ১১ই মে

**পিতর** কানিসিউস, ২১শে ডিসেম্বর

**পিতর** ক্লাভের, ৯ই সেপ্টেম্বর

**পিতর** খ্রিসোলোগোস, ৩০শে জুলাই

**পিতর** চেলেস্তিনুস, ১৯শে মে

**পিতর** জুলিয়ান এইমার্ড, ২রা আগষ্ট

**পিতর** দামিয়ান, ২১শে ফেব্রুয়ারী

**পিতর** শানেল, ২৮শে এপ্রিল

**পের্পেতুয়া** ও ফেলিচিতা, ৭ই মার্চ

**প্লাচিদুস** ও মাউরুস, ১৫ জানুয়ারী

**ফাউস্তিনা** কভাল্স্কা, ৫ই অক্টোবর

**ফাবিয়ান**, ২০শে জানুয়ারী

সিগমারিঙ্গেনের **ফিদেলিস**, ২৪শে এপ্রিল

**ফিলিপ** ও যাকোব, ৩রা মে

**ফিলিপ** নেরি, ২৬শে মে

**ফেলিচিতা** ও পের্পেতুয়া, ৭ই মার্চ

আসিসির **ফ্রান্সিস**, ৪ঠা অক্টোবর

**ফ্রান্সিস** জেভিয়ার, ৩রা ডিসেম্বর

**ফ্রান্সিস** দ্য সাল, ২৪শে জানুয়ারী

পাওলার **ফ্রান্সিস**, ২রা এপ্রিল

**ফ্রান্সিস্কা** রোমানা, ৯ই মার্চ

**বনাভেন্তুরা**, ১৫ই জুলাই

**বনিফাস**, ৫ই জুন

সিয়েনার **বার্নাডিন**, ২০শে মে

**বার্থলমেয়**, ২৪শে আগষ্ট

**বার্নাবাস**, ১১ই জুন

**বার্নার্ড**, ২০শে আগষ্ট

**বার্নার্ড** দ্য তলমেই, ১৯শে আগষ্ট

**বাসিল** ও নাজিয়াঞ্জুসের গ্রেগরি, ২রা জানুয়ারী

**বীড**, ২৫শে মে

**বেনেডিক্ট**

- উত্তরণ, ২১শে মার্চ
- মহাপর্ব, ১১ই জুলাই

আনিয়ানের **বেনেডিক্ট**, ১১ই ফেব্রুয়ারী

**ব্রিজিতা**, ২৩শে জুলাই

**ব্রুনো**, ৬ই অক্টোবর

**ব্লেস**, ৩রা ফেব্রুয়ারী

**ভিনসেণ্ট**, ২২শে জানুয়ারী

**ভিনসেণ্ট** দ্য পল, ২৭শে সেপ্টেম্বর

**ভিনসেণ্ট** ফেরের, ৫ই এপ্রিল

**ভেন্সেস্লাস**, ২৮শে সেপ্টেম্বর

**মণিকা**, ২৭শে আগষ্ট

**মথি**, ২১শে সেপ্টেম্বর

**মাইওলুস**, অদো, অদিলো, হুগো ও পিতর, ১১ই মে

**মাউরুস** ও প্লাচিদুস, ১৫ জানুয়ারী

**মাক্সিমিলিয়ান** মারীয়া কলবে, ১৪শে আগষ্ট

**মাথিয়াস**, ১৪ই মে

**মারীয়া**, ধন্যা কুমারী

- অমলোদ্ভবা, ৮ই ডিসেম্বর
- ঈশ্বরজননী, ১লা জানুয়ারী
- কার্মেল রানী মারীয়া, ১৬ই জুলাই
- গুয়াদালুপে তীর্থের, ১২ই ডিসেম্বর
- জন্মতিথি, ৮ই সেপ্টেম্বর
- জপমালা রানী, ৭ই অক্টোবর
- নির্মলহৃদয়া
- পবিত্রতম নাম, ১২ই সেপ্টেম্বর
- ‘পবিত্রা মারীয়া’ মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ, ৫ই আগষ্ট
- ফাতিমা তীর্থের, ১৩ই মে
- বিশ্বরানী, ২২শে আগষ্ট
- মণ্ডলীর মাতা
- মন্দিরে বালিকা মারীয়াকে উপস্থাপন, ২১শে নভেম্বর
- লরেতো তীর্থের, ১০ই ডিসেম্বর

লুর্দ তীর্থের, ১১ই ফেব্রুয়ারী

শুভ সাক্ষাৎ, ৩১শে মে

শোকার্ত জননী, ১৫ই সেপ্টেম্বর

স্বর্গোন্নয়ন, ১৫ই আগষ্ট

**মারীয়া** গরেত্তি, ৬ই জুলাই

**মারীয়া** মাগ্দালেনা, ২২শে জুলাই

**মারীয়া মাগ্দালেনা** দ্য পাজ্জি, ২৫শে মে

**মারীয়াসেবক** সঙ্ঘের সপ্ত সাধু প্রতিষ্ঠাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী

**মার্ক**, ২৫শে এপ্রিল

**মার্কেলিনুস** ও পিতর, ২রা জুন

স্কটল্যান্ডের **মার্গারেট**, ১৭ই নভেম্বর

**মার্গারেট** মেরী আলাকক,১৬ই অক্টোবর

তুরের **মার্টিন**, ১১ই নভেম্বর

প্রথম **মার্টিন**, ১৩ই এপ্রিল

**মার্টিন** দ্য পরেস, ৩রা নভেম্বর

**মার্থা**, ২৯শে জুলাই

**মিখায়েল**, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, ২৯শে সেপ্টেম্বর

**মেখতিল্ডা**, ১৯শে নভেম্বর

**মেথোদিউস**, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

**যাকোব** ও ফিলিপ, ৩রা মে

**যাকোব**, ২৫শে জুলাই

**যানুয়ারিউস**, ১৯শে সেপ্টেম্বর

**যিশু**

পবিত্র ক্রুশ উত্তোলন, ১৪ই সেপ্টেম্বর

পবিত্রতম নাম, ৩রা জানুয়ারী
প্রভুর দিব্য রূপান্তর, ৬ই আগষ্ট
প্রভুর আগমন সংবাদ, ২৫শে মার্চ
মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন, ২রা ফেব্রুয়ারী
লাতেরান মহাগির্জা উৎসর্গীকরণ, ৯ই নভেম্বর
**যুদা** ও শিমোন, ২৮শে অক্টোবর
**যেরোম**, ৩০শে সেপ্টেম্বর
**যেরোম** এমিলিয়ান, ৮ই ফেব্রুয়ারী
**যোয়াকিম** ও আন্না, ২৬শে জুলাই
**যোশাফাৎ**, ১২ই নভেম্বর
**যোসেফ**
আদর্শ কর্মী, ১লা মে
মহাপর্ব, ১৯শে মার্চ
**যোসেফ** কালাসাঞ্জ, ২৫শে আগষ্ট
**যোসেফ বেনেডিক্ট** দুসমে, ২৫শে সেপ্টেম্বর
**যোসেফিন** বাখিতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী
প্রেরিতদূত **যোহন**, ২৭শে ডিসেম্বর
বাপ্তিস্মদাতা **যোহন**
জন্মতিথি, ২৪শে জুন
সাক্ষ্যমরণ, ২৯শে আগষ্ট

**রক্ষীদূতবৃন্দ**, ২রা অক্টোবর
**রবার্ট**, আলবারিক ও স্তেফান, ২৬শে জানুয়ারী
**রবার্ট** বেলার্মিন, ১৭ই সেপ্টেম্বর
**রমুয়াল্ড**, ১৯শে জুন

**রাফায়েল**, মিখায়েল ও গাব্রিয়েল, ২৯শে সেপ্টেম্বর

কাশার **রীতা**, ২২শে মে

**রেমণ্ড** দ্য পেনাফর্ট, ৭ই জানুয়ারী

লিমার **রোজী**, ২৩শে আগষ্ট

**লরেন্স**, ১০ই আগষ্ট

ব্রিন্দিসির **লরেন্স**, ২১শে জুলাই

**লরেন্স** রুইজ, ২৮শে সেপ্টেম্বর

**লিও**, ১০ই নভেম্বর

**লুইস**, ২৫শে আগষ্ট

**লুইস মারীয়া** গ্রিনিওঁ দ্য মন্টফোর্ট, ২৮শে এপ্রিল

**লুক**, ১৮ই অক্টোবর

**লুসী**, ১৩ই ডিসেম্বর

**শিমোন** ও যুদা, ২৮শে অক্টোবর

রোম মণ্ডলীর প্রথম **সাক্ষ্যমরবৃন্দ**, ৩০শে জুন

নিখিল **সাধুসাধ্বী**, ১লা নভেম্বর

**সাবা**, ৫ই ডিসেম্বর

দ্বিতীয় **সিক্সতুস**, ৭ই আগষ্ট

আলেক্সান্দ্রিয়ার **সিরিল**, ২৭শে জুন

যেরুশালেমের **সিরিল**, ১৮ই মার্চ

মঠাশ্রমী **সিরিল**, ১৪ই ফেব্রুয়ারী

মঠাধ্যক্ষ **সিলভেস্তার**, ২৬শে নভেম্বর

প্রথম **সিলভেস্তার**, ৩১শে ডিসেম্বর

**সেবাস্তিন**, ২০শে জানুয়ারী

**স্কলাস্তিকা**, ১০ই ফেব্রুয়ারী

**স্তানিস্লাস**, ১১ই এপ্রিল

**স্তেফান**, ২৬শে ডিসেম্বর

**স্তেফান**, রবার্ট ও আলবারিক, ২৬শে জানুয়ারী

হাঙ্গেরীর **স্তেফান**, ১৬ই আগষ্ট

**হিপ্পলিতুস** ও পন্তিয়ানুস, ১৩ই আগষ্ট

**হিলারিউস**, ১৩ই জানুয়ারী

**হুগো**, অদো, মাইওলুস, অদিলো ও পিতর, ১১ই মে

**হেডুইগ**, ১৬ই অক্টোবর

**হেনরি**, ১৩ই জুলাই